

শ্রীশ্রীগৌরনিষ্ঠাযানন্দো ভবতঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

আদিপ্রগু-মূল

শ্রীমদব্যাসাবতার আদি-মহাকবি পুজ্যপাদ

শ্রীশ্রীমদ্রন্দাবনদাস-ঠাকুর-

বিরচিত

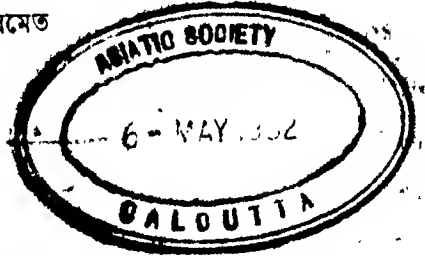
কলিযুগপাবন-স্বভজনবিভজনপ্রয়োজনাবতারি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদ্বার-সবদাযত্নদাযত্নবর-
পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য-শ্রীরূপানুগবর্ষ্য শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিঠাকুর-কৃত

শ্রীস্বরূপ-রূপ-বিরোধি-সকল-কুসিদ্ধান্ত-নিরাসপূর

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য-সমেত

দ্বিতীয়-সংস্করণ



শ্রীঅনন্তবাসুদেব ব্রহ্মচারী বিজ্ঞাভূষণ বি, এ-কর্তৃক কলিকাতা ২৪৩২ নং আপার

মার্কেটলার রোডস্থিত গৌড়ীয়-প্রিন্টিং-ওয়ার্কস-য়সে মুদ্রিত ও কলিকাতা

১নং উল্টাডিকি জংসন রোডস্থিত শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

পদ্মনাভ, ৪৪২ গৌরান্দ

আদিখণ্ডের অধ্যায়-সূচী

| অধ্যায় | বর্ণিত বিষয় | পৃ |
|----------|---|------|
| প্রথম | গৌরলীলা-সূত্র | ২ |
| দ্বিতীয় | প্রভুর জন্ম | ৫১ |
| তৃতীয় | প্রভুর কোষ্ঠীগণন | ৯২ |
| চতুর্থ | প্রভুর নামকরণ-বালচরিত-চৌরাপহরণ | ১০০- |
| পঞ্চম | তৈথিক-বিপ্রামভোজন | ১১২- |
| ষষ্ঠ | প্রভুর বিষ্ণুরস্ত ও বালচাপলা | ১২৫- |
| সপ্তম | ত্রিবিধরূপ-সম্বাস | ১৩৫ |
| অষ্টম | মিশ্রের পরলোকগমন | ১৫৫- |
| নবম | ত্রিনিত্যানন্দের বাল্যলীলা-তীর্থযাত্রা | ১৭৫- |
| দশম | ত্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-পরিণয় | ১৯৮ |
| একাদশ | ত্রীমদীশ্বরপুরী-মিলন | ২০৮ |
| দ্বাদশ | প্রভুর মগর-ভ্রমণ | ২২৬ |
| ত্রয়োদশ | দিধিভয়-পরাজয় | ২৫১ |
| চতুর্দশ | প্রভুর বঙ্গদেশ-বিজয় ও লক্ষ্মীদেবীর তিরোধান | ২৭৪ |
| পঞ্চদশ | ত্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-পরিণয় | ৩১২- |
| ষোড়শ | ত্রীহরিদাস-মহিমা | ৩৩০ |
| সপ্তদশ | প্রভুর গঙ্গা-স্নান | ৩৭৭ |

ঠাকুরের জীবনী

বর্ধমান-জেলায় পূর্বাংশে পূর্ণহুলী-পানার অন্তর্গত মামগাছী-নামে একটি প্রাচীন পরগণা অথবা বর্তমান আছে। এই মামগাছী-গ্রামকে প্রাচীনগণ এবং ভক্তিরত্নাকরের লেখক নবদ্বীপের অন্তর্গত মোদ্রম-দ্বীপ বলিয়া নির্দেশ করেন। মামগাছী-গ্রামের প্রান্তদেশেই ভাগীরথী প্রবহমান। এই গ্রামে এখনও ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবনদাসের সেবা শ্রীগৌরনিত্যানন্দের শ্রীমস্তির নিত্যপূজা সাধিত হইতেছে। কথিত হয় যে, ঠাকুর বৃন্দাবন এই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। আজও বৃন্দাবনদাসের বাল্যকালের বিচরণভূমি বলিয়া ঠাকুর মহাশয়ের বাড়ীটি নির্দিষ্ট হয়।

শ্রীবাসপত্নী মালিনী দেবীর মামগাছী-গ্রামে পিতৃালয় ছিল। শ্রীনবদ্বীপ-নগরের শ্রীগৌরানন্দদেবের প্রিয়ভক্ত শ্রীবাসপত্নী মালিনী দেবীর শ্রীবাসপতিভেব নাভূষিত্রী শ্রীনারায়ণী দেবীর মামগাছী-গ্রামে বিবাহ হয়। মালিনী শেব-পিত্রালে শ্রীনারায়ণীর বয়সে স্বীয় পিত্রালে আসিয়া বাস করেন। ঐ বংশের কাহারও সত্তিত নারায়ণী দেবীর বিবাহ হয়। শ্রীনারায়ণীর গর্ভেই শ্রীবৃন্দাবনদাস জন্মগ্রহণ করেন।

শিশুকালেই ঠাকুরের পিতৃবিয়োগ হওয়ায় এবং পিতাঠাকুর মহাশয় শ্রীভগবান চৈতন্যচন্দ্রের সেবা-নিরত হইবার পূর্বেই দেহত্যাগ কবায় তাঁহার কথা বিশেষভাবে কোথাও উল্লিখিত হয় নাই। কেহ কেহ বলেন, তিনি সর্বতোভাবে হরিপাদপদ্ম আশ্রয় না করায় পিতৃবংশের পরিচয়ে শ্রীবৃন্দাবনদাসের পরিচয় হয় নাই।

আজও শ্রীবাসপত্নী মালিনীর ভিটাস্থিত শ্রীবৃন্দাবনদাস প্রতিষ্ঠিত শ্রীগৌরনিত্যানন্দ-শ্রীবিগ্রহ স্থানান্তরিত শ্রীবৃন্দাবনের প্রতিষ্ঠিত সেবা হইয়া যথাবিধি সেবিত হইলেও সেবাটি তাদৃশ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ও উজ্জ্বল নাই।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয় অনেক সময় দেখুড়েই ছিলেন। শ্রীঠাকুর মহাশয়ের সংসার-পরিগ্রহের কোন কথা আমরা শুনিতে পাই নাই। তিনি চারিটা শিশুর মধ্যে শ্রীরামহরি-নামক একটী উত্তর-রাষ্ট্রীয় কায়স্থকুলোদ্ভূত ব্যক্তিকে স্বীয় দেখুড়াস্থিত সম্পত্তিসমূহের উত্তরস্বিকারী করিয়া যান। তাঁহার বংশধরগণই এখনও শ্রীঠাকুর মহাশয়ের দেখুড়পাট-বাড়ীতে অধিবাস করিয়া সেবা নির্বাহ করিয়া আসিতেছেন। রামহরি স্বয়ং সংস্কারসম্পন্ন হইয়া দীক্ষিত হইলেও কালপ্রভাবে অবৈজ্ঞানিক দার্শন্যের প্রাবল্যে তদীয় অধস্তনগণ কয়েক পুরুষ হইতে দার্শন্যশাসনের অস্বত্ব হইয়া সামাজিক সদাচার পরিভ্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের পিতৃকুলের অধিক পরিচয় না পাওয়া গেলেও তিনি রাষ্ট্রীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, জানা যায়। মাতৃকুল শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের একান্ত আশ্রিত এবং সর্বপ্রধান গৃহস্থ-বৈষ্ণব বলিয়া সেই পরিচয়েই তিনি বৈষ্ণবজগতে ও গোড়ীর সাহিত্যিক-সমাজে পরিচিত।

নারায়ণী—চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট-ভাজন ।
 তাঁ'র কি অঙ্কিত চৈতন্যচরিত-বর্ণন ।
 বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্য-মঙ্গল ।
 স্তত্র করি' সব লীলা করিল গ্রহন ।
 বিস্তার দেখিয়া কিছু সঙ্কোচ হৈল মন ।
 নিত্যানন্দ-লীলা-বর্ণনে হইল আবেশ ।
 বৃন্দাবন দাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান ।
 চৈতন্য-লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস ।

বৃন্দাবনদাস—নারায়ণীর নন্দন ।
 ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস ।

চৈতন্য-লীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন ।

চৈতন্যলীলার ব্যাস—দাস বৃন্দাবন ।
 ভক্তি করি' শিরে ধরি' তাহার চরণ ।

সহজে বিচিত্র মধুর চৈতন্য-বিশ্বাব ।
 এ সকল লীলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ।
 অতএব তাহা বর্ণিলে হয় পুনরুক্তি
 চৈতন্যমঙ্গলে যাহা করিল বর্ণন ।
 তাঁ'র স্তত্রে আছে তি'হ না কৈল বর্ণন ।
 অতএব তাঁ'র পায়ে করি নমস্কাব ।

বৃন্দাবন দাস প্রথম যে লীলা বর্ণিল ।
 তাঁ'র তাত্ত্ব 'অবশেষ' সংক্ষেপে কহিল ।
 নিত্যানন্দ-রূপাপাত্র—বৃন্দাবনদাস ।
 তাঁ'র আগে যতপি সব লীলার ভাণ্ডার ।
 যে কিছু বর্ণিলুঁ, সেই সংক্ষেপ করিয়া ।
 চৈতন্যমঙ্গলে তেঁহো লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ।
 সংক্ষেপে কহিলুঁ বিস্তার না যায় কখনে ।
 চৈতন্যমঙ্গলে ইহা লিখিয়াছে স্থানে স্থানে ।
 চৈতন্যলীলামৃত সিদ্ধ—হুফা—সিদ্ধান ।
 তাঁ'র ঝারী-শেষামৃত কিছু ধোরে দিলা ।

তাঁ'র গর্ভে জন্মিলা শ্রীদাস বৃন্দাবন ॥
 বাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥
 তাহাতে চৈতন্য-লীলা বর্ণিল সকল ॥
 পাছে বিস্তারিয়া তাহার কৈল বিবরণ ॥
 স্তত্রধৃত কোন লীলা না কৈল বর্ণন ॥
 চৈতন্যের শেষ লীলা রহিল অবশেষ ॥
 তাঁ'র আজ্ঞা লৈয়া লিখি যাহাতে কল্যাণ ॥
 তাঁ'র রূপা বিনা অজ্ঞে না হয় প্রকাশ ॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি ৮ম

চৈতন্যমঙ্গল যি'হো করিল রচন ॥
 চৈতন্য লীলাতে ব্যাস—বৃন্দাবনদাস ॥ (ঐ আদি ১১শ
 মধুর করিলা লীলা কবিতা রচন ॥ (ঐ আদি ১৩শ
 তাঁ'র আজ্ঞায় করে। তাঁ'র উচ্ছিষ্ট চরণ ॥
 শেষলীলার স্তত্র ইবে করিয়ে বর্ণন ॥ (ঐ মধ্য ১ম
 বৃন্দাবনদাস-মুখে অমৃতের ধার ॥
 বিস্তারি' বর্ণিয়াছেন উত্তম বর্ণন ॥
 দস্ত করি' বর্ণি যদি নাহি তৈছে শক্তি ॥
 স্তত্ররূপে সেই লীলা করিয়ে হচন ॥
 যথা কথঞ্চিৎ করি সে লীলা কখন ॥
 তাঁ'র পায় অপরাধ না হউক্ তামার ॥ (ঐ মধ্য ৪র্থ
 সেইসব লীলার আমি স্তত্রমাত্র কৈল ॥
 লীলার বাহুল্যে গ্রন্থ তথাপি বাড়িল ॥
 চৈতন্যলীলায় তেঁহো হয়ে আদিব্যাস ॥
 তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥
 লিখিতে না পারেন তবু রাখিয়াছেন লিখিয়া ॥
 সেই বচন শুন সেই পরম-প্রমাণে ॥
 বিস্তারিয়া বেদব্যাস করিলা বর্ণনে ॥
 সত্য কহেন আগে ব্যাস করিলা বর্ণনে ॥
 তৃষ্ণারূপ ঝারী ভরি' তি'হো কৈল পান ॥
 তু তেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা ॥ (ঐ অন্ত্য ২০শ

অকিঞ্চন
 শ্রীসিদ্ধাস্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগোরাঙ্গো জয়ত:

গৌড়ীয়ভাষ্য-ভূমিকা

পরিদৃষ্টমান্ জগতে বহিরাবরণের অন্তর্ভুক্ত অন্তর্গামী পরিচয়ে সেব্যসেবক-ভাবের বিচার মনোবিগণের আলোচ্য। যেখানে সেব্যসেবক-ভাবের অভাব, সেইখানেই অন্তর্গামী বস্তুসংখ্যার পরিবর্তে এক সংখ্যাব উল্লেখ।

অন্তর্গামীতে ত্রিপুটবিনষ্ট
বহিরাবরণের হেয়তার
আরোপ অশ্রোত

একের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্য বস্তুশক্তির বিভিন্ন অধিষ্ঠান জ্ঞাপন করে। যাহারা এই কথা বিলোপ করিবার বাসনায় বহিরাবরণের বিচারমুক্ত হইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাদের একত্রে স্বগত-সজ্জাতীয়বিজাতীয়-ভেদ-রাহিত্য প্রবল। যাহারা বহিরাবরণের বিচার-প্রণালী বদৌর্লভ্য অন্তর্গামীতে আরোপ করিতে প্রস্তুত নহেন, তাহারা সেই বস্তুকে আধ্যাত্মিকের অন্তর্গত জ্ঞানেব পরিবর্তে 'অধোক্ষজ'-সংজ্ঞায় নির্দেশ করেন। বিচিত্র চিন্ময়-বিলাসকে অচিদ্বিলাসের সমশ্রেণীস্থ করিয়া যে কুবিচাৰ উদ্ভাবিত হয়, সেই বিচারে ভক্তির নিত্য-অস্বীকৃত। অধোক্ষজবস্তুতে কৃষ্ণ-কাম-বিশ্বাস নিত্য-বসবিচিত্রতা উৎপাদন করে বলিয়াই বহিরাবরণে তাহার নথর প্রতীতি বদ্ধজীবের আধ্যাত্মিক-জ্ঞানেব বিষয়রূপে পরিণত হইয়াছে। জ্ঞানসংহারকাৰী আধ্যাত্মিক-জনগণ অন্তর্গামী-বিচারে যে ত্রিপুটী বিনষ্ট বহিরাবরণেব হেয়তা আরোপ করেন, তাহা শ্রুতিশাস্ত্র ও শ্রোতপণাবলম্বী মনোবিগণ অন্তর্মোদন করেন না।

অন্তর্গামী-নিরূপণে জড়া প্রকৃতি আধ্যাত্মিকের নিকট 'অব্যক্ত' নামক বিচার আবাহন কবে। আবার, কেবল চিন্মাত্র-বিচারে আবৃত্ত্যবস্তুর বহিঃস্বয়ং অচিদ্বিজ্জিয়-কায়ত বলিয়া তাড়ন চিন্তা-স্রোতের তাণ্ডবনৃত্য দেখা যায়। স্পেনোজা, সপেনডয়ার, হোগেল প্রভৃতি মনোবিবৃদ বহিরাবরণের বিচার-প্রণালীকে যেকোন বিচিত্রতাহীন অন্তর্গামীতে পরিণত করেন, আমাদের দেশেও আচাৰী শঙ্কর প্রভৃতি মনোবিবৃদ বচপুর্কে সেইরূপ চিন্তা-স্রোতের বত স্তাবকসম্প্রদায় রাখিয়া গিয়াছেন। ইহারা সকলেই পরিদৃষ্টমান জগতে বহিরাবরণের বিচিত্রতা ও অন্তর্গত দেহীকে একত্রে নির্দেশ করেন। পুরুষোত্তম-বিচার প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের জ্ঞাপক হওয়ায় অসম্পূর্ণ ধারণা অন্তর্গামীতেও অভেদবাদ আনয়ন কবে। 'দ্বা উপর্গা' প্রভৃতি শ্রুতিমত যে অন্তর্গামীতেব কথা বলেন, তাহা বহিরাবরণ-মুগ্ধ জনগণের অগৃহ্য-স্মি-বিধানকারী। কূটস্থ-চৈতন্তের বিচারে বিচিত্রতার পরিবর্তে জড়বিরাগ আসিয়া উহাদের যে জাড়া উৎপাদন করায়, তাহাতে ক্রমশঃ উন্নত অভিযানে অক্ষর প্রতীতি স্থাপিত মাত্র। পুরুষোত্তম-বিচারে যেখানে অন্তর্গত অবস্থার কথা, সেখানেই অন্তর্গামীতে বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য আক্রান্ত হইয়াছে। পুরুষোত্তম-বিচারে ত্রক্ষের ক্লীবক নিরূপণে আবদ্ধ না থাকিয়া যখন চিৎ, অচিৎ ও স্মর প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য-দর্শনে লক্ষিত হয়, তখনই চিদচিচ্ছক্তি বিচার নিঃশক্তিক ক্লীব-বিচারকে নির্মমভাবে আঘাত করে; তখনই জড়ের একদেশ-দৃষ্টিতে দোহ্যমান ধর্ম প্রতীয়মান হয়। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ তাহাদের সেবক, সিংহাসনাদি বস্তুসমূহ অন্তর্গামী ভূমিকায় আসিয়া উপস্থিত হয় এবং তাহার প্রতিভূ একদেশ-দৃষ্টি যখন বহিরাবরণ-ধর্ম লইয়া অর্জা-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনই নৈমিত্তিক বিচার আসিয়া, পুরুষোত্তম-বিচারে বৈভবস্তরের প্রতীতি করায়। পরে নিমিত্ত-বৈভবের অন্তর্গামী-সূত্রে বাহ-বিচার ও তদন্তর্গামী-সূত্রে পরন্ত-বিচার পুরুষোত্তম-বিচারের

সুদৃষ্টতা উৎপাদন করায়। এই পরতত্ত্ব-প্রতীতি তত্ত্ববিচাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় অতন্নিবন্ধ আধ্যাত্মিক প্রতীতি-মাত্র নহে।

তদ্বস্তুর অন্তঃসন্ধানে আমরা বহু আচার্য্য, শাস্ত্র, মনীষিগণের বিবদমান বাক্যসমূহ শ্রবণ করিয়া তদ্বাদে স্থির পাকিতে পারি না। উপদেশক আচার্য্য উপদিষ্ট শ্রোতৃবর্গের ঢলঢলতা বিচাব করিয়া অনেক কথ্য অভিব্যক্ত কবিত্তে স্রবোগ পান না। কেহ বা ক্রিয়ৎপরিমাণ সেই সকল বিচারের ন্যূনাদিক স্বীকার মাত্র করিয়া মর্যাদা-পণেরই পুষ্টিবিধান করেন। মাধুর্য্যপুষ্টিব দিকে তাঁহাদের লক্ষ্য অন্ন হইয়া পড়ে।

পরমোত্তম বস্তু যেকালে রূপা-পবন হইয়া স্বীয় সর্বশক্তিমত্তা প্রভৃতি ঐশ্বর্য্যের উন্নতাত্ম্য প্রদর্শন করেন, সেকালে অনেকেই তাহা ধারণা করিতে অসমর্থ হইয়া আধ্যাত্মিক তাম বা জড়বিচাবে পতিত হন। মাধুর্য্যের স্থান ঐশ্বর্য্যের স্তানাপেক্ষা মাধুর্য্যতর ভূমিকায় অবস্থিত—এ কথা যাঁহাদের চিত্তে স্থান পায় না, তাঁহারা ‘ঐশ্বর্য্য’ ‘বৃহস্প’ প্রভৃতি মর্যাদা-পণের বিচারেই অবস্থিত হন।

ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের মূল-কারণ পুরুষোত্তম বস্তু যেকালে স্বীয় উদার্য্য-লীলা প্রকাশ করেন, সেই সময়েই তাঁহাব মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্য এবং তদাবৃত্ত পর্য়্যায়সমূহেব তাবতম্য নিরূপট জড়বিচাবমুক্ত ত্যাগ-ভোগ-বিচার রহিত সেবাপব পুরুষগণের আত্মপ্রতীতিলাভের ও আত্মরহিত বিচিত্রতা কেবলমাত্র উপলব্ধির বিষয় হয় না, পবন্য তাঁহাদের স্বরূপোপলব্ধিতে স্তূনিয়ম-দৃষ্টিতে নিত্য-বিলাস-বৈচিত্র্য্য লক্ষিত হয়।

সাধারণ শাস্ত্র ও তদাশ্রিত উপদেশকগণ বন্ধ-মুক্ত-বিচারের নিরূপাদিক বস্তু-বিজ্ঞানে যে সকল প্রসঙ্গ স্বরূপাশ্রয়ী তত্ত্ববিচাবের জনগণের নিকট উপস্থাপিত করিয়াছেন, তাঁহাতে উদার্য্যের ন্যূনাদিক অভাব পবিলক্ষিত হওয়ায় আমরা “শ্রীচৈতন্যভাগবত” নামক একখানি প্রাচীন গৌড়ভাষ্য লিখিত মতাকার্য্য পাঠ করিবার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিব। ভগবানের ঐশ্বর্য্যপব ও মাধুর্য্যপব বৈশিষ্ট্যের প্রচারক-রূপে যে উদার্য্যপরতা ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকারী জনগণের কল্যাণ উৎপাদন করিয়াছে, তাঁহাব একটু নমুনা আত্মাত্মের অন্তর্ভুক্ত হইলে জীবমানকেই দত্ত করিবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবত বঙ্গীয় সাহিত্যের সর্বপ্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া লেখক ‘আদিকবি’ আখ্যায় কিছুদিন হইতে ‘আদিকবি’—‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ পরিগণিত হইয়াছেন। এই লেখকের পূর্বে শ্রীলোচনদাসঠাকুর ‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’-নামক একটি পাঁচালি গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহাব পূর্বেও শ্রীগুণবাজ থা বা মালাধর বসু ‘শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়’ নামে বঙ্গীয় বিবিধভন্দে রচিত আব একখানি গ্রন্থে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন করিয়াছেন। সুতরাং এই গ্রন্থখানি বঙ্গভাষায় লিখিত “তৃতীয় সাহিত্য” বা স্তম্ভ সাহিত্যের আদিকার্য্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে। এই গ্রন্থ জড়কাব্য-গ্রন্থ মাত্র নহে বা প্রাকৃত-সাহিত্যিকের মনোহ ভীষ্টপূরণকারী নহে।

অদূরদর্শী সাহিত্যিক সমাজ অবিম্বাধিকারিত-বশে গ্রন্থোক্ত বর্ণন বিষয়ে সঙ্গ-ভাবে অধিকার লাভ না করিলে তাঁহারা ইহার আদর কবিত্তে পারি না। অজ্ঞানান্ধকার যেকাল পশ্যন্ত তাঁহাদের অন্ধিগোলোকে দৃশ্যরাজ্য প্রদর্শন করিবার স্তম্ভভার গ্রহণ না করিবে, তৎকালাবধি তাঁহাদের সৌভাগ্যোদয়ের বিষয় মনীষিগণের সংশয় থাকিবে। ভগবদভক্তি স্বরূপোপলব্ধির অভাবে ব্যক্তিবিশেষে জ্ঞানসাহিত্যের নামে অহংগ্রাহ্যোপাসনায় কুরুট ভোগপরতাব প্রবণবস্থা-তাড়িত চঞ্চলাবস্থা তাঁহাদের মঙ্গলের পথ রুদ্ধ করিবে। কাব্য-প্রতীতিতে শুদ্ধ নিত্য পূর্ণমুক্ত অবস্থিত জীবের নিত্য চৈতন্যভক্তি বা গৌরভক্তি আনয়ন

প্রিয়। শ্রীচৈতন্যদাসের এই স্বকপোপলব্ধির অভাবে মায়াবদ্ধ জীবের অচিহ্নগজ্জালের দলিবাশিষ মক্ষণ মাত্র, উহা উক্তিরাজ্যে বালচাপলা বলিয়া পরম গাষ্ট্র্যো মোহন-মাদনাদি-ভাবেব বৈশিষ্ট্য লক্ষীকৃত হয় না। স্ততরাং পরম মূঢ় গৌরভক্তগণের পদাশ্রয় ব্যতীত শ্রীচৈতন্যভাগবতে প্রবেশ লাভ কবিতা আশ্রয় নিত্যাধিষ্টান বৃত্তিতে পাবা যায় না। সেখানে জীবের বৈকুণ্ঠনাম-শ্রবণে, রূপ-শ্রবণে, গুণ-শ্রবণে, পরিকর-বৈশিষ্ট্যায়গতো ও গৌবলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ হয় না।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনদাস তদীয়-অনুগত শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামি-কব্ধক শ্রীবাসরূপে গৌবভক্তির প্রথম পন্থায়েব আচার্য্যের কাব্য করিয়াছেন। স্ততরাং বিশ্ববাসিগণের চিদবিলাস রাজ্যে ঠাকুর বৃন্দাবন গৌরভক্তির প্রথম গমনৈস্বপ্না প্রথমে মঠ ঐদায়া ভগবানেব চবণাশ্রয়োদেশে শ্রীবৃন্দাবনদাসেব স্ত্রীতলকর-পন্থায়েব আচায়া বিনিঃসৃত বাক্যসমূহে তাহাদেব নিত্যপ্রাপ্তনায় বিসয়ের অশুকণতা সাধন করিবে।

শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনী একপ স্তম্ভবল যে, অল্পভাষাভিহ্ন জনগণও ভগবদ্ভক্তির চম মিত্তান্ত ও পরিশুদ্ধমান জগতে শুদ্ধবৈষ্ণবেব সালোকাসাষ্টাদিবিদ্যারী পবিত্রত্ব অবস্থাব অত্যাশ্চর্য্য শোভা-দর্শনে জীবনকে দত্ত করিতে পারিবে। বৈষ্ণবেব পবিত্র সাবরণ জগতে সন্দোচ্চ শ্রেণীর অধিষ্ঠান বলিয়া ঠাকুর বৃন্দাবনের লেখনী যাহাদেব ভগবদবৈমুখ্য ও ভক্তবৈমুখ্যকপ ওক্তিমাত্র মঞ্চল, তাহাদেব সক্ষীর্ণ চিন্তাস্রোত অনন্তের দিকে প্রদাবিত হইবে, এই বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। ঠাকুর বৃন্দাবনের গ্রন্থ প্রতিপাত্ত বিষয়গুলিতে যাহারা জাগতিক অভিজ্ঞতাব স্তূতকল-যুক্তি পবিত্রত্ব কবিতা শ্রদ্ধা-বিশিষ্ট হইবেন, তাহারা ই ভক্তিরাজ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অখিলরসামৃতমুগ্ধি শ্রীকৃষ্ণজন্মনদের ঐদায়া-লীলাব নিত্যতা-সেবনমুখে তাৎকালিক মঙ্গল লাভ করিয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেব লীলা দ্বয়ে নিত্য প্রবিষ্ট থাকিবেন।

শ্রীচৈতন্যের পাদপদ্মে যাহাদেব ভাবোদয় হয় নাই, আসক্তি স্থান পায় নাই, কচির উন্মেষ নাই, নৈরন্তর্য্যভাবে সমগ্র অচৈতন্যজগৎকেব প্রতি ইতরপিপাসা বর্তমান, তাহাদেব নিত্য পুণ্যজ্ঞানানন্দময় বস্তুরাশায় বিনুততা আছে।

শ্রীচৈতন্যভাগবতকারের স্ততরাং ভগবৎসেবা ব্যতীত ইতর বস্তব ভোগাকর্ষণ তাহাদিগকে পহাশ্রুবে নিষ্ঠা, কচি, রূপা ও নান আসক্তি ও ভাবে অভিভূত করিয়া সাধু-বিনিগ্ধে ব্যাঘাত কবিয়াছে। যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের অনিত্য অন্তরান জংখ্যার বস্তুরে মৃগ্য পদার্থ বিচার থাকিবে, তৎকালাবধি মচ্ছিদানন্দ বস্তুর প্রতি স্বাভাবিক বিচক্ষা-বশে তাহাদেব অমঙ্গল ঘটিবে। ভোগপরি চিন্তের অসং ভাড়া-দ্বারা আলেয়ার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাবমান হইয়া শ্রদ্ধা-বিনুততার ফলে অসত্ত্বতা তাহাদিগকে শ্রীচৈতন্যপাদপদ্ম হইতে বিমুখ করাইয়া ইতর প্রলোভনে প্রলুপ্ত করিবে। শ্রীল ঠাকুর বৃন্দাবন সেই সকলের চিন্তবৃত্তির ধারণারূপ দর্পণ-ক্রিয়া ভোগমোক্ষ-ধুলিতে আচ্ছন্ন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণনামের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক উপদেষ্টা প্রেমময়বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের কপা জগতে দান এবং শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের বিজয়ভেরীকপে ইতরকথাকষি কর্ণের বাদিধ্য বিদূরীত করিয়াছেন।

শ্রেয়োবিজ্ঞানরহিত চেতনধর্ম্মের অসদ্বৃত্তি কৃষ্ণের প্রাধাত্য দিবার জন্তই সর্বদা ব্যগ্র। তজ্জন্তই তাহার আনন্দহনোপযোগী শলভের চিত্তবৃত্তি পাণ্ডুরাজি-বিজুক্তিত মলিন দর্পণের স্থান অধিকার করিয়াছে। তজ্জন্ত

সাংসারিক লোভনীয় বস্ত্রসমূহ আশা-বৈশ্বানরকে ক্রিয়ালীল করিবার জন্ত উদ্যত। অজ্ঞান-বশতঃ তাহারা জানেনা যে, চৈতন্যদেবে সেই জড়ভোগ বাসনার নির্দীপিত হইতে পারে। শ্রীগৌরবিহিত কৃষ্ণনামই সর্বোত্তমতা-বিচারে গৃহীত হইলে অধির ধ্বংসোদ্ভবী ক্রিয়া ক্ষীণ হইয়া পড়ে। কৃষ্ণকীর্তন-প্রভাবই স্বত্বপথে অখিলরসামৃতমুগ্ধি শ্রীকৃষ্ণ উদিত হইয়া ইতর আকর্ষণসমূহের কল্লতা প্রদর্শন করেন। প্রচণ্ড মার্কণ্ডের কিরণসহনশীলতা অপ্রয়োজনীয়-বিষয়-জ্ঞানে শ্রোত নামচক্রিকার সর্বোত্ত-

মতের উপলব্ধিতে স্নিগ্ধস্বপ্নাকরাংশ নিত্যমঙ্গল সাধন করিবে। অবিজ্ঞাব দ্বারা চালিত হইলে জীব মরণোন্মুখ হয়।
বিজ্ঞাপ্রভাবেই জীবের উত্তমা দিকে অভিযান ঘটে। সেই পরমোত্তমা বিজ্ঞা ঈশ্বার সহধর্মিণী, সেই নারীর সহিত নামশক্তির
অভেদবিচার কৃষ্ণকীর্তনের চৈতন্যদাত্তে অবস্থিত। সকলপ্রকার বর্ণাপবর্ণ-সাধনে বিধবাসী ভগবৎপ্রেমা বিজ্ঞাবদ্বারা পালি-
গ্রহণ করিয়াছেন।

সুতরাং জীবজন্মে শ্রীচৈতন্যদেয়ে কৃষ্ণকীর্তনের উৎস-সমূহ কীর্তনকারীর শ্রবণকাবার স্মারণী শক্তি উন্মোচিত
কীর্তনসাধনের প্রণয় ও কীর্তন- কবাইবে। তাহা আব অল্প কিছু নহে;—স্বাধীনসাব-সমবেতা শক্তির সাহায্য। তৎপ্রভাবকে
কারীর স্মারণশক্তির উদয়, ভক্তনৈশা চিত্ত জাগতিক ষড়ঋণের অসম্পূর্ণতা প্রভৃতি লক্ষ্য কবিয়া উহার আকর-স্থান
তাহাই স্বাধীনসাব-সমবেতা আনন্দ রত্নাকরের তরঙ্গে তরঙ্গায়িত হইতে পাকিবে। আব সেই ভক্তিরসামৃতসিদ্ধি-
শক্তির সাহায্য। প্রতিপদেই অভীষ্ট আশ্বাভ লাভে বিভোর হইবেন। কৃষ্ণেতব রসসমাহব আশ্বাদকরূপে
বারি পানানন্দিত চিত্ত প্রতাপদেই অভীষ্ট আশ্বাভ লাভে বিভোর হইবেন। কৃষ্ণেতব রসসমাহব আশ্বাদকরূপে
জীনাশায়কারী মৃত্যুকরূপে ভোগের ভবদাবায়ি আনন্দসমুদ্রে বিলীন হইয়া আশ্বাহাব হইবে। মোহন-মাদনাদি-
উৎসাহে অবস্থা অশ্লিষ্টভাবসমূহ নামভঞ্জন-প্রভাবে স্মৃতির বিষয় হইয়া আশ্বাদক কৃষ্ণেয় আশ্বাভ বস্তুরূপে
নিজাঙ্গুষ্ঠিত জানিতে পাবিলে যাবতীয় দুলিকঙ্করাদি বিবর্জিত স্বরূপে কৃষ্ণপীতিব অমৃতসাগরে নিমগ্ন হইবেন।
তখন আব “অনীশয়া শোচতি মহমানঃ” শ্রুতি প্রতিপাত্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়া “জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্তমৌশম” বিচাবে ধাবমান
হইবে না। শ্রীচৈতন্যদেয়ে বিজয়পতাকা কৃষ্ণ-সংকীর্তনই সর্বোপরি অমৃত হইয়া জীবের জন্মসংসারনে উপবেশনপূর্বক
বিচিত্র বিলাসময় শ্রীবৃন্দাবনের অশ্লিষ্টদায়োপ অখিলবসামৃতমুদ্রি রজজ্ঞানন্দনের সেবা লাভ করিবে। ধৃত ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন—
যিনি শ্রীচৈতন্যের অমৃতময়ী লীলাগাথাব স্তম্ভব সামগানে অজ্ঞাভিলাষী, কণ্ঠী, জ্ঞানীবি বিবর্ত-সমস্ত প্রশান্ত-মহাসাগরের
পাব করাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের রচিত গাথা হইতে আমরা জানিতে পাবি যে, যিনি সঙ্গকাবণকাবণ, অনাদি, আদি, গোবিন্দ,
শ্রীচৈতন্যলীলার বিচিত্র সেট সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কেবল অজ্ঞের সীমা পরিদি পবিত্রাগ্য কবিয়া অনজভূমিতেও অবজীর্ণ
শিক্ষা হইতে পারেন এবং শ্রীচৈতন্যরূপে উদ্ভিত হইয়া জীবজন্মেব অসম্পূর্ণ ভগবৎপীতিব অজ্ঞকে
বহু মানন কবিত্তে পদসৌজ্য লাভ কবিত্তে সমর্থ। যে শ্রীগৌরসুন্দর জড়ভোগতৎপর উচ্চাচ-
জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত ইঞ্জিয়পরায়ণ ভগবতের সৌখ্য শিখবদেশের স্তনিয় দেশে স্থাপিত অস্পৃশ্য, অশুচিত, পরিত্যক্ত ভাণ্ডাদিকে
শৈশবলীলায় সমজ্ঞান কবিত্তে শিখাইয়াছেন, সেই বৈরাগ্যের আদর্শ শিক্ষক শ্রীচৈতন্যদেবের লীলাকপা তদীয় জননীর
চিৎসবিশেষ-বিচাবেব মহিমা প্রচার কবিয়াছেন, সেই শ্রীঠাকুর বৃন্দাবন ভগবতের কিকপ মুখ শিক্ষক, তাহা লক্ষ্যল্যাণ
পাঠকগণ বিচার কবিবেন। উপযোগিতা-বিচার বিনষ্ট হইলেই সর্বতমের ক্রিয়া প্রবলা
ঠাকুর বৃন্দাবন ভগবতের ভয়, তাহাতেই রজোভূষণেব সংযোগে বিবর্তবাদাশ্রিত অহংগ্রহোপাসনারূপে মায়াবাদ।
উত্তম শিক্ষক উচ্চাচ জড়নিষ্কিণেশময় বিচার ভোগিজগৎকে স্তম্ভিত করিতে সমর্থ—এ বিষয়ে সন্দেহ
না থাকিলেও সঙ্গশক্তিমন্তায় শোকাভীত চমৎকারিতাব বিশেষ ধন্য নিবিশিষ্টকল্পনাকারী অন্তপাদেয় ধারণা স্বর্ধ
কবাইতে সমর্থ। জাগতিক ত্রিতাপে ক্লিষ্ট মনুষ্য জড়নিবিশেষে সসৌমতা পরিহার করিবার জন্ত বৈকুণ্ঠকে আক্রমণ
করিতে গিয়া নিজস্ব ধ্বংস-মানসে নিবিশেষে মাত্র কল্পনা করেন। উহাই তাহার নির্লুদ্ধিতার উপযুক্ত মহোষধ।
বাংসল্যরসের আশ্রয় বিগ্রহশচীনন্দন জননী-মুখে যে তত্ত্বের আবাহন করিয়াছেন, তাহাতে রজস্তমোবিধ্বংসী বিতুঙ্গস্ব
বস্তুদেবনন্দনের উপাসনায় উপাদান-সমূহের সহিত অনৈবেদ্য বস্তুর সমতা কখনও সমপর্যায়ে গণিত হইতে পারে না, ইহার
নিদর্শন প্রদত্ত হইয়াছে।

জাগতিক বিজ্ঞা অকিঞ্চিংকর ও জাগতিক অধিকার অকিঞ্চিংকর প্রভৃতি বিচার দেখাইবার জন্য গয়া হইতে প্রত্যাসুতি শ্রীগৌরসুন্দরের বিদ্যাকৃষ্টি-রচিতে শব্দমাত্রই শ্রীকৃষ্ণজ্যোতক ও শ্রীকৃষ্ণ হইতে অবিচ্ছিন্ন—ইহা প্রতিপাদন করিলে পুরুষোত্তমসম্ভবগৃহে শব্দজ্ঞান-লাভাধিগণেব শিক্ষকস্বৰূপে গম্যাপনা শ্রীগৌরসুন্দরের স্বংকপ জ্ঞাপকতার পরিচয় মাত্র। বিজ্ঞানমত-কিণীষা-পরায়ণ পাণ্ডিত্যপ্রতিভা যে বিচাবে খণ্ডিত হইয়াছিল, তাহারও খণ্ডন-মানসে তর্কেহাব কপবিগাম-প্রদর্শন মূখে শ্রীগৌরসুন্দরের কথা শ্রীবন্দাবনদাসেব লেখনী যে অপূর্ণ শোভা বিস্তার কবিয়াছেন, তাহা জাগতিক বিশ্ববিজ্ঞানেব স্মরক শিখর-দেশাশ্রিত সম্পত্তিমন্ত জনগণেব বেষধাবীর অর্দ্ধমুদ্রা-তুলা ব্রহ্মাণ্ডাস্তর্যন্ত পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানায়ক খণ্ডিত জ্ঞানকে স্তর কবিবে।

কর্মনিপণ্যের আবাহন করিয়া তাহাব অপ্রয়োজনীয়তামূখে যাবতীয় নৈতিক আদর্শেব সর্বোত্তমতা কৃষ্ণপীতিব পূর্ণায়ে তাবতমাত্র নির্দেশ কবিতে গেলে অক্লকপদকতুলা—এ কথায় কোন শ্রীচৈতন্যদেব প্রেমময় কেন? প্রকৃত মনোষি কখনও প্রতিবাদ করিতে পারেন না। শ্রীচৈতন্যদেব সামাজিক নীতি-সমহেব কোনপ্রকার লজ্জন বা কতর্কেব দ্বাৰা ধ্বংস কবিয়া প্রতিপক্ষতাচরণেব অস্বকুল ব্যবস্থা কবেন নাই। স্মৃতিবিহিত গৃহ ও শ্রোতবিচার তাহাব বিবোধপক্ষ কোন দিনই আশ্রয় কবেন নাই। আবাব সেইগুলি স্থানবিশেষে ভোগতাৎপর্যো নিস্কৃত দেখিয়া তাহাদের গতি ভজনপবতার দিকে দাবিত কয়াইয়া ভগতে কাহাবও-অপীতিভাজন হন নাই। তজ্জন্মই তিনি প্রেমময়।

বিবদমান মনোবিচারসমত শ্রীচৈতন্যককণোদয়ে পবা শাস্তি লাভ কবিয়াছে—যে পপে সেই ভক্তিব পপের ভজনীরের সন্তিত অভিন্ন প্রেমবস্ত্র শ্রীচৈতন্যদেব। জাগতিক ত্রিবিধ তৃণ অপসারণ মানসে শ্রীচৈতন্যোপদেশের বৈশিষ্ট্য যে গন্ধীর্ণচিত্র আধ্যাত্মিক দার্শনিক নামে পরিচয় আকাজ্ঞা কবেন, তাহাদেব তুর্কীলা যুক্তি কৃষ্ণবিষয়ে অনভিজ্ঞতামাত্র প্রদর্শন করিয়া যাবতীয় ভোগীকুলের চিত্তবৃত্তিব মলিনতা অপসারিত করিবার উপদেশ দিয়াছেন। যথেষ্টাচাব ইঞ্জিয়তর্পণমলে ভোগ বা ত্যাগ উভয়ে তাৎকালিক শাস্তিব জন্ম যে সকল ব্যবস্থা, তাহা আপাতদর্শন লোভনীয় হইলেও তাহাদের অকর্মণ্যতা ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের উপদেশসমূহে নিহিত আছে। শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তিমুক্তি বা ধর্মার্থকামমোক্ষ প্রভৃতিকে ‘প্রয়োজন’ বলিবার পরিবর্তে পুরুষোত্তমাগ্রেণী অখিলরসামৃতমর্দি রসময় ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা ব্যতীত আর সকলেই তুরাণা-প্রণোদিত বহিবন্ধা শক্তিব আকর্ষণমাত্র জানাইয়াছেন। এজন্মই শ্রীব্রজদেব সার্বভৌম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের স্তব করিতে গিয়া যাহা বলিয়াছেন—

সার্বভৌমের
গৌর-স্তব

বৈরাগ্য-বিজ্ঞা-নিজভক্তিযোগ-শিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী রূপাধ্বর্দিগন্তমহং প্রপণ্ডে ॥
কালারষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাহুর্কর্তুং কৃষ্ণচৈতন্যমায়া ।
আবিভূতস্তস্য পদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়াতাং চিত্তভঙ্গঃ ॥

ত.হা কীর্তন করিয়া আমরা ভাষ্যভূমিকায় উদ্দেশ্য নিরূপণ করিলাম।

শ্রীচৈতন্যভাগবত শ্রীচৈতন্যদোলাব প্রথমার্দ্ধ ; শেষার্দ্ধ—শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত । আমরা পাঠকগণকে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত বিশেষ মনোযোগসহকারে নিরপেক্ষভাবে পাঠ করিতে অহরোধ করি এবং শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্য-সেতুপভাবে পাঠ সমাপনের পর তাঁহারা অবগুই শ্রীকবিরাজ গোস্বামীর কীর্তিত শ্রীচৈতন্যকথা-ভাগবতের উপসংহার কীর্তন-শ্রবণে কৌতুহলাক্রান্ত হইবেন । ইহাতেই জীবায়ার পরমার্থসিদ্ধি নিশ্চয়ই ঘটিবে—ইহাই এই দীনের নিবেদন ।

উটকামণ্ড শৈল, জৈষ্ঠী শুক্লাদশী গৌরান্দ ৪৪৬

হরিবাসর, ১লা আষাঢ়, ১৩৩২, ৫ই জুন, ১৯৩২

অকিঞ্চন

শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

আদিখণ্ডের কথাসার

শ্রীগৌরহনুন্দের আবির্ভাবের পূর্বে নবদ্বীপের তাৎকালিক সমৃদ্ধি ও ভগবদ্ভিম্বাবস্থা এবং শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও বাল্যলীলাদি হইতে গয়াবাত্রা-লীলা পর্যন্ত আদিখণ্ডের বর্ণিত বিষয়।

এই খণ্ডে প্রথম অধ্যায়ে মঙ্গলাচরণে সপরিবার শ্রীশ্রীগৌর নিত্যানন্দেব বন্দনাপূর্বক শাস্ত্রপ্রমাণে ভগবৎ-পূজা অপেক্ষাও ভগবদ্ভক্তপূজার শ্রেষ্ঠতা কীর্তন করিয়া স্বীয় ইষ্টদেব শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্ব কীর্তিত হইয়াছে। **দ্বিতীয়ে**—নবদ্বীপের তাৎকালিক ভগবদ্ভিম্বা ও পরম-সমৃদ্ধিময়ী অবস্থা, পরদুঃখহৃৎখী ভক্তগণের কৃষ্ণবৈমুখ্যদর্শনে দুঃখ, শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের গঙ্গাজল তুলসীজলে কৃষ্ণারাধনা, স্বয়ং ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে মাঘী শুক্লাত্রয়োদশীতে স্বয়ং-প্রকাশ ভগবান্ শ্রীবলদেবের শ্রীনিত্যানন্দরূপে আবির্ভাব, পরে ফাল্গুনীপূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে সঙ্কীর্ণনরোলের মধ্যে স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের মহাবদান্ত শ্রীগৌরহনুন্দেররূপে আবির্ভাব বর্ণিত হইয়াছে। **তৃতীয়ে**—নীলাম্বর চক্রবর্তি-কর্তৃক শ্রীমন্নহাপ্রভুর লম্ববিচার ও মিশ্রভবনে বিপুল আনন্দোৎসবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। ভগবানের ও তদীয় ভক্তের জন্মকন্দাদি লীলার নিত্যত্ব ও অপ্রাকৃতত্ব বর্ণিত হইয়াছে। **চতুর্থে**—শিশু গৌরহনুন্দের ক্রন্দনচ্ছলে সকলের দ্বারা হরিনাম-কীর্তন করা হইয়া মিশ্রভবনকে কৃষ্ণকোলাহল-মুখরিত করিতেন। ক্রমে নামকরণ-সংস্কারে তাঁহার “বিষম্ভর” ও “নিমাই” নাম হইল। জামুচংক্রমণ-লীলায় নিমাই একদিন অঙ্গনে এক সর্প (শেষ নাগ) লইয়া খেলা করিতে করিতে তাঁহার উপর শয়ন করিয়া শেষশায়ি-লীলা প্রদর্শন করিলেন। **পঞ্চমে**—মিশ্রগৃহে অভ্যাগত বালগোপাল-উপাসক কোন তৈথিক ব্রাহ্মণকে শ্রীগৌরহনুন্দের গভীর রাত্রে শয্যা-চক্র-গদা পদ-ধারী চতুর্ভুজরূপে এবং পুনঃ দুই হস্তে নবনৌত ভক্ষণ ও দুই হস্তে মুরলীবাদন পূর্বক স্বীয় অপূর্বরূপে অশেষ রূপা করেন। **ষষ্ঠে**—“বিষ্ণুরম্ভ” হইলে নিমাই তিনদিনে সমগ্র বর্ণমালা প্রভৃতি আয়ত্ত করিয়া কৃষ্ণনাম-মালা পড়িতে ও লিখিতে লাগিলেন। একদা একাদশী দিবসে নিমাই অত্যন্ত কাদিতে থাকিলে নবদ্বীপবাসী জগদীশ ও হিরণ্যপণ্ডিত নামক দুই বৈষ্ণবব্রাহ্মণের গৃহে প্রস্তুত বিষ্ণুনিবেদ্য ভক্ষণ করিয়া ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত হইলেন। **সপ্তমে**—বিষম্ভরের অগ্রজ আজন্মবিরক্ত শ্রীবিষ্ণুরূপ কৃষ্ণভক্তিকেই সর্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্যরূপে ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি “শ্রীশঙ্করারণ্য” নাম গ্রহণপূর্বক সন্ন্যাসলীলা প্রদর্শন করিলে শচীজগন্নাথ অভ্যাস্ত মর্দ্যাহত ও অশ্লিষ্ট হইয়া নিমাইর পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। পাঠবন্ধের প্রতিবাদকরে নিমাই একদিন পরিত্যক্ত অশ্লিষ্ট হাড়ী-সমূহের উপর বসিয়া শাসনোত্তম জননীকে দন্তাক্রোশভাবে উপদেশ প্রদান করিলেন। **অষ্টমে**—নিমাই উপনয়নসংস্কারের পর বিষ্ণুরূপে নিমগ্ন হইলেন। কিছুকাল পরে জগন্নাথ মিশ্রের অন্তর্ধান হইলে মাতাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিয়া ব্রহ্মাদিরও সুহৃৎ বস্ত্র দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন। **নবমে**—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ষোড়শ-বর্ষপর্যন্ত বাল্যক্রীড়ায় নানা-অবতারগণের বিবিধলীলাভিনয় করিলেন, এবং বিংশতিবর্ষপর্যন্ত নানা তীর্থ পর্ষটন করিয়া নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীগৌরহনুন্দের সঙ্গে মিলিত হন। শ্রীমন্নহাপ্রভু আত্মপ্রকাশ করিবার পূর্বে সেবকলীলাকারী শ্রীনিত্যানন্দও আত্মপ্রকাশ করেন নাই, এবং শ্রীগৌরহনুন্দের আজ্ঞা-লাভের পূর্বে স্বতন্ত্রভাবে নাম-প্রেম-বিতরণলীলা করেন নাই। **দশমে**—ক্রমে রিটাবিলাসী শ্রীগৌরহনুন্দের মুকুলসজ্জার গৃহে চণ্ডীমত্রেপে অধ্যাপনালীলা প্রকাশ করিলেন এবং কিছুদিন পরে স্বীয় লক্ষ্মী, বল্লভ-ভনয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। **একাদশে**—শ্রীগৌরহনুন্দের অবৈতসভায় কৃষ্ণকীর্তনকারী সর্ববৈষ্ণবপ্রিয় মুকুলকে লক্ষ্য করিয়া স্বায় ভাবি-লীলার অভাসপ্রদান করিলেন। শ্রীল

ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপে আসিয়া শ্রীঅদ্বৈত-ভবনে আয়োগেগণনে অবস্থান করিলেও তদীয় কৃষ্ণপ্রেম-বিকার-প্রকাশে শীঘ্রই তাঁহার আত্মপ্রকাশ হইল। পুরীর সহিত শ্রীমহাপ্রভুর একদা সাক্ষাৎকার হইলে তিনি বিশেষ ভক্তি ও সমাদরের সহিত পুরীকে নিজগৃহে ভিক্ষা করাইলেন। পুরীর রচিত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত গ্রন্থের ১, ৩না-প্রসঙ্গে মহাপ্রভু শুদ্ধ-বৈষ্ণব-রচিত ভগবল্লীলামৃত গ্রন্থের নিদোষত্ব খ্যাপন করিলেন। **দ্বাদশে**—শ্রীগৌরচন্দর, হ অপরাধে গঙ্গাতীরে পড়িয়াগণের নিকট শাস্ত্র-ব্যাখ্যা করিতেন। একদিন প্রভু বায়ুবাধিচ্ছিলে নিজপ্রেমভক্তির বিকারসমত্ব প্রকাশ করিলেন। শ্রীগৌর-সুন্দর নগর ভ্রমণ করিতে করিতে কোনদিন তত্ত্ববায়ুগৃহে, গোপগৃহে, গন্ধবাণিকের গৃহে, তাম্বুলির গৃহে, শঙ্খবাণিকের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাহাদিগকে রূপা কবিতেন। একদিন সর্বজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইয়া তাঁহার নিকট তাঁহার অজ্ঞাত-ভাবে নিজতত্ত্ব প্রকাশ করিলেন। একদা শ্রীধরের গৃহে গিয়া পরিহাসচ্ছলে শ্রীধরের ও নিজের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিলেন। একদিন পূর্ণচন্দ্রদর্শনে বৃন্দাবনভাবে উদ্দাপনায় মুরলীধ্বনি করিতে লাগিলেন। অতঃপর একদিন শ্রীবাসের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইলে “ভক্তরূপাতেই কৃষ্ণরূপা লভা হয়” বলিয়া শ্রীবাসের আশীর্বাদ-স্বীকারলীলা প্রদর্শন কবিলেন। **ত্রয়োদশে**—শ্রীনিমাইপণ্ডিত সরস্বতী এবং পুন্দির দ্বিগিজয়ী পণ্ডিতের তত্ত্বফণাৎ অনর্গল বচিত গঙ্গাস্তবে নানাবিধ দোষ প্রদর্শন পূর্বক দ্বিগিজয়ীর সকল গর্ভে খর্ব করিয়া তাঁহাকে রূপা কবিলেন। **চতুর্দশে**—গৃহস্থলীলাভিনয়কাবী গৌরনারায়ণ গৃহস্থধর্মের আদর্শ স্থাপনকল্পে বিস্তাশাচী দোষের প্রশংসা না দিয়া দীনছাখীকে দয়া করিতেন এবং দরিদ্র-গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়াও সর্বদা বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণের সেবায় জন্ত অশেষ যত্ন প্রদর্শন করিতেন, অর্থাৎ সঙ্কল্প-বাপদেশে নিমাই পণ্ডিত পদ্মাবতীর পূর্বভাবে পক্ষ বঙ্গদেশকে রূপা কবিতার উদ্দেশ্যে তথায় অবস্থান করিলে তথায় নবদ্বীপে শ্রীলক্ষ্মীদেবী প্রভুর বিরহে গঙ্গাতীরে অস্থিত হন। পূর্ববঙ্গে ভাগাবান ব্রাহ্মণ তপনমিশ্র স্বপ্নে মহাপ্রভুর তত্ত্ব অবগত হইয়া সাধা-সাধন তত্ত্ব জিজ্ঞাসার প্রভু সমীপে উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর—“শ্রীকৃষ্ণনাম-সংকীর্তনই সর্বদেশের, সর্বকালের, সর্বপাণের পালনীয় সর্বভীষ্টপদ একমাত্র ধর্ম”—বলিয়া উপদেশ করেন এবং মিশ্রকে কাশীধামে গিয়া মহাপ্রভুর পুনঃ সাক্ষাৎলাভের জন্ত প্রতীক্ষা করিতে আদেশ করেন। **পঞ্চদশে**—সনাতনধর্মরক্ষক মহাপ্রভু তদীয় পড়িয়াগণকে তিলকধারণ, সন্ধ্যাবন্দনাদি সদাচার-পালন সম্বন্ধে বিশেষ শাসন করিতেন। তিনি কখনও পরস্পর-দর্শন-সম্ভাষণ করিতেন না। শ্রীকৃষ্ণের উদ্যোগলীলায় তদীয় মাধুর্যলীলার তায় কোন সম্ভোগলীলা প্রদর্শিত হয় নাই। এইজন্ত প্রকৃত গোবিন্দভক্তস্ববিন্দু মহাজনবর্গ গৌরসুন্দরকে কখনও “নন্দীয়ানাগব” বলিয়া অভিহিত করেন না। মহাপ্রভু পুনরায় তদীয় লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পাণগ্রহণ করিলেন, স্মৃতিশালী বৃদ্ধিমন্তর্ধান ইহা য় বায়ভাল বহন করেন। **ষোড়শে**—নামাচারী শ্রীল হরিদাস যশোহরে বচনগামে যখনকূলে অবতীর্ণ হইয়া পরে তাঁতীরে কলিয়া এবং শান্তিপু্রে কিছুকাল বাস করেন এবং শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর সঙ্গ কবেন। মূলকাদিপতি কাজী বিবিধ অত্যাচার-উৎপীড়নেও হরিদাসকে কৃষ্ণনামকীর্তন হইতে বিরত ও প্রাণে বধ কবিতেন না পাবিয়া শ্রীল হরিদাসের মাহাত্ম্য উপলব্ধি কবিলেন এবং অকৃত অপরাধের জন্ত ক্ষমা ভিক্ষা কবিয়া তাঁহাকে হরিকীর্তনে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে চন্দ্র বিপ্র ও হরিনন্দী গ্রামের ব্রাহ্মণের দুষ্টান্ত দ্বারা বৈষ্ণবের অমুকরণকারী ও বৈষ্ণবাপরাধীর ভাষণ পরিণাম প্রদর্শিত হইয়াছে। **সপ্তদশে**—আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় হইলে মহাপ্রভু বিচাচ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর মন্দাব ও পুন পুন হইয়া গয়া-গমন-লীলা প্রকাশ করিলেন। পথিমধ্যে অরলীলা প্রকাশ দ্বারা কন্যমাগীষণের কচি উৎপাদনার্থ বিপ্রপাদোদকে মহিমা প্রদর্শন কবিলেন। গয়ায় গদাধর-পাদপদ্ম দর্শনে ও তন্মাহাত্ম্য-শ্রবণে গৌরসুন্দরের প্রেমলক্ষণপ্রকাশকালে তথায় দৈবাত্ম শ্রীল ঈশ্বরপুরী দর্শন লাভ হইলে মহাপ্রভু তাঁহাব গয়াযাত্রা সার্থকই হইল বলিয়া প্রকাশ করিলেন। মহাভাগবতের দর্শন-লাভই তীর্থযাত্রার মুখ্যফল এবং তাদৃশ বৈষ্ণব-দর্শন পিণ্ডনাদি অপর তীর্থকাব্য হইতে অনন্ত গুণে শ্রেষ্ঠ। বস্তুতঃ

মহাভাগবত শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মসমর্পণই মহাপ্রভুর গয়াযাত্রার নিগূঢ় উদ্দেশ্য। সদ্গুরুচরণাশ্রয়ে কৃষ্ণনাম-মন্ত্রে দীক্ষালাভের পূর্বে পর্য্যন্ত 'শ্রীমৎ গুরুর প্রয়োজন ও অধিকার শিক্ষা-প্রদানোদ্দেশ্যে এবং বিমুখ-মোহনার্থ শ্রীগৌরহৃন্দর শ্রীল পুরীপাদের নিকট মন্ত্রদীক্ষা লীলার পূর্বে লৌকিকরীতি-জ্ঞানসারে সমস্ত তীর্থকৃতা সম্পাদন করিলেন। পরে কৃষ্ণপ্রেমলিপ্সু জনগণকে সদ্গুরুগে শরণাগতি, দীক্ষাগ্রহণ, আত্মসমর্পণের রীতি শিক্ষাদানকরে এবং সদ্গুরু-চরণাশ্রিত দিব্যজ্ঞান-প্রাপ্ত ব্যক্তিরই 'গুরুসেবাকালে কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয়, ইহা শিক্ষাদানের নিমিত্ত শ্রীগৌরহৃন্দর শ্রীল ঈশ্বরপুরীর নিকট মন্ত্রদীক্ষা প্রার্থনা, মন্ত্রগ্রহণ, আত্মসমর্পণ লীলা এবং দীক্ষাগ্রহণান্তে কৃষ্ণের জ্ঞান একান্ত ব্যাকুলতা প্রদর্শনের লীলা প্রকাশ করিলেন। গ্রন্থকার কৃষ্ণপ্রেম লাভের নিমিত্ত সকলকে শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দের চরণাশ্রয় করিবার জ্ঞান কাতরে আহ্বান করিয়াছেন।

মধ্যখণ্ডের কথাসার

মধ্যখণ্ডে শ্রীমদ্মহাপ্রভুর 'কীর্তন-প্রকাশ'-প্রধান-লীলা বর্ণিত হইয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ে—গয়া চইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীগৌরহৃন্দরের কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেম-বিকার ক্রমশঃ প্রকাশ পাইতে লাগিল। এখন তাঁহার অধ্যাপনাকার্য্যে সর্বক্ষণ কৃষ্ণক্ষুতি এবং দ্বন্দ্ব-বুড়ি টীকাদিতে সর্বত্র কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যা। 'সকল শাস্ত্রের এবং সকল শাস্ত্রের কৃষ্ণই একমাত্র তাৎপর্য্য,' 'কৃষ্ণশক্তিই শাক্তসংজ্ঞা'—এবং বিধি কৃষ্ণময় উপদেশ ব্যতীত তিনি শিষ্যগণকে অত্যাধিক উপদেশ করেন না। একদিন ভোজনে বসিয়া তিনি স্বীয় জননার নিকট কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের গর্ভবাস-ক্লেশ বর্ণনপূর্ব্বক কৃষ্ণভক্তি উপদেশ করিলেন। একদিবস শিষ্যগণকে কৃষ্ণকীর্তন উপদেশে ও স্বয়ং হাততালি দিয়া 'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ' ইত্যাদি পদ উচ্চারণপূর্ব্বক কৃষ্ণকীর্তন-শিক্ষায় শ্রীগৌরহৃন্দরের অধ্যাপন-লীলার পরিসমাপ্তি হইল। **দ্বিতীয়ে**—গৌরহৃন্দরের কৃষ্ণবিরহোৎকর্ষা ও বিবিধ কৃষ্ণপ্রেম-বিকারের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি-দর্শনে শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য এবং শ্রী ভক্তগণের পবন আনন্দ হইল। একদা কৃষ্ণার্চনরত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য তদীয় গৃহে ভাবাবেশে মূচ্ছিত শ্রীচৈতন্য স্বরূপ উপলব্ধি পূর্ব্বক তাঁহার চরণযুগল পাখ্যাদি দ্বারা যথারীতি পূজা করিয়া 'নমো ব্রহ্মণ্য দেবায়' শ্লোকে প্রেমভরে নমস্কার করিলেন। কিছুদিন পরে গৌরহৃন্দর প্রীতি সন্ধ্যায় নিজগৃহে ভক্তগণের সহিত কীর্তন আরম্ভ করিলেন। একদা তিনি শ্রীবাসগৃহে গমন-পূর্ব্বক পূজারত শ্রীবাসকে স্বীয় ঐশ্বর্য্যময় চতুর্ভূজ রূপ প্রদর্শন, শ্রীবাসকে অভয়-প্রদান এবং শ্রীবাসের দ্বাতৃস্বভা শ্রীনারায়ণীকে রূপা করিলেন। **তৃতীয়ে**—দিন দিন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময় হইলেন এবং তাহার নানা ভাবাবেশ হইতে লাগিল। একদা তিনি মুরারিগুপ্তের গৃহে বরাহমূর্ত্তি প্রকট করিয়া মুরারিকে রূপা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ নবদ্বীপে আসিয়া নন্দনাচাণ্যের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া সগোষ্ঠী নন্দনাচাণ্যের গৃহে গমনপূর্ব্বক নিত্যানন্দের সহিত মিলিত হইলেন। **চতুর্থ**—তথায় নিত্যানন্দকে প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে শ্রীবাসের পঠিত শ্রীমদ্ভাগবতের একটি শ্লোক শুনিয়া নিত্যানন্দ মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মূচ্ছা ভঙ্গ হইলে গৌরহৃন্দর আবিষ্টভাবে নিত্যানন্দকে স্তুতি করিয়া নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মহিমা কীর্তন করিলে নিত্যানন্দও নবদ্বীপে অবতীর্ণ কৃষ্ণের সন্ধ্যানে তথায় আসিয়াছেন বলিয়া

প্রকাশ করিলেন। **পঞ্চমে**—একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে ব্যাসপূজা করিবার জন্ত ইঙ্গিত করিলে নিত্যানন্দের ইচ্ছাক্রমে শ্রীবাসগৃহে ব্যাসপূজার আয়োজন হইল। ব্যাসপূজার অধিবাস-কীৰ্ত্তনে মহাপ্রভু বলদেবাবেশে নিত্যানন্দের বলদেবস্বরূপ প্রদর্শন করিলেন এবং ‘নাড়া নাড়া’ বলিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে আহ্বানহলে নিজ অবতারমণ্ড প্রকাশ করিলেন। পরদিবসে নিত্যানন্দ ব্যাসপূজা করিতে গিয়া অর্ঘ্যমালা মহাপ্রভুর মন্তকেই অর্পণ করিলে মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ নিত্যানন্দকে ষড়্ভুজরূপ প্রদর্শন করিলেন। **ষষ্ঠে**—একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর আবেশে নিজ প্রকাশবাক্তী, নিত্যানন্দের আগমন-সংবাদ এবং পূজোপকরণসহ সন্ন্যাসী অদ্বৈতের মহাপ্রভুর নিকট আসিবার আদেশ জ্ঞাপনার্থ শ্রীরামই পাণ্ডুলকে অদ্বৈত সমীপে প্রেরণ করেন। অদ্বৈতাচার্য্য আসিয়া মহাপ্রভুর পরীক্ষার্থ গুপ্তভাবে নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান করিলে সর্বাস্তব্যমী মহাপ্রভু তাতা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করিয়া শ্রীঅদ্বৈতকে নিজ-সমীপে আনাইলেন। মহাপ্রভুর আদেশ-ক্রমে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু যথাবিধি পঞ্চোপচারে মহাপ্রভুর অর্চন করিয়া ‘নমো ব্রহ্মদেবায়’ শ্লোকে প্রণাম করিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতের প্রার্থনামুসারে বিজ্ঞান-কুলাদি-মদমন্ত বৈষ্ণব-নিম্নক ব্যতীত স্ত্রী-শূদ্র-মর্খাদি সকলকেই একাদিরও হ্রস্বভ কৃষ্ণপ্রেম প্রদানের প্রতিশ্রুতি বর দান করিলেন। **সপ্তমে**—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস পত্নী মালিনীদেবী নিত্যানন্দকে নিজ-পুত্র-ভাবে সেবা করিতেন। একদিন মহাপ্রভু তদীয় প্রিয় পার্শ্বদ পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির নাম লইয়া ক্রন্দন করিলেন। কিছুদিন পরে বিজ্ঞানিধি নবদ্বীপে আগমন করিলে একদা মুকুন্দদত্ত গদাধর পণ্ডিতকে বিজ্ঞানিধি নিকট লইয়া গেলেন। বিজ্ঞানিধির ভোগ বিলাস-অভিনয় দর্শনে গদাধরের সংশয় জন্মিল। পরে বিজ্ঞানিধির অদ্ভুত প্রেম-প্রভাব দর্শনে নিজকে অপরাধী বিচার করিয়া মহাপ্রভুর অমৃতক্রমে বিজ্ঞানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গদাধর নিজ অপরাধ ফালন করিলেন। **অষ্টমে**—নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসের আন্তরিক ভাব পরীক্ষার্থ মহাপ্রভু নিত্যানন্দের কিছু নিন্দা করিলে তৎক্ষণে নিত্যানন্দের এবং সক্রম্ একদিন মাত্ গৌর-সেবকেরও প্রতি শ্রীবাসের নিষ্ঠার কথা শুনিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাসকে তদীয় গৃহে অচলা লক্ষীর ও তাহার গৃহের কুকুর-বিড়ালাদিরও অচলা ভক্তির বরদান করিলেন। একদা শচীদেবী স্বপ্নে গৌর-নিত্যানন্দের বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশপূর্বক অদ্ভুতলীলা দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু এক শিবগায়নকে শিবমূর্তিতে তাহার স্বন্ধে আরোহণ করিয়া রূপা করিলেন। মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে প্রতিরাত্রে শ্রীবাস-মন্দিরে শুধু পারিষদগণ লইয়া সংকীৰ্ত্তন বিলাস আরম্ভ হইল। একদিন শ্রীহরিবাসের শ্রীবাস-অঙ্গনে গৃহস্থার বন্ধ পূর্বক প্রত্যুষে বিবিধ সম্পদারে অষ্টপ্রহরব্যাপি কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিয়া মহাপ্রভুর শুভ নৃত্য আরম্ভ হইল। প্রহরেক রাত্রি থাকিতে মহাপ্রভু শালগ্রামসকল ক্রোড়ে করিয়া বিষ্ণুখট্টায় আরোহণপূর্বক নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত ব্যবতীয় উপহার ভক্ষণ করিলেন। **নবমে**—একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রকাশলীলা প্রকট করিলেন। এই দিবস তিনি ভক্তভাব ও আবেশভাব সংবরণপূর্বক অমায়্যায় স্বরূপে বিষ্ণুখট্টায় সাতপ্রহরকাল উপবিষ্ট ছিলেন। তাহার ইঙ্গিতক্রমে ভক্তগণ শ্রীগৌরনারায়ণের ‘রাজরাজেশ্বর অভিষেক’ যথাবিধি সম্পন্ন করিয়া পূজা করিলেন। শ্রীগৌরমুন্দরু নিজ শ্রীচরণ অকপটে প্রসারিত করিয়া সকলের অভীষ্টপূজা গ্রহণ করিলেন। এই ‘সাতপ্রহরিয়া’ মহাপ্রকাশলীলায় গৌরমুন্দর বিষ্ণুর সকল অবতারের রূপসমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

দশমে—শ্রীধরকে বর প্রদানের পর মহাপ্রভু মুরারি গুপ্তকে সপরিবার রামরূপ প্রদর্শন করিয়া মুরারির প্রার্থিত বর প্রদান করেন। অনন্তর হরিদাসেব মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন করিয়া হরিদাসকে প্রার্থনামুগ্ধ গুপ্তভক্তি বর দিলেন। অদ্বৈতকে তদীয় পূর্ববৃত্তান্ত ও গীতাপাঠ পরিবর্তনের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইয়া দিয়া সমবেত ভক্তগণকে যথাপ্রার্থিত বরদানে রূপা করিলেন। মহাপ্রভু প্রথমে মুকুন্দকে সমন্বয়বাদীর অভিনয়কাব্যের আদর্শ-প্রদর্শনকারী বলিয়া উপেক্ষা

মধ্যখণ্ডের কথাবার

করেন। পবে মুকুন্দের সুদৃঢ় বিশ্বাসরূপ শরণাগতি দর্শনে সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া এবং নিজ পবাক্ষয় স্বীকার করিয়া, সকল অবতারে মুকুন্দ তাঁহার গায়ন হইবেন বলিয়া বর দিলেন। শ্রীনারায়ণদেবী মহাপ্রভুর অবশেষ-প্রসাদ পাইয়া 'মহাপ্রভুর অবশেষ-পাত্রী' বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধা হইলেন।

একাদশে—একদিন শ্রীবাসের কৃষ্ণসেবার ঘৃতপাত্র কাক দ্বারা অপহৃত হইলে মালিনী দেবার ভয় ও দুঃখ-দর্শনে নিত্যানন্দপ্রভু কাককে ঘৃতপাত্র প্রত্যর্পণ করিতে আদেশ করেন। কাক তাহা তৎক্ষণাৎ পালন করিল। একদিন শস্যগৃহে সন্দেশ-ডোজনে নিত্যানন্দ এক ঐশ্বর্য্য প্রকাশ করিলেন।

দ্বাদশে—একদা নিত্যানন্দ বালাভাবে দিগম্বর বেশে 'আমাব প্রভু নিমাই পণ্ডিত' বলিয়া হুঙ্কার কবিত্তে করিতে মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু স্বীয় মন্তকের বস্ব তাঁহাকে পরিধান করাইয়া এবং সম্মুখে বসাইয়া তাঁহার বিবিধ সেবা ও স্তুতি করিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিকট একখণ্ড কৌলীন চাহিয়া লইয়া উহা খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণকে প্রদান করিলেন।

ত্রয়োদশে—মহাপ্রভু নিত্যানন্দ এবং হরিদাসের দ্বারা ঘরে ঘরে 'কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা' প্রচারের প্রবর্তন করেন। তৎফলে নিত্যানন্দ হরিদাসের অপূর অষ্টভূকী রূপার জগাই মাধাই উদ্ধার লাভ করিয়া মহাভাগবত হইলেন।

চতুর্দশে—জগাই মাধাইর উদ্ধার-দর্শনে ব্রহ্ম শিবাদি দেবগণের, পরম বিশ্বাস এবং আশা হইল। চিত্রগুপ্তমুখে জগাই-মাধাইর উদ্ধার বৃত্তান্ত-শ্রবণে যমরাজ কৃষ্ণপ্রেমে রপোপরি মুচ্ছিত হইয়া পড়িলে দেবরত্ন তাঁহার কর্ম্মফলে কৃষ্ণকীর্তন করিয়া মূর্ত্ত্যুপনোদন করিলেন, এবং সকলে মিলিয়া মহাপ্রভুর অপার মহিমা কীর্তনমুখে আনন্দে নৃত্য-কীর্তন আরম্ভ করিলেন।

পঞ্চদশে—এখন জগাই-মাধাই প্রতিদিন উষায় গঙ্গাস্নান করিয়া দুইলক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিতেন। বিশ্বস্তর জগাই-মাধাইকে বহু রূপা প্রদর্শন ও আশ্বাস প্রদান করিলেও, নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করার জন্ত মাধাইর আত্মগানি উপস্থিত হইল। মাধাই নিত্যানন্দের উপদেশ-ক্রমে গঙ্গায় এক স্নানঘাট নির্মাণ করিয়া দিয়া স্নানার্থ সমাগত সকলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। কঠোর তপঃপ্রভাবে মাধাইর "ব্রহ্মচারী" খ্যাতি হইল।

ষোড়শে—বহিঃলোকের প্রবেশ-নিবারণার্থ মহাপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে দ্বাররুদ্ধ করিয়া প্রতি-নিশায় কীর্তন করিতেন। একদা শ্রীবাসের শ্রদ্ধা কীর্তন-বিলাস দর্শনাশায় গৃহমধ্যে লুকাইয়া রহিলেন। সেই রাত্রিতে কীর্তনে মহাপ্রভুর আনন্দ না হওয়ায় শ্রীবাস অন্তঃসন্ধানক্রমে স্বশ্রুকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। একদিন অদ্বৈতচাৰ্য্য নৃত্যাবেশে মুচ্ছিত মহাপ্রভুর চরণেরেণু সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন। মূর্ত্ত্যুভঙ্গে মহাপ্রভু স্বীয় চিত্তের অসন্তোষের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে অবশেষে অদ্বৈত স্বীয় অপরাধ স্বীকার করিলেন। মহাপ্রভু তখন কৃত্রিম ক্রোধ প্রকাশ করিয়া অদ্বৈতের পদরেণু ও চরণ স্বীয় বক্ষে ধারণ করিলেন। অপর একদিন মহাপ্রভু পরম ভক্ত ভিক্ষুক গুজরাধরের ঝুলি হইতে তণ্ডুল লইয়া ভক্ষণ করিয়া তাঁহাকে রূপা করিলেন।

সপ্তদশে—একদিন নগর ভ্রমণকালে মহাপ্রভুর পাশ্চিগণের সহিত সম্ভাষণ হইলে সেই দোষফালনার্থ মহাপ্রভু গৃহে আসিয়া ভক্তগণসহ সংকীর্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাহাতে আনন্দ না পাইয়া এবং অদ্বৈত প্রভু তাঁহার সকল প্রেম শোষণ করিয়াছেন শুনিয়া তিনি প্রেমশূন্য দেহ বিসর্জনার্থ গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। হরিদাস নিত্যানন্দ তাঁহাকে উঠাইলে তিনি আত্মগোপনার্থ নন্দনাচাণ্যের গৃহে গমনপূর্ব্বক বিষ্ণুটায় বসিয়া নন্দনাচাণ্যকে রূপা করিলেন। পরদিন শ্রীবাসকে ডাকাইয়া আনিয়া তাঁহার সহিত অদ্বৈতের নিকট গমনপূর্ব্বক দুঃখে উপবাসী অদ্বৈতকে রূপা করিলেন।

অষ্টাদশে—একদা মহাপ্রভু ব্রজলীলাভিনয়ের অভিনয় প্রকাশ করিয়া তদনুসারে চক্রেখর-ভবনে সমস্ত আয়োজন করাইলেন। মহাপ্রভুর আদেশে শ্রীঅদ্বৈত মহা-বিদ্বকের, হরিদাস কোটালের, শ্রীবাস নারদের ভূমিকায় সজ্জিত হইলেন। মুকুন্দ কৃষ্ণকীর্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু স্বয়ং কল্পিত ভূমিকা গ্রহণ করিয়া প্রথম প্রহরে স্বীয় লক্ষ্মীর অভিনয় করিলেন। দ্বিতীয় প্রহরে গঙ্গাধর রমাবেশে নৃত্য আরম্ভ করিলে

মহাপ্রভু পুনঃ আত্মশক্তির এবং নিত্যানন্দ বড়াই বুড়ি ব সজ্জা গ্রহণ করিলেন। পবে মহাপ্রভু মহালক্ষ্মীভাবে খটায় আরোহণ করিলেন, এবং জগজ্জননাভাবে সকল ভক্তকে স্তম্ভপান করাইলেন। **উদবিংশে**—একদা শ্রীগৌবিনিত্যানন্দ অদ্বৈত-গৃহে গমনের পথে এক দারী সন্ন্যাসীয় গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং সন্ন্যাসীকে অদ্বৈত-গৃহে গমন করিলেন। কল্যাণের বসিলেন। পরে সন্ন্যাসীকে বামাচারী মতপ জানিয়া তৎক্ষণাৎ আচমনপূর্বক অদ্বৈত-গৃহে গমন করিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর শ্রীহস্তে দণ্ডিত হইবার উদ্দেশ্যে তখন জ্ঞানযোগ-মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন এবং পৃষ্ঠদেশে মহাপ্রভুর শ্রীহস্তের মৃষ্টাঘাত পাইয়া মহাপ্রভুর পদধূলি সর্বাঙ্গে লেপন করিলেন। **বিংশে**—মুরারি গুপ্ত এক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ হস্তধরমণ্ডিতে এবং তাঁহারই পশ্চাতে বাজনরত বিশ্বস্তরকে দর্শন করিলেন। পর দিবস রাত্রিতে আহার-কালে মুরারি অন্নপাত্র হইতে গ্রাস গ্রাস অন্ন লইয়া কুষোদ্দেশ্যে অর্পণপূর্বক ভূমিতে রাখিতে লাগিলেন। পরদিন প্রত্যুষে মহাপ্রভু আসিয়া মুরারি ব অন্নভক্ষণে অজীর্ণের কথা জানাইয়া মুরারির জলপাত্রের জলপানে শাস্তি লাভ করিলেন। একদিন মুরারি গরুড়ভাবে মহাপ্রভুকে স্কন্ধে বহন করিয়া দ্বাপর যুগে নিজ গরুড়-স্বকপের পরিচয় দিলেন। **একবিংশে**—একদা নগর-ভ্রমণকালে এক মতপের গৃহ-সমীপে মতপকে মহাপ্রভু ব বলদেব ভাব হইল। কিন্তু শ্রীবাসের অনিচ্ছাবশতঃ তিনি মতপ-গৃহে যাইতে না পাবিয়া রাজপথে হরিকীর্তন আরম্ভ করিলে মতপগণ “হরিবোল” বলিয়া তাঁহার অনুসরণ করিল। কিছু দূরে পথিমধ্যে শ্রীবাসের অপমানকারী বৈষ্ণবাপবাদী দেবানন্দ-পণ্ডিতকে দেখিয়া তাকে বাক্যদণ্ডের দ্বারা রূপা করিলেন। **দ্বাবিংশে**—একদা শ্রীবাস শচীদেবীকে প্রেমদানব জন্ত মহাপ্রভুকে অনুরোধ করিলে মহাপ্রভু স্বীয় জননীর অদ্বৈতচরণে অপরাধের কথা উল্লেখপূর্বক জননীকে লক্ষ্য করিয়া জগতকে বৈষ্ণবাপবাদ-বিষয়ে সতর্ক থাকিবার শিক্ষা প্রদান করিলেন। **ত্রয়োবিংশে**—এক পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী শ্রীবাসগৃহে কীর্তন দর্শনার্থ অত্যন্ত আত্মির সহিত গোপনে অবস্থান করিতেছিল। মহাপ্রভু প্রথমে তাকে বহিস্কৃত করিয়া দেওয়াইয়া পরে ফিরাইয়া আনিয়া রূপা করিলেন। নগরবাসিগণ দিবাভাগে বিবিধ উপায়নহস্তে মহাপ্রভু ব সন্তিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মহাপ্রভু সকলকে “কুম্ভভক্তি হউক” বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন করিতে আদেশ করিলেন। তৎফলে নগরে প্রতি ঘরে ঘরে কুম্ভকীর্তন-বোল উঠিল। একদিন কাজী দৈবাৎ কীর্তন শুনিতে পাইয়া মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও প্রহারপূর্বক কীর্তন নিষেধ করিলে মহাপ্রভু এক বিরাট সংকীর্তনবাহিনী লইয়া এক সন্ধ্যায় কাজীদমনার্থ কাজীগৃহে গমন করিলেন। কাজী ভয়ে পলাইয়া গেল। মহাপ্রভু তথা হইতে শ্রীধরের বাড়ীতে গিয়া তাঁহার শতশালিযুক্ত লৌহপাত্র হইতে জলপান করিলেন। **চতুর্বিংশে**—একদা মহাপ্রভু শ্রীঅদ্বৈতকে তাঁহার প্রার্থনায় বিধিগত প্রদর্শন করিলেন। নিত্যানন্দ অন্তরে ইহা জানিতে পারিয়া নগর ভ্রমণ হইতে তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া আসিয়া স্বয়ং সেইরূপ দর্শন করিলেন। **পঞ্চবিংশে**—শ্রীবাসের ‘দুঃখী’ নামে এক দাসী গঙ্গাজল আনিয়া দিয়া সপার্বদ মহাপ্রভুর সেবা করিত। মহাপ্রভু তাহার নাম পরিবর্তন করিয়া “সুখী” নাম রাখিলেন। এক রাত্রিতে সকলে কীর্তনরসে মগ্ন হইলে শ্রীবাসের পুত্রের পরলোকপ্রাপ্তি ঘটিল। শ্রীবাসের উপদেশে ও শাসনে কেহই ক্রন্দন করিয়া কীর্তনানন্দের ব্যাঘাত জন্মাইতে পারিল না। অন্ত্য্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া মৃতশব্দকে শ্রবণপূর্বক তাহার মুখেই দেহ-ত্যাগের কারণ প্রকাশ করাইয়া সকলের শোকনিবৃত্তি করিলেন। মহাপ্রভু প্রেমরসে পান করিয়া অর্চনকার্যে অসমর্থ হইয়া পড়িয়া গদাধরকে সেই ভার অর্পণ করিলেন। **ষড়্‌বিংশে**—একদা মহাপ্রভু শুক্লাধরের গৃহে অন্ন-গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে রূপা করিলেন, এবং তথায় আশ্রয়িয়া বিজয় দাসের গানে হস্তপ্রদান পূর্বক নিজ বৈভব প্রদর্শন করিলেন। একদা মহাপ্রভু “গোপী গোপী” বলিতে থাকিলে এক পড়ুয়া তাহার তাৎপর্য না বুঝিতে পারিয়া নিন্দা করিলে মহাপ্রভু

পড়ুয়াকে তাড়না করিলেন। এই ঘটনাবল্যবনে মহাপ্রভু সন্ন্যাসগ্রহণেব ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন এবং নিভূতে নিত্যানন্দের সহিত পরামর্শ করিলেন। গৌরহরি এই কথা ক্রমে মুকুন্দ ও গদাধরের নিকটও প্রকাশ করিলে সকলেই অন্তরে অন্তরে অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন। **সপ্তবিংশে**—মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণেব কথা শুনিয়া ভক্তগণ ভাবিবিরহহৃৎখে অতীব কাতর হইয়া পড়িলে মহাপ্রভু সকলকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন যে—“নাথ” ও “অর্চা” রূপে তাঁহাব আরও দুই অবতার আছে, এবং তাঁহারা সকলেই সকল অবতारेই মহাপ্রভুর নিত্যসঙ্গী। ভাবিশোকে মিয়মাণা জননীকেও তিনি এইরূপ প্রবোধ দিলেন। **অষ্টবিংশে**—শ্রীগৌরহরি আগামী উত্তরায়ণ সংক্রান্তি-দিবসে কাটোয়ায় কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণের অভিপ্রায় গোপনে নিত্যানন্দকে জানাইলেন, এবং জননীপ্রমুখ পাঁচজনকে মাত্র তাহা জানাইতে বলিলেন। গৃহত্যাগের পূর্বদিন সকলের সঙ্গে কীৰ্ত্তনানন্দে দিন অতিবাহিত করিলেন। সন্ধ্যায় সকলে মালাচন্দন হস্তে মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করিতে আদিলে, মহাপ্রভু সকলকে নিজ গলার মালা প্রদান পূর্বক সর্বক্ষণ কৃষ্ণকীৰ্ত্তনের উপদেশ করিলেন। সর্বশেষে শ্রীধর এক লাউ হাতে করিয়া এবং আর এক ভাগ্যবান ছদ্মভেট লইয়া উপস্থিত হইলেন। শীতদেবী ছদ্মলাউ পাক করিলে মহাপ্রভু ভোজন করিলেন। চারিদণ্ড রাত্রি অবশেষ থাকিতে মহাপ্রভু উঠিয়া জননীকে নানা প্রবোধ দিলেন এবং নীরবে অঝোরে কন্দনরতা জড়প্রায় জননীর চরণধূলি শিরে ধারণ করিয়া জগজ্জীবের উদ্ধারার্থ নিজ জনগণকে কঁাদাইয়া গৃহ হইতে নিজান্ত হইলেন।

অন্ত্যখণ্ডের কথাসার

অন্ত্যখণ্ডে ভগবান্ শ্রীগৌরহরির সন্ন্যাসিরূপে দিব্যোন্মাদময় নাম-প্রচার-প্রধান-স্মীলা বর্ণিত হইয়াছেন।

প্রথম অধ্যায়ে—শ্রীগৌরহরি ভারতীর নিকট হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ-লীলা প্রকাশপূর্বক সেই রাত্রি কীৰ্ত্তন-নৃত্যকালে আলিঙ্গন-দানে প্রেমসঙ্গার করিয়া ভারতীকে রূপা করিলেন। পরদিন গুরুদেবকে অগ্রণী করিয়া শ্রীগৌরহরি কৃষ্ণাঙ্গলক্ষান-লীলা প্রকাশার্থ পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া রাঢ়দেশে প্রবিষ্ট হইলেন। তৃতীয় দিবসে তাঁহার নীলাচল-গমনের সঙ্কল্প এবং অষ্টৈতমন্দিরে সকলের সহিত সাক্ষাৎ করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপনার্থ শ্রীনিত্যানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ করিয়া মহাপ্রভু ঠাকুর হরিদাসের ফুলিয়ায় যাত্রা করিলেন। ফুলিয়া হইতে অষ্টৈত-গৃহে যাইয়া নবদ্বীপ হইতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে সমাগত শ্রীবাসাদি ভক্তগণ সহিত মিলিত হইয়া তথায় মহানৃত্য-কীৰ্ত্তিনোংসব প্রকট করিলেন এবং বিষ্ণুখটায় বসিয়া স্বমুখে নিজতত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতে লাগিলেন। **দ্বিতীয়ে**—একদিন প্রাতঃকালে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-গদাধরাদিসহ নীলাচল যাত্রা করিলেন এবং তাঁহার বিরহকাতর ভক্তগণকে কৃষ্ণভজনের উপদেশ দিয়া সাধনা প্রদান করিলেন। তিনি আঠিসারা ও ছত্রভোগ গ্রাম যত্ন এবং ছত্রভোগে রামচন্দ্রধ্বনিরূপে রূপা করিয়া ক্রমে স্ববর্ণরেখা, জলেশ্বর, রেখুণা, বাল্লপুত্র, বৈভবরথী, কটক, সাক্ষিগোপাল, ভুবনেশ্বর, কমলপুর হইয়া আঠারনালায় উপস্থিত হইলেন। এখানে উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু একাকী শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে বাইতে ইচ্ছুক হইয়া নীলাচলে প্রবেশ করিলেন এবং জগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথকে প্রেমভরে আলিঙ্গনে উদ্ধত হইলে মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তৎকালে বাহুদেব ভট্টাচার্য্য শ্রীমন্দিরে উপস্থিত ছিলেন। তিনি মুচ্ছিত নবীন সন্ন্যাসীকে ‘মহাপ্রভু’ জ্ঞানে প্রহারোদ্ধত পড়িহারিগণের হস্ত হইতে রক্ষা

(৮)

অস্থান্যের কথাসার

করিয়া পরমযত্নে নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। তৃতীয়ে—ভগবান্ শ্রীগৌরহরির মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সার্কভৌম মহাপ্রভুর প্রার্থনামুসারে মহাপ্রভুকে অনেক উপদেশ প্রদান করিলেন এবং ‘আদ্যারাম’ শ্লোকের ত্রয়োদশ প্রকার ব্যাখ্যা করিলেন। মহাপ্রভু সার্কভৌমের ব্যাখ্যা স্পর্শ না করিয়া উক্ত শ্লোকেব বহুপ্রকার অভিনব ব্যাখ্যা করিয়া বিস্তৃত সার্কভৌমকে নিজ বড়ভুজমুখি প্রদর্শনপূর্বক রূপা করিলেন। তদন্থনে মচ্ছিত সার্কভৌম মহাপ্রভুর শ্রীহস্তস্পর্শে সংজ্ঞা লাভ করিলেন। মহাপ্রভু পুনঃ সার্কভৌমের বক্ষে পাদপদ্ম স্থাপন কাবয়া রূপা করিলে সার্কভৌম তৎক্ষণাৎ ‘সার্কভৌমশতক’ নামে প্রসিদ্ধ শতশ্লোক বচনা করিয়া মহাপ্রভুর স্তব করিলেন। কতদিনের মধ্যে ক্রমে ক্রমে শ্রীপরমানন্দ পূবী, শ্রীষকপ দামোদর প্রচ্যম মিশ্র, বায় বামানন্দ প্রভৃতি আসিয়া মিলিত হইলে মহাপ্রভু কৌতুহ-বিলাস আরম্ভ করিলেন। কিছুকাল পরে মহাপ্রভু গোড়দেশে বিজয় করিয়া প্রথমে বিজ্ঞানগরে পবখাচম্পতি-গৃহে, এবং তথা হইতে কুলিয়ায় গিয়া সকলকে রূপ-উপদেশে ও সংকীর্তনবসে রুতার্ণ করিলেন। কুলিয়ার এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবনিম্ভাক্রপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা করিলে মহাপ্রভু তত্বরে বলিলেন—বৈষ্ণবগুণ-কৌতুহই বৈষ্ণবনিম্ভার একমাত্র প্রায়শ্চিত্ত। বরুণের পণ্ডিতের সঙ্গপ্রভাবে দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীচৈতন্য পাদপদ্মে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এখন কুলিয়ায় দেবানন্দের সকল পূর্বঅপরাধ ক্ষমা করিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে রূপা করিলেন এবং ভাগবত-ব্যাখ্যা প্রণালী উপদেশ করিলেন। চতুর্থ—অপরাধভঞ্জনপাট কুলিয়ায় অপরাধগণের অপরাধমোচন ও জীবোদ্ধার করিয়া, মহাপ্রভু ভক্তগোষ্ঠীসহ গঙ্গাতীরে মথুবাভিমে যাত্রা করিলেন এবং গোড়ের নিকটে রামকেলিগ্রামে কবেকদিন অবস্থান করিলেন। বিধর্মী বাদসা হোসেন সাহেব মহাপ্রভুর মহিমাশ্রবণে তাঁহাকে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া ধাবণা করিলেন। তদাপি সঙ্জনগণ বিধর্মীর চিত্তবৃত্তিতে আশ্রা স্থাপন না করিয়া মহাপ্রভুকে রামকেলি পরিত্যাগের জন্ত জানাইলেন। মহাপ্রভু সকলকে অভয়দানপূর্বক বৈষ্ণবপরাধী বাতীত সকলকেই দ্বর্জিত হরিনাম-বিতরণে উদ্ধার করিবার প্রতিজ্ঞা জানাইলেন এবং পৃথিবীর যাবতীয় দেশগ্রামে তাঁহার নামপ্রচার হইবে বলিয় ভবিষ্যদ্বাণী করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু রামকেলি হইতে ফিরিয়া শান্তিপুর অবৈতগৃহে আসিলেন। নবরীপ হইতে শচীদেবী ভক্তগণসহ আসিয়া মিলিত হইলেন। এখানে মহাপ্রভু মরারিগুপ্তের মন্তকে স্বীয় পাদপদ্ম স্থাপনপূর্বক মরারিকে নিত্য রাম-দাসত্বের বর দিলেন এবং শ্রীবাসের চরণে অপরাধ-চেতু এক কুষ্ঠরোগীকে শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করাইয়া মুক্ত করিলেন। শ্রীলক্ষ্মীভৈরাগা শ্রীমদমহাপ্রভুকে লইয়া মাধব-তিথি-আরাধনা ও বিরাট সঙ্কীর্তন-মহামহোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন। পঞ্চমে—মহাপ্রভু শান্তিপুর হইতে কুমারহাটে শ্রীবাস-ভবনে আসিলেন। তথায় শ্রীশিবানন্দ সেন শ্রীলবাসুদেব দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া মহাপ্রভুর চরণে উপস্থিত হইলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসকে তাঁহার ঘরে লক্ষী অচলা হইবে বলিয়া বর দেন। শ্রীবাসভবন হইতে মহাপ্রভু পাণিহাটা রাখবপণ্ডিতের গৃহে আসিলেন। রাখবকে রূপা উপদেশ করিয়া মহাপ্রভু বরাহনগরে পরম-ভাগবত এক ব্রাহ্মণের ভাগবত-পাঠ-শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়া তাঁহাকে ‘ভাগবতভাচার্য্য’ পদবী প্রদান করিলেন। অনন্তর মহাপ্রভু ক্রমে ক্রমে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিলেন। মহারাজ প্রতাপরুদ্রের মহাপ্রভুকে দর্শনের জন্ত বিশেষ আর্তি হইলে তিনি সার্কভৌমাদির পরামর্শে মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শন করিলেন। মহাপ্রভু তৎকালীন অবত-দর্শনে রাজা কিছু সন্দিগ্ধচিত্ত হইলে তাঁহার স্বপ্নযোগে শ্রীমদমহাপ্রভু ও শ্রীজগন্নাথের অভিন্ন দর্শন হইল। পরে রাজা মহাপ্রভুর চরণে পতিত হইয়া তাঁহার রূপালাভ করিলেন। একদা মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে ডাকিয়া তাঁহার সহিত নিভৃতে পরামর্শ করিলেন এবং নাম-প্রেম-প্রচাররূপ নিজাভীষ্ট পরিপূরণার্থ শ্রীনিত্যানন্দকে সগণে গোড়দেশে প্রেরণ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু তদন্থসারে প্রথমে পাণিহাটীতে আসিয়া রাখব পণ্ডিতের গৃহে তিন মাস অবস্থানপূর্বক বিবিধ ভক্তিবিলাস প্রকাশ

করিলেন। অনন্তর তিনি গঙ্গার উভয়পার্শ্বে গ্রামে গ্রামে পর্যটন করিতে করিতে শ্রীগদাধরদাসের গৃহ হইয়া খড়দহে, খড়দহ হইতে সপ্তগ্রামে আসিলেন। তিনি ঠাকুর উদ্ধারণের গৃহে অবস্থান করিয়া সপ্তগ্রামে বণিকের ঘরে ঘরে কীর্তন প্রচারপূর্বক সকলকে কৃষ্ণভক্তনে দীক্ষিত করেন। এখানে বিষ্ণুদ্রোহী যবনও পতিতপাবন নিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়াছিল। সপ্তগ্রাম হইতে শান্তিপুরে অদৈত-ভবন হইয়া নিত্যানন্দপ্রভু নবদ্বীপে শচীমাতার নিকট আগমন করিলেন এবং এখানে কীর্তনবিহার ও জীবোদ্ধারলীলায় এক ব্রাহ্মণ মহাদস্যকে উদ্ধার করেন।

ষষ্ঠে—নাম-প্রচার লীলায় নবদ্বীপে অবস্থানকালে শ্রীনিত্যানন্দের আচারে বিলাসিতা দর্শনে ভাগ্যহীন জনগণের সন্দেহ হইত। মহাপ্রভুর সঙ্গাধ্যায়ী এবং মহাপ্রভুতে বিশেষ শ্রদ্ধাবান্ কিন্তু নিত্যানন্দ প্রভুর আচরণে সন্দেহ-গ্রস্ত এক ব্রাহ্মণ কোন সময়ে নীলাচলে গমন করিয়া তথায় মহাপ্রভুর নিকট তাঁহার সন্দেহের বিষয় নিভুতে প্রকাশ করিলেন। মহাপ্রভু ব্রাহ্মণের নিকট শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপতত্ত্ব এবং অচিন্ত্যচরিত্র, উত্তমাদিকারী বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়া তাঁহার সন্দেহ নিরাস করিলেন। ব্রাহ্মণ গৌরসুন্দরের বাক্যে সংশয়মুক্ত হইয়া শ্রীল নিত্যানন্দের ক্রমা ও প্রসাদ লাভ করিলেন।

সপ্তমে—নিত্যানন্দ শচীদেবীর নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক নীলাচলে আসিলেন এবং এক পুষ্পোত্তানে ধ্যানমগ্ন হইয়া রহিলেন। মহাপ্রভু উজ্জানে আসিয়া নিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিলে গৌরহরি নিত্যানন্দের স্তুতি কীর্তনমুখে বলিলেন,—নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে স্বর্ণমুক্তাদি যাবতীয় অলঙ্কার নবদ্বীপে ভক্তির স্বরূপ। তিনি মুষ্টিমস্ত কৃষ্ণ রস-অবতার তাঁহার বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাস-সদন। কতক্ষণ পরে ঈশ্বর ও পরমেশ্বরের নিভুতে কণাবর্তী হইলে মহাপ্রভু নিজস্থানে চলিয়া আসিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু গদাধরপণ্ডিতের স্থান গিয়া আতিথ্য স্বীকার করিলেন। গদাধর নিত্যানন্দের আনিত হস্ত তুলু এবং উজ্জান হইতে সংগৃহীত শাক রন্ধন করিয়া গোপীনাথের ভোগ লাগাইলে মহাপ্রভু আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নানাপ্রকার হাথ পরিহাসে তিনি প্রভু-গোপীনাথের প্রসাদ সেবা করিলেন।

অষ্টমে—শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা সমাগতপ্রায় হইলে গোড়দেশ হইতে বৈষ্ণববৃন্দ শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যকে অগ্রণী করিয়া মহাপ্রভুর প্রিয় বিবিধ সামগ্রী লইয়া শ্রীনীলাচলে আসিলেন। নিত্যানন্দ প্রমুখ সকল প্রিয় গোষ্ঠীর সহিত অগ্রসর হইয়া মহাপ্রভু আঠারনালাতে গোড়দেশাগতগণের সহিত মিলিত হইলেন। মহারোলে হরিকীর্তন করিতে করিতে সকলে দশদণ্ডে নরেন্দ্রসরোবরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময় চন্দনযাত্রায় জলকেলি কবিবার জন্ম নরেন্দ্রসরোবরে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলভদ্রের শুভবিজয় হইল। বহুক্ষণ জলক্রীড়া করিয়া তাঁহারা সকলে শ্রীজগন্নাথ দর্শনপূর্বক মহাপ্রভুর সহিত বাসায় আসিলেন।

নবমে—নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ এক একদিন এক একজন মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই সকল দ্রব্য রন্ধন করিয়া খাওয়াইলেন। একদিন অদ্বৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে একাকী স্বীয় ইচ্ছামুদ্রা প্রচুর পরিমাণে ভিক্ষা করাইবার জন্ম অভিলাষ করিলেন। সেই দিন মধ্যাহ্নে মহাপ্রভুর সঙ্গে ভিক্ষাকারী সন্ন্যাসী বৈষ্ণবগণ সকলে মধ্যাহ্নকৃত্য করিতে গেলে এক ভীষণ ঝটিকা উঠিয়া অদ্বৈতের মনোবাসনা পূর্ণ করিয়া দিল। অন্তর্ধামী মহাপ্রভু এই সুযোগে একাকী আসিয়া অদ্বৈতের গৃহে ভিক্ষা সমাপন করিয়া গেলেন। দামোদরপণ্ডিত শচীদেবীকে দেখিবার জন্ম নবদ্বীপে গিয়াছিলেন। তথা হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিতের মুখে শচীদেবীর অপূর্ব কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণভক্তিবিকারের কথা শুনিয়া মহাপ্রভু পরম আনন্দ লাভ করিলেন। একদিন নিজ গুরু শ্রীকেশবভারতীকে ভক্তিজ্ঞানের ভারতম্যা জিজ্ঞাসা করিয়া মহাপ্রভু ভারতীর মুখে ভক্তিরই অসমোদ্ধ শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম্য কীর্তন করাইলেন। একদা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সকল ভক্তকে আহ্বান করিয়া সম্প্রদায় গঠনপূর্বক কৃষ্ণসংকীর্তনের পরিবর্তে সর্ব-অবতারময় সংকীর্তন-যজ্ঞের শ্রীচৈতন্যের কীর্তন করিতে আদেশ করিলেন। ভক্তগণ মহাপ্রভুকে কিঞ্চিৎ ভয় করিলেও অদ্বৈতের আদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিলেন না। স্বয়ং অদ্বৈতপ্রভু উদ্যম নৃত্য করিয়া সংকীর্তন পরিচালনা করিলেন। উচ্চ কীর্তন-জয়ধ্বনি শ্রবণে

মহাপ্রভু স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত হইলেও আনন্দে এবং অধৈর্যের বলে সকলেই নির্ভয়ে থাকিলেন। মহাপ্রভু গিয়া নিজ ঘরে শুইয়া রহিলেন। কীৰ্ত্তনান্তে সকলে মহাপ্রভুকে সঠিত সাফাং করিতে গেলে মহাপ্রভু এই অভিনব পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাসপণ্ডিত জাবেব নিজ অযত্নতা এবং সৰ্ব্বথা ভগবদ্ভিচার অধীনতা জানাইয়া হস্ত দ্বারা স্বর্গা চাকিবার চেষ্টা প্রদর্শনপূর্বক ইহার উত্তর দিলেন। এমন সময় ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী সহস্র সহস্র লোক আসিয়া গৃহদ্বারে ক্রীড়িতভাবে বর্ণনপূর্বক কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীবাসেরই শক্তির প্রভাবের নিকট হার মানিলেন। এই সময়ে সাকর মল্লিক ও শ্রীকণ্ঠ দুই ভাই মথুরা হইতে আসিয়া মিলিত হইলেন। তাঁহারা নিজেদের দৈন্ত্যজ্ঞাপন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট কৃষ্ণভক্তি যাজ্ঞা করিলে মহাপ্রভু প্রেম-ভাওয়ারী অধৈর্যের চরণাশ্রয় করিতে উপদেশ করিলেন। সাকরের তৃতীয় সংস্কাররূপ 'সনাতন' নাম তইল। কিছুকাল নৌাচলে থাকিয়া মথুরায় গিয়া পশ্চিমদেশে ভক্তিরস প্রচারের জন্ত দুই ভাই আদিষ্ট হইলেন। একদিন মহাপ্রভুর প্রেরণ উত্তরে শ্রীবাস অধৈর্যপ্রভুকে শুক-প্রহ্লাদ-সম বলিয়া প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু শ্রীবাসকে ক্রোধে এক চড় মারিলেন, এবং শ্রীবাসকে শ্রীঅদ্বৈত-তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন। গ্রন্থকার এইস্থলে ভগুর উপাখ্যান কীৰ্ত্তন করিয়া রুমের পরাংপরত্ব, বৈষ্ণবত্বের ও বিষ্ণুত্বের সমকক্ষতা এবং অচিন্ত্য প্রদর্শন করিয়াছেন। **দশমঃ**—একদিন অধৈর্যপ্রভু জগন্নাথ মন্দির হইতে আসিয়া জগন্নাথের মুখ দর্শন এবং প্রদক্ষিণ করিবার কথা জানাইলে মহাপ্রভু অধৈর্যকে বলিলেন—“তুমি হারিয়াছ। প্রদক্ষিণ সময়ে জগন্নাথের পশ্চাদ্ভাগে থাকা-কালে শ্রীমুখ দর্শন হয় না। সে কারণ আমি জগন্নাথের শ্রীমুখ ভিন্ন আর কিছুই দর্শন করি না।” অধৈর্যচাণ্য নিজ হার স্বীকার করিলেন। একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া এক কূপের মধ্যে পড়িয়া বালকের তায় ভাসিতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে উঠাইয়া দেখিলেন তাঁহার দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত। মহাপ্রভু গদাধরের মুখে সৰ্ব্বদা শ্রীমদ্ভাগবত বিশেষতঃ ধ্রুব ও প্রহ্লাদ চরিত্র শতাবৃত্তি করিয়া শ্রবণ করিতেন। গদাধর দীক্ষামন্ত্রবিশিষ্টের অভিনয় করিয়া মহাপ্রভুর নিকট সেই মন্ত্র শুনিতে ইচ্ছা করিলে মহাপ্রভু গদাধরের দীক্ষাগুরু পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির আশু-আগমন-সম্ভাবনা জানাইয়া গদাধরকে আশ্রয় করিলেন। ‘ওড়ন-বস্ত্র’ বাতায় জগন্নাথ দর্শনান্তর স্বরূপ ও বিজ্ঞানিধি একসঙ্গে পথে আসিতে বিজ্ঞানিধি উক্ত বাতায় জগন্নাথের সমস্ত বস্ত্র পরিধানের অশাস্ত্রীয়ত এবং জগন্নাথের সেবকগণেরও সমস্ত অপবিত্র বস্ত্রস্পর্শের অসম্মতীনতা প্রকাশ করিলেন। সেই রাত্রে জগন্নাথ বলভদ্র বিজ্ঞানিধির নিকট স্বপ্নযোগে উপস্থিত হইয়া ঈশ্বরের বিধান ও আচরণে এবং তদীয় সেবকগণেরও দোষ দর্শনের অপরাধের আদর্শ হেতু ভীষণ চপেটাঘাত করিয়া বিজ্ঞানিধির দুইগণ অঙ্গুলি-চিহ্নিত করিয়া ফ্লাইয়া দিলেন এই লীলার দ্বারা কৰ্মজড়স্বাৰ্থগণ কর্তৃক হরিসেবকগণের আচার-নিন্দার তুর্ক্কি নিরস্ত হইল।

শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত

প্রথম অধ্যায়

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

মঙ্গলাচরণ—(১) ইষ্টদেব শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের বন্দনা -

আজ্ঞামূলবিত্ত-ভূজো কনকাবদার্তো

সঙ্কীর্ণনৈকপিতরো কমলায়তাকো ।

বিগ্ৰহরো দ্বিজবরো যুগধর্মপালো

বন্দে জগৎপ্রিয়করো করুণাবতারো ॥ ১ ॥

লীলা-পরিকরাদি-বৃক্ক অনাদি আদি মিশ্রনন্দন

শ্রীগৌর-স্বন্দরের বন্দনা—

নমস্ক্রিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুতায় চ ।

স চুতায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আশ্রয়-বিষয়-ধর্ম, অত্ৰোহিত-সন্তোষময়,

রাধাকৃষ্ণ মাধুর্য্য দেখায় ।

বিপ্রলম্ব-ভাবময়, শ্রীচৈতন্য দীনেশ্বর,

হুয়ে মিলি' ঔদার্য্য বিলায় ॥

ভক্ত রায়-রামানন্দ, গৌরে ব্রহ্মব-বন্দ,

দেখে নিজ-ভাবসিদ্ধ-চক্ষে ।

সেইকালে রায় ভূপ, কৃষ্ণের সন্ন্যাসি-রূপ,

নাহি পায় সাধকের লক্ষ্যে ॥

রাধা-ভাবে নিজ-ভ্রান্তি, সুবলিত রাধাকান্তি,

ঔদার্য্যে মাধুর্য্য অপ্ৰকাশ ।

ঔদার্য্যে মাধুর্য্য-ব্রম, না করিবে তাহে শ্রম,

বলে প্রভু-বন্দাবনদাস ॥

গান্ধার্বিকা-চিত্তহারী, কৃষ্ণ—যোগ্যে কৃপাকারী,

রাধা বিনা তিহো কারো নয় ।

কাল্পাল দীনের সব, শ্রীচৈতন্য দয়ার্ণব,

তারে সেবি' তাহা সিদ্ধ হয় ॥

চৈতন্য-নিতাই-কথা, শুনিলে হৃদয়-ব্যথা,

চিরতরে যায় স্থনিশ্চিত ।

কৃষ্ণে অহুরাগ হয়, বিষয়ে আসক্তি-ক্ষয়,

শ্রোতা লভে নিজ-নিত্য

ভাগবতে কৃষ্ণকথা, ব্যাসের লেখনী যথা,

তার মর্ম্ম বুদ্ধাবন জানি' ।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে, বর্ণে অহরূপ-মতে,

গৌর-কৃষ্ণে এক করি' মানি' ॥

গৌরের গৌরব-লীলা, শুদ্ধতর প্রকাশিলা,

যে নিতাই-দাস বুদ্ধাবন ।

তাহার পদাজ ধরি', অহুক্ষণ শিরোপার,

গৌড়ীয়-ভাষ্যের সঙ্কলন ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত, লীলা-মণিমরকত,

চৈতন্যনিতাই-কথাসার ।

শুন সর্ব্বক্ষণ কর্ণে, সহস্র-মুখেতে বর্ণে,

গ্রন্থরাজ-মহিমা-অপার ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-পদ, যাতে নাশে ভোগি-গদ,

শুদ্ধভক্তি যা-হ'তে প্রচার ।

লিখিতে গৌড়ীয়-ভাষ্য, রহ চিত্তে তব দাস্ত,

যাচি, প্রভো, করুণা তোমার ॥

হরিবিনোদের আশা, ভাগবত-ব্যাপ্য-ভাষা,

কুজসেবা করিব যতনে ।

ভক্ত-করুণা হ'লে, সর্ব্বসিদ্ধি তবে মিলে,

নাহি রাখি অল্প আশা মনে ॥

শুদ্ধভক্ত মূর্ত্তিমান, শুনয়ে যাহার কান,

শ্রীচৈতন্যভাগবত-গান ।

শ্রীগৌরকিশোর বর, এ দাসের গুরুবর,

সদা কৃপা কর মোরে দান ॥

শ্রীবার্হতানবী-দেবি-আল্লিষ্ট-দয়িতে সেবি',

যেন ছাড়ি অপরাধ ঘোর ।

শ্রীব্রজপত্তনে বসি', গান্ধার্বিকে, দিবামিপি,

গিরিধর সেবা পাই তোর ॥

পুঙ্খানুপুঙ্খ

শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিনাম—‘শ্রীচৈতন্যমঙ্গল’ । শ্রীন
হরি-সরকারঠাকুরের শিষ্য শ্রীলোচনদাস-ঠাকুর, শ্রীচৈতন্য

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের পুনর্বার বন্দনা—

(শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)

অবতীর্ণোঁ স-কারণ্যো পরিচ্ছিন্নোঁ সদীষরোঁ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-নিত্যানন্দোঁ যৌ দ্রাতরোঁ ভজে ॥ ৩ ॥

সঙ্কীৰ্ত্তনরসে মত্ত শ্রীগৌরহৃদয়ের জয়—

স জয়তি বিগুহবিক্রমঃ কনকভঃ কমলায়তেশ্বরঃ ।

বরজাহুবিলম্বি-ষড়্ভুজে বহুধা ভক্তিরসাভিনর্তকঃ ॥ ৪ ॥

যদল' নাম দিয়া একখানি পাঁচালি-গ্রন্থ রচনা করায়, পরবর্তিকালে এই উভয় গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য ও পার্থক্য-জ্ঞাপনার্থ ঠাকুর শ্রীল বৃন্দাবন-কৃত গ্রন্থরাজের নাম পরিবর্তন করিয়া 'শ্রীচৈতন্তভাগবত'-সংজ্ঞা দেওয়া হয় বলিয়া জনশ্রুতি আছে। শ্রীচৈতন্তচরিতামৃত-গ্রন্থে শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামি-মহাশয় 'শ্রীচৈতন্তমঙ্গল' বলিয়া শ্রীচৈতন্তভাগবতকেই উদ্দেশ্য করিয়াছেন। এইরূপ কিংবদন্তী আছে যে, শ্রীনারায়ণী-দেবীর ইচ্ছামতেই শ্রীবৃন্দাবনদাস-ঠাকুর তৎকৃত গ্রন্থের পূর্ব নাম পরিবর্তন করিয়া 'শ্রীচৈতন্তভাগবত' নাম দিয়াছেন। যাহা হউক, শ্রীমদ্ভাগবতে যেমন প্রধানতঃ শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে, এই গ্রন্থেও তদ্রূপ অন্তর্গত-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীচৈতন্ত-দেবের লীলা, বিশেষতঃ শ্রীনবদীপ-লীলাই, বিশদভাবে বিবৃত আছে। আবার দেখা যায়, শ্রীচৈতন্তচরিতামৃতে সন্ন্যাসি-বেশি মহাপ্রভুর লীলাচল-লীলাই মূখ্যভাবে বর্ণিত হইয়াছেন; তজ্জনা, শ্রীল কবিরাজগোস্বামি-মহাশয়ের ঐ মহাগ্রন্থ শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের এই গ্রন্থেরই 'পরিশিষ্ট'রূপে গৃহীত হইতে পারে। এই মহাগ্রন্থ খণ্ডত্রয়ে বিভক্ত—আদি, মধ্য ও অন্ত্য। আদিখণ্ডে—দীক্ষাগ্রহণ-লীলা অবধি; মধ্যখণ্ডে—সন্ন্যাস-গ্রহণ অবধি, এবং অন্ত্যখণ্ডে—লীলাচলের কয়েক বৎসরের লীলাবলী প্রকাশিত হইয়াছে। লীলার শেষাংশ প্রকাশিত আছে। শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্রীচৈতন্তচরিত-গ্রন্থেও এই অংশ বর্ণিত হয় নাই।

অঙ্কুর। আজাহুল্লিখিতভূজো (আজাহু জাহু-পার্থক্য দৃষ্টিতে ভূজো যয়োঃ তো, মহাপুরুষলক্ষণাক্রান্তো) কনকা-বদ্যতো (কনকম্ ইব অবদ্যতো পীতবর্ণোঁ হেমোচ্ছলো) সঙ্কীৰ্ত্তনৈকপিতরোঁ (বহুভিঃ মিলিষা যৎ হরেঃ কীৰ্ত্তনং, তৎ সঙ্কীৰ্ত্তনং' তন্ত মাতা চ পিতা চ পিতরোঁ জনকোঁ প্রবর্তকোঁ ইত্যর্থঃ, একমাত্র-সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রবর্তকোঁ ইতি বা) কমলার-তাকোঁ (কমল ইব আয়তে প্রাপ্তে অঙ্গিনী যয়োঃ তোঁ জাকর্ণ-বিভূত-নরনোঁ) বিখন্তরোঁ (জগৎপালকোঁ) বিজবরোঁ

(ভগবদ্ভক্তিপিকা-দাতারোঁ জগদগুরু ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠোঁ, পক্ষে, বিজবরাজোঁ চন্দ্রোঁ) যুগধর্মপালোঁ ("কলো তদ্বিকীৰ্ত্তনায়" ইতি স্মৃতেঃ সঙ্কীৰ্ত্তনমেব কলিযুগধর্মঃ, তমেব পলায়তঃ যৌ তোঁ 'সঙ্কীৰ্ত্তনক-পিতরোঁ' ইতি যাবৎ) জগৎপ্রিয়করোঁ (সর্বজগতাং জগন্নিবাসিনাং প্রিয়করোঁ শুভসাদকোঁ) করুণা-বতারোঁ (করুণয়া যয়োঃ অবতারঃ তোঁ কারুণ্যানিদী শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দোঁ অহং) বন্দে (প্রণয়ামি) ॥ ১ ॥

অঙ্কুরবাদ। যাহাদের বাহুযুগল—আজাহুল্লিখিত, কান্তি—সুবর্ণের দ্বারা উজ্জ্বল পীতবর্ণ (বা কমলীয়), যাহারা—সঙ্কীৰ্ত্তন-ধ্বজের প্রবর্তক, যাহাদের নয়ন—পদ্মপলাশের দ্বারা বিবৃত, যাহারা—জগৎ-পালক, ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ, যুগধর্মসংরক্ষক, জগতের শুভসাদক এবং করুণার অবতার, আমি সেই শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দপ্রভুদ্বয়কে বন্দনা করি ॥ ১ ॥

বিসৃতি। বন্দনার প্রথমশ্লোকে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের যুগলরূপ-বর্ণনায় তাঁহাদিগকে আজাহুল্লিখিত-ভূজ, কনকের দ্বারা কমলীয়-কান্তিযুক্ত ও কমলায়তাক বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। এই ভ্রাতৃযুগলের লীলা-বর্ণনায়, তাঁহারা উভয়েই সঙ্কীৰ্ত্তনের প্রবর্তক, যুগধর্ম-রক্ষক, জীবপালক, জগতের প্রিয়কারী, বিজশ্রেষ্ঠ ও করুণাবতার বলিয়া বর্ণিত এবং বন্দিত হইয়াছেন। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীনিত্যানন্দ, উভয়েই মহামহাদাতা, জগদগুরু, এবং কীৰ্ত্তনাত্মা-ভক্তির জনক; উভয়েই জগতের প্রিয়কর বলিয়া তাঁহারা 'জীবে দয়া'-নামক ধর্মের প্রচারক; 'বিখন্তর' ও 'করুণ' বলিয়া তাঁহারা উভয়েই কলিহত-জীবের একমাত্র উদ্ধারোপায় সঙ্কীৰ্ত্তনদ্বারা বিকু-বৈক্য-সেবা-রূপ যুগধর্ম প্রচার করিয়াছেন। উভয় ভ্রাতার এইরূপ বন্দনা হইতেই জীবগণ 'নামে কৃতি', 'জীবে দয়া' ও 'বৈক্য-সেবা'র অঙ্কুরণ করিবেন। বহুবচনের পরিবর্তে বিবচন-প্রয়োগ-হেতু, তাঁহাদিগের প্রচার, রক্ষণ ও যুগধর্মরূপ গুহ্যতির সহিত শৌক্যবংশপারম্পর্য্যে প্রচার-চেষ্টার পার্থক্য স্থাপিত হইয়াছে।

গৌর, গৌরকীর্তি, গৌরভক্ত ও গৌরভক্ত-নৃত্যের জয়—

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো

জয়তি জয়তি কীর্তিস্তম্ভ নিত্য পবিত্রা ।

জয়তি জয়তি তৃত্যন্ত বিবেকমূর্তে-

জয়তি জয়তি নৃত্যং তন্ত সর্বাশ্রয়াম্ ॥ ৫ ॥

‘আজ্ঞাহুলদ্বিতভুজো’,—মহাপুরুষগণের বাহু জামুপথ্য লক্ষিত; সাধারণ-মহুগুণের সেরূপ নহে। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, উভয়েই বিষ্ণুপরতম, প্রপঞ্চ আগত বা অবতীর্ণ; তাঁহাদের অপ্রাকৃত শারীরিক-গঠনেও মহাপুরুষ-লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইত। চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৪২-৪৪ সংখ্যায়—“দৈর্ঘ্য-বিস্তারে যেই আপনার হাত। চারি হস্ত হয় মহাপুরুষ বিখ্যাত ॥ ‘অগ্রোধপরিমণ্ডল’ হয় তাঁর নাম। অগ্রোধ-পরিমণ্ডলতল—চৈতন্য গুণধাম ॥ আজ্ঞাহুলদ্বিতভুজ কমল-লোচন। তিল-ফল জিনি’ নাসা, সুধাংশু-বদন ॥”

‘কনকাবদান্তো’—তাঁহার উভয়েই আশ্রয়-জাতীয় ভাব-বল্বনে লীলা বিস্তার করায়, তাঁহাদের উভয়েই গৌরবর্ণ কাস্তি। নিগিল চিংগোলদ্য-দর্শনকারী বিষয়-বিগ্রহ স্বয়ংরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশের সর্বাঙ্গীকর রূপই প্রসিদ্ধ। মহাভারতে দানধর্ম ১৪৯ অঃ, সহস্রনামে ৯২ ও ৭৫ সংখ্যায়—“স্ববর্ণবর্ণো হেমাস্কো বরাঙ্গচন্দনাস্কদী”।

‘সঙ্কীর্ণনৈকপিতরো’,—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দই শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণনের প্রবর্তক। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৭৬ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—“সঙ্কীর্ণন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। সঙ্কীর্ণনযজ্ঞে তাঁরে ভজ, সেই ধন্য ॥”

‘বিশ্বন্তরো’—‘বিশ্বন্তর’-শব্দের বিবচনপ্রয়োগে ‘বিশ্বরূপ’ ও ‘বিশ্বন্তর’ উভয়ই লক্ষিত। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, উভয়েই বিষ্ণুপরতম এবং বিশ্ববাসীকে নামমাত্র বিতরণ করিয়াছেন বলিয়া ‘বিশ্বন্তর’-শব্দ-বাচ্য। শ্রীনিত্যানন্দের সহিত ‘শ্রীবিশ্বরূপের’ একতত্ত্ব। এই গ্রন্থের আদি, ৪র্থ অঃ ৪৭-৪৯ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৩২ ও ৩৩ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—“প্রথম-লীলায় তাঁর ‘বিশ্বন্তর’-নাম। ভক্তিরসে তরিলা, ধর্মীলা তৃত্যাম ॥

(১) প্রণাম-পাত্র—(ক) গৌরভক্তগণ—

আন্তে শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে।

অশেষ-প্রকারে মোর দণ্ড-পরণামে ॥ ৬ ॥

(খ) পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—

ভাবে বন্দে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহেশ্বর।

নবদ্বীপে অবতার, নাম—‘বিশ্বন্তর’ ॥ ৭ ॥

ডু-ভৃঙ্-ধাতুর অর্থ—‘পোষণ’, ‘ধারণ’। পুষিলা, ধরিল প্রেম দিয়া ত্রিভুবন ॥”

বেদেও ‘বিশ্বন্তর’-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়,—

“বিশ্বন্তর বিবেচন মা ভরসা পাহি স্বাহা”—(অপরূপে ২য় কাণ্ড, ৩য় প্রপাঠক, ৪র্থ অনুবাক, ৫ম মন্ত)।

‘দ্বিজবরো’—‘দ্বিজ’-শব্দে সাধারণতঃ সংস্কারবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যকে বুঝাইলেও ‘দ্বিজবর’-শব্দে এতদ্ভেদে আচার্য্যলীলাভিনয়কারী ব্রাহ্মণবেলী প্রভৃষকে বুঝাইতেছে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের চতুর্থাংশ না থাকায়, একমাত্র ব্রাহ্মণেরা ‘তুর্থাংশ’ বিহিত, তজ্জাত ব্রাহ্মণই আশ্রমবিচারেও ‘দ্বিজবর’-নামে যোগ্য। শ্রীগৌরনিত্যানন্দ, উভয়েই জগদগুরু আচার্য্য-লীলাকারী ও লোকের নিকট ভগবদ্ভক্তি-শিক্ষা প্রদাতা, অতএব ব্রাহ্মণকুলচূড়ামণি। সুতরাং এই অবতাবে গোড় ও ক্ষেত্রমণ্ডলে ব্রহ্মের ছায় গোপজাত্যভিমানে সম্ভোগ রসে তাঁহাদের কোন গোপবধু-সহ রাসাদি-বিলাস বা উচ্ছ্বলতা নাই; গোপলীলা ও দ্বিজলীলা, উভয় লীলা আবির্ভাবধরের মাধুর্য ও উদ্যম-বৈচিত্র্য ধ্বংস করিয়া কল্পনা করিলে রসাতল ও সিদ্ধান্তবিরোধ-হেতু ত্রিয়ার রামানন্দ ও গ্রন্থকারের চরণে অপরাধ উৎপন্ন হইয়া কল্পনা কারীকে নিরয়ে প্রেরণ করিবে।

পক্ষে, ‘দ্বিজবরো’-শব্দে ‘দ্বিজরাজো’ অর্থাৎ এক কালে যুগপৎ সমুদিত দুইটী পূর্ণচন্দ্র।

যুগ,—৪৩২০০০০ সৌরবর্ষে ‘মহাযুগ’ হয়। সহস্র মহাযুগে এক ‘কল্প’ বা ‘ব্রহ্মার দিন’। এই ব্রহ্মদিনে ৭ যুগব্যাপী চতুর্দশ মন্বন্তর। এক মহাযুগের দশভাগের এবং ভাগ—কলিযুগ, দশ-ভাগের দুইভাগ—ষাণ্ময় যুগ, দশভাগে তিনভাগ—ত্রৈতাযুগ এবং দশভাগের চারিভাগ—কৃতযুগ।

যুগধর্ম,—সত্যযুগে ‘ধ্যান’, ত্রেতাযুগে ‘ব্রজ’, ষাণ্ময়

সর্ব প্রথমে স্বীয় ভক্তবন্দনার কারণ-নির্দেশ ; সর্বাঙ্গেক।
বিষ্ণুপূজাই পরম এবং বৈষ্ণবপূজাই পরমতর—
'আমার ভক্তের পূজা—আমা হৈতে বড়'।
সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে কৈলা দড় ॥ ৮ ॥

ভক্তভক্ত-পূজাই সর্বশ্রেষ্ঠ—

(ভা: ১১।১৯।২১)

মহুজপূজাভ্যধিকা সর্বভূতেষু মমতি: ॥ ৯ ॥

'অর্চন' এবং কলিযুগে 'নাম-সঙ্কীর্ণন'ই যুগ-ধর্ম। (ভা ১২। ৩।৫২)—“কৃতে যন্ধায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজ্ঞতো মথৈঃ। ষাপরে পরিচর্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ণনাং ॥” (ভা ১১।৩। ৩৪)—“কলৌদৌষনিধে রাজরস্তুি হেকৌ মহান্ গুণঃ। কীর্ণনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেন ॥” (ভা ১১।৫।৩০)—“কলিং সভাজয়ন্ত্যার্য্য। গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ। যত্র সঙ্কীর্ণনেনৈব সর্বস্বার্থোহপি লভাতে ॥” শ্রীবিষ্ণুপুরাণে—“ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞেন্নেতায়াং ষাপরেহর্জয়ন্। যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সংকীর্ণ্য কেশবম্ ॥”

'যুগধর্মপালো',—কর্মকাণ্ডপর-শাস্ত্রবিচারে কলিকালে 'দান'ই যুগধর্ম। কিন্তু মহাবদান্য শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ-প্রভুস্বয়—যুগধর্মের পালকরূপে কৃষ্ণসঙ্কীর্ণনের প্রবর্তক। (ভা ১১।৫।২৯)—“কৃষ্ণবর্ণং দ্বিষাকৃষ্ণং সাক্ষোপাস্যাজ-পাস্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ণনপ্রায়ৈর্ধজন্তি হি হৃমেধসঃ ॥” (ভা ১০।১।৯)—“আসন্ বর্ণাজয়ো হস্ত গৃহুতোহমৃগং তনুঃ। তুক্রো রক্তস্তথা পীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥”

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দ এই বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন—“নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনামে গৌরব্ধিবে নমঃ ॥” অর্থাৎ মহাবদান্যতাই শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর—‘গুণ’ এবং শ্রীকৃষ্ণপ্রেম-প্রদানই তাঁহার ‘লীলা’। শ্রীকবিরাজ-গোবিন্দ (চৈ: চ: আদি, ৮ম পং: ১৫ সংখ্যায়) বলেন,—“চৈতন্যচন্দ্রের দয়া কর' বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥”

শ্রীল ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর তাঁহাদের এই দয়ার কথাই লিখিয়াছেন,—(দয়াল) নিতাই-চৈতন্য বলে' ডাকরে আমার মন'। বাস্তবিকই শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের দান—অতুপম, অসমাপ্ত ও অতুতপূর্ণ ; তাঁহারা উভয়েই যুগধর্মের পালক, হস্তায় কৃষ্ণসঙ্কীর্ণনকারী ও অমনোদয়া-দয়াময়।

'জগৎপ্রিয়করো',—শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ, উভয়েই জগতের প্রিয়কারী। শ্রীল কবিরাজ-গোবিন্দ (চৈ: চ: আদি ১ম

পং: ৮৬, ১০২ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—“সেই ছুই জগতেরে হইয়া সদয়। গোড়দেশে পূর্বশৈলে করিলা উদয় ॥ এই চন্দ্র-হর্ষা ছুই পরম সদয়। জগতের ভাগ্যে গোড়ু করিল উদয় ॥” ই ১ম পং: ২য় বা ৮৪ শ্লোক—“বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দৌ সহোদিতৌ। চিত্রৌ গোড়োদয়ে পুস্পবন্তৌ শল্লৌ তমোহুদৌ ॥”

'করণাবতারো'—শ্রীমন্নামপ্রভুর 'করণাবতার'-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণ-গোবিন্দী স্ব-কৃত 'বিদগ্ধমাধব'-নামক নাটক-প্রারম্ভে 'অনপিতচরীঃ চিরাৎ করণয়াবতীর্ণঃ কলৌ' লিখিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ-গোবিন্দ (চৈ: চ: আদি ৫ম পং: ২০৭-২০৮ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন—“এমন নিরুণ্য মুই কেবা কৃপা করে। এক নিত্যানন্দ বিনা জগৎ ভিতরে ॥ প্রেমে মত্ত নিত্যানন্দ—কৃপাবতার। উত্তম, অধম,—কিছু না করেন বিচার ॥ নিত্যানন্দ-দয়া মোরে তাঁরে দেখাইল। শ্রীরাধামদন-মোহনে 'প্রভু' করি' দিল ॥ ১ ॥

অবয়ব। ত্রিকালসত্যায় (বিশ্বস্থিতি: অগ্রে, মধ্যে, অন্তে, তৃত-বর্তমান-ভবিষ্যদ্বিতি সর্বের কালেবু সত্যায় নিত্যায় সনাতনায়,—ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবন্ত অবয়বগবন্তা সর্বকারণকারণত্বং চ হ্যচ্যতে) জগন্নাথসত্যায় (নিত্য: অজঃ অপি তেন জগন্নাথমিশ্রন্ত পুত্রত্বেন বৈকুণ্ঠে ঐশ্বর্য্যালীলায়া অপি মথুরায়াং অম্বাদিলীলায়া উৎকর্ষ: প্রদর্শিত:, তাদৃশ-ভক্তবৎসলায়) সত্যায় (সপরিকরায় সাক্ষোপাস্যাজ-পার্বদায় ইত্যর্থ:) সপুত্রায় (শিষ্ণ-পারম্পর্য্যক্রমেণ তদাশ্রিত-ত্যজগৃহ-ভক্তবৃন্দসহিতায়, শৌক্যপারম্পর্য্যেণ তন্ত বংশাভাবাৎ ; যথা, 'সঙ্কীর্ণনৈকপিতরো' ইতি বচনাৎ কৃষ্ণসঙ্কীর্ণনমেব তন্ত পুত্রঃ, তেন সহিতায়) সঙ্গজায় (রাগমার্গে শ্রীগদাধর-স্বরূপ-রামানন্দাদি-বংশজিভি:, বিধিমার্গে তু শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-বিষ্ণুপ্রিয়াভ্যাং সহ বর্তমানায়) তে (তুভ্যাং ভগবতে) নমঃ ॥

অনুবাদ। হে প্রভো, আপনি—ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান, এই তিন কালেই সত্য, আপনি—জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ; আপনার পরিকর বা ভৃত্যরূপী ভক্তগণের, আপনার

ভক্ত-পূজাতেই বিরনশ ও অভীষ্ট-সিদ্ধি—
এতেকে করিহু আগে ভক্তের বন্দন।
অন্তএব আছে কার্যসিদ্ধির লক্ষণ ॥ ১০ ॥

(গ) শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দপ্রভুর বন্দনা ও মাহাত্ম্য—
ইষ্টদেব বন্দে। মোর নিত্যানন্দ-রায়।
চৈতন্যের কীর্তি ক্ষুরে বাঁহার কৃপায় ॥ ১১ ॥

পুত্রগণের (‘পুত্র’-পর্য্যয়ে গৃহীত ‘তাক্তগৃহ গোস্বামী’
প্রকৃতি শিষ্যগণের, অথবা ‘কৃষ্ণসকীর্তন’-নামক অভিধেয়-
বিশেষের) এবং আপনার কলত্রগণের (বিধিবিচারে—
‘ভূ’-শক্তিশ্বরূপা ত্রিবিষ্ণুপ্রিয়া, ‘শ্রী’-শক্তিশ্বরূপা শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া
এবং ‘লীলা, নীলা বা চূর্ণা’-শক্তিশ্বরূপা শ্রীনবদ্বীপ-ধাম,
এবং রুচি-বিচারে—শ্রীগদাধরদ্বয়-নরহরি-রামানন্দ-জগদানন্দ
প্রকৃতি শক্তিবর্গের) সহিত আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার
করিতেছি ॥ ২ ॥

বিবৃতি। বন্দনার দ্বিতীয়-শ্লোকে শ্রীমদ্রূপপ্রভু এই-
রূপে বন্দিত হইয়াছেন। তিনি—ত্রিকাল-সত্য বাস্তব বস্তু,
অর্থাৎ অনাদিনিধন নিত্য-তত্ত্ব। ভূত্যা, পুত্র ও কলত্রাদি
অঙ্গোপাঙ্গান্তর্পার্ষদরূপ বিলাস-পরিকরণগণের সহিত সেই
জগন্নাথস্বত শ্রীগৌরসুন্দরকে নমস্কার।

‘জগন্নাথ স্বত’ বলিতে একবচনে শ্রীগৌরসুন্দরই লক্ষ্য-
স্থল; জগন্নাথের অপর পুত্র শ্রীবিষ্ণুরূপ বা শঙ্করাগা-স্বামী
লক্ষিত হন নাই; যেহেতু, তিনি বালোই সম্যাস গ্রহণ
করায়, এবং কোন উদাসীন শিষ্যের দীক্ষা গুরু না হওয়ায়,
তৎপ্রতি পরবর্ত্তি-বিশেষণদ্বয় ‘সকলত্র’ ও ‘সপুত্র’ প্রযুক্ত
হইতে পারে না।

যদি বল, শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতিই বা কিরূপে ‘সপুত্র’-
পদটী প্রযুক্ত হইতে পারে? তদন্তরে জানিতে হইবে যে,
তদীয় উদাসীন ‘গোস্বামী’ শিষ্যগণই তাঁহার ‘পুত্র’-পর্য্যয়ে
গৃহীত হইয়াছেন; আর ‘গৃহস্থ’ শিষ্যগণই তাঁহার ‘ভূত্যা’
পর্য্যায়ভুক্ত হইয়াছেন। পুত্র-পর্য্যয়ে অচ্যুত-গোত্রীয় তাক্তগৃহ
ত্রিদিগগণের স্থান; শ্রীকৃষ্ণপ্রভু স্ব-কৃত ‘উপদেশামৃত’ের
আরম্ভে শ্রীকৃষ্ণমুগ-সম্প্রদায়ের ‘সিদ্ধি’-সম্প্রদায় বর্ণিয়া
নির্দেশ করিয়াছেন। ইহারাই প্রকৃতপক্ষে শ্রীমদ্রূপপ্রভুর
নিজবংশ। শ্রীঅদ্বৈত-সন্তান শ্রীঅচ্যুতপ্রভুই অচ্যুত-গোত্রীয়
গণের মূল-পিতৃপুরুষ-স্বয়ং স্বীয় ‘অচ্যুতানন্দ’-সংজ্ঞা গ্রহণ
করিয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুদ্বয়ের অধস্তনগণ
—তাঁহাদের প্রভুদ্বয়েরও প্রভু শ্রীমদ্রূপপ্রভু ‘ভূত্যা’মাত্র।

বিধি-বিচারে,—‘ভূ’-শক্তিশ্বরূপা বিষ্ণুপ্রিয়া ও ‘শ্রী’-শক্তি-
শ্বরূপা লক্ষ্মীপ্রিয়া-নাম্নী শ্রীগৌর-নারায়ণের পরীক্ষয় এবং
লীলা, নীলা বা চূর্ণা-শক্তিশ্বরূপা শ্রীনবদ্বীপ-ধাম; আর, রুচি-
বিচারে,—শ্রীগদাধরদ্বয়, শ্রীনরহরি, শ্রীজগদানন্দ, শ্রীবক্তে-
শ্বর, শ্রীরামানন্দ ও শ্রীরূপসনাতনাদি গোস্বামিগণ, সকলেই
শ্রীগৌর-গোবিন্দের ‘কলত্র’-পর্য্যয়ে গৃহীত হইয়াছেন।

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৭ম পঃ ১৪শ
সংখ্যায়) লিপিযাছেন,—“এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুই
জন। দুই প্রভু সেবেন মহাপ্রভুর চরণ ॥” ২ ॥

অর্থ্য। স-কার্ণণ্যো (কার্ণণ্যে স সহ বর্ত্তমানো করুণা-
বস্তো; ‘স-কার্ণণ্যো’ ইতি পাঠে তু স্ব স্ব-স্বরূপভূতমেব
কার্ণণ্যং যমোঃ তে কার্ণণ্য-তনু, করুণাবতারো ইতি যাবৎ)
পরিচ্ছিন্নো (মধ্যমাকারো, চিদ্বন-মূর্ত্তী অপি প্রেমাজন-
চ্ছুরিত-চিচ্ছক্ষ্যা এব দর্শনীয়ো ইতি যাবৎ, ন তু মায়া-
বদ্ব্যং জীববৎ অবচ্ছিন্নো) সদীশ্বরো (সন্তো নিত্যস্বরূপো
চামু) দৈশ্বরো (সর্ব্বেষাং প্রভু চ নিয়ন্তারো) শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-
নিত্যানন্দো (তন্মাকো) দ্বো ভ্রাতরো (একাত্মানো অপি
বিগ্রহদ্বয়ে পরস্পর-সেব্য-সেবকভাবাভিন্ন-ভ্রাতৃভাবেন বিধাস-
বস্তো) তৌ ভজে (ভজামি, সেবে) ॥ ৩ ॥

অনুবাদ। করুণাময় (ঔদার্য্যবিগ্রহ), (অচিন্ত্য-
শক্তিবলে) মধ্যমাকার, নিত্যস্বরূপ, সর্ব্বনিয়ন্তা, প্রাণকে
অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ-নামক ভ্রাতৃদ্বয়কে
আমি ভজনা করি ॥ ৩ ॥

বিবৃতি। ‘পরিচ্ছিন্নো’—স্বরূপ ও স্বয়ংপ্রকাশ-বস্তুর
লীলা—চিদ্বিলাস-বৈচিত্র্য-স্ফোতক। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ
বা শ্রীকৃষ্ণ-রাম, উভয়ে অভিন্ন হইয়াও ‘স্বরূপ’ ও ‘স্বয়ং-
প্রকাশ’-মূর্ত্তিতে দুইরূপে বিগ্রহদ্বয়।

‘ভ্রাতরো’—ভ্রাতৃদ্বয়। শ্রীমদ্রূপপ্রভু ও শ্রীনিত্যানন্দ-
প্রভু,—এই উভয়ের মধ্যে শৌক-ভ্রাতৃ-লীলার অভিন্নর
নাই। পারমার্থিকগণ সেব্য পরমার্থ-বিচারে তাঁহাদিগের

নিত্যানন্দ বা বলরামপ্রভু কর্তৃক স্বীয় কলা ‘অনন্ত’ বা ‘শৈব’-
স্বরূপে তৎপ্রভু গৌরকৃষ্ণের গুণ-কীর্তনরূপ সেবা—
সহস্রবদন বন্দে। প্রভু-বলরাম ।
বীহার সহস্র-মুখে কৃষ্ণ যশোদাম ॥ ১২ ॥
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয়-স্থানে ।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে ॥ ১৩ ॥

বলরাম বা নিত্যানন্দের গুণকীর্তনকালেই কৃষ্ণের বা
চৈতন্তের গুণ-কীর্তনে যোগ্যতা—
অতএব আগে বলরামের স্তবন ।
করিলে সে মুখে ক্ষুরে চৈতন্ত-কীর্তন ॥ ১৪ ॥
নিত্যানন্দ বা বলরামের অগৌকিক গৌরকৃষ্ণ-দাস্ত-চেষ্টা—
সহস্রেক-ফণাধর প্রভু-বলরাম ।
যতেক করয়ে প্রভু, সকল—উদ্ধাম ॥ ১৫ ॥

‘স্বয়ংরূপ’ ও ‘স্বয়ংপ্রকাশ’-লীলাদ্বয়ের পরস্পর অভিন্ন বৈশিষ্ট্য
বলিবার জন্যই তাঁহাদিগকে ‘স্নাতক’ বলিয়াছেন ॥ ৩ ॥

অর্থ । বিগুণ-বিক্রমঃ (বিগুণঃ শুদ্ধস্ব-চিন্ময়ঃ বিক্রমঃ
যন্ত সঃ, ‘অতিগুণ-বিক্রমঃ’ ইত্যপি পাঠো দৃশ্যতে) কন-
কাভঃ (হেমকান্তিঃ) কমলায়তক্ষণঃ (কমলায়তাক্ষঃ)
বর-জাম্ব-বিলম্বিতভূজঃ (বরঞ্চ অদো জাম্ব বেতি স্তম্ভ-
জজ্ঞা তৎপর্গ্যস্তং বিলম্বীনি দীর্ঘাণি ষট্‌সংখ্যকানি ভূজানি
যন্ত সঃ, আজাম্বলম্বিতভূজঃ, ‘সদ্ভূজঃ’ ইতি পাঠে তু চিদ্-
বিগ্রহস্তনিত্যং সচ্যতে) বহুধা (বিবিধ-প্রকারেণ) ভক্তি-
রসাভিনর্তকঃ (ভক্তিরসাভিষ্টঃ সন্ অভিনর্তকঃ সম্যক্‌নৃত্য-
শীলঃ ভক্তানাং নর্তন-বিলাস-প্রবর্তকঃ ইতি যাবৎ) সঃ
(গৌরচন্দ্রঃ) জয়তি (সর্কোৎকর্ষণে বর্ততে, অনুস্মরণে
বর্তমান-প্ররোগঃ) ॥ ৪ ॥

অনুবাদ । বিগুণবিক্রম, হেমকান্তি, পদ্মপ্রকাশ-
লোচন, স্তম্ভ-জাম্ব-পর্গ্যস্ত বিলম্বিত-বড়ভূজক, কীর্তন-
কালে ভক্তিরস পরিপ্লুত-চিত্তে বিবিধপ্রকারে নৃত্যবিলাস-
শীল শ্রীগৌরসুন্দর জয়যুক্ত হউন ॥ ৪ ॥

‘বহুধা ভক্তিরসাভিনর্তকঃ’—পঞ্চ মুখ্যরস ও সপ্ত গোণ-
রস মিলিত হইয়া ভক্তিরসের উদয় করায় । শ্রীগৌরসুন্দর
পাঁচ প্রকার রতিবিশিষ্ট ভক্তের বিষয়-বিগ্রহ হইয়া স্তম্ভভাবে
স্বয়ং নৃত্য করিয়াছিলেন এবং আশ্রিত-জনগণকে নৃত্য
করাইয়াছিলেন ॥ ৪ ॥

অর্থ । দেবঃ (লীলাময়ঃ স্বরাট্) কৃষ্ণচৈতন্তচন্দ্রঃ
জয়তি জয়তি (অত্যাৎকর্ষণে জয়ত্যাং, ওৎসুক্যে ষিক্রিঃ) ;
স্ত নিত্য (সনাতনী) পবিত্রা (অচিন্ত্যস্পর্শসত্ত্বাবনা-রহিতা
দ্বন্দ্বময়ী লোকপাবনী) কীর্তিঃ (যশোরশিঃ) জয়তি
জয়তি ; তন্ত বিশেষমূর্ত্তেঃ (বিশেষঃ সর্ক-জনতাং প্রভুঃ,

স এব মূর্ত্তিঃ সাক্ষাৎ চিদ্বিগ্রহঃ, অথবা, বিশেষাং সর্কেষাম্
ঈশানাং প্রভৃণাং মূর্ত্তয়ঃ যস্মিন্ যতো বা, তন্ত) ভূতাঃ
(ভক্তঃ) জয়তি জয়তি ; তন্ত (গৌরন্ত স্বকীয়ন্ত) সর্কপ্রিয়াণাং
(সর্কেষাং প্রিয়াণাং প্রিয়বর্গাণাং ভক্তানাং ইত্যর্থঃ ;
‘সর্কপ্রিয়ন্ত’ ইতি পাঠে তন্ত ‘তন্ত’ ইতি পদন্ত বিশেষণং)
নৃত্যাং (নাম-কীর্তনমুখে উচ্চননর্তনে চ) জয়তি জয়তি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ । লীলাময় স্বরাট্ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তচন্দ্র
জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ; তাঁহার সনাতনী পবিত্রা কীর্তি
জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ; সর্কেষরেশ্বর সর্কগগৎপ্রভু
সাক্ষাৎ চিদ্বিগ্রহ (অথবা, সকল ঈশ্বরগণের প্রভু) শ্রীগৌর-
সুন্দরের ভক্তবৃন্দ জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন এবং তাঁহার
নিপিল প্রিয়-পরিকরগণের নৃত্য জয়যুক্ত হউন, জয়যুক্ত হউন ॥

বিবৃতি । শ্রীনবদ্বীপধাম হইতে শ্রীগৌরসুন্দরের শুভ
বিজয়ের পর, তাঁহার অনুগমগুণী তাঁহাকে সঙ্কাদিদেবতা
‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তচন্দ্র’ বলিয়া নির্দেশ করিতেন । শ্রীকৃষ্ণ-
গোস্বামী স্ব-কৃত-স্তবে বলিয়াছেন—“কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্তনাম্নে
গৌরত্বিষে নমঃ” । (চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৩৪ সংখ্যায়)—
“শৈবলীলায় নাম ধরে ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ । ‘শ্রীকৃষ্ণে’ জানা গা
সব বিশ্ব কৈলা ধন্য ॥”

কেহ যেন একপ মনে না করেন যে, ‘চৈতন্তমঙ্গল’র
পরিবর্তে ‘গৌরমঙ্গল’, ‘চৈতন্তভাগবত’র পরিবর্তে ‘গৌর-
ভাগবত’, ‘চৈতন্তচরিতামৃত’র পরিবর্তে ‘গৌরচন্দ্রচরিতামৃত’
কিংবা ‘চৈতন্তচন্দ্রোদয়ে’র পরিবর্তে ‘গৌরচন্দ্রোদয়’ প্রভৃতি
গ্রন্থ করিয়া অচেতনাত্মের তাহার। শ্রীগৌরসুন্দর শিলা-
প্রণালীকে কলঙ্কিত করিতে পারিবেন । শ্রীগৌর-লীলায়,
তিনি অগতের হরিবিমুখ অচেতন্য ব্যক্তিগণের কৃষ্ণাঘেয-
প্রবৃত্তিরূপ চৈতন্ত-ধর্ম উদয় করাইবার জন্যই ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত’-

হলধর-মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।

চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাদীর ॥ ১৬ ॥

নাম গ্রহণ করিল, নিঃশ্রেয়সাধি-জনগণের কৃষ্ণভজন-চেষ্টার আদর্শউদ্দীপন করিয়াছিলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর যে মহাবদান্ত ও কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা,— ইহাই তাঁহার পরমপবিত্রা নিত্য কীর্তি।

সেই বিশেষ-মুক্তি বিখ্যাত গোলোকপতির ভূতাস্বরূপ ষাবতীর ভক্তগণই তাঁহার লাগ্য এবং তাঁহার সমগ্র সম্পত্তি ও মহেশ্বরের অধিকারী।

শ্রীদামোদর-স্বরূপ, শ্রীরামানন্দ, শ্রীবক্রেশ্বর ও অত্যাশ্রয়প্রিয়জনবর্গের গোপীভাবোচিত কীর্তনমুখে দাখই সর্বোপরি জয় লাভ করুক ॥ ৫ ॥

শ্রীচৈতন্যের বন্দনার প্রাগ্ভাগে সাধারণভাবে শ্রীচৈতন্য-প্রিয়-গোষ্ঠীর চরণে দণ্ডবদন্তি দ্বারা মঙ্গলাচরণ করিতেছেন। শ্রীগুরুদেবই সেই শ্রীচৈতন্যপ্রিয়-গোষ্ঠীর সর্বপ্রধান নায়ক। সাক্ষাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই গ্রন্থকারের সেই শ্রীগুরুদেব।

‘গোষ্ঠী’,—“নানাশাস্ত্রবিশারদৈ রসিকতা সংকাব্য-সংমোদিতা নির্দোষৈঃ কুলভূষণৈঃ পরিমিতা পূর্ণা কুলজ্ঞ-রসি। শ্রীমদ্ভাগবতাদি-কারণ-কথা শুশ্রূষয়ানন্দিতা গম্ভাভীষ্ট-মুপৈতি যদগুণিজনা ‘গোষ্ঠী’ হি সা চোচ্যতে ॥”

দণ্ড,—দণ্ডবৎ; পরণাম,—প্রণাম। সেই ‘প্রণাম’—চতুর্লিখ; যথা—(১) অভিবাদন, (২) অষ্টাঙ্গ, (৩) পঞ্চাঙ্গ, (৪) করশিরঃসংযোগপূর্বক প্রণাম ॥ ৬ ॥

গুরু-প্রণামের পর অর্থাৎ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বন্দনার পর শ্রীচৈতন্যদেবের বন্দনা করিলেন। ইহাই শিষ্টাচার ও সম্মানপদ্ধতি; এইজন্য ‘তবে’-শব্দের প্রয়োগ।

যদিও শ্রীবিষ্ণুস্বামি-সম্প্রদায়-সন্ন্যাসী ও মঠোত্তর-শতনামী ত্রিদিগ্ধি-বৈদিকসন্ন্যাসিগণ শ্রীশঙ্করপাদের বহুপূর্ব হইতে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি নির্বিশেষ-বিচার-প্রিয় বৈদান্তিক শঙ্করের অভ্যুদয়ে চিহ্নাঙ্ক-নমস্কর-বাদমূল্যে-ভারতে পঞ্চোপাসক সমাজ পুনর্গঠিত হওয়ায় শ্রীমহাপ্রভু শ্রীশঙ্করাচার্য্য-সম্প্রদায়ের দশনামী দণ্ডিন্যাসিগণের প্রথামত বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আধ্যাত্মিক বৈদিকভাস

কৃষ্ণচৈতন্য-প্রেরিত অভিন্ন-বিষয়বিগ্রহ প্রভুবর—

ততোধিক চৈতন্যের শ্রিয় নাহি আর।

নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার ॥ ১৭ ॥

অর্থাৎ ‘বেদামুগ্ধব’ আধ্যসমাজের অনেকেই শঙ্করাচার্য্যের অনুবর্তী এবং শঙ্কর-সম্প্রদায়ের শাসনানুসারে পঞ্চোপাসক।

দশনামী সন্ন্যাসী—যথা “তীর্থশ্রমবনারগ্যগিরিপার্বত-বাগরাঃ। সরস্বতী ভারতী চ পুরী নামানি বৈ দশ ॥” প্রত্যেক সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারীর উপাধি ও স্থানের নাম যথাক্রমে দিখিত হইতেছে—

তীর্থ ও আশ্রম—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—দ্বারকা, ব্রহ্ম-চারি-নাম—স্বরূপ। বন ও অরণ্য—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—পুরুষোত্তম, ব্রহ্মচারি-নাম—প্রকাশ। গিরি, পার্বত ও সাগর—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—বদরিকাশ্রম, ব্রহ্মচারি-নাম—আনন্দ। সরস্বতী, ভারতী ও পুরী—সন্ন্যাসোপাধি, স্থান—শুঙ্গেরী, ব্রহ্মচারি-নাম—চৈতন্য (মঞ্জুষা—২য় সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীশঙ্করাচার্য্য সমগ্র ভারতের পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ-প্রদেশে চারিটি মঠ স্থাপন করিয়া তাঁহার চারিটি শিষ্যকে মঠাধিপ করেন। এই চারিটি মূলমঠের অধীন অসংখ্য শাখা-মঠ ক্রমশঃ উদ্ভূত হইয়াছে। দেশভেদে মঠের বাহ্য সাদৃশ্য নির্দিষ্ট থাকিলেও অনেক-ক্ষেত্রে বিপর্যয় লক্ষিত হয়। এই চারিমঠে আনন্দবার, ভোগবার, কীটবার, ভূমিবার-ভেদে চতুর্লিখ সম্প্রদায় দৃষ্ট হয়। কাল-বশে এই সম্প্রদায়ের ধারণারও বিপর্যয় দেখা যায়। মঠ-ভেদে চারিটি মহাবাক্যেরও বিভাগ আছে। সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে হইলে পূর্বে মঠাধীশ সন্ন্যাসি-গুরুর নিকট গমন করিয়া ‘ব্রহ্মচারী’ হইতে হয়। তিনি যে-প্রকার সন্ন্যাসী, তদনুসারে ‘ব্রহ্মচারী’-নাম দিয়া থাকেন। আজও এই সম্প্রদায়ে এই প্রথা বিশেষ-ভাবে চলিয়া আসিতেছে।

শ্রীমহাপ্রভু কেশব-ভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার অভিনয় করায় তাঁহার নাম ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ হইয়াছিল। সন্ন্যাস গ্রহণ করিবার পরও ভগবান্ বীর ‘ব্রহ্মচারী’-নামই প্রচার করেন। ‘ভারতী’-সংজ্ঞা গ্রহণ করিয়া বীর পরিচয় দিবার কথা তাঁহার লীলা-লেখকগণ কেহই বলেন না। সন্ন্যাস-নামের সহিত ঈশ্বরভিমান সংশ্লিষ্ট থাকায়, বোধ

শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্কর্ষণের গুরুশ্রবণ-কীর্তনকারীর প্রতি

শ্রীগৌর-কৃষ্ণের স্তোত্র—

তাঁহার চরিত্র যেবা জন্মে শুনে, গায়।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—তাঁরে পরম সহায় ॥ ১৮ ॥

তৎপ্রতি সঙ্কর্ষণের সেবকদম্পতি শিবদুর্গার স্তোত্র ;

কৃষ্ণকীর্তনে তাঁহার যোগাতা-লাভ—

মহাপ্রীত হয় তাঁরে মহেশ-পার্বতী।

জিহ্বায় ক্ষুরয়ে তাঁর শুদ্ধ সরস্বতী ॥ ১৯ ॥

হয়, জীববান্ধব জগৎগুরু শ্রীমদ্ব্যাহা প্রভু স্বয়ং কৃষ্ণ হইয়াও আপনাকে কৃষ্ণদাসাভিমানের বশ-জীবকুলের নিকট গুরুকৃষ্ণ-ভক্তি প্রচারপূর্বক তাহাদের নিত্যহিতসাধনেচ্ছায় তাদৃশ একদণ্ড-সম্মাসোপাধিধারা সদন্তে পরিচয়-প্রদান আদর করেন নাই। ‘ব্রহ্মচারি’-নামে গুরুদাসাভিমানই অচ্যুত ; উহা ভক্তির পতিকূল নহে। মহাপ্রভু দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি সম্মাসের চিহ্নসমূহ গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

‘মহেশ্বর’—(স্বঃ উঃ ৪।১০ ও ৬।৭)—“মায়াক্ত প্রকৃতিং বিজ্ঞান্যামিনন্ত মহেশ্বরম্” ও “তমীশ্বর্যাণং পরমং মহেশ্বরম্”। (ভা . ১।২৭।২০ শ্লোকে শ্রীপরশ্বামি-কৃত ‘ভাবার্থদীপিকা’র ধৃত পাদ্যোত্তরখণ্ডস্থ ১১ অঃ-বাক্য) —“যো বেদাদৌ স্বরঃ প্রোক্তো বেদান্তে চ প্রতিষ্ঠিতঃ। তন্ত প্রকৃতিগীনন্ত যঃ পরঃ স মহেশ্বরঃ ॥ যোহসাবকারো বৈ বিষ্ণুর্বিষ্ণুনারায়ণো हरिः। স এব পুরুষো নিত্যঃ পরমাত্মা মহেশ্বরঃ ॥” (ব্রঃ বৈঃ প্রকৃতিখণ্ডে ৫০ অঃ) —“বিশ্বস্থানাঞ্চ সর্বেষাং মহতা-দীশ্বরঃ স্বয়ম্। মহেশ্বরঞ্চ তেনৈমং প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥”

নবদীপ,—ভাগীরথীর পূর্বকূলে নবদীপ-নগর। বহুপূর্ব হইতেই তথায় সেনরাজগণের রাজধানী অবস্থিত ছিল। সেই স্থান সম্প্রতি নবদীপ-নামে পরিচিত না হইয়া ভিন্ন ভিন্ন গল্পী-নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। যে-স্থলে শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের গৃহ, শ্রীবাসের অঙ্গন, শ্রীঅষ্টোত্তর ভবন, শ্রীসুয়ারিগুপ্তের স্থান প্রভৃতি অবস্থিত ছিল, তাহা সম্প্রতি ‘শ্রীমায়াপুর’-নামে খ্যাত। গঙ্গার বিভিন্ন গর্ভের পরিবর্তনে শ্রীমদ্ব্যাহা প্রভুর প্রেকটকালীয় নবদীপ-নগরের অধিকাংশই জলমগ্ন হইয়াছিল, সুতরাং উহার অধিবাসিগণের অনেকেই নিকটবর্তি স্থানে উঠিয়া বাইতে বাধ্য হয়। প্রভুর প্রেকটকালীন কুলিয়া-গ্রামে বা ‘পাহাড়পুরে’ই আধুনিক নবদীপ-নগর বলিয়াছে এবং সেই-স্থলেই বর্তমান নবদীপ-মিউনিসিপ্যালিটি স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু, খৃষ্টীয় অষ্টাদশ-শতাব্দীতে নবদীপ-নগর ‘কুলিয়াহাট’ বা ‘কালীদহ’-এ বর্তমান চড়ায়

অবস্থিত ছিল। আবার খৃষ্টীয় সপ্তদশ-শতাব্দীতে নদীয়া-নগর বর্তমান ‘নিদয়া’, ‘শঙ্করপুর’, ‘রত্নপাড়া’ প্রভৃতি স্থানে লক্ষিত হয়। তৎপূর্বে ষোড়শ-শতাব্দী পর্যন্ত শ্রীমদ্ব্যাহা প্রভুর সমকালীন নবদীপ-নগর শ্রীমায়াপুর, বলাশদীঘি, বামুনপুত্র, শ্রীনাথপুর, তারাইডাঙ্গা, গঙ্গানগর, সিমুলিয়া, রত্নপাড়া, তারণবাগ, করিয়াটা, রামজীবনপুর প্রভৃতি স্থানে ব্যাপ্ত ছিল। তখন বর্তমান বামুনপুত্র-পল্লীর নাম ‘বেলপুত্র’ ছিল। পরে ‘মেঘার চড়া’র প্রাচীন বিষ্ণুপুরগী-গ্রাম স্থানান্তরিত হওয়ায় উহা সপ্তদশ-শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ‘বামুনপুত্র’-নাম লাভ করিয়াছে। রামচন্দ্রপুর, কাকড়ের মাঠ, শ্রীরামপুর, বাবলা-আড়ি প্রভৃতি স্থান গঙ্গার পশ্চিম-পারে অবস্থিত। উহার কিয়দংশ কোলদীপ ও কতকটা খোদক্রম-দ্বীপের অন্তর্গত ছিল। চিনাভাঙ্গা, পাহাড়পুর প্রভৃতি নাম সম্প্রতি বিলুপ্ত হইলেও ‘তেঘড়ির কোল’, ‘কোল-আমাদ’, ‘কুলিয়ার গঙ্গ’ প্রভৃতি বর্তমান নবদীপ-সহরের স্থানসমূহ আজও সেই প্রাচীন কোলদীপের সংস্থান নির্দেশ করিতেছে। গঙ্গার পশ্চিম-পারে বিজ্ঞানগর, জ্ঞানগর, মামগাছি, কোবলা প্রভৃতি স্থান নবদীপের উপকণ্ঠ বা সহরতলীরূপে অবস্থিত ছিল। শ্রীমদ্ব্যাহা প্রভুর সময়ে ও তৎপূর্ববর্তিকালে প্রাচীন-নবদীপ-গণকে বহুবিধ বৃত্তিহীন কূটকর্মমূলক-ধারণা এক্ষণে নানাকারণে ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিবার অবসর পাইলেও ঐগুলি প্রকৃতস্থান-নির্গমবিষয়ে কোন প্রতিষ্ঠা লাভ করে নাই বা করিবে না। চাঁদকাজীর সমাধির কিছু দূরে শ্রীমায়াপুর-যোগপীঠেই শ্রীজগন্নাথমিশ্রের গৃহ বা শচীর প্রাঙ্গণ (‘প্রভুর জন্মভিটা’) অবিস্মৃতিতভাবে দিব্যহরি শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী প্রভৃতি সিদ্ধভক্তগণের নির্দেশমতে পুনঃ প্রকাশিত হইয়াছে। সমস্ত নিরপেক্ষ বৃত্তিপুষ্টি ঐতিহাসিক ও অলৌকিক প্রমাণাবলী অবিতর্কিত-ভাবে শ্রীমায়াপুরের সন্নিহিত স্থানগুলিকেই ‘প্রাচীন-নবদীপ’ বলিয়া হির সিদ্ধান্ত করে।

ইলাহুতবর্ষে রুদ্রাণী ও জীসেবিকাগণসহ রুদ্রের

সর্কর্ষণ-পূজা—

পার্বতীপ্রভৃতি মবার্জুদ নারী লঞা ।

সর্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হঞা ॥ ২৪ ॥

মূলসর্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের গুণাবলী—

সমস্ত দৈব-পূজকেরই আরাধ্য

পঞ্চম-স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা ।

সর্কর্ষণবৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা ॥ ২১ ॥

ভক্তিরত্নাকরে, ১২শ তরঙ্গে—“ইথে যে বিশেষ বিষ্ণু-পূরণে প্রচার। সর্কর্ষামময় এ মহিমা নদীয়ার ॥ যথা বিষ্ণু পূ. ২য় অং, ৩য় অং, ৬-৭ শ্লোক—“ভারতস্তাত্ত্ব বর্ষস্ত নব ভেদাশ্রিতময়। ইন্দ্রদীপঃ কশেরমাংস্তাত্ত্ববর্ণে গভস্তিমান্ ॥ নাগদীপস্তথা সৌম্যো গান্ধর্বস্তথা বাকুণঃ ॥ অয়ং তু নবমস্তেবাং দীপঃ সাগরসংবৃতঃ ॥ যোজনানাং সহস্রং তু দীপোহয়ং দক্ষিণোত্তরাং ॥”

ইহার শ্রীধরস্বামি-টীকা—“সাগরসংবৃত ইতি সমুদ্র-প্রান্তবর্তী; নবমস্তাত্ত্ব পূণ্ড্রনামাকথনং নামাপি নবদীপো-হয়মিতি গম্যতে ॥”

তথা (গৌরগণেশদেবদীপিকায় ১৮শ সংখ্যা—) “রসজ্ঞাঃ শ্রীবন্দ্যনামিতি যমাহর্ষভবিদো যমেতং গোলোকং কতিপয়-জনাঃ প্রোহরপরে। দিতদীপং চাত্রে পরমপি পরব্যোম জগদ্রনবদীপঃ সৌম্যং জগতি পরমাশ্চর্যা-মহিমা ॥”

নবদীপ নাম জৈছে বিখ্যাত জগতে। শ্রবণাদি নববিধা ভক্তি দীপ্ত যা'তে ॥ শ্রবণ কীর্তন আদি নববিধা ভক্তি। দেখহ শ্রীভাগবতে প্রহ্লাদের উক্তি ॥ তথা হি (ভাঃ ৭।৫।২৩-২৪)—“শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনম্। অর্চনং বন্দনং দাস্তং সগাম্যান্নবিবেদনম্ ॥ ইতি পুংসাপিত্য বিষ্ণো ভক্তিশ্রেণবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যাক্রা তন্মন্ত্রে-হদীতমুত্তমম্ ॥”

অথবা শ্রীনবদীপে নবদীপ-নাম। পৃথক পৃথক কিন্তু হয় এক গ্রাম ॥ সত্য, স্নেহ, দ্বাপর, কলির আরম্ভেতে। নহিল সে নামের ব্যতায় কোন-মতে ॥ কলি বুদ্ধ, তৈছে নামের ব্যতায়। তথাপি সে-সব নাম অমুভব হয় ॥ ব্রজে বজ্রনাভ তৈছে কৃষ্ণের ইচ্ছাতে। বসাইলা গ্রাম কৃষ্ণগীলাহু-সারেতে ॥ কথো কাল পরে কথো গ্রাম লুপ্ত হৈল। কথো গ্রাম-নাম লোকে অন্ত-ব্যস্ত কৈল ॥ তৈছে নবদীপে অন্ত-ভূত যত গ্রাম। প্রভু ভক্ত-লীলামতে ব্যক্ত হইল নাম ॥ কথো অন্ত-ব্যস্ত, কথো লুপ্ত সেইমতে। কিন্তু নবদীপ-নাম

জানাই ক্রমেতে ॥ ‘দীপ’ নাম-শ্রবণে সকলদুঃখ-ক্ষয়। গঙ্গা-পূর্ব-পশ্চিম-তীরেতে দীপ নয় ॥ পূর্বে, অঁত্ৰদীপ, শ্রীদীমন্ত-দীপ হয়। গোক্রমদীপ, শ্রীমধ্যদীপ, চতুষ্টিয় ॥ কোলদীপ, পাতু-জহু, মোদক্রম আর। রুদ্রদীপ,—এই পঞ্চ পশ্চিমে প্রচার ॥ এই নবদীপে নবদীপাখ্যা এখায়। প্রভুপ্রিয় শিব-শক্তাদি শোভে সদায় ॥”

(ত্রিভুগোষ্ঠাস্থি শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ-কৃত ‘নবদীপশতকে’ ১-২ সংখ্যা)—“নবদীপে কৃষ্ণং পুরটরচিতং ভাববলিতং যদ্রূপাদৈর্ঘ্যৈঃ স্বজনসহিতং কীর্তনপরম্। সদো-পাত্তং সর্কৈঃ কলিমলহরং ভক্তসুখদং ভজ্যমন্তং নিত্যং শ্রবণমননাদ্যর্চন-বিধো ॥ শ্রুতিশ্চান্দোগ্যাপ্য বদতি পরমং ব্রহ্মপুরুষং স্বতিবৈকুণ্ঠাখ্যং বদতি কিল যদ্বিষ্ণুসদনম্। সিতদীপং চাত্রে বিরলরসিকো যং ব্রজবনং নবদীপং বন্দে পরমসুখদং তং চিহ্নমিতম্ ॥”

অবতার,—(শ্রীল জীবপ্রভু-কৃত শ্রীকৃষ্ণসম্বর্ডে ২৮শ সংখ্যা—) “অবতারং প্রাকৃতবৈভবহবতরণমিতি। শ্রীকৃপ প্রভু-কৃত শ্রীলগুভাগবতায়ুতে পূঃ ৭ঃ অবতারবর্ণনপ্রসঙ্গোক্ত-শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব-বিদ্যাভূষণোক্তি—“অপ্রপঞ্চাং প্রপঞ্চহবতরণং পঞ্চবতারঃ” অর্থাৎ প্রপঞ্চাভীত পরব্যোম বা বৈকুণ্ঠ-নাম হইতে মায়াভীত তন্মে প্রাকৃত-বৈভবরূপ এই প্রপঞ্চ অবতারগই ‘অবতার’ ॥

(চৈঃ চৈঃ আদি ২য় পঃ ৮৮-৯০ সংখ্যা—) “দ্বায় ভগবত্তা হৈতে অত্রেয় ভগবত্তা। ‘স্বয়ংভগবান’-শব্দের তাহাতেই সত্তা ॥ দীপ হৈতে যৈছে বহুদীপের জলন। মূল একদীপ তাহাঁ করিয়ে গণন ॥ তৈছে স্ব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ ॥” (ঐ আদি ৩ পঃ ২৮-৩০ সংখ্যা—) “তাতে আপন-ভক্তগণ করি’ সঙ্গে। পৃথিবীতে অবতারি’ করি নানা রঙ্গে ॥ এত আবি’ কলিযুগে প্রথম-সন্ধ্যায়। অবতীর্ণ হৈলা কৃষ্ণ আপনে নদীয়ার ॥ চৈতন্যসিংহের নবদীপে অবতার। সিংহগ্রীব, সিংহবীর্ষ, সিংহের হকার ॥” (ঐ

শ্রীবলদেবের-রাস-বর্ণন —

ভাস রাসকীড়া-কথা—পরম উদার ।

বৃন্দাবনে গোপী-সনে করিল। বিহার ॥ ২২ ॥

চৈত্র ও বৈশাখ-মাসে শ্রীবলরামের রাস —

দুইমাস বসন্ত, মাধব-মধু-নামে ।

হলায়ুধ-রাসকীড়া করয়ে পুরাণে ॥ ২৩ ॥

১০৯ সংখ্যা—) “চৈতন্তের অবতারে এই মুখ্য হেতু ।
চক্রে ইচ্ছায় অবতার ‘দর্শসেতু’ ॥” (ঐ আদি ৫পঃ ১৪-
১৫ সংখ্যায়—) “প্রকৃতির পারে ‘পরব্যোম’-নামে ধাম ।
কৃষ্ণবিগ্রহ যৈছে বিভূত্যা-দি-গুণবান ॥ সর্বগ, অনন্ত, ব্রহ্ম-
বৈকুণ্ঠাদি ধাম । কৃষ্ণ, কৃষ্ণাবতারের তাঁহাঞি বিশ্রাম ॥
রক্ষাও প্রকাশ তাঁর কৃষ্ণের ইচ্ছায় । একই স্বরূপ তাঁর,
নাহি দুই কায় ॥” (ঐ ৭৮-৮১ সংখ্যায়—) “যতুপি কহিয়ে
তাঁরে (কারণবশায়ীকে) কৃষ্ণের ‘কলা’ করি’ । মংজ-
কৃষ্ণাভবতারের তেঁহো ‘অবতারী’ । সেই পুরুষ—সৃষ্টি-
স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা । নানা অবতার করে, অগতির
কর্তা ॥ সৃষ্টি-নিমিত্ত য়েই অংশের অবধান । সেই ত’
অংশেরে কহি ‘অবতার’ নাম ॥ আত্মাবতার, মহাপুরুষ,
ভগবান্ । সর্বাভতার-বীজ, সর্বাংশ-ধাম ॥” (ঐ ১৩১,
১৩২ ও ১২৭, ১২৮ এবং ১৩৩ সংখ্যায়—) “কৃষ্ণ যবে
অবতরে সর্বাংশাশ্রয় । সর্বাংশ আসি’ তবে কৃষ্ণেতে মিলয় ॥
যেই যেই রূপে জানে, সেই তাহা কহে । সকল সম্ভব কৃষ্ণে,
কিছু মিথ্যা নহে ॥ * * অথবা ভক্তের বাক্য মানি সত্য
করি’ । সকল সম্ভবে তাঁতে, যাতে ‘অবতারী’ ॥ ‘অবতার’,
অবতারী’—অভেদ, যে জানে । পূর্বে যৈছে কৃষ্ণকে কহে
কাহো করি’ মানে ॥ * * অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত-গোসাঞি ।
সর্বাভতার-লীলা করি’ সবারে দেখাই ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ ২৬৪ সংখ্যায়—) “সৃষ্টি-হেতু
যেই মূর্ত্তি প্রপঞ্চ অবতরে । সেই ঈশ্বরমূর্ত্তি ‘অবতার’ নাম
ধরে ॥ মাহাতীত প্রব্যোমে সবার অবস্থান । বিশেষ অবতার’
ধরে ‘অবতার’ নাম ॥”

বিশস্তর,—পূর্ববর্ত্তী ১ম স্লোকের বিবৃতি ভট্টব্য ॥ ৭ ॥

ঐশ্বর্যপ্রধান, ভক্তের হৃদয়ে, প্রথমতঃ কেবলমাত্র ভগ-
বানের পূজাই সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ,—এইরূপ ধারণা হয় ।
তাদৃশ ধারণা কিন্তু ভক্তপূজার মহিমা বর্ণন করিয়া ভগবৎ-
কৃতির নিমিত্তই প্রকাশ করে । শাস্ত্র (পদগুণাং)

বলেন,—“আরাধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণোরাদানং পরম ।
তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥ অর্চয়িত্বা
তু গোবিন্দং তদীয়ার্চয়েন্তু যঃ । ন স ভাগবতজ্ঞঃ জ্ঞেয়ঃ
কেবলং দাস্তিকঃ স্তুতঃ ॥”

দঢ়,—দঢ় । মর্যাদা-পথে,—ভগবান্‌ই পূজ্য-বস্তু এবং
ভগবদ্ভাগবৎ পূজক । রাগপথে,—তাদৃশ পূজ্য-পূজক-
সম্বন্ধে ঐশ্বর্য প্রবল না থাকায়, সেবা-প্রবৃত্তির আধিক্য-
হেতু সেবকের প্রগাঢ় সেবাভিমান বর্ত্তমান ; তজ্জন্ম মাধুর্য-
রসে সেবা-বস্তু কৃষ্ণ অপেক্ষাও আপনাকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া
অভিমান অথবা সেবাবস্তুকে আপনার ‘অধীন’ বা ‘অারত’
বলিয়া উপলব্ধিতে সেবার প্রগাঢ়তাই বিজ্ঞমান ।

বেদে ভক্ত-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব প্রসিদ্ধ ; যথা—

“তস্মাদায়জ্ঞং হৃদয়েদভূতিকাং”—(মুণ্ডকোপনিষৎ
৩।১।১০),—(৩।৩।৫১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রের) শ্রীবলদেব-বিজ্ঞা-
ভূষণকৃত গোবিন্দ-ভাণ্ডে এই মন্তব্য-ব্যাখ্যা—“আয়জ্ঞঃ
ভগবন্তায়জ্ঞং তদভূতিকাং ; ভূতিকাং মৌল্যপূর্ণ্যন্ত-সম্পত্তি-
লিঙ্গুরিতার্থঃ” অর্থাৎ আত্মাত্মিক-মঙ্গলেচ্ছা ব্যক্তি ভগবদ্-
ভক্তকে সেবা করিবেন ।

“তানুপাশ্য তানুপচর্য তেভ্যঃ শূণ্ণং হি তে স্বামবদ্য”—
৩।৩।৪৭ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্রে শ্রীমধ্ব-ভাষ্য-ধৃত পৌষায়ণ-শ্রুতি-
বাক্য ; অর্থাৎ ভগবৎভক্তগণের উপাসনা কর, তাঁহাদিগের
সেবা কর, তাঁহাদের নিকট হইতে শ্রবণ কর, তাঁহারা
তোমাকে রক্ষা করিবেন ।

“যন্ত দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা শূন্যো । তত্শৈতে
কথিতা হর্ষাঃ প্রকাশন্তে মহাশ্বনঃ ॥”—(যেতাঃ ৬২৩,
সুবাণ—১৬) ইত্যাদি বহু শ্রুতিবাক্য বর্ত্তমান ।

“তস্মাদ্বিকুপ্রসাদায় বৈকুণ্ঠান্ পরিতোষয়েৎ । প্রসাদ-
স্বরূপো বিকুণ্ঠেনৈব তাঁর সংশয়ঃ ॥”—(ইতিহাস-সম্বন্ধের)
প্রকৃতি বহু শাস্ত্রাভ্যাস বর্ত্তমান ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকট মহাতাপবত উদয় শ্রীনিবাস-বিদ্যার
ভগবৎজ্ঞান ও গুণভক্তিযোগ দ্বিতীয় অধ্যায়, ব্রহ্মসূত্র

ভাগবতে বলরাম-রাসের বক্তা—শ্রীশুকদেব,

শ্রোতা—শ্রীপরীক্ষিত

সে সকল শ্লোক এই শুভ ভাগবতে ।

শ্রীশুক কহেন, শুভে রাজা-পরীক্ষিতে ॥ ২৪ ॥

শ্রীভগবান্ শুদ্ধভক্ত্যঙ্গসমূহের বর্ণন-প্রসঙ্গে স্ব-ভক্তমহিমা কীর্তন করিতেছেন—

অথায় । মদন্তরুপ্তা (মম ভক্তানাং সেবা) অত্যাধিকা (মৎপূজায়া অপি শ্রেয়সী, উৎকর্ষেণ মম সন্তোষ-সাধিকা,—ইতি উক্তং প্রতি শ্রীভগবদ্বক্তি:) ॥ ৯ ॥

অনুবাদ । (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উক্তবকে কহিলেন,— হে উক্তব,) আমার ভক্তের সেবা—আমার পূজা, হইতেও অতিশয় শ্রেষ্ঠা ॥ ৯ ॥

আদিপূরণ-বাক্য—“যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ । মন্তরুপ্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততয়া মতাঃ ॥” (ভাঃ ৩।১৭।২০)—“হরাপা হরতপসঃ সেবা বৈকুণ্ঠবজ্রাস্ত্ৰ । যত্রোপগীয়তে নিত্যং দেবদেবো জনাৰ্দ্দিনঃ ॥” পাদ্যোত্তর-বচন—“অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নাৰ্চয়েত্তু যঃ । ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দান্তিকঃ স্মৃতঃ ॥ তস্মাৎ সৰ্ব্ব-প্রযত্নেন বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা । সৰ্বং তরতি হুঃখোৎসাহং মহাভাগবতার্চনাং ॥” ইত্যাদি শুদ্ধভক্তপূজা-মাহাত্ম্যময় বহু শাস্ত্রবাক্য দেখা যায় ।

কার্যসিদ্ধি,—(৩।৩৫।১ সংখ্যক ত্রঃ স্বঃ গোবিন্দভাস্য-ধৃত শান্তিল্য-স্মৃতিবাক্য)—“সিদ্ধিৰ্ভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুত-সেবিনাম্ । ন সংশয়োহত্র তত্ত্বতরুপরিচর্যা-রতাত্মনাম্ ॥ কেবলং ভগবৎপাদ-সেবয়া বিমলং মনঃ । ন জায়তে যথা নিত্যং তত্ত্বতরুপরিচর্যাং ॥”

শ্রীল কবিরাজ-গোস্বামী—(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ ২০-২১ সংখ্যায়)—“গ্রহের আরম্ভে পুণি মঙ্গলাচরণ । ৪৮, বৈষ্ণব, ভগবান্,—তিনের স্মরণে তিনের স্মরণে হয় বিশ্ব-বিনাশন । অনায়াসে হয় নিজ-বাহিত-পূরণ ॥” ১০ ॥

সাধারণভাবে বৈষ্ণবগুরুগণকে বন্দনাপূর্বক গ্রহকার নিজগুরু ইষ্টদেবের বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলা-বর্ণন আরম্ভ করিলেন । শ্রীশুক-নিত্যানন্দের কৃপাই ভবিষ্যে যোগ্যতার প্রধানতম কারণ ।

তথা হি (ভাঃ ১০।৩৫।১৭-১৮ ; ২১-২২)

চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস গোপীগণসহ বলরামের রাস—
যৌ মার্সৌ তত্র চাবাংসীমধুং মাধবমেব চ ।

রামঃ কৃপাসু ভগবান্ গোপীনাং রতিমাবহন ॥ ২৫ ॥

এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, ‘স্বয়ংরূপ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের অভিন্ন-স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবপ্রভুই মূলসম্বর্ষণ, তিনিই(মহা)সম্বর্ষণ এবং কারণ-গর্ত-কীর-সমুদ্রশায়ি-পুরুষা-বতায়ত্রয়, ও সহস্রফণা(মুখ বা মস্তক)-যুক্ত ‘অনন্তদেব’ বা ‘শেষ’,—এই বিষ্ণুতত্ত্ববর্ণের মূল আকর বা অংশী ॥ ১১ ॥

বলরাম,—(ভাঃ ১০।২।১০ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি ভগবানের উক্তি—) “রামেতি লোকরমণাদবলং বলব-হুচ্ছ্রুয়াৎ” অর্থাৎ আমার প্রতি লোকের রতি প্রকট করাইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীবলদেবকে ‘রাম’ এবং বলের উৎকর্ষহেতু তাঁহাকে ‘বল’ বলিয়া সকলে সম্বোধন করিবে ।

(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১১৬-১১৭ ও ১২০-১২২ সংখ্যায়)—“সেই বিষ্ণু হয় যার অংশাংশের অংশ । সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব-অবতংস ॥ সেই বিষ্ণু ‘শেষ’রূপে ধরেন ধরণী । কাহী শিরে আছে মহী,—হেন নাহি জানি ॥” ** “সেই ত ‘অনন্ত’ ‘শেষ’—ভক্ত-অবতার । ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণ গান । নিরবধি গুণ গাহেন, অন্ত নাহি পা’ন ॥ সনকাদি ভাগবত শুনে যার মুখে । ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেম-মুখে ॥ যশোধাম,—নিখিল অপ্রাকৃত সদৃশ-কীর্তিরাশির নিলয় বা ভাণ্ডার ।

এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ বিভূজ হলধর নরবপু শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবপ্রভু ভক্তস্বরূপে অহঙ্কণ গৌর-কৃষ্ণসেবা-রত থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দ বর্ধন করিলেও এস্থলে তাঁহারই ‘অংশকলা’স্বরূপ ভূধারী সহস্ররূপ অনন্তদেব বা শ্রীশেষের সহস্রমুখে নিরন্তর বীর আরাধ্য শ্রীগৌরগুণ-কীর্তনরূপ অতুলনীর সেবা-সামর্থ্য বর্ণিত হইতেছে । তিনি চতুঃসনাদি ব্রহ্মবিগ্ণের নিকট অহঙ্কণ শ্রীমত্যাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন । গৌরকৃষ্ণলীলা-বর্ণনস্থলে তিনি—বাসাবতার শ্রীগ্রহকারের ‘গুরু’ বা প্রভু ।

শ্রীঅনন্তদেবের সহস্রমুখে কৃষ্ণবশোমর ভাগবতকীর্তন,

বামুনতটে রামধাটায় পুর্ণিমা-রজনীতে বলরামের রাস—

পূর্ণচন্দ্রকামৃষ্টে কোমুদীগন্ধাবায়না ।

বমুনোপবনে রেমে সেবিতো জীগণৈর্ভূতঃ ॥ ২৬ ॥

তৎকালে গন্ধর্ব ও মুনিগণের বলরাম-স্তুতিগান—

উপগীয়মানো গন্ধর্বেবনিতা-শোভিমণ্ডলে ।

রেমে করেণুযুথেশো মহেন্দ্র ইব বারগঃ ॥ ২৭ ॥

—(ভা ৬।১৬।৪০ ও ৪৩ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্র-
কেতুর স্তবোক্তি—) “জিতমজিত তদা ভবতা যদাহ
ভাগবতং ধর্মমনবজ্ঞম্ । নিকিঞ্চনা যে মুনয়ঃ আত্মারামা
যমুপাসতেঃপবর্ণায় ॥” * * “ন ব্যভিচরতি তবেক্ষা যয়া হ-
তিহিতো ভাগবতো ধর্মঃ । ত্রিরচরসত্বকদম্বেষপৃথগুথিয়ে
যমুপাসতে স্বার্থাঃ ॥” অর্থাৎ, “হে অজিত, (সনৎকুমারাদি)
নিকিঞ্চন আত্মারাম মুনিগণ (ভগবৎপ্রেমরূপ) অপবর্ণের
নিমিত্ত যাহার উপাসনা করেন, সেই আপনি যখন অনিন্দ্য
(বিত্ত্ব) শ্রীভাগবতধর্ম কীর্তন করিতেছেন, তখন
আপনারই জয় (সর্বোৎকর্ষ) লাভ হইয়াছে । * * আপনার
যে দৃষ্টি কখনও পরমার্থকে পরিত্যাগ করে না, সেই দৃষ্টি-
দ্বারাই আপনি শ্রীভাগবত-ধর্ম কীর্তন করিয়াছেন, অতএব
স্বাবর জন্ম-প্রাণিসমূহে সমবুদ্ধি পণ্ডিত ভাগবতগণ ঐ
ধর্মেরই উপাসনা করেন ।”

পাঠান্তরে, ‘কৃষ্ণযশোধাম’ অর্থাৎ কৃষ্ণের (অদৌকিক)
যশের আধার- (শ্রীমহাগবত) ॥ ১২ ॥

খুই,—এ-স্থলে, ‘ধোয়’ (স্থাপন করে), এই অর্থে ব্যবহৃত ।

বেরূপ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকটই
লোকে বহুমূল্য রত্নাদি গচ্ছিত রাখে, তজ্রূপ অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-
নন্দন মহাপ্রভু শ্রীগৌরহরনরও শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দপ্রভুর
কলাদরূপ শ্রীঅনন্তদেবের সহস্রমুখে কীর্তনাখ্যা-ভক্তিধারা
সংসেবিত হইবার জন্য তাঁহার গুণলীলার অনন্তভাণ্ডার
(শ্রীভাগবত) গচ্ছিত রাখিয়াছেন ।

শ্রীঅনন্ত,—(ভা ৫।২৫।১ম শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি
শ্রীশুকোক্তি—) “তত মূলদেশে ত্রিংশদ্বোজনসহস্রান্তঃ
আন্তে বা বৈ কলা ভগবতস্তামসী সমাখ্যাতা অনন্ত ইতি”
অর্থাৎ পাতালের তলদেশে ত্রিংশৎসহস্রবোজন অন্তরে
ভগবানের এক তামসী কলা আছেন, তাঁহার নাম—
‘শ্রীঅনন্ত’ (বস্তুতঃ, এই মূর্তি—বিত্ত্বস্বরূপী ; ভষোক্তগা-
বতার কল্পের অন্তর্ধামিরূপে বিবের সংহারাদি করেন বলিয়া
ইহা—‘অনন্ত’-নামে আখ্যাত) ।

ভা ৫।১৭।১৭ শ্লোকের শ্রীমধ্বভাষ্যমত ব্রহ্মাণ্ডপূরণবচন
—“অনন্তান্তঃস্থিতো বিষ্ণুরনন্তশ্চ সহামুনা” ।

বিষ্ণু-পুঃ ২য় অং ৫ম অঃ ১৩ ২৭ শ্লোকে ভূধারী শ্রীশেষ
বা অনন্তদেবের অপরিমেয় বীর্ষা, সর্বভক্তনমস্কৃত্য, সহস্রকণা
বা শির, লাস্কল ও মুলায়ুধ, অতিবিশাল আকার প্রভৃতি
বৈভব বর্ণিত আছে ॥ ১৩ ॥

বলরামের স্তবন,—ভা ৫।১৭।১৭-২৪ শ্লোকে শ্রীমৎ-
সঙ্কর্ষণের প্রতি ভবানীমাণের স্তব, ভা ৫।২৮।১-১৩ শ্লোকে
পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব কর্তৃক শ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তবোক্তি-
বর্ণন এবং ভা ৬।১৬।১৭ ২৫ শ্লোকে চিত্রকেতুর নিকট
শ্রীনারদের শ্রীসঙ্কর্ষণ-মহিমাময়ী মহোপনিষদ্বিজ্ঞা-প্রদান,
ঐ অধ্যায়ে ৩৪-৪৮ শ্লোকে চিত্রকেতুকর্তৃক শ্রীসঙ্কর্ষণ-স্তব,
বিষ্ণুপুরাণে ৫ম অং ৯ম অঃ ২২-৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক
শ্রীবলদেব-স্তব প্রভৃতি দ্রষ্টব্য । এই সব শাস্ত্রবাক্য বিচার
করিলে জানা যায় যে, ‘সাত্ত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ’ শ্রীমহিতাতানন্দ-
রামের স্তব অর্থাৎ নামগুণানুকীর্তনফলেই জীবের অবিজ্ঞা-
জ্ঞানিত অচেতন উপাদি বা বন্ধন নষ্ট হয় । তখন শুদ্ধ-
জীব শ্রীনিত্যানন্দ-রামকে গুরুজ্ঞানে স্তুতি-পুরঃসর তাঁহারই
আহুগতো অপ্রাকৃত-সেবোন্মুখী জিহ্বার দ্বীর অতীষ্টদেব
ও উপাস্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্তের কীর্তন করিতে থাকেন ॥ ১৪ ॥

সহস্রেক-কণাধর,—(ভা ৫।১৭।২১ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের
প্রতি কল্পের স্তবোক্তি—) “যমাহরন্ত হ্রিতি-জন্ম সংযমঃ
ত্রিভির্বিহীনঃ যমনন্তমুখঃ । ন বেদ সিদ্ধার্থমিব কচিং
হ্রিতং ভূমণ্ডলং মূর্ধসহস্রধামহ ॥”

অর্থাৎ (দিব্যদ্রষ্টা) ঋষিগণ যাহাকে বিবের স্রষ্টি, হ্রিতি
ও গ্রন্থের কারণ অথচ গুণত্রয়রহিত বলিয়া ‘অনন্ত’-নামে
অতিহিত করেন, সেই অনন্তদেবের সহস্রেকগণরূপ দ্বীর
ধামের একদেশে একটী সর্বপের জায় বে ভূমণ্ডল অবস্থিত,
তাহা যাহার গণনার মধ্যেই আসে না, সেই ভগবান্
শ্রীঅনন্তদেবকে কেই বা পূজা না করিবে ?

(ভা ৫।২৫।২য় শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—

চন্দ্রভিনাদ ও কুসুম-বর্ষণ—

নেত্রদ্বন্দ্বভয়ো ব্যোমি বরষঃ কুসুমমুদা ।

গন্ধকা মনয়ো রামং তদ্বীৰ্য্যরীড়িরে তদা ॥ ২৮ ॥

উক্তি—) “যত্বেদং ক্রিতিমণ্ডলং ভগবতো-নন্তমুখ্যেঃ সহস্র-
শিরস একমিরেব শীর্ষগি ত্রিমাণং সিদ্ধার্থ ইব লক্ষ্যতে ।”
অর্থাৎ সেই সহস্রশীর্ষা অনন্তমূর্তি ভগবানের একটা ফণায়
খুঁত হইয়া এই ক্রিতিমণ্ডল একটা সর্ষপের ছায় লক্ষিত
হইতেছে ।

ঐ অধ্যায়েরই ১২ ও ১৩শ শ্লোকদ্বয় (পরবর্তী মূল ৫৬
ও ৫৭ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য । (ভা ৬।১৬৪৮ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের
প্রতি চিত্রকেতুর স্তবোক্তি—) “ভূমণ্ডলং সর্ষপায়তি তস্যৈ
নমো ভাগবতেহস্ত সহস্রমুদে” অর্থাৎ যাহার শিরোদেশে
এই বিস্তীর্ণ ভূমণ্ডল সর্ষপতুল্য অবস্থিত, সেই সহস্রশীর্ষা
ভগবান্ অনন্তদেবকে প্রণাম ।

উদ্যম,—স্বতন্ত্র বা স্বচ্ছাচালিত ; অতিশয় প্রবল ; ভা
(৫।১৭।১৭-২৪, ৫।২৮।১-১৩ এবং ৬।১৬।৩৪-৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥

হলধর,—(ভা ৫।২৫।৭ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুক-
দেবের পাতালতলাধীশ্বর পৃথ্বীধারী শ্রীঅনন্তদেবের রূপবর্ণন—)
“* * নীলবাসা এককুণ্ডলা হলকদুদি কৃত স্তম্ভগহনর-
ভুজঃ” অর্থাৎ পৃথ্বীধারী শ্রীশেষের পরিধানে নীলবসন, কর্ণে
এক কুণ্ডল এবং (স্বীয় আয়ুধ) হলটা একপভাবে ধৃত
যে, উহার পৃষ্ঠ-ভাগে তাঁহার স্তন্য রম্য বাহু সূবিশিষ্ট ।”

লঘুভাগবতামৃতে (পূঃ ৭ঃ প্রাভববৈভববর্ণন-প্রসঙ্গে
৬২ সংখ্যায়—) “এতস্যৈবাংশভূতোহয়ং পাতালে বসতি
স্বয়ম্ । নিত্যং তালধ্বজে বাগী বনমালা-বিভূষিতঃ ॥
ধারয়ন্ত শিরসা নিত্যং রত্নচিত্রাং ফলাবলীম্ । লাজলী
মুখলী খড়্গী নীলাধর-বিভূষিতঃ ॥”

‘মহাপ্রভু’,—যদিও চৈঃ চঃ ম পঃ ১৪ সংখ্যায়—
“এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন । দুই প্রভু সেবে মহা-
প্রভুর চরণ ॥” লিখিত আছে, তথাপি স্বয়ংরূপ ভগবান্
শ্রীগৌর-কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীহলধর-বলদেবপ্রভুই সন্ধিনী-
শক্তিমদ্বিগ্রহ মূলসঙ্কর্ষণ এবং জীববৃক্ষের প্রভুস্বরূপ সমগ্র
বিকৃতস্বের মূল আকরস্থানীয় প্রভু ; এজন্যই তাঁহার
একান্ত আশ্রিতে বক শ্রীগ্রন্থকার এখানে তাঁহারই অংশ-

আত্মারামোপাত শ্রীবলদেব-রাস—

যে শ্রীসঙ্গ মুনিগণে করেন নিশ্চল ।

তাঁরাও রাসের রাসে করেন স্তবন ॥ ২৯ ॥

কলাস্বরূপ শ্রীশেষকে তদভিন্নবিগ্রহ-জ্ঞানে ‘মহাপ্রভু’-
আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন ; সুতরাং তাহা সিদ্ধান্ত-
সঙ্গতই হইয়াছে ।

প্রকাণ্ড শরীর,—চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১১৯ সংখ্যায়
—“পঞ্চাশৎকোটিবোজন পৃথিবী বিস্তার । যার একফণে
রহে সর্ষপাকার ॥”

(ভা ৬।১৬।৩৭ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি চিত্রকেতুর
স্তব—) “বহু পাততাপুঙ্কলঃ সহাওকোটী-কোটীভিন্তদনন্তঃ”
অর্থাৎ কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড আপনাতে পরমাণুবৎ পরিভ্রমণ
করিতেছে, সেইজন্যই আপনি—‘অনন্ত’ ; ১৫শ সংখ্যায়
উক্ত ভা ৫।১৭।২১, ৫।২৫।২ ও ৬।১৬।৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

পাঠান্তরে—‘চৈতন্যচন্দ্রের রসে মত্ত মহাদীর’ ॥ ১৬ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ৪-৬ ও ৮-১১ সংখ্যায়)—“সর্ব-
অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ । তাঁহার দ্বিতীয়-দেহ
শ্রীবলরাম ॥ একই ‘স্বরূপ’-দোহে, ভিন্নমাত্র কায় । আত্ম-
কায়-ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্য-
চন্দ্র ॥ সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥” * * “শ্রীবলরাম
গোসাঁঞি—মূল-সঙ্কর্ষণ । পঞ্চরূপ ধরি’ করেন কৃষ্ণের
সেবন ॥ আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় । সৃষ্টিলীলা-
কার্য্য করে ধরি’ চারি কায় ॥ সৃষ্টাদিক সেবা তাঁর
আজ্ঞার পালন । ‘শেষ’রূপে করেন কৃষ্ণের বিবিধ-সেবন ॥
সর্বরূপে আশ্বাদয় কৃষ্ণসেবানন্দ ॥ সেই বলরাম—গৌরসঙ্গে
নিত্যানন্দ ॥” (ঐ আদি ৫ম পঃ ১২০, ১২৪, ১৩৭ ও
১৫৬ সংখ্যায়)—“সেই ত’ ‘অনন্ত’ ‘শেষ’—ভক্ত-অবতার ।
ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥” * * “এত মুক্তি
ভেদ করি’ কৃষ্ণ-সেবা করে । কৃষ্ণের ‘শেষতা’ পাঞা ‘শেষ’
নাম ধরে ॥” * * “আপনাকে ‘ভূতা’ করি’ কৃষ্ণে ‘প্রভু’
জানে । কৃষ্ণের ‘কলার কলা’ আপনাকে মানে ॥” * *
“শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, শ্রীনিত্যানন্দ—স্বায় । নিত্যানন্দ
পূর্ণ করেন, চৈতন্যের কাম ॥”

ভাষ্য এই যে, শ্রীনিত্যানন্দ-সঙ্কর্ষণপ্রভু—স্বয়ং বিহু-

রাম ও কৃষ্ণ—অভিন্ন বিগ্রহ
যাঁর রাসে দেবে আসি' পুন্স্রষ্টি করে।
দেবে জানে,—ভেদ নাহি কৃষ্ণ-হলধরে ॥ ৩০ ॥

রামচরিত্র বেদে গুপ্ত থাকিলেও পুরাণে ব্যক্ত—
চারি-বেদে গুপ্ত বলরামের চরিত।
আমি কি বলিব, সব—পুরাণে বিদিত ॥ ৩১ ॥

পরতত্ত্ববস্তু; সুতরাং সমান-ধর্মবশতঃ স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণেরই প্রকাশবিশেষ; অর্থাৎ সমগ্রচিৎসত্তা-বিস্তারিণী বা গুরুস্ব-প্রাকট্যবিধায়িনী সন্ধিনীশক্তিমণিগ্রহই ত্রীনিত্যানন্দ-বলরাম ॥

মধ্যখণ্ডে ১২শ অঃ ৫৩৫৮ সংখ্যায়—“প্রভু বধে, এই নিত্যানন্দস্বরূপে। যে করয়ে ভক্তিশ্রদ্ধা, সে করে আমারে ॥ ইহান চরণ—শিবরক্ষার বন্দিত। অতএব ইহানে করিহ সতে শ্রীত ॥ তিলার্দ্রেক ইহানে যা'র ঘেষ রহে। ভক্ত হইলেও সে মোর 'প্রিয়' নহে ॥ ইহান বাতাস লাগিবেক যা'র গায়। তারেহ কৃষ্ণ না ছাড়িব সর্বপায় ॥”

ত্রীনিত্যানন্দ-রাম বা সঙ্কর্ষণের গুণাবলী শবণ বা কীর্তন-কারীর মাহাত্ম্য (ভা ৫১৮১৮, ১৯শ শ্লোকে)—“কন্তং ন মন্তোত জিগীষুস্মানঃ”; ৫১২৫৮ শ্লোকে—“য এষ এবমন্তু-প্রতোহভিধায়মানো মুমুক্ণামনাদিকাল-কর্মবাসনাগ্রথিতম-বিশ্রাময়ং হৃদয়গ্রন্থিং সত্ত্ব-রজস্তমোময়মস্তদ্রূপং গত আত্ম-নিভিনতি” অর্থাৎ যে সকল মুমুক্ (স্বরূপসিদ্ধিলাভেচ্ছু) ব্যক্তি শ্রীগুরুমুখে শ্রীঅনন্তের উক্তপ্রকার গুণচরিত্র শবণ করিয়া সর্বতোভাবে তাঁহার ধ্যান করেন, তিনি তাঁহাদের সত্ত্বরজস্তমোগুণময় হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া অনাদি-কালসংকত কর্মবাসনাজনিত অবিশ্রাময় হৃদয়গ্রন্থিরূপ সংসার শীঘ্রই ছেদন অর্থাৎ বিনাশ করিয়া ফেলেন। ভা ৫১২৫১১ শ্লোক (পরবর্তী শ্লোক ৫৫ সংখ্যা) উষ্টব্য।

(ভা ৬১৬৩৪ ও ৪৪ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি ত্রীচিহ্ন-কল্পের স্তব—) “অজিত জিতঃ সমমতিভিঃ সাধুভির্ভবান্ জিতাশ্চিহ্নভবতা।* বিজিতাশ্চৈপি চ ভজতামকামাশ্চনাং আশ্রয়োহতিকরুণঃ ॥” “নহি ভগবদচিহ্নমিদং তদর্শনা-শ্যামবিলপাপকরঃ। বরাম সত্বচ্ছবণাং পুঙ্খশোহপি বি-
তে সংসারাং ॥”

অর্থাৎ যে ভগবন্ অজিত, অস্ত্র কাহারও কর্তৃক আপনি জিত না হইলেও সর্বত্র সমবুদ্ধি, জিতেত্রির সাধুভক্তগণ রূপাকৈ জয় করিয়া স্বীয় অধীন করিয়া কেহিয়াছেন, তিনি, আপনি—অভিন্ন কৃষ্ণ; আর তাঁহারা নিকাম-
কথায্যো ভবতীত্যুপকৃত্তেহাপুণ্যক-কৃত্রিয়া ভগবতী

হইয়াও আপনা-কর্তৃকই বিজিত, কেননা, আপনি নিকাম-চিহ্ন ভক্তগণকেই আশ্রয়দান করিয়া থাকেন। হে ভগবন্, আপনার দর্শনফলেই মানবগণের যে সর্বপাপক্ষয় হইবে,—ইহা কিছু বিচিত্র নহে; কেননা, (আপনার দর্শন দূরে থাকুক,) আপনার নাম একবার-মাত্র শ্রবণ করিয়া পুঙ্খও (চণ্ডালও) সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হয় ॥ ১৮ ॥

কৃষ্ণের অন্তর্গামী—শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রভু। পার্শ্বতী প্রভৃতির সহিত মহেশ শ্রীসঙ্কর্ষণপ্রভুকে নিজ অতীষ্টদেবতা-জ্ঞানে নিত্যকাল স্তবাদি দ্বারা আরাধনা করেন,—ভা ৫১৭১১৬-২৪ দ্রষ্টব্য। অতএব বিনি মূলসঙ্কর্ষণ ত্রীনিত্যানন্দপ্রভুর চরিত্র শবণ বা কীর্তন করেন, মহেশ ও পার্শ্বতী স্বীয় আরাধ্য-দেবতার সেবক-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি মহাসম্মত হ'ন।

সেই বলদেবপ্রভু—একান্তভাবে অমুক্ণ কৃষ্ণানন্দ-বন্ধনকারী। তাঁহার আনুগত্যের সেবোন্মুখজীবের শুদ্ধ-সরসময়ী সেবোন্মুখী জিহ্মায় উচ্চারিত কৃষ্ণসেবাতাপর্যায়ময়ী বাণীই ‘শুদ্ধা-সরসময়ী’; আর নিত্যানন্দ-বলদেবানুগতা পরি-তাগপূরক জীবের যে কৃষ্ণতোষণতাংপর্যায়জ্ঞা ভক্তেরিয়-তোষণপরা ইতর-বাণী, তাহাট ‘অসমী’ বা ‘ভট্টা সন্নমী’-নামে প্রসিদ্ধা ॥ ১৯ ॥

সঙ্কর্ষণ,—(ভা ৫১২৫১ম শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি)—“সাত্ত্বীয়্য দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সঙ্কর্ষণমহ-মিত্যভিমানলক্ষণং যং সঙ্কর্ষণ ইত্যচক্ষতে ॥” ইহার ত্রীশ্বাসি-কৃত ‘ভাবার্থদীপিকা’-টীকা দ্রষ্টব্য। (ভা ১০১২১৩ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি ভগবানের উক্তি)—“গর্ভসঙ্কর্ষণং তং বৈ প্রোহঃ সঙ্কর্ষণং ভূবি”-অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণোচ্চারি যোগময়া দেবকীর গর্ভ আকর্ষণ-পূরক রোহিণীর উদয়ে সন্নিবিষ্ট করায় ঐ গর্ভে আবিস্কৃত পরমেশ্বরকে লোকে ‘মূল-সঙ্কর্ষণ’-নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

(ভা ৫১৩১৩০)—“ভবানীনাথৈঃ জীপগাক্ষ-সহস্রৈঃ-কথায্যো ভবতীত্যুপকৃত্তেহাপুণ্যক-কৃত্রিয়া ভগবতী

অনন্তিকতা-মূলে ত্ৰিবলরামের রাসে সন্মোহ—

সুখ-দোষে কেহ কেহ না দেখি' পুরাণ ।

বলরাম-রাসক্ৰীড়া করে অপ্ৰমাণ ॥ ৩২ ॥

ব্রজে একইস্থানে বলরামাদি সখাসহ কৃষ্ণের হোলি-খেলা—

একটাই দুইতাই গোপিকা-সমাজে ।

করিলেন রাসক্ৰীড়া বৃন্দাবন-মাঝে ॥ ৩৩ ॥

মুষ্টিং প্রকৃতিমান্বন: 'সকর্ষণ'-সংজ্ঞামায়াসমধিকরণে সন্নি-
পাত্যৈতদভিগৃহ্ণন্ ভব উপধাবতি ।”

পরব্যোমপর্গত ভগবান্ ত্ৰীনরায়ণের বাহুদেব, প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ ও সকর্ষণ—এই চারিটা মুষ্টির মধ্যে সকর্ষণ-মুষ্টিটাও ক্লারণ, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট,—এই উপাধিত্রয়ের অতীত শুদ্ধচিন্ময়ী হইলেও জগৎসংহার প্রকৃতি তামসিক কাঞ্চের কারণ বলিয়া ঐ মুষ্টিকে ব্যবহারত: ‘তামসী’ বলা যায় । ভগবান্ ভব ভগবতী ভবানীর সহস্র অর্কুদ পরিচারিকার সহিত সেই মুষ্টিতে আপনার অঙ্গী বা মূলকারণ জানিয়া তাঁহাতে চিত্তসন্নিবেশ-পূর্বক যে মন্ত্র জপ করিতে করিতে উপাসনা করেন, তাহা ভা ৫।১৭।১৭-২৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

ভা: ৫।১৭।১৬ শ্লোকের শ্রীমধ্বকৃত ‘ভাগবতভাষণ্য’—
“পূজাতে গিরিশেনেশ ইলাবৃতগতেন তু । জীবব্যাপেক্ষয়া
চৈব তথাস্তর্ধাম্যাপেক্ষয়া ॥”

বৃহত্তাগবতামৃত (১ম খ: ২য় অ: ২৭-২৮ ও ১ম খ: ৩য় অ: ১ম এবং ২য়খ: ৩য় অ: ৬৬ শ্লোকে)—“সমানমহিম-
শ্রীমৎপরিবারগণাবৃত: । মহাবিভূতিমান্ ভাতি সৎপরিচ্ছদ-
মণ্ডিত: ॥ শ্রীমৎসকর্ষণং স্বমাদভিন্নং তত্র সৌচ্যম্ ।
নিজেষ্ট-দেবতাস্থেন কিংবা নাভমুতংস্কৃতম্ ॥” * * “ভগবন্তঃ
হং তত্র ভাবাবিষ্টতয়া হরে: । নৃত্যন্তঃ কীর্ত্তয়ন্তক কৃত-
সকর্ষণার্চনম্ ॥” * * “ভগবন্তঃ সহস্রাশ্রং শেষমুষ্টিং নিজ-
প্রিয়ম্ । নিত্যমর্চয়তি প্রেমণা দাসবজ্জগদীশ্বর: ॥”

অর্থাৎ আত্মসম-মহিমাযুক্ত পরমশোভাশালী পরিষদবর্গে
পরিবৃত ও মহাবিভূতিযুক্ত স্কন্ধর ছত্র-চামরাদি পরিচ্ছদ-
দ্বারা মণ্ডিত, আপনা হইতে অভিন্ন অংশীয় অন্তর্ধামী
শ্রীমৎসকর্ষণদেবের পূজায় রত হইয়া গিরীশ সেইস্থানে
(স্বীয়লোকে) বিরাজ করিতেছেন । তিনি তথায় সকর্ষণ-
দেবকে স্বীয় অতীষ্টদেবতারূপে বরণ করিয়া তাঁহার পূজা
বিধান-পূর্বক কি অত্যন্ত মহিমাই না বিস্তার করিতেছেন !
(দেববি নারদ) সেই স্থানে (শিবলোকে) শ্রীমৎসকর্ষণ-
দেবের অর্চনরত, তদীয়ভাবে আবিষ্ট হইয়া নৃত্যপরায়ণ ও

কীর্ত্তনমত্ত মঠৈশ্বর্যশাপী মহাদেবকে (দর্শন করিলেন) ।
মহাদেব জগতের ঈশ্বর হইলেও দাসের ভায়ই নিত্যকাল
প্রেমসহকারে সহস্রবদন শেষমুষ্টি ত্ৰিভগবানের পূজা করিয়া
থাকেন ।

লঘুভাগবতামৃতে (পুংখ: জীলাবতার-বর্ণনপ্ৰসঙ্গে ৮৭-৮৮
সংখ্যায়)—“সকর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যূহো রামঃ স এব
হি । পৃথীধরেণ শেষেণ সংভূয় ব্যক্তির্মীয়বান্ ॥ শেষো
দ্বিধা মহিধারী শয্যারূপশ্চ শাপিগঃ । তত্র সকর্ষণাবেশাদ্
ভূভূৎ সকর্ষণো মতঃ ॥” পুনরায় (ঐ প্রোভববর্ণন-প্ৰসঙ্গে
৬২ সংখ্যায়—) “এতস্তৈশ্বাংশভূতোহং পাতালে বসতি
স্বয়ম্ । নিত্যং তালধ্বজো বাগ্মী বনমালাবিভূষিতঃ ।
ধারয়ন্ শিরসা নিত্যং রত্নচিত্রাং কণাবলীম্ ॥” পুনরায়,
(ঐ মহাবাহু-নামক চতুর্ভূতবর্ণন-প্ৰসঙ্গে ১৬৭ সংখ্যায়—)
“নিজাংশো যন্ত ভগবান্ ত্ৰীসকর্ষণ ইয়তে । যন্ত সকর্ষণো
ব্যূহো দ্বিতীয় ইতি সন্মতঃ । জীবশ্চ স্ত্রাৎ সর্গজীব-
প্রাচুর্ভাবাস্পদম্বতঃ ॥”

অর্থাৎ “যিনি গোলোকে ‘সকর্ষণ’-নামক দ্বিতীয় ব্যূহ,
তিনিই ভূধারী শেষের সহিত মিলিত হইয়া ত্ৰিবলরাম
(জীলাবতার)-রূপে প্রকাশ পাইয়াছেন । ‘ভূধারী’ ও
সমগ্র বিষ্ণু-তত্ত্বের ‘শয্যা’রূপ-ভেদে ‘শেষ’—দ্বিবিধ ; তন্মধ্যে
ভূধারী ‘শেষ’—সকর্ষণের আবেশাবতার বলিয়া তিনিও
‘সকর্ষণ’-নামে কথিত ।” * * “এই মূলসকর্ষণ বলদেবেরই
অংশভূত সকর্ষণ পাতালে বাস করিতেছেন ; ইনি—তাল-
ধ্বজ, বাগ্মী অর্থাৎ চতুঃসনের নিকট ত্ৰিভূতগবত-ব্যাখ্যাতা,
বনমালা এবং রত্নোজ্জ্বল-কণাধারী ।” * * “ত্ৰীসকর্ষণ—
ভূধারীর অন্তর্গত প্রথম-ব্যূহ ত্ৰীবাহুদেবেরই বিশাস-বিগ্রহ ;
তিনি চতুর্ভূহের মধ্যে অন্তর্গত দ্বিতীয় ব্যূহ এবং সর্ব
জীবের প্রাকট্যের কারণ বলিয়া তিনি ‘জীব’-নামেও
কথিত হ’ন ॥” ২০ ॥

পঞ্চমস্কন্ধের এই ভাগবত কথা,—ভা ৫।১৭।১৬-২৪ শ্লোক
দ্রষ্টব্য । বিষ্ণুই বাহাদিগের দেবতা, তাঁহারাই ‘বৈকুণ্ঠ’ ;

তথা হি (ভা: ১০।৩৪।২০-২৩)

বলরাম ও সখাগণ-সহ ব্রজগোপীগণের মধ্যে

কৃষ্ণের হোলি-খেলা—

কদাচিদধ গোবিন্দো রামশচ্যুতবিক্রমঃ ।

বিজহুর্জনে রাত্র্যাং মধ্যগৌ ব্রজযোষিতাম্ ॥ ৩৪ ॥

উভয়-বেশে স্বীয় অমুরক্ত গোপীগণকর্তৃক

উভয়ের মনোহর গুণ-গান—

উপগীয়মানো ললিতঃ জীরৈর্জরকসৌন্দর্যৈঃ ।

স্বলঙ্কৃতামূলিপ্তাদৌ সখিণৌ বিরজোহ্ষরৌ ॥ ৩৫ ॥

আবার সমগ্র বিফুতবের মূল-অংশী বা আকরই মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীবলরাম। সুতরাং শ্রীবলরামের বা তাঁহার অভিন্নাংশ-স্বরূপ শ্রীমহাসঙ্কর্ষণের মাছাখ্যাগীতি—বৈষ্ণবমাত্রেরই বন্দনীয় বিষয়; যথা (ভা ৫।২৫।৪, ৭-৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি—) “ * * অহিপতয়ঃ সহ সাত্ততর্ষভৈ-রেকান্তভক্তিযোগেনাবনমন্তঃ * * ; ধ্যায়মানঃ শ্রীমহোর-রগসিদ্ধগন্ধর্ববিজ্ঞাধরমুনিগণৈঃ * * স্থললিতমুখরিকামুতেনা-প্যায়মানঃ স্বপার্শদবিবৃথপত্নীং ; * * তত্তাম্ভবান্ ভগ-বান্ স্বায়ম্ভুবো নারদঃ সহ ভূধরুণা সভায়াং ব্রহ্মণঃ সং-শ্লোকয়ামাস । ”

অর্থাৎ, নাগপতিগণ সাত্ততর্ষভগণের সহিত ঐকান্তিকী ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতে করিতে (স্ব-স্ব-বদন শোভা দর্শন করেন) ; অর, অসুর, উরগ, সিদ্ধ, গন্ধর্ব, বিজ্ঞাধর ও মুনিগণ নিরন্তর তাঁহার ধ্যান করিতেছেন ; তিনি স্থললিত-বচনামৃতবারা স্বীয় পার্শদ দেবযুগপতিগণকে সর্বদা আপ্যা-য়িত করিতেছেন ; ব্রহ্ম-তনয় ভগবান্ শ্রীনারদ ‘ভূধর’-নামক গন্ধর্বের সহিত ব্রহ্মার মানসী সভায় তাঁহার মহিমা বর্ণন করিয়াছিলেন (পরবর্তী মূলের ৫৩ ৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥

তথ্য । রাসক্ৰীড়া,—(ভা ১০।৩৩।১৫ শ্লোকের শ্রীধর-স্বামিপাদ-কৃত ‘ভাবার্থদীপিকা’-টীকা—) “রাসো নাম বহনর্ভকীয়কো নৃত্যবিশেষঃ” ; শ্রীসনাতনগোস্থামিপ্রেত-কৃত ‘বৃহদবৈষ্ণবতোষটী’-খৃত বাক্যে ‘রাসলক্ষণ’ যথা—“নট-গৃহীতকঞ্জিনামস্তোহস্তকরশ্রিয়াম্ । নর্তকীনাং ভবেদ্রাসো যত্নলীভূয় নর্তনম্ ॥” সঙ্গীতসারবচন, যথা—“নর্তকীতি-কেন্দ্রকান্তির্ভগ্নে বিচরিস্থিতিঃ । যত্রৈকো নৃত্যতি নটন্তৈ-হল্লীকং বিদ্রঃ ॥ তসেবেধঃ তালবদ্ধগতিভেদেন ভূয়সা । রাসঃ তান্ স নাকোহপি বর্ততে কিং পুনরুবি ॥” শ্রীবিধ-নাথচক্রবর্তিপ্রেত-কৃত ‘সারার্থদর্শিনী’-টীকা—“নৃত্যগীত-রাসমাম । পুরাণে,—শ্রীমহাপ্রবতে ও শ্রীবি-পু-লিকদাদীনাং রসানাম্ সমূহো রাসস্বরূপী বা রাসস্বরূপী ৫ অঃ ২৫ সঃ ২১ অঃ ২৫ অঃ ১৮ শ্লোকবধি দ্রষ্টব্য ॥ ২০ ॥

উদার,—মহতী, উৎকৃষ্টা ।

শ্রীবলরামের রাসক্ৰীড়া-সম্বন্ধে ভা ১০।৬৫।১৬ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপ্রেত-কৃত ‘লঘুতোষণী’ বা ‘বৈষ্ণব-তোষণী’-টীকার উক্তি—“যত্নাঃ স্বয়ং নামা সঙ্কর্ষণঃ সাত্ময়া-মাস, স মধ্যে মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমপি মনসৈব সমাক্ষ্য রহসি কাঞ্চিৎ প্রতি কদাচিদম্ভাবয়তীতি তথা স ইত্যর্থঃ । * * এবমেবাস্ত বক্ষ্যমাণ-সপ্রিয়াভিঃ ক্রীড়াপি যুক্তা স্তাৎ । তত্র হেতুঃ—‘ভগবান্’ সর্লক্ষ্যত্বাৎ তাস্মৈ তরিত্যপ্রেমসীমন্ত তব্রজতথা সর্লক্ষ্যত্বাৎ ইত্যর্থঃ । অন্তথা ব্যাখ্যানে কু, ষারকায়ামপি মধ্যাদা-লোপঃ প্রসজ্ঞেতেত্যলমতিবিস্তরেণ । * * অগ্রজাংশস্ত দশমীমিব দশাং গতানাং তাসাং রক্ষণার্থ-মক্ষুরেবাদীং ।” তৎকৃত ‘ক্রমসন্দর্ভ’-টীকায়ও—“সঙ্কর্ষণঃ মধ্যে শ্রীকৃষ্ণমপি মনসি সমাক্ষ্য দর্শয়তীতি চ তথৈত্যর্থঃ ; তাঃ শ্রীকৃষ্ণপ্রেমসীঃ ।” আবার তৎকৃত বৃহৎক্রমসন্দর্ভেও—“তাঃ কৃষ্ণপরিগৃহীতাঃ” ।

গোপীসনে বিহার,—পরবর্তী ২৫ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ।

বিবৃতি । গোপীমণ্ডল-সহ শ্রীকৃষ্ণের রাসক্ৰীড়া এবং নিজগোপীগণ-সঙ্গে শ্রীবলদেব-প্রভুর রাসবিহার, এই উভয় লীলার মধ্যে বৈচিত্র্য আছে । উভয়ের রাসলীলা—শ্রীবলদেব-বনের পৃথক প্রকোষ্ঠে অবস্থিত । মধ্যাদা ও মাধুর্য্য-ভেদে চিদ্বিলাস বৈচিত্র্যে নির্কিশেষ-ভাবে আক্রমণ করিয়া যেন আমাদের চিত্তদর্শন-বৈশিষ্ট্যের বিষয় না ঘটায়, তদ্বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে । স্বয়ংক্রপ শ্রীকৃষ্ণ ও স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব অভিন্ন-বস্ত্র হইলেও তাঁহাদের লীলা-বৈচিত্র্যের অপলাপ করিতে হইবে না । শ্রীবলদেবের বিষয়-বিগ্রহেষে অধিষ্ঠান থাকিলেও তিনি—আশ্রিত-লীলায়ই আদর্শ ॥ ২২ ॥

মধু—চৈত্র, ও মাধব—বৈশাখ (শ্রীস্বামি-কৃত টীকা) ।

পুরাণে,—শ্রীমহাপ্রবতে ও শ্রীবি-পু-লিকদাদীনাং রসানাম্ সমূহো রাসস্বরূপী বা রাসস্বরূপী ৫ অঃ ২৫ সঃ ২১ অঃ ২৫ অঃ ১৮ শ্লোকবধি দ্রষ্টব্য ॥ ২০ ॥

পূর্ণিমা-রজনীতে সায়াংকালেই উভয়ের ক্রীড়া--

নিশাধুঃ মানরজ্ঞাবুদিতোড়ুপ-তারকম্ ।

মল্লিকাগন্ধ-মস্তালি জুষ্টং কুমুদবায়না ॥ ৩৬ ॥

উভয়ের নিখিল-প্রাণীর স্বংকর্ণ-রসায়ন সঙ্গীতালোপ--

জগতুঃ সর্বভূতানাং মনঃশ্রবণমঙ্গলম্ ।

তৌ কল্পয়ন্তৌ যুগপৎ স্বরমণ্ডলমুচ্ছিতম্ ॥ ৩৭ ॥

শ্রীশুকদেব পরীক্ষিতের নিকট, শ্রীবলদেবের ব্রজনিবাসী পূৰ্ণ-মুহুৰ্গণকে দর্শন করিবার নিমিত্ত গোকুলে গমন ও কৃষ্ণবিরহোৎকণ্ঠিত মাতা-পিতাদি বয়োবৃদ্ধ গুরু-জনবর্গ, সমবয়স্ক ও বয়ঃকনিষ্ঠগণকর্তৃক সমাদরলাভ এবং কৃষ্ণ-বিরহাতুরা একান্ত-কৃষ্ণগতপ্রাণা গোপীগণকে সাধ্বনা-প্রণানানন্তর এই চারিটা শ্লোকে স্ব-পরিগৃহীতা গোপীগণের সহিত পূর্ণিমা-রজনীতে রাসক্রীড়া বর্ণন করিতেছেন,—

অর্থ্য । ভগবান্ রামঃ (বলদেবঃ) মধুং (চৈত্রং) মাধবং (বৈশাখং) ধৌ মাসৌ (মাসদ্বয়ং) কৃপাসু (জ্যোৎস্না-ময়রাত্রিষু) গোপীনাং রতিম্ আবহন্ (প্রাপয়ন্, সম্পা-দয়ন্) তত্র (শ্রীহৃদ্যবনে) অবাংসীং (উবাস) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । শ্রীহৃদ্যবন-ধামে ‘চৈত্র’ ও ‘বৈশাখ’, এই দুই মাস, নিশাকালে গোপরামাগণের রতি বন্ধনপূৰ্ণক শ্রীবলদেব অবস্থান করিলেন ॥ ২৫ ॥

তথ্য । ত্রীসনাতনপ্রভু-কৃত ‘বৃহদবৈষ্ণবতোষণী’-টীকার উক্তি—“এবং প্রাক্ শ্রীকৃষ্ণৈকপ্রিয়ান্তাঃ সাযুয়িত্বা নিজাগমনমুখ্যপ্রয়োজনং বিধায়াঅন্যে ব্রজজনৈক-প্রিয়তা দিকং দর্শয়ন্ত্যশ্চ বসন্তে রময়ামাসেত্যাং—ঐবিত্তি । * * ‘রতিম্’ আন্তরঙ্গম্ আ সম্যক্ ‘বহন্’ প্রাপয়ন্, যতো ‘রামঃ’ রতিকুশলঃ । তত্র হেতুঃ—‘ভগবান্’ কামশাস্ত্রানুক্র-তত্ত্ব-প্রকারাভিজ্ঞঃ ; অথবা যতঃ (পূৰ্ণোক্ত-শ্লোকে) ‘তাঃ’ শ্রীকৃষ্ণবিরহাত্যস্তাতুরাস্তদর্শনৈকলালসাকুলা ইত্যর্থঃ । অতঃ ‘কৃপাসু’ নিদ্রাকালেষপি ‘গোপীনাং’ তাসাং ‘রতিং’ স্নগম্ ‘আ’ ঈষদপি ‘বহন্’ প্রাপয়ন্ ধৌ মাসৌ চাবাংসীং । ‘চ’-কারাৎ কিঞ্চিদধিকৌ তদানীং তাসাং বিঃ স্তোত্রংপন্তেঃ ; যতো ‘ভগবান্’ পরমদয়ালুঃ ; কিঞ্চ ‘রামঃ’ সর্বস্বত্বকরঃ ।”

শ্রীজীবপ্রভু-কৃত ‘লঘুতোষণী’-টীকার উক্তি—“তদেবং ঐবিত্যত্র (শ্লোকে) গোপীনামিতি গোপান্তরাণামিত্যেবার্থঃ । ন হি সৰ্বত্র ‘গোপী’-শব্দেন শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়ত্ব এব গৃহীতা ইতি নিয়মঃ । * * ন চ প্রসঙ্গপ্রাপ্তোক্তোক্ত পূৰ্ণোক্তরাণাং (গোপীনাম্) একত্বমাশঙ্ক্যম্ । * * পূৰ্ণোক্তান্তা এতা অন্তা

এবেতি তন্মাৎ প্রকরণমিদমেবমবত্যাগম্ । এবং শ্রীকৃষ্ণ-প্রিয়াঃ স্তুৰ্হৃদ্যস্বয়িষ্টেব, যাঃ খলু কোমারগণেন “গোপান্তরেণ ভুজয়োঃ” ইত্যনেন শ্রীকৃষ্ণ-পরিহাসেন ভাবিতদসঙ্গমদ্বৈপি সিদ্ধতয়া স্থচিতাঃ । যাঃ শ্চ শ্চচ্চূড়বধ-হোরিকা-ক্রীড়ায়াং শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়সীমলিততয়া বর্ণিতান্তাঃ প্রাগুক্ত-তদঙ্গসঙ্গ-স্তদর্শরক্ষিত-কোমারাঃ কৃষ্ণস্তামুযতে স্থিত ইত্যনুসারেণ তৎপ্রাণনয়া সাধ্বনামাসেত্যাং—ঐবিত্যাদিনা । * * কৃপা-স্থিতি পরমগুণত্বং ব্যঞ্জিতম্ । ‘রামঃ’ ইতি রমণযোগ্যতা-ব্যঞ্জকম্ ।” তৎকৃত ‘ক্রমসন্দর্ভ’-টীকাতেও—“গোপীনাং ‘গোপান্তরেণ ভুজয়োঃ’ ইত্যনুসারেণ শ্চচ্চূড়বধাদিম-হোরিকা-বিহ্বারে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়সীমিঃ সল্লিতানাং তৎপ্রিয়সী-চরণাং গোপীবিশেষাণামিত্যর্থঃ । অত্র চ ‘শ্রীকৃষ্ণস্তামু-যতে স্থিতং’ ইতি কারণং যোজ্যম্ । পূৰ্ণং হুনেন তাসা-মঙ্গ-সঙ্গো ন বণিতঃ । কিম্বদুয়োগমাত্ৰং, ততশ্চ তদর্থং রক্ষিতকোমারাসু তাসু চ রূপয়াসৌ তথা প্রার্থিতবানিতি ।” তৎকৃত ‘বৃহৎক্রমসন্দর্ভ’-টীকাতেও—“গোপীনাং রতিগাবহন্ ইত্যাদিষু ‘গোপীনাং’ স্ব-পরিগৃহীতানাম্ ।”

শ্রীবিখনাথ-চক্রবর্তীচক্র-কৃত ‘সারার্থদর্শিনী’ টীকার উক্তি—“গোপীনাং রতিমিতি শ্রীকৃষ্ণ-ক্রীড়া-সময়েঃসুংপন্নান-মতি-বালানাঞ্চাভ্যাসামিত্যভিযুক্তপ্রসিদ্ধিঃ” ইতি শ্রীহামি-চরণাঃ ; শ্চচ্চূড়বধসময়-হোরিকা-ক্রীড়ায়াং যাঃ কৃষ্ণপ্রিয়সী সল্লিততয়া রামপ্রিয়স্তোহপি নির্দিষ্টান্তানামেব ইত্যন্ত-প্রভুচরণাঃ ।” ২৫ ॥

অর্থ্য । (রামঃ) পূর্ণচক্রকলামুঠে পূর্ণচক্রস্ত কলাভিঃ মরীচিভিঃ আমুঠে উজ্জলে কোমরীগন্ধবায়না (কৌমুদী বিকসিত-কুমুদ-কদম্বগন্ধবহেন সমীরণেন) সেবিতো যমুনো পবনে (‘শ্রীরামঘট্ট’তয়া প্রসিদ্ধে স্থলে) জীগণৈঃ স্ব পরিগৃহীতৈঃ (গোপীসমূহৈঃ) বৃতঃ (পরিবেষ্টিতঃ সন্) রে (ক্রীড়িতবান্) ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ । পূর্ণচক্রের কিরণসম্পাতে বে-হানী সমুজ্জল হইয়া উঠিত; জ্যোৎস্না-বিকসিত কুমুদকদম্বের গা

ভাগবতোক বলরাম বা নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্যে

প্রীতিহীন—অবৈষ্ণব বা অভক্ত

ভাগবত শুনি' যার রামে নাহি প্রীতি।

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পথে সে জন—বর্জিত ॥ ৩৮ ॥

ভাগবত-বিরোধী—পাপপুণ্য-বিচারক যমের দণ্ডাই

কুকর্ষ-ফলবাহ্য নারকী—

ভাগবত যে না মানে, সে—যবন-সম।

তার শাস্তা আছে জন্মে-জন্মে প্রভু যম ॥ ৩৯ ॥

লুণ্ঠন করিয়া সমারণ যে-স্থানে স্বচ্ছন্দে বহিয়া যাইত, সেই
যক্ষিনপুলিনোপবনে গোপীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া ভগবান্
শ্রীবলরাম ক্রীড়া করিতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

তথ্য। শ্রীসনাতনপ্রভু-কৃত 'বৃন্দবৈষ্ণবতোষণী'-টীকার
উক্তি—“শ্রীরামশ্রী প্রীত্যর্থং শ্রীবৃন্দাবন-শোভার্থং বা তদানীং
নিত্যপূর্ণচন্দ্রোদয়াৎ ; স্রীগণৈঃ শ্রীকৃষ্ণরমিতে তরৈঃ।”

শ্রীবিষ্ণুনাথ-চক্রবর্তীঠাকুর-কৃত 'সারার্থদর্শিনী'-টীকার
উক্তি—“যমুনোপবনে শ্রীরামশ্রীতয়া প্রসিদ্ধে স্থলে, কিন্তু
যত্র শ্রীকৃষ্ণেন রাসক্রীড়া কৃত্য, তৎস্থলমপি রামেন দূরতঃ
পরিহৃতম্ ॥” ২৬ ॥

অর্থ। করণযুগ্মেষ্ণুঃ (করিণীদলপতিঃ) মাহেন্দ্রঃ
(মহেন্দ্রশ্রী অয়ঃ তরাহনঃ) বারগঃ (গজঃ ঐরাবত ইত্যর্থঃ)
ইব (যথা,—ঐরাবতঃ ইতীনাং যুগ্মে যথা স্তথেন রমতে,
তথা তদ্বৎ, স রামঃ) বনিতা-শোভিমণ্ডলে (বনিতাভিঃ
স্ব-গোপীভিঃ শোভিতা বিরাজিতে মণ্ডলে যুগ্মে) গন্ধর্ব্বৈঃ
উপগীয়মানঃ (সংস্কৃতঃ সন্ স্বয়ং চ উদ্গায়ন্) রেমে
(ক্রীড়িতবান্) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। হস্তিনীযুগ্মপতি ইন্দ্রহস্তী ঐরাবতের ছায়
স্বীয় গোপীগণ-পরিশোভিত-মণ্ডলমধ্যে অবস্থিত হইয়া ভগ-
বান্ শ্রীরাম স্বচ্ছন্দে বিহার করিতে থাকিলেন ; তৎকালে
গন্ধর্ব্বগণ তাঁহার স্তব করিতেছিল ॥ ২৭ ॥

অর্থ। ব্যোমি (অস্তরীকে) হৃন্মুভয়ঃ নেন্দ্রঃ (হৃন্মুভি-
ধনীরভবৎ, বিবক্ষয়া কর্তৃরি,—দেবাঃ হৃন্মুভীন্ বাদরামাস
ইত্যর্থঃ ; 'দেবাঃ' ইত্যধ্যাহারঃ) কুম্ভৈঃ (পুংসৈঃ) মুদা
(হর্ষণে) বর্ষব্যুঃ (বর্ষণং চক্রুঃ) ; গন্ধর্ব্বাঃ মুনয়ঃ (চ) তবীর্ষ্যোঃ
(তত্ রামশ্রী বীর্ষ্যপ্রকাশকৈঃ বচোভিঃ) রামন্ ঐজিরে
(কুইবুঃ) ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ। ঐ সময়ে অস্তরীকে হৃন্মুভিনিদান্ হইতে
লুপ্তিশি, দেবগণ সহর্ষে কুম্ভবৃষ্টি করিতে লাগিলেন এক

এবং গন্ধর্ব্ব ও মুনিবৃন্দ শ্রীবলভঙ্গের বিক্রমহৃৎক স্তবছার
তাঁহার পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২৮ ॥

তথ্য। পাঠান্তরে,—‘উপগীয়মান উদ্গায়ন্’ এবং
‘মাহেন্দ্রো বারগো যথা’। ২৭শ ও ২৮শ সংখ্যার শ্লোকদ্বয়
শ্রীধরস্বামিপাদ, শ্রীসনাতন-গোস্বামী, শ্রীজীব-গোস্বামী বা
শ্রীবিষ্ণুনাথ-চক্রবর্তীঠাকুর স্ব-স্ব-টীকায় ব্যাখ্যা না করায়,
বোধ হয়, কোন মুদ্রিত শ্রীমদ্ভাগবতে উহাদের উল্লেখ
নাই। তবে শ্রীরামাঙ্কুর-সম্প্রদায়ী শ্রীবীররাধাচাৰ্য্য স্ব-কৃত
‘ভাগবতচন্দ্রচন্দ্রিকা’-টীকায় ও শ্রীমাদ্বৈতসম্প্রদায়ী শ্রীবিজয়-
ধ্বজতীর্থ স্ব-কৃত ‘পদ্মরত্নাবলী’-টীকায় উহাদের ব্যাখ্যা
করিয়াছেন, দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ২৭-২৮ ॥

তথ্য। শ্রীসনাতন ও শ্রীসনাতন নিন্দা,—(ভা ২।১।৩-৪
শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকসেবের উক্তি—) “হে
রাজন্, গৃহমেধী শ্রীসঙ্গিগণের বয়স বা আয়ুষ্কালের মধ্যে
ব্রাহ্মভাগ নিদ্রাতে অথবা জীসঙ্গে, এবং দিবাভাগ অর্থচেষ্টার
অথবা কুটুম্বভরণকার্য্যে বৃথা ব্যয়িত হয়। দেখ, পুত্র ও
কলত্র প্রভৃতি বস্ত্র অসং বা অনিত্য হইলেও, তাহাতে
প্রমত্ত ব্যক্তি উহাদের বিনাশ দেখিয়াও দেখে না।”

(ভা ৩।১।৩২-৪২ শ্লোকে মাতা-দেবহুতির প্রতি
ভগবান্ শ্রীকপিলসেবের উক্তি—) “উপস্থ ও উদয়ের প্রভৃতি
চরিতার্থ করিতে উচ্চত অসাধুগণের সহিত অবস্থান করিয়া
জীব যদি তাহাদের পথেই বিচরণ করে, তাহা হইলে
সে নিশ্চয়ই নরকে প্রবেশ করে। সত্য, শৌচ, দয়া, মোদ,
বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও তপ ইত্যাদি
যাবতীয় সঙ্গুণরাশি সমস্তই অসংস্কৃতভাবে কর প্রাপ্ত
হয় ; ঐ সকল অশাস্ত, মূঢ়, দেহান্ত-বুদ্ধিবিশিষ্ট, ক্রীড়ামুগ্ধের
জ্ঞান কামিনীকুলের বশীকৃত, স্বপা, অসদ্ব্যক্তিগণের সঙ্গ
জীবের কখনও কর্তব্য নহে। বোবিৎ (জী) ও বোবিৎগামী
(জীসঙ্গী) ব্যক্তির সংসর্গকালে জীবের বেরণ বোধ ও বন্ধন
উপস্থিত হয়, অতঃকালে বন্ধন সংসর্গে সেইরূপ (সংসর্গ)

নিখিল চিন্ধল বা বীৰ্য্যধার শ্ৰীবলরামপ্ৰভুৰ রাসে

অবিখ্যাসী ব্যক্তিই তত্ত্বহীন বা 'ক্লীব'—

এবে কেহ কেহ নপুংসক-বেশে নাচে।

বোলে,—‘বলরাম-রাস কোন্ শাস্ত্রে আছে?’ ৪০ ॥


যথার্থ শাস্ত্র-তাৎপর্য্যে অবিখ্যাসী হেতুবাধীই

পাপী ও নাস্তিক—

কোন পাপী শাস্ত্র দেখিলেহ নাহি মানে।

এক অৰ্থে অশ্রু অর্থ করিয়া বাখ্যানে ॥ ৪১ ॥

হয় না। দেখ, অস্ত্রের কথা দূরে থাকুক, স্বয়ং প্রজাপতি
ব্রহ্মাও স্বীয় চুহিতাকে দেখিয়া তাঁহার রূপে মোহিত হইয়া
নির্লজ্জের ভায় মৃগ-রূপ ধরিয়া মৃগরূপধারিণী সেই কন্তার
পশ্চাচ্ছাবন করিয়াছিলেন। এক শ্রীনারায়ণ-ঋষি ব্যতীত
সেই ব্রহ্মাদি দেবতা, তৎসৃষ্ট মরীচ্যাদি প্রজাপতি, মরীচ্যা-
সৃষ্ট কন্তাপাদি, কন্তাপাদি-সৃষ্ট দেব-মহুয়াদির মধ্যে এমন
কোন ধৃতিমান পুরুষ আছেন,—যিনি এই প্রেমদারুণিণী
মায়ায় বিমুগ্ধা না হন? হে যাতঃ, আমার জীৱুপা মায়ায়
প্রভাব দেখ,—সে একটীমাত্র ক্রভঙ্গে দিগ্বিজয়ী বীরগণকে
পশ্যন্ত পদাবনত করিয়া থাকে। যিনি সাধনভক্তিযোগের
পরপার (সাধ্য-কৃষ্ণপ্রেমা) লাভ করিতে ইচ্ছুক, তিনি
কখনও কামিনীর সঙ্গ করিবেন না; কারণ, তত্ত্ববিদগণ
এই ষোড়শকুলকে সাধকের পক্ষে নিরয়দ্বারস্বরূপ বলিয়া
অভিহিত করেন। জীৱুপা দৈবী মায়া শুদ্ধবাদি-ছলে
ধীরে ধীরে পুরুষের নিকট গমন করে, কিন্তু বুদ্ধিমান সাধক
তাহাকে তৃণাচ্ছাদিত কৃপের ভায় অবলোকন করিবেন।
জীৱসঙ্গ-ফলে জীৱ লাভ করিয়া জীব গৃহস্থামিনীর ভায়
আচরণকারিণী জীৱুপা আমার মায়াকেই মোহবশতঃ বিস্ত,
পুত্র ও গৃহদাতা স্বামী বলিয়া মনে করে। জীৱ-প্রাপ্ত
জীবের এই মায়াকে পতি, পুত্র ও গৃহরূপী মৃত্যু বলিয়া
জানা কর্তব্য।”

(ভা ৪।২৫।৬ শ্লোকে রাজা-প্রাচীনবর্হির প্রতি
শ্রীনারদের উক্তি—) “হে রাজন, জী- ব্যক্ত অনিত্য
পুত্র-কলত্র-ধনাদিতেই ‘পরমার্থ’-বুদ্ধিরূপ আভি-চালিত হইয়া
স্বীয় ইন্দ্রিয়স্বত্বসাধক গৃহ ও কাম্যকর্ম্মাদিতে এবং জন্মমরণ-
মর সংসার-মার্গে ভ্রমণ করিতে থাকে, বিষ্ণুর পরমপদ
কখনও লাভ করিতে পারে না।”

ভা ৪।২৫।১০—৪।২৬।১০ পর্য্যন্ত, বিশেষতঃ ৪।২৮।৫২
শ্লোকে পুরজন ও পুরজনীর উপাখ্যান-দ্বারা রাজা-প্রাচীন-

বর্হিকে শ্রীনারদের জীৱসঙ্গের (ইন্দ্রিয়তর্পণের) কুফল ও শ্রীহরি-
তোষণের স্ত্রফল-বর্ণন দ্রষ্টব্য।

পুনরায়, (ভা ৪।২৯।৫৪-৫৫ শ্লোকে রাজা-প্রাচীনবর্হির
প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) “হে রাজন, পুষ্ণের ভায় প্রথমে
সরস ও পরিণামে বিরস-ধর্ম্মযুক্তা জীগণের আশ্রয়স্থল গৃহে
থাকিয়া যে-ব্যক্তি জিহ্বা ও উপহাসাদি ইন্দ্রিয়লভ্য পুষ্ণ-
মধুগন্ধমদৃশ অতি-তুচ্ছ কাম্যকর্ম্মফলস্বরূপ কামস্বত্বলেশ
অন্বেষণ করিতে করিতে জীগণের সহিত সহবাস করিয়া
তাহাদের প্রতি স্বীয় চিত্ত সন্নিবেশ করিয়া ফেলিয়াছে,
ভ্রমর-গুঞ্জন-ধ্বনির ভায় পত্নী ও স্বজনাদির অতি-মনোহর
আলাপে যাহার কর্ণ অতিশয় প্রলোভিত হইয়াছে, অহো-
রাত্র পর্য্যন্ত প্রতি মুহূর্ত্ত, প্রতি ক্ষণ, প্রতি নিমেষার্ধ, প্রতি
পল ইত্যাদি কালের ক্ষুদ্রতম অংশসমূহ যুগের সম্মুখস্থিত
ব্যাদ্রযুগের ভায় তাহার আয়ু হরণ করিতেছে দেখিয়াও
উহাতে দৃকপাত না করিয়া যে ব্যক্তি স্বভোগ্য গৃহকলত্রা-
দিতে বিহার করিতেছেন, ব্যাধতুলা কৃতান্ত পৃষ্ঠদেশে থাকিয়া
দূর হইতে অলক্ষিতভাবে যাহার অন্তঃকরণে গুপ্ত শরদ্বারা
আঘাত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে, সেই হরিতোষণবিমুখ
জীৱসঙ্গী সংসার-মরণাহত-হৃদয় জীবের অবস্থা বিচার করুন।
অতএব হে রাজন, * * আপনি নিতান্ত কামুকদের
অসৎস্বাস্তা-মুখরিত, (ইন্দ্রিয়-তর্পণপর) ষোড়শসঙ্গমূলক আশ্রম
পরিত্যাগ করিয়া, শুদ্ধমুক্তজীবগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল
শ্রীহরির প্রীতি বিধান করুন। এইরূপে ক্রমে ক্রমে অসৎ-
সঙ্গ হইতে বিরত হউন।”

(ভা ৫।১২।২ শ্লোকে সার্কভৌম-নৃপতি গৃহস্থ-বৈষ্ণব
শ্রীপ্রিয়ব্রতের সঙ্কে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের উক্তি)
—“* * মহারাজ প্রিয়ব্রতের গার্হস্থ্যলীলাভিনয়ও যথেষ্ট
ছিল; তৎপত্নী বিশ্বকর্মা-তনয়া সত্ৰাজী-বর্হিষতীর পতি-
দর্শনে হর্ষ ও অভ্যুত্থান, অঙ্গাবরণ-চেষ্টা, ললিতপ্ৰবন্ধাদি
চালচলন, জীৱুলভ কটাক্ষনিক্ষেপাদি শূদ্রারবিলাস-প্রকাশ,

গৌর-কৃষ্ণ-প্রোক্ত তদভিন্ন-প্রভু ত্রিনিত্যানন্দ-বলরামের নিকট

অপরাদীর নিষ্কৃতির অভাব—

চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয়-বিগ্রহ বলাই।

তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্ব ঠাই ॥ ৪২ ॥

প্রভু-দাস-সম্বন্ধযুক্ত হইয়া একই বিষয়-বিগ্রহের

অবতার-লীলার সহায়তা—

মুক্তিভেদে আপনে হয়েন প্রভু-দাস।

সে-সব লক্ষণ অবতারেই প্রকাশ ॥ ৪৩ ॥

লজ্জা-সঙ্কোচ-নিবন্ধন হস্ত, কটাক্ষ ও মনোহর পরিহাস-
বাক্যাদি অমুদিন বুদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, তদ্বারা প্রিয়ব্রতের
সদসদ্বিবেক-জ্ঞান যেন পরাভূত হইতেছিল; স্তূত্যাং বিষয়া-
সক্তিবশতঃ তিনি যেন আত্মবিশ্বৃত অর্থাৎ স্বরূপোপলব্ধিহীন
ব্যক্তির দ্বারা রাজ্য ভোগ করিতেন।”

ঐ ৩৭ শ্লোকে ঐ প্রিয়ব্রতের বিষয়ভোগে দ্বিধারোক্তি—
“অহো! আমি কতবার অসং কার্য্য করিয়াছি, ইন্দ্ৰিয়বর্গ
এতদিন ধরিয়া আমাকে অবিজ্ঞা-বিরচিত বিষয়াক্রমকে
অভিনিবিষ্ট করিয়া রাখিয়াছিল! বিষয়ভোগ ত’ যথেষ্টই
হইল, আর নয়; হায়! আমি এই কামিনীর জীড়াহৃৎ
(মর্কট) তুল্য হইয়া পড়িয়াছি; আমাকে দিচ্, পত দিচ্।”

(ভা ৫৫২ ও ৭-৯ শ্লোকে আত্মজগণের প্রতি ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণভদেবের উক্তি—) “তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ শুদ্ধভক্ত বা
মহাজনের সেবাকেই স্বরূপবাস্তি-রূপা মুক্তির দ্বার এবং
জীসঙ্গিগণের সঙ্গকেই তমোরূপ নরকের দ্বার বলিয়া অভি-
হিত করেন। জ্ঞানী, পণ্ডিত হইয়াও জীব যখন ইন্দ্ৰিয়-
তর্পণ-চেষ্টা বা ভোগময়ী প্রবৃত্তিকে ‘অনর্থ’ বলিয়া দর্শন না
করে, তখন সে স্বরূপবিশ্বৃত, প্রমত্ত ও মূঢ় হইয়া মৈথুনস্থ-
প্রধান গৃহ লাভ করিয়া তাপত্রয় ভোগ করে। তত্ত্ববিদগণ
জী-পুরুষের এই মিথুনীভাবকেই তাহাদের পরম্পরের হৃদয়-
গ্রহি বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন; যেহেতু উহা হইতে
জীবের দেহ-গেহ-পুত্র-ধনাদিতে ‘আমি’ ও ‘আমার’-বুদ্ধি-
রূপ মোহ উৎপন্ন হয়। যখন তাহার কর্মফলজনিত
মনোরূপ হৃদয়গ্রহি শিথিল হয়, তখনই সেই পুরুষ জীসঙ্গ
হইতে বিরত হইয়া সংসারমূল অহঙ্কার ত্যাগ করিয়া মুক্তি
ও পরমপদ লাভ করেন।”

(ভা ৬২১০৬-০৮ শ্লোকে বিষ্ণুদূতগণের কৃপার বসদূত-
গণের পাশ-যুক্ত অজামিলের আত্মগানিবাক্য—) “দেহাদিতে
আত্মবুদ্ধি হইতেই বিষয়ভোগ-কামনা; এই ভোগকামনা
হইতেই জড়ীয়-গুণাত্তকর্ষে আসক্তি,—ইহাই জীবের

বন্ধন; এই বন্ধন আমি মোচন করিব। রমণীকৃপা
যে বিষ্ণুগায়ী জীড়াপুত্র দ্বারা অধম আমাকে লইয়া যথেষ্ট-
ভাবে জীড়া-রঙ্গ করিয়াছে, সেই মায়াক্রান্ত স্বীয় মনকেও
আমি মোচন করিব। পরমার্থ বাস্তব-বস্তুতে বুদ্ধি স্থির
হওয়ায় ‘আমি’ ও ‘আমার’ বলিয়া জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া
শ্রীনামকীর্ত্তনাদিপ্রভাবে শোধিতচিত্তকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি নিয়োগ করিব।”

(ভা ৬৩২৮ শ্লোকে স্বীয় দূতগণের প্রতি ধর্ম্মরাজ
যমের উক্তি—) “নিক্ষিণ, জীসঙ্গবর্জনকারী ভাগবত পরম-
হংসকুল ভগবান্ মুকুন্দের যে পাদপদ্মকরন্দ রস নিরন্তর
সেবন করেন, তাহাতে পরাশ্রুত হইয়া যে-সকল অসাধু
ব্যক্তি—নরকের দ্বারস্বরূপ জীসঙ্গাগার গৃহেই একান্ত লৌলুপ,
হে দূতগণ, তোমরা তাহাদিগকেই আমার নিকট আনয়ন
করিও।”

(ভা ৬৪৫২-৫৩ শ্লোকে প্রবৃত্তিমার্গপরায়ণ, জীসঙ্গ-দম্ভ,
মায়াবশ প্রজাপতি দম্ভ এবং তদভুগামী ভাবি-জীবগণকে
ভগবান্ শ্রীহরি অনন্তকালের জ্ঞাত জীসঙ্গরূপ অভক্তিমার্গ বা
বিষয়-ভোগে নিম্বেপ করিলেন বলিয়া উল্লেখ আছে।

(ভা ৬১৭৮ শ্লোকে পরমহংস ও অবদূতাগ্রগণ্য ঈশ্বর
শ্রীমদগ্নিশকে পার্শ্বতীর সহিত আলিঙ্গনবন্ধ দেখিয়া
বিজ্ঞানরাধিপতি চিত্রকেতুর উক্তি—) “প্রাকৃত বন্ধজীবই
প্রায়শঃ নির্জনে জীলোকের সহিত বিহার করে।”

(ভা ৭১৬১১, ১৩ ও ১৭ শ্লোকে অম্বর-বালকগণের
প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের উপদেশ—) “স্বীয় অচ্যুতমিত্তা প্রিয়-
তমার সঙ্গ, রহস্ত ও মনোহর আলাপাদি শ্রবণ করিয়া
গৃহতঃ গো-দাস কিরূপে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে সমর্থ
হইবে? সে জিহ্বা ও উপহেস্ত্রিয়-জাত স্তব্ধকেই বহমানন
করায়, হৃদয়-মোহগ্রস্ত হইয়া কিরূপে বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তি
অর্জন করিবে?”

(ভা ৭১৪৫ শ্লোকে শ্রীনিবাসের প্রতি শ্রীপ্রহ্লাদের

মূল সঙ্কর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামের দশবিধ

গৌর-কৃষ্ণসেবা—

সখা, ভাই, ব্যজন, শয়ন, আবাহন।

গৃহ, ছত্র, শত্রু, যত ভূষণ, আসন ॥ ৪৪ ॥

উক্তি—) “গৃহমেধিগণের জীসঙ্গাদি যে স্থখ, তাহা—নিতান্ত
তুচ্ছ, বহুধরের কণ্ঠ্যনের ছায় উহাতেও ছুঃখের পর ছুঃখই
বুঝি পাইতে থাকে; কিন্তু কামুক দীন ব্যক্তিগণ তৎফলে
বহুদুঃখ পাইয়াও তাহাতে তৃপ্ত বা বিরত হয় না; কেবল-
মাত্র আপনার রূপাপ্রাপ্ত ধৃতিমান ভক্তগণই এই কামের
বেগ সহ (দমন) করিতে পারে, অন্তে নহে।”

(ভা ৭।১২।৬-৭, ৯১১ শ্লোকে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের প্রতি
শ্রীনারদের আশ্রম-ধর্ম-বর্ণন—) “জীলোক ও জীসঙ্গী
ব্যক্তিগণের সহিত যতটুকু প্রয়োজন, ততটুকুমাত্রই ব্যবহার
কর্তব্য। সকলেরই কামিনী-গাথা (গ্রাম্যকথা) বর্জন
কর্তব্য; কেননা, প্রবণ ইন্দ্রিয়বর্গ ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসীরও
মন হরণ করে। নারী—সাক্ষাৎ অগ্নি, এবং পুরুষ—রত-
হুস্ততুল্য, অতএব নির্জনে স্বীয় ঔরসজাত কন্তার সহিতও
একত্র অবস্থান-চেষ্টা পরিত্যাগ করিবে। যে-কাল-পর্যন্ত
জীব স্বরূপ-সাক্ষাৎকারদ্বারা দেহেন্দ্রিয়-স্বপ্নপ্রভৃতিকে (বিকৃত)
সুখাভাস বিবেচনা করিয়া অনর্থমুক্ত হইতে না পারিয়াছেন,
তৎকালাবধি (সাধনাবস্থায়) জীপুরুষ-ভেদজ্ঞান হইতে বিরত
হইয়া ভোক্ত-বুদ্ধিতে (পরম্পর সম্ভোগার্থ) ঐক্যবুদ্ধি
করিবে না; যেহেতু সেই জড়ীয় ভোক্তবুদ্ধি হইতেই বুদ্ধি-
বিশর্ঘ্য অর্থাৎ ভোক্ত-অভিமானো ভোগ্য-বুদ্ধি জন্মে, (সুতরাং
অজ্ঞানানুশীলন-দ্বারা ক্রমশঃ জড়ীয় বৈত বা ভোগ্য-বুদ্ধি
দূর করিবে)—কি গৃহস্থ, কি ত্যক্তগৃহ যতি সকলের
পক্ষেই এইসকল ধর্ম কথিত হইয়াছে।”

(ভা ৭।১৪।১২-১৩ শ্লোকেও যুধিষ্ঠিরের ওঁ-প্রতি দশবর্ষের
উক্তি—) “যে ব্যক্তি প্রাণাদিক প্রিয়তম জীর্নপ্রতি ভোক্ত-
বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবান্ শ্রীঅজিতকে
ভজ করেন। অস্তিমে কৃষি, বিষ্ঠা ও ভস্মে পর্য্যবসান-যোগ্য
এই তুচ্ছ দেহ কোথায়, এই দেহের নিমিত্ত যাহার সহিত
সঙ্গ হয়, সেই-জীই বা কোথায়, আর পরম-মহান্, সত্য,
সনাতন, আত্মাই বা কোথায়?”

চিদ্রাজ্যে স্বয়ং শুদ্ধসত্ত্বের মূল কারণ বিষয়কিগ্রহ হইয়াও

দাসাভিமானো শ্রীশেষ-সঙ্কর্ষণের স্বীয় প্রভুকে সেবন—

আপনে সকল-রূপে সেবেন আপনে।

যারে অনুগ্রহ করেন, পায় সেই জন্মে ॥ ৪৫ ॥

(ভা ৭।১৫।১৮ শ্লোকেও যুধিষ্ঠিরের প্রতি শ্রীনারদের
উক্তি—) “জিহ্বা ও উপহেন্দ্রিয়-বেগবশে কামুক ব্যক্তি
কুকুরের ছায় ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়ায়।”

(ভা ৯।৬।৫১ শ্লোকে সৌভরি-মুনির প্রচুর জীসঙ্গের পর
মনে মনে অন্ততাপোক্তি—) “মুমুকু অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স লাভেচ্ছ
সাধক মৈথুনধর্মী জীবগণের সঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন; অ-
সমর্থতা-নিবন্ধন তিনি বহিরিন্দ্রিয়গুলিকে সর্ক্ষাস্তঃকরণে
একেবারে পরিত্যাগ করিতে পারিবেন না; সুতরাং সংসঙ্গ-
ভাবে নির্জনে একাকী থাকিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে চিন্তনিয়োগ
করিবেন, আর যদি প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ করিতেই হয়, তবে
সেই ভগবদধর্মপরায়ণ বিষ্ণুভক্ত সাধুগণেরই সঙ্গ কর্তব্য।”

(ভা ৯।১১।১৭ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীরামদীতা-
চরিত্রবর্ণনপ্রসঙ্গে শ্রীশুকদেবের উক্তি—) “জী ও পুরুষের
পরম্পর প্রসঙ্গ বা আসক্তি সর্বত্রই এইরূপ ভয় আবাহন
করে, জ্বিতেন্দ্রিয় মুক্ত পুরুষগণের পক্ষেও যখন উহা—ভয়া-
বহ, তখন গ্রাম্যধর্মপরায়ণ গৃহাসক্ত ব্যক্তির ত’ কথাই নাট।”

(ভা ৯।১৪।৩৬-৩৮ শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুক-
দেব-কর্তৃক উর্কশী ও পুরুষবার বৃত্তাস্তবর্ণন-প্রসঙ্গে জীজিত
পুরুষবার প্রতি উর্কশীর উক্তি—) “হে রাজন, তুমি মরিওনা,
এই সকল ব্যাঘ্রী যেন তোমাকে ভক্ষণ না করে, অর্থাৎ
তুমি কাম-বশ হইও না; ব্যাঘ্রীর হৃদয়তুল্য জীলোকের সখা
কোথাও স্থায়ী হয় না; রমণীগণ—প্রিয়তমের নিমিত্ত সর্ক্ষ-
কার্য্যে সাহসিনী; বিশেষতঃ, যাহারা—নর্বনব পরপুরুষে
অভিলষষী, পুংচলী ও স্বেচ্ছাচারিণী, তাহারা সম্পূর্ণ-
রূপে সৌহার্দ্য বিসর্জন করিয়া স্বীয় বশীভূত মূঢ় লোকগণের
নিকট অলীক বিশ্বাস উৎপাদন করে।”

শ্রীমদ্ভাগবতে নবম-স্কন্ধে সমগ্র ৮৯শ অধ্যায়ে অর্থাৎ
১-২০ ও ২৪-২৮ শ্লোকে ছাগ-দম্পতির দৃষ্টান্ত-দ্বারা রাজা-
যযাতিকর্তৃক দেবযানীর নিকট জীসঙ্গ-নিষ্পদ-বর্ণন দ্রষ্টব্য।

(ভা ১১।৩।১৯-২০ শ্লোকে বিদেহরাজ শ্রীশিমির প্রতি

শাস্ত্র-প্রমাণ—

(শ্রীঅনন্ত-সংহিতায় ধরণী-শেষ-সংবাদে ও শ্রীযামুনাচাৰ্য্য
বা জ্ঞানবন্ধার-কৃত ‘স্তোত্ররত্নে’ ৪০ শ্লোক)

শয্যাাদি বহুমুখিতে, সেবনার্থ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরকৃষ্ণের
শেষত্বলাভ-হেতু অনন্তদেবের ‘শেষ’-সংজ্ঞা—
নিবাসশয্যাসনপাঙ্কজাংকো-
পধানবর্ষাতপবারণাদিভিঃ।
শরীরভেদৈস্তব শেষতাং গতৈ-
র্গণোচিতং শেষ ইতীরিতে জনৈঃ ॥ ৪৬ ॥

শ্রীসকর্ষণাংশ শ্রীগুরুডেরও বহুভাবে বিষ্ণুসেবা—

অনন্তের অংশ শ্রীগুরুড মহাবলী।

লীলায় বলয়ে কৃষ্ণে হঞা কুতুহলী ॥ ৪৭ ॥

শ্রীসকর্ষণ-ভক্ত প্রাচীন সাহিত্য-বৈষ্ণবগণের নাম—

কি ব্রজা, কি শিব, কি সমকাদি কুমার।

বাস, শুক, নারদাদি,—‘ভক্ত’ নাম য়ার ॥ ৪৮ ॥

সহস্র-মুখে শ্রীগৌর-কৃষ্ণ কীর্তনকারী সর্কটবক্ষসপূজা-
বিগ্রহ শ্রীঅনন্তদেব—

সবার পূজিত শ্রীঅনন্ত-মহাশয়।

সহস্রবদন প্রভু ভক্তিরসময় ॥ ৪৯ ॥

নব-যোগেশ্বরের অত্যন্তম অন্তরীক্ষের উক্তি—) “দুঃখনাশ ও
সুখলাভের নিমিত্ত কর্ণপরায়ণ মৈথুনচারী জীসঙ্গী মানব-
গণের কর্ণকণের বৈপরীত্য সর্কদা দর্শন করিবে; নিত্য-
দুঃখপ্রদ, মৃত্যুকারণ অতিকষ্টলভা বিস্তার। লক্ষ অনিত্য-
গৃহ ও যোষিৎ প্রভৃতির সঙ্গে দ্বারা কতদূরই বা প্রীতি হয়?”

(ভা ১১।৫।১০ ও ১৫ শ্লোকে ঐ নিমির প্রতি
শ্রীচমসের উক্তি—) “ইন্দ্রিয়তর্পণার্থ জীসঙ্গ না করিয়া শাস্ত্র-
বিহিত জীসঙ্গদ্বারাই যে ব্রহ্মচর্য্য হয়,—এই বিতুঙ্গ বৈধর্ম্ম
অবৈধ-জীসঙ্গিগণ জানে না। যাহারা জীপুত্রাদির ভোগ্য-
দেহের সন্তিত স্নেহপাশে বদ্ধ হয়, তাহারা অধঃপতিত হয়।”

ভা ১১।৭।৫২-৭৪ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক তত্ত্ববিৎ অবদুত ও রাজর্ষি-যত্নর সংবাদ-বর্ণন-
প্রসঙ্গে কপোত-দম্পতির বৃত্তান্ত আলোচ্য।

(ভা ১১।৮।১, ৭৮, ১০-১৪, ১৭-১৮ শ্লোকে রাজর্ষি-যত্নর
প্রতি অবদুত ব্রাহ্মণের উক্তি—) “স্বর্গ বা নরক, উভয়-
স্থলেই জীবগণের ইন্দ্রিয়সুখ-লাভ অবশ্যস্তাবি-দুঃখের জ্ঞান
ঘটিয়া থাকে, অতএব বুদ্ধিমান্ পণ্ডিত ব্যক্তি ভোগে অভি-
লাষ করিবেন না। * * পতঙ্গ যেমন অগ্নিতে পুড়িয়া মরে,
অজ্ঞিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিও তজ্জন বিষ্ণুমায়ারূপিণী জীমূর্ত্তি-দর্শনে
তদীয় হাবভাবে প্রলোভিত হইয়া অকৃত্যমিশ্রে পতিত
হয়। * * নষ্টপ্রজ্ঞ মূর্খ ব্যক্তি মারা-বিরচিত ঘোষিৎ, হিরণ্য
ও অলঙ্কার-বস্ত্রাদিতে উপভোগ-বুদ্ধি দ্বারা প্রলোভিত
চিত্ত হইয়া অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের জ্ঞান বিদ্যে হয়।
* * সম্রাট্টী কঠিননির্মিত স্ববতী-বর্ষিক ও পল্লবরাও স্পর্শ

করিবেন না; কিন্তু স্পর্শ করিলে, করিণীর অঙ্গসঙ্গ-ফলে
করীর জ্ঞান বন্ধনদশা প্রাপ্ত হইবেন। * * প্রাজ্ঞ ব্যক্তি স্বীয়
মৃত্যুরূপা দ্বীতে কখনই আসক্ত হইবেন না; কিন্তু আসক্ত
হইলে নিজাপেক্ষা বলবত্তর অজ্ঞান গজগণ-কর্তৃক গজের
দশা-লাভের জ্ঞান নিধনপ্রাপ্ত হইবেন। * * বনচারী ব্যক্তি
(জীসঙ্গ-সম্বন্ধি গ্রাম্য) গীত কখনও শ্রবণ করিবেন না।
মৃগীপুত্র ক্ষয়গুহ-মুনিও জীবগণের গ্রাম্য (ইন্দ্রিয়তর্পণমূলক)
নৃত্যগীতবাদ্যাদি ভোগ করিয়া ক্রীড়নকের জ্ঞান তাহাদিগের
বশীভূত হইয়াছিলেন।”

(ভা ১১।৮।১০-১৩ শ্লোকে শ্রীউদ্ধবের নিকট ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণের পিতৃলা-বেশ্যার নির্বেদোক্তি-বর্ণন—) “হায়, অতি
মুখ্য আমি আশ্রয়ণ, চিদ্রতিপ্রদ, জীবদ্বন্দয়ে অন্তর্ধামি-
রূপে বর্ত্তমান, সনাতন, ভগবান্ শ্রীঅধোক্জকে পরিভাগ্য
করিয়া, যথেষ্ট ভোগসম্পাদনে অশক্ত, তুচ্ছ-শোক-মোহ-ভর-
প্রদ এই নরক জী-পুরুষ-দেহের সেবা করিতেছি! হায়, এই
আনিষ্ট আবার জীসঙ্গী অর্থগুণ স্ত্রী পুরুষের নিকট হইতে
তাহার ইচ্ছামত এবং আমার ইচ্ছামত (সহজে) বিক্রয়যোগ্য
এই দেহদ্বারা অর্থ ও রতি ইচ্ছা করিতেছি! হায়, ওত-
প্রোতভাবে নিহিত বংশস্তাদির জ্ঞান, পৃষ্ঠাঙ্গি, পঞ্জরাঙ্গি
ও হস্তপদাঙ্গি প্রভৃতি অহিসমূহে নির্মিত, চর্ম্ম, লোম ও
নখাদি দ্বারা আবৃত, ক্রেননিঃসরণশীল নবদ্বারবৃত্ত বিচ্যামুখপূর্ণ
এই জী-পুরুষ-দেহরূপ গৃহকে আমি ব্যতীত আর অন্য
কোন ঘোষিৎ সেবা করিয়া থাকে? হায়, এই বিদেহপুয়ে
আমিই একবার বৃদ্ধি, বেহেতু আমি—অতি অসঙ্গী, এই

বয়ঃ বোগেশ্বর হইয়াও শ্রীশেষ—আদি-বিষ্ণুদাস
আদিদেব, মহাযোগী, ঈশ্বর, বৈষ্ণব ।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব ॥ ৫০ ॥


পাতালহু ভূধারি-শেখের মাছাখ্য-বর্ণন—
সেবন শুনিলা, এবে শুন ঠাকুরাণ ।
আত্মতন্মে যেম-মতে বৈসেন পাতাল ॥ ৫১ ॥

অন্তই আত্মপ্রদ ভগবান্ শ্রীমদ্যুত ব্যতীত অল্প কাম-
ভোগে ইচ্ছা করিতেছি ।” ঐ অধ্যায়েরই ৩৪, ৩৫, ৩৬ ও
৪২ শ্লোকও দ্রষ্টব্য ।

(ভা ১১।২।২৭ শ্লোকে রাজধি-যজ্ঞর প্রতি অবধূত
ব্রাহ্মণের উক্তি—) “বহু সপত্নী মিলিয়া যেমন একজন গৃহ-
স্বামী(পতি)কে ছিন্ন ভিন্ন করে, তদ্রূপ জিহ্বা, শিশ্ন, বকু
প্রভৃতি ইন্দ্রিয়বর্গ বহুব্রীকে স্ব-স্ব-বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ
করিয়া ধ্বস্ত-বিধ্বস্ত করে ।”

(ভা ১১।১।৭, ১৫ ও ২৭-২৮ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) “আমার ভক্ত দেহ, গেহ ও জী
প্রভৃতির প্রতি উদাসীন হইবেন । * * ভক্তিবিমুগ্ধ পুণ্যবান্
ব্যক্তি পুণ্যপ্রভাবে দেবকীড়াহলে নন্দনকাননাদিতে জী-
গণের সহিত বিহার করিতে থাকিলেও স্বীয় অধঃপতন
জানিতে পারে না । * * যদি বা অসতের সঙ্গবশতঃ কেহ
অধর্মরত, অজ্ঞিতেন্দ্রিয়, কামাত্মা ও জীমলপট হইয়া প্রাণি-
গণের হিংসা করে, তাহা হইলে সে-ব্যক্তি অস্তিমকালে
ভীষণ তমোগতি লাভ করে ।”

(ভা ১১।১।২২ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—)
“বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি যোষিৎসঙ্গ ও যোষিৎসঙ্গীর সঙ্গ দূর হইতে
পরিত্যাগপূর্বক সংসঙ্গে নিরন্তর আমার চিন্তা করিবেন ।”

(ভা ১১।১।৩৩ ও ৫৬ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের
উক্তি—) “তাকুগৃহ ব্যক্তি জীগণের দর্শন, স্পর্শন, আলাপ
ও পরিহাসাদি এবং মিথুনীভূত প্রাণীর দর্শন অগ্রেই পরি-
ত্যাগ করিবেন । * * যে-ব্যক্তি—গৃহে আসক্ত-বুদ্ধি, পুত্র-
বিস্ত-কামনা-ক্লিষ্ট এবং জী-লম্পট, সে  ‘আমি’ ও
‘আমার’, এই অহঙ্কারে বদ্ধ হয় ।”

(ভা ১১।২।১৮-২১ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের
উক্তি—) “যে যে ভোগ্যবিষয় হইতে মানব নিবৃত্ত হইবে,
সেই সেই বিষয়ের বন্ধন হইতে সে মুক্ত হইবে ; এই নিবৃত্তি-
লক্ষণ ভক্ত্যাত্মক ধর্মই মানবগণের চরমকল্যাণপ্রদ ও শোক-
মোহ-ভয়নাশক । যোষিৎ প্রভৃতি বিষয়ে ভোগবুদ্ধি-

বশতঃই তাহাতে ভোক্তা পুরুষাভিমানীর ‘আসক্তি’ ; তাহা
হইতে ‘কাম’ এবং সেই কাম হইতেই মানবগণের ‘কপি’
অর্থাৎ বিবাদ জন্মে ; কপি হইতে কৃষ্ণিগৃহ ‘ক্রোধ’ জন্মে ;
‘মোহ’ উহার অন্তর্গমন করে এবং ঐ মোহ হইতে পুরুষের
কর্তব্যাকর্তব্য-স্মৃতি নষ্ট হয় । তদবিরহিত মানবই অসাধু-
তুল্য এবং তজ্জন্ম সেই মোহগ্রস্ত মৃত-তুল্য ব্যক্তি ভগবদ্ভজন-
রূপ একমাত্র স্বার্থ হইতে নষ্ট হইয়া পড়ে ।”

(ভা ১১।২।৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—)
“কখনও শিল্পোদর-তর্পণরত, অসাধু ব্যক্তিগণের সঙ্গ করিবে
না । ঐরূপ একজনের সঙ্গকারী ব্যক্তিও অন্ধের অম্মসরণকারী
অন্ধের স্রায় অন্ধতামিস্রে পতিত হয় ।”

ঐ অধ্যায়ের ৪র্থ-২৪শ শ্লোকে ইলা-তনয় পুত্ররবার
জীসঙ্গ-পরিণামসূচক আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে ।

(ভঃ রঃ সিঃ, দঃ বিঃ, ৫ম লঃ—) “যদবধি মম চেতঃ
কৃষ্ণপদারবিন্দে নব নব রসধামন্তুগতঃ রত্নমাসীৎ । তদবধি
বত নারীসঙ্গমে স্বর্ঘ্যমাণে ভবতি মুখবিকারঃ স্তূৰ্ণ নিগ্ধীবনঞ্চ ॥”

অর্থাৎ, ‘যে অবধি নিত্য নব-নব-চন্দ্রসনিলয় শ্রীকৃষ্ণ-
পাদপদ্মে আমার চিত্ত অমুরাগোত্তত হইয়াছে, অহো, সেই
অবধি জীসঙ্গের-স্রবণ হইলেই আমার অতিশয় মুখবিকার ও
নিগ্ধীবন-ত্যাগ হইতে থাকে ।’

ভঃ রঃ সিঃ, উঃ বিঃ, ৭ম লঃ—“বনকধিরময়ে স্বচা পিনদ্ধে
পিপিহ-বিমিশ্রিত-বিশ্ব-গন্ধভাজি । কথমিহ রমতাং বৃধঃ
শরীরে ভগবতি হস্ত রতেল্লেবংপুদ্যদীর্ণে ॥”

অর্থাৎ, ‘অহো, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে লেশমাত্র রতি উদ্ভিতা
হইলে পণ্ডিতব্যক্তি গাঢ়কথুরময়, চন্দ্রাবৃত্ত, মাংসময়, আম-
গন্ধি (দুর্গন্ধযুক্ত) এই দেহে কেনই রা আর রমণ করিবেন ?’

ঐ ৮ম লঃ—(১) “অহমিব কফ-গুরু শোণিতানাং পৃথু-
কৃত্তপে কৃত্তকী রতঃ শরীরে । শিব শিব পরমাশ্বনো দুরাত্মা
স্বধবপুষঃ স্রবণেহপি মধুরোহস্মি ॥”

অর্থাৎ, ‘হার, আমি কফগুরুশোণিতাধার চর্ম্মর-কোব-
রূপ এই স্থলদেহে বিচিত্র অদ্ভুতলাবাদনার্থ পরম উৎসাহ-

ব্রজার সভায় শ্রীনাথদেব শ্রীশেষ-মাহাত্ম্য-কীর্তন—
শ্রীনারদ-গোসাঞি তুষ্টক করি' সঙ্গে ।
সে যশ গায়েন ব্রজা-স্থানে শ্লোকবন্ধে ॥ ৫২ ॥

তথা হি (ভাঃ ৫১২৫১২-১৩)

শ্রীসঙ্কর্ষণের কটাক্ষেই ত্রিগুণময় জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় ;

তিনি—ভুজ্জৈয়-তত্ত্ব

উৎপত্তিস্থিতিলয়হেতবাংশু কল্পাঃ

সদ্বাচ্যঃ প্রকৃতিগুণা বদীকরাস্ন ।

যজ্ঞং ধ্রুবমকৃতং বদেকমাস্ন-

মানাপাং কণমূহ বেদ তত্ত্ব বদ্য ॥ ৫৩ ॥

সন্ধিনী-শক্তিমদ্বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ-রাম হইতেই সকল মন্ত্রার

প্রকাশ ; অনন্তবীৰ্য্য সঙ্কর্ষণেব এককণা-লাভেই মহা-

বলশালী বরাহ-নৃসিংহের স্বজনচিত্তরঞ্জন—

মুর্তিং নঃ পুরুষপরা ভবতঃ সতঃ

সংস্কৃতঃ সদসদিদং বিভাতি যত্র ।

বলীমাং যুগপতিরাদদেহনবজ্ঞা-

মাদাতুং স্বজনমনাংস্বাদারবীৰ্য্যঃ ॥ ৫৪ ॥

ভরে রত হইয়াছি ! রাম !! রাম !!! ভরাআ আমি চিদা-
নন্দ-বিগ্রহ পরমায়া শ্রীকৃষ্ণের স্মরণে ও অলস হইলাম !

(১) “হিঙ্গামিন্ পিশিতোপনদ্ধকবিরক্লিষ্টে মদং বিগ্রহে
শ্রীত্বাংসিক্তমনাঃ কদাহমসকুদচুতকর্চগ্যাপ্পদম্ । আসীনং
পুরটাসনোপরি পরং ব্রজাঘটস্থামণং সেবিষ্যে চলচাকচায়র-
।কংসঞ্চার-চাতুর্য্যতঃ ॥”

অর্থাৎ, ‘কবে আমি এই মাংস-ব্যাপ্ত ও রক্তক্লেদময়
দহে শ্রীতি পরিহার করিয়া প্রেমার্জ্জুচিন্তে কৃতকর্চাগোচর
।র্গ-সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট নবঘনশ্যাম পরব্রজ শ্রীহরিকে
কল-চারু-চামরের সমীরণসঞ্চালন-নৈপুণ্যস্বারা পুনঃ পুনঃ
সবা করিব?’

(৩) “সরন্ প্রহৃদদাস্তোজং নৈটলটতি বৈষ্ণবঃ । যন্ত
ষ্ট্যা পদ্মিনীনাংপি স্তূষ্ট জয়ীয়েতে ॥”

অর্থাৎ, ‘যিনি সর্বমূলকর্ণধৃক্তা পদ্মিনী-নারীগণকেও
দধিবা-মাত্র অত্যন্ত ঘৃণা করেন অর্থাৎ হৃৎসঙ্গ জ্ঞান করেন,
সই বিকৃতকৃত (সর্বদা) স্বীয় প্রভুর পাদপদ্ম স্মরণপূর্ব্বক নৃত্য
।রিতে করিতে সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া থাকেন ।’

সকল নিঃশ্রেয়সার্থী সাধকের একমাত্র আশ্রয়িতব্য শ্রীঅনন্তের

নামাভাস-শ্রবণকীর্তনেই সর্গানর্থনাথ -

যন্নাম প্রথমমুখ্যকীর্তয়েদকস্মাৎ

আর্তো বা যদি পতিতঃ প্রাধৃত্যদ্য ।

তস্ত্যংঃ যপদি নৃণামশেষমজ্ঞং

কং শেষাদৃগবত আশ্রয়েদমুদক্ষঃ ॥ ৫৫ ॥

সহস্রশরার একটীমাত্র শিরোপরি বিদ্যুত এই ভূমণ্ডলকে

সামান্য-দর্শপতুল্য একুভবকারী সহস্রবদনের

বীৰ্য্য—স্বত্বস্বদনে ও বর্ণনাভীত

মুদ্বস্তপি তমণুবৎ সহস্রমুদ্বো ।

ভূগোলং সগিরিসরিৎসমুদ্রসমম্ ।

আনস্তাদবিমিত-বিক্রমস্ত ভূমঃ

কো বীৰ্য্যাণাপি গণয়েৎ সহস্রজিহ্বঃ ॥ ৫৬ ॥

পাঠালে অবস্থানপূর্ব্বক পালনেচ্ছায় অবলীলাক্রমে পৃথ্বীধারী

মহাবীৰ্য্যপ্রভাবশালী শ্রীঅনন্তদেব—

এবংপ্রভাবো ভগবাননন্তো চরন্তবীৰ্য্যোবুগুণমুভাবঃ ।

মূলে রসারাগঃ স্থিত আশ্রয়তন্মোহো লীলয়া স্মাৎ স্থিতয়ে বিভক্তি ॥

(৪) “তনোতি মুগবিক্রিয়াং যুবতীসঙ্গ-রসোদয়ে ন
তৃপ্যতি ন সক্ষতঃ স্তম্ভমে সমাধাবপি । ন সিদ্ধিচ্ চ
লালসাং বহতি পভ্যমানাবপি প্রভো তব পদাঙ্কনে পর-
মুপৈতি তৃষ্ণাং মনঃ ॥”

অর্থাৎ, ‘যুবতীসঙ্গ-রসের (স্বত্বের) উদয় চইবা-মাত্র
আমার মন মুগবিক্রিতি বিস্তার করে, নির্বিশেষ-ব্রজ-সমাদির
নিমিত্ত যে-সব শ্রবণ-মননাদির অচ্ছান, তাহাতেও আমার
অতৃপ্তি (পুনরাগ্রহ) হইতেছে না অর্থাৎ উহাকে যথেষ্ট জ্ঞানে
গ্রহণ করিতেছে, এবং সিদ্ধিসমূহের প্রতিও আমার আর
লালসা হইতেছে না ; তে প্রভো, (ভগবন্,) কেবলমাত্র
তোমার পাদপদাঙ্কনেই আমার মন পরম তৃষ্ণা লাভ
করিতেছে ।’

বিসৃতি । নিত্য-বিষয়বিগ্রহ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এবং
ঐশ্বর্যদেব—মধুর-রসের আশ্রয়বিগ্রহ গোপীগণের ভোক্ত-
বরূপে অবস্থিত হইবার যোগ্য ; বন্ধুবীরের স্যায় তাঁহাদিগের
কোনও অচিৎ-স্বলভ দোষের কথা নাই ; অর্থাৎ, প্রাণকে
নিত্য-বস্ত্তব আশ্রয়ভাজীর জীবগণ আপনাদিগকে ‘পুরুষ’

মোক্ষার্থ; ৫৩ সংখ্যক শ্লোকের পঞ্চানুবাদ—

স্রষ্টি, স্থিতি, প্রলয়, স্রাবাদি যত গুণ।

যাঁর দৃষ্টিপাতে হয়, যায়, পুনঃপুনঃ ॥ ৫৮ ॥

অদ্বিতীয়-রূপ, সত্য, অনাদি মহত্ব।

তথাপি 'অনন্ত' হয়, কে বুঝে সে তত্ত্ব ? ৫৯ ॥

৫৪ সংখ্যক শ্লোকের পঞ্চানুবাদ—

শুদ্ধসত্ত্ব-মুর্তি প্রভু ধরেন করুণায়।

যে-বিগ্রহে সবার প্রকাশ সুলীলায় ॥ ৬০ ॥

বাঁহার তরঙ্গ শিখি' সিংহ মহাবলী।

নিজ-জন-মনো রঞ্জে হঞা কুতূহলী ॥ ৬১ ॥

বা ভোক্তাভিமானো যে জীলোকের বা প্রকৃতির সঙ্গ করে, তাহাই দুষণীয়; কিন্তু যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূল-পুরুষ ভগবান্ শ্রীবলরাম স্বীয় রাসস্থলীতে যে ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহাতে প্রাপঞ্চিক হেয়ত্বের বা অবৈধ ব্যবহারের কোনই সম্ভাবনা নাই। তাই, শ্রীবলদেবতত্ত্ববিৎ পরম-সোভাগ্যবান্ মুনিগণ ও দিব্যদর্শনে নিখিলসত্তার অদীক্ষর পরমেশ্বর শ্রীবলরামের লীলা দর্শন করিয়া করযোড়ে স্তব করিতে করিতে আনন্দ প্রকাশ করেন ॥ ২৯ ॥

তথ্য। ভেদ নাই, কৃষ্ণ হলধরে,—(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ৪-৫ সংখ্যা)—“গর্জ-অবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ংভগবান্। তাহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম ॥ একই স্বরূপ দোহে, ভিন্নমাত্র কায়। আত্ম-কায়ব্যূহ, কৃষ্ণসীলার সহায় ॥” ঐ মধ্য ২০শ পঃ ১৭৪ সংখ্যা—“বৈতবপ্রকাশ কৃষ্ণের—শ্রীবলরাম। বর্ণ-মাত্র ভেদ, সব—কৃষ্ণের সমান ॥” ভা ১০।১৫।৮ শ্লোকে অভিন্নবিগ্রহ শ্রীবলদেবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—“গোপ্যো-হস্তরেণ ভূজঘোরপি যৎস্পৃহা শ্রীঃ” ॥ ৩০ ॥

বেদে বাহ্য—গুপ্ত, সাত্ত্বতপুরাণে তাহাই ব্যক্ত; সেই পুরাণের মাহাত্ম্য ও সার্থকতা-সম্বন্ধে শ্রীল জীবগোস্বামি-প্রভু-কৃত ষট্‌সন্দর্ভাস্তর্গত ‘তত্ত্বসন্দর্ভে’ ১২-১৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। মহা. ভা. আদি পঃ ১ম অঃ ২৬৭ শ্লোকে—“ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদং সমুপবৃংহয়েৎ”; নারদীয়ে—“বেদার্থা-দধিকং মন্ত্রে পুরাণার্থং বরাননে। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥ পুরাণমন্ত্ৰা কৃষ্ণা তিথ্যাগ্-যোনিমবাপ্নুয়াৎ। স্বদাস্তোহপি স্ব...পি ন গতিং কচিদাপ্নুয়াৎ ॥” স্বান্দে প্রভাসথণ্ডে—“বেদবর্নিতলং মন্ত্রে পুরাণার্থঃ বিজ্ঞোক্তব্যঃ। বেদাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ সর্বে পুরাণে নাত্র সংশয়ঃ ॥ বিভেত্যন্তর্যাতদবেদো মাময়ং চালয়িত্বাতি। ইতিহাস-পুরাণৈস্ত নিশ্চলোহয়ং কৃতঃ পুরা। যন্ন দৃষ্টং হি বেদেযু তদৃষ্টং স্বতিষু বিজ্ঞাঃ। উত্তরার্থং দৃষ্টং হি তৎপুরাণৈঃ

প্রণীয়তে ॥ যো বেদ চতুরো বেদান্ সান্দোপনিষদো বিজ্ঞাঃ। পুরাণং নৈব জানাতি ন স স্তাদবিচক্ষণঃ ॥”

শ্রীবলদেবের চরিত্র,—সকল-সাত্ত্বতপুরাণে, বিশেষতঃ, শ্রীমদ্ভাগবতে ৫ম স্কন্ধে ১৬শ ও ২৫শ অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে, ১০ম স্কন্ধে ৩৪শ ও ৬৫ অধ্যায়ে এবং বিষ্ণু-পুরাণে ৫ম অং ৯ম অঃ ২২-৩১শ শ্লোকে উল্লিখিত আছে ॥

মূর্খ-দোষে,—মূর্খতা-দোষে; শাস্ত্রের সার বা তাৎ-পর্যোপলব্ধির অভাব ইহলেই ‘মূর্খ’-সংজ্ঞা হয়। এস্থলে অপোক্ষজ-বিষ্ণু-বৈমুখ্যক্রমে প্রাকৃত-দম্ভবশে কোন কোন উপাধিগ্রস্ত জীব শ্রীমদ্ভাগবতাদি মহাপুরাণ আদোচনা না করিয়াই, অথবা নিগম-কল্পতরুর প্রাপকফল, নিরন্তকুহক, পরমসত্যবস্তু-প্রতিপাদক শ্রীমদ্ভাগবতের সিদ্ধান্তে অর্থবাদাদি কল্পনাদ্বারা অপরাধ অর্জন করিবার নিমিত্ত শ্রীবলদেবের রাগক্রীড়া অস্বীকার করে। উহাদের সম্বন্ধে গ্রন্থকার ৩৮-৪১ সংখ্যায় বথার্থ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। যাহারা শ্রীবলদেবকে বিষয়বিগ্রহ-তত্ত্ব শ্রীবিষ্ণু-তত্ত্ব বলিয়া না জানিয়া তাহার ভোক্তৃত্ব অপসরণ করিতে প্রয়াস পায়, তাহারা—অনভিজ্ঞতা-দোষে দুষ্ট ॥ ৩২ ॥

রাসক্রীড়া,—ভা ১০।৩৪।১৩ শ্লোকে শ্রীজীবপ্রভু তৎকৃত ‘লঘুতোষণী’-টীকায় উহাকে ‘হোরিকা-ক্রীড়া’(হোলিখেলা)-নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ৩৩ ॥

শিবচতুর্দশী-দিবসে সর্পযোনিপ্রাপ্ত স্বদর্শন-নামক বিজ্ঞ-ধর্মের গ্রাস ইহাতে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক মহারাজ-নন্দের যোচন সাধন বর্ণনপূর্বক শ্রীশুকদেব এই চারিটা শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট হোলি-পূর্ণিমা-তিথিতে প্রদোষ-কালে শ্রীবলরামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের গোপীগণসহ হোলি-ক্রীড়া কীর্তন করিতেছেন,—

অময়। (শিবরাত্র্যানন্তরং) কদাচিৎ (হোরিকা-পূর্ণিমায়াং) রাত্র্যাং (চন্দ্রিকা-বহলায়াম্) অদ্বুতবিক্রমঃ (অদ্বুতঃ অলৌকিকঃ বিক্রমঃ প্রভাবঃ যন্ত সঃ—বরোরপি

৫৫ সংখ্যক শ্লোকের পট্যাবাদ—

যে অনন্ত-নাথের শ্রবণ-সঙ্গীর্ভনে।

যে-তে মতে কেমনে নাহি বোলে যে-তে জনে ॥৬২

অশেষ-জন্মের বন্ধ ছিড়ে সেইক্ষণে।

অতএব বৈষ্ণব না ছাড়েন কভু তানে ॥ ৬৩ ॥

‘শেষ’ বই সংসারের গতি নাহি আর।

অনন্তের নামে সর্বজীবের উদ্ধার ॥ ৬৪ ॥

৫৬ সংখ্যক শ্লোকের পট্যাবাদ—

অনন্ত পৃথিবী গিরি-সমুদ্র-সহিতে।

যে-প্রভু ধরেন শিরে পালন করিতে ॥ ৬৫ ॥

বিশেষণঃ) গোবিন্দঃ (শ্রীগোকুলধ্বজঃ) রামঃ (বলদেবঃ) ৮ (সখ্যশচ) ব্রজমোহিতাং (গোপীনাং) মধ্যগৌ সন্তো বনে (ব্রজ-সন্নিহিতে ইত্যর্থঃ) বিজর্হতুঃ (বিহারং কৃতবন্তো) ॥৩৪

অনুবাদ। অনন্তর (শিবরাত্রি-ব্রতান্তে) কোনও এক জ্যোৎস্নায়ী হোলিপূর্ণিমা-রজনীতে অদ্বুতবিক্রম শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীবলরাম (সখ্যগণ-সহ) ব্রজবনিতাংগের মধ্যবর্তী হইয়া বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

তথ্য। ‘মথ’ অর্থাৎ শিবরাত্রির পর; ‘কদাচিৎ’ অর্থাৎ হোরিকা-পূর্ণিমা-রাত্রিতে। ‘রামঃ’ অর্থাৎ যিনি কৃষ্ণকে রমণ বা ক্রীড়া করাইয়া থাকেন; এতদ্বারা জন্ম-বধি একসঙ্গে বিহারাদি-হেতু তৎকালে কৃষ্ণ-সহ বলরামের সখ্য-ভাবেরই উদয় বুঝাইতেছে; বিশেষতঃ, ব্রজেই বলরামের সখ্যভাবের প্রাচুর্য্য ও রাজধানীতে অগ্রজ স্বাক্ষিত হইয়াছে। এস্থলে এই অগ্রজের গোপ স্ব বলিতে ইচ্ছা করায়, পশ্চাৎ ‘চ’কারের নির্দেশ করা হইয়াছে। বলরামের সঙ্গে তৎকালিকরূপে সখ্যগণকেও বুঝিতে হইবে, যেহেতু ভবিষ্যন্তরশাস্ত্রে, বিশেষতঃ মধ্যদেশাদিতে, হোলি-খেলায় ঐরূপ ব্যবহার প্রচলিত দেখা যায়। ‘বনে’ অর্থাৎ ব্রজ-সন্নিহিত উপবনে (—শ্রীজীবপ্রভু-কৃত ‘লঘুতোষণী’) ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ। বলরামহুগলিগ্ৰাহকো (স্ব স্বর্গে অলঙ্কৃতানি চন্দ্রেন অলঙ্কৃতানি চ অঙ্গানি যয়োঃ তো) অধিগৌ (বনমালা-ধরো) বিরজোহরো (বিরজনী নির্মলে অম্বরে বাসসী যয়োঃ তো) বন্ধসৌহৃদৈঃ (বন্ধঃ সৌহৃদঃ প্রেম যৈঃ তৈঃ) জীরৈঃ (জীলমাকুতৈঃ) ললিতঃ (গান-নন্দাদি-পরিপাট্যভিঃ মনোহরং যথা স্ত্রাং তথা) উপগীয়মানো (হোরিকোচিতসীতিভিঃ বর্ণ্যমানো সন্তো) ‘বিজর্হতুঃ’ ইতি পূর্বেণাধঃ) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। তাঁহারা উভয়েই উত্তম অলঙ্কার, চন্দ্রনা-জ্বলন, বনমালা ও সুনির্মল-বস্ত্রে অলঙ্কৃত ছিলেন। সেই

উত্তম-ললনাংগ তদগতহৃদয়ে মনোহরভাবে তাঁহাদের গুণ গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৫ ॥

তথ্য। এস্থলে শ্রীবলরামেরও পৃথক প্রেমসীর্বাঙ্কিত হইতেছে (—শ্রীজীবপ্রভু-কৃত ‘লঘুতোষণী’) ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদ। উদিতোদ্ধূপ-তারকং (উদিতঃ উদ্ধূপঃ চন্দ্রঃ তারকশচ যস্মিন্ তৎ) মল্লিকাগন্ধমন্ডালি (মল্লিকাগন্ধেন মন্ডাঃ অলয়ঃ যস্মিন্ তৎ) কুমুদ-বাযুনা (কুমুদগন্ধযুক্তেন বাযুনা) জুষ্টং (সেবিতং) নিশামুগং (নিশাপ্রবেশসময়ং) মানসন্তো (সংকুর্ন্তন্তো বিজর্হতুঃ ইতি প্রথমেণাধঃ) ॥৩৬

অনুবাদ। তখন রজনীর প্রারম্ভ; (আকাশে) শশধর ও তারকারাজি উদিত হইয়াছিল, ভ্রমরকুল মল্লিকার গন্ধে মত্ত হইয়া উঠিয়াছিল, আর কুমুদ-কুসুমের গন্ধ বহন করিয়া সমীরণও (মন্দমন্দ) বহিতেছিল; সেই সময়কেই সমাদর অর্থাৎ উপযুক্ত বলিয়া নির্বাচন করিয়া শ্রীরাম-কৃষ্ণ বিহার করিতে লাগিলেন ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ। তো (রামকৃষ্ণো) স্বরমণ্ডলমুর্চ্ছিতং (স্বর-মণ্ডলস্ত স্বরাণাং মণ্ডলং সমূহঃ তস্ত মুর্চ্ছনাং) যুগপৎ (একদা) কল্পয়ন্তো (কুর্ন্তন্তো) সর্বভূতানাং (সর্বপ্রাণিনাং শ্রোতৃগা-মিত্যর্থঃ) মনঃশ্রবণমঙ্গলং (মনসঃ শ্রবণস্ত শ্রোত্রস্ত চ মঙ্গলং সুখং যথা ভবতি, তথা) জগতুঃ (অগায়তাম্) ॥ ৩৭ ॥

অনুবাদ। শ্রীগোবিন্দ ও বলরাম, উভয়েই যুগপৎ অর্থাৎ একইকালে সুরগ্রামের মুর্চ্ছনা আলাপ করিতে করিতে নিখিল-প্রাণীর সুখপ্রদ গান করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭ ॥

তথ্য। স্বরমণ্ডলমুর্চ্ছিতং,—উহার লক্ষণ, যথা ‘সঙ্গীত-সারে’—“ক্রমাৎ স্বরাণাং সপ্তানামারোহচাবরোহণম্। মুর্চ্ছ-নেতৃত্বাচ্যতে গ্রাম-ত্রে ত্য একবংশতিঃ” (—শ্রীজীবপ্রভু-কৃত ‘লঘুতোষণী’) ॥ ৩৭ ॥

(ভা ১৬৩৬ শ্লোক) শ্রীসকর্ষণের প্রতিশ্রুতিদ্রব্যের তথাকথি—“যে-সকল বিবরভূতা(কলভোগকামনা)-পর-

সহস্র-ফণার এক-ফণে 'বিষ্ণু' যেন।

অনন্ত বিক্রম, মা জামেন,—‘আছে’ হেন ॥ ৬৬ ॥

সনকাদির নিকট কৃষ্ণকীর্তনমুখে ভাগবত-ব্যাখ্যা-রত

মহাভাগবত শ্রীশেষ-বিষ্ণু—

সহস্র-বদনে কৃষ্ণযশ নিরন্তর।

গাইতে আছেন আদিদেব মহীধর ॥ ৬৭ ॥

বশ নরপত্ত আপনাব বিভূতি ইন্দ্রাদি দেবগণেরই উপাসনা করে, কিন্তু পরমেশ্বর আপনাব উপাসনা করে না, তে ঈশ্বর, রাজকুলের বিনাশের সঙ্গে যেমন তৎসেবকগণেরও আশা-ভরসা-কামনাদি বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সেই ইন্দ্রাদিদেবতার লয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের উপাসকগণেরও আশা-ভরসা-কামনাদি বিনষ্ট হয়।”

শ্রীমহাভাগবতে ১০ম স্কন্ধে ৩৪শ ও ৬৫শ অধ্যায়ে এবং ৫ম স্কন্ধে ১৭ ও ২৫শ অধ্যায়ে, ৬ষ্ঠ স্কন্ধে ১৬শ অধ্যায়ে সকল-জীবের সেবা-তত্ত্ব শ্রীবলরামের বা সর্দক্ষণের মহিমা প্রকাশিত হইয়াছে। তাঁহাতে বাহ্যার উদাসীন থাকে, তাহার কখনও ভগবদ্বক্তিমার্গে উন্নতি লাভ করিতে পারে না। তাহার স্বীয় মনোদ্রোহাৎ অক্ষজ-জ্ঞানবলে যারিক-বিচার-ক্রমে অপ্রাকৃত-বিষ্ণুতত্ত্বের আকর-স্বরূপ শ্রীবলরাম বা সর্দক্ষণ-তত্ত্ব প্রবেশ লাভ কবিত্তে অসমর্থ।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এবিসয়ে স্তম্ভর সিদ্ধান্ত আছে, যথা আদি ৫ম পঃ—“গোবিন্দেব প্রসিদ্ধি-মুখি—শ্রীবলরাম। তাঁহাব এক-স্বরূপ শ্রীমহাসর্দক্ষণ। ‘জীব’-নামক তটস্থাত্মা এক শক্তি হয়। মহাসর্দক্ষণ—সর্দক্ষজীবের আশ্রয় ॥ তাঁর তংশ ‘পুরুষ’ হয় ‘কলা’তে গণন। দূর হৈতে পুরুষ করেন মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্ঘ্য তা’তে করেন আধান ॥ অংশের অংশ যেই, ‘কলা’ তাঁর নাম। বাহ্যারে ত’ ‘কলা’ কহি, তেঁহো—মহাবিষ্ণু ॥ মহাপুরুষ—অবতারী, তেঁহো সর্দক্ষিষ্ণু ॥ গর্ভোদ-কীরোদ শায়ী, দৌহে—‘পুরুষ’-নাম। সেই ছই—যীর অংশ-বিষ্ণু, বিশ্বধাম ॥ সেই পুরুষ—স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। নানা অবতার করেন, জগতের ভর্তা ॥ সেইবিষ্ণু হয় যীর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্দক্ষ-অবতংস ॥ শ্রীচৈতন্য—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্যের কাম ॥ * *

কীর্তনকারী শ্রীঅনন্তের কীর্তন-প্রভাব ও কীর্তনীয় শ্রীকৃষ্ণের

গুণমাদুর্য্য, এতদ্ব্যয়ের স্ব-স্ব-উৎকর্ষ-প্রদর্শনার্থ প্রতি-

যোগিতা-লীলা-বৈচিত্র্য; উভয়েই ‘অজিত’—

গায়েন অনন্ত, শ্রীযশের নাহি অন্ত।

জয়ভঙ্গ নাহি কার, দৌহে—বলবন্ত ॥ ৬৮ ॥

ছই ভাই—এক-তনু, সমান প্রকাশ। নিত্যানন্দ না মান’, তোমার হ’বে সর্দক্ষণ ॥ একেতে বিশ্বাস, অত্রেণে না কর সম্মান। ‘অন্ধ-কুকুট-জায়’—তোমার প্রমাণ ॥ কিংবা দৌহে না মানিঞা হও ত’ পাষণ্ড। একে মানি, আরে না মানি,—এইমত ভণ্ড ॥”

বিবৃতি। যতদূর জীব জড়বদ্ধ থাকেন, ততদূরই তিনি সচ্চিদানন্দ-বৈষ্ণবের উপাত্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুর উপাসনা-পথের পণিক নহেন অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-অনুভব করিতে অসমর্থ। জীবাত্মার ঈশ্বর পুরুষাবতারত্রয়ের তত্ত্ব অবগত হইলেই জীব ঐ মায়া বা জড়প্রস্তা বন্ধি হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন অর্থাৎ জীব-সদয়ে অপ্রাকৃত-বন্ধির উদয় হইয়া জীবকে নিত্য-সত্য বৈষ্ণবের নিত্যোপাত্ত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ বিষ্ণুর উপাসনা-পথে অগ্রসর করায়। যথা সাংসৃততত্ত্ব-বাক্যে—“আত্মস্থ মহতঃ শ্রুৎ দ্বিতীয়স্তৎ-সংহিতম্। তৃতীয়ং সর্দক্ষতত্ত্বং তানি জ্ঞাত্ব বিমুচ্যতে ॥” ৬৮ ॥

শ্রীমহাভাগবত-মহাত্ম্য, —(পার্লোত্তরে ৬৩ অঃ—) “শ্রীমদ-ভাগবতালোপাত্তং কণং বোধমেধ্যতি। তৎকথাং চ বদার্থঃ শ্লোকে শ্লোকে পদে পদে ॥” ইত্যাদি বহুতর সাংসৃতপূরণ-বাক্য বর্তমান আছে।

ভাগবতাবমাননার ফল,—(যথা, হঃ ভঃ বিঃ—১০২৭৭ সংখ্যায়—) “জীবিতাদিকং যেষাং শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ। ন তেষাং ভবতি ক্লেশো যাম্যঃ কল্পশতৈরপি ॥” (হঃ ভঃ বিঃ—১০২৮১ সংখ্যায়—) “বো হি ভাগবতে শাস্ত্রে বিষম্য-চরতে পুমান্। নাভিনন্দতি ছষ্টাঙ্গা কলানাম্ পাতয়েচ্ছতম্ ॥” (পার্লোত্তরে ৬৩ অঃ—) “তাবৎ সংসার-চক্রেহস্মিন্ ভ্রমতে জ্ঞানতঃ পুমান্। যাবৎ কর্ণগতা নাস্তি শুকশাস্ত্রকথা কণম্ ॥” * * “আজ্ঞামাত্রমপি যেন শঠেন কিঞ্চিচ্ছিত্তে বিধায় শুক-শাস্ত্রকথা ন পীতা। চণ্ডালবচ্ছ ব্রবৎ খলু তেন নীতং মিথ্যা

সহস্রযুগে শ্রীশেষ প্রভুর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে অনন্তশুণ কীর্তন—

অজ্ঞাপিহ শেষ-দেব সহস্র-শ্রীমুখে ।

যায়েন চৈতন্য-বশঃ, অস্ত নাহি দেখে ॥ ৬৯ ॥

কীর্তনকারী ও কীর্তনীয়-বিগ্রহদ্বয়ের প্রতিযোগিতা, পরস্পরের

মধ্যে সেবা-প্রদান-গ্রহণ-সীমা-বিলাস-বৈচিত্র্য—

শ্রীরাগঃ—

কি আরে, রাম-গোপালে বাদ লাগিয়াছে ।

ব্রজা, রুদ্র, সুর,

সিদ্ধ মুনীশ্বর,

আনন্দে দেখিছে ॥ ধ্রু ॥ ৭০ ॥

স্বয়ম্ভবজননী-জন-হুঃখভাজা ॥” ** “জীবন্তবো নিগদিতঃ স তু
পাপকৰ্ম্ম যেন ত্রাতং শুককথা-বচনং ন কিঞ্চিৎ । পিক তং নরং
পশুসং ভুবি ভার-রূপমেবং বদন্তি দিবি দেবগণাস্ত মুখাঃ ॥”

যবন,—বেদশাস্ত্রবিরোধী অনাচারী স্লেচ্ছ ; (মহা ভাঃ
আদি-পঃ ৮৪ অঃ ১৩-১৫শ শ্লোকে তুর্কস্বর প্রতি যবাত্তির
অভিশাপ—) “যবং মে জদযাজ্ঞাতো বয়ঃ স্বং ন প্রযচ্ছসি ।
তস্মাৎ প্রজ্ঞাসমুচ্ছেদং তুর্কসো তব যাত্তসি ॥ সন্ধীর্ণাচার-
ধর্মস্য প্রতিলোম-চরেষু চ । পিশিতাশিস চাস্ত্যেযু মূঢ়
রাজা ভবিষ্যসি ॥ গুরুদার-প্রসক্তেষু তির্ঘ্যগবোনি-গতেষু
চ । পশুধর্মেষু পাপেষু স্লেচ্ছেষু ত্বং ভবিষ্যসি ৷” (ঐ ৮৫ অঃ
৮৪ শ্লোকে—) “যদোস্ত যাদবা জাতাস্তুর্কসোর্বননাঃ স্ততাঃ ।
জদহোঃ স্ততাস্ত বৈ ভোজা অগ্নেঃস্ত স্লেচ্ছজাতয়ঃ ।” (ঐ ১৭৫
অঃ—) “অস্বজং পঙ্কবান্ গুচ্ছাৎ প্রজবান্ দ্বিভান্ শকান্ ।
যোনিদেশাচ্চ যবনান্ সক্রতঃ শবরান্ বহুন ॥” রামায়ণে
বালকাণ্ডে ৫৫ সর্গে ৩য় শ্লোকে—) “যোনিদেশাচ্চ যবনাঃ
সক্রদেদেশাচ্চকাঃ স্ততাঃ ।” (হরিবংশে ১৪ অঃ—) “সগরঃ স্বাং
প্রতিজ্ঞাঞ্চ গুরোর্বাক্যং নিশম্য চ । ধর্মং জঘান তেবাং
বৈ বেশাভ্যং চকার হ ॥ অর্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা
বাসজ্জয়ং । যবনানাং শিরঃ সর্গং কাষোজানাং তথৈব চ ॥”
(মমু-সং ১০।৪৪-৪৫—) “পৌণ্ড্রকান্দোত্রবিদ্ধাঃ কস্বোজা
যবনাঃ শকাঃ । পারদা পঙ্কবান্চীনাঃ কিসাতা দরদাঃ খশাঃ ॥
মুখবাহুরূপজানাং বা লোকে জাতয়ঃ বহিঃ । স্লেচ্ছবান্চাখ্যা-
বাচঃ সর্গেঃ তে দস্তবঃ স্ততাঃ ॥” (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব-যত
বোধায়ন-স্মৃতি-বাক্য—) “গোমাংসখাদকো যন্ত বিরুদ্ধং বহ-

শ্রীঅনন্তের নিত্যবন্ধনশীল অপার কৃষ্ণগুণসমৃদ্ধোত্তরণ-চেষ্টা—

লাগ' বলি' চলি' যায় সিদ্ধু তরিবারে ।

যশের সিদ্ধু না দেয় কুল, অধিক অধিক বাড়ে ॥

তথা হি (ভাঃ ২।৭।৪১)

ব্রহ্মাদি মুনিগণের দূরেব কথা, ভগবান্ শ্রীঅনন্তের ও মহাসম্বদনে

কৃষ্ণের চিচ্ছক্লিগুণ-বলের সীমা-লাভে অসমর্থ—

নাশ্তং বিদামাতমমী মুনয়োহগ্রজান্তে

মায়া-বলস্ত পুরুষস্ত কতোঃবরে বে ।

গায়ন্ শুগান্ দশশতানন আদিতদেবঃ

শেযোঃধুনাপি সমবহতি নাশ্ত পারম্ ॥ ৭১ ॥

ভাষতে । ধর্ম্মাচার-বিতীর্ণশ্চ স্লেচ্ছ ইত্যভিধীয়তে ॥” স এব
যবনদেশোদ্ভবো যাবনঃ ।” (বুদ্ধচারণ্য-বাক্যে—) “চণ্ডালানাং
সতস্রশ্চ স্মৃতিভিত্তিকদিশিভিঃ । একো হি যবনঃ প্রোক্তো ন
নীচো যবনাং পরঃ ॥”

বিরূতি । কর্ম্মফলপ্রভাবে জীবের উচ্চাবচ-জাতিতে জন্ম
হয় । জীবের সম্বন্ধপ্রভাবে ব্রাহ্মণ-কুলে এবং রক্তমোঙণে
পাপপ্রবণ যবনাদি অবন-জাতিতে জন্ম হয় । ব্রাহ্মণকুলে
উদ্ভূত জীব বেদশাস্ত্রানুশীলন-ক্রমে সারগ্রাহী ‘ব্রহ্মজ্ঞ’ হইবার
যথেষ্ট সুযোগ পান, কিন্তু যবনাদিকুলে জন্ম হইলে জীবের
বেদাদি-শাস্ত্রাদ্যয়নে অধিকার হয় না । শ্রীমদ্ভাগবতট
বেদশাস্ত্রের অপরূপ ও সর্বশাস্ত্রশিরোমণি । শ্রীমদ্ভাগবতের
প্রতি যবনগণের আদৌ শ্রদ্ধা নাট । যবন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠকুলে
উদ্ভূত হইলেও যদি সেই ব্যক্তি জর্জরাগ্রয়ে সন্দেহের
নিকট সুশিক্ষার অভাবে সাক্ষাৎ কৃষ্ণতুল্য বিহু সর্বাশ্রয়
কৃষ্ণভক্তিরস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের মর্যাদা না জানে, তাহা
হইলে তাদৃশ কুশিক্ষিত মানবট অনার্য্য-যবন-সদৃশ অনভিজ্ঞ
বা ভারবাহী হইয়া পড়ে । বর্তমান-কালে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে
তথু-কথিত অনার্য্যবিরোধি-সমাজভুক্ত জনগণ ভাগ্যদোষে
আপনাদিগকে ‘বেদাভুগ’ বলিয়া পরিচয় দিহাও সত্যার্থ-
নিরূপণে একান্ত-বৈমুখ্য-হেতু শ্রীমদ্ভাগবত-বিষেবী হইয়া
তাহারাও ভারবাহী অনভিজ্ঞ যবনসদৃশ । আর, যবনকুলে
প্রকটিত হইয়াও প্রীতাক্ষ-হরিদাস শ্রীমদ্ভাগবতে পারদর্শী
ও একান্ত প্রজ্ঞাবান্ হওয়ার, তিনি—ব্রাহ্মণকুলশিরোমণি
মহাভাগবত পরমহংস ।

৫৭ সংখ্যক শ্লোকের পত্নাহুবাদ ; কৃষ্ণের পালন-

শক্ত্যাবেশাবতারই ভূধারী শ্রীশেষ-দেব—


পালন-নিমিত্ত হেম-প্রভু রসাতলে ।

আছেন মহাশক্তিদয় নিজ-কুতূহলে ॥ ৭৩ ॥

প্রভু,—অমুগ্রহ-নিগ্রহ-সমর্থ ; (ভা ৬।৩।৭ শ্লোকে ধর্ম-রাজ যমের প্রতি যমদূতগণের উক্তি —) “কশ্মি-জীবের পাণ্ড ও পুণ্যফলের মুখ্য শাসনকর্তা একজনই হ'ন, বহু হইতে পারেন না ; অতএব সেখান মানবগণের আপনাই একমাত্র স্বামী, শাস্তা, দণ্ডধারী এবং শুভাশুভবিচারক ।” নৃসিংহ-পুরাণেও—“অহময়রগণাচ্চিত্তেন ধাত্রা যম ইতি লোকহিতা-হিতে নিযুক্তঃ । হরিগুরুবিমুখান্ প্রশাস্মি মর্ত্যান্ হরিচরণ-প্রণতান্মমস্করোমি ॥” (বিষ্ণুপুরাণেও ৩অঃ ৭অঃ ১৫) ।

জ্ঞান-অজ্ঞানের বিচারকর্তা শ্রীযম ভগবন্তত্বকে প্রণাম করেন এবং বিষ্ণুবৈষ্ণববিদ্বৈষীকে তাহার কর্মফলস্বরূপ নরকাদি যন্ত্রণা-ভোগে বাধ্য করিয়া দণ্ডবিধান করেন । ফলতঃ ভগবৎসেবা-বিমুখ ব্যক্তির নিত্যানন্দলাভের পরিবর্তে কৃষ্ণভক্ত-বিষয়ভোগজনিত ক্লেশ বা যাতনা-লাভ—অনিবার্য ॥ ৩৯ ॥

নির্কিংশেবাদী সর্বেশ্বরের শ্রীবদনারামের চিহ্নাঙ্গ-বৈচিত্র্যময়ী শ্রীরাঙ্গজীড়াকে শাস্তবিরুদ্ধ বলিয়া অভিহিত করেন । তাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া জীবাত্মার শুদ্ধা ও নিত্য-গতি চিন্ময়ী রাসস্থলীতে প্রবেশ করিতে অসমর্থ হন এবং নপুংসকের জ্ঞান চিত্তবৃত্তিবিশিষ্ট হইয়া আপাততঃ বিষয় ভোগে বিরত হইলেও অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা-বৈচিত্র্যময় পঞ্চরসে বঞ্চিত থাকেন, এজন্যই তাঁহাদিগকে ‘নপুংসকবেদী’ বা ‘নির্কিংশিষ্ট-বিচারপর সন্ন্যাসী’ বলা হইয়া থাকে ॥ ৪০ ॥

শাস্ত্রের এক অর্থকে অল্প অর্থরূপে ব্যাখ্যানের নামই অর্থান্তর-কল্পন বা ‘ছল’^৩ উহা—একটা  রাধ ।

পাপপ্রবেশ-চিত্তে সত্যবস্ত-দর্শন—অসম্ভব । শ্রদ্ধাহীন জনগণের সত্যোপলব্ধিতে সর্বদাই বিবর্ত বর্তমান । উহারা বিশ্রীলিপ্য-ক্রমে স্বার্থান্ধ হইয়া সত্যার্থ-গ্রহণের পরিবর্তে শাস্ত্রের কদর্থ করিয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

শ্রীঅষ্টৈতপ্রভুর পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ-প্রভু শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-গোবিন্দমীর আহুগত্যে হরিভজন করিয়াছিলেন ।

ব্রহ্মার ‘মানসী’-সভায় শ্রীনারদের বীণা-সংযোগে

শ্রীসঙ্কর্ষণগুণ-গান—

ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ আপনে ।

এই গুণ গায়েন ভুধুর-বীণা-সনে ॥ ৭৪ ॥

অষ্টৈতের অপর ছইপুত্র অনেক-সময় শ্রীমদ্ব্যাপ্রভুর আহুগত্য করিতেন বটে, কিন্তু শ্রীমদ্রিত্যানন্দপ্রভুর পাদপদ্মে তাঁহাদের তত শ্রীতির পরিচয় পাওয়া যায় না । শ্রীঅষ্টৈতপ্রভুর অপর এক পুত্র—বলরাম ; তৎপুত্র—মধুসূদন । বন্দ্যঘটায় হরিহর-ভট্টাচার্য্যের পুত্র স্মার্ত রঘুনন্দন-ভট্টাচার্য্যের প্রতি ইহার শ্রীতিবিশিষ্ট ছিলেন । এই মধুসূদনের পুত্র রাধারমণ-ভট্টাচার্য্যই স্মার্তবিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ বলদেবের প্রতি শ্রদ্ধা-বিহীন ছিলেন । শুদ্ধবৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকার সম্ভবতঃ ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই প্রথম অধ্যায়ে ৩৮শ সংখ্যক “ভাগবত শুনি’ যার নামে নহে শ্রীত”-পদ্য হইতে ৪২-সংখ্যক “তান-স্থানে অপরাধে মরে সর্ব ঠাই”-পদ্যপর্য্যন্ত বাক্যগুলি বলিয়া থাকিবেন । শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর শিষ্যের অযোগ্যবংশের প্রতিও শ্রীহনুমান-দাসঠাকুরের এই উক্তি অপ্রযোজ্য নহে ॥ ৩৮-৪২ ॥

পাঠকের বোধ-সৌকর্য্যার্থ শ্রীকবিরাজ-গোস্বামি-বাক্যের পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে, যথা—(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ৪-৫, ৮-১১, ৪৫-৪৬, ৪৮, ৭৩-৭৪, ৭৬, ৮০-৮১, ১১৩, ১১৫-১১৭, ১২০-১২১, ১২৩-১২৫, ১৩৪-১৩৫, ১৩৭ ও ১৫৬ সংখ্যায়—) “সর্কাবতারী কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ । তাঁহার দ্বিতীয় দেহ—শ্রীবলরাম ॥ একই স্বরূপ দৌহে,—ভিন্নমাত্র কায় । আত্ম-কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ॥ ** শ্রীবলরাম-গোসাঞি—মূলসঙ্কর্ষণ । পঞ্চরূপ ধরি’ করেন কৃষ্ণের সেবন ॥ আপনে করেন কৃষ্ণলীলার সহায় । সৃষ্টিলীলা-কার্য্য করেন ধরি’ চারি কায় ॥ সৃষ্টাদিক সেবা, তাঁর আজ্ঞার পালন । ‘শেষ’-রূপে করেন কৃষ্ণের বিবিধ সেবন । সর্ব-রূপে আনন্দদেয়ে কৃষ্ণসেবানন্দ । সেই বলরাম—গৌর-সঙ্গে নিত্যানন্দ ॥ ** জীব-নামক তটস্থাত্মা এক-শক্তি হয় । মহাসঙ্কর্ষণ—সর্বজীবের আশ্রয় ॥ বাহা হৈতে বিশোৎপত্তি, বাহাতে প্রলয় । সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ—সমাশ্রয় ॥ তুরীম, বি-গুহ-সম্ব সঙ্কর্ষণ-নাম । তেঁহো—যার অঙ্গী, সেই নিত্যানন্দ-

তচ্ছ বণে ব্রহ্মার প্রেম ও তৎকীর্তনে নারদের

সৰ্বলোক-পূজাতা—

ব্রহ্মাদি—বিচ্ছল, এই যশের প্রবণে।

ইহা গাই' নারদ—পূজিত সৰ্বস্থানে ॥ ৭৫ ॥

রাম ॥ * * গোবিন্দের প্রতিমূর্তি—শ্রীলরাম। তাঁর এক স্বরূপ—শ্রীমহাসঙ্কর্ষণ। তাঁর অংশ 'পুরুষ' হয় কলাতে গণন ॥ গর্ভোদ-ক্ষীরোদ-শায়ী, দৌহে—'পুরুষ'-নাম। সেই ছই—যাঁর অংশ-বিষ্ণু, বিশ্বধাম ॥ * * সেই পুরুষ—সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্তা। নানা অবতার করে, জগতের ভর্তা ॥ সৃষ্টাদি-নিমিত্ত যেই অংশের অবধান। সেই ত' অংশেরে কহি 'অবতার'-নাম ॥ * * যুগ-মন্বন্তরে ধরি' নানা অব-তার। ধর্ম স্থাপন করে, অধর্ম সংহার ॥ তবে 'অবতার' করেন জগৎ পালন। অনন্ত বৈভব তাঁর নাহিক গণন ॥ সেই বিষ্ণু হন যাঁর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু-নিত্যানন্দ—সর্বাবতঃ ॥ সেই বিষ্ণু 'শেষ'রূপে ধরেন ধরণী। শিরে কাঁটা আছে মহী,—হেন নাহি জানি ॥ সেই ত' 'অনন্ত' 'শেষ'—ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ সহস্র-বদনে করেন কৃষ্ণগুণগান। নিরবধি গুণ গাহেন, অন্ত নাহি পা'ন ॥ ছত্র, পাছকা, শয্যা, উপাধান, বসন। আরাম, আবাস, যজ্ঞহুত্র, সিংহাসন ॥ এত মূর্তি-ভেদ করি' কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের 'শেষতা' পাঞা 'শেষ'-নাম ধরে ॥ সেই ত' অনন্তে যাঁর কহি এক 'কলা'। হেন প্রভু-নিত্যা-নন্দ, কে জানে তাঁর খেলা ? * * এইরূপে নিত্যানন্দ—অনন্ত প্রকাশ। সেইভাবে কহি মুণ্ডি 'চৈতন্তের দাস' ॥ কত গুরু, কত সখা, কত ভূতা-লীলা। পূর্বে বৈছে তিন-ভাবে ব্রজে কৈলা লীলা ॥ আপনারে 'ভূতা' করি' কৃষ্ণে 'প্রভু' জানে। কৃষ্ণের 'কলার কলা' আপনারে মানে ॥ শ্রীচৈতন্ত—সেই কৃষ্ণ, নিত্যানন্দ—রাম। নিত্যানন্দ পূর্ণ করে চৈতন্তের কাম ॥

পাঠান্তরে,—'সে সব লক্ষণ-অবতারেই প্রকাশ'; (যথা চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১৪৯-১৫৪ সংখ্যা-) "নিত্যানন্দ-স্বরূপ পূর্বে হঞা লক্ষণ। লঘুভাতা হঞা করে রামের সেবন। রামের চরিত্র সব—হৃৎখের কারণ। বতন্ত-লীলার হৃৎখ সহেন লক্ষণ ॥ নিবেশ করিতে নারে, বাতে 'ছোট'

আচার্য শ্রীগ্রন্থকারকর্তৃক সকল-জীবকেই শ্রীমিত্যানন্দ-রামের চরণসেবনোপদেশ—

কহিলাও এই কিছু অনন্ত প্রভাব।

হেন-প্রভু নিত্যানন্দে কর অমুরাগ ॥ ৭৬ ॥

ভাই। মৌন ধরি' রহেন লক্ষণ, মনে হুঃপ পাই' ॥ কৃষ্ণ-অবতারে 'জ্যেষ্ঠ' হৈলা সেবার কারণ। কৃষ্ণকে করাইলা নানা-সুখাস্বাদন ॥ রাম-লক্ষণ—কৃষ্ণ-রামের অংশবিশেষ। অবতার-কালে দৌহার দৌহাতে প্রবেশ ॥ সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান। অংশরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ৪৩

৪৩ সংখ্যার ভায়ে উদ্ধৃত শ্রীচরিতামৃত-পঞ্চ দ্রষ্টব্য ॥ ৪৪ ॥

স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই বৈভবপ্রকাশ-বিগ্রহ শ্রীবলদেব-রূপে স্বীয় আনন্দাঙ্গাদনের সহায় হইয়াছেন। ৪৩শ সংখ্যার ভায়ে উদ্ধৃত শ্রীচরিতামৃত-পঞ্চ দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

অমুরাগ। ('তয়া সহাসীনমনস্ত-ভোগিনি' ইত্যাদি-পূর্ব্বশ্লোকোক্তম্ অনন্তভোগিনং বিশেষয়তি,—নিবাসেতি। হে ভগবন্,) তব (ভবতঃ) শেষতাং (শুদ্ধসময়-বৈকুণ্ঠ-সেবোপকরণসম্ভারকপাতিচার্যশতাং) গঠৈঃ (প্রাপ্তৈঃ) নিবাসশয্যাসনপাছকাং শুকোপধানবর্ষাতিপবারণাদিভিঃ (নি-বাসঃ বাসস্থানং চ, শয্যা শয়নাধারঃ চ, আসনম্ উপ-বেশন-স্থানং চ, পাছকা পাদদ্রাণং চ, অংগকং স্কন্ধবজ্রম্ উত্তরীয়বসনং বা চ, উপাধানং শিরোধানং চ, বর্ষাতিপবারণং ছত্রং চ—নিবাসশয্যাসনপাছকাং শুকোপধানবর্ষাতিপবারণামি, তানি আদীনি যেষাং তৈঃ) শরীরভেদৈঃ (শুদ্ধসময়-সঙ্কর্ষণবৈভবায়ক-মূর্তিভেদৈঃ) শেষঃ (অত্র তু শাস্ত্রিণঃ শয্যারূপঃ ভগবান্ অনন্তঃ) ইতি জনৈঃ (লোকৈঃ) যথো-চিতং (যথার্থম্) ঈরিতে (কথিতে 'অনন্তভোগিনি তয়া [লক্ষ্মী] সহ আসীনম্' ইত্যাদি পূর্ব্ববর্ত্তি-শ্লোকোক্তেন সহ 'ভবন্তম্ অহং কদা প্রহর্ষয়িষ্যামি' ইতি পরবর্ত্তি-বট-শ্লোকে-নাশয়ঃ) ॥ ৪৬ ॥

অমুরাগ। হে ভগবন্, আপনার শুদ্ধসময়-বৈকুণ্ঠ-সেবোপকরণসম্ভাররূপে অভিমাংশ-প্রাপ্ত নিবাস, শয্যা, আসন, পাছকা, বজ্র, উপাধান ও ছত্র প্রভৃতি নানাবিধ মূর্তিভেদে বিনি লোকসকলের নিকট 'শেষ'-নামে যথার্থই অভিহিত হইয়াছেন, (সেই অনন্তনাগের উপর শ্রীলক্ষ্মীদেবীর

অশোকভয়ামৃতসেবনেচ্ছু নিঃশ্রেয়সার্থীর শ্রী গুরুনিত্যানন্দ-
রামপদাশ্রয়-কর্তব্যতা—

সংসারের পার হই' ভক্তির সাগরে ।

যে ভুবিলে, সে ভজুক নিতাইচাঁদেরে ॥ ৭৭ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরু-বৈষ্ণব-চরণে অমানী গ্রন্থকারের দৈন্তভরে

গুরু-নিত্যানন্দ-রামদাত্তরূপ স্বাভীষ্ট-প্রার্থনা—

বৈষ্ণব-চরণে মোর এই মনস্কাম ।

ভজি যেন জন্মে-জন্মে প্রভু-বলরাম ॥ ৭৮ ॥

সহিত সমাগীন আপনাকে কবে আমি সঙ্কষ্ট করিব ? ॥ ৪৬ ॥

তথ্য । (ভা ১০।৩২৫ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি দেবকীর তব—) “ভবানেকঃ শিষ্যতে শেষ-সংজ্ঞঃ” ; ইহার শ্রীজীবপ্রভু-কৃত ‘লঘুতোষণী’-টীকা—“এক ইতি বৈকুণ্ঠা-দীনাংপি তদভেদাভিপ্রায়েণ ; যদা, অশেষা যে তদানীং বৈকুণ্ঠাদয়ন্তত্ত্বপদার্থাভিধাত্তেপি সংজ্ঞা যন্ত তত্ত্বজ্ঞপেণাপি যঃ স্বয়মেবেত্যর্থঃ ; যদা, শিষ্যন্তে মহাপ্রলয়েইপি তিষ্ঠন্তীতি শ্রীবৈষ্ণবমতে বর্ণেণ-বিনিয়োগার্হঃ ‘শেষ’-শব্দেন কথ্যত ইতি বা, ‘শেষাঃ’ শ্রীবৈকুণ্ঠনোক-পরিস্কন্দ-পরিবারাদয়ঃ, কেপি সংজ্ঞায়ন্তে—বেন যদগ্রহণেনৈব তে গৃহীতা ভবন্তীত্যর্থঃ । এবম্বূতো ভবানেকঃ শিষ্যতে, ন তন্তর্গতেতর-জীববৃন্দপ্রপঞ্চ ইত্যর্থঃ ।”

(ভা ১০।২৮ শ্লোকে বোগমায়ার প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—) “দেবক্য্য জঠরে গর্ভং শেষাণ্যং দাম মামকম । তৎসমিরুদ্য রোহিণ্য উদরে সন্নিবেশয় ॥” ইহার শ্রীজীবপ্রভু-কৃত লঘুতোষণী-টীকা—“শেষাণ্যং” শিষ্যতে ইতি শেষোৎপাদঃ, স আপ্য্য ব্যাতির্গন্ত তৎ সমাংগেভেন ব্যাতমিত্যর্থঃ । মামকঃ সঙ্কর্ষণসংজ্ঞঃ দাম রূপমাদারশক্তিময়দেবনাশ্রয়ং বা ।”

(ভা ১০।৬৯।৪৬ শ্লোকে গুরু শ্রীপদদেবের প্রতি তরাঙ্গলাকৃষ্ট-চন্দ্ৰিনাপুত্রবাসি-কৌরবগণের তবোক্তি) “স্বমেব মুকুন্দমনস্তলীলয়া ভূমণ্ডলং বিভাষ সহস্রমুদ্বন্দ্ব । অস্তে চ যঃ স্বাস্থ্যনিকরুবিধঃ শেষেহদ্বিতীয়ঃ পরিশিষ্যমাণঃ ॥” অর্থাৎ ‘হে অনন্ত, হে সহস্রমন্তক, আপনিই স্বীয় মন্তকে এই ভূমণ্ডল অনায়াসে ধারণ করিতেছেন ; হুঁ—আমি স্বীয় শ্রীবিগ্রহে বিশ্ব নিরোধ (সংরক্ষণ) করিয়া যিনি অদ্বিতীয়-বস্ত্র(বিশ্ব)-রূপে শেষ-পর্যাঙ্কে অবশিষ্ট থাকেন, তিনিও আপনি ।’

ইহার শ্রীদনাতনগোষামিপ্রভু-কৃত ‘বৃহত্তোষণী’-টীকা—“নম্র ধরণীধরঃ শেষোৎপাদঃ পরমেধরাদভিন্নঃ কথমভেদেন স্বয়ে ? তত্রাহ,—অস্তে চেতি ; যদা, ন চ প্রণয়েৎপি পালকত্বং ; ব্যভিচারভীত্যাহঃ—অস্তে চেতি । স্বস্ত আত্মনি

শ্রীবিগ্রহে নিরুদ্ধং স্থাপিতং সংরক্ষিতং বিশ্বং যেন সঃ ; কিংবা অস্ত দ্বিতীয়ঃ, অতঃ পরিতঃ শিষ্যমাণঃ ভগবচ্ছেষতাং প্রাপ্তবন্ শেষে, অতএব ‘শেষ’-নামাপি ভ্রমিতি ভাবঃ ।”

লগ্নভাগবতামৃতের রক্ততত্ত্ববর্ণন-প্রসঙ্গে (১৯শ সংখ্যায়) শ্রীবলদেববিজ্ঞানভূষণ-টীকা—“শাঙ্গিণঃ শব্দ্যাকপত্তদাদার-শক্তিঃ শেষেইধর-কোটিঃ, ভূবারী ভূতদাবিষ্টোজীবঃ” অর্থাৎ, শাঙ্গ-দ্বয়বারী বিষ্ণুর শব্দ্য ও আদারশক্তি ‘শেষ’—ঈধরকোটি এবং ভূবারী ‘শেষ’—শক্ত্যাবিষ্ট জীবকোটির অন্তর্গত । পুনরায় শ্রী(বল)রামতত্ত্ব-বর্ণন প্রসঙ্গে (২৮সংখ্যায়, যথা)—“সঙ্কর্ষণো দ্বিতীয়ো যো ব্যতো রামঃ স এব হি । পৃথ্বীপরেণ শেষেণ সত্য ব্যক্তিমীষিবান্ । শেষো দ্বিধা—মহীধারী শব্দ্যাকপশ্চ শাঙ্গিণঃ । তত্র সঙ্কর্ষণাবেশাদভূতং সঙ্কর্ষণো মতঃ । শব্দ্যাকপত্থা তন্ত সখা-দাত্তাভিমানবান্ ॥” অর্থাৎ, যিনি—দ্বিতীয়-চতুর্বর্ণের অন্তর্গত ‘সঙ্কর্ষণ’, তিনিই ‘ভূবারী’ শেষের সহিত মিলিত হইয়া রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন । পৃথ্বী-ধারী ও ভগবানের শব্দ্যাকপি-ভেদে শ্রীশেষ—দ্বিবিধ । ভূবারী ‘শেষ’—শ্রীসঙ্কর্ষণের আবেশাবতার বলিয়া ‘সঙ্কর্ষণ’-নামেও কথিত ; আর যিনি—শ্রীনারায়ণের শব্দ্যাকপি, তিনি আপনাকে শ্রীনারায়ণের ‘সখা’ এবং ‘দাস’ বলিয়া অভিমান করেন ॥ ৪৬ ॥

‘অনন্তের অংশ শ্রীগুরুড় মহাবলী’,—শ্রীল গুরুড়দেবও একাধারে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর দাস, সখা, আসন, ধ্বজ ও বাহনাদিরূপে সঙ্কর্ষণ বা অনন্তেরই অংশ ; যথা আলবন্দার বা শ্রীবাসুনাচার্য্য-কৃত ‘তোত্ররত্নে’ ৪১ শ্লোকে—“দাসঃ সখা বাহনমাসনং ধ্বজো যন্তে বিভাং ব্যজনঃ ত্রয়োময়ঃ । উপ-স্থিতং তেন পুরো গুরুত্বাতা তদত্বে সন্দর্শকিণাক্ষশোভিনা ॥”

অর্থাৎ, যিনি—আপনার দাস, সখা, বাহন, আসন, ধ্বজ, চাঁদোয়া, ব্যজন এবং ঋক্, সাম ও যজুর্বেদময়, যিনি—আপনার পাদপদ্মসংসর্দন-জনিত-চিহ্নদ্বারা শোভা-যুক্ত, সেই শ্রীল গুরুড়ের সহিত আমার সম্মুখে সমুপস্থিত আপনাকে কবে আমি সঙ্কষ্ট করিব ?

একই নিত্যানন্দ-বলদেব-বাচক বহু অভিন্ন শ্রীনাম—
'বিজ্ঞ', 'বিপ্র', 'ব্রাহ্মণ' যেহেন নাম-ভেদ।
এইমত 'নিত্যানন্দ', 'অনন্ত', 'বলদেব' ॥ ৭৯ ॥

গুরু-নিত্যানন্দ হইতে গ্রন্থ-রচনার্থ আদেশ-লাভ—
অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ ৮০ ॥

লীলায় বলয়ে,—পাঠান্তর, 'বুলয়ে' ও 'বহয়ে'। 'বলয়ে',
-বেষ্টন করে বা সেবা-সমুদ্র সাধন করে; 'বুলয়ে',—ভ্রমণ
রে; আর 'বহয়ে',—বহন করে ॥ ৪৭ ॥

পূর্ববর্তী ২১ সংখ্যার ভাষ্যস্থিততথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

শ্রীঅনন্ত,—(ভা ১০।২।৫ শ্লোকে রাজা-পরীক্ষিতের প্রতি
শ্রীশুকদেবের উক্তি—) “বিনি—শ্রীকৃষ্ণের ধাম বা কলা, দেব-
লাকে বাহাকে 'অনন্ত'-নামে অভিহিত করে, তিনিই দেবকীর
হর্ষ ও শোকবর্দ্ধনকারী গুরুসম্বন্ধে সপ্তম-গর্ভ হইলেন।

(ভা ১০।১।২৪ শ্লোকে দেবগণের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—)
“ভগবান্ বাহুদেবের কলা, সতস্রবদন, স্বরাট্ শ্রীঅনন্তদেব
শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়কর্ষ্য-সম্পাদনেচ্ছু হইয়া তাঁহার অগ্রে অবতীর্ণ
হইবেন।

ইহার শ্রীজীব-প্রভুভূত কুরুসন্দর্ভের (৮৬ সংখ্যায়) ব্যাখ্যা—
শ্রীবাহুদেব-নন্দনস্ত বাহুদেবস্ত কলা প্রথমোক্তঃ। শ্রীসকর্ষণঃ।
তৎসকর্ষণস্ত স্বয়মেব, * *—‘স্বরাট্’ স্বৈনৈব রাজতে ইতি;
অতএবানন্তঃ কালদেশপরিচ্ছেদরহিতঃ। * * * য এব শেষাখ্যঃ
সতস্রবদনোহপি ভবতি; * * তত্শ্রুত্বং শ্রীযমুনাদেব্য (ভা ১০।
৬।২৮)—“রাম রাম মহাবাহো ন জানে তব বিক্রমম্। যজ্ঞে-
কাংশেন বিরজা জগতী জগতঃ পতে ॥” ‘একাংশেন—
শেষাখ্যেন’ ইতি টীকা চ। * * * অতঃ ‘শেষাখ্যং ধাম নামকম্’
(ভা ১০।২।৮) ইত্যত্রাপি ‘শিখ্যতে শেষসংজ্ঞঃ’ ইতিবৎ অব্যতি-
চাধ্যাংশ এবোচ্যতে। শেষস্তাখ্যাত্যতিরিক্শাদিত্যি বা ॥ ৪৯ ॥

আদিদেব,—(ভা ২।৭।৪১ শ্লোকে ব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীনারদের
নিকট শ্রীকৃষ্ণের লীলাবতার-বর্ণন-প্রদক্ষে উক্তি—) “গায়ন্
গুণান্ দশ-শতানন আদিদেবঃ শেষোহধুনাপি সমবস্তুতি নাস্ত
পারম্।” অর্থাৎ ‘সহস্রানন আদিদেব শ্রীশেব (সতস্রমুখে)
কৃষ্ণের গুণগান করিতে করিতে আজ পর্যন্ত অন্ত পান নাই।’

ভা ৫।২।৬৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—“স
এষ ভগবাননন্তোহনন্তগুণার্ণব আদিদেব উপসংসৃত্যামর্ষরোধ-
বেগো লোকানাং স্বস্তয় আস্তে।”

অর্থাৎ ‘সেই অনন্ত-গুণনিদি আদিদেব ভগবান্ শ্রীঅনন্ত-

দেব অমর্ষ ও ক্রোধবেগ সংযত করিয়া সমস্ত লোকের
মঙ্গলের নিমিত্ত তথার অবস্থান করিতেছেন।’

শ্রীসকর্ষণই আদিদেব অর্থাৎ আদি-পুরুষ,—ভা ৬।১৬।৩১
ও ১০।১৫।৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মহাযোগী,—(১) যোগেশ্বর, যথা (ভা ১০।৭।৩১ শ্লোকে
শ্রীবলদেব-কর্তৃক ব্যাসশিষ্য ধর্ম্মধ্বজী রোমহর্ষণ হত হওয়ায়
নৈমিষে দীঘমস্তু মুনিগণের হাহাকার ও বলরাম-জুতি—)
“যোগেশ্বরস্ত ভবতো নাম্নায়োহপি নিয়ামকঃ” অর্থাৎ, ‘হে
ভগবন্, আপনি—যোগেশ্বর (মহাযোগী), বেদ(বিধি)ও
আপনার নিয়ামক নহে (অর্থাৎ, আপনি যাহাই করেন,
তাহাই বেদবিধি)।’

(২) যোগমায়াদীশ, যথা (ভা ১০।৭।৩৪ শ্লোকে
স্বয়ং শ্রীবলবাম-কর্তৃক মুনিগণের প্রার্থনা-পূরণাকীকার—)
“আশাসিতং যং তদ্ব্যক্ত মাধয়ে যোগমায়য়া” অর্থাৎ,
আপনাদিগের যাহা যাহা প্রার্থিত, সেই সমুদয় বলুন; আমি
স্বীয় যোগমায়-দ্বারা তাহা সম্পাদন করিব। ভা ১১।৩০।২৬
শ্লোকে—“রামঃ সমুদ্বেলয়াৎ যোগমাহ্বয় পৌরুষম্” ইতার
শ্রীপরশ্বামিপাদ-টীকা—“পৌরুষং যোগং—পরমপুরুষ-দ্যান-
লক্ষণম্।”

ঈশ্বর,—(ভা ৬।১৬।৪৭ শ্লোকে শ্রীসকর্ষণের প্রতি চিত্র-
কেতুর শ্রব—) “হে ভগবন্, আপনি—সমস্ত জগতের
প্রতি, লয় ও উদ্ভবের ঈশ্বর, ভক্তহীন কুযোগিগণের প্রাকৃত
ভেদদৃষ্টি-বশতঃ আপনার নিজ তত্ত্ব—তাহাদের নিকট অবি-
জ্ঞাত; আপনি—পরমহংস, আপনাকে প্রণাম।”

(ভা ১০।১৫।৩৫ শ্লোকে শ্রীবলদেবের দেহুকাস্তুর-বধ-
বর্ণন-প্রদক্ষে শ্রীশুকদেব কর্তৃক শ্রীপরীক্ষিতের নিকট বল-
রাম-মাহাত্ম্য-কীর্তন—) “নৈতচ্চিত্রং ভগবতি হনন্তে জগ-
দীষরে। ওতপ্রোতমিদং বস্মিন্তত্ত্বম্বস্ম যথা পটঃ ॥”

অর্থাৎ, ‘হে রাজন্, দেহুকাস্তুরকে তালবৃক্ষের উপর
প্রক্ষেপ-পূর্বক উহার বধ-সাধন ও বৃক্ষরাজীর মহাকল্পনোৎ-
পাদন—জগদীশ্বর ভগবান্ শ্রীসকর্ষণের পক্ষে কিছুমাত্র বিচিত্র

নিত্যানন্দ-রূপায় গৌরগুণ-স্মৃতি, তদংশ-কলা শ্রীশেখর
সহস্র-মুখে শ্রীগৌর-রূপ-কীর্তন—

চৈতন্য-চরিত্র ক্ষুরে যাঁহার রূপায় ।

যশের ভাঙার বৈসে শেষের জিহ্বায় ॥ ৮১ ॥

নহে ; কেননা, তত্ত্বসমূহের মধ্যে বস্তুর অবস্থানের জায়
তাঁহাতেই এই বিশ্ব—ওতপ্রোতভাবে অবস্থিত ।’

(ভা ২০৬৯৪৫ শ্লোকে কৃষ্ণশ্রীবলদেবের প্রতি তন্মাসলা-
কৃষ্ণ-হস্তিনাপুরবাসী কৌরবগণের শুবোক্তি—) “হিতুংপত্ন্য-
প্যায়ানাং হুমেকো হেতুর্নিরাশ্রয়ঃ । লোকান্ ক্রীড়নকানীশ
ক্রীড়তস্তে বদন্তি হি ॥”

অর্থাৎ, ‘হে ঈশ্বর, আপনিই এই বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি ও
ধ্বংসের একমাত্র কারণ ; আপনার আশ্রয় কেহই নাই ;
তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ বিভিন্ন লোকসমূহকে লীলাপ্রবৃত্ত আপনার
ক্রীড়া-সামগ্রীরূপে বর্ণন করেন ।’

বৈষ্ণব,—(ভা ১০২১৫ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি
শুকোক্তি—) “সপ্তমো বৈষ্ণবঃ ধাম যমনস্তঃ প্রচক্ষতে ।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোকবিবর্ধনঃ ॥”

অর্থাৎ, ‘দেবকীর হর্ষ ও শোকবদ্ধক সপ্তম-গর্ভ হইল ;
তিনি—রুঞ্চর কলা ; লোকে তাঁহাকে ‘অনন্ত’-নামে অভিহিত
করেন ।’

ইহা,—এই ; ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের এই সব মহিমার
অন্ত সকলে অবগত নহেন । ভা ৫১৭১১৭, ৫২৫১৬, ৯ ও
১২-১৩ শ্লোক (পরবর্তী ৫৬-৫৭ সংখ্যা), ৬১৬২৩ ও ৪৬-৪৭
শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥

ঠাকুরাল,—প্রভাব, প্রাপ্যতা বা ঐশ্বর্য-লীলা ।

আত্মতত্ত্বে,—আত্মাধারণরূপে, যথা ভা ৫২৬১১৩ শ্লোকে
(পরবর্তী ৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) শ্রীধরস্বামি-টীকা—ভগবান্
শ্রীঅনন্তদেব রসাতলমূলে (অর্থাৎ ভূমির অধোদেশে) “নিজেই
নিজের আধাররূপে” (অবস্থিত) ॥ ৫১ ॥

‘তুষ্ক’,—দেবর্ষি শ্রীনারদের নিঃসৃত শ্রীহরি-গুণগান-
যন্ত্র সুপ্রসিদ্ধ ‘বীণা’ (পরবর্তী ৭৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ; অথবা
স্বর্গীয়ক গন্ধর্ব্বপতিবিশেষ (ভা ১১৩৭৬০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ।

‘ব্রহ্মা-স্থানে’,—ব্রহ্মার ‘মানসী’-সভায় ; তথায় তুষ্ক-
প্রভৃতি গন্ধর্ব্বগণের সঙ্গীতালাপ, (যথা—মহা-ভাঃ সভা-পঃ

তজ্জন্ত গৌরগুণকীর্তন-কার্য্যে গ্রহকার-কর্তৃক
অনন্তদেবের বন্দনা—

অতএব যশোময়-বিগ্রহ অনন্ত ।

গাইলুঁ তাহান কিছু পাদপদ্মধ্বজ ॥ ৮২ ॥

১১শ অঃ শ্রীনারদ-কর্তৃক যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্রহ্ম-সভা-বর্ণন-
প্রসঙ্গে ২৮ শ্লোকের শ্রীনীলকণ্ঠ টীকা—) “অগ্রে তু বিংশতি-
গন্ধর্ব্বাঙ্গরসাং গণাঃ সপ্ত চাত্তে গন্ধর্ব্বা মুখ্যাস্তে চ—‘হংসো
হাহা হুহুর্বিম্বাবস্বর্ষরকচিভা । যুগপত্তুষ্কৈচৈব গন্ধর্ব্বাঃ সপ্ত-
কীর্তিতাঃ ॥’ ইতি ॥”

শ্লোকবন্ধে,—শ্লোক বাধিয়া অর্থাৎ রচনাপূর্ব্বক । এই
পত্রটি—(ভা ৫১২৫১৮) “তত্ত্বানুভাবান্ ভগবান্ স্বায়ম্ভুবো
নারদঃ সহ তুষ্কগণা সভাসাং ব্রহ্মণঃ সংলোকয়ামাস”, এই
শ্লোকের পত্যানুবাদ-মাত্র ॥ ৫২ ॥

পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবের ব্রহ্মভায় ‘তুষ্ক’-
নামক গন্ধর্ব্বের অথবা স্বীয় বীণা-যন্ত্রের সহিত দেবর্ষি শ্রীনারদ-
কর্তৃক এই পাঁচটি শ্লোকে শ্রীসকর্ষণগুণগান-বর্ণন,—

অনন্ত । অস্ত্র (জগতঃ) উৎপত্তিস্থিতিলয়-হেতবঃ (জন্ম-
স্থিতি-ভঙ্গ-কারণানি) সর্বাভাঃ প্রকৃতিগুণাঃ বদীক্ষয়া (যস্ত
ঈক্ষয়া) কল্লাঃ (স্ব-স্ব-কার্য্যসমর্থ্যঃ) আসন্ ; যজ্ঞং (যস্ত স্বরূপং)
ঐবম্ (অনন্তম্) অকৃতম্ (অনাদি, যতঃ) যৎ একম্ (অদ্বিতীয়-
মেব সৎ) আত্মন (আত্মনি) নানা (কার্য্যপ্রপঞ্চম্) অধাৎ ;
তস্ত (ব্রহ্মরূপস্ত) বস্মা (তৎ) কণমুহ (জনঃ বেদ ? (ন
বেদেত্যর্থঃ) ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ । এই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের
হেতুভূত সর্বাধি প্রাকৃত গুণত্রয় বাঁহার ঈক্ষণ-প্রভাবে স্ব-স্ব-
কার্য্য করিতে সমর্থ হইয়াছে, যিনি ‘এক’ হইয়াও আপনা-
তেই (অর্থাৎ নিজ-দেহস্থ রোমরূপে) কার্য্যরূপী বিচিত্র-জড়-
প্রপঞ্চ ধারণ করিয়াছেন, অতএব বাঁহার স্বরূপ—অনন্ত এবং
অনাদি, মহুক্ষ্য কি-প্রকারে সেই অপ্রাকৃত শ্রীঅনন্তদেবের
তত্ত্ব জানিতে পারে ? ৫৩ ॥

অনন্ত । যত্র (যস্মিন্ ভগবতি) সৎ অসৎ ইদং (স্থূল-
হৃদ্রাক্ষকং কার্য্যকারণাক্ষকং বিংশং) বিভাতি, (সঃ সর্গ-
কারণকারণং ভগবান্) নঃ (অস্মাকং ভক্তানাং) পুরু-
রূপয়া (বহুরূপয়া) সংস্কৃতং সত্ত্বং মূর্ত্তিং (শুদ্ধাং শুদ্ধসত্ত্বময়ীং

মহাভাগবত বৈষ্ণবের বা ভক্তের রূপা-প্রভাবেই শ্রীগৌর-
চরিত-কীর্তনে যোগ্যতা-লাভ—

চৈতন্যচন্দ্রের পুণ্যশ্রবণ চরিত ।

ভক্তপ্রসাদে সে ক্ষুরে,—জানিহ নিশ্চিত ॥ ৮৩ ॥

মুর্ধিঃ) বভার (স্বীকৃতবান্) ; উদার-বীর্গাঃ (উদারাগি
মহাস্তি বীর্গ্যাণি যন্ত সং, অতঃ) যুগপতিঃ (সিংহঃ) স্বজন-
মনাংসি (স্বজনানাং মনাংসি) আদাতুং (বণীকর্তৃম্) আ-
নবজাম্ (অনিন্দ্যাং কৃত্যং) যৎ (যন্ত ভগবতঃ) লীলাম্
(অনন্তকোটাংশাভাসমাত্রং) আদদে (অশিক্ত, ‘তস্মাদজ্ঞঃ
মুমুক্ষুঃ কমাশ্রয়েৎ’ ইতি উত্তরেণাশ্রয়ঃ) । যথা, যত্র.....
(স্বীকৃতবান্), যৎ (যস্মাৎ হেতোঃ, যত্র মুর্ত্যু বা) যুগপতিঃ
(সিংহঃ) ইব উদার-বীর্গাঃ (মহাপরাক্রমবান্ ভগবান্)
স্বজনমনাংসি (স্বজনানাং মনাংসি) আদাতুং (আকৃষ্য
গ্রহীতুং) অনবজাং (স্বরূপগতালৌকিকবীর্গ্যাগাস্ত্রীর্গ্যময়ীম্,
অতঃ অনিন্দ্যাং) লীলাম্ আদদে (গৃহীতবান্, ‘তস্মাৎ...
আশ্রয়েৎ’ ইতি উত্তরেণাশ্রয়ঃ) ॥ ৫৪ ॥

অনুবাদ । গীতাজে (অধিষ্ঠিত থাকিয়া) কার্য্যকারণ-
ত্বক এই বিশ্ব প্রকাশ পাঠ্যেতেছে, সেই (সর্বকারণকারণ)
ভগবান্ আমাদিগের (জায় শুদ্ধভক্তের) প্রতি বহু রূপা
করিয়া তাঁহার শুদ্ধস্বয়ময়ী মূর্তি দারণ করিয়াছেন । তিনি—
উদারবীর্গা অর্থাৎ মহাপ্রভাবশালী ; অতএব নিজস্ব ভক্ত-
বর্গের চিত্ত বশীভূত করিবার জন্ত যিনি স্বীয় অনিন্দ্য পবিত্র-
লীলার অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যুগপতি সিংহ বাঁহ্যর সেই
লীলা (অনন্তকোটাংশাভাসমাত্র) শিলা লাভ করিয়াছে,
নিঃশ্রেয়সার্থী ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীসকর্ষণ-ব্যতীত আর
কাহাকে আশ্রয় করিবেন ?

অথবা, গীতাজে.....করিয়াছেন ; যেহেতু, (বা যে শুদ্ধ-
স্বয়ময়ী মূর্তি দারণপূর্বক) সিংহের জায় মহাবীর্গ্যশালী যে-
ভগবান্ নিজ-জন ভক্তবর্গের নিমিত্ত স্বীয় স্বরূপগত বীর্গা-
গাস্ত্রীর্গ্যময়ী অনিন্দ্য.....অনুষ্ঠান করিয়াছেন, নিঃশ্রেয়সার্থী
.....করিবেন ? ৫৪ ॥

তথ্য । স্ব-কৃত ‘ক্রমসন্দর্ভ’-টীকায় শ্রীজীবগোস্বামি-
প্রভুর অর্থ—“যুগপতি-শব্দে শ্রীবরাহদেব পৃথিবীধারণরূপ
বাঁহার লীলা(-ভেদ) বীকার করিয়াছেন ; এতদ্বারা শ্রীঅনন্ত-

শ্রোতপত্নায় গুহ্যতিগুহ্য শ্রীগৌরচরিত্র শ্রবণান্তেই
কীর্তন-বিধি—

বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত্র কেবা জানে ?

তাই লিখি, যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-জ্ঞানে ॥ ৮৪ ॥

দেবের পরম-মাহাত্ম্য প্রদর্শিত হইল ।” স্ব-কৃত ‘ভাবার্থ-
দীপিকা’র শ্রীধর-স্বামিপাদের অর্থ—“বাঁহাদিগকে আবেষণ
করা যায়, তাঁহারাষ্ট ‘যুগ’ অর্থাৎ কামপ্রদ (দেবতা) ;
তাঁহাদের ‘পতি’ অর্থাৎ প্রধান যিনি, তিনি ॥৫৪॥

অনুবাদ । যরাম (যন্ত ভগবতঃ নাম সাধু-গুরুদিতঃ)
শ্রুতং বা, অকস্মাৎ বা, আর্জঃ (ক্লিষ্টঃ) বা (সন্) প্রলম্বনাং
উপহাসাং বা পতিতঃ (মহাপাতকী জনঃ অপি) যদি
অনুকীর্ত্যেৎ, (তহি, শ্রবণকারী, উচ্চারণকারী বা সর্বধা
সংস্পৃশ্যেৎ ইতি কিং বক্তব্যম্ ? যতঃ অসৌ শ্রীঅনন্তদেবঃ
এব) নৃণাম্ (মানবানাং) অশেষম্ (অনন্তম্) অংগঃ (পাপং)
সপদি (সতঃ এব) হস্তি (নাশয়তি) তস্মাৎ মুমুক্ষুঃ, (নিঃ-
শ্রেয়সার্থী জনঃ) ভগবতঃ শেবাং (শ্রীঅনন্তদেবাং অজ্ঞাং)
কম্ আশ্রয়েৎ (শরণং ব্রজেৎ) ? ৫৫ ॥

অনুবাদ । (সাধুগুরুর মুখ হইতে) শ্রবণ করিয়া,
অথবা অকস্মাৎ, অথবা আর্জ হইয়া, কিংবা পরিহাসরূপে
পতিত ব্যক্তিও যদি সেই শ্রীঅনন্তদেবের নাম কীর্তন করে,
তাহা হইলে সেই শ্রবণ বা কীর্তনকারী ব্যক্তি যে শুদ্ধ
হইবেনই, সে বিষয়ে আর বক্তব্য কি ? কেননা, এই
শ্রীঅনন্তদেবই স্বীয় দর্শনপ্রদানাদি-দ্বারা মানবগণের অশেষ
পাপবাশি বিনাশ করিয়া থাকেন ; অতএব নিঃশ্রেয়সার্থী
ব্যক্তি সেই ভগবান্ শ্রীশেষ ব্যতীত আর অপর কাহাকেই
বা আশ্রয় করিবেন ? ৫৫ ॥

অনুবাদ । মানস্যাং (অপরিমেয়ত্বাৎ হেতোঃ) অবিস্মিত-
বিক্রমন্ত (অনন্তবীর্গ্যন্ত তন্ত) ভূমঃ (বিভোঃ) সহস্রমুদ্রুঃ
(সহস্র-শিরসঃ ভূ-ধারিণঃ অনন্তদেবন্ত) মুদ্রনি (একস্মিন এব
মন্তকে) সগিরিসরিংসমুদ্রসং (গির্গাদিভিঃ সচিৎ) ভূ-
লোকং (ভূমণ্ডলম্) অর্পিতম্ (জ্ঞাতং সং) অধ্বং (ভাতি
ইত্যর্থঃ) ; সহস্রজিহ্বঃ অপি (সহস্রদনঃ ভূতাপি) কঃ (জনঃ
তন্ত ভগবতঃ শ্রীঅনন্তন্ত) বীর্গ্যাণি গণয়েৎ (তন্ত ভগবতঃ
লীলাদীনি বর্ণয়িতুং কোহপি ন সমর্থঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৫৬ ॥

অপার, অনন্ত, অসীম শ্রীগৌরান্দ-চরিত—

চৈতন্যচরিত্র আদি-অন্ত নাহি দেখি ।

যেন-মত দেন শক্তি, তেন-মত লিখি ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদ । অপরিমেয়ত্ব-হেতু যাহার বিক্রমের পরি-
মাণ করা যায় না, সেই বিভূ সহস্রগীর্ষা ভগবান্ শ্রীঅনন্তদেবের
একটীমাত্র মন্তকে সমগ্র গিরি, নদী, সাগর ও জঙ্গলগণের
সহিত এই ভূমণ্ডল চতুর্থাংশ পাকিয়া অপর ত্রায় প্রতিভাত
হইতেছে, সহস্র জিহ্বা লাভ করিয়াও কে-ই বা তাঁহার
বীর্ঘ্যসমূহ গণনা করিতে পারেন ? ৫৬ ॥

তথ্য । শ্রীজীবপ্রভু স্ব-কৃত ‘ক্রমসন্দর্ভ’-টীকায় বলেন
যে, শ্রীভগবদ্বিগ্রহের মধ্যমপরিমাণ সবেও তাঁহার বিভূত্ব-
হেতু ভূমণ্ডলের অণুত্ব কথিত হইল ॥ ৫৬ ॥

অর্থ । এবংপ্রভাঃ (ঈদৃগবীর্ঘ্যবান্) হ্রস্ববীর্ঘ্যপ্র-
ণগাহুভাবঃ (হ্রস্বত্ব অশেষং বীর্ঘ্যং বলং যন্ত, উরবঃ মহাস্তঃ
গুণাঃ অনুভাবাঃ প্রভাবাঃ চ যন্ত সং, সং চ) আত্মতঃ
(আত্মাধারঃ, সর্গাধারঃ স্বরাট্ অপরিত্যক্তঃ) যঃ ভগবান্ অনন্তঃ
(শেষঃ) রসাত্মাঃ মূলে (রসাতলে) স্থিতঃ (সন্) ত্রিতয়ে
(পৃথিব্যাঃ পরিপালনার) লীলয়া (অন্যাসেন) স্মাৎ
(পৃথিবীঃ) বিভক্তি (বহতি, পারযতীত্যর্থঃ) ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদ । এতাদৃশ বীর্ঘ্যসম্পন্ন অপরিমেয়-বলশালী
মহাশক্তিপ্রভাববান্ সেই ভগবান্ অনন্তদেব নিজেই নিজের
আধার হইয়াও রসাতলের মূলদেশে অবস্থিত থাকিয়া এই
পৃথিবীর রক্ষণ বা পালনের নিমিত্ত অবলীলাক্রমে উহাকে
ধারণ করিতেছেন ॥ ৫৭ ॥

তথ্য । ‘আত্মতঃ’-শব্দে আত্মাধার—(শ্রীধরস্বামিপাদ) ॥

৫৮-৫৯ সংখ্যাধ্বয়—পূর্ববর্তী ৫৩ সংখ্যক শ্লোকের পঞ্চাশ-
বাদ । দৃষ্টিপাতে,—কটাক্ষে । হয়, যায়,—স্ব-স্ব-কার্য্যে সমর্থ
ও অসমর্থ হয়, অথবা উৎপন্ন হয় । (চৈঃ ৮ঃ
আদি ৫ম পঃ ৪৬ সংখ্যা—) “যাহা হৈতে বিখ্যাপ্তি, যাহাতে
প্রেলয় । সেই পুরুষের সঙ্কর্ষণ—সমাশ্রয় ॥” ৫৮ ॥

অধিতীয়,—ধিতীয় বা মায়া-রহিত, অভয়, ‘অব্যয়জ্ঞান’ ;
সত্য,—ঋষ ; অনাদি,—আদি বা উৎপত্তি-বিহীন, অজ ;
তত্ত্ব,—বস্তু ॥ ৫৯ ॥

গৌরগতিচিহ্ন, গৌরার্ণিতাশ্রা গ্রন্থকারের মহাপ্রভুকে

‘যস্মী’ ও আপনাকে ‘যস্ম’-জ্ঞান—

কার্ত্তের পুতলী যেন কুহকে নাচায় ।

এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥ ৮৬ ॥

৬০-৬১ সংখ্যাধ্বয়—পূর্ববর্তী ৫৪ সংখ্যক শ্লোকের পঞ্চাশ-
বাদ ।

গুরুস্বয়ং—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিভিন্ন
বা প্রভাবত্রয়ের অজ্ঞাতম সন্ধিনীর অধীশ্বরই শ্রীবলদেব ;
তাঁহা হইতেই যাবতীয় গুণত্রয়াতীত উপকরণের অর্থাৎ
অবিমিশ্র গুরু-স্বরের প্রাকট্য, অর্থাৎ তিনিই যাবতীয়
চিত্তসত্তার কারণ । যাবতীয় বিষ্ণুবিগ্রহ—তাঁহারই অংশ
ও কলাস্বরূপ, এবং সকলেই গুরুস্বয়ংবিগ্রহ । (ভা ৪ঃ
২৩ শ্লোকে সতীর প্রতি শ্রীমহাদেবের উক্তি—) “সবং
বিশুদ্ধং বস্তুদেব-শক্তিং যদীয়তে তত্র পুমানপাবৃতঃ ।
সব্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাস্তুদেবো হৃদোক্সজো মে নমস্
বিধীয়তে ॥” ইহার টীকায়, (১) শ্রীশ্রীজীবপাদ বলেন,
‘বিশুদ্ধ’-শব্দে স্বরূপশক্তিহেতু জাড্যাংশরহিত ; (২) শ্রীল
বিশ্বনাথ-চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন,—‘বিশুদ্ধ’-শব্দে চিহ্নিতবৃত্তিময়
অপ্রাকৃত, অপ্রাকৃত অন্তঃকরণই ‘বিশুদ্ধস্ব’ ; (৩) শ্রীধর-
স্বামিপাদ বলেন,—‘স্ব’-শব্দে অন্তঃকরণ বা গুরুস্বয়ংগুণ ;
(ভা ১২ঃ ২৪ শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলেন,—)
“যং স্বয়ং তং সাক্ষাদব্রহ্মদর্শনম্ ।” আবার, ভা ১৩ঃ
শ্লোকে “বিশুদ্ধং সর্বমুক্তিতম্”-পদের টীকায় শ্রীধরস্বামি-
পাদ বলেন,—“বিশুদ্ধং” রজ-আত্মসংভিন্নম্, অতএব উচ্ছিতং
নিরতিশয়ং সর্বম্” ; শ্রীমন্নন্দাচার্য্য-কৃত শ্রীভাগবত-তাৎপর্য্যে
—“স্বয়ং সাধুগুণতঃ জ্ঞানবলরূপকং,—বলজ্ঞান-সমাহারঃ
স্বমিত্যভিধীয়তে” ইতি মাংস্তে ।” গুরু-স্বরেরই অপর নাম
—‘বস্তুদেব’, তাহাতে যিনি প্রকটিত হন, তিনিই ‘বাস্তু-
দেব’ (বিষ্ণু) ।

(চৈঃ ৮ঃ আদি ৪র্থ পঃ ৬৪-৬৫ সংখ্যা—) “সন্ধিনীর
সার অংশ—‘গুরু-স্ব’-নাম । ভগবানের সত্ত্ব হয় যাহাতে
বিশ্রাম ॥ মাতা, পিতা, গৃহ, শ্যামান আর । এই সব—
কৃষ্ণের গুরুস্বরের বিকার ॥” (ঐ আদি ৫ম পঃ ৪৩-৪৪ ও
৪৮ সংখ্যা—) “চিহ্নিতবিলাস এক—‘গুরুস্ব’-নাম । গুরু-
স্বরময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ যত্ববিধ ঐখ্য তাহাঁ সকলই

সকল শুদ্ধবৈক্য-চরণে অপরাধ-নিবারণ-ভিক্ষা—

সর্ব বৈক্যবের পা'য়ে করি নমস্কার ।

ইথে অপরাধ কিছু নহক আমার ॥ ৮৭ ॥

শ্রীচৈতন্যকথা-বর্ণনারম্ভ—

মন দিয়া শুন, ভাই, শ্রীচৈতন্য-কথা ।

ভক্ত-সঙ্গে যে যে লীলা কৈলা যথা-যথা ॥ ৮৮ ॥

ত্রিবিধ শ্রীচৈতন্যলীলা—

ত্রিবিধ চৈতন্যলীলা—আনন্দের ধাম ।

আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড, শেষখণ্ড-নাম ॥ ৮৯ ॥

চিন্ময় । সঙ্কর্ষণের বিভূতি সব, জানিহ নিশ্চয় ॥ * *
তুরীয়, বিশুদ্ধস্ব, 'সঙ্কর্ষণ'-নাম । তেঁহো—যাঁর অংশ, সেই
নিত্যানন্দ-রাম ॥”

মূর্তি,—বিগ্রহ ; বিগ্রহ,—মূর্তি । বিষ্ণুত্ব—স্বভাবতঃই
চিদ্ভিলাসময় সচ্চিদানন্দমূর্তি,—অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ,
পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাময় ; বস্তুতঃ তিনি স্বয়ংই 'নির্দি-
শেব' বা 'চিদ্বিলাসবিহীন' নহেন ; তদ্বিমুখ কোন বন্ধ-
জীবই স্বীয় প্রাকৃত-গুণদোষযুক্ত কোনপ্রকার মনোদর্শ্য-সুগত
কল্পনা কখনও তাঁহাকে আরোপ করিতে পারিবে না ।
তিনি—অখোক্ষজ, এবং জীব ও মায়া-শক্তির অতীত ও
অশীত্বর-তত্ত্ব ।

সবার,—মূল-শ্লোকানুসারে, 'সবার' শব্দে 'সদস্য-
জগতের' অর্থাৎ অচিৎসর্গ কার্যাকারণাত্মক এই বিশ্বের ;
অথবা, চিদচিৎ, উভয় সর্গ ও তাহাদের ঈশ্বর বাবতীয়
বিষ্ণুতত্ত্বের ।

স্বলীলায়,—অবলীলাক্রমে, বিচিত্রলীলা-প্রভাবে ॥ ৯০ ॥

তরঙ্গ,—অপার-লীলা-সমুদ্রের তরঙ্গ অর্থাৎ অগুমাত্র ;
'শিখি',—শিক্ষা করিয়া ; সিংহ,—মৃগপতি ; শ্রীনিহাদেব,
অথবা, শ্রীজীবগোষ্ঠামিপাদের মতে, শ্রীবরাহদেব ; মহাবলী,
(মূল-শ্লোকে পূর্ববর্তী ৫৪ সংখ্যায়) উদারবীর্ষ্য ; নিজ-জন,
—(সিংহপক্ষে) পশুগণ, (শ্রীনিহাদপক্ষে) স্বীয় ভক্ত শ্রীণ
প্রহ্লাদ, (শ্রীবরাহপক্ষে) পৃথিবী বা বিরিক-প্রমুখ ব্রহ্ম-
বাদি-মুনিগণ ॥ ৯১ ॥

৬২-৬৪ সংখ্যায়—পূর্ববর্তী ৫৫ সংখ্যক শ্লোকের পঞ্চা-
দশ । যে-তে,—যে-সে, যে-কোন ॥ ৬২ ॥

আদি, মধ্য ও অন্ত্য-পাণ্ডের লীলা-

সুজ্ঞের সংক্ষিপ্তসার—

'আদিখণ্ডে'—প্রধানতঃ বিস্তার বিলাস ।

'মধ্যখণ্ডে'—চৈতন্যের কীর্তন-প্রকাশ ॥ ৯০ ॥

'শেষখণ্ডে'—সন্ন্যাসিরূপে লীলাচলে স্থিতি ।

নিত্যানন্দ-স্থানে সমর্পিয়া গোড়-কৃতি ॥ ৯১ ॥

গৌর জনক শ্রীজগন্নাথমিশ্রের পরিচয়—

নবদ্বীপে আছে জগন্নাথ-মিশ্রবর ।

বসুদেবপ্রায় তেঁহো—অদম্যতৎপর ॥ ৯২ ॥

পূর্ববর্তী ১৮শ সংখ্যার তথ্যে ভা ৬১৬৪৪ শ্লোকের
অম্ববাদ দ্রষ্টব্য ॥ ৬২-৬৩ ॥

বন্ধ,—বন্ধন, মায়া-বন্ধতা ; ভিণ্ডে,—ছিন্ন হয় । বৈক্য না
ছাড়ে কভু তানে,—পূর্ববর্তী ২১শ সংখ্যার তথ্যে ভা ৫২৫১৪
শ্লোকে “সহ সাত্ত্বতর্ষভৈঃ” ও ৬২৬৩৪, ৪০ ও ৪৩ শ্লোক
প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ।

বিরুতি । নামাপরাধ ত্যাগপূর্বক যে-কোনও প্রকারে
শ্রীঅনন্তদেবের নাম উচ্চারণ করিলেই মায়িক-বিচারের মূলী-
ভূত কারণ অবিজ্ঞ-জ্ঞাত মনোদর্শ্যগ্রস্তি বিচ্ছিন্ন হয় । বৈক্যবগণ
কখনই শ্রীঅনন্তদেবকে লঙ্ঘন করিয়া কোন-প্রকার চেষ্টা
করেন না ॥ ৬৩ ॥

শেষ,—পূর্ববর্তী ৪৬ সংখ্যক শ্লোকের তথ্য দ্রষ্টব্য ; বই,
—বিনা, ব্যতীত ; গতি,—উদ্ধার বা নিস্তারের উপায়,
আশ্রয় ; সর্গজীবের উদ্ধার,—পূর্ববর্তী ১৪শ, ১৮শ ও ২১শ
সংখ্যার তথ্যে ভা ৫২৬৮ শ্লোকের পূর্বোক্ত ও ভা ৬১৬৪৪
শ্লোক প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ॥ ৬৪ ॥

৬৫-৬৬ সংখ্যায়—পূর্ববর্তী ৫৬ শ্লোকের পঞ্চাশদ্বাদশ ;
পূর্ববর্তী ১৫শ সংখ্যার তথ্যে ভা ৫১৭২১, ৫২৫২২ ও ৬১৬৭
৪৮ শ্লোকের শেষোক্ত দ্রষ্টব্য । 'বিন্দু' যেন,—সর্বপ বা
'সিদ্ধার্থ'-ভূগা ; অনন্তবিক্রম,—পূর্ববর্তী ৫৬ সংখ্যক মূল-
শ্লোকে “আনন্ত্যাদবিমিতবিক্রমন্ত”-পদ দ্রষ্টব্য ।

বিরুতি । ভগবান্ শ্রীশেষের সহস্রফণা ; তন্মধ্যে
একটীমাত্র ফণায় বিন্দু(সর্বপ-সদৃশ স-গিরিসাগরা অনন্ত
পৃথিবী অবস্থিতা ; উহার গুরুভার অহুভব করা দূরে
থাকুক, স্বীয় শিরোদেশে উহা আদৌ বর্তমান কি না,

গৌর-জননী শ্রীশচীদেবীর পরিচয়—

তান পত্নী শচী নাম—মহাপতিব্রতা ।

দ্বিতীয়-দেবকী যেন সেই জগন্নাথ ॥ ৯৩ ॥

শচী-জগন্নাথ-নন্দন শ্রীগৌর নারায়ণ—

তান গর্ভে অবতীর্ণ হৈলা নারায়ণ ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম সংসার-ভুষণ ॥ ৯৪ ॥

তাহাই অনন্ত-পরাক্রমশ লী শ্রীঅনন্তদেবের অমৃতবের বিষয় হয় না ॥ ৬৬ ॥

বিবৃতি। ভূধারী ভগবান্ শ্রীশেষ বা অনন্তদেব নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণের যশঃ স্বীয় সহস্র-মুখে গান করিতেছেন ; পূর্ববর্তী ১২ ও ১৩ সংখ্যার তথা দ্রষ্টব্য ॥ ৬৭ ॥

শ্রীশেষের,—শ্রীকৃষ্ণের যশঃ বা গুণের; জগৎজ—পরাজয় ; কার,—কারার ও অর্থাৎ শ্রীশেষের কিংবা শ্রীকৃষ্ণের ; দোহে—দুইজনই অর্থাৎ বাগ্মকুলশিরোমণি শ্রীঅনন্তদেব ও শ্রীকৃষ্ণ, উভয়েই ॥ ৬৮ ॥

রাম-গোপালে—অর্থাৎ স্বয়ংকপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার বৈভবপ্রকাশ শ্রীবলরামের বা শ্রীঅনন্তদেবের মধ্যে ; বাদ লাগিয়াছে,—অর্থাৎ সেবা-শ্রীবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ অমুক্ষণ নব-নব-ভাবে বর্ধমান স্বীয় গুণমাদুর্গা-দ্বারা এবং সেবকবিগ্রহ শ্রীঅনন্ত স্বীয় সহস্রমুখে সহস্রভাবে উপাস্ত শ্রীকৃষ্ণের গুণকীর্তন-দ্বারা, স্ব-স্ব-উৎকর্ষপ্রদর্শনার্থ পরস্পরের মধ্যে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করিয়াছেন ।

সিদ্ধ,—দেবযোনিবিশেষ ; মুনীশ্বর,—মুনীন্দ্র, মহর্ষি ॥ ৭০ ॥

লাগ,—‘নাগাল’, ‘নজদিগ্’, নিকটবর্তী ।

বিবৃতি। যদিও নব-নব-ভাবে অমুক্ষণ বর্ধমান কৃষ্ণ-যশঃসিদ্ধ—মুহুর্তর অর্থাৎ অপার, তথাপি সেই সিদ্ধ উত্তীর্ণ হইবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ কীর্তন করিয়া কৃষ্ণগুণরাশির অন্ত পাইবার জন্ত শ্রীবলরাম বা অনন্তদেব দ্রুতবেগে (প্রবলভাবে) গমন (কীর্তনচেষ্টা প্রদর্শন) করেন । এখানে ‘সিদ্ধ’-শব্দে কৃষ্ণযশঃসমৃদ্ধ ; শ্রীঅনন্তদেব স্বীয় সহস্র-মুখে গান করিয়া অপার কৃষ্ণযশঃসমুদ্রের তীরে উপনীত হইবেন অর্থাৎ শেষ-সীমা প্রাপ্ত হইবেন, মনে করেন ; কি—অসীম অপার কৃষ্ণ-গুণসিদ্ধির কুল বা তটভূমি অর্থাৎ সীমা-রেখা ক্রমশঃ সূদূরবর্তী হইতে থাকে, সেইজন্ত শ্রীঅনন্তদেবও পুনরায় বক্রিতোৎসাহ-ভরে শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত যশোমাদুর্গা স্বীয় সহস্রবদনে কীর্তন করিতে থাকেন ॥ ৭১ ॥

স্বীয় শিষ্য শ্রীনারদের নিকট শ্রীব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের

লীলাবতারসমূহ বর্ণন করিবার পর শ্রীবিষ্ণুর প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত, উভয়বিধ বিভূতিসমূহের অপরিমেয় কীর্তন করিতেছেন,—

অন্বয়। পুরষস্ত (পরম-পুরুষস্ত স্বয়ং ভগবতঃ) মায়া-বলস্ত (যং মায়াশক্তেঃ বলং তস্ত অপি) অস্তং (পারম্) অহং ন বিদামি (ন বেদামি, কিন্তু তস্ত চিহ্নক্তেঃ ইতি ভাবঃ, তথা) তে অগ্রজাঃ অমী মুনয়ঃ চ (সনকাদয়ঃ চ ন বিদস্তি), দশ-শতাননঃ (দশ-শতানি আননানি যন্ত, সং: সহস্রবদনঃ) আদিদেবঃ (আদিপুরুষঃ) শেষঃ (শ্রীঅনন্তঃ) অস্ত (পুরুষো-ত্তমস্ত) গুণান্ (অপ্রাকৃতানি মায়াভাবানি) গায়ন্ (উচ্চৈঃ কীর্তয়ন্) অধুনা (সাম্প্রতম্) অপি পারম্ (অস্তং) ন সম-বশতি (ন প্রাপ্নোতি, পরং তু) যে (জনাঃ অবরে (প্রাকৃতাঃ মায়াবদ্ধাঃ, তে) কৃতঃ (কথং তং বিদস্তি) ৭২ ॥

অনুবাদ। (হে নারদ,) আমি স্বয়ং ব্রহ্মা এবং তোমার অগ্রজ এই সনকাদি-মুনিগণও সেই পরম-পুরুষ স্বয়ং ভগবানের চিহ্নক্তিবলের দূরে থাকুক, মায়াশক্তিবলেরই অস্ত জ্ঞানি না ; এমন কি, আদিদেব সহস্রবদন শ্রীঅনন্তদেবও তাঁহার অপ্রাকৃত গুণাবলী গান করিয়া অত্যাধি সীমা প্রাপ্ত হইন নাই, সুতরাং প্রাকৃত-জীবগণ আর কিরূপে উহা জ্ঞানিতে পারিবে ? ৭২ ॥

তথ্য। এখানে ভগবানের প্রাকৃত ও অপ্রাকৃতরূপ উভয়বিধ বীর্ণ্যসমূহের অনন্ত কীর্তন করিতেছেন—(শ্রীজীব-পাদকৃত ‘ক্রমসন্দর্ভ’-টীকা) ॥ ৭২ ॥

এই সংখ্যা—পূর্ববর্তী মূল ৫৭ সংখ্যক শ্লোকের শেষাঙ্কের পঞ্চানুবাদ । পালন-নিমিত্ত,—(মূলে পূর্ববর্তী ৫৭শ সংখ্যক শ্লোকে) ‘স্তিতয়ে’ ; রসাতলে,—(ভা ৫১২৪১৭ শ্লোকে) ‘অতল, বিতল, স্ততল, তলাতল, মহাতল, রসাতল ও পাতাল—এই সপ্ত ভূ-বিবর বা অধোদেশের অন্ততম ।

এখানে (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা-মতে—) ‘ভূমির, (পৃথিবীর) মূলদেশ’, অথবা (ভা ৫১২৫১১ শ্লোক-টীকা-মতে—) ‘পাতালের মূলদেশ’ শ্রীঅনন্তদেবের অধিষ্ঠান ; মহাশক্তিধর,

আদিখণ্ডে নীলা-সূত্র-নিষ্ঠান—

(১) প্রভুর জন্মলীলা,—জন্ম-মাস ও জন্ম-তিথি—

আদিখণ্ডে, কাস্তন-পূর্ণিমা শুভদিনে।

অবতীর্ণ হৈলা প্রভু নিশায় গ্রহণে ॥ ৯৫ ॥

—(মূলে পূর্ববর্তী ৫৭শ সংখ্যক শ্লোকে) ‘হরস্ববীর্ঘোক্ষ-
গুণাভাবঃ’; নিজ-কুতূহলে,—(মূলে ৫৭শ সংখ্যক শ্লোকে)
‘আত্মতত্ত্বঃ’ ॥ ৭৩ ॥

‘কুতূহল’—শ্রীদেবধির নিত্যসঙ্গিনী বীণা; মতাস্তরে,
উহার নাম—‘কচ্ছপী’; পূর্ববর্তী ৫২ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৭৪

অনন্তপ্রভাব—শ্রীঅনন্তদেবের মহাপ্রভাব, এইজন্তই
তৎসেবকপ্রবর গ্রন্থকার তাঁহাকে পূর্ববর্তী ১৬শ সংখ্যায়
‘মহাপ্রভু’, এবং ৭৩ সংখ্যায় ‘প্রভু’প্রভৃতি ঐশ্বর্যমহিমা-
দ্রোতক ভূষণে ভূষিত করিয়াছেন। (বিক্ষৃ-পুঃ ৪ অঃ
১ অঃ ২৬-৩৩ শ্লোকে রৈবতকের প্রতি ব্রক্ষার উক্তি দ্রষ্টব্য)।

অমুরাগ,—নিরন্তর সেবাযুক্ত আদর ॥ ৭৬ ॥

সংসার—সাগর-সদৃশ; তাহাতে ডুবিয়া গেলে জীবের
সর্বনাশ হয়। সংসার-সমুদ্র উত্তীর্ণ হইয়া ভগবানের সেবায়
অতল-জলধিতে নিমজ্জিত হইলেই নিত্য পরমানন্দের উদয়
হয়। গীতার সেবা-সমুদ্রে নিমজ্জিত হইবার অভিশাপ হয়,
তাঁহার নিত্যানন্দ-পদ আশ্রয় করাই একান্ত প্রয়োজনীয় ॥ ৭৭ ॥

বিবৃতি। সংসারের অন্তর্গত জীবগণ—নবর ইন্দ্রিয়-
তর্পণে ব্যস্ত। তাঁহারা স্ব-স্ব-অক্ষজ্ঞানে ভোগ্যবস্তুগুলি
মাপিয়া লইয়া থাকে। পরিদৃশ্যমান জগতে ভোগবুদ্ধিরহিত
হইলে জীবগণ ভগবৎ-প্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দাভিন্ন শ্রীগুরুদেবের
শ্রীপাদপদ্ম আশ্রয় করিয়া বৈকুণ্ঠবস্তুর সন্ধান লাভ করেন।

শ্রীনিত্যানন্দ বিগ্রহ—তাঁহার সেবা-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
হইতে অভিন্ন আশ্রয়-ভাবময় বিষয়বিগ্রহ অর্থাৎ স্বয়ংরূপ
ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের প্রিয়তম সেবক। মুক্তপুরুষগণের
নির্মল আত্মার একমাত্র বৃত্তিই ‘শুদ্ধভক্তি’। অতীতকৃত ও
অবাবহিতভাবে শ্রীগৌরকৃষ্ণ-সেবায় উন্মুখ শ্রীগুরুদাসেরই
ভক্তিরসামৃত-সিদ্ধিতে সম্ভরণযোগ্যতা-লাভ হয়। (ধেঃ উঃ ৬২৩
—) “যস্ত দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরো। তন্ত্রিতে
কথিতা স্বর্থা প্রকাশস্তে মহাশ্রয়ঃ ॥”

পরমহংসকুলচূড়ামণি শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরমহাশয় তৎকৃত

হরিনাম-পুরাণের ‘সকীর্তনপ্রবর্তক’ প্রভুর অবতরণ—

হরিনাম-মঙ্গল উঠিল চতুর্দিকে।

জন্মিলা ঈশ্বর সকীর্তন করি আগে ॥ ৯৬ ॥

‘প্রার্থনা’-গ্রন্থে বলেন,—“নিতাই-পদকমল, কোটিচন্দ্র-
সুশীতল, যে ছায়ায় জগৎ জুড়ায়। হেন নিতাই বিনে ভাই,
রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, দৃঢ় করি ধর নিতাইর পায় ॥” ৭৮ ॥

বৈষ্ণব অর্থাৎ বিষ্ণুদাসগণের প্রভু যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের
মূল-অংশই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব। গ্রন্থকার সেই প্রভুকে
সেবা করিবার অভিলাষে তাঁহার নিত্যদাস বৈষ্ণবগণের চরণে
স্বীয় অতীষ্ট প্রার্থনা জানাইতেছেন। বৈষ্ণব—নিত্য, মুক্ত এবং
জীবের নিত্য-পূজ্যবস্তু; তাঁহার নিকটেই যে সাধকের স্বীয়
উপাশ্রের উপাসনার নিমিত্ত নিত্য অতীষ্ট প্রার্থনা-জ্ঞাপন
বিধেয়,—ইহা বৈষ্ণবাচরণ-গ্রন্থকার স্বয়ং আচরণ করিয়া
কপট-দৈন্ত্যশ্রিত, অহঙ্কার-বিমুক্ত, দীন, দান্তিক জীবকে শুদ্ধ-
ভক্তির অবিচ্ছেদ্য-অঙ্গরূপে বৈষ্ণবসমীপে দৈন্ত্যজ্ঞাপনাচরণ
শিক্ষা দিতেছেন ॥ ৭৮ ॥

‘বিজ’, ‘বিপ্র’ ও ‘ব্রাহ্মণ’ প্রভৃতি শব্দ—যেমন সম-
পর্যায়ভুক্ত, সেইরূপ ‘অনন্ত’, ‘বলদেব’ ও ‘নিত্যানন্দ’ ও একই
বিগ্রহের অভিন্ন শ্রীনাম ॥ ৭৯ ॥

গ্রন্থকার আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর ‘শেষভূতা’
বদিয়া বর্ণন করিয়াছেন, অর্থাৎ তাঁহার অগ্রগ্রহপ্রাপ্তির পরে
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আর কাহাকেও ‘শিষ্য’-রূপে গ্রহণ করেন
নাই। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও তাঁহার হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া
শ্রীচৈতন্যচরিত্র বর্ণন করিবার জন্ত আদেশ করিয়াছিলেন।
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বিশেষণে ‘অন্তর্গামী’-শব্দের প্রয়োগ দ্বারা
প্রভুর অপ্রকট-কালেই যে গ্রন্থকারের হৃদয়ে গ্রন্থরচনার
আদেশ স্ফুর্তিপ্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহা স্মৃতি হইতেছে ॥ ৮০ ॥

পূর্ববর্তী ১৩-১৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮১ ॥

পুণ্যশ্রবণ চরিত,—(ভা ১।২।১৭ শ্লোকে ‘পুণ্যশ্রবণ-
কীর্তনঃ’ অর্থাৎ ধাঁহার নাম ও চরিতের শ্রবণ ও কীর্তন—
পরম-পাবন।

শ্রীমদ্রূপপ্রভুর প্রকটকাপী ভক্তগণের শ্রীমুখেই তদীয়
লীলাকথা গ্রন্থকার যে-যে-ভাবে শ্রবণ করিয়াছেন, তাঁহাই

(২) পিতামাতাকে গুপ্তবাস-প্রদর্শন—

আদিখণ্ডে, শিশুরূপে অনেক প্রকাশ।

পিতা-মাতা-প্রতি দেখাইলা গুপ্তবাস ॥ ৯৭ ॥

চৈতন্যভাগবত-রচনার উপকরণ বা উপাদানরূপে স্বীকার করিয়াছেন; এতদ্বারা গ্রন্থকারকর্তৃক বৈষ্ণবাহুগতোই স্বপ্ন-ভাবে শ্রোতৃপন্থার আদর প্রদর্শিত হইতেছে ॥ ৮৪ ॥

যেন-মত, তেন-মত,—যেমন, তেমন ॥ ৮৫ ॥

পুস্তলিকা যেমন স্বয়ং স্বতন্ত্রভাবে নৃত্য করিতে অসমর্থ এবং ঐক্সজালিকগণ যেমন সেই পুস্তলিকাকে যথেষ্টভাবে নৃত্য ও পরিচালন করায়, কিন্তু নৃত্যের কারণ অদৃশ্য থাকে, তদ্রূপ পরম-রূপাময় স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র ও আমাকে তন্নামগুণ-কীর্তনকারিরূপে নর্তক করিয়া তুলিয়া যথেষ্টভাবে স্বীয় সেবার নিমিত্ত পরিচালন করিতেছেন, আমি—স্বতন্ত্রভাবে তন্নামগুণকীর্তনরূপ ‘নৃত্যাদি-কাণ্ডে’ অসমর্থ। শ্রীমৎ কবিরাজ-গোস্বামিপ্রেভূ বলেন,—(চৈঃ ৮ঃ আদি ৮।৩৯ সংখ্যায়) “রুদ্দাবনদাস-মুখে বক্তা—শ্রীচৈতন্য” ॥ ৮৬ ॥

এই পঞ্চটি বৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকার অতি-দৈন্ত্যভরে এই গ্রন্থের বহুস্থানে লিখিয়া গিয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

গ্রন্থের খণ্ডত্রয়ের আদিখণ্ডে—মহাপ্রভুর ‘বিজ্ঞা-বিলাস’, মধ্যখণ্ডে—‘কীর্তনবিলাস’ এবং শেষখণ্ডে—পুরুষোত্তমে যতি-বেশে অবস্থান-লীলা বর্ণিত হইয়াছেন; তন্মধ্যে শ্রীগৌর-সুন্দরের গৃহস্থলীলায় শ্রীগৌড়দেশবাসীকে কৃষ্ণকীর্তনোপদেশ-প্রদান এবং সন্ন্যাসলীলায় উৎকলে শ্রীপুরুষোত্তমে অবস্থান-পূর্বক স্বীয় ভক্তগণের পালন শ্রনা যায়। যেকালে তিনি গৌড়দেশে ভক্তিস্বর্ণ-প্রচার করিতেছিলেন, তৎকালে তাঁহার সাহায্যকারিরূপে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীহরিদাস-ঠাকুর এবং অন্ত্যস্ত শুদ্ধভক্তগণ প্রচারকাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন। নীলাচলে অবস্থান-কালে শ্রীমন্নহাপ্রভু গৌড় প্রচারকাণ্ডের নিমিত্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকেই প্রধান প্রচারকরূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। নীলাচলে অবস্থিত গৌড়ীয়ভক্তগণ শ্রীদামোদর-স্বরূপ-গোস্বামি-প্রভুর অমুগত ছিলেন, আর গৌড়দেশবাসী ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অধিকারে থাকিয়াই নিরন্তর হরিভজন করিতেন। শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে শ্রীমন্নহাপ্রভু স্বয়ং প্রচারকগণের অগ্রণী হইয়াছিলেন, আর শ্রীগৌড়মণ্ডলে

(৩) পিতামাতাকে মহাপুরুষ চিহ্ন-প্রদর্শন—

আদিখণ্ডে, ধ্বজ-বজ্র-অঙ্কুশ-পতাকা।

গৃহ-মাঝে অপূর্ব দেখিলা পিতা-মাতা ॥ ৯৮ ॥

তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রধান প্রচারকপদে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু দ্বাদশজন প্রধানভক্ত লইয়া গৌড়দেশের সর্বত্র প্রচার-কাণ্ডে নিযুক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-মণ্ডলে প্রধান-সেনাপতি শ্রীরূপ-সনাতন-গোস্বামিপ্রেভুষয় পশ্চিমদেশের প্রচার-ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ॥ ৯০-৯১ ॥

তত্ত্ববর্ণনে গ্রন্থকার মহাপ্রভুর পিতা-মাতাকে ‘বহুদেব’ ও ‘দেবকী’ এবং প্রভুকে ‘নারায়ণ’ বলিয়াই অভিহিত করিয়াছেন। ঐশ্বর্য বা তত্ত্ববর্ণনে এইরূপ নির্দেশ দোষা-বহু নহে; মাধুর্য্যাবস্থানের কথা অ-তাত্ত্বিক জগতে বিচারিত হইলে উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয় না। গৃহে অবস্থানকালে শ্রীমন্নহা-প্রভুর ‘নিমাই’, ‘বিশ্বম্ভর’ প্রভৃতি নাম ছিল; সন্ন্যাস-গ্রহণের পর তাঁহার নাম ‘কৃষ্ণচৈতন্য’ হইয়াছিল। বিশ্ব-বাসীকে সেই কৃষ্ণনামে অমুপ্রাণিত করিয়া প্রভু তাঁহার ‘কৃষ্ণ-চৈতন্য’-নামের সার্থকতা প্রদর্শন করেন। আশ্রম-বিচারে সর্বশ্রেষ্ঠ চতুর্থ আশ্রমই ‘সন্ন্যাস’; তজ্জন্ত যতি-নামই এই সংসারের অলঙ্কার-স্বরূপ ॥ ৯৪ ॥

শ্রীমন্নহাপ্রভু ১৪০৭ শকাব্দার ফাল্গুন-পূর্ণিমা-তিথিতে সন্ন্যাস চন্দ্রগ্রহণকালে আবির্ভূত হন ॥ ৯৫ ॥

চন্দ্রের উপরাগকে ‘শুদ্ধকর্ণ’ বলিয়া বিবেচনা করিয়া জগতের লোকসকল উচ্চ-হরিসঙ্গীতনে নিযুক্ত ছিলেন। ঐরূপ সঙ্গীতনমুখেই স্বয়ংভগবানের আবির্ভাব হইয়াছিল ॥ ৯৬ ॥

প্রাকৃত-জগতে ভগবানের অবস্থিতি—এ ধামাদি—অপ্রকাশিত। পিতামাতার দিব্যজ্ঞান উদয় করাইয়া ভগবান্ স্বীয় অপ্রকাশিত বাসভূমি প্রদর্শন করিলেন ॥ ৯৭ ॥

মহাপুরুষ-লক্ষণে ধ্বজ, বজ্র, অঙ্কুশ ও পতাকা প্রভৃতি চিহ্নসমূহ সামুদ্রিক শাস্ত্রে কথিত আছে। শ্রীভগবানের পাদ-পদ্মে ঐসকল চিহ্ন—নিত্য-প্রকাশিত। প্রভু গৃহের অভ্যন্তরে যে-সকল স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন, সেইসকল স্থানে ধ্বজবজ্রাদি চিহ্ন থাকায়, শ্রীশচীদেবী ঐগুলি দর্শন করিলেন ॥ ৯৮ ॥

ভগবজ্জয়দিন, একাদশী এবং কতিপয় দ্বাদশীকে ‘শ্রীহরিবাসর’ বলে। ঐ হরিবাসর-দিবসে শ্রীহরির সেবকগণ

(৪) চোরকে প্রতারণা ও ছলনা—

আদিখণ্ডে, প্রভুরে হরিয়াছিল চোরে ।

চোরে ভাণ্ডাইয়া প্রভু আইলেন ঘরে ॥ ১৯ ॥

(৫) একাদশীতিথিতে হিরণ্য-জগদীশ-গৃহে বিষ্ণুদৈবেশ-ভোজন—

আদিখণ্ডে, জগদীশ-হিরণ্যের ঘরে ।

নৈবেদ্য খাইলা প্রভু ত্রীহরি-বাসরে ॥ ১০০ ॥

(৬) ক্রন্দন-ছলে সকলকে হরিকীৰ্ত্তনে নিয়োগ—

আদিখণ্ডে, শিশু-ছলে করিয়া ক্রন্দন ।

বোলাইলা সর্বমুখে ত্রীহরিকীৰ্ত্তন ॥ ১০১ ॥

(৭) মাতাকে জড়ীয় ভদ্রাতন্ত্র-বিচার ও অবয়বজ্ঞানতত্ত্ব-বর্ণন—

আদিখণ্ডে, লোকবর্জ্য হাণ্ডির আসনে ।

বসিয়া মায়েরে তত্ত্ব কহিলা আপনে ॥ ১০২ ॥

(৮) সঙ্গী শিশুগণ-সহ চাকলা-প্রদর্শন—

আদিখণ্ডে, গৌরাজের চাকলা অপার ।

শিশুগণ-সঙ্গে যেন গোকুল-বিহার ॥ ১০৩ ॥

কল কর্ম হইতে বিরত হইয়া উপবাসাদি মুখে হরিসেবা-
ত অমুষ্ঠান করেন । কিন্তু নাকান্তগবান্ বলিয়া প্রভু এবার
দুবকগণেরই পালনীয় ত্রীহরিবাসরে উপবাসাদি-লীলা
প্রদর্শন না করিয়া স্বীয় উদ্দেশ্যে প্রদত্ত নৈবেদ্যাদি গ্রহণ
করিলেন ॥ ১০০ ॥

অভাব ও যন্ত্রণা-বশে ক্রন্দন করাই বালকের স্বভাব ।
রূপ ক্রন্দন শুরু করিবার জন্ত বালককে নানাভাবে
লাইবার প্রথা সচরাচর দেখা যায় । তদনুসরণে মাতৃ-
পানীয়া স্রোতগণও ত্রীগৌরহরিকে ভুলাইবার জন্ত হরিনাম-
কীৰ্ত্তন প্রবণ করাইতেন । গৌরহরি তাঁহাদের মুখ হইতে
নজ-প্রচার্য যুগধর্ম হরিনাম আদায় করিয়া স্বীয় ক্রন্দন
ব্যয়োগ করিতেন ॥ ১০১ ॥

লোকাচার-মতে অন্তর্নিহিত-জ্ঞানে পাককার্যে ব্যবহৃত মৃৎ-
সমূহ ফেলিয়া দেওয়া হয় । ঐ তাক্ত মৃৎপাত্রের স্থান-
ল-ভাগতিক শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারে অপবিত্র বলিয়া নির্দিষ্ট ।
ই সমদর্শন-লীলা প্রদর্শন করিবার জন্য শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার
দিয়া সেই অপবিত্র স্থানকেও ‘পবিত্র’ বলিয়া জানাই-
ল । শচী-মাতা এরূপ লীলার প্রকৃত তথ্য অবগত হইবার
প্রকাশ করার, প্রভু তাঁহাকে তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন ।

(৯) অল্প অধ্যয়নেই অধ্যাপকোচিত-সম্মানলাভ—

আদিখণ্ডে, করিলেন আরম্ভ পড়িতে ।

অল্পে অধ্যাপক হৈলা সকল-শাস্ত্রেতে ॥ ১০৪ ॥

(১০) পিতার অপ্রাকট্য ও অগ্রজের সম্মানগ্রহণ—

আদিখণ্ডে, জগন্নাথমিশ্র-পরলোক ।

বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস,—শচীর দুই শোক ॥ ১০৫ ॥

(১১) বিজ্ঞা বিলাস—

আদিখণ্ডে, বিজ্ঞা-বিলাসের মহারম্ভ ।

পাষণ্ডী দেখয়ে যেন মুগ্ধিমন্ত দম্ভ ॥ ১০৬ ॥

(১২) সতীর্থগণ-সহ গঙ্গায় জলক্রীড়া—

আদিখণ্ডে, সকল পড়ুয়াগণ মেলি’ ।

জাহ্নবীর তরঙ্গে নির্ভয় জলকেলি ॥ ১০৭ ॥

(১৩) সর্বশাস্ত্রে অজ্ঞেয়ত্ব—

আদিখণ্ডে, গৌরাজের সর্বশাস্ত্রে জয় ।

ত্রিভুবনে হেন নাহি যে সম্মুখ হয় ॥ ১০৮ ॥

জগতে জড়বিষয়-স্বাক্ষরী উচ্চাচ-ভাব ও লৌকিক-বিচার
তত্ত্বজ্ঞান-পুষ্টি নহে । স্বরূপে সর্বজ্ঞ যে সমদর্শনই বিধেয়,—
এই তত্ত্ব প্রভু স্বীয় জননীকে জ্ঞাপন করিলেন ॥ ১০২ ॥

কৃষ্ণলীলায় গোপবালকগণের সহিত কৃষ্ণ যেরূপ নানা-
বিধ ক্রীড়া-চাকলা দেখাইয়াছিলেন, নবদ্বীপ-লীলাতেও প্রভু
বিপ্রবালকগণের সহিত তক্রূপ শিশুচিত নানাবিধ ছন্দ, ক্রীড়া
ও চাকলা দেখাইলেন ॥ ১০৩ ॥

পাঠ্যাবস্থায় শাস্ত্রপাঠ আরম্ভ করিয়া সর্বশাস্ত্রে সামান্য-
অধ্যয়ন-কলেই প্রভু ‘বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক’ হইয়া পড়িলেন ।
প্রভুর ঐ অশৌকিক প্রতিভা বহু অধ্যয়নের ফল নহে ;
সামান্য-পাঠের লীলা দেখাইয়াই তিনি সকল-বিজ্ঞায় স্বীয়
পারদর্শিতা দেখাইলেন ॥ ১০৪ ॥

শচীমাতার দুইটি শোকের কারণ উপস্থিত হইল ; একটি
— প্রভুর পিতৃবিয়োগে স্বীয় পতি-বিরহ, অপরটি—প্রভুর
অগ্রজের সন্ন্যাস-তত্ত্ব প্রাণাদিক পুত্র-বিরহ ॥ ১০৫ ॥

পাণ্ডিত্য প্রদর্শন-পূরক মূললোককে নিখ্যাতন করার
প্রভুকে ‘মুগ্ধমান্ দম্ভ’ বলিয়া পাষণ্ডিগণ অবলোকন করিত ।
প্রভুর গুণগ্রাহি-জনগণ তাঁহার বিজ্ঞা-বিলাস-দর্শনে পরমানন্দ
লাভ করিলেন, আর মৎসর প্রতীপ-সম্প্রদায় তাঁহাতে

(১৪) পূর্ববঙ্গে শুভবিজয়—

আদিখণ্ডে, বঙ্গদেশে প্রভুর গমন ।

প্রাচ্যভূমি তীর্থ হৈল পাই' শ্রীচরণ ॥ ১০৯ ॥

(১৫) শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়ার অন্তর্ধান ও ত্রিবিষ্ণুপ্রিয়ার পাণিগ্রহণ—

আদিখণ্ডে, পূর্ব-পরিগ্রহের বিজয় ।

শেষে, রাজ-পণ্ডিতের কণ্ঠা পরিণয় ॥ ১১০ ॥

(১৬) বায়ুরোগ-ছলে প্রেমবিকার-প্রদর্শন—

আদিখণ্ডে, বায়ু-দেহমান্দ্য করি' ছল ।

প্রকাশিলা প্রেম-ভক্তি-বিকার-সকল ॥ ১১১ ॥

(১৭) ভক্তগণে শক্তিসঞ্চার ও বিহার—

আদিখণ্ডে, সকল ভক্তেরে শক্তি দিয়া ।

আপনে ভ্রমেন মহা-পণ্ডিত হঞা ॥ ১১২ ॥

(১৮) প্রভুর সুখে শচীমাতার সুখ—

আদিখণ্ডে, দিব্য-পরিধান, দিব্য-সুখ ।

আনন্দে ভাসেন শচী দেখি' চন্দ্রমুখ ॥ ১১৩ ॥

(১৯) দ্বিধিজয়ী কেশবকাশ্মীরীর পরাজয় ও মুক্তি—

আদিখণ্ডে, গৌরাজের দ্বিধিজয়ী-জয় ।

শেষে করিলেন তাঁর সর্ববন্ধক্ষয় ॥ ১১৪ ॥

(২০) ভক্তগণ-সমীপে প্রভুর লীলা—

আদিখণ্ডে, সকল-ভক্তেরে মোহ দিয়া ।

সেইখানে বুলে প্রভু সবারে ভাণিয়া ॥ ১১৫ ॥

(২১) গয়ায় গমন ও গুরুদেবে বরণ-পূর্বক

ঈশ্বরপূরীপাদকে কৃপা—

আদিখণ্ডে, গয়া গেলা বিশ্বস্তর-রায় ।

ঈশ্বরপূরীতে কৃপা করিলা যথায় ॥ ১১৬ ॥

দোষারোপণ-পূর্বক তাঁহাকে 'দাস্তিক'-নামে অভিহিত করিয়া
ভয়ে কম্পিত হইত ॥ ১০৬ ॥

জলকেলি-শব্দে জলে সন্তরণ ও জলনিষ্ফেপাদি লীলা ॥ ১০৭ ॥

সকলশাস্ত্রের পণ্ডিতগণকে স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় দমন
করিয়া প্রভু স্বয়ং জয় লাভ করিয়াছিলেন । স্বর্গের দেব-
গুরু, মর্ত্যলোকের পণ্ডিত ও সর্বলোকে অনাদৃত নিন্দ্য
অধোলোকবাসী পণ্ডিতসম্মতগণের মধ্যে কেহই তাঁহার সহিত
শাস্ত্রবিষয়ক বিচার করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ১০৮ ॥

পূর্ববঙ্গের কতিপয় স্থান অত্যাশি 'পাণ্ডববর্জিত' শোচ্য-
স্থান বলিয়া কথিত ; যেহেতু, তথায় পুণ্যসিলা ভাগীর্থী
প্রবহমানা নাই । শ্রীগৌরসুন্দর পূর্ববঙ্গ-ভ্রমণোপলক্ষে সেই-
সকল শোচ্যভূমিকে স্বীয় পুত-পদাঙ্কনে পবিত্রীভূত করিয়া
তীর্থরূপে পরিণত করিলেন ॥ ১০৯ ॥

পূর্ব-পরিগ্রহ অর্থাৎ প্রভুর প্রথম পরিণীতা লক্ষ্মীপ্রিয়া-
দেবী ; তাঁহার বিজয় অর্থাৎ প্রেম-সংরক্ষণ ও স্বধামযাত্রা ;
প্রভুর দ্বিতীয়বার রাজ-পণ্ডিত সন্যাস-প্রশ্রের কণ্ঠা ত্রিবিষ্ণু-
প্রিয়া-দেবীর পাণিগ্রহণ ॥ ১১০ ॥

বায়ুরোগগ্রস্ত-ছলনায় প্রেমভক্তির বৈচিত্র্য প্রদর্শনরূপ
বিকার প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১১১ ॥

অমৃত-জনগণে শক্তিসঞ্চার করিয়া স্বয়ং বিছাশুলীন-
মুখে ভ্রমণ করেন ॥ ১১২ ॥

দিব্য পরিধান,—সুন্দর বসন ; দিব্য সুখ,—অলৌকিক
অপার আনন্দ ; চন্দ্রমুখ,—উজ্জ্বল আলোকময় স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল ॥

কাশ্মীর-দেশীয় দ্বিধিজয়ী 'কেশবাচার্য'-নামক পণ্ডিতের
গর্ভে নাশ করিয়া তাঁহাকে পরাজয় করেন । শ্রীগৌরসুন্দর
কেশবের জড়বিচার মাহাত্ম্য অপসারিত করিয়া তাঁহাকে
অপ্রাকৃত কৃষ্ণ-তত্ত্ব শিক্ষা দিলেন । কেশব বিবিধ-ছন্দে
অবলীলাক্রমে অনর্গল শ্লোক রচনা ও আবৃত্তি করিতে
পারিতেন । গঙ্গার বর্ণনে তিনি যে-সকল অভিনব শ্লোক
রচনা করিয়াছিলেন, প্রভু তাহা স্মরণপথে রাখিয়া পরিশেষে
পুনরাবৃত্তি করিয়া পণ্ডিতের বিশ্বাস উৎপাদন এবং সেই
শ্লোকের নানাবিধ আলঙ্কারিক দোষও প্রদর্শন করিলেন ।
প্রভুর নিকট কেশব শ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় মগ্ন হইলে
সেই-সিদ্ধান্ত সংগ্রহ করিবার সুযোগ পাইলেন । এ
কেশবই কিছুদিন পরে 'নিঃসঙ্গ-সম্প্রদায়ে' শ্রীনিবাসিত্য
চার্যের 'বেদান্তকোষ' রচনা-ভাণ্ডার অমুগমনে 'কৌণ্ডভপ্রভা'
নামী বিদ্বত-টীকা রচনা করেন । এই কেশবের প্রণী
'ক্রমদীপিক'-নামক স্মৃতিনিবন্ধ হইতেই 'শ্রীহরিভক্তিবিলাস'
নামক প্রণীত সিন্ধু বৈষ্ণবস্মৃতিগ্রন্থে বিবিধ শ্লোক ও বিধি উদ্ধৃত
হইয়াছে । শ্রীগৌরসুন্দরের অযাচিত-কৃপাই কেশবকে
বৈষ্ণব-প্রদীপ-রাজ্যে আচার্যের পদবী প্রদান করিয়াছেন । ইদানী
কেশবমুগত-ক্রমে অনতিদূর-সম্প্রদায় কেশবকে মহ

আদিলীলা-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যৎবাণী—
আদিখণ্ডে আছে কত অনন্ত বিলাস।
কিছু শেষে বর্ণিবেন মহামুনি ব্যাস ॥ ১১৭ ॥

গয়া-গমন পর্য্যন্ত ‘আদিখণ্ড’—
বাল্যলীলা-আদি করি’ যতেক প্রকাশ।
গয়া’র অবধি ‘আদিখণ্ড’র বিলাস ॥ ১১৮ ॥

অশ্বখণ্ডের লীলা-সূত্র-নিস্তান,—

(১) প্রভুর প্রকাশ, ভক্তগণের অবগতি—
মধ্যখণ্ডে, বিদিত হইলা গৌর-সিংহ।
চিনিলেন যত সব চরণের ভূজ ॥ ১১৯ ॥
(২) অশ্বত ও শ্রীবাস-গৃহে বিষ্ণুসিংহাসনে প্রকাশ—
মধ্যখণ্ডে, অষ্টৈতাদি শ্রীবাসের ঘরে।
ব্যক্ত হৈলা বসি’ বিষ্ণু-খট্টার উপরে ॥ ১২০ ॥

প্রভুর হরিভজনের পথপ্রদর্শকরূপে স্থাপন করিবার যে বৃথা
জন্মলা চেষ্টা প্রদর্শন করিয়াছেন না করিতেছেন, তাঁহা-
দিগকে ভাবি হুগতি ও অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্তই
ঠাকুর শ্রীহৃদ্যাবন-দাস এখানে লিখিলেন যে, “শেষে করি
লেন তাঁর সর্ববন্ধ ক্ষয়”।

‘ভক্তিরত্নাকরে’ কেশবের গুরুপরম্পরা প্রদর্শিত হইয়াছে।
বৈষ্ণব-মন্তব্যের ১ম সংখ্যায় ‘কেশব-কাশ্মিরী’-শব্দদ্রষ্টব্য ॥ ১১৪ ॥
প্রভুর বাল্যলীলায় নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ তাঁহাকে
‘স্বয়ংকৃষ্ণ’ বলিয়া জানিতে পারেন নাই। তিনি সকল
ভক্তের বিচারে মোহ উৎপাদন করিয়া স্বয়ং ভক্তিপথে
ওদাসীন্দ্র দেখাইয়াছিলেন। ‘সেইখানে’ অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপে;
‘বুলে’ অর্থাৎ তাদৃশ পরিচয়ে পরিচিত হইয়া লমণ বা
বিহার করেন ॥ ১১৫ ॥

প্রভু পিতৃপ্রমাণে গয়ায় শ্রাদ্ধ করিবার জন্ত তথায়
গিয়াছিলেন। সেই হরিপাদপদ্মাক্রিত গয়াভূমিতে শ্রীমদ্বা-
সম্প্রদায়ভুক্ত শ্রীমাদবেঙ্গপুত্রী-পানের প্রিয়শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বর-
রীকে গুরুদেবে বরণ করিয়া প্রভু অশেষ রূপা করিয়াছিলেন।

শ্রীঅষ্টৈতাচার্য্য-তনয় শ্রীগদাধরামুগ ঈশ্রুতানন্দপ্রভু
পতা-অষ্টৈতপ্রভুর প্রশ্নের উত্তরে বলেন,—“চৌদ্দভুবনের
কু চৈতন্ত-গোলাঞি। তাঁর গুরু—ঈশ্বরপুত্রী, কোন শাস্ত্রে
ই ॥” অনেকে নিস্কুদ্ভিতা করিয়া মূঢ়তাবশতঃ অক্ষজ
ভিত্তিক্সানে শ্রীঈশ্বর-পুত্রী শিষ্য বলিয়া গৌরহৃদয়কে
ভিহিত করেন; কিন্তু বৈষ্ণবরাজ ঠাকুর-শ্রীহৃদ্যাবন তাদৃশ
বাহ্য জনগণের বিপছকারণ হইয়া প্রভুর রূপাপাত্ররূপেই
ঈশ্বরপুত্রীকে এখানে নির্দেশ করিলেন ॥ ১১৬ ॥

ভগবানের অসংখ্য লীলাবিলাস মহামুনি শ্রীব্যাস বর্ণন
করিয়া থাকেন; গৌরহৃদয়ের যে-সকল লীলা এই গ্রন্থে

লিখিত হইয়াছে, তদ্ব্যতীত আরও কতিপয় লীলা বেদবিভাগ-
কর্ত্তা ব্যাসোপম জনগণ বর্ণন করিবেন। যাহারা ভগবান
গৌরহৃদয়ের লীলা বর্ণন করেন, তাঁহারাও ব্যাসপারম্পর্য্যে
ব্যাসাসনে উপবিষ্ট ভগবন্তীলা-লেখক ‘ব্যাস’। ইতর-মুনি-
গণ ভগবন্তীলা ব্যতীত অল্প কথা বর্ণন করেন; কিন্তু শ্রীব্যাস
ভগবানের কথা ব্যতীত ইতর-কথা বর্ণন না করায় তিনিই
মহামুনি; আর অপরাপর মুনিগণ নামে-মাত্র ‘মুনি’,—ব্যাসের
হায় ‘মহামুনি’ নহেন। “কৃষ্ণেতর কথা—‘বাগবেগ’ তার
নাম”; সেই বাক্যকে যিনি কৃষ্ণসেবার্থ দণ্ডিত করেন, তিনিই
যথার্থ ‘মুনি’।

‘বর্ণিবেন’,—এই ভবিষ্যৎপদপ্রয়োগে মহামুনি ব্যাসের
অনুগ ব্যাসগণের অধিষ্ঠানে অক্ষজ-জ্ঞানাবলম্বিগণের সন্দেহ
উপস্থিত হয় ॥ ১১৭ ॥

প্রভুর গয়াক্ষেত্রাভিযান ও তথ্য ভূতে পুনরায় প্রত্যা-
বর্ত্তন-পর্য্যন্ত লীলাকথাট ‘আদিখণ্ডে’ স্থান পাইয়াছে ॥ ১১৮ ॥

গৌরসিংহ,—“স্বাক্ষরপদে ব্যাধুগুণস্ববর্ষভরুজরাঃ। সিংহ
শাব্দুল-নাগাচ্ছাঃ পুংসি শ্রেষ্ঠার্থবাচকঃ ॥” (—পাণিনি
২।১।৫৬-টীকা)। “চৈতন্তসিংহের নবদ্বীপে অবতারণ। সিংহ-
গ্রীব, সিংহবীর্ঘ্য, সিংহের হকার ॥ (—চৈঃ চঃ আদি ৩য়
পঃ ৩০ সংখ্যা)।

ভগবানের চরণ সর্বদ্বাষ্ট কমলরূপে গৃহীত। পদকমল-
মধু-পানার্থ ভক্ত-হৃদয়কুল তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ১১৯ ॥

বিষ্ণু খট্টা,—বিষ্ণু যে খট্ট বা সিংহাসনে সংরক্ষিত ও
সম্পূজিত হন। ‘খট্ট’-শব্দে কাষ্ঠাদিনির্মিত চতুষ্পদী সিংহা-
সন; চলিত ভাষায় ‘খাট’। ব্যক্ত হৈলা,—শ্রীগৌরহৃদয়
স্বীয় নারায়ণ-লীলার অন্তর্গত নৈমিত্তিক অবতারণাবগীর
ঐশ্বর্য্য-লীলা প্রচার করিলেন ॥ ১২০ ॥

(৩) নিত্যানন্দ-মিলন, উভয়ের একত্র কৃষ্ণ-সকীর্তন —
মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-সঙ্গে দরশন ।

একঠাণ্ডে দুই ভাই করিল। কীর্তন ॥ ১২১ ॥

(৪) নিত্যানন্দের যড়ভূজ, (৫) অষ্টভেতের বিশ্বরূপ-দর্শন —
মধ্যখণ্ডে, 'যড়ভূজ' দেখিল। নিত্যানন্দ ।

মধ্যখণ্ডে, অষ্টভেত দেখিল। 'বিশ্বরূপ' ॥ ১২২ ॥

(৬) নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা, (৭) পাষণ্ডীর প্রভু-নিন্দা —
নিত্যানন্দ-ব্যাসপূজা কহি মধ্যখণ্ডে ।

যে প্রভুরে নিন্দা করে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে ॥ ১২৩ ॥

(৮) বলরামাবেশে মহাপ্রভু প্রকাশ ও নিত্যানন্দ-রাম সহ
তাহার অভেদ প্রদর্শন —

মধ্যখণ্ডে, হলধব হৈলা গৌরচন্দ্র ।

হস্তে হল মুখল দিলা নিত্যানন্দ ॥ ১২৪ ॥

দুই ভাই,—গৌর-নিত্যানন্দ অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম। এই দুই প্রভু এক পিতার ঔরস-প্রকটিত মহোদর ছিলেন না,—হার-ওঝার উপাখ্যায়ের পুত্রই নিত্যানন্দ, আর শ্রীজগন্নাথের তনয়ই গৌরসুন্দর। এখানে পরস্পর ভ্রাতৃস্বন্ধ—পারমার্থিক, শৌর্য নহে। গয়া হইতে প্রত্যাগত হইয়া প্রভুর নিত্যানন্দ-সহ শ্রীমায়াপুরেই থাকায় হয়। হার-ওঝার পুত্ররূপে নিত্যানন্দপ্রভু কি-নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন, তাহার উল্লেখ নাই। শ্রীনিত্যানন্দের 'স্বকপ'-নামটী—'তীর্থ'-উপাধিবিশিষ্ট জনৈক সন্ন্যাসীর অমুগত একচারীর উপাধি-মাত্র ॥ ১২১ ॥

যড়ভূজ,—শ্রীরামচন্দ্রের হস্তদ্বয়, শ্রীকৃষ্ণের হস্তদ্বয় ও শ্রীগৌরহরির হস্তদ্বয়,—এই ছয়টা হস্তবিশিষ্ট শ্রীগৌরমূর্তিই 'যড়ভূজ' নামে প্রসিদ্ধ। কাহারও মতে,—নৃসিংহের হস্তদ্বয়, রামের হস্তদ্বয় ও কৃষ্ণের হস্তদ্বয় মিলিত হইয়া যড়ভূজ। শ্রীগৌরসুন্দরের হস্তে দণ্ডকমণ্ডলু, শ্রীকৃষ্ণের হস্তে বংশী, শ্রীরামের হস্তে ধনুর্ধ্বাণ (বা শিখা ?) ত্রীকৈশোর মন্দিরগাত্রে অঙ্কিত আছে ।

বিশ্বরূপ,—গীতার একাদশ অধ্যায়কথিত 'বিশ্বকপ' ॥ ১২২ ॥

ত্রীবিম্ববিমুখজনগণ 'পাপিষ্ঠ'-সংজ্ঞায় কথিত, আর অণু-দৈবতার সহিত ত্রীবিম্বুতে সমবুদ্ধিবিশিষ্ট জনগণই 'পাষণ্ডী'। পাপিষ্ঠ ও পাষণ্ডিগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর তত্ত্ব অবগত না হইয়াই তাহার নিন্দা করে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং বিম্ব-

(৯) জগাই ও মাধাইর উদ্ধার—

মধ্যখণ্ডে, দুই অতি-পাতকী-মোচন ।

'জগাই'-মাধাই'-নাম বিখ্যাত ভুবন ॥ ১২৫ ॥

(১০) শচীমাতার ভ্রাতৃত্বের রূপ দর্শন—

মধ্যখণ্ডে, কৃষ্ণ-রাম—চৈতন্য-নিতাই ।

শ্যাম-শুক্ল-রূপ দেখিলেন শচী আই ॥ ১২৬ ॥

(১১) 'সাতপ্রহরিয়া'-মহাপ্রকাশ ও ভক্তগণের

পরিচয়-প্রদান—

মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যের মহা-পরকাশ ।

'সাতপ্রহরিয়া ভাব' ঐশ্বর্য-বিলাস ॥ ১২৭ ॥

সেই দিন অ-মায়ায় কহিলেন কথা ।

যে-যে-সেবকের জন্ম হৈল যথায়থা ॥ ১২৮ ॥

তবের আকর হইয়াও স্বীয় ভৃত্য ব্যাসদেবকে গুরুপদে বরণ করিয়া ব্যাসপূজার বিধান প্রদর্শন করেন। "যন্ত দেবে পরা ভক্তিঃ" মন্ত্রের তাৎপর্য, "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ" মন্ত্রের গতি ও "সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রান্তে বিফলা মতাঃ" প্রভৃতি শ্লোকের সাফল্যবিধান-নিমিত্তই শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ব্যাসপূজার আয়োজন ॥ ১২৩ ॥

গৌরহরির স্বয়ংরূপ-বস্ত্র হইলেও তাহারই অন্তর্ভুক্ত প্রকাশতত্ত্ব ত্রিবলদেব। সূত্রাৎ বলদেবের লীলা প্রদর্শন করিতে গিয়া স্বয়ংরূপ-তত্ত্বের বৈভব-প্রকাশ-বিলাসাদি ও অস্ত্রাদি-ধারণ-ভেদ অসম্ভব নহে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুও হল-মুখাদি স্বীয় অঙ্গসমূহ তাৎকালিক লীলা-প্রদর্শনের জন্ত মহাপ্রভুকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১২৪ ॥

জগাই ও মাধাই,—জগদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাধবানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়-নামক ভ্রাতৃত্বের শ্রীনবমীপের মায়াপুর-পল্লীর নিকট গঙ্গার ধারে বাস করিতেন। হুঃশ্রাবক্রমে তাহার শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞা-প্রচারকারী প্রভু-নিত্যানন্দ ও ঠাকুর-হরিদাসের নামপ্রচারে বাধা দিয়াছিলেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দ তাহাদের অপরাধ ক্ষমা করিলে শ্রীগৌরসুন্দরের রূপায় তাহার উদ্ধার লাভ করিয়া হরিপরায়ণ হইলেন ॥ ১২৫ ॥

কৃষ্ণের বর্ণ—শ্যাম, বলরামের বর্ণ—গুরু, শ্রীচৈতন্যদেব—

(১২) স্বয়ং গৌর-নারায়ণের নগর-সঙ্কীর্তন—

মধ্যখণ্ডে, নাচে বৈকুণ্ঠের নারায়ণ।

নগরে নগরে কৈল আপনে কীর্তন ॥ ১২৯ ॥

(১৩) হরিকীর্তনবিরোধি-কাজির উদ্ধার ও সকলের স্বচ্ছন্দে নগরসঙ্কীর্তন—

মধ্যখণ্ডে, কাজির ভাজিলা অহঙ্কার।

নিজ-শক্তি প্রকাশিয়া কীর্তন অপার ॥ ১৩০ ॥

ভক্তি পাইল কাজি প্রভু-গৌরাজের বরে।

স্বচ্ছন্দে কীর্তন করে নগরে নগরে ॥ ১৩১ ॥

(১৪) বরাহাবেশে মুরারিকে স্ব-তত্ত্ব-কথন—

মধ্যখণ্ডে, মহাপ্রভু বরাহ হইয়া।

নিজ-তত্ত্ব মুরারিরে কহিলা গজ্জিয়া ॥ ১৩২ ॥

(১৫) মুরারি-স্বক্ষে চতুর্ভুজরূপে অঙ্গন-ভ্রমণ—

মধ্যখণ্ডে, মুরারির স্বক্ষে আরোহণ।

চতুর্ভুজ ইঞা কৈলা অঙ্গনে ভ্রমণ ॥ ১৩৩ ॥

(১৬) গুরাধর-ততুল-ভোজন, (১৭) নানা লীলা-বিলাস—

মধ্যখণ্ডে, গুরাধর-ততুল-ভোজন।

মধ্যখণ্ডে, নানা ছান্দ হৈলা নারায়ণ ॥ ১৩৪ ॥

(১৮) জগন্মাতা মহালক্ষ্মীর বেশে নৃত্য—

মধ্যখণ্ডে, রুক্মিণীর বেশে নারায়ণ।

নাচিলেন, স্তন পিল সর্বভক্তগণ ॥ ১৩৫ ॥

(১৯) নির্বিশেষ-জ্ঞানিসঙ্গী মুক্তকে দণ্ডপ্রদান ও উদ্ধরণ—

মধ্যখণ্ডে, মুক্তদের দণ্ড সঙ্গ-দোষে।

শেষে অমুগ্রহ কৈলা পরম সন্তোষে ॥ ১৩৬ ॥

কৃষ্ণ ও শ্রীনিত্যানন্দ—বলরাম। শচীদেবী গৌর-নিতাইকে কৃষ্ণ রামের বর্ণবধে লক্ষিত দর্শন করিলেন ॥ ১২৬ ॥

মহাপ্রকাশ,—ঐশ্বর্যের বিলাস; প্রভু সাতপ্রহরকাল তাদৃশভাবে মহৈশ্বর্য প্রকটিত করিয়াছিলেন ॥ ১২৭ ॥

অ-মায়ায়,—‘নিরন্তকুহক’ সত্যস্বরূপ প্রকাশ-পূরক, জীবের মায়া-বশতা-জনিত প্রাণলব্ধ দৃষ্টি অপসারিত করিয়া, অল্পরমোহিনী ছলনা বা বঞ্চনারূপা আবরণী উন্মোচন করিয়া, বিষ্ণুবিমুখ অক্ষজ্ঞানোখ-দর্শনের অতীত বাস্তব-বৈকুণ্ঠ-সত্য প্রকটন-পূরক ॥ ১২৮ ॥

শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠে বাসুদেবাদি বাহচতুষ্টয়ে নিত্য-ঐশ্বর্য প্রকটিত করিয়া বর্তমান। সেই মায়াভীত ভগবদ্বস্তই স্বয়ং প্রভুরূপে স্বীয় কথা কীর্তন করিবার জন্ত নগরের সর্বত্র নৃত্য করিয়া জীবগণকে শ্রোতবাণী শ্রবণ করাইয়াছিলেন ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর প্রকট-কালে নবদ্বীপ-নগরে শাস্তিহাপনের জন্ত একজন কোজদার নিযুক্ত ছিলেন। সেই পদের নাম—‘কাজি’ ছিল। মোলানা সিরাজুদ্দিন—াহার নামান্তর চাঁদকাজি—তৎকালে শাস্তিহাপক বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই শাসনকার্যে নিযুক্ত থাকায় াহার নিত্য-পরিচয়ের বিশ্বতক্রমে শাসিতবর্গের শাসনকর্তৃস্বাভিমান ছিল। শ্রীগৌরহরর অধোকজ-সেবার কথা কীর্তন করিয়া বিষ্ণুবিমুখের ত্রিগুণান্তর্গত বিচার হইতে কাজিকে পরিত্রাণ করেন। মায়াশক্তির বিক্ষেপাত্মিক ও আবরণী বৃত্তিষয়ে

অবস্থিত জনগণের জগৎভোগ বা ত্যাগের রুচি পরিবর্তন করাইয়া স্বীয় স্বরূপ-শক্তির প্রাকট্য বিধান করেন ॥ ১৩০ ॥

ভগবানের অমুগ্রহে কাজিমহাশয় ভজনীয় বস্তুর প্রতি সেবা-বুদ্ধিবিশিষ্ট হইলেন। মহাপ্রভু কাজির শাসিত নগরে সর্বত্র অপ্রতিহত কীর্তনের বিধি সংস্থাপিত করিয়া সকলের মঙ্গল বিধান করিলেন ॥ ১৩১ ॥

শ্রীমদ্ব্যপ্রভু—সকল অবতারের অবতারাী ভগবৎ-পর-তত্ত্ব; তিনি বরাহাবেশে গর্জন করিতে করিতে মুরারি-গুপ্তকে স্ব-তত্ত্ব উপদেশ করিলেন ॥ ১৩২ ॥

গুরাধর-ব্রহ্মচারীর তিকা-সক ‘আত’ ও ‘হৈমন্তিক’ দ্বাণ্ড হইতে প্রস্তুত ‘আত’ ও ‘সিদ্ধ’ চাউল ভোজন-লীলা প্রদর্শন করিলেন। ছান্দ,—বিচিত্র-ভাবাত্মক লীলা-প্রদর্শন ॥ ১৩৪ ॥

রুক্মিণীদেবী,—মহালক্ষ্মী ও শ্রীকৃষ্ণের বৈধবস্ত্রী মাহবী; তিনি—জগন্মাতা। দারণ-পোষণ-লীলাময় পরমায়া—আততত্ত্ব ও মাতৃস্ব-বুদ্ধি-প্রকাশকারী; তিনি বাৎসল্যবিচারে স্বাপ্রতিগণকে হৃদ পান করাইয়াছিলেন। “কৃষ্ণ—মাতা, কৃষ্ণ—পিতা, কৃষ্ণ—ধন-প্রাণ”; এইজন্ত কৃষ্ণই সকল-লীলার আকর। তাই বলিয়া সকলেই কৃষ্ণকে মাতৃসজ্জায় পরিগণিত ও ভূষিত করিয়া াহার নিকট হইতে যে নিজ-ভোগময়ী-সেবা গ্রহণ করিবেন, এরূপ নহে। কৃষ্ণ—অগোকজ-বস্ত্র, স্তত্রাং নখর জগতের দেবিকারুণিকী জননীর হেয়তা

(২০) শ্রীবাসদনে বৎসর-ব্যাপি নিশা-সঙ্কীৰ্ত্তন—
 মধ্যখণ্ডে, মহাপ্রভু নিশায় কীৰ্ত্তন ।
 বৎসরেক নবদ্বীপে কৈলা অনুক্ষণ ॥ ১৩৭ ॥
 (২১) নিত্যানন্দ ও অষ্টভৈরব পরস্পর কৌতুক-কলহ—
 মধ্যখণ্ডে, নিত্যানন্দ-অষ্টভৈরবে কৌতুক ।
 অজ্ঞ-জনে বুঝে যেন কলহ-স্বরূপ ॥ ১৩৮ ॥
 (২২) নিত্যসিদ্ধা শচীমাতাকে উপলক্ষ করিয়া সর্বজীবকে
 বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ককরণ—
 মধ্যখণ্ডে, জননী লক্ষ্যে ভগবান্ ।
 বৈষ্ণবাপরাধ করাইলা সাবধান ॥ ১৩৯ ॥
 (২৩) সকলভক্তের প্রভু-স্তুতি ও বর-লাভ—
 মধ্যখণ্ডে, সকল-বৈষ্ণব জনে-জনে ।
 সবে বর পাইলেন করিয়া স্তবনে ॥ ১৪০ ॥
 (২৪) ঠাকুর হরিদাসকে অমুগ্রহ, (২৫) শ্রীধরগৃহে জলপান—
 মধ্যখণ্ডে, প্রসাদ পাইলা হরিদাস ।
 শ্রীধরের জলপান—কারুণ্য-বিলাস ॥ ১৪১ ॥

তাহাকে স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। অক্ষজ-জ্ঞান-বিমূঢ় ভোগিশাক্ত্যে-সম্প্রদায় কামনার বশবর্তী হইয়া আপনাকে পুত্র কল্পনা-পূর্বক নিত্যানন্দে বিষয়বিগ্রহ ভগবৎস্ব হইতে যে সেবা গ্রহণের কু-ধারণা প্রদর্শন করেন, তাহা জীবের নিত্য-ভক্তনীয় বস্তুতে সংলগ্ন হইতে পারে না ॥ ১৩৫ ॥

ত্রিতাপদক জীবের ভোগবাসনা ও তাগবাসনা সঙ্গ-দোষেই আসিয়া উপস্থিত হয়। মুকুন্দ তাৎকালিক মায়া-বাদীর বিচার অবলম্বন করিয়া মুহুর্ত্ত অভিনয় করেন। দণ্ডবিধানপূর্বক তাহার মায়াবাদীর সঙ্গ মোচন করিয়া পরিশেষে প্রভু তাহাকে রূপা বিতরণ করিলেন ॥ ১৩৬ ॥

দিবসে লোকসকল ইন্দ্রিয়তর্পণের উদ্দেশে নানা কর্মে ব্যাপৃত থাকে; নিশাকালে বিশ্রাম করিয়া ইন্দ্রিয়-তর্পণ করে। শ্রীগৌরসুন্দর বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত জীবগণের জ্ঞায় ইন্দ্রিয়সেবা হইতে শ্রীমায়াপূর-নবদ্বীপবাসীগণকে বিরত করিয়া একবৎসরকাল রজনীযোগে অমুক্ষণ হরিকীৰ্ত্তন-ধারা মল্ল বিধান করিয়াছিলেন ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅষ্টভৈরব-প্রভু উভয়েই বিষ্ণু ও গৌর-ভক্তত্ব। তাহার পরস্পর রহস্য করিয়া যে বাদপ্রতিবাদ

(২৬) ভক্তগণ-সহ গঙ্গায় জলকীড়া—
 মধ্যখণ্ডে, সকল-বৈষ্ণব করি' সঙ্গে ।
 প্রতিদিন জাহ্নবীতে জলকেলি রঙ্গে ॥ ১৪২ ॥
 (২৭) অষ্টভৈরব-ভবনে গৌর-নিতাইর গমন—
 মধ্যখণ্ডে, গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ-সঙ্গে ।
 অষ্টভৈরব গৃহে গিয়াছিল কোন রঙ্গে ॥ ১৪৩ ॥
 (২৮) অষ্টভৈরব্যাকে দণ্ডপ্রদান অভিনয় ও অমুগ্রহ—
 মধ্যখণ্ডে, অষ্টভৈরবে করি' বহু দণ্ড ।
 শেষে অমুগ্রহ কৈলা পরম-প্রচণ্ড ॥ ১৪৪ ॥
 (২৯) মুরারির গৌরনিতাই বা কৃষ্ণরাম-তথ্যবগতি—
 মধ্যখণ্ডে, চৈতন্য-নিতাই—কৃষ্ণ-রাম ।
 জানিলা মুরারি-গুপ্ত মহা-ভাগ্যবান্ ॥ ১৪৫ ॥
 (৩০) শ্রীবাসদনে দ্রাব্যের একত্র নৃত্য—
 মধ্যখণ্ডে, দুইপ্রভু চৈতন্য-নিতাই ।
 নাচিলেন শ্রীবাস-অজনে এক-ঠাঞি ॥ ১৪৬ ॥

প্রচার করেন, তাহা অনভিজ্ঞ হর্ভাগ্য সম্প্রদায় বৃত্তিতে না পারায় তাহাদের মধ্যে পরস্পর মতবৈষম্য লক্ষ্য করেন ॥ ১৩৮ ॥

সর্বজ্ঞ গৌরহরি স্বীয় জননীকে শ্রীঅষ্টভৈরবের নিকট অপ-রাধ ক্ষমা ভিক্ষা করিবার উপদেশ দিয়াছিলেন, তদ্বারা জগতে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব এবং তাদৃশ অপরাধ হইতে সকল সাধকেরই মুক্ত হইবার প্রয়োজনীয়তা দেখাইলেন ॥ ১৩৯ ॥

জনে জনে,—প্রত্যেকেই স্বতন্ত্রভাবে ॥ ১৪০ ॥

শ্রীধর—নবদ্বীপবাসী কদলীকানন-জীবী জনৈক নিঃস্ব-ব্রাহ্মণ। সেই দরিদ্রের কুটীরে ছিদ্রযুক্ত লৌহপাত্র ভগবান্ জল-পান করায় তাহার ভক্তবাৎসল্যালীলাই প্রদর্শিত হইয়াছিল ॥

অষ্টভৈরবের ব্যবহারে অনেকে তাহাকে মায়াবাদী মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইতে পারে; এজন্ত তৎপ্রতিষেধার্থ প্রভু তাহাকে শারীর-দণ্ড বিধান করিয়াছিলেন; পরে তাহার ভক্তির উৎকর্ষ-ব্যাখ্যার অভিনয়ে অমুগ্রহ প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৪৪ ॥

মহাভাগবান্ শ্রীমুরারিগুপ্ত নিতাই-গৌরকে 'রাম-কৃষ্ণ' বলিয়া জানিয়াছিলেন ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীবাসের গৃহে 'শ্রীবাসদন' বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥ ১৪৬ ॥

(৩১) শ্রীবাসের পুত্রমুখে জীবের জন্মমৃত্যু-রহস্য-বর্ণন—
মধ্যখণ্ডে, শ্রীবাসের মৃতপুত্র-মুখে ।
জীবতত্ত্ব কহাইয়া ঘুচাইলা দুঃখে ॥ ১৪৭ ॥
শ্রীবাসগৃহের “শোক-শান্তন”—
চৈতন্যের অনুগ্রহে শ্রীবাস-পণ্ডিত ।
পাসরিলা পুত্রশোক,—জগতে বিদিত ॥ ১৪৮ ॥
(৩২) গঙ্গায় নিমজ্জন ও নিত্যানন্দ-হরিদাসের উত্তোলন—
মধ্যখণ্ডে, গঙ্গায় পড়িলা দুঃখ পাইয়া ।
নিত্যানন্দ-হরিদাস আনিলা তুলিয়া ॥ ১৪৯ ॥

(৩৩) শ্রীবাসদ্বারকায় নারায়ণীর দেবত্বভর্ত প্রতীক্ষিত-লাভ—
মধ্যখণ্ডে, চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র ।
ভ্রমার দুর্লভ নারায়ণী পাইলা মাত্র ॥ ১৫০ ॥
(৩৪) জীবোদ্ধার-নিমিত্ত প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ—
মধ্যখণ্ডে, সর্বজীব উদ্ধার-কারণে ।
সন্ন্যাস করিতে প্রভু করিলা গমনে ॥ ১৫১ ॥

শ্রীবাসের পরলোকগত পুত্রের মুখে জীবের গতি প্রভৃতি বর্ণন করাইয়া তৎপরিজনবর্গের বিরহদুঃখ নিবারণ করিয়া-
ছিলেন ॥ ১৪৭ ॥

পাসরিলা,—তুলিয়া গেলেন ॥ ১৪৮ ॥

মহাপ্রভু—মূল পরতত্ত্ব-বস্তু ; তাঁহার উচ্ছিন্ন জগতের মূল-
পুরুষ বিধাতারও হস্তাপ্য বস্তু । তত্বে শ্রীবাসের দ্বাতৃপুত্রী
নারায়ণী দেবী সেই উচ্ছিন্নের অধিকারিণী হইবার সৌভাগ্য
লাভ করেন । এই নারায়ণী-দেবীর পুত্র ঠাকুর-বন্দ্যবনই এই
গ্রন্থের লেখক ॥ ১৫০ ॥

জীবের জীবনের চারিটা অবস্থা ; তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠাবস্থাই ‘সন্ন্যাস’ । সকল অবস্থার জীবগণই সন্ন্যাসীর
উপদেশ গ্রহণ করিয়া থাকেন এবং তদ্বারা নিজ-নিজ সংসার-
বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন । শ্রীগৌরমুন্দের সেই তুর্গ্যাম্র স্বীকার
করায় সকল জীবের স্ব-স্ব বিষয় হইতে মুক্তিলাভ ঘটিয়াছিল ;
যথা, ত্রিচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ১৩৩ শ্লোকে—“জীপুত্রাদিকথাং জহ-
বিস্ময়িং শান্তপ্রবাদের বৃণা যোগীন্দ্রা নিভহ্মরুদ্রিয়মজ্ঞপ্লেং তপ-
স্তাপসাঃ । জ্ঞানাত্মাসবিধি জহন্ত যতয়শ্চৈতন্যচন্দ্রে পরামা-
বিকুর্বতি ভক্তিযোগপদবীং নৈবান্ত আসীদরূপঃ ॥” ১৫১ ॥

সন্ন্যাসগ্রহণ-পর্যন্ত ‘মধ্যখণ্ড’—

কীর্তন করিয়া ‘আদি’, অবশি ‘সন্ন্যাস’ ।
এই হেতুে কহি ‘মধ্যখণ্ডে’র বিলাস ॥ ১৫২ ॥

মধ্যলীলাসম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—

মধ্যখণ্ডে আছে আর কত-কোটি লীলা ।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে-সকল খেলা ॥ ১৫৩ ॥
অন্ত্যখণ্ডের লীলাসুত্র-বিস্তার,—

(১) প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ ও ‘ত্রিক্ষণচৈতন্য’-নাম-প্রকটন—
শেষখণ্ডে, বিশ্বস্তর করিলা সন্ন্যাস ।
‘ত্রিক্ষণচৈতন্য’-নাম তবে পরকাশ ॥ ১৫৪ ॥

(২) কেশ-শিখা-মুণ্ডনাভিনয়, (৩) শ্রীঅষ্টেতের ক্রন্দন—
শেষখণ্ডে, শুনি’ প্রভুর শিখার মুণ্ডন ।
বিস্তর করিলা প্রভু অষ্টেত-ক্রন্দন ॥ ১৫৫ ॥

(৪) শচীমাতার দুঃসহ দুঃখ—

শেষখণ্ডে, শচী-দুঃখ—অকথ্য-কথন ।
চৈতন্য-প্রভাবে সবার রহিল জীবন ॥ ১৫৬ ॥

মধ্যখণ্ডে, ঈশ্বরপুরী হইতে শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভুর হরি-
কীর্তনপ্রচারলীলা হইতে আরম্ভ করিয়া নবদ্বীপ পরিভ্রম-
পূর্বক সন্ন্যাসগ্রহণলীলা পর্যন্ত বর্ণিত । এই গ্রন্থে বর্ণিত
প্রভুর লীলাসমূহ ব্যতীতও তাঁহার অনন্ত-কোটি লীলা আছে ।
শ্রীবাসদেব ভবিষ্যৎকালে সেই সকল লীলা-কথা বর্ণন
করিবেন । বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত ও রসাতাসবন্ধ কোন কাল্পনিক-
লীলা ভগবানে আরোপ করিতে গেলে অপরাধ হয় এবং
তাহা ব্যাসামুগত-সম্প্রদায়ে সর্বথা পরিত্যাজ্য ॥ ১৫৩ ॥

জড়বিষয়াভিনিবেশ-পরিত্যাগের নামই ‘সন্ন্যাস’ ; ভোগ-
প্রয়াস বা কৃত্রিম-তাগ-চেষ্টাই কর্মসন্ন্যাস বা জ্ঞানসন্ন্যাস-
নামে প্রসিদ্ধ । মহাপ্রভু যদিও জ্ঞানীর ভ্রায় সন্ন্যাসলীলা
দেখাইয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ২৩
অঃ বর্ণিত ত্রিদণ্ডি-যতির আনুষ্ঠানিক অভিনয়ই উদ্দিষ্ট ছিল,
—তন্মুখে “এতাং সমাহ্বায়”—শ্লোকের ভিক্ষুগীতিই তাঁহার
মুকুন্দসেবাপর যতিবেশ-ধারণের প্রমাণ । অহংগোপাসকের
ভ্রায় সাক্ষ্যপাণ্ডের বিচার জীবশিক্ষক প্রভু আদৌ গ্রহণ
করেন নাই ।

ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বেবে বাহুদর্শনে শিখাহুতাদি পরিদৃষ্ট হয়

(৫) নিত্যানন্দকর্তৃক প্রভুদণ্ড-উদ্দেশ্যে—
শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড।

ভাঙ্গিলেন, বলরাম পরম-প্রচণ্ড ॥ ১৫৭ ॥

(৬) নীলাচলে আত্মগোপন—

শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র গিয়া নীলাচলে।

আপনামে লুকাই' রহিলা কুতুহলে ॥ ১৫৮ ॥

(৭) সার্কভোমোদ্ধার ও (৮) সার্কভোমকে ষড়্ভুজ প্রদর্শন—

সার্কভোম প্রতি আগে করি' পরিহাস।

শেষে সার্কভোমেরে ষড়্ভুজ-পরকাশ ॥ ১৫৯ ॥

আজও শিক্ষাকে 'চৈতন্যশিক্ষা'-নামে অভিহিত করা হয়। মুণ্ডি-সন্ন্যাসীর পরিবর্তে শিশি-সন্ন্যাসিগণই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয়ভক্ত। ভক্ত সন্ন্যাসিগণ ভক্তির প্রতিকূল অমুঠানসমূহ পরিত্যাগ করেন। তাঁহারা কল্কবৈরাগ্যের আদর না করিয়া যুক্তবৈরাগ্যেরই অমুঠান করেন; যথা— “অনাসক্তস্ত বিষয়ান্ যথার্থমুপগচ্ছতঃ। নিরুদ্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যত্নঃ বৈরাগ্যমুচ্যতে ॥ প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধা হরিসম্বন্ধিনস্তননঃ। মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং কল্মষকথ্যতে ॥” ১৫৪ ॥

মহাপ্রভুর অমুঠানই শচীমাতা, বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবী ও তত্ত্বগণ প্রভুর বিরহ-জনিত অবর্ণনীয় দুঃখ সম্ব করিয়া কল্মষে-দ্বারা জীবন-ধারণে সমর্থ হইলেন ॥ ১৫৬ ॥

দণ্ড,—যাঁহারা চতুর্থাংশ গ্রহণ করেন, বৈদিক-অমুঠানে তাঁহাদের করে দণ্ডধারণ বিহিত আছে। পুরাকালে ত্রিদণ্ড-ধারণই বৈদিক-অমুঠানের একমাত্র কৃত্য ছিল; পরে দণ্ডত্রয় একত্রিত করিয়া একদণ্ড-ধারণের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। অশ্বৈত-বাদের আনুষ্ঠানিক কার্যক্রমেই একদণ্ড শ্রোতামুঠানের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ড-সংযোগে দণ্ডচতুষ্টয়ের সম্মেলন শুদ্ধাশ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাশ্বৈতবাদ ও ঈশ্বরীশ্বৈতবাদ, বিচারতত্ত্ব সমর্থন করিয়াছেন। যে-কালে শুদ্ধাশ্বৈত মতে বিদ্বাশ্বৈত মতে পর্যাবসিত হয়, তৎকালেই ত্রিদণ্ডগ্রহণ-পন্থা একদণ্ডে পরিণত হয়। বৈদিক ত্রিদণ্ডগণের যতিনামসমূহের প্রধান দশটী নামই কেবলাশ্বৈত বা বিদ্বাশ্বৈতসম্প্রদায়ে সংরক্ষিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভু বৈদিক দশনামীর অত্যন্ত ভারতী-নামক শব্দ-সম্প্রদায়কে পবিত্র করিলেন। পরে শ্রীনিত্যানন্দ-

(৯) প্রতাপরুদ্রোদ্ধার, (১০) কাশীমিশ্র-গৃহে অবস্থান—
শেষখণ্ডে, প্রতাপরুদ্রেরে পরিজ্ঞান।

কাশীমিশ্র-গৃহেতে করিলা অধিষ্ঠান ॥ ১৬০ ॥

(১১) প্রভু-সদে শ্রীদামোদর-স্বরূপ ও শ্রীপরমানন্দ-পুরী—
দামোদর স্বরূপ, পরমানন্দ-পুরী।

শেষখণ্ডে, এইতুই সঙ্গে অধিকারী ॥ ১৬১ ॥

(১২) বৃন্দাবন-দর্শনার্থ-গৌড় আগমন—

শেষখণ্ডে, প্রভু পুনঃ আইলা গৌড়দেশে।

মথুরা দেখিব বলি' আনন্দ বিশেষে ॥ ১৬২ ॥

প্রভু শ্রীমদ্ব্যগ্রভূর শব্দ-সম্প্রদায়ের আনুগত্যভিনয়-চিহ্ন একদণ্ডকে ত্রিগুণিত করিয়া অর্ণবক্রমে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন; তদ্বারা জগৎকে একদণ্ড-গ্রহণ-পন্থা হইতে ত্রিদণ্ডগ্রহণ পন্থাই যে ভক্তির অমুঠান, তাহা দেখাইয়াছিলেন ॥ ১৫৭ ॥

নীলাচল,—শ্রীক্ষেত্র বা পুরুষোত্তম; নীলাচলের সন্নি-
হিত স্থানেই 'বৃন্দাবন' অবস্থিত। 'অচল'-শব্দে 'গিরি' ॥ ১৫৮ ॥

মনোদর্শী মুমুকুর বিচারালম্বনে যে শারীরিক-স্বত্র-ব্যাখ্যা, তাহা হাসিয়া উড়াইয়া দিবার বিষয় হইলেও মহাপ্রভু স্বীয় মাতামহ নীলাধর চক্রবর্তীর সত্যর্থ বাসুদেব সার্কভোমের নিকট উহার ব্যাখ্যা শ্রবণপূর্বক বালচাপল্যের সহিত পরিহাস করিয়াছিলেন; পরে তাঁহাকে কৃপা করিয়া স্বীয় রামদীপার ভূজষয়, কৃষ্ণদীপার ভূজষয় ও গৌরদীপার ভূজষয় তত্ত্বচিত্রিত অস্ত্রাদির সহিত প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বাসুদেব-সার্কভোম—মদ্রাজীপের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক ও বৈদান্তিক ছিলেন; শেষজীবনে তিনি ক্ষেত্রসন্ন্যাস করিয়া পত্নীসহ শ্রীপুরুষোত্তমে বাস করেন। তিনি মহেশ্বর-বিশারদের পুত্র ও গোপীনাথ-ভট্টাচার্য্যের শ্রালক ছিলেন ॥ ১৫৯ ॥

রাজা প্রতাপরুদ্র,—গঙ্গাবংশীয় গঙ্গপতি উৎকল-নরেন্দ্র; তাঁহাকে বিষয়-বিচার হইতে বিমুক্ত করিয়া প্রভু কৃষ্ণভজনা-রাজ্যে প্রবিষ্ট করাইয়াছিলেন। এই সম্রাটের পুরোহিতই কাশীমিশ্র; তাঁহার গৃহেই প্রভু বাস করিতেন। সম্প্রতি উহা শ্রী-গঙ্গা থমন্দিরের ও সমুদ্রের মধ্যবর্তী-স্থানে অবস্থিত ॥ ১৬০ ॥

শ্রীদামোদরস্বরূপ,—শ্রীনবদ্বীপবাসী ঐশ্বর্য্যোত্তম ভট্টা-
চার্য্যের 'ব্রহ্মচারি'-নাম। প্রভুর সন্ন্যাসের কিছু পূর্বেই তিনি বারাণসীতে গিয়া চৈতন্যদেবের নিকট স্বীয় অভিপ্রায়

(১৩) বিজ্ঞানগরে বাচস্পতিগৃহে অবস্থান.

(১৪) কুলিয়ায় আগমন—

আসিয়া রহিলা বিজ্ঞাবাচস্পতি-ঘরে ।

তবে ত' আইলা প্রভু কুলিয়া-নগরে ॥ ১৬৩ ॥

(১৫) প্রভুদর্শনে সর্বজীবোদ্ধার—

অনন্ত অর্কব্দ লোক গেলা দেখিবারে ।

শেষখণ্ডে সর্বজীব পাইলা নিস্তারে ॥ ১৬৪ ॥

(১৬) গোড়পর্ষাস্ত গিয়া 'কানাটর নাটশালা'

হইতে প্রত্যাবর্তন—

শেষখণ্ডে, মধুপুরী দেখিতে চলিলা ।

কথো দূর গিয়া প্রভু নিরন্ত হইলা ॥ ১৬৫ ॥

(১৭) গোড়দেশে হইয়া নীলাচলে পুনরাগমন,

(১৮) ভক্তগণ-সহ সর্বক্ষণ কৃষ্ণকীর্তন—

শেষখণ্ডে, পুনঃ আইলেন নীলাচলে ।

নিরবধি ভক্তসঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহলে ॥ ১৬৬ ॥

(১৯) নিত্যানন্দকে গোড়ের প্রেম-প্রচারার্থ প্রেরণ.

(২০) স্বয়ং কতিপয় ভক্তসহ নীলাচলে অবস্থান—

গোড়দেশে নিত্যানন্দ স্বরূপে পাঠাঞা ।

রহিলেন নীলাচলে কথো জন লঞা ॥ ১৬৭ ॥

(২১) রথাগ্রে নৃত্য—

শেষখণ্ডে, রথের সম্মুখে ভক্তসঙ্গে ।

আপনে করিলা নৃত্য আপনার রঙ্গে ॥ ১৬৮ ॥

(২২) সমগ্র দাক্ষিণাত্য-রমণ ও উদ্ধার-সাধন, (২৩) নীলা-
চলে প্রত্যাবর্তনপূর্বক আরিখণ্ড-পথে বন্দাবনে পুনর্গমন --

শেষখণ্ডে, সেতুবন্ধে গেলা গৌর-রায় ।

আরিখণ্ড দিয়া পুনঃ গেলা মথুরায় ॥ ১৬৯ ॥

(২৪) রায়-রামানন্দ-সিগন, (২৫) মাধুর্যপুণ্ডে

কৃষ্ণসেবণ—

শেষখণ্ডে, রামানন্দ-রায়ের উদ্ধার ।

শেষখণ্ডে, মথুরায় অনেক বিহার ॥ ১৭০ ॥

জ্ঞাপন করিলে যোগপট্টগতনের পুর্বে 'দামোদরস্বরূপ'-নামে
পাঠ হন। যোগপট্টের অপেক্ষা না করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের
চরণতলে শ্রীক্ষেত্রে আসিয়া উপস্থিত হন। তদবধি তিনি
প্রভুর শেষ অষ্টাদশবৎসর নীলাচলবাসের পরম-অন্তবন্দ সহ-
যোগী ও গোড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের একমাত্র মাতিক।

পরমানন্দপুরী—শ্রীমাদবেঙ্গপুরীর জনৈক প্রধান শিষ্য।
তিনি শ্রীমন্নগপ্রভুর পরম গৌরবের ও রূপার পাত্র ছিলেন।
পুরী ও স্বরূপ-গোস্বামী,—ইজারা উভয়েই প্রভুর সেবাধি-
কার লাভ করিয়াছিলেন; তজ্জন্ম উভয়েই 'অধিকারী' ॥ ১৬১ ॥

গোড়দেশ,—ত্রীনবদ্বীপ ও তত্তত্তর-দিকে বর্তমান মাল-
হের অন্তর্গত (দবিরপাস ও মাকরমল্লিকের রাজ-কার্যাত্তল
ও গোড়-নবাবের রাজধানী) রামকেলি প্রভৃতি স্থান।

বিজ্ঞাবাচস্পতি—মহেশ্বর-বিশারদের পুত্র ও বাসুদেব-
পার্কভোমের ভাতা; 'আহার নাম হইতেই বোধ হয়, 'বিজ্ঞা-
গর'-গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

কুলিয়া-নগর—বর্তমান নবদ্বীপ মিউনিসিপ্যাল সহর;
আরই নামাণ্ডর—'কোলাদ্বীপ'; ইহা নবদ্বীপ বা নয়টী দ্বীপের
দক্ষিণতম পঞ্চম-দ্বীপ ও গঙ্গার পশ্চিম-তটে অবস্থিত ॥ ১৬৩ ॥

মথুরা-দর্শনে অভিলাষী হইয়া প্রভু রাক্ষসহলের নিকট

'কানাটর নাটশালা' পর্ষাস্ত আসিয়া 'তথা হইতে প্রত্যাবর্তন
হইয়া পুনরায় নীলাচলে গমন করেন ॥ ১৬৫ ॥

কৃষ্ণ-কোলাহল,—প্রাকৃত-ভোগপর নিষ্কলহতার বিরোধী;
ভক্তভক্ত কৃষ্ণোত্তর-বিষয়ের কোলাহল পরিচাল করিয়া শুদ্ধ-
ভক্ত-সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্তন-কোলাহলেই প্রবৃত্ত হন ॥ ১৬৬ ॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপকে গোড়দেশে প্রেরণ করিয়া স্বয়ং নীলা-
চলে কতিপয় ভক্তসহ নামপ্রচার-কার্যে নিযুক্ত হইলেন।

একদ্বিগু-শঙ্করসম্প্রদায়ে 'তীর্থ' ও 'আশ্রম'-নামক সম্যগ্-
ধর্মের অন্তর্গত রক্ষারি-নামই 'স্বরূপ'; কেহ কেহ বলেন,
যক্ষীপতি তীর্থত শ্রীনিত্যানন্দের 'স্বরূপ'-নাম প্রদান করেন ॥

সেতুবন্ধ নামেখন,—এস, আই, আর, লাইনে প্রথমে
'রামানন্দ'-ষ্টেশন, তৎপর 'মণ্ডপম্'-ষ্টেশন, 'তথা হইতে বৃহৎ-
সেতু-বোঁগে 'পঞ্চম-চারি-স্টেশন' অতিক্রম করিয়া 'পঞ্চম'-ষ্টেশন;
উহার পরবর্তী ডট-একটি ষ্টেশনের পরেই রামেশ্বরম্-ষ্টেশন;
উহা—ভারতোপদ্বীপপুঞ্জের সর্বদক্ষিণ-প্রান্তে, সিগন বা
সিংহদ্বীপের ঠিক অপর-পারে, এস্, আই, আর লাইনে
সর্বশেষ ষ্টেশন 'পঞ্চম-চারি' বাটাবাব পথে ডট-চারিটি ষ্টেশন
পূর্বে এবং 'পঞ্চম' বা 'রামেশ্বরম্'-দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত।
ষ্টেশন হইতে প্রায় এক-মাইল দূরে 'রামতীর্থ', 'লক্ষ্মণতীর্থ'...

(৩২) নিত্যানন্দের ভারত-ভ্রমণ ও উদ্ধার-লীলা—

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ কথেক দিবস ।

করিলেন পৃথিবীতে পর্যটন-রস ॥ ১৭৫ ॥

(৩৩) নিত্যানন্দের পূৰ্ব-লীলা—

অনন্ত চরিত্র কেহ বুঝিতে না পারে ।

চরণে সুপুত্র, সর্ব-মথুরা বিহরে ॥ ১৭৬ ॥

(৩৪) নিত্যানন্দের পানিহাটিতে শুভবিজয়

ও প্রেম-বিতরণ -

শেষখণ্ডে, নিত্যানন্দ পানিহাটি-গ্রামে ।

চৈতন্য-আজ্ঞায় ভক্তি করিলেন দানে ॥ ১৭৭ ॥

(৩৫) নিত্যানন্দের বণিগুদ্বার-লীলা—

শেষে, নিত্যানন্দ মহা-মল্ল-রায় ।

বণিকাদি উদ্ধারিণী পরম-রূপায় ॥ ১৭৮ ॥

অধীনে করিশ-রাষ্ট্রের প্রাদেশিক অধিপতি ছিলেন। তিনি ভবানন্দ-পটনারকের গণপুত্রের মধ্যে সর্ষ-জ্যেষ্ঠ। তিনি— ‘শ্রীজগন্নাথবল্লভ’-নাটকের রচয়িতা এবং প্রভুর নিত্যান্ত অন্তরঙ্গ-ভক্ত। তাঁহার মদন-ঐকান্তিক রাগমাগায়ী কৃষ্ণভক্ত সমগ্র-দাক্ষিণ্যেতে চর্চিত ছিল ॥ ১৭০ ॥

‘দবিরখাম’,—যাবনিক ভাষার ত্রীরূপ-গোব্বাণীর নামান্তর।
ইনি কর্ণাট-ব্রাহ্মণকুলে উদ্ভূত হন। ইহার পিতার নাম—
কুমার দেব, অগ্রজের নাম—সাকরমল্লিক বা ত্রীসনাতন-
গোব্বামী এবং অমুজের নাম—শ্রীবল্লভ বা অমুম। প্রভু-
প্রদত্ত ‘ত্রীরূপ’-নামেই ইনি ভক্ত-সমাজে প্রসিদ্ধ ॥ ১৭২ ॥

বারাণসী—ভাগীরথীতীরে বিষ্ণুজনবেষ্টিত প্রাচীন নগরী;
এখানে কেবলাদৈতসম্প্রদায়ভুক্ত ভক্ত ও ভক্তির নিন্দাকারী
বহু মায়াবাদি-সন্ন্যাসীর বাস । ভক্ত ও ভক্তির নিন্দা করেন
বলিয়া সেই ভগবদ্ভিক্—বিরোধী মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণকে
'নিন্দক-সন্ন্যাসী' বলা হয় ॥ ১৭৩ ॥

হরি-সঙ্কীৰ্ত্তন—বহুভক্ত সম্মিলিত হইয়া শ্রীভগবৎকথার
কীৰ্ত্তন, অথবা ভগবানের সম্যক কীৰ্ত্তনই ‘সঙ্কীৰ্ত্তন’ ॥ ১৭৪ ॥

ପର୍ଯ୍ୟାଟନ-ରସ—ପରିବ୍ରାଜକେର ଧର୍ମ ॥ ୧୭୫ ॥

পানিহাটি—ই, বি, আর, লাইনে 'সোদপুর-ট্টসনের
সম্মিলিত ও ভাগীরথী-তটবর্তী গ্রামবিশেষ; এখানে শ্রীরাঘব-
পণ্ডিতের ও শ্রীমকরধর-কবির ভবন ছিল। ১৭৭ ॥

(৩৬) শেষ ১৮ বৎসর প্রভুর নীলাচল-লীলা—

শেষখণ্ডে, গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর ।

নীলাচলে বাস অষ্টাদশ-সম্বৎসর ॥ ১৭৯ ॥

অন্ত্যলীলা-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যবাণী—

শেষখণ্ডে, চৈতন্ত্যের অনন্ত বিলাস ।

বিশ্ণুরিয়া বর্ণিতে আছেন বেদব্যাস ॥ ১৮০ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্যগুণগানেই শ্রীনিত্যানন্দের অসীম শ্রীতি—

যে-তে মতে চৈতন্ত্যের গাইতে মহিমা ।

নিত্যানন্দ-শ্রীতি বড়, তার নাহি সীমা ॥ ১৮১ ॥

হুকারের ইষ্টদেব নিত্যানন্দচরণ-সেবারূপ অভাষ্ট-প্রার্থনা—

ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দের চরণ ।

দেহ' প্রভু-গৌরচন্দ্র, আমারে সেবন ॥ ১৮২ ॥

মহা-মঙ্গ-রায়,—সর্বপ্রদান কীর্তন-সেনাপতি ॥ ১৭৮ ॥

মহা-মহেশ্বর—বগ্নগণের সেবাদ্বয়ই ঈশ্বর ; ঈশ্বরগণের
ধো আবার বৃহদবস্ত্রই মহেশ্বর । তাদৃশ মহেশ্বরগণের মদ্যো
পাবার সর্বপ্রদান বস্ত্রই মহা-মহেশ্বর, তাঁরা হইতেই যাবতীয়
শ্বর-তত্ত্ব ও মহেশ্বর-তত্ত্ব উদ্ভূত হয়, অর্থাৎ স্বয়ংরূপ পরমেশ্বর
॥ সর্বেশ্বরের পরতত্ত্ব (শ্রীগৌর-কৃষ্ণ) ॥ ১৭৯ ॥

লীলা-সূত্র-বর্ণন-মুখে তিনখণ্ডের রচনারম্ভ—

এই ত' কহিলু' সূত্র সংক্ষেপ করিয়া ।

তিন খণ্ড আরম্ভিব ইহাই গাইয়া ॥ ১৮৩ ॥

শ্রোতৃবর্গকে একাগ্রচিত্তে শ্রীচৈতন্ত্যজ্ঞানলীলা-

শ্রবণার্থ অমুরোধ—

আদিখণ্ড-কথা, ভাই, শুন এক-চিত্তে ।

শ্রীচৈতন্ত্য অবতীর্ণ হৈল যেন-মতে ॥ ১৮৪ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৮৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্ত্যভাগবতে আদিখণ্ডে লীলা-সূত্র-বর্ণনং নাম

প্রথমোহধ্যায়ঃ ।

ধরণী ধরেন্দ্র,—ভূবারি-শেষের ঈশ্বর অর্থাৎ সকল পুরুষাব-
তারের আকর প্রভু শ্রীবলরাম-নিত্যানন্দ ॥ ১৮২ ॥

চান্দ,—(প্রাকৃত) চন্দ্র ; জান,—(ফার্সী) 'জীবন' বা
প্রাণ (বিশেষ্য-পদ) ; অথবা, অবগত হও (ক্রিয়া-পদ) ;
তছু,—তাহাদিগের ॥ ১৮৫ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে প্রথম অধ্যায় ।

— :: —

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভগবদাবির্ভাবের পূর্বে ভগবদিচ্ছায় গুরু
গর্গ ও নিত্যপার্ষদবৃন্দের আবির্ভাব, তদানীন্তন নবদ্বীপের
গগনদ্বিগুণী অবস্থা, শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর জগদুগসী-স্বারা কৃষ্ণের
সারাদান, যাদী গুরু-অয়োদশীতে শ্রীনিত্যানন্দাবির্ভাব, দেব-
গণের গর্ত্তভূতি, ফাস্তন-পুণিয়ার শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণনের সত্যিত
শ্রীগৌরচন্দ্রের উদয় ও আনন্দোৎসবাদি বর্ণিত হইয়াছে ।

ভগবান্ ও ভগবতার-তত্ত্ব—ভক্তের, অজ্ঞানীর কথা কি,
গবৎরূপা-ব্যতীত ব্রহ্মাদির ও অগম্য ; শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত

একবাক্যে তাহার প্রমাণ । ভগবদবতার-কারণ অত্যন্ত
নিগূঢ় হইলেও শ্রীগীতার দ্যাক্যানুসারে সাধুজন-পরিজ্ঞান,
ভট্টজনোদ্ধারণ ও ধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্তই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু যুগে
যুগে অবতীর্ণ হন । অতএব গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতাদি-শাস্ত্র
হইতে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণনামসঙ্কীর্ণনই যে কলিযুগধর্ম এবং
তৎপ্রবর্তনার্থই যে শ্রীগৌরহরির শ্রীনবদ্বীপ-দাম-সহ অবতীর্ণ
হইয়াছেন, ইহা উল্লেখ করিয়া ভগবদাবির্ভাবের পূর্বে ভগ-
বদিচ্ছায় অনন্ত-শিব-বিরিক্তপ্রমুগ্ননিত্যপার্ষদগণ মহাভাগবত-
রূপে গঙ্গা-হরিনাম-বজ্রিত বিভিন্ন শোচ্য-দেশে ও শোচ্য-স্থলে

একটি হইয়া তৎকালে পুনর্জীভূত করিয়াছেন এবং ভগবান্ শ্রীগৌরহরি শ্রীধাম-নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইবার পর পার্শ্বদর্শন যে তথায় আসিয়া সঙ্কীৰ্ত্তন-সভারূপে নিজ-প্রভুর সহিত সম্মিলিত হইয়াছিলেন, তাহা বর্ণন করিলেন। নবদ্বীপের ত্রাংকালিক অবস্থা পরম-সমৃদ্ধিময়ী ছিল। গঙ্গার এক-এক-ধাটে লক্ষ-লক্ষ লোক গমন করিত। সরস্বতী ও গঙ্গার বরা-প্রভাবে নবদ্বীপবাসী প্রাকৃত-বিদ্যারস ও স্তম্ভ-সম্পদে সমৃদ্ধ ছিল, কিন্তু সর্বত্র তাহাদের ক্রমঃবিস্তারই পরিচয় পাওয়া যাইত। কণির প্রারম্ভেই ভবিষ্যৎ-কলিযুগোচিত আচারসমূহ দৃষ্ট হইত। মঙ্গলচণ্ডী, বিঘটন, বা শুক্লী প্রভৃতি ইতর দেবতার পূজাকেই লোকে দক্ষ-কর্ম বলিয়া মনে করিত। পুণ্ড্র-বিবাহ বা প্রাক-কল্যাণ বিবাহের আনন্দ-প্রমোদে সময় ও অর্থাদি-ব্যয়-কার্যোই অর্থের মার্ককতা আছে বলিয়া জ্ঞান করিত। ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত-কুবজগণ ‘গ্রন্থ-অনুভব’-রাহিত্য-হেতু ভারবাহী ও বাহিরগামী হওয়ার শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবার চেষ্টা দেখাইলেন ও শ্রোতবর্গের সহিত যমপাশে বদ্ধ হইয়া কেবলমাত্র নরক-রাজ্যই সমুজ্জল করিত। তথা-কথিত বিরক্তাভিমাত্রী তপস্বীগণের মুখে ও হরিনাম শুনা যাইত না। সকলোই ভয়া-ঈশ্বর্য-প্রভ-শ্রী’র অভিমানে প্রমত্ত ছিল। সেই সময়ে নবদ্বীপে শ্রীঅষ্টতাচার্য্য-প্রভৃ শ্রীদাসাদি শুদ্ধভক্তগণের সহিত উঠেঃস্বরে হরিনাম সঙ্কীৰ্ত্তন করিতেন। কিন্তু ভগবদ্-বহিঃস্থ ব্যক্তিগণ একপ নিম্নঃসর শুদ্ধভক্তগণকে ও উপহাস

ও নাশাভাবে নিশা/তন করিতে কটী করিত না। তাহাদের সেই ক্রমঃবিস্তারতার পরা-কাটা-দর্শনে ব্যথিত-সদয় ভক্ত-গণের মনো-বেদনা দূরীকরণার্থ জীবতঃপূজ্যে অষ্টতাচার্য্য-প্রভৃ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে জগতে অবতীর্ণ করাষ্টবার জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেন এবং জগতঃপদীদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অর্চন করিতে লাগিলেন। স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরহরির আবি-তাবের পক্ষে মাথী শুক্ল-ক্রমোদশীতে রাতদেশের অন্তর্গত একচাকা-গ্রামে ত্রীহাড়াইপণ্ডিতের ঔরসে তৎপন্নী ত্রীপদ্ম-বতীর গর্ভসিদ্ধিতে শ্রীকৃষ্ণগ্রন্থ স্বয়ংপ্রকাশ ভগবান্ শ্রীবল-দেবাভিন্ন শ্রীমদ্বিত্যানন্দ-চন্দ্র আবির্ভূত হইলেন। এদিকে শ্রীনবদ্বীপেও শ্রীশচী-জগন্নাথের একে একে বহুতর কল্যাণ হিরোভাবে পর শ্রীমদ্বিত্যানন্দভিন্ন-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুরূপ-প্রভৃ আবির্ভূত হইলেন। তাহার অল্প কয়েকবর্ষ পরেই স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীগৌরহরি দেবকী-বনুদেবাভিন্ন শ্রীশচী-জগন্নাথের হৃদয়ে অদ্বিতীয় হইলেন। দেবগণ ইহা জানিতে পারিয়া স্বাংগ-অবতারগণের সহিত তাহাদের ‘অবতারী’ স্বয়ংভগবান্ পরতঃ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের গন্তুস্থতি করেন। কাশ্মিন-পৃথিমায় চন্দ্রগ্রহণকালে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্ত্তনের সহিত কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তন-পিতা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতে উদ্ভিত হইলেন। অতঃপর, চতুর্দিকে উৎসবানন্দ, মঙ্গল-জয়ধ্বনি এবং দেবতাগণের নররূপে শচী-গৃহে আগমন-পুঙ্ক ভগবদর্শনপ্রভৃতি বিষয়-বর্ণন-প্রসঙ্গে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে (গৌঃ ভাঃ)।

জয় জয় মহাপ্রভু গৌরসুন্দর।

জয় জগন্নাথপুত্র মহা মহেশ্বর ॥ ১ ॥

জয় নিত্যানন্দ গদাধরের জীবন।

জয় জয় অষ্টতাচার্য্য-ভক্তের শরণ ॥ ২ ॥

প্রকৃতবাক্যক শ্রীচৈতন্যকথা-শ্রবণেই

শুদ্ধভক্তির উদয়—

ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাজ জয় জয়।

শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥

গৌড়ীয়-ভাষা

‘গদাধরের জীবন’,—শ্রীগদাধর পণ্ডিত-গোস্বামী শ্রীমন্-মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের মধ্যে সর্বপ্রধান। শাস্ত্রতত্ত্বের ‘আকর’ বলিয়া তিনি শ্রীনবদ্বীপ লীলা ও শ্রীনীলাচল-লীলা, উভয়ই কথিত। শ্রীনবদ্বীপ-নগরে তাহার বাসস্থান ছিল,

পরে নীলাচলে ক্ষেত্র-সন্ন্যাস করিয়া সমুদ্রোপকূলে টোটার বা উপবনাভ্যন্তরে বাস করেন। শুদ্ধভক্ত-সম্প্রদায় শ্রীরাধা-গোবিন্দের মধুরস-ভজনে শ্রীগদাধরকে আশ্রয় করিয়াই শ্রীগৌরের ‘অন্তরঙ্গ ভক্ত’-নামে কথিত হ’ন। যাহারা মধুর-

সভক্ত প্রভু-পদে প্রণামপূৰ্ণক গ্রন্থকারের গৌর-চরিত-

কীর্তনার্থ প্রার্থনা—

পুনঃ ভক্ত সজে প্রভু-পদে নমস্কার ।

ক্ষুরক জিহ্বায় গৌরচন্দ্র অবতার ॥ ৪ ॥

পুনরায় স্বাভীষ্টদেব ত্রীগৌর-নিত্যানন্দের

জয়-গান—

জয় জয় ত্রীকরুণা-সিদ্ধ গৌরচন্দ্র ।

জয় জয় ত্রীসেনা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥ ৫ ॥

সে ভগবদ্বজনে উৎসাহবিশিষ্ট নহেন, তাঁহারা ত্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর আনুগত্যে শুদ্ধভক্তিতে অবস্থিত হ'ন। ত্রীনরহরি-প্রমুখ ত্রীগৌরের কতিপয় ভক্ত ত্রীগদাধর-পণ্ডিতের অনুগত ছিলেন; তাঁহারা ত্রীগৌরসুন্দরকে ত্রীগদাধরের প্রিয়সেবা-রূপে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ ত্রীনয়নপ্রভুকে 'নিত্যানন্দের জীবন' এবং অপর কেহ কেহ তাঁহাকে 'গদাধরের জীবন' বলিয়া থাকেন।

মহাবিকুর অবতার ত্রীঅষ্টৈশ্বর্যের এবং নারদেব অবতার ত্রীবাসপণ্ডিতাদি ভক্তগণের শরণ্যবিগ্রহ ও ত্রীগৌরসুন্দর।

এতদ্বারা পঞ্চতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছেন। ভক্তরূপে ত্রীগৌর-সুন্দর, ভক্তস্বরূপে ত্রীনিত্যানন্দ, ভক্তাবতাবসরূপে ত্রীঅষ্টৈশ্বর্য, ভক্তশক্তিরূপে ত্রীগদাধরাদি ও ভক্তাত্ম্য ত্রীবাসাদি,—এই পঞ্চবিধ লীলা-বিচারে ত্রীগৌরতত্ত্ব—পঞ্চবিধ ॥ ২ ॥

ভক্তগোষ্ঠী,—ভজনীয়-বস্তু ত্রীগৌরসুন্দর এবং তাঁহার আশ্রিত ত্রীনিত্যানন্দপ্রমুখ চারিটি ভক্ততত্ত্ব মিলিত হইয়াই 'ভক্তগোষ্ঠী'। ভগবান্ ত্রীগৌরসুন্দরের সেবা বাতীত এই গোষ্ঠীর অস্ত কোন রূপে নাই।

ত্রীমহাপ্রভুর লীলা-কথা শ্রবণ করিলেই জীবের স্বরূপ-বিচার উদিত হয়। সেই স্বরূপের বৃত্তিতে 'রূপভক্তি' বলিয়া কথিত। জীবের কর্ণধর সম্বন্ধ-জ্ঞানের নিত্য আচার্য্য-বস্তু ত্রীচৈতন্যের স্বরূপ-তত্ত্ব এবং প্রকাশাদি-তত্ত্ববিষয়ক রূপজ্ঞান লাভ করিলে জীবাত্মার শুদ্ধবৃত্তির উন্মেষ-ফলে তিনি অখিল-চেষ্ঠা-ধারা ভগবান্ ত্রীগৌর-রূপের সেবা করিতে থাকেন অর্থাৎ সম্বন্ধ-জ্ঞানোদয়ে শুদ্ধভক্তিতে প্রবৃত্ত হ'ন ॥ ৩ ॥

সাবরণ শ্রীল প্রভুকে পুনরায় নমস্কার করিয়া গ্রন্থকার প্রয়োজন ব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে স্বীয় জিহ্বায় ত্রীগৌর-

সেবা-তত্ত্বের কৃপা-ফলেই সেবক-সদয়ে

তত্ত্ব-ক্ষুধি—

অবিজ্ঞাত তত্ত্ব দুই ভাই আর ভক্ত ।

তথাপি কৃপায় তত্ত্ব করেন সুব্যক্ত ॥ ৬ ॥

প্রতি ও ভাগবতের প্রমাণ ;—পূর্বের রূপকৃপা-ফলেই

বন্ধার দদয়ে রূপ-তত্ত্ব-ক্ষুধি—

ব্রজাদির ক্ষুধি হয় রূপের কৃপায় ।

সর্বশাস্ত্রে, বেদে, ভাগবতে এই গায় ॥ ৭ ॥

সুন্দরের অপ্রাকৃত অধোকজ-লীলা ক্ষুধি প্রাপ্ত হউক,—এই আশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ৪ ॥

ত্রীগৌরহরি—রূপা সমুদ্র। ত্রীকবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ৮ম পঃ ১৫৭ সংখ্যায়) লিখিয়াছেন,—“১৬তম-চন্দ্রের দয়া করহ বিচার। বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥” ত্রীরূপ-গোস্বামিপ্রেভুও তাঁহাকে 'মহাবদান্ত' ও 'রূপপ্রেমপ্রদ'-নামে প্রণাম করিয়াছেন। মাধুর্য্যলীলা-বিগ্রহ ত্রীকৃষ্ণ স্বীয় গৌর-লীলায় ঔদার্য্য-লীলারই অমুঠান প্রদর্শন করিয়াছেন।

ত্রীনিত্যানন্দ—সেবা-বিগ্রহ। বিষয়বিগ্রহ ত্রীগৌর-সুন্দরের দাস্তবৃত্তে তিনি—আশ্রয়-বৃত্তিবিশিষ্ট শুদ্ধভক্তগণের পূজ্য বিষয় বিগ্রহ। যদিও সর্বেশ্বরের ত্রীমিত্যানন্দ-রাম—স্বয়ং নিম্নবস্তু, তথাপি তিনি স্বয়ংরূপের ঔদার্য্য-লীলাব পবন-সহায় ও ভূতা; তিনি দশদেহ দারণ করিয়া স্বীয় প্রভুর নিত্য সেবা সম্পাদন করিয়া থাকেন। ত্রীগোড়-মণ্ডলে ও ত্রীক্ষেত্রমণ্ডলে ত্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর ত্রীঅর্চা-বিগ্রহ বা ত্রীমূর্তি আজও বিদ্যমান ॥ ৫ ॥

ত্রীগৌর-নিত্য-প্রভুর ও তদীয় শুদ্ধভক্তগণ, সকলেই অধোকজ সচ্চিদানন্দ-বস্তু, ওতরাং টঙ্কিত-তর্পণ-পরায়ণ দান্তিক অচিদ্রষ্টা অজক-জ্ঞানী মনোদমীর নিকট তাঁহারা 'বিদূরকাঠ'-রূপে বর্তমান অর্থাৎ উহার নিকট স্ব-স্বরূপ অপ্রকাশিত রাখেন; কেবল শরণাগত, সমর্পিতাত্মা সেবকের নিকটেই অমুগ্রহপূর্ণক স্বীয় চরিত্র-স্বরূপ সত্ত্বভাবে প্রকাশ করেন। ত্রীকবিরাজ-গোস্বামী (চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ ২য় শ্লোকে) বলেন,—“বন্দে ত্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দো সহোদিতৌ। গৌড়োদয়ে পুষ্পবস্ত্রো চিত্রো শল্লো তমোমুদৌ-”

তথা হি (ভাগবতে ২।৪।২২)

শ্রীশুককর্তৃক পূর্বে ব্রহ্মার হৃদয়ে স্বীয় কীর্তনলক্ষণা বাণীর
প্রাকট্য-বিধানকারী ভগবানের প্রসাদ-মাজ্ঞা—

প্রচোদিতা যেন পুরা পরম্বতী
বিতত্ত্বতাজ্ঞাত সতীঃ স্মৃতিং হৃদি ।

বলক্ষণা প্রোহরভূং কিনাস্ততঃ

স মে শ্ববীণামৃষভঃ প্রসীদতাম্ ॥ ৮ ॥

পদ্মযোনিরও স্ব-চেষ্টায় অধোক্ষজ ভগবদর্শনে অসামর্থ্য—

পূর্বে ব্রহ্মা জন্মিলেন নাতিপল্ল হৈতে ।

তথাপিহ শক্তি নাই কিছুই দেখিতে ॥ ৯ ॥

পুনরায় (৫ আদি ১ম পঃ ৯৮—) “সেই ছটভাট হৃদয়ের
কালি’ অন্ধকার । ছটভাগবত-সঙ্গে করান সাক্ষাৎকার ॥”

অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব,—অর্থাৎ ঋগ্বৈদ্যের তত্ত্ব—প্রাকৃত বা
অচিদ্ ভোগ্য-বুদ্ধিতে অবিজ্ঞেয় অর্থাৎ অক্ষজ-জ্ঞানাতীত
অধোক্ষজ বা অতীন্দ্রিয়-তত্ত্ব ॥ ৬ ॥

রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবকে ভগবান্ শ্রীহরির সৃষ্টাদি-
লীলা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করায়, শ্রীশুকদেব সর্বপ্রথমে ভগবৎ-
স্বরূপপূর্বক স্বীয় অভীষ্ট-দেবকে বন্দনা করিতেছেন,—

অম্বয় । পুরা (কল্পাদৌ) অজ্ঞাত (ব্রহ্মণঃ) হৃদি সতীঃ
(সৃষ্টিবিষয়াং) স্মৃতিং বিতত্ত্বতা (প্রকাশ্যতা) যেন (ঈশ্বরেণ)
প্রচোদিতা (প্রেরিতা সতী) বলক্ষণা (স্বং শ্রীকৃষ্ণং লক্ষয়তি
উপাস্তু যেন দর্শয়তি ইতি, সা) পরম্বতী (বৈদ্যরূপা বাণী)
আস্ততঃ (তত্ত্ব ব্রহ্মণঃ মুখাং) প্রোহরভূং (আবিরভূব), স
শ্ববীণাং (জ্ঞানপ্রদানাম্) ঋষভঃ (শ্রেষ্ঠঃ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ
ইত্যর্থঃ) মে (ময়ি) প্রসীদতাম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । পূর্বে কল্পের প্রারম্ভে যিনি ব্রহ্মার হৃদয়ে
সৃষ্টি-বিষয়িণী স্মৃতিশক্তি প্রকাশিত করিয়াছিলেন এবং ঋগ্বৈদ্যের
প্রেরণা-ক্রমে শ্রীকৃষ্ণভজন-প্রদর্শিনী বৈদ্যজ্ঞান বাণী সেই
ব্রহ্মার মুখ হইতে প্রোহরভূতা হইয়াছিলেন, সেই সর্বশ্রেষ্ঠ
জ্ঞানপ্রদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ৮ ॥

তথ্য । (ভা ১।১।১—) “তেন ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে’;
(ভা ১।১।৪৩—) ‘ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যস্তাং
মদাশ্রকঃ’; (ভা ১।২।৩।১০, ১১, ২০—) ‘ইদং ভগবতা
পূর্বং ব্রহ্মণে নাতিপল্লজঃ……সম্প্রকাশিতম্’; * * ‘কস্মৈ

শরণাগতি-প্রভাবেষ্ট ব্রহ্মার অধোক্ষজ ভগবদর্শন-লাভ—

তবে যবে সর্বভাবে লইলা শরণ ।

তবে প্রভু কৃপায় দিলেন দরশন ॥ ১০ ॥

কৃষ্ণরূপা-ফলেই ব্রহ্মার শুদ্ধকীর্তন ও

ভগবজ্জ্ঞান-লাভ—

তবে কৃষ্ণরূপায় ক্ষুরিল সরস্বতী ।

তবে সে জানিলা সর্ব-অবতার-স্থিতি ॥ ১১ ॥

সেই অধোক্ষজ কৃষ্ণের রূপা ব্যতীত তদবতার-তত্ত্ব—হৃজ্জৈয়

হেন কৃষ্ণচক্ষের হৃজ্জৈয় অবতার ।

তান কৃপা বিনে কা’র শক্তি জানিবার ? ১২ ॥

যেন বিভাসিতোৎসাহমতুলজ্ঞানপ্রদীপঃ পুরা’; * * ‘য ইদং
রূপয়া কস্মৈ ব্যাচক্ষেপ মুমুকবে’ ইত্যাদি ভাগবতের বহুস্থানে
শ্রীনারায়ণের নিকট হইতে শ্রীভাগবত-সম্প্রদায়ের অন্ততম
ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের আদিগুরু আদি-কবি ব্রহ্মার বেদ বা বেদের
প্রপঞ্চফল পরা-বিজ্ঞাতক শ্রীভাগবত-শ্রবণের আধ্যান দৃষ্ট হয় ।

(খে: উ: ৬।১৮, ২২—) ‘যো ব্রহ্মাণঃ বিদধাতি পূর্বং
যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিণোতি তস্মৈ । তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি-
প্রকাশং মুমুকুর্বে শরণমহং প্রপঞ্জে ॥’ * * ‘বেদান্তে পরমং
গুহ্যং পুরা কল্পে প্রচোদিতম্’ (বৃ: উ: ২।৪।১০ বা ৪।৪।১১—)
‘অন্ত মহতো ভূতন্ত নিঃস্মৃতিমেতদ্ যদুৎপদে যজুর্বেদঃ
সামবেদোৎথর্কাস্থিরস ইতিহাসঃ পুরাণং বিজ্ঞা উপনিষদঃ
শ্লোকাঃ সূত্রাণামুপাখ্যানানি সর্কানি নিঃস্মৃতিতানি ॥’ ৮ ॥

ব্রহ্মার সাতটা জন্মের কথা মহাভারতে শাস্তিপর্বে ৩৪৭
অঃ ৪০-৪৩ শ্লোকে উল্লিখিত আছে । পাণ্ডজন্ম ব্যতীত
ব্রহ্মার মানসজন্ম, চাক্ষুষজন্ম, বাচিকজন্ম, শ্রবণজন্ম, নাসিক-
জন্ম ও অণুজন্ম,—এই ছয়টা জন্ম হইয়াছিল । পাণ্ডজন্মে
ব্রহ্মা স্বীয় চক্ষু উল্লীলন-পূর্বক তদীয় আরাধ্য-বস্তুকে দেখিতে
পাইলেন না । অনন্তর ভগবানের শরণ গ্রহণ করিয়াই
তিনি ভগবদর্শন লাভ করিলেন । এজন্তই ঋত্বিতে কথিত
হইয়াছে,—“নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন যেষাং ন বহনা
ঋতেন । যমেবৈব বৃণতে তেন লভ্যন্তস্তেষাং আত্মা বিরূণতে
তনুং স্বাম্ ॥” (—কঠে, ২।২৩ এবং মুঃ উঃ ৩।২।৩) ।

সর্বশক্তিমান্ কৃষ্ণ স্বীয় ঔদার্য-লীলা প্রকাশ করিয়া
ব্রহ্মাতে স্ব-স্বরূপ দর্শন প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ করিবার শক্তি

অধোক্ষজ কৃষ্ণের অবরোধ-লীলা-বিলাস—ভোগপর

বাক্য-মনের অগোচর

অচিন্ত্য, অগম্য কৃষ্ণ-অবতার লীলা।

সেই ব্রহ্মা ভাগবতে আপনে কহিলা ॥ ১৩ ॥

তথা হি (ভাঃ ১০:১৪২১)

ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি-বাক্য, ভগবানের অচিন্ত্য

যোগমায়া-বৈভব—

কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাশ্রন্

যোগেশ্বরোত্তীৰ্ণবত্সিলোক্যাম্।

কাতং কথং বা কতি বা কদেতি

বিস্তারয়ন্ ক্রীড়সি যোগমায়া ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণের অবতারণ-কারণ—জীব-বুদ্ধিতে হৃজের ও হৃনিদেহ

কোন্ হেতু কৃষ্ণচক্ষ করে অবতার।

কা'র শক্তি আছে তব জানিতে তাহার ? ১৫॥

ভাগবত ও গীতার বচনই প্রমাণ-রূপে গ্রাহ—

তথাপি শ্রীভাগবতে, গীতায় যে কয়।

তাহা লিখি, যে-নিমিত্তে 'অবতার' হয় ॥ ১৬ ॥

তথা হি (গীঃ ৪।৭-৮)

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের (শ্রীনারায়ণের) প্রপঞ্চে অবতাব-

কাল ও কার্য-নির্দেশ—

যদা যদা হি দশ্যন্ত মানীৰ্ভবতি ভারত।

অভ্যুত্থানমদশ্যন্ত তদা স্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ১৭ ॥

সঙ্কার করিবার পর ব্রহ্মার কণ্ঠদেশ হঠাতে 'ও' ও 'অথ'-
শব্দদ্বয় প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে তিনি 'আরোহ'-
নাদের পরিবর্তে 'অবরোহ' ('অবতার')-বাদ অর্থাৎ সচ্চিদা-
নন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবানের বিভিন্ন নিত্যাচিদ্বৈচিত্র্যময় বিলাস
এবং অসীম-রূপ-প্রকাশ-পুঙ্ক প্রপঞ্চে অবতারণ-লীলা অব-
গত হইয়াছিলেন। (ভাঃ ১।১।১) "তেনে ব্রহ্ম ভদা য আদি-
কবয়ে"-বাক্যে ও এই কথা উল্লিখিত আছে।

কৃষ্ণরূপা-রূপিণী সন্মুখরিত বীণাবতী কৃষ্ণকীর্তন-সরস্বতী
বাতীত জীবের ভোগধারণোৎ প্রাণহীন শব্দের দ্বারা তাহার
কৃষ্ণবৈমূখ্যরূপ জড়-বস্তুতা দূরীভূত হয় না ॥ ৯-১১ ॥

শ্রীকৃষ্ণের লীলা—অক্ষজ্ঞানমত্ত জনগণের সৰ্বতোভাবে
হৃজের। অক্ষজ্ঞানবাদী সৰ্ব-বিষ্ণু ও শক্তি-কোটির প্রভু
স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণকে সৰ্বশক্তিমান্ চতুর্ভূজ শ্রীনারায়ণেরও
অংশী না জানিয়া, সার্বত্রিক-পরিমিত যতবংশের অদন্তন
একজন ঐতিহাসিক রাজনৈতিক কৰ্ম্মবীরমাজ বলিয়া থাকেন
অর্থাৎ দ্বিতীয়াভিনিবেশ-ক্রমে সৰ্ব-মূলকারণ পরতত্ত্বরূপে না
জানিয়া তাঁহাকে জীবের হ্রায় মায়িক-বিগ্রহ-জ্ঞানে বহুবিধ
পার্শ্ব জড়ীয় ভোগ্যবস্তুর অন্ততম বলিয়া মনে করেন।
জগতে পরতত্ত্ব স্বরূপ-ভগবানের অবতারি-রূপে অবতারণ-
কালে নৈমিত্তিক-লীলাবতারগণ ও আসিয়া তাঁহাতে মিলিত
হ'ন; তাহাও নিত্যন্ত হৃজের। কৃষ্ণরূপা বাতীত মানব
নিজ-চেটা দ্বারা কখনই কৃষ্ণজ্ঞান লাভ করিতে পারেন না।
কৃষ্ণচক্ষ বাহাকে রূপা করিয়া স্ব স্বরূপের লীলা প্রদর্শন

করেন, তিনিই তাঁহাকে ভজন করিবার সৌভাগ্য লাভ
করেন। এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১০:১৪৩) "জ্ঞানে প্রায়সমদ-
পাস্ত"-শ্লোক আলোচ্য ॥ ১২ ॥

"অচিন্ত্যাব্যাক্তরূপায় নিগুণায় গুণাশ্রয়ে। সমস্ত জগদা-
বাস-মুদ্রয়ে ব্রহ্মণে নমঃ ॥" শ্রীমশোদা স্বীয় তনয়ের মুখ-
দর্শনে এষ্ট বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন। ব্রহ্মার উক্তিও
(ভাঃ ১০ম স্ক. ১৪শ অঃ) কৃষ্ণলীলার অচিন্ত্য ও স্তূৰ্ণমত
কথিত হইয়াছে ॥ ১৩ ॥

ব্রজের গো-বৎস-হরণকারী ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণ-কণ্ঠক চূর্ণ
হইলে ব্রহ্মা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরমেশ্বরজ জাত হইয়া স্থান
করিতেছেন,—

অস্ময়। (হে) ভূমন্, (হে বিরাট্,) ভগবন্, (হে
হৃদৈষ্ণুগাপূর্ণ,) পরাশ্রন্, (হে অস্থায়ামিন্,) যোগেশ্বর, (হে
সৰ্বজ্ঞ, সৰ্বশক্তিমান্,) অহো (বিষয়ে) ক (কৃত্র) বা, কথং
(কেন হেতুনা) বা, কতি (কতিবিধ-প্রকারেণ) বা, কদা
(কখন-কালে) বা, (তৎ) যোগমায়াঃ (অচিন্ত্য-স্বরূপ-শক্তিঃ)
বিস্তারয়ন্ (প্রকটয়ন্) ক্রীড়সি (বিলসসি),—ইতি ভবতঃ
(তব) উত্তীঃ (লীলাঃ) ত্রিপোক্যঃ (ভুবনত্রয়ে) কঃ বেত্তি (ন
কোপ্যতোচিত্ত্বাং তি তব যোগমায়া-বৈভবমিতি ভাবঃ) ॥

অস্মুবাদ। হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরমাশ্রন্, হে
যোগেশ্বর, কি আশ্চর্য্য! আপনি কখন বা কোণায়, কেন বা
কতপ্রকারে স্বীয় স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে বিস্তার করিয়া
বে-সকল ক্রীড়া-বিলাস করিয়া থাকেন, ত্রিজগতের মধ্যে কে

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ উক্ততাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ১ ॥

সেইসকল লীলা জানিতে পারে ? (অর্থাৎ, কেহই জানিতে পারে না) ॥ ১৪ ॥

তথ্য । ‘যদি বল, স্বতন্ত্র-স্বরূপ আপনার কেনই বা কুৎসিত মৎস্তাদি-কৃষ্ণে জন্ম-পরিগ্রহ, কেনই বা বামনাদি অবতারে বাজ্রাদি দৈত্যবাহার-প্রদর্শন, আর কেনই বা এই অবতারে কদাচিৎ পলায়নাদি লীলা শুনা যায় ?’—তদ্বত্তরে এই শ্লোকের অবতারণা । ‘ভূমন্’ ইত্যাদি বর্ণার্থ সাধারণ-শুণিহারা ভগবানের উল্লেখ হইতে বলিতেছেন (—শ্রীধর) ।

‘ভূমন্’-শব্দে—অপরিস্কৃত ; ‘ভগবান্’-শব্দে—সকলার্থ-যুক্ত ; ‘পরাঅন্’-শব্দে—সর্বস্বত্বগামিন্ বা সর্বকারণস্বরূপ ; ‘যোগেশ্বর’-শব্দে—স্বাভাবিক যোগশক্তিপ্রভাবে সর্বকাল-ব্যাপক । (আপনার লীলা অত্ৰ কেহ জানে না বটে,) কিন্তু আপনি ‘অপরিচ্ছিন্ন’ বলিয়া স্বয়ংই সেই অপরিচ্ছিন্ন লীলা-সমূহের আদার, আপনি ‘সকলার্থযুক্ত’ বলিয়া স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের প্রকার, আপনি ‘পরমাত্মা’ বলিয়া স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের ইচ্ছা এবং আপনি সর্বকালব্যাপী বলিয়া স্বয়ংই সেই লীলাসমূহের প্রকট-কাল অবগত আছেন । ‘যোগানার’-শব্দে ‘মহাস্বরূপশক্তি’ (—শ্রীজীবপ্রভু) ।

‘যদি বল, বায়, ভূভার-ভরণার্থই আপনার (শ্রীকৃষ্ণের) অবতরণ, রাবণ-বধার্থই শ্রীরামের অবতরণ, তদুদ্বগ্ধর্ম-প্রবর্তন-নিমিত্তই শুক্রাদি অবতারগণের আবির্ভাব প্রসিদ্ধ আছে, কিন্তু জ্ঞানী অভিমানী অজ্ঞগণের হৃদয়-বিনাশের নিমিত্ত আপনার অবতার হইয়াছে,—ইহা ‘ত’ জানা যায় নাই ?’ সত্য, কিন্তু আপনার প্রাজ্ঞাবাদি লীলাসমূহ কোন্-কোন-বিষয়ে কি-কি-প্রয়োজনময়, কখন, বা কতটুকুই বা হয়, তাহা সমগ্রভাবে জানিতে, ইহা যে সমগ্র নহে, তাহাই বলবার উদ্দেশে এই শ্লোকের অবতারণা ।

‘ভূমন্’-শব্দে বিশ্বব্যাপক অনন্তমুর্তিবিশিষ্ট, ‘ভগবান্’-শব্দে বিরাট-সত্ত্বও ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ, ‘পরাঅন্’-শব্দে ভগবত্ত্ব-সত্ত্বও পরমাত্মস্বরূপ, ‘যোগেশ্বর’-শব্দে স্বীয় যোগানার-রূপাপ্রভাবেই অমুভবনীয় বিরাটবাদি মহা-মহৈশ্বর্যযুক্ত । ‘উতি’-শব্দে

লোকার্থ—

ধর্ম-পরাভব হয় যখনে যখনে ।

অধর্মের প্রবলতা বাড়ে দিনে-দিনে ॥ ১৯ ॥

জন্মাদি-লীলা । যদি বলা যায়, ‘আপনার অনন্তমুর্তিসমূহ যখন বিশ্বব্যাপিকা ষড়ৈশ্বর্যময়ী পরমাত্মস্বরূপা, কিন্তু পাঞ্চভৌতিকী জড়া নহে, ত্রৈলোক্যের মধ্যবর্তিনী পার্শ্ববর্তী ভক্তজন-বিনোদিনী লীলাসমূহ অমুভবন করিতে করিতে সেইসকল শ্রীমুর্তি যে সর্বদা যুগপৎই বিচার করিতেছেন,—ইহা কিরূপে সম্ভব ?’ তদ্বত্তরে বলিতেছেন যে, তদুদ্বগ্ধর্ম-ভক্ত-বর্গের প্রতি সেইসকল শ্রীমুর্তির অচিন্ত্য যোগানার প্রভাবই বলাকালে প্রকাশ ও ধারণ প্রদর্শন-পূর্বক লীলা-লীলাত হইতেছে । (—শ্রীমদ্বিষ্ণুনাথ চক্রবর্তি-ঠাকুর) ॥ ১৪ ॥

বিস্তৃতি । কৃষ্ণতত্ত্বের অধিক আর কোন তত্ত্ব না থাকায় শক্তিমান কৃষ্ণের বিক্রম উপধাকি করিবার সামর্থ্য কাহারও নাই ; তিনি কোন কোন উদ্দেশ্য-সিদ্ধির নিমিত্ত স্বয়ং পরতত্ত্ব হইয়া প্রপঞ্চে স্বীয় নিত্যলীলার অবতারণা করান,—তাহা সত্যক বলিবার শক্তি কাহাকেও তিনি দেন নাই ॥ ১৪ ॥

আরোহণদী জড়-ভগতে ‘কায়’-দর্শনে কারণের অমু-সন্ধানে প্রবৃত্ত হ’ন । যেখানে ভগৎ—‘কার্য’ এবং সেই ভগতের সম্বন্ধে কোন ক্রিয়ার কর্তৃত্বের উদ্দেশ্য নিষ্কারিত হইবার চেষ্টা দেখা যায়, তাহা চরমিগম্য হইলেও, নিগম-কল্পতরুর প্রপক-ফল শ্রীমদ্বাগবতে এবং শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক অঙ্কন-সমীপে কীর্ষিত শ্রীশ্রীতার শ্রীগ্রন্থকার যে বর্ণার্থ হেতু-বর্ণন প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহাই এখানে লিখিতেছেন । গ্রন্থ-কার ধীর চেষ্টার বলে শ্রীকৃষ্ণের অবতীর্ণ হইবার কারণ অমু-সন্ধান না করিয়া শ্রোতব্যাক্যের অমুভবী হইয়াই ঐ কারণের উল্লেখ করিতেছেন । শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপ্রভু এতাদৃশ কারণকে বৈধভক্তিপরায়ণ লোকের প্রয়োজন-মাত্র ‘গৌণ কারণ’ বলিয়া শ্রীবিষ্ণুর ঐ অবতারকে ‘নৈমিত্তিক অবতার’-নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ১৫ ॥

অর্থ । (হে ভারত, (ভারতবংশাবতঃ অঙ্কন), যদা যদা হি ধর্মশ্চ (শ্রীহরিতোষণপরশ্চ, শ্রীহরো কর্মাণ্যরূপশ্চ দৈব-বর্ণাশ্রয়লক্ষণশ্চ) হানিঃ (হানিঃ), অধর্মশ্চ (হরীবৈমুখ্য-বন্ধনপরশ্চ) চ অত্যাখ্যানম্ (আধিক্যং ভবতি), তদা অহম্

সাধুজন-রক্ষা, দুই-বিমান-কারণে।

ত্র্যাদি প্রভুর পাঁচ করে বিজ্ঞাপনে ॥ ২০ ॥

আত্মানং (২০) সৃজামি (প্রকটয়ামি, ন তু জড়দ্রব্যমিহ
নির্ম্মমে, তন্তু নিত্যসিদ্ধ-সচ্ছিদানন্দবিগ্রহত্বাৎ) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। হে ভারতবংশে অর্জুন, যে-যে সময়ে ধর্ম্মের
মানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, আমি সেই সেই সময়েই
আপনাকে প্রকটিত করিয়া থাকি অর্থাৎ জগতে অবতীর্ণ
হইয়া আবির্ভূত হই ॥ ১৭ ॥

তথ্য। (ভা ৯২৪৫৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি
শ্রীশুকোক্তি —) “যদা যদা হি ধর্ম্মস্ত জগ্নো রুদ্ধিচ্চ পাপানঃ।
তদাত্তু ভগবানীশ আত্মানং সৃজতে হরিঃ ॥” ইত্যাদি দ্রষ্টব্য।

‘আমি আত্মাকে (শ্রীবিগ্রহকে) সৃষ্টি করি, অর্থাৎ অন্তর-
মোহিনী মায়াধারা আপনাকে সৃষ্ট-পদার্থবৎ দেপাইয়া থাকি।’
—শ্রীল বিশ্বনাথ-কৃত ‘সারার্ণববর্ষিণী’)।

‘ধর্ম্ম’-শব্দে বেদোক্ত ধর্ম্ম; ‘মানি’-শব্দে বিনাশ; ‘অধর্ম্ম’
—ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ; ‘অভ্যুত্থান’-শব্দে অভ্যুদয়; ‘সৃষ্টি করি’ অর্থাৎ
প্রকটিত করি, কিন্তু (জড়দ্রব্যবৎ) নির্মাণ করি না, যেহেতু
আমি সৃষ্টির পূর্বেই স্বয়ংসিদ্ধ বলিয়া আমি হইতেই সমুৎ
কালের প্রভু আমার উপর থাকিতে পারে না। (—শ্রীদল-
দেব-কৃত ‘গীতাভূষণ’)।

‘অধর্ম্ম’—(ভা ৭।১৫।১২-১৪ শ্লোকে যক্ষিণের প্রতি
শ্রীনারদের উক্তি—) “বিদধর্ম্মঃ পরধর্ম্মচ্চ আভাস উপমাচ্ছলঃ।
অধর্ম্মশাণাঃ পক্ষ্মো ধর্ম্মজোহধর্ম্মবস্তাজেৎ ॥ ধর্ম্ম-বাপো বিদধর্ম্মঃ
ছাৎ পরধর্ম্মোহ্য-চোদিতঃ। উপধর্ম্মস্ত পামণ্ডো দস্তো বা
শব্দভিচ্ছলঃ ॥ যক্ষিণ্য কৃতঃ পুত্রিতাভাসো হ্যশ্রমাৎ পৃথক।
স্বভাবো বিহিতো ধর্ম্মঃ কস্ত নেষ্টে প্রশান্তয়ে ॥”

অর্থাৎ, (১) বিদধর্ম্ম, (২) পরধর্ম্ম, (৩) ধর্ম্মাভাস, (৪) উপ-
ধর্ম্ম, (৫) ছলধর্ম্ম,—এই পাঁচটা অধর্ম্ম-শাপকে ধর্ম্মজ ব্যক্তি
ধর্ম্মের হ্রাস পরিত্যাগ করিবেন। তন্মধ্যে ধর্ম্মবুদ্ধিতে অত-
ত হইলে ও যাহা—অ-ধর্ম্মের বিষয়রূপ, তাহাই ‘বিদধর্ম্ম’;
জ্ঞের প্রেরণা-ক্রমে যে ধর্ম্ম অহুষ্ঠিত হয়, উহাই ‘পরধর্ম্ম’;
যিগাচার বা দস্তমূলক (‘অতিবাড়ী’) ধর্ম্মই ‘উপধর্ম্ম’;
প্রলিন্দা-মূলে ‘ধর্ম্ম’-শব্দের অল্পরূপ ব্যাখ্যা-দ্বারা বাহা
পিত হয়. অথবা, যাহা ‘ধর্ম্ম’-শব্দ-মাত্র (কৃত্রিমভাবে) ধারণ

তবে প্রভু যুগধর্ম্ম স্থাপন করিতে।

সালোপাদে অবতীর্ণ হন পৃথিবীতে ॥ ২১ ॥

করে. তাহাই ‘ছলধর্ম্ম’; মানবগণ স্বেচ্ছা-ক্রমে বাহা করে,
তাহাই ‘ধর্ম্মাভাস’; উহা—আশ্রম-ধর্ম্ম হইতে পৃথক। স্বভাব-
বিস্তিত ধর্ম্ম কাহারই বা প্রশান্তিজনক হয় না ? ১৭ ॥

বিস্তৃতি। “আমার আবির্ভাবের এইমাত্র নিয়ম যে,
আমি—ইচ্ছাময়; আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই।
যখন-যখনই ধর্ম্মের মানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন-
তখনই আমি স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার জগ-
দ্বাপার-নির্লীহক বিধিসকল—অনাধি, কিন্তু কালক্রমে যখন
ঐ-সকল বিধি কোন অনির্দিষ্ট কারণ-বশতঃ বিগুণ হইয়া
পড়ে, তখনই কালদোষ-ক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। সেই
দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না।
অতএব আমি স্মৃতি-চিহ্ন-সহকারে প্রপঞ্চ উদিত হইয়া

ঐ ধর্ম্ম-মানি নিবৃত্ত করি। এই ভারত-ভূমিতে আমার যে
উদয় দেখিতে পাও, তাহা নহে, আমি দেব-তির্থাগাদি সমস্ত
রাজ্যেই প্রয়োজন-মত ইচ্ছা-পূর্ব্বক উদিত হই; অতএব
শ্রেষ্ঠ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে যে উদিত হই না, তাহা মনে
করিও না। সেইসকল শোচ্য পুরুষগণ যতটুকু ধর্ম্মকে
‘অধর্ম্ম’ বলিয়া স্বীকার করে, উহারও মানি হইলে তাহাদের
মধ্যে শত্রুতাবেশাবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি।
কিন্তু এই ভারত-ভূমিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপী সাধনিক অধর্ম্ম
সুদৃঢ়ভাবে আচরিত হয় বলিয়াই এতদেবশাসী আমার প্রজা-
সকলের ধর্ম্ম-সংস্থাপনকরণার্থ আমি অধিকতর বদ্ধ করি।
অতএব যথাবতার ও অংগাবতার প্রকৃতি বহু বহু রমণীয়
অবতার, তাহা এই ভারত-ভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে
বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ, তৎসংগ জ্ঞান-
যোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিব্যোগ সুদৃঢ়রূপে আচরিত হয় না।
তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হয়,
দেখা যায়, তাহা ভক্তরূপা-জন্মিত ‘আকস্মিকী’ বলিয়া জানিবে।’
(—শ্রীমদুক্তিনিবোধাকুর-কৃত ‘নিষবরঞ্জন’ ভাষ্য) ॥ ১৭ ॥

অনুবাদ। সাধুনাং (অধর্ম্মবর্জিনাং) পরিত্রাণায় (রক্ষণায়)
ভক্ততাং (দুইঃ কর্ম্ম ক্রমস্বীতি ভক্ততাং, তেবাং) বিনাশায়
(বশায়) চ (এবং) ধর্ম্ম-সংস্থাপনার্থায় (ধর্ম্মস্ত সংস্থাপনঃ

কলিযুগের ধর্ম এবং অবতার বা উপাস্ত-নির্দেশ—

কলিযুগে ‘ধর্ম’ হয় ‘হরি-সঙ্কীর্ণন’ ।

এতদ্বর্থে অবতীর্ণ শ্রীশচীনন্দন ॥ ২২ ॥

তন্মৈ ইদং নিত্য-ধর্মং প্রকটিতুং স্থিরীকর্তুং মিত্যর্থঃ) যুগে যুগে (তত্তদবসরে) সম্ভবামি (অবতীর্ণঃ অস্মি) ॥ ১৮ ॥

অনুবাদ । সাধুগণের পরিভ্রাণ, অসাধুগণের বিনাশ এবং ধর্ম-সংস্থাপনের নিমিত্ত আমি যুগে যুগে প্রকটিত, অবতীর্ণ বা আবিভূত হই ॥ ১৮ ॥

তথ্য । ‘ভট্টের নিগ্রহ করায় ভগবানের নির্দয়ত্বের আশঙ্কা করিতে হইবে না ; বথা,—“লালনে তাড়নে মাতুলনা-কারণ্যং যথার্থকে । তদ্বদেব মহেশস্ত নিয়ন্তু গুণ দোষযোগে ॥” অর্থাৎ স্বীয় শিশু-সন্তানের প্রতি মাতার লালন ও তাড়ন-ব্যবহারে যেমন অকারণ্য (নিষ্টরতা) প্রকাশ পায় না, প্রভুত মেহেরই পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ গুণ ও দোষের নিয়ন্তা পরমেশ্বর বিষ্ণুর স্তর-পালন ও অসুর-বিনাশেও দয়াই প্রদর্শিত হয়, বশিতে হইবে ।’ (—শ্রীধরস্বামি-কৃতা ‘সুবোধিনী’) ।

‘যদি বলা যায়,—আপনার ভক্ত রাজর্ষি বা ব্রহ্মসিদ্ধই ত’ ধর্মতানি ও অধর্মবুদ্ধি দূরীভূত করিতে সমর্থ, ইহার জন্ত আপনার অবতীর্ণ হইবার আবশ্যিকতা কি ? সত্য, কিন্তু সাধুগণের পরিভ্রাণ, ভক্তগণের বিনাশ ও ধর্মের সংস্থাপন, এই কার্যক্রম—অন্তের পক্ষে ‘দ্রুত’ বলিয়াই আমি আবিভূত হই । ‘সাধুগণের পরিভ্রাণ’-শব্দে আমার দর্শনোৎকর্ষাক্রান্ত-চিত্ত ঐকান্তিক-ভক্তগণের যে ব্যগ্রতা-রূপ ভ্রূং, তাহা হইতে পরিভ্রাণ ; ‘দ্রুততা’-শব্দে আমার ভক্তগণের ক্রোধোৎপাদক (দ্রোহকারী) এবং আমা ব্যতীত অন্তের অবধ্য রাবণ, কংস ও কেন্দী প্রভৃতি অসুরগণের ; ‘ধর্ম-সংস্থাপন’-শব্দে মদীয় ধ্যান-যজ্ঞ-পরিচর্যা-সঙ্কীর্ণন-লক্ষণযুক্ত পরমধর্মের,—যাহা আমা ব্যতীত অল্প কর্তৃক প্রবর্তিত হইবার অযোগ্য,—তাহার সম্যক স্থাপন ; ‘যুগে যুগে’ অর্থাৎ প্রতি যুগ বা প্রতিকালে ; ভট্ট-নিগ্রহকারী ভগবানের বৈষম্য আশঙ্কা করিতে হইবে না, যেহেতু ভগবানের হস্তে নিধন-ফলে ভট্ট অসুরগণেরও স্ব-স্ব-ভক্ত-লক্ষ নরক ও সংসার হইতে পরিভ্রাণ-লাভ হওয়ায় উহাদের প্রতি ভগবানের নিগ্রহও ‘অগ্রহ’ বলিয়াই নির্ণীত হইয়াছে ।’ (—শ্রীমদ্বিখ্যাপ চক্রবর্তী) ।

শ্রীভাগবতের বচন-প্রমাণ—

এই কহে ভাগবতে সর্বতত্ত্ব-সার ।

‘কীর্তন’-নিমিত্ত ‘গৌরচন্দ্র-অবতার’ ॥ ২৩ ॥

‘সাধুগণের-পরিভ্রাণ’-শব্দে আমার রূপগুণ-নিরত, আমার সাক্ষাৎকারাকাজী, স্তবরাং আমার সাক্ষাৎকারাভাবে অতি-ব্যগ্রতা-রূপ যে ভ্রূং, তাহা হইতে স্বীয় ভক্তজন-মনোহর স্বরূপ-সাক্ষাৎকার-দ্বারা পরিভ্রাণ ; ‘দ্রুততা’-শব্দে ভট্টকর্ম-কারী ও আমা ব্যতীত অন্তের অবধ্য রাবণ, কংসাদি ভক্ত-দ্রোহিগণের ; ‘ধর্ম’-শব্দে একমাত্র আমারই অর্চন-ধ্যানাদি-লক্ষণযুক্ত শুদ্ধভক্তিযোগ, উহা বৈধ হইলেও অল্প-কর্তৃক প্রচারিত হইবার অযোগ্য ; ‘সংস্থাপন’-শব্দে সম্যক প্রচার । এই তিনটি কার্যই আমার অবতারের ‘কারণ’ । ভট্ট-বধের দ্বারা ভগবানের বৈষম্য বশিতে হইবে না, যেহেতু ভগবানের হস্তে ভট্টগণের নিধন-ফলে উহাদের মোক্ষানন্দ-লাভ হওয়ায় ভগবানের নিগ্রহই অগ্রহরূপে পরিণত হয় ।’ (—শ্রীবলদেব) ।

বিস্তৃতি । ‘রাজর্ষি ও ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে-সকল ভক্ত আছেন, তাহাদের সত্য্য আমি ‘শক্ত্যাবেশ’ করতঃ ‘বর্ণা-শ্রমধর্ম’ সংস্থাপন করি । কিন্তু বস্তুতঃ পরম-ভক্ত সাধুগণের মঙ্গলনলাগদোখ ভ্রূং হইতে তাহাদের পরিভ্রাণের জন্তই আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যিকতা । অতএব ‘যুগাবতার’ হইয়া আমি সাধুদিগকে এই ভ্রূং হইতে পরিভ্রাণ করি, দ্রুত রাবণ-কংসাদিকে বধ করতঃ উদ্ধার করি এবং শ্রবণকীর্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের ‘নিত্য স্বধর্ম’ সংস্থাপন করি । ‘আমি যুগে-যুগে অবতীর্ণ হই’,—এই কথা-দ্বারা কলিকালেও যে আমার অবতার হয়, ইহা স্বীকার করিবে । সেই কলি কালের অবতার কেবল ‘কীর্তনাদি দ্বারা পরম-দ্রুত ‘প্রেম’ সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে অল্প ত্যাগপণ্য না থাকায়, সেই অবতার সর্বাভ্যাস-শ্রেষ্ঠ হইলেও, সাধারণের নিকট ‘গোপনীয়’ । আমার পরম-ভক্তগণ স্বভাবতঃই সেই অবতার-কর্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা ভূমি (অর্জুন)ও তৎ সাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে ।’ সেই কলিজন নিস্তারক অবতার-কর্তৃক দ্রুত-জনের দ্রুত-বিনাশ ব্যতীত যে অসুর-বিনাশ-কার্য নাই,—ইহাই সেই ‘শুভ’ অবতারের পরম রহস্য ।’ (—শ্রীমদ্বক্তাবিনোদঠাকুর) ॥ ১৮ ॥

তথা হি (ভাঃ ১১।৫।৩১-৩২)

কলিযুগে পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষান্তে কৃষ্ণকীর্তন-রত সাবরণ

শ্রীগৌরকৃষ্ণই সঙ্কীৰ্তন-যজ্ঞে উপাত্ত—

ইতি ষাপর উর্কীশ স্ববস্তি জগদীশ্বরম্ । *

নানাতন্ত্র-বিধানেন কলাবপি তথা শৃণু ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাংকৃষ্ণং সাক্ষোপাস্যাস্তপাষণদম্ ।

যজ্ঞৈঃ সঙ্কীৰ্তনপ্রায়ৈষ্যজন্তি হি স্তমেষদসঃ ॥ ২৫ ॥

যুগধর্ম-পালক শ্রীগৌর-নারায়ণ—

কলিযুগে সর্ব-ধর্ম—‘হরি-সঙ্কীৰ্তন’ ।

সব প্রকাশিলেন চৈতন্ত্য-নারায়ণ ॥ ২৬ ॥

নবর ভোগ-প্রবৃত্তির ভূমিকায় ভগবদ্বিমুখ জীবের বিচরণ-কালে তাঁহার দ্বিতীয়াভিনিবেশ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে । সত্য, ত্রেতা ও ষাপরযুগে ধর্ম ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া জড়-ভোগ-চেষ্টা বৃদ্ধি করে, তৎকালে ধর্মের অভাবে অধর্মের বিক্রম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে । আরোহ-বাদ—অধর্মে অবস্থিত ; তাহাতে শ্রীঅধোক্ষজ-সেবা প্রবৃত্তি নাই । শ্রীঅধোক্ষজ-সেবা-পরায়ণ ভক্তগণ সর্বদা মায়াবদ্ধ জীবের অক্ষজ্ঞান-প্রণোদিত অধর্ম-মূলক-চেষ্টা-দ্বারা উপ-ক্রম হ’ন । আরোহবাদী দ্যুত, পান, স্ত্রী ও স্নান এবং* জ্ঞাতরূপ,—এই পঞ্চ সম্পত্তিতে আপনাকে সম্পন্ন ও বণীয়ান মনে করিয়া তাহার নিত্যকল্যাণ সাধনের নিমিত্ত অবতীর্ণ অধোক্ষজ সত্যবস্তকে সর্বদাই আক্রমণ করিতে উদ্যত হয় । তাদৃশ আরোহ-বাদী বা অক্ষজ্ঞানীর চেষ্টাকে ত্তক করাই-বার জ্ঞাত এবং অধিরোহবাদীর উৎক্রমণ-পথের সহায়তা করি-বার উদ্দেশ্যেই অম্বরমোহিনী অবিজ্ঞা-বিনাশকারী অনন্তবীৰ্য্য শালী বাস্তব-সত্যস্বরূপ শ্রীবিষ্ণু অবতীর্ণ হইউন,—ব্রহ্মার একপ আবেদন যুগে-যুগে ভগবৎ-পাদপদ্মে উপস্থিত হয় ॥ ১৯-২০ ॥

সৃষ্টিকর্তা ও বিধাতা ব্রহ্মা জগতের মঙ্গলের জন্ত যখন ভগবানের অবতরণ প্রার্থনা করেন, তৎকালেই নিত্য-প্রকটিত বাস্তব-সত্যবস্ত স্বীয় অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠধাম হইতে প্রপঞ্চে স-পরিকরে অবতীর্ণ হ’ন । সাময়িক মঙ্গল-বিধানরূপ যুগ-ধর্মের পুনঃসংস্থাপন-কার্য্যও তদীয় উদ্দেশ্যের অন্তর্গত বলিয়া শুদ্ধদৃষ্টিসম্পন্ন ভক্তগণ জানিতে পারেন । নৈমিত্তিক-লীলাবতরণ-কার্য্যটি—ধর্মসংস্থাপন-মূলক যুগধর্ম ॥ ২১ ॥

সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, ষাপরে পরিচর্যা ও কলি-যুগে হরিসঙ্কীৰ্তনই জীবের ধর্ম-রক্ষার সোপান । ভগবান্ শ্রীশচীনন্দন সেই হরিসঙ্কীৰ্তনের অবতারণ-মুখে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২২ ॥

কলিকালে জীবগণ তর্কহত হইয়া নানাপ্রকার বিবাদে

প্রমত্ত হ’ন । তাহাদের চরমকল্যাণ-বিধানের জন্ত শ্রীগৌর-মুন্দর নিত্য-নিরন্তরকৃষ্ণক পরম-সত্য সচ্চিদানন্দ-ভগবদ্বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণনামের কীর্তন প্রচার করেন । শ্রীগৌরমুন্দরই যে সর্ব-তত্ত্বসার অর্থাৎ পরতত্ত্ব-বস্তু এবং তিনিই যে সঙ্কীৰ্তন-বিগ্রহ, —এই কথাই শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে ॥ ২৩ ॥

‘ভগবান্ শ্রীহরি কোন্-সময়ে কোন্-বর্ণবিশিষ্ট ও কিরূপ-আকারযুক্ত হইয়া, এবং কি-নামে ও কোন্-প্রকার বিধি-দ্বারা পূজিত হইবেন?’—বিদেহরাজ নিমির এই প্রশ্নের উত্তরে মহাভাগবত নবমোঃগেষ্টের অন্ততম শ্রীকরভাজন-মুনি তাঁহার নিকট কলিকালের অবতারণ ও তদভজন-প্রণালী এই শ্লোক-দ্বয়ে বর্ণন করিতেছেন,—

অম্বরম্ । হে উর্কীশ, (পুঙ্খীপতে নিমিরাজ,) ইতি (পূর্বোক্তরূপে) ষাপরে (যুগে ভক্তাঃ) জগদীশ্বরং (নিগমা-গম-শাস্ত্রকথিতেন অর্চন-বিধিনা বাস্তববাদি-চতুর্বাংসকং শ্রীহরিং) স্ববস্তি (পূজয়ন্তি) ; কণৌ (যুগে) অপি (চ) নানা-তন্ত্র-বিধানেন তথা (যেন যেন সাহিত্য-তন্ত্রাদ্যুক্ত-বিধিনা ভগ-বন্তঃ শ্রীহরিং স্ববস্তি,—অনেন কণৌ * পঞ্চরাত্র-তন্ত্র-মার্গস্ত প্রাধান্যং দর্শয়তি, তথা মৎসকাশ্যং) শৃণু ॥ ২৪ ॥

অম্বরবাদ । হে নিমিরাজ, ষাপরে ভক্তগণ এই বলিয়া (পূর্বোক্তরূপে) চতুর্বাংসক জগদীশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন । কলিতেও ভক্তগণ যেক্রমে নানা-সাহিত্য-তন্ত্র-বিধি-দ্বারা ভগবান্ শ্রীহরির স্তব করেন, তাহা আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর ॥ ২৫ ॥

অম্বরম্ । স্তমেষদসঃ (বিবেকিনঃ) ত্রিবাং (কাণ্ডা) অকৃষ্ণং (বিদ্যাক্ষোঃ, পুঙ্খোক্ত-শুদ্ধ-রক্ত-গ্রাম-বর্ণত্রয়াবশেষং তুর্ধ্যং পীতবর্ণং) সাক্ষোপাস্যাস্তপাষণদম্ (অস্ত্রে—শ্রীনিত্যানন্দা-বৈতো, উপাস্যানি—শ্রীবাসাদিভক্তাঃ, অস্ত্রাণি—হরিনামা-দীনি, পার্শ্বদাঃ—শ্রীগদাধর-স্বরূপ-রামানন্দাদয়ঃ তৈঃ সচিৎ) কৃষ্ণবর্ণং (কৃষ্ণং বর্ণয়তি গায়তি যঃ তং, যথা, কৃষ্ণোতি এতৌ-বর্ণৌ চ বস্মিন্ তঃ শ্রীগৌরহরিং) সঙ্কীৰ্তনপ্রায়ৈঃ (বহন্তি-

স-পরিকর শ্রীভগবানের যুগধর্ম শ্রীনামসকীর্তন-পাণন—

কলিযুগে সকীর্তন-ধর্ম পালিবারে ।

অবতীর্ণ হৈলা প্রভু সর্ব-পরিকরে ॥ ২৭ ॥

মিলিতা হরিকথা-নাম-গান-কটপেঃ) যৎক্ৰেঃ হি (এব) যজ্ঞস্তি (উপাসন্তে) ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ । সুবুদ্ধিমান ব্যক্তিগণ কলিকালে শ্রীহরি-সকীর্তন-বহন যজ্ঞ-দ্বারাই অরুঞ্চ (গৌরবর্ণতম), অন্ন (শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅম্বৈতাচার্য-প্রভৃৎ), উপাস্ত (অঙ্গের অঙ্গ শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ), অন্ন (অবিজ্ঞা-নাশক শ্রীহরিনাম) ও পার্শদগণের (শ্রীগদাধর, শ্রীস্বরূপ, শ্রীরামানন্দপ্রভৃতির) সতিত বিত্তমান, কৃষ্ণন্যমোচ্চারণ-রত শ্রীগৌরহরির উপাসনা করেন ॥ ২৫ ॥

তথ্য । “ঐষা কাস্তা যোঃক্ৰেঃ গৌরন্তং স্তম্বেসে। যজ্ঞস্তি। গৌরত্বঞ্চ—“আসন্ বর্ণাঙ্গয়ো যজ্ঞ গৃহতোহম্-বগং তনুঃ। শুকো রক্তস্তথাপীত ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥” —ইত্যত্র পারিবেশ্য-প্রমাণ-সকম্। ‘ইদানীম্’ এতদবতারা-স্পদত্বেনাভিখ্যাতে স্বাপরে “কৃষ্ণতাং গতঃ” ইত্যুক্তেঃ শুক-রক্তয়োঃ সত্যত্বো-গতত্বেন দর্শিতং পীতস্তাতীতস্তং প্রাচীন-বতারাণ্যেকা; অত্র শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপত্বেন বক্ষ্যমাণদ্বাদ-যুগবিভারং—তস্মিন্ সর্বেহপ্যবতারা অন্তর্ভূতা ইতি তত্ত্বং-প্রয়োজনং তস্মিন্নেকেন্নৈব সিদ্ধাতীতাপেক্ষা। তদেব যদ-স্বাপরে কৃষ্ণোহবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোহপ্যবতরতীতি স্বারস্ত-লকেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবাং গৌর ইত্যায়তি, তদব্যভিচারং। তদেতদাবির্ভাবং তত্ত্ব স্বয়মেব বিশেষণ-দ্বারা বানক্তি,—‘কৃষ্ণবর্ণং’—কৃষ্ণতোক্তো বর্ণে চ বত্র,—যস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব-নামি কৃষ্ণত্বাভিব্যক্তং কৃষ্ণতি-বর্ণ-যুগলং প্রযুক্তমন্তীত্যর্থঃ;—তৃতীয়ে শ্রীমহানুভবাক্যে ‘সমাহুতা’ ইত্যাদি-পত্তে ‘শ্রিয়ঃ সর্বেণে’ ইত্যত্র টীকায়াং—“শ্রিয়ো কল্পিণ্যাঃ সমানবর্ণষয়ং বাচকং যন্ত সং;—‘সর্ববর্ণো কল্পী’ ইত্যপি দৃষ্টতে; যদা, কৃষ্ণং বর্ণয়তি তদাশ্রয়-পরমানন্দ-বিন্যাস-স্বরগোপ্যবশতয়া স্বয়ং গায়তি, পরমকারুণিকতয়া চ সর্বেভ্যোহপি লোকেভ্যন্তমোপদিশতি যন্তম্; অথবা, স্বয়মকৃষ্ণং গৌরং ঐষা স্বশোভা-বিশেষণেব কৃষ্ণোপদেষ্টারঞ্চ,—যদ্বর্শনেনৈব সর্বেষাং শ্রীকৃষ্ণং ‘দুরতীত্যর্থঃ; কিম্বা, সর্ব-লোকভ্রষ্টারঃ কৃষ্ণং গৌরমপি ভক্তবিশেষ-দৃষ্টৌ ‘ঐষা’ প্রকাশ-

ভগবদাবির্ভাবের অগ্রে নিত্যপার্শদবৃন্দের নর-কুলে আবির্ভাব—

প্রভুর আজ্যায় আগে সর্ব-পরিকর ।

জন্ম লভিলেন সবে মানুস-ভিতর ॥ ২৮ ॥

বিশেষণে কৃষ্ণবর্ণং, তাদৃশ-গ্রামসুন্দরমেব সন্তমিত্যর্থঃ। তস্মা-স্তস্মিন্ শ্রীকৃষ্ণরূপত্বৈব প্রকাশ্যং তত্বেবাবির্ভাববিশেষঃ স ইতি ভাবঃ। তত্ত্ব ভগবত্বমেব স্পষ্টয়তি—“সাক্ষোপাস্তান্ধপার্শদম্”—অস্মাত্তেব পরম-মনোহরস্বাহুপাঙ্গানি ভূষণাদীনি, মহাপ্রভাব-স্বাভাত্তেবাস্তাঙ্গি, সর্বদৈবকাস্তবাসিস্বাভাত্তেব পার্শদাঃ; বহুভি-র্মহামুভাবৈরসকৃদেব তথা দৃষ্টোহসাবিতি গোড়-বরেন্দ্র-বসোং-কলাদি-দেশীয়ানাং মহাপ্রসিদ্ধেঃ; যদা, অত্যন্তপ্রমোদস্বাং-তত্ত্বল্যা এব পার্শদাঃ শ্রীমদম্বৈতাচার্য-মহামুভাবচরণপ্রভৃত্য-ন্তেঃ সহবর্তমানমিতি চাখ্যন্তরেণ ব্যক্তম্। তদেবজ্ঞতং কৈ-র্যজ্ঞস্তি? ‘যৎক্ৰেঃ’ পূজাসম্ভারৈঃ,—“ন বত্র যজ্ঞেশমণা মহোং-সবাঃ” ইত্যুক্তেঃ। তত্র বিশেষণে ত্রমেবাভিধেয়ং বানক্তি,—‘সকীর্তনং’ বচনমিগিলিতা তদাননুৎ শ্রীকৃষ্ণগানং, তৎপ্রধানৈঃ, তথা সকীর্তন-প্রাধান্যন্ত তদাশ্রিতেষেব দর্শনাং, স এবাত্মাভিধেয় ইতি স্পষ্টম্। অতএব সহস্রনামি তদবতারহৃৎকানি নামানি কথিতানি—“স্ববর্ণ-বর্ণো হেমাঙ্গো বরান্ধচন্দনান্দ্বদী। সম্যাস-রুচ্ছমঃ শাস্তঃ” ইত্যোক্তানি। দর্শিতকৈতং পরমবিদ্বচ্ছিরোমণিনা শ্রীসার্কভোম-ভট্টাচার্যেণ—“কালানন্তং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাহকর্ত্তং কৃষ্ণচৈতন্যনামা। আবিভূতন্ত পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং নীলতাং চিত্তভূষং ॥” (—শ্রীজীবপ্রভুর ‘ক্রমসন্দর্ভ’ ও ‘সর্বসম্বাদিনী’) ॥ ২৫ ॥

‘ঐষ’ অর্থাৎ কাস্তিতে যিনি—‘অকৃষ্ণ’ অর্থাৎ গৌরবর্ণ, বৃগগণ তাঁহার উপাসনা করেন। “প্রতিযুগে তম্ব (বিগ্রহ)-ধারণপূর্বক অবতীর্ণ শ্রীহরিস্বরূপ তোমার এই পুত্রের পূর্বে শুক, রক্ত এবং পীত, এই তিনটি বর্ণ ছিল; ইদানীং তিনি কৃষ্ণ (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন।”—শ্রীমদ্ভাগবতে (১০।৮।১০) শ্রীনন্দ-মহারাজের প্রতি কথিত গর্গমুনির এই বাক্যে পূর্বোক্ত শুক, রক্ত ও শ্রামবর্ণ ব্যতীত অবশিষ্ট পীতবর্ণ-প্রমাণ হইতে ইহার গৌর-বর্ণের কথা পাওয়া যায়। ‘ইদানীং’ অর্থাৎ বর্তমান-অবতার-কালরূপে বর্ণিত স্বাপরযুগে ‘কৃষ্ণ’ (কৃষ্ণবর্ণ) প্রাপ্ত হইয়াছেন—এই উক্তি-নিবন্ধন এবং সন্ধ্যাও ত্রেতা-যুগে শুক ও রক্তবর্ণের প্রাপ্তি-হেতু ভগবানের পূর্ব পূর্ব (কলিযুগে

শ্রীকৃষ্ণের সর্গাবতার-সেবক সকল পার্শ্বদেবই শ্রীগৌর-

দীপায় ভক্তরূপে প্রাপ্য অবতারণ—

কি অনন্ত, কি শিব, বিরিকি, ঋষিগণ।

যত অবতারের পার্শ্ব আশ্রয়গণ ॥ ২৯ ॥

পীতবর্ণ ধারণপূর্বক) অবতারকে উদ্দেশ করিয়াই এই (কলিযুগাবতারে গৃহীত) পীতবর্ণের অতীতকাল প্রদর্শিত হইয়াছে।

‘এইগ্রন্থে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরিপূর্ণরূপে পরে কীর্তিত হইবেন, অতএব শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত অবতার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া একমাত্র তাঁহাতেই যে সেইসমস্ত অবতারের প্রয়োজন সিদ্ধ হয়,—ইহা দেখাইবার উদ্দেশেই তাঁহার যুগাবতারস্থ ঘটিল। অতএব যে-দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ অবতীর্ণ হ’ন, তাহার অব্যবহিত-পরবর্তী অর্থাৎ সেই চতুর্য়ুগান্তর্বর্তী কলিযুগেই শ্রীগৌর-সুন্দরও যে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন,—এরূপ তাৎপর্য বা অভিপ্রায় পাওয়া যায় বলিয়া, শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে; যেহেতু আর কখনও ইহার ব্যতিক্রমও ঘটে নাই। শ্রীগৌরসুন্দর যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ, এ বিষয় গ্রন্থকার নিজেই এই শ্লোকে নিম্নলিখিত বিশেষণ-দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন, যথা—

‘কৃষ্ণবর্ণ’—‘কৃ’ এবং ‘ক্ষ’, এই দুইটা বর্ণ (অক্ষর) আছে যাহাতে, অর্থাৎ যাহার ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব’-নামের মধ্যে কৃষ্ণ (স্বয়ং ভগবত্তা)-স্বচক ‘কৃ’ এবং ‘ক্ষ’, এই দুইটা বর্ণ (অক্ষর) প্রযুক্ত হইয়া বিद्यমান;—যেমন, (ভা ৩।৩।৩) শ্রীউদ্ধব-কথিত “সমাহুতা” ইত্যাদি পদস্থিত “শ্রিয়ঃ সর্বর্ণেন”, এই অংশের শ্রীধরস্বামি-কৃত-টীকায়—‘শ্রী’র বা ‘কৃষ্ণিলী’র ‘সর্বর্ণ’ বা ‘সমান-বর্ণব্ধ’ (অর্থাৎ ‘কৃষ্ণী’ এই বর্ণব্ধ) হইয়াছে বাচক যাহার, সেই ব্যক্তিই ‘শ্রিয়ঃ সর্বর্ণ’ (অর্থাৎ ‘কৃষ্ণী’),—ইত্যাদি (বহুস্থলে সমাশাস্ত্রে এরূপ) অর্থ করিতেও দেখা যায়;

অথবা, ‘কৃষ্ণবর্ণ’-পদে ‘যিনি কৃষ্ণ-নাম বর্ণন করেন’, অর্থাৎ তাদৃশ স্বকীয় পরমানন্দ-বিলাস-স্বরূপজনিত উল্লাস-বশতঃ স্বয়ং ঐ নাম গান করেন এবং পরম-করুণা-বশতঃ সমস্ত-লোককেও ঐ নাম যিনি উপদেশ করেন, তিনি;

অথবা, যিনি অক্ষর ‘অকৃষ্ণ’ অর্থাৎ ‘গৌর’ হইয়াও ‘দ্বিব’ বা দ্ব-শোভা-বিশেষদ্বারা ইন্দ্র-লোককে ‘কৃষ্ণনাম উপদেশ

শ্রীগৌর-কৃষ্ণেরই নিজ-জন-তত্ত্বাবগতি-সামর্থ্য—

‘ভাগবত’রূপে জন্ম হইল সবার

কৃষ্ণ সে জানেন,—যাঁর অংশে জন্ম যাঁর ॥ ৩০ ॥

প্রদান করেন’ অর্থাৎ যাহার দর্শনেই সমস্ত লোকের কৃষ্ণ-স্মৃতি হইয়া থাকে,

অথবা, সর্বলোকদ্রষ্টা-কৃষ্ণ ‘গৌর’-রূপে অবতীর্ণ হইলেও ভক্তবিশেষের দৃষ্টিতে যিনি—‘দ্বিব’ বা কান্তিবিশেষের দ্বারা ‘কৃষ্ণবর্ণ’ অর্থাৎ তাদৃশ শ্রীমুন্দর-রূপেই বর্তমান, তিনি; অতএব শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীকৃষ্ণরূপেরই প্রাকট্য-হেতু অর্থাৎ শ্রীগৌরসুন্দররূপে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই প্রকটিত হওয়ায়, তিনি যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব-বিশেষ, ইহাই ভাবার্থ।

‘সাম্প্রোপাদানপার্ষদ’, এই পদদ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের ভগবত্তা স্পষ্ট করিতেছেন,—‘সাম্প্রোপাদানপার্ষদ’ অর্থাৎ যিনি—অসম্প্রোপাদানপার্ষদ-সহ বর্তমান; (‘অসম্প্রোপাদানপার্ষদ’-পদটা কর্মধারয়-সমাশাস্ত্রে সাধিত হইয়াছে; ইহার ব্যাস-বাক্য এইরূপ,—যাহা ‘অঙ্গ’, তাহাই ‘উপাঙ্গ’, তাহাই ‘অঙ্গ’, তাহাই ‘পার্ষদ’); ভগবানের ‘অঙ্গ’সমূহই পরম-মনোহর এবং বলিয়া ‘উপাঙ্গ’ বা ভূষণাদিরূপে, মহাপ্রভাব বলিয়া ‘অঙ্গ’রূপে এবং সম্বন্ধাই একান্তভাবে ভগবৎসান্নিধ্যে বাস করেন বলিয়া ‘পার্ষদ’রূপে প্রকটিত; বহু বহু মহাজন যে তাঁহার এবিধ আকর্ষণ অনেকবার দর্শন করিয়াছেন,—তাঁহা গোড়, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও উৎকলপ্রভৃতি দেশবাসি-লোকগণের মধ্যেও বিশেষ প্রসিদ্ধ আছে; অথবা, উক্তপদে অঙ্গ, উপাঙ্গ ও অঙ্গের তুল্য অতিশয় প্রেমভাজন শ্রীমদেবতাচার্য্যপ্রভৃতি মহাপ্রভাব-শালী পার্শ্বদগণের সহিত বর্তমান,—এরূপ অর্থান্তরেও তিনিই ব্যক্ত হইতেছেন।

এমন যে শ্রীগৌরসুন্দর, তাঁহাকে ভক্তগণ কি-কি-উপায়ে আরাধনা করেন? তদন্তরে বলিতেছেন,—তাঁহাকে ‘যজ্ঞ’ অর্থাৎ পূজাসম্ভার-দ্বারা আরাধনা করেন; যেহেতু “ন যত্র যজ্ঞেশমথা” ইত্যাদি (ভা ৫।১৯।২৩ শ্লোকে) দেবগণের গীত-বাক্যই তাঁহার প্রমাণ। তাহাতে ‘সকীর্তনপ্রায়ঃ’ এই বিশেষণ-দ্বারা সেই যজ্ঞকেই অভিধেয়-রূপে ব্যক্ত করিতেছেন; তন্মধ্যে ‘সকীর্তন’ অর্থাৎ একত্র সম্মিলিত হইয়া বহু-লোকের যে

পঞ্চগোড়ে ভক্তগণের আবির্ভাব—

কারো জন্ম মবদীপে, কারো চাটিগ্রামে।

কেহ রাঢ়ে, ওড়ু-দেশে, শ্রীহটে, পশ্চিমে ॥ ৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণনাম-গান, সেই সঙ্কীর্তনই প্রায়শঃ অর্থাৎ প্রধানভাবে বর্তমান যাহাতে, এবিধ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-বহুগ যজ্ঞাদি-ধারা, এবং তদীয় আশ্রিতগণের মধ্যেই সঙ্কীর্তনের প্রাধান্য দৃষ্ট হয় বলিয়া, সেই সঙ্কীর্তন-যজ্ঞই যে এইস্থলে অভিদেয়,—ইহা স্পষ্টভাবেই সিদ্ধান্তিত হইল।

অতএব মহাভারতেও দানধর্ম্যে ১৪৯ অঃ শ্রীবিষ্ণুসহস্র-নামে' ৯২ ও ৭৫ সংখ্যায় তাঁহার (শ্রীগৌরের) অবতার-সূচক “সুবর্ণবর্ণ, হেমতলু, সূচাম ও চন্দনবলয়যুক্ত, এবং সম্মাসলীলাভিনয়কারী, শমগুণযুক্ত ও শাস্ত” ইত্যাদি নাম-সমূহ কথিত হইয়াছে। পরমপণ্ডিত-শিরোমণি শ্রীসার্কভোম-ভট্টাচার্য্য-মহাশয়ও এবিষয় (শ্রীগৌরাবির্ভাব) এই শ্লোকে প্রদর্শন করিয়াছেন,—“কালক্রমে অন্তর্হিত স্বীয় ভক্তিব্যোগ যিনি পুনর্বার প্রকটিত করিবার জন্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার পাদপদ্মে আমার মনোমধুপ গাঢ়ভাবে লীন হউক।” (—শ্রীজীবপ্রভু-কৃত ‘ক্রমসন্দর্ভ’ ও ‘সর্বসম্বাদিনী’) ॥ ২৫ ॥

বৃন্দবৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনি যুগল-শ্রুতি-টীকায় এই শ্রীনারায়ণ-সংহিতা-বচনটা উদ্ধার করিয়াছেন,—“ষাপরীয়ের্জনৈবিকুঃ পঞ্চরাত্রৈস্ত কেবলৈঃ। কণৌ তু নাম-মাত্রেণ পূজাতে ভগবান্ হরিঃ ॥”

ধর্মের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিক সাধন-প্রণালী লইয়া বিবাদ উপস্থাপিত হইলে সকল সাধনই তর্কাক্রান্ত হয়। একমাত্র শ্রীহরিনাম-কীর্তনই সর্ববিধ সাধা ও সাধনের উপরে স্বীয় অ-বিসম্বাদিত প্রাধান্য সংস্থাপন করেন। শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ স্ব-কৃত শ্রীশিক্ষাষ্টকের প্রারম্ভে ১ম ~~অঃ~~ বলিয়াছেন,—“চেতোদর্পণমার্জ্জুনং ভব-মহাদাবাগি-নির্কাপণং শ্রেয়ঃকৈরব-চক্ষিকা-বিতরণং বিজ্ঞা-বধুজীবনম্। আনন্দাশুধি-বর্দ্ধনং প্রতি-পদং পূর্ণামৃতান্বাদনং সর্কাস্বল্পনং পদং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণ-সঙ্কীর্তনম্ ॥” শ্রীশিক্ষাষ্টকের তৃতীয় ও চতুর্থ-শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন-বিধান; চতুর্থ-শ্লোকে নিবৃত্তানর্থের কীর্তন, পঞ্চম-শ্লোকে স্বরূপাভিজ্ঞান-সহ কীর্তন, ষষ্ঠ-শ্লোকে নাম-

শ্রীনবদীপ-ধামেই সকলের সম্মিলন—

নামা-স্থানে ‘অবতীর্ণ’ হৈলা ভক্তগণ।

নবদীপে আসি’ হৈল সবার মিলন ॥ ৩২ ॥

গ্রহণকারীর আস্থা, সপ্তম-শ্লোকে ঐ অবস্থার পরিণাম এবং অষ্টম-শ্লোকে স্বরূপ-সিদ্ধির লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীজীব-গোষ্ঠামিপ্রভু স্ব-কৃত শ্রীভক্তিসন্দর্ভে (২৭৩ সংখ্যায়) ও শ্রীক্রমসন্দর্ভে (ভা ৭।৫।২৩-২৪ শ্লোকের টীকায়) শ্রীগৌর-সুন্দরের উপদিষ্ট শ্রীহরিকীর্তন-সম্বন্ধে এই বিধি লিখিয়াছেন,—“অতএব যতপাশ্চা ভক্তি: কলৌ কর্তব্য, তদা তৎ (কীর্তনাখ্যভক্তি)-সংযোগেনৈব ॥” ২৬ ॥

‘সঙ্কীর্তন’-শব্দে বহুজনের সহিত একত্র মিলিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে তারকব্রহ্ম-নাম-কীর্তনকেই বুঝায়। তারকব্রহ্ম নামের অভ্যন্তরে সধ্বজ্ঞানের সহিত কৃষ্ণের সম্যক কীর্তন অবস্থিত। শ্রীনাম—পুষ্পকলিকা-সদৃশ, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলা—নামেরই ক্রমবিকাশ; নামাচার্য্য শ্রীঠাকুর-হরিদাস এজন্ত মহামন্ত্র তারকব্রহ্মনামসর্বদা লোকহিতের জন্ত কীর্তন করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দরকে পাছে কেহ কেবলমাত্র মহামন্ত্রের দীক্ষা-দাতা ‘গুরু’ বলিয়া কীর্তন করেন, এজন্ত তাঁহার শুদ্ধচরিত-লেখকগণ স্পষ্টভাবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক দীক্ষা-প্রদান-লীলা প্রচার করেন নাই। শ্রীচৈতন্যের নিজ-ভক্তগণ সর্বদাই সেই মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে এবং জপা-বিচারে নিরঞ্জে ও উহাই কীর্তন করিয়া থাকেন।

সর্বপরিকরে,—পঞ্চরসাম্রিত শ্রীকৃষ্ণভক্তসমূহ ঐদার্য্যময় শ্রীগৌরলীলায় বিপ্রলম্বাবতার শ্রীগৌরসুন্দরকে কেহই মধুর রসের বিষয়-বিগ্রহ-জ্ঞানে সন্তোষের সাহায্য করেন নাই; পরন্তু বিপ্রলম্বরসপুষ্টি-পর্য্যয়ে কৃষ্ণবিরহ-রস পুষ্ট করিয়াছেন মাত্র। আশ্রয়-ভাব-সুবলিত শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌর-লীলার বিপর্য্যয় করিয়া যাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের হস্তে বংশী, গো-তাড়ন-ঘটি, গোপীর পারকীয় ভাব, অর্জুনের রথ-সারথ্য-প্রভৃতি লীলার অবতারণা করায়, তাহারা কখনই গৌর-পরিকর বা তাঁহাদের অঙ্গুগত হইতে পারে না।

কৃষ্ণলীলার মধুর-রসাম্রিত আশ্রয়-বিগ্রহ ও তদঙ্গুগণ অনেকেই গৌর-লীলায় পুরুষ-দেহ-বিশিষ্ট হইয়া গৌর-সেবা-লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন; স্তুতরাং মধুর লীলায় তাঁহাদের

বসন্তঃ জীবোদ্ধার নিমিত্তই ত্রীধাম-সহ সকলের অবতরণ,
কিন্তু বহির্দৃষ্টিতে জাতি ও স্থান-সামান্যবুদ্ধিতে
চিকাম বাতীত অল্প প্রাকট্য-দর্শন—
সর্ব-বৈষ্ণবের জন্ম নবদ্বীপ ধামে।
কোন মহাপ্রিয় দাসের জন্ম অল্প-স্থানে ॥ ৩৩ ॥

ত্রীহটে প্রকটিত ভক্তগণ—
ত্রীবাস-পণ্ডিত, আর ত্রীরাম-পণ্ডিত।
ত্রীচন্দ্রশেখর-দেব—ত্রৈলোক্য-পুজিত ॥ ৩৪ ॥
ভবরোগ-বৈষ্ম ত্রীমুরারি-নাম যার।
'ত্রীহটে' এ-সব বৈষ্ণবের 'অবতার' ॥ ৩৫ ॥

ভাবগত কৈরুণ্য বাতীত বহির্জগতের বৈষ্ণ-ভূষণ ও স্থল
অনুষ্ঠান ভগবৎসেবার উপযোগি নহে ॥ ২৭ ॥

ভগবৎপরিকরণ ভগবদাক্সায় ত্রীগৌর-দীপার সহায়
হইয়া সেবা করিবার জন্ত এই প্রপঞ্চে মনুষ্যকুলের মধ্যে
অবতরণ করিলেন। তাঁহার কার্যফল-বাধা ভোগী যমদণ্ড
মর্ত্য মানবমাত্র নহেন ॥ ২৮ ॥

ভগবানের বিবিধ অবতার-কাণ্ডে নানাপ্রকার দেবতা
ও তাবক ঋষি-সম্প্রদায়, সকলেই নিত্য-গৌরদীপার পার্শ্ব-
রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ২৯ ॥

দীপা-পরিকরণ সকলেই রুক্ষভজন-দীপা-প্রদর্শনকারী
ত্রীগৌরহৃদয়ের সেবাসূত্রে ভাগবত-বৈষ্ণবরূপে প্রপঞ্চে
স্ব-স্ব-সেবার অনুষ্ঠানসমূহ প্রদর্শন করিলেন। স্বয়ংভগবান্
ত্রীগৌর-রুক্ষ স্বীয় ভক্তগণের মধ্যে কাহার কি-ভাবে
অবতীর্ণ, তাহা অবগত ছিলেন ॥ ৩০ ॥

নবদ্বীপে,—শ্রীল গদাধরপণ্ডিত-গোস্বামী, শ্রীজগদানন্দ-
পণ্ডিত-গোস্বামী এবং পণ্ডিত সদাশিব, গঙ্গাদাস, শুক্লেশ্বর,
শ্রীধর, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়, হিরণ্য ও জগদীশ প্রভৃতি বহু ভক্ত
নবদ্বীপে অর্থাৎ নয়টি দ্বীপে প্রকটিত হইয়াছিলেন।

চাটিগ্রাম—বর্তমান চট্টগ্রাম; শ্রীল পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি
(আচার্য্যনিধি বা প্রেমনিধি), শ্রীবাসুদেব-দস্তাভার ও
তৎসহোদর শ্রীমুকুন্দ-দত্ত প্রভৃতি ভক্তগণ চট্টগ্রামে
আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

রাঢ়ে,—রাঢ়প্রদেশে, গঙ্গার পশ্চিম-দিকে অবস্থিত স্থান-
সমূহ; এই প্রদেশের অন্তর্গত (১) বর্তমান বীরভূম-জেলার
মধ্যে 'একচাকা' বা 'বীরচন্দ্রপুর'-গ্রামে শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু
আবির্ভূত হইয়াছিলেন; (২) বর্তমান-জেলার অন্তর্গত
কুলিনগ্রামে শ্রীসত্যরাজ-খান ও শ্রীরামানন্দ-বহু, (৩) ত্রীখণ্ডে
শ্রীমুকুন্দ, শ্রীনরহরি, শ্রীরঘুনন্দন, চিরঞ্জীব ও সুলোচন,
(৪) অগ্রদ্বীপে শ্রীগোবিন্দ, শ্রীমাধব ও শ্রীবাসুদেব-গোল,

দ্বিজ-হরিদাস ও দ্বিজ-বাণীনাথ-ব্রহ্মচারিপ্রভৃতি বহু ভক্ত
রাঢ়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

ওড়—ওড় কিংবা ওড় অর্থাৎ উৎকল বা উড়িয়া-দেশ,—
'ওড়ক্ষেত্রঃ স্ত্রপ্রসিদ্ধঃ পুরুষোত্তম-সংস্কৃতম্' ও "চত্বারস্তে
কলৌ ভাব্যা হুংকলে পুরুষোত্তমঃ" প্রভৃতি বচন দ্রষ্টব্য।
শ্রীভবানন্দ-রায় এবং শ্রীল রামানন্দ-রায়, শ্রীবাণীনাথ ও
গোপীনাথ প্রভৃতি তৎপুত্রগণ, শ্রীশিখি-মাত্তি, শ্রীমাধবী-
দেবী, মুরারি-মাত্তি, পরমানন্দ-মহাপাত্র, ওড়-শিবানন্দ,
প্রতাপরুদ্র, কালীমিশ্র, প্রত্নায়মিশ্র প্রভৃতি বহু ভক্তের
তথায় আবির্ভাব হইয়াছিল (চৈঃ ভাঃ অঙ্ক ৫ম অঃ)।

ত্রীহটে,—বর্তমান আসাম-দেশের অন্তর্গত ও বঙ্গদেশের
সংলগ্ন একটা জেলা-বিশেষ। শ্রীবাসপণ্ডিত ও শ্রীরামপণ্ডিত,
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, শ্রীজগদীশ-মিশ্র ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু প্রভৃতি
বহু ভক্তের এই জেলায় আবির্ভাব হইয়াছিল।

পশ্চিমে,—ত্রিহতে, সংস্কৃত-নাম 'তীরভুক্তি'। শ্রীপাদ
পরমানন্দপুরী ও শ্রীরঘুপতি উপাধায় প্রভৃতি ভক্তগণ
এদেশে আবির্ভূত হ'ন। ইহার শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীপাদের
শিষ্য ও শ্রীমন্নতাপ্রভুর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন ॥ ৩১ ॥

সবার মিলন,—ভগবান্ ত্রীগৌরহৃদয়ের পরিকরণগণ বিভিন্ন
শোচ্যস্থানে অবতীর্ণ হইয়া সেইসকল স্থানের মহিমা চিরকাল
সম্বর্ধন ও সমুজ্জ্বল করিয়া সকলেই শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে শ্রীনবদ্বীপে
আসিয়া গৌরবিত্ত সঙ্গীতেন শোগ দান করিয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

অধিকাংশ বৈষ্ণবই নবদ্বীপের বিভিন্ন গ্রামসমূহে প্রকটিত
হইয়াছিলেন; তবে শ্রীগৌরানুগ-জনগণের মধ্যে শ্রীনিত্যানন্দ
প্রমুখ গৌরপ্রোষ্ঠবর্গের মধ্যে কেহ কেহ নবদ্বীপ ব্যতীত
অল্পস্থানেও অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ৩৩ ॥

শ্রীবাস ও শ্রীরাম,—(শ্রীকবিরূপ-রুত শ্রীগৌরগণো-
দ্দেশ-দীপিকায় ২০ সংখ্যায়—) "শ্রীবাস-পণ্ডিতে দীমান্ যঃ
পুরা নারদো ব্রুনিঃ। পর্তুতাপো মুনিরো য আসীদারদ্যপ্রিয়ঃ।

চট্টগ্রামে প্রকটিত ভক্তগণ ও যশোহরে প্রকটিত

ঠাকুর-হরিদাস—

পুণ্ডরীক-বিজ্ঞানিধি—বৈষ্ণবপ্রধান।

চৈতন্য-বল্লভ দত্ত-বাসুদেব নাম ॥ ৩৬ ॥

শ্রীরাঘ-পণ্ডিত: শ্রীমান্ তৎকনিষ্ঠ-সহোদর: ॥” শ্রীবাস ও শ্রীরাঘ শ্রীমদ্রহা প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পর নবদ্বীপের বাসস্থান ছাড়িয়া কুমারহট্টে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন (অন্ত্য ৫ম অঃ দ্রষ্টব্য)। (শ্রীমান্) চন্দ্রশেখর-দেব,—প্রভুর ভক্ত মোসো মহাশয়; শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-মতে, তিনি—নবনিধির অত্যন্তম বা চন্দ্র। ইহারই গৃহে বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম শ্রীমদ্রহা প্রভুর দেবী-ভাবে গীতাভিনয় ও নৃত্য-কাচ হইয়াছিল। এই চন্দ্রশেখরের গৃহই অধুনা ‘ব্রজপদ্মন’-নামে প্রসিদ্ধ এবং এই স্থানেই বিশ্ববিখ্যাত সুপ্রসিদ্ধ ‘বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভা’র পরিপোষক আকর-মঠরাজ শ্রীচৈতন্য-মঠের স্তব্ধং অভিনব অষ্টকোণ-মন্দির বিরাজমান,—উহাতে চারি সংসম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের অর্চা-বিগ্রহ এবং মধ্যস্থলে শ্রীশুরগৌরান্দ-গাঙ্গুলিকা-গিরিধরের অর্চা-বিগ্রহ পূজিত হইতেছেন। শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য প্রভুর ভাবি-সন্ন্যাসাভিনয়ের কথা শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর মুখে পূর্বেই জ্ঞাত হইয়াছিলেন (মধ্য, ২৬ অঃ) এবং সন্ন্যাস-কালে শ্রীনিত্যানন্দ ও মকুন্দ-দত্তের সঙ্গে কাটোয়ার উপস্থিত থাকিয়া প্রভুর সন্ন্যাসলীলাভিনয়োচিত কার্য্যাদি যথাশাস্ত্র সম্পাদনপূর্বক নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিয়া সকলেকই প্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণ-সংবাদ জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তৎপূর্বে ইহার গৃহে স্বয়ং প্রভুর কীর্তনের কথা—মধ্য, ৮ম পঃ, এবং কাজীদমন-কালে বিরাট কীর্তনের মধ্যে ও শ্রীধরের প্রতি প্রভুর রূপা-প্রদর্শনকালে ইহার উপস্থিতি—চৈঃ ১৫: মধ্য, ২৩পঃ দ্রষ্টব্য। গোড়ীম-ভক্ত-গণের সঙ্গে ইনি নীলাচলে প্রভুকে দেখিতে বাইতেন ॥ ৩৪ ॥

ভবরোগ,—ভবরূপ রোগ; ভব অর্থ্য্য প্রাকৃত গৃহাঙ্গ-সকলস্বকৃৎ সংসারদুঃখ’ (ভা ১০।৫) প্রাকৃত শ্রীজীব-প্রভুস্বকৃত ‘লঘুতোষণী’-টীকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রীল বন্দ্যবনদাস-ঠাকুর শ্রীমুরারি-গুণকে ‘বৈষ্ণ’ অর্থাৎ ভিস্কতম-সংজ্ঞায় অভিহিত করিয়া মুরারি বে ‘অনাদিবচি-মু’দ’ জীবের বিষ্ণুবৈষ্ণব-রোগের অবিকারূপ মূল বীজ বিনাশ

‘চাটিগ্রামে’ হৈল ই’হা-সবার ‘পরকাশ’।

‘বুঢ়নে’ হইল। অবতীর্ণ হরিদাস ॥ ৩৭ ॥

রাঢ়ে ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দের অবতরণ—

রাঢ়-মান্নে ‘একচাকা’-নামে আছে গ্রাম।

ইহি অবতীর্ণ নিত্যামন্দ ভগবান্ ॥ ৩৮ ॥

করিয়া মহাকারণের পরিচয় দিতেন,—ইহাই উদ্দেশ করিলেন; এতদ্বারা অদোষজ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের চরিত-লেখকগণের আদর্শরূপে শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর-বন্দ্যবন প্রাকৃত লৌকিক বহির্দর্শনে দৃষ্ট শ্রীমুরারির দৈহিক-রোগাদির চিকিৎসাদি রক্তির উল্লেখ না করিয়া গুণাতীত অপাকৃত বৈকুণ্ঠবস্ত ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবের প্রতি ‘গুণজাত জ্ঞাতিসামান্য-বৃদ্ধি যে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ অর্থাৎ নিরয় বা অশুভজনক, তৎ-প্রতিপাদনোদ্দেশ্যেই এইরূপ বর্ণনাদর্শ প্রদর্শন করিলেন।

বৈষ্ণ শ্রীমুরারি,—‘শ্রীচৈতন্যচরিত’-নামক মহাকাব্যের লেখক শ্রীমুরারিগুপ্ত। ইনি শ্রীহট্টে বৈষ্ণবংশে প্রকটিত ও পরে নবদ্বীপপ্রবাসী হইয়াছিলেন। মহাপ্রভু অপেক্ষা ইনি—বয়োচ্চৈষ্ঠ। ‘ই’হারই গৃহে প্রভু শ্রীরাহ-রূপ (মধ্য, ৩য় অঃ) এবং মহাপ্রকাশবস্ত্র ইত্যাকে শ্রীরামরূপ প্রদর্শন করাইয়া-ছিলেন (মধ্য, ১০ন অঃ)। শ্রীবাস-গৃহে নিত্যানন্দ-সহ গৌর-সুন্দরকে দেখিয়া ইনি প্রথমে মহাপ্রভুকে, পরে নিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রণাম করেন, তদ্বর্ণনে মহাপ্রভু ইহাকে ‘তুমি ব্যবহার অতিক্রম করিয়া আমাকে প্রণাম করিয়াছ’ এইরূপ উপদেশ দিবার পর রাক্ষিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কীর্তন করিলেন; পরদিবস প্রাতঃকালে ইনি প্রথমে নিত্যানন্দের, পরে মহাপ্রভুর চরণ বন্দনা করায়, মহাপ্রভু ইহাকে চক্ষিত তাংমূল-প্রসাদ প্রদান করিলেন। একদিন মহাপ্রভুর উদ্দেশে মুরারি স্বতন্ত্র-নৈবেদ্য-ভোগ প্রদান করিলে পরদিবস প্রাতে মহাপ্রভু বহু ছপাচ্যাম-গ্রহণে অগ্নিমান্দ্য-লীলা অভিনয় করিয়া মুরারির নিকট চিকিৎসার্থ আগমনপূর্বক ‘মুরারির এই জলপাত্রস্থিত বারিই উহার ঔষধ’ এই বলিয়া জল পান করিলেন। আর এক দিবস শ্রীবাস-ভবনে শ্রীমদ্রহা প্রভু চতুর্ভূজ-মুষ্টি ধারণ করিলে মুরারির গরুড়-ভাব উদ্ভিত হওয়ায় প্রভু তৎস্বক্রে আরোহণ-পূর্বক ঐশ্বর্য্যলীলা দেখাইলেন।

প্রভু অপ্রকট হইলে তদ্বিরহ অসহ হইবে ভাবিয়া মুরারি

পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়া সর্বেশ্বরের শ্রীনিত্যানন্দের

গ্রীহাড়াই-পণ্ডিতকে রূপা—

হাড়াইপণ্ডিত-নাম শুদ্ধবিপ্র-রাজ ।

মূলে সর্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ ॥ ৩৯ ॥

প্রেমদাতা পরমদয়ালু শ্রীগৌরহরি-সেবকবর

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—

কৃপাসিদ্ধ, ভক্তিদাতা, শ্রীবৈষ্ণব-ধাম ।

রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম ॥ ৪০ ॥

প্রভুর প্রকট-কালের মধ্যেই স্বয়ং দেহ-ত্যাগে সঙ্কল্প করিলে অন্তর্ধামী প্রভু তাঁহাকে উহা হইতে নিবারিত করিলেন (মধ্য, ২০ অ:)। আর একদিন মুরারি-গৃহে প্রভুর বরাহ-ভাবাবেশ হওয়ার তদর্শনে মুরারি স্তুতি করিয়াছিলেন (অন্ত্য, ৬র্থ অ:)। ইহার দৈত্মোক্তি—চৈঃ চঃ, মধ্য, ১১শ পঃ ১৫২-১৫৮ সংখ্যা এবং শ্রীরাণবনিষ্ঠা—চৈঃ চঃ মধ্য, ১৫শ পঃ ১৩৭-১৫৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

বৈষ্ণবের 'অবতার',—বৈষ্ণব গোপলোকের বস্তু, তাহাতে স্থূল ও স্বক্ষ উপাদি হয় নাই। সেই গোপলোকের বস্তু জীবের কল্যাণের জন্য প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। তখন কল্পপথের এবং অমুরকূলের মোহনের জন্য যে স্থূল ও স্বক্ষ উপাদি বৈষ্ণব-বিগ্রহে দৃষ্ট হয়, তাহা বৈষ্ণবের স্বরূপগত মূর্তি নহে। বাহ্য আবরণ দেখিয়া বৈষ্ণবকে 'হীন' বলিয়া জ্ঞান করিলে, ঐরূপ কুদর্শন সেই কল্পিগণকে 'অপরাধী' করায়। প্রপঞ্চে যে-দেশে বৈষ্ণবের অবতার বা আবির্ভাব, সেইস্থান হইতে লক্ষ বোজন পর্যন্ত জীবকুল প্রাপঞ্চিক বিচার হইতে অবসর লাভ করে। তাহারো তখন বৈষ্ণবকে বর্ণ বা জাতি-সামান্য, অশ্রম-সামান্য, পণ্ডিত-সামান্য, পার্থিব-ভোগ্যভব্য-সামান্য প্রকৃতি জড়েক্সিয়-তোষণ-পর কুদর্শন হইতে পরিব্রাজ লাভ করেন। যথার্থ শ্রীহরিপরায়ণ দেব-ব্রজ-সেবক সাধুগণ কখনই অমুর-স্বভাব উৎকট কল্পীর চক্রে পতিত হইয়া বৈষ্ণবকে অসম্মান করিয়া স্বীয় নিরয়-পথ পরিত্যক্ত বা প্রশস্ত করেন না ॥ ৩৫ ॥

পুণ্ডরীক 'বিজ্ঞানিধি', 'প্রেমনিধি' বা 'আচার্যনিধি'—(শ্রীকবিকর্ণপুর-কৃত শ্রীগৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ৫৪ সংখ্যা) 'বৃষভাছুতয়া খ্যাতঃ পুরা যো ব্রজমণ্ডলে। অধুনা পুণ্ডরীকাক্ষো 'বিজ্ঞানিধি'-মহাশয়ঃ। স্বকীয়-ভাবমাস্বাচ্ছায়া-বিবহ-কাতরঃ। চৈতন্তঃ পুণ্ডরীকাক্ষময়ে তাতাবদং স্বয়ম্ ॥ 'প্রেমনিধি'তয়া খ্যাতঃ গৌরো যমৈ দদৌ সুখীঃ। মাধবেক্সন্ত শিষ্যাব্ গোবন্ধ সদাকরোৎ ॥ রসাবতী কু তৎপদী কীর্তিদা কীর্তিতা বৃধৈঃ ॥' ইনি শ্রীমাধবেক্স-পুরীপাদের শিষ্যে এবং

শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামীর গুরুত্ব বৃত্ত হ'ন। ইহার পত্নীর নাম—রত্নাবতী; পিতার নাম—'বাগেশ্বর'(মতান্তরে, 'গুরুেশ্বর')। ব্রহ্মচারী ও মাতার নাম—গঙ্গা-দেবী। চট্টগ্রাম-সহরের ছয়-কোশ উত্তরে 'হাটাজারি'-নামক থানার এক-কোশ পূর্বে 'মেথলা'-গ্রামে ইহার শ্রীপাটবাটী অবস্থিত। চট্টগ্রাম সহর হইতে স্থলপথে অশ্বযানে বা গো যানে যাওয়া যায়, অথবা; জনপথে নৌকায় বা ষ্টীমার-যোগে 'অন্নপূর্ণার খাট' ষ্টেশন, তথা হইতে শ্রীপাট-বাটী—চট্টমাটল দক্ষিণ-পশ্চিম-কোণে অবস্থিত। বিজ্ঞানিধির পিতা স্বয়ং বারেন্দ্র-শ্রেণীর বিপ্র ছইয়াও ঢাকা-জিলার অন্তর্গত দাঁড়িয়া গ্রামে আসিয়া বাস করায়, তথাকার রাঢ়ীয়-বিপ্র-সমাজ তাঁহাকে গ্রহণ করেন নাই; এই কারণে পরে তাঁহার শাক্য-ধর্ম্ম-বলম্বী অধস্তনগণ সমাজে 'একগরে' হইয়া সমাজের 'এক-ঘরে'-লোকগণেরই যাজন করিয়া আসিতেছেন। ঈদানীন্তন তাঁহাদের একজন 'সরোজানন্দ-গোস্বামী' নাম দারণ-পূর্বক বৃন্দাবনে অবস্থান করিতেছেন। অত্যাশি ইহাদের বংশের একটি বিশেষত্ব এট যে, সমগ্র নাতৃ-বর্গের মধ্যে একজনেরই পুত্র-সন্তান হয়, অত্যাশি নাতৃগণের, হয় কন্যা-সন্তান জন্ম গ্রহণ করে, নতুবা আদৌ কোন সন্তান হয় না; এজন্য এই বংশটী তত বিস্তৃতি লাভ করে নাই।

শ্রীমদ্ব্যাহা প্রভু পুণ্ডরীককে 'পাপ' বলিয়া আহ্বান করিতেন ও 'প্রেমনিধি'-নামক ভগবদ্বাক্ত-সূচক সংজ্ঞা প্রদান করিয়া-ছিলেন। ইনি শ্রীগদাধরপণ্ডিত-গোস্বামিপ্রভু-কর্তৃক গুরুপদে বৃত্ত হইয়াছিলেন (মধ্য, ৭ম অ:)। শ্রীজগন্নাথদেব-কর্তৃক ইহার গওদেশে চপেটাঘাত-বৃদ্ধান্ত ও স্বীয় স্বজ্ঞ শ্রীদামোদর-স্বরূপের নিকট তদবৃত্তান্ত-বর্ণন—অন্ত্য, ১১ অঃ দ্রষ্টব্য।

বিজ্ঞানিধির ভজন-মন্দিরটী--অধুনা নিভাস্ত জীর্ণ ও অপরিষ্কৃত; পুনঃ সংস্কৃত না হইলে নীচট ভগ্ন হইবার সম্ভাবনা। মন্দিরগায়ে ইষ্টক-ফলকে হুট্টা শ্লোক শোভিত দেখা যায়, কিন্তু অক্ষয়গুলি বিকৃত হওয়ার পাটোড়ার বা

ত্রিনিত্যানন্দপ্রভুর প্রাকটো দেবগণের পুষ্পবর্ষণ—

মহা-জয়-জয়-ধ্বনি পুষ্পবরিষণ।

সংগোপে ঘেবতাগণে কৈলেন তখন ॥ ৪১ ॥

সর্বত্র শুভোদয়—

সেই দিন হৈতে রাত্ৰসমুদ সকল।

পুনঃ পুনঃ বাড়িতে লাগিল স্তম্ভল ॥ ৪২ ॥

অর্থোপলক্ষি ঘটে না। এই মন্দিরটার ৪০০।৫০০ হস্ত দূরে দক্ষিণ-পূর্বদিকে আর একটা মন্দির দেখা যায়, উহার গাত্র-স্থিত ইষ্টককলক-লিপিরও পাঠোদ্ধার হয় না। আবার, ইহারই ১৫২০ হস্ত দূরে উত্তরদিকে আর একটা মন্দিরের অবস্থিতির কথা তথায় বচ পতিত ইষ্টকপণ্ড-দর্শনে জানা যায়। অষ্টমতনগণের নিকট প্রকাশ যে, মধ্যে মধ্যে আসিয়া মুকুন্দ-দত্ত তথায় ভজন করিতেন। শ্রীল বিজ্ঞানিধির বংশে অধুনা শ্রীহরিকুমার স্মৃতিতীর্থ ও শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বিজ্ঞানকার বর্তমান (—বৈষ্ণব-মঞ্জুষা-সমাপ্তির ১ম সংখ্যা দ্রষ্টব্য)।

চৈতন্য-বল্লভ,—শ্রীগদাধরপণ্ডিত-শাখায় একজন চৈতন্য-বল্লভ ছিলেন (চৈঃ চঃ আদি ১২পঃ ৮৬); এতলে তাঁতাকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে কিনা, তৎসম্বন্ধে মতভেদ আছে; অথবা, শ্রীচৈতন্যের বল্লভ অর্থাৎ প্রিয় (শ্রীবাসুদেবদত্ত-ঠাকুরের 'বিশেষণ')।

বাসুদেব-দত্ত,—চট্টগ্রাম-জেলায় পটিয়া-থানার অন্তর্গত 'ছনহরা'-নামক গ্রামে এবং শ্রীপুণ্ডরীক-বিজ্ঞানিধির শ্রীপাট 'মেখলা'-গ্রাম হইতে দশ-কোশ দূরে ইনি জন্ম গ্রহণ করেন। (শ্রীগৌরগণেশ দীপিকায় ১৪০ শ্লোকে—) “ব্রজে স্থিতো গায়কো যো মধুকণ্ঠ-মধুব্রতো। মুকুন্দ-বাসুদেবো তৌ দন্তৌ গৌরাঙ্গগায়কৌ ॥” ইনি শ্রীবাস-পণ্ডিত ও শ্রীশিবানন্দ-সেনপ্রভুর অতিপ্রিয়তম স্তম্ভ ছিলেন। ই, আই, আর, হাওড়া-কাটোয়া-লাইনে 'পূর্বস্থলী'-ষ্টেশন হইতে একমাইল দূরে শ্রীবাসভাতৃসত্তা শ্রীনারায়ণী-স্মৃত ঠাকুর-বন্দাবনের জন্ম-ভূমি 'মামগাছি'-গ্রামে ইহারই সংস্থাপিত শ্রীমদনগোপালের অর্দ্ধবিগ্রহ একটা জীর্ণ-মন্দিরে অস্থাপিত বর্তমান। কুমার-হট্টে বা কাঞ্চনপন্নীতে আসিয়া ইহার বাস ও শিবানন্দের সহিত বাস করিতেন। ইহার ব্যাবহািক-প্রবৃত্তি দেখিয়া শ্রীমদ্ব্যাপ্ত শিবানন্দকে ইহার 'সরথেল' অর্থাৎ তথ্যাবধায়ক হইয়া ব্যস্ততার সমাধান বা লাঘব করিবার জন্য আদেশ করিয়াছিলেন (চৈঃ চঃ মধ্য, ১৫ পঃ ৯৩-৯৬)। শ্রীহরির বিমুখ জীবের হর্গতি ও হৃদয়া-দর্শনে ইহার শ্রীমদ্ব্যাপ্ত-

সমীপে কাতর প্রার্থনা—চৈঃ চঃ মধ্য ১৫ পঃ ১৫৯-১৮০ সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। “বাসুদেব-দত্ত—প্রভুর জুতা মহাশয়। মহত-মুখে বীর গুণ কহিলে না হয় ॥ জগতে যতক জীব, তাঁর পাপ লঞা। নরক ভূজিতে চাহে জীব ছাড়াঞা ॥” (—চৈঃ চঃ আদি ১০পঃ ৪১-৪২)। ইহার অমুগ্ধীত শ্রীমদ্ব্যাপ্ত-নন্দনাচার্য্যই শ্রীরঘুনাথদাস-গোস্বামীর দীক্ষা-গুরু (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ১৬১)। শ্রীমুকুন্দ দত্ত—ইহারই ভ্রাতা ॥ ৩৬ ॥

বৃন্দ, —২৪পরগণার অন্তর্গত কিছু বর্তমান খুলনা-জেলার মধ্যে সাতক্ষীরা-মহাকুমায় এই বৃন্দ-পরগণার ৬৫টা মৌজা আছে; কিন্তু এই নামযুক্ত গ্রামটা কোথায় ছিল, তাহা নির্ণীত না হওয়ায় তদ্বিষয়ে মতভেদ আছে ॥ ৩৭ ॥

একচাকা,—ই, আই, আর, লুপ-লাইনে 'মল্লারপুর' ষ্টেশন হইতে চারি-কোশ দূরে বর্তমান 'বীরচন্দ্রপুর' ও 'গর্ভবাস' প্রভৃতি গ্রামই পূর্বে 'একচাকা' বা 'একচক্র'-নামে পরিচিত ছিল ॥ ৩৮ ॥

তথ্য। (গী ২।৭২ শ্লোকের শ্রীমাদ্ব্যাপ্তত পদ্মপুরাণ-বচন—) “তদেব লীলয়া চাসৌ পরিচ্ছিন্নাদিরূপেণ দর্শয়তি মায়য়া,—ন চ গর্ভে বসদেব্য। ন চাপি বসুদেবতঃ। ন চাপি রাঘবাজ্ঞাতো ন চাপি জমদগ্নিতঃ। নিত্যানন্দোহ্যোহ্যোহ্যোবং ক্রীড়তেহমোঘদর্শনঃ ॥”

হাড়াই-পণ্ডিত বা হাড়ো-ওষী,—মৈথিল-ব্রাহ্মণ-কুলে জাত, পত্নীর নাম—পদ্মাবতী। ভগবান্ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সনক-ব্রহ্মাণ্ড ও বৈকুণ্ঠের এবং সমস্ত জীব ও বিকৃতষের জনক হইয়াও হাড়াই-পণ্ডিতের পুত্ররূপে অবতীর্ণ হন। কিছুদিন পূর্বে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে ব্রাহ্মণের-কুলোদ্ভূত বলিয়া যে অমূলক কথার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা—নিতান্ত ভিত্তি-শূন্য এবং কপট স্মৃতি ও তদাসগণের ঈর্ষা-বিজ্ঞপ্তিত বিকৃতিবিশেষমাত্র ॥ ৩৯ ॥

দেবগণ শ্রীনিত্যানন্দের অবতরণ-হেতু আনন্দ প্রকাশ করিয়া জয়ধ্বনি ও পুষ্প বর্ষণ করিয়াছিলেন। উহা সাধারণ প্রত্যক্ষবাদিগণের বুদ্ধিবার অগোচর ছিল ॥ ৪১ ॥

মিথিলায় প্রকটিত তত্ত্ববর—

ত্রিহতে পরমানন্দপুরীর প্রকাশ।

নীলাচলে বীর সঙ্গে একত্র বিলাস ॥ ৪৩ ॥

অক্ষজ্ঞানী কলিহত জীবের মঙ্গলোদ্দেশে প্রয়োথাপন—

গঙ্গাতীরে পুণ্যস্থানসকল থাকিতে।

‘বৈষ্ণব’ জন্মেরে কেনে শোচ্য-দেশেতে ? ৪৪ ॥

আপনে হইলা অবতীর্ণ গঙ্গাতীরে।

সঙ্গের পার্শ্বে কেনে জন্মায়েন মূরে ? ৪৫ ॥

গ্রন্থকার-কর্তৃক উহার সহস্র-প্রদান—

যে-যে-দেশ—গঙ্গা-হরিনাম-বিবর্জিত।

যে-দেশে পাণ্ডব নাহি গেল কদাচিৎ ॥ ৪৬ ॥

রুক্মিণী জীবের প্রতি রুক্মের পরম-কারুণ্যের নিদর্শন—

সে-সব জীবেরে রুক্ম বৎসল হইয়া।

মহাভক্ত সব জন্মায়েন আজ্ঞা দিয়া ॥ ৪৭ ॥

সংসার-তারণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—

সংসার তারিতে শ্রীচৈতন্য-অবতার।

আপনে শ্রীমুখে করিয়াছেন অঙ্গীকার ॥ ৪৮ ॥

স্বীয় সদৃশ নিতাপার্বদ বৈষ্ণবগণকে অবতারণ-পূর্বক—

প্রভু কর্তৃক তত্ত্বদেশ ও কুলোদ্ধার—

শোচ্য-দেশে, শোচ্য-কূলে আপন-সমাম।

জগাইয়া বৈষ্ণবে, সবারে করে জাগ ॥ ৪৯ ॥

অধোজ্ঞ বৈষ্ণবের অবতারণ-প্রভাবে দেশের সর্বত্র

এবং সকলেরই উদ্ধার—

যেই দেশে যেই কূলে বৈষ্ণব ‘অবতরে’।

তাহার প্রভাবে লক্ষ-যোজন নিস্তরে ॥ ৫০ ॥

অপ্রাকৃত শুদ্ধসত্ত্ব বৈষ্ণবের আগমনে তীর্থসমূহ তীর্থীভূত—

যে-স্থানে বৈষ্ণবগণ করেন বিজয়।

সেইস্থান হয় অতি-পুণ্যতীর্থময় ॥ ৫১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর জন্মে গোড়ের অম্বর্ষের রাষ্ট্র-প্রদেশ শ্রীকৃষ্ণসম্পন্ন হইতে লাগিল। ক্রমশঃ রাঢ়দেশে বিচার অম্বর্ষণ ও শুদ্ধ-সামাজিকতা বৃদ্ধি পাইয়াছিল ॥ ৪২ ॥

ত্রিহত,—বর্ষমান মঙ্গলপুর, দ্বারভাঙ্গা ও চাপরা প্রভৃতি জেলাগুলিই ত্রিহতের অন্তর্গত। শ্রীপরমানন্দপুরী পূর্বাশ্রমে ত্রিহত-প্রদেশের অধিবাসী এবং শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী-পাদের জনৈক বিশিষ্ট প্রিয়তম শিষ্য। এই গ্রন্থের শেষভাগে নীলাচলে “পুরীগোবিন্দীর কুপ-বর্ণন প্রভৃতি প্রসঙ্গে তাহার বিবিধ কথা বর্ণিত আছে ॥ ৪৩ ॥

শোচ্যদেশ,—(ভা ১১২১৮—) “অরুণসারো দেশানাম-ব্রহ্মণ্যোঃ শুচির্ভবেৎ। রুক্মসারোহপ্যসৌবীর-কীকটাসংস্কৃতে-রিণম্ ॥” (মহু-সং ২য় অঃ ২০—) “রুক্মসারস্ব চরতি যুগো যত্র স্বভাবতঃ। ন জ্ঞেয়ো যজ্ঞিযো দেশো য়েক্ষদেশস্ততঃ পরঃ ॥”

পুরাণে সপ্তপুণ্যতোয়া স্রোতস্বতীর মধ্যে সর্বাঙ্গপেক্ষা শ্রীবিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গারই পাবনী শক্তির মাহাত্ম্য বর্ণিত হও-য়ায়, ভক্তগণ-সমাজে তিনি বিশেষ প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। গোড়দেশে নবদ্বীপে ভাগীরথী প্রবহমান। গোড়দেশ ব্যতীত অন্তর্গত শ্রীচৈতন্য-পার্বদগণের আবির্ভাব হওয়ায় প্রাকৃত-জীব-দ্বন্দ্বের নানা প্রেমের আবাহন হয়। যে-সকল দেশে গমন করিলে জীবের পবিত্রতার হানি হয়, তাহা প্রায়শ্চিত্তার্থ

শোচ্যদেশে বৈষ্ণবের আবির্ভাব-হেতু অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবকেও সাধারণ প্রাকৃত, গোত্রিকবিচারে পুণ্য-পাপ-কর্মফল-বাধা জীবের জায় পরিদর্শন করায়; তচ্ছব্দ এই প্রসঙ্গ হইতে পারে,— ‘পুণ্যবান বৈষ্ণবগণ গঙ্গাতীরে আবির্ভূত না হইয়া পাণ্ডব-বর্জিত নির্গঙ্গ-প্রদেশে কেনে জন্ম গ্রহণ করিলেন?’ আবার, শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সর্বোচ্চ ব্রাহ্মণকুলে এবং পরম-পবিত্র গাঙ্গুলিল-সেবিত গোড়-নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াই বা কেন গঙ্গা হইতে মূর্খের এবং ব্রাহ্মণের-কূলে স্বীয় প্রিয়জনগণকে আবির্ভূত করাইলেন,—এ বিষয়েও প্রশ্ন হয়। ইহার উত্তরে, তত্ত্বদেশকে স্বাভাবিক জগৎপাবন-গুণে পবিত্রীভূত ও পুণ্যতীর্থ-রূপে পরিণত করিবার উদ্দেশ্যেই যে তথায় শুদ্ধ-বৈষ্ণবগণ প্রকটিত হইয়াছিলেন, তাহা গ্রন্থকার পরবর্তী - ৪৬-৫২ সংখ্যায় বলিতেছেন ॥ ৪৪-৪৫ ॥

তথ্য। (ভাঃ ৭১০।১৮-১৯—) “বিঃসৃপ্তিঃ পিতা পুত্রঃ পিতৃভিঃ সহ তেহনয়। যৎ সাধোঃস্ত কূলে জাতো ভবান্ বৈ কুলপাবনঃ ॥ যত্র যত্র চ মনুষ্ভাঃ প্রোশ্বাতাঃ সমদর্শিনঃ। সাধবঃ সমদাচারান্তে পুয়স্কোপি কীকটাঃ ॥” (ভাঃ ১১১।১৫—) “যৎ-পাদসংশ্রয়াঃ স্তত মুনয়ঃ প্রশমায়নাঃ। সত্ত্বঃ পুনস্তাপস্পষ্টাঃ স্বধূস্তাপোহম্মসেবয়া ॥” ৪৬-৫১ ॥

রুক্মসত্ত্ব পাণ্ডবগণ যে-দেশে গমন করেন নাই, রুক্ম-

তচি ও অন্তচি-ভেদে সকল দেশ ও কূলে ভগবানের নিজ

নিত্যমুক্ত পার্শ্বদগণকে অবতারণ—

অতএব সর্বদেশে নিজভক্তগণ।

অবতীর্ণ কৈলা শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥ ৫২ ॥

স্বীয় প্রভুর ধাম নবদ্বীপে আসিয়া প্রভুর সঙ্কীৰ্ত্তন-লীলা-

সহায়রূপে সকল ভক্তের একত্র সম্মিলন—

মানা-স্থানে অবতীর্ণ হৈলা ভক্তগণ।

নবদ্বীপে আসি সবার হইল মিলন ॥ ৫৩ ॥

নবদ্বীপে হইব প্রভুর অবতার।

অতএব নবদ্বীপে মিলন সবার ॥ ৫৪ ॥

ভক্তের অভাব-হেতু সেই দেশ—প্রায়শ্চিত্তার্থ। পাণ্ডবগণ—
কৃষ্ণের স্বরূপ, তাঁহারা যেখানে রাজ্য বিস্তার করেন নাই,
সেই হীন বেশ হরিভক্তি-বিবর্জিত হইয়া জড়-বিষয়-সেবায়
মগ্ন ছিল। ষাণ্মাসে কৃষ্ণলীলায় পাণ্ডবদিগকে বিভিন্ন-প্রদেশে
পাঠাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় ভক্তবাৎসল্য দেখাইয়াছিলেন,
কলিযুগে উদার-সিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর এই লীলায় অসামান্য
বদান্ততা দেখাইয়া শ্রীকৃষ্ণের অনন্তগুহীত প্রদেশগুলিকে ও
অন্তগুহীত করিবার জন্য উহাদিগকে নিজ-প্রিয়-লীলা-
পরিকর বা পার্শ্বদগণের আবির্ভাব-ভূমিক্রমে পরিণত
করিলেন ॥ ৪৩-৫৭ ॥

শোচাকূলে,—তুর্জাতিত্ব-প্রশমিত পুণ্যবান্ জনগণই
অশোচ্য-ব্রাহ্মণকূলে জন্ম গ্রহণ করেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র
ও অন্ত্যজাদির উত্তরোত্তর ক্রমশঃ শোচ্যকূল। পাণ্ডবের কলেই
কর্কশাওরত জনগণ শোচ্যকূলে জন্ম গ্রহণ করে; কিন্তু
বিষ্ণুসেবাপর বৈষ্ণবগণ—বিষ্ণুসদৃশ; তাঁহারা যাবতীয়
শোচ্যদেশ ও শোচ্যকূলকেই পবিত্র করিতে সমর্থ। শাস্ত্রেও
দেখা যায়,—“কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বহুধরা বা
বসতিশ্চ ধন্য। নতাস্তি স্বর্গে ি পি তেষাং যেষাং
কূলে বৈষ্ণব-নামধেয়ম্ ॥”

‘আপন-সমান’,—বৈষ্ণবগণ—জগদগুরু, স্বয়ং ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-প্রকাশ-বিগ্রহ এবং সাক্ষাৎ
মুর্তিমান্ ঠাকুরমুর্তি চিদ্বিলাস বিষ্ণুপাদ; তাঁহাদের দ্বারাই
শ্রীকৃষ্ণ জড়ীয় বর্ণাশ্রম ও জাতিবুদ্ধি-সম্বন্ধি হরিবৈমুখ্য হইতে

তৎকালীন নবদ্বীপের অবস্থা-বর্ণন; ত্রিজগতে

অতুলনীয় শ্রীগৌরজন্মভূমি—

‘নবদ্বীপ’-হেম গ্রাম ত্রিভুবনে নাই।

যহিঁ অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য-গোসাঁঞি ॥ ৫৫ ॥

(ক) কুলদৃষ্টিগত অবস্থা-বর্ণন; প্রভুর ভাবি আবির্ভাবাশায়

নবদ্বীপের অখিলসম্পদ—

‘অবতারিবেন প্রভু’ জানিয়া বিধাতা।

সকল সম্পূর্ণ করি ধুইলেন তথা ॥ ৫৬ ॥

(১) জন-সম্পদ,—বহুজনাকীর্ণ—

নবদ্বীপ-সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে ?

একো গজাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে ॥ ৫৭ ॥

মায়া মুগ্ধ জীবকূলকে উদ্ধার করেন; এজ্জাই সাব্বত-শায়
তারস্বরে উচ্চকণ্ঠে বলিতেছেন,—“অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ
নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সমাগ্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবান্-
গুরোঃ ॥” শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত অজ্ঞ কেহই আচার্য্যের কার্য্য
স্বর্ভূরূপে সম্পাদন করিতে পারে না। শুদ্ধবৈষ্ণব ব্যতীত
সকলেই কর্ম্মফলভোগী মায়াবদ্ধ জীব, আর বিষ্ণুসেবা-পরায়ণ
বৈষ্ণবই কেবলমাত্র বৈকুণ্ঠবস্ত—মায়া-জয়ী, স্তবরাং বিষ্ণু-
সদৃশ; তিনিই গুণব্রহ্মাতীত, শুদ্ধসত্ত্ব বা মুক্ত, তিনিই বিষ্ণুর
নিত্যপার্ষদ, একমাত্র তিনিই সাধনভক্তির উপদেশ-দ্বারা মায়া
বিক্ষেপাত্মিক ও আবরণী-শক্তিবশের পরাক্রম হইতে মায়া-
বদ্ধজীবকে রক্ষা করিতে সম্যক্ সমর্থ। বৈষ্ণব ব্যতীত ইতর
ব্যক্তি বিষ্ণুসেবা-রহিত হইয়া মায়ায় দাস্ত করিতে করিতে
বিষ্ণু ব্যতীত অজ্ঞ অসৎ বস্তুকে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া জ্ঞান করেন।
পরিশেষে নিষ্কিশিষ্ট-বিচারাবলম্বনে অভক্তিমার্গে বা নাস্তিক-
তায় পতিত হইয়া নিত্য কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি হারাইয়া ফেলে ॥

বৈষ্ণব ‘অবতারে’—পূর্ববর্ত্তী ৩৫ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৫০

মহাভাগবত বা পরমহংস বৈষ্ণব স্বীয় দৈহ্যবশে আপনাকে
‘অণুচি’ জ্ঞান করিয়া নিজের পবিত্রতা-বিধানের জন্য তীর্থে
গমন করেন, জড়লোককে গ্রন্থপ বঞ্চন-লীলাভিনয় প্রদর্শন
করেন বটে, কিন্তু বাস্তব-বিচারে তিনি যাবতীয় পুণ্যতীর্থেও
পবিত্র করিয়া থাকেন। অতীর্থ-স্থানে বৈষ্ণব উপস্থিত হইলে
উহা তাঁহার অধিষ্ঠান-হেতু তীর্থীভূত হয়। (ভা ১।১৩।১০
প্রোকে শ্রীবিষ্ণুরেণ প্রতি স্থিতিরেণ উক্তি—) “ভবদ্বিধা

(২) বিজ্ঞা-সম্পদ,—বিজ্ঞা বা শাস্ত্র-চর্চায় নৈপুণ্য—
ত্রিবিধ-বয়সে একজাতি লক্ষ-লক্ষ ।

সরস্বতী-প্রসাদে সবেই মহাদক্ষ ॥ ৫৮ ॥

সকলেরই জড়বিজ্ঞা ও কুপাণ্ডিত্যভিমান—
সবে মহা-অধ্যাপক করি' গর্ব্ব ধরে ।
বালকেও শুটোচার্য্য-সমে কক্ষা করে ॥ ৫৯ ॥

ভারতের বহুতান হঠাতে বহুপার্থীর্থীর সম্মিলন—
নানা-দেশে হৈতে লোক নবদ্বীপে যায় ।
নবদ্বীপে পড়িলে সে 'বিজ্ঞারস' পায় ॥ ৬০ ॥

পার্থীর্থীর সংখ্যা—অগণিত
অতএব পড়য়ার নাহি সমুচ্চয় ।
লক্ষ-কোটি অধ্যাপক,—নাহিক নিশ্চয় ॥ ৬১ ॥

গগনভাষীর্থীভূতাঃ স্বয়ং প্রভো । তীর্থীকুরুন্তি তীর্থীনি
পাত্ত্বেন্ধন গদাভূতা ॥” মায়াবদ্ধ জীবের প্রাপক্ষিক ভোগ-বৃদ্ধি
পেগত হইলে তিনিও তখন সাধু হইয়া পড়েন । সাধারণ
তীর্থ অপেক্ষা বৈষ্ণবসাধুসম্মিত স্থানেই অধিকতর শ্রেষ্ঠ তীর্থ ॥ ৫১ ॥
পূর্ববর্ত্তী ৩২ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৫৩ ॥

শ্রীনবদ্বীপ—একদিকে যেমন প্রেমময়-বিগত শ্রীগোব-
ন্দারের আবির্ভাব-ভূমি, আবার, সেখানে অসংখ্য ভুবনপাবন
গবক্ষ্মীলা-পরিকর বৈষ্ণবগণ উপস্থিত হুওয়ায় সেই নবদ্বীপ-
পম সকল-জগতের মধ্যে মহামহিমাময়রূপে বিরাজ করিয়া-
ছিলেন । যেমন, শ্রীকৃষ্ণাবনের অপরূপ প্রেমসাধুরী অপ্রকাশিত
প্রাকায় শ্রীগৌরসুন্দরের আদেশে গোবিন্দমিষ্টক ও তাঁহাদের
অগত জনগণ শ্রীকৃষ্ণাবনে বাস করিয়া নিত্যলীলা প্রকাশিত
করিয়াছিলেন, তজ্জপ প্রভুর প্রাকটো শ্রীনবদ্বীপেও বিভিন্ন
পান হইতে ভক্তগণ আসিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের কীর্ত্তন-সেবায়
লীলা-সাহচর্য্য করেন ॥ ৫৪ ॥

প্রপক্ষে চতুর্দশভূবন বর্ত্তমান ; তন্মধ্যে ভূঃ, ভুবঃ ও
স্বঃ, এই ভূবনত্রয়—প্রাপক্ষিক জীবগণের সাধারণ বিচরণ-
ক্ষেত্র ; সেই ত্রিভূবনের মধ্যে, এই পৃথিবীতে জম্বুদ্বীপই
শ্রেষ্ঠ ; জম্বুদ্বীপের মধ্যে ভারতবর্ষই শ্রেষ্ঠ ; ভারতবর্ষের আবার
ব্রজমণ্ডলাভিন্ন শ্রীগৌরমণ্ডলই শ্রেষ্ঠ ; তন্মধ্যে নবগুণ পুণ্য-
য় নববর্ষাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ । শ্রীনবদ্বীপের জায়
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান ত্রিজগতের মধ্যে আর নাই, যেহেতু অমলো-

(৩) ধন-সম্পদ,—ইন্দ্রিয়তর্পণে রুচিবশতঃ সকলের
অর্পাদি-ব্যয়ে বৃথা কালক্ষেপণ—

রমা দৃষ্টিপাতে সর্ব্ব-লোক স্নেহে বসে ।

ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার-রসে ॥ ৬২ ॥

ভগবদ্বক্ত্তিহীনতা-প্রযুক্ত কলির প্রথম সক্ষ্যাত্তেই ভাবি-
কালোচিত ভীষণ অনাচার-প্রাবল্য—

কৃষ্ণ রাম-ভক্তিশূন্য সকল সংসার ।

প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ ৬৩ ॥

কাম্য-কর্ম্মকেই 'ধর্ম্ম' বলিয়া জ্ঞান-হেতু লোকের

কামফলদাত্তী প্রাকৃত-দেবতা-পূজা—

ধর্ম্ম কর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে ।

মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥ ৬৪ ॥

দয়া-দয়ানিধি শ্রীগৌরহরি এইখানে দেবদুর্জ্জিত ভগবৎপ্রেম
যোগাযোগ্য পাত্রাপাত্র-বিচার-রহিত হইয়া অ-পামরে দান
করিয়াছিলেন ; সুতরাং শ্রীনবদ্বীপের মতিমা—জগতে
বস্তুতঃ অতুলনীয় বা অদ্বিতীয় ॥ ৫৫ ॥

নবদ্বীপ-নগরের তাত্কালিক সমৃদ্ধি বা ঐশ্বর্য্য কেহই
ভাষাষারা বর্ণন করিতে সমর্থ নহে । ভারতের সপ্ত মোক্ষ-
দায়িকা পুরীর সকল-সৌভাগ্যে অগঙ্কত হইয়া শ্রীনবদ্বীপধাম
শ্রীচৈতন্যদেবের ধোকপাবন অপ্রাকৃত পদান্ব-ধারণে যোগ্যতা
লাভ করিয়া এবং অযোধ্যা, মথুরা, হরিদ্বার, কানৌ, কান্ধী,
অবন্তী ও দ্বারকাব সর্ব্বপ্রকার সমৃদ্ধি দিয়া প্রকাশিত
হইয়াছিলেন । তৎকালে শ্রীমায়াপূব-ধাম এত জনাকীর্ণ
ছিলেন যে, গঙ্গার এক-এক-ঘাটে অধিবাসী ও প্রবাসী
সংগণিত-লোক স্নানাদি করিতেন ॥ ৫৭ ॥

ত্রিবিধ বয়সে,—বালক, যুবা ও বৃদ্ধ, সকলেই বাগ্‌দেবীর
রূপায় দক্ষ অর্থাৎ শাস্ত্র-পারদর্শী ছিল ॥ ৫৮ ॥

বিজ্ঞার অমুশীলন এতদূর পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল যে,
সকলেই আপনাকে 'শাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত' বলিয়া মনে
করিতেন । অধ্যয়নবত শিশু-ছাত্রগণ ও ব-স্ব-বিজ্ঞা-প্রতিভা-
বলে প্রবীণ প্রাজ্ঞ অধ্যাপকগণের সহিত শাস্ত্রবিচার-প্রতি-
যোগিতায় জয়-লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতেন । কক্ষা,—প্রতি-
বন্দিতা অর্থাৎ শাস্ত্রবিচার ॥ ৫৯ ॥

মিথিলা হইতে জায়শাহ-পঠেন্দুগুণ নবদ্বীপে আগমন

‘দম্ভ-করি’ বিবহরি পুজু কোন জন ।

পুতুলি করয়ে কেহো দিয়া বহু-ধন ॥ ৬৫ ॥

পুতুলি-পূজা ও গৃহমেষীয় ধর্মে বহুধন-ব্যয়াদিতে লোকের

অনর্থক কালক্ষেপণ—

ধন মষ্ট করে পুজু কন্ডার বিভায় ।

এইমত অগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥ ৬৬ ॥

করিয়া নবাত্মায়ে শিক্ষা লাভ করিতেন। উত্তর-ভারতাস্তর্গত বারাণসী হইতে সরাসী ও কৃতবিদ্য অধ্যাপকগণও নবদ্বীপ-নগরে ‘বেদান্ত-শাস্ত্র’ অধ্যয়ন করিবার জন্ত আগমন করিতেন। দক্ষিণ-ভারতাস্তর্গত কাকী হইতেও বিদ্যার্থীগণ নবদ্বীপ-নগরে পাঠার্থিক্রমে আসিতেন। সুতরাং বিভিন্ন-দেশবাসী বিদ্যার্থি-সমাজ নবদ্বীপে আগমন-ফলে নানাশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী হইবার অকণ্ঠস্ব পাইয়াছিলেন ॥ ৬০ ॥

নানাশাস্ত্রের চর্চা এবং অসংখ্য অধ্যাপকগণের অবস্থিতি থাকায়, নবদ্বীপে বিদ্যার্থীর সংখ্যা ও অগণনীয় ছিল। সমুচ্চয়,— একত্র সংখ্যা বা সংগ্রহ ॥ ৬১ ॥

লক্ষ্মীদেবীর অমুগ্রহে ঐশ্বর্য্যপূর্ণ নবদ্বীপ সকল-লোকের স্রব্ধের আগার হইলেও প্রাপঞ্চিক-রূপে উন্নত জনগণ অক্ষ-জ্ঞান-সম্বন্ধনার্থ তদ্বিত্তপণপন-বিচারমূলে গ্রাম্যব্যবহার-রূপে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া বৃথা কালাতিপাত করিতেছিলেন। ত্রিদণ্ডস্বামী শ্রীপ্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ তৎকৃত শ্রীচৈতন্য-চক্রামৃতে ১১৩ শ্লোকে শ্রীমদ্যজ্ঞপ্রভুর উদয় ও প্রচার-কালে কৃষ্ণবিমণিনি জড়বিজ্ঞা ও জড়তত্ত্বাভিমান-মত্ত বিষয়ি-লোকের চিন্ত-রুতি একপ-ভাবে বর্ণন করিয়াছেন,—“শ্রী-পুজাদি-কথায় বিষয়িসকল প্রবৃত্ত ছিলেন; সাংখ্য, জ্ঞান ও বৈশেষিক প্রভৃতি হেতুবাদ মূলক দর্শনাক্রষ্ট পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-প্রবাদ অর্থাৎ বিতণ্ডা-প্রশংসা করিতে ছিলেন; পুস্তক-দর্শনাক্রষ্ট যোগিগণ বায়ান্ধ্রমূলক রেচক, পুরক ও কুস্তকাদিতে প্রমত্ত ছিলেন; তর্পণিসকল নানা কৃষ্ণ ও বৈরাগ্য-সাধনে বাস্তব এবং জীবন্তকৃত্যভিমানী জ্ঞানিগণ নিরীক্শেম-বেদান্তমতের বিচারে উন্নত ছিলেন ॥ ৬২ ॥

কলির শেষ-ভাগে যাবতীয় কদাচাররূপ ভগবদ্বিষ্মত্যা সমগ্র-ভগতে প্রাধান্য লাভ করিয়া সর্বজীবমাত্রেয় একমাত্র

(খ) হৃদ্যদৃষ্টিগত অবস্থা-বর্ণন; তথা-কথিত ব্রাহ্মণরূপগণের

সকলেরই শাস্ত্রের যথার্থ হরিভজন-তাৎপর্য্য বা সার-

গ্রাহ্য ছাড়িয়া বিষয়ভোগপর ভারবাহি—

যেবা ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, মিশ্র সব ।

তাহারা হ না জানে সব গ্রন্থ-অনুভব ॥ ৬৭ ॥

ধর্ম বা কর্তব্য ভগবান বলরাম ও কৃষ্ণের সেবায় বঞ্চিত ছিলেন ॥ ৬৩ ॥

তৎকালে জড়বিজ্ঞা এতদূর প্রবল হইয়াছিল যে, হরিসেবা বিহীন বিচারকেই ‘পাণ্ডিত্য’ বলিয়া লোকের ভ্রম হইতে ছিল। সাধারণ-লোক মঙ্গলচণ্ডীর গান গাহিয়া ও শুনিয়া সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য-বর্দ্ধনকেই ধর্ম্মমুগ্ধলনের ‘চর’ আদর্শ বলিয়া বিশ্বাস করিতেছিল। প্রকৃতপ্রস্তাবে অনাচার ও অভিক্রিমূলক চেষ্টাকে ‘ধর্ম্ম’ বলিয়া ভ্রান্তি হওয়ায় সাংসারিক জনগণের অত্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানের আচরণ-প্রাবল্য নিবন্ধ আত্মবিদ্ ভগবদ্ভক্তের চরণার্চনাই যে জীবের (জীবনের) একমাত্র প্রয়োজনীয় বিষয়, তাহা মনে হইত না ॥ ৬৪ ॥

সাধারণ-লোক, বিশেষতঃ ধনবান্ বণিকসম্প্রদায়, মহা সমারোহে মনসা-দেবীর পূজা করিয়া অর্থাধি-দ্বারা ব্রাহ্মণ্য পণ্ডিত-সমাজকে ক্রয়পূর্বক বণিকসমাজের অধীন করি চেষ্টা করিত। নানাপ্রকার দেবদেবী ও মন্ডের পুতুলি নির্মাণ করিয়া তাহারা বহুধন দান করিত। অতাপি রাসাদি-বাজ সময়ে নানাপ্রকার পুতুলি নির্মাণ করিবার প্রথা প্রচলিত আছে। পরমার্থ-বুদ্ধিতে অপ্রাকৃত ভগবদ্বিগ্রহের সেব পরিবর্তে পৌত্তলিক-বিচারাবলম্বনে তাহারা উৎসবোপল বহুধন ব্যয় করিত, আবার সেই পুতুলিগুলিকে জলে বিসর্জ দেওয়ায়, পূজ্যবস্তুর ও পূজার অনিত্যতা প্রমাণ করি সেইসকল বৃথা-কার্য্যে বহুধন ব্যয়িত হওয়ায় শ্রীজগন্নাথদে পূজার জ্ঞান নিত্য শ্রীবিগ্রহ-পূজা বঙ্গদেশে বিলয় হ পড়িয়াছিল।

পাঠান্তরে,—‘পুতুলি বিভা দিতে দেয় বহুধন’ অর্থাৎ রসে মত্ত জনগণ দম্পতীক বানর-বানরী, বিড়াল-বিড় পুতুল-পুতুলীর নিবাহাদি তুচ্ছ ও বৃথা উৎসব-কার্য্যে অন অর্থ ব্যয় করিয়া ভগবদ্বৈমুখ্য সঞ্চয় করিত মাত্র ॥ ৬৫ ॥

শ্রীতপস্যার সারগ্রাহিকরূপে বেদশাস্ত্রের অমূল্যলন বা হরি-
ভজন ছাড়াই ভারবাহিকরূপে অমুকরণ-ফলে অনিত্য-
কলভোগমূলক কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠান-হেতু শিক্ষক ও
ছাত্র, সকলেরই নরক-শাস্তি—
শাস্ত্র পড়াইয়া সবে এই কর্ম্ম করে।
শ্রীভারত সন্থিতে যম-পাশে ডুবি' মরে ॥ ৬৮ ॥

কতিপয় লোক আবার সংসার-ধর্ম্মকেই 'পরমার্থ' জানিয়া
যায় পুত্রকন্তার বিবাহোৎসবাদিতে বহু অর্থ-ব্যয়-দ্বারা হরি-
বিশ্ব জগতের আনন্দ বর্ধন করিত! তাহারা মনে করিত,
যদিদিগের পুত্রকন্তার বিবাহ—ভগবদ্ভূষাসনাপেক্ষা অনেক-
ধনে প্রিয় ও শ্রেষ্ঠ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে, এইসকল অনাশ্রুচেষ্টা-
রা তাহাদের বৃথা সময়ই অতিবাহিত হইত ॥ ৬৬ ॥

তথ্য। গ্রন্থ-অমূল্য,—স্বারম্ভ, তাৎপর্য্য, (ভাঃ ১।৩।২৮-
২) “বাস্তদেব-পর্য্য বেদা বাস্তদেব-পর্য্য মথাঃ। বাস্তদেব-পর্য্য
বাগা বাস্তদেব-পর্য্য ক্রিয়াঃ ॥ বাস্তদেব-পর্য্য জ্ঞানং বাস্তদেব-
পর্য্য তপঃ। বাস্তদেব-পর্য্য ধর্ম্মো বাস্তদেব-পর্য্য গতিঃ ॥” (গীতা
৥৪৫ শ্লোকের মাস্তভাষ্য—) “বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে
ভারতে তথা। আদ্যাবন্তে চ মধো চ নিম্নঃ সর্বত্র গীয়েতে ॥”
সর্বত্র বেদা যৎপদমানয়তি,” “বেদোহখিলধর্ম্মমূলং স্মৃতিশীলে চ
চর্ষিণাম্। আচারশৈব শাস্ত্রান্যামানো রুচিরেব চ ॥” “বেদ-
গিহিতো ধর্ম্মো হৃদধর্ম্মস্তদ্বিপর্য্যায়ঃ” ইতি বেদানাং সর্বাঙ্গানাং
সুপারম্বোক্তেঃ ॥” (মহাভাঃ-তাৎপর্য্যে ৩২-৩৪—) “বৈষ্ণবানি
গাণানি পঞ্চরাত্রাস্বকৃত্ততঃ। প্রমাণান্তেব মন্যন্তাঃ স্মৃতয়োহ-
মূলকতঃ ॥ এতেষু বিষ্ণোরাদিকামুচ্যতেহত্মন্য ন কচিৎ।
তন্তদেব মন্তব্যং নান্তথা তু কথঞ্চন ॥ মোহার্থাত্মজ্ঞশাস্ত্রাণি
হাস্তোক্তান্যায় হরেঃ। অতন্তেষুক্তমগ্রাহমন্তরাগাং তমো-
তঃ ॥” (১।২।২৬ ব্রহ্মসূত্রের মাস্তভাষ্য-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন)
থা হি পৌরুষং সূক্তং নিত্যং বিষ্ণুপরায়ণম্। তথৈব মে
নো নিত্যং ভূষাধিকুপরায়ণম্ ॥” (গীতার মাস্তভাষ্য-ধৃত
রদীয়পুরাণ-বচন—) “পঞ্চরাত্রং ভারতঞ্চ মূলরামায়ণং
থা। পুরাণঞ্চ ভাগবতং বিষ্ণুর্বেদ ইতীরিতঃ। অতঃ শৈব-
রাগানি যোক্তব্যস্তত্রাবিরোধতঃ। অক্ষপাদকণাদানাং সাংখ্য-
গাণ-জটাকৃত্যম্। যতশাস্ত্রাণ্যে বেদং দুষ্যন্ত্যন্তচেতসঃ ॥”

লোকসমাজে যুগধর্ম্ম-হরিকীর্তন-হৃদিক ; গুণজগতে
হেয়তা-মিশ্র দর্শন ও বর্ণন-প্রাবল্য—
না বাখানে 'যুগধর্ম্ম' কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বিনা গুণ কারো না করে কথন ॥ ৬৯ ॥
তথা-কথিত ত্যাগি-সন্ন্যাসি-সমাজেও হরিকীর্তন-হৃদিক—
যেবা সব—বিরক্ত-তপস্বী-অভিমানী।
তাঁ-সবার মুখেই নাহিক হরিশবন ॥ ৭০ ॥

অধ্যাপন-কুশল 'ভট্টাচার্য্য', কর্ম্মকাণ্ড-নিপুণ 'চক্রবর্তী'
ও 'মিশ্র' উপাদিযুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী নিজ-নিজ-শাস্ত্র-প্রবাদে
উন্নত থাকায়, সর্ববেদের সার ও শাস্ত্রের তাৎপর্য্য বুঝিতে
অসমর্থ হইয়া অনর্থক কর্ম্ম ও জ্ঞানকাণ্ডের পথে ভ্রমণ করিতে
নিযুক্ত থাকিতেন। সর্বজীবের সকল-চেষ্টার একমাত্র তাৎ-
পর্য্য ও শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের একমাত্র প্রতীপাণ্ড বিষয় যে হরি-
ভোষণ-মূল্য ভক্তি, তাহাতে তাঁহারা প্রবেশ লাভ করেন নাই ॥

শাস্ত্রের অধ্যাপনা করাইয়া এবং শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া,
অধ্যাপক ও পাঠার্থী, উভয়েই কর্ম্মালাপনে আবদ্ধ হইয়া,
পরিণেমে স্ব-স্ব-অনিত্য-চেষ্টায় যমের নিকট দণ্ডাই হইতেন।
(ভা ১।৩।২৮-২৯ শ্লোকে) অজ্ঞানমোহাপাথ্যানে স্বীয় দৃঢ়গণের
প্রতি শ্রীযমরাজ বলিতেছেন,—“তানানয়ধর্ম্মমসতো বিমুখান্
মুকুন্দপাদারবিন্দ মকরন্দ-রসাদজস্রম্। নিক্ষিপনৈঃ পরমহংস-
কুলৈরসসৈজুষ্টিদগুহে নিরয়বস্তুনি বদ্ধহৃদান ॥” “জিহ্বা ন
বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি তানানয়ধর্ম্মমসতোহকৃত-
বিষ্ণুকৃত্যান্ ॥” ৬৮ ॥

গুরুকর্ম্মকীর্তনকারী ব্যক্তি ব্যতীত মায়াবদ্ধ কৃষ্ণবিমুখ
স্বার্থপর জীবগণ কর্ম্মের প্রচণ্ড-শাসনে নিপেষিত হইয়া
স্বরূপ-দর্শন পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অক্ষজ বিরূপ দর্শনে সর্বদাই
জগতের নিন্দা করে; এইজন্যই শ্রীপ্রবোধানন্দ-সরস্বতীপাদ
(শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৫ম শ্লোকে) বলিয়াছেন,—“বিশ্ব-
পূর্ণস্তথায়তে বিধি-মহেন্দ্রাদিশ্চ কীটায়তে স্বংকারণ্যকটাক-
বৈভববতাং তং গৌরমেব স্তমঃ ॥”

যুগধর্ম্ম-বর্ণনে শ্রীমদ্ভাগবত (১।২।৩৫২) বলেন,—“কৃত্তে
বদ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজ্ঞতো মধেঃ। ষাপরে পরিচর্য্যামাং
কশো তচ্ছরিকীর্তনং ॥”

লৌকিকাচারাম্বসরণে কাহারও কোনও ভাগো দৈবাৎ

হরিনামোচ্চারণ-চেষ্টা—

অতিবড় সুকৃতি সে স্নানের সময়।

‘গোবিন্দ’ ‘পুণ্ডরীকাক’-নাম উচ্চারণ ॥ ৭১ ॥

শ্রীমধ্বাচার্য্য মুণ্ডকোপনিষদের ভাষ্যে এই শ্রীনারায়ণ-সংহিতা-বচনটা উল্লেখ করিয়াছেন,—“ষাপরীরৈর্জনৈবিকুঃ পঞ্চরাত্রৈশ্চ কেবলম্। কলৌ হু নান-মারোণ পূজ্যতে ভগবান্ হরিঃ॥” তাৎকালিক সমাজে তর্কহত বিবদমান ব্যক্তিগণ যুগ-ধর্ম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-মাহাত্ম্য ব্যাখ্যা না করিয়া পরস্পর অনিত্য দোষকীর্তনেই ব্যস্ত ছিলেন। ভগবদ্গুণাহুবর্ণন পরিহার করিয়া শাস্ত্র লঙ্ঘনপূর্বক চেষ্টা করিতে গেলেই আত্মস্তরিতা-নামক নিজগুণ ও পরহিতদোষষণ-নামক ঈর্ষা আসিয়া জীবকে গ্রাস করে; শ্রীভগবান্ (ভা ১১২৮১ শ্লোকে) উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—“পরস্বভাবকর্ম্মাণি ন প্রশংসেৎ ন গর্হয়েৎ। বিষমেকায়ান্ পশু প্রকৃত্যা পুরুষেণ চ ॥” পরস্বভাবকর্ম্মাণি যং প্রশংসতি নিন্দতি। স আশু দ্রুতে স্বার্থাদিসত্যতিনিবেশতঃ॥ যাঁহারা অদ্বয়-জ্ঞানের অভাবে বিদ্যে পরস্পর প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ দর্শন ও স্বীয় রুচিতে অদ্বয়-জ্ঞানাত্মক লক্ষ্য করেন, তাঁহারা অপরের স্বভাব ও ক্রিয়াগুলির আদর ও গর্হণপ্রকৃতি-ভেদেই মগ্ন থাকেন। অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মেন্দ্রনন্দনের কীর্তন শ্রবণ করিলেই কলিযুগোচিত তর্কপত্তা নিরস্ত হইবার পর জীবগণ শ্রৌতপন্থায় অবস্থিত হইতে পারেন; তখন আর তাঁহাদিগের ক্রুদ্ধেতর বিষয়ের আলোচনায় উন্মত্ত হইতে হয় না ॥ ৬৯ ॥

বিরক্ত,—জড়ের রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ ও স্পর্শ এবং এই পঞ্চাভূতের মিশ্রভাব জীবের ইঞ্জিয়-তর্পণে সময়ে-সময়ে বাধা দেয় বলিয়া, যিনি উহা হইতে পৃথক্ বা মুক্ত হইবার চেষ্টা ও ইচ্ছা করেন, তিনিই ‘বিরক্ত’।

তপস্বী,—ত্রিতাপ-দ্বারা সময়ে সময়ে ক্লেশ পাওয়া যায়, সুতরাং তাদৃশ বিপদ হইতে উদ্ধার-প্রাপ্তি হইবার-লাভো-দেষে যিনি চেষ্টা করেন, তিনিই ব্রতী বা ‘তপস্বী’।

যদিও বিরাগ ও তপস্তা জগতের ক্লেশ-নিবারণের উপায়-স্বরূপে প্রতিভাত হয়, তথাপি বিরাগ ও তপস্তা প্রকার-ভেদে অর্থাৎ অধোক্ষজসেবাকপ স্ব-স্ব-তাৎপর্য্য-দ্রষ্ট হইলে তাদৃশ ফল উৎপাদন করিতে পারে না। সকলপ্রকার বিরাগ

বিশুদ্ধভক্তিশাস্ত্র গীতা-ভাগবত-ব্যাখ্যা-কালেও

ভক্তিমূল্য ব্যাখ্যাভাব—

গীতা ভাগবত যে-যে জনেতে পড়ায়।

ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায় ॥ ৭২ ॥

ও তপস্তা—ভগবানের নামোচ্চারণকারী সকলভক্তেরই গোণ-ভাবে নিত্য-সম্পত্তি। যাঁহারা শ্রীনামভজন প্রতিভাগ করিয়া স্বতন্ত্র বিরাগ ও তপস্তার কল্পনা করেন, তাঁহাদের সমস্ত চেষ্টাই নিরর্থক। বিরক্ত ও তপস্বী-সম্প্রদায় ভোগপর হইয়া শ্রীহরির পাদপদ্মভক্তি-ধনে বঞ্চিত হইলে, তাঁহাদের তাদৃশ কল্পসাধনে কোনই ত্রফল আশা করা যায় না। মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে বৈরাগী ও তাপসগণ হরিভজন-রহিত ছিলেন। নারদপঞ্চরাত্র বদেন,—“আরাধিতো যদি হরিতপসা ততঃ কিম্। নারাদিতো যদি হরিতপসা ততঃ কিম্॥ অন্তর্কর্ষহির্যদি হরিতপসা ততঃ কিম্। নান্তর্কর্ষহির্যদি হরিতপসা ততঃ কিম্॥” শ্রীমদ্ভাগবতে (১১২০৮ ও ৩১ শ্লোকে) ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিয়াছেন,—“ন নির্বিক্ষো নাত্তি-সক্তো ভক্তিয়োগোহস্ত দ্বিদ্ধিদঃ” এবং “ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রাযঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ” ॥ ৭০ ॥

প্রভুর কৃষ্ণকীর্তন-প্রচারের পূর্বে গতাহুগতিক সামা-জিক প্রথা বা আচারসমূহের অজ্ঞাতম-জ্ঞানে তথা-কথিত সদ্ধর্মপরায়ণ সুকৃতিসম্পন্ন জীবগণের মুখে কেবলমাত্র স্নান-কালে অর্থাৎ জলের দ্বারা বাহ্যপাপসমূহ বিনোদ করিবার ইচ্ছায় ‘গোবিন্দ’, ‘পুণ্ডরীকাক’ প্রভৃতি নামোচ্চারণ শুনা যাইত। অল্প সময়ে লোকগুলি একবার ভ্রমক্রমেও কোনও মুহূর্ত্তে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করিত না, প্রত্যুত ‘গোবিন্দ’, ‘পুণ্ডরীকাক’ প্রভৃতি শ্রীনামোচ্চারণ সকলের পক্ষে সকল-সময়ে নিষিদ্ধ বলিয়া বিশ্বাস করিত; কেননা, তাঁহারা মনে করিত যে অশুচি-সময়ে বা অনধিকারি-ব্যক্তির ‘গোবিন্দ’ ‘পুণ্ডরীকাক’ প্রভৃতি নামোচ্চারণ কর্তব্য নহে। তাৎকালিক তথা-কথিত বেদাহুগত সমাজ এইরূপ চূর্দৈবগন্ত হরিবিমুখ ছিল; অবশেষে জীবৈকবাক্তব মহাবদান্ত শ্রীচৈতন্য-দেবের শিফাষ্টকের ‘নামামকারি’-শ্লোকে এইপ্রকার বিচার নিরস্ত হইয়াছে ॥ ৭১ ॥

ভাষ্য। (গীতার মাধবভাষ্য-মুত মহাকর্ম্মপুরাণ-বচন—)

দৈবমায়ার-মুখ বিকৃত্তিকবর্জিত অম্লর-সংসার-দর্শনে

“পরহঃখঃখী” শুদ্ধভক্তের দ্বঃখ ও চিন্তা—

এইমত বিকুমার্য-মোহিত সংসার।

দেখি’ ভক্ত-সব দ্বঃখ ভাবেন অপার ॥ ৭৩ ॥

সিহত জীবের দুর্দশা-দর্শনে তাহাদের উদ্ধারোপায়-চিন্তা—

‘কেমনে-এই জীব-সব পাইবে উদ্ধার।

বিষয়-স্বখেতে সব মজিল সংসার ! ৭৪ ॥

নামামৃত বিতরিত হইলেও দকলেরই তাহাতে বিতৃষ্ণা

ও অবিজ্ঞা-বৈভব জড়বিচার প্রতিই আসক্তি—

বলিলেও কেহ নাহি লয় কৃষ্ণমাম !

নিরবধি বিভা-কুল করেন ব্যাখ্যাম ! ৭৫ ॥

দ্বঃসঙ্গ-বিমুক্ত শুদ্ধভক্তগণের স্বীয় স্বারসিক-কৃষ্ণসেবাহীন—

অকার্য্য করেন সব ভাগবত্তগণ।

কৃষ্ণপূজা, গজাস্ত্রাম, কৃষ্ণের কখন ॥ ৭৬ ॥

“ভারতঃ সর্বশাস্ত্রে ভূতে গীতিকা বরা। বিষ্ণোঃ সহস্র-
নামগি গেয়ং পাঠ্যক তদ্যম্ ॥ ৭২ ॥

গীতা,—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীমদ্ভগবদগীতার কীর্তনকারী
ও অর্জুনই শ্রোতা ; উহা—মহাভারতভাস্তরে ভীষ্মপর্বের
অন্তর্গত অষ্টাদশাধ্যায় ও সপ্তশত-শ্লোকীয়ক ভক্তিশাস্ত্র এবং
পরমার্থপণের পথিকগণের আদি পাঠ্য-গ্রন্থ।

ভাগবত,—ত্রীব্যাস-রচিত অষ্টাদশ-পুরাণেব অন্তর্গত
অষ্টাদশ-সহস্র-শ্লোকীয়ক সাস্ত-পুরাণ-শিরোমণি। এট
অমল পুরাণের নামান্তর—‘পারমহংসী’ বা ‘সাস্ত-সংহিতা’ ;
“অর্থোহয়ঃ ব্রহ্মহুত্রাণাং ভারতার্থ-বিনির্গয়ঃ। গায়ত্রী-ভাষ্য-
রূপোহসৌ বেদার্থ-পরিবৃংহিতঃ ॥” এই গারুড়-বচন হইতে
জানা যায় যে, এই শাস্ত্রসম্রাট বা অমল-প্রমাণস্বরূপ
মহাপুরাণ একাধারে ঐশ্বর্যশ্রোতাদের জায় ‘শ্রুতিপ্রস্থান’
(“যত্রৈব সাস্ত্রী ‘শ্রুতিঃ’—ভাঃ ১।৪।৭ শ্লোকে স্বীয়
গুরুদেব মহাভাগবত শ্রীশ্রুত-গোবিন্দীর প্রতি শ্রীশোনকাদি
ঋষির উক্তি) ব্রহ্মহুত্রের জায় ‘জায়প্রস্থান’ (“সর্ববেদান্ত-
সারং হি শ্রীমদ্ভাগবতমিষ্যতে”—ভাঃ ১২।১৩।১৫) এবং
ভারত ও পুরাণাদির জায় ‘স্মৃতিপ্রস্থান’। শ্রীমদ্ভাগবতের
মাহাত্ম্য-বিষয়ে—চৈঃ ভাঃ মধ্য ২১ অঃ, অন্ত্য ৩য় অঃ,
চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ, মধ্য ২০, ২৪ ও ২৫ পঃ, অন্ত্য
৫, ৭ ও ১৩ পঃ, এবং ষটসন্ধান্তান্তর্গত তত্বসন্ধান্তে ১৮-২৮শ
সংখ্যার ত্রীজীবগোবিন্দপ্রভুর বিচার ঐষ্টব্য। এই গ্রন্থ মুক্ত-
পুঙ্খ পরমহংস-বৈষ্ণবগণের সর্বদা আলোচ্য।

উৎকালে যাহাদিগকে গীতা ও ভাগবতাদি শুদ্ধভক্তিগ্রন্থ
কীর্তন করিতে দেখা যাইত, সেইসকল পাঠকের জিহ্বার
ভগবত্তত্ত্বনই যে জীবের একমাত্র কর্তব্য, সেইরূপ কোন
ব্যাখ্যা শুনা যাইত না। ‘সপ্তশতী চণ্ডী’ প্রভৃতি কাম্যকর্মপর

গ্রন্থের জায় ভক্তির বিকৃতি বা অহংকর্ষ-সাধনাভিপ্রায়ে ও
গীতা ও ভাগবতের পঠন-পাঠনাদি ইহামুত্র ‘ইন্দ্রিয়-তোষণো-
দ্দেশ্যেই অমুষ্ঠিত হইত। বর্তমানকালে বিদ্বত্তন্ত-সম্প্রদায়ও
এইরূপভাবে গীতা-ভাগবত পাঠ করিতেছেন। ইন্দ্রিয়সুখ-
লম্পট মায়াবদ্ধ জীবের এতাদৃশ গীতা-ভাগবত-পাঠ—নিজ-
মঙ্গলপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক ও নিরয়জনক মাত্র, যেহেতু উহা
কখনই গীতা বা ভাগবত-পাঠ নহে, তদ্বিপরীত জড়শব্দসমষ্টি
ও ইন্দ্রিয়তোষণপরা আবৃত্তিবিশেষ। শ্রীগীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত
—সর্বশাস্ত্রশিরোমণি, ‘কৃষ্ণতুল্য বিদ্ব ও সর্বপ্রায়’ এবং
কৃষ্ণকীর্তনময় মূর্ত অধোকঙ্ক-বিগ্রহ, প্রাকৃত কুবোজীর
কুমেধা-চালিত জিহ্বা ও কর্ণের গ্রাহ্য কুকাব্য বা প্রাকৃত
দর্শন-গ্রন্থ নহে। এই শ্রেণীর ইন্দ্রিয়সুখকামী পাঠক ও শ্রোতা
—মহাবদান্ত মহাপ্রভুর কৃপা-কটাক-লাভে চিরবঞ্চিত ॥ ৭২ ॥

ভগবত্তত্ত্বগণ তথা-কথিত পণ্ডিতকুলের ও সংসারমত্ত
জনগণের চেষ্টা সন্দর্শন করিয়া মনে মনে বিশেষ দুঃখিত
ছিলেন এবং ভগবদ্বিমুখ-জগতে শ্রেষ্ঠাভিমানি-জনগণকে
বিকুমার্য মোহিত দেখিয়া, তাহাদের মঙ্গলচিন্তা-স্বত্রে দ্বঃখ
প্রকাশ করিতেন। দান্তিক পণ্ডিতাভিমানিগণকে প্রকাশে
তাঁহাদিগের অসচ্চেষ্টা হইতে নিবারণ করিবার আয়োজন
করিলে, তাঁহারা বুদ্ধিবিপণ্য-দোষে দয়া-প্রদর্শনকারি-ভক্ত-
গণকে আক্রমণ করিতে পারেন এবং তাদৃশ আক্রমণ-ফলে
তাঁহাদের স্বীয় ভজনচেষ্টা বাধা প্রাপ্ত হইতে পারে,—এই
আশঙ্কায় হরিবিমুখ জীবের কৈতব-কন্দ্ব-কলুষ-দর্শনে দ্বঃখ
করা ব্যতীত সেই ‘পরহঃখঃখী’ শুদ্ধভক্তগণের অজ্ঞ কোনও
পন্থান্তর ছিল না। তাঁহারা জানিতেন যে, ঐসকল অহংকার-
বিমূঢ়া জীবগুলি অম্লর-মোহিনী দৈবী বিকুমার্যার বিক্লেপা-
দ্বিকা ও আবরণী-বৃত্তি-বারা মৃত্যুপথের পথিক ও মহাবিপদগ্রস্ত ॥

জীবহিতৈষী শুদ্ধভক্তগণের কৃষ্ণসমীপে কৃষ্ণবিমুখ জগতের

প্রতি শুভপ্রসাদ-যাক্রা—

সর্বৈশেনি' জগতেরে করে আশীর্বাদ ।

‘শিখ, কৃষ্ণচন্দ্র, কর সব্বারে প্রসাদ’ ॥ ৭৭ ॥

শ্রীঅষ্টৈতাচার্যের মাহাত্ম্য-বর্ণন—

সেই সব্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্ৰগণ্য ।

‘অষ্টৈত আচার্য’ নাম, সর্ব-লোকে ধ্য ॥ ৭৮ ॥

বৈষ্ণবাগ্ৰণী শঙ্কর ছায় শুদ্ধজ্ঞান-বৈরাগ্যমুখ কৃষ্ণভক্তি-

ব্যাখ্যা—

জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর ।

কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥ ৭৯ ॥

শ্রীঅষ্টৈতকর্তৃক সর্বশাস্ত্রের কৃষ্ণভক্তিমূলক ব্যাখ্যান—

ত্রিভুবনে আছে যত শাস্ত্রের প্রচার ।

সর্বত্র বাখানে,—‘কৃষ্ণপদভক্তি সার’ ॥ ৮০ ॥

এ বিপন্ন জীবসমূহ কিপ্রকারে নিত্য-মঙ্গলের পথে অগ্রসর হইবে, তাহাযে তাঁহাদের আন্তরিক দয়া উদ্ভিত হইল। তাঁহারা বুদ্ধিরাহিলেন যে, সেই ভগবদ্বিমুখ জীবগণ প্রত্যক্ষ-জ্ঞানে ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণেতর-বিষয়ে স্থখ পাইয়া উন্নত অর্থাৎ এই ভোগায়তন বিষয়-সংসারকেই অত্যন্ত ‘প্রের’ বলিয়া বোধ করায়, তাহারা শুদ্ধভক্তগণসেবা সম্পূর্ণভাবে বিমুখ হইয়াছে ॥ ৭৪ ॥

যদি শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে কেহ কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে প্রতীপদল স্ব-স্ব-প্রাকৃত-বিষ্কার মাহাত্ম্য ও আভিজাত্য প্রদর্শন করিয়া সেই পরমহংস-বৈষ্ণবকুলের বা শুদ্ধভক্তগণের ভক্তি-বিষ্কার অবমাননা করিত। তাহাদের লক্ষ্যে ঠাকুর শ্রীনরোত্তম এইরূপ গাধিয়াছেন,—“নিতাই না বলিল মুখে, মজিল সংসার-স্থখে, বিজ্ঞ-কুলে কি করিবে তার। সে-লক্ষ্য নাহি যার, বৃথা জন্ম গেল, সেই পণ্ড—বড় ছরচর ॥” ৭৫ ॥

ভাগবতগণ স্বগোষ্ঠী-মধ্যে কৃষ্ণবহির্ভূত জনের সঙ্গে অহুসরণ না করিয়া কৃষ্ণেতর-সেবা-প্রবৃত্তি-মার্জনরূপ গঙ্গাশ্রম, কৃষ্ণ-সেবা, কৃষ্ণচরণামৃতপান ও কৃষ্ণকীর্তন বা কৃষ্ণকথা আলোচনা করিতে থাকিলেন ॥ ৭৬ ॥

শ্রীঅষ্টৈতের নিরন্তর কৃষ্ণার্চন—

তুলসীমঞ্জরী-সহিত গঙ্গাজলে ।

নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহা-কুঁতূহলে ॥ ৮১ ॥

উপাদানাদীপ মহাবিষ্কৃ হইয়াও কৃষ্ণের অবতারগার্থ হকার—

হকার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের ভেজে ।

যে ধ্বনি ত্রজ্ঞাও ভেদি’ বৈকুণ্ঠেতে বাজে ॥ ৮২ ॥

অষ্টৈতের হকারে শ্রীকৃষ্ণ বনীভূত ও সাক্ষাৎকৃত—

যে-প্রেমের হকার শুনিঞা কৃষ্ণ নাথ ।

ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ ॥ ৮৩ ॥

অধিতীয়-ভক্তিযোগী ভক্তাগ্ৰণী শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু—

অতএব অষ্টৈত—বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য ।

নিখিল-ত্রজ্ঞাও ষাঁর ভক্তিযোগ ধ্য ॥ ৮৪ ॥

কৃষ্ণভক্তি-বর্জিত লোকের হ্রবস্থা-দর্শনে তাঁহার হঃপ—

এইমত অষ্টৈত বৈসেন নদীয়ার ।

ভক্তিযোগশুষ্ঠ লোক দেখি’ দুঃখ পায় ॥ ৮৫ ॥

যে-সময়ে তাঁহারা নিজ-নিজ কৃষ্ণানুশীলন-চেষ্টা-দ্বারা অতিবহিমুখ পাশ্বেগণের চিত্তবৃত্তি পরিবর্তন করিতে অসমর্থ হইতেন, তখনই তাঁহারা জগতের প্রতি কৃষ্ণের অমুগ্রহ বা প্রসাদাশীর্বাদ প্রার্থনা করিতেন ॥ ৭৭ ॥

তাদৃশ কৃষ্ণবিমুখ সমাজের মধ্যেও শ্রীঅষ্টৈতাচার্য সর্ব-লোকধন্য, সর্বজন-বন্দ্য ও সকল-বৈষ্ণবের মুখপাত্র হইয়া বিরাজিত ছিলেন ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈষ্ণবগণের সর্বা-পেক্ষা শ্রেষ্ঠ শিক্ষকরূপে শ্রীঅষ্টৈতাচার্য শুদ্ধভক্তগণভক্তির মহিমা প্রচার করিতেন। তিনি মধ্যমুগীয় বিষ্ণুখামি-সম্প্রদায়ের মূলপ্রবর্তক শুদ্ধভক্তিপ্রচারের মূল-আচার্য্য শ্রীকৃষ্ণসদৃশ লীলা প্রকটিত করিয়াছিলেন। অমুর-মোহনের জন-শঙ্করাবতার শ্রীশঙ্করাচার্য্য যেরূপ বিচার, বৃত্তি ও পাত্তিত্যের দ্বারা ভগবদ্ভক্তিকে বিক্লিপ্ত ও আবৃত্ত করিয়া-ছিলেন, তদ্রূপ শ্রীঅষ্টৈতপ্রভুও অলৌকিক চেষ্টা ও অমুঠান-দ্বারা কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা-মূলে শুদ্ধজ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের প্রকৃত স্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ-সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণ শুদ্ধভক্তি-প্রচার-দ্বারা ‘বিষ্ণুখামি’ বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। বিষ্ণুভক্তির চলনায় রুদ্রসম্প্রদায়ের কতিপয়

তাৎকালিক ব্যৱহাৰ-ৰসমন্ত সংসাৱেৰ অবস্থা-বৰ্ণন—

সকল সংসাৱ মন্ত ব্যৱহাৰ-ৰসে।

কৃষ্ণপূজা, কৃষ্ণভক্তি কাৱো নাহি ৰাসে ॥৮৬॥

বাস্তৱী ও যক্ষাদি তামসিক অপদেবতা-পূজাভাৱ—

বাস্তৱী পূজয়ে কেহ নানা উপহাৰে।

মন্ত মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা কৰে ॥৮৭॥

শিখ শ্ৰৌতপন্থা বা গুৰ্ম্মাহুগত্য ত্যাগ কৰিয়া শিবস্বামি-সম্প্ৰদায়েৰ সৃষ্টি কৰেন; তাদৃশ শিবস্বামি-সম্প্ৰদায় হইতেই শঙ্কৰাচাৰ্য্যেৰ জন্ম। শ্ৰীশঙ্কৰ হইতেই বিদ্বভক্তি এই জগতে প্ৰবলভাবে প্ৰচাৰিত হইয়াছে। শুদ্ধভক্তি ও বিদ্বভক্তি, উভয় বৃত্তিকেই ‘ভক্তি’ বলিয়া ‘এক’ জ্ঞান কৰায় অৰ্কাচীন জনগণ ‘নিঃশ্ৰেয়স’ বা নিত্য-মঙ্গল হইতে বঞ্চিত হন ॥ ৭৯ ॥

তথ্য। (মহাভাঃ-তাৎপৰ্য্য ১।৫০)—“পৰমো বিষ্ণু-ৰেবৈকন্তজ-জ্ঞানং মুক্তিসাধনম্। শাস্তাণাং নিৰ্ণয়েষে তদন্ত-মোহনায় হি ॥” ৮০ ॥

শ্ৰীঅৰ্ঘ্যতাচাৰ্য্য ত্ৰিভুবনেৰ যাবতীয় শাস্ত্ৰেৰ প্ৰতিপাত্ত বিষয়েৰ সারস্বৰূপ কৃষ্ণচৰণ-সেবাকেই নিত্যকাল আশ্ৰয়িতব্য বলিয়া সৰ্ৱদা ব্যাখ্যা কৰিতেন। শ্ৰৌতপন্থায় ‘ব্ৰহ্মহুত্ৰ’-নামক আকৰ-গ্ৰন্থেৰ শ্ৰীবাসদেবেৰ নিজেই ৰচিত অকৃত্ৰিম-ভাষ্য শ্ৰীমদ্ভাগবতেৰ একমাত্ৰ প্ৰতিপাত্ত ও সকলশাস্ত্ৰেৰ সার-স্বৰূপ কৃষ্ণভক্তিকেই শ্ৰীঅৰ্ঘ্যতাচাৰ্য্য প্ৰচাৰ কৰিতেন। সেই ভাগবত-ব্যাখ্যা-দ্বাৰা তিনি যাবতীয় শুদ্ধভক্তিবিরোধী কুসিদ্ধান্ত ও কুমতসমূহ নিৰসন কৰিয়া শ্ৰোতৃবৰ্গেৰ হৃদয়ে একমাত্ৰ বাস্তব সার-মত্য শ্ৰীভগবানেৰ সেৱা-প্ৰবৃত্তি প্ৰবৰ্ত্তন কৰিতে চেষ্টা কৰিতেন ॥ ৮০ ॥

তথ্য। (হঃ ভঃ বিঃ ১।১।১০ শ্লোক-ধৃত ‘গৌতমীয়-তত্ত্ব’-বাক্য)—“তুলসীদলমাংগেণ জলন্ত চুলুকেন চ। বি-ক্ৰীণীতে স্বমাংসানং ভক্তভোভ্য ভক্তবৎসলঃ ॥” ৮১ ॥

তুলসীমঞ্জৰী—তদীয় বস্ত্ৰ এবং মহাভাগবত; গঙ্গাৰ জল—কৃষ্ণচৰণামৃত ও কৃষ্ণসেৱাপযোগি উপকৰণ-বিশেষ। কৃষ্ণপূজাৰ্থ নৈবেদ্যসমূহ কৃষ্ণপ্ৰিয়া তুলসী-মঞ্জৰী-যোগে লোক-পাবনী গঙ্গাতোৱ-সহ সমৰ্পিত হয়। শ্ৰীঅৰ্ঘ্যতাচাৰ্য্য তাৎ-কালিক স্বাপৰ্যায় অৰ্জুনেৰ বিকৃত-চেষ্টাকে শুদ্ধহৰিসেৱাৰ পৰিৱৰ্ত্তিত কৰিবাৰ উদ্দেশ্যে তাদৃশ উপকৰণ-যোগে সৰ্ৱকণ কৃষ্ণপূজা আৰম্ভ কৰিলেন। উদ্দেশ্য,—শুদ্ধমহাজনেৰ আচৰণ দৰ্শন কৰিয়া জীবগণ স্ব-স্ব-ইন্দ্ৰিয়পৰায়ণতা পৰিহাৰপূৰ্বক ভগবৎসেৱা-পৰায়ণ হইবেন ॥ ৮১ ॥

শ্ৰীঅৰ্ঘ্যতাচাৰ্য্যপ্ৰভু—স্বয়ং বিষ্ণুৰ অংশাবতাৰ, সুতৰাং এতাদৃশ প্ৰভাব-চেষ্টাশালী তাঁহাৰ শ্ৰীমুখোচ্চাৰিত শ্ৰীকৃষ্ণনাম সমগ্ৰ জড়-জগতেৰ ভোগবুদ্ধি ও অক্ষজ্ঞান-দৰ্শন অতিক্ৰম ও দূৰ কৰিয়া বিষ্ণুৰ পৰমপদ শুদ্ধস্বৰূপ তুৰীয় অপ্ৰাকৃত বৈকুণ্ঠে ধনিত হইতে লাগিল। ব্ৰহ্মাণ্ডে চতুৰ্দশ ভুবন, তন্মধ্যে ত্ৰিভুবনেৰ উচ্চদেশ ‘মহঃ’, ‘জন’, ‘তপঃ’ ও ‘মত্য’ প্ৰভৃতি গুণজাত লোকসমূহ ভেদ কৰিয়া কৃষ্ঠা-ধৰ্ম্ম-ৰহিত অপ্ৰাকৃত বৈকুণ্ঠ-ৰাজ্যে সেই কৃষ্ণনামকীৰ্ত্তন-দ্বাৰা তিনি হৰিসেৱা কৰিতে লাগিলেন ॥ ৮২ ॥

শ্ৰীঅৰ্ঘ্যতাচাৰ্য্য-পতি শ্ৰীকৃষ্ণ শ্ৰীঅৰ্ঘ্যতাচাৰ্য্যেৰ প্ৰীতিচেষ্টাৰ হৃদয় প্ৰবণ কৰিয়া তাঁহাৰ শুদ্ধসেৱা গ্ৰহণ কৰিবাৰ মানসে তদীয় প্ৰাৰ্থনা পূৰণ কৰিয়া স্বয়ং তাঁহাৰ ও তদাশ্ৰিতজনগণেৰ নিকট আবিৰূত হইলেন ॥ ৮৩ ॥

এইসকল কাৰণে অৰ্ঘ্যতাচাৰ্য্য—বিষ্ণুজনসমূহেৰ মূল-পুৰুষ ও সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ। তিনি—সমগ্ৰ-ব্ৰহ্মাণ্ডেৰ মধ্যে ‘সৰ্বপ্ৰধান ভক্ত’ বলিয়া প্ৰসিদ্ধ। তাঁহাৰ তুল্য শ্ৰীহৰিসেৱা-পৰায়ণ ‘বৈষ্ণৱ’ জগতে আৰ নাই। তিনি—উপাদানমাংশে স্বয়ং বিকৃতত্ব এবং আচাৰ্য্য-গুৰুত্বত্বে হৰি-সদৃশ ‘ভক্তাবতাৰ’ ॥ ৮৪ ॥

বহিৰ্গুণ-জগতেৰ হিতাকাঙ্ক্ষায় কৃষ্ণপূজা-প্ৰচাৰ-লীলা প্ৰদৰ্শন কৰিয়া শ্ৰীঅৰ্ঘ্যতাচাৰ্য্য শ্ৰীমায়াপুৰে অবস্থান কৰিতে লাগিলেন। হৰিবিমুখ লোকগণেৰ হৰবস্থা তাঁহাৰ হৃদয়ে বিশেষ ক্লেশ দিতে লাগিল ॥ ৮৫ ॥

নবদ্বীপেৰ পণ্ডিত-মুখ, আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা, সকলেই তৎ-কালে জগতেৰ পাচ-প্ৰকাৰ ইন্দ্ৰিয়-তৰ্পণ-ৰসে মুগ্ধ ছিল। কেহই সৰ্ব্বেন্দ্ৰিয়-দ্বাৰা সৰ্বকণ সেৱ্যবস্ত কৃষ্ণেৰ সেৱায় নিযুক্ত হইতে ৰুচিবিশিষ্ট ছিল না। লোকেৰ ৰুচিৰ এইৰূপ বিকাৰ দেখা গিয়াছিল যে, শুদ্ধহৰিভজন ছাড়িয়া অত্ৰ চেষ্টাই তাহাদেৰ ভাল লাগিত ॥ ৮৬ ॥

জগতেৰ সকল-জৰ্ৱাই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণেৰ সেৱাপকৰণ। কৃষ্ণসেৱা-বিমুখ জনগণ শ্ৰীকৃষ্ণকে বঞ্চিত কৰিবাৰ অভিপ্ৰায়ে জগতেৰ জৱাসম্ভাৱণালিকে শ্ৰীকৃষ্ণেৰ ভোগেৰ বা কুষ্টিৰ

সর্বত্র অশোক, অস্তর ও অমৃতধার সচ্চিদানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণ-
নাম-কোলাহলের পরিবর্তে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণপর

অশিব-শব্দ-কোলাহল—

দিন্নবধি নৃত্য, গীত, বাজ, কোলাহল।

না শুনে কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল ॥ ৮৮ ॥

ভগবত্তক্তি-তাৎপর্যহীন তথা-কথিত মঙ্গলকেই অমঙ্গলময়

জানিয়া অষ্টেতাদি বৈষ্ণবগণের দুঃখ—

কৃষ্ণ-শুল্ল মঙ্গলে দেবের নাহি স্মৃৎ।

বিশেষ অষ্টেত মনে পায় বড় দুঃখ ॥ ৮৯ ॥

উপকরণ-বস্ত্র না জানিয়া আপনাদিগেরই ইঞ্জিয়-ভোগের
আয়ত্ত বা অধীন বলিয়া উহাদিগকে বিবেচনা করিত।
সুতরাং, তাহারা সেইসকল বস্তুকে স্ব-স্ব-কামনা বা বাসনা-
পযোগি-কলনাত্মী বাঙালী-দেবীপ্রভৃতি ভোগপুষ্টির যন্ত্ররূপা
বহু কাল্পনিক দেবতার পূজায় নিযুক্ত করিত, এমন কি,
মত্ত-মাংসপ্রভৃতি অমেধ্য-বস্তুকেও তাহারা পূজার উপহার
বলিয়া মনে করিত। কেহ বা ইন্দ্রিয়সুখ-সাধনেচ্ছার ধনের
উপার্জনকেই জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অহুষ্ঠান বলিয়া জ্ঞান করিত।

যক্ষপূজা,—রূপগগণ অক্ষর বা অচ্যুত-বস্তুর সহিত সখ-
জ্ঞান-রহিত হইয়া প্রাকৃত অর্থদ ও ধনরক্ষক যক্ষগণের
পূজা করিয়া থাকে। “অগ্নে নয় স্পৃধা রায়ে” (ঈশ, ১৮)
প্রভৃতি শ্রোত-মন্ত্রগুলি ধাঁধাদের জড় বাসনা-তৃষ্ণির ‘যন্ত্র’
হইয়া পড়ে, তাদৃশ কর্তৃগণই যক্ষপূজায় রত; উপনিষৎ
বলেন,—“এতদক্ষরং গার্গ্যবিদিত্বান্মল্লোকাং প্রৈতি স
কৃপণঃ” (বৃহদাঃ ৩।৮।১০)। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য, ২০
পঃ শ্রীসর্বজ্ঞ এবং যক্ষের বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য।

বাঙালী,—বিশালাক্ষী (চণ্ডীর) অপভ্রংশ।

মত্ত,—যে বস্তুর সেবনে জীবের মত্ততা উৎপন্ন হইয়া
হিতাহিত-বিবেক-রাহিত্য ঘটে। পানদোষের মূল উপকরণ-
রূপে মত্ত এবং মাদক-দ্রব্য-পর্যায়ের ~~কিছু~~ পিত্তিকর উপা-
দান্যশরূপে গম্বিকা, অহিফেন ও তাম্রকূটাদি নানাপ্রকার
মত্ততা উপস্থিত করায়।

মাংস,—আত্মর-স্বভাব জনগণের ভোজনোপযোগী ও
শুক্রেণোপিত হইতে জাত নব্বয় বাছ হুল-দেহের উপাদান-
স্বরূপ সপ্তধাতুর অন্ততম ও রক্তের পরিণত দ্রব্যবিশেষ।

মহাকরণ জীবদুঃখকাতর শ্রীঅষ্টেতের চিন্তা—

স্বভাবে অষ্টেত—বড় কারুণ্য-হৃদয়।

জীবের উদ্ধার চিন্তে হইয়া সদয় ॥ ৯০ ॥

কৃষ্ণের অবতরণেই সর্বজীবোদ্ধারের আশা—

‘মোর প্রভু আসি’ যদি করে অবতার।

তবে হয় এ-সকল জীবের উদ্ধার ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণের অবতারণ-সামর্থ্যবান্ অদ্বিতীয় মহাবিশু শ্রীঅষ্টেত—

তবে ত’ ‘অষ্টেত সিংহ’ আমার বড়াই।

বৈকুণ্ঠবল্লভ যদি দেখাও হেথাই ॥ ৯২ ॥

দেহীর জীবদশায় দেহস্থ মাংস অপবিত্রতা প্রদর্শন করে না
বটে, কিন্তু ভোজনকালের পূর্বে উহা জীবস্বরহিত শব্দাধারে
অবস্থান করে, সুতরাং তাদৃশ অমেধ্য বস্তু সদসদ্বিবেকী
কোন জীবেরই গ্রহণের বস্তু নহে, পরন্তু মলমূত্রের স্থায় তাজ্য
ও গর্হণীয় বস্তুমাত্র। মল-মূত্র-শুক্রেণোপিত-ভোজী জীবগণই
ইন্দ্রিয়-সুখ-সাধনেচ্ছায় স্থলভাবে মাংসাদি তাজ্য বস্তুসমূহ
গ্রহণ করেন। উহা কখনই ইন্দ্রিয়াতীতসুখপ্রদ দেবতার
গ্রহণের বস্তু হইতে পারে না; বিশেষতঃ, এই মাংসভোজন-
ক্রিয়ার সহিত হিংসা-নামী একটা সর্কাপেক্ষা নীতিগর্হিত
বৃত্তি সংশ্লিষ্ট আছে। শ্রীমত্তাগবত বলেন, (১১।৫।১১)—
“লোককে ব্যাব্যায়মিষমত্তসেবা নিত্যাস্ত্র জন্মোনিহিত্ত্র চোদনা।
ব্যবস্থিত্তিস্তেধু বিবাহ-যজ্ঞ-সুরাগ্রহৈরাণ্ড নিবৃত্তিহিষ্টা ॥” (ভা
১১।৫।১৪)—“যে স্বনেবংবিদোহসন্তঃ স্তকাঃ সদভিমানিনঃ।
পশুন্ ক্রহন্তি বিশ্রাকাঃ প্রোত্য খাদন্তি তে চ তান্ ॥”
ভার্গবীয় মমু (৫।৫৬) বলেন,—“ন মাংসলভক্ষণে দোষঃ
ন মত্তে ন চ মৈথুনে। প্রবৃত্তিরেবা ভূতানাং নিবৃত্তিস্ত
মহাফলা ॥”

যক্ষ,—কুবেরাচর অপদেবযোনিবিশেষ ॥ ৮৭ ॥

নৃত্য, গীত ও বাজ,—মত্তভোজনক বাসন-দ্রব্যকে ‘তৌধ্য-
ত্রিক’ বলে। কল্যাণপ্রার্থি-জনগণ কখনই এই তৌধ্যত্রিকের
বর্ণীভূত হইবেন না। ইহা দ্বারা কৃষ্ণবিস্মৃতি হয়; তবে
কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে নৃত্য, গীত ও বাজ—কৃষ্ণাঙ্গুলীনেরই
প্রকার-ভেদমাত্র, তাহাতেই জীবের পরমমঙ্গল-লাভ ঘটে।
ধাঁধারা কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাকৃত
ইন্দ্রিয়সুখলালসায় নৃত্য-গীত-বাজাদিতে নিযুক্ত থাকেন,

কৃষ্ণপ্রাকট্যাহেতু আনন্দভরে সৰ্ব্বজীবোদ্ধারণেচ্ছা—

আমিয়া বৈকুণ্ঠনাথ সাক্ষাৎ করিয়া।

নাচিব, গাইব সৰ্ব্বজীব উদ্ধারিয়া ॥ ৯৩ ॥

একাগ্রচিত্তে ত্রিকুর্কার্জন—

নিরবধি এইমত সঙ্গ করিয়া।

সেবেন ত্রিকু-পদ একচিত্ত হৈয়া ॥ ৯৪ ॥

শ্রীঅষ্টৈতবাহা-পূরণার্থই শ্রীচৈতন্যাবতার—

‘অষ্টৈতের কারণে চৈতন্য-অবতার’।

সেই প্রভু কহিয়াছেন বারবার ॥ ৯৫ ॥

তাহারা পরমমঙ্গলপ্রদ কৃষ্ণনামের ভজন করিতে অসমর্থ।
প্রাকৃত কোলাহল কখনও কৃষ্ণবস্তুর অমূল্যলেন অবসর দেয়
না, সৰ্বদাই আকর্ষণ করিয়া জীবকে ইন্দ্রিয়তর্পণে উন্নত
রাখিয়া সর্বনাশ করে ॥ ৮৮ ॥

যেসকল তথা-কথিত মঙ্গলের কল্পনায় কৃষ্ণসম্বন্ধ নাই,
তাহাতে দেবতার স্তোত্রদয় হয় না। বিষ্ণুভক্তগণই ‘দেবতা’,
আর ঐকান্তিক বিষ্ণু-সেবা-বঞ্চিত-জনগণই ‘অসুর’। কৃষ্ণ
ব্যতীত অপর নম্বর অনিত্য মঙ্গলের আদর্শ অসুরগণের স্ব-স্ব-
রুচিরই উপযোগী, উহা প্রেয় হইলেও শ্রেয় নহে। নবদ্বীপ-
বাসী শুদ্ধভক্তগণ, বিশেষতঃ শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু, অভক্তগণকে
স্বকপোলকল্পিত অনিত্য-মঙ্গলাভুতানে ব্যাপৃত দেখিয়া স্নাত
লাভ করিবার পরিবর্তে প্রকৃতপক্ষে হুণ্ধিত ছিলেন ॥ ৮৯ ॥

অষ্টৈতপ্রভুর স্বভাব বাস্তবিকই করুণাপূর্ণ ছিল। নম্বর
জগতে করুণার যে-সকল আদর্শ দেখিতে পাওয়া যায়, সেই-
রূপ করুণ্য অষ্টৈতপ্রভুতে ছিল না। নম্বর শরীরের প্রতি
দয়া অথবা ভোগ্যির ইচ্ছন সংগ্রহ করিয়া যে স্বল্পকালস্থায়ি-
দয়ার চিত্র প্রদর্শিত হয়, তাদৃশ ক্ষুদ্র ফল দয়া বিষ্ণু ও
বৈষ্ণবে অবস্থান করিবার প্রয়োজন হয় না। প্রকৃত-প্রস্তাবে
দয়ার্হচিত্ত শ্রীবিষ্ণু ও বৈষ্ণবঠাকুর জীবের প্রকৃত নিতামঙ্গলো-
দ্দেশেই জীবকে মায়ী-মুক্ত করেন। এই ভোগ্যসক্তন জগতে
যে-সকল কৈতবপূর্ণ দয়ার চিত্র দেখা যায়, তদ্বারা জীবের
ভোগপরতা হইতে উদ্ধার সম্ভব হয় না। বিষ্ণুবিমুখ বদ্ধ-
জীবের কালনিক মুখ-সুবিধার প্রবৃত্তি হইতে তাহাকে
উদ্ধার করিতে হইলে অর্থাৎ তাহার স্বরূপোদ্বেগ-কাৰ্য্যে,

শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের কৃষ্ণার্জন—

সেই নবদ্বীপে বৈসে পণ্ডিত শ্রীবাস।

ঈহা হার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥ ৯৬ ॥

সৰ্বকাল চারি ভাই গায় কৃষ্ণনাম।

ত্রিকাল করয়ে কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান ॥ ৯৭ ॥

প্রভুর পূর্বে নিত্যসিদ্ধ পার্শ্বদগণের নবদ্বীপে আনির্ভাব—

নিগূঢ়ে অনেক আর বৈসে নদীয়ায়।

পূর্বে সবে জন্মিলেন ঈশ্বর-আজায় ॥ ৯৮ ॥

শ্রীচন্দ্রশেখর, জগদীশ, গোপীনাথ।

শ্রীমান, মুরারি, শ্রীগুরুড়, গঙ্গাদাস ॥ ৯৯ ॥

তাহাকে শ্রীভগবানের সাক্ষাৎ নিষ্ক-করণ্য-লাভের যোগ্যতা-
অর্জনে সুরোগ প্রদান করিতে হয় ॥ ৯০ ॥

ভগবদ্বস্ত্র—পূর্ণচৈতন্যময়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও বৈষ্ণাময়,
সুতরাং সেই সত্যবিগ্রহ করুণা করিয়া অস্ত্র জীবগণের নিকট
অবতরণ করিলে জীবের স্বরূপ পুনরুদ্ধৃত হয় এবং মায়িক
ভোগ হইতে যে সে পরিত্রাণ লাভ করিতে পারে,—শ্রীঅষ্টৈত-
প্রভুর একপ চিন্তা হইয়াছিল ॥ ৯১ ॥

করুণা-বারিধি শ্রীঅষ্টৈত প্রভু বলিতে লাগিলেন,—
যদি বৈকুণ্ঠনাথকে প্রপঞ্চে অবতারণ করাইয়া জগতের প্রতি
করুণা বিতরণ করাইতে পারি, তাহা হইলেই অভিন্ন-বিষ্ণু-
বিগ্রহ হইয়াও আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাচার্য্য-নাম সার্থক হয়
এবং আমার উল্লাস-বৃদ্ধি হয় ॥ ৯২ ॥

বৈকুণ্ঠনাথকে প্রপঞ্চে অবতরণ করাইয়া সকল জীবের
উদ্ধারের নিমিত্ত কৃষ্ণনামাশ্রয়ে নৃত্যগীতাদিদ্বারা তাহাদের
ভোগ-বৃদ্ধি অপসারিত করাইলে আমার আনন্দ-বৃদ্ধি হয় ॥ ৯৩ ॥
শ্রীঅষ্টৈতপ্রভুর আন্তরিক চেষ্টা-ক্রমেই যে শ্রীচৈতন্যদেব
জগতের ভোগপরায়ণ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণসেবার সর্ববৃদ্ধি উদয়
করাইয়া মঙ্গল বিধান করিতেছেন,—একথা স্বয়ং শ্রীগৌর-
মহাপ্রভু বারবার জানাইয়াছেন ॥ ৯৫ ॥

শ্রীবাসপণ্ডিতের শ্রীবাল্যাবতারের অঙ্গনে শ্রীচৈতন্যদেবের
শ্রীকৃষ্ণনাম-কীৰ্ত্তন-বিলাস সংঘটিত হইত ॥ ৯৬ ॥

চারিভাই,—শ্রীবাস, শ্রীরাম, শ্রীপতি ও শ্রীনিধি; কৃষ্ণ-
নাম গায় অর্থাৎ ‘হরেকৃষ্ণ’নাম মহামন্ত্র গান করিতেন;
ত্রিকাল,—প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ংকালে; গঙ্গাস্নান,—

প্রসঙ্গক্রমে ভক্তগণের নামোল্লেখ, নতুবা গ্রন্থবিস্তার-ভয়—

একে-একে বলিতে হয় পুস্তক-বিস্তার ।

কথার প্রস্তাবে নাম লইব, জানি ষাঁর ॥১০০॥

সমস্ত ভক্তই একান্ত-কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ—

সবেই স্বধর্ম-পর, সবেই উদার ।

কৃষ্ণভক্তি বই কেহ না জানিয়ে আর ॥ ১০১ ॥

পরস্পরের প্রতি পরস্পরের চির-সৌহার্দ ও চিরবান্ধব-

ব্যবহার—

সবে করে সবারে বান্ধব-ব্যবহার ।

কেহ কারো না জানেন নিজ-অবতার ॥১০২॥

কৃষ্ণভক্তিহীন লোকের হৃদশা-দর্শনে ভক্তগণের মনোবেদনা—

বিকৃতজিহ্বা দেখি' সকল সংসার ।

অন্তরে দহয়ে বড় চিত্ত সবা'কার ॥ ১০৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচরণামৃত দ্বারা জীবের বন্ধাবস্থার চিত্তমল ধৌত করিবার উদ্দেশে অর্থাৎ পাপপুণ্যসংগ্রহ-প্ররুতি পরিহার করিবার দ্রষ্টাই অবগাহন ॥ ৯৭ ॥

নিগূঢ়ে,—বিশেষ গুপ্তভাবে, অপরকে না জানাইয়া ॥৯৮

জগদীশ,—(গোঁ: গ: ১২২ শ্লোক—) “অপরে যজ্ঞপত্নো

শ্রীজগদীশহিরণ্যকোঁ । একাদশ্যাং যয়োঃরত্নং প্রার্থয়িত্বাংঘ-

দং প্রভুঃ ॥” (ঐ ১৪৩ শ্লোক—) “আসীদব্রজে চক্রহাসো

নর্তকো রসকোবিদঃ । সোহয়ং নৃত্যবিনোদী শ্রীজগদীশাখ্য-

পণ্ডিতঃ ॥” এই গ্রন্থের আদি ৪র্থ অধ্যায়ে এবং চৈ: চ:

আদি ১১শ প: ৩০ ও ১৪ প: ৩৯ সংখ্যায় একাদশী-তিথিতে

শ্রীমদ্ভগবৎপ্রভুর হিরণ্যজগদীশের গৃহস্থিত বিষ্ণুর্নৈবেদ্য-ভোজন-

লীলা বর্ণিত হইয়াছে । অন্ত্য, ৬ষ্ঠ অ:—“জগদীশপণ্ডিত—

পরম জ্যোতির্ধাম । সপার্ষদে নিত্যানন্দ যার ধন-প্রাণ ॥”

গোপীনাথ,—শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য, নবদ্বীপবাসী প্রভুর

সঙ্গী বিপ্র এবং সার্কভোমের ভগিনীপতি । (গোঁ: গ: ১৭৮

শ্লোক—) “পুরা প্রাণসখী যাসীদাম, সখী ব্রজে । গোপী-

নাথ্যাক্যাকাব্যো নির্মলত্বেন বিশ্রুতঃ ॥” কাহারও মতে,

ইনি—ব্রহ্মা; (গোঁ: গ: ৭৫ শ্লোক—) “গোপীনাথ্যাকাব্য-

নাম ব্রহ্মা জ্যো জগৎপতিঃ । নববৃহৎ তু গণিতো যন্তস্তু

তত্ত্ববেদিত্তিঃ ॥” (চৈ: চ: আদি ১০ম প: ১০০—) “বড়শাখা

এক, সার্কভোম ভট্টাচার্য্য । তাঁর ভরীপতি শ্রীগোপীনাথ্যাকাব্য ॥”

লোকের কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তনে বৈমুখ্য-দর্শনে ভক্তগণের

হৃ:সঙ্গ বর্জনপূর্বক সজাতীয়শরমিত ভক্তসত্ত্বে

একত্র-কৃষ্ণ-শ্রবণ-কীর্তন—

কৃষ্ণকথা শুনিবেক হেম নাহি জম ।

আপনা-আপনি সবে করেন কীর্তন ॥ ১০৪ ॥

শ্রীঅধৈত-ভবনে সকলের সম্মিলন ও কৃষ্ণকথা-শ্রবণ-

কীর্তনমুখে মনোহ্র:খ-লাঘব—

ছুই-চারি দণ্ড থাকি' অধৈতসভায় ।

কৃষ্ণকথা-শ্রবণে সকল হ্র:খ যায় ॥ ১০৫ ॥

সমস্ত জগৎকে কৃষ্ণভক্তিমুখ ভব-মহাদাবদধ-দর্শনে সকল-

ভক্তের হৃ:সঙ্গ বর্জনপূর্বক মৌনভাবে অবস্থান—

দধ দেখে সকল সংসার ভক্তগণ ।

আলাপের স্থান নাহি, করেন ক্রন্দন ॥ ১০৬ ॥

শ্রীমান্—শ্রীমানপণ্ডিত, শ্রীনবদ্বীপবাসী ও প্রভুর প্রথম

কীর্তনের সঙ্গী । দেবীভাবে প্রভুর নৃত্য-কাচের দিন ও

নৃত্যকালে সর্বত্র মশাল জালিয়াছিলেন । চৈ: ভা: মধ্য ১৮

অ:—“আত্মশক্তি-বেশে নাচে প্রভু গৌরসিংহ । স্নেহে দেখে

তাঁর যত চরণের ভুজ ॥ সম্মুখে দেউটা ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্ ॥”

(চৈ: চ: আদি ১০১৩৭—) “শ্রীমান্ পণ্ডিত-শাখা—প্রভুর

নিজ-ভৃত্য । দেউটা ধরেন যবে প্রভু করেন নৃত্য ॥”

শ্রীগরুড়,—শ্রীগরুড়পণ্ডিত, নবদ্বীপবাসী ও প্রভুর সঙ্গী ।

(চৈ: ভা: অন্ত্য, ২ম অ:—) “চলিলেন শ্রীগরুড়পণ্ডিত

হরিষে । নামবলে যারে না লজিল সর্পবিষে ॥” (গোঁ: গ:

১৭ শ্লোক—) “গরুড়পণ্ডিত: সোহন্তঃ গরুড়ো য: পুরা

শ্রুতঃ ॥” (চৈ: চ: আদি ১০ম প: ৭৫—) “গরুড়পণ্ডিত

লয় শ্রীনাথ-মঙ্গল । নাম-বলে বিষ যারে না করিল বল ॥”

গঙ্গাদাস,—নিমাই ইহার নিকটই ‘কলাপ’ ব্যাকরণ

লিখ্যন করিতেন । প্রভুর গৃহের অতি সন্নিকটে গঙ্গানগরে

ইহার বাসস্থান ছিল । (গোঁ: গ: ৫৩ শ্লোক—) “পুরাসীং

রঘুনাথ যো বশিষ্ঠমুনিষ্ঠকঃ । স প্রকাশবিশেষণ গঙ্গা-

দাস হৃদশ্রমো ॥” (ঐ ১১১ শ্লোক—) * “গঙ্গাদাস: প্রভু-

প্রিয়ঃ । আসীদ্বিব্রবনে প্রাগ্বো হরীশা গোপিকাপ্রিয়ঃ ॥”

(চৈ: চ: আদি ১০ম প:—) “প্রভুর অত্যন্ত প্রিয়—পণ্ডিত

গঙ্গাদাস । ইহার স্মরণে হয় সর্ববন্ধ-নাশ ॥” ৯৯ ॥

জীবের দুর্দশা-দর্শনে সকল বৈষ্ণবেরই দুঃখাতিশয়া

ও সাধনাভাব—

সকল বৈষ্ণব মেলি' আপলি অধৈতে ।

প্রাণিমাত্র কারে কেহ মারে বুঝাইতে ॥১০৭॥

জীবহুংহুংখী শ্রীঅধৈতের উপবাস, বৈষ্ণবগণের

দীর্ঘনিশ্বাস-ত্যাগ—

দুঃখ ভাবি' অধৈত করেন উপবাস ।

সকল বৈষ্ণবগণে ছাড়ে দীর্ঘ শ্বাস ॥ ১০৮ ॥

তাৎকালিক জগদ্বাসীর কৃষ্ণসেবা-মূলক কৃষ্ণ-কীর্তন-নর্তন-

বাদন বা কাক্ষ'-তত্ত্ব-বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা—

'কেম বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেম বা কীর্তন ?

কারে বা বৈষ্ণব বলি, কিবা সঙ্কীর্ণম ?' ১০৯ ॥

প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মপুঙ্খিক ঘটনা এতলে বলিতে গেলে গ্রন্থ বিস্তৃত হইয়া পড়ে বলিয়া কেবলমাত্র গীতাদির কথা আমি জানি, তাঁহাদের কথাই প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে উদ্ধার করিব ॥ ১০০ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের পার্শ্বদগণ সকলেই প্রভুর চায় মহাবদাচ্ছ এবং ভগবৎকর্ম-পরায়ণ ; তাঁহারা কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জীবের অন্য কোনপ্রকার গতি অবগত ছিলেন না ॥ ১০১ ॥

ভক্তগণের আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পরস্পরের ভগবৎ-সেবার আত্মকূল্য অহুমোদন করিতেন । তাঁহারা নিজ-স্বরূপের বিষয় অবগত না হইয়াই স্ব-স্ব-রুচিক্রমে বৈষ্ণবের প্রতি মিত্রতা করিয়াছিলেন ॥ ১০২ ॥

কর্মফলবাধ্য জীবগণের চিত্তে ভগবৎসেবা-প্ররুতি না দেখিয়া ভগবৎভক্তগণের হৃদয় দগ্ধপ্রায় হইতেছিল ॥ ১০৩ ॥

কোন জীবেরই হরিকথা প্রবণেচ্ছা দেখিতে না পাওয়ায় গৌরভক্তগণ নিজে নিজেই হরিসঙ্কীর্ণন করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন ॥ ১০৪ ॥

শ্রীঅধৈতপ্রভুর সমক্ষে ভক্তগণ ছুইচারি দণ্ডকাল থাকিয়া কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে তাঁহাদের সকল দুঃখ অপনোদন করিতেন ॥

ভক্তগণ সর্বত্রই কৃষ্ণভক্তের বিষয়-কথার প্রাবল্য দেখিয়া প্রাকৃত-জগতের কৃষ্ণবহির্ভূত লোকগুলিকে অসন্তোষজানিয়া, তাহাদের পরিণাম যে শুভজনক নহে, তচ্ছবিত্ত হইয়া ক্রন্দন করিতেন ॥ ১০৬ ॥

ধনৈষণা, ধনৈষণা ও পুত্রৈষণাদি ভোগ-প্রমত্ত দেহ-

গেহারামী ইন্দ্ৰিয়দাস পাষাণিগণের জীব-বান্ধব

বৈষ্ণবগণের প্রতি উপহাস—

কিছু নাহি আছে লোক ধন-পুত্র-আশে ।

সকল পাষাণী মেলি' বৈষ্ণবেরে হাসে ॥১১০॥

শ্রীবাসাদি ব্রাহ্মচর্যের সন্ধ্যায় কৃষ্ণনাম-কীর্তন—

চারি ভাই শ্রীবাস মিলিয়া নিজ-ঘরে ।

নিশা হৈলে হরিনাম গায় উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১১১ ॥

শুদ্ধভক্তমুখে নামকীর্তন-প্রবণে ভোগের ব্যাঘাত-হেতু

নামবিরোধী পাষাণীর ভয় ও হুচিহ্না—

শুনিয়া পাষাণী বোলে,—'হইল প্রমাদ ।

এ ব্রাহ্মণ করিবেক গ্রামের উৎসাদ ॥ ১১২ ॥

শ্রীঅধৈতপ্রভু বৈষ্ণবগণের সহিত মিলিত হইয়া জগতের সকল মানবকে তাহাদের স্বরূপতত্ত্ব বুঝাইবার যত্ন করিতেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের কথা বুঝিতে পারিত না ॥ ১০৭ ॥

জগতের লোকসকল হরিকথা বুঝিতে না পারায় শ্রীঅধৈত-প্রভু জীবের দুঃখে থিন্ন হইয়া উপবাস করিতেন এবং অপরাপর বৈষ্ণবগণও তাহাতে অকৃত-কার্য হওয়ায় দীর্ঘ-নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন ॥ ১০৮ ॥

শ্রীঅধৈতপ্রভু যে কি-জগৎ কৃষ্ণের উদ্দেশে নৃত্য ও কীর্তন করিতেন, বৈষ্ণব কে এবং সঙ্কীর্ণনের উদ্দেশ্য কি,—সাধারণ জনগণ এইসকল তত্ত্বজিজ্ঞাসার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিত না । অধুনা শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণবরাজসভার সেবকগণ যে কৃষ্ণ-কীর্তন আরম্ভ করিয়াছেন, তাহাও সাধারণ লোক ও কর্ম-জ্ঞান-জড় জনগণ বুঝিতে পারিতেছেন না ॥ ১০৯ ॥

বিষয়িগণ ধনপুত্র প্রকৃতিকেই জীবনের একমাত্র প্রয়োজনীয় বলিয়া জ্ঞান করায় শুদ্ধবৈষ্ণবকে চিনিতে পারে না বা কৃষ্ণসঙ্কীর্ণনের উদ্দেশ্যও বুঝিতে পারে না ; তাহারা বৈষ্ণবের ক্রিয়াকলাপ দেখিয়া বিস্মিত হয়, কিন্তু প্রকৃত তাৎপর্য বুঝিতে না পারিয়া বিজ্ঞ বা হাস্য-পরিত্যাস করে ॥ ১১০ ॥

শ্রীবাসাদি ব্রাহ্মচর্যের শ্রীবাসান্ননে সন্ধ্যার পর চইতে রাত্রিকালে হরিনাম-মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গান করিতেন ॥ ১১১ ॥

বৈষ্ণববিশেষী প্রতীপগণ শ্রীবাসের চেষ্টা দেখিয়া প্রমাদ গণনা করিতে লাগিলেন । তারকব্রহ্ম হরিনাম গান করিলে

সনাতন-ধর্ম-বিরোধী যবন-নৃপতির বিরোধাসক্তা—

মহা-ভীম নরপতি যবন ইহার ।

এ আখ্যান শুনিলে প্রমাদ নদীয়ার ॥ ১১৩ ॥

কোন কোন ভক্তদেবী পাষাণীর নির্দোষ ভক্তপ্রের্ত

শ্রীবাসের প্রতি হিংসা—

কেহ বোলে,—‘এ ব্রাহ্মণে এই গ্রাম হৈতে ।

যর ভাঙ্গি’ যুচাইয়া ফেলাইমু স্রোতে ॥ ১১৪ ॥

পরমসত্যবন্ত নামকীর্তনকারীর অভাবে শ্রীনাম-বিরোধী

পাষাণীর উল্লাস ও তথা-কথিত মঙ্গল-কল্পনা—

এ বামুনে যুচাইলে গ্রামের মঙ্গল !

অজ্ঞা যবনে গ্রাম করিবে কবল ॥ ১১৫ ॥

পাষাণীগণের উন্নত প্রলাপ-শ্রবণে জীবহিতৈষী ভক্তগণের

কৃষ্ণসমীপে হঃখ-নিবেদন—

এইমত বোলে যত পাষাণীর গণ ।

শুনি’ কৃষ্ণ বলি’ কান্দে ভাগবতগণ ॥ ১১৬ ॥

মহাবিক্রম অবতার লোকশাসক অদ্বৈতপ্রভুর

ক্রোধাবেশে প্রতিজ্ঞা ও ভবিষ্যদ্বাণী—

শুনিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন অলে ।

দিগম্বর হই’ সর্ববৈষ্ণবেরে বোলে ॥ ১১৭ ॥

সকলজীবের নিস্তার বা উদ্ধার হয়, সুতরাং গ্রামের সকল সম্পত্তি ও সৌন্দর্য হরিনাম-গানদ্বারা ধ্বংস হইবে,—এরূপ আশঙ্কা করিতেন । ‘এ ব্রাহ্মণ’ অর্থাৎ শ্রীবাস পণ্ডিত ॥ ১১২ ॥

মহাভীম,—অতিপ্রাচ্য, প্রবলপ্রতাপাশিত ।

যবন নরপতি,—সৈয়দ ও গোদীবংশীয় রাজভ্রূবর্গ এবং তাঁহাদের অমুগত বঙ্গের শাসকসম্প্রদায় । বঙ্গদেশের রাজধানী নবদ্বীপনগরে অহর্নিশ হরিনামকীর্তনের প্রবল উৎস ও প্রচারের কথা শ্রবণ করিলে সেই ভগবদভক্তিবিষেবী শাসক-সম্প্রদায়বিশেষ বিরুদ্ধ আচরণ করিলেন ও নগরবাসীকে অতিশয় নির্যাতন করিবেন ॥ ১১৩ ॥

কেহ কেহ বিচার করিলেন,—‘এই কীর্তনকারী শ্রীবাস-পণ্ডিতকে গ্রাম হইতে বিতাড়িত করিবার জন্য ইহার ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া অলে ভাঙ্গাইয়া দিবা ॥ ১১৪ ॥

যদি শ্রীবাসকে এই রাজধানী হইতে কোনপ্রকারে বিতাড়িত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলেই গ্রামের উন্নতি

শ্রীকৃষ্ণকে অবতরণ করাইতে প্রতিজ্ঞা—

‘শুন, শ্রীনিবাস, গজাদাস, গুক্রাধর ।

করাইব কৃষ্ণে সর্বজনন-গোচর ॥ ১১৮ ॥

অচিরে কৃষ্ণকর্তৃক সর্বজীবোদ্ধার ও ভক্তগণসহ লীলায়ুগলান

হইবে বলিয়া আশাস-দান—

সবা উদ্ধারিবে কৃষ্ণ আপনে আসিয়া ।

বুঝাইবে কৃষ্ণভক্তি তোমা-সবা লৈয়া ॥ ১১৯ ॥

স্বপ্রতিজ্ঞা-ভঙ্গে চতুর্ভুজ একটি করিয়া পাষাণ বিনাশ-

পূর্বক স্বীয় দাস্ত্রের সার্থকতা-সম্পাদন-প্রতিজ্ঞা—

যবে নাহি পারোঁ, তবে এই দেহ হৈতে ।

প্রকাশিয়া চারি-ভুজ, চক্র লইমু হাতে ॥ ১২০ ॥

পাষাণীরে কাটিয়া করিমু স্কন্ধ নাশ ।

তবে কৃষ্ণ—প্রভু মোর, মুঞি—তাঁর দাস ॥ ১২১ ॥

কৃষ্ণকে অবতারগার্থ নিরন্তর কৃষ্ণার্চন—

এইমত অদ্বৈত বলেন অমুকুণ ।

সঙ্কল্প করিয়া পূজে কৃষ্ণের চরণ ॥ ১২২ ॥

সকল ভক্তের একাগ্রচিত্তে কৃষ্ণার্চন—

ভক্তসব নিরবধি একচিত্ত হৈয়া ।

পূজে কৃষ্ণপাদ-পদ্ম ক্রন্দন করিয়া ॥ ১২৩ ॥

হইবে ; শ্রীবাস এগ্রামে থাকিলে বিধর্মী নরপতি গ্রাম বাসীর সকল স্নখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি ধ্বংস করিবে ॥ ১১৫ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু এই সকল বৈষ্ণববিষেবীর প্রতি অগ্নিশপ হইয়া স্বীয় পরিধেয় বসনের প্রতি লক্ষ্যহীন হইয়া বৈষ্ণবগণকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১৭ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু কহিলেন,—হে গুক্রাধর, হে গজাদাস হে শ্রীবাস, শ্রবণ কর ; কৃষ্ণ-প্রতীতিস্ব অভাবেই জগদ্বাসী এইরূপ দুর্ভিক্ষ হইয়াছে ; আমি সকলের সমক্ষে শ্রীকৃষ্ণকে আনিয়া দেখাইব, এবং শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই অবতীর্ণ হই সকলকেই উদ্ধার করিবেন । তোমাদের স্থায় ভক্তগণে সহিত তিনি কৃষ্ণ-সেবার প্রয়োজনীয়তা সমগ্র জগদ্বাসীকে বুঝাইয়া সকলকে উদ্ধার করিবেন ॥ ১১৮-১১৯ ॥

যদি আমি ভগবান্কে এখানে আনিয়া কৃষ্ণ-ভজন-প্রচার না করাইতে পারি, তাহা হইলে আমার শর হইতেই চারি হস্ত প্রকাশ করিয়া শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম

সমগ্র নব্ব্বীপের সর্বত্র সকলকেই ভক্তগণের কৃষ্ণভজন

•বা কৃষ্ণকীর্তন-বিহীনরূপে দর্শন—

সর্ব-নব্ব্বীপে জন্মে ভাগবতগণ ।

কোথাও না শুনে ভক্তিয়োগের কখন ॥১২৪॥

জীবের হৃদশা ও হৃদ্যতি-দর্শনে ভক্তগণের হৃৎ-বর্ণন—

কেহ হৃৎখে চাহে নিজ-শরীর এড়িতে ।

কেহ 'কৃষ্ণ' বলি' খাস ছাড়য়ে কান্দিতে ॥১২৫॥

জগতের কৃষ্ণভক্তি-বিহীন কুব্যবহার-দর্শনে

ভক্তগণের মনঃকষ্ট—

অল্প ভালমতে কারো না রুচয়ে মুখে ।

জগতের ব্যবহার দেখি' পায় হৃৎখে ॥ ১২৬ ॥

সকল ভক্তেরই ক্ষুধি-রাহিত্য—

ছাড়িলেন ভক্তগণ সর্ব উপভোগ ।

অবতরিবারে প্রভু করিলা উদ্যোগ ॥ ১২৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাব—

ঈশ্বর-আজ্ঞায় আগে শ্রীঅনন্ত-নাম ।

রাঢ়ে অবতীর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ-রাম ॥ ১২৮ ॥

মাধী গুলা ত্রয়োদশীতে রাঢ়ে একচক্রা-গ্রামে অবতরণ—

মাঘ-মাসে শুক্লা-ত্রয়োদশী শুভ-দিনে ।

পদ্মাবতী-গর্ভে একচক্রা-নাম গ্রামে ॥ ১২৯ ॥

সর্বচিৎসত্তা-জনকেরও জনকত্ব—

হাড়াইপণ্ডিত নামে শুদ্ধনিপ্রোজ ।

মূলে সর্বপিতা তানে করে পিতা-ব্যাজ ॥১৩০॥

প্রেমদাতা পরমকরণ শ্রীনিত্যানন্দ-রামের

গুণাবির্ভাবের ফল—

কৃপাসিদ্ধ, ভক্তিলাভা, প্রভু বলরাম ।

অবতীর্ণ হৈলা ধরি' নিত্যানন্দ-নাম ॥ ১৩১ ॥

মহা জয়-জয়-ধ্বনি, পুষ্প-বরিষণ ।

সংগোপে দেবভাগণ করিলা তখন ॥ ১৩২ ॥

সেইদিন হৈতে রাঢ়মণ্ডল সকল ।

বাড়িতে লাগিল পুনঃপুনঃ স্তব্ধজল ॥ ১৩৩ ॥

কৃষ্ণকীর্তনপূর্বক দৈব-বর্ণাশ্রমি-জীবগুরু অবধূত বা পরম-

হংসের বেবে নিত্যানন্দের সর্বভারতে কারুণ্য-

বিতরণার্থ ভ্রমণ—

যে-প্রভু পতিত-জনে নিস্তার করিতে ।

অবধূত-বেশ ধরি' জমিলা জগতে ॥ ১৩৪ ॥

গোরাবতারপ্রসঙ্গ-বর্ণন—

অনন্তের প্রকার হইলা হেম-মতে ।

এবে শুন,—কৃষ্ণ অবতরিলা যেন-মতে ॥১৩৫॥

শুক্লদেব-তনু জগন্নাথ-মিশ্র—

নব্ব্বীপে আছে জগন্নাথ মিশ্রবর ।

বসুদেব-প্রায় তেঁহো স্বর্গেরে তৎপর ॥ ১৩৬ ॥

মহাভাগবত মিশ্র—

উদারচরিত্র তেঁহো ব্রাহ্মণ্যের সীমা ।

হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা ॥ ১৩৭ ॥

পাষাণিগণের শিরচ্ছেদন করিব । এইকপ করিতে পারিলেই আমি জানিব যে, শ্রীকৃষ্ণ—আমার প্রভু এবং আমি—তাঁহার যোগ্য ভূতা ॥ ১২১ ॥

সঙ্কল্প করিয়া,—দৃঢ় ও অবিচলিতচিত্তে ॥ ১২২ ॥

তাৎকালিক জীবগণের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি না দেখিয়া ভক্তগণ হৃৎপত্তরে প্রাণত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিতেন; কেহ বা ক্রন্দন, কেহ বা দীর্ঘনিশ্বাসত্যাগ, কেহ বা উপবাস প্রভৃতি দ্বারা জীবহৃৎকাতরতা প্রদর্শন করিতেন। কৃষ্ণবিমুখ জগতের ব্যবহারদর্শনে সকলভক্তের চিত্তই হৃৎখে অবসন্ন হইয়াছিল ॥

ভক্তগণ ভগবদাবাহন-কার্য্যে বাস্তব পাওয়া সমস্ত স্প-বাহিন্য ও সাংসারিক ভোগ-ব্যাপার হইতে বিরত হইলেন

এবং ভক্তগণের হৃৎখে দয়াপ্রতিভা চইয়া স্বয়ং ভগবান্ও প্রপঞ্চে অবতরণ করিবার উল্লাস করিতে লাগিলেন ॥১২৭॥

স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণচক্রেজ্ঞের আদেশক্রমে অনন্তদেবের আকর-বস্ত্র শ্রীবলদেব শ্রীনিত্যানন্দস্বরূপে রাঢ়দেশে 'একচক্রা'-গ্রামে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ১২৮ ॥

মাধী গুলা ত্রয়োদশী-দিবসে শুক্লদেবময়ী পদ্মাবতীদেবীর গর্ভে শুক্লদেবময় হাড়াই-পণ্ডিতের ঔরসে তাঁহার অবতরণ হইয়াছিল ॥ ১২৯-১৩০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের আবির্ভাবে সকল রাঢ়দেশ ক্রমশঃ মঙ্গল-পূর্ণ হইয়া উঠিল-॥ ১৩১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মায়াবদ্ধ পতিত-জীবকে উদ্ধার করি-

জগন্নাথ-মিশ্রে সৰ্ব্ব বাসুদেব-তত্ত্বের জনকবর্ণের অৰ্থাৎ

সৰ্ব্ব শুদ্ধস্বৰ্গের সম্মিলন—

কি কল্পপ, দশরথ, বাসুদেব, নন্দ ।

সৰ্ব্বময়-তত্ত্ব জগন্নাথ-মিশ্রেচক্স ॥ ১৩৮ ॥

অপ্রাকৃত-বাৎসল্য-সেবা-রসের সৰ্ব্বাশ্রয়াকর মূল

আশ্রয়-বিগ্রহ শচীদেবী—

ঠান পত্নী শচী-নাম মহাপতিভ্রতা ।

মুৰ্ত্তিমতী বিকৃতকৃষ্ণ সেই জগন্নাথ ॥ ১৩৯ ॥

অষ্ট কন্ঠার তিরোধানের পর পুত্ররূপে শ্রীবিষ্ণুরূপের

আবির্ভাব—

বহুতর কন্ঠার হইল তিরোভাব ।

সবে এক পুত্র বিষ্ণুরূপ মহাভাগ ॥ ১৪০ ॥

অলৌকিক-সৌন্দৰ্য্যোৎসব-ভূষিত শ্রীবিষ্ণুরূপপ্রভু—

বিষ্ণুরূপ-মুৰ্ত্তি—যেন অভিন্ন-মদন ।

দেখি' হরবিভ দুই ব্রাহ্মণী-ব্রাহ্মণ ॥ ১৪১ ॥

অদ্বয়জ্ঞান-কৃষ্ণেতর-সেবায় বিরক্তি ও

সাক্ষতশাস্ত্রবিগ্রহ—

জন্ম হৈতে বিষ্ণুরূপের হইল বিরক্তি ।

শৈশবেই সকল-শাস্ত্রেতে হইল ক্ষুৰ্ত্তি ॥ ১৪২ ॥

তৎকালীন সমাজের বিকৃতকৃষ্ণহীনতা ও ভাবি কালোচিত

অসদাচারপরতা—

বিকৃতকৃষ্ণমুখ হৈল সকল সংসার ।

প্রথম-কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার ॥ ১৪৩ ॥

বার জন্ম পরমহংস অবস্থতের বেষ ধারণ করিয়া পরিপ্রাক্ক-
রূপে বিচরণ করিতেন ।

অবস্থতবেষ,—সন্ন্যাসীর চিহ্নাদি-ধারণ ব্যতীত ভোগীয়
সজ্জায় অপরের অক্ষজ্ঞানের বিচারাধীন না হইয়া বেষ-
প্রদর্শন ॥ ১৩৪ ॥

ঐজগন্নাথমিশ্রের উদারচরিত্র বর্ণনা করিবার উপমা—
জগতে বিরল ॥ ১৩৭ ॥

উপেক্ষের পিতা কল্পমুনি, রামচন্দ্রের পিতা রাজা
দশরথ, বাসুদেবের পিতা বৃষ্ণিবংশীয় বাসুদেব এবং ব্রজেন্দ্র-
নন্দনের পিতা গোপরাজ নন্দ প্রভৃতি সকল শুদ্ধস্বৰ্গতই
জগন্নাথ-মিশ্রে দেদীপ্যমান ছিল ॥ ১৩৮ ॥

ধর্মের মানি ও ভক্তগণের হৃৎ-মোচনার্থ ভগবান্ গৌর-

মুন্দরের শুদ্ধস্বৰ্গ-হৃদয় বিপ্রদম্পতি হৃদয়ে আবির্ভাব—

ধর্ম-তিরোভাব হৈলে প্রভু অবতরে ।

'ভক্তসব হৃৎ-পায়' জানিয়া অন্তরে ॥ ১৪৪ ॥

তবে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র ভগবান্ ।

শচী-জগন্নাথ-দেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥ ১৪৫ ॥

প্রভুর আবির্ভাব জানিয়া কৃষ্ণসেবকবর শ্রীঅনন্ত-দেবের

মুখে মঙ্গলজয়ধ্বনি—

জয়-জয়-ধ্বনি হৈল অনন্ত-বদনে ।

স্বপ্নপ্রায় জগন্নাথ-মিশ্রে শচী শুনে ॥ ১৪৬ ॥

সাক্ষাৎগবত্তেজোপ্রভাবে বিপ্রদম্পতির অলৌকিক ঔজ্জল্য—

মহাতেজো-মুৰ্ত্তিমন্ত হইল দুইজনে ।

তথাপিহ লখিতে না পারে অশ্রু-জনে ॥ ১৪৭ ॥

ব্রহ্মা ও শিবাদি দেবগণের গর্ভতবে উন্মোগ—

অবতীর্ণ হইবেন ঈশ্বর জানিয়া ।

ব্রহ্মা-শিব-আদি স্তুতি করেন আসিয়া ॥ ১৪৮ ॥

ভগবদৈশ্বর্য্যবর্ণনপর বেদের ও অগোচর মাধুর্য্যময়

ভগবজ্জাদি-প্রসঙ্গ—

অতি-মহা-বেদ-গোপ্য এ-সকল কথা ।

ইহাতে সন্দেহ কিছু নাহিক সৰ্ব্বথা ॥ ১৪৯ ॥

দেববৃন্দের গর্ভস্তুতি-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি-লাভ—

ভক্তি করি' ব্রহ্মাদি-দেবের শুন স্তুতি ।

যে গোপ্য-শ্রবণে হয় কৃষ্ণে রতি-মতি ॥ ১৫০ ॥

প্রভুর জন্মগ্রহণের পূর্বে শচীদেবীর আটটি কন্ঠা জন্ম
গ্রহণ করিয়া তিরোহিত হইয়াছিলেন, আর একমাত্র পুত্র
শ্রীবিষ্ণুরূপই প্রভুর জন্মকালে প্রকট ছিলেন ॥ ১৪০ ॥

শ্রীবিষ্ণুরূপ মদনসদৃশ রূপবান্ ছিলেন, তাহাতে পিতা-
মাতার আনন্দবৃদ্ধি হইত ॥ ১৪১ ॥

বিষ্ণুরূপ আ-জন্ম প্রাকৃত-ভোগীয়তন কৃষ্ণেতর-বিষ্ণু-
সেবায় বিরক্ত ছিলেন, শিশুকালেই তাঁহার সকল-শাস্ত্রে
পারদর্শিতা হইয়াছিল ॥ ১৪২ ॥

কলির প্রারম্ভেই কলির পরিণাম শাবতীর কদাচাঁ
প্রবল হওয়ার সকল সংসার বিকৃপূজা-রহিত হইল ॥ ১৪৩ ॥

ধর্মের মানি ষটিতে ও ধর্মের পুনঃস্থাপনের জন্ম

গর্ভভোজ্যারম্ভ,—প্রভুর (১) সর্গকারণ-কারণত্ব, (২)

রুক্ষসর্গীকর্তন-প্রবর্তকত্ব—

জয় জয় মহাপ্রভু জনক সবার।

জয় জয় সর্গীকর্তন-হেতু অবতার ॥ ১৫১ ॥

(৩) বেদগোপ্তৃ, ধর্মসেতুত্ব, ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণব-পালকত্ব

(৪) দ্রষ্টব্যমনত্ব—

জয় জয় বেদ-ধর্ম-সাধু-বিপ্র-পাল।

জয় জয় অভক্ত-দমন-মহাকাল ॥ ১৫২ ॥

(৫) শুদ্ধস্ববিগ্রহত্ব, (৬) নিরুপশেচ্ছাময়ত্ব (৭) পরমেশ্বরত্ব—

জয় জয় সর্ব-সত্যময়-কলেবর।

জয় জয় ইচ্ছাময় মহা-মহেশ্বর ॥ ১৫৩ ॥

(৮) অগ্নিবাসত্ব, (৯) অধোকজ বাহুদেবরূপে

গৌরচন্দ্রের শুদ্ধস্বয়ময় শচীগর্ভ-সিদ্ধিতে উদয়—

যে তুমি—অনন্তকোটিব্রহ্মাণ্ডের বাস।

সে তুমি ত্রিশটী-গর্ভে করিলে প্রকাশ ॥ ১৫৪ ॥

ভগবান্ ও ভক্তগণের ‘অবতার’ হয়। ভক্তের হৃৎ দেখিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র শচী-জগন্নাথের দেহে অধিষ্ঠিত হইলেন ॥

ভগবৎসেবক শ্রীমনস্বদেব অসংখ্যমুখে জয়ধ্বনি করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ ও শচী স্বপ্নের ভ্রায় সেইসকল ভূমিতে লাগিলেন ॥ ১৪৬ ॥

(ভা ১১।৫।৩৩-৩৪ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির নিকট নব-যোগেশ্বরের অত্যন্ত শ্রীকরভাজন-মুনিকর্তৃক কলিযুগপাবনা-বতার শ্রীগৌরহৃদয়ের স্তুতি-বাক্য—) “ধোয়ং সদা পরি-ভবয়মভীষ্টদোহং তীর্থাস্পদং শিববিরিক্ষিমুতং শরণ্যম্। জুত্যাঙ্গিহং প্রণতপাল-ভবাক্ষিপোতং বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥ তাক্য। সুদুস্ত্যজ-হরেন্দ্রিত-রাজ্যলক্ষ্মীং ধর্মিষ্ঠ আর্ধ্যবচসা যদগাদিরণ্যম্। মায়ামৃগং দয়িতেপ্সিতমম্বধাবদ্-বন্দে মহাপুরুষ তে চরণারবিন্দম্ ॥” ১৪৮ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ ভগবান্ গৌরহৃদয়ের যে স্তব করিয়া-ছিলেন, সেই অতি-গোপনীয় কথা শ্রবণ করিলে রুক্ষে রতি-মতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ॥ ১৫০ ॥

মহাপ্রভু—সাক্ষাৎ রুক্ষচন্দ্র, সুভরাং সকল কারণের কারণ। বহুবীনের উদ্ধারের নিমিত্ত তাহাদিগের সহিত সর্গীকর্তন করিবার উদ্দেশে সপরিবার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন ॥ ১৫১ ॥

(১০) ভুববগাহ-লীলাময়ত্ব, (১১) সৃষ্টি-স্থিতি-লয়-হেতুত্ব—

তোমার যে ইচ্ছা, কে বুঝিতে তার পাত্র ?

সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়—তোমার লীলা-মাত্র ॥ ১৫৫ ॥

(১২) ইচ্ছা ও বাক্যমাত্রেই অমুর-বিনাশে সামর্থ্য-সম্বন্ধে ও ভক্ত-বৎসল ভগবানের দশরথ-বহুদেবদিগের গৃহে অবতরণ—

সকল সংসার খাঁর ইচ্ছায় সংহারে।

সে কি কংস-রাবণ বধিতে বাক্যে মারে? ১৫৬ ॥

তথাপিহ দশরথ-বহুদেব-মরে।

অবতীর্ণ হইয়া বধিলা ভা-সবারে ॥ ১৫৭ ॥

(১৩) স্ব-লীলাভিজ্ঞতা—

এতেকে কে বুঝে, প্রভু, তোমার কারণ ?

আপনি সে জান তুমি আপনার মন ॥ ১৫৮ ॥

(১৪) প্রত্যেক প্রভু-দেবকের ব্রহ্মাণ্ডোদ্ধার-সামর্থ্য—

তোমার অজ্ঞায় এক এক সেবকে তোমার।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পারে করিতে উদ্ধার ॥ ১৫৯ ॥

তথ্য। (ভা ১।৩।১৬ শ্লোকের শ্রীমধ্ব-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য-স্বত প্রতিবচন—) “স হি সর্গাদিপতিঃ সর্গপালঃ স ঈশঃ স বিষ্ণুঃ পতিঃ বিশ্বত্যাগেশ্বরঃ ॥” ১৫২ ॥

রুক্ষলীলার অবসানে প্রপঞ্চে বেদধর্ম, সাধু ও ব্রাহ্মণ-প্রভৃতি আশ্রয়-চ্যুত হইয়াছিলেন। শ্রীগৌরহৃদয়ের অবৈদিক বোদ্ধ, জৈন ও হেতুবাদিগণের তর্কপন্থা বিনষ্ট করিয়া বাস্তব-সত্য বেদধর্মের অমুগতসাধু-বিপ্রের মর্গাদা সংরক্ষণ করেন। অজ্ঞাভিলাষী, কন্নী ও জ্ঞানী প্রভৃতি অভক্তসম্প্রদায়ের নিকট তিনি—সাক্ষাৎ মহাকাল যমসদৃশ ॥ ১৫২ ॥

শ্রীগৌরহৃদয়ের কলেবর—নিত্যসিদ্ধ-অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সেই নিরুপশ ও স্তবশ্লেচ্ছাময় মহামহেশ্বর পুরুষ সর্বভোভাবে জয়যুক্ত হউন ॥ ১৫৩ ॥

দেবগণ আরও গর্ভস্ততিমুখে বলিলেন,—হে শচীগর্ভ-সমুদ্রে উদিত চন্দ্র, তুমিই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়-স্থল ॥

যিনি ইচ্ছাময়, সমগ্র জগৎ সংহার করিতে সমর্থ, তাহার ইচ্ছামাত্রেই কংস-রাবণের ভ্রায় বিষ্ণুবিষেবিগণ বাক্যোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে বিনষ্ট হইতে পারেন। তাহা হইলেও তিনি লীলাময় বলিয়া দশরথগৃহে অবতীর্ণ হইয়া রাবণকে এবং বাহুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়া কংসকে বধ করিয়াছিলেন ॥ ১৫৭ ॥

(১৫) যুগধর্ম-শিক্ষকত্ব—

তথাপিহ তুমি সে আপনে অবতারি' ।

সর্ব-ধর্ম বুঝাও পৃথিবী ধন্য করি' ॥ ১৬০ ॥

(ক) সত্যযুগে গুরুবর্ণ-পরিগ্রহ ও ব্রহ্মচারিক্রমে

তপোধ্যান-শিক্ষা-প্রদান—

সত্য-যুগে তুমি, প্রভু, শুভ্র বর্ণ ধরি' ।

তপো-ধর্ম বুঝাও আপনে তপ করি' ॥ ১৬১ ॥

কৃষ্ণাজিন, দণ্ড, কমণ্ডলু, জটা ধরি' ।

ধর্ম ছাপ' ব্রহ্মচারীক্রমে অবতারি' ॥ ১৬২ ॥

(খ) ত্রেতা-যুগে রক্তবর্ণ-পরিগ্রহ এবং যজ্ঞেশ্বর হইয়া ও

যাজ্ঞিকরূপে যজ্ঞ-শিক্ষা-প্রদান—

ত্রেতা-যুগে হইয়া স্তম্ভের রক্তবর্ণ ।

হই' যজ্ঞপুরুষ বুঝাও যজ্ঞ-ধর্ম ॥ ১৬৩ ॥

অক্-অব-হস্তে যজ্ঞ, আপনে করিয়া ।

সবারে-লওয়াও যজ্ঞ, যাজ্ঞিক হইয়া ॥ ১৬৪ ॥

(গ) ষাণ্মশ্রেণী-শ্রামবর্ণ-পরিগ্রহ ও পীতবাস মহারাজরূপে

অর্চন-শিক্ষা-প্রদান—

দিব্য-মেষ-শ্রামবর্ণ হইয়া ষাণ্মশ্রেণী ।

পূজা-ধর্ম বুঝাও আপনে ঘরে-ঘরে ॥ ১৬৫ ॥

পীতবাস, শ্রীবাৎসাদি নিজ-চিহ্ন ধরি' ।

পূজা কর, মহারাজরূপে অবতারি' ॥ ১৬৬ ॥

(ঘ) কলিযুগে পীতবর্ণ-পরিগ্রহ ও সুগুহ কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণন-

শিক্ষা-প্রদান—

কলি-যুগে বিপ্ররূপে ধরি' পীতবর্ণ ।

বুঝাবারে বেদগোপ্য সঙ্কীর্ণন-ধর্ম ॥ ১৬৭ ॥

(১৬) অসংখ্য অবতারাবলী-বীজত্ব—

কতেক বা ভোমার অনন্ত অবতার ।

কার শক্তি আছে ইহা সংখ্যা করিবার ॥ ১৬৮ ॥

তদেকাত্ম অর্থাৎ লীলাবতারগণ এবং তাঁহাদের প্রত্যেকের

লীলা-বর্ণন ; (১) মৎস্ত ও (২) কুর্মা-বতার—

মৎস্তরূপে তুমি জলে প্রাণে বিহার ।

কুর্মরূপে তুমি সর্ব-জীবের আধার ॥ ১৬৯ ॥

(৩) হয়গ্রীবাবতার—

হয়গ্রীবরূপে কর বেদের উদ্ধার ।

আদি-দৈত্য দুই মধু-কৈটভে সংহার' ॥ ১৭০ ॥

(৪) বরাহ ও (৫) নৃসিংহাবতার—

শ্রীবরাহরূপে কর পৃথিবী উদ্ধার ।

নরসিংহরূপে কর হিরণ্য-বিদার ॥ ১৭১ ॥

“ন বেত্তি বেত্তং ন চ তন্তান্তি বেত্তা” (শ্বে: উ: ৬২৩) এই
প্রতিমত্ব বৃত্তিতে না পারিয়া যে সকল তর্কনিষ্ঠ-হৃদয় ভগবানের
বেচ্ছাবতারের বিচার বৃত্তিতে পারে না, তাদৃশ ব্যক্তিগণকে
বীর মায়ার মোহিত করিবার উদ্দেশ্যেই তাহাদের বিচারাবধীন
না হইয়া তুমি স্বতন্ত্র ইচ্ছা প্রকাশ কর ॥ ১৫৮ ॥

“ব্রহ্মাও তারিতে শক্তি ধরে জনে জনে” ॥ ১৫৯ ॥

শুভ্র,—যুগধর্মোচিত সত্যযুগাবতারগৃহীত গুরুবর্ণ ॥ ১৬০ ॥

কৃষ্ণাজিন,—কৃষ্ণসার যুগের চর্ম ; ইহা যজ্ঞের উপাদান-
রূপে ব্রহ্মচারীর পরিধেয় বসন ; দণ্ড—কৃষ্ণদণ্ড বা ত্রিদণ্ড ;
পলাশ, খদির ও বেণুনির্মিত ঘটি, বজ্রদণ্ড, ইন্দ্রদণ্ড,
ব্রহ্মদণ্ড ও জীবদণ্ড, এই দণ্ডচতুষ্টয়ের সংযোগে ‘ত্রিদণ্ড’
নির্মিত হয় ; কমণ্ডলু,—অলাব, কাষ্ঠ প্রভৃতি নির্মিত
জলপাত্র ; জটা,—কোরাভাবে জটিলতাক্রমে পরস্পরসম্বন্ধ
কেশগুহ ।

ব্রহ্মচারীগণ বিলাসপ্রিয় গৃহস্থের জায় সর্বদা ক্ষোর-

বিধানের সুযোগ প্রাপ্ত হন না ; তজ্জন্ম তাঁহাদিগের
নথ-রোমাড়ি ধারণ করিতে হয় । বিলাসিতার মধ্যে যাহারা
গৃহে বাস করেন, তাঁহাদের নথকেশাদি-ধারণ অভদ্রতার
চিহ্ন হইলেও ব্রহ্মচারীর তাহাতে উপযোগিতা আছে ।
অজ্ঞানমগ্নিত ব্যক্তির উহাতে অধিকার নাই ॥ ১৬২ ॥

অক্,—(অ + অপাদানে ক্িপ্), যজ্ঞায়িতে বৃত্ত প্রক্ষেপ
করিবার নিমিত্ত বিকল্পিত-বৃক্ষের (বৈচ-গাছের) কাষ্ঠনির্মিত
বাহুপ্রমাণ, মূলদেশে একটি দণ্ডযুক্ত, ঈষৎ গর্তবিশিষ্ট ঠংসের
মুখসদৃশ একটি প্রণালীযুক্ত এবং হস্তপ্রমাণ মুখভাগে খাত-
বিশিষ্ট পাত্রবিশেষ ।

ক্রব—(ক্র + অপাদানে ক), যজ্ঞায়িতে হোম করিবার
নিমিত্ত পদিকাকাষ্ঠনির্মিত অজুষ্ঠপর্কের জায় গোলাকৃতি মুখ-
ভাগবিশিষ্ট এবং নাসার জায় অর্ধপর্কখাত পাত্রবিশেষ ॥ ১৬৪ ॥

মহারাজরূপে,—‘ছত্রচামরাদিযুক্ত’ হইয়া (তা ১১৫।২৮
মোকের শ্রীধরসামিপাদ-কৃত ‘তাবাধর্মীপিকা’) ॥ ১৬৬ ॥

(৬) বামন ও (৭) পরশুরামাবতার—
বলিরে ছল' অগুরুৰ বামনরূপ হই' ।
পরশুরামরূপে কর নিঃকজিয়া মহী ॥ ১৭২ ॥
(৮) রাঘব ও (৯) বলভদ্রাবতার—
রামচন্দ্ররূপে কর রাবণ সংহার ।
হলধররূপে কর অমন্ত বিহার ॥ ১৭৩ ॥

(১০) বৃদ্ধ ও (১১) কঙ্কাবতার—
বৃদ্ধরূপে দয়া-ধর্ম করহ প্রকাশ ।
কঙ্করূপে কর স্নেহগণের বিনাশ ॥ ১৭৪ ॥
(১২) ধনন্তরি ও (১৩) হংসাবতার—
ধনন্তরিরূপে কর অমৃত প্রদান ।
হংসরূপে ব্রহ্মাদিরে কহ তত্ত্বজ্ঞান ॥ ১৭৫ ॥

বেদগোপ্য সঙ্কীৰ্ত্তন-ধর্ম,—প্রত্যক্ষ ও অমুমানাদির সাহায্যে অক্ষজ্ঞানে যে বেদশাস্ত্রের ধারণা, তাহা—জড়-ভোগপরমাত্র। ভগবানের কথা-কীৰ্ত্তনরূপ আত্মধর্ম—বেদের বাহ্যবিচারে সূর্য্যভাবে দৃষ্ট না হইলেও বেদগোপ্তা ও ভাগবত-ধর্মজ্ঞ সঙ্কর্মপ্রণেতা শ্রীঅদোক্‌জের সেবারূপে বহির্জগতে প্রকটিতা; অর্থাৎ উহা—বৈকুণ্ঠ-বস্ত্র শ্রীবিষ্ণুর অবতার শ্রীনামপ্রভুর সেবা। কলিযুগাবতার—গৌরবর্ণ এবং কৃষ্ণদণ্ডক আচার্য্য ব্রাহ্মণরূপে সঙ্কীৰ্ত্তন-ধর্মের শিক্ষক। ষাঁপয়ুগে নাম ও রূপের সেবা-প্রকার—অর্চনময়; ত্রেতাযুগে উহা—যজ্ঞাদি অমুষ্ঠানময়; সত্যযুগে উহা—ধান্যাদ্যক। এই চারিপ্রকার যুগধর্মের প্রবর্তক শিক্ষকরূপে ভগবান্ যুগোচিত-ধর্মের গুরু (আচার্য্যের) কার্য্য করিলেন। সত্যে ব্রহ্মচারী, ত্রেতায় গৃহস্থ, ষাঁপরে বানপ্রস্থ, কলিতে ভিক্ষু-আশ্রমোচিত সাধনের প্রকার-ভেদ অবতারগণ করেন ॥ ১৬৭ ॥

তথ্য । (ভাঃ ১১।১১০-২৭, ৩২ —) “কৃতং ত্রেতা ষাঁপয়ুগে কলিরিতোষু কেশবঃ । নানাবর্ণাভিধাকারো নানৈব বিধিনেক্যতে ॥ কৃতে শুক্লশুক্লকুর্কুর্ভট্টো বদ্যলাবণঃ । কৃষ্ণজিনোপবীতাকান্ বিলদগুণকমণ্ডলু ॥ মহুষ্ঠান্ তদা শাস্তা নিরৈরাঃ স্তম্ভদঃ সমাঃ । বজস্তি তপসা দেবঃ শমেন চ দমেন চ ॥ হংসঃ স্তপর্ণো বৈকুণ্ঠো ধর্মো যোগেশ্বরোহমলঃ । ঈশ্বরঃ পুরুষোহব্যক্তঃ পরমাত্মোত্তি গীরতে ॥ ত্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্ভাহ্নি-মেখলঃ । হিরণ্যকেশজঘায়া অক্ষ কবাহ্যাপলক্ষণঃ ॥ তং তদা মহুজা দেবঃ সর্ষদেবময়ঃ হরিম্ । বজস্তি বিভরা ত্রয়া ধর্মিষ্ঠা ব্রহ্মবাসিনঃ । বিষ্ণুজ্ঞঃ পুত্রিগর্ভঃ সর্ষদেব উরুক্রমঃ । বুধ-কণির্জয়ন্ত উরুগায় ইতীর্ষ্যতে ॥ ষাঁপরে ভগবান্ শ্রামঃ পীতবাসা নিজায়ুধঃ । শ্রীবৎসাদিত্তিরকৈশ লক্ষণৈরুপলক্ষিতঃ ॥ কৃষ্ণবর্ণঃ শিবাংককঃ সাক্ষোপাঙ্গপার্শ্বদম্ । যজ্ঞে সঙ্কীৰ্ত্তন-প্রারৈবজন্তি হি স্তবেষনঃ ॥” (ভাঃ ১১।১২৬—) “অবতারা

হংসখ্যো হরেঃ সঙ্কনিধের্বিজ্ঞাঃ । যথাবিদ্যাসিনঃ কুল্যাঃ সরদঃ স্যঃ সহস্রশঃ ॥” ১৬৮ ॥

তথ্য । (ভাঃ ১১।১৫-১৬ —) “রূপং স জগুর্হে মাংস্তং চাক্ষুষোদধিসংপ্রবে । নাব্যারোপ্য মহীমধ্যামপাশৈববস্তং মহম্ ॥ সুরাসুরাণামুদধিং মথুতাং মন্দরচলম্ । দধে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠ একাদশে বিভূঃ ॥” ১৬৯ ॥

তথ্য । (লঘু-ভাঃ পুঃ খঃ ১৫ —) “প্রোহুর্হু যৈষ যজ্ঞায়েদানবো মধু-কৈটভো-। হৃষা প্রত্যানুয়দবেদান্ পুন-বাগীশ্রীপতিঃ ॥” ১৭০ ॥

তথ্য । (ভাঃ ১১।৩৭ —) “দ্বিতীয়স্ত ভবায়ান্ত রসাতল-গতাং মহীম্ । উদ্ধারিষ্যন্নুপাদন্ত যজ্ঞেশঃ শৌকরং বপুঃ ॥ (ভাঃ ১১।১৮ —) “চতুর্দশং নারসিংহং বিশ্বদৈত্যোস্ত্রমুক্তিতম্ । দদার করজৈরুরাবেরকাং কটকুণ্ঠা ॥”

কর হিরণ্য বিদার,—হিরণ্যকশিপুকে বিদীর্ণ কর অর্থাৎ চিরিয়া ফেল ॥ ১৭১ ॥

তথ্য । (ভাঃ ১১।১২-২০ —) “পঞ্চদশং বামনকং কৃষ্ণা-গাদধরং বলেঃ । পদত্রয়ং বাচমানঃ প্রোতাদিৎসুস্থিপিষ্টপম্ ॥ অবতারে ষোড়শমে পশুন্ ব্রহ্মহো নৃপান্ । ত্রিসপ্তকুণ্ডঃ কুপিতো নিঃকল্যামকরোহমহীম্ ॥” ১৭২ ॥

তথ্য । (ভাঃ ১১।২২ —) “নরদেবমাপরঃ সুরকার্য্য-চিকীর্ষয়া । সমুদ্রনিগ্রহাদীন চক্রে বীর্ঘাণ্যতঃপরম্ ॥” ১৭৩ ॥

তথ্য । (ভাঃ ১১।২৪-২৫ —) “ততঃ কলো সংপ্রবৃতে সংমোহায় সুরধিষাম্ । বৃদ্ধো নামাজনস্ততঃ কীকটেষু ভবিষ্যতি ॥ অথাসৌ যুগসন্ধ্যায়ঃ দস্ত্যপ্রোয়েবু রাজসু । জনিতা বিষ্ণুশস্যো নার্য্য কন্ধির্জগৎপতিঃ ॥” ১৭৪ ॥

তথ্য । (ভাঃ ১১।১৯ —) “তৃত্যক্ নারদ কৃশঃ ভগবান্ বিবৃদ্ধভাবেন সাধু পরিভূষ্ট উবাচ যোগম্ । জ্ঞানক ভাগবত-মাস্তসতক্লীণং যথাস্তদেবশরণা বিহরজ্জসৈব ॥” (ভাঃ ১১।১৭ —)

(১৪) নারদ ও (১৫) ব্যাসাবতার—

শ্রীনারদরূপে বীণা ধরি' কর গান।

ব্যাসরূপে কর নিজ-তত্ত্বের ব্যাখ্যান ॥১৭৬॥

সর্গাবতারী অখিলরসামৃত-মুষ্টি স্বয়ংরূপ কৃষ্ণলীলা—

সর্বলীলা-লাবণ্য-বৈদক্ষী করি' সজে।

কৃষ্ণরূপে বিহর' গোকূলে বহু-রঞ্জে ॥১৭৭॥

ভক্তরূপে স্বয়ংরূপ অবতারী শ্রীগৌরের অবতরণ—

এই অবতারে ভাগবত-রূপ ধরি'।

কীর্তন করিবে সর্বশক্তি পরচারি' ॥ ১৭৮ ॥

নামসকীর্তন ও প্রেমভক্তির বহুয় জগৎপ্লাবন—

সকীর্তনে পূর্ণ হৈবে সকল সংসার।

যরে যরে হৈবে প্রেম-ভক্তি-পরচার ॥ ১৭৯ ॥

নিজ-ভক্তগণসহ নর্ত্তনানন্দ—

কি কহিব পৃথিবীর আনন্দ-প্রকাশ।

ভূমি নৃত্য করিবে মিলিয়া সর্ব-দাস ॥ ১৮০ ॥

গৌরভক্তগণের মাধব্যা-বর্ণন; তাঁহাদের ইচ্ছা মাত্রেই

অমঙ্গল-নাশ—

যে তোমার পাদপদ্ম নিত্য ধ্যান করে।

তাঁ-সবার প্রভাবেই অমঙ্গল হরে ॥ ১৮১ ॥

তাঁহাদের পদস্পর্শে ও দৃষ্টিপাতেই ভূতলয় ও সর্গদিকের

অন্ত-নাশ ও ভূতোদয়—

পদতালে খণ্ডে পৃথিবীর অমঙ্গল।

দৃষ্টিমাত্র দর্শনিক হয় স্তূনির্মল ॥ ১৮২ ॥

তাঁহাদের নৃত্যমাত্রে স্বর্গেরও বিষ-নাশ—

বাহু তুলি' নাচিতে স্বর্গের বিষ-নাশ।

হেন যশ, হেন নৃত্য, হেন তোর দাস ॥১৮৩॥

বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়স্পর্শে ভূমি, দিক ও

স্বর্গের অমঙ্গল-নাশ—

(তথা হি পদ্মপুরাণে ও হরিভক্তিসুধোদয়ে ২০।৩৮)

পদ্ম্যাং ভূমেদিশে দৃগ্ভ্যাং দোড়্যাক্ষামঙ্গলং দিবঃ।

বহুধোংসাত্তে রাজন্ কৃষ্ণভক্তন্ত নৃত্যতঃ ॥ ১৮৪ ॥

প্রপঞ্চে প্রকটিত হইয়া নিজ-জনসহ নাম-সকীর্তন ও

প্রেম-দান লীলা—

সে প্রভু আপনে ভূমি সাক্ষাৎ হইয়া

করিবা কীর্তন-প্রেম ভক্তগোষ্ঠী লৈয়া ॥১৮৫॥

গৌরনতিমা—অবর্ণনীয়, গৌরের বেদগুহ্য কৃষ্ণভক্তি-বিতরণ—

এ মহিমা, প্রভু, বর্ণিবার কার শক্তি ?

ভূমি বিলাইবা বেদ-গোপ্য বিস্তুভক্তি ॥১৮৬॥

“ধাষন্তরং ষাদশমং ত্রয়োদশমমেব চ; অপায়য়ং স্তরানন্তান্
মোহিতা মোতয়ন্ শ্রিয়া ॥” ১৭৫ ॥

তথ্য। (ভা: ১।৩৮—) “তৃতীয়মৃষিসর্গং বৈ দেবার্ধি-
ক্ষম্পেত্য সঃ। তন্ত্ৰং সাত্ত্বতমাত্তে নৈকশ্চাং কৰ্মণাং যতঃ ॥

(ভা: ১।৩১২—) “ততঃ সপ্তদশে জাতঃ সত্যবত্যাং পরাশরাং।
চক্রে বেদতরোঃ শাখা দৃষ্টা পুংসোহল্পমেধসঃ ॥” ১৭৬ ॥

তথ্য। ‘সর্বলীলা-লাবণ্য-বৈদক্ষী’,—(ভা: ১০।৪৪।১৪)
—“গোপান্তপঃ কিমচরন্ যদমুখ্য রূপং লাবণ্যসারমসমোদ্ধমনন্ত-
সিদ্ধম্। দৃগ্ভিঃ পিবন্ত্যহুসবাভিনবং ভূতাপক্কাকান্তধাম যশসঃ
প্রিয় ঐশ্বর্যম্ ॥”

কৃষ্ণরূপে বিহর' গোকূলে,—(লঘু-ভা: পু: খ: ৩৩৪, ৫২০
ও ৫৩৮—) “বিবিধাশ্চর্যা-মাধুর্য্য-বীৰ্য্যৈশ্চর্য্যাদিসম্ভবাং। স্বস্ত
দেবাদি-লীলাভ্যো মন্তলীলা মনোহরাঃ ॥” “ইতি ধামত্রে
কৃষ্ণো বিহরত্যেব সর্বদা। তত্রাপি গোকূলে তন্ত্ৰ মাধুরী সর্ব-
তোহধিকা ॥” “অসমানোদ্ধমাধুর্য্যভরতামৃতবারিধিঃ। জন্ম-

স্বাবরোহাসিক্রপো গোপেন্দ্রনন্দনঃ ॥” (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-বাক্য—)

“সন্তি ভূরীণি রূপাণি নম পূর্ণানি ষড়্‌গুণৈঃ। ভবেয়ুস্তানি
তুল্যানি ন ময়া গোপরূপিণা ॥” (পদ্ম-বাক্য—) “চরিতং
কৃষ্ণদেবস্ত সর্বমেবাত্ততঃ ভবেৎ। গোপাল-লীলা তত্রাপি
সর্বতোহতিমনোহরা ॥” (তন্ত্র-বাক্য—) “কল্পকোটির্কুন্দ-
রূপশোভা-নীরাজ্য-পাদান্জনধাক্ষলস্ত। কুত্রাপ্যদৃষ্টশ্রুতরম্য-
কাস্তেধ্যানং পরং নন্দহৃদস্ত বক্ষ্যে ॥” প্রভৃতি আলোচ্য।

যাবতীয় অবতারের লীলাকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া অখিল
জোনর্ঘ্য ও বৈদক্ষ-রসময় কৃষ্ণের গোকুলবিহারই পূর্ণতমতা-
বিজ্ঞাপক ॥ ১৭৭ ॥

গৌরবতারে ভূমি ভক্তরূপে পাঁচপ্রকার নিত্যসেবা-
প্রচার-মুখে কীর্তন করিবে ॥ ১৭৮ ॥

দেবগণের স্তবে শ্রীগৌরবতারের লীলা স্মৃতায়ে বর্ণিত
হইয়াছে। সমগ্র জগৎ কৃষ্ণের সম্যক কীর্তনে পূর্ণ হুহ লাভ
করিবে। তৎকালে প্রভিগৃহেই। ভগবানের প্রেমসেবার

দেবগণের মুক্তি অপেক্ষাও গুচতর ভক্তি-কামনা—
মুক্তি দিয়া যে ভক্তি রাখহ গোপ্য করি।
আমি-সব যে-নিমিত্তে অভিলাষ করি ॥১৮৭॥
মহাবদান্ততাই জগৎগুরু নাম-প্রেম-বিতরণের কারণ—
জগতের প্রভু তুমি দিবা হেন ধন।
তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥১৮৮॥

ত্ৰীনামপ্রভুর আশ্রয়েই সর্ববজ্রের পূর্ণতা—
যে তোমার নামে প্রভু সর্ববজ্র পূর্ণ।
সে তুমি হইলা নবদীপে অবতীর্ণ ॥ ১৮৯ ॥
স্বগণসহ প্রভুর লীলা-দর্শনার্থ দেবগণের প্রভু-সমীপে প্রার্থনা—
এই কৃপা কর, প্রভু, হইয়া সদয়।
যেন আমা-সবার দেখিতে ভাগ্য হয় ॥১৯০॥

কথা প্রচারিত হইবে। এতদ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তিকে কৃষ্ণ-কীর্তনকারক ও প্রচারকস্বত্রে প্রতিষ্ঠিত করিবার লীলার ইঙ্গিত দেখা যায়। যিনি হরিভজন করেন, তিনিই প্রেম-ভক্তির আচার্য্য ও প্রচারক। হরিভজনের কৃত্রিম অমু-করণের দ্বারা যথার্থ 'প্রচার' হয় না, যেহেতু উহা 'আচার' নহে। কৃষ্ণসেবার অমুসরণকারী হুঃসঙ্গ-বিমুক্ত সদাচারবিশিষ্ট ভক্তই প্রতিকূলে প্রকৃতপ্রভাবে প্রচার করিতে সমর্থ ॥১৭৯॥

জগতে অবতীর্ণ তোমার যাবতীয় অবতারগণের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবেই প্রচার ও মঙ্গলামুষ্ঠান প্রদর্শিত হয়; কিন্তু তোমার এই গোরাবতারে সমগ্র পৃথিবী আজ কীর্তনানন্দ-প্রকাশ পূর্বক আনন্দিত। তোমার অনন্তকোটি দাসের সহিত তুমি সমগ্র পৃথিবীকে আনন্দময় করিয়া নৃত্য করিবে ॥

শ্রীপ্রবোধানন্দসরস্বতীপাদ বলেন, (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১।৫)—“কৈবল্যং * * বিশ্বং পূর্ণস্থায়তে * * যৎকারুণ্য-কটাক্ষ-বৈভবতাং তং গৌরমেব ব্রুতম্ ॥” ১৮১ ॥

অনিত্য পৃথিবীতে ত' জিতাপ আছেই, এমন কি, অনিত্য স্বর্গমুখের অভ্যন্তরেও নিত্যানন্দ বা নিরবচ্ছিন্ন স্ন্য নাহি। স্বর্গের বিষয় বিবিধ,—একপ্রকার ইন্দ্রিয়তর্পণজনিত ভগবদ-বিমুখতা; অপরপ্রকার অনুরাদি দ্বারা পুণ্যাজিত স্বর্গ-ভোগচাত্তি। যেকালে স্বর্গবাসি-দেবগণ বিষ্ণুসেবার আনন্দে বাহু তুলিয়া নৃত্য করেন, তখন পতনলীল নখর স্বর্গের চেয়েও থাকে না। দেবোপম-চরিত্র অথচ নিকাম,—এতাদৃশ কৃষ্ণ-ভক্তই উর্দ্ধবাহু হইয়া নৃত্য করেন। ভগবানের কীর্তি—নিফলকা এবং অমনোদয়-দয়া-প্রদা এবং ভগবদাস ও অলৌকিক-অশেষগুণসম্পন্ন। হেন,—এ হেন, এই প্রকার; উৎকর্ষার্থে ব্যবহৃত ॥ ১৮৩ ॥

অর্থঃ। (হে) রাজন, কৃষ্ণভক্ত নৃত্যতঃ (নর্তনাতঃ, যথা, নৃত্যতঃ নর্তনপরন্ত কৃষ্ণভক্ত) পত্যাং (চরণপাত্যাং)

ভূমে: (পৃথিব্যাং), দৃগ্ভ্যাং (চক্ষুর্ভ্যাং) দিশঃ, দোর্ভ্যাং (বাহুভ্যাং) দিবঃ (স্বর্গতঃ) চ অমঙ্গলম্ (অশুভম্) উৎসাত্ততে (বিনশ্চাতি) ॥ ১৮৪ ॥

অমুবাদ। হে রাজন, (ভগবন্নামে) নৃত্যপরায়ণ কৃষ্ণভক্তের অথবা কৃষ্ণভক্তের নৃত্যফলে তাঁহার চরণযুগল পৃথিবীর, নেত্রদ্বয় দিক্‌সমূহের এবং বাহুদ্বয় স্বর্গের অমঙ্গল-রাশি দূরীভূত করেন ॥ ১৮৪ ॥

হে প্রভো গৌরমুন্দর, তুমি স্বয়ংরূপ ব্রহ্মজনন্যনের অভিন্ন গৌররূপ; তোমার নিতাপরিকরণগণের সহিত তুমি প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়া কীর্তনমুখে প্রেম-ভক্তি-প্রচার-লীলা দেখাইবে। তোমার মহিমা বর্ণন করিবার শক্তি দেব-মানবাদি কাহারও নাই। দেব-মানবাদির জ্ঞান--ভোগ-পর, আর বেদে গুঢ়ভাবে সংরক্ষিত, অথচ অপ্রকাশিত শুদ্ধ কৃষ্ণসেবারূপ চরমকল্যাণ-বিতরণ-কার্য্যটী তোমার এই গোরাবতারেই সম্ভব। শ্রীমাদেবস্বরূপ-গোশ্বামিপ্ৰভু স্ব-কৃত কড়চায় বলিয়াছেন,—“অনর্পিতচরীং চিত্রাং করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পয়িতুমুরতোজ্ঞপরসাং স্বভক্তিপ্রিয়ম্। হরিঃ পুরটমুন্দরতাতিকদম্ব-সন্দীপিতঃ সদা হৃদয়কন্দরে শূরত্ব বঃ শচীনন্দনঃ ॥” ১৮৫-১৮৬ ॥

(ভা ২।১০।৬)—“মুক্তির্হিহাত্মথাক্রুপং স্বরূপেণ ব্যবহৃতিঃ” এবং (ভা ৫।৬।১৮)—“অদ্বৈতমঙ্গ ভগবান্ ভক্ততাং মুকুলো মুক্তিং দদাতি কঠিচিংস্র ন ভক্তিযোগম্”—এই শ্লোকদ্বয় আলোচ্য ॥ ১৮৭ ॥

আমরা—দেবতা, সকলপ্রকার সদ্‌গুণে বিভূষিত এবং সকলপ্রকার অভাবের অতীত, সুতরাং আমাদের আর কোন ইতরাভিলাষ নাই। ভগবান্ বিষ্ণুর সেবাই আমাদের একমাত্র অভিলাষ; যেহেতু আমরা—ভগবৎসেবা-বঞ্চিত, তজ্জন্তু সেই সেবাতেই যেন পুনরায় অধিকার পাই,—ইহাই

প্রভুর জলকলিতে গঙ্গার মনোবাহা-পূরণ—
 ঐতিমিমে গঙ্গার পুরিল মনোরথ।
 তুমি ক্রীড়া করিবা যে চিত্র-অতিমত ॥১৯১॥
 যোগীর ধ্যেয়বিগ্রহ মহাযোগেশ্বর মহাপ্রভু—
 যে তোমারে যোগেশ্বর-সবে দেখে ধ্যামে।
 সে তুমি বিদিত হৈবে নবদ্বীপ-গ্রামে ॥১৯২॥
 প্রভুর লীলাধাম শ্রীনবদ্বীপ-বন্দনা—
 নবদ্বীপ-প্রতিও থাকুক নমস্কার।
 শচী-জগন্নাথ-গৃহে যথা অবতার ॥ ১৯৩ ॥
 ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রত্যহ পরমেশ্বর গৌরস্বরের স্তুতি—
 এইমত ব্রহ্মাদি দেবতা প্রতিদিনে।
 শুশ্রে রহি' ঈশ্বরের করেন স্তবনে ॥ ১৯৪ ॥
 জগন্নিবাস প্রভুর শুদ্ধস্ব শচীগর্ভে বাস—
 শচী-গর্ভে বৈসে সর্ব-ভুবনের বাস।
 কান্তনী পূর্ণিমা আসি' হইল প্রকাশ ॥ ১৯৫ ॥

প্রার্থনা। সেই সেবাদিকারূপ সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পত্তিতে জগতের
 আ-পামর সকলকেই তুমি অধিকার প্রদান করিবে। এই
 অধিকার লাভ করিবার যোগ্যতা কাহারও নাই বটে, কিন্তু
 অব্যোগ্যগণের প্রতি ঐহিকরূপী রূপা করিবার শক্তি কেবলমাত্র
 তোমারই আছে; সুতরাং তোমাব করুণাই তোমার দয়া
 লাভ করিবার একমাত্র কারণ ॥ ১৮৭-১৮৮ ॥

সর্বযজ্ঞ,—ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চন ও কীর্তন, এই চতুর্বিধ
 যজ্ঞের পূর্ণতা একমাত্র শ্রীহরিনাম হইতেই সিদ্ধ। তোমার
 প্রদত্ত তোমারই নামকীর্তনে সকল যজ্ঞ পূর্ণ হয়; সেই নাম-
 প্রচারক তুমি নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইতেছ ॥ ১৮৯ ॥

দেবগণ স্তবে বলিতেছেন,—আমাদের এইরূপ সৌভাগ্য
 হউক,—যদ্বারা আমরা প্রপঞ্চে তোমার নিত্য শ্রীগৌরলীলার
 প্রাকট্য সম্পর্শন করিতে পারি ॥ ১৯০ ॥

অনাদিকাল হইতে গঙ্গাদেবী 'কুম্ভ-কীর্তন'-নামে প্রসিদ্ধ
 হইয়া বৈষ্ণবাগ্রগণ্য শিবের শিরে ধৃত হইয়াছিলেন।
 জগতের মঙ্গলার্থ তিনি হরিষার হইতে সাগরসঙ্গম পর্যন্ত
 প্রবাহিত হইয়া ভীরবাসি-জনগণের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি
 করিতেছিলেন। তিনি যে তোমার পাদসংস্পৃষ্ট উদক,—
 এই কথা অর্কাচীন লোকগণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত না,

সর্বমঙ্গলনিলায়া কান্তনী পূর্ণিমা—
 অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্তম্ভজল।
 সেই পূর্ণিমায় আসি' মিলিলা সকল ॥ ১৮৬ ॥
 গ্রহগচ্ছশে কৃষ্ণ-কীর্তন-প্রচার—
 সাকীর্তন-সহিত প্রভুর অবতার।
 গ্রহণের ছলে তাহা করেন প্রচার ॥ ১৮৭ ॥
 পরমেশ্বর মহাপ্রভুর ইচ্ছায় চন্দ্রগ্রহণ—
 ঈশ্বরের কর্ম বৃন্নিবার শক্তি কায় ?
 চন্দ্রে আচ্ছাদিল রাহু ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥ ১৮৮ ॥
 চন্দ্রগ্রহণ-দর্শনে নবদ্বীপবাসীর হরিসাকীর্তন—
 সর্ব-নবদ্বীপে,—দেখে হইল গ্রহণ।
 উঠিল মঙ্গলধ্বনি শ্রীহরি-কীর্তন ॥ ১৮৯ ॥
 অসংখ্য নবদ্বীপবাসীর হরিকীর্তনপূর্বক গঙ্গাস্নান—
 অনন্ত অর্কুদ লোক গঙ্গাস্নানে যায়।
 'হরি বোল' 'হরি বোল' বলি' সবে ধায় ॥ ১৯০ ॥

তজ্জন্ম গঙ্গা-দেবী জগতে ভগবৎপাদদ্ব্যুত মণিরূপে
 পরিচিতা হইয়া যাহাতে তোমারই সেবা করিতে পারেন,
 এইরূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন। অতঃপর তোমার
 পাদপ্রক্ষালন ও অবগাহনাদি দ্বারা গঙ্গার সেই মনোরথ
 সিদ্ধি লাভ করিবে ॥ ১৯১ ॥

যোগেশ্বরগণ তোমার ধ্যেয় শ্রীরূপ ভূতাদের অমূল্যলীলার
 বৃত্তিধারা দর্শন করেন। সেই অপ্রাকৃত নিত্য রূপ তুমি নব-
 দ্বীপগ্রামে তথাকার অধিবাসিগণকে প্রদর্শন করিবে ॥ ১৯২ ॥

যে-ধাম তোমার পদাঙ্কলাভের অধিকারী হইবেন, সেই
 ধামকে আমি নমস্কার করি। তিনি শ্রীনারায়ণের শক্তি-
 প্রভাব 'ছর্গা' বা 'নীলা' (লীলা)-শক্তিরূপিণী ও সকলভক্তের
 সেব্যা। এই শ্রীমায়াপুর-ধামস্থিত যোগীশ্রী শচী-জগন্নাথ-
 গৃহই ভগবানের আবির্ভাব-ক্ষেত্র অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপ-ধাম—
 বিদ্যুৎ-সম্বন্ধরূপ ভক্তচিন্তাভির্ম বৃন্দাবনের অভিন্নরূপ এবং
 শ্রীশুরুপদাপ্রিত ভক্তবৃন্দের হৃদয়ে নবধা-ভক্তিময়-সেবাধার ॥

অনন্তকোটি বৈষ্ণব ও চতুর্দশ-ভুবনরূপ ব্রহ্মাণ্ড যাহাতে
 অবস্থিত, সেই সর্বাধার ভগবান্ শচীর গর্ভে অবস্থান করিতে
 লাগিলেন। ১৪০৭ শকের ফাল্গুনী পূর্ণিমা-পর্যন্ত শচীগর্ভে
 ভগবানের অবস্থিতি। শচীগর্ভসিদ্ধ—বিভূতসম্বর ॥ ১৯৫ ॥

ব্রহ্মাও-কঁটাই-ভেদী হরিশ্বনি—

হেন হরিশ্বনি হৈল সর্ব-মদীয়ায় ।

ব্রহ্মাও পুরিয়া শ্বনি স্থান নাহি পায় ॥ ২০১ ॥

গ্রহণকালে হরিকীর্তন-হেতু ভক্তবৃন্দের নিত্য গ্রহণ-কামনা—

অপূর্ব শুনিয়া সব ভাগবতগণ ।

সবে বলে,—‘নিরন্তর হউক গ্রহণ’ ॥ ২০২ ॥

সর্বভক্তদ্বয়ে প্রভুর আবির্ভাব-লক্ষণ-দর্শনে সমুদ্রাস—

সবে বলে,—‘আজি বড় বাসিয়ে উল্লাস ।

হেন বুঝি, কিবা কৃষ্ণ করিলা প্রকাশ’ ॥ ২০৩ ॥

চতুর্দিকে নিরন্তর হরিশ্বনি—

গজাস্ত্রানে চলিলা সকল ভক্তগণ ।

নিরবধি চতুর্দিকে হরি-সকীর্তন ॥ ২০৪ ॥

নবদ্বীপবাসী সকলের মুখেই হরিশ্বনি—

কিবা শিশু, বৃদ্ধ, নারী, সজ্জন, দুর্জনে ।

সবে ‘হরি’ ‘হরি’ বোলে দেখিয়া ‘গ্রহণ’ ॥ ২০৫ ॥

সর্ববিশ্ব-ব্যাপী হরিশ্বনি—

‘হরি বোল’ ‘হরি বোল’ সবে এই শুনি ।

সকল-ব্রহ্মাণ্ডে ব্যাপিলেক হরিশ্বনি ॥ ২০৬ ॥

স্বর্গে দেবগণের পুষ্পবর্ষণ ও দুন্দুভি-বাদন—

চতুর্দিকে পুষ্পরষ্টি করে দেবগণ ।

জয়-শব্দে দুন্দুভি বাজে অমুক্ষণ ॥ ২০৭ ॥

এতদবসরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতরণ—

হেনই সময়ে সর্বজগৎ-জীবন ।

অবতীর্ণ হইলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০৮ ॥

দানশী

গৌরাবির্ভাব-কাগ-বর্ণন ; সকলক ইন্দু—রাহগ্রস্ত, হরিনাম-

সিদ্ধ—উদ্বেগিত, কলি—পরাজিত ও সমগ্র

ব্রহ্মাণ্ডে জয়ধ্বনি—

রাহ-কবলে ইন্দু, পরকাশ নাম-সিদ্ধ,

কলি-মর্দন বাজে বাণ ।

পছঁ ভেল পরকাশ, জুবন চতুর্দিশ,

জয় জয় পড়িল ঘোষণা ॥ ২০৯ ॥

প্রভু-দর্শনে শোকের শোক-নাশ—

দেখিতে গৌরালচন্দ্র ।

নদীয়ার লোক- শোক সব নাশল,

দিনে দিনে বাড়ল আনন্দ ॥ ২১০ ॥

প্রভুর আবির্ভাবে বাণ-গিনাদ—

দুন্দুভি বাজে, শত শব্দ গাজে,

বাজে বেণু-বিবাণ ।

শ্রীচৈতন্য-ঠাকুর, নিত্যানন্দ-প্রভু,

রুদ্দাবনদাস গান ॥ ২১১ ॥

দানশী

শ্রীগৌরপ্রভুর রূপ-বর্ণন—

জিনিঞা রবি-কর, শ্রীঅজ সুন্দর,

নয়নে হেরই না পারি ।

আয়ত লোচন, জৈবৎ বন্ধিম,

উপমা নাহিক বিচারি ॥ ২১২ ॥

ঐ পূর্ণিমা-তিথি অনন্তব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় স্তম্ভস্বল
পুঞ্জীভূত করিয়া সেই নব সম্প্রতিবিশিষ্ট হইল ॥ ১৯৬ ॥

স্বর্গাচন্দ্রগ্রহণকালে পুণ্যকর্মের সত্তি হরিনাম করিবার
প্রণা স্মরণাতীত কাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে । তাদৃশ
নামোচ্চারণ তুচ্ছকণপ্রদ হইলেও জগতের সকলের মুখে
শ্রীনামোচ্চারণাভিনয়সহ শ্রীচৈতন্যদেব আবির্ভূত হইলেন ॥

সেই রাত্রিতেই প্রদোষকালে চন্দ্রগ্রহণ হইয়াছিল ।
লোকসকল অজ্ঞাতসারে ভগবজ্জন্মদিনে হরিনামকীর্তনে ও
গজাস্ত্রানাদিতে ব্যস্ত ছিল ॥ ২০০ ॥

রাহ,—স্বর্গের ভ্রমণপথ ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ যেখানে

সম্পাত হইয়াছে, তাহার একস্থানকে ‘রাহ’ ও অপরস্থানকে
‘কেতু’ বলে । রবি-পথ ও চন্দ্রের ভ্রমণপথ ছয়রাশি বা
১৮০° অংশ পৃথীত দ্রষ্টার নিকট ব্যবহৃত হইলে পৃথীক্ষায়া
চন্দ্রোপরি পতিত হয় । এই পৃথীক্ষায়াকেই ‘রাহ’ বলে ।
স্বর্গোপরাগে পৃথীত দ্রষ্টার নিকট চন্দ্রায়া রবি ব্যবহৃত
হইলে উহাকে ‘রাহ’ বা ‘কেতু’-গ্রাস বলে । চন্দ্রগ্রহণেও
পৃথীক্ষায়াই ‘রাহ’-নামে কথিত । ‘কবল’-শব্দে কবলিত ।

রাহ-গ্রাস বা চন্দ্রগ্রহণ-কালে জীবগণের মুখে প্রকাশিত
শ্রীনামরূপসমুদ্র, এবং তৎসঙ্গে কলিবিনাশ-নিদর্শন জয়-
গাতাকার পং-পং-শব্দে উদ্ভয়ন, পছঁ—প্রভু ; ভেল—হইল ।

প্রভুর আবির্ভাবে আ-ব্রহ্ম-স্বয়ং সোমাস হরিধ্বনি—
(আজ) নিজয়ে গৌরাজ, অবনী-মণ্ডলে,
চৌদিকে শুনিয়া উল্লাস।
এক হরিধ্বনি, আ-ব্রহ্ম ভরি' শুনি,
গৌরাজটাদের পরকাশ ॥ ২১৩ ॥

শ্রীগৌরপ্রভুর রূপ-বর্ণন—
চন্দনে উজ্জল, বক্ষ পরিসর,
দোলয়ে ভাধি বনমাল।
চাঁদ-সুশীতল, শ্রীমুখ-মণ্ডল,
আ জামু বাছ নিশাল ॥ ২১৪ ॥

শ্রীচৈতন্যবির্ভাবে ব্রহ্মাণ্ডে হর্ষোন্মাদ ও জয়ধ্বনি,
কিস্ত কলির নিমর্ষ ও বিষাদ—
দেখিয়া চৈতন্য, ভুবনে ধন্য-ধন্য,
উঠয়ে জয়জয়-নাদ।

কোই নাচত, কোই গায়ত,
কলি হৈল ভ্রমিষে বিষাদ ॥ ২১৫ ॥

“নিগিলপ্রতিমৌলির হৃদ্যতি-নিবাজিত-পাদপঙ্কজাস্ত”,
কৃষ্ণোপগণের “বিদবকাষ্ঠ” শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু—
চারি-বেদ-শির-মুকুট চৈতন্য,
পায়র মূঢ় নাহি জানে।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, নিতাই-ঠাকুর,
রুদ্দাবনদাস গানে ॥ ২১৬ ॥

পঠমঞ্জরী

(একপদী)

গৌরেন্দুদয়ে সর্বদিকে আনন্দ—
প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র।
দশ-দিকে উঠিল আনন্দ ॥ ২১৭ ॥

চতুর্দশ ভুবন,—মহা, জনা, তপা, সভা ও ভূবঃস্বরাদি
‘সপ্ত বরলোক, এবং অতল, বিতলাদি সপ্ত অবরলোক ॥ ২০৯ ॥
গাজে,—গর্জন করে অর্থাৎ ধ্বনি করে; ‘বিদ্যাণ,—
রামশিখা ॥ ২১১ ॥

জিনিঞা রবিকর,—স্বর্গের কিরণকেও জয় বা পরাজিত
করিয়া; ‘শ্রীঅঙ্গসুন্দর’—পার্বত্যের, ‘শ্রীঅঙ্গ উজ্জোব’ অর্থাৎ

শ্রীগৌরপ্রভুর রূপ-বর্ণন—
রূপ কোটিমদন জিনিঞা।
হাসে নিজ-কীর্তন শুনিঞা ॥ ২১৮ ॥
অতি সুমধুর মুখ-আঁখি।
মহারাজ-চিহ্ন সব দেখি ॥ ২১৯ ॥
শ্রীচরণে ধ্বজ-বজ্র শোভে।

সব-অঙ্গে জগ-মন লোভে ॥ ২২০ ॥
গৌরহৃদ্যোদয়ে সর্ব ‘অভঙ্গ-তমো-নাশ’—
দূরে গেল সকল আপদ।
ব্যক্ত হইল সকল সম্পদ ॥ ২২১ ॥

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ জান।
রুদ্দাবনদাস গুণ গান ॥ ২২২ ॥
নটমঞ্জল

গৌবাবির্ভাবে দেবগণের মঙ্গল-জয়ধ্বনি—
চৈতন্য-অবতার, শুনিয়া দেবগণ,
উঠিল পরম মঙ্গল রে।

সকল-তাপ-হর, শ্রীমুখচন্দ্র দেখি’,
আনন্দে হইলা বিহ্বল রে ॥ ২২৩ ॥
শেষ-ভব-বিরিঞ্চাদি দেবগণের নররূপ ধরিয়া হরিকীর্তন—
অনন্ত, ব্রহ্মা, শিব, আদি করি’ সত দেব,
সবেই নররূপ ধরি’ রে।

গায়েন ‘হরি’ ‘হরি’, গ্রহণ-ছল করি’,
লখিতে কেহ নাহি পারি রে ॥ ২২৪ ॥

নররূপি-দেবগণের নবদীপবাসি-সহ একত্র হরিকীর্তন—
দশ-দিকে ধায়, লোক নদীয়ায়,
বলিয়া উচ্চ ‘হরি’ ‘হরি’ রে।

মাধুসে দেবে মেলি’, একত্র হঞা কেলি,
আনন্দে নবদীপ পুরি রে ॥ ২২৫ ॥

উজ্জল শ্রীঅঙ্গ। স্বর্গের কিরণ যেরূপ তীব্র-তেজোবিশিষ্ট,
তাহাতে উহা দর্শন করা হুঃসাধ্য; সুতরাং তদপেক্ষাও
প্রভাময় শ্রীগৌরদেহকেও দর্শন করা আদৌ সম্ভবপর ছিল
না। শ্রীগৌরের অপাঙ্গ-ঈক্ষণ ও বিশাদ নয়ন—অমুগম,
বিশেষতঃ, গৌর-কলেবর—রূক্ষ-কলেবর সহ অভিন্ন ॥ ২১২ ॥
বিজয়,—বিজয়ে, প্রপঞ্চে ও ভাগমনে ॥ ২১০ ॥

চীদেবীর প্রাঙ্গণে মানবের অগচ্ছ্য দেবগণের ভূমিষ্ঠপ্রণাম—
শরীর অঙ্গনে, সকল দেবগণে,

প্রণাম হইয়া পড়িয়া রে।

গ্রহণ-অঙ্গকারে, লখিতে কেহ নারে,
দুজ্জের চৈতন্তের খেলা রে ॥ ২২৬ ॥

দেবগণের বিবিধ হর্ষোল্লাস-চেষ্টা—

কেহ পড়ে স্ততি, কাহারো হাতে ছাতি,
কেহ চামর তুলায় রে।

পরম-হরিশে, কেহ পুষ্প বরিশে,
কেহ নাচে, গায়, বা'য় রে ॥ ২২৭ ॥

সাবরণ অধোজ্ঞ মতাপ্রভূ আবির্ভাব-তত্ত্ব—অঙ্গজ্ঞানী
কৃষাগীর অজ্ঞেয়—

সব-ভক্ত সঙ্গে করি', আইলা গৌরহরি,
পাষণ্ডী কিছুই না জান রে।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত, প্রভু-নিত্যানন্দ,
রুদ্দাবনদাস রস গান রে ॥ ২২৮ ॥

মঙ্গল (পঞ্চম রাগ)

বেদগুহ্য শ্রীগৌর-দর্শনার্থ দেবগণের বাত্মকন ও উৎকর্ষা—
তুমুভি ডিগুম- মঙ্গল-জয়ধ্বনি,

গায় মধুর রসাল রে।

বেদের অগোচর, আজি ভেটব,
বিলম্বে নাহি আর কাল রে ॥ ২২৯ ॥

স্বর্গে দেবগণের মঙ্গলধ্বনি, শুভসজ্জা ও স্বসৌভাগ্য-প্রশংসা—
আনন্দে ইন্দ্রপুর, মঙ্গল-কোলাহল,

সাজ' সাজ' বলি' সাজ' রে।

বহুত পুণ্য-ভাগ্যে, চৈতন্ত-পরকাশ,
পাওল নবদ্বীপ-মান্যে রে ॥ ২৩০ ॥

দেবগণের পরস্পরের প্রতি হর্ষোল্লাস-প্রকাশ—

অন্তোহন্তে আলিঙ্গন, চুষন ঘন-ঘন,
লাজ কেহ নাহি মানে রে।

নদীয়া-পুরন্দর- জনম-উল্লাসে,
আপন-পর নাহি জানে রে ॥ ২৩১ ॥

দেবগণের নবদ্বীপে আসিয়া গৌরদর্শনে হর্ষ ও জয়ধ্বনি—
ঐছন কোতুকে, আইলা নবদ্বীপে,

চৌদিকে শুনি হরিনাম রে।

পাইয়া গৌর-রস, বিহ্বল পরবশ,
চৈতন্ত-জয়জয় গান রে ॥ ২৩২ ॥

গ্রহণক্ষণে উচ্চ হরিশ্রবণ-মদ্যে অবতীর্ণ কোটিচন্দ্র-জিনি-
নর-বগ্ন গোপের রূপ-দর্শন—

দেখিল শচী-গৃহে, গৌরাজ-সুন্দরে,
একত্র যৈছে কোটিচন্দ্র রে।

মানুষ রূপ ধরি', গ্রহণ-ছল করি',
বোলয়ে উচ্চ হরিনাম রে ॥ ২৩৩ ॥

সাস্ত্রোপাস্ত্রপার্থদ শ্রীগৌরপ্রভুর শুভ আবির্ভাব—
সকল-শক্তি-সঙ্গে, আইলা গৌরচন্দ্র,

পাষণ্ডী কিছুই না জানে রে।

শ্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দ- টাঁদ-প্রভু জাম,
রুদ্দাবনদাস রস গান রে ॥ ২৩৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্তভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রজয়বর্ণনং
নাম দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ।

শ্রীচৈতন্তদেব—চারিবেদের শিরোভাগ উপনিষদের মুকুট-
সদৃশ অর্থাৎ চতুর্ভুজ ব্রহ্মার প্রণম্য ও “নিগিল-শ্রুতিমৌলি-
রত্নছাতি-নীরাঞ্জিত-পাদপঙ্কজাস্ত” ॥ ২১৬ ॥

দশদিকে,—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ—এই চতুর্দিক্ ;
ঈশান, বায়ু, অগ্নি ও নৈঋৎ,—এই চারি বিদিক্ এবং
উর্দ্ধ ও অধোদিক্ ॥ ২১৭ ॥

পাষণ্ডী,—ভক্তের বিবেচী ও নিন্দক, ভগবদ্দাস দেবগণকে
তদধীশ্বর ভগবান্ বিষ্ণুর সহিত সমজানী।

চৈতন্ত-নিত্যানন্দ-মাতায়া-রস রুদ্দাবন গান করেন ॥ ২২৮ ॥

শ্রীচৈতন্ত্যাবির্ভাব—বেদের ও অগোচর ; অত (ভগবদ্ভাস-
দানে) সেই বেদের ও অপ্ৰকাশিত বস্তু স্বয়ংভগবান্ গৌরচন্দ্র
লোকের দৃষ্টি-গোচর হইতেছেন ; অতএব স্বয়ং চল, তাদৃশ
বস্তুর দর্শনে আর অধিক বিধব্ধের প্রয়োজন নাই ॥ ২২৯ ॥

ইন্দ্রপুর,—অমরাবতী ॥ ২৩০ ॥

অন্তোহন্তে—পরস্পর-পরস্পরে ॥ ২৩১ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায়ঃ।

‘তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গ্রহণচ্ছলে পূর্বেই হরিসঙ্কীৰ্তন প্রচার করিয়া শ্রীমন্নহাপ্রভুর আবির্ভাব, শ্রীনীলম্বর চক্রবর্তি-কর্তৃক বালকরূপী বিশ্বম্ভরের ‘লগ্ন-বিচার, মিশ্র-ভবনে আনন্দোৎসব ও বিষ্ণু-বৈষ্ণবের জন্মতিথি-মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমন্নহাপ্রভু তাঁহার আবির্ভাবের পূর্বেই গ্রহণের ছলে হরিসঙ্কীৰ্তন প্রচার করিয়া পরে জগতে অবতীর্ণ হইলেন। এমন কি, যাহারা জন্মেও কোন দিন ভুলক্রমে যুখে তরিনাম উচ্চারণ করেন নাই, তাঁহারাও সেইদিন উচ্চ-হরিশ্রবণ করিতে করিতে গঙ্গাস্নানে ধাবিত হইলেন। দশদিক্ কৃষ্ণ-কোলাহলে মুগ্ধিত হইল। শ্রীশচী-জগন্নাথ পুন্ড্রের শ্রীমুখ দর্শন করিয়া আনন্দে আত্মবিস্মৃত হইলেন। পরম-জ্যোতি-র্ষিঃ শ্রীনীলম্বর চক্রবর্তী প্রভুর লগ্নবিচারে মহারাজচক্র-বর্তীর লক্ষণসমূহ দেখিতে পাইয়া অতীব বিশ্বাসের সহিত সর্বসমক্ষে লগ্নাহরুপ কথা কীর্তন করিতে আরম্ভ করিলে কোনও বিপ্র-মহাজন শ্রীমন্নহাপ্রভুর সাক্ষাৎ নারায়ণত্ব, জগদ্ধাকারত্ব, সর্বধর্ম-সংস্থাপকত্ব, অপূর্ব প্রচারকত্ব, শিব-শুকাদির বাঞ্ছিত-ধর্মের প্রদাতৃত্ব, সর্বজীবকরণত্ব, সর্বজগৎ-শ্রীগনত্ব, সর্বজীব-নমস্তত্ব প্রভৃতি অলৌকিক গুণের কথা

ব্যক্ত করিলেন। বিপ্র আরও কহিলেন যে, অনন্ত ব্রহ্মাও এই বালকরূপী নারায়ণের কীর্তি গান করিবে। এই শিশুর বপুঃ--সাক্ষাৎ ভাগবতধর্মময়। এই বালক যুগাবতার বিষ্ণুর শ্রায় কলিযুগধর্ম প্রচার করিয়া বিষ্ণুদ্রোহী যবনেরও চিত্ত আকর্ষণ-পূর্বক তাঁহাদেরও নমস্ত হইবেন। এই বালক ‘শ্রীবিষ্ণুর’ ও ‘শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র’-নামে খ্যাত হইবেন। এইরূপ শুদ্ধ আনন্দরসে পাছে কোনপ্রকার রসাতাস বা নিরানন্দের উদয় করায়,—এই ভয়ে বিপ্র প্রভুর সন্মাসলীলার কথা আর ব্যক্ত করিলেন না। অতঃপর মিশ্রভবনে আনন্দোৎসব-উপলক্ষে বাদ্য-কোলাহল, দেবাস্ত্রনা ও বরাদ্বাগগণের একত্র সম্মিলন এবং শিশুরূপী ভগবানকে ধাতুদ্রুর্দ্বাদিধারা তাঁহাদের অশীর্বাদ-প্রদানচ্ছলে-জগন্মঙ্গল-বিধানার্থদীর্ঘকাল পৃথিবীতে প্রকট থাকিয়া সীল প্রদর্শন করিবার প্রার্থনা, সর্ব-নবদ্বীপে জন্মযাত্রা-মহোৎসব, এবং এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের জন্মতিথি-মাহাত্ম্য, তৎপালনে জীবের অবিদ্যা-মোচন ও কৃষ্ণভক্তি-লাভ, বিষ্ণুর জন্মতিথির শ্রায় বৈষ্ণবাবি-র্ভাবতিথির তুল্যমাহাত্ম্য, এবং সর্বশেষে ভক্ত ও ভগবানের জন্মকর্ম্মাদি সীলার নিত্যত্ব-বর্ণনমুখে এই অধ্যায় পরিসমাপ্ত হইয়াছে (গো: ভা:)।

(একপদী)

(প্রেমধন-রতন পসার ।

দেখ গোরাটাদেব বাজার ॥ ১ ॥

কৃষ্ণকীর্তনপ্রচার-মুখে শ্রীগৌরাবতার—

হেন মতে প্রভুর হইল অবতার ।

আগে হরি-সঙ্কীৰ্তন করিয়া প্রচার ॥ ২ ॥

চতুর্দিকে ধায় লোক গ্রহ-দৈশিয়া ।

গঙ্গাস্নানে ‘হরি’ বলি’ যাতেন ধাইয়া ॥ ৩ ॥

সঙ্কীৰ্তন-প্রবর্তক প্রভুর আবির্ভাবোপলক্ষে আজন্ম কৃষ্ণকীর্তন-

বর্জিত ব্যক্তির মুখেও কৃষ্ণনামোচ্চারণ—

যার মুখ জন্মেই না বলে হরিনাম ।

সেহ ‘হরি’ বলি’ ধায়, করি’ গঙ্গাস্নান ॥ ৪ ॥

হরিনাম-ধ্বনির মধ্যে সঙ্কীৰ্তনকপিতা হিজরাজের উদয়—

দশ দিক্ পূর্ণ হৈল, উঠে হরিশ্রবণ ।

অবতীর্ণ হইয়া হাসেন হিজমণি ॥ ৫ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণসঙ্কীৰ্তন-বিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দরের অলৌকিকভাবে অবতরণ-কালে হরিশ্রবণ-কোলাহলপূর্ণ বিপুল কলরবাদি

ভাবি-কালে কৃষ্ণকীর্তনমুখে তাঁহার যুগধর্ম-পালনরূপ কৃষ্ণ-নামপ্রেম-প্রচার-সীলাই সূচন করিতেছে ॥ ২-৫ ॥

অপ্রাকৃত বাৎসল্য-রসের মূল আশ্রয়বিগ্রহ শুদ্ধস্বয়ময় বিপ্র-
দম্পতির পূজ্ঞানে গৌরমুখ-দর্শনে হর্ষবিহ্বলতা—
শচী-জগন্নাথ দেখি' পুত্রের শ্রীমুখ।
তুইজম হইলেন আনন্দস্বরূপ ॥ ৬ ॥
সমবেত নারীগণের জয় ও হৃদয়ধ্বনি—
কি বিধি করিব ইহা, কিছুই না ক্ষুরে। -
আন্তে-বাস্তে নারীগণ 'জয়-জয়' ফুকারে ॥ ৭ ॥
মিশ্রভবনে আশ্রয়-স্বজনগণের সমাগম—
ধাইয়া আইলা সবে, যত আগুগণ।
আনন্দ হইল জগন্নাথের ভবন ॥ ৮ ॥
নীলাধর-চক্রবর্তীর লগ্ন-বিচার—
শচীর জনক—চক্রবর্তী নীলাধর।
প্রতি লগ্নে অঙ্কিত নৈখেন বিপ্রবর ॥ ৯ ॥

প্রভুর দেহে মহারাজ-লক্ষণ ও প্রভুর অপ্রাকৃত-রূপ-দর্শন—
মহারাজ-লক্ষণ সকল লগ্নে কহে।
রূপ দেখি' চক্রবর্তী হইলা বিস্ময়ে ॥ ১০ ॥
প্রভুকে গোড়েশ্বর বিপ্র-রূপতি বলিয়া সংশয়—
'বিপ্র রাজা গোড়ে হইবেক' হেন আছে।
বিপ্র বলে,—সেই বা, জানিব তাহা পাছে ॥ ১১ ॥
অদ্বিতীয় জ্যোতিষী নীলাধর-কর্তৃক প্রভুর লগ্নবিচার-বর্ণন—
মহাজ্যোতির্বিৎ বিপ্র-সবার অগ্রেতে।
লগ্নে অমুরূপ কথা লাগিল কহিতে ॥ ১২ ॥
লগ্নে যত দেখি এই-বালক-মহিমা।
রাজা হেন, বাক্যে তাঁরে দিতে নারি সীমা ॥ ১৩ ॥
ব্রহ্মপতি জিনিয়া হইবে বিম্বাবাম্।
অয়েই হইবে সর্বগুণের নিধান ॥ ১৪ ॥

অমৃতান-বিষয়ে কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হইল ॥ ৭ ॥

আপুগণ,—আশ্রয়-স্বজনগণ ॥ ৮ ॥

নীলাধর চক্রবর্তী—শচীদেবীর পিতা; পূর্ব-নিবাস ফরিদপুর-জেলাস্বর্গত মগ্ধোবা-গ্রামে ছিল। ব্রাহ্মণপণ্ডিত-গণের মধ্যে সকলেরই ন্যূনাধিক কদমিত-জ্যোতিষশাস্ত্রে অভিজ্ঞান ছিল। জাতচক্র অঙ্কন করিয়া নীলাধর স্বীয় নপ্তা প্রভুর ভবিষ্যৎ দর্শন করিতে লাগিলেন।

দেশবিশেষের ক্রিতিজগুস্ত রাশিচক্রের সঙ্গিত পূর্বদিগ্-ভাগে যেখানে সম্পাত হয়, রাশিচক্রের সেই স্থানকে 'উদয়-লগ্ন' বা 'জন্মলগ্ন' বলে। রাশিচক্রে রবি প্রভৃতি গ্রহগণ ভ্রমণ করে। উহার উত্তর-দক্ষিণ চক্র—নানাধিক ৯° অংশ এবং পূর্ব-পশ্চিম চক্র—৩৬০° অংশে বিভক্ত। এই রাশি-চক্রের ষাটশ সমভাগে প্রত্যেক ৩০° অংশ লইয়া যে চক্রচাপ কল্পিত হয়, উহার নাম—'রাশি'। উদয়লগ্ন বা জন্মলগ্নের দ্বিতীয়প্রকৃতি রাশিক্রমে ধন, সহোদর, বজ্র, পুত্র বিজ্ঞা, রিপু, জায়া, নিধন, ভাগ্য, কর্ম, আয় ও ব্যয়,—এই ষাটশটি 'লগ্ন'।

প্রতি লগ্নে,—অর্থাৎ তমু প্রকৃতি ষাটশভাব-বিচারক লগ্নসমূহে; অঙ্কিত দেখেন,—আলৌকিক ফলসমূহ দর্শন করিলেন ॥ ৯ ॥

অকস্মাতে মেঘে গুরু অধিনী-নক্ষত্রে, সিংহে কেতু উত্তর-ফল্গুনীতে, চন্দ্র পূর্বফল্গুনীতে, বৃশ্চিকে শনি জ্যেষ্ঠায়, ধনুতে

ব্রহ্মপতি পূর্বাষাঢ়ায়, মকরে মঙ্গল শ্রবণায়, কুন্তে রবি পূর্ব-ভাদ্রপদে, রাহু পূর্বভাদ্রপদে নক্ষত্রে ও মীনে বুধ উত্তরভাদ্র-পদে; মেঘ লগ্ন। নবমাধিপতি মঙ্গল উচ্চ, শুক্র ও শনি উচ্চ-প্রায়, ব্রহ্মপতি স্বর্গতে মধ্যস্থানগত শুক্রকে দৃষ্টি করিতেছেন; দশমাধিপতি 'গুরুদৃষ্ট' শুক্র নবমে। জন্মকালী যথা,—

শক ১৪০৭।১০।২২।২৮।৪৫

দিনং

| | | |
|----|----|----|
| ৭ | ১১ | ৮ |
| ১৫ | ৫৪ | ৩৮ |
| ৪০ | ৩৭ | ৪০ |
| ১৩ | ৬ | ২৩ |

প্রভুর প্রত্যেক লগ্নভাব-দর্শনে চক্রবর্তী অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ ফল বিবেচনা করিলেন এবং প্রভুর রূপ-দর্শনে অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন; কেননা, প্রভু—স্বয়ংই স্বয়ংরূপ ভগবান্ ॥ ১০ ॥

লোকমধ্যে একটা ভবিষ্যদ্বাণী প্রচলিত ছিল যে, গোড়-দেশে ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব কোন মহাজনই 'রাজা' হইবেন। চক্রবর্তী মনে করিলেন,—এই বালকই, বোধ হয়, ভবিষ্যতে গোড়দেশে রাজা হইবেন, এবং পরে তাহা জানা যাইবে ॥ ১১ ॥

নীলাধর-চক্রবর্তী জ্যোতিষশাস্ত্রে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত ছিলেন, তিনি সকলের সমক্ষে প্রভুর বিভিন্ন ভাব-লগ্নের কথা যথাযথ বলিতে লাগিলেন। মহাজ্যোতির্বিৎ,—“এখে

উপস্থিত জনৈক বিপ্রের প্রভুর সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী—

সেইখানে বিপ্ররূপে এক মহাজন ।

প্রভুর ভবিষ্য-কর্ম করয়ে কথন ॥ ১৫ ॥

(১) প্রভুই সাক্ষাৎ নারায়ণ, (২) শুদ্ধসনাতন

শ্রীভাগবত-ধর্ম-সংস্থাপক—

বিপ্র বলে,—“এ শিশু সাক্ষাৎ নারায়ণ ।

ইঁহা হৈতে সর্বধর্ম হইবে স্থাপন ॥ ১৬ ॥

(৩) অনর্পিতচর কৃষ্ণপ্রেম প্রচারদ্বারা সর্বিজগৎকারক—

ইঁহা হইতে হইবেক অপূর্ব প্রচার ।

এই শিশু করিবে সর্ব-জগৎ উদ্ধার ॥ ১৭ ॥

(৪) সকলের দেবচর্চভ রম্যপ্রেম-লাভ—

ব্রহ্মা, শিব, শুক যাহা বাঞ্ছে অনুক্ষণ ।

ইঁহা হৈতে তাহা পাইবেক সর্বজন ॥ ১৮ ॥

(৫) দর্শনমাত্রে সর্বজীবের কৃষ্ণকীর্তন-চেষ্টা বা ভূতদয়া ও

জড়ভোগাসক্তি-রাক্ষিত্য এবং চৈতন্য-প্রেমোদয়—

সর্বভূত-দয়ালু, নির্বেদ দরশনে ।

সর্বজগতের শ্রীত হইব ইঁহানে ॥ ১৯ ॥

৬) অনাদি কৃষ্ণবহির্গুণ জীবের ও গৌর-রূপায়

তচ্চরণ-সেবার অধিকার লাভ—

অচোর কি দায়, বিষ্ণুজ্যোহী যে যবন ।

তাহারাও এ শিশুর ভজিবে চরণ ॥ ২০ ॥

(৭) বিপুলশ্রবা, (৮) সর্ববর্ণাশ্রমি-প্রণয়—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে কীর্তি গাইব ইঁহান ।

আ-বিপ্র এ শিশুরে করিবে প্রণাম ॥ ২১ ॥

(৯) সদ্ধর্মের মূর্ত্তবিগ্রহ, (১০) ব্রহ্মণ্যদেব,

গো-বিপ্র-হিত ও (১১) ভক্তবৎসল—

ভাগবত-ধর্মময় ইঁহান শরীর ।

দেব-দ্বিজ-গুরু পিতৃ-মাতৃ ভক্ত ধীর ॥ ২২ ॥

(১২) সাক্ষাৎসর্ববর্ণা বিষ্ণু-বিগ্রহ—

বিষ্ণু যেন অবতরি' লওয়ায়েন ধর্ম ।

সেইমত এ শিশু করিবে সর্ব-কর্ম ॥ ২৩ ॥

(১৩) অলৌকিক ও অপরিমেয় সর্বস্বলক্ষণময়—

লগ্নে যত কহে শুভ লক্ষণ ইঁহান ।

কর শক্তি আছে তাহা করিতে ব্যাখ্যান ? ২৪ ॥

তৈলে তণা মাংসে বৈথে জ্যোতিষিকে দ্বিজে । বাত্রায়াঃ
পথি নিদ্রায়াঃ মহচ্ছন্দো ন দীপ্যতে ॥”; কিন্তু এস্থলে ‘জ্যোতিষ-
শাস্ত্রে পারদর্শী বা পরম অভিজ্ঞ’ এই সহজ অর্থেই ব্যবহৃত ;
অথবা, ‘মহাজ্যোতির্বিজ্ঞ’-শব্দে পরমার্থ-বিষয়ে অভিজ্ঞ, কুশল
বা নিপুণ ॥ ১২ ॥

লগ্ন-গণনায় তিনি বাগকের মহিমা দেখিতে লাগিলেন ।
‘গাজা-হেন’ (রাজতুলা) অর্থাৎ সমোদ্ভব ; প্রকৃত প্রস্তাবে
বাগকের মাহাত্ম্য সূত্রেভাবে প্রকাশ করা যায় না ॥ ১৩ ॥

বৃহস্পতিই স্বর্গের দিব্য-বিচার অধিকারী ; মহাপ্রভু
সামান্য স্বর্গাদির প্রাথমিক বিচার অধিকার দ্বাভ করা
অপেক্ষা পরমার্থ বিচার বৃহস্পতিই করিতে পারিবেন
অর্থাৎ বৃহস্পতির অবতার সাক্ষ্যভৌম-ভট্টাচার্যের অক্ষজ-
জ্ঞানোৎ ব্রহ্মবিজ্ঞাধিকার স্বর্গোদয়ে অক্ষকারের হ্রাস বিনাশ
করিয়া শ্রীঅধোক্ষজ কৃষ্ণ-দেবা-রূপ পরা-বিচার আলোকিত
করিবেন । অভিজ্ঞানবাদী যে প্রকার বহুশ্রমদ্বারা ক্রমশঃ
বিজ্ঞাধিকার লাভ করেন, তদ্রূপ ক্রমচেষ্টা দ্বারা মহাপ্রভুর
বিজ্ঞা শিক্ষা করিতে হইবে না, তিনি সকলকল্যাণগুণৈক-

বারিধি ; স্মরণ্য বিচার সামান্য চলনাত্যেই সর্ববিজ্ঞা-পারদর্শন
হইবেন ॥ ১৪ ॥

লগ্ন-বিচারকালে একজন পরমার্গবিৎ মহাজন ব্রাহ্মণ-
রূপে উপস্থিত থাকিয়া মহাপ্রভুর ভবিষ্যৎদীপার দিব্যকর্ম-
মুঠান বা প্রেমভক্তি প্রচারের কথা বর্ণিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—এই বাগক স্বয়ংই সর্বেশ্বরেশ্বর সাক্ষাৎ
নারায়ণ ; ইঁহা-দ্বারাই ভিন্ন ভিন্ন দেবগণের স্ব-স্ব-ধর্ম প্রেতি-
ষ্ঠিত বিবদমান সর্বধর্মের সূত্র সমন্বয় ও সংস্থাপন হইবে ॥ ১৬ ॥

যাহা জগতে কোনও দিন প্রচারিত হয় নাই, সেই
অনর্পিতচরী উজ্জলগর-সম্বন্ধিনী কৃষ্ণ ভক্তিশোভা এই শিশুর
দ্বারাই সমগ্র জগজ্জীবের নিকট সমর্পিত হইবে । সমগ্র-
জগৎকে ইনি অত্যাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানবাদের সন্ধীর্ণতা
হইতে উদ্ধার করিয়া জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তিতে প্রতিষ্ঠিত
করিবেন ॥ ১৭ ॥

তথ্য । (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত ১৮, ৫৫—) “ব্রাহ্মণ যত্র
মুনীশ্বরৈরপি পুরা যস্মিন্ কাম্যমণ্ডলে কস্তাপি প্রবিবেশ নৈব
মিথগা যথৈব নো বা ওকঃ । যত্র কাপি রূপাময়েন চ নিজে-

প্রভূপিতা সূর্য্যভিশালী মিশ্রকে প্রণাম—
দগ্ধ ভূমি, মিশ্র-পূরন্দর ভাগ্যবান।

যাঁর এ নন্দন, তাঁরে রহক প্রণাম ॥ ২৫ ॥

প্রভুর নামকরণ—(১) শ্রীবিষ্মন্তর-নাম—

হেন কোপ্তী গগিলাও আমি ভাগ্যবান।

‘শ্রীবিষ্মন্তর’-নাম হইবে ইহান ॥ ২৬ ॥

(২) শ্রীনবদীপচন্দ্র-নাম ; প্রভুর পরানন্দ-বিগ্রহ—

ইহানে বলিবে লোক ‘নবদীপচন্দ্র’।

এ বালকে জানিহ কেবল পরানন্দ ॥ ২৭ ॥

বৎসল-রসে সন্ন্যাস বিকল্পভাবময় বলিয়া শচী ও মিশ্রসমীপে

প্রভুর ভাবি-সন্ন্যাসবার্ত্তা-গোপন—

হেন রসে পাছে হয় দুঃখের প্রকাশ।

অতএব না কহিলা প্রভুর সন্ন্যাস ॥ ২৮ ॥

মিশ্রের আনন্দ ও বিপ্রকে উপায়ন-প্রদানেচ্ছা—

শুনি’ জগন্নাথ-মিশ্র পুত্রের আখ্যান।

আনন্দে বিহ্বল, লিপ্তে দিতে চাহে দান ॥ ২৯ ॥

বিপ্র-পদে দরিত্র মিশ্রের আনন্দ-ক্রন্দন—

কিছু নাহি—সুদরিত্র, তথাপি আনন্দে।

বিপ্রের চরণে ধরি’ মিশ্রচন্দ্র কান্দে ॥ ৩০ ॥

মিশ্রচরণে ও বিপ্রের আনন্দ-ক্রন্দন—

সেহ বিপ্র কান্দে জগন্নাথ-পা’য়ে ধরি’।

আনন্দে সকল-লোক বলে ‘হরি’ ‘হরি’ ॥ ৩১ ॥

প্রভুর লগ্ন ও কোপ্তী-বিচার-শ্রবণে আত্মীয়-বজনগণের হর্ষধ্বনি—

দিব্য কোপ্তী শুনি’ যত বাক্যব সকল।

জয়-জয় দিয়া সবে করেন মজল ॥ ৩২ ॥

নানায়ন্তে বাদনারম্ভ—

ততক্ষণে আইল সকল বাজকার।

মুদল, সানাই, বংশী বাজয়ে অপার ॥ ৩৩ ॥

দেবীগণের মানবীকূপ ধারণপূর্ব্বক একত্র সমাগম—

দেবজ্ঞীয়ে নরজ্ঞীয়ে না পারি চিনিতে।

দেবে নরে একত্র হইল ভালমতে ॥ ৩৪ ॥

প্রভুর মস্তকে অদিতির আশীর্বাদ-জ্ঞাপন—

দেব-মাতা সব্য-হাতে ধাত্য-দুর্কা লৈয়া।

হাসি’ দেম প্রভু-শিরে ‘চিরায়ু’ বলিয়া ॥ ৩৫ ॥

নিত্যকাল জগতে প্রভুর প্রাকটা-প্রার্থনা—

চিরকাল পৃথিবীতে করহ প্রকাশ।

অতএব ‘চিরায়ু’ বলিয়া হৈল হাস ॥ ৩৬ ॥

মানবীকূপধারিণী দেবীগণকে দেগিয়া পরিচয়-গ্রহণে

শচী আদির সঙ্কোচ-বোধ—

অপূর্ব্ব সুন্দরী সবে শচী দেবী-দেখে।

বার্ত্তা জিজ্ঞাসিতে কারো না আইসে মুখে ॥ ৩৭ ॥

দেবীগণের শচীর পদধূলি-গ্রহণ—

শচীর চরণধূলি লয় দেবীগণ।

আনন্দে শচীর মুখে না আইসে বচন ॥ ৩৮ ॥

২পূর্ণাটীতঃ শৌরিণা তন্নিম্নজ্বলভক্তিবদ্ব্যনি স্মৃৎ খেলন্তি
গৌরপ্রিয়াঃ ॥” “মুগ্যাপি সা শিবশুকোদ্ধবনারদাষ্টৈরাশ্চর্য্য-
ভক্তিপদবী ন দবীয়সী নঃ। হর্ষোদ-বৈভবপতে ময়ি পামরে-
হপি চৈতন্ত্যচক্ষু যদি তে করুণাকটাক্ষঃ ॥”

ব্রহ্মা, রুদ্র, শুকদেব প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ও যাত্রা লাভ
করিতে সর্ব্বক্ষণ ইচ্ছা করেন, ইনি তাহা সকল-লোকের সহজ-
জ্ঞা করিবেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীমদ্রূপাং প্রভুর দর্শনে জগতে সকল লোক সর্ব্বপ্রাণীতে
দয়াদিচ্ছিত এবং স্মৃৎ-চুঃপে নিরপেক্ষ ও চৈতন্ত্যসবিগ্নত
গৌর-রূপে শ্রীতি লাভ করিবেন ॥ ১৯ ॥

তথ্য। (শ্রীচৈতন্ত্যচন্দ্রামৃত ২—) “ধর্ম্মাশ্রুতঃ সত্যত
পরমার্থিত এবাতাধর্ম্মে দৃষ্টং প্রাপ্তো ন তি পলু সত্যং সত্যিব্

কপি নো সন্। যদন্ত-শ্রীহরিরদম্বদাবাদমন্তঃ প্রনতাত্যাক্ষ-
র্গায়তাপ নিলুঠতি ত্তৌমি তং কপিদীশম ॥”

যবন-স্বভাবে বিষ্ণুবিদ্বেষ,—স্বাভাবিক, কিন্তু তাদৃশ যবন
ও নিজ-নিজ-বাবনিকরতি ‘অভক্তি’ ছাড়িয়া দিয়া শ্রীগৌরা
ঙ্গের অহুগমন করিবে ॥ ২০ ॥

ইহান—ইহাব। ব্রাহ্মণ—কমিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও অন্ত্যজ
বা মল্লেকাদি সকল-বর্ণের শূদ্র; তাদৃশ ব্রাহ্মণ ও এই বালককে
প্রণাম করিবেন এবং সমগ্র জগৎ ইহান বশঃ-সৌরভে
আমোদিত হইবে ॥ ২১ ॥

তথ্য। (ভা ৭।১।৬—) “ধর্ম্মমূলং তি ভগবান্ সর্ব্ববেদ-
ময়ো করিঃ। স্মৃতকৃ তদ্বিদাং রাজন যেন চাক্ষা প্রসীদতি ॥” ২২
স্থলদেহ ও মনঃসম্বন্ধি-সম্বন্ধস্বত্ব— উপাধিক-মাত্র ; নিত্য।

বেদগুহ ও ঐর্ষ্যময় বৈকুণ্ঠধামাদিক মাধুৰ্য্যময়

অভিন্ন-মধুবন শ্রীমাদ্ভগবৎ-যোগপীঠে প্রভুর

জন্মমহোৎসবানন্দের অবর্ণনীয়ত্ব—

কিবা আনন্দ হইল সে জগন্নাথ-ঘরে ।

বেদেতে অনন্তে তাহা বর্ণিতে না পারে ॥ ৩৯ ॥

লোক দেখে,—শচীগৃহে সর্ব-মদীয় ।

যে আনন্দ হইল, তাহা কহন না যায় ॥ ৪০ ॥

সর্বত্র শ্রীহরিনামধনি—

কি নগরে, কিবা ঘরে, কিবা গঙ্গাভীরে

নিরবধি সর্ব-লোক হরি-ধ্বনি করে ॥ ৪১ ॥

প্রভুর জন্মমহোৎসবানন্দাদির তৎপরা সকলেরই অজ্ঞাত—

জন্মযাত্রা-মহোৎসব, নিশায় গ্রহণে ।

আনন্দে করেন, কেহ মর্ম নাহি জানে ॥ ৪২ ॥

গৌরচন্দ্রোদয়-তিথি-মাহাত্ম্য (১) ব্রহ্মাদিরও বন্দ্য—

চৈতন্যের জন্মযাত্রা—ফাল্গুনী পূর্ণিমা ।

ব্রহ্মা-আদি এ তিথির করে আরাধনা ॥ ৪৩ ॥

(২) সাক্ষাৎকিয়রপিণী—

পরম-পবিত্র তিথি ভক্তি-স্বরূপিণী ।

বঁহি অবভার্গ হইলেন দ্বিজমণি ॥ ৪৪ ॥

গৌর-নিত্যানন্দ-প্রভুর আবির্ভাব-তিথিষয়—

নিত্যানন্দ-জন্ম মাঘীশুক্রা জন্মোদনী ।

গৌরচন্দ্র-প্রকাশ ফাল্গুনী পৌর্ণমাসী ॥ ৪৫ ॥

সর্বমঙ্গলময়ী তিথিষয়—

সর্ব-যাত্রা মঙ্গল এ দুই পুণ্যতিথি ।

সর্ব-শুভ-লগ্ন অমিঠান হয় ইথি ॥ ৪৬ ॥

মাধব-তিথি—ভক্তিজননী ও সযত্নে সেবনীয়

এতেকে এ দুই তিথি করিলে সেবন ।

কৃষ্ণ ভক্তি হয়, খণ্ডে অবিদ্যা-বন্ধন ॥ ৪৭ ॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আবির্ভাব-তিথি—সর্বসাধকেরই

অবশ্য পালনীয়

ঈশ্বরের জন্ম-তিথি যে-হেন পবিত্র ।

-বৈষ্ণবের সেইমত তিথির চরিত্র ॥ ৪৮ ॥

আত্মধর্মকেই ‘ভাগবত-ধর্ম’ বলে । এই শিশুর অপ্রাকৃত শরীর—সাক্ষাৎ ভগবৎসেবা-ধর্মময় অর্থাৎ মূর্ত কৃষ্ণসেবা-বিগ্রহ, স্তূপাং একান্ত বিষ্ণুভক্তিপর দেবতা, দ্বিজ, গুরু, পিতা, মাতা, প্রভৃতি গুরুবর্গের প্রতি আমুগতাদি সকল শ্রেষ্ঠগুণই ইহাতে বিद्यমান ॥ ২২ ॥

জগতে বিন্দু উপস্থিত হইলে দেবগণের প্রার্থনা-ফলে ভগবান্ বিষ্ণু অবতীর্ণ হইয়া সকল বিপত্তি হইতে দেব-মানবাদিকে রক্ষা করেন ; এই বালকও শ্রীবিষ্ণুর আঁর তাদৃশ বিক্রমবিশিষ্ট হইয়া সকল কর্মের সুপ্রতিষ্ঠা করিবেন ॥ ২৩ ॥

মিশ্রের পুত্রদর্শনে সকলে পুত্রের মহিমা বিচার করিয়া পিতা ‘পুরন্দর’ অর্থাৎ জগন্নাথ-মিশ্রকে, বহু ভাগ্যবান্ মনে করিয়া ও ধন্যবাদ দিতে দিতে প্রণাম করিলেন ॥ ২৫ ॥

বিশ্রী স্থির করিলেন যে, ‘এই বালক গণনা-ধারাই আমি ভাগ্যবান্ হইয়াছি, এবং এই শিশুর নাম—‘বিশ্বস্তর’ হইবে’ ॥ ২৬ ॥

এই শিশুকে লোকে ‘নবদীপচন্দ্র’ বলিয়া ডাকিবে ও অবিমিশ্র পরমানন্দময় বলিয়া জানিবে ॥ ২৭ ॥

সকল শুভলক্ষণের সহিত প্রভুর সন্ন্যাসের কথা জানিতে

পারিয়া তাদৃশ দুঃখবার্তা-ধারা পাছে রসভঙ্গ বা রস-বিপর্যয় হয়, এজন্ত সে-সকল কথা প্রকাশ করিলেন না ॥ ২৮ ॥

দিবাকোষ্ঠী, --দেবোচিত জাতচক্র ॥ ৩২ ॥

মৃদঙ্গ,—মাটির তৈয়্যারী গোলের উপরে চামড়ার সাজ বা দোয়ালধার, টান দেওয়া ও দক্ষিণ-বামপার্শ্বের চামড়ার উপরে ‘গাব’ দেওয়া এবং সঙ্গীতন-গানে ব্যবহৃত প্রসিদ্ধ বাজযন্ত্র । প্রভুর জন্মকালেও মৃদঙ্গের প্রচলন ছিল ।

মানাই,—ছিদ্রযুক্ত পিত্তলনির্মিত বাজযন্ত্র-বিশেষ ॥ ৩৩ ॥

ভগবজ্জন্ম হইয়াছে জানিয়া দেবস্বীগণ মর্ত্যের নারীগণের সহিত একত্র তদর্শনাভিলাষিণী হইয়া সমবেত হইলেন । সেই লোকসংঘটে কোন্টী দেবী, আর কোন্টীই বা মানবী, তাহা ভাল করিয়া চিনিতে পারা গেল না ॥ ৩৪ ॥

সব্য-হাতে,—এস্থলে, দক্ষিণ-হস্তে ; দেব-মাতা—কশ্যপ-মুনি-পত্নী অদिति ॥ ৩৫ ॥

রাজিতে চন্দ্রগ্রহণ হওয়ায় তদুপলক্ষে অজ্ঞাতসারে বহু-লোক মহাপ্রভুর জন্মমহোৎসব সম্পাদন করিলেন । গ্রহণো-পলক্ষে উৎসব হইলেও উহা যে প্রভুর জন্মোৎসব,—এ কথা তখন সাধারণ লোক বুঝিতে পারে নাই ॥ ৪২ ॥

গৌরাবির্ভাব-শ্রবণে হৃৎ-রাহিত্য ও নিত্যানন্দাপ্তি—
গৌরচন্দ্র-আবির্ভাব শুনে যেই জনে ।
কছু হৃৎ নাহি তার জন্মে বা মরণে ॥ ৪৯ ॥
গৌর-কথা-শ্রবণে গৌর-সেবক-লাভ—
শুনিলে চৈতন্ত-কথা ভক্তি-ফল ধরে ।
জন্মে-জন্মে চৈতন্তের সঙ্গে অবতরে ॥ ৫০ ॥

গৌরের জন্ম ও শৈশবলীলাবিত্ত আদিখণ্ডের শ্রোতবাতা—
আদিখণ্ড-কথা বড় শুনিলে স্মর ।
যঁহি অবতীর্ণ গৌরচন্দ্র মহেশ্বর ॥ ৫১ ॥
ত্রীগৌরলীলাসমূহের নিত্যসত্য ও সনাতন—
এ সব লীলার কছু নাহি পরিচ্ছেদ ।
'আবির্ভাব' 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥ ৫২ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ ও ত্রীচৈতন্তজন্মতিথি ফাল্গুনী
পূর্ণিমার আরাধনা করিয়া থাকেন ; ফাল্গুনী পূর্ণিমা—
ব্রহ্মসম্ময়ী অপ্ৰাকৃত তিথি ও সাক্ষাদভক্তিস্বরূপিনী ॥ ৪৪ ॥

তথ্য । (ব্রহ্মপুরাণে—) “তন্মাত্ৰং বিষ্ণুতিথৌ কেচিদ্বদন্তাঃ
পুণ্যং জনাঃ । যেহভ্যর্চয়ন্তি দেবেশং জাগ্রতঃ সমুপো-
ষতাঃ ॥ ন তেষাং বিঘ্নতে কাপি সংসারভয়মুদ্বগম্ । যত্র
তর্কস্তি তে দেশে কলিত্ত্বং ন তিষ্ঠতি ॥ যস্তাং সনাতনঃ
সাক্ষাৎ পুরাণঃ পুরুষোত্তমঃ । অবতীর্ণঃ ক্ষিতৌ সৈবা মুক্তি-
দতি কিমদ্বুতম্ ॥ ইদমেব পরং শ্রেয়ঃ ইদমেব পরং তথা ।
ইদমেব পরো ধর্মো যদ্বিকৃতধারণম্ ॥”

এই দুই পুণ্যতিথি—অর্থাৎ মাঘী শুক্লা ত্রয়োদশী ও
ফাল্গুনী পূর্ণিমা, এই তিথিবিশেষের সেবা করিলে বুদ্ধজীবের
বিঘ্না-বন্ধন ছিন্ন হয় এবং কৃষ্ণসেবা-প্ররুতি উন্মোচিত হয় ।
এই তিথিবিশেষ—জয়ন্তীত্রিত বা ভগবদাবির্ভাব-দিবস ; উপোষণ
প্রকৃতি-দ্বারা এবং মহোৎসবদিবস-দ্বারা এই তিথিবিশেষের সেবা হয় ।

ঈশ্বরের আবির্ভাব-তিথির ছায় ভগবদ্বক্তার জন্মতিথি ও
দ্রুপ পবিত্র ও তত্ত্বদ্বিষয়ে উৎসবাদি অবশ্য অমুচ্যে ॥ ৪৮ ॥

তথ্য । (ভাঃ ১১।১১২৩-২৪—) “প্রকালম্বৎকথাঃ শৃণু-
ভজা লোকপাবনীঃ । গায়ত্রীমন্ত্রম্ জম্বকর্ষচাভিনয়নং যুতঃ ॥
দর্পে ধর্মকামার্থানাচরনং মদপাশ্রয়ঃ । লভতে নিশ্চলাং ভক্তিং
যদ্ব্যব সনাতনে ॥”

ত্রীচৈতন্তদেবের কথা শ্রবণ করিলে জীবের সেবোন্মুখী
চেষ্টার উদয় হয় এবং পৃথিবীতে প্রত্যেক অবতারে ত্রীচৈতন্তের
হিত পার্শ্বরূপে শুভাগমন করিতে পারা যায় ॥ ৫০ ॥

তথ্য । ‘লীলার নাহি পরিচ্ছেদ’,—(চৈঃ চঃ মধ্য ২০
।: ৩৮-৩৯ সংখ্যায়—) “অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড, তার নাহিক
শন । কোন্ লীলা কোন্ ব্রহ্মাণ্ডে হয় প্রকটন ॥ এইমত সব
লীলা—যেন গঙ্গাধার । সে সে লীলা প্রকট করে ব্রহ্ম-
কুমার ॥ ক্রমে বাণ্য-পোগণ-কৈশোরতা-প্রাপ্তি । রাসাদি
লীলা করে, কৈশোরে নিত্য-স্থিতি ॥ ‘নিত্যলীলা’ কৃষ্ণের
সর্বশাস্ত্রে কয় । বুঝিতে না পারে কেমনে ‘নিত্য’ হয় ॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে । কৃষ্ণলীলা—নিত্য,
জ্যোতিষচক্র-প্রমাণে ॥ জ্যোতিষচক্রে সূর্য যেন ফিরে রাত্রি-
দিনে । সপ্তঋষীপাশুধি লজ্জি’ ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ রাত্রিদিনে হয়
যষ্টিদণ্ড-পরিমাণ । তিন-সহস্র ছয়-শত ‘পল’ তার মান ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে যষ্টিপল ক্রমোদয় । সেই এক ‘দণ্ড’, অষ্টদণ্ডে
‘প্রহর’ হয় ॥ এক-দুই-তিন-চারি-প্রহরে অন্ত হয় । চারি
প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥ একে কৃষ্ণের লীলা চৌদ্দ
মহন্তরে । ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি’ ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ * *
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলা-চক্র ফিরে । সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে
ক্রমে উদয় করে ॥ * * কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয়
অবস্থান । তাতে লীলা ‘নিত্য’ কহে নিগম-পুরাণ ॥”

(লগুভাগবতামৃতে পুঃ খঃ ৩৬৩, ৩৮৫-৩৯২ ও ৪২১,
৪২৪ সংখ্যায়—) “* * অজাদি-শূন্ত জন্মলীলাপানাদিকা ।
স্বচ্ছন্দতো নুকুলেন প্রাকট্যাং নীয়তে মুহঃ ॥” “অজো জন্ম-
বিহীনোহপি জাতো জন্মাবিরচরৎ ॥” “নথেকস্ত কলিজন্মঃ
জন্মিত্বক বিকথ্যতে । ইত্যশ্বত্থাঃ,—ভগবান্ অচিৎস্বার্থ্য-
বৈভবঃ । তত্র তত্র যথা বলিস্তেজোরূপেণ সন্নপি । জায়তে
মণি-কাষ্ঠাদেহৈভুঃ কঙ্কিদবাপ্য সঃ ॥ অনাদিম্বেব জন্মাদি-
লীলামেব তথাস্থতাম্ । হেতুনা কেনচিৎ কৃষ্ণঃ প্রোক্তগুণ্যৎ
কদাচনং ॥ স্ব-লীলা-কীর্ত্তিবিত্তারং লোকেষুহিদ্ভুক্তা । অস্ত
জন্মাদি-লীলানাং প্রাকটো হেতুরন্তমঃ ॥ তথা ভয়করভট্টৈঃ
পীড়্যমানেষু দানবৈঃ । প্রিয়েষু করুণাপ্যত্র হেতুরিত্যুক্তমেব
হি ॥ ভূমিভারাপহারায় ব্রহ্মাণ্ডেহুদ্বিশেষতঃ । অভ্যর্থনস্ত বস্ত
তত্ত্ববেদাম্বুজিকম্ । চেনজপি দিদ্ভুতেরন উৎকর্ষাত্মা নিজ-
প্রিয়াঃ । তাং তাং লীলাং ততঃ কৃষ্ণো দর্শয়েৎ তান্ কৃপানিধিঃ ॥

কুমার ॥ ক্রমে বাণ্য-পোগণ-কৈশোরতা-প্রাপ্তি । রাসাদি
লীলা করে, কৈশোরে নিত্য-স্থিতি ॥ ‘নিত্যলীলা’ কৃষ্ণের
সর্বশাস্ত্রে কয় । বুঝিতে না পারে কেমনে ‘নিত্য’ হয় ॥
দৃষ্টান্ত দিয়া কহি, তবে লোক সব জানে । কৃষ্ণলীলা—নিত্য,
জ্যোতিষচক্র-প্রমাণে ॥ জ্যোতিষচক্রে সূর্য যেন ফিরে রাত্রি-
দিনে । সপ্তঋষীপাশুধি লজ্জি’ ফিরে ক্রমে ক্রমে ॥ রাত্রিদিনে হয়
যষ্টিদণ্ড-পরিমাণ । তিন-সহস্র ছয়-শত ‘পল’ তার মান ॥
সূর্য্যোদয় হৈতে যষ্টিপল ক্রমোদয় । সেই এক ‘দণ্ড’, অষ্টদণ্ডে
‘প্রহর’ হয় ॥ এক-দুই-তিন-চারি-প্রহরে অন্ত হয় । চারি
প্রহর রাত্রি গেলে পুনঃ সূর্য্যোদয় ॥ একে কৃষ্ণের লীলা চৌদ্দ
মহন্তরে । ব্রহ্মাণ্ড-মণ্ডল ব্যাপি’ ক্রমে ক্রমে ফিরে ॥ * *
অলাতচক্রপ্রায় সেই লীলা-চক্র ফিরে । সব লীলা ব্রহ্মাণ্ডে
ক্রমে উদয় করে ॥ * * কোন ব্রহ্মাণ্ডে কোন লীলার হয়
অবস্থান । তাতে লীলা ‘নিত্য’ কহে নিগম-পুরাণ ॥”

গৌরুপা-প্রভাবেই অনাশ্রিত গৌরীলা-বর্ণনে যোগ্যতা—

চৈতন্যকথার আদি, অন্ত নাহি দেখি।

তাহান রূপায় যে বোলান, তাহা লিখি ॥ ৫৩ ॥

গ্রন্থকারের স্বাভাবিক দৈত্যাক্তি-জ্ঞাপন—

ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্র-পদে নমস্কার।

ইথে অপরাধ কিছু নহক আমার ॥ ৫৪ ॥

কৈরপি প্রেমবৈবশ্যভাগ্ভির্ভাগবতোত্তমৈঃ। অতাপি দৃশ্যতে
কৃষ্ণঃ ক্রীড়ন্বন্দ্যবানান্তরে ॥ ততঃ স্বয়ং প্রকাশত্বশক্ত্যা স্বেচ্ছা-
প্রকাশয়া। সোহ্ভিব্যক্তো ভবেদ্ভেদে ন নেত্রবিষয়তঃ ॥”

অর্থাৎ, শ্রীকৃষ্ণ যেমন আদি বা জন্মবিহীন (পূর্বকোটি-
রহিত), তাহার জন্মাদি-লীলাও তরুণ অনাদি; কেবল
নিরন্তর-স্বেচ্ছাক্রমেই ভগবান্ মুকুন্দ প্রপঞ্চে পুনঃ পুনঃ ঐ
জন্মাদি-লীলা প্রকটিত করাইয়া থাকেন। তিনি ‘অজ’
অর্থাৎ জন্মবিহীন হইয়াও জ্ঞাত হইয়াছিলেন অর্থাৎ জন্ম
আবিষ্কৃত করিয়াছিলেন। যদি বলা যায়, ‘একই জনের
অজ্ঞত্ব ও জন্মিত্ব ত’ পরস্পর বিরুদ্ধ?’ এই প্রশ্ন
পরিহার করিয়া বলিতেছেন,—শ্রীভগবান্ অচিন্ত্য ঐশ্বর্য-
বৈভবশালী অর্থাৎ স্বরূপগুণবিভূতিশীল বৈকুণ্ঠবস্ত্র ভগবান্
ও ভক্তের মধ্যে লেশমাত্রও বিকার না থাকায় তাহাদের
অজ্ঞত্ব, এবং প্রাকৃত দাতৃযোগ অর্থাৎ গুরুশোণিত-সঙ্গম
ব্যতিরেকে পূর্বদিকে সৃষ্টোদয়ের আয় শুদ্ধসম্বন্ধদ্বয়ে আবির্ভাব-
হেতু তাহাদের জন্মিত্ব—স্বপ্নাৎ সিদ্ধ। অনল যেমন সেই সেই
স্থলে তেজোরূপে বর্তমান থাকিয়াও কোনও কারণ অবলম্বন
করিয়াই মণি ও কাষ্ঠাদি হইতে উৎপন্ন হয়, তরুণ শ্রীকৃষ্ণও
কোন কালবিশেষে কোন কারণবশতঃ অনাদি ও অদ্বিত
জন্মাদি-লীলা প্রাকৃত করিয়া থাকেন। স্বীয় লীলা-কীর্তি-
বিস্তার-নিবন্ধন সাধক-ভক্তগণকে অগ্রগ্রহ করিবার ইচ্ছাই
তাহার জন্মাদিলীলা-প্রাকট্যের মুখ্য-কারণ; বিশেষতঃ,
ভীষণতর দানবগণকর্তৃক নিপীড়্যমান বশুদেবাদি প্রিয়তম
ভক্তগণের প্রতি করুণাও তাহার আবির্ভাবের মুখ্য হেতু।
অতাপি পৃথিবীর ভার-হরণার্থ ব্রহ্মাণি ~~কর্তৃক~~ পতি দেবগণের
যে স্তুতি, উহা তাহার আবির্ভাবের আনুসঙ্গিক অর্থাৎ গৌণ-
কারণ। যদি তাহার কোন কোন নিজ প্রিয়জন উৎকর্ষার্থ
হইয়া তাহাকে দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলেও রূপানিধি
কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সেই সেই লীলা তাহাদিগকে দেখাইয়া থাকেন।
অতাপি কোন কোন প্রেমভক্তিবিবশ ভাগ্যবান্ ভাগবতোত্তম
বন্দ্যবর্নে ক্রীড়াশীল শ্রীকৃষ্ণের দর্শনমুখ লাভ করেন। অতএব

সেই ভগবান্ই স্বেচ্ছায় প্রকাশমান স্বয়ং প্রকাশ-শক্তিধারা
নয়নের গোচরীভূত হন, কিন্তু জড়নেত্রের ‘বিষয়’ বলিয়া
জড়নেত্রে অভিব্যক্ত হন না। (ঐ ৪২৭ সংখ্যা—) “তথৈব
চ পুরাণেষু শ্রীমদ্ভাগবতাদিষু। প্রয়তে কৃষ্ণলীলানাং নিত্যতা
ক্ষুটমেব হি ॥” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীবলদেব বিত্বাভূষণ—

“অত্র প্রত্যবর্তিত্তে,—লীলারাঃ ক্রিয়ায়াং প্রত্যংশ-
মপ্যারম্ভপূর্ত্তিভ্যাং তন্তাঃ দিক্খিতাচ্যা, তে বিনা তৎস্বরূপং ন
সিধ্যৎ, তথা চ তদভ্যববৎ বিনাশধোবাং কথং সা
নিত্যোতি? অত্রোচ্যতে,—পরেণে হরো “একোহপি সন্
বহুধা যো বিভাতি” (গোঃ ভাঃ পূঃ ২০), “একানেক-
স্বরূপায়” (বিঃপূঃ ১২৩) ইত্যাদি প্রামাণ্যেণ আকারানন্ত্যাং,
“ন একধা ভবতি ত্রিধা” (ভাঃ উঃ ৬২৬২) ইত্যাদি
প্রামাণ্যেণ পার্শ্বদানন্ত্যাং, “পরমং পদমবভাতি ভূরি” (ঋক্
১৫৪৬) ইত্যাদি প্রামাণ্যেণ স্থানানন্ত্যাচ্চ নানিত্যত্বঃ তন্তাঃ।
তত্ত্বদাকারাদিগতয়োত্তমদারম্ভপূর্ত্ত্যোঃ সবেহপোকত্রৈকতত্ত্ব-
লীলাংশা যাবৎ সমাপ্যন্তে ন বা, তাবদেবাত্মাত্মারকান্তে
ভবেয়ুরিত্যেবমবিচ্ছেদাৎ সিদ্ধং নিত্যত্বম্। নহু অন্ত অবি-
চ্ছেদঃ, পৃথগারম্ভাৎ অত্রত্বং দ্বানিবারমতি চেৎ? উচ্যতে,—
কালভেদেনোদিতানামপেক্ষাকরণাং লীলানামৈক্যাং, যথা—
‘ষিঃ পাকোহনেন কৃতো, ন তু হো পাকাবিতি, ষির্গো-
শকোহয়মুচ্চারিতো, ন তু হো গো-শব্দাবিতি’ (ত্রঃ সূঃ ১৩
২৮—শঃ ভাঃ, ও ৩৩১১—গোঃ ভাঃ) পাতৈক্যং শব্দৈক্যঞ্চ
মত্বন্তে, তত্বং তত্ত্বদাকারাদীনাং চতুর্ণামেক্যাচ্চ ন কাচিচ্ছঙ্কা।
ইত্থঞ্চ ‘একো দেবো নিত্যলীলাহরক্তো ভক্তব্যাপী তত্ত্বদাকার-
রাশ্বা’ ইত্যাদি প্রত্যচ ॥”

অর্থাৎ, এইস্থলে প্রতিপক্ষ হইতেছে যে, লীলাটা ক্রিয়া-
বিশেষ বলিয়া, আরম্ভ ও পূরণ-দ্বারাই লীলার সিদ্ধি বলা
যাইতে পারে, তদ্ব্যতীত লীলার স্বরূপ সিদ্ধ হইতে পারে না;
বিশেষতঃ, আরম্ভ ও সমাপ্তিবিশিষ্ট বলিয়া বিনাশেরই নিশ্চয়তা-
নিবন্ধন লীলা কি-প্রকারে নিত্য হইতে পারে? তদ্বত্তরে
বলা যাইতেছে যে, “ভগবান্ বিষ্ণু—এক হইয়াও বহুরূপে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চন্দ্র জ্ঞান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৫৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরচন্দ্রজ্ঞান কোটীগণন-
বর্ণনং নাম তৃতীয়োহধ্যায়ঃ।

প্রকাশিত", "ভগবান্ বিষ্ণু—এক ও অনেক" ইত্যাদি গোপালতাপনী ও বিষ্ণুপুরাণাদির প্রমাণবাক্য-দ্বারা ভগবদাকারের আনন্দ্য, আবার, "তিনি—একপ্রকার, তিনপ্রকার" ইত্যাদি ছান্দোগ্যোপনিষদবাক্যদ্বারা ভগবৎপার্বদগণেরও আনন্দ্য, আবার, "কৃষ্ণের সেই পরমপদ প্রচুররূপে প্রকাশ পাইতেছে" এই ঋগ্‌যজুর্ভাষ্য ভগবন্তীলাস্থানেরও আনন্দ্য, — এই সব আনন্দ্য-নিবন্ধন লীলার অনিত্যতা ঘটিতেছে না। সেই সেই আকারগত ও প্রকাশগত সেই সেই লীলার আরম্ভ ও পূরণ-সম্বন্ধেও এক-এক-স্থলে সেই সেই লীলাংশ বাবৎ-কাল-পর্যন্ত সমাপ্ত বা অসমাপ্ত হয়, তাবৎকাল-পর্যন্ত অগ্ন্য সেইসকল লীলা আরম্ভ হইতে থাকে; এইরূপ বিচ্ছেদ না ঘটাইতেই 'লীলার নিত্যত্ব' সিদ্ধ হইতেছে। যদি বল, লীলার অবচ্ছেদ ঘটুক, আপত্তি নাই, কিন্তু পৃথক্ আরম্ভ-হেতু লীলার সমাপ্তিও তা' অবশ্যজ্ঞাবী? তাহার উত্তর এই যে, কালভেদে কথিত হইলেও একই-রূপবিশিষ্ট লীলাসমূহের ঐক্যই স্বীকৃত; (শাকর ও গোবিন্দ-ভাষ্যে—) যেমন, 'কোন ব্যক্তি পাক করিয়াছে, পাক করিয়াছে' দুইবার বলা হইলেও একই পাক-ক্রিয়ার দুইবার অমুষ্ঠান ব্যতীত পাকঘর বুঝা যায় না, অথবা, যেমন 'গোঃ', 'গোঃ' বলিয়া দুইবার উচ্চারণ করিলেও একই গো-শব্দের দুইবার উচ্চারণ ব্যতীত দুইটা গরু বুঝা যায় না, তজ্জপ তাঁহার চতুর্বিধ আকারাদিরও ঐক্যনিবন্ধন, কোন আশঙ্কা নাই। "একমাত্র সেই ভগবান্ বিষ্ণুই নিত্যলীলাম্বরূপ ভক্তব্যাপক, এবং ভক্তগণের হৃদয়ে আত্মরূপে বিরাজ করেন" ইত্যাদি প্রতিবাক্যেও এইরূপই উদাহৃত আছে।

ভা ৩২১৫, ১০১১৩, ১০১৪২২ ও ১১০১২৬ এবং (বৃহদবৈকবে—) "নিত্যাবতারো ভগবান্ নিত্যমুর্জিগৎপতিঃ। নিত্যরূপো নিত্যগন্ধো নিত্যোখ্যাত্মাত্মভূঃ" (পদ্মপুরাণে পাতালপাণ্ডে ৭৩১৭, ২৫—) "পশু স্বাং দর্শয়িষ্যামি স্বরূপং বেদগোপিতম্", "ইদমেব বদন্ত্যেতে বেদাঃ কারণকারণম্। সত্যং ব্যাপি পরানন্দং চিদ্বনং শাস্তং শিবম্" "অনামরূপ এবাং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। অকর্ষেতি চ যো বৈদেঃ স্মৃতি-চাভিধীয়তে" "সচ্চিদানন্দরূপাং সত্যং কৃষ্ণোহধোকো-"

২পাসৌ। নিজশব্দে: প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ" (মহাভা: শা: প: ৩৪১ অ: ৪৩-৪৪—) "এতৎ স্বয়ং ন বিজ্ঞেয়ং রূপবানিতি দৃশ্যতে। ইচ্ছন্ মুহুর্তাং নগ্নেয়ম্ দ্রিশোহং জগতাং গুরুঃ"। ময়া হেবা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশুসি নারদ। সর্গভূতগুণৈর্ঘৃক্তং নৈব স্বং জ্ঞাতুর্হসি" (বাসুদেবোপনিষৎ ৩৫—) "মদ্রূপমধ্বং ব্রহ্ম মধ্যাত্ত্ববিবর্জিতম্। স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্তা জ্ঞানতি চাব্যম্" (বাসুদেবোপনিষৎ—) "অপ্রসিদ্ধেত্তদগুণানাম্ অনাম্যাদৌ প্রকীর্তিতাঃ। অপ্রাকৃত-ভাদ্ররূপভাপ্যরূপোহসাব্দীর্ঘ্যতে। সম্বন্ধেন প্রধানস্ত হরে-নাশ্তোব কর্তৃত্বা। অকর্তারমতঃ প্রোক্তঃ পুরাণং তং পুরাবিধঃ" (নারায়ণাধ্যায়ে—) "নিত্যাবাক্রোহপি ভগবান্ দ্রেক্ষ্যতে নিজশক্তিভিঃ। তামুতে পরমায়ানং কঃ পণ্ডিতামিতং প্রভুম্"।

আবির্ভাব-তিরোভাব,—(এক্স ও পুরাণে—) "অনাদেয়-মহেশ্বর রূপং ভগবতো হরে:। আবির্ভাবতিরোভাববাক্রো-গ্রহ-মোচনে"। (ভা ৪১২৩১১ শ্লোকের শ্রীমদ্রূপ ভাগবত-তাৎপর্যে—) "আবির্ভাব-তিরোভাবৌ জ্ঞানস্ত জ্ঞানিনোহপি তু। অপেক্ষাজ্ঞপ্তা জ্ঞানমুৎপন্নমিতি চোচ্যতে"।

কহে 'বেদ',— "একো বশী সর্গগ: কৃষ্ণ দ্রৈব্য: একোহপি সন্ বচসা যো বিভাতি," "নিত্যো নিত্যানাং চেতনচেতনা-নামেকো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্" (গো: তা: পু: ২০. ২১); "স একধা ভবতি ত্রিধা" (ছা: উ: ৭১২৬১), "অজো-হপি সন্নবায়ান্মা" (গী ৪১৬) ইত্যাদি উপনিষদবচন দ্রষ্টব্য।

ভগবানের লীলা—অলাতচক্রের স্থায় অপরিচ্ছিন্না ও অপ্ৰতিহতা, কর্মফলভোগীর বিরূত-ধারণোপ নশ্বর-কাল-ক্ষোভা ক্রিয়া নহে। শুদ্ধস্ববিগ্রহ নিত্যবস্তুর প্রপঞ্চ শুভা-গমন ও প্রপঞ্চ হইতে অপ্ৰকাশ প্রকৃতি শব্দদ্বারা বেদশাস্ত্র অনিত্যজগতে নিত্যলীলারই 'অভ্যুদয়' হয় বলিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব—অসীম পূর্ণবস্ত, তদভিন্ন কণারও প্রারম্ভ বা শেষ নাই। তিনি—স্বতয়েচ্ছ ও জীবের নিয়ামক, স্তব্র্যাস তিনি যাহা স্বকৃষ্টি করাষ্টেছেন, তাহাষ্ট আমি শ্রোতপন্থায় লিখিতেছি ॥ ৫২-৫৩ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায়।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গৌরহরির বাল্যচরিত্র, শিশুরূপী গৌরের নিষ্কমণ, নামকরণ এবং চৌরধ্বজ-কর্তৃক বাণক নিমাইর অপহরণ ও বিষ্ণুমায়ায় মোহিত হইয়া স্বগৃহস্থলে মিশ্রভবনে আগমনপূর্বক চৌরধ্বজের বালককে প্রত্যাগণ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শচী ও জগন্নাথের আনন্দ বর্দ্ধন করিয়া গৌরচন্দ্র দিন দিন অমৃত বাল্যলীলা-সমূহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। সৰ্ব্ববাবতার শ্রীবিষ্ণুরূপ ও গৌরহরিকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিয়া সেবা করিতে লাগিলেন। বাৎসল্যরসানুভূতি আশ্রয় গৌর-গোপালকে 'বিষ্ণুরক্ষা', 'দেবীরক্ষা', 'অপরাজিতা-স্তোত্র' ও 'নৃসিংহ-মন্ত্রাদি' দ্বারা রক্ষা করিবার বাগ্মতা দেখাইয়া স্ব-স্ব-ভগবৎপ্রীতি-পরাকাষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিলেন। নিষ্কমণ-সংস্কারোপলক্ষে বাগ্মগীতা-সহকারে শচীদেবী স্বজন-পরি-বেষ্টিত হইয়া গঙ্গা ও যমুনা-সম্পাদনের অভিনয়দ্বারা স্বীয় শুদ্ধবাস্তব-রস-পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিলেন। বালকরূপী গৌর ক্রন্দনচ্ছলে সঙ্কলের মুখ হইতে 'হরিনাম' আদায় করিয়া শচীভবনকে সর্বদা ক্লক্কোলাহলে মুগ্ধিত করিতেন। কোন দিন বা 'চারি মাসের বালক' গৌর-গোপাল জনক-জননীর অমুপস্থিতি-কালে গৃহের যাবতীয় সামগ্রী ভূতলে বিক্ষিপ্ত করিবার পর জননীর আগমন বৃদ্ধিবা-মাত্র শয্যোপরি শয়ান থাকিয়া রোদন করিতে থাকিতেন। শচীমাতা হরিশ্ৰবণ-দ্বারা বালকের ক্রন্দন নিবৃত্ত করিবার পর গৃহের ঐরূপ অবস্থা দেখিতে পাইয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইতেন। জগন্নাথমিশ্র প্রভৃতি অস্ত্রা বৎসল-রসিক-গণও প্রেমের স্বভাব-বশতঃ চারি মাসের বালকের পক্ষে ঐ-রূপ কার্য সম্ভব নহে জানিয়া, কেহ কোন দানব 'রক্ষা-মন্ত্রে' সংরক্ষিত শিশুর বিষয় করিতে অসমর্থ হইয়া গৃহদামগ্রীর অপচয়-সাধন-দ্বারা স্বীয় ক্রোধ-পিপাসা চরিতার্থ করিয়াছে, স্থির করিতেন। ক্রমে নিমাইর নামকরণ-সংস্কার-কাণ উপস্থিত হইলে, বিষ্ণুদেব নীলাধর চক্রবর্তী ও গৌরপ্রীতি-পরায়ণ পতিব্রতাগণ নামকরণোৎসব-দিবসে শচীভবনে সম-

পস্থিত হইলেন। বালকের আবির্ভাবে সর্বদেশ প্রফুল্লিত, সর্বদুঃখ বিদূরিত, জগৎশতক্রেত্বেপরি ভক্তিকাদম্বিনী-ধারা বর্ষিত ও কীর্তন-হর্ষিক দূরীভূত হইয়াছে বলিয়া বিষ্ণুদেব বিচারপূর্বক গৌরহরির 'বিশ্বস্তর'-নাম রাখিলেন। অস্ত্রা অবতারেও বিশ্বপালনকর্তা শ্রীভগবানের 'বিশ্বস্তর'-নাম দৃষ্ট হয়। কোষ্ঠীর গণনা অনুসারেও গৌরহরি বিষ্ণুর অবতার-সমূহের মূল-দীপস্বরূপ স্বয়ংরূপ তত্ত্ব বলিয়া নিরূপিত হইলেন। বাৎসল্যরসানুভূতি পতিব্রতাগণ বালকের 'চিরায়ু' কামনা করিয়া যমের মুখে তিক্তবোধক 'নিম্ব' হইতে 'নিমাই'-নাম রাখিলেন। অতএব বিষ্ণুদেব-কর্তৃক রক্ষিত 'বিশ্বস্তর'-নামটি—'আদি' এবং পতিব্রতাগণ-কর্তৃক রক্ষিত 'নিমাই' নামটি—'দ্বিতীয়'। নামকরণ-সময়ে বালকের রুচি পরীক্ষা করিবার প্রণালী-অনুসারে যখন জগন্নাথমিশ্র নিমাইর সমুখে ধাত্ত, খই, স্বর্ণ, রজত ও শ্রীমদ্ভাগবত উপস্থাপিত করিলেন, নিমাই তখন বৈশ্রোচিত স্বভাবের অমুকুল ধাত্ত, খই, স্বর্ণ, রজত প্রভৃতি বাগ্মজ্য-দ্রব্য পরিত্যাগ করিয়া 'শ্রীমদ্ভাগবত' ধারণ-পূর্বক ত্রাণোচিত বৃত্তের পরিচয় প্রদান করিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে নিমাই জাম্ব-চক্রমণ-লীলা-দ্বারা সকলকেই মোহিত করিতে লাগিলেন। একদিন অঙ্গনে শেষ-সর্পকে দেখিয়া গৌর-নারায়ণ তাঁহাকে লইয়া কিছুক্ষণ খেলা করিয়া ও কুণ্ডলীকৃত সর্পের উপর শয়ন করিয়া স্বীয় শেষ-শায়ি-লীলা প্রদর্শন করিলেন। সর্প হইতে নিমাইর বিপদাশঙ্ক্য ভীত হইয়া সকলে ক্রন্দন করিতে থাকায় সর্প আপনিই চলিয়া গেল। নিমাইর অপকরণ-রূপ-দর্শনে নিমাইকে 'মহাপুরুষ' বলিয়া শচী ও জগন্নাথের ধারণা হইল। বালক নিমাই 'হরিশ্ৰবণ' শ্রবণ করিবা-মাত্র সহাস্তবদনে নৃত্য করিতে থাকিতেন। যেকাল পর্য্যন্ত উক্ত হরিশ্ৰবণ শ্রবণ করিতে না পাইতেন, সেকাল পর্য্যন্ত বালক কিছুতেই ক্রন্দন হইতে নিবৃত্ত হইতেন না। স্তবরাং উষাকাল হইতেই নারীগণ বালককে বেষ্টন করিয়া করতালির সহিত উচ্চৈঃস্বরে সঙ্কীৰ্ত্তন করিতে থাকিতেন এবং নিমাইও নৃত্য ও ধুলায় গড়াগড়ি দিতেন। পরিচিত বা অপরিচিত, সকল লোকই প্রভুর রূপে

আকৃষ্ট হইয়া তাঁহাকে ‘সন্দেশ’, ‘কলা’ প্রভৃতি খাণ্ডদ্রব্য প্রদান করিলে, প্রভুও সেইসকল সামগ্রী লইয়া আসিয়া যে-সকল নারী হরিসকীর্তন করিতেন, তাঁহাদিগকে প্রসাদস্বরূপ ঐ-সকল প্রদান করিতেন। কখনও বা, নিমাই প্রতিবেশি-দিগের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাদিগের গৃহস্থিত ছদ্ম বা অন্ন প্রভৃতি পান বা ভোজন করিয়া গৃহদ্রব্যাদি নষ্ট করিবার লীলা প্রদর্শন করিতেন। একদিন নিমাই বাটার বাহিরে

ক্রীড়া করিতেছিলেন; বালকরূপী গৌরের শ্রীঅঙ্গস্থিত অলঙ্কারের লোভে ছইটা চোর তাঁহাকে চুরি করিয়া লইয়া যায়, পরে বিষ্ণুমায়্য মোহিত হইয়া তাহারা নিজেরাই তাঁহাকে শ্রীজগন্নাথের গৃহে পুনরায় রাখিয়া গেল, কিন্তু প্রভুর নিকট চোরাপহরণ-বৃত্তান্ত শুনিয়াও মিশ্রপ্রমুখ উপস্থিত কোন ব্যক্তিই প্রভুর মায়্যায় প্রভুর লীলা বুঝিতে পারিলেন না (গৌঃ ভাঃ)।

জয় জয় কমল-নয়ন গৌরচন্দ্র।

জয় জয় ভোমার প্রেমের ভক্তবৃন্দ ॥ ১ ॥

নিরন্তর সেবার্থ গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রভুর নিকট-
রূপা-দৃষ্টি-প্রার্থনা—

হেন শুভ-দৃষ্টি প্রভু করহ অ-মায়্যায়।

অহর্নিশ চিন্তা যেন ভজয়ে ভোমায় ॥ ২ ॥

স্মৃতিকা-হুহু প্রভুর লীলা; প্রভুমুখ-দর্শনে
বিপ্রদম্পতির মহানন্দ—

হেনমতে প্রকাশ হইল গৌরচন্দ্র।

শচী-গৃহে দিনে-দিনে বাড়য়ে আনন্দ ॥ ৩ ॥

পুঞ্জের শ্রীমুখ দেখি’ ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণ।

আনন্দ-সাগরে দৌড়ে ভাসে অমুক্ষণ ॥ ৪ ॥

অপ্রাকৃত-স্নেহময় শ্রীবিষ্ণুরূপকর্তৃক প্রভুকে অঙ্কে
ধারণপূর্বক সেবন—

তাইরে দেখিয়া বিষ্ণুরূপ ভগবান্।

হাসিয়া করেন কোলে আনন্দের ধাম ॥ ৫ ॥

স্নেহাতিশয্যাবশে আত্মীয়-স্বজনগণের প্রভুকে সর্বক্ষণ আবেষ্টন—

যত আগ্রবর্গ আছে সর্ব পরিকরে।

অহর্নিশ সবে থাকি’ বালকে আবরে ॥ ৬ ॥

শিশু-প্রভুর বিপদাশার্থ ও রক্ষণার্থ ‘রক্ষা’-মন্ত্রারতি—

‘বিষ্ণু-রক্ষা’ পড়ে কেহ ‘দেবী-রক্ষা’ পড়ে।

মন্ত্র পড়ি’ ঘর কেহ চারিদিকে বেড়ে ॥ ৭ ॥

হরিনামকীর্তন-শ্রবণে শিশুপ্রভুর ক্রন্দন নিরন্তি—

তাবৎ কান্দেন প্রভু কমললোচন।

হরিনাম শুনিলে রহেন ভক্তজন ॥ ৮ ॥

উক্ত রহস্ত-মর্থ বুঝিয়া সকলেরই তদনুসরণ—

পরম সঙ্কেত এই সবে বুঝিলেন।

কান্দিলেই হরিনাম সবেই লয়েন ॥ ৯ ॥

প্রভুকে সকলের দ্বারাই অমুক্ষণ আবেষ্টিত-দর্শনে দেবগণের
কৌতুক-ভয়-প্রদর্শন—

সর্ব-লোকে আবরিয়া থাকে সর্বক্ষণ।

কৌতুক করয়ে যে রসিক দেবগণ ॥ ১০ ॥

গৌড়ীয়-ভাষা

কমল-নয়ন,—অরবিন্দাক্ষ, পদ্মপলাশ-গোচন।

শ্রীগৌরোদ্ভবের জয় ও তাঁহার প্রতি শ্রীতিভাবাপন্ন ভক্ত-গণের জয়। কতিপয় কনিষ্ঠ ভক্ত তাহা বুঝিতে না পারিয়া কেবলমাত্র মহাপ্রভুরই জয় দিয়া থাকেন, কিন্তু তাঁহার প্রেম-ময় ভক্তগণের জয় উচ্চারণ না করিয়া মাৎসর্য্যবশে স্ব-স্ব-নারকী চিন্তাবৃত্তির পরিচয় দেন। ঐ সকল অভক্তের সঙ্কীর্ণতা

নষ্ট করিবার জন্তই বৈষ্ণবাচার্য্য গ্রন্থকার ভগবৎপরিকর-জ্ঞানে ভক্তের জয় গান করেন ॥ ১ ॥

অমায়্য,—নিরন্তরকূহক, নির্ম্যাণীক, অটকতব বা নিকটপট; ভা ১।৩।৩৮ শ্লোকস্থিত ‘অমায়্য’-পদের ব্যাখ্যায় শ্রীধরস্বামি-পাদ ‘অকুটিলভাবে’ লিখিয়াছেন। মায়্য-প্রোত্তারিত আবৃত ও বিক্ষিপ্ত অক্ষর-দর্শনে জীবের ভোগ, কিন্তু ভগবৎপ্রাপ্তিতে

কোন দেব অলঙ্কিতে গৃহেতে সাজায় ।

ছায়া দেখি' সবে বোলে,—‘এই চোর যায়’ ॥১১॥

দেবগণের ছায়া বা স্বন্দেহ-দর্শনে ভীত আত্মীয়গণের

শ্রীনৃসিংহ ও চণ্ডীস্তব-পাঠ—

‘নরসিংহ’ ‘নরসিংহ’ কেহ করে ধ্বনি ।

‘অপরাজিতার স্তোত্র’ কারো মুখে শুনি ॥ ১২ ॥

মন্ত্রদ্বারা শচীগৃহ-বেষ্টন—

নানা-মন্ত্রে কেহ দশ দিক বন্ধ করে ।

উঠিল পরম কলরব শচী-ঘরে ॥ ১৩ ॥

দেবগণের প্রভুদর্শনার্থ আগমন ও দর্শনান্তে নির্গমন-

দর্শনে সকলের চোর-দ্রুম—

প্রভু দেখি' গৃহের বাহিরে দেব যায় ।

সবে বোলে,—‘এইমত আসে ও পালায়’ ॥ ১৪ ॥

কেহ বোলে,—‘ধর, ধর, এই চোর যায়’ ।

‘নৃসিংহ’ ‘নৃসিংহ’ কেহ ডাকয়ে সদায় ॥ ১৫ ॥

নৃসিংহ-মন্ত্রবিৎ বৈতুর্করূপ ছায়াক্রুপী দেবতাকে

শাসন, দেবতার গোপনে কোতুক-হাস্ত—

কোন ওঝা বোলে,—‘আজি এড়াইলি ভাল ।

না জানিস নৃসিংহের প্রতাপ বিশাল ॥’ ১৬ ॥

সেইখানে থাকি' দেব হাসে অলঙ্কিতে ।

পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে ॥ ১৭ ॥

মাসান্তে নিষ্ক্রমণ-সংস্কার ; বাত্মগীতাদির

মধ্যে শচীর গঙ্গাস্নান—

বালক-উত্থান-পর্বে যত নারীগণ ।

শচী-স্নেহে গঙ্গা-স্নানে করিলা গমন ॥ ১৮ ॥

অনার্যত, অবিক্ষিপ্ত, শুদ্ধ-বৈকুণ্ঠ-দর্শনে ভোগরাহিত্য স্থচিত হয় ; উহাই কৃষ্ণের ‘অমায়্য’ শুভদৃষ্টি বা কৃপা-প্রসাদ । তৎফলে জীব সর্বক্ষণ নির্মল শুদ্ধস্ব-চিত্তে ভগবানের নির্মল সেবা করিতে সমর্থ হয় । এই পক্ষে গ্রন্থকারের আশীর্বাদ-প্রার্থনা স্থচিত হইতেছে ॥ ২ ॥

ব্রাহ্মণী,—শচীদেবী, এবং ব্রাহ্মণ,—পুরন্দর বা জগন্নাথ-মিশ্র ॥ ৪ ॥

আবরে,—আবরণ বা বেষ্টন করিয়া রক্ষা করে ॥ ৬ ॥

বিষ্ণুরক্ষা,—বিষ্ণুকর্তৃক সর্ববিঘ্ন বিনাশপূরক রক্ষণীয়-বস্তুকে রক্ষা করিবার উদ্দেশে বিষ্ণুর স্তবমন্ত্র-পাঠ । দেবীরক্ষা,—দেবীকর্তৃক রক্ষণীয় বস্তুর রক্ষা-কল্পে হুগীর স্তবমন্ত্র-পাঠ । বেড়ে,—অর্থাৎ বেষ্টন করে ॥ ৭ ॥

রহেন,—থামেন, বিরত হন ; (অতাপি পূর্ববঙ্গে এই অর্থেই ক্রিয়া-পদটা ব্যবহৃত হয়) ॥ ৮ ॥

হরিনাম উচ্চারণ না করিলেই পুণ্য ক্রন্দন-বৃদ্ধি এবং হরিনাম উচ্চারণ করিলেই প্রভুর ক্রন্দন-নিবৃত্তি হয়,—সকলেই এইরূপ ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া তাহার নিকট হরিনাম গ্রহণ করিতেন । “ধাছারে দেখিলে মুখে আইসে কৃষ্ণনাম । তাহারে জানিবে তুমি বৈষ্ণব-প্রধান ॥” এই মহাভাগবত-লক্ষণ মহা-প্রভু রামানন্দ-বস্তুকে পরে স্পষ্টভাবে জানাইয়াছিলেন ॥ ৯ ॥

ভগবান্ গোবরহরি সর্বদা বহলোক-বেষ্টিত হইয়া থাকিতে

ইচ্ছা করিয়াছিলেন । তিনি শিশুকাল হইতেই বহলোকের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণনাম-যজ্ঞাচুটান প্রবর্তন করেন । অশোকাত্ম্যামৃতাদার সর্ববিঘ্নবিনাশন সাক্ষাত্ত্বগবানের অতিনিকটে অবস্থান-সম্বন্ধেও প্রভুর আগ্রহবর্গকে বিঘ্ন-ভীত দেখিয়া কোতুক-রস-রসিক দেবগণ একটু কোতুক-করিবার উদ্দেশে তাহাদিগকে আরও ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

সান্তায়,—‘সামায়’ বা ‘সাক্ষায়’ অর্থাৎ প্রবেশ করে ॥ ১১ ॥

বিপদছাড়ারের জন্ত তৎকালে শ্রীনৃসিংহ-নামোচ্চারণ-প্রথা প্রচলিত ছিল ; আবার শক্তি-উপাসনা-প্রিয় কেহ কেহ অপরাজিতা-দেবী-স্তোত্রও পাঠ করিতেন ॥ ১২ ॥

বিঘ্নপ্রবেশ-রহিত করিবার উদ্দেশে তৎকালে আভিচারিক মন্ত্রের দ্বারা দশদিক আবদ্ধ করিবার প্রথা প্রচলিত ছিল ॥ ১৩ ॥

পাঠান্তরে, “সবে বোলে, এই জাতহারিণী পলায়” ॥ ১৪ ॥

ওঝা,—উপাধায়-শব্দের অপভ্রংশ, ভূতপ্রেত বা সর্পের

চিহ্নিকংসক মন্ত্রবিৎ পণ্ডিত । নৃসিংহমন্ত্রের বিশাল প্রতাপ—ভূত-প্রেতাদি অপদেবযোনির পক্ষে অত্যন্ত প্রচণ্ড ও অসহ ॥

বালকোত্থান পর্বে,—নিষ্ক্রমণ-সংস্কার । পুরাকালে শিশুর জন্মাবধি প্রসূতিকে চারিমাসকাল প্রসব(স্থতিকা)-গৃহে বাস করিতে হইত । এই পর্বে ‘স্ব্যাদর্শন-সংস্কার’-নামেও কথিত হইত । বর্জমান-কালে, ষড়্ভাতির একবিংশতি-দিবসে এবং শূদ্রের একমাস-কাল জননাশোচ স্থিরীকৃত হইয়াছে । শ্রীম-

বাদ্য-গীত-কোলাহলে করি' গজা-স্নান।
 আগে গজা পূজি' তবে গেলা 'যজ্ঞস্থান' ॥ ১৯ ॥
 পুত্রৈককল্যাণকামিনী শচীমাতার গৃহে প্রত্যাবর্তন—
 যথাবিধি পূজি' সব দেবের চরণ।
 আইলেন গৃহে পরিপূর্ণ নারীগণ ॥ ২০ ॥
 সকল-নারীকে স্ত্রী-আচার দ্বারা যথাযোগ্য সম্মান—
 'খই, কলা, তৈল, সিন্দূর, গুয়া, পান।
 সবারে দিলেন আই করিয়া সম্মান ॥ ২১ ॥
 নারীগণের শিশুপ্রভুকে আদর্শদাস্তে গৃহে প্রত্যাবর্তন—
 বালকেরে আশিষিয়া সর্ব-নারীগণ।
 চলিলেন গৃহে, বন্দি' আইর চরণ ॥ ২২ ॥
 প্রভু-কৃপা ব্যতীত প্রভুর শৈশবলীলার ছেড়ে যত—
 হেনমতে বৈসে প্রভু আপন-লীলায়।
 কে ভানে জানিতে পারে, যদি না জানায় ॥ ২৩ ॥
 ক্রন্দনচ্ছলে সকলকে হরিনামোচ্চারণে প্রবর্তন—
 করাইতে চাহে প্রভু আপন-কীর্তন।
 এতদর্থে করে প্রভু সখনে রোদন ॥ ২৪ ॥
 নারীগণের শাসনা-মুখেও প্রভুর ক্রন্দন-বৃদ্ধি—
 যত যত প্রবেশ করয়ে নারীগণ।
 প্রভু পুনঃ পুনঃ করি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৫ ॥
 হরিনামোচ্চারণ-মাজেই প্রভুর ক্রন্দন-নিবৃত্তি ও
 সহাস্ত অবলোকন—
 'হরি হরি' বলি' যদি ডাকে সর্বজনে।
 তবে প্রভু হাসি' চা'ন শ্রীচন্দ্রবদনে ॥ ২৬ ॥
 প্রভুর অভিপ্রায়সূত্রে তৎসন্তোষণার্থ সকলের
 হরিনাম-কীর্তন—
 জানিয়া প্রভুর চিত্ত সর্বজন মেলি'।
 সদাই বলেন 'হরি' দিয়া করতালি ॥ ২৭ ॥

শচীগৃহে নিরন্তর হরিস্তব—
 আনন্দে করয়ে সবে হরিসকীর্তন।
 হরিনামে পূর্ণ হৈল শচীর ভবন ॥ ২৮ ॥
 গৌর-গোপালের গুণ-লীলা—
 এইমতে বৈসে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে।
 গুপ্তভাবে গোপালের প্রায় কেলি করে ॥ ২৯ ॥
 সকলের অমুপস্থিতি-কালে গোপনে ইতস্ততঃ
 গৃহদ্রব্যাদি-বিক্ষেপণ—
 যে-সময়, যখন না থাকে কেহ ঘরে।
 যে-কিছু থাকয়ে ঘরে, সকল বিধারে ॥ ৩০ ॥
 বিধারিয়া সকল ফেলায় চারি-ভিতে।
 সর্বঘর ভরে তৈল, দুধ, ঘোল, ঘূতে ॥ ৩১ ॥
 শচীর আগমন বুঝিয়া প্রভুর ক্রন্দন-ভাণ—
 'জননী আইসে',—হেন জানিয়া আপনে।
 শয়নে আছেন প্রভু করেন রোদনে ॥ ৩২ ॥
 গৃহে আসিয়া শচীব ইতস্ততঃ বিকিঞ্চ দ্রব্যাদি-দর্শন—
 'হরি হরি' বলিয়া সাস্থনা করে মা'য়।
 ঘরে দেখে, সব দ্রব্য গড়াগড়ি যায় ॥ ৩৩ ॥
 'কে ফেলিল সর্বগৃহে ধাতু, চালু, মূলা ?'
 ভাণ্ডের সহিত দেখে ভাঙ্গা দধি দুধ ॥ ৩৪ ॥
 গৃহে একমাত্র শিশু-প্রভুর অবস্থান-হেতু সকলের
 তৎকারণ-নির্দেশাসামর্থ্য—
 সবে চারি-মাসের বালক আছে ঘরে।
 'কে ফেলিল ?'—হেন কেহ বুঝিতে না পারে ॥
 গৃহে ক্রমশঃ সকলের সমাগম ; ক্ষতিকারক পুণ্যবাস্তবের
 আগমন-প্রমাণাভাব—
 সব পরিজম আসি' মিলিল তথায়।
 মনুষ্যের চিত্তমাত্র কেহ নাহি পায় ॥ ৩৬ ॥

প্রাপ্তবয়স্ক সমকালে একমাস-কাল জননাশোচ-পালন-প্রথা প্রচলিত ছিল ('পরিপূর্ণ হইল মাসেক এইমতে'—১৭শ অধ্যায়)। পরবর্ত্তিকালে কোন-কোন-স্থলে (আউলিয়া-দলে) আমশরণ-পাণের স্ত্রী 'সতী-মা'র দোহাই দিয়া 'হরিহরের ছলে' বলিয়া সন্ত সন্ত আতুর-ঘর হইতে নিষ্কাশিত হইবার প্রথাও দেখা যায় ॥ ১৮ ॥

যজ্ঞী,—কল্পিত গ্রাম্য-দেবতা-বিশেষ। সন্তানের অস্বাস্থ্য-নিবারণোদ্দেশে উহার ষষ্টিবর্ষ-ব্যাপি আয়ু বা জীবন-প্রাপ্তির ইচ্ছা-মূলে একটা গ্রাম্য-দেবতা কল্পনা করিয়া উহার পূজা করিবার রীতি আছে। কেহ কেহ বলেন,—শিশুর অস্বাস্থ্য-বধি ষষ্ঠ-দিবসে যজ্ঞদেবীর পূজাস্তে নিষ্কমণ-সংস্কার সম্পন্ন হয়। অশ্বখ বা বট-বৃক্ষাদির নিম্নে মার্কাদ্রৌণি আসীনা

ভূতপ্রেতাদি অপদেবমোনির দোয়াস্বাশঙ্কা—
কেহ বোলে,—‘দানব আসিয়াছিল ঘরে ।
‘রক্ষা’ লাগি’ শিশুরে নারিল লজ্জিবারে ॥ ৩৭ ॥
শিশু লজ্জিবারে না পাইয়া ক্রোধ-মনে ।
অপচয় করি’ পলাইল নিজ-স্থানে ॥’ ৩৮ ॥

আধিদৈবিক ছর্কিপাক-জ্ঞানে মিশ্রের মৌনাবলম্বন—
মিশ্র-জগন্নাথ দেখি’ চিন্তে বড় মন্দ ।
‘দৈব’ হেন জানি’ কিছু না বলিল মন্দ ॥ ৩৯ ॥
বহুক্ষতি সবেও মিশ্র ও শচীর প্রভু-দর্শনে শোকতাগ—
দৈবে অপচয় দেখি’ দুইজনে চাহে ।
বালকে দেখিয়া কোন ছুঃখ নাহি রহে ॥ ৪০ ॥

নামকরণ-সংস্কার—
এইমত প্রতিদিন করেন কৌতুক ।
নাম-করণের কাল হইল সন্মুখ ॥ ৪১ ॥

চক্রবর্তীপ্রমুখ আত্মীয়-স্বজনগণের উপস্থিতি—
নীলাধর-চক্রবর্তী-আদি বিভাবান্ ।
সর্ব-বন্ধুগণের হইল উপস্থান ॥ ৪২ ॥

সতী-সাক্ষী নারীগণের সম্মিলন—
মিলিলা বিস্তর আসি’ পতিভ্রতাগণ ।
লক্ষ্মীপ্রায় দীপ্তা সবে সিন্দূরভূষণ ॥ ৪৩ ॥
প্রভুর নামকরণ-বিষয়ে পরম্পরের তর্ক—
নাম থুইবারে সবে করেন বিচার ।
শ্রীগণ বোলয়ে এক, অঙ্গে বোলে আর ॥ ৪৪ ॥
নারীগণ-কর্তৃক (১) ‘নিমাই’-নামকরণের কারণ—
‘ইহান অনেক জ্যেষ্ঠ কন্যা-পুত্র নাই ।
শেষ যে জন্ময়ে, তার নাম সে ‘নিমাই’ ॥’ ৪৫ ॥

বিদ্বান্ পুরুষগণের নামকরণ-বিচার—
বলেন বিদ্বান্ সব করিয়া বিচার ।
‘এক নাম যোগ্য হয় থুইতে ইহার ॥ ৪৬ ॥

(২) ‘নিমাই’-নামকরণের কারণ—
এ শিশু জন্মিলে মাত্র সর্ব-দেশে-দেশে ।
দুর্ভিক্ষ ঘুচিল, বৃষ্টি পাইল কৃষকে ॥ ৪৭ ॥
জগৎ হইল সুস্থ ইহান জনমে ।
পূর্বে যেন পৃথিবী ধরিল নারায়ণে ॥ ৪৮ ॥

সন্তান-ক্রোড়ীকৃতা বটীদেবীর নিকট গমনই ‘বটী-স্থানে গমন’
বলিয়া খ্যাত ॥ ১২ ॥

আধিকারিক প্রাকৃত দেবগণের চরণ-পূজা—গ্রাম্যাচার-
সম্মত ও প্রকৃতি-পূজার নামান্তর । নির্বিশেষ-বিচারে এই
গুলির পূজাই ‘সংগণ বহুবীধবাদ’ । ঐকান্তিক-বিষ্ণুভক্তের
বিচারে দেব-দেবীগণ, সকলেই—স্বরূপতঃ বিষ্ণুদাস ও বিষ্ণুর
বিভিন্নাংশ জীব ; বিষ্ণু-দাত্তই তাঁহাদের সকলের নিত্যব্রত ॥ ২০ ॥
‘আই’—‘আম্মা’-শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ ; গ্রন্থে সর্বত্র
শচী-মাতাকে উদ্দেশ্য করিয়া প্রযুক্ত ॥ ২১ ॥

গোপালের প্রায়,—গোপরাজ শ্রীনন্দ্রের নন্দনব ছায় ॥ ২২ ॥
বিধারে,—বিস্তার-শব্দের অপভ্রংশ ; উত্ততঃ ৬ড়ায় ॥ ২৩ ॥
ভিতে,—ভিত্তি শব্দের অপভ্রংশ ; দিকে ॥ ৩১ ॥
চালু,—চাঁউল ॥ ৩৪ ॥

দানব,—কশপ-পত্নী দম্বর সন্তান । রক্ষা লাগি,—‘রক্ষা-
মন্ত্র’ বা কবচের নিমিত্ত (প্রভাবে), রক্ষামন্ত্র বা কবচ আছে
বলিয়া ; নারিল,—পারিল না ; লজ্জিবারে,—আক্রমণ বা
ভিৎসা করিতে ॥ ৩৭ ॥

অপচয়,—ক্ষতি, নাশ ॥ ৩৮ ॥
ধন্দ,—(হিন্দী ‘ধন্দ’ বা ‘ধান্দা’) সন্দেহ, ধাঁধা, বুদ্ধি
বিপর্যয়, প্রমাদ, সংশয়, সমস্তা, বিষয়, ‘গোল’ । দৈব হেৎ-
—দৈব ছর্কিপাক (দুর্ঘটনা) বলিয়া ॥ ৩৯ ॥

নামকরণ,—দশ সংস্কারের অন্ততম সংস্কার ॥ ৪১ ॥
উপস্থান,—উপস্থিতি, সম্মিলন ॥ ৪২ ॥
লক্ষ্মীপ্রায়,—সতী সাধবী ; সিন্দূর-ভূষণ,—সধবা ॥ ৪৩ ॥
থুইবার,—রাখিবার (পূর্ববঙ্গে ‘থোয়া’-ধাতুটি ব্যবহৃত) ॥
নিমাই,—প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে তদীয় অনেক অগ্র-
জাত ভগিনী জন্মগ্রহণ করিয়া অল্প-বয়সে দেহত্যাগ করায়
শেষ-পুত্রের অকাল-মৃত্যু না হয়, একজন্ম যমের মুখে তিক্ত-বোধক
‘নিম’-শব্দ হইতেই প্রভুর ‘নিমাই’-নামকরণ হইল ॥ ৪৫ ॥

বিচক্ষণ বুদ্ধিমান্ জনগণ সকল কথা বিচার করিয়া
বালকের ‘শ্রীবিষ্ণুস্মরণ’ নাম রাখিলেন । এই বালক জন্ম
গ্রহণ করিবার পরেই ইহার কৃপাদৃষ্টি-কলে নির্দল ভক্তিমেষ-
বারি-সম্পাতে প্রচণ্ড ত্রিতাপার্কদগ্ধ জীবরূপ কৃষককুলের
হৃদয়-ক্ষেত্রে কৃষসেবা-প্রবৃত্তি-বীজ অঙ্কুরিত হইয়া বুদ্ধিপ্রাপ্ত

অতএব ইহান 'শ্রীবিষ্মত্তর'-নাম।

কুলদীপ কোষ্ঠীতেও লিখিল ইহান ॥ ৪৯ ॥

প্রভুর আদি নাম—'বিষ্মত্তর', দ্বিতীয়

নাম—'নিমাই'

'নিমাই' যে বলিলেন পতিব্রতাগণ।

সেই নাম 'দ্বিতীয়' ডাকিবে সর্বজন ॥ ৫০ ॥

সর্বশুভক্ষণ-সম্মিলন ও আগুগণের সাহসশাস্ত্রাধ্যয়ন—

সর্ব-শুভক্ষণ নামকরণ-সময়ে।

গীতা, ভাগবত, বেদ ব্রাহ্মণ পড়য়ে ॥ ৫১ ॥

দেব ও নরগণের মঙ্গল-হরিশ্রবণি ও বাণ্ড-কোণাংল—

দেব-নরগণে করয়ে একত্র মঙ্গল।

হরিশ্রবণি, শঙ্খ, ঘণ্টা বাজয়ে সকল ॥ ৫২ ॥

নিমাইর অনপ্রাশন-সংস্কার, ত্রৈবর্ষিক-প্রিয় দ্রব্য-গ্রহণে

নিমাইর রুচিপরীক্ষা—

ধাত্ত, পুঁধি, খৈ, কড়ি, স্বর্ণ, রজতাদি যত।

ধরিবার নিমিত্ত সব কৈলা উপনীত ॥ ৫৩ ॥

সমানীত দ্রব্য-নির্বাচনার্থ নিমাইকে মিশ্রের আদেশ—

জগন্নাথ বোলে,—“শুন, বাপ বিষ্মত্তর।

যাহা চিত্তে লয়, তাহা ধরহ সত্তর ॥” ৫৪ ॥

ভাগবতালিঙ্গনদ্বারা জীবকুলকে ভাগবত-সেবা-রূপ ব্রাহ্মণ-

বৃত্ত ও ভাবিকালে ভাগবতধর্ম কৃষ্ণসঙ্কীর্ণনেব প্রবর্তক-

রূপে কৃষ্ণকীর্তনরূপ বৈষ্ণবাচার শিক্ষাদান—

সকল ছাড়িয়া প্রভু শ্রীশচীনন্দন।

'ভাগবত' ধরিয়া দিলেন আলিঙ্গন ॥ ৫৫ ॥

নিমাইর শাস্ত্রস্পর্শ-হেতু তাঁহার ভাবি পাণ্ডিত্য-

খ্যাতির অহুমান—

পতিব্রতাগণে 'জয়' দেয় চারিভিত্ত।

সবেই বোলেন,—‘বড় হইবে পণ্ডিত’ ॥ ৫৬ ॥

বিষ্ণুতুলা ভাগবত স্পর্শহেতু নিমাইর ভাবি-বৈষ্ণব-খ্যাতি

অহুমান—

কেহ বোলে,—‘শিশু বড় হইবে বৈষ্ণব।

অগ্নে সর্বশাস্ত্রের জানিবে অনুভব’ ॥ ৫৭ ॥

হওয়ায় কৃষ্ণ-কথা-কীর্তনের হৃর্তিক সমগ্র দেশ তটতে
বিদূরিত হইয়াছে ॥ ৪৭ ॥

পূর্বে পৃথিবী জলমগ্ন হওয়ায় ভগবান্ নারায়ণ বরাহা-
বতারে উহা উদ্ধার করিয়া বিষ্ণের পাগলন করায় তাঁহার নাম
'বিষ্মত্তর' হইয়াছিল। আবার, হয়গ্রীবাবতারের পূর্বে জলমগ্ন
অধোক্ষজ-বস্তুর বিজ্ঞান পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হওয়ায়, বেদ-
শাস্ত্র অক্ষজ-জ্ঞান-জলধিতে নিমজ্জিত হইয়াছিল। ভগবান্
শ্রীহয়গ্রীব মধু ও কৈটভ-দৈত্যের অক্ষজ-জ্ঞানোথ অভিজ্ঞান
ও নিসর্গবাদ সংহার করিয়া বেদতাৎপর্যরূপে অবতার-বিচার-
বাহ্য্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়াও তাঁহার নাম 'বিষ্ম-
ত্তর' হইয়াছিল। অন্তরঙ্গের দ্বারা দেবমানবাধি বহবার
বিমর্দিত হইলে শ্রীনারায়ণের বিভিন্ন প্রকাশসমূহ প্রপঞ্চে
নিমিত্তমূলে অবতীর্ণ হইয়া বিষ্ণকে রক্ষা (ধারণ ও পোষণ)
করেন, সেইজন্ত তত্তদবতারেও তাঁহাদের নাম 'বিষ্মত্তর'
হইয়াছিল। অতএব বিষ্ণুর অবতারগণের ঞ্চায় এই বালকটীও
এই বিষ্ণকে ধারণ ও পোষণ করিবেন বলিয়া ইহার 'বিষ্ম-
ত্তর'-নামটাই সঙ্গত,—এরূপ বিচার করিয়া বিষ্ণজ্ঞানগণ প্রভুর
'বিষ্মত্তর' নামটী রাখিলেন। ইহার আবির্ভাবের সঙ্গে

কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তন-প্রভাবে স্বরূপভ্রান্ত অনর্থ-রোগগ্রস্ত
জীবজগৎ স্তম্ভ বা স্বস্থ অর্থাৎ স্বরূপে অবস্থান বা নিঃশ্রেয়স
লাভ করিল ॥ ৪৮ ॥

এই বিষ্মত্তরের কোষ্ঠী-গণনা-বিচারেও জানা যায় যে, ইনি
—স্বীয় কুল (কোটি) বিষ্ণুর সমগ্র অবতারসমূহের মূলদীপ-
স্বরূপ যাবতীয় বিষ্ণুতত্ত্বের মূখ্য আকর স্বয়ংরূপবিগ্রহ ॥ ৪৯ ॥

বিদ্বৎগণ-প্রদত্ত প্রভুর 'বিষ্মত্তর'-নামটাই 'আদি'; পতি-
এতা নারীগণ-প্রদত্ত 'নিমাই'-নামটাই 'দ্বিতীয়'। অদ্যাবদি
লোকে সঙ্ক্ষেপে 'বিষ্মত্তর' ও পরে 'নিমাই'-নামে তাঁহাকে
অভিহিত করিবে ॥ ৫০ ॥

ব্রাহ্মণের বা বৈষ্ণবের গৃহে নামকরণ-সংস্কারকালে
ব্রাহ্মণগণ গীতা, ভাগবত ও বেদশাস্ত্র পাঠ করেন। সেই
মাহেঞ্জ-কণে অমূল্য সমীরণ, ঋতুপ্রকোপের আশ্রয়-
রাহিত্য প্রভৃতি সময়োচিত সমস্ত শুভ লক্ষণই দেখা
দিয়াছিল ॥ ৫১ ॥

শ্রীগৌরমুন্দের বৈষ্ণোচিত ধাত্ত, স্বর্ণ, রজতাদি গ্রহণ
করিলেন না এবং উদরপরায়ণ সকাম বিপ্রের ঞ্চায় খই
প্রভৃতি ভোজন করিবারও ব্যগ্রতা-দীপা দেখাইলেন না।

নিমাইর সম্মিত-হাস্তে সকলের অলৌকিকানন্দাহুতি—

যে দিকে হাসিয়া প্রভু চান বিশ্বস্তর ।

আনন্দে সিদ্ধি হই তার কলেবর ॥ ৫৮ ॥

দেব-বাহিত প্রভুকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া অতৃপ্তিহেতু

অবতরণ করাইতে অনিচ্ছা—

যে করয়ে কোলে, সে-ই এড়িতে না জানে ।

দেবের দুর্লভে কোলে করে নারীগণে ॥ ৫৯ ॥

নিমাইর ক্রন্দনমাত্রই নারীগণের হরিকীর্তন—

প্রভু যেই কাল্কে, সেইক্ষণে নারীগণ ।

হাতে তালি দিয়া করে হরিসঙ্গীর্জন ॥ ৬০ ॥

হরিনাম-শ্রবণে নিমাইর হর্ষভরে নৃত্য-হেতু

নারীগণের হরিশ্রবণি—

শুনিয়া নাচেন প্রভু কোলের উপরে ।

বিশেষে সকল-নারী হরিশ্রবণি করে ॥ ৬১ ॥

ক্রন্দনাদি-ছপে সকলকে হরিনামে প্রবর্তন—

নিরবধি সবার বদনে হরিনাম ।

হলে বোলায়েন প্রভু,—হেন ইচ্ছা তান ॥ ৬২ ॥

স্বতন্ত্রেচ্ছাময় গৌর-নারায়ণের ইচ্ছাতেই সর্ককর্ম-সিদ্ধি—

‘তান ইচ্ছা বিনা কোন কর্ম সিদ্ধ নহে’ ।

বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কহে ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণকীর্তন প্রবর্তনপূর্বক নিমাইর বয়োবৃদ্ধি-লীলা—

এইমতে করাইয়া নিজ-সঙ্গীর্জন’ ।

দিনে-দিনে বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৬৪ ॥

পরন্তু, বিবিধ বেদাচ্যুত-শাস্ত্রের মধ্য হইতে একমাত্র শ্রীমদ্ভাগ-

বত-গ্রন্থখানিকেই গ্রন্থপূর্বক স্বীয় বক্ষে স্থাপন করিলেন ।

এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতের সর্গপ্রাধান্য-স্থাপনই প্রভুর ভাবি-
কৃষ্ণভজনপ্রচার-লীলার নিদর্শনরূপে স্থাপিত হইয়াছিল ॥ ৫৫ ॥

কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানহীনা নারীগণ প্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের আদর
করিতে দেখিয়া, পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় নিমাই সর্গশ্রেষ্ঠতা লাভ
করিবেন,—ইহাই স্থির করিলেন ॥ ৫৬ ॥

আবার কোন কোন তত্ত্বকোবিদ, কালে বিশ্বস্তর একজন
‘প্রধান বৈষ্ণব’ হইবেন এবং বিকৃতভক্তি-প্রভাবে সামান্ত-
চেষ্টাতেই সকল-শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিবেন,—
ইহাই বিচার করিলেন ॥ ৫৭ ॥

নিমাইর জাহ্নুচংক্রমণ-লীলা—

জাহ্নু-গতি চলে প্রভু পরম-সুন্দর ।

কটিতে কিঙ্কিণী বাজে অতি মনোহর ॥ ৬৫ ॥

অকুতোভয় নিমাইর সর্গপ্রাঙ্গণে রিক্ত-লীলা—

পরম-নির্ভয়ে সর্ব-অঙ্গনে বিহরে ।

কিবা অগ্নি, সর্প, বাহা দেখে, তাই ধরে ॥ ৬৬ ॥

নিমাইর সপ-প্রাঙ্গণ-লীলা—

একদিন এক সর্প বাড়িতে বেড়ায় ।

ধরিলেন সর্পে প্রভু বালক-লীলায় ॥ ৬৭ ॥

নিমাইর শেষ-শব্দায় শয়ন-লীলা—

কুণ্ডলী করিয়া সর্প রহিল বেড়িয়া ।

ঠাকুর থাকিলা তার উপরে শুইয়া ॥ ৬৮ ॥

তদ্বর্শনে সকলের বিলাপ—

আথে-ব্যথে সব দেখি ‘হায় হায়’ করে ।

শুইয়া হাসেন প্রভু সর্পের উপরে ॥ ৬৯ ॥

সকলের গুরু-দেবকে আস্থান, নিমাইর বিপদাশঙ্কায়

শচী-মিশ্রের সভয় ক্রন্দন—

‘গুরুড়’ ‘গুরুড়’ বলি’ ডাকে সর্বজন ।

পিতামাতা-আদি ভয়ে করয়ে ক্রন্দন ॥ ৭০ ॥

অনন্তদেবের প্রস্থান, নিমাইর পুনঃ সর্পধারণ-চেষ্টা—

চলিলা ‘অনন্ত’ শুনি’ সবার ক্রন্দন ।

পুনঃ ধরিবারে যা’ন শ্রীশচীনন্দন ॥ ৭১ ॥

বেদশাস্ত্র এবং শ্রীমদ্ভাগবতে এই সার-কথাই নির্ণীত
আছে যে, ভগবদ্বিচ্ছা ব্যতীত জগতে কোন কর্মীর কোন
কাৰ্য্যই সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না । ‘কৃষ্ণসঙ্গীর্জনপ্রবর্তক’
প্রভুর ইচ্ছাতেই চন্দ্রগ্রহণকালে জগতের সকলেরই মূখে হরি-
নাম উচ্চারিত, আবার, নিজ-ক্রন্দনজলেও সকল নরনারীর
মুখে হরিনাম উচ্চারিত হইয়াছিলেন ॥ ৬৩ ॥

কিঙ্কিণী,—কটিভূষণ ‘ঘুঙুর’ বা কুঙ্গর ঘটিকা ॥ ৬৫ ॥

কুণ্ডলী,—সর্প ; কিন্তু এখানে, সর্পের কুণ্ডল বা বলয়-
রূতি বেটন ॥ ৬৮ ॥

আথে-ব্যথে,—(সংস্কৃত ‘অন্ত-ব্যন্ত’), ‘আন্তে-ব্যন্তে’-
শব্দের অপভ্রংশ, ব্যস্তসমস্তভাবে, তাড়া-তাড়ি ॥ ৬৯ ॥

নিমাইকে নারীগণের সঙ্গে ধারণ ও আশীর্বাদ—

ধরিয়া আনিয়া সবে করিলেন কোলে ।

‘চিরজীবী হও’ করি’ নারীগণ বোলে ॥ ৭২ ॥

নিমাইর বিষনাশার্থ সকলের বিবিধ চেষ্টা ও সর্পকবল-

মুক্তি-প্রাপ্তির কারণ-নির্দেশ—

কেহ ‘রক্ষা’ বাক্কে, কেহ পড়ে অন্তিবাণী ।

অঙ্গে কেহ দেয় বিকুপাদোদক আনি’ ॥ ৭৩ ॥

কেহ বোলে,—‘বালকের পুনর্জন্ম হৈল’ ।

কেহ বোলে,—‘জাতি-সর্প, তেঞি না লজিবল’ ॥

নিমাইর হস্ত ও বারম্বার সর্পধারণ-চেষ্টা—

হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র সবারে চাহিয়া ।

পুনঃ পুনঃ যায়, সবে আনেন ধরিয়া ॥ ৭৫ ॥

গৌর-নারায়ণের শেষ-সর্পশয্যায় শয়ন-লীলা-শ্রবণে জীবের

বিষয়-সর্পদংশন হইতে অব্যাহতি অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে

গৌরবিশু-দাত্তোপলব্ধি—

ভক্তি করি’ যে এ-সব বেদগোপ্য শুনে ।

সংসার-ভুজঙ্গ তারে না করে লজ্বনে ॥ ৭৬ ॥

নিমাইর পাদচারণ-লীলা—

এইমত দিনে-দিনে শ্রীশচীনন্দন ।

হাঁটিয়া করয়ে প্রভু অঙ্গনে জয়ণ ॥ ৭৭ ॥

নিমাইর ত্রীকূপ-বর্ণন—

জিনিয়া কন্দর্প-কোটি সর্বাক্ষের রূপ ।

চান্দ্রের লাগয়ে সাধ দেখিতে সে-মুখ ॥ ৭৮ ॥

সুবলিত মস্তকে টাঁচর ভাল-কেশ ।

কমল-নয়ন,—যেন গোপালের বেশ ॥ ৭৯ ॥

আজানুলম্বিত ভুজ, অরুণ অধর ।

সকল-লক্ষণযুক্ত বক্ষ-পরিসর ॥ ৮০ ॥

সহজে অরুণ গৌর-দেহ মনোহর ।

বিশেষে অঙ্গুলি, কর, চরণ সূক্ষ্মর ॥ ৮১ ॥

রঞ্জিত-চরণ-চারণে উহাতে রক্তমোক্ষণ-ভ্রমহেতু

শচী-মাতার ভীতি—

বালক-অভানে প্রভু যবে চলি’ যায় ।

রক্ত পড়ে ছেন,—‘দেখি’ মায়ে জ্বাস পায় ॥ ৮২ ॥

নিমাইর অলৌকিক-রূপ-দর্শনে দরিদ্র বিপ্রদম্পতির বিশ্বাস—

দেখি’ শচী-জগন্নাথ বড়ই বিস্মিত ।

নিধন, তথাপি দৌড়ে মহা-আমলিঙ ॥ ৮৩ ॥

উভয়ের নিমাইকে মহাপুরুষ-দম ও দারিদ্র-দুঃখের

অবসানোশা—

কাণাকাণি করে দৌড়ে নিরুজ্জ্বল বসিয়া ।

‘কোন মহাপুরুষ বা জন্মিলা আসিয়া ॥ ৮৪ ॥

পক্ষিরাজ গরুড়—সর্পকূলের দণ্ড-বিধাতা । সর্পভীতি-নাশার্থ শ্রীগরুড়-দেবের শরণ-গ্রহণ বা নামোচ্চারণ অত্মাপি প্রচলিত ॥ ৭০ ॥

অনন্ত,—ভগবান্ ত্রিশেষ সর্পমূর্ত্তি ধারণ করিয়া গৌর-সুন্দরের বাল্য-ক্রীড়ায় সেবা করিবার জন্ত আসিয়াছিলেন । এক্ষণে লৌকিক-প্রথাহুসারে উপস্থিত দ্রষ্টৃবর্গ তাঁহাকে সাধারণ সর্প-জ্ঞানে তাঁহার কবল হইতে বালক নিমাইর পরিজ্ঞান-কামনায় গরুড়ের শরণাপন্ন হওয়ায়, সর্পরূপী শ্রীল অনন্তদেব প্রস্থান করিলেন, কিন্তু প্রভু পুনরায় সেই সর্পকে ধরিয়া আনিবার জন্ত উদ্ভত হইলেন ॥ ৭১ ॥

করি’—করিয়া অর্থাৎ বলিয়া ॥ ৭২ ॥

অন্তি-বাণী,—‘স্ব + অন্তি’ অর্থাৎ ‘মঙ্গল হউক’ বলিয়া আশীর্বাদ । বিকুপাদোদক,—ভগবান্ শালগ্রামের আন-জল অর্থাৎ গঙ্গাদল ॥ ৭৩ ॥

জাতিসর্প,—‘জাতসাপ’ ; অহিশয়ন ভগবানের সেবক সর্পরাজ । তেঞি—‘তাঁহি’, তজ্জন্ত, সেই-হেতু । লজ্জিল,—দংশন করিল ॥ ৭৪ ॥

সংসার-ভুজঙ্গ,—সংসাররূপ সর্প যে জীবকে দংশন করে, বিষয়ভোগ-বিষ-জর্জরিত হওয়ায় তাহার সংসারাসক্তি বৃদ্ধি পায় এবং ভোগ-বিষ-ক্রিষ্ট হইয়া ভোক্ত-অভিমানে সেই মায়াবদ্ধ জীব সাংসারিক-সুখাদেয়ণে অহুক্ষণ ব্যস্ত হয় ; গৌর-নারায়ণ-বিশ্বভিষ্ট উভার কারণ । পরন্তু শ্রীগৌর-নারায়ণের শেষ-শয্যায় অবস্থান-লীলা বিনি উত্তমরূপে আলোচনা করেন, ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ ভগবৎস্বত্বকে মায়াধীন ‘বন্ধ-জীব’ বলিয়া তাঁহার জ্ঞান হয় না এবং তিনি আপনাকে প্রভুর নিত্য-সেবক জানিয়া নিবর্ত্তবৃত্তিতে সংসারভোগ-পিপাসার আকুল হন না । তা ১০।১৬।৩১-৩২—“ন মৃশ্ণ-ভয়মাপ্নুয়াৎ” “সর্পপাশৈঃ প্রমুচ্যতে” ইত্যাদি ব্রহ্মবাক্য ॥ ৭৬ ॥

হেন বুঝি,—সংসার-ছুঃখের হৈল অন্ত ।

অমিল আমার ঘরে হেন গুণবন্ত ॥ ৮৫ ॥

হরিনাম-শ্রবণে নিমাইর নৃত্য ও হাত—

এমন শিশুর রীতি কছু নাহি শুনি ।

নিরবধি নাচে, হাসে, শুনি' হরিশ্রবণি ॥ ৮৬ ॥

একমাত্র হরিকীর্তনেই নিমাইর সাস্থনা-লাভ

ও ক্রন্দন-নিবৃত্তি—

তাবৎ ক্রন্দন করে, প্রবোধ না' মানে ।

বড় করি' হরিশ্রবণি যাবৎ না শুনে ॥ ৮৭ ॥

প্রভাত হইতে নারীগণের হরিকীর্তন ও নিমাইর নৃত্য—

উষঃকাল হইলে যতক নারীগণ ।

বালকে বেড়িয়া সবে করে সঙ্কীৰ্তন ॥ ৮৮ ॥

'হরি' বলি' নারীগণে দেয় করতালি ।

নাচে গৌরসুন্দর বালক কুতূহলী ॥ ৮৯ ॥

বাল্যভাবে নিমাইর ধূলিতে অবলুণ্ঠন ও হর্ষভরে

মাতৃকোড়ে উপান—

গড়াগড়ি যায় প্রভু লুলায় মুসর ।

উঠি' হাসে জননীর কোলের উপর ॥ ৯০ ॥

অঙ্গ সঞ্চালনপূর্বক নিমাইর নৃত্য-দর্শনে সকলের হর্ষ—

হেন অঙ্গ-ভঙ্গী করি' নাচে গৌরচন্দ্র ।

দেখিয়া সবার হয় অতুল আনন্দ ॥ ৯১ ॥

শিশুকাল হইতে সকলকে হরিকীর্তনে প্রবর্তন—

হেনমতে শিশুভাবে হরিসঙ্কীৰ্তন ।

করায়েন প্রভু, নাহি বুঝে কোন জন ॥ ৯২ ॥

নিমাইর অতি-চাঞ্চল্য ও অতি-চাপল্য—

নিরবধি খায় প্রভু কি ঘরে, বাহিরে ।

পরম-চঞ্চল, কেহ ধরিতে না পারে ॥ ৯৩ ॥

একাকী বাহিরে গমন ও অস্ত্রের খাণ্ড-দ্রব্যাদিতে অভিলাষ—

একেখর বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায় ।

খই, কলা, সন্দেশ, যা' দেখে, তা' চায় ॥ ৯৪ ॥

নিমাইর রূপাকৃষ্ট অপরিচিত জনেরও প্রভুকে

খাণ্ডদ্রব্য-প্রদান—

দেখিয়া প্রভুর রূপ-পরম-মোহন ।

যে-জন না চিমে, সেহ দেয় ততক্ষণ ॥ ৯৫ ॥

প্রাপ্ত খাণ্ডদ্রব্যাদি লইয়া হরিনামকীর্তনকারিণী

নারীগণকে প্রদান—

সবেই সন্দেশ-কলা দেয়েন প্রভুরে ।

পাইয়া সন্তোষে প্রভু আইসেন ঘরে ॥ ৯৬ ॥

যে-সকল স্ত্রীগণে গায়েন হরিনাম ।

তা'সবারে আনি' সব করেন প্রদান ॥ ৯৭ ॥

নিমাইর বুদ্ধিমত্তা-দর্শনে সকলের নিরন্তর হরিনামোচ্চারণ—

বালকের বুদ্ধি দেখি' হাসে সর্বজন ।

হাতে তালি দিয়া 'হরি' বোলে অনুক্ষণ ॥ ৯৮ ॥

অচর্চিত সর্বক্ষণেই নিমাইর গৃহে অমুপস্থিতি—

কি বিহানে, কি মধ্যাহ্নে, কি রাত্রি, সজ্জায় ।

নিরবধি বাড়ীর বাহিরে প্রভু যায় ॥ ৯৯ ॥

বন্ধুগণ-গৃহে নিমাইর ভৌর্য্য ও দুঃখান্ত লীলা—

নিকটে বসয়ে যত বন্ধুবর্গ ঘরে ।

প্রতিদিন কৌতুকে আপনে চুরি করে ॥ ১০০ ॥

কারো ঘরে ছদ্ম পিয়ে, কারো ভাত খায় ।

ইণ্ডী ভাজে, যার ঘরে কিছু নাহি পায় ॥ ১০১ ॥

সুদৃশ শিশুগণের উপর অত্যাচার, লোকসন্দর্শনমাত্রই পলায়ন—

যার ঘরে শিশু থাকে, তাহারে কান্দায় ।

কেহ দেখিলেই মাত্র উঠিয়া পলায় ॥ ১০২ ॥

গৌরসুন্দরের অশেষ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য বদনমণ্ডল কোটি-
চক্রের শোভাকেও দিকার দেয় বাঁচি চন্দ্র স্বয়ংই শ্রীগৌর-
সুন্দরের শ্রীমুগসৌন্দর্য্য দেখিতে অভিলাষ করেন ॥ ৭৮ ॥

সুবলিত,—সুমণ্ডিত ; চাঁচর,—কুঞ্চিত, কোকড়ান ;
ভাল-কেশ—ললাট-বিলম্বি কুন্তল ; গোপালের বেশ,—কৃষ্ণের
জায় বেশ । শ্রীমহাপ্রভুর শরীর—কৃষ্ণশরীর, তবে তাহার
বহির্বর্ণ—শ্রীরাধিকার কান্তি-মণ্ডিত এবং তাহার হৃদয়-গত-

ভাব—গোপীজনোচিত, স্তবরাং গোপবালকের বেশযুক্ত
হইয়া তিনি যেন দৃষ্ট হইতেন ॥ ৭৯ ॥

অরণ্য,—রক্তবর্ণ, লাল ॥ ৮০ ॥

প্রভুর চরণ ও অঙ্গুলি দাড়িঘর পুষ্পের জায় রক্তলবণ
হওয়ায় পদযুগল হইতে যেন রক্ত নির্গত হইতেছে,—শচী-
দেবী এরূপ আশঙ্কা করিতেন ॥ ৮২ ॥

বংশে কোন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করিলে তাহার আত্মীয়-

দ্রুত হইবা-মাত্র চাইবাক্যে আশ্বমোচন-সাধন—
দৈবযোগে যদি কেহ পারে ধরিবারে ।
তবে তার পা'য়ে পরি' করে পরিহারে ॥ ১০৩ ॥
“এবার ছাড়হ মোরে, না আসিব আর ।
আর যদি চুরি করোঁ, দোহাই তোমার ॥” ১০৪ ॥
নিমাইর বুদ্ধিচাতুর্যে সকলের বিষয়—
দেখিয়া শিশুর বুদ্ধি, সবেই বিস্মিত ।
রুঠ নহে কেহ, সবে করেন পিরীত ॥ ১০৫ ॥
সকল জীবাত্মার আত্মা বলিয়া প্রেমের বিষয়-ভেতু
বীয় দর্শনদ্বারা নিখিল গুণসম্বন্ধে আকর্ষণ—
নিজ-পুত্র হইতেও সবে স্নেহ করে ।
দরশন-মাত্রে সর্ব-চিস্তরুত্তি হরে ॥ ১০৬ ॥
গৌর-নারায়ণের চঞ্চল-বাণ্যমীমা—
এইমত রজ করে নৈকুঠের রায় ।
স্থির নহে এক-ঠাঞি, বুলয়ে সদায় ॥ ১০৭ ॥
চৌরঙ্গস্নেহের আশ্রয় ; নিমাইর
অঙ্গালকার-হরণ-কল্পনা—
একদিন প্রভুরে দেখিয়া ছুই চোরে ।
যুক্তি করে,—‘কা’র শিশু বেড়ায় নগরে ॥ ১০৮ ॥
প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি' দিব্য অলঙ্কার ।
হরিবারে ছুই চোরে চিন্তে পরকার ॥ ১০৯ ॥
চৌরঙ্গের নিমাইকে ক্রোড়ে লইয়া স্বগৃহাভিমুখে প্রস্থান—
‘বাপ’ ‘বাপ’ বলি' এক চোরে লৈল কোলে ।
‘এতক্ষণ কোথা ছিলে?’—আর চোর বোলে ॥
‘কাটু ঘরে আইস, বাপ’ বোলে ছুই চোরে ।
হাসিয়া বোলেন প্রভু,—‘চল যাই ঘরে’ ॥ ১১১ ॥

স্বকার্যে প্রমত্ত পথিহিত লোকের অনবধান—
আথে-ব্যথে কোলে করি' ছুই চোরে যায় ।
লোকে বোলে,—‘যার শিশু সে-ই লই’ যায়’ ॥
তাৎকালিক নবদীপের জনাকীর্ণতা ; চৌরঙ্গের হর্ষ—
অর্কবুদ অর্কবুদ লোক, কেবা কারে চিনে ?
মহা-ভুঠ চোর অলঙ্কার-দরশনে ॥ ১১৩ ॥
চৌরঙ্গের পরস্পরের মধ্যে অপজ্ঞাতালঙ্কার-বিভাগ
ও গ্রহণ-কল্পনা—
কেহ মনে ভাবে,—‘মুঞি নিমু ভাড়-বালা’ ।
এইমতে ছুই চোরে খায় মমঃকলা ॥ ১১৪ ॥
মায়াবীশ ভগবানকে বঞ্চনকপ বাতুল-চেষ্টায় ভগ্নুচৈতা-
দর্শনে ভগবানের হাস্য—
ছুই চোর চলি' যায় নিজ-মর্দ-স্থানে ।
স্বক্লের উপরে হাসি' যাম ভগবানে ॥ ১১৫ ॥
উভয়ের ভগবদ্বক্ষনার্থ বিবিধ চেষ্টা—
একজন প্রভুরে সন্দেশ দেয় করে ।
আর জনে বোলে,—‘এই আইলাও ঘরে’ ॥ ১১৬ ॥
ইতোমধ্যে আত্মীয়স্বজনবর্গের নিমাইকে অগ্রেষণ—
এইমত ভাগিয়া অনেক দূরে যায় ।
হেথা মত আশ্রয় চাহিয়া বেড়ায় ॥ ১১৭ ॥
সকলের নিমাইকে উচ্চরে বাহান—
কেহ কেহ বোলে,—‘আইস, আইস, বিস্ময় ।
কেহ ডাকে ‘নিমাই’ করিয়া উচ্চস্বর ॥ ১১৮ ॥
ভৈরবপ্রাণ সর্কাস্রয় গৌর-বিরহে সেবকগণের শোক-মূর্ছা—
পরম ব্যাকুল হইলেন সর্বজন ।
জল বিনা যেন হয় মৎস্তের জীবন ॥ ১১৯ ॥

স্বজনের মধ্যে তদীয় সঙ্গগুণে অনেকের সংসার হইতে মুক্তি-
পাত ঘটে,—আস্তিক-সম্প্রদায়ের একপ বিখ্যাস । মিশ্র ও
পটীর মনে-মনে পুত্রকে ‘মহাপুরুষ’ বলিয়া জ্ঞান হওয়ায়
মাপনাদের ভাবি মঙ্গল অর্থাৎ নিঃশ্রেয়স বা মোক্ষ-লাভের
মাশা হইতেছিল ॥ ১০ ॥

গড়াগড়ি যায়,—অবলুপ্তি হয় ; ধূসর,—পাণ্ডুবর্ণ ॥ ১০ ॥
অঙ্গভঙ্গী,—অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-সঞ্চালন ॥ ১১ ॥

বালক-নীলার নিমাই কোশলে জীবগণের দ্বারা হরি-

সকীর্জন করাইয়াছিলেন । সাধারণ লোক তাঁহার এই ভঙ্গী
বৃত্তিতে পারে নাট ॥ ১২ ॥

একেখর,—ষিঠীয় (অপর) ব্যক্তি বা সঙ্গি-রহিত, একাকী
(অতাপি পূর্ববঙ্গে নোয়াখালি ও চট্টগ্রাম-বিভাগে ‘একেখর’-
শব্দের অপভ্রংশ ‘অখর’-শব্দটি প্রচলিত) ॥ ১৪ ॥

বিহানে,—(হিন্দী-শব্দ), ‘বিভাত’-শব্দের অপভ্রংশ ;
প্রভাতে, প্রাতঃকালে (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত) ॥ ১২ ॥

হাণ্ডী,—(হিন্দী-শব্দ) ‘হাঁড়ী’, মৃদভাণ্ড ॥ ১২ ॥

সকলের কৃষ্ণচরণে শরণ-গ্রহণ—

সবে সর্বভাবে নৈলা গোবিন্দ-শরণ ।

ঐতু লক্ষ্য যায় চোর আপন-ভবন ॥ ১২০ ॥

দৈব-মায়া-মুখ চোরঘরের নিমাইকে লইয়া

মিশ্রগৃহেই পুনরাগমন—

বৈষ্ণবী-মায়ায় চোর পথ নাহি চিনে ।

জগন্নাথ-ঘরে আইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে ॥ ১২১ ॥

নিজগৃহ-স্রমে চোরঘরের অলঙ্কারপহরণে ব্যস্ততা—

চোর দেখে আইলাও নিজ-মর্দ-স্থানে ।

অলঙ্কার হরিতে হইল সাবধানে ॥ ১২২ ॥

নিমাইকে অবতরণার্থ অনুরোধ ; অন্তর্ধামী প্রভুরও সম্মতি—

চোর বোলে,—‘নাম’ বাপ, আইলাও ঘর’ ।

ঐতু বোলে,—‘হয় হয়, নামাও সত্তর ॥ ১২৩ ॥

নিমাইর অদর্শনে মিশ্রের বিবাদভরে হুচিন্তা—

যেখানে সকল-গণে মিশ্র জগন্নাথ ।

বিবাদ ভাবেন সবে মাথে দিয়া হাত ॥ ১২৪ ॥

মিশ্রের সম্মুখেই চোরঘরের নিমাইকে অবতারণ—

মায়া-মুখ চোর ঠাকুরেরে সেইস্থানে ।

কক হৈতে নামাইল নিজ-ঘর-জ্ঞানে ॥ ১২৫ ॥

অবতরণ করিবা-মাত্র পিতৃকোণে গমন, সকলের

হর্ষভরে হরিকর্ষিনি—

নামিলেই মাত্র ঐতু গেলা পিতৃকোলে ।

মহানন্দ করি’ সবে ‘হরি’ ‘হরি’ বোলে ॥ ১২৬ ॥

অচৈতন্যভূত সকলের চৈতন্য-গাভ—

সবার হইল অনির্লক্ষণীয় রঙ্গ ।

প্রাণ আসি’ দেহের হইল যেম সঙ্গ ॥ ১২৭ ॥

নিজপ্রাপ্তি-দর্শনে চোরঘরের বিস্ময়-বিম্বলতা—

আপনার ঘর নহে,—দেখে দুই চোরে ।

কোথা আসিয়াছি, কিছু চিনিতে না পারে ॥ ১২৮ ॥

অন্তের অলঙ্কিতে চোরঘরের পলায়ন—

গণ্ডগোলে কেবা কারে অবধান করে ?

চারিদিকে চাহি’ চোর পলাইল ভরে ॥ ১২৯ ॥

স্থানে আসিয়া চোরঘরের বিস্ময়জ্ঞাপন ও হর্ষভরে

স্বভাগ্য-প্রশংসা—

‘পরম অভূত !’ দুই চোর মনে গণে’ ।

চোর বোলে,—‘ভেলুকি বা দিল কোন জনে ?’

‘চণ্ডী রাখিলেন আজি’—বোলে দুই চোরে ।

স্বহ হৈয়া দুই চোর কোলাকুলি করে ॥ ১৩১ ॥

পিরীত,—প্রীতি ॥ ১০৫ ॥

সম্বন্ধক্রিয়াদ্বিগ্রহ গৌর-কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ-মাধুরীর এতই অসমোক্ষি গুণ যে, তাহা সকল শুদ্ধসত্ত্ব-বস্তুকে বলপূর্ব্বক আকর্ষণ করে ; তা ৩২।১২, ১০।১৯।৪০ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ॥ ১০৬

বৈকুণ্ঠের রায়,—বৈকুণ্ঠের রাজা ; (শ্রীনারায়ণ) ॥ ১০৭ ॥

দিব্য,—উৎকৃষ্ট, উত্তম, সুন্দর ; হরিবারে,—হরণ করিবার নিমিত্ত ; পরকার—প্রকার, উপায় ॥ ১০৯ ॥

ঝাট,—‘ঝটিতি’-শব্দের অপভ্রংশ, শীঘ্র ॥ ১১১ ॥

তাড় ও বালা,—হস্তের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। খায় মনকলা,—মনে মনে কল্পিত ও কল্পিত কদনা, উল্লেখ করে অর্থাৎ আশা-ভীত বস্তুর প্রলোভনে ধাবিত হইয়া বঞ্চিত হইতেছিল ॥ ১১৪

মর্দস্থানে,—স্বাভিপ্রেত নিরঞ্জন বা গুপ্তস্থানে ॥ ১১৫ ॥

ভাঙিয়া—(‘ভঙ’-ধাতু হইতে) ভাঙাইয়া, প্রভারণা, বন্ধনা বা গোপন করিয়া, ভুলাইয়া, ফাঁকি দিয়া ; চাঙিয়া,—খুঁজিয়া, অন্বেষণ বা অনুসন্ধান করিয়া ॥ ১১৭ ॥

বৈষ্ণবী-মায়া,—জীবের আবরণ ও বিক্ষেপকারিণী ‘দ্রুতায়’ বিক্ষুপ্তি ॥ ১২১ ॥

অলঙ্কার হরণ করিবার নিমিত্ত চোরঘর অতিশয় ব্যগ্র, ব্যস্ত বা সতর্ক হইল ॥ ১২২ ॥

হয় হয়,—হাঁ হাঁ ॥ ১২৩ ॥

বিবাদ ভাবেন,—বিব্রহ হইয়া ভাবিতেছেন ॥ ১২৪ ॥

রঙ্গ,—আনন্দ, হর্ষ ॥ ১২৭ ॥

অবধান,—লক্ষ্য, দৃষ্টি, খোঁজ ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর অলঙ্কার হরণ করা দূরে থাকুক, বৈষ্ণবী-মায়া-প্রভাবে আপনাই প্রভুর পিতৃগৃহে প্রভুকে লইয়া উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া চোরঘর দ্রুতবেগে পলায়ন করিতে করিতে স্বস্থানে উপস্থিত হইয়া এবং সমস্ত ঘটনা ও আপনাদের মৃত্যু-বিষয়ে পর্যালোচন-পূর্ব্বক উক্ত ঘটনাকে মহাশয়-জনক বলিয়া স্থির করিয়া নিদারণ বিষয়ে অভিভূত হইল ।

ভেলুকি—ভুল (ভ্রম) + কৃতি(?) ইন্দ্রজাল, বাহ, ধোঁকা ॥

গৌর-নারায়ণকে বহন করায় চৌরঘরের মহা সৌভাগ্য—
পরমার্থে ছুই চোর—মহা-ভাগ্যবান্ ।

নারায়ণ যার কক্ষে করিল। উত্থান ॥ ১৩২ ॥

নিমাইর আনয়নকারীকে পুরস্কার দিতে চক্ষা—

এথা সর্বগণে মনে করেন বিচার ।

‘কে আনিল, দেহ’ বস্ত্র শিরে বান্ধি’ তার’ ॥ ১৩৩ ॥

কাহারও কাহারও চৌরঘর-দর্শন—

কেহ বোলে,—‘দেখিলাও লোক ছুইজন ।

শিশু থুই কোন্ দিকে করিল গমন ॥’ ১৩৪ ॥

চৌরঘরের পলায়ন-হেতু নিমাইর আনয়ন-কার্য

বিষয়ে সকলের মৌনাবলম্বন—

‘আমি আনিঞাছি’—কোন জন নাহি বোলে ।

অছুত দেখিয়া সবে পড়িলেন ভোলে ॥ ১৩৫ ॥

নিমাইকে সকলের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা—

সবে জিজ্ঞাসেন,—‘বাপ, কহত নিমাই ?

কে তোমারে আনিল পাইয়া কোন্ ঠাঞি ?’ ১৩৬ ॥

‘চণ্ডী’ রাখিলেন,—অশ্রু আমাদের মতীষ্ট দেবতা চণ্ডী-
খাতা রূপা করিয়া আমাদেরিগকে রক্ষা করিলেন ॥ ১৩১ ॥

পরমার্থে,—যাথার্থ্যতাঃ, প্রকৃতপক্ষে, বস্ত্তঃ ।

চৌরঘরের সৌভাগ্য—অবর্ণনীয়, কেন না, সহস্র-সহস্র-
বাধক, সহস্র-সহস্র-নাধনপ্রভাবেও ব্রহ্মাদিরও চরিত্র যে
ভগবানের সেবা পায় না, অজ্ঞাত প্রাক্তন-স্মৃতি-নিবন্ধন ঐ
চৌরঘর চৌর্যরূপ পাপ-পথে অগ্রসর হইয়াও সাক্ষাদভগবান্
সেই শ্রীগৌর-নারায়ণকে নিজকক্ষে বহন করিয়াছিল ।

করিল। উত্থান,—উত্থিত বা আক্লুত হইলেন, উঠিলেন ॥

‘হারানিধি’ পুনরায় পাইয়া লুকনিধি ব্যক্তির যেরূপ
নিখিদাতাকে অবাচিত-ভাবে পুরস্কার দিবার স্পৃহা উদ্ভিত
হয়, তদ্রূপ বিশ্বস্তরের অল্পপস্থিতিতে তদীয় গুরুজনবর্গের যে
হৃদয় কষ্ট হইয়াছিল, যে-ব্যক্তি নিমাইকে প্রত্যাৰ্পণ-পূর্বক
একণে তাহার উপশম বিধান করিল, তাহাকে তাঁহারা
পুরস্কাররূপ ‘শিরোপা’ বা শিরস্ত্রাণ প্রদানপূর্বক সম্মানিত
করা আবশ্যক বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১৩৩ ॥

ভোল,—‘ভুল’-শব্দের অপভ্রংশ, ভ্রম, ভ্রান্তি, মোহ বা
হতবুদ্ধিতা ॥ ১৩৫ ॥

নিমাইর বালোচিত উত্তর-প্রদান—

প্রভু বোলে,—‘আমি গিয়াছিলাম গঙ্গাতীরে ।

পথ হারাইয়া আমি বেড়াই নগরে ॥ ১৩৭ ॥

তবে ছুই জন আমা’ কোলেতে করিয়া ।

কোন্ পথে এইখানে থুইল আনিয়া ॥’ ১৩৮ ॥

সকলের দৈব বা অদৃষ্ট প্রতি গভীর আস্থা—

সবে বোলে,—‘মিথ্যা কছু মহে শাস্ত্রবাণী ।

দৈবে রাখে শিশু, বৃদ্ধ, অনাথ আপনি ॥’ ১৩৯ ॥

প্রভুর বৈষ্ণবী মায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেরই প্রকৃত ঘটনা

জানিতে অসামর্থ্য—

এইমত বিচার করেন সর্বজনে ।

বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ তব্ব নাহি জানে ॥ ১৪০ ॥

গৌর-নারায়ণ-প্রসাদেই গৌর-লীলা-তত্ত্ব-জ্ঞান—

এইমত রজ করে বৈষ্ণুতের রায় ।

কে তাঁরে জানিতে পারে, যদি না জানায় ॥ ১৪১ ॥

দৈবে,—অদৃষ্টশক্তিমান্ বিধাতা অর্থাৎ বিষ্ণু ॥ ১৩৯ ॥

ভগবান্ বিষ্ণু—সচ্চিদানন্দ-তত্ত্ব ; তিনি রূপা করিয়া
কাহাকেও বা দিব্যজ্ঞান-দানে দর্শন দেন, অন্তরমোহিনী
মায়াশক্তি-প্রভাবে কাহারও বা বুদ্ধি মোহিত করেন । মায়া-
শক্তিরই অপর নাম—‘বৈষ্ণবী’ বা ‘দৈবী’ মায়া,—যথা (গী
৭।১৪—) “দৈবী হ্রেষা গুণময়ী মম মায়া দ্রুতয়া” ; (ভাঃ
১।৭।৪-৫—) “ভক্তিয়োগেন ** মায়াঞ্চ তদপাশ্রয়াম্ । যয়া
সম্বোধিতো জীব আত্মানং ত্রিগুণাশ্রয়কম্ । পরোহপি মনুতে-
হনর্থং তৎকৃতক্কাভিপনুতে ॥” “মায়তে অনয়া ইতি মায়া”
অর্থাৎ বাহা-বাহা চালিত হইয়া জীব স্বীয় মনোবৃত্তি-সাহায্যে
বস্ত্তকে মাপিতে বা বুঝিয়া উঠিতে বা তদ্বারা তৃপ্তি লাভ
করিতে চেষ্টা করে, তাহাই ‘মায়া’ । “মায়াবদ্ধ জীবের নাহি
কৃষ্ণ-স্মৃতি-জ্ঞান”, সুতরাং সেট গুরুত্ব বৈষ্ণু-বস্ত্ত অর্থাৎ
ব্রহ্মতত্ত্ব, পরমাত্মতত্ত্ব ও ভগবত্তত্ত্ব, কিছুই বুঝিতে বা জানিতে
সমর্থ হয় না ॥ ১৪০ ॥

রজ,—লীলাভিনয় । ‘কে তাঁরে……না জানায়’—তাঃ
১০।১৪।২২ শ্লোক (ব্রহ্মার তত্ত্ব) স্রষ্টব্য ॥ ১৪১ ॥

ইতি গোড়ীর-ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় ।

বেদগুঢ় অপ্রাকৃত বৎসল-রসৈকবিষয় শিশুরূপী অধোকজ-

গৌরলীলা-শ্রবণে গৌরপদে ভক্তিলাভ—

বেদ-গোপ্য এ-সব আখ্যান যেই শুনে।

তাঁর দৃঢ়-ভক্তি হয় চৈতন্য-চরণে ॥ ১৪২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিভ্যানন্দ-চাঁদ জাম।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৪৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে নামকরণ-বালচরিত-

চৌরাপহরণবর্ণনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ।

পঞ্চম অধ্যায়

কথাসার—এই অধ্যায়ে শ্রীশচী-মিশ্রের গৃহমধ্যে নূপুর-ধ্বনি-শ্রবণ ও অপূৰ্ণ পদচিহ্ন-দর্শন এবং গৌরগোপালের তৈধিক-বিপ্রের-ভোজন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীজগন্নাথমিশ্র পুত্রকে গৃহমধ্যে হইতে পুস্তক আনিতে আদেশ করেন। পুস্তকানয়নার্থ নিমাইর পদ-সঞ্চরণকালে শচী ও জগন্নাথ অপূৰ্ণ নূপুর-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। গ্রহ প্রদান করিয়া বিশ্বস্তর ক্রীড়ার্থ গমন করিলে ব্রাহ্মণদম্পতি গৃহমধ্যে ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপতাকা-লাঙ্ঘিত অপরূপ চরণচিহ্ন দর্শন করেন; কিন্তু বাৎসল্যপ্রেমের স্বভাব-বশতঃ ঐ পদচিহ্ন যে তাঁহাদেরই পুত্ররত্নের, ইহা জানিতে না পারিয়া গৃহদেবতা শ্রীদামোদর-শালগ্রামই তাঁহাদের অলঙ্কিতে গৃহমধ্যে ভ্রমণ করিয়া থাকেন, ইহা মনে করিয়া তাঁহারা শ্রীদামোদরের অভিক্ষেপ-ভোগ-পূজাদির অনুষ্ঠান করেন। অতঃপর একদিন বালগোপাল-উপাসক কোন তৈধিক ব্রাহ্মণ মিশ্রগৃহে অতিথি হন। সেই ব্রাহ্মণ রন্ধনাদি সমাপন করিয়া শ্রীকৃষ্ণে ভোগ-নিবেদনার্থ ধ্যানস্থ হইলে, প্রেমিক বিপ্রকে রূপা করিবার জন্ত গৌরগোপাল তথায় উপস্থিত হইয়া একগ্রাস অন্ন ভক্ষণ করেন। তৈধিক-বিপ্র বালককে কৃষ্ণনৈবেদ্য ভক্ষণ করিতে দেখিয়া ‘চঞ্চল বালক কৃষ্ণভোগের অন্ন নষ্ট করিল’ বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠেন। পূরন্দর মিশ্র ইহা জানিতে পারিয়া কোণে বালককে প্রহার করিতে হইয়া পরে বিপ্রের অজুরোধে তাহা হইতে কান্ত হন, এবং ব্রাহ্মণকে পুনরায় কৃষ্ণের ভোগ রন্ধন করিবার জন্ত প্রার্থনা করেন। সকলের পরামর্শ-মত শচীদেবী বিপ্রের ভোজন সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত বালককে লইয়া কোন প্রতিবেশীর গৃহে অপেক্ষা করিতে থাকেন। এদিকে মিশ্রগৃহে তৈধিক-বিপ্র দ্বিতীয়-বার ভোগ রন্ধন করিয়া তাহা বালগোপালকে নিবেদন করি-

বার জন্ত ধ্যানস্থ হইলে চিত্তাধিপাতা গৌরসুন্দর সকলকে যোগমায়া-ধারা মোহিত করিয়া বিপ্রের নিকট আগমন-পূৰ্ণক তাঁহার অন্ন ভোজন করিতে আরম্ভ করেন। ‘ভোগ নষ্ট হইল’ বলিয়া পুনরায় বিপ্র উচ্চরব করিয়া উঠিলে, মিশ্র জানিতে পারিয়া নিমাইর প্রতি পূৰ্ণাপেক্ষা অধিকতর ক্রোধ প্রদর্শন করেন। এবার বিশ্বস্তরাগ্রজ বিশ্বরূপের বিশেষ অজুরোধে বিপ্র পুনরায় রন্ধন করিতে স্বীকৃত হন। যাহাতে চঞ্চল বালক পুনরায় নৈবেদ্য নষ্ট করিতে না পারে, এইজন্ত আপ্তবর্গ বালককে বেঁধেন করিয়া এবং মিশ্র গৃহের দ্বারে প্রহরিরূপে বসিয়া থাকিলেন। মিশ্রপ্রমুখ সকলেই বালককে রজ্জুধারা বন্ধন করিয়া রাধিবার পরামর্শ প্রদান করেন। এদিকে বালকরূপী গৌরহরি গৃহমধ্যে যোগনিদ্রা-লীলা প্রদর্শন করিলে সকলেই নিশ্চিন্ত হন, এবং রাত্রি অধিক হওয়ায় বৈষ্ণবীমায়ায় মুগ্ধ হইয়া সকলেই নিদ্রিত হইয়া পড়েন। তৃতীয়বার ব্রাহ্মণ ধ্যানে বসিয়া বালগোপালকে ভোগ নিবেদন করিলে এবারও গৌরগোপাল আসিয়া পুনরায় বিপ্রের অন্ন ভোজন করেন। সকলেই নিদ্রায় অভিভূত হইয়াছেন দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্মধ্বজ চতুর্ভুজরূপে এবং একহস্তে নবনীত-ধারণ-পূৰ্ণক, অপর হস্তে তাহা ভক্ষণ এবং অস্ত্র দুই হস্তে মুরলী বাদন করিতেছেন,—এইরূপ অপূৰ্ণ রূপে স্বীয়-ধামের সহিত আবির্ভূত হইয়া স্মৃতিশালী ব্রাহ্মণকে প্রচুর রূপা করেন এবং তাঁহার নিকট নিজতত্ত্ব, বিপ্রের নিন্দা-কিঙ্কর এবং স্বীয় অবতারের কারণ প্রভৃতি বর্ণন করিয়া সেই শুদ্ধকথা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ করেন। তদবধি বিপ্রের দিনসে অস্ত্রাভিহাতি করিয়া প্রতিদিন একবার নবমীপে মিশ্রগৃহে আসিয়া নিজ-অতীষ্টদেবকে দর্শন করিয়া যাইতেন (গৌঃ ভাঃ)।

জয় জয় ভক্তপ্রিয় প্রভু বিশ্বস্তর ।

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপদ মহা-মহেশ্বর ॥ ১ ॥

অধোক্ষজ মহাপ্রভুর অপরোক্ষ-লীলা—

হেনমতে আছে প্রভু জগন্নাথ-ঘরে ।

অলঙ্কিতে বহুবিধ স্বপ্রকাশ করে ॥ ২ ॥

গুহানয়নার্থ মিশ্রের বিশ্বস্তরকে আদেশ—

একদিন ডাকি' বোলে মিশ্র-পূরন্দর ।

‘আমার পুস্তক আন’ বাপ বিশ্বস্তর ! ৩ ॥

নিমাইয়ের গৃহে প্রবেশমাত্র মিশ্রের নৃপূরন্দর-শ্রবণ—

বাপের বচন শুনি' ঘরে ধাওয়া যায় ।

রুণুঝুঝু করিয়ে নৃপূর বাজে পা'য় ॥ ৪ ॥

মিশ্র ও শচীর নৃপূরন্দরির কারণনির্ণয়-চেষ্টা—

মিশ্র বোলে,—‘কোথা শুনি নৃপূরের ধনি ?’

চতুর্দিকে চায় দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ॥ ৫ ॥

নিমাইর পদ নৃপূর-শৃঙ্গ বলিয়। উভয়ের তৎকারণাহুমান—

‘আমার পুস্তকের পা'য়ে নাহিক নৃপূর ।

কোথায় বাজিল বাজু নৃপূর মধুর ? ৬ ॥

উভয়ের বিষয় ও নিকাক্ষ—

কি অদ্ভুত ! ‘তুইজনে মনে মনে গণে’ ।

বচন না ক্ষুরে তুইজনের বদনে ॥ ৭ ॥

৪৪ প্রদানপূর্বক প্রভুর প্রস্থানান্তর উভয়ের গৃহপ্রবেশ—

পুঁধি দিয়া প্রভু চলিলেন খেলাইতে ।

আর অদ্ভুত দেখে গিয়া গৃহের মাঝেতে ॥ ৮ ॥

গৃহে সর্বত্র ত্রিবিম্ব চরণচিহ্ন-দর্শন—

সব গৃহে দেখে অপরূপ পদচিহ্ন ।

ধ্বজ, ব্রজ, অঙ্কুশ, পতাকা দি ভিন্ন ভিন্ন ॥ ৯ ॥

তৎফলে উভয়ের স্ব-সৌভাগ্য-স্বরণে আনন্দাশ্রুপুলক—

আনন্দিত দৌঁছে দেখি' অপূর্ব চরণ ।

দৌঁছে হৈলা পুলকিত সজল-নয়ন ॥ ১০ ॥

উভয়ের দণ্ডবৎ প্রণাম ও মোক্ষলাভাশা—

পাদপদ্ম দেখি' দৌঁছে করে নমস্কার ।

দৌঁছে বোলে,—‘নিস্তারিগু, জন্ম নাহি আর’ ॥ ১১ ॥

অর্চা-মুর্তি শালগ্রামকে নৈবেদ্যভোগ্যপর্ণেচ্ছায় পত্নীকে

রক্তনার্থ আদেশ—

মিশ্র বোলে,—‘শুন, বিশ্বরূপের জননী !

ঘৃত-পরমায় রাক্ষস আপনি ॥ ১২ ॥

স্বয়ং অর্চনাস্বীকার—

ঘরে যে আছেন দামোদর-শালগ্রাম ।

পঞ্চগব্যে সকালে করায়ু তানে স্নান ॥ ১৩ ॥

গৃহদেবতার পদ-সংস্কারগাহুমান—

বুঝিলাও,—‘তুঁহো ঘরে বুলেন আপনি ।

অতএব শুনিলাও নৃপূরের ধনি ॥ ১৪ ॥

উভয়ের উৎসাহভরে শালগ্রামার্চন ; অন্তর্গামী

প্রভুর হাত—

এইমতে তুইজনে পরম-হরিষে ।

শালগ্রাম পূজা করে, প্রভু মনে হাসে ॥ ১৫ ॥

প্রভু ও তৈথিক ব্রাহ্মণাখ্যান—

আর এক কথা শুন পরম-অদ্ভুত ।

যে রত্ন করিলা প্রভু জগন্নাথ-স্বত ॥ ১৬ ॥

তৈথিক-ব্রাহ্মণের পূর্ব পরিচয়—

পরম-স্বকৃতি এক তৈথিক ব্রাহ্মণ ।

কৃষ্ণের উদ্দেশে করে তীর্থ পর্যটন ॥ ১৭ ॥

গৌড়ীয়-ভাষা

সকলেশ্বর শ্রীবিষ্ণু-পদতলে ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ এবং
পতাকা-চিহ্ন অবস্থিত ॥ ১ ॥

লোকের অক্ষর দৃষ্টিপথ ও বুদ্ধি অতিক্রম করিয়া অধো-
ক্ষজ ত্রীগোরবন্দর স্বীয় অনন্ত-বৈচিত্র্য-পূর্ণ স্বয়ংপ্রকাশ
বৈকুণ্ঠলীলা প্রকটিত বা ব্যক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ৪ ॥

রুণুঝুঝু—নৃপূরাদির মৃত মধুর গুঞ্জন-ধ্বনি, নিকল ॥ ৫ ॥

যিনি একবার-মাত্র ও বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করেন ; তিনি
সংসার হঠাৎ নিস্তার লাভ করেন অর্থাৎ তাঁহার আপোনউৎ-
কপ পরম-পদ মুক্তি-লাভ ঘটে ; (বিষ্ণুধর্মোক্তবে—) “তাবদ-
ভ্রমস্তি সংসারে নমুখা মন্দবুদ্ধয়ঃ । যাবদকপং ন পশন্তি

বাংলাগোপাল-মহোপাসক বৈষ্ণব-বিপ্র—
 বড়কর গোপালমন্ডের করে উপাসন।
 গোপাল-নৈবেদ্য বিনা না করে ভোজন ॥ ১৮ ॥
 তীর্থদ্রবণমুখে বিপ্রের মিশ্রগুহে আগমন—
 দৈবে ভাগ্যবান তীর্থ ভ্রমিতে ভ্রমিতে।
 আসিয়া মিলিয়া বিপ্র প্রভুর বাড়ীতে ॥ ১৯ ॥
 কণ্ঠে-বক্ষে বাংলাগোপাল ও শালগ্রামদারী বিপ্র—
 কণ্ঠে বাংলাগোপাল ভূষণ শালগ্রাম।
 পরমব্রজাণ্য-তেজ, অতি অনুপম ॥ ২০ ॥
 কৃষ্ণকীর্তনপর প্রেমিক বিপ্র—
 নিরবধি মুখে বিপ্র 'কৃষ্ণকৃষ্ণ' বোলে।
 অন্তরে গোবিন্দ-রসে দুইচকু ঢুলে ॥ ২১ ॥
 স্বগৃহে অতিথিরূপে বৈষ্ণববিপ্র-দর্শনে মিশ্রের দণ্ডবৎপ্রণাম—
 দেখি' জগন্নাথ-মিশ্র তেজ সে তাঁহার।
 সম্মুখে উঠিয়া করিলেন নমস্কার ॥ ২২ ॥
 মিশ্রের যথাশাস্ত্র বৈষ্ণব-গৃহস্থোচিত অতিথি-সংস্কার—
 অতিথি-ব্যভার-ধর্ম যেন-মতে হয়।
 সব করিলেন জগন্নাথ মহাশয় ॥ ২৩ ॥
 মিশ্রের স্বয়ং জল ও আসন-দ্বারা অতিথি-পূজন—
 আপনে করিয়া তান পাদ প্রক্ষালন।
 বসিতে দিলেন আনি' উত্তম আসন ॥ ২৪ ॥

মধুরবাক্যে বিপ্রের পরিচয়-জিজ্ঞাসা—
 সুস্থ হই' বসিলেন যদি বিপ্রবর।
 তবে তানে মিশ্র জিজ্ঞাসেন,—'কোথা ঘর ?' ২৫
 অমানী বৈষ্ণব-বিপ্রের সন্দেশে আত্মপরিচয়-প্রদান—
 বিপ্র বোলে,—'আমি উদাসীন দেশান্তরী।
 চিত্তের বিক্ষেপে মাত্র পর্যটন করি ॥' ২৬ ॥
 মহৎ বা বৈষ্ণব-জ্ঞানে মিশ্রের বিপ্র-স্তুতি ও তৎপাদরজোৎস-
 ভিমিত্ত জগতের মৌভাগ্য-বর্ণন—
 প্রণতি করিয়া মিশ্র বোলেন বচন।
 'জগতের ভাগ্যে সে তোমার পর্যটন ॥ ২৭ ॥
 বৈষ্ণববাগমনে মিশ্রের স্বমৌভাগ্য-প্রণাম ও বৈষ্ণব-
 ভোজনোদযোগার্থ তদাজ্ঞা-যাজ্ঞা—
 বিশেষত আজি আমার পরম মৌভাগ্য।
 আজ্ঞা দেহ',—রন্ধনের করি গিয়া কার্য ॥ ২৮ ॥
 বিপ্রের অনুমতি-দান—
 বিপ্র বোলে,—'কর, মিশ্র, যে ইচ্ছা তোমার।'
 হরিষে করিলা মিশ্র দিব্য উপহার ॥ ২৯ ॥
 মিশ্র ও শচীকর্তৃক বিপ্রের কৃষ্ণনৈবেদ্য-রন্ধনার্থ সর্ববিধ
 আয়োজন-সম্পাদন—
 রন্ধনের স্থান উপকরি' ভাল-মতে।
 দিলেন সকল সজ্জ রন্ধন করিতে ॥ ৩০ ॥

কেশবগু মতায়নঃ ॥' ইহা জানিয়াই মর্ত্য্যভিমাত্রী বিপ্র-
 দম্পতির ঐক্য উক্তি ॥ ১১ ॥

দামোদর-শালগ্রাম,—চতুর্ভুজাংগ শালগ্রাম-শিলার
 অল্পতম (হঃ ভঃ বিঃ—এম বিঃ দ্রষ্টব্য), জগন্নাথ-মিশ্রের
 গৃহদেবতা শ্রীশালগ্রাম-অর্চা-বিগ্রহ।

পঞ্চগব্য,—দধি, ঘৃত, স্নান, গোময় ও গোমূত্র; স্থান,—
 অভিষেক ॥ ১৩ ॥

বড়কর গোপাল মন্ড,—চতুর্ভুজ ও প্রণব-কামবীজ-
 পুটিত নমঃ-শব্দ-সংযুক্ত গোপাল-মন্ড ॥ ১৮ ॥

কণ্ঠে বাংলাগোপাল,—কণ্ঠদেশে অলঙ্কারস্বরূপ বাংলা-
 গোপাল ও শালগ্রাম, অর্চা-বিগ্রহদ্বয় ॥ ২০ ॥

গোবিন্দ-রসে,—শাস্ত্র, দাস্ত্র, মধা, বাৎসল্য ও মধুর—
 এই পঞ্চবিধ অপ্রাকৃত-রসে। বাংলাগোপাল-সেবা-রত জনের

বাৎসল্যরসই জানিতে হইবে। তাঁহার স্বাভীষ্ট-দেব বাংলা-
 গোপালের দর্শন-পালসাময় সতৃষ্ণ নয়নদ্বয় ঘূর্ণিত হইতেছিল।

সম্মুখে,—সন্মানপূর্বক ॥ ২২ ॥

অতিথি-ব্যবহার-ধর্ম,—যে আগন্তুক ব্যক্তি একটা তিথি-
 মাত্র গৃহস্থের গৃহে অবস্থান করিয়া পরবর্তী দ্বিতীয়-তিথিতে
 তথায় আর বাস করে না, তাঁহাকে 'অতিথি' বলে। গৃহস্থগণ
 একদিন-মাত্র অতিথি-সেবার অবসর প্রাপ্ত হন। ব্যবহার-
 ধর্মে গৃহস্থ অবগুই অতিথির সংস্কার করিবেন। অতিথি-
 সংস্কার—গুণসেবার তুল্য, অথবা অতিথি—নারায়ণের
 আয় পূজ্য ॥ ২৩ ॥

* উদাসীন,—বিরক্ত ও নিম্পৃহ; দেশান্তরী,—জন্মভূমি
 বাতীত অত্মদেশহীন 'দেশান্তর', তাহাতে বিচরণকারী;
 বিক্ষেপে মাত্র,—চাঞ্চল্য, কুপ্ততা বা বিক্ষোভ-বশতঃ ॥ ২৬ ॥

বিপ্রেণ প্রথমবার রক্ষন ও ধ্যানে অভীষ্টদেবকে নৈবেদ্যার্পণ—

সন্তোষে ব্রাহ্মণবর করিয়া রক্ষন ।

বসিলেন কৃষ্ণেরে করিতে নিবেদন ॥ ৩১ ॥

সর্গান্তর্গামী প্রভুর বিপ্রকর্তৃক স্বীয় আস্থানোপপাদি—

সর্বভূত-অন্তর্ধামী ত্রীশচীনন্দন ।

মনে আছে,—বিপ্রেরে দিবেন দরশন ॥ ৩২ ॥

বিপ্রেণ ইষ্টদেব-ধ্যানমাত্র নিমাইর আগমন—

ধ্যানমাত্র করিতে লাগিলা বিপ্রবর ।

সম্মুখে আইলা প্রভু ত্রীগৌরসুন্দর ॥ ৩৩ ॥

শিশু-নিমাইর রূপ-বর্ণন—

মূল্যময় সর্ব-অঙ্গ, মুক্তি দিগম্বর ।

অরুণ নয়ন, কর-চরণ সুন্দর ॥ ৩৪ ॥

অভিন্ন ধোয় অভীষ্টবিগ্রহরূপে নিমাইর বিপ্রোপিত

নৈবেদ্য-ভোজন—

হাসিয়া বিপ্রেণ অঙ্গ লইয়া ত্রীকরে ।

এক গ্রাস খাইলেন, দেখে বিপ্রবরে ॥ ৩৫ ॥

শ্রাদ্ধভীষ্টবিগ্রহের নৈবেদ্যগ্রহণ-হেতু মণ্ডাপ্যবান্ হইয়া ও

বিষ্ণুমাধ্য-বশে প্রভুকে সামান্যশিশু-রূপ-হেতু বিপ্রেণ প্রভু-

কর্তৃক নৈবেদ্যগ্রহণ-দর্শনে চীৎকার—

‘হায় হায়’ করি’ ভাগ্যবন্ত বিপ্র ডাকে ।

‘অঙ্গ চুরি করিলেক চঞ্চল বালকে ॥’ ৩৬ ॥

বিপ্রেণ চীৎকার-শ্রবণে মিশ্রের নিমাইকে বিষ্ণু-নৈবেদ্য-

ভোজনরত-দর্শন—

আসিয়া দেখেন জগন্নাথ-মিশ্রবর ।

ভাত খায়, হাসে প্রভু ত্রীগৌরসুন্দর ॥ ৩৭ ॥

কৃদার্ত অতিথি বিপ্রেণ প্রতি নিমাইর আচরণ-দর্শনে ক্রোধ-

ভরে মিশ্রের নিমাইকে প্রহারোচ্চয়, বিপ্রেণ নির্বারণ—

ক্রোধে মিশ্র শাইয়া যায়েন মারিবারে ।

সম্মুখে উঠিয়া বিপ্র মরিলেন করে ॥ ৩৮ ॥

জগতের ভাগ্যে তোমার পর্যটন,— (ভাঃ ১০।৮।৪—)

‘মহদবিচলনং নৃণাং গৃহিণাং দীনচেতসাম্ । নিঃশ্রেয়সায়

শিবন্ কল্পতে নানাথা কচিৎ ॥’ দ্রষ্টব্য ॥ ২৭ ॥

উপহার,—আয়োজন । উপকরী—সংস্কার-লেপনাদি

কারিয়া ; সজ্জা,—সজ্জা, আয়োজন বা উপকরণ ॥ ২৯-৩০ ॥

নিমাইকে বিবেকহীন শিশু-জ্ঞানে তৎপ্রহারোচ্চয় মিশ্রকে

বিপ্রেণ ভৎসনা ও শপথপ্রদান—

বিপ্র বোলে,—‘মিশ্র, তুমি বড় দেখি আর্ষ্য !

কোন্ জ্ঞান বালকের মারিয়া কি কার্য্য ? ৩৯ ॥

ভাল-মন্দ-জ্ঞান যার থাকে, মারি তারে ।

আমার শপথ, যদি মারহ উহারে ॥’ ৪০ ॥

নিমাইকর্তৃক কৃদার্ত অতিথি বিপ্রেণ অবমাননা চিন্তা করিয়া

মিশ্রের চিন্তা-মগ্নতা—

দুঃখে বসিলেন মিশ্র হস্ত দিয়া শিরে ।

মাথা নাহি তোলে মিশ্র, বচন না ক্ষুরে ॥ ৪১ ॥

মিশ্রকে বিপ্রেণ সাহসনা প্রদান ও ঈর্ষ্যের সর্বজ্ঞতা ও

কৃপা-শক্তিতে বিশ্বাস—

বিপ্র বোলে,—‘মিশ্র, দুঃখ না ভাবিহ মনে ।

যে দিনে যে হবে, তাহা ঈশ্বর সে জানে ॥ ৪২ ॥

পক্ষান্ত-ভোজনে প্রথমেই বিয়-সন্দর্শনে বিপ্রেণ পুনঃ রক্ষন-

স্মৃতি-ত্যাগ ও ফলমুগ্ধ-ভোজনেচ্ছা—

ফল-মূল-আদি গৃহে যে থাকে তোমার ।

আনি’ দেহ’ আজি তাহা করিব আহার ॥’ ৪৩ ॥

বিপ্রকে পুনঃ রক্ষনার্থ সৈদগ্ধে মিশ্রের অমুরোধ—

মিশ্র বোলে,—‘মোরে যদি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান ।

আর-বার পাক কর, করি’ দেও স্থান ॥ ৪৪ ॥

অতিথিরূপী বিপ্রেণ পুনঃ রক্ষন ও ভোজনেই মিশ্রকর্তৃক

স্বীয় সন্তোষ-জ্ঞাপন—

গৃহে আছে রক্ষনের সকল সম্ভার ।

পুনঃ পাক কর, তবে সন্তোষ আমার ॥’ ৪৫ ॥

উপস্থিত মিশ্রের সমস্ত আত্মীয়স্বজনগণের ও বিপ্রকে

পুনঃ রক্ষনার্থ সান্নিধ্য অমুরোধ—

বলিতে লাগিলা যত ইষ্ট-বন্ধুগণ ।

‘আমা-সবা’ চাহি’ তবে করহ রক্ষন ॥’ ৪৬ ॥

সম্মুখে,—সভয়ে ; করে,—হস্ত ॥ ৩৮ ॥

ব্রাহ্মণ বলিলেন,—হে মিশ্র, আপনি—বয়স ও মাননীয়.

আর এষ্ট শিশু—নিতান্ত অঙ্গ বালক ; ইহার অঙ্গতার জ্ঞ

প্রহার-পূর্বক শাসন করা কর্তব্য নহে ॥ ৩৯ ॥

হিতাহিত-বিবেকহীন বালকের প্রতি প্রহার কর্তব্য

সকলের ইচ্ছামুত্রে তৈথিক বিপ্লব পুনঃ রন্ধনে

সম্মতি-প্রদান—

বিপ্লব বোলে,—‘যেই ইচ্ছা তোমা-সবা-কার ।
করিব রন্ধন সর্বধায় পুনর্বার ॥’ ৪৭ ॥

সকলের হর্ষ ও পুনঃ পাকস্থান-সংস্কার-সাধন—

হরিষ হইলা সবে বিপ্লবের বচনে ।

স্থান উপস্থারিলেন সবে ততক্ষণে ॥ ৪৮ ॥

রন্ধনোপযোগি-দ্রব্যোপকরণাদি-প্রদান, বিপ্লবের

দ্বিতীয়বার রন্ধনোদযোগ—

রন্ধনের সজ্জা আনি’ দিলেন দ্বিগুণে ।

চলিলেন বিপ্লবের রন্ধন করিতে ॥ ৪৯ ॥

বিপ্লবের রন্ধন-ভোজন-সমাপ্তি পর্য্যন্ত তদ্বিষয়কারক চক্ষণ

শিশু নিমাইকে স্থানান্তরে রক্ষণার্থ সকলের পরামর্শ—

সবেই বোলেন,—‘শিশু পরম চক্ষণ ।

আর-বার পাছে নষ্ট করয়ে সকল ॥ ৫০ ॥

রন্ধন, ভোজন বিপ্লব করেন যাবৎ ।

আর-বাড়ী লয়ে শিশু রাখহ তাবৎ ॥’ ৫১ ॥

নিমাইসহ শচীমাতার প্রতিবেশী ভবনে গমন—

তবে শচী-দেবী পুজু কোলে ত’ করিয়া ।

চলিলেন আর-বাড়ী প্রভুরে লইয়া ॥ ৫২ ॥

নারীগণের নিমাইকে মৃদু ভৎসনা—

সব নারীগণ বোলে,—‘শুন রে নিমাই ।

এমত করিয়া কি বিপ্লবের অন্ন খাই ?’ ৫৩ ॥

সহস্রে প্রভুর স্বীয় নির্দোষতা-প্রতিপাদন—

হাসিয়া বোলেন প্রভু শ্রীচন্দ্রবদনে ।

‘আমার কি দোষ, বিপ্লব ডাকিলা আপনে ?’ ৫৪

নারীগণের নিমাইকে পরিহাসোক্তি—

সবেই বোলেন,—‘অয়ে নিমাই চাক্ষাতি !

কি করিবা, এবে যে তোমার গেল জাতি ?’ ৫৫ ॥

কোথাকার ব্রাহ্মণ, কোন্ কুল, কেবা চিনে ?

তার ভাত খাই’ জাতি রাখিবা কেমনে ?’ ৫৬ ॥

নারীগণের প্রস্রোত্রে নিমাইর নিজ গোপরাজ তনয়-কথন ;

স্বয়ংক্রিয়ানী মুক্তেরই কৃষ্ণভজন-যোগ্যতা—

হাসিয়া কহেন প্রভু,—‘আমি যে গোয়াল !

ব্রাহ্মণের অন্ন আমি খাই সর্বকাল ॥ ৫৭ ॥

ব্রাহ্মণের অন্নে কি গোপের জাতি যায় ?’

এত বলি’ হাসিয়া সবাত্রে প্রভু চায় ॥ ৫৮ ॥

উত্তরপ্রদানক্ষণে নিজ-তত্ত্ব কহিলে ও বৈষ্ণবীমায়া-বশে

সকলের তদনুপলব্ধি—

ছলে নিজ-তত্ত্ব প্রভু করেন ব্যাখ্যান ।

তথাপি না বুঝে কেহ,—‘হেন মায়া তান ॥ ৫৯ ॥

নিমাইর পরমার্থ-বাক্য শ্রবণ করিয়া ও বাগভাষণ-সময়ে

সকলের হৃদয়—

সবেই হাসেন শুনি’ প্রভুর বচন ।

বন্ধ হৈতে এড়িতে কাহারো নাহি মন ॥ ৬০ ॥

নহে, অতএব আমি শপথ প্রদান করিতেছি অর্থাৎ আপনাদি
প্রহার-কার্য্যে আমি বাধা দিতেছি ॥ ৬০ ॥

দৈবের ইচ্ছামত যে দিন যাচার খাণ্ড তিনি প্রদান
করেন, তিনি তাহাই প্রাপ্ত হন ॥ দৈবেরই যে কলঙ্কতা,
তাহা জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক ॥ দৈব—তবিশুদ্ধি-বঞ্চিত ।
জীবের যাহা ‘অদৃষ্ট’, দৈবের তাহা—পরিজ্ঞাত বিষয় ॥ ৬২ ॥

এস্থলে বৈষ্ণব-অতিথির প্রতি মিশ্রের বৈষ্ণবোচিত
দৈন্যোক্তি-জ্ঞাপন বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ॥ ৬৪ ॥

সম্ভার,—সামগ্রী, উপযোগি দ্রব্য ॥ ৬৫ ॥

আমা সবা’ চাহি,—আমাদের প্রতি রূপা-দৃষ্টিপাত করিয়া ॥

সর্বধায়,—নিশ্চয়, সর্বতোভাবে ॥ ৬৭ ॥

চাক্ষাতি,—যে-ব্যক্তি চক্ষু বা কপটবৃত্তি, ছল ও চাতুর্য্য
অচরণ করে ।

নারীগণ বলিতেছেন,—‘ওহে নিমাই, কাপট্য, ছল ও
চাতুর্য্য প্রদর্শন করিতে গিয়া তুমি অজ্ঞাত-কুলদ্বীপ ও আপনাকে
‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া পরিচয়-দানকারী এই ব্যক্তির স্পৃষ্ট অন্ন গ্রহণ
করায় তোমার বংশগত পবিত্রতা, সবই নষ্ট হইল ?’ ৫৫-৫৮

প্রভু বলিলেন,—‘আমি গোপজাতি, তজ্জন্ম আমি ব্রাহ্মণ-
প্রদত্ত অন্ন সর্ব-সময়ে পাইয়া থাকি ;—ইহাতে একদিকে
প্রভুর ত্রিকালসত্যতা ও সর্বজ্ঞতা এবং অপরদিকে তাঁহার
অপ্রাকৃত শুদ্ধভগবত্ত্ব জ্ঞানী বা ব্রাহ্মণ-বশত প্রকাশিত হইল ;
পরাস্তরে, গোপবালোচিত চাক্ষাতিও প্রকাশিত হইল ॥ ৫৭ ॥

সকলেরই সন্তোষ নিমাইকে স্ব স্ব ক্রোড়ে

সকণ্ঠে ও হর্ষাতিশয়—

হাসিয়া যানেন প্রভু যে-জন্যের কোলে।

সেই জন আনন্দ-সাগর-মানে বুলে ॥ ৬১ ॥

পুনঃ রক্তাস্তে বিপ্রের ঈষ্টমঙ্গ-যোগে ধ্যানে অতীতদেব

বালগোপালকে নৈবেদ্যপূর্ণ—

সেই বিপ্র পুনর্ব্বার করিয়া রক্তন।

লাগিলেন বসিয়া করিতে নিবেদন ॥ ৬২ ॥

সর্গাস্ত্রধামী বিশ্বস্তরের তদবগতি—

ধ্যানে বালগোপাল ভাবেন নিপ্রবর।

জানিলেন গৌরচন্দ্র চিত্তের ঈশ্বর ॥ ৬৩ ॥

সকণ্ঠে স্বীয় মায়ায় মুগ্ধ করিয়া অতর্কিতাবস্থায়

প্রভুর নৈবেদ্য স্থানে আগমন—

মোহিয়া সকল-লোক অতি অলক্ষিতে।

আইলেন নিপ্রস্থানে হাসিতে হাসিতে ॥ ৬৪ ॥

নৈবেদ্য গ্রহণপূর্ব্বক নিমাইর পলায়ন—

অলক্ষিতে এক-মুষ্টি অন্ন লঞা করে।

খাইয়া চলিলা প্রভু,—দেখে বিপ্রবরে ॥ ৬৫ ॥

তদর্শনে তৈরিক-বিপ্রের সভয়ে চীৎকার —

‘হায় হায়’ করিয়া উঠিল বিপ্রবর।

ঠাকুর খাইয়া ভাত দিল এক রড় ॥ ৬৬ ॥

ক্রোধভরে মিশ্রের নিমাইর পশ্চাৎগমন—

সন্মমে উঠিয়া মিশ্র হাতে বাড়ি লৈয়া।

ক্রোধে ঠাকুরের লৈয়া যায় ধাওয়াইয়া ॥ ৬৭ ॥

সভয়ে নিমাই—পলায়িত ও গৃহে লুকায়িত, মিশ্রের

তর্জ্জন-গর্জ্জন—

মহাভয়ে প্রভু পলাইলা এক-ঘরে।

ক্রোধে মিশ্র পাছে থাকি’ তর্জ্জগর্জ্জ করে ॥ ৬৮ ॥

রোষভরে মিশ্রের শাসনোক্তি—

মিশ্র বোলে,—‘আজি দেখ’ করোঁ তোঁর কার্য্য।

তোঁর মতে পরম-অবোধ আমি আর্ঘ্য ! ৬৯ ॥

ভংসন-পূর্ব্বক নিমাইকে প্রহাদোচ্ছম —

হেন মহাচোর শিশু কার ঘরে আছে ?

এত বলি’ ক্রোধে মিশ্র ধায় প্রভু-পাছে ॥ ৭০ ॥

সকলের নিবারণ-সহে ও মিশ্রের নিমাইকে প্রহারে নিষ্পক—

সবে ধরিলেন যত করিয়া মিশ্রেরে।

মিশ্র বোলে,—‘এড়, আজি মারিষু উহারে ॥ ৭১ ॥

মিশ্রকে সকলের অমুসোগ—

সবেই বোলেন,—‘মিশ্র, তুমি ত’ উদার।

উহারে মারিয়া কোন্ সাধু ছ তোমার ? ৭২ ॥

শ্রবণসল সকলেরই অবোধ চঞ্চল শিশু-জ্ঞানে

নিমাইর পক্ষ-সমর্থন—

ভাল-মন্দ জ্ঞান নাহি উহার শরীরে।

পরম অবোধ, যে এমন শিশু মারে ॥ ৭৩ ॥

মারিলেই কোন্ বা শিখিলে, হেন নয়।

অভাবেই শিশুর চঞ্চল মতি হয় ॥ ৭৪ ॥

দ্রুতবেগে বিপ্রের আগমন ও মিশ্রকে নিবারণ—

‘আথে-ব্যথে আসি’ সেই তৈরিক ব্রাহ্মণ।

মিশ্রের মারিয়া হাতে বোলেন বচন ॥ ৭৫ ॥

দৈব বা অদৃষ্টকপী বিদাতার উপর বিপ্রের নির্ভরোক্তি—

‘বালকের নাহি দোষ, শুন, মিশ্র-রায়।

যে দিনে যে হবে, তাহা হইবারে চায় ॥ ৭৬ ॥

স্বীয় অন্তোজন-রাহিত্যরূপ বিধিনিষেক কথন—

আজি কৃষ্ণ অন্ন নাহি লিখেন আমারে।

সবে এই মর্শ্বকথা কহিলুঁ তোমারে ॥ ৭৭ ॥

কুদার্ত অতিথি বৈষ্ণব-বিপ্রের ভোজন-বিয়ত্বে অদ্ভুত

অবস্থা দর্শনে মিশ্রের তপ ও ক্ষোভ—

দুঃখে জগন্নাথ-মিশ্র নাহি তোলে মুখ।

মাথা হেট করিয়া ভাবেন মনে দুঃখ ॥ ৭৮ ॥

বিশ্বস্তরাগর বিশ্বরূপের তথায় আগমন —

হেনই সময়ে বিশ্বরূপ ভগবান্।

সেইস্থানে আইলেন মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ৭৯ ॥

নিজত্ব,—স্বীয় স্বরূপ কৃষ্ণস্বরূপ ॥ ৫৯ ॥

এড়িতে,—নামাইতে, ছাড়িতে ॥ ৬০ ॥

চিত্তের ঈশ্বর,—অন্তর্ধামী, পরমাশ্রয় ॥ ৬৩ ॥

মোহিয়া,—মোহিত করিয়া ॥ ৬৪ ॥

রড়,—দোড়, ছুট্। পূর্ব্ববঙ্গে ব্যবহৃত ‘গড়’-শব্দ ॥ ৬৬ ॥

সন্মমে,—সরোষে; বাড়ি—ঘটি, লাগি, ঠেলা (পূর্ব্ববঙ্গে

মূলসঙ্কর্ষণ নিত্যানন্দ-রামের অভিরপ্রকাশ মহাসঙ্কর্ষণ

বিশ্বরূপের অসমোদ্ধ রূপ-মহিমা—

সর্ব-অঙ্গে মিরূপম লাবণ্যের সীমা ।

চতুর্দশ-ভুবনেও নাহিক উপমা ॥ ৮০ ॥

স্বক্কে যজ্ঞসূত্র, ব্রহ্মতেজ মুর্তিমন্ত ।

মূর্তিভেদে জগিলা আপনি নিত্যানন্দ ॥ ৮১ ॥

সাত্ত্বশাস্ত্রবিগ্রহ বিশ্বরূপের বিষ্ণুভক্তিপর ব্যাপ্য—

সর্বশাস্ত্রের অর্থ সদা ক্ষুরয়ে জিহ্বায় ।

কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা মাত্র করয়ে সদায় ॥ ৮২ ॥

বিশ্বরূপের অপূর্ব রূপ-দর্শনে বিপ্রে-বিশ্বয়—

দেখিয়া অপূর্ব মূর্তি তৈথিক ব্রাহ্মণ ।

মুগ্ধ হৈয়া একদৃষ্টে চাহে যনে-যন ॥ ৮৩ ॥

বিশ্বকর্তৃক বিশ্বরূপের পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

বিপ্রে বোলে,—‘কার পুত্র এই মহাশয় ?

সবেই বোলেন,—‘এই মিশ্রের তনয় ॥ ৮৪ ॥

বিপ্রে বিশ্বরূপকে আলিঙ্গন ও মিশ্র-শটীকে দত্তবাদ—

শুনিয়া সম্ভোষে বিপ্রে কৈলা আলিঙ্গন ।

‘দত্ত পিতা মাতা, যার এ-হেন নন্দন ॥ ৮৫ ॥

স্বয়ং ঈশ্বর হইয়া ভগতে মধ্যাদা ও মানদ-দম্ম-শিক্ষা-দানার্থ

অতিথি বৈষ্ণব-বিপ্রেকে প্রণাম ও স্তুতি-দত্ত-বাদ—

বিপ্রে-করিয়া বিশ্বরূপ নমস্কার ।

বসিয়া কহেন কথা অমৃতের দার ॥ ৮৬ ॥

বৈষ্ণব অতিথি-লাভে সকল গৃহস্থেরই স্মৃতি-সঙ্কয়—

‘শুভ দিন তার মহাভাগ্যের উদয় ।

তুমি-হেন অতিথি যাহার গৃহে হয় ॥ ৮৭ ॥

বৈষ্ণব স্বয়ং আয়ারাম বা নিষ্কলন পরমহংস হইয়াও

‘পরদুঃখঃপী’ স্বভাব-হেতু বিষ্ণুবিমুগ্ধ দীন-গৃহব্রত-

জগৎকে বিষ্ণুসেবায় উন্মত্তীকরণার্থ সঙ্কল্প ভ্রমণ—

জগৎ শোধিতে সে তোমার পর্যটন ।

আত্মানন্দে পূর্ণ হই’ করহ ভ্রমণ ॥ ৮৮ ॥

যথার্থ মধ্যাদা-দানার্ভিজ্ঞ বাগ্মিপ্রবর বিশ্বরূপের বৈষ্ণব-সেবক

জীবাত্মানে স্বীয় যুগপৎ সোভাগ্য ও ছর্ভাগ্য-কারণ-বর্ণন—

ভাগ্য বড়,—তুমি-হেন অতিথি আমার ।

অভাগ্য বা কি কহিব,—উপাস তোমার ॥ ৮৯ ॥

বৈষ্ণব অতিথির অভুক্তাবস্থায় প্রস্থান-কালে

গৃহস্থপ্রমীর অন্তর্ভোদয়—

তুমি উপবাস করি’ থাক’ যার ঘরে ।

সর্বথা তাহার অমল-ফল ধরে ॥ ৯০ ॥

বৈষ্ণবের দর্শনে হর্ষ, কিন্তু অভুক্তাবস্থা-

শ্রবণে বিষাদ—

হরিশ পাইলু বড় তোমার দর্শনে ।

বিষাদ পাইলু বড় এ সব শ্রবণে ॥ ৯১ ॥

‘তরোরপি সহিষ্ণু’ ও অবিক্রবমতি বিপ্রে বিশ্বরূপকে

সাস্ত্রনা-প্রদান—

বিপ্রে বোলে,—‘কিছু ছুঃখ না ভাবিহ মনে ।

ফল মূল কিছু আমি করিব ভোজনে ॥ ৯২ ॥

নিগুণ ভগবনকে তনাত্রিত আয়ারাম হইয়াও সন্দেহে স্বীয়

মাসিক বনবাসিস্ব-জ্ঞাপন—

বনবাসী আমি, অন্ন কোথায় বা পাই ।

প্রায় আমি বনে ফল-মূল মাত্র খাই ॥ ৯৩ ॥

ব্যবহৃত); ঠাকুরেরে,—প্রভুকে ; দাওয়াইয়া,—পশ্চাদ্ধাবিত হইয়া, অর্থাৎ দ্রুত ছুটাইয়া বা তাড়া করিয়া ॥ ৬৭ ॥

তর্জগজ্জ, —তর্জ্জন গজ্জন, তর্জ্জন শব্দার্থ ক্রোধান্তরে তাড়ন, ভৎসন বা শাসন ॥ ৬৮ ॥

মিশ্র বলিলেন,—অরে ছুটে বাগক, আমি অন্ন তোমার হৃদয় দেগিয়া লইব! আমি—এত বিজ্ঞ ও যাজ্ঞ, আর তুই আমাকে নিতান্ত নিরোধ জ্ঞান করিতেছিস! তাহা—তোমার পক্ষে অত্যন্ত অজ্ঞায় ॥ ৬৯ ॥

এড়’—ছাড়, থাম; মারিযু,—মারিব (পূর্ববঙ্গে ব্যবহৃত) ॥

সাপুত্র,—উত্তমতা, বুদ্ধিমত্তা ॥ ৭২ ॥

স্বভাবক্রমেই শিশুগণ—চঞ্চলমতি, এখন উহাকে শাসন করিয়া শিখাইলেও সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবে না ॥ ৭৪ ॥

রায়,—ঠাকুর, মহাশয়; ‘যদভাবি ন তদভাবি ভাবিচেন তদন্তথা’ (হিতোপদেশ) ॥ ৭৬ ॥

কৃষ্ণ,—ফলপ্রদাতা বিধাতা; লিখেন,—মিলাবেন অর্থাৎ অন্ন আমার কপালে বা অদৃষ্টে অন্নপ্রাপ্তি ঘটিল উঠিবে না ; মর্ম্মকথা—রহস্ত, মনের গূঢ় কথা ॥ ৭৭ ॥

মহাজ্যোতির্ধর্ম্ম—অচিং প্রকাশক আলোকই সাধারণ

অজগর-বৃত্তি—

চদাচিৎ কোন দিবসে বা খাই অন্ন ।

সহ যদি নির্বিরোধে হয় উপসন্ন ॥ ৯৪ ॥

বিশ্বরূপ-দর্শনেই আত্মপ্রসাদ-লাভ—

য সম্ভোষ পাইলাও তোমা' দরশনে ।

চাহাতেই কোটি-কোটি করিলু' ভোজনে ॥ ৯৫ ॥

অন্ন ব্যতিরিক্ত ফল-মূল-ভোজনেচ্ছা—

ফল, মূল, নৈবেদ্য যে-কিছু থাকে ঘরে ।

তাহা আন' গিয়া, আজি করিব আহারে ॥ ৯৬ ॥

নতিপি বৈষ্ণব-বিপ্রের অন্নভোজনে নিমাইর বিয়-সম্পাদন—

হেতু অভুক্তাবস্থা-দর্শনে মিশ্রের গভীর হৃদিত্তা—

উত্তর না করে কিছু মিশ্র-জগন্নাথ ।

হুঃখ ভাবে মিশ্র শিরে দিয়া ছুই হাত ॥ ৯৭ ॥

পুনঃ রক্ষার্থ বিপ্রকে বাগিপ্রের মানদণ্ড-বিগ্রহ

বিশ্বরূপের স্ততিবাদদ্বারা প্রবর্তন—

বিশ্বরূপ বোলেন,—‘বলিতে বাসি ভয় ।

সহজে করুণাসিদ্ধি তুমি মহাশয় ॥ ৯৮ ॥

সজ্জন-স্বভাব-বর্ণন—

পরহুঃখে কাতর-স্বভাব সাধুজন ।

পরের আনন্দ সে বাড়ায় অমুক্ষণ ॥ ৯৯ ॥

সামান্য শ্রম স্বীকারপূরক পুনঃ রক্ষার্থ প্রার্থনা-জ্ঞাপন—

এতেকে আপনে যদি নিরালস্য হৈয়া ।

কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর রক্ষন করিয়া ॥ ১০০ ॥

বিপ্রের পুনঃনৈবেদ্য-রক্ষন-ভোজনেই সকলের

হুঃখ-লাভ ও হর্ষাপুর সন্তোষ—

তবে আজি আমার গোষ্ঠীর যত দুঃখ ।

সকল ঘুচয়ে, পাই পরানন্দ-সুখ ॥ ১০১ ॥

জ্যোতিঃ-নামে প্রসিদ্ধ; কিন্তু অপ্রাকৃত চিংপ্রকাশক
শালোকই শুদ্ধস্ব বা মহাজ্যোতিঃ । সেই জ্যোতির আকর-
হীনই ‘শ্রীবলদেব’, এবং তাহারই মূর্ত্তিভেদ—শ্রীবিশ্বরূপ ॥

শ্রীনিত্যানন্দই মূর্ত্তিভেদে বিভিন্ন-মূর্ত্তিতে বিশ্বরূপ হইয়া
প্রকটিত হন । বিশ্বরূপ সর্বদা সকল শাস্ত্রে কৃষ্ণভক্তিই ব্যাখ্যা
করেন অর্থাৎ প্রাকৃত-ভোগপর বিচার-ব্যাপার শাস্ত্রের কদর্থ
করিয়া জীবকে জড়ভোগে নিযুক্ত করেন না ॥ ৮২ ॥

দ্বীয় অভীষ্টদেব কৃষ্ণের অনিচ্ছা জানাইয়া বিপ্রের

পুনঃ রক্ষনে অনিচ্ছা-জ্ঞাপন—

বিপ্র বোলে,—‘রক্ষন করিলু' ছুইবার ।

তথাপিহ কৃষ্ণ না দিলেন খাইবার ॥ ১০২ ॥

দ্বীয় অদৃষ্টে কৃষ্ণের অনভিপ্রেত অন্নভোজনাভাব-জ্ঞাপন—

তেত্রিঃ বুঝিলাও,— আজি নাহিক লিখন ।

কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি,—কেনে করহ যতন ? ১০৩ ॥

কৃষ্ণের ইচ্ছাতেই সর্লকর্ম সম্ভব, নতুবা সম্পূর্ণ অসম্ভব—

কোটি ভক্ষ্য-জব্য যদি থাকে নিজ-ঘরে ।

কৃষ্ণ-আজ্ঞা হইলে সে খাইবারে পারে ॥ ১০৪ ॥

বিভূচৈতন্ত কৃষ্ণেচ্ছার বিরুদ্ধে অর্থচিং জীবের

সমস্ত ক্রিয়ম চেষ্টাই বিফল—

যে-দিনে কৃষ্ণের যারে লিখন না হয় ।

কোটি যত্ন করুক, তথাপি সিদ্ধ নয় ॥ ১০৫ ॥

গভীর-রাত্রিতে পুনঃ রক্ষনে বিপ্রের অনিচ্ছা-জ্ঞাপন—

নিশা দেড় প্রহর, ছুইও বা যায় ।

ইহাতে কি আর পাক করিতে যুয়ায় ? ১০৬ ॥

পুনঃ রক্ষন-চেষ্টা ছাড়িয়া বিপ্রের ফলমূল-ভোজনেচ্ছা—

অতএব আজি যত্ন না করিহ আর ।

ফল মূল কিছু মাত্র করিমু আহার ॥ ১০৭ ॥

পুনঃ রক্ষার্থ বিপ্রকে বিশ্বরূপের পুনঃ পুনঃ প্ররোচন—

বিশ্বরূপ বোলেন,—‘নাহিক কোন দোষ ।

তুমি পাক করিলে সে সবার সম্ভোষ ॥ ১০৮ ॥

বিশ্বরূপের বিপ্রচরণ-ধারণ এবং সকলেরই বিপ্রকে

পুনঃ রক্ষার্থ অমুরোধ—

এত বলি' বিশ্বরূপ ধরিলা চরণ ।

সাধিতে লাগিলা সবে করিতে রক্ষন ॥ ১০৯ ॥

শ্রীবিশ্বরূপপ্রভৃ তৈরিক বিপ্রকে লক্ষ্য করিয়া পরি-
ব্রাজকোচিত ভূবনপাবন ধর্মের কথা বলিলেন । ভগবদ্ভক্ত—
সর্বদা আত্মারাম অর্থাৎ কৃষ্ণসেবানন্দে পরিশূর্ণ, স্ততরাং
ভোগপর পথটকের আশ্রয় ভ্রমণ করিবার পরিবর্তে তিনি
জগতের বিষয়াভিনিবেশ হইতে গৃহমেদী জীবরূপকে কৃষ্ণ-
সেবোন্মুগ্ধ করাইয়া শোধান করেন ॥ ৮৮ ॥

উপাস,—উপবাস ॥ ৮৯ ॥

বিশ্বরূপ-রূপ-মুগ্ধ বিপ্রেব অবশেষে পুনঃ রক্ষনে

সম্মতি-প্রদান—

বিশ্বরূপে দেখিয়া মোহিত বিপ্রেবর।

‘করিব রক্ষন’—বিপ্রে বলিলা উত্তর ॥ ১১০ ॥

হর্ষভরে সকলের হরিষ্মনি ও বিপ্রেব রক্ষনস্থান-

সংস্কার-সাপন—

সম্ভাষে সবেই ‘হরি’ বলিতে লাগিল।

স্থান উপস্কার সবে করিতে লাগিল ॥ ১১১ ॥

রক্ষনোপযোগি-দ্রব্যাদি-পুনঃপ্রদান—

আথে-ব্যথে স্থান উপস্কারি’ সর্বজন।

রক্ষনের সামগ্রী আনিলা ততক্ষণে ॥ ১১২ ॥

বিপ্রেব তৃতীয়বার বন্ধনোদযোগ ; নিমাইকে সকলের

বেঠন ও আবরণ—

চলিলেন বিপ্রেবর করিতে রক্ষন।

শিশু আবরিয়া রহিলেন সর্বজন ॥ ১১৩ ॥

লুকাইত নিমাইর গৃহদ্বারে মিশ্রের সতর্ক প্রহরি-কাণা—

পলাইয়া ঠাকুর আছেন যেই ঘরে।

মিশ্র বসিলেন সেই ঘরের ছুয়ারে ॥ ১১৪ ॥

ধারকপুঙ্ক গৃহমধ্যে নিমাইকে আবদ্ধ

করিবার পরামর্শ—

সবেই বোলেন,—‘বাক্’ বাহির ছুয়ার।

বাহির হইতে যেন নাহি পারে আর ॥ ১১৫ ॥

মিশ্রের উহাতে সম্মতি প্রদান—

মিশ্র বোলে,—‘ভাল, ভাল, এই যুক্তি হয়।’

বাক্সিয়া ছুয়ার সবে বাহিরে আছয় ॥ ১১৬ ॥

অলৌকিক-স্নেহবৎসল স্বীগণের নিমাইর নিজা

দেখাইয়া সকলকে সাস্থনা-দান—

ঘরে থাকি’ জীগণ বোলেন,—‘চিন্তা নাই।

নিজা গেল, আর কিছু না জানে নিমাই ॥ ১১৭ ॥

সকলের নিমাইকে অবরোধ, বিপ্রেবও

রক্ষন-সমাপন—

এইমতে শিশু রাখিলেন সর্বজন।

বিপ্রেব হইল কতক্ষণেতে রক্ষন ॥ ১১৮ ॥

তৈথিক বিপ্রেব স্বাভীষ্টদেব কৃষ্ণকে ধ্যান-যোগে স্বঃস্তপক-

নৈবেদ্যপূর্ণ—

অন্ন উপস্কারি’ সেই স্মৃতি ত্রাঙ্গণ।

ধ্যানে বসি’ কৃষ্ণেরে করিলা নিবেদন ॥ ১১৯ ॥

সকলভূতান্তর্য়ামী প্রভুর বিপকে দর্শন-প্রদানোচ্চা—

জানিলেন অন্তর্য়ামী শ্রীশচীনন্দন।

চিন্তে আছে,—বিপ্রেবেরে দিবেন দর্শন ॥ ১২০ ॥

প্রভুর ইচ্ছায় সকলেরই নিজায় অচৈতন্যাবস্থা—

নিজা দেবী সব্বারেই ঈশ্বর ইচ্ছায়।

মোহিলেন, সবেই অচেতৈ নিজা যায় ॥ ১২১ ॥

বিপ্রেব অন্ন নিবেদন-স্থলে নিমাইর আগমন—

যে-স্থানে করেন বিপ্রে অন্ন নিবেদন।

আইলেন সেই স্থানে শ্রীশচীনন্দন ॥ ১২২ ॥

নিমাইকে দেখিবা মাত্র বিপ্রেব সভয়ে চিৎকাব, গভীর

নিজা-বশে সকলের তচ্ছবণাভাব—

বালক দেখিয়া বিপ্রে করে ‘হায় হায়’।

সবে নিজা যায়, কেহ শুনিতে না পায় ॥ ১২৩ ॥

অর্থাৎ, তোমার দর্শন-ফলে আমার হর্ষ-কিন্তু তোমার উপবাস-ফলে আমার বিষাদ, অর্থাৎ এই উভয় কারণেই আমার হর্ষবিষাদ উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১১৭ ॥

(ভা ১১২৫১২৫—) “বনন্দ সারিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে” ॥ ১৩ ॥

নির্কিরোধে,—নির্কিরো; উপসন্ন,—উপস্থিত, আগত ॥

বাসি,—বোধ বা অনুভব করি, ভাবি, পাই ॥ ১৮ ॥

নিরালস্ত হৈয়া,—একটু শ্রম স্বীকার করিয়া ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণের ভোগ্য যাবতীয় ভক্ষ্যদ্রব্য গৃহে থাকিলেও কৃষ্ণ

যদি তদীয় প্রসাদ-প্রদানের নির্বন্ধ করেন, তাহা হইলেই জীব সেই কৃষ্ণপ্রসাদ পাইতে পারেন; আর কৃষ্ণ যদি কাহারও প্রতি নিগ্রহ করেন, তাহা হইলে তাহার অসংখ্য প্রাকৃত আরোহ চেষ্টা বিফল হয় মাত্র। অদৌকজসেবা—কৃপা বা প্রসাদ মুখে অবরোধ বা অবতার-বিচারেই সিদ্ধ; প্রাকৃত চেষ্টাবলম্বন-বিচারে আরোহ-বাদ সফল প্রসব করিতে পারে না ॥ ১০৪-১০৫ ॥

যুগ্ম,—যোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত হয় ॥ ১০৫ ॥

কিছু,—সামান্য ॥ ১০৭ ॥

স্বতন্ত্র বিপ্রেয় প্রতি ভক্তবৎসল প্রভুর রূপা-বচন—

প্রভু বোলে,—‘অয়ে বিপ্র, তুমি ত’ উদার।

তুমি আমা’ ডাকি’ আন’, কি দোষ আমার ১১২৪॥

বিপ্র-সমীপে স্বীয় আগমন-কারণ-বর্ণন—

মোর মস্ত জপি’ মোরে করহ আহ্বান।

রহিতে না পারি আমি, আসি তোমা’-স্থান ॥১১২৫॥

বিপ্রসমীপে স্বীয় দর্শনপ্রদান-কারণ-বর্ণন—

আমারে দেখিতে নিরবধি ভাব’ তুমি।

অতএব তোমারে দিলাও দেখা আমি ॥’ ১১৬ ॥

বিপ্রকে প্রভুর স্বীয় অষ্টভূজ রূপ-প্রদর্শন—

সেইক্ষণে দেখে বিপ্র পরম অকুত।

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম,—অষ্টভূজ রূপ ॥ ১১৭ ॥

একহস্তে নবনীত, আর হস্তে খায়।

আর দুই হস্তে প্রভু মুরলী বাজায় ॥ ১১৮ ॥

সেই অপ্রাকৃত রূপ-বর্ণন—

ত্রীবৎস, কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার।

সর্ব-অঙ্গে দেখে রক্তময় অলংকার ॥ ১২৯ ॥

নবগুঞ্জা-বেড়া শিখিপুচ্ছ শোভে শিরে।

চন্দ্রমুখে অরুণ-অধর শোভা করে ॥ ১৩০ ॥

হাসিয়া দোলায় দুই নয়ন-কমল।

বৈজয়ন্তী-মালা দোলে মকর-কুণ্ডল ॥ ১৩১ ॥

চরণারবিন্দে শোভে শ্রীরক্ত-মুপুর।

নখমণি-কিরণে তিমির গেল দূর ॥ ১৩২ ॥

অপ্রাকৃত ধাম-দর্শন ও ধাম-বর্ণন—

অপূর্ব কদম্বরূক্ষ দেখে সেইখানে।

বৃন্দাবনে দেখে,—নাদ করে পক্ষিগণে ॥ ১৩৩ ॥

গোপ-গোপী-গাভীগণ চতুর্দিকে দেখে।

যাহা দ্যান করে, তা’ই দেখে পরতেকে ॥ ১৩৪ ॥

সকলে বলিলেন,—ঘরের বাহিরের ঝাঁপ বা দরজা দড়ি
য়া বন্ধ কর, তাহা হইলেই নিমাই আর উঠা থুলিয়া বাহির
ইয়া আসিতে পারিবে না ॥ ১১৬ ॥

চিন্তে,—ইচ্ছা বা অভিলাষ ॥ ১২০ ॥

সকলে মনে করিলেন,—যখন অধিক রাত্রি হইয়াছে,
তখন শিশু নিমাই শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িবে, সুতরাং তাহাকে
আটকাইয়া রাখিতে হইবে না। কিন্তু ভগবদ্ভিষায়
গাচার বৈপরীত্য ঘটিল; মোহিনী নিদ্রা-দেবীর মূঢ় মোহন
বঞ্চন-স্পর্শে গৃহাভ্যন্তরস্থ সকলেই নিদ্রায় অচেতন হইয়া
পড়িল ॥ ১২১ ॥

আমার মস্ত জপ করিয়া তুমি আমাকেই আহ্বান কর,
জ্ঞেয়ই আমি তোমার মস্তে আবৃত হইয়া তোমারই প্রদত্ত
নবেদ্যাদি গ্রহণ করি; কেহ কেহ বিচার করেন যে,
গাপাল-মস্ত দ্বারাই শ্রীগৌরাস্বরের পূজা ও নৈবেদ্য সমর্পিত
হয় এবং তাদৃশ মনেই তিনি নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। যদবধি
শ্রীগৌরস্বন্দরের শ্রীঅর্চা-বিগ্রহের পূজার বিধি পুণ্যক্ষে
প্র-
লিত ছিল না, তৎকালাবধি কৃষ্ণমন্ডেই প্রভুর পূজার্কনাদি-
নির্মাণ হইত, কিন্তু যৎকালে প্রচ্ছন্ন-অবতারী কৃষ্ণ রূপা-
ধরন হইয়া তাঁহার নিত্যস্ত অন্তরঙ্গ নিজজনগণের নিকট
স্বীয় স্বরূপ, বিগ্রহ বা নাম প্রকটিত করিলেন, তদবধি

তাঁহার প্রভুর নিত্য-নাম-মন্ত্রাদি প্রকটিত করিয়া শ্রীগৌর-
মন্ডেই শ্রীগৌরবিগ্রহের পূজার্কনাদি করিয়া থাকেন। তাঁহার
প্রচ্ছন্ন-অবতারী রূপা-লাভে বঞ্চিত হন, তাঁহারাই শ্রীগৌর-
স্বন্দরের অর্চা-বিগ্রহকে কৃষ্ণমন্ডের দ্বারা উপাসনা করিবার
ছলনা করেন, কিন্তু তদ্বারা তাঁহাদের শ্রীগৌরপূজা বিহিত
হয় না এবং গৌরলীলার নিত্যোপলব্ধির অভাবে তাঁহার
কৃষ্ণরূপা হইতে বঞ্চিত হন মাত্র।

কৃষ্ণমস্ত জপ করিলে কৃষ্ণ বা গৌরস্বন্দর তাহা স্বীকার
করিয়া জপকারীর নিকট প্রকাশিত হন। কিন্তু গৌর-কৃষ্ণ
ভেদবুদ্ধিবৃত্ত ব্যক্তি অশ্রোতপণ্ডায় কৃষ্ণমস্ত-জপচেষ্টা দেখা-
ইয়া ও শ্রীগৌরস্বন্দরে কৃষ্ণস্বরূপ দর্শন না করায়, তাঁহার
সংসার-মোচনে বাধা হইয়া পড়ে, সুতরাং কৃষ্ণমস্তজপদ্বারা
অনেক সময় শ্রীগৌরস্বন্দরের পূজার পূজকের ঝড়ির অভাব
দেখা যায়। যাহাদের গৌরস্বন্দরের পূজার কৃষ্ণপ্রতীতি
নাই, শ্রীরাম-রামানন্দ তাহাদিগকে গৌররূপা হইতে বঞ্চিত
করেন এবং তাহাদের নয়নে গাফিলিকা-গিরিধরের শ্রীকৃষ্ণ
দর্শন প্রদান করেন না, তাহারা ভ্রম-প্রমাদ-করণপাটব
বিপ্রলিপ্সাদি দোষচতুষ্টয়ে আবৃত হওয়ায় শ্রীগৌরস্বন্দরে,
শ্রীরাধা-গোবিন্দের দর্শন প্রাপ্ত হন না, সুতরাং শ্রীরাধা-
কৃষ্ণের দর্শনভাবে চতুঃপ্রোক্ষীর দ্বিতীয় প্রোক্ষের মন্মাদম্বারে

স্বাভীষ্টদেবকে সাক্ষাদর্শন ফলে বিপ্রেস আনন্দ-মূৰ্ছা—

অপূৰ্ণ ঐশ্বর্য দেখি' স্মৃতি ত্রাক্ষণ।

আনন্দে মুচ্ছিত হৈয়া পড়িল তখন ॥ ১৩৫ ॥

ভক্তাস্তে ভক্তবৎসল প্রভুর শ্রীহস্তাধর্ষণ—

করণা-সমুদ্র প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।

শ্রীহস্ত দিলেন তান অঙ্গের উপর ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীহস্তস্পর্শ ও দর্শন-ফলে বিপ্রেস প্রেমদীনন্দ-মোহ-বর্ণন -

শ্রীহস্ত-পরশে বিপ্র পাইলা চেতন।

আনন্দে হইল জড়, না ক্ষুরে বচন ॥ ১৩৭ ॥

পুনঃ পুনঃ মুচ্ছা বিপ্র যায় ভূমিতলে।

পুনঃ উঠে, পুনঃ পড়ে মহা-কুতূহলে ॥ ১৩৮ ॥

কম্প-স্বন্দ-পুলকে শরীর স্থির নহে।

নয়নের জলে যেন গঙ্গা-নদী বহে ॥ ১৩৯ ॥

বিপ্রেস স্বাভীষ্টদেব-সম্মুখে নির্যেসদ-ক্রন্দন—

ক্ষণেকে ধরিয়া বিপ্র প্রভুর চরণ।

করিতে লাগিলা উচ্চ-রবেতে ক্রন্দন ॥ ১৪০ ॥

ভক্তবৎসল প্রভুর স্বভক্ত-প্রতি রূপা-বাক্য—

দেখিয়া বিপ্রেস আশ্রিত শ্রীগৌরসুন্দর।

হাসিয়া বিপ্রেসে কিছু করিলা উত্তর ॥ ১৪১ ॥

বিপ্রেস নিত্যগৌরকৃষ্ণ কৈঙ্কর্য—

প্রভু বোলে,—‘শুন শুন, অয়ে বিপ্রবর।

অনেক-জন্মের তুমি আমার কিঙ্কর ॥ ১৪২ ॥

বিপ্রসমীপে স্বীয় দর্শনপ্রদান-কারণ-বর্ণন—

নরবদি ভাব’ তুমি দেখিতে আমারে।

অতএব আমি দেখা দিলাঙ তোমারে ॥ ১৪৩ ॥

পূর্বসঙ্গে নন্দগুণে অভ্যাগত ঐ বিপ্রকে এইরূপে দর্শন-প্রদান

আর-জন্মে এইরূপে নন্দ-গৃহে আমি।

দেখা দিলুঁ তোমারে, না স্মর’ তাহা তুমি ॥ ১৪৪ ॥

পূর্বসংগীষ দর্শন প্রদানের ইতিহাস-বর্ণন—

যবে আমি অবতীর্ণ হৈলাঙ গোকুলে।

সেহ জন্মে তুমি তীর্থ কর’ কুতূহলে ॥ ১৪৫ ॥

দৈবে তুমি অতিথি হইলা নন্দ-ঘরে।

এইমতে তুমি অন্ন নিবেদন’ আমারে ॥ ১৪৬ ॥

তাহাতেও এইমত করিয়া কোতুক।

খাই’ তোর অন্ন দেখাইলুঁ এই রূপ ॥ ১৪৭ ॥

বিপ্রকে নিত্য-কৈঙ্কর্যে স্বীকার, দাসেরই প্রত্নদর্শন-সামর্থ্য—

এতেকে আমার তুমি জন্মে-জন্মে দাস।

দাস বিমু অণু মোর না দেখে প্রকাশ ॥ ১৪৮ ॥

গৌরসুন্দরের প্রতি মাণিক দৃষ্টি বা চোঁটা-বশতঃ শ্রীগৌরসুন্দর তাহাদের নয়নে পরিদৃষ্ট হন না; পবন, স্ব স্ব জড়ীয় পর্ক প্রাকৃত-চক্ষুদ্বারা গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ হইতে পৃথক বস্তু-জ্ঞানে একজন ‘সম্যাসী’, ‘দর্শনসংস্কারক’ বা ‘কৃত্তিম ভাবুক সাধু’ পদ্ধতি অবাস্তুর রূপে দর্শন তাহাদিগের নয়ন আচ্ছন্ন করে ॥ ১২৫ ॥

তৈরিক-বিপ্র শ্রীগৌরসুন্দরের মুখে তাঁহার নিজ উপাস্ত-বস্তুর অধিষ্ঠান শবণ করিয়া তাঁহাতে শঙ্খ-চক্র গদা-স্ব-শোভিত চতুর্ভূজ নারায়ণ-রূপ দর্শন করিলেন; দেখিলেন,— প্রভু হুইহস্তের মধ্যে একহস্তে নবনীত রাগিয়া হস্তদ্বারা তাহা গ্রহণ করিতেছেন এবং অপর হুইটা হস্তদ্বারা বংশী ধারণ ও বাদন করিতেছেন। এই মুহুর্তে অপূর্ণ সমাহার লক্ষিত হয়। প্রভু প্রথমে চারিহস্তে শঙ্খচক্রাদি অস্ত্র ধারণ করিয়া আছেন, পরে ব্রজেন্দ্রনন্দনের দ্বিবিধ-রূপে দ্বিবিধ লীলা হুই-হুই-হস্তে সম্পাদন করিতেছেন, দর্শন করিলেন। নবনীত-ভক্ষণ ও মুরলীবাদনাদি মাধুর-দ্বারকা-লীলায় প্রকটিত হয়

নাট্য এবং শ্রীগোকুল-লীলায় ও দ্বিভূজ মুরলীধর কৃষ্ণ চতুর্ভূজ হন নাট্য। নবনীত-গ্রহণকালে যুগপৎ মুরলীবাদন প্রভৃতি ঐশ্বর্য-লীলায় ব্রজবাসিগণের স্রীতি দেয়া যায় না। আবার, অচ্চক-সম্পাদনে পূজ্যবুদ্ধিমত্তা সেবার চতুর্ভূজ নারায়ণ-দর্শন — অপরিহার্য। কৃষ্ণের অর্চনে গৌরব-মিশ্র পূজ্যভাবই বর্তমান; কিন্তু ভাবময় বন্দাবনে অবাস্ত-চতুর্ভূজ কৃষ্ণ কেবল-মাত্র দ্বিভূজ-দ্বারাই মাধুর্য-প্রাচুর্যে ব্রজবাসীর সেবা গ্রহণ করিয়া থাকেন। এতলে চতুর্ভূজ-রূপী ত্রিবিগ্রহের বক্ষে শ্রীবৎসচক্র ও কোমল-অলঙ্কার, গলদেশে মণিহার এবং সন্ধ্যায়ে রত্নখচিত ভূষণসমূহ বিরাজমান; তৎসঙ্গে বহু মধুর-পুচ্ছে নবমুগ্ধা-বেষ্টিত শিরোদেশ শোভিত এবং চন্দ্রবদনে রাতুল অপর শোভাও লক্ষিত হইল; তৎকালে সম্মিত বদনমণ্ডলে তাঁহার পদ্মপাশ-তুল্য আকর্ষণবিশ্রাস্ত নয়ন সূর্য্যমাণ দেপাইতেছিল। ইহাতে ঐশ্বর্য হইতে মাধুর্যের ক্ষুদ্রি প্রবলভাবে পরিদৃষ্ট হইল। আবার, উভয়রূপেই

অপ্রাকৃত্তে যশ্রদ্ধান বহিরঙ্গ লোকের নিকট রহন্ত

প্রকাশ করিতে কঠোর নিষেধাজ্ঞা—

কহিলাও তোমারে এ সব গোপ্য কথা ।

কারো স্থানে ইহা নাহি কহিবা সর্বথা ॥ ১৪৯ ॥

যাবৎ থাকয়ে মোর এই অবতার ।

তাবৎ কহিলে কারে করিমু সংহার ॥ ১৫০ ॥

স্বীয় অবতারোদ্দেশ্য ও লীলা-চেষ্টা-বর্ণন—

সঙ্কীৰ্ত্তন-আরম্ভে আমার অবতার ।

করাইমু সর্বদেশে কীর্ত্তন প্রচার ॥ ১৫১ ॥

ব্রহ্মাদিরও দুর্লভ প্রেমভক্তি-বিতরণ—

ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তিযোগ বাঞ্ছা করে ।

তাহা বিলাইমু সৰ্ব্ব প্রীতি ঘরে-ঘরে ॥ ১৫২ ॥

দ্বায়ত বিপ্লবের তল্লাগা-দর্শন-সম্ভাবনা—

কত দিন থাকি' তুমি অনেক দেখিবা ।

এ সব আখ্যান এবে কারে মা কহিবা ॥ ১৫৩ ॥

স্বভক্তকে রূপা-পূৰ্ণক স্বগৃহে নিয়াইর গমন—

হেনমতে ব্রাহ্মণেরে শ্রীগৌরসুন্দর ।

রূপা করি' আখ্যাসিয়া গেলা নিজ-ঘর ॥ ১৫৪ ॥

মকরাক্তি কুণ্ডল এবং বৈজয়ন্তী-মালাকা একত্র সমাধিষ্ট দেখিলেন । রূপপাদপদ্মে রত্ননির্মিত নূপুর শোভা পাইতেছে এবং রূক্ষের নখমণির উজ্জ্বলিত ছটা-প্রভাবে অজ্ঞান-তমোহঙ্ককার বিদূরিত হইয়া চিহ্নিলাসালোক উদ্ভাসিত হইয়াছে, দৃষ্ট হইল । আবার চতুর্দিকে বৃন্দাবনস্থিত অপূর্ণ কদম্ব-বৃক্ষ, এজবিপানের বিহগকুণ্ডের কাকলী এবং স্তম্ভী ও গোপবালাকবল্লভের সহিত গো-সেবন-রত আত্মীরাদি পরিকর-বৈশিষ্ট্যেরও দর্শন লাভ করিলেন । পূজক-স্বত্রে তৈর্গিক-বিপ্র যত্নপ্রকার ধোয়বিগ্রহের বিভিন্ন দ্ব্যানে নিমগ্ন ছিলেন, ধোয়বিগ্রহের ততপ্রকার রূপই প্রত্যক্ষ করিলেন ॥ ১২৭-১৩৪ ॥

পরতেকে,—প্রশংসে, অথবা প্রত্যেককে ॥ ১৩৪ ॥

চন্দ্রর্শনজনিত আনন্দোৎফুল্ল ও বাহ্যে জড়বৎ প্ররক্তি-রহিত হইয়া তাঁহার বাক্য-কুণ্ঠি হইল না ॥ ১৩৭ ॥

মহা-কৃত্যুহলে—মহানন্দ-ভাববৈচিত্র্য-বশতঃ ॥ ১৩৮ ॥

আন্তি,—ব্যাকুলতা ; নির্বেদ,—দৈন্ত ॥ ১৪১ ॥

নিরবধি ভাব,—নিরন্তর চিন্তা কর, ইচ্ছা কর ॥ ১৪১ ॥

তীর্থ কর,—তীর্থ—পর্যটন বা ভ্রমণ কর ॥ ১৪৫ ॥

রূপদাস শুদ্ধজীব—নিতা; তিনি প্রেমোজ্জ্বলিত ভক্তি-বিলোচন-দ্বারা সেবা-তৎপর হইয়া রূক্ষের দর্শন করিতে সমর্থ হন । ভোগময় ইন্দ্রিয়জজ্ঞানে স্থূল-সূক্ষ্ম-সূতিষয়-সাহায্যে বদ্ধজীব অধোকল্প রূক্ষকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না । আত্ম-বৃত্তি রূক্ষসেবায় উন্মুখ হইলেই বৈষ্ণবের বিষ্ণুদর্শন সম্ভবপর হয় । নিত্যদাস্য প্ররক্তির অভাবে জীব কখনও স্থূল ও সূক্ষ্ম-বৃত্তিষয় পরিহার করিতে সমর্থ হয় না, স্মরণ্য তৎকালে ভোগবৃত্তিহেতু বদ্ধজীবের সেবা রূক্ষবস্তুর দর্শনভাব ঘটে ॥ ১৪৮

ছন্ন-অবতারী শ্রীগৌর-নারায়ণ সেই বিপ্রকে শাসন-মুখে বলিতেছেন যে,—আমার এই অবতারি-লীলা-বিষয়ক সত্য-কথা যদি অবতারের প্রকটকালে কাহাকেও তুমি প্রকাশ কর, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমাকে পৃথিবী-বাস হইতে অবসর প্রদান করিব ॥ ১৫০ ॥

গৌরসুন্দর কহিলেন যে,—বহুজন মিলিত হইয়া রূক্ষের সম্যকরূপে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেই আমি তপায় অবতীর্ণ হইব । আমি কীর্ত্তন-মুখেই সর্বদেশে নামকীর্ত্তনের মায়ায়া প্রচার করিব । কেহ কেহ বলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর শৈশবে কীর্ত্তন আরম্ভ করেন নাই ; পরে শ্রীধরপুত্রীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ-লীলাস্তে সঙ্কীৰ্ত্তন-মুখে নৈমিত্তিক অবতার-বলীর সকল লীলাই অভিনয়-মুখে প্রচার করেন । পরে পরিত্যক্ত হইয়া স্বয়ং ভারতের বিভিন্ন-স্থানে এবং নিজ-নিজ-দাসগণের দ্বারা জগতের সর্বত্র হরিকথা প্রচার করিয়াছেন, করিতেছেন ও করাইবেন ॥ ১৫১ ॥

ব্রহ্মাদি দেবগণ যে অপরোক্ষ, অপ্রাকৃত, অতীন্দ্রিয় অধো-ক্ষের প্রেম-সেবা লাভ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা গাঢ়া-পাত্র বিচার না করিয়া সকলের দ্বয়ে প্রকটিত করিব । প্রাগ্‌বন্ধ-মুখে নিরন্তরকৃত বাস্তব-সত্যস্বরূপ অধোক্ষ শ্রীগৌর-রূক্ষ আদি-কবি ব্রহ্মার দ্বয়ে যে স্বীয় নামরূপগুণলীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই অনর্পিতচরী উজ্জল-রসময়ী স্বীয় সেবা-শোভা যে স্বয়ংই ঘরে ঘরে অর্থাৎ স্বী-পুরুষ-নির্দেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এবং ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু-নির্দেশে সকলের দ্বয়ে প্রকাশ ও বিতরণ করিবেন, তাহা বর্ণন করিলেন ॥ ১৫২ ॥

পূর্ববৎ শয়ায় শয়ন ; প্রভুর ইচ্ছায় সকলের গভীর নিদ্রা— ভগবানকে সামান্য-শিশু-জ্ঞান-জনিত ত্রাস্তি-নাশার্থ যথার্থ দয়ালু

পূর্ববৎ শুইয়া থাকিলা শিশু-ভাবে ।

যোগনিদ্রা-প্রভাবে কেহ নাহি জাগে ॥ ১৫৫ ॥

অপূর্ব শ্রীরূপ-দর্শনে বিপ্রের দশা বা প্রেমানন্দ-বর্ণন—

অপূর্ব প্রকাশ দেখি' সেই বিপ্রবর ।

আনন্দে পূর্ণিত হৈল সর্ব-কলেবর ॥ ১৫৬ ॥

যীয় অঙ্গে মহাপ্রসাদার-মৃক্ষণ ও ভোজন—

সর্ব-অঙ্গে সেই অন্ন করিয়া' লেপন ।

কান্দিতে কান্দিতে বিপ্র করেন ভোজন ॥ ১৫৭ ॥

প্রেমানন্দ-ভরে বিপ্রের নৃত্য, গীত ও হাস্য—

নাচে, গায়, হাসে, বিপ্র করয়ে ছন্দার ।

'জয় বালগোপাল' বোলয়ে বারবার ॥ ১৫৮ ॥

বিপ্রের শব্দে নিদ্রা হইতে সকলের উত্থান, বিপ্রের

আনুসংঘম ও আচমন—

বিপ্রের ছন্দারে সবে পাইলা চেতন ।

আপনা সম্বর' বিপ্র কৈলা আচমন ॥ ১৫৯ ॥

বিপ্রের নির্বিঘ্ন-ভোজন-দর্শনে সকলের হর্ষাতিশয়—

নির্বিঘ্নে ভোজন করেন বিপ্রবর ।

দেখি' সবে সন্তোষ হইলা বহুতর ॥ ১৬০ ॥

পরদ্রঃপদ্যগী বিপ্রের সকলকে প্রভুর ছন্দাবতার প্রকাশ—

পূর্বক পরিচয়-প্রদানার্থ স্বগতোক্তি—

সবারে কহিতে মনে চিন্তয়ে ব্রাহ্মণ ।

'ঈশ্বর চিনিয়া সবে পাউক মোচন ॥ ১৬১ ॥

ভব-বিরিঞ্চি-বাহিত পদ ভগবানের মিশ্রগুণে অবতার—

ব্রহ্মা শিব ষাঁহার নিমিত্ত কাম্য করে ।

হেন-প্রভু অবতার' আছে বিপ্র-ঘরে ॥ ১৬২ ॥

বিপ্রের প্রভুর গৃঢ়াবতার-কীর্তনে উৎকট ইচ্ছা—

সে প্রভুরে লোক-সব-করে শিশু-জ্ঞান ।

কথা কহি,—সবেই পাউক পরিজ্ঞান ॥' ১৬৩ ॥

প্রভুর নিষেধাজ্ঞা-ভয়ে বিপ্রের ইচ্ছা-সম্বরণ ও

মোনাবলম্বন—

'প্রভু করিয়াছে নিবারণ'—এই ভয়ে ।

আজ্ঞা-ভঙ্গ-ভয়ে বিপ্র করে নাহি কহে ॥ ১৬৪ ॥

লোকের অজ্ঞাতভাবে বিপ্রের নবদীপে অবস্থান—

চিনিয়া ঈশ্বরে বিপ্র সেই নবদীপে ।

রহিলেন গুপ্তভাবে ঈশ্বর-সমীপে ॥ ১৬৫ ॥

দৈনিক ভিক্ষা-সমাপনান্তর বিপ্রের প্রত্যহ প্রভু-দর্শন—

ভিক্ষা করি' বিপ্রবর প্রতি স্থানে-স্থানে ।

ঈশ্বরে আসিয়া দেখে প্রতি দিনে-দিনে ॥ ১৬৬ ॥

ঐশ্বর্য্যভাব-বাচক বেদের ও গুহ প্রভুর চিহ্নাঙ্গ-বৈচিত্র্য—

শ্রবণ-ফলে সাধা প্রভুপদ-প্রাপ্তি—

বেদ-গোপ্য এ-সকল মহাচিত্র কথা ।

ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ মিলয়ে সর্বথা ॥ ১৬৭ ॥

আদিখণ্ডের মহিমা—

আদিখণ্ড কথা—যেন অমৃত-শ্রবণ ।

ষাঁহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥ ১৬৮ ॥

ঐশ্বর্য্যভাবাপ্রতি গ্রহকার-কর্তৃক পরমেশ্বর গৌর-নারায়ণের

নানাবতারে নানাবিধ পরমৈশ্বর্য্য-বাচক

নাম-রূপ-গুণ-লীলা-বর্ণন—

সর্বলোকচূড়ামণি বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।

লক্ষ্মীকান্ত, সীতাকান্ত শ্রীগৌরানন্দর ॥ ১৬৯ ॥

অর্থাৎ তৎকালে গৃহস্থিত ও পল্লীস্থিক অশ্রুপার লোক-সমূহের যোগমায়ার স্রষ্টাতল ক্রোড়ে নিদ্রা-অভিত্ত ছিল ; ভগবদ্ভিক্ষাক্রমে তাহারা তৎকালে নিদ্রোথিত হইয়া ভগবল্লীলার বাবাত করিতে সমর্থ হয় নাই ॥ ১৫৫ ॥

অপূর্ব প্রকাশ,—অলৌকিক অপ্রাকৃত লীলা-প্রাকট্য ।

অন্ন,—অপ্রাকৃত কৃষ্ণপ্রসাদার ॥ ১৫৭ ॥

আপনা সম্বর'—আপনার জন্মস্থিত উদ্দাম ভাবলহরী গোপন করিয়া ॥ ১৫৯ ॥

ঐশ্বর্য্যলীলা-সেবক বিপ্রবর স্বভাবতঃ ঐশ্বর্য্যলীলামুগত যীয় চিন্তে চিন্তা করিলেন যে, শ্রীগৌর-নারায়ণকে বড়ৈশ্বর্য্য-পূর্ণরূপে জ্ঞান করিয়া মিশ্রপ্রমুখ সকলেই মুক্তি লাভ করুক ॥

নিমিত্ত,—উদ্দেশ্যে ; কাম্য,—কামনা বা প্রার্থনা ॥ ১৬২ ॥

কথা কহি,—সেই অতি-গুপ্ত কথা ব্যক্ত করি ॥ ১৬৩ ॥

মহাচিত্র কথা—আশ্চর্য্য বৈচিত্র্যপূর্ণ আখ্যান ॥ ১৬৭ ॥

অমৃত-শ্রবণ,—অমৃত-নিঃস্রবিনী ॥ ১৬৮ ॥

সর্বলোক-চূড়ামণি,—চতুর্দশ-ভুবনের বাবতীর প্রকাশ-

গৌর-নিত্যানন্দোপাসক গ্রন্থকারের ত্রেতাযুগীয়
 ষোপাশ্চ-দেবাবতার-লীলা-বর্ণন—
 ত্রেতা-যুগে হইয়া যে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ।
 নানা-মত লীলা করি' বদিল রাবণ ॥ ১৭০ ॥
 ষাপরযুগীয় ষোপাশ্চ-দেবাবতার-লীলা বর্ণন—
 হইলা ষাপর-যুগে কৃষ্ণ-সকর্ষণ ।
 নানা-মতে করিলেন ভূভার খণ্ডন ॥ ১৭১ ॥

সেই শ্রীমুকুন্দ-অনন্তই কলিযুগে শ্রীগৌর-নিতাই—
 'মুকুন্দ' 'অনন্ত' যাঁরে সর্ববেদে কয় ।
 শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ সেই স্মৃতিশ্চয় ॥ ১৭২ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চন্দ্র জ্ঞান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৭৩ ॥
 ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে তৈরীক-বিপ্রোক্তভোজনং
 নাম পঞ্চমোঃধ্যায়ঃ ।

বিগ্রহ এবং দেবতা ও জীবাধিষ্ঠানের সর্কশ্রেষ্ঠ সেব্য স্বয়ংরূপ-
 বিগ্রহ । বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর—চতুর্দশ-ভূবনাভীত বিরজা ও ব্রহ্ম-
 লোকের অতীত সকল-গুণবান্ধিত ও মায়িক-প্রপঞ্চাতীত
 অব্যাহত দেশ-কাল-পাত্রেয় নিত্য ষড়ৈশ্বর্যাপূর্ণ প্রভু ।

লক্ষীকান্ত,—মূলবৈকুণ্ঠের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী শ্রীলক্ষ্মীর সেব্য
 ষড়ৈশ্বর্যাপূর্ণ পরবোমনাথ পরতত্ত্ব শ্রীনারায়ণ । সীতাকান্ত,
 —বিষ্ণুর নৈমিত্তিকাবতার ভগবান্ দাশরথি শ্রীরামচন্দ্র ॥ ১৬৯

শ্রীগৌরসুন্দরই অভিন্ন-মাধুর্য্যবিগ্রহ ব্রহ্মজ্ঞাননন্দ শ্রীকৃষ্ণ,
 তাঁহারই অংশরূপে সকল প্রকাশ-তত্ত্ব ও নৈমিত্তিকাবতার-
 বলী, বৈকুণ্ঠপতি এবং পার্থিবধিষ্ঠানের বিভূতিসমূহ বর্ত্তমান ।

সেই স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীগৌরসুন্দর ; তদভিন্ন স্বয়ংপ্রকাশ-
 তত্ত্ব শ্রীবলদেবই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু । সত্যসুগের পর ত্রেতাযুগে
 তাঁহার উভয়েই অংশলীলাবতার-স্বরূপে শ্রীরামলক্ষ্মণ দ্বাতৃ-
 স্বরূপে রাবণাদির বদলীলা প্রদর্শন করেন । ষাপরে কৃষ্ণ-
 বলরাম(সকর্ষণ) দ্বাতৃস্বরূপে শিশুপালাদি অহুর নিধন এবং
 কোরবকুল ধ্বংস করিয়া ভূ-ভার হরণ করেন । সেই সর্ববেদ-
 কীর্ত্তিত শ্রীঅনন্তদেব ও মুকুন্দ-নামক মহাপুরুষদ্বয়ই যে কলি-
 যুগে শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্য-রূপে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ বা উদ্ভিত
 হইয়াছেন, ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১৭০-১৭২ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় ।

—:~:—

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিমাইর 'বিষ্ণুরম্ভ', একাদশী-দিবসে
 জগদীশ ও হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহে বিষ্ণুনৈবেদ্য-ভক্ষণ ও
 নানাবিধ বালাচাপল্যাদি বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীজগদীশ বিশ গৌর-গোপালের 'হাতে-খড়ি' এবং
 'কর্ণবেধ' ও 'চুড়াকরণ-সংস্কার' সমাপন করিলেন । নিমাই
 দৃষ্টিমাত্রই সমস্ত অক্ষর লিখিতে আরম্ভ করিলেন ; দুই-
 তিন দিনের মধ্যেই সমস্ত ফলা, বানান প্রভৃতি পড়িয়া
 ফেলিলেন, এবং নিরন্তর কৃষ্ণনাম-মালা লিখিতে ও
 পড়িতে থাকিলেন । গৌর-গোপাল কখনও বা আকাশে

উদ্ভীয়মান পক্ষী, কখনও বা আকাশের চন্দ্রনক্ষত্র-সমূহকে
 আনিয়া দিবার জ্ঞাত পিতা-মাতার নিকট অতিশয় আশ্বাস
 করিতেন, এবং ঈশকল বস্ত্র না পাঠিলে অত্যন্ত ক্রন্দন
 করিতে থাকিতেন । একমাত্র 'হরিনাম' ব্যতীত বাগবকে
 সাধনা করিবার আর কোনও উপায় ছিল না । একদিন
 সকলে পুনঃ পুনঃ 'হরিনাম' করিতে থাকিলে ও নিমাইর
 ক্রন্দন-নিবৃত্তি না হওয়ায় ক্রন্দনের কারণ অনুসন্ধানোদ্দেশে
 নিমাইকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানা গেল যে, নিমাই নবদ্বীপস্থ
 শ্রীজগদীশ ও হিরণ্যপণ্ডিত-নামক দুইজন বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের
 গৃহে, একাদশী-দিবসে যে-সকল বিষ্ণুনৈবেদ্য প্রস্তুত হইয়াছে,

তাঁহা ভোজন করিবার জন্ত ঐরূপ ক্রন্দনলীলার অভিনয় করিয়াছেন। বিকুনৈবেশ-প্রদান-বিষয়ে প্রতিপ্রতি প্রদান-পূর্বক নিমাইকে সাযনা করিয়া আশুবর্গ উক্ত ভাগবতধ্বয়ের গৃহে গমনপূর্বক তাঁহাদিগকে সকল কথা বলিলে, তাঁহারা নিমাইকে অলৌকিক-পুরুষ-জ্ঞানে বিস্মৃপে প্রস্তুত যাবতীয় নৈবেদ্য প্রদান করিলেন; ফলে, নিমাইর ক্রন্দনও নিবৃত্ত হইল। নিমাই বয়স্কগণের সহিত পরিহাস, কলহ এবং মধ্যাহ্নে গঙ্গা-স্নানকালে তাঁহাদের সহিত জলক্রীড়া প্রভৃতি-দ্বারা নানা-প্রকার চাঞ্চাল্যাদি প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। একদিকে পুরুষগণ যেমন শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের নিকট প্রত্যাহ নিমাইর হর্য্যবহার-বিষয়ে নানা-প্রকার অভিযোগ আনয়ন করিল, অপরদিকে বালিকাগণ ও নিমাইর নানা-প্রকার চাপল্যের কথা শচীমাতার ঐতিগোচর করাইল। শচীদেবী সকলকে মিষ্ট-বাক্যদ্বারা সাযনা প্রদান করিতে লাগিলেন। জগন্নাথ-মিশ্র নিমাইর ঐরূপ উপদ্রব শুনিয়া পুনরুপেক্ষা শাস্তি প্রদান করিবার অভিলাষে মধ্যাহ্ন-কালে গঙ্গাঘাটে গিয়া উপস্থিত হইলেন। নিমাই ক্রুদ্ধ পিতার আগমন জানিতে

পারিয়া অত্ৰ-পথে গৃহে পলাইয়া গেলেন এবং বয়স্কগণকে বলিয়া রাখিলেন যে, যদি মিশ্র অসিয়া তাঁহার কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাঁহা হইলে যেন তাঁহারা মিশ্রকে ‘অত্ৰ নিমাই গঙ্গা-স্নানে আসে নাই’—এইরূপ বলিয়া ফিরাইয়া দেয়। গঙ্গা-ঘাটে নিমাইকে না দেখিয়া মিশ্র গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া দেখিলেন যে, নিমাই অস্নাত-অবস্থায় পূর্বাহ্নের আয় সর্বাস্থে মসিবিন্দু-লিপ্ত হইয়া বিরাজিত রহিয়াছেন। মিশ্র প্রেমের স্বভাবে মুগ্ধ হইয়া বালকের চাতুর্য্য বৃত্তিতে পারিলেন না। বালককে অভিযোগকারিগণের কথা জানাইলে বালকরূপী নিমাই বলিলেন যে, ‘আমি গঙ্গাস্নানে না গেলেও যখন তাঁহারা আমার বিরুদ্ধে গঙ্গাঘাটে গমন ও তথায় তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ উপদ্রবের কথা মিথ্যা করিয়া বলেন, তখন আমি সত্য সত্যই তাঁহাদের প্রতি উপদ্রব করিব।’ নিমাই এইরূপ চাতুর্য্যলীলা বিস্তার করিয়া পুনরায় গঙ্গাস্নানে চলিলেন। এদিকে শচী-জগন্নাথ মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—‘এ বালক কে? অথবা স্বয়ং কৃষ্ণই কি গুপ্ত-ভাবে আমাদের গৃহে অবতীর্ণ হইয়াছেন?’ (গৌঃ ভাঃ)।

নিমাইয়ের বিজ্ঞান-কাল—

হেনমতে ক্রীড়া করে গৌরাজ-গোপাল।
হাতে খড়ি দিবার হইল আসি’ কাল ॥ ১ ॥

শুভদিনে বিজ্ঞান-সংস্কার-সম্পাদন—

শুভ-দিনে শুভ-ক্ষণে মিশ্র-পুরন্দর।
হাতে-খড়ি পুস্তকের দিলেন বিপ্রবর ॥ ২ ॥
কিয়দিবসান্তে নিমাইর কর্ণবেধ বা চৌড়-সংস্কার-বিধান—
কিছু শেষে মিলিয়া সকল বজুগণ।
কর্ণবেধ করিলেন শ্রীচূড়াকরণ ॥ ৩ ॥

দ্বিগুন-পঠন-বিষয়ে নিমাইর অদ্বুত মেধার পরিচয়—

দৃষ্টিমাত্র সকল অক্ষর লিখি’ যায়।
পরম বিস্মিত হইয়া সর্বজনে চায় ॥ ৪ ॥

সংস্করণ অক্ষরসমূহে কৃষ্ণনাম-স্মৃতি,

কৃষ্ণনাম-লিখন-পঠন—

দিন দুই-তিনেতে পড়িলা সর্ব ‘ফলা’।
নিরন্তর লিখেন কৃষ্ণের নামমালা ॥ ৫ ॥
রাম, কৃষ্ণ, যুরারি, মুকুন্দ, বনমালী।
অহনিশি লিখেন, পড়েন কুতুহলী ॥ ৬ ॥

গৌড়ীয়-ভাষা

হাতে-খড়ি,—বিজ্ঞান-সংস্কার ॥ ১ ॥

কর্ণবেধ,—চূড়াকরণ-সংস্কারেরই অন্তর্গত; ইহারই নাম—বেদবাণী-প্রবণারম্ভ অথবা ভগবদিতর-কথা-প্রবণ ত্যাগ করিয়া পরমার্থ-কথা-প্রবণে অধিকার-লাভ।

চূড়াকরণ,—দশসংস্কারের অন্ততম সংস্কারবিশেষ, চৌড়-সংস্কার বা শিখা-সংস্করণ-সংস্কার। চূড়া—পূর্ব্বে বেদাঙ্গি-শিখা-নামে, পরে ‘শ্রীচৈতন্যলিঙ্গা’-নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। নৈকর্ম্ম-বাদী মায়াদিগণ কর্ম্মকাণ্ডেই শিখার তাৎপর্য্য স্বত্ত করেন

স্মৃতি জনগণেরইসহপাঠি-শিশুগণ-সহ ভগবানের

অধ্যয়ন-শীলা-দর্শন—

শিশুগণ-সঙ্গে পড়ে বৈকুণ্ঠের রায় ।

পরম-স্মৃতি দেখে সর্ব-নদীয়ায় ॥ ৭ ॥

যধুর-স্বরে প্রভুর পাঠে সকলের মোহ—

কি মাধুরী করি' প্রভু 'ক, খ, গ, ঘ' বোলে ।

তাহা শুনিতেই মাত্র সর্বজীব ভোলে ॥ ৮ ॥

নিমাইর অদ্ভুত আশ্বাস—

অদ্ভুত করেন ক্রীড়া শ্রীগৌরসুন্দর ।

যখন যে চাহে, সেই পরম ছুফর ॥ ৯ ॥

শূণ্যে উজ্জীর্ণমান পক্ষি-প্রাপ্তি-বাঞ্ছা—

আকাশে উড়িয়া যায় পক্ষী, তাহা চাহে ।

না পাইলে কান্দিয়া ধূলয় গড়ি যায়ে ॥ ১০ ॥

ব্যোমস্থিত চন্দ্র-তারকার অভিলাষ—

কণে চাহে আকাশের চন্দ্র-তারাগণ ।

হাত-পাও আছাড়িয়া করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১ ॥

সকলের সামান্য-সবোও নিমাইর অস্তিত্ব—

সামান্য করেন সমে করি' নিজ-কোলে ।

স্থির নহে বিশ্বস্তর, 'দেও' দেও বোলে ॥ ১২ ॥

হরিনাম-শব্দে নিমাইর ক্রন্দন-নিবৃত্তি—

সবে একমাত্র আছে মহা-প্রতিকার ।

হরিনাম শুনিলে না কান্দে প্রভু আর ॥ ১৩ ॥

হরিবোল-ধ্বনিতে নিমাইর চাক্ষু-তাগ—

হাতে ভালি দিয়া সবে বোলে 'হরি হরি' ।

তখন স্মৃতির হয় চাক্ষু পাঁসরি' ॥ ১৪ ॥

মিশ্রভবন—নিত্য শুদ্ধস্বয়ম বৈকুণ্ঠাভিন্ন ধাম—

বালকের শ্রীভ্যে সবে বোলে হরিনাম ।

জগন্নাথগৃহ হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠ-ধাম ॥ ১৫ ॥

একদিন সকলের চরিত্রানুকীর্ণন-সবোও প্রভুর

অবিরত ক্রন্দন-বাচন্য—

একদিন সবে 'হরি' বোলে অনুক্ষণ ।

তথাপিহ প্রভু পুনঃ করেন ক্রন্দন ॥ ১৬ ॥

সকলের নিমাইকে ভুলাইবার চেষ্টা—

সবেই বোলেন,—'শুন, বাপ রে নিমাই !

ভাল করি' নাচ',—এই হরিনাম গাই ॥ ১৭ ॥

তথাপি নিমাইর ক্রন্দন-হেতু সকলের তৎকারণ-জিজ্ঞাসা—

না শুনে বচন কারো, করয়ে ক্রন্দন ।

সবে বলে,—'বোল, বাপ, কান্দ' কি কারণ?' ॥ ১৮ ॥

সকলের নিমাইর ক্রন্দনকারণ-দূরীকরণচ্ছা—

সবেই বোলেন,—'বাপ, কি ইচ্ছা তোমার ?

সেই জব্য আনি' দিব, না কান্দহ আর ॥ ১৯ ॥

প্রভুর উত্তর—

প্রভু বোলে,—'যদি মোর প্রাণ-রক্ষা চাহ' ।

তবে ঝাট ছুই ব্রাহ্মণের ঘরে যা'হ' ॥ ২০ ॥

বলিয়া শিখা পরস করিয়া কর্মকাণ্ড হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন, কিন্তু বৈদিক ত্রিদণ্ডগণ ভূগ্যাশ্রমেও কর্ম পরিত্যক্ত পুর্নক ভজনরাজ্যে অগ্রসর হইবার চিন্তাস্বরূপ চোড়-সংস্কার পরিহার করেন না ॥ ৩ ॥

কলা,—এক অক্ষরের সহিত অপর অক্ষরের সংযোগ-কালে সংযোজ্য অক্ষরকে 'কলা' বলে ; যথা ণ, ন, ম, য, র, ল ও ব-কলা ইত্যাদি ॥ ৫ ॥

কুতুহলী,—উৎসুক, ব্যগ্র ॥ ৬ ॥

পঞ্চম স্মৃতি—মহাসৌভাগ্যবান জনগণ ॥ ৭ ॥

মাধুরী,—মাধুর্য, মনোহারিতা ; ভোলে,—মুগ্ধ হয় ॥ ৮ ॥

ছন্দর,—চর্চত ॥ ৯ ॥

প্রতিকার,—প্রতিষেধক উপায়, ঔষধ ॥ ১৩ ॥

পাঁসরি',—ভুলিয়া, বিস্মৃত হইয়া ॥ ১৪ ॥

এতদ্বারা তিনি প্রাণধিকজগতে কৃষ্ণকীর্তন-বন্ধিত বদ্ধ-জীবকুলের অতৃপ্ত জড়বাসনার হেয়তা এবং কৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণেই যে-সকল সুস্থবিধা বা বাসনা বিদূরিত হইয়া চিত্ত স্থির বা অচঞ্চল হয় ও কৃষ্ণপ্ৰীতি বন্ধিত হয়,—একপ আদর্শ দেখাইলেন ॥ ১৩ ১৪ ॥

শ্রীজগন্নাথ মিশ্র—শ্রীবাসুদেব বা অপ্রাকৃত শুদ্ধ সত্ত্বত্ব ; বৈকুণ্ঠধামে অচিন্মায়াশক্তিবৈভব কুণ্ডাধর্ম বা গুণরসের অনবস্থান-হেতু উহা অপ্রাকৃত নিত্যশুদ্ধস্বয় 'হৃদগবৈভব' । এই শুদ্ধস্বয় বা বৈকুণ্ঠেই শ্রীহরির নাম, স্বরূপ বা বিগ্রহ নিত্য বিরাজমান বা প্রকটিত, স্তব্রাং জগন্নাথমিশ্রত্বনে পূর্বে শ্রীহরিনামের বা শ্রীহরির অভাস-হেতু উহা বৈকুণ্ঠধাম

হিরণ্য-জগদীশ-পণ্ডিতদ্বয়-সমীপে গমনার্থ আদেশ—
 জগদীশ পণ্ডিত হিরণ্য ভাগবত ।
 এই দুইখানে আমার আছে অভিমত ॥ ২১ ॥
 হরিবাসরে তৎকৃত সংগৃহীত হরিনৈবেদ্য-ভোজনেক্ষ—
 একাদশী-উপবাস আজি সে দৌহার ।
 বিষ্ণু লাগি' করিয়াছে যত উপহার ॥ ২২ ॥
 হরিনৈবেদ্য-ভোজনেই কন্দন-শাস্তি-সম্ভাবনা—
 সে সব নৈবেদ্য যদি খাইবারে পাও ।
 তবে মুঞি স্নান হই' হাঁটিয়া বেড়াও ॥ ২৩ ॥
 নিমাইর অদ্বুত প্রার্থনা-পূরণ অসম্ভব-জ্ঞানে শচীর পদ—
 অসম্ভব শুনিয়া জননী করে খেদ ।
 'হেন কথা কহে, যেই নহে লোক বেদ ॥' ২৪ ॥
 নিমাইকে সাধনার্থ সকলেরই তদভিলাষ-পূরণে অঙ্গীকার—
 সবই হাসেন শুনি' শিশুর বচন ।
 তবে বোলে,—'দিব, বাপ, সম্বর' কন্দন ॥' ২৫ ॥
 মিশ্রের অভিন্নসুহৃদ্বয়—
 পরম-বৈষ্ণব সেই বিপ্র দুইজন ।
 জগন্নাথমিশ্র-সহ অভেদ-জীবন ॥ ২৬ ॥
 নিমাইর আকাজ্ঞা-শ্রবণে হিরণ্য-জগদীশের সন্তোষ -
 শুনিঞা শিশুর বাক্য দুই বিপ্রবর ।
 সন্তোষে পুণ্ডিত হৈল সর্ব কলেবর ॥ ২৭ ॥

ছিল না, কিন্তু পরে উহা বৈকুণ্ঠধামরূপে পরিণত হইল, এরূপ
 কল্পনা—প্রাকৃত-গুণাচ্ছন্ন মনোদর্শ, সূত্রাং বাস্তব-সত্য
 নহে। চিচ্ছক্তিবিলাস নিত্যকালই চিচ্ছক্তিবিলাস, উহা
 অচিচ্ছক্তিবিলাস নহে; আর অচিচ্ছক্তিবিলাস নিত্যকালই
 অচিচ্ছক্তিবিলাস এবং হরিবিশুদ্ধ-জীবের অক্ষজ্ঞান বা
 ভোগ-ভূমিকা; উহা চিচ্ছক্তিবিলাস নহে ॥ ১৫ ॥

ভাগবত—ভগবদ্ভক্ত, বৈষ্ণব, হরিজন, অভিমত,—
 বাসনা, অভিলাষ ॥ ২১ ॥

উপহার,—নৈবেদ্য ॥ ২২ ॥

স্নান,—শাস্তি, স্থির ॥ ২৩ ॥

'জগদীশপণ্ডিত' ও 'হিরণ্যপণ্ডিত'-নামে দুইজন ব্রাহ্মণ
 গোক্রমদ্বীপে বাস করিতেন। প্রভুর গৃহ হইতে হিরণ্য-
 জগদীশ-পণ্ডিতদ্বয়ের গৃহ একটু দূরে অবস্থিত ছিল। তাঁহারা

নিমাইর অদ্বুত আকাজ্ঞা ও সর্বজ্ঞতায় উভয়ের বিশ্বাস—
 দুই বিপ্র বোলে,—'মহা-অদ্বুত কাহিনী !
 শিশুর এমত বুদ্ধি কহু নাহি শুনি ॥ ২৮ ॥
 কেমনে জানিল আজি শ্রীহরিবাসর ।
 কেমনে বা-জানিল নৈবেদ্য বহুতর ॥ ২৯ ॥
 গৌরের অলৌকিক রূপ-দর্শনে তাঁহাকে কৃষ্ণ-জ্ঞান—
 বুলিলাও,—এ শিশু পরম-রূপবান্ ।
 অতএব এ দেহে গোপাল-অধিষ্ঠান ॥ ৩০ ॥
 গৌরকে নারায়ণ-জ্ঞান—
 এ শিশুর দেহে ক্রীড়া করে নারায়ণ ।
 হৃদয়ে বসিয়া সেই বোলায় বচন ॥' ৩১ ॥
 নিমাইকে সমস্ত বিষ্ণুনৈবেদ্যার্পণ—
 মনে ভাবি' দুই বিপ্র সর্ব উপহার ।
 আনিয়া দিলেন করি' হরিষ অপার ॥ ৩২ ॥
 নিমাইকে উভয়ের নৈবেদ্য-ভোজনার্থ অমুরোধ,
 তদ্বোজনেই স্বাভীষ্ট-পূর্তি-জ্ঞাপন—
 দুই বিপ্র বোলে,—'বাপ, খাও উপহার ।
 সকল কৃষ্ণের স্বার্থ হইল আমার ॥' ৩৩ ॥
 বিপ্রদ্বয়ের বিষ্ণুদাত্ত-প্রভাব—
 কৃষ্ণরূপা হইলে এমন বুদ্ধি হয় ।
 দাস বিনু অস্তুর এ বুদ্ধি কহু নয় ॥ ৩৪ ॥

হরিবাসরে (একাদশী-দিবসে) প্রচুর-পরিমাণে ভগবনৈবেদ্যের
 আয়োজন করিয়াছিলেন। একাদশী-দিবসে উপবাস-বিধি—
 কেবলমাত্র জীবের পক্ষেই বিহিত, পরন্তু স্ব-সৃষ্ট-বিধি-
 নিষেধাতীত নিখিল-সেবোপরণের একমাত্র উপভোক্তা
 অধিতীয় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর পক্ষে উপবাস-বিধি নাই বলিয়া
 ভগবানকেই সেই দিবস নৈবেদ্য অর্পণ করিতে হয়। বৈষ্ণবগণ
 হরিবাসরে সর্বপ্রকার ভোগ পরিত্যক্ত-পূরক, অপর দিবসের
 গায় গ্রহণ বা সেবন-দ্বারা প্রসাদ-সম্মানের বিধি স্বীকার
 করেন না, কিন্তু ভক্তপতি ভগবান্ শ্রীহরি তদীয়বাসরে
 ভক্তগণের প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। শ্রীগৌর-
 নারায়ণও সেইসকল নৈবেদ্য ভোজন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ
 করিলেন ॥ ২১-২৩ ॥

যেই নহে লোক-বেদ,—যাহা লোকে ও বেদে প্রচারিত

জগদীশ্বর শ্রীচৈতন্যের ভক্ত্যাকবশতা—
ভক্তি বিনা চৈতন্য-গোসাঞি নাহি জানি।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বীর লোমকূপে গণি ॥ ৩৫ ॥
নিত্যদাসগণেরই প্রভুর শৈশব-লীলা-দর্শন-সামর্থ্য—
হেন প্রভু বিশিষ্টরূপে ক্রীড়া করে।
চক্ষু ভরি' দেখে জন্ম-জন্মের কিঙ্করে ॥ ৩৬ ॥
প্রভুর বিকটনৈবেদ্য-ভোজন—
সন্তোষ হইলা সব পাই' উপহার।
অন্ন-অন্ন কিছু প্রভু খাইল সবার ॥ ৩৭ ॥
ষড়ভুজ-প্রদস্তার-ভোজনে নিমাইর কন্দনোপনয়—
হরিষে ভক্তের প্রভু উপহার খায়।
ঘুচিল সকল বায়ু প্রভুর ইচ্ছায় ॥ ৩৮ ॥
হর্ষভরে সকলের হরিশ্রবণি, নিমাইর ভোজন ও নৃত্য—
'হরি হরি' হরিষে বোলয়ে সর্বজন।
খায় আর নাচে প্রভু আপন-কীর্তনে ॥ ৩৯ ॥

নিমাইর বালোচিত ভঙ্গ-রীতি—
কথো ফেলে ভূমিতে, কথো কারো গায়।
এইমত লীলা করে ত্রিদশের রায় ॥ ৪০ ॥
সর্ষশাল্লোল্লসিত প্রভুর শচীপ্রাঙ্গণে ক্রীড়া—
যে প্রভুরে সর্ব বেদে-পুরাণে বাখানে।
হেন প্রভু খেলে শচীদেবীর অঙ্গনে ॥ ৪১ ॥
চঞ্চল পালকসঙ্গিগণ-সহ নিমাইর চাকল্য—
ডুবিলা চাকল্য-রসে প্রভু বিশ্বস্তর।
সংহতি চপল যত দ্বিজের কোণ্ডর ॥ ৪২ ॥
সঙ্গিগণ-সহ নানাস্থানে চাপল্য-প্রদর্শন-লীলা—
সবার সহিত গিয়া পড়ে নানা-স্থানে।
ধরিয়া রাখিতে নাহি পারে কোন জনে ॥ ৪৩ ॥
অকাত্য শিশুগণ-সহ কোতুক ও কলহ—
অকৃত শিশু দেখিলে করয়ে কুতূহল।
সেহ পরিহাস করে, বাজয়ে কোন্দল ॥ ৪৪ ॥

নাই, যাহা লোক-বেদ-বহির্ভূত, যাহা লৌকিক ও বৈদিক
রীতির অতীত, অর্থাৎ 'সৃষ্টিছাড়া' ॥ ২৪ ॥

সন্তোষে পূর্ণিত,—হর্ষপূর্ণ ॥ ২৬ ॥

হিরণ্য ও জগদীশ জগন্নাথমিশ্রের 'ভক্তির-দ্রদয়' সুস্বাদু
অর্থাৎ মিশ্রের সহিত অক্ষুণ্ণ বন্ধুত্বের আশ্রয় ছিলেন ॥ ২৭ ॥

করি' হরিষে অপার,—অশেষ হর্ষভরে ॥ ৩২ ॥

পাঠান্তরে,—'সাত' অর্থাৎ ভুক্ত, স্বীকৃত, অঙ্গীকৃত। আমরা
যে কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যে এইসকল নৈবেদ্য সংগ্রহ করিয়া-
ছিলাম, সেই কৃষ্ণবস্ত্রই যখন সাক্ষাৎভাবে উহা গ্রহণ করিলেন,
তখন আমাদের সমস্ত অভীষ্টই পূর্ণমাত্রায় সিদ্ধ হইল ॥ ৩১ ॥

কৃষ্ণ অন্তর্যামী চৈতন্যগুরুরূপে জীবের হৃদয়ে উদ্ভিত হইয়া
ভগবানের সেবা করিবার সুবুদ্ধি প্রদান করেন এবং জীবও
সেই রূপ-গ্রহণে সুবুদ্ধি-বিশিষ্ট হয়। ভগবানের নিত্যদাস
বাস্তবিক হরিবিশুদ্ধ ব্যক্তির কখনও এইপ্রকার সেবা-প্রবৃত্তি
হইতে পারে না। পাঠান্তরে,—'যারে রূপা হয় তান, সেই
সে জানয়' ॥ ৩৪ ॥

নাহি জানি,—জ্ঞেয় নহেন; গণি—গণ্য।

জীবের ঔপাধিকী চেষ্টা হইতে কখনই চৈতন্যদেব
ভক্তির উদয় হয় না। ষাটার দ্বারা আত্মবৃত্তি ভক্তি উদ্ভিত

হইয়াছে, তিনিই চৈতন্যদেবকে বৃত্তিতে পারেন। শ্রীচৈতন্য-
নারায়ণের লোমকূপে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধ ॥

যাহারা পরমসুকৃতিশালী ও প্রতিজ্ঞাযুক্ত শ্রীভগবানের
নিতাকিঙ্কর, তাহারাই নয়ন সার্থক করিয়া এই ব্রাহ্মণবটুর
শৈশব-লীলা দর্শন করেন ॥ ৩৬ ॥

ঘুচিল,—উপশাস্ত, নিবৃত্ত হইল; বায়ু,—প্রবল ঝোঁক,
উৎকট মগ ॥ ৩৮ ॥

আপন-কীর্তন—শ্রীগৌরসুন্দর সাক্ষাৎগবান্ শ্রীহরিশ্বরূপ
বলিয়া তাঁহার একটা নাম—'গৌরহরি'; স্তব্ধতা শ্রীহরিকীর্তন
—তাঁহার নিজেরই কীর্তন ॥ ৩৯ ॥

ত্রিদশের রায়,—যাহারা জীবের আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক
ও আধিভৌতিক, এই ত্রিাপ নাশ করেন, অথবা যাহারা
যুগপৎ জন্ম, স্থিতি, নাশ বা বালা, যৌবন ও জরা, এই অবস্থা-
ত্রয়বিশিষ্ট, অথবা যাহারা—৩৩ সংখ্যা-বিশিষ্ট, যথা আদিভা
১২, রক্ত ১২, বয় ৮ ও বিশ্বদেব ২, তাঁহারাই ত্রিদশ বা
দেবতা; তাঁহাদের ঈশ্বর যিনি, তিনি সর্বোৎকৃষ্টের গোব বিষ্ণু ॥

বেদে-পুরাণে,—শাস্ত্রে ॥ ৪১ ॥

সংহতি—সমূহ, সম্বন্ধ, গণ; এখানে, সঙ্গে। কোন্দল—
'কুমার'-শব্দের অপভ্রংশ, পূত্র-সন্তান ॥ ৪২ ॥

প্রভু-পক্ষীয় বালকগণের জয়, তৎপ্রতিষন্দী

বালকগণের পরাজয়—

প্রভুর বালক সব জিনে প্রভু-বলে ।

অন্ত শিশুগণ যত সব হারি' চলে ॥ ৪৫ ॥

ধূলি-ধূসরিত ও মদীলিগুস্ত গৌর-গোপাল—

ধূল্যয় ধূসর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।

লিখন-কালির বিম্বু শোভে মনোহর ॥ ৪৬ ॥

অধ্যয়নান্তে সঙ্গিগণ-সহ গঙ্গাস্নানার্থ গমন—

পড়িয়া শুনিয়া সর্বশিশুগণ-সঙ্গে ।

গঙ্গাস্নানে মধ্যাহ্নে চলেন বহু-রঙ্গে ॥ ৪৭ ॥

বাগকগণ-সহ গঙ্গামধ্যে নিমাইর জলকীড়া—

মজ্জিয়া গঙ্গায় বিশ্বস্তর কুতুহলী ।

শিশুগণ-সঙ্গে করে জল-ফেলাফেলি ॥ ৪৮ ॥

তৎকালীন নবদ্বীপের জনসমৃদ্ধি ও গঙ্গাঘাটে লোকসংঘট-বর্ণন—

নদীয়ার সম্পত্তি বা কে বলিতে পারে ?

অসংখ্যাত লোক একো ঘাটে স্নান করে ॥ ৪৯ ॥

চতুর্বাংশমী ও আবালবৃদ্ধবনিতার গঙ্গাঘাটে স্নানার্থ সমাগম—

কতক বা শাস্ত দাস্ত গৃহস্থ সন্ন্যাসী ।

না জানি কতক শিশু মিলে তাঁহি আসি' ॥ ৫০ ॥

প্রভুর অপেক্ষা জলকীড়া—

সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গায় সাঁতারে ।

কণে ডুবে, কণে ভাসে, নানা কীড়া করে ॥ ৫১ ॥

জলকীড়া-কালে অন্ত-গাঙ্গে স্বপদস্পৃষ্ট জলবিন্দু-নিষ্কপ—

জলকীড়া করে গৌর সুন্দরশরীর ।

সবাকার গায়ে লাগে চরণের নীর ॥ ৫২ ॥

সকলের নিবারণ-নবে ও তদমুঠানে প্রবৃত্তি ; শীঘ্রগতি-হেতু

সকলের স্পর্শাভীত—

সবে মানা করে, তবু নিষেধ না মানে ।

ধরিতেও কেহ নাহি পারে এক-স্ব ॥ ৫৩ ॥

বারংবার সকলকে নান-শ্রম-স্বীকারে প্রবর্তন—

পুনঃ পুনঃ সবারে করায় প্রভু স্নান ।

কারে ছোঁয়, কারো অঙ্গে কুল্লোল প্রদান ॥ ৫৪ ॥

শান্তি-প্রদানে অসামর্থ্য-হেতু সকলের

মিশ্র-সমীপে গমন—

না পাইয়া প্রভুর নাগালী বিপ্রগণে ।

সবে চলিলেন তাঁর জনকের স্থানে ॥ ৫৫ ॥

মিশ্র-সমীপে পুরুষগণের নিমাইর আচরণের বিরুদ্ধে

নানা অভিযোগ-বর্ণন—

“শুন, শুন, ওহে মিশ্র পরম-বান্ধব !

তোমার পুত্রের অপচ্যায় কহি সব ॥ ৫৬ ॥

ভালমতে করিতে না পারি গঙ্গা-স্নান ।”

কেহ বোলে,—“জল দিয়া ভাঙে মোর ধ্যান” ॥ ৫৭ ॥

আপনাকে ‘নারায়ণ’ বলিয়া নির্দেশ—

আরো বোলে,—“কারে ধ্যান কর, এই দেখ ।

কলিযুগে ‘নারায়ণ’ মুক্তি পরতেখ ॥’ ৫৮ ॥

অত্যাচ বহু অভিযোগ—

কেহ বোলে,—“মোর শিব-লিঙ্গ করে চুরি” ।

কেহ বোলে,—“মোর সই’ পলায় উত্তরী” ॥ ৫৯ ॥

কেহ বোলে,—“পুষ্প, দূর্বা, নৈবেদ্য, চন্দন ।

বিষ্ণু পূজিবার সজ্জ, বিষ্ণুর আসন ॥ ৬০ ॥

আমি করি স্নান, হেথা বৈসে সে আসনে ।

সব খাই’ পরি’ তবে করে পলায়নে ॥’ ৬১ ॥

পুত্রক-সমীপে আপনাকে তদভীষ্ট-দেবদ্রুপে নির্দেশ—

আরো বোলে,—“তুমি কেনে দুঃখ ভাব’ মনে ?

যার লাগি’ কৈলা, সেই খাইলা আপনে ॥’ ৬২ ॥

অত্যাচ নানা অভিযোগ—

কেহ বোলে,—“সজ্জা করি জলেতে নামিয়া

ডুং দিয়া লৈয়া যায় চরণে ধরিয়া ॥’ ৬৩ ॥

কুতুহল,—কৌতুক ; বাজয়,—বাধে, লাগে বা ধারন্ত
হয় ; কোন্দল,—সংস্কৃত ‘কন্দল’-শব্দের অপভ্রংশ, কলহ,
বিবাদ, ‘ঝগড়া’ ॥ ৪৪ ॥

প্রভুর,—প্রভুর স্ব-পক্ষীয় ; জিনে,—জয় করে ; হারি’
চলে,—হারিয়া যায়, পরাজিত হয় ॥ ৪৫ ॥

লিখন,—লিখিবার ॥ ৪৬ ॥

মজ্জিয়া,—মজ্জিত বা মগ্ন হইয়া, ডুবিয়া ॥ ৪৮ ॥

সম্পত্তি,—সম্পদ, গৌরব, শোভা ; অসংখ্যাত,—অগণিত ॥

কুল্লোল,—(হিন্দী ‘কুল্লা’-শব্দ), কুলকূচা, মুখোৎক্ষিপ্ত জল ॥

নাগালি,—সাক্ষাৎ, সান্নিধ্য ॥ ৫৫ ॥

কেহ বোলে,—‘আমার মা রহে সাজি ধুতি’ ।
 কেহ বোলে,—‘আমার চোরায় গীতা-পুঁথি’ ॥৬৪॥
 কেহ বোলে,—‘পুত্র অতি-বালক আমার ।
 কর্ণে জল দিয়া তারে কান্দায় অপার ॥’ ৬৫ ॥
 কেহ বোলে,—‘মোর পৃষ্ঠ দিয়া কান্ধে চড়ে ।
 ‘মুণ্ডি রে মহেশ’ বলি’ ঝাঁপ দিয়া পড়ে ॥’ ৬৬ ॥
 কেহ বোলে,—‘বৈসে মোর পূজার আসনে ।
 মৈবেস্ত খাইয়া বিষ্ণু পূজয়ে আপনে ॥ ৬৭ ॥
 স্নান করি’ উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে ।
 যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে ॥ ৬৮ ॥
 জী-বাসে পুরুষ-বাসে করয়ে বদল ।
 পরিবার বেলা সবে লজ্জায় নিকল ! ৬৯ ॥
 মিশ্রকে স্থতিবাক্যে নিমাইর শাসনার্ণ উত্তেজনা—
 পরম-বাক্যে তুমি মিশ্র-জগন্নাথ !
 নিত্য এইমত করে, কহিলু’ তোমাত ॥ ৭০ ॥
 দুই-প্রহরেও নাহি উঠে জল হৈতে ।
 দেহ বা তাহার ভাল থাকিবে কেমনে ॥’ ৭১ ॥
 বালিকাগণের শচী-সমীপে আগমন—
 হেম-কালে পার্শ্ববর্তী যতেক বালিকা ।
 কোপ-মনে আইলেন শচীদেবী যথা ॥ ৭২ ॥
 নিমাইর আচরণের বিরুদ্ধে তাহাদের নানা অভিযোগ—
 শচীরে সম্বোধিয়া সবে বোলেন বচন ।
 “শুন, ঠাকুরাণী, নিজ-পুত্রের করম ॥ ৭৩ ॥

বসন করয়ে চুরি, বোলে অতি-মন্দ ।
 উত্তর করিলে জল দেয়, করে বন্দ ॥ ৭৪ ॥
 ভ্রত করিবারে যত আনি ফুল-ফল ।
 ছড়াইয়া ফেলে বল করিয়া সকল ॥ ৭৫ ॥
 স্নান করি’ উঠিলে বালুকা দেয় অঙ্গে ।
 যতেক চপল শিশু, সেই তার সঙ্গে ॥ ৭৬ ॥
 অলঙ্কিতে আসি’ কর্ণে বোলে বড় বোল ।”
 কেহ বোলে,—‘মোর মুখে দিলেক কুল্লোল ॥ ৭৭ ॥
 ওকড়ার নিচি দেয় কেশের ভিতরে ।’
 কেহ বোলে,—‘মোরে চাহে বিভা করিবারে ॥ ৭৮ ॥

বাদীন রাজপুত্রের আয় নিমাইর আচরণ-স্বজ্ঞানা—
 প্রতিদিন এইমত করে ব্যবহার ।
 তোমার নিমাই কিবা রাজার কুমার ? ৭৯ ॥
 বাপর্য্যগীর নন্দনন্দন কৃষ্ণের আয় নিমাইর চাপল্যচরণ—
 পূর্ব্বে শুমিলাও যেন নন্দনের কুমার ।
 সেইমত সব করে নিমাই তোমার ॥ ৮০ ॥
 স্ব-পিতামাতার সহিত মিশ্র-শচীর কলহোৎপাদন-
 ভয়-প্রদর্শন—

দুঃখে বাপ-মায়েরে বলিব যেই দিনে ।
 ততক্ষণে কোন্মল হইবে তোমা’ সঙ্গে ॥ ৮১ ॥
 শিষ্টাধ্যুষিত নবদ্বীপে নিমাইর অশিষ্টাচরণ অশোভন—
 নিবারণ কর ঝাট আপন ছাওয়াল ।
 নদীয়ায় হেন কর্ম কভু মহে ভাল ॥’ ৮২ ॥

অপজ্ঞা, —জ্ঞান-বিরুদ্ধ, অজ্ঞান, অজ্ঞান্য, অহুচিত কার্য্য ।
 উত্তরী, —‘উত্তরীয়’-শব্দের-সংক্ষেপ ; নাতির উদ্ধবসন,
 উড়ানি, চাদর ॥ ৫৯ ॥

ধার লাগি’.....আপনে,—‘যাহার উদ্দেশে তুমি এই-
 সকল পূজা-সম্ভার ও নৈবেদ্যাদি প্রদান করিয়াছ, তিনি
 যথার্থই ঐগুলি গ্রহণ করিলেন ।’ ইহাতে নির্কিশেষ কেবলা-
 ষ্ঠৈববাদিগণ বিচার করেন যে, প্রভু বাল্যকালে অহংগ্রহো-
 পাসক ছিলেন । কিন্তু মায়াবাদিগণের এইরূপ বিচার প্রকৃত-
 পক্ষে তাহাদের বন্ধ-জ্ঞানভাবই প্রদর্শন করে । শ্রীচৈতন্য-
 দেব—সচ্ছিদানন্দবিগ্রহ মূল-নারায়ণ-বস্তু ; জীবের জ্ঞান
 তাহাতে নাম নামী, দেহ-দেহি-বিভেদ নাই, নির্কিশেষ ব্রহ্ম

—‘তাহার তত্ত্ব-জ্যোতি মাত্র ; স্তবরাং নির্কিশেষবাদীর কল্পনা
 তাহাকে স্পর্শ করে না,—তিনি তদতীত অধোক্ষজ বস্তু ॥ ৬২ ॥
 সাজি,—ফুলের ডালা ; ধুতি,—পরিধেয় বস্ত্র ; চোরায়,
 —চুরি করে ॥ ৬৪ ॥

জীবাসে, পুরুষবাসে,—স্ত্রীলোকের ও পুরুষের পরিধেয়
 বস্ত্র ; বিফল,—ব্যাকুল, বিফল, অবশর, অভিতূত ॥ ৬৯ ॥
 কোপ-মনে,—কুপিত-চিত্তে ॥ ৭২ ॥
 হন্দ,—বিবাদ, কলহ ॥ ৭৪ ॥
 বল করিয়া,—বল-পূর্ব্বক, জোর করিয়া ॥ ৭৫ ॥
 চপল,—দ্রুত, চঞ্চল, ভ্রষ্ট, অলঙ্কিতে...বোল,—হঠাৎ
 কানের নিকট আসিয়া উচ্চরবে চীৎকার করে ॥ ৭৭ ॥

শচীর মধুর আশ্বাসপ্রদান-বাক্য—

শুনিয়া হাসেন মহাপ্রভুর জননী ।

সবে কোলে করিয়া বলেন প্রিয়বাণী ॥ ৮৩ ॥

নিমাইকে শচীমাতার বন্ধন-প্রতিজ্ঞা—

‘নিমাই আইলে আজি বাড়্যামু বাকিয়া ।

আর যেন উপজব নাহি করে গিয়া ॥’ ৮৪ ॥

শচীকে প্রণামান্তে বালিকাগণের পুনর্গঙ্গা-স্নানে যাত্রা—

শচীর চরণধূলি লঞা সবে শিরে ।

তনে চলিলেন পুনঃ স্নান করিবারে ॥ ৮৫ ॥

প্রভুর অত্যাচারে সকলের বাহু রোষাভাস-সংঘেও

বস্তুতঃ অন্তরে সন্তোষ—

যতেক চাপল্য প্রভু করে যার সনে ।

পরমার্থে সবার সন্তোষ বড় মনে ॥ ৮৬ ॥

কৌতুকচ্ছলে মিশ্রের নিকট অভিযোগমাত্রেরই মিশ্রের

ক্রোধভরে নিমাইর উদ্দেশ্যে তর্জন—

কৌতুকে কহিতে আইসেন মিশ্র-স্থানে ।

শুনি’ মিশ্র তর্জ্জে গর্জ্জে সদন্ত-বচনে ॥ ৮৭ ॥

‘নিরবদি এ ব্যভার করয়ে সবারে ।

ভালমতে গঙ্গা-স্নান না দেয় করিবারে ॥ ৮৮ ॥

এই ঝাঁট যাও তার শাস্তি করিবারে ।’

সবে রাখিলেই কেহ রাখিতে না পারে ॥ ৮৯ ॥

নিমাইকে প্রহারার্থ মিশ্রের অভিগমন, সর্গজ

প্রভুর তদবগতি—

ক্রোধ করি’ যখন চলিল মিশ্রবর ।

জানিলা গৌরাজ সর্বভূতের ঈশ্বর ॥ ৯০ ॥

বালকগণ-মধ্যে নিমাইর গঙ্গাজলে ক্রীড়া—

গঙ্গাজলে কেলি করে শ্রীগৌরসুন্দর ।

সর্ব-বালকের মধ্যে অতি মনোহর ॥ ৯১ ॥

নিমাইকে মিশ্রহস্ত হইতে রক্ষণাশয় তাঁহাকে

বালিকাগণের পলায়নার্থ উপদেশ—

কুমারিকা সবে বোলে,—‘শুন বিশ্বস্তর !

মিশ্র আইলেন এই, পলাহ সত্বর ॥’ ৯২ ॥

ক্রুদ্ধ মিশ্রের আগমনে বালিকাগণের পলায়ন—

শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যায় ধরিবারে ।

পলাইল ব্রাহ্মণ-কুমারী সব ডরে ॥ ৯৩ ॥

দ্বীয় নিদোষতা-প্রতিপাদনার্থ সঙ্গিগণকে নিমাইর পিতৃ-

সমীপে দ্বীয় অল্পপস্থিতি-কথনে আদেশ—

সবারে শিক্ষায় মিশ্র-স্থানে কহিবার ।

‘স্নানে নাহি আইসেন তোমার কুমার ॥ ৯৪ ॥

সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া ।

আমরাও আছি এই তাহার লাগিয়া ॥’ ৯৫ ॥

প্রভুর অল্পপথে গৃহে পলায়ন, মিশ্রের গঙ্গাঘাটে আগমন—

শিক্ষাইয়া আর পথে প্রভু গেলা ঘর ।

গঙ্গাঘাটে আসিয়া মিলিলা মিশ্রবর ॥ ৯৬ ॥

নিমাইর নিমিত্ত মিশ্রের বার্থ অমুসন্ধান—

আসিয়া গঙ্গার ঘাটে চারিদিকে চাহে ।

শিশুগণ-মধ্যে পুঞ্জ দেখিতে না পায় ॥ ৯৭ ॥

নিমাইর অবস্থিতি-জিজ্ঞাসা, শিশুগণের নিমাইর

শিক্ষামুদারে মিথ্যা-কথন—

মিশ্র জিজ্ঞাসেন,—‘বিশ্বস্তর কতি গেলা ?’

শিশুগণ বোলে,—‘আজি স্নানে না আইলা ॥ ৯৮ ॥

সেই পথে গেলা ঘর পড়িয়া শুনিয়া ।

সভে আছি এই তার অপেক্ষা করিয়া ॥’ ৯৯ ॥

নিমাইর অদর্শনে মিশ্রের গর্জন—

চারিদিকে চাহে মিশ্র-হাতে বাড়ি লৈয়া ।

তর্জ্জগর্জ্জ করে বড় লাগ্-না পাইয়া ॥ ১০০ ॥

বিভা,—‘বিয়া’, সংস্কৃত বিবাহ-শব্দের অপভ্রংশ ॥ ৭৮ ॥

রাজার কুমার,—রাজপুত্রের ভ্রাতৃ স্বেচ্ছাচারী, স্বতন্ত্র ॥ ৭৯ ॥

বালিকাগণ বলিতে লাগিল,—আমরা যে-দিন অত্যন্ত
ছংগের সহিত আমাদের পিতামাতার নিকট এইসকল কথা
বলিয়া দিব, সেই দিন তোমাদের সহিত আমাদের পিতা-
মাতার নিশ্চয়ই কলহ উপস্থিত হইবে ॥ ৮১ ॥

নিবারণ,—নিবৃত্তি, নিষেধ; ছাওয়াল,—‘শাবক’-শব্দের
অপভ্রংশ; শিশুপুত্র, ছোট-ছেলে। নদীয়া-নগরীতে বহু
ভদ্র সন্তান-লোকের বাস; তাহাদিগের মধ্যে নিমাইর একরূপ
অত্যাচার কাব্য শোভনীয় নহে ॥ ৮২ ॥

বাড়্যামু,—বাড়ি, লাঠি বা ঠেঙ্গা (ঘটি)-ধারা প্রহার
করিব। পাঠান্তরে, ‘এড়িমু’,—ছাড়িব ॥ ৮৪ ॥

কৌতুকচ্ছলে অভিযোগকারী বিপ্রগণের প্রকৃত

বৃত্তান্ত বর্ণন—

কৌতুকে যাহারা নিবেদন কৈলা গিয়া।

সেই সব বিপ্র পুনঃ বোলয়ে আসিয়া ॥ ১০১ ॥

“ভয় পাই” বিশ্বস্তর পলাইলা ঘরে।

ঘরে চল ভূমি, কিছু বোল পাছে তারে ॥ ১০২ ॥

সকলের মিশ্রকে স্বগৃহে প্রেরণ, নিমাইর পুনঃ অত্যাচারে

নিমাইকে মিশ্রকে অর্পণাস্বীকার—

আরবার আসি’ যদি চকলতা করে।

আমরাই ধরি’ দিব তোমার গোচরে ॥ ১০৩ ॥

আপনাদিগের কৌতুক-ব্যবহার-বর্ণন, মিশ্রের ভাণ্ডা প্রশংসা—

কৌতুকে সে কথা কহিলাও তোমা’স্থানে।

তোমা’ বই ভাগ্যানান নাহি ত্রিভুবনে ॥ ১০৪ ॥

বিশ্বস্তবের অবস্থানে ক্ষুণ্ণশোক-বিকলভাব—

সে-হেন নন্দন যার গৃহ-মাঝে থাকে।

কি করিতে পারে তারে ক্ষুণ্ণ-তৃষা-শোকে ? ১০৫ ॥

পিতৃরূপে প্রভুসেবনকারী মিশ্রের পরমদোভাগ্য-প্রশংসা—

ভূমি সে সেবিলা সত্য প্রভুর চরণ।

তার মহাভাগ্য,—যার এ-হেন নন্দন ॥ ১০৬ ॥

বিশ্বস্তরের প্রতি সকলের অকৃত্রিম বিশ্রান্ত-স্নেহ—

কোটি অপরাধ যদি বিশ্বস্তর করে।

তবু তারে খুইবাও হৃদয়-উপরে ॥ ১০৭ ॥

নিত্য কৃষ্ণকৈর্য্য—হেতু বিপ্রগণের কৃষ্ণকপরাগণা হুবুন্ধি—

জন্মেজন্মে কৃষ্ণভক্ত এই সব জন।

এ সব উত্তমবুদ্ধি ইহার কারণ ॥ ১০৮ ॥

পরিকরণ-সহ প্রভুর অধোকজ-নীলা—প্রভুর মায়া-মুগ্ধ

লোকের বোধাতীত—

অতএব প্রভু নিজ-সেবক সহিতে।

নানা ক্রীড়া করে, কেহ না পারে বুঝিতে ॥ ১০৯ ॥

দৈন্তোক্তিদ্বারা মিশ্রের নিজের ও পুত্রের দোষ-ক্ষমাণ—

মিশ্র বোলে,—‘সেহ পুত্র তোমা’সবাকার।

যদি অপরাধ লহ,—শপথ আমার ॥ ১১০ ॥

মৈত্ৰীকরণান্তে মিশ্রের স্বগৃহে আগমন—

তা’সবার সঙ্গে মিশ্র করি’ কোলাকুলি।

গৃহে আইলেন মিশ্র হই’ কুতূহলী ॥ ১১১ ॥

গ্রন্থান্তে নিমাইর অল্পপণে গৃহে আগমন—

আর-পথে ঘরে গেলা প্রভু-বিশ্বস্তর।

হাথেতে মোহন পু’খি, যেন শশধর ॥ ১১২ ॥

মসীবিন্দু-লিপ্তাঙ্গ গোবের উপমা—

লিখন-কালির বিন্দু শোভে গৌর অঙ্গে।

চম্পকে লাগিল যেন চারিদিকে ভুজে ॥ ১১৩ ॥

স্বানার্থ মাতৃসমীপে তৈল-প্রার্থনা—

‘জননী !’ বলিয়া প্রভু লাগিলা ডাকিতে।

‘তৈল দেহ’ মোরে, যাই সিনান করিতে ॥ ১১৪ ॥

পরমার্থে,—যথার্থতঃ, প্রকৃত-প্রস্তাবে, বস্তৃতঃ ॥ ৮৬ ॥

সদন্ত,—সগর্ভ, সাহসার ॥ ৮৭ ॥

ব্যভার,—‘ব্যবহার’-শব্দের অপভ্রংশ, আচরণ ॥ ৮৮ ॥

রাখিলেই কেহ রাখিতে না পারে,—রক্ষা করিতে অর্থাৎ বাধা দিতে আসিলেও আমাকে কেহ বাধা দিতে পারিবে না ॥

সর্বভূতের ঈশ্বর,—সকল প্রাণীর অন্তর্গামী ॥ ৯০ ॥

কুমারিকা,—কুমারী + ক (স্বার্থে)—আপ (স্বী), অর্থাৎ অবিবাহিতা বালিকা ॥ ৯২ ॥

সেই পথে,—যে পথে আসিয়াছিল, সেই পথে ॥ ৯৫ ॥

কতি,—‘কৃত’-শব্দের অপভ্রংশ, কোথায় ॥ ৯৮ ॥

কৌতুকে,—বিজ্ঞ বা রহস্ত-পূর্বক ; নিবেদন কৈলা,—অভিযোগ করিল ॥ ১০১ ॥

তৃষা,—তৃষ্ণা ॥ ১০৫ ॥

জনকরূপে প্রভুর নিত্য সেবক ত্রীজগদ্রাথমিশ্রের দোভাগ্য-স্বতিমুখে প্রহৃতবস্ত্র বিপ্রগণের উক্তি ॥ ১০৬ ॥

খুইবাও,—রাগিব ; স্থাপন করিব (মৈমনসিংহ-জেলার ব্যবহৃত) ॥ ১০৭ ॥

উত্তম বুদ্ধি,—ভগবানে সেবা বা প্রীতি-বুদ্ধি ॥ ১০৮ ॥

মোহন,—সুন্দর ; যেন শশধর,—চন্দ্রের জায় শিখ, পুন ও উজ্জল ॥ ১১২ ॥

নিমাইর অঙ্গকাস্তি—চম্পকপুষ্প-সদৃশ, ভক্তকুল—কৃষ্ণ-বর্ণ ; লিখনকালে মসীবিন্দু নিমাইর অঙ্গের স্থানে-স্থানে লাগিয়া থাকায়, বোধ হইতেছিল যেন, চম্পকপুষ্পের চতুর্দিকে ভক্তকুল বসিয়া রহিয়াছে ॥ ১১৩ ॥

শচীর মানলক্ষণশূত্র পুত্রমুখ-দর্শন—

পুত্রের বচন শুনি' শচী হরষিত ।

কিছুই না দেখে অঙ্গে স্নানের চরিত ॥ ১১৫ ॥

পুত্রকে আদৌ অস্নাত-দর্শনে সংশয়-হেতু বালিকা ও

বিপ্রগণের অভিযোগের মিথ্যাভ্রাম্যমান—

ভল দিয়া শচীদেবী মনে-মনে গণে' ।

‘বালিকারা কি বলিল, কিবা ছিজগণে ॥ ১১৬ ॥

পূর্ণাঙ্কবৎ মসীবিন্দু ও বস্ত্র-পরিহিত নিমাই—

লিখন-কালির বিন্দু অংছে সব অঙ্গে ।

সেই বস্ত্র পরিধান, সেই পুঁথি সঙ্গে ॥ ১১৭ ॥

মিশ্র আসিব। মার তৎক্রোড়ে নিমাইর উত্থান—

কণেকে আইলা জগন্নাথ মিশ্রবর ।

মিশ্রে দেখি' কোলেতে উঠিলা বিখন্ডর ॥ ১১৮ ॥

বিখন্ডরালিঙ্গনে মিশ্রের বাহুজ্ঞান গোপ ও প্রেমানন্দ—

সেই আলিঙ্গনে মিশ্র বাহু নাহি জানে ।

আনন্দে পুণ্ডিত হৈলা পুত্র-দরশনে ॥ ১১৯ ॥

নিমাইকে ধূলি-ধূসরিত ও অস্নাত-দর্শনে মিশ্রের বিশ্বয়—

মিশ্র দেখে সর্ব্ব অঙ্গ ধুলায় ব্যাপিত ।

স্নানচিহ্ন না দেখিয়া হইলা বিস্মিত ॥ ১২০ ॥

তথাপি বিখন্ডরকে তৎ-কৃত চর্য্যবহার-জন্ত মুহু ভৎসনা—

মিশ্র বোলে,—‘বিখন্ডর, কি বুদ্ধি তোমার ?

লোকেরে না দেহ' কেনে স্নান করিবার ? ১২১ ॥

বিষ্ণুপূজা-সজ্জ কেনে কর অপহার ?

‘বিষ্ণু’ করিয়াও ভয় নাহিক তোমার ? ১২২ ॥

প্রভুর সপ্তব্রতাস্ত-অস্বীকার, স্বীয় নির্দোষতার

কারণ-নির্দেশ—

প্রভু বোলে,—‘আজি আমি নাহি যাই স্নানে ।

আমার সংহতিগণ গেল আশ্রয়নে ॥ ১২৩ ॥

অভিযোগকারিগণের অত্যাচার ও মিথ্যা অভিযোগ-বর্ণন—

সকল লোকেরে তারা করে অব্যভার ।

না গেলেও সবে দোষ কহেন আমার ॥ ১২৪ ॥

অভিযোগ-কারণের মিথ্যাত্ব-সঙ্গেও অত্যাচার অভিযোগ-হেতু

যথার্থ দুর্জ্যবহারে কৃতসম্মত্ততা—

না গেলেও যদি দোষ কহেন আমার ।

সত্য তবে করিব সবারে অব্যভার ॥ ১২৫ ॥

গঙ্গাস্নানে যাত্রা ও বালকসঙ্গিগণ-সহ মিলন—

এত বলি' হাসি' প্রভু যান গঙ্গাস্নানে ।

পুনঃ সেই মিলিলেন শিশুগণ-সনে ॥ ১২৬ ॥

নিমাইর চাতুর্য্য-শ্রবণে সকল বালকের আনন্দ,

হাস্ত ও প্রশংসা—

বিখন্ডরে দেখি' সবে আলিঙ্গন করি' ।

হাসয়ে সকল শিশু শুনিঞা চাতুরী ॥ ১২৭ ॥

সবেই প্রশংসে,—‘ভাল নিমাই চতুর ।

ভাল এড়াইলা আজি মারণ প্রচুর !’ ১২৮ ॥

বালকগণ-সহ পুনর্জলক্ৰীড়া—

জলকেলি করে প্রভু সব-শিশু-সনে ।

হেথা শচী-জগন্নাথ মনে-মনে গণে' ॥ ১২৯ ॥

শচী-মিশ্রের অভিযোগকারিগণের বাক্যে সংশয় ও তর্ক—

‘যে যে কহিলেন কথা, সেই মিথ্যা নহে ।

তবে কেনে স্নানচিহ্ন কিছু নাহি দেহে ? ১৩০ ॥

স্নানের পূর্ব্বের ত্রায় স্বীয় পুত্রের সাদৃশ্য-দর্শন—

সেইমত অঙ্গে ধুলা, সেইমত বেশ !

সেই পুঁথি, সেই বস্ত্র, সেইমত কেশ ! ১৩১ ॥

পুত্রের গম্ভ্যত্বে উভয়ের সংশয়, নিমাইকে কৃষ্ণ-জ্ঞান—

এ বুঝি গম্ভ্য নহে শ্রীবিখন্ডর !

মায়া-রূপে কৃষ্ণ বা জয়লা মোর ঘর ! ১৩২ ॥

স্নানের চরিত,—স্নানোচিত লক্ষণ বা চিহ্ন ॥ ১১৫ ॥

বাহু নাহি জানি,—বাহুজ্ঞান-রহিত ॥ ১১৯ ॥

করিয়াও,—সাক্ষাৎভাবে উপলব্ধি বা জ্ঞান করিয়াও, বলিয়াও ।

সংহতিগণ,—‘সাক্ষাতেরা’, সঙ্গী বা সহচরগণ ; আশ্রয়-
নানে,—‘অগ্রবান্’-শব্দের অপভ্রংশ, অগ্র-সর(বঠী বা গায়ী)
হইয়া ॥ ১২৩ ॥

অব্যভার,—মন্দ বা অত্যাচার, দুর্জ্যবহার ॥ ১২৪ ॥

মারণ,—প্রহার ॥ ১২৮ ॥

গণে,—ভাবে, চিন্তা, করে ॥ ১২৯ ॥

মায়া-রূপে—এহলে ‘মায়া’-শব্দে স্বরূপশক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক
স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণের নিত্য নর-স্বরূপে । লঘু-
ভাগবতায়ুতে (পৃঃ ৪১৩-৪১৪ সংখ্যায়—) ‘মায়া’-শব্দে

নিমাইকে মহাপুরুষানুমান—

কোন মহাপুরুষ বা,—কিছুই না জানি ।
হেনমতে চিন্তিতে আইলা বিজমণি ॥ ১৩৩ ॥
প্রভুর ইচ্ছায় তদর্শনে উভয়ের পুনর্বাৎসল্য-বুদ্ধির উদয়—
পুত্র-দরশনানন্দে ঘুচিল বিচার ।
স্নেহে পূর্ণ হৈলা দৌড়ে, কিছু নাহি আর ॥ ১৩৪ ॥
প্রভুর অদর্শনে প্রহরধরকে যুগধরানুভব—
যেই দুইপ্রহর প্রভু যায় পড়িবারে ।
সেই দুই যুগ ইহা থাকে সে দৌড়ারে ॥ ১৩৫ ॥
মিশ্র-শচীর পরমসৌভাগ্য-বর্ণন—
কোটি-রূপে কোটি-মুখে বেদে যদি কয় ।
তবু এ-দৌড়ার ভাগ্যের নাহি সমুচ্চয় ॥ ১৩৬ ॥

গ্রহকারের মিশ্র-শচী-পদে প্রণাম—

‘শচী-জগন্নাথ-পা’য়ে বহু নমস্কার ।
অনন্ত-ব্রজাশুনাথ পুত্ররূপে যার ॥ ১৩৭ ॥

প্রভুর ইচ্ছা-শক্তি যোগমায়া-বশে সকলেরই প্রভুর

ঐশ্বর্যলীলামূলকি—

এইমত ক্রীড়া করে বৈকুণ্ঠের রায় ।
বুঝিতে না পারে কেহ তাঁহান মায়ায় ॥ ১৩৮ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ জান ।
বন্দ্যাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৩৯ ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিপঞ্চো বিষ্ণুরন্ত-বালচাপল্য-
বর্ণনং নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ।

কৃত্যপি চিন্তস্তিরভিধীয়তে” এবং “স্বরূপভূতয়া নিত্যশক্ত্যা
মায়াধায়া যুতঃ । অতো মায়ায়ঃ বিষ্ণুঃ প্রবদন্তি সনাতনম্ ॥
ইতোষা দর্শিতা মধ্বাচার্য্যার্জ্যে নিজে শ্রুতিঃ ।” (চতুর্বেদ-
শিখা-শ্রুতিঃ) ॥ ১৩২ ॥

বিচার,—চিন্তা, তর্কনির্ণয়, বিবেচনা, আলোচনা, কিছু

নাহি আর,—যেন পূর্বে কোথাও কোন ব্যাপার ঘটে নাই,
বা যেন উহার সহিত আদৌ কোন সম্বন্ধ নাই ॥ ১৩৪ ॥

নিমাইর বিরহে চৈতন্যপ্রহর মাত্র কালই তাঁহার পিতামাতা
মিশ্র-শচীর নিকট যুগধর-পরিমিত কাল বলিয়া বোধ হইত ॥
ইতি গোড়ীয় ভাষ্যে ষষ্ঠ অধ্যায় ।

—:—

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবিষ্ণুরূপের সন্ন্যাস, গৌরহরির বর্জ্য-
হাণ্ডিতে উপবেশনপূর্বক দত্তাত্রেয় ভাবে মাতাকে তত্ত্বোপদেশ-
প্রদান প্রকৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীগৌরগোপাল বাল-চাপল্য-ছলে বিবিধ লীলা বিস্তার
করিতে লাগিলেন । একমাত্র অগ্রজ বিশ্বরূপ ব্যতীত নিমাই
আর কাহাকেও দেখিয়া চঞ্চলতা পরিহার করিতেন না ।
বিশ্বরূপ আজন্ম বিরক্ত ও সর্লঙ্গণাকর ছিলেন,—একমাত্র
কৃষ্ণভক্তিই যে সর্লঙ্গাজের তাৎপর্য্য, তাহা তিনি শাস্ত্রব্যাখ্যা-
মুখে নিরন্তর প্রদর্শন করিতেন । সর্লঙ্গজিয়বারা কৃষ্ণসেবন

ব্যতীত তাঁহার আর কোন কৃত্য ছিল না । তিনি অল্পজকে
‘বালগোপাল-কৃষ্ণ’ বলিয়া জানিলেও কাহারও নিকট সেই
গুঢ়কথা প্রকাশ করিতেন না । বিশ্বরূপ বৈষ্ণব-সঙ্গে নিরন্তর
কৃষ্ণকথা ও কৃষ্ণসেবাদিতেই মত্ত থাকিতেন । সমস্ত সংসার
জড়-বিষয়ে প্রমত্ত এবং সকলের অন্তরে বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিষয়ের
বীজ, এমন কি, যাহারা গীতা-ভাগবতাদির অধ্যাপক বলিয়া
পরিচয় ছিলেন, তাহাদের অন্তরেও কৃষ্ণভক্তি-শূন্যতা লক্ষ্য
করিয়া অশেষতাচার্য্যাদি শুদ্ধভাগবতগণ জীবের চক্ষে ক্রন্দন
করিতেন । বিশ্বরূপও ‘আর এরূপ লোকমুখ দর্শন করিব না’
বিচার করিয়া সংসার-তাগে কৃতসঙ্কল্প হইলেন । প্রতিদিন

উষাকালে বিশ্বরূপ গঙ্গাস্নান করিয়াই অষ্টৈত-সভায় আগমন করিতেন এবং তথায় সর্গশাস্ত্র হঠাতে কৃষ্ণভক্তির সারাংশস্বরূপ ব্যাখ্যা করিতেন। শচীদেবীকর্তৃক প্রেরিত হইয়া বালক নিমাইও প্রত্যহ অগ্রজকে অষ্টৈত-সভা হইতে ভোজনার্থ গৃহে লইয়া যাইবার স্তম্ভ অষ্টৈত-সভায় আসিতেন; ভক্তগণ সেই সময় গৌরহরির ভক্ত-মোহন রূপ দর্শন করিয়া সমাধিস্থের স্থায় অবস্থান করিতেন; কেননা, প্রভুদর্শনে ভক্তাশ্রয়—স্বাভাবিক। প্রসঙ্গক্রমে গ্রন্থকার ভাগবতীয় শুকপরীক্ষিত-সংবাদমারা ভগবানের প্রতি ভক্তগণের অসমোদ্ধ-প্রীতির কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। আত্মাই জীবের জীবন; শ্রীমদ-নন্দনই জীবাত্মার আত্মা (জীবন) অর্থাৎ পরমাত্মা। এইজন্যই গোপীগণ কৃষ্ণকে নিজ-‘প্রাণধন’ বলিয়া জানিতেন। কৃষ্ণ কংসাদির আত্মা হইলেও অপরাধ-নিবন্ধন উহারা তাহা বুঝিতে পারে না। শরীরার মাধুর্য—সর্গজন-বিদিত; জিহ্বার দোষে কাহারও কাহারও নিকট উহা তিক্ত বোধ হইলেও তাহাতে বস্তৃসভা-গত মিষ্টত্বের হানি হয় না। শ্রীগৌরহরির বস্তৃ-সভা-গত মাধুর্যে যিনি আকৃষ্ট, তিনিই সৌভাগ্যবান, যিনি তাহা নহেন, তিনি স্বয়ংই হতভাগ্য; অধোক্ষজ শ্রীগৌর-হরির তাহাতে হানি নাই! বিশ্বরূপ শচীমাতার আস্থানে নামেমাত্র গৃহে গমন করিলেও অতিশীঘ্রই অষ্টৈত-মন্দিরে ফিরিয়া আসিতেন। গৃহে গমন করিলেও তিনি কোনপ্রকার গৃহব্যবহার করিতেন না; যতক্ষণ বাড়ী থাকিতেন, সর্বদা বিষ্ণু-গৃহভাস্তরেই অবস্থান করিতেন। পিতামাতা স্বীয় বিবাহের উদ্বোধন করিতেছেন শুনিয়া বিশ্বরূপ মনে অত্যন্ত হৃৎখিত হইলেন এবং কিছুদিনের মধ্যেই সন্ন্যাস-গ্রহণলীলা প্রদর্শন করিয়া জগতে ‘শ্রীশরীরারণ্য’-নামে খ্যাত হইলেন। (অপ্রাকৃত বৎসল-রসপ্রায়বগ্ধন) শচী-জগন্নাথ বিশ্বরূপের সন্ন্যাসে দ্বন্দ্বের অত্যন্ত ব্যথা পাইলেন, শ্রীগৌরহরির ভ্রাতৃ-বিরহে (শুদ্ধসেবক-বিরহে) মুচ্ছা-লীলা প্রদর্শন করিলেন। অষ্টৈতাদি ভক্তগণও বিশ্বরূপের বিরহ-দুঃখে (ভক্ত-বিরহে) ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। বন্ধু-বান্ধব সকলে আসিয়া শচী-জগন্নাথকে নানাপ্রকারে প্রবোধ দিলেন। বিশ্বরূপের সন্ন্যাসের কথা শুনিয়া ভক্তগণ মনের দুঃখে বনবাসী হইতে চাহিলেন। অষ্টৈতপ্রভু সকলকে আশ্বাস প্রদান করিয়া বলিলেন,—

শীঘ্রই কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাঁহাদের হৃদয়ের যাবতীয় দুঃখ দূর করিবেন এবং তাঁহাদিগের সহিত শুক-প্রহ্লাদাদিরও হর্ষিত নানাপ্রকার বিলাসাদি করিবেন। এদিকে নিমাই স্থির হইয়া পাঠে মনোনিবেশ করিলেন এবং সর্বদা পিতামাতার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন। পুত্রের অত্যন্ত বুদ্ধি ও মেধার কথা শ্রবণ করিয়া শচীমাতা আনন্দিত হইলেও মিশ্র ‘এই পুত্রও পাছে পড়াশুনার ফলে সংসারের অনিত্যতা ও কৃষ্ণভক্তির সারাংশস্বরূপ উপলব্ধি করিয়া অগ্রজের অনুগমন করেন’—এরূপ আশঙ্কা করিলেন এবং শ্রীশচীদেবীর সহিত অনেক বাদামুবাদ করিবার পর নিমাইর পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। ইহাতে নিমাই পুনরায় চাপল্য-লীলা প্রদর্শন করিতে থাকিলেন। একদিন অশ্মশ্রু-মৃদাণ্ড-স্তূপের উপর বসিয়া রহিলেন; শচীমাতা নিমাইকে অপবিত্রস্থানে বসিতে দেখিয়া ঐরূপ কার্য করিতে নিবারণ করিলে, তত্ত্বরে নিমাই মাতাকে বলিলেন,—‘লেখাপড়া-বিহীন মূর্খের কি প্রকারে শুদ্ধাশুদ্ধিজ্ঞান থাকিবে? অতএব আমার সর্বত্রই ‘অদ্বিতীয়-জ্ঞান’। দত্তাজ্ঞের-ভাবে মহাপ্রভু মাতাকে উপদেশ-মুগ্ধে বলিলেন যে, “শুচি-অশুচি-বিচার—প্রাকৃত লোকের প্রাকৃত কল্পনা বা মনোবশ্মমাত্র। সর্বত্রই অদ্বয়-জ্ঞান বিষ্ণুর অধিষ্ঠান বিद्यমান। যে-স্থানে ভগবান্ বিরাজ করেন, সেই স্থান—অতি-পবিত্র। যাহাদের সর্বত্র ভগবদর্শন নাই, তাহারাই ঐরূপ মনোবশ্মের বিচারে ধাবিত হয়। বিষ্ণুর রক্ষনস্থাপী কখনও অপবিত্র হয় না, উহা—নিত্য-পবিত্র; উহার স্পর্শে সমস্ত বস্তুর শুদ্ধ হয়; অশুদ্ধ অর্থাৎ সেবা-বিহীন স্থানে ভগবান্ কখনও বিরাজ করেন না।” নিমাই বাস্তবাবে এইরূপ সর্বত্রই কীর্তন করিলেও যোগ-মাখায় মুগ্ধ হইয়া বৎসল-রস-রসিক শচীপ্রমুখ আশ্রবর্গ তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বালক কিছুতেই অশুচি স্থান পরিত্যাগ করিতেছে না দেখিয়া শচীদেবী স্বহস্তে বালকরূপী নিমাইকে ধরিয়া আনিয়া বালককে লইয়া স্নান করিলেন। পাঠ করিতে না পাইয়া নিমাই মনে মনে অত্যন্ত হৃৎখিত হইতেছে,—মিশ্রের নিকট শচীদেবী ও অন্যান্য সকলেই ইচ্ছা জ্ঞাপন করায় পুরন্দরমিশ্র সকলের অনুরোধে বালককে পুনরায় পাঠ করিতে আদেশ দিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহা-মহেশ্বর গৌরচন্দ্র ।

জয় জয় বিশ্বক্ৰুর-প্রিয় ভক্তবৃন্দ ॥ ১ ॥

সঙ্গজীবের পতি প্রভুর শুভ রূপা-দৃষ্টি-প্রার্থনা—

জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র সর্বপ্রাণ ।

কৃপা-দৃষ্টো কর প্রভু সর্ব-জীবে ত্রাণ ॥ ২ ॥

দীপা-কল্লোল-বারিদি বাসকরূপী গৌরগোপালেব

অনন্ত দীপা-কল্লোল—

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ।

বাল্যলীলা-ছলে করে প্রকাশ বিস্তর ॥ ৩ ॥

মাতৃনিষেধ-সত্ত্ব ও নিমাইর সঙ্গক্ষণ চাক্ষুষ-প্রদর্শন—

নিরন্তর চপলতা করে সব-সনে ।

মা'য়ে শিখালেও প্রবোধ নাহি মানে ॥ ৪ ॥

নিষেধ ও শাসন-ফলে নিমাইর চাক্ষুষ ও উপদেব-বাকি—

শিখাইলে আরো হয় দ্বিগুণ চঞ্চল ।

গৃহে যাহা পায়, তাহা ভাজয়ে সকল ॥ ৫ ॥

নিত্য-মাতার শাসনাভাবে দীপ্যাময়ের স্বাতন্ত্র্য-লীলা—

ভয়ে আর কিছু না বোলয়ে বাপ-মা'য় ।

স্বচ্ছন্দে পরমানন্দে খেলায় লীলায় ॥ ৬ ॥

আদিপণ্ডে শিশুদীপা-প্রদর্শনকারী গোব-নারায়ণের

অমৃতনিঃশব্দ-কথা—

আদিখণ্ড কথা—যেন অমৃত-অবণ ।

যহি শিশুরূপে ক্রীড়া করে নারায়ণ ॥ ৭ ॥

অগ্রজ বিশ্বরূপ ব্যতীত অপর সকলেরই প্রতি নিমাইর

মহাদা বা গৌরব-ভাব-প্রাতিভা—

পিতা, মাতা, কাহারে না করে প্রভু ভয় ।

বিশ্বরূপ অগ্রজ দেখিলে নজ হয় ॥ ৮ ॥

এতকারের অতীষ্টদেব নিত্যানন্দ-বামাভিন্ন বিশ্বকণের

পরিচয় ও গুণগ্রাম—

প্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ ভগবান্ ।

আ জন্ম পিরন্ত, সর্বগুণের নিধান ॥ ৯ ॥

সঙ্গশাস্ত্রে তাঁহার কৃষ্ণভক্তিপর্য ব্যাখ্যা—

সর্বশাস্ত্রে সবে বাখানেন বিষ্ণু-ভক্তি ।

খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা নাহি কারো শক্তি ॥ ১০ ॥

দযীকদ্বারা দযীকেশ-সেবন, সর্বোচ্ছিন্নদ্বারা অনুরূপ

এবং, কীর্তন ও স্মরণরূপ কৃষ্ণামৃতালন—

শ্রবণে, বদনে, মনে, সর্বোচ্ছিন্নয়গণে ।

কৃষ্ণভক্তি পিনে আর না বোলে, না শুনে ॥ ১১ ॥

নিমাইর অলৌকিক আচরণ-দর্শনে বিশ্বকণের বিশ্বব—

অনুজের দেখি' অতি-বিলক্ষণ রীতি ।

বিশ্বরূপ মনে গণে' হইয়া বিস্মিত ॥ ১২ ॥

নিমাইকে স্বীয় অপ্রাকৃত ইষ্টদেব কৃষ্ণ-জ্ঞান—

“এ বালক কভু নহে প্রাকৃত ছাওয়ায় ।

রূপে, আচরণে,—যেন শ্রীবালগোপাল ॥ ১৩ ॥

নিমাইর অলৌকিক লীলাকে কৃষ্ণলীলা-জ্ঞান—

যত অমাসুখি কর্ম নিরবধি করে ।

এ বুঝি,—খেলেন কৃষ্ণ এ শিশুশরীরে ॥” ১৪ ॥

সকলের নিকট গৌর-কৃষ্ণের তত্ত্ব ও দীপা-রহস্য-গোপন—

এইমত চিন্তে বিশ্বরূপ-মহাশয় ।

কাহারে না ভাঙ্গি'তত্ত্ব, স্বকর্ম করয় ॥ ১৫ ॥

সঙ্গক্ষণ বৈষ্ণব-সঙ্গে বিশ্বকণের কৃষ্ণসেবন—

নিরবধি থাকে সর্ব বৈষ্ণবের সঙ্গে ।

কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপূজা-রঙ্গে ॥ ১৬ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্বপ্রাণ,—সকল সেবকের জীবন । শ্রীশচীনন্দনট
কল চেতনময় বস্তুর মূল আকর ।

করে প্রকাশ বিস্তর,—গৌরসুন্দর বাল্যলীলার আপাত-
দৃষ্টিতে যে-সকল চাপলা-লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিয়া-
ছিলেন, তাহার অধরভাবে উদ্দেশ্য,—স্বভক্তগণের আকর্ষণ

ও অমৃক্ষণ তাঁহাদের প্রেমামানন্দবন্ধন; এবং ব্যতিরেকভাবে ও
তাঁহার চাপলাসহকারে নানা দেবদ্বারি বিনাশ-সামন প্রপা-
জগতের ইচ্ছিতপূর্ণোপযোগি-ভোগাদ্রব্যসমুহের স্বস্বকাম্যে
প্রাকৃতজীবের নশ্বরতার উপদেশই নিহিত । যদিও তাঁদৃশ
নশ্বর-দেবের ব্যবহারে ও পুনঃক্ষয়ে নানাপ্রকার অসুবিধা,

তৎকালীন জড়বিষয়সং-ভোগপ্রমত্ত-সংসার-বর্ণন—
 জগৎ প্রমত্ত—মনপুত্রবিচারসে ।
 বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র সবে উপহাসে' ॥ ১৭ ॥
 শুদ্ধভক্তের বিবন্ধে নাস্তিক সংসারিক লোকের বিদ্রুপ-
 কবিতা-রচনা—

আর্য্য্য তরজা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া ।
 “যতি, সতী, তপস্বীও যাইবে মরিয়া ॥ ১৮ ॥
 ঈদ্রিয়তর্পণ-লালসা-মূলে জড়ীয় অধ্যায় ও ঐহিক
 তথৈক-কাম-প্রমত্ততা—

তারে বলি ‘সুকৃতি’—যে দোলা, ঘোড়া চড়ে ।
 দশ-বিশ জন যার আগে-পাছে রড়ে ॥ ১৯ ॥
 নামাপরাধিগণের তুচ্ছ দারিদ্র্যনাশাদিকেই নামকীর্ণনের
 দল-জ্ঞানে শুদ্ধভক্তের ব্যবহারদুঃখ-দর্শনে বিদ্রুপ—
 এত যে, গোসাঞি, ভাবে করই ক্রন্দন ।
 তবু ত’ দারিদ্র্যদুঃখ না হয় খণ্ডন ! ২০ ॥
 উচ্চকীর্ণনে পামণ্ডিগণের ভগবৎকোপোদ্বেগানুমান—
 ঘনঘন ‘হরি হরি’ বলি’ ছাড়’ ডাক ।
 জুড় হয় গোসাঞি শুনিলে বড় ডাক ॥’ ২১ ॥
 অতঃ নাস্তিকগণের বাক্যে ভক্তগণের দুঃখ—
 এইমত বোলে কৃষ্ণভক্তিশূন্য জনে ।
 শুনি’ মহা-দুঃখ পায় ভাগবতগণে ॥ ২২ ॥

তথাপি প্রাকৃতজবা-ভোগ-চেষ্টায় বদ্ধজীবের যে বাধা,
 সঙ্কোচ বা সন্ধীর্ণতা, উহা—তাহার নিত্য-যঙ্গনেরই উদ্দেশক-
 মাত্র । বাহ্যজগৎ-প্রতীতিই বদ্ধজীব-হৃদয়ে আত্মদ্বয়ের বিকার
 মনোমর্ষ উৎপাদন ও পোষণ করে । তাহাতে ভগবৎসেবার
 পরিবর্তে জগদভোগপ্ররতিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ; তদভাবে ভোগ
 নিরপেক্ষতাক্রপা মুমুক্ষু ও কৃষ্ণানুসন্ধান-চেষ্টা-রূপা নিত্য-
 চিন্ময়ী আত্ম-রুতি ভক্তি দেখা যায় ॥ ২৩ ॥

বিলক্ষণ রীত,—অসামান্য বা বিপরীত আচার-ব্যবহার ॥
 প্রাকৃতছাওয়ালা,—সাধারণ কর্মফলবাহা জাগতিক শিশু ॥
 অমামুখি,—যাহা মনুষ্যোচিত নহে, অমর্ত্য, অমৌকিক
 বা লোকাভীত ॥ ২৪ ॥

তবু না ভাঙ্গে,—শ্রীবিষ্ণুভট্টই যে শ্রীকৃষ্ণ, এই তৎকাল
 কিছুতেই প্রকাশ করিতেন না ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণকীর্ণন-চর্চিৎসু-পীড়িত ভবদাবদ্য সংসার—
 কোথাও না শুনে কেহ কৃষ্ণের কীর্ণন ।
 দক্ষ দেখে সকল সংসার অনুরক্ত ॥ ২৬ ॥
 কৃষ্ণকীর্ণনাতাব-দর্শনে বিশ্বরূপের দুঃখ—
 দুঃখ বড় পায় বিশ্বরূপ ভগবান্ ।

না শুনে অতীষ্ট কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান ॥ ২৮ ॥
 তথা-কথিত গীতা-ভাগবতাত্ম্যাপকগণের কৃষ্ণভক্তিপর-
 ব্যাখ্যা-ত্যাগ—

গীতা, ভাগবত যে যে জনে বা পড়ায় ।
 কৃষ্ণভক্তি-ব্যাখ্যা কারো না আইসে জিহ্বায় ॥
 হেতুাদীর কুতর্ক-কুনাটা ; রূঢ়ভক্তিবিহীন সংসার —
 কুতর্ক ঘূষিয়া সব অধ্যাপক মরে ।
 ‘ভক্তি’ হেন নাম নাহি জানয়ে সংসারে ॥ ২৬ ॥
 ভক্তিহীন জীবের হৃদশা-দর্শনে জীবদুঃখ-ওঃখী অষ্টোপাদি
 শুদ্ধভক্তগণের ক্রন্দন—

অদ্বৈত-আচার্য্য আদি যত ভক্তগণ ।
 জীবের কুমতি দেখি’ করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৭ ॥
 সংসারে কৃষ্ণভক্তিহীন হঃসঙ্গ-দর্শনে বিশ্বরূপের হঃসঙ্গ-
 বর্জনরূপ প্রব্রজ্যা-গ্রহণেচ্ছা—
 দুঃখে বিশ্বরূপ-প্রভু মনে মনে গণে’ ।
 “না দেখিব লোকমুখ, চলি’ যাও বনে ॥” ২৮ ॥

বিশ্বরূপ সর্বদা ভগবৎভক্তের সঙ্গে বাস করিতেন, ভক্ত-
 সঙ্গে কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণসেবা ও মর্গ্যাদা-জ্ঞানের সহিত কৃষ্ণপূজায়
 আনন্দ লাভ করিতেন ॥ ২৬ ॥

জগতের বিষয়ি-লোকসকল দন, পুত্র ও বিদ্যা প্রকৃতি
 লাভ করিবার জন্ম প্রাপণে চেষ্টা করে ; তাহার বৈষ্ণবে
 ই সকল প্ররতি দেখিতে না পাইয়া উপহাস করে ॥ ১৭ ॥

আর্য্য্য-তরজা,—আর্য্য্য্য অর্থাৎ বঙ্গভাষায় ‘ছড়া’-জাতীয়
 মস্তকতময় পত্ৰ ; যথা, ‘শুভকরের আর্য্য্য্য’ । তরজা (আরবী-
 শব্দ) অর্থাৎ ‘কবিগান’ ও ‘সুসুর’-গানের সমজাতীয়
 বিলাসের নিন্দা-কুৎসার্পণ গানবিশেষ ।

শুদ্ধবৈষ্ণবকে দেখিয়া তৎকালীন চার্বাকমতাবলম্বী নব-
 ধীপবানী পামণ্ডিগণ দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ ঐহিক-কামভোগে
 প্রমত্ত হইয়া নানাপ্রকার ছড়া ও হেঁয়ালি প্রকৃতি রচনা

অদ্বৈত-সভায় প্রত্যহ বিশ্বরূপের প্রত্যাবে গমন—
উষাকালে বিশ্বরূপ করি' গজান্নান ।
অদ্বৈত-সভায় আসি' হয় উপস্থান ॥ ২৯ ॥
বিশ্বরূপের কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যায় শ্রীঅদ্বৈতের হৃদ—
সর্বশাস্ত্রে বাখ্যানেন কৃষ্ণভক্তি সার ।
শুনিয়া অদ্বৈত স্মৃৎ করেন ছন্দার ॥ ৩০ ॥
বৈষ্ণব-পূজাকে বিষ্ণুপূজাপেক্ষা পরতর-জ্ঞানে জগদ্গুরু
অদ্বৈতের স্বাভীষ্টার্চন ছাড়িয়া বিশ্বরূপকে
আলিঙ্গনরূপ বৈষ্ণবাচার-শিক্ষা-দান—
পূজা ছাড়ি' বিশ্বরূপে ধরি' করে কোলে ।
আনন্দে বৈষ্ণব সব 'হরি হরি' বোলে ॥ ৩১ ॥
তদ্বর্ণনে ভক্তগণের হর্ষোন্মাদ ও হংস-লাবণ—
কৃষ্ণানন্দে ভক্তাগণ করে সিংহনাদ ।
কারো চিন্তে আর নাহি ক্ষুরয়ে বিষাদ ॥ ৩২ ॥

বিশ্বরূপের ও ভক্তগণের পরস্পর সঙ্গ-ত্যাগে অনিচ্ছা—
বিশ্বরূপ ছাড়ি' কেহ নাহি যায় ঘরে ।
বিশ্বরূপ না আইসেন আপন-মন্দিরে ॥ ৩৩ ॥
ভোজনার্থ বিশ্বরূপকে আনয়ন-নিমিত্ত বিশ্বভরকে
শচীর প্রেরণ—
রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বস্তরে ।
“তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সহরে ॥” ৩৪ ॥
অদ্বৈত-সভায় নিমাইর আগমন -
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈত-সভায় ।
আইসেন অগ্রজেরে ল'বার ছলায় ॥ ৩৫ ॥
অদ্বৈত-সভায় নিমাইর ভক্তগণের কৃষ্ণসকীর্্তনরূপ
ইষ্টগোষ্ঠী-দর্শন—
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল ।
অন্তোহন্তে করেন কৃষ্ণকথন মজল ॥ ৩৬ ॥

রিয়া পরিহাস করিত । উহার। আরও বলিত যে, সন্ন্যাসী,
ব্রতরতা সাধনী ও তাপস প্রভৃতি ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির
আচরণাদি সমস্তই রথা, যেহেতু প্রচুর পুণ্যাচরণ-সম্মে ও
তারা কেহই মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইবেন না, স্তত্রাং
তাহাদের রথা ধর্ম আচরণ না করাই উচিত, অথবা তাদৃশ
স্বাভাব—হেতু তাহারা—নিতাস্ত দুঃখ ও ভাগ্যহীন ॥২৮॥
পক্ষান্তরে, যে-ব্যক্তি ঐশ্বর্য্যমদভরে শিবিকায় বা সম্মাদিতে
প্রোহণপূর্ব্বক ভ্রমণ করে এবং যাহার সঙ্গে বহু অশ্বচর-
বিকর তাহার অবাধগতির নিমিত্ত অগ্রে-পশ্চাতে দাবিত
॥, সে ব্যক্তিই ভাগ্যবান ॥ ১৯ ॥
তাবে,—প্রেমাস্তিভরে; গোসাঞি,—ঠাকুর (গৌরবার্থে)।
প্রেমিকভক্তের কৃষ্ণনামকীর্্তনকালে নয়নে গলদপ্রদারা
থিয়া ঐহিক-ইন্দ্রিয়-ব্রথৈকলিপ্সু নামাপরাদী কস্মজড়
যগুগণ উহাকে কৃষ্ণপ্রীতিলক্ষণ মনে না করিবা, 'ভক্তের
নামাগ্রহণকালে যখন তাহার দারিদ্ৰ্য্য-হংস-নাশরূপ তুচ্ছ
অবাস্তর কললাভ হইতেছে না, অর্থাৎ নিত্যসেবা অভিন্ন-
কৃষ্ণ শ্রীনামপ্রভু-দ্বারা ভক্ত যখন স্বীয় দারিদ্ৰ্য্যহংস ঘৃণাইয়া
ঐহিক সুখস্বচ্ছন্দ্য সম্পাদন করাইয়া লইতে পারিতেছেন
, তখন তাহার কৃষ্ণনামগ্রহণ ও প্রেমাস্রবিসজ্জনাদি,
এই নিরর্থক ও নিফল,— এই বলিয়া বিদ্রূপ করিত । ঐ

পাষণ্ডগণ শ্রীনাম ও নামাভাসে অবিশ্বাসী বলিয়া ভীষণ
নামাপরাদে অপরাধী ছিল অর্থাৎ শুদ্ধনামোচ্চারণ-কালে যে
কৃষ্ণপ্রেমোদয়, নামাভাসোচ্চারণেই যে সর্বানর্থ নাশ বা
আত্মাস্তিক-হংসনিবৃত্তিরূপ মোক্ষ-লাভ এবং নামাপরাদফলেই
যে ধর্মার্থকামরূপ তুচ্ছ অনিত্য ত্রিবর্ণ-লাভ ঘটে, তাহাতে
অনভিজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ছিল, আবার ভগবদ্বিশ্বাসরাহিত্য-
হেতু শুদ্ধভক্তগণ যে ঐশ্ববৎসেবার্থ যাবতীয় দারিদ্ৰ্য্যহংস-
ক্লেশাদিকে ভগবানেরই অমুক্কা-জ্ঞানে অবনতমস্তকে বরণ
করিয়া ল'ন, তাহাতেও অনভিজ্ঞ ও অবিশ্বাসী ছিল, স্তত্রাং
ভক্তগণও তাহাদের ঠাথ ঐহিকভোগসুখলিপ্সু ও ইন্দ্রিয়-
তপণপরায়ণ হউক,—ইহাই তাহারা অভিলাষ করিত ॥২০॥
সেই পাষণ্ডগণ বলিত যে, সর্বদা উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্্তন
করিলে 'গোসাঞি' অর্থাৎ ভগবান বিশেষ অসম্ভব হন ॥২১॥
যে-মকল বিষ্ণুভক্তিশ্রী পণ্ডিতস্বত্র অধ্যাপক শ্রীমদ্বগবদ-
গীতা এবং শ্রীমদ্বাগবত-গ্রন্থের অধ্যাপন করিত, তাহাদের
জিহ্বায় কৃষ্ণসেবা-পরা ব্যাখ্যা কখনই স্থান পাইত না বা
নির্গত হইত না । তাহারা জড়পাণ্ডিত্য-মগ্ন মত্ত থাকিয়া
ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণের ও অধর্মার্থকামভোগপরা ব্যাখ্যা অথবা
ভাগী মায়াবাদীর জ্ঞান নিষ্কিশেষ-ব্রহ্মাহুদক্ষানরূপ মোক্ষ-পরা
ব্যাখ্যা করিত ॥ ২৫ ॥

নিজগুণ-মাহাত্ম্য-বর্ণন-শব্দে নিয়াই প্রসাদ দৃষ্টি নিষ্কপ—

আপন-প্রস্তাব শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর ।

সবারে করেন শুভ-দৃষ্টি মনোহর ॥ ৩৭ ॥

গৌরগোপালের রূপ-বর্ণন—

প্রতি-অঙ্গে নিরূপম লাবণ্যের সীমা ।

কোটি চন্দ্র নহে এক নখের উপমা ॥ ৩৮ ॥

বিশ্বরূপকে আচ্ছাদনপূরক মাত্রনিদেশ-জ্ঞাপন—

দিগম্বর, সর্ব-অঙ্গ—মূল্যায় ধূসর ।

হাসিয়া অগজ-প্রতি করেন উত্তর ॥ ৩৯ ॥

বিশ্বরূপের বস্ত্রধারণপূরক বিশ্বমুখের গুহাভিমুখে গমন—

“ভোজনে আইস, ভাই, ডাকয়ে জননী ।”

অগজ-বসন দরি' চলয়ে আপনি ॥ ৪০ ॥

বিশ্বমুখের রূপ-দর্শনে ভক্তগণের বিশ্বাস ও তৃপ্ত—

দেখি' সে মোহন রূপ সর্বভক্তগণ ।

স্বগিত হইয়া সবে করে নিরীক্ষণ ॥ ৪১ ॥

ভগবদর্শনে ভক্তগণের অপ্রাকৃত আনন্দ-মোহ বা প্রেম-সমাধি—

সমাধির প্রায় হইয়াছে ভক্তগণে ।

কৃষ্ণের কখন কারু না আইসে বদনে ॥ ৪২ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ ও ভক্ত কৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষক ও

আকৃষ্ট-স্বভাব-বর্ণন—

প্রভু দেখি' ভক্ত-মোহ অশাবেই হয় ।

বিনা অনুভবেও দাসের চিত্ত লয় ॥ ৪৩ ॥

ভক্তসময় অধোগজ-তত্ত্বের মনে আকর্ষক ও আকৃষ্ট-দী-

বা চিচ্চক্ৰিপিনাস-রহস্ত অকজ-জ্ঞানাগম্য—

প্রভুও সে আপন-ভক্তের চিত্ত হরে' ।

এ কথা বুলিতে অজ্ঞ-জনে নাহি পারে ॥ ৪৪ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ—

এ রহস্ত বিদিত কৈলেন ভাগবতে ।

পরীক্ষিৎ শুনিলেন শুকদেব হৈতে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীশুক-পরীক্ষিৎ-সংবাদ—

প্রসঙ্গে শুনহ ভাগবতের আখ্যান ।

শুক-পরীক্ষিতের সংবাদ অমুপম ॥ ৪৬ ॥

মার্যাবাদী গৌর-কৃষ্ণ ভেদজ্ঞান-নিবসন, গৌরবই স্বাপরে

কৃষ্ণলীলা, কৃষ্ণেরই কথিতে গৌরলীলা—

এই গৌরচন্দ্র যবে জন্মিল গোঁকুলে ।

শিশু-সঙ্গে গৃহে গৃহে ক্রীড়া করি' বুলে ॥ ৪৭ ॥

বনপুত্র কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের পূর্বাদিক স্বাভাবিক

বাৎসল্য-স্নেহ—

জন্ম হৈতে প্রভুরে সকল গোপীগণে ।

নিজ-পুত্র হইতেও স্নেহ করে মনে ॥ ৪৮ ॥

গোপীগণের প্রথমভাববিশীন পূর্বাদিক স্বাভাবিক

কেবল রতি—

যতপি ঈশ্বর-বুদ্ধ্যে না জানে কৃষ্ণেরে ।

অশাবেই পুত্র হৈতে বড় স্নেহ করে ॥ ৪৯ ॥

গৃম্মিমা, — ঘোষণা, ব্যাখ্যা বা প্রকাশ করিয়া ॥ ২৬ ॥

ভক্তগণ যেরূপ বিশ্বরূপকে পরিত্যাগ করিয়া গৃহে গমন করিতেন না, বিশ্বরূপ ও তজ্জপ শুদ্ধভক্তসদৃশ ভাগ্য কারণে নিজগৃহে যাউতেন না ॥ ৩৩ ॥

বৈষ্ণব-মণ্ডল, — বৈষ্ণব-সভা ; কৃষ্ণকথন-মঙ্গল, — মঙ্গল ময়ী কৃষ্ণকথা ॥ ৩৬ ॥

আপন প্রস্তাব, — স্বীয় স্তুতি-প্রসঙ্গ ॥ ৩৭ ॥

শুদ্ধজীব ও বদ্ধজীব, উভয়েই স্বরূপতঃ ভগবদ্রূপ হইলেও পুরোক্ত ব্যক্তি অনাবৃত-চেতন বলিয়া স্বীয় নিত্য-ভজনীয় বিভূ-সচ্ছিদানন্দ বিষ্ণু-বস্তুর প্রীতি অনুভব করিতে পারেন, কিন্তু শেফোক মায়া-বশ ব্যক্তি তাহা পাবেন না। বদ্ধাভূতি ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ অনর্থসমূহ অপগত হইলে প্রপঞ্চে

অবস্থান-কালেও জীব বিষ্ণুসেবাশয়ে শুদ্ধ থাকিতে পারেন। তৎকালে তাহাকে ‘মহাভাগবত’ বলা হয়। মধ্যমভাগবত—মহাভাগবতের শুদ্ধসেবক। মধ্যমাদিকার না হওয়া পর্য্যন্ত কনিষ্ঠ-ভাগবত মহাভাগবতের সেবক হইলেও, তিনি—প্রকৃত-প্রস্তাবে মধ্যমভাগবতেরই সেবক। কনিষ্ঠভাগবত ঈশ্বরার্থী হইয়া নিত্যসত্য-বৈকুণ্ঠপথের পথিক হওয়ায়, বৃহৎ ও মুমুক্শু বদ্ধজীব অপেক্ষা উন্নত, তথাপি কেবল বিষ্ণু-তত্ত্বের শ্রদ্ধাবান্ জীবের যে আদি-বিদ্যপ্রতীতি অর্থাৎ অপ্রাকৃতাত্মভূতি, তাহা—কনিষ্ঠাধিকারগত। কনিষ্ঠাধিকার লাভ করিবার পর তিনি গুরুতরকৈ মধ্যমাদিকারে অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। আবার, মধ্যমাদিকারে অবস্থিত হইয়া ‘মহাভাগবতকে শুদ্ধ বলিয়া জানিলে, তিনি শুদ্ধভক্ত হইবার

তচ্চ বণে পবীকিতের বিষয় ও পুঙ্ক—
 শুনিয়া নিশ্চিত বড় রাজা পরীক্ষিৎ ।
 শুক স্থানে জিজ্ঞাসেন হই' পুঙ্কিত ॥ ৫০ ॥
 গোপীগণের অতুতপূৰ্ণা কৃষ্ণপ্ৰীতির প্রশংসা—
 “পরম অদ্ভুত কথা কহিলা, গোপাঞ্জি !
 ত্রিভুবনে এমত কোথাও শুনি নাই ॥ ৫১ ॥
 পরপূর কৃষ্ণের প্রতি গোপীগণের গাঢ়-স্নেহের
 কারণ-জিজ্ঞাসা—
 নিজ-পুত্র হৈতে পর-তনয় কৃষ্ণেরে ।
 কহ দেখি,—স্নেহ কৈল কেমন-প্রকারে ?” ৫২ ॥
 শ্রীকৃষ্ণের উত্তর, পরমাখ্যার সঙ্গদ্বীপ-প্রেরণ—
 শ্রীশুক কহেন,—“শুন, রাজা পরীক্ষিৎ !
 পরমাখ্যা—সর্ব-দেহে বল্লভ, বিদিত ॥ ৫৩ ॥
 আখ্যার সওয়াই প্ৰীতির সত্তা, তদভাবে
 প্ৰীতিরাহিতা—
 আখ্যা নিম্নে পুত্র বা কলত্র, বন্ধুগণ ।
 গৃহ হৈতে বাহির করায় ততক্ষণ ॥ ৫৪ ॥

অথ ও বাতিরেকভাবে আখ্যাবৈ প্ৰীতিপান্ধব-বর্ণন ;
 কৃষ্ণই সঙ্গদ্বীপজীবন পরমাখ্যা—
 অতএব, পরমাখ্যা—সবার জীবন ।
 সেই পরমাখ্যা—এই শ্রীনন্দনন্দন ॥ ৫৫ ॥
 কৃষ্ণের পরমাখ্যাত্ত-হেতু গোপীগণের পরপূর কৃষ্ণে
 পুণ্যাদিক স্নেহ—
 অতএব পরমাখ্যা-সম্ভাব-কারণে ।
 কৃষ্ণেতে অধিক স্নেহ করে গোপীগণে ॥ ৫৬ ॥
 সহজ প্ৰীতি-নিবন্ধন ভক্তিবট পরমাখ্যা কৃষ্ণের আত্মবিক
 প্রেরণোপপত্তি ; কৃষ্ণের পরমাখ্যাত্ত-জ্ঞানাত্ম-ফণেই
 অভ্যন্তর কৃষ্ণপ্ৰীতি-বাহিতা—
 এহো কথা ভক্ত-প্রতি, অম্ম প্রতি নহে ।
 অম্মথা জগতে কেনে স্নেহ না করয়ে ॥ ৫৭ ॥
 পুঙ্কপক্ষ উপাধনপুঙ্ক তক্ষীমাংসা, আত্ম-সম্ভাব জীবন
 অনাদি অপ্রাপক অর্পণাধিত পরমাখ্য-কৃষ্ণ-বিষয়ের কারণ—
 ‘কংসাদিহ আখ্যা কৃষ্ণে তবে হিংসে কেনে ?’
 পূর্ব অঙ্গরাম আছে তাহার কারণে ॥ ৫৮ ॥

অধিকার লাভ করিতে পারেন। মহাভাগবতের ‘শ্রীহরি
 ও হরিজন-সেবা-বাস্তবীত অজ্ঞ কোন চেষ্টা নাই। সাধারণ
 বদ্ধজীব কৃষ্ণের-বিষয়ে আসক্ত হইয়া বিবর্ত-বুদ্ধিক্রমে বাহ-
 জগতের সেবার প্রমত্ত হন। তিনিই আবার উন্নতাদিকারে
 কনিষ্ঠাদিকারগত-ভক্তি লাভ করিবার পর কন্যাপিণ্ডি-সারা
 ভগবানের মিশ্র অনুশীলন করেন। জীবের নিত্য-স্বভাবে
 ‘হরিভক্তি’-নামে একটি নিত্য বৃত্তি বিদ্যমান। বদ্ধজীব
 যেকপ প্রাপ্তিক বস্তুর প্রতি আকৃষ্ট হইয়া মুঢ়তা লাভ করে,
 শুদ্ধজীব ও তজ্জপ আত্মবৃত্তি ভক্তিতে অবস্থিত হইয়া ভগবানে
 তাদৃশ আকৃষ্ট হন। কোন কোন মহাভাগা জীবের বিচাবে,
 —জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি ও মোহাদির জায় একটি প্রাকৃত,
 হয়, নিকৃষ্ট বৃত্তিবিশেষ। হেতুবাণী প্রভৃতি জড়বিচার-
 নিপুণ মূর্খ জনগণই জীবমুক্ত আত্মারাম পরমহংসগণের
 সাধ্য ভক্তির সজ্জানন্দময় শুদ্ধস্বরূপ উপলব্ধি করিতে না
 পারিয়া নিখিল জীবাত্মার নিত্যদিক অপ্রাকৃতবৃত্তি ভক্তিকে
 প্রাকৃত মানসিক বৃত্তি-বিশেষ-নামে অভিহিত করেন। এরূপ
 ভ্রান্তধারণা-বশেই সাধারণ লোকে পরমবিষম্মিরোমণি

শুকাদিগণ নিত্য-করকারিত্তিকে প্রাকৃত ‘মোহ’-বিপুল বলিয়া
 দম করেন। এতলে, গ্রন্থকার ভক্তের অপ্রাকৃত ভগবৎসেবা-
 নন্দকেই দক্ষ্য করিয়া, সাধারণের বোধগম্য-ভাষাতে মোহ-
 শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। কৃষ্ণপ্রেমসেবানন্দই নিত্য-কৃষ্ণ-
 দাসের স্বভাব-ধর্ম অর্থাৎ জীব স্বরূপে বাবাসিকী বৃত্তিচার
 চাহার নিত্যসেবা কৃষ্ণের উপাসনা করেন। প্রপক্ষে ভোগময়
 দর্শনকালে বদ্ধজীব কৃষ্ণপ্ৰীতি অম্মভব না করিলেও আত্মা
 রামাকর্ষী কৃষ্ণ অনারত-চেতন ভোগবিরক্ত বদ্ধজানী কৃষ্ণ
 দাসের চিত্ত অজ্ঞাতভাবে আকর্ষণ করেন,—ইহাই রম্য
 শ্রীকৃষ্ণকটুক শাস্ত্রমার্গাশিত কৃষ্ণদাসগণের আকর্ষণ নাচে
 অভিহিত। বহু গো-বেদ-নিমাণ-বেণু প্রভৃতি শাস্ত্রমার্গ-
 শিত সেবকগণ, দাস্যবাদের কর্তৃদ্বারা গত অধিষ্ঠানে অবস্থিত
 না হইয়াও, বাহ্য অজ্ঞাত-জাপক কৃষ্ণের অজ্ঞাত সেবনই
 করিয়া থাকেন ॥ ৫৩ ॥

(ভা ১০।১৪।৪২ থেকে শ্রীপদাভিনবাকা —) “ব্রহ্মন
 পরোহবে কৃষ্ণে ইমান্ প্রেমা কথং ভবেৎ । যো ভূতপূর্ব-
 ত্তোকেশু বোদ্ধবেষপি কথ্যাত্ম ॥” এবং পরবর্তী ৫০-৫৭

স্বভাব-মধুর শরীরার দৃষ্টান্ত ; সৰ্বমাদুর্ধানিলায় সৰ্বায়া কৃষ্ণের
দর্শন বা প্রতীতি-ভেদেই জীবের তৎপ্রতি শ্রীতি বা ষেষ-
সহজে শরীর মিষ্ট,—সর্বজনে জানে।

কেহ ভিক্ত বাসে, জিহ্বা-দোষের কারণে ॥৫৯॥

কৃষ্ণচৈতন্য—স্বভাবতঃ নির্দোষ অদোষজ, তৎপ্রতি উদ্ভূত ও
বিমূগ্ধ দর্শন বা প্রতীতি-ভেদেই জীবের শ্রীতি বা ষেষ—
জিহ্বার সে দোষ, শরীরার দোষ নাই।

অতএব সর্বমিষ্ট চৈতন্য গোসাঞি ॥ ৬০ ॥

শ্লোকে শ্রীশুকবাক্য—“সর্বেষামপি ভূতানাং নৃণাং স্মার্যৈব
বল্লভঃ। ইতরেহপত্যবিত্তাচ্ছাতদবল্লভতয়েব হি ॥ তদ্রাজেন্দ্র
যথা মেহঃ স্ব-স্বকাজনি দেহিনাম্। ন তথা মমতালম্বি-
পুত্রবিত্তগৃহাদিশু ॥ দেহায়াদিনাং পুংসামপি রাজগুপ্তম।
যথা দেহঃ প্রিয়তমস্তথান হম্ম য়ে চ তম্ ॥ দেহোহপি
মমতা-ভাক্ চেত্ত্বহঁসৌ নান্নবৎ প্রিয়ঃ। যজ্ঞীয্যতাপি দেহে-
হস্মিন্ জীবিতাশা বলীয়সী ॥ তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষা
মপি দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাত্রম ॥
কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমগিলাত্মনাম্। জগদ্ধিতায় সোঃপ্যত্র
দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্বাস্থ্য চরিকু
চ। ভগবদ্রূপমগিলং নাশ্চদবাস্ত্ব কিলম ॥ সর্বেষামপি
বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তত্ৰাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ
কিমতদবস্তু রূপাতাম্ ॥”—এই শ্লোকসমূহ ও গ্রন্থকার-কৃত
তৎপত্য়ানুবাদগুলি এ-স্থলে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫-৫৬ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রই গোকে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্ররূপে আবির্ভূত হইয়া-
ছিলেন। নাট্যিকসম্প্রদায় বদেন যে, শ্রীগৌরের আবির্ভাবের
৪৭১২ বৎসর পূর্বে শ্রীকৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া,
কৃষ্ণ—গৌরের পূর্ববর্ধী, এবং গৌর—কৃষ্ণের পরবর্ত্তিবাক্তি,
সুতরাং উভয়ের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণাবনন্দা-
ঠাকুর-মহাশয় এই পক্ষে শুদ্ধভক্তগণকে অদোষজবস্তু-বিসয়ে
প্রাকৃত-কাল-বিচার পোষণ করিতে নিষেধ করিতেছেন ॥৪৭

মেহ—সর্বদা নিম্নগামী। আশ্রয়জাতীয় কৃষ্ণ-সেবকগণ
বিশস্ত-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-বসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তঃকরণ সেবা
করিলেও এবং সর্বতোভাবে তাহার অদীন হইলেও তাঁহা
কৃষ্ণ-সেবার সমগ্রতা ও স্তূহুতা অর্থাৎ গাঢ়ত্ব-সাদনোদ্দেশে
কৃষ্ণাপেক্ষা নিজ-শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন। এই সেবা-
হীনিত কেবল-শ্রীতি—কৃষ্ণাপেক্ষা কাঞ্চই অধিক বর্ত্তমান।
সেবার সেবাভাব—সেবকাপেক্ষা অধিক। আশ্রয়বিগ্রহ
শ্রীমতী রাধিকার প্রেমসেবা-ঋণ বিষয়বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের
গকে পরিশোধ করিবার সুবিধা না থাকায়, বিষয়-বিগ্রহ

শ্রীকৃষ্ণ আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীরাধিকার ভাব অঙ্গীকার করিয়া
তদীয় চিত্তগুপ্তি প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সন্তোষবাদী ‘গৌর-
নাগরী’ প্রভৃতি অপসম্প্রদায়সমূহ শ্রীগৌরচন্দ্রের শুদ্ধভক্তি-
প্রচার বা সেবকের শুদ্ধপ্রেমমাহাত্ম্য-প্রচারের বিরুদ্ধে যে-
ভাব পোষণ করেন, গৌরকৃষ্ণের শুদ্ধভক্তগণ তাহা স্বীকার
করেন না ॥ ৪৮ ॥

শুদ্ধ দ্বৈতবাদীর বিচারে সাযুজ্য-মুক্তি-বর্ণনায় এক-
বস্তুত্বই আশ্রয়ের অবস্থান লক্ষিত হয়। ‘দ্বা সুপর্ণা’-
প্রতি মগে জীবায়া ও পরমাত্মার একাধারেই অবস্থান জানা
বায়। পরমাত্মার সেবা-বঞ্চিত হইলেই জীবের জড়ভেদ-
প্রতীতি জন্মে। চিচ্ছক্তি-প্রকটিত জগতে পরমাত্মা ও
জীবায়া একাধারে অবস্থিত হইলেও তাহাদের উভয়ের মধ্যে
ভেদ বর্ত্তমান। তাদৃশ ভেদে হেয়তা ও অবরতা নাই।
বস্তুবিষয়ক বিচারে একত্ব-প্রতিপাদনোদ্দেশে শুদ্ধদ্বৈত,
বিশিষ্টদ্বৈত, শুদ্ধাদ্বৈত ও বৈতাগৈত-সিদ্ধান্তে অদ্বয়জ্ঞান-
শব্দই বিভিন্ন ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পরিকর-বৈশিষ্ট্য-
যুক্ত ভগবদ্বীলায় অদ্বয়ত্বেরই চিহ্নবৈচিত্র্য বর্ণিত। অচিদ-
ভেদের অবরতাই কেবলাদ্বৈতবাদীর বিচার শ্রোতকে অজ্ঞায়
ও অবৈধভাবে আক্রমণ করিয়াছে। শুদ্ধদ্বৈত সিদ্ধান্তপারঙ্গত
অদ্বয়জ্ঞান সেবকের অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচারে ব্রহ্মহত্বের বা
পেদাস্তের পরোক্ত যাবতীয় শুদ্ধ-সিদ্ধান্তেরই একটা পরম-
আশ্চর্য্যময় স্তূষ্টতম সমন্বয় সংস্থাপিত আছে, দেখা যায়।

পরিকরণের বাস্তব-অবিচ্ছাদনে পরমাত্মা শ্রীমন্মন্দনের
সেবা ব্যতীত অল্প জ্ঞান ও দ্বৈতজ্ঞান নাই। আবার, বহি-
র্জগতের প্রাপকিক হেয়তা-বিচারে বৈতবুদ্ধিক্রমে বিষয়া-
শ্রয়ের ভেদ ও তাহার অসম্পূর্ণতা অদ্বয়জ্ঞানময় বৈকুণ্ঠরাজ্যে
সমস্ত স্থাপন করিতে পারে না। পরমাত্মা ও জীবায়া—
পরস্পর সৌহার্দ্যবশ্তে অবস্থিত, তাহাদের মধ্যে সেই ভাব
বিগত হইলেই মায়া জড়জগতে কলত্র-পুত্রাদিরূপে অনিত্য
সমস্ত স্থাপন করেন। বিক্ষেপণ ও আবরণ,—পরমাত্মারই

অধোক্ষজ গৌর-কৃষ্ণ—শুদ্ধস্ব ভক্তেরই তত্ত্বদৃষ্টিগম্য,
অভক্তের অক্ষজদৃষ্টিগম্য নহেন—
এই নবদীপেতে দেখিল সর্বজন।
তথাপি কেহ না জানিল ভক্ত বিনে ॥ ৬১ ॥
শুদ্ধস্ব-চিত্তচোর-নদীয়া-বিহারী গৌর-ভগবান্—
ভক্তের সে চিত্ত প্রভু হরে সর্বধাম।
বিহরয়ে নবদীপে বৈকুণ্ঠের রায় ॥ ৬২ ॥
সর্বভক্তচিত্তহর বিশ্বস্তরের বিশ্বরূপ-মহা গুহে গমন—
মোহিয়া সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বস্তর।
অগ্রজে লইয়া চলিলেন নিজ-ঘর ॥ ৬৩ ॥
বিশ্বস্তরের স্বয়ং ভগবদ্ভা-সম্বন্ধে শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু
মনে মনে বিতর্ক—
মনে মনে চিন্তয়ে অষ্টৈত মহাশয়।
“প্রাকৃত মানুষ কভু এ বালক নয় ॥” ৬৪ ॥

বৈষ্ণবগণের নিকট অষ্টৈতের অধোক্ষজ বিশ্বস্তর-তত্ত্ব-সম্বন্ধে
দ্বীয় অজ্ঞতা-জ্ঞাপন—
সর্ব-বৈষ্ণবের প্রতি বলিল। অষ্টৈত।
“কোন বস্তু এ বালক—না জানি নিশ্চিত ॥” ৬৫ ॥
সর্ববৈষ্ণবের বিশ্বস্তর-রূপ-প্রশংসা—
প্রশংসিতে লাগিলেন সর্বভক্তগণ।
অপূর্ব শিশুর রূপ-লাবণ্য-কথন ॥ ৬৬ ॥
বিশ্বকপের পুনঃ অষ্টৈত-ভবনে আগমন—
নাম-মাত্র বিশ্বরূপ চলিলেন ঘরে।
পুনঃ আইলেন শীঘ্র অষ্টৈত-মন্দিরে ॥ ৬৭ ॥
বিশ্বকপের গৃহস্থগে বিরাগ হইলে ও নিরস্তর কৃষ্ণকীর্তন-
সেবা-সম্পাদনে অত্যন্তুরাগ—
না ভায় সংসার-সুখ বিশ্বরূপ-মনে।
নিরবধি থাকে কৃষ্ণ-আনন্দ-কীর্তনে ॥ ৬৮ ॥

জীব-মোহিনী বহিঃস্বা-শক্তি বিক্রমদয়। সে-সময়ে প্রাপ-
ক্ষিক জগতে জীবায়া আবদ্ধ থাকেন, তৎকালেই গুণ-
মায়া-বশে পুত্র-কলত্র ও বিবিধবস্ত-বিষয়ক ধারণা তাঁহার
অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞান-সেবা হইতে পূর্ণ বুদ্ধি উৎপাদন
করায়। এইপ্রকার ক্রিয়াবুদ্ধি হইতেই কৃষ্ণাবস্থাক্রমে পুত্র
কন্যাদির প্রতি জীবের ভোগবুদ্ধি ও জড়রূপসাদির প্রতি
ভোক্তাভিমান জন্মে। উহা জীবায়া ধর্ম নহে, কিন্তু
মনোধর্মমাত্র, অর্থাৎ জীবায়া মায়াব আবরণী ও বিক্ষেপ-
শ্রীক। বৃত্তিহয়ে উপাধি-মণ্ডিত হইয়া উপাধিরূপ আশারাই
তত্ত্বফল-লাভের অধিকারী হন, কিন্তু প্রাপক্ষিক অবরতা
শুদ্ধজীবায়াকে কখনও স্পর্শ করিতে সমর্থ হয় না। কৃষ্ণা-
শালনই জীবায়া নিত্য বৃত্তি। উপাধিকে আদ্বৈতরূপ
বিবর্তই জীবের অভক্তিমূলক ধারণা। তাদৃশ ধারণাবশেই
বদ্ধজীব আপনাকে স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদরহিত
নির্কিংশ-ব্রহ্মোপাসক কেবলাষ্টৈতী বলিয়া মনে করে,
কখনও বা প্রাকৃত-ভোগপরবশ হইয়া স্বর্গ-নরকাদির বৃত্তফল
সম্বন্ধন করে। উপাধিগত বিকৃতবুদ্ধি শুদ্ধজীবকে মায়াবাদী
সাক্ষাইতে গিয়া চিহ্নসম্বয়-বাদের আবরণে মায়া-ব্রহ্মক্য
বাদ অর্থাৎ জীবমায়া-ব্রহ্মক্যবাদ ও গুণমায়া-ব্রহ্মক্যবাদ
প্রকৃতি কাল্পনিক বিচারবুর্ণি-বাধুতে ঘুরায়মান করায়।

যে-কালে দেহ চটতে দেহী উৎকান্ত হন, তৎকালেই
তিনি বৃষ্টিতে পড়েন যে,—‘আমি দেহ নহি; আমি যদি
‘দেহ’ হইতাম, তাহা হইলে আমার আয়ুজ আমাকে উদ্ধ-
দেহিক ক্রিয়াকালে পক্ষভূতকে সেই সেই ভূত পুনঃ প্রদান
করিবার যত্ন করিবে কেন? আমি জড় দেহ-ভাণ্ড হইতে
অন্তস্তত্ত্ব বলিয়াই আমার দেহ-সম্বন্ধে সম্বন্ধযুক্ত আত্মীয়গণ
আমার দেহকে দেহভাগের পর অপ্রিয়-জ্ঞানে গৃহনিবাস
হইতে বাহির করিয়া দেয়।’

পরমায়াব বহিঃস্বা-শক্তি-প্রকটিত জড়জগতের নিত্য-
না চটলে ও উহার নিত্যান্তিৎ নাই অর্থাৎ উহা—পরিবর্তন-
যোগ্য। নিত্য-প্রতীতিবিশিষ্ট আয়া ও অনিত্যপ্রতীতি-
বিশিষ্ট মন, উভয়েই স্বতঃকর্তৃত্বরূপ চেতনধর্ম বর্তমান
পাকিলে ও পরস্পরের মধ্যে ভেদ আছে ॥ ৫৩-৫৬ ॥

যে রূপ মধুর চিনি পিত্তাদি-হৃষ্টে জিহ্বায় ‘তিল’ বলিয়া
আশ্বাদিত হয়, কিন্তু প্রকৃতপ্রত্যয়ে মধুরদ্রব্যের মাধুর্যের
তিলপ্রতীতি নাই, তদ্রূপ সর্বকল্যাণনিধান শ্রীচৈতন্যদেবে
কোনপ্রকার প্রেমাভাব বা প্রীতির অনবিধান অবস্থিত হইতে
পারে না। ষাঠার শ্রীচৈতন্যদেবকে দ্বীয় অভীষ্ট-বস্তু বলিয়া
বৃষ্টিতে পড়েন না, তাঁহাদের ‘তাদৃশ অতৃপ্তি—অপরো-
জনিত। কর্তৃমতগত অধিষ্ঠানে শ্রীচৈতন্যদেব—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-

কৃষ্ণতর-গৃহধর্মে ঔদাসীত ; সর্ষক্ষণ স্বভবনে নারায়ণ-
গৃহে অবস্থান—

গৃহে আইলেও গৃহ-ব্যস্তার না করে ।

নিরবধি থাকে বিষ্ণু-গৃহের ভিতরে ॥ ৬৯ ॥

অয়ং ভগবৎপ্রসন্ন বিষ্ণু হইয়াও শুদ্ধকৃষ্ণসেবাদশ ও জীবোদ্ধার-

লীলা-প্রদর্শনার্থ সেবকজীব্যভিমানী বিশ্বকপের

কৃষ্ণতর প্রাকৃত গৃহ-দ্বয়ে বিরক্তি—

বিবাহের উজ্জোগ করয়ে পিতামাতা ।

শুনি' বিশ্বরূপ বড় মনে পায় ব্যথা ॥ ৭০ ॥

কৃষ্ণাঘেষণার্থ প্রাকৃত সংসার-ভোগরূপ দুঃসম্পদ-বন্ধনে যজ্ঞ —

'ছাড়িব সংসার',—বিশ্বরূপ মনে ভাবে' ।

"চলি' যাও বনে',—মাত্র এই মনে জাগে ॥ ৭১ ॥

নিরঙ্কুশ পতয়েচ্ছ মায়াবীশের গীলা-তাৎপর্য— মায়া-বন্ধের

খাচড়া ; কৃষ্ণের বিশ্রান্ত-ভঙ্গনার্থ বিশ্বকপের

সন্ন্যাস-জীঘাভিনয়—

ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি ঈশ্বর সে জানে ।

বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল। কত দিনে ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণাঘেষণরূপ কৃষ্ণভজন-পথে শ্রীশঙ্করারণ্যের যাত্রা লীলা—

জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য' ।

চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ ৭৩ ॥

বিশ্বকপের সন্ন্যাস গ্রহণপূর্বক গৃহত্যাগ-কালে সগোষ্ঠী মিশ্র

ও শচীর ভক্তপুত্র-বিরহে ক্রন্দন—

চলিলেন যদি বিশ্বরূপ-মহাশয় ।

শচী-অগম্মাথ দক্ষ হইলা হৃদয় ॥ ৭৪ ॥

অগ্রজকপী সেবকবরের বিরহে তৎপ্রেম-সেবা-বশ গৌর-

কৃষ্ণের মূর্ত্তী-লীলাভিনয়—

গোষ্ঠী-সহ ক্রন্দন করয়ে উত্তরায় ।

ভাইর বিরহে মুচ্ছা' গেলা গৌর-রায় ॥ ৭৫ ॥

কৃষ্ণভক্ত-বিচ্ছেদদুঃখ-সমুদ্রময় মিশ্রভবন—

সে বিরহ বর্ণিতে বদনে নাহি পারি ।

হইল ক্রন্দনময় অগম্মাথপুরী ॥ ৭৬ ॥

অধৈতাদি ভক্তপুত্রের ভক্ত-বিশ্বকপের বিচ্ছেদ ও অদর্শনে ক্রন্দন—

বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস দেখিয়া ভক্তগণ ।

অধৈতাদি সবে বহু করিলা ক্রন্দন ॥ ৭৭ ॥

বস্তু ; কিন্তু বুদ্ধজীবের মায়াবদ্ধত্ব অসম্পূর্ণতা ও অজ্ঞান-দোষে
দ্রষ্ট বসিয়া তাহাকে অণুচেতনবন্দী জীব বসিয়া ভ্রম উৎপন্ন
হয় ; প্রকৃত-প্রভাবে শ্রীচৈতন্যদেব—বিভূ-চেতনবস্তু ১৫৯-৬০

আত্মার নিত্যবৃত্তি ভক্তি যদিও সকল জীবদেহের অব-
স্থিত, তথাপি বহু পাণ্ডুরাজি-দ্বারা আচ্ছাদিত দর্পণে স্বমুপ-
দর্শনের তায় বুদ্ধজীবের আত্মদাম্যভূতিতে অসামর্থ্য দেখা
যায়, তৎকালে সেব্যবস্তুর উপলব্ধির অভাবে জীবের আত্মবৃত্তি
সেবা-প্রবৃত্তি শুষ্ক থাকে ; স্তবরাং ভক্তীতর কন্ম ও জ্ঞান-
পথে তাহাদের কচি দেখা যায় । এইজন্য ভগবদবস্তুর সেবা
সেবা-পর চিত্ত ব্যতীত সেবা-বহীনের সভ্য নহে ॥ ৬১ ॥

বিষ্ণু-গৃহ,—প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে তাঁহা নিজ-
ব্যবহারোপযোগি-গৃহব্যতীত একটা স্বতন্ত্রগৃহে শ্রীনারায়ণের
অর্চ্চা-বিগ্রহ (শালগ্রাম) রক্ষিত হইত । সেই গৃহই 'বিষ্ণু
গৃহ'-নামে প্রসিদ্ধ । শ্রীজগন্নাথ-মিশ্রের ভবনে যে নারায়ণ-
গৃহ ভগবৎপূজার জন্য নির্দিষ্ট ছিল, সেই গৃহে শ্রীবিশ্বরূপ
অর্চ্চন-পানাদির নিমিত্ত অনেক-সময় অবস্থান করিতেন ॥ ৬৯ ॥

বিশ্বরূপ শ্রীশঙ্করমন্ত্রদ্বয়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া শ্রীশঙ্করারণ্য-

নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন । তৎকালে শঙ্কর-মন্ত্রদ্বয়ে
দশনামি-সন্ন্যাসীর প্রচলন ছিল । 'অনুগ'—সেই দশনামের
অন্ততম । এই দশনামি-সন্ন্যাসিগণ পূর্বকালে বিষ্ণুস্বামি-
মন্ত্রদ্বয়ের অন্তর্গত ছিলেন । একদা গুপ্তিবাসিমিশ্রের সহিত
বিবাদ-কালে পরিশেষে তাহার শঙ্করমন্ত্রদ্বয়ের মন্যে প্রবিষ্ট
হইয়াছিলেন । আদিবিষ্ণুস্বামি-মন্ত্রদ্বয়ে অষ্টোত্তরশত বৈদিক
সন্ন্যাসী বর্ত্তমান ছিলেন । শিবস্বামি-মন্ত্রদ্বয়ের পরিণামকালে
শ্রীশঙ্করারণ্যের পববহিকালে বৈদিক সন্ন্যাসীর সংখ্যা দশ-
নামে পরিণত হয় ।

শ্রীশঙ্করারণ্য নানাদেশ পয়টন করিয়া পরিশেষে বোম্বাই-
প্রদেশের শোণাপুর-জেলায় অন্তর্গত পাণ্ডুরপুত্র বা পাণ্ডুর-
পুত্র-নামকস্থানে ভীমা-নদীর তীরে সমাধিবহন । কথিত
যাচ্ছে,—শ্রীবিঠঠলনাথ বা বিঠোবা-দেবে যতিরাজ শ্রীশঙ্করা-
রণ্য প্রবেশ করেন । ইহার বছরষ পরে (১৪৩৩ শকাব্দ)
শ্রীচৈতন্য-মহাপ্রভু দাক্ষিণতো ভ্রমণ করিতে করিতে পাণ্ডুর-
পুত্র আদিয়া অবস্থানকাথে শ্রীশঙ্করপুত্রের নিকট শ্রীবিষ্ণু-
রূপের তথায় নির্যাস-লাভের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন ।

নবদীপবাণী শুদ্ধকৃষ্ণভক্তমাধবেরই বিশ্বরূপ-বিরহে হ্রঃপ—

উত্তম, মধ্যম, যে শুনিল নদীয়ায় ।

হেন নাহি,—যে শুনিয়া ছুঃখ নাহি পায় ॥ ৭৮ ॥

কৃষ্ণভক্তপুত্র সঙ্গমার্গে তদ্বিরহাৰ্ত্ত মিথঃশচীর উচ্চৈঃ স্ববে

বিশ্বরূপকে আহ্বান—

জগন্নাথ-শচীর বিদীর্ণ হয় বুক ।

নিরন্তর ডাকে ‘বিশ্বরূপ ! বিশ্বরূপ !’ ৭৯ ॥

পবমার্গেই আশ্রয়স্বপ্নবর্ণের মিশকে মাধব-প্রদান—

পুল্লশোকে মিশ্রচন্দ্র হইলা বিহবল ।

প্রবেশ করয়ে বঙ্কু-নাঙ্গব সকল ॥ ৮০ ॥

কৃষ্ণভক্তনার্থ গৃহরূপ হ্রঃসঙ্গত্যাগ-কণ্ঠেই কৃষ্ণভবনেচ্ছু ।

তৎকুলোদ্ধাব সাধন—

“স্থির হও, মিশ্র, ছুঃখ না ভাবিহ মনে ।

সর্বগোষ্ঠী উদ্ধারিলা সেই মহাজনে ॥ ৮১ ॥

তৎপুণ্যাবলে তৎশীঘ্রগণের নিত্যমঙ্গল-লাভ —

গোষ্ঠীতে পুরুষ যার করয়ে সম্মাস ।

ত্রিকোটি-কুলের হয় ত্রীবৈকুণ্ঠে বাস ॥ ৮২ ॥

বিজ্ঞাপনকীর্তন কৃষ্ণের ভক্তনার্থ ভোগায়তন গৃহবতদম্ব

ত্যাগেই বিজ্ঞাভাসের সার্বকতা—

হেন কর্ম করিলেন নন্দন তোমার ।

সফল হইল বিজ্ঞা সম্পূর্ণ ভাহার ॥ ৮৩ ॥

৩ঃসঙ্গ বজ্রনপুঙ্ক পুত্রকপি-বৈষ্ণবের কৃষ্ণভক্তন-চেষ্টা-দর্শনে

প্রত্যেক পিতৃমাতৃকপি-বৈষ্ণবের হৃৎনাভোচিতা—

আনন্দ বিশেষ আরো করিতে যুয়ায় ।”

এত বলি’ সকলে ধরয়ে হাতে-পা’য় ॥ ৮৪ ॥

শিষ্যদ্বয়কে কৃষ্ণচন্দ্রমাকপে প্রদর্শনপুঙ্ক মাধব-প্রদান—

“এই কুলভুষণ তোমার বিশ্বস্তর ।

এই পুত্র হইবে তোমার বংশধর ॥ ৮৫ ॥

তৎকালে পাটনপুর একটা প্রসিদ্ধ ঠাণ্ড ও বড় মাধু-
বৈষ্ণবের অধ্যুষিত ভূমি ছিল ॥ ৭৩ ॥

উদ্ধারি বা উভবায়,—উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৭৫ ॥

জগন্নাথপুত্রী,—মিশ্রভবন অর্থাৎ শ্রীমাধাপুত্রের অন্তর্গত
বস্ত্রধান যোগপীঠ ॥ ৭৬ ॥

সম্মাস,—শ্রীমাধাপুত্রের প্রেকটকালে মর্ষি-পার্বনি-প্রোক্ত
গোড়পুত্র বা নবদীপনগরে বেদাদি-শাস্ত্রের প্রভূত অল্পগণন
হইত। স্বাব্যয় ব্যতীত জীবের যে সংসারসক্তি দূর হয়
না,—ইহা দেখাইবার জন্ত শ্রীগৌরস্বন্দরের অগ্রজ শ্রীবিষ্ণু-
রূপ-প্রমুখ অনেকেই সম্মাস-গ্রহণপুঙ্ক তাৎকালিক বিজ্ঞা-
পীঠ গোড়পুরের মহিমা বন্ধন করিয়াছিলেন। শ্রীগৌর-
স্বন্দর ও শ্রীপুষ্কোত্তম-ভট্টাচার্য্যের সম্মাসগ্রহণের উত্তোগ-
গম্বাদি বিবিধ গোড়ীয়-ভক্তিশাস্ত্রে উল্লিখিত দেখা যায়।
এতদ্ব্যতীত শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের শিষ্য যতিবাজ শ্রীঈশ্বরপুরী
প্রভৃতি বিদ্বচ্ছিন্নোমণিগণ বিজ্ঞাপীঠ গোড়পুরে গমনাগমন
করিতেন। ত্রিনিছ্যানন্দপ্রভুও স্বীয় যতিগুণের সহিত
নানাভীর্ণ-দমণোপলক্ষে এই গোড়পুরেই শ্রীগৌরস্বন্দরের
সাক্ষাৎকার লাভ করেন। কেশবভারতী ও শ্রীমাধবেন্দ্র-
পুরীপাদের অন্তর্গত নবনিবাস সম্মাসিগণ তাৎকালিক বর্ণা-
শ্রমি-সমাজের তুষ্ণাশ্রমগ্রহণ-পন্থা উচ্ছলীকৃত করিয়াছিলেন।

প্রকাশনন্দ সরস্বতী কাশীতে বহু মায়াবাদি-সম্মাসি-পরি-
বেষ্টিত হইয়া অক্লান্ত-বিচার বিতর্কায় কালক্ষেপ করিতেন।
শ্রীরাধামুজীয় এদিশি-যতিবাজ শ্রীমৎপ্রবেশানন্দ সরস্বতী
এবং শ্রীমাধবাচার্য্য প্রভৃতি বিদ্বত্তিপাদগণ সর্বজ্ঞ আদি-
বিষ্ণুস্বামীর দ্বারায় বিনঃগুহ্যন-পন্থা স্বীকার করিয়া হরিসেবা-
নিরত ছিলেন। তাৎকালিক বর্ণাশ্রমি-সমাজে সম্মাসের
আদর ও গৌরব সর্ববাদিসম্মত ছিল। পরবর্ত্তি-সময়ে
বিদ্যাপ-নিরত দারি-সম্মাসিগণের আগব-পানাদি ও মন্ত্র-
মাংসাদি ‘পঞ্চ ম-কার’-সাধন যতিবদ্বয়কে যেকোন কদম্বা ও
বিকৃত কবিতা, তাহা—প্রকৃতপ্রভাবে শোচনীয়। এই
প্রাণি-নিরসন-কল্পে শুদ্ধগোড়ীভক্ত-সমাজে উক্ত শব্দ-মাণে
পব্যবসিত বিনঃসম্মাস-বিরূপ পুনঃ প্রচলন অধুনা বৈষ্ণব-
সমাজের পনম-হিতকর ও সুখপ্রদ বলিয়া নির্ণেচিত ও
কপিত হইতেছে।

শ্রীঈশ্বরতাদি মে ক্রন্দন করিয়াছিলেন, তাহা থোকচক্ষে
বিরহ-চুচক হইলেও মিশ্রের বঙ্কুবাক্যগণের আশ্বাসোক্তি
দ্বারা ইতাই বক্ষা যায় যে, উহাতে তৎবদ্বয়গণের সম্মাস
উপস্থিত হইয়াছিল। নৈঃস্বাক্ষর সম্মাস-বিরোধী গুহ্যভক্ত-
জনগণের শোকাঙ্ক এবং বৃন্দাঙ্কি-নিবেষণমুখক সম্মাসপ্রিয়
ভক্তগণের আনন্দাঙ্গ সমজাতীয় নহে ॥ ৭৭ ॥

বিশ্বস্তরের আয় অমুপম পুত্রলাভে মিশ্রের দুঃখ-

নিবৃত্তি-সম্ভাবনা—

ইহা হৈতে সর্ব্ব দুঃখ ঘুচিবে তোমার।

কোটি-পুত্রে কি করিবে, এ পুত্র যাহার ?” ৮৬ ॥

আত্মীয়স্বজনগণের প্রবোধ-সবেও মিশ্রের দুঃখলাঘবভাব—

এইমত সবে বুঝায়েন বন্ধুগণ।

তথাপি মিশ্রের দুঃখ না হয় খণ্ডন। ৮৭ ॥

কোনকপে পিতৃ হইয়া বিশ্বরূপ-অবশে মিশ্রের পুনর্বৈগ্যাঢ্যতি—

যে-তে-মতে দৈর্য্য ধরে মিশ্র-মহাশয়।

বিশ্বরূপ-গুণ স্মরি দৈর্য্য পাসরয় ॥ ৮৮ ॥

তাবি কালে বিশ্বস্তরের গৃহস্তদম্ব স্বাকাবে

মিশ্রের সংশয়—

মিশ্র বোলে,—“এই পুত্র রহিবেক ঘরে।

ইহাতে প্রমাণ মোর না লয় অন্তরে ॥ ৮৯ ॥

তৎবিত্ত মিশ্রের স্বমনঃপ্রবোধন ; স্বেচ্ছান্তসারে সৃষ্টি-নাশ-

কর্ত্তা কৃষ্ণের নিকটে একান্ত শরণাগতি—

দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র, নিলেন কৃষ্ণ সে।

যে কৃষ্ণচন্দ্রের ইচ্ছা, হইব সেই সে ॥ ৯০ ॥

জগদ্বিস্তিলাশ-বিষয়ে জীবের স্বতঃকর্ত্ত্ব্যভাব ; সদশক্তিমান্

স্বতন্ত্র কৃষ্ণে মিশ্রের সদস্ব-নিবেদন—

স্বতন্ত্র জীবের তিলার্জ্জেক শক্তি নাই।

দেহেন্দ্রিয়, কৃষ্ণ, সমর্পিবুঁ তোমা’ঠাঞি ॥ ৯১ ॥

কৃষ্ণে একান্ত শরণাগতি-প্রভাবে পদমজানী মিশ্রের

স্বচিন্তাইয়া-সম্পাদন—

এইরূপে জ্ঞানযোগে মিশ্র মহাধার।

অঙ্গে-অঙ্গে চিত্তরত্তি করিলেন স্থির ॥ ৯২ ॥

মুদসকর্ষণ শ্রীনিত্যানন্দ-রামাভিন্ন বিগ্রহ মহাদক্ষয়।

বিশ্বরূপপ্রভূ গৃহত্যাগী গোলা—

হেনমতে বিশ্বরূপ হইল। বাহির।

নিত্যানন্দস্বরূপের অভেদ-শরীর ॥ ৯৩ ॥

কৃষ্ণসেবাদর্শপ্রদর্শক শ্রীবিশ্বরূপের জীবহিতার্থ সন্ন্যাসলীলা-

শ্রবণে বিমুগ্ধ-জীবের গৃহস্তদম্বরূপ সংসারানগ-

নিবৃত্তি ও কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তি—

যে শুনেয়ে বিশ্বরূপ-প্রভুর সন্ন্যাস।

কৃষ্ণভক্তি হয় তার ছিণ্ডে কর্ণকাস ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণভজনার্থ বিশ্বকপের সন্ন্যাস ও তদ্বিচ্ছেদ-স্মরণে

ভক্তগণের যুগান্ত হর্ষ ও বিষাদ—

বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস শুনিয়া ভক্তগণ।

হরিষে বিষাদ সবে ভাবে অনুরূপ ॥ ৯৫ ॥

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছায় বৈষ্ণব বিশ্বকপের সদ-বঞ্চিত ভক্তগণের

কৃষ্ণকীর্তন-শরণাভাব-স্মরণে তদ্বিপর্যে

দেদ ও বিসাপ—

“যে বা ছিল স্থান কৃষ্ণকথা কহিবার।

তাহা কৃষ্ণ হরিলেন আমা’সবা’কার ॥ ৯৬ ॥

বিশ্বরূপের অনুসরণে তাত্কাধিক কৃষ্ণবিমুগ্ধ-জনসঙ্গ-

বজ্জনে ভক্তগণের সঙ্কল্প—

আমরাও না রহিব, চলি’ যাও বনে।

এ পাপিষ্ঠ লোক মুখ না দেখি যেখানে ॥ ৯৭ ॥

তাত্কাধিক বিষ্ণুবৈষ্ণবদ্বৈতী অসং লোকসমাজের

উরাচার-বর্ণন—

পায়ণ্ডীর বাক্যজালা সহিব না কত।

নিরন্তর অসংপথে সর্ব্ব লোক রত ॥ ৯৮ ॥

কৃষ্ণনামোচ্চারণ-গ্যাগা ইন্দিবতর্পণ-গুণলালসা-মগ্ন

পাষণ্ডি-সমাজ—

‘কৃষ্ণ’ হেন নাম নাহি শুনি কারো মুখে।

সকল সংসার ভুবি’ মরে মিথ্যা সুখে ॥ ৯৯ ॥

পদ্যঃখণ্ডগা ভক্তগণের অমৃতের সন্ধানপ্রদান সবেও বিষয়-

বিশভক্ষণরত পাষণ্ডগণের তদ্বিনিময়ে উপহাস

বুঝাইলে কেহ কৃষ্ণ-পথ নাহি লয়।

উলটিয়া আরো সে উপহাস করয় ॥ ১০০ ॥

প্রাকৃত পুত্রের প্রাকৃত পিতাব আয় জগদ্রাধ মিশ্র পুত্র-
শোকে কাতর হইবার যে অভিনয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন,
উহা পুত্রাদি প্রাকৃতবস্তুর মোহে আচ্ছন্ন ব্যক্তিকে বন্ধন এবং
বিশ্বরূপের কৃষ্ণভজনপূর্ণ সন্ন্যাসের মহিমা-সূচক বাক্যদ্বারা

দৈব-বর্ণাশ্রম-সমাজের নিকট ভোগোপ শোকনাশক
সন্ন্যাসের গোবদ প্রদর্শন করিবার নিমিত্তই, জানিতে হইবে ॥
বিশ্বরূপের সন্ন্যাস-গ্রহণে পিতা জগদ্রাধ-মিশ্রের প্রাণিক
বিচারোপ বাৎসল্য-রসের বিকার অনন্যদিত হইয়া নিত্য-

বহির্দিশনে কক্ষের নিকায়-ভক্ষনকাবীর ঐতিক গ্রন্থসম্পদ-

রাহিত্য ও দারিদ্র্য-চাপ-পাকি হেতু উচ্চ-সম্বন্ধ

অক্ষজ্ঞানী ভোগিকগণের বিক্ষপ -

‘কৃষ্ণ’ ‘ভজি’ ভোমার হইল কোন্ সুখ ?

মাগিয়া সে খাও, আরো বাড়ি যত ভুংখ ॥ ১০১ ॥

ভক্তগণের বিক্ষপৈশ্যবশেষী ভঃসম্বন্ধনগলক নিষ্কন

বনবাসে সক্ষম -

যোগ্য নহে এ-সন লোকের সনে বাস।

বনে চলি’ যাও’ বলি’ সবে ছাড়ে খাস ॥ ১০২ ॥

ভক্তগণকে অদ্বৈতপ্রভু আশ্বাস-প্রদান -

প্রবোধেন সবারে অদ্বৈত মহাশয়।

“বাইবা পরমানন্দ সবেই নিশ্চয় ॥ ১০৩ ॥

স্বয়ং কৃষ্ণের অবতরণ-সত্যাবনায় অদ্বৈতের ঐশ্বর্য

তদবাস্তা জ্ঞাপন -

এবে নড় বাসে। মুঞি হৃদয়ে উল্লাস।

হেন বুঝি, ‘কৃষ্ণচন্দ্র করিলা প্রকাশ’ ॥ ১০৪ ॥

সকলকেই কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে আদেশ, অবিগড়ে কৃষ্ণপ্রাকটা-

দর্শন সম্ভাবনা -

সনে ‘কৃষ্ণ’ গাও গিয়া পরম-হরিষে।

এথাই দেখিবা কৃষ্ণে কথেক দিবসে ॥ ১০৫ ॥

স্বভক্তগণসহ অঙ্গজ্ঞান-প্রজ্ঞানন্দনের চিহ্নিগম-দর্শনেই

কৃষ্ণের দ্বিতীয়ভিনিলেশ-রহিত স্বীয় উচ্চভক্তি-

সূচক অদ্বৈত-নামের সার্থকতা বর্ণন -

ভোমা’সবা লঞা হইবে কৃষ্ণের নিলাস।

তবে সে ‘অদ্বৈত’ হও শুদ্ধকৃষ্ণদাস ॥ ১০৬ ॥

গৌবদাসায়দাসের শুক প্রজ্ঞাদাদি ৭ ভূর্নভ কৃষ্ণপ্রেম-

প্রসাদ-লাভ -

কদাচিৎ যাহা না পায় শুক বা প্রজ্ঞাদ।

ভোমা’সবার ভৃত্যেও পাইবে সে প্রসাদ ॥ ১০৭ ॥

শ্রীঅদ্বৈত মুণ্যমৃতবাণী-পানে ভক্তগণের আশ্বাস-লাভ

ও হরিশ্রবণ -

শুনি’ অদ্বৈতের অতি-অমৃত-বচন।

পরম-আনন্দে ‘হরি’ বোলে ভক্তগণ ॥ ১০৮ ॥

সকল-ভক্তের হৃদয়ে প্রবোধ -

‘হরি’ বলি’ ভক্তগণ করয়ে হুকার।

সুখময় চিত্তরহি হইল সবার ॥ ১০৯ ॥

ভক্তগণের হরিশ্রবণ-শব্দে বিশ্বস্তরূপ প্রবেশ -

শিশুসঙ্গে ক্রীড়া করে শ্রীগৌরসুন্দর।

হরিশ্রবণ শুনি’ যায় বাড়ীর ভিতর ॥ ১১০ ॥

ভক্তগণের প্রপ্রোদরে হরিনামকপ নিজনামাঙ্গান ফলেই

স্বীয় আগমন-জ্ঞাপন -

“কি কার্যে আইলা, বাপ ?” বোলে ভক্তগণে।

প্রভু বোলে, — “ভোমরা ডাকিলা মোরে কেনে ?”

প্রকারান্তরে আপনাকে ‘কৃষ্ণ’ বলিলে ও প্রভু-মায়া-মুগ্ধ

ভক্তগণের তদুপলক্ষি -

এত বলি’ প্রভু শিশু-সঙ্গে মাঞা যায়।

তথাপি না জানে কেহ প্রভুর মায়ায় ॥ ১১২ ॥

বিশ্বকপের গৃহত্যাগাবসি প্রভুর চাকলা-তাগ -

যে অবধি বিশ্বরূপ হইলা বাহির।

তদবধি প্রভু কিছু হইলা সুস্থির ॥ ১১৩ ॥

সত্য-বিগ্রহ শ্রীবিষ্ণুবস্তুতে যে পুরোপগন্ধি ঘটিল, তাহাট প্রাকৃত বাৎসল্য-রস-বন্ধন-নিবারণ প্রকৃত সম্যাস ॥ ৯২ ॥

বিশ্বরূপপ্রভু—সকলগ-ত্ব, তজ্জ্ঞানীনিত্যানন্দ স্বরূপেব সহিত অভিন্ন। মূল-সকলগ শ্রীললাদেব-নিত্যানন্দপ্রভুর মহা-বৈকুণ্ঠে যে ‘প্রকাশ’ অবস্থিত, তিনিই গৌরলীলায় বিশ্বরূপ ॥

বিশ্বরূপের সম্যাসলীলা শ্রবণ করিলে জীবের কল্মষদ্বন্দ্ব হইতে বিমুক্তি-লাভ ঘটে। শ্রীবিশ্বরূপের অংশত্ব—যথাক্রমে প্রথম পুরুষাবতার কারণোদশায়ি বিষ্ণু, দ্বিতীয়-পুরুষাবতার গর্ভোদশায়ি-বিষ্ণু এবং তৃতীয়-পুরুষাবতার কৌরোদশায়ি-

বিষ্ণু ; এই বিষ্ণুত্রয়ের সন্ধান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলেই জীব প্রপঞ্চ-দর্শন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারেন ॥ ৯৪ ॥

পাপিষ্ঠ-লোক-মুগ্ধ,—কৃষ্ণাবিমুগ্ধ ভোগগণ সংসার নিপুণ জনগণের মুখ ॥ ৯৭ ॥

মিথ্যা-ত্ব,—অনিত্যা ইন্দ্রিয়তর্পণমুগ্ধক ত্ব। আত্মা-রামাদিগেরই প্রকৃত নিত্যসত্য ত্ব বা ভগবদ্বিশুদ্ধাত্মানন্দ, আর বদ্ধ বিষ্ণুবিমুগ্ধ জীবের নগ্নর স্রবণভেদে ইন্দ্রিয়ের অতি-দ্রুত উপস্থিত হইলে, অথবা ভোগ-ত্বের বিষয় বিনষ্ট হইলে ঐ অনিত্য-সুখই ত্রুণে পরিণত হয় ॥ ৯৯ ॥

বিশ্বরূপের বিরোগ-হুংখলাঘবার্থ ভক্তবৎসল ভগবানের

নিরন্তর পিতৃমাতৃ-সমীপে অবস্থান —

নিরবধি থাকে পিতা-মাতার সমীপে ।

দুঃখ পাসরয়ে যেন জননী-জনকে ॥ ১১৪ ॥

নিমাইর ক্রীড়া-চাপলাদি-তাগ ও অলুক্ষণ পাঠে মনোনিবেশ —

খেলা সঙ্ঘরিয়া প্রভু যত্ন করি' পড়ে ।

তিলার্কে পুস্তক ছাড়িয়া নাহি নড়ে ॥ ১১৫ ॥

বিশ্বস্তরের অমামুখিক স্থিতি বা মেধা-শক্তি —

একবার যে সূত্র পড়িয়া প্রভু যায় ।

আরবার উলটিয়া সবারে ঠেকায় ॥ ১১৬ ॥

তদর্শনে সকলের বিশ্বস্তরকে ও মিশ্র-শচীকে প্রশংসা—

দেখিয়া অপূর্ব বুদ্ধি সবই প্রশংসে ।

সবে বোলে,—“দত্ত পিতা-মাতা হেন বংশে ॥”

সকলের মিশ্র-ভাগা-প্রশংসা—

সন্তোষে কহেন সবে জগন্নাথ-স্থানে ।

ভূমি ত' কৃতার্থ, মিশ্র, এ-হেন নন্দনে ॥ ১১৮ ॥

বিশ্বস্তরের পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে সকলের ভবিষ্যদ্বাণী—

এমত সুবুদ্ধি শিশু নাহি জিভুবনে ।

বৃহস্পতি জিনিঞা হইবে অধ্যয়নে ॥ ১১৯ ॥

প্রত্যক্ষবাদিগণ নখর জড়-স্থগে মত্ত থাকায়, পারমার্থিক-সত্য বুঝিতে না পারিয়া উহাতে অনাদরবশতঃ হস্ত করে ; কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহারা প্রাকৃত-ইন্দ্রিয় জ্ঞান-বলে অদো-কজ কৃষ্ণের সেবা বুঝিয়া উঠিতে পারেনা । কৃষ্ণভক্তি যে জীবের একমাত্র নিত্য-প্রয়োজনীয় ব্যাপার, তাহা না বুঝিয়া, বিপরীত বিশ্বাস-ক্রমে জড়জগতে আসক্ত ও ফল-ভোগবাদী হইয়া পড়ে ॥ ১০০ ॥

অনভিজ্ঞ হরিবিস্মৃ-জনগণ বিষয়ভোগী ও কৃষ্ণভক্তের মধ্যে ভুলনা করিতে গিয়া বলিয়া থাকে যে, কৃষ্ণভক্তের কোন ঐহিক সুখ নাই, পরন্তু নিরন্তর দুঃখের মধ্যে থাকায়, তাহার ঐহিক হুংখলাশি বৃদ্ধি পায় মাত্র ॥ ১০১ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণদাত্তে কোনও মিশ্র বা ভেদ-ভাব নাই । স্বীয় বিলাসের উপকরণসমূহের সহিত বৃত্তিগত একতাৎপৰ্য্যাপন্ন হইয়াও অদ্বৈতজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণের শক্তিতেদে দীপা-ভেদ-বৈচিত্র্য । শুদ্ধবৈত, শুদ্ধাবৈত, বৈতাবৈত ও বিশিষ্টাবৈত,—এই

শুনিবা-মাত্রই নিমাইর সর্ববিধ অর্থ-ব্যাপ্যান-সামর্থ্য—

শুনিলেই সর্ব অর্থ আপনে রাখানে ।

তান কঁাকি রাখানিতে নারে কোন জনে ॥ ১২০ ॥

তচ্ছুবণে পুত্রস্নেহবৎসল্য শচীর হৃষ ও গৌরবাহুতব,

কিন্তু মিশ্রের আশঙ্কা —

শুনিঞা পুত্রের গুণ জননী হরিশ ।

মিশ্র পুনঃ চিন্তে বড় হয় বিমরিশ ॥ ১২১ ॥

বিশ্বস্তরের ভাবি-সন্মাস সম্বন্ধে শচীর নিকট মিশ্রের

আশঙ্কাজ্ঞাপন—

শচী-প্রতি বোলে জগন্নাথ মিশ্রবর ।

“এহো পুত্র না রহিবে সংসার-ভিতর ॥ ১২২ ॥

পূর্বে বিশ্বরূপের অনিত্য-গৃহ-ত্যাগাভিনয়ের

দৃষ্টান্তোত্তরেণ—

এইমত বিশ্বরূপ পড়ি' সর্বশাস্ত্র ।

জানিলা,—“সংসার সত্য নহে তিলমাত্র ॥” ১২৩ ॥

সকলশাস্ত্রত্যাগপরাবিশ্ব বিশ্বরূপের কৃষ্ণসেবা-হীন গৃহব্রতদ্বন্দ্বকে

দুঃসম্বন্ধজ্ঞানে বজ্রনপৃক কৃষ্ণদেষণার্থ প্রেরণা বীণা—

সর্বশাস্ত্র-মর্শ্ব জানি' বিশ্বরূপ দীর ।

অনিত্য সংসার হৈতে হইলা বাহির ॥ ১২৪ ॥

বিচারচতুষ্টয়ে কৃষ্ণপূজার তাৎপৰ্য্য উদ্দিষ্ট ও প্রকাশিত । শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুতেও তাদৃশ অদ্বৈতজ্ঞান-বিচার অবস্থিত ছিল ॥

(বিদগোবিন্দী শ্রীম প্রবোদানন্দ-কৃত ‘শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত’ ১৮ শ্লোকে—) “নাস্তং বত্র মুনীষবরৈরপি পুরা যস্মিন্ ফমা-মণ্ডলে কতাপি প্রবিবেশ নৈব বিষণা যদ্বৈ নো বা শুকঃ । যন্ন কাপি কৃপায়েন চ নিজেৎপুদ্বাটিতঃ শৌরিণা তস্মিন্-জ্বল-ভক্তিবস্মিন্ সুখং থেলন্তি গৌরপ্রিয়াঃ ॥” শ্রীকৃষ্ণপ্রভু-কৃত ‘উপদেশামৃত’ ১১শ শ্লোকে—“যৎ প্রেট্টৈরপানমূলভং কিং পুনর্ভক্তিভাগ্যম্ ॥” ১০৭ ॥

উলটিয়া,—(হিন্দী ‘উটা’-শব্দ), ফিরিয়া, পক্ষান্তরে ; ঠেকায়,—বিপদে ফেলে, পরাজয় করে ॥ ১১৬ ॥

কঁাকি,—সংস্কৃত ‘কক্কা’-শব্দের অপভ্রংশ ; শিঙ্কাও ও মদ্রতির মধ্যে দোষ প্রদর্শনপূর্বক পুনরাবরণ সংশয় ও পুন-পক্ষ-স্থাপন ; কুট তর্ক, চাতুরী ॥ ১২০ ॥

বিমরিশ,—বিমর্ষ, বিষয় ॥ ১২১ ॥

বিশ্বকপের অমৃতমরনে বিশ্বন্তরের ও সৰ্বশাস্ত্রতানুগ-জ্ঞান-

পাণ্ডানন্তর কৃষ্ণাঘেষনে প্রেরণা সম্ভাবনা--

এহো যদি সৰ্বশাস্ত্রে হইবে জ্ঞানবান্।

ছাড়িয়া সংসার-সুখ করিবে পয়ান ॥ ১২৫ ॥

সকলেশ পুত্রধরের মধ্যে বিশ্বকপের সম্মান-ক্ষেত্রে তদুপদেশ-

‘ত্যাগ, পুনরায় বিশ্বন্তরের সম্মানে উভয়ের

প্রাণত্যাগের নিশ্চয়তা—

এই পুত্র—সবে দুইজনের জীবন।

ইহারে না দেখিলে দুইজনের মরণ ॥ ১২৬ ॥

বিশ্বন্তরের ভাবি-সম্মানসাধক্য ‘ভীত’মিশকর্তৃক পুত্রের অন্য়ান

তাগপুত্রক গৃহে অবস্থিতি-কামনা—

অতএব ইহার পড়িয়া কার্য্য নাই।

মুখ্য হও যারে মোর রক্তক নিমাত্রিগ ॥ ১২৭ ॥

পণ্ডিত-পুত্রের মাহুদে গৌরবাহুভবকারিণা শচীক-পুত্র

নিমাইব অন্য়ান-ত্যাগের ভাবি কৃষ্ণ-বর্ণন—

শচী বোলে,—“মুখ্য হইলে জীবক কেমনে ?

মুখ্যেরে ত’ কল্যাণ না দিবে কোন জনে ॥ ১২৮ ॥

শচীকে মিশের তিরস্কার ; মিশের একান্ত শরণাগাত

বা কৃষ্ণ-পরতন্ত্রতা ও নির্ভরতা—

মিশ্র বোলে,—“তুমি ত’ অবোধ বিপ্রসুতা !

হর্ভা কর্তা ভর্ভা কৃষ্ণ—সবার রক্ষিতা ॥ ১২৯ ॥

জগন্নাথ কৃষ্ণই জগৎ-পোষক, জড়বিজ্ঞাদি জীব-পোষণ নহে—

জগৎ পোষণ করে জগতের নাথ।

‘পাণ্ডিত্যে পোষয়ে,—কেবা কহিল। তোমাত ?

কর্ম্মফলদাতা কৃষ্ণেচ্ছারূপ অদৃষ্টেই বিবাহাদির নিষ্পন্নকারক—

কিবা মুখ্য, কি পণ্ডিত, যাহার যেখানে।

কল্যাণ লিখিয়াছে কৃষ্ণ, সে হইবে আপনে ॥ ১৩১ ॥

সৰ্বশক্তিমান কৃষ্ণই বিশ্বের পোষক ও পালক—

কুল-বিজ্ঞা-আদি উপলক্ষণ সকল।

সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ—সর্ব-বল ॥ ১৩২ ॥

পাণ্ডিত্যাদি পোষণ-মধ্যে ও দারিদ্র্য-সম্ভাবনা ; স্বীয়

উক্তি পোষক স্ব দৃষ্টান্ত-কথন --

সাক্ষাতেই এই কেনে না দেখ আমাত।

পড়িয়াও আমার ঘরে কেনে নাহি ভাত ? ১৩৩ ॥

পক্ষান্তরে, নিতান্ত মূর্খের ও আত্ম-হেতু দরিদ্র পণ্ডিত

সজ্জের তদবীনত্ব-স্বীকার—

ভানমতে বর্ণ উচ্চারিতেও যে নারে।

সহস্র পণ্ডিত গিয়া দেখ তার ঘারে ॥ ১৩৪ ॥

জড়পাণ্ডিত্যাদি জীব-পোষণ বিশ্বপোষণ-কারণ নহে,

বিশ্বন্তর কৃষ্ণই একমাত্র বিশ্বের পোষক ও পালক—

অতএব বিজ্ঞা-আদি না করে পোষণ।

কৃষ্ণ সে সবার করে পোষণ পালন ॥ ১৩৫ ॥

তথা হি—

বিশ্বপুত্রকেরই অক্লেশে দেহত্যাগ ও দেহবাহা-

নিষ্কাহ-যোগ্যতা—

“অনায়াসেন মরণং বিনা দৈতেন জীবনম্।

অনারাদিত-গোবিন্দচরণস্ত কথং ভবেৎ ॥” ১৩৬ ॥

শ্লোকার্থ—

“অনায়াসে মরণ, জীবন দৈত্ব বিনে।

কৃষ্ণ সেবিলে সে হয়, নহে বিজ্ঞা মনে ॥ ১৩৭ ॥

কৃষ্ণকৃপাই কেশরী, প্রচুর জড়সম্পদ নহে—

কৃষ্ণকৃপা বিনে নহে ছুঃখের মোচন।

খাকিল বা বিজ্ঞা, কুল, কোটি-কোটি মন ॥ ১৩৮ ॥

কৃষ্ণকৃপা-হীনের উৎকৃষ্ট সম্পদসম্বন্ধে ও আন্যায়িকাদি

হুঃখ বা তাপদায়—

যার গৃহে আছে উত্তম উপভোগ।

তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন কোন মহারোগ ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণকৃপা-হীন প্রতিপন্ন-দর্শনীর জন্ম-বর্ণন—

কিছু বিলসিতে নারে, ছুঃখে পুড়ি মরে।

যার নাহি, তাহা হৈতে ছুঃখী বলি তারে ॥ ১৪০ ॥

গমন,—প্রাণ-শব্দের অপভ্রংশ, প্রস্থান, গমন, যাত্রা ॥

দুইজনের,—পিতামাতার ॥ ১২৬ ॥

জীবক,—জীবিত থাকিবে (রাঢ়-দেশে ব্যবহৃত) ॥ ১২৭ ॥

পোষয়ে,—পোষণ করে ॥ ১৩০ ॥

উপলক্ষণ,—যাহা আশ্রয় করিয়া বস্তুগতি পরিচিত হয় ;

কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে যাহা বস্তুর বৃত্তি নহে ; গৌণ বিশেষণ ॥

অন্য়ম্। অনারাদিত-গোবিন্দচরণস্ত (গোবিন্দস্ত চরণং

গোবিন্দচরণম্ ; ন আনাদিতম্ অনারাদিতম্ ; অনারাদিতং

জীবের সর্বসম্পদ-সম্মেৎ কৃষ্ণোচ্ছা বাতীত সবটীক অসম্ভব ও
কৃষ্ণোচ্ছানুসাবেই সকল যথার্থ পরিচালিত—

এতেকে জানিহ,— থাকিলেও কিছু নয়।

যারে যেন কৃষ্ণ-আজ্ঞা, সেই সত্য হয় ॥ ১৪১ ॥

পাঠত্যাগ-জ্ঞাত বিশ্বস্তরের ভাবি-হৃদশা-চিস্তনে শচীকে
নিষেধ ; কৃষ্ণের পোষকত্ব-বিষয়ে মিশের দৃঢ় বিশ্বাস—

এতেকে না কর চিন্তা পুত্র-প্রতি তুমি।

‘কৃষ্ণ পুসিবেন পুত্র’,—কহিলাঙ আমি ॥ ১৪২ ॥

যাবজ্জীবন মিশের পুত্র-পোষণ-প্রতিজ্ঞা—

যাবৎ শরীরে প্রাণ আছেয়ে আমার।

তাবৎ ভিলেক দুঃখ মাহিক উহার ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণকেই রক্ষক বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস, পুত্রের ভাবি-হৃদশা-
স্মরণে হৃদচিন্তা-গ্রস্তা শচীকে মিশের উৎসাহ প্রদান—

আমা-সবার কৃষ্ণ আছেন রক্ষয়িতা।

কিবা চিন্তা, তুমি যার মাতা পতিব্রতা ॥ ১৪৪ ॥

বিশ্বস্তরের ভাবি সন্ন্যাস-ভয়ে ভীত মিশের পুত্রকে অধ্যয়ন

ত্যাগ কবাটয়া গৃহে অবস্থাপনেচ্ছা—

‘পড়িয়া নাহিক কার্যা’ বলিলু’ তোমায়ে।

মুখ্য হই’ পুত্র মোর রহু মাত্র যারে ॥” ১৪৫ ॥

বিশ্বস্তরকে আত্মানুগত তদ্বিষয়ে আদেশ-প্রদান—

এত বলি’ পুত্রেরে ডাকিলা মিশ্রবর।

মিশ্র বোলে,—“শুন, বাপ, আমার উত্তর ॥ ১৪৬ ॥

শপথ প্রদানপক্ষক বিশ্বস্তরকে পাঠত্যাগনার্থ আদেশ—

আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক তোমার।

ইহাতে অন্তথা কর,—শপথ আমার ॥ ১৪৭ ॥

পাঠহীন অবস্থায় বিশ্বস্তরের গৃহে অবস্থান-বাঞ্ছা—

যে তোমার ইচ্ছা, বাপ, তাই দিব আমি।

গৃহে বসি’ পরম-মজ্জলে থাক তুমি ॥” ১৪৮ ॥

মিশ্রের প্রস্থান, বিশ্বস্তরের ‘কৃষ্ণ-পাঠ’—

এত বলি’ মিশ্র চলিলেন কার্য্যান্তর।

পড়িতে না পায় আর প্রভু বিশ্বস্তর ॥ ১৪৯ ॥

সনাতনধর্ম-বিগ্রহ তজ্জ-পিতৃ-বৎসল বিশ্বস্তরের পিত্রাদেশে
পাঠ-ত্যাগ—

নিত্য ধর্ম সনাতন শ্রীগৌরাজ রায়।

না লভে জনক-বাক্য, পড়িতে না যায় ॥ ১৫০ ॥

পাঠত্যাগ-হেতু ক্ষোভ ও হৃৎকণ্ঠে নিমাইর পুনরায়
উদ্ধৃতি ও চাপলা-লীলা—

অজ্ঞেরে দুঃখিত প্রভু বিজ্ঞারস-ভঞ্জে।

‘পুনঃ প্রভু উদ্ধৃত হইলা শিশু-সঙ্গে ॥ ১৫১ ॥

নিমাইর অত্যাচার—

কিবা নিজ-ঘরে প্রভু, কিবা পর-ঘরে।

যাহা পায় তাহা ভাজে, অপচয় করে ॥ ১৫২ ॥

কীড়াসন্ধিগণ সহ বাবিত্তেও কীড়া—

নিশা হইলেও প্রভু না আইসে ঘরে।

সর্বরাত্রি শিশু-সঙ্গে নানা কীড়া করে ॥ ১৫৩ ॥

গৃহবৎ কপ পরিয়া সন্ধিগণসহ নিমাইর কীড়া

কমলে ঢাকিয়া অঙ্গ, দুই শিশু মেলি’।

রুম-প্রায় হইয়া চলেন কুতূহলী ॥ ১৫৪ ॥

রাত্রিতে বৃষবৎ কপ পরিয়া গৃহস্থের কদলীন-নাশ—

যার বাড়ী কলাবন দেখি’ থাকে দিনে।

রাত্রি হৈলে রুষ রূপে ভাজয়ে আপনে ॥ ১৫৫ ॥

নিদ্রোথিত গৃহস্থের শব্দ-এবং সন্ধিগণ-সহ নিমাইর

পলায়ন—

গরু-জ্ঞানে গৃহস্থ করয়ে ‘হায় হায়’।

জাগিলে গৃহস্থ, শিশু-সংহতি পলায় ॥ ১৫৬ ॥

গৃহস্থের গৃহদ্বারে বাহির হইতে অর্গল-বন্ধন ; ২২তৎকালে

গৃহস্থের মহা-বিপদ—

কারো ঘরে ঘর দিয়া বাক্যে বাহিরে।

লঘুী গুরুী গৃহস্থ করিতে নাহি পারে ॥ ১৫৭ ॥

গৃহস্থের চীৎকার, নিমাইর পলায়ন—

‘কে বাকিল দুয়ার ?’—করয়ে ‘হায় হায়’।

জাগিলে গৃহস্থ, প্রভু উঠিয়া পলায় ॥ ১৫৮ ॥

গোবিন্দচরণ যেন তন্তু, কৃষ্ণপূজা-বিহীনস্ত জনস্ত ইত্যর্থঃ)
অনায়াসেন (সুখেন) মরণং (মৃত্যুং), দৈন্তেন (দারিদ্র্যং)
বিনা জীবনং (প্রাণধারণং) কথং ভবেৎ (সম্ভবেৎ) ? ১৩৬ ॥

অনুবাদ। যে-ব্যক্তি গোবিন্দের শ্রীপাদপদ্ম কখনও
আরাধনা করে নাই, তাহার পক্ষে অনায়াসে মৃত্যুশাস্ত ও
দারিদ্র্যবিহীন জীবন-ধারণ কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ১৩৬ ॥

শিশুসন্নিগণ-সহ বৈকুণ্ঠনাথ গৌরহরির অহর্নিশ ক্রীড়া—
এইমত দিন-রাত্রি ত্রিদশের রায় ।

শিশুগণ-সঙ্গে ক্রীড়া করেন সর্বদায় ॥ ১৫৯ ॥

গৌরগোপালের চাকলা ও অত্যাচার দেখিয়া ও বিশ্বস্তরের
ভাবি-সন্ধ্যাস-অরণে নিশ্চের শাসন-বর্জনা—

যতেক চাপল্য করে প্রভু বিশ্বস্তর ।

তথাপিও মিশ্র কিছু না করে উত্তর ॥ ১৬০ ॥

মিশ্রের কাগা-বাপদেশে স্থানান্তরে গমন—

একদিন মিশ্র চলিলেন কার্যাস্তর ।

পড়িতে না পায় প্রভু—ক্ৰোধিত অন্তর ॥ ১৬১ ॥

পাঠ্যাগ-ফলে ক্ৰোধভরে বহিরিদিব দৃষ্ট অশুচি তাগাতে

বিশ্বস্তরের উপবেশন—

বিষ্ণুনেবেস্তের যত বর্জ্য-হাঁড়ীগণ ।

বসিলেন প্রভু হাঁড়ী করিয়া আসন ॥ ১৬২ ॥

প্রাকৃত গুণময় স্থানে অবস্থিত দৃষ্ট হইলেও তৃতীয় ও শুদ্ধদেব

তদ্রূপবৈভব-ধামাশ্রয় বিষ্ণুর গুণসংস্পর্শ-রাহিত্য ও বিষ্ণু-

সম্বন্ধ শুদ্ধদেব চিত্তস্তর সংস্পর্শমাত্রের বস্তুর গুণদোষ ভক্তি

প্রভৃতি কর্মমিশ্র-কনিষ্ঠাধিকারীতীত শুদ্ধ বৈষ্ণব

দর্শন-শব্দেই জীবের ভজন-সিদ্ধি—

এ বড় নিগূঢ় কথা,—শুন এক মনে ।

কৃষ্ণভক্তি সিদ্ধি হয় ইহার শ্রবণে ॥ ১৬৩ ॥

অপোক্ষজ বিষ্ণু ও বৈষ্ণবের কর্মজড় স্বাক্ষের বিধিনিষেদ

তীতত্ব ; শুদ্ধদেববিগ্ৰহ ত্রিণৈষকর্ষক সিংহাসনাদি

দশদেহে অক্ষয়জ্ঞান গৌর-কৃষ্ণ-সেবন—

বর্জ্য-হাঁড়ীগণ সব করি' সিংহাসন ।

তথি বসি' হাসে গৌর সুন্দর-বদন ॥ ১৬৪ ॥

পরিভ্রাজ্য পাকপাত্রের কালিমা-লিপ্তাঙ্গ গৌরের উপমা—

লাগিল হাঁড়ীর কালী সর্ব-গৌর-অঙ্গে ।

কনক-পুতলি যেন লেপিয়াছে গঞ্জে ॥ ১৬৫ ॥

শিশুগণের তদবস্থ নিমাইর বিবন্ধে শচীসমীপে অভিযোগ—

শিশুগণ জানাইল গিয়া শচী-স্থানে ।

“নিমাইও বসিয়া আছে হাঁড়ীর আসনে ॥” ১৬৬ ॥

তত্ত্বজ্ঞানতীনা ভেদবুদ্ধিসূক্তা স্ত্রী-অভিমানে শচীর নিমাইকে

তদবস্থ-দর্শনে রণাভরে প্ৰেদোক্তি—

মা'য়ে আসি' দেখিয়া করেন 'হায় হায়' ।

“এ স্থানেতে, বাপ, বসিবারে না যুয়ায় ॥ ১৬৭ ॥

প্রাকৃত ভটি-অশুচি-বোদ্বীন জ্ঞানে নিমাইকে শচীর

স্তিরস্কার ও ভৎসনা—

বর্জ্য-হাঁড়ী, ইহা-সব পরশিলে স্নান ।

এতদিনে তোমার এ না জন্মিল জ্ঞান ?” ১৬৮ ॥

মাতার প্রতি নিমাইর স্বীয় পাঠ্যাগ-সম্বন্ধে

প্রত্যভিযোগ—

প্রভু বোলে, —“তোরা মোরে না দিস পড়িতে ।

ভজাভজ মূর্খ-বিপ্রে জানিবে কেমনে ? ১৬৯ ॥

প্রকারান্তরে স্বীয় অদ্বয়জ্ঞান-কণন—

মূর্খ আমি, না জানিয়ে ভাল-মন্দ-স্থান ।

সর্বত্র আমার 'এক' অদ্বিতীয়-জ্ঞান ॥” ১৭০ ॥

প্রভুর তত্ত্বজ্ঞান-শ্রেষ্ঠ দণ্ডাবতারাধন—

এত বলি' হাসে বর্জ্য-হাঁড়ীর আসনে ।

দণ্ডাত্রেয়-ভাব প্রভু হইলা তখনে ॥ ১৭১ ॥

বাগ-দর্শনে অশক্তিত্ব-সংস্পৃষ্ট বিশ্বস্তরকে শচীর ভক্তি-

পাতের উদায়-জিজ্ঞাসা—

মা'য়ে বোলে,—“তুমি যে বসিলা মন্দ-স্থানে ।

এবে তুমি পবিত্র বা হইবা কেমনে ?” ১৭২ ॥

প্ৰদূকৃতক শচীমাতাকে স্বীয় অপ্রাকৃত গুণদোষা তীতত্ব

ও নিপিলপাবন পাবন বাস্তবদেব-জ্ঞাপন—

প্রভু বোলে,—“মাতা, তুমি বড় শিশুমতি !

অপবিত্র স্থানে কভু মোর নহে স্থিতি ॥ ১৭৩ ॥

নহে,—সম্ভব হয় না ॥ ১৩৭ ॥

উপভোগ,—বিলাস-সম্ভোগ ॥ ১৩৯ ॥

বিলসিতে,—ভোগবাসনা মূগে বিহার করিতে ॥ ১৪০ ॥

ঘর দিয়া বাক্যের বাহিরে,—বাতির হটতে ঘর বন্ধ
অর্থাৎ বন্ধ করে । লঘু,—মুত্যাগ ; গুরু,—মগতাগ ॥

বজ্রা,—বর্জিত, পরিভ্রাজ্য ; হাঁড়ী, চাঁড়ী,—সংস্রত

‘হাঁড়ী’-শব্দের অপভ্রংশ, অনাদির পাক-পাত্রবিধেয় ॥ ১৬৩ ॥

নিমাইর গৌরবর্ণ অঙ্গে দন্ধ-মুদ্রাভেদে কালী সংগম পাকায়
ঐতাকে একদা দেখাইতেছিল যে, কেহ যেন সেট সোপার
পুতুলের সঙ্গে গন্ধ অথবা কৃষ্ণ অণ্ডকন্দন মাখাইয়া দিয়াছে ॥

নিখিল-পুণ্যধাম বিষ্ণুর পাদপদ্মেই সর্ব-পুণ্যতীর্থের অবস্থান—
যথা মোর স্থিতি, সেই-সর্ব পুণ্যস্থান ।

গঙ্গা-আদি সর্ব তীর্থ তহিঁ অধিষ্ঠান ॥ ১৭৪ ॥

অদ্বয়জ্ঞান-বিষয় ভেদবুদ্ধি-বশে ভোগনেত্রের আরত দর্শনেই
অক্ষজ্ঞান বা মনোবিশ্রোথ ভদ্রাভঙ্গজ্ঞানিকঃ স্ম —

আমার সে কাল্পনিক 'শুচি' বা 'অশুচি' ।

অষ্টার কি দোষ আছে, মনে ভাব বুঝি ॥ ১৭৫ ॥

ভগবদপোক্ষ-পদস্পর্শে ভোগনেত্রের অশুদ্ধ প্রাকৃত-

ভেদ-দর্শন-পংস ও বাস্তবশুদ্ধি-প্রাকট্য —

লোক-বেদ-মতে যদি অশুদ্ধ বা হয় ।

আমি পরশিলেও কি অশুদ্ধতা রয় ? ১৭৬ ॥

বিষ্ণুসম্বন্ধি শুদ্ধসম্বদ্য ও ক্রিয়ার বাস্তব-নির্দোষত্ব—
এ-সব হাঁড়ীতে মূলে নাহিক দূষণ ।

তুমি যাতে বিষ্ণু লাগি' করিলা রঞ্জন ॥ ১৭৭ ॥

বিষ্ণুসম্বন্ধি শুদ্ধসম্বদ্য-সংস্পর্শে জীবের গুণদোষাভু-
মল-নাশ-কলে দ্রবোর বাস্তবশুদ্ধি-প্রাকট্য—

বিষ্ণুর রঞ্জন-স্থালী কভু ছুষ্ট নয় ।

সে হাঁড়ী-পরশে আর-স্থান শুদ্ধ হয় ॥ ১৭৮ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুর প্রাকৃত জড়সংস্পর্শ-শূন্যতা ও বিষ্ণুসংস্পর্শে
শুদ্ধসম্ব-প্রাকট্য —

এতেকে আমার বাস নহে মন্দ-স্থানে ।

সবার শুদ্ধতা মোর পরশ-কারণে ॥ ১৭৯ ॥

পরশিলে,—স্পর্শ করিলে ; জ্ঞান,—শুচি-অশুচি (পবিত্রা-
পবিত্র) বা বেল্যামেবা-বোব ॥ ১৬৮ ॥

ভদ্রাভঙ্গ,—শুচি-অশুচি, পবিত্রাপবিত্র-জ্ঞান ॥ ১৬৯ ॥

অদ্বিতীয় জ্ঞান,—সর্বদ অদ্বয়জ্ঞান-বুদ্ধি ॥ ১৭০ ॥

দত্তাশ্রয়,—(লগ্ন-ভাগবত)মতে পৃঃখঃ ৪৫-৪৮ সংখ্যায়—)
ভাঃ ১৭৭৪—“অত্রৈবপ্ৰত্যমভিকাক্ষত আহ তুস্তে দত্তো মধ্য-
হমিতি” যদ্বগবান্ স দত্তঃ । যংপাদপঙ্কজপরাগপবিত্রদেহা
যোগক্ষিপ্যপূকভয়ীঃ যদহৈহয়াভাঃ ॥” ভাঃ ১৭৭১—“যদ-
মত্রৈবপতাত্ত্বং রতঃ প্রাপ্তোহনন্যয়া । আদ্যগীকীমলকায়
প্রহাদাদিভা উচিবান্ ॥” “শ্রীব্রহ্মাণ্ডে তু কথিতমত্রৈবরান-
ন্যয়া । প্রার্থিতো ভগবানত্রৈবপতাত্ত্বমুপেয়বান্ ॥” তথা হি
—“বরং দদ্বানন্যয়াই বিষ্ণুঃ যদ্বজগন্ময়ঃ । অত্রৈব পুত্রোহভবৎ
তস্তাং স্বেচ্ছামানুষ-বিগ্রহঃ । দত্তাশ্রয় ইতি পাতো যতি-
বেশবিভূষিতঃ ॥ ১৭১ ॥

অর্থাৎ, দ্বিতীয়-স্কন্ধে কথিত আছে যে, “অপত্যকামী
মহর্ষি অত্র প্রীতি সন্তুষ্ট হইয়া বেহেতু ভগবান্ বলিয়াছিলেন,
—‘আমি-কর্তৃক আমি দত্ত হইলাম’ অর্থাৎ ‘আমি আমাকে
তোমায় দিলাম’, সেইজন্যই তিনি ‘দত্ত’-নামে প্রকটিত
হইলেন ; তাঁহার পাদপদ্ম-রেণুধারা শুদ্ধদেহ হইয়া বড় ও
হৈহয় (কাক্তবীর্ষ্য) প্রভৃতি রাজগণ ঐহিক ও পারলৌকিক
অথবা ভূক্তিমুক্তিরূপ যোগেষ্টা লাভ করিয়াছিলেন ।”
প্রথম স্কন্ধে কথিত আছে যে, “অনন্য-কর্তৃক প্রাপ্ত
হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু তদীয় বর্ষ-অবতারে মহর্ষি-অত্রির ঔরসে

শ্রীদত্ত-নামক পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়া, অলক-বিশ্রকে এবং
প্রহ্লাদ, বড় ও কাক্তবীর্ষ্য প্রভৃতি রাজাকে আত্মবিগ্রহ উপদেশ
করিয়াছিলেন ।” ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে কথিত হইয়াছে যে, অত্রি-
পত্নী অনন্য-কর্তৃক প্রাপ্ত হইয়া ভগবান্ বিষ্ণু অত্রির
পুত্র স্বীকার করিয়াছিলেন । তথাহি—“স্বেচ্ছা ক্রমে
নরপুত্রারী সনজগন্ময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু অনন্যকে বর
দান করিয়া তাঁহার গর্ভে অত্রির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিয়া-
ছিলেন ; তিনি—শ্রীদত্তাশ্রয়-নামে বিখ্যাত ও যতিবেশে
বিভূষিত ।”

শ্রীবলদেব বিগ্রহভূষণের টীকা-মতে,—অত্রিকর্তৃক ভগবৎ
সদৃশ পুত্রোৎপত্তি-প্রাপ্তিই চতুর্গ-স্কন্ধের এবং অনন্য-কর্তৃক
ভগবান্কে মাফাংপুত্রোৎপত্তি প্রাপ্তিই প্রথম-স্কন্ধের অভিপ্রায়
এবং এই শেষোক্ত মতেই পৌলক-সূত্রে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-
বাক্য, বৃষ্টিতে হইবে ॥ ১৭১ ॥

(টেঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১৭৬ সংখ্যায়—) “স্বৈতে
ভদ্রাভঙ্গ-জ্ঞান, যব —‘মনোবাস’ । ‘এই ভাগ, এই মন্দ’,—এই
সব ‘দ্রব’ ॥” (ভা ১১২৮৪—) “কিং ভঙ্গং কিমভঙ্গং বা বৈত-
স্তাবস্তনঃ কিয়ৎ । বাচোদিতং তদনুতং মনবা ধাতয়েব চ ॥”

অভক্ত প্রকৃতিবাদী স্মার্তের বিচারামুগমে গৃহতত্ত্বগণ
অক্ষজ্ঞানে যেকণ শুদ্ধাভুদ্বির বিচার করেন, বৈষ্ণব-স্বৃতির
তাৎপর্য্য তাহা নহে । বৈষ্ণবস্বৃতি-মতে ভগবৎপ্রীত্যুদ্দেশে
অশুদ্ধিত সবার কার্য্য ও উপকরণগুলি কোনপ্রকারে অমু-
পাদেয়, বিকৃত বা অশুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না ।

প্রকারান্তরে নিজ অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব-বর্ণনসম্বন্ধেও প্রভু-মায়্যা-
মুখ্য সকলেরই তদনুপলব্ধি—

বাল্যভাবে সর্বতত্ত্ব কহি' প্রভু হাঙ্গে।

তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়্যা-বশে ॥ ১৮০ ॥

নিমাইর বাক্যকে প্রগাথ-জ্ঞানে সকলের হাত, মানার্থ
তাঁহাকে শচীর আদেশ—

সবেই হাসেন শুনি' শিশুর বচন।

'স্নান আসি' কর'—শচী বোলেন তখন ॥ ১৮১ ॥

নিমাইর স্বাক্ষর-ভাগে অনিচ্ছা, মিশ্রকে তদজ্ঞাপনপূর্বক
তৎকর্তৃক প্রহার-ভয়-প্রদর্শন—

না আইসেন প্রভু সেইখানে বসি' আছে।

শচী বোলে,—‘ঝাট আয়, বাপ জ্ঞানে পাছে।’

অধ্যয়নে পিতামাতার অসম্মতি-প্রদান বিনা অশুচিস্থান-
ভাগে নিমাইর অসম্মতি-জ্ঞাপন—

প্রভু বোলে,—‘যদি মোরে না দেহ’ পড়িতে।

তবে মুঞি নাহি যাও,—কহিলু' তোমাতে ॥’ ১৮৩

নিমাইর অধ্যয়ন-বর্জন-হেতু সকলের শচীকে ভৎসনা—

সবেই ভৎসেন ঠাকুরের জননীয়ে।

সবে বোলে,—‘কেনে নাহি দেহ’ পড়িবারে ?

জড়বিজ্ঞা ও পাণ্ডিত্যার্জনে তাৎকালিক লোকসমাজের
উৎসাহ-পরিচয়—

যত্ন করি' কেহ নিজ-বালক পড়ায়।

কত ভাগ্যে আপনে পড়িতে শিশু চায় ॥ ১৮৫ ॥

কোন্ শত্রু হেন-বুদ্ধি দিল বা তোমায়ে ?
যরে মুখ করি' পুজু রাখিবার তরে ? ১৮৬ ॥

সকলের নিমাইর পক্ষ ও আচরণ-সমর্থন—

ইহাতে শিশুর দোষ তিলার্কে নাহি।

সবেই বোলেন,—‘বাপ, আইস, নিমাইঞি ! ১৮৭ ॥

আজি হৈতে তুমি যদি না পাও পড়িতে।

তবে অপচয় তুমি কর ভালমতে ॥’ ১৮৮ ॥

প্রভু-তত্ত্বজ্ঞাপনের প্রভুর লীলা-দর্শনে সুখ—

না আইসে প্রভু, সেইখানে বসি' হাসে।

সুকৃতি-সকল সুখসিদ্ধি-মানে ভাসে ॥ ১৮৯ ॥

স্বয়ং শচীর নিমাইকে ধারণ, নিমাইর হাজোপমা—

আপনে দরিয়া শিশু আনিলা জননী।

হাসে গৌরচন্দ্র,—‘যেন ইন্দ্রনীলমণি ॥ ১৯০ ॥

প্রভু-মায়্যা-মুখ্য সকলের প্রভু-কথিত অদ্বয়জ্ঞান-
নাট্যস্বাধুপলব্ধি—

‘তত্ত্ব’ কহিলেন প্রভু দত্তাত্রেয়-ভাবে।

না বুঝিল কেহু বিষ্ণুমায়ার প্রভাবে ॥ ১৯১ ॥

নিমাইকে অষ্টমা শচীর গঙ্গাস্নান, মিশ্রের আগমন—

স্নান করাইলা লঞা শচী পুণ্যবতী।

হেন-কালে আইলেন মিশ্র মহামতি ॥ ১৯২ ॥

মিশ্র-সমীপে শচী-কর্তৃক পুত্রের ছাপ-নিবেদন—

মিশ্র-স্থানে শচী সব কহিলেন কথা।

‘পড়িতে না পায় পুজু মনে ভাবে’ ব্যথা ॥ ১৯৩ ॥

ত্রীগৌরমুন্দরের অদ্বয়জ্ঞানমুদর্শনমূলক এই শুদ্ধবৈষ্ণবস্বৃতি-
বিচার সাধারণ অঙ্গজ্ঞান-প্রমত্ত স্মার্তগণের প্রাকৃত বিদিত
বিপর্যয় সাধন করিয়াছে।

(পদ্মপুরাণে—) “নৈবেদ্যং জগদীশস্ত অন্নপানাদিকঞ্চ
যৎ । * * * ব্রহ্মবৈষ্ণবিকারং হি যথা বিষ্ণুস্তথৈব তৎ ॥”

নিবেদন-যোগ্য উপকরণই ‘নৈবেদ্য’। বিসর্জনীয় অমেধ্য
দ্রব্যসমূহ কখনই বিষ্ণু-নৈবেদ্য হইতে পারে না। বৈষ্ণব-
স্বৃতিতে বৈষ্ণবের প্রাকৃত-শুদ্ধা শুদ্ধি-বিচারের পরিবর্তে বিষ্ণু-
সম্বন্ধ-দর্শনই বিহিত। শুদ্ধবৈষ্ণবগণ স্বভাবতঃই অপ্রাকৃত
জীবন্তকৈশোর বিচারপ্রিয় ও সাধারণ প্রাকৃতদৃষ্টি-বিশিষ্ট
নহেন। “সুরর্ষে বিহিতা শাস্ত্রে হরিসুদিতা যা ক্রিয়া। দৈব

ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা ভবেৎ ॥” “লৌকিকী
বৈদিকী বাপি বা ক্রিয়া ক্রিয়েত মনে। হরিসেবামুকুলৈব
না কার্য্য ভক্তিমিচ্ছতা ॥” এবং “দ্বৈত যত্ন হরেদাত্তে কর্ম্মণা
মনসা গিয়া। নিখিলাস্বপ্যবস্তাহ জীবন্তকৈঃ স উচ্যতে ॥”
ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য এতৎপ্রসঙ্গে বিচার্য্য।

বৈষ্ণবদর্শনে শুদ্ধাশুদ্ধির বিচার—স্মার্ত-বিচার হইতে
পৃথক্, অর্থাৎ প্রাকৃত বিচার পরিত্যাগ করিয়া অদ্বয়জ্ঞান-
বস্তুর সেবামুখতা-বিচারেই দর্শকের পবিত্রতা ও উৎ-
কর্ষাবস্থা নির্ভর করে ॥ ১৭৩-১৭৭ ॥

আমার,—অদ্বয়জ্ঞান-বিচারহীন বদ্ধজীবের, স্রষ্টার,—
জগৎস্রষ্টা ঈশ্বরের ॥ ১৭৫ ॥

সকলেরই মিশ্রকে পুত্রের অধ্যয়নত্যাগবিষয়ে অহুযোগ—
সবেই বোলেন,—“মিশ্র, তুমি ত’ উদার।

কা’র কথায় পুত্রে নাহি দেহ’ পড়িবার ? ১৯৪ ॥

নিমাইর ভাবি সন্ন্যাস-বিষয়ে মিশ্রকে হুশিদ্ধা পরিহার-

পূর্বক ভগবদ্ভিচ্ছাছুগতোপদেশ—

যে করিলে কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয়ে।

চিন্তা পরিহারি’ দেহ’ পড়িতে নির্ভয়ে ॥ ১৯৫ ॥

নিমাইর ছায় চপল বালকের স্বতঃপাশে ছাই আশা-প্রদ,

নিমাইকে উপনয়ন-সংস্কার-প্রদানার্থ অহুরোপ—

ভাগ্য সে বালক চাহে আপনে পড়িতে।

ভাল-দিনে যজ্ঞসূত্র দেহ’ ভাল-মতে ॥” ১৯৬ ॥

আয়ীস-স্বজনগণের কর্ণায মিশ্রের সম্মতি ও অহুমতি-প্রদান—

মিশ্র বোলে,—“তোমরা পরম-বন্ধুগণ।

তোমরা যে বোল, সেই আমার বচন ॥” ১৯৭ ॥

নিমাইর অসাধারণ গীণা-চেষ্টায় সকলের বিশ্বাস ও অজ্ঞতা—

অলৌকিক দেখিয়া শিশুর সর্বকর্ম।

বিশ্বাস ভাবেন, কেহ নাহি জানে মর্ম ॥ ১৯৮ ॥

কোন কোন স্মৃতিসম্পন্ন ভক্তের মিশ্রকে পূর্বেই

তৎপুত্রের তৎ-জ্ঞাপন—

মধ্যে মধ্যে কোন জন অভিভাগ্যবানে।

পূর্বে কহি’ রাখিয়াছে জগন্নাথ-স্থানে ॥ ১৯৯ ॥

বালক নিমাইর অসাধারণ ও সযত্নে লাগ্য—

“প্রাকৃত বালক কভু এ বালক নহে।

যত্ন করি’ এ বালকে রাখিহ হৃদয়ে ॥” ২০০ ॥

গৌর-নারায়ণের নিজগৃহ-প্রাক্ষণে নিরন্তর গুপ্ত ক্রীড়া—

নিরবধি গুপ্তভাবে প্রভু কেলি করৈঃ

নৈকুণ্ঠনায়ক নিজ-অঙ্গনে বিহরে ॥ ২০১ ॥

পিতার অহুমোদনফলে নিমাইর হর্ষ—

পড়িতে আইলা প্রভু বাপের আদেশে।

ইহলেন মহাপ্রভু আনন্দবিশেষে ॥ ২০২ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ্র জ্ঞান।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২০৩ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিপাণ্ডে শ্রীবিষ্ণুরূপসন্ন্যাসাদি-

বর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

লোক-বেদ-মতে,—লৌকিক ব্যবহার ও নৈদিক কণ্ঠ-
কাণ্ডমুদার; আমি,—সম্পূর্ণ নিন্দোষ-গুণাকর ভগবান্ ॥

মূর্খে,—স্বরূপতঃ, বস্তুতঃ; দুষণ,—দোষ, হেয়তা অর্থাৎ
অশুদ্ধি, অপবিত্রতা, অশুচিতা; যাতে,—যেহেতু ॥ ১৭৭ ॥

হালী,—রক্তনের বা পাকের পাত্র। আর্ন্তগণ খাণ্ড-বিষয়ে
সকড়ি ও নি-সকড়ি বিচার করিয়া থাকেন। বৈষ্ণবদ্ব্যুতি-
অহুসারে ভগবান্, ভক্ত ও গ্রন্থ-ভাগবত এবং ভগবৎ-
প্রসাদ পাদোদকাদি শুদ্ধসত্ত্ব চিন্ময় বস্তুর স্পর্শপ্রভাবে সকল
দ্রব্যই অতীব স্পৃগ ও পবিত্রীভূত হয়,—ইহা আর্ন্তের প্রাকৃত
দর্শনোপ গুণ্য শুদ্ধি-বিচারের অতীত ॥ ১৭৮ ॥

মন্দ,—প্রাকৃত, জড়ীয়, হেয় ॥ ১৭৯ ॥

সর্বতত্ত্ব,—অব্যয়জ্ঞান তত্ত্ব ॥ ১৮০ ॥

তিলাক্ষেপ,—বিশুদ্ধাত্ত ও, কিঞ্চিৎপ্রাণ ॥ ১৮১ ॥

স্মৃতিসকল,—দোভাগ্যবান্ বিষ্ণুপ্ৰীতিকামি জনগণ ॥

যেন ইন্দ্রনীলমণি,—অর্থাৎ নিমাইর গৌর-অঙ্গে সর্বত্রই
মণ্ডি ও বর্জিত রক্তনাত্মাদির কাদিমা লিপ্ত থাকায়, বোধ
হইতেছিল, যেন নীলকান্তমণি স্বীয় আভা বিকীর্ণ করিতেছে;

অথবা তাঁহাকে যেন সাক্ষাৎ শ্রীনন্দ-গোপালের ছায় বা
ভা ১১৫।১২—“কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাংকৃষ্ণং” শ্লোকস্থিত ‘অকৃষ্ণম্’
পদের শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা-মতে, কলিযুগাবতারের “ইন্দ্র-
নীলমণিবৎ উজ্জ্বল” বর্ণের ছায় কৃষ্ণবর্ণ দেখিতেছিল ॥ ১৯০ ॥

বোলে,—কথায়, উক্তিবশতঃ ॥ ১৯৪ ॥

যজ্ঞসূত্র,—উপনয়নকালীন ত্রিবিধসূত্র। স্বাধ্যায়-প্রায়শ্চে
এই যজ্ঞসূত্র-চিহ্ন—অবগা ধারণীয়। একজন্য শূদ্রগণের-
শাস্ত্রাধ্যয়নে অধিকার নাই। ষিদ্ধান্তিমাংসেরই যজ্ঞসূত্র ও
যাজন, দান ও অধ্যয়নে অধিকার লাভ ঘটে। এতদ্ব্যতীত
যাজন, অধ্যাপন ও প্রীতিগ্রন্থ,—এই ছয়টি কার্যে একমাত্র
ব্রাহ্মণেরই অধিকার। সূত্রচিহ্ন ব্যতীত ব্রাহ্মণের যজ্ঞাধিকার
হয় না। “উপ—বেদসমীপে স্থাং নেম্বে” অর্থাৎ ‘আমি
তোমাকে বেদ-সমীপে উপনীত করাইব, অর্থাৎ বেদ অধ্যয়ন
করাইব’, এ উদ্দেশ্যেই আচার্য্যকর্তৃক মানবকে উপনয়ন-
সংস্কার বা যোজ্ঞি-বন্ধনদ্বারা বেদপাঠে অধিকার প্রদত্ত হয় ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তম অধ্যায়ঃ ।

অষ্টম অধ্যায়

কথাসার—এই অধ্যায়ে নিমাইর উপনয়ন ও গঙ্গা-দাসপণ্ডিতের নিকট অধ্যয়ন, জগন্নাথ-মিশ্রের স্বপ্নযোগে বিশ্বস্তরের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধ-গ্রহণাদি লীলা-দর্শন, মিশ্রের অন্তর্ধান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শুভমাসে শুভদিনে শুভক্ষণে মহামহোৎসবমুখে শ্রীগৌর-সুন্দর উপনয়ন-সংস্কার-গ্রহণলীলা এবং জীবোদ্ধারার্থ বামন-লীলা আবিষ্কারপূর্বক সকলের নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিলেন। নবদ্বীপের ‘অধ্যাপক-শিরোমণি’ অভিন্ন-সান্দী-পনি-মুনি গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের নিকট শ্রীগৌরসুন্দর অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করিলেন। গঙ্গাদাস তাঁহার শিষ্যগণের মধ্যে নিমাইকে সর্বশ্রেষ্ঠ বুদ্ধিমান দেখিতে পাইয়া বড়ই আনন্দিত হইলেন। গঙ্গাদাসের শিষ্যগণের মধ্যে শ্রীমুরারি-গুপ্ত, কমলাকান্ত ও কৃষ্ণানন্দ প্রভৃতি যে-সকল প্রদান ও বন্ধোজ্ঞেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন, তাঁহাদিগকেও নিমাই নানাবিধ কাকি জিজ্ঞাসা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। গঙ্গার ঘাটে ঘাটে গিয়া নিমাই পুড়ুয়াগণের সহিত কলহ করিতেন। নিমাই স্বত্রব্যাপ্য-কালে বাহা নিজে স্থাপন করিতেন, তাহাষ্ট আবার স্বয়ং খণ্ডন ও পুনরায় অতিসুন্দরভাবে স্থাপন করিয়া পুড়ুয়াগণের বিষয় উৎপাদন করিতেন। নিমাইর এই বিজ্ঞান-লীলা দর্শন করিবার জন্য সর্বজ্ঞ-বৃহস্পতি ও শিষ্যের সহিত নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ভাগীরথী অনেকদিন যাবৎ “উর্দ্ধির্বোধিগাস-পদ্মনাভপানু-বলিনী” যমুনার ভাগ্য-বাঞ্ছা করিতেছিলেন; বাঞ্ছা-কল্পতরু গৌরসুন্দর গঙ্গা-দেবীর সেই বাঞ্ছা নিরন্তর পূর্ণ করিতে থাকিলেন। নিমাই গঙ্গা-মান, যথা-বিধি ত্রীবিষ্ণুপূজন, তুলসীকে জলপ্রদান ও প্রসাদ-ভোজনাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়া গৃহে নির্জনে অধ্যয়ন-লীলা এবং স্বজের টিপ্পনী প্রভৃতি প্রণয়ন করিতেন। জগন্নাথ-মিশ্র এই সকল দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত আনন্দ অসুভব করিতে থাকিলেন এবং বাৎসল্য-প্রেমের স্বভাব-নিবন্ধন নিম্ন-পুঞ্জের কোনপ্রকার বিষয় না হয়, তাবিষয়ে কৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা জানাইতেন। একদিন মিশ্র স্বপ্নে দেখিতে

পাইলেন,—‘নিমাই অত্যন্ত সম্মাদি-বেশ দারণপূর্বক অষ্টোতাচাৰ্যাদি ভক্তগণে বেষ্টিত হইয়া অল্পখণ কৃষ্ণনামে হাথ, নৃত্য ও ক্রন্দন করিতেছেন; কখনও বা নিমাই বিষ্ণু-খট্টার উপর আরোহণ-পূর্বক সকলের মস্তকে শ্রীচরণ প্রদান করিতেছেন; চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, সপ্তস্রবদনাদি দেবগণ, সকলেই “জয় শ্রীশচীনন্দন” বলিয়া চতুর্দিকে তাঁহার জ্ঞতি গান করিতেছেন; কখনও বা নিমাই কোটি-কোটি অমুগামী গোবর্ধন সহিত প্রাতি-নগরে হরিনাম কীর্তন করিতে করিতে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছেন; কখনও বা ভক্তগণের সহিত নীলাচলে গমন করিতেছেন।’ এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া ‘নিমাই নিশ্চয়ই গৃহ ত্যাগ করিবেন’ এই আশঙ্কায় মিশ্র অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া পড়িলেন; শচীদেবী মিশ্রকে শাসনা দিয়া বলিলেন,—‘নিমাই-বৈষ্ণব বিজ্ঞা-রসে নিমগ্ন হইয়াছে, তাহাতে সে গৃহ ছাড়িয়া কোথাও বাটবে না।’ কিছুকাল পর মিশ্রের অন্তর্ধান হইল। শ্রীদশরথ-বিজয়ে (ভক্তবিরহে) শ্রীরামচন্দ্র যেরূপ ক্রন্দন করিয়াছিলেন, মিশ্রের বিজয়েও শ্রীগৌরসুন্দর তদ্রূপ বিস্তর ক্রন্দন করিলেন। অনন্তর নিমাই শচী-মাতাকে বহু শাসনা-বাক্যে প্রবোধ দিয়া বলিলেন,—‘আমি তোমাকে ব্রহ্ম-মহেশ্বরের স্নেহভর প্রদান করিব’ একদিন নিমাই গঙ্গাস্নানার্থ গমন-কালে শচীদেবীর নিকট গঙ্গা-পূজার জন্য তৈল, আমলকী, মালা, চন্দন প্রভৃতি চাহিলেন। শচীদেবী নিমাইকে একটু অপেক্ষা করিতে বলায়, নিমাই ক্রোধে রক্ত হইয়া গৃহস্থিত যাবতীয় জব্য, এমন কি, ঘর-দ্বার চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলিতে লাগিলেন। সনাতনধর্ম-সংরক্ষক ভগবান কেবলমাত্র জননী গায়ে হস্ত উত্তোলন করিলেন না। সমস্ত বস্ত্র ভগ্ন হইবার পর অবশেষে নিমাই ভূমিতে গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। শচীদেবী গন্ধ-মালাদি আনয়নপূর্বক নিমাইর গঙ্গা-পূজার আয়োজন করিয়া দিলেন। যশোদা যেরূপ গোকুলে কৃষ্ণের সমস্ত চাপলা সহ্য করিতেন, তদ্রূপ শচীদেবীও নবদ্বীপে নিমাইর সর্ববিধ চাকল্য সহ্য করিতেন। নিমাই

গন্ধা-স্নানাদি করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক ভোজনাদি সমাপ্ত করিলে, শচীদেবী পুষ্পকে বুঝাইয়া বলিলেন,— ‘এইরূপে গৃহ-সামগ্রীর অপচয় করিয়া তোমার কি লাভ হইল? কাল কি থাকিবে,—এমন কোন সম্বল গৃহে নাট।’ তদন্তরে নিমাই জননীকে বলিলেন,—‘বিশ্বস্তর-কৃষ্ণই সকলের একমাত্র পোষ্টা; তাঁহার দাসগণের পক্ষে নিজ-নিজ-আহারের জ্ঞাত চিন্তা নিষ্প্রয়োজন।’ ইহা বলিয়া সরস্বতী-পতি গৌরসুন্দর অধ্যয়ন-লীলা-প্রকাশার্থ বাহিরে গমন করিলেন এবং গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া জননীকে হস্তে দ্রষ্ট তোলা স্বর্ণ প্রদানপূর্বক বলিলেন,—‘কৃষ্ণ এই সম্বল প্রদান করিয়াছেন, ইহা ভাঙ্গাইয়া বাবতীয় ব্যয় নির্বাহ কর।’

শচীদেবী দেখিলেন,—যখনই গৃহে কোনপ্রকার সম্বলের সঞ্চার হয়, তখনই নিমাই কোথা হইতে যেন স্তবর্ণ লইয়া আসেন! শচীদেবী ভীত হইলেন!—‘কি জানি, পাছে কোন প্রমাদ আসিয়া পড়ে!’ দশ-পাঁচজনের নিকট দেখাইয়া শচীদেবী সেই স্তবর্ণ-খণ্ডসমূহকে ভাঙ্গাইয়া ঘরের আবগুকীয় জিনিষ-পত্রাদি সংগ্রহ করিতেন। স্নান, ভোজন, পর্যটন, সকল-সময়েই নিমাই শাস্ত্র-চর্চা লইয়া থাকিতেন। জগতের ভাগ্য-দোষে তখনও তিনি আত্ম-প্রকাশ করেন নাই। অতঃপর হরিভক্তিশূন্য সংসারের চিত্র ও তজ্জন্ত পর-হুং-হুংখী বৈষ্ণবগণের হৃদয়-বেদনা-বর্ণন-মুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। (গোঃ ভাঃ)

জয় জয় কৃপাসিদ্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।

জয় শচী-জগন্নাথ-গৃহ-শশধর ॥ ১ ॥

নিত্যানন্দ-প্রাণ সঙ্কীর্তন-প্রবর্তক গৌরের জয়—

জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ।

জয় জয় সঙ্কীর্তন-ধর্মের নিধান ॥ ২ ॥

সাবরণ গোবকণা-শ্রবণেই শুদ্ধভক্তি-লাভ—

ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাজ জয় জয়।

শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥

অধোজ্ঞ বিশ্বস্তরের মিশ্রগৃহে অজ্ঞাতভাবে অবস্থান—

হেমমতে মহাপ্রভু জগন্নাথ-ঘরে।

নিগূঢ়ে আছেন, কেহ চিনিতে না পারে ॥ ৪ ॥

শিশুচিত সর্ববিধ ক্রীড়াহুতান—

বাল্যক্রীড়া-নাম যত আছে পৃথিবীতে।

সকল খেলায় প্রভু, কে পারে কহিতে? ৫ ॥

আমায়-পারস্পর্যে স্কৃতিশালি-জনগণের গৌরলীলা-

শ্রবণে সৌভাগ্য-লাভ—

বেদ-দ্বারে ব্যস্ত হৈবে সকল পুরাণে।

কিছু শেষে শুনিবে সকল ভাগ্যবানে ॥ ৬ ॥

নিমাইর শুভ উপনয়ন-কালোদয়—

এইমত গৌরচন্দ্র বাল্যরসে ভোলা।

বজ্রোপবীভের কাল আসিয়া মিলিলা ॥ ৭ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরসুন্দরই কীর্তনাত্মা ভক্তির প্রবর্তক। শ্রীমদ্ভাগবত (১১।৫।৩২) “কৃষ্ণবর্ণং দ্বিরাংকৃষ্ণং সাক্ষোপাধাস্তপার্শ্বদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্তনপ্রায়ৈর্গজভি হি স্মৈধসঃ।” শ্লোকে তাঁহাকেই নির্দেশ করিয়াছেন। শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের (৭।৫।২৩ ২৪) “শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ” শ্লোকের টীকা-মধ্যে কলিমুগ-পাবনাবতীরী শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের কীর্তনাত্মা ভক্তি-প্রচারের কথাই ‘মুগা-প্রচার’-জ্ঞানে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন,—“অতএব যথাপাতা ভক্তিঃ কলৌ কর্তব্যং, তদা কীর্তনাত্মা ভক্তিসংযোগেনৈব।” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের

আদি ৩য় পঃ ৭৬ সংখ্যায় এরূপ উক্ত হইয়াছে,—“সংকীর্তন-প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য। শ্রীকৃষ্ণে জানাঞা তেহো বিধ কৈলা ধন ॥” ২ ॥

‘বেদ’-শব্দে—(১) বিষ্ণু, (২) ঐতিহ্য, (৩) আমায়, (৪) হৃদয়, (৫) ব্রহ্মা, (৬) নিগম।

‘পুরাণ’-শব্দে অষ্টাদশপুরাণ, বিংশ উপপুরাণ এবং ঐতিহ্য-সমূহ। ছন্দাবতীরী শ্রীগৌরসুন্দরের কথা প্রায় সমস্ত পুরাণেই ন্যূনাধিক স্থান লাভ করিলেও তাহা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যাত হয় নাই। বৈষ্ণবের হৃদয়েই বিষ্ণুর অধিষ্ঠান। বৈষ্ণবের

নিমাইর উপনয়ন-দিবসে আত্মীয়-স্বজনগণের বথাসোগ্য

— শুভকার্য্য-সম্পাদন—

যজ্ঞসূত্র পুত্রের দিবারে মিশ্রবর।

বজ্রবর্গ ডাকিয়া আনিলা মিজ-ঘর ॥ ৮ ॥

পরম-হরিশে সন্তে আসিয়া মিলিলা।

যার যেন যোগ্য-কার্য্য করিতে লাগিলা ॥ ৯ ॥

শ্রীগণের হলধ্বনি-মুখে কৃষ্ণগীতি—

শ্রীগণে ‘জয়’ দিয়া কৃষ্ণগুণ গায়।

নটগণে মৃদঙ্গ, সানাই, বংশী বাঁয় ॥ ১০ ॥

বিপ্রবর্গের বেদমন্ত্রোচ্চারণ ; মিশ্রভবনে আনন্দাবির্ভাব—

বিপ্রগণে বেদ পড়ে, ভাটে রায়বার।

শচীগৃহে হইল আনন্দ-অবতার ॥ ১১ ॥

মুখেই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বাণী নির্গত হয়। পুরাণাদির ব্যাখ্যায় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মুখে শ্রীগৌরমুন্দরের অদ্বুত চরিত্রের কথা প্রকাশিত হইবে। বেদাদিশাস্ত্র মহাত্ম ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরই নিঃস্বসিত বণিয়া শুনা যায়। সেই বেদবিভাগকর্ত্তা শ্রীব্যাসদেবই কলিযুগে শ্রীমদ্ভাগবতভিন্ন শ্রীচৈতন্যভাগবতের রচয়িতা শ্রীসন্দাবনদাস ঠাকুর। এই-জন্ত শ্রীচৈতন্যভাগবত-সম্বন্ধে শ্রীকবিরাজ-গোস্বামিপ্রভৃ লিখিয়াছেন,—“মহম্মদ রচিত নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। সন্দাবন-দাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥”

বেদদ্বারে বাক্ত হইবে,—এই ভবিষ্যৎ-পদ-প্রয়োগ বেদশাস্ত্রের নিত্যত্বের বাধক নহে। বিভিন্ন মন্তরে ও বিভিন্ন যুগ-প্রারম্ভে ভগবান্ শ্রীনারায়ণ তৎসেবকবর ব্রহ্মার হৃদয়ে বেদ ব্যক্ত করিয়া শ্রীব্যাসগণের দ্বারা স্বীয় বৈকুণ্ঠ নাম, রূপ, গুণ ও লীলা প্রচার করেন ॥ ৬ ॥

ভোলা,—কাহারও মতে, ‘বিহ্বল’-শব্দের অপভ্রংশ ; ভোল + আ (সাদৃশ্যে), মন্ত, আত্মবিশ্বত।

যজ্ঞোপবীতের কাল—“অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণম্পনয়ীত,” এই ঋতিবাক্যে ‘ব্রাহ্মণগৃহে উভূত বটুকে অষ্টমবর্ষে মোজি-বন্ধন-সংস্কার প্রদান করিবে’—এই বিধি জানা যায়। এখানে ‘ব্রাহ্মণ’-শব্দে ভাবি-কালে যাহারা ‘ব্রাহ্মণ’ হইবেন, তাহাদিগকেই উদ্দেশ করা হইয়াছে। “গৃহার্থী সদৃশঃ ভাধ্যামুষহেৎ” (ভা ১১।১৭।৩৯),—এই বাক্যে যেরূপ ভাবি-কালীয়া ভাধ্যাই উদ্দিষ্ট হইয়াছে, তজুপ অব্রাহ্মণ থাকাকালেও অল্পশনীত ব্যক্তির ভাবিকালীয় ব্রাহ্মণতাকে লক্ষ্য করিয়াই তাহাকে ‘ব্রাহ্মণ’ বল্য হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন (৭।১১।১০),—“সংস্কারা যত্রাবিজ্জিরাঃ স বিজ্ঞো-জগাদ যন্” অর্থাৎ (ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া মানবকের জন্মদাতা পর্য্যন্ত পুরুষগণের) দশসংস্কার অবিজ্জি

থাকিলে, ব্রহ্মা যাহাকে এবম্বৃত্ত-সংস্কারযুক্ত বলিয়াছেন, তিনিই ‘বিজ্ঞ’। কলিতে অর্থাৎ বিবাদযুগে “গন্তকাঃ শূদ্র-কল্লা হি ব্রাহ্মণাঃ কলিসম্ভবাঃ। তেষামাগম-মার্গেণ শুদ্ধির্ন শ্যোতবদ্যনা ॥” এই বিষ্ণুযামলবাক্যে শৌক্যবিচারের শুদ্ধির অভাব থাকায়, আগম বা পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষাতেই ‘শুদ্ধি’ জ্ঞান যায়। অতএব, (ভা ৭।১১।৩৫—) “যন্ত যজ্ঞকণং গোত্রং পুংসো বর্ণাভিভাজকম্। যদজ্ঞাপি দৃষ্টে ত ত্তেনৈব বিনির্দিশেৎ ॥” এই বাক্যে এবং (ইহার শ্রীধরশাস্ত্রিপাদ-লিখিত) “যদ্ যদি যজ্ঞত বর্ণান্তরেণপি দৃষ্টেত, তবর্ণান্তরং তেনৈব লক্ষণমিতি ত্তেনৈব বর্ণেন বিনির্দিশেৎ, ন তু জাতি-নিমিত্তেনৈত্যর্থঃ” এই টীকায়, (মহা-ভাঃ অমু-শাঃ-পঃ ১৪৩ অঃ ৪৬ ও ৫০ —) “শূদ্রোঃপাণ্যাগমসম্পন্নো বিজ্ঞো ভবতি সংস্কৃতঃ” এবং “ন যোনির্নাপি সংস্কারো ন ঋতং ন চ যজ্ঞতিঃ। কারণানি দ্বিজত্বস্তত্ত্বমেব তু কারণম্ ॥”, (নারদ-পঞ্চরাত্রান্তর্গত ভারত্বাঙ্গসংহিতায় ২য় অঃ ৩৪—) “স্বয়ং ব্রহ্মণি নিষ্কিপ্তান্ জাতানেন হি যদ্বতঃ। বিনীতানথ পূজাদীন্ সংস্কৃত্য প্রতিবোধয়েৎ”, (হঃ ভঃ বিঃ—২য় বিঃ প্রত তত্ব-সাগরবাক্য—) “যথা কাঞ্চনতাং বাতি কাংশ্চং রসবিধানতঃ। তথা দীক্ষা-বিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্ ॥” এবং (ইহার শ্রীসনাতন-গোস্বামিপ্রভৃ-কৃত) “নৃণাং সর্বেষামেব, দ্বিজত্বং বিপ্রতাং, এই দ্বিগদর্শিনী-টীকা-বাক্যে, (তৎকৃত শ্রীহৃদয়গ-বতামৃততে ২য় পঃ ৪র্থ অঃ ৩৭—) “দীক্ষালক্ষণধারিণঃ” পদের তল্লিখিত “দীক্ষায়াঃ সাবিতাদি-বিষয়কাস্তা ভগবদ্ব্যবহা-বিসয়কাস্তা যানি লক্ষণানি ক্রমেণ যজ্ঞোপবীত-কমণ্ডলু-ধারণাদীনি দর্শুঃ শীলমেধামিতি তথা তে” এই টীকায়, (ত্রঃ সং ৫।২৭ শ্লোকের শ্রীজীব-গোস্বামিপ্রভৃকৃত) “এবং দীক্ষাতঃ পরষ্ঠাদেব তন্ত (ব্রাহ্মণঃ) ক্রমতঃ দ্বিজত্বসংস্কারতদাবামিতত্বাৎ তদ্ব্যভা-ধিদেবাক্ষাতঃ” এই ভাষ্যে এবং এইরূপ অসংখ্য শাস্ত্র ও

উপনয়ন-কালে সৰ্ব্বশুভযোগ-সম্মিলন—

যজ্ঞসূত্র ধরিবেম শ্রীগৌরসুন্দর।

শুভযোগসকল আইল শচী-ঘর ॥ ১২ ॥

শুভদিনে শুভক্ষণে বিশ্বস্তরের উপনয়ন-গ্রহণ-লীলা—

শুভমাসে, শুভদিনে শুভক্ষণ ধরি’।

ধরিলেন যজ্ঞসূত্র গৌরাজ শ্রীহরি ॥ ১৩ ॥

যজ্ঞহুত্বরূপে শ্রীঅনন্তের তৎপ্রভু বিশ্বস্তর-সেবা—

শোভিল শ্রীঅঙ্গে যজ্ঞসূত্র মনোহর।

সূক্ষ্মরূপে ‘শেষ’ বা বেড়িলা কলেবর ॥ ১৪ ॥

বামনাবতারের ছায় বিশ্বস্তরের ব্রাহ্মণ বটলীলা—

দর্শনে সকলের আনন্দ—

হইলা বামনরূপ প্রভু গৌরচন্দ্র।

দেখিতে সবার বাড়ে পরম আনন্দ ॥ ১৫ ॥

শাক্যদত্তকণ্যাদেব বিশ্বস্তর-দর্শনে সকলের অমর্ত্য-বুদ্ধি—

অপূর্ব ব্রাহ্মণ্য-ভেজ দেখি’ সর্বগণে।

মর-জ্ঞান আর কেহ নাহি করে মনে ॥ ১৬ ॥

বভ্রুগণের গৃহে ব্রহ্মচারি-বেশে নিমাইর ভিক্ষা—

হাতে দণ্ড, কান্ধে ঝুলি, শ্রীগৌরসুন্দর।

ভিক্ষা করে প্রভু সর্ব-সেবকের ঘর ॥ ১৭ ॥

হর্বতরে সকলের বথাসাধা ভিক্ষা-প্রদান—

যার বথাসক্তি ভিক্ষা সবেই লক্ষ্যসাধে।

প্রভুর ঝুলিতে দিয়া নারীগণ হাসে ॥ ১৮ ॥

ব্রহ্মা, রুদ্রাদি দেব ও মুনিগৃহিণীগণের ব্রাহ্মণীকরণ-ধারণ—

দ্বিজপত্নীরূপ ধরি’ ব্রহ্মাণী, রুদ্রাণী।

যত পতিব্রতা মুনিবর্গের গৃহিণী ॥ ১৯ ॥

বিশ্বস্তরের বামনরূপ-দর্শনে সকলের ভিক্ষা-প্রদানরূপ সেবা—

শ্রীবামন-রূপ প্রভুর দেখিয়া সন্তোষে।

সবেই ঝুলিতে ভিক্ষা দিয়া দিয়া হাসে ॥ ২০ ॥

জীবোদ্ধার-নিমিত্ত বিশ্বস্তরের বামনরূপ-ধারণ-লীলা—

প্রভুও করেন শ্রীবামন-রূপ-লীলা।

জীবের উদ্ধার লাগি’ এ-সকল খেলা ॥ ২১ ॥

গৌরভক্ত গ্রন্থকারের বামনরূপধারী গৌর—

পাদপদ্মা শ্রয়-প্রার্থনা—

জয় জয় শ্রীবামনরূপ গৌরচন্দ্র।

দান দেহ’ হৃদয়ে তোমার পদচন্দ্র ॥ ২২ ॥

গৌরের উপনয়ন-লীলা-শ্রবণে চৈতন্য-চরণা শ্রয়-প্রাপ্তি—

যে শুনে প্রভুর যজ্ঞসূত্রের গ্রহণ।

সে পায় চৈতন্যচন্দ্র-চরণে শরণ ॥ ২৩ ॥

মহাজনবাচ্যে পাক্ষরাত্রিক-দীক্ষাবিধি অনুসারে লক্ষদীক্ষ সকল মানবেরই উপনয়নসংস্কার আবহমানকাল নিত্য বিহিত হইয়াছে। অতএব বৃত্তিক-তাত্ত্বিক-আয়াহুসারে (ত্রঃ স্থঃ ১৩২৯ হুত্রেণ শ্রীজয়তীর্থাদকৃত তত্ত্বপ্রকাশিকা টীকায়) শৌক ও বৃত্তব্রাহ্মণতা, উভয়ই সিদ্ধ। উপনয়ন-সংস্কার প্রদান করিবার তাৎপর্য এই যে, সংস্কার-গ্রহণের পরই তাঁহার স্বাধায়ে অধিকার জন্মে; যেহেতু অনুপনীত ব্যক্তি ব্রহ্মহুত্রেণ ‘অপশুজ্ঞাদিকরণ-বিচারাহুসাবে’ বেদান্ত-শ্রবণে অযোগ্য। পাক্ষরাত্রিক-মতগ্রহণের পর, ~~ইহার~~ মতদপক্ষরাত্র-মতে লক্ষদীক্ষ ব্যক্তি দশসংস্কার অবশ্যই গ্রহণ এবং তদনন্তর মন্দের অর্থ শ্রবণ করিবেন ॥ ৭ ॥

বা’য়,—(বাষ্ঠ-শব্দজাত), বাজায় ॥ ১০ ॥

রায়বার,—জ্ঞতি বা সুখ্যাতি-গান; অপর অর্থ—জ্ঞতি-পাঠক; দোতা।

হইল আনন্দ অবতার,—আনন্দ মূর্ত্তিবিগ্রহরূপে অবতীর্ণ,

আবির্ভূত বা প্রকটিত হইলেন, অর্থাৎ, আনন্দের হাট প্রকাশিত হইল ॥ ১১ ॥

শেষের যজ্ঞহুত্ব,—(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১২৩-১২৪ সংখ্যায়—“হুত্ব পাহকা, শব্দা, উপাদান, বসন। আরাম, আবাস, যজ্ঞহুত্ব, সিংহাসন ॥ এত মূর্ত্তিভেদ করি’ কৃষ্ণসেবা করে। কৃষ্ণের ‘শেষতা’ পাক্ষা ‘শেষ’-নাম ধরে ॥” ১৪ ॥

বামনরূপ,—পর্যাক্রান্ত ব্রাহ্মণবটরূপী বিষ্ণু-অবতার (ভা ৮ম স্বঃ ১৮-২১ অঃ দ্রষ্টব্য)। কণ্ঠপের ওরসে অদিতির গর্ভে শ্রীবামনদেব বা শ্রীউপেন্দ্র আবির্ভূত হন। দৈত্যরাজ বলি-অশ্বমেধ-যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়াছেন শুনিয়া তৎসমীপে গমন করিয়া ‘মায়ামানবক’-বটু শ্রীউপেন্দ্র স্বীয় পদের পাদত্রয়-পরিমিত ভূমি প্রতিগ্রহ করিবার অভিলাষ করেন। মায়িক ত্রিগুণময়-সর্গে ভগবান বিষ্ণুর একপাদ বিভূতি এবং মায়-ভীত শুদ্ধসব বৈকুণ্ঠে ত্রিপ্রাদ-বিভূতি অবস্থিত। ‘কায়’-শব্দে স্থলজগৎ, ‘মনঃ’-শব্দে হৃদয়জগৎ এবং ‘বাক্য’-শব্দে বৈকুণ্ঠ

ওক্সস্বয়মী শচী-গৃহে গৌর-নারায়ণের বেদগোপ্য লীলা—

হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক শচী-ঘরে ।

বেদের নিগূঢ় নানামন্ত ক্রীড়া করে ॥ ২৪ ॥

বিশ্বস্তরের অধ্যয়নেচ্ছা—

ঘরে সর্বশাস্ত্রের বুঝিয়া সমাধিত ।

গোষ্ঠী-মাকে প্রভুর পড়িতে হৈল চিত ॥ ২৫ ॥

কৃষ্ণাধ্যাপক সান্দীপনিই গৌরাধ্যাপক গঙ্গাদাস—

পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ—

মবদ্বীপে আছে অধ্যাপক-শিরোমণি ।

গঙ্গাদাস-পণ্ডিত যে-হেন সান্দীপনি ॥ ২৬ ॥

মহাবৈয়াকরণ পণ্ডিতপ্রবর গঙ্গাদাস—

ব্যাকরণশাস্ত্রের একান্ত তত্ত্ববিৎ ।

তার ঠাঞি পড়িতে প্রভুর সমীহিত ॥ ২৭ ॥

বিশ্বস্তরকে লইয়া মিশের গঙ্গাদাস-গৃহে গমন—

বুঝিলেন পুত্রের ইচ্ছিত মিশ্রবর ।

পুত্র-সঙ্গে গেলা গঙ্গাদাসদ্বিজ-ঘর ॥ ২৮ ॥

সপুত্রক মিশ্র-দর্শনে গঙ্গাদাসের অভ্যর্থনা—

মিশ্র দেখি' গঙ্গাদাস সন্তমে উঠিল ।

আলিঙ্গন করি' এক আসনে বসিল ॥ ২৯ ॥

গঙ্গাদাস-করে পুত্রকে অধ্যয়নার্থ অর্পণ—

মিশ্র বোলে,—‘পুত্র আমি দিখু' তোমা'স্থানে ।

পড়াইবা শুনাইবা সকল আপনে ॥’ ৩০ ॥

গঙ্গাদাসের যথাসক্তি অধ্যাপনার্থ সম্মতি প্রদান—

গঙ্গাদাস বোলে,—‘বড় ভাগ্য সে আমার ।

পড়াইমু যত শক্তি আছেয়ে আমার ॥’ ৩১ ॥

শিষ্যরূপী বিশ্বস্তরকে গঙ্গাদাসের পুত্র-নির্দেশেযে নিজ—

সান্নিধ্যে রক্ষণাবেক্ষণ—

শিষ্য দেখি, পরম-আনন্দে গঙ্গাদাস ।

পুত্রপ্রায় করিয়া রাখিলা নিজ-পাশ ॥ ৩২ ॥

গঙ্গাদাস-কৃত অর্থ একবার শ্রবণ-মাবেই বিশ্বস্তরের

অলৌকিক মেধা-বশে অমুখাবন—

যত ব্যাখ্যা গঙ্গাদাস পণ্ডিত করেন ।

সকল শুনিলে মাত্র ঠাকুর ধরেন ॥ ৩৩ ॥

মবদ্বীপ-পতির “কর্তৃমুক্তমুখ্য”-শক্তি ; “হম ব্যাখ্যা

নয় ও নয় ব্যাখ্যা হয়”-করণ—

শুনার যতেক ব্যাখ্যা করেন শুনন ।

পুনর্ব্বার সেই ব্যাখ্যা করেন স্থাপন ॥ ৩৪ ॥

নিমাইর ব্যাখ্যা-পণ্ডনে সমগ্র সহাদ্যায়ীর অসামর্থ্য—

সহস্র সহস্র শিষ্য পড়ে যত জন ।

হেন কারো শক্তি নাহি দিবারে দূষণ ॥ ৩৫ ॥

নিমাইর অলৌকিক মেধা-দর্শনে চর্যভরে গঙ্গাদাসের

সর্বশ্রেষ্ঠশিষ্য-জ্ঞান—

দেখিয়া অক্লুত বুদ্ধি গুরু হরষিত ।

সর্বশিষ্যশ্রেষ্ঠ করি' করিলা পুজিত ॥ ৩৬ ॥

উদ্দিষ্ট । অতএব যাহা হৃদয় এবং হৃদয় জগতের অতীতরাজ্যে অবস্থিত হইয়া অক্ষয়-জ্ঞানাতীতা, সেই ত্রিপাদ-ভূমিই ভগবান্ শ্রীবামনদেব বলির নিকট যাজ্ঞা করেন । হৃদয়জগৎ ‘ভূলোক’, হৃদয়জগৎ ‘ভুবলোক’ এবং প্রকৃতির অতীত শব্দ-বাচ্য বৈকুণ্ঠ-জগৎ ‘স্বলোক’,—এই ব্যাখ্যাত্রেয়ে নির্দিষ্ট সর্বত্র সমর্পণ করিয়া অর্থাৎ পরমাগত হইয়াই ভগবান্ বিষ্ণুর অমূল্যগণ কর্তব্য । বহির্জগতে বিষ্ণুর উপলব্ধি নাই । বিশুদ্ধসংকেই ‘বাহুদেব’ অবস্থিত । ভগবান্ শ্রীবামনদেব নিবেদিত বলি বা উপহার অর্থাৎ নৈবেদ্যই স্বীকার করেন, তদ্ব্যতীত অন্য কিছু স্বীকার করেন না,—ইহাই শ্রীবামন-ব্রতায়ের শিক্ষা । একজ্ঞ শুদ্ধিকারীর আচমন-ক্রিয়ায় “ও-তথিষ্ঠোঃ পরমং পদং সদা পশুতি স্বরয়ঃ দিবীং চক্ষুরাতম্”

—এই ঋগ্-মন্ত্রোচ্চারণ বিহিত হইয়াছে । জড়বিচারপর সৌরসম্প্রদায় উদয়াচল ও অন্ত্যচলকে লক্ষ্য করিয়া বিষ্ণু-বস্ত্রকে সূর্য্যরূপে দর্শন করেন । ইহা প্রাকৃতবিচারপর জড়কালীয় ত্রিসঙ্খ্যা-শব্দ-বাচ্য । চতুর্দশ ভূবনপতি ভগবান্ ত্রিবিষ্ণু ত্রিসংগের আকরবস্ত্র হইয়াও প্রাকৃত-জগতে কখনও বা বামনরূপ, কখনও বা সাক্ষরিহস্ত-পরিমিত স্বরূপ প্রদর্শন করেন । স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌর-কৃষ্ণ শিশুরূপী ব্রাহ্মণ-বটুর সঙ্খায় ভিক্ষা-গ্রহণরূপ ত্রিবিক্রমাবতারগীলা প্রদর্শন করেন ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্মণ্য-তেজ,—ব্রহ্মবর্চস (ভা ৮:৮:১৮) দ্রষ্টব্য ।

নরজান...মনে,—ভা ৮:৮:২২ দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

হাতে দণ্ড, কান্দে বুলি,—উপনয়ন-কালে ব্রহ্মচারীর

গঙ্গাদাসের অত্যাচারে অস্ত্রবাসী মুকলকেই নিমাইর পরাজয়—

যত পড়ে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে।

সবারেই ঠাকুর চালেন অমুক্কে ॥ ৩৭ ॥

নিমাইর কতিপয় মুখ্য সহাধারী—

শ্রীমুরারি গুপ্ত, শ্রীকমলাকান্ত-নাম।

কৃষ্ণানন্দ-আদি যত গোষ্ঠীর প্রধান ॥ ৩৮ ॥

আচার্য-সমীপে সার্বদ্বী-পঠন, ব্রহ্মহুজ, মেঘলা, কৃষ্ণাজিন ও কোপীনবন্ধ-পরিধান এবং দণ্ড, ছত্র, কমণ্ডলু, কুশ, অক্ষমালা এবং ভিক্ষাপাত্র ('বুলি')-ধারণ এবং মাতৃগণ-সমীপে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে হয়। (ভা ৮।১৮।১৪-১৭ শ্লোকে শ্রীলীলামনদেবের ছায়) শ্রীগৌরসুন্দরের উপনয়ন-সংস্কার ও যথাবিধি স্নানসম্পন্ন হইয়াছিল।

ব্রহ্মাণী,—সরস্বতী; কদাণী,—পার্কটী; মুনি-গৃহিণী,—অনিতা, অননুয়া, অরুণকী, দেবহুতিপ্রভৃতি ঋষিপত্নীগণ ॥

দান দেহ'.....পদদ্বন্দ্ব,—হে গৌরসুন্দর, হৃদয়ে বামন (ব্রাহ্মণবট্ট)রূপী তোমার পাদপদ্ম প্রার্থনা করি; ভা ৮ম ধঃ ২২ অঃ বলির আত্মনিবেদন-দৃষ্টান্ত দ্রষ্টব্য ॥ ২২ ॥

নায়ক,—অধিপতি; নিগূঢ়,—গুপ্ত অথবা সারমর্থ্য।

শ্রীগৌর-নারায়ণ—বৈকুণ্ঠপতি ভগবান্, সূত্ররূপে তিনিই সকলশাস্ত্র-প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যধারণের একমাত্র আধার, তথাপি লৌকিক-লীলার অভিনয়-কল্পে জড়-পণ্ডিত অনু-চানমানিগণের অজ্ঞকটিকৃষ্টি-দ্বারা বিচার-চেষ্টাকে গর্ভণ ও নিবেদন করিয়া, যথার্থ পণ্ডিত বিদ্বান্ বা ভক্তের বিদ্বৎকটিকৃষ্টি-মূলক বিচারের মহিমা প্রদর্শন করিবার জন্ত, সান্দীপনি-মুনির নিকট কৃষ্ণের অধ্যয়নের ছায়, ব্যাকরণাদি শব্দ-শাস্ত্র পড়িবার বাসনা করিলেন ॥ ২৪ ॥

সমীহিত,—সম্যক্ চেষ্টা, ইচ্ছা, মন্তব্য, অভীষ্ট, মর্শ্ব, তাৎপর্য।

চিত্ত,—‘চিত্ত’-শব্দের কোমল রূপ ॥ ২৫ ॥

গঙ্গাদাস,—আদি ২য় অঃ ৯৯ ভাষ্য দ্রষ্টব্য।

সান্দীপনি,—ভা ১০।৪৫।১১-৪৮ এবং বিঃ পুঃ ৫ম অঃ ২০শ অঃ ১৯-২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। কথপ-গোষ্ঠীয় অবস্থীপূর-বাসী মুনি। ইহারই নিকট শ্রীবলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সান্দ্রোপনিষদ অখিল বেদ, স-রহস্য ধর্ম্মসংহিতা, ধর্ম্মশাস্ত্র, গীয়াংসাদি, তর্কবিজ্ঞা, যজুর্বিদ্যা রাজনীতি এবং চতুষ্টয় দিবসে চতুষ্টয় কলা শিক্ষা করিয়াছিলেন। সমস্ত বিজ্ঞা লাভ করিবার পর তাঁহারী ওকদক্ষিণ-গ্রহণার্থ সান্দীপনি-মুনিকে স্বীকার করাইলেন।

পত্নীর পরামর্শে মুনিবর স্বীয় দক্ষিণা-স্বরূপ প্রভাস-ক্ষেত্রে লবণ-সমুদ্রে মৃত-পুত্রের পুনর্জীবন প্রার্থনা করায় শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ সমুদ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন। প্রণত সমুদ্রের মুখে শঙ্খরূপী পঞ্চজন-নামক দৈত্যকর্তৃক গুরুপুত্রোপহরণ-বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া উহার বধসাধনপূর্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তদীয় অস্থিভাঙ পাঞ্চজন্য শব্দ গ্রহণ করিলেন; কিন্তু গুরু-পুত্রকে তথায় না পাইয়া বলরামের সহিত সংযমী-নাম্নী যমপুরীতে গমনপূর্বক শব্দ বাদন করিলেন। শব্দনিবাদের শ্রবণে যম আসিয়া তাঁহাদিগের যথাবিধি পূজা করিবার পর গুরুপুত্রকে প্রত্যর্পণ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহাকে গ্রহণ-পূর্বক পিতৃহস্তে প্রদান করিলেন ॥ ২৬ ॥

ইঙ্গিত,—গৃঢ় অভিপ্রায়; সঙ্কেত, ‘ঠার’, ‘ইসারা’ ॥ ২৮ ॥

প্রায়,—তুল্য। পাশ,—‘পাশ’-শব্দজাত, নিকট ॥ ২৯ ॥

সকল,—একবার। ধরেন,—উপলব্ধি বা অনুধাবনদ্বারা আয়ত্বীভূত করেন ॥ ৩০ ॥

দিবারে দৃষণ,—দোষারোপ বা খণ্ডন করিতে ॥ ৩৫ ॥

পুঞ্জিত,—পূজা, সম্মান ॥ ৩৬ ॥

চালেন, চালয়ে,—(চল্-ধাতুর শিভস্ত-প্রয়োগ), ‘নাচায়’, সঞ্চালিত, আনোলিত, মোহিত, অপ্ৰতিভ, পরাজয় বা খণ্ডন করেন ॥ ৩৭ ॥

মুরারি-গুপ্ত—‘চৈতন্যচরিত’-নামক সংস্কৃত মহাকাব্যের রচয়িতা; শ্রীহট্ট বৈষ্ণবকুলে প্রকটিত, পরে নবদ্বীপ-প্রবাসী, গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের ছাত্র (আদি ৮ম অঃ), বয়োজ্যেষ্ঠ মুরারির সহিত নিমাইর কক্ষ-দান (আদি ১০ম অঃ), গয়া হইতে ফিরিয়া প্রভুর কৃষ্ণবিরহোৎপত্তিমূর্ত্তা-দর্শনে মুরারির হর্ষ (মধ্য ১ম অঃ), মুরারি-গৃহে প্রভুর বরাহরূপ-প্রদর্শন (মধ্য ৩য় অঃ, চৈঃ ৮ম আদি ১৭ পঃ), নিত্যানন্দ-গৌরের পরস্পর স্তুতি-শ্রবণে মুরারির লহাস্যে রহস্তোক্তি (মধ্য ৪র্থ অঃ), প্রতিরাজিতে শ্রীবাসদেবে প্রভুর কীর্তন-সঙ্গী (মধ্য ৮ম অঃ), প্রভুর মহাপ্রকাশ-কালে মুরারির মুচ্ছা ও তৎপর প্রেমকন্দন ও প্রভুস্তুতি এবং প্রভুরও স্বকৃত্য মুরারি-স্তুতি

বয়োজ্যেষ্ঠ সকল সহাধ্যায়ীর পরাজয়-সাধন—
সবারে চালয়ে প্রভু কঁকি জিজ্ঞাসিয়া ।
শিশুজ্ঞানে কেহ কিছু না বোলে হাসিয়া ॥ ৩৯ ॥
প্রত্যহ পাঠান্তে বয়স্‌গণ-সহ নিমাইর গঙ্গান্নান—
এইমত প্রতিদিন পড়িয়া শুনিয়া ।
গঙ্গান্নানে চলে নিজ-বয়স্‌ লইয়া ॥ ৪০ ॥
নবদ্বীপস্থ অসংখ্য ছাত্রের পাঠান্তে গঙ্গান্নান-রীতি—
পড়ুয়ার অন্ত নাহি নবদ্বীপ-পুরে ।
পড়িয়া মধ্যাহ্নে সবে গঙ্গান্নান করে ॥ ৪১ ॥
বিভিন্ন অধ্যাপকের বিভিন্ন শিষ্যগণের মধ্যে বিবাদ—
একো অধ্যাপকের সহস্র শিষ্যগণ ।
অছোহিজে কলহ করেন অনুরূপ ॥ ৪২ ॥
বালা-বয়সে চপল নিমাইর ছাত্রগণসহ শাস্ত-বিবাদ—
প্রথম বয়স প্রভু স্বভাব-চঞ্চল ।
পড়ুয়াগণের সহ করেন কোন্দল ॥ ৪৩ ॥

ছাত্রগণের মধ্যে পরস্পরের গুরু মহিমায় দোষারোপ—
কেহ বোলে,—‘তোর গুরু কোন্‌ বৃদ্ধি তা’র ।’
কেহ বোলে,—‘এই দেখ, আমি শিষ্য যা’র ॥’ ৪৪ ॥
মুখামুখি হইতে হাতাহাতি—
এইমত অয়ে-অয়ে হয় গালাগালি ।
তবে জল-ফেলাফেলি, তবে দেয় বালি ॥ ৪৫ ॥
অতঃপর পরস্পর প্রহাররস্তু—
তবে হয় মারামারি, যে যাহারে পারে ।
কর্দম ফেলিয়া কারো গায়ে কেহ ধারে ॥ ৪৬ ॥
ফলে কেহ বা ধৃত, কেহ বা অপর-তটে পলায়িত—
রাজার দোহাই দিয়া কেহ করে ধরে ।
মারিয়া পলায় কেহ গঙ্গার ওপারে ॥ ৪৭ ॥
ছাত্রগণের কলহফলে গঙ্গাজলে পঙ্কিগতা-প্রকাশ—
এত ছড়াছড়ি করে পড়ুয়া-সকল ।
বালি-কাদাময় সব হয় গঙ্গাজল ॥ ৪৮ ॥

(মধ্য ১০ম অঃ), মুরারিপ্রভৃতি ভক্তগণের পরস্পর জল-
ক্রীড়া (মধ্য ১৩ অঃ), মহালক্ষ্মীবেশে প্রভুর নৃত্য রাত্রিতে
হরিদাস-সহ মুরারির ‘কোটাল’-বেশে প্রভুর অভিনয়-ধোষণা
(মধ্য ১৮ অঃ), একদিন মুরারি ত্রিবাঙ্গ-গৃহে উপবিষ্ট গৌর-
নিত্যানন্দ-দর্শনে প্রথমে গৌরকে, পরে নিত্যানন্দকে প্রণাম
করিলে ‘তুমি ব্যবহার অতিক্রমপূর্বক প্রণাম করিয়াছ’
বলিয়া মুরারির প্রতি প্রভুর অসন্তোষোক্তি এবং রাত্রিতে
স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দতত্ত্ব-কীর্তন, পরদিবস প্রাতে মুরারির
প্রথমে নিত্যানন্দকে, পরে গৌরকে প্রণাম, তদর্শনে সন্তুষ্ট
হইয়া প্রভুর মুরারিকে স্বীয় চর্চিত তাড়ুল-প্রসাদ-প্রদান,
প্রতীক্ষিত তাড়ুল-প্রসাদে মুরারির প্রেম ও অপ্রাকৃত বুদ্ধি,
প্রভুর ঈশ্বরাবেশে মুরারির নিকট কাশীবাসী নিক্সিংশবাদী
একদণ্ডী প্রকাশানন্দের প্রতি ক্রোধোক্তি ও তৎপ্রসঙ্গে স্বীয়
বাস্তব নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির নিত্যসত্য-কীর্তন, মুরারিকে
বর-দান, প্রভুর উদ্দেশ্যে মুরারির দ্বত-সিদ্ধ অন্ন-নিবেদন,
পরদিন প্রাতে গুরুভোজন-ফলে প্রভুর দ্বিজীর্ণ-লীলাভিনয়
দেখাইয়া মুরারি-দমীপে চিকিৎসার্থ আগমন ও মুরারির
জলপাত্রবিশিষ্ট জল-পান ও আরোগ্যলাভ-লীলাভিনয়; অতঃ
একদিন ত্রিবাঙ্গগৃহে প্রভুর চতুর্ভুজরূপ-ধারণ, মুরারির গুরুদ-

ভাব ও প্রভুর ঈশ্বরক্ষে আরোহণ, প্রভুর অগ্রকটে তদীয়
বিরহ অশ্রু হইবে, ভাবিয়া প্রভুর একটুকালেই মুরারির
দেহত্যাগ-সঙ্কল্প এবং অন্তঃগামি-প্রভুর ও তাঁহার সঙ্কল্প-নিবারণ
ইত্যাদি প্রসঙ্গ (মধ্য ২০শ অঃ), মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণ-সহ
প্রভুর নিশায় নগরকীর্তন, ত্রীধরগৃহে জলপান-দর্শনে মুরারি
প্রভৃতি ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন (মধ্য ২৩শ অঃ), প্রভুর
সন্ন্যাসান্তে অষ্টমতগৃহে আগমন-শ্রবণে শচীসহ মুরারি প্রভৃতি
ভক্তগণের তথায় গমন (চৈঃ চঃ মধ্য ৩য় পঃ ১৫৩), প্রতিবর্ষে
প্রভূদর্শনার্থ মুরারি প্রভৃতি ভক্তগণের পুরী-গমন (চৈঃ চঃ
মধ্য ১১শ পঃ ৮৬, মধ্য ১৬পঃ ১৬, অন্ত্য ১০ম পঃ ৯, ১২১,
১৪০, ১২শ পঃ ১৩), একদিন প্রভুর ঘাদেশে মুরারির
রাগবস্ত্র-স্বচক অষ্টপ্রোক্ত-পাঠ, প্রভুর বর-দান (অন্ত্য ৪র্থ
অঃ), নরেন্দ্র-সনোবরে জলকেলি (অন্ত্য ৯ম অঃ), মুরারির
দৈভোক্তি ও প্রভুরূপা-লাভ (চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ ৭৭-৭৮,
মধ্য ১১ পঃ ১৫২-১৫৮), মুরারির ত্রীদামনিষ্ঠা দর্শনে তাঁহার
যথার্থ ‘রামদাস’-আখ্যা-প্রাপ্তি (চৈঃ চঃ আদি ১৭ পঃ ৬৯,
মধ্য ১৫ পঃ ২১৯), প্রভুর দাক্ষিণাত্যদ্বীপ কালারূপদানের
নবদ্বীপে আগমন-শ্রবণে তৎসহ সাক্ষাৎকার (চৈঃ চঃ মধ্য
১০ম পঃ ৮১), রথাগ্রে কীর্তন (চৈঃ চঃ ১৩ পঃ ৪০),

পক্ষীনারীগণের জলানয়নে ও ব্রাহ্মণাদির স্রোনে অস্থিবিধা —
জল ভরিবারে নাহি পারে নারীগণ ।

না পারে করিতে স্নান ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ ৪৯ ॥

চপল নিমাইর প্রতিঘাটে গিয়া প্রত্যেক ছাত্রের সহ বিবাদ—
পরম-চঞ্চল প্রভু বিশ্বম্ভর-রায় ।

এইমত প্রভু প্রতি-ঘাটে ঘাটে যায় ॥ ৫০ ॥

প্রতিঘাটে পড়ুয়ার অন্ত নাহি পাই ।

ঠাকুর কলহ করে প্রতি-ঠাঞিঠাঞি ॥ ৫১ ॥

প্রতিঘাটে যায় প্রভু গলায় সাঁতারি' ।

একো ঘাটে দুই চারি দণ্ড ক্রীড়া করি' ॥ ৫২ ॥

বয়োজ্যেষ্ঠ বিজ্ঞছাত্রগণ-কর্তৃক কলহ-কারণ জিজ্ঞাসা—

যত যত প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ ।

তারা বোলে,—“কলহ করহ কি কারণ ? ৫৩ ॥

পঞ্জীবৃত্তির তাৎপর্য-জিজ্ঞাসা দ্বারা বিবাদকারীগণের

মেধা-পরীক্ষা—

জিজ্ঞাসা করহ,—‘বুঝি, কার কোন্ বুজি ।

বুজি-পঞ্জি-টীকার, কে জানে, দেখি, শুজি ॥ ৫৪ ॥

নিমাইর উত্তর-প্রদানে উৎসাহ ও ঐংমুখ্য —

প্রভু বোলে,—‘ভাল ভাল, এই কথা হয় ।

জিজ্ঞাসুক আমাদের যাহার চিন্তে লয় ॥ ৫৫ ॥

নিমাইর গর্বে অত ছাত্রগণের অসহিষ্ণুতা ; নিমাইর

স্ব-ক্ষমতায় অচলবিশ্বাস-হেতু নিভীক উক্তি—

কেহ বোলে,—‘এত কেনে কর অহঙ্কার ?’

প্রভু বোলে,—‘জিজ্ঞাসহ যে চিন্তে তোমার ॥’৫৬॥

ধাতুহ্রস্ব-ব্যাপ্যার্থ অমরুদ্র নিমাইর ব্যাখ্যানান্ত—

‘ধাতুসূত্র ব্যাখ্যানহ’—বোলে সে পড়ুয়া ।

প্রভু বোলে,—‘বাখানি যে, শুন মন দিয়া ॥’৫৭॥

সর্বশক্তিমান্ বিশ্বম্ভরের অপূর্ণ ব্যাখ্যান—

সর্বশক্তিসমম্বিত প্রভু ভগবান্ ।

করিলেন সূত্র-ব্যাখ্যা যে হয় প্রমাণ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যা-শ্রবণে সকলের স্তুতি, পুনর্বার নিমাইর তৎপণ্ডন—

ব্যাখ্যা শুনি’ সবে বোলে প্রশংসা-বচন ।

প্রভু বোলে,—‘এবে শুন, করি যে খণ্ডন ॥’৫৯॥

সর্ববিধ ব্যাখ্যা-খণ্ডন সকলকে তৎপূনঃ স্থাপনে আব্বান—

যত ব্যাখ্যা কৈলা, তাহা দূষিলা সকল ।

প্রভু বোলে,—‘স্থাপি’ এবে কার আছে বল ?’৬০॥

তৎশ্রবণে সকলের বিষয়, নিমাইকর্তৃক পণ্ডিত ব্যাখ্যার

পুনঃস্থাপন ও নির্দোষ-ব্যাখ্যা—

চমৎকার সবেই ভাবেন মনে-মনে ।

প্রভু বোলে,—‘শুন, এবে করিয়ে স্থাপনে ॥’৬১॥

সনাতন-সহ মিলন (১০: ৮: অস্তা ৪র্থ পঃ ১০৮, ৭ম পঃ ৪৭), নবদীপে জগদানন্দ-সহ মিলন (১৫: ৮: অস্তা ১২ম পঃ ৯৮ সংখ্যা) প্রভৃতি বৃত্তান্ত দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

প্রথম বয়স,—বাল্যে, শৈশবে ॥ ৪৩ ॥

বৃত্তি, পঞ্জী, টীকা,—‘বৃত্তি’-শব্দে কারিকা বা সংক্ষেপে শ্লোক-বিবৃতি,—“কারিকা যাতনা-বৃত্তোঃ” ইত্যমরঃ, এবং “সংক্ষেপেণ শ্লোকৈর্বিবরণং বৃত্তিঃ” ইত্যমরটীকায়াম্ । “টীকা নিরন্তর-ব্যাখ্যা, পঞ্জিকা পদভঞ্জিকা” ইত্যমরঃ, অর্থাৎ যাহাতে নিরন্তর ব্যাখ্যা আছে, তাহার নাম ‘টীকা’ এবং যাহাতে নিরন্তর পদবিভাগ আছে, তাহার নাম ‘পঞ্জী’ (‘পঞ্জি’—বাহুল্যেণ ভীৎ) বা পঞ্জিকা । “টীকা বিবরণ-গ্রাহঃ” ইত্যমরঃ । পূর্বে কায়স্থগণই পঞ্জিকারক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন,—“অপ কায়স্থঃ করণঃ পঞ্জিকারকঃ” (—জটধরঃ) । সর্ববর্ষা-কৃত কলাপ-ব্যাকরণের তুর্গাসিংহ-কৃত বৃত্তি ও

টীকা, ত্রিলোচন দাস-কৃত পঞ্জী, সুরেশ বিজ্ঞাভূষণ আচার্য্য-কৃত টীকা প্রভৃতি প্রসিদ্ধা । গঙ্গাদাস পণ্ডিত নিমাই-প্রসঙ্গ ছাত্রগণকে কলাপ-ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন ।

ভূক্তি,—শুদ্ধস্বরূপ, প্রকৃত তথ্য, তাৎপর্য্য, মর্ম্ম, তত্ত্ব ॥ ৫৪

নবদীপ-নগরে তৎকালে বহু বিদ্যালয় ছিল, অসংখ্য ছাত্র নানাদেশ হইতে আসিয়া তথায় বিভিন্ন শাস্ত্র অধ্যয়ন করিত । তৎকালে নবদীপ-নগরের সীমা উত্তর-পূর্বাংশে ‘দীপচন্দ্রপুর’ পর্য্যন্ত ছিল ॥ ৪১ ॥

গঙ্গার ওপারে,—বর্তমান সহর-নবদীপ কুলিয়া ও রাম-চন্দ্রপুর প্রভৃতি গ্রামে ॥ ৪৭ ॥

প্রতিঘাটে,—আপনার ঘাট, বারকোণা ঘাট, মাধাইর ঘাট, নগরীয়া ঘাট প্রভৃতি ঘাটে ॥ ৫০ ॥

প্রামাণিক,—বিজ্ঞ, প্রবীণ, প্রধান, কুশল ॥ ৫৩ ॥

প্রমাণ,—(বিণ) প্রমাণ-সিদ্ধ, বিশ্বাস ॥ ৫৮ ॥

পুনঃ হেন ব্যাখ্যা করিলেন গৌরচন্দ্র ।
 সর্ব-মতে সুন্দর, কোথাও নাহি মন্দ ॥ ৬২ ॥
 প্রধান ছাত্রগণের হর্ষভরে নিমাইকে আলিঙ্গন—
 যত সব প্রামাণিক পড়ুয়ার গণ ।
 সন্তোষে সবেই করিলেন আলিঙ্গন ॥ ৬৩ ॥
 ছাত্রগণের পরদিবস পুনরীর প্রমোদে তদন্তর-প্রার্থনা—
 পড়ুয়াসকল বোলে,—‘আজি যেরে যাহ ।
 কালি যে জিজ্ঞাসি, তাহা বলিবারে চাহ ॥’ ৬৪ ॥
 প্রত্যহ নিমাইর গঙ্গায় বিছা-বিলাস-লীলা—
 এইমত প্রতিদিন জাহ্নবীর জলে ।
 বৈকুণ্ঠনায়ক বিছা-রসে খেলা খেলে ॥ ৬৫ ॥
 নিমাইর বিছা-বিলাসের সাতাবার্থ সশিষ্য বৃহস্পতিব
 নবদ্বীপে অবতীর্ণ—
 এই ক্রীড়া লাগিয়া সর্বজ্ঞ বৃহস্পতি ।
 শিশু-সহ নবদ্বীপে হইল উৎপত্তি ॥ ৬৬ ॥
 বালকগণসহ জলক্রীড়াপলক্ষে গঙ্গার পদপারে গমন—
 জলক্রীড়া করে প্রভু শিশুগণ-সঙ্গে ।
 ক্ষণে-ক্ষণে গঙ্গার ও’পারে যায় রঙ্গে ॥ ৬৭ ॥
 দ্বাপরে কৃষ্ণপ্রিয়া যমুনার সৌভাগ্য-দর্শনে গঙ্গাবও তদ্রূপ
 স্ব-সৌভাগ্য-করীণা—
 বহু মনোরথ পূর্বে আছিল গঙ্গার ।
 যমুনায় দেখি’ কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার ॥ ৬৮ ॥
 ‘কবে হইবেক মোর যমুনার ভাগ্য ।’
 নিরবধি গঙ্গা এই বলিলেন বাক্য ॥ ৬৯ ॥
 ব্রহ্মরূপ-স্বতা হইয়াও গঙ্গার যমুনা-সৌভাগ্য-বাঞ্ছা—
 যত্নপিহ গঙ্গা অজ-ভবাঙ্গি-বন্দিতা ।
 তথাপিহ যমুনার পদ সে বাঞ্ছিতা ॥ ৭০ ॥

কলিতে ভক্তবাহা-পুস্তক বিখ্যন্তরের প্রত্যহ ক্রীড়া-ধারা
 গঙ্গার বাহা-পুস্তক—
 বাহ্যকল্পতরু প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
 জাহ্নবীর বাহা পূর্ণ করে নিরন্তর ॥ ৭১ ॥
 গঙ্গাঙ্গে ক্রীড়াগুহে প্রত্যাগমন—
 করি’ বহুবিধ ক্রীড়া জাহ্নবীর জলে ।
 গৃহে আইলেন গৌরচন্দ্র কুতূহলে ॥ ৭২ ॥
 জগদগুরু গৌর-বিষ্ণুর লোকশিক্ষার্থ যথাবিধি
 বিষ্ণু ও তদীয়-পূজন—
 যথাবিধি করি’ প্রভু শ্রীবিষ্ণুপূজন ।
 তুলসীরে জল দিয়া করেন ভোজন ॥ ৭৩ ॥
 ভোজনান্তে নিমাইর নিরঞ্জে পাঠাভ্যাস—
 ভোজন করিয়া মাত্র প্রভু সেইকণে ।
 পুস্তক লইয়া গিয়া বসেন নিরঞ্জে ॥ ৭৪ ॥
 একাগ্রতা দেখাইয়া স্বয়ং কলাপব্যাকরণ-স্বত্রেণ টিগ্ননী-রচন—
 আপনে করেন প্রভু সূত্রের টিগ্ননী ।
 জুলিলা পুস্তক রসে সর্বদেব-মণি ॥ ৭৫ ॥
 পুত্রের পাঠাভ্যাসে মনোযোগ-দর্শনে মিশ্রের তর্ক বিচরণতা—
 দেখিয়া আনন্দে ভাসে মিশ্র-মহাশয় ।
 রাত্রি দিনে হরিশে কিছুই না জানয় ॥ ৭৬ ॥
 পুত্রমুগ-দর্শনে মিশ্রের অলৌকিক হর্ষ—
 দেখিতে দেখিতে জগন্নাথ পুত্র-মুখ ।
 নিতি-নিতি পায় অনির্বচনীয় সুখ ॥ ৭৭ ॥
 দেব্য-পুত্রের রূপ-দর্শনে সেবক-পিতার সাক্ষসেবানন্দ-
 সুখ-তন্ময়তা—
 যেমতে পুত্রের রূপ করে মিশ্র পান ।
 ‘সশরীরে সামুজ্য হইল কিবা তান !’ ৭৮ ॥

মন্দ,—‘গুং’, ছিদ্ৰ, দোষ ॥ ৬২ ॥
 সর্বজ্ঞ,—আদি-বিষ্ণুস্বামী নামান্তর । তিনি পাণ্ডা-
 শে চন্দনবন কল্যাণপুরে আবিস্কৃত হন । বর্তমান কলি-
 যুগে সাক্ষ্যদায়ক বৈষ্ণবধর্মের সর্বপ্রাণী তাহারই প্রথম স্থান ।
 গনি বুদ্ধমত খণ্ডন করিয়া শ্রীজগন্নাথ-দেবকে সুন্দরাচলে
 ইয়া যান । ০খঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে বিজয়পাণ্ডা আবিস্কৃত
 ন । শ্রীপুরুষোত্তম বিজয় করিবারপর পাণ্ডুরাজ স্বদেশে

প্রত্যাবৃত্ত হইলে বৌদ্ধগণ পুনরায় শ্রীজগন্নাথ-দেবকে নীলা-
 চলে লইয়া যায় । কয়েক শতাব্দী পরে সুন্দর-পাণ্ডোর
 রাজ্যাধিকার-কালে পুনরায় উত্তরদেশ-বিজয়ে আগমন সময়ে
 পূর্বস্মৃতিক্রমে যে-স্থলে শ্রীজগন্নাথ দেবকে আনয়ন করা হয়,
 সেই সুন্দরাচল-নামে বৃকবাটিকাট পরবর্তিকালে গুণ্ডিচা-
 নামে খ্যাতি লাভ করে । এই ঘটনার কয়েক দিন পূর্বে
 শ্রীশঙ্কর-শিষ্য পদ্মপাদাচার্য্য ছত্রভোগ-নামক স্থানে ঋত

বস্তুত: মিশ্রের সাযুজ্য-মুক্তির প্রতি বিতৃষ্ণা ও ফল-বুদ্ধি—
সায়ুজ্য বা কোন্ উপাধিক স্মৃতি তাহা।
সায়ুজ্যাদি-স্মৃতি মিশ্র অস্মৃতি করি' মানেন ॥ ৭৯ ॥

নর্মাণ করেন। পরে উহা শ্রীরাগাচাৰ্য্যদ্বারা সমুদ্রতীরে
পানাস্তরিত হয়। শঙ্কর-সম্প্রদায়ে 'সংক্ষেপ শারীরক'-
নামে একখানি গ্রন্থ আছে; উহা 'সৰ্বজ্ঞান-মুনি'-কর্তৃক
রচিত বলিয়া বিজ্ঞাপিত। এই সৰ্বজ্ঞান-মুনি কখনও
বৈষ্ণবাচাৰ্য্য সৰ্বজ্ঞ-মুনি নহেন। সৰ্বজ্ঞ-মুনি—শুদ্ধদ্বৈত-
বাদের আদি-প্রবর্তক। জৈন-সম্প্রদায়েও অপর একটা
সৰ্বজ্ঞের কথা প্রচারিত আছে। সৰ্বজ্ঞ-সম্প্রদায়ে বৃহস্পতি-
প্রভৃতি অনেকগুলি অপরন্ত শিষ্য হইয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥

গঙ্গার ওপার,—কুলিয়া অর্থাৎ বর্তমান নবদ্বীপ-সহর ॥

হরের টিপনী,—সৰ্ববর্মা-কৃত কাতক-হরের টীকার
টীকা। সৰ্বদেবমণি,—সৰ্বেশ্বরের শ্রবণ ॥ ৭৫ ॥

নিতিনিতি,—নিত্যই, প্রত্যহই ॥ ৭৭ ॥

শশীরে সাযুজ্য,—মায়াবদ্ধ জীবের স্থূল ও লিঙ্গ-দেহ
অর্থাৎ উপাধিহীন রহিত হইলেই ব্রহ্মসায়ুজ্যমুক্তি বা সুষুপ্তি-
দশা-লাভ ঘটে,—ইহাই কেবলাদ্বৈতবাদী জ্ঞানিগণেব
সিদ্ধান্ত। কিন্তু মায়াভীত অপ্রাকৃত ধাম গোলোককে বৎসল-
রনের আশ্রয়বিগ্রহ বহুদেবাভিন্ন জগদ্বাথ-মিশ্র পুঞ্জজনে
স্বয়ংরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরের রূপ-দর্শনে একান্ত তন্ময়তা বা
তপতচিত্ততা লাভ করিয়া সেবানন্দ-সাগরে এতই নিমগ্ন
থাকিলেন যে, বহির্দর্শনে ভেদবাদী সাধারণ লোকে তাঁহাকে
শুদ্ধসত্ত্ব বহুদেব না জানিয়া তাহাদেরই ছায় একজন বদ্ধ-
জীবজ্ঞানে ব্রহ্মসায়ুজ্য বা সুষুপ্তি-দশাকেই বহুমাননপূর্বক
মনে করিত,—তিনি যেন স্থূল ও লিঙ্গ-দেহের সহিতই
সায়ুজ্যমুক্তি অর্থাৎ সুষুপ্তি-দশা লাভ করিয়াছেন, কিন্তু বস্তুত:
(চৈ: চ: মধ্য ৬ষ্ঠ প: ২৬৮ —) "সায়ুজ্য-মুক্তিতে ভক্তের হয়
স্থণা ভয়। নরক বাঞ্ছয়ে তবু সাযুজ্য না, নয় ॥" (ঐ মধ্য
২ম প: ২৬৭ —) "পঞ্চবিধ মুক্তি ত্যাগ করে ভক্তগণ।
'ফল' করি' মুক্তি দেখে নরকের সম ॥" ভা ৫১৪১৪৩
শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেবকর্তৃক স্বভব-তনয়
ভরতের শুদ্ধ-ভগবদ্ভক্তি-বর্ণন-প্রদত্ত দ্রষ্টব্য। শ্রীমহর্ষসম্প্র-
দায়ের শুদ্ধদ্বৈত-বিচারে সাযুজ্য-মুক্তির কথা উল্লিখিত আছে।

গ্রন্থকারের ভগবদ্বিষয়রূপিতা মিশ্রকে বন্দনা—

জগদ্বাথমিশ্র-পা'র বহু লক্ষ্যকার।

অনন্তব্রহ্মাণ্ডমাথ পুঞ্জরূপে ধীর ॥ ৮০ ॥

সেবা শ্রীভগবানের সহিত সেবকবস্ত্র যুক্ত না হইলে সেবা-
সেবক-ভাবের সম্ভাবনা নাই,—এই অর্থেই বিষ্ণুজি লাভের
'সায়ুজ্য' কথিত হইয়াছে। সেহলে 'সায়ুজ্য'-শব্দে 'কৈবল্য'
বা নিষ্কাণ-মুক্তি উদ্দিষ্ট হয় নাই ॥ ৭৮ ॥

কোন্,—কিসের (তুচ্ছার্থে)। তানে,—তাঁহার নিকট
বা তাঁহার পক্ষে।

উপাধিক স্মৃতি,—স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিদ্বারা বুলজগতে ও
মনোময় রাজ্যে নিজেপ্রিয়তর্পণমূলক যে অনিত্য বুদ্ধি ও
মুমুক্ষা-জনিত স্মৃতিদয় হয়, তাহা আত্মারামদিগের নিরুপাধি
গৌরব-সেবা-স্মৃতি নহে।

অন্ত,—কৃষ্ণ, তুষ্ণ, ফল; চৈ: চ: আদি ৬ষ্ঠ প: ৪৩ ও
৭ম প: ৮৫, ৯৭-৯৮—"কৃষ্ণদাসাভিমনে যে আনন্দসিদ্ধ।
কোটি ব্রহ্মস্মৃতি নহে তার এক বিন্দু ॥ * * * পঞ্চম পুরুষার্থ—
প্রোধানন্দামৃতসিদ্ধ। ব্রাহ্মাদি আনন্দ যার আছে এক বিন্দু ॥
কৃষ্ণনামে যে আনন্দসিদ্ধ-আত্মাদান। ব্রাহ্মানন্দ তাঁর আগে
থাতোদক-সম ॥" শ্রীহরিকৃষ্ণদ্বৈতদোষে ১৪ অ: ৩৬ শ্লোক—
"তৎসাক্ষাৎকরণাচ্ছাদবিভুক্তাক্ষিত্তম্ মে। স্থানি গো-
পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদগুরো ॥" ভ: র: সি: পূর্ব-ল: শুদ্ধ-
ভক্তিমাছায়া-বর্ণন-প্রদে—"মনাগেব প্রকটায়ান্ হৃদয়ে
ভগবদ্রতো। পুরুষার্থান্ত চত্বারস্তৃণায়ন্তে সমস্তত: ॥" ব্রহ্ম-
নন্দো ভবেদেষ চেৎ পরাঙ্কিঙ্কণীকৃত:। নৈতি ভক্তিসুখাভ্যোদে:
পরমাগুতুলামপি ॥" শ্রীধরকৃত ভাবার্থদীপিকা-টীকার—
"তৎকথামৃত-পাথোধৌ বিহরন্তো মহামুদ:। 'কুরুন্তি কৃতিন:
কেচিচ্চতুর্সং তৃণোপমম্ ॥" "তত্রাপি চ বিশেষণ গতিমধী-
নিন্দিত:। ভক্তিস্তমন:প্রাণান্ প্রেম্যা তান্ কুরুতে
জনান্ ॥" "শ্রীকৃষ্ণচরণাভ্যোজ-সেবা-নিবৃত্তচেতসাম্। এযাং
মোক্ষায় ভক্তানাং ন কদাচিত্ স্পৃহা ভবেৎ ॥" এবং ভা ৩৪১
১৫; ৩২৫১০৪, ৩৬; ৪১১১০; ৪১২০১২৫; ৫১৪১৪৩;
৬১১১২৫; ৬১১১২৮; ৭১৬২৫; ৭১৬৪২; ৭৮৩২০;
৯২১১২; ১০১১৬৩৭; ১১১৪১১৪; ১১১২০১৩৪ প্রভৃতি
শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৭৯ ॥

সেবা-পূজদর্শনে সেবক-পিতার আনন্দ-সমুদ্রে মজ্জন—

এইমত মিশ্রচন্দ্র দেখিতে পুজেরে ।

নিরবধি ভাসে বিপ্র আনন্দ-সাগরে ॥ ৮১ ॥

সৌন্দর্যে কামকোট গৌর-রূপ-বর্ণন—

কামদেব জিনিয়া প্রভু সে রূপবান্ ।

প্রতি-অঙ্গে-অঙ্গে সে লাভণ্য অনুপম ॥ ৮২ ॥

অপ্রাকৃত-স্নেহবৎসল মিশ্রের মর্ত্য্যভিমান

পুত্রের অমঙ্গলাশঙ্কা—

ইহা দেখি' মিশ্রচন্দ্র চিন্তেন অন্তরে ।

'ডাকিনী দামবে পাছে পুজ্রে বল করে ॥' ৮৩ ॥

বিদ্বানশার্থ মিশ্রকর্তৃক পুত্রকে কৃষ্ণের নিকট সমর্পণ-ফলে

নিমাইর হাত—

ভয়ে মিশ্র পুজ্রে সমর্পয়ে কৃষ্ণ-হানে ।

হাসে প্রভু গৌরচন্দ্র আড়ে থাকি' শুনে ॥ ৮৪ ॥

পুত্র-রক্ষার্থ কৃষ্ণসমীপে মিশ্রের প্রার্থনা—

মিশ্র বোলে,—'কৃষ্ণ, তুমি রক্ষিতা সবার ।

পুত্রপ্রতি শুভদৃষ্টি করিবা আমার ॥ ৮৫ ॥

কৃষ্ণপদ-স্মরণকারীর আধিভৌতিকাদি বিয়-নাশ—

যে তোমার চরণ কমল স্মৃতি করে ।

কছু বিয় না আইসে তাহান মন্দিরে ॥ ৮৬ ॥

কৃষ্ণস্মৃতিশূন্য হানেই বিপ্রাধিষ্ঠান—

তোমার স্মরণ-হীন যে যে পাপ-স্থান ।

তথায় ডাকিনী-ভূত-প্রোভ-অধিষ্ঠান ॥ ৮৭ ॥

তথা হি (ভাঃ ১০।৬।৩)

ভগবচ্চু বধকীর্তনাদি-বর্জিত স্থানেই বিয়কারক

অপদেবতাধিষ্ঠান—

ন যত্র শ্রবণাদীনি রক্ষয়ানি স্বকর্মজ ।

কুর্ত্তি সাহতাং ভর্ত্তু ধাতুপাত্ত চ তত্র হি ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণের একান্ত শরণাপত্তি—

'আমি তোমার দাস, প্রভু, যতেক আমার ।

রাখিবা আপনে তুমি, সকল তোমার ॥ ৮৯ ॥

পুত্রের বিয়-রাহিত্য-প্রার্থনা—

অতএব যত আছে বিয় বা লকট ।

না আনুক কছু মোর পুত্রের নিকট ॥' ৯০ ॥

সেবাপুত্রের হিতার্থ বাৎসল্য রসাপ্রসঙ্গ-বিগ্রহ মিশ্রের

নিকাম প্রার্থনা—

এইমত নিরবধি মিশ্র জগন্নাথ ।

একচিন্তে বর মাগে তুমি' দুই হাত ॥ ৯১ ॥

একদিনু স্বপ্নদর্শনে মিশ্রের তর্ষে বিবাদ—

দৈবে একদিন স্বপ্ন দেখি' মিশ্রবর ।

হরিষে বিবাদ বড় হইল অন্তর ॥ ৯২ ॥

গোবিন্দ-সমীপে নিমাইর গৃহস্থ-দীপায় অবস্থান-প্রার্থনা—

স্বপ্ন দেখি' স্তব পড়ি' দণ্ডবৎ করে ।

"হে গোবিন্দ, নিমাইও রহুক মোর ঘরে ॥ ৯৩ ॥

সবে এই বর, কৃষ্ণ, মাগি তোমার ঠাঞি ।

'গৃহস্থ হইয়া যরে রহুক নিমাইও' ॥" ৯৪ ॥

মিশ্রচন্দ্র,—কুলোপাধি বা নামের পশ্চাৎ সাধারণতঃ
আদরার্থে চন্দ্র-শব্দটি ব্যবহৃত হয় ।

ডাকিনী,—[ডাক অর্থাৎ রক্তাহরণ পিশাচ—ইন্ +
(ক্রীড়িৎ) ঐপ্], 'ডাইন', ভজকালীর গণ, পিশাচী,
মায়াবিনী, কুহকিনী ।

দামব,—মহর্ষি কল্পপের পত্নী প্রোজাপতি-দক্ষের কন্যা
দমর গর্ভজাত সন্তান, দমুজ ।

বল করে,—বল বা প্রভাব বিস্তার করে ॥ ৮৩ ॥

আড়ে,—আঁকালে, 'অন্তরালে'-শব্দের অপভ্রংশ ॥ ৮৪ ॥

রক্ষিতা,—রক্ষিতৃ-শব্দ, রক্ষাকর্তা, জ্ঞাতা ॥ ৮৫ ॥

বিয়-স্মৃতিবিহীন স্থানগুলিই পাপস্থান-নামে অভিহিত ।

সেই স্থানই অপর-যোনিপ্রাপ্ত ভূত-প্রোভ-ডাকিনী প্রকৃতির
বসতি-স্থল । ভগবদ্ভক্তগণই দেবতা । তাঁহাদের ভগবৎ-
স্মৃতিপূর্ণ অবস্থিতি-ক্ষেত্রেই পুণ্যময় স্থান বলিয়া পরিজ্ঞাত ।
(ভা ১০।২।২৭—) "তথান তে যাদব তাবকাঃ কচিদ্রশস্তি
মার্গাক্ষয়ি বন্ধসৌন্দর্য্যঃ । স্বযাতিশুশ্রূষা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপ-মুর্দ্ধন প্রোভৌ ॥" (ভা ১১।৪।১০—) "স্বাং
সেবতাং প্ররক্ততা বহুবোহস্তরায়ঃ সৌকো দিলভ্যা পরমং
ব্রজতাং পদং তে । নাত্তত বহিষি বসান্ ক্ষদন্তঃ স্বভাগান্
ধন্তে পদং স্বমবিতা বদি বিয় মুর্দ্ধি ॥" (ভা ৩।২।৩৪—)
"শরীয়া মানসা দিব্যা বৈরাগে যে চ মাহুযাঃ । ভৌতিকান্ত
কথং ক্লেশা বাধেয়ন্ হরিসমপ্রসঙ্গ ॥" (পাকড়ে—) "ন চ

মিশ্রের বরষাক্ষয় সবিস্ময়ে শরীর তৎকারণ-জিজ্ঞাসা—
শরী জিজ্ঞাসয়ে বড় হইয়া বিস্মিত ।

‘এ সকল বর কেনে মাগ’ আচম্বিত ? ৯৫ ॥

পত্নী-সমীপে মিশ্রকর্তৃক নিমাইর ভাবিন্ধ্যাস-বর্ণন—

মিশ্র বোলে,—“আজি মূই দেখিলুঁ স্বপন ।

নিমাইঞ কর্যাছে যেম শিখার মুণ্ডন ॥ ৯৬ ॥

হুর্কাসসঃ শাপো বজ্রধাপি শরীপতেঃ । হস্তঃ সমর্থঃ পুরঃ
হৃদিষে মধুহৃদনে ॥” (রহমারদীয়ে—) “যত্র পৃজা-পরো
বিশোকস্তত্র বিয়ো ন বাধতে । রাজা চ তদ্বদ্যপি ব্যাধয়চ্চ
ন সন্তি হি ॥ প্রেতাঃ পিশাচাঃ কুয়াণ্ডা গ্রহা বাণগ্রহান্তথা ।
ডাকিত্তো রাক্ষসাস্টৈব ন বাধন্তেচ্চূতাক্কম্ ॥” (—ভক্তি-
সন্দর্ভে ১২২ সংখ্যা) দ্রষ্টব্য ॥ ৮৬-৮৭ ॥

ভয়ঙ্করী বালঘাতিনী পুতনা কংসকর্তৃক প্রেরিতা হইয়া
গ্রামে গ্রামে শিশুহত্যা করিয়া বেড়াইতেছে, ভীষ্মাশ্রীকৃষ্ণের
নিমিত্ত শঙ্কাকুলচিহ্ন রাজা পরীক্ষণকে শ্রীশুকদেব অভয়
প্রদান করিয়া বলিতেছেন,—

অম্বয় । স্বকম্বয় (যজ্ঞতত্ত্বচর্চাশেষে প্রবর্তমানাঃ) যএ
(পুরাদিযু) সাব্বতাং (ভক্তানাং বৈষ্ণবানাং) ভক্তুঃ (পালকশু
রক্ষকশু ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্তোতৃত্বাৎ) রক্ষোয়ানি (রক্ষাংসি বিঘ্নান্
ইত্যর্থঃ যস্তি বিনাশয়ন্তি যানি তানি) শ্রবণাদানি (শ্রবণ-
কীর্তনাদি মুগ্ধভক্তাস্তানি) ন কুরুন্তি, তএ (তস্মিন্ কৃষ্ণ-শ্রবণ-
বর্জিত-স্থানে) হি (এব) যাতুবাণ্ডঃ চ (রাক্ষসঃ প্রভবন্তি চ
ইতি শেষঃ) ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদ । যজ্ঞাদি স্ব-স্ব-কম্বয়চর্চানাদিতে প্রবৃত্ত জন-
গণ যে-স্থানে ভক্তপালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রক্ষাঃ প্রভূতি
বিঘ্নবিনাশক শ্রবণ-কীর্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ অমুষ্ঠান করে না, সে-
স্থানেই রাক্ষসীগণ প্রভাব বিস্তার করে ॥ ৮৮ ॥

উধ্য । ‘শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমান রাজা-পরীক্ষিতের প্রতি
শ্রীশুকদেব ‘পুতনা অবিষয়ে প্রবৃত্তা হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই
মরিবে’ ইহা বলিতে গিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিতে-
ছেন । যে-স্থানে শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি (ভক্তির অমুষ্ঠান)
নাই, সেই স্থানেই উহাদের শক্তি (শক্তি বা বিজ্ঞান) ;
পরন্তু সাক্ষাৎভগবান্ বর্তমান থাকিলে আর ভয় কি ? —ইহাই
ভাবার্থ ।’ (শ্রীধর)

‘পুতনা শিশুহত্যা করিয়া বেড়াইতেছে,—ইহা শুনিয়া
যদি আশঙ্কা হয়,—আহা, শ্রীমদ-ব্রজবালকগণের তৎকালে
কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছিল ? তদুত্তরে শ্রীশুকদেব এই

শ্লোক বলিতেছেন । যজ্ঞাদি স্বকর্মসমূহে মিশ্রভাবেও যদি
শ্রীকৃষ্ণের-শ্রবণ কীর্তনাদি করা যায়, তাহা হইলেও রাক্ষসী
প্রভূতি প্রভৃৎ লাভ করিতে পারে না ; আর প্রধানভাবে
শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি করিলে ত’ আদৌ পারে না ; ‘সাব্বত
অর্থাৎ ভক্তগণের পতির’ এই বাক্যে ভগবানের নিজ্ঞান-
শ্রবণকীর্তনাদি প্রভাবে ‘ত’ কথাই নাই, ভক্তগণেরও নাম-
শ্রবণ-কীর্তনাদি-প্রভাবে রাক্ষসাদি বিনষ্ট হয় । ভগবান্নাম-
শ্রবণকীর্তন-বর্জিত স্থানেই উহার প্রভৃৎ লাভ করে ।’
অথবা, শ্লোকটির এইরূপ অর্থও হইতে পারে,—

এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে,—তাহা হইলে তৎকালে
সকল শিশুই কি পুতনা-কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছিল ? তদুত্তরে
শ্রীশুকদেব এই শ্লোক বলিতেছেন । এস্থলে পূর্ববৎ অর্থ
করিতে হইবে । তৎকালে কৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনকারী
শিশুগণ-বাতিত অত্র যে-সকল ভগবদ্ভিষ্মং কংসপক্ষীয় বালক
ছিল, শ্রীভগবান্ তাহাদিগকে সেই পুতনা-দ্বারাই হত্যা
করাইয়াছিলেন,—ইহাই ভাবার্থ । এতদ্বারা কংসের মূঢ়তাই
প্রদর্শিত হইয়াছে । তবে যে সেই সাক্ষাৎভগবানের অধিষ্ঠান-
সত্ত্বেও ব্রজে তাদৃশা ছষ্টা পুতনার আগমন এবং তাদৃশ
উৎপাত করিয়াছিল, তাহা নিখিল-লোকানন্দক শ্রীভগব-
লীলা-সম্পদের নিমিত্ত এবং স্বীয় জননীপ্রভূতি ব্রজবাসি-
গণের নিজবিষয়ক প্রেমবিশেষের বর্দ্ধন নিমিত্ত ভগবানের
স্বরসবন্ধিনী লীলা-শক্তি-দ্বারাই সম্পাদিত হয়,—ইহাই
ভাবার্থ । এস্থলে লীলা-শব্দে বৈকুণ্ঠে মুখ্যা-শক্তিভ্রয়ের
অন্ততম এবং বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণ-লীলার বৃন্দারূপেই তাঁহাকে
জানিতে হইবে ।’ (শ্রীজীবপ্রভু-কৃত ‘লঘুতোষণী’) ।

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে শঙ্কমান পরীক্ষিত-রাজাকে শ্রীশুকদেব
‘পুতনা অবিষয়ে প্রবৃত্তা হইয়াছে, সে নিশ্চয়ই মরিবে’ ইহা
বলিতে গিয়া এই শ্লোকের অবতারণা করিতেছেন । দৃষ্ট
ও অদৃষ্টফল স্ব-স্ব কর্মসমূহে প্রবৃত্ত জনগণ যে-সকল পুর-
ণামাদিতে সাব্বত-পতি শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণ-কীর্তনাদি করে
না, সেই সকল স্থানেই রাক্ষসীগণ প্রভৃৎ বিস্তার করে । যে-

সন্ন্যাসি-বেদী নিমাইর পরমৈশ্বর্য-বর্ণন—

অক্লুত সন্ন্যাসি-বেশ কহেনে না যায় ।

হাসে নাচে কান্দে ‘কৃষ্ণ’ বলি’ সর্বদায় ॥ ১৭ ॥

তদবস্থ নিমাইর চতুর্দিকে অষ্টেতাদি ভক্তগণের কীৰ্ত্তন-দর্শন—

অষ্টেত-আচার্য্য-আদি যত ভক্তগণ ।

নিমাঞি বেড়িয়া সবে করেন কীৰ্ত্তন ॥ ১৮ ॥

বিষ্ণু-সিংহাসনে নিমাইর উপবেশন ও মহৈশ্বর্য্য-দর্শন—

কখনো নিমাঞি বৈসে বিষ্ণুর খট্টায় ।

চরণ তুলিয়া দেয় সবার মাথায় ॥ ১৯ ॥

একরত্নাদিকর্তৃক বিশ্বস্তর-স্তব-দর্শন—

চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ, সহস্রবদন ।

সবেই গায়েন,—“জয় শ্রীশচীনন্দন’ ॥ ১০০ ॥

অপ্রাকৃত শুদ্ধবাসন্য-বিগ্রহ মিশ্রের পুত্রের পরমৈশ্বর্য্য-দর্শনে ভয় ও বিস্ময়—

মহানন্দে চতুর্দিকে সবে স্তুতি করে ।

দেখিয়া আমার ভয়ে বাক্য নাহি ক্ষুরে ॥ ১০১ ॥

অসংখ্যভক্তসহ নর্তনরত নিমাইর নগর-সঙ্কীৰ্ত্তন-দর্শন—

কতক্ষণে দেখি,—কোটি কোটি লোক লৈয়া ।

নিমাই বলেন প্রতিনগরে নাচিয়া ॥ ১০২ ॥

অসংখ্য ভক্তের ব্রজাণ্ডেদী হরিশ্বনি—

লক্ষ কোটি লোক নিমাঞির পাছে যায় ।

ব্রজাণ্ডে স্পর্শিয়া সবে হরিশ্বনি গায় ॥ ১০৩ ॥

সকল বিশ্বস্তর-স্তুতি-শ্রবণ ; ভক্তগণ-সহ নীলাচলে

গমন-দর্শন—

চতুর্দিকে শুনি মাত্র নিমাঞির স্তুতি ।

নীলাচলে যায় সর্ব-ভক্তের সংহতি ॥ ১০৪ ॥

অগ্নদর্শনে পুত্রের ভাবি-সন্ন্যাস-শ্রবণে মিশ্রের হৃদিস্তা—

এই অগ্নি দেখি’ চিন্তা পাও সর্বদায় ।

‘বিরক্ত হইয়া পাছে পুত্র বাহিরায়’ ॥ ১০৫ ॥

পতিকে শচীর আশাস-প্রদান—

শচী বোলে,—“অগ্নি তুমি দেখিলা গোসাঞি ।

চিন্তা না করিহ’ ঘরে রহিবে নিমাঞি ॥ ১০৬ ॥

পতি-সদীপে পুত্রের বিজ্ঞা-বিস্বাসাশ্রিত-বর্ণন—

পুঁথি ছাড়ি’ নিমাঞি না জানে কোন কর্ম ।

বিজ্ঞা রস ভরি’ হইয়াছে সর্বদর্ম ॥ ১০৭ ॥

পুত্রস্নেহমুগ্ধ বিপ্রদম্পতির পুত্র-সম্বন্ধে পরস্পর বিবিধ আলাপ—

এইমত পরম উদার ছুই জন ।

নানা কথা কহে, পুত্র-স্নেহের কারণ ॥ ১০৮ ॥

স্থানে প্রদানভাবেই শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীৰ্ত্তনাদি করা যায়, সেইস্থলে ত’ উহার অত্যাচার করিবেই না ; আর সে স্থানে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শ্রবণকীৰ্ত্তনাদিই করা যায়, অথ কোন কর্ম করা হয় না, সেই স্থানে উহাদের অত্যাচার নিতান্ত অসম্ভব, আর যে-স্থানে সাক্ষাৎগবান্ প্রাপ্ত হইয়া বিরাজমান, সেস্থান সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি ? (শ্রীচক্রবর্তিকৃত সারাগর্দর্শিনী) ॥ ৮৮ ॥

সঙ্কট,—[সম্ + কট্ (অপরণে) + অ], হ্রস্ব, কট ॥ ১০ ॥

আচম্বিত,—সংস্কৃত ‘অসম্ভাবিত’ হইতে হিন্দী ‘আচম্বা-শব্দ’, তাহা হইতে ‘আচম্বিত’, অকস্মাৎ, চটাত ॥ ১৫ ॥

শিখার মুগুন,—একদণ্ড-সন্ন্যাসিগণ অর্ঘ্যতে যজ্ঞস্রষ্ট্র প্রক্ষেপণ ও স্বীয় শিখা-মুগুন করিয়া থাকেন । ইহা পূর্বাচরিত বৌদ্ধ শ্রমণগণের অনুগমনে তাত্কালিক সন্ন্যাসরীতি-মাত্র । বৈদিক-সন্ন্যাসিগণ চিরকালই ত্রিদণ্ড গ্রহণ ও শিখা-সূত্র সংরক্ষণ করেন । বৌদ্ধ-বিচারক্রমে শিখা-সূত্র পরিহার

করিয়াও একদণ্ড-সন্ন্যাসিগণ প্রায়ই ‘বৈদিক সন্ন্যাসী’ বলিয়া আপনাদিগের পরিচয় প্রদান করেন । অবগু পরমহংসা-বৃত্তায় কাষায় বসন ও শিখা সূত্রাদি-সংরক্ষণের আবশ্যকতা না থাকিলেও কুটীচকাদি-সন্ন্যাসাবৃত্তায় পারমহংস-বেশ-গ্রহণ নিষিদ্ধ । শ্রীমন্নট্যপ্রভুর একটুকালে উত্তর-ভারতে শঙ্করাচাৰ্য্যের অনুগত একদণ্ডগণের প্রবল আধিপত্য ছিল । সাধারণ্যে তাত্কালিক প্রচলিত শিখাসন্ন্যাসী শিখা-মুগুনই সন্ন্যাসাশ্রমের লক্ষণরূপে গৃহীত ও নির্দিষ্ট হইত ॥ ১৬ ॥

চতুর্মুখ,—এক ; পঞ্চমুখ,—শিব ; সহস্রবদন,—শ্রীশৈব, বা অনন্ত ॥ ১০০ ॥

বিরক্ত,—বিরাগী, সন্ন্যাসী, ত্যাগী ; বাহিরায়,—গৃহ হইতে বহির্গত বা বাহির হইয়া যায় অর্থাৎ গৃহত্যাগ করে বা সন্ন্যাস গ্রহণ করে ॥ ১০৫ ॥

গোসাঞি,—এস্থলে, বৈষ্ণব-পতিকে সম্বোধন করিয়া ব্যবহৃত, আখ্যাপ্ত ॥ ১০৬ ॥

ওঙ্কস্ব বহুদেবাত্মি মিশ্রের অন্তর্ধান—
 হেনমতে কত দিন থাকি' মিশ্রবর ।
 অন্তর্ধান হৈলা নিত্যশুদ্ধ-কলেবর ॥ ১০৯ ॥
 দশরথাত্মানে শ্রীরামের জায় পিতৃরূপী ভক্তবরের
 বিরহে ভগবানের ক্রন্দন-লীলা—
 মিশ্রের বিজয়ে প্রভু কান্দিল। বিস্তর ।
 দশরথ-বিজয়ে যেহেল রঘুবর ॥ ১১০ ॥
 ভগবৎগৌরেন্দ্রায় শরীর জীবন-ধারণ—
 ছুনিবার ত্রীগৌরচন্দ্রের আকর্ষণ ।
 অভাব রক্ষা হৈল আইর জীবন ॥ ১১১ ॥
 নিশ্চিন্দ্রিয়ারে শোভা ও কথক উভয়ের চুঃখতার-লাঘনার্থ
 সংক্ষেপে মিশ্র-প্রয়াণ-বর্ণন—
 চুঃখ বড়,—এ সকল বিস্তার করিতে ।
 চুঃখ হয়,—অতএব কহিঁলু সংক্ষেপে ॥ ১১২ ॥
 সম্যাক নিমাইর পিতৃশোক-সম্বরণ—
 হেনমতে জনমায় সঙ্গে গৌরহরি ।
 আছেন নিগূঢ়রূপে আপনা' সম্বর' ॥ ১১৩ ॥
 পিতৃহীন-পুত্র-বৎসলা শচী-মাতা—
 পিতৃহীন বালক দেখিয়া শচী আই ।
 সেই পুত্র-সেবা বই আর কার্য্য নাই ॥ ১১৪ ॥

একান্ত পুত্রগতপ্রাণা শচী-ঠাকুরানী—
 দণ্ডেক না দেখে যদি আই গৌরচন্দ্র ।
 মূর্ছা পায় আই দুই চক্ষে হঞা অন্ধ ॥ ১১৫ ॥
 শচী-মাতাকে নিমাইর প্রবোধ-দান—
 প্রভুও মায়েরে শ্রীতি করে নিরন্তর ।
 প্রবোধেন ভানে বলি' আশ্বাস-উত্তর ॥ ১১৬ ॥
 স্ব-সমক্ষে অশ্রুভাবে মাতাকে সর্ববৈভবযুক্তা বলিয়া
 আশ্বাস-দান—
 “শুন, মাতা, মনে কিছু না চিন্তিহ তুমি ।
 সকল তোমার আছে, যদি আছি আমি ॥ ১১৭ ॥
 মাতাকে ব্রহ্ম-কন্দেরও হুঃখাপ্য সম্পৎ প্রদানে স্বীকার—
 ব্রহ্মা-মহেশ্বরের ছল্ল'ও লোকে বোলে ।
 তাহা আমি তোমারে আনিয়া দিমু হেলে ॥ ১১৮ ॥
 পুত্রমুখ-দর্শনে শরীর আশ্র-বিস্মৃতি—
 শচীও দেখিতে গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ ।
 দেখমুখিমাত্র নাহি, থাকে কিসে চুঃখ ? ১১৯ ॥
 বাহ্যিকলতক-ভগবজ্জননীর্ চুঃখ-রাহিত্য ও
 সচ্চিদানন্দত্ব—
 যার স্মৃতিমাতে পূর্ণ হয় সর্ব্ব কাম ।
 সে-প্রভু যাঁহার পুত্ররূপে বিজ্ঞমান ॥ ১২০ ॥

অগরাণ-মিশ্রের কলেবর সারিক-গুণজর-জাত অন্তর্ক বা
 অনিত্য নহে । তিনি ত্রিগুণাতীত সাক্ষ্য ওঙ্কস্ব বহুদেব-
 ত্ব; তাঁহাতেই ত্রীগৌরচন্দ্রের নিত্য আবির্ভাব । শ্রীমদ্ভাগবত
 বলেন, (ভা ৪।১০২৩)—“সবং বিশুদ্ধং বহুদেব-শব্দিতং যদি-
 যতে তত্র পুনানপারতঃ । সৰ্ব্ব চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
 হৃদোক্তো মে মনসা বিনীয়তে ॥”

শ্রীভগবান্-মিশ্র ও শ্রীশচী-দেবীর কলেবরকে প্রাকৃত
 জনভিত্ত লোকগণ আপনাদের জায় প্রাকৃত-গুণজাত সভা-
 মাজ মনে করিয়া তদ্রূপ সচ্চিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর ত্রীগৌর-
 চন্দ্রের কলেবরকেও বদ্ধজীব-দেহসদৃশ প্রাকৃত ভোগ্য দ্রব্য
 বলিয়া মনে করে । বস্তুতঃ বিকৃত ও বৈষ্ণবের দেহ কখনও
 প্রাকৃত নহে, পরন্তু সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত । বদ্ধজীবের জায়
 তাঁহাদের প্রাকৃতগুণজাত জন্ম বা মৃত্যু নাই, তাঁহারা বিশ্ব-
 ব্যাপ্তির পূর্বে, মধ্য ও অন্তে নিত্যস্থিতিশীল । পাদোত্তর-খণ্ডে

২৫৭ অঃ ২৫৭-২৫৮—“যথা সৌমিত্রি-ভরতো যথা সর্ষপা-
 দয়ঃ । তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্যালোকং যদৃচ্ছা ॥ পুন-
 স্তেনৈব যাত্তস্তি তদবিধোঃ শাশ্বতং পদম্ । ন কৰ্ম্ম-বন্ধনং
 জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিজ্ঞতে ॥” ১০৯ ॥

বিজয়ে,—প্রয়াণে বা নির্গাণে ; পাঠান্তরে,—বিরহে,
 বিদোহে । দশরথ-বিজয়ে,—রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ১০৩
 পার্শ্বে ১-৩, ৬, ৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১১০ ॥

ছুনিবার,—অপ্রতিহত, অনিবার্য্য ; গৌরচন্দ্রের আকর্ষণ,
 —গৌরচন্দ্রের প্রেমাকর্ষণ ॥ ১১১ ॥

দণ্ডেক,—এক দণ্ড ; মূর্ছা পায়,—মূর্ছিত বা অচেতন
 হয় । দুই চক্ষে হঞা অন্ধ,—যেহেতু নিমাই শচীমাতার
 নয়নতারা ছিলেন ॥ ১১৫ ॥

প্রবোধেন,—প্রবোধ বা আশ্বাস দান করেন । আশ্বাস-
 উত্তর,—আশ্বাস, প্রবোধ বা উৎসাহ-জনক উত্তর ॥ ১১৬ ॥

ভাষার কেমতে হুঃখ রহিবে শরীরে ?

আনন্দস্বরূপ করিলেন জননীরে ॥ ১২১ ॥

স্বীয় অচিন্ত্যপ্রভাবে বিপ্রতনয়রূপে গৌর নারায়ণের লীলা—

হেনমতে লবছাপে বিপ্রশিশুরূপে ।

আছেন বৈকুণ্ঠনাথ স্বামুভব-সুখে ॥ ১২২ ॥

বহির্দৃষ্টিতে দারিদ্র্য-প্রদর্শন-সবের ও নিমাইর মহৈশ্বর্যশালীর

ছায় ইচ্ছা ও আদেশ—

যরে মাত্র হয় দরিদ্রতার প্রকাশ ।

আজ্ঞা,—যেন মহামহেশ্বরের নিলাস ॥ ১২৩ ॥

স্বাভীষ্ট-পূরণে দেবকের বিলম্ব প্রকাশে নিমাইর ক্রোধান্ডিনয়—

কি থাকুক, না থাকুক,—নাহিক বিচার ।

চাহিলেই না পাইলে রক্ষা নাহি আর ॥ ১২৪ ॥

ক্রোধভবে নিমাইর অত্যাচার-আলা—

যর দ্বার ভাজিয়া ফেলেন সেইকণে ।

আপনার অপচয়, তাহা নাহি জানে ॥ ১২৫ ॥

পুত্রস্নেহ বৎসলা শচীর পুত্রকে তদভীষ্টদ্বা দ্বারা রাখন —

তথাপিহ শচী যে চাহেন, সেইকণে ।

নানা-যত্নে দেন পুত্রস্নেহের কারণে ॥ ১২৬ ॥

একদা গঙ্গাস্নানে গমনকালে নিমাইর ম হৃদমোপে স্বীর

আন ও গঙ্গাপূজার দ্রব্য প্রার্থনা—

একদিন প্রভু চলিলেন গঙ্গাস্নানে ।

তৈল, আমলকী চাহে জননীর স্থানে ॥ ১২৭ ॥

“দিব্য-মালা সুগন্ধি-চন্দন দেহ’ মোরে ।

গঙ্গাস্নান করি’ চাও গঙ্গা পূজিবারে ॥” ১২৮ ॥

কিঞ্চিৎকাল অপেক্ষার্থ পুত্রকে মাতার কুমরোধ—

জননা কহেন,—“বাপ, শুন মন দিয়া ।

ক্ষণেক অপেক্ষা কর, মালা আনি গিয়া ॥” ১২৯ ॥

অপেক্ষার্থ বলিবামাত্র নিমাইর ক্রোধান্ডিনয়—

‘আনি গিয়া’ যেই-মাত্র শুনিলা বচন ।

ক্রোধে রুদ্ধ হইলেন শচীর নন্দন ॥ ১৩০ ॥

বগবে অবহিত্য বোকাইয়া ক্রোধভরে নিমাইর গৃহ প্রবেশ—

“এখন যাইবা তুমি মালা আনিবারে !”

এত বলি’ ক্রুদ্ধ হঞা প্রবেশিলা ঘরে ॥ ১৩১ ॥

নিরঙ্কুশেচ্ছাময় ত্রিচৈতন্য নারায়ণের স্বীয় চিত্ত সংস্পর্শ-

দ্বারা জীবভোগা জড়দগের ভ্রূত্যা ও নশ্বরতা-

শিক্ষা-দান—

যতক আছিল গঙ্গাজলের কলস ।

আগে সব ক্ষুদ্রিলেন হই’ ক্রোধবশ ॥ ১৩২ ॥

তৈল, ঘূচ, লবণ আ ছল যাতে যাতে ।

সর্ব্ব চূর্ণ করিলেন চৈত্যা লই’ হাতে ॥ ১৩৩ ॥

ছেট বড় যরে যত ছিল ‘ঘট’ নাম ।

সব ভাজিলেন ইচ্ছাময় ভগবান্ ॥ ১৩৪ ॥

গড়াগড়ি যায় ঘরে তৈল, ঘূচ, তুফ ।

তুলা, কার্পাস দাড়া, লোণ, বড়ো, মুদগ ॥ ১৩৫ ॥

দেহস্থিতি...হুঃখ,—অর্থাৎ আনন্দস্বীকার্য বাগ্রহ নিমাইর

বদন-কমল-দর্শনে বৈকুণ্ঠবাসী তদীয় আশ্রয়ভাতীয় মুক্ত

সেবকবর্গের দেহস্থিতি বা আয়েন্দ্রিয়প্রীতিবাহ্য আদৌ থাকে

না । নশ্বর ভোগভূমিকা দেবীধামেই অনিচ্ছ-গত গৌর

কৃষ্ণবিমুখ বন্ধীবগণের মনো জড়দেহস্থিতি অর্থাৎ দেহাত্ম-

বুদ্ধিমূলক গোখরত বর্তমান বলিয়া তাহার প্রপঞ্চে জীবন

হুঃখ অনুভব করে । শচীদেবী—তদন্তবচিৎদানন্দময়ী, তিনি--

নিত্যমুক্ত ও অপ্রাকৃত-বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ, সুতরাং

নিরন্তর গৌরসেবা-পরায়ণা শচীদেবীর হৃদয়ে আয়েন্দ্রিয়-

প্রীতিবাহার অবকাশ না থাকায় কিরূপে তিনি অবিজ্ঞা-

জনিত জিবিহ হুঃখে ক্রিষ্ট হইতে পারেন ? ১২৯ ॥

স্বামুভব-সুখে,—নিমাই অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ পরমেশ্বর-

বস্ত । তাঁহার বদ্ধজীবন ছায় অবিজ্ঞা-জনিত ঔপাধিক

হৃদয়ঙ্গম নশ্বব দেহদয়ের সুখামুভূতি নাই । তিনি আত্মারাম

ও চিন্ময় অমুভববিশিষ্ট হইয়া সকল নিত্যানন্দময় । পাঠা-

স্তরে,—‘স্বামুভব-সুখে’ অর্থাৎ স্বীয় অমুভব বা ঐশ্বর্য

জনিত আনন্দভরে ॥ ১২৯ ॥

দরিদ্রতার প্রকাশ,—(জড়ীয় ব্লগ বহির্দর্শনে) জীবসদৃশ

দৈত্যের মুষ্টি বা চেহারা-মাত্র ; কেননা, যে-স্থানে ষট্-শর্যা-

পূর্ণ-শ্রীগৌর-নারায়ণের অধিষ্ঠান, সে-স্থানে প্রাকৃত হেয়

ঐশ্বর্যবাহিত্য বা দারিদ্র্যের অভাব । যেন মহা মহেশ্বরের

বিলাস,—যেন ষট্-শর্যাপূর্ণ সাক্ষাৎ শ্রীনারায়ণের নিরঙ্কুশ

ইচ্ছা, ক্রীড়া বা লীলা ॥ ১২০ ॥

চাও,—চাই, ইচ্ছা করি ॥ ১২৮ ॥

যতেক আছিল সিকা টানিয়া-টানিয়া ।
 ক্রোধাবেশে ফেলে প্রভু ছিড়িয়া-ছিড়িয়া ॥১৩৬
 বজ্র আদি যত কিছু পাইলেন ঘরে ।
 খান্-খান্ করি' চিরি' ফেলে ছুই-করে ॥ ১৩৭ ॥
 সব ভাঙ্গি' আর যদি নাহি অবশেষ ।
 তবে শেষে গৃহপ্রতি হৈল ক্রোধাবেশ ॥ ১৩৮ ॥
 সকলেরই কৃদ্ধ নিমাইকে নিবারণের সাহসভাব—
 দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে গৃহের উপরে ।
 হেন প্রাণ নাহি কারো যে নিষেধ করে ॥১৩৯॥
 অতঃপর বৃক্ষনাশ-চেষ্টা—
 ঘর ঘর ভাঙ্গি' শেষে বৃক্ষেই দেখিয়া ।
 তাহার উপরে ঠেঙ্গা পাড়ে দোহাতিয়া ॥ ১৪০ ॥
 অবশেষে ক্রোধভরে ভূপৃষ্ঠে আঘাত—
 তথাপিহ ক্রোধাবেশে ক্ষমা নাহি হয় ।
 শেষে পৃথিবীতে ঠেঙ্গা নাহি সমুচ্চয় ॥ ১৪১ ॥
 নিমাইর ক্রোধাবেশ-দর্শনে শচীর ত্রাস—
 গৃহের উপাশ্বে শচী সশঙ্কিত হৈয়া ।
 মহাভয়ে আছেন যেহেন লুকাইয়া ॥ ১৪২ ॥
 ধর্মবর্মা গৌর-নারায়ণের মাতৃরূপি ভক্ত-মর্যাদা-রক্ষণ—
 ধর্মসংস্থাপক প্রভু ধর্ম-সনাতন ।
 জননীরে হস্ত নাহি তোলেন কখন ॥ ১৪৩ ॥
 এতাদৃশ ক্রোধ আরো আছেন ব্যঞ্জিয়া ।
 তথাপিহ জননীরে না মারিল। গিয়া ॥ ১৪৪ ॥
 সর্বশেষে তীব্র অভিমান-ভরে নিমাতর ভূমিতে দিলুঠন—
 সকল ভাঙ্গিয়া শেষে আসিয়া অঙ্গনে ।
 গড়া গড়ি যাইতে লাগিল। ক্রোধ-মনে ॥ ১৪৫ ॥

গৌরের ধ্বনি-ধ্বনিত অঙ্গ-শোভা—
 শ্রীকনক-অঙ্গ হৈলা বালুকা-বেষ্টিত ।
 সেই হৈল মহাশোভা অকথ্য-চরিত ॥ ১৪৬ ॥
 কিয়ৎক্ষণান্তে গৌরের স্থিরভাবে শয়ন—
 কতক্ষণে মহাপ্রভু গড়াগড়ি দিয়া ।
 স্থির হই' রহিলেন শয়ন করিয়া ॥ ১৪৭ ॥
 গৌর-নারায়ণের যোগনিদ্রায় শয়ন—
 সেইমতে দৃষ্টি কৈলা যোগ-নিদ্রা প্রতি ।
 পৃথিবীতে শুই' আছে বৈকুণ্ঠের পতি ॥ ১৪৮ ॥
 শেষশায়ী লক্ষ্মীপতি ষড়ঋণাঙ্গানী গৌর-নারায়ণ—
 অনন্তের শ্রীবিগ্রহে যাঁহার শয়ন ।
 লক্ষ্মী যাঁর পাদ-পদ্ম সেবে অনুক্ষণ ॥ ১৪৯ ॥
 প্রতিবিম্বা সৃষ্টিস্থিতিলেশ, শিববিবিক্ষিত্যাত গৌর-
 নারায়ণের বৈকুণ্ঠভিন্ন শচী-প্রাঙ্গণে যোগনিদ্রা—
 চারিবেদে যে-প্রভুরে করে অঘেষণে ।
 সে প্রভু যায়েন নিদ্রা শচীর অঙ্গনে ॥ ১৫০ ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর লোমকূপে ভাসে ।
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় করয়ে যাঁর দাসে ॥ ১৫১ ॥
 ব্রহ্মা-শিব-আদি মন্ত যাঁর গুণদ্যানেন ।
 হেন প্রভু নিদ্রা যা'ন শচীর অঙ্গনে ॥ ১৫২ ॥
 যেচ্ছায গৌর-নারায়ণের যোগনিদ্রা-দর্শনে দেবগণের বিস্ময়—
 এইমত মহাপ্রভু স্বানুভব-রসে ।
 নিদ্রা যায় দেখি' সর্বদেবে কান্দে হাসে ॥১৫৩॥
 পূত্রসম্মুখে শচীর মালা ও গঙ্গাপূজোপকরণ-প্রদর্শন—
 কতক্ষণে শচীদেবী মালা আনাইয়া ।
 গঙ্গা পুজনার সজ্জা প্রদ্যক্ষ করিয়া ॥ ১৫৪ ॥

রজ্জ—শিবের সংহার-মুষ্টি; ভীষণ, উগ্র, প্রচণ্ড, উদ্ভীষ ॥
 লোণ—লবণ-শব্দের প্রাকৃত অর্থ ১৩৫ ॥
 সিকা—পাত্র-মধ্যে বিবিধদ্রব্য-রক্ষণার্থ উক্ক হইতে
 লবণ-সহ বা রজ্জুনির্মিত আধার ॥ ১৩৬ ॥
 খান্-খান্,—‘খণ্ড খণ্ড’-শব্দ জাত; টুকরা টুকরা ।
 চিরি'—সংস্কৃত ছিন্-ধাতু হইতে ‘ছিঁড়া’, ‘ছিঁড়া’ ‘ছিঁড়া’,
 তাহা হইতে চিরা, চেরা, বিদারণ, ছেদন (করা) ॥ ১৩৭ ॥
 দোহাতিয়া ঠেঙ্গা পাড়ে,—ছুই হাত দিয়া লাঠি মারিতে

লাগিবে ন। দোহাতিয়া,—ছুই হস্তে, ছুই হস্তের সাহায্যে
 বা ছুই হাত চালাইয়া; ঠেঙ্গা,—‘দণ্ড’-শব্দ হইতে ‘ডাণ্ডা’,
 তাহা হইতে ‘ডুকা’, তাহা হইতে ‘ঠেঙ্গা’, লাঠি, বাটি। পাড়ে,
 —(বিজ্ঞ) ‘পড়া’-ধাতু হইতে ‘পাড়ন’-ধাতু (আবাতেক্কার
 পাতিত করা) নিম্পন্ন ॥ ১৩৮ ॥
 উপাশ্বে,—উপকণ্ঠে, প্রান্তে, একপার্শ্বে ॥ ১৪২ ॥
 ব্যঞ্জিয়া,—ব্যঞ্জনা করিয়া, ব্যক্ত বা প্রকাশ করিয়া ॥১৪৪॥
 অকথ্য-চরিত—অবর্ণনীয়-মহামায়ু ॥ ১৪৬ ॥

পুত্রের গাত্রস্থ ধূলি-পরিকরণ—

ধীরে-ধীরে পুত্রের শ্রীঅঙ্গে হস্ত দিয়া ।
ধূলা ঝাড়ি' তুলিতে লাগিলা দেবী গিয়া ॥১৫৫॥

পুত্রকে মালা ও পূজোপকরণ-প্রদান—

“উঠ উঠ, বাপ, মোর, হের, মালা ধর ।
আপন হৃদয় গিয়া গজা পূজা কর ॥ ১৫৬ ॥

পুত্রের দ্রব্য-নাশ-সবেও শচীর সহিষ্ণুতা—

ভাল হৈল, বাপ, যত ফেলিলা ভাজিয়া ।
যাউক তোমার সব বালাই লইয়া ॥” ১৫৭ ॥

গাত্রোথানপূর্বক নিমাইর অনার্থ গমন—

জননীর বাক্য শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর ।
চলিলা করিতে স্নান লজ্জিত-অস্তুর ॥ ১৫৮ ॥

গৃহ মার্জ্জনপূর্বক শচীর বন্ধনোদ্‌যোগ—

এথা শচী সর্বগৃহ করি' উপস্কার ।
রক্তনের উদ্‌যোগ লাগিলা করিবার ॥ ১৫৯ ॥

পুত্র-কৃত সহস্র কৃতি-সবেও পুত্রগতপ্রাণ

শচীর ক্ষোভরাহিত্য—

যদ্যপিহ প্রভু এত করে অপচয় ।
তথাপি শচীর চিত্তে দুঃখ নাহি হয় ॥ ১৬০ ॥

কৃষ্ণ যশোদার সহিত নিমাই শচীর উৎসাহ—

কৃষ্ণের চাপল্য যেন অশেষ-প্রকারে ।
যশোদা সহিলেন গোকুল-নগরে ॥ ১৬১ ॥

পুত্রবৎসলা শচীর গৌর-নির্ঘাতন-সহিষ্ণুতা—

এইমত গৌরাজের যত চঞ্চলতা ।
সহিলেন অনুক্ষণ শচী জগন্নাথ ॥ ১৬২ ॥

পরমেশ্বররূপি-পুত্রে ঐশ্বর্যবুদ্ধিহীন শুদ্ধবাস্তবসাময়ী শচীর

তৎকৃত সমস্ত চাপল্য স্বচ্ছন্দে সহন—

ঈশ্বরের ক্রীড়া জানি কহিতে কভেক ।
এইমত চঞ্চলতা করেন যতেক ॥ ১৬৩ ॥

সহিষ্ণুতায় পৃথীসমা শচীমাতা—

সকল সহেন আই কায় বাক্য মনে ।
হইলেন শচী যেন পৃথিবী আপনে ॥ ১৬৪ ॥

গঙ্গানানান্তে নিমাইর গৃহাগমন—

কতক্ষণে মহাপ্রভু করি' গঙ্গানান ।
আইলেন গৃহে ক্রীড়াময় ভগবান ॥ ১৬৫ ॥

বিষ্ণু ও তদীয় পূজাস্তে নিমাইর ভোজনানুষ্ঠান—

বিষ্ণুপূজা করি' তুলসীরে জল দিয়া ।
ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥ ১৬৬ ॥

ভোজন ও আচমনান্তে প্রভুর তাবুল চর—

ভোজন করিয়া প্রভু হৈলা হর্ষ-মন ।
আচমন করি' করেন তাবুল চর্ষণ ॥ ১৬৭ ॥

পুত্রকে চাপলা-কারণ-জিজ্ঞাসা—

ধীরে-ধীরে আই তবে বলিতে লাগিলা ।
“এত অপচয়, বাপ, কি কার্য্যে করিলা ? ১৬৮ ॥

মাহুচপি-ভক্ত কঠুর্ক তদীয় সর্বদে সেবা-পুত্রের

স্বাধিকার জ্ঞাপন—

ঘর ছার দ্রব্য যত, সকলি তোমার ।
অপচয় তোমার সে, কি দায় আমার ? ১৬৯ ॥

নিত্যশুদ্ধভাবময় ভগবদগৃহে অথাভাব-জ্ঞাপন—

পড়িবারে তুমি বোল এখন যাইবা ।
ঘরেতে সম্বল নাহি,—কালি কি যাইবা ?” ১৭০ ॥

নিমাইর হাত, একমাত্র ষড়্‌মুখ্যপূর্ণ কৃষ্ণেরই

গোপ্তব্য বা ভর্তৃহ-জ্ঞাপন—

হাসে প্রভু জননীর শুনিয়া বচন ।
প্রভু বোলে,—“কৃষ্ণ পোষ্টা, করিবে পোষণ ॥” ১৭১ ॥

বাগীশ্বর গৌর নারায়ণের গ্রন্থসহ পাঠার্থ প্রস্থান—

এত বলি' পুস্তক লইয়া প্রভু করে ।
সরস্বতীপতি চলিলেন পড়িবারে ॥ ১৭২ ॥

পাঠান্তে সঙ্কায় গঙ্গা-তটে গমন—

কতক্ষণ বিছা-রস করি' কুড়ুলে ।
জাহ্নবীর কূলে আইলেন সঙ্কাকালে ॥ ১৭৩ ॥

গৃহে প্রত্যাবর্তন—

কতক্ষণ থাকি' প্রভু জাহ্নবীর তীরে ।
তবে পুনঃ আইলেন আপন-মন্দিরে ॥ ১৭৪ ॥

যোগনিজা,—স্বীয় অপ্রাকৃত নীলা-পুষ্টিকারিণী চিত্রায়ী
নিরুপশ্চৈয়িকা ষোগমায়ী-সাহায্যে নিজা ॥ ১৪৮ ॥

বালাই,—আরবী ‘বালাহ’ শব্দ (বিপদ, আপদ) হইতে
নিষ্পন্ন; বিপদ, আপদ, অশুভ, অসঙ্গ, পাপ ॥ ১৫৭ ॥

নির্জঙ্ঘে মাতাকে ছুই তোলা স্বর্ণ-প্রদান—
জননীয়ে ডাক দিয়া আনিঞা নিভৃত্তে ।
দিব্য স্বর্ণ তোলা ছুই দিলা তান হাতে ॥ ১৭৫ ॥
কৃষ্ণপ্রদত্ত-জ্ঞানে সেই স্বর্ণদ্বারা গৃহ-ব্যয়নির্বাহার্থ
মাতাকে অমুরোধ—

“দেখ, মাতা, কৃষ্ণ এই দিলেন সম্বল ।
ইহা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় করহ সকল ॥” ১৭৬ ॥
নিমাইর প্রস্থানান্তর স্বর্ণ-দর্শনে শচীর বিস্ময় ও চিন্তা—
এত বলি’ মহাপ্রভু চালিলা শয়নে ।
পরম-বিস্মিত হই’ আই মনে গণে’ ॥ ১৭৭ ॥

স্বর্ণপ্রাপ্তিতে ভাবি-বিপদাশঙ্কা—
“কোথা হইতে স্তব্ধ আনয়ে বারেবার ।
পাছে কোন প্রমাদ জন্মায় আসি’ আর ॥ ১৭৮ ॥
ত্রিবিণাভাব ঘটকা মাত্র নিমাইর পুনঃপুনঃ স্বর্ণানয়ন—
যই-মাত্র সম্বল সঙ্কোচ হয় ঘরে ।
সেই এইমত সোণা আনে বারেবারে ॥ ১৭৯ ॥
নিমাইর স্বর্ণসংগ্রহ বিষয়ে শচীর নানা চিন্তা—
কিবা ধার করে, কিবা কোন সিকি জানে ?
কোনরূপে কার সোণা আনে বা কেমনে ? ১৮০ ॥

অতি-সরলচিত্তা শচীর স্বর্ণবিনিময়ে অর্থসংগ্রহেও আশঙ্কা—
মহা-অকৈতব আই পরম-উদার ।
ভাঙ্গাইতে দিতেও উরায় বারেবার ॥ ১৮১ ॥
সকলের দ্বারা পরীক্ষণপূর্বক নিষ্ক-নির্দোষত্ব স্থাপন—
“দশঠাঞি পাঁচঠাঞি দেখাইয়া আগে ।”
লোকেরে শিক্ষায় আই “ভাঙ্গাইবি তবে ॥” ১৮২ ॥
মহাযোগেশ্বর গৌর-নারায়ণের গুপ্তভাবে নবদ্বীপে অবস্থিতি—
হেনমতে মহাপ্রভু সর্ব-সিদ্ধীধর ।
গুপ্তভাবে আছে নবদ্বীপের ভিতর ॥ ১৮৩ ॥
একাগ্রমনে স্বাধ্যায়-রত বটুরক্ষচারি-বেদী

নিমাইর রূপ-বর্ণন—
না ছাড়েন শ্রীহস্তে পুষ্পক এককণ ।
পড়েন গোষ্ঠীতে যেন প্রত্যক্ষ মদন ॥ ১৮৪ ॥
ললাটে গোধমে উজ্জ্বল তিলক স্তম্বর ।
শিরে ত্রিচাঁচর-কেশ সর্ব-মনোহর ॥ ১৮৫ ॥
স্কন্ধে উপবীত, ব্রহ্মতেজ মুষ্টিমন্ত ।
হাস্তময় শ্রীমুখ প্রসন্ন, দিব্য দম্ভ ॥ ১৮৬ ॥
কিবা সে অদ্ভুত ছুই কমল-নয়ন ।
কিবা সে অদ্ভুত শোভে ত্রিকচ্ছ-বসন ॥ ১৮৭ ॥

যেন পৃথিবী আননে,—সংস্রবহা বহুক্ষণের সূচন ॥ ১৬৪ ॥
দায়,—[দা + (কর্মে) ঘঞ্], খাত ক্ষতি, সংস্রব,
সম্বন্ধ, প্রয়োজন, দায়িত্ব ॥ ১৬৯ ॥
সম্বল,—[সম্ব (গমন করা, চণা) + (করণে) অন্],
‘পুঞ্জি’, পাথের, জীবিকা বা অর্থ ॥ ১৭৯ ॥
পোষ্টা,—পোষণকর্তা ॥ ১৭১ ॥
সরস্বতী-পতি,—সরস্বতী বা পদ্ম বিচার পতি অর্থাৎ
“বিদ্যাবধুজীবন” শ্রীকৃষ্ণ ॥ ১৭২ ॥
নিভৃত্তে,—[নি-ভু (পোষণকর্তা) (কর্মে) ক্ত]
নির্জঙ্ঘে, গোপনে ; ভাঙ্গাইয়া,—কোন মুদ্রার বিনিময়ে সম-
পরিমাণ মূল্যের ক্ষুদ্র মুদ্রা বা ত্রয গ্রহণ করিয়া । করহ,
—নির্বাহ বা সমাধান কর ॥ ১৭৬ ॥
প্রমাদ,—বিপদ, অনিষ্ট ॥ ১৭৮ ॥
সম্বল-সঙ্কোচ,—অর্থশাৰ ॥ ১৭৯ ॥
ধার,—[ধ + (কর্মে) ঘঞ্] ঋণ গ্রহণ ।

সিকি,—(ভা ১১।৫ ৪-৫) “অগ্নিমা মহিমা মূর্ত্তের্লাঘমা-
প্রাপ্তিঃ প্রভেঃ । অকাম্যং ত্রুতদৃশ্যে শক্তিপ্রেরণমাশিতা ॥
গুণেশ্বরস্বো বশিতা যৎ কামতদন্তুতি । এতা মে সিদ্ধয়ঃ
সৌম্য ষষ্ঠাবোৎপত্তিকা মতাঃ ॥” অর্থাৎ অগ্নিমা, মহিমা,
লাঘমা, প্রাপ্তি, প্রাকাম্য, দীপ্ততা, বশিতা ও কাম্য-
সাম্প্রিত, এই অষ্টসিদ্ধি—ভগবানের স্বাভাবিকী । ঐ ৬-৮ম
শ্লোকও স্তব্ধ ॥ ১৮০ ॥

মহা-অকৈতব,—কৈতব, কাপট্য বা ছলনা-বিহীন,
অতীব সুপরমা ।

উরায়,—(হিন্দী ‘উরনা’ হইতে) ভয় পাওয়া, শঙ্কিত
হওয়া ॥ ১৮১ ॥

সর্বসিদ্ধীধর,—অষ্টসিদ্ধির অধীশ্বর ; ভা ১১।১৫।১০-১৭
শ্লোক স্তব্ধ ॥ ১৮২ ॥

ত্রিকচ্ছ,—তিনটা ‘কাছা’ ; গোচরবদ্ধ বঙ্গবাসিন্দের
বস্ত্রপরিধান-রীতিবিশেষ । পরিহিত-বস্ত্রের বে উত্তরাংশ

সকলেই বিশ্বস্তরের ত্রীকপাকট—

যেই দেখে, সেই একদৃষ্টো রূপ চায়।
হেন নাহি 'পদ্ম পদ্ম' বলি' যে না যায় ॥ ১৮৮ ॥

নিমাইর অপূর্বব্যাখ্যা-শ্রবণে গঙ্গাদাসের হর্ষ—

হেন সে অকুত ব্যাখ্যা করেন ঠাকুর।
শুনিয়া গুরুর হয় সম্ভোষ প্রুর ॥ ১৮৯ ॥

স্বীয় ছাত্রগণ মধ্যে সর্বপ্রধান জানে নিমাইকে

গঙ্গাদাসের সম্মান-প্রদান—

সকল পড়ুয়া-মধ্যে আপনে ধরিয়া।
বসায়েন গুরু সর্ব-প্রদান করিয়া ॥ ১৯০ ॥

ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা অধ্যাপকের নিমাইকে

উৎসাহ-প্রদান—

গুরু বোলে,—“বাপ, তুমি মন দিয়া পড়।
ভট্টাচার্য্য হৈবা তুমি,—বলিলাঙ দঢ় ॥” ১৯১ ॥
বিনয়ের মূর্ত্তিগ্রহ ও একচাণীর আদর্শ রূপে গুরুর আশীর্বাদ

বহমানপূর্বক বলা-যোগ্য মর্যাদা প্রদান—

প্রভু বোলে,—“তুমি আশীর্বাদ কর যারে।
ভট্টাচার্য্য-পদ কোন্‌ দ্বন্দ্ব ভ তাহারে ?” ১৯২ ॥

নিমাইর প্রথোত্তর দানে সকলেরই অসামর্থ্য—

যাহারে যে জিজ্ঞাসেন ত্রীগৌরসুন্দর।
হেন নাহি পড়ুয়া যে দিবেক ডত্তর ॥ ১৯৩ ॥

‘হর’ ব্যাখ্যা ‘নয়’ ও ‘নয়’-ব্যাখ্যা ‘হর’-করণ—

আপনি করেন তবে সূত্রের স্থাপন।
শেষে আপনার ব্যাখ্যা করেন খণ্ডন ॥ ১৯৪ ॥

স্বয়ং অনায়াসে অস্ত্রের হুঁসাধ্য হুঁত্রের ব্যাখ্যান—

কেহ যদি কোনমতে না পারে স্থাপিতে।
তবে সেই ব্যাখ্যা প্রভু করেন সূ-রীতে ॥ ১৯৫ ॥

সর্বক্ষণ নিমাইর শাস্ত্রাঙ্গশীলন—

কিবা স্নানে, কি ভোজনে, কিবা পর্যটনে।
নাহিক প্রভুর আর চেষ্টা শাস্ত্র বিনে ॥ ১৯৬ ॥

জগতের দোভাগ্য-স্বযোগাভাব-হেতু গৌর-নারায়ণের

আত্মপ্রকাশ-গোপন—

এইমতে-আছেন ঠাকুর বিদ্যা রসে।
প্রকাশ না করে জগতের দীন-দোষে ॥ ১৯৭ ॥

তাৎকালিক অনিত্যবিষয়-ভোগরত হরিভক্তিহীন

সংসার-বর্ণন—

হরিভক্তিশূন্য হৈল সকল সংসার।
অসংসঙ্গ অসংপথ বই নাহি আর ॥ ১৯৮ ॥

দেহায়বুদ্ধি আত্মসর্ব্ব সাংসারিক লোকের

দশা-বর্ণন—

নানারূপে পুজাদির মহোৎসব করে।
দেহ-গেহ ব্যতিরিক্ত আর নাহি ক্ষুরে ॥ ১৯৯ ॥

অনিত্যস্বার্থসক্তি ও কৃষ্ণবৈমুখ্য-দর্শনে পরহঃপঙ্খী বৈষ্ণবের

দুঃখ ও করুণা কৃষ্ণসমীপে আবেদন—

মিথ্যা সুখে দেখি সর্বলোকের আদর।
বৈষ্ণবের গণ দুঃখ ভাবেন অন্তর ॥ ২০০ ॥

‘কৃষ্ণ’ বলি’ সর্বগণে করেন ক্রন্দন।

“এ সব জীবেরে কৃপা কর, নারায়ণ ॥ ২০১ ॥

কুক্ষিত করিয়া পদব্রজের মধ্য দিয়া টানিয়া বিপরীত দিকে
কটিদেশের পশ্চাত্তাগে নিবন্ধ করা হয়, তাহাকে ‘কাছা’, আর
যে পূর্বাংশ কুক্ষিত করিয়া নাভিদেশের সম্মুখভাগে নিবন্ধ
করা হয়, তাহাকে ‘কোঁচা’ বলে; এত কোঁচারত অপূর্ণ-প্রাপ্ত-
স্থিত কুক্ষিত অগ্রভাগ উঠাইয়া পুনরায় নাভিদেশে নিবন্ধ
করিগেই উহা ‘ত্রিকঙ্ক বসন’ নামে অভিহিত হয় ॥ ১৮৭ ॥

একদৃষ্টো,—অনন্তবৃষ্টিতে, নিপ্পলক, নির্নামেব বা অনি-
মীলিত-নেত্রে।

ভট্টাচার্য্য,—যে বিপ্র মীমাংসা ও শাস্ত্র-শাস্ত্র অধ্যয়ন
করিয়া কৃতবিত্ত হইয়াছেন, অথবা যিনি আত্মসত্ত্ব কোন একটা

বেদ কর্তৃক করিয়াছেন, তিনিই এই উপাধি-সাতের যোগ্য;
অথবা, দর্শনশাস্ত্র পণ্ডিত অধ্যাপক ॥ ১৯০ ॥

জাতব্য এই যে, মায়াবীশ বিমুক্ত “কর্তৃমুক্তমুক্তা”-
সামর্থ্য—নিত্য বর্তমান ॥ ১৯৪ ॥

সূ-রীতে,—হৃষ্টভাবে, সুচারুরূপে ॥ ১৯৫ ॥

দীন-দোষে—জগতের অবিচ্ছিন্ন লোকই অক্ষয়-জ্ঞান-
পরায়ণ অর্থাৎ অধোক্ষর-বিমুক্ত-বিমুক্ত। অপরা বিজ্ঞা অপেক্ষা
পর-বিজ্ঞার—যাহা দ্বারা বিমুক্ত হয়ে জীবের শুদ্ধা মতি উদ্ভিত
হয়, তাহার—শ্রেষ্ঠত্ব-বীকারে তাঁহাদের যোগ্যতা হয় না
বলিয়াই তাঁহারা বথার্থ দীন-দোষ-ব্যচা। ত্রিবিপ্রগোষাধী

কৃষ্ণরতি বিনা মানবের দুর্গতি-ভোগ—
 ছেন দেহ পাইয়া কৃষ্ণে নাহি হৈল রতি ।
 কতকাল গিয়া আর ভুঞ্জিবে দুর্গতি ! ২০২ ॥
 দেব-বাহিত নরজন্ম লাভ-সত্ত্বেও কৃষ্ণেতর
 ভড়ম্বলভোগ-ফলে বৃথা জন্ম—
 যে মর-শরীর লাগি' দেবে কাম্য করে ।
 তাহা ব্যর্থ যায় মিথ্যা স্নেহের বিহারে ॥ ২০৩ ॥
 কৃষ্ণেতর-কর্মকাণ্ডে লোকের উন্নাস—
 কৃষ্ণ-যাত্রা-মহোৎসব-পর্ব নাহি করে ।
 বিবাহাদি-কর্মে সে আনন্দ করি' মরে ॥ ২০৪ ॥

বৈষ্ণবগণের নারায়ণ ভক্তি ও তৎকৃপা-প্রার্থনা—
 তোমার সে জীব, প্রভো, তুমি সে রক্ষিতা ।
 কি বলিব আমরা, তুমি সে সর্বপিতা ॥ ২০৫ ॥
 ভক্তগণের সর্বজীব-মঙ্গল-চিন্তন ও মঙ্গলগীতি-গান—
 এইমত ভক্তগণ সবার কুশল ।
 চিন্তন-গায়ন কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল ॥ ২০৬ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জ্ঞান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২০৭ ॥
 ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে মিশ্র-পরলোকগমনং
 নাম অষ্টমোধ্যায়ঃ ।

শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বণেন, (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত
 ৩৬ শ্লোক—) “প্রসারিত মহাপ্রেম-পীযুষ রসসাগরে । চৈতন্য-
 চন্দ্রে একটে যো দীনো দীন এব সঃ ॥” ১৯৭ ॥

একমাত্র ব্যস্তব নিত্যসত্যবস্ত মায়াধৌশ বিষ্ণুর প্রতীতি-
 ব্যতীত তদিতর প্রাকৃত দর্শনমূলক যাবতায় মঙ্গ ও পথই
 অসংসঙ্গ ও অসংপথ ॥ ১৯৮ ॥

তৎকালে ঔপাধিক-জ্ঞান-প্রমত্ত কর্ম-জড় মুঢ়গণ শ্রী-
 পুত্রাদির স্বপ্নাচ্ছন্দ্য-বিবান-চেষ্টাতেই ব্যস্ত ও প্রবৃত্ত ছিল ।
 আবার, কর্মজড় অর্থাৎ সংকর্ম-নিপুণ ভীমভট্টাদির পদাব-
 শেহনকারী জনগণ ইষ্টাপূর্ত্ত, চিকিৎসাগার, অপরা বিজ্ঞার
 পাঠশালা প্রভৃতি কার্যে দয়ার ছন্দনায় দেহ ও মনকে
 নিযুক্ত করিয়া পরকালে ইন্দ্রিয়স্বত্বের ফল কামনা করিত ;
 তাহারা ঔপাধিক স্বার্থের বশবর্তী হইয়া নৈকায়রূপ নিকাম
 কৃষ্ণদেবা চেষ্টায় নিতাশ্ত বিমূখ ছিন । তাহাদের বুদ্ধিতেদ
 অর্থাৎ চৈতন্য সম্পাদন করা স্বতি শাস্ত্রের অহুমোদিত নহে ।
 তাহারা—অজ্ঞ ও মূঢ় । শ্রীহরির সেবার যে সর্বজীবের সর্ব-
 সময়ে একমাত্র সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতা,—এই-পরম-সত্ত্বের বিস্মৃতি-
 ফলেই তাহাদের নানাপ্রকার জন্ম-প্রবৃত্তিবৃদ্ধি বিষয়-
 ভোগ-স্পৃহা জন্মিয়াছিল ॥ ১৯৯ ॥

বে নরশরীর... কাম্য করে,—একমাত্র নরদেহই হরি-
 ভক্তনের সর্বাপেক্ষা অমূল্য, স্মরণ্য দেবগণেরও যে তাহা
 প্রার্থনীয়, তদ্বিষয়ে দেবগণের গীতি (ভা ৫।১৯২০-২৪),—
 ‘অহো, এই ভারতবর্ষে উদ্ধৃত মানবগণ কি উত্তম
 তপতাই না করিয়াছেন ! অথবা, স্বয়ং ভগবান্ শ্রীহরি কোন-

প্রকার মানব-ব্যতীতই ইহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন !
 ভারতে যে মনুষ্যজন্ম লাভের নিমিত্ত আগরাও স্পৃহা করি,
 ইহারা ভারতাদানে মুহূর্ত্তসেবোপযোগী সেই মানবযোনিতে
 জন্মগ্রহণ করিয়াছেন !

আমাদের হৃদয় যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত ও দানাদির ফলে
 তুচ্ছ স্বর্গপ্রাপ্তিবারাট বা কি কম লাভ হইল ? বিশেষতঃ,
 এইখানে শ্রীনারায়ণের পাদপদ্মস্বতী ত' নাই-ই, বরং অতি-
 শয় ইন্দ্রিয় তর্পণাতিশয়,-নিবন্ধন তাহাও বিলুপ্ত হইয়া যায় ।

আয়ুস্মান্ হইয়া পুনরাবতনময় ব্রহ্মলোক-লাভ অপেক্ষা
 অল্পায়ুঃ হইয়া ভারতভূমিতে নরজন্ম-লাভও শ্রেয়ঃ ; যেহেতু
 এই নরজন্মে মনস্বি-মানবগণ মর্ত্যাদেহ দ্বারা অল্পকাল মধ্যে
 তাহাদের কৃতকর্মবমূহ শ্রীহরিতে সমর্পণ করিয়া তদীয়
 অভয়পদ শ্রীবৈকুণ্ঠধামে গমন করিয়া থাকেন ।

যে-স্থানে হরিকথা-স্ববাদের প্রবাহিতা নাই, যে-স্থানে
 তনাস্রিত বৈষ্ণবসামুদ্রগণের অবিষ্ঠান নাই, যে-স্থানে শ্রীহরির
 কীর্ত্তনবহুল যজ্ঞ ও গীতনৃত্যবাগাদি মহোৎসব নাই, ব্রহ্ম-
 লোক হইলেও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি তাহা আশ্রয় করিবেন না ।

এই ভারতবর্ষে চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাগ দি কর্মেন্দ্রিয়
 ও ক্ষিত্যাদি অব্যানিচয়পূর্ণ নরজন্ম প্রাপ্ত হইয়াও যে-সকল
 প্রাণী স্বরূপাবস্থিতি বা বিষ্ণুপাদপদ্মলাভরূপ মোক্ষের নিমিত্ত
 যত্ন করে না, তাহারা বনচর পক্ষীর তায় (কোনক্রমে মুক্তি-
 লাভানন্তরও পুনরায় ভোগবশে) বন্ধনদশাই প্রাপ্ত হয় ॥ ২০৩ ॥
 যাত্রা,—ভা ১।২৭।৫০ শ্লোকে “পূজ্য-যাত্রোৎসবা-
 শ্রিতান্”—পদের শ্রীস্বামিকৃত-টীকায় “যাত্রা—বিশিষ্টে পক্ষিদি

বহুজনসমাগমঃ” ও “উৎসবো—বসন্তাদি-মহোৎসবঃ” ; ভাঃ ১১।১।৩৬-৩৭ শ্লোকে “মম পক্ষীমুদয়নম্” ও “সৰ্ববার্ষিক পক্ষীম্” পদ-দ্বয়ের ত্রীষামিকৃত-টীকায় “পক্ষীগণি জন্মাষ্টম্যা-দীনী” ও “সৰ্ববার্ষিকপক্ষীম্ চাতুৰ্মাসৈকাদিগ্ৰাদিবু” এবং ভাঃ ৫।১৯।২৩ শ্লোকে “মহোৎসবঃ”—পদের টীকায় “মহোৎসবো নৃত্যাহুৎসবো যেষু তাদৃশাঃ” ইত্যাদি ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়।

মরে,—দেহাশ্রবুদ্ধি ইহ-সৰ্বস্ব মূঢ়জনগণ স্ব-স্বরূপ ও উপাঙ্গসেবা-বিশৃংখলিত অর্থাৎ সম্বন্ধজ্ঞানাভাববশতঃ ত্রীহরি-গুরুবৈষ্ণবার্থে অপিলচেষ্টে-পরায়ণ না হইয়া দেহ ও মনের নিজেন্দ্রিয়ের তর্পণাভিগাষেই যাবতীয় কর্ম করে ; সুতরাং শ্রেয়ঃপন্থা বা অধোক্ষজ-সেবা ত্যাগ করিয়া প্রেয়ঃপন্থা গ্রহণ করে। তাহার অমৃত বা বৈকুণ্ঠ-পথের পথিক না হইয়া মৃত্যু অর্থাৎ সংসাররূপ নরকপথের পথিক হয় ও নানাবোনি ভ্রমণ করিয়া অশেষ ক্লেশ ভোগ করে। কিন্তু ত্রীহরিগুরু-বৈষ্ণবার্থে যে সকল ভগবদ্রক্ষ্যমুচ্চান, তাহা সকল জীবেরই একমাত্র কর্তব্য। ভাঃ ১১।২।৯৮—“যান্ শঙ্করাচরন্ মর্ত্যো মৃত্যুং জয়তি হুঙ্করান্” অর্থাৎ ‘পুঙ্খানুপুঙ্খ সনাতন-দর্শনের আচরণ করিলেই মরণ-দর্শনশীল মানব অতিহুঙ্কর মৃত্যুকে ও জয় করিতে সমর্থ হয়, নতুনা মৃত্যু পথে পাবিত হয়।’

(ভা ২।১।৪ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি ত্রীশুকোক্তি—) ‘ভগবদ্বিমুখ মানবগণ অনিত্য দেহ, পুত্র ও কন্যাাদি পরি-করণের প্রতি আসক্ত হইয়া আপনাদের বিনাশ দেখিয়া ও দেখিতে পায় না।’

(ভা ৩।৩।৩-১৪ ও ১৮ শ্লোকে দেববৃত্তির প্রতি ভগবান্ ত্রীকলিদেবের উক্তি—) ‘হৃদয়িত জীব মোহবশতঃ অনিত্য কলত্রাদি সমন্বিত অনিত্য দেহ, গেষ, ক্ষেত্র ও বস্তুরূপে ‘নিত্য’ বলিয়া মনে করে, সুতরাং এ সকল বস্তু নষ্ট হইলে উহারা শোকে নিমগ্ন হয়। প্রাণিগণ এই সংসারে যে-যে-বোনি পরিভ্রমণ করে, সেই সেই বোনিতেই আনন্দ লাভ

করিয়া থাকে ; সুতরাং কিছুতেই আর বিরাগ লাভ করি-না। দৈব-মায়ার বিমোহিত জীব নরকযোনি লাভ করিয়াও নরকযোগ্য আহার-বিহারাদিতে আনন্দ লাভ করিয়া নারক শরীর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। সে দেহ জায়া, পুত্র, গৃহ, পুত্র, ধন ও বস্তুপ্রভৃতিতে বদ্ধহৃদয় হইয়া আপনাকে কৃত-কৃতার্থ বলিয়া মনে করে। কুটুম্বদিগের পোষণ চিন্তায় তাহার আপাদ-মস্তক দক্ষীভূত হইতে থাকে ; তজ্জন্ত সে পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। এই গৃহব্রত ব্যক্তি কুটুম্ব ও হুংময় গৃহে নিরলস হইয়া কলভাষী শিশুগণের আশ আশ আলাপে ও অদম্য জীর্ণের নির্জনে প্রদত্ত প্রোলাভনে অবশচিত্ত হইয়া ‘হুংমকেই সুখ’ বলিয়া মনে করিয়া থাকে। সেই গৃহব্রত ব্যক্তি যাহাদের পোষণফলে অধোগতি লাভ করিবে, অর্থ উপার্জন করিয়া সেই পরিবারবর্গকেই তাহাদের ভোজনা-বশেষ গ্রহণপূর্বক পোষণ করিয়া থাকে। যখন তাহার নিজের জীবিকা-পাহিত্য ঘটে, তখন সে মৃত্যু-কোন জীবিকা অবগম্যন করিবু জ্ঞান বারংবার চেষ্টা-সময়েও বার্ষমনোরণ ও গোভাভিভূত হইয়া পর-দনে স্পৃহা করে, সেই মূঢ়বুদ্ধি হতভাগ্য পুত্র বারংবার যত্ন করিয়া ও যখন কুটুম্বভরণে অসমর্থ হয়, তখন মৃতদার ও হুংমিত হইয়া দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে। * * * সেই কুটুম্বভরণে ব্যাপৃত্তি অজিতেন্দ্রিয় গৃহব্রত ব্যক্তি এইরূপ অবস্থাতেও রোক্তমান আত্মীয়-স্বজনের তাঁর ক্লেশ দর্শন করিয়া অদীর হয় ও অনশেষে নষ্টবুদ্ধি হইয়া প্রাণত্যাগ করে ॥ ২৪৪ ॥

তোষণ সে জীব, —বিভূতরই বিভূ-চৈতন্য, সৈব-তব অর্থাৎ পরমাত্মা ; আর যাবতীয় জীবাত্মাই ব্রহ্মতব, অণু-চৈতন্য, সুতরাং প্রত্যেকেই স্বরূপতঃ ‘তদীয়’ বা বৈষ্ণব ;— (গী ১৫।৭) “মমৈবাংশো জীব-গোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ” ইত্যাদি ॥ ২০৫ ॥

ইতি গোড়ীর-ভাষ্যে অষ্টম অধ্যায়।

নবম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্ন্যানন্দপ্রভুর ষাটশব্দ বয়স পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ, রাম, বামন প্রভৃতি অবতারবর্গের লীলা অভিনয়-

পূর্বক ক্রীড়া, এবং তদনন্তর বিংশবর্ষ বয়স পর্যন্ত তীর্থ-ভ্রমণ-বৃত্তান্ত প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীগৌর-কৃষ্ণের আজ্ঞায় শ্রীঅনন্তদেব অগ্রাই রাঢ়দেশের

অন্তর্গত একচাকা গ্রামে হাড়ো-ওঝার গৃহে তৎপরী পদ্মাবতীর গর্ভ-সিদ্ধ হইতে নিত্যানন্দচক্ররূপে স্বয়ং অবতীর্ণ হন। তাঁহার আবির্ভাবের আশুযজ্ঞিক ফলেই তদেবশ্ব যাবতীয় অমঙ্গল সমূলে বিনষ্ট হইয়াছিল।

বাণ্য-লীলায় শ্রীমদ্রিত্যানন্দপ্রভু স্বীয় সহচর শিশুগণ-সঙ্গে কুরুলীলার অনুরূপপূর্বক নানা-ক্রীড়ায় প্রমত্ত থাকিতেন। কখনও বা শিশুগণ মিলিয়া দেব-সভা রচনা করিতেন, কেহ বা দৈত্যগণের অত্যাচার ভারাক্রান্তা পৃথিবীর সমুদ্রায় সজ্জিত হইয়া সেই দেবসভার স্বীয় ভারাপনোদনার্থ নিবেদন করিলে শ্রীমদ্রিত্যানন্দপ্রভু দেবসভার সভ্য-রূপী শিশুগণের সহিত তাহা লইয়া নদীতীরে গমনপূর্বক ক্ষীরোদশায়ী ভগবানের স্তুতি করিতেন। তৎকালে কোন বালক ক্ষীরোদশায়িরূপে অস্ত্রের অলঙ্কিতভাবে লুক্কায়িত থাকিয়া “পৃণিবীর ভার-হরণার্থ আমি শ্রীশ্রীমদ্রিত্যানন্দপ্রভু-গোকে আবির্ভূত হইব”—এইরূপ বলিতেন। তদনন্তর বহুদেব-দেবকীর বিবাহ, বন্দিগৃহে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম, বহুদেবের কৃষ্ণকে লইয়া নন্দ-ব্রজে গমন, তথা হইতে যশোদার কন্যা-রূপে আবির্ভূতা মহামায়াকে লইয়া বহুদেবের প্রত্যাগমন, পুতনা-বধ, শকট ভঞ্জন, কৃষ্ণের গোপ গৃহে ছদ্ম-নবনীত চৌধা, দেহুক, অঘ ও বকাসুরগণের বিনাশ, গো-চারণ, গোবন্দন-ধারণ, বঙ্গ-হারণ, যজ্ঞপত্নীগণের প্রতি কৃষ্ণের রূপা, নারদরূপে কংসকে নিভূতে পরামর্শ প্রদান এবং কুবলয়-নামক হস্তা ও চাপুস, মুষ্টিক-নামক মল্ল ও কংসের বধসাদনাদি ষাণ্ঠীয় লীলার অনুরূপ করিতেন।

আবার কখনও বা বামন-রূপে মহারাজ বলিকে বধনী, কখনও বা রাম-লীলার অভিনয়ে শিশুগণের দ্বারা বানর-সৈন্য রচনা করিয়া সেতু-বন্ধন, স্বয়ং শ্রীগঙ্গারূপে ধর্ম্মহার্যপূর্বক স্ত্রীকীর্তির নিকটে গমন এবং শ্রীরাঘবরূপে পরশুরামের দর্প-হারণ, ইন্দ্রজিৎ-বধ, ইন্দ্রজিৎ-শক্তিশেলে লক্ষ্মণাবেশে স্বয়ং মূর্ছাভিনয়, হনুমানের দ্বারা ঔষধ-আনয়ন, হনুমানের ঔষধে মূর্ছা-ভঙ্গ প্রভৃতি বিবিধ অবতার লীলা প্রদর্শন করতেন।

শ্রীমদ্রিত্যানন্দপ্রভু ষাটশব্দ পর্য্যন্ত এইপ্রকার বাণ্য-লীলায় রত থাকিয়া বিংশতিবর্ষ যাবৎ আত্মাবর্তে ও দাক্ষিণাত্যে তীর্থ-ভ্রমণ-হুগে শোভন করেন, পরে নবমীতে স্বয়ং প্রভু গোরক্ষ-সমীপে আগমন করেন। তীর্থ-ভ্রমণ কালে শ্রীমদ্রিত্যানন্দপ্রভুর মিথন হয়। এইরূপে শ্রীমদ্রিত্যানন্দ-প্রভু সশিষ্য শ্রীমদ্রিত্যানন্দ-প্রভুর সহিত কিছুদিন কুরুকথানন্দে যাপন করিয়া সেতু-বন্ধ, ধর্ম্মতীর্থ, মায়াপুরী, অবনী, গোদাবরী, জিওড় মূর্খিহ, দেবপুরী, ত্রিমল্ল, কৃষ্ণক্ষেত্র প্রভৃতি তীর্থ-সকলকে তীর্থভূত করিয়া নীলাচলে আগমন করেন এবং তথায় চতুর্ভূজ শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিয়া পরমানন্দে বিহ্বল হন। পরে শ্রীক্ষেত্র হইতে পুনরায় শ্রীমদ্রিত্যানন্দপ্রভু প্রত্যাগমন করেন। অতঃপর সর্বশক্তিমান বহুদেবাত্মির শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নাম-প্রম-বিওরণ-লীলা প্রকাশ না করবার কারণ এবং তাঁহার মহিমা বর্ণনাস্তর এই অব্যায় সমাপ্ত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রূপাসিদ্ধ।

জয় জয় নিত্যানন্দ অগতির বন্ধু ॥ ১ ॥

গৌরচন্দ্রের জয়—

জয় ঐশ্বর্যচন্দ্রের জীবন-মন-প্রাণ।

জয় শ্রীনিবাস-গদাধরঃ ॥ ২ ॥

জয় জগন্নাথ-শচী-পুত্র বিশ্বস্তর।

জয় জয় ভক্তবৃন্দ প্রিয় অনুচর ॥ ৩ ॥

নিত্যানন্দ-খান-বর্নন; মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে

নিত্যানন্দপ্রভুর রাঢ়ে আবির্ভাব—

পূর্বের প্রভু শ্রীঅনন্ত চৈতন্য-আজ্ঞায়।

রাঢ়ে অবতীর্ণ হই আছেন লীলায় ॥ ৪ ॥

রোহিণী-বহুদেবাত্মির পদ্মাবতী হাড়াই উপাধায়—

হাড়ো-ওঝা নামে পিতা, মাতা পদ্মাবতী।

একচাকা-নামে গ্রাম গোড়েশ্বর যথি ॥ ৫ ॥

গোড়ীয়-ভাষ্য

আদি ২য় অঃ ৩১, ৩৮-৪০ ও ১০৮-১১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥

লীলায়,—প্রপঞ্চ শ্রীর নিত্য অপ্রাকৃত লীলা অবতরণ করাইয়া অর্থাৎ নিরুপশ্চেষ্টাক্রমে ॥ ৪ ॥

হাড়ো ওঝা,—মৈথিল-ব্রাহ্মণের ‘উপাধায়’—এই কোলিক উপাধির অপভ্রংশই ‘ওঝা’ বা ‘ঝাঁ’। হাড়াই-পণ্ডিত ও পদ্মাবতী,—আদি ২য় অঃ ৩২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

শিশুরূপি-নিত্যানন্দের রূপ-গুণ—

শিশু হইতে সৃষ্টির স্রুষ্টি গুণবান।
জিনিঞা কল্পৰ্পকোটি লাবণ্যের ধাম ॥ ৬ ॥

নিত্যানন্দাবির্ভাবে জগতে সঙ্গভেদয়—

সেই হৈতে রাঢ়ে হৈল সৰ্ব্ব-সুমঙ্গল।
দুর্ভিক্ষ-দারিদ্র্য-দোষ খণ্ডিল সকল ॥ ৭ ॥

গৌরাবির্ভাব-দিনে তবতির-দ্বিতীয়তম তৎসেবকপ্রবর

নিত্যানন্দের আনন্দধ্বনি—

যে-দিনে জন্মিলা নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র।
রাঢ়ে থাকি' ছন্দার করিল। নিত্যানন্দ ॥ ৮ ॥

নিত্যানন্দের চক্ৰে সমগ্রবিশ্বের মুচ্ছা—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপ্ত হইল ছন্দারে।
মুচ্ছাগত হৈল যেন সকল-সংসারে ॥ ৯ ॥

তৎসম্বন্ধে নানাপোকে নানামত—

কথো লোক বলিলেক,—“হৈল বজ্রপাত।
কথো লোক মানিলেক পরম উৎপাত ॥ ১০ ॥
কথো লোক বলিলেক,—জানিল' কারণ।
গৌড়েশ্বর-গোসাঁঞর হইল গর্জ্জন ॥” ১১ ॥

বিষ্ণুমায়া-প্রভাবে তাহাদের মূলবিশ্বরূপ

নিত্যানন্দতবে অনভিজ্ঞতা—

এইমত সর্বলোক নানা-কথা গায়।
নিত্যানন্দে কেহ নাহি চিনিল মায়ায় ॥ ১২ ॥
বীয় যোগমায়া-প্রভাবে গুপ্তভাবে নিত্যানন্দের ক্রীড়া—
হেনমতে আপনা' লুকাই' নিত্যানন্দ।

শিশুগণ-সঙ্গে খেলা করেন আনন্দ ॥ ১৩ ॥

নিত্যানন্দের শিশুসঙ্গিগণ-মত (ক) স্বাপর-বৃন্দায়

কৃষ্ণলীলাভিনয়—

শিশুগণ-সঙ্গে প্রভু যত ক্রীড়া করে।
শ্রীকৃষ্ণের কার্য বিনা আর নাহি ক্ষুরে ॥ ১৪ ॥

(১) বেবসভায় পৃথিবীর অত্যাচার-বর্ণন—

দেব-সভা করেন মিলিয়া শিশুগণে।
পৃথিবীর রূপে কেহ করে নিবেদনে ॥ ১৫ ॥

(২) ক্ষীরসমুদ্র-তটে দেবগণের বিষ্ণুস্তুতি—

তবে পৃথ্বী লৈয়া সবে নদী-ভারে যায়।
শিশুগণ মেলি' স্তুতি করে উর্জ্জ্বায় ॥ ১৬ ॥

(৩) মধুরায় দ্রবতীর হইবেন বণিধা ভগবানের

আশ্বাস-দান—

কোন শিশু লুকাইয়া উর্জ্জ্ব করি' বোলে।
“জন্মিলাও গিয়া আমি মধুরা-গোকুলে ॥” ১৭ ॥

(৪) বসুদেব ও দেবকীর বিবাহ—

কোনদিন নিশাভাগে শিশুগণ লৈয়া।
বসুদেব-দেবকীর করায়েন বিয়া ॥ ১৮ ॥

(৫) কাণ্ডাগ্রহে গভীর রাতিতে কৃষ্ণ-জন্ম—

বন্দিত্বর করিয়া অভ্যস্ত নিশাভাগে।
কৃষ্ণ-জন্ম ঋষায়েন, কেহ নাহি জাগে ॥ ১৯ ॥

(৬) গোকুলে যশোদা-গ্রহে কৃষ্ণকে রক্ষণ ও তথা হইতে

মহামায়াকে আনয়ন—

গোকুল স্বজিয়া তথি আনেন কৃষ্ণেরে।
মহামায়া দিল। লৈয়া ভাণ্ডিলা কংসেরে ॥ ২০ ॥

(৭) পুতনার স্তন-পান ও বদ-সাঁধন—

কোন শিশু সাজায়েন পুতনার রূপে।
কেহ স্তন পান করে উঠি' তার বুকে ॥ ২১ ॥

(৮) শকট-ভগ্নন—

কোনদিন শিশু-সঙ্গে নলখড়ি দিয়া।
শকট গড়িয়া তাহা ফেলেন ভাঙ্গিয়া ॥ ২২ ॥

(৯) গোপগৃহে নবনী-চৌর্যা—

নিকটে বসয়ে যত গোয়ালার ঘরে।
অলক্ষিতে শিশু-সঙ্গে গিয়া চুরি করে ॥ ২৩ ॥

একচাকা,—আদি ২য় পঃ ৩৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

গৌড়েশ্বর,—গৌড়ীয়গণের অধীশ্বর শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু।
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জীবগণের অনর্থ নিবৃত্ত করাইয়া অপ্রাকৃত
ওচ্ছ বাৎসল্য, সখ্য ও দাস্তরস-সেবাধিকার-দানে গৌড়ীয়গণের
পরম গতি বিধান করেন।

তথি,—‘তথা’ বা ‘তথায়’-শব্দ জাত, প্রাচীন বাঙ্গালা-

পাণ্ডে ব্যবহৃত। পাঠান্তরে,—‘মোরেশ্বর তথি’।

মোরেশ্বর বা ময়ুরেশ্বর-নামক গ্রাম পুণ্ডে রেশমের শুটী
ও স্বত্র-নিৰ্ম্মাণের বৃহৎ বাগিচা-স্থান বলিয়া বিখ্যাত ছিল।
কাহারও মতে,—তত্রহু প্রসিদ্ধ শিবলিঙ্গ ॥ ৫ ॥

অহর্নিশ নিত্যানন্দ-সঙ্গে শিশুগণের ক্রীড়া—

তাঁরে ছাড়ি' শিশুগণ নাহি যায় ঘরে ।
স্বাত্রিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥ ২৪ ॥

সঙ্গি-শিশুগণের গুরুজনবর্গের নিত্যানন্দ-প্রতি স্নেহ—

যাহার বালক, তারা কিছু নাহি বোলে ।
সবে স্নেহ করিয়া রাখেন লৈয়া কোলে ॥ ২৫ ॥

নিত্যানন্দকর্তৃক কৃষ্ণলীলাভিনয়-দর্শনে সকলের বিস্ময়—
সবে বোলে,—“নাহি দেখি হেন দিব্য খেলা ।
কেমনে জানিল শিশু এত কৃষ্ণসীমা ?” ২৬ ॥

(১০) কাণিয়-দমন—

কোনদিন পত্রের গড়িয়া নাগগণ ।
জলে যায় লইয়া সকল শিশুগণ ॥ ২৭ ॥
ঝাঁপ দিয়া পড়ে কেহ অচেতু হইয়া ।
চৈতন্য করায় পাছে আপনি আসিয়া ॥ ২৮ ॥

(১১) দেহুকাষ্মর-বধ—

কোনদিন তালবনে শিশুগণ লৈয়া ।
শিশু-সঙ্গে তাল খায় পেনুক মারিয়া ॥ ২৯ ॥

(১২-১৪) অঘ-বক-বৎসাসুর-বধ—

শিশু-সঙ্গে গোষ্ঠে গিয়া নানা ক্রীড়া করে ।
বক-অঘ-বৎসাসুর করি' তাহা মারে ॥ ৩০ ॥

(১৫) অপরাধে গোষ্ঠ হইতে প্রতাগমন—

বিকালে আইসে ঘর গোষ্ঠীর সহিতে ।
শিশুগণ-সঙ্গে শূন্য বাইতে বাইতে ॥ ৩১ ॥

(১৬) গোবত্ন-ধারণ—

কোনদিন করে গোবত্ন-ধর-লীলা ।
বৃন্দাবন রচি' কোনদিন করে খেলা ॥ ৩২ ॥

(১৭) গোপীবৎস-হরণ, (১৮) যজ্ঞপত্নীগণ-প্রতি ক্রোধ—

কোনদিন করে গোপীর বসন হরণ ।
কোনদিন করে যজ্ঞপত্নী-দরশন ॥ ৩৩ ॥

(১৯) দেবর্ষিকর্তৃক কংসকে মন্ত্রণা-দান—

কোন শিশু নারদ কাচয়ে দাড়ি দিয়া ।
কংস-স্থানে মন্ত্র কহে নিভৃতে বসিয়া ॥ ৩৪ ॥

(২০) অকুরকর্তৃক মথুরায় রামকৃষ্ণানয়ন—

কোনদিন কোন শিশু অকুরের বেশে ।
লৈয়া যায় রাম-কৃষ্ণ কংসের নিদেশে ॥ ৩৫ ॥

(১১) শ্রীরাধামুগ-গোপীভাবে কৃষ্ণবিরহে নিত্যানন্দের ক্রন্দন—

আপনি যে গোপীভাবে করেন ক্রন্দন ।
নদী বহে হেন, সব দেখে শিশুগণ ॥ ৩৬ ॥

বিষ্ণুমায়া-প্রভাবে সকলের নিত্যানন্দতত্ত্বানুপলব্ধি—

বিষ্ণু-মায়া-মোহে কেহ লখিতে না পারে ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে সব বালক বিহরে ॥ ৩৭ ॥

(২২) মথুরায় সজ্জিত-বেশে গমন—

মথুরায় রচিয়া ভ্রমেন শিশু-সঙ্গে ।
কেহ হয় মালী, কেহ মালা পরে' সঙ্গে ॥ ৩৮ ॥

(২৩) কুজার নিকট গন্ধমালা-গ্রহণ, (২৪) দহুর্ভঙ্গ—

কুজা-বেশ করি' গন্ধ পরে তার স্থানে ।
দহুক গড়িয়া ভাঙ্গে করিয়া গর্জনে ॥ ৩৯ ॥

(২৫-২৭) কুবলয়-নামক হস্তী, চাগুর ও মুষ্টিক-নামক

মল্ল ছেদন বধ ও (২৮) কংস-নিদন—

কুবলয়, চাগুর, মুষ্টিক-মল্ল মারি' ।
কংস করি' কাহারে পাড়েন চুলে মরি' ॥ ৪০ ॥

(২৯) কংসের বধাভিনয়াস্তে শিশুগণ-সহিত নিত্যানন্দ-

নৃত্যদর্শনে সকলের হর্ষ—

কংসবধ করিয়া নাচয়ে শিশু-সঙ্গে ।
সর্বলোক দেখি' হাসে বালকের সঙ্গে ॥ ৪১ ॥

নিত্যানন্দকর্তৃক সকাবতার-লীলাভিনয়-ক্রীড়া—

এইমত যতষত অবতার-লীলা ।
সব অনুকরণ করিয়া করে খেলা ॥ ৪২ ॥

আদি ২য় অঃ ১০৩ ও আদি ৪র্থ অঃ ৪৭-৪৮ সংখ্যা
দ্রষ্টব্য । কীর্তন-হরিত ও জড়ভিমানরূপ দারিদ্র্য বিদূরিত
হইয়া লোকহৃদয়ে কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণদাস্যভিমান উদিত হইল ॥

গোড়েশ্বর-গোপাশ্রয়, - মহাপ্রভুর ত্রিতীয়-স্বরূপ দামোদর-
স্বরূপ তাহার মিত্রস্বয় রূপ-সনাতনের সহিত কৃষ্ণের উজ্জ্বল

মধুর-রস-সেবার মালিক । তাহারও গোড়েশ্বর বা গোড়ীয়ে-
শ্বর, এজন্য নিত্যানন্দপ্রভুই 'গোড়েশ্বর-গোপাশ্রয়'-আখ্যায়
অভিহিত হইয়াছেন ॥ ১১ ॥

মায়ায়,—নিখিল-বিষ্ণুতত্ত্বের আকরস্বরূপ ত্রিবলদেবভিত্তি
শ্রীনিত্যানন্দের তটস্থ-জীবমোহিনী বহিরঙ্গা-মায়া-শক্তিবশতঃ ।

(খ) বামন-লীলাভিনয়—(১) বলিরাজার নিকট

ত্রিপাদভূমি-যাক্সা—

কোনদিন নিত্যানন্দ হইয়া বামন।

বলি-রাজা করি' ছলে তাহান ভুবন ॥ ৪৩ ॥

(২) গুরুকুব-শুক্লাচার্যের বামনদেব-বিরোধ ও বলিকে

আত্মনিবেদনে নিবারণ, (৩) বলিকর্তৃক গুরুকুবের

আদেশলঙ্ঘন, বামনদেবকে মৰ্যসভিক্ষা-প্রদান-

রূপ আত্মনিবেদন, (৪) বামনদেবের বলিকে

স্বীয় নিত্যসেবকত্বে বরণ—

রুদ্ধ-কাচে শুক্লরূপে কেহ মানা করে।

ভিক্ষা লই' চড়ে প্রভু শেষে তান শিরে ॥ ৪৪ ॥

(গ) রাঘবলীলাভিনয়—(১) বামনগণের সাহায্যে সেতুবন্ধ—

কোনদিন নিত্যানন্দ সেতুবন্ধ করে।

বানরের রূপ সব শিশুগণ ধরে ॥ ৪৫ ॥

ভেরেণ্ডার গাছ কাটি' ফেলায়েন জলে।

শিশুগণ মেলি' 'জয় রঘুনাথ' বোলে ॥ ৪৬ ॥

(২) ক্লীদস্বপ্নে সূগ্রীবের স্বপ্রতিজ্ঞা-বিস্মৃতি-দর্শনে লক্ষ্মণের

ক্রোধভরে সূগ্রীব-সমীপে গমন ও শাসনোক্তি—

শ্রীলক্ষ্মণ-রূপ প্রভু ধরিয়া আপনে।

ধনু ধরি' কোপে চলে সূগ্রীবের স্থানে ॥ ৪৭ ॥

“আরেকের বানরা, মোর প্রভু দুঃখ পায়।

প্রাণ না লইমু যদি, তবে কাটি আয় ॥ ৪৮ ॥

মালাবান পৰ্বতে মোর প্রভু পায় দুঃখ।

নারীগণ লৈয়া, বেটা, ভূমি কর সুখ ?” ৪৯ ॥

(৩) ভার্গব-দর্শ-বিনাশ—

কোনদিন ক্রুদ্ধ হইয়া পরশুরামেরে।

“মোর দোষ নাহি, বিপ্র, পলাই সত্বরে ॥” ৫০ ॥

(৪) পঞ্চমুক-পক্ষতে লক্ষ্মণকর্তৃক সূগ্রীবাদি বানরগণের

পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু হয় সেইরূপ।

বুঝিতে না পারে শিশু মানয়ে কৌতুক ॥ ৫১ ॥

পঞ্চ-বানরের রূপে বুলে শিশুগণ।

বার্তা জিজ্ঞাসয়ে প্রভু হইয়া লক্ষ্মণ ॥ ৫২ ॥

“কে তোরা বানরা সব, বুল' বনে-বনে।

আমি—রঘুনাথ-ভৃত্য, বোল' মোর স্থানে ॥” ৫৩ ॥

(৫) বানরগণের পরিচয়-প্রদান ও রাঘবদর্শনাকাঙ্ক্ষা—

তারা বোলে,—“আমরা বালির ভয়ে বুলি।

দেখাই শ্রীরামচন্দ্র, লই পদধূলি ॥” ৫৪ ॥

(৬) তাহাদের রাঘবচরণ দর্শন—

তা'সবারে কোলে করি' আইসে লইয়া।

শ্রীরাম-চরণে পড়ে দণ্ডবৎ হইয়া ॥ ৫৫ ॥

(৭) মেঘনাদ বধ, (৮) লক্ষ্মণের পরাজয়ভিনয়—

ইন্দ্রজিৎ-বধ-লীলা কোনদিন করে।

কোনদিন আপনে লক্ষ্মণ-ভাবে হারে ॥ ৫৬ ॥

গাহারা বিষ্ণুমায়ার আবরণী ও বিক্ষেপায়িকা রত্নধরের বশবর্তী, তাহার শ্রীনিত্যানন্দ-তত্ত্ব বৃত্তিতে পারেন না। মায়ামুগ্ধ জীবগণের মধ্যে কেহ বলেন,—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মৈথিল বিপ্র, কেহ বলেন,—তিনি বঙ্গীয় রাঢ়ীয় শ্রেণীর শ্রোত্রিয়-বিপ্র-গৃহে বিবাহ করিয়াছিলেন; কেহ বলেন,—অবর-কুলোদ্ভূত। এই সকল মায়্য-প্রতারণিত বা মায়্য-প্রতারণিত দর্শনে শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ নির্ণীত হয় না। আবার প্রাকৃতবুদ্ধিবশে কেহ কেহ একরূপও বলেন,—শ্রীনিত্যানন্দস্বয় শ্রীবীরভদ্রপ্রভুর অধস্তন শৌক্সসন্তানগণ—নিত্যানন্দবীণা-বিশিষ্ট, স্তবরাং শৌক্স-জন্মবলে ঈশ্বরস্থানীয়। যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে তাহার ইহামুক্তকলভোগকামপর কর্তৃক মায়্যবদ্ধ আত্মের বণীভূত কেন? কেহ বলেন,—বীর-

ভদের গৃহস্থ পুত্রবয় তাহার শিষ্যমাত্র; কেননা, বাকুড়িগাঁও ও বটবালাগাঁও—এই উভয় গ্রামীর মধ্যেই তাহার পুত্র কলিত হওয়ায় তাহার কেতই গোত্রিক-বিচারে ঐরমজাত পুত্র নহেন, জানা যায়। প্রাকৃত-বিচার-নিপুণ ব্যক্তিগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বহুবল মায়্যশক্তি-প্রভাবে বিক্ষিপ্ত ও অরত হইয়া তাহার সহিত প্রাকৃত-সম্বন্ধ-স্থাপনে প্রয়াসী হইয়া তাহাকে তাহাদের জায় মায়্যামুগ্ধ-জীবকোটির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ও গণিত করিবার চেষ্টা করায় ভীষণ অপরাধ আবাহন করে,—ইহাই শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেবের অমর-বধনময়ী প্রচ্ছন্ন-লীলা ॥ ১২ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ রামপ্রভু সহচর শিষ্যদিগের সহিত যে ক্রীড়া করিতেন, তন্মধ্যে কখনও বা গোবুল-লীলা, কখনও বা

(২) রাবণের বিভীষণ-দর্শন ও লক্ষা-রাজ্যে অভিষেক—
বিভীষণ করিয়া আনেন রাম-স্থানে ।
লঙ্কেশ্বর অভিষেক করেন তাহানে ॥ ৫৭ ॥

(১০) রাবণকর্তৃক লক্ষ্মণ-প্রতি শক্তিশেল-নিষ্ক্ষেপ ও
লক্ষ্মণের গভীর মূর্ছাভিনয়—

কোন শিশু বোলে,—‘মুঞি আইলু’ রাবণ ।
শক্তিশেল হানি এই, সঙ্গর’ লক্ষ্মণ !’ ৫৮ ॥
এত বলি’ পল্লপুষ্প মারিল ফেলিয়া ।
লক্ষ্মণের ভাবে প্রভু পড়িল ঢলিয়া ॥ ৫৯ ॥
মূর্চ্ছিত হইলা প্রভু লক্ষ্মণের ভাবে ।
জাগায় ছাওয়াল সব, তবু নাহি জাগে ॥ ৬০ ॥

বহির্দৃষ্টিতে লক্ষ্মণাবশে নিত্যানন্দের মূর্ছা-দর্শনে
শিশুগণের ক্রন্দন ও পিতামাতার মূর্ছা—
পরমার্থে ধাতু নাহি সকল-শরীরে ।
কান্দয়ে সকল শিশু হাত দিয়া শিরে ॥ ৬১ ॥
শুনি’ পিতা-মাতা ধাই’ আইল সহরে ।
দেখয়ে,—পুত্রের ধাতু নাহিক শরীরে ॥ ৬২ ॥
মূর্চ্ছিত হইয়া দৌহে পড়িল ভূমিতে ।
দেখি’ সর্বলোক আসি’ হইল বিস্মিতে ॥ ৬৩ ॥
সঙ্গ-শিশুগণকর্তৃক মূর্ছার পূর্বঘটনা-বর্ণন—
সকল ব্রতান্ত তবে কহিল শিশুগণ ।
কেহ বোলে,—‘বুঝিলাও ভাবের কারণ ॥ ৬৪ ॥

মাথুব লীলা, কখনও বা দ্বারকা-লীলা প্রভৃতি অভিনয় করিয়া
স্বীয় প্রভু গৌরকৃষ্ণের ইচ্ছাপূরণ ও লীলার সহায়তা করিতেন,
দেখা যাইত ॥ ১৪ ॥

দেবসভা,—‘স্বধর্ম্ম’-নামী দেবসভা ॥ ১৫ ॥

নদীতীরে,—অর্থাৎ ‘ক্ষীর-পয়োনিধি-তীরে’ ॥ ১৬ ॥

(ভাঃ ১০:১১৭-২৩ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকের
উক্তি—) ‘রাজবেষী দৃষ্ট দৈত্যগণের অসংখ্য সৈন্তের ভূরি-
ভারে আক্রান্ত হইয়া পুণ্ড্রী ব্রহ্মার শরণ গ্রহণ করিল।
অত্যাচার-গিরা ভূমি গভীর রূপ ধারণপূর্বক অশ্রুশূণী হইয়া
করণ-স্ববে ক্রন্দন করিতে করিতে বিভূন (ব্রহ্মার) সমীপে
উপস্থিত হইয়া স্বীয় বিপদ-বাহ্যী প্রাপন করিল। তচ্ছু বণে
রুদ্র ও দেবগণের সহিত ব্রহ্মা ক্ষীদ-বারিধির তীরে গমন
করিলেন। সেই স্থানে গমন করিয়া সমাবিগত-চিত্তে
পুরুষহৃৎ-দ্বারা দেবদেব সনাতনধর্ম্মধর্ম্ম পুরুষোত্তমকে স্তব
করিতে লাগিলেন। তৎকালে আকাশমার্গে উচ্চারিত বাণী
সমাবিযোগে শ্রবণ করিয়া বিধাতা দেবগণকে কহিলেন,—
‘হে অমরগণ, তোমরা আমার নিকট ভগবৎক্য শ্রবণ করিয়া
অচিরেই তদনুরূপ বিধান কর। আমাদের বিজ্ঞাপনের
পূর্বেই ভগবান্ পৃথিবী তপ-ব্রতান্ত অবধারণ করিতে
পারিয়াছেন। তোমরা নিজ-নিজ অংশে যত্নকূলে ভ্রম গ্রহণ
কর। সঙ্কেশ্বরের ভগবান্ স্বীয় কাগশক্তিদ্বারা পৃথিবীর
ভার ক্ষয় করাইয়া ভূতলে বিচরণ করিবেন। সেই সাক্ষাৎ

কৃষ্ণজন্ম করায়ন,—(ভাঃ ১০:৩৮—) ‘পূর্বদিকে পূর্ণ
চন্দ্রোদয়ের দ্বারা দেব(গুরুসহ)-রূপিনী দেবকীর গর্ভে সর্ব
জদয়ান্তর্যামী ভগবান্ বিষ্ণু আবির্ভূত হইলেন।

কেহ নাহি জাগে,—(ভাঃ ১০:৩৮—) ‘জাগ্রদবস্থ
থাকিলেও বিষ্ণু-মারার প্রভাবে দ্বারপাল ও পৌরজনবর্গে
সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি অপহৃত হওয়ায় তাহারা অতি-ঘোরনিদ্রা
অভিভূত হইল।’ ১৯ ॥

গোকুল...কংসের,—(ভাঃ ১০:৩৫১-৫২—) ‘শুরসেন
তনয় বহুদেব নন্দ-ব্রজে উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ গোপগণকে
নিজাভিভূত দেখিয়া পুত্রকে যশোদার শয্যায়া স্থাপন
ও তাঁহার কন্ডাকে গ্রহণপূর্বক গৃহে পুনরাগমন করিলেন এবং
দেবকীর শয্যায়া কন্ডাটিকে স্থাপনপূর্বক পদদ্বয়ে পুনর্বার
লৌহ-শৃঙ্খল বন্ধন করিয়া পূর্ববৎ বন্ধনাবস্থায় রাখিলেন ॥

দিয়া লৈয়া,—ব্রজবাসিনী যশোদার পক্ষ হইতে বলি
গেলে, এ-স্থলে যশোদারূপী শিশু বসুদেবরূপী শিশুর নিক
মহামায়ারূপী শিশুটিকে প্রদান এবং কৃষ্ণরূপী শিশুটিকে
গ্রহণ করিলেন।

পাঠান্তরে ‘লৈয়া দিয়া’,—মথুরাকারাবাসী বসুদেবের প
হইতে বলিতে গেলে সে-স্থলে বসুদেবরূপী শিশু যশোদার
শিশুর নিকট মহামায়ারূপী শিশুটিকে গ্রহণ এবং কৃষ্ণরূ
শিশুটিকে প্রদান করিলেন ॥ ২০ ॥

পূতনার বৃকে কৃষ্ণের স্তন-পান,—(ভাঃ ১০:৬১—

নিত্যানন্দের মূর্ত্তাকে লীলা-সম্ভোপন-জ্ঞানে কাহারও
বা পূর্বদৃষ্টান্ত-কথন—

পূর্বের দশরথ-ভাবে এক নটবর।

‘রাম—বনবাসী’ শুনি এড়েন কলেবর ॥’ ৬৫ ॥

অভিনয়মুখে শক্তিশোহিত লক্ষণের চৈতন্য-সম্পাদনার্থ
হনুমানকে ঔষধানয়নার্থ আদেশ—

কেহ বোলে,—“কাচ কাচি’ আছয়ে ছাওয়াল।

হনুমান্ ঔষধ দিলে হইবেক ভাল ॥’ ৬৬ ॥

মূর্ত্তা-লীলার পূর্বে তদ্বিষয়ে স্বয়ং প্রভুরই সঙ্গিগণকে
তরুণ উপদেশ-দান—

পূর্বের প্রভু শিখাইয়াছিলেন সবারে।

“পড়িলে, ভোমরা বেড়ি’ কান্দিহ আমারে ॥৬৭॥

ক্লণেক বিলম্বে পাঠাইহ হনুমান্।

নাকে দিলে ঔষধ, আসিবে মোর প্রাণ ॥’ ৬৮ ॥

সর্বগণ্যবতার-লক্ষণ-ভাবে নিত্যানন্দের মূর্ত্তা-দর্শনে

সঙ্গি-শিশুগণের মোহ—

নিজভাবে প্রভু মাত্র হৈলা অচেতন।

দেখি’ বড় বিকল হৈলা শিশুগণ ॥ ৬৯ ॥

সহচরগণের প্রভু উপদেশ-বিস্মৃতি ও ক্রন্দন—

ছন্ন হইলেন সবে, শিক্ষা নাহি ক্ষুরে।

“উঠ ভাই” বলি’ মাত্র কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ৭০ ॥

এক্ষণে ঔষধ শব্দ-শ্রবণেই পুরোপদেশ-শ্রবণ, তৎক্ষণাৎ

(১১) হনুমান্বেশে ঔষধানয়নে যাত্রা—

লোকমুখে শুনি’ কথা হইল স্মরণ।

হনুমান্-কাচে শিশু চলিল তখন ॥ ৭১ ॥

(১২) হনুমান্ ও তপস্বিবৈবী কালনেমি-সংবাদ,—হনুমানকে
নিধনেচ্ছায় কালনেমির অতিথি সংকার-ছলনায় কপট আদর—

আর এক শিশু পথে তপস্বীর বেশে।

ফল মূল দিয়া হনুমানেরে আশংসে ॥ ৭২ ॥

“রহ, বাপ, মজা কর’ আমার আশ্রম।

বড় ভাগ্যে আসি’ মিলে তোমা’-হেন জন ॥’ ৭৩ ॥

হনুমান্ বোলে,—“কার্য্যগোরবে চলিব।

আসিবারে চাহি, রহিবারে না পারিব ॥ ৭৪ ॥

শুনিঞাছ,—রামচন্দ্র-অমুজ লক্ষ্মণ।

শক্তিশেলে তাঁরে মূর্ত্তা করিল রাবণ ॥ ৭৫ ॥

অতএব যাই আমি গন্ধমাদন।

ঔষধ আনিব রহে তাঁহান জীবন ॥’ ৭৬ ॥

তপস্বী বোলয়ে,—“যদি যাইবা নিশ্চয়।

স্নান করি’ কিছু খাই’ করহ বিজয় ॥’ ৭৭ ॥

নিত্যানন্দসঙ্গি-শিশুগণের অভিনয়ে সকলের বিশ্বাস—

নিত্যানন্দ-শিক্ষায় বালকে কথা কহে।

বিস্মিত হইয়া সর্বলোকে চাহি রহে ॥ ৭৮ ॥

গ্রহণপূর্বক তীক্ষ্ণ-হলাহলপূর্ণ স্তন প্রদান করিলে ভগবান্ ও
রোষভরে হস্তম্বয়-ধারা দৃঢ়ভাবে পীড়ন করিয়া উঠা তাহার
প্রাণের সহিত পান করিয়া ফেলিলেন ॥’ ২১ ॥

নলগড়ি,—ঘাস-জাতীয় রহদাকার শূণ্ণগর্ভ দৃঢ়গাত্র তৃণ-
বিশেষ, ‘খাকড়া’, শরগাছ।

শকট-ভঞ্জন,—(ভাঃ ১০।৭।৭-৮) ‘শকটের অদোদেশে
শয়ান শিশুরূপী কৃষ্ণ স্তন্যার্থী হইয়া রোদন করিতে করিতে
কোমল পদম্বয় উৎক্ষেপণ করিলে পদাহত শকট বিপর্য্যস্ত
হইয়া গেল ॥’ ২২ ॥

গোয়ালী,—(সংস্কৃত ‘গোপাল’-শব্দের প্রাকৃত অপভ্রংশ
‘গোঅল’-শব্দ, তাহা হইতে নিম্পন্ন)।

গোয়ালার ঘরে শিশুসঙ্গে চুরি,—(ভাঃ ১০।৮।২২—)
“স্তেয়ঃ স্বাধৃত্যধ দধিপয়ঃ কল্লিতৈঃ স্তেয়যোগৈঃ” অর্থাৎ

গোপীগণ যশোদার নিকট কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে-
ছেন,—‘তোমার এই বালক কখনও বা চৌধ্যবৃন্তির উপায়
কল্পনাপূর্বক আমাদের গৃহস্থিত স্বাহ দধি-দুগ্ধ হরণ করিয়া
ভক্ষণ করে ॥’ ২৩ ॥

নাগগণ,—এস্থলে, কালিয়-সর্পাদির অভিনয় ; জলে,—
এস্থলে, কালিন্দী-মধ্যবর্ত্তি-ব্রহ্মের জলে ॥ ২৭ ॥

(ভাঃ ১০।১৫।৪৮-৫২—) ‘একদিন বলরামকে না লইয়াই
কৃষ্ণ সখীগণের সান্নিধ্য কালিন্দী-তীরে গমন করিলেন। তথায়
গো ও গোপালকগণ নিদাঘ-তাপ-পীড়িত ও তৃষ্ণাক্রান্ত হইয়া
সর্পবিষ-দূষিত কালিন্দীর জল পান করায়, সকলে গতপ্রাণ
হইয়া জলসমীপে পতিত হইল। যোগেশ্বরের ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণ তাহাদিগকে তদবস্থ দেখিয়া বীর অমৃতবর্ষিণী দৃষ্টিধারা
পুনর্জীবিত করিলেন ॥’ ২৮ ॥

(১৩) কুস্তীরূপি-অস্ত্রের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও জয়লাভ—
তপস্বীর বোলে সরোবরে গেলা স্নানে ।
জলে থাকি' আর শিশু ধরিল চরণে ॥ ৭৯ ॥
কুস্তীরের রূপ ধরি' যায় জলে লঞা ।
হনুমান্ শিশু আনে কুলেতে টানিয়া ॥ ৮০ ॥

কথোক্ষণে রণ করি' জিনিয়া কুস্তীর ।
আসি' দেখে হনুমান্ আর মহাবীর ॥ ৮১ ॥
(১৪) অত্র এক রাক্ষসের সহিত হনুমানের যুদ্ধ ও জয়লাভ—
আর এক শিশু ধরি' রাক্ষসের কাছে ।
হনুमानে খাইবারে যায় তার পাছে ॥ ৮২ ॥

তালবন,—(ভাঃ ১০।১৫।২১—) “সুমহদ্বনং তালগি-
মকুলম্ ।’

দেহুক মারিয়া,—দেহুকাত্তরের বধ সাধন করিয়া ; (ভাঃ
১০।১৫।৩২—) ‘ভগবান শ্রীবলরাম একইন্তে সেই দেহুকা-
স্ত্রের পদদ্বয় ধারণপূরক পরিদমণ কদাচিৎ তালবৃক্ষের প্রতি
নিষ্কেপ করিলেন, কিন্তু পরিদমণ ফলে পুষ্টেই সে জীবন
তাগ করিয়াছিল ॥’ ২৯ ॥

গোষ্ঠে নানা ক্রীড়া,—(ভাঃ ১০।১৫।৩৯-৪০—) ‘রাম ও
রুক্ম নানা-ক্রীড়ায় মত্ত ও নানা-পরিচ্ছদে ভূষিত হইয়া
সখাগণের সহিত কখনও বেগু বাদন, কখনও কলাদি উৎ-
ক্ষেপণ, কখনও পদদ্বাণা পৃথিবী-তাড়ন, কখনও বৎসপাণ-
গণের গাত্রে কদলাদি জড়িত কবিতা ক্রীড়া গো-ব্রম করিয়া
আপনারাও রসবৎ শব্দ করিতে করিতে তাহাদিগের সহিত
যুদ্ধ, কখনও বা বিবিধ-ওস্তর অমুকবণপূরক শব্দ কবিতেন ।’

বক-বধ,—বকাত্তরের বধ ;—(ভাঃ ১০।১৫।৫১—) ‘সামু-
দিগের পতি ত্রীকুম্ভ কংস-সখা সেই বকাত্তর আসিতেছে
দেখিয়া ছুইতন্তে তাহান চক্ষুঃস্রব ধারণপূরক দেবগণের হর্ষ
উৎপাদন করিয়া বাণকগণের দৃষ্টির সম্মুখে উহাকে প্রতিভীন
ত্বের জায় অনায়াসে বিদারণ করিয়া ফেলিলেন ।’

অঘ-বধ,—অঘাত্তরের বধ ;—(ভাঃ ১০।১৫।৬০-৬১—)
‘অব্যয় ভগবান্ ত্রীকুম্ভ সেই অঘাত্তরকে চণ কবিবার ইচ্ছায়
তাহার গলদেশস্থিত শিশু ও বৎসগণ সম্বন্ধিত আপনাকে
অতিবেগে বধিত করিলেন । তাহাতে তৎকালিক অস্ত্রের
মুখ-কণ্ঠ-পথ নিরুদ্ধ ও চক্ষুঃস্রব বহির্গত হইল এবং তাহার
দেহমধ্যে বায়ু নিরুদ্ধ হওয়ায় ক্রমশঃ ক্ষীণ হইয়া ব্রহ্মরুদ্ধ
ভেদ করিয়া বহির্গত হইয়া গেল ।’

বৎস-বধ,—বৎসাত্তরের বধ ;—(ভাঃ ১০।১৫।৮০—) ‘সেই
অস্ত্রের পশ্চাদ্ভাগের পদদ্বয়ের সহিত লালুল ধারণপূরক
শূন্তে পরিভ্রমণ করাইয়া কপিথবৃক্ষের উপর নিষ্কেপ করিয়া

সংহার করিলে ভগ্ন-কপিথবৃক্ষসমূহের সহিত সেও ভূতলে
পতিত হইল ॥’ ৩০ ॥

শুদ্ধ,—‘শিদ্ধা’, শুদ্ধদ্বারা প্রস্তুত বাত্বয়, বিষাদ ।

বাটতে বাটতে,—সংস্কৃত ‘বাদি’-ধাতু ইষ্টতে ‘বাদন’,
‘তাহা হইতে প্রাকৃত অপভ্রংশ (প্রথম পুরুষে) ‘বায়’, তাহা
হইতে অসমাপিকা-ক্রিয়ায় ‘বাইতে’ অর্থাৎ বাজাইতে ॥৩১॥

গোবন্ধনধর-লীলা,—(ভাঃ ১০।২৫।১২—) ‘বাণক যেমন
ছত্র ধারণ করে, শ্রীকৃষ্ণ তদ্রূপ একইন্তেই গোবন্ধন গিরি
তুলিয়া ধারণ করিলেন ।’

রাচি’,—রচনা করিয়া ॥ ৩২ ॥

গোপীর বদন-হরণ,—ভাঃ ১০।২৫।১৩-১৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

যজ্ঞদ্বীপ-দর্শন,—ভাঃ ১০।২৫।১৮-১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৩৩॥

কাচসে,—তিন্দী ‘কাছ’(কচ্ছ)-শব্দ হইতে, অথবা সংস্কৃত
কচ্-ধাতু (বন্ধনার্থক) হইতে ‘কাচা’ শব্দ ; অভিনয়ার্থে ছায়া
বা কাল্পনিক বেশ গ্রহণ করা, অথবা লীলা-খেলা, ক্রীড়া-
কৌতুক বা নাট্য-তামাসা করা ।

দাড়ি,—(সংস্কৃত ‘দাড়ি(কা)’ হইতে), শ্মশ্রু । শ্রীনারদ-
দ্বায্য পাঠ-অভিনয়কালে পরশ্মশ্রু-শোভিত-বদনে অভিনয়
করিবার রীতি প্রচলিত ছিল এবং অজাপি আছে ;
তদমুকরণে চিত্রাদিতেও তিনি তদ্রূপই অঙ্কিত ।

কংস স্থানে নারদের মন্ত্র,—(ভাঃ ১০।৩৬।১৭—) ‘কংসমিত্র
অস্ত্ররগণের বিনাশান্তে একদা দেবর্ষি-নারদ কংসের নিকট
উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—দেবকীর অষ্টম-গর্ভরূপে প্রসিদ্ধা
কন্তাই বস্তৃতঃ যশোদার কন্তা, যশোদার স্তনরূপে প্রসিদ্ধ
রুক্ম—দেবকীরই পুত্র, রোহিণী-পুত্র রাম—দেবকীরই পঞ্চম
পুত্র, অথবা নন্দস্তনরূপে প্রসিদ্ধ রাম—বসুদেবভাষ্যা গোহি-
ণীবই পুত্র ; বসুদেব ভয় পাইয়া নিজমিত্র শ্রীনারদের নিকট
সেই পুত্রদ্বয়কে হস্ত করিয়া আসিয়াছেন, তাহারাই তোমার
লোকদিগকে বিনাশ করিয়াছেন ।’

‘কুস্তীর জিনিষা, মোরে জিনিষা কেমনে ?
তোমা’ খাঙ, তবে কেবা জিয়াবে লক্ষ্মণে ?’ ৮৩।
হুম্মান্ বোলে,—“তো’র রাবণা কুস্তুর।
তারে নাহি বস্তু বৃদ্ধি, তুই পালা দূর ॥” ৮৪ ॥

এইমত ছুইজনে হয় গালাগালী।
শেষে হয় চুলাচুলী, তবে কিলাকিলী ॥ ৮৫ ॥
কথোক্ষণ সে কৌতুকে জিনিঞা রাকসে।
গজমাদনে আসি’ হইলা প্রবেশে ॥ ৮৬ ॥

মন্ত্ৰ,—সন্ধি-বিগ্রহাদি-বিষয়ক গুপ্তনীতি, রাজনৈতিক
মন্ত্ৰণা, যুক্তি, গোপনে পরামর্শ ॥ ৩৪ ॥

কংস-নির্দেশে অকুরের মথুরায় রামকৃষ্ণানয়ন,—(ভাঃ
১০।৩৬:৩০, ৩৭—) “হে অকুর, তুমি নন্দ রাজে গমন কর,
তথায় বসুদেবের পুত্রদ্বয় বিদ্যমান ; এই রথে কবিতা ঠাঙ্গা-
দিগকে অবিলম্বে এখানে আনয়ন কর।” * * ধনুর্গজ-
নিরীক্ষণ ও যজুপুত্রীর শোভা-দর্শনার্থ সেই রাম-কৃষ্ণ নামক
বালকদ্বয়কে শীঘ্র আনয়ন কর।” (ভাঃ ১০।৩৮।১ —)
‘মহামতি অকুর সেই রাধি মধুপুত্রে বাস করিয়া পর-
দিবস রথারোহণে নন্দগোকুলে যাত্রা করিলেন।’

গোপীভাবে ক্রন্দন,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ৩০-৩১ অঃ দ্রষ্টব্য।
নদী বহে,—নয়নে অশ্রু-নদী বহিতেছে ॥ ৩৬ ॥

লপিতে,—সংস্কৃত লক্ষ-পাত্ৰ হইতে ‘লপা’ অর্থাৎ ‘দেখা’
(প্রাচীন বাঙ্গালা-পদ্যে ব্যবহৃত), লক্ষ্য করিতে, দেখিতে ॥ ৩৭ ॥

মধুপুত্রী (মথুরা),—পূর্বে মধু-নামক অস্ত্রব তথায় বাস
করিত। তৎপুত্র লবণাসুরের ত্যাগে শরণ্য হস্তে নিহত হয় ॥

কুস্তুর স্থানে গন্ধ পরে’—(ভাঃ ১০।৪২।৩-৪) “কুস্তা
কহিল,—তোমরা ছুই জন ভিন্ন আর কেউ বা এই গন্ধাশ্র-
শেপন পাইতে পারে ? এই বলিয়া কুস্তা শ্রীরাম-কৃষ্ণকে
ঘন অনুলেপন প্রদান করিল।”

ধনুঃ...গর্জনে,—(ভাঃ ১০।৪২।১৭-১৮—) ‘কংসের
ধনুর্গজশালায় গমন করিয়া, শ্রীকৃষ্ণ দর্শক-জনগণের সমক্ষে
অবলীলাক্রমে বাম-করে ধনুর্গ্ৰহণ ও নিমিষ-মধ্যে উচ্চাতে
জ্যা-বোজনপূর্বক আকর্ষণ করিয়া, মদমত্ত হস্তী যেকপ
ঈক্ষুদণ্ড ভগ্ন করে তদ্রূপ, মধ্যভাগে ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন।
সেই ধনু বখন ভগ্ন হইতে লাগিল, তখন উহার শব্দ আকাশ,
অস্তরীক্ষ ও দিগ্‌মণ্ডল পূর্ণ করিল এবং কংস তচ্ছবণে
অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৯ ॥

কুবলয়,—কংসাদেশে কৃষ্ণনিশার্থ মল্লরক্ষদ্বারে হিত
‘কুবলয়পীড়’-নামক গজরাজ। (ভাঃ ১০।৪৩।১৩-১৪—)

‘সেই গজরাজ শ্রীকৃষ্ণের অভিযুগে দ্রুতবেগে আসিতেছে
দেখিয়া ভগবান্ মধুসূদন হস্তদ্বারা উহার শুণ্ড গ্রহণপূর্বক
ভূতলে পাত্ত করিলেন। অতঃপর ভগবান্ শ্রীহরি পদ্মরাজ
দিগের আয়, অবলীলাক্রমে পদদ্বারা আক্রমণ করিয়া সেই
পতিত গজরাজের দস্ত উৎপাটনপূর্বক তদ্বারা উচ্চাকে ও
উহার চাপককে (হস্তপককে) বধ করিলেন।’

চাপুর,—রামকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কংস-
নিযুক্ত মল্লবীৰবরের অস্ত্রতম। (ভাঃ ১০।৪৪.২২-২৩) ‘অনন্তর
শ্রীকৃষ্ণ চাপুরকে ছুইবার মতো গ্রহণ করিয়া বহবার ঘুরাইতে
পুৰাইতে ফাঁপপ্রাপ্ত চাপুরকে ভূপৃষ্ঠে আছড়াইতে লাগিলেন।
তাহাতে স্তম্ভকে স্তম্ভবেশ ও স্তম্ভমাধ্য তটয়া বস্তুর আয়
সে পাত্ত হইল।’

মুষ্টিক,—রামকৃষ্ণকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত কংসনিযুক্ত
মল্লবীৰবরের অস্ত্রতম। (ভাঃ ১০।৪৪।২৪-২৫—) ‘বগভঙ্গের
করতলাঘাতে কম্পিত ও ব্যথিত হইয়া মুখদ্বারা রক্ত বমন
করিতে কবিত্তে বাতাহত পাদপের আয় গতাহত হইয়া মুষ্টিক
ভূতলে পতিত হইল।’

মল্ল,—মল্ল (পারণ করা)। অ, বাহুবোদ্ধা, ‘কুস্তিগীর’,
‘পাগোয়ান’।

কংসবধ,—(ভাঃ ১০।৪৪।৩৪, ৩৫-৩৭—) ‘অন্য ভগবান্
কংসবাক্যে অতিশয় কুপিত হইয়া আধব-সহকারে বেগে লক্ষ
প্রদানপূর্বক উভৃঙ্গ মল্লোপবি আরোহণ করিলেন। * *
ভ্রমিষত উগ্রতেজাঃ শ্রীকৃষ্ণ, গরুড় যেমন সর্পকে গ্রহণ করে,
তদ্রূপ তাহাকে বশপূর্বক গ্রহণ করিলেন। কেশে ধৃত
হইবামাত্র কংসের কিরীট ভগ্ন হইলে, তাহাকে উভৃঙ্গমধ্য
হস্তে রক্ষোপরি নিক্ষেপ করিয়া ভগবান্ তদুপরি পতিত
হইলেন। তাহাতেই কংস প্রাণত্যাগ করিল ॥ ৪০ ॥

ছলে,—ছলনা বা বকনা করেন। ভুবন,—ত্রিভুবন।

বায়নরূপে বলি-রাজার ভুবন-ছলন, — ভাঃ ৮ম স্কঃ ১৮শ
—২৩শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৪৩ ॥

(১৫) গন্ধমাদন-পর্বতে গন্ধর্গগণের সহিত হনুমানের

যুদ্ধ ও জয়-লাভ—

উঁহি গন্ধর্গের বেশ ধরি' শিশুগণ।

তা'সবার সঙ্গে যুদ্ধ হয় কতক্ষণ ॥ ৮৭ ॥

(১৬) লঙ্কায় হনুমানের গন্ধমাদনানয়ন—

যুদ্ধে পরাজয় করি' গন্ধর্গের গণ।

শিরে করি' আনিলেন গন্ধমাদন ॥ ৮৮ ॥

(১৭) বানর-বৈষ্ণু সুষেণের লক্ষণনাসিকায়

বিশল্যকরণী-প্রদান—

আর এক শিশু তাঁহি বৈষ্ণুরূপ ধরি'।

ঔষধ দিলেন নাকে 'শ্রীরাম' স্মরণি' ॥ ৮৯ ॥

নিত্যানন্দের সংজ্ঞা-শাভ-দর্শনে পিতামাতার হৃৎ—

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু উঠিলা তখনে।

দেখি' পিতা-মাতা আদি হাসে সর্বজন ॥ ৯০ ॥

বৃদ্ধকাচে,—বৃদ্ধসজ্জায় বা বৃদ্ধবেশে।

মানা,—‘মা’ (মানে অর্থাৎ সম্মান করে) না,—এই বাক্য হইতে ক্রমশঃ ‘মানা’, নিষেধ বা বারণ করা।

শুক্লকর্ষক বলিকে নিবারণ,—ভাঃ ৮।২৩।১৪৩, এবং ঐ ২০ অঃ ১—১৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

চড়ে তার শিরে,—তাহার মস্তকে আরোহণ করেন অর্থাৎ নিগ্রহানন্তর বধির বন্ধন মোচনপূর্বক তাহার ঘারপালত্ব স্বীকার করিলেন (ভাঃ ৮।২১।৩৫, ৮।২৩।৬, ১০ দ্রষ্টব্য) ॥ ৪৪ ॥

বানরগণের দ্বারা সেতুবন্ধ,—(ভাঃ ৯।১০।১২শ ও ১৬শ শ্লোকদ্বয়) —‘ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বানর-সৈন্যসহ সমুদ্রতীরে গমন করিলেন এবং পরগাগত ভীত সমুদ্রের স্তব-বাক্য শ্রবণ করিয়া অসংখ্যকপীন্দ্রকর-কম্পিত বহুবৃক্ষ-শোভিত নানাবিধ গিরিশৃঙ্গদ্বারা সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করিলেন।’ এবং রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ২২শ সর্গে ৫১-৬২, এবং মহাভাঃ বনপর্কে ২৮২ অঃ ৪১-৪৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪৫ ॥

ভেরেণ্ডার গাছ,—অর্থাৎ সমুদ্রের উপর সেতুবন্ধনের নিমিত্ত বানরগণকর্তৃক উৎপাদিত ও সমুদ্রবক্ষে নিক্ষিপ্ত অসংখ্য পর্বতশৃঙ্গ, প্রস্তরখণ্ড ও বৃক্ষাদির অমুকরণে। জগে,—অর্থাৎ সমুদ্র-জলে ॥ ৪৬ ॥

ধনু ধরি'...স্থানে,—রামায়ণে কিকিঙ্কাকাণ্ডে ৩১শ সঃ, ১০-৩০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৪৭ ॥

আরে রে বানরা...কর সুষে,—রামায়ণে কিকিঙ্কাকাণ্ডে ৩৪শ সঃ ৭—১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

মালাবান্-পর্বতে,—রামায়ণে কিকিঙ্কাকাণ্ডে ২৮শ সর্গে ১ম শ্লোকে মালাবান্-পর্বতের উল্লেখ থাকিলেও ২৭শ সর্গে ১ম ও ২২শ শ্লোকে ‘প্রশ্রবণ’-পর্বতের কথা উল্লিখিত আছে কিন্তু মহাভারতে বনপর্কে রামোপাখ্যানে ২৭২ অধ্যায়ে ২৬

ও ৪০ শ্লোকে এবং ২৮১ অধ্যায়ে ১ম শ্লোকে মালাবান্-পর্বতেরই উল্লেখ দৃষ্ট হয় ॥ ৪৮-৪৯ ॥

পরশুরামের প্রতি শ্রীরাঘবের ক্রোধোক্তি,—ভাঃ ৯।১০। ৭ম-শ্লোকাদি—‘শ্রীরাঘব হরধর্মভঞ্জনান্তে দীতাদেবীকে লাভ করিয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন, এমন-সময়ে একবিশতিবার পৃথিবীকে নিক্ষেপিতকারী ভার্গব পরশুরাম ধর্মভঞ্জনিত মহানাদ-শ্রবণে ক্ষুভিত হইয়া পথিমধ্যে উপস্থিত হইলে ভগবান্ তাহার বন্ধুমূল গর্ষ করি করিলেন।’ রামায়ণে আদিকাণ্ডে ৭৬ সর্গ এবং মহাভাঃ বনপর্কে ৯২ অঃ ৪২-৫১ ও ৬১-৬৪ দ্রষ্টব্য।

মোর দোষ নাহি,—অর্থাৎ ভার্গবের পরশ্বাক্যে ক্রুদ্ধ হইয়া ভগবান্ শ্রীরাঘব তাহার হস্ত হইতে বৈষ্ণবধনু ও পর গ্রহণপূর্বক বলিতেছেন,—‘আপনার তপোবলজ্যোতি গতি কিংবা স্বকর্মজ্যোতি অপ্রতিম লোকসমূহ বিনাশ করি,—আমার এরূপ ইচ্ছা হইতেছে, তজ্জন্ত আমার প্রতি দোষ-রোপ করিতে পারিবেন না’ ॥ ৫০ ॥

ভাবে,—এস্থলে, আবেশে, সংস্কারে ॥ ৫১ ॥

পক্ষ বানরের,—কপিপতি সূগ্রীব ও তাহার মন্ত্রিতৃত্বীয় হনুমান, নল, নীল ও তার (কিকিঙ্কাকাণ্ডে ১৬শ সঃ ৪), অথবা হনুমান্, জাম্ববান্, মৈন্দ ও দ্বিবিদ (মহাভাঃ বনপর্কে ২৭২ অঃ ২৩ শ্লোক) ॥ ৫২ ॥

রামায়ণে কিকিঙ্কাকাণ্ডে ২য়—৪র্থ সর্গ এবং মহাভাঃ বনপর্কে ২৭২ অধ্যায়ে ৯—১১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৫২-৫৫ ॥

ইন্দ্রজিৎবধ-লীলা,—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ৮৮-৯১ সর্গের ৬৪, ৬৮ ৭২ শ্লোক এবং মহাভাঃ বনপর্কে ২৮৮ অঃ ১৫-২৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

লক্ষণ-ভাবে হারে,—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ৪৫, ৪৯, ৫০

পুত্রকে পিতার অঙ্গে ধারণ—

কৌলে করিলেন গিয়া হাড়াই-পণ্ডিত ।

সকল বালক হইলেন হরষিত ॥ ৯১ ॥

সকলের জিজ্ঞাসায় শিশু-নিত্যানন্দের উত্তর-প্রদান—

সবে বোলে,—“বাপ, ইহা কোথায় শিখিলা ?”

হাসি' বোলে প্রভু,—“মোর এ-সকল লীলা ॥” ৯২ ॥

স্বকোমল-তনু প্রভুকে সর্বকর্ণ সকলের অঙ্গে ধারণেচ্ছা—

প্রথম-বয়স প্রভু অতি স্নুকুমার ।

কোল হৈতে কারো চিত্ত নাহি এড়িবার ॥ ৯৩ ॥

প্রেমের একমাত্র বিষয় পরমাত্মরূপি-প্রভুর প্রতি সকলের

স্নেহ ও তন্ময়া-বশে তত্ত্বজ্ঞানাভাব—

সর্বলোকে পুত্র হৈতে বড় স্নেহ বাসে ।

চিনিতে না পারে কেহ বিষুময়া-বশে ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণলীলার অভিনয়েই নিত্যানন্দের আনন্দ—

হেনমতে শিশুকাল হৈতে মিত্যানন্দ ।

কৃষ্ণলীলা বিনা আর না করে আনন্দ ॥ ৯৫ ॥

শিশুগণের সর্বকর্ণ নিত্যানন্দ-সহ বিহার—

পিতা মাতা গৃহ ছাড়ি' সর্বশিশুগণ ।

মিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে সর্বকর্ণ ॥ ৯৬ ॥

নিত্যানন্দ-সঙ্গি-শিশুগণকে নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ সেবকবর

গ্রহকারের প্রণাম—

সে সব শিশুর পা'য়ে বহু নমস্কার ।

মিত্যানন্দ-সঙ্গে যীর এমত বিহার ॥ ৯৭ ॥

কৃষ্ণলীলা ব্যতীত অত্যা নিত্যানন্দের অপ্রীতি—

এইমত ক্রীড়া করি' নিত্যানন্দ-রায় ।

শিশু হৈতে কৃষ্ণলীলা বিনা নাহি ভায় ॥ ৯৮ ॥

ও ৭৩ সর্গ এবং মহাভাঃ বনপর্বে ২৮৭ অধ্যায়ে ২০-২৬ এবং ২৮৮ অঃ ১-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৫৬ ॥

রামস্থানে বিভীষণের আগমন ও লঙ্কেশ্বররূপে তাঁহাকে অভিষেক,—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১৮ সঃ ৩৯ শ্লোক ও ১৯ সঃ ২৫-২৬ শ্লোক এবং মহাভাঃ বনপর্বে ২৮২ অঃ ৪৬ ও ৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৫৭ ॥

হানি,—(হা-ধাতু হইতে), ত্যাগ করি, নিক্ষেপ করি, মারি, আঘাত বা প্রহার করি । সঙ্ঘর—সঙ্ঘরণ কর, ‘সান্-লাও’, ‘মাটকাও’, ‘বাঁচাও’, ‘ধামাও’, ‘ঠেকাও’, দমন, নিবারণ, বাধা প্রদান বা গতি রোধ কর ॥ ৫৮ ॥

পদ্মপুষ্প,—শক্তিপেলেবর অমুকরণ ॥ ৫৯ ॥

শক্তিপেলাঘাতে লক্ষণের মূর্ছাভিনয়,—রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডে ১০১ সর্গে ২৮-৩৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

জাগায়েন ছাওয়াল,—বানরশ্রেষ্ঠগণের অভিনয়ে নিত্যানন্দসঙ্গী শিশুগণ ॥ ৬০ ॥

পরমার্থ...শরীরে,—অর্থাৎ দেহে চৈতন্য নাই, নিষ্পন্দ ও মর্ষাহত হইয়াছেন । পরমার্থ-ধাতু,—চৈতন্য, প্রাণ ॥ ৬১ ॥

ভাবের,—অচেতন ও মূচ্ছিত দশার বা অবস্থার ॥ ৬৪ ॥

নটবর,—অভিনয়-কুশল, শ্রেষ্ঠ অভিনেতা ।

রামের বনবাস-চিন্তার দশরথের দেহত্যাগ,—রামায়ণে অযোধ্যাকাণ্ডে ৬৪ সর্গে ৭৫-৭৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৬৫ ॥

হনুমান্...ভাগ,—ইহা বানররাজ সুষেণের উক্তি (লঙ্কা-কাণ্ডে ১০২ সর্গে ৫৯-৩১ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৬৬ ও ৬৮ ॥

নিজ-ভাবে,—নিজাংশ মহাসঙ্কর্ষণাবতার লক্ষণের ভাবে বা আবেশে ।

বিফল,—বিগত হইয়াছে কলা অর্থাৎ বুদ্ধি যাহার, ব্যাকুল, অস্থির, অবশ, বিফল, অশরু ॥ ৬৯ ॥

ছন্ন,—‘মতিচ্ছন্ন’, নষ্টমতি, ঐষ্টবুদ্ধি, হতজ্ঞান ।

শিক্ষা,—অর্থাৎ ‘হনুমান্কে প্রেরণপূর্বক ঔষধ আনাইয়া প্রভুর নাসিকায় প্রদান,—নিত্যানন্দপ্রভুর এইরূপ উপদেশ (পূর্ববর্তী ৬৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৭০ ॥

তপস্বি-বেদী কালনেমি-নামক রাবণের মাতুল-রাক্ষসের সহিত হনুমানের আলাপ এবং বুদ্ধে কুন্তীর, রাক্ষস ও গন্ধর্ব-গণের পরাজয়-সাধন প্রভৃতি আখ্যান বাস্টবিক-কৃত মূল-রামায়ণে দৃষ্ট হয় না ॥ ৭২-৮৬ ॥

আশংসে,—অভ্যর্থনা করে (প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত) ॥

কাধাগোরবে,—স্বীয় কর্তব্য-কর্মের গুরুত্ব-নিবন্ধন ॥ ৭৪ ॥

তারে নাহি বস্তু-বুদ্ধি,—তাহাকেই (তোর প্রভু কৃষ্ণ-তুল্য রাবণকেই) ‘অবস্তু’ অর্থাৎ নিতান্ত অসার বা অপদার্থ বলিয়া জ্ঞান করি ॥ ৮৪ ॥

গালাগালি,—পরস্পর কটুবাণ্য-প্রয়োগ । চুলাচুলি,—

পরস্পর কেশাকর্ষণ । কিলাকিলি,—পরস্পর দৃষ্টাঘাত ॥ ৮৫ ॥

মূল-সম্বরণ নিত্যানন্দ-রূপা-বলেই নিত্যানন্দলীলা-ক্ষুণ্ণি—
অনন্তের লীলা কেবা পারে কহিবারে ?

তাহান রূপায় যেনমত ক্ষুণ্ণে যারে ॥ ১৯ ॥

ষাদশবর্ষান্তে তীর্থসমূহ তীর্থীকরণার্থ নিত্যানন্দের যাত্রা—
হেনমতে ষাদশ বৎসর থাকি' যারে ।

নিত্যানন্দ চলিলেন তীর্থ করিবারে ॥ ১০০ ॥

বিংশবর্ষ বয়ঃক্রম পূর্ণান্ত প্রভুর তীর্থোদ্ধার-লীলা, তৎপর
মহাপ্রভু-সহ যিলন—

তীর্থযাত্রা করিলেন বিংশতি বৎসর ।

তবে শেষে আইলেন চৈতন্য-গোচর ॥ ১০১ ॥

গ্রন্থকারকর্তৃক নিত্যানন্দ রূপা-মাহাত্ম্য-বর্ণন—
নিত্যানন্দ-তীর্থযাত্রা শুন আদিখণ্ডে ।

যে-প্রভুরে নিম্নে দৃষ্টে পাপিষ্ঠ পাষণ্ডে ॥ ১০২ ॥

যে-প্রভু করিলা সর্বজগৎ উদ্ধার ।

করুণা-সমুদ্রে যাহা বই নাহি আর ॥ ১০৩ ॥

যাহার রূপায় জানি চৈতন্যের তত্ত্ব ।

যে প্রভুর দ্বারে ব্যস্ত চৈতন্য-মহত্ব ॥ ১০৪ ॥

গৌরপ্রের্ত নিত্যানন্দের তীর্থোদ্ধার-লীলা-বর্ণনারম্ভ—
শুন শ্রীচৈতন্য-প্রিয়তমের কথন ।

যেমতে করিলা তীর্থমণ্ডলী ভ্রমণ ॥ ১০৫ ॥

(ক) আখ্যায়িক—(১) বক্রেশ্বরে, (২) বৈতন্যাথে—

প্রথমে চলিলা প্রভু তীর্থ বক্রেশ্বর ।

তবে বৈতন্যাথ-বনে গেলা একেশ্বর ॥ ১০৬ ॥

(৩) গয়ায়, (৪) কাশীতে, (৫) গঙ্গায়—

গয়া গিয়া কাশী গেলা শিব-রাজধানী ।

হঁহি ধারা বহে গঙ্গা উত্তরবাহিনী ॥ ১০৭ ॥

গঙ্গা দেখি' বড় সুখী নিত্যানন্দ-রায় ।

স্নান করে, পান করে, আর্পিত নাহি যায় ॥ ১০৮ ॥

(৬) প্রয়াগে, (৭) মথুরায়—

প্রয়াগে করিলা মাঘমাসে প্রাতঃস্নান ।

তবে মথুরায় গেলা পূর্বজন্ম-স্থান ॥ ১০৯ ॥

(৮) যামুনাবিশ্রাম-ঘাটে, (৯) গোবর্দ্ধনে—

যমুনা-বিশ্রামঘাটে করি' জলকেলি ।

গোবর্দ্ধন-পর্বতে বুলেন কুতূহলী ॥ ১১০ ॥

(১০) ষাদশ বনে—

শ্রীরুদ্দাবন-আদি ষত ষাদশ বন ।

একে-একে প্রভু সব করেন ভ্রমণ ॥ ১১১ ॥

(১১) গোকূলে—

গোকূলে নন্দের ঘর বসতি দেখিয়া ।

বিস্তর রোদন প্রভু করিলা বসিয়া ॥ ১১২ ॥

(১২) হস্তিনাপুরে—

তবে প্রভু মদনগোপাল নমস্করি' ।

চলিলা হস্তিনাপুর পাণ্ডবের পুরী ॥ ১১৩ ॥

প্রভুর চিত্তবৃত্তি বৃদ্ধিতে অভক্ত তীর্থবাসিগণের অসামর্থ্য—

ভক্তস্থান দেখি' প্রভু করেন ক্রন্দন ।

না বুঝে তৈরিক ভক্তিশৃঙ্খলের কারণ ॥ ১১৪ ॥

হস্তিনাপুরে সেবকাভিমানে নিজকেই নিজের প্রণাম—

বলরাম কীর্তি দেখি' হস্তিনানগরে ।

‘জাহি হলধর !’ বলি' নমস্কার করে ॥ ১১৫ ॥

(১৩) দ্বারকায়—

তবে দ্বারকায় আইলেন নিত্যানন্দ ।

সমুদ্রে করিলা স্নান, হইলা আনন্দ ॥ ১১৬ ॥

বানরবৈষ্ণব স্তম্ভের অক্ষরপণে বৈষ্ণব লীলাভিনয়কারী
শিশুর লক্ষণ-ভাবিত নিত্যানন্দের কায় গঙ্গমাদন-জাত
বিশল্যকরণি, সাংঘ্যকরণি, সঙ্গীতকরণি ও সন্ধান-করণি,
এই ঔষধচতুষ্টয়-প্রদান-লীলাভিনয়,—রামায়ণে লক্ষ্যাকাণ্ডে
১০২ সর্গে ৩১ ও ৪১-৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৮৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু বিমুখ পতিত জীবের দয়া করিয়া সমগ্র
জীব-জগৎ উদ্ধার করিয়াছিলেন । ছষ্ট, পাপাত্মা ও পাষণ্ডি-
গণই রূপা লাভে বঞ্চিত হইয়া তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল ।

এ জগতে শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীচৈতন্যভক্ত জানাইয়াছেন ।
তাঁহার রূপা-ব্যতীত কাহারও নিজ চেষ্টা-দ্বারা শ্রীচৈতন্য-
মহত্ব প্রবেশ করিবার সামর্থ্য নাই ॥ ১০২-১০৪ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের পদাঙ্ক-পূত তীর্থসমূহ,—শ্রীবলদেবের
তীর্থ-পর্যটন-বর্ণন-প্রসঙ্গে ভাঃ ১০ম স্ব ৭৮অঃ ১৭-২০ শ্লোক
ঐ ৭৯ অঃ ৯-২১ শ্লোকের টীকাকারগণের নির্দিষ্ট স্থানসকল
দ্রষ্টব্য ॥ ১০৫-১০৬, ১০৮-১০৯ ॥

একেশ্বর,—একাকী, অস্ত-সঙ্গ-রহিত হইয়া ॥ ১০৬ ॥

আদিখণ্ড—নবম অধ্যায়

(১৪) সিদ্ধপুরে, (১৫) মৎস্ত-তীর্থে—

সিদ্ধপুর গেলা যথা কপিলের স্থান।

মৎস্ত-তীর্থে মহোৎসবে করিলা অন্ন দান ॥১১৭॥

(১৬) শিবকাঞ্চীতে, (১৭) বিষ্ণুকাঞ্চীতে—

শিব-কাঞ্চী, বিষ্ণু-কাঞ্চী গেলা নিত্যানন্দ।

দেখি' হাসে দুই গণে মহা-মহা-বন্দ ॥ ১১৮ ॥

(১৮) কুরুক্ষেত্রে, (১৯) পৃথুদকে, (২০) বিষ্ণুসরোবরে,

(২১) প্রভাসে, (২২) সূদর্শন-তীর্থে—

কুরুক্ষেত্রে পৃথুদকে বিষ্ণু-সরোবরে।

প্রভাসে গেলেন সূদর্শন-তীর্থবরে ॥ ১১৯ ॥

(২৩) ত্রিতকূপে, (২৪) বিশালাতে, (২৫) ব্রহ্মতীর্থে,

(২৬) চক্রতীর্থে—

ত্রিতকূপ মহাতীর্থ গেলেন বিশালা।

তবে ব্রহ্মতীর্থ চক্রতীর্থে চলিলা ॥ ১২০ ॥

(২৭) প্রতিশ্রোতায়, (২৮) প্রাচী-সরস্বতীতে,

(২৯) নৈমিষারণ্যে—

প্রতিশ্রোতা গেলা যথা প্রাচী-সরস্বতী।

নৈমিষারণ্যে তবে গেলা মহামতি ॥ ১২১ ॥

(৩০) অযোধ্যায়—

তবে গেলা নিত্যানন্দ অযোধ্যা-নগর।

রাম-জন্মভূমি দেখি' কান্দিলা বিস্তর ॥ ১২২ ॥

(৩১) শৃঙ্গবেরপুরে—

তবে গেলা শুক-চণ্ডাল-রাজ্য যথা।

মহামুর্ছা নিত্যানন্দ পাইলেন তথা ॥ ১২৩ ॥

ত্রৈতা-যুগীয় পরমভক্ত শুকের সৌখ্য-স্বরণে নিত্যানন্দে

আনন্দ-মুর্ছা—

শুক-চণ্ডাল মাত্র হইল-স্বরণ।

তিনদিন আছিল আনন্দে অচেতন ॥ ১২৪ ॥

শ্রীরাম বিরহে লক্ষণাবেশে প্রভুর কন্দন-নুঠন—

যে-যে-বনে আছিল ঠাকুর রামচন্দ্র।

দেখিয়া বিরহে গড়ি যায় নিত্যানন্দ ॥ ১২৫ ॥

(৩২) সরযুতে, (৩৩) কৌশিকীতে, (৩৪) পুলস্ত্যশ্রেণী—

‘তবে গেলা সরযু কৌশিকী করি’ স্নান।

তবে গেলা পৌলস্ত্য-আশ্রম পুণ্যস্থান ॥ ১২৬ ॥

(৩৫) গোমতীতে, (৩৬) গণ্ডকীতে, (৩৭) শোণে,

(৩৮) মহেন্দ্রগিরিতে, (৩৯) হরিদ্বারে—

গোমতী, গণ্ডকী, শোণ-তীর্থে স্নান করি’।

তবে গেলা মহেন্দ্রপর্বত-চূড়োপরি ॥ ১২৭ ॥

পরশুরামেরে তথা করি’ মমস্কার।

তবে গেলা গর্গী-জন্মভূমি হরিদ্বার ॥ ১২৮ ॥

(৪০) পম্পা, (৪১) ভীমা, (৪২) গোদাবরী, (৪৩) বেণা ও

(৪৪) বিপাশা-নদীতে—

পম্পা, ভীমরথী গেলা সপ্তগোদাবরী।

বেণা-তীর্থে, বিপাশায় মজ্জন আচরি’ ॥ ১২৯ ॥

(৪৫) মাদ্রায়, (৪৬) ত্রীশূলে সেবকদম্পতি হর-গৌরীকে

দর্শন ও তৎসমীপে ভিক্ষা-গ্রহণ—

কার্তিক দেখিয়া নিত্যানন্দ মহামতি।

ত্রীপর্বত গেলা যথা মহেশ-পার্বতী ॥ ১৩০ ॥

পূর্বজন্মস্থান,—ষাপর-যুগীয় লীলার আবির্ভাব-ভূমি ॥১০৯
তৈথিক,—তীর্থবাসিক্রম, স্থানীয় অধিবাসী; ভক্তিশূন্তের
ধারণ,—ভক্তিরাহিত্য-হেতু ॥ ১১৪ ॥

দেখি' হাসে...বন্দ,—বিষ্ণুকাঞ্চীস্থিত বিষ্ণুর গণ (বৈষ্ণব)
এবং শিবকাঞ্চীস্থিত সঙ্করগণভক্ত-শিবের গণ (শৈব),—এই
ঐক্য গণের পরস্পরের মধ্যে বিষ্ণু ও শিবের স্বরূপ বা তত্ত্ব-
বিশেষে অনভিজ্ঞতা-মূলে মহা-বন্দ অর্থাৎ তীব্র-বিরোধ-দর্শনে
[সঙ্করগণ-বিষ্ণু ত্রিনিত্যানন্দপ্রভু হস্ত করিতে লাগিলেন ॥১১৮

প্রতিশ্রোতা (সরস্বতী),—ভাঃ ১০।৭৮।১৮ শ্লোকের
ঐধর-বামিপ্ৰভৃতি টীকাকারগণের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। চলিত-

ভাষায় ‘উজ্জানবাহিনী’; অর্থাৎ প্রভাস-ক্ষেত্রেই সরস্বতী-
নদী পশ্চিমবাহিনী হইয়া সাগর-সম্মুখ লাভ করিয়াছে।
উত্তর ও পশ্চিম-ভাগে বহুতীর্থ-ভ্রমণকারী শ্রীমদ্রত্নাচার্য্য
ভাঃ ১০।৭৮।১৮ শ্লোকের স্বাক্ষর ‘সুবোধনী’-টীকায় শ্রীমদ-
দেবের ভ্রমণ-বিষয়ে লিখিয়াছেন,—‘প্রভাসে গঙ্গা সঙ্কল্পে কৃষা
ততো নির্গত ইত্যাহ,—স্বাধা প্রভাসমতি * * * প্রভাসে-
হ্মিকুণ্ডে সঙ্কমে বা স্নাত্বা ততো * * সরস্বতীতীরে এব
প্রতিশ্রোতং যথা ভবতি তথা যদ্যৌ * *।’ বিশেষতঃ ভাঃ-
১১৮ ৩০-অঃ ৬ শ্লোকে স্পষ্টভাবেই লিখিত আছে,—‘বঙ্গ
প্রভাসং বাস্তবো বজ প্রত্যক্ সরস্বতী’। ইহার শ্রীধরবাহিনী-

শ্রীকর্ণ-ব্রাহ্মণী-রূপে মহেশ-পার্বতী ।

সেই শ্রীপর্বতে দৌড়ে করেন বসতি ॥ ১৩১ ॥

হর-গৌরীর পরমহংসবেদী বীর আরাধ্য মূলসম্বর্ষণ শ্রীবলদেব-

নিত্যানন্দে দর্শন-সুখ-লাভ —

নিজ-ইষ্টদেব চিমিলেন দুইজম ।

অবস্থূতরূপে করে তীর্থ পর্যটন ॥ ১৩২ ॥

পরমদৈক্যবী সেবিকা-বরা পার্শ্বতীর ইষ্টদেব-সেবনার্থ

নৈবেদ্য-রন্ধন—

পরম-সন্তোষ দৌড়ে অতিথি দেখিয়া ।

পাক করিলেন দেবী হরষিত হৈয়া ॥ ১৩৩ ॥

পরম-আদরে ভিক্ষা দিলেন প্রভুরে ।

হাসি' নিত্যানন্দ দৌড়ে করে নমস্কারে ॥ ১৩৪ ॥

(খ) দক্ষিণাত্যে বা ডাবিড়ে—

কি অন্তর-কথা হৈল, কৃষ্ণ সে জানেন ।

তবে নিত্যানন্দপ্রভু ডাবিড়ে গেলেন ॥ ১৩৫ ॥

কুহপুত্রে (৭) — (৪৭) বোম্বটনাথ-স্থানে ও (৪৮) কাম-

কোটিপুরীতে, (৪৯) কাঞ্চীতে, (৫০) কাবেরীতে—

দেখিয়া বোম্বটনাথ কামকোম্পুরী ।

কাঞ্চী গিয়া সরিষরা গেলেন কাবেরী ॥ ১৩৬ ॥

(৫১) শ্রীরঙ্গমে, (৫২) হরিক্ষেত্রে—

তবে গেলা শ্রীরঙ্গনাথের পুণ্যস্থান ।

তবে করিলেন হরিক্ষেত্রে পয়ান ॥ ১৩৭ ॥

(৫৩) ঋষভ-পর্বতে, (৫৪) মাছরায়, (৫৫) কুতমালায়,

(৫৬) তাত্রপর্ণীতে, (৫৭) উত্তরা-যমুনায় (৭) —

ঋষভ-পর্বতে গেলা দক্ষিণ-মথুরা ।

কুতমালা, তাত্রপর্ণী, যমুনা উত্তরা ॥ ১৩৮ ॥

(৫৮) মলয়-পর্বতে অগস্ত্যাশ্রমে—

মলয়-পর্বতে গেলা অগস্ত্য-আলয়ে ।

ভাষারও লষ্ট হৈল। দেখি' মহাশয় ॥ ১৩৯ ॥

(৫৯) বদরীকাশ্রমে—

ভা'সবার অতিথি হইল। নিত্যানন্দ ।

বদরীকাশ্রমে গেলা পরম-আনন্দ ॥ ১৪০ ॥

কতদিন নর-নারায়ণের আশ্রমে ।

আছিলেন নিত্যানন্দ পরম-নির্জনে ॥ ১৪১ ॥

(৬০) ব্যাসাশ্রম শম্বাশ্রমে ভিক্ষা-গ্রহণ—

তবে নিত্যানন্দ গেলা ব্যাসের আলয়ে ।

ব্যাস চিমিলেন বলরাম মহাশয়ে ॥ ১৪২ ॥

সাক্ষাৎ হইয়া ব্যাস আতিথ্য করিলা ।

প্রভুও ব্যাসেরে দণ্ড-প্রণত হইল। ॥ ১৪৩ ॥

(৬১) বৌদ্ধাশ্রমে বৌদ্ধ-দলন—

তবে নিত্যানন্দ গেলা বৌদ্ধের ভবন ।

দেখিলেন প্রভু—বসি' আছে বৌদ্ধগণ ॥ ১৪৪ ॥

জিজ্ঞাসেন প্রভু, কেহ উত্তর না করে ।

ক্রুদ্ধ হই প্রভু লাথি মারিলেন শিরে ॥ ১৪৫ ॥

পলাইল বৌদ্ধগণ হাসিয়া হাসিয়া ।

বনে ভ্রমে' নিত্যানন্দ নির্ভয় হইয়া ॥ ১৪৬ ॥

(৬২) কচ্ছাকুমারীতে, (৬৩) সমুদ্র-দর্শন—

তবে প্রভু আইলেন কচ্ছাক-নগর ।

দুর্গাদেবী দেখি' গেলা দক্ষিণ-সাগর ॥ ১৪৭ ॥

(৬৪) অনন্তপুরে, (অনন্তশয়ন-মন্দিরে (৭) (৬৫) পঞ্চাঙ্গ-সরোবরে—

তবে নিত্যানন্দ গেলা শ্রীঅনন্তপুরে ।

তবে গেলা পঞ্চ-অঙ্গরার সরোবরে ॥ ১৪৮ ॥

(৬৬) গোকর্ণে, (৬৭) কেরলে ও (৬৮) ত্রিগুর্ভ-দেশে—

গোকর্ণাখ্য গেলা প্রভু শিবের মন্দিরে ।

কেরলে, ত্রিগুর্ভকে বুলে যয়ে-যয়ে ॥ ১৪৯ ॥

(৬৯) নির্ঝিক্যায়, (৭০) পয়োক্ষীতে,

(৬১) তান্ত্রীতে—

যৈপায়নী আখ্যা দেখি' নিত্যানন্দ-ব্রাহ্ম ।

নির্ঝিক্য, পায়োক্ষী, তান্ত্রী ভ্রমেণ লীলায় ॥ ১৫০ ॥

(৭২) রেবায়, (৭৩) মাহিমতীতে, (৭৪) মল্লতীর্থে,

(৭৫) হৃদ্যাকৈ ; অতঃপর পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা—

রেবা, মাহিমতী-পুরী, মল্ল-তীর্থে গেলা ।

সূর্য্যাক দিয়া প্রভু প্রতীচী চলিলা ॥ ১৫১ ॥

কৃত টীকা—‘প্রত্যক পশ্চিমবাহিনী’ এবং শ্রীবীরসাম্বাচাৰ্য্য-
কৃত ‘ভাগবতচন্দ্রিকা’ টীকা—‘বয়ঃ তু প্রভাস নাম ক্ষেত্রঃ

যাত্রায় ; তদ্বিশিষ্ট, —যত্র প্রত্যকবাহিনী সন্ন্যস্তী নদী
সমুদ্রং প্রবিশতীতি শেষঃ ॥ ১২১ ॥

শৌকাভয়ায়ুতধার কৃষ্ণপ্রেমাবিষ্ট নিত্যানন্দপ্রভু—

এইমত অভয় পরমানন্দ রায় ।

ভ্রমে' নিত্যানন্দ, ভয় মাহিক কাহার ॥ ১৫২ ॥

নিরন্তর কৃষ্ণাবেশে শরীর অবশ ।

কণে কান্দে, কণে হাসে, কে বুঝে সে রস ॥ ১৫৩ ॥

পশ্চিম-ভারতে ত্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী সহ নিত্যানন্দের মিলন—

এইমত নিত্যানন্দপ্রভুর ভ্রমণ ।

দৈবে মাধবেন্দ্র-সহ হৈল দরশন ॥ ১৫৪ ॥

কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-বাহ্যায় কৃষ্ণরস-রসিক শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর
মাহাত্ম্য-বর্ণন—

মাধবেন্দ্রপুরী প্রেমময়-কলেবর ।

প্রেমময় যত সব সঙ্গে অনুচর ॥ ১৫৫ ॥

কৃষ্ণরস বিম্ব আর নাহিক আহার ।

মাধবেন্দ্রপুরী-দেহে কৃষ্ণের বিহার ॥ ১৫৬ ॥

অবৈতাচার্য্য-গুরু শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী—

যাঁর শিষ্য প্রভু আচার্য্যবর গোসাঞি ।

কি কহিব আর তাঁর প্রেমের বড়াই ॥ ১৫৭ ॥

পরস্পরের দর্শনে পরস্পরের প্রেম-মূর্ছা—

মাধবপুরীতে দেখিলেন নিত্যানন্দ ।

ততক্ষণে প্রেমে মূর্ছা হইলা নিষ্পন্দ ॥ ১৫৮ ॥

নিত্যানন্দে দেখি' মাত্র শ্রীমাধবপুরী ।

পড়িলা মুচ্ছিত হই' আপনা' পাশরি' ॥ ১৫৯ ॥

ভক্তিরসকল্পতরুর মূলদ্বন্দ্ব—

'ভক্তিরসে মাধবেন্দ্র আদি-সূত্রধার' ।

গৌরচন্দ্র ইহা কহিয়াছেন বারেরবার ॥ ১৬০ ॥

উভয়ের প্রেমবিস্ময়তা-দর্শনে শ্রীদ্বৈতপুরী প্রভৃতির

প্রেম-ক্রন্দন—

দৌহে মূর্ছা হইলেন দৌহা-দরশনে ।

কান্দকৈশ্বরপুরী আদি শিষ্যগণে ॥ ১৬১ ॥

পরস্পরের স্পর্শে পরস্পরের প্রেম-বিকার—

কণেকে হইলা বাহ্যদৃষ্টি দুইজন ।

অশ্রোহন্তে গলা ধরি' করেন ক্রন্দন ॥ ১৬২ ॥

বালু গড়ি যায় দুইপ্রভু প্রেমরসে ।

ছকার করয়ে কৃষ্ণপ্রেমের আবেশে ॥ ১৬৩ ॥

সরিষরা,—কাবেরী-নদীর বিশেষণ ॥ ১৩৬ ॥

প্রতীচি,—(প্রতাচ্ + দ্রৈপ্, প্ৰী) যে-দিকে স্থগা অস্ত
যায়, পশ্চিমদিক্ ॥ ১৫১ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী,—সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী এবং শ্রীমাধব-
গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু । ইনিই শ্রীমাধবগৌড়ীয়-
সম্প্রদায়-সেবিত ভক্তিকল্পতরুর প্রথম অঙ্কুর (চৈঃ চঃ আদি
৯ম পঃ ১০, অন্ত্য ৮ম পঃ ৩৪) । ইহার পূর্বে শ্রীমদ্বৈতসম্প্রদায়ে
শৃঙ্গার-রসাত্মিক ভক্তির কোন লক্ষণ পরিলক্ষিত হইত না ।
ইহার শিষ্য—শ্রীদ্বৈতপুরী, শ্রীঅবৈত-প্রভু, শ্রীপরমানন্দপুরী,
শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী, শ্রীরঙ্গপুরী, শ্রীপুণ্ডরীক বিজ্ঞানিদি, শ্রীরঘু-
পতি উপাধায় প্রভৃতি । শ্রীমদ্বৈত-সম্প্রদায় বা আশ্রয়-পরম্প-
রায় গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-শাখা 'শ্রীগৌরগণোদ্দেশে', 'শ্রীপ্রাণেশ-
রসাবলীতে ও শ্রীগোপালগুরু-গোবিন্দমীর গ্রন্থে উদ্ধৃত
হইয়াছে । শ্রীভক্তিরসাকরে ও তাহা দেখা যায় । শ্রীগৌর-
গণোদ্দেশে শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়ায় এরূপ বর্ণিত আছে,—
“পরব্যোমেবমরসাতীক্ষিতো ব্রহ্মা জগৎপতিঃ । তন্ত শিষ্যো
নারদোহংকং ব্যাসস্ততাপ শিষ্যতাম্ ॥ শুকো ব্যাসস্ত শিষ্যঃ

প্রাপ্তো জ্ঞানাবরোধনাত্ ॥ ব্যাসায়ক-কৃষ্ণদীক্ষো মধ্বাচার্য্যো
মহাবশাঃ ॥ তন্ত শিষ্যোহভবৎ পদ্মনাভাচার্য্য-মহাশয়ঃ । তন্ত
শিষ্যো নরহরিতুঙ্কিষ্যো মাধবধ্বজঃ ॥ অফোভাস্তন্ত শিষ্যো-
হভুতুঙ্কিষ্যো জয়তীর্থকঃ । তন্ত শিষ্যো জ্ঞানসিদ্ধস্তন্ত শিষ্যোঃ
মহানিধিঃ ॥ বিজ্ঞানিধিস্তন্ত শিষ্যো রাগেন্দ্রস্তন্ত সেবকঃ ।
জয়ধর্ম্ম মুনিস্তন্ত শিষ্যো বদাশয়মাতঃ ॥ শ্রীমদ্বৈতপুরী বন্ত
ভক্তিরসাবলীকৃতিঃ । জয়ধর্ম্মস্ত শিষ্যোহভুদ্রক্ষ্যঃ পুরুষো-
ত্তমঃ ॥ ব্যাসতীর্থস্তন্ত শিষ্যো বশটকৈ বিষ্ণুসংহিতাম্ । শ্রীমান্
লক্ষ্মীপতিস্তন্ত শিষ্যো ভক্তিরসায়ঃ ॥ তন্ত শিষ্যো মাধবেন্দ্রো
যদ্বর্ধ্মোহয়ং প্রবর্তিতঃ । তন্ত শিষ্যোহভবচ্ছ্রীমানীশ্বরাত্মপুরী
বতিঃ ॥ কলয়ামাস শৃঙ্গারং যঃ শৃঙ্গারফলায়কঃ । অবৈতঃ
কলয়ামাস দাস্ত-সংখ্যে ফলে উভে ॥ দ্বৈতরাগ্যপুরীং গৌর
উন্নরীকৃত্য গৌরবে । জগদাশ্রয়বাস্যাস প্রাকৃতাপ্রাকৃতায়কম্ ॥
শ্রীল-কবিরাজ-গোবিন্দমিপ্রভু-কৃত শ্রীমদ্বৈতব্রহ্মপ্রণাম-মৌক,
বধা—“যমৈ দাতুং চোরয়ন্ কীরতাণ্ডং গোপীনাথঃ কীর-
চোরাভিধোহংকং ॥ শ্রীগোপালঃ প্রাহরাসীষশঃ সন্ বৎপ্রোক্ষ
তঃ মাধবেন্দ্রং নতোহংসি ॥” শ্রীগোপাল ও কীরচোরা গোপী-

শ্রেয়সদী বহে দুইপ্রভুর নয়নে ।
 পৃথিবী হইল সিক্ত মগ্ন হেন মানে ॥ ১৬৪ ॥
 কম্প, অশ্রু, পুলক, ভাবের অন্ত নাই ।
 দুই-দেহে বিহরয়ে চৈতন্য-গোসাঞি ॥ ১৬৫ ॥
 নিত্যানন্দের মাধবেন্দ্র-মাহাত্ম্য-কীর্তন ; মহাভাগবতের
 দর্শন-স্পর্শন-সেবনাদি সমগ্র তীর্থজ্ঞানের ফল—
 নিত্যানন্দ বোলে,—“যত তীর্থ করিলাও ।
 সম্যক তাহার ফল আজি পাইলাও ॥ ১৬৬ ॥
 ময়নে দেখিছু মাধবেন্দ্রের চরণ ।
 এ প্রেম দেখিয়া মগ্ন হইল জীবন ॥” ১৬৭ ॥
 শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি শ্রীমাধবেন্দ্রের গাঢ় প্রেম—
 মাধবেন্দ্রপুরী নিত্যানন্দে করি' কোলে ।
 উত্তর না ক্ষুরে,—কণ্ঠরুদ্ধ প্রেমজলে ॥ ১৬৮ ॥
 হেন শ্রীত হইলেন মাধবেন্দ্রপুরী ।
 বন্ধ হৈতে নিত্যানন্দে বাহির না করি ॥ ১৬৯ ॥

গুরুপ্রিয়-জ্ঞানে শ্রীঈশ্বরপুরীপ্রভৃতি আদর্শ গুরুদাস
 শিষ্যবর্গের ও শ্রীনিত্যানন্দে রতি—
 ঈশ্বরপুরী-ব্রজানন্দপুরী-আদি যত ।
 সর্বশিষ্য হইলেন নিত্যানন্দে রত ॥ ১৭০ ॥
 পূর্বে তাঁহাদের অত্যাশ্রিত তীর্থযাত্রী তথ্য-কথিত সাধুগণকে
 কৃষ্ণপ্রেমবিহীন-দর্শন—
 সত্বে যত মহাজন সম্ভাষা করেন ।
 কৃষ্ণপ্রেমা কাহারো শরীরে না দেখেন ॥ ১৭১ ॥
 কৃষ্ণবিস্ময়জন-সম্ভাষণ-কলে হৃৎথতের কৃষ্ণপ্রেমিকের
 কৃষ্ণ-কাঞ্চীসেষণ—
 সত্বেই পায়েন দুঃখ তুর্জন সম্ভাষিয়া ।
 অতএব বন সত্বে ভ্রমেন দেখিয়া ॥ ১৭২ ॥
 কৃষ্ণপ্রেমিক-সঙ্গ-লাভে কৃষ্ণপ্রেমিকের বিরহ-দুঃখ-নাশব—
 অগ্নোহগ্নে সে-সব দুঃখের হৈল নাশ ।
 অগ্নোহগ্নে দেখি' কৃষ্ণপ্রেমের প্রকাশ ॥ ১৭৩ ॥

নাথের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য (চৈ: চ: মধ্য ৪র্থ প: ২১-১৯৭) ।
 শ্রীমাধবেন্দ্রের একাকী শ্রীবৃন্দাবন-গমন, গোবিন্দকুণ্ডতে
 বৃক্ষতলে উপবিষ্ট পুরীপাদকে হৃদ্ধদান-ছলে কৃষ্ণের দর্শন-দান
 (চৈ: চ: মধ্য ৪র্থ প: ২৩-৩৩ ও ১৬শ প: ২৭১) ।
 সানোড়িয়া-কুলোদ্ভূত জনৈক ব্রাহ্মণকে শিষ্যত্বে অঙ্গীকার-
 পূর্বক তাহার হস্তে ত্রিফা-গ্রহণরূপ সদাচার-প্রদর্শনদ্বারা
 দৈব-বর্ণাশ্রম-মর্যাদা-সংস্থাপন ও শুদ্ধভক্তিবিরোধী বৈষ্ণবে-
 জাতিবুদ্ধিকারী অদৈব-বর্ণাশ্রমী এবং মহাপ্রসাদে কৃতক-
 কারী প্রাকৃত-আর্তসমাজের পদাবলেন-চেষ্টা-গর্হণ (চৈ:
 চ: মধ্য ১৭শ প: ১৬৩-১৮৫ ও ১৮শ প: ১২৯) । গুরুবজ্জা-
 কারী রামচন্দ্রপুরীকে ক্রোধভরে উপেক্ষা ও ভৎসনা এবং
 ঈশ্বরপুরীর ঐকান্তিকী গুরুভক্তি-দর্শনে তাঁহাকে প্রেম-
 লিঙ্গন-প্রদান ও ‘কৃষ্ণ তোমার প্রেমধন হউক’ বলিয়া
 কৃপাশীর্ষাদ (চৈ: চ: অন্ত্য ৮ম প: ১৬-৩০) ।
 বিশ্রামদশায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর “অগ্নি দীনদয়াগ্রন্থাৎ হে
 মধুরানাথ কদাবলোকাসে । হৃদয়ং বৃন্দলোক-কান্তরং দয়িত
 ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥” এই শ্লোক পাঠ করিতে কবিতে
 অজ্ঞান (চৈ: চ: অন্ত্য ৮ম প: ৩১-৩৫) ॥ ১৫৪ ॥

মহাপ্রভু,—পাঠাঙ্করে ‘প্রভুবর’ বড়াই,—(সংস্কৃত ‘বুদ্ধি’-

শব্দজ এবং প্রাকৃত ‘বড়’-শব্দ হতে নিস্পন্ন), প্রাধাত্য, শ্রেষ্ঠত্ব,
 প্রশংসা, মহিমা, গৌরব ॥ ১৫৭ ॥

ভক্তিরসে,—শ্রীলক্ষ্মীপতিতীর্থ পর্য্যন্তই তত্ত্ববাদ-শাখার
 ভক্তিসূত্র । শ্রীপাদ-মাধবেন্দ্রপুরীই শুদ্ধভক্তিরস-স্বরের আদি-
 স্বরধার (চৈ: চ: আদি ৯ম প: ১০ ও অন্ত্য ৮ম প: ৩৪
 সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ১৬০ ॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর সহিত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সাক্ষাৎকার-
 কাণে গুরুদেবের নিত্যসঙ্গী সেবকবর শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী
 উপস্থিত ছিলেন । ‘ঈশ্বরপুরী আদি’-শব্দে নবনিধি অর্থাৎ
 পরমানন্দ-পুরী প্রভৃতি নয়জন সন্ন্যাসীকে ও বুঝাইতেছে ॥

বাহুদৃষ্টি,—মূর্ছা-ভগ্নাস্তে বহির্দিশায় উপনীত ॥ ১৬২ ॥

হইপ্রভু,—শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু ও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ॥

শ্রীঈশ্বর পুরী,—কুমারহাটে (ই, বি, আর, লাইনে ‘হালি-
 সের’ ষ্টেশনের নিকটে) বিপ্রকুল উদ্ভূত ও শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর
 প্রিয়তম শিষ্য । শ্রীমাধবেন্দ্র ইহার সেবার সম্বন্ধ হইয়া
 ‘কৃষ্ণ তোমার প্রেমভক্তি হউক’ বলিয়া বর প্রদান করেন
 (চৈ: চ: অন্ত্য ৮ম প: ২৬-৩০) । গয়ায় শ্রীমহাপ্রভুর
 দশাক্ষর-মন্ত্রে দীক্ষা-লাভাভিনয়ের পূর্বে ঈশ্বরপুরী নবদ্বীপ-
 নগরে আসিয়া গোপীনাথচাৰ্য্যের গৃহে একমাস-কাল বাস

মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দের কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গানন্দে কৃষ্ণাঘেষণ—
কতদিন নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র-সঙ্গে ।

অমেন শ্রীকৃষ্ণকথা-পরানন্দ-রঙ্গে ॥ ১৭৪ ॥

মহাভাগবত শ্রীমাধবেন্দ্রের অলৌকিক কৃষ্ণপ্রেম—
মাধবেন্দ্র-কথা অতি অদ্ভুত-কথন ।

মেঘ দেখিলেই মাত্র হয় অচেতন ॥ ১৭৫ ॥

নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেম-মদিরা মত্ত শ্রীমাধবেন্দ্র—
অহর্নিশ কৃষ্ণপ্রেমে মত্তপের প্রায় ।
হাসে, কান্দে, হৈ হৈ করে হায় হায় ॥ ১৭৬ ॥

হরিরস-মদিরা-মদ্যতিমত্ত শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—
নিত্যানন্দ মহা-মত্ত গোবিন্দের রসে ।
তুলিয়া তুলিয়া পড়ে অটুঅটু হাসে ॥ ১৭৭ ॥

উভয়ের শুদ্ধসাত্বিক ভাববিকার-দর্শনে শ্রীঈশ্বরপুরী
প্রভৃতির নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন—
দৌহার অদ্ভুত ভাব দেখি' শিশ্যগণ ।
নিরবধি 'হরি' বলি' করয়ে কীর্তন ॥ ১৭৮ ॥
কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জন-হেতু তাঁহাদের বাহ্যপ্রতীতি-
রাহিত্য বা বহির্দর্শা-লোপ—
রাত্রিদিন কেহ নাহি জানে প্রেমরসে ।
কত কাল যায়, কেহ ক্ষণ নাহি বাসে ॥ ১৭৯ ॥

মাধবেন্দ্র-সহ নিত্যানন্দের অতিগুঢ় হৃদয়ে কৃষ্ণকথালাপ—
মাধবেন্দ্র-সঙ্গে যত হইল আখ্যান ।

কে জানয়ে তাহা, কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ ॥ ১৮০ ॥

পরম্পরের বিরহ-সহনে অসামর্থ্য—
মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দে ছাড়িতে না পারে ।
নিরবধি নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥ ১৮১ ॥

মাধবেন্দ্রের নিত্যানন্দ-স্তুতি-মাহাত্ম্য-কীর্তন—
মাধবেন্দ্র বোলে,—“প্রেম না দেখিলু' কোথা ।
সেই মোর সর্বসার্থ, হেন প্রেম যথা ॥ ১৮২ ॥
জানিলু' কৃষ্ণের রূপা আছে মোর প্রতি ।
নিত্যানন্দ-হেন বন্ধু পাইলু' সংহতি ॥ ১৮৩ ॥
যে-সেখানে যদি নিত্যানন্দ-সঙ্গ হয় ।
সেই স্থান সর্বসার্থ-বৈকুণ্ঠাদি-ময় ॥ ১৮৪ ॥
নিত্যানন্দ-হেন ভক্ত শুনিলে অবশে ।
অবশ্য পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥ ১৮৫ ॥
নিত্যানন্দে যাহার তিলেক ঘেব রহে ।
ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রিয় নহে ॥ ১৮৬ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রতি শ্রীমাধবেন্দ্রের নিরন্তর প্রীতি—
এইমত মাধবেন্দ্র নিত্যানন্দ-প্রতি ।
অহর্নিশ বোলেন, করেন রতি-মতি ॥ ১৮৭ ॥

করেন । তৎকালে তিনি অধৈতপ্রভু ও মহাপ্রভুর সহিত
আলাপ করেন ও নিজ-কৃত 'শ্রীকৃষ্ণদীপাবলী' গ্রন্থ প্রবণ
করান (আদি ১১শ অঃ) । শ্রীমন্ন্যমহাপ্রভু যখন কুমারহট্টে
শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান দর্শন করিতে আগমন করেন,
তখন তিনি জীবকুলকে শ্রীগুরুভক্তি শিক্ষা দিবার জন্ত
সেইস্থানের মুক্তিকা নিজ-বহির্দর্শনে সংগ্রহরূপ লীলা প্রদর্শন
করিয়াছিলেন (আদি ১৭শ অঃ ১০১ দ্রষ্টব্য) । শ্রীঈশ্বর-
পুরীর স্থান দর্শন করিতে আসিয়া প্রত্যেক গোড়ীয় বৈষ্ণবই
সেইস্থানের মুক্তিকা লইয়া যান । শ্রীমাধবেন্দ্রপুরী—ভক্তি-
কল্পতরুর প্রথম অঙ্গুর এবং 'শ্রীঈশ্বরপুরীরূপে সেই অঙ্গুরের
পুষ্প'—(চৈঃ চঃ আদি ১ম পঃ ১১) । গোবিন্দ ও কাশীশ্বর-
ব্রহ্মচারিণ্য—শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের শিষ্য ; তদীয় অপ্রকট-
কালে তাঁহার আদেশে ইহাদের নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট
আগমন (চৈঃ চঃ আদি ১০ম পঃ ১৩৮, ১৩৯ ; মধ্য ১০ম পঃ

১৩১-১৩৪) । গয়ায় মদ্যদীক্ষাদানকালে মহাপ্রভুর রূপা-লাভ
(চৈঃ চঃ আদি ১৭শ পঃ ৮) ।

শ্রীব্রহ্মানন্দপুরী,—শ্রীমন্ন্যমাধবেন্দ্রপুরীর জনৈক শিষ্য অর্থাৎ
ভক্তিকল্পতরুর নয়টি মূলশৃঙ্গ নবনিধির অত্যন্তম (চৈঃ চঃ
আদি ১ম পঃ ১৩) । ইনি মহাপ্রভুর নবদ্বীপলীলার সাক্ষী-
সঙ্গী ছিলেন । নীলাচলেও তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়া
আসিয়াছিলেন ॥ ১৭০ ॥

নেম,—নবনীরদকান্তি কৃষ্ণের উদ্দীপন ॥ ১৭৫ ॥

ক্ষণ নাহি বাসে,—দেশ ও কালাদি-বিষয়ে সম্পূর্ণ বাহ্য-
প্রতীতিশূন্য উভয়েই নিরন্তর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে সমস্তকাল
ব্যয় করিয়াও তাহা একনিমেষের বাদশ-ভাগের একভাগ
বলিয়াও বোধ করিলেন না ॥ ১৭৯ ॥

কৃষ্ণচন্দ্র সে প্রমাণ,—বিকু ও বৈষ্ণব, উভয়েরই সেব্য
সর্কাস্তবামী একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই জানেন ॥ ১৮০ ॥

মাধবেন্দ্র-প্রতি নিত্যানন্দের সর্বদা গুরুবুদ্ধি—

মাধবেন্দ্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয় ।

গুরু-বুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয় ॥ ১৮৮ ॥

পরস্পর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে বহিঃপ্রতি-শ্রুততা—

এইমত অশ্রোহে দুই মহামতি ।

কৃষ্ণপ্রেমে না জানেন কোথা দিবা-রাতি ॥ ১৮৯ ॥

অতঃপর নিত্যানন্দের সেতুবন্ধ, মাধবেন্দের সরযু-যাত্রা,

কৃষ্ণপ্রেমাবেশে উভয়ের বহিঃস্থিতি-রাহিত্য—

কতদিন মাধবেন্দ্র-সঙ্গে নিত্যানন্দ ।

থাকিয়া চলিলা শেষে যথা সেতুবন্ধ ॥ ১৯০ ॥

মাধবেন্দ্র চলিলা সরযু দেখিবারে ।

কৃষ্ণাবেশে কেহ নিজ-দেহ নাহি স্মরে ॥ ১৯১ ॥

কৃষ্ণপ্ৰীত্যর্থই মহাভাগবতের স্ব-প্রাণ-রক্ষণ, মতেঃ বহিঃ-

সংজ্ঞায় কৃষ্ণবিরহের তীব্রতামুভবমাত্র প্রাণত্যাগেচ্ছা—

অতএব জীবনের রক্ষা সে-বিরহে ।

বাহু থাকিলে কি সে-বিরহে প্রাণ রহে ? ১৯২ ॥

নিত্যানন্দ-মাধবেন্দ্র-সংবাদ-শ্রবণে গুরুব্র কৃষ্ণপ্রেমোদয়—

নিত্যানন্দ মাধবেন্দ্র, দুই-দরশন ।

যে শুনয়ে, তারে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥ ১৯৩ ॥

(৭৬) সেতুবন্ধে—

হেনমতে নিত্যানন্দ ভ্রমে' প্রেমরসে ।

সেতুবন্ধে আইলেন কতক দিবসে ॥ ১৯৪ ॥

(৭৭) ধনুতীর্থে, (৭৮) রামেশ্বরে, (৭৯) বিজয়নগরে (হাপ্পী?)—

ধনুতীর্থে স্নান করি' গেলা রামেশ্বর ।

তবে প্রভু আইলেন বিজয়নগর ॥ ১৯৫ ॥

(৮০) মায়াপুরীতে, (৮১) অবন্তীতে, (৮২) গোদাবরীতে,

(৮৩) সিংহাচলমে—

মায়াপুরী, অবন্তী দেখিয়া গোদাবরী ।

আইলেন জিওড় নৃসিংহদেবপুরী ॥ ১৯৬ ॥

(৮৪) তিকমলরে, (৮৫) কুর্মক্ষেত্রে—

ত্রিমল্ল দেখিয়া কুর্মনাথ পুণ্যস্থান ।

শেষে নীলাচলচন্দ্র দেখিতে পায়ন ॥ ১৯৭ ॥

বাহারা 'আমার গুরু' এবং 'তাহার গুরু' প্রভৃতি মর্ত্য-বুদ্ধি দ্বারা ভগবদভিন্ন গুরুত্বকে অসম্মান করেন, তাহারা কৃষ্ণপ্রিয়তম-জগকে গুরুত্ব বরণ করেন নাই। ব্যাবহারিক-জগতে মায়িক-বিচার বুদ্ধিতে সাক্ষাদভগবৎপ্রকাশ-বিগ্রহ 'গুরু'কে ভোগের বস্তু বলিয়া জ্ঞান করিয়াছে। শুদ্ধভক্ত-গণের সহিত এইসকল উপাস্ত্রাদায়ের একত্র সম্মিলন বা সম-ন্বয় অসম্ভব। বৈষ্ণববিদ্যেয়গণের গুরুত্ব ভোগ-বুদ্ধি করাট স্বভাব; যেহেতু, "আমার প্রভুর পেছ গৌরান্দ-ছন্দর। এ বড় ভরসা চিত্তে দরি নিরন্তর।" এই বিচার হইতে পৃথক বিচারই আউল, বাউল, কণ্ঠভজা, প্রাকৃত-সহজিয়া, মথীভেকী, জাতি গোমাই, গোবনাগরী প্রভৃতি ত্রয়োদশ-প্রকার অপসম্প্রদায় সৃষ্টি করে। প্রকৃত প্রেম-কীর্ত্তন-লক্ষণবিশিষ্ট বিষয়বিগ্রহ সত্য পদমেখদ-বস্তুর সাক্ষ্য-বিগ্রহতত্ত্ব-মর্যাদা বা গুরুবুদ্ধি পরিত্যাগপূর্বক ভড় ভেদ-জ্ঞানমূলে অবর, লম্ব ও জড়-বুদ্ধি স্থাপন করিলে "অঙ্ক-কুকুটী"-ভায়াসুদারে পাষণ্ডতাই প্রকাশ পাইবে। যে স্থলে অপসম্প্রদায়ের তথা-কথিত গুরুকুল শুদ্ধবৈষ্ণবের বিদ্যেব করেন, সে-স্থলে অপসম্প্রদায়ের তাদৃশ গুরুত্ব যথার্থ লম্ব-

বস্তু গুলিকে বৈষ্ণববিদ্যেয়-জ্ঞানে পরিহারপূর্বক প্রকৃত কৃষ্ণ-তত্ত্বিং জগদগুরু শুদ্ধবৈষ্ণবের অমুসন্ধান করিয়া তাহারই শ্রীচরণ আশ্রয় কর্তব্য।

শ্রীকৃপামুগ-সম্প্রদায় বাতীত অপর ত্রয়োদশপ্রকার উপ-সম্প্রদায়, সকলেই শ্রীকৃপামুগভক্তের বিদ্যেবী, স্তরাতঃ কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে কোনপ্রকারেই প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন না। তজ্জন্ত তাঁহারা কৃপামুগ শুদ্ধভক্তের বিদ্যেব পোষণ করিতে গিয়া প্রকৃত-প্রস্তাবে 'লম্ব' হইয়া পড়েন। কৃষ্ণের প্রিয় শ্রীগুরুবর্গ সন্দেহই একপামুগ-বৈষ্ণবগুরুতে অমুরক্ত। উপ-সাম্প্রদায়িকগণ ভক্তির ছলনায় ভগবদ্বিদ্বেষীকেই 'গুরু' সাজাইয়া আপনাদিগের দম্ব পোষণ করেন। শুদ্ধভক্তগণ তাঁহাদে। সঙ্গ হঃসঙ্গ-জ্ঞানে পরিবর্জন করিয়া শ্রীকৃপামুগত্ব ও শ্রীকৃপাদপণে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকেন। 'গুরুত্ব' বৃত কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে শুদ্ধবৈষ্ণব ও কৃষ্ণের প্রিয়তম? এই কথা জানিতে গিয়া যদি দেখা যায় যে, তিনি শ্রীকৃপামুগ-গণকে হৃদয়ের বন্ধু না জানিয়া তাঁহাদের বিদ্যেবী হইয়া পড়িয়াছেন, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাদৃশ গুরুত্ব কল্পিত ব্যক্তিকে সর্বতোভাবে পরিত্যাগই কর্তব্য ॥ ১৮৬ ॥

(৮৬) নীলাচলে সাবরণ জগন্নাথদেব বা পুরুষোত্তম-দর্শন—

আইলেন নীলাচলচক্রে নগরে।

ধনজ দেখি' মাত্র মুচ্ছা হইল শরীরে ॥ ১৯৮ ॥

দেখিলেন চতুর্ভূজ-রূপ জগন্নাথ।

একট পরমানন্দ ভক্তবর্গ-সাথ ॥ ১৯৯ ॥

দর্শনমাত্র বারংবার মুচ্ছা ও ভূ-গতন এবং অষ্টসাত্ত্বিকভাব—

দেখি' মাত্র হইলেন পুলকে মুচ্ছিতে।

পুনঃ বাহু হয়, পুনঃ পড়ে পৃথিবীতে ॥ ২০০ ॥

কম্প, শ্বেদ, পুলকাক্রম, আছাড়, ছন্দার।

কে কহিতে পারে নিত্যানন্দের বিকার ? ২০১ ॥

(৮৭) গঙ্গাসাগরে—

এইমত নিত্যানন্দ থাকি' নীলাচলে।

দেখি' গঙ্গাসাগর আইলা কুতূহলে ॥ ২০২ ॥

নিত্যানন্দরূপা-বলেই গ্রন্থকারের তদীয় ভ্রমণ-বর্ণন-সামর্থ্য—

তাঁর তীর্থযাত্রা সব কে পারে কহিতে ?

কিছু লিখিলাও মাত্র তাঁর রূপা হৈতে ॥ ২০৩ ॥

(৮৮) পুনরায় মথুরায়—

এইমত তীর্থ ভ্রমি' নিত্যানন্দ-রায়।

পুনর্ব্বার আসিয়া মিলিলা মথুরায় ॥ ২০৪ ॥

(৮৯) বৃন্দাবনে, নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমাগেগে বহিঃস্থ-তি-রাহিত্য—

নিরবধি বৃন্দাবনে করেন বসতি।

কৃষ্ণের আবেশে না জানেন দিবা-রাতি ॥ ২০৫ ॥

নিত্যানন্দের অযাচক-বৃত্তি—

আহার নাহিক, কদাচিৎ তৃষ্ণ পান।

সেহ যদি অযাচিত কেহ করে দান ॥ ২০৬ ॥

বীয় প্রভু গোরের গুণনবদীপনীলাবগতি—

নবদীপে গৌরচন্দ্র আছে গুণ্ডভাবে।

ইহা নিত্যানন্দস্বরূপের মনে জাগে ॥ ২০৭ ॥

ভবিষ্যতে গোরের সঙ্কীর্ণনৈখ্য-প্রকাশ কালে নামপ্রেম-

প্রচারবারা তন্নীলা-সহায়তা-রূপ তৎসেবন-সম্বল—

“আপন-ঐশ্বর্য্য প্রভু প্রকাশিবে যবে।

আমি গিয়া করিমু আপন সেবা তবে ॥” ২০৮ ॥

সম্পূর্ণ গোরেচ্ছা-পরতন্ত্র তদভিরবিগ্রহ নিত্যানন্দের মথুরায়

অবস্থান ; গোপাল-ভাবে যামুন-তটে বিহার—

এই মানসিক করি' নিত্যানন্দ-রায়।

মথুরা ছাড়িয়া নবদীপে নাহি যায় ॥ ২০৯ ॥

নিরবধি বিহরিয়ে কালিন্দীর জলে।

শিশু-সঙ্গে বৃন্দাবনে খুলা-খেলা খেলে ॥ ২১০ ॥

আকর-বিষ্ণু সর্গশক্তিমান প্রভুর তৎকালে প্রেমদানলীলা-

সঙ্গোপন—

যত্নপিহ নিত্যানন্দ দরে সর্ব্ব শক্তি।

তথাপিহ করেহ না দিলেন বিষ্ণুভক্তি ॥ ২১১ ॥

বীয় প্রভু গোরের সঙ্কীর্ণনৈখ্য-প্রকাশকালে নিজ-প্রেম-

ভক্তি-প্রদানলীলা-প্রকাশার্থ তদাদেশোপেকা—

যবে গৌরচন্দ্র প্রভু করিবে প্রকাশ।

তান সে আশ্রয় ভক্তিদানের বিলাস ॥ ২১২ ॥

স্বরূপ ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণের স্বরসাহায্যী আদেশ-পালন-

রূপ দাত্তেই যাবতীয় সেবকবর্ণের মহত্ব বা মাহাত্ম্য-প্রসিদ্ধি—

কেহ কিছু না করে চৈতন্য-আজ্ঞা নিমে।

ইহাতে ‘অজ্ঞতা’ নাহি পায় প্রভু-গণে ॥ ২১৩ ॥

শ্রীমদ্বাংগগোষ্ঠীয়-সম্প্রদায়ে যে গুরুপরম্পরা প্রচলিত ও লিপিবদ্ধ আছে, তাহাতে কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীমদ্বাংগবেঙ্গপুত্রীয়ে নিম্নরূপে, কেহ কেহ বা শ্রীলক্ষ্মীপতি-তীর্থেরই শিষ্য অর্থাৎ শ্রীমদ্বাংগের সতীর্থরূপে নির্দেশ করেন ; (ভক্তিরহস্যের পঞ্চমতরঙ্গ-খণ্ড ঐশীনাথ প্রোক, যথা—“নিত্যানন্দপ্রভু বন্দে শ্রীমদ্বাংগপতি-প্রিয়ম্ । মাংগ-সম্প্রদায়ানন্দ-বর্দ্ধনং ভক্তবৎসলম্ ॥”) সতীর্থবাদি-বিচারও অকবিচার হইতে পৃথক নহে ; একজ্ঞ ইতিহাস ও বর্ণনার ভাষার ভেদ থাকিলেও উভয়ই সম্বোধনীয় । সত্যাত্ম-

গত গুরুকৃত-সম্প্রদায় গুরুবৈষ্ণবগণের সহিত মর্যাদাময় সম্বন্ধ না রাখিয়া অবৈধভাবে আয়গৌরব রক্ষা করিতে শিখিয়াছেন ॥

শ্রীমাংগবেঙ্গপুত্রী ও শ্রীমদ্বাংগপতিপ্রভু, উভয়েই কৃষ্ণ-প্রেমে উন্নত হইয়া কৃষ্ণবিষয় প্রাকৃত-বহির্জগতের দিবা-রাত্রির কোনই সংবাদ রাখেন মাই ॥ ১৮৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমাগত জীবনে ভগবদ্বিরহ-ভাষের তীব্রতাহর্জিত থাকিলে ভগবদ্বিরহে ত্রাণ সংরক্ষিত হইতে পারে না । তজ্জন্ত বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া অপ্রাকৃত অন্তর্দর্শন নিরন্তর অপ্রতিহত প্রেমানন্দে অবস্থান-কালে স্বঃসহভগবদ্বিরহ-

শেষ-শিব-ব্রহ্মাদি সকলেরই স্ব-স্ব-অধিকারে সর্ব্বেশ্বরের

গৌর-কৃষ্ণের আজ্ঞা-পালনরূপ দাণ্ড—

কি অনন্ত, কিবা শিব-অজাদি দেবতা।

চৈতন্য-আজ্ঞায় হর্তা কর্তা পালয়িতা ॥ ২১৪ ॥

অধিতীয় পরমেশ্বর গৌর-কৃষ্ণের আজ্ঞা ও নিষিদ্ধ সেবক-
বর্গের আজ্ঞা-পালন মাহাত্ম্য-শ্রবণে জড়-ভোগবুদ্ধিশেষে গৌর-

কৃষ্ণের অসমোর্ক্ষসেব্যত্ব বিরোধী, ঈর্ষা-দ্বेषকারী

ভেদবাদী পাষাণিগণের অস্পৃশ্য—

ইহাতে যে পাণ্ডীগণ মনে দুঃখ পায়।

বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাণ্ডী সর্ব্বথায় ॥ ২১৫ ॥

নিত্যানন্দরূপা বলেই সকলের কৃষ্ণপ্রেমভাঙ-খ্যাতি—

সাক্ষাতেই দেখে সবে এই ত্রিভুবনে।

নিত্যানন্দ-দ্বারে পাইলেন প্রেমমনে ॥ ২১৬ ॥

নিত্যানন্দৈকনিষ্ঠ ভক্তরাজ গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-স্তুতি-

মহিমা-কীর্তন; গৌর-কৃষ্ণের নিরন্তর কীর্তনরত

আদি-অভিন্ন-সেবকবর নিত্যানন্দ-রায়—

চৈতন্যের আদি-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।

চৈতন্যের যশ বৈসে যাহার জিহ্বায় ॥ ২১৭ ॥

নিরন্তর গৌরকীর্তনরত গুরু-নিত্যানন্দ-সেবনেই

অচিদাত্ত (অনর্থ)-নিবৃত্তি ও গৌরভক্তি-লাভ—

অহর্নিশ চৈতন্যের কথা শ্রবণ কয়।

তাঁরে ভজিলে সে চৈতন্যভক্তি হয় ॥ ২১৮ ॥

আদি-প্রকাশবিগ্রহ নিত্যানন্দ-রূপ-বলেই

গৌরতত্ত্ব-স্বকৃতি—

আদিদেব জয়জয় নিত্যানন্দ-রায়।

চৈতন্য-মহিমা ক্ষুরে যাহার রূপায় ॥ ২১৯ ॥

সবেও প্রেমানন্দ-সেবার পুষ্টি ও বৃদ্ধি-হেতু প্রাণ-ধারণ সম্ভব
হয়। (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ৪৩-৪৭—) “অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম,
যেন জাপ্নন-হেম, সেই প্রেমা নুলোকে না হয়। যদি হয়
তার যোগ, তবে না হয় বিয়োগ, বিরহ হইলে কেহ না
জীয়ায় ॥ এত কহি’ শচীশ্রুত, শ্লোক পড়ে অদভুত, তনে হুঁহে
একমন হঞা। আপন-হৃদয়-কাম, কহিতে বাসিয়ে লাগ, তবু
কহি যাকবীজ খাঞা ॥” “ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরাপি মে হরৌ
ক্রন্দামি সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্। বংশীবিলাসানন-
লোকনং বিনা বিভর্মি যৎপ্রাপ্যতঙ্গকান্ বৃথা ॥”—“দূরে
শুদ্ধপ্রেম-বন্ধ, কপট-প্রেমের গন্ধ, সেহ মোর কৃষ্ণে নাহি
হয়। তবে যে করি ক্রন্দন, স্ব-সৌভাগ্য-প্রথাপন করি ইহা
জানিহ গিচ্ছয় ॥ বাতে বংশীধনি-সুখ, না দেখি’ সে চাঁদ-
মুখ, যতপি নাহিক ‘আলসন’। নিজ-দেহে করি শ্রীতি,
কেবল কামের রীতি, প্রাণকীটেরে করিয়ে ধারণ ॥” ১৯২ ॥

নীলাচলচন্দ্রের নগরে,—জগদীশ-ক্ষেত্রে ॥ ১৯৩ ॥

চতুর্দ্বার,—আদি-চতুর্দ্বার বাহুদেব-মর্কষণ-প্রজ্ঞামান-
রুদ্ধায়ক শ্রীজগন্নাথ অর্থাৎ ষারকারীশ।

প্রকট...সাধ,—আনন্দলীলাময়বিগ্রহ নন্দনন্দন তদীয়
লীলা-সহায় সেবকগণ-সহ নীলাচলে (পুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে)
প্রকট বা অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ১৯৯ ॥

আছাড়,—(চলিত ভাষায় ব্যবহৃত), ভূতলে পতন ॥ ২০১ ॥

মানসিক,—মানস, মনন, ইচ্ছা, অভিলাষ, অভিপ্রায় ॥

স্বয়ং শ্রীগৌরকৃষ্ণাভিন্ন দ্বিতীয়তম গুণসববিগ্রহ বলদেব-
স্বরূপ ও একমাত্র গৌর-কৃষ্ণ-প্রেমের সন্ধানপ্রদাতা হইয়াও
স্বীয় নিত্যসেব্য শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর সাক্ষাৎ আজ্ঞা বা তাঁহার
নামপ্রেমপ্রচার-লীলা-কাল বা ইচ্ছা অতিক্রমপূর্ব্বক তীর্থো-
দ্ধার-কাণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু কাহাকেও রূপা অথবা শ্রীনাম-
প্রেম বিতরণ বা প্রচার করেন নাই (পূর্ব্বোক্ত ২০৮ সংখ্যা
দ্রষ্টব্য)। স্বতন্ত্র ঈশ্বর শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু যে-কালে স্বেচ্ছাক্রমে
অহৈতুকী-রূপা-বশে দীন-জীবের নিকট স্বীয় তত্ত্ব প্রকাশ
করিবেন, তৎকালে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও তাঁহার সহিত আ-
পায় জীবের দ্বারে দ্বারে হরিনাম-প্রেম-প্রদান-প্রচার-লীলা
প্রকাশ করিবেন ॥ ২১১-২১২ ॥

অতএব শ্রীনিত্যানন্দের পদাম্বরূপপূর্ব্বক মর্যাদা লঙ্ঘন
করিয়া কোন নিঃশ্রেয়সার্থীই শ্রীভগবান্ বা তদীয় বশক্তি-
স্বরূপ বৈষ্ণব-গুরুদেবের বর্ত্তমানতায় স্বয়ং গুরুভিগ্মানী হইয়া
কৃষ্ণকথা-কীর্তন-ছলে উচ্চভাষা বা নিজের জড়াহকার প্রকাশ
করিয়া আত্মাণন করেন না। এজন্য শ্রীভক্তিবিনোদ-ঠাকুর
স্ব-কৃত ‘কল্যাণকল্পতরু’-নামক গুরুভক্তিময়ী গীতিগ্রন্থে একরূপ
সিখিয়াছেন,—“আমি ত’ বৈষ্ণব, এ বুদ্ধি হইলে, অমানী না
হব আমি। প্রতিষ্ঠাশা আসি’ হৃদয় দৃষিবে, হইব নিরয়-
গামী ॥” জীবের নিত্যসেব্য-প্রভু সচ্চিদানন্দবিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ-

গৌর-রূপায়ই নিত্যানন্দে প্রকোদয়, নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-
ক্ষুণ্ণিত্তে সর্বানর্থ-নাশ—
চৈতন্য-রূপায় হয় নিত্যানন্দে রতি ।
নিত্যানন্দে জানিলে আপদ নাহি কতি ॥ ২২০ ॥
গুরু-নিত্যানন্দের রূপা ও সেবা-প্রভাবেই ভক্তিরসামৃত-
সিদ্ধির বিন্মুলাভে জীবের যোগ্যতা—
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে ।
যে ডুববে, সে ভজুক নিতাইচান্দ্রে ॥ ২২১ ॥
কেহ বোলে,—“নিত্যানন্দ যেন বলরাম” ।
কেহ বোলে,—“চৈতন্যের বড় প্রিয়দাম” ॥ ২২২ ॥
গুরু-নিত্যানন্দের বাহুপরিচয়দর্শন-রহিত তদেকনিষ্ঠ
গ্রন্থকারের আদর্শ সেবা-নিষ্ঠা—
কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জানী ।
যার যেনমত ইচ্ছা, না বোলয়ে কেনি ॥ ২২৩ ॥
যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ মছে ।
তবু সেই পাদপদ্ম রজুক হৃদয়ে ॥ ২২৪ ॥
ঈকনিত্যানন্দেকনিষ্ঠ বৈষ্ণবচাৰ্য্য গ্রন্থকারের গুরু-নিত্যানন্দ
বিষেয়ী পতিত-বিন্মুখ-জীবে দণ্ডপ্রদানচ্ছলে
অহেতুকী অমন্দোদয়া দয়া—
এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে ।
তবে লাথি মারে তার শিরের উপরে ॥ ২২৫ ॥

চৈতন্য ও তদীয় দাসগণের কায়মনোবাক্যে আজ্ঞা-পালনই
বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা; উহাই অপ্রাকৃত শুদ্ধ চিৎস্বরূপাভিমান,
তাহা নম্বর জড়ের অল্পত্ব, খণ্ড বা ক্ষুদ্রত্বের অতীত পরম
উপাদেয় । আর ইচ্ছিয়-ভোগ্য জড়ের আদিক্য বা প্রভুত্ব—
প্রকৃতপক্ষে জড়েরই হেয়তা ও কুণ্ঠতাময় দাশ্য এবং ক্ষুদ্রত্বেরই
হৃৎক নামান্তর-মাত্র ॥ ২১২-২১৩ ॥

অর্থ্যাৎ অনন্ত (বিষ্ণু)—পালক, অজ (ব্রহ্মা)—স্থষ্টি-
কর্তা এবং শিব (হর)—হর্তা (সংহরণকারী) ॥ ২১৪ ॥

নিরন্তর শ্রীগৌরকৃষ্ণকীর্তনকারী শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেবের
ও তদনুগ-বৈষ্ণবের ভজন করিলেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের
প্রতি জীবাত্মার শুদ্ধসেবা-বৃত্তি বৃদ্ধি পায় ॥ ২১৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-রামের নিষ্কপট চরণপ্রায়-প্রভাবেই জীব
বন্দনশা হইতে মুক্ত হইয়া শ্রীনিত্যানন্দের দশপ্রকার গৌর-

অষ্টেতাদি গৌরভক্তের নিত্যানন্দ-প্রতি শ্লেষোক্তির বা বাজ-
স্ততির গূঢ়-তাৎপৰ্য্যানভিজ্ঞ মূঢ়-জীবকে নিত্যানন্দ-প্রতি
অসম্মান-নিষেধার্থ সতর্কীকরণ—

কোন চৈতন্যের লোক নিত্যানন্দ-প্রতি ।
‘মন্দ’ বোলে, হেন দেখ,— সে কেবল ‘স্ততি’ ॥ ২২৬ ॥
সিদ্ধ মুক্ত অদ্বয়জ্ঞান-সেবকগণের পরস্পর বহিঃপ্রতীত
সাপেক্ষ-প্রতিম ভাবনিচয়—তৎপ্রেমেরই পোষক
নিত্য শুদ্ধ জ্ঞানবস্ত বৈষ্ণবসকল ।
তবে যে কলহ দেখ, সব কুতুহল ॥ ২২৭ ॥
জড়ভোগেচ্ছা বা ভেদ-মূলে অদ্বয়জ্ঞান সেবকগণের ক্রিয়া
মূঢ়ানভিজ্ঞ মূঢ় পরচর্চাকারীর প্রাকৃত জীব-বুদ্ধিতে
বিষেয়-বৈশ্য পক্ষান্তর-গ্রহণ—সর্বনাশজনক
ইথে একজনের হইয়া পক্ষ যেই ।
অজ্ঞ-জনে নিন্দা করে, কয় যায় সেই ॥ ২২৮ ॥
গুরুবজ্র-হীন শ্রোতগণি নিত্যানন্দদাসাঘুগতোই গৌর-প্রাপ্তি—
নিত্যানন্দস্বরূপে সে নিন্দা মা লওয়ায় ।
তাম পথে থাকিলে সে গৌরচন্দ্র পায় ॥ ২২৯ ॥
গ্রন্থকারের স্বাভীর্ষদেব তত্ত্বযুগবৈষ্ণব গৌরনিত্যানন্দ-পদ-
দর্শন-লাগসা বা সৌভাগ্য-বাঞ্ছা—
হেন দিন হৈব কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।
দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥ ২৩০ ॥

কৃষ্ণ-সেবাদিকারের আনুগত্য করিতে সমর্থ হয় । শ্রীঠাকুর
নরোত্তম বলেন,—“হেন নিতাই বিনে ভাই, রাখাক্ষ
পাইতে নাই, দূঢ় করি’ পর নিতাইর পায় ॥” মুক্ত-পুরুষ-
গণেরই শ্রীনিত্যানন্দানুগত্যে শ্রীগৌরসেবা-সাগরে নিমগ্ন
হইবার যোগ্যতা বর্তমান ॥ ২২০ ॥

কেহ কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীলক্ষ্মীপতি-ভীর্ণের
শিষ্য-জ্ঞানে ‘সন্ন্যাসী’ বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ বা
নিত্যানন্দপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেম দর্শন করিয়া তাঁহাকে ‘ভক্ত’ বলিয়া
জ্ঞান করেন; কেহ কেহ বা তাঁহাকে বেদান্ত-শাস্ত্রে অদ্বীত-
বিদ্য ‘বৈরাগ্যবান্ পুরুষ’ বলিয়া জ্ঞানেন । আমার প্রভুর
সম্বন্ধে যিনি যেরূপ উক্তি করুন না কেন, অথবা আমার ইষ্ট-
দেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্রভুর
সহিত অতিসামান্য সেবকস্বত্বেরই সম্বন্ধযুক্ত হউন না কেন,

নিত্যানন্দকে একমাত্র প্রভু-জ্ঞানে তদাস্ত-সম্বন্ধ-স্থিত্রে

গৌর-ভগনে গ্রহকারের লালসা—

সর্বভাবে স্বামী যেন হয় নিত্যানন্দ ।

তঁার হইয়া ভজি যেন প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥ ২৩১ ॥

ইষ্টদেব নিত্যানন্দ-স্থানে ভাগবতাদায়নার্থ সাফাদ্ব্যাসাবতার

গ্রহকারের আশা—

নিত্যানন্দস্বরূপের স্থানে ভাগবত ।

জন্মে-জন্মে পড়িবাও,—এই অভিমত ॥ ২৩২ ॥

স্বতন্ত্র-গৌরোচ্ছা-ক্রমেই তদিক্ষা-পরতন্ত্র গ্রহকারের

ইষ্টদেব-পদ-প্রাপ্তি ও তদ্বিচ্ছেদ—

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরানন্দচন্দ্র ।

দিলাও নিলাও তুমি প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ ২৩৩ ॥

গৌর-সমীপে অভীষ্টদেবদুর্গল-পদে গ্রহকারের

নিত্যাভিনিবেশ-প্রার্থনা—

তথাপিহ এই রূপা কর, মহাশয় ।

তোমাতে তাঁহাতে যেন চিত্তবৃত্তি রয় ॥ ২৩৪ ॥

আমি সেই সকল অপ্ৰয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যে প্রবিষ্ট না
হইয়া সেই নিত্যানন্দের পাদপদ্মকে আমার নিত্যারাদ্য প্রভু-
জ্ঞানে হৃদয়ে সংস্থাপন করিব ॥ ২২৩-২২৪ ॥

পরিহার,—দোষাপনয়ন, দোষস্থানন; প্রার্থনা;
সমর্পণ; বর্জন, উপেক্ষা ॥

শ্রীনিত্যানন্দের মহিমায় ঈর্ষাপর হইয়া যে-সকল নারকী
তাঁহার নিন্দা করে, তাহাদিগের ভগবদ্ব্যাসাদা-লজ্বনের পুনঃ-
চেষ্টা চিরতরে অপনোদন করিয়া নিত্যকল্যাণ-সাধন ও
সুখমতি-আনন্দের নিমিত্ত মন্তকে পদাঘাত করিতেও প্রস্তুত
আছি। মহা-পাষাণ্ডীর প্রতিও অমনোদয়াদা-দয়াময় শ্রীঠাকুর-
মহাশয়ের উক্তিদ্বারা শুদ্ধ সরস্বতী-দেবী জগতে অত্যাশ্চর্য-
অকরে ভাদৃশ শ্রীনিত্যানন্দ-গুরু-সেবকের দৃঢ়নিষ্ঠা-প্রদর্শন-
পূর্বক এই তাৎপর্য শিক্ষা দিলেন যে, স্ব-হিত-সাধনে নিতাস্ত
পরায়ণ ও নিরয়-পথে ধাবিত হইবার নিমিত্ত বন্ধপরিকর,
শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্বানভিজ্ঞ মূঢ়-লোকের নিকট বিরাগভাজন
হইয়াও শ্রীঠাকুর-মহাশয় এবং তদনুগত বথার্থ আচার ও
প্রচারকারী শুদ্ধভক্তগণ দীন-জীবের প্রতি নিঃস্বার্থ অহৈতুক-
কৃপাময়। শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদাস সাফাদ্ব্যাসাবতার বৈষ্ণবা-
চার্য শ্রীল ঠাকুর-বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত-পদাভ্যুত্থান-কালে
একটা ধূলিকণাও যে-সকল সোভাগ্য, ~~কল্লনার~~ শিরে
পতিত হইবে, তাঁহাদের সর্বতোভাবে সুখস্বল অর্থাৎ অনর্থ-
নিবৃত্তি অবশ্যজ্ঞাবী। শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের এতাদৃশী মহা-করণা
—স্ব-হিতাহিতানভিজ্ঞ নির্দোষ অভক্তের বৃদ্ধির বা কল্লনার
অতীত। সাফাং শ্রীব্যাসাবতার ঠাকুর-শ্রীবৃন্দাবনের অনুরূপ
শুদ্ধ-গৌরকৃষ্ণভক্তির আচার ও প্রচারকারিগণের নিতা-
মঙ্গলময় প্রেয়স ও ব্যবহারে একদিকে যেমন বিমুগ্ধ পতিত-

জীবের প্রতি স্থূলভাবে দণ্ডের অভিনয়, অপরদিকে তেমনই
হৃদ্বভাবে তৎপ্রতি অসীম রূপা নিহিত ॥ ২২৫ ॥

কোন শুদ্ধ গৌরভক্তই শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিন্দা করিতে
বা সহ্য করিতে পারেন না। যদি কেহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর
প্রতি শ্রীঅধৈত-প্রভুর উক্তিসমূহকে ‘নিন্দা’ বলিয়া মনে
করেন, তাহা হইলে উহা তাঁহার বুদ্ধিবীর ভ্রম ও অপরাধ-
মাত্র। বস্তুতঃ নিত্যানন্দের স্তব করিবার উদ্দেশ্যেই কথিত
নিন্দার ছলনাকে (ব্যাজজতিকে) ‘নিত্যানন্দ-নিন্দা’ মনে
করিয়া সকল জীবের একমাত্র গতি ও আশ্রয়স্থল শ্রীনিত্যা-
নন্দ চরণের প্রতি অশ্রদ্ধাধান হইতে হইবে না ॥ ২২৬ ॥

নিত্যানন্দের আপাত প্রতীয়মান নিন্দাচ্ছলে অধৈত-
প্রমুখ শুদ্ধ-গৌরভক্তগণের যে তৎসহ কলহাভিনয়, তাহা
শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি জীবের সেবা-কৌতুহল উৎপাদন বা
বর্দ্ধন করিবার জন্তই, জানিতে হইবে; যেহেতু শ্রীগৌরভক্তগণ
সকণ্ঠেই নিত্যশুদ্ধ ও শুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানবান্। তাঁহাদের মধ্যে
কোনও ‘অজ্ঞান’ অর্থাৎ ‘বিষ্ণু-বৈষ্ণবের প্রতি হৃদয়, বৈমুখ্য
বা বিরোধ-ভাব’ থাকিতেই পারে না ॥ ২২৭ ॥

যদি কেহ স্বীয় দুর্ভাগ্যক্রমে জড়ভেদ-বুদ্ধি-বশে কৃষ্ণসুখ-
তৎপর সিদ্ধমুক্ত ভক্তগণের প্রণয়কলহকে স্ব-স্ব-ইঙ্গ্রিয়তর্পণ-
ব্যঘাত-ক্লান্ত বদ্ধজীবগণের পরম্পর হৃদয় সদৃশ-জ্ঞানে একপক্ষ
গ্রহণ করিয়া অপর-পক্ষের নিন্দাবাদ করে, তবে তাহার অদূর-
দর্শিতার ফলে সর্বনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। অদ্বয়জ্ঞান শ্রীগৌরকৃষ্ণের
লীলা-পুষ্টির জন্ত যে-সকল অপ্রাকৃত পরমোপাদেয় অমূল্য ও
প্রতিকূল পক্ষ অতিচমৎকাররূপে তৎপ্রতি স্ব-স্ব-অমুরাগ-
মহিমা বর্দ্ধন করে, তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া যদি
কেহ ভোগবুদ্ধি-মূলে কর্মবিচারে একের প্রশংসা এবং অন্তের

গৌররূপা-বলেই নিত্যানন্দ-প্রাপ্তি—

তোমার পরম-ভক্ত নিত্যানন্দ-রায়।

বিনা ভূমি দিলে তাঁরে কেহ নাহি পায় ॥২৩৫॥

গৌরের সঙ্কীর্ণনৈখ্য-প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নিত্যানন্দের
হৃদ্যবনে কৃষ্ণাঘেষণ—

বৃন্দাবন-আদি করি' জমে' নিত্যানন্দ।

যাবৎ না আপনা' প্রকাশে' গৌরচন্দ্র ॥ ২৩৬ ॥

গর্হণ করে, তাহা হইলে তদ্বারা সে নিজের অমঙ্গল অর্থাৎ
সর্বনাশই সাধন করিবে ॥ ২২৮ ॥

স্বয়ং বা অপর-কর্তৃক শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নিন্দাবাদ-কার্যে
কোনপ্রকার সত্যতা না করিয়া নিঃশ্রেয়সার্থী জীব নিজে
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর সেবায় নিযুক্ত থাকিলেই শ্রীমদ্ব্যহাংগ
রূপা-লাভে যোগ্য হইতে পারেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর অচ-
গমন করিলেই শ্রীগৌর-রূপা-কটাক্ষ অবগুষ্ঠানী। কিন্তু
শ্রীনিত্যানন্দের সেবন-চলনায় স্বতঃপরতঃ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর
গর্হণ বা মাহাত্ম্য থরু করিবার প্রয়াস নিশ্চয়ই নিরায়জনক ॥

স্বামী,—এই 'স্বামি'-শব্দ দেখিবা-মাত্র কেহ যেন গৌর-
নাগরীর জায় 'নিত্যানন্দ-ভর্তৃকা' হইবার প্রয়াস না করেন।
শ্রীগুরুদেব-শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর আশুগত্যে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর
সহিত শ্রীগৌরানন্দ-মহাপ্রভুর সেবা-ব্রতই গৌরভক্ত গ্রন্থকারের
নিত্য আভিলাষ। শ্রীনিত্যানন্দের আশুগত্যে তাঁহাকেই প্রভু-
রূপে বরণপূর্বক তাঁহারই সম্প্রাপ্ত ও স্বাদিকার্য্যসত্ত্ব শ্রীগৌর-
সেবার অমূল্যভাবে সহায়তা-প্রচেষ্টায় শ্রীগ্রন্থকারের গৌর-
ভক্তনাথরূপ নিহিত ॥ ২৩১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু আমাকে শ্রীমদ্ব্যগবতের অর্থ জন্মে
ধারণ করিবার শক্তি সঞ্চার করিলে, তাঁহার ভূতা-স্বত্রে
আমি অমূল্য তৎসমীপে শ্রীমদ্ব্যগবত পাঠ করিয়া তাঁহারই
নিকট হইতে শ্রীমদ্ব্যগবতের শিক্ষান্ত ও তদন্তমোদিত সেবা-
প্রণালী জন্মে নিরন্তর ধারণ করিব। নিজস্বার্থের বশবর্তী
হইয়া শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেবের পাদপদ্ম লজ্জনপূর্বক যেন
অভিন্ন-নিত্যানন্দ শ্রীমদ্ব্যগবত-গ্রন্থকে ইন্দ্রিয়তোষণপূর্ণ পণ্য-
দ্রব্য বলিয়া জ্ঞান না করি ॥ ২৩৩ ॥

নিত্যানন্দের তীর্থোদ্ধার-শ্রবণে জীবের কৃষ্ণপ্রেম-পাভ—

নিত্যানন্দস্বরূপের তীর্থ-পর্যটন।

যেই ইহা শুনে, তারে মিলে প্রেমধন ॥ ২৩৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ্র জ্ঞান।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৩৮ ॥

চৈতন্যাদিগণে শ্রীনিত্যানন্দস্বয়ং বালাগীলা-তীর্থগা-
কথনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ।

শ্রীমদ্ব্যহাংগ আমার জায় দীনজনের প্রতি অষ্টতুকা
রূপা প্রকাশ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে আমার শ্রীশুক্লরূপে
প্রদানপূর্বক অমুগ্রহ বিতরণ করিয়াছেন এবং শ্রীনিত্যা-
নন্দপ্রভুর শীলা-সঙ্গোপনে তিনিই আবার তাঁহাকে আমার
নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। হে প্রভো, তাঁহার এবং
তোমার লীলা-সঙ্গোপন-হেতু অদর্শনে আমার চিত্তবৃত্তি যেন
অগ্নয় ধাবিত না হয়,—এরূপ রূপা করিও। আমি যেন
চিরদিনই তোমাদের উভয়ের পাদপদ্ম-সেবায় আমার অবশ
বিন্ধ্য চিত্তকে সংগম্য রাখিতে পারি;—এই উক্তিধারা
গ্রন্থকার প্রত্যেক শ্রীশুক্লদাসকে দৈজ্ঞ ও স্বরূপধর্ম শিক্ষা
প্রদান করিলেন ॥ ২৩৪ ॥

শ্রীমদ্ব্যহাংগ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে কোন জীবের নিকট
প্রকটিত না করাইলে কাঁহাবও তদীয় শ্রীচরণ লাভ করিবার
সামর্থ্য হয় না। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুই শ্রীমদ্ব্যহাংগের অভিন্ন-
তম সর্বশ্রেষ্ঠ নর্যাদাশীল সেবকপ্রবর ॥ ২৩৫ ॥

শ্রীগৌরভক্তের নিজ-নামপ্রেমবিতরণ শীলা-বিত্তারের
পূর্ব-পর্যন্ত নিত্যানন্দপ্রভু প্রীদাম-বৃন্দাবনাদি বিভিন্ন তীর্থে
দ্রবণ করিতেছিলেন। শ্রীগৌরভক্তের বিজ্ঞা বিলাসাদি গুণ
আত্মগোপন-লীলাস্তু যেকাল পর্যন্ত না অন্তরঙ্গ-ভক্তগণের
নিকট স্বীয় মহাবদ্য-লীলা প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তৎ-
কালাবধি শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাঁহারই অদর্শন-বিবরণে কাতর
হইয়া সমগ্র-ভারতবর্ষে বিভিন্ন কৃষ্ণবসতিস্থলে তদযেখণলীলা
প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ২৩৬ ॥

চৈতন্য গোড়ীয়-ভায়ে নবম অধ্যায়।

দশম অধ্যায়

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের সভায় বিশ্বভূরের বিজ্ঞা-বিলাস, মুরারি-গুপ্তের সহিত কোতুকবাদ, বল্লভাচার্য্য-তনয়া লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ এবং পুত্র ও পুত্রবধূর আবির্ভাব-হেতু গৃহমধ্যে শচীদেবীর নানা-বৈভব-দর্শন বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাই-পণ্ডিত প্রত্যহ উষাকালে সদ্ধাঙ্গিক-কৃত্যাদি সমাপন করিয়া সমস্তশিষ্যগণের সহিত গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের সভায় আসিয়া বসিতেন এবং তাহাদের সহিত পক্ষ-প্রতিপক্ষ করিতেন। বাহারা নিমাইর নিকট গ্রন্থবিচারে ইচ্ছা করিত না, তাহাদিগের পক্ষ তিনি সমর্থন করিতেন না এবং তাহার অমুগত না হইয়া স্বতন্ত্রভাবে পাঠ্যভাষ্যের কুফল প্রদর্শন করিতেন। মুরারিগুপ্ত তাঁহার নিকট পাঠ অভ্যাস করেন না দেখিয়া, একদা মুরারির সহিত নিমাই কিছু বঙ্গ করিবার অভিপ্রায়ে 'ব্যাকরণ-চিন্তা অপেক্ষা রোগীর চিন্তাই গুপ্তের পক্ষে শোভনীয়' প্রভৃতি রহস্যোক্তিদ্বারা তাঁহার ক্রোধোৎপাদনের চেষ্টা করিলেন। রক্ত-অংশ মুরারি তথাপি ক্রুদ্ধ না হইয়া নিমাইকে তদীয় বিজ্ঞাবজ্ঞা পরীক্ষা করিতে বলিলেন। প্রভু-ভৃত্যে পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ চলিল। স্বীয় রূপা-প্রভাবেই পরম-পণ্ডিত মুরারির ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া প্রভু পরম সন্তোষের সহিত তদীয় অঙ্গে ত্রিপদাহস্ত অর্পণ করিলে মুরারির দেহ পরানন্দময় হইল। মুরারি ভাবিলেন,—‘এমন অলৌকিক পাণ্ডিত্য প্রাকৃত-মহুচ্ছো অসম্ভব; সর্ব-নববীণে ইহার জায় সুবুদ্ধিমান আর কেহ নাট, দেখিতেছি।’ প্রকাণ্ডে কহিলেন,—‘ঠাকুর, তোমার নিকটই আমি পুঁথি চিন্তা করিব।’ এইরূপ রঙ্গ করিয়া নিমাই সগণে গঙ্গানান্দে গৃহে আগমন করিলেন। নববীণবাসী ভাগ্যবান ~~কলি~~ ~~কলি~~য়ের বহির্গৃহ-চতুর্থমণ্ডপে নিমাই-পণ্ডিত ছাত্রগোষ্ঠীর সহিত স্বীয় পাঠশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন এবং তথায় স্ব-ব্যাখ্যা-স্থাপন, পরব্যাখ্যা-শ্রবণ প্রভৃতি নানা-লীলা প্রদর্শন করিতেন। অধ্যাপনা করিতে করিতে নিমাই এই বলিয়া স্বীয় বিজ্ঞা-পতিত্বের অহঙ্কার করিতেন—‘কলিযুগে দেখিতেছি, সন্ধি-প্রকরণ-জ্ঞানশূন্য ব্যক্তিরই ‘ভট্টাচার্য্য’-উপাধি! নববীণে

অধুনা একপ পণ্ডিত কেহ নাই,—বিনি আমার ফাঁকির উত্তর প্রদান বা সমাপন করিতে সমর্থ।’ এদিকে শচীমাতা নিমাইর বিবাহ-বোঁগা বয়স দেখিয়া তাঁহার বিবাহের নিমিত্ত সর্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন। দৈবক্রমে নববীণবাসী বল্লভাচার্য্য-নামক জনৈক সংকুল স্ত্রীলোক বিপ্রের মহালক্ষ্মীস্বরূপিণী কন্যা লক্ষ্মীদেবী একদিন আনোপলক্ষে গঙ্গাঘাটে স্বীয় প্রভু গৌর-নারায়ণের দর্শন পাইয়া মনে মনে তাঁহার পাদপদ্ম বন্দন করিলেন। ঈশ্বরেচ্ছায় সেই দিনই বনমালী-নামক নববীণ-বাসী জনৈক ঘটক-বিপ্র শচীমাতার নিকট বল্লভ-কন্যা লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। কিন্তু শচীদেবীর নিকট বিশেষ কোন আশা বা মনোযোগ দেখিতে না পাইয়া বিপ্র ক্ষুব্ধ-মনে ফিরিতেছিলেন, এমন সময় পশ্চিমমধ্যে নিমাইর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল। বিপ্রের নিকট সমস্ত কথা জানিয়া জননীর নিকট নিমাই স্বীয় বিবাহের সম্মতিসূচক ইঙ্গিত করিলেন। পরদিন বিপ্রকে ডাকাইয়া শচীমাতা যাহাতে প্রস্তাবিত উবাহ-কার্য্য শীঘ্রই সম্পন্ন হয়, তাহার ব্যবস্থা করিতে বলিলেন। বিপ্র সানন্দে তৎক্ষণাৎ গমন করিয়া কন্যাপক্ষকে এই সম্বন্ধ-বিষয়ে বরপক্ষের সম্মতি জ্ঞাপন করিলে বল্লভাচার্য্যও অতিশ্রুতিতে তাহাতে সম্মত হইলেন, কিন্তু দারিদ্র্য-নিবন্ধন জামাতাকে পক্ষ হরিতকী ভিন্ন আর কিছু যৌতুক প্রদান করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই, জানাইলেন। বর ও কন্যা, উভয় পক্ষের সম্মতিক্রমে শুভদিন স্থির হইল। বিবাহের পূর্বদিন বল্লভাচার্য্য আসিয়া শুভলগ্নে জামাতা নিমাইর অধিবাস করাইলেন। সামাজিক বৈদিক ও লৌকিক অশ্রুতানাদি যথাবিধি সম্পাদিত হইল। পরদিবস শুভ-গোধূলি-সময়ে যাত্রা করিয়া সগোষ্ঠী নিমাই পণ্ডিত বল্লভালয়ে শুভবিজয় করিলেন এবং যথাবিধি লক্ষ্মীদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন। পরদিবস সদ্ধা-কালে নিমাই লক্ষ্মীদেবীর সহিত নিজ-গৃহে ফিরিয়া আসিলেন, স্বশ্রদেবী শচীমাতা বিপ্রপত্নীগণকে লইয়া মহালক্ষ্মী পূজবধূকে গৃহে বরণ করিয়া আনিলেন। তদবধি স্বীয় গৃহে অলৌকিক জ্যোতি ও সৌরভ প্রভৃতি নানাবিধ সম্পদ ও বৈভবের আবির্ভাব-

দর্শনে শচীমাতা নিজ-পুত্রবধূতে সাক্ষাৎ কমলার অধিষ্ঠান জানিয়া পরমানন্দ লাভ করিলেন। পরব্যোমপতি ত্রীগৌর-নারায়ণ ও তদীয় স্বরূপশক্তি ত্রিমা-স্বরূপিণী লক্ষ্মীদেবীর

অবস্থান-হেতু শচীগৃহ সাক্ষাৎ শুদ্ধসময় অভিন্ন-বৈকুণ্ঠরূপে প্রকটিত হইলেন, কিন্তু নিরঙ্কুশ-ভগবদ্বিচ্ছাক্রমে তদীয় প্রচ্ছন্ন-লীলা তখনও কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই। (গৌঃ ভাঃ)।

জয় জয় গৌরচন্দ্র মহা-মহেশ্বর।

জয় নিত্যানন্দ-প্রিয় নিত্য-কলেবর ॥ ১ ॥

তপুজীব-প্রতি রূপা-কটাক-নিমিত্ত প্রভু-সমীপে

পরহঃখহঃখী গ্রহকারের প্রার্থনা—

জয় ত্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ।

জীব প্রতি কর', প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত ॥ ২ ॥

গৌর ও গৌরভক্তগণের জয়গান—

জয় জয় অগ্নাধপুত্র বিপ্ররাজ।

জয় ইউ তোর যত শ্রীভক্তসমাজ ॥ ৩ ॥

গ্রহকারের প্রভু-সমীপে তমহিমা-কীর্তনার্থ রূপা-যাক্সা—

জয় জয় রূপাসিন্ধু কমললোচন।

হেন রূপা কর'—তোর যশে রহ্ন মন ॥ ৪ ॥

নিমাইর বিজ্ঞাবিলাস-বর্ণনারম্ভ—

আদিষণ্ডে শুন, ভাই, চৈতন্যের কথা।

বিজ্ঞার বিলাস প্রভু করিলেন যথা ॥ ৫ ॥

অহর্নিশ বিজ্ঞা-চর্চা মগ্ন নিমাইপণ্ডিত—

হেনমতে নবদ্বীপে ত্রীগৌরসুন্দর।

রাত্রিদিন বিজ্ঞারসে নাহি অবসর ॥ ৬ ॥

প্রাতঃসন্ধ্যাস্তে সশিথ নিমাইর অধ্যয়ন—

উষঃকালেষু সজ্জা করি' ত্রিদশের নাথ।

পড়িতে চলেন সর্বশিথ্যগণ-সাথ ॥ ৭ ॥

গঙ্গাদাসপণ্ডিতের সভায় বাদ-বিচার—

আসিয়া বৈসেন গঙ্গাদাসের সভায়।

পক্ষ-প্রতিপক্ষ প্রভু করেন সদায় ॥ ৮ ॥

গৌড়ীয়-ভাষা

নিত্যকলেবর,—স্বয়ং ভগবান্ ত্রীগৌরসুন্দর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। তাঁহার স্বরূপ-বিগ্রহ নিত্য হইলেও আধ্যাত্মিক-দর্শনে বাহাতে নশ্বরপ্রতিম বলিয়া উপলব্ধ না হয়, তজ্জন্ত পাঠকের পরমমুখ্য। বিষদৃষ্টি-বৃত্তিতে নাম-নামীর অভিন্নতা-দর্শনে তাঁহার স্বরূপ-বিগ্রহের নিত্যতা লিপিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের অন্তরে তাহার স্বক্ষ-শরীর এবং স্থূল-স্বক্ষ-শরীরের অন্তরে মুক্ত-জীবাত্মার আকর-বস্তুরূপে ত্রিনিত্যানন্দ এবং ত্রিনিত্যানন্দের দশবিধভাবে সেবিত-বিগ্রহ ত্রীগোবিন্দ-মোহিনী ও তাঁহার সেব্য ত্রীগোবিন্দ শুদ্ধভক্তির পঞ্চবিধ বিভিন্ন-স্তরে দৃষ্ট হন। অতএব মায়াবশ-জীবের ঞ্চায় মায়াদীপ-ভগবানের দেহ-দেহি-দর্শনে আংশিক অপূর্ণতা-দর্শন—নিত্যন্ত নিষিদ্ধ। স্বক্ষ-জগতে স্বর্ণাদিতে যে স্থূল-জ্ঞান-পরি-চিহ্নিত দেব-শরীর দৃষ্ট হয়, তদভ্যন্তরে বিষ্ণু-সত্তাই ঐ বশু-দেবতার ঈশ্বর-স্বরে অধিষ্ঠিত। তাদৃশ ঈশ্বরের পরতত্ত্ব-সেব্যবিগ্রহই ত্রীরাধাগোবিন্দ-মিলিত-তমু ত্রীগৌরসুন্দর ॥ ১ ॥

ত্রীগোবিন্দ-দ্বারপালকের নাথ,—ত্রীবিষম্বর; দ্বারপালক গোবিন্দ,—বিষম্বরের গৃহের দ্বার-রক্ষক ভূতা (আদি—১১শ অঃ ৩৯ ও ৪০, ১৩শ অঃ ২, ২৪—৬ষ্ঠ অঃ ৬, ৮ম অঃ ১১৩, ১৩শ অঃ ৩৩৭, ২৩শ অঃ ১৫২, ৪৪৭; অন্ত্য—১ম অঃ ৫২, ২য় অঃ ৩৫, ৭ম অঃ ৫, ৮ম অঃ ৫৮, ৯ম অঃ ১৯৫ ও ১৯৬ সংখ্যা প্রভৃতি দ্রষ্টব্য) ॥ ২ ॥

শ্রীভক্ত-সমাজ,—ব্রজেন্দ্র-নন্দন ঐক্ককই ভজনীয় বস্তু। সেই ভগবান্—বিষয় ও আশ্রয়, বিবিধ-রূপেই তদাপ্রিত-জনের ভজনীয় বস্তু। বিষয়-বিগ্রহ 'শ্রী' ও আশ্রয়-বিগ্রহ 'শ্রী', উভয়েই তদাপ্রিত ভক্তগণের সেব্য বিষয়। ভজনীয়-বস্তুর উদ্দেশে ভক্তের অমুকুল অমূলীন-মাত্রই 'ভক্তি'-শব্দে কথিত হয়। বিষয় ও আশ্রয়ের সেবক-তবই 'ভক্ত'-নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অনেক, অতরাং তাঁহাদের সংহিতিকে 'ভক্তসমাজ' বলিয়া অভিহিত করা হয়। সেই ভক্তসমাজে বৈষ্ণবগোষ্ঠ্যভ্যন্তরে নানাবিধ চিন্ময় সৌন্দর্যের অবশি অবস্থিত।

প্রভু কর্তৃক তন্নিরপেক্ষ স্বতন্ত্র অধ্যয়নকারিগণের

অর্থ-দূষণ—

প্রভু-স্থানে পুঁথি চিন্তে নাহি যে-যে-জন।

তাহারে সে প্রভু কদর্থেন অনুক্ষণ ॥ ৯ ॥

স্বয়ং অধ্যাপনাস্তে প্রভুর অধ্যাপনারূপ, চতুর্দিকে

মতীর্থ ছাত্রগণের উপবেশন—

পড়িয়া বৈসেন প্রভু পুঁথি চিন্তাইতে।

যার যত গণ লৈয়া বৈসে নানা-ভিতে ॥ ১০ ॥

একত্র তাঁহারা ‘শ্রীভক্তসমাজ’-নামে বর্ণিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ শক্তিমানের শক্তির আশ্রিত ধারতীয় ভক্তই নানা-প্রকারে ভক্তনীয় বস্তুর প্রীতি সম্পাদন করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ষট্‌ঋত্বাপূর্ণ ভগবানের সেবায় জীবের চেতনময়ী বৃত্তি সর্বোৎকৃষ্টভাবে নিবৃত্ত হইলে আর কোনও অনুবিধা হয় না। ভগবদিতর-বিষয়ে শোভ উপস্থিত হইলে জীবাত্মা শ্রীকৃষ্ণ হন এবং চঞ্চল-মনের নানা-প্রকার বিশৃঙ্খলতা আসিয়া জীবের বন্ধ-হৃদগা বন্ধন করে। একত্র ভগবদাকর্ষণে আকৃষ্ট হইবার ধ্যানায় গ্রহকার ভগবানের রূপা প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ১০ ॥

বিষ্ণুর বিলাস,—বদ্ধজীব প্রপঞ্চে অবিষ্টা-গ্রস্ত অর্থাৎ স্ব-স্বরূপ ও পর-স্বরূপ-বিচারে অজ্ঞ হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। তাহার মধ্যে যে জ্ঞাতরূপ চিং-তরের অংশবিশেষ বর্তমান থাকে, তাহার অব্যক্ততাবই ‘অবিৎ-অবহা’ বা ‘অজ্ঞতা’। বাস্তবসত্যবস্ত-বিষয়ক জ্ঞানভাব অপসারিত করিয়া চেতনের বিকাশিনী বা উন্মেষণী বৃত্তিই ‘বিষ্ণা’-নামে প্রসিদ্ধা অর্থাৎ বিষ্ণান্ বা বিজ্ঞ-ব্যক্তির নিকট স্বীয় চেতনের বৃত্তির উন্মেষণই পরা-বিষ্ণা-লাভ। অপরের চেতন-বৃত্তির উন্মেষণে লব্ধবিজ্ঞ ব্যক্তির নানা-প্রকার সাহায্য ও ‘বিষ্ণার বিলাস’-নামে কথিত। অবিষ্টা বা অজ্ঞানের আশ্রয়ে জীবের শ্রম বা বিবর্ত উপস্থিত হয়; উহা পরা-বিষ্ণার বিপরীত বৃত্তি। ~~অজ্ঞ~~ বৃত্তি-বলে বদ্ধজীবগণ ইঞ্জিয়জ-জ্ঞানের সাহায্যে অভিজ্ঞজ্ঞানের নিকট স্বীয় অজ্ঞতা প্রস্তুতি করাইয়া অধিরোহ-চেষ্টায় অগ্রসর হয়। ক্রীময়্যাপ্রভু ও জগতের কল্যাণের জন্ত তাদৃশী বিষ্ণা-বিলাস-লীলা প্রকট করাইয়া জীবগণকে অচিং অহতুতি হইতে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন ॥ ১১ ॥

ত্রিদেশের নাথ—‘ত্রিদেশ’-শব্দের অন্তর্গত ত্রি-শব্দে দেশ-

নিমাইকর্তৃক মুরারিগুপ্তের অর্থ-খণ্ডন ও তিরস্কার—

না চিন্তে মুরারিগুপ্ত পুঁথি প্রভু-স্থানে।

অতএব প্রভু কিছু চালালেন তাহানে ॥ ১১ ॥

শাস্ত্রবিচার-রত নিমাইর বেশ ও রূপ-বর্ণন—

যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।

বৈসেন সভার মধ্যে করি বীরাসন ॥ ১২ ॥

চন্দনের শোভে উজ্জ্বলিত লবঙ্গ-ভাতি।

মুকুতা গজয়ে দিব্যদশনের জ্যোতিঃ ॥ ১৩ ॥

বিচারে—ভূঃ ভুবঃ ও স্বর্গ, কাল-বিচারে—ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ; পাত্র-বিচারে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র; এবং দশ-শব্দে দিগ্‌বিচারে—পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ, অধি, বায়ু, ঈশান, নৈঋত, উজ্জ্বল ও অধঃ। উজ্জ্বল, মধ্য ও অধঃ—এই ত্রিবিধ স্থানের দশদিকের বিচারে ‘ত্রিদেশ’-শব্দ; আবার ‘ত্রি ত্রিবিধ’ অর্থে, পাত্র-বিচারে ত্রয়স্বিংশং দেবতাই গৃহীত হয়। অজ্ঞ-রুচি-বৃত্তিতে ‘ত্রিদেশ-পূর্ব’-শব্দে স্বর্গরাজ্য এবং ‘ত্রিদেশনাথ’-শব্দে শচীপতি ইন্দ্রকে বুঝায়, আর পরম-মুখ্য-বৃত্তিতে ভগবান্ শ্রীউপেন্দ্রকে বুঝায়। কেহ কেহ বলেন, দ্বাদশ আদিত্য, একাদশ রুদ্র, অষ্টবসু ও অশ্বিনীকুমারদ্বয়—সর্ব-সাকল্যে ত্রয়স্বিংশং। ত্রিদেশনাথ-শব্দে ইহাদিগকেই বুঝায়। আবার কেহ কেহ বলেন,—এই তেত্রিশ দেবতা, প্রত্যেকেই কোটি-সংখ্যকগণে অবস্থিত। বিষ্ণুরুচি-নামী শব্দবৃত্তিতে সমস্ত শব্দ—একমাত্র বিষ্ণুতেই পর্যাবসিত।

শিষ্যগণ-সাথ,—অধ্যাপক গঙ্গাদাসের শিষ্যগণ ন্যূনাদিক প্রভুর অমুগত থাকায় তাঁহারা প্রধান-ছাত্র-জ্ঞানে নিমাই-পণ্ডিতকে ও গুরুবুদ্ধি করিতেন ॥ ৭ ॥

পক্ষ,—একই বিষয়ের দুইটি পৃথগ্‌ভাবাশ্রিত ব্যাপারকে ‘পক্ষ’ বলে। যেরূপ পক্ষদ্বয়-সাহায্যে পক্ষীর গগন-মণ্ডলে উড়-য়ন-সামর্থ্য হয়, তজ্জপ কোনও একটা বিচার বা বিষয়ের সংশয় উপস্থিত হইলে পূর্বপক্ষ বা প্রাণ, পরপক্ষ বা সিদ্ধান্ত—এই উভয় পক্ষই বিচারিত হয়। পরপক্ষের সহিত মিলিত অনিবার্যভাবে সংশ্লিষ্ট। এক পক্ষ অপরকে ‘পরপক্ষ’ বলেন অর্থাৎ অমুগ-বিচারে ‘স্বপক্ষ’ বা ব্যতিরেক-বিচারে ‘পরপক্ষ’ কথিত হয়। পক্ষ-প্রতিপক্ষ,—বাদ-প্রতিবাদ, অহঙ্কল-প্রতি-কুল প্রমোত্তর, স্বপক্ষ-বিপক্ষ বা পূর্বপক্ষ-উত্তরপক্ষ ॥ ৮ ॥

গৌরাজ্জ্বল্লর বেশ মদনমোহন ।

ষোড়শ-বৎসর প্রভু প্রথম-যৌবন ॥ ১৪ ॥

যত্ন শাস্ত্রাধ্যয়নকারীকে প্রভুর উপহাস—

বৃহস্পতি জিনিঞা পাণ্ডিত্য পরকাশ ।

স্বতন্ত্র যে পুঁথি চিন্তে, তারে করে হাস ॥ ১৫ ॥

নিমাইর গর্বি ও স্পন্দোক্তি—

প্রভু বোলে,—“ইথে আছে কোন্ বড় জন ?

আসিয়া খণ্ডক দেখি আমার স্থাপন ? ১৬ ॥

সন্ধি-কার্য না জানিয়া কোন কোন জনা ।

আপনে চিন্তয়ে পুঁথি প্রবোধে আপনা ॥ ১৭ ॥

অহঙ্কার করি’ লোক ভালে মূর্থ হয় ।

যেবা জানে, তার ঠাঞি পুঁথি না চিন্তয় ॥ ১৮ ॥

তক্ষু বণ-সত্তেও নিরীহ মুরারির নীরবে স্বকার্য্য-সম্পাদন—

শুনয়ে মুরারিগুপ্ত আটোপ-টঙ্কার ।

না বোলয়ে কিছু, কার্য্য করে আপনার ॥ ১৯ ॥

নিরীহ সেবকেব মৌনভাব-দর্শনে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ,

বাহিরে তিরস্কার—

তথাপিহ প্রভু তাঁরে চালালেন সদায় ।

সেবক দেখিয়া বড় স্তম্ভী বিজরায় ॥ ২০ ॥

বৈষ্ণবশাস্ত্রবিৎ মুরারিগুপ্তকে ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অজ্ঞ-জ্ঞানে

প্রভুর বিদ্রোপোক্তি—

প্রভু বোলে,—“বৈষ্ণ, তুমি ইহা কেনে পঢ় ?

লভা-পাতা নিয়া গিয়া রোগী কর’ দড় ॥ ২১ ॥

ব্যাকরণ-শাস্ত্র এই—বিষয়ের অবধি ।

কফ-পিত্ত অজীর্ণ-ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥ ২২ ॥

মনে-মনে চিন্তি’ তুমি কি বুঝিবে ইহা ?

যরে বাহ তুমি রোগী দৃঢ় কর’ গিয়া ॥ ২৩ ॥

স্বরূপতঃ রুদ্রাংশ ইহাও মুরারির শাস্ত্রভাব—

রুদ্র-অংশ মুরারি পরম-খরতর ।

তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি’ বিশ্বস্তর ॥ ২৪ ॥

মুরারি-কর্তৃক নিমাইর গল্পোক্তির প্রতিবাদ—

প্রভুস্তর দিলা,—“কেনে বড় ত’ ঠাকুর ?

সবারেই চাল’ দেখি, গর্ব্বহ প্রচুর ? ২৫ ॥

সূত্র, রত্নি, পাঁজী, টীকা, যত ছেন কর’ ।

আমা’ জিজ্ঞাসিয়া কি না পাইলা উত্তর ? ২৬ ॥

বিনা জিজ্ঞাসিয়া বোল,—“কি জানিস্ তুই’ ।

ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি, কি বলিব মুঞি !” ২৭ ॥

নিমাইর আগ্রহে মুরারির ব্যাখ্যান ও নিমাইর তৎপত্তন—

প্রভু বোলে,—“ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা ।’

ব্যাখ্যা করে গুপ্ত, প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা ॥ ২৮ ॥

প্রভু-ভৃত্যে পরস্পর কক্ষা-দান—

গুপ্ত বোলে এক অর্থ, প্রভু বোলে আর ।

প্রভু-ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার ॥ ২৯ ॥

গুরুভক্ত মুরারির যথার্থ পাণ্ডিত্যে প্রভুর সন্তোষ—

প্রভুর প্রভাবে গুপ্ত পরম-পণ্ডিত ।

মুরারির ব্যাখ্যা শুনি’ হন হরষিত ॥ ৩০ ॥

হর্ষভরে প্রভুর স্পর্শমাত্র মুরারি—অপ্রাকৃত

চিদানন্দ-প্রাবিত—

সন্তোষে দিলেন তাঁর অঙ্গে পদ্মহস্ত ।

মুরারির দেহ হৈল অনিন্দ সমস্ত ॥ ৩১ ॥

কদর্থন,—[কু (কুংসিত) + অর্থ করা], অসঙ্গতি বা
অমৌলিকতা-প্রতিপাদন, দুষণ, নিন্দন, সমর্থন না করিয়া
গর্হণ ॥ ৯ ॥

চিন্তাইতে,—(গিজস্ত), বিচার, আলোচনা বা অনুশীলন
করাইতে । নানা-ভিতে,—নানা-দিকে ; নানা-পক্ষে বা দলে ॥

চালেন,—(চল-গিচ্), চালা, বিচার-কারা ‘নাড়ান’,
‘সরান’, স্থানান্তরিত বা স্থানভ্রষ্ট, কম্পিত, ঘূর্ণিতকরণ, তির-
স্কারণ বা ভৎসন, দুষণ বা নিন্দন ॥ ১১ ॥

যোগপট্ট,—এ-স্থলে বৈদিক-সন্ন্যাসিগণের বস্ত্রধারণের

প্রকার-ভেদ, ‘যোগকক্ষা’ (—ভাঃ ৪।৩।৩৯ শ্লোকের ত্রীধর-
টীকা) । পৃষ্ঠ ও জামুর সমাযোগে বলয়ের তায় দৃঢ়ভাবে
যে বস্ত্রখণ্ড পরিবেষ্টিত করিয়া উর্দ্ধজামু যতি অবস্থান করেন,
উহাকে ‘যোগপট্ট’ বলে (—“পৃষ্ঠজামুঃ সমাযোগে বস্ত্রঃ
বলয়বদ্ধতম্ । পরিবেষ্টো বদ্বজ্জুতিষ্ঠেত্তদযোগপট্টকম্ ॥ ”—
পদ্মপুরাণে কার্ত্তিক-মাহাত্ম্যে ২য়ঃ অঃ) ।

বীরাসন,—দক্ষিণ-পদ বাম-উরুর উপর এবং বাম-পদ
দক্ষিণ-উরুর উপর স্থাপনপূর্ব্বক (বীরের জায়) উপবেশন ।
“একঃ পাদমথৈকমিন্ নিশ্চলৈদুরুদংস্থিতম্ । ইতন্নস্মিন্ তথা

প্রভুর অপ্রাকৃত ঐশ্বর্য-দর্শনে মুরারির মনে মনে বিচার

ও পরাজয়-স্বীকার—

চিন্তয়ে মুরারিগুপ্ত আপন-হৃদয়ে ।

“প্রাকৃত-মনুষ্য কভু এ পুরুষ নহে ॥ ৩২ ॥

এমন পাণ্ডিত্য কিবা মনুষ্যের হয় ?

হস্তস্পর্শে দেহ হৈল পরানন্দময় ॥ ৩৩ ॥

চিন্তিলে ইহান স্থানে কিছু লাজ নাই ।

এমত সুবুদ্ধি সর্ব-নবদ্বীপে নাই ॥ ৩৪ ॥

বিশ্বস্তর-সমীপে মুরারির পাঠাভ্যাস-স্বীকার—

সন্তোষিত হইয়া বোলেন বৈষ্ণবর ।

“চিন্তিব তোমার স্থানে, শুন, বিশ্বস্তর ॥” ৩৫ ॥

অতঃপর যগন নিমাইর গঙ্গাস্নান—

ঠাকুরে-সেবকে হেন-মতে করি' রঞ্জে ।

গঙ্গাস্নানে চলিলেন লৈয়া সব সজ ॥ ৩৬ ॥

গঙ্গাস্নানান্তে গৃহে প্রত্যাগমন—

গঙ্গাস্নান করিয়া চলিলা প্রভু ঘরে ।

এইমত বিজ্ঞা-রসে ঈশ্বর বিহরে ॥ ৩৭ ॥

মুকুন্দসঙ্গর-গৃহে নিমাইর বিজ্ঞা-চতুষ্পাঠী—

মুকুন্দসঙ্গর বড় মহা-ভাগ্যবান্ ।

সাঁহার আলয়ে বিজ্ঞা-বিলাসের স্থান ॥ ৩৮ ॥

তৎপুত্র পুরুষোত্তমকে স্বয়ং প্রভুর অধ্যাপন, প্রভুপ্রতি

মুকুন্দের অকৃত্রিম ভক্তি—

তাহান পুত্রেরে প্রভু আপনে পড়ায় ।

তঁাহারও তাঁর প্রতি ভক্তি সর্বথায় ॥ ৩৯ ॥

বাহু বীরাসনমিধ্যস্থ ৩ম ॥” (—ভাঃ ৪।৭।৩৮ শ্লোকের শ্রীধর-টীকা-বৃত্ত যোগশাস্ত্র-বাক্য) । পাঠান্তরে,—“একপাদমণ্ড-কল্পিত বিজ্ঞাতোয়নি সংহিতম্ । ইতরশ্মিত্ত্বা চাশ্চ বীরাসন-মুদাততম্ ॥” ১২ ॥

সু-ভাতি,—সু-দীপ্ত, সু-শোভন, নয়নাভিরাম ।

গঙ্গায়,—(সংস্কৃত গঙ্গা-বাহু হইতে), তিরস্কার, তুচ্ছ, নিন্দা বা লাঞ্ছনা করে ॥ ১৩ ॥

স্থাপন,—সিদ্ধান্ত ॥ ১৬ ॥

ভালে,—ছয়দৃষ্ট-দোষে ॥ ১৮ ॥

নিমাইপণ্ডিত এই বলিয়া সগর্বে আক্ষাণন করিতেছেন,

মুকুন্দসঙ্গরের চণ্ডীমণ্ডপে বহুশিষ্য-বেষ্টিত নিমাইর

বিজ্ঞা-চতুষ্পাঠী—

বড় চণ্ডীমণ্ডপ আছেয়ে তান ঘরে ।

চতুর্দিকে বিস্তর পড়ুয়া তাঁহি ধরে ॥ ৪০ ॥

গোষ্ঠী করি' তাহাঁই পড়ান বিজ্ঞরাজ ॥

সেইস্থানে গৌরাজের বিজ্ঞার সমাজ ॥ ৪১ ॥

নানাভাবে সিদ্ধান্ত-স্থাপন ও দূষণ এবং অধ্যাপকগণের

প্রতি নিমাইর তিরস্কার ও স্বীয় গর্ভ-স্পর্ধাক্তি—

কতরূপে ব্যাখ্যা করে, কত বা খণ্ডন ।

অধ্যাপক-প্রতি সে আক্ষেপ সর্বক্ষণ ॥ ৪২ ॥

প্রভু কহে,—“সদ্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যার ।

কলিযুগে ‘ভট্টাচার্য্য’-পদবী তাহার ॥ ৪৩ ॥

হেন জন দেখি কঁাকি বলুক আমার ।

তবে জানি ‘ভট্ট’-‘মিশ্র’-পদবী সবার ॥ ৪৫ ॥

ভগবদ্বিদ্যায় ভক্তগণেরও তদীয় প্রচ্ছন্ন বিজ্ঞা-বিলাস-

দীপার অমুপলব্ধি—

এইমত বৈকুণ্ঠনায়ক বিজ্ঞারসে ।

ক্রীড়া করে, চিন্তিতে না পারে কোন দাসে ॥ ৪৬ ॥

শচীমাতার সন্তো-যৌবনপ্রাপ্ত পুত্র-বিবাহে উল্লেখ—

কিছুমাত্র দেখি' আই পুত্রের যৌবন ।

বিবাহের কার্য্য মনে চিন্তে অমুক্ষণ ॥ ৪৭ ॥

নীতা-পিতা জনকের অবতার বল্লভাচার্য্য—

সেই নবদ্বীপে বৈসে এক সূত্রাজ্ঞ ।

বল্লভ-আচার্য্য নাম-জনকের সম ॥ ৪৮ ॥

—‘এই নবদ্বীপে আমি’ অপেক্ষা অধিকতর বৃদ্ধিমান্, বিদ্বান্ বা পণ্ডিত এমন কেহই নাই—যিনি আমার সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে সমর্থ! কি আশ্চর্য্য, কেহ কেহ ব্যাকরণের প্রথম-পাঠ ‘সদ্ধি’ পর্য্যন্ত জানে না, অথচ তাহারা অহঙ্কার-বশে নিজে-নিজেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বিজ্ঞা লাভ করিবে বলিয়া মনে-মনে তৃপ্তি লাভ করে। কিন্তু একরূপ অহঙ্কার-বশেও উত্তরকালে উহার ছয়দৃষ্টক্রমে অবশেষে মূর্থতা-ফলই লাভ করে, দেখিতে পাই; যেহেতু বিষয়গণশিরোমণি-সংসেবিত-চরণ ‘সরস্বতীপতি’ আমার নিকট অভিজগমনপূর্ব্বক উহার গ্রন্থের অমুশীলন বা পাঠ অভ্যাস করে না ॥’ ১৬-১৮ ॥

অশ্বিন-রমা ত্রীলক্ষীদেবী—

তান কল্পা আছে,—যেন লক্ষ্মী মূর্তিমতী।

নিরবধি বিপ্র তাঁর চিন্তে যোগ্য পতি ॥ ৪৯ ॥

দৈবাৎ গঙ্গানানোপলক্ষে গৌরনারায়ণ ও ত্রীলক্ষীর সাক্ষাৎ-

কার ও পরস্পরকে অসীকারান্তে গৃহে গমন—

দৈবে লক্ষ্মী একদিন গেলা গঙ্গানানে।

গৌরচন্দ্র হেনই সময়ে সেইখানে ॥ ৫০ ॥

মিজ-লক্ষ্মী চিনিয়া হাসিলা গৌরচন্দ্র।

লক্ষ্মীও বলিলা মনে প্রভুপদদ্বন্দ্ব ॥ ৫১ ॥

হেনমতে দৌহে চিনি' দৌহে ঘরে গেলা।

কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের খেলা ? ৫২ ॥

ভগবদ্ভিষ্মায় ঘটকবর বনমালী-আচার্য্যের তৎকালে

শচী-গৃহে আগমন—

ঈশ্বর-ইচ্ছায় বিপ্র—বনমালী নাম।

সেই দিন গেলা তেঁহো শচীদেবী-স্থান ॥ ৫৩ ॥

শচীকে ঘটকের প্রণাম ও ঘটককে শচীর সমাদর—

নমস্কারি' আইরে বসিলা ষিঁজবর।

আসন দিলেন আই করিয়া আদর ॥ ৫৪ ॥

শচীর নিকট বনমালীর নিমাইবিবাহ-প্রসঙ্গোৎপাদন—

আইরে বোলেন তবে বনমালী-আচার্য্য।

“পুত্র-বিবাহের কেনে না চিন্তহ কার্য্য ॥ ৫৫ ॥

বলভাচার্য্যের সাক্ষ্য গুণ-পরিত্য-প্রদান

বলভ-আচার্য্য কুলে-শীলে-সদাচারে।

নির্দোষে বৈসেন নবদ্বীপের ভিতরে ॥ ৫৬ ॥

তৎকল্পা লক্ষ্মীর সহিত নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাবে

শচীর অমুখতি-জিজ্ঞাসা—

ভাম কল্পা—লক্ষ্মীপ্রায় রূপে-শীলে-মানৈ।

সে সম্বন্ধ কর' যদি ইচ্ছা হয় মনে ॥” ৫৭ ॥

নিমাইর শাস্ত্রাঙ্গীলনে শচীর স্বাভিপ্রায়-জ্ঞাপন—

আই বোলে,—“পিতৃহীন বালক আমার।

জীউক, পড়ুক আগে, তবে কার্য্য আর ॥” ৫৮ ॥

শচীর কথা অভিপ্রেত না হওয়ায় অপ্রসন্ন-মনে

বনমালীর গ্রহান—

আইর কথায় বিপ্র ‘রস’ না পাইয়া।

চলিলেন বিপ্র কিছু ছুঃখিত হইয়া ॥ ৫৯ ॥

দৈবাৎ নিমাইর সহিত পথে সাক্ষাৎকার—

দৈবে পথে দেখা হৈল গৌরচন্দ্র-সঙ্গে।

তারে দেখি আলিঙ্গন কৈলা প্রভু রঙ্গে ॥ ৬০ ॥

নিমাইকর্তৃক বনমালী-আচার্য্যের গন্তব্য-স্থান-জিজ্ঞাসা,

৬১ অচার্য্যের উত্তর-দান—

প্রভু বোলে,—“কহ, গিয়াছিলে কোন্ ভিতে ?”

ষিঁজ বোলে,—“তোমার জননী সম্ভাষিতে ॥ ৬১ ॥

তোমার বিবাহ লাগি বলিলাও তানে।

না জানি, শুনিয়া শ্রদ্ধা না কৈলেন কেনে ॥ ৬২ ॥

নিমাইর মৌনভাব ও গৃহে আগমন—

শুনি' তান বচন ঈশ্বর মৌন হৈলা।

হাসি' তারে সম্ভাষিয়া মন্দিরে আইলা ॥ ৬৩ ॥

ঘটককে সাদর সম্ভাষণ না করিবার কারণ-জিজ্ঞাসা—

জননীরে হাসিয়া বোলেন সেইক্ষণে।

“আচার্য্যেরে সম্ভাষা না কৈলে ভাল কেনে ?” ৬৪

পুত্রের জিজ্ঞাসায় তদীয় বিবাহের ইঙ্গিত পাইয়া

শচীনাথার ঘটককে পুনরাবগমন—

পুত্রের ইঙ্গিত পাই' শচী হরষিতা।

আরদিনে বিপ্রে আনি' কহিলেন কথা ॥ ৬৫ ॥

শচী বোলে,—“বিপ্র, কালি যে কহিলা তুমি।

শীঘ্র তাহা করাহ,—কহিষু এই আমি ॥” ৬৬ ॥

আটোপ-টকার,—আটোপ+টকার; আটোপ,—[আ

—তুপ্ (অহঙ্কার-মূলে হিংসা করা বা ক্লেপ দেওয়া) + ভাবে

বঞ্], স্বীতি, গর্ভ, সংরক্ত, অবষ্টম্ভ, অহঙ্কার। টকার,—

খহুর্জ্যা-শব্দ, স্বাকার, বিষয়। অতএব, আটোপ-টকার,—

অপরকে বাক্য-বাণে বিদ্ধ করিবার পূর্বে তর্জন-গর্জন,

আঁফালন, গর্ভ বা দস্তের সহিত আত্মপ্রাণাময়ী উক্তি ॥ ১৯ ॥

বিষয়ের অবধি,—চূড়ান্ত (অত্যন্ত) কঠিন ॥ ২২ ॥

প্রাকৃত মহুগু,—প্রকৃতি বা মায়ার দলীভূত বহুজীব ॥ ৩২ ॥

চিন্তিলে, চিন্তিব,—পাঠ অভ্যাস করিলে, করিব ॥ ৩৪, ৩৫

মুকুন্দসঙ্গর,—নবদ্বীপবাসী, পুরুষোত্তম সঙ্গরের পিতা;

ইহারই বিবৃত চণ্ডীমণ্ডপ-গৃহে সপুত্রক ইহাঁকে ও অন্ত্যায়

ছাত্রগণকে নিমাইপণ্ডিত ব্যাকরণাদি শাস্ত্র অধ্যাপনকরাই-

শচীকে প্রণামপূরক প্রসন্নমনে বনমালীর

বল্লভাচার্য্য-গৃহে প্রস্থান—

আইর চরণ-ধূলি লইয়া ব্রাহ্মণ ।

সেইক্ষণে চলিলেন বল্লভ-ভবন ॥ ৬৭ ॥

বনমালীকে বল্লভের সাদর অভ্যর্থনা—

বল্লভ-আচার্য্য দেখি' সন্তোষে তাহানে ।

বহমান করি' বসাইলেন আসনে ॥ ৬৮ ॥

বনমালীকর্তৃক নিমাইপণ্ডিতের সহিত বল্লভ-কথা

লক্ষীদেবীর উদ্বাহ-প্রস্তাব—

আচার্য্য বোলেন,—“শুন, আমার বচন ।

কথা-বিবাহের এবে কর' স্ত্র-লগন ॥ ৬৯ ॥

মিশ্রপুরন্দর-পুত্র—নাম বিখ্যাত ।

পরম-পণ্ডিত, সর্বগুণের সাগর ॥ ৭০ ॥

তোমার কথার যোগ্য সেই মহাশয় ।

কহিলাও এই, কর' যদি চিন্তে লয় ॥” ৭১ ॥

নিমাইপণ্ডিতের সহিত স্বীয় কথার সহকৃতপ্রস্তাব শুনিবা-

মাত্র বল্লভকর্তৃক নিজের ও ছহিতার

সৌভাগ্য-প্রখ্যাপন—

শুনিয়া বল্লভাচার্য্য বোলেন হরিষে ।

“সেহেন কথার পতি মিলে ভাগ্যবশে ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণ যদি স্ত্রপ্রসন্ন হয়েন আমারে ।

অথবা কমলা-গৌরী সম্ভট্টা কল্যাণে ॥ ৭৩ ॥

তবে সে সেহেন আসি' মিলিবে জামাতা ।

অবিলম্বে তুমি ইহা করহ সর্বথা ॥ ৭৪ ॥

দারিদ্র্যানিবন্ধন বিনা-পণে বিনা-যোতুকে নিমাইকে কথা-

সম্পদানার্থ অহুমতি-প্রার্থনা—

সবে এক বচন বলিতে লজ্জা পাই ।

আমি সে নিধন, কিছু দিতে শক্তি নাই ॥ ৭৫ ॥

কল্যা-মাত্র দিব পঞ্চ-হরিতকী দিয়া ।

সবে এই আজ্ঞা তুমি আনিবে মাগিয়া ॥” ৭৬ ॥

বনমালীর হর্ষভরে শচী-গৃহে আগমন—

বল্লভ-মিশ্রের বাক্য শুনিয়া আচার্য্য ।

সন্তোষে আইলা সিদ্ধি করি' সর্ব কার্য্য ॥ ৭৭ ॥

শচীমাতাকে বল্লভ-ছহিতার সহিত পুত্রের বিবাহ-প্রদানার্থ

উদ্যোগ করিতে অহুরোধ—

সিদ্ধি-কথা আসিয়া কহিলা আই-স্থানে ।

“সফল হইল কার্য্য কর' শুভক্ষণে ॥” ৭৮ ॥

বিবাহসম্বন্ধ-শ্রবণে আশ্রয়ব্রজনগণের হর্ষভরে উদ্যোগ—

আশু লোক শুনি' সবে হরষিত হৈলা ।

সবেই উদ্যোগ আসি' করিতে লাগিলা ॥ ৭৯ ॥

তেন। আদি—১২শ অঃ ৭২, ৯১ ; ১৫শ অঃ ৫-৭, ৩২-৩৩,

৭০-৭১, মধ্য—১ম অঃ ১২৭-১৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮ ॥

চণ্ডীমণ্ডপ,—হিন্দু-গৃহস্থের বাড়ীর বহির্দেশে দোলছর্গোৎসবের ও চণ্ডীপাঠ-পূজাদির উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট স্থানই 'চণ্ডী-মণ্ডপ'-নামে কথিত ; দেবী-গৃহ বা ঠাকুরদালান-নামেও ইহা প্রসিদ্ধ। সাধারণতঃ, তথায় অভ্যাগত-ব্যক্তিগণের উপবেশন-স্থান প্রদত্ত হয় ॥ ৪০ ॥

আক্ষেপ,—(অলঙ্কার-শাস্ত্রে), নিন্দন, দূষণ, দোষোদ্ঘাটন ॥ ৪২ ॥

শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণের প্রাথমিক-পাঠ সন্ধিপ্ৰকরণে আমাদের প্রবেশ না করিয়াই অর্থাৎ নিত্য অনভিজ্ঞ হইয়াও 'ভট্টাচার্য্য' (জ্ঞান-মীমাংসাদি বা ঐতিহাসিক মহা-পণ্ডিত)-উপাধি—অজ্ঞান ও অধর্মের আধার এই বলিযুগেই সম্ভব। (ভাঃ ১২।৩।৩৮—) “ধর্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্মজ্ঞা অধিক্ছোক্তমানম্” ॥

বল্লভ-আচার্য্য,—গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় ৪৪ শ্লোক—

“পুরানীজ্ঞনকো রাজা মিথিলাধিপতির্মহান্। অধুনা বল্লভাচার্য্যো ভীষকোহপি সম্মতঃ ॥ শ্রীজ্ঞানকী রঞ্জিণী বা লক্ষ্মী-নামী বৈ তৎসুতা ॥” ৪৮ ॥

বনমালী ঘটক,—গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় ৪৯ শ্লোক—

“বিশ্বামিত্রোহপি ঘটকঃ শ্রীরামোবাহকর্মণি। রঞ্জিণ্যা প্রেযিতো বিপ্রো যন্ত শ্রীকেশবঃ প্রতি। সৌপ্যয়ং বনমালী যৎকর্মণাচার্য্যতাং গতঃ ॥” ৫৫ ॥

রস,—‘রসঃ স্বাদে জলে বীর্ষে শৃঙ্গারাদৌ বিধে দ্রবে।

বোলে রাগে দেহধাতৌ তিত্তাদৌ পারদেহপি চ ॥”—হেম-

চন্দ্রে। (প্রাকৃতকাব্যালঙ্কারে—) মনঃপ্রীতিবিশেষ, হারিভাব

রতি, বিভাবাদি-বারা পরিপুষ্ট হইয়া অনির্কচনীর আনন্দ-

বিকার-জনক হইলে, রস-নামে কথিত হয়। উহা নয়

প্রকার, যথা—শৃঙ্গার বা আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য,

শুভদিনে অধিবাস-বাসরে গীতবাণ—

অধিবাস-লগ্ন করিলেন শুভদিনে ।

নৃত্য, গীত, নানা বাজ্য বাঁয় নটগণে ॥ ৮০ ॥

বেদ-মুখরিত বিপ্রমণ্ডলী-মধ্যে নিমাইপণ্ডিত—

চতুর্দিকে দ্বিজগণ করে বেদধ্বনি ।

মধ্যে চন্দ্র সম বসিলেন দ্বিজমণি ॥ ৮১ ॥

যথারীতি প্রভুপূজনান্তর আত্মীয়স্বজনগণের

অধিবাস-সমাপন—

ঈশ্বরেরে গজমালা দিয়া শুভক্ষণে ।

অধিবাস করিলেন আগু-বিপ্রগণে ॥ ৮২ ॥

যথারীতি বিপ্রগণের সন্তোষ-বিধান—

দিব্য গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল, মালা দিয়া ।

ব্রাহ্মণগণেরে তুষিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৮৩ ॥

বলভাচার্য্যকর্তৃক ভাবী জামাতার মঙ্গল্য-সম্পাদন—

বলভ-আচার্য্য আসি' যথাবিধিরূপে ।

অধিবাস করাইয়া গেলেন কৌতুকে ॥ ৮৪ ॥

পরদিন প্রাতে নিমাইর যথারীতি আন-তপণ -

প্রভাতে উঠিয়া প্রভু করি' আন-দান ।

পিতৃগণে পূজিলেন করিয়া সন্মান ॥ ৮৫ ॥

শুভ পরিণয়-বাসরে আনন্দ-কোলাহল—

নৃত্য-গীত-বাঞ্জে মহা উঠিল মঙ্গল ।

চতুর্দিকে 'লেহ দেহ' শুনি কোলাহল ॥ ৮৬ ॥

শুভকার্য্যে সাধবী সধবাগণের ও বান্ধব-বিপ্রগণের আগমন—

কত বা মিলিল আসি' পতিভ্রতাগণ ।

কতেক বা ইষ্টে মিত্র ব্রাহ্মণ সজ্জন ॥ ৮৭ ॥

শচীকর্তৃক সধবাগণের যথারীতি পূজন—

খই, কলা, সিন্দূর, তাম্বুল, তৈল দিয়া ।

স্ত্রীগণেরে আই তুষিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৮৮ ॥

সদ্বীক দেবগণের নরবেশে প্রভু-পরিণয়-দর্শন —

দেবগণ, দেববধূগণ—নররূপে ।

প্রভুর বিবাহে আসি' আছেন কৌতুকে ॥ ৮৯ ॥

বলভাচার্য্যকর্তৃক যথাবিধি বিবাহের পূস্কৃত্য-

সমূহ-সম্পাদন—

বলভ-আচার্য্য এইমত নিমিত্তমে ।

করিলেন দেব-পিতৃ-কার্য্য হর্ষ-মনে ॥ ৯০ ॥

শুভক্ষণে নিমাইর বলভ-গৃহে যাত্রা ও আগমন—

তবে প্রভু শুভক্ষণে গোবুলি-সময়ে ।

যাত্রা করি' আইলেন মিশ্রের আলয়ে ॥ ৯১ ॥

প্রভুর আগমনযাত্রা সমগ্র বলভ-পরিবারের হর্ষ—

প্রভু আসিলেহ যাত্র, মিত্র গোষ্ঠী-সনে ।

আনন্দ-সাগরে মগ্ন হৈলা সবে মনে ॥ ৯২ ॥

বলভের যথাবিধি জামাতৃ-বরণ —

সম্মুখে আসন দিয়া যথাবিধিরূপে ।

জামাতারে বসাইলা পরম কৌতুকে ॥ ৯৩ ॥

ভয়ানক, বীভৎস, রোদ্র ও শাস্ত ; মতান্তরে দশ প্রকার, ভয়ম্ভে, বাৎসল্য—অন্ততম । হৃদয়ের অভিপ্রায়, নিগূঢ় মর্ম বা তাৎপর্য্য, স্নেহ, আনন্দ, যাদুর্ঘ্য । 'স্বরস' বা স্বারস-শব্দের রস-শব্দে 'অভিপ্রায়' বা 'অভিগাথ' অর্থও দ্রষ্টব্য । (অপ্রাকৃত কাব্যালঙ্কারে—ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ঐমঃ লঃ—) "ব্যতীত্য ভাবনা-বন্ধা যচ্চমৎকারভারতুঃ । হৃদি সর্বোজ্জ্বলে বাচং স্বদতে স রসো মতঃ ॥" "স্বায়িত্যবোহং স প্রোক্তঃ শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়া রতিঃ ।"

এ-স্থলে ঘটকবর বনমালী-আচার্য্যের উত্থাপিত নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাবে শচী-মাতা অনবধান বা উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া অস্ত্রকথার অবতারণা করিলেন, সুতরাং শচীর বাক্যে বনমালী 'রস' পাইলেন না, পরন্তু 'নীরসতা' বা শুষ্ক 'শাস্ত

রস' অর্থাৎ নিরপেক্ষ বা নিকরিকার ভাব দোষিতে পাইলেন । এজ্জন্ত সাধারণ কাব্যালঙ্কারে, শুষ্ক শাস্তরস প্রকৃতপক্ষে পরস্পর ভাবের আদান প্রদানমূলক রস-শব্দ-বাচ্য নয় ; যথা—“শমন্ত নিকরিকারত্বাটাজৈনৈব মন্ততে” অর্থাৎ শম-ভাবের নিকরিকারতা-প্রযুক্ত নাট্যজ ব্যক্তিগণ ইহাকে 'রস' বলিয়া মনে করেন না ॥ ৫৯ ॥

মূলগন,—শুভলগ্ন ; রাশিচক্রের যে অংশের পূর্ণগগনে ক্রিতিজ-মণ্ডলের সহিত সম্পাত হয়, তাহাই 'উদয়লগ্ন' । রাশিচক্রে ষাদশভাবে বিভক্ত হওয়ায় প্রত্যেক ভাগট 'লগ্ন'-নামে কথিত ॥ ৬৯ ॥

অধিবাস-লগ্ন,—কোন শুভকার্য্যের পূর্ব্ববস্তী সঙ্কল্প-দিবসে পঙ্কমালাদি-যারা সংস্কারকে 'অধিবাস' বলে ॥ ৮০ ॥

ভূষণভূষিতা কঙ্কাকে আনয়ন—
শেষে সর্ব-অলঙ্কারে করিয়া ভূষিত ।
লক্ষ্মী-কন্যা আনিলেন প্রভুর সমীপ ॥ ৯৪ ॥

হরিশ্ৰবণনিৰ মধ্যো লক্ষ্মীকে উত্তোলন—
 হরিশ্ৰবণনি সৰ্ব্বলোকে লাগিল কৰিতে ।
 তুলিলেন সন্তে লক্ষ্মীয়ে পৃথী হইতে ॥ ৯৫ ॥

নিম্নাইকে লক্ষ্মীর সপ্তবার প্রদক্ষিণ —
 তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি' সপ্তবার ।
 ঘোড়-হস্তে রহিলেন করি' নমস্কার ॥ ৯৬ ॥
 পরস্পর-সম্মুখ, সেবা ও সেবিকা, উভয়েরই হর্ষ—
 তবে শেষে হৈল পুস্পমালা-ফেলাফেলি ।
 লক্ষ্মী-নারায়ণ দৌহে মহা-কুতুহলী ॥ ৯৭ ॥

নিজ প্রভু-চরণে লক্ষ্মীদেবীর মালা প্রদান-স
 আত্ম-নিবেদন—
 দিব্য-মালা দিয়া লক্ষ্মী প্রভুর চরণে ।
 নমস্করি' করিলেন আত্মসমর্পণে ॥ ৯৮ ॥

চতুর্দিকে কেবলই হরিধ্বনি, অগ্নি ধ্বনির অভাব—
সর্বদিকে মহা জয়-জয় হরি-ধ্বনি ।
উঠিল পরমানন্দ, আর নাহি শুনি ॥ ৯৯ ॥

শুভ্ধৃষ্টানন্তর, নবযৌবনে উপনীত ঈশ্বরের বামে
ঈশ্বরীয় উপবেশন—
হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি' রসে ।
বসিলেন প্রভু, লক্ষ্মী করি' বাম-পাশে ॥ ১০০ ॥
প্রথম-বয়স প্রভু জিনিঞা মদন ।
বাম-পাশে লক্ষ্মী বসিলেন সেইক্ষণ ॥ ১০১ ॥

বল্লভ-গ্রহে সৈখর ও সৈখরীর মিলনে অনির্বচনীয়
শোভা ও আনন্দ—
কি শোভা, কি সুখ সে হইল, বুঝা-যারে।
কোন জন তাহা বর্ণিবारे শান্ত ধরে ? ১০২ ॥

বিদর্ভ-রাজ ভীষ্মকবতার বনভাচার্যের গৌরবক্ষ-করে
 অভিন্ন-কঙ্কণী মহালক্ষ্মীকে সম্প্রদান—
 তবে শেষে বলভ করিতে কণ্যা দান ।
 বসিলেন যেহেন ভীষ্মক বিস্ত্রমান ॥ ১০৩ ॥
 শিববিপক্ষি-মুত গৌর-নারায়ণের চরণে বনভাচার্যের
 পাত্ত-দান—

যে-চরণে পাশ্চ দিয়া শঙ্কর ব্রহ্মার ।
জগৎ সৃজিতে শক্তি হইল সবার ॥ ১০৪ ॥
হেন পাদপদ্মে পাশ্চ দিলা বিপ্রবর ।
বজ্র-মালা-চন্দনে ভূষিয়া কলেশ্বর ॥ ১০৫ ॥
যথাবিধি কঠা-সম্প্রদানান্তর ব্রহ্মভের হর্ষ—
যথাবিধিরূপে কঠা করি' সমর্পণ ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইলা ব্রাহ্মণ ॥ ১০৬ ॥
অতঃপর লৌকিক স্ত্রী-আচার—

তবে যত কিছু কুল-ব্যবহার আছে।
পতিব্রতীগণ তাহা করিলেন পাছে ॥ ১০৭ ॥
বিবাহানন্তর লক্ষ্মীদেবী-সহ নিমাইর স্বগৃহে যাত্রা—
সে রাজি তথায় থাকি' তবে আরদিনে।
নিজ-গৃহে চলিলেন প্রভ লক্ষ্মী-সনে ॥ ১০৮ ॥

নবপরিণীত দম্পতিগুগল-দর্শনাং পার্শ্ববর্তি-জনগণের আগমন—
 লক্ষ্মীর সহিত প্রভু চড়িয়া দোলায় ।
 আইসেন, দেখিতে সকল লোক ধায় ॥ ১০৯ ॥
 বিবিধ-ভূষণে ভূষিত ঈশ্বর ও ঈশ্বরী—
 গজ, মাল্য, অলঙ্কার, মুকুট, চন্দন ।
 কজ্জলে উজ্জল দুই লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥ ১১০ ॥
 ঈশ্বর-দম্পতি-দর্শনে পুরুষগণের ধত্তবাদ ও স্ত্রীগণের
 বিস্ময়-বিহ্বলতা—

সর্ব-লোক দেখি' মাত্র 'ধন্য ধন্য' বোলে ।
বিশেষে জীগণ অতি পড়িলেন ভোলে ॥১১১॥

গৃহ-সুত্রোক্ত ক্রিয়া ও সংস্কারসমূহে বেদমন্ত্র গীত হয়।
 উদাহ-অষ্টচত্বারিংশৎ, ষোড়শ বা দশ সংস্কারের অন্তর্ভুক্ত
 অল্পতম সংস্কার ॥ ৮১ ॥

গোধূলি-সময়,—সূর্যাস্তগমন-বেলা,—যখন গরুর পাল
গো-শালাভিত্তিতে প্রত্যাগমন করে এবং তাহাদের কুরোধিত-

ধূলি আকাশ আচ্ছন্ন করে। সাধারণতঃ বিবাহাদি শুভ-
কর্মে ঐ কালই প্রশস্ত। উহার ত্রিবিধ লক্ষণ, যথা—
(১) হেমন্ত ও শিশিরে,—যখন সূর্য্য মুছকিরণ হইয়া লোহিত-
পিণ্ডাকার ধারণ করে; (২) গ্রীষ্মে ও বসন্তে,—যখন
সূর্য্য অন্তঃগমনকালে অর্ধেক-মাত্র দৃষ্ট হয়; (৩) বর্ষা

কাহারও বা নিমাই-লক্ষ্মীকে হরগৌরীরূপে ধারণা—
“কতকাল এ বা ভাগ্যবতী হয়-গৌরী।
নিষ্কপটে সেবিলেন কতভক্তি করি” ॥ ১১২ ॥
অল্প-ভাগ্যে কল্লার কি হেন স্বামী মিলে ?
এই হর-গৌরী হেন বুঝি”—কেহ বোলে ॥ ১১৩ ॥

নানা নারীর নানা-ধারণা-বশে নানা উক্তি—
কেহ বোলে,—“ইন্দ্র-শচী, রতি বা মদন।”
কোন নারী বোলে—“এই লক্ষ্মী-নারায়ণ ॥” ১১৪
কোন নারীগণ বোলে—“যেন সীতা রাম।
দোলোপরি শোভিয়াছে অতি-অনুপম ॥” ১১৫ ॥
কালের হর্বভরে গৌর-নারায়ণ ও লক্ষ্মী-নারায়ণীকে দর্শন—
এইমত নানারূপে বোলে নারীগণে।
শুভদৃষ্টে সবে দেখে লক্ষ্মী-নারায়ণে ॥ ১১৬ ॥
বাগ্ধরনির মধ্যে স্বগৃহে নিমাইর আগমন—
হেনমতে নৃত্য-গীত-বাছ কোলাহলে।
নিজগৃহে প্রভু আইলেন সন্ধ্যাকালে ॥ ১১৭ ॥
অত্যাশ্রয় নারী-সহ শচীর স্বীয় বধু লক্ষ্মীকে গৃহে বরণ—
তবে শচীদেবী বিপ্রপত্নীগণ লৈয়া।
পুত্রবধু ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ১১৮ ॥

ও পরতে,—যখন সূর্য্য অন্তগমন করিবার পর অদৃশ্য হইয়া
পড়ে ॥ ১১ ॥

কুল-ব্যবহার—স্রী-আচার প্রভৃতি ॥ ১০৭ ॥
ব্যবহারিক-জগতে বর-কল্লার সম্মিলন-নামক বিবাহ-
কথা-শ্রবণে বিশেষ উল্লাস দৃষ্ট হয়। তাহাতে উৎসাহিত
হইয়া বহুজীবগণ সংসার-বন্ধনে রূপ পাইতে যত্ন করে। কিন্তু
মায়াদীপ শ্রীমদ্ব্যাপ্তির উদ্বাহাভিযানের কথা সেরূপ নহে।
সংসারের নিরর্থকতা-প্রদর্শনের জন্তই প্রভুর এই লীলা।
জড়সত্ত্বোগবাদী জীব প্রাকৃত-বরকল্লার মিলনকে বৈরাগ্য-ব-
হু-ইন্দ্রিয়-তর্পণের আদর্শ বলিয়া জ্ঞান করেন, শ্রীভগবানের
বিবাহোৎসবরূপ চিল্লালা-বিলাসকেও তাদৃশ আপাতমধুর
অথচ পরিণামে বিষময় জীবভোগ্য-কর্মের সহিত সম বা সদৃশ
মনে করিলে, সে নিশ্চয়ই ষোর সংসারবন্ধনে আবদ্ধ হয়।
কিন্তু সকল-সন্তোগের একমাত্র বিষয় শ্রীভগবান্ এবং তাঁহার
আশ্রয় যাবতীয় সেবক-সেবিকা ও সেবোপকরণ-নিচয়রূপ

পুত্র-বিবাহে উপস্থিত সকলকেই শচীর সন্তোষণ—
দ্বিজ-আদি যত জাতি নট বাজনিয়া।
সবারে তুষিলা মন, বস্ত্র, বাক্য দিয়া ॥ ১১৯ ॥
নিত্যসেবা ঈশ্বরদম্পতির অপ্রাকৃত চিদ্বিবাহ-বিলাস-শ্রবণে
তদাশ্রিত বহুজীবের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-নাশ ও
স্ব-স্বভাবে গৌরদাস্তোপলব্ধি—

যে শুনয়ে প্রভুর বিবাহ-পুণ্য-কথা।
তাহার সংসার-বন্ধ না হয় সর্ব্বথা ॥ ১২০ ॥
নারায়ণ ও মহালক্ষ্মীব ধাম মহাবৈকুণ্ঠাভিন্ন শচীগৃহ—
প্রভুপার্শ্বে লক্ষ্মীর হইল অবস্থান।
শচীগৃহ হইল পরম-জ্যোতির্ধাম ॥ ১২১ ॥
প্রত্যহ স্বীয়গৃহে শচীর অশৌকিক ছলক্ষ্য জ্যোতির্দর্শন—
নিরবধি দেখে শচী কি ঘরে বাহিরে।
পরম অক্ষুত জ্যোতি লখিতে না পারে ॥ ১২২ ॥
শচীর নানাবিধ রূপ-দর্শন ও গন্ধাশ্রাণ—
কখন পুত্রের পাশে দেখে অগ্নিশিখা।
উলটিয়া চাহিতে, না পায় আর দেখা ॥ ১২৩ ॥
কমলপুষ্পের গন্ধ ক্ষণে-ক্ষণে পায়।
পরম-বিস্মিত আই চিন্তেন সদায় ॥ ১২৪ ॥

বিচিত্র অধিষ্ঠানসমূহ তাদৃশ অমঙ্গল প্রসব করিতে পারে না।
যেখানে ভগবৎসুখাশ্রিত বর্ধমান, তথায় জীবের ইন্দ্রিয়-তর্পণ
নাই। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ব্যাপ্ত-কথিত “ভক্তি: পরশামু-
ভবো বিবক্তিরন্তত্র চৈষ ত্রিক এককালঃ” এবং “ঈশা যন্ত
হরেদান্তে কণ্ঠা মনসা গিরা। নিষিগাশ্রয়বহ্নাং জীবমুক্তঃ
স উচ্যতে ॥” ইত্যাদি শুভ অমৃতপ্রদ বাক্যসমূহ আলোচ্য।
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—মায়াদীপ অপ্রাকৃত বস্তু; স্তব্ধতা তাঁহাকে
প্রাকৃত বা জীব বুদ্ধি—মহাপরাধের কারণ। ভগবদ্বিকৃ-
বস্ত্তে অপ্রাকৃত সেবা-বুদ্ধি উদ্ভিত হইলেই সেবোন্মুখ জীব-
মুক্ত ভক্ত সংসারবন্ধনে আর আবদ্ধ হন না অর্থাৎ ভগবৎসুখ-
তাৎপর্য্যময় হইলেই জীব ভগবদ্বিত্তর সংসার-বন্ধন হঠাৎ মুক্ত
হইয়া যায় ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে আর কখনও জড়ভোগী হন না।
ভগবানের স্বরূপ-শক্তির অন্ততমা সাক্ষাৎ শ্রীশক্তি-
স্বরূপিনী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর সমাগমে শ্রীশচী-গৃহ বথার্থই
চিদ্র্যোতির্ময় ভগবদ্ব্যম বৈকুণ্ঠরূপে লক্ষিত হইল ॥ ১২২ ॥

শ্রীমাতার বিচার ও পুণ্যবধু লক্ষ্মীদেবীকে কমলাংশ-জ্ঞান—

আই চিন্তে,—‘বুঝিলাও কারণ ইহার।

এ কল্যায় অধিষ্ঠান আছে কমলার ॥ ১২৫ ॥

অতএব জ্যোতি দেখি, পদ্মগন্ধ পাই।

পূর্বপ্রায় দরিত্রতা-দুঃখ এবে নাই ॥ ১২৬ ॥

এই লক্ষ্মী-বধু গৃহে প্রবেশিলে।

কোথা হইতে না জানি আসিয়া সব মিলে ?”

অপ্রাকৃতলীলাময় নিরঙ্কুশ ইচ্ছাতেই স্বরূপের গোপন—

এইরূপ নানা-মত কথা আই কয়।

ব্যস্ত হইয়াও প্রভু ব্যস্ত নাহি হয় ॥ ১২৮ ॥

প্রাকৃত-চেষ্টায় ঈশ্বরের লীলা-বৈচিত্র্য—অবোধা

ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার শক্তি কার ?

কিরূপে করেন কোন্ কালের বিহার ? ১২৯ ॥

স্বতন্ত্র ষড়ৈর্ঘ্যপূর্ণ মায়াদীপের রূপা বা ইচ্ছা ব্যতীত মায়া-

বশ্ত জীব দূরে থাকুক, স্বয়ং লক্ষ্মীরও ত্র্যাদীশ্বর প্রভুর

ছন্দলীলা-বোধে অক্ষমতা—

ঈশ্বরে সে আপনারে না জানায়ে যবে।

লক্ষ্মীও জানিতে শক্তি না ধরেন তন্কে ॥ ১৩০ ॥

একমাত্র ঈশ্বরের রূপা-বলেই ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞানে বস্তুর সামর্থ্য ;

ঐহাই সর্বশারের মূল তাৎপর্য—

এই সব শাস্ত্রে-বেদে-পুরাণে বাখ্যানে।

‘যারে তান রূপা হয়, সেই জানে তানে’ ॥ ১৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ্র জ্ঞান।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৩২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া-পরিণয়-

বর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

ভগবান্ প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াও স্বীয় প্রচ্ছন্নলীলা
স্বেচ্ছাবশতঃই সকলের নিকট প্রকাশ করেন নাই ॥ ১২৮ ॥

কালের বিহার—কালোচিত লীলা-বিলাস ॥ ১২৯ ॥

নিরঙ্কুশ-ভগবদ্বিচ্ছা-ক্রমে ভগবানের প্রচ্ছন্ন-লীলা তদীয়
স্বরূপ-শক্তিরও বোধাতীত ॥ ১৩০ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে দশম অধ্যায় ।

একাদশ অধ্যায়

একাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিমাই-পণ্ডিতের বিজ্ঞা-বিলাস, অষ্টৈত-সভায় মুকুন্দের কৃষ্ণকীর্তন, মুকুন্দের সহিত নিমাইর রঙ্গ, নদীয়ার বহিষ্কৃপ অপর্যায়, ঈশ্বরপুরীর নবদ্বীপে আগমন, অষ্টৈত-প্রভুর সহিত পুরীর মিলন, গৌরগৃহে তাঁহার ভিক্ষা ও কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ, গনাদর-পণ্ডিতকে স্ব-কৃত ‘কৃষ্ণলীলামৃত’ গ্রন্থ গদ্যাপন এবং নিমাইর সেই গ্রন্থ-সমালোচনা, প্রসঙ্গ, পুরীর সহিত কৃষ্ণকথা-রঙ্গ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হয়।

সরস্বতী-পণ্ডি শ্রীগৌরচন্দ্র অধ্যয়ন-রসে প্রমত্ত থাকিয়া সহস্র ছাত্রের সহিত নবদ্বীপে ভ্রমণ করিতেন। একমাত্র গঙ্গাদাস-পণ্ডিত ব্যতীত নবদ্বীপে এমন কোন পণ্ডিত ছিলেন না,—যিনি নিমাইপণ্ডিতের ব্যাখ্যা সম্যক বুঝিতে পারিতেন। প্রাকৃত-লোকগণ স্ব-স্ব-প্রাকৃতচিত্তবৃত্তি অনুসারে নিমাই-

পণ্ডিতকে নানারূপে দর্শন করিতেন। পাষাণিগণ তাঁহাকে শাক্যং যমস্বরূপ, প্রকৃতিগণ মদনস্বরূপ, পণ্ডিতগণ বৃহস্পতি-রূপে অনুভব করিতেন। এদিকে বৈষ্ণবগণ কবে প্রভু বিজ্ঞভক্তিহীন ভ্রমতে বিজ্ঞভক্তি প্রকটিত করিোন—সেই আশাপথ সমুদায় নিরাক্ষণ করিতেন। অনেকেই বিজ্ঞা-চর্চায় প্রধানকেন্দ্র নবদ্বীপে বিজ্ঞার্জনের জন্ত গমন করিতেন। চট্টগ্রামনিবাসী অনেক বৈষ্ণব তৎকালে গঙ্গাবাস ও অধ্যয়নের জন্ত নবদ্বীপে আসিয়া থাকিতেন। অপরাহ্নে ভাগবতগণ সকলেই শ্রীঅষ্টৈত-সভায় আসিয়া মিলিতেন। শ্রীঅষ্টৈত-সভায় সর্ব-বৈষ্ণব-প্রিয় মুকুন্দের হরি-কীর্তনে বৈষ্ণবগণ জুড়য়ে অতি আনন্দ অনুভব করিতেন। প্রভুও তজ্জন্ত মুকুন্দের প্রতি অন্তরে অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। মুকুন্ডকে দেখিলেই নিমাই জায়ের কঁাকি জিজ্ঞাসা করিতেন এবং উভয়ের মধ্যে উৎসাহ

প্রেমের বন্ধ চলিত। শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিলেই নিমাই ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন, নিমাইর ফাঁকি-জিজ্ঞাসা ভয়ে সকলেই তাঁহার নিকট হইতে পলায়ন করিতেন। কৃষ্ণের কথায় বিরক্ত ভক্তগণ কৃষ্ণকথা ব্যতীত অল্প কিছুই শুনিতে ভালবাসিতেন না, আর নিমাইও তাঁহাদের ফাঁকি ব্যতীত তাঁহাদিগকে আর কিছুই জিজ্ঞাসা করিতেন না।

একদিন নিমাই-পণ্ডিত ছাত্রগণের সহিত রাজপথ দিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় মুকুন্দ নিমাইকে দেগিবা-মাত্রই তাঁহার দৃষ্টিপথে অন্তরালবর্তী হইবার চেষ্টা করিলেন। অমুগামী ধারম্ভক ভূতা গোবিন্দকে মুকুন্দের তাদৃশ আচরণের কারণ-বর্ণন-হলে প্রভু নিজের ও ভক্তের মাহাত্ম্য প্রকাশ করিতে গিয়া বলিলেন,—“আমি কৃষ্ণভক্তির কথা অত্যাধি প্রকাশ করিতেছি না বলিয়া মুকুন্দ আমার নিকট হইতে পলায়ন করিল বটে, কিন্তু অধিক দিন পারিবে না;—আমি জগতে এমন শুদ্ধভক্তি বা বৈষ্ণবতা প্রকট করিব যে, অজ্ঞান পণ্ডিত আমার দ্বারে আসিয়া ভুলুড়িত হইবে।”

অতঃপর গ্রন্থকার তাত্‌কালিক নবদ্বীপ-নগরের ভগবৎ-বৈষ্ণৱরূপ হরব্রহ্ম বর্ণন করিতেছেন। ভক্তগণ সর্বদা কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তন-রসেই প্রমত্ত থাকিলেও, নদীয়ার লোকগণ এত কৃষ্ণবিশিষ্ট ও ধন-পুত্রাদি ভোগ্যবিষয়রসে এতদূর প্রমত্ত ছিল যে, ভক্তগণের কৃষ্ণকীৰ্ত্তন শুনিতেই উহারা তাঁহাদিগকে, বিশেষতঃ শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃত্বভ্রাতৃকে, বিজ্ঞপ্ত ও পরিহাস করিত। পানী পাশভিগণের এইসকল নিন্দোক্তি শুনিয়া বৈষ্ণবগণ অন্তরে মহাঃখ অনুভব করিতেন এবং কতদিনে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র জগতে উদিত হইয়া তাঁহাদের এই কীৰ্ত্তন-হুতিক দূর করিবেন,—ইহাই সকল সময় ভাবিতেন। বৈষ্ণবগণ সম্মিলিত হইয়া শ্রীঅষ্টোত্তর নিকট পাশভিগণের নিন্দা ও বেবোক্তি বর্ণন করিলে, আচার্য্য-প্রভু তচ্ছুবণে ‘অচিরেই নবদ্বীপে ভক্তচিন্তনন্দন কৃষ্ণকে প্রকট করাইব’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেন। শ্রীঅষ্টোত্তর বাক্যে বৈষ্ণবগণের হৃৎকর হইত।

এ-দিকে নিমাই অধ্যয়নস্থলে মগ্ন থাকিয়া শচীমাতার আনন্দ বর্ধন করিতেছিলেন, এমন সময়, একদিন অতি-অলক্ষিতবেশে শ্রীকৃষ্ণপূরী নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অষ্টোত্তর-মন্দিরে গিয়া উঠিলেন। অষ্টোত্তর শ্রীকৃষ্ণ

পূরীর অপূর্ণ তেজ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে পারিলেন। মুকুন্দ অষ্টোত্তর-সভায় একটা কৃষ্ণসঙ্গীত কীৰ্ত্তন করিলে শ্রীকৃষ্ণপূরীর শুদ্ধস্ব-হৃদয়ে স্বাভাবিক গভীর কৃষ্ণপ্রেম-সমুদ্র উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। পরে সকলেই এই প্রেমিক সন্ন্যাসীকে শ্রীকৃষ্ণপূরী বলিয়া জানিতে পারিলেন। একদিন শ্রীগৌরমুন্দের অধ্যাপনা করাইয়া গৃহে ফিরিতেছিলেন এমন সময়, দৈবাৎ পথিমধ্যে শ্রীকৃষ্ণপূরীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হইল; জগদগুরু প্রভুও ভূতাকে দর্শন করিয়া নমস্কারগীতা-বারা ভক্ত-মহাদা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণপূরী নিমাইর অপূর্ণ কাস্তি-দর্শনে তাঁহার পরিচয় এবং অধ্যাপিত শাস্ত্রের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। নিমাই শ্রীকৃষ্ণপূরীর সকল প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিয়া তাঁহাকে স্ব-গৃহে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ-পূর্বক মহাসমাদরে সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিলেন। শচীদেবী কৃষ্ণের নৈবেদ্য রন্ধন করিয়া শ্রীকৃষ্ণপূরীকে ভিক্ষা করাইলে শ্রীকৃষ্ণপূরী নিমাইর সহিত কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন এবং কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে প্রেমে বিহ্বল হইলেন। শ্রীকৃষ্ণপূরী নবদ্বীপে শ্রীগোপীনাথ-আচার্য্যের গৃহে কয়েকমাস অবস্থান করিয়াছিলেন; নিমাইও প্রত্যহ তথায় শ্রীকৃষ্ণপূরীকে দেখিতে যাইতেন। শিশুকাল হইতে পরম-বিরক্ত গদাধর-পণ্ডিতের প্রেম-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণপূরী তৎপ্রতি প্রীতিবশে স্ব-কৃত শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত-গ্রন্থ তাঁহাকে পড়াইতে লাগিলেন। প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনান্তে নিমাই শ্রীকৃষ্ণপূরীকে নমস্কার করিবার জন্ত গমন করিতেন। একদিন শ্রীকৃষ্ণপূরী নিমাই-পণ্ডিতকে স্ব-কৃত শ্রীকৃষ্ণলীলামৃত-গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনার্থ অমুরোধ এবং তৎকৃত নির্দেশানুসারে নিজ-গ্রন্থের দোষ-সংশোধনার্থ অঙ্গীকার করিলে, প্রভু তচ্ছুবণে জড়পাণ্ডিত্যকে দ্বিধা দিয়া এই অমূল্য অমৃতপ্রদ-বাক্য কহিলেন,—‘এই গ্রন্থখানি একে পুরীপাদের আশ্রয় শুদ্ধভক্তের রচিত, তাহাতে আবার কৃষ্ণকথাময়; সুতরাং ইহাতে যে ব্যক্তি দোষ দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই অপরাধী। ভক্তের কবির যে-কোনরূপ হউক না কেন, তাহাতেই কৃষ্ণ সর্বদা পরিতুষ্ট হইয়া থাকেন, ইহাতে কোন সংশয়ই নাই। ভক্তের বাক্যে ব্যাকরণাদি-ঘটিত কোনপ্রকার ভ্রম-দোষ ভাবগ্রাহী তত্ত্ববিশ ভগবান গ্রহণ করেন না। ভক্তের বাক্যে যে ব্যক্তি দোষ দর্শন করে, তাহারই মহা-দোষ জানিতে হইবে। এমন কোন দৃষ্টান্ত

নাই যে, পুরীপাদের ছায় শুদ্ধভক্তের ভগবৎকথা-বর্ণনে দোষ ধরিতে সমর্থ।' কিন্তু ঈশ্বরপুরী নিমাইকে স্বীয় গ্রন্থের দোষ প্রদর্শনার্থ প্রত্যাহই পুনঃ পুনঃ অমরোপ করিতেন। এই-ভাবে ঈশ্বরপুরী নিমাইর সহিত প্রত্যাহ দুই-চারি-দণ্ডকাল নানাবিধ বিচার করিতেন। একদিন ঈশ্বরপুরীর কোন শ্লোক শুনিয়া নিমাই-পণ্ডিত রসচ্ছলে কহিলেন যে, সেই শ্লোক-স্থিত ধাতুটি 'পরশ্মৈ নদী' হইবে, 'আয় নদী' হইবে না। পরে অত্র একদিন নিমাই আসিয়া উপস্থিত হইলে

ঈশ্বরপুরী তাঁহাকে কহিলেন,—‘তুমি যে ধাতুটি আশ্বনে-পদী বলিয়া স্বীকার কর নাই, আমি কিন্তু উহাকে আশ্বনে-পদীকণ্ঠেই সাধিয়াছি।’ প্রভুও তৃত্যের জয়-প্রদর্শন ও মহিমা-বর্ধনের নিমিত্ত তাহাতে আর কোন দোষারোপ করিলেন না। এইরূপে ক্রীচ্ছুকাল নিমাইর সঙ্গে ঈশ্বর-পুরী বিতর্কস-রঙ্গে কাল যাপন করিয়া পুনরায় ভারতের তীর্থসমূহ তীর্থীভূত করিবার জন্ত নবদ্বীপ হইতে অত্র প্র বিজয় করিলেন। (গৌ: ভা:)

জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র।

বাল্যলীলায় শ্রীবিজ্ঞাবিলাসের কেশ ॥ ১ ॥

গৌরের গুচ বিজ্ঞা-বিলাস—

এইমতে গুপ্তভাবে আছে বিজ্ঞরাজ।

অধ্যয়ন বিনা আর নাহি কোন কায ॥ ২ ॥

গৌর-রূপ-বর্ণন—

জিনিয়া কন্দর্পকোটি রূপ মনোহর।

প্রতি-অঙ্গে নিরুপম লাবণ্য সুন্দর ॥ ৩ ॥

আজানুললিত ভুজ, কমল-নয়ন।

অধরে তাষূল, দিব্য বাস পরিধান ॥ ৪ ॥

গৌড়ীয় ভাষা

বিজ্ঞাবিলাসের কেন্দ্র,— যথার্থ দর্শনের বা জ্ঞানের অভাবই 'অবিজ্ঞা'। অপূর্ববস্তুবিষয়ক জ্ঞান-ধা--বৃত্তির ভূমিকাকে কেত কেত 'বিজ্ঞা' বলিয়া অভিহিত করিলেও পূর্ণবস্তু ভগবজ্-জ্ঞানেই বিজ্ঞার অবস্থান। ভগবজ্জ্ঞানের পরমাত্মত্ব ও ব্রহ্মত্ব বিজ্ঞাবিলাসের অন্তর্গত হইলেও ভগবজ্জ্ঞান-তানতমা-পন্থায়ে এতদভ্যেব স্থান আংশিক ও অসম্পূর্ণ। সাধারণ-মানবের বিভিন্ন অবস্থায় প্রারম্ভিক শিশু-কাল 'বাল্য'-নামে অভিহিত। এইকালে শ্রীগৌরহৃন্দরের লীলায় আমরা যে বিজ্ঞাবিলাসের অভিনয় দেখিতে পাঈ, তাহা পরমার্থজগতে বাল্যজ্ঞানোচিত। অক্ষজ্ঞানের দাহ-গ্রাহীত্ব-প্রেমই শব্দশাস্ত্রের মুখ্যরূপ ব্যাকরণাদি বাণশাস্ত্রের পদ্ধতির ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। এই বাণশাস্ত্রের সাহায্যে শব্দব্রহ্মাবয়বক বিজ্ঞায় প্রবেশ ও তত্পল্লবিত ঘটে। মানবীয়-গবেষণোপায় ভাষাসমূহ ভগবজ্-জ্ঞানের উদ্দেশক হইলেও ঐগুলি প্রকৃত ভগবজ্জ্ঞানের নির্দেশক নহে। শ্রীগৌরহৃন্দরের বাল্যলীলায় যে বিজ্ঞাবিলাস সাধারণ লোকে লক্ষ্য করিয়াছিল তাহাতে তাঁহারা পরবিজ্ঞার কোন আভাসই লক্ষ্য করিতে পারেন নাই। শ্রীগৌরহৃন্দর দেইকালে আপনাকে গোপন করায় অনেকেরই সকল-পর-

বিজ্ঞার অধিনায়করূপে তাঁহাকে দর্শন করিবার সুযোগ হয় নাই। বাহ্যজগতের বস্তুসমূহ ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানের সেবকস্বত্রে অবস্থিত হওয়ায় শ্রীগৌরহৃন্দরের ব্যাকরণ-অধ্যয়ন বা শব্দ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা জীবের মঙ্গল উৎপত্তি না করিলেও বিদ্বৎ-কৃতিবৃত্তি-শব্দভাষ্যন্তরে তিনিই অন্তর্যামি-বাচ্যরূপে অবস্থিত ছিলেন ॥ ১ ॥

অথবা তাষূল,—শ্রীগৌরহৃন্দরের কোটিকন্দর্প-বিজ্ঞায় অপূর্ব সৌন্দর্য্য এবং অদ্বিতীয় আঙ্গিক জ্যোতিঃ, আজানু-ললিত বাহু, পদ্মনেত্র, উৎকৃষ্ট বদন এবং ওষ্ঠে বিলাস-সহচর তাষূল দর্শন করিয়া, কদম্বা জড়-দেহবিশিষ্ট, ক্ষুদ্র-হস্ত, 'ককেশ-নেত্র, বিলাস-বাসনাকাজী ইন্দ্রিয়তর্পণরত মায়াবদ্ধ জীবসমূহ শ্রীগৌরহৃন্দরকে তাহাদিগেরই ছায় জড়শরীরধারী ও জড়-বিলাস-বাসন-ক্রোড়া পরায়ণ জ্ঞান করিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার অসামান্য সর্বোৎকর্ষ মৎস্যর-স্বভাব জীবগণের হৃদয়ে স্বশৃংগালভক্ষ্য দেহের ও কুবিচার-নিষ্ঠ মনের হেয়ত্ব বুঝিবার দোভাগ্য উদয় করাইলেই তাহাদের মাৎসর্য্য ও ভোক্তবুদ্ধি দূরীভূত হইয়া বিজ্ঞতাবুদ্ধিই সর্ববস্তুর একমাত্র কর্তা ও ভোক্তা বলিয়া উপলব্ধি ঘটিবে। শ্রীগৌরহৃন্দর

বহুছাত্র-বেষ্টিত কৌতুকপ্রিয় নিমাইপণ্ডিত—
 সর্বদায় পরিহাস-মুষ্টি বিস্তারিলে ।
 সহস্র পড়ুয়া সঙ্গে, যবে প্রভু চলে ॥ ৫ ॥
 গ্রন্থরূপিনী-বাণী নাথ ভগবান্ বিশ্বস্তর—
 সর্ব-মবদ্যোপে ভ্রমে' ত্রিভুবনপতি ।
 পুস্তকের রূপে করে প্রিয়া সরস্বতী ॥ ৬ ॥
 নিমাইপণ্ডিতের কঠিন ব্যাখ্যা বুঝিতে সকলেরই অসামর্থ্য—
 নবদ্বীপে হেন নাহি পণ্ডিতের নাম ।
 যে আসিয়া বুঝিবেক প্রভুর ব্যাখ্যান ॥ ৭ ॥
 একমাত্র স্বীয় অধ্যাপক গঙ্গাদাসপণ্ডিত-সহ গ্রন্থাগোচন—
 সবে এক গঙ্গাদাস মহা-ভাগ্যবান্ ।
 যার ঠাঞি প্রভু করে' বিজ্ঞার আদান ॥ ৮ ॥

বিভিন্ন অধৈর্যব দ্রষ্টার আশ্রিত্য আশ্রায় চিদ্রুতি শুদ্ধ-সেবার
 উমেস রাহিত্য বা ভাড়া নিবন্ধন একই অদ্বয়জ্ঞান-বস্তুতে
 স্ব-স্ব-গৌণরসে (রসভাসে) জড় দর্শন-বৈচিত্র্য—
 সকল 'সংসারী' দেখি' বোলে,—“ধন্য ধন্য ।
 এ নন্দন সাহার, তাহার কোন্ দৈন্য ?” ৯ ॥
 যতেক 'প্রকৃতি' দেখে মদনসমান ।
 'পাশপাশী' দেখে যেন যম বিজ্ঞমান ॥ ১০ ॥
 'পণ্ডিত' সকল দেখে যেন বৃহস্পতি ।
 এইমত দেখে সবে, যার যেন মতি ॥ ১১ ॥
 বিশ্বস্তরের বিজ্ঞাবিদ্যাসে বৈষ্ণবগণের হৃৎ ও ক্ষোভ—
 দেখি' বিশ্বস্তর-রূপ সকল বৈষ্ণব ।
 হরিশ-বিষাদ হই' মনে ভাবে' সব ॥ ১২ ॥

অসংখ্য তাহ্লাদি বিলাস-সহচর গ্রহণ করিয়াও সমগ্র-
 জীবকুলের নিত্য-মঙ্গলের জন্য নিখিল-সন্তোষের একমাত্র
 'বিষয়' শ্রীকৃষ্ণের সেবায় যাবতীয় বিলাস-পোষক দ্রব্যাদি
 নিষ্কুল করিবার নিমিত্ত উপদেশ দিয়াছিলেন অর্থাৎ মায়া-
 বশযোগ্য জীবগণ পরস্পরের প্রতি সেব্যবুদ্ধিতে তুচ্ছ জড়-
 বিলাসাদির ভোক্তৃত্ব তদনুভূতি হইলে, তাহাদের যে
 অমঙ্গল অবশ্যস্তাবী এবং ভগবানের সেবা বা ভোগার্থই যে
 ঐশ্বর্য বিলাস-সেবার উপকরণনিচয় নিত্যকাল নির্দিষ্ট,
 তাহা জ্ঞানাইয়াছিলেন । শ্রীগৌরহৃদয়ের এইরূপ লীলা-
 প্রদর্শন সংযত সাধককুলের দ্রষ্টব্য ও লক্ষ্যতব্য বিষয়
 হইলেও নিত্যকাল মৎসর ও অনভিজ্ঞ-দর্শকগণের মূর্ত্যার
 পারিতোষিকস্বরূপ বঞ্চনা-মাত্র । সংযমাকাজক্ষী মুমুক্শু
 ব্যক্তিগণ প্রাপঞ্চিক বস্তু হইতে পৃথক্ বা বিবিক্ত থাকিবার
 মানসে আপনাদিগের বৈরূপ নিবৃত্ত-জীবন প্রদর্শন করেন,
 শ্রীগৌরহৃদয়ের ভগবন্ত্বের পরমোচ্চ-শিবলব অর্পিত থাকায়
 তাহার বৈরাগ্যলীলা-প্রদর্শন—মুমুক্শু বদ্ধজীবের ত্রায় ক্লম-
 ভক্তীতর চেষ্টা-বশে প্রাপঞ্চিক বিষয়-সঙ্কট হইতে আত্ম-
 রক্ষার উপায় নহে ; পরন্তু ভগবচ্চরিত্রে ও ভগবদ্বিগ্রহে
 তাদৃশী লীলার অনুষ্ঠান যে আদৌ হয় বা গোষাবহ নহে,
 বরং অতিশয় উপাদেয়,—এই মহা-সত্য পরম-সৌভাগ্যবান্
 জনগণকেই বুঝিবার শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৩-৪ ॥

নিজ-প্রভু গৌর-নারায়ণের করে অর্থাৎ শ্রীহস্তে গ্রন্থরূপে

মহা-লক্ষ্মী নারায়ণী বাগ্‌দেবী সর্গক্ষণ বিরাজমানা থাকিয়া
 প্রভুর 'বাচস্পতি'-নামের সার্থকতা সম্পাদন করিতেন ॥ ৬ ॥
 জগতে পুরুষবর্গ—ভোক্তা ; ভোগায়তন স্ত্রীবর্গ—প্রকৃতি,
 অর্থাৎ, স্ত্রীগণ—পুরুষ ভোগ্যা এবং পুরুষগণ—স্ত্রী ভোগ্য ।
 ভোক্তা ইন্দ্রিয়মূলের দ্বারা ভোগ্যসমূহকে ভোগ করেন ।
 পুরুষ ও প্রকৃতি, উভয়েই স্ব-স্ব-জ্ঞানকন্ডেন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়
 ভোগ করে । গৌরহৃদয়—মায়াং ক্লম, স্তত্রাং সকল-
 সৌন্দর্যের অদিষ্টান কোটি-মদনাদিক । গৌরহৃদয়ের কখনও
 প্রাকৃত স্ত্রীগণের ভোগ্যবস্তু নহেন, এই জন্ত গৌরনাগরীবাদের
 উপাস্তবস্তু হইতে পারেন না । জীবের স্বরূপাত্মত্ব হইতেই
 গৌরহৃদয়ের মদনমোহন-মুষ্টি ক্ষুণ্ণি লাভ করে । বদ্ধজীবের
 স্ত্রী-বুদ্ধিতে গৌরহৃদয়ের প্রতি ভোগ্য-বিচার উপস্থিত
 হইলেও গৌরহরি তাহাদের প্রার্থনা পূরণ করেন না ।
 জগতে সেবা-সেবক-ভাব অবস্থিত । জীবের ভগবৎসেবকা-
 ভিমানের পরিবর্তে জড়-সেবাভিমান— তাহার স্বরূপ-ধর্ম
 ভক্তির অন্তরায় । শ্রীগৌরহৃদয়ের স্বয়ং জীবকুলকে স্বীয়
 সেবকাভিমানের উজ্জল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া জীবের বদ্ধ-
 বুদ্ধি হইতে সেবাভাব অপসারিত করিয়াছেন । তজ্জন্ত
 গৌরহরির অসুগত জনগণ তাঁহাকে 'নাগর' বলিয়া কল্পনা
 করিতে সমর্থ হন না । ভগবান্ গৌরহৃদয়ের স্বীয় লীলার
 কোন প্রাকৃত-নিকারের বশবর্ত্তিতা প্রদর্শন করেন নাট ।
 কিন্তু কেহ যদি মহা-দুর্ভাগ্য-বশতঃ নিজের সিদ্ধ 'আশ্রয়'-

নিমাইর অলৌকিক রূপের সহিত কৃষ্ণভজন-সৌন্দর্যের
অক্ষুট প্রকাশ-দর্শনে ভক্তগণের নৈরাশ্র—

“হেন দিব্য-শরীরে’ না হয় কৃষ্ণ-রস ।
কি করিবে বিজ্ঞায়, হইলে কালবশ ?” ১৩ ॥
নিরঙ্কুশ-লীলেক্ষাময় প্রভুর যোগমায়া-বশ ভক্তগণের
তদৈশ্বর্য্যামূলক—

মোহিত বৈষ্ণব সব প্রভুর মায়ায় ।
দেখিয়াও ভবু কেহ দেখিতে না পায় ॥ ১৪ ॥
শাক্ষাদর্শন-সম্বোধেও প্রভুকে বার্থ-বিজ্ঞা-মোহিত-
জ্ঞানে ভক্তগণের তিরস্কার—

সাক্ষাতেও প্রভু দেখি’ কেহ কেহ বোলে ।
“কি-কার্য্যে গোড়াও কাল তুমি বিজ্ঞা-ভোলে ?
ভক্তবাক্যে ভগবানের সম্মিত দৈত্বোক্তি—
শুনিয়া হাসেন প্রভু সেবকের বাক্যে ।
প্রভু বোলে,—“তোমরা শিখাও মোর ভাগ্যে ॥”
প্রভুর গুচবিজ্ঞা-বিলাস—অভক্তের সম্পূর্ণ হৃদোদ্বা-
হেনমতে প্রভু গোড়ায়েন বিজ্ঞারসে ।
সেবক চিনিতে নারে, অশ্রু জন কিসে ? ১৭ ॥
গারতের নানা প্রদেশ হইতে পাঠার্থিগণের নবদ্বীপে আগমন—
চতুর্দিক্ হইতে লোক নবদ্বীপে যায় ।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিজ্ঞা-রস পায় ॥ ১৮ ॥
চট্টগ্রামনিবাসী বৈষ্ণবগণের শাস্ত্রপাঠার্থ গঙ্গাতটে
নবদ্বীপে অবস্থান—

চাটিগ্রাম-নিবাসীও অনেকে তথায় ।
পড়েন বৈষ্ণব সব রহেন গঙ্গায় ॥ ১৯ ॥
সকলেই প্রভুর লীলা-সহায় পার্শ্বদ—
সবেই জন্মিয়াছেন প্রভুর আজ্ঞায় ।
সবেই বিরক্ত কৃষ্ণভক্ত সর্ব্বধায় ॥ ২০ ॥

সেবকাভিমান-বিচার-বিশ্বস্ত হইয়া আপনাকে সেবা ‘বিষয়’-
বিগ্রাহরূপে মনে করেন, তাহা হইলেও পরমকরুণ শ্রীগৌর-
হুন্দর বহুজীবের তাদৃশী হৃদয়বৃত্তি দূর করিয়া তাহার গৌর-
হুন্দ-সেবকাভিমান উদয় করাইয়া থাকেন ॥ ১০ ॥

আরোহবাণীর বিজ্ঞা-লাভ—মৃত্যুকাণ্ডের পূর্ব্ব-পর্য্যন্ত ।
জীবদ্দশায় অধিকৃত বিজ্ঞা জীবিতোত্তরকালে ফলপ্রদ হয় না ।

দৈনিক অধ্যয়নানন্তর সকলের একত্র কৃষ্ণামূল্যলন—
অচ্যোহুগ্ধে মিলি’ সবে পড়িয়া শুনিয়া ।

করেন গোবিন্দ-চর্চা নিমৃতে বসিয়া ॥ ২১ ॥

ভক্তপ্রিয় গায়কবর চট্টগ্রামবাসী মুকুন্দ—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় মুকুন্দ একান্ত ।
মুকুন্দের গানে জবে’ সকল মহান্ত ॥ ২২ ॥

অপরাজে নবদ্বীপস্থিত বৈষ্ণবগণের অশেষ-ভবনে সম্মিলন—

বিকাল হইলে আসি’ ভাগবতগণ ।
অশেষ-সভায় সবে হয়েন মিলন ॥ ২৩ ॥

মুকুন্দের কৃষ্ণকীর্তন-শ্রবণমাত্র ভক্তগণের

মাষিকবিকার চেষ্টা—

যেইমাত্র মুকুন্দ গায়েন কৃষ্ণগীত ।
হেন নাহি জানি, কেবা পড়ে কোন্ ভিত ॥ ২৪ ॥

মহাভাগবতগণের বিবিধ লোকবাহ্য আশ্রিক চেষ্টা—

কেহ কান্দে, কেহ হাসে, কেহ নৃত্য করে ।
গড়াগড়ি যায় কেহ বস্ত্র না সন্ধরে ॥ ২৫ ॥

হৃদয় করয়ে কেহ মালসাট মাঝে ।
কেহ গিয়া মুকুন্দের দুই পা’য়ে ধরে ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণকীর্তনানন্দে ভক্তগণের হৃৎশান্তি-বিশ্বাস্তি—

এইমত উঠয়ে পরমানন্দ-সুখ ।
না জানে বৈষ্ণব সব আর কোন দুঃখ ॥ ২৭ ॥

মুকুন্দকে দর্শনমাত্র নিমাইর তৎপরাজয়—

সাধনোদ্দেশে অবরোধন—

প্রভুও মুকুন্দ-প্রতি বড় স্নেহী মনে ।
দেখিলেই মুকুন্দের ধরেন আপনে ॥ ২৮ ॥

নিমাই ও মুকুন্দের শাস্ত্র-বিবাদ—

প্রভু জিজ্ঞাসেন কাকি, বাখানে মুকুন্দ ।
প্রভু বোলে,—“কিছু নহে”, আর লাগে বন্দ ॥ ২৯ ॥

গৌরহুন্দরকে বৃহৎপতিসদৃশ পণ্ডিত-দর্শনে, মদনসদৃশ রূপ-
বান্দ-দর্শনে সাধারণ লোকের মনে এই বিচার উপস্থিত হইয়া-
ছিল যে, তাদৃশ অলৌকিক সৌন্দর্য্য ও অসামান্য পাণ্ডিত্য—
জীবদ্দশা-পর্য্যন্তই স্থায়ী অর্থাৎ অনিত্য ; কিন্তু বস্তুতঃ নিত্য-
বিচারেই কৃষ্ণরস অবস্থিত । গৌরহুন্দরে নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্র বেচ্ছা-
লীলাময় কৃষ্ণরূপের পরিবর্তে কাক-বৈভব পরিদৃষ্ট হইলেই

নিমাইর সহিত মুকুন্দের কক্ষা-দান—

মুকুন্দ পণ্ডিত বড়, প্রভুর প্রভাবে ।

পক্ষ-প্রতিপক্ষ করি' প্রভু-সনে লাগে ॥ ৩০ ॥

কুট ছল-তর্ক উপাধনপূর্বক নিজভক্তগণের পরাজয়-সাধন—

এইমত প্রভু নিজ-সেবক চিনিঞা ।

জিজ্ঞাসেন কঁকি, সবে যায়েন হারিয়া ॥ ৩১ ॥

শ্রীবাসাদি ভক্তগণের নিমাই-পৃষ্ঠ কুট ছল-তর্কে

প্রজ্ঞান-জ্ঞান স্থানত্যাগ—

শ্রীবাসাদি দেখিলেও কঁকি জিজ্ঞাসেন ।

মিথ্যা-বাক্য-ব্যয়-ভয়ে সবে পলায়েন ॥ ৩২ ॥

কৃষ্ণরসমগ্ন ভক্তগণের ভক্তি-ব্যাখ্যাতেই অমুরাগ,

কৃষ্ণেতর-রসে বিরাগ—

সহজে বিরক্ত সবে শ্রীকৃষ্ণের রসে ।

কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা বিম্ব আর কিছু নাহি বাসে' ॥ ৩৩ ॥

ভক্তগণকে দর্শনমাত্র নিমাইর কুট-তর্কোপাধন, তাঁহাদের

উত্তরদানে অশক্তি-দর্শনে বিজ্ঞপোক্তি—

দেখিলেই প্রভু মাত্র কঁকি সে জিজ্ঞাসে ।

প্রবোধিতে নারে কেহ, শেষে উপহাসে' ॥ ৩৪ ॥

নিমাইর কুটতর্কের উত্তরপ্রদান-ভয়ে ভক্তগণের

দূরে দূরে অবস্থান—

যদি কেহ দেখে,—প্রভু আইসেন দূরে ।

সবে পলায়েন কঁকি-জিজ্ঞাসার ভরে ॥ ৩৫ ॥

ভক্তগণের কৃষ্ণকথায় উল্লাস, কিন্তু নিমাইর

কুটতর্কে উল্লাস প্রকাশ—

কৃষ্ণ-কথা শুনিতেই সবে ভালবাসে ।

কঁকি বিম্ব প্রভু কৃষ্ণ-কথা না জিজ্ঞাসে ॥ ৩৬ ॥

নিমাই-মুকুন্দ-সংবাদ-বর্ণন ; পাণ্ডিত্য-গর্ভভরে বহু-

ছাত্র-বেষ্টিত নিমাইর রাজপথে ভ্রমণ—

রাজপথ দিয়া প্রভু আইসেন একদিন ।

পড়ুয়ার সঙ্গে মহা-ওজ্জ্বলতার চিন ॥ ৩৭ ॥

গঙ্গাস্নানার্থী মুকুন্দেয় নিমাই-দর্শনে দূরে প্রস্থান—

মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা-স্নান করিবারে ।

প্রভু দেখি' আড়ে পলাইলা কথো-দূরে ॥ ৩৮ ॥

স্বীয় দ্বারদক্ষ ভৃত্য গোবিন্দ-সমীপে মুকুন্দের পলায়ন-

কারণ-জিজ্ঞাসা—

দেখি' প্রভু জিজ্ঞাসেন গোবিন্দের স্থানে ।

“এ বেটা আমারে দেখি' পলাইল কেনে ?” ৩৯ ॥

তদ্বিষয়ে গোবিন্দের স্বীয়-অজ্ঞতা-জ্ঞাপন—

গোবিন্দ বোলেন,—“আমি না জানি, পণ্ডিত !

আর কোন-কার্যে বা চলিল কোন্-ভিত ॥” ৪০ ॥

নিমাইর তৎকারণ-বর্ণন -

প্রভু বোলে,—“জানিলাও, যে লাগি পলায় ।

বহির্দুঃখ-সম্ভাষা করিতে না মুয়ায় ॥ ৪১ ॥

এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র ।

পাঁজী, বৃত্তি, টীকা আমি বাধানিয়ে মাত্র ॥ ৪২ ॥

আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন ।

অতএব আমি' দেখি করে পলায়ন ॥” ৪৩ ॥

মুকুন্দের নিন্দাচ্ছগ্নে স্বীয় কৃষ্ণস্বরূপ-ব্যাখ্যান—

সন্তোষে পাড়েন গালি প্রভু মুকুন্দে' ।

ব্যপদেশে প্রকাশ করেন আপনারে ॥ ৪৪ ॥

মুকুন্দের উদ্দেশে নিমাইর তৎসনা—

প্রভু বোলে,—“আরে বেটা কতদিন থাক ?

পলাইলে কোথা মোর এড়াইবে পাক ?” ৪৫ ॥

স্বীয় ভাবীলীলা-বিষয়ে প্রভুর ভবিষ্যদ্বাণী ; বিজ্ঞানশীলনা-

নস্তর উত্তরকালে নিজভজন-মুদ্রা-প্রদর্শনাদীকার—

হাসি' বোলে প্রভু—“আগে পড়ি' কতদিন ।

তবে সে দেখিবা মোর বৈষ্ণবের চিন ॥ ৪৬ ॥

শিব-নিরীক্ষি-বাহিত কৃষ্ণভজনাভিজ্ঞতা প্রদর্শনাদীকার—

এমত বৈষ্ণব মুই হইয়ু সংসারে ।

অজ্ঞ ভব আসিবেক আমার ছয়ারে ॥ ৪৭ ॥

ভক্তগণের বিশেষ আনন্দের বিষয় হইবে বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। ভগবান্ গৌরহরি যে সাক্ষাৎ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণস্বরূপ, তাহা তৎকালে বৈষ্ণবগণও লীলাময়ের ইচ্ছা-বশে বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। লীলাকল্লোলবারিদি শ্রীকৃষ্ণ

স্বীয় ইচ্ছাশক্তি যোগমায়ায় প্রভাবে বৈষ্ণবদিগকে গৌর-স্বরূপের স্বয়ংভগবদ্ব্য-প্রদর্শনদ্বারা স্বীয় প্রকরণলীলা-প্রকাশের সুযোগ অথবা ছদয়ে কোন অমৃতভূতি প্রদান না করায়, তাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াও তাঁহার নিজ-স্বরূপ (স্বয়ং ভগ-

ভবিষ্যতে অভূতপূর্ণ কৃষ্ণভজন-খ্যাতি লাভ —
 শুন, ভাই সব, এই আমার বচন ।
 বৈষ্ণব হইয়া মুই সর্ব-বিলক্ষণ ॥ ৪৮ ॥
 নিমাইর কুটতর্ক-ভীত ভক্তগণেরও ভবিষ্যতে
 তদ্বশোত্ত-কীর্তন-সম্ভাবনা—
 আমারে দেখিয়া এবে যে-সব পলায় ।
 তাহারাও যেন মোর গুণ কীর্তি গায় ॥” ৪৯ ॥
 চাক্রগণ-বেষ্টিত হইয়া স্ব গৃহে আগমন—
 এতেক বলিয়া প্রভু চলিল হাসিতে ।
 ঘরে গেলা নিজ-শিষ্যগণের সহিতে ॥ ৫০ ॥

বক্তা) দর্শন করেন নাই বা অবগত হন নাই। সাধারণ
 মায়াবদ্ধজীবের ত’ প্রচ্ছন্নদীপ্যায় ভগবানের দর্শনযোগ্যতাই
 ছিল না ১৩-১৪ ॥

ভগবানের প্রচ্ছন্নদীপ্যায় সহায়তা-নিমিত্ত ভগবদিক্ষা
 বশে বৈষ্ণবগণ বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত অনভিজ্ঞ জনগণের অভিনয়
 করিয়া প্রভুকে ভগবৎসেবা-পরায়ণ করিবার জন্ত সচেষ্ট
 হইয়াছিলেন। পরোক্ষ-ব্যতীত সাক্ষাৎসাক্ষ্যেও তাঁহার প্রভুকে
 বলিতেন যে, বৃথা পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মত্ত না থাকিয়া
 নিমাইর হরিভজন করাট শ্রেয়ঃ ॥ ১৫ ॥

প্রভু তৎকালে তাঁহাদিগকে বলিতেন, ‘আমার বিশেষ
 সোভাগ্য যে, তোমরা আমাকে হরিপরায়ণ হইবার জন্ত
 উপদেশ দিতেছ ॥’ ১৬ ॥

প্রভুর নিত্য-পার্ষদগণ ও ওদীয় প্রচ্ছন্নদীপ্যায় সহায়তার
 নিমিত্ত প্রভুর ইচ্ছায় তাঁহার মহিমা না জানিয়া অনভিজ্ঞের
 জ্ঞায় অভিনয় করিয়াছিলেন। যখন প্রভুর নিত্য-পার্ষদ-
 গণই তাঁহাকে দেখিয়া চিনিয়া উঠিতে পারেন নাই, তখন
 কর্মবুদ্ধিনিপুণ সাধারণ প্রাকৃত জনগণ তাঁহাকে কি-প্রকারে
 জানিতে পারিবে? ১৭ ॥

সুদূর চট্টগ্রামের অধিবাসিগণ ও বিত্তার্থী হইয়া গঙ্গাতীরে
 নববীপে বাস করিতেছিলেন ॥ ১৯ ॥

গৌরসুন্দরের ইচ্ছাক্রমে তৎকালে সকল ভক্তই প্রপঞ্চে
 প্রকটিত হইয়া জাগতিক বস্ত্র হইতে সন্ন্যাসভাষে উদাসীন
 হইয়া কৃষ্ণ-ভজনে নিরন্তর ব্যস্ত ছিলেন ॥ ২০ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট বৈষ্ণবগণ তৎকালে কৃষ্ণভজনে

বিশ্বস্তরের রূপা-বলেই তন্মাহাত্ম্যাবগতি-সামর্থ্য—
 এইমত রজ করে বিশ্বস্তর-রায় ।
 কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায় ১৫১ ॥
 তৎকালীন নদীয়ার কৃষ্ণেতর-বিষয়সম-সম্ভাবনা—
 হেনমতে ভক্তগণ নদীয়ায় বৈসে ।
 সকল নদীয়া মত্ত ধন-পুঞ্জ-রসে ॥ ৫২ ॥
 ভগবদ্ভক্তগণের হরিকীর্তন-শ্রবণে বহিঃপুণ বিষয়ী
 পাশ্চাত্যগণের বিজ্ঞপোক্তি—
 শুনিতেই কীর্তন, করয়ে পরিহাস ।
 কেহ বোলে,—“সব পেট পুষ্টিবার আশ ॥” ৫৩ ॥

উৎসাহ না পাইয়া নির্জনে কৃষ্ণের অমূল্যলীল করিতেছিলেন।
 যেখানে ভগবান বা ভগবৎপ্রিয় পার্শ্বদের সাক্ষাৎ আবির্ভাব
 বা অভিব্যক্তি নাই, সেখানে ‘নির্জন-ভজন’ই প্রশস্ত, নতুবা
 শ্রীভগবান ও ভক্তের আনুগত্যেই হরিকীর্তন বিধেয় ॥ ২১ ॥

বিষয়-রস হইতে পৃথক হইয়া ঐহারা ভগবদ্ভজন করেন
 তাঁহাদিগকে ‘মহান্ত’ বলা যায়। মুকুন্দের হরিলীলা-কীর্তন-
 শ্রবণে এতাদৃশ মহজ্ঞানগণের হৃদয় আদি হইত ॥ ২২ ॥

দিবসের কাব্য সমাপন করিয়া অপরাহ্নকালে ভক্তগণ
 শ্রীমায়াপুরে অধৈত-ভবনে আচাৰ্য্যপ্রভুর নিকট উপস্থিত
 হইতেন। শ্রীগৌরসুন্দর তৎকালে ভক্তগণের আশ্রয়স্বরূপে
 বিরাজমান থাকিবার লীলা প্রকাশ না করায়, অধৈতপ্রভুই
 সকল-বৈষ্ণবের আশ্রয়স্থল ছিলেন ॥ ২৩ ॥

মুকুন্দের কৃষ্ণগীত-শ্রবণে শ্রোতৃবর্গ প্রেমোন্মত্ত হইয়া
 নানা-দিকে নানা-স্থানে ভূতলে পতিত হইতেন ॥ ২৪ ॥

বস্ত্র না সঞ্চরে,—নিজ-নিজ-দেহের যথাস্থানে আবরণ-বস্ত্র
 রক্ষা করিতে অসমর্থ হইতেন ॥ ২৫ ॥

প্রভু মুকুন্দকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিলে, মুকুন্দ তাহার
 যে উত্তর প্রদান করিতেন, প্রভু তৎক্ষণাৎ উহা উড়াইয়া
 দিতেন; ফলে, উভয়ের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইত ॥ ২৬ ॥

প্রভুর রূপায় মুকুন্দের পাণ্ডিত্যের অবধি নাই। বাদ-
 প্রতিবাদ-দ্বারা মুকুন্দ প্রভুর সহিত তর্ক-সময়ে প্রবৃত্ত হইতেন ॥

শ্রীমাদি ভক্তগণ নিমাইর ফাঁকি-জিজ্ঞাসারূপ মিথ্যা-
 বাক্যব্যয়ের আশঙ্কায় তাঁহাকে তাদৃশ অবসর না দিবার জন্ত
 তাঁহার সম্মুখীন না হইয়া পলায়ন করিতেন। বিচার-শাস্ত্রে

শুধু জ্ঞানচর্চা ছাড়িয়া শুদ্ধ ভক্তগণের কৃষ্ণনাম-নর্তন-কীর্তনে

পাষণ্ডিগণের অপত্তি—

কেহ বোলে,—“জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার।

উদ্ধতের প্রায় নৃত্য,—এ কোন্ ব্যভার ?” ৫৪ ॥

ভারবাহী ভাগবতপাঠকাভিমানী পাষণ্ডীর শুদ্ধভক্ত-কৃত

কৃষ্ণোৎকীৰ্তন-নর্তনাদির অভিধেয়ে অনভিজ্ঞতা—

কেহ বোলে,—“কত বা পড়িলু’ ভাগবত।

নাচিব কাঁদিব,—হেন না দেখিলু’ পথ ॥ ৫৫ ॥

মহাভাগবত শ্রীবাসাদি স্নাতচতুষ্টয়ের উচ্চ হরিকীর্তনে

পাষণ্ডিগণের নিদ্রা ব্যাঘাত—

শ্রীবাসপণ্ডিত চারিভাইর লাগিয়া।

নিদ্রা নাহি যাই, ভাই, ভোজন করিয়া ॥ ৫৬ ॥

ভক্তগণের যথেষ্ট অধিকার থাকিলেও শুধু হকের অপ্রতি-
ষ্ঠানতৌ তাঁহারা অচিন্ত্য-বিষয়ে তর্ক যোজনা করিতে
অগ্রসর হইতেন না ॥ ৩২ ॥

অধোক্ষত্রী কৃষ্ণের রসিক ভক্তগণ কৃষ্ণের সকল-
বস্তুতেই স্বাভাবিক বৈরাগ্যবিশিষ্ট। সকল-বস্তুতে কৃষ্ণসম্বন্ধ-
দর্শনই তাঁহাদের একমাত্র প্রীতিকর ব্রত। কৃষ্ণরসের প্রয়ো-
জনীয়তা প্রচীত হওয়ায় তদিতর রসসমৃদ্ধ তাঁহাদের দৃষ্টিতে
‘বৃথা’ বলিয়া নিরূপিত হইত ॥ ৩৩ ॥

নিমাইর সহিত যখনই কোনও ভক্তের সাক্ষাৎকার হইত,
তখনই নিমাই তাঁহাকে ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যতিব্যস্ত
করিয়া তুলিতেন। ভক্তগণ সেই সকল ফাঁকি-জিজ্ঞাসার
উত্তর-প্রদান-দ্বারা নিমাইকে নিরস্ত করিতে পারিতেন না,
সুতরাং তাঁহাদের সমস্ত যুক্তি অবশেষে নিমাইর উপহাসেই
পর্যবসিত হইত ॥ ৩৪ ॥

ভগবদ্ভক্তগণ তুচ্ছ পার্থিব-বৃত্তিতর্কের ফক্কিকায় বৃথা
সময়-ক্ষেপাশঙ্কায় নিমাইর সম্মুখীন হইতেন না। তাঁহার
সহিত সাক্ষাৎকার না করিয়া পরাশ্রিত থাকিয়া দূরে দূরে
অবস্থান করিতেন ॥ ৩৫ ॥

ভক্তগণ কৃষ্ণকথা শুনিতেই ভালবাসিতেন, কিন্তু প্রভু
ভক্তগণের গুপ্ত বা লুক্কায়িত থাকিবার উদ্দেশ্যেই কৃষ্ণকথা
ব্যতীত ইতরকথা-দ্বারা তাঁহাদিগকে মোহিত করিয়া স্বীয়
প্রকৃত অবতারিষ্ণ সংরক্ষণ করিতেন ॥ ৩৬ ॥

পাষণ্ডিগণের উচ্চহরিকীর্তন-নর্তন-বিবোধ—

ধীরে-ধীরে ‘কৃষ্ণ’ বলিলে কি পুণ্য নহে ?

নাচিলে, গাইলে, ডাক ছাড়িলে, কি হয়ে ?” ৫৭ ॥

বৈষ্ণব-দর্শনমাত্র পাষণ্ডিগণের কুবাক্য-প্রয়োগ—

এইমত যত পাপ-পাষণ্ডীর গণ।

দেখিলেই বৈষ্ণবেরে, করে কু-কথন ॥ ৫৮ ॥

পাষণ্ডিগণের কটুক্তিতে ভক্তগণের কৃষ্ণদমীপে-

দুঃখ-নিবেদন ও তদীয় ধবতরণ-প্রাণনা—

শুনিয়া বৈষ্ণব সব মহাত্ম্য পায়।

‘কৃষ্ণ’ বলি’ সবেই কাঁদেন উর্দ্ধ রা’য় ॥ ৫৯ ॥

“কতদিনে এ-সব দুঃখের হবে নাশ।

জগতেরে, কৃষ্ণচন্দ্র, করহ প্রকাশ ॥ ৬০ ॥

বিজ্ঞানীর সহিত বাক্যযুদ্ধে নিমাই স্বীয় প্রগল্ভতার বা
উদ্ধতের নিদর্শন প্রকাশ করিতেন ॥ ৩৭ ॥

গোবিন্দ,—ইনি তথা-কথিত ‘গোবিন্দ কন্মকার’ নহেন।

প্রভু তৎকালীন সঙ্গী দ্বারপাণ ভূত্য ॥ ৩৯ ॥

কৃষ্ণের বিষয়ে বাক্যালাপিত বাহস্থল্য আলাপ। বদ্ধজীব
স্ব-স্ব-মানসিক-চেষ্টা দ্বারা বাহ্যবস্তুসমূহকে স্বীয় ভোগপরাণায়
নিযুক্ত করে। তৎকালে বদ্ধজীব বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া
কৃষ্ণকথা ভুলিয়া ভগবানের বহিঃস্বাশক্তি-বিষয়ক বাক্যে কাল
যাপন করে। ঐহাদিগের আত্মবৃত্তির উন্মেষ হয়, তাঁহারা
হরিসেবা-পর বাক্যাদিতেই নিযুক্ত থাকেন। ফলতঃ জীবের
কখনই হরিকথা ব্যতীত অত্র কথায় কালক্ষেপ কর্তব্য নহে ॥

বৈষ্ণবের শাস্ত্র,—বাদরায়ণ-সূত্রের মুখ্যভাষ্য শ্রীমদ্ভাগবত,
—“শ্রীমদ্ভাগবতং পুরাণমমলং যদবৈষ্ণবানাং প্রিয়ম্”; বিষ্ণু-
পুরাণ ও পদ্মপুরাণাদি সাষত পুরাণ-ঘটক, বিংশতি ধর্ম-
শাস্ত্রের মধ্যে হারীতাди সাষতস্মৃতিসমূহ, গোপাল-তাপনী
ও নৃসিংহতাপনী প্রভৃতি ঐতিহ্য-গ্রন্থ, নারদ-হর্ষদর্শ-প্রহ্লাদ প্রভৃতি
সাষত পঞ্চরাত্র-সমূহ এবং ভাগবত মহাঙ্গন-লিখিত প্রকরণ-
গ্রন্থাদি ॥ ৪২ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের কথায় তৎকালে কোন কৃষ্ণগুণ-কীর্তন
প্রকাশিত না থাকায় ভক্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া দূরে
চলিয়া যাইতেন ॥ ৪৩ ॥

বৈষ্ণবপতি অষ্টৈতাচার্য্য-সমীপে বৈষ্ণবগণের

দুঃখ-নিবেদন—

সকল বৈষ্ণবমিলি' অষ্টৈতের স্থানে ।

পাষণ্ডীর বচন করেন নিবেদনে ॥ ৬১ ॥

পাষণ্ডীগণের বৈষ্ণববিষেক্ষ-শ্রবণে অষ্টৈত প্রভুর ক্রোধভরে

আশ্বাস-দান ও ভবিষ্যদ্বাণী—

শুনিয়া অষ্টৈত হয় রুদ্র-অবতার ।

“সংহারিমু সব” বলি' করয়ে ছন্দার ॥ ৬২ ॥

গৌর-নারায়ণের অবতরণ বর্ণনপূর্ব্বক আশ্বাস-বাণী—

“আসিতেছে এই মোর প্রভু চক্রধর ।

দেখিবা কি হয় এই নদীয়া-শিতর ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণ প্রকটন ও ভক্তিগুণগন-হেতু স্বীয় ‘অষ্টৈত’-নামের

সার্থকতা-সম্পাদনাদ্বীকার—

করাইমু কৃষ্ণ সর্ব্ব-নয়নগোচর ।

তবে সে ‘অষ্টৈত’-নাম কৃষ্ণের কিঙ্কর ! ৬৪ ॥

ভক্তগণকে প্রবোধ ও উৎসাহ প্রদান—

আর দিন-কত গিয়া থাক, ভাই-সব !

এখাই দেখিবা সব কৃষ্ণ-অমুভব ॥” ৬৫ ॥

অষ্টৈতপ্রভুর আশ্বাস-বাক্যে ভক্তগণের উৎসাহভরে

কৃষ্ণকীর্তন—

অষ্টৈতের বাক্য শ্রুতি' ভাগবতগণ ।

দুঃখ পাসরিয়া সবে করেন কীর্তন ॥ ৬৬ ॥

অন্তরে সঙ্কট হইয়া বাহিরে মুকুন্দকে ভৎসনা করিবার ছলনায় স্বীয় স্বরূপ প্রকাশ করিলেন অর্থাৎ হরিকথার অমুনোদনকারী হইলেন । রামভক্তগণ যেকপ রাধাকৃষ্ণের নামোল্লেখের পরিপন্থে সীতারাম-নামের উল্লেখ করেন, কিন্তু তাঁহাদের তাদৃশ বাহু মতভেদ-প্রকাশ—রাধাকৃষ্ণ-নাম-শ্রবণেই অল্পতম চেষ্টা, কৃষ্ণভক্তগণ ও তজ্জপ বৈদ-ঐশ্বর্য্য-প্রধান ‘সীতারাম’-নামোচ্চারণের যোগ্যতা-পরীক্ষাব নিমিত্ত রামভক্তগণের নিকট ‘রাধাগোবিন্দ’ নাম উচ্চারণ করিয়া থাকেন । এরূপ কথামুখে হরিসেবা-প্রবৃত্তি—বাহ্যভাস্তর-চেষ্টা-বৈপরীত্য ॥ ৪৪ ॥

পাক,—(পাচ+ঘণ্ড, বা পবিক্রম-শব্দের অপভ্রংশ?), ঘটনা-ক্রম বা চক্র, কৌশল, ‘পেচ’ ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মা-শিবাদি আধিকারিক দেবগণ—বৈষ্ণবের পরমবন্ধু । যেখানে ভগবৎসেবা-পর বৈষ্ণবের অধিষ্ঠান, সেখানে বিরিকি, হর, নারদাদির শুভাগমন । দৌকিক-বিচারে দেবগণের স্থান অতি উচ্চে । কিন্তু বৈষ্ণবের প্রাণ-মুগ্ধ-দেবগণের বৈষ্ণবের দ্বারে আগমন—তাঁহাদের দৈজ্ঞ-জ্ঞাপক ॥ ৪৭ ॥

সর্ব্ববিলক্ষণ,—অপরাপর সমস্ত বৈষ্ণব অপেক্ষা অধিক ভগবৎসেবা-ভৎপর । অভিধেয়-তারতম্য-ক্রম-বিচারে ভগবদাশ্রিতগণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা শ্রীরূপ-গোষামিপ্ৰভু-কৃত শ্রীউপদেশামৃত ৯ম শ্লোকে এরূপ বিধিত আছে,—‘কর্ম্মিতাঃ পরিতো হরেঃ প্রিয়তয়া ব্যক্তিঃ যযুক্তানিনন্তোজো জ্ঞান-বিমুক্তত্বক্লিপরাঃ প্রেমৈকনিষ্ঠান্ততঃ । তেভ্যস্তাঃ পুতপাল-

গজ্জদৃশস্তাভোহপি সা রাধিকা প্রেষ্ঠা তদ্বদীয়ং তদীয়সরসী তং নাশ্রয়েৎ কঃ কৃতা ॥’ ৪৮ ॥

নদীয়াবাসী সকলেই বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া প্রাকৃত বিজ্ঞান-ধন-সংগ্রহ ও দারাপুত্রাদির স্নেহে অতি প্রমত্ত থাকায় হরিসেবা-বিমুগ্ধ ছিল । তাঁহাদের ভগবৎকীর্তন-শ্রবণে কোনও অমুরাগ ছিল না বা কৃষ্ণ-কীর্তনের অগ্ৰ প্রয়োজনীয়তারও উপলব্ধি ঘটে নাই । তজ্জন্ত তাঁহারা ভগবৎসেবায় তুচ্ছ-তাচ্ছল্য ও পরিহাসাদি করিত । ভগবৎসেবার উদ্দেশে হরিকীর্তনকে কর্ম্মকাণ্ডের জনগণের উদরভরণের অল্পতম চেষ্টা বলিয়া মনে করিত ॥ ৫০ ॥

নির্ভেদরক্ষামুসন্ধানকে ‘জ্ঞান’ বলে । নির্কিংশেষবাদী উহাই ‘প্রয়োজন’ বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন । কৃষ্ণবিমুগ্ধ বদ্ধজীবের ইঞ্জিয়সমূহের তর্পণ-যোগ্য বস্তু বা ব্যাপারই ‘বিষয়’-নামে কথিত । তাদৃশ বিষয় হইতে নিবৃত্তি বা চিন্তাবৃত্তিনিরোধের নামই ‘যোগ’ । নির্কিংশেষ-মতাবলম্বী ব্যক্তি এক-সাব্যুজ্য ও ঈশ্বর-সাব্যুজ্যকেই জীবের ‘শেষ-প্রয়োজন’ বলিয়া বিচার করেন । তাঁহাদের সাধন প্রক্রিয়াও নির্কিংশেষ-বেদান্ত এবং অষ্টাঙ্গ-যোগ-শাস্ত্র প্রকৃতিতেই আবদ্ধ । ভগবদ্ভক্তির কখনও তাদৃশ হয় ও অমুপাদেয় অনিত্য কৈতব প্রদব করে না । সেবানুগ-জনগণে যে চাক্ষু্য পরিদৃষ্ট হয়, উহা কোনও ইঞ্জিয়তর্পণমূলক নহে । কিন্তু নির্কিংশেষজ্ঞানী বা বোগি-সম্প্রদায় তাঁহাদের সর্কারী অধিকারবশে অবস্থিত থাকায় ভগবত্কের চেষ্টা বুঝিতে অসমর্থ । (ভাঃ ১১২১৪০—)

কৃষ্ণনাম-মঙ্গল-রসে ভক্তগণের মজ্জন—

উঠিল কৃষ্ণের নাম পরম-মঙ্গল ।

অধৈত-সহিত সবে হইলা বিহ্বল ॥ ৬৭ ॥

কৃষ্ণকীর্তন-সুখামৃত-হেতু ভক্তগণের হৃৎ-বিস্মৃতি—

পাখণ্ডীর বাক্য-আলা সখ গেল দূর ।

এইমত পুলকিত নবদ্বাপপুর ॥ ৬৮ ॥

বিজ্ঞা-বিলাস-রত শরীফনন্দ নিমাই—

অধ্যয়ন-সুখে প্রভু বিশ্বস্তর-রায় ।

নিরবধি জননীর আনন্দ বাড়ায় ॥ ৬৯ ॥

‘অলকালিন’ দৈবপুত্রীর নবদ্বীপে আগমন—

হেমকালে নবদ্বীপে ঐদৈবরপূরী ।

আইলেন অতি অলঙ্কিত-বেশধরি ॥ ৭০ ॥

‘হরিরামদিল্ল-মদাতিমত’ হরিনন্দ দৈবরপূরী—

কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল মহাশয় ।

একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি-দয়াময় ॥ ৭১ ॥

অব্যক্ত-গূঢ়-লিঙ্গ পুরীপাদের অধৈত-ডবনে আগমন—

তান বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে ।

দৈবে গিয়া উঠিলেন অধৈত-মন্দিরে ॥ ৭২ ॥

“এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্য। জাতামুগাংগো দ্রুতচিত্ত উচৈঃ ।

হসত্যথো রোদিতি রোতি গায়ত্য়ান্মাদবনুত্যতি লোকবাহঃ ॥”

অভিধেয়-বিচারে জ্ঞানবোধের অনিন্দ্যসাধনাদি ভক্তগণ
আদর করেন না। তাহারা নিত্যসুখগণের সেবা-প্রযুক্তির
অমূল্য ক্রিয়াগুলিকেই অভিধেয়-সাধনভক্তি বলিয়া জানেন।
তাই বলিয়া, আউল, বাউল, কর্ত্তাভজা, সহজিয়া, সখীভেকী,
শ্রীমত, অতিবাড়ীগণের কপট ও কৃত্রিম শ্রবণ, কীর্ত্তন, নর্ত্তন-
বাদন-হলনার স্ব-স্ব-ভেদে প্রিয় তর্পণকে সাধন বা শুদ্ধভক্তি-
যজন বলিয়া অস্বীকার করেন না ॥ ৫৪ ॥

অজরুচিবৃত্তি-সাহায্যে ভারবাহী অঙ্গসার-হৃদয় তথা-কথিত
শাস্ত্র-পাঠকাভিমানিগণ দম্বভরে বলিত যে, শ্রীমদ্ভাগবতে
ভগবত্কর্ত্তের কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্ত্তনে ক্রন্দন এবং নৃত্য করিবার
কোন উপদেশ দেখা যায় না। ভাগবতের তাদৃশ পাঠকাভি-
মানী ও শ্রোতৃগণ জড়স্বার্থসাধনোদ্দেশ্যে যে কৃত্রিম নৃত্য-
ক্রন্দনাদির ছল-চেষ্টা দেখায়, তাদৃশ অন্তঃশিক্ষা ভাগবতে
না থাকিলেও হরিসেবা-প্রবৃত্ত প্রবৃত্ত নির্মল জীবাশ্মায় কৃষ্ণের
প্রেম-সেবা-জনিত সান্নিধ্যভাবসমূহ যে কখনও কখনও
প্রকাশিত হইয়া পড়ে, ইহা শ্রীমদ্ভাগবতে প্রচুররূপে কথিত
হইয়াছে ॥ ৫৫ ॥

ভক্তভক্তগণের উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনামের কীর্ত্তন-কালে ইন্দ্রিয়-
তর্পণপ্রিয় জনগণ, তাহারা ও মিত্রাদি সুখভোগের ব্যাঘাত
দৃষ্টব্য করার, অত্যন্ত অসম্মত হইয়াছিল। শ্রীবাসপুত্র
হাতীরের সহযোগে প্রত্যহ নিশাভাগে উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন-
করায়, বিবর্ত্তভোগ-প্রদ-চিত্ত কীর্ত্তকান্তিগণ তাদৃশ নির্মল
অভিধেয়-বিচারের জন্ম করিতে পারে নাই ॥ ৫৬ ॥

সাধারণ কৰ্ম্মকাণ্ডের জনগণ তাহাদের ইন্দ্রিয়-তর্পণের
উৎকৃষ্ট ব্যবহার অত্র পুণ্যফলাঙ্গনানার্বই বীর জড়-ধারককে
নিয়োগ করিত। “কামুকাঃ কামিনীময়ঃ পতন্তি “অগং”
এই স্তায়হুগারে তাহারা মনে করিত যে, প্রবৃত্তাস্থা শুদ্ধ-
ভক্তও, বোধ হয়, তাহাদেরই স্তায় হরিসেবার হলনার পুণ্য
সংগ্রহ করিয়া, নিজের নম্বর ইন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি করিতেছে।
এই অপকৃষ্ট ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া তাহারা, বৈকুণ্ঠের
ক্রিয়া-কার্য্যকলাপে তাহাদের স্তায় সর্বদা পুণ্যার্জন-পিপাসা
বর্ত্তমান আছে, মনে করিত। তজ্জন্ত বহির্গত অন্তঃক-সম্প্র-
দায় ভগবত্কর্ত্তের অভিধেয় সাধনে মতভেদ প্রকাশ করিত।
তাহারা কৃত্রিম নির্জন-তজ্ঞনের পক্ষপাতী হইয়া সর্বভোগের
কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের বিরোধী এবং স্বকপোল-কল্পিত ধারণা-বশে
বিপথগামী হইয়াছিল। তাহারা মূঢ়তা-বশে বলিত যে,
কৃষ্ণনামের নৃত্য-গীত বা উচ্চৈঃস্বরে প্রেমাস্তিত্তরে ভগবৎ-
সাধোনাশ্রয়ক পদপ্রয়োগ প্রকৃতি বৈকুণ্ঠের অভিধেয়-সমূহও
কৃত্রিম নির্জন-তজ্ঞনাদির সহিত তুল্য এবং কোনও কোনও
স্থলে তদপেক্ষাও নূন ॥ ৫৭ ॥

সংকথন,—বৈকুণ্ঠগণের সম্বন্ধে প্রচুর সমালোচনা-মুখে
স্ব-স্ব-বিরুদ্ধতাবের অভিযুক্তি ॥ ৫৮ ॥

বৈকুণ্ঠগণ কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অজ্ঞাভিলাষীর সুবুদ্ধিহীন
বাক্যাদি-শ্রবণে ছদয়ে ক্রোধ বোধ এবং তাহাদের হৃদিশা
দেখিয়া চক্ষে অশ্রুত্ব করিতেন এবং ছদয়ের আর্তির সহিত
ভগবানের নিকট তাহাদের নিত্য-মঙ্গলকামিনী-মূলে এই
সকল ছদয়ের কথা বিজ্ঞাপন করিতেন ॥ ৫৯ ॥

কতদিনে প্রত্যেক পরম-পতাবত কৃষ্ণের প্রকাশ দেখিতে

দৈত্ভরে তাঁহার অধৈত-মন্দিরে উপবেশন—

যেখানে অধৈত সেবা করেন বসিয়া ।

সম্মুখে বসিলা বড় সঙ্কচিত হৈয়া ॥ ৭৩ ॥

গুড়াক্ষাঃ হইয়াও পরস্পরের নিকট হরিজনগণ

চিরপরিচিত—

বৈষ্ণবের তেজ বৈষ্ণবেতে না লুকায় ।

পুনঃ পুনঃ অধৈত তাহান পানে চায় ॥ ৭৪ ॥

পূরীপাদকে বৈষ্ণবসন্ন্যাসি-বুদ্ধিতে অধৈতচাচার্যের প্রভু-

সম্বোধন ও আগমন-ধারণ-জিজ্ঞাসা—

অধৈত বোলেন,—“বাপ, তুমি কোন্ জন ?

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী তুমি,—হেন লয় মন ॥” ৭৫ ॥

ষাভাবিক অতুল-দৈত্ভরে পূরীপাদের উত্তর-প্রদান—

বোলেন ঈশ্বরপুরী,—“আমি শূদ্ধাধম ।

দেখিবারে আইলাও তোমার চরণ ॥” ৭৬ ॥

বৈষ্ণব-সন্নিগন-দর্শনে মুক্তদের কৃষ্ণলীলা-গান—

বুকিয়া মুকুন্দ এক কৃষ্ণের চরিত ।

গাইতে লাগিলা অতি-শ্রেয়ের সহিত ॥ ৭৭ ॥

কৃষ্ণলীলা-শ্রবণমাত্র পুরীপাদের প্রেমাক্র-বর্ষণ ও ভূ-লুঠন—

যেইমাত্র শুনিলেন মুকুন্দের গীতে ।

পড়িলা ঈশ্বরপুরী চলি পৃথিবীতে ॥ ৭৮ ॥

নয়নের জলে অস্ত নাহিক তাহান ।

পুনঃ পুনঃ বাড়ে প্রেম-ধারণ পয়ান ॥ ৭৯ ॥

পূরীপাদকে অক্কে ধারণ পূর্বক অধৈতের প্রেমাক্র-বর্ষণ—

আন্তে-ব্যস্তে অধৈত তুলিলা নিজ-কোলে ।

সিক্ত হইল অঙ্গ নয়নের জলে ॥ ৮০ ॥

উভয়ের প্রেমবিকার-বৃদ্ধি, মুকুন্দের কালাচিত প্রোক্তাভি—

সম্বরণ নহে প্রেম পুনঃ পুনঃ বাড়ে ।

সন্তোষে মুকুন্দ উচ্চ করি' শ্লোক পড়ে ॥ ৮১ ॥

পাইবেন,—এই ভাবিয়া তাঁহারা আশাপথ নিরীক্ষণ করিয়া থাকিতেন । কৃষ্ণের আবির্ভাব হইলেই জগতের তমোরাশি সকল কক্ষ বিনষ্ট হইবে,—ইহাই তাঁহাদিগকে আশাস প্রদান করিত ॥ ৬০ ॥

ভগবৎসেবা-বিনুখ ভগবন্তীলা-বিলাস-বিরোধী জনগণই—
পাশ্চাত্য । তাদৃশ পার্শ্বগণের ব্যবহার ও উক্তি—বৈষ্ণব-
বিষয়পূর্ণ । শ্রীঅধৈতপ্রভুকে তৎকালে নবদ্বীপের বৈষ্ণব-
গণের মধ্যে সর্বপ্রধান জানিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট
বৈষ্ণব-বিষয়গণের পাশ্চাত্য জ্ঞাপন করিয়াছিলেন ॥ ৬১ ॥

শ্রীঅধৈতপ্রভু বিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পাদরাজস্বরে বিষয়ী
পাশ্চাত্যগণের পরষ বাক্যে অত্যন্ত ক্রোধ প্রকাশ করিয়া
'সকলকেই সংহার করিব' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিতে
লাগিলেন । বৈষ্ণবাচাৰ্য্য-স্বরে তৎকালে এই ক্রোধকে ঘে-
'সকল ব্রহ্মবুদ্ধি অনভিজ্ঞ বৈষ্ণব-বিষয়গণ আপনাদের ইচ্ছায়-
তর্পণ-ব্যাখ্যাতজনিত ক্রোধের সহিত সম বা তুল্য জ্ঞান করে,
তাঁহাদের নরকবাদ—ঈব ও অবশ্যজ্ঞাবী ॥ ৬২ ॥

শ্রীঅধৈতপ্রভু তারম্বরে প্রতীকার-প্রার্থী বৈষ্ণবগণকে
জানাইতে লাগিলেন যে, তাঁহার সেবা স্বদর্শনচক্রধারী বিষ্ণু
নবদ্বীপে শুভাগমন করিতেছেন । তাঁহার দ্বারাই মূর্ত্তমান-
গণের অনভিজ্ঞতা অপগারিত্ব হইবে ॥ ৬৩ ॥

কৃষ্ণ হইতে কৃষ্ণভক্ত অভিন্ন । বস্তুর অধ্বয়তা-নিবন্ধন
অভেদাংশে বিষ্ণুর বিলাস-বিগ্রহ ও অংশসমূহ তাঁহার সহিত
অভিন্ন । ভেদাংশে জীবসমূহ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তবে অব-
স্থিত । তজ্জন্ত আচার্য্যপ্রভুকে অধৈত-সংজ্ঞা ধারণ করিতে
হইয়াছিল । নিত্যশুদ্ধমনাতন অচিন্ত্যভেদাভেদবিচার পূর্ব-
কালে সাধারণ ভাষায় 'শুদ্ধাধৈত'-নামে পরিচিত ছিল ।
উহাই বোধায়নাদি-ঋষিকুল-সম্মত শ্রীরাধামুখ্যায় ব্যাখ্যায়
'বিশিষ্টাধৈত'-নাম ধারণ করে, বস্তুতঃ তাহাও বিশেষবিচারে
অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারেরই আংশিক প্রকাশ । কেবলা-
ধৈতবাদ হইতে ভিন্ন-সিদ্ধান্তে শুদ্ধাধৈতবাদ বা বিশিষ্টা-
ধৈতবাদ-বর্ণিত বিচারসমূহের সহিত একতাৎপর্য্যপন্ন হইয়া
ধৈতাদৈতবাদও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচারেরই এক প্রকার
সামান্য দর্শন । কেবলাধৈতীর সহিত স্পষ্ট বা প্রকান্ত ভেদ-
স্থাপনমূলে শুদ্ধাধৈত-বিচারও অচিন্ত্য-ভেদাভেদেরই প্রার-
ম্ভিক বিচার বলিয়া কথিত । সুতরাং গোড়ীয়বৈষ্ণবাচার্য্য
শ্রীঅধৈতপ্রভু শুদ্ধাধৈত, বিশিষ্টাধৈত, ধৈতাদৈত ও শুদ্ধাধৈত-
সিদ্ধান্তসমূহের সূত্রীতা-একতন-মানসেই গোড়ীয়-বৈষ্ণবীর
বেদান্তবিচার-প্রণালীর প্রারম্ভিক স্বরূপত্ব করিয়াছেন ।
শ্রীমদ্রসম্বন্ধ ও তদীয় অঙ্গণ গোষ্ঠাধিবট্টক সেই অচিন্ত্য
ভেদাভেদবাদের শাখা-প্রশাখা পরিত্যক্ত করিয়াছেন । কৃষ্ণ

উভয়ের প্রেম-দর্শনে ভক্তগণেরও অল্পম আনন্দ—
দেখিয়া বৈষ্ণব সব প্রেমের বিকার ।

অতুল আনন্দ মনে জন্মিল সবার ॥ ৮২ ॥

পশ্চাৎ পুরীপাদের পরিচয়-লাভান্তে ভক্তগণের

হর্ষভরে হরিস্মরণ—

পাছে সবে চিনিলেন শ্রীঈশ্বরপুরী ।

প্রেম দেখি' সবেই সত্তরে 'হরি-হরি' ॥ ৮৩ ॥

কৈঙ্কর্যে নিত্যাবস্থিত 'অঈত'-নামের সার্থকতা-মূলে 'সর্ব'-শব্দে বৌদ্ধ, কন্নী, ও কেবলান্বিতবাদী নির্কিংশেবাদিগণকেও কৃষ্ণস্বরূপ প্রদর্শন করাইবেন বলিয়া ঐ অঈতচার্য্য স্বীয় সেবা-প্রবৃত্তি প্রপঞ্চে প্রকাশ করিয়াছিলেন। 'সর্ব'-শব্দে পূর্বতন বৈষ্ণব ঋষিগণকে ও মধ্যযুগীয় বুদ্ধবৈষ্ণবের মতামতাদায়ী জনগণকেও বুঝিতে হইবে। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত কৃষ্ণ-কিঙ্করের অস্ত্র কোনও বিচার নাই। তাঁহাদের যাবতীয় ক্রিয়াই কৃষ্ণ-সুখ-তাৎপর্য্যময়। 'জগতের সকলেই ভগবত্ত্বক্তিতে প্রতিষ্ঠিত হউন',—এতদ্ব্যতীত আচার্য্যের অস্ত্র কোন চিন্তা বা ক্রিয়া নাই। কর্মমিশ্র ভক্তি কর্মগুরুশূন্য-রূপে পরিণতিতে কেবল-ভক্তিরূপে পর্য্যবসিত হয়; সেইকালে প্রাপঞ্চিক-বিচারোপ-ভেদ-প্রতীতি দূরীভূত হইয়া ভগবৎসেবকের চিন্ময় ভেদ-প্রতীতি উদ্ভিত হয় ॥ ৬৪ ॥

শ্রীঅঈতপ্রভু বলিলেন,—হে ভক্তপ্রার্থিবর্গ, তোমরা আর কিছুদিন অপেক্ষা কর। অন্তরে ও বাহিরে তোমরা এখানেই কৃষ্ণকে অনুভব করিবে। তোমাদের ভজন-প্রভাবে গোপীরমণ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং তোমাদের মধ্যে শ্রীগৌরসুন্দর-মূর্ত্তি প্রকটিত করাইবেন। তাঁহার সেবার দ্বারাই কৃষ্ণসেবার মুহূর্ত্তা-লাভ হইবে। তাই বলিয়া শ্রীঅঈতপ্রভুর উক্তি "গোপী ছাড়ি' গৌরানন্দনগরী-বাদ" প্রচারিত হয় নাই। শ্রীকর্ত্তন-কার্য্যে শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা-মধ্যেই শ্রীগৌরপূজার শ্রীকৃষ্ণ-পূজা এবং শ্রীকৃষ্ণ-পূজায় শ্রীগৌর-পূজা হইয়া থাকে। মৃত অনভিজ্ঞ জনগণ শ্রীগৌরসুন্দরকে 'কৃষ্ণ' না জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপ গুরুমাত্র জ্ঞান করায় ভগবত্ত্বক্তি হইতে অধোগত হয়; আবার, কৃষ্ণলীলা হইতে গৌরলীলাকে সাধকলীলামাত্র মনে করাতেও তাহাদের তাদৃশী অপগতি ঘটে। শ্রীকৃষ্ণলীলা শ্রীগৌরসুন্দরেরই সঙ্কোচ-প্রধান লীলা;

হুজেরভাবে অনক্যালিন্স পুরীপাদের নবদীপে পর্য্যটন—

এইমত ঈশ্বরপুরী নবদীপপুত্রে ।

অলঙ্কিতে বুলেন, চিনিতে কেহ নারে ॥ ৮৪ ॥

নিমাইপণ্ডিত ও পুরীর সংবাদ-বর্ণন; অধ্যাপনান্তে

একদা স্বগৃহাভিমুখে নিমাইর আগমন—

দৈবে একদিন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।

পড়াইয়া আইসেন আপনার অর ॥ ৮৫ ॥

উহা প্রাপঞ্চিক প্রাকৃত-সহজিয়াবাদে আবদ্ধ নহে। শ্রীগৌর-লীলাকে শ্রীকৃষ্ণলীলা হইতে জড়বিলাসবৈচিত্র্যবৎ পূর্ণগু-বুদ্ধি করিলে সাধক স্বস্থান-চ্যুত হইয়া মায়াবদ্ধ জীব হইয়া পড়ে। তখন তাহার ক্লিষ্টভজন দূরীভূত হইয়া মায়া-প্রসূত কাল্পনিক গৌর-ভোগে কুপ্রবৃত্তি দেখা যায়। শুদ্ধগৌরভক্তগণ এই প্রকার শাস্ত্রমতবাদী মায়া-সেবক গৌরভক্তভ্রমবগণের সঙ্গ করেন না। শুদ্ধভক্তের বিচারে,—বাউল, সহজিয়া, গৌর-নাগরী প্রভৃতি ত্রয়োদশপ্রকার বৈষ্ণবস্বরূপ উপসম্প্রদারেই বিদ্বত্ত্বক্তি প্রবলা; তাহাদের হৃৎসঙ্গবর্জনই শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নিকটতম ভক্তি। জীবের হৃদয়ে যে-কালপর্য্যন্ত কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদ্ভিত না হয়, তৎপূর্বে শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকৃত দর্শন জীবের প্রাপঞ্চিক ভোগ-প্রবৃত্তি-দ্বারা আবৃত থাকে। সেই আবরণ উন্মুক্ত হইলে কিয়দিনের মধ্যেই শ্রীঅঈত-প্রভুর আহুগতো শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ ঘটে ॥

উক্তঃকরে বোলনাম-বদ্রিশ-অক্ষরায়ক কৃষ্ণনামে অর্থাৎ শ্রীরাধাগোবিন্দের নামকীর্ত্তনে শ্রীঅঈতপ্রভু প্রেম-বিষয়ল হইলেন। শ্রীদাস-গোষামিপ্রভুর 'বিলাপকুস্তমালি' স্তবের শেষাংশে 'আশাভরৈরমৃতসিদ্ধময়ৈঃ'—প্রমুখ শ্লোকত্রয়ের বর্ণিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ-নামই সারস্বতী-বৃত্তিতে বোলনাম-বদ্রিশ-অক্ষরে অমুখ্যত। শ্রীরাধাহুগ-বিরোধী বিদ্বদম্প্রদায় ভক্তক্রেপ বলিয়া আপনাদিগকে পরিচয় দিতে গিয়া কৃষ্ণনামের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ হন এবং বোলনাম বদ্রিশ অক্ষরকে 'কৃষ্ণ'-নাম বলিতে কৃষ্ঠা বোধ করিয়া 'মহামন্ত্র'কে সামান্ত 'মন্ত্র'মাত্র মনে করেন। ইহা অপরাধী নরকযাত্রিগণের গুরুদ্রোহিতা-মাত্র। 'তুও তাওবিনীতিং' শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। শ্রীকৃষ্ণ-নামাত্মক অর্থাৎ 'হরেকৃষ্ণ'-নামে শ্রীরাধাগোবিন্দই উদ্ভিষ্ট এবং 'হরোরাম'-নামেও শ্রীরাধাগোবিন্দই লক্ষিত। রাধাসা]

পথিমধ্যে পুরীপাদকে দর্শন ও প্রণাম—

পথে দেখা হইল ঈশ্বরপুরী-সমে।

ভূত্য দেখি' প্রভু নমস্করিল আশ্রমে ॥ ৮৬ ॥

অসমোক্ষ-রূপ-গুণশালী বিষম্বর—

অতি অনির্বচনীয় ঠাকুর তুম্বর।

সর্বমতে সর্ব-বিলক্ষণ-গুণধর ॥ ৮৭ ॥

নিমাইপণ্ডিতের হৃদগত মর্ম না বুঝিয়াই তদীয় অগৌকিক

গাভীর্ষ-হেতু লোকের সম্ব-ভয়—

যতপি তাহাম মর্ম কেহ নাহি জানে।

তথাপি সাধ্বস করে দেখি' সর্বজনেন ॥ ৮৮ ॥

নিত্য মুক্ত মহাপুরুষের স্নায় নিমাইর

গাভীর্ষ-দর্শন—

চাহেন ঈশ্বরপুরী প্রভুর শরীর।

সিদ্ধপুরুষের প্রায় পরম-গভীর ॥ ৮৯ ॥

পুরীকর্তৃক নিমাইর পরিচয়াদি-জিজ্ঞাসা—

জিজ্ঞাসেম,—“তোমার কি নাম, বিপ্রবর ?

কি পুঁথি পড়াও, পড়, কোন্ স্থানে ঘর ?” ৯০ ॥

নিমাইর পরিচয়-প্রাপ্তিতে পুরীর হর্ষ—

শেষে সম্মে বলিলেন,—“নিমাই-পণ্ডিত।”

‘তুমি সে!’ বলিয়া বড় হৈলা হরষিত ॥ ৯১ ॥

শ্রীরাধাষ্টক ও শ্রীহরিনামাষ্টক-কীর্তনকারী শ্রীরূপ-গোষামি-প্রভুবরের আত্মগত্যে প্রতিষ্ঠিত শ্রীদাস-গোষামিবরের আত্মগত্য করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীজীব-গোষামি-প্রভুপাদের চরণে কখনই অপরাধ হইতে পারে না। শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীনামে এবং শ্রীনামীতে অতিরিক্তা বুঝাইবার প্রাকট্য-বিগ্রহই শ্রীগৌরতুম্বর। তিনি বিচারক-সম্প্রদায়কে ‘অচিন্ত্য-ভেদাভেদ’ সিদ্ধান্ত উপদেশ করিয়াছেন ॥ ৬৭ ॥

বৈষ্ণব-বিষয়পূর্ণ পাণ্ডিত্যের মধ্যে অন্ততম পঞ্চদেবোপাসনার সহিত কৃষ্ণভক্তের সাম্যপ্রায়সরূপ পাণ্ডুয়ময়ী বাক্য-আশা শ্রীঅবৈতপ্রভুর আশ্বাস-বাণীতে বিদূরিত হইয়াছিল। প্রভুর বোধবাদের সম্বন্ধ-স্বত্ব ও বিতৃষ্ণিতে পাণ্ডিত্যের অর্থাৎ বৈষ্ণব-বিষয় ও ভক্তিবিরোধের ভাব প্রকাশিত; তাহা দূরীভূত হওয়ায় অর্থাৎ শ্রীনবদ্বীপ-নগরে বৈষ্ণব-বিষয়ময় নির্কিংশেবাদ কণকালের অল্প স্তম্ভ হওয়ায় নবদ্বীপনগরের মায়িক দর্শন-বিচার স্তম্ভ হইয়াছিল। তাহাতেই শুদ্ধবৈষ্ণবগণ পরমানন্দিত হইয়াছিলেন ॥ ৬৮ ॥

শ্রীগৌরতুম্বরের অধ্যয়ন-স্বত্ব—জগজ্জীবের কৃষ্ণ-সন্ধান-তাৎপর্যেই পর্যাবসিত। স্তুত্যাং শ্রীশচীনন্দনের ঈশন-পাঠন-লীলা শচীদেবীর আনন্দ বর্দ্ধন করিয়াছিল। যশোদাভিন্ন-বিগ্রহ শচীদেবীকে কেহ যেন বহিরঙ্গা মায়াক্রান্তির সহিত অভিন্না জ্ঞান করিয়া শাক্তের-মতবাদে প্রতিষ্ঠিত না হন। ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডারী জগজ্জননী ভগবানের বহিরঙ্গা-শক্তি মায়াদেবী কখনই গৌরতুম্বরের জননী নহেন। পরন্তু তিনি চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী বাৎসল্যসের সুকৃতিমতী বিগ্রহ-স্বরূপ।

অজ্ঞাভিলাষী কন্নী ও জ্ঞানি-সম্প্রদায় শব্দের অজ্ঞরূঢ়িত্ববিস্তারই বহু মানন করায় তাহাদের হৃদয়ে বিষদ্রুঢ়িত্ববিস্তার প্রাকট্য নাই। ভগবৎসেবা-নিরত ভক্তজনেরই বিষদ্রুঢ়িত্ববিস্তারে একমাত্র অধিকার। তাদৃশী বৃত্তির যোগ্যতা কৃষ্ণরূপা-ক্রমেই জীবের হৃদয়ে উদ্ভিত হয় ॥ ৬৯ ॥

অলঙ্কিত বেশ,—যে-বেশ দর্শনে তাঁহাকে ‘ভক্ত’ বলিয়া লক্ষিত হয় না অর্থাৎ একদণ্ডী সন্ন্যাসি-বেশ ॥ ৭০ ॥

উপাস্ত-বিচারে ‘কৃষ্ণ’-বস্তুই সর্বোত্তম। কৃষ্ণে পঞ্চ-প্রকার রসের বিষয় অবস্থিত; শ্রীনামায়ণে সার্ব-দ্বিপ্রকার রস এবং নির্কিংশে ব্রহ্মে শাস্ত-রসমাত্র অবস্থিত। কিন্তু শেবোক্ত রস অনেক-সময়ে রস-পর্যায়েরই গণিত হয় না। নির্কিংশে চিন্মাত্র ব্রহ্মধাম বিরজার পারে অবস্থিত থাকিলেও উহা সেবা-সেবক-ভাবহীন। অপরপারে দেবীধাম,—যেখানে অড় ভূতাকাশ বা ‘অপর’ ব্যোম অবস্থিত। এই ভূতাকাশে প্রাপঞ্চিক নম্বর বস্ত্তসমূহ বিরাজিত। চিদবৈচিত্র্য বা চিদ-বৈশিষ্ট্যময় ধামে সেবা-সেবক-বিচার বর্ত্তমান, কিন্তু অচিৎ নম্বর জগতে সেবা-সেবক-ভাবের বিপর্যয়ই লক্ষিত হয়। সাধারণতঃ ঐপঞ্চ কৃষ্ণরস নিতান্ত হ্রস্ব। এখানে ‘রস’ বলিয়া চমৎকারিতা-বিষয়ে রসের সহিত বৈকুণ্ঠ ও অড়-রসের যে সৌসাদৃশ্য বর্ত্তমান দেখা যায়, তাদৃশ অড়ীর রসবিশাল—চিক্কের হের ও বিকৃত প্রতিফলনমাত্র। একান্ত প্রপঞ্চাবস্থিত রস—‘বিরস’-শব্দ-বাচ্য। পরব্যোমে রসের আলম্বন-বিচারে অধ্যয়-জ্ঞান ‘বিরস’ের একমাত্র এবং ‘আশ্রয়’ের বহু পরিদৃষ্ট হয়। কিন্তু ঐপঞ্চ ইহার ব্যত্যয় অর্থাৎ বিষয়ের বহু ও

বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী পুরীকে স্বগৃহে ভিক্ষা-গ্রহণার্থ আনয়ন-
পূর্বক লোকশিক্ষক অগদগুরু প্রভু কর্তৃক গৃহীত

আদর্শ আচার-প্রদর্শন—

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ প্রভু করিলেন তানে।

মহাদরে গৃহে লই' চলিলা আপনে ॥ ৯২ ॥

শচী-পাতিত-নৈবেদ্য-দ্বারা ভিক্ষা-সম্পাদনানন্তর পুরীপাদের

বিষ্ণুমন্দিরে উপবেশন—

কৃষ্ণের নৈবেদ্য শচী করিলেন গিয়া।

ভিক্ষা করি' বিষ্ণু-গৃহে বসিলা আসিয়া ॥ ৯৩ ॥

পুরীকর্তৃক কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ-কীৰ্ত্তন ও প্রেমাবেশ—

কৃষ্ণের প্রস্তাব সব কহিতে লাগিলা।

কহিতে কৃষ্ণের কথা অবশ হইলা ॥ ৯৪ ॥

পুরীর প্রেমাবেশ-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ও জীবের হর্ষাণ্য-

ফলে নিম্নভাব-গোপন—

অপূর্ব প্রেমের দ্বারা দেখিয়া সন্তোষ।

না প্রকাশে' আপনা' লোকের দীন-দোষ ॥ ৯৫ ॥

সার্বভৌম-স্বস্থপতি গোপীনাথতট্টাচাৰ্য্য-গৃহে পুরীর

কিয়ন্মাদ অবস্থান—

মাস-কত গোপীনাথ-আচার্য্যের ঘরে।

রহিলা ঈশ্বরপুরী মনবীপপুরে ॥ ৯৬ ॥

তথায় প্রত্যহ পুরীপাদকে দর্শনার্থ

নিমাইর গমন—

সবে বড় উল্লসিত দেখিতে তাহানে।

প্রভুও দেখিতে নিত্য চলেন আপনে ॥ ৯৭ ॥

আশ্রয়ের বহু দৃষ্ট হয়। পরব্যোমে অধ্যয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞাননন্দনই 'বিষয়' ও বলদেবই বিষয়-প্রকাশ। তাহারই প্রকাশ-বিগ্রহ-চতুর্দ্বৈ 'চতুর্দ্বৈ'-নামে মহাবৈকুণ্ঠে অবস্থিত। প্রপঞ্চ বিষয় বিগ্রহে ত্রিগুণের সমাবেশ-হেতু কাল-কোভা-ধর্ম—বিরাজ-মান। কৈলাসাদি ধামনিচয়ে যে বিষয়-বিগ্রহে ঈশ্বরত্ব লক্ষিত হয়, তাহাতে আশ্রয়-বিচারে প্রাপকিক অভিমান বর্তমান অর্থাৎ গুণত্রয়ের সংসর্গ পরিলক্ষিত হয়। পরব্যোমে অধ্যয়জ্ঞান বিষ্ণুতত্ত্বে তাদৃশ মলিনতার সম্ভাবনা নাই। প্রপঞ্চের রস-সমূহের অনিত্যতা ও বিষয়াশ্রয়ের অনিত্যতা প্রভৃতি অবরতা—বৈকুণ্ঠরসের বিপরীতধর্ম প্রতীক্ষিত। শ্রীমাধবেশ্বরপুরীপাদের আনুগত্যক্রমে শ্রীঈশ্বরপুরী কৃষ্ণরসের রসিক ছিলেন। শ্রীমাধবেশ্বরের তপস্তা ও কৃষ্ণপ্রাপ্তির আশ্রিত ঈশ্বরপুরীতে সেবক-তত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ লাভ করায় তাহার ভাগ্যে ব্রহ্মজ্ঞাননন্দন-ভিন্নবিগ্রহ গৌরমূর্ত্তির সাক্ষাৎ-রূপা-লাভ ঘটিয়াছিল। শ্রীঈশ্বরপুরী কৃষ্ণ-রসে পরম-বিহ্বল ছিলেন অর্থাৎ বাহ্য অগতের অদ্ভুত অশ্রুতী তাহার প্রেমসেবার ব্যাঘাত করিতে সমর্থ হয় নাই। তিনি গুরুতবে আশ্রিত বলিয়া কৃষ্ণের প্রিয়—অতি প্রিয়, সুতরাং সকল জীব সমদয়া-বিশিষ্ট। দয়ার প্রকট পরিচয়—জীবের আত্মার নিত্যবৃত্তি কৃষ্ণভক্তির উদ্বোধন ॥

ব্রাহ্মণ-নিবাস-প্রধান শ্রীনবদীপ-মায়াপুরে বহু ব্রাহ্মণ ও সদাচারনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের আবাসনসঙ্গে শ্রীপুরীপাদ বৈষ্ণব-রাজ শ্রীঅম্বৈতাচাৰ্য্যের গৃহেই সমাজীয়াশয়নিষ্ঠা-বিচারক্রমে

উপস্থিত হইলেন। বিশেষতঃ শ্রীঅম্বৈতপ্রভু শ্রীমাধবেশ্বরপুরী-পাদের বিষয়শাসী। সতীর্থজ্ঞানে শ্রীঅম্বৈতমন্দিরে শ্রীঈশ্বর-পুরীর অভিযান—স্বাভাবিকী গুরুনিষ্ঠারই পরিচায়ক ॥ ৯২ ॥

বৈষ্ণবসন্ন্যাসী,—কর্ম্ম-সন্ন্যাসিগণ ত্রিগুণ গ্রহণ করিয়া স্বতন্ত্র ব্রতবিধান পাণন করেন, অর্থাৎ একল হইয়া বিচরণ করেন। জ্ঞানি সন্ন্যাসিগণ একদণ্ড গ্রহণপূর্বক বেদান্তাদি শাস্ত্রের অমূল্যলব্ধ শম, দম, তিতিক্ষা প্রভৃতি সাধন-ঘটকের ফল লাভ করেন। বৈষ্ণব সন্ন্যাসিগণ প্রাপ্যক বিষয়-ভোগ বা বিষয়-ত্যাগের স্পৃহাষয় পরিহারপূর্বক একান্তভাবে হরি-সেবায় নিযুক্ত হন। ভোগ-পরিহার বা ত্যাগ-পরিহার, এই উভয় ধর্ম তাহাতেই অবস্থিত থাকিতে পারে। তিনি “এতাং সমাহ্বায় পরাম্বনিষ্টামধুবিতাং পূর্বতমৈর্মহাবিতিঃ। অহং তরিত্যামি হরন্তপারং তমো মুকুন্দাভ্যু নিষেবয়েব ॥”—এই শ্রীভাগবত-বিচারে অবস্থিত। শ্রীমাধবেশ্বরের রূপায় শ্রীঅম্বৈতপ্রভু তাহার স্বগণ চিনিতে সমর্থ ছিলেন। মাধবেশ্বরের শিষ্যরূপে আচাৰ্য্যপ্রভু গৃহস্থ ভক্ত এবং ঈশ্বরপুরীপাদ ত্যক্তগৃহ বৈষ্ণব সন্ন্যাসীর দীপ্য প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাকে সতীর্থ বলিয়া জানিতে আচাৰ্য্যের অধিক বিলম্ব হয় নাই ॥ ৯৫ ॥

শূদ্রাধম,—এই স্থানে কেহ কেহ স্নাত্তিবশে ‘কৃদ্রাধম’ পাঠ স্বীকার করেন। শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের আপনাকে ‘শূদ্রা-ধম’ উক্তি দৈন্ত্যাত্মিক বলিয়াই বুঝিতে হইবে। বিশেষতঃ,

কৃষ্ণপ্রেমময় গদাধর-পণ্ডিতের ভক্তপ্রিয়ত্ব—

গদাধর-পণ্ডিতের 'দেখি' প্রেমজল।

বড় শ্রীত বাসে' তামে বৈষ্ণবসকল ॥ ৯৮ ॥

আ-শৈশব কৃষ্ণেতর-বিষয়-বিরক্ত গদাধরের প্রতি পুরীর স্নেহ—

শিশু হৈতে সংসারে বিরক্ত বড় মনে।

ঈশ্বরপুরীও স্নেহ করেন তাহানে ॥ ৯৯ ॥

গদাধরকে স্ব-কৃত-গ্রন্থাধ্যাপন—

গদাধর-পণ্ডিতে আপনাত্ত কৃত।

পুঁথি পড়ায়েন নাম 'কৃষ্ণলীলামৃত' ॥ ১০০ ॥

অধ্যয়নাধ্যাপনাস্তে নিমাইর পুরী-বন্দনার্থ গমন—

পড়াইয়া পড়িয়া ঠাকুর সন্ধ্যাকালে।

ঈশ্বরপুরীতে নমস্করিবারে চলে ॥ ১০১ ॥

আত্মবিৎ বৈষ্ণব কখনও প্রাপঞ্চিক-বর্ণাশ্রমধর্মের অন্তর্গত বলিয়া আপনাকে স্বীকার করেন না। শ্রীগৌরসুন্দর “নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ”—শ্লোক এবং “তৃণাদপি স্তনীচেন”—শ্লোকে এই কথাই বর্ণাশ্রমাবস্থিত বদ্ধভাবকুলকে উপদেশ দিয়াছেন। শৌক্য, সাবিত্রা, দৈক্ষ্য,—এই জন্মত্রেয়ে যে প্রাপঞ্চিক জাতি-পরিচয়, উহা কর্ত্তব্যপথের ব্যক্তিগণের পরিচয় মাত্র। আত্মবিদ্ভগবদ্ভক্তের ঐ প্রকার পরিচয়ে কোন অভি-নিবেশ নাই, যেহেতু পূর্বেই হইতেই তাঁহাদের হরিকথায় প্রকার উদয় দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ দশ নামা-পরামর্শের অন্ততম ‘অঃ-ম-ভাব’ কোন ভক্তি-পথের পথিকের সম্ভাবনা নাই। মানব বদ্ধভাবাপন্ন হইয়া আপনাকে গুণ-ত্রয়ের অন্তর্গত বিবেচনা করেন। রজস্তমোভাবতাক্ত সর্ব-গুণ-স্বভাব মানবের পরিচয়ে এবং ক্রিয়ায় ‘ব্রাহ্মণত্ব’ লক্ষিত হয়, রজঃস্ব-স্বভাবে—ক্ষত্রিয়ত্ব, সত্ত্বস্তমঃ-স্বভাবে—বৈশ্যত্ব, রজস্তমঃ-স্বভাবে—শূদ্রত্ব এবং তমো-বিচারে অপশূদ্র বা স্নেহ-তার অভিমান ঘটে। শ্রীভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—‘গুণকর্ম্মের বিভাগ-ক্রমেই আমি চারিটা বর্ণধর্ম্মসম্বন্ধি বিচার প্রবর্ত্তন করিয়াছি।’ এই বিচারানুসারে বর্ণবিভাগে শূদ্রের আচরণে সর্বসংস্কার-বর্জিতত্ব-ধর্ম্ম অবস্থিত। দ্বিজাতিত্বে সংস্কারলাভের অধিকারী, কিন্তু শূদ্র—সর্বসংস্কারাভাববিশিষ্ট,—উচ্চ-সংস্কারে তাহার যোগ্যতা প্রদত্ত হইয়াছে মাত্র। যেরূপ ‘তৃণাদপি স্তনীচ’-শব্দের প্রয়োগে প্রাপঞ্চিক-মান-রাহিত্য উদ্ভিষ্ট হয়, সেই প্রকার বর্ণাভিমান-পারিত্যাগকারী বৈষ্ণবগণও আপনাদিগকে ‘নীচজাতি’ বা ‘শূদ্রাধম’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা অভিহিত করেন। কন্নী ও জ্ঞানী সন্ন্যাসিগণ আপনাদিগের প্রাপঞ্চিক-শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর মনোগত অভিমান ও বাহ্য-আচার তাদৃশ নহে। কর্ণি-সন্ন্যাসী—‘নিরাশীর্নির্ব্যজির’, জ্ঞানি-সন্ন্যাসী

আপনাকে ‘নারায়ণ’ বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু ত্রিদণ্ডী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে অপরে নারায়ণাভিন্ন বলিয়া অভিবাদন করিলেও তিনি তদন্তরে ‘দাসোহস্মি’-শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকেন। তিনি—প্রাপঞ্চিক-অভিমান-শূন্য। স্তবরায় তিনি ইহর-সন্ন্যাসীর জায় ভগবতের নিকট মর্যাদা-ভিক্ষু নহেন। তাই বলিয়া অর্ধাচীনকুল বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীর বিশেষরূপে তাঁহাকে অসম্মান করিলে সাধারণ-স্মৃতিশাস্ত্রেও তাহার প্রায়শ্চিত্ত-ব্যবস্থা আছে। বৈষ্ণবেতর সন্ন্যাসী সমল পারমহংস্ত-ধর্ম্মে উন্নীত হইবার প্রয়ত্ন করেন, কিন্তু বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী সহজ-পারমহংস্ত-ধর্ম্মে অবস্থিত। শ্রীপুরীপাদ নিত্য-দৈন্তৃত্যে শ্রীঅষ্টৈতপ্রভুর নিকট তদীয় চরণপ্রার্থী হইয়াই আগমন করিয়াছেন, বলিলেন। পাঠান্তরে,—‘বিপ্রাধম’ ॥ ৭৬ ॥

মুকুন্দের প্রেমময়ী গীতিতে পূর্বীপাদের হৃদয় আর্দ্র হইল। তাঁহাতে সাত্ত্বিকভাব-বিকারসমূহ লক্ষিত হইল। আত্মকরণিক চন্দ-সম্প্রদায় সহজ-বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত অবস্থার কৃত্রিম অঙ্ক-করণ করিতে গিয়া যে সকল নৈসর্গিক পিচ্ছিল অশ্রুধারা বর্ষণ করেন, তদ্বারা তাঁহারা ভক্তজনের সঙ্গ বর্জন করিয়াই থাকেন। লোকসংগ্রহের জন্য বাহাদের হৃদয় কঠিন অশ্রুধার-ময়, তাহারা স্বীয় অযোগ্যতা অসুভব করিয়া কৃত্রিম কপট-ভাবাদি প্রদর্শন করেন,—উহা ভাবাভাসের পথায়-ভুক্ত ॥ ৭৮ ॥

চতুর্থীপ্রতি-দর্শনে গৃহস্থগণের অভিবাদন-বিধি ধর্ম্মশাস্ত্রে বিহিত। শ্রীগৌরসুন্দর গৃহস্থ-ব্রাহ্মণাভিमानে যথা-বিধি বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে নমস্কার করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দর চতুর্দশ-ভূবনপতি হইলেও এবং শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট হইতে পরবর্ত্তি-সময়ে দীক্ষাগ্রহণ-লীলার অভিনয় করিলেও, স্বরূপ-বিচারে ঈশ্বরপুরী—শ্রীগৌরসুন্দরেরই একজন ভূতামাত্র ॥ ৮৬ ॥

সিদ্ধপুরুষের প্রায়,—মহাভাগবতভূত্যা। ‘প্রায়’-শব্দে এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া

প্রভুতে নিজা গীঠদেব সাক্ষাৎ কৃষ্ণবুদ্ধি না করিলেও
 পুরীপাদেব নিমাই প্রতি শুদ্ধ অকৃত্রিম প্রীতি—
 প্রভু দেখি' শ্রীঈশ্বরপুরী হরষিত ।
 'প্রভু' হেন না জানেন, তবু বড় প্রীত ॥ ১০২ ॥
 পণ্ডিত-বুদ্ধিতে নিমাইকে স্বকৃত-গ্রন্থস্থিত দোষাদি-
 সংশোধনার্থ অমরোথ—
 হাসিয়া বোলেন,—“তুমি পরম-পণ্ডিত ।
 আমি পুঁথি করিয়াছি কৃষ্ণের চরিত ॥ ১০৩ ॥
 সকল বলিবা,—কোথা থাকে কোন্ দোষ ।
 ইহাতে আমার বড় পরম-সন্তোষ ॥ ১০৪ ॥
 কৃষ্ণকপ্তিতিবাহ্যময় শুদ্ধভক্তের হৃদিকাঙ্ক্ষক কৃষ্ণকীর্তন-
 বর্ণনে অশ্রু-দৃষ্টিমূলে দোষাহুসন্ধান—নিরয়জনক
 প্রভু বোলেন,—“ভক্ত-বাক্য কৃষ্ণের বর্ণন ।
 ইহাতে যে দোষ দেখে, সে-ই ‘পাপী’ জন ॥ ১০৫ ॥
 কৃষ্ণকপ্তিতিবাহ্যময় শুদ্ধভক্তের অপ্ৰাকৃত দর্শনে বা বুদ্ধিতে
 সম্বন্ধতত্ত্বজ্ঞানপূর্ণ হৃদিকাঙ্ক্ষক কীর্তনেই কৃষ্ণ-প্রীতি—
 ভক্তের কবিত্ব যে-তে-মতে কেনে নয় ।
 সর্বথা কৃষ্ণের প্রীতি তাহাতে মিশ্রয় ॥ ১০৬ ॥
 ব্যাকরণ-সিদ্ধ ভাষা-গত শুদ্ধাভক্তি-নিরপেক্ষ শুদ্ধ সেবোন্মুখ-
 ভাবই ভগবদঙ্গীকৃত—
 মূর্খ বোলে ‘বিষ্ণায়’, ‘বিষ্ণবে’ বোলে দীর ।
 দুই বাক্য পরিগ্রহ করে কৃষ্ণ বীর ॥ ১০৭ ॥

পুরীপাদেব তাঁহাকে সিদ্ধপুরুষ পর্য্যন্ত বলিয়াও ধারণা হয়
 নাই । প্রভুকে সিদ্ধপুরুষবেদী উপাস্ত বস্ত্র বলিয়াই জানিয়া
 ছিলেন, এবং ভক্তভাব-অঙ্গীকারকারী বলিয়া প্রভুও সিদ্ধ-
 পুরুষ-সদৃশ দৃষ্ট হইতেন ॥ ৮২ ॥
 বৈষ্ণব-যতিগণকে আস্থান করিয়া নিজগৃহে ভোজন বা
 ভিক্ষা-প্রদানই গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের ধর্ম । সুতরাং শ্রীপুরী-পাদকে
 গৃহস্থ-ব্রাহ্মণের আদর্শরূপে গৌরমুখের স্বগৃহে ভিক্ষা-প্রদান-
 রূপ ভোজন করাইবার নিমিত্ত নিমন্ত্রণ বা আস্থান করিলেন ॥
 ঈশ্বরপুরীপাদ শচী-পাচিৎ কৃষ্ণপ্রসাদ ভিক্ষা-স্বরূপে গ্রহণ
 করিয়া শচীত্বনস্থ বিষ্ণু-মন্দিরে গিয়া উপবিষ্ট হইলেন ॥ ২০ ॥
 কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে তাহার চিদ্রিষ্টিসমূহ জড়প্রায়
 পরিভূত হইল । তিনি যেন সাক্ষাৎ প্রগল্ভাত-রাজ্যে

তথা হি—
 “মূর্খো বদতি বিষ্ণায় ধীরো বদতি বিষ্ণবে ।
 উভয়োস্ত সমং পুণ্যং ভাবগ্রাহী জনার্দনঃ ॥” ১০৮ ॥
 অপ্ৰাকৃতরসবিৎ শুদ্ধভক্তের কীর্তন-বর্ণনে জড়ভাষা-গত
 দোষ-দর্শনকারীর অপরাধ, সেবোন্মুখ শুদ্ধভক্তের
 যৎকিঞ্চিৎ কীর্তন-বর্ণনেই কৃষ্ণপ্রীতি—
 ইহাতে যে দোষ দেখে, তাহার সে দোষ ।
 ভক্তের বর্ণনমাত্র কৃষ্ণের সন্তোষ ॥ ১০৯ ॥
 পুরীর অপ্ৰাকৃত প্রেমমুগ্ধক বর্ণনে দোষ-দর্শন—প্রাকৃত
 অনুচানমানিগণের সাধ্যাতীত—
 অতএব তোমার সে প্রেমের বর্ণন ।
 ইহাতে দুয়িনেক কোন্ সাহসিক জন ? ১১০ ॥
 নিমাইপণ্ডিতের উক্তি-শ্রবণে পুরীর হর্ষাতিশয্য—
 শুনিয়া ঈশ্বরপুরী প্রভুর উত্তর ।
 অমৃত-সিঞ্চিত হইল সর্ব-কলেবর ॥ ১১১ ॥
 তথাপি স্বকৃত গ্রন্থকে নির্দোষকরণার্থ নিমাইকে উহার
 ভাষা-গত দোষ-প্রদর্শনে অমরোথ—
 পুনঃ হাসি বোলেন,—“তোমার দোষ নাই ।
 অবশ্য বলিবা, দোষ থাকে যেই-ঠাঞি ॥” ১১২ ॥
 প্রতাহ পুরীদহ নিমাইর তৎকৃত গ্রন্থালোচন—
 এইমত অতিদিন প্রভু তান সঙ্গে ।
 বিচার করেন দুই-চারি-দণ্ড রঙ্গে ॥ ১১৩ ॥

অবস্থিত হইয়া ভগবৎসেবার প্রমত্ত হইলেন । বিমুগ্ধ বদ্ধজীবের
 মূগ ও মূগ উপাধিধর—বৈকুণ্ঠ-রাজ্যের উপলব্ধির বাধক ।
 হরিকথায় তাদৃশ বাধা অতিক্রান্ত হয় ॥ ২৪ ॥
 দীন-দোষ,—বদ্ধজীবগণ হরিবিমুখতা-ক্রমে স্বীয় সম্পত্তি-
 রূপা সেবা-প্রবৃত্তি হইতে বঞ্চিত । তজ্জন্ত তাহার—‘দীন’
 বা ‘রূপণ’ ‘ব্রাহ্মণ’ নহে । মায়াবদ্ধ জীবকে বৈষ্ণবগণ
 স্বীয় দোভাগ্য জ্ঞাপন করেন না । বাহ্যার্য লোক-দেখান-
 বৈষ্ণবতার ছলনা করে, তাহাদিগের অভ্যন্তর—কপটতা-
 পূর্ণ । সাধারণ-লোকের যোগ্যতার অভাব দেখিয়াই বৈষ্ণবগণ
 নিজের ভজনমুদ্রা ও সেবা-প্রবৃত্তি তাহাদিগকে আনিতে
 দেন না । প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায় আপনাদিগকে ‘বৈষ্ণব’
 বলিয়া প্রচার করার ‘শুদ্ধভক্ত’ চিনিতে পারে না । প্রহ্লাদ-

একদিন সকৌতুকে পুরীর ক্রিয়া-পদ-প্রয়োগে

দোষ-প্রদর্শন—

একদিন প্রভু তান কবিত্ব শুনিয়া ।

হাসি' দৃষিলেন, “ধাতু না লাগে” বলিয়া ॥১১৪॥

পুরী-ব্যবহৃত ক্রিয়ার আত্মনেপদ-প্রয়োগে আপত্তি

উত্থাপনপূর্বক নিমাইর স্ব-গৃহে আগমন—

প্রভু বোলে,—“এ ধাতু ‘আত্মনেপদী’ নয় ।”

বলিয়া চলিল প্রভু আপন-আলয় ॥ ১১৫ ॥

ব্যাকরণাদি সর্কশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পুরীপাদের

বিচার-নৈপুণ্য—

ঈশ্বরপুরীও সর্ব-শাস্ত্রেতে পণ্ডিত ।

বিভারস-বিচারেও বড় হরষিত ॥ ১১৬ ॥

মিশ্র প্রভৃতি শ্রীরাম-রামানন্দকে এবং নবদ্বীপ-নগরবাসিগণ শ্রীপুণ্ডরীক-বিশ্বানিধিকে প্রথমতঃ জড়-বিলাসপরায়ণ-জ্ঞানে অর্কাটীন দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন। পরবর্তী ষোড়শ অধ্যায় আমরা দেখিতে পাইব যে, চন্দ্রবিপ্র শ্রীঠাকুর-হরিদাসের অমুকরণ কারতে গিয়াই সর্পদষ্ট ভক্তকর্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল। প্রেমিক ভক্তগণ আপনাদিগের প্রেমোচ্ছাস ‘চাটে-বাজারে’ বহির্দৃষ্ট সহজিয়াদিগের নিকট প্রদর্শন না করায় প্রাকৃত-সহজিয়াগণ শুদ্ধভগবৎপ্রেমিক ভক্তকে ‘বিষয়ী’ প্রভৃতি সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত করিয়া অপরাধ-পক্ষে ডুবিয়া মরে। অগতে এইরূপ কুপ্রথা প্রচলিত আছে বলিয়াই শ্রীপুরীপাদ বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী হইয়াও সন্ন্যাসি-বেষে স্বীয় প্রেমবিকার-চেষ্টাসমূহ প্রদর্শন করেন নাই ॥ ১৫ ॥

গোপীনাথ আচার্য্য,—নবদ্বীপবাসী এবং বিজ্ঞানগর-নিবাসী মহেশ্বর বিশারদের জামাতা,—সার্কভোমের ও বাচস্পতির ভগিনীপতি। কাহারও মতে, ইনি—ব্রহ্মার অবতার, যথা গো: গ: ৭৫ শ্লোক—“গোপীনাথ আচার্য্য-নামা . . . যো জগৎপতি:। নববু্যহে তু গগিতো যন্ত্রে তত্ত্ববোধতি: ॥” কাহারও মতে, ইনি—ব্রহ্মের রত্নাবলী সখী, যথা গো: গ: ১৭৮ শ্লোক—“পুরী প্রাণসখী ধার্ম্যমায়া রত্নাবলী ব্রজে। গোপীনাথ আচার্য্য কাচাখ্যা নিখলশ্চেন বিজ্ঞত: ॥” পুরীপাদ বৃন্দ-বৈষ্ণব শ্রীমধ্বমুনির অদ্বন্দ্বন বলিয়া চতু:সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ব্রহ্ম-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তজ্জঙ্ঘ গুরু-গৃহে বাসরূপ

নিমাইর প্রস্থানান্তর পুরীর বহু ব্যাকরণ-সূত্র-বিচার—

প্রভু গেলে সেই ‘ধাতু’ করেন বিচার ।

সিদ্ধান্ত করেন তাঁহি অশেষপ্রকার ॥ ১১৭ ॥

অতদিন নিমাই-সমীপে নিজ-ব্যবহৃত ক্রিয়ার আত্মনেপদ-

প্রয়োগ-বিচারণ ও সমর্থন—

সেই ‘ধাতু’ করেন ‘আত্মনেপদী’ নাম ।

আর-দিনে প্রভু গেলে, করেন ব্যাখ্যান ॥১১৮॥

“যে ধাতু ‘পরশ্মৈপদী’ বলি’ গেলা তুমি ।

তাহা এই সামিগু’ ‘আত্মনেপদী’ আমি ॥” ১১৯ ॥

ভক্ত-সমীপে ভগবানের পরাজয় ও তদ্ব্যাক্যাত্মীকার—

ব্যাখ্যান শুনিয়া প্রভু পরম-সন্তোষ ।

ভূত্য-জয়-নিমিত্ত না দেন আর দোষ ॥ ১২০ ॥

অদ্বন্দ্বন বৈষ্ণবের ছায় নবদ্বীপে ব্রহ্মার অবতার গোপীনাথ ভট্টাচার্য্যের গৃহে কয়েকমাস বাস করিয়াছিলেন ॥ ১৬ ॥

শ্রীমধ্বপুরীপাদ নিজের রচিত অথবা সংকলিত “শ্রীকৃষ্ণ-লীলামৃত” নামক গ্রন্থখানি শ্রীগাধরপণ্ডিত গোস্বামীকে স্নেহের পাত্র বালক-জ্ঞানে অধ্যয়ন করাইতেন ॥ ১০০ ॥

শ্রীকৃষ্ণের নিকট ভাষানিপুণ পণ্ডিত ও ভাষাজ্ঞান-রহিত, উভয়ই সমান। এতদ্ব্যতিরিক্ত মধ্যে বাহার কৃষ্ণ-সেবায় অধিক আগ্রহ আছে, তাহাকেই কৃষ্ণ অধিক দয়া করেন। সর্কজ সর্কাস্তর্য্যামা কৃষ্ণের বৈষম্য-দোষ নাই। ভক্তিশ্রী পণ্ডিত-ক্রেতব্যক্তিগণ আপনাদিগকে ‘পণ্ডিত’-অভিমানে শুদ্ধভক্তের অপ্রাকৃত ভাষায় দোষ দেখাইতে গিয়া স্বীয় মূঢ়তাই প্রচার করে। সরস্বতীপতি শ্রীভগবান্ তাদৃশ ভক্তষেবী অপরাধী পণ্ডিতক্রেতবগণের মূঢ়তা পদেপদে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। তাহাতেই উহাদের ‘পণ্ডিত্য-গৌরব’ খর্ব্বতা লাভ করে। অক্ষয়জ্ঞান-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বোধের অভাব হইতেই ভোগময় জড় পাণ্ডিত্যের উৎকার উৎপিত হয়; উহাই তাহাদের অস্বাস্থ্য ও পতনের কারণ ॥ ১০৭ ॥

অর্থঃ। মূর্খ: (ব্যাকরণ-শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ: জন: শ্রীমিকো: প্রণাম-ক্রিয়ায়াং) বিক্ষায় (নম: ইতি) বদতি, ধীর: (তজ পণ্ডিত: জন:) বিক্ষবে (নম: ইতি) বদতি। কু (কিত্ত) উক্তয়ো: (মূর্খ-ধীরয়ো:) পুণ্যং (প্রণামজঙ্ঘ-স্বকৃতবিশেষ:) তু সমং (তুল্যম্ এব ভবতি, যত:) জনার্দন: (শ্রীবিষ্ণু:)

বভক্তের নিত্যগৌরব-বর্ধনই ভক্তবশ ভগবানের স্বভাব—

‘সর্বকাল প্রকৃ বাড়ায়েন ভূত্য-জয়।’

এই ভান স্বভাব সকল-বেদে কয় ॥ ১২১ ॥

কিয়ন্মাস যাবৎ নিমাইপণ্ডিত-সহ পুরীর বিজ্ঞা-চর্চা—

এইমত কতদিন বিভারস-রলে।

আছিল ঈশ্বরপুরী গৌরচন্দ্র-সঙ্গে ॥ ১২২ ॥

ভারতের সর্বত্র অতীর্থে তীর্থীভূতকরণার্থ পণ্ডাটনোদ্দেশে

পুরীপাদেয় গ্রহান—

ভক্তি-রসে চঞ্চল,—একত্র নহে স্থিতি।

পর্যটনে চলিলা পবিত্র কার’ ক্ষিতি ॥ ১২৩ ॥

শ্রীঈশ্বরপুরীর মিলন-সংবাদ-প্রবণে কৃষ্ণপদ-পাণ্ডি—

যে শুনয়ে ঈশ্বরপুরীর পুণ্যকথা।

ভার বাস হয় কৃষ্ণপাদপঙ্ক যথা ॥ ১২৪ ॥

ঐকান্তিক-গুরুসেবন-ফলে ঈশ্বর-পুরীপাদ—নিজ গুরু

মাধবেশ্বর-পুরীপাদের সমস্ত কৃষ্ণপ্রেম-সম্পত্তির

উত্তরাধিকারী—

যত প্রেম মাধবেশ্বরপুরীর শরীরে।

সন্তোষে দিলেম সব ঈশ্বরপুরীরে ॥ ১২৫ ॥

কৃষ্ণপ্রসাদে গুরুপ্রসাদ, গুরুপ্রসাদে কৃষ্ণপ্রসাদ-প্রাপ্তির

অত্যাশ্চর্য দৃষ্টান্ত—

পাইয়া গুরুর প্রেম কৃষ্ণের প্রসাদে।

জন্মে ঈশ্বরপুরী অভিনির্বিরোধে ॥ ১২৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জাম।

বৃন্দাবনদাস তছু পদমুগে গাম ॥ ১২৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীমদীশ্বর-পুরী-মিলনং

নাম একাদশোঃধ্যায়ঃ।

ভাবগ্রাহী (জীবানাং ভাবং হৃদয়গতং নিকপট-ভজন-প্রযত্ন-
তারতম্যং এব গৃহাতি পশ্চতি, ন হি মূর্খত্বং ধীরত্বং বা
অপেক্ষ্য পুণ্যকলদাতা ভবতীত্যর্থঃ) ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ। মূর্খব্যক্তি শ্রীবিষ্ণুর প্রণামকালে ‘বিষ্ণায়’
(নমঃ, এইরূপ ব্যাকরণ-দোষযুক্ত অন্তর্গত পদ) উচ্চারণ করিয়া
থাকেন এবং পণ্ডিত ব্যক্তি ‘বিষ্ণবে’ (নমঃ, এইরূপ শুদ্ধ-
পদ) উচ্চারণ করিয়া থাকেন। পরন্তু উভয়েরই প্রণাম-
জনিত পুণ্য অর্থাৎ স্মৃতি-লাভ সমানই হইয়া থাকে, যেহেতু
ভগবান্ শ্রীজনার্দন জীবের হৃদয়গত ভাব অর্থাৎ ভজন-
পরিমাণ-তারতম্যাত্মক গ্রহণ অর্থাৎ দর্শন করিয়া তদনুসারে
ফল প্রদান করেন, (তাঁহার মূর্খ বা পাণ্ডিত্যের প্রতি লক্ষ্য
করেন না) ॥ ১০৮ ॥

ধাতু—শব্দমূল, ক্রিয়া বাচক প্রকৃতি; লটাদি দশটি
বিত্তিকি দ্বারা কালাদি ভাবসমূহ অতিব্যক্ত করে। প্রত্যেক
ধাতুর পুরুষত্রয়-বিচারে এবং বচনত্রয়-বিচারে কালাদিগত
নবধাতু বর্তমান। কতকগুলি—আত্মনেপদী এবং কতক-
গুলি—পরশ্বেপদী; এতদ্ব্যতীত উত্তরপদী ধাতুও আছে।

পরশ্বেপদী-ধাতু—নবতি-বিভাগবিশিষ্ট এবং আত্মনেপদী-
ধাতুও তৎসংখ্যক বিভক্তিশূক্ত; উত্তরপ্রকার ধাতুর ১৮০
প্রকার বিত্তিকি।

শ্রীপুরীপাদোক্ত মোকহিত ধাতু বিশেষকে নিমাইপণ্ডিত
‘আত্মনেপদী নহে’ বলিয়া, ব্যাকরণের বিচার-ক্রমে পুরী-
পাদ উহাকে ‘উত্তরপদী’ বলিয়াই নির্ণয় করিয়াছিলেন।
সুতরাং তৎকর্তৃক আত্মনেপদ-প্রয়োগে বিশেষ কোন দোষ
ছিল না ॥ ১১৪-১১২ ॥

ঈশ্বরপুরীপাদ নবদ্বীপ-নগরকে পবিত্র করিয়া অস্ত্র
কৃষ্ণসেবার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। মহাভাগবতের এইরূপ
স্থানান্তরগমনকে সাধারণ প্রাকৃত মূঢ়ব্যক্তিগণ ‘চাকল্য’
বলিয়া মনে করেন। পরন্তু, বাহাদিগের কৃষ্ণসেবাংকষ্ঠা
প্রবল, তাঁহারা সাধারণ প্রাকৃত মূঢ়জীবের জ্ঞান ইঞ্জির-
তর্পণকর বিষয়ের প্রার্থী নহেন ॥ ১২০ ॥

শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ কর্তৃক বিশ্রুতের সহিত নিজ গুরুদেব
শ্রীমাধবেশ্বরপুরীপাদের ঐকান্তিক সেবন ও তৎকৃপা-লাভ,—
১৫: ৮: অঙ্ক ৮ম পঃ ২৬-৩০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১২৫-১২৬ ॥

ইতি সৌভীকৃত্যে একাদশ অধ্যায়।

দ্বাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রধানতঃ ত্রিগোবিন্দের নগর-ভ্রমণ ও গঙ্গাতীরে শাস্ত্রব্যাপ্য এবং নানাবিধ ঐশ্বর্য-প্রকাশ বর্ণিত হইয়াছে।

নবদ্বীপের শ্রেষ্ঠ অধ্যাপক, পণ্ডিত, কট্টাচারীদি, কেহই নিমাইর সহিত তর্কে জয় লাভ করিতে বা স্থির থাকিতে পারিতেন না। শিষ্য নিমাই খরাট পুরুষের জায় নগর ভ্রমণ করিতেন। একদিন পথে মুকুন্দের সহিত দৈবাৎ সাক্ষাৎকার হওয়ায় নিমাই মুকুন্দকে তাঁহার নিকট হইতে দূরে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করেন এবং সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারিলে তিনি যে মুকুন্দকে ছাড়িয়া দিবেন না,—এই কথাও জানান। নিমাইর কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই অধিকার আছে বিবেচনা করিয়া মুকুন্দ নিমাইকে অলঙ্কারশাস্ত্র-বিষয়ক প্রশ্নের দ্বারা নিরুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিলে নিমাই মুকুন্দের সমস্ত কবিত্ব সম্পূর্ণরূপে খণ্ড বিখণ্ড করিয়া তাৎক্ষণিক নানাবিধ মালমলিক দোষ প্রদর্শন করেন। মুকুন্দ নিমাইর অসীম-পাণ্ডিত্য-দর্শনে বিস্মিত হন এবং এরূপ তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী পুরুষ যদি কলকাত্ত হন, তাহা হইলে তিনি কখনও তাঁহার লজ ছাড়িবেন না,—এরূপ বিচার করেন। আর একদিন ষোড়শ-পণ্ডিতের সহিত নিমাইর সাক্ষাৎকার হইলে, নিমাই ষোড়শকে মুক্তির লক্ষণ জিজ্ঞাসা করেন। ষোড়শর তার-পাশের সিদ্ধান্তমুত্রে প্রভুকে মুক্তির লক্ষণ বর্ণন করিলে, প্রভু তাহাতে দোষ প্রদর্শন করেন। ‘আত্মাত্মিক-রূপেরই মুক্তি’—ষোড়শর এইরূপ উক্তি করিলে, দলবলীপতি-বলাপ্রভু জেরা খণ্ডন করেন। প্রভুই অপরাধে গঙ্গাতীরে পড়ুয়াগণের নিকট নিমাই শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করিতেন।

বৈকুণ্ঠ-প্রভুর অকৃত্রিম-আনন্দ-সুখা জেরিয়া আনন্দিত হইতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনে মনে ভাবিতেন যে, এরূপ বিদ্বান-পুরুষের কলকাত্ত হইলে আজ সমস্তই লক্ষ হইত। তাগবতগণ ‘নিমাইর কলকাত্ত হইত’—এইরূপ প্রার্থনা

করিতেন। কেহ বা শুদ্ধ-প্রেমভাবানিবন্ধন নিমাইর ‘কলকাত্ত লাভ হইত’ বলিয়া তাঁহাকে অঙ্গীকারাদি করিতেন। শ্রীবাণাদি তাগবতগণকে দেখিলেই নিমাই নমস্কার-লীলা প্রকাশ করিতেন এবং তত্পরীকাদ-কলেই যে কলকাত্তির উদয় হয়, তাহা দ্বীপ আচরণ-দ্বারা প্রচার করিতেন। স্ব-স-চিন্তাবৃত্তি ও যোগ্যতাভিনয়ে বিভিন্ন লোক প্রভুকে বিভিন্নরূপে দর্শন করিতেন। যখনও প্রভুকে দর্শন করিলে প্রভুর এতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িত। নবদ্বীপে ভাগ্যবান মুকুন্দমুগ্ধের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপের ভিতরে বসিয়া নিমাই পড়ুয়াগণকে ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন।

একদিন প্রভু বায়-ব্যাধিহলে নিজ-প্রেমভাবের বিকার-সমূহ প্রকাশ করিলেন। শুদ্ধ-প্রেমভাব বহু-বাক্যবগণ যোগমায়ায় যোজিত হইয়া প্রভুর শিরে নানাবিধ গাক-তৈল প্রয়োগ করিতে লাগিলেন। লীলাময় প্রভু কোন কোন দিন আকালন ও হকারের সহিত নিজ-তব প্রকাশ করিতেন। ইচ্ছাময় প্রভু নিজ-ইচ্ছার আবার ব্যাক্তিরূপে প্রকাশ করিলে চতুর্দিকে হরিধ্বনির সহিত আনন্দ-কোলাহল উঠিত। গৌরগতপ্রাণ-নদীয়াবাসিগণ তখন আনন্দে কীনহুগীকে বজাদি দান করিতেন।

বিপ্রহরকালে শিষ্যগণের সহিত গুণার কল-বিহায়া গৃহে আসিয়া প্রভু ত্রিভুকের পূজা, তুলসীকে মল প্রদান, তুলসীকে পরিক্রমা এবং তৎপরে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী-প্রসন্ন-ভোজন করিতেন। কিছুকাল যোগসিদ্ধির প্রতি কপ-ভৌতিক বর্ষণ করিয়া পুরুরা অধ্যয়নমার্গ গমন করিতেন এবং বগরে আসিয়া লগ্নরিকগণের সহিত সঙ্গ-সুখা ও বিবিধ-কৌতুক-বিলাসাদি করিতেন।

কোনদিন নিমাই তত্ত্বাবগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া বস্ত্র-বাচ্চা করিয়া বিনা-মূল্যে তৎসমুদ্র গ্রহণ করিতেন। কোন-দিন বা নিমাই গোপ-গৃহে উপস্থিত হইয়া গোপগণকে দধি-হৃত্ত মানিতে বলিতেন, গোপগণও প্রভুকে ‘মামা’ ‘মামা’ বলিয়া সম্ভাষণ ও নানাবিধ রহস্যাদি করিয়া বিনা-মূল্যে

প্রচুর দধি-দুগ্ধাদি প্রদান করিতেন। প্রভুও উপহাসে লেগে
ঠাহাদের নিকট নিজ-তত্ত্ব প্রকাশ করিতেন। কোনদিন বা
গুরুবণিকেরা গৃহ হইতে নানাবিধ দ্রব্য-পত্র, কোনদিন বা
মালাকার-গৃহ হইতে নানা প্রকার পুষ্প-মালা এবং কোনদিন
বা ভাণ্ডার-গৃহ হইতে ভাণ্ডারি বিদ্যা-মূল্যে গ্রহণ করিয়া,
প্রভু তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেন। সকলেই প্রভুর অল্প-পয়-
রূপদর্শনে মুগ্ধ-হইয়া-বিনা-মূল্যেই প্রভুকে দ্বাবতীর বস্ত্র-প্রদান
করিতেন। কোনদিন শ্রম-বণিকের গৃহে উপস্থিত হইলে
বণিক গৌরমারাগের হস্তে শ্রম-প্রদান করিয়া প্রণাম
করিতেন; তৎপরিধিতে কোনরূপ মূল্যাদি চাহিতেন না।

একদিন প্রভু সর্বজ্ঞের গৃহে উপস্থিত হইয়া বীর
পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, সর্বজ্ঞ গণনা করিবার
জন্ত গোপাল-মন্ত্র জপ করিয়া-মাত্র বিবিধ ঐশ্বর-তত্ত্ব ও
অদ্বুত রূপমাণি দর্শন করিতে লাগিলেন। ঐ অদ্বুত রূপ-
রাশি দর্শন করিতে করিতে সর্বজ্ঞ কখনও বা চক্ৰ-মূলন
করিয়া সমীপবর্তী গৌরহরিকে পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিতে
লাগিলেন; কিন্তু ভগবদ্ভাষা-প্রভাবে তাঁহাকে কিছুতেই
বুঝিতে পারিলেন না। পরম-বিস্মিত হইয়া মনে করিলেন,
—বোধ হয়, কোন মহামন্ত্রবিৎ অথবা কোন দেবতা
তাঁহাকে পরীক্ষা করিবার জন্ত বিপ্ররূপে তাঁহার নিকট
উপস্থিত হইয়াছেন।

একদিন প্রভু শ্রীধরের গৃহে গমন করিয়া তাঁহাকে
জিজ্ঞাসা করিলেন যে, লক্ষ্মীকান্তের সেবা করিয়াও কেনই
বা তাঁহার আশ্র-বস্ত্রের অভাব এবং জীর্ণ-গৃহের হ্রস্বতা,
আর চণ্ডী-বিবাহের পূজা করিয়া কেনই বা সাধারণ লোকের
সাধারণিক উন্নতি? তৎপরে শ্রীধর বলিলেন যে, রাণী রাণী-
প্রাণে বাস করিয়া এবং উৎকৃষ্ট-দ্রব্য ভোজন করিয়াও
যেহেতু কাল কাটাতেছেন, পরিশ্রম ব্রহ্মোপরি নীড়ে
বাস করিয়া এবং নান-স্থান হইতে সমস্ত আদিত যৎকিঞ্চিৎ
দ্রব্য ভোজন করিয়াও সমভাবেই কাল অতিবাহিত করিতে
ছেন,—উভয়ের স্থখভোগে কোন তারতম্য নাই,—সকলেই
নিজ-নিজ-কর্মফল ভোগ করিতেছেন। প্রভু শ্রীধরের
সহিত রহতক্ষেপে ভক্তের মাহাত্ম্য উল্লেখ করিলেন এবং
শ্রীধরের নিকট হইতে প্রভুকে বিদ্য-শ্রুতি খোঁজ, কলা,
মূল্য প্রভৃতি আদায় করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রভু

পরিহাসে লেগে শ্রীধরের মাহাত্ম্য-প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে নিজ-
তত্ত্বও প্রকাশ করিলেন। আপনাকে শ্রেণ-বংশজ এক
গঙ্গা-শক্তিরও ঐশ্বর বলিয়া ইজিতে জানাইলেন। অতঃ-
পর প্রভু শ্রীধরের স্থান হইতে নিজ-গৃহে প্রত্যাপনম
করিলে
পড়ুয়াগণও অধ্যয়নাভ্যন্তে স্ব-গৃহে গমন করিলেন।

একদিন আকাশে পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে প্রভুর ব্রহ্মধনচক্রে ভাবের
উদ্বীপনা হইল এবং সেইভাবে অপূর্ণ মুরলীধ্বনি করিতে
লাগিলেন। একমাত্র আশা শচীদেবী ব্যতীত আর কেহই
এই অপূর্ণ মুরলীধ্বনি শুনিতে পাইলেন না। শচীদেবী
ঐ মধুর ধ্বনি শুনিতে পাইয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া দেখিতে
পাইলেন,—নিমাই বিষ্ণুমন্দিরের দ্বারে বসিয়া আছেন। শচী-
দেবী দেখানে আশ্চর্য্য আর সেই-বংশীধ্বনি শুনিতে পাইলেন
না বটে, কিন্তু দেখিতে পাইলেন যে, পূজকের বকে গাফিল
চক্রে মণ্ডল শোভা পাইতেছে। এইরূপে শচীদেবী প্রতিদিন
গৌর-ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যসমূহ দর্শন করিতেন।

একদিন শ্রীবাস-পণ্ডিত পথি-মধ্যে প্রভুকে দেখিতে পাইয়া
কহিলেন,—নিমাই, তুমি এখনও কৃষ্ণভজনে মনোনিবেশ
না করিয়া কি-কাণ্ডে বৃথা কাল কাটাতেছ? রাজিদিগ
পড়িয়া বা পড়াইয়া তোমার কি-লাভ হইবে? লোক
কৃষ্ণভক্তি জানিবার জন্যই পড়া-শুনা করে, যদি সেই কৃষ্ণ-
ভক্তিই না হইল, তাহা হইলে সেইরূপ নিফলা বিচার কি-
লাভ? অতএব আর বৃথা কাল নষ্ট করও না; এতদিন
ত' পড়া-শুনা করিলে, এখন ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া
কৃষ্ণভজন আরম্ভ কর। প্রভু বভক্তমুখে এই কথা শুনিয়া
বলিলেন,—‘পণ্ডিত, তুমি ভক্ত,—তোমার রূপার আমার
নিশ্চয়ই কৃষ্ণভজন হইবে।’

উপসংহারে প্রভুর বিদ্যা-বিলাস-লীলা-কান্দে অঙ্গগ্রহণ
না করার ভক্তরাজ প্রহকার দৈত্যোক্তি-মুখে এই বলিয়া বিলাপ
করিতেছেন যে, তিনি সেই আনন্দ-দর্শনে বঞ্চিত হইয়াছেন
বটে, তথাপি তিনি গৌরমন্দিরের কৃপা ভিক্ষা করিয়া এই
প্রার্থনা করিতেছেন যে, প্রতি-ভয়ে যেন তাঁহার দ্বারে
অপ্রাকৃত গৌর-লীলা-দৃষ্টি উদীপ্ত থাকে, দলার গৌরমন্দির
নিভাসিলেই সহিত বোধানে-বোধানে লীলা করেন, সেখানেই
যেন প্রহকার-প্রহকারে হইয়া অবস্থান করেন,—ইহাই
তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা। (গৌর তায়)

জর জর মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
 জর হউক প্রভুর বডেক অনুচর ॥ ১ ॥
 নিমাইর নিত্য গ্রহাঙ্ঘ্রীলন-দীনা—
 হেলনতে সবদোপে শ্রীগৌরসুন্দর ।
 পুস্তক লইয়া ক্রীড়া করে নিরন্তর ॥ ২ ॥
 কুটকোথাপন-পূর্বক তৎকালীন অধ্যাপকবর্গকে
 তিরসার, সকলেরই তৎখণ্ডনে অসামর্থ্য—
 যত অধ্যাপক, প্রভু চালেম সবারে ।
 প্রবোধিতে শক্তি কোন জন নাহি ধরে ॥ ৩ ॥
 একমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রে পারদ্রুত হইয়াই বেদাদি-
 শাস্ত্রবিদগণকেও তুচ্ছবুদ্ভি—
 ব্যাকরণশাস্ত্রে সবে বিভার আদান ।
 ভট্টাচার্য্যপ্রতিও নাহিক তুণ-জ্ঞান ॥ ৪ ॥
 শিষ্যগণ সঙ্গে নগর-ভ্রমণ -
 আশুভবানন্দে করে নগর ভ্রমণ ।
 সংহতি পরম-ভাগ্যবন্ত শিষ্যগণ ॥ ৫ ॥
 দৈবাৎ একদিন পথিমধ্যে মুকুন্দ-সহ সাক্ষাৎকার -
 দৈবে পথে মুকুন্দের সঙ্গে দরশন ।
 হস্তে ধরি' প্রভু ভানে বোলেন বচন ॥ ৬ ॥

নিজ-দর্শনে মুকুন্দকে তদীয় হানত্যাগ-কারণ ও
 বক্তৃত প্রদেয় সহস্রসংখ্যিক—
 “আমারে দেখিয়া তুমি কি-কার্য্যে পলাও ?
 আজি আমা' প্রবোধিয়া বিদ্যা দেখি যাও ?” ৭ ॥
 চতুর মুকুন্দের বৈরাগ্যনিমাইকে অলঙ্কার-
 শাস্ত্রধারা জিগীষা—
 মনে ভাবে' মুকুন্দ,—“আজি জিনিমু কেমনে ?
 ইহান অভ্যাস সবে মাত্র ব্যাকরণে ॥ ৮ ॥
 ঠেকাইমু আজি জিজ্ঞাসিয়া ‘অলঙ্কার’ !
 মোর সনে যেন গর্ব্ব না করেন আর !” ৯ ॥
 নিমাই ও মুকুন্দের শাস্ত্র-বিচার ; প্রভুকর্তৃক
 মুকুন্দ-কৃত ব্যাখ্যা-খণ্ডন—
 লাগিল জিজ্ঞাসা মুকুন্দের প্রভু-সনে ।
 প্রভু খণ্ডে' যত অর্থ মুকুন্দ বাধানে ॥ ১০ ॥
 মুকুন্দকর্তৃক ব্যাকরণশাস্ত্র-গর্হণ—
 মুকুন্দ বোলেন,—“ব্যাকরণ শিশুশাস্ত্র ।
 বালকে সে ইহার বিচার করে মাত্র ॥ ১১ ॥
 অলঙ্কার বিচার করিব তোমা' সনে ।”
 প্রভু কহে,—“বুঝ তোর যেবা নয় মনে ॥” ১২ ॥

গৌড়ীয় ভাষা

বিভাগীঠ নবদ্বীপস্থ সকল অধ্যাপককেই শ্রীগৌরসুন্দর
 শাস্ত্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়াছিলেন। কোনও অধ্যাপকই
 তাঁহার সহিত সমকক্ষ হইতে বা তাঁহার প্রশ্নের মীমাংসা
 করিয়া সন্তোষ বিধান করিতে পারেন নাই ॥ ৩ ॥

দর্শনশাস্ত্রগুলি মহাপণ্ডিত অধ্যাপকগণকে ‘ভট্টাচার্য্য’
 বলে। কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রেই অধ্যয়ন ও
 অধ্যাপন-চর্চা থাকিলেও তিনি তাঁহাদিগের জ্ঞান মহা-
 পণ্ডিতকেও তুণত্ব ও জ্ঞান করিতেন না ॥ ৪ ॥

প্রভুর বিবরণ-জ্ঞানের অল্পত্ব কেহই বিপর্য্যস্ত করিতে
 সমর্থ হন নাই। প্রভু নিজ-বক্তৃত্তা রক্ষা করিয়া প্রতি
 নগরে-নগরে ভ্রমণ করিতেন। তৎকালে অল্পগত মণি-
 ভাগ্যবান ছাত্রগণ প্রভুর সঙ্গে থাকিতেন ॥ ৫ ॥

প্রভু-কর্তৃক পথিমধ্যে ধৃত হইবা-মাত্র মুকুন্দ মনে-মনে
 চিন্তা করিলেন যে, নিমাই তাঁহাকে ব্যাকরণে অনভিজ্ঞ-
 জানেই সন্দেহা অপদহ করেন; সুতরাং অলঙ্কারশাস্ত্রে যে
 নিমাইর অধিক ব্যুৎপত্তি নাই,—এই চিন্তা করিয়া মুকুন্দ
 অলঙ্কারের প্রশ্ন বা সমস্তা উত্থাপনপূর্বক নিমাইকে সম্পূর্ণরূপে
 পরাভব করিবেন, মনে করিলেন। তাহা হইলেই অর্থাৎ
 অলঙ্কার-শাস্ত্রে নিমাইর জ্ঞানাত্যব প্রদর্শিত হইলেই তিনি
 মুকুন্দের নিকট স্বীয় পাণ্ডিত্যের আর আশ্চালন বা অহঙ্কার
 করিতে কখনও সমর্থ হইবেন না।

ঠেকাইমু (ঠেকাইমু?),—(শিষ্য), বিপদে বা ভ্রমে
 পাতিত, অপ্ৰতিভ, অপ্রস্তুত, বাধা প্রদান বা পতি বোধ,
 পরাভব অথবা ‘জঘ’ করিব ॥ ১ ॥

নিমাইকে মুকুন্দের হুকুম শ্রোকের অলঙ্কার-জিজ্ঞাসা—
বিষয়-বিষয় যত কবিত্ব-প্রচার।

পড়িয়া মুকুন্দ জিজ্ঞাসয়ে ‘অলঙ্কার’ ॥ ১৩ ॥
বিজ্ঞানবৃত্তিবান শাস্ত্রবিগ্রহ নিমাইর মুকুন্দ-পৃষ্ঠ শ্রোকের
আলঙ্কারিক দোষ-প্রদর্শন—

সর্বশক্তিমান গৌরচন্দ্র অবতার।
খণ্ড খণ্ড করি’ দোষে’ সব ‘অলঙ্কার’ ॥ ১৪ ॥
নিমাই-প্রদর্শিত আক্ষেপ-সমর্থনে মুকুন্দে অসামর্থ্য—
মুকুন্দ স্থাপিতে নারে প্রভুর খণ্ডন।

হাসিয়া হাসিয়া প্রভু বোলেন বচন ॥ ১৫ ॥
মুকুন্দকে স্বগৃহে গ্রাহ্যস্থলীন-বিচারণাস্তে পরদিবস
বিচারার্থ শীঘ্র উপস্থিতভক্ত অধুরোধ—

“আজি বরে গিয়া ভালমতে পুঁথি চাহ।
কালি বুঝিবাঙ, কাট আসিবারে চাহ ॥” ১৬ ॥
মুকুন্দে স্বগৃহ-গমন-পথে মনে মনে বিচার—

চলিলা মুকুন্দ লই’ চরণের ধূলি।
মনে মনে চিন্তয়ে মুকুন্দ কতুহলী ॥ ১৭ ॥
নিমাইর অলৌকিক পাণ্ডিত্যাহুমান ও কৃকতক্তি-
মিশ্রণে মুকুন্দে নিরন্তর তৎপরস্বপ্ন-প্রার্থনা—

“মুকুন্দের এমনত পাণ্ডিত্য আছে কোথা!
হেন শাস্ত্র নাহিক, অভ্যাস নাহি বখা! ১৮ ॥
এমত সুবুদ্ধি কৃকতক্ত হয় হবে।
তিলেকো ইহান সজ না ছাড়িয়ে তবে ॥” ১৯ ॥

একদিন নিমাইর গদাধর-সহ সাক্ষাৎকার—
এইমতে বিভা-রসে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর।
ভ্রমিতে দেখেন আরদিনে গদাধর ॥ ২০ ॥
জায়-পাঠী গদাধরকে জায়বিষয়ক প্রশ্নের সত্তত্তর-
প্রদানার্থ অধুরোধ—

হাসি’ দুই হাতে প্রভু রাখিলা ধরিয়া।
“জায় পড় তুমি, আমা’ যাও প্রবোধিয়া ॥” ২১ ॥
গদাধরের সম্মতি ও নিমাইর প্রশ্নজিজ্ঞাসা—
“জিজ্ঞাসহ”,—গদাধর বোলয়ে বচন।

প্রভু বোলে,—“কহ দেখি মুক্তির লক্ষণ ॥” ২২ ॥
গদাধর-কৃত ব্যাখ্যায় নিমাইর আক্ষেপ—
শাস্ত্র-অর্থ যেন গদাধর ব্যাখ্যামিলা।

প্রভু বোলেন,—“ব্যাখ্যা করিতে না জানিলা ॥” ২৩ ॥
আত্যন্তিকহঃখনাশকেই ‘মুক্তি’ বলিয়া গদাধরের ব্যাখ্যান—
গদাধর বোলে,—“আত্যন্তিক দুঃখ নাশ।
ইহায়েই শাস্ত্রে কহে মুক্তির প্রকাশ ॥” ২৪ ॥

বাচস্পতি নিমাইর পূর্বপক্ষীয় সমস্ত সিদ্ধান্ত-খণ্ডন—
নানারূপে দোষে’ প্রভু সরস্বতী-পতি।
হেন নাহি তार्কিক, যে করিবেক স্থিতি ॥ ২৫ ॥

নিমাইর সহিত বিচারে সকলেরই অক্ষমতা;
গদাধরের ভীতি—
হেন জন নাহিক যে প্রভুসনে বোলে।
গদাধর ভাবে,—“আজি বর্জি পলাইলে!” ২৬ ॥

ঐগৌরহৃদয়ের সর্বশক্তিমান অবতারী পরমেশ্বর বলিয়া
সকলশাস্ত্রেই তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা অতুলনীয় ছিল।
সুতরাং প্রভু মুকুন্দে জিজ্ঞাসিত সমস্তকথাগুলিরই আল-
ঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৪ ॥

বুঝিবাঙ,—বিচারদ্বারা তোমাকে পরীক্ষা করিব ॥ ১৬ ॥
প্রভু সকলশাস্ত্রেই পণ্ডিত; এমন কোন শাস্ত্র নাই,
যাহা পূর্বে প্রভুর অভ্যাস নাই,—অশেষ-শাস্ত্র-পারদর্শিতা
তাঁহাতেই বর্তমান ছিল ॥ ১৮ ॥

মুকুন্দ প্রভুর সখ্যে মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন,—
এইরূপ অসামান্য পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-বিশিষ্ট বুদ্ধিমান ব্যক্তি
যি কৃকতরনে মনোবোণ প্রদান করেন, তাহা হইলে

তাঁহার সঙ্গ অল্পকালের জন্যও পরিত্যাগ করিয়া আমি আর
অন্তত্র যাইব না। জগতে পাণ্ডিত্য-প্রতিভা যতদূর
উচ্চপদবীতে অতিশয় উন্নীত করায় বা অসাধারণ সম্মানে
সম্মানিত করায় বটে, কিন্তু তাদৃশ পাণ্ডিত্যের সহিত যদি
ভগবন্তক্তি কোন মহাত্মায় প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে
উহা ‘সোনার সোহাগা’ জানিতে হইবে। ‘সুখ-ভজনকারি-
গণ ‘পণ্ডিত’-ভক্তের নিকট সর্বদা শাস্ত্র শ্রবণ করিবেন।
শাস্ত্র-শ্রবণে তাঁহাদের ভক্তের হৃৎতা-লাভ ঘটিবে। সাধু-
ভক্তিশাস্ত্র বা পরবিজ্ঞাকে সাধারণ ভোগ-পরা অপরা-
বিজ্ঞার সহিত সমজ্ঞান করিলে জীবের ভক্তি-বৃদ্ধি হয় না।
‘সমুদ্রবিত্তা ভাগবতী বার্তা’র শ্রবণই মূর্ত্তভক্তগণের ভগবদ্-

গদাধরকে পরদ্বিস বিচারে আগমনারঃ অরোহ—

প্রভু বোলে,—“গদাধর, আজি যাছ স্বর ।

কালি বুদ্ধিবাত্ত, কুলি আশিহাঃ স্বরঃ ॥” ২৭ ॥

গদাধরের অগ্রহাগমন ; জিগীষু নিমাইর নগর-ভ্রমণ—
মমস্করি' গদাধর চলিলেন যত্রে ।

ঠাকুর ভ্রমেন সর্বঃ মগরে-নগরে ॥ ২৮ ॥

নিমাইকে সকলেরই মহাপণ্ডিত-জ্ঞান ও সম্মান—

পরম-পণ্ডিত-জ্ঞান হইল সবার ।

সবেই করেন দেখি' সন্তম অপার ॥ ২৯ ॥

অপর্যক্ট শিষ্যগণ-সঙ্গে গঙ্গাতটে উপবেশন—

বিকালে ঠাকুর-সর্ব-পড়ুয়ার সঙ্গে ।

গঙ্গাতীরে আসিয়া বৈসেন মহারজ ॥ ৩০ ॥

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীবিন্দিত-চরণ গৌর-নারায়ণের

অপ্রাকৃত রূপ-বর্ণন—

সিদ্ধসুতা-সেবিত প্রভুর কলেশ্বর ।

ত্রিভুবনে অস্বিতীয় সঙ্গম স্তম্ভ ॥ ৩১ ॥

শিষ্যগণ-বেষ্টিত নিমাইপণ্ডিতের শাস্ত্র-ব্যাখ্যান—

চতুর্দিকে বেড়িয়া বৈসেন শিষ্যগণ ।

মধ্যে শাস্ত্র বাখ্যামে শ্রীশচীনন্দন ॥ ৩২ ॥

সায়ংকালে বৈষ্ণবগণের গঙ্গাতটে ইষ্ট-গোষ্ঠী—

বৈষ্ণবসকলো তবে সঙ্ক্যাকাল হৈলে ।

আসিয়া বৈসেন গঙ্গাতীরে কুতুহলে ॥ ৩৩ ॥

ভক্তনের একমাত্র সাহায্যকারী, নতুবা ভক্তনের প্রবৃত্তি দিন দিন ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম আক্রমণ করিয়া তাঁহাদের ভজনচুতি ঘটায়। প্রাকৃত-সহজিয়াগণ সাধা-রণতঃ অত্যন্ত মূর্থ এবং আপনাদিগকে ‘ভজনবিজ্ঞ’ অভিমান করিয়া শাস্ত্রের সহিত বিরোধ করিয়া বিশেষ হইয়া পড়েন এবং ‘সাক্ষু-শাস্ত্র-গুরু-বাক্য, হৃদয়ে কা...’ প্রভৃতি মহাভক্তনের মঙ্গলসমী উক্তি হইতে দূরে অপসারিত হন ॥ ২৯ ॥

শ্রীগদাধর-পণ্ডিত নিমাইর নিকট তাঁহার পঠিত বিজ্ঞা ব্যাখ্যা করিলেন। তাহা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,—‘তোমার এই ব্যাখ্যা ভাল হইল না ॥’ ২০ ॥

শ্রীগদাধর বলিলেন,—‘আধ্যাত্মিক-স্বয়ং-নিরুত্তিই মুক্তির লক্ষণ’ বলিয়া সাংখ্যাদি-শাস্ত্রে প্রকটিত আছে। সাংখ্য-

নিমাইর অতুল পাণ্ডিত্য-দর্শনে ভক্তগণের হর্ষ, কিন্তু স্বভজন-

বিভক্তনের সঙ্গে পন-নিবন্ধন-বিষাদ ও পরস্পর-বিজ্ঞান—

দূরে থাকি' প্রভুর ব্যাখ্যান সন্তোষে—

হরিরে বিষাদ সন্তোষে' মনে-মনে ॥ ৩৪ ॥

কোন কোন ভক্তের ক্রোধভক্তনেই রূপ ও বিজ্ঞা-সা-ভের

সামর্থ্যতা-বর্ণন—

কেহ বোলে,—“হেন রূপঃ হেন বিজ্ঞা-সারঃ

না ভজিলে কৃষ্ণ, নহে কিছু উপকার ॥” ৩৫ ॥

নিমাইর ভয়ানক-কৃটপ্রশ্ন-জিজ্ঞাসায় সকলেরই

ভীতি ও অভিযোগ—

সবেই বোলেন,—“ভাই, উহা নৈ-দেখিয়া ।

কাঁকি-জিজ্ঞাসার ভয়ে যাই পলাইয়া ॥” ৩৬ ॥

শুধু বা কন-আদারকারীকৃত্ত্য নিমাইর সকল-হা-জকেই

প্রশ্নবীক্ষণার্থ অরোহ—

কেহ বোলে,—“সেখা হৈলে না দেখে প্রভিয়া ।

মহাদানী-প্রায় যেম-রাখেন-ধরিয়া ॥” ৩৭ ॥

নিমাইকে অগোত্রিকশক্তি-সম্পন্ন-মহাপুরুষ-জ্ঞান—

কেহ বোলে,—“ব্রাহ্মণের শক্তি অমাবুধী ।

কোন মহাপুরুষ বা হয়,—হেন বাসি ॥ ৩৮ ॥

কৃটপ্রকারী হইলেও নিমাইর দর্শনে সকলের স্তম্ভ—

যতপিহ-নিরস্ত্র-বাখ্যামে কাঁকি—

তথাপি সন্তোষ বড়-পাও-ই-হা দেখি ॥ ৩৯ ॥

প্রবচন-সূত্র ১ম অঃ ১ম সূত্র—“অথ ত্রিবিধঃ সাত্বিক-নিরুত্তিরত্যস্তপুরুষার্থঃ” ২৪ ॥

প্রভু—সাক্ষাৎ সাংখ্যশাস্ত্রবিগ্রহ এবং ভারতীপতি, সূত্রাং কেহই তাঁহার সহিত তর্কে তুল্য হইতে পারেন না। শাস্ত্রশাস্ত্রের লিখিত মুক্তিলক্ষণ যে বিভ্রান্ত-অকর্ণ্য এবং দোষবৃত্ত-বিচারপূর্ণ, তাহা শ্রীমদারহমরঃ সূত্রভাবে প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমদাচার্য্যশাস্ত্রের লিখিত “মোক্ষং বিজ্ঞান-সাংখ্য” বিভার প্রবর্তন করিয়া অনিত্য-স্বয়ং-স্বঃ ভোগকারী মূল ও মূল উপাধিযের অবস্থানের অনিত্য এবং জীবাত্মার নিত্যবৃত্তি বা স্বরূপ-কৃত্তিককেই মুক্তির লক্ষণে সংহাণিত করিলেন ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মাণ্ডে এমন-কেহ নাই, বিমি-প্রভুর সঙ্গে সমুদে ॥

অলৌকিক-পাণ্ডিত্য-সহেও বভজন-নিভঞ্নের

সমোপন-হেতু ভক্তগণের হৃৎ—

মধুস্তের এমন পাণ্ডিত্য দেখি নাই।

কৃষ্ণ না ভজেন,—সবে এই হৃৎ পাই ॥” ৪০ ॥

নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত ভক্তগণের পরস্পর-

সমীপে তৎপ্রতি আশিস-প্রার্থনা—

অজ্ঞোহ্যে সবেই সাধেম সবা’প্রতি।

“সন্তে বল,—ইহান হউক কৃষ্ণে রতি” ॥” ৪১ ॥

নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত গগাতটে সকণ

বৈষ্ণবের আশীর্বাদ—

দণ্ডবৎ হই’ সন্তে পড়িলা গজারে।

সর্ব-ভাগবত মেলি’ আশীর্বাদ করে ॥ ৪২ ॥

নিমাইর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটনের নিমিত্ত ভক্তগণের

কৃষ্ণসমীপে প্রার্থনা—

“হেন কর’ কৃষ্ণ,—জগন্নাথের সন্মান।

ভোর রসে মত্ত হউ, ছাড়ি’ অজ্ঞ-মন ॥ ৪৩ ॥

নিরুপধি প্রেমভাষে ভক্তুক তোমারে।

হেম সজ, কৃষ্ণ, দেহ’ আমা’সবাকারে ॥” ৪৪ ॥

ঐবাসাদিভক্ত-দর্শনে ভক্তপতি ভগবানের অভিধান-

দ্বারা মর্যাদা-প্রদর্শন—

অতর্ক্যমো প্রভু,—চিন্তা জানেন সবার।

ঐবাসাদি দেখিলেই করে নমস্কার ॥ ৪৫ ॥

ভগবানের ভক্তরূপ আশীর্বাদ-স্বীকার, ভক্তরূপ

আশীর্বাদেই কৃষ্ণভক্তির উদয়—

ভক্ত-আশীর্বাদ প্রভু শিরে করি’ লয়।

ভক্ত-আশীর্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥ ৪৬ ॥

কোন কোন ভক্তের নিমাইকে বিভা-বিলাসে

কাণযাপনে নিবারণ—

কেহ কেহ সাংকাতেও প্রভু দেখি’ বোলে।

“কি কার্যে গোড়াও কাল তুমি বিভা-ভোলে?”

বিজ্ঞাবধূগ্ৰীবন কৃষ্ণে প্রপত্তিপূর্বক ভজনেই বা কৃষ্ণমতির

উদয়েই শাস্তাধারন বা বিচার সকল, নচেৎ

উহার বিফল-বর্জন—

কেহ বোলে,—“হের দেখ, নিমাই-পণ্ডিত!

বিজ্ঞায় কি-লাভ?—কৃষ্ণ ভজহ হরিত ॥ ৪৮ ॥

পড়ে কেনে লোক?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে।

সে যদি মহিল, তবে বিজ্ঞায় কি করে?” ৪৯ ॥

মানদ-দর্শের আদর্শ নিমাইর বভক্তগণ-সমীপে

কৃষ্ণভক্ত্যুপদেশ প্রার্থনা—

হাসি’ বোলে প্রভু,—“বড় ভাগ্য সে আমার।

তোমরা শিখাও মোরে কৃষ্ণভক্তি সার ॥ ৫০ ॥

জীবপ্রতি বৈষ্ণবের শুভ কামনাতেই তৎ-সৌভাগ্যোদয়—

তুমি সব যার কর শুভামুসন্ধান।

মোর চিন্তে হেন লয়, সেই ভাগ্যবান ॥ ৫১ ॥

তর্ক-বিচার করিতে বা কথাবার্তা বলিতে যোগ্য। গদাধর-পণ্ডিত চিন্তা করিলেন যে, ‘প্রভুর নিকট হইতে পলাইতে পারিলেই আমি রক্ষা পাই।’

বর্তি,—(সংস্কৃত বৃত্ত-ধাতু হইতে), বর্তমান থাকি; এ-স্থলে, বাচি, প্রাপ্তে রক্ষা পাই ॥ ২৬ ॥

নবদ্বীপ-নগরের সকল লক্ষ্যাপককেই প্রভু স্বীয় অভুল-পাণ্ডিত্য-প্রতিভা-দ্বারা পরাক্রান্ত করিয়া, সকলের নিকটই পর-পাণ্ডিত্যপ্রতিভা লাভ করিলেন এবং সকলেই তাঁহাকে ‘পণ্ডিতাশ্রয়ী’ বলিয়া সম্মান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

নিম্নত্বতা,—সমুদ্র-মহন-কাসে তরুত্বতা ঐশ্বর্য-দেবী। ব্রহ্মসংহিতায় ২৯শ শ্লোকে—“লক্ষীসংস্পর্শতঃ সর্বত্রৈবৈশ্বর্যমায়ং গোবিন্দমাদিপুরুষং ভবহং ভবামি” ॥ ৩২ ॥

জগতে, স্নানরূপ বড়ই প্রাধান্য বিষয় এবং পাণ্ডিত্যও তাহাই। কিন্তু কি রূপবান, কি পণ্ডিতগণ, কেহই যদি কৃষ্ণভজন না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের তাদৃশ রূপ বা পাণ্ডিত্য-দ্বারা ব্যক্তিগতভাবে তাঁহারা বা জগৎ কেহই স্বার্থভাবে উপকৃত হন না ॥ ৩৫ ॥

মহাদানী-প্রায়,—উচ্চপদে অধিষ্ঠিত রাজকর, রাজস্ব, শুদ্ধ বা ‘খাজনা’-সংগ্রহকারী ব্যক্তির স্থায় ॥ ৩৭ ॥

নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণবগণ, সকলেই শ্রীকৃষ্ণের নিকট এত প্রার্থনা করিতে লাগিলেন যে, জগদ্ব্যধিশ্র-তনয় নিমাই-পণ্ডিত যেন অত সমস্ত চোঁটা ছাড়িয়া কৃষ্ণভজনেই রত হইলেন। জগতে পাণ্ডিত্যাদি-বিষয়ে নিমাইপণ্ডিত বৈষ্ণবের সর্বোত্তম উন্নত-পদবীতে পদাঙ্ক হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণভক্তি-

কিরদ্বিস আরও অধ্যাপনাস্তর শুদ্ধবৈষ্ণব-সমীপে

নিমাইর গমনেছা-জ্ঞাপন—

কতদিন পড়াইয়া, মোর চিত্তে আছে।

চলিহু বুকিয়া ভাল-বৈষ্ণবের কাছে ॥ ৫২ ॥

ঘনিষ্ঠতা-সবেও নিমাইকে ভক্তগণের ভগবদ্ভিচ্ছা-বশতঃ

ভগবান্ বলিয়া অনুপলকি—

এত বলি' হাসে প্রভু সেবকের সনে।

প্রভুর মায়ায় কেহ প্রভুরে না চিনে ॥ ৫৩ ॥

সকলেরই সঙ্গচিত্তের নিমাইর প্রতীক্ষা—

এইমত ঠাকুর সবার চিত্ত হরে'।

হেন নাহি, যে জনে অপেক্ষা নাহি করে ॥ ৫৪ ॥

নিমাইর কখনও গঙ্গা-তটে, কখনও নগরে ভ্রমণ—

এইমত কণে প্রভু বৈসে গঙ্গাতীরে।

কখন ভ্রমেন প্রতি নগরে-নগরে ॥ ৫৫ ॥

গৌরজনগণের নিমাইকে দর্শন-মাত্র অভ্যর্থনা—

প্রভু দেখিলেই মাত্র নগরীয়াগণ।

পরম আদর করি' বন্দেন চরণ ॥ ৫৬ ॥

অজরুচি-বৃত্তিতে গৌণরস বা রসাতান-মূলক অঙ্গজ-দর্শনে

স্ব-স-চিত্তবৃত্তাহুসারে উঠার দুগ্ভেদে একই অবয়বজান

গৌর-কৃষ্ণের নানা প্রতীতি বা প্রাকৃত দর্শন—

নারীগণ দেখি' বোলে,—“এই ত মদন।

জীলোকে পাউক জন্মেজন্মে হেন ধন ॥ ৫৭ ॥

পণ্ডিত ও বৃদ্ধের দর্শন—

পণ্ডিতে দেখয়ে বৃহস্পতির সমান।

বৃদ্ধ-আদি পাদপদ্মে করয়ে প্রণাম ॥ ৫৮ ॥

যোগী ও অমুরের দর্শন—

যোগীগণে দেখে,—যেন সিদ্ধ-কলেবর।

দুষ্টগণে দেখে,—যেন মহা-ভয়ঙ্কর ॥ ৫৯ ॥

গৌর-কৃষ্ণের আকর্ষণ-সম্ভাষণ-ফলে আকৃষ্টের বশুতা-স্বীকার—

দিবসেকো যারে প্রভু করেন সম্ভাষ।

বন্দ্যপ্রায় হয় যেন, পরে' প্রেম-কাঁস ॥ ৬০ ॥

বিজ্ঞাবিলাস-গর্ভভরে নিমাইর উক্তিভেদেও সকলের সম্ভাষণ—

বিজ্ঞারসে যত প্রভু করে অহঙ্কার।

শুনেন, তথাপি শ্রীতি প্রভুরে সবার ॥ ৬১ ॥

বিষয়েও তিনি তাদৃশী অলৌকিকী চেষ্টা সূচকরূপে বিধান বা প্রকাশ করেন ॥ ৪৩ ॥

সমগ্র চতুর্দশ ভুবনের একমাত্র একচ্ছত্র পতি হইয়াও প্রভু স্বীয় ভক্তের আশীর্বাদ নিষ্কাশিত ধারণ করিতেন। ভগবদ্ভক্তের আশীর্বাদ-শক্তি এতাদৃশী প্রবলা যে, তদ্বারা বহির্গত-জীবেরও সেবোন্মুখতা ক্রমে ক্রমপাদপদ্মে অমুরাগ প্রকটিত হয় ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণভক্তি বা ভক্তিজাতিই সকল বিজ্ঞার বা পাণ্ডিত্যের চরম সীমা। কৃষ্ণভক্তিজাতিই যদি না হয়, তাহা হইলে পাণ্ডিত্যাদির অর্জন-চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়ে। যে বিজ্ঞা কৃষ্ণ-ভক্তির উদয় না করায়, তদ্বারা কেবলমাত্র অজ্ঞ-মোহই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাই, শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ-ঠাকুর তৎকৃত ‘কলাগ-কল্পতরু’-গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—“জড়বিজ্ঞা যত যারার বৈভব, তোমার ভক্তনে বাধা। মোহ জনমিয়া, অনিহা সংসারে, জীবকে করয়ে গাধা ॥” (চৈঃ চঃ ৮ম পঃ ২৪শ সংখ্যায়—) “প্রভু কহে,—‘কোন বিজ্ঞা বিজ্ঞা-মধ্যে সার?’ রায় কহে,—‘কৃষ্ণভক্তি বিনা বিজ্ঞা নাহি আর’ ॥” ৪২ ॥

প্রভু বলিলেন,—কিছুকাল এইরূপভাবে বিজ্ঞার অমুরাগীভাব করিয়া পরে কোন মহাভাগবত বৈষ্ণবের নিকট হইতে পরব্রহ্মের কথা বুঝিয়া লইয়া তদনুযায়ী হইব অর্থাৎ প্রথমে বিজ্ঞার পারদ্রুত হইয়া পরে আমার শুদ্ধ-বৈষ্ণবধর্ম যাজন করিবার ইচ্ছা আছে ॥ ৫২ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর এরূপ অসামান্য সূক্ষ্মরূপশাসী ছিলেন যে, সৌন্দর্য-দর্শনকারিণী নারীগণ তাঁহার অধিতীয়-রূপ-দর্শনে মুগ্ধা হইতেন; তাঁহার এতাদৃশ পাণ্ডিত্য-প্রতিভা ছিল যে, পাণ্ডিত্যগণ তাঁহাকে বিবুধগুরু ‘বৃহস্পতি’ বলিয়া দেখিতেন, গাণেশন যোগীগণ বা উর্দ্ধরেতা মুনিগণ তাঁহাকে ‘সিদ্ধ-মহাপুরুষ’ বলিয়া দেখিতেন, হৃদ্বাক্তপ্রকৃতি অসংলোক-শক্তি তাঁহাকে পাণের দণ্ডবিধানকারী মহাভয়ঙ্কর মহাকাল-ঘরের ভায় দর্শন করিতেন ॥ ৫৭-৫৯ ॥

একদিনের জন্তও বাহ্যসের প্রভুর সহিত আলাপ-পরিচয় হইত, তাঁহারা তাঁহার অচ্ছেদ্য শ্রীতিবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া পড়িতেন ॥ ৬০ ॥

বিজ্ঞামদমত্ত ব্যক্তিগণ সাধারণতঃ অপর বিদ্বান্ ব্যক্তির

শাক্য পরমাত্মরূপ সৰ্বজীব-দয়ালু গৌর-কৃষ্ণে আকৃষ্ট-
জনের জাতি-নির্কিংশেবে প্রীতি—
যবনেও প্রভু দেখি' করে বড় প্রীতি ।
সৰ্বভূত-কৃপালুতা প্রভুর চরিত ॥ ৬২ ॥
মুকুন্দ-সজ্জয়-গৃহে নিমাইপণ্ডিতের চতুপাশী—
পড়ায় বৈকুণ্ঠনাথ নববীপপুরে ।
মুকুন্দ-সজ্জয় ভাগ্যবস্তুর ছয়ায়ে ॥ ৬৩ ॥
বিষয়, সংশয়, পূৰ্বপক্ষ, সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি,—এই
পঞ্চাবয়ব-জ্ঞায়-ক্রমে নিমাইর অধ্যাপন—
পক্ষ-প্রতিপক্ষ সূত্র-খণ্ডন-স্থাপন ।
বাখানে অশেষরূপে শ্রীশচীনন্দন ॥ ৬৪ ॥
নিমাইর অধ্যাপনায় সরলবিপ্র মুকুন্দ-
সজ্জয়ের স্থখ—
গোষ্ঠী-সহ মুকুন্দ-সজ্জয় ভাগ্যবান্ ।
ভাসয়ে আনন্দে, মৰ্ম্ম না জানয়ে ভান ॥ ৬৫ ॥
বিজ্ঞা-বিলাস-লীলাময় গৌর-নারায়ণ —
বিজ্ঞা জয় করিয়া ঠাকুর যায় ঘরে ।
বিজ্ঞারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥ ৬৬ ॥

বায়ুরোগজলে প্রভুর অতর্কীয় প্রেম-বিকার-প্রকাশ—
একদিন বায়ু-দেহ-মান্য করি' ছিল ।
প্রকাশেন প্রেমভক্তি-বিকার সকল ॥ ৬৭ ॥
ক্রোশন, লুণ্ঠন, হসনাদি উদ্দাম সাত্বিক চেষ্টা—
আচম্বিতে প্রভু অলৌকিক শব্দ বোলে ।
গড়াগড়ি যায়, হাসে, ঘর ভাঙ্গি' ফেলে ॥ ৬৮ ॥
বাহুবাক্ষ্যটন ও লোককে দর্শনমাত্র প্রহার—
ছকার গর্জন করে, মালসাট্ পুরে ।
সন্মুখে দেখয়ে যারে, তাহারেই মারে ॥ ৬৯ ॥
শুভ ও মূর্ছা-দর্শনে সকলের শঙ্কা—
ক্ষণে-ক্ষণে সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি হয় ।
হেন মু-হুঁ হক্স, লোকে দেখি' পায় ভয় ॥ ৭০ ॥
নিমাইর ব্যাধি-নিবারণার্থ আত্মীয়-স্বজনগণের সমাগম—
শুনিলেন বহুগণ বায়ুর বিকার ।
ধাইয়া আসিয়া সভে করে প্রতিকার ॥ ৭১ ॥
বুদ্ধিমন্ত-গা ও মুকুন্দ-সজ্জয়ের আগমন—
বুদ্ধিমন্ত-খান আর মুকুন্দ-সজ্জয় ।
গোষ্ঠী-সহ আইলেন প্রভুর আলয় ॥ ৭২ ॥

প্রতি ঈর্ষা বা হিংসা-পরবশ হয় । মৎসর-প্রকৃতির ব্যক্তিগণ
অপরের বিজ্ঞা-গর্ভে অব্রণ করিতে অভিলাষ করেন না । কিন্তু
প্রভুর বিজ্ঞা মদ-দর্শনে তৎকালে সকলেই প্রীত হইতেন ॥ ৬১ ॥
হিন্দু-বিষেী যবনেরও স্বাভাবিকী হিংসা-প্রবৃত্তি প্রভুতে
প্রযুক্ত না হইয়া নির্মূল-প্রীতিতেই পর্যাবসিত হইত । সকলের
প্রতিই গৌরহরি বিশেষ বদাশ্রতার পরিচয় দিতেন ॥ ৬২ ॥
নিমাই-পণ্ডিত বাদ-প্রতিবাদ, বিষয়-নির্দেশ, দোষ-
যুক্ত প্রতিষ্ঠার নিরাকরণ এবং দোষনিমুক্ত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠা
প্রভৃতি বহুরূপে শাস্ত্রাদি ব্যাখ্যা করিতেন ॥ ৬৪ ॥
মায়িকবিজ্ঞা-গর্ভিত জনগণের দর্পহরণের নিমিত্ত বৈকুণ্ঠ-
নাথ সরস্বতীপতি বিশ্বস্তর বিজ্ঞারসের প্রবাহ-দ্বারা সর্ববিধ
দুঃখতা ও কুণ্ঠতা ভাসাইয়া দিয়া সেইসকল স্থান অধিকার
করিয়াছিলেন ॥ ৬৬ ॥
অবজ্ঞাবের স্থল-শরীরে বাত, পিত্ত ও কফ, এই ত্রিবিধ
বর্তমান । ধাতুরয়ের কোন একটা হইটী বা তিনটির
প্রভাব পরিবর্তিত হইলেই স্থল-শরীরে বিকার বা রোগ

উৎপন্ন হয় । শারীরিক-বিকারের সহিত মানসিক পরি-
বর্তনও অবশ্যজ্ঞাবি । মানস-শরীর যদিও স্বস্থ, তথাপি
অধুনা স্থলশরীরের সহিত একীভূত থাকায় পরস্পর সাপেক্ষ-
ধর্ম্মবিশিষ্ট । 'শীঘ্র'-শব্দ গতির স্বাভাবিকত্ব অতিক্রম করিয়া
আধিক্য সূচনা করে । যে-স্থলে গতির ন্যূনতার পরিচয়,
সেস্থলে উহার মন্দতা লক্ষ্য করিয়া 'মান্য'-শব্দের প্রয়োগ
হয় । দেহে বায়ু অবস্থিত এবং উহার গতি-বিপর্যয়ে বাত-
ব্যাধিসমূহের সমাবেশ । শ্রীগৌরমুন্দর ভগবৎসেবনের বৃত্তি
লইয়া যে-সকল গুরুসাত্বিকবিকার-মুখে আশ্রয়জাতীয়-ক্লেশ-
বিষয়িণী সেবা প্রদর্শন করিতেছিলেন, তাহা সাধারণ-লোক-
বোধ্য নহে জানিয়া বায়ুমান্যভাবজনিত চিন্তাবিকারের ছলনা
প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ গুরুসম্মেলন-সদয়ের প্রেম-
ভক্তিবিকারসমূহ মূঢ় ভগবৎবিমুখ জনগণের প্রাকৃত বায়ু-
যোগ-ধারণার সহিত এক নহে । যে-সকল ব্যক্তি ভগবৎ-
সেবায় সম্পূর্ণ বিমুখ, তাহারাই প্রাকৃত উনপঞ্চাশ-বায়ু-
বিকারের বশবর্তী হইয়া আত্মারাম অমল পরমহংসগণেরও

বিবিধ বায়ুপ্রকোপ-নিবারক তৈল-প্রয়োগ—

বিষ্ণুতৈল, নারায়ণতৈল দেন শিরে ।

সন্তে করে প্রতিকার, যার যেন ক্ষুরে ॥ ৭৩ ॥

যতস্ত ভগবানের স্বেচ্ছাময়ী লীলার বিকল্পে বহিঃশেষায়

তদভিনীত বায়ুবাধির উপশমা দাব—

আপন-ইচ্ছায় প্রভু নানা কৰ্ম করে ।

সে কেমনে স্নুহ হইবেক প্রতিকারে ॥ ৭৪ ॥

প্রভুর কম্প ও শব্দে সকলের শঙ্কা -

সর্ব-অঙ্গে কম্প, প্রভু করে আশ্বালন ।

ছন্দার শুনিয়া ভয় পায় সর্বজন ॥ ৭৫ ॥

ঈশ্বর-ভাবে প্রভুর নিজ-ঈশ্বর বা বিশ্বস্তর-কীর্তন—

প্রভু বোলে,—“মুই সর্ব-লোকের ঈশ্বর ।

মুই বিশ্ব ধরে’। মোর নাম ‘বিশ্বস্তর’ ॥ ৭৬ ॥

মুই সেই, মোরে ত’ না চিনে কোন জনে ।”

এত বলি’ লড় দেই ধরে সর্বজনে ॥ ৭৭ ॥

নিজ-ঈশ্বর-কীর্তন মরেও প্রভুর ইচ্ছায় সকলের

তদীশ্বরস্বায়ুপলক্ষি—

আপনা’ প্রকাশ প্রভু করে বায়ু-ছলে ।

তথাপি না বুঝে কেহ তান মায়া বলে ॥ ৭৮ ॥

নিমাইর বায়ুরোগ-দর্শনে নানা-লোকের নানা-মত—

কেহ বোলে,—“হইল দানব অধিষ্ঠান ।”

কেহ বোলে,—“হেন বুঝি ডাকিনীর কাম ॥” ৭

নিমাইর নিরন্তর প্রণাম-দর্শনে তদীয় বায়ুরোগাবধারণ—

কেহ বোলে,—“সদাই করেন বাক্য ব্যয় ।

অতএব হৈল ‘বায়ু’,—জানিহ নিশ্চয় ॥” ৮০ ॥

তদীয় তত্ত্বানভিজ্ঞ মায়া-মুক্ত জনগণের নিদান ও

চিকিৎসা-বিষয়ক নানা-বিচার—

এইমত সর্বজনে করেন বিচার ।

বিষ্ণু-মায়া-মোহে তত্ত্ব না জানিয়া তাঁর ॥ ৮১ ॥

নিমাইর দেহে ও শিরে বায়ুতৈল-স্রক্ষণ ও অভ্যঙ্গন—

বহুবিধ পাক-তৈল সন্তে দেন শিরে ।

তৈলজোণে খুই তৈল দেন কলেবরে ॥ ৮২ ॥

আপনাকে বায়ুবিকার-গ্রস্তরূপে অভিনয়-প্রদর্শন—

তৈলজোণে ভাসে প্রভু হাসে খলখল ।

সত্য যেন মহাবায়ু করিয়াছে বল ॥ ৮৩ ॥

অতঃপর নিমাইর বহির্দিশা-প্রকটন—

এইমত আপন-ইচ্ছায় লীলা করি’ ।

স্বাভাবিক হৈলা প্রভু বায়ু পরিহরি’ ॥ ৮৪ ॥

কাম্য পরম-চমৎকারময় কৃষ্ণপ্রেমবিকারকে নিজেদের জায়
বায়ুরোগ-বিকার বলিয়া মনে করেন ; উচাই ভগবদ্বিনুত্থের
দণ্ড জানিতে হইবে ॥ ৬৭ ॥

অলৌকিক,—প্রাকৃত শব্দসমূহ সাধারণতঃ শ্রবণেন্দ্রিয়
ও অণু চারিপ্রকার জ্ঞানেন্দ্রিয়-গ্রাহ্য । অণু চারিপ্রকার
জ্ঞানেন্দ্রিয় যে-শব্দের ধারণা করিতে ‘অসমর্থ’, তাহাই ‘অ-
লৌকিক’ শব্দ । অলৌকিক শব্দের প্রকাশে যে-প্রকার
আঙ্গিক বিকারসমূহ উদ্ভূত হয়, তাহা সাধারণ-লোকবোধ্য
নহে । ‘বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুদ্রা বিজ্ঞেহ’—এই বাক্যটি
এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে আলোচ্য । বৈষ্ণবের ভাষা, বৈষ্ণবের
হৃদগত ভাব সাধারণ লৌকিক-বিচারের গম্য নহে । “তরি-
রসমদিয়া-মদাতিমত্তা ভুবিলুঠাম নটাম নিশ্চিনাম”—
বৈষ্ণবের এই বাণী সাধারণ প্রাকৃত নোক বুঝিতে পারে না ॥

তৎকালে নবদ্বীপ-নগরে বুদ্ধিমন্ত-পান এবং মুকুন্দ-সঙ্গ
নামক সম্ভ্রান্ত বাক্তিহীন সকল বিষয়ে আচ্য ও সমুদ্র ছিলেন ।

ধনিলোকের গৃহে নানাবিধ ঔষধি ও চিকিৎসকগণ অবস্থান
করিত । নিঃস্বপ্না নিঃসংগ জনগণ তাঁহাদিগের মুখাপেক্ষী
হইয়া ঔষধ পথ্যাদি লাভ করিতেন ॥ ৭২ ॥

শ্রীগৌরহরুর স্বয়ং প্রাকৃত লীলা-বিলাসপ্রদর্শন-মানসে
যে-সকল প্রেমবিকার উদয় করিয়াছিলেন, তাহা বাহ্য ঔষধ-
প্রয়োগে উপশম হইবার নহে । শারীর ও মানস রোগ
স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরের উপর ক্রিয়া করে । সার্বিকবিকারাদি
অনিত্য ও অচিৎ উপাধিঘ্নে ক্রিয়া-বিশিষ্ট হয় না । পরন্তু
জীবায়ার সেবোগ্রন্থী প্ররুস্তিসমূহ—ভগবৎসমর্পিত অপ্রাকৃত
দেহাদি-সাহায্যে প্রদর্শিত হয় । কৃত্রিম জড়শরীরগত বিকার-
সহিত আত্মবিলুপ্তের ভক্তিবিকার সম্পূর্ণ পৃথক্ । মূ-
জনগণ ‘দেহে আত্মবুদ্ধি’ করিয়া সার্বিক-বিকারাদি-প্রদর্শনে
ছলনায় কৃত্রিমভাবে দেহ ও ইন্দ্রিয়সমূহের সঞ্চালনাদি-
জড়প্রতিষ্ঠাভাভের হর্ষাসনা করে ॥ ৭৪ ॥

শ্রীগৌরহরুর স্বয়ংরূপ কৃষ্ণাভিন্নবিগ্ধ হইয়াও আশ্রয়-

তদর্শনে চতুর্দিকে হরিধ্বনি ও পরস্পর উপহার-দান—
 সর্বগণে উঠিল আনন্দ-হরি-ধ্বনি।
 কেবা কারে বজ্র দেয়,—হেন নাহি জানি ॥ ৮৫ ॥
 বায়ুরোগোপশম-দর্শনে নিমাইর দীর্ঘজীবন-প্রার্থনা—
 সর্বলোকে শুনি' হইলা হরষিত।
 সবে বোলে,—“জীউ, জীউ এ-হেন পণ্ডিত ॥” ৮৬ ॥
 তৎরূপা ব্যতীত তত্ত্ব-বিনির্গমে সকলের অসামর্থ্য—
 এইমত রজ করে বৈকুণ্ঠের রায়।
 কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায় ? ৮৭ ॥
 বৈষ্ণবগণের নিমাইকে সংসারের অনিত্যত্ব প্রদর্শনপূরক
 কৃষ্ণভজনে উপদেশ-দান—
 প্রভুরে দেখিয়া সর্ব-বৈষ্ণবের গণ।
 সবে বোলে,—“ভজ, বাপ, কৃষ্ণের চরণ ॥ ৮৮ ॥
 ক্রণেকে নাহিক, বাপ, অনিত্য শরীর।
 তোমারে কি শিখাইমু, তুমি মহাদীর ॥” ৮৯ ॥
 বৈষ্ণবগণের বাক্যামুদোদানাভিবাৎসল্যে নিমাইর
 অধ্যাপনারম্ভ—
 হাসিয়া প্রভু সবারে করিয়া নমস্কার।
 পড়াইতে চলে শিষ্য-সংহতি অপার ॥ ৯০ ॥
 মুকুন্দসজ্জয়ের চণ্ডীমণ্ডপে নিমাই-পণ্ডিতের
 অধ্যাপনা—
 মুকুন্দ-সজ্জয় পুণ্যবস্তুর মন্দিরে।
 পড়ায়েন প্রভু চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে ॥ ৯১ ॥
 বায়ুতৈলাক্ত-শিরে নিমাইর অধ্যাপনা—
 পরম-সুগন্ধি পাক-তৈল প্রভু-শিরে।
 কোম পুণ্যবস্ত্র দেয়, প্রভু ব্যাখ্যা করে ॥ ৯২ ॥

শিষ্যগণ-বেষ্টিত নিমাইপণ্ডিতের অধ্যাপনা—
 চতুর্দিকে শোভে পুণ্যবস্ত্র শিষ্যগণ।
 মাঝে প্রভু ব্যাখ্যা করে জগৎজীবন ॥ ৯৩ ॥
 তদবহ নিমাইর অতুলনীয়া শোভা ও উপমা—
 সে-শোভার মহিমা ত' কহিতে না পারি।
 উপমা দিবাও কিবা, না দেখি বিচারি' ॥ ৯৪ ॥
 বদরিকাশ্রমে চতুঃসন-বেষ্টিত আদিকবি নারায়ণের
 বেদোদ্যান-দীপার পুনঃপ্রাকট্য—
 হেন বুঝি যেন সনকাদি-শিষ্যগণে।
 নারায়ণে বেড়ি' বৈসে বদরিকাশ্রমে ॥ ৯৫ ॥
 তাঁ'সবারে লৈয়া যেন প্রভু সে পড়ায়।
 হেন বুঝি সেই লীলা করে গৌর-রায় ॥ ৯৬ ॥
 সেই বদরিকাশ্রমবাসী নারায়ণ।
 নিশ্চয় জানিহ এই শচীর নন্দন ॥ ৯৭ ॥
 শিষ্য-সহ গৌর-নারায়ণের বিজ্ঞা-বিলাস—
 অতএব শিষ্য-সঙ্গে সেই লীলা করে।
 বিজ্ঞারসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥ ৯৮ ॥
 মধ্যাহ্নে শিষ্যগণ-সহ গঙ্গাস্নান—
 পড়াইয়া প্রভু ছুই-প্রহর হইলে।
 তবে শিষ্যগণ লৈয়া গঙ্গাস্নানে চলে ॥ ৯৯ ॥
 গঙ্গাস্নানান্তে স্বর্গহে বিষ্ণুর পূজন—
 গঙ্গাজলে বিহার করিয়া কতকণ।
 গৃহে আসি' করে প্রভু ত্রিবিষ্ণু পূজন ॥ ১০০ ॥
 তুঙ্গদী-প্রদক্ষিণান্তে ভোজন—
 তুলসীরে জল দিয়া প্রদক্ষিণ করি'।
 ভোজনে বসিলা গিয়া বলি' 'হরিহরি' ॥ ১০১ ॥

জাতীয় ভাব অঙ্গীকারপূরক যে-সকল বাক্য উচ্চারণ করিতেন, তাহাতে সাধারণ নৃৎ জনগণ তাঁহাকে বিষয়-জাতীয়-বিগ্রহাভিমাত্রী বলিয়া ভ্রান্ত হন। আশ্রয়জাতীয় চিত্তভিমনে বিষয়ের সহিত এতাদৃশ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বর্তমান যে, বিষয়কে পৃথক বলিয়া বোধ হয় না। মোহন-মাদনাদি অবস্থার অধিকৃত-মহাভাবে গোপীগণের এতাদৃশী চিত্তবৃত্তি পূর্ণমাত্রায় প্রকাশিতা আছে। 'সর্বলোক'-শব্দে আশ্রয়-জাতীয়-বিচারে গৌরমুন্দের সর্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে।

এস্থলে, 'বিষ্ণু'-শব্দে 'পরব্যোম গোলোক' বৃত্তিতে হইবে। গোলোক-বৈকুণ্ঠের পরিচ্ছিন্ন বিকৃত ভাব চতুর্দশ-ভবনে অল্পবিস্তর অমুচ্ছৃত হইলেও প্রাপঞ্চিক বিষ্ণু 'বৈকুণ্ঠ' নহে। গৌরমুন্দেরই সকল-বিশ্বের একমাত্র পালক। আশ্রয়-জাতীয়-ভাবালম্বনে যে বিষয়বিগ্রহোচিত উক্তি দৃষ্ট হয়, তাহা বিষয়াশ্রয়ের জড়-ভেদ-পরিহারের উদ্দেশ্যেই জানিতে হইবে। মায়া-মুঢ় কৃষ্ণাগিগণ আপনাদিগকে 'অহংগ্রহোপাসক'রূপে প্রদর্শন করিয়া যে বিষয় ভয়াবহ মায়াবাদ-হলাহল উদ্বীর্ণ

শচীমাতার নিজ-পুত্রবধু সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী লক্ষ্মীপ্রিয়ার
পরিবেশন ও পুত্র গৌর-বাসুদেবের ভোজন দর্শন—
লক্ষ্মী দেন অন্ন, খা'ন বৈকুণ্ঠের পতি ।
নয়ন ভরিয়া দেখে আই পুণ্যবতী ॥ ১০২ ॥
ভোজনান্তে গৌর-নারায়ণের শয়ন ও রমা-দেবী

লক্ষ্মীপ্রিয়ার তৎপাদ-সম্বাহন—
ভোজন-অন্তরে করি' ভাষ্য ল চর্কণ ।
শয়ন করেন, লক্ষ্মী সেবেন চরণ ॥ ১০৩ ॥

যোগনিদ্রান্তে গ্রহ-সহ অধ্যাপনার্থ গমন—
কতক্ষণ যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টি দিয়া ।
পুনঃ প্রভু চলিলেন পুস্তক লইয়া ॥ ১০৪ ॥
নিমাইর নগর-ভ্রমণ ও সকলকে সাদর সম্ভাষণ—
নগরে আসিয়া করে বিবিধ বিলাস ।
সবার সহিত করে হাসিয়া সম্ভাষ ॥ ১০৫ ॥

প্রভুর ভগবতায় অনভিজ্ঞ হইয়াও সকলের
তৎপ্রতি সম্মম-বুদ্ধি—
বদ্যপি প্রভুর কেহ তত্ব নাহি জানে ।
তথাপি সাম্ব্যস করে দেখি' সর্বজন ॥ ১০৬ ॥

করেন, তাহা নিতান্ত হেয় ও ঘৃণ্য এবং গৌরহৃদয়ের সম্পূর্ণ
অনমুখোদিত ॥ ৭৬ ॥

শ্রীগৌরহৃদয় অতিরিক্ত অলৌকিক বাক্য উচ্চারণপূর্বক
জনগণের চিত্ত অধিকার করিবার প্রয়াস করিতেন ; তজ্জন্ম
কোন কোন অনভিজ্ঞ ব্যক্তি প্রভুর অত্যধিকমাত্রায় বাক্য-
ব্যয় লক্ষ্য করিয়া তাঁহার প্রেমবিকারকে বায়বুদ্ধিজনিত
বিকার বলিয়া স্থির করিলেন ॥ ৮০ ॥

পাকতৈল,—বায়ু-রোগহর বিবিধ ভেষজের সহিত পক
তৈল, 'কবিরাজী তৈল' ।

তৈল-দ্রোণ,—আকর্ষণমজ্জন-যে, ~~শ্রী~~পূর্ণ কাঠনির্মিত
বৃহৎ পাত্র, 'তৈলের পিণা' ॥ ৮২ ॥

জীউ জীউ,—(প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত), সংস্কৃত
'জীবতু' 'জীবতু'-পদের অপভ্রংশ, 'জীবিত থাকুক' বলিয়া
আশীর্বাদ ॥ ৮৬ ॥

জগৎজীবন,—গৌরহৃদয়—চিৎ ও অচিৎ, সমগ্র-জগতের
প্রাণস্বরূপ । গৌরবিমুখ জনগণ প্রাণহীন জগতের অন্তর্গত ।

নগরবাসীর দেবদর্শন গৌর-কৃষ্ণের দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ—
নগরে ভ্রমণ করে শ্রীশচীনন্দন ।

দেবের দুর্লভ বস্তু দেখে সর্বজন ॥ ১০৭ ॥
(১) তত্ত্ববায়-গৃহে নিমাইর শয়ন ও তত্ত্ববায়ের প্রণাম—
উঠিলেন প্রভু তত্ত্ববায়ের দুয়ারে ।
দেখিয়া সজ্জমে তত্ত্ববায় নমস্করে ॥ ১০৮ ॥

নিমাই-তত্ত্ববায়-সংবাদ—
“ভাল বজ্র আন”,—প্রভু বোলয়ে বচন ।
তত্ত্ববায় বজ্র আনিলেন সেইক্ষণ ॥ ১০৯ ॥
প্রভু বোলে,—“এ বজ্রের কি মূল্য লইবা ?”
তত্ত্ববায় বোলে,—“তুমি আপনে যে দিবা ॥”
মূল্য করি' বোলে প্রভু,—“এবে কড়ি নাই ।”
তাঁতি বোলে,—“দশে-পক্ষে দিও যে গোসাঞি
বজ্র লৈয়া পর' তুমি পরম-সন্তোষে ।
পাছে তুমি কড়ি মোরে দিও সমাবেশে ॥” ১১২ ॥
তত্ত্ববায়-প্রতি রূপা-দৃষ্টি—
তত্ত্ববায়-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি' ।
উঠিলেন গিয়া প্রভু গোয়ালার পুরী ॥ ১১৩ ॥

গৌরভক্তগণই সমগ্র-জগতে তাঁহাদের প্রভুর রূপা লক্ষ্য
করেন । গৌররূপা-হীন জনগণ—জীবহব বা মৃতহব মৃতকের
সদৃশ,—চেতনময় জীব হইয়াও অচেতনের পূজক ॥ ৯০ ॥

বদরিকাশ্রম,—হরিষার ও ছবীকেশ অতিক্রম করিয়া
হিমাগয়-প্রদেশের সুদূর উত্তরাংশে অলকানন্দা-নদীর পশ্চিম-
তীরে এবং কুমায়ুন ও গড়ওয়াল-জেলার সম্মিলিত পর্বত-
ময় প্রান্তদেশে অবস্থিত । তথায় বদরীনারায়ণের (নর-
নারায়ণের) আশ্রম বর্তমান । শ্রীনারায়ণের ব্যাস-সনকাদি-
শিষ্য-সম্প্রদায় তথায় ভগবদ্ভজনে রত । তাঁহারা ইহ-
জগতে পার্বদরূপে নারায়ণের চতুর্পার্শ্বে অবস্থিত ॥ ৯৫ ॥

প্রভুর গৃহে একটা বিষ্ণুমন্দির ছিল । তথায় তিনি
বিষ্ণু-শিলা-বিগ্রহের শ্রীকৃষ্ণ-বিচারে পূজা করিতেন ॥ ১০০ ॥

যোগনিদ্রা,—আত্মাহুত্ব-লক্ষণই 'যোগ' ; আত্মা-
হুত্ব-~~যা~~ (ভক্তপক্ষে) বাহু অহুত্ব-বিলুপ্ত হয় (অথবা
ভগবৎপক্ষে, প্রপঞ্চে একটি লীলা অপ্ৰকাশিত থাকে)
বলিয়া উহাকে নিজার সহিত তুলনা করা হইয়াছে (—বিষ্ণু-

(২) গোপ-গৃহে গিয়া বিজরাজ নিমাইর কোতুক-বাণী—

বসিলেন মহাপ্রভু গোপের দুয়ারে ।

ব্রাহ্মণ-সম্বন্ধে প্রভু পরিহাস করে ॥ ১১৪ ॥

নিমাই-গোপগণ-সংবাদ—

প্রভু বোলে,—“আরে বেটা ! দদি দুধ আন’ ।

আজি তোর ঘরের লইয়ু মহাদান ॥” ১১৫ ॥

গোপবৃন্দ দেখে যেন সাক্ষাৎ মদন ।

সজ্জমে দিলেন আনি’ উত্তম আসন ॥ ১১৬ ॥

প্রভু-সঙ্গে গোপগণ করে পরিহাস ।

‘মামা মামা’ বলি’ সবে করয়ে সম্ভাষ ॥ ১১৭ ॥

কেহ বোলে,—“চল, মামা, ভাত খাই গিয়া ।”

কোন গোপ কান্ধে করি’ যায় ঘরে লৈয়া ॥ ১১৮ ॥

কেহ বোলে,—“যত ভাত ঘরের আমার ।

পূর্বে যে খাইলা, মনে নাহিক তোমার ?” ১১৯ ॥

শুদ্ধসরস্বতী-কর্তৃক গৌর-তথৈবধ্যানভিজ্ঞ গোপের পরিহাস-

বাক্যের যাবার্থ্য-জ্ঞাপন, নিমাইর হাস্ত—

সরস্বতী সভ্য কহে, গোপ নাহি জানে ।

হাসে মহাপ্রভু গোপগণের বচনে ॥ ১২০ ॥

নিমাইকে গোপগণের নানাবিধ দুঃখজাত

নৈবেদ্য-সমর্পণ—

দুধ, ঘৃত, দদি, সর, স্তম্ভর নবনী ।

সন্তোষে প্রভুরে সব গোপ দেয় আনি’ ॥ ১২১ ॥

(৩) গন্ধবণিক-গৃহে নিমাইর গমন—

গোয়ালী-কূলেরে প্রভু প্রসন্ন হইয়া ।

গন্ধবণিকের ঘরে উঠিলেন গিয়া ॥ ১২২ ॥

গন্ধবণিকের প্রণাম ; নিমাই-গন্ধবণিক-সংবাদ —

সজ্জমে বণিক করে চরণে প্রণাম ।

প্রভু বোলে,—“আরে ভাই, ভাল গন্ধ আন’ ॥”

পুরাণের শ্রীদরশ্বামি-কৃত ‘স্বপ্রকাশ’নাম্নী টীকা) ; ‘যোগ-
মায়াই ‘যোগনিদ্রা’, যেহেতু তিনি নিজার জাগ্রত মননের
চেতনবৃত্তি হরণ করিয়া থাকেন’ (—তোষণী) ; ‘ভগবানের
যোগনিদ্রাধিষ্ঠাত্রী শক্তি’ (—বীররাঘব) ॥ ১০৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর দেব-দর্শনের অন্তর্গত বস্তুও নহেন। স্বর্গ-
বাসী দেবগণ—প্রপঞ্চান্তর্গত ব্যাহতিত্রয়ের অন্তর্ভুক্ত উন্নত
জীবমাত্র। এই উন্নতি নশ্বর-কালভাস্ত্রে নশ্বর-প্রতীতি-
মূলে অবস্থিত। অর্থাৎ ‘নিত্যা’ নহে। বিষ্ণুপরতর গৌর-কৃষ্ণ
দেবগণেরও দৃশ্যবস্তু নহেন বলিয়া স্বহর্জত,—তিনি অসীম-
রূপা-পরবশ হইয়া অতি-সৌভাগ্যবান জনগণের গোচরেই
প্রকটিত হইয়া থাকেন। তাঁহার। তাঁহাকে জড়ের অগ্ন্যতম
বস্তুজ্ঞানে তাঁহার সহিত বিরোধ করেন না। আবার,
ভাগ্যহীন জনগণ তাঁহাকে সেক্রপভাবে দেখিতে পায় না।
প্রাকৃত-বুদ্ধিই ঐসকল ব্যক্তির দৃষ্টিকে ভগবদর্শন-কাণ্ডে
বাধা প্রদান করে, হুতরাং তাহার। ভগবদর্শন করিয়াও
পুণ্য লাভ করে মাত্র ॥ ১০৭ ॥

তত্ত্ববায়,—তত্ত্ব (হুত্র, অথবা তাঁত অর্থাৎ বয়ন-যন্ত্র)—
বে-খাতু (বয়ন করা) + অন্, হুত্রদ্বারা বয়নকারী, চলিত-
কথায় ‘তাঁতি’ ।

তত্ত্ববায়ের দুয়ারে,—‘দুয়ার’-শব্দ—সংস্কৃত ‘দ্বার’-শব্দের

প্রাকৃত অপভ্রংশ। বর্তমান বামনপুকুর-গ্রামের যে অংশ
আজও তাঁতিপাড়া-নামে বিখ্যাত, তৎকালে তথায় তত্ত্ববায়-
গণের গৃহ ছিল। মৃত কান্তিচন্দ্র রাঢ়ি বা তাঁহার দৌহিত্র
ফকীর্জয় আপনাদিগকে মহাপ্রভুর সমকালীন তত্ত্ববায়-বংশ্য
বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন এবং রামচন্দ্রপুর ও বারগোরার ঘাটে
আপনাদিগের পূর্বনিবাস স্থাপন করিবার প্রয়াস করিয়াছেন
বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদের সহিত মহাপ্রভুর সমকালীন
নবদ্বীপবাসী তত্ত্ববায়গণের কোনও সম্পর্ক নাই। প্রাচীন-
নবদ্বীপের কাংশবণিগবংশীয় অদন্তনগণ আজও কুলিয়ায় বাস
করিয়া ষষ্ঠী-পূজার্থ বামনপুকুরের নিকটবর্তী অধুনা খালসে-
পাড়ায় প্রাচীনা সীমন্তিনী-দেবীর নিকট পূজা করিতে
আসেন। হুতরাং প্রাচীন-নবদ্বীপের সংস্থান বারগোরার ঘাট
রামচন্দ্রপুর বা সাতকুলিয়া প্রভৃতি স্থানে চইতে পারে না।
বারগোড়ার ঘাট ও কুলিয়ার তত্ত্ববায়-সমাজের সহিত প্রভুর
সমকালীন প্রাচীন তত্ত্ববায়-সমাজ কখনও এক নহে। প্রভুর
সমকালীন তত্ত্ববায়-বংশ আজও প্রভুর বিরোধী নহেন, কিন্তু
কুলিয়া-নিবাসী কোন কোন তত্ত্ববায়-বংশ প্রভুর দোহাই দিয়া
শাক্তমতবাদ-স্থাপন-কল্পে যথা বিতর্ক উপস্থাপন করে ॥ ১০৮

দশে-পক্ষে,—দশদিন বা পনরদিন পরে ॥ ১১১ ॥

সমাবেশে,—সংস্থান, সংগ্রহ বা যোগাড় করিয়া ॥ ১১২ ॥

দ্বিব্য-গন্ধ বণিক্ আনিল ততক্ষণ ।

“কি মূল্য লইবা ?” বোলে শ্রীশচীনন্দন ॥১২৪॥

বণিক্ বোলয়ে,—“তুমি জান’, মহাশয় !

তোমা’স্থানে মূল্য কি নিতে যুক্ত হয় ? ১২৫ ॥

আজি গন্ধ পরি’ ঘরে যাহ ত’ ঠাকুর !

কালি যদি গা’য়ে গন্ধ থাকয়ে প্রচুর ॥ ১২৬ ॥

ধুইলেও যদি গা’য়ে গন্ধ নাহি ছাড়ে ।

তবে কড়ি দিও মোরে, যেই চিতে পড়ে ॥” ১২৭

নিমাইর অঙ্গে গন্ধ-বিলেপন—

এত বলি’ আপনে প্রভুর সর্ব-অঙ্গে ।

গন্ধ দেয় বণিক্ না জানি কোন্ রঙ্গে ॥ ১২৮ ॥

সকলেই সর্কাস্তর্যামী পরমাশ্চর্যরূপ প্রভুপাক্ষে—

সর্বভূত-হৃদয়ে আকর্ষে সর্ব মন ।

সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ নহে কোন্ জন ? ১২৯ ॥

পুরী,—পূব-ঈপ্ (স্ত্রী), ভবন, পল্লী, নগরী ।

গোয়ালার পুরী,—বর্তমান স্বরূপগঙ্গ বা গাদিগাড়া ও মহেশগঞ্জের একাংশ ॥ ১১৪ ॥

‘মামা মামা’ বলি’,—গোপগণ নিমাইকে মাতুল বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন । বঙ্গদেশে হিন্দু-সমাজে ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা ব্রাহ্মণেতর জাতিমাত্রেই স্বীকার করেন । তদ্বজ্র অগ্রজম্ম ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ভব জনগণকে ব্রাহ্মণেতর অপর জাতি অত্মপি ‘দাদাঠাকুর’ বলিয়া সম্বোধন করেন । গোপমাতৃগণ নিমাইকে দাদাঠাকুর বলিয়া সম্বোধন করিতে অভ্যস্ত থাকায় তাঁহাদের তনয় গোপগণ মাতৃবর্ণের সম্ভাষণ-বিচারামুদারে নিমাইকে ‘মামা’ বলিয়া মধুর সম্বোধন করিলেন । নিমাই গোপদিগকে ‘বেটা’ অর্থাৎ ‘পুত্র’ বা ‘বৎস’ বলিয়া সম্বোধন করায় তাঁহারা তাঁহার পুত্রস্থানীয় ছিলেন । প্রভু যেরূপ ভৃত্য-সন্নিধানে আব্দার করিয়া পাখাদি ~~করে~~ করে, মহা-প্রভুও তজ্জগৎ গোপদিগের নিকট মহা-দান বা বৃহৎ দান প্রার্থনা বা বাঞ্ছা করায় তাহারা অত্যন্ত আত্মীয়তা-স্বরে সর্কাপেক্ষা কনিষ্ঠ দান নিজেদের পাতিত অন্ন প্রদান করিবার জন্ত রহস্য করিয়াছিল । হৃদ্ব হইতে খাদ্য-নির্মাণই গোপ-গণের ব্যবসায় বা বৃত্তি । গোপবালকগণের মাতৃবর্ণ তাহা-দিগকে অতি-শৈশবকালে স্বীয় স্তন-দুগ্ধাদি পান করাইয়া

(৪) মালাকার-গৃহে নিমাইর গমন—

বণিকেরে অনুগ্রহ করি’ বিশ্বস্তর ।

উঠিলেন গিয়া প্রভু মালাকার-ঘর ॥ ১৩০ ॥

নিমাইকে মালাকারের অভ্যর্থনা ও থ্রণাম—

পরম-অচ্ছত রূপ দেখি’ মালাকার ।

আদরে আসন দিয়া করে নমস্কার ॥ ১৩১ ॥

নিমাই-মালাকার-সংবাদ—

প্রভু বোলে,—“ভাল মালা দেহ’, মালাকার !

কড়ি-পাতি লগে কিছু নাহিক আমার ॥” ১৩২ ॥

সিদ্ধপুরুষের-প্রায় দেখি’ মালাকার ।

মালী বোলে,—“কিছু দায় নাহিক তোমার ॥”

নিমাইর অঙ্গে মালাকারের মালা-প্রদান—

এত বলি’ মালা দিল প্রভুর শ্রীঅঙ্গে ।

হাসে মহাপ্রভু সর্ব-পড়ুমার সঙ্গে ॥ ১৩৪ ॥

পরে পকানাদি কঠিন-বস্তু ভোজন কবাইয়াছিল বলিয়া তাহারও হৃদ্ব, দধি, ডানা, বৃত্ত, ননী প্রভৃতি শিশুচিত কোমল খাদ্য অপেক্ষা পকানাদি চর্ক্য খাদ্য ভোজন করাই-বার রহস্তজনক প্রস্তাব করিয়াছিল ॥ ১১৭-১১৮ ॥

গোপগণ অসুমান করিলেন যে, নিমাই পূর্বে তদীয় কৃষ্ণলীলায় গোপগৃহে অন্নাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন । নিমাইর প্রতি তাঁহাদের এই অসুমান যথার্থ বাস্তব-সত্যই হইয়াছিল । তচ্ছবণে নিজ-হৃদয়ের ভাব গোপন করিতে না পারিয়া প্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন । সরণমতি গোপগণের অজ্ঞান-সম্বন্ধে শুদ্ধা সরস্বতী-দেবী স্বয়ংই তাঁহাদের মুখোচ্চারিত বাণীরূপে তাঁহাদের জিহ্বায় তাদৃশী সত্যোক্তির অবতারণা করাইয়াছিলেন ॥ ১২০ ॥

মালাকার,—পুষ্পমালা নির্মাণপূর্বক তদ্বারা ব্যবসায়-কারী পুষ্পাজীব বা পুষ্পজীবী, চলিত-কথায় ‘মালী’ ॥ ১৩০ ॥

কড়ি-পাতি,—সংস্কৃত কপর্দক-শব্দ হইতে ‘কড়ি’ এবং সংস্কৃত ‘পাতী’-শব্দ হইতে ‘পাতি’-শব্দ নিম্পন্ন ; পয়সা-কড়ি, খরচ-পত্র অর্থাৎ অর্থাদি ॥ ১৩২ ॥

তাধূলী,—চলিত-কথায় ‘তামুলি’, তাধুলের (পাণের) খিলি-ব্যবসায়ী ॥ ১৩৫ ॥

ছারের,—তুচ্ছ, হেয়, অধম-জনের ॥ ১৩৭ ॥

(৫) তাম্বুলী-গৃহে নিমাইর গমন—

মালাকার-প্রতি প্রভু শুভ-দৃষ্টি করি' ।

উঠিলা তাম্বুলী-ঘরে গৌরান্ন শ্রীহরি ॥ ১৩৫ ॥

নিমাইকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে তাম্বুলীর অভিনন্দন ও প্রণাম—

তাম্বুলী দেখয়ে রূপ মদনমোহন ।

চরণের ধূলি লই' দিলেন আসন ॥ ১৩৬ ॥

নিমাই-তাম্বুলী-সংবাদ—

তাম্বুলী বোলয়ে,—“বড় ভাগ্য সে আমার ।

কোন ভাগ্যে আইলা আমি' ছারের ছয়ার ॥” ১৩৭

এত বলি' আপনেই পরম-সন্তোষে ।

দিলেন তাম্বুল আনি', প্রভু দেখি' হাসে ॥ ১৩৮ ॥

প্রভু বোলে,—“কড়ি বিনা কেনে গুয়া দিলা ?”

তাম্বুলী বোলয়ে,—“চিন্তে হেনই লইলা ॥” ১৩৯

হাসে প্রভু তাম্বুলীর শুনিয়া বচন ।

পরম-সন্তোষেকরে তাম্বুল চৰ্চণ ॥ ১৪০ ॥

নিমাইকে বিনা-মূল্যে তাম্বুলীপকরণ-প্রদান—

দিব্য পর্ণ, কর্পূরাদি যত অমুকুল ।

প্রজ্জা করি' দিল, তার নাহি নিল মূল ॥ ১৪১ ॥

নিমাইর নগর-ভ্রমণ—

তাম্বুলীরে অনুগ্রহ করি' গৌর-রায় ।

হাসিয়া হাসিয়া সর্ব-নগরে বেড়ায় ॥ ১৪২ ॥

দ্বিতীয়-মথুরা-স্বরূপ বহুজনা-কীর্ণ নবদ্বীপ —

মধুপুরী-প্রায় যেন নবদ্বীপ-পুরী ।

একো জাতি লক্ষ-লক্ষ কহিতে না পারি ॥ ১৪৩ ॥

‘ভগবদ্ভিচ্ছা-পুরণার্থ নবদ্বীপ’ পুঙ্খেনৈ সর্বসম্পৎ পূর্ণ —

প্রভুর বিহার লাগি' পূর্বেরই বিদ্যতা ।

সকল সৰ্ম্পূর্ণ করি' ঘুইলেন তথা ॥ ১৪৪ ॥

কৃষ্ণের মথুরা-ভ্রমণ-লীলার স্থায় নিমাইর নবদ্বীপ-ভ্রমণ—

পূর্বের যেন মধুপুরী করিলা ভ্রমণ ।

সেই লীলা করে এবে শচীর নন্দন ॥ ১৪৫ ॥

গুয়া,—সংস্কৃত শুবাক্-শব্দের সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ, স্থপারি ।

পর্ণ,—চলিত-কথায় ‘পাণ’, তাম্বুল-পত্র ।

অমুকুল,—তাম্বুল-পত্রকে সুখাদ্য করিবার উপযোগি উপকরণ বা মসাল। মূল,—মূল্য ॥ ১৪১ ॥

শঙ্খবর্ণিক,—চলিত-কথায় ‘শাঁপারি’ ॥ ১৪৬ ॥

দায়,—(দা + য়), কতি, ফোত, ‘গরজ’ ॥ ১৪৯ ॥

সর্বজ্ঞান,—চলিত-কথায় সব জ্ঞান, বিষ্ণুমন্ত্রসিদ্ধ, সর্বজ্ঞ, ত্রিকালবিৎ ॥ ১৫৪ ॥

শঙ্খ,—পাঞ্চজন্ম শঙ্খ ; চক্র,—সুদর্শন-চক্র ; গদা,—কৌমুদকী-গদা ; পদ্ম,—শ্রীবাস । ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে—প্রকৃতি-পণ্ডে ১৪ অঃ—“দদর্শ হরিং * * । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধারিণঞ্চ চতুর্ভুজম্ । নবীন-নীরদ-শ্রীমত্মনঃ স্মনোহরম্ ॥”

শ্রীবৎস,—শ্রীবিষ্ণুর উপাঙ্গ,—বিষ্ণু-বক্ষঃস্থ শুক্লবর্ণদক্ষিণা-বর্ত-রোমাবলী । মতান্তরে,—“শ্রীবৎসো ভৃংসমত-মণিবিশেষঃ কোত্তভবদতি কৃষ্ণদাসঃ” ইতি অমরকোষ-টীকায় ভরত-বাক্য ।

কৌত্তভ,—শ্রীবিষ্ণুর উপাঙ্গ,—বিষ্ণুবক্ষঃস্থ মণিশ্রেষ্ঠ ; ভাগবতমতে,—‘কৌত্তভস্ত মহাতেজাঃ কোটি-স্বর্ঘ্য-সমপ্রভঃ ইদং কিমুত বক্তব্যং প্রদীপাদতি-দীপ্তিমান্ ॥’ কোষকার

হেমচন্দ্র বলেন,—“শঙ্খোহস্ত পাঞ্চজন্মোহস্তঃ শ্রীবৎসোহসিস্ত নন্দকঃ । গদা কৌমুদকী চাপং শাঙ্গং চক্রং সুদর্শনঃ ॥ মণিঃ স্তম্ভকো হস্তে ভূজমধ্যে তু কৌত্তভঃ ॥” ১৫৭ ॥

যগ্নগীত,—বাগ্‌যজ্ঞসংযোগে গান ।

শ্রীধরের মন্দির,—শরডাঙ্গা-গ্রামের নিকট মায়াপুরের একপ্রান্তে এবং চাঁদকাড়ীর সমাধির একমাইল পূর্বদিকে ডেঙ্গামাঠের উপর অবস্থিত ; উহার নিকটে একটী ক্ষুদ্র গুরুরিণী আছে ॥ ১৭৮ ॥

বাক্যবাক্য,—কথাবাক্য, কথোপকথন ॥ ১৮০ ॥

ব্যবসায়,—ব্যবহার, আচরণ, স্বভাব ।

উদ্ধতের-প্রায়,—বাহিরে চাক্ষুণ্যাত্মক উদ্ধত্য প্রদর্শন করিয়া, প্রকৃত-প্রভাবে ভাবমঙ্গলোদ্দেশে সেবা-গ্রহণ ॥ ১৮২ ॥

শ্রীনারায়ণ—সর্বশক্তিসম্পন্ন এবং অনন্ত ঐশ্ব্যের একমাত্র অধিকারী । শ্রীনারায়ণের সেবক নিজ-প্রভুর সম্পত্তিতেই অধিকারী হইয়া প্রপঞ্চ কিপ্রকারে অভাব-ক্লিষ্ট থাকেন, প্রভু নিজকৃত্য শ্রীধরকে পরীক্ষা করিবার জন্য ঐরূপ প্রশ্ন করিলেন । স্বায় বিষ্ণুর অভাব-যোচনাকল্পে বা জড়ৈশ্ব্য-ভোষণ ও স্বার্থ-সাধনোদ্দেশে শাক্ত্যেয়-মতবাদিগণ শ্রীনারায়ণের চরণে জন-তুলসী প্রভৃতি প্রদান করিয়া প্রাকৃত ভোগৈশ্ব্য বা

(৬) শঙ্খবণিক-গৃহে নিমাইর গমন ও বণিকের প্রণাম—

তবে গৌর গেলা শঙ্খবণিকের ঘরে।

দেখি' শঙ্খবণিক সন্তোষে নমস্করে ॥ ১৪৬ ॥

শঙ্খবণিকের প্রতি নিমাইর উক্তি—

প্রভু বোলে,—“দিব্য শঙ্খ আন' দেখি ভাই!

কেমনে বা লৈমু শঙ্খ, কড়ি-পাতি নাই ॥” ১৪৭ ॥

নিমাইকে শঙ্খবণিকের উত্তমশঙ্খ-প্রদান—

দিব্য শঙ্খ শাঁখারি আনিয়া সেইকণে।

প্রভুর শ্রীহস্তে দিয়া করিল প্রণামে ॥ ১৪৮ ॥

নিমাইর প্রতি শঙ্খবণিকের উক্তি—

“শঙ্খ লই' ঘরে তুগি চলহ, গোসাঞি!

পাছে কড়ি-দিও, না দিলেও দায় নাই ॥” ১৪৯ ॥

শঙ্খবণিকের প্রতি প্রভুর রূপা-দৃষ্টি—

ভূষ্ট হৈয়া প্রভু শঙ্খবণিকের বচনে।

চলিলেন হাসি' শুভ-দৃষ্টি করি' তানে ॥ ১৫০ ॥

(৭) সর্ব-নগরবাসি-গৃহে নিমাইর লমণ —

এইমত নবদ্বীপে যত নগরিয়া।

সবার মন্দিরে প্রভু বলেন ভ্রমিয়া ॥ ১৫১ ॥

সেই ভাগ্যে অজ্ঞাপি নাগরিকগণ।

পায় শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের চরণ ॥ ১৫২ ॥

(৮) সর্বজ্ঞের গৃহে নিমাইর গমন—

তবে ইচ্ছাময় গৌরচন্দ্র ভগবান।

সর্বজ্ঞের ঘরে প্রভু করিলা পয়ান ॥ ১৫৩ ॥

সর্বজ্ঞের প্রণাম—

দেখিয়া প্রভুর তেজ সেই সর্বজান।

বিনয়-সম্মম করি' করিলা প্রণাম ॥ ১৫৪ ॥

নিমাইর পূর্ব-যুগীয় স্ব-পরিচয়-দ্বিজাসা—

প্রভু বোলে,—“তুমি সর্বজান ভাল শুনি।

বোল দেখি, অজ্ঞ-জন্মে কি ছিলা তুমি ?” ১৫৫ ॥

তদন্তরে সর্বজ্ঞের স্বীয় ইষ্টমন্ত-রূপ ও ধ্যানস্থ হইয়া দর্শন—

“ভাল' বলি' সর্বজ্ঞ স্মৃতি চিন্তে মনে।

জপিতে গোপাল-মন্ত্র দেখে সেইকণে ॥ ১৫৬ ॥

সর্বজ্ঞের (১) ছাপর-যুগে শ্রীকৃষ্ণজন্ম দর্শন—

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, চতুর্ভুজ শ্যাম।

শ্রীবৎস-কৌস্তভ-বক্ষে মহাজ্যোতির্ময় ॥ ১৫৭ ॥

কারাগৃহে বসুদেব-দেবকী-কর্তৃক ভগবৎস্তুতি-দর্শন—

নিশাভাগে প্রভুরে দেখেন বন্দি-ঘরে।

পিতা-মাতা দেখয়ে সম্মুখে স্তুতি করে ॥ ১৫৮ ॥

বসুদেবের গোকুলে আসিয়া যশোদা-গৃহে কৃষ্ণকে

সংস্থাপন-দর্শন—

সেইকণে দেখে,—পিতা পুত্রে লই' কোলে।

সেই রাজে থুইলেন আনিয়া গোকুলে ॥ ১৫৯ ॥

পুনরায় প্রভুকে যশোদাস্তনকর-রূপে দর্শন—

পুনঃ দেখে,—মোহন বিভূজ দিগম্বরে।

কটিতে কিঙ্কিণী, নবনীত দুই-করে ॥ ১৬০ ॥

প্রভুতে স্বীয় অমুখ্যাত অতীষ্টদেবের লক্ষণ-দর্শন—

নিজ-ইষ্টমূর্তি যাহা চিন্তে অনুক্ষণ।

সর্বজ্ঞ দেখয়ে সেইসকল লক্ষণ ॥ ১৬১ ॥

পুনরায় প্রভুকে গোপীজনবল্লভ-রূপে দর্শন—

পুনঃ দেখে ত্রিভঙ্গিম মুরলীবদন।

চতুর্দিকে যন্ত্র-গীত গায় গোপীগণ ॥ ১৬২ ॥

দ্যানাস্তে চক্ষুস্মরণ ও গৌর-রূপ-দর্শনে পুনর্দর্শন—

দেখিয়া অক্লুত, চক্ষু মেলে সর্বজান।

গৌরাজ্ঞে চাহিয়া পুনঃপুনঃ করে দ্যান ॥ ১৬৩ ॥

নিমাইর স্বরূপ-পরিচয়-প্রদর্শনার্থ স্বীয় ইষ্টদেব গোপালের —

প্রতি সর্বজ্ঞের প্রার্থনা—

সর্বজ্ঞ কহয়ে,—“শুন, শ্রীবালগোপাল!

কে আছিল বিজ এই, দেখাও সকাল ॥” ১৬৪ ॥

অজ্ঞায়রূপ প্রেয় লাভ করেন বটে, কিন্তু প্রয়োলাভ করেন না। পরন্তু সর্বাশ্রয়ী নারায়ণপ্রতিপদ দাসগণ ঐকান্তিক-সেবা-বুদ্ধিতে ঐহিক বা পারত্রিক কোনপ্রকার সেবার বিনিময় গ্রহণ করেন না। তাদৃশ বৈষ্ণবত্বের আদর্শ-প্রদর্শন-কল্পে বৈকুণ্ঠাগত ভগবৎপার্ষদসমূহ নানাবিধ অভাবের দীনা

প্রদর্শন করেন। তাহাতে তাঁহাদের কোনও ক্রেশের অমুভূতি হয় না। “তোমার সেবায় হুংস হয় যত, সেও ত' পরম সুখ”—এই বিচারই তাঁহাদের চিন্তে প্রবল। ভগবানের নিকট তাঁহারা নিজেজিয়তৃপ্তির অস্ত কিছুই আকাঙ্ক্ষা করেন না। কিন্তু মূঢ়গণ বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত প্রাপঞ্চিক-দৃষ্টিতে বৈষ্ণব-

(২) ত্রেতা-যুগে যোদ্ধাবেশী শ্রীরাঘব-রূপ-দর্শন—

তবে দেখে,—ধনুর্ধর দুর্বাদল-শ্যাম ।

বীরাসনে প্রভুরে দেখয়ে সর্বজান ॥ ১৬৫ ॥

(৩) সত্যযুগে দত্তবাহা জগমগ-ভূ-ধারণকাবি-

শ্রীবরাহ রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে প্রভুরে প্রলয়জল-মাঝে ।

অক্লুত বরাহ-মূর্তি, দস্তে পৃথ্বী সাজে ॥ ১৬৬ ॥

(৪) হিরণ্যকশিপু-বিদারক অথচ প্রহ্লাদাচ্ছাদ-দায়ী

শ্রীমদিংহ-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে প্রভুরে নৃসিংহ-অবতার ।

মহা-উগ্র-রূপ ভক্তবৎসল অপার ॥ ১৬৭ ॥

(৫) বলিরাজ-বধক শ্রীবামন-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে তাঁহারে বামন-রূপ ধরি' ।

বলি-যজ্ঞ ছলিতে আছেন মায়া করি' ॥ ১৬৮ ॥

(৬) বেদোদ্ধারণ শ্রীমৎশ-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে,—মৎশ রূপে প্রলয়ের জলে ।

করিতে আছেন জলক্ৰীড়া কুতূহলে ॥ ১৬৯ ॥

(৭) লাঙ্গলী শ্রীবলরাম রূপ-দর্শন—

স্বকৃতি সর্বজ্ঞ পুনঃ দেখয়ে প্রভুরে ।

মত্ত হলধর-রূপ শ্রীমূল্য করে ॥ ১৭০ ॥

(৮) বলরাম-মৃত্যু-বেষ্টিত শ্রীপুরুষোত্তম-রূপ-দর্শন—

পুনঃ দেখে জগন্নাথ-মূর্তি সর্বজান ।

মধ্যে শোভে স্তম্ভজা, দক্ষিণে বলরাম ॥ ১৭১ ॥

বিবিধাবতার-লীলা-দর্শন ও বহুমায়ী-মুক্ত গণকের

প্রভু-তর্কাবধারণে অসামর্থ্য—

এইমত ঈশ্বর তব দেখে সর্বজান ।

তথাপি না বুঝে কিছু,—হেন মায়া তান ॥ ১৭২ ॥

নিমাই-সদৃশ গণকের মনে-মনে নানা-বিচার—

চিন্তয়ে সর্বজ্ঞ মনে হইয়া বিন্মিত ।

“হেন বুঝি,—এ ব্রাহ্মণ মহা-মন্ত্রবিৎ ॥ ১৭৩ ॥

অথবা দেবতা কোম আসিয়া কৌতুকে ।

পরীক্ষিতে' আমারে বা ছলে' বিপ্ররূপে ॥ ১৭৪ ॥

অমাবুঝি ভেজ দেখি' বিপ্রের শরীরে ।

‘সর্বজ্ঞ’ কুরিয়া কিবা কদর্থে আমারে ?’ ১৭৫ ॥

সহান্তে নিমাইর সর্বজ্ঞকে আশ্বপরিচয়-দ্বিজাদা—

এতেক চিন্তিতে প্রভু বলিলা হাসিয়া ।

“কে আমি, কি দেখ, কেনে না কহ তামিয়া ?”

সর্বজ্ঞের অপরাহুে তদন্তর-প্রদানে সম্মতি-দান—

সর্বজ্ঞ বোলয়ে,—“তুমি চলহ এখনে ।

নিকালে কহিমু মন্ত্র জপি' ভাল-মনে ॥” ১৭৭ ॥

অতঃপর (২) শ্রীধর-গৃহে নিমাইর গমন—

“ভাল ভাল” বলি' প্রভু হাসিয়া চলিলা ।

তবে প্রিয়-শ্রীধরের মন্দিরে আইলা ॥ ১৭৮ ॥

স্বীয় প্রিয়ভক্ত শ্রীধরপ্রতি নিমাইর প্রীতি—

শ্রীধরেরে প্রভু বড় প্রিয় অন্তরে ।

নানা ছলে আইসেন প্রভু তাম ঘরে ॥ ১৭৯ ॥

গণকে নানা প্রকার অভাবগ্রস্ত বলিয়া জ্ঞান করেন । শ্রীধর-
বিপ্র বা শুদ্ধভক্তগণ অর্থের অভাবে সাধারণজনগণের ত্রায়
ভোজন ও আচ্ছাদনের উৎকৃষ্ট ভোগ্যভাবাদি সংগ্রহ করিতে
অসমর্থ বলিয়া পরিদৃষ্ট হওয়ায় আধ্যাত্মিক-দৃষ্টিতে স্বভাবতঃ
এইরূপ প্রেমের উদয় হইতে পারে । শ্রীধর ও শ্রীগৌরস্বন্দরের
সংবাদে এই কথাই স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১৮৪ ॥

নিমাইর প্রেমের উত্তরে শ্রীধর বলিলেন,—অন্ন-বস্ত্রাভাবে
আমার কোনও ক্লেশই নাই । আমি একেবারে উপবাস
করিয়া থাকি না, কিছু না কিছু আহার করি । উৎকৃষ্ট ও
নূতন পরিধেয় বসন না পাইলেও আমি জীর্ণবসনাদি-দ্বারা
কোনক্রমে লজ্জা নিবারণ করি ॥ ১৮৫ ॥

গীতি,—(সংস্কৃত গ্রন্থ-শব্দের অপভ্রংশ), গীট, ‘গিঠা’,
‘গিরা’, ‘গেরো’ ।

প্রভু পুনরায় বলিলেন,—তোমার চিত্ত বস্ত্রের বহু-স্থানে
অর্থাৎ নানা-অংশে গ্রহিবদ্ধন এবং জীর্ণকুটিরস্থিত চালের বা
ছাদের স্থানে-স্থানে পর্যাভাব দেখা যাইতেছে ॥ ১৮৬ ॥

প্রভু আরও বলিলেন,—‘নিত্যসেবা শ্রীভগবানের পূজা না
করিয়া ধনজনলাভ ও শত্রুবিজয় প্রভৃতি ইন্দ্রিয়মুগ্ধকর কার্যের
সম্পাদিকা বরদাতী চণ্ডিকা-দেবীর পূজা এবং সর্পাদি হইতে
নোকের ভীতি-দূরকারিণী বিহরির পূজা-দ্বারা সেব্যাত্মমানী
শাক্তের-মত্তবাদিগণ কেমন মুখ-মুগ্ধনে ভোগ্যাদি লাভ
করিয়া সুখে বাস করে, আর তুমি ভগবৎসেবা-রত হইয়া

প্রত্যহই কিয়ৎকণ পরস্পর কথোপকথন—

বাক্যোবাক্য পরিহাস শ্রীধরের সঙ্গে।

তুই চারি দণ্ড করি' চলে প্রভু রঙ্গে ॥ ১৮০ ॥

নিমাইকে শ্রীধরের অর্থনা—

প্রভু দেখি' শ্রীধর করিয়া নমস্কার।

প্রজ্ঞা করি' আসন দিলেন বসিবার ॥ ১৮১ ॥

নিমাই ও শ্রীধরের পরস্পর ব্যবহার বৈচিত্র্য—

পরম-সুশাস্ত্র শ্রীধরের ব্যবসায়।

প্রভু বিহরেন যেন উদ্ধতের প্রায় ॥ ১৮২ ॥

হরিভক্তি-সম্বন্ধে ও শ্রীধরের দার্শন্য-চর্চের কাব্য-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বোলে,—‘শ্রীধর, তুমি যে অমুক্ষণ।

‘হরি হরি’ বোল, তবে তুঃখ কি কারণ? ১৮৩ ॥

লক্ষ্মীকান্তে সেবন করিয়া কেনে তুমি।

অন্ন-বস্ত্রে তুঃখ পাও, কহ দেখি, শুনি? ১৮৪ ॥

শ্রীধরের সবিনয় উত্তর—

শ্রীধর বোলেন,—‘উপবাস ত’ না করি।

ছোট হউক, বড় হউক, বস্ত্র দেখ পরি ॥ ১৮৫ ॥

শ্রীধরের বসনে ও ভবনে দৈত্য-নিদর্শন প্রদর্শন—

প্রভু বোলে,—‘দেখিলাও গাঁঠি দশ-চাঁঞ।

ঘরে বোল, দেখিতেছি ঋড়গাছি নাই ॥ ১৮৬ ॥

প্রাকৃত-দেবেগণের সন্ধ্যা-যজ্ঞ-ফলে নাগবিকগণের

জড়-মুগ্ধ-সম্পদ-ভোগের দৃষ্টান্তোপেক্ষা-দ্বারা

শ্রীধরের নিকাম কৃষ্ণভক্তি ও সমুদ্র-কপ

চিত্তবৃত্তি-পৰীক্ষণ—

দেখ, এই চণ্ডী-বিসহরিরে পূজিয়া।

কে না ঘরে খায় পরে' সব নগরিয়া ॥ ১৮৭ ॥

শ্রীধরের কৃষ্ণে শরণাগতি ও বৈরাগ্যমুখক সভদ্বন্দ্ব—

শ্রীধর বোলেন,—‘বিপ্র, বলিল তুমি।

তথাপি সবার কাল যায় এক-সম ॥ ১৮৮ ॥

রত্ন ঘরে থাকে, রাজা দিব্য খায় পরে’।

পক্ষিগণ থাকে, দেখ, বৃক্ষের উপরে ॥ ১৮৯ ॥

কাল পুনঃ সবার সমান হই’ যায়।

সবে নিজ-কর্ম ভুঞ্জে ঈশ্বর-ইচ্ছায় ॥ ১৯০ ॥

অকারণে কলহোৎপাদনার্থ নিমাইর অলীক গুপ্তধন—

প্রকাশ-দ্বারা শ্রীধরকে ভীতি-প্রদর্শন—

প্রভু বোলে,—‘তোমার বিস্তর আছে ধন।

তাহা তুমি লুকাইয়া করহ ভোজন ॥ ১৯১ ॥

তাহা মুই বিদিত করিমু কত-দিনে।

তবে দেখি, তুমি লোক ভাণ্ডিবা কেমনে? ১৯২ ॥

নিমাইর সহিত কলহে শ্রীধরের অনিচ্ছা—

শ্রীধর বোলেন,—‘ঘরে চলহ, পণ্ডিত।

তোমায় আশ্রয় দ্বন্দ্ব না হয় উচিত ॥ ১৯৩ ॥

শ্রীধরকে মিথ্যা ভীতি প্রদর্শনপূর্বক নিমাইর তৎসংকাশে

কিছু আদায়ের চেষ্টা—

প্রভু বোলে,—‘আমি তোমা’ না ছাড়ি এমনে

কি আমারে দিবা’, তাহা বোল এইক্ষণে ॥ ১৯৪ ॥

শ্রীধরের স্বীয় দীন-জীবিকা-বর্ণন—

শ্রীধর বোলেন,—‘আমি খোলা বেচি খাই।

ইহাতে কি দিমু, তাহা বলহ, গোসাঞি! ১৯৫ ॥

শ্রীধরের গুপ্তধন ত্যাগপূর্বক আপাততঃ বিনা-মুগ্ধে

তৎসঙ্গীণে নিমাইর কল-মুলাদি-বাচ্চা—

প্রভু বোলে,—‘যে তোমার পোতা ধন আছে।

সে থাকুক এখনে, পাইব তাহা পাছে ॥ ১৯৬ ॥

এবে কলা, মুলা, খোড় দেহ’ কড়ি-বিনে।

দিলে, আমি কমল না করি তোমা’ সনে ॥ ১৯৭ ॥

শ্রীধরের নিমাইকর্তৃক প্রহার ভয়—

ধনে ভাবে শ্রীধর,—‘উদ্ধত বিপ্র বড়।

কোন দিন আমারে কিলায় পাছে দড় ॥ ১৯৮ ॥

ভগবানের নিকট কোন ঐহিক স্থপ-স্বাচ্ছন্দ্য-লাভের প্রত্যাশা না করিয়া নিজের উপর এইরূপ হৃদশা আনয়ন করিয়াছ।’ শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তরাজ শ্রীধরের প্রতি এই প্রশংসার জগতে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের চিত্তবৃত্তি ও সুদর্শনের চিত্র প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমদ্বক্তাবিনোদ-ঠাকুর স্বকৃত ‘ঐক্যবর্ধন’ নামক প্রসিদ্ধ

গ্রন্থে প্রাপকিক উন্নতিমিস্র শাক্ত্যে-মতবাদিগণের যে চিত্র প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায় যে, বৈষ্ণবগণের বাহ্য-দরিদ্রতা-দর্শনে শ্রেয়োলাভে বঞ্চিত হইয়া জড়জগতের অভ্যুদয়কামি-সম্প্রদায় নিজের নখর বাহু ধন-জন-পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় ও কাপটা-সূচক সভ্যতার অঙ্কুর-ফীত হইয়া

বিনা-মূল্যে কন্দ-মৃগাদি-বিক্রয়ে অসামর্থ্য-সত্ত্বেও সহজপ্রেম-
বশে নিমাইকে তৎসমুদয় দান করিতে সঙ্কল্প—

মারিলেও, ব্রাহ্মণেরে কি করিতে পারি ?

কড়ি-বিনা প্রতিদিন দিবারেও নারি ॥ ১৯৯ ॥

তথাপিহ বলে-ছলে যে লয় ব্রাহ্মণে।

সে আমার ভাগ্য বটে, দিমু প্রতিদিনে ॥” ২০০ ॥

নিমাইকে তৎকৃত কলহ ভয়ে বিনা-মূল্যে কন্দ-মৃগাদি-

প্রদানে শ্রীধরের সম্মতি—

চিন্তিয়া শ্রীধর বোলে,—“শুনহ, গোসাক্রি !

কড়ি-পাতি তোমার কিছুই দায় নাই ॥ ২০১ ॥

খোড়, কলা, মূলা, খোলা দিমু ভাল-মনে।

তবে আর কন্দল না কর’ আমি’সনে ॥” ২০২ ॥

নিমাইর কলহ-পরিভাগে সম্মতি ও কন্দ-মৃগাদি-

প্রদানার্থ শ্রীধরকে অহরোধ—

প্রভু বোলে,—“ভাল ভাল, আর ঘন্ট নাই।

তবে খোড়, কলা, মূলা ভাল যেন পাই ॥” ২০৩ ॥

প্রভুর পতাহ তক্তের শ্রদ্ধা-প্রদত্ত কন্দ-মৃগ নৈবেদ্য-ভোজন -

শ্রীধরের খোলায় নিত্য করেন ভোজন।

শ্রীধরের খোড়-কলা-মূলা শ্রীব্যঞ্জন ॥ ২০৪ ॥

শ্রীধরের গাছে যেই লাউ ধরে চালে।

তাহা খায় প্রভু তুচ্ছ-মরিচের ঝালে ॥ ২০৫ ॥

শ্রীধরকে নিমাইর স্বীয় প্রতিতি বা পরিচয়-প্রজ্ঞাপন—

প্রভু বোলে,—“আমাদের কি বাসহ, শ্রীধর !

তাহা কিছুই আমি চলি’ যাই যর ॥ ২০৬ ॥

নানাপ্রকার অভাব ও হীনতার বিচার করেন, বস্তুতঃ
বৈষ্ণবগণই যে ষড়ৈশ্বর্যশালী শ্রীনারায়ণের যাবতীয় সম্পত্তির
একমাত্র স্বত্বাধিকারী, তাহা বিচার করেন না ॥ ১৮৭ ॥

প্রভুর প্রেমের উত্তরে শ্রীধরবিপ্র বলিলেন,—বৈষ্ণু পাসক
ব্যতীত অস্ত্র দেবের উপাসক-সম্প্রদায় প্রাপঞ্চিক তারতম্য-
বিচারে শ্রেষ্ঠ হইলেও বৈষ্ণব এবং অবৈষ্ণব, উভয়ে একই
ভাবে কাল যাপন করিয়া থাকেন। প্রকৃতপক্ষে অবৈষ্ণব
হরিসেবায় উদাসীন থাকিয়া জাগতিক উন্নতির দ্বারা নিজের
ঐহিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যবিধানে ব্যস্ত, আর বৈষ্ণব প্রাপঞ্চিক-
জড় উন্নতির প্রতি উদাসীন হইয়া সর্বদা ভগবৎসেবা-তৎপর
হওয়ায় সূষ্ঠভাবে ভোগীর অভিনয় করিবার সময় পান না।
লোকপতি রাজা যে-ভাবে অসংখ্য মণি-মাণিক্য-ধন-রত্নস্বর্গ্য-
পূর্ণ প্রাসাদে অপরিসীম যত্ন, মেহ ও আদরের মধ্যে বাস
করিয়া, স্বীয় আজ্ঞাবহ বহু ভৃত্য-পরিচরাদির প্রভুত্বহুজে
অনায়াসে আশাহরুপ প্রচুর মূল্যবান ভোজ্য ও পরিদেয়
দ্রব্যাদি সংগ্রহপূর্বক যথেষ্ট ব্যবহার করিয়া কাল যাপন
করেন, জগন্মাতা প্রকৃতির অযত্নপুষ্ট পক্ষিগণও তরুণ
একইভাবে উচ্চ বৃক্ষচূড়ায় তুচ্ছ-তৃণাদি-দ্বারা নীড় নির্মাণ-
পূর্বক অপরের সাহায্য ব্যতীত একাকী পরিশ্রমসহকারে
যে-কোন স্থান হইতে নিজ-নিজ-আচার্য্য্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া
দিন কাটায়। সকলের একইভাবে কাল অতিবাহিত
হইতেছে এবং সকলেই নিজ-নিজ-কণ্ঠফলে সুখ-দুঃখাদি

লাভ করিয়া প্রাপঞ্চ্য বাস করিতেছে। আমিও স্বকর্মফলে
নিজবৃদ্ধি ও রুচি অমুসারে বাহ্য জাগতিক উন্নতিকামী না
হইয়া ভগবৎসেবায় কালাতিপাত করিতেছি, সুতরাং প্রাপ-
ঞ্চিক অবস্থার তারতম্য-বিচারে আমার কোন প্রয়োজন
দেখি না। সমদৃষ্টির নিকট উপাদান-বিচারেভোগের কোনও
তারতম্য নাই, পরস্ব ভোগের তারতম্য-বিচারে গৃহীত উচ্চা-
বচ ভাব-জনিত উপাদেয়তা ও অমুপাদেয়তা লক্ষিত হয়।
পূর্বকালে লোকের অশন-বসন ক্রয়ের বিলাস-বৈচিত্র্যের
অভাবে দীনতা ও সঙ্কীর্ণতা প্রবল ছিল; কালবশে মানব
ক্রমশঃ ঐহিক জড়-ভোগ-সুখে অধিকতর ব্যস্ত হইয়া জড়-
পদার্থবিজ্ঞানাদির সাহায্যে ব্যবহারিক কাৰ্য্যাদি সূষ্ঠভাবে
সম্পাদন করিতেছে। সূক্ষ্মভাবে বিচার করিতে গেলে এতদু-
ভয়কালীন জনগণের সুখদুঃখাদির তারতম্য বা প্রভেদ বড়
দেখা নাই। যদিও ধনলবণীয় বস্তুর বিস্তার ও সঙ্কীর্ণতা
গাছে, সত্য, তথাপি বহুজীব স্ব-স্ব-বাসনাফলে কর্মফল-
ভোগের আবাহন কবে বলিয়া সকল জীবেরই দিন বা কাল
সমভাবেই অতিবাহিত হইয়া যায়। তবে যাহারা ভগবৎভক্ত,
তাহারা সেবা-সুখ লাভ করিয়া বহিঃপ্রতীত দুঃখকেও সুখ-
জ্ঞানে অবিমিশ্র-রূপে কাল যাপন করেন, আর যাহারা
ভগবৎ-সেবেতার জড়ভোগে নিরত, তাহারা নশ্বর মিশ্র
সুখদুঃখে দিন কাটায় ॥ ১৯০ ॥

শ্রীধরের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন,—“তুমি প্রভুর ধনে

শ্রীধর নিমাইকে বিষ্ণুর অবতার বলায়, নিমাইর কোশলে

নিজ-বরূপ গোপনমনস্ক-কথন—

শ্রীধর বোলেন, “তুমি বিপ্র—বিষ্ণু-অংশ।”

প্রভু বোলে,—“না আমিলা, আমি—গোপ-বংশ॥

শ্রীধরের নিমাইকে মিশ্র-নন্দন-রূপে দর্শন, নিমাইর

আপনাকে গোপ-নন্দন-রূপে বর্ণন—

তুমি আমা’ দেখ,—যেন ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল।

আমি আপনামারে বাসি যেহেন গোয়াল ॥” ২০৮॥

নিমাইর মুখে তদীয় গুঢ় স্বরূপ-পরিচয়-রহস্য-প্রবণেও

ভগবদ্বিচ্ছায় শ্রীধরের তৎস্বরূপামুপলব্ধি—

হাসেন শ্রীধর শুনি’ প্রভুর বচন।

না চিনিল নিজ-প্রভু মায়া’র কারণ ॥ ২০৯ ॥

নিমাই-কর্তৃক নিজ-গম্যেশ্বর-বর্ণন—

প্রভু বোলে,—“শ্রীধর, তোমা’রে কহি তব্ব !

আমা’ হৈতে তোর সব গজার-মুহুর ॥” ২১০ ॥

গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণন-দ্বারা নিমাইকে শ্রীধরের তিরস্কার—

শ্রীধর বলেন,—“ওহে পণ্ডিত-নিমাইকি !

গজা করিয়াও কি তোমা’র ভয় নাই ? ২১১ ॥

চাপল্য-নিবন্ধন নিমাইকে ভৎসন—

বয়স বাড়িলে লোক কোথা দ্বির হয়ে।

তোমা’র চাপল্য আরো দ্বিগুণ বাড়য়ে ॥” ২১২ ॥

অতঃপর নিমাইর স্ব-গৃহে গমন—

এইমত শ্রীধরের সঙ্গে রঙ্গ করি’।

আইলেন নিজ-গৃহে গৌরান্ন শ্রীহরি ॥ ২১৩ ॥

ধনী ; তোমা’র বাহ্য কাগতিক-ধনসংগ্রহের প্রয়োজন নাই, স্তব্ধতা বাহ্যজগতের কোন অভাবকেই তোমা’র ‘অভাব’ বলিয়া বোধ হয় না। যিনি—পরিপূর্ণ শক্তিমান ভগবানের সেবার নিরত, তাঁহার কোনপ্রকার হ্রাসলতা বা অভাব থাকিতে পারে না। আমি আর কিছুদিন পরে বৈষ্ণবের সর্বধনে স্বত্বাধিকারের কথা বৈষ্ণবের তত্ত্বে ও মহত্বে অনভিজ্ঞ মানবকুলকে জ্ঞাপন করিব। বৈষ্ণব যে সর্বোত্তম এবং সর্বৈশ্বর্যের অধিকারী ও সকল বস্তুর মালিক, তাহা আর গুপ্ত থাকিবে না, তাহা আমি অচিরেই সমগ্র মূর্খ অনভিজ্ঞ জগতের নিকট ব্যক্ত করিব।’ ইন্দ্রিয়পরায়ণ, লুদ্ধ প্রপঞ্চা-মু-লীনকারী অন্ধজ-জ্ঞানিগণ স্বয়ং খণ্ডিত পরিমিত মাপ-কারিতে বৈষ্ণবের চতুরতা এবং সর্বশ্রেষ্ঠতা মাপিয়া লইতে পারে না, তজ্জন্ম তাহারা বৈষ্ণবের নিকট রূপ লাভে এবং সত্যদর্শনে বঞ্চিত হয় মাত্র। তাহাদের যোগাতার মূল্য কম বলিয়া বৈষ্ণবগণ নিজস্বরূপ তাহাদিগের নিকট আবৃত করিয়া রাখেন ॥ ১১১-১১২ ॥

প্রভু বাহিরে শাক্তেয়-মতবাদীর বিচার-প্রণালী গ্রহণ করিয়া শ্রীধরের ভক্তিপথের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। জগতে সাধারণলোকের মধ্যে যেরূপ মতভেদ আছে, তদ্রূপ মতভেদের অভিনয় করিয়া প্রশ্নোত্তরচ্ছলে স্বীয় ভক্তের অর্থাৎ বৈষ্ণবের বিচার-প্রণালী ও স্বরূপ উন্মোচন করিতেছেন ॥

শ্রীধর এবং প্রভু স্বয়ং, পরস্পর দাতা-গৃহীতার অভিনয়

প্রদর্শনান্তে শ্রীধরের নিকট হইতে প্রভু তাঁহার গুঢ় আন্তর ও বাহ্য ব্যবহারিক সম্পত্তির অংশ-গ্রহণে যত্ন করিতেছেন ॥

প্রভু স্বয়ং দারিদ্র্য ও অভাবের জীলা প্রদর্শন করিয়া অভাবগ্রস্ত দরিদ্র জনগণের মঙ্গল-সাধনোদ্দেশ্যে তাহাদের শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম লব্ধ-দ্রব্যের সেবা গ্রহণ করিতেছেন। শ্রীধর বলিলেন,—আমা’র সম্পত্তির মধ্যে যাহা আছে, তদ্বারা আপনাদের বিচারেই আমা’র সন্তুলান হয় না, স্তব্ধতা আমি প্রচুর-ধনশালী ব্যক্তির জায় অধিক-পরিমাণে দান কবিত্তে পারিব না। আপনাকে আমি কি দিতে পারি ? জড়-জগতে প্রেমন্ত কর্তব্যবীরগণ স্ব স্ব ক্রিয়া-সাধিত-ফলভোগেই ব্যস্ত। তাহারা উহার কিছু অংশ প্রদান করিয়া দাতৃ-প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। কিন্তু আমা’র জায় সম্পত্তিহীন দরিদ্র ব্যক্তির তাদৃশ প্রতিষ্ঠা-লাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ১১৫ ॥

তদন্তরে প্রভু বলিলেন,—তুমি যে পারমার্থিক ধনে ধনী, সম্প্রতি তাহা আমি চাই না, কিন্তু তোমা’র বাহিরের দিকে যে ধন আছে, তাহারই অংশলাভে যত্ন করিতেছি। আমি তোমা’র নিকট হইতে পারমার্থিক সেবা কিছুকাল পরে গ্রহণ করিব, সম্প্রতি সাধকোচিত সেবা-দ্বারা আমা’র অভাব পূরণ কর। আমি শুদ্ধরূপে সাধন-ভক্তির ভজনীয়-তত্ত্বাস্তর্গত। স্তব্ধতা এক্ষণে তোমা’র নিকট হইতে ব্যবহারিক ধনসমূহের অংশ সমর্পণ-মুখে প্রার্থনা করিব। শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রের লিখিত আছে,—“স্বয়ং বিহিতা শাস্ত্রে হরিমুদিত

গৃহে আসিয়া নিমাইর বিষ্ণু-মন্দির-ধারে উপবেশন ;
ছাত্রগণেরও গৃহাভিমুখে প্রস্থান—
বিষ্ণুধারে বলিলেন গৌরানন্দসুন্দর ।
চলিলা পড়ুয়াবর্গ যার যথা ঘর ॥ ২১৪ ॥
পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে নিমাইর কৃষ্ণভাবোদয়—
দেখি' প্রভু পৌর্ণমাসী-চন্দ্রের উদয় ।
বৃন্দাবনচন্দ্র-ভাব হইল জদয় ॥ ২১৫ ॥
নিমাইর মুরলীধ্বনি ও একমাত্র শচীরই তচ্ছবণ—
অপূর্ব মুরলী-ধ্বনি লাগিলা করিতে ।
আই বই আর কেহ না পায় শুনিতে ॥ ২১৬ ॥
মুরলীধ্বনি-শ্রবণে শচীর মুচ্ছা—
ত্রিভুবন-মোহন মুরলী শুনি' আই ।
আনন্দ-মগনে মুচ্ছা গেলা সেই ঠাঞি ॥ ২১৭ ॥
মুচ্ছান্তে পুনরায় মুরলীধ্বনি-শ্রবণ—
কণেকে চৈতন্ত্য পাই' স্থির করি' মন ।
অপূর্ব মুরলী-ধ্বনি করেন শ্রবণ ॥ ২১৮ ॥
নিমাইর অবস্থান-দিকে শচীর বংশীধ্বনি-শ্রবণ—
যেখানে বসিয়া আছে গৌরানন্দসুন্দর ।
সেইদিকে শুনিলেন বংশী মনোহর ॥ ২১৯ ॥

বাহিরে আসিয়া নিমাইকে বিষ্ণুগৃহধারে উপবিষ্ট-দর্শন—
অদ্বুত শুনিয়া আই আইলা বাহিরে ।
দেখে,—পূজ বসিয়াছে বিষ্ণুর চুম্বারে ॥ ২২০ ॥
অতঃপর নিঃশব্দ ও পূজকে চন্দ্র-দর্শন—
আর নাহি পায়েন শুনিতে বংশীনাদ ।
পূজের স্বদয়ে দেখে আকাশের চাঁদ ॥ ২২১ ॥
নির্দীপক হইয়া শচীর চতুর্দিকে দৃষ্টিপাত—
পূজ-বক্ষে দেখে চন্দ্রমণ্ডল সাক্ষাতে ।
বিস্মিত হইয়া আই চাঁদে চারিভিতে ॥ ২২২ ॥
গৃহে আসিয়া তৎকারণ-নির্ণয়ে বিফল চেষ্টা—
গৃহে আসি' বসি' আই লাগিলা চিন্তিতে ।
কি হেতু,—স্মৃশ্চয় কিছু না পারে করিতে ॥ ২২৩ ॥
শচীর বিবিধ ঐশ্বর্য-দর্শন—
এইমত কত ভাগ্যবতী শচী আই ।
যত দেখে প্রকাশ, তাহার অন্ত নাই ॥ ২২৪ ॥
কখনও রাত্রিতে রাসকীড়া-বৎ বহুদোকের একত্র
নৃত্য-গীত-শ্রবণ—
কোনদিন নিশাভাগে শচী আই শুনে ।
গীত, বাস্ত-যন্ত্র বা'য় কতলত জনে ॥ ২২৫ ॥

যা কিয়া। সৈব ভক্তিরিতি প্রোক্তা যয়া ভক্তিঃ পরা
ভবেৎ ॥” কোন কোন সংসার-প্রমত্ত ব্যক্তি মনে করেন
যে, ‘সম্প্রতি যে-সকল কার্য আমাদের অবশ্য-করণীয়রূপে
উপস্থিত আছে অর্থাৎ ইহজগতে নীতিশাস্ত্রানুযায়িত যে-
সকল কর্তব্যকর্ম বর্তমান, তাহাই মনুষ্যশরীর থাকা-কাল-
পর্যন্ত সর্বতোভাবে পালন করা কর্তব্য, তদতিরিক্ত ঈশ্বর-
সম্বন্ধিনী ভক্তির কোনই আবশ্যকতা নাই ; যেহেতু ঈশ্বরতত্ত্ব
ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য প্রপঞ্চাত্ত্বক বস্তু নহেন বা তদ্বিকল্প-জাতীয়
বস্তুবিশেষ । সুতরাং আমরা জীবিতাবস্থায় ভোগপর কর্মী
থাকিব এবং কলভোগপরতাই আমাদের একমাত্র নিত্যবৃত্তি
হইবে । ভগবৎসেবা আমাদের বৃত্তি নহে ; পরলোকে বা
জীবিতোত্তরকালে তৎসম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে । কিন্তু
তাঁহারা জানেন না যে, ইহকালে দৃশ্যবস্তুরূপ পরম্পর-
বিকল্প-ভাবধরে লক্ষিত হইল। সেবা ও ভোগ, উভয় বৃত্তিই
প্রত্যেক-বস্তুতে ব্যক্তব্যক্ত-ভাবধরে অবস্থিত । পূজা-

বিচারে যে ভোগের অস্তিত্ব প্রতীত হয়, তন্মধ্যে ভোগের
আংশিক প্রতীতির অবস্থিতি-নিবন্ধন কেহ যেন পূজা-
ভাবকেই অপর সেবকভাবে সহিত সমপর্যায় গণনা না
করেন । পূজা-বিচারে ভোগের আদর্শ সর্বতোভাবে কৃষ্টিত ।
পূজকের স্বরূপোদ্যানেই পূজার সূচীতা, পূজার দর্শনে
সূচীতা এবং পূজোপকরণের নির্মলতা অবস্থিত । আপাত-
বহির্দর্শনে অর্চনাদিতে বহু বহির্ভাবযুক্ত ব্যাপারের অধিষ্ঠান
লক্ষিত হয়, কিন্তু শ্রুতির উদ্দিষ্ট যথার্থ তাৎপর্য বা সার
গ্রহণ করিবার বুদ্ধি উদ্ভূত হইলে ভোগ বা ত্যাগের অতীত
পারে অবস্থিত কেবলা-ভক্তির স্বরূপ দৃষ্ট হয় । কোন কোন
ঐহিক জড়মর্ম্মর ভোগী ব্যক্তি মনে করেন যে, পরিদৃশ্যমান
জগতের বস্তুসকল—কেবলমাত্র জীব-ভোগ্য ও ভগবৎসেবার
অযোগ্য অর্থাৎ ভগবৎসেবোপকরণ নহে, পরন্তু যাবতীয়
বস্তুর ভগবৎসেবা-ব্যতীত কেবলমাত্র জীবের ইন্দ্রিয়-স্বধ-
ভোগ-পিপাসা-বর্ধনই অধিকতর সূচীভাবে উপযোগিতা

বহুবিধ মুখবান্ধ, নৃত্য, পদভাল।

যেন মহা-রাসক্রীড়া শুভেন বিশাল ॥ ২২৬ ॥

কখনও সর্বভবনকে আলোকিত-দর্শন—

কোনদিন দেখে সর্ব-বাড়ী ঘর-ঘর।

জ্যোতির্ময় বই কিছু না দেখেন আর ॥ ২২৭ ॥

কখনও পদ্মপাণি অলৌকিক-স্নীগণের দর্শন—

কোনদিন দেখে অতি-দিব্য নারীগণ।

লক্ষ্মী-প্রায় সবে, হস্তে পদ্ম-বিভূষণ ॥ ২২৮ ॥

কখনও উজ্জলমুষ্টি দেবগণের দর্শন—

কোনদিন দেখে জ্যোতির্ময় দেবগণ।

দেখি' পুনঃ আর নাহি পায় দরশন ॥ ২২৯ ॥

তুঙ্গস্বামী অভিন্ন-দেবকী বাৎসল্যরসবিগ্ৰহ শচীদেবীরই

গৌর-কৃষ্ণৈশ্বর্য-দর্শন-যোগ্যতা—

আইর এ-সব দৃষ্টি কিছু চিত্র নহে।

বিযুক্তজিহ্বরূপিণী বেদে যাঁরে কহে ॥ ২৩০ ॥

তাঁদৃশ শচীদেবীর দৃষ্টিমাজেই জীবের চিত্তশুদ্ধিফলে ভগ-

বদৈশ্বর্য-দর্শন-যোগ্যতা—

আই যারে সঙ্কৎ করেন দৃষ্টিপাতে।

সেই হয় অধিকারী এ সব দেখিতে ॥ ২৩১ ॥

বাসুভবানন্দে গৌর-কৃষ্ণের নবদীপে লীলা—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর বনমালী।

আছে গুঢ়রূপে নিজানন্দে কুতূহলী ॥ ২৩২ ॥

নিমাইর নানা-ভাবে স্বীয় ঐশ্বর্য-প্রকাশ-সম্বন্ধে তদ্বিচ্ছা-

বশে সকলের তত্ত্বাহুপলক্ষি—

যজ্ঞপি এতেক প্রভু আপনা' প্রকাশে।

তথাপিহ চিনিতে না পারে কোন দাসে ॥ ২৩৩ ॥

নিমাইর অতুলনীয় পাণ্ডিত্যগর্ভ-দর্প দম্ভ—

হেন সে ঔদ্ধত্য প্রভু করেন কোতুকে।

ভেমত উদ্ধত আর নাহি নবদীপে ॥ ২৩৪ ॥

ঈশ্বরের প্রত্যেক লীলারই অদ্বিতীয়ত্ব—

যখন যেক্রমে লীলা করেন ঈশ্বর।

সেই সর্ব-শ্রেষ্ঠ, তার নাহিক সোসর ॥ ২৩৫ ॥

পূর্বে (১) যুগ্মসার উদয়ে স্বীয় অদ্বিতীয় যোদ্ধা-প্রকাশ—

যুদ্ধ-লীলা প্রতি ইচ্ছা উপজে যখন।

অস্ত্র-শিক্ষা-বীর আর না থাকে ভেমন ॥ ২৩৬ ॥

(২) সম্ভোগোদয়ে স্বীয় অপ্ৰাকৃত কামদেবত্ব-প্রকাশ—

কাম-লীলা করিতে যখন ইচ্ছা হয়।

লক্ষ্যকর্মুদ বনিভা সে করেন বিজয় ॥ ২৩৭ ॥

আছে। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর বলেন,—সকল-বস্তুকেই কৃষ্ণ-স্বাক্ষররূপে দর্শন করা যায়, কেবল জীবগণের নিজেন্দ্রিয়-তর্পণাসক্তি পরিত্যাগ করিলেই তাঁদৃশ দর্শন সম্ভব। কৃষ্ণ-স্বাক্ষর সর্বস্বকৃষ্ণ বস্তুনিচয়কে প্রাপকিক-বস্তু-জ্ঞানে পরিত্যাগ করিলে বৈরাগ্যের অপব্যবহার করা হয়। বস্তুতঃ জড়ানিবেশ-ত্যাগ ও ভগবানে মনোনিবেশই বৈরাগ্যের উদ্দেশ্য ॥

শ্রীধর-বিপ্র মনে করিলেন,—প্রভু অত্যন্ত উদ্ধত-স্বভাব। যদি তাঁহার ইচ্ছামুগারে আমি কার্য' শূন্য করি, তাহা হইলে তিনি আমাকে প্রহার করিতেও পারেন। আবার, আমি স্বয়ং দরিদ্র,—নিজের গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যয়-নিকাহে পর্য্যন্ত অসমর্থ, সুতরাং বিনা-মূল্যে কিছু দান করাও আমার পক্ষে সম্ভব নহে, তথাপি 'ব্রাহ্মণ'—ভাগবতবিগ্রহ, তাঁহাকে কোন না কোন-প্রকারে নিষ্কপট সাহায্য করিতে পারিলে আমারই সৌভাগ্যোদয়ের সম্ভাবনা; তজ্জন্ত তিনি বল বা কৌশল-পূর্বক আমার যে-কোন দ্রব্যটিকেই গ্রহণ করুন না কেন,

তাহাতে আমার কোনই আপত্তি নাই, প্রত্যাহই আমি উগাদিতে প্রস্তুত থাকিব। বল অথবা ছলনা বিস্তার করিয়াও যদি এই ব্রাহ্মণ আমা-কর্তৃক কোনওপ্রকারে উপকৃত হন, তাহা হইলে উহা আমার সৌভাগ্যের ফল বলিয়াই আমি জ্ঞান করিব।' এই লীলা-দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর ও ভক্ত শ্রীধর নিজ-কল্যাণকামী জীবকুলকে অজ্ঞাত স্মৃতি অর্জন করিবার আদর্শ দেখাইতেছেন। যদিও শ্রীমদ্-সম্প্রদায় অথবা নীতি-প্রবণ ব্যক্তিগণ উভয়ের এতাদৃশ ব্যবহারে অসন্তুষ্ট ও উহাকে আপাত-বৈষম্যপূর্ণ বলিয়া বিচার করেন, তথাপি জীবের শুদ্ধস্বরূপ-জ্ঞানোদয় হইলে উহাকে পরিণামে অশেষ মঙ্গলপ্রদ বলিয়াই তিনি জানিতে পারেন। যে-সকল লোক-কল্যাণ-কামী মহাপুরুষ দীন-জীবগণকে এইরূপ অজ্ঞাত-স্মৃতির-স্বযোগ প্রদান করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য প্রতি আপাত-দৃষ্ট বল-প্রয়োগ ও ছলনা—কেবলমাত্র পরের (অর্থাৎ সেইসকল-দীন-জীবের) উপকারের জন্তই আনিতে হইবে ॥ ২০০ ॥

(৩) ঐশ্বর্য্য-বৃদ্ধকার উদয়ে স্বীয় অনন্ত বৈভব-প্রাকট্য—
ধন বিলসিতে সে যখন ইচ্ছা হয় ।
প্রজার ঘরেতে হয় নিধি কোটিময় ॥ ২৩৮ ॥
তজপ অধুনা অধিতীয় পণ্ডিতাভিমানী হইয়াও পরে যতি-
রাজরূপে অধিতীয় বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরস-প্রকাশ —
এমন উচ্ছত গৌরসুন্দর এখানে ।
এই প্রভু বিরক্ত-ধর্ম্ম লইবে যখনে ॥ ২৩৯ ॥
সে বিরক্তি-ভক্তি-কণা কোথা ত্রিভুবনে ?
অন্তো কি সম্ভবে তাহা ?— ব্যক্ত সর্ব্বজনে ॥ ২৪০ ॥
সর্ব্বযুগে অধিতীয়-লীলাময় হইয়াও স্বতন্ত্র-সমীপে
স্বভাবতঃ পরাজিত—
এইমত ঈশ্বরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কর্ম্ম ।
সবে সেবকেরে হারে, সে তাহান ধর্ম্ম ॥ ২৪১ ॥
একদিন ছাত্রবেষ্টিত নিমাইর রাজপথে আগমন—
একদিন প্রভু আইসেন রাজ-পথে ।
পাঁচ সাত পড়ুয়া প্রভুর চারিভিতে ॥ ২৪২ ॥
তৎকালীন নিমাইর ভূবনমোহন বেশ ও রূপ-বর্ণন—
ব্যবহারে রাজযোগ্য বস্ত্র পরিধান ।
অঙ্গে পীতবস্ত্র শোভে কৃষ্ণের সমান ॥ ২৪৩ ॥

অধরে তাছুল, কোটি-চন্দ্র শ্রীবদন ।
লোকে বোলে,—“মুণ্ডিমন্ত এই কি মদন ?” ২৪৪ ॥
ললাটে তিলক-উর্দ্ধ, পুস্তক ত্রীকরে ।
দৃষ্টিমাত্রে পদ্যনেত্রে সর্ব্ব-পাপ হরে’ ॥ ২৪৫ ॥
ছাত্রগণ-বেষ্টিত হইয়া চঞ্চলভাবে গমন—
স্বভাবে চঞ্চল পড়ুয়ার বর্গ সঙ্গে ।
বাছ দোলাইয়া প্রভু আইসেন সঙ্গে ॥ ২৪৬ ॥
পথিমধ্যে শ্রীবাসপণ্ডিত-সহ সাক্ষাৎকার—
দৈবে পথে আইসেন পণ্ডিত শ্রীবাস ।
প্রভু দেখি’ মাত্র ভান হৈল মহা-হাস ॥ ২৪৭ ॥
নিমাইর প্রণাম, শ্রীবাসের আশীর্বাদ —
তানে দেখি’ প্রভু করিলেন নমস্কার ।
“চিরজীবী হও” বোলে শ্রীবাস উদার ॥ ২৪৮ ॥
শ্রীবাসপণ্ডিতের নিমাইকে গম্ভব্য-পথ-জিজ্ঞাসা—
হাসিয়া শ্রীবাস বোলে,—“কহ দেখি, শুনি ?
কতি চলিয়াছ উচ্ছতের চূড়ামণি ? ২৪৯ ॥
কৃষ্ণভজন প্রদর্শন না করায় নিমাইকে ভৎসনা—
কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল কি-কার্য্যে গোড়াও ?
রাত্রিদিন নিরবধি কেনে বা পড়াও ? ২৫০ ॥

প্রভুর প্রশ্নের উত্তরে শ্রীধর তাঁহাকে বলিলেন,—‘পণ্ডিত,
তুমি বিষ্ণুর অংশ ।’ প্রভু উহার প্রতিবাদ করিয়া বলিলেন,
—‘আমি বিষ্ণুর অংশ না হইলেও অর্থাৎ অংশ স্বয়ংরূপ
বলিয়াই গোয়ালার বংশোদ্ভূত অর্থাৎ নন্দনন্দন কৃষ্ণস্বরূপ ॥ ২০৭ ॥
যদিও তুমি আমাকে ব্রাহ্মণ-তনয়রূপে দেখিতেছ, তাহা
হইলেও আমি নিজকে গোপনন্দন বলিয়াই জানি ॥ ২০৮ ॥
শ্রীগৌরসুন্দর সম্প্রতি নিজের ছন্ন বা গুচ বিজ্ঞা-বিলাস-
লীলা গুপ্ত রাখিবার ইচ্ছা করায়, নিরঙ্কুশ ভগবদ্বিচ্ছা-বশে
ভক্তরাজ শ্রীধর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্ষদ হইয়াও স্বীয় নিত্য-
সেবা শ্রীগৌরকৃষ্ণের আশ্রয়গোপন-লীলা সম্যক বুঝিয়া উঠিতে
পারেন নাই ॥ ২০৯ ॥
প্রভু শ্রীধরকে নিজতত্ত্ব বলিতে গিয়া কহিলেন,—“তুমি
যে বিষ্ণুপাদোদ্ভব-শ্রীধর বিশেষ মাহাত্ম্য অবগত আছ,
সেই গঙ্গা ও গঙ্গার যাবতীয় লোকপূজ্য মাহাত্ম্য আমা-
হইতেই নিঃসৃত হইয়াছে অর্থাৎ আমিই তাহার মূল কারণ ॥”

তছত্তরে শ্রীধর বলিলেন,—‘তুমি এতাদৃশ বুঠে যে, লোক-
পাবনী গঙ্গাকে পর্য্যন্ত ‘পাপনাশিনী’ বলিয়া তোমার বিশ্বাস
নাই ! এমন কি, নিজকে গঙ্গা হইতে শ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে তুমি গঙ্গার
পর্য্যন্ত জনকাভিমান করিবার বুঠা প্রদর্শন করিতেছ ! ২১১ ॥
মাহুষের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বাণ-চাপল্য ক্রমশঃ গর্হ
হয়, কিন্তু একি !—তোমার, দেখিতেছি, বয়োবৃদ্ধির সহিত
চাঞ্চল্যই ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে ! ২১২ ॥
পুষ্টিগর্ভা দেবকী বিষ্ণুভক্ত-স্বরূপিণী । শুদ্ধ বাৎসল্য-
রসে যশোদা-দেবকী-শচী প্রভৃতি মাতৃগণ ভগবানের সেবা
করিয়া থাকেন । সুতরাং মাতৃগণ ভগবানের পূজ্যা হইলেও
ভগবানের চিন্ময় শুদ্ধদাত্ত হইতে বঞ্চিতা নহেন ॥ ২২২ ॥
গৌরসুন্দর বনমালী,—অভিন্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর ॥
নিরঙ্কুশ-লীলোচ্ছায় “লীলাকমলোৎসাহিনী” অবতারী
শ্রীগৌরসুন্দরই যুগ্মসু চইয়া শ্রীহরিশ্রীধরবতারাে মধু ও কৈটভ,
শ্রীবরাহ ও শ্রীনৃসিংহাবতারাে হিরণ্যাক ও হিরণ্যাকশিপু

বিভাবধ্বজীবন কৃষ্ণে মতি এবং ভক্তিই উত্তম শাস্ত্রাধ্যয়ন-
ফল, নচেৎ অড়-বিভাসশীপন-কলে অবিক্রা-জনিত হয়
ও অবিষং প্রতীতিরই বৃদ্ধি-লাভ—

পড়ে কেনে লোক ?—কৃষ্ণভক্তি জানিবারে ।

সে যদি নহিল, তবে বিভায় কি করে ? ২৫১ ॥

নিমাইকে অতঃপর অবিলম্বে কেবলমাত্র কৃষ্ণভক্তনেই

কালযাপনার্থ শ্রীবাসের আদেশ—

এতেকে সর্বদা ব্যর্থ না গোড়াও কাল ।

পড়িলা ভ', এবে কৃষ্ণ ভজহ সকাল ॥ ২৫২ ॥

সহাস্ত্রে নিমাইর তৎপালনাসীকার—

হাসি' বোলে মহাপ্রভু,—“শুনহ, পণ্ডিত !

তোমার কুপার সেহ হইবে নিশ্চিত ॥” ২৫৩ ॥

অনন্তর দশিমা নিমাইর গঙ্গাতটে গিয়া উপবেশন—

এত বলি' মহাপ্রভু হাসিয়া চলিলা ।

গঙ্গাতীরে আসি' শিশু-সহিতে মিলিলা ॥ ২৫৪ ॥

গঙ্গাতীরে বসিলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য ।

চতুর্দিকে বেড়িয়া বসিলা শিশুগণ ॥ ২৫৫ ॥

শিশু-বেষ্টিত নিমাইর অল্পম শোভা-সদৃশে আদি-মহাকবি

গ্রন্থকারের অদ্বিতীয় বর্ণন-চাতুর্য—

কোটি-মুখে সেই শোভা না পারি কহিতে ।

উপমাও তার নাহি দেখি ত্রিজগতে ॥ ২৫৬ ॥

(১) সকলক নকত্রপতি চন্দ্র-সহ নিকলক নিমাইর

উপমার অযোগ্যতা—

চন্দ্র-তারাগণ বা বলিব, সেহো নয় ।

সকলক,—তারকলা-ক্ষয়-বৃদ্ধি হয় ॥ ২৫৭ ॥

সর্ব-কাল-পরিপূর্ণ এ প্রভুর কলা ।

নিকলক, তেত্রি সে উপমা দু'ন গেলা ॥ ২৫৮ ॥

(২) একপক্ষাশ্রিত দেবগুরু-সহ সাক্ষী সমদর্শন নিমাইর

উপমার অযোগ্যতা—

বৃহৎপতি-উপমাও দিতে না যুয়ায় ।

তঁহো একপক্ষ,—দেবগণের সহায় ॥ ২৫৯ ॥

এ প্রভু—সবার পক্ষ, সহায় সবার ।

অতএব সে দৃষ্টান্ত না হয় ই'হার ॥ ২৬০ ॥

(৩) জীবচিন্তের মোহ বা বিকার-জনক কন্দর্প-সহ কন্দর্পদর্পহা

চেতোদর্পণমার্জন ভবমহাদাবাগ্নি-নির্কাপক

বিশ্বস্তরের উপমার অযোগ্যতা—

কামদেব-উপমা বা দিব, সেহো নয় ।

তঁহো চিত্তে জাগিলে, চিত্তের ক্ষোভ হয় ॥ ২৬১ ॥

এ প্রভু জাগিলে চিত্তে, সর্ববন্ধ-ক্ষয় ।

পরম-নির্মল সুপ্রসন্ন চিত্ত হয় ॥ ২৬২ ॥

গঙ্গাতটে শিশু-বেষ্টিত নিমাইর অল্পম শোভার

একমাত্র উপমা-বর্ণন—

এইমত সকল দৃষ্টান্ত যোগ্য নয় ।

সবে এক উপমা দেখিয়ে চিত্তে লয় ॥ ২৬৩ ॥

একমাত্র যামুন-তটবস্তী গোপশিশু বেষ্টিত নন্দনন্দন-সহ

নিমাইর উপমা ; উভয় স্বরূপে পরস্পরের উপমা—

কালিন্দীর তীরে যেন শ্রীনন্দকুমার ।

গোপবৃন্দ-মধ্যে বসি' করিলা বিহার ॥ ২৬৪ ॥

সেই যামুন-বিলাসী গোপতনয় কৃষ্ণই অধুনা দ্বিজরাজ বিশ্বস্তর—

সেই গোপবৃন্দ লই' সেই কৃষ্ণচন্দ্র ।

বুঝি,—দ্বিজরূপে গঙ্গাতীরে করে রজ ॥ ২৬৫ ॥

নিমাইর অলৌকিকরূপে সকলেই আকৃষ্ট—

গঙ্গাতীরে যে-যে জনে দেখে প্রভু-মুখ ।

সেই পায় অতি-অনির্বচনীয় মুখ ॥ ২৬৬ ॥

নিমাইর অলৌকিক-রূপ-দর্শনে সকলের তৎসদৃশে

স্ব-স্ব-বুদ্ধিবৃত্তাহুয়ায়ী বিবিধ বিচার-প্রতীতি—

দেখিয়া প্রভুর তেজ অতি-বিলম্ব ।

গঙ্গাতীরে কাণাকাণি করে সর্বজন ॥ ২৬৭ ॥

কেহ বোলে,—“এত তেজ মানুষের নয় ।”

কেহ বোলে,—“এ ত্রাজ্ঞ বিষ্ণু-অংশ হয় ॥” ২৬৮ ॥

কেহ বোলে,—“বিশ্ব রাজা হইবেক গোড়ে ।

সেই এই, বুঝি,—এই কখন না মড়ে ॥ ২৬৯ ॥

এবং শ্রীরাঘবভারে রাবণাদি অস্ত্রের সহিত যুদ্ধ প্রবৃত্ত
হন; অবতারা কৃষ্ণের সঙ্কোপলীলায় অসংখ্য গোপ-ললনার
সহিত রাসক্রিয়ার প্রমত্ত হন, আবার প্রজাবর্ণের গৃহে

যদৈশ্বর্যপূর্ণ নিমিগতি দৈশ্বররূপে কল্যাণ প্রদর্শন করেন ।
এতাদৃশ নানাবিচিত্র-লীলায় ভগবান গৌরচন্দ্রই বহুবিধ
ঐক্য ও চাক্ষু্য প্রদর্শন করিতে সর্বাপেক্ষা পটু ও

রাজ-চক্রবর্তী-চিহ্ন দেখিয়ে সকল ।”

এইমত বোলে যার যত বুদ্ধি-বল ॥ ২৭০ ॥

তাৎকালিক অধ্যাপকগণের অধ্যাপনায় নিমাইর

দোষারোপণ—

অধ্যাপক-প্রতি সব কটাক্ষ করিয়া ।

ব্যাখ্যা করে প্রভু গঙ্গাসমীপে বসিয়া ॥ ২৭১ ॥

‘কর্তৃমকর্তৃমত্বা’-করণে সমর্থ নিমাই-পণ্ডিত—

‘হয়’ ব্যাখ্যা ‘নয়’ করে, ‘নয়’ করে ‘হয়’ ।

সকল খণ্ডিয়া, শেষে সকল ছাপয় ॥ ২৭২ ॥

নিমাইকর্তৃক ‘পণ্ডিত’-সংজ্ঞা-নির্দেশ ও তদীয়

সগর্ক স্পর্দোক্তি—

প্রভু বোলে,—“ভারে আমি বলি যে ‘পণ্ডিত’ ।

একবার ব্যাখ্যা করে আমার সহিত ॥ ২৭৩ ॥

সেই ব্যাখ্যা ব্যাখ্যান করিয়া আর-বার ।

‘আমা’ প্রবোধিবে,—হেন শক্তি আছে কার?’ ২৭৪

পারদর্শী । আবার, যে-কালে গৌরসুন্দর সন্ন্যাস-ধর্ম-গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করিবেন, তখন ভগবদিতর-কথায় বিরক্তির পরোক্ষভূতি ও দেবাপরায়ণতার সর্বোত্তম আদর্শ তিনি ভগবৎসেবাভিলাষী জীবগণের নিকট প্রদর্শন করিবেন । তাঁহার প্রদর্শিত বৈরাগ্য ও তন্ত্রির অণু-অংশের তুলনাও সমগ্র-ত্রিভুবনে সর্বত্র দ্রুত । ত্রিজগতে কুরাপি ঐপ্রকার কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তির আদর্শ দৃষ্ট হইবে না,—একথা সকলেই জানেন ।

অবতারা গৌরসুন্দর যুদ্ধার্থ অঙ্গশিক্ষা, লক্ষ্যসুদ-বনিতা-বিজয় বা ধন-বিলাসাদি-লীলা এই গৌরলীলায় প্রদর্শন করেন নাই ; পরন্তু অজ্ঞাত অবতারেই সেইসকল লীলা দেখাইয়াছেন । এ-বারে তিনি অবতারা হইয়া ঐদামলীলাই প্রদর্শন করিয়াছেন, কিন্তু সন্তোষ-লীলাদি ওদাধ্যপ্রধান গৌরলীলার অভ্যন্তরে প্রদর্শন করেন নাই । পৌরনাগরী প্রভৃতি অপসম্প্রদায়ভুক্ত জনগণ তাঁহাকে লোকচক্ষে কলঙ্কিত করিবার মানসে তাঁহার লোকাদর্শ পুতচরিত্রে ব্যক্তিচারাদির আরোপ করেন, উহা তাঁহাদের অপরাধ-জনক চিত্তবৃত্তি বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ২৩৫-২৪১ ॥

ঈশ্বরে কর্ম—বস্তুর কর্ম অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ, —প্রথমটী ‘অপ্রাকৃত’ ও অসমোহ, সুত্তাঃ অভুলনীয়, নিত্য

সর্বগর্ভের সর্বোত্তম প্রভুর অধিতীয় বা অসমোহক—

এইমত ঈশ্বর ব্যঞ্জন অহঙ্কার ।

সর্ব-গর্ভ চূর্ণ হয় শুনিঞা সবার ॥ ২৭৫ ॥

অধিতীয় পণ্ডিত নিমাইর অনন্তশিষ্টৈশ্বর্য-বর্ণন—

কত বা প্রভুর শিষ্য, তার অন্ত নাই ।

কত বা মণ্ডলী হই’ পড়ে ঠাঞিঠাঞি ॥ ২৭৬ ॥

বিপ্র-তনয়গণের ‘আচার্য্য-নিমাইকে প্রণাম ও তদন্তেষাসি-

রূপে অধ্যয়নার্থ’ কাকুতি—

প্রতিদিন দশ বিশ ব্রাহ্মণকুমার ।

আসিয়া প্রভুর পা’য় করে নমস্কার ॥ ২৭৭ ॥

“পণ্ডিত-আমরা পড়িবাও তোমা’ হানে ।

কিছু জানি,—হেন রূপা করিবা আপনে ॥ ২৭৮ ॥

সহায়ে নিমাইর তথ্যযয়ে সম্মতি-প্রদান—

“ভাল ভাল”,—হাসি’ প্রভু বোলেন বচন ।

এইমত প্রতিদিন বাড়ে শিষ্যগণ ॥ ২৭৯ ॥

ও উপাদেশ; আর শেখোক্তী ‘প্রাকৃত’ বা ‘লৌকিক’ ‘শুভ’, ‘হেয়’ ও ‘নশ্বর’ । আবার ঈশ্বরের ধর্ম অপেক্ষা ঈশ্বরপ্রেম বশ্যগতের ধর্ম আরও অধিকতর উপাদেশ বলিয়া তাহা ঈশ্বরের ধর্মকেও পরাজয় করিতে সমর্থ । পরম্পরাগ বলেন,—“আরাধনান্নাং সর্বেষাং বিষ্ণোরারাদনং পরম্ । তস্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ান্নাং সমর্চনম্ ॥”

সান্দীপনি-মুনি কৃষ্ণের শিক্ষণ-স্বত্রে, গর্গমুনি পুরোহিত-স্বত্রে, জুগমুনি পরীক্ষক-স্বত্রে এবং গোবলীলায় ব্রহ্মানন্দপুরী ঈশ্বরপুরীর গুরুভাতা-স্বত্রে, বয়োদ্রুত ব্রাহ্মণ শ্রীবাসপণ্ডিত তাৎকালিক মর্যাদা-বিচারে ভগবানকেও আপনা-অপেক্ষা নিম্ন(লঘু)-স্তরে অবস্থিত লাল্য বা স্নেহের পাত্র-জ্ঞানে তাঁহার প্রতি গুরুজনোচিত ব্যবহার করিতেন । কিন্তু ঐশ্বর্য্যস-বিচারে তাদৃশ ব্যবহার দাত্তের হানিজনক বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ২৪৮ ॥

একদিন পথে চলিতে চলিতে প্রভুর সহিত শ্রীবাস-পণ্ডিতের সাক্ষাৎকার হইল । প্রভু প্রণাম করিলে, শ্রীবাস তাঁহাকে ‘দীর্ঘব্রীহন-লাভ হটক’ বলিয়া আশীর্বাদ করিয়া বলিলেন,—‘নিমাই কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিয়া অন্ত ইন্দ্রকর্ক করিয়া দিন বাপন করিলে কোন নিত্যমঙ্গল-লাভের সম্ভাবনা

গঙ্গাতটে শিষ্যগণ-বেষ্টিত নিমাইপণ্ডিত—

গঙ্গাতীরে শিষ্য-সঙ্গে মণ্ডলী করিয়া ।

বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি আছেন বলিয়া ॥ ২৮০ ॥

নিমাইপণ্ডিতের ঐশ্বর্য্য-বলে নবদ্বীপে শোক-ভয়াভাব—

চতুর্দিকে দেখে সব ভাগ্যবন্ত লোক ।

সর্ব-অবদ্বীপ প্রভু-প্রভাবে অশোক ॥ ২৮১ ॥

নবদ্বীপে নিমাইর বিজা-বিলাস-দর্শকেরও অতুল সৌভাগ্য—

সে আনন্দ যে-যে ভাগ্যবন্ত দেখিলেক ।

কোন্ জন আছে,—তার ভাগ্য বলিবেক ॥ ২৮২ ॥

তাদৃশ স্মৃতিশালি-জনের দর্শনেও জীবের ভববন্ধ-ক্ষয়—

সে আনন্দ দেখিলেক যে স্মৃতি জন ।

তানে দেখিলেও, খণ্ডে সংসার-বন্ধন ॥ ২৮৩ ॥

থাকে না। পৃথিবীতে যে অধ্যয়ন-অব্যাপনাদি কণ্ঠ বর্তমান, ঐগুলির একমাত্র তাৎপর্য্য—কৃষ্ণভক্তিতেই পর্য্যবসিত। যদি বিজ্ঞানশীলনের ফলে ভগবদ্ভক্তি সম্ভব না হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বিজ্ঞানশীলন নিতান্ত ব্যর্থ ও নিষ্ফল যাত্র। তুমি বহু গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়াছ, স্তত্রাং আর কাল-বিলম্ব না করিয়া এখনই সর্বোত্তম অধ্যয়নের ফলস্বরূপ হরিভজন আরম্ভ কর। তদন্তরে প্রভু সহস্রে বলিলেন,—‘পণ্ডিত, তুমি ভক্ত, তোমার আশীর্বাদ-ক্রমে আমার অচিরেই ভগবৎপদে মতি হইবে ॥’

প্রভু শিষ্যগণ-বেষ্টিত হইয়া গঙ্গাতীরে উপবেশন করিলেন,—ইহাতে তিনপ্রকার উপমা প্রদত্ত হইয়াছে; যথা—(১) তারাগণ-বেষ্টিত চন্দ্র, (২) দেবগণ-বেষ্টিত বৃহস্পতি ও (৩) কামদেব। কিন্তু এই তিনপ্রকার উপমাই প্রভুর অসমোর্দ্ধ শ্রীকৃষ্ণ ও উপবেশন-ব্যাপারটা সূচ্যুত্বে সম্যক বর্ণন করিতে অসমর্থ,—(ক) চন্দ্রের শশলিঙ্গরূপ কলঙ্ক ও কলার ক্ষয়-বৃদ্ধি আছে, আলোকে দর্শনাভাব, কিন্তু ~~কিন্তু~~—নিরুল্লস ও ক্ষয়াদি-বর্জিত; (খ) বৃহস্পতি একপক্ষেরই (একমাত্র দেব-গণেরই) গুরু,—অপরপক্ষ অম্বরগণের প্রতি তাঁহার সহায়-ভূতি নাই, কিন্তু গৌরমুখের সকলেরই গুরু; (গ) মনসিজ মানবের চিত্তে উদ্ভিত হইয়া চিত্তের প্রাকৃত ক্ষোভ জন্মায়, কিন্তু গৌরমুখের উদয়ে সর্ববন্ধ ক্ষয়প্রাপ্ত এবং আত্মা অপ্রসন্ন হয়। এই সকল উপমা অসম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে প্রভুর শ্রীকৃষ্ণের সাদৃশ্য সূচনা করিলেও সম্পূর্ণভাবে তাহা

একনিষ্ঠ গৌরভক্তবর গ্রন্থকারের স্বনিম্না ও বিলাপোক্তি-

দ্বারা দৈন্তাদর্শ-প্রদর্শন—

হইল পাপিষ্ঠ-জন্ম, না হইল তখনে !

হইলাঙ বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে ! ২৮৪ ॥

স্বাভীষ্টদেব গৌর-নারায়ণ-সমীপে তদীয় অম্বরভ ভক্তবর

গ্রন্থকারের তল্লালা-সুখানুভূতি-প্রার্থনা—

তথাপিহ এই কৃপা কর’ গৌরচন্দ্র !

সে লীলা-স্মৃতি মোর হউক জন্ম জন্ম ॥ ২৮৫ ॥

গ্রন্থকার-কর্তৃক সর্বত্র স্বাভীষ্টদেবযুগলের

কৈর্য্য-লালসা—

স-পার্বদে তুমি নিত্যানন্দ যথা-যথা ।

লীলা কর’,—মুই যেন ভূত হউ তথা ॥ ২৮৬ ॥

বর্ণন করিতে অসমর্থ। ‘অতএব যামুনতটে গোপীগণ-বেষ্টিত অদমোক্ষোপম গোবিনদের বিহারই তদতিরবিগ্রহ গৌরের সর্বোৎকৃষ্ট সূচ্য উপমা ॥ ২৮৫ ॥

প্রভুর তেজো-দর্শনে তাঁহাকে সাধারণ মনুষ্য-তুল্য বলিয়া কেহই বিচার করেন নাই। কেহ কেহ মনে করিতেন,—‘তিনি বিষ্ণুর অংশ, আবার কেহ কেহ বা মনে করিতেন,—‘ইহা-দ্বারা ‘জনৈক ব্রাহ্মণ গোড়ের রাজা হইবেন’—এই ভবিষ্যদ্বাণীর সাক্ষ্যের উদয়কাল উপস্থিত হইয়াছে অর্থাৎ ইহাকে দেখিয়া মনে হয়, ইনিই যে ভবিষ্যতে এককালে ‘গোড়ের রাজা’ অর্থাৎ ‘গোড়ীস্বম্বর’ হইবেন,—এই কথার কখনও অন্তথা হইতে পারে না ॥ ২৭১ ॥

শ্রীগৌরমুখের এতাদৃশী বিজ্ঞা-প্রতিভা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন যে, তিনি সাধারণের বিচার সম্বন্ধেই খণ্ডন করিয়া অপর-পক্ষ-স্থাপনে সমর্থ হইতেন। সকলের বিচার খণ্ডন করিয়া তিনি পুনরায় পূর্বে-খণ্ডিত বিচারকেই স্বীয় প্রতিভা-দ্বারা পুনঃস্থাপন করিতেন ॥ ২৭২ ॥

ব্যঞ্জন অহঙ্কার,—গর্গ প্রকাশ করেন ॥ ২৭৪ ॥

শ্রীগৌরমুখের অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠলীলা এরূপ আনন্দময়ী যে, তাদৃশ-লীলা-দর্শনকারীকে দর্শন করিলেও জীবের সংসার-সক্তি হইতে মুক্তি-লাভ ঘটে ॥ ২৮২ ॥

জগৎগুরু বৈকবাচার্য্য শ্রীব্যাসবতার-গ্রন্থকার সকল-জীবকে আদর্শ দৈন্ত শিক্ষা দিয়া এই বলিয়া বিলাপ করিতে-

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জাম।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২৮৭ ॥

ছেন,—‘হায়! শ্রীগৌরহৃদয়ের একরূপ অপ্রাকৃত-লীলার প্রকটকালে আমার ছায় ভাগ্যহীনের জন্ম না হওয়ায় আমার তাদৃশী আনন্দময়ী লীলার দর্শন-সৌভাগ্য ঘটে নাই।’ সাংসারিক জনগণ স্ব-স্ব-প্রাক্তন দ্রুত বা পাপের ফল ভোগ করিবার জন্তই জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু ভগবৎপ্রকট-সময়ে জন্ম ঘটিলে, এতাদৃশ হেয়-জন্মেও তাহারা ভগবতীলা দর্শন করিয়া দম্ত হইয়া যায় ॥’ ২৮৪ ॥

আমি যখন গৌরলীলার প্রকটকালে জন্ম লাভ করিহত

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগতে আদিখণ্ডে শ্রীগৌরানন্ত নগর-

ভ্রমণাদি-বর্ণনং নাম ষাদশোহধ্যায়ঃ।

পারি নাই, তখন প্রভুচরণে ইহাই প্রার্থনা যে, আমার পরবর্তী সকল-জন্মেই যেন ভগবতীলাসমূহ আমার স্মৃতিপথে উদিত হইয়া সৌভাগ্যের উদয় করায় ॥ ২৮৫ ॥

যেখানে গৌর-নিত্যানন্দের প্রকটলীলার সহিত অমুচর ভক্তগণের উদয়, আমার জন্ম-জন্মান্তরেও যেন সেহাঙ্গই তাঁহাদের সেবা করিবার সুযোগ-লাভ ঘটে,—ইহাই শ্রীগৌর-হৃদয়ের চরণে আমার প্রার্থনা ॥ ২৮৬ ॥

ইতি গোড়ীয়াভাষে ষাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

৫২

ত্রয়োদশ অধ্যায়

কথাসার—এই অধ্যায়ে নিমাইপণ্ডিত-কর্তৃক সরস্বতীর বরপ্রাপ্ত বিজ্ঞা-গর্ভদূষ দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিতের বিজয় ও তাঁহার উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে।

যখন নিমাই-পণ্ডিত নবদ্বীপে অধ্যাপক শিরোরত্নরূপে বিরাজ করিতেছিলেন, তখন সরস্বতীদেবীর বরপ্রাপ্ত এক দিগ্বিজয়ী মহা-পণ্ডিত সর্ল-দেশ-রাষ্ট্রের পণ্ডিত-মণ্ডলীকে তর্কযুদ্ধে জয় করিবার পর তাৎকালিক নবদ্বীপস্থিত পণ্ডিত-বর্গের ভারত-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-মাহাত্ম্যের কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদিগকেও জয় করিবার জন্ত মহা-দম্ভভরে তথায় আগমন করিলেন। নবদ্বীপের সমস্ত পণ্ডিতমণ্ডলী এইরূপ দিগ্বিজয়ী মহা-পণ্ডিতের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া অতিশয় চঞ্চল ও চিন্তাকুল হইয়া উঠিলেন। নিমাই-পণ্ডিতের ছাত্রগণ এই সংবাদ তাঁহার নিকট নিবেদন করিলে তিনি ছাত্রগণকে বলিলেন,—‘ভগবান্ অহঙ্কারী দর্প নিত্যকালই হরণ করেন। কলবান্ বৃক্ষ ও গুণবান্ জন চিরকালই নম্র। হৈহয়, নহষ, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ প্রকৃতি রাগগণ “মহা-দিগ্বিজয়ী” বলিয়া অত্যধিক অহঙ্কারে প্রমত্ত হওয়ায়, অবশেষে ভগবান্ তাঁহাদের দর্প চূর্ণ করিয়াছেন। অত-

এং নবদ্বীপে সমাগত ঐ দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কারও ভগবান্ অচিরেই চূর্ণ করিবেন।’ এই বলিয়া প্রভু সেইদিন সন্ধ্যাকালে শিষ্যগণের সহিত গঙ্গাতীরে উপবেশনপূর্বক দিগ্বিজয়ীর উদ্ধারের বিষয় চিন্তা করিতেছিলেন, এমন সময় পূর্ণচন্দ্রবতী সেই নিশার প্রাকালে দিগ্বিজয়ী প্রভুর স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং পড়ুয়াগণের নিকট হইতে অত্যন্ত-তেজঃকাস্তিবিশিষ্ট নিমাইপণ্ডিতের পরিচয় জ্ঞাত হইলেন। প্রভু প্রথমতঃ দিগ্বিজয়ীর সহিত কয়েকটা কথা বলিয়া, পরে যথোচিত শিষ্টাচার ও হুকোশলের সহিত তাঁহাকে গঙ্গার মহিমা বর্ণন করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী তৎক্ষণাৎ দ্রুতগতিতে অনর্গল গঙ্গা-দেবীর মাহাত্ম্য-বিষয়ক শ্লোক রচনা করিয়া শতমেঘ-গর্জনে-ধ্বনির ছায়া আচ্ছাদিত করিতে লাগিলেন। সকলেই মহা-দিগ্বিজয়ীর এরূপ অদ্বুত শক্তি দেখিয়া বিস্ময়ে অবাক হইলেন। দিগ্বিজয়ী প্রেরণ-কাল এইরূপ অনর্গল শ্লোক উচ্চারণ করিয়া নিরন্ত হইলে, প্রভু তাঁহাকে সেইসকল শ্লোক ব্যাখ্যা করিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী ব্যাখ্যা আরম্ভ করিবা-মাত্রই প্রভু সেই বর্ণনার আদিতে, মধ্যে ও অন্ত্যে শব্দ, অলঙ্কার ও নানান্নি

অসংখ্য দোষ প্রদর্শন করিলেন। দিগ্বিজয়ী প্রভুর প্রশ্নের কোন উত্তরই দিতে পারিলেন না; তাঁহার সমস্ত প্রতিভা পরিমল হইয়া পড়িল। ইহা দেখিয়া প্রভুর শিষ্যগণ হাস্য করিতে উদ্ভূত হইলে প্রভু তাঁহাদিগকে নিবারণ করিলেন এবং দিগ্বিজয়ীকে নানাভাবে আশ্বস্ত করিয়া সেই রাত্রির জন্ত বিশ্রাম করিতে ও রাত্রিতে গ্রন্থাদি দেখিয়া পরদিন পুনরায় আসিতে বলিলেন। দিগ্বিজয়ী অন্তরে অত্যন্ত লজ্জিত ও হুঃখিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন,—‘ষড়্‌দর্শনে অসামান্য পণ্ডিতগণকেও তিনি পরাজিত করিয়াছেন, কিন্তু দৈব-হুর্কিপাক-বশতঃ শেষকালে, শিশু-শাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের একজন তরুণ অধ্যাপকের নিকট তাঁহাকে আজ পরাভূত হইতে হইল !!—ইহার কারণ কি? হয় ত’ বা সরস্বতী-দেবীর নিকটই তাঁহার কোনপ্রকার দোষ ঘটিয়া থাকিবে।’ এই ভাবিয়া সরস্বতী-মন্ত্র জপ করিতে করিতে পণ্ডিত নিম্নিত হইয়া পড়িলে, সেই রাত্রিতেই স্বপ্নযোগে সরস্বতীদেবী দিগ্বিজয়ীপণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া ‘নিমাই-পণ্ডিতের স্বরূপ জানাইলেন, এবং বলিলেন,—নিমাইপণ্ডিত সামান্য মর্ত্য পণ্ডিত নহেন,—সাক্ষ্য সর্লক্ষ্যমান স্বয়ং ভগবান্; সরস্বতীদেবী তাঁহারই স্বরূপ-শক্তি পরবিচার ছায়াশক্তি-মাত্র, সেই ছায়াশক্তিরূপা সরস্বতী নারায়ণের সমুখে উপস্থিত হইতে লজ্জা বোধ করেন,—তিনি শ্রীনারায়ণেরই অপাশ্রিতভাবে অবস্থান করেন মাত্র।’ দেবী দিগ্বিজয়ীপণ্ডিতকে আরও বলিলেন যে, পণ্ডিত এতদিনে প্রকৃতপ্রস্তাবে মন্ত্র-জপের ফল প্রাপ্ত হইয়াছেন, যেহেতু তিনি অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথের-দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন। অতঃপর দিগ্বিজয়ীকে শীঘ্রই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চরণে আশ্রয়মর্পণ করিবার জন্ত উপদেশ প্রদান করিয়া দেশে অন্তর্হিত হইলেন।

দিগ্বিজয়ী জাগরিত হইয়াই প্রভুর নিকট উপস্থিত হইলেন এবং নানাবিধ কাকুক্তি করিয়া স্বীয় স্বপ্নবৃত্তান্ত ও সরস্বতী-দেবীর উপদেশ জানাইলেন। সরস্বতীপতি প্রভুও দিগ্বিজয়ীকে ভগবদ্ভজনের অমুকুল পরবিচারই উপদেশ্যতা, এবং দিগ্বিজয়ী বা জড়প্রতিষ্ঠাদি-মূল্যে অপরা বিচার হেয়তা প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। প্রভু বলিলেন,—রুক্মপাদপদ্মে চিত্তবিত্ত সংলগ্ন রাখাই বিচারজ্ঞানের ফল এবং বিমুক্তি বা পরা বিজ্ঞাই একমাত্র সত্য ও কাম্যবস্তু। এই সকল কথা উপদেশ করিয়া প্রভু, সরস্বতীদেবী দিগ্বিজয়ীর নিকট যে বেদগুহ্য তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা উন্মোচন করিতে বিশেষভাবে নিবেদন করিলেন। প্রভুর রূপায় দিগ্বিজয়ী-পণ্ডিতের দেহে যুগপৎ ভক্তি, বিরক্তি ও বিজ্ঞানের অধিষ্ঠান হইল,—তিনি পরভক্তি লাভে কৃত-কৃতার্থ হইয়া প্রকৃত “ভূগাদপি স্তনীচ” হইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গৌরভক্ত গ্রন্থকার গৌর-রূপার স্বভাব বর্ণন করিয়া লিখিয়াছেন যে, ‘গৌর-রূপায় অত্যন্ত অহঙ্কারী ব্যক্তিও অতীব নম্র হন; প্রাকৃত-ধন-মদ-প্রমত্ত ব্যক্তিও রাজ্যসুখ পরিত্যাগ করিয়া হরিভক্তনার্থ বনবাসী হন। জগতের লোকসকল যে-সকল বস্তুকে পরম-লোভনীয় বলিয়া কামনা করে, প্রভুর রূপ-প্রাপ্ত পুরুষগণের নিকট তাহা বহুপরিমাণে সমাগত হইলেও তাঁহারা তাহা অনায়াসে ত্যাগ করিতে পারেন। রাজ্যাদি-সুখের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণভক্তগণ মোক্ষ-সুখকেও তুচ্ছ-জ্ঞান করেন।’ নিমাইপণ্ডিত এইরূপ দিগ্বিজয়ীকে জয় করিলে, নবদ্বীপবাসি-পণ্ডিতগণ তাঁহার অদ্বৈতশক্তি দেখিয়া, সকলে মিলিয়া তাঁহাকে ‘বাদিসিংহ’-পদবীতে ভূষিত করিতে ইচ্ছা করিলেন এবং সর্বত্র তাঁহার অসামান্য সংকীর্তি বিঘোষিত হইল। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় বিজয়-দীপ গৌরচন্দ্র।

জয় জয় তত্ত-গোষ্ঠী-ভদ্র-আমল্য ॥ ১ ॥

প্রভু-সমীপে বিষুখ দীন জীবের প্রতি করুণা-কটাক-

নিক্ষেপ নিমিত্ত গ্রন্থকারের প্রার্থনা—

জয় জয় স্বারূপাল-গোবিন্দের নাথ।

জীব প্রতি কর’, প্রভু, শুভদৃষ্টি-পাত ॥ ২ ॥

নিমাইপণ্ডিত ও ভক্তগণের জয়—

জয় অধ্যাপক-শিরোরত্ন বিপ্ররাজ।

জয় জয় চৈতন্যের তকতসমাজ ॥ ৩ ॥

সর্ব-পাণ্ডিত্য-দর্প-হারী নিমাইপণ্ডিত—

হেমমতে বিভা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।

বৈসেন সবার করি’ বিভা-গর্ব-পাত ॥ ৪ ॥

তৎকালীন-নবদ্বীপস্থ তথা-কথিত বিষংসমাজে

বিজ্ঞা-চর্চা-বর্ধন—

যত্বেপিহ নবদ্বীপে পণ্ডিত সমাজ।

কোট্যর্কবুদ অধ্যাপক নানাশাস্ত্ররাজ ॥ ৫ ॥

পণ্ডিতগণের কেবলমাত্র অধ্যাপনাতেই কাল-বাণন—

ভট্টাচার্য্য, চক্রবর্তী, মিশ্র বা আচার্য্য।

অধ্যাপনা বিনা কারো আর নাহি কার্য্য ॥ ৬ ॥

সকলেরই শাস্ত্রতর্কে জিগীষা, মর্যাদা-জ্ঞান-শূন্যতা

ও অসহিষ্ণুত্ব—

যত্বেপিহ সবেই স্বতন্ত্র, সবার জয়।

শাস্ত্রচর্চা হৈলে ব্রহ্মারেহ নাহি সময় ॥ ৭ ॥

সকলেরই স্বতঃপরতঃ নিমাইকর্তৃক নিজ-তিরস্কার প্রবণ—

প্রভু যত নিরবধি আক্ষেপ করেন।

পরম্পরা, সাক্ষাতেহ সবেই শুনেন ॥ ৮ ॥

তৎসবেও নিমাইর অহঙ্কারোক্তির প্রতিবাদে

সকলেরই অসামর্থ্য—

তথাপিহ হেন জন নাহি প্রভু-প্রতি।

ধিকৃষ্টি করিতে কারো নাহি শক্তি কতি ॥ ৯ ॥

মহাগুণী নিমাইপণ্ডিত দর্শনে সকলের সভয়ে স্থানত্যাগ—

হেন সে সাক্ষস জগে প্রভুরে দেখিয়া।

সবেই যাতেন একদিকে নজ হৈয়া ॥ ১০ ॥

নিমাইকর্তৃক সম্ভাষিত ব্যক্তির তদীয় আনুগত্য-স্বীকার—

যদি বা কাহারে প্রভু করেন সম্ভাষ।

সেই জন হয় যেন অভি-বড় দাস ॥ ১১ ॥

আ-শৈশব নিমাইর সর্জন-প্রসিদ্ধ পাণ্ডিত্য-মেধা—

প্রভুর পাণ্ডিত্য-বুদ্ধি শিশুকাল হৈতে।

সবেই জানেন গদ্যাতীরে ভাল-মতে ॥ ১২ ॥

নিমাইর কূটতর্কের সহস্র-প্রদানে সকলেরই অসামর্থ্য—

কোনরূপে কেহ প্রবোধিতে নাহি পারে।

ইহাও সবার চিন্তে আগমে অন্তরে ॥ ১৩ ॥

নিমাইপণ্ডিতের গভীরপাণ্ডিত্য-প্রভাবে সকলের

স-সম্মুখে তদ্বশত-স্বীকার—

প্রভু দেখি' স্বভাবেই জন্ময়ে সাক্ষস।

অতএব প্রভু দেখি' সবে হয় বশ ॥ ১৪ ॥

বিষ্ণুমায়া-বশে সকলের প্রভুর ব্রহ্মপালপঙ্কি—

তথাপিহ হৈনৈ তান মায়ার বড়াই।

বুঝিবারে পারে তানে,—হেন জন নাই ॥ ১৫ ॥

ঈশ্বরের কৃপা-গেহ ব্যতীত অনন্তকালব্যাপী প্রাকৃত জীব-

চেষ্টায় ঈশব্রহ্মপোপঙ্কি-সামর্থ্য্য ভাব—

তঁহো যদি না করেন আপনা' বিদিত।

তবে তানে কেহ নাহি জানে কদাচিত ॥ ১৬ ॥

ঈশ্বর সর্বতোভাবে পরমদয়ালু হইলেও তদিক্ষা-বশেই

সকলের তদীয় গূঢ়-লীলা-তত্ত্বোপলব্ধি-সামর্থ্য্য ভাব—

তঁহো পুনঃ নিত্য সুপ্রসন্ন সর্ব-রীতে।

তাহান মায়ায় পুনঃ সবে বিমোহিতে ॥ ১৭ ॥

ত্রিভুবন-মোহন নিমাইর নবদ্বীপে বিজ্ঞা-বিদ্যাস-লীলা—

হেনমতে সবারে মোহিয়া গৌরচন্দ্র।

বিজ্ঞা-রসে নবদ্বীপে করে প্রভু রজ ॥ ১৮ ॥

গৌড়ীয় ভাষা

নানা-শাস্ত্ররাজ,—অধ্যাপক-পদের বিশেষণরূপে গৃহীত হইলে 'বিবিধ-শাস্ত্রের বিচারাত্মকীর্ণ দ্বারা বিরাজিত' অর্থাৎ ঐহারা বিবিধ শাস্ত্র সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিয়াছেন; আর, যত্ন বিশেষরূপে গৃহীত হইলে 'বহুবিধ প্রধান প্রধান শাস্ত্র'—এইরূপ অর্থ হইবে ॥ ৫ ॥

প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র মত প্রকাশ করিতেন এবং অপরকে

পরাজয় করিতে সচেষ্ট হইতেন। শাস্ত্রের বিচার-বিষয়ে পর-মত-প্রবণ-সহিষ্ণুতা বিশর্জন করিয়া ব্রহ্মার তুল্য বিদ্যান্ পণ্ডিতগণের মতও গ্রাহ্য করিতেন না,—তর্কাদিধারা শ্রদ্ধের মানী পণ্ডিতগণকেও পরাজয় করিবার যত্ন করিতেন ॥ ৭ ॥

সাক্ষস,—[সাধু—অন্ (স্বেপণ করা)+অন্], সজ্জয়, জ্ঞাস, তর, শঙ্কা ॥ ১০ ॥

অনেক মহা-গর্জিত দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের নবদীপে আগমন—

হেনকালে তথা এক মহা-দিগ্বিজয়ী।

আইল পরম-অহঙ্কার-যুক্ত হই' ॥ ১৯ ॥

জীবমোহিনী বাণীর বরদৃশ বরপুত্র দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত—

সরস্বতী-মন্ডের একান্ত উপাসক।

মন্ত্র জপি' সরস্বতী করিলেক বশ ॥ ২০ ॥

ভোগ-দর্শনে জীবমোহিনী হইলেও বাগ্‌দেবী স্বরূপতঃ নৃসিংহাদি

বিষ্ণুবিগ্রহের বদনে ও বক্ষে মূর্তিমতী বিষ্ণুসেবা বিগ্রহা

শব্দময়ী অভিরূপা শুকসরস্বতী—

বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিণী, বিষ্ণু-বক্ষঃ-স্থিত।

মূর্তিভেদে রমা,—সরস্বতী জগন্নাভা ॥ ২১ ॥

বাণীর বরপ্রাপ্ত নন্দন দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত—

ভাগ্যবশে ব্রাহ্মণে প্রত্যক্ষ হইলা।

'ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী' করি' বর দিলা ॥ ২২ ॥

শব্দরূপিণী শুকসরস্বতীর নিরূপট-কৃপা-লভ্য হ্রস্ব 'পরবিজ্ঞা'-

বিষ্ণু-ভক্তির নিকট প্রাকৃত 'অপরবিজ্ঞা'র কল্পতরু—

স্বীয় দৃষ্টিপাত-মাজে হয় বিষ্ণুভক্তি।

'দিগ্বিজয়ী'-বর বা তাহান কোন্ শক্তি ? ২৩ ॥

জীবমোহিনী বাণীর বরদৃশ দিগ্বিজয়ীর

সর্বদেশ-বিজয়—

পাই সরস্বতীর সাক্ষাতে বর-দান।

সংসার জিনিয়া বিপ্র বলে স্থানে-স্থান ॥ ২৪ ॥

সর্বশাস্ত্র পারদ্রুত দিগ্বিজয়ি সহ বিচার-প্রতিযোগিতায়

কক্ষা-দানে সকলের অসামর্থ্য—

সর্বশাস্ত্র জিহ্বায় আইসে নিরন্তর।

হেন নাহি জগতে, যে দিবেক উত্তর ॥ ২৫ ॥

তৎকৃত পূর্বপক্ষ-বোধেই সকলের অসামর্থ্য-হেতু অপ্রতি-

দ্বন্দ্বরূপেই দিগ্বিজয়ীর সর্বত্র বিজয়—

যার কক্ষা-মাত্র নাহি বুকে কোন-জনে।

দিগ্বিজয়ী হই' বলে সর্ব স্থানে-স্থানে ॥ ২৬ ॥

তৎকালীন নবদীপস্থ বিবৎসমাজের স্তুতি-প্রবণ—

শুনিলেন বড় মবদীপের মহিমা।

পণ্ডিত-সমাজ যত, তার নাহি জীমা ॥ ২৭ ॥

মহা-সমারোহে দিগ্বিজয়ীর নবদীপ-গমন—

পরম-সমুদ্র অশ্ব-গজ-যুক্ত হই'।

সবা' জিনি' নবদীপে গেলা দিগ্বিজয়ী ॥ ২৮ ॥

প্রভু অপরের সহিত সম্ভাষণ করিলে সম্ভাষিত ব্যক্তি আপনাকে বিশেষ গৌরবান্বিত মনে করিয়া প্রভুর সেবা করিবার ইচ্ছা করিতেন ॥ ১১ ॥

'মহা-দিগ্বিজয়ী'-শব্দে কেহ কেহ বলেন যে, নিষার্ক-সম্প্রদায়ের গাঙ্গল্য-ভট্টের শিষ্য কেশব-ভট্ট বা কেশব-কাশ্মিরীই এই দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত। এ বিষয়ে কাগগত-বিচারে মত ভেদ দৃষ্ট হয়। 'ক্রমদীপিকা'-লেখক কেশব-ভট্টের গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি প্রমাণ শ্রীমৎগোপালভট্ট গোস্বামিপ্রভু-সঙ্কলিত শ্রীহরিভক্তিবিলাস ও তাহার 'দিগ্দর্শিনী'-টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে। পরবর্ত্তী-কালে এই কেশব-ভট্টকে নিষার্ক-সম্প্রদায়ের গুরুপ্রাণীতে আচাধ্যকরূপে নিবদ্ধ করা হইয়াছে। ক্রমদীপিকা-গ্রন্থের লেখক কেশব-ভট্ট নিষার্ক-সম্প্রদায়ের দ্বারা মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকিলে শ্রীহরিভক্তিবিলাসের লেখক মহোদয় সে কথা উল্লেখ করিতে পারিতেন ॥ ১২ ॥

রমা,—বিষ্ণুবক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মী বা শ্রী-শক্তি। সরস্বতী,—ভক্তিস্বরূপিণী ভূ-শক্তি—ভগবদাম-প্রভুর বধ্যস্বরূপিণী।

জগন্নাভা,—বিষ্ণুর 'নীলা', 'লীলা' বা 'হুর্গা'-শক্তি। পরস্পর মূর্তিভেদ থাকিলেও রমা, সরস্বতী বা হুর্গা, প্রত্যেকেই বস্তুতঃ ভগবান্ শ্রীনারায়ণেরই অন্তরঙ্গ স্বরূপ-শক্তি শ্রীনারায়ণী বা লক্ষ্মী,—প্রত্যেকেই মূর্তিমতী ভগবদ্-বিষ্ণু-দাস্ত্রস্বরূপিণী,—প্রত্যেকেই মূল-আশ্রয়-বিগ্রহ বলিয়া নিখিল আশ্রয়কোট-জগতের আকররূপিণী প্রস্তুতি ॥ ২১ ॥

পর বিজ্ঞা বা সরস্বতী অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্তৃত্বাভিনিবেশ-যুক্ত ভোগবাহা-প্রবণ জীবগণের নিকট স্বীয় স্বরূপ গুণ বা লুক্কায়িত রাখিয়া ছায়ামূর্তি হ্রষ্টা-সরস্বতীরূপে তাহাদিগকে বঞ্চনা করিবার নিমিত্ত বরাদি প্রদান করেন। তাদৃশ লক্ষ্যবর অনুচানমানী ব্যক্তিগণ ত্রিভুবনবিজয়ে সমর্থ হইলেও বরদাপতি ভগবানের নিকট সর্বতোভাবে পরাভূত হইবার যোগ্য। সরস্বতীদেবী নিজ-অবীশ্বরের পরাজয় আকাঙ্ক্ষা করেন না বলিয়া তিনি মায়া-বিমোহিত বহুজীবকে ভগবদাম-মহিমার কীর্তন হইতে বঞ্চিত করেন। শুদ্ধা সরস্বতীদেবী স্বীয় সাধক-ভক্তকে ভগবৎসেবোন্মুখ না

দিগ্বিজয়ীর আগমনে নবদ্বীপে সর্বত্র কোলাহল —
 প্রতি ঘরে-ঘরে প্রতি পণ্ডিত-সভায় ।
 মহাধ্বনি উপজিল সর্ব-নদীয়ায় ॥ ২৯ ॥
 দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্য-সম্বন্ধে নবদ্বীপবাসিগণের উক্তি —
 “সর্ব-রাজ্য-দেশ জিনি’ জয়-পত্র লই’ ।
 নবদ্বীপে আসিয়াছে এক দিগ্বিজয়ী ॥ ৩০ ॥
 দিগ্বিজয়ীর বাণী-রূপা-লাভ-শ্রবণে নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতগণের
 পরাজয়-ভীতি, চিন্তা ও দিগ্বিজয়ীর মহিমা-বর্ণন —
 সরস্বতীর বর-পুত্র’ শুনি’ সর্বজনে ।
 পণ্ডিত সবার বড় চিন্তা হৈল মনে ॥ ৩১ ॥
 “জম্বুদ্বীপে যত আছে পণ্ডিতের স্থান ।
 সবাই জিনি’ নবদ্বীপ জগতে বাঞ্ছান ॥ ৩২ ॥
 হেনস্থান দিগ্বিজয়ী যাইবে জিনিঞা ।
 সংসারে এই অপ্রতিষ্ঠা ঘূষিবে শুনিঞা ॥ ৩৩ ॥
 যুক্তিতে বা কা’র শক্তি আছে তান সনে ?
 সরস্বতী বর ষাঁরে দিলেন আপনে ? ৩৪ ॥
 সরস্বতী বস্ত্রা ষাঁর জিহ্বায় আপনে ।
 মনুষ্যে কি বাদে কছু পারে তান সনে ? ৩৫ ॥”
 নবদ্বীপস্থ সকলপণ্ডিতেরই দ্রুশ্চিন্তা—
 সহস্র সহস্র মহা-মহা-ভট্টাচার্য্য ।
 সবেই চিন্তেন মনে, ছাড়ি’ সর্ব কার্য্য ॥ ৩৬ ॥

দেখিলে তাহাকে স্বীয় ছায়াৰূপিণী অপরা বিজ্ঞা-দ্বারা বিমো-
 হিত করেন ॥ ২২ ॥

যে শুদ্ধা সরস্বতী-দেবীর নিরূপিত করুণা-কটাক্ষে বিকৃত-
 ভক্তিরূপ পরম-শ্রেয়ো-লাভ ঘটে, তাহার পক্ষে মানুষকে
 জড়রাজ্যে দিগ্বিজয়াদি বর-প্রদান—অতীব অনায়াসসাম্য—
 অত্যন্ত তুচ্ছ ব্যাপার ॥ ২৩ ॥

জয়পত্র,—তর্কবিচার-ময়-যুদ্ধে বা পাণ্ডিত্য-প্রতিভার
 পরীক্ষা-প্রদর্শন-সময়ে বিজয়ি-পক্ষ বিজিত-পক্ষের নিকট
 যে স্বীয় জয়লাভ-সূচক পত্র লাভ করেন, তাহাই বিজয়ীর
 ‘জয়পত্র’ । উহাই বিজয়ি-পক্ষের পাণ্ডিত্য-প্রতিভার
 নিদর্শন-পত্র ॥ ৩০ ॥

সরস্বতীর মধ্যে জম্বুদ্বীপ—অন্ততম, তন্মধ্যে ভারতবর্ষ
 অবস্থিত । এই ভারতবর্ষের বিবক্ষনাধুষিত সমস্ত ক্ষেত্র

নবদ্বীপে সর্বত্রই এবার দিগ্বিজয়ীর সঙ্গে নবদ্বীপবাসী পণ্ডিত-

বর্গের পাণ্ডিত্য-বল-পরীক্ষা বা বিচারযন্ত্রণে পাণ্ডিত্য-

নির্ণয়-সম্ভাবনা সম্বন্ধে-আলোচনা—

চতুর্দিকে সবেই করেন কোলাহল ।

“বুঝিবাও এইবার যত বিভাবল ॥” ৩৭ ॥

নিমাইপণ্ডিতের সমীপে ছাত্রগণকর্তৃক দিগ্বিজয়ীর উপস্থিতি

ও ভদ্রীয় যুৎসা ও জিগীষা-বৃত্তান্ত-বর্ণন—

এসব বৃত্তান্ত যত পড়ুয়ার গণে ।

কহিলেন নিজ-গুরু গৌরাজের স্থানে ॥ ৩৮ ॥

“এক দিগ্বিজয়ী সরস্বতী বশ করি’ ।

সর্বত্র জিনিয়া বুলে জয়-পত্র ধরি’ ॥ ৩৯ ॥

হস্তী, ঘোড়া, দোলা, লোক, অনেক সংহতি ।

সম্প্রতি আসিয়া হৈলা নবদ্বীপে স্থিতি ॥ ৪০ ॥

নবদ্বীপে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী চায় ।

নহে জয়পত্র মাগে সকল-সভায় ॥” ৪১ ॥

ছাত্রগণের নিকট বিবৃতি-শ্রবণে নিমাইকর্তৃক সমদর্শন

ঈশ্বরের বিমুখ-জীবের দন্তহর ঐশ্বর্য্য-বর্ণন—

শুনি’ শিশুগণের বচন গৌরমণি ।

হাসিয়া কহিতে লাগিলেন তত্ত্ববাণী ॥ ৪২ ॥

“শুন, ভাই সব, এই কহি তত্ত্বকথা ।

অহঙ্কার না লেহন ঈশ্বর সর্বথা ॥ ৪৩ ॥

অতিক্রম করিয়া তৎকালে নবদ্বীপ স্ব-মহিমায় জগতের মধ্যে
 প্রসিদ্ধ ও প্রশংসিত ছিল ॥ ৩২ ॥

দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিত নবদ্বীপে আগমন করিয়া বিরুদ্ধদলভুক্ত
 স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পণ্ডিতের অমুসন্ধান করিলেন । যদি সমগ্র-
 নবদ্বীপের মধ্যে তাদৃশ বিচার-সমর্থ কোন পণ্ডিতের অভাব
 পরিলক্ষিত হয়, তাহা হইলে ঐ দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের নিকট
 নবদ্বীপবাসী সকল-পণ্ডিতই পরাজিত হইলেন বলিয়া তিনি
 পণ্ডিতবর্গকে নিজ-নিজ-পরাজয়-সূচক পত্র লিখিয়া দিবার
 দাবী করিলেন ॥ ৪১ ॥

• নবদ্বীপবাসী পরাজয়শঙ্কাকারী পণ্ডিত-শিশুগণের নিকট
 দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের আক্ষালন শ্রবণ করিয়া ত্রিগৌরমুন্সর
 তত্ত্ব অর্থাৎ সত্য বা স্বরূপ-বিচার-মুখে তাহাদিগকে এই
 বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলেন যে, মায়াবীশ ঈশ্বর মায়া-

যে-যে-গুণে মত্ত হই' করে অহঙ্কার ।
অবশ্ত ঈশ্বর তাহা করেন সংহার ॥ ৪৪ ॥

প্রকৃত বিনয়ের মহিমা-বর্ণন—

কলবস্ত বৃক্ষ আর গুণবস্ত জল ।
'নজ্ঞতা' সে তাহার স্বভাব অনুক্ষণ ॥ ৪৫ ॥
ঈশ্বরকর্তৃক প্রাচীন গণিত রাজগণের গর্ভনাশ —
হৈহয়, নহয়, বেণ, বাণ, নরক, রাবণ ।
মহা-দিগ্বিজয়ী শুনিয়াছে যে যে-জন ॥ ৪৬ ॥
বৃক্ষ দেখি, কার গর্ভ চূর্ণ নাহি হয় ?
সর্বথা ঈশ্বর অহঙ্কার নাহি সয় ॥ ৪৭ ॥

নবরীপেই দিগ্বিজয়ীর দর্প চূর্ণ হইবে বলিয়া সকলকে

নিমাইর আশ্বাসোক্তি—

এতেকে তাহার যত বিজ্ঞা-অহঙ্কার ।
দেখিবে এখাই সব হইবে সংহার ॥ ৪৮ ॥
সায়ংকালে দশিখ নিমাইর গঙ্গাতটে আগমন—
এত বলি' হাসি' প্রভু শিশুগণ-সঙ্গে ।
সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে আইলেন রঙ্গে ॥ ৪৯ ॥

গঙ্গার অভিবন্দন—

গঙ্গাজল স্পর্শ করি', গঙ্গা নমস্করি' ।
বসিলেন শিশু-সঙ্গে গৌরাজ শ্রীহরি ॥ ৫০ ॥
বিভিন্ন পংক্তিতে ছাত্রগণের উপবেশন—
অনেক মণ্ডলী হই' সর্ব-শিশুগণ ।
বসিলেন চতুর্দিকে পরম-শোভন ॥ ৫১ ॥

গঙ্গাতটে বিবিধ-শাস্ত্রালাপে ব্যাপৃত প্রভু—

ধর্ম্মকথা, শাস্ত্রকথা অশেষ কোতুকে ।
গঙ্গাতীরে বসিয়া আছেন প্রভু স্নেহে ॥ ৫২ ॥

মানদ-ধর্ম্মের আদর্শ প্রভুকর্তৃক দিগ্বিজয়ী-জয়-

প্রণালী-চিন্তন—

কাহারে না কহি' মনে ভাবেন ঈশ্বরে ।
“দিগ্বিজয়ী জিনিবাও কেমন প্রকারে ? ৫৩ ॥
আপনাকে অপ্রতিদ্বন্দ্বি-জানই দিগ্বিজয়ীর অহঙ্কার-ভেদ—
এ বিপ্রের হইয়াছে মহা-অহঙ্কার ।
'জগতে মোহর প্রতিদ্বন্দ্বী নাহি আর' ॥ ৫৪ ॥
“মানীর অপমান—বজ্রপাত-তুল্য”
সভা-মধ্যে জয় যদি করিয়ে ইহারে ।
মৃত-তুল্য হইবেক সংসার-ভিতরে ॥ ৫৫ ॥
বিপ্রেরে লাঘব করিবেক সর্ব-লোকে ।
লুটিবে সর্বমুখ, বিপ্র মরিবেক শোকে ॥ ৫৬ ॥

অতএব নির্জনে দিগ্বিজয়ীর পরাজয়-সাদনদ্বারা তদীয়

দর্পহরণার্থ প্রভুর সঙ্কল্প—

দুঃখ না পাইবে বিপ্র, গর্ভ হৈবে ক্ষয় ।
বিরলে সে করিবাও দিগ্বিজয়ী-জয় ॥ ৫৭ ॥

ইত্যবসরে দিগ্বিজয়ীর তথায় আগমন—

এইমত ঈশ্বর চিন্তিতে সেইকণে ।
দিগ্বিজয়ী নিশায় আইলা সেই-স্থানে ॥ ৫৮ ॥

সায়ান্তে পূর্ণিমা নিশা ও গঙ্গার শোভা-বর্ণন—

পরম নির্মল নিশা পূর্ণ-চন্দ্রবতী ।
কিবা শোভা হইয়া আছেন ভাগীরথী ॥ ৫৯ ॥

গঙ্গাতটে শিখ্য-বেষ্টিত নিমাইপণ্ডিতের

শ্রীরূপ-বর্ণন—

শিশু-সঙ্গে গঙ্গা-তীরে আছেন ঈশ্বর ।
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে রূপ সর্ব-মনোহর ॥ ৬০ ॥

বশ কর্তৃত্বাভিমানমূলক অহঙ্কারিগণের সমস্ত অহঙ্কার—গর্ভিত-
গণের সমস্ত গর্ভ—সর্বতোভাবে বিনাশ করেন এবং কখনও
তাহাদের গর্ভ-পোষণের কোনপ্রকার সহায়তা করেন
না। (ভাঃ ১০।১৪।২০—) ‘জন্মান্তাঃ হৃদয়নিগ্রহায় প্রোভো
বিধাতঃ সর্বভূতগ্রাহ্য চ ॥ ৪০ ॥

প্রাকৃত-রাজ্যে ত্রিগুণ বর্তমান । গুণত্রয়, প্রত্যেকেই
নিদ্রা-সংরক্ষণ-বিষয়ে পরস্পর মিশ্রিত হইয়াও তেদ-ধর্ম্মমূল ।
স্বপ্নগুণের দ্বারা রজসমোহন নিরন্ত হইলে জীব স্বপ্নগুণে

অবস্থিত হন । কিন্তু তাদৃশ স্বপ্নগুণেও রজসমোহনের
আপেক্ষিক স্বপ্ন-গন্ধ বর্তমান থাকে । রজসমোহন-গুণের
আপেক্ষিক স্বপ্ন সম্পূর্ণরূপে রহিত হইয়া যে স্বপ্ন বর্তমান
থাকে, তাহা ‘বিদ্রুপ-স্বপ্ন’ বা ‘নিদ্রা-স্বপ্ন-বাচ্য । প্রাকৃত-
জগতে যে গুণত্রয়ের বর্ণীভূত হইয়া কর্তৃত্বাভিমান-মত্ত জনগণ
অহঙ্কার প্রদর্শন করেন, সেই বিবদমান গুণসমূহের সমতা
সাধন-পূর্বক বৈকুণ্ঠ-বিলাস প্রকট করিবার উদ্দেশে ঈশ্বর
উহাদিগের প্রতিদ্বন্দ্বিতাব অপসারিত করিয়া উহাদিগকে

হাস্তযুক্ত শ্রীচন্দ্র-বদন অনুক্ষণ।

গিরিস্তর দিব্য-দৃষ্টি দুই শ্রীনয়ন ॥ ৬১ ॥

মুক্তা জিনি' শ্রীদশন, অরুণ অধর।

দয়াময় সুকোমল সর্ব-কলেবর ॥ ৬২ ॥

শ্রীমন্তকে সুবলিত চাঁচর শ্রীকেশ।

সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ, বিলক্ষণ বেশ ॥ ৬৩ ॥

সুপ্রকাশ শ্রীবিগ্রহ, সুন্দর হৃদয়।

যজ্ঞসূত্ররূপে তাঁহি অনন্ত-বিজয় ॥ ৬৪ ॥

শ্রীললাটে উৰ্দ্ধ-সুভিলক মনোহর।

আজানুলম্বিত দুই শ্রীভুজ সুন্দর ॥ ৬৫ ॥

যতিগণের অমুদ্রণ রীতিতে উপবিষ্ট নিমাইপণ্ডিত—

যোগপটু-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন।

বাম-উরু-মাঝে থুই' দক্ষিণ চরণ ॥ ৬৬ ॥

স্বয়ং ঈশ্বর বলিয়া বেচ্ছামুদ্রণ শাপ-বাখ্যান-স্থাপন যখন -

করিতে আছেন প্রভু শাস্ত্রের ব্যাখ্যান।

'হয়' 'নয়' করে, 'নয়' করেন প্রমাণ ॥ ৬৭ ॥

নানা-পণ্ডিত্ববৃত্তাবে উপবিষ্ট শিষ্যগণ—

অনেক মুণ্ডলী হই' সর্ব-শিষ্যগণ।

চতুর্দিকে বসিয়া আছেন সুশোভন ॥ ৬৮ ॥

তদর্শনে বিম্বিত দ্বিধিজয়ীর অতুর বৈশিষ্ট্যাবধারণ—

অপূর্ব দেখিয়া দ্বিধিজয়ী সুবিস্মিত।

মনে ভাবে,—“এই বুঝি নিমাইপণ্ডিত ?” ৬৯ ॥

অগত্যা দ্বিধিজয়ী প্রভুর রূপে আকৃষ্ট—

অলক্ষিতে সেই স্থানে থাকি' দ্বিধিজয়ী।

প্রভুর সৌন্দর্য চা'হে একদৃষ্টি হই' ॥ ৭০ ॥

শিষ্য-সমীপে নিমাইপণ্ডিতের পরিচয়-জিজ্ঞাসা ;

শিষ্যের তৎকথন—

শিষ্যস্থানে জিজ্ঞাসিলা,—“কি নাম ইহান ?”

শিষ্য বোলে,—“নিমাইপণ্ডিত-খ্যাতি যান ॥” ৭১ ॥

গঙ্গা-প্রণামান্তে দ্বিধিজয়ীর নিমাই-সমীপে আগমন -

তবে গঙ্গা নমস্করি' সেই বিপ্রবর।

আইলেন ঈশ্বরের সভার ভিতর ॥ ৭২ ॥

নৈমিত্ত্যে স্থাপন করেন। গুণজাত অহঙ্কার—কাপকোতা, অর্থাৎ কালের অভ্যন্তরেই গুণজাত 'অহংতা' ও 'মমতা'র ক্রিয়া লক্ষিত হয় এবং কালেই উল্লিখিত হয়; অতএব জীবের গুণজাত-সম্বন্ধ 'নিত্য' নহে,—তাত্‌কালিক-মাণ। জন্ম, ম্রিত্তি ও ভঙ্গ,—এই গুণজাত-ভাবত্রয় নিত্যস্থায়িত্ব নহে; সুতরাং বিনাশ-যোগ্য। ঈশ বৈমুখ্য হইতে যে ক্রিয়া জীব-কর্তৃক কর্তৃষ্ণ-স্থলে সাদিত হয়, উহাই 'গৌণ', আর ঈশ-সেবোন্মুখ-দায়ে যে সেবাময়ী ক্রিয়া সাদিত হয়, তাহাই 'মুখ্য' বা 'নিত্য' ॥ ৪৪ ॥

বৃক্ষ যেকপ ফল-ভারে অবনত হয়, তজ্জা সমস্তগুণবিশিষ্ট জনগণ সমস্তগুণবিশিষ্ট হইয়া নম্র-স্বভাবের পরিচয় প্রদান করেন। 'অল্প-বিজ্ঞা ভয়ঙ্করী' 'সফরী ফরফরায়েতে' 'এরঙো-হপি ক্রমায়তে' প্রভৃতি বাক্যের প্রকৃত-তাৎপর্য-বিচার-বিমুখ ব্যক্তিগণ শ্রী প্রাকৃত অভাবজনিত স্বল্প-প্রাপ্তিকেই বহু মানন করিয়া অগরের নিকট বিনয়-প্রদর্শনে পরাশ্রয় হয়। তজ্জন্মই শ্রীগৌরসুন্দর লোক-মঙ্গলের জন্ত “তৃণাদপি স্থনীচ”-স্বভাবসম্পন্ন জনগণেরই হরিনাম-গ্রহণরূপ ভগবৎ-সেবায় নিত্য-যোগ্যতা আছে বলিয়া প্রচার করিয়াছেন।

ভগবৎস্বভাবের অগুণশরূপেই জীবের অধিষ্ঠান। গীতায় জীব 'পর্য-প্রকৃতি' শব্দে কথিত হইয়াছে। শ্রীগৌরসুন্দর ব্রহ্মগুণ আচার্যের লীলা-প্রদর্শন-কল্পে প্রকৃত সমস্তগুণবান্ জীবের স্বভাব বর্ণন করিতে গিয়া যথার্থ বিনয়ের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ৪৫ ॥

হৈহয়,—মাহিম্যতীপূব-পতি কার্ত্তবীর্য়ার্জুন; ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের বর-প্রভাবে সহস্রবাহুভা-রূপ বর-প্রাপ্তি এবং ভগবান্ পরশুরামের হস্তে নিধন,—ভাঃ ৯১৭-১৭-১৮ শ্লোক, মহাভারতে বনপর্বাস্তমর্গত তীর্থযাত্রা-পর্বে ১১৫ অঃ ১০-১৮ এবং ১১৬ অঃ ১২-২৪; হরিবংশে ১৩৩, বায়ুপুরাণে ২৪ অঃ মৎস্রপুরাণে ৪৩ অঃ, মার্কণ্ডেয়-পুরাণে ১৬ অঃ দ্রষ্টব্য।

নহধ,—সোমবংশীয় রাজর্ষি পুরুষোত্তম পুত্র আয়ুর ঔরসে স্বর্ভাগবীর গর্ভে জাত এবং রাজর্ষি যশাতির পিতা। নহধের ঐশ্বর্য-মন্ততা, মোহ ও পতন,—মহাভারতে বনপর্বাস্তমর্গত অজিগর-পর্বে ১৮০ অঃ ১১-১৪, ১৮১ অঃ ৩০-৩৭ এবং উত্তরাংশ-পর্বে ১১ অঃ ১০-২৪ শ্লোক, ১২ অঃ—১৭ অঃ, এবং হরিবংশে ১২৮, বায়ুপুরাণে ২২ অঃ, ব্রহ্মপুরাণে ১১ অঃ দ্রষ্টব্য।

মানদ-ধর্মের সর্বোত্তম আদর্শ প্রভুর দিগ্বিজয়ীকে

সাদর অভ্যর্থনা—

তানে দেখি' প্রভু কিছু ঈষৎ হাসিয়া ।

বসিতে বলিলা অতি-আদর করিয়া ॥ ৭৩ ॥

স্বভাবতঃ নির্ভীক বিশেষতঃ স্বয়ং দিগ্বিজয়ী হইয়াও

প্রভু-দর্শনে পণ্ডিতের মনে ভীতির সঞ্চার—

পরম-নিঃশঙ্ক সেই, দিগ্বিজয়ী আর ।

তবু প্রভু দেখিয়া সাক্ষস হৈল তাঁর ॥ ৭৪ ॥

ঈশ্বর-দর্শনমাত্র তৎপ্রতিবদ্বৈক্যে বিমুখ-জীবের নিজ-

জুড়ষোপলব্ধি ও ভীতি—

ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি এইমত হয় ।

দেখিতেই মাত্র তানে, সাক্ষস জন্ময় ॥ ৭৫ ॥

বিবিধ বিষয়ে পরস্পর আলাপ—

সাত পাঁচ কথা প্রভু কহি' বিপ্রসঙ্গে ।

জিজ্ঞাসিতে তাঁরে কিছু আরস্তিলা রঙ্গে ॥ ৭৬ ॥

মানদধর্মের পূর্ণাদর্শ প্রভুর দিগ্বিজয়ীকে পাপনাশিনী

গঙ্গার মাহাত্ম্য-বর্ণনার্থ অমুরোধ—

প্রভু কহে,—“তোমার কবিত্বের নাহি সীমা ।

হেম নাহি, যাহা তুমি না কর' বর্ণনা ॥ ৭৭ ॥

বেণ,—রাজর্ষি অঙ্গের নাস্তিক, ভূত-পীড়ক পুত্র; ইহার অহংগ্রহোপাসনা-মূল্য নাস্তিকতা বা পার্থক্যতা এবং ভূত-হিংসা-দর্শনে ব্রাহ্মণগণ-কর্তৃক ইহার যথো-বিনাশ ও মধ্যম্যমান বাহু হইতে মহারাজ পুত্র আবির্ভাব,—ভাঃ ৪পৃ স্বঃ ১৩ অঃ ৩৯-৪৯, ১৪ অঃ ১৪৬ শ্লোক দ্রষ্টব্য । ভগবানের প্রতি কাম, ভয়, ঘেয, সঙ্কট, মেহ ও ভক্তি,—এই কয়প্রকার অমূল্যলনের মধ্যে কোনপ্রকার অমূল্যলনেই বিমুখ হওয়ায় ভগবানের তীরাশ্রয়ীভাবাবে বেণ সর্গাপকট-পাপের ফলে ভীষণতম নরকে চিরপাতিত হইয়াছিল; এ-স্বস্ত কখনও তাহার উদ্ধার-লাভের আশা নাই । ১১৩১ শ্লোকে ধর্মরাজ বৃষ্ণিত্বের প্রতি দেবর্ষি শ্রীনারদের উক্তি—“কতমো-হপি ন বেণঃ স্ত্র্যং পঞ্চানাম পুংস্বং প্রতি । তস্মাৎ কেনা-প্যুপায়েন মনঃ ক্লেশে নিবেশয়েৎ ॥”

বাণ,—দৈত্যপতি বলির সহস্রবাহু পুত্র, ক্রোধের প্রিয় দেবক; অস্ত্র নাম—মহাশাল । বাণের বৃত্তান্ত ও কৃষ্ণ-

গঙ্গার মহিমা কিছু করহ পঠন ।

শুনিয়া সবার হউক পাপ-বিমোচন ॥ ৭৮ ॥

দিগ্বিজয়ীর গঙ্গা-মহিমা-বর্ণন—

শুনি' সেই দিগ্বিজয়ী প্রভুর বচন ।

সেইক্ষণে করিবারে লাগিলা বর্ণন ॥ ৭৯ ॥

দিগ্বিজয়ীর দ্রুত শ্লোক-বর্ণন—

দ্রুত যে লাগিলা বিপ্র করিতে বর্ণন ।

কতরূপে বোলে, তার কে করিবে সীমা ? ৮০ ॥

মেঘমস্তবৎ দিগ্বিজয়ীর কবিত্ব-নাদ-গাষ্ঠীয়া—

কত মেঘ, শুনি, যেন করয়ে গর্জন ।

এইমত কবিত্বের গাষ্ঠীয়া-পঠন ॥ ৮১ ॥

স্বয়ং বাগ্‌দেবীর পরিচালন-প্রভাবে দিগ্বিজয়ীর

কবিত্বের নির্দোষত্ব—

জিহ্বায় আপনি সরস্বতী অধিষ্ঠান ।

যে বোলয়ে, সে-ই হয় অত্যন্ত-প্রমাণ ॥ ৮২ ॥

সামান্য শক্তি বা মেঘ-বলে, দূষণ দূরে থাকুক,

তদীয় কবিত্ব-বোধও অসম্ভব—

মনুষ্যের শক্ত্যে তাহা দূষিবেক কে ?

হেন বিজ্ঞাবস্ত নাহি,—বুঝিবেক যে ॥ ৮৩ ॥

কর্তৃক তাহার দপী নাশ,—ভাঃ ১০ম স্বঃ ৬২ ও ৬৩ অঃ এবং হরিবংশে ২।১১৮ অঃ দ্রষ্টব্য ।

নরক,—ভগবান্ বরাহদেবের স্পর্শে, ভূমির গর্ভে জাত মহাসুর; কৃষ্ণ-কর্তৃক উহার বিনাশ,—ভাঃ ১০ম স্বঃ ৫৯ অঃ ১-২২ শ্লোক, হরিবংশে ২।৬৩ অঃ এবং বিষ্ণুপুঃ ৫ম অঃ ২৯ অঃ দ্রষ্টব্য ।

রাবণ,—রাবণের জন্ম, ওপশা, বর-প্রভাবে যুদ্ধাদিতে অশ্রুলাভ-ফলে দর্প,—রামায়ণে উত্তরকাণ্ডে ৯ম সঃ—৩৯ সঃ; পুংস্বং শ্রীরাম হস্তে পর-দূষণের যত্ন-সংবাদ-শ্রবণে ক্রোধ, মায়া-সীতা-হরণ হইতে আরম্ভ করিয়া নিদন-বৃত্তান্ত,—ঐ অরণ্যকাণ্ডে ৩১ম সঃ—৫৬ সঃ, স্তম্ভরকাণ্ডে ৪র্থ সঃ—২২শ সঃ, লঙ্কাকাণ্ডে ৬ষ্ঠ সঃ—১৬শ সঃ, ২৬শ—৩১শ সঃ, ৪০, ৫৯, ৬২-৬৩, ৯৩, ৯৬-১০১, ১০৩-১১১শ সঃ এবং মহাভাঃ বনপর্ব্বাস্তর্গত দ্রোণদীহরণ-পর্বে ২৭৪, ২৭৭, ২৮০, ২৮৪ ও ২৮৯ অঃ, এবং ভীঃ ৯ম স্বঃ ১০ম অঃ দ্রষ্টব্য ।

নিমাইর শিষ্যগণ তৎকবিষ-শ্রবণে বিশ্বয়ে নির্লাক—

সহস্র-সহস্র যত প্রভুর শিষ্যগণ।

অবাক হইলা সবে শুনিঞা বর্ণন ॥ ৮৪ ॥

দিগ্বিজয়ী কবিকে তাহাদের অলৌকিক-জ্ঞান—

‘রাম রাম অমৃত !’ স্মরেন শিষ্যগণ।

‘মমুস্তোর এমত কি ক্ষুরয়ে কখন ?’ ৮৫ ॥

বাবতীয় উত্তম উত্তম শব্দাঙ্কুর-নিচয়-সাহায্যে

দিগ্বিজয়ী কবিষ-বর্ণন—

জগতে অমৃত যত শব্দ-অলঙ্কার।

সেই বই কবিত্বের বর্ণন নাহি আর ॥ ৮৬ ॥

শব্দার্থবিদগণের ও দিগ্বিজয়ি-প্রযুক্ত শব্দার্থবিধারণে অসামর্থ্য—

সর্বশাস্ত্রে মহা-বিশারদ যে-যে জন।

হেন শব্দ তাঁ-সবারও বুঝিতে বিষম ॥ ৮৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর প্রহর-ব্যাপী অনর্গল শ্লোক-পঠন—

এইমত প্রহর খানেক দিগ্বিজয়ী।

অমৃত সে পড়য়ে, তথাপি অন্ত নাই ॥ ৮৮ ॥

দিগ্বিজয়ীর শ্লোকপাঠান্তে প্রভুর উক্তি—

পড়ি যদি দিগ্বিজয়ী হৈলা অবসর।

তবে হাসি বলিলেন ত্রিগৌরসুন্দর ॥ ৮৯ ॥

মানদ-ধর্মের পূর্ণাঙ্গ প্রভু-কর্তৃক দিগ্বিজয়ীর শব্দার্থ-স্বারস-

প্রণসাস্তে তাঁহাকেই শ্লোক-ব্যাখ্যানার্থ অমুরোধ—

‘তোমার যে-শব্দের গ্রন্থন অভিপ্রায়।

তুমি বিনে বুঝাইলে, বুঝা নাহি যায় ॥ ৯০ ॥

এতেকে আপনে কিছু করহ ব্যাখ্যান।

যে শব্দে যে বোল তুমি, সেই সুপ্রমাণ ॥ ৯১ ॥

প্রভুর মধুর বাক্যে দিগ্বিজয়ীর বক্তৃত-শ্লোক-ব্যাখ্যানারম্ভ—

শুনিঞা প্রভুর বাক্য সর্ব-মনোহর।

ব্যাখ্যা করিবারে লাগিলেন বিপ্রবর ॥ ৯২ ॥

দিগ্বিজয়ীর শ্লোক-ব্যাখ্যারম্ভেই প্রভু-কর্তৃক তদ্বৃষণ—

ব্যাখ্যা করিলেই মাত্র প্রভু সেইক্ষণে।

দুখিলেন আদি-মধ্য-অন্তে তিন স্থানে ॥ ৯৩ ॥

প্রভুর দিগ্বিজয়ি-প্রযুক্ত শব্দাঙ্কুরের ত্র্যংগা-ত্রিজ্ঞান—

প্রভু বোলে,—‘এ সকল শব্দ অলঙ্কার।

শাস্ত্র-মতে শুদ্ধ হৈতে বিষম অপার ॥ ৯৪ ॥

তুমি বা দিয়াছ কোন্ অভিপ্রায় করি’।

বোল দেখি ?’ কহিলেন গৌরাজ শ্রীহরি ॥ ৯৫ ॥

শাক্য বাণীর বরপুত্র হইলেও নিমাইর প্রশংসে

দিগ্বিজয়ীর হতবুদ্ধিতা—

এত বড় সরস্বতীপুত্র দিগ্বিজয়ী।

সিদ্ধান্ত না ক্ষুরে কিছু, বুঝি গেল কহি’ ॥ ৯৬ ॥

দিগ্বিজয়ীর অপ্রাসঙ্গিক ও অব্যক্তিক উত্তর-প্রদান—

সাত পাঁচ বোলে বিপ্র, প্রবোধিতে নারে।

যেই বোলে, তাই দোষে গৌরাজসুন্দরে ॥ ৯৭ ॥

দিগ্বিজয়ী অপ্রতিভ ও নিজ-বাক্য-বোধেই অশক্ত—

সকল প্রতিভা পলাইল কোন্ স্থানে।

আপনে না বুঝে বিপ্র, কি বোলে আপনে ॥ ৯৮ ॥

মহাদিগ্বিজয়ী,—ব্রাহ্মগণ জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের বলে অষ্টদিক্
বিজয় করেন, ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে বাহুবলে এবং বৈশ্যগণ কৃষি-
বাণিজ্যদ্বারা ধন-বলে দেশ জয় করেন ॥ ৯৮ ॥

ধর্মকথা,—ইঞ্জিয়গ্রাহ্য ব্যবহারিক বর্ণাশ্রমধর্ম-কথা।

শাস্ত্র-কথা,—প্রপঞ্চে পারলৌকিক জ্ঞানের একপ্রকার
হিত্তিই বর্তমান, সুতরাং লোকাভিত শ্রৌতকথার কীর্তন-
দ্বারা শাসনমুখে জীবগণের অজ্ঞানান্ধকার-দূরীকরণার্থ যে
উপদেশ, তাহাই শাস্ত্র-কথা ॥ ৯২ ॥

বিষজ্ঞানমাত্র দিগ্বিজয়ী পরাজয় লাভ করিলে তাঁহার
কিরূপ রোশ হইবে, তাহাই জগতে শিষ্টাচার ও মানদধর্মের
সর্বোত্তম আদর্শ-প্রদর্শক প্রভু চিন্তা করিতে লাগিলেন।

তিনি ভাবিলেন,—যদি তিনি বহু লোকের সমক্ষে এই
আশ্চর্য-সম্ভাবিত দিগ্বিজয়ীকে পরাজয় করেন, তাহা হইলে
তাঁহার জন্মে অত্যন্ত কষ্ট হইবে; আবার পরাজিত হইলেও
রক্ষা নাই,—সে ত’ লাক্ষিত হইবেই, অধিকন্তু সকলে মিলিয়া
তাঁহার অর্থ, হস্তী, অশ্বাদি সমস্তই বলপূর্বক অধিকার
করিবে,—তাহাতে ব্রাহ্মণের বড়ই শোক উপস্থিত হইবে।
এইসকল বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি ও লক্ষ্য রাখিয়াই আমাকে
নিজ্জনে দিগ্বিজয়ীর পরাজয় সাধন করিতে হইবে ॥ ৯৬ ॥

লাঘব,—(প্রাচীন বাঙ্গালায় ব্যবহৃত, অধুনা অপ্রচলিত;
বিশেষণ), অবজ্ঞাত, অপমানিত, লাক্ষিত, হুণিত, লঘু, হীন;
গুরুত্ব বা সৎ-শূন্য, অসার, ত্রল, ‘হাক’ বলিয়া অমুদ্রুত ॥

দিগ্বিজয়ীকে অগ্রবিধ শাস্ত্রের আরাধিত-করণার্থ অরুণোদয়,

কিন্তু দিগ্বিজয়ীর মোহ—

প্রভু বোলে,—“এ থাকুক, পড় কিছু আর ।”

পড়িতেও পূর্বমত শক্তি নাহি আর ॥ ৯৯ ॥

প্রভু-সমীপে দিগ্বিজয়ীর মোহ-সমর্থনে গ্রন্থকারের কৈমূর্ত্য-

জ্ঞানের দৃষ্টান্ত—(১) সাক্ষাৎ ঐতিহ্য ও গোপনীয় ও

স্তবনীয় বস্তু গৌর-নারায়ণ—

কোন্ চিত্র তাহান সম্মোহ প্রভু-স্থানে ?

বেদেও পায়েন মোহ ষাঁর বিস্তমানে ॥ ১০০ ॥

(২) বিশ্ব-স্থিত্যন্তবলয়-কর্তা শেষ, এক্ষা ও বস্তুরও গৌর-

নারায়ণ-সমীপে মোহ—

আপনে অনন্ত, চতুর্মুখ, পঞ্চানন ।

ষাঁ'সবার দৃষ্টে হয় অনন্ত ভুবন ॥ ১০১ ॥

তাঁরাও পায়েন মোহ ষাঁর বিস্তমানে ।

কোন্ চিত্র,—সে বিপ্রের মোহ প্রভু-স্থানে ? ১০২

(৩) বিমুখজীবগণের গোপ-দৃষ্টি-হেতু অন্তরঙ্গা পরা চিৎ(স্বরূপ)-

শক্তির ছায়া-রূপিণী জড়া মায়াশক্তিই নিখিল

কৃষ্ণবিমুখ-ভূবন-মোহিনী—

লক্ষ্মী-সরস্বতী-আদি যত যোগমায়া ।

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড মোহে' ষাঁ'সবার ছায়া ॥ ১০৩ ॥

বহিরঙ্গা মায়াশক্তির ভগবদীক্ষা-পথে না থাকিয়া

লজ্জাভরে অপাশ্রিত-ভাবে অবস্থান—

তাহারা পায়েন মোহ, ষাঁর বিস্তমানে ।

অতএব পাছে সে থাকেন সর্ব্বক্ষণে ॥ ১০৪ ॥

(৪) বেদমন্ত্রোদ্গাতা অনন্তদেবেরও ভগবদ্রূপ-

দর্শনে মোহ—

বেদকর্তা শেষও মোহ পায় ষাঁর স্থানে ।

কোন্ চিত্র,—দিগ্বিজয়ী-মোহ বা তাহানে ? ১০৫ ॥

পাঠান্তরে,—“হরি বলি' গৌরা পছ 'হু' বাহ তুলি' ।
জগমন বাকুল করণ বোল বলি' ॥” এই দ্বিটি কোথাও
কোথাও দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এ-স্থলে উহার সঙ্গতি হয় না,
যেহেতু পূর্ববর্তী ৫২ ও পরবর্তী ৬৮ সংখ্যা-স্থিত বাক্যের
সহিত ইহার অর্থ-সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য নাই ॥ ৫৯-৬০ ॥

বিলক্ষণ,—অলৌকিক, অপ্রাকৃত ॥ ৬৪ ॥

ঈশ্বরের সম্মুখে মর্ত্যজীবাদিক-স্বরীগণেরও মোহন-হেতু

তদীয় অলৌকিক-নীলৈশ্বর্য্য-মহিমামুমান—

মনুষ্যে এ সব কার্য্য অসম্ভব বড় ।

তেঞি বলি,—তাঁর সকল কার্য্য দড় ॥ ১০৬ ॥

বিমুখ-দীন-জীবের তাঁরগই ভক্তের ও ভগবদবতার-লীলার

অন্ততম তাৎপর্য্য—

মূলে যত কিছু কৰ্ম্ম করেন ঈশ্বরে ।

সকলি—নিস্তার-হেতু দ্বুঃখিত-জীবেরে ॥ ১০৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর পরাভবারস্তে নিমাইর চাক্রগণের হাত্তোদ্গম—

দিগ্বিজয়ী যদি পরাজয়ে প্রবেশিলা ।

শিষ্যগণ হাসিবারে উত্তত হইলা ॥ ১০৮ ॥

মানদ-ধর্ম্মের পূর্বদর্শ প্রভু-কর্তৃক স্বশিষ্যগণকে পরাজিত

মানীর অবমানন-নিবারণ—

সবারেই প্রভু করিলেন নিবারণ ।

বিপ্র-প্রতি বলিলেন মধুর বচন ॥ ১০৯ ॥

পরদিন বিচারাসীকার-পূর্বক নিশাধিক্য-হেতু দিগ্বিজয়ীকে

মধুর-বাক্যে প্রভুর বিদায়-দান—

“আজি চল তুমি শুভ কর' বাসা-প্রতি ।

কালি বিচারিব সব তোমার সংহতি ॥ ১১০ ॥

তুমিও হইলা শ্রান্ত অনেক পড়িয়া ।

নিশাও অনেক যায়, শুই থাক গিয়া ॥” ১১১ ॥

বিজিতের প্রতি প্রভুর মধুর ব্যবহার—

এইমত প্রভুর কোমল ব্যবসায় ।

যাহারে জিনেন, সেহ দ্বুঃখ নাহি পায় ॥ ১১২ ॥

পণ্ডিতগণের পরাজয়-সাধনান্তে প্রভুর মধুর-বাক্যে

তাঁহাদিগকে আপ্যায়ন—

সেই নবদ্বীপে যত অধ্যাপক আছে ।

জিনিয়াও সবারে তোবেন প্রভু পাছে ॥ ১১৩ ॥

ভগবান্ শ্রীনারায়ণের দশবিধ সেবোপকরণের অন্ততম
যজ্ঞসূত্র বা উপবীতরূপে শ্রীঅনন্ত-দেবের অবস্থান ॥ ৬৫ ॥

পাঠান্তরে,—“দণ্ড দেখিতে কি বাহ কখন উঠয় ?”—
অর্থাৎ প্রতিপক্ষের হস্তে শাসন-দণ্ড থাকিলে যেমন কেহই
স্বীয় বাহুবলের উপর নির্ভর করিয়া তাহাকে আক্রমণ
করিতে সাহসী হয় না, তজ্জপ মূর্ত্তিমান্ সর্বলোক-শাস্তা

পরাজিত মানী দিগ্বিজয়ি-পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর

মধুর বচন—

“চল আজি ঘরে গিয়া বসি’ পুঁথি চাহ।

কালি যে জিজ্ঞাসি, তাহা বলিবারে চাহ ॥ ১১৪ ॥

অল্প-পণ্ডিতের পরাজয়-সাধনসঙ্গে ও প্রভুর বিজিতের

মানহানি প্রবৃতি-শৃঙ্খতা ও সর্লঙ্গন-প্রিয়তা—

জিনিয়াও করে না করেন তেজভঙ্গ।

সবেই হইলেন শ্রীত,—হেন তান রঙ্গ ॥ ১১৫ ॥

নবদ্বীপস্থ পণ্ডিতবর্গের প্রতি প্রভুর আচরণ-কলে

তাহাদের তৎপ্রতি শ্রীতি-বোধ—

অতএব নবদ্বীপে যতেক পণ্ডিত।

সবার প্রভুর প্রতি মনে বড় শ্রীত ॥ ১১৬ ॥

প্রভুর স্বর্গহে আগমন ; দিগ্বিজয়ীর ও স্বর্গহে আগমনান্তে

গদ্যভাব-প্রাপ্তি হেতু লজ্জা—

শিষ্টগর্ন-সংহতি চলিলা প্রভু ঘর।

দিগ্বিজয়ী হৈলা বড় লজ্জিত অন্তর ॥ ১১৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর হৃৎ ও চিন্তা ; বাণীর অব্যর্থ-বরগম্বন্ধে বিচার—

জুঃখিত হইলা বিপ্র চিন্তে’ মনে-মনে।

“সরস্বতী মোরে বর দিলেন আপনে ॥ ১১৮ ॥

বাণীর বরপ্রভাবে নিজেকে যত্ন-দর্শনে অপ্রতিদ্বন্দ্বি-জ্ঞান—

জ্ঞায়, সাংখ্য, পাতঞ্জল, মীমাংসা-দর্শন।

বৈশেষিক, বেদান্তে নিপুণ যত জন্ম ॥ ১১৯ ॥

হেন জন্ম না দেখিলু’ সংসার-ভিতরে।

জিনিতে কি দায়, মোর সনে কক্ষা করে ! ১২০ ॥

সর্বোৎকর্ষের গৌর-নারায়ণের একুপ স্বরূপ-শক্তি বৈভব অর্থাৎ স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য-মহিমা যে, কোন বস্তুর বস্তুই তাহাকে অতিক্রম বা লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় না। তাৎপর্য্য এই যে, স্বল্পপাণ্ডিত্য-কূপ দিগ্বিজয়ী অসীমপাণ্ডিত্য-সমুদ্র গৌর-সুন্দরের নিকট প্রতিদ্বন্দ্বিক্রমে অগ্রসর না হইয়া সম্পূর্ণ ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ৭৬ ॥

চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ৩৪-৩৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৭৭-৮০ ॥

অত্যন্ত প্রমাণ,—অতিশয় প্রামাণিক, যুক্তিসূক্ত, বিশ্বাস্য বা নিশ্চিত ॥ ৮২ ॥

দিগ্বিজয়ীর রচিত ও পঠিত গঙ্গা-স্তবে সর্বত্র বিস্ময়-কর ও উৎকৃষ্ট শব্দবিভাস ও আলঙ্কারিক সৌন্দর্য্য বর্তমান ছিল ; সুতরাং সকলশাস্ত্রে পারদর্শী কৃতবিদ্য পরম-পণ্ডিত-গণও সেইসকল শ্লোক বিচার ও আশ্বাদন করিতে অত্যন্ত হ্রস্ব বোধ করিতেন ॥ ৮৮ ॥

অবসর,—(বিশেষণ), লঙ্কাবকাশ, বিরত ॥ ৮৯ ॥

গ্রহন-অভিপ্রায়,—রচন-তাৎপর্য্য ॥ ৯০ ॥

নিজ-কৃত যে শ্লোকটা দিগ্বিজয়ী পরমোৎসাহ-ভরে ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন, তাহা এই,—“মহাশ্ব গদ্যায়াঃ সত্যতমিদমাভাতি নিত্যং যদেষা শ্রীবিষ্ণোশ্চরণকমলোৎপত্তি-মুভগা। দ্বিতীয়-শ্রীলক্ষ্মীরিব সুরনরৈর্যচ্চরণা ভবানীভর্তৃণা শিরসি বিভবত্যকুতগুণা ॥” চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ৪১ ও ৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৯৩ ॥

দিগ্বিজয়ী নিজ-কৃত শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলে প্রভু সেই রচিত শ্লোকের আদি, মধ্য ও অন্ত্য, সর্বত্রই আলঙ্কারিক দোষ প্রদর্শন করিলেন। রচনায় যে শব্দবিভাস-কৌশল ও আলঙ্কারিক শুদ্ধি আবশ্যক, তাহা দিগ্বিজয়ীর শ্লোকে দৃষ্ট হয় নাই। চৈঃ চঃ আদি ১৬শ পঃ ৪৪-৮৪ সংখ্যায় দিগ্বিজয়ি-কৃত শ্লোকে প্রভু-কর্তৃক পঞ্চ দোষ ও পঞ্চ গুণ-প্রদর্শন দ্রষ্টব্য ॥

শাস্ত্রমতে...অপার,—দিগ্বিজয়ীর শ্লোকস্থিত শব্দালঙ্কার-সমূহ তত্তৎশাস্ত্রানুসারে শুদ্ধ বলিয়া নির্ণয় করিতে গেলে ও অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার বলিয়া বোধ হইল ॥ ৯৫ ॥

বুদ্ধি গেল কহি’,—বুদ্ধি কোথায় যেন চলিয়া গেল, অর্থাৎ দিগ্বিজয়ীর বিচার-শক্তি লুপ্ত বা নষ্ট হইল ॥ ৯৬ ॥

ভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণের নিকটে শ্রীঅনন্তদেবেরও মোহ,—১। (ভাঃ ২।৭।৪১ শ্লোকে নারদের প্রতি ব্রহ্মার উক্তি—) ‘আমি ব্রহ্মা ও তোমার এই অগ্রজ সনকাদি মূনিগণ, কেহই সেই পরম-পুরুষ পুরুষোত্তমের যে মায়া-বল (স্বরূপশক্তি-বৈভব), তাহা জানি না ; আর যাহারা—সামান্য জীবমাত্র, তাহারা কিরূপে তাহা জানিবে ? এমন যে সহস্রানন আদিত্য শ্রীঅনন্তদেব, তিনিও তাঁহার গুণ গান করিতে করিতে অজ্ঞাপি তাহার পার পাইলেন না’ ।

২। জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মা ব্রহ্মের গো-বৎস ও বৎসপাল হরণ করায় ব্রহ্মার মোহ উৎপাদন ও গোপবালকগণের মাতৃবর্ধের বিষাদ দূরীভূত করিবার নিমিত্ত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংই গো-

শিশু-শাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের বাণক অধ্যাপক-কঙ্ক
স্বীয় পরাজয়-দর্শনে নিজ-ভূর্তাগ্যাহুমান—

শিশু-শাস্ত্র ব্যাকরণ পড়িয়ে ব্রাহ্মণ।

সে মোরে জিনিল,—হেন বিদ্বির ঘটন ! ১২১ ॥

ইষ্টদেবতা বাণীর বর-বিপর্যয়-দর্শনে পণ্ডিতের মহা-সংশয়—

সরস্বতীর বরে অজ্ঞাথা দেখি হয়।

এহো মোর চিন্তে বড় লাগিল সংশয় ॥ ১২২ ॥

ইষ্টদেবতা-পদে কোন ক্রটিকেই পুষ্টোক্ত হতবুদ্ধিতার

কারণাহুমান—

দেবীস্থানে মোর বা জন্মিল কোন দোষ ?

অতএব হৈল মোর প্রতিভা-সঙ্কোচ ? ১২৩ ॥

স্বীয় পরাজয়-কারণাহুমানার্থ দ্বিগুণীয় ইষ্ট-মন্ত্র জপ—

অবশ্য ইহার আজি বুঝিব কারণ।’

এত বলি’ মন্ত্র-জপে বসিলা ব্রাহ্মণ ॥ ১২৪ ॥

ময়ূজপাস্ত্রে রাধিতে শয়ন ও স্বপ্নে ইষ্টদেবী বাগ্‌দেবীর
দর্শন-লাভ—

মন্ত্র জপি’ দুঃখে বিপ্র শয়ন করিলা।

স্বপ্নে সরস্বতী বিপ্র-সম্মুখে আইলা ॥ ১২৫ ॥

বাগ্‌দেবীর স্বীয় ভক্ত দ্বিগুণীয়কে গুপ্তকথা-বর্ণন—

রূপা-দৃষ্টে ভাগ্যবন্ত ব্রাহ্মণের প্রতি।

কহিতে লাগিলা অতি-গোপ্য সরস্বতী ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর বেদনিগূঢ় তত্ত্ব ও স্বরূপ-কীর্তন—

সরস্বতী বোলেন,—“শুনহ, বিপ্রবর !

বেদ-গোপ্য কহি এই তোমার গোচর ॥ ১২৭ ॥

স্বীয় সেবককে মৃত্যুভয় প্রদর্শনপূর্বক গুপ্তকথা ব্যক্ত

করিতে দেবীর নিষেধাজ্ঞা—

কারো স্থানে কহ যদি এ-সকল কথা।

তবে তুমি শীঘ্রা হৈবা অমায়ু সর্বথা ॥ ১২৮ ॥

বৎস ও বৎসপালগণের রূপ দারণপূর্বক এক বৎসর গোষ্ঠে
ক্রোড়া করিতে থাকিলে, স্বীয় সম্মানগণের প্রতি গো ও
গোপীগণের প্রেম-সমৃদ্ধির আতিশয্য-দর্শনে উহার কারণ
জানিতে না পারিয়া ভগবান্ শ্রীবলরাম চিন্তা করিতে
লাগিলেন,—(ভাঃ ১০।১৩৩৭—) ‘এ কোন্‌ মায়া ?—দেব-
গণের অগণ্য মানবগণের, কিংবা অহুরগণের ? কি-কারণেই
বা এ মায়া প্রসূতা হইয়াছে ? ইহা অন্ত-মায়া বলিয়া সম্ভব
হয় না ; কেন না, ইহাতে অজ্ঞ বস্তুর কথা দূরে থাকুক,
সাক্ষাৎ ঐশ্বরস্বরূপ আমারও মোহ উৎপন্ন হইল, অতএব
খুব সম্ভব, আমার প্রভু শ্রীকৃষ্ণেই এই মায়া !’

চতুর্ধকের মোহ,—(ভাঃ ১০।১৩৪০-৪৫—) ‘ব্রহ্মা আশ্র-
পরিমাণাহুসারে ক্রটি-পরিমিতকালের পর ব্রজে আসিয়া
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে পূর্ববৎ গো-বৎস ও বৎসপালগণের সহিত
প্রাপঞ্চিক গণনার একবৎসর-কাল-পর্যন্ত ক্রোড়া করিতে
দেখিলেন। দেখিয়া ব্রহ্মা মনে মনে এই ক্রটি করিতে
লাগিলেন,—গোকুলে যত গোপ-বালাক ও গো-বৎস ছিল,
সকলেই আমার মায়া-শয্যায় শয়ান আছে, অতাপি তাহাদের
পুনরুত্থান হয় নাই। আমার মায়া-মোহিত সেইসকল গোপ-
শিশু ও গো-বৎস হইতে পৃথক্ এইসকল গোপ-শিশু ও
গো-বৎস এ-স্থানে কোথা হইতে কিরূপে আসিল ? অনেক-

ক্ষণ এইরূপ বিতর্ক ও ধ্যান করিয়াও ব্রহ্মা পুষ্টোক্ত দ্বিবিধ
গোপ-শিশু ও গো-বৎসগণের মধ্যে কোন্‌গুলি সত্য,
কোন্‌গুলিই বা অসত্য, তাহা কোনপ্রকারেই জানিতে
পারিলেন না। এইরূপে মায়া-মোহাভীত ও বিশ্ব-মোহন
সাক্ষাদভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে নিজ-মায়া-দ্বারা মুগ্ধ করিতে গিয়া
ব্রহ্মা স্বয়ংই বিমোহিত হইলেন। তমিষ-রজনীতে হিম-
কণোদ্ধৃত অন্ধকার যেমন উজ্জ্বল পৃথগ্‌ভাবে আচ্ছাদন
করিতে পারে না, পরন্তু উজ্জ্বল হইলেই নীল হয়, খজোতালোক
যেমন স্বর্য়্যালোকিত দিবসকে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশ করিতে
পারে না, তদ্রূপ মায়াভীত কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট ইতরা
মায়া কিছুই করিতে-পারে না,—নিজের মধ্যেই নিজ-বিক্রম
বিনাশ করিয়া ফেলে।’ আদি—১ম অঃ ৭২ সংখ্যা-স্থত
ভাঃ ২।৭।৪১ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

পঞ্চাননের মোহ,—ভগবান্ হরি দানবগণকে মোহিনী-
রূপে বিমোহিত করিয়া অুরগণকে সোম পান করাইলেন
দেখিয়া ভবানীপতি বৃষধ্বজ স্বীয় পত্নী উমা ও অহুরগণের
সহিত শ্রীহরির সেই মোহিনীরূপের দর্শনাভিলাষী হইয়া
তাহার নিকট গমনপূর্বক পূজা করত কহিলেন, (ভাঃ ৮।১২।
১০—) ‘হে পরমেশ, আপনায় মায়ায় অপহৃত-মতি আমি, ব্রহ্মা
ও মরীচি প্রমুখ মহর্ষিগণ, শিবদ-সঙ্কটের দ্বারা সৃষ্ট হইয়াও

দ্বিখিজয়-বিক্ষেতা নিমাইপণ্ডিতই মহাপ্রভু জগন্নাথ—

যাঁর ঠাঞি তোমার হইল পরাজয় ।

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সেই স্নানিচ্ছয় ॥ ১২৯ ॥

বাগ্ন-বৃহত্তী স্বরূপতঃ গৌর-কৃষ্ণ-তোষণী হইলে ও গৌরী অঙ্ক

বা আবিস্কারকৃষ্ণ-বৃত্তিতে জীবভোগ্যা ও জীবমোহিনী

বলিয়া বিষ্ণুতত্ত্ব-সমীপে কুণ্ঠিতা—

আমি যাঁর পাদপদ্মে নিরন্তর দাসী ।

সম্মুখ হইতে আপনারে লজ্জা বাসি ॥ ১৩০ ॥

তথা হি (ভা ২৫১৩) নারদং প্রতি ব্রহ্মবাক্যম্ —

বিষ্ণুর বহিরঙ্গা মায়-শক্তির অবস্থান ও প্রভাব-বর্ণন—

বিগজ্জমানয়া যন্ত হাতুমীক্ষা-গণেশমুয়া ।

নিমোহিতা বিকথন্তে মমাহমিতি ছুধিঃ ॥ ১৩১ ॥

দ্বিখিজয়ী জিহ্বাদিষ্টাবী হইয়া ও স্বীয় দৈব গোব-

নারায়ণের সম্মুখে জীবমোহিনী বাগ্নবৈবরী

স্ববিক্রম-প্রকাশে অসামর্থ্য—

আমি সে বলিয়ে, বিপ্র, তোমার জিহ্বায় ।

তাহান সম্মুখে শক্তি না বসে আঁমায় ॥ ১৩২ ॥

এমন কি, বেদবক্তা হর্যাবিরক-বন্দি ত ঐশেব ও

ঐগৌর-কৃষ্ণ-রূপ-দর্শনে মুগ্ধ—

আমার কি দায়, শেষ-দেব ভগবান্ ।

সহস্র-বদনে দেব যে করে ব্যাখ্যান ॥ ১৩৩ ॥

আপনার দূরে যাউক, আপনার বিরচিত এষ্ট বিধের তই জ্ঞাত নহি, আর চির-দুঃখদ রজতমো গুণে যে-সকল দৈত্য ও মর্ত্যজীবের উৎপত্তি, তাহারা যে আপনার তৎ অবগত নহে, তৎসম্বন্ধে আর বলুক কি ? (ভাঃ ৮১২১২২শ ও ২৫শ শ্লোকে পাণ্ডিত্যের প্রতি ঐশ্বকদেবের উক্তি—) ‘ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু ঐ মোহিনী-রূপ দেবিবা-মাত্র মহাদেব তাঁহার কটাক্ষে মুগ্ধ ও (পরস্পর সন্দর্ভন-ফলে) বিহ্বলচিত্ত হওয়ায়, আপনাকে এবং সমীপবর্তিনী উমা ও নিজের পার্শ্বদগণকেও জানিতে পারিলেন না। * * মোহিনীকর্তৃক ভগবান্ ভবের বিজ্ঞান অপহৃত হওয়ায় তিনি মোহিনীর মায়-বিলাসে কাম-বিহ্বল হইলেন; পার্শ্ববর্তিনী ভবানী সমস্ত ঘটনা দেখিতে থাকিলেও তাঁহাকে অনাদর করিয়াই তিনি মোহিনীর সমীপে গমন করিলেন।’

অজ-ভব-আদি যাঁর উপাসনা করে ।

হেন ঈশেব’ মোহ মানেন যাঁহার গোচরে ॥ ১৩৪ ॥

ঐগৌর-নারায়ণের অপ্রাকৃত গুণাবলী—

পরব্রহ্ম, নিত্য, শুদ্ধ, অখণ্ড, অব্যয় ।

পরিপূর্ণ হই’ বৈসে সবার হৃদয় ॥ ১৩৫ ॥

দ্বিখিজয়-বিক্ষেতা এই প্রভুই সমস্ত ব্যাক-পদার্পণ সৃষ্টি-

নাশ-কারণ বিষ্ণু—

কর্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞা, শুভ-অশুভাদি যত ।

দৃশ্যাদৃশ্য,—তোমাতে বা কহিবাও কত ॥ ১৩৬ ॥

সকল প্রলয় (প্রবর্ত) হয়, শুন, যাঁহা হৈতে ।

সেই প্রভু বিপ্ররূপে দেখিলা সাক্ষাতে ॥ ১৩৭ ॥

এই প্রভুই ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের কর্মফলপ্রদাতা—

অব্রহ্মাদি যত, দেশ, স্থল-ভূঃপাণি ।

সকল, জামিহ, বিপ্র, ইহান আজায় ॥ ১৩৮ ॥

বয়ংকপ অবতারী বিষ্ণুপরতঃ এই প্রভুই অভিন্ন নানা

অবতার-বর্ণন—(১) মৎস, (২) কূর্ম—

মৎস-কূর্ম-আদি যত, শুন, অবতার ।

এই প্রভু বিনা, বিপ্র, কিছু নহে আর ॥ ১৩৯ ॥

(৩) বরাহ, (৪) নৃসিংহ—

এই সে বরাহ-রূপে ক্ষিতি-স্থাপয়িতা ।

এই সে নৃসিংহ-রূপে প্রহ্লাদ-রক্ষিতা ॥ ১৪০ ॥

যজ্ঞাচ্চ দেবগণেব মোহ-বৃত্তান্ত,—(‘কেন’ বা ‘তলব-কাব’ উপনিষদে ত্রয় যঃ ও ৪র্থ যঃ ১ম মঃ—) ‘দেবাহুর-সংগ্রামে ব্রহ্ম (বিষ্ণু) দেবগণকে বিজয়কর প্রদান করিয়াছিলেন। সেই এক্ষণেই (বিষ্ণুরই) বিজয়ে দেবগণ মহিমান্বিত হইলেন; কিন্তু অজ্ঞতা-বশতঃ তাঁহারা মনে করিলেন,—‘আমাদিগেরই এষ্ট বিজয়, আমাদিগেরই এষ্ট মহিমা।’

ব্রহ্ম (শ্রীবিষ্ণু) দেবগণের ঐ অজ্ঞতা বেশ ব্যক্তে পারিলেন এবং তাঁহাদিগের সম্মুখে [যক্ষ বা গন্ধর্ব-রূপে] প্রাজ্জ্বলিত হইলেন। কিন্তু সেই দেবগণ সেই আবিস্কৃত ব্রহ্মকে দেখিয়াও, এই যক্ষরূপী মহাজ্ঞাতীকে ?—তাঁহা বিশেষভাবে জানিতে পারিলেন না।

তাঁহারা অগ্নিকে কহিলেন,—‘হে জাতবেদ, এই মহা-

(৫) বামন—

এই সে বামন-রূপে বলির জীবন।

যাঁর পাদ-পদ্ম হইতে গঙ্গার জনম ॥ ১৪১ ॥

(৬) দ্বাবব—

এই সে হইলা অবতীর্ণ অযোধ্যায়।

বদ্বিলা-রাবণ দুষ্ট অশেষ-লীলায় ॥ ১৪২ ॥

বহুদেব-নন্দ-নন্দন কৃষ্ণই অধুনা মিশ্র-নন্দন—

উহানে সে বহুদেব-নন্দ-পুত্র বলি।

এবে বিপ্র-পুত্র বিজ্ঞা-রসে কুতুহলী ॥ ১৪৩ ॥

বেদনিগূঢ় গৌর-কৃষ্ণ-কৃপা-লেশ-প্রভাবই সকলের

তনুহিমা বগতি—

বেদেও কি জানেন উহান অবতার ?

জানাইলে জানয়ে, অন্তর্ধা শক্তি কার ? ১৪৪ ॥

মন্ত্রজপের ফলস্বরূপ ধন-জন-বিষয়াদি তুচ্ছ জড়সম্পত্ত্যভে

উহার ব্যর্থতা, ভগবদ্বর্ণন-লাভেই উহার মার্ককতা—

যত কিছু মন্ত্র তুমি অপিলে আমার।

দিগ্বিজয়ী-পদ-ফল না হয় তাহার ॥ ১৪৫ ॥

মন্ত্রে যে ফল, তাহা এবে সে পাইলা।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ সাক্ষাতে দেখিলা ॥ ১৪৬ ॥

প্রভুর পদে আত্মসমর্পণার্থ সেবক দিগ্বিজয়ীকে দেবীর

আদেশ—

যাহ শীঘ্র, বিপ্র, তুমি ইহাম চরণে।

দেহ গিয়া সমর্পণ করহ উহানে ॥ ১৪৭ ॥

স্ব-ভক্তের মন্ত্র-বশীভূতা ইষ্টদেবী বাগ্বেদবীকর্তৃক দিগ্বিজয়ীকে

স্বপ্নকাণীন স্বীয় উপদেশ-বাক্যে অলীক-বুদ্ধি ত্যাগ-

পূরক যথার্থ জ্ঞান করিতে আদেশ—

স্বপ্ন-হেন না মানিহ এসব বচন।

মন্ত্র-বশে কহিলাও বেদ-সম্ভোপন ॥ ১৪৮ ॥

ইষ্টদেবী বাগ্বেদবীর অন্তর্দ্বান, দিগ্বিজয়ীর গাত্রোথান—

এত বলি' সরস্বতী হৈলা অন্তর্দ্বান।

জাগিলেন বিপ্রবর মহা-ভাগ্যবান ॥ ১৪৯ ॥

সেই ব্রাহ্ম-মুহুর্তেই প্রভু-সমীপে দিগ্বিজয়ীর আগমন—

জাগিয়াই মাত্র বিপ্রবর সেইক্ষণে।

চলিলেন অতি উষঃকালে প্রভুস্থানে ॥ ১৫০ ॥

ভূতটি কে, তুমি তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হও।' অগ্নি কহিলেন,—‘তা হাত হউক।’

সেই ব্রহ্মের সমীপে অগ্নি গমন করিলে ব্রহ্ম অগ্নিকে কহিলেন,—‘তুমি কে?’ অগ্নি কহিলেন,—‘আমি অগ্নি, আমিই প্রসিদ্ধ আত্মবেদ।’

ব্রহ্ম কহিলেন,—‘এতাদৃশ তুমি, তোমাতে কোন শক্তি আছে?’ অগ্নি কহিলেন,—‘পৃথিবীতে এই যাহা কিছু, তাহা সমস্তই আমি দধ্য করিতে পারি।’

ব্রহ্ম তাহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখিলেন এবং কহিলেন,—‘ইহা দহন কর।’ অগ্নি সেই তৃণের সমীপে গমন করিলেন এবং সমস্তশক্তিদ্বারাও উহা দহন করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন অগ্নি ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রাণি হইয়া দেব-গণকে গিয়া কহিলেন,—‘এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম না।’

অনন্তর দেবগণ (নাসিক্য-)বায়ুকে কহিলেন,—‘হে বায়ো, এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তুমি তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হও।’ বায়ু কহিলেন,—‘তাহাই হউক।’

সেই ব্রহ্মের সমীপে বায়ু গমন করিলে এক বায়ুকে কহিলেন,—‘তুমি কে?’ বায়ু কহিলেন,—‘আমি বায়ু, আমিই প্রসিদ্ধ মাতরিকা।’

ব্রহ্ম কহিলেন,—‘এতাদৃশ তুমি, তোমাতে কোন শক্তি আছে?’ বায়ু কহিলেন,—‘পৃথিবীতে এই যাহা কিছু, তাহা সমস্তই আমি গ্রহণ করিতে পারি।’

ব্রহ্ম তাহার সম্মুখে একটি তৃণ রাখিলেন এবং কহিলেন,—‘ইহা গ্রহণ কর।’ বায়ু সেই তৃণের সমীপবর্তী হইলেন এবং সমস্তবলের দ্বারাও উহা গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেন না। তখন বায়ু ব্রহ্মের নিকট হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া দেবগণকে গিয়া কহিলেন,—‘এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহা আমি বিশেষভাবে জানিতে পারিলাম না।’

অনন্তর দেবগণ ইন্দ্রকে কহিলেন,—‘হে মঘবন, এই যক্ষরূপী মহাভূতটি কে, তাহা বিশেষভাবে জ্ঞাত হও।’ ‘তথাস্ত’ বলিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মের নিকট গমন করিলে ব্রহ্ম তাহার নিকট হইতে তিরোহিত হইলেন।

ইন্দ্র সেই আকাশেই ক্রীড়িণী অতি-শোভাময়ী হৈম-

প্রণত দিগ্ধিগয়ীকে প্রভুর বীয় অঙ্কে ধারণ—

প্রভুরে আসিয়া বিপ্র দণ্ডবৎ হৈলা।

প্রভুও বিপ্রেরে কোলে করিয়া ভুলিলা ॥ ১৫১ ॥

প্রভুর বিশ্ণিতাভিনয়ে দিগ্ধিগয়ী-কৃত আচরণ-কারণ জিজ্ঞাসায়

দিগ্ধিগয়ীর প্রভু-কৃপা-প্রার্থনা—

প্রভু বোলে,—“কেনে ভাই, একি ব্যবহার ?”

বিপ্র বোলে,—“কৃপা-দৃষ্টি যেহেন তোমার ॥ ১৫২

বিনয়ের মূর্ত্তাদর্শ প্রভু স-সঙ্কোচে দিগ্ধিগয়ীকে তদীয় দৈগ্ধপূর্ণ

আচরণের কারণ-জিজ্ঞাসা—

প্রভু বোলে,—“দিগ্ধিগয়ী হইয়া আপনে।

তবে তুমি আমারে এমত কর’ কেনে ?” ১৫৩ ॥

বতী উমা-দেবীকে দেখিয়া, তাঁহার সমুখে আসিয়া স্পষ্ট-
ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“এই যক্ষরূপী মহাত্মাটিকে কে ?”

তিনি (উমা-দেবী) স্পষ্টভাবে কহিলেন,—“হিনিই ব্রহ্ম
(বিষ্ণু),—এই ব্রহ্মেরই (শ্রীবিষ্ণুরই) বিজয়ে তোমরা এইরূপ
মহিমাম্বিত হইয়াছ।” উমা-দেবীর সেই পাক্য-শ্রবণেই ইন্দ্র
নিশ্চিতরূপে জানিতে পারিলেন যে, তিনি—ব্রহ্ম অর্থাৎ বিষ্ণু ॥
১০২, ১০৩, ১০৬, ১০৭ ॥

যোগমায়া,—যোগমায়া ব্রহ্ম-জীবের ভোক্তবুদ্ধি-প্রসূত
আরণ্য ও বিক্ষেপাত্মক উপাধিষ্ম অপসারণ করিয়া নিক-
পাদি কৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির সহায়তা করেন। আবার, সেই
যোগমায়াই ঈশ-বিমুখ জীবগণের ভোগ্যরূপে উদ্ভিষ্ট হইবা-
মাত্রই তাহাদের মোহ উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে প্রাপ্কে
এই ভবজর্গে লমণ করাইয়া শান্তি প্রদান করেন। প্রাপক্ষিক
ভোগ্য জড়ব্যোমে ব্রহ্মজীবের তাৎকালিক ভোক্তবুদ্ধিজনিত
মূঢ়তার আবদ্ধ হইবার যোগ্যতা বর্তমান। নিত্যা-ভূমিকা
পরব্যোমে অজ্ঞান, অমুপদেশতা, পরিচ্ছেদ প্রভৃতি ধর্মের
অনবস্থান-হেতু তথায় যোগমায়া ভগবৎসেবামূলকবৃত্তি-মুক্তা
হইলেও ঈশবিমুখ ব্রহ্ম-জীবের প্রাপক্ষিক ভোক্তবিচারফলে
তাহার ভগবৎসেবন-প্রতিকূল্য বিবর্ত-বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া
বিমোহিত করিয়া থাকেন। লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি ভগ-
বচ্ছক্তিসমূহের ছায়া-রূপিণী মায়া ও তদীয় বৈভবসমূহ ব্রহ্মাণ্ড-
ভ্রমণকারী ভগবদ্বিমুখ ব্রহ্ম-জীবগণকে জড় আধ্যাত্মিক-জ্ঞান
প্রদানপূর্বক বিজ্ঞানের বিপরীত অজ্ঞান-জালবিস্তার করে।

শ্রদ্ধমান দিগ্ধিগয়ীর প্রভু-স্ততি ; গৌর-কৃষ্ণ-

ভক্তি-কণ্ঠেই সর্বসিদ্ধি—

দিগ্ধিগয়ী বোলেন,—“শুনহ, বিপ্ররাজ !

তোমা’ ভজিলেই সিদ্ধ হয় সর্বকাজ ॥ ১৫৪ ॥

কথিতে দ্বিজরাজরূপে অধোক্ষজ গৌর-নারায়ণাবতার—

কলিয়ুগে বিপ্ররূপে তুমি নারায়ণ।

তোমারে চিনিতে শক্তি ধরে কোন্ জন ? ১৫৫ ॥

প্রভুর প্রম-জিজ্ঞাসা-মাত্র নিঃ-শুক্রতা-দর্শনে প্রভুকে

অতি মর্ত্য অলৌকিকশক্তি ভগবদমুখ্যমান—

তখনি মোর চিত্তে জন্মিল সংশয়।

তুমি জিজ্ঞাসিলে, মোর বাক্য না ক্ষুরয় ॥ ১৫৬ ॥

পরব্যোমগ্ধা স্বরূপশক্তি স্বরূপিণী যে-সকল অন্তরঙ্গা মহাদক্ষী-
গণের ছায়া রূপিণী বহিরঙ্গা মায়াব বৈভবসমূহে বহিমুখ-
জীবগণ বিমুগ্ধ, তাহারাও ভগবানের পরমৈশ্বর্য্য-দর্শনে বিমুগ্ধা
হইয়া আপনাদিগকে ভগবৎকিঙ্করীজ্ঞানে নিত্য ভগবদিক্ষা-
পর ওয়া ও নিরন্তর ভগবদাক্ষে নিরন্তর থাকেন। ভগবানের
পবন-সঙ্কোষের নিমিত্ত দাক্ষ-রসেই তাহারা তাঁহার সেবা
করেন ; আবার ভগবদ্বিমুখ জীবের অধিক-পরিমাণে মোহ
উৎপাদন করিবার জন্য প্রাপক্ষিক-বিচারে তাহাদের কন্দ-
ফল-প্রদাত্রী মায়া রূপেও দৃষ্ট হন। (ভাঃ ১৭৭৪৫—) “অপগ্ধং
পূর্ক্ণং পূর্বং মায়াঞ্চ তদপাশিতাম্। যয়া সম্মোহিতো জীব
আত্মানং ত্রিগুণায়কম্। পরোহপি মহুতেহনর্থং তৎকৃত-
ক্কাতিপত্ততে। অনর্থোপশনং সাক্ষাদুক্তিযোগমধোক্ষে ॥”

বেদকর্তা,—ব্রহ্মা, অথবা কৃষ্ণঐশ্বর্য্যন-ব্যাস। গো-বৎস-
হরণ-কালে এবং ধারকায় বহুতর-মুখবৃত্তি বিরিকিগণের দর্শনে
ব্রহ্মার মোহ উৎপন্ন হইয়াছিল। মহাভারত ও পুরাণাদি-
রচনাস্তে শ্রীব্যাসেরও সরস্বতী-নদীতটে চিত্তের মহাবাসনা
লক্ষিত হইয়াছিল। শেষ বা অনন্তদেবও গোপীজনবল্লভের
লীলা-চমৎকারিতায় মুগ্ধ হইয়া গোপীর আনুগত্য-স্বীকারার্থ
প্রলুব্ধ হন।

যখন এতাদৃশ মহাবলৈশ্বর্য্যাসম্পন্ন দেব-মুনিগণও ভগবান্
শ্রীনারায়ণের পরমৈশ্বর্য্যময়ী শক্তির মহা-প্রভাবে নানাভাবে
মোহিত হন, তখন তাহাদের কিঙ্কর সাধারণ নগণ্য জীবগণ,
অথবা বঞ্চিত দিগ্ধিগয়ীও যে মোহ প্রাপ্ত হইবেন, তাহাতে

প্রভুকে বিনয়ের মূর্তিদর্শ ও মানদ-বিগ্রহরূপে দর্শন—

ভূমি যে অগর্ভ প্রভু—সর্ববেদে কহে।

তাহা সত্য দেখিঙ্গু, অলুখা কছু নহে ॥ ১৫৭ ॥

আর বিচিত্রতা কি? (গী: ৭:১৪—) ‘আমার ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া—‘ছত্তরা’ বলিয়া প্রসিদ্ধা; যাহারা আমাতেই জপন বা শরণাগত অর্থাৎ অব্যভিচারিণী-ভক্তিদ্বারা আমাকেই ভজন করেন, তাহারা এই সুহস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হন।’ (ভা: ৮:১০৩৮ শ্লোকে ভবের প্রতি শ্রীভগবানের উক্তি—) ‘হে স্নোভন্তম, আপনি ব্যতীত কোন্ পুরুষ আসক্ত হইয়া পুনরায় আমার এই সুহস্তরা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারে? আমার এই মায়া অকৃতবুদ্ধি-জনগণের পক্ষে অতি দ্রুতর অনির্দোষীয় ভাবসমূহ বিস্তার করিয়া থাকে।’

(ভা: ১০:১৪২১ শ্লোকে ব্রহ্মা-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-স্তুতি—) ‘হে ভূমন্, হে ভগবন্, হে পরমায়ন্, হে যোগেশ্বর, আপনি কোথায়, কিরূপে, কতভাবে এবং কখন যোগমায়া বিস্তার করিয়া ক্রীড়া করেন, আপনার সেই লীলা এই ত্রিলোক-মধ্যে কে জানে?’ ১০২, ১০৫ ॥

কৃপা-বশে অবতীর্ণ ভগবান্ সকল সময়ে তদ্বহিষ্ণু প্রপঞ্চস্থিত জীবগণকে নিত্য পরম-মঙ্গল-প্রদানের উদ্দেশ্যেই নিজের যাবতীয় লীলা প্রকটিত করিয়া থাকেন। সমস্ত লীলাই তাহার জীবোদ্ধারেক্ষা-মুগ্ধেই সমুদ্ভূত প্রচেষ্টা। এতৎপ্রসঙ্গে (ভা: ১০:১৪৮—) ‘তত্ত্বৈক্যমুৎপাদ্য’-শ্লোক বিশেষরূপে আলোচ্য। ভগবদ্বিমুখ বদ্ধ-জীবসমূহ আপাত-মধুর কিন্তু পরিণামে অমঙ্গলকর বিচারে প্রমত্ত হইয়া ভগবানের নিত্যমঙ্গলমণী ইচ্ছাতেও দোষ দর্শন ও প্রদর্শন করে; তজ্জন্তই তাহাদের বদ্ধাবস্থা বা অজ্ঞান। সৌভাগ্য-ক্রমে যখন জীব জানিতে পারেন যে, তিনি—নিত্য-কৃষ্ণদাস, তখন তাহার আর কোনপ্রকার ভয় ও ভ্রম থাকে না ॥ ১০৭

পরাজয়ে প্রবেশিলা,—পরাজয় স্মরণে আরম্ভ করিলেন ॥ ১০৮ ॥

শুভ কর’—যাত্রা বা গমন কর ॥ ১১০ ॥

নিশাও অনেক যায়,—রাত্রিও অধিক হইল ॥ ১১১ ॥

তেজভঙ্গ,—মানহানি ॥ ১১৫ ॥

বদ্ধদর্শনের যাবতীয় পণ্ডিতের সহিত আমার সাক্ষাৎ-

প্রভু কর্তৃক দ্বিগিজয়ী পরাজয়-সাধন-সঙ্গেও তৎসম্মান-রক্ষণ—

তিনবার আমারে করিলা পরাভব।

তথাপি আমার ভূমি রাখিলা গৌরব ॥ ১৫৮ ॥

কার-লাভ হইয়াছে। আমাকে পরাজয় করা দূরে থাকুক, তাহারা কেহই আমার সহিত বিচারে পর্যন্ত প্রবিষ্ট হইতে সাহস করে নাই ॥ ১২০ ॥

এই ব্রাহ্মণ-বালক প্রাথমিক-শাস্ত্র সামান্য ব্যাকরণের অধ্যাপকমাত্র; কিন্তু হায়, আমার কণ্ঠদোষে ইহার নিকটও আমাকে পরাজিত হইতে হইল! বেদাঙ্গ-ষট্‌কের মধ্যে সর্বাঙ্গে বেদ-পুঙ্খবধের মুখনদৃশ ব্যাকরণ-শাস্ত্রই শাস্ত্রপারিধি-গণের আদি-পাঠ্যগ্রন্থ বটে, কিন্তু কেবলমাত্র ব্যাকরণ-শাস্ত্রের অধ্যয়ন, অধ্যাপনা বা দক্ষতা থাকিলেই সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও দর্শনাদি-শাস্ত্রে পারদর্শিতা হয় না,—ইহাও অবি-স্বাদিত দ্রব্য; তথাপি এই ক্ষুদ্র বালক বৈয়াকরণের নিকট আমায় ত্রায় প্রবীণ শাস্ত্র-মন্ত্রণ পরাজিত হইল! ১২১ ॥

এখন দেখিতেছি যে, এই বৈয়াকরণ ব্রাহ্মণ-বটুর নিকট পরাজিত হওয়ায় আমার ইষ্ট সরস্বতী-দেবীর নিকট হইতে প্রাপ্ত বর সম্পূর্ণ বিফল হইয়া গেল! সুতরাং আমার মনে নানাপ্রকার সন্দেহ উপস্থিত হইতেছে। যে-দেবীকে প্রসন্ন করিয়া আমি তাহার নিকট হইতে দ্বিগিজয়-বর পর্যন্ত লাভ করিলাম, নিশ্চয়ই আমার কোন অপরাধ-ফলেই তাহার অপ্রেমতা লাভ করিয়াছি, তাহা না হইলে আমার পাণ্ডিত্য-প্রতিভা কেনই বা একটা ক্ষুদ্র শিশু-বৈয়াকরণের নিকট পরাহত হইল? ১২২-১২৩ ॥

স্বপ্নে সরস্বতী-দেবী যন্ত্ররূপকারী দ্বিগিজয়ি-পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—‘আমি তোমার নিকট ছন্দ-অবতারীর সম্বন্ধে যে-সকল পরম-গুহ্য কথা বলিতেছি, তাহা যদি তুমি কোণাও প্রকাশ কর, তাহা হইলে তোমার মৃত্যু অনিবার্য।’

প্রবাদ এই যে, গান্ধল-ভট্টের গুরু কেশবভট্ট শ্রীমদ্ভাগ-প্রভুর কথা ও সরস্বতী-কর্তৃক স্বপ্নোক্তি-বিবরণ প্রকাশ করায় অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন বলিয়া গান্ধল-ভট্ট পুনরায় কাশ্মীর-দেশীয় জটনৈক ব্রাহ্মণকে কেশব-নামে অভিহিত করেন।’ এই কিম্বদন্তী হইতে স্পষ্টরূপেই প্রতীয়মান হয়

ঈশ্বরই বিনয় ও মানদ-ধর্মের পূর্ণাদর্শ বলিয়া প্রভুকে
নারায়ণাবধারণ—

এহো কি ঈশ্বর-শক্তি বিনে অশ্চে হয় ?

অতএব, তুমি—নারায়ণ স্মৃশ্চয় ॥ ১৫৯ ॥

তৎকালীন ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশস্থ বিষ্ণুসমাজ-সমীপে
স্বীয় বাক্যের অকাটাঙ্ক-বর্ণন—

গৌড়, ত্রিহৃত, দিল্লী, কাশী-আদি করি'।

জজরাত, বিজয়-নগর, কাশীপুরী ॥ ১৬০ ॥

যে, বক্ষ্যমাণ দ্বিবিজয়-পণ্ডিত 'কেশব-কাম্বিরী' নহেন,
পরন্তু 'কেশব-ভট্ট'-নামক ঐনৈক পণ্ডিত ॥ ১২৮-১২৯ ॥

দেবর্ষি শ্রীনারদ স্বায়ত্ত্বক ব্রহ্মার নিকট ভগবান্ ত্রিবিষ্ণুর
ও মায়ার স্বরূপ জিজ্ঞাসা করায়, ব্রহ্মা শ্রীভগবানকে প্রণাম
করিয়া তদ্বিষয়ে বলিতেছেন,—

অস্বয়। যন্ত (ভগবতঃ বাসুদেবন্ত) ঈক্ষা-পথে (দৃষ্টি-
পথে) স্বাত্ত্বং বিলজ্জমানয়া (মৎকপটম্ অসৌ মায়াদীপঃ
বাসুদেবঃ জানাতীতি বিলজ্জমানয়া ইব তস্মিন্ ভগবতি স্ব-
কাংখ্যম্ অকূর্ষতা) অমুয়া (মায়য়া) বিমোহিতাঃ (অভি-
ভূতাঃ অস্বনাদয়ঃ) হৃদয়ঃ (অবিজ্ঞাত-জ্ঞানাঃ) 'মম' ('ইদং
মম আস্ত') 'অহম্' ('ইদম্ অহং অমি') ইতি (এবংরূপং
কেবলং) পিকথন্তে (প্রাঘন্তে তস্মৈ ভগবতে বাসুদেবায় নমঃ) ।

অমুবাদ । 'তিনি আমার কপটভাব অবগত আছেন',
এইরূপ মনে করিয়া মায়ী ষাহার দৃষ্টিপথে অবস্থান করিতে
লাজ্জিত হন এবং ষাহার ঐ মায়ীশক্তি-কর্তৃক বিমোহিত
হইয়া আমাদের গ্রাম অবিজ্ঞা-গ্রস্ত ব্যক্তিগণ 'আমি', 'আমার',
এইরূপ অহঙ্কার করিয়া থাকে, (সেই ভগবান্ বাসুদেবকে
নমস্কার করি) ॥ ১৩২ ॥

তথ্য । 'পূর্বে-শ্লোকে মায়ার সহিত ভগবানের সম্বন্ধ
এবং সেই মায়ার হৃদয়স্থ কথিত হওয়ায়, সাক্ষাদ্ভগবানের ও
তাহা হইলে মায়ী-বস্তুস্বরূপ সংসার আছে?—ইত্যাকার
সন্দেহ এই শ্লোকে নিবেদন করিতেছেন । 'আমার কপটতা
ব্যুৎপত্তি ভগবান্ বেশ জানেন',—এই ভাবিয়া মায়ী-শক্তি
ষাহার দৃষ্টি-পথে অবস্থান করিতে যেন লজ্জা বোধ করিয়াই
তাহার প্রতি স্বীয় বিক্রম প্রকাশ করিতে অসমর্থ হয়, অথচ
সেই মায়ী-কর্তৃক বিমোহিত হইয়া হৃদয়স্থ অর্থাৎ অবিজ্ঞাত

অঙ্গ, বস্ত্র, তৈলজ, ওড়, দেশ আর কত ।

পণ্ডিতের সমাজ সংসারে আছে যত ॥ ১৬১ ॥

দৃষ্টিবে আমার বাক্য,—সে থাকুক দূরে ।

বুঝিতেই কোন জন শক্তি নাহি ধরে ॥ ১৬২ ॥

তাদৃশ অপ্রতিদ্বন্দ্বিত-সংগেও প্রভু-সমীপে স্বীয়

প্রতিভা-শূন্যতা-কথন—

হেন আমি তোমা'স্থানে সিদ্ধান্ত করিতে ।

না পারিছু, সব বুদ্ধি গেল কোন্ ভিতে ? ১৬৩ ॥

জ্ঞান-বিশিষ্ট আমার কেবল ('আমি' 'আমার' বলিয়া) প্রাণা
(অহঙ্কার) করিয়া থাকি । এই শ্লোকে পূর্বোক্ত 'এই বিশ্ব
যৎকর্তৃক প্রকাশমান' এই প্রশ্নের উত্তর কথিত হইয়াছে'
(—শ্রীধর) ।

'সচ্চিদানন্দঘনং-হেতু নির্দোষ-শূন্যপূর্ণ ভগবানের নেত্র-
গোচরে অবস্থান করিতে যে-মায়ী লজ্জা বোধ করে, সেই
মায়ী-কর্তৃক বিমোহিত হইয়া হৃদয়স্থ 'আমরা' ('আমি'ও
'আমার' বলিয়া)নিঃস্বপ্নের প্রাণা করিয়া থাকি'—(ক্রমসন্দর্ভ) ॥

এস্থলে 'বিলজ্জমানয়া'-শব্দে এই অর্থ হয়, যথা,—মায়ার
জীব-সম্মোহন-কর্ম যে শ্রীভগবানের কৃতিকর নহে, মায়ী
যদিও তাহা জানে, তথাপি 'ক্লেশ-বিমুক্ত জীবের ক্লেশতর-
বিতীর্ণাভিনিবেশ হইতে ভয় জন্মে'—এই নিয়মানুসারে জীব-
গণের অনাদিকাল হইতে ভগবত্ত্ব-জ্ঞানান্ধবময় বৈমুখ্য সহ
করিতে না পারিয়া মায়ী-দেবী জীব-স্বরূপের আবরণ ও
বিক্রমে আবশ্য করিয়া থাকে' (—ভাগবত সন্দর্ভান্তর্গত
তত্ত্বসন্দর্ভে ৩২ সংখ্যা) ।

* * ভগবৎসম্বন্ধ বিনা ষাহারা আদর প্রদান করেন,
এবং ষাহারা আদর গ্রহণ করেন, তাহারা উভয়েই যে
বহির্দর্শী ভগবানের পৃষ্ঠদেশস্থিত মায়ী-কর্তৃক মোহিত হন,
তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন । 'বিলজ্জমানা' অর্থাৎ
'আমার কপটতা ভগবান্ নিশ্চয়ই অবগত আছেন' এই
ভাবিয়া কপটী দ্বীর গ্রাম মায়ী ষাহার দৃষ্টি-পথে অবস্থান
করিতে লজ্জা বোধ কবে অর্থাৎ সেই ভগবানের পশ্চাদ্-
দেশে অবস্থিত থাকে, সেই মায়ী-কর্তৃক অতাস্ত বিমোহিত
হইয়াই হৃদয়স্থ জীবগণ 'আমি' 'আমার' বলিয়া অহঙ্কার
করেন । এস্থলে ভগবৎবৈমুখ্যকেই ভগবৎপশ্চাদ্দেশ বলিয়া

স্বীয় ইষ্টদেবী-মুখে প্রভুর ঈশ্বরত্ব ও বাচস্পতিত্ব-শ্রবণ—

এই কর্ম তোমার আশ্চর্য্য কিছু নহে।

‘সরস্বতী পতি তুমি’,—দেবী মোরে কহে ॥ ১৬৪ ॥

ভগবদর্শন-লাভে সৈদেহে স্বীয় সৌভাগ্য ও পূর্ণহুত্ব-বর্ণন—

বড়-শুভ-লগ্নে আইলাঙ নবধীপে।

তোমা’ দেখিলাঙ ডুবিয়া যে ভব কূপে ॥ ১৬৫ ॥

দৈত্যোক্তি ও স্ব-নিষ্ঠা-মুখে নিজ-মায়াবদ্ধতা ও

আত্ম-বঞ্চনা-বর্ণন—

অবিজ্ঞা-বাসনা-বন্ধে মোহিত হইয়া।

বেড়াও পাসরি’ তব আপনা’ বঞ্চিয়া ॥ ১৬৬ ॥

জানিতে হইবে; ভগবদবৈমুখ্য হইলেই মায়ায় প্রভাব লক্ষিত হয়, ভগবৎসামুখ্যে লক্ষিত হয় না’ (—সারার্পদর্শিনী) ॥১৩২॥

শ্রীগৌরহৃদরই প্রত্যেক জীবের অন্তর্ধামী বাষ্টিবিষ্ণু অনিরুদ্ধরূপে ক্ষীরোদসমুদ্রে এবং সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ধামী সমষ্টি-বিষ্ণু প্রহ্মরূপে গর্ভ-সমুদ্রে বিরাজমান। তিনি—পরিপূর্ণ, অখণ্ড, অব্যয় ও নিত্যশুদ্ধ তত্ত্ব। তৃতীয়-অধিষ্ঠান ক্ষীরোদশায়ী বলিয়া তাঁহাকে দ্বিতীয়-অধিষ্ঠান গর্ভোদশায়ী হইতে পৃথক্ খণ্ড-জ্ঞান তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপ জ্ঞানের বাধক; আবার, তাঁহাকে দ্বিতীয়-অধিষ্ঠান বলিয়া প্রথম-অধিষ্ঠান কারণার্গবশায়ী হইতে পৃথক্ খণ্ড-জ্ঞানও তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধির প্রতিষেধক। পুনরায়, কারণার্গবশায়ী বিষ্ণু বলিয়া তাঁহাকে সত্ত্ববর্ণ হইতে পৃথক্ খণ্ডাত্মত্ব ও তাঁহার পরিপূর্ণ স্বরূপোপলব্ধির প্রতিবন্ধক। বস্তুতঃ অদ্বয়-জ্ঞান স্বয়ং ভগবান্ এক গৌর-কৃষ্ণই বসদেব এবং আদি-চতুর্ক্ষু্য, দ্বিতীয় চতুর্ক্ষু্য ও কারণ-গর্ভ-ক্ষীর-সমুদ্রে অবস্থিত বিষ্ণুত্রয়। বাষ্টি-সমষ্টি-কারণ-গর্ভ-বিরাট্ প্রকৃতি বিচারে বেক্স বদ্ধ-জীবে জড়বুদ্ধির উদয় কয়ইয়া বিষ্ণুবিগ্রহসমূহে অদ্বয়জ্ঞানের পৃথক্ তত্ত্ব-জ্ঞানরূপ প্রতিষ্ঠা উৎপাদন করায়, তন্নিরসন-কল্পেই শ্রীসরস্বতীদেবী শ্রীগৌরহৃদরকে সকল জীব-জগৎ-তত্ত্বের অবতারী অতিরিক্ত-ব্রহ্মজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া জানাইবার জন্ত এই সকল উক্তি করিয়াছেন।

কর্ম,—ইহামাত্র ফলভোগকাম-তাৎপর্যময় বাগবজ্রাদি বৈদিক পুণ্যকৃত্য; কর্মের উদ্দিষ্ট সাধ্য বা প্রাপ্য চরম-ফল—ভুক্তি; জ্ঞান,—নির্ভেদব্রহ্মসন্ধান; জ্ঞানের উদ্দিষ্ট

স্বকৃতি-বলে ভগবদর্শন-লাভ ও উদ্ধার-লাভার্থ

কৃপা-কটাক-বাঁকা—

দৈব-ভাগ্যে পাইলাঙ তোমা’ দরশনে।

এবে কৃপা-দৃষ্টো মোরে করহ মোচনে ॥ ১৬৭ ॥

দ্বিধিজরীর ভগবৎস্তুতি—

পর-উপকার-ধর্ম—স্বভাব তোমার।

তোমা’ বিনে শরণ্য দয়ালু নাহি আর ॥ ১৬৮ ॥

স্বীয় অবিজ্ঞা-নাশ-প্রার্থনা—

হেন উপদেশ মোরে কহ, মহাশয়!

আর যেন দুর্বাসনা চিন্তে নাহি হয় ॥ ১৬৯ ॥

সাধ্য বা প্রাপ্য চরমফল—ভুক্তি; আর ভগবদ্তুক্তি ও তাহার উদ্দিষ্ট সাধ্য বা প্রাপ্যফল—একই, পরস্পর পৃথক্ বা বিভিন্ন নহে অর্থাৎ ভগবৎপ্রেরণা। বিজ্ঞা,—এ স্থলে নিজে-স্বীয়-প্ৰীতি-সাদিকা—অপর জড়-বিজ্ঞা। (মুণ্ডকে ১:৫—) “তত্রাপরা যথেনো যজুর্ধেদঃ সামবেদোহর্থধিবেদঃ শিক্ষা কল্লো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।”

শুভাশুভ,—তদ্রাভঙ্গ, ভাল-মন্দ; (ভাঃ ১১১৮৮৪—) “কিং ভদ্রং কিমভদ্রং বা দৈতজ্ঞাবস্তুনঃ কিমং। বাচোদিতং তদনুতং মনসা ধ্যাতমেব চ ॥” (চৈঃ চঃ অন্ত্য ৪র্থ পঃ ১৭৬—) “দৈতে তদ্রাভঙ্গ-জ্ঞান, সব—মনোধর্ম। ‘এই ভাল, এই মন্দ’,—এই সব ‘দ্রম’ ॥”

দৃষ্টাদৃশ্য,—প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষে অবস্থিত সমস্ত পদার্থ; পাঠান্তরে,—‘দৃষ্টাদৃশ্য’ অর্থাৎ জড়ভোগ্য-জ্ঞানে মেধ্যামেধ্য বা শুচি-অশুচি পদার্থনিচয়।

ভগবন্ত্বক্তির সৃষ্টি বা বিনাশ নাই; আর অল্প সর্ববিধ-ব্যাপারেরই সৃষ্টি ও ‘প্রশয়’ আছে। এই সৃষ্টি ও প্রশয় যে-বস্তু হইতে সম্পাদিত হয়, সেইবস্তুই ঈশ্বর শ্রীগৌরহৃদর, —যাহাকে তুমি গোড়দেশীয় বৈয়াকরণ ব্রাহ্মণ-বটরূপে দেখি যাহ। তিনিই বিধের সৃষ্টি, স্থিতি ও ভঙ্গের একমাত্র কারণ হইলেও স্বয়ং মায়াবীণ ও নিগুণ বলিয়া তাঁহাকে যাবতীয় প্রাপকিক-বস্তুর রজোগুণাশ্রয়ে সৃষ্টিকারী ‘ব্রহ্মা’ বা তমো-গুণাশ্রয়ে ধ্বংসকারী ‘রুদ্র’ বলিয়া জ্ঞান করিও না।

পাঠান্তরে,—‘কর্ম’-শব্দের স্থানে ‘ভুক্তি’-শব্দ এবং দৃষ্টা-দৃশ্য’-শব্দের স্থানে ‘দৃষ্টাদৃশ্য’-শব্দ। প্রাকৃত-দর্শনের যোগ্য

দৈত্বেতে দিগ্বিজয়ীর স্তুতিমূলে কাকৃতি—
এইমত কাকুবাদ অনেক করিয়া।
স্তুতি করে দিগ্বিজয়ী অতি-মজ্জা হৈয়া ॥ ১৭০ ॥

সহাস্ত্রে প্রভুর উত্তর-দান—
শুনিয়া বিপ্ৰের কাকু শ্রীগৌরসুন্দর।
হাসিয়া তাহানে কিছু করিলা উত্তর ॥ ১৭১ ॥
দিগ্বিজয়ীর সোভাগ্য-কথন—

‘শুন, বিজবর, তুমি—মহা-ভাগ্যবান্।
সরস্বতী যাহার জিহ্বায় অধিষ্ঠান ॥ ১৭২ ॥
জড়-সম্পৎলাভ—বিষ্ণুর ফল নহে, ভগবদ্ভক্তিট

বিষ্ণুর ফল—
‘দিগ্বিজয় করিব’,—বিষ্ণুর কার্য্য নহে।
জৈশ্বরে ভজিলে, সেই বিষ্ণু। ‘সত্য’ কহে ॥ ১৭৩ ॥

বজ্রগণই দৃশ্য, প্রাকৃত-দর্শনের পরোক্ষস্থিত অতীত, ভোগ্য-
পরিচয়ে পরিচিত হুজ্জের অদৃশ্য বস্তু ও ‘প্রাকৃত’ বা ‘জড়’।
ভগবৎসেবাস্বথবিচারে অপ্রাকৃত চিহ্নকৃতি যোগমাযার এবং
ভোগ্যস্বথ-বিচারে অচিহ্নকৃতি মহামাযার দর্শন ‘এক’ নহে।

ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ, সকলেই মাযার বশে স্থল হুংগ ভোগ
করেন; কিন্তু ভগবান্ বিষ্ণু নম্বর স্থল-হুংগ-ফলভোগকারী
জীব নছেন। ব্রহ্মাদি দেবগণ—বশ্য অর্থাৎ মায়াধীন ও
ব্রহ্মাওভাণ্ডোদরী জগজ্জননীর পুত্রবিশেষ। কিন্তু ভগবান্
শ্রীবিষ্ণু—মায়াধীন, তাহার পশ্চাদ্ভাগেই ব্রহ্মাওভাণ্ডোদরী
জগজ্জননী মহামায়া—কুণ্ঠিতভাবে অবস্থিত ॥ ১৩৮ ॥

মংস্ত-কুর্খ প্রজ্জ্বতি নৈমিত্তিক বিষ্ণু-অবতারসমূহ বৈকুণ্ঠে
নিত্যলীলা-পরায়ণ হইয়াও প্রপঞ্চে নিমিত্তবিচারে অবতারণা
হন। গৌরসুন্দরই নিজাংশকলায় বিভিন্ন নৈমিত্তিক অবতার-
রূপে বৈকুণ্ঠে ও তথা হইতে প্রপঞ্চে অবতরণ করেন। মংস্ত-
কুর্খাদির সহিত গৌরসুন্দরের বস্তুতঃ ভেদ নাই, পরন্তু
পরম্পরের লীলা-গত বৈচিত্র্য বর্তমান ॥ ১৪১ ॥

গৌর-কৃষ্ণের মংস্ত, কুর্খ, বরাহ, নৃসিংহ, বামন ও
রাঘবাবতার,—আদি ২য় অঃ ১৬৯, ১৭১-১৭৩ সংখ্যার
‘তথ্য’ দ্রষ্টব্য ॥ ১০৯-১৪২ ॥

ঋকসংহিতায় বামন-দেবাবতারের বিষয় স্পষ্টভাবেই
উল্লিখিত আছে। প্রারম্ভিক-তত্ত্বগণের বেদপাঠে প্রবেশা-

প্রাকৃত অনিত্য সম্পদাদি, সব-ই প্রাকৃত অনিত্য-দেহ-সম্বন্ধি—
মন দিয়া বুক, দেহ ছাড়িয়া চলিলে।

মন নী পৌরুষ সঙ্গে কিছু নাহি চলে ॥ ১৭৪ ॥

প্রাকৃত সম্বন্ধ ভাগ্যপূর্ব্বক অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধেই

অপ্রাকৃত ভগবদ্ভক্তির কঠব্যতা—

এতেকে মহাস্তম সব সর্ব্ব পরিহারি’।

করেন ইন্দ্র-সেবা দৃঢ়-চিত্ত করি’ ॥ ১৭৫ ॥

হুংসঙ্গ ভাগ্যপূর্ব্বক অবিসম্বন্ধে রূপ-ভবনার্থ উপদেশ-দান—

এতেকে ছাড়িয়া, বিপ্র, সকল জঞ্জাল।

শ্রীকৃষ্ণচরণ গিয়া তজ্জহ সকাল ॥ ১৭৬ ॥

আমরণ নিরন্তর শ্রদ্ধাপূর্ব্বক রূপভজনে উপদেশ—

যাবৎ মরণ নাহি উপসন্ন হয়।

তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ করিয়া নিশ্চয় ॥ ১৭৭ ॥

দিকার-প্রদানের নিমিত্তই ঋকসংহিতায় বামন-লীলা বৃত্তান্ত
অভিব্যক্ত হইয়াছে। তাহার তাৎপর্য্য এই যে, আধ্যাত্মিক-
জ্ঞানপ্রবণ ব্রহ্ম-জীবগণ গোষ্ঠিক-বিচারে যে বিকৃতির সীমা
পরিমাণ করেন, সেই ভূবনত্রয়ের ভোগোপাদানই যিনি
অলৌকিক বিক্রমপ্রকাশপূর্ব্বক স্বীয় অধীনতায় আনয়ন
করেন, সেই মহাবলী বামন-দেবের চরিত্র অক্ষুণ্ণভাবে প্রকাশ
প্রাপ্ত হওয়া যায়। বেদ-তাৎপর্য্য মহাভারত দেই ত্রিবিক্রম-
বিষ্ণুরই বিক্রমসমূহ বর্ণন করিতে গিয়া তাহার অগাধ অব-
তারাবলী কথ্য বর্ণন করিয়াছেন। আবার, শ্রীমদ্ভাগবত-
গ্রন্থে ভারতার্থ বিশেষরূপে নির্ণীত হইয়াছে। নাস্তিকগণের
বিচার-প্রণালীতে ত্রিবিক্রম-বিষ্ণুর শক্তি আরও বলিয়া লক্ষিত
হওয়ায় তাহাদের মায়াধীন বিষ্ণুর অবতার-বাদে প্রবেশাধি-
কার-লাভ ঘটে না। ভগবান্ তাহাকে যতটুকু প্রসাদ-লেশ
প্রদান করেন, সেই চিদ্রূপ-স্বরূপ প্রসাদ-বলেই তাহার
ভগবদ্বর্ণনে সামর্থ্য-লাভ ঘটে। বামনের চন্দ্রধারণও প্রাকৃত-
জ্ঞান-সম্বন্ধ মানবের চেষ্টা সর্ব্বদা অপ্রাকৃতবস্তুর বিচার-
বিষয়ে বিফল হয়। আধ্যাত্মিক-জ্ঞানী সম্ভবাপেক্ষ বিষ্ণুকে
ক্লেশরূপে দর্শন করিতে গিয়া নিজ-নিজ-স্বরূপের অল্পপল্লি-
ক্রমে বিষ্ণু-সেবা-প্রবৃত্তি রহিত হন। তখন তিনি আপনাকে
ত্রিগুণাত্মক জানিয়া মায়াবশে মূঢ়তা লাভ করিয়া জড়াহঙ্কার
প্রকাশ করেন। তাদৃশ দ্বিতীয়াভিনিষ্ট ব্যক্তি—ভগবানের

বিদ্যাবধুজীবন কক্ষে প্রপত্তিপূর্বক মতি ও ভক্তি

বিদ্যাহুণীলনের ফল—

সেই সে বিদ্যার কল জানিহ নিশ্চয়।

‘কৃষ্ণপাদপদ্মে যদি চিত্ত-বিত্ত রয়’ ॥ ১৭৮ ॥

প্রভুর মগোপদেশ-বাণী—বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্তি ও বৈষ্ণবের

বাস্তব নিত্যসত্যতা—

মহা-উপদেশ এই কহিহুঁ তোমারে।

‘সবে বিষ্ণুভক্তি সত্য অনন্ত-সংসারে’ ॥ ১৭৯ ॥

দিগ্বিজয়ীকে আলিঙ্গন—

এত বলি’ মহাপ্রভু সন্তোষিত হৈয়া।

আলিঙ্গন করিলেন দ্বিজেরে ধরিয়া ॥ ১৮০ ॥

মায়াধীশের আলিঙ্গনস্পর্শ-ফলে দিগ্বিজয়ীর অনর্থ-নিবৃত্তি—

পাইয়া বৈকুণ্ঠ নায়কের আলিঙ্গন।

বিপ্রের হইল সর্ববন্ধ-বিমোচন ॥ ১৮১ ॥

কৃপা-শক্তি-বক্ষিত। (কঠে ১২ ও মৃগুকে ৩২—)

“যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্যন্তুশ্চৈষ আত্মা বিবৃণতে তন্মাম্” প্রভৃতি বেদমন্ত্র এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ১৪১ ॥

আমি শুভ-মুহুর্তে নবরূপে প্রবেশ করিয়া তোমার দর্শন লাভ করিলাম। ভবরূপে মগ্ন জনগণ সংসারে মগ্ন থাকি-কালে তোমার দর্শন-মৌভাগ্য লাভ করে না। আমি এতাব্যবসায় পঞ্চাঙ্গ আধ্যাত্মিক-জ্ঞানে প্রমত্ত ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে পূর্ব-পূর্ব-জন্মের পুণীকৃত মহা-মৌভাগ্যবলে তোমাকে দেখিতে পাইলাম ॥ ১৬৫ ॥

জীবের স্বরূপ জ্ঞানে বিবর্ত্ত উপস্থিত হইলে জীব ভগবৎ-সেবা-বিমুখ হইয়া ভোগ-বাসনায় আবদ্ধ হন। আধ্যাত্মিক-জ্ঞানে মায়া-বশতা বা মূঢ়তা লাভ করিলে বন্ধজীব স্বরূপো-পলঙ্কিতে বক্ষিত হয় ॥ ১৬৬ ॥

তোমা বিনে—নাহি আর,—(ভাঃ ৩২।২১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ-বিরহে শ্রীউদ্ধবের উক্তি—) ‘অ-’ কাহ্ন ভগ্নী পুতনা ঘাহাকে বধ করিবার ইচ্ছায় অশাপুরাত্তবিশিষ্টা হইয়া স্বীয় বিষাক্ত স্তন পান করাইয়াও মাতৃযোগা গতি লাভ করিয়াছে, সেই কৃষ্ণ ব্যতীত আর কোন্ দয়ালু পুরুষেরই বা শরণাগত হইতে পারি ?’

(ভাঃ ১০।৪৮.২২ শ্লোকে নিজগৃহে শ্রীবলরামের সহিত

দিগ্বিজয়ী-প্রতি প্রভুর উপদেশ-সার-বাণী—

প্রভু বোলে,—“বিপ্র, সব দম্ব পরিহরি’।

ভজ গিয়া কৃষ্ণ, সর্বভূতে দয়া করি’ ॥ ১৮২ ॥

বাস্বেদবীর গুণকথা ব্যক্ত করিতে দিগ্বিজয়ীকে

প্রভুর নিবেদ্য—

যে কিছু তোমারে কহিলেন সরস্বতী।

সে-সকল কিছু না কহিবা কাঁহা’প্রতি ॥ ১৮৩ ॥

অশ্রদ্ধাধানে ও অনধিকারীকে বেদ-নিগূঢ় গৌর-কৃষ্ণের

নাম-রূপ-গুণ-লীলোপদেশের কৃষ্ণ-বর্ণন—

বেদ-গুহ্য কহিলে হয় পরমায়ু-ক্ষয়।

পরলোকে তার মন্দ জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৮৪ ॥

প্রভুকে বহুপ্রণামানন্তর দিগ্বিজয়ীর প্রহান—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সেই বিপ্রবর।

প্রভুরে করিয়া দণ্ড প্রণাম বিস্তর ॥ ১৮৫ ॥

সমুপস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীঅকুরের স্তব—) ‘হে ভগবন্, আপনি—ভক্তপ্রিয়, সত্যাত্মক, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞ; এবিধ আপনাকে ছাড়িয়া কোন্ পণ্ডিত ব্যক্তি অপরের শরণাপন্ন হইতে পারে? আপনি ভজন-পরায়ণ সুহৃদগণকে সমস্ত কাম, এমন কি, আপনাকে পর্যাণ্ড প্রদান করেন, অথচ আপনার লাভ-ক্ষতি কিছুই নাই ॥ ১৬৮ ॥

সাধারণতঃ মূঢ় লোকগণ ‘অবিষ্টা’ ও ‘পর্য বিষ্টা’কে এক বা তুল্যরূপে বিচার করে বলিয়া অবিষ্টা-বন্ধনকেই ‘বিষ্টাবস্থা’ মনে কবে। মানবের পরপক্ষ-জিগীষা-রূপা দিগ্বিজয়-স্পৃহা অবিষ্টা-জনিত অহঙ্কার-বশে উৎপত্তি লাভ করে। ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর উদ্ভব সেবাই স্বার্থ বিষ্টা-শব্দ-বাচ্য; যেহেতু ধন ও বৈহিক বল বা স্বার্থ প্রকৃতি বাহু সম্প্রদমুহ মুহুর্তকালে জীবের অহুগমন কবে না। ভোগসর্বস্ব ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের ভোগবন্ধনার্থই ধন, বিষ্টা ও বলাদি সম্পদ নিয়োগ করে, কিন্তু মানবের জীবিতোত্তর-কালে ঐদমন্ত জড়-সম্পদের অকিঞ্চিৎকরতা স্পষ্টভাবেই প্রকাশিত হয় ॥ ১৭৩-১৭৪ ॥

এইসকল তব বিচার করিয়াই উদার-চিত্ত সাধুগণ প্রাপঞ্চিক সবস্ত সম্পত্তির আশা-ভরসা পরিত্যাগ করিয়া জীবদ্দশায় ভীত-ভক্তিয়োগে ভগবানের যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥

এজন্ত বাহু জড়-ভগতে উন্নতির আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ

পুনঃ পুনঃ পাদপদ্ম করিয়া বন্দন ।

মহা-কৃতকৃত্য হই' চলিলা ব্রাহ্মণ ॥ ১৮৬ ॥

তদবধি দিগ্বিজয়ীর হৃদয়ে জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যস্ক

ভগবন্তক্তির আবির্ভাব—

প্রভুর আজ্ঞায় ভক্তি, বিরক্তি, বিজ্ঞান ।

সেইকণে বিপ্রদেহে হৈলা অধিষ্ঠান ॥ ১৮৭ ॥

করিয়া কালবিলম্ব না করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের চরণ অর্চন কর। শ্রীগৌরহৃদয়ের এই সকল উপদেশ লাভ করিবার পূর্বে ষড়্দর্শনের যে তাৎপর্য-জ্ঞানে কেশব-ভট্ট দীক্ষিত ছিলেন, এক্ষণে সেটুকল হুটু অর্থ পরিত্যাগ করায় প্রভুর রূপা-প্রভাবে শ্রীম নিম্বার্কচাৰ্য্যপাদ-কৃত 'দশ শ্লোকী'র কবিতা-সমূহ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। গোবিন্দ-কর্তৃক রাধাগোবিন্দ-সেবনোপদেশের স্মৃতিক্রমে পূর্বগুণবর্ণের অক্ষুট ভাবসমূহ তাঁহার হৃদয়ে শ্লোকরূপে প্রকাশিত হইল। প্রভুর রূপাশাভের পূর্বে কেশব-ভট্ট পূর্ব-পূর্ব-গুণগণের বিরচিত ঐসকল শ্লোকের প্রতি উদাসীন ছিলেন বলিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের শ্রীচরণ-সেবায় শিথিলতা এবং দিগ্বিজয়করণ ঋদ্ধপ্রতিষ্ঠা-সংগ্রহে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১৭৬ ॥

কৃষ্ণভজন পরিত্যাগ করিয়া ষড়্দর্শনের অন্তর্গত বেদান্ত-দর্শনের যথার্থ শুদ্ধ ব্যাখ্যা সূত্রভাবে করা যায় না। 'ক্রম-দীপিকা'-রচয়িতা এইসকল উপদেশে দীক্ষিত হইয়াই রাধাগোবিন্দের ভজন-প্রণালী গান্ধলভট্ট প্রভৃতি স্বীয় শিষ্যদিগকে উপদেশ করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে কান্দীর-দেশীয় কেশব-প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শ্রীমমহাপ্রভুর পদাক পরিত্যাগ করিয়া অগ্র-পথে চলিয়াছিলেন। শ্রীমমহাপ্রভুর রূপা-গ্রহণে পরাস্থ হইয়া কেশব-কান্দীর প্রভৃতি শ্রীনিম্বার্কধন্তনাভিবানী এবং শ্রীবল্লভধন্তনাভিবানী পণ্ডিতগণ 'ক্রমদীপিকা'-কারের প্রিয় সারাদা-বিগ্রহ শ্রীমমহাপ্রভুর নিম্বল কপায় প্রদ শ্রীপাদপদ্ম হইতে মন্ত পথে গমন করিয়াছেন। শ্রীমনাতন ও শ্রীগোপাল-ভট্ট-গোম্বামি-প্রভৃগণ এই 'ক্রমদীপিকা'-রচয়িতা কেশবা-চাৰ্য্যকে শ্রীমমহাপ্রভুর অমুকম্পিত জানিয়া উক্তগ্রহ হইতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-স্মৃতির উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। পরবর্ত্তিকালে কেশব-কান্দীরীয় অম্বল-সম্প্রদায় শ্রীমমহাপ্রভুর পাদপদ্ম ছাড়িয়া স্বতন্ত্র-সম্প্রদায়-স্থাপনে প্রয়াস করিয়াছেন ॥ ১৭৭ ॥

দিগ্বিজয়ীর পাণ্ডিত্যভিমান-নাশ ও তৃণাদপি স্ননীচতা—

কোথু গেল ব্রাহ্মণের দিগ্বিজয়ী-দম্ভ ।

তৃণ হৈতে অধিক হইলা নিপ্র নম্র ॥ ১৮৮ ॥

অসংসঙ্গ ভাগ্যপূর্বক দিগ্বিজয়ীর হরিতত্ত্বনার্থ প্রস্থান—

হস্তী, ঘোড়া, দেলা, মন, যতেক সম্ভার ।

পাত্রসাৎ করিয়া সর্ব্বম আপনার ॥ ১৮৯ ॥

শ্রীগৌরহৃদয়ের বলিদেন,—সাবতীর পাণ্ডিত্য, পারণা এবং সম্পৎসমূহ হরিসেবায় নিযুক্ত করিলেই জীবের পরম-মঙ্গল হয়। এই মহোপদেশ প্রপঞ্চে নিত্যকাল শ্রীবিষ্ণু সেবার যথার্থ্য স্থাপন করিবে। জগতে সকল কথাই কালে-কালে পরিবর্ত্তিত ও বিনষ্ট হইবে, কিন্তু ভগবানে নিত্যা সেবা-প্রবর্ত্তি চিরকাল অচলা থাকিবে ॥ ১৭৮-১৭৯ ॥

মস্তের গুঢ় রহস্ত প্রকাশ করিয়া দিলে ইতলোকে কেহ বাস্তবিক লাভবান হয় না, পরন্তু বক্তার রহস্তোদ্ঘাটন-চেষ্টা-মুখে আত্মক্ষয়মাত্রই লক্ষ হয়। অশ্রদ্ধদান জনগণকে পরম-গুহ্য বোদমন্ত্যার্থ প্রদান করিলে সেটুকল হুর্ভগ ব্যক্তি মন্ত্যার্থে অবব্যবহার করিয়া প্রাকৃত বাউল-সহজিয়া-স্বার্থাদি মতকে 'ভক্তিপথ' বলিয়া প্রচার করিবে। স্তব্ধতা তাহাতে অনংপাএকে শিথ্য করিবার বোঁসেও কুফল ফলিবে ॥

শ্রীগৌরহৃদয়ের রূপা লাভ করিয়া দিগ্বিজয়ী কেশব-ভট্টের সঙ্গী-দিক্তি হইল। শ্রীমমহাপ্রভুকে সকল-মঙ্গলের আকর জানিয়া তিনি প্রভুর পাদপদ্ম বন্দন করিলেন। প্রভুর শক্তি সকারিত হইবার পর কেশব-ভট্ট দৈশ-সেবা, পরেশাসুহৃতি ও ভগবদিতর-বাপারে বিরক্তি প্রভৃতি উত্তম গুণবাশি যুগপৎ লাভ করিলেন। তিনি বৈষ্ণব-দাক্ষ্য দীক্ষিত হইলেন বটে, কিন্তু তাহাব অদন্তনগণ পরবর্ত্তিকালে শ্রীগৌর-রূপা-বিহীন হইয়া পড়িলেন। অতঃ কেশব-ভট্টকে 'ভক্ত' করিবার এই লালাটি—অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন। তৎকালে গৌর-হৃদয়ের জগতে অগ্র কাহাকেও ভজন-রাজ্যে অগ্রসর করিবার নিমিত্ত রূপা করেন নাই। কেশব-ভট্ট শ্রীগৌর-পাদপদ্ম হইতে যে রূপা-লাভান্তে ভজন-প্রণালী লাভ করিলেন, তাহা তদীয় অদন্তনগণের আজ্ঞা ও আদরের বিষয় হইতেছে ॥ ১৮৭ ॥

কেশব-ভট্ট তাঁহার দিগ্বিজয়-দম্ভ পরিত্যাগ করিয়া প্রভুর নিকট 'তৃণাদপি স্ননীচ'-শ্লোকে দীক্ষিত হইলেন ॥ ১৮৮ ॥

চলিলেন দিখিজয়ী হইয়া অসজ।

হেনমত শ্রীগৌরসুন্দরের রজ ॥ ১৯০ ॥

অমনোদয়া-দয়ানিধি গৌর-কুপার কল—

তাহান কুপার এই স্বাভাবিক ধর্ম।

রাজ্যপদ ছাড়ি' করে ভিক্ষুকের কর্ম ॥ ১৯১ ॥

লক্ষ-গৌররূপ দবিরখাস বা শ্রীকৃপপ্রভুর বৃন্দারণ্যে ভজন-দৃষ্টাণ্ড—

কলিযুগে তার সাক্ষী শ্রীদবিরখাস।

রাজ্যপদ ছাড়ি' যার অরণ্যে বিলাস ॥ ১৯২ ॥

ধর্মার্থকাম ও মোক্ষ-লাভ-মর্মেও একান্ত গৌরকৃষ্ণ—

ভক্তের তত্ত্ব হুসঙ্গ-কৈতব-ত্যাগ—

যে-বিশব নিমিত্ত জগতে কাম্য করে।

পাইয়াও কৃষ্ণদাস তাহা পরিহরে ॥ ১৯৩ ॥

নিত্যতৎ কৃষ্ণপাদপদ্মভক্তিহৃৎপুতে অনিত্য দমজ-ন—

বিজ্ঞা-সম্পদে তুচ্ছ-বুদ্ধি—

তাবৎ রাজ্যাদি-পদ 'সুখ' করি' মানেন।

ভক্তি-সুখ-মহিমা যাবৎ নাহি জানেন ॥ ১৯৪ ॥

মোক্ষরূপ চতুর্দশবর্গেও গৌরকৃষ্ণ-ভক্তের দল বৃদ্ধি—

রাজ্যাদি সুখের কথা, সে থাকুক দূরে।

মোক্ষ-সুখে 'অন্ন' মানেন কৃষ্ণ-অনুচরে ॥ ১৯৫ ॥

পাওয়াং কবিতা,—অর্থাৎ অল্প সংপাতে প্রদানপুষ্টক স্বয়ং নিঃসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কলন হইলেন ॥ ১৮৯-১৯০ ॥

শ্রীগৌরভক্তগণ প্রকৃত-পন্থাবে শ্রীগৌরসুন্দরের অনুসরণ করিয়া তাহাদের যাবতীয় সম্মান ও কৃতিত্ব পরিহারপুষ্টক ভিক্ষুকের (ত্রিদিগ্ভি-যতির) বয় গ্রহণ করেন অর্থাৎ ক্ষত্রিয়-বৈশ্যাদির অভিমান পরিত্যাগ করিয়া এক-ব্রতীতে অবস্থিত হন। গৌরসঙ্গ-নাগরী-বল ও অপরাধন অনন্ত গৃহি-বাটল-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের সেবন যোগ্য উপায়নসমূহকে নিজ-শেগ-তাৎপর্যে পরিণত করেন; তাদৃশ চেষ্টা—গৌর-ভক্তির নিত্যস্ত বিরুদ্ধ ॥ ১৯১ ॥

(চৈঃ চৈঃ অস্ত্য ৬ষ্ঠ পঃ ২২০—) “মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্য প্রদান। যাহা দেখি' তুই হন গৌর ভগবান্ ॥” এতৎপ্রসঙ্গে আশোচ্য।

শ্রীদবিরখাস তাহার পূর্ব প্রাপ্তিক নামটি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের প্রদত্ত ‘শ্রীকৃপ’(গোবিন্দা)-নামটি

একমাত্র ভগবৎকারুণ্য-কটাক্ষেই নিঃশ্রেয়সোদয়, তচ্ছত্র

বেদাদি সর্বশাস্ত্রে ভগবৎভক্তি-ই বিধান—

ঈশ্বরের শুভ দৃষ্টি বিনা কিছু নহে।

অতএব ঈশ্বর-ভজন বেদে কহে ॥ ১৯৬ ॥

ভবকুপম দিখিজয়ীর উদ্ধারে অমনোদয়া গৌর-কুপার

অতুল-মহিমা-নিদর্শন—

হেনমতে দিখিজয়ী পাইলা মোচন।

হেন গৌরসুন্দরের অচূত কথন ॥ ১৯৭ ॥

নবদ্বীপে নিমাই-কর্জুক দিখিজয়ি-পরাজয়-বৃত্তান্তের প্রচার—

দিখিজয়ী জিলিলেন শ্রীগৌরসুন্দরে।

শুনিলেন ইহা সব নদীয়া নগরে ॥ ১৯৮ ॥

সমগ্র লোকের সম্মুখে নিমাইর পাণ্ডিত্য-অর্থ-দর্শনে

তদীয় পাণ্ডিত্য-গৌরোক্তির সাক্ষ্য-স্বীকার—

সকল লোকের হৈল মহাশ্রুত-জ্ঞান।

“নিমাই-পণ্ডিত হয় মহা-বিজ্ঞান ॥ ১৯৯ ॥

দিখিজয়ী হারিয়া চলিল। যার ঠাকুর।

এত বড় পণ্ডিত আর কোথা শুনি নাই ২০০ ॥ ॥

সার্থক করেন গর্ব নিমাই-পণ্ডিত।

এবে সে তাহান বিজ্ঞা হইল বিদিত ॥ ২০১ ॥

গ্রহণ করিয়াছিলেন। ইহা—দীক্ষিত-বৈষ্ণবমাজেরই তাপাদ পক্ষবিধ সংস্কারের অন্তর্গত তৃতীয়সংস্কার-গ্রহণের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

অরণ্যে বিলাস,—বৃন্দারণ্যে অবস্থান। তাদৃশ-বৃন্দাবন-বাসে প্রাকৃত-সহজিয়াগণের স্বায় প্রাকৃত ইন্দ্রিয়-তর্পণ-সুখা-ভিগ্নাষ নাই ॥ ১৯২-॥

সাধারণ ভোগি-সম্প্রদায় স্মার্তগণের অনুগমন করিয়া যে বৈভব লাভ করেন, পারমার্থিক ভক্তগণ উহার আদৌ আদর করেন না ॥ ১৯৩ ॥

ঈশসেবোন্মুখতা-রূপা আত্ম-বৃত্তির উদয় না হওয়া পর্যন্ত বুদ্ধজীব-ফদয়ে প্রপঞ্চের শোভনীয়-বস্ত্রসমূহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয় বটে, কিন্তু নিজ-বস্ত্র উদ্ভূত হইলে মুক্ত-পুরুষগণ ইন্দ্রিয়মুখদ অড়বস্ত্রসমূহকে অকিঞ্চিৎকর জানিয়া জগতের উন্নতি বা অত্যাশ্রয় প্রকৃতিতে উদাসীন হন। দেহ ও মন ভগবৎসুখকেই একান্ত উপাদেয়-জ্ঞানে ভোগের

কাহারও বা নিমাইর জায়শাজ্জাদ্যনার্থ অমুমোদন—
কেহ বোলে,—“এ জাক্সন যদি জায় পড়ে।

ভট্টাচার্য্য হয় তবে, কখন না নড়ে ॥” ২০২ ॥

কাহারও বা নিমাইকে ‘বাদিরাজ’ উপাধি-প্রদানার্থ অমুমোদন—
কেহ কেহ বোলে,—“ভাই, মিলি’ সর্ব্বজনে।

‘বাদিসিংহ’ বলি’ পদবী দিব তানে ॥ ২০৩ ॥

ভগবদ্ভাষা-প্রভাব-নিদর্শনের দর্শন সেবেও ভগবানের

স্বরূপ ও মায়ী-তত্ত্বাবধারণে সকলের সম্যকার্থ—

হেন সে তাহান অতি মায়ার বড়াই।

এত দেখিয়াও জানিবারে শক্তি নাই ॥ ২০৪ ॥

অবেষণ করে। স্বরূপ-বিস্তৃতি-ক্ষেপে ভগবৎসেবন-রূপ নিতা-
ধর্ম্ম আচ্ছাদিত হইলে জড়-ভোগই বন্ধ-জীবের একমাত্র
আকাঙ্ক্ষণীয় হইয়া পড়ে, কিন্তু জীবের নিত্যধর্ম্ম ভগবৎ-
সেবা উদ্দেশ্যিত হইলে ভোগের ব্যাপারগুলিকে নষ্ট ও
অমুপাদেয় বলিয়া বোধ হয়। (ভাঃ গালা ৬ শ্লোকে বিহ্বল-
মৈত্রেয়-সংবাদে ব্রহ্মার ভগবৎস্তুতি—) ‘বে-কাল-পর্য্যন্ত
লোক আপনার অভয়পাদপদ্ম প্রকৃষ্টরূপে বরণ না করে, তৎ-
কালাবধি তাহার অর্ঘ্য, দেহ, গেহ, আয়ীষ-স্বজন ও মুহূর্ব্বর্গ
বিজ্ঞান ষাণ-কালেও উহাদিগের নিমিত্ত ভর ও উহাদের
বিনাশে শোক, পুনরায় উহাদিগের প্রাপ্তি-স্পৃহা, তবনস্তা
পরাজয় বা তিরস্কার-লাভ, তৎসঙ্গেও পুনরায় তজ্জন্ম হীর
তৃষ্ণা, আবার কোনপ্রকারে উহাদিগের পুনঃপ্রাপ্তি ঘটিলেও
সমস্ত ভয়-শোক-ক্লেশাদির কারণ-ভূত ‘আমি’ ও ‘আমার’-
রূপ জড়গ্রহ বর্ত্তমান থাকে ॥’ ১৯৪ ॥

সেবোন্মূখী বৃত্তির উদয়ে শুদ্ধতরুণ চতুর্দিক্কে ফর
কৈতন, ছলনা বা কাপটা-মায় বলিয়া জ্ঞান করেন। আদি,
৮ম অঃ ৭২ সংখ্যার তথ্য উক্তব্য ॥ ১৯৫ ॥

অনর্থযুক্ত জীবের অজ্ঞান-নিবন্ধন ভগবৎসেবা বাতীত
অন্ত-চেষ্টা প্রবলা থাকে। ভগবানের অমুগ্রহেই জীবের
স্বরূপোপলব্ধি ঘটে, তৎফলে তিনি ঈশ্বর-সেবাকে তাহার
একমাত্র কৃত্য বলিয়া বুঝিতে পারেন,—এ কথা বেদশাস্ত্রে
শ্রোতপরিগণের নিকট অভিজ্ঞ হইয়াছে। (শ্বেতাশ্বতরে
৬২০—) “বস্ত্র দেবে পরা তক্তিবধা দেবে তথা গুরো।
তস্তৈতে কথিতা হর্ষাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥” (ব্রহ্মসূত্র

নবধীপে সর্ব্বত্র সকলের নিমাইর মাহাত্ম্য-প্রচার—
এইমত্ সর্ব্ব-নবধীপে সর্ব্বজনে।

প্রভুর সৎকীর্ত্তি সেবে ঘোষে সর্ব্বগণে ॥ ২০৫ ॥

ভগবদ্গৌর-লীলা-দর্শন-সৌভাগ্যবান্ নবধীপবাসি-চরণে

একান্ত গৌরভক্ত গ্রহকারের প্রণতি—

নবধীপবাসীর চরণে নমস্কার।

এ-সকল লীলা দেখিবারে শক্তি যার ॥ ২০৬ ॥

নিমাইর দিগ্বিজয়ি-পরাজয়-লীলা-শ্রবণ অক্লেষত-লাভ—

যে শুনয়ে গৌরাজের দিগ্বিজয়ি-জয়।

কোথাও তাহান পরাভব নাহি হয় ॥ ২০৭ ॥

গালা ৫৩ হৃদের ত্রীমাত্র-ভাষ্য-স্বত ‘মাঠর’-স্ততি-বচন—)
“ভক্তিরেবৈবং নয়তি। ভক্তিরেবৈবং দর্শয়তি। ভক্তিবৎ:
পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সীতি ॥” ১৯৬ ॥

বাদিসিংহ,—জ্ঞানেক ত্রীমাত্রমুখীয় অবস্তান-বৈষ্ণবের
সংজ্ঞা-বিশেষ। তিনি কেবলশৈবতবাদ-রূপ দ্বিধা-বিনাশে
সিংহদৃশ যোদ্ধা ছিলেন। এখানে জ্ঞাতব্য এই যে, পুরু-
কালে কোন বিচার-মন্ত পণ্ডিত প্রবল পরপক্ষকে বিচারে
পরাজয় করিতে সমর্থ হইলেই ‘বাদিসিংহ’-সংজ্ঞায় অভিহিত
হইতেন ॥ ২০৩ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনবধীপ-মায়াপুরে বিহার করিয়াছিলেন।
একটুকালে যে-সকল ভাগ্যবান্ সেই লীলা সম্বর্ধন করিবার
মুযোগ পাইয়াছিলেন এবং ভবিষ্যৎকালে বাহাদুর হৃদয়ে
সেই লীলা প্রকটিত হইয়াছিল, তাহাদিগের সকলেরই
নিকট প্রণত হইয়া গ্রন্থকার আদর্শ বৈষ্ণবামুগ্ধরূপ দৈগ্ধ
ও নিরভিমান শিক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীনবধীপে বাস
করিয়া গাহারা বিষয়-রসে মগ্ন হইয়া শ্রীগৌর-লীলার সম্বন্ধ
পান না, কেবল নিজেপ্রিয়-তর্পণেই ব্যস্ত থাকেন, তাহা-
দিগকে দূরে পরিহার করিয়া সেবোন্মূখ অনগণের চরণে
নমস্কার বিহিত হইয়াছে ॥ ২০৭ ॥

অপ্রাকৃত-স্বরূপ-বিচারনিপুণ ভগবৎসুভূষণ অনন্তশক্তি-
সম্পন্ন শ্রীগৌরসুন্দরের দিগ্বিজয়ি-পরাজয়-লীলা আলোচনা
করিয়া শ্রীগৌর-ভক্তনে নিমুক্ত থাকেন, সুতরাং তাহাদিগকে
ইতর তাক্ষিক-সম্প্রদায় কোনপ্রকারেই পরাজয় করিতে
সমর্থ হয় না। প্রাপঞ্চিক-জ্ঞানের দৈগ্ধ সঞ্চল করিয়া সে-

বিজ্ঞা-বদ্-জীবন প্রভুর বিজ্ঞা-বিলাসলীলা-শ্রবণে অবিজ্ঞা-

নাশ ও পরাবিজ্ঞা-লাভ বা গৌর-কৈঙ্কর্য লাভ —

বিজ্ঞা-রস গৌরাঙ্গের অতি-মনোহর।

ইহা যেই শুনে, হয় তাঁর অমুচর ॥ ২০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিভ্যানন্দচান্দ্র জ্ঞান।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২০৯ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে দ্বিধিক্রয়-

পরাজয়ো নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ।

সকল ব্যক্তি জড়ীয় তর্ক ও তজ্জনিত প্রতিষ্ঠার বহমানন করেন, তাঁহাদের ভূমিকা নিতান্ত নিম্নতরে অবস্থিত হওয়ায় সেবোন্মুখ ভক্ত-সম্প্রদায় সেইসকল ভগবদ্‌বিমুখের অবিজ্ঞা-রূপিণী জড়পিচ্ছা-প্রতিভার দৃষ্টতা সহজেই জানিতে পারেন

এবং বিষদ্রুটি-বৃত্তি-সাহায্যে বিজ্ঞা-বদ্-জীবন গৌরমুখের নিগূঢ় বিজ্ঞা-বিলাস-লীলা শ্রবণ করিয়া গোবত্জনে অধিক-তর উৎসাহবিশিষ্ট হন ॥ ২০৮ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্দশ অধ্যায়

কথাসার।—এই অধ্যায়ে গৃহস্থ-লীলাভিনয়কারী গৌর-নারায়ণের অতিথি-সেবা, পূর্ববঙ্গ-বিজয়, গ্রন্থরচনার সমসাময়িক কতিপয় আনুকরণিক পাষণ্ড ও রাঢ়দেশবাসী জনৈক ব্রহ্মদৈত্যের অপরাধময় ব্যবহার, লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব, তপন-মিশ্রের প্রভু-সমীপে সাধ্য ও সাধন-বিষয়ে পরিপ্রশ্ন, প্রভুর উত্তর ও শিক্ষা-প্রদান, বঙ্গদেশ হইতে প্রভুর প্রত্যাগমন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাইপণ্ডিতে বড় বড় বিষয়ী ও নবদ্বীপের ধর্ম-কর্ম্মাচরণকারি ব্যক্তিগণ সকলেই বিশেষ সম্মান করিতেন। প্রভু গৃহস্থ-ধর্ম্মের আদর্শ স্থাপন-কল্পে বিতর্কাদি দোষের প্রশ্রয় না দিয়া দীন-দুঃখীকে দয়া করিতেন। শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপ-স্থিত প্রভু-গৃহে অতিথিগণ অলক্ষ্য সংকুল হইতেন। লোক-শিক্ষক প্রভু স্বয়ং দরিদ্র গৃহস্থের লীলাভিনয় করিয়া ও অলক্ষ্য ত্যাগী বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের সেবার জন্ত অশেষ যত্ন করিতেন। শচীমাতা সন্ন্যাসিগণের লি. প্রয়োজনীয় ব্যবসমূহের অভাব বোধ করিবা-মাত্র গৌরমুখের কোথা হইতে বৈষ্ণব-সেবার যাবতীয় সম্ভার আনিয়া দিতেন। লক্ষ্মীদেবী বৈষ্ণব-সেবার্থ রন্ধন-কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন এবং প্রভু স্বয়ং বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণের নিকট বসিয়া তাঁহাদিগকে পরিতুষ্ট করিয়া উত্তমরূপে শিক্ষা করাইতেন। অতিথি-সেবাই গৃহস্থের মূল-ধর্ম্ম; গৃহস্থ হইয়া যাহারা অতিথির সেবা না কবে, তাহারা

পশু-পক্ষী হইতেও অধম। পূর্বাদ্বৈত দোষে অর্থাৎ-সম্পদ-হীন হইলেও গৃহস্থ অন্ততঃ হুণ, জল ও ভূমি-দ্বারা নিকপট-চিত্তে অতিথির সেবা করিবেন। লক্ষ্মীনারায়ণ নবদ্বীপে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়া ব্রহ্মা-শিব-শুক ব্যাস-নারদাদি ভিক্ষকের বেশে শ্রীমায়াপুরে প্রভু-গৃহে আগমন করিতেন।

শ্রীলক্ষ্মীদেবী উষঃকাল হইতে নিরন্তর বিষ্ণু গৃহের যাবতীয় কার্য্য, ঈশ্বর-পূজার সজ্জা প্রস্তুত ও তুলসীর সেবা করিতেন। তুলসী-সেবাপেক্ষা স্বীয় প্রভুর জননী স্বশ্রমাতা শচীদেবীর সেবার তাঁহার অধিক মনোযোগ ছিল। শচীদেবী পুত্রের পদতলে কোনদিন বা প্রঞ্জলিত অগ্নিশিখা দর্শন, কোনদিন বা ঘরের সর্বত্র পরগন্ধের আত্মাণ পাইতেন।

কিছুকাল পরে নিমাইপণ্ডিত অর্থাৎ-সকল-ব্যপদেশে ছাত্রগণের সহিত পূর্ববঙ্গে গমন করিয়া পদ্মাবতী-নদীর তীরে আদিয়া অবস্থান করিলেন। প্রভুর পাণ্ডিত্য-প্রতিভার মুগ্ধ হইয়া সেইস্থানে অসংখ্য ছাত্র তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিতে আসিলেন এবং অল্পকাল মধ্যে সকলে নিমাইপণ্ডিতের নিকট হইতে বহু বিজ্ঞা অর্জন করিতে লাগিলেন।

এস্থলে গ্রন্থকার বলেন যে, পূর্ববঙ্গে প্রভু শুভ-বিজয় হইয়াছিল বলিয়াই আজও বঙ্গদেশে আবাল বৃদ্ধ-বনিতাকে শ্রীচৈতন্য-সাক্ষীর্জনে মত্ত দেখিতে পাওয়া যায়। তবে মধ্যে মধ্যে তথায় কতকগুলি পাষাণ্ড প্রকৃতি ব্যক্তি উদর-ভরণের

সুবিধার জন্য আপনাদিগকে ‘নারায়ণ’ বা ‘ভগবান্’ বলিয়া প্রচার-পূর্বক দেশবাসীর সর্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। রাঢ়দেশেও এক মহা-ব্রহ্মদৈত্য বাহিরে ব্রাহ্মণের বেশ, কিন্তু অন্তরে রাক্ষস-প্রকৃতি গইয়া আপনাকে ‘গোপাল’ বলিয়া ঘোষণা করে। লোকে তাহার কাপুরুষতার জন্য তাহাকে বৃথা ‘শূগাল’ বলিয়াই অভিহিত করে। অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ শ্রীচৈতন্য ব্যতীত যে পাপিষ্ঠ জীব আপনাকে বা অপর জীবকে ‘ভগবান্’ বলিতে চায়, তাহা ঐশ্বর্য মহা-অপরাধী আর নাই। অধিক কি, অত্মাপি দেখা যায়,—চৈতন্যচক্রে দাসগণের স্রবণেও জীবের সর্বত্র ভূতাদয় হয়।

এদিকে প্রভুর পূর্ববঙ্গে বাস-কালে শ্রীলক্ষ্মী-দেবী প্রভুর বিরহ সহ্য করিতে না পারিয়া প্রভুর পাদ-পদ্ম ধ্যান করিতে করিতে গঙ্গাতীরে অধিষ্ঠিত হন। প্রভু বঙ্গদেশ হইতে শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন করিবেন শুনিয়া বঙ্গদেশের বহুলোক প্রভুর নিকট নানাবিধ উপায়ন গইয়া উপস্থিত হইলেন। এমন সময়, সেই পূর্ববঙ্গে তপনমিশ্র-নামে এক মুকুতিশালী ব্রাহ্মণ সাধা-সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অসমর্থ হইয়া এক-দিন রাত্রিশেষে স্বপ্নমধ্যে বলিবৃৎ জীপোদ্ধারার্থ অবতীর্ণ নিমাইপণ্ডিতরূপী নর-নারায়ণের নিকট অভিগমন করি-

বার আদেশ প্রাপ্ত হন। তপনমিশ্র প্রভুসমীপে উপনীত হইলে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীলক্ষ্মী-সঙ্কীর্ণনই যে সর্বদেশের, সর্বকালেরও সর্বপাত্রের পালনীয় সর্বসিদ্ধিপ্রদ একমাত্র যুগধর্ম, তাহা উপদেশ করিয়া তপনমিশ্রকে কুটিনাট্য পরিহার-পূর্বক একান্ত হইয়া অমুকল-ষোল-নান বদ্রিশ-অক্ষর মহামন্ত্র-কীর্তনের উপদেশ প্রদান করিলেন। মিশ্র প্রভুর অমুগমন করিবার অমুমতি চাহিলে প্রভু তপনমিশ্রকে সম্বর বারণসী ঘাইতে আদেশ করিলেন এবং কাণীতে প্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ও সাধা-সাধন-তত্ত্ব-বিষয়ে বিশেষভাবে শ্রবণের অবসর ঘটিবে বলিয়া জ্ঞাপন করিলেন। অতঃপর তপনমিশ্র প্রভুর নিকট স্বীয় পূর্ণ স্বপ্নগুস্তান্ত বলিলে, প্রভু মিশ্রকে তাহা লোকসমক্ষে প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন।

তদনন্তর প্রভু অর্থাৎ গইয়া পূর্ব-বঙ্গ হইতে গৃহে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক জননীর নিকট সমস্ত অর্থাদি প্রদান করিলেন। অনেক পড়ুয়া পাঠার্থী হইয়া প্রভুর সহিত পূর্ব-বঙ্গ হইতে নবদ্বীপে আগমন করিলেন। প্রভু লক্ষ্মীদেবীর বিজয়বার্তা শ্রবণ করিয়া লোকান্তরগণে ক্রিষ্ণকাল হুঃখ প্রকাশপূর্বক মাতাকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।

জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলবর ॥ ১ ॥

জয় জয় শ্রীপ্রহ্লাদ-মিশ্রের জীবন।

জয় শ্রীপরমানন্দপুরী-প্রাণ-ধম ॥ ২ ॥

পতিত জীব-হুঃখ-হুঃখী গ্রন্থকারের ইষ্টদেব গৌর-চরণে

জীপোদ্ধারার্থ প্রার্থনা—

জয় জয় সর্ববৈষ্ণবের ধন-প্রাণ।

কৃপা-দৃষ্টো কর’, প্রভু, সর্বজীবে জ্ঞান ॥ ৩ ॥

গৌড়ীয় ভাষা

প্রহ্লাদ-মিশ্র,—উৎকলদেশে বিপ্রকুলে ইহার জন্ম, ইহার আদর্শ-গৃহস্থাচিহ্নিত পুণ্যময় জীবন ও আভিজাত্যাদি-পূর্ণ সামাজিক উচ্চতমমর্যাদা হরির ও ঠরিকনের সেবার নিয়োগ করিয়া সফল ও সার্থক করিয়া তুলিবার নিমিত্ত প্রভু নীলাচলে ইহাকে অশৌক-বিপ্রকুলে অবতীর্ণ কৃষ্ণভক্তি-

রস-শিক্ষকচূড়ামণি মহাভাগবতের বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল রায়-রামানন্দ্রের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং ইনিও শিষ্য-রূপে বৈষ্ণবাচার্য্যের সমীপে কৃষ্ণকথা-কীর্তন শ্রবণ করিয়া প্রভুর অষ্টৈতুকী রূপা লাভ করিলেন। ইহার প্রসঙ্গ—অম্বা. ৩য় অঃ ১৮৪, ৫ম অঃ ২১১, ৮ম অঃ ৫৭, এবং চৈঃ চঃ আদি

আদি-লীলায় বিজরাজ গৌরলীলা-প্রবণার্থ প্রদান

শোভাবর্ণকে অমুরোধ—

আদিখণ্ডকথা, তাই, শুন একমনে।

বিপ্ররূপে কৃষ্ণ বিহরিলেন যেমনে ॥ ৪ ॥

বিজা-লীলা-বিলাগময় গৌর-নারায়ণ—

হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক সর্বক্ষণ।

বিজা-রসে বিহরেন লই' শিষ্টাগণ ॥ ৫ ॥

নিমিত্ত বেষ্টিত নিমাইর নবদীপে বিজা-বিলাস—

সর্ব-নবদীপে প্রতি নগরে-নগরে।

শিষ্টাগণ-সঙ্গে বিজারসে ক্রীড়া করে ॥ ৬ ॥

নবদীপে নিমাইর পাণ্ডিত্য-খ্যাতি—

সর্ব-নবদীপে সর্বলোকে হৈল ধনি।

'নিমাইপণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি' ॥ ৭ ॥

নিমাইপণ্ডিতের প্রতি বিতর্কশিগণের সম্মান-প্রদর্শন—

বড়বড় বিষয়ীসকল দোলা হৈতে।

নাগিয়া করেন নমস্কার বহুমতে ॥ ৮ ॥

নিমাইপণ্ডিতের দর্শনমাত্র সকলের সমস্তই বশতা-স্বীকার—

প্রভু দেখি' মাত্র জন্মে সবার সাধব।

নবদীপে হেন নাহি,—যে না হয় বশ ॥ ৯ ॥

—১০ম পং; মধ্য—১ম পং; ১০ম পং; ১৬ম পং; ২৫শ: পং; ও অন্ত্য—৫ম পং; দ্রষ্টব্য।

এস্থলে প্রভুকে 'প্রহ্লাদমিশ্রের জীবন' বর্ণনার তাৎপর্য এই যে, আদর্শপুণ্যাত্মা গৃহস্থ প্রহ্লাদ-মিশ্রের আরাধ্য-বিগ্রহ প্রভুর অতিথিবর্গের ও তাক্তগৃহ চতুর্থাংশিগণের সংস্কারাদি আদর্শ গার্হস্থ্য-লীলা এই অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

পরমানন্দপুরী (পুরী-গোবামো বা গোসাঞি),—শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্যচরণরূপ ভক্তিকল্পরক্ষক মধ্যমূল,—শ্রীমদ্বৈতবেদপুরী-পাদেয় নয়জন শিষ্যের মধ্যে অন্যতম প্রিয়শিষ্য। ত্রিহুতে ইহার আবির্ভাব। (গো: গ: ১১৮- ~~কৃষ্ণ~~ শ্রীপরমানন্দো য আসীচ্ছব: পুরী"। প্রভুর 'পরমানন্দপুরীর প্রাণধন্য'-প্রসঙ্গ,—অন্ত্য, ৩য় অ: ১৬৭-১৮১, ২৩১-২৬০; ৮ম অ: ৫৫, ১২২ ও ১০ম অ: ৪২, ৪৭ ৪৯; ৪৭২ চৈ: ৮: আদি ৯ম পং; ১০ম পং; ; মধ্য—১ম পং; ২য় পং; ৯ম পং; ১০ম পং; ১১শ পং; ১২শ পং; ১৩শ পং; ১৪শ পং; ১৫শ পং; ১৬শ

পুণ্যকর্মিগণের ব্যবহারিক শুভ পুণ্যকর্মোপলক্ষে নিমাইকে

পণ্ডিত-জ্ঞানে বিবিধ উপায়ন-প্রেরণ—

নবদীপে যারা যত ধর্ম-কর্ম করে।

ভোজ্য-বস্ত্র অবশ্য পাঠায় প্রভু-ঘরে ॥ ১০ ॥

মূর্ত্ত-আদর্শ গৃহস্থ-রূপে প্রভুকর্তৃক (১) অভাবগ্রস্ত ছুখীর

প্রতি মুক্তহস্তে দান—

প্রভু সে পরম-ব্যয়ী ঈশ্বর-ব্যভার।

ছুখিতেই নিরবধি দেন পুরস্কার ॥ ১১ ॥

ছুখীরে দেখিলে প্রভু বড় দয়া করি'।

অন্ন, বস্ত্র, কড়ি-পাতি দেন গৌরহরি ॥ ১২ ॥

(২) অতিথি-সম্মান—

নিরবধি অতিথি আইসে প্রভু-ঘরে।

যার যেন যোগ্য, প্রভু দেন সবা-কারে ॥ ১৩ ॥

(৩) চতুর্থাংশি-সম্মান—

কোনদিন সন্ন্যাসী আইসে দশ বিশ।

সবা' নিমন্ত্রণে প্রভু হইয়া হরিষ ॥ ১৪ ॥

শচীমাতাকেও সন্ন্যাসী ভোজন করাইতে উপদেশ-দান—

সেইক্ষণে কহি' পাঠায়েন জননীরে।

কড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা ঝাঁট করিবারে ॥ ১৫ ॥

পং; ২৫শ পং; ও অন্ত্য—২য় পং; ৪র্থ পং; ৭ম পং; ৮ম পং; ১১শ পং; ১৪শ পং; ও ১৬শ পং; দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে ৮ম অং,—৯ম অং এর শেষাংশ, শিবানন্দসেন-পুত্র কবিকর্ণপুরের 'পবমানন্দপুরীদাস'-নাম— ১০ম অং; সংস্কৃত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত (মহাকাণ্ড) ১৩শ স: ১৪, ১১২-১১৯, ১২২; ১৬শ স: ৩০, ১৯শ স: ও ২০শ স: দ্রষ্টব্য ॥ ২ ॥

নগরে-নগরে,—তৎকালিক নবদীপের বিভিন্ন পল্লী ও দ্বীপগুলি 'নগর'-নামে খ্যাত ছিল, যথা—গঙ্গানগর, কাজীর নগর, কুলিয়া-নগর, বিজানগর, জারগর প্রভৃতি ॥ ৬ ॥

তৎকালে হিন্দু-সমাজে শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের প্রতি সম্মান বা মর্যাদা-প্রদান-রীতি প্রবণতাকার সকল-লোকই রাজ-ধানীতে আদিয়া পণ্ডিতকুলশিরোমণি নিমাইপণ্ডিতের অন্ত তত্ত্ব-ব্রহ্মাদি উপহাররূপে প্রেরণ করিত ॥ ১০ ॥

ব্রাহ্মণের স্বভাবে ঔদার্য্য ও সত্রাহণের স্বভাবে কার্পণ্য

নৈবেদ্যভাব-হেতু শচীমাতার উদ্ভিগতা—
যরে কিছু নাই, আই চিন্তে মনে-মনে ।

‘কুড়ি সন্ন্যাসীর ভিক্ষা হইবে কেমনে ?’ ১৬ ॥

শচীর চিন্তামাত্রই অলক্ষিতে নৈবেদ্যাগমন—
চিন্তিতেই হেন, নাহি জানি কোন্ জনে ।
সকল সন্তার আনি’ দেয় সেইকণে ॥ ১৭ ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবীর নৈবেদ্য-রন্ধন, প্রভুর আগমন—
তবে লক্ষ্মী-দেবী গিয়া পরম-সন্তোষে ।
রান্ধেন বিশেষ, তবে প্রভু আসি’ নৈবেদ্যে ॥ ১৮ ॥

প্রভুর স্বয়ং চতুর্থাশ্রমিগণের ভোজন-পর্যবেক্ষণ-সম্পাদন—
সন্ন্যাসীগণেরে প্রভু আপনে বসিয়া ।

ভুট্ট করি’ পাঠায়েন ভিক্ষা করাইয়া ॥ ১৯ ॥

অতিথিগণের আগমনমাত্র প্রভুকণ্ঠক তাঁহাদের ভোজনাদি-
বিষয়ে সাদরে-জিজ্ঞাসা—

এইমত যতেক অতিথি আসি’ হয় ।

সবারেই জিজ্ঞাসা করেন কৃপাময় ॥ ২০ ॥

বর্তমান । আদর্শ উত্তম-গৃহস্থের লীলা-প্রদর্শন-কল্পে নিমাই
চঃশী ও অভাবগ্রস্ত জনগণকে অন্ন, বস্ত্র ও ধনাদি প্রদান
করিতেন ॥ ২২ ॥

নবদীপে উজ্জ্বলোদ্ভূত গৃহস্থঅধিবাসিগণ সাধারণ বর্ণা-
শ্রম-ধর্ম পালন করিতেন বলিয়া নান্ন-স্থান হইতে ত্যক্তগৃহ-
সন্ন্যাসিগণ আসিয়া তাঁহাদের গৃহে অভ্যাগত হইতেন । প্রভু
একদিকে যেমন দীন-ভঃশী ও অতিথিগণের অভাব-মোচন
করিতেন, অপরদিকে তেমনই চতুর্থাশ্রমী ত্যক্তগৃহ সন্ন্যাসি-
গণের পরিচর্য্যার আদর্শ ও পুণ্যায়্যা ধার্মিকগৃহস্থগণের
পূর্ণাদর্শভূত স্বীয় গার্হস্থ্য-লীলায় প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।
প্রত্যেক ধার্মিক সদৃশগৃহস্থই যে আশ্রমধর্মের আদর করিতে
বাধ্য, তাহা জানাইবার জন্তই প্রভু পুণ্যায়য় গৃহস্থোচিত-
ধর্মের পূর্ণ ও সর্বোত্তম আদর্শ দেখাইয়া সন্ন্যাসিগণের
ভোজন, আশ্রয় প্রভৃতি প্রদান করিতেন । বাহারা—ত্যক্ত-
গৃহ চতুর্থাশ্রমী বতি, গৃহস্থের মগলোদ্দেশ্যে তাঁহাদের দেশ-
পর্যটনকালে তাঁহাদিগকে যথা-সাধ্য ভোজ্য ও আশ্রয়-
প্রদান—প্রত্যেক বর্ণাশ্রম-ধর্ম-পালক গৃহস্থেরই একান্ত
কর্তব্য । কালক্রমে হিংসা-বশে, গৃহব্রতগণ চতুর্থাশ্রমিগণকে

মূর্ত্ত-আদর্শ গৃহস্থ-লীলায় প্রভুর গৃহস্থপ্রমিগণকে অতিথিরূপী
মহতের প্রতি সম্মানার্থ উপদেশ—

গৃহস্থে প্রো মহাপ্রভু নিখায়েন ধর্ম ।

“অতিথির সেবা—গৃহস্থের মূলকর্ম ॥ ২১ ॥

অতিথিসেবা-হীন গৃহস্থের নিন্দা—

গৃহস্থ হইয়া অতিথি-সেবা না করে ।

পশু-পক্ষী হইতে ‘অদম’ বলি তারে ॥ ২২ ॥

অতিথি পূজনার্থ ধনি-নিধন-নির্দলশেষে সকল-গৃহস্থেরই

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—

যার বা না থাকে কিছু পূর্ব্বাদৃষ্ট-দোষে ।

সেই তৃণ, জল, ভূমি দিবেক সন্তোষে ॥ ২৩ ॥

তথা হি (যমুসংহিতায়ঃ ৩।১০, হিতোপদেশে চ)—

অতিথি-সেবনার্থ-পুণ্যবান্ সকল-গৃহস্থেরই

প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি—

তৃণানি ভূমিঞ্চদকং বাচ্ চতুর্গা চ স্নাত্ব ।

এতাদৃশি সতাং গেহে নৌচ্ছিত্তস্তে কদাচন ॥ ২৪ ॥

তাঁহাদের জায়া-প্রাপ্য হইতে বঞ্চিত করায়, প্রকৃত আশ্রম-
ধর্ম ক্রমশঃ প্লথ ও নিকৃত হইয়া পড়িয়াছে ; এমন কি, কোন
কোন গৃহস্থ একরূপ ও মনে কবেন যে, গৃহস্থ-হিতৈষী সন্ন্যাসীকে
গৃহস্থপ্রম হইতে তাঁহার জায়া প্রাপ্য ভিক্ষা হইতে বঞ্চিত
তাঁহাদের পরমধর্ম । সপতিসম্পন্ন ও ধনাঢ্য-গৃহস্থের লীলা
না দেখাইলেও প্রভু গৃহস্থগণকে সন্ন্যাসিগণের সংকার্য্যশিক্ষা
প্রদান করিবার জন্ত নিজ-গৃহে দশ-বিশ জন সন্ন্যাসীকে
মধ্যে-মধ্যে নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন করাইতেন ॥ ২৪ ॥

প্রভুর গৃহে অদিক সঙ্কতিবস্ত ও প্রচুর ভোজ্য সস্তা-
দির অভাব-নিবন্ধন শচীদেবী সেই দিবস সন্ন্যাসিগণের
ভোজ্য-সংগ্রহে অভাব বোধ করিবা-মাত্র তৎক্ষণাৎ ভগ-
বদিক্ষা-ক্রমে সমস্ত প্রয়োজনীয়দ্রব্যাদি সংগ্রহীত হইয়া গেল ॥

যতিগণের সাধারণতঃ অধি-ব্যবহার না থাকায় তাঁহা-
দের পাঁকাদি-কার্য্য সাধিক-ব্রাহ্মণগণের দ্বারাই নির্বাহিত
বা সম্পাদিত হইত । নিরর্থক যতিসম্প্রদায় সাধিক-বর্ণপ্রের
গৃহ-পাচিত-অন্নাদি গ্রহণ করিতে পারেন । প্রত্যেক ব্রাহ্মণ-
গৃহে একটা বিষ্ণু-মন্দির থাকিত এবং সন্ন্যাসিগণও বিষ্ণুর
উদ্দেশ্যে পাচিত অন্নসমূহই সেবন করিতেন । বিশেষতঃ

গৃহ হইতে অতিথির নির্গমন-নিবারণার্থ গৃহস্থগণকে
দোষ-ক্ষমা-যাক্ষা-পূৰ্ণক সন্দেশে সত্যকথন-
কৰ্ত্তব্য-শিক্ষা-দান—

সত্য বাক্য কহিবেক করি' পরিহার ।

তথাপি অতিথ্য-শূণ্য না হয় তাহার ॥ ২৫ ॥

নিরূপটভাবে অতিথিরূপী মহতের যথা-সাধা

সন্তোষ-বিধান-কৰ্ত্তব্য তা—

অকৈতবে চিন্তা স্থখে যার যেন শক্তি ।

তাহা করিলেই বলি 'অতিথিরে ভক্তি' ॥ ২৬ ॥

স্বয়ং আদর্শ গৃহস্থরূপে প্রভুর আচার ও প্রচার—

অতএব অতিথিরে আপমো জ্ঞেয় ।

জিজ্ঞাসা করেন অতি পরম-আদরে ॥ ২৭ ॥

অপরের গৃহে বিষ্ণু-নৈবেদ্য ব্যতীত ইতরদেব নৈবেদ্যে
অমেধ্যাদি থাকিবার সম্ভাবনা-হেতু পরিত্রাজক যতিগণের
বিপ্রেতর কাহারও গৃহে ভিক্ষা অর্থাৎ ভোজন করিবার
রীতি ছিল না। পুণ্যময় গার্হস্থ্যপ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের
আদর্শ-প্রদর্শনোদ্দেশ্যে স্বয়ং সমাসিগণের নিকট বসিয়া
থাকিয়া তাঁহাদিগকে প্রসাদ সেবন করাইতেন ॥ ১২ ॥

জিজ্ঞাসা করেন,—পানীয়, আহার্য্যাদিষয়ে কোন অভাব
বা প্রয়োজন আছে কিনা, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেন ॥ ২১ ॥

বিষ্ণুতোষণকামী অভ্যাগত, পরিত্রাজক ও একতিথিকাল-
অবস্থানকারী অতিথির সেবা পরিত্যাগ করিয়া যে সকল
গৃহমেদী কেবলমাত্র নিজের জ্ঞাত পাকা দি গৃহকর্মে ব্যস্ত
থাকেন, তাঁহারা পশু-পক্ষী অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। পশু-পক্ষী
প্রভৃতি তিথ্যক্ জীব স্বীয় অভাবনিবৃত্তি ও আহার্য্য-সংগ্রহের
জ্ঞাত পৃথিবীতে ও আকাশে বিচরণ করে; উহাদের সঞ্চয়
করিয়া রাখিবার সুযোগ অল্পই আছে, কিন্তু মানবগণ 'সামা-
জিক শ্রেষ্ঠ জীব' বলিয়া বর্ণ্য্যপ্রমোচিত ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে
বাহ্য। যদি ঐবিষয়েই তাঁহারা হীন হ'ন, তাহা হইলে
তাঁহারাও আশ্রয়-বিহীন নগ্ন পশু-পক্ষীর জায় কেবলমাত্র
স্ব-স্ব-উদরভরণকারী জীব বলিয়াই পরিগণিত হইবেন।
মনুষ্যের স্ব-স্ব-উদর-ভরণ ব্যতীত বিষ্ণু-সেবার জ্ঞাত দ্রব্যাদি
সঞ্চয় ও সংরক্ষণ করিবার উচ্চ-অধিকার বর্ত্তমান, তজ্জন্ম
নারায়ণ-তোষণকাম জীব-হিতাকাঙ্ক্ষী পরিত্রাজক ও অতিথি-

গোর-নারায়ণ-গৃহে মহালক্ষ্মী-পাচিত অন্নগ্রহণকারী ভিক্ষু
অতিথিগণের মহাসৌভাগ্য-বর্ণন—

সেই সব অতিথি—পরম-ভাগ্যবান ।

লক্ষ্মী-নারায়ণ যারে করে অন্ন দান ॥ ২৮ ॥

ব্রহ্মাদি-দেব প্রার্থিত ভগবদ্গৃহ-প্রদত্ত প্রসাদ-সম্মানে

সর্বসাধারণের অধিকার-লাভ—

যার অঙ্গে ব্রহ্মাদির আশা অনুক্ষণ ।

হেন সে অদ্বুত, তাহা খায় যে-তে-জন ॥ ২৯ ॥

উক্ত ভিক্ষু অতিথিবর্গের মহত্ব-বর্ণন; তাঁহাদিগকে

'শিব-ব্রহ্মাদি'-রূপ মহাভাগবতানুমান—

কেহ কেহ ইতোমধ্যে কহে অল্প কথা ।

"সে অন্নের যোগ্য অন্তে না হয় সর্বথা ॥ ৩০ ॥

গণের আশ্রয় ও ভোজ্য-প্রদান ও তাঁহাদের সামাজিক বিধি:
অন্তর্গত। এই বিধি উল্লঙ্ঘন করিলে তাহাদিগকে পশু-পক্ষী
অপেক্ষাও নিকৃষ্ট বলা যাইবে ॥ ২২ ॥

তৃণ,—বসিবার অথবা শয্যার নিমিত্ত খড়।

ভূমি,—বিশ্রাম-স্থান।

উদক,—কর-মুখপাদ-প্রক্ষালনার্থ বা আচমন-পানার্থ জল।

স্নাত্তা বাক্,—সত্য, মধুর বচন। চতুর্থী,—চতুর্থতঃ।

অন্নয়। সত্যং গেহে (অতিথিপরায়ণানাং ধার্মিকগণাং
গৃহে), তৃণানি (আসনার্থং শয়নার্থং বা তৃণাণি), ভূমিঃ
(বিশ্রামার্থং ভূমিঃ), উদকং (পাদপ্রক্ষালনাদ্যর্থং জলং),
চতুর্থী (পূর্ণাণি ত্রীণি অপেক্ষা চতুর্থ-স্থানীয়া ইত্যর্থঃ)
স্নাত্তা বাক্ চ (শ্রবণসুখকরং স্নমধুরং বাক্যঞ্চ),—এতানি
অপি (যদ্যপি দারিদ্র্যাবশ্যং অনাদ্যভাবঃ স্যাৎ, তথাপি
এতানি পূর্বোক্তানি দ্রব্যানি) কদাচন (কদাচিদপি) ন
উচ্ছিন্যন্তে (ন অলভ্যানি ভবন্তি) ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ। (অতিথি-পরায়ণ) ধার্মিক-ব্যক্তিগণের
গৃহে (দারিদ্র্যাদি-নিবন্ধন অনাদির অভাব হইতে পারে,
কিন্তু অতিথ্য বিধানার্থ) আসনের জ্ঞাত তৃণ, বিশ্রামের জ্ঞাত
ভূমি, পাদপ্রক্ষালনাদির জ্ঞাত জল এবং শ্রুতি-মধুর স্নমধুর
বাক্য,—এসকল বস্তুর কখনও অভাব হয় না ॥ ২৪ ॥

নিষ্ঠুরপ্রকৃতি স্ব-স্ব-জিহ্বা-উদর-লম্পট লোভী প্রাকৃত-
সহজিয়াগণ অধুনা চৈতন্যচক্রে ধর্ম্মপ্রচারক বলিয়া আশ্চ-

ব্রহ্মা-শিব-শুক-ব্যাগ-নারদাদি করি।
সুত্র-সিদ্ধ-আদি যত স্বরূপ-বিহারী ॥ ৩১ ॥
লক্ষ্মী-নারায়ণ অবতীর্ণ নবদ্বীপে।
জ্ঞানি' সবে আইসেন ভিক্ষুকের রূপে ॥ ৩২ ॥
অগ্রথা সে-স্থানে ঘাইবার শক্তি কার ?
ব্রহ্মা আদি বিনা কি সে অন্ন পায় আর ? ॥ ৩৩ ॥

কাহারও বা গৌর-নারায়ণের দীনজীব-তারণ-

লীলা-মহিমা-বর্ণন—

কহ বলে,—“দুঃখিতে তারিতে অবতার।
কর্মতে দুঃখিতেই করেন নিস্তার ॥ ৩৪ ॥
অঙ্গি-মহাবিকুর অপরূপে ব্রহ্মাদি দেবগণের তদীয় বা
নিজ-অনন্ত—

ব্রহ্মা-আদি দেব যার অঙ্গ প্রতি-অঙ্গ।
কর্মতা তাঁহার। ঈশ্বরের নিত্যসঙ্গ ॥ ৩৫ ॥
নিরমদয়াল গৌরাবতারে সপজীবকে নিজজন-দ্রব্ধ কৃপা
প্রসাদ-বিতরণরূপ ভগবৎপ্রতিজ্ঞা—

তথাপি প্রতিজ্ঞা তান এই অবতারে।
'ব্রহ্মাদি-দ্রব্ধ' দিমু সকল জীবেরে' ॥ ৩৬ ॥
প্রসাদ-বঞ্চিত দীন-জীবকে স্বয়ং গৌর-নারায়ণের
প্রসাদায়-বিতরণ—

অতএব দুঃখিতেই ঈশ্বর আপনে।
নিজ-গৃহে অন্ন দেন উদ্ধার-কারণে ॥ ৩৭ ॥

রিচয় দিয়া বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীকে তৃণাদি হইতে বঞ্চিত করেন।
গৃহাদিগের চৈতন্ত-বিরোধ-প্রদর্শন-কল্পেই শ্রীচৈতন্তচন্দ্রের
এই আদর্শ গৃহস্থ-লীলা-প্রদর্শন। অতিথি ও ব্যতিগণের
প্রতি গৃহস্থ-অনোচিত সম্মান প্রদর্শন করিয়া প্রভু লোক-
শিক্ষা দিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অমুগত বলিয়া পরিচয়
দিয়াও কেহ কেহ উহার ব্যতিক্রম করেন। কএক বৎসর
পূর্বে ঢাকা নগরীতে অতিথিরূপে অভ্যাগত কতিপয় ঐদণ্ডী
ও ব্রহ্মচারীকে দিবা-ষিপ্রহরকালে বিজু-নৈবেদ্য হইতে
বঞ্চিত করিবার জন্ত জনৈক দ্রবিশ-পোভী নাম-মন্ত্র-
ভাগবত-জীবী, শিষ্যানুসঙ্গী জাতিগোষামিত্রব অত্যন্ত
নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছিলেন। এতাদৃশ ব্যবহার হইতে
বন্ধ করিবার জন্তই প্রভু স্বয়ং অতিথি ও ব্যতিগণকে আশ্রয়

ভগবৎসেবা-বিগ্রহ লক্ষ্মীদেবীর আদর্শপতি-সেবা-বর্ণন ;

একাকিন্তু লক্ষ্মীদেবীর মহানন্দে যাবতীয় ভগবৎ-

গৃহকর্ম-সম্পাদন—

একেশ্বর লক্ষ্মী-দেবী করেন রক্ষন।

তথাপিও পরম-আনন্দ-যুক্ত মন ॥ ৩৮ ॥

পূত্রবধু লক্ষ্মীদেবীর অশীলতা-দর্শনে স্বপ্নমাতা

শচীদেবীর পরম সন্তোষ—

লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি' শচী ভাগ্যবতী।

দণ্ডে-দণ্ডে আনন্দ-বিশেষ বাড়ে অতি ॥ ৩৯ ॥

লক্ষ্মীদেবীর দৈনিক আচরণ ও পূজা-বর্ণন—

উষা-কাল হৈতে লক্ষ্মী যত গৃহ-কর্ম।

আপনে করেন সব,—এই তাঁর ধর্ম ॥ ৪০ ॥

ভগবৎপ্রীত্যর্থ নরতমুদারিণী মহালক্ষ্মীর আদর্শ

গৃহিণীচিত-কৃত্যাদি—

দেব-গৃহে করেন যে স্বস্তিকমণ্ডলী।

শব্দ-চক্র লিখেন হইয়া কুতূহলী ॥ ৪১ ॥

বিষ্ণুপূজোপকরণ সজ্জা—

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, সুবাসিত জল।

ঈশ্বর-পূজার সজ্জা করেন সকল ॥ ৪২ ॥

নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণী ও ভগবৎজননীদেবীর সেবন—

নিরবধি তুলসীর করেন সেবন।

ততোহধিক শচীর সেবায় তাঁর মন ॥ ৪৩ ॥

ও ভোজ্য-প্রদানের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। হায়,
কোথায় পরম আদর ও যত্নের সহিত অতিথি-সন্ন্যাসীর প্রতি
প্রভুর অবাধে কৃপা-বিতরণ-লীলা! আর কোথায় চৈতন্তের
ধর্ম-প্রচারের দোহাই দিয়া চৈতন্ত-বিষুব জনগণের চৈতন্তা-
শ্রিত যতি ও অতিথিগণের প্রতি বিরোধ ও নিযাতন-
চেষ্টা ॥ কেবল ঢাকা-নগরীতে নহে, কিছুদিন পূর্বে কুলিয়া-
নগরীতেও ধাম-সেবা উপলক্ষে সমাগত ধাম-পারিক্রমার
নিরীহষাঙ্গিগণের প্রতি ঐ-শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তি
কতিপয় দুর্দান্ত দুর্দত্ত ব্যক্তির সাহায্যে বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-
ব্যতিগণকে ও ভক্ত-নারীবর্গকে সমাদর করিবার পরিবর্তে
অবৈধ-ভাবে আক্রমণ করিয়াছিলেন। এইসমস্তই শ্রীচৈতন্ত
দেবের শিক্ষার বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞ-চেষ্টা-মাত্র ॥ ২৩, ২৫-২৭ ॥

যায় সাক্ষী প্রিয়তমা লক্ষ্মীদেবীর দেবা-দর্শনে গৌর-

নারায়ণের সন্তোষ—

লক্ষ্মীর চরিত্র দেখি শ্রীগৌরসুন্দর ।

মুখে কিছু না বলেন, সন্তোষ অস্তর ॥ ৪৪ ॥

মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীকর্তৃক গৌর-নারায়ণের

পাদসম্বাহন—

কোনদিন লক্ষ্মী লই' প্রভুর চরণ ।

বসিয়া থাকেন পদ-তলে অনুরক্ত ॥ ৪৫ ॥

প্রভুর পদতলে শচীমাতার কখনও দিয়া-

জ্যোতির্দর্শন—

অছুত দেখেন শচী পুত্র-পদতলে ।

মহা জ্যোতির্ময় অগ্নিপুঞ্জশিখা অলে ॥ ৪৬ ॥

কখনও শচীমাতার স্ব-গৃহে পদ্মসৌভাগ্য—

কোনদিন মহা পদ্মগন্ধ শচী আই ।

ঘরে-ঘারে সর্বত্র পায়েন, অস্ত নাই ॥ ৪৭ ॥

নবদীপে ছন্ন নরগীণাকারী শ্রীগঙ্গা-নারায়ণ—

হেনমতে লক্ষ্মী নারায়ণ নবদীপে ।

কেহ নাহি চিনেন আছেন গুঢ়রূপে ॥ ৪৮ ॥

স্বতন্ত্র গৌর-নারায়ণের পূর্ববন্দোজারেচ্ছা—

তবে কতদিনে ইচ্ছাময় ভগবান্ ।

বঙ্গদেশ দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥ ৪৯ ॥

শচীমাতাকে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন—

তবে প্রভু জননীরে বলিলেন বানী ।

“কতদিন প্রবাস করিব, মাতা, আমি ॥” ৫০ ॥

শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে যথোচিত আদেশ-দান—

লক্ষ্মী প্রতি কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ।

“মায়ের সেবন তুমি কর নিরন্তর ॥” ৫১ ॥

পূর্ববন্দোজারার্থ শশিষ্য প্রভুর গমন—

তবে প্রভু কত আশু শিশুবর্গ লৈয়া ।

চলিলেন বঙ্গদেশে হরষিত হৈয়া ॥ ৫২ ॥

দে-সকল প্রাকৃত অতিথি প্রাকৃত-গৃহস্থের নিকট গ্রাহক-
স্থলে অনাদি লাভ করেন, তদপেক্ষা ঐহারা অতিথিরূপে
শ্রীলক্ষ্মীনাথায়ণেব নিকট অন্ন-
প্রসাদ লাভ করিলেন, তাহারাই অনন্তকোটিগুণে অধিকতর
ভাগ্যবন্ত ॥ ২৮ ॥

কেহ কেহ বলেন,—যোগৈশ্বর্যশালী ব্রহ্মাদি-দেবগণ
ও নারদাদি ঋষিগণই অতিথির রূপ ও বেশ ধারণ করিয়া
ভগবান্ গৌর-নারায়ণের গৃহে অন্ন-প্রসাদ লাভ করিবার
সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন ; কেননা, তাহার্য বাতীত আর
কোন সাধারণ মর্ত্য-জীবেরই অতিথিরূপে সাফাভগবানের
ভবনে উদীয় অন্নগ্রহ পাঠিবার সামর্থ্য নাই । আবার কেহ
কেহ বলেন,—যাবতীয় হংসার্জ-জনগণকে হংস হইতে পরি-
ত্রাণ করিবার অন্তই লক্ষ্মীনারায়ণের গৃহে লক্ষ্মী-গৌররূপে
অবতরণ । তিনি পরম-দয়াময় বলিয়া শীতাপাতের যোগ্যতা
বিচার না করিয়াই অতিথিরূপী সকলকেই অনাদি-প্রদান-
দ্বারা অন্নগ্রহ বিতরণ করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

যদিও ব্রহ্ম প্রভৃতি দেবগণ ভগবানের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের
তুল্য এবং অতিপ্রিয় সেবক, তথাপি পরমকরুণ গৌরাবতারে
তাঁহার অহৈতুকী-করণার বিশেষত্ব এই যে, তিনি বিরিকি-

প্রভৃতি মহাধিকারী দেবশ্রেষ্ঠগণেবও দুপ্রাপ্য ভগবৎ-
প্রসাদ এই কলিযুগে সকল-জীবকেই তাঁহাদের যোগ্যতা বা
অযোগ্যতার বিচার না করিয়া অর্থাৎ অধিকার-নির্ধিংশেবে
তাঁহাদের উদ্ধারের নিমিত্ত বিতরণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৫-৩৭ ॥

লক্ষ্মীদেবী স্বশ্র-মাতার সাহায্য ব্যতীত স্বয়ং একা-
কিনীই পরমানন্দিত-মনে সকলের নিমিত্ত রন্ধন করিতেন ।
তাঁহাতে পুত্র বধুর চরিত্র-দর্শনে প্রতি-মুহুর্তে শচীদেবীর
আনন্দ বর্দ্ধিত হইত ॥ ৩৮-৩৯ ॥

পতিব্রতা লক্ষ্মীদেবী পতিগৃহে পতির সৌখ্য-সম্বর্দ্ধন ও
পূজনীয়া স্বশ্র-মাতার সন্তোষের নিমিত্ত আপনাকে প্রভু-
সেবিকা-জ্ঞানে সমস্তকাঁর্যই সম্পাদন করিতেন । প্রভুর
সহধর্ম্মিণীস্বত্রে আদর্শ-গৃহিণীরূপে শ্রীমতী লক্ষ্মীদেবী অতি-
প্রভাষকান হইতে নিশীথ-কাল পর্য্যন্ত প্রভু-গৃহ-সম্পর্কিত
বাবতীয় কর্ম্ম, সমস্তই স্বহস্তে একাকিনী সম্পাদন করিতেন ॥

স্বত্বিকমণ্ডলী,—বিষ্ণু-পূজার উদ্দেশে বিষ্ণু-মন্দিরে মণ্ডল-
রচনা অর্থাৎ উপলপন ও চিত্র-রচনা । উহার লক্ষণ,—
(৩: ভ: বি: ৪র্থ বি:—যুত আগমবাক্য—“বিষ্ণুপূজক বিষ্ণু-
মন্দিরের অভ্যন্তরে ঈশান, বায়ু, নৈঋত ও অগ্নি,—এই
চারি কোণের চারিটা চতুর্কোণকে যোগভাগ করিয়া ষেত,

প্রভুকে দর্শনমাত্র সকলেরই চক্ৰ নিঃসঙ্গক —

যে-যে জন দেখে প্রভু চলিয়া আসিতে ।

সেই আর দৃষ্টি নাহি পারে সঞ্চারিতে ॥ ৫৩ ॥

নারীগণের প্রভুজননীকে ধন্তাবাদে তৎকালে প্রণাম —

জীলোকে দেখিয়া বলে,—“হেনপুত্র যার ।

ধন্য তার জন্ম, তার পা'য়ে নমস্কার ॥ ৫৪ ॥

প্রভুপরীকে গোভাগ্যবতী সতী-জ্ঞানে নারীগণের

তৎকালে ধন্তবাদ-জ্ঞাপন —

যেবা ভাগ্যবতী হেন পাইলেন পতি ।

জী-জন্ম সার্থক করিলেন সেই সতী ॥” ৫৫ ॥

পবিত্র্যে যাবতীয় নব-নারী প্রভু রূপ-প্রশংসা —

এইমত পথে দেখে যত জী-পুরুষে ।

পুনঃ পুনঃ সবে ব্যাখ্যা করেন সন্তোষে ॥ ৫৬ ॥

সম্ভাস্যধারণের দেব-হরভ প্রভু-দর্শন-গোভাগ্য-লাভ —

দেবেও করেন কাম্য যে-প্রভু দেখিতে ।

যে-তে-জনে হেন প্রভু দেখে কৃপা হৈতে ॥ ৫৭ ॥

পদ্মা-তীরে প্রভুর আগমন—

হেনমতে গৌরসুন্দর ধীরে-ধীরে ।

কতদিনে আইলেন পদ্মাবতী-তীরে ॥ ৫৮ ॥

পদ্মা ও পদ্মা-তট-বর্নন—

পদ্মাবতী-মদীর তরঙ্গ-শোভা অতি ।

উত্তম পুলিন,—যেন উপবন তথি ॥ ৫৯ ॥

পদ্মায় সমিষ্ট প্রভুর আন—

দেখি' পদ্মাবতী প্রভু মহা-কুতূহলে ।

গণ-সহ স্নান করিলেন তার জলে ॥ ৬০ ॥

প্রভুর পাদ-স্পর্শে পদ্মার সর্বলোক-পাবন

তীর্থখ্যাতি-লাভ—

ভাগ্যবতী পদ্মাবতী সেই দিন হৈতে ।

যোগ্য হৈল সর্বলোক পবিত্র করিতে ॥ ৬১ ॥

পদ্মার সৌন্দর্য-বর্ণন—

পদ্মাবতী-মদী অতি দেখিতে সুন্দর ।

তরঙ্গ পুলিন স্রোত অতি-মনোহর ॥ ৬২ ॥

গীত, রক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ চূর্ণ দ্বারা লেপন করিবেন,—ইহারই নাম ‘স্বস্তিক’ ।” স্বস্তিক, মণ্ডল-বিদ্য ও তন্ত্রাহাওয়া,—যথা (বিষ্ণুধর্মোত্তরে—) “যিনি অস্তিত্ব, তিনি ‘সর্বভোক্তা’ ও ‘পদ্ম’ প্রভৃতি মণ্ডল ও বিচিত্র স্বস্তিকসমূহ রচনা করিয়া হরি-মন্দিরে মণ্ডল রচনা করিবেন । (নৃসিংহপুরাণে) ‘বিচিত্র-বর্ণে চিত্রিত বা বিচিত্র-বর্ণের চূর্ণে বিরচিত পদ্মাদি মণ্ডল ও স্বস্তিকাদি-দ্বারা শোভিত ভিত্তি ও প্রাকারাদির সহিত বিষ্ণু-মন্দিরাদিকে সম্বার্জিত ও উপলেক্ষণ-দ্বারা হর্ষভরে বিভূষিত করিবে ।” (স্বস্তিকপুরাণে কার্ত্তিক-প্রদর্শনে—) “যিনি ভগবান্ কেশবের সম্মুখে মূর্ত্তিকা অথবা বিবিধ ধাতু-বিকার দ্বারা কিঞ্চিদাত্ত ‘সর্বভোক্তা’ প্রভৃতি মণ্ডল রচনা করেন, তিনি একশত কল্পকাল যাবৎ স্বর্গে বাস করেন । যিনি শালগ্রাম-বিগ্রহের সম্মুখে বিশেষতঃ কার্ত্তিকমাসে শুভ স্বস্তিক রচনা করেন, তিনি সপ্তম-পুরুষ পর্যন্ত পবিত্র করিয়া থাকেন । যে নারী প্রত্যহ ভগবান্ কেশবের সম্মুখে মণ্ডল রচনা করেন, তিনি সপ্তজন্মমধ্যে কখনও বৈদ্য লাভ করেন না । যে নারী গোময় গ্রহণ করিয়া ভগবান্ কেশবের অগ্রে মণ্ডল রচনা করেন, তিনি কখনও পতি, সন্তান ও ধনের বিচ্ছেদ

প্রাপ্ত হন না । যিনি বিষ্ণুর প্রাপ্তি বিচিত্র-বর্ণে বিব্রিত ও স্বস্তিকাদি-দ্বারা ভূষিত করেন, তিনি ত্রিভুবনে পরমানন্দে বিহার করেন” । (নারদীয়পুরাণে—) “যে মানব মূর্ত্তিকা, বিবিধ ধাতু-বিকার, নানা বর্ণ অথবা গোময়-দ্বারা বিষ্ণু-মন্দিরে মণ্ডলাদি রচনা করেন, তিনি বিমানচারি-দেব রূপ লাভ করেন ।” (হরিতন্ত্রমুখোদয়ে—) “যে ব্যক্তি বিষ্ণুর আগম উপলেক্ষণপূর্ব্বক বিবিধ-বর্ণে চিত্রিত করেন, তিনি বিষ্ণুলোকে স্থখে বাস করেন এবং বিষ্ণুলোক-বাসিগণ সম্পূর্ণ-নেত্রে তাহাকে দর্শন করেন ।”

প্রভুর গৃহে একটা বিষ্ণু-গৃহ ছিল । তাহাতে গণ্ডকী-শিলা ও গোমতী-চক্রশিলা-রূপিণী শ্রীনারায়ণের অর্ধা গৃহ-দেবতারূপে অনিষ্ঠিত ছিলেন । সেই দেব-গৃহে মাস্তুল্য বিধানের চিহ্ন অঙ্কিত করিবার উদ্দেশ্যে লক্ষ্মীদেবী গৃহ-ভিত্তি ও প্রাচীরাদিতে শঙ্খ-চক্রাদি-চিহ্ন অঙ্কিত করিতেন ॥ ৪১ ॥

তাৎকালিক বহুদেশে ব্রাহ্মণ-গৃহে নারায়ণার্চনের ক্ষুদ্র অর্চ্চকের সহধর্ম্মিণী-স্বত্রে প্রত্যেক বিবাহিতা নারীর গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও সুবাসিৎ অন্ন প্রভৃতি পূজোপচার বা পূজোপকরণসমূহের সংগ্রহ-বিষয়ে শারীর ও সামাজিক

সৌভাগ্যবতী পদ্মার তীরে প্রভুর কিয়দ্বিঘ্ন অবস্থান—
পদ্মাবতী দেখি' প্রভু পরম-হরিবে ।

সেইস্থানে রহিলেন তার ভাগ্য-বশে ॥ ৬৩ ॥

নবদ্বীপে গঙ্গাজলে স্নান-লীলার ভায় শশিঘ প্রভুর প্রত্যহ

পদ্মায় স্নান-লীলা—

যেম ক্রোড়া করিলেন জাহ্নবীর জলে ।

শিশুগণ-সহিত পরম-কুতূহলে ॥ ৬৪ ॥

সেই ভাগ্য এবে পাইলেন পদ্মাবতী ।

প্রতিদিন প্রভু জল-ক্রোড়া করে তখি ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর অপ্রাকৃত পদস্পর্শে পূর্ববঙ্গের সৌভাগ্য-বর্নন—
বঙ্গদেশে গৌরচন্দ্র করিলা প্রবেশ ।

অন্তাপিহ সেই ভাগ্যে শঙ্ক বঙ্গদেশ ॥ ৬৬ ॥

প্রভুর পদ্মা-তটে অবস্থান-শ্রবণে সকলের হর্ষ—
পদ্মাবতী-তীরে রহিলেন গৌরচন্দ্র ।

শুনি' সর্বলোক বড় হইল আনন্দ ॥ ৬৭ ॥

সর্বত্র পণ্ডিতদ্বারা নিমাইর শুভাগমন-খ্যাতি—

“নিমাইপণ্ডিত অধ্যাপক শিরোমণি ।

আসিয়া আছেন”,—সর্বদিকে হৈল ধ্বনি ॥ ৬৮ ॥

সম্মতি এবং অমুদোদন ছিল, কিন্তু আজকাল যুক্তপ্রদেশাদির কোন কোন প্রদেশে গোড়-ব্রাহ্মণসমাজভুক্ত বিশ্রগণ নিজ-সহধর্ম্মিণীর স্পৃষ্ট বা সমানীত জল-পর্ষাস্ত ভগবান-নৈবেদ্যাদির নিমিত্ত গ্রহণ করেন না ॥ ৪২ ॥

বিষ্ণুর অর্চকবর্গের মধ্যে ভগবৎসেবার উপায়নসমূহের অন্যতম ‘তদীয়’-জ্ঞানে তুলসী-দেবীর সমধিক আদর বিহিত । লক্ষ্মী-প্রিয়া-দেবী তুলসী-সেবা অপেক্ষাও গৌর-জননী স্বীয় স্বশ্রমাতার দেবার অধিকক্ষণ নিষ্পত্ত থাকিতেন । বাহারা এক-হস্তে তুলসী-বৃক্ষ ও অপর-হস্তে মাদক-দ্রব্য ধ্বংস-পানের আনুষ্ঠানিক যজ্ঞাদি লইয়া আচার্য্যের চণ্ড প্রদর্শন করেন, তাহাদিগের পক্ষে গৌর-রম্য লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর আদর্শ তুলসী-সেবন-লীলার স্মৃতিভাবে অমুদয়ন কর্তব্য । আবার প্রভুকে মাতৃভক্ত-শিরোমণি জানিয়া তাহারই সহধর্ম্মিণী লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবী নিজ-প্রভুরই অস্তিত্ব সেবা-জ্ঞানে গৌর দাসী তুলসীর স্নেহ-সেবা অপেক্ষা স্বশ্রমাতার গৌরব-দেবারই অধিকতর শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ৪৩ ॥

তুলসী-সেবা অপেক্ষা নিজের জননী-সেবার লক্ষ্মীদেবীর অধিকতর নিষ্ঠা ও ব্যগ্রতা-দর্শনে প্রভু মনে-মনে তাহা অমুদোদন করিয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন । প্রকাণ্ডে বাহিরে সামাজিক-বিধি বা লজ্জার দ্বারা পদ্মার কার্য্যের সমর্থন না করিলেও লক্ষ্মীদেবীর বিষ্ণুপূজা-করণ-সংগ্রহ, তুলসী-সেবন, শুক্লস্বয়মী নিজ-জননীর সেবন প্রভৃতি ভগবান-দাস্তকার্য্যে প্রভুর অন্তর্ম্ম হৃদয়-লক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৪৪ ॥

গৌরবদাস্ত-সেবা-পরায়ণা লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবী জগতে গৌর-নারায়ণের চরণ-সেবার ঐশ্বর্য্য ও মহিমা জানাইবার অন্তই

অনেকসময় গৌর-সেবিকার লীলা প্রদর্শনপূর্ব্বক প্রভুর পাদপদ্ম ধারণ করিয়া তাহার পদতলে অবস্থান করিতেন ॥ ৪৫ ॥

গৌর-নারায়ণের ঐশ্বর্য্য-শক্তিপ্রভাবে মহা-জ্যোতির্ম্ময় পঞ্চশিখ অগ্নি শচীদেবীর অধিগোচর হইয়াছিল । যেক্ষণ জ্ঞানি-সম্প্রদায় ভগবানের নিজরূপ-দর্শনাভাবে ভগবৎরূপ হইতে নির্গত প্রভা বা জ্যোতিঃকেই ভগবত্তার স্বরূপ বলিয়া বিশ্বাসিত হন, তদ্রূপ মহা-জ্যোতির্ম্ময় পঞ্চশিখ অগ্নি-পুঞ্জকেও প্রভুর পাদ-পদ্ম হইতে নিঃসৃত হইয়া প্রজলিত হইতে দেখিয়া শচীদেবী পুত্রকে সাক্ষাৎ ‘বিষ্ণু’ বলিয়া জ্ঞাত হইলেন ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গদেশ,—শ্রীগৌরচন্দ্রের গোড়পুর নবদ্বীপ-মায়াপুরে স্বীয় প্রাকট্য বিধান করিয়াছিলেন । গোড়দেশের পূর্বাংশকে (বর্ত্তমান পূর্ববঙ্গকে) গোড়দেশবাদিগণ বঙ্গদেশ বলিয়া পৃথগ্ভাবে অভিহিত করেন । গোড়দেশের সুরদীর্ঘিকা ভাগীরথী প্রবহমান । গোড়-নবদ্বীপের উত্তর ও পূর্ব প্রান্তবর্তী ব্রহ্মপুত্র-নদের পূর্ব ও দক্ষিণ-তট যেখানে গঙ্গার পূর্বপ্রাণা-রূপী মূলপ্রবাহ পদ্মাবতী-নদীর ধারা বঙ্গোপসাগরে সম্মতা হইয়াছে সেইস্থান পঞ্চমুদয় ভূভাগই তৎকালে ‘বঙ্গদেশ’ বলিয়া কথিত হইত ।

শক্তিসম্মত বঙ্গদেশের লীলা এইরূপ নির্দিষ্ট বলিয়া লিখিত আছে,—“রত্নাকরং সমারভ্য ব্রহ্মপুত্রাস্তগং শিবে । বঙ্গদেশো যদা প্রোক্তঃ সঙ্গমিত্তিপ্রবর্তকঃ ।”

প্রাচীন পালবংশের রাজত্বের পর রাজধানী নবদ্বীপে ও বিক্রমপুরে স্থানান্তরিত হইলেও তৎকালে উত্তরবঙ্গ ‘বরেন্দ্র’ ও তদুত্তর-পশ্চিমবর্তী প্রদেশ ‘কর্ণসুবর্ণ’, পশ্চিম-বঙ্গ ‘গোড়’

উপহার-প্রদানার্থ বিপ্রগণের নিমাই-সমীপে আগমন—
ভাগ্যবন্ত যত আছে, সকল-জ্ঞানগণ।

উপায়ন-হস্তে আইলেন সেইক্ষণ ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর লোকপাবন পদার্পণ-হেতু দশবাসিগণের প্রভুর নিকট
স্ব-সৌভাগ্য-জ্ঞাপন—

সবে আসি' প্রভুরে করিয়া নমস্কার।

বলিতে লাগিলা অতি করি' পরিহার ॥ ৭০ ॥

“আমা'সবাকার অতি-ভাগ্যোদয় হৈতে।

তোমার বিজয় আসি' হৈল এ-দেশেতে ॥ ৭১ ॥

অনায়াসে অসাদনে বিধি-রূপায় গৃহে বসিয়া ছলভি চিন্তামণি-
ধনের প্রত্যক্ষ-লাভ—

অর্থ-বৃদ্ধি লই' সর্বগোষ্ঠীর সহিতে।

যার স্থানে নবদীপে যাইব পড়িতে ॥ ৭২ ॥

হেম মিশি অনায়াসে আপনে ঈশ্বরে।

আনিয়া দিলেম আমা'সবার দুয়ারে ॥ ৭৩ ॥

অজরুষ্টি-বৃদ্ধিতে দেবগুরু বৃহস্পতি-সহ প্রভুকে তুলনা ও

প্রভুর অদ্বিতীয়-পাণ্ডিত্য-প্রশংসা—

মুর্তিমন্ত তুমি বৃহস্পতি-অবতার।

তোমার সদৃশ অধ্যাপক নাহি আর ॥ ৭৪ ॥

আদৌ অজরুষ্টি-বৃদ্ধিতে প্রভুকে বৃহস্পতি-নামক জীব-সম
জ্ঞান করিয়া পরে বিশ্বরুষ্টি-বৃদ্ধিতে তাঁহাকে বাক্-

বৃহতীর পতি বা ঈশ্বর-জ্ঞান—

বৃহস্পতি-দৃষ্টান্ত তোমার যোগ্য নয়।

ঈশ্বরের অংশ তুমি,—হেন মনে লয় ॥ ৭৫ ॥

অদ্বিতীয় পাণ্ডিত্যার্থ্য একমাত্র ঈশ্বরেই সম্ভব বলিয়া

প্রভুর ভগবত্তানুমান—

অন্যথা ঈশ্বর বিমে এমত পাণ্ডিত্য।

অন্তের না হয় কভু,—লয় চিন্ত-বিস্ত ॥ ৭৬ ॥

অধ্যাপন-মুখে প্রভুর নিকট বিজ্ঞা-দানার্থ সকলের প্রার্থনা—

এবে এক নিবেদন করিয়ে তোমাতে।

বিজ্ঞা দান কর' কিছু আমা'সবাকারে ॥ ৭৭ ॥

অধ্যাপক-সম্প্রদায়ে সর্বত্র প্রভু-কৃত কলাপ-ব্যাকরণের

টিপ্পনীর আদর—

উদ্দেশে আমরা সবে তোমার টিপ্পনী।

লই' পড়ি পড়াই শুনহ, বিজ্ঞমণি! ৭৮ ॥

সকল কই ছাত্রস্বানে অধ্যাপনার প্রভুর নিকট প্রার্থনা—

সাক্ষাতেও শিষ্য কর' আমা'সবাকারে।

থাকুক তোমার কীৰ্ত্তি সকল-সংসারে ॥ ৭৯ ॥

ও ‘রাঢ়’, বর্তমান পূর্ববঙ্গ ‘বঙ্গদেশ’ এবং উৎকল-প্রান্ত
দক্ষিণবঙ্গ ‘সমতট’ ও ‘তাম্রলিপ্ত’-নামে অভিহিত হইত।
সংস্কৃতভাষার লিখিত গ্রন্থসমূহেও পূর্ব ও মধ্যবঙ্গই বঙ্গদেশ-
নামে উল্লিখিত আছে। দিল্লীর মুঘল-সম্রাট আকবরের
প্রধান অমাত্য আবুলফজল তৎকৃত ‘আইন-ই-আকবরী’-
নামক ইতিহাসে লিখিয়াছেন যে, বঙ্গের পূর্বতন হিন্দুরাজগণ
তৎকাল নিম্নভূমিতে মৃত্তিকার বাঁধ বা ‘আল’ দিয়া ঘিরিয়া
রাখিতেন বলিয়া ‘বঙ্গাল’ (আল-মুক্ত বঙ্গ)-নামের উৎপত্তি
হইয়াছে ॥ ৪৯ ॥

পূর্বগোড় বঙ্গদেশে অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে যাইবার কালে প্রভু
শচীমাতাকে বলিলেন,—‘মাতঃ, আমি তোমার ও তোমার
গৃহের স্নেহোপকরণ-সংগ্রহের জন্য গৃহ ছাড়িয়া কিছুদিন
অজ্ঞান গমন করিব।’ আর, পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীকে বলি-
লেন,—‘তুমি আমার অমুপস্থিতকালে আমার মাতার সেবা
শুশ্রূষা করিয়া স্ব-দুর্গ পালন করিবে।’ বিদেশে অভিযান

কালে পত্নী লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীকে মাতৃসেবার অধিকার দিয়া
মাতার উল্লাস-বর্দ্ধনের জন্যই প্রভু পূর্বদেশে যাত্রা করিলেন ॥

গোড়পুর হইতে পূর্ব-গোড়-বঙ্গদেশে প্রভু একাকী
গমন করেন নাই। অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাইপণ্ডিতের
সহিত গোড়পুর-নবদীপ-মায়াপুর-বাসী অনেকগুলি প্রিয়-
ছাত্রও পূর্ববঙ্গে অমুগমন করিয়াছিলেন ॥ ৫২ ॥

গমন-পথে প্রভুর জগদাকর্ষক রূপ দেখিয়া লোকে আর
অত্মদিকে দৃষ্টিপাত করিবার প্রয়োজন বোধ করে নাই।
প্রভুর অসমোক্ষ সৌন্দর্য্য ও গুণ-গ্রাম সকল দর্শককেই
মোহিত করিত ॥ ৫৩ ॥

পূর্ববঙ্গবাসিনী শ্রোতৃবয়স্ক মাতৃগণ গৌর-জ্ঞাননী শচী-
দেবীর দোভাগ্যের অজস্র প্রশংসা করিবার উপযুক্ত ভাষা
পাইতেন না। তাঁহারা বলিতেন যে, শচীদেবীর প্রভুকে
গর্ভে ধারণ সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। সেই শচীদেবীর অমুপ-
স্থিতিমাংশরূপে বৎসল-রসের উপাসিকাগণ প্রভুকে বাৎসল্য-

আখ্যাস প্রদানপূর্বক প্রভুর তৎপ্রদেশে কিয়দ্বিধ অবস্থান—

হাসি' প্রভু সবাপ্রতি করিয়া আখ্যাস ।

কতদিন বঙ্গদেশে করিয়া বিলাস ॥ ৮০ ॥

সঙ্কীর্ণন-প্রবর্তক প্রভুর অপ্রাকৃতপাদম্পর্প-জনিত গোভাগ্য-

বলে পূর্ববঙ্গে শ্রীগৌর-কীর্তন-রীতি—

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিহ সর্ব-বঙ্গদেশে ।

শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ণন করে শ্রী-পুরুষে ॥ ৮১ ॥

প্রদম্ভক্রেমে গ্রহরচনার সমকালে পূর্ববঙ্গে ভক্ত, ভক্তি ও

ভগবানের বিরুদ্ধে কতিপয় পাপিষ্ঠ অমুকরণকারীর

অহংগ্রহোপাসনায় অপকৃষ্ট বাউল-মত

প্রচারের দৃষ্টান্তোন্মেষ—

মণ্যে-মণ্যে মাত্র কত পাপীগণ গিয়া ।

লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥ ৮২ ॥

তুচ্ছ জড়েন্দ্রিয়-তর্পণার্থ ও শৃংগল-ভক্ষা কৃমিবিভ্ভ্রান্ত

দেহভার-পোষণার্থ শুদ্ধ কৃষ্ণ-কীর্তন-সেবা ত্যাগপূর্বক

অপ্রাকৃত মায়াজীত-তবে প্রাকৃত মায়িক-সাম্য-

বুদ্ধিরূপ পাষণ্ডিতা—

উদয়-ভরণ লাগি' পাপিষ্ঠসকলে ।

'রঘুনাথ' করি' আপনারে কেহ বলে ॥ ৮৩ ॥

ভরে দর্শন করিয়া সেবা করিবার প্রবৃত্তিবিশিষ্টা হইয়াছিলেন ॥

পূর্ববঙ্গবাসিনী সধবা নারীগণ গৌরপত্নী লক্ষ্মীদেবীর নারীজন্মের সাফল্যে ও গোভাগ্য উপলব্ধি করিয়া তাঁহার সহিত প্রভুর গৌরব-দাস্তে অভিযুক্তা হইয়াছিলেন । তাঁহারা কাল্পনিক গৌর-নাগরীগণের জায় "গৌর-ভোগী" হইবার জন্য নিজ-নিজ স্বরূপত নিতাবিভিন্নাংশে ভুলিয়া গিয়া জড়ের হয়ে লাম্পট্যকে 'গৌর-ভজন' বলিয়া স্থাপন করিতে যান নাই ॥ ৫৫ ॥

ব্যাখ্যা করেন,—প্রভুর অতুলরূপের জ্ঞতি কীর্তন করিয়াছিলেন ॥ ৫৬ ॥

প্রভু রূপা-পূর্বক স্বীয় দেব-হুমভ রূপ পূর্ববঙ্গে সকলের নিকট গোচরীভূত করিয়াছিলেন । মায়াদান্ত জনিত কাপটা পরিহার করিয়া প্রভুর অপ্রাকৃত বাস্তবরূপ-দর্শন যাহাদিগের ভাগ্যে ঘটয়াছিল, তাঁহারা আধ্যাত্মিক-দর্শন-প্রিয় প্রেয়ঃপঙ্খিণের জায় অমঙ্গল লাভ করেন নাই । প্রভুর

কোম পাপীগণ ছাড়ি' কৃষ্ণসঙ্কীর্ণন ।

আপনারে গাওয়ায় বলিয়া 'নারায়ণ' ॥ ৮৪ ॥

পরিবর্তনশীল ত্রিগুণাত্মক অনিষ্ঠ-দেহ-ভার-ধৃক পাষণ্ডি-

গণের আপনাদিগকে নিলজ্জভাবে নিতামায়াধীন

বিষ্করণে প্রচার—

দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা বাহার ।

কেন্ লাঞ্জে আপনারে গাওয়ায় সে ছার ॥ ৮৫ ॥

গ্রহরচনার সমকালে রাঢ়দেশে ও ভক্ত, ভক্তি ও ভগবদ-

বিষেই এক বিপ্রাধম বাউল ব্রহ্ম-

দৈত্যের স্থিতি—

রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে ।

অন্তরে রাক্ষস, বিপ্র-কাচ মাত্র কাচে ॥ ৮৬ ॥

শৃংগল-বান্ধুদেবের পুনরভিনয়—

সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় 'গোপাল' ।

অতএব তারে সব বলেম 'শিয়াল' ॥ ৮৭ ॥

পরমেশ্বর গৌরকৃষ্ণ বাতীত প্রাকৃত-জীব বা জড়ে ঈশ্বর-

বুদ্ধিকারীর নারকীয়—

শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে অন্তরে ঈশ্বর ।

যে অদম বলে, সেই ছার শোচ্যতর ॥ ৮৮ ॥

অহৈতুকী রূপাই বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত ইন্দ্রিয়জ্ঞান-দৃশ্য নর-নারীগণকে ভোগময়ী দৃষ্টি হইতে রক্ষা করিয়াছিল ॥ ৫৭ ॥

রাজর্ষি ভগীরথের স্তবে সম্ভূতা হইয়া মায়াজীর্ণ-তীর্থ-হরিষার হইতে অবতীর্ণ হইয়া জাহ্নবীদেবী সাগরে সঙ্গতা হইবার জন্য পূর্বাভিমুখিনী হইলেন । পথিমধ্যে আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-দৃশ্য জনৈক অমুর গৌরচরণ-প্রাপ্তি হইতে বঞ্চিত করিবার জন্য ভাগীরথী-বারাকে পদ্মাবতী-নদীর সহিত প্রবাহিত করাইলেন,—এরূপ কেহ কেহ বলিয়া থাকেন । ভাগীরথী তজ্জন্তু ছংখিতা হইয়া গৌর-নারায়ণের চরণ-সেবা করিবার নিমিত্ত শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরের নিকট আসিয়া প্রবাহিত হইলেন । এই মায়াপুরই উক্ত মায়াজীর্ণ-তীর্থ হরিষার । স্বয়ং ষড়ৈশ্বর্যপূর্ণ হইয়াও ভগবান্ গৌরহৃদয় বিবাহলীলাস্তে গৃহস্থ নর-লীলার অমুকরণে অর্থ-সংগ্রহ-লীলার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া বহুগ্রাম অতিক্রমপূর্বক ক্রমশঃ পদ্মাবতী-তটবর্তী প্রদেশে আসিয়া সমাগত হইলেন ॥ ৫৮ ॥

গৌরকৃষ্ণের সর্বসেব্য পরমেশ্বরত্ব-বিষয়ে গ্রন্থকারের

সনির্দেহ প্রতিজ্ঞা—

‘তুই বাছ তুলি’ এই বলি ‘সত্য’ করি’ ।

‘অনন্তজ্ঞানাত্মা—গৌরাক্রীহরি ॥ ৮৯ ॥

গৌর-নামাভাস ও গৌরভক্তের মহিমা—

যাঁর নাম-স্মরণেই সমস্ত বন্ধ-ক্ষয় ।

যাঁর দাস-স্মরণেও সর্বত্র বিজয় ॥ ৯০ ॥

সকল ভ্রুবকে হৃৎসঙ্গ ত্যাগ পূর্বক গৌর-ভক্তনার্থ

পতিতপাবন গ্রন্থকারের উপদেশ-দান—

সকল-ভুবনে, দেখ, যাঁর যশ গায় ।

বিপথ ছাড়িয়া ভজ হেন প্রভুর পাঁয় ॥ ৯১ ॥

পূর্ববঙ্গে প্রভুর বিজ্ঞা-বিশ্বাস-লীলা—

হেনমতে ক্রীতৈবকৃষ্ণাত্মা গৌরচন্দ্র ।

বিজ্ঞা-রসে করে প্রভু বজ্রদেশে রজ ॥ ৯২ ॥

গৌরহৃদয় স্নান করিবা-মাত্র সেই মুহূর্ত্ত হইতে পদ্মাবতী-
নদী সৌভাগ্যবতী ও লোক-পাবনী হইলেন । বিষ্ণুপাদ
হইতে গঙ্গার উদ্ভব তাঁহার লোক-পাবন ও পাপ-নাশনত্বের
জ্ঞাপক হইলেও পদ্মাবতী-নদীতে সেরূপ পতিতপাবনত্ব-ওণ
আরোপিত হইত না । কিন্তু যে-কালে পদ্মায় স্বয়ং প্রভু
সাক্ষাৎ অবগাহন ও স্নান করিলেন, প্রভুপাদস্পর্শে তদবধি
উহাতেও কলি-কলুষহারিণী গঙ্গার জায় নিখিল-লোক-
পাবনত্ব আরোপিত হইল ॥ ৬১ ॥

গাঙ্গতটুর্মি গোড়দেশ ও পদ্মাবতীর উভয়তটবর্তী
প্রদেশ-সমূহই পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ মিলিয়া একত্র সাধারণতঃ
বঙ্গদেশ-নামে প্রসিদ্ধ । সাধারণতঃ পদ্মাবতীর অপর পারকেই
‘পূর্বদেশ’ (পূর্ববঙ্গ) বলা হয় । কোন্ গ্রাম প্রভুর পদ-
ধূলি-কণা-লাভে ধাত্তাতিথ্য ও তীর্থীভূত হইয়াছিল, তাহা
গ্রন্থে উল্লিখিত নাই । কেহ কেহ বলেন,—উহা ফরিদপুর-
জেলায় অন্তর্গত ‘মগ্‌ডোবা’ গ্রাম ॥ ৬২-৬৭ ॥

উপায়ন-হস্তে,—হাতে উপহার বা উপঢৌকন লইয়া ॥ ৬৯ ॥

পরিহার,—দৈন্তোক্তি, কাকূতি-মিনতি, অহনয়-বিনয়,
‘সাদা-সাদি’ ॥ ৭০ ॥

প্রভুর একটুকালে পূর্ববঙ্গ হইতে অনেকেই পুত্রাদি
পোষ্য-বর্গের সহিত অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া তাত্‌কালিক সর্ব-
শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানশীল-কেন্দ্র নবদ্বীপে পাড়িতে বাইতেন । নিমাই-
পণ্ডিত অধ্যাপক-শিরোমণি বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । বিজ্ঞা-বি-
গণ তাঁহার নিকটেই অধ্যয়নার্থ অভিলাষ করিত, কিন্তু
অভিলাষ করিলেও যে-কোন কারণেই হউক, সকলের পক্ষে
সকল-সময়ে নবদ্বীপে গিয়া তাঁহার নিকট অধ্যয়ন ঘটনা
উঠিত না । সেই অধ্যাপক-শিরোমণি নিমাইপণ্ডিত আজ
বিজ্ঞা-বিগণের সৌভাগ্যক্রমে স্বয়ং পদ্মাবতী-নদীর তীরবর্তী-

প্রদেশে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নিজ-
নিজ মগ-সৌভাগ্যের প্রশংসা করিতে করিতে তাঁহাদের আর
নবদ্বীপে যাইতে হইল না বলিয়া বিবেচনা করিল ॥ ৭২-৭৩ ॥

প্রভু নিজ-পাণ্ডিত্যার্থ্যা-পভাবে অপর সকলেরই চিত্ত
আকর্ষণ করিতেন বলিয়া তাঁহার প্রভুর অতুলনীয় পাণ্ডিত্য-
প্রতিভাকে ঐশ্বরিক বলিয়া জ্ঞান ও বিচার করিয়াছিলেন ॥

উদ্দেশ্যে,—অসাক্ষাতে (তোমার অহুমোদন বা প্রীতি)
লক্ষ্য করিয়া ।

প্রভু কলাপ ব্যাকরণেব যে একটা টিপ্পনী রচনা করিয়া-
ছিলেন, তাহা অবলম্বন করিয়াই পদ্মাবতী-তীরবাসী পাণ্ডত-
গণ অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিতেন । এতদ্বারা জানা যায়
যে, পদ্মাবতী-তীরস্থ কতিপয় বিজ্ঞার্থী অধ্যাপক-শিরোমণি
নিমাইপণ্ডিতের নিকট অধ্যয়নকালে তাঁহার মুখাজ-বিগণিত-
টিপ্পনী প্রভৃতি সংগ্রহপুষ্টক স্ব-গ্রামে ফিরিয়া আসিয়া তত্রস্থ
অপর অধ্যাপকদিগকেও সেই টিপ্পনী প্রদান করিয়াছিলেন ।
বাহা হউক, অগ্রজ কোথাও গ্রন্থাকারে প্রভু-রচিত টিপ্পনীর
কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না ॥ ৭৮ ॥

শ্রীচৈতন্যভাগবত লিখিবার কাণে গ্রন্থকার অবগত
ছিলেন যে, প্রভুর অগ্রকটের পছন্দসর-পরেও পূর্ববঙ্গে
শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত কৃষ্ণ-সঙ্কীর্্তন অশ্রুষ্টি হইত । তাহাতে
জ্ঞী-পুরুষ-নির্মিলশেধে সকলেই যোগদান করিতেন ॥ ৮১ ॥

লোক নষ্ট করে,—গোষ্ঠের সর্ম্মনাশ করে অর্থাত্‌ তাহা-
দিগকে পরমার্থ হইতে বঞ্চিত করিয়া নরকে প্রেরণ কবে ।

লগুয়াইয়া,—‘লগুয়া’ (সংস্কৃত লা-ধাতু হইতে জাত)-
ধাতুর বিজ্ঞত্ব-রূপই ‘লগুয়ান’, পরামর্শ বা উৎসাহ দিয়া
লোককে নিপের মত্ব-বিষয়ে প্রচারকরণার্থ প্রবর্তিত বা
প্ররোচিত করাইয়া ।

পদ্মা-তটে প্রভুর বধ্যাপন ও ব্রমণ—
 মহা-বিদ্যাগোষ্ঠী প্রভু করিলেন বজ্জ।
 পদ্মাবতী দেখি' প্রভু বুলিলেন রজ্জ ॥ ১৩ ॥
 প্রভুর অধ্যাপিত অগণিত ছাত্রসংখ্যা—
 সহস্র সহস্র শিষ্য হইল তথাই।
 হেন নাহি জানি,—কে পড়য়ে কোন্ ঠাঞি ॥ ১৪ ॥
 অধ্যয়ন-নিমিত্ত বহু পূর্ববঙ্গবাসীর প্রভু-সমীপে আগমন—
 শুনি' সব বঙ্গদেশী আইসে ধাইয়া।
 'নিমাইপণ্ডিত-স্থানে পড়িবাও গিয়া' ॥ ১৫ ॥
 প্রভুর কৃপা-প্রসাদে অবিলম্বেই সকলের বিজ্ঞান বা
 শাস্ত্রে অধিকার-লাভ—
 হেন কৃপা দৃষ্টো প্রভু করেন ব্যাখ্যান।
 দুই মাসে সবাই হইল বিদ্যাবান ॥ ১৬ ॥
 অদ্যোতনাস্ত্রে উপাধিলাভে কৃতার্থ হইয়া অসংখ্য ছাত্রের
 গৃহে গমন ও অসংখ্য ছাত্রের আগমন—
 কত শতশত জন্ম পদবী লভিয়া।
 ঘরে যায়, আর কত আইসে শুনিয়া ॥ ১৭ ॥

ভক্তগণের কৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তনের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া কোন
 কোন পাপ-চিত্ত ব্যক্তি শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীৰ্তনের ব্যাঘাত জন্মায়,
 সরল-প্রকৃতি জনগণ ঐরূপ কীৰ্তন-কালে অবাস্তব-উদ্দেশ্য-
 বিমিষ্ট পাপিগণের সঙ্গে যোগ দান করিয়া প্রয়োজনলাভে
 বঞ্চিত হয়। নির্যন্তর ভাগবতগণ ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ,
 এই চতুর্বার্গের চুলনায় প্রতারিত না হইয়া কৃষ্ণকীৰ্তনের
 ফল লাভ করেন, কিন্তু ভোগ-পরাণ ব্যক্তিগণ কৃষ্ণকীৰ্তন-
 কারীর সজ্জায় কীৰ্তনকারিদম্পত্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া
 ত্রৈবর্গিক ফল-কামনা বা মোক্ষবাহারূপ বিষ প্রবেশ
 করাইয়া দিয়া কৃষ্ণ-কীৰ্তনের ফল কৃষ্ণ-প্রেমায় পরিবর্তে
 ভুক্তি বা মুক্তিকেই কৃষ্ণ-কীৰ্তনের ফল-রূপ উপলব্ধি করাই-
 বার সাহায্য করে। কখনও ~~কখনও~~ উল, কঠাভজা ও
 অতিবাড়ীদিগের মতাবলম্বনে পাপিষ্ঠগণ আপনাদিগকে ঈশ্বর
 অর্থাৎ বিষ্ণু বলিয়া প্রচার করাইয়া লোকের মতি-গতি
 বিপথগামী করায় ॥ ৮২ ॥

উদর ভরণ লাগি,—(হিন্দীভাষায়) 'পেটকা বাস্তে'।
 ভোগ-পরাণ পাপিষ্ঠগণ নিজের ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশে

পূর্ববঙ্গে গৌর-নারায়ণের বিজ্ঞা-বিলাস-লীলা—
 এইমতে বিজ্ঞা রসে বৈকুণ্ঠের পতি।
 বিজ্ঞা-রসে বঙ্গদেশে করিলেন স্থিতি ॥ ১৮ ॥
 ঈশ্বর-বিরহ-বিধুরা সতী-সাক্ষী ঈশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর
 মনোহুঃখে সৌনাবস্থা—
 এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী প্রভুর বিরহে।
 অন্তরে দুঃখিতা দেবী কারে নাহি কহে ॥ ১৯ ॥
 নিরন্তর ভগবজ্জননী স্বশ্রদেবীর শুভ্রাঘা ও পতি-বিরহে
 আহার-ভ্রাস—
 নিরবধি করে দেবী আইর সেবন।
 প্রভু গিয়াছেন হৈতে নাহিক ভোজন ॥ ২০ ॥
 ঈশ্বর-বিরহিণী সাক্ষী মহেশ্বরীর মনঃকষ্ট—
 নামে সে অন্নমাত্র পরিগ্রহ করে।
 ঈশ্বর-বিচ্ছেদে বড় দুঃখিতা অন্তরে ॥ ২১ ॥
 ঈশ্বর-বিরহে ঈশ্বরীর ক্রন্দন ও সর্বক্ষণ অধৈর্য্য—
 একেশ্বর সর্বরাত্রি করেন ক্রন্দন।
 চিত্তে আশ্রয় লক্ষ্মী না পায়েন কোন-ক্ষণ ॥ ২২ ॥

আপনাকে সেবা-ভগবান্ বলিয়া কল্পনা বা প্রচার করে এবং
 স্ব-স্ব ইন্দ্রিয়-তর্পণাগ্নির ইন্ধনরূপে ঋপরকেও চানিত করিয়া
 তাহার সর্বনাশ সাধন করে। ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের শুদ্ধ
 উপাসকগণ ভক্তিভরে তাঁহাকে প্রভু-জ্ঞানে সেবা করেন।
 পাপিষ্ঠগণ ঈশ্বরসজ্জায় আপনাদিগকে রাঘবরূপে প্রচারিত
 করিয়া স্ব-স্ব-কল্পিত সেবকাদির নিকট তহুচিত সেবা গ্রহণ
 পূর্বক জিহ্বা, উদর ও উপহৃদাদি ইন্দ্রিয়ের তর্পণ করিয়া
 বেড়ায় ॥ ৮৩ ॥

পাপিষ্ঠগণের অপরাধ অত্যন্ত প্রবল হইলেই তাহারা অহং
 গ্রহোপাসনা-মূলে গুরু-সজ্জায় সকল কল্যাণ-শুণৈকাকর,
 কৃষ্ণ-সঙ্কীৰ্তন বর্জন করিয়া তত্ত্ব-বিচারানতিজ্ঞ মূঢ়দম্পত্যকে
 নিজের কামনা-পূরণার্থ লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা সংগ্রহ করিতে
 শিক্ষা দেয় এবং আপনাকে 'নারায়ণ' অর্থাৎ 'ঈশ্বর' ভগবান্
 বা অবতার প্রভৃতি বলিয়া প্রচার করায় এবং সাধারণ মহা-
 প্রভু এবং তনু-পদ্ম-কোষিত অভিন্ন-কৃষ্ণ সমগ্র চিৎ ও
 অচিৎ জগৎসমূহের সর্বোত্তম আরাধ্য, পরমাকরুণাশ্রিত শঙ্ক-
 ব্রহ্ম শ্রীমহামন্ত্র,—এই উত্তর স্বরূপকেই নিজের হৃদয় জড়-

অমুকপ ভগবৎপাদ-দেবনপরায়ণা মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর
পতি-বিরহ-সহনে অসামর্থ্য-হেতু তচ্চরণান্তিকে গমনেচ্ছা—
ঈশ্বর-বিস্ফেদ লক্ষ্মী না পারে সহিতে ।
ইচ্ছা করিলেন প্রভুর সমীপে যাইতে ॥ ১০৩ ॥
মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব বা অন্তর্দ্বান—
নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ থুই' পৃথিবীতে ।
চলিলেন প্রভু-পাশে অতি অলঙ্কিতে ॥ ১০৪ ॥
ভগবৎগৌর-পাদসেবনেচ্ছায় গৌরচরণধ্যানরতা
মহেশ্বরী লক্ষ্মীদেবীর স্বধাম-বিজয়—
প্রভু-পাদপদ্ম লক্ষ্মী ধরিয়া হৃদয় ।
ধ্যানে গজাভীরে দেবী করিলা বিজয় ॥ ১০৫ ॥
একাকিনী শচীমাতার পাষণ-বিজ্ঞাপি ক্রন্দন—
এখানে শচীর দুঃখ না পারি কহিতে ।
কাষ্ঠ জবে আইর সে ক্রন্দন শুনিতে ॥ ১০৬ ॥

প্রতিষ্ঠাকামী সামান্য মর্ত্যজ্ঞানে, তদমুকরণে নিজ-নিজ
কৃমিবিদ্ধ ভ্রান্ত দেহ-গেহ দার-সম্পর্কিত জড় নাম বা শব্দের
গান করাইয়া থাকে । যদিও গুরুত্ব বস্তুতঃ কৃষ্ণেরই
প্রকাশ-বিশেষ, তথাপি তাহাকে আশ্রয়-জাতীয় প্রকাশ
বিবেচনা না করিয়া বিষ্ণু-জাতীয় রাধিকা-নাথ বা গুরুলক্ষ
মহামন্ত্রবিরোধী কৃত্রিম ছড়া-গায়ক বলিলে এবং ঈশ্বর' বলিয়া
নিজের জড় দেহকে জড়প্রতিষ্ঠা-কামনা-মূলে কীর্তন বা
প্রচার করাইলে, সেই গুরু-ত্ব বন্ধক ও বাক্ত ব্যক্তিগণ,
উভয়েই মহা-পাপ-ভারে নরকে প্রবেশ করে ॥ ৮৪ ॥

তিন অবস্থা,—স্থূল, স্থল ও কারণ; আশ্রয়, শ্রম ও
সুখশ্রুতি অথবা জুত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ,—এই প্রকৃতি
ও কালের কোভা দশাভয় ।

মুক্তিবাদী অহংগ্রহোপাদক গুরুসজ্জার আপনাকে
সেবা-বস্ত্র বলিয়া কল্পে স্থাপন করে, তাহা বুঝা যায় না ;
যেহেতু দেখা যায় যে, একই দিবসের মধ্যে স্থূল জীব
অস্থূল হয়, আবার অস্থূল হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায়
স্থূল লাভ করে, আবার স্থাবর লাভ করিবার পর
পুনরায় অবস্থায় লাভ করে । (অথবা মতান্তরে, একই
দিবসের মধ্যে ত্রিগুণ-বদ্ধ প্রকৃতিবস্ত্র জীব স্থূল, স্থল ও
কারণ, অথবা আগর, শ্রম ও সুখশ্রুতি, এই তিনটি ভিন্ন

শচীমাতার পুত্র ও পুত্রবধূ-বিরহ-দুঃখ-বর্ণনে অশক্ত
৬ গ্রন্থকারের দিগদর্শন—
সে-সকল দুঃখ-রস না পারি বর্ণিতে ।
অতএব কিছু কহিলাও সূত্রমতে ॥ ১০৭ ॥
প্রতিবেশী সজ্জনগণের শচীমাতাকে যথাসাধ্য সহায়তা—
সাদুগুণ শুনি' বড় হইল দুঃখিত ।
সবে আসি' কার্য্য করিলেন যথোচিত ॥ ১০৮ ॥
পূর্ববঙ্গোদ্ধারানন্তর প্রভুর নবদীপে স্বভবনে আগমনেচ্ছা—
ঈশ্বর থাকিয়া কতদিন বঙ্গদেশে ।
আসিতে হইল ইচ্ছা নিজ-গৃহবাसे ॥ ১০৯ ॥
প্রভুর নবদীপ-গমনেচ্ছা-শ্রবণে, পূর্ববঙ্গবাসিগণের
প্রভুকে যথাসাধ্য উপায়ন-প্রদান—
'তবে গৃহে প্রভু আসিবেন',—হেন শুনি' ।
যার যেন শক্তি, সবে দিলা ধন আনি' ॥ ১১০ ॥

দশা বা উপাধিরূপ প্রকৃতির ত্রিবিধ বিক্রমে অস্তিত্ব হইয়া
থাকে ।) তাদৃশ অবস্থায় প্রাপ্ত মায়া-বস্ত্র জীব নিতান্ত
লজ্জাহীন হইয়া কিপ্রকারে আপনাকে মায়াধীশ সেবা-
তরুণে প্রচার করিয়া বেড়ায় ? দিবসের মধ্যে তিনবার
বিভিন্ন পরিণামে বাহার বাধ্য হইবার যোগ্যতা বর্তমান,
সেই জীবতত্ত্বের পক্ষে ত্রিগুণাতীত তুরীয় মায়াধীশ ঈশ্বর-
অভিমান—নিতান্ত হস্তাপন্ন ॥ ৮৫ ॥

গঙ্গার পশ্চিম উপকূলকে 'রাষ্ট্রদেশ' বা 'রাঢ়দেশ' বলে ।
রাঢ়দেশে বিভিন্ন গ্রাম আছে, কিন্তু এখানে কোন গ্রামের
নামের উল্লেখ নাই ।

মরণের পর ব্রাহ্মণ প্রেত-যোনি লাভ করিলে, তাহাকে
'ব্রহ্মদৈত্য' বলে । সাধারণতঃ ব্রাহ্মণ স্ব-ধর্ম পালন করিয়া
উন্নত-লোক লাভ করেন ; কিন্তু যাহারা ব্রাহ্মণাচার-বর্জিত
হইয়া হৃদয়ে রত হয়, তাহাদের অপঘাত-মৃত্যু-কালে ব্রহ্ম-
দৈত্যরূপে পরিণতি-লাভ ঘটে । আবার, ব্রাহ্মণ-ত্ব (ব্রাহ্মণা-
তিমানী) বৈষ্ণব-নিষেক বিধেয় অপরাধীকে জীবমৃত
জ্ঞানে পাপ-যোনিতে অবস্থিত জানিয়া 'ব্রহ্মদৈত্য'-সংজ্ঞা
দেওয়া হয় । প্রকৃত শুদ্ধব্রাহ্মণ—সর্বতোভাবেই বৈষ্ণবতার
পক্ষপাতী ও অমুগত । বৈষ্ণব-বিষয়ী ব্রাহ্মণ-ত্ব জীব-
দশাতেই প্রেত-যোনি প্রাপ্ত হয় বলিয়া এখানে তাহাকে

নানাবিধ উপায়ন—

সুবর্ণ, রজত, জলপাত্র, দিব্যাসন ।

সুরঙ্গ-কমল, বহুপ্রকার বসন ॥ ১১১ ॥

সকলের হর্ষভরে উত্তম-সুব্যাদি-দ্বারা প্রভুকে সম্মান—

উত্তম পদার্থ যত ছিল যার ঘরে ।

সবেই সম্ভাষে আনি' দিলেন প্রভুরে ॥ ১১২ ॥

শ্রদ্ধাধান উপায়নবাত্তগণের প্রতি রূপা-পূর্বক প্রভুর

তৎসমুদয়-প্রতিগ্রহ—

প্রভুও সবার প্রতি রূপা-দৃষ্টি করি' ।

পরিগ্রহ করিলেন গৌরান্ন শ্রীহরি ॥ ১১৩ ॥

সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ-পূর্বক প্রভুর

শ্রবণে যাওয়া—

সম্ভাষে সবার স্থানে হইয়া বিদায় ।

মিজগৃহে চলিলেন শ্রীগৌরান্ন-রায় ॥ ১১৪ ॥

প্রভু-সঙ্গে বহুছাত্রের নবদ্বীপ-যাত্রা—

অনেক পড়ুয়া সব প্রভুর সহিতে ।

চলিলেন প্রভু-স্থানে তথাই পড়িতে ॥ ১১৫ ॥

সারগ্রাহী তপনমিশ্রের রত্নাঙ্ক—

হেনই সময়ে এক স্মৃতি ভ্রাজ্জণ ।

অতি-সারগ্রাহী, নাম—মিশ্র তপন ॥ ১১৬ ॥

‘ব্রহ্মদৈত্য’ বলা হইয়াছে । একরূপ চরিত্রের রাঢ়দেশবাসী কোন ব্রহ্মদৈত্য বাহিরে ব্রাহ্মণাচার প্রদর্শন করিয়া অস্ত্র-করণে বৈষ্ণব-বিষেয়-ফলে দেব-দেবী রাক্ষসরূপে পরিগণিত হইয়াছিল । বৈষ্ণব-বিষেয়রূপ রাক্ষসের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, ব্রাহ্মণকে ‘ব্রহ্ম-রাক্ষস’ বলা হয় । রাক্ষসগণ গো-দেব-বৈষ্ণবের তিসা-কাণ্ডে নিপুণ হইয়াও স্বীয় শৌক্য-বিপ্রভেদে অত্যাচারে ক্ষীত হয় । তাদৃশ অশ্রবে ব্রহ্ম-রাক্ষস-বৃত্তি-সম্পন্ন ব্যক্তির বাহিরে-ব্রাহ্মণ-সম্ভা-গ্রহণ ও ব্রাহ্মণাচার—লোক-নাশকর ক্রিয়াম কাপট্যমাত্র ॥ ৮৬ ॥

‘শিয়াল’ বা ‘শেয়াল’,—(সংস্কৃত ‘শৃগাল-শব্দ), বঙ্গদেশে সাধারণতঃ ভীত, অযোগ্যত পলায়ন-প্রবণ, চোর, ছট ও কটুভাষী ব্যক্তি ‘শৃগাল’ বা ‘শিয়াল’-সংজ্ঞায় অভিহিত হয় ।

রাঢ়দেশবাসী সেট পাণ্ডিত্য নারকী মায়াবাদী ব্রহ্ম-রাক্ষস, আপনাকে ‘গোপাল’ বলিয়া সকল-জগতের নিকট প্রচারিত করাইলেও সজ্জনগণ তাহাকে ‘গোপাল’ বলিবার পরিবর্তে ‘কৃত্তিক শৃগাল মায়াবাদী’ (‘মায়ীক্ষিকীমণীয়ানঃ শার্গালীঃ ষোনিমাপুংসঃ’) বলিয়াই অভিহিত করিত ।

মহাপ্রভুর অপ্রকটের শতদর্শন-কৃতকগুলি ‘গুরু-ভাগ্যী’ মূখ্য পাণ্ডিত্য ব্যক্তি যে আপনাদিগকে ‘ঈশ্বরবতার’ বলিয়া প্রচার করিয়াছিল, তন্মধ্যে শ্রীমদ্বিখনাথ চক্রবর্তী ঠাকুরের রচিত বলিয়া কথিত ‘গৌরগণ-চক্রিকা’ নামী পুস্তিকায় একরূপ লিখিত আছে,—‘চৈতন্যদেবে জগদীশ-বদ্বীন্ কেচিচ্ছনান্ বীক্ষ্য চ রাঢ়বঙ্গে । স্বস্তেঃপথং পরি-

বোধয়ন্তো ধ্বংসেৎপথং বাচরন্ বিমূঢ়াঃ ॥ তেষাং কশ্চিদ-
দ্বিজবান্দেবো গোপালদেবঃ পশুপাক্রোহহম্ । এবং হি
বিখ্যাপয়িতুং প্রলাপী শৃগাল-সংজ্ঞাং সমবাপ রাত্রে ॥ শ্রীবিষ্ণু-
দামো রঘুনন্দনোহং বৈকুণ্ঠধামঃ সমিতঃ কপীন্দ্রাঃ । ভক্তা
মনোতিচ্ছলনাপরাধাত্মকঃ কবীন্দ্রেতি (কপীন্দ্রেতি ?) সমা-
খ্যায়ৈষাঃ ॥ উদ্ধারার্থং ক্রিতিনিবসতাং শ্রীদনারায়ণোহং
সংপ্রাপ্তোহস্মি বজ্রবনভূবো মূর্দ্ধি চূড়াঃ নিধায় । মন্যং হৃদ্য-
ক্রিতি চ কথয়ন্ ব্রাহ্মণো মাধবাখ্যাপুড়াদারী স্থিতিজনগণৈঃ
কীর্ত্যতে বঙ্গদেশে ॥ কৃষ্ণগীতাং প্রকুর্বাণঃ কামুকঃ শূর-
যাজকঃ । দেবলোহসৌ পরিত্যক্তশ্চৈতনেনৈতি বিপ্রতঃ ॥
অতিভবাদ্যোহপ্যাজে পরিত্যক্তাস্ত বৈষ্ণবৈঃ । তেষাং সঙ্গো
ন কর্তব্যঃ সঙ্গাক্রোধো বিনশতি ॥ আপাণাদ্গাত্রসম্পর্শসি-
খাসাং সহ ভোজনায় । সঞ্চরন্তীহ পাপানি তৈলবিন্দুরিবা-
স্তমি ॥’ (ভক্তিরত্নাকরে ১৪শ তরঙ্গে—) ‘কেহ কহে,—
ওহে ভাই, বহির্শুগণ । হইয়া স্বতন্ত্র, ধর্ম্য করয়ে লজ্জন ॥
বহির্শুগণ-মধ্যে যে প্রধান, তারে । ‘রঘুনাথ’ সাজাইয়া
ভাঁড়ায় লোকেতে ॥ স্ব-মত রচিয়া সে পাণ্ডিত্য হুরাচার ।
কহয়ে ‘কবীন্দ্র’ বঙ্গদেশেতে প্রচার ॥ কেহ কহে,—দেখিলাম
মহা-পাণ্ডিগণ । আপনাকে গাওয়ায় ছাড়ি’ শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন ॥
কেহ কহে,—রাঢ়দেশে এক বিপ্রাধম । ‘মল্লিক’-খেয়াতি,
ছট নাহি তার সম ॥ সে পাণ্ডিত্য আপনারে ‘গোপাল’
কহায় । প্রকাশি’ রাক্ষস-মায়া লোকেতে ভাঁড়ায় ॥ * *
‘রাঢ়দেশে কাঁদয়া-নাগেতে গ্রাম হয় । তথায় শ্রীমঙ্গল জ্ঞান-
দানের আলয় ॥ তথায় কাঁদয় জয়গোপালের হিতি । বিজ্ঞা-

মায়া-সাধন-তত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সাক্ষাৎকারাভাব-নিবন্ধন

মিশ্রের সংশয়—

মায়া-সাধন-তত্ত্ব নিরূপিতে নাহে।

হেন জন নাহি তথা, জিজ্ঞাসিবে যারে ॥ ১১৭ ॥

হকারে তার জন্মিল হৃদয়িত ॥ ‘গুরু’—বিজ্ঞানীন, ইথে হয় অতিশয়। জিজ্ঞাসিলে ‘পরমগুরু’রে ‘গুরু’ কয় ॥। কু-বীরচন্দ্র প্রকারেতে ব্যক্ত কৈলা। লজ্জিল প্রসাদ, তক্রি তারে ত্যাগ দিলা ॥” এতৎপ্রসঙ্গে ষাপরযুগে কৃষ্ণ-ভূক্ত তদনুসরণকারী অহংগ্রহোপাসক কল্পযদোদ্যমপতি পৌণ্ড্র-ক-বাহুদেবের বধ-বৃত্তান্ত,—ভাঃ ১০ম দ্বঃ ৬৬ অঃ ও বৃষ্ণপুঃ ৫ম অঃ ৩৪ অঃ দ্রষ্টব্য; এবং করবীরপূর্বাদিপতি গাণ-বাহুদেবের বৃত্তান্ত,—হরিবংশে ৯৯-১০০ অঃ (অর্থাৎ ১৪৪-৪৫ অঃ) দ্রষ্টব্য।

মায়া-বশ অজ্ঞ পাষণ্ডি-জীবের আপনাকে ‘ঈশ্বর’, ‘বিষ্ণু’ ॥ ‘অবতার’ প্রভৃতি সংজ্ঞায় প্রচার-চেষ্টারূপ অহংগ্রহোপাসনার বিগর্হণ-সম্বন্ধে শ্রীজীব-গোপামি প্রভু (ভক্তিসন্দর্ভে ১৭৬ সংখ্যায়),—“তথাক্রমাহংগ্রহোপাসনা চ তদ্ব্যক্ততা,—পৌণ্ড্র-ক-বাহুদেবাদৌ যত্বেতিরিত্ত শুদ্ধভক্তৈরুপহাস্যত্যাং, ‘সা-লোক্যসাষ্টিসাক্ষ্য’ ইত্যাদিষু তৎকলম্বু ভেদতয়া নির্দেশাৎ। শুদ্ধস্তং শ্রীহনুমতা—‘কো মূঢ়ো দাসতাং প্রাপ্য প্রাভবঃ পদমিচ্ছতি?’ ইতি। তদেতৎ সর্কসমভিপ্রেতঃ নিকিঞ্চনাং ভক্তিমেষ তাদৃশভক্ত-প্রশংসা-স্বাধেয় সর্কৌর্কিমূপদিশতি (ভাঃ ১১২০।৩৪),—“ন কিঞ্চিং সাধনো দীরা ভক্তা হে কাস্তিনো যম। বাহুত্যাপি ময়া দন্তং কৈবল্যমপুনঃভবম্।” অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের অজ্ঞা-স্থানেও অহংগ্রহোপাসনা (মায়া বশ কর্মফল-বাধ্য যমদণ্ড) বন্ধ-জীবের ‘আমিই মায়াধীশ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, ভগবান্ বিষ্ণু বা তাঁহার অবতার’ এই বলিয়া অভিমান বা প্রচার) নিরতিশয় স্থগা-ভরে নিম্নিত হইয়াছে, লুটান্তে দেখা যায় যে ‘আমিই ভগবান্ বাহুদেব’—এইরূপ অভিমানী হইয়া পৌণ্ড্র-ক-বাহুদেব ভগবান্ কৃষ্ণের সমীপে স্বীয় দূত প্রেরণ করিলে তাহার দূতযুগে উহার চন্দ্র-চেষ্টা-বিষয়ক প্রলাপ-শ্রবণে উগ্রসেনাদি শুদ্ধভক্ত যাদবগণ উচ্চৈঃস্বরে উপহাস করিয়া উষ্ণিয়াছিলেন। কেন না, শাজে ইহা নির্দিষ্ট আছে,—“শুদ্ধভক্তগণকে ভগবান্ বিষ্ণু ‘সাষ্টি’,

নিত্য কৃষ্ণময় জপ-সম্বোধে কৃষ্ণনাম-কীর্তন ব্যতীত

৬

মনে অপ্রসন্নতা—

নিজ-ইষ্ট-মন্ত্র সদা জপে রাজি-দিনে।

সোয়াস্তি নাহিক চিন্তে সাধনাজ বিনে ॥ ১১৮ ॥

‘সালোক্য’, ‘সামীপ্য’, ‘সাক্ষ্য’ ও ‘সামুজ্য’—এই পঞ্চবিধ মুক্তির সমস্তই বা যে-কোন একটা মুক্তি দিতে গেলেও তাঁহার ভগবৎসেবা ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না। মন্ত্রভাগবত শ্রীহনুমান-জীও ইহাই বলিয়াছেন,—“এমন কোন মুঢ় আছে যে, সাক্ষাৎভগবদাক্ত লাভ করিয়াও সে নিজ প্রভু ভগবানের পদবীলাভের ইচ্ছা করে?” অতএব এইসকল অভিপ্রায় করিয়াই ভগবান্ নিকিঞ্চন-ভক্তগণের প্রাণসাপুর্ষক নিকিঞ্চনা অর্থাৎ নিকামা-ভক্তিকেই সর্বোচ্চ অভিধেয় বা সাধনরূপে এই শ্লোকে উপদেশ করিতেছেন,—‘হে উদ্ধব, আমার ঐকান্তিক ভক্ত বুদ্ধিমান্ সামুজ্ঞনগণ, আমি আত্যন্তিক ‘কৈবল্য’রূপ ‘সামুজ্য’-মুক্তি দিলেও, উহা গ্রহণ দূরে থাকুক, উহাতে অভিগাষ পর্য্যন্ত করেন না।’

যাহারা মায়া-বশ ক্ষুদ্রজীবাবধমকে মায়াধীশ ‘ঈশ্বর’ জ্ঞান করে, তাহার নিতান্ত অধম; তাহাদিগের শোচনীয় অধম-চরিত্রের আর তুলনা নাই। চতুর্দশ-ভূবন ও তদন্তীত পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ-গোলোক-ব্রহ্ম-নবদ্বীপপতি অভিন্ন-ব্রহ্মেণ-নন্দন শ্রীচৈতন্যচন্দ্রকে স্বয়ংরূপ অবতারী সাক্ষাৎভগবান্ বা পরমেশ্বর বলিয়া সঙ্কীর্ণিত ও সংস্কৃত হইতে দেখিয়া যে পাষণ্ডী জীবাবধম তদনুসরণে ঐরূপ মিথ্যা প্রতিযোগিতা করিতে যায়, তাহার হৃভাগ্যের আর পরিসীমা নাই। (শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রামৃতে ৩২ শ্লোকে—) ‘ক্রিয়াসক্তান্ যিগ্ দিগ্ বিকট-তপসো দিক্ চ যমিনঃ দিগন্ত ব্রহ্মাহং বদনপরিহৃষ্টান্ জড়-মতীন্। কিমেতান্ শোচামো বিষয়সমস্তাররপশূর কেয়াকি-ল্লেশোহপ্যহং মিলিতো গৌরমধুনঃ ॥’ অর্থাৎ নিত্য, নৈমিত্তিক বা কাম্যকর্মাদিতে আসক্ত কর্মজড়ভ্রষ্টগণকে দিক্, উৎকট তপস্বিগণকে দিক্, অষ্টাঙ্গ-যোগিগণকে দিক্, আর ‘অহং ব্রহ্মস্মি’ অর্থাৎ আমিই ‘ব্রহ্ম’ ‘ঈশ্বর’ বা ‘অবতার’ এইরূপ বাক্যের উচ্চারণ বা প্রচারক জড়াসক্তবুদ্ধি প্রসূতবদন অহংগ্রহোপাসকগণকেও দিক্ ॥ এইসকল ভগবদ্বিষ্ণু-সেবা-সম্বন্ধ-হীন বিষয়রসভোগ-প্রমত্ত নরপশুগণের নিমিত্ত

একদিন নিশান্তে বপ্ন-দর্শন—

ভাবিতে চিন্তিতে একদিন রাত্রি-শেষে ।

অশ্রুপূর্ণ দেখিলা বিজ মিজ-ভাগ্যবশে ॥ ১১৯ ॥

আর কি-ই বা শোক করিব? হায়, হায়, ইহাদিগের মধ্যে কাহারও ভাগ্যে গৌরপাদপদ্মধুব লেশ(বিন্দু)মাত্রও লাভ হয় নাই ॥ ৮৮ ॥

অধুনা নারায়ণ-সম্প্রদায়ের কতিপয় ব্যক্তি মায়-বশ রিপুদাস সামান্য ইতর-মুখ্যকে কৃষ্ণাবতার, রামাবতার, গৌরান্ধবাবতার, ধোপালাবতার, কঙ্কি-অবতার, নিতাই-গৌর-মণিত-অবতার, জগদগুরু, বিশ্বগুরু, যুগাবতার, মহা-মহা-প্রভু, সাক্ষীহার হুঙ্করি-বশে যে অপরাধের আবাহন করিয়া ছেন, তৎফলে শ্রোতৃপথ অর্থাৎ অবরোহ বা বিষ্ণুর অবতার-বাদের বিরোধী কুতর্কপথপ্রাপ্ত হেতুবাদী তথা-কথিত অবতার-পুস্তকগণ জীবিতোত্তরকালে ঈশ্বরস্বভাবের পরিবর্তে শৃগাল-ঘোনি লাভ করিবেন (আত্মকীমবদীয়ানঃ শার্গালীং ঘোনিমাশ্রুয়াং ॥ —মহাভাঃ শাস্তিপর্বোক্তং মোক্ষ-ধর্মপর্কে ১৮০ অঃ ৪৮-৫০ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৮৭-৮৮ ॥

ভগবত্তত্ত্বগণ বিভূচৈতন্য শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের পরমেশ্বর স্ব-সন্দর্শন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার মহিমা প্রচার করেন। সত্যনিষ্ঠ গ্রন্থকার অতি-উচ্চৈঃস্বরে শ্রীগৌরহৃদয়ের অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-পতিত্ব গান করিতেছেন। ইহা সর্বদেশকালপাত্র-প্রসিদ্ধ এবং প্রত্যক্ষতঃ দৃষ্ট ও অমুভূত যে নিরপরাধে শ্রীচৈতন্যনামের স্মরণ-প্রভাবে বদ্ধজীবের সমস্ত হুঙ্কাসনা ক্ষয়-প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অজ্ঞাভিলাষ, কর্ম ও জ্ঞানে আবদ্ধ হইবার বুদ্ধি হইতে বদ্ধজীবের মুক্তিলাভ ঘটে, এমন কি, শ্রীচৈতন্য-দাসগণের অপ্রাকৃত, চিন্ময় পবিত্র চরিত্র ও জীবের স্বতিপথে উদ্ভিত হইলে সে বদ্ধযুক্ত হইয়া অগৎ উদ্ধার করিতে পারে। (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৬ষ্ঠ শ্লোক—) ‘দেবগণবন্দিত সমস্ত তত্ত্ব যাঁহার পাদপদ্মনিঃসৃত প্রেম... মত হইয়া ব্রহ্মাদি-দেবগণকে উপহাস করেন, ঐশ্বর্য্যসাপ্রাপ্ত বৈধ-ভক্তগণকেও বহু মানন করেন না এবং অহংগ্রহোপাসক ব্রহ্মজ্ঞানী ও অষ্টাঙ্গ-যোগীগণকে তাহাদের হুঙ্করি-জ্ঞান দিকার দিয়া থাকেন, সেই গৌরচন্দ্রকে প্রণাম করি ॥’ ৮৯-৯০ ॥

এতৎ প্রসঙ্গে (চৈতন্যচরিতামৃত ৯০ শ্লোক—) ‘হে সাধবঃ

জনৈক দেবতার আগমন ও মিশ্রকে গৃহ উজ্জি—

সম্মুখে আসিয়া এক দেব মুষ্টিমান্ ।

ব্রাহ্মণেরে কহে শুভ চরিত্র-আখ্যান ॥ ১২০ ॥

সকলমেব বিহায় দ্বাদ্ভাগোরাঙ্গচন্দ্রচরণে কুণ্ডলাহরাগম্ অর্থাৎ হে সাধুগণ, আপনারা (গৌরকৃষ্ণভক্তিবিবুদ্ধ আপনারদের মনঃকল্পিত সাধুত্ব বা ধর্ম্মাদি) সমস্তই দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্যচরণে অহরন্তর হউন’ এবং (৮৫ শ্লোক—) ‘কর্ম্মকাণ্ডে বৃথা অভিনিবেশ দূরে পরিহার কর; অহংগ্রহো-পাদনাদি অধ্যাত্ম-মার্গের কিকিছুমাত্রও তোমার কর্ণগোচরে কদাচ আসিতে দিও না, এবং অনিত্য সড় দেহ-পেং-দেশ-স্বজনাদিতে কখনও মোহপ্রাপ্ত হইও না, তাহা হইলেই তোমার পুরুষার্থশিরোমণি-লাভ হইবে’ ইত্যাদি শ্লোক আলোচ্য ॥ ৯১ ॥

নিমাইপণ্ডিত পূর্ব্ববঙ্গে পদ্মাবতী-নদীর তীরে দুইমাস কাল অবস্থান করিয়া তথায় ‘গঙ্গাব্যাছা’কে বিভ্রায় পারদর্শী করিয়া তুলিয়াছিলেন ॥ ৯৪-৯৬ ॥

প্রভুর সময়ে অধ্যাপকগণ স্ব-স্ব-ছাত্রদিগকে পদবী বা উপাধি প্রদান করিতেন। সেইসকল উপাধিধারা শাস্ত্র-বিশেষে উপাধিধারিণের পাণ্ডিত্যের অপিকার নির্ণীত হইত, অর্থাৎ বিদ্যাধ্যয়ন-সমাপনান্তে শাস্ত্রবিশেষের উপাধি-ধারাই ব্যক্তিবিশেষের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া বাইত ॥ ৯৭ ॥

যে-কালে নিমাই পূর্ব্ববঙ্গে বিদ্যাভিলাষ-রঙ্গ করিতে-ছিলেন, সেইসময়ে নবম্বীপে লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী স্বীয় আরাধ্য-দেবের বিরহে অত্যন্ত বিষাদগ্রস্তা হইয়া দিন অতিবাহিত করিয়াছিলেন,—কাহাকেও হৃদয়ের অভ্যন্তরস্থ অতি গোপ-নীয় গুণের কথা জানাইতেন না। তাঁহার আত্মগোপন কলাপে দেবা যাইত যে, তিনি কেবলমাত্র স্বীয় প্রভুর জননীদেবীর অর্থাৎ স্বজন্মাতার সেবা-কৃত্য ব্যতীত নিজ-দেহ-রক্ষার নিমিত্ত যৎকিঞ্চৎ বিকৃতপ্রসাদাদি পর্যাঙ্ক গ্রহণ করিতেন না। একাকিনী নির্জনে বসিয়া কেবল অশ্রু বিসর্জন করিতেন,—হৃদয়ে কোনরূপ সুখ লাভ করিতেন না। অবশেষে প্রাণাধিক প্রিয়পতি গৌরনারায়ণের বিরহে সতী-কুলশিরোমণি মহাপ্রসাদী শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়াদেবী এত অধীরা হইয়া উঠিলেন যে; অত্যন্ত উৎকণ্ঠা-বশে তিনি পতিসেবার উদ্দেশে

চিন্তাগ্রস্ত মিশ্রকে বৈধব্যধারণার্থ উপদেশ—

“শুন, শুন, ওহে বিজ্ঞ পরম-সুধীর !

চিন্তা না করিহ আর, মন কর’ স্থির ॥ ১২১ ॥

প্রস্থান করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। নিজের প্রতিজ্ঞাতি দেহ অর্থাৎ ছায়া-শরীর এই পৃথিবীতে গাঙ্গতটোপকণ্ঠে সংরক্ষণ করিয়া মহালক্ষ্মী স্ব-বরূপে লোক-নয়ন হইতে অস্ত-হিত হইলেন। নিজারাধাপতি শ্রীগৌরনারায়ণের পাদপদ্ম-ধ্যানে সমাধি লাভ করিয়া সতীকুলনিরোমণি মহালক্ষ্মী লক্ষ্মী-প্রিয়াদেবী নিত্যকালের জন্য মহাপ্রয়াণ করিলেন ॥ ৯৯ ॥

(চৈঃ চঃ আদি ১৬প পঃ ২০-২১—) ‘এইমতে বঙ্গ প্রভু করে নানা লীলা। এথা নবদ্বীপে লক্ষ্মী বিরহে দুঃখী হৈলা ॥ প্রভুর বিরহ-সর্প লক্ষ্মীরে দংশিল। বিরহ-সর্প-বিষে তাঁর পরলোক হৈল ॥’

লক্ষ্মীদেবীর অন্তর্ধান ও প্রতিজ্ঞাতি-দেহ,—‘শ্রীলক্ষ্মী-প্রিয়া-দেবী সাক্ষাদ্ভগবান্ গৌর-নারায়ণের অন্তরঙ্গ পরা-বরূপ-শক্তি, মহালক্ষ্মী (গোঃ গঃ ৪৫ শ্লোকে—) শ্রীজানকী-কল্পিণী চ লক্ষ্মী নাম্নী চ তৎসুতা। চৈতন্যচরিতে ব্যক্ত। লক্ষ্মী-নাম্নী চ সা বধা ॥ সংস্কৃত চৈতন্যচরিতামৃত-মহাকাব্যে (৩য় পঃ ৭ ও ১৩ শ্লোকে) “লক্ষ্মীরননৈব কৃতাংবতারা” ও “মূর্ত্তেব লক্ষ্মীঃ ক্ষিত্তিঃ গোহবতীর্ণা।” শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে মহালক্ষ্মী শ্রীকৃষ্ণমহিষী ও ব্রজগোপীগণের তববর্ণন-প্রসঙ্গে শ্রীজীবপ্রভূপাদ—“দ্বিতীয়ে ভগবৎ-সন্দর্ভে খলু পরমতেন শ্রীভগবন্তঃ নিরূপ্য তত্ত্ব শক্তি-বদী নিরূপিতা। তত্র প্রথমা শ্রীভৈক্ষবান্ধা শ্রীভগবৎপাত্মা তদীয়স্বরূপভূতা,—যন্মযোব খলু তত্ত্ব সা ভগবত্যা; দ্বিতীয়া চাখ তেষাং জগৎরূপেক্ষণীয়া মায়া-লক্ষণা,—যন্মযোব খলু তত্ত্ব সা জগত্যা। তত্র পূর্ব্বস্তাঃ শক্তৌ শক্তিমতি ভগবচ্ছ-বলক্ষ্মীশকঃ প্রযুক্ত্য ইত্যপি দ্বিতীয়ে এব দর্শিতম্। * * তত্র ষোড়শোপনি পুৰ্য্যোঃ শ্রীমহিষ্যাখ্যা জ্ঞেয়া। মথুরায়ামপ্যপ্রকট-লীলায়াং শ্রুতৌ কল্পিণ্যাঃ প্রসিদ্ধেরন্যাসামূলকগাৎ। শ্রী-মহিষীগাং তদীয়-স্বরূপশক্তিবঃ * * স্বরূপভূতঃ “ফুটমেব দর্শিতম্। তদেবং ভাসাং স্বরূপশক্তিবঃ লক্ষ্মীং সিদ্ধ্যতোব। * * ইখং শ্রীপট্টমহিষীয়াং তৎস্বরূপশক্তিবঃ কৈমুতোনৈব সিদ্ধ্যতি। * * তথা (ভাঃ ১০।৬০।১—) ‘তাং রূপিণীং শ্রিয়ম্’ ইত্যাদৌ “মা লীলায়াং বৃত্তভনোরহরূপরাণা” ইতি,—

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব-লাভার্থ প্রভু-সমীপে গমনার্থ আদেশ—

নিমাইপুণ্ডিত-পাশ করহ গমন।

তৈহো কহিবেন ভোমা’ সাধ্য-সাধন ॥ ১২২ ॥

স্পষ্টম্। অঃঃঃঃঃ ভগবতোহিমুরূপত্বেন স্বয়ং লক্ষ্মীং সিদ্ধ-মেব। * * ততশ্চ বৈকুণ্ঠ-প্রসিদ্ধায়া লক্ষ্ম্যা অন্তর্ভাবান্ধা-দেবৈব লক্ষ্মীঃ সর্গতঃ পরিপূর্ণতার্থঃ। * * তন্মাহু-শক্তি-মতোরভ্যন্তরভাবাদেবোপমানোপমেয়ভাবাতেন সাধুপ্রা-ভাব ইতি ভাবঃ। (ভাঃ ১০।৬০।৪৪—‘আত্মনু রতন্ত ময়ি চানতিরিক্ত-দৃষ্টেঃ’ ইতি কল্পিণী-বাক্যে)—নবদ্বীপে তত্ত্ব মম কথং বয়ি রতন্তজাহ,—অনতি-রিক্তদৃষ্টেঃ—শক্তিমত্যাখ্যানি শক্তৌ চ ময়ানতিরিক্তা পৃথগ্ভাবশূতা দৃষ্টিগত শক্তি-শক্তি-মতোরপৃথগ্ভাবাদ্ ষোড়শোপনি মিত্যে বিশিষ্টতৈরীবাংগমাদ্ বা যুক্ত্যতে এব ময়পি রতিরিত্তি ভাবঃ।” অর্থঃ

দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে শ্রীভগবানকে পরম-তবরূপে নিরূপণ করিয়া তাঁহার দুইটা শক্তি নিরূপিতা হইয়াছে। তন্মধ্যে, প্রথমটা—শ্রীভৈক্ষবগণের নিকট সাক্ষাৎ শ্রীভগবৎ-তুল্যা উপাসনার যোগ্যা তদীয় (অর্থাৎ ভগবৎস্বকিনী) স্বরূপভূতা শক্তি; ভগবানের সাক্ষাদ্ভগবত্যাও এই স্বরূপ-শক্তিময়ী। দ্বিতীয়টা—শ্রীভৈক্ষবগণের নিকট ভগবতের ভ্রাতৃ উপেক্ষার যোগ্যা মায়া-লক্ষণা; ভগবানের শক্তি-পরিণত জগদ্রূপতাও এই বহিরঙ্গা-মায়া-শক্তিময়ী। এই শক্তি-বয়ের মধ্যে শক্তিমদ্বয়ত্বে যেমন ‘ভগবৎ-শব্দ প্রযুক্ত হয়, তদ্রূপ প্রথমা স্বরূপশক্তিতেও ‘লক্ষ্মী’-শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে,—ইহাও দ্বিতীয় (ভগবৎ) সন্দর্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। পুরী-ষয়ে (মথুরায় ও ষাড়কায়) সেই স্বরূপশক্তিরই ‘শ্রীমহিষী’-সংজ্ঞা। তাপনীগ্রন্থতি প্রতিতে অপ্রকট-লীলায় মথুরায় শ্রীকল্পিণীর নিত্যাদিষ্টান প্রসিদ্ধ বলিয়া তদুপলক্ষে অন্তান্ত মহিষীগণেরও অধিষ্ঠান জানা যায়। শ্রীমহিষীগণের তদীয় ভগবৎস্বরূপশক্তিবঃ অর্থাৎ স্বরূপভূতঃ স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে; সুতরাং তাঁহাদের স্বরূপশক্তিবঃ লক্ষ্মীং নিশ্চিত-রূপে সিদ্ধ হইতেছে। * * এইরূপে শ্রীপট্টমহিষীগণের তদীয় স্বরূপশক্তিবঃ স্বতঃই সিদ্ধ হইতেছে। * * ভাগবতে অন্তর্ভুক্ত (১০।৬০।১ শ্লোকেও) শ্রীশুকদেবের একরূপ বাক্য-বর্তমান; বধা—“লীলাক্রমে বিগ্রহধারী শ্রীকৃষ্ণের অমুরূপ-

সাক্ষাৎ নারায়ণ গোরাবতার-তত্ত্ব-বর্ণন; জগৎস্বাক্ষারার্থ

তাঁহার নরগীণা—

মনুষ্য মনেন তেঁহো—মর-নারায়ণ ।

নর-রূপে লীলা তাঁর জগৎ-কারণ ॥ ১২৩ ॥

বেদ-নিগূঢ় গুহ্যকথা-প্রকাশে নিষেধাজ্ঞা—

বেদ-গোপ্য এ-সকল না কহিবে কারে ।

কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে ॥ ১২৪ ॥

রূপ-ধারিণী স্তম্ভিমতী লক্ষ্মীস্বরূপিণী রুক্মিণীদেবীকে” ইত্যাদি । এই শ্লোকের অর্থ স্পষ্টই । অতএব স্বয়ং ভগবানের অমুরূপ-রূপা বলিয়া রুক্মিণীদেবীর স্বয়ংলক্ষ্মীত্ব নিশ্চিতরূপে সিদ্ধ হইতেছে । সুতরাং বৈকুণ্ঠেশ্বরীরূপে প্রসিদ্ধা লক্ষ্মীরও অন্ত-ভাবধারণ (অর্থাৎ ঐ লক্ষ্মীও ইহাতে অন্তর্ভুক্ত) বলিয়া এই মহালক্ষ্মী রুক্মিণী—সর্বভাবেই পরিপূর্ণা । * * সেই-কারণে পরা বা স্বরূপশক্তি ও শক্তিমানের অত্যন্ত তেদাভাব (অর্থাৎ অভেদ)-নিবন্ধন উভয়ের পরস্পরের মধ্যে উপমান ও উপমেয়-সম্বন্ধ থাকিতে পারে না ; সুতরাং পরস্পরের মধ্যে (বাস্তব-বস্তু ও ছায়া অথবা বিষ ও প্রতিবিম্ববৎ বস্তুগত পার্থক্য-জনিত) সাদৃশ্যের অভাব অর্থাৎ অভেদ বা ঐক্যই বর্তমান । * * এইরূপ ভাগবতে অত্রতঃ (১০।৩০।৪৪ শ্লোকেও) স্বয়ং রুক্মিণীদেবীর উক্তি দেখা যায় ; যথা—“আপনি—আত্মারাম, আমাতে অনতিরিক্ত(অভিন্ন)-দৃষ্টি-সম্পন্ন এতাদৃশ আপনার চরণে আমার অমুরাগ হউক ।” (এই বাক্যে রুক্মিণী কৃষ্ণের আশঙ্কা বা আপত্তি নিরাস করিতেছেন,—) ‘যদি আপনি বলেন,—আমি স্বয়ংই আত্মারাম, তোমার প্রতি আমার রতি কিরূপে সম্ভবে ?’ তদন্তরে বলিতেছি, আপনি—‘অনতিরিক্ত-দৃষ্টি’ অর্থাৎ শক্তিমান আপনি স্বয়ংই আপনার প্রতি এবং স্বরূপশক্তিরূপা আমার প্রতি পূর্ণগৃহাব-রহিত-দৃষ্টি-সম্পন্ন ; ভাবার্ণ এই যে, স্বরূপ-শক্তি ও শক্তিমবস্তু, উভয়েই অপ- (অভিন্ন) বস্তু বলিয়া ; অর্থাৎ বস্তুত্বে অভিন্ন বলিয়া, অথবা, উভয়কে পরস্পর বিষয় ও আশ্রয়-ভেদে বিশিষ্টরূপেই জানা যায় বলিয়া আমাতে আত্মারাম আপনার রতি সম্ভবই বটে ।’

(বিষ্ণুপুঃ ১ম অঃ ৮ম অঃ ১৫—) “নিতৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী । যথা সর্গগতো বিষ্ণুতথৈবেয়ং দ্বিজো-

দেবতার তিরোভাব, মিশ্রের জাগরণ ও স্বপ্নদর্শন-কালে

সহর্ষে ক্রন্দন—

অস্তর্জান হৈলা দেব, ত্রাজ্ঞ জাগিলা ।

স্বপ্নপ্ন দেখিয়া বিপ্র কান্দিতে লাগিলা ॥ ১২৫ ॥

স্বদোভাগ্যানন্দে প্রভুকে স্বরণপূর্বক প্রভুসহ মিলনার্থ প্রস্থান—

‘অহো ভাগ্য’ মানি’ পুনঃ চেতন পাইয়া ।

সেইক্ষণে চলিলেন প্রভু ধৈর্যইয়া ॥ ১২৬ ॥

স্তম্ভ ॥” অর্থাৎ ‘হে দ্বিজোত্তম, ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপশক্তি ‘শ্রী’—অবিনশ্বরী, নিত্য্য এবং জগন্মাতা (নিখিল আশ্রয়-কোটি-জগতের প্রস্থতি বা মূল আকর-স্বরূপা) । ভগবান্ বিষ্ণু যেমন সর্গগত, তাঁহার এই স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মীও তজ্জপা । (ঐ ১ম অঃ ৯ম অঃ ১৪০—) “দেবত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী । বিষ্ণোর্দেহাহরুণাং বৈ করোতোষা-অনন্তম্ ॥” অর্থাৎ ‘ভগবান্ বিষ্ণুর এই স্বরূপশক্তি শ্রীও ভগবন্তীলার সহায়কারিণীরূপে ভগবন্তমুর অমুরূপ নিজ-তম্ভ প্রকট করিয়া থাকেন,—কখনও বিষ্ণুর দেবরূপ-ধারণের সঙ্গে দেব-দেহা দেবী, কখনও বা বিষ্ণুর মানবরূপ-ধারণের সঙ্গে মানব-দেহা মানবীরূপে লীলা প্রকট করেন ।’

ত্রঃ যুঃ ২।৩।১০এর শ্রীমধ্ব-ভাষ্য-দ্বিত ‘ভাগবত-তন্ত্র’-বচন,—“শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন বিভেদঃ কথঞ্চন । অবি-ভিন্নাপি স্বেচ্ছাদি-ভেদৈরপি বিভাব্যতে ॥” বিষ্ণুসংহিতা-বাক্যও—“শক্তি-শক্তিমতোশ্চাপি ন ভেদঃ কশ্চিদ্ব্যতে” ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যে শক্তিমান্ বিষ্ণু ও তদীয় স্বরূপশক্তির অভেদত্ব জানা যায় ।

বহিরঙ্গা-মায়া বা প্রকৃতি—এই স্বরূপশক্তি লক্ষ্মীরই অপালিতা ছায়া-রূপিণী । (ভাঃ ১।৭।২৩ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি অর্জুনের উক্তি—) “মায়াং বৃন্দন্ত চিচ্ছক্ত্যা কৈবল্যে হিত আত্মনি” অর্থাৎ ভগবান্ এই চিন্ময়ী স্বরূপশক্তি-দ্বারা মায়াকে অভিভূত করিয়া নিত্যোক্ত স্ব-স্বরূপে অবস্থিত । সুতরাং প্রাকৃত বা মায়িক রজঃ, সত্ত্ব ও তমো-গুণত্রয়ের ত্রিবিধ-বিকার সৃষ্টি (জন্ম), হিতি ও নাশ (ধ্বংস) প্রভৃতি ব্যাপার ভগবান্ বিষ্ণু, তদীয় স্বরূপ-শক্তি ও তজ্জপবৈভব-ধাম-পরিকরদিগকে কখনও আক্রমণ করিতে পারে না,—ইহাদের মায়া-বশীভূত কর্মফলবাধ্য-জীবের দ্বার দেহ-দেহি-

পদ্মা-তটে শিষ্য-বেষ্টিত প্রভু-সমীপে আগমন, প্রণাম ও
করযোড়ে দণ্ডায়মান—

বসিয়া আছেন যথা ত্রীগৌরসুন্দর।

নিশ্চয়গণ-সহিত পরম-মনোহর ॥ ১২৭ ॥

আসিয়া পড়িলা বিপ্র প্রভুর চরণে।

ঘোড়-হস্তে দাণ্ডাইলা সবার সদনে ॥ ১২৮ ॥

দ্বীয় উদ্ধারসাধনার্থ প্রভুসমীপে সন্নিহিত কাঙ্ক্ষিত ও
কৃপা-ভিক্ষা—

বিপ্র ব'লে,—“আমি অতি দীন-দীন জন।

কৃপা-কৃষ্টে কর' মোর সংসার মোচন ॥ ১২৯ ॥

সর্বজীবের নিত্যপালনীয় একমাত্র সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে নিজ-
অনভিজ্ঞতা-জ্ঞাপন ও তদ্বর্ণনার্থ প্রভুসমীপে প্রার্থনা—

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি।

কৃপা করি' আমা'প্রতি কহিবা আপনি ॥ ১৩০ ॥

ভেদ নাই; ইহারা সকলেই অপ্রাকৃত, মায়াতীত, নিশ্চরণ,
তুরীয় ও নিত্যশুদ্ধ চিন্ময়।

শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ সংখ্যায় উদ্ধৃত “ঐগৃহে পৌরুষং রূপং”
(ভাঃ ১।৩।১) শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্য্যপাদকৃত ভাগবততাত্ত্ব্যপৰ্য্য-
বাক্য, “তথা হি তদ্ব্যভাগবতে,—অগৃহস্থ্যস্বভাভেতি কৃষ্ণ-
রামাদিকং তদ্ব্যম্। পঠ্যতে ভগবানীশো মূঢ়বুদ্ধিব্যাপেক্ষয়া ॥

* * * ন তত্ত্ব প্রাকৃত্য মূর্ত্তিমর্মান্বয়মোহস্থিসম্ভবা। ন
যোগিষ্মাদীশ্বরস্বাং সত্যরূপোহচ্যুতো বিভূঃ ॥—ইতি বারাহে।
সর্বের নিত্য্যঃ শাস্ত্যশ্চ দেহান্তস্ত পরায়নঃ। হানোপাদান-
রহিতা নৈব প্রকৃতিজাঃ কচিৎ ॥ পরমানন্দসন্দোহা জ্ঞান-
মাত্রাশ্চ সর্বশঃ। সর্বের সর্বশূন্যৈঃ পূর্ণাঃ সর্বের ভেদবিবজ্জিতাঃ।
অন্যনান্যিক্যশ্চৈব শূন্যৈঃ সর্বৈশ্চ সর্বতঃ ॥ দেহিদেহভিদা
চৈব নেশ্বরে বিভূতে কচিৎ। তৎস্বীকারাদিশব্দস্ত হস্তস্বীকার-
বৎ স্বতঃ ॥ কেবলৈশ্বর্য্যসংযোগাদীশ্বরঃ প্রকৃতেঃ পরঃ। জাতো
গতশ্চিদং রূপং তদিত্যাদি বিবাক্যতে ॥—ইতি মহাবারাহে।

* * * তথা চ কোর্মে,—অস্থলশ্চানুশ্চৈব স্থলানুশ্চৈব
সর্বতঃ। ঐশ্বর্য্যযোগাদন্তগবান্ বিকল্পার্থোহভিধীয়তে। তথাপি
দোষাঃ পরমে নৈবাহার্য্যাঃ কথঞ্চন। শুণা বিকল্পা অপি তু
সমাহার্যাশ্চ সর্বতঃ ॥ বিকল্পশ্রোত্বরে চ,—শুণাঃ সর্বেরূপি
যুক্তান্তে স্বৈশ্বর্য্যাং পুরুষোত্তমে। দোষাঃ কথঞ্চিন্নৈবাত

বিষয়-স্বথে অনিচ্ছা ও চিন্তের অপ্রসাদ-হেতু চিন্তাপ্রসাদ-
লাভার্থ প্রার্থনা—

বিষয়াদি-স্বথ মোর চিন্তে নাহি ভায়।

কিসে জুড়াইবে প্রাণ, কহ দয়াময়! ॥ ১৩১ ॥

প্রভুকর্ত্ত্বক মিশ্রের কৃষ্ণভজনেচ্ছা-মূলক সৌভাগ্য-প্রশংসা—

প্রভু ব'লে,—“বিপ্র, তোমার ভাগ্যের কি কথা।

কৃষ্ণভজনারে চাহ, সেই সে সর্বধা ॥ ১৩২ ॥

প্রতিগুণে অবতীর্ণ হইয়া ভগবানের স্ব-ভজনরূপ

যুগধর্ম্ম-প্রচার—

ঐশ্বর-ভজন অতি দুর্গম অপার।

যুগধর্ম্ম স্থাপিয়াছে করি' পরচার ॥ ১৩৩ ॥

ভগবানের চতুর্গুণে চতুর্বিধ ভগবত্ভজনরূপ যুগধর্ম্ম-সংস্থাপন—

চারি-যুগে চারি-ধর্ম্ম রাখি' ক্ষিতিলে।

অধর্ম্ম স্থাপিয়া প্রভু নিজ-স্থানে চলে ॥ ১৩৪ ॥

যুক্তান্তে পরমো হি সঃ ॥ গুণ-দোষৌ মায়ৈব কেচিদাহর-
পত্তিতাঃ। ন তত্র ময়া মায়াবী তদীয়ো ভৌ কুতো হতঃ ॥
তস্মান্ মায়য়া সর্বং সর্বমৈশ্বর্য্যাসম্ভবম্। অমায়ো হীশ্বরো
যস্মাৎ তস্মাৎ তং পরমং বিদুঃ ॥” অর্থাৎ

“তদ্ব্যভাগবত বলেন,—কৃষ্ণ ও রামাদি-অবতারে পরমেশ্বর
ভগবান্ দেহপরিগ্রহণে তাগ করিয়াছেন বলিয়া শাস্ত্রে
যে উক্তি পঠিত হয়, তাহা মূঢ়ন্যোকের বুদ্ধি অহুসারেই পঠিত
হয়। বরাহপুরাণ বলেন,—তাহার (ভগবানের) বা তাহার
স্বরূপশক্তির মাংস-মেদ-অস্থিজাত কোন প্রাকৃত-মূর্ত্তি নাই।
যোগিহনিবন্ধন অর্থাৎ যোগৈশ্বর্য্যলাভ-প্রভাবে যে তাহার
তাদৃশ অপ্রাকৃত রূপ, তাহা নহে; পরন্তু স্বয়ংই সাক্ষাৎ
ঐশ্বর বলিয়া তিনি—সত্যরূপ, অচ্যুত ও বিভূ।

মেই পরমাত্মরূপী ভগবদ্বিকৃতিগ্রহণের দেহাদি,
সমস্তই নিত্য ও শাস্ত, জড়ীয় হেয়তা ও উপদেয়তা—উভয়
ভাব-শূন্য এবং কখনও প্রকৃতিজাত অর্থাৎ প্রাকৃত নহে।
তাহারা সর্বতোভাবে অশুণ্ড পরমানন্দরাশি(সমষ্টি), কেবল
চিন্ময় এবং সকলেই অপ্রাকৃত সর্বশূন্যগুণ-পূর্ণ ও পরস্পর
ভেদরহিত অর্থাৎ অভিন্ন। তাহারা সকলেই সকলজগতের
দ্বারা পরস্পরের নিকট সর্বতোভাবে নানতাবিক্যশূন্য।
ঐশ্বর-বিষুবসত্ততে কখনও দেহ ও দেহীর ভেদ নাই, তবে যে

তথা হি (গীতায়াম্ ৪।৮)—

শিষ্ট-পালন, দৃষ্ট-নাশ ও যুগধর্ম-সংস্থাপনার্থ বিষ্ণুর

যুগাবতার—

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দৃষ্টতাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ১০৫ ॥

তথা হি (ভাঃ ১০।৮।৯)—

সত্যে শুক্ল, ত্রেতায়া রক্ত, দ্বাপরে কৃষ্ণ ও কলিতে পীতবর্ণ

যুগাবতার—

আসন্ বর্ণাঙ্গয়ো হস্ত গৃহ্যতোহময়ুগং তনুঃ ।

শুক্লা রক্তস্তথা পীত ষ্টদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ ॥ ১০৬ ॥

কৃষ্ণনাম-সঙ্কীর্ণনই কলিযুগ-ধর্ম—

কলিযুগ-ধর্ম হয় নাম-সঙ্কীর্ণন ।

চারি-যুগে চারি-ধর্ম জীবের কারণ ॥ ১০৭ ॥

ঈশ্বর বিষ্ণুর একটি ‘দেহ-স্বীকার’ প্রভৃতি শব্দ ঐহিক হয়, তাহা নট-কর্তৃক অভিনয়ার্থ পরিহিত অঙ্গরক্ষণীর হস্তের ছায়া উদ্ভিষ্ট হইয়াছে। কেবল অর্থাৎ অবিমিশ্র-চিন্ময় ঐশ্ব্য-সংযোগ-হেতু প্রকৃততর অতীত-বস্তুর ঈশ্বর বিষ্ণু অবতীর্ণ ও অস্তহিত হইয়াও ‘তাহার এই রামরূপ’, ‘তাহার এই কৃষ্ণ-রূপ’ ইত্যাদি উক্তি তাহার সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয়। কৃষ্ণপুবাণ বলেন,—‘ভগবান্ সূণ ও নহেন, অণু ও নহেন, অথচ সাক্ষ্য-ভাবে সূণ ও অণু। চিন্ময় ঐশ্ব্য-সংযোগ-হেতু ভগবান্ যাদও বিরুদ্ধার্থ বাগদা অতিহিত হন, তথাপি পরমেশ্বর-বস্তুতে কোনও প্রকারেই জড়ীয় দোষের আরোপ কর্তব্য নহে, পরন্তু বহির্দৃষ্টিতে আপাত-বিরুদ্ধগুণসমূহ থাকিলেও তাহার পরস্পর অচিন্ত্যরূপে অবিরুদ্ধ (সমবৃত্ত)-ভাবেই অবস্থিত বলিয়া মনে করিতে হইবে।’ বিষ্ণুস্মৃতিস্তর বলেন,—‘ভগবান্ পুরুষোত্তমের ঐশ্ব্য-নিবন্ধন তাহাতেই অপ্ৰাকৃত সমস্তগুণরাশি প্রযুক্ত হয়। পরন্তু কোনপ্রকারেই দোষাদি প্রযুক্ত হয় না; কেননা, তিনি অদ্বৈত। কোন কোন নিকোঁদধাক্তি বলিয়া উঠেন যে, শুণ ও দোষ, উভয়ই মায়া-দ্বারা প্রাপ্ত বা আরোপিত। তদন্তরে বলা যায় যে, ভগবন্ততে যখন আদৌ মায়া বা মায়া-সংযুক্ত মায়াবিশ্বই নাই, তখন মায়া-সম্বন্ধী শুণই বা তাহাতে কিরূপে থাকিতে পারে? স্তত্রাং ভগবৎগুণরাশি—মায়া-দ্বারা প্রাপ্ত বা

তথা হি (ভাঃ ১।১০।৫২)—

চতুর্গুণে চতুর্বিধ অভিধেয় ভজন,—সত্যে বিষ্ণুধ্যান,

ত্রেতায়া বিষ্ণুধ্বজন, দ্বাপরে বিষ্ণুর্জন, কলিতে

বিষ্ণুনাম-কীর্তন—

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মথৈঃ ।

দ্বাপরে পরিচর্য্যায়ান্ কলৌ তদ্বিকীর্ণনাম্ ॥ ১০৮ ॥

কৃষ্ণনাম-কীর্তনের যুগধর্ম-হেতু কৃষ্ণকীর্তন-বিহীন-ধর্ম-

যাজনে জীবের উদ্ধার-সম্ভাবনাভাব—

অতএব কলিযুগে নামবজ্ঞ সার।

আর কোন ধর্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥ ১০৯ ॥

নিরন্তর নামকীর্তনকারীর মহিমা—অতীব বেদগুহ

রাজিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।

তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥ ১১০ ॥

আরোপিত নহে, পরন্তু সমস্তই তাহার ঐশ্ব্য-সম্বৃত। তিনি অমায়িক (অর্থাৎ নিরন্তরকৃৎক অপ্ৰাকৃত) ঈশ্বর বলিয়াই তববিদগুণ তাহাকে পরম-বস্তু বলিয়া জানেন।

তবে মায়ামুদ্র অক্ষজ্ঞানী অনভিজ্ঞগণ গৌর-নারায়ণের স্বরূপশক্তি মহালক্ষ্মী শ্রীলক্ষ্মীদেবীকে বদ্ধজীবের ছায়া সর্প-দংশনে দেহভাগ করিয়াছেন বলিয়া যে সংশয় উপস্থিত করে, তাহার স্তমীমাংসা সর্বশাস্ত্রশিরোমণি শ্রীমদ্ভাগবত ও তদনুগ আচার্যগণ কৃষ্ণের অন্তর্দ্বানতত্ব-বিচার-প্রদর্শন-প্রসঙ্গে সুসিদ্ধান্ত-রহস্তের বিচারমুখে স্পষ্টভাবে নির্ণয় করিয়াছেন।

(ভাঃ ১।১৪।৮ শ্লোকে ভীমসেনের প্রতি বৃদ্ধিতিরের

উক্তি —) ‘যদাশ্বনোহঙ্গমাক্রীড়ং ভগবান্ সংসিদ্ধকৃতি।’ এই

শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা—

‘অঙ্গং—পৃথিবী। যদা ত্যাগাদিক্রোচেত পৃথিব্যাশ্রয়-

কল্পনা। তদা জ্ঞেয়ান হি স্বাঙ্গং কদাচিদ্বিষ্ণুরুৎসৃজ্যেৎ ॥—

ইতি ব্রহ্মতর্কে।’ অর্থাৎ

‘অঙ্গ’-শব্দে পৃথিবী। ব্রহ্মতর্ক বলেন,—‘শাস্ত্রাদিতে

ভগবদন্তর্দ্বানবর্ণন-প্রসঙ্গে যখন ‘ত্যাগাদি’-শব্দ কথিত হয়,

তখন পৃথিব্যাদি অঙ্গেরই কল্পনা কর্তব্য, যেহেতু ভগবান্ বিষ্ণু

কখনও স্বীয় অঙ্গ বিসর্জন করেন না।’ (—শ্রীমদ্ভাগবত

ভাগবত-ভাঃপার্থ্য)।

‘আক্রীড়-শব্দে—ক্রীড়া(লীলা)-হান অর্থাৎ বিশ্ব-প্রপঞ্চ

কলিতে কৃষ্ণনাম-কৌর্টন-ভঙ্গন ব্যতীত অন্তবিধ অভিধেয়ের

অর্থ মহামন্ত্র—

অকর্মণ্যতা, তাদৃশ কৃষ্ণভঙ্গনকারীর সৌভাগ্য—
শুন, মিশ্র, কলিযুগে নাহি তপ যত্ন ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ॥ ১৪১ ॥
কাপটা-নাট্য পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃষ্ণভঙ্গনার্থ উপদেশ—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ ১৪৫ ॥
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র ।
ষোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর এই তন্ত্র ॥ ১৪৬ ॥

অভএব গৃহে তুমি কৃষ্ণভজ গিয়া ।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া ॥ ১৪২ ॥
কৃষ্ণনামই যুগপৎ সাধন ও সাধ্য অর্থাৎ সম্বন্ধ, অভিধেয়
ও প্রয়োজন—

হরিনাম-মহামন্ত্র-কৌর্টনরূপ অভিধেয় বা সাধনাপ্রের অমূল্যন-
ধারাই রতি বা ভাব ও প্রেমরূপ প্রয়োজন-সিদ্ধির উদয়—
সাম্বিতে সাম্বিতে যবে প্রেমাস্কুর হবে ।
সাদ্যসাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে ॥ ১৪৭ ॥
প্রভুর স্বমুখে উপদেশমুত-পানে মিশ্রের বারংবার প্রণাম—
প্রভুর শ্রীমুখে শিক্ষা শুনি' বিপ্রবর ।
পুনঃ পুনঃ প্রণাম করয়ে বহুতর ॥ ১৪৮ ॥

সাদ্য-সাধন-তত্ত্ব যে-কিছু সকল ।
হরিনাম-সঙ্কীর্তনে মিলিবে সকল ॥ ১৪৩ ॥
তথা হি বৃহন্নারদীয়ে—
হরিনামব্যতীত গতান্তরাভাব—
হরেন'নাম হরেন'নাম হরেন'নামেব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥ ১৪৪ ॥

প্রভু সঙ্গ অবস্থান-প্রার্থনা-ফলে মিশ্রকে প্রভুর কাণিতে প্রেরণ
মিশ্র কহে,—“আজ্ঞা হয়, আমি সঙ্গে আসি ।”
প্রভু কহে,—“তুমি শীঘ্র যাও বারাগসী ॥ ১৪৯ ॥

‘অঙ্গ’ শব্দে—নিজভূমি; যেহেতু ‘পৃথিবী বাহ্যর শরীর’
ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যই তদ্বিষয়ে প্রমাণ ।’ (—শ্রীবিজয়ধ্বজ) ।
অথবা, ভগবান্ যখন নিজের জীড়া-সাধন অর্থাৎ লীলা-
সম্পাদক ‘অঙ্গ’ অর্থাৎ মনুষ্য নাট্য (মনুষ্যের ভ্রায় প্রাপ্তকে
পরিলক্ষিত লীলাসুন্দর) পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করিবেন,
সেই কালই কি আসিয়া উপস্থিত হইল ?” (—শ্রীধর-
স্বামিপাদ) ।

এই দুইটি শ্লোকে তাঁহাদিগের নিকট উভয়ের বৈলক্ষ্য্য স্পষ্ট-
ভাবে নির্দেশ করিতেছেন । ‘যয়া’-শব্দে (যারামুখ্য সামান্ত
মর্ত্যজীব-সম) যাদবরূপা তমুর দ্বারা পৃথিবীর ভাব (কণ্টক
যেমন কণ্টকের দ্বারাই বিমোচিত হয়, তজ্জপ) ধারণ করিয়া-
ছিলেন । ‘যাদবতমু’ ও ‘ভূভারতমু’—এই দুইটি শরীর
হইলেও ঈশ্বরকর্তৃক সংহার-যোগ্য বলিয়া উভয়েই ‘সমান’
অর্থাৎ প্রাকৃত ।

‘অঙ্গ’ অর্থাৎ স্বয়ংগমন-হেতু প্রাকৃত বিরাট রূপ ।’
(—ক্রমসন্দর্ভ) ।

তিনি মন্তাদিরূপ (দেহ) যেভাবে ধারণ ও ত্যাগ করেন,
তাগ দৃষ্টান্ত-দ্বারা বলিতেছেন,—নট যেমন নিজরূপে অবস্থিত
ধাকিয়া অঙ্গ একটা রূপ ধারণ ও পরিহার করে, তজ্জপ
ভগবান্ও সেই (প্রাকৃত-লোক-দৃষ্ট) কলেবর পরিত্যাগ
করিয়া স্বরূপেই অর্থাৎ অপ্রাকৃত নিজশ্রীমূর্তিতেই প্রকটিত
হইয়াছিলেন ।

(ভাঃ ১১৫১০৪-০৬ শ্লোকে শৌনকাदि-মুনির প্রতি
শ্রীহৃতগোবিন্দীর উক্তি—) “যয়াহরদ্ব্যবো ভাবং তাং তমুং
বিজ্ঞানবজঃ । কণ্টকং কণ্টকেনৈব ভয়কাপীশিতুঃ সমম্ ॥
যথা মন্তাদিরূপানি ধন্তে জজ্ঞাদ্যথা নটঃ । ভূভারঃ ক্ষপিতো
যেন জহৌ তজ্জ কলেবরম্ ॥ যয়া মুক্শো ভগবানিমাং মহীং
জহৌ স্বভাষা শ্রবণীয়াসংকথঃ ।” অর্থাৎ

ভগবানের সশরীরেই বৈকুণ্ঠে আরোহণ ঘটমাছে বলিয়া
ভগবান্ সশরীরেই পৃথিবী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ।’
(—শ্রীধরস্বামিপাদ) ।

(বাহারা নিত্যসিদ্ধ পার্থক্য নহেন, এবদ্বিধ সাধারণ মর্ত্য-
জীব) যাদবগণ হইতে ভগবানের বৈলক্ষ্য্য অর্থাৎ বিশেষ
বিভিন্নতা না বুঝিয়া যে-সকল মনমতি অঙ্গ বহির্ভূতব্যক্তি
উভয়কেই ‘সমান’ বলিয়া অভিহিত করেন, শ্রীহৃত-গোবিন্দী

“এহলে ‘তমু’ ‘রূপ’ ও ‘কলেবর’—এই তিনটি শব্দে
শ্রীভগবানের ভূভারহরণেচ্ছারূপ লক্ষণবিশিষ্ট এবং দেবাদি-
পালনেচ্ছা-রূপ লক্ষণবিশিষ্ট ভাবদ্বয়কেই বলা হইতেছে (‘দেহ’

পরে কাশীতে সাক্ষাৎকার ও তত্ত্বোপদেশপ্রদানাদীকার—

তথাই আমার সঙ্গে হইবে মিলন।

কহিমু সকলভব সাধ্য-সাধন ॥ ১৫০ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন ও মিশ্রের পূজক—

এত বলি' প্রভু তাঁরে দিলা আলিঙ্গন।

প্রেমে পুলকিত-অঙ্গ হইল ব্রাহ্মণ ॥ ১৫১ ॥

বলা হইতেছে না)। যথা ভাঃ ৩২-৩২৮, ৩৯, ৪১, ৪৬, ৪৭ প্রভৃতি শ্লোকে তত্ত্ব শব্দে ব্রহ্মার ভাবই উদ্দিষ্ট হইয়াছে ('দেহ' নহে)। যদি সে-স্থলে ব্রহ্মার সম্বন্ধে ঐক্য ব্যাখ্যা করিতে হয়, তাহা হইলে এ-স্থলে শ্রীভগবৎসম্বন্ধেও তাহাই করা সুগম্যত। তজ্জন্ত ভগবানে ঐ ভাবটি (স্বরূপ-গত 'বাস্তব' নহে, পরম) আভাসরূপ বলিয়া কণ্টক-দৃষ্টান্তটী স্মরণতই হইয়াছে (অর্থাৎ কণ্টকোন্মোচনেচ্ছ ব্যক্তির নিকট বিদ্ধ-কণ্টক ও উন্মোচক-কণ্টক, দুইটি যেমন সমান, তজ্জপ সৈবের নিকট ভূভারতম্ অর্থাৎ ভূভারভূত অহর বা বিরাদি-রূপ বিশ্বপ্রপঞ্চ এবং প্রাকৃতমর্ত্যজীব-সদৃশ যাদব-তম্,—এই উভয়ই সমান)। এ-সম্বন্ধে বিশেষ বিচার তৃতীয়(পরমাশ্র)-সন্দর্ভে বিবৃত হইয়াছে।

মৎস্যাদি-অবতারে 'মৎস্যাদি রূপ' শব্দে দৈত্যাবশেষজাময় ভাব। ** শ্রাব্যরূপকাভিনেতা নট যেমন নটরূপে এবং নিজবেশে অবস্থিত থাকিয়াই পূর্ববস্তাব-বশে অভিনয়ের সহিত গানকবিত্তে করিতে নারক-নাটিকাদের ভাব ধারণ ও ত্যাগ করে, সৈব-সম্বন্ধেও তজ্জপ জানিতে হইবে। অথবা, 'আমি যোগমায়া দ্বারা প্রচ্ছন্ন থাকিয়া সকল-লোকের সমক্ষে প্রকটিত হই না'—এই গীতা-বাক্যে (৭২৫), ভক্তি-বলেই যোগি-গণের নিকট ভগবান্ জনার্দন পরিদৃষ্ট হন, কখনও কোথাও অভক্তি-মার্গে দৃষ্ট হন না। "রোষ বা মাৎস্য-বশে কেহই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারে না"—এই পাশ্চাত্তর্যগণের নির্ণয়-বাক্যে এবং 'মল্লগণের নিকট কৃষ্ণ—ব্রজরূপ' এই ভাগবতের সিদ্ধান্ত-বাক্যে অহরগণের সমক্ষে ভগবানের যে রূপ স্মৃতি অর্থাৎ প্রতিভাত হয়, ত-স তাঁহার 'স্বরূপ' নহে পরম্ মায়া-কল্পিত'। ভগবানের স্বরূপ দর্শন করিলে প্রাকৃত ভেষ-ভাব দূরে চলিয়া যায়। সুতরাং অহরগণের নিকট স্মৃতি-প্রাপ্ত বা প্রতিভাত যে-তম্-দ্বারা ভগবান্ ভূভাররূপ অহর-বৃন্দকে সংহার করিয়াছিলেন, সেই তম্কেই তিনি ত্যাগ করিলেন, পুনরায় আর উহার প্রতিবোধন করেন নাই। ভক্তি-দ্বারা দৃষ্ট যে ভগবন্তম্, তাহা নিত্যসিদ্ধই; এজন্ত

'অজ'-শব্দের প্রয়োগ। ** সুতরাং কোন মৎস্য-বেশ-ধারী নট বা ঐক্যজালিক যেমন স্বীয়-ভক্ষক বক-পক্ষীর নিগ্রহের নিমিত্ত মৎস্যের আকার ধারণ করিয়া নিজের প্রতি লোকের বিশ্বাস উৎপাদন 'করায়, এবং সেই বক-পক্ষীর নিগ্রহ হইলে যেমন সে তাৎকালিক মৎস্য-রূপটি ত্যাগ করে, তজ্জপ সেই ভগবান্ কৃষ্ণ 'অজ' (প্রাকৃত-জীব-দেহবৎ অজ-রহিত) হইয়াও বহির্গুণ প্রাকৃত-লোকের অক্ষজ-দৃষ্টির গোচরীকৃত তাঁহার যে মায়িকরূপের দ্বারা ভূভাররূপ অহরবর্গ ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অহরবর্গকেই ক্ষয় করিয়া অজ ভগবান্ ঐ প্রাকৃত রূপ বা কলেবরটিকেও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কিঙ্ক পূর্বোক্ত গীতাবাক্যহিত (৭২৫) 'যোগমায়া-সমারূতঃ'-পদের অর্থ—'সর্প-কক্কুর দ্বারা মায়া-রচিত দেহভাসের দ্বারা সমারূত।'

এস্থলে, (পৃথিবী) ত্যাগ-লীলাটি ভগবানের নিজ-তম্-দ্বারা ঘটয়াছিল (অর্থাৎ 'স্বতম্'—এই তৃতীয়া বিভক্তি করণকারকে নিম্পন্ন হইয়াছে), তাঁহার 'নিজ তম্'র সহিত পৃথিবী-ত্যাগ ঘটে নাই (অর্থাৎ 'স্বতম্'—এই তৃতীয়া-বিভক্তি 'স্বার্থে' নহে), —এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে, কেননা, 'দহ'-শব্দ মূলশ্লোকে না থাকায়, অ কারণে (অর্থ-সম্পত্তি নাশ করিয়া) অধ্যাহার করিতে গেলে, অধ্যাহার্য-শব্দেরই গৌরব প্রদর্শিত হয়; বিশেষতঃ, 'দহ'-প্রভৃতি-শব্দ নিম্পন্ন উপপদ-বিভক্তি হইতে কর্তৃ-কর্ম-করণ-প্রভৃতি কারক-নিম্পন্ন বিভক্তি অধিকতর বলবতী,—এই ব্যাকরণ-শ্রায় ও তদ্বিষয়ে প্রমাণ (—ক্রমসন্দর্ভ ও কৃষ্ণসন্দর্ভে ১০৬ সংখ্যা)।

'যাদবাদি ক্রিয়গণের অন্তিম-দশা-শ্রবণে বিষয়তা-প্রাপ্ত শৌনকাদি মুনিগণকে আশ্রয় প্রদান করিতে গিয়া শ্রীহৃত-গোস্বামী এই শ্লোকসমূহে সিদ্ধান্ত-রহস্ত কীর্তন করিতেছেন। কণ্টকাগ্র দ্বারা কণ্টক যেমন উন্মোচিত হয়, তজ্জপ যে যাদবাদি তম্-দ্বারা ভগবান্ স্বীয় একপাদভূতা পৃথিবীর ভার হরণ করিয়াছিলেন, সেই তম্কেই তিনি পরিত্যাগ করিলেন। দেবদত্ত যেমন নিজবসন পরিত্যাগ করে, তজ্জপ ভগবান্

গৌর-নারায়ণের আলিঙ্গনস্পর্শে যিশের পরমানন্দ-লাভ—
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নারকের আলিঙ্গন ।
পরমানন্দ-মুখ পাইয়া ব্রাহ্মণ ভঞ্জন ॥ ১৫২ ॥

বিদায়-কালে প্রভুকে একান্তে পূরুদষ্ট বশ-কথা-বর্ণন—
বিদায়-সময়ে প্রভু চরণে ধরিয়া ।
সুখপ্ৰ-বৃত্তান্ত কহে গোপনে বলিয়া ॥ ১৫৩ ॥

স্বীয় সঙ্গ হইতে যাদবরূপা তনুকে বিচ্যুত করিয়াছিলেন ; পরন্তু যে শ্রীঅঙ্গ-দ্বারা ভগবান্ নিত্যকৌড়া করেন, তাহা পরিত্যাগ করেন নাই ; অতএব ভগবানের অংশাবতরণ-সময়ে যে-সকল দেবগণ নিত্যাবস্থিত যাদবগণের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, ভগবান্ তাহাদিগকেই যাদবগণ হইতে নিষ্কাশন-পূর্বক প্রত্যাসে পাঠাইয়াছিলেন, পরে স্বীয় লোক-সমক্ষে দ্বার-বলে তাহাদিগের দেহত্যাগ প্রদর্শনপূর্বক তাহাদিগকে মধুপানান্তে দেবরূপে পরিণত করিয়া স্বর্গলাভ করাইয়াছিলেন,—ইহা একাদশস্কন্ধের শেষাংশের ব্যাখ্যানস্বারে জানিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যলীলা-পরিকর যাদবগণ গাণ্ডিক-লোকের নিকট অলক্ষিত থাকিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাকা-পুরীতেই পূর্বের অপ্রকটলীলার স্রাব কৌড়া করিয়া কেন,—ইহা শ্রীভাগবত-কথিত সিদ্ধান্ত হইতে অবগত ওয়া আবশ্যক। ‘ভূতারতনু’ ও যাদব-তনু’—এই দুইটী অমর অর্থ এই যে, ভূতারতনু অমরগণ এবং যাদবাদিরূপ দবগণ, উভয়েই পরমেশ্বরের নিকট সমান। কিন্তু বর্তমান ঠাস্তে কণ্টকযে উভয়েরই তুল্য থাকিলেও কারণভূত ঠাকোত্র (অর্থাৎ বাহা-দ্বারা বিদ্ধ-কণ্টকটিকে উন্মোচন করিতে হইবে, তাহা) উপকারক বাণী উহাকে ‘অন্তরঙ্গ’ অপেক্ষাকৃত উপাসের) এবং কর্মভূত কণ্টকটী (অর্থাৎ বিদ্ধ হইয়া আছে বলিয়া বাহাকে উন্মোচন করিতে হইবে, গা) অপকারক বলিয়া উহাকে ‘বহিরঙ্গ’ (অপেক্ষাকৃত চয়) বলিয়া জানান হইয়াছে।

ঐশ্বর্যালিক নটের স্রাব ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে মিথ্যা-ভূত দেহত্যাগের ভাণ করিয়া প্রত্যয় উৎপাদন করাইয়া পাঠাইয়াছিলেন, তাহা এই শ্লোকে বলিতেছেন। ভাবার্থ এই যে, ভগবান্ রূপ বা তনু ধারণও (প্রকটও) করেন, নং পরিত্যাগও (অপ্রকটও) করেন (অর্থাৎ দেহত্যাগের ণ করেন মাত্র), কিন্তু রূপ বা তনু ধারণ করিয়া আর ইহা পরিত্যাগ করেন না ;—এতদ্বারা ভগবানের তনুত্যাগ (অপ্রকট)-কালেও তাঁহার সেই সেই অপ্রাকৃত-তনু-ধারণ

বর্তমানই থাকে, জানিতে হইবে। যদি বলা যায় যে, উহা কিরূপে বৃত্তিতে পারা যায় ? তদন্তরে বলিতেছেন যে, নট অর্থাৎ ঐশ্বর্যালিক যেমন ছেদ-দাহ-মুচ্ছাদি-দ্বারা নিজদেহ পরিত্যাগ করে এবং সকলের সমক্ষে নিজদেহত্যাগ প্রদর্শন করিয়া সকলের প্রত্যয় উৎপাদন করে, অথচ প্রকৃতপক্ষে সে নিজদেহ ধারণ করিয়াই অবস্থান করে, মৃত্যু লাভ করে না, তদ্রূপ ভগবান্ মৎস্তাদি স্বীয় শরীর ধারণও করেন, পরিত্যাগও করেন অর্থাৎ ধারণ করিয়া ত্যাগের ভাণ কবেন মাত্র, অতএব নটের নিজদেহধারণই যেমন প্রকৃতপক্ষে সত্য, তাহার নিজদেহত্যাগই মিথ্যা, তদ্রূপ ভগবানেরও মৎস্তাদি স্বীয় শরীরধারণই বস্তুতঃ সত্য এবং প্রকৃত-শরীরত্যাগই প্রকৃতপক্ষে মিথ্যা,—ইহাই ভাবার্থ। ভগবান্ যেমন অপর মৎস্তাদি স্বীয় আগন্তুক শরীর পরিত্যাগ করেন, তদ্রূপ যে প্রাকৃত-কলেবর-দ্বারা তিনি ভূতার ক্ষয় করিয়াছিলেন, তিনি তাহাই পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ; সুতরাং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কলেবরপরিত্যাগ-রূপ সমস্ত ব্যাপারটাই মোহজনক ও মিথ্যা বলিয়া নরাকৃতি পরব্রহ্ম হইয়াও তিনি নটরূপ নরের দেহত্যাগাদি-ধর্মের অনুকরণ করেন মাত্র, তবৃত্ত করেন না ; যেহেতু তাঁহার শ্রীবিগ্রহ অভৌতিক (ভূতাতীত অপ্রাকৃত) বলিয়া তাঁহার বিনাশ হইবার সম্ভাবনা নাই ; যথা মহাভারতে,—‘এই পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহে প্রাকৃত পঞ্চভূতরাশির সমষ্টি বা অবস্থিতি নাই।’ বৃহদ্বিজপু্রাণেও,—‘যে ব্যক্তি পরমাত্মা কৃষ্ণের দেহকে ‘জৌতিক’ বলিয়া জানে, তাহাকে সমস্ত শ্রোত-স্মার্তবিধান হইতে বহিষ্করণ কর্তব্য, তাহার মুখ দর্শন করিবা-মাত্র সবস্তুে জ্ঞান কর্তব্য।’ বৈশম্পায়ন-কথিত বিষ্ণুসহস্র-নামেও—‘অমৃত তাঁহারই অংশ, তিনি স্বয়ংই অমৃত-তনু’। এই বাক্যাংশের ‘অমৃত (মরণহীন) বপু ধাহার’,—শ্রীশঙ্করা-চাৰ্য্যকৃত এই দেহদেহি-ভেদ-সূচিকা ব্যাখ্যা প্রসিদ্ধা নহে। এই শ্লোকের স্নেহার্থ, এই যে, জহাং-পদে ‘হা’-ধাতুটী—ত্যাগার্থে প্রযুক্ত এবং ত্যাগ-কাণ্ডটীও দানার্থে

প্রভুর্ভুক্ত মিশ্রকে গুপ্তকথা ব্যক্ত করিতে নিষেধাজ্ঞা—
‘তিনি’ প্রভু কহে,—“সত্য যে হয় উচিত।
আর কারে না কহিবা এ-সব চরিত ॥” ১৫৪ ॥

প্রভুক্ত বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ বৈকুণ্ঠাদি-দামস্থিত ভক্তগণকে তাঁহাদের
পালন-নিমিত্ত নিজবিগ্রহ-মধ্যে পূর্বপ্রতিষ্ট নারায়ণাদি-রূপকে
দান করিলেন। এইরূপভাবে পরবর্তী একাদশ-স্কন্ধের শেষে
ব্যাখ্যা করা হইবে।

শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্বাগ-কার্য্যটির অবাস্তব অর্থাৎ মিথ্যা-
ভূত স্বপ্নভাবের বর্ণন করিতে গিয়া এই শ্লোকটি বলিতে-
ছেন। এখানে, শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকা ও শ্রীজীবপাদের
সম্বর্ড-ব্যাখ্যা স্বেচছ। (—শ্রীবিখনাথ)।

(ভাঃ ৩২।১১ শ্লোকে বিহুরের প্রতি শ্রীউজ্জ্বলের উক্তি—)
‘আদায়াক্ষরাদ্বয় স্ববিষ্য লোকলোচনম্’ শ্লোকের ব্যাখ্যা—

‘স্ববিষ্য অর্থাৎ স্বীয় শ্রীমুর্তি এতাবৎকাল (প্রকটরূপে
দেখাইয়া) ভগবান্ লোকের লোচন আচ্ছাদন করিয়া অস্তহিত
হইয়াছিলেন, যেহেতু তাদৃশ অস্ত্র কোন দর্শন-যোগ্য পদার্থ
ছিল না।’ (—শ্রীধরস্বামী)।

‘তিনি চক্ষুর চক্ষু’ ইত্যাদি ঋতি-কথিত রীত্যনুসারে
লোকলোচনরূপ স্ববিষ্য অর্থাৎ স্বমুর্তিকে গ্রহণ করিয়া ভগবান্
(অস্তহিত হইয়াছিলেন)। যথা মহাভাঃ মোঘল-পর্বেণ,—
“কৃষা ভারাবতরণ পৃথিব্যাঃ পুপুলোচনঃ। মোচয়িত্বা তহুঃ
কৃষ্ণঃ প্রাপ্তঃ স্বহানমুত্তমম্ ॥” এখানে, ‘মোচয়িত্বা’ (মোচন
করাইয়া)-শব্দটি ‘ভূতাবাবতরণ-কার্য্য হইতে ত্যাগ করাইয়া
অর্থাৎ অবসর প্রদান করিয়া’—এই অর্থে প্রযুক্ত; ভূতাবাব-
তরণ-কার্য্য হইতে মুক্ত হইয়া—এই অর্থে নহে।’ (—ক্রমসম্বর্ড)

‘স্ববিষ্য-শব্দে সক্তিদানন্দলক্ষণ-স্বরূপ ও তৎপ্রতিমা, উভয়ই
গৃহীত হয়। ‘স্বস্ত’-পদের অন্তর্গত ‘তু’-শব্দ ‘ষে বাব ব্রহ্মণো
রূপে’ ইত্যাদি ঋতিকে স্তোত্র করিতেছে।’ (—শ্রীজয়-
ধরভট্ট)।

‘এখানে ভগবান্ লোকসমক্ষে নিজের মূর্তি প্রদর্শিত বা
প্রকট করিয়া এবং পুনরায় তাহা লইয়াই অস্তহিত
হইলেন। এই বাক্যের দ্বারা (ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় দেহ)
পরিভ্রমণ করিয়া (অস্তহিত হইলেন),—এইরূপ বিরুদ্ধ
আপত্তি-উত্থাপনকারী ভগবত্ত্ব-পরিভ্রমণবাদিগণ পরাহত

ছন্নাবতারা প্রভুর মিশ্রকে পুনঃ নিষেধাদেশ—
পুনঃ নিষেধিলা প্রভু সযত্ন করিমা।
হাসিয়া উঠিলা শুভক্ষণ-লগ্ন পাঞা ॥ ১৫৫ ॥

হইল। পরবর্ত্তি-শ্লোকসমূহে নিজ-মূর্তির বিশেষণ-প্রয়োগ-
নিবন্ধন শ্রীকৃষ্ণের নরবপু পরিভ্রমণ করিয়া দিব্য দেববপু
গ্রহণ করিয়া বৃষ্টিপতির রাজস্বয়-যজ্ঞে গমন করিয়াছিলেন
বলিয়া যাহারা কৃষ্ণের নরবপুত্বের বিরুদ্ধবাদী, তাহারাও
পরাহত হইল। আবার, ‘নিজের শ্রীমূর্তি প্রদর্শন করাইয়া
তাহা লইয়াই অস্তহিত হইলেন’—এই বাক্যে প্রদর্শন ও
অস্ত্রদান-লীলায় তাহার ইচ্ছাই কারণ; স্ততরাং ভগবানের
কম্পাদীন-বিবাদিগণও (ভগবান্ জীবের ত্রায় জন্ম ও
মৃত্যুরূপ কর্ম্ম বা অনুষ্ঠের অধীন,—যাহারা এইরূপ বিচার
করে, তাহারাও) পরাহত হইল।’ (—শ্রীবিখনাথ)।

(ভাঃ ৩২।১৩ শ্লোকের শ্রীমধ্বাচার্য্য কৃত ভাগবত-
তাৎপর্য্য—) ‘আনন্দরূপে দৃষ্ট্যপি লোকো ভৌতিকমেব
তু। মত্ততে বিষ্ণুরূপং চ অহো ভাস্তির্বহস্থিতা ॥—ইতি
স্কান্দে’ অর্থাৎ স্বল্পপুরাণ বলেন,—‘মায়ামূঢ় লোক শ্রীবিষ্ণুর
(সৎ, চিত্ত ও) আনন্দময়রূপকে দেখিয়াও ‘ভৌতিক’
বলিয়া মনে করে,—অহো বহু-লোকের কিরূপ ভ্রান্তি!’

(ভাঃ ৩৪।২৮-২৯ শ্লোকে পরীক্ষিত ও শ্রীশুকদেবের
উক্তি-প্রত্যুক্তি—) ‘হরিরপি তত্যাগ আকৃতিং ত্র্যবীশঃ’ এবং
‘তাক্ষন্দেহমচিন্তয়ৎ’ শ্লোকদ্বয়ের ব্যাখ্যা—

‘আকৃতি-শব্দে পৃথিবী; যেহেতু ‘শরীর’, ‘আকৃতি’
‘দেহ’, ‘কু’, ‘পৃথ্বী’ ও ‘মহী’,—এই শব্দগুলি অভিধাতু
একার্থবাচক পর্য্যায়-শব্দ বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্বল্প
পুরাণ বলেন,—শ্রীহরির ‘দেহত্যাগ’-শব্দে তাঁহার পৃথিবী
ত্যাগই কথিত হয়। তিনি নিত্যানন্দরূপ বলিয়া উহা
অন্তবিধ অর্থের উপলব্ধি হয় না। ভগবান্ বিষ্ণু স্বয়ং পর-
জ্ঞানরূপ হইয়াও অসজ্জনগণের মোহ উৎপাদনের নিমিত্ত
নটের ত্রায় নিজ-সদৃশ একটা মূর্ত-রূপ বা শব-দেহ প্রদ-
করেন।’ (—শ্রীমধ্বাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য)।

‘আকৃতি-শব্দে পৃথিবী এবং দেহ-শব্দেও পৃথিবী
যেহেতু ‘স্বত পৃথিবী শরীরম্’ এই ঋতিই তাহার প্রমাণ
(—শ্রীবিজয়ধর)।

প্রভুর পূর্ববঙ্গ হইতে স্বর্গে প্রত্যাগমন—
হেনমতে প্রভু বঙ্গদেশ দখল করি'।
নিজ-গৃহে আইলেন গৌরাজ শ্রীহরি ॥ ১৫৬ ॥

প্রভুর অর্থাধিকুল্য-সহ প্রভুর সক্ষায় স্বর্গে আগমন—
ব্যবহারে অর্থ-বৃদ্ধি অনেক লইয়া।
সক্ষ্যাকালে গৃহে প্রভু উত্তরিলা গিয়া ॥ ১৫৭ ॥

‘আকৃতি-শব্দে মনুষ্যাকার’ (—শ্রীধরশামিপাদ)।
‘নিধন-শব্দে অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ধনস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-
লীলা-ধাম। পূর্ববর্তী ২৬শ শ্লোকে ‘মর্ত্যলোকঃ জিহাসতা’
(মর্ত্যলোক-পরিত্যাগাভিলাষি-ভগবৎকর্তৃক) এবং পরবর্তী
৩০শ শ্লোকে ‘অস্মাভ্যোকাহরণতে’ (ভগবান্ এই মর্ত্যলোক
হইতে উপরত হইলে),—এই বাক্যদ্বয়দ্বারা ‘আকৃতি’-
শব্দে বিরাট আকার। এই বিষয়ে বিশেষ জিজ্ঞাসা থাকিলে
শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে ৯৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।’ (—ক্রমসন্দর্ভ)।

‘এই শ্লোকের ব্যক্ত অর্থ এই যে, শ্রীহরি আ (সম্যক-
প্রকারে) + কৃতি (প্রপঞ্চোদিত চেষ্টা বা লীলা) ত্যাগ
অর্থাৎ সমাপ্ত করিলেন। ‘ত্যাগান্’-শব্দে (তাজ-ধাতুর
দানার্থে ব্যবহার-হেতু) শ্রীকৃষ্ণ স্বাংশ-নারায়ণকে পুনরায়
বৈকুণ্ঠে পাঠাইয়া ব্রহ্মাদি-ভক্তগণের পালনের নিমিত্ত দান
করিতে ইচ্ছা করিয়া। সন্দর্ভে শ্রীজীবপাদ বলেন,—‘দেহ’-
শব্দে ভগবানের বিরাট আকার পৃথু’ (—শ্রীবিখনাথ)।

(ভাঃ ১১৩০১২ শ্লোকে শুকদেবের প্রতি পরীক্ষিতের
উক্তি—) ‘তমুং স কথমত্যজং’ শ্লোকাংশের শ্রীমদ্ভাচার্য্য-
কৃত তাৎপৰ্য্য-ব্যাখ্যা,—‘তমুমত্যজং—অতিশয়েন অহরং—
(‘অজ্ হরণে’ ইতি ধাতোঃ)—ভূলোকাং স্বর্গলোকং
প্রত্যহরদিত্যর্থঃ।’ অর্থাৎ ভগবান্ নিজতমুকে (অতি+
অজং) অতিশয়রূপে অন্তর্ধান করাইয়াছিলেন, যেহেতু
অজ-ধাতু এখানে হরণার্থেই ব্যবহৃত; অর্থাৎ ভগবান্ নিজ-
তমুকে ভূলোক হইতে স্বর্গলোকের (গোলোকধামের)
দিকে অপসৃত বা অন্তর্হিত করিলেন।’

(ভাঃ ১১৩০১৪ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক-
দেবের উক্তি—) ‘ইত্যাদিষ্টো ভগবতা কৃষ্ণেনেচ্ছা-শরীরিণা’
এই শ্লোকাংশের ব্যাখ্যা—

‘শুকসম্বয়ী নিজের শ্রীমুণ্ডিকে অন্তর্হিত করিয়া তৎ-
প্রতিকৃতি-মুণ্ডি রাখিয়া মর্ত্যমানবের অনুকরণ-
মাত্র করিলেন’,—ইহাই এই শ্লোকের ভাবার্থ। পরবর্তী
(ভাঃ ১১৩০১৮ শ্লোক) ‘দেবাদয়ো ব্রহ্মসুখা ন বিশন্ত

স্বধামনি। অবিজ্ঞাতগতিং কৃষ্ণং দদুশ্চাতিবিস্মিতাঃ ॥’—
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকদেবের এই উক্তিতে উক্ত অনু-
করণাভিনয় ক্ষুণ্ণীকৃত হইবে।’ (—শ্রীধরশামিপাদ)।

‘ইচ্ছা-শরীরিণা’ শব্দে ইচ্ছাধীন শরীর বাহার, তৎ-
কর্তৃক; অর্থাৎ তাঁহার অচিহ্ন্য নিরন্তর ইচ্ছা-শক্তিমায়েই
তাঁহার আবির্ভাব (ও তিরোভাব); তদ্বিশেষে অল্প কোন
কারণ ভাবিতে হইবে না।’ (—ক্রমসন্দর্ভ)।

‘ইচ্ছা-শরীরিণা’ শব্দে ইচ্ছা-মায়েই যিনি সর্বজন-স্বত
উত্তম শরীরধারী হইয়াছেন তৎকর্তৃক।’ (—শ্রীবিখনাথ)।

(ভাঃ ১১৩০১৪২ শ্লোকে সারথ-দারুকের প্রতি
শ্রীভগবৎকৃষ্ণ—) ‘মন্ময়া-রচনামেতাং বিজ্ঞায়োপশমং ব্রজ’
এই শ্লোকের ব্যাখ্যা—

‘দারুকে সাধনা-প্রদানের নিমিত্ত মোঘল ও দেহ-
ত্যাগাদি-লীলা যে ইন্দ্রজালবৎ ভগবন্ময়া-বলে রচিত, তাহা
এই শ্লোকে বলিতেছেন। অধুনা প্রাকৃত-লোকক্ষে প্রকাশিত
‘মোঘল’ ও ‘দেহত্যাগাদি’, এই সমস্তলীলাই যে ইন্দ্র-
জালবৎ আমার মায়া-রচিতা, তাহা বিশেষভাবে জানিয়া
ভূমি উপেক্ষা-শীল হও। ‘তু’-শব্দে বলিতেছেন যে, মন্মিরোধী
অল্প প্রাকৃত লোক উহাতে মুগ্ধ হয় হউক, কিন্তু তোমার
মোহ বৃদ্ধিসঙ্গত নহে।’ (—ক্রমসন্দর্ভ)।

(ভাঃ ১১৩০১৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুক-
দেবের উক্তি—) ‘লোকাভিরামং স্বতমুং ধারণা-ধ্যানমঙ্গলম্।
যোগধারণয়োর্যোহদম্ভা ধামাবিশং স্বকম্’ এই শ্লোকে
ব্যাখ্যা—

‘ভগবান্ আশ্রয়-ধারণা-দ্বারা স্বতমুং দম্ব না করিয়াই
স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন। তত্ত্ব-ভাগবত বলেন,—‘অস্ত্রাত্ত
সমস্ত-দেবগণই আশ্রয়-ধারণা-দ্বারা স্ব-স্ব-দেহকে দম্ব করিয়া
পরমপদ লাভ করেন, কিন্তু কৃষ্ণাদি সর্বরূপদান্ নৃসিংহ-
রূপী দেব ভগবান্ হরি তাঁহাদের সকলের নিজদেহকেই
নাশ করিয়া সেইসকল দেবতা-দ্বারা শোভিত হইয়া বিশ্ব-
প্রলয়কালে নৃত্য করিয়া থাকেন, কিন্তু স্বয়ং নিত্যানন্দ-

মাতৃ-চরণে প্রভুর প্রণাম ও অর্থাদি-প্রদান—

দণ্ডবৎ কৈলা প্রভু জমনী-চরণে ।

অর্থ-বৃষ্টি সকল দিলেন তাম শ্রমেন ॥ ১৫৮ ॥

স্বরূপ বলিয়া তিনি স্বতন্ত্র দণ্ড না করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করেন” (—শ্রীমদ্ভাচার্য্য-কৃত ভাগবত-তাৎপর্য্য) ।

“যোগিগণ ‘বচ্ছন্দ মৃত্যু’ (এই গুণবিশিষ্ট) হওয়ায় তাঁহারা নিজদেহকে আয়েদ্যৌ যোগ-ধারণার দ্বারা দণ্ড করিয়া লোকান্তরে প্রবেশ করেন, পরন্তু ভগবান্ কৃষ্ণ তজ্জপ নহেন; স্বতন্ত্র দণ্ড না করিয়াই তাহার সহিতই নিজধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাহার কারণ এই যে, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে লোকসমূহের সর্ব্বতোভাবে রমণ অর্থ্যাৎ অবস্থিতি; সুতরাং জগতের আশ্রয়স্বরূপ তাঁহার শরীরটী দণ্ড হইলে জগতেরও দাহ-প্রশঙ্গ উপস্থিত হয়। * * অতাপি দেখা যায় যে, ভগবদ্রূপসকলগণের ধ্যান-ধারণা-দ্বারা ভগবদ্রূপের সাক্ষাৎকারলাভ ও ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। * * ভগবত্ত্বের ‘লোকাভিরামাং’ ইত্যাদি বিশেষণগুলি অনর্থক হইয়া পড়ে বলিয়া ভগবান্ স্বতন্ত্র দণ্ড না করিয়াই তিরো-হিত হইয়া প্রস্থান করিলেন,—ইহাই যুক্তিযুক্ত অর্থ।’ (—শ্রীধরস্বামী) ।

বাক্যের মধ্যে কোন পদের অস্বাভাব্য প্রতীতি হইলে “আকাশতল্লিঙ্গাৎ” (ত্রঃ স্থঃ ১।১।১২), এই ভ্রাম্যহুসারে উপদেশ-পদসমূহের দ্বারা ইহা অর্থ নির্ণীত হয়। অতএব ‘দণ্ডা’ প্রকৃতি পদে যে অর্থ প্রতীত, ‘লোকাভিরামাং’ প্রকৃতি পদসমূহ তাহাকে উপসর্জনপূর্ব্বক ‘অদম্বা’ পদেরই অর্থ প্রকাশ করিতেছে। ‘লোকাভিরামাং’ পদের দ্বারা ভগবত্ত্বের জগদাশ্রয় প্রতীপাদন করিতেছেন। উক্ত লোক-শব্দে মহাবৈকুণ্ঠই নিত্যপার্ব্বাদি ভক্তগণ এবং আত্মারাম জ্ঞানিগণ হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবরানির্ম্মল সকলকেই উদ্দেশ্য করিতেছেন; আবার ‘ধ্যান-ধারণা-মঙ্গল’ শব্দে তাঁহার সাধকজীবের আশ্রয়ও উদ্দেশ্য করিতেছেন। ধারণা ও ধ্যান-প্রভাবে ধারণা-ধ্যানকারি-ব্যক্তিগণের পক্ষে বাহ্য (যে ভগবত্ত্ব) মঙ্গলরূপা, তাহারই আবার অন্তর্ভাব (দাহ-নিবন্ধন নশ্বরতা-হেতু হেরতা) কিরূপে সম্ভব হয়? ‘স্বতন্ত্র’-পদের কর্ম্মধারক-সমাসোক্তির দ্বারা (নোলোৎপলে নীলতবৎ)

তৎকণাৎ গঙ্গানানার্থ সশিখ প্রভুর গমন—

সেইকণে প্রভু শিখগণের সহিতে ।

চলিলেন শীঘ্র গঙ্গা-মজ্জম করিতে ॥ ১৫৯ ॥

ভগবত্ত্বতে সত্তার অব্যভিচার অতিশয়রূপে নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

অতঃপর যোগিপ্রকৃতিজনগণের ভ্রম উল্লেখ করিয়া তাগা প্রত্যাখ্যান করিয়া বলিতেছেন যে, ভগবান্ আয়েদ্যৌ ধারণা করিয়াছিলেন, সত্য; কিন্তু তিনি তদ্বারা স্বতন্ত্র দণ্ড না করিয়াই স্বীয়ধামে প্রবেশ করিলেন। সুতরাং যোগি-গণের দেহত্যাগ-শিকার জন্তই আয়েদ-ধারণার পশ্চাৎ স্বীয় তন্ত্র অতর্হিত করিলেন,—এইরূপ অর্থ বৃষ্টিতে হইবে; অন্তরূপ অর্থ উদ্ভিষ্ট হয় নাই। * * অতএব ‘স্বতন্ত্র দণ্ড না করিয়া’ এই বাক্যে ‘স্বেচ্ছাময়ী মায়া-দ্বারা কল্পিত-তন্ত্রকেই দণ্ড করিয়া’ এইরূপ অর্থ পাওয়া যাইতেছে। এই জন্তই পূর্বে (ভাঃ ১।১।৩০৮০ শ্লোকে) ভগবানকে ‘ইচ্ছাশরীর’ বলিয়াছেন। যে বস্তু স্বেচ্ছা-ক্রমে একটি হন, স্বেচ্ছাক্রমেই তাঁহার তিরোধান ঘটে। সুতরাং তাঁহার আয়েদ-ধারণাও তজ্জপই কল্পনাময়ী। কৃষ্ণসন্দর্ভেও ‘ইচ্ছা-শরীরী’-পদ ‘স্বেচ্ছা-প্রকাশ’ বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে; অথবা, ইচ্ছা-রূপ শরীর; তাহার ভ্রাম্য উহা দ্বারা ক্রিয়া-সাধক, তৎকর্তৃক—এইরূপ ব্যাখ্যাও হয়। সেহলে ইচ্ছা-শক্তি-প্রভাবেই তিনি যে মান্নার প্রেরক, তাহা জানিতে হইবে—এইরূপ ব্যাখ্যাও যুক্তি হইয়াছে।’ (—ক্রমসন্দর্ভ) ।

যোগিগণের ভ্রাম্য বচ্ছন্দ মৃত্যুভ্রম নিবেদন করিয়া ভগবান্ যে আয়েদ্যৌ ধারণার দ্বারা স্বতন্ত্র দণ্ড না করিয়াই নিজ-ধাম বৈকুণ্ঠে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাহা এবং ‘অদম্বা’ এই পদে তাঁহার তন্ত্র যে লোকাভিরামা এবং ধারণা ও ধ্যানের মঙ্গল অর্থ্যাৎ শোভন-বিষয়,—এই কারণদ্বয়ও কথিত হইয়াছে।’ (—শ্রীধরস্বামিপাদ) ।

কোন কোন পণ্ডিত—‘ধারণা-ধ্যান-মঙ্গল’ অর্থ্যাৎ ভগবান্ স্বতন্ত্রকে দণ্ড করিয়া দাহোত্তীর্ণ হওয়ায় অধিকতররূপে উচ্ছলীকৃত শুদ্ধজীবনদের ভ্রাম্য স্বতন্ত্রকে গ্রহণ করিয়াই স্বীয় ধামে প্রবেশ করিলেন,—এরূপও বলিয়া থাকেন। তাৎপর্য্য এই যে, বাহ্যার ভগবত্ত্বের অস্বাভাব্য-বিষয়ে

পূত্রবধূ-বিরহ-কাতরতা-সংঘেত শরীর রক্ষনোদ্দেশ্যে—
সেইক্ষেপে গেলা আই করিতে রজন ।
অন্তরে দুঃখিতা, লঞা সর্ব-পরিজন ॥ ১৬০ ॥

সশিখা প্রভুর গঙ্গা-প্রণাম—
শিক্ষাক্ষর প্রভু সর্বগণের সহিতে ।
গঙ্গারি হইলা দণ্ডবৎ বহনতে ॥ ১৬১ ॥

সন্ধিহান ও প্রতিবাদী, তাহাদিগকে তিনি স্বতন্ত্রর বহি-
কর্তৃক অদাহত প্রদর্শন করিয়াছিলেন ।’ (—শ্রীবিষনাথ) ।

ভাঃ ১১৩১১১-১৩ শ্লোকে শ্রীপরীক্ষিতের প্রতি
শ্রীশুকদেবের উক্তির ব্যাখ্যা—

‘সর্বকারণকারণ শ্রীকৃষ্ণের দেহধারী মর্ত্যগণের মধ্যে যে
আবির্ভাব-তিরোভাব-চেষ্টা, তাহা নটের জায় তাঁহার স্বয়ং
অবিকৃত অবস্থায় মায়াশক্তি বলে অমুকরণাভিনয়মাত্র বলিয়া
জানিবে । তিনি স্বয়ংই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া অন্তর্যামিক্রমে
তাহাতে অমুপ্ৰবেশ করিয়া প্রপঞ্চোদিত-লীলা হইতে উপরত
হইয়া স্বমহিমাবলে নিত্য অপ্রকটরাজ্যে অধিষ্ঠিত থাকেন ।
এতদ্ব্যতীত অন্তরূপ অর্থ মনে করিতে হইবে না ; কেন
না, এই অবতारेই তাঁহার অত্যন্ত প্রভাব বহুভাবে দেখা
গিয়াছে । * * যদি বলা যায়,—ভগবান্ যদি আত্মরূপে
সমর্থই ছিলেন, তবে কেন তিনি কিঙ্কিমাঙ্ককালও স্বীয়
তত্ত্ব সহিত অবস্থান করিলেন না ? তদন্তরে বলিতেছেন যে,
যদিও উক্তপ্রকারে তিনি অপেষ-শক্তিমান্ বলিয়া অনন্ত-
জগতের স্থিতি-স্থিতি-নাশের একমাত্র কারণ, তথাপি তিনি
প্রাকৃত মর্ত্যাদেহের দ্বারা কোন কার্য্য হইবে না ভাবিয়া
কেবলমাত্র আত্মনিষ্ঠগণের দিব্যগতি প্রদর্শনপূর্বক মর্ত্য-
বাদবাদিকে সংহারানন্তর স্বীয় তত্ত্বকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা
করিলেন না, পরন্তু নিজ-লোকেই লইয়া আসিলেন । অতথা,
পূর্বোক্ত আত্মনিষ্ঠগণও পাছে দিব্যগতি-লাভকে অনাদর
পূর্বক যোগবিভূতি-বলে স্ব-স্ব-দেহ-সিদ্ধি বিধান করিয়া এই
প্রাপ্তিক-সংসারে নিরত থাকিবার জন্ত যত্ন করিতে থাকে,
—এই আশঙ্কায় তাহা বাধাতে না হয়, তদ্ব্যবশ্যেই অর্থাৎ
তাহা নিষেধ করিবার জন্তই তাঁহার অন্তর্জান লীলা ।’
(—শ্রীধরশামিপাদ) ।

“তদুচ্ছৃঙ্খনবদপায়বচ্চ জেহা—‘তদুচ্ছৃঙ্খননাপ্যয়েহা’ ।
‘প্রজাপতিচরতি গর্ভে অন্তঃ অজায়মানো বহুধা বিভ্রায়তে’
ইতি । ‘অজাত-জাতবদ্বিক্রমত-মৃতবৎ তথা । মায়য়া
দর্শয়ন্তিত্যমজানাং মোহনায় চ ॥’—ইতি ব্রাহ্মে । ‘জগতো

মোহনার্থায় ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ । দর্শয়েন্মামুখীঃ চেষ্টাং তথা
মৃতকব্দবিভুঃ ॥ প্রকাশয়েদেদেহোহপি মোহায় চ দুরায়নাম্ ।
মায়য়া মৃতকং দেহঃ তদা স্থষ্টা প্রদর্শয়েৎ । কুতো হি মৃতকং
তত্ত্ব মৃত্যুভাবাৎ পরায়নঃ ॥’—ইতি চ । ‘জীব-বিক্ষোর-
ভেদশ্চ দেহ-যোগ-বিষোজনে । বিক্ষোহঃখং ব্রহ্মজ্ঞানি পরা-
ভবন্তথৈব চ ॥ অস্বাতন্ত্র্যঞ্চ বেদাদাবৃক্তবদ্ভাসতে বিভোঃ ।
কচিদ্বিষোহায় দৈত্যানাং সুহরাণ্মনাম্ ॥’—ইতি ব্রহ্মাণ্ডে ।
‘অগ্রাবতর্দধে ভৈরবী সত্যভামা বনে তথা । ন তু দেহ-
বিযোগোহি প্তি তয়োঃ শুদ্ধচিদাশ্রয়োঃ ॥’—ইতি চ ।’ অর্থাৎ

“তদুচ্ছৃঙ্খননাপ্যয়েহা-শব্দে দেহধারিগণের জন্মগ্রহণের
জায় এবং মৃত্যু-লাভের জায় চেষ্টা । ঐতি বলেন,—‘সর্ব-
জীবের বিষ্ণু ব্রহ্মাণ্ডভাস্তরে বিচরণ করেন । তিনি বহু-
জীববৎ জন্মগ্রহিত হইয়াও পররূপে অবতীর্ণ হন ।’ ব্রহ্মপুরাণ
বলেন,—‘ভগবান্ বিষ্ণু মায়াবলে অজ্ঞানব্যক্তিগণের
মোহনের নিমিত্ত জাত না হইয়াও জাতজীবের জায় এবং
মৃত্যু না হইয়াও মৃতজীবের জায় আপনাকে প্রদর্শন করেন ।’
অন্তজ্ঞও—ভগবান্ পুরুষোত্তম জগতের মোহনের নিমিত্ত
মামুখী চেষ্টা প্রদর্শন করেন । আবার, বিষ্ণু বিষ্ণু স্বয়ং জড়-
দেহধারী না হইয়াও দুরায়গণের মোহের নিমিত্ত মর্ত্য-
জীবের জায় প্রকাশিত হন, তৎকালে তিনি মায়া-বলে মৃত-
দেহ সৃষ্টি করিয়া প্রদর্শন করেন । বস্তুতঃ পরমাত্মা শ্রীহরির
অমৃতত্বনিবন্ধন মৃতদেহ কিরূপে হইতে পারে ? ব্রহ্মাণ্ড-
পুরাণ বলেন,—‘বেদাদিতে কোথাও কোথাও সুহরাণ্মা
দৈত্যগণের মোহের নিমিত্ত জীব ও দৈত্ব-বিষ্ণুর অভেদ,
জীবের জায় বিষ্ণুর দেহযোগ ও দেহত্যাগ, তাঁহার হঃখ,
বিপদের শরাদি-নিষ্কপজনিত তাঁহার দেহের ছেদ-ভেদাদি,
তাঁহার পরাজয় এবং অস্বাতন্ত্র্য অর্থাৎ অন্তের বশতাদি
প্রভৃতি চেষ্টা যেন আপাত-দৃষ্টিতেই কথিত হইয়াছে ।’ অগ্রে
ভীষক-দ্রুহিতা ক্রমিণী, পরে সত্যভামা বনমধ্যে অন্তর্হিত
হইলেন । শুদ্ধচিদাত্মা তাঁহাদের উভয়েরই প্রাকৃত-জীববৎ
দেহ-বিয়োগ নাই ।’ (—শ্রীমধ্বাচার্য্যাকৃত ভাগবত-ভাষ্যপৰ্য্য) ।

গঙ্গা-স্নানান্তে প্রভুর গৃহে প্রত্যাগমন—
কতক্ষণ জাহ্নবীতে করি' জলধেলা ।
স্নান করি' গঙ্গা দেখি' গৃহেতে আইলা ॥ ১৬২ ॥

‘ষাদবগণেরই যখন প্রাকৃতত্ব ছিল না, তখন রাম ও কৃষ্ণের সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি?—এইরূপ সিদ্ধান্তস্থাপন-মুখে বলিতেছেন। যে-ষাদবগণ তদীয়-দেহ অর্থাৎ শুদ্ধ-ভাগবত-তত্ত্বধারী পার্শদ, তাঁহাদের আবির্ভাব ও তিরোভাব-রূপা চেষ্টা কেবল কৃষ্ণের জ্ঞায় মায়াধিকরণ বলিয়াই জানিবে। যেমন কোন ইন্দ্রজাল-বেস্তা নিজের বা পরের জীবিত-দেহকে নিহত ও দগ্ধ করিয়া পুনরায় উহার জন্ম প্রদর্শন করে, ঠিক তদ্রূপ। বিপ্লবস্থিতিদিগের কারণ অচিন্ত্য-শক্তিমান তাঁহার পক্ষে তাদৃশ শক্তিমত্তা বিচিত্রা নহে। এইরূপ ‘সীতয়ারামিতো বহিষ্কার্য-সীতামজীজনং। তাং জহার দশগ্রীবঃ সীতা বহি-পুংস গতা ॥ পরীক্ষা-সময়ে বহিঃ ছায়া-সীতা বিবেশ সা। বহিঃ সীতাং সমানীয় তৎপুরুষাদীনয়ং ॥’—এই বৃহদগ্নি-পুরাণ-বাক্যানুসারে প্রাকৃতজীব রাবণ-কর্তৃক অপ্রাকৃত ভগব-লক্ষ্মী সীতা-হরণের মাযিকী বা মিথ্যা-লীলার দৃষ্টান্তভাস এবং শ্রীদক্ষিণাদির প্রতিও মুক্তজনগণের অত্যা-প্রতীতির দৃষ্টান্ত-ভাস মাযিকলীলা বর্ণন করিতে গিয়া প্রবেশ করাইয়াছেন।

অপ্রাকৃতসিদ্ধদেহ যাদবগণের কথা দূরে থাকুক, কৃষ্ণের পাল্য বলিয়া অজ্ঞাত ব্যক্তির মৃত্যুশ্রাবও সম্ভব হয় নাই। সেই কৃষ্ণ কি নিজ-জন যাদবগণকে রক্ষণে সমর্থ ছিলেন না? অতএব যাদবগণের যে অগ্ররূপ (দেহত্যাগ-লীলা)-দর্শন, তাহা তাত্ত্বিকলীলামুগত নহে; পরন্তু তাঁহাদের সশরী-রেই গোলোক-গমন—অতীত যুক্তিসঙ্গত।

যদি এলা যায় যে,—ষাদবগণ না হয় সশরীরেই স্বধামে গমন করেন, কিন্তু ভগবান্ যখন বিরাজিত হইয়াই আছেন, তখন তাঁহাদের ত’ ভগবদ্বিরহদুঃখ ছিল না; পরন্তু ভগবান্ যদি নিজ-জনরক্ষণে সমর্থই ছিলেন, ত’—তিনি মর্ত্য-লোকের প্রতি অমুগ্রাহের নিমিত্ত যাদবগণের সদৃশ অজ্ঞাত পার্শদগণকে আবির্ভূত করাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইয়া কিয়ৎকাল বাবং কেন মর্ত্যালোকে প্রকট থাকিলেন না? তদন্তরে সিদ্ধান্ত-স্থাপনমুখে ভগবান্ ও যাদবগণ, উভয়েরই যে পরস্পরের প্রতি সৌহার্দ্য অবাভিচারি, তাহা

সায়ংকৃত্য-সমাপনান্তে প্রভুর ভোজন—
তবে প্রভু যথোচিত নিত্যকর্ম করি' ।
ভোজনে বসিলা গিয়া গৌরান্ন শ্রীহরি ॥ ১৬৩ ॥

এই শ্লোকে বলিতেছেন। যদিও ভগবান্ অশেষ-শক্তিমান, তথাপি যাদবগণকে অন্তর্হিত করিয়া ‘ষাদবগণ ব্যতীত এই মর্ত্যালোকে আমার কি প্রয়োজন?’ এই অভিপ্রায়েই ভগবদ্ধামগত যাদবগণের গতিই নিজের অভিপ্রেত বলিয়া প্রদর্শনপূর্বক ভগবান্ এই প্রপঞ্চে আর কিঞ্চিৎকালও নিজ-তত্ত্ব অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু স্বয়ংই স্বলোকে লইয়া গেলেন।’—(ক্রমদন্দর্ভ)।

‘ভগবান্ ও তদীয় পরিকরণের সন্মেলোকদৃষ্ট অগুহ্মান-প্রবণে হুঃখিত পরীক্ষিত-মহারাজকে শ্রীশুকদেব লীলাতত্ত্ব-সিদ্ধান্ত-বর্ণন দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিতেছেন। দেহধারি-জীবগণের জ্ঞায় পরমেশ্বরের জন্ম-চেষ্টা ও মরণ-চেষ্টা মায়াধি-করণ বলিয়াই জানিবে, পরন্তু বস্তুতঃ বা তথ্যতঃ নহে। শুক্র-শোণিত-বিকৃত-দেহধারি-জীবগণের জন্ম ও মৃত্যু, উভয়ই জড়মুখ-হুঃখময়; কিন্তু চিন্ময়-বিগ্রহ পরমেশ্বরের আবির্ভাব ও তিরোভাব, উভয়ই সম্পূর্ণ কেবলচিৎস্বয়ময়। ‘অনাদেয়মহেমঞ্চ রূপং ভগবতো হয়ে:। আবির্ভাব-তিরো-ভাবাবশ্তোক্তে গ্রহমোচনে ॥’—ইতি ব্রহ্মাণ্ডে অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন,—‘ভগবান্ হরির রূপ জড়ীয় হয়তা ও উপাদেয়তা-রহিত। তবে যে উহার সম্বন্ধে ‘গ্রহণ’ ও ‘মোচন’ (অর্থাৎ ত্যাগ), এই শব্দদ্বয় কথিত হয়, তাহা তাঁহার ‘আবির্ভাব’ ও ‘তিরোভাব’ বলিয়াই জানিতে হইবে। ঐন্দ্রজালিক নট যেমন (জীবদশায় অবস্থান করিয়াই) নিজের ও পরের মিথ্যাত্ব জন্ম ও মৃত্যু প্রদর্শন করে, তদ্রূপ। ভগবান্ স্বয়ংই বিকল্পে পূর্বোক্ত মূনিশাপনিবন্ধন মহান্ উৎপাত, পরস্পরের প্রতি কলহ, শত্রুজাঘাত-প্রহারাদি সৃষ্টি করিবার পর তন্মধ্যে যোগদানানন্তর সেই মর্ত্যযাদবগণের সহিত স্বয়ং এরকাজ গ্রহণপূর্বক ক্ষণকাল ক্রীড়া ও পশ্চাৎ সংহার করিয়া স্বীয় মায়াবলে তাহা হইতে বিরত হইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন।

যদিও ভগবান্ নিরুদ্বৈগ-ঐশ্বর্যময় এবং অশেষ-শক্তিমান, তথাপি যাদবাদিতে প্রবিষ্ট-দেবগণকে স্বর্গে প্রেরণ করিয়া

ভোজনান্তে বিষ্ণুমন্দিরে প্রভুর উপবেশন—

সন্তোষে বৈকুণ্ঠনাথ ভোজন করিয়া ।

বিষ্ণুগৃহদ্বারে প্রভু বসিলা আসিয়া ॥ ১৬৪ ॥

নিজের ও পার্শ্বদ্বাদশগণের শরীর এই মর্ত্যালোকে অবশিষ্ট রাখিতে ইচ্ছা করিলেন না, পরন্তু অন্তর্হিত করিতেই ইচ্ছা করিলেন ; যেহেতু মর্ত্যালোকে তাঁহার আব কি প্রয়োজন ? অর্থাৎ ভগবান্ মর্ত্যালোকে অপেক্ষা করেন নাই, পরন্তু স্বীয়-ধাম গোলোকেরই অপেক্ষা করিয়াছেন । স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রার্থনায় মর্ত্যালোকে প্রাহুত হইয়াছিলেন বলিয়া পুনরায় তাঁহাদেরই প্রার্থনায় স্বর্গস্থিত ব্রহ্মাদি দেবগণের প্রতি স্বীয় বৈকুণ্ঠগমন প্রদর্শন অর্থাৎ জ্ঞাপন-পূর্বক বৈকুণ্ঠে গমন করিলেন,—ইহাই বিশেষভাবে ব্যক্ত করিয়া বলিতেছেন । অল্পপ্রকার ব্যাখ্যা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাঃ ৩২।১১ শ্লোকস্থিত শ্রীউদ্ধব-বাক্যের বিরুদ্ধ বলিয়া শুদ্ধভক্তগণের নিকট অগ্রাহ্য এবং উহা যে অস্বাস্থ্য ও ভক্তগণের অগ্রাহ্য, তাহা স্বয়ং শ্রীউদ্ধবই (ভাঃ ৩২।১০ শ্লোকে) বলিয়াছেন,—‘ভগবানের যায় যমুং মুখং হইয়া যে-সকল মঠা যাদব এবং শিশু-পালাদি যে-সকল ভগবানের বৈরভাবাপন্ন বিরোধিগণ প্রাকৃত-বিরোধমূলে ভগবানের নিন্দা করে, তাহাদের তাদৃশ-বাক্যে ক্লম্পিত-চিত্ত আমার বুদ্ধি কখনও মোহলাভ হয় না, অর্থাৎ তাহাদের বুদ্ধি উহাতে মোহপ্রাপ্ত হয়, তাঁহারাও নিশ্চয়ই মায়া-মূঢ় ।’—(শ্রীবিষ্ণুনাথ) ।

(শ্রীমদ্বাচস্পতি মহাভারত-ভাষ্যে ২য় অঃ ৭২ চ)

‘ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর কোথাও জীবৎ জয়গ্রহণই নাই, সূতরাং তাঁহার মৃত্যুই বা কোথায় ? তিনি কাহারও দ্বারা বধ নহেন বা মোহপ্রাপ্ত হন না । নিত্যানন্দকথরূপ স্বতন্ত্র ভগবানের হৃৎকথই বা কোথায় ? সর্বভগবতের উপর প্রভু করিয়াও ভগবান্ শ্রীহরি সামান্তকৃষকের দ্বারা আপনাকে হর্ষল দেখাইয়া নিত্যলীলাসমূহ অনুষ্ঠান করেন । তবে যে তিনি কখনও কখনও নিজের স্বরূপ জ্ঞানেন না বা ত্রৈলোক্য পত্নী-বিবাহে হৃৎকথ হইয়া সীতার অবেষণ করেন, ইন্দ্রজিতের দ্বারা নাগপাশে বদ্ধ হন,—ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা তাঁহার অম্বরমোহিনী লীলা বলিয়াই বোধিত হইবে । তিনি যে অম্বরের শব্দাবাতে মোহ প্রাপ্ত হন, ভিন্নক

বহুদিন পরে আশ্বীয়-স্বপ্নগণের নিমাইকে পরি-বেষ্টন—

তবে আস্তবর্গ আইলেন সম্ভাষিতে ।

সবেই বেড়িয়া বসিলেন চারিতিতে ॥ ১৬৫ ॥

হইয়া কথিত যোগ্য করেন, অস্ত্রেণ ত্রায় অস্ত্রেণ নিকট লানিবার ইচ্ছা কবেন এবং দেহত্যাগ করিয়া স্বর্গে গমন কবেন,—ইত্যাদি লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা অম্বরগণের মোহের নিমিত্ত নটের নাট্যাভিনয়ের দ্বারা প্রদর্শন করিয়াছেন ; সুরগণ উহাকে ‘অসত্যকৃৎক’ অর্থাৎ মিথ্যা বক্তৃতা-মাত্র বলিয়াই জ্ঞানেন । ভগবান্ শ্রীহরির যে প্রাহুত ও তিরো-ভাবাদি-লীলা, তাহা প্রাকৃত-দেহধারী জীবের দ্বারা নহে, পরন্তু তৎসমুদয়—নির্দোষগুণ-সম্পূর্ণ । তদ্ব্যতীত যে অগ্রথা-দর্শন, তাহাতে হৃৎকথই, এমন কি, তদ্ব্যতিক্রম সর্ব সজ্জন ব্যক্তিগণও মুগ্ধ হন । পরমাত্মা শ্রীহরির এই লীলা—জীব-গণের স্ব স্ব-চিত্তবৃত্তির যোগ্যতামুযায়ি-কল-প্রাপ্তির নিমিত্তই জানিতে ।

(ঐ মহাভারত-ভাষ্যে ৩২ অঃ ৩৩-৩৪—) ‘ভগবান্

হরি যে-যে-আবির্ভাব-কালে জাতি বা মায়া প্রদর্শন করেন না, সর্বজীবপ্রভু জৈশ্বর অচ্যুত স্বয়ং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ হইয়াও সেই সেই তিরোভাবেই আবার জীবদেহের ত্যাগমুদ্রণে অম্বরগণকে অন্ধতমো-লোক লাভ করাইবার নিমিত্ত মোহিত করিয়া পরিত্যক্ত মৃতদেহবৎ অপর একটা ভৌতিক দেহ সৃষ্টি করিয়া উল্লেক্য পৃথিবীতে শয়ান রাখিয়া স্বয়ং বৈকুণ্ঠে গমন করেন ।’

শ্রীমদ্ব-সম্প্রদায়ে ‘দ্বিতীয় মদ্বাচাধ্য’ বলিয়া প্রসিদ্ধ তার্কিক-করি-কেশরী শ্রীবাদরাজস্বামি-কৃত ‘মুক্তিমলিকা’-গ্রন্থের অন্তর্গত ‘শুদ্ধিসৌভ’ নামক অংশে ১৮-৩৬ সংখ্যা ব্রহ্মব্য, এবং ৩৭-৩৯ সংখ্যায়—“চক্ষুরা চন্দনকাষ্ঠ দর্শন করিলে, ‘ইহা সুগন্ধি চন্দনকাষ্ঠ’—চন্দনকাষ্ঠের সম্বন্ধে এই যে সুগন্ধবিষয়ক জ্ঞান, তদ্বিষয়ে চক্ষু নাসিকারই সাধ্য্য গ্রহণ করে ; অতথা, পূর্বে নাসিকা-দ্বারা চন্দনকাষ্ঠের সৌভ অমুভূত না থাকিলে, চক্ষুরা দর্শন-মাত্রেরই যেমন উহার সৌভ-জ্ঞান হইতে পারে না, তদ্রূপ অগ্রাণ্ড প্রমাণগুলিও শ্রোত্র-জ্ঞাপনে প্রতিরই সাহায্য গ্রহণ করে ; সূতরাং অপ্রাকৃত-বস্তু উপলব্ধিতে প্রতিরই প্রাবল্য বলিয়া

পূর্ববঙ্গে ফুর্সিলালার দ্বার প্রভুর সহর্ষে আলাপ—

সবার সহিত প্রভু হান্ত-কথা-রঙ্গে ।

কহিলেন যেমত আছিল। বঙ্গে রঙ্গে ॥ ১৬৬ ॥

প্রভুবর্জক পূর্ববঙ্গবাসীর কথা ও সুরের

রহস্যপূর্বক অমুকরণ —

বঙ্গদেশী-বাক্য অমুকরণ করিয়া ।

বাজালে কদর্বেন হাসিয়া-হাসিয়া ॥ ১৬৭ ॥

অপ্রাকৃত-বস্তুবিচার-বিষয়ে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণসমূহ উপলব্ধি-
শ্রুতির বিরোধ-নিবন্ধন স্বার্থ-সাধনে সমর্থ নহে; অতএব
ঈশ্বর-তত্ত্ব-বিচার-বিষয়ে অজ্ঞগণের দোষ-দৃষ্টি কখনই প্রমাণ
হইতে পারে না ।

এতদ্ব্যতীত গীতায় ৪।৬, ২, ১৪; ৭।৬, ৭, ২৪, ২৫;
৯।৮, ২, ১১, ১২, ১৩; ১০।৩, ৮; ১৬।১২, ২০
প্রভৃতি শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য ।

অতি-অলক্ষিতে,—(ভাঃ ১।১৩।১৮-২ শ্লোকে পরীক্ষিতের
প্রতি শুকদেবের উক্তি—) ‘দেবাদয়ো ব্রহ্মমুখ্যানি বিশিষ্টং
স্বধামনি । অবিজাতগতিং কৃষ্ণং দদৃশুঃ চাতিবিস্মিতাঃ ॥
সৌদামন্য্য যথাকালে যাস্ত্যাহিষ্যত্রয়শ্চলম্ । গতির্ন লক্ষ্যতে
মর্ত্যৈস্তথা কৃষ্ণস্তদৈবতৈঃ ॥’ অর্থাৎ—

অচিন্ত্যগতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয়ধামে প্রবেশকালে
ব্রহ্মপ্রমুখ-দেবগণের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহাকে দেখিতে
পাইলেন না, কেহ কেহ বা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া
অতিশয় বিস্মিত হইলেন । যেযমগুল পরিত্যাগ করিয়া
বিদ্বাতের আকাশ-গমন-কালে মানবগণ যেমন উহার গতি
লক্ষ্য করিতে পারেনা, পরন্তু দেবগণই উহা লক্ষ্য করিতে
পারেন, তজ্জন ব্রহ্মাদি-দেবগণও শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চপরিত্যাগ-
রূপ অন্তর্ধান-গতি লক্ষ্য করিতে পারিলেন না, পরন্তু কেবল
তদীয় পার্শ্বদগণই তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন ॥ ১০৪ ॥

প্রাণাধিক পুত্ররত্বে ঐগৌরমুখের অস্বাভাবিক
স্বরণে শচীদেবী অবর্ণনীয় হৃৎ-সাগরে পতিতা হইয়া পাণ্ডা-
ক্রাবক করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন । এদিকে
প্রতিবেশী সজ্জনগণও অত্যন্ত হৃৎ-ভারার্জ-দ্বন্দ্বেরে শ্রদ্ধা-
ভরে লক্ষ্মীপ্রিয়া-দেবীর অগ্রকট-মহোৎসব-কার্য সম্পন্ন
করিলেন ॥ ১০৬-১০৮ ॥

আনন্দমধ্যে নিরানন্দোদয়-সম্ভাবনা-ভয়ে প্রভুসকাশে

সকলের লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব-কথা গোপন—

দুঃখরস হইবেক জামি’ আশ্রয়গণ ।

লক্ষ্মীর বিজয় কেহ না করে কখন ॥ ১৬৮ ॥

আত্মীয়স্বজনগণের স্ব-স্ব-গৃহে গমন—

কতক্ষণ থাকিয়া সকল আশ্রয়গণ ।

বিদায় হইয়া গেল, যার যে ভবন ॥ ১৬৯ ॥

স্বরস-কথন,—অত্যাচ্ছন্ন স্বন্দর মনোরম রঙ-এর কথন;
এইলে, রঙ্গীন শাল (?) ॥ ১১১ ॥

প্রভু পূর্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া আসিবার কালে অনেকগুলি
বিভাগী তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিবার নিমিত্ত তাঁহার সহিত
অনুগমনে একত্র নবদ্বীপে আসিয়াছিলেন ॥ ১১৫ ॥

স্মৃতি ব্রাহ্মণ,—ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মণস্বই বা ব্রহ্মণ্যদেবের
জ্ঞানই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সমস্ত সংস্কর্ষ-কলের একমাত্র চরম অবস্থা
সেই ব্রহ্মজ্ঞ যদি ব্রহ্মণ্যদেব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর সেবার মনো-
নিবেশ করেন, তাহা হইলে তাঁহার সৌভাগ্যসীমা অতুলনীয় ।
গুরুপুরণে লিখিত আছে যে, সহস্রব্রাহ্মণ অপেক্ষা এক-
জন যাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, সহস্রযাজ্ঞিক-ব্রাহ্মণ অপেক্ষা এক-
জন সর্ববেদান্ত-পারদর্শী ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ, কোটিসর্ববেদান্তবিৎ
ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ, সহস্রবিষ্ণুভক্ত
অপেক্ষা একজন ঐকান্তিক-বৈষ্ণব শ্রেষ্ঠ । তাহ্মশ ব্যক্তিকেই
‘সারগ্রাহী’ বলা হয় । সারগ্রাহীর বিপরীত ভারবাহী অর্থাৎ
যিনি ক্রটি ও তদনুগ-শাস্ত্রের সার আশ্রয় মর্ষ বা তাৎপর্য
বুদ্ধিতে অসমর্থ হইয়া নির্লক্ষিতা-বশতঃ বাহ্য-বিচার লইয়াই
ব্যস্ত থাকেন, তিনি সারগ্রাহী না হইয়া ‘ভারবাহী’ । অজ্ঞা-
ভিগাধী, কর্মী ও জ্ঞানী ব্যক্তিগণকেই ভারবাহী বলা হয় ।
শুদ্ধভক্ত বা বৈষ্ণবই একমাত্র চতুর ও বুদ্ধিমান; তিনি বুঝা
ভারবাহি পরিত্যাগ করিয়া সর্বশাস্ত্রের বার্থাশ্রয় শুদ্ধতম তাৎ-
পর্য্যে সম্যক অভিজ্ঞ ॥ ১১৬ ॥

যে প্রাণী অবলম্বন করিয়া অতীত-বস্তুর লাভ হয়,
তাঁহাকে ‘সাধন’ বলে । ভক্তি-শাস্ত্রে উহাই অভিধের বলিয়া
নির্দীত হইয়াছে । অতন্ত্রগণের মধ্যে সৎসজ্জানাত্ম্য-বশতঃ
নানাপ্রকার অভিনব কল্পনা-মূলে অতীত-সিদ্ধি-প্রাপ্তির উপায়
বর্ণিত ও প্রবর্তিত আছে । তপঃ, ইজ্যা, পুণ্ডরীক, এত,

গৌর-নারায়ণের তাৎপ-ভোজনমুখে

কৌতুক-রহস্তালাপ—

বসিয়া করেনে প্রভু তাৎপূর্ণ চর্ষণ।

মানা-হাস্ত-পরিহাস করেনে কখন ॥ ১৭০ ॥

স্বাধায়, নিঃশাস-প্রশ্বাসাদি-বায়ু-সংযম-দ্বারা কৃত্রিক, পূরক ও রেচকভ্যাস, নির্কপণ, ভ্যাগ, আসন, ত্রিষদন-স্নানাদি, তীর্থ-পর্যটন, চিত্তনিয়োগ-চেষ্টা-মূলে ধ্যান-ধারণা এবং কর্ম-পর অর্জন প্রভৃতি নানা পন্থা সাধাবণতঃ দৈব-মায়্যা-মোহিত ভারবাহি-জনগণ-কর্তৃক সাধনরূপে নির্ণীত হয়। তাদৃশ সাধনগুলি—জীবহল্লনারই প্রকারান্তর-মাত্র। বস্তুতঃ একমাত্র বৈষ্ণবই প্রকৃত শুদ্ধসাধন ও সাধ্য-তত্ত্বনিরূপণ ও বিচার করিতে সমর্থ। আর বিষ্ণুভক্তি-রহিত ব্যক্তি সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে গেলে তাহার পথ ভ্রষ্ট হইবারই অধিক সম্ভাবনা। বিশেষতঃ, ভারতম্য-বিচারে দেখা যায় যে, মনোমুগ্ধের সাহায্যে সাধনতত্ত্ব-নিরূপণ-চেষ্টা বদ্ধ-জীবের ভ্রম, প্রেমা ও বিয় আনয়ন করে এবং নিত্যসত্য বাস্তব সাধ্য-তত্ত্বে উপনীত হইতে দেয় না।

সাধ্য-বিচারে মুমুকু-সম্প্রদায় ত্রিবিধ আত্মাত্মিক ছঃপ হইতে পরিভ্রাণ-লাভকেই সাধ্য বলিয়া নির্ণয় করিতে গিয়া ভ্রান্ত হন। বুদ্ধিসম্প্রদায় ইহামুক্ত ইজিরতর্পণকেই ‘সাধ্য’ এবং মুমুকুগণ নির্ভেদব্রহ্মসামুদ্র্যকেই ‘সাধ্য’ বলিয়া নির্ণয় করেন। তাঁহাদের বিচার-ধারণার মূলে কেবলমাত্র ভ্রান্তি ব্যতীত অজ কিছুই নাই। শাস্ত্রের সারগ্রাহী ভগবদ্ভক্তগণ বুদ্ধি বা মুমুকুগণের বিচার অবলম্বন না করিয়া সাধ্যবিচারে ‘ভগবৎপ্রেমা’কেই লক্ষ্য করেন। তাঁহারা স্বর্গস্থ বা নির্ভেদ ব্রহ্মসামুদ্র্যরূপ ভাববরকে ‘কৈতব’ বলিয়াই জানেন। তাৎ-কালিক বঙ্গদেশে অজ্ঞাভিলাষী, কর্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি নানা-সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতাভিমানিগণ প্রকৃত শুদ্ধসাধাসাধনতত্ত্বে অনভিজ্ঞ থাকায় ঐতি ও তদনুগম্যের সারগ্রহণে পরম-যোগ্যতা-বিশিষ্ট তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শুশ্রূষা স্বকৃতভ্রাক্ষণ তপনমিশ্র তাঁহাদের নিকট সাধ্যসাধনতত্ত্ববিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়াও কাহারও নিকট কোনও সহজর লাভ করেন নাই ॥ ১৭৭ ॥

সোয়াতি,—(সংস্কৃত ‘স্বতি’-শব্দের অপভ্রংশ), চিত্তের স্থিরতা, শাস্তি।

বধু-বিরহ-কাতরা শচীর পুত্রবধু-বিরোগ-হঃসংবাদে

পুত্রের মনঃকষ্ট-ভয়ে দূরে অবস্থান—

শচী-দেবী অন্তরে দুঃখিতা হই’ যরে।

কাছে না-আইসেন পুত্রের গোচরে ॥ ১৭১ ॥

অহর্নিশ অতীষ্ট দেবতার মন্ত্র জপ করিয়াও তাঁহার চিত্তে শান্তিলাভ ঘটে নাই। ভক্তিশাস্ত্রে চতুঃষষ্টিপ্রকার সাধন-অঙ্গের বিষয় বর্ণিত আছে। আবার, সকলসাধনাস্থের মধ্যে পাঁচপ্রকার সাধনাস্থেরই শ্রেষ্ঠতা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সাধনাস্থ শ্রীনাম-সঙ্কীর্ণনই শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রদর্শিত পথ। ভক্তির কোন অঙ্গই সূচুভাবে সাধিত হইতে পারেনা,—যে কাল-পর্য্যন্ত না এবং যদি না, শ্রীনামকীর্তনের সাহায্য গ্রহণ করা হয়। সাধন-ব্যতীত চিত্তে কখনও শান্তিলাভ ঘটে না,—একথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, কৃষ্ণ-প্রীতিমূলক শ্রীনাম-কীর্তনই একমাত্র সাধন এবং তদ্বারা একমাত্র সাধ্য কৃষ্ণ-প্রেমার লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত সাধনে সিদ্ধি-লাভ হুহু ও তাড়া অসম্পূর্ণ মাত্র ॥ ১১৮ ॥

বেদ-গোপ্য,—সকলসাধারণ-লোকের নিকট বেদ-শাস্ত্রের গুপ্তরহস্য কখনও প্রকাশিত হয় না, কিন্তু যিনি—প্রকৃত প্রভাবে শ্রোত-পন্থী অর্থাৎ আচার্য্যবান্ পুণ্য, তাঁহার ক্ষমতায়ই বেদের নিগূঢ় সত্যার্থ প্রকাশমান হয়। অজ্ঞকৃষ্টি-বৃত্তির সাহায্যে সাধারণ-ভাবে যে-সকল কথা ভোগী ও ত্যাগিসম্প্রদায় বুঝিয়া থাকেন, উহা বেদের বাহ্যার্থ মাত্র; বিষদ্রুঢ়িবৃত্তির আশ্রিত প্রকৃত শ্রোতপন্থী বেদ-পাঠীর উহা জ্ঞেয় বিষয় নহে ॥ ১২৪ ॥

অহো ভাগ্য মানি,—খীম অসামান্য সৌভাগ্য বুঝিয়া ॥ ১২৬ ॥

অথও মুক্তি-সম্পন্নব্যক্তিরই জন্ম-জন্মান্তরীণ পুঞ্জ-পুঞ্জ-মুক্তি-ফলে কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদ্ভিত হয়। সর্বভাবে জীবের তাহাই একমাত্র প্রয়োজন। সর্বথা-শব্দে—সর্বপ্রকারে; পাঠান্তরে, ‘সর্বদা’-শব্দে—সর্ব-সিদ্ধি অতীষ্ট পরমার্থপ্রেম ॥ ১৩২ ॥

প্রভুর সেবন—অত্যন্ত দুরূহগম্য ব্যাপার। আদৌ ‘কে প্রভু? কাহারো তাঁহার দাস?’—এই সমস্ত বিচারে অনেক সময় সংসারি-জীবের ভ্রম হয়। মায়াবদ্ধ জীব সর্বদা অহঙ্কারে মত্ত হইয়া আপনাকেই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া অন্যের নিকট হইতে লাভ, পূজা বা প্রতিষ্ঠার আশা করে। তদ্বিপরীত

মাতার অদর্শন-নাভে প্রভুর স্বয়ং মাতৃদমীপে গমন—

আপনি চলিলা প্রভু জননী-সম্মুখে ।

দুঃখিত-বদনা প্রভু জননী-দেখে ॥ ১৭২ ॥

ভাব অর্থাৎ নিষ্কপট দৈন্য ও প্রপত্তির ভাব বাহার দ্বারা উদ্ভিত হয়, তিনিই ধন্য। তাদৃশ স্মৃতি-সম্পন্ন-বাক্তিই ভগবানের সেবা করিয়া থাকেন। তিনি নিজের ইচ্ছায়-তর্পণে বা অপরের নিকট হইতে পূজা-গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে না। ইহ-জগতে শুদ্ধভক্তিহীন অনর্থপূর্ণ জীব সর্বদা অন্যের নিকট হইতে পূজা গ্রহণ করিয়া নিজের ইচ্ছার পরিতৃপ্তি সাধন করে। কালে-কালে মায়ার-বন্ধ দীনজীব-গণকে অনর্থাদিক্য হইতে মোচন করিবার জন্য এইসকল ভাগবত-কথা আলোচনা-মুখে ভগবান্ ও ভক্তগণ প্রচার করিয়া থাকেন। তদ্বারা যুগোচিত ধর্ম সংস্থাপিত হয়। সাধারণতঃ কাল চারিভাগে বিভক্ত—কৃত বা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। আদিমকালে যখন জীবের চিন্তে সরলতার অভাব ছিল না, সেইকালে জীব-দুন্দয়ে ভগবদ্ভ্যাসের সম্ভাবনা ছিল এবং তাগাই কৃতযুগ বলিয়া কথিত হইত। পরে যজ্ঞ-বিধির দ্বারা যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর উপাসনাই যুগ-ধর্ম বলিয়া প্রচারিত ছিল। এই কালে ত্রিপাদ-ধর্মের অধিষ্ঠান থাকায় উহা ত্রেতাযুগ বলিয়া সম্বোধিত হইত। ধর্মের অর্দ্ধাবসানে যুগ-ধর্ম অর্দ্ধাবিষ্ণুর অর্চন-মূলে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন ত্রিপাদ-ধর্মের অধিষ্ঠান-হেতু উহা দ্বাপরযুগ-নামে অভিহিত হইত। তৎপর ক্রমশঃ ত্রিপাদ-ধর্ম ক্ষীণ হইয়া কলির প্রারম্ভে একপাদমাত্র অবশিষ্ট হইল। কলিযুগে যখন একপাদ ধর্ম ও ক্ষীণ হইতে আরম্ভ হইয়াছে, তখন শ্রীনাম-সঙ্কীর্ণন ব্যতীত অন্যপ্রকার সাধন-প্রণালীর অধিষ্ঠান থাকিতে পারে না। নাম-সঙ্কীর্ণনই কলিযুগের ধর্ম। যেখানে কৃষ্ণ-নাম-কথা-প্রচারের অভাব, সেইখানেই পোচাম-রহিত নির্জন-ভজন-মুখে অর্চনাদি, বাহ্যস্থানমুখে ১ এবং পুনরায় নির্জন-ভজন-চেষ্টা-মূলে ধ্যান-স্মরণাদির প্রেক্ষিয়া। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রায়যুগত্রয়ের সাধন-প্রণালী-ত্রয় অপেক্ষা নাম-সঙ্কীর্ণনেরই প্রাধান্ত সংস্থাপন করিয়াছেন। বাহার কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণনের মহিমা অস্বীকার করেন, তাঁহাদের নিকট শুদ্ধ ভগবদভক্তির কথা প্রচারিত নাই জানিতে হইবে ॥ ১৩৩ ॥

মধুরবাক্যে প্রভুর মাতৃ-দুঃখের কারণ-জিজ্ঞাসা—

জননী-রে বলে প্রভু মধুর বচন ।

“দুঃখিতা তোমারে, মাতা, দেখি কি-কারণ ১১৭৩

আদি, ২য় অঃ ১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৩৫ ॥

যজ্ঞগণের পুরোহিত মহর্ষি গর্গ বহুদেবকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ত্রৈলোক্যে আগমনপূর্বক নন্দের নিকট সংকার-লাভানন্তর তদীয় প্রার্থনা ও বীর ইচ্ছার পূরণার্থ গোপনে রাম ও কৃষ্ণ, উভয়ের নামকরণাদি দ্বিজাতিসংস্কার প্রদান করিয়া, উভয়ের তত্ত্ব-কীর্তন-মুখে প্রথমতঃ বলরামের নাম-করণের কারণ ব্যাখ্যা করিবার পর কৃষ্ণের নামকরণের হেতু বর্ণন করিতেছেন,—

অম্বয় । অম্বয়ুগং (যুগে যুগে) তনুঃ (শ্রীমূর্ত্যবতারান্)

গুহুতঃ (স্বীকৃতঃ প্রকটয়তঃ বা) অস্ত্র (তব নন্দনস্ত্র) হি (নিশ্চয়ে) গুরুঃ রক্তঃ তথা পীতঃ (ইতি) ত্রয়ঃ বর্ণাঃ (রূপত্রয়-বিশিষ্টাঃ অবতারাঃ) আসন্ (অভবন্), ইদানীং (দ্বাপর-শেষাংশে) কৃষ্ণতাং (কৃষ্ণবর্ণাং) গতঃ (প্রাপ্তঃ, অতঃ অস্ত্র কৃষ্ণঃ ইতি অস্ত্র নাম স্ত্রাৎ) । অথবা,

অম্বয়ুগং (প্রতিযুগং) তনুঃ গুহুতঃ (প্রাহুর্ভবতঃ) অস্ত্র (তব পুত্রস্ত্র) হি (যত্বেপি) ত্রয়ঃ (কৃষ্ণাং অস্ত্রে গুরুদয়ঃ ত্রয়ঃ) বর্ণাঃ (রূপাণি) আসন্ (বভূব, তথাপি) ইদানীং (এতৎ-প্রাহুর্ভাববতি দ্বাপরাস্ত্রে) গুরুঃ রক্তঃ তথা পীতঃ (এতদ্রূপাঃ-সর্বযুগাবতারাঃ, তদুপলক্ষণে তু, অস্ত্রে সর্বে প্রোভব-বৈতব প্রকাশ-বিলাস-স্বাংশ-তদেকান্ত-পুরুষ-যুগ-সমস্তরূপাবতারা-বিষ্ণুরূপাঃ অপি) কৃষ্ণতাং গতঃ (এতস্মিন্ কৃষ্ণে অন্তর্ভূতঃ, অতঃ সর্বাৱতারা কৃষ্ণোহয়ঃ স্বয়ংরূপঃ পূর্ণতমঃ পরমেশ্বরঃ সর্বকারণ-কারণম্ ইতি নিরূপঃ) ॥ ১৩৬ ॥

অম্বুবাদ । হে নন্দ, তোমার এই পুত্র যুগে-যুগে শ্রীমূর্তি প্রকটনপূর্বক গুরু, রক্ত ও পীত, এই বর্ণত্রয় ধারণ করিয়াছেন ; অধুনা এই দ্বাপর-যুগের শেষাংশে ইনি কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন (অতএব ইহার কৃষ্ণনামকরণ সম্পাদিত হউক); অথবা, প্রতিযুগে অবতরণকারী তোমার এই পুত্রের পূর্বে যদিও গুরু, রক্ত ও পীতবর্ণ এবং অস্ত্র দ্বাপরযুগে শুকপক্ষীর ত্রায় বর্ণ প্রকটিত হইয়াছিল, তথাপি সেই গুরু, রক্ত, পীত এবং তদুপলক্ষণে অস্ত্র যাবতীর প্রোভব-বৈতব-

দুরভ্রমণ-জনিত স্বীয় শ্রমাপনোদন-বিষয়ে উদাসীন।

মাতাকে স্নেহভরে অনুযোগ—

কুশলে আইনু আমি দূর-দেশ হৈতে ।

কোথা তুমি মজল করিবা ভাল-মতে ॥ ১৭৪ ॥

শচীমাতার ক্ষুদ্রানন-দর্শনে নিমাইর

তৎকারণ-জিজ্ঞাসা—

আর 'তোমা' দেখি অতি-দুঃখিত-বদন ।

সত্য কহ দেখি, মাতা, ইহার কারণ ?' ১৭৫ ॥

প্রকাশ-বিলাস-স্বাংশ-তদেকাশ্ব-যুগ-মহন্তরাদি সমস্ত অব-
তারই সম্প্রতি কৃষ্ণ প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ এই শ্রীকৃষ্ণ-
বিগ্রহের অস্তিত্ব হইয়াছেন। অতএব এই শ্রীকৃষ্ণই
সর্গাবতীর স্বয়ংরূপ বিষ্ণুপরমাত্ম ভগবান্ ॥ ১৩৬ ॥

‘এইভাবে ক্রমশঃ ভগবদ্ভ্যাস-বৃত্তান্ত-বর্ণনাকাজ্ঞায় কিংবা
শ্রীভগবানের মাহাত্ম্যাদি বর্তমান বক্তব্য-বিষয়ের বিস্তার-
ভিত্তিতে সূচী-কটাহ-জ্ঞানসূত্রে (অর্থাৎ পূর্বে অল্পতর
আশ্বাস-সাধ্য বিষয়-সম্পাদনের পর অধিকতর আশ্বাস-সাধ্য
বিষয়-সম্পাদন কর্তব্য,—এই রীতাসূত্রে) বলরামের নাম-
করণাদি বর্ণন করিবার পর এক্ষণে “কৃষ্ণবৈচিত্র্যঃ শব্দঃ”—
কৃষ্ণনামের এই নিরুক্তি সঙ্গোপনপূর্বক কৃষ্ণের সূচীকৃত শ্রীম-
বর্ণ-নিবন্ধন পরমসৌন্দর্য্য বর্ণন করিবার আকাঙ্ক্ষায় ‘কৃষ্ণ’
এই নামটি প্রকাশ করিতে গিয়া বর্তমানশ্লোকের অবতারণা
করিতেছেন। সত্য-ক্রেতাগি তিন-যুগে শ্রীমুক্তি-প্রকটকারী
(তোমার) এই তনয়ের ক্রমশঃ গুরাদি তিনটি বর্ণ (প্রকটিত)
হইয়াছিল। হি-শব্দে নিশ্চয় অথবা প্রসিদ্ধি। পূর্বের ত্রয়
এই কলির প্রারম্ভে ইনি কৃষ্ণবর্ণ হইয়া প্রকট হইলেন। তব-
দৃষ্টিতে সচ্চিদানন্দধন বলিয়া রূপ ও রূপীর সম্পূর্ণ অভেদ-
নিবন্ধন নিত্যস্বপ্নেও কৃষ্ণবর্ণের সংগোপন করিবার নিমিত্ত
ঐরূপ কথিত হইল; অস্তথা, নিত্য শ্রীমন্তুল্য বলিয়া ‘ইনি
—সুপ্রসিদ্ধ সাক্ষাৎভগবান্ শ্রীনারায়ণ’ এইরূপ জ্ঞানের
সম্ভাবনা ঘটে।’

অথবা, এই শ্লোকের এইরূপ অর্থও হইতে পারে—

‘বারংবার স্মৃতিগ্রহণকারী (তোমার) এই তনয়ের
গুরাদি তিনটি বর্ণই (প্রকটিত) ছিল; ইদানীং তোমার
পুত্ররূপে ইনি জগন্মনোহর শ্রীমবর্ণ হইলেন’ ইত্যাদি বাক্য
ঐনন্দমহারাজের সম্বোধনের নিমিত্তই কথিত হইয়াছে। এই-
ভাবে বিভিন্ন অবতারাবলীর নাম ও রূপের বৈচিত্র্য-নিবন্ধন
ইনি ‘কৃষ্ণ’নামে প্রকট হইয়াছেন,—এইরূপ অর্থও দ্রষ্টব্য।’
(—শ্রীসনাতনপ্রকৃত ‘ব্রহ্মবৈক্যবতোবধী’)

প্রতিযুগে এই বালকরূপী ভগবানের তিনটি বর্ণ প্রকটিত
ছিল; যথা—গুরু, রক্ত ইত্যাদি। কিন্তু ইদানীং তমুগ্রহণ-
সূত্র (অর্থাৎ অবতারপ্রকটনসূত্রে) তোমার পুত্রবিষয়ে
তিনিই কৃষ্ণ বা সাক্ষান্নারায়ণই অর্থাৎ রূপগুণাদির দ্বারা
তাহার তুল্যতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। পরবর্তী ১২শ শ্লোকেও
“ইনি শুণে নারায়ণের সমান” এইরূপ ভাবে উপসংহার
করা হইবে। এইরূপে সেই সেই উপাসনা-প্রভাবরূপ
পূর্ণাচার কথিত হইল। অতএব (এই মাধুর্য্যবিগ্রহের)
পরমোৎকর্ষরূপ নিত্যাদিষ্ঠান-নিবন্ধন ‘কৃষ্ণ’ এই মুখ্যনামই
জানিতে হইবে,—ইহাই তাহার্থ।’ (—‘ক্রমসন্দর্ভ’)

‘এইভাবে ক্রমশঃ ভগবানের জন্মবৃত্তান্ত-বর্ণনাকাজ্ঞায়
শ্রীবলদেবের নামসমূহ ব্যক্ত করিয়া শ্রীকৃষ্ণের নামসমূহ
প্রকাশ করিতে গিয়া বর্তমানশ্লোকের অবতারণা করিতে-
ছেন। যুগে-যুগে বারংবার তমুগ্রহণকারী এই বালকরূপী
ভগবানের গুরাদি তিনটি বর্ণ (প্রকটিত) ছিল। ইদানীং
তোমার পুত্র-স্বরূপে ইনি জগন্মনোহর শ্রীম-বর্ণতা প্রাপ্ত হই-
লেন। বক্তব্য এই যে, ‘তমুগ্রহণ’ এই স্বতন্ত্র-ভাবে
উক্তি-নিবন্ধন উহা যোগ-প্রভাবের দ্বারা কথিত হইয়াছে।
সেস্থলে গুরাদি রূপ-গ্রহণ-দ্বারা শ্রীনারায়ণ-স্বভাবের অস্তি-
ব্যক্তি-নিবন্ধন তাহারই উপাসনা-যোগ পর্য্যবসিত হইয়াছে।
সেই নারায়ণের অংশভূত পুত্র পুত্র গুরাদি-অবতারের
উপাসনা-দ্বারা সেই সেই অবতারের সাম্যাদি-প্রাপ্তি-নিবন্ধন
গুরাদি-প্রাপ্তি ঘটে, কিন্তু সম্প্রতি কৃষ্ণবর্ণ-রূপে প্রসিদ্ধ
সাক্ষাৎ-নারায়ণের উপাসনা-দ্বারা তাহার সাম্য-প্রাপ্তি-
নিবন্ধন কৃষ্ণবর্ণেরই প্রাপ্তি ঘটে; পরবর্তী ১২শ শ্লোকেও
বলা হইবে যে, “ইনি শুণে নারায়ণের সমান!” এইরূপে
পূর্ণাচার কথিত হইল এবং পরম-ভাগবত শ্রীমদ্রূপেও
সঙ্গীত করা হইল।

এইরূপ পরমোৎকর্ষপ্রাপ্তিদ্বারা স্বরূপনিষ্ঠ-নিবন্ধন
তাহার ‘কৃষ্ণ’ এই নামটিকেই ‘মুখ্য’ জানিতে হইবে।

নিমাইর কথা-প্রবণে মৌনভাবে শরীর আনতমুখে ক্রন্দন—
শুনিয়া পুত্রের বাক্য আই অশোমুখে ।
কালো মাত্র, উত্তর না করে কিছু স্থঃখে ॥ ১৭৬ ॥

মাতৃ-সমীপে বধু লক্ষ্মীসেবীর তিরোভাববার্তা-শ্রবণোন্মেষ—
প্রভুবলে,—“মাতা, আমি জানিছু সকল ।
তোমার বধুর কিছু বুঝি অমঙ্গল ?” ১৭৭ ॥

অতএব (কেবল ‘রূপে’ নহে,) নামেও যে ইনি কৃষ্ণতা লাভ করিলেন, এইরূপ অর্থও জ্ঞাতব্য,—ইহাই অভিশ্রুতি । যুগে-যুগে ভগ্নগ্রহণকারী ভগবানের তিনটিবর্ণ প্রকট হইয়াছিল । তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ অবতার, রক্তবর্ণ অবতার, পীতবর্ণ অবতার, এবং এই উপলক্ষণে বর্ণান্তরবিশিষ্ট অবতারগণ (অর্থাৎ অজ্ঞান্য ষাণ্ময়গুণী শুক্লপক্ষ-বর্ণ অবতারও), সকলেই সম্প্রতি এই বালকরূপী ভগবানের আবির্ভাব-সময়ে এই কৃষ্ণ-বর্ণের অভ্যন্তরে অন্তর্ভুক্ত হইলেন । সমস্ত অংশ গ্রহণপূর্বক স্বয়ং অবতীর্ণ হওয়ায়, স্বয়ং কৃষ্ণস্বরূপ অর্থাৎ নিজের সমস্ত অংশকে কৃষ্ণবর্ণীকরণ-নিবন্ধন এবং সকলকে আকর্ষণ করায়, তাহার ‘কৃষ্ণ’ এই নামটাই মুখ্য । অতএব ‘কৃষ্ণত্ব’বাচক—কৃষ্ণ-শব্দের এই নিরুক্তিটিও বৃহত্তমানন্দে সকল-বস্তুই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া সমস্তই পূর্বোক্ত অর্থের অন্তর্গত হইতেছে । অতএব তাহার এই মহানামটী স্বাভাবিক । প্রণবের অভ্যন্তরে বেদসমূহের ত্রায় কৃষ্ণনামের অভ্যন্তরেও অতঃসমস্ত বিষ্ণু নাম এবং কৃষ্ণরূপের অভ্যন্তরেও সমস্ত বিষ্ণুরূপই অন্তর্ভুক্ত । ইহা যুক্তিযুক্ত ও বটে, যেহেতু বিষ্ণুত্বের অন্য নাম-সমূহ—এই বিশেষরূপ কৃষ্ণ-নামেরই বিশেষণ-স্বরূপ । প্রভাসখণ্ডেও—‘মধুর হইতে মধুর নিখিল মঙ্গলসমূহের মধ্যে একমাত্র মঙ্গল’ ইত্যাদি যে শ্লোকটি আছে, তাহার সর্বশেষে ‘কৃষ্ণনাম’ এই শব্দটি বর্তমান । অন্যত্রও—‘হে পরম্পর, সমস্তবিষ্ণু নামের মধ্যে আমার ‘কৃষ্ণ’ এই নামটাই মুখ্য । অতএব এই কৃষ্ণনামের প্রথম অক্ষরটিও ‘মহামন্ত্র’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ।’ (—শ্রীজীব-প্রভুক্ত ‘লগ্নুতোষণী’) ॥ ১৩৬ ॥

‘কলির মহা-দোষগুলি কি-উপায়ে ভগবান্ বিনাশ করিয়া থাকেন ?’—পরীক্ষিতের এত প্রশ্নের উত্তরে শুকদেব কলির মহা-দোষ-সম্বন্ধে এই একটীমাত্র মহাশ্লোকের কথা বর্ণন করিতেছেন,—

অময় । কৃতে (সত্যযুগে) বিষ্ণু (সর্বস্বরেশ্বর পরব্রহ্ম) ধায়তঃ (ধ্যানকারিণঃ জনস্ত) ত্রেতায়াং (ত্রেতা-যুগে তমেব বিষ্ণুঃ) যথৈঃ (যজ্ঞৈঃ) যজতঃ (যজনকারিণঃ জনস্ত)

ষাপরে (ষাপরযুগে চ তত্শৈব বিষ্ণোঃ) পরিচর্যায়াং (অর্চনে) যং (ফলং লভ্যতে ইতি শেষঃ), কলৌ (কলিযুগে) হরি-কীর্তনাং (তত্শৈব হরেঃ নামরূপগুণগোপী-কীর্তনাং এব) তং (সর্বং লব্ধং ভবতি ইতি শেষঃ, নান্যান্মিন্ যুগে ; উক্তঞ্চ —‘ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞেন্নেতায়াং ষাপরেহর্চয়ন্ । যদা-প্রোতি তদাপ্রোতি কলৌ সাক্ষীত্ব কেশবন্ ॥’ ইতি) ॥ ১৩৮ ॥

অনুবাদ । সত্যযুগে ভগবান্ বিষ্ণুর ধ্যানকারি-ব্যক্তির ত্রেতাযুগে যজ্ঞাদির দ্বারা বিষ্ণুর যজনকারীর এবং ষাপর-যুগে বিষ্ণুর অর্চনে যে হরিতোষণরূপ ফললাভ হয়, কলিযুগে ভগবান্ শ্রীহরির কীর্তনপ্রভাবে সেই সমস্ত ফল-লাভ হয় ॥ ১৩৮ ॥ যুগ-চতুষ্টয়ে ভিন্ন ভিন্ন অভিধেয় কীর্তিত হইয়াছে । কলিযুগের সাধনবর্ণনায় কৃষ্ণনাম-যজ্ঞেরই উৎকর্ষ প্রদর্শিত হওয়ায় অর্চন, যজ্ঞ ও ধ্যানপ্রভৃতির দ্বারা জীবের চরম সাধা-বস্তু বা প্রয়োজন-লাভ ঘটে না । নির্যোধ লোক-সকল কৃষ্ণ-কীর্তন পরিহার করিয়া বৈতানিক মহা-কর্মকাণ্ড বা নির্ভেদব্রহ্মাহুদক্ষানরূপ জ্ঞান-কাণ্ডাদি ইতর-পন্থা গ্রহণ করে । তদ্বারা তাহাদিগের কখনই স্বর্গপ্রাপ্তিরূপ ইন্দিয়-তৃপ্তির অথবা ভববন্ধহইতে মুক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই ॥ ১৩৯ ॥

যাহারা প্রপঞ্চে ভগবন্তোষণ-মূলে সকলকার্য্য করিবার কালে ভগবানের নাম অমুকণ গ্রহণ করেন, তাহাদিগকে নিত্য ভগবৎস্মৃতি-পরায়ণ মুক্তপুরুষ বলিয়া বেদশাস্ত্র গান করিয়া থাকেন । কিন্তু সাধারণ প্রাকৃত মূঢ়লোক সেই-সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া বলেন যে, বেদ কখনও তাহাদের সধকে গান করেন না, অতএব তাহাদের ঐরূপ অমুকণ শ্রীনাম-কীর্তন-বিচার গ্রহণীয় নহে ! তাহাদিগের অজ্ঞানতিমিরাক্রমের উন্নীলনের জন্য পরমকরণ গ্রহণকার বলিতেছেন যে, ভগবান্নামকীর্তনকারীর অপ্রাকৃত প্রকৃত-মাহাত্ম্য বেদও গান করিতে সম্যক্ অসমর্থ । তাৎপর্য্য এই যে, সাধারণ প্রাকৃত-লোকের অন্ধজ-জ্ঞানের অতীত বলিয়া বেদ ভগবান্নামকীর্তনকারীর মাহাত্ম্য প্রকাশ করা সম্ভব মনে করেন নাই । সুতরাং সাধারণ নির্যোধ লোক-

প্রভুর কারণ-জিজ্ঞাসায় তৎসমীপে আশ্রু

প্রতিবেশিগণের লক্ষ্মীদেবীর তিরোভাব-

কথা প্রকাশ—

তবে সবে কহিলেন,—“শুনহ, পণ্ডিত।

তোমার ব্রাহ্মণী গজা পাইলা নিশ্চিত ॥” ১৭৮ ॥

গণের অক্ষজ্ঞানধারণ উপযোগিবিষয়ই বেদে গীত হইয়াছে বলিতে গেলে তাঁহারা ঐ নামকীর্তনকারীর গুণরাশিকে বেদাতীত অসামান্য ব্যাপার পা তদুর্দ্ধে অবস্থিত বলিয়া জানিতে পারেন। সাধারণতঃ বিধি-নিষেধের দ্বারা কর্মফল-বাধ্য জীবকে সংপথে আনয়নই বেদের বাহ্য তাৎপর্য। ষাঁহারা সর্বক্ষণ ভগবৎশ্রবণকীর্তনস্বরূপাদিতে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগের নিকট বেদের প্রতিপাদিত ও নিষিদ্ধ ব্যাপার কিছুই নাই। স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাদের হৃদয়ে ঐ প্রকার বৃত্তি অবস্থিত। শ্রীভগবদ্রাম সাক্ষাদ্ বৈকুণ্ঠ বঙ্গ। উহা জড়জগতের কোন জীবভোগ্যভব্যের ইন্দ্রিয়গোচ্য সংজ্ঞা বা শব্দ নহে। অতএব যিনি চিং ও অচিং এই উভয় জগতের একমাত্র আরাধ্য শ্রীনাথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি নিশ্চয়ই পরম-মুক্ত পুরুষ; লৌকিক-পরিমাণ-দ্বারা তাঁহার পরিমিতি চেষ্টা নিতান্ত অসম্ভব ॥ ১৪০ ॥

জ্ঞান-কর্মাদি প্রাকৃত অভিধেয় ব্যতীত ও সত্য-যুগের ধ্যান, ত্রেতাযুগের যজ্ঞ ও ষাণ্ময়যুগের অর্চনাদি অভিধেয়-সমূহের অহুশীলনে ফল প্রাপ্ত করিবার পক্ষে কলিযুগে বহু অস্তরায় বর্তমান। অতএব অভিন্ন কৃষ্ণ শ্রীনাথপ্রণে যিনি নিরন্তর হরিত্তজন করেন, তাঁহার ন্যায় মহাত্ম্যাবান্ আর কেহই নাই ॥ ১৪১ ॥

হে তপনশিশু, তুমি গৃহস্থশ্রমে বাস করিয়া কৃষ্ণের সেবা কর। কু-শব্দে নিষিদ্ধাচার, না-শব্দে ও তাহাই। কাপট্য-নাট্য ও কুটিনাট্য-নামে অভিহিত অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ,—এই চতুর্ধর্মরূপ কৈতবচতুর্দৈয়কে অর্থ বা প্রয়োজন-জ্ঞানে যে-সমুদয় সাধন কল্পিত হয়, উহাদিগেব অহুশীলন করিবার দুর্য্যাসনা পরিত্যাগ করিয়া একান্তভাবে কৃষ্ণনাম আশ্রয় করিলেই কৃষ্ণের প্রীতি-উৎপন্ন হয়। অন্যাত্মিয়ারী, কর্ম্মী, যোগী ও জ্ঞানী প্রভৃতি কেহই কৃষ্ণপ্রীতির অস্ত্র বদ্ধ করে না; তাহারা নিজ-নিজ-তাৎকালিক ইন্দ্রিয়-প্রীতির

মহালক্ষ্মী-বিরহে গৌর-নারায়ণের মৌনভাব—

পদ্মীর বিজয় শুনি' গৌরানন্দ শ্রীহরি।

কর্ণেরে রহিলা প্রভু হেঁট মাথা করি' ॥ ১৭৯ ॥

প্রিয়ার বিরহ-দুঃখ করিয়া স্বীকার।

ভুক্ষী হই' রহিলেন সর্ব-বেদ-সার ॥ ১৮০ ॥

জন্য বাস্ত থাকে, তদ্বারা তাহাদের কোন নিত্য বাস্তব মঙ্গল-লাভ হয় না। ঐসকল ফল-বাসনা প্রবল থাকিলে কৃষ্ণ-নামে রুচির উদয় হয় না ॥ ১৪২ ॥

কৃষ্ণপ্রেমাই সাধ্য এবং কৃষ্ণনামকীর্তনই সাধন। এতৎসম্পর্কে যতপ্রকার প্রশ্নের উদয় হইতে পারে, তাহার সমস্ত মীমাংসা একমাত্র কৃষ্ণ-নামেই পাওয়া যাইবে। অজ্ঞা-ভিলাষী, কর্ম্মী ও জ্ঞানিপ্রভৃতির যাবতীয় ভুল-বাসনার অপ্ৰয়োজনীয়তা একমাত্র কৃষ্ণনামপ্রতিব্যক্তিরই কৃষ্ণনাম-সম্বন্ধীকরণপ্রভাবে উপলব্ধি হয় ॥ ১৪৩ ॥

অম্বয়। হরে: নাম, হরে: নাম, হরে: নাম (ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণ নাম-কীর্তনম্) এব কেবলম্ (অন্তসর্ববিধসাধনা-পেক্ষা শূন্য স্বরাড়্‌রূপতয়া স্বয়মেব সাধ্যং সাধনক, অতঃ উভয়বিধস্বরূপম্ ইতি বেদ-ধোদাহুগ-সর্বশাস্ত্রৈ: বিনির্গাতম্)। কণৌ (বিশেষতঃ কলিযুগে তু) অস্তথা (অন্তবিধা) গতি: (প্রয়োজনরূপতঃ ভগবৎপ্রণে: সাধনপ্রণালী) নাস্তি এব, নাস্তি এব, নাস্তি এব (কুত্র কাপি ন বিজতে ইত্যর্থ:) ॥ ১৪৪ ॥

অমুবাদ। কেবলমাত্র হরিনাম, হরিনাম, হরিনামই সার। কলিযুগে আর অন্য কোন গতি নাই-ই, নাই-ই নাই-ই ॥ ১৪৪ ॥

এই লোকের বিষয় যে বহিঃশ-অক্ষরায়ক যোলটা নাম, তাহা সমস্তই সম্বোধনের পদ;—ইহাই মহামন্ত্র। পাক-রাজিক-বিধানমতে এই মহামন্ত্রের উচ্চ কীর্তন এবং জপ, উভয়বিধ অহুশীলনই বিহিত। যিনি এই মহামন্ত্র উচ্চৈ:স্বরে কীর্তন করেন, তাঁহারই হৃদয়ে উচ্চকীর্তনপ্রভাবে কৃষ্ণপ্রীতি-বাসনাঙ্কুর উৎপন্ন হয় এবং ক্রমশ: শ্রীনামপ্রভুর রূপায় তিনি অচিরেই সাধ্য-সাধন-তথ্যে পারদর্শী হন। ‘ছদ্মনাম’ বা কল্পিত রসভাস-দৃষ্ট নামাপরাধের চীৎকার, অথবা মহা-মন্ত্রকে কেবল জপ্য-জ্ঞানে উচ্চকীর্তন-বিরোধী হইলে, তাহা কৃষ্ণ-প্রেমের পরিবর্তে অপরাধই উৎপাদন করে। বাণীরা

নরলীলাভিনয়ে প্রথমতঃ পত্নীবিরহ-দুঃখ-প্রকাশ

ও পরে তৎকথা-বর্ণন—

লোকাস্থকরণ-দুঃখ কণেক করিয়া ।

কহিতে লাগিল নিজে ধীর-চিত্ত হৈয়া ॥ ১৮১ ॥

এরূপ অপরাধ করিতে কৃতসঙ্কল্প, তাহাদের হৃদয়ে কোনদিন সাধ্য-সাধন-তৎপরতার উদয় হয় না। এইসকল গুরুদ্রোহী অপরাধিগণ মায়া-শৃঙ্খলে ওত-প্রোতভাবে আবদ্ধ হইয়া পড়ে। ইহারা শুদ্ধ-বৈষ্ণবের বিবেচ্য করিতে করিতে মঙ্গললাভের পরিবর্তে চিরতরে নিয়মগামী হয় ॥ ১৮৬ ॥

তপনমিশ্র প্রভুর সঙ্গে শ্রীমায়াপুরে বাইতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে প্রভু তৎ-বিরোধপূর্ণ বারাগসীধামে যাইতে আদেশ করিলেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, বারাগসীধামে জ্ঞান-কাণ্ডপ্রতিভ ভগবান-কৌন্তীন-বিরোধী বহুসংখ্যক মায়া-বাদীর বাস ছিল। তপনমিশ্র তথায় গিয়া পরবর্তিকালে প্রভুর নিকট নিত্যসাধ্য-সাধন-তৎপরতার জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহার সেই প্রশ্নজিজ্ঞাসার ফলে প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত সাধ্য-সাধন-তৎ-বিষয়ক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ মীমাংসা-বাণীর শ্রবণ-প্রভাবে মুমুক্শুগণের মুমুক্ষা হইতে পরিত্রাণ ও নিরুপদ্রব ভগবন্তুতনে অযোগ্যলাভ ঘটবে জানিয়াই নিজভক্ত তপনমিশ্রকে কালী-বাসের নিমিত্ত প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা-প্রদান ॥ ১৮২ ॥

তপনমিশ্রের সহিত কণোপকথনান্তে পূর্ববঙ্গ হইতে প্রভুর নবদ্বীপান্তিমুখে যাত্রার শুভলগ্ন উপস্থিত হইল। তদর্শনে প্রভু হর্ষভরে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিয়া স্বগৃহে পুনর্গত করিলেন ॥ ১৮৫ ॥

ব্যবহারে,—লৌকিক রীতি বা আচারের অমুকরণে।

সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির বিনিময়স্বরূপ অসামান্য অর্থ ও পূজা-প্রতিষ্ঠা-সম্মানাদি সংগ্রহ করিয়া প্রভু যখন নবদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন সন্ধ্যার প্রারম্ভ। এতদ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না যে, তিনি পূর্ববঙ্গ হইতে শুভকালে বাহির হইয়াছিলেন, সেইদিনই সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীমায়াপুরে আসিয়া পৌছিয়াছিলেন। ইতোমধ্যে কয়েকদিবস প্রভুর পথে অতিবাহিত হইয়াছিল বুঝিতে হইবে।

‘বৃত্তি’(বিশ্ব ৭)-শব্দে অর্থ-প্রবিণাদি বৃত্তিতে হইবে।

(পূর্ববর্তী ১১১-১১২ সংখ্যা—) “স্বর্ণ, রত্ন, অলপাঙ্গ,

তথা হি (ভাঃ ৮।১৫।১২)

অবিজ্ঞা-মায়া-মোহ-বশতঃই বিষ্ণুবিমুখ-জীবের কলত্রাদিতে

যথীঃ বা অহংমবুদ্ধি—

কত্বে কে পতিপূজাত্মা মোহ এব হি কারণম্ ॥ ১৮২ ॥

দিব্যাসিন। সুরঙ্গ কঞ্চল, বহুপ্রকার বসন ॥ উত্তমপদার্থ যার যত ছিল ঘরে। সুবেই সমস্তোষে আনি’ দিলেন প্রভুরে ॥” এই সমস্তদ্রব্যই প্রভু সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়া শচীমাতাকে অর্পণ করিলেন ॥ ১৮৭ ॥

যথোচিত নিত্যকর্ম,—সাধারণতঃ কর্মকাণ্ডিগণ যাহাকে ‘নিত্যকর্ম’ বলেন, তদ্বারা ঐহিক ও আনুজিক ফললাভ ঘটে। কিন্তু জীবের চিন্তে কর্মকাণ্ডের প্রতি অনিত্য-বোধ উদয় করাইবার নিমিত্ত প্রভু প্রচারলীলায় যে ওচিতি বিধান করিয়াছেন, তাহাই ‘যথোচিত নিত্য কর্ম’ ॥ ১৬৩ ॥

বঙ্গদেশীর বাক্যাস্থকরণ,—পূর্ববঙ্গের পল্লীগামসমূহে চলিত ও কথিত শব্দের ও ভাষার অমুকৃতি; তাদৃশ অমুকরণ-দ্বারা গোড়দেশবাদিগণের হাত্যাংপাদন এবং ঐসকল শব্দ ও ভাষা রাজধানীর বা নাগরিকের নহে বলিয়া পূর্ববঙ্গে কথিত ও চলিত শব্দে ও ভাষায় দোষারোপণই উদ্দেশ্য। প্রাদেশিকশব্দের উচ্চারণে পার্থক্য ও প্রাদেশিক-ভাষার কথন-লিখনে ভেদ থাকায়, বিভিন্নপ্রদেশের অধিবাসিগণের পরস্পরের মধ্যে অন্তর্দেশ-প্রচলিত শব্দের ও ভাষার উল্লেখ হাত-পরিহাস অত্যাঁপি দৃষ্ট হয় ॥ ১৬৭ ॥

যে রূপ সাধারণ প্রাকৃত-লোক পত্নীর বিয়োগে দুঃখিত হয়, কতকটা সেইরূপ দুঃখের ‘বিভূষন’ অর্থাৎ অমুকরণ অভিনয় করিয়া বৈষ্ণবধারণ-লীলা প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৮১ ॥

ভক্তের সহায়তার দৈত্যরাজ বলি দৈত্যগণের যোগে দেবরাজ, ইত্যক্কে পদচ্যুত করিয়া দেবগণের ঐর্ষ্যা, বশঃ, শ্রী ও রাজ্য বলপূর্বক অধিকার করায়, দেবমাতা অদ্বিতি শৈকাত্যুরা হইয়া পরিতাপ করিতে করিতে প্রিয়গতি মহর্ষি কতপের নিকট স্বীয় পুত্রগণের তৎ-পুনঃপ্রাপ্তির প্রার্থনা ও তদুপায় জিজ্ঞাসা করিলে, কতপঃস্বপ্নদ্বয়ে বলিতেছেন,—

অমর্য। কে (জনাঃ) কত্বে (জনত্বে) পতিপূজাত্মাঃ (পতি-পূজাদি-সম্বন্ধিনঃ ভবন্তি, অপি তু কোহপি কত্বেপি পতিঃ পুত্রঃ বাক্যাদির্বা ন ভবন্তি, পরন্তু তত্র) মোহঃ এব

মাতার প্রতি প্রভুর শিলা-উপদেশ ; অদৃষ্ট বা কর্তৃকলদাতা
ঈশ্বরের ইচ্ছা অখণ্ডনীয়—

প্রভুবলে,—“মাতা, দুঃখ ভাব’ কি-কারণে ?
ভবিতব্য যে আছে, সে খণ্ডিবে কেমনে ? ১৮৩॥

কালের অপ্রতিহত বেগ, সংসারের অনিত্যতা—
এইমত কাল-গতি, কেহ কারো নহে ।

অতএব, ‘সংসার অনিত্য’ বেদে কহে ॥ ১৮৪ ॥

জীবের মিলন ও বিরহ বা জন্ম ও মৃত্যু, সমস্তই
ঈশ্বরেচ্ছাধীন—

ঈশ্বরের অধীন সে সকল-সংসার ।

সংযোগ বিয়োগ কে করিতে পারে আর ? ১৮৫॥

ঈশ্বরের আনুগত্য ও পূরণেই সমস্ত সেবকের
সন্তোষচিত্ত—

অতএব যে হইল ঈশ্বর-ইচ্ছায় ।

হইল সে কার্য, আর দুঃখ কেনে তার ? ১৮৬ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে বঙ্গদেশ-বিজয়ো লক্ষ্মীদেবী-তিরোধানং নাম চতুর্দশোধ্যায়ঃ ।

(স্বরূপবিশ্বভিত্তিকত্ব অজ্ঞানমেব) কারণং হি (পতিপুত্রাদি-
রূপ-প্রতীতে : কারণম্ এব ভবতি) ॥ ১৮২ ॥

অনুবাদ । এই সংসারে কেই বা কাহার পতি, পুত্র,
বান্ধব ? অর্থাৎ কেহই কাহারও সহিত কোন সম্বন্ধযুক্ত
নহে, পরন্তু স্বরূপ-বিশ্বভিত্তিকতাই মোহ অর্থাৎ অজ্ঞানই ঐরূপ
প্রতীতির কারণ ॥ ১৮২ ॥

ভবিতব্য—[কু + (শকার্থে) তবা], অবশুভাবী,
অনিবার্য, বিধি, ভাগ্য, নিয়তি বা অদৃষ্টের লিপি বা বিধান,
কপাল বা ললাটের লিখন, দৈবের নির্লক্ষ্য । জীব স্বীয় বাসনা-
দ্বারা শুভাশুভ ফল সঞ্চয় করে । “অবশুমেব ভোক্তব্যং
কৃতং কর্ম শুভাশুভম্”—ভোগদ্বারাই উহা নষ্ট হয় ॥ ১৮৩ ॥

ভগবদ্বিচ্ছা-ক্রমেই জীবের সংসারে সংযোগ ও বিয়োগ
অর্থাৎ জন্ম ও মৃত্যু ঘটে ; ইহাতে অস্ত্র কাহারও ‘হস্ত’
অর্থাৎ কর্তৃত্ব নাই । প্রয়োজ্য ও প্রয়োজককর্তৃত্ব জীবে ও
ঈশ্বরে বর্তমান । জীবের স্বতন্ত্রতা থাকিলেও তাহার ইচ্ছা-
বশত

পতির জীবদশায় সম্ভবাবস্থায় গঙ্গা-লাভেই সাক্ষী নারীর
মোভাগ্য-পরিচয়—

স্বামী অগ্রেতে গঙ্গা পায় যে স্মৃতি ।

তার বড় আর কে বা আছে ভাগ্যবতী ? ১৮৭

শচীমাতাকে আশাসনানান্তে স্বগণসহ স্বকার্য্যে আত্মনিয়োগ—

এইমত প্রভু জননীরে প্রবোধিয়া ।

রহিলেন নিজ-কৃত্যে আশুগণ লৈয়া ॥ ১৮৮ ॥

প্রভুপ্রেম তৎকথামৃত-পানে সকলের চিত্তে শোকভার-নাশন—

শুনিয়া প্রভুর অতি অমৃত-বচন ।

সবার হইল সর্ব্বদুঃখ-বিমোচন ॥ ১৮৯ ॥

গৌর-নারায়ণের নবদ্বীপে বিজয়াবিলাস-লীলা—

হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৌরহরি ।

কৌতুকে আছেন বিজা-রসে ক্রীড়া করি ॥ ১৯০ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দদান জান ।

বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৯১ ॥

ইতি গোড়ীয়ভাষ্যে চতুর্দশ অধ্যায়-সমাপ্ত ।

শ্রীতীকামনা অসমঞ্জস হওয়ায়, সে অপ্রিয়-কণ ভোগ করিতে
বাধ্য । এই অনুপাদেয়কল বন্ধকীভবের ভোগ-ভূমিতেই
আবদ্ধ । কেবল ভজন-বলেই জীব এই কর্তৃত্বাভিমান অর্থাৎ
প্রাকৃতঅহঙ্কার হইতে মুক্ত হইতে সমর্থ হন । ভগবানের
বহিরঙ্গা গহিতা মার্মা জীবকে তাহার স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপ-
ব্যবহার করিবার শাস্তিস্বরূপ জিওগ-দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া
ত্রিতাপজালায় জর্জরিত করে । সুতরাং সুখে-দুঃখে, সম্পদে-
বিপদে, সর্ব্বত্রই ভগবানের মঙ্গলময় হস্ত বিস্তারিত, এই ভাবিয়া
সকলের মোহ পরিত্যাগ করিয়া ভগবৎ-সেবামুখ হওয়াই
কর্তব্য । তদ্বারা কোন শুভ-মুহূর্ত্তে ভগবৎরূপা-প্রার্থনার
আবশ্যকতা জীবের স্মৃতিপথে উদিত হইতে পারে ॥ ১৮৪-১৮৫ ॥

প্রভু—বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ ; তাঁহার অবিজ্ঞা-গ্রস্ত হইবার
কোন যোগ্যতাই নাই ; তিনি সাক্ষাৎ বিজ্ঞাব্যুজীবন ।
বিজ্ঞারসক্রীড়া-দ্বারাই তিনি সর্ব্বকণ দীলাময় ॥ ১৮৯ ॥

ইতি গোড়ীয়ভাষ্যে চতুর্দশ অধ্যায়-সমাপ্ত ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

কথাসার।—এই অধ্যায়ে প্রাণনতঃ গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া
বিবাহ-লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

নিমাইপণ্ডিত মুকুন্দ-সন্ন্যাসের গৃহে চণ্ডীমণ্ডপে বসিয়া
অধ্যাপনা করিতেন। সনাতন-দর্শন-বর্ণনা প্রভু কোন ছাত্রের
কপালে তিলক না দেখিলে তাহাকে এরূপ লজ্জা দিতেন
যে, দ্বিতীয়বার আর তিনি তিলক ধারণ না করিয়া পড়িতে
আসিতেন না। প্রভু বলিতেন,—যে বিশেষ কপালে তিলক
নাই, তাঁহার কপাল শ্মশান-সদৃশ;—ইহাই শাস্ত্রের মত।
প্রভু ছাত্রগণকে কোনদিন তিলকহীন দেখিলে বলিতেন যে,
তাঁহারা নিশ্চয়ই সেইদিন সন্ধ্যা করেন নাই। এই বলিয়া
সন্ধ্যাহিক করিবার জন্ত ছাত্রগণকে পুনরায় গৃহে পাঠাইয়া
দিতেন। ছাত্রগণ তিলকচিহ্ন ধারণ করিয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলে
তবে প্রভুর নিকট অধ্যয়নে অধিকার পাইতেন।

নিমাইপণ্ডিত সকলের সহিতই নানারূপ হাস্য-পরিহাস
করিতেন, বিশেষতঃ শ্রীহট্টবাগিন্দের শব্দের উচ্চারণ লইয়া
বেশ একটু রঙ্গ-রস করিতেন। কেবলমাত্র পরজীর সঙ্গে
প্রভু কোন প্রকার হাস্য-পরিহাস করিতেন না,—জীলোক
দেখিলেই তিনি পথের অগ্রপাশ্বে অবস্থান বা গমন করিতেন।
কারণ, কৃষ্ণচন্দ্রের ভায় এই গৌরাবতারে সন্তোষময়ী লীলা
প্রদর্শিত হয় নাই। এই জন্ত গৌরকৃষ্ণতত্ত্ববিৎ মহাজনবর্গ
ও তাঁহাদের প্রকৃত অগ্রগণ্য কোনদিনই গৌরহৃন্দকে
সন্তোষ-রস-বিগ্রহ কৃষ্ণের ভায় ‘নদীয়া-নাগর’ বলিয়া অভি-
হিত করেন না। প্রভুর নিকট বর্ষা-মাস অধ্যয়ন
করিয়াই ছাত্রগণ সিদ্ধান্তনিপুণ হইলেন।

এদিকে শতীমাতা পুরের দ্বিতীয় বার বিবাহের জন্ত
উদ্গ্রীব হইয়া কাশীনাথপণ্ডিতের দ্বারা নবদ্বীপবাসী রাজ-
পণ্ডিত সনাতনমিশ্রের পরম-বিষ্ণুভক্তি-পরায়ণা কন্ঠার
সহিত নিমাইর বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করাইলেন। বুদ্ধিমন্তপান-
নাথে এক সুরুদ্ধিমান দনাঢ্য প্রভুর বিবাহের যাবতীয় ব্যয়-
ভার বহন করিতে স্বেচ্ছায় স্বীকৃত হইলেন। শুভলগ্নে, শুভ-
দিনে মহা-সমারোহের সহিত অধিনাস-উৎসব সম্পন্ন হইল।
দোলায় চড়িয়া প্রভু গো-ধূলি-লগ্নে রাজ-পণ্ডিতের গৃহে
উপস্থিত হইলেন। যাবতীয় বেদাচার ও লোকাচার এবং
পরম-সমারোহের সহিত দম্পতি যুগল লক্ষ্মী-নারায়ণ-স্বরূপ
বিষ্ণুপ্রিয়া-গৌরের বিবাহ-লীলা সম্পাদিত হইল। বিষ্ণু-
প্রীতি কামনা করিয়া সনাতন-মিশ্র প্রভুর হস্তে স্বীয় প্রাণা-
ধিকার হস্তান্তর করিলেন এবং জামাতাকে বহুবিধ
যৌতুক প্রদান করিলেন। পরদিবস অপরাহ্নে বিষ্ণুপ্রিয়া-
দেবীর সহিত দোলায় আরোহণ করিয়া প্রভু পুষ্করিণী ও
গীত-বাস্ত-নৃত্যাদির মধ্যে স্বগৃহে শুভ-বিজয় করিলেন।
গৃহে আসিয়া লক্ষ্মী-নারায়ণ অনিষ্টিত হইলে ভুবন ব্যাপিয়া
জয়ধ্বনি উঠিল। লক্ষ্মীনারায়ণের নিত্যবিবাহ-লীলার
কথা শ্রবণ করিলে জীবের প্রাকৃত-জগতে ভোক্তা-ভোগ্য-
সম্বন্ধযুক্ত পুরুষ-প্রকৃতির দাম্পত্যসুখ বিদূরিত হয় এবং
নারায়ণকেই সর্ব-জগতের একমাত্র ভোক্তা বলিয়া স্তুতির
উদয় হয়। প্রভু বুদ্ধিমন্তপানকে আলিঙ্গন-দ্বারা কৃপা
করিলে বুদ্ধিমন্তের হৃদয়ে আনন্দের সীমা রহিল না।
(গোঃ ভাঃ)

বীরহৃদয়ে অভীষ্টদেব যুগলের পাদপদ্মোদয়-প্রার্থনা—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।

দান দেহ’ হৃদয়ে ভোমায় পদবন্দ্য ॥ ১ ॥

গৌরকথা-শ্রবণে ভক্তির উদয়—

গোষ্ঠীর সহিতে গৌরাজ জয়-জয়।

শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ২ ॥

প্রভুর গুণ বিজ্ঞাবিলাস-লীলা—

হেনমতে মহাপ্রভু বিজ্ঞার আবেশে।

আছে গুণরূপে, কারে না করে প্রকাশে ॥ ৩ ॥

শচীমাতাকে প্রণামান্তে প্রভুর অধ্যাপন-লীলা—

সন্ধ্যা-বন্দনাদি প্রভু করি' উষঃকালে।

নমস্করি' জননীরে পড়াইতে চলে ॥ ৪ ॥

নিত্যদাস মুকুন্দসঙ্কয়ের পরিচয়—

অনেক জন্মের ভূত্য মুকুন্দ-সঙ্কয়।

পুরুষোত্তমদাস হয় বাঁহার তনয় ॥ ৫ ॥

প্রত্যহ প্রভুর মুকুন্দসঙ্কয়গৃহে অধ্যাপনার্থ গমন—

প্রতিদিন সেই ভাগ্যবস্তুর আলয়।

পড়াইতে গৌরচন্দ্র করেন বিজয় ॥ ৬ ॥

মুকুন্দ সঙ্কয়ের চণ্ডীমণ্ডপে প্রভুর অধ্যাপনা

ও শিষ্যগণের অধ্যয়ন—

চণ্ডীগৃহে গিয়া প্রভু বসেন প্রথমে।

তবে শেষে শিষ্যগণ আইসেন ক্রমে ॥ ৭ ॥

উর্দ্ধপুণ্ড শূন্য ব্যক্তির ললাটদর্শনে প্রভুর ভৎসনা—

ইতোমুখ্যে কদাচিৎ কেহ কোন দিনে।

কপালে তিলক না করিয়া থাকে জন্মে ॥ ৮ ॥

বর্ণাশ্রমধর্ম-পালক প্রভু—

ধর্ম সনাতন প্রভু স্থাপে সর্ব-ধর্ম।

লোক-রক্ষা লাগি' প্রভু না লঙ্ঘন কর্ম ॥ ৯ ॥

প্রভুর তিরস্কারফলে প্রতাহ সন্ধ্যাহিকাদিকৃত্য ও

উর্দ্ধপুণ্ড ধারণপূর্বক শিষ্যের আগমন—

হেন লজ্জা তাহারে দেহেন সেইকণে।

সে আর না আইসে কভু সন্ধ্যা করি' বিনে ॥ ১০ ॥

শিষ্যের উর্দ্ধপুণ্ড হীন ললাটদর্শনে প্রভুর তিরস্কার—

প্রভু বলে,—“কেনে ভাই, কপালে তোমার।

তিলক না দেখি কেনে, কি যুক্তি ইহার? ১১ ॥

বেদাঙ্গ স্বত্বেশ্বর উর্দ্ধপুণ্ড হীন ললাটের নিন্দা—

‘তিলক না থাকে যদি বিপ্রের কপালে।

সে কপাল শ্মশান-সদৃশ’—বেদে বলে ॥ ১২ ॥

গৌড়ীয় ভাষা

দান দেহ’,—রূপা-প্রদান বা অমূল্য দ্রব্য বিতরণ কর ॥ ১ ॥

সন্ধ্যা-বন্দন,—হঃ ভঃ বিঃ ৩২নিঃ ১৪০-১৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

সন্ধ্যা বিবিধা—বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। তন্মধ্যে বৈদিকী

সন্ধ্যার বিষয় সংক্ষেপে লিপিত হইতেছে,—“ও তর্জিকো:

পরমং পদং পরা পুস্তস্তি হৃদয়ঃ দিব্যঃ চক্ষুরাততম্” ইত্যাদি-

মনম্। ততঃ বিধিবৎ তিলকং কৃৎস্না পুনশ্চাচরা বৈষ্ণবঃ।

বিদিনা বৈদিকীং সন্ধ্যামপোপানীত তান্ত্রিকীম্ ॥” (কৌশ্লে

ব্যাসগীতায়ান্—) ‘প্রাক্কুলেষু ততঃ ত্রিষা দর্ভেষু স্তম্ভমা-

হিতঃ। প্রোণায়ামজয়ং কৃৎস্না ধ্যায়েৎ সন্ধ্যামিতি শ্রুতিঃ ॥’

(ভার্গবীয়ে মনো—) ‘ধ্যাত্বাকর্মণ্ডলগতাং সাবিত্রীঃ তাং

জপেদ্বদঃ। প্রায়ুধঃ সততং বিপ্রঃ সন্ধ্যোপাসনমাচরেৎ ॥’

কিঞ্চ, ‘সাবিত্রীং বৈ জপেদবিশান্ প্রায়ুধঃ প্রথতঃ স্থিতঃ।’

সন্ধ্যা-মন্ত্র বধা—“ও পর আপো ধন্যতাঃ শমনঃ সঙ্ক নৃপ্যা:

শরঃ সমুজ্জিগা আপঃ শমনঃ সঙ্ক কৃপ্যা:। ও রূপাদিব যু-

চানঃ বিপ্রঃ স্নাতো মলাদিব। পূতং পবিত্রেণোপাজামাপঃ

শুদ্ধস্ত বৈনসঃ। ও আপো চিঠাময়ে ভূবন্তা ন উর্জ্জ দধাতন।

মহেরণায় চক্ষসে। ও যো বঃ শিবতমোরসস্তস্ত ভাজয়তেহহ-

নঃ। উশতীরিণ মাতরঃ। ও তন্মা অরজমাম যে যন্ত কয়াম

জিষথ। আপো জনয়থা চ নঃ। ও স্নাতক সত্যাকাভৌদ্ধাৎ-

তপসোহধ্যাজায়ত। ততো রাত্রাজায়ত। ততঃ সমুদ্রোহর্ষবঃ।

সমুদ্রাদর্শদাদিশিবংবৎসরোহজায়ত। অতোরাত্রাদি বিদগদ্বিষন্ত

মিষতো বধী হৃদ্যাচক্ষমসো ধাতা বধা পূর্বমকল্পয়ৎ। দিবঞ্চ

পূর্ববীকাস্তরীক্ষমথো ষঃ।’

অকরণে প্রত্যবায়—‘সন্ধ্যাহীনোহন্তর্চিনিত্যমনর্হঃ সর্ব-

কর্ম্মহু। যবন্তং কুরুতে কিঞ্চিৎ তন্ত ফলমাপুয়াৎ ॥ যোহ-

জন্ত কুরুতে যন্তঃ ধর্ম্মকার্যো বিজোতমঃ। বিজায় সন্ধ্যা-

প্রণতিং স য়াতি নরকাগতম্ ॥’

তান্ত্রিকী সন্ধ্যার বিষয় লিপিত হইতেছে,—‘ততঃ সংপূজ্য

উর্দ্ধপুণ্ড্র হীন ললাটদর্শনে ঐক্যের সন্ধ্যাদি

নিতাক্রান্তের ব্যর্থতা-বর্ণন—

বুঝিলাও,—আজি তুমি নাহি কর সন্ধ্যা ।

আজি, ভাই, তোমার হইল সন্ধ্যা বন্ধ্যা ॥ ১৩ ॥

সলিলে নিজাং শ্রীমন্তদেবতাম্ । তর্পয়েদ্বিধিনা তস্য তথৈ-
বাবরণানি চ ॥ (বোধায়ন-শ্রুতৌ—) ‘হবিষায়ৌ জলে
পুষ্পৈর্দ্যোনেন স্বেদয়ে হরিতম্ । অর্চন্তি সুরয়ো নিতাং গগেন
রবিমণ্ডলে ॥ (পাণ্ডো ব্যাসায়রীষ-সংবাদ—) ‘স্বযো চাভ্য-
ইবাং শ্রেষ্ঠং সলিলে সলিলাদিভিঃ ।’

তাত্ত্বিক সন্ধ্যা-বিধি—‘মূলমন্ত্রমথোচ্চায়াং ধ্যানন্ কৃষ্ণাভিব্-
পক্কে । ত্রীকৃৎ তর্পণার্থীতি ত্রিঃ সমাক্ তর্পয়েৎ কৃতী ॥
ধ্যানোদ্ভিদ্বয়কপায় স্বর্গামণ্ডলবন্ধিনে । কৃষ্ণায় কামগায়ত্রী
দদ্যাদর্ঘ্যামনস্ববম্ ॥ অথাক্রমণ্ডলে কৃষ্ণং দ্যাত্বৈতাং দশধা
ভপেৎ । ক্ষমস্বেতি তদ্বদ্যস্য দদ্যাদর্ঘ্যং বিবস্বতে ॥’ ৪ ॥

চণ্ডী গৃহ,—সুকৃন্দমঞ্জর্যেব ভবনে চণ্ডীমণ্ডপ ভিল বণিয়া
তাঁহাকে চণ্ডী-পূজক বলিয়া মনে করিতে হইবে না ॥ ৭ ॥

তিগক,—বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তির নাভির উর্দ্ধদেশে
ললাট, উদর, বক্ষ, বর্ধক, দক্ষিণ-পার্শ্ব (কুক্ষি), দক্ষিণ-
বাহু, দক্ষিণ-কন্ধর, বাম পার্শ্ব (কুক্ষি), বামবাহু, বাম-
কন্ধর, পৃষ্ঠ ও কটি,—শরীরেব এই দ্বাদশস্থানে ‘হবিমন্দির’
অঙ্কন বা উর্দ্ধপুণ্ড্র-বচনাকেই ‘তিলক-ধারণ’ বলা হয় । এই
দ্বাদশ-স্থানের অন্ত্যতম ‘কপাল’ । নারদপুত্রাণ বলেন—‘যে
বা ললাট-ফলকে লসদুর্দ্ধপুণ্ড্রাণ্ডে বৈষ্ণবা ভূবনমাণ্ডপবিভ্রয়ন্তি ॥
বিষ্ণুভক্তগণ সকলেই উর্দ্ধপুণ্ড্র বা তিলক ধারণ করেন, আর
বিষ্ণুভক্তি-বিরোধী শৈবগণ দিপুণ্ড্র ধারণ করেন । যে লঙ্ক-
দীক্ষ বিজ্ঞ তিলক ধারণ করেন না, তাঁহাকে রাজা গদভ-
পুঠে বিপরীতদিকে চড়াইয়া নগর হইতে বহিষ্কৃত করিয়া
দিবেন,—ইহাই শাস্ত্রবিধি । অতএব বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত ব্যক্তি-
মাত্রেরই সর্বদা তিলক ধারণ অবশ্য ৷ এইজন্যই
জগদগুরু লোকশিক্ষক প্রভুব লাল্য-লীলাবি লোকশাসন
মূলে এইপ্রকার উপদেশ । ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিতে
হইলে বিষ্ণু-দীক্ষার আত্মযজ্ঞিক পাঁচটা সংস্কার নিশ্চয়ই
গ্রহণ কর্তব্য । সাধাবণতঃ ভিত্তি দশপ্রকার সংস্কার
গ্রহণ করিয়া থাকেন । অধ্বর্ষ্যাগণ পঞ্চদশ-সংস্কারে সংস্কৃত

নিশ্চয় সন্ধ্যাক্রিয়াদি-সমাপনান্তে অধ্যায়নার্থ

আসতে উপদেশ—

চল, সন্ধ্যা কর’ গিয়া গৃহে পুনর্ব্বার ।

সন্ধ্যা করি’ তবে সে আসিহ পড়িবার ॥ ১৪ ॥

হইয়া ‘বৈষ্ণব’ হন । ব্রাহ্মণ যেরূপ পবিত্র যজ্ঞসূত্র সংরক্ষণ
করিতে বাধ্য, বিষ্ণুদীক্ষা-প্রাপ্ত বৈষ্ণবও তজ্জপ নিশ্চয়ই
শিবা, সূত্র, তিলক ও মালিকা ধারণ করিতে বাধ্য ॥ ৮ ॥

তিলকধারণ—৩: ভ: বি: ৪র্থ বি: ৬৬-৯৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।
‘ততো দ্বাদশভিঃ কুর্যাম্ভাভিঃ কেশবাদিভিঃ । দ্বাদশাসেসু
বিধিবদুর্দ্ধপুণ্ড্রাণি বৈষ্ণবঃ ॥’ ‘দ্বাদশাঙ্গে দ্বাদশ তিলকধারণ-
বিধি—(পাণ্ডোত্তরখণ্ডে) ‘ললাটে কেশবং ধ্যায়ের্নাবায়ণ-
মথোদবে । বক্ষঃস্থলে মাদবস্ত গোবিন্দং কর্তৃকৃপকে ॥ বিষ্ণু-
দক্ষিণে কুক্ষৌ বাহৌ চ মধুসূদনম্ । ত্রিবিক্রমং কন্ধবে তু
বামনং বামপার্শ্বকে ॥ শ্রীদবং বামবাহৌ তু হৃষীকেশম্
কন্ধরে । পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভক্ কট্যাং দামোদরং শ্রুমেৎ ॥
তৎপ্রক্ষালনতোয়স্ত বাসুদেবায় মূর্দ্ধনি ॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে
তু সর্বেষাং প্রথমং শ্রুতম্ । ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণস্ত
বিধীয়তে ॥’ (পাণ্ডো ভগবত্কৌ—) ‘মন্ত্রকো ধারয়েন্নিত্য
মূর্দ্ধপুণ্ড্রং ভয়াপহম্ ।’

অকরণে প্রোচ্যায়,—(তদৈব নাবদোকৌ—) ‘যজ্ঞো
দানং তপো হোমঃ স্বাধ্যায়ঃ পিতৃতর্পণম্ । ব্যর্থং ভবতি তৎ-
সর্বমূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিনা কৃতম্ ॥ যক্ষরীরং মন্ত্রযাগামূর্দ্ধপুণ্ড্রং
বিনা কৃতম্ । দ্রষ্টব্যং নৈব তত্তাবৎ শ্রাদ্ধানসদৃশং ভবেৎ ॥’
(আদিত্যপুর্ণাণে—) ‘শতক্রোদ্ধপুণ্ড্রাদিরহিতং ব্রাহ্মণা-
ধমম্ । গর্দভস্ত সনারোপ্য রাজা রাষ্ট্রাং প্রবাসয়েৎ ॥’
(পাণ্ডোত্তরখণ্ডে—) ‘উর্দ্ধপুণ্ড্রৈঃ স্নিহীনস্ত কিঞ্চিং কর্ষ
করোতি যঃ । ঈষ্টাপ্রাণিকং সর্বং নিফলং ত্রাস সংশয়ঃ ॥
উর্দ্ধপুণ্ড্রৈঃ স্নিহীনস্ত সন্ধ্যাকর্ম্মাদিকং চরেৎ । তৎ সর্বং
রাক্ষসং নিতাং নরকঞ্চাদিগচ্ছতি ॥’

ত্রিপুণ্ড্র বা তির্ঘ্যকপুণ্ড্র ধারণের নিবিড়তা—(পাণ্ডোত্তর-
খণ্ডে) উর্দ্ধপুণ্ড্র, ত্রিপুণ্ড্রং যঃ কুরুতে স নরাধমঃ । ভঙক্ত্য
বিষ্ণুগ্রহং পুণ্ড্রং স যাতি নরকং ধ্রুবম্ ।’ (স্বান্দে—)
তির্ঘ্যকপুণ্ড্রং ন কুর্নোত সংপ্রাপ্তে মরণেহপি চ । নৈবান্ত
নাম চ জরাং পূমার্নাবায়ণাদৃতে ॥ বৈষ্ণবং কারয়েৎ পুণ্ড্রং

প্রভুর ব্রাহ্মণ-ছাত্রগণের স্বধর্মপরায়ণতা—

এইমত প্রভুর যতেক আছে শিষ্টগণ।

সবেই অত্যন্ত নিজ-ধর্ম-পরায়ণ ॥ ১৫ ॥

নিমাইপণ্ডিতকঙ্ক সঙ্কলন দোষোদ্ঘাটন—

এতেক উদ্ধৃত্য প্রভু করেন কোতুকে।

হেন নাইহি,—যারে না চালালেন নানারূপে ॥ ১৬ ॥

গোপীচন্দনসম্বন্ধম্ ॥’ (অত্র—) ‘বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণানা-
মুর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে। অথেষাং ত্রিপুণ্ড্রং সাদৃশ্যং ব্রাহ্ম-
ণিনো বিদ্যং ॥ ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রশ্চ উর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে।
তং স্পৃষ্ট্বাপাথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমারোহে ॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রে ন
কুর্কীত বৈষ্ণবানাং ত্রিপুণ্ড্রকম্। কৃত্ত্রিপুণ্ড্রমন্তাত ক্রিয়া
ন স্ত্রীতয়ে চরে: ॥’ (স্বান্দে কার্তিক প্রসঙ্গে—) ‘যস্যোর্দ্ধ-
পুণ্ড্রং দৃষ্টেত লগাটে নো নরশ্চ চি। তদর্পনং ন কৰ্ত্তব্যং
দৃষ্ট্বা যথাং নিরীক্ষয়েৎ ॥ উর্দ্ধপুণ্ড্রে স্থিতা লক্ষ্মীকঙ্কপুণ্ড্রে
স্থিতো চরি: ॥’ (পাশ্চোত্তরে—) ‘অশ্বখপত্রসঙ্কাশো বেণুপত্রা-
কৃতিস্তথা। পদ্মকুটুলাসঙ্কাশো মোহনং ত্রিভুয়ং স্বতম্ ॥’

তিলকধারণমাহাত্ম্য—উর্দ্ধপুণ্ড্রশ্চ মধ্যে তু বিশাণে
সুমনোহবে। লক্ষ্মী সাক্ষং সমাসীনো দেবদেবো জনাধিন: ॥
তস্মাদযশ্চ শরীরে তু উর্দ্ধপুণ্ড্রং ধৃতং ভবেৎ। তশ্চ দেহং
ভগ্নবতো বিমলং মন্দিরং স্বতম্ ॥’ (ব্রহ্মাণ্ডে—) ‘অশুচি-
ক্షাপ্যনাচারো যনসা পাপমাত্রচরন্। শুচিরেব ভবেন্নিত্যমুর্দ্ধ-
পুণ্ড্রাক্রিতো নর: ॥ বীক্ষ্যাদর্শে জলে বাপি বিদধ্যাতুং
প্রযত্নত:। এতৈরঙ্গুলিভেদৈস্ত কারয়েন্নৈঃ স্পৃশেৎ ॥’

তিলকরচনে বিধি ও অনিধি—(পাশ্চোত্তর খণ্ডে—)
‘একান্তিনো মতাভাগা: সর্বভূতহিতে রতা:। সাস্ত্রাণাং
প্রকুর্যন্তি পুণ্ড্রং চরিপদাক্রুতি ॥ আরভ্য নাসিকা-মূলং
লগাটাস্তং গণেদনমুদম্। নাসিকায়ান্তয়ো ভাগা নাসামূলং প্র-
চক্ষতে ॥ সমারভ্য জ্বোমূলমস্ত্রাণাং প্রকরয়েৎ ॥’ তিথাকের
মধ্যে ছিদ্রনিধি—‘নিরস্ত্রাণাং য: কুর্যাদুর্দ্ধপুণ্ড্রং বিজ্ঞাপয়:।
স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীকঙ্কং ব্যাপোহতি ॥ অছিদ্রমুর্দ্ধ-
পুণ্ড্রস্ত যো কুর্যাত্ত বিজ্ঞাপয়:। তেষাং লগাটে সততং
শুন: পালো ন সংশয়: ॥ তস্মাক্ষিপ্রান্নিতং পুণ্ড্রং দণ্ডকারং
সুশোভনম্। বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনং ॥’

চরিত্তিম্বর-লক্ষণ,—‘নাসাদিকেপশ্যাস্তমুর্দ্ধপুণ্ড্রং সু-
শোভনম্। মধ্যে ছিদ্রসমাবৃত্তং তদ্বিদ্যাক্ষরমন্দিরম্ ॥ বাম-
পার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিব:। মধ্যে বিষ্ণুং
বিজ্ঞানীয়াং তস্মাদযথাং ন লেপয়েৎ ॥’ উর্দ্ধপুণ্ড্র-মুর্দ্ধকাক,

—(পাশ্চো) ‘বিক্ষো: স্নানোদকং যত্র প্রাবহয়তি নিত্যশ:।
পুণ্ড্রাণাং ধারণার্থাং গৃহীয়াত্তত্র মুক্তিকাম্ ॥ যতু দিব্যং চার-
ক্ষেত্রং তথৈব মৃদমাহরেৎ ॥ শ্রীরশে বোক্ষ্যতাং চ ত্রীকুর্ষে
ধারকে ভজে। প্রয়াগে নারসিংহাদৌ এবাহে তুলসীবনে।
গৃহীত্বা মুক্তিকং তত্র্যা বিষ্ণুপাদগণৈ: সহ। ধৃত্বা পুণ্ড্রমিচ্ছাস্থে
বিষ্ণুসামীপ্যনাগ্নুয়াৎ ॥ অশ্বরীষ মহাধন্য ক্ষমার্থে কুরু বীক্ষণম্।
লগাটে যৈ: কৃতং নিত্যং গোপীচন্দনপুণ্ড্রকম্ ॥’ (স্বান্দে
কবোক্তো—) ‘শঙ্খচক্রাক্ষিতং শিবসামঞ্জসীদর:। গোপী-
চন্দনলিপ্তাস্তো দৃষ্টেচৈতদয: কুত: ॥’ ‘অথ ততোপরি
শ্রীমন্তলসীমূলমুৎসর্য। তত্ৰৈব বৈকটৈ: কাগ্যমুর্দ্ধপুণ্ড্রং মনো-
হরম্ ॥’ ‘ততোপরিষ্টাঙ্গবর্ণিমাণ্যামলগোহনম্। তত্ৰৈব দাগ্য-
মেবং চি ত্রিবিধং তিলকং স্বতম্ ॥ ততো নারায়ণং মুদাং
ধারণেৎ প্রীতয়ে চরে:। মংগলুখাদিচঙ্গানি চক্রাদৌ-
ত্য়ায়ুদানি চ ॥’

এতিমস্ত্রে তিলক-মুদ্রা-ধারণ-বিধি—(যজুর্বেদে হিবধ্য-
কেশায়-শাখায়াম্—) ‘হবেৎ পদাক্রান্তিমাশ্রয়ি ধারণতি য:
স পরশ্চ প্রিয়ো ভগতি স পুণ্যদান্। মধ্যে ছিদ্রমুর্দ্ধপুণ্ড্রং যো
ধারণতি স মুক্তিভাগুভবতি ॥’ (তত্ৰৈব কঠ শাখায়াম্—)
‘যতোর্দ্ধপুণ্ড্র: কৃতচক্রধারী বিষ্ণুং পরং ধারয়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মস্ত্রেণ সদা সদীপ্তং পরাংপরং যমাহতো মহাত্মম্ ॥’
(অথর্বণি) ‘‘এতিমস্ত্রেমুর্দ্ধকম্ ১ চৈত্বেরাক্রিতা যোকে সুভগা
ভবেন। তদ্বিক্ষো: পরমং পদং যে গচ্ছতি লাক্ষিত: ইতি ॥’

শ্রীগৌর-নারায়ণ ধর্মবাক্যে সনাতন ধর্মের সংস্থাপক
কর্তা। সুতরাং কাম্যকাণ্ড-রহিত শূদ্র-ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন
না। লোক-রক্ষার জন্য বৈদিক-কাম্যকাণ্ড উল্লঙ্ঘন করিতেন
না, পরন্তু কেবলমাত্র ভক্তির অমুকূণ-বিচার-মূলে কাম্যকাণ্ডের
দৃষ্টান্তই জ্ঞাপন করিতেন ॥ ৯ ॥

প্রভু কোনদিনই সমাজ-বিগর্হিত অদৈব লাম্পটের
প্রশংসাদাতা ছিলেন না। তাঁহার নৈতিক-চরিত্র—অতুলনীয়,
কিন্তু কপটতা আশ্রয় করিয়া বর্তমানকালে অনেক প্রাকৃত-
মহাজিয়া জগদ্বন্দ্বর লোক-শিক্ষক গৌরমুন্দরকে নীতিরহিত

(গৌরনদীয়া) নাগরীবাদ-নিরসন ; জগদ্বন্দ্বরূপে
 গৌর-নারায়ণের লোকশিক্ষা—
 সবে পর-জীর প্রতি নাহি পরিহাস ।
 শ্রী দেখি' দূরে প্রভু হয়েন একপাশ ॥ ১৭ ॥
 শ্রীহট্টবাসীর বাক্যোচ্চারণ-রীতিব অমুকরণ—
 বিশেষ চালেন প্রভু দেখি' শ্রীহি টিয়া ।
 কদর্বেন সেইমত বচন বলিয়া ॥ ১৮ ॥
 শ্রীহট্টবাসিগণের প্রতুষ্টি—
 ক্রোধে শ্রীহি টিয়াগণ বলে,—“অয় অয় ।
 তুমি কোন্-দেশী, ভাষা কহ ত' নিশ্চয় ? ১৯ ॥
 প্রভুকে শ্রীহট্টবাসীর অধস্তন-জ্ঞান—
 পিতা-মাতা-আদি করি' যতেক তোমার ।
 কহ দেখি,—শ্রীহটে না হয় জন্ম কার ? ২০ ॥
 আপনে হইয়া শ্রীহি টিয়ার তনয় ।
 তবে গোল কর,—কোন্ মুক্তি ইথে হয় ? ২১ ॥

পরদারাপহারী সাজাইবার যত্ন করেন । ইহা অপেক্ষা আর
 অধিক অপরাধের বিষয় নাই । দর্শনাত্মকভাবে নৈতিক-
 জীবনে বৈধ-পদ্ধতির সহিত হস্ত-পরিহাস ও ঘনিষ্ঠ ব্যবহারাদি
 দোষাবহ নহে কিন্তু পর-জীর প্রতি ঐ প্রকার ব্যবহার সর্বতো-
 ভাবে নিষিদ্ধ ও পবিত্রাজ্য । প্রভু যে পর-জীর দর্শনে দূরে
 একপার্শ্বে অবস্থান করিতেন, নব-রসিক বা গৌরান্দনাগরী
 প্রতিটি অপসম্প্রদায় তাহার আদর করেন না, কিন্তু গৌর-
 কিশোর তাদৃশ আদর্শই প্রদর্শন করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

গৌড়দেশের রাজধানী শ্রীমায়াপুৰ-নবদ্বীপ, আর বঙ্গের
 পূর্ব-উত্তর-প্রান্তবর্তী সুদূর শ্রীহট্টদেশ,—এই দুই-স্থানের
 প্রাদেশিক শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণ সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া
 এবং প্রভুর পূর্ব-পুরুষগণ শ্রীহট্টবাসী ছিলেন বলিয়া, শ্রীহট্ট-
 বাসিগণের সহিত প্রভুর হস্ত পরিহাস-রহস্যাদি স্বাভাবিক ।
 তাঁহাদিগের প্রতি 'শ্রীহট্টিয়া' বাক্য-প্রতুষ্টি সম্বোধন-
 শব্দের ব্যবহার-দ্বারা প্রভু আপাতদৃষ্টিতে তাক্ষল্য-মিশ্রিত
 বাঙ্গবিজ্ঞ প্রকাশ করিলেও প্রকৃতপক্ষে আন্তরিক-প্রীতিরই
 নিদর্শন দেখাইতেন ॥ ১৮ ॥

প্রভুর ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপ-বাক্যে শ্রীহট্টবাসিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া
 তাহাকে তদীয় পূর্ব-পুরুষগণের স্বদেশের পরিচয় জিজ্ঞাসা

শ্রীহট্টবাসিগণের আত্মসমর্থনসম্বন্ধে ও প্রভুর বিজ্ঞপোক্তি—
 যত-যত বলে, প্রভু প্রবেশ না মানে ।
 নানামতে কদর্বেন সে-দেশী-বচনে ॥ ২২ ॥
 বিজ্ঞপোক্তিদ্বারা প্রভুর শ্রীহট্টবাসিগণের ক্রোধোৎপাদন—
 তাবৎ চালেন শ্রীহি টিয়ারে ঠাকুর ।
 যাবৎ তাহার ক্রোধ না হয় প্রচুর ॥ ২৩ ॥
 কোন কোন শ্রীহট্টবাসিগণের ক্রোধবশে পশ্চাত্তাপন—
 মহা-ক্রোধে কেহ লই' যায় খেদাড়িয়া ।
 লাগালি না পায়, যায় তর্জিয়া গর্জিয়া ॥ ২৪ ॥
 রাজপুরুষস্থানে নিমাইকে উপস্থাপন—
 কেহ বা ধরিয়া কোঁচা শিকদার-স্থানে ।
 লৈয়া যায় মহা ক্রোধে ধরিয়া দেওয়ানে ॥ ২৫ ॥
 অবশেষে নিমাইর বাক্যবগণকর্তৃক মীমাংসা-স্থাপন—
 তবে শেষে আসিয়া প্রভুর সখাগণে ।
 সমজস করাইয়া চলে সেইক্ষণে ॥ ২৬ ॥

কবিতেন এবং তাহাকে সন্মুখা শ্রীহট্টবাসীবই নব্য-বংশধর
 বলিয়া প্রতি-সম্বোধন-দ্বারা নিজেদের ক্রোধ সম্বরণ করিতেন
 গৌড়দেশের 'হয় হয়' শব্দ শ্রীহট্টবাসিগণের উচ্চারণের দোষে
 'অয় অয়' বলিয়া উচ্চারিত হইত ; তজ্জন্ত প্রভু তাহাদের
 কথার উচ্চারণ লইয়া হস্ত-পরিহাস করিবা-মাত্র তাহাদের
 ক্রোধের সঞ্চার হইত ॥ ১৯ ॥

এতদ্বারা জনসাধারণ ও শচীদেবী, উভয়েই শ্রীহটে জন্ম
 গ্রহণ কারয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় ॥ ২০ ॥

খেদাড়িয়া,—(প্রাচীন-বাক্যলয় ব্যবহৃত), সংস্কৃত খিদ্-
 ধাতু (?) হইতে 'খেদান'-ধাতুর অসমাপিকা-পদ, তাড়াইয়া,
 তাড়া করিয়া ।

লাগালি,—লাগাল, লাগাইল, নাগালি, নাগাল, নাগা
 ইল, সান্নিধ্য, স্পর্শ ॥ ২৪ ॥

শিকদার—(ফার্সি-শব্দ), মুসলমান-রাজত্বকালে শান্তি-
 রক্ষক রাজকর্মচারিবেশ, অথবা, পদস্থ মৈত্রাম্যক, অথবা,
 সিদ্ধ(বাদশাহী মুদ্রা)-দার(ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী) ।

দেওয়ানে,—(ফার্সি শব্দ 'দৌবান বা দাবান' হইতে)
 স্বর্গাধিকরণে, দেওয়ানীতে, আদালতে বা বাদশাহের বিচার-
 দরবারে ॥ ২৫ ॥

কোন কোন পূর্ববঙ্গবাসীর প্রতি প্রভু অত্যাচার—
কোন দিন থাকি' কোন বাজালের আড়ে ।

বাওয়াস ভাঙ্গিয়া তান পলায়ন ডরে ॥ ২৭ ॥

গৌর(নন্দোয়া)নাগলাবান্দ-
নিব্বসন—

এইমত চাপল্য করেন সব' সনে ।

সবে জী-মাত্র না দেখেন দৃষ্টি-কোণে ॥ ২৮ ॥

‘জী’ হেন নাম প্রভু এই অবতারে ।

প্রবণো না করিলা,—বিদিত সংসারে ॥ ২৯ ॥

গৌরতত্ত্ববিৎ মহাজনগণের গৌরকীর্তনরীতি —

অতএব যত মহামহিম সকলে ।

‘গৌরাজ নাগর’ হেন স্তব নাহি বলে ॥ ৩০ ॥

অভক্তিমূলক গৌরতত্ত্ববিরোধী স্তবকীর্তনে নিষেধাজ্ঞা—

যত্বপি সকল স্তব সম্ভবে তাহানে ।

তথাপিহ স্বভাব সে গায় বৃষজনে ॥ ৩১ ॥

সমঙ্গস,—[সংস্কৃত-শব্দ, সম্ (সম্পূর্ণ) + অঙ্গস্ (উচিত্য)]
যাহার—বহুব্রীহি-সং], সমীচীন, (প্রাচীন-বাঙ্গালায়)
মীমাংসা, মিটমাট, আপোহ ॥ ২৬ ॥

‘আড়ে’—(সংস্কৃত অন্তরাল-শব্দের অপভ্রংশ ‘আড়াগ’-
শব্দের সংক্ষিপ্ত আড়-শব্দ হইতে নিষ্পন্ন হইলে), আড়াগে,
একপার্শ্বে, অন্তরালে অর্থাৎ অন্তরালে থাকিয়া, অজ্ঞাতদ্বায়ে,
অজর্কিতভাবে, স্তবরাং, ‘বিলক্ষণ সুযোগ-সুবিধামত’ অথবা
অতিশয় উদ্যমেব সহিত, গম্ভীর-ভাবে বা সঙ্গোরে । আর
[সংস্কৃত আ-অড়্ (গমন করা) + ই (সংজ্ঞার্থে)—আড়ি-শব্দ
হইতে নিষ্পন্ন হইলে], ‘আড়িতে’ অর্থাৎ (মনের অন্তরালে
গমন-হেতু) আক্রোশ, বিবাদ, কলহ, ঝগড়া বা ক্রোধ-
বশতঃ, অথবা প্রতিজ্ঞা, পণ বা গোঁ-বশতঃ ।

‘বাওয়াস’,—(প্রাদেশিক-শব্দ), বীজ-শস্ত্র-বিহীন শুষ্ক
কঠিন-ত্বক্ অলাবু ॥ ২৭ ॥

যদিও প্রভু নানাহানে বালকোচিত চাপল্য দেখাইতেন,
তথাপি কখনও জী-সম্বন্ধি পাপকার্য্যের প্রশ্রয় দিতেন না ।
ভোক্তবুদ্ধিতে ব্যবহার দূরে থাকুক, ভোগ্য। যোষিদ্বজ্ঞানে
জীলোক-দর্শনে জীবের মহা-মোহ-বশে নৈতিক ও পার-
মার্থিক সর্বনাশ ঘটে বলিয়া সর্বপ্রকার যোষিদ্বঙ্গ হইতে

মুকুন্দসঙ্গয়গৃহে গৌরনারায়ণের বিজ্ঞাপনাস—

হেনমুতে শ্রীমুকুন্দসঙ্গয়-মন্দিরে ।

বিদ্যা-রসে শ্রীবৈকুণ্ঠ-নায়ক বিহরে ॥ ৩২ ॥

শিষ্যগণ-বেষ্টিত প্রভুর অধ্যাপনা—

চতুর্দিকে শোভে শিষ্যগণের মণ্ডলী ।

মধ্যে পড়ায়েন প্রভু মহা-কুতূহলী ॥ ৩৩ ॥

শিরোরোগ ও তক্তিকিৎসাভিনয়—

বিষ্ণু তৈল শিরে দিতে আছে কোন দাসে ।

অশেষপ্রকারে ব্যাখ্যা করে নিজ-রসে ॥ ৩৪ ॥

দ্বিপ্রহরপর্য্যন্ত অধ্যাপনানন্তর গঙ্গামানে গমন—

উষঃকাল হৈতে, দুইপ্রহর-অবধি ।

পড়াইয়া গঙ্গামানে চলে গুণনিধি ॥ ৩৫ ॥

অষ্টবাত্রিপর্য্যন্ত পাঠাণোচনা—

নিশারো অর্ধেক এইমত প্রতিদিনে ।

পড়ায়েন চিন্তয়েন সবারে আপনে ॥ ৩৬ ॥

যে তাহার দূরে অবস্থান কর্তব্য, তাহা জগদ্বৃদ্ধ লোকশিক্ষক
প্রভু আপনি ‘আচারি’ দর্শ্য জীবেরে শিখাইয়াছেন ॥ ২৮ ॥

গৌরহৃদয়ের তাহাব হরিকণোচিত চণ্ডিত্ত্বময়ী নীলার
প্রাকৃত স্থলোক-ঘটিত কোনপ্রসঙ্গই কোনপ্রকারে আলোচনা
করিতেন না । নিগমকল্পতরুর প্রাপক ফল সর্বশাস্ত্রসম্মাট
শ্রীমদ্ভাগবত যোষিদ্বঙ্গ ও যোষিদ্বঙ্গীকে সর্বতোভাবে
নিন্দা করিয়া উঠাকে নিরুপট ভগবৎসেবার প্রতিকূল বর্ণনা
নির্দেশ কাব্যাইছেন (আদি ১ম অঃ ২৯ সংখ্যার বিবৃত
তথ্য দ্রষ্টব্য) । যেহানে জীবের ভোগময়ী চিন্ত-বৃত্তি যোষিদ্ব-
ভোগে নিমুক্ত, সে-স্থলে সর্বযোষিদ্বপতি কৃষ্ণের নিত্য-
নির্দ্যালিক সেবার বৃত্তির অর্থাৎ জানিতে ওতবে । কেহ
যদি গৌরহৃদয়ের নিকট জী-ঘটিত গ্রাম্য-প্রসঙ্গ উত্থাপন বা
আলোচনা করিতে আসিত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি
উহা বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া দিতেন । কৃষ্ণসেবা-বিরোধি-
সাহিত্যচর্চার ছলনায় এবং কৃষ্ণভক্তি-রস-বর্জিত বৈরত্ব-
ময় কাব্য-রস-পানশার মানবের গ্রাম্য-রস-পান-প্রাপ চিত্ত
যেদ্রুপ বিষয়ভোগবাহ্য মূলক ব্যভিচারে প্রধাবিত ও প্রমত্ত
হয়, কৃষ্ণভক্তিপ্রেমরস-প্রদাতা ভগবান্ শ্রীগৌরহৃদয়ের ও
তাহার শুদ্ধহৃদ মহাজন-সম্প্রদায় কখনই তাদৃশ ব্যভিচারের

বর্ষমণ্ডেই প্রভু-সমীপে পাঠ-ফলে পাণ্ডিত্য-খ্যাতি লাভ—

অতএব প্রভুস্থানে বর্ষেক পড়িয়া ।

পণ্ডিত হয়েন সবে সিদ্ধান্ত জানিয়া ॥ ৩৭ ॥

বিজ্ঞাবিশ্বাস-মগ্ন পুত্রের বিবাহার্ঘ্য শচীমাতার চিন্তা—

হেনমতে বিজ্ঞা-রসে আছেন ঈশ্বর ।

বিবাহের কার্য্য শচী চিন্তে নিরন্তর ॥ ৩৮ ॥

অমরুপ যোগ্য কঙ্কায় অবেষণ—

সর্ব-মবদীপে শচী নিরবধি মনে ।

পুত্রের সদৃশ কঙ্কা চাহে অমরুপে ॥ ৩৯ ॥

পক্ষপাতী ছিলেন না বা নহেন। ঠাঁহার শ্রীচৈতন্যদেবের কথা স্তম্ভভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই জানেন যে, তিনি কখনই যৌথিংসংক্রান্ত কোনপ্রকার গ্রাম্য-কথারই প্রশংসা দেন নাই ॥ ২৯ ॥

এজ্ঞ প্রভুর নিত্যসিদ্ধ স্তাবক মহাজন-সম্প্রদায় ও তাঁহাদের ক্ষিপট অমরুগণ—ঠাঁহার স্তম্ভিত-কীৰ্ত্তন গান বা পাঠ করিয়া থাকেন, তাঁহারা—কখনও কোন-প্রকারেই গোবাসমহাপ্রভুকে অবৈধভাবে 'নাগর'-আখ্যায় আখ্যাত করিয়া তাঁহার গুণ-মহিমা গান করেন নাই, কবেন না বা করিবেন না। গৌরহৃদয়ই প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত উভয়ধাক্কোর যাবতীয় নারী-ব্রজবাল্য-নিমগ্ন ব্রজেন্দ্রনন্দন, তাহা হইলেও ক্রমের এই গৌরলীলায় 'নাগর' বলিয়া মহিমা-প্রচাৰ বা স্তব করিবার কোনও ভিত্তি নাই এবং তাহা গৌর-কৃষ্ণ-সেবার অর্থাৎ সু-সিদ্ধান্তের নিত্য বিরুদ্ধ। গোপীজন-বল্লভ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণচন্দ্রে সন্তোষরস-বিগ্রহ। ক্রমের গৌরলীলা স্বভাবতঃ বিপ্রলভময়ী, সুতরাং কোন বুদ্ধিমান্ নিরুপট গৌরভক্তই প্রভুর বিদ্যা-বিশ্বাসায়িকা আদি-লীলায় নিখিল বৈধভক্ত্যাশ্রিতগণের সেবাবিগ্রহের অর্থাৎ বৈকুণ্ঠপতি শ্রীনারায়ণের, অথবা দীক্ষা-গ্রহণ-লীলাভি-নয়ানন্তর প্রভুর বিপ্রলভরসায়িকা অস্ত্যলীলায় মূল-আশ্রয়বিগ্রহের কৃষ্ণবাহা-পুষ্টিময় মহাভাবটাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তাঁহাকে অন্তপ্রকার অর্থাৎ সন্তোষ-রসের কুমনঃ-কল্পিত নায়করূপে গড়িয়া তুলিয়া গৌরভোগী হইবার জন্ত ব্যস্ত হন না। নির্বোধ অবৈধ পরদার-বুদ্ধি-লম্পট ভাগ্য-হীন সম্প্রদায় তাহাদের গ্রাম্য-প্রবৃত্তি-বশতঃ গৌরহৃদয়কে

নবদীপবাসী রাজপণ্ডিত সনাতনমিশ্রের গুণাবলী—

সেই নবদীপে বৈসে মহা-ভাগ্যবান্ ।

দয়ালীল-স্বভাব—শ্রীসনাতন নাম ॥ ৪০ ॥

অকৈতব, উদার, পরম-বিমুগ্ধজ্ঞ ।

অতিথি-সেবনে, পর-উপকারে রত ॥ ৪১ ॥

সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, মহা-বংশ-জাত ।

পদবী 'রাজ-পণ্ডিত', সর্বত্র বিখ্যাত ॥ ৪২ ॥

ব্যবহারেও পরম-সম্পন্ন এক জন ।

অনায়াসে অনেকেরে করেন পোষণ ॥ ৪৩ ॥

ও তাঁহার সেবক-সেবকা ভক্তগণকে 'কামুক' ও 'কামুকী' সাংগঠনার দ্বারা বাস্তব হইয়া স্ব-স্ব-দুর্ভিক্ষ ও নিরুদ্ভিতা স্থাপন করেন যাত্র। প্রভুর আচার্য্য-লীলায় গ্রাম্য-বাস্তার শব্দ-কীৰ্ত্তন—ঠাঁহার প্রচাৰ ও স্বভাবের নিত্য বিরুদ্ধ; পদ-কৃষ্ণ-লীলায় যেমন অপ্রাকৃত সন্তোষ-রসের অভিনয় নিত্যকাল বর্তমান, গোবদীলাস ও চন্দ্রপ সন্তোষের পরিণতি চিন্ময় বিপ্রলভরসের নিত্যাবস্থিতি। যৌথিংসং বা প্রাকৃত যৌথিতের দর্শনফলে বৈরসেরই উদয় হয়, তাহাতে ভাবনা-বজ্রের সতীত শুদ্ধস্বোচ্ছল-দ্রব্যে সন্তোষভাবে আশ্বাদন-যোগ্য চিন্ময়বসের অধিষ্ঠান নাই, পদ-বুদ্ধিবীর তমোগুণ-দ্রব্যে তবিশ্রুত জড়ভোগেরই ব্যাধির নিহিত আছে। এইসকল কথা গৌরকৃষ্ণভাবিং 'মহা-মহিম' 'বৃন্দ' অর্থাৎ ধীর বুদ্ধিমান্ দেশিকগণ গান করিয়া থাকেন। এই বিষয়ে নাথু-পাত্র-শব্দ-বাক্য-সম্মত হুসিদ্ধাস্তপূর্ণ বিস্তৃত বিচার ও আলোচনা জানিতে হইলে পারমাখিক সাপ্তাহিক-পত্র 'গৌড়ীয়'—এম বর্ষের ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২৩ ও ২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩০-৩২ ॥

নিজ রসে,—বিদ্যমধব-গ্রন্থের মতলাচরণে শ্রীল রূপ-গোহামিপ্রভু মহাপ্রভুর 'নিজরস'-পদের উল্লেখ করিয়া—'হেন,—'অনর্পিতচরিত্র চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ সমর্পিত-মুন্নতোচ্ছল-রসায় স্বভক্তিপ্রিয়ম্।' অথবা, 'স্বাসুভবানন্দে', স্বীয় নিগূঢ় ভাবামুসারে; নিজের রসে বা কোতুকে। পাঠান্তরে,—'নিজাবেশে' ॥ ৩৪ ॥

মহাপ্রভু গৌরহৃদয়ই সংসিদ্ধান্তের একমাত্র উপদেশ-শিরোমণি। তিনি যাবতীয় ভগবদ্ভক্তিমূল্যকর হুসিদ্ধাস্ত-

তদীয় স্থানীয়া ত্বহিত্বরূপে মহালক্ষ্মী অবতীর্ণা—

তঁার কণ্ঠা আছেন পরম-সুচরিতা ।

মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মী-প্রায় সেই জগন্নাথ ॥ ৪৪ ॥

মহালক্ষ্মীর দর্শনমান তাঁহাকে পুত্ররূপী নারায়ণের

যোগ্যা সঙ্গিনী-জ্ঞান—

শচীদেবী তঁারে দেখিলেন যেইক্ষণে ।

এই কণ্ঠা পুত্রযোগ্যা,—বুনিমেন মনে ॥ ৪৫ ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াব আশৈশব আচরণ—

শিশু হইতে দুই-তিন-বার গঙ্গাস্নান ।

পিড়-মাতৃ-বিষ্ণু-ভক্তি বিনে নাহি আন ॥ ৪৬ ॥

গঙ্গাবাটে অর্থাৎ শচীমাতাকে বিষ্ণুপ্রিয়াব প্রতাহ প্রণাম—

আইরে দেখিয়া ষাটে প্রতি-দিনে দিনে ।

নজ হই' নমস্কার করেন চরণে ॥ ৪৭ ॥

সমূহের অহুমোদন করিয়াছেন । পক্ষান্তরে, জগৎ যে সিদ্ধান্ত-শিরোমণি জানিত না, তাহাও তিনি আপামর সকলের সহজ-প্রাপ্য করিয়াছেন । তাঁহার সুসিদ্ধান্ত-সুসিদ্ধান্তযেই শ্রীসনাতন গোস্বামীর ভক্তিবিনোদচর্চা, তদনুগ শ্রীকপ-গোস্বামীর অভিধেয়াচর্চা এবং শ্রীকীর্ত্তি-গোস্বামি-কর্তৃক তৎপরিপুষ্টি সমগ্র গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের উপাশ্র-বস্ত্র হইয়াছে । শ্রীকপাভূষণের শ্রীদাস-গোস্বামীর দশই সুসিদ্ধান্তভিত্তিমূল্য নিগূঢ়ভঙ্গন-প্রণাদীই বৃন্দা-বিপিনের সুরসঙ্গিতিকা । প্রভুর নিকট যাহারা একদর্শকালও সুসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিবার সুযোগ-সৌভাগ্য লাভ করিতেন, আধ্যাত্মিক-জ্ঞান তাঁহা-দিগকে কখনও অধোক্ষ-সেবা হইতে বঞ্চিত করিত না ॥ ৩৭

অকৈতব,—কৈতব (কপটতা, কুটিলতা বা খলতা) -
শূত্র, নিকপট, সৎ, অজুর ।

উদার,—দানশীল, মহান, উন্নত, প্রণাস্ত, কল্পণ, গজ-
বভাব, হির বা গম্ভীর ॥ ৪১ ॥

দমার্জ-স্বভাব সনাতন-মিশ্র নানা-সদৃশগুণশিতে বিচূষিত ছিলেন ; তিনি কোনপ্রকার ছলনা জানিতেন না, পরস্তু পরম-বৈষ্ণব ছিলেন । তিনি অতিথি-সেবা, পরোপকার-ব্রত, সত্যাহুত্ব ও ইন্দ্রিয়-সংগমে ব্রতী এবং উচ্চ-কুণোদিত মহাভিজ্ঞাত্যসম্পন্ন ছিলেন । সমগ্র-নবদ্বীপে তিনি 'রাজ-পণ্ডিত'-নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন । বাবহারিক, দৌর্ভিক বা

বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচীমাতার আশীর্বাদ—

আইর্ষ করেন মহাশ্রীতে আশীর্বাদ ।

"যোগ্য-পতি কৃষ্ণ তোমার করুন প্রসাদ ॥" ৪৮ ॥

গঙ্গাস্নানার্থ আগত শচীর বিষ্ণুপ্রিয়াকে স্বপুত্রবধূরূপে বাহা—

গঙ্গাস্নানে আই মনে করেন কামনা ।

"এ কণ্ঠা আমার পুত্রে হউক ঘটনা ॥" ৪৯ ॥

সনাতনমিশ্রেরও প্রভুর কামাত্মকপে বরণেচ্ছা—

রাজপণ্ডিতের ইচ্ছা সর্ব-গোষ্ঠীমনে ।

প্রভুরে করিতে কণ্ঠা-দান নিজ-মনে ॥ ৫০ ॥

সনাতনমিশ্রের নিকট তদীয় কণ্ঠা সহ নিজপুত্রের বিবাহ-
সংঘটনার্থ কানীনাথপণ্ডিতকে শচীর আদেশ ও প্রেরণ—

দৈবে শচী কানীনাথ-পণ্ডিতে 'আনি' ।

বলিলেন তাঁরে,—“বাপ, শুন এক বাণী ॥ ৫১ ॥

সামাজিক-বাক্যেও তিনি একজন মহা-সম্প্রদিশালী, ধনাঢ্য, সমৃদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া অনায়াসে বহু-লোকের লালন-পালন ও ভরণ-পোষণ করিতেন । অধুনা কপট দুরাচার সমাজ বলিয়া থাকেন যে, যাহারা সনাতন-মিশ্রের জায় সত্যবাদী, সৎ, উদার ও জায়-পরায়ণ অর্থাৎ মিথ্যা, ছল, হীনতা বা অজ্ঞায়ের বিবোধী বা দার ধারেন না, তাঁহারা কখনই জগতে ব্যবহারিক-রাজ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিতে পারেন না । কিন্তু সনাতন-মিশ্র, একদিকে যেমন সামাজিক সর্বশ্রেষ্ঠ পদমর্যাদার, অপরদিকে তেমনই নান-সদৃশগুণবলীতে বিমণ্ডিত ছিলেন ॥ ৪১ ৪২ ॥

ঘটনা,—বিবাহের যোজনা, অর্থাৎ সজ্জা, সজ্জা, সংযোগ ॥ ৪৯ ॥

সর্বগোষ্ঠী-মনে,—সমস্ত আত্মীয়-স্বজনদের সহিত একসঙ্গে মিলিয়া ॥ ৫০ ॥

কানীনাথপণ্ডিত—নবদ্বীপ-নিবাসী ঘটকচূড়ামণি বিপ্র ; সত্যভামা-দেবার বিবাহার্থ কৃষ্ণসমাপে উভয়ের উৎসাহ-সম্বন্ধ-প্রস্তাবক প্রেরিত বিপ্র । (গৌঃ গঃ ৫০ শ্লোক—) “যৎ সত্যজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো যাপবৎ প্রতি । সত্যোবাহার্য কুলকঃ শ্রীকানীনাথ এব সং ॥” ৫১ ॥

পরম-গৌরব...যথোচিত,—মহাবর ও আদরের সহিত যথা-বিধি সম্মানানুষ্ঠান প্রদান করিতে লাগিলেন ॥ ৫৫ ॥

রাজ-পণ্ডিতে কহ,—ইচ্ছা থাকে তান ।

আমার পুঞ্জেরে করুন কন্যা দান ॥” ৫২ ॥

কাশীনাথের প্রস্থান—

কাশীনাথপণ্ডিত চলিল। সেইকণে ।

‘দুর্গা’ ‘কৃষ্ণ’ বলি’ রাজপণ্ডিত-ভবনে ॥ ৫৩ ॥

কাশীনাথকে সনাতনমিশ্রের যথোচিত অভ্যর্থনা—

কাশীনাথে দেখি’ রাজপণ্ডিত আপনে ।

বসিতে আসন আনি’ দিলেন সজ্জমে ॥ ৫৪ ॥

কাশীনাথের আগমনকারণ-জিজ্ঞাসা—

পরম-গৌরবে বিধি করে যথোচিত ।

“কি কার্য্যে আইলা, ভাই?” জিজ্ঞাসে পণ্ডিত ॥

কাশীনাথের প্রস্তাবনা—

কাশীনাথ বলেন,—“আছেই এক কথা ।

চিন্তা লয় যদি, তবে করহ সর্ব্বথা ॥ ৫৬ ॥

শচীনন্দনকে কন্যা-সম্প্রদানার্থ অনুরোধ—

বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতে তোমার দুহিতা ।

দান কর’—এ সম্বন্ধ উচিত সর্ব্বথা ॥ ৫৭ ॥

উভয়েই উভয়ের যোগ্য—

তোমার কন্যার যোগ্য সেই দিব্যপতি ।

কঁহার উচিত এই কন্যা মহা-সতী ॥ ৫৮ ॥

শ্রীকেশ-দম্পতিই এত যুগে গৌরবিস্মৃপ্রিয়া—

যেন কৃষ্ণ-কৃষ্ণীণিতে অন্তোহন্ত-উচিত ।

সেইমত বিষ্ণুপ্রিয়া-নিমাত্রেয়পণ্ডিত ॥” ৫৯ ॥

তদ্বিষয়ে সনাতনের ভাষ্যাদি স্বজনসহ পরামর্শ—

শুনি’ বিপ্রপন্নো আদি আশুবর্গ-সহ ।

লাগিলা করিতে যুক্তি, দেখি,—কে কি কহে ॥ ৬০ ॥

সকলেরই শচীনন্দন-সহ কন্যার বিবাহপ্রস্তাব ও

অনুমোদন—

সবে বলিলেন,—“আর কি কার্য্য বিচারে ?

সর্ব্বথা এ কর্ম্ম গিয়া করহ সত্ত্বরে ॥” ৬১ ॥

হর্ষভরে সনাতনমিশ্রের কাশীনাথকে উক্তি—

তবে রাজপণ্ডিত হইয়া হর্ষমতি ।

বলিলেন কাশীনাথ পণ্ডিতের প্রতি ॥ ৬২ ॥

শচীনন্দনকে বিষ্ণুপ্রিয়া-নন্দ্রানে সনাতনের অস্বীকার—

“বিশ্বম্ভর-পণ্ডিতের করে কন্যা দান ।

করিব সর্ব্বথা,—বিপ্র, ইথে নাহি আন ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বম্ভর-সহ দুহিতার উদ্ধার-সম্বন্ধে মিশ্রের স্ববংশ-

মৌভাগ্য-প্রখ্যাপন—

ভাগ্য থাকে যদি সর্ব্ব বংশের আমার ॥

তবে হেন স্ত্র-সম্বন্ধ হইবে কন্যার ॥ ৬৪ ॥

কন্যার বিবাহপ্রস্তাবে বরপক্ষকে স্বীয় দৃঢ়াস্বীকার ও

সমর্থনজ্ঞাপনার্থ অনুরোধ—

চল তুমি, তথা যাই’ কহ সর্ব্ব-কথা ।

আমি পুনঃ দঢ়াইলু’ করিব সর্ব্বথা ॥” ৬৫ ॥

শচীদেবী-সমীপে কাশীনাথের কন্যাপক্ষীয়

অনুমোদনজ্ঞাপন—

শুনিয়া সন্তোষে কাশীনাথ শ্রিতবর ।

সকল কহিল আসি’ শচীর গোচর ॥ ৬৬ ॥

অভ্যষ্টপূরণসম্ভাবনায় হর্ষভরে শচীমাতার

পুত্রবিবাহে উদ্যোগ—

কার্য্যসিদ্ধি শুনি’ আই সন্তোষ হইলা ।

সকল উদ্যোগ তবে করিতে লাগিলা ॥ ৬৭ ॥

সম্বন্ধ—বিবাহ-সম্বন্ধ, বিবাহ-সংযোগ (সম্মেলন বা সং-ঘটন), আত্মীয়তা বা কুটুম্বিতা ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধিমন্ত-খান,—প্রভুর প্রতিবেশী ও একান্ত অমুগত ধনাঢ্য ভক্ত বিপ্রা (১৫: ৫: আদি ১০ম পঃ ৭৪ সংখ্যায়—)

“চৈতন্যের অতিপ্রিয় বুদ্ধিমন্ত-খান । আজন্ম আজাকারী

তৌহেদে সবেকপ্রধান ॥” আদি ১২ম অঃ ৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।

দ্বিতীয়বারে প্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর সহিত বিবাহোপলক্ষে

বররূপী প্রভুর গন্ধে থাকিয়া তৎসংক্রান্ত যাবতীর ব্যয়ভার-

বহন-কারী,—আদি ১৪ম অঃ ৬৯, ৭১, ১০৭, ১৪৫, ২২০ ;

শ্রীবাদ-মন্দিরে বা-চন্দ্রশেখর-ভবনে প্রভুর সখীর্জন-সঙ্গী,—

মধ্য ৮ম অঃ ১১২ ; জগাই-মাধাইর উদ্ধারান্তে সগগ প্রভুর

জলকেলির সঙ্গী,—মধ্য ১০ম অঃ ৩০৫ ; চন্দ্রশেখর-গৃহে

মহালক্ষ্মী-কাচে স্বয়ং প্রভুর অভিনয়-কালে বেশ ভূষা-সজ্জাদির

ভারপ্রাপ্ত,—মধ্য ১৮ম অঃ ৭, ১০ ১৪, ১৬ ; শান্তিপূরে

প্রভু-সহ মিলন,—১৫: ৫: মধ্য ৩য় পঃ ১৫৪ ; প্রভুদর্শনার্থ

ভক্তগণ-সহ গোড় হইতে পুরী-যাত্রা,—অষ্টম, ৮ম অঃ ৩০

অধ্যাপক প্রভুর উদ্বাহ-প্রাণে শিষ্যগণের হর্ষ—

প্রভুর বিবাহ শুনি' সর্ব-শিষ্যগণ ।

সবেই হইলা অতি-পরামন-মন ॥ ৬৮ ॥

বিশ্বস্তরের যাবতীয় উদ্বাহব্যয়-নির্দাহার্থ

বুদ্ধিমন্তথানের অঙ্গীকার—

প্রথমে বলিলা বুদ্ধিমন্ত-মহাশয় ।

“মোর ভার এ-বিবাহে যত লাগে ব্যয় ॥” ৬৯ ॥

প্রভুর বিবাহ-ব্যয় আংশিকভাবে বহনর্থ মুকুন্দসজ্জেরও

আগ্রহপ্রকাশ—

মুকুন্দ সজ্জয় বলে,—“শুন, সখা ভাই !

তোমার সকল ভার, মোর কিছু নাই ?” ৭০ ॥

ধনাঢ্য বুদ্ধিমন্তথানের মহা-সমারোহের সহিত

প্রভুবিবাহসম্পাদনঙ্গীকার—

বুদ্ধিমন্ত-খাম বলে,—“শুন, সখা ভাই !

বামনিঞা সজ্জ এ-বিবাহে কিছু নাই ॥ ৭১ ॥

এ-বিবাহ পণ্ডিতের করাইব হেন ।

রাজকুমারের মত লোকে দেখে যেন” ৭২ ॥

অধিবাস-দিন-নির্দ্ধারণ—

তবে সবে মিলি' শুভ-দিন শুভ-ক্ৰণে ।

অধিবাস-লগ্ন করিলেন হর্ষ-মনে ॥ ৭৩ ॥

বিবাহ-স্থানে মঙ্গলসজ্জা ও আলিঙ্গন—

বড়-বড় চন্দ্রাতপ সব টান্ধাইয়া ।

চতুর্দিকে রুইলেন কদলী আনিয়া ॥ ৭৪ ॥

পূর্ণ-ঘট, দীপ, ধাতু, দধি, আজসার ।

যতেক মঙ্গল জব্য আছেয়ে প্রচার ॥ ৭৫ ॥

সকল একত্রে আনি' করি' সমুচ্চয় ।

সর্বভূমি করিলেন আলিপনা-ময় ॥ ৭৬ ॥

অচ্যুতগোত্র নৈকব ও দ্বিজাদি সকল সজ্জনেরই বিশ্বস্তর-

বিবাহে যোগদানার্থ নিমন্ত্রণপ্রাপ্তি—

যতেক বৈষ্ণব, আর যতেক ব্রাহ্মণ ।

নবদ্বীপে আছেয়ে যতেক সুসজ্জন ॥ ৭৭ ॥

তৎকালীন নিমন্ত্রণ-রীতি—

সবারেই নিমন্ত্রণ করিলা সকলে ।

“অধিবাসে গুয়া আসি' খাইবা বিকালে ॥” ৭৮ ॥

অধিবাস-দিনে অপরাহ্নে বাদকের মঙ্গলবাদন—

অপরান্নকাল মাত্র হইল আসিয়া ।

বাত্ত আসি' করিতে লাগিল বাজনিয়া ॥ ৭৯ ॥

বিবিধযন্ত্রে মঙ্গলবাদন—

মৃদঙ্গ, সানাই, জয়ঢাক, করতাল ।

নানাবিধ বাত্মধনি উঠিল বিশাল ॥ ৮০ ॥

ভট্টগণের স্তুতিপাঠ, সান্দ্রী সধবাগণের হলধনি—

ভাটগণে পড়িতে লাগিল রায়বার ।

পতিব্রতাগণে করে জয়জয়কার ॥ ৮১ ॥

বেদধর্মির মধ্যে বিশ্বস্তরের সভায় উপবেশন—

বিপ্রগণে লাগিল করিতে বেদধর্মি ।

মধ্যে আসি' বসিলা বিজেন্দ্রকুল-মণি ॥ ৮২ ॥

(“আজন্ম চৈতন্ত আজ্ঞা—যাহার বিষয়”), এবং ১৫:৮: অত্য়

১০ম পঃ ১০ ও ১২১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।

ভায়,—[ভৃ + অ (ধৃ) ভাবে], দায়িত্ব, গুরুত্ব ।

লাগে,—আবশ্যক বা প্রয়োজন হইবে ॥ ৬৯ ॥

বামনিঞা সজ্জ—দরিদ্র-ব্রাহ্মণোচিত-রীত্যনুযায়ী আড়ম্বর
জাঁক-জমক বা সমারোহ-বিহীন, বস্ত্র, সাঁজা আয়োজন,
‘গরিবানা চাপ’ ।

কিছু নাই,—কিঞ্চিৎপ্রাণ ও (লেশ পর্যন্তও অর্থাৎ নাম-
গন্ধও) থাকিবে না ॥ ৭১ ॥

অধিবাস-লগ্ন,—আদি ১০ম অঃ ৮০ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥

রুইলেন,—[সংস্কৃত ‘রুহ’-ধাতু + গিচ্—রোপি + অনট্

—‘রোপণ’, তাহা হইতে প্রাদেশিক অপভ্রংশ ‘রোয়া’-ধাতু],
‘রোয়া’-ধাতুর অতীতকালে প্রথম-পুরুষে ব্যবহৃত, রোপণ
করিলেন ।

চন্দ্রাতপ,—[চন্দ্র + আত (গমন)—পা (রক্ষা করা)
+ অ (ড) কণ্ঠ], যাহা চন্দ্রকিরণের (সূর্য্য-
সম্প্রসারণে, সূর্য্যকিরণেরও) গমন (অর্থাৎ আগমন বা
আক্রমণ) হইতে নিম্নস্থিত জনগণকে রক্ষা করে ; ‘টানোয়া’,
‘সামিয়ানা’, মণ্ডপ ।

টান্ধাইয়া,—[প্রাদেশিক শব্দ, সংস্কৃত গিজন্ত তন্-ধাতু
(বিস্তার করা) হইতে ‘তানান’, ‘টানান’, টানান (?)-ধাতুর
অসমাপিকা-পদ], ‘খাটাইয়া’, উচুতে ঝড়িয়া ॥ ৭৪ ॥

বিপ্রগণের সভায় হর্ষভরে উপবেশন—

চতুর্দিকে বসিলেন ব্রাহ্মণমণ্ডলী ।

সবেই হইল। চিন্তে মহা-কুতূহলী ॥ ৮৩ ॥

আমন্ত্রিত উপস্থিত বিপ্রকুলের প্রতি যথোচিত-

অভ্যর্থনা-রীতি-বর্ণন—

তবে গন্ধ, চন্দন, তাম্বুল, দিব্য মালা ।

ব্রাহ্মণগণের সবে দিবারে আনিলা ॥ ৮৪ ॥

শিরে মালা, সর্ব্ব-অঙ্গে লেপিয়া চন্দনে ।

একবাটা তাম্বুল সে দেন একো জনে ॥ ৮৫ ॥

তৎকালীন বিপ্রবহুল নবদ্বীপবাসি-বিপ্রগণের

অধিবাস-সভায় গমনাগমন—

বিপ্রকুল নদীয়া,—বিপ্রের অন্ত নাই ।

কত যায়, কত আইসে, অবধি না পাই ॥ ৮৬ ॥

কোন কোন লুকুবিপ্রের চঙ্গ চরিত ও

শাঠ্য-কাপট্য-নাট্যবর্ণন—

তথি-মধ্যে লোভিষ্ঠ অনেক জন আছে ।

একবার লৈয়া পুনঃ আর কাচ কাচে ॥ ৮৭ ॥

জনসংঘটে গিশিয়া অপরিচিতভাণে অভ্যর্থনাব

দ্রব্যাদিসংগ্রহে তাহাদের প্রচেষ্টা—

আরবার আসি' মহা-লোকের গহলে ।

চন্দন, গুবাক, মালা নিয়া নিয়া চলে ॥ ৮৮ ॥

ভভকাণ্যে হর্ষমত্ততা-হেতু তাদৃশ ধূর্তগণের শাঠ্যাচরণে

সকলের অনবধান—

সবেই আনন্দে মত্ত, কে কাহারে চিনে ?

প্রভুও হাসিয়া আজ্ঞা করিলা আপনে ॥ ৮৯ ॥

মালাদি-সংগ্রহে অতিগাঢ়-লোকসংঘট্টবর্ণনে প্রভুর

মানন্দে তদ্বিতরণার্থ আদেশ—

“সবারে চন্দন-মালা দেহ' তিন-বার ।

চিন্তা নাহি, ব্যয় কর' যে ইচ্ছাছাচার ॥” ৯০ ॥

আম্রদার,—আম্রপত্র-পল্লব ॥ ৭৫ ॥

আলিপনা,—(সংস্কৃত ‘আলিপন’-শব্দ), স্ব-গৃহের বা

দেব-গৃহের ভূমিতে, ভিত্তিতে, চাউলের পিটুপি-ধারা নানা-

প্রকার মঙ্গলালেপন বা চিত্রাঙ্কন, (চণিতভাষায়) ‘আল্পনা’

বা ‘আলিপনা’ ।

প্রভুর আজ্ঞা-ফলে একই ব্যক্তির পুনঃ পুনঃ মালাদি

সংগ্রহরূপ বৃথা অপচয়-নিবারণ—

একবার নিয়া যে যে লয় আরবার ।

এ আজ্ঞায় তাহার কৈলেন প্রতিকার ॥ ৯১ ॥

ধূর্তবিপ্রগণের অত্যাচারে দ্রব্যসংগ্রহচেষ্টা-দর্শনে তাহাদের

অত্যাতি-নিবারণার্থ প্রভুর তাদৃশ উদার আদেশ—

“পাছে কেহ চিনিয়া বিপ্রেরে মন্দ বলে ।

পরমার্থে দোষ হয় শাঠ্য করি' নিলে ॥ ৯২ ॥

বিপ্র-প্রিয় প্রভুর চিন্তের এই কথা ।

‘তিনবার দিলে পূর্ণ হইবে সর্ব্বথা ॥’ ৯৩ ॥

প্রভুর আজ্ঞা-ফলে আশাতীত দ্রব্যলাভে লুকুবিপ্রগণের

অত্যাচারে দ্রব্যাদিসংগ্রহার্থ প্রযত্নপরিভাগ—

তিনবার পাই' সবে হরষিত-মন ।

শাঠ্য করি' আর নাহি লয় কোন জন ॥ ৯৪ ॥

ভক্তস্ববিগ্রহ শ্রীশেষ-সকর্ষণের হুবিজ্ঞেয়ভাবে মালাদি-

উপকরণরূপে স্বীয় আরাধ্য-সেবা—

এইমত মালায়, চন্দনে, গুয়া-পানে ।

হইলা অনন্ত, মর্দ্য কেহ নাহি জানে ॥ ৯৫ ॥

বিতরিত মাঙ্গলিকদ্রব্যাদিব্যতীত ও বিতরণকালে কেবলমাত্র

ভূপতিত পরিত্যক্ত দ্রব্যাদিধারাই সাধারণ-লোকের

অনায়াসে বহুবিবাহনির্ব্বাহ-যোগ্যতা—

মনুষ্যে পাইল যত, সে থাকুক দূরে ।

পৃথ্বীতে পড়িল যত, দিতে মনুষ্যেরে ॥ ৯৬ ॥

সেই যদি প্রাকৃত-লোকের ঘরে হয় ।

তাহাতেই তার পাঁচ বিভা নির্ব্বাহয় ॥ ৯৭ ॥

আশাতীত দ্রব্যাদিলাভে উপস্থিত সকলেরই

হর্ষভরে অধিবাস-বাসর-স্তুতি—

সকল-লোকের চিন্তে হইল উন্মাদ ।

সবে বলে,—“ধন্য ধন্য ধন্য অধিবাস ॥ ৯৮ ॥

সমুচ্চয় করি',—সংগ্রহ, সমাহার, গণনা বা স্তুপীকৃত
করিয়া ॥ ৭৬ ॥

বৈষ্ণব,—এখানে, শৌক বা অশৌক-বিপ্রকুলোদ্ভূত-নির্ব্বি-
শেষে বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ সদাচারনিষ্ঠ ভগবদ্ভক্তগণ ।

ব্রাহ্মণ,—এখানে শৌকবিপ্রকুলোদ্ভূত পুরুষগণ ॥ ৭৭ ॥

অভূতপূর্ব অধিবাস-বাসর—

লক্ষ্যকরো দেখিয়াছি এই নবদ্বীপে ।

হেন অধিবাস নাহি করে কারো বাপে ॥ ৯৯ ॥

মুক্তহস্তে মালাদি-বিতরণ—

এমত চন্দন, মালা, দিব্য গুয়া-পান ।

অকাতরে কেহ কতু নাহি করে' দান ॥ ১০০ ॥

গীতবাণ্ড ও মঙ্গলিকদ্রব্যাদি এবং আখ্যায়-স্বজনসহ

কস্তা-পিতার স্বগৃহে আগমন—

তবে রাজপণ্ডিত আনন্দ-চিন্তা হৈয়া ।

আইলেন অধিবাস-সামগ্রী লইয়া ॥ ১০১ ॥

বিপ্রবর্গ আগ্রবর্গ করি' নিজ-সঙ্গে ।

বহুবিধ বাস্তব নৃত্য-গীত-মহারজে ॥ ১০২ ॥

গুয়া,—(সংস্কৃত 'গুবাক'-শব্দের সংক্ষিপ্ত অপভ্রংশ), সুপারি ; এ-স্থলে, তাধূল-পূর্ণ ও গুবাক (অর্থাৎ পান-গুয়া), উভয়ই ॥ ৭৮ ॥

বাজনিয়া,—সংস্কৃত বাদন-শব্দের অপভ্রংশ 'বাজন', 'বাজান' ; যে ব্যক্তি 'বাজনা' (বাদ্য) বাজায়, নট, বাজন-দার, বাদ্যকর ॥ ৭৯ ॥

রায়বার,—আদি ৮ম অঃ ১১শ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ।

জয়জয়কার,—অদ্যাপি পূর্ববঙ্গে হলু (উলু)-ধ্বনিই প্রাদেশিক চলিত-ভাষায় 'জোকার' অর্থাৎ 'জয়কার'-নামে কথিত ॥ ৮১ ॥

বাটা,—তাধূলান্যায়, পানের 'ভিবা' ॥ ৮৫ ॥

বিপ্রকুল,—বিপ্রজাতি-পরিপূর্ণ ॥ ৮৬ ॥

তথি-মধ্যে,—(প্রাচীন বাঙ্গলার ব্যবহৃত), তন্মধ্যে ।

লোভিষ্ঠ,—[লোভ + ('অতিশয়'-অর্থে) ইষ্ঠ], মহা-লোভী, অত্যন্ত লুন্ধ ॥ ৮৭ ॥

গহনে,—[সংস্কৃত গহ-ধাতু (নিবিড় হওয়া) + অনট —গহন-শব্দজ], 'ভিড়', জনতা, সংঘট্ট, ইহা হইতেই 'গোল'-শব্দ (?) ॥ ৮৮ ॥

বে-সকল বিপ্র পান, সুপারি, মালা, চন্দন প্রভৃতি একবার গ্রহণ করিয়া বা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় উহা লাভ করিবার আশায় বিভিন্ন-সঙ্কার আগমন করিয়াছিল, তাহা-দিগকে পাছে কেহ 'অবৈধ লুন্ধ শঠ বা বঞ্চক' বলিয়া গর্হণ

যথাবিধি যথাশাস্ত্র শুভ-লগ্নে জামাহূতপিত্ত-ভগবান্

পুণ্যচীনন্দনকে রাজপণ্ডিতের তিলকদান—

বেদবিধিপূর্বক পরম-হর্ষ-মনে ।

ঈশ্বরের গঙ্গা-স্পর্শ কৈলা শুভকর্ণে ॥ ১০৩ ॥

তৎকর্ণাৎ মঙ্গল-চরিত্রানি ও জয়বৎ —

ততকর্ণে মহা-জয়জয়-হরি ধ্বনি ।

করিতে লাগিলা সবে মহা-স্তুতি-বাণী ॥ ১০৪ ॥

দাক্ষী সপবাগণের হলুধ্বনি ; স্থানকালপাত্রে সর্বদই আনন্দ-

দর্শনে বিরাজিত আনন্দলীলাময়-বিগ্রহের

যথার্থ অবতারণা—

পতিব্রতাগণে দেয় জয়জয়কার ।

বাস্তব-গীতে হৈল মহানন্দ-অবতার ॥ ১০৫ ॥

করে, তজ্জগৎ তৎপ্রতিকারার্থ অর্থাৎ যাহাতে সকল-বিপ্রেই পরিপূর্ণ-প্রাপ্তির ফলে সম্ভাব-লাভ হয় বা আশা মিটিয়া যায়, তন্নিমিত্ত পরমোদার গৌরব্ধর 'সকলকেই তিনতিন-বার পান, সুপারি ও চন্দন-মালা দাও',—এইরূপ আদেশ করিলেন ॥ ৯০-৯২ ॥

পরমার্থে...নিলে,—পরকে প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা করিয়া অর্থাৎ ঠকাইয়া বা ফাঁকি দিয়া কিছু জায়সাৎ করিলে পরমার্থে দোষ অর্থাৎ পাপ হয়, সুতরাং তাহা সুনীতি-রহিত । কিন্তু যে-সকল স্নেহ-পুরুষ বাহিরে সর্ব-সঙ্গসময়েই মিথ্যা-কথা, ছলনা বা প্রতারণাকে সুনীতি-পুষ্ট বলিয়া নিশ্চয় করিতে ছাড়েন না, অথচ প্রাণাদিক প্রিয়তমা জ্ঞার পুথের নিমিত্ত মিথ্যা-কথা, ছলনা বা প্রতারণা করিতে আদৌ বাধা বোধ করেন না, উপরন্তু তাহা তারত্বের সমর্থন পয়স্ব করেন, তাহারাই আবার "যেন কেনাপ্যুপায়েন যনঃ কৃক্ষে নিবেশয়েৎ" ('যে-কোন উপায়েই বাস্তব-সত্যবস্ত কৃক্ষে মানব চিন্তা-বিস্ত নিয়োগ করিবেন বা করাইবেন'),—এই কথাটা উচ্চারিত হইয়া-মাত্র বা তদনুসারে বাস্তব-সত্যোপাসকের আচারমুঠান-দর্শন-মাত্র 'সুনীতি লভিত হইল' বলিয়া উচ্চ-চীৎকারের সহিত লাফাইয়া উঠিয়া নিজের দাস্তিকতা প্রকাশ করিয়া থাকেন ॥

চিত্তের কথা,—মনের উদ্বেগ ॥ ৯৩ ॥

অনন্ত,—এতলে, শ্রীশেষ-সঙ্গর্ষণ ; অথবা 'অসংখ্যাত' (পরবর্তী ১১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৯৫ ॥

জামাতৃবরণান্তে রাজপণ্ডিতের স্বগৃহে গমন—
 হেনমতে করি' অধিবাস শুভ-কায ।
 গৃহে চলিলেন সনাতন-বিপ্ররাজ ॥ ১০৬ ॥
 বরপক্ষীয় আশ্রয়স্বজনগণেরও কল্যাণার্থে গিয়া মহালক্ষ্মী
 বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীকে নিরীক্ষণ—
 এইমতে গিয়া ঈশ্বরের আশ্রয়গণে ।
 লক্ষ্মীরে করিলা অধিবাস শুভ-ক্ষণে ॥ ১০৭ ॥
 হরিসেবার অমূল্যেই উভয়পক্ষীয়গণের বৈদিকাচারান্তে
 লৌকিকাচার-সম্পাদন—
 আর যত কিছু লোকে 'লোকাচার' বলে ।
 দৌহারাই সব করিলেন কুতূহলে ॥ ১০৮ ॥
 শুভবিবাহ-বাসরে বৈধগৃহস্থগণের আদর্শরূপে প্রভুর ব্রাহ্ম-
 মুহুর্তে গঙ্গানানান্তে বিষ্ণুপূজা—
 তবে সূত্রভাষ্যে প্রভু করি' গঙ্গা-স্নান ।
 আগে বিষ্ণু পূজি' গৌরচন্দ্র ভগবান ॥ ১০৯ ॥
 আশ্রয়স্বজন-বেষ্টিত আশ্রাম ভগবদ্বিশ্বস্তরের আশ্র-
 গ্রীতার্থ লৌকিক বুদ্ধিশ্রদ্ধ-নীলাভিনয়—
 তবে শেষে সর্ব-আশ্রয়গণের সহিতে ।
 বসিলেন নান্দীমুখ-কর্ম্মাদি করিতে ॥ ১১০ ॥

প্রাকৃত-লোকের,—সাধারণ-গৃহস্থের ।

প্রভুর বিবাহে যে-পরিমাণ মালা-চন্দন, পান-সুপারি
 প্রকৃতি মাটিতে পড়িয়া নষ্ট হইয়া গেল, তাহা ধারাও
 সাধারণতঃ পাঁচটা বিবাহের উপযুক্ত মালা-চন্দন, তাহুল-
 শুবাকাতির প্রয়োজন নিকাশিত বা সম্পাদিত হইতে পারিত ॥

লক্ষ্যশ্বর,—লক্ষ্মীমূর্ত্তার অধিকারী ॥ ১১ ॥

অধিবাস ও গঙ্গাস্পর্শ,—(শ্রীমদগোপাল ভট্টগোষামি-
 কৃত 'সংক্রিয়া-সার-দীপিকা'-য়—) 'অনন্তর অধিবাসের কৃত্য
 লিখিত হইতেছে । গোধূল-সময়ে, তদভাবে প্রাতঃকালে,
 অধিবাস-দ্রব্য আনয়ন করিয়া যথাক্রমে অধিবাস করাইবে ।
 অধিবাস-দ্রব্য, যথা—গঙ্গা-মুত্তিকা, গন্ধ, শিলা, ধাতু, দূষা,
 পুষ্প, ফল, দধি, স্নাত, স্তম্ভিক, সিন্দূর, শঙ্খ, কঙ্কল, গোমো-
 চনা, সরিষা, স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, দীপ ও মর্পণ । তৎপর
 স্তম্ভিক গন্ধ-চূর্ণাদি হরিত্রাক-বসন, সূত্র, চামর, অভিবন্দনের
 চার ঘোষণা করিবে । অন্তঃপর গঙ্গা-মুত্তিকা-ধারা মন্ত্র

তৎকালে মাস্তলিক বাস্ত-গীত ও জয়ধ্বনি—
 বাস্ত-নৃত্য-গীতে হৈল মহা-কোলাহল ।
 চতুর্দিকে জয়জয় উঠিল মঙ্গল ॥ ১১১ ॥
 গৃহের ভিতরে ও বাহিরে সর্বত্র মাস্তলিকদ্রব্যসংরক্ষণ—
 পূর্ণ-ঘট, ধাতু, দধি, দীপ, আত্ম-সার ।
 ছাপিলেন ঘরে ঘরে অল্পনে অপার ॥ ১১২ ॥
 বিচিত্র ধ্বজা-উড্ডয়ন, কদলীমুকুরোপণ ও আশ্রয়স্বজন—
 চতুর্দিকে নানা-বর্ণে উড়য়ে পতাকা ।
 কদলী রোপিয়া বান্ধিলেন আত্ম-শাখা ॥ ১১৩ ॥
 গৌরগ্রীত্যর্থ সাধনগণের সহিত শচীমাতার
 লৌকিকাচার-সম্পাদন—
 তবে আই পতিভ্রতাগণ লই' সঙ্গে ।
 লোকাচার করিতে লাগিলা মহা-রঙ্গে ॥ ১১৪ ॥
 গঙ্গাপূজান্তে হুইচিতে শচীমাতার স্বীয়পুত্র বিশ্বস্তর-
 হিতার্থ লোকাচার-সম্পাদন—
 আগে গঙ্গা পূজিয়া পরম-হর্ষ-মনে ।
 তবে বাস্ত বাজনে গেলেন স্বর্গী-স্থানে ॥ ১১৫ ॥
 স্বর্গী পূজি' তবে বন্ধু-মন্দিরে-মন্দিরে ।
 লোকাচার করিয়া আইলা নিজ-ঘরে ॥ ১১৬ ॥

পঠনপূর্ব্বক 'শুভগঙ্গাধিবাস হইক' বলিয়া প্রথমে শ্রীবিষ্ণুর
 পরে বর ও কল্যায় অধিবাস করিতে হইবে । সর্বত্রই
 এইরূপ । তদনন্তর গঙ্গাদি-ধারা মন্ত্র পাঠ করিয়া বন্দন
 করাইবে । পরে মন্ত্র-ধারা সর্কাস্প স্পর্শ করিয়া চারিটা,
 পাঁচটা বা সাতটা প্রদীপ প্রজালিত করিয়া নির্য্যজন করিবে ।
 এই বিধি-অনুসারে বর ও কল্যায় অধিবাস করাইবে ॥ ১০১ ॥

ঈশ্বরের,—মহাপ্রভু গৌরহৃদয়কে ॥ ১০৩ ॥

লোকাচার,—লৌকিক বা কুল-ক্রমাগত ব্যবহারিক
 প্রথা বা অনুষ্ঠান,—যাহা বৈদিকমন্ত্র-পুত্বে নহে ॥ ১০৮ ॥

নান্দীমুখ-কর্ম্ম,—নান্দী (স্ততি, সৌভাগ্য) + মুখ (প্রধান),
 অথবা, নান্দী (শুভ) + মুখ (প্রারম্ভ) ; 'নান্দীমুখ'-শব্দে বুদ্ধি-
 শ্রদ্ধভূক্ (১) ছয়জন পিতৃগণ, যথা—পিতা, পিতামহ,
 প্রপিতামহ এবং মাতামহ, প্রমাতামহ, বৃদ্ধপ্রমাতামহ ; এবং
 (২) ছয়জন মাতৃগণ, যথা—মাতা, মাতামহী, প্রমাতামহী,
 বৃদ্ধপ্রমাতামহী এবং পিতামহী, প্রপিতামহী । ইহাদের

সাক্ষীগণের সন্তোষবিধান—

তবে খই, কলা, তৈল, তাম্বুল, সিন্দূরে । ✓

দিয়া দিয়া পূর্ণ করিলেন স্ত্রীগণেরে ॥ ১১৭ ॥

ঈশ্বরের বিবাহে বিবিধ সেবোপকরণনিচয়ের অনন্ত-

স্বরূপ এবং মুক্তহস্তে শচীর তদ্বিতরণ—

ঈশ্বর-প্রভাবে জব্য হৈল অসংখ্যাত ।

শচীও সব্বারে দেন বার পাঁচ-সাত ॥ ১১৮ ॥

শচীগৃহে শুভবিবাহকার্যে সমাগত সমস্ত সদস্যগণের

অভীষ্টপূরণ—

তৈলে স্নান করিলেন সর্ব-নারীগণে ।

হেন নাহি পরিপূর্ণ নহিল যে মনে ॥ ১১৯ ॥

গৌরনারায়ণের গৃহের ছায় বিষ্ণুপ্রিয়া-মহাক্ষ্মীর

জননীও স্বগৃহে তজ্জপ গৌরপ্রীত্যর্থ

বৃদ্ধিশ্রাদ্ধি-সম্পাদন—

এইমত মহানন্দ লক্ষ্মীর ভবনে ।

লক্ষ্মীর জননী করিলেন হর্ষ মনে ॥ ১২০ ॥

সনাতনমিশ্রের চর্যভরে স্বীয় জীবন-সর্বস্ব কত্যা-

সম্প্রদানে আনন্দাতিশয়া—

শ্রীরাঙ্গপণ্ডিত অতি চিন্তের উল্লাসে ।

সর্বস্ব নিক্ষেপ করি' মহানন্দে ভাসে ॥ ১২১ ॥

বিবাহের পূর্বে যথাসাধ্য প্রাথমিককৃত্যাদি-সমাপনান্তে

প্রভুর কিছু অবকাশ-লাভ --

সর্ব-বিদিকর্ষ করি' শ্রীগৌরসুন্দর ।

বসিলেন খানিক হইয়া অবসর ॥ ১২২ ॥

বিপ্রগণকে অশনবসন-স্বারা সন্তোষণ—

ভবে লুব-ভ্রাজ্জগেরে ভোজ্য-বস্ত্র দিয়া ।

করিলেন সন্তোষ পরম-নজ হৈয়া ॥ ১২৩ ॥

সকলকেই যথোচিত সম্মান—

যে যেমত পাত্র, যার যোগ্য যেন দান ।

সেইমত করিলেন সব্বারে সম্মান ॥ ১২৪ ॥

বিপ্রগণের বিখন্তরকে আশীর্বাদান্তে মধ্যাহ্ন-ভোজনার্থ

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ—

মহা-প্রীতে আশীর্বাদ করি' বিপ্রগণ ।

গৃহে চলিলেন সবে করিতে ভোজন ॥ ১২৫ ॥

অপরাজে বরোচিত-বেশে প্রভুর ভূষণসম্পাদন—

অপরাজ-বেলা আসি' লাগিল হইতে ।

সবাই প্রভুর বেশ লাগিলা করিতে ॥ ১২৬ ॥

প্রভুর বেশভূষা-বর্ণন—

চন্দনে লেপিত করি' সকল শ্রীঅঙ্গ ।

মণ্যেমণ্যে সর্বত্র দিলেন তথি গজ ॥ ১২৭ ॥

অর্ধচন্দ্রাকৃতি করি' ললাটে চন্দন ।

তথি-মণ্যে গজের তিলক সুরোভন ॥ ১২৮ ॥

অকুত মুকুট শোভে শ্রীশির-উপর ।

সুগন্ধিমালায় পূর্ণ হৈল কলেবর ॥ ১২৯ ॥

দিব্য সূক্ষ্মপীতবস্ত্র, ত্রিকল্বিধা-বাসে ।

পরাইয়া কজ্জল দিলেন শ্রীনয়নে ॥ ১৩০ ॥

ধাতু, দূর্বা, সূত্র করে করিয়া বন্ধন ।

ধরিতে দিলেন রত্না মঞ্জরী দর্পণ ॥ ১৩১ ॥

তৃপ্তির উদ্দেশ্যে যে বৃদ্ধি-শ্রাদ্ধ, তাহাই 'নান্দীমুখ-কর্ম' । শুভকর্মাদির প্রারম্ভিক অহুষ্ঠান, আভ্যাদয়িক বৃদ্ধি বা পার্শ্ব-শ্রাদ্ধ । (স্মৃতিকার—) 'পিতৃ ন নান্দীমুখানাম তর্পয়েদ-বিধিপূর্ব্বকম্' এবং 'কত্যা-পুত্র-বিবাহে চ প্রবেশে নববেশনঃ । নামকর্ম্মণি বালানাম চূড়াকর্ম্মাদিকে তথা ॥ সৌমন্তোরয়নে চৈব পুত্রাদিমুখ-দর্শনে । নান্দীমুখং পিতৃগণং পূজয়েৎ প্রযতো গৃহী ইত্যাদি ॥'

কিন্তু বৈষ্ণব-স্মৃতিকার শ্রীমদগোপাল ভট্ট গোস্বামিশ্রভূ 'সংক্রিয়া-সার-দীপিকা'র লিখিগাছেন,—'নামাপরাধ-ভয়ে নান্দীমুখ(বৃদ্ধি)-শ্রাদ্ধ কর্তব্য নহে, কিন্তু ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু

শ্রীতির নিমিত্ত বিষ্ণুস্মরণ-পূর্ব্বক শুক্লপূজনান্তর বৈষ্ণব ও বিপ্রগণকে যথাশক্তি সহজভাবে অন্ন-বস্ত্রাদি প্রদান করিবে, তাহা হইলেই পিতৃগণের সন্তুষ্টি হইবে' ॥ ১১০ ॥

মঙ্গল,—মঙ্গল-রব ॥ ১১১ ॥

বটী,—আদি ৪র্থ অঃ ১৯শ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ১১৫ ॥

বন্ধু-মনিরে-মনিরে,—আত্মীয়-স্বজনগণের গৃহ-গৃহে ॥ ১১৬ ॥

সর্বস্ব নিক্ষেপ করি',—সকল সম্পত্তি ব্যয় করিয়া, অথবা

স্বীয় হৃদয়-সর্বস্ব প্রাণাধিকা প্রিয়তমা হ্রিতা বিষ্ণুশ্রিয়া-দেবীকে মনে-মনে গৌরসুন্দরের হস্তে সমর্পণ করিয়া ॥ ১২১ ॥

সর্ব-বিদিকর্ষ,—স্মৃতি-বিহিত সমস্ত কর্ম্ম ॥ ১২২ ॥

স্ববর্ণকুণ্ডল দুই শ্রুতিমূলে দোলে ।

নানা-রক্ত-হার বাজিলেন বাহু-মূলে ॥ ১৩২ ॥

প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তরচিতভূষণাবারা শোভা-সম্পাদন—

এইমত যে-যে-শোভা করে যে-যে-অঙ্গে ।

সকল ঘটনা সবে করিলেন রঞ্জে ॥ ১৩৩ ॥

ভগবানের ভুবন-মোহন রূপদর্শনে সকলের যোহ ও

আত্মবিস্মৃতি—

ঈশ্বরের মুক্তি দেখি' যত নর-নারী ।

মুগ্ধ হইলেন সবে আপনা' পাশরি' ॥ ১৩৪ ॥

গোধূলিগ্নেই কত-গৃহে বরের বিবাহার্থ শুভবিজয় উদ্দেশ্য—

প্রহরেক বেলা আছে, হেনই সময় ।

সবেই বলেন,—“শুভ করাহ বিজয় ॥ ১৩৫ ॥

গোধূলিকালের পূর্ণপর্যন্ত নববীপভ্রমণে গোধূলির প্রাকালে

ভাবিখণ্ডগৃহে প্রভুর উপস্থিতি-প্রস্তাব—

প্রহরেক সর্ব-নববীপে বেড়াইয়া ।

কত-গৃহে যাইবেন গোধূলি করিয়া ॥” ১৩৬ ॥

বুদ্ধিমন্তগণের বর-দোশানয়ন—

তবে দিব্য দোলা করি' বুদ্ধিমন্ত-খান ।

হরিষে আনিয়া করিলেন উপস্থান ॥ ১৩৭ ॥

তৎকালে মহতী বাতুলী ভবনি ও বেদধ্বনি—

বাৎস-গীতে উঠিল পরম কোলাহল ।

বিপ্রগণে করে বেদধ্বনি স্তম্ভল ॥ ১৩৮ ॥

ভট্টগণের স্ততিপাঠ, সর্বত্র পরমানন্দের মুক্তি-পরিগ্রহ—

ভাটিগণে পড়িতে লাগিল রাগবার ।

সর্বদিকে হইল আনন্দ-অবতার ॥ ১৩৯ ॥

মাতৃ-প্রদক্ষিণ ও বিপ্রগণ-প্রণামান্তে প্রভুর বর-দোলারোহণ,

চতুর্দিকে মঙ্গলধ্বনি—

তবে প্রভু জননীরে প্রদক্ষিণ করি' ।

বিপ্রগণে নমস্করি' বহু মাগ্য করি' ॥ ১৪০ ॥

দোলায় বসিলা শ্রীগৌরাজ মহাশয় ।

সর্বদিকে উঠিল মঙ্গল জয়-জয় ॥ ১৪১ ॥

দ্বীগণের হলধ্বনি, সর্বত্র মঙ্গলরব—

নারীগণে দিতে লাগিলেন জয়কার ।

শুভধ্বনি বিনা কোনদিকে নাহি আর ॥ ১৪২ ॥

গঙ্গাতীর দিয়া বর-যাত্রা—

প্রথমে বিজয় করিলেন গঙ্গা-তীরে ।

অর্দ্ধচন্দ্র দেখিলেন শিরের উপরে ॥ ১৪৩ ॥

বর-যাত্রা শোভা-বর্ণন ; অসংখ্য দীপ-প্রজালন ও

অগ্নিক্রীড়া—

সহস্র-সহস্র দীপ লাগিল জ্বলিতে ।

নানাবিধ বাজি সব লাগিল করিতে ॥ ১৪৪ ॥

অগ্রে অগ্রে পাইক ও গোমস্তাগণের গমন—

আগে যত পদাভিক বুদ্ধিমন্ত-খাঁর ।

চলিলা দুইসারি হই' যত পাটোয়ার ॥ ১৪৫ ॥

তৎপশ্চাৎ বিচিত্র নিশানধারী ও ভাঁড়গণের গমন—

নানা-বর্ণে পতাকা চলিল তার পাছে ।

বিদূষক-সকল চলিলা নানা-কাচে ॥ ১৪৬ ॥

বহু নর্তকদলের গমন—

নর্তক বা না জানি কতক সম্প্রদায় ।

পরম-উল্লাসে দিব্য নৃত্য করি' যায় ॥ ১৪৭ ॥

রস্তা-মঞ্জরী,—নবোদগত কদলী-পত্র, ‘কলার মাজ’ ॥ ১৩১

শ্রুতিমূলে,—কাণের গোড়ায় ॥ ১৩২ ॥

ঘটনা করিলেন,—সংযুক্ত, রচিত, শোভিত, সম্মিলিত,

বা বিভক্ত করিলেন ॥ ১৩৩ ॥

গোধূলি,—আদি ১০ম অঃ ৯১ সংখ্যার ভাষ্য শ্রষ্টব্য ॥ ১৩৬

উপস্থান করিলেন,—(দিব্য দোলা) উপস্থাপিত করিলেন

অর্থাৎ লইয়া আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৩৭ ॥

অর্দ্ধ চন্দ্র,—পাঠান্তরে, পূর্ণচন্দ্র । পূর্ণিমা-রজনীর সন্ধ্যা-

কালে চন্দ্র পূর্বদিকে থাকে, শিরের উপর থাকে না ।

গুরা অষ্টমী হইতে দশমী ও একাদশী পর্যন্ত সন্ধ্যাকালে অর্দ্ধচন্দ্র মস্তকেপরি দৃষ্ট হয় । সুতরাং এস্থলে ‘পূর্ণচন্দ্র’-পাঠটা সন্দত নহে ॥ ১৪৩ ॥

সারি,—[সংস্কৃত স্ব-ধাতু + গিচ্—সারি (গমন করান) + (সংজ্ঞার্থে) ই], পংক্তি, শ্রেণী ।

পাটোয়ার,—(পটু + বার), নিজ-প্রভুর সাংসারিক কার্যাদি-নির্বাহে যাহার পটুতা আছে, (প্রাচীন-বাল্যালয়) হিসাব-রক্ষক, কর-সংগ্রাহক নিম্ন কর্মচারী, চলিত-ভাষায় ‘গোমস্তা’ ॥ ১৪৫ ॥

বিবিধ বাস্তবস্থ-বাদন—

জয়ঢাক, বীরঢাক, মৃদঙ্গ, কাহাল ।
পটহ, দগড়, শঙ্খ, বংশী, করতাল ॥ ১৪৮ ॥
বরজ শিলা, পঞ্চশঙ্খী-বাঁজ বাজে যত ।
কে লিখিবে,—বাঁজভাণ্ড বাজি' যায় কত ? ১৪৯ ॥
শিশুগণের বাঁজের তালে-তালে নৃত্য-দর্শনে

প্রভুর হাত—

লক্ষ-লক্ষ শিশু বাঁজভাণ্ডের ভিতরে ।
রঙ্গে নাচি' যায়, দেখি' হাসেন ঈশ্বরে ॥ ১৫০ ॥
কেবল শিশুগণ নহে, প্রবাণগণেরও নৃত্য—
সে মহা-কৌতুক দেখি' শিশুর কি দায় ।
জ্ঞানবান্ সবে লজ্জা ছাড়ি' নাচি' যায় ॥ ১৫১ ॥
গঙ্গাতীরে আসিয়া বরাহগায়ী গায়ক, নর্তক, বাদ্যকরগণের
গান ও নৃত্যাদি—

প্রথমে আসিয়া গঙ্গা-তীরে কতক্ষণ ।
করিলেন নৃত্য, গীত, আনন্দ-বাজন ॥ ১৫২ ॥
গঙ্গা-প্রণামান্তে বরযাত্রিগণের নবদ্বীপ-ভ্রমণ—
তবে পুষ্পরুষ্টি করি' গঙ্গা নমস্করি' ।
জমেন কৌতুকে সর্ব-নবদ্বীপপুরী ॥ ১৫৩ ॥
অলৌকিক বিরাট বরযাত্রা-দর্শনে সকলের মহা-বিম্ময়—
দেখি' অভি-অমানুষী বিবাহ-সম্ভার ।
সর্বলোক-চিন্তে মহা পায় চমৎকার ॥ ১৫৪ ॥
অভূতপূর্ব বরযাত্রা-শোভা—

“বড় বড় বিভা দেখিয়াছি”—লোকে বলে ।
“এমত সমৃদ্ধি নাহি দেখি.কোন-কালে ॥” ১৫৫ ॥
বর-বেধী প্রভুর দর্শন-লাভে নরনারীগণের মহানন্দ—
এইমত জী-পুরুষে প্রভুরে দেখিয়া ।
আনন্দে ভাসয়ে দেখি' স্নকৃতি নদীয়া ॥ ১৫৬ ॥
ভুবনমোহন গৌরকে জামাতৃরূপে অপ্রাপ্তিতে কেবলমাত্র
হৃন্দরহিত পিতৃগণেরই ক্ষোভ—
সবে যার রূপবতী কন্যা আছে ঘরে ।
সেইসব বিপ্র সবে বিম্ময়িত করে ॥ ১৫৭ ॥

অধিতীয়-রূপগুণশালী প্রভুকে স্ব-স্ব-কন্ডার বররূপে

প্রাপ্তির অভাবে তাঁহাদের স্বীয় অদৃষ্ট-ধিকার—

“হেহু বরে কন্যা নাহি পারিলাও দিতে ।
আপনার ভাগ্য নাহি, হইবে কেমনে ?” ১৫৮ ॥
বাঁজিষ্টদেব গৌরনারায়ণের বরবেধ-দর্শন-সৌভাগ্যবন্ত
নবদ্বীপবাদিগণের চরণে মগ্নভাগ্যত গ্রহকারের প্রণাম—
নবদ্বীপবাসীর চরণে নমস্কার ।

এ সব আনন্দ দেখিবারে শক্তি যার ॥ ১৫৯ ॥

প্রভুর সমগ্র-নবদ্বীপে প্রতি-পল্লিতে ভ্রমণ—

এইমত রঙ্গে প্রভু নগরে-নগরে ।
জমেন কৌতুকে সর্ব-নবদ্বীপপুরে ॥ ১৬০ ॥
গোধূলিকালে বরযাত্রির কন্যা-গৃহে আগমন—
গোধূলী-সময় আসি' প্রবেশ হইতে ।
আইলেন রাজপণ্ডিতের মন্দিরেতে ॥ ১৬১ ॥
মহাছন্দুধনি এবং পরস্পর ত্রিগীষু হইয়া বর ও কন্যা-
পক্ষীয় বাদ্যকরগণের বাদন—

মহা-জয়জয়কার লাগিল হইতে ।
তুই বাদ্যভাণ্ড বাদে লাগিল বাজিতে ॥ ১৬২ ॥
বরকে সনাতনমিশ্রের অভ্যর্থনা—
পরম-সম্মানে রাজপণ্ডিত আসিয়া ।
দোলা হৈতে কোলে করি' বসাইলা লৈয়া ॥ ১৬৩ ॥
বররূপ-দর্শনে তাঁহার বহিঃস্থতি-লোপ—
পুষ্পরুষ্টি করিলেন সন্তোষে আপনে ।
জামাতা দেখিয়া হর্ষে দেহ নাহি জানে ॥ ১৬৪ ॥

বরণ-দ্রব্যাদি তাঁহার জামাতৃ-বরণ—

তবে বরণের সব সামগ্রী আনিয়া ।
জামাতা বরিতে বিপ্র বসিলা আসিয়া ॥ ১৬৫ ॥
পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, বস্ত্র, অলঙ্কার ।
যথা-বিধি দিয়া কৈলা বরণ-ব্যভার ॥ ১৬৬ ॥
ঋশদেবীরও তৎকালে জামাতৃ-বরণ—
তবে তান পল্লী নারীগণের সহিতে ।
মঙ্গল-বিধান আসি' লাগিলা করিতে ॥ ১৬৭ ॥

বিদ্যক,—[বি—দৃষ্ (বিকৃতি জন্মান)+ গিচ্—দৃষ্+
অক], রঙ্গবাদ্যকারী, কৌতুকী, ‘মঞ্চর’ ॥ ১৪৬ ॥

বাদে,—বিবাদ, অতএব পরস্পর প্রতিযোগিতা-মূলে ॥ ১৬২
দোলা,—(প্রাদেশিক), দোল, চতুর্দোল, শিবিকাবিশেষ ॥

তৎকালে জামাতাকে আশীর্বাদ ও অভিনন্দন-রীতি—
 ধাতু-দূর্বা দিলেন প্রভুর শ্রীমন্তকে ।
 আরতি করিলা সন্ত-স্বতের প্রদীপে ॥ ১৬৮ ॥
 হৃদধ্বনি ও লোকিকাচার-সম্পাদন—
 ধই কড়ি ফেলি' করিলেন জয়কার ।
 এইমত যত কিছু করি' লোকাচার ॥ ১৬৯ ॥
 নানা-ভূষণে ভূষিত করিয়া আসনারূঢ়া মহলক্ষ্মীকে উত্তোলন—
 পূর্ষক বিবাহস্থলে আনয়ন—
 তবে সর্ব-অলঙ্কারে ভূষিত করিয়া ।
 লক্ষ্মী-দেবী আনিলেন আসনে ধরিয়া ॥ ১৭০ ॥
 আসনারূঢ় গৌরনারায়ণকেও উত্তোলন—
 তবে হর্ষে প্রভুর সকল-আগুগণে ।
 প্রভুরেহ তুলিলেন ধরিয়া আসনে ॥ ১৭১ ॥
 পর্দার বাহিরে মহালক্ষ্মীর স্বীয় কান্ত গৌর-নারায়ণকে
 সন্তবার প্রদক্ষিণপূর্বক প্রণাম—
 তবে মধ্যে অন্তঃপট ধরি' লোকাচারে ।
 সন্ত প্রদক্ষিণ করাইলেন কণ্ঠারে ॥ ১৭২ ॥
 তবে লক্ষ্মী প্রদক্ষিণ করি' সাত বার ।
 রহিলেন সম্মুখে করিয়া নমস্কার ॥ ১৭৩ ॥
 জ্যো-আচাব ও বাদন—
 তবে পুষ্প-ফেলাফেলি লাগিল হইতে, ।
 ছই বাদ্যভাণ্ড মহা লাগিল বাজিতে ॥ ১৭৪ ॥
 নরনারীর মঙ্গলধ্বনি, সর্বত্র আনন্দ সমাবেশ-হেতু
 আনন্দের মূর্তি-পরিগ্রাহ্যমান—
 চতুর্দিকে জ্যো-পুরুষে করে জয়ধ্বনি ।
 আনন্দ আসিয়া অবতরিল। আপনি ॥ ১৭৫ ॥
 গৌর-নারায়ণ-পদে মহালক্ষ্মীর আয়নিবেদন ও বন্দন—
 আগে লক্ষ্মী জগন্নাভ প্রভুর চরণে ।
 মালা দিয়া করিলেন আশ্র-সমর্পণে ॥ ১৭৬ ॥

হর্ষে দেহ নাহি জানে,—হর্ষতবে ^{ঐ-বিস্তৃত} হইলেন ॥
 বরণ,—[ব (আবরণ করা) + অনট্-করণে], দেবপূজা
 ও বিবাহাদি-কালে অভ্যর্থনার্থ বজ্র ॥ ১৬৫ ॥
 পাণ্ড,—পাদপ্রক্ষালণার্থ জল ।
 অর্ঘ্য,—হস্তে দেয় পূজা-সামগ্রী-বিশেষ; (কালীখণ্ডে—)

স্বীয়কান্তা মহালক্ষ্মীর গলদেশে গৌর-নারায়ণের
 মালা-প্রত্যর্পণ—
 তবে গৌরচন্দ্র প্রভু ঐষৎ হাসিয়া ।
 লক্ষ্মীর গলায় মালা দিলেন তুলিয়া ॥ ১৭৭ ॥
 ঐশ্বর ও ঐশ্বরীর পরস্পরপ্রতি পুষ্প-নিষ্ক্ষেপ—
 তবে লক্ষ্মী নারায়ণে পুষ্প ফেলাফেলি ।
 করিতে লাগিল। হই মহা-কুতূহলী ॥ ১৭৮ ॥
 ঐশ্বর ও ঐশ্বরীর সেবা-গ্রহণ-প্রদান-গীলা-বৈচিত্র্য-দর্শনে—
 দেবগণেরও সেবানন্দ—
 ত্র্যম্বাদি দেবতা সব অলক্ষিতরূপে ।
 পুষ্পরষ্টি লাগিলেন করিতে কোতুকে ॥ ১৭৯ ॥
 ঐশ্বর ও ঐশ্বরীর উভয়পক্ষীয়গণের পরস্পর প্রণয়-জগীবা—
 আনন্দ-বিবাদ লক্ষ্মী-গণে প্রভু-গণে ।
 উচ্চ করি' বর-কণ্ঠা তোলে হর্ষ-মনে ॥ ১৮০ ॥
 উভয়পক্ষীয়গণের জয়-পরাজয়রূপা প্রণয়-বৈচিত্র্য—
 ক্ষণে জিনে' প্রভু-গণে, ক্ষণে লক্ষ্মী-গণে ।
 হাসি' হাসি' প্রভুরে বোলয় সর্বজনে ॥ ১৮১ ॥
 তদদর্শনে প্রভুর ভুবনমোহন হাত; ; সকলের অলৌকিক স্মৃৎ—
 ঐষৎ হাসিলা প্রভু স্মন্দর শ্রীমুখে ।
 দেখি' সর্বলোক ভাসে পরানন্দ-স্মৃৎ ॥ ১৮২ ॥
 মশাগাদি প্রজ্ঞাপন ও বাদ্য-বাদন—
 সহস্র সহস্র মহাতাপ-দ্বীপ জলে ।
 কর্ণে কিছু নাহি শুনি বাস্ত কোলাহলে ॥ ১৮৩ ॥
 মুখচন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টি-কালে উচ্চতম বাদ্য-ধ্বনি—
 মুখচন্দ্রিকার মহা-বাস্ত-জয় ধ্বনি ।
 সকল-ত্র্যম্বাদে পশিলেক,—হেন শুনি ॥ ১৮৪ ॥
 ঐশ্বর ও ঐশ্বরীর উপবেশন—
 হেনমতে শ্রীমুখচন্দ্রিকা করি' রঞ্জে ।
 বসিলেন শ্রীগৌরসুন্দর লক্ষ্মী-সঙ্গে ॥ ১৮৫ ॥

'আপঃ কীরঃ কুশাগ্রঃ দদি দর্পিঃ সতঃসুগম্ । যবঃ সিদ্ধার্থ-
 কৈচব অষ্টাপোহর্ষাঃ প্রকীর্তিতঃ ॥'

আচমনীয়,—মুখ-প্রক্ষালণার্থ আচমনের জল; 'উদকঃ
 দীয়তে যন্তু প্রণয়ঃ ফেনবজ্জিতম্ । আচমনীয়-দেবেভ্য-
 স্তদাচমনমুচ্যতে ॥' ১৬৬ ॥

সনাতনমিশ্রের কন্যা-সম্প্রদানারম্ভ—

তবে রাজপণ্ডিত পরম-হর্ষ-মনে ।

বসিলেন করিবারে কন্যা-সম্প্রদানে ॥ ১৮৬ ॥

গৌরনারায়ণকে মহালক্ষ্মী-সম্প্রদানার্থ সঙ্কল্প-মন্ত্রপাঠ—

পাশ্চ, অর্ঘ্য, আচমনীয় যথা-বিধিমনতে ।

ক্রিয়া করি' লাগিলেন সংকল্প করিতে ॥ ১৮৭ ॥

বিষ্ণু-পরতন্ত্র শ্রীগৌর-শ্রীতর্ঘ তাঁহাকে স্বকথা

মহালক্ষ্মী-সম্প্রদান—

বিষ্ণুপ্রীতি কাম্য করি' শ্রীলক্ষ্মীর পিতা ।

প্রভুর শ্রীহস্তে সমর্পিলেন দুহিতা ॥ ১৮৮ ॥

কথা ও ভ্রাতৃত্বকে বহু যোতুক-দান—

তবে দিব্য ধেনু, ভূমি, শয্যা, দাসী, দাস ।

অনেক যোতুক দিয়া করিলা উল্লাস ॥ ১৮৯ ॥

কুশণ্ডিকা ও লাজ-চোমাদি-সম্প্রদান—

লক্ষ্মী বসাইলেন প্রভুর বাম-পাশে ।

হোম-কর্ম করিতে লাগিলা তবে শেষে ॥ ১৯০ ॥

গৌরশ্রীতর্ঘ বৈদিক-লৌকিক-আচারান্তে বাসব-গৃহে

নবদম্পতিকে আনয়ন—

বেদাচার লোকাচার যত কিছু আছে ।

সব করি' বর-কন্যা ঘরে নিলা পাছে ॥ ১৯১ ॥

গৌর-নারায়ণ ও বিষ্ণুপ্রিয়-মহালক্ষ্মীর অবস্থান-হেতু সাক্ষাৎ

শুভসম্ব বৈকুণ্ঠধাম সনাতন-ভবনে ঈশ্বব ও

ঈশ্বরীর ভোজন—

বৈকুণ্ঠ হইল রাজপণ্ডিত-আবাসে ।

ভোজন করিতে যাই' বসিলেন শেষে ॥ ১৯২ ॥

শুভরাত্রিতে বাসব-গৃহে ঈশ্বরদম্পতির পুষ্প-শয্যা—

ভোজন করিয়া সুখে রাত্রি সুমজলে ।

লক্ষ্মী-কৃষ্ণ একত্র রহিলা কুতুহলে ॥ ১৯৩ ॥

সগোষ্ঠী রাজপণ্ডিতের অপ্রাকৃত আনন্দ—

সনাতন-পণ্ডিতের গোষ্ঠীর সহিতে ।

যে সুখ হইল, তাহা কে পারে কহিতে ? ১৯৪ ॥

গৌরকান্তা বিষ্ণুপ্রিয়ার পিতা রাজপণ্ডিত—কৃষ্ণের

স্বাপরীয় স্বশ্রবণেরই অভিন্ন-কলেবর

নগ্নার্জিৎ, জনক, ভীষ্মক, জাম্ববন্ত ।

পূর্বে তাঁরা যেহেন হইলা ভাগ্যবন্ত ॥ ১৯৫ ॥

প্রাক্তন বিষ্ণুপুত্র-জনিত স্কন্ধতিপুঞ্জকলে সনাতনমিশ্রের

গৌরনারায়ণকে ভ্রাতৃত্বরূপে লাভ—

সেই ভাগ্যে এবে গোষ্ঠী-সহ সনাতন ।

পাইলেন পূর্ব-বিষ্ণুসেবার কারণ ॥ ১৯৬ ॥

গৌরশ্রীতর্ঘ লৌকিকাচার-সম্প্রদান—

তবে রাজি-প্রভাতে যে ছিল লোকাচার ।

সকল করিলা সর্বভুবনের সার ॥ ১৯৭ ॥

অপরাজে ঈশ্বরদম্পতির শচীগৃহে যাত্রা, বাদ্য-গীতধ্বনি—

অপরাজে গৃহে আসিবার হৈল কাল ।

বাস্ত, গীত, নৃত্য হৈতে লাগিল বিশাল ॥ ১৯৮ ॥

জীগণের হনুধ্বনি—

চতুর্দিকে জয়ধ্বনি লাগিল হইতে ।

নারীগণ জয়কার লাগিলেন দিতে ॥ ১৯৯ ॥

বিপ্রগণের নবদম্পতিকে আশীর্বাদ—

বিপ্রগণ আশীর্বাদ লাগিলা করিতে ।

যাত্রা-যোগ্য শ্লোক সব লাগিলা পড়িতে ॥ ২০০ ॥

পরস্পর-জিগীষু হইয়া বাদ্যকুণ্ডলগণের বিবিধ বাদ্য-বাদন—

ঢাক, পটহ, সানাই, বড়ল, করতাল ।

অগোহিগো বাদ করি' বাজায় বিশাল ॥ ২০১ ॥

যথোচিত অভিবাদনান্তে গৌরের বিষ্ণুপ্রিয়াজী-সহ

স্বগৃহগমনার্থ শিবিকারোহণ—

তবে প্রভু নমস্করি' সর্ব-মাণ্ডলগণ ।

লক্ষ্মী-সঙ্গে দোলায় করিলা আরোহণ ॥ ২০২ ॥

মঙ্গল-হরিধ্বনি-পূর্বক বিজরাজ গৌর-সঙ্গে

বরপক্ষীয়গণের যাত্রা—

'হরি হরি' বলি' সব করি' জয়ধ্বনি ।

চলিলেন লৈয়া তবে বিজ-কুলমণি ॥ ২০৩ ॥

আদি ১০ম অঃ ২৪-২৯ সংখ্যা ক্রষ্টব্য ॥ ১৭০-১৭৮ ॥

অন্তঃপট,—বিবাহ-কালে বরকে যে বস্ত্রধও-ধারী আবৃত রাখা হয়, পর্দা ॥ ১৭২ ॥

শ্রীগৌর-নারায়ণ ও মহালক্ষ্মী-বরপক্ষী শ্রীমতা বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর, পরস্পরের প্রতি পুষ্প-মালা-নিষ্কপ-মুখে অলৌকিক ভাবে সেবা-গ্রহণ ও সেবা-প্রদান-দীপ্য দর্শন করিতে করিতে

পথিমধ্যে দর্শকগণের ধন্যবাদ-জ্ঞাপন—
 পথে যত লোক দেখে, চলিয়া আসিতে ।
 ‘ধন্যধন্য’ সবেই প্রশংসে বহুমতে ॥ ২০৪ ॥
 বিষ্ণুপ্রিয়ায় গৌরকে পতিক্রমে লাভ-দর্শনে জীগণের
 তদীয় ভাগ্য-প্রশংসা—
 জীগণ দেখিয়া বলে,—“এই ভাগ্যবতী ।
 কত জন্ম সেবিলেন কমলা-পার্কণী ॥” ২০৫ ॥
 অপ্রাকৃত ঈশ্বর-দম্পতি-দর্শনে স্তম্ভগা নারীগণের
 তদুপমা-বর্ণন—
 কেহ বলে,—“এই হেন বুঝি হর-গৌরী ।”
 কেহ বলে,—“হেন বুঝি কমলা শ্রীহরি ॥” ২০৬ ॥

ত্রুক্ষাদি দ্বিযুভক্ত দেবগণ লোক-গোচনের অদৃশ্য থাকিয়া
 পরমানন্দভরে পুষ্প বর্ষণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭৯ ॥

আনন্দ-বিবাদে,—পরস্পর আনন্দমূলক প্রতিযোগিতায় ।

লক্ষীগণ,—বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর পক্ষীয় জনগণ ।

প্রভুগণ,—বিষ্ণুভক্তের পক্ষীয় জনগণ ॥ ১৮১ ॥

মহাতাপ-দীপ,—(ফার্সি-শব্দ ‘মহাতাপ’ হইতে), রঙ-
 মশাল, মশাল, রোশ্‌নাই ॥ ১৮৩ ॥

শ্রীমুখচক্রিকা,—বর-কন্ঠার পরস্পর গুণদৃষ্টি; আদি,
 ১০ম অঃ ১০০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১৮৪ ॥

নগজিং,—অযোধ্যাপতি পরম-ধার্মিক জনৈক ক্ষত্রিয়-
 নৃপতি । শ্রীকৃষ্ণমহাবী ‘সত্য’ ইহাবই প্রিয়তমা কন্যা-
 রূপে আবিস্কৃত হইয়া পিতৃনামানুসারে ‘নাথজিতী’-নামেও
 প্রসিদ্ধা ছিলেন । নগজিংয়ের প্রতিজ্ঞানুসারে তাঁহার
 তীক্ষ্ণশূল, স্তম্ভদ্বর্ষ, প্রতিবন্দীপুরুষের গন্ধপাণ্ডু সহ করিতে
 অসমর্থ হুর্দ্বৃত্ত সাতটা অমিত-বল বৃধকে অনায়াসে দমন
 করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমতী সত্য বা নীলা-দেবীকে
 বধা-বিধি পরিগ্রহ করিলেন ।

ভাঃ ১০।৫৮,৩২-৫৫ শ্লোক এবং ১০।৫৯ বনপর্ব্বাস্তর্গত
 ষোড়শোক্তা-পর্বে কর্ণদ্বিগুণ-প্রসঙ্গে ২৫৩ অঃ ২১ শ্লোকে
 নগজিংয়ের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য ।

জনক,—বিদেহ বা মিথিলার অধিপতি ব্রহ্মরোমার
 জ্যেষ্ঠ পুত্র, অপর নাম—‘সৌরধ্বজ’ । পুত্রলাভার্থ যজ্ঞ-
 ক্রমির কর্ণকালে লাজলপঙ্কতির অগ্রভাগে একটা অঘোনি-

কেহ বলে,—“এই দুই কামদেব-রতি ।”
 কেহ বলে,—“ইন্দ্র-শচী নয় মোর মতি ॥” ২০৭ ॥
 কেহ বলে,—“হেম বুঝি রামচন্দ্র-সীতা ।”
 এইমত বলে যত স্মৃতি-বনিতা ॥ ২০৮ ॥
 অপ্রাকৃত ঈশ্বরদম্পতির বৈভব-দর্শক নবদীপবাসিগণের
 সোভাগ্য-প্রশংসা—
 হেন ভাগ্যবন্ত শ্রী-পুরুষ নদীয়ার ।
 এ সব সম্পত্তি দেখিবার শক্তি যার ॥ ২০৯ ॥
 ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর রূপা-কটাক্ষে নবদীপে সর্ব্ব গুডোদয়—
 লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গল-দৃষ্টিপাতে ।
 সুখময় সর্ব্ব লোক হৈল নদীয়াতে ॥ ২১০ ॥

সম্ভবা কন্যা লাভ করেন বলিয়া ইনি ‘সৌরধ্বজ’ এবং
 কন্যাটী ‘সীতা’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন । ইহার ঔরসজাত
 কন্যাটীর নাম—উর্জিলা, এবং অমুজের নাম—‘কুশধ্বজ’ ।

পূর্বে দক্ষযজ্ঞ-ধ্বংসান্তে ভগবান্ হর ইহারই পূর্ব্ব-
 পুরুষ দেবরাতের হস্তে স্বীয় ধম্ম ছাপরূপে প্রদান করিয়া-
 ছিলেন । স্বীয় অঘোনিদম্ভবা পালিতা কন্যা ভগবতী
 সীতাদেবীকে তদীয় যোগ্য কোন বীরশ্রেষ্ঠ বরের হস্তে
 সম্ভাদান করিতে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে বর্ধাশুভা (অর্থাৎ
 যিনি অমিতবীর্ধ্যবলে পূর্বেও হরধম্মতে জ্যা রোপণ
 করিতে পারিবে, তিনিই এই কন্যারত্নকে পত্নীরূপে লাভ
 করিবেন,—এরূপ পণে আবদ্ধ) করিয়া রাখিলেন । কিন্তু
 সীতাদেবীর পাণিগ্রহণার্থ নানা-দেশের ক্ষত্রিয়-রাজগণ
 মিথিলায় আগমন করিয়া সেই হরধম্মতে জ্যা রোপণ দূরে
 থাকুক, তাহা উত্তোলন করিতেই সমর্থ হন নাই । একদিন
 মহর্ষি বিশ্বামিত্র অযোধ্যাপতি-দশরথের পুত্রবয়স্ক ভগবান্ রাম
 ও লক্ষ্মণকে সঙ্গে করিয়া রাজর্ষি-জনকের যজ্ঞভূমিতে সমাগত
 হইয়া পরদিবস বিদেহরাজ জনকের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিলেন,
 ‘এবং ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র বিশ্বামিত্র ও জনক-রাজের নিদেশানু-
 সারে অসংখ্য দর্শকের সমক্ষে অবলীলাক্রমে সেই সুমহৎ
 হরধম্মতে জ্যা-রোপণপূর্ব্বক ভীষণ-শব্দে মধ্যভাগে বিধতিত
 করিয়া ফেলিয়া পরে বধা-বিধি স্বীয় মহালক্ষ্মী শ্রীমতী
 সীতাদেবীর পাণিগ্রহণ করিলেন ।

ভাঃ ৯।৩০।১৮, বিষ্ণুপুঃ ৪র্থ অঃ ৫ম অঃ ১২, মহাত্মাঃ

গীত-বাদ্যাদি-সহ সকলের পথাতিক্রম—

নৃত্য, গীত, বাজ, পুষ্প বর্ষিতে বর্ষিতে ।

পরম-আনন্দে আইলেন সর্ব-পথে ॥ ২১১ ॥

বনপরীস্বর্গত দ্রোণদৌহর্য-পর্বে ২৭৩ অঃ ৯, সভাপর্বে ৮ম অঃ ১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

ইহার অষ্টাবক্র মুনির সহিত সংলাপ,—বনপর্বে ১৩২-১৩৪ অঃ ; পঞ্চশিখ-মুনির সহিত অধ্যাত্মবিষয়ে সংলাপ,—শাস্তিপর্বে ২২১ ও ৩২৪ অঃ ; ক্ষত্রিয়ের প্রজ্ঞাপালন-সম্বন্ধে অবশ্যকর্তব্যতা-বিষয়ে নিজপত্নীর সহিত সংলাপ,—শাস্তিপর্বে ১৮ অঃ ; অশ্ব-নামক ব্রাহ্মণের সহিত সংলাপ,—শাস্তিপর্বে ২৭ অঃ ; নিজবোদ্ধবর্গকে স্বর্গ-নরক-প্রদর্শন,—শাস্তিপর্বে ৯৯ অঃ ; মিথিলার দাহসঙ্কে ও ইহার অবিকৃত-চিত্তে,—শাস্তিপর্বে ২২৩ অঃ ; তৎসমীপে শ্রীশুকদেবের আগমন ও পরস্পর সংলাপ,—শাস্তিপর্বে ৩৩৩ অঃ ; মাণ্ডব্য-মুনির সহিত সংলাপ,—শাস্তিপর্বে ২৯৬ অঃ ; যাজ্ঞবল্ক্য-মুনির সহিত ভূতসৃষ্টিবিষয়ে সংলাপ,—শাস্তিপর্বে ৩১৫-৩২৩ অঃ প্রভৃতি আখ্যান ও তথ্য দ্রষ্টব্য ।

ইহার বংশ-বিবরণ,—ভাঃ ৯।১৩ অঃ, বিষ্ণুপুঃ ৪র্থ অঃ ৫ম অঃ এবং বায়ু-পুঃ ৮৯ অঃ দ্রষ্টব্য । এতদ্ব্যতীত বায়ুকিত্ত রামায়ণে আদিকাণ্ডে ৩১ সঃ ৬-১৩, ৪৭ সঃ ১৯, ৪৮ সঃ ১০, ৫০ সঃ ৬৫ সঃ ৩১-৪৯, ৬৬ সঃ—৭০ সঃ ১৯ ও ৪৫, ৭১ সঃ—৭২ সঃ ১৮, ৭৩ সঃ ১০-৩৬, ৭৪ সঃ ১-৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

ভীষ্মক,—বিদর্ভ-নগর বা কুণ্ডিন-দেশাধিপতি ; তাঁহার কন্যা, কল্পরথ, কল্পবাহু, কল্পকেশ ও কল্পমালী,—এই পঞ্চ পুত্র এবং সাক্ষাৎ মহালক্ষ্মী-স্বরূপিণী কল্পিণী-নামী এক কন্যা ছিলেন । লোক-মুখে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রূপ, গুণ ও লীলার প্রশংসা-শ্রবণে কল্পিণীদেবী মনে মনে শ্রীকৃষ্ণকে পতিত্বে বরণ করেন এবং শ্রীকৃষ্ণও কল্পিণীদেবীকে নিজসদৃশী ভাষ্যা জ্ঞান করিয়া বিবাহ করিতে মনস্থ করেন । কিন্তু হৃদ্বর্তি কল্পী শ্রীকৃষ্ণের অতিশয় বিষয়ী ছিল বলিয়া সে চেদিরাজ দমবোধ-তনয় শিশুপালকেই ভগিনীর বর বলিয়া স্থির করিল । ইহা অবগত হইয়া কল্পিণী নিতান্ত বিব্রা হইয়া বিবাহের পূর্বদিবস শ্রীকৃষ্ণের সমীপে পত্নী-সহ এক

শুভলগ্নে জৈবর-দম্পতির গৃহ-প্রবেশ—

তবেশুভকণ্ঠে প্রভু সকল-মঙ্গলে ।

আইলেন গৃহে লক্ষ্মী-কৃষ্ণ কুতূহলে ॥ ২১২ ॥

বিষম ব্রাহ্মণকে শত্রু প্রেরণ করিলেন । ব্রাহ্মণ শ্রীকৃষ্ণকে কল্পিণীর পত্নী প্রদান ও নিবেদন জ্ঞাপন করিলে শ্রীকৃষ্ণ সেই রাত্রিতেই দ্রুতগামি-অশ্ব-যোগেজিত-রথে বিদর্ভে উপস্থিত হইলেন এবং কল্পিণীকে স্বীয় অঙ্গীকার ও আশ্বাস-বাণী-জ্ঞাপনার্থ ব্রাহ্মণকে তৎসমীপে শত্রু প্রেরণ করিলেন । কৃষ্ণের একাকী বিদর্ভ-গমন-শ্রবণে তৎপক্ষাৎ বলরামও বহু যাদবদৈত্য-সমভিব্যাহারে বিদর্ভনগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । পক্ষান্তরে কৃষ্ণদেবী শিশুপাল ও রামকৃষ্ণের সহিত যুদ্ধাশঙ্কায় শাশ, জরাসন্ধ, দণ্ডবক্র, পৌণ্ড্রক ও বিদূরথাদি স্বপক্ষীয় রাজগণের সহিত বিদর্ভনগরে আগমন করিলেন । এদিকে কুণ্ডিনপতি ভীষ্মক পুত্র-রক্ষার প্রতি স্নেহ-বশতঃ শিশুপালকেই স্বীয় কন্যা সম্প্রদান করিবার নিমিত্ত বিরাত-আয়োজন করিলেন । বিবাহ-দিবসে অধিকা-মন্দিরে দেবীর পূজনান্তে বিদর্ভনন্দিনী কল্পিণী শ্রীকৃষ্ণের নিকট দৌর-দৌরে আগমন করিয়া রথে আরোহণ করিবার উপক্রম করিবারাত্র শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত শত্রুরাজগণের সমক্ষে শ্রীকল্পিণীকে, শৃগাল-গণের মধ্য হইতে স্বীয় ভাগহারী সিংহের জায়, হরণ করিয়া বলদেবের সহযোগে সমুখ-যুদ্ধে যুগ্মশু শিশুপাল-জরাসন্ধাদি সমস্ত রাজগণের সম্পূর্ণ পরাজয় সাধনপূর্বক দ্বারকায় আসিয়া যথা-বিধি মহাপক্ষীকে বিবাহ করিলেন ।

ভাঃ ১০ম স্কঃ—৫২ অঃ ১৬-২৬ ; ৫৩ অঃ ৭-২১, ৩২-৩৮, ৫৫-৫৭ ; ৫৪ অঃ ১-৫৩ ; ৬১ অঃ ২০-৪০ শ্লোক ; মহাভাঃ সভাপর্বে—৪র্থ অঃ ৩৭ ও ৩২ অঃ ১৩ শ্লোক ; বিষ্ণুপুঃ ৫ম অঃ—২৬ অঃ ও ২৮ অঃ ৬-২৮ শ্লোক ; হরি-বংশে ২।১০৩ অঃ—১১৮ অঃ দ্রষ্টব্য ।

জাযবান্,—কিকিদ্ধা-পতি বানর-সম্রাট্ সূগ্রীবের মন্ত্রি-চতুষ্টয়ের অন্যতম বহুদর্শী শ্রীরামভক্ত নক্ষত্ররাজ ; পিতামহ ব্রহ্মার জন্তুণ-কালে জাত বলিমা কথিত এবং শ্রীকৃষ্ণমহিষী মহালক্ষ্মী জাযবতী-দেবীর পিতা । সাবিত্যংশীয় রাজা সম্রাজিৎ স্বর্ঘ্যের আরাধনা-ফলে তাঁহার নিকট হইতে শুভমন্তক-নামক দিব্যমণির লাভ করেন । শ্রীকৃষ্ণ যহরাজ-উগ্রসেনের

শচীমাতার নববধু-বরণ—

তবে আই পতিভ্রতাগণ সঙ্গে লৈয়া ।

পুত্রবধু ঘরে আনিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ২১৩ ॥

গৌর-নারায়ণ ও বিষ্ণুপ্রিয়া-মহালক্ষ্মীর আগমনে জয়ধ্বনি—

গৃহে আসি' বসিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণ ।

জয়ধ্বনিময় হৈল সকল ভুবন ॥ ২১৪ ॥

তৎকালে অনির্বচনীয় অলৌকিক আনন্দ—

কি আনন্দ হৈল, সে অকথ্য-কথন ।

সে মহিমা কোন্ জনে করিবে বর্ণন ? ২১৫ ॥

নিমিত্ত তাহা প্রার্থনা করিলে, তিনি কৃষ্ণকে উগা প্রদান করেন নাই। একদা সত্রাজিভের ভ্রাতা প্রসেন স্বীয় কণ্ঠে ঐ মণিরত্নটী ধারণপূর্বক যুগয়ার বহির্গত হইলে এক সিংহ আসিয়া তাঁহাকে বধ করিয়া গিরিশুভায় প্রবেশ করিল। পরে ঋক্ষরাজ জাধবান্ সেই সিংহকে নিহত করিয়া ঐ মণিটীকে স্বীয় কুমারের ক্রীড়নক করিয়া দিলেন।

এদিকে আপনাকে প্রসেনের নিহতরূপে লোকের নিকট প্রচারিত-শ্রবণে, স্বীয় অপবাদ-কালনার্থ শ্রীকৃষ্ণ নাগরিক-গণের সহিত প্রসেনের অঘেষণ করিতে করিতে প্রথমতঃ সিংহ-কর্তৃক নিহত প্রসেনকে, পরে পরিত-গাত্রে জাধবান্-কর্তৃক নিহত সিংহকে দর্শন করিলেন। অনন্তর নাগরিক-গণকে পরিত-সুহার বহির্দেখে অবস্থানার্থ আদেশ করিয়া স্বয়ং ঋক্ষরাজের ভয়ানক গুহা-মধ্যে প্রবেশপূর্বক বালকের হস্তে ক্রীড়নকী-রূত সেই মণিরত্ন দর্শন করিয়া গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে বালকের ধাত্রী গুহা-মধ্যে অদৃষ্টপূর্ব নরবিগ্রহ-দর্শনে সন্ময়ে চীৎকার করিয়া উঠিল। তচ্ছু বণে মহাবল ঋক্ষরাজ জাধবান্ ক্রোধভরে তথায় আগমন করিলেন এবং বিষ্ণু-মায়া-মোহিত হইয়াই স্বীয় অভীষ্টদেব শ্রীরাঘবাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা অমুভব করিতে না পারিয়া তাঁহার সহিত অষ্টাবিংশতিদিবসপর্যন্ত অহনিশ দ্বন্দ্ব লেপন। অবশেষে নিতান্ত পরিশ্রান্ত হইয়া কল্পিত-কলেবরে শ্রীকৃষ্ণকে আপনার অভীষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্র-জ্ঞানে স্তব করিতে করিতে ভগবৎরূপা-প্রসাদ-লাভ-কলে বিগতক্রম হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে স্বীয় উদ্দেশ্য সমস্তই জ্ঞাপন করিলেন। তচ্ছু বণে ঋক্ষরাজ জাধবান্ শ্রমস্বকর্মণি-রত্নের সহিত স্বীয় কন্যা

পরব্রহ্ম ভগবদর্শনমাত্র জীবের অঘনাশ ও পরমপদ-লাভ—

সাঁহার মূর্ত্তির বিভা দেখিলে মগনে ।

পাপমুক্ত হই' যায় বৈকুণ্ঠ-ভূবনে ॥ ২১৬ ॥

দীনজীব অপার রূপা-পূর্বক স্বীয় উচ্চ-দর্শন-সুখ-প্রদান—

সে প্রভুর বিভা লোক দেখয়ে সাক্ষাৎ ।

তেঞি তান নাম—‘দয়াময়’ ‘দীননাথ’ ॥ ২১৭ ॥

দীনজনকে দ্রব্যার্থব্যাক্য-দ্বারা প্রভুর দয়া-বিতরণ—

তবে যত নট, ভাট, ভিক্ষুকগণেরে ।

তুষিলেন বস্ত্র-ধন-বচনে সবারে ॥ ২১৮ ॥

জাঘবতীকে আনিয়া শ্রীকৃষ্ণকে উপহার প্রদান করিলেন।

ভগবান্ও ঋক্ষরাজ প্রত্যাগমনপূর্বক জাঘবতীর পাণি গ্রহণ করিলেন। ভাঃ ১০ম স্বঃ ৫৬ অঃ ১৪-৩২, বিষ্ণুপুঃ ৪র্থ অঃ ১৩ অঃ ১৮-৩৩, মহাভাঃ সভা-পর্বে ৫৭ অঃ ২৩, বনপর্বাষ্টম্যত জ্যোতির্দীপন-পর্বে ২৭৯ অঃ ২৩, ২৮২ অঃ ৮ম, ২৮৮ অঃ ১৩, ২৮৯ অঃ ৩য় শ্লোক দ্রষ্টব্য। এতদ্ব্যতীত বাহ্যিক-রামায়ণে—কিষ্কিন্ধ্যা-কাণ্ডে ৩৯ সঃ ২৬, ৪১ সঃ ২—“পিতামহ-সুতকৈব জাঘবস্ত্বং মহোজসম্”, ৬৫ সঃ ১০-৩৫, ৬৬ সঃ, ৬৭ সঃ ৩১-৩৫; সুন্দর-কাণ্ডে ৫৮ সঃ ২-৭, ৬০ সঃ ১৪-২০; লঙ্কা-কাণ্ডে ২৭ সঃ ১১-১৪, ৫০ সঃ ৮-১২, ৭৪ সঃ ১৩-৩৫ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য ॥ ১৯৫ ॥

আদি ১০ম অঃ ১১১—১১৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২০৪-২০৯ ॥

প্রাকৃত জী ও পুরুষ-জীবের যে ভোগমূলক ‘বিবাহ’, তাহা ‘বন্ধন’-নামে কথিত; কিন্তু বৈকুণ্ঠ-পতি ভগবান্ শ্রীগৌর-নারায়ণের ভগবতী শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া-লক্ষ্মীর সহিত সংমেলনরূপ বিবাহ-লীলা দর্শন করিলে সংসার-পরায়ণ জীবের সংসার-ভোগ-বাসনা বিদূরিত হইয়া অপ্রাকৃতজ্ঞানোদয়-কলে সংসারমুক্তিলাভ ও বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি ঘটে ॥ ২১৬ ॥

এপক্ষে সংসারভোগ-স্পৃহা-মুক্ত দীন রূপ লোকগণকে দিব্যজ্ঞান-প্রদান-দ্বারা তাহাদের সংসারভোগ-বাঁহা বিদূরিত করিয়া স্ব-স্বরূপে বৈকুণ্ঠে উপনীত করাইয়া দেব-তরুণত সেবাধিকার প্রদান করিবার নিমিত্তই লোক-সমক্ষে পরম-করণ প্রভু স্বীয় অপ্রাকৃত উচ্চ-লীলা উদয় করাইলেন। এইজন্ত ঈশ্বর-বিশ্বাসী সজ্জন ভক্তবর্গ দৈন্ত্যভক্তিভরে প্রভুকে ‘অদৈতুক-রূপায়’, ‘অমলোদয়া-দয়া-সিদ্ধ’, ‘দীনবন্ধু’

আত্মীয়জন বিপ্রগণকে বজ্রদান—
 বিপ্রগণে, আশ্রয়গণে, সবারে প্রত্যেকে ।
 আপনে জৈশ্বর বজ্র দিলেন কোতুকে ॥ ২১৯ ॥
 বুদ্ধিমন্ত্যাকে প্রভুর রূপাণিজন ও তাঁহার আনন্দ—
 বুদ্ধিমন্ত-খানে প্রভু দিলা আলিঙ্গন ।
 তাহান আনন্দ অতি অকথ্য-কথন ॥ ২২০ ॥
 বিহুতষের বাবতীর লীলারই শ্রুতিকীর্ণিত নিত্য—
 এ সব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ ।
 ‘আবির্ভাব’ ‘তিরোভাব’ এই কহে বেদ ॥ ২২১ ॥
 মর্ত্যদৃষ্টিতে স্বল্পকালব্যাপী হইয়াও বিহুলীলাম্যেরই
 অনন্তকালেও অবর্ণনীয়ত্ব, সুতরাং অনন্তত্ব—
 দণ্ডেকে এ সব লীলা যত হইয়াছে ।
 শত-বর্ষে তাহা কে বর্ণিবে,—হেন আছে ১২২২ ॥

প্রভৃতি অসীম-কারুণ্য-স্বচক বহুবিধ নামাবলীদ্বারা অভিহিত
 করিয়া থাকেন ॥ ২১৭ ॥

লোক-শিক্ষক প্রভুর সর্বোত্তম আদর্শ গৃহস্থরূপে যোগ্য-
 ব্যক্তিগণকে যথাসাধ্য-পুরস্কার ও মান-দান-লীলা দ্রষ্টব্য ॥ ২১৮ ॥
 জীবের বিভিন্ন কর্ম-প্রবৃত্তি কালের অভ্যন্তরে শুদ্ধ হয়
 বলিয়া প্রপঞ্চে অবতীর্ণ মায়াদীশ শ্রীভগবানের অপ্ৰাকৃত-
 লীলাও মায়াবশ প্রাকৃত-জীবের কর্ম-চেষ্টার সহিত সমান,—
 একরূপ জ্ঞান নিত্য অবিধ ও অপরাধজনক বলিয়াই বেদশাস্ত্র
 তারম্বরে মায়াদীশ-ভগবান্ ও মায়াবশ-জীবের ক্রিয়ার মধ্যে

ইতি গৌড়ীয় ভাষ্যে-পঞ্চদশ অধ্যায় ।

শ্রীশুকনিত্যানন্দের আজ্ঞা-রূপা-কলেই গ্রহকারের অপ্ৰাকৃত
 ৫ ভগবদলীলার দিক্‌প্রদর্শন—
 নিত্যানন্দস্বরূপের আজ্ঞা ধরি’ শিরে ।
 সূত্রমাত্র লিখি আমি রূপা-অমুসারে ॥ ২২৩ ॥
 গৌরকৃষ্ণলীলা ও তৎকথাময় সাবিত ভাগবত-শাস্ত্রাদির
 প্রবণ-পঠনে গৌরকৃষ্ণ দান্ত-লাভ—
 এ সব জৈশ্বর-লীলা যে পড়ে, যে শুনে ।
 সে অবশ্য বিহরয়ে গৌরচন্দ্র-সনে ॥ ২২৪ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জ্ঞান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ২২৫ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে আবিষ্কৃতপ্রিয়া-
 পরিণয়-বর্ণনং নাম পঞ্চদশোঃ অধ্যায়ঃ ।

নিত্য ভেদ-কীর্তন পুষ্পক ভীষণ মায়াবাদ হইতে সতর্ক
 করিয়াছেন ; এবং প্রপঞ্চাণীত গোলোক-ধাম হইতে প্রপঞ্চে
 নিত্যধাম-পরিব্রজ-সহ ভগবানের (লোক-লোচন-গোচরে)
 ‘অবতার’ বা ‘আবির্ভাব’ এবং প্রপঞ্চাত্যাত নিত্য অপ্রকট-
 রাজ্য গোলোক-ধামে নিজ-ধাম-পরিব্রজ-সহ (লোক-লোচনের
 অগোচরে) ‘অস্তিত্ব’ বা ‘তিরোভাব’ প্রভৃতি শব্দ-দ্বারা
 সাধারণ প্রাকৃত-জীবের জন্ম ও মৃত্যু হইতে ভগবদলীলার
 ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রীভগবানের লীলা—বস্তুতঃ অখণ্ড
 ও অপরিচ্ছিন্ন ॥ ২২১ ॥

ষোড়শ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ঠাকুর শ্রীহরিদাসের মহিমা-বর্ণন-প্রসঙ্গে
 নবদ্বীপের তাত্‌কালিক পরমার্থশুভ্র অবস্থা, অষ্টৈত্যাচার্যসহ
 হরিদাসের মিলন, হরিদাসের বিরুদ্ধে কাজীর অভিযোগ,
 বাইশবাজারে বেড়াযাত্র প্রভৃতি নির্ব্যান্তন, হরিদাসের ঐশ্বর্য-
 দর্শনে বনমাধিপতির বিস্ময় ও অবশেষে তাঁহার কৃষ্ণ-সকীর্ণনে

আজ্ঞা-প্রদান, কুলিরায় শুভা-মধ্যে হরিদাসের তিনলক্ষ নাম-
 গ্রহণ-চেষ্টা, শুভা-স্থিত মহানাগের বৃত্তান্ত, চন্দ্রবিশ্বের অম্ব-
 করণচেষ্টা, হরিনদী-গ্রামবাসী উচ্চকীর্তন-বিরোধী বৈষ্ণবাপ-
 রাধী ব্রাহ্মণকৃত্রবের দুর্গতি প্রভৃতি বিষয় বিবৃত হইয়াছে ।

শ্রীমদ্রহস্যপ্রভুর গৃহস্থ ও অধ্যাপক-লীলাভিনয়কালে সমস্ত-
 দেশ পরমার্থশুভ্র ছিল । তুচ্ছ ব্যবহার-রসেই সকলের রুচি

পরিণামিত হইত। তাঁহার গীতা-ভাগবতাদি-গ্রন্থের অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করিতেন, তাঁহাদেরও সর্বশাস্ত্র-তাৎপর্য্য বিজ্ঞাবধু-জীবন কৃষ্ণ-সঙ্কীর্ণনের প্রতি আদর ছিল না। অতি অল্প-সংখ্যক শুদ্ধভক্ত নিজেরা মিলিত হইয়া নির্জনে পরস্পর কৃষ্ণ-কীর্ত্তন করিতেন বলিয়া তাঁহারা সকলের উপহাস, গল্পনা ও নির্য্যাতনের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভক্তগণ তাঁহাদের মনোহর ব্যক্ত করিবার মত কোন মানুষ দেখিতে পাইতেন না। এমন সময়ে, নদীয়ায় ঠাকুর হরিদাসের আগমন হইল।

হরিদাস বুঢ়ন-গ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন; তাঁহার রূপায় সেইসকল স্থানে কীর্ত্তন-প্রচার হইয়াছিল। তিনি গঙ্গাতীরে বাস করিবার ছলে প্রথমে ফুলিয়ায়, তৎপর শাস্তিপুরে আগমন করিয়া অষ্টৈতাচার্য্যের সহিত মিলিত হইয়া কৃষ্ণসঙ্কীর্ণনে মত্ত হইগেন। হরিদাস কৃষ্ণনাম-প্রেমে উন্মত্ত ও ক্রোধের বিষয়ে বিরক্তের অগ্রগণ্য ছিলেন। ফুলিয়ার ব্রাহ্মণ-সমাজ হরিদাসের শুদ্ধসাধিক বিকাশমুহুর্দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিতে লাগিলেন। এমন সময়, হরিদাসের বিরুদ্ধে যবন মুলুকপতির নিকট মহাপাপী কাজী অভিযোগ আনয়ন করিয়া বলিলেন যে, হরিদাস যবনকুলে আবিস্কৃত হইয়া ও হিন্দুর দেবতার নামের আচার প্রচার করিতেছেন।

হরিদাসকে মুলুকপতির নিকট লইয়া যাইবার জন্ত লোক আসিলে হরিদাস-ঠাকুর নির্ভয়ে যবনাধিপতির নিকট গমন করিলেন। তথায় হরিদাসের দর্শন-ফলে আপনাদের কারা-ক্লেষযজ্ঞগার দূরীভূত হইবে—ইহা বিচার করিয়া কারাগার-স্থিত বন্দীগণ কারারক্ষকগণকে অতিশয় অমুনয়-বিনয়পূর্ণক ঠাকুরের দর্শনাভিলাষ জানাইলেন। শ্রীহরিদাস বন্দীগণের সেইরূপ বিষয়-নির্মুক্ত অবস্থাই যে হরিভক্তনের অমূল্য, তাহা জানাইয়া তাঁহাদিগকে সর্বস্থানে সর্বাধিকার আশ্রয় স্বাধীনতারূপ কৃষ্ণদাস্তের কর্তব্যতা-নির্দেশ করিলেন।

মুসলমান অধিপতি হরিদাসের হিন্দুধর্ম্ম-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ঠাকুর বলিলেন যে, সকলেরই ঈশ্বর—এক অদ্বয়জ্ঞানভক্ত; তিনি জীব-জন্মে অবস্থিত হইয়া প্রয়োজক-কর্ত্তরূপে বাহ্যকে যেরূপ-কার্য্যে প্রবর্ত্তন করেন, প্রয়োজ্য-কর্ত্তরূপে জীব তাহাই করিয়া থাকে। মহা-পালিষ্ঠ কাজীর

অমুরোধানুসারে যবনাধিপতি কঠিন শাস্তির ভয়-প্রদর্শন-দ্বারা হরিদাসকে স্বধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলায়, হরিদাস বলিলেন যে, তাঁহার দেহ ঋণবিধিকৃত হইলেও—প্রাণ গত হইলেও, তিনি হরিনামকীর্ত্তনরূপ স্বধর্ম্ম অর্থাৎ জীবমাত্রের আশ্রয় ধর্ম্ম কখনই কোন অবস্থায়ই পরিত্যাগ করিবেন না। কাজীর আদেশানুসারে হরিদাসকে বাইশবাজারে হুইগণ অতি নিষ্ঠুর-ভাবে বেড়াঘাত করিলেও হরিদাসের শ্রীমুখে কোনপ্রকার দুঃখের চিহ্ন প্রকাশিত বা প্রাণবিয়োগ না হওয়ায় পাপী যবনাচরগণ বিস্মিত হইল। নামানন্দে অমূল্য মগ্ন হরিদাসের প্রহ্লাদের তায় এতাদৃশ প্রহারেও কোন দুঃখ হইল না, বরং হরিদাস প্রহারকারিগণের দুর্দৈবফলে বৈষ্ণবপ্রোৎসাহিত ভীষণ-অপরাধের আশঙ্কায় দুঃখিত হইয়া উহাদের অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন।

হরিদাসকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হওয়ায় সেই পাপী অমুরগণ যবনাধিপতির নিকট হইতে কঠোর শাস্তি পাইবে,—ইহা শুনিয়া হরিদাস ধ্যানানন্দাবেশে নিজকে মৃতবৎ প্রদর্শন করিলেন। হরিদাসকে কবর দিলে পাছে তাঁহার সঙ্গতি হয়, এই বিবেচনা করিয়া হরিদাসের অঙ্গপতির জন্ত কাজী হরিদাসকে গঙ্গামধ্যে নিক্ষেপ করিবার আদেশ দিলেন। তখন হরিদাসের দেহে বিষমস্তরের অধিষ্ঠান হওয়ায় সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিয়াও তাঁহাকে একচুল ও নড়াইতে পারিল না। হরিদাস গঙ্গামধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া ভাসিতে ভাসিতে তীর-সমীপে আসিলেন এবং বাহু-দণ্ড লাভ করিয়া ফুলিয়া-গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে থাকিলেন। যবনগণ হরিদাসের এইরূপ ঐশ্বর্য্য দর্শন করিয়া হরিদাসকে মহা-পীরজ্ঞানে নমস্কারাদি করিতে লাগিল, এমন কি, মুলুকপতি গোড়হস্তে হরিদাসের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়া স্বীকৃত অপরাধের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিল এবং স্বীয় অধিকৃত রাজ্যের মধ্যে যথেষ্টভাবে ভগবদ্রাম কীর্ত্তনপূর্ণক বিচরণ করিতে অমুখিত দিলেন।

ফুলিয়ার ব্রাহ্মণগণ হরিদাসকে পুনরায় দর্শন করিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন। হরিদাস দৈন্ত্যভরে বলিলেন যে, বিজ্ঞানন্দ-প্রবণরূপ মহাপরাধসত্ত্বেও গোভাগ্যবশতঃই তাঁহার এইরূপ অল্পশাস্তি হইয়াছে। হরিদাস গঙ্গাতীরে গঙ্গামধ্যে

ঐতর্য তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। সেই গুহা-মধ্যে এক ভীষণ বিষধর মহানাগ অবস্থান করিত, তাহার তীব্রবিষের জালায় কেহই তথায় বেশীক্ষণ থাকিতে পারিত না; সকলেই ঐ তীব্র বিষের জালা অমুভব করিত। সর্প-বৈজ্ঞগণ গুহামধ্যে নাগের অবস্থান জানিতে পারিয়া হরিদাসকে সেইস্থান পরিত্যাগ করিতে অমুরোধ করিলেন। সকলের অমুরোধ শুনিয়া হরিদাস পরদিবস ঐ গুহা ত্যাগ করিতে ইচ্ছুক হইলে সর্প সন্ধ্যার প্রারম্ভে গর্ত হইতে নির্গত হইয়া অশ্রুত চলিয়া গেল।

আর একদিন কোন এক বড়লোকের বাড়ীতে এক ডঙ্ক কালিয়দহে কৃষ্ণের দীপা-মাগাখ্য কীৰ্ত্তন করিতেছিলেন। হরিদাস কৃষ্ণের মহিমা শ্রবণ করিয়া মুগ্ধিত হইয়া পড়িলেন, তাঁহার অপ্রাকৃত-শরীরে শুদ্ধসাধিক বিকারসমূহ প্রকাশিত হইল; সকলে হরিদাসের চরণ-ধূলি গ্রহণ করিয়া সৰ্ব্বাঙ্গে লেপন করিতে লাগিলেন। ইহা দেখিয়া এক কপট বিপ্রাধম হরিদাস হইতেও অধিকতর প্রতিষ্ঠা-লাভের আশায় হরিদাসের অঙ্গকরণে কৃত্রিম ভাবসমূহ দেখাইতে লাগিলেন।

ডঙ্ক সেই চন্দ্রবিপ্রের কৃত্রিমতা জানিতে পারিয়া তাহাকে বেত্রাঘাতে অর্জুরিত কবিলে বিপ্র বাধ্য হইয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিল। ডঙ্ক সকলকে হরিদাসের অকৃত্রিমতা ও চন্দ্রবিপ্রের কৃত্রিমতা বুঝাইয়া দিলেন।

তৎকালে পাষাণিগণ সকলেই উচ্চকীর্ত্তনের বিরোধী ছিল এবং ঐরূপ উচ্চহরিকীর্ত্তনফলে তাহাদের শাস্তিভঙ্গ ও হৃর্ভিকের আগমন প্রভৃতির কথা পরস্পর বিচার করিত। হরিনদীগ্রামের এক ব্রাহ্মণস্রব হরিদাসকে উচ্চহরিকীর্ত্তনের বিরুদ্ধে তাহার মনঃকল্পিত বিচার বলিলে হরিদাস শাস্ত-যুক্তিধারা উচ্চকীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্ব ও জগদনর্থনাশকত্ব স্থাপন করিলেন। ঐ পাষাণী ব্রাহ্মণস্রব হরিদাসের শাস্ত্রমন্ত্রত বাক্যে অবিশ্বাস এবং হরিদাসের প্রতি আতিবুদ্ধি করিয়া হরিদাসকে নাক-কাণ কাটিয়া এ বিষয়ের সত্যতা প্রমাণিত করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইবার প্রস্তাব করিলে কিছুদিনের মধ্যেই সেই বিপ্রাধমের বসন্ত-রোগে নাক-কাণ খসিয়া পড়িল। হরিদাস শ্রীঅশ্বৈতাদি শুদ্ধভক্তগণের সঙ্গ-লালসার নবদীপে গমন করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

গৌড়ীয় ভাষ্য

গৌর-নারায়ণের জয়—

জয় জয় দীনবন্ধু শ্রীগৌরসুন্দর।

জয়জয় লক্ষ্মীকান্ত সবার ঐশ্বর ॥ ১ ॥

ভক্তপালক ত্রিকালসত্য কীৰ্ত্তনবিগ্রহ গৌরের জয়—

জয় জয় ভক্তরক্ষা হেতু অবতার।

জয় সর্বকাল-সত্য কীর্ত্তন-বিহার ॥ ২ ॥

সপরিণত গৌরলীলা-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তির উদয়—

ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌরাজ জয় জয়।

শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥

আদিখণ্ডে গৌরের প্রচ্ছন্ন বিহার—

আদিখণ্ড-কথা অতি অমৃতের ধার।

যাহি গৌরাজের সর্বমোহন বিহার ॥ ৪ ॥

বৈধ গৃহস্থগণের আদর্শরূপে গৌর-নারায়ণের নবদীপে

বিজ্ঞা বিলাসাধ্যাপন-লীলা—

হেনমতে বৈকুণ্ঠ-নায়ক নবদীপে।

গৃহস্থ হইয়া পড়ায়েন দ্বিজরূপে ॥ ৫ ॥

স্বৈচ্ছাময় ভগবানের তখন ও নিজগুণবিত্ত হরিনাম-প্রেম-

বিতরণরূপ দ্বীয় অবতার-হেতু সন্মোচন—

প্রেমভক্তিপ্রকাশ-নিমিত্ত অবতার।

তাহা কিছু না করেন, ইচ্ছা সে তাঁহার ॥ ৬ ॥

তৎকালীন জগতের হৃদয়া-বর্ণন—

অতি পরমার্থশূণ্য সকল সংসার।

ভুচ্ছরস-বিষয়ে সে আদর সবার ॥ ৭ ॥

সর্বমোহন বিহার,—দর্শক ও শ্রোতা,—সকল জীবকেই গৌরসুন্দরের বাল্য ও কৈশোর-লীলা মোহিত করে। গৌর-

নাগরীদলে গৌরসুন্দরের প্রতি যে-প্রকার পারকীর-বিচার কল্পিত হয়, তাহা 'সর্বমোহন'-শব্দে উদ্দিষ্ট হয় নাই ॥ ৪ ॥

অজরুতি গৌণী বৃত্তির আশ্রয়ে গীতা-ভাগবতের ভারবাহী পাঠক-
গণের গ্রন্থস্বরূপ কৃষ্ণকীর্তনের আচারপ্রচার-ত্যাগ—

গীতা ভাগবত বা পড়ায় যে-মে-জন ।

তারাও না বলে, না বলয় কৃষ্ণসঙ্কীর্ণন ॥ ৮ ॥

চতুর্দিকে হুঃসঙ্গ-দর্শনে ভক্তগণের একাকী নির্জনে

নিঃসঙ্গে কৃষ্ণসঙ্কীর্ণন—

হাতে ভালি দিয়া সে সকল ভক্তগণ ।

আপনা-আপনি মেলি করেন কীর্তন ॥ ৯ ॥

যদিও গৌরসুন্দর কৃষ্ণপ্রেমভক্তি প্রকাশ করিবার অল্প
অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তথাপি প্রথম-দীপার প্রেমভক্তি
প্রকাশ করেন নাট, উহা তাঁহার স্বতন্ত্র ইচ্ছারই পরিচায়ক ।
তিনি স্বতন্ত্র নিরঙ্কুশ-ইচ্ছাময়, সুতরাং তাঁহার বাহা ইচ্ছা,
নিরূপিত আনুগত্যধর্মের উদয়ে জীব তাহা বৃত্তিতে পারিলেই
নিতাবশ্র জীবের তাঁহার উপর অবৈধভাবে প্রভু করিবার
আর দুর্ভাগ্য হয় না ॥ ৬ ॥

গৌরসুন্দরের প্রেক্ষাকালে সংসারের বাবতীয় জীবগণ
তুচ্ছ অদ্ভুতবিষয় রসে অভিযত ছিল । পরমার্থই যে জীবের
একমাত্র প্রয়োজন, তাহা বুদ্ধিবার অতিকূলে নিজ নিজ-
ভোগাবিষয়ের সমাদর করিতে গিয়া তাহারা কৃষ্ণসেবা-বিমুখ
ছিল । ধর্ম, অর্থ ও কামকে বহুমানন করিয়া ভোগি-
সম্প্রদায় এবং সংসার হইতে মুক্তির আশ্রয় ইচ্ছা করিয়া ভোগি-
সম্প্রদায় প্রকৃতপ্রত্যয়ে সম্পূর্ণ কৃষ্ণসেবা-রহিত হইয়াছিলেন ।
তাঁহাদের হৃদয়ে কোন-সময়েই কিছুমাত্র কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি
লক্ষিত হইত না । পরবর্তী ৩০৮ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

যদিও কেহ কেহ ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের অধ্যা-
পনা করিবার একটা চেষ্টা দেখাইতেন, তথাপি তাঁহারা ঐ-
সকল ভক্তিগ্রন্থের পঠন-সবেও কৃষ্ণসঙ্কীর্ণনই যে ভক্তি-শাস্ত্রের
একমাত্র উদ্দেশ্য, নিজেরাও তাহা জানিতেন না বা তাহা
উচ্চারণ করিতেন না এবং অসংজ্ঞাভাবেও কৃষ্ণসঙ্কীর্ণনো-
চ্চারণে প্রবর্তিত করিতেন না ॥ ৮ ॥

ভাক,—প্রাদেশিক ভাষা, মুখের উচ্চারণ, ধ্বনি, ‘হাঁক’,
চীৎকার, আস্থান, উচ্চারণ বা সম্বোধন ।

ছাড়ে,—[সংস্কৃত হ-ধাতু + গিচ্—সারি + ষজ্—
‘সার’-শব্দের প্রাদেশিক অণুপ্রাণ এবং হিন্দী ‘ছোড়না’

নিরীহ ভক্তগণের নির্জনে নামকীর্তনেও পাষাণগণের
শব্দসামান্য-বুদ্ধিতে নামের প্রতি উচ্চ বিজ্ঞপোক্তি ও
উচ্চকীর্তন-কারণ জিজ্ঞাসা—

তাহাতেও উপহাস করয়ে সবারে ।

‘ইহারা কি কার্যে ডাক ছাড়ে উচ্চস্বরে ॥ ১০ ॥

নিজেদের মারাবাদ-মূলক ধারণার আফালন—

আমি—ব্রহ্ম, আমাতেই বৈসে নিরঞ্জন ।

দাস-প্রভু-ভেদ বা করয়ে কি-কারণ ? ॥ ১১ ॥

হইতে ‘ছাড়া’-ধাতু], নিঃসারণ বা বাহির করে অর্থাৎ
মুখবিবর হইতে নির্গত করায় ।

ডাক ছাড়ে,—চীৎকার, ‘চৈতানিচি’ বা গুণগোল করে ।
বে-সকল ভক্ত করতালি-ধারা কৃষ্ণকীর্তন করিতেন, তাঁহা-
দিগকে কৃষ্ণকীর্তনহীন মারা-মৃত অজ্ঞজনগণ বিদ্রুপ করিতেন,
উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণকীর্তনের উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য তাঁহারা আদৌ
অবগত ছিলেন না ॥ ১০ ॥

নিরঞ্জন,—অঞ্জন (মায়া বা অবিজ্ঞা-কৃত উপাধি-মালিন্য)
যাহার নাই, নিরূপাধি, নির্দোষ, নির্পল, শুদ্ধ । (মুং ৩০৩ —)
‘তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিদুঃ নিরঞ্জনঃ পরমং নাম্যমুপৈতি ।’
দাস-প্রভু-ভেদ—ব্রহ্মের (মায়াধীন বিতুঃস্বিং বিতুঃ)
সহিত মায়া-বশ্যতা-যোগ্য অণুস্বিং জীবের নিত্য-প্রভু-দাস-
রূপ অপ্রাকৃত সৎস্বং সমগ্র প্রতিশাস্ত্রের শিরোভাগ উপনিষৎ
বা বেদান্তের সারভূত ব্রহ্মস্বত্বের ও তাহার অকৃত্রিমভাব্য
নিগমকল্পতরুর গণিত ফল শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্য্য ।

দাস-প্রভু-ভেদ-সম্বন্ধে কএকটি প্রতিপ্রমাণ,—(কঠে
১২২৩ ও যুগ্মকে ৩২২৩—) ‘যমেদৈব যুগ্মতে তেন লভ্য-
তন্তৈষ আত্মা বিয়ুগ্মতে তনুং স্বাম্’ ; (কঠে ২১১৩ ও ৪—)
‘কশ্চিদ্বীরঃ প্রোত্যাগ্যানগৈকগদ্যবৃত্তচকুরমুতস্মিন্’ ও
‘মহাস্বঃ বিভ্রাম্যানং মত্তা বীরো ন শোচতি’ ; (ঐ ২২২৩ ও
১২১৩—) ‘মধ্যে বামনমাসীনং বিশ্বে দেবা উপাসতে’ ‘তমা-
দ্রহং যেহুপশ্যন্তি ধীরাতেবাং হুং শাশ্বতং (শান্তিঃ
শাশ্বতী) নেতরেযাম্’ ; (ঐ ২৩০৮ ও ১৭—) ‘বজ্রাঘা-
যুচ্যতে ব্রহ্মরমুতস্মকগচ্ছতি’ , ও ‘তং বিজ্ঞানকুরমুতম্ ।’

(যুগ্মকে ১১১৪—) ‘যে বিত্তে বেদিতব্যে ইতি হ গ
বদব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ’ ; (ঐ ১২১২ ও

কৃষ্ণব্রতগণের প্রতি 'আত্মব্রতগতে জগৎ'-নীতির অনুসরণে

জিহ্বাদবোপহ-লম্পট গৃহব্রতগণের বিজ্ঞপোক্তি—

সংসারী-সকল বলে,—‘মাগিয়া খাইতে ।

ডাকিয়া বলয়ে ‘হরি’ লোক জানাইতে ॥’ ১২ ॥

১৩—) ‘তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছৎ’ ও ‘তদৈষ স
বিদ্বান্ উপসন্নায়...যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ
তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্’; (ঐ ২।১।১০—) ‘এতদ্ব্যো বেদ
নিহিতং শুভায়ঃ দোহবিজ্ঞা-গ্রহিৎ বিকিরতীহ সৌম্য’;
(ঐ ২।২।৭ ও ৯—) ‘তদ্বিজ্ঞানেন পরিপশুস্তি দীরা আনন্দ-
রূপমমৃতম্ যদ্বিভাতি’ ও ‘হিরণ্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম
নিষ্কলম্ । তচ্ছূদ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তদ্যদাত্মবিদো বিদ্বঃ’;
(ঐ ৩।১।১—৩, খে: উ: ৪র্থ অ: ও ঋক-সং—২য় অং ৩য়
অং: ১৭ বং:—) ‘হা সুপর্ণা সমুদ্রা সমায়া সমানং বৃক্ষং পরি-
ষথজ্ঞাতে । তদ্বোরস্ত: পিল্লবং সাধত্যনন্দ্রজোহভিচাক্ষীতি ॥
সমনে বৃক্ষে পুরুষো নিময়োহনৌশয়া শোচতি মুহমান: । জুষ্টং
যদা পশুভ্যন্তগীশমন্ত মহিমানমতি বীতশোক: ॥ যদা পশু:
পশুতে রজ্জবর্ণং কঠারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্ । তদা
বিদ্বান্ পূণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জন: পরমং সাম্যমুপৈতি ॥’ (ঐ
৩।১।৪, ৫, ৮, ৯—) ‘আত্মকৌড় আত্মরতি: ক্রিয়াবানেষ ব্রহ্ম-
বিদাং বরিষ্ঠ:’ ‘যং পশুস্তি যতয়: কীর্ণদোষা:’ ‘জ্ঞানপ্রসাদেন
বিশুদ্ধসবস্ত তং পশুতে নিষ্কলং ধ্যায়মান:’ এবং ‘এষো-
হুগুরাত্মা চেতসা বেদিতব্য:’ । (ঐ ৩।২।১, ৪ ও ৮—)
‘উপাসতে পুরুষং যে হৃকামান্তে শুক্রমেতদতিবন্তস্তি দীরা:’
‘নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য:...এতৈরুপাধৈরর্থততে যন্ত বিধাং-
তদৈষ আত্মা বিশতে ব্রহ্মধাম’ এবং ‘তদা বিদ্বান্ নাম-
রূপাধিমুক্ত: পরাংপরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ।’

(তৈত্তিরীয়ে ২য় বং: ৪র্থ, ৫ম, ৭ম ও ৮ম অং:—)
‘আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কদাচন । আত্মা-
নন্দময়: । আনন্দ আত্মা ব্রহ্ম পুঙ্খং প্রৈতিষ্ঠা । যদৈ তৎ-
স্বকৃতম্ । রসো বৈ স: । রসং হেবাং লজ্জানন্দী ভবতি ।
এষ হেবানন্দরতি: । অথ সোহভয়ং গতো ভবতি’; (ঐ
৩য় বং: ৬ষ্ঠ অং:—) ‘আনন্দো ব্রহ্মন্তি ব্যজ্ঞানং । আনন্দা-
দ্যেব খণ্ডিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি,
আনন্দং প্রেষন্ত্যভিসংবিশন্তীতি । তদ ব্রহ্মত্বোপাসীত ।’

নিবীহ কৃষ্ণব্রত বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে জ্যোতিষ গৃহব্রত

পাষাণ্ডিগণের ষড়যন্ত্র—

“এ-শুসার ঘর-ঘার কেলাই ভাঙ্গিয়া ।”

এই যুক্তি করে সব-মদীয়া মিলিয়া ॥ ১৩ ॥

(ছান্দোগ্যে ১ম প্রঃ ১ম খং:—) ‘ওমিত্যেতদক্ষরমুদগীথ-
মুপাসীত’; (ঐ ৩য় প্রঃ ১৪ খং:—) ‘সকং খণ্ডিদং ব্রহ্ম
তচ্ছলানিতি শাস্ত্র উপাসীত’; (ঐ ৪র্থ প্রঃ ৯ম খং:—)
‘আচাৰ্য্যাদৈব বিজ্ঞা বিদিতা সাধিষ্ঠং প্রাপয়তীতি’; (ঐ ৬ষ্ঠ
প্রঃ—৮ম-১৬ খং:—) ‘স আত্মাহ তন্মসি শ্বেতকেতো হীতি’;
(ঐ ৬ষ্ঠ প্রঃ ১৪ খং:—) ‘আচাৰ্য্যবান্ পুরুষো বেদ’; (ঐ ৭ম
প্রঃ ২৫ খং:—) ‘আত্মৈবদং সৰ্বমিতি স বা এষ এবং
পশুন্নৈবং মদ্বান এবং বিজ্ঞানব্রাহ্মরতিরাহুক্রৌড় আত্মমিথুন
আত্মানন্দ: স স্বরাদ্ভবতি’; (ঐ ৮ম প্রঃ ৩য় খং: ও
১২ খং:—) ‘অথ য এষ স্পন্দাদোহাচ্ছরীরাং সমুখায়
পরং জ্যোতিরূপসম্পত্ত শ্বেন রূপেণাভিনিপত্তত্ব এষ আত্মেতি
হোবাচেতদমৃতমভয়মেতদব্রহ্মেতি । তত্ত্ব হ বা এতন্ত ব্রহ্মণো
নাম সত্যমিতি’; (ঐ ৮ম প্রঃ ১২ খং:—) স উক্তয়: পুরুষ:
স তত্র পর্যোতি যক্ণ ক্রীড়ন্ রমমাণ:’ ইতি; ‘তং বা
এতং দেবা আত্মানমুপাসতে’; (ঐ ৮ম প্রঃ ১৩ অং:—)
‘শ্রামাচ্ছবলং প্রপত্তে শবলাচ্ছামং প্রপত্তে...বিধূয় পাপং ধূত্বা
শরীরমকৃতং কৃতাত্মা ব্রহ্মলোকমভিসমুপাসীত’ ।

(বৃ: অঃ ১ম অং: ৪র্থ ব্রাং:—) ‘আত্মানমেব প্রিহ-
মুপাসীত’, (ঐ ২য় অং: ১ম ব্রাং:—) ‘মৈতশ্মিন্ সংবদিষ্ঠা
ইন্দ্রো বৈকুণ্ঠোহপর্যজিতা সেনেতি বা অহমেতমুপাস ইতি’;
‘যথান্নে: ক্ষুদ্রা বিক্ষুণ্ণিভা ব্যুচ্চরন্ত্যেবমেবাত্মাদাত্মন: সপে
প্রাণা: সর্কে লোক: সর্কে দেবা: সর্কাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি
ততোপনিষৎ সত্যন্ত সত্যমিতি’, (ঐ ৩য় অং: ৮ম ব্রাং:—)
‘য এতদক্ষরং গার্গ্য বিদিত্বাহুন্নোক্তোহুগুরাত্মাং প্রৈতি স ব্রাহ্মণ:’,
(ঐ ৪র্থ অং: ৪র্থ ব্রাং:—) ‘ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপোতি’, ‘তমেতং
বেদানুগচেনে ব্রাহ্মণ্য বিবিধিস্তি’, (ঐ ৪র্থ অং: ৫ম ব্রাং:—)
‘আত্মা বা অরে ব্রহ্মণ: শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্য:’,
(ঐ ৫ম অং: ৫ম ব্রাং:—) ‘তে দেবা সত্যমেবোপাসতে
তদেতৎ জ্যাক্ষরং সত্যমিতি’ ।

(খে: উ: ১ম অং:—) ‘ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা লীনা ব্রহ্মণি

পাণ্ডিগণের দৌরাভ্য-সকল-শ্রবণে ভক্তগণের স্বীয় হৃৎখণ্ডার-
লাঘবার্থ সম্ভাবনীয় বা সহায়কূতিপূর্ণ যোগ্য-লোকাত্যাব-
শুনিয়া পায়েন দুঃখ সর্ব-ভক্তগণে ।
সম্ভাষা করেন, হেম না পায়েন জনে ॥ ১৪ ॥

তৎপর্য যোনিমুক্তাঃ, 'তজ্জাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্পপাশৈঃ',
জাজ্ঞৌ স্বাবজাবীশানীশৌ, '৪য়ঃ কুরাআনাবীশতে দেব
একং', 'জাত্বা দেবং সৰ্পপাশহানিঃ', 'নাতঃপরং বেদিতব্যং
হি কিঞ্চিৎ', 'এবমাআয়নি গৃহতেহসৌ সতোনৈনং তপসা
যোহমুপশ্যতি', (ঐ ২য় অঃ—) 'তদ্বাত্তত্বং প্রসমীক্ষ্য দেহী
একঃ কৃতার্থো ভবতে বাতশোকঃ', 'যদাত্তত্বেন তু ব্রহ্মতত্ত্বং
দীপোপগমেনৈব যুক্তঃ প্রপশ্যেৎ । অজং ধ্রুং সৰ্পতথৈ-
বিত্ত্বং জাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্পপাশৈঃ ॥' (ঐ ৩য় অঃ—)
'য একো জালবানীশত ঈশনীভিঃ সৰ্ব্বালোকানীশত ঈশ-
নীভিঃ', 'স নো বুদ্ধা শুভয়া সংযুক্ত', 'বিশষ্টকং পরি-
বেষ্টিতারমীশং তং জাত্বামৃতং ভবতি', 'তমেব বিদিত্বাতি-
মৃত্যুদমতি নাশঃ পশ্বা বিজতেহয়নায়', 'য এতদ্বৈদ্যমৃতান্তে
ভবন্ত্যধেতরে হৃৎসেবাপি যন্তি', 'সৰ্ব্বশ্চ প্রভুমীশানং সৰ্ব্বশ্চ
শরণং বৃহৎ তমজ্জতং পশ্যতি বাতশোকো ধাতুঃ প্রসাদান্নহি-
মানমোশম্', (ঐ ৪র্থ অঃ—) 'কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম'
'তমেবং জাত্বা মৃত্যুপাশাংশ্চিন্তি', (ঐ ৬ষ্ঠ অঃ—) 'বিদ্যাম
দেবং ভুবনেশমীড্যম্', 'জাত্বা দেবং মুচ্যতে সৰ্পপাশৈঃ',
'তং হ দেবমাআবুদ্ধিপ্রকাশং মুমুকুর্বে শরণমহং প্রপতে',
'যন্ত দেবে পরা ভক্তিযথা দেবে তথা গুরৌ । তন্ত্রৈতে
কথিতা স্বর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাশ্বনঃ ॥'

ব্রহ্মব্রহ্মেও—'ভেদব্যপদেশাচ্চ' (১১:১৭), 'ভেদব্যপ-
দেশাচ্চাত্তঃ' (১১:২১), 'ন বক্তুরাশ্বোপদেশাদিতি চেদ-
খায়াসম্বন্ধভূমা হ্যস্মিন্' (১১:২২), 'সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেদ-
বৈশেষ্যাত্' (১১:২৮), 'শুভং প্রবিত্তৌ আত্মানো হি তদ-
র্শনাৎ' (১২:১১), 'অনবস্থিতেরসম্ভাব্যচ্চ' (১২:১৭),
'শারীরশোভয়েহপি হি ভেদেনেনমীয়তে' (১২:২২), 'অতএব
ন দেবতা কৃতঞ্চ' (১২:২১), 'ভেদব্যপদেশাৎ' (১৩:৫),
'স্থিত্যদনাত্ম্যাক' (১৩:৭), 'অত্ ভাব-ব্যবৃষ্টেচ্চ' (১৩:১২),
'ইতরপরামর্শাৎ স ইতি চেদাসম্ভাব্যৎ' (১৩:১৮), 'অস্তার্থচ্চ
পরামর্শঃ' (১৩:২০), 'স্বযুগ্মুৎক্রাণ্যোভেদেন' (১৩:৪২),

তাৎকালীন হরিতকিশূণ্ড মৎসর অগদর্শনে ভক্তগণের
কৃষ্ণসমীপে হৃৎখ-নিবেদন—
শূন্য দেধি' ভক্তগণ সকল-সংসার ।
'হা কৃষ্ণ' বলিয়া দুঃখ ভাবেন অপার ॥ ১৫ ॥

'অধিকন্তু ভেদনির্দেশাৎ' (২১:২৩), 'উৎক্রান্তিগত্যাগতী-
নাম্' (২১:২০), 'পৃথগুপদেশাৎ' (২১:২৮), 'তদুপ-
সারিত্বাৎ তদ্ব্যপদেশঃ প্রোক্তবৎ' (২১:২২), 'অংশো নানা-
ব্যপদেশাৎ' (২১:৪৩), 'আভাস এব চ' (২১:৫০) প্রকৃতি
অসংখ্য শ্রুতি ও স্মৃতি জীব ও বিষ্ণুর মধ্যে দাস-প্রভু-সম্বন্ধ
কথিত হইয়াছে ।

তাৎকালীন কৃষ্ণকীর্তনের উপহাসকারী বৈষ্ণববিষেধী
পণ্ডিতাতিমানিগণ বলিতেন,—জীবই ব্রহ্ম, অর্থাৎ ব্রহ্মের
সহিত জীবের কোন ভেদ নাই ; অতএব ভগবান্ বিষ্ণুই
যে প্রভু এবং জীবমাত্রই যে তাঁহার নিত্যদাস বৈষ্ণব,—
এইরূপ বিচার বৈষ্ণবগণ কেন যে করেন, তাহার কোন
কারণ নাই ; যেহেতু আধ্যাত্মিক বিচার বা দর্শন-নিবন্ধন
তাহারা মনে করিত যে, বিষ্ণুর সহিত জীবের তাদৃশ প্রভু-
দাস-সম্বন্ধ হেয়, মগ্ন ও অনিত্য ॥ ১১ ॥

সংসারীসকল,—জিহ্বোদরোপস্থ-লম্পট তুচ্ছ জড়প্রতিষ্ঠা-
লোলুপ আর্থিক-সুখভোগক-কাম-তৎপর কৃষ্ণভজন-বমুখ
দেহসকল বিষয়াসক্ত লোকগুলি, নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণচ্ছা-
ময় আধ্যাত্মিক অন্ধগদর্শনরূপ রঙিন চশ্মার মধ্য দিয়া,
দেখিয়া কৃষ্ণকীর্তনকারিগণের সম্বন্ধে বলিত যে, ভক্তগণ
তাহাদেরই জ্ঞান সংসারে উদরভরণ ও জড়প্রতিষ্ঠা লাভ-
কামনায় বা কারিয়া বাহিরে গোকের নিকট চাৎকার
কারিয়া হরিনাম করে ॥ ১২ ॥

ফেলাই,—[কাহারও মতে, সংস্কৃত কেল্প-ধাতু হইতে
হিন্দী ফেল্‌না-ধাতু, তাহা হইতে বাঙ্গালা-ভাষায় ফেলা-
ধাতু ; কাহারও মতে, (গতি-বোধক, ত্যাগার্থক) সংস্কৃত
কেল্প-ধাতু হইতে ফেলা-ধাতু ; এবং কাহারও মতে, সংস্কৃত
প্রেরণ-শব্দ হইতেই অপভ্রংশ পেরণ, পেলন বা পেল্‌হন্
এবং তাহা হইতে বাঙ্গালা-ভাষায় ফেলান-শব্দ], এখানে
কার্য্যসমাপ্তি-বোধক অর্থেই প্রযুক্ত ; 'দেই', শেষ সমাপ্ত বা
'সাবাড়' করি ।

শুভভক্তির মূর্ত্যবিগ্রহরূপে ঠাকুর-হরিদাসের

নবদ্বীপে আগমন—

হেন কালে তথার আইলা হরিদাস ।

শুভবিমুক্তিক্তি স্বীয় বিগ্রহে প্রকাশ ॥ ১৬ ॥

ঠাকুর-হরিদাসের বৃত্তান্ত-বর্ণন ; নামাচার্যের মাহাত্ম্য-কথা-

শ্রবণে কৃষ্ণপ্রাপ্তি বা নামশ্রীতির উদয়—

এবে শুন হরিদাসঠাকুরের কথা ।

যাহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবে সর্বধা ॥ ১৭ ॥

বৃন্দ-পরগণার নামাচার্য হরিদাসের আবির্ভাব-কালে

কীর্তনহুভিক্ষ-নাশ—

বৃন্দ-গ্রামেতে অবতীর্ণ হরিদাস ।

সে-ভাগ্যে সে-সব দেশে কীর্তন প্রকাশ ॥ ১৮ ॥

‘যাহারা উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণ-সঙ্গীতন করিবেন, তাঁহাদের গৃহঘর চুরমার (চূর্ণবিচূর্ণ) করিয়া ভাসিয়া ফেলিয়া উৎপাটন করিবার পর তাঁহাদিগকে তাড়াইয়া দেওয়াই যুক্তিসঙ্গত’,—হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিষেবী মাৎস্য-রোগগ্রস্ত পাষণ্ডি-হিন্দুগণ অকৃতদ্রোহী নিরীহ শাস্ত্র বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে এইরূপ দ্বেষাপূর্ণ বিচার পোষণ করিত ॥ ১৩ ॥

ভগবন্তকৃষ্ণ অভক্ত বিশেষিগণের পূর্বোক্ত দুরাচার ও পাষণ্ডিতা দেখিয়া উগাদের সহিত যে সৌহার্দ ও সগাছ-ভূতিপূর্ণ বাক্যানুপাদি করিবেন,—এরূপ যোগ্য লোক কাহারেও দেখিতে পাইতেন না বা মনে করিতেন না ॥ ১৪ ॥

শ্রুত,—কৃষ্ণভক্তিশ্রুত । তৎকালে সমগ্র নবদ্বীপে শুদ্ধ-ভক্তির অভাব দেখিয়া শুদ্ধভক্তগণ সংসারগ্রস্ত জীবগণের হৃৎখে অতিশয় দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে অশেষ হৃদিশা হইতে মোচন করিবার জন্য গভীরভাবে চিন্তা করিতেন এবং কৃষ্ণের নিকট সেই হৃৎখের কথা নিবেদন করিতেন ॥ ১৫ ॥

সমগ্রদেশে শুদ্ধভক্তির অভাব-দর্শনে শুদ্ধভক্তগণ হৃৎখতরে বিলাপ করিতেছিলেন, এমন সময়, হরিদাস-ঠাকুর কৃষ্ণেচ্ছায় শ্রীনবদ্বীপ-মায়াপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । শ্রীহরিদাস-ঠাকুর বিমুক্তভক্তির প্রচারক ছিলেন না, তিনি অস্বাভিলাষিতা-শ্রুত নির্ভেদ-ব্রহ্মসংস্কার-রহিত ও ভক্তকলতোগ কাম-হীন নির্মলা ভক্তির ঐকান্তিক বাজক ছিলেন ॥ ১৬ ॥

হরিদাস-ঠাকুর নিত্যসিদ্ধ ভগবৎপার্বদ । তিনি যশোহর-

কতিপয় বর্ষ পরে গঙ্গাবাসার্থ শান্তিপুুরের সমীপবর্তী

ফুলিয়া-গ্রামে হরিদাসের আগমন—

কতদিন থাকিয়া আইলা গঙ্গাভীরে ।

আসিয়া রহিল ফুলিয়ায়-শান্তিপুুরে ॥ ১৯ ॥

স্ববাচীয়ারসিদ্ধ শুদ্ধভক্ত হরিদাসের সঙ্গলাভে

অশেষ প্রভুর অপার আনন্দ—

পাইয়া তাহান সঙ্গ আচার্য্য-গোসাঞি ।

ছাড়ার করেন, আনন্দের অন্ত নাই ॥ ২০ ॥

ইষ্টদেব অশেষপ্রভূ সঙ্গলাভে হরিদাসেরও

ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে নিমগ্ন—

হরিদাস-ঠাকুরে অশেষদেব-সঙ্গে ।

ভাসেন গোবিন্দরস-সমুদ্রে-ভরজে ॥ ২১ ॥

জেলার বৃন্দগ্রামে মানবকুলে যান-গৃহে আবির্ভূত হন । তাঁহার অগ্রগৃহে যশোহর-জেলার অনেকে স্তুতি লাভ করিয়া কৃষ্ণকীর্তনে শ্রদ্ধা যুক্ত হইয়াছিলেন ॥ ১৮ ॥

ফুলিয়া,—শান্তিপুুরের নিকট একটি গওগ্রাম । ঠাকুর-হরিদাস গঙ্গাভীরে ফুলিয়া ও শান্তিপুুর,—এই উভয় স্থানেই কিছুদিন বাস করিয়াছিলেন ॥ ১৯ ॥

অশেষপ্রভূ ঠাকুর-হরিদাসের সঙ্গ লাভ করিয়া পরমানন্দিত হইয়াছিলেন এবং স্বীয় আনন্দোচ্ছাস প্রবলভাবে ব্যক্ত করিতেন ॥ ২০ ॥

শ্রীঅশেষপ্রভুর সমগ্রভাবে হরিদাস-ঠাকুরও কৃষ্ণভক্তি-রসসিদ্ধির প্রবল প্রবাহে ভাসিতেছিলেন । অনেকে মনে করেন যে, হরিদাস-ঠাকুর কেবল নাম-গ্রহণ-পন্থায় ব্যস্ত থাকায় গোবিন্দ-রসান্বাদনে প্রবিষ্ট ছিলেন না । প্রাকৃত-সহকিয়াদিগের এইরূপ বিশ্বাস—নিতান্ত ভ্রমপূর্ণ ; যেহেতু শ্রীনামই চিন্তামণি এবং রসবিগ্রহ কৃষ্ণ । শ্রীনামের উচ্চারণ-প্রত্যয়েই কৃষ্ণরস আত্মদিত হয়, অতঃকোন সাধন-ধারাই কৃষ্ণরস আত্মদানের সম্ভাবনা হয় না । কৃষ্ণনাম-রসভ্য ঠাকুর-হরিদাসই রসশাস্ত্রে প্রবেশের প্রধান শিক্ষকবর । প্রাকৃত-সহকিয়া ভাবুক-সম্প্রদায় নামাপরাধ-বশতঃ জড়রসে প্রমত্ত হইয়া অপ্রাকৃত নাম-রসের কোন সন্ধানই পান না ॥ ২১ ॥

হরিদাস-ঠাকুরের অবস্থা,—(ভঃরঃসিঃ পূঃঃ ৩।১১—)
“শান্তিরবার্ষিকালঃ বিরক্তিশ্রানশ্রুত । সুআশাবকঃ সৎকর্তা

হরিদাসের ক্রিয়া-মুদ্রা বা লীলা-বর্ণন ; সর্বকণ কৃষ্ণোচ্ছাস-পর-

তন্ত্রতা ও গানপ্রাণে হরিশ্রবণপূর্বক বিচরণ—

নিরবধি হরিদাস গঙ্গা-তীরে-তীরে ।

জগেন কোঁতুকে 'কৃষ্ণ' বলি' উচ্চস্বরে ॥ ২২ ॥

হরিদাসের গুণ-বর্ণন ; জড় ভোগাসক্তিতে চির উদাসীন

ও নিরন্তর কৃষ্ণনামে শ্রীতি—

বিষয়-সুখেতে বিরক্তের অগ্রগণ্য ।

কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ শ্রীবদন ধন ॥ ২৩ ॥

হরিদাসের লীলা-বর্ণন , অমুক্ষণ পরমোৎসাহভরে নামরস-

পান ও অপ্রাকৃত ক্রিয়া-মুদ্রা বা প্রেম-বিকার—

ক্ষণেক গোবিন্দ নামে নাহিক বিরক্তি ।

ভক্তিরসে অমুক্ষণ হয় নানা-মুগ্ধি ॥ ২৪ ॥

কখনো করেন নৃত্য আপনা-আপনি ।

কখনো করেন মত্তসিংহ-প্রায় ধ্বনি ॥ ২৫ ॥

কখনো বা উচ্চৈঃস্বরে করেন রোদন ।

অট্ট-অট্ট মহা-হাস্য হাসেন কখন ॥ ২৬ ॥

কখনো গর্জেন অতি ছন্দার করিয়া ।

কখনো মুচ্ছিত হই' থাকেন পড়িয়া ॥ ২৭ ॥

ক্ষণে অলৌকিক শব্দ বলেন ডাকিয়া ।

ক্ষণে তাই বাধানেন উত্তম করিয়া ॥ ২৮ ॥

অশ্রুপাত, রোমহর্ষ, হাস্য, মুচ্ছা, ঘর্ষ ।

কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ষ ॥ ২৯ ॥

হরিনামকীর্তন-নর্তনারম্ভ-কালে হরিদাসের দেহে প্রেম-

বিকার-প্রবনসমূহের প্রাকট্য—

প্রভু হরিদাস মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে ।

সকল আসিয়া তান শ্রীবিগ্রহে মিলে ॥ ৩০ ॥

অদ্বুত প্রেমাপ্রধারা-দর্শনে মহাপাবগীরও সজ্জম—

হেন সে আনন্দ-ধারা, তিতে সর্ব-অজ ।

অতি-পাষণ্ডীও দেখি' পায় মহারজ ॥ ৩১ ॥

অপূর্ব প্রেমপুলক দর্শনে অজ্ঞতবাহিরও আনন্দ—

কিবা সে অদ্বুত অঙ্গে শ্রীপুলকাবলি ।

ব্রহ্মা-শিবও দেখিয়া হয়েন কুতূহলী ॥ ৩২ ॥

ফুলিয়া-গ্রামবাসী সজ্জনগণের ওদর্শন-লাভে হর্ষাতিশয়—

ফুলিয়া-গ্রামের যত ব্রাহ্মণসকল ।

সবেই তাহানে দেখি' হইলা বিহ্বল ॥ ৩৩ ॥

তাহাতে সকলের প্রদোষ, কিয়দিন তথায় অবস্থান—

সবার তাহানে বড় জন্মিল বিশ্বাস ।

ফুলিয়ায় রহিলেন প্রভু-হরিদাস ॥ ৩৪ ॥

হরিদাসের নিত্যকৃত্য ; গগানানান্তে নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে

হরিনাম কীর্তনপূর্বক সর্বত্র বিচরণ—

গঙ্গা-স্নান করি' নিরবধি হরিনাম ।

উচ্চ করি' লইয়া বলেন সর্বস্থান ॥ ৩৫ ॥

হরিদাসের বিরুদ্ধে নবাবের নিকট কাজীর অভিযোগ—

কাজী গিয়া মুলুকের অধিপতি-স্থানে ।

কহিলেক তাহান সকল বিবরণে ॥ ৩৬ ॥

জড়-দেশ কাণ পাত্রাতীত বিবদহুতবধূক নিগ্রহ ভাগবত-

পরমহংস বৈষ্ণবঠাকুরকে জড়-দেশকাণপাত্রাধীন-জ্ঞানে

জাতি-বুদ্ধি-হেতু তৎকৃত পরমার্থ বৈকুণ্ঠ আশ্রয়ধর্মের

চিদহুগলনকে জড়-দেশকাণ-পাত্রদূষিত

শাসনাধীনে আনয়ন-চেষ্টা—

“যবন হইয়া করে হিন্দুর আচার ।

ভালমতে তারে আনি' করহ বিচার ॥” ৩৭ ॥

নামগানে সধা রুচিঃ ॥ আসক্তিসুদৃশগাথ্যানে শ্রীতিসুদ-
বসতিস্থলে । ইত্যাদয়োহুভাবাঃ স্যাজাতে ভাব্যধূরে জনে ॥”
(ভাঃ ১১।২।৪০ শ্লোকে বিদেহরাজ ঋত্বিক প্রতি নব-
যোগেশ্বরের অন্ততম কবির উক্তি—) ‘এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়-নাম-
কীর্ত্যা আত্মস্বরাগে দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ । হস্তাথো রোদিতি
রোতি গায়ত্য়া আদবনৃত্যতি লোকবাঃ ॥’ অর্থাৎ প্রেমলক্ষণ-
ভক্তিযোগে ভগবৎসেবা-ব্রতধারী ভক্ত তাহার একান্ত-প্রিয়
ভগবানের নামসকীর্তনে জাতরুচি ও বিগলিত-হৃদয় হইয়া

বাহ লোকাপেক্ষা না রাখিয়াই কখনও উচ্চস্বরে হান্ত, কখনও
রোদন, কখনও কাতর-স্বরে আহ্বান, কখনও গান এবং
কখনও বা উন্নতের গায় নৃত্য করিয়া থাকেন ॥” ২২-৩২ ॥

শ্রীহরিদাসঠাকুরের জিহ্বা সর্বদা কৃষ্ণনাম-গ্রহণে সর্বত্র
বাস্ত থাকিত । তাহার নামোচ্চারণকারিণী জিহ্বায় অসামান্য
সৌন্দর্য্য । তিনি গড়ভোগে সম্পূর্ণ-উদাসীন থাকায় তাহাতে
বৈরাগ্যের উদয় হইয়াছিল । বাহারা—ভোগী, তাহাদিগের
জিহ্বায় কোনকালে কৃষ্ণনাম নৃত্য করেন না । বড়-রস-

পাশীর বচন শুনি' সেহ পাপমতি ।
 ধরি' আনাইল তানে অতি শীঘ্রগতি ॥ ৩৮ ॥
 নিখিল-চিদ্বলাকর বলদেবাংশ অকৃতোভয় নৃসিংহদেবাভি-
 শুণু হরিদাসের মহাকাণ হঠতেও ভয়লেশশূন্যতা—
 কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাস মহাশয় ।
 যবনের কি দায়, কালেরো নাহি ভয় ॥ ৩৯ ॥
 অকৃতোভয় হরিদাসের নির্ভয়ে নবাব-সমীপে উপস্থিতি—
 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিয়া চলিলা সেইকণে ।
 যুগ্মকপতির আগে দিলা দরশনে ॥ ৪০ ॥
 ঠাকুরের শুভাগমন-শ্রবণে স্থানীয় সাধুগণের হর্ষ ও বিষাদ—
 হরিদাস-ঠাকুরের শুনিঞা গমন ।
 হরিষে-বিষাদ হৈলা যত সুসজ্জন ॥ ৪১ ॥
 হরিদাসের শুভাগমন-শ্রবণে উদারহৃদয়-বল্লিগণের হর্ষ—
 বড় বড় লোক যত আছে বন্দীঘরে ।
 তারা সব কষ্ট হৈল শুনিঞা অন্তরে ॥ ৪২ ॥
 হরিদাসকে দিব্যহু-জ্ঞানে বল্লিগণের দুঃখ-নাশ ও
 সুখোদয়-সম্ভাবনা-চিন্তন—
 "পরম-বৈষ্ণব হরিদাস-মহাশয় ।
 তানে দেখি' বন্দী-দুঃখ হইবেক ক্ষয় ॥" ৪৩ ॥

ভোজনে যাহারা ব্যস্ত—বিষয়সুখের লোভে বা আশায় যাহারা
 ইতস্ততঃ বিকিণ্ডচিত্ত, ভগবদ্ভ্যাসগ্রহণে তাহাদিগের কখনও
 রুচি দেখা যায় না । কৃষ্ণনামগ্রহণে বিরত কষ্টত্যাগীর দলও
 ভোগীর দলের ছায় হরিদাস-ভজনে উদাসীন । ঠাকুরহরিদাস
 জড়বিষয়-সুখে সম্পূর্ণভাবে উদাসীন থাকিয়া সর্বশ্রেষ্ঠতা লাভ
 করিয়াছিলেন ॥ ২৩ ॥

ঠাকুর-হরিদাসের গোবিন্দ-নাম-গ্রহণে কোন দিন কোন-
 প্রকারই ঔদাসিন্য ছিল না ; তিনি নানাভাবে সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-
 ভক্তিরসে নিমগ্ন ছিলেন ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণভক্তিবিকার,—সুস্ত, স্বৈদ, যোমাক, স্বরভেদ, বেপথু
 অর্থাৎ কম্প, বৈবর্ণ্য, অশ্রু এবং প্রলয় অর্থাৎ মূর্ছা,—এই
 অষ্ট-প্রকার সাধিক-বিকার ॥ ২৯ ॥

শ্রীবিগ্রহ,—হরিদাস-ঠাকুরের কলেবর সাধারণ কর্ণি-
 গণের রক্তমাংসচর্মপিণ্ডের ছায় জড়বৎ নহে । তাঁহার
 শ্রীমূর্তিতে শ্রীনাম-সেবা-কলে নানাপ্রকার শুদ্ধ-সাধিকতাব

কারা-রক্ষাকে কাকুতি-ছারা মনোবশ-ফলে তৎকৃপায়
 তুল্লিগণের অনিমেঘ-নেত্রে হরিদাসকে দর্শন—
 রক্ষক-লোকে সবে সাধন করিয়া ।
 রহিলেন বন্দীগণ একদৃষ্টি হৈয়া ॥ ৪৪ ॥
 কারা-সমীপে আসিয়া বল্লিগণের প্রতি কৃপা-কটাক্ষ—
 হরিদাস-ঠাকুর আইলা সেইস্থানে ।
 বন্দী সবে দেখি' কৃপা-দৃষ্টি হৈল মনে ॥ ৪৫ ॥
 হরিদাস-দর্শনে বল্লিগণের দণ্ডবৎ প্রণতি—
 হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিয়া ।
 রহিলেন বন্দীগণ প্রণতি করিয়া ॥ ৪৬ ॥
 হরিদাস-ঠাকুরের রূপ-বর্ণন—
 আজামুলান্বিত-ভুজ কমল-নয়ন ।
 সর্ব-মনোহর মুখ চন্দ্র অনুপম ॥ ৪৭ ॥
 হরিদাসকে প্রণাম-ফলে বল্লিগণের সাধিক বিকার—
 ভক্তি করি' সবে করিলেন নমস্কার ।
 সবার-হইল কৃষ্ণভক্তির বিকার ॥ ৪৮ ॥
 বল্লিগণের শ্রদ্ধা-দর্শনে হরিদাসের সদয়-হাস্য—
 তা'সবার ভক্তি দেখে প্রভু হরিদাস ।
 বন্দী-সব দেখি' তান হৈল কৃপা হাস ॥ ৪৯ ॥

লক্ষিত হইত । সাধারণ কর্ণা যে-প্রকার নিগের জড়-
 শরীরের বাহ্যের প্রতি লক্ষ্য করিতে গিয়া কৃষ্ণামূলীলনে
 নিমগ্ন হয়, সেবোদ্রুপ পার্থক্য-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে উহার বিপরীত
 শুদ্ধসাধিক ভাবসমূহের প্রচণ্ড নৃত্য দেখা যায় ॥ ৩০ ॥

হরিদাস ঠাকুর প্রেমভরে কীর্তন করিবার সময় অশ্রু-
 ধারা বিগলিত হওয়ায় তাঁহার সকল অঙ্গ সিক্ত হইত ।
 নিত্যন্ত নাস্তিক ভক্তিহীন পাষণ্ডও তাদৃশ অলৌকিক প্রেম-
 বিকার দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইত ॥ ৩১ ॥

ফুলিয়া-গ্রামে কর্ণকাণ্ডনিরত ব্রাহ্মণগণ ঠাকুর-হরিদাসের
 আঙ্গিক বিকারদমূহ দর্শন করিয়া বৈতানিক কর্ণকাণ্ডের
 অকর্ণ্যতা বুঝিয়া প্রেমের উচ্ছ্বাস-দর্শনে বিশ্বর-বিস্ময় হইত ।
 সকলেই তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবিত হইয়াছিল ॥ ৩২ ॥

ফুলিয়া-গ্রামের যবন-বিচারক কাজী তাগার মাননীয়
 উপরিজন প্রদেশাধিপতির নিকট গিয়া হরিদাসের আচরণ-
 সমূহ বিজ্ঞাপিত করিল ॥ ৩৬ ॥

বন্দিগণকে তাদৃশ প্রদধানাবস্থায় নিত্যকাল-বাণনার্থ
কৌশলে গুঢ়-আশীর্বাদ—
“থাক থাক, এখন আছহ যেনরূপে ।”
শ্রুত-আশীর্বাদ করি’ হাসেন কৌতুকে ॥ ৫০ ॥
অজরুঢ়ি-বৃত্তিতে ভ্রম-বশে অক্ষজ্ঞানে হরিদাসের গুঢ়
মঙ্গলাশীর্বাদকে ‘নির্দয়’ জ্ঞান-হেতু তাহাদের হৃৎ—
না বুঝিয়া তাহান সে দুজ্ঞেয় বচন ।
বন্দীলব হৈল কিছু বিষাদিত-মন ॥ ৫১ ॥
বন্দিগণকে হৃৎগিত-দর্শনে কৃপা-বশে ঠাকুরের স্বীয়-
গুঢ় মঙ্গলাশীর্বাদ-ব্যাপ্যন—
তবে পাছে কৃপামুক্ত হই’ হরিদাস ।
শ্রুত আশীর্বাদ কহে করিয়া প্রকাশ ॥ ৫২ ॥
কৃপা-পাত্র বন্দিগণকে স্বীয় গুঢ় মঙ্গলাশীর্বাদ-মর্মানভিজ্ঞ
ও হৃৎগিত-দর্শনে মুহু ভৎসন ও অহুযোগ—
“আমি তোমা’সবারে যে কৈলু’ আশীর্বাদ ।
তার অর্থ না বুঝিয়া ভাবহু বিষাদ ॥ ৫৩ ॥

ঠাকুর-হরিদাস যখনকূলে আবর্তিত হইয়া যখনচায়ে
প্রতিকূল আচার ও বিচার গ্রহণ করায়, তাহাদের বিচারে
বড়ই অপরাধ করিয়াছেন, সুতরাং তাহার প্রতি দণ্ডবিধান
নিশ্চয়ই কৰ্তব্য,—এই বলিয়া কাজী মূলুকপতির নিকট
অভিযোগ করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

তত্ত্ববিধেয়ী পাণিষ্ঠ প্রদেশাধিপতি হরিদাসকে বলি
না করিয়া ধরিয়া লইয়া আসিল ॥ ৩৮ ॥

ভগবৎকৃপায় মহিমাম্বিত ঠাকুর-মহাশয় যখন-বিচারকের
ভয়ে ভীত না হইয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন । তিনি
কোন মন্তব্যকে ভয় করা দূরে থাকুক, সর্বসংহারক যমের
ভয়ে ও ভীত ছিলেন না ॥ ৩৯ ॥

ঠাকুর-হরিদাসকে যখন-বিচারক নিঃশব্দে করিবার ক্রম
ধরিয়া লইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া তৎপ্রতি-অধিবাসি-
গণ নিরতিশয় হৃৎগিত হইলেন । তাহারা পূর্বেই হরিদাস-
ঠাকুরের উচ্চৈশ্বরে নামগ্রহণ ও প্রেমবিকারের কথা শ্রবণ
করিয়া পরমানন্দিত ছিলেন । এক্ষণে তাহার প্রতি দোষাত্মক
কথা শ্রবণ ও উহার আশঙ্কা করিয়া ভদ্রদর্শনলাভ-সম্ভাবনা-
জনিত অতি-হর্ষের মধ্যে ও তাহাদের বিষাদ উপস্থিত হইল ॥ ৪১ ॥

অমনোদয়া-দয়া-সিদ্ধ বৈষ্ণবঠাকুরের আশীর্বাদ দীনজীবের
অন্তঃকরনক নহে, পরন্তু চরমকলাপপ্রদ—
মন্দ আশীর্বাদ আমি কখনো না করি ।
মন দিয়া সবে ইহা বুঝহ বিচারি’ ॥ ৪৪ ॥
তাহাদের তৎকালীন কৃষ্ণমণাভিনিবিষ্টতা-সংরক্ষণার্থ ই
পূর্বোক্ত তৎকালীন গুঢ় আশীর্বাদ—
এবে কৃষ্ণপ্রতি তোমা’সবারকার মন ।
যেন আছে, এইমত থাকু সর্বক্ষণ ॥ ৫৫ ॥
তদবধি সকলকে কৃষ্ণনাম-কীর্তন-স্বরূপ হরিদাস-প্রভুর
আদেশ প্রদান—
এবে নিত্য কৃষ্ণনাম কৃষ্ণের চিন্তন ।
সবে মেলি’ করিতে থাকহ অমুক্ষণ ॥ ৫৬ ॥
দেশে শাস্ত্রদর্শনে তদবধি সকলকেই কাকুতের
কৃষ্ণনাম-কীর্তন-স্বরূপ আদেশ—
এবে হিংসা নাহি, নাহি প্রজার পীড়ন ।
‘কৃষ্ণ’ বলি’ কাকুবাদে করহ চিন্তন ॥ ৫৭ ॥

ঠাকুর-হরিদাস ধৃত হইয়া অত্যন্ত সাধারণ অপরাধীর স্তায়
কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন । পূর্ব-হইতেই সেই কারাগৃহে
অনেক মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তি বদ্ধ বা বদ্ধ অবস্থায় ছিলেন ।
তাহারা এই লোকাত্যন্ত সাধুর সান্নিধ্য লাভ করিয়া অত্যন্ত
আনন্দিত হইলেন ॥ ৪২ ॥

হরিদাসের স্তায় মহাভাগবত মহাত্মার দর্শন-ফলে কারা-
রুদ্ধ জনগণ তাহাদের হৃৎ-লাবব হইবে বলিয়া মনে-মনে
বিচার করিলেন ॥ ৪৩ ॥

সাধন,—সাধ্য-সাধন, ‘সাধাসাধি’, ‘কাকুতি-মিনতি’,
অমুনয়-বিনয়, আরাধন ॥ ৪৪ ॥

হরিদাস কারা-বদ্ধ বন্দিগণকে দেখিয়া অহৈতুকী কৃপা-
পরবশ হইয়া প্রকাশ্যে স্বীয় স্নিত-বদন প্রদর্শন করিলেন ॥ ৪৫ ॥

ঠাকুর-হরিদাসের সর্বক্লেশহর হস্ত-সম্পর্শনে কারা-রুদ্ধ
অপরাধিগণ তাহার তাদৃশ হস্ত-ব্যবহারে গুঢ় আশীর্বাদ বা
কৃপা বুঝিতে না পারিয়া বিষয় হইরাছিল । তদর্শনে ঠাকুর-
মহাশয় তাহাদিগকে বলিলেন,—‘আমি মঙ্গলময় হস্তসহকারে
তোমাদিগকে শ্রুত-আশীর্বাদই করিয়াছি ; তাহাতে অন্তথা-
জ্ঞানে তোমরা হৃৎগিত হইও না ॥ ৫০ ॥

কিন্তু অসং হুঃসঙ্গ-সঙ্গফলে কৃষ্ণনামবিশ্বত-সম্ভাবনা-হেতু
হুঃসঙ্গ নিষেধপূর্বক সকলকে সতর্কীকরণ—

আরবার গিয়া বিষয়েতে প্রবর্তিলে ।

সবে ইহা পাসরিবে, গেলে ছুট্ট-মেলে ॥ ৫৮ ॥

ইন্দ্রিয়রূপ-নিরত বিষয়-ভোগী যোষিংসকীর মনে

কৃষ্ণজিয়তর্পণ-জনিত প্রেম-রাহিত্য—

বিষয় থাকিতে কৃষ্ণপ্রেম নাহি হয় ।

বিষয়ীর দূরে কৃষ্ণ জানিহ নিশ্চয় ॥ ৫৯ ॥

দ্বিতীয়াভিনিবিষ্ট মনট মলিন ও অশুভজনক এবং ঈন্দ্রিয়-

সুখকর ভোগ্য যোষিদ্বন্দ্বের মায়াপাশই পরমার্থ-

বোধক ও সর্বনাশসাধক—

বিষয়ে আবিষ্ট মন বড়ই জঞ্জাল ।

জ্ঞী-পুত্র—মায়াজাল, এই সব ‘কাল’ ॥ ৬০ ॥

শুদ্ধতিশালী ব্যক্তির সজ্জন-বৈষ্ণবসঙ্গ-ফলে দ্বিতীয়াভি-

নিবেশ-ভাগ্য ও কৃষ্ণভজন-লাভ—

দৈবে কোন ভাগ্যবান্ সাধুসঙ্গ পায় ।

বিষয়ে আবেশ ছাড়ি’ কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ ৬১ ॥

ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয়-সঙ্গই কৃষ্ণবৈষ্ণ্বরূপ অপরাধ-বর্জক—

সেই সব অপরাধ হবে পুনর্কার ।

বিষয়ের ধর্ম এই,—শুন কথা-সার ॥ ৬২ ॥

হৃদদেহের বহিঃস্বাধীনতা-সুখ বা পরাধীনতা-হুঃসঙ্গ ভোগ-

চিন্তা ছাড়িয়া বন্দিগণকে নিরন্তর কৃষ্ণনামগ্রহণ-সূচক

শুভাশীর্ষাদের গুণতাত্পর্য্য-ব্যাখ্যান—

‘বন্দী থাক’,—হেন আশীর্ষাদ নাহি করি ।

“বিষয় পাসরি’, অহর্নিশ বল হরি ॥” ৬৩ ॥

বন্ধুত গুণ শুভাশীর্ষাদ-মর্ম্ম-জ্ঞান-ফলে বন্দিগণকে বহিঃ পরা-

ধীনতা-জগ্ন ক্ষোভ-পরিভ্যাগার্থ কৌশলে-আদেশ—

ছলে করিলাও আমি এই আশীর্ষাদ ।

ভিলার্জেক না ভাবিহ তোমরা বিষাদ ॥ ৬৪ ॥

হরিদাসের অমনোদয়া জীবৈ দয়া ; বন্দিগণকে কৃষ্ণভক্তি-

লাভার্থ শুভাশীর্ষাদ—

সর্বজীব-প্রতি দয়া-দর্শন আমার ।

কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউক তোমা’-সবা’কার ॥ ৬৫ ॥

স্বল্পকাপ-মথোই তাহাদের বন্ধন-মুক্তি-লাভের

উপায়দ্বাণী-প্রবণ—

চিন্তা নাহি,—দিন দুই-তিনের ভিতরে ।

বন্ধন ঘুচিবে,—এই কহিলু’ তোমারে ॥ ৬৬ ॥

হৃদবহিদৃষ্টিতে গৃহ বা বনবাস, সর্বাবস্থায়ই সকলকে কৃষ্ণ-

প্রাপ্তিমুগ্ধা সেবা-বুদ্ধির অবিস্মরণার্থ উপদেশ—

বিষয়েতে থাক, কিবা, থাক যথা-তথা ।

এই বুদ্ধি কতু না পাসরিহ সর্বথা ॥” ৬৭ ॥

বন্দিগণের নিত্যকল্যাণ-কামনাস্তে নবাব-সমোপে

হরিদাসের আগমন—

বন্দীসকলের করি’ শুভানুসন্ধান ।

আইলেন মুল্লুকের অধিপতি-স্থান ॥ ৬৮ ॥

হরিদাসের অপ্রাকৃতোজ্জ্বল তনু-দর্শনে সসম্মে নবাবের

আসন-প্রদান—

অতি-মনোহর তেজ দেখিয়া তাহান ।

পরম-গৌরবে বসিবারে দিলা স্থান ॥ ৬৯ ॥

হরিদাসের কৃষ্ণমতি-দর্শনে অক্ষজ্ঞ জ্ঞানজ্ঞ মোহ ও বিবর্ত-

বুদ্ধিবশে নবাবের অদৈবোচিত প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা—

আপনে জিজ্ঞাসে তাঁরে মুল্লুকের পতি ।

“কেনে, ভাই, তোমার কিরূপ দেখি মতি ১৭০ ॥

বেদ-বিরোধি কুলে জন্মলাভকে জড়ভেদবাদার সৌভাগ্য-

ফলজ্ঞান ও হরিদাসের শ্রোতপথে নিত্যঅখণ্ড অপ্রাকৃত

বৈকুণ্ঠ-শব্দাহুশীলনে সর্গীর্ণ জাতি-বুদ্ধি—

কত ভাগ্যে, দেখ, তুমি হৈয়াছ যবন ।

তবে কেনে হিন্দুর আচারে দেহ’ মন ১৭১ ॥

ঠাকুর-হরিদাস বন্দিগণকে কহিলেন,—‘তোমাদের মধ্যে
সম্প্রতি যে যেরূপভাবে আছ, তাহাই তোমাদের পক্ষে
মঙ্গলের বিষয় ; যেহেতু, এই সময় তোমরা ইতর বিষয়-চেষ্টা
ছাড়িয়া তপবদহুশীলনের সুযোগ পাইয়াছ। এসময় তোমরা
সর্বজন কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণ-চিন্তার নিযুক্ত থাকিও । কারাগার

হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হইলে অজ্ঞ
তপবদবহির্মুখ দুষ্টজনের সঙ্গক্রমে ভগবানের কথা ভুলিয়া
যাইবে । যে-কাল পর্য্যন্ত জীবের বিষয়-ভোগ-চেষ্টা প্রবল
থাকে, তৎকালাবধি তাহার কৃষ্ণ ভজনের অধিক সম্ভাবনা
থাকে না । কৃষ্ণ বেদিকে বর্তমান, ভোগীর বিষয় তাহার

তৎকালীন অহিন্দু শাসকগণের হিন্দুবিষেকরূপ জড়ভেদ-
মূলক তদৈব চিন্তাবৃত্তির পরিচয়—

আমরা হিন্দুরে দেখি' নাহি খাই ভাত ।

তাহা ছাড়' হই' তুমি মহা-বংশ-জাত ॥ ৭২ ॥

হরিনাসের শ্রোতপথে নিত্য অগণ্ড অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠ শঙ্কায়
শীলনকে অক্ষজ্ঞানজন্ত মোহ ও বিবর্তবুদ্ধিবশে স্বীয়

খণ্ডজাতি-বিরোধি-জ্ঞানে তাঁচাকে অমৃত

অমূলক দণ্ডশাস্তি ভয়-প্রদর্শন—

জাতি-ধর্ম লজ্জি' কর অশ্র-ব্যবহার ।

পরলোকে কেমনে বা পাইবা নিস্তার ? ৭৩ ॥

নিত্যচিদমূলীনরত নিত্যশুদ্ধ বৈষ্ণবকে নবাবের সর্কারী অনিত্য

সাম্প্রদায়িক আচার-লজ্জন-দোষে দোষি-জ্ঞানে

দণ্ডগ্রহণ-পূর্বক শোধনার্থ আদেশ—

না জানিয়া যে কিছু করিলা অনাচার ।

সে পাপ ঘুচাই করি' কল্মা উচ্চারণ ॥ ৭৪ ॥

মায়া-মূঢ়ের বাক্য-শ্রবণে তাহার অজ্ঞতা ও বিমূখজীব-বন্ধনে
দ্রুততয়া নিম্নমায়ায় অতুল সামর্থ্য-দর্শনে হস্ত ও ক্রপোক্তি—

শুনি' মায়া-মোহিতের বাক্য হরিনাস ।

“অহো বিমুখায়া” বলি' হৈল মহা-হাস ॥ ৭৫ ॥

বিপরীতদিকে অবস্থিত । কৃষ্ণ-ভক্ত-হীন মায়া-বদ্ধ জীব সর্বদা
জড়-ভোগ্য শ্রী-পুণ্ডের কথা গাইয়াই বিষয়ে অভিভূত থাকে ।
এই বিপৎকালে যদি ভগবৎরূপা-ক্রমে কোন সাধুর সহিত
সাক্ষাৎকার হয়, তাহা হইলে বিষয়-ভোগের রুচি পরিবর্তিত
হইয়া ভগবৎসেবায় রুচি জন্মে । কৃষ্ণামূলীন ছাড়িয়া দিলে
বিষয়ের স্বাভাবিক-ধর্ম জীবকে অপরাধ-পক্ষে নিমজ্জিত
করে । আমি তোমাদিগকে কারারুদ্ধ থাকিয়া ক্রোশ পাইতে
অহরোপ করি না । কিন্তু এইরূপ অবস্থায় থাকিয়া ও তোমরা
যে সর্বক্ষণ ভগবদ্ভাগ্যগ্রহণের সুযোগ পাইয়াছ,—এটু কথাই
বলিতেছি ; এই জন্ত তোমরা বিষম, অশ্রদ্ধা । সকল জীবের
প্রতিই বৈষ্ণবগণ “ভগবানে দৃঢ়ভক্তি হউক” এইরূপ আশী-
র্বাদ করেন,—ইহাকেই জীবের প্রতি উৎকৃষ্ট দয়ার পরিচয়
বলিয়া আমি জানি । শ্রীজীই তোমাদের কারা-বন্ধন মোচিত
হইবে । তোমরা যে-কোন অবস্থায়ই থাক না কেন, কখনও
ভগবৎসেবা-বুদ্ধি-রহিত হইও না ॥ ৫৫-৬৭ ॥

হরিনাসের ঈশত্ব-বর্ণন ; এক অবয়বজ্ঞান দ্বন্দ্বরহ সকল-
জীবের নিত্যদেব্য প্রভু—

বলিতে লাগিলা তারে মধুর উত্তর ।

“শুন, বাপ, সবারই একই ঈশ্বর ॥ ৭৬ ॥

জড় ভোগ ও ভেদ-বুদ্ধি-বশে সর্বশাস্ত্রপ্রতিপাকপূর্ণ অদ্বয়-
জ্ঞানতত্ত্বে জড়-জীববৎ নামে বা সংজ্ঞায়-ভেদারোপ—

নাম-মাত্র ভেদ করে হিন্দুরে যবনে ।

পরমার্থে ‘এক’ কহে কোরাণে পুরাণে ॥ ৭৭ ॥

সকল বস্তুরতত্ত্বের দ্ব্যর্থ্যে পরমায়া বা অণুধর্মীয় পূর্ণত্ব—

এক শুদ্ধ নিত্যবস্তু অখণ্ড অব্যয় ।

পরিপূর্ণ হৈয়া বৈসে সবার হৃদয় ॥ ৭৮ ॥

ঈশ্বর স্বীয় অচিন্ত্য মায়া-বলে পরিচালক বা প্রযোজক

কর্তৃরূপে সর্বভূতের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত—

সেই প্রভু যারে যেন লওয়ায়েন মন ।

সেইমত কর্ম করে সকল ভুবন ॥ ৭৯ ॥

ভাব ও ভাব্য-ভেদে সকলেরই অধিকারভেদে স্ব-স্ব শাস্ত্রে সেই

একই পরমায়া অণুধর্মীয় ঈশ্বরেরই নামরূপগুণ-ব্যাখ্যান—

সে প্রভুর নাম শুণ সকল জগতে ।

বলেন সকলে মাত্র নিজ-শাস্ত্র-মতে ॥ ৮০ ॥

প্রদেশাধিপতি যখনরাজ হরিনাস-ঠাকুরকে আশ্রয়জ্ঞানে
শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—‘কি কারণে তোমার এই অধঃপতন
হইয়াছে, জানিতে চাই । যখনকালের জ্ঞান সন্দেহমূল
আর নাই । বহুভাগ্যক্রমেই তোমার যখনকালে আবির্ভাব
হইয়াছে ; সুতরাং কি-জন্ত তুমি নিকটে হিন্দুদিগের আচরণ
গ্রহণ করিয়াছ ? হিন্দুরা অগণ্ড বলিয়া আমরা তাহাদিগের
স্পৃষ্ট অন্ন পর্যন্ত খাই না । তুমি মহা-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ,
উত্তম-জাতি হইতে নিম্ন জাতিতে অবঃপতিত হওয়া সম্ভব
নহে । তুমি উৎকৃষ্ট যশ-ধর্মকে লজ্জন করিয়া অশ্রদ্ধাকার
ব্যবহার করিলে মরণের পর কিরূপে নিস্তার পাইবে ? যাহা
হউক, এইরূপ দুবাচার ছাড়িয়া দিয়া ‘চাহার কল্মা’ উচ্চারণ
পূর্বক তুমি এই হিন্দু-গ্রহণরূপ পাপ হইতে মুক্ত হও ।

কল্মা,—(আরবী-শব্দ), শব্দ, বাক্য ; মহামর্দীয় ধর্ম-
গ্রহণে স্বীকারোক্তিজন্যক কোরাণোক্ত বাক্যবিশেষ ॥ ৭৪ ॥

তত্ত্বতরে ঠাকুর-হরিনাস মায়াবদ্ধ মূলকপতি যবনের

জাবগ্রাহী জনাৰ্দ্দন ; ভূতদ্রোহফলে ভগবদ্ভোগোৎপত্তি—

যে ঈশ্বর, সে পুনঃ সবার ভাব লয়।

হিংসা করিলেই সে তাহান হিংসা হয় ॥ ৮১ ॥

ভগবদ্ভিচ্ছা-প্রেরণা-বশেই হরিদাসের যাবতীয়-ক্রিয়া-

মুক্তা-সম্পাদন ও বিচরণ—

এতেকে আমরাই সে ঈশ্বর যেহেন।

লওয়াইছেন চিত্তে, করি আমি ভেন ॥ ৮২ ॥

অল্প দৃষ্টান্ত ; বিপ্রকুলোদ্ধৃত হইয়াও কাহারও না কর্ম,

বভাব বা সংস্কাবশে তামস অস্তাজ-প্রতি—

হিন্দুকুলে কেহ যেন হইয়া ব্রাহ্মণ।

আপনে আসিয়া হয় ইচ্ছায় যবন ॥ ৮৩ ॥

জাতিনির্দেশে সকলকেই প্রয়োজক-কর্তা ঈশ্বরের কর্মকল-

প্রদান, অমৃতস্বরূপ ঈশভজন তাগপূৰ্ণক তামসিক ব্যক্তি

স্বয়ংই জীবন্মৃত, সূতরাং অজ্ঞের নিধনাযোগ্য—

হিন্দু বা কি করে তারে, যার যেই কর্ম।

আপনে যে মৈল, তারে মারিয়া কি ধর্ম ॥ ৮৪ ॥

শাস্ত্রযুক্তি-বর্ণনাস্তে নবাব-সমীপে হরিদাসের স্ব-কৃত

কৰ্মাহরূপ দণ্ড-প্রার্থনা—

মহাশয়, তুমি এবে করহ বিচার।

যদি দোষ থাকে, শাস্তি করহ আমার ॥ ৮৫ ॥

হরিদাসের শাস্ত্রযুক্তি-সঙ্গত সত্যকথা-শ্রবণে সমবেত

সকলেরই হর্ষ—

হরিদাস-ঠাকুরের স্নসত্য-বচন।

শুনিয়া সন্তোষ হৈল সকল যবন ॥ ৮৬ ॥

পাষণ্ডী কাজীর নবাবের প্রতি হরিদাসকে দণ্ডপ্রদানার্থ

উত্তেজনা ও শাসনোক্তি—

সবে এক পাণ্ডী কাজী মূলুকপতিরে।

বলিতে লাগিলা,—“শাস্তি করহ ইহারে ॥ ৮৭ ॥

এই ছুটে, আরো ছুটে করিবে অনেক।

যবন-কুলেতে অমহিমা আনিবেক ॥ ৮৮ ॥

এতেকে ইহার শাস্তি কর’ ভালমতে।

নহে বা আপন-শাস্ত্র বলুক মুখেতে ॥ ৮৯ ॥

বাক্য শ্রবণ কবিয়া ভাবিলেন,—‘এইরূপ উক্তি বিষ্ণুমায়া-মুখ জনগণেরই যোগ্য।’ মায়াবদ্ধ জীব ইন্দ্রিয়জ-জ্ঞানে জাগতিক বস্তুসমূহকে ভোগাঙ্গুণে লক্ষ্য করায় ভগবতপশুকিতে বঞ্চিত হয়। ভগবান—বৈকুণ্ঠ বস্তু, আর জগতের বস্তুসমূহ—বদ্ধ-জীবের ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্যভোগ্য। সূতরাং হরিদাস-ঠাকুর মূলুক-পতির বাক্যের অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি করিলেন ॥ ৭৭ ॥

তথাপি মূলুকপতির প্রতি অহৈতুকী দয়া প্রকাশপূর্বক ঠাকুর-হরিদাস তাহাকে মধুর-বাক্যে বলিতে লাগিলেন,— পরমেশ্বর—এক, নিত্য অদ্বিতীয় এবং সকল-জীবেরই প্রভু। হিন্দু-মুসলমান, বালক-বৃদ্ধ, ধুবক-ধুবতী, সকলেরই ঈশ্বর—একজন। ঈশতত্ত্বানভিজ্ঞ হিন্দু ও অহিন্দু যবন, উভয়েই কেবল ঈশ্বরের নামে পূণ্যবৃদ্ধি করিয়া ছইজন ঈশ্বরের কল্লানা-মূলে পরম্পরের প্রতি অজ্ঞতা-মূলক বিরোধ প্রদর্শন করেন ; কিন্তু যখন সেই বৈষম্য ও মতভেদ পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষভাবে যবনের শাস্ত্র কোরাণ ও হিন্দুর শাস্ত্র পুরাণ, উভয় শাস্ত্রকেই বিচার করা যায়, তখন ঈশ্বরতবে ঐ প্রকার কোন ভেদ-দৃষ্টি থাকে না ॥ ৭৮-৭৭ ॥

ঈশ্বর—অপাশবিক নির্মল শুদ্ধবস্ত। ঈশ্বর—অবিদ্যা

ও নিত্যকালই স্থিতিশীল বস্ত। ঈশ্বর সাম্প্রদায়িকভাবে খণ্ডিত হইতে পারেন না। ঈশ্বরের কোন কাণ-কোষাভ্যক্ষয় বা হ্রাস নাই। সূতরাং তিনি যবন বা হিন্দু, সর্লজীবের হৃদয়েই অন্তর্গামি-পরমায়ু্যরূপে সম্পূর্ণ অখণ্ডভাবে প্রাকটিত হইয়া অস্থান করেন। যবনের হৃদয়ে যে ঈশ্বরের অধিষ্ঠান, হিন্দু-হৃদয়ে সেই ঈশ্বরই অধিষ্ঠিত। জীব অনাদি ঈশটৈমুখা-বশতঃ অন্তঃস্থমতি হইয়া জড-দেহ-কাল-পাত্রাবচ্ছিন্ন অনিত্য-প্রতীতিবশে আপনাকে ভোক্তা জ্ঞানে ঈশ্বরসেবা-বিমুখ হইয়া হৃদয়স্থিত পরিপূর্ণ অন্তর্গামী ঈশ্বর পবমায়া বস্তুকে সর্লতো-ভাবে পরিপূর্ণ অখণ্ড না জানিয়া নিজের জায় থণ্ডবস্ত বলিয়া মনে করিয়া ব্রাহ্ম হইলেও প্রাকৃত কল্পিত ভোগ ও ত্যাগমূলক জ্ঞান পরিত্যাগ করিলেই তিনি ভক্তিপ্রভাবে তাঁহাকে একমাত্র দেব্য-বস্তু বলিয়া জানিতে পারেন ॥ ৭৮ ॥

সেই অখণ্ড অব্যয় নিত্যশুদ্ধ ঈশ্বর বদ্ধজীবের প্রবোজক-কর্তা বিধাতা ছইয়া বাহার বেক্রপ যোগ্যতা বিধান করেন, তাদৃশ যোগ্যতা লাভ করিয়া বদ্ধজীব মনোধর্মের অমুকরণে বিভিন্ন কর্মের অমুষ্ঠান করে। (গীতার ১৮।৬১—) ‘ঈশ্বরঃ সর্লকৃতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্লকৃতানি

বৈদিক সত্য-বিরোধি অসং শাস্ত্রাকৌন্তন্য হরিদাসপ্রতি স্বয়ং

নবাবের প্রথমে প্রণোভন ও অভয়-প্রদর্শন—

পুনঃ বলে মুল্লকের পতি,—“আরে ভাই!

আপনার শাস্ত্র বল, তবে চিন্তা নাই ॥ ৯০ ॥

যজ্ঞাকৃতানি মায়য়া ॥’ অর্থাৎ, ‘হে অর্জুন! যেমন স্বধার দাক্ষ্যস্ত্রে আকৃত কৃত্রিম পুত্ৰদিসমূহকে ভ্রমণ করাইয়া থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর ভূতসকলের হৃদয়ে অবস্থান করিয়া গাছাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন ॥’ ৭৯ ॥

সেই ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন প্রচারকগণ নিজ-নিজ-আদর্শ-শাস্ত্রের মতামতসারে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন ॥ ৮০ ॥

ভাবগ্রাহী জনার্দন সকলের বিভিন্ন ভাবের তাৎপর্য গ্রহণ-পূর্বক দেখিত হন। যদি একব্যক্তি অপর ব্যক্তির ভাবকে গর্হণ করিয়া তিৎসা কবে, তাহা হইলে তাদৃশ হিংসা-দ্বারা সেই পরমেশ্বর বস্তুর ইংসিত হন; অতএব জীবের ভূত-হিংসা কখনই কঠোর নহে। একের হৃদয়-ভাবকে অপর-ব্যক্তি পবিত্র ও উৎপাটন করিয়া তাহার নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থভাবে গাছকে প্রদত্তিত কারবার যত করিলে কেবলমাত্র পরদর্শেবহ নিন্দা করা হয় না, পরন্তু সকল-ধর্মের প্রতিপাত্ত ঈশ্বরেরই তিৎসা করা হয়। ঈশ্বরের সেবা ও হিংসা,—এই দুইটা পূর্ণব্যাপার। যদি কেহ ঈশ্বর-সেবাকেই ‘হিংসা’ বলিয়া ভ্রান্তবুদ্ধি হন, তাহা হইলে তিনি ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ হইয়া ভক্তেরই তিৎসা করিয়া ফেলিবেন। ভগবানে ঈতিহাসিত হইলে জীব কখনও বা অজ্ঞাভিলাষী, কখনও বা কদ্বী, কখনও বা নির্ভেদ-ব্রহ্মা-সন্ধানপর, কখনও বা হঠবোণী এবং কখনও বা রাজযোগী প্রভৃতি হইয়া পড়ে। তাদৃশ জীবের নিত্যমঙ্গল-লাভের জন্ত তাহাদিগকে মুকুন্দসেবার প্রবৃত্তি-প্রদান-কাণ্ডটা হিংসারই অজ্ঞাতম ক্রিয়া বা প্রকার-ভেদ নহে। ^{১১} তাহাদিগকে ঈশ্বর-সেবার বিরুদ্ধে ও পরিবর্তে অজ্ঞাত ইঞ্জিয়হৃৎকর-কার্যে প্রবৃত্তিত করিলে তাহাদের প্রতি হিংসা-কাণ্ডেরই প্রশ্রয় দেওয়া হয়; সুতরাং তাগ অবশ্যই বর্জ্য-নীয় ॥ ৮১ ॥

এইজ্ঞাত ঈশ্বর আমার চিন্তে যে-প্রকার ক্ষুণ্ণ দিয়াছেন, আমি সেইপ্রকার চিন্তাবিশিষ্ট হইয়াই ভগবৎসেবা-কাণ্ডে

নচেৎ অজ্ঞাচারণে, হরিদাসের প্রতি দণ্ড-ভয়-প্রদর্শন ও

অপমানগাভ-সম্ভাবনা কখন—

অজ্ঞাথ করিবে শাস্তি সব কাজীগণে।

বলিবাও পাছে, আর লম্বু হৈবা কেনে ॥’ ৯১ ॥

নিষুক্ত আছি। ভগবান্ বাহাকে যেক্রপ অমুগ্রহ করেন, তিনি সেইক্রপভাবেই ভগবানের সেবা-কার্যে অগ্রসর হইতে পাবেন। (গীতায় ১০।১০.—) ‘তেষাং সততব্রতানাং ভক্ততাং প্রীতিপূর্বকম্। দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযাস্তি তে ॥’ ৮২

আমি যেক্রপ যখনকূলে উদ্ধৃত হইয়া ভগবদিচ্ছা-ক্রমেই ব্রাহ্মণোচিত-ধর্ম বিকৃষ্টেবার রত হইয়াছি, সেইক্রপ কোন ব্রাহ্মণকুলজাত ব্যক্তিও ভগবদিচ্ছা-ক্রমে সামাজিক ব্রাহ্মণতা পরিহার করিয়া তাহার মনোবর্ধের রুচিবিকারক্রমে বেদ-বিরুদ্ধ সমাজের শাস্ত্রসমূহের আজ্ঞা পাণন করিতে পারেন ॥ ৮৩ ॥

জীব নিজ-নিজ-রুচি-প্রণোদিত কন্দের দ্বারা চালিত হইয়া বাহা বাহা করে, তদ্বারাই তাহার সমুচিত শাস্তি বা পুরস্কার-লাভ ঘটে; সুতরাং তাহাকে স্বতন্ত্রভাবে দণ্ড-বিবনের প্রয়োজন নাই—“ধর্মকল্লভকু পুমান্” ॥ ৮৪ ॥

ধর্ম্যাক কাজী ঠাকুর-হরিদাসের বিরুদ্ধে মুল্লকপতিকে এই বলিয়া উত্তেজিত করিতে ছল,—‘হরিদাস যখনকূলে মানি আনয়ন করিয়া হিন্দু-স্ত্রে যে আদর্শ পথ দেখাইতেছেন, সেই পথ অমুসরণ করিতে গিয়া অনেক যবনই ভবিষ্যৎকালে যবন-ধর্ম্মে নানা প্রকার অজ্ঞান কলঙ্ক বা মানি আনয়ন করিবে। অতএব তাহা বাহাতে না ঘটে, এইজন্ত হরিদাসকে আদর্শ কঠিন শাস্তি প্রদান করিয়া সকলকে সাবধান করিয়া দেওয়া হউক, অথবা হরিদাস নিকটেই কৃতকর্মের জন্ত অমুতাপ করিয়া অপরাধ স্বীকার করুক; তাহা হইলেই ইহাকে শাস্তি হইতে অব্যাহতি দেওয়া যাইতে পারে ॥’ ৮৫ ॥

মুল্লকপতি হরিদাসকে বলিলেন,—‘আমাদের ধর্ম্ম-বিরোধী লোকের আচরণ পরিত্যাগ করিয়া তুমি যাবনিক-শাস্ত্রের অমুগমনপূর্বক যদি পূর্বোক্ত স্বীকার কর, তাহা হইলেই তোমার কোন চিন্তা বা ভয় নাই; নতুবা তোমার প্রতি কাজীগণ অতি-কঠিন দণ্ড বিধান করিবে। এখনও আমি তোমাকে সাবধান করিয়া দিতেছি। পরে কেন অনর্থক দণ্ডিত হইয়া তুমি স্বীয় মর্যাদার লাবণ করিবে?’ ৯০-৯১ ॥

হরিদাসের সুসিদ্ধান্ত-বাণী ; সর্বজনস্বাক্ষরীয় ঈশ্বরই

স্বীয় মায়া-দ্বারা সর্বজীবের পরিচালক—

হরিদাস বলেন,—“যে করান ঈশ্বরে।

তাহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥ ৯২ ॥

ঈশ্বরই প্রযোজক-কর্তা ও কর্মফলদাতা—

অপরাধ-অনুরূপ যার যেই ফল।

ঈশ্বরে সে করে,—ইহা জানিহ কেবল ॥ ৯৩ ॥

তরোরপি সচিকুতার অলস আদর্শ ও হরিনাম-কীর্তন-নিষ্ঠার

মূর্ত্তবিগ্রহ সত্যসন্ধ হরিদাসের স্বাভীষ্ট শ্রীনামপ্রভু-র-

প্রতি অচলা শ্রদ্ধা ও প্রপত্তি—

খণ্ড খণ্ড হই দেহ যায় যদি প্রাণ।

তবু আমি বদনে না ছাড়ি হরিনাম ॥ ৯৪ ॥

ঠাকুরের অমোঘবাণী-শ্রবণে নবাবের কাজী-সমীপে

তৎপ্রতি অকুণ্ঠম আচরণ-কিজ্ঞাসা—

শুনিলে তাহান বাক্য মূলকের পতি।

জিজ্ঞাসিল,—“এবে কি করিবা ইহা-প্রতি ৭” ৯৫

শ্রোতপন্থী বৈকুণ্ঠ-শঙ্কনিষ্ঠ জগদ্বৈরাগ্য ও তৎপ্রচারিত সত্যের

বিলোপ-সাধনার্থ তদ্বিকল্পে প্রতিবিরোধী অমুরের

হিংসাপ্রিয়ান—

কাজী বলে,—“বাইশ বাজারে বেড়ি’ মারি’।

প্রাণ লহ, আর কিছু বিচার না করি’ ॥ ৯৬ ॥

মূলকপতির বাক্যে হরিদাস কিছুমাত্র ভীত না হইয়া বলিলেন,—“ওগবান্ যাহা করেন, তাহাই হইবে, তদ্ব্যতীত অস্ত্রে কেহ কিছু করিতে পারে না ॥” ৯২ ॥

একমাত্র ঈশ্বরই জীবের কৃতকর্মের ফলদাতা। অহঙ্কার-বিমুক্ত জীব আপনাতে যে কর্তৃত্ব আরোপিত করিয়া ক'য় করে, তাহা তাহার মিথ্যা-আভিমান-মাত্র। ওগবদিচ্ছাই ফলবতী হয়। জীব উপলক্ষস্বরূপ হইলেও ঈশ্বরেচ্ছাই ফলবতী ॥ ৯৩ ॥

জনক-জননী হইতে প্রাপ্ত এই জড়-দেহ কিছু চিরস্থায়ী নহে। কৃষ্ণসেবা-বিমুখ প্রাণ—যাহা বর্তমান-সময়ে বিষয়-সুখে মগ্ন আছে, উহাও বিনাশী বা পরিবর্তনশীল। কিন্তু শ্রীভগবানের নাম ও ওগবান্ কখনই পরস্পর পৃথগ্ভবত্ব নহেন। মায়িক-বস্তুর নাম বেরূপ কালাভ্যন্তরে মনুষ্য-কর্তৃক কল্পিত, বৈকুণ্ঠনাম সেরূপ নহেন। বৈকুণ্ঠ নাম ও নামী,

আমুরিক প্রযত্নের ব্যর্থতা সাধনপূর্ব্বক তদতিক্রমকারী

বৈকুণ্ঠের ষোড়শধর্ম-দর্শনে অমুরগণের তৎপ্রচারিত

১৬ সত্যের মাহাত্ম্য-স্বীকার—

বাইশ-বাজারে মারিলেহ যদি জীয়ে।

তবে জানি,—জ্ঞানী-সব সাক্ষা কথা কহে ॥” ৯৭

বৈকুণ্ঠ শ্রোত-সংযোগ্যপাদকে হিংসনার্থ অমুরের প্ররোচন

ও জনবল-প্রয়োগ—

পাইকসকলে ডাকি’ তর্জ্জ করি’ কহে।

“এমত মায়িবি,—যেন প্রাণ নাহি রহে ॥ ৯৮ ॥

বৈকুণ্ঠ শ্রোত-সংযোগ্যপাদকে অমুরের জ্ঞাতিবুদ্ধি ও তদীয়

দেহ-হনন-দ্বারা তত্ত্বজ্ঞার-কামনা—

যবন হইয়া যেই হিন্দুমানি করে।

প্রাণান্ত হৈলে শেষে এ পাপ হৈতে তরে’ ॥ ৯৯

সত্য-বিরোধী কাজীর কথায় সত্যবিরোধী নবাবের

আজ্ঞায় অমুরগণের বাস্তব-সত্য-স্রোহ—

পানীর বচনে সেই পানী আত্মা দিল।

দুষ্টগণে আসি’ হরিদাসেরে ধরিল ॥ ১০০ ॥

সত্যপ্রচার-নিষ্ঠ জগদ্বৈরাগ্যকে অমুরগণের বাইশ-বাজারে

আঁত নিশ্চয়ভাবে প্রহার—

বাজারে-বাজারে সব বেড়ি’ দুষ্টগণে।

মারে সে নিজ্জীব করি’-মহা-ক্রোধ-মনে ॥ ১০১ ॥

একই বস্তু ; স্তব্ধ-নাম-সেবা-পরিচয়-করিয়া আমি কখনই আমার শুল-হস্ত-শরীর-দ্বয়ে আত্ম স্থাপন করিতে পারি না। ‘জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্য দাস’ অর্থাৎ জীবমাত্রই ‘বৈকুণ্ঠ’। বৈকুণ্ঠের শ্রীহরিনাম-গ্রহণ ব্যতীত অন্তর্কৃত্য নাই। সাধন ও দিক্, উভয় অবস্থাতেই নাম-সেবাই জীবের একমাত্র কৃত্য ; তাহা পরিচয়-করিয়া আমি কখনই মানব-কল্পিত সামাজিক আচার গ্রহণ করিব না। ইচ্ছাতে সমাজ বা শাসক-সম্প্রদায় আমাকে যতই কেন না নিষ্ঠাতন করুক, তাহা আমি অমান-বদনে সঙ্কল্পে সহ করিব। নিত্য হরিসেবন পরিচয়-করিয়া আমি কখনই অনিত্য বিষয়-সুখে ধাবমান হইব না। শ্রোতপণ অবলম্বন করিয়া আমি যে বৈকুণ্ঠ-নাম লাভ করিয়াছি, সেই কৃষ্ণসঙ্কীর্ণন ব্যতীত আমার আর অস্ত্র কোন কৃত্যই নাই। দেহ ও মন, এই

কৃষ্ণকণ্ঠচিহ্ন এসম্মাখ্য। অকুতোভয় ঠাকুরের বাহ-
ব্যবহারিক স্বত্বঃখ স্বতি-রাহিত্য—
'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' স্মরণ করেন হরিদাস।
নামানন্দে দেহ-দুঃখ না হয় প্রকাশ ॥ ১০২ ॥
সজ্জনশিরোমণির প্রতি দ্রোহ-দর্শনে সজ্জনগণের
অশেষ মনঃক্লেশ—

দেখি' হরিদাস-দেহে অত্যন্ত প্রহার।
সুজনসকল দুঃখ ভাবেন অপার ॥ ১০৩ ॥
ভক্তদ্রোহ-ফলে সত্যবিশ্বাসী কাহারও কাহারও মনে
ভবিষ্যতে সমগ্রদেশ-নাশ-বিষয়ে আশঙ্কা—
কেহ বলে,— “উচ্ছন্ন হইবে সর্বরাজ্য।
সে-নিমিত্তে সুজনে করে হেন কার্য্য ॥” ১০৪ ॥
সত্যবিশ্বাসী কাহারও বা ভক্তদ্রোহীর পিনাশ-কামনা—
রাজা-উজীরেরে কেহ শাপে' ক্রোধ-মনে।
মারামারি করিতেও উঠে কোন জনে ॥ ১০৫ ॥
সত্যবিশ্বাসী কাহারও বা পাপি-পাইকগণের চরণ-ধারণ—
কেহ গিয়া যবনগণের পা'য়ে ধরে।
“কিছু দিব, অন্ন করি' মারহ উহারে ॥” ১০৬ ॥

শরীর-ব্যয়—“শরীরী আমি' হইতে পৃথক্, যেহেতু 'আমি'—
নিত্যবস্ত, কিন্তু দেহ ও মন—অনিত্যবস্ত ॥ ১০৭ ॥

পাষণ্ডী কাজী অপণেষে মূলকপাতরস্থানে প্রস্তাব করিল
যে, ‘অম্বুয়া-মূলকের অন্তর্গত বাইশ-বাজারের প্রত্যেক-স্থানে
গিয়া হরিদাসকে প্রহার করা হউক, তাহা হইলেই তিনি
যাইবেন,—ইহাই তাঁহার হিন্দু গ্রহণপূর্ব্বক অর্থাৎ হিন্দুর
মরিয়। আচার স্বীকারপূর্ব্বক হিন্দুর দেবতার নামগ্রহণরূপ
পাপের বিহিত দণ্ড ॥’ ১০৮ ॥

‘বাইশ-বাজারে’ প্রহার-সম্বন্ধে যদি হরিদাস জীবিত
থাকেন, তাহা হইলেই তাঁহাকে নিরুপট ও সত্যবাদী বলিয়া
জানা যাইবে, আর যদি তিনি মরিয়। তাহা হইলেও
তাঁহার উপযুক্ত দণ্ডই হইল ॥ ১০৯ ॥

পাইক,—(পদাতিক-শব্দক), ‘পেয়াদা’, প্রহরী।

ভৃত্য পাইকগুলির প্রতি এই আদেশ হইল যে, হরিদাসের
প্রাণবায়ু নির্গত না হওয়া পর্য্যন্ত তাঁহাকে যেন প্রয়োজনের
অতিরিক্ত নিরতিশয় প্রহার করা হয় ॥ ১১০ ॥

ভক্তদ্রোহী পাষণ্ডিগণের নির্য্য ক্লোশ-কঠোর নিষম হৃদয়—
তথাপিহ দয়া নাহি জন্মে পাপীগণে।

বাজারে-বাজারে মারে মহা-ক্রোধ-মনে ॥ ১০৭ ॥

কৃষ্ণকণ্ঠ্য বহিঃপ্রণীত ব্যবহারিক-ক্লেশ-প্রাপ্তিচ্ছগ্নে

অন্তরে পরপ্রিয়ানন্দ-সুখ—

কৃষ্ণের প্রসাদে হরিদাসের শরীরে।

অন্ন দুঃখো নাহি জন্মে এতেক প্রহারে ॥ ১০৮ ॥

সত্যযুগীয় ভক্তরাজ-প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা—

অসুর-প্রহারে যেন প্রহ্লাদ-বিগ্রহে।

কোন দুঃখ না জানিল,—সর্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥ ১০৯ ॥

অসুরগণের অত্যধিক প্রহার-সম্বন্ধে হরিদাসের

বাহ-ব্যবহারিক ক্লেশসুহৃতি-রাহিত্য—

এইমত যবনের অশেষ প্রহারে।

দুঃখ না জন্মে হরিদাস-ঠাকুরেরে ॥ ১১০ ॥

সত্যযুগীয় শ্রীমাচার্য্যের স্বয়ং ত্রিতাপহঃখামুভব দ্বরে

থাকুক, তদীয় নামস্মরণেই তন্নিরুত্তি—

হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্ব্বথা।

ছিণ্ডে সেইক্ষণে, হরিদাসের কি কথা ॥ ১১১ ॥

যে-সকল যবন-স্বপ্ন পরিভ্রাণ করিয়া কাকের হিন্দু
দর্ম্ম ও আচার গ্রহণ করে, মুচা বা প্রাণদণ্ডই তাহাদিগের
বিহিত শাস্তি। ‘হিন্দু হইতে হিন্দু গ্রহণ কবিবার ঠায়
আর অধিকতর পাপ নাই, মুচ্যদণ্ডই সেই পাপের একমাত্র
প্রায়শ্চিত্ত ॥ ১১২ ॥

যাহারা বৈষ্ণবের বিষেষ করে, তাহাদের পাপ পরিপূর্ণতা
লাভ করে। পাষণ্ডী কাজী হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি দ্রোহিতা-
চরণ করায়, সে এবং মূলকপতি, উভয়েই অত্যন্ত মহা-পাপী।
যে-সকল ভৃত্য প্রহরী অধীনতা-স্বত্রে পাপীদিগের আদেশ
শ্রবণ করিয়া হরিদাস-ঠাকুরকে আসিয়া ধৃত করিল,
তাহারাও পাপ-সম্ম-দোষে দুষ্ট হইল ॥ ১১০ ॥

ঠাকুর হরিদাসের প্রতি অত্যন্ত অবিচার-মূলে দোষাত্মক
ও প্রহার-নির্ধ্যাতন দর্শন ও শ্রবণ করিয়া সজ্জনগণ যারপর-
নাই দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ‘এইরূপ
বৈষ্ণববিরোধের ফলে দেশে শীঘ্রই মহা-অমঙ্গল ঘটবে’ বলিয়া
মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিলেন। বৈষ্ণবের নির্ধ্যাতনফলেই ধরণী

নিজদ্রোহী সত্য-বিরোধি-অসুরগণের কল্যাণ-কামনা—
সবে যে-সকল পাপীগণ তাঁরে মারে ।

তার লাগি' ছুঃখ-মাত্র ভাবেন অন্তরে ॥ ১১২ ॥

নিজপ্রভু কৃষ্ণসমীপে সত্যবিরোধি-অসুরগণের সত্য-

দ্রোহাপরাধের ক্ষমাগন-প্রার্থনা—

“এ-সব জীবেরে, কৃষ্ণ ! করহ প্রসাদ ।

মোর জোহে নহু এ-সবার অপরাধ ॥” ১১৩ ॥

বৈকুণ্ঠনামাচার্য্য শ্রোতসত্য কীৰ্ত্তনকারা জগদগুরুর প্রতি

পাষণ্ডিগণের নির্ঘাতন—

এইমত পাপীগণ নগরে-নগরে ।

প্রহার করয়ে হরিদাস-ঠাকুরেরে ॥ ১১৪ ॥

পাষণ্ডিগণের নির্দয়প্রহার-সম্বন্ধে ও ঠাকুরের অমুক্ষণ কৃষ্ণস্থিতি-

হেতু বাহ্য বাবহারিক-ক্ৰোধানুভূতি-রাহিত্য—

দৃঢ় করি' মারে তারা প্রাণ লইবারে ।

মনঃস্তুতি নাহি হরিদাসের প্রহারে ॥ ১১৫ ॥

স্ব-স্ব আত্মবিক প্রযত্নে পরাজয় ও বৈকল্য-দর্শনে সবিম্বলে

অসুরগণের চিন্তা ও সত্যস্বরূপ নামাচরণের মহা-

যোগৈশ্বর্যদর্শনে তাঁহাকে অতিমর্শাবুদ্ধি—

বিস্মিত হইয়া ভাবে সকল যবনে ।

“মমুস্তের প্রাণ কি রহয়ে এ মারণে ? ১১৬ ॥

ছুই তিন বাজারে মারিলে লোক মরে ।

বাইশ-বাজারে মারিলাও যে ইহারে ॥ ১১৭ ॥

হর্ষিক, অনারুণি, মহামারী, বিপ্লব প্রভৃতি নানা-ক্ৰেণ-তাপে
পারিপূর্ণ হইয়া থাকে ॥ ১০৩ ॥

হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি যবন-কর্ষক এই দূর্ব্যবহার-প্রদ-
র্শনের ফলে সাধুগণ মনে-মনে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ও অসন্তুষ্ট হই-
লেন । কেহ কেহ বা মনে-মনে মূলুকণ্ঠি ও তাহার মজীকে
অভিশাপ দিতে লাগিলেন, কেহ কেহ বা রাষ্ট্রবিপ্লবানয়নের
নিমিত্ত অসন্তোষের বীজ বপন করিতে লাগিলেন ॥ ১০৫ ॥

কেহ কেহ বা নির্দয় প্রহারকারি-যবনগণের পদে অব-
লুপ্তি হইয়া ঠাকুরের প্রাণরক্ষার কৃপা-ভিক্ষা যাচ্চা করিতে
লাগিলেন ; কেহ কেহ বা উৎকোচ-প্রদানের অঙ্গীকার
করিয়া তাহাদিগকে তাদৃশ প্রহার হইতে বিবত করিবার
চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ১০৬ ॥

হিরণ্যকশিপু যেরূপ মহাভাগবত পুত্র প্রহ্লাদকে নানা-
প্রকারে নিগৃহীত করিয়া নির্ঘাতিত করিয়াছিলেন (ভাঃ
৭।৫।৩৩-৫৩, ৭।৮।১-১৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য), মহাপাপী যবনগণও
হরিদাসঠাকুরকে সেই প্রকার নির্ঘাতন কবিত্তে লাগিল,
কিন্তু তথাপি তিনি ভক্তরাজ-প্রহ্লাদের মত তাতাতে লেশ-
মাত্র ছুঃখ-ক্ৰেশও অনুভব করেন নাই । মহাভাগবতগণের
এতদৃশী সহিষ্ণুতা স্বাভাবিকী । তাঁহারা ভগবৎসেবায় সর্লক্ষণ
এইরূপ ব্যস্ত ও নিরত থাকেন যে, ভগবদ্বির্মুখ-জগতের
নির্ঘাতনাদি তাহাদিগকে কোনরূপ উষেগ দিতে সমর্থ হয় না ।
শ্রীগৌরমুন্দর এই জন্তই শ্রীশিক্ষাটকে বলিয়াছেন যে, যিনি
তরু হইতেও সঙ্কণ্ডসম্পন্ন, তিনিই কৃষ্ণকথা কীৰ্ত্তন করিতে

সমর্থ হইবেন, অস্ত্রে নহে । বদ সাধক অসহিষ্ণু হন, তাহা
হইলে তিনি হরি-কীৰ্ত্তনে সমর্থ হইবেন না ; যেহেতু জগতের
অসংখ্যস্থলে দেখা গিয়াছে যে, সমস্ত প্রব সত্য কথা-
প্রচারক হরিকীৰ্ত্তনকারীকে ঈশবিষ্ময় জনগণ অথবা অজ্ঞায়-
ভাবে আক্রমণ করে এবং তাঁহাব হরিকীৰ্ত্তন-রত মুখটী বন্ধ
করিবার জন্য নানা-প্রকার চেষ্টাযুক্ত হয় । কুল বা জাতিমত,
ধনমত ও অপরা-বিত্তা-মতে প্রেমন্ত হস্তবৃত্ত সমাজ একমাত্র
বাস্তব-সত্যবস্ত হরির সঙ্কীৰ্ত্তনকে সপক্ষোভাবে বাধা দিবার
জন্য সপক্ষা যত্ন করে, এমন কি, কপটতা করিয়া তাহারা
নামে মাত্র হরিসঙ্কীৰ্ত্তনদণ্ডে যোগদান করিবার অসৎ ছলনাও
সত্যবস্ত হরিনামের অব্যক্ত বিবোধ প্রদর্শন করে ॥ ১০৯ ॥

তাদৃশ ভীষণ হইতেও অতিশয় ভীষণ নির্ঘাতনে হরি-
দাসের হৃৎ হওয়া দূরে থাকুক, তাহার এই অতুল সহিষ্ণুতার
বৃদ্ধাঙ্ক যিনি স্মরণ কবিবেন, তাহারও যাবতীয় হৃৎ সপক্ষো-
ভাবে বিনষ্ট হইবে ॥ ১১১ ॥

যাহারা ভাগবত-বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধ আচরণ করে, সেই-
সকল অপরাধীর হুবাচারের জন্য সাধুগণ তাহাদের যক্ষণ-
বিধান ও উদ্ধার-সামনার্থ তাহাদিগকে অত্যন্ত দখার পাত্র-
জ্ঞানে অন্তরে অতিশয় হৃৎ অনুভব করেন । ষ্টিষ্টের ও
হজরতের চরিত্রেও এইরূপ চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে ॥ ১১২ ॥

ভগবন্তের প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ করিলে ভগবান্ ভয়ানক
অসন্তুষ্ট হন । মহা-পাপী যবনগণের নিজের প্রতি অত্যাচার-
নিবন্ধন ভগবানের অপ্ৰসন্নতা লক্ষ্য করিয়া ঠাকুর-হরিদাস

মরেও না, আরো দেখি,—হাসে ক্ষণে-ক্ষণে ।”
 “এ পুরুষ পীর বা ?”—সবেই ভাবে’ মনে ॥১১৮॥
 যত্নেচ্ছাময় হবিদ্যাসের প্রাকট্য-দর্শনে অমুরাম্ভরগণের
 নিজপ্রভুর কোপোৎপাদন-ভয়ে উক্তি—
 যবনসকল বলে,—“ওহে হরিদাস !
 তোমা’ হৈতে আমা’সবার হইবেক নাশ ॥১১৯॥
 এত প্রহারেও প্রাণ না যায় তোমার ।
 কাজী প্রাণ লইবেক আমা’ সবা’কার ॥” ১২০ ॥
 ক্রুদ্ধ-প্রভুর ভাবী কোপ হইতে রক্ষণার্থ অমুরাম্ভর নিজেস
 আত্মতারিগণকে পরদ্রুঃখদুঃখী নির্যাসের হরিদাসের
 অভয়-দান ও কৃষ্ণদ্যান-সমাধিযোগ —
 হাসিয়া বলেন হরিদাস মহাশয় ।
 “আমি জীলে তোমা’সবার মন্দ যদি হয় ॥১২১॥
 তবে আমি মরি,—এই দেখ বিজ্ঞমান ।”
 এত বলি ‘আবিষ্ট হইলা করি’ ধ্যান ॥ ১২২ ॥
 কৃষ্ণদ্যান-সমাধি-যোগে হরিদাসের বহিরহুত্ব-লোপ
 ও স্পন্দনতীন নিশ্চল ভাব—
 সর্ব শক্তি সমন্বিত প্রভু-হরিদাস ।
 হইলেন অচেত, কোথাও নাহি শ্বাস ॥ ১২৩ ॥
 সবিস্ময়ে অমুরাম্ভরগণের নিশ্চলদেহ হরিদাসকে
 নবাবদমীপে আনয়ন—
 দেখিয়া যবনগণ বিস্মিত হইল ।
 মুগ্ধকপতির দ্বারে লৈয়া ফেলাইল ॥ ১২৪ ॥
 সত্যবিরোধী নবাবের ও কাজীর সমাধিযোগাপ্রিত ভগদ-
 গুরুকে শব-জ্ঞানে স্ব-তত্ত্ব-চিন্তাবাহুযাগী বিদ্য-ব্যবস্থা—
 “মাটি দেহ’ নিঞা” বলে মুগ্ধকের পতি ।
 কাজী কহে,—“তবে ত পাইবে ভাল-গতি ॥১২৫॥
 সত্য-বিবেচী অতীত মহা-পাপিষ্ঠ কাজীর পাপগুণার
 পরাকাষ্ঠা-প্রদর্শন—
 বড় হই’ যেন করিলেক নীচ-কাজী
 অতএব ইহায়ে যুয়ায় হেন ধর্ম ॥ ১২৬ ॥

ভগবচ্চরণে তাহাদিগের কণ্যাণের নিমিত্ত প্রার্থনা করিয়া-
 ছিলেন । ‘জীবের মতি কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা হইতে কখনও
 বিচ্যুত হউক’—ভগবদ্ভক্ত কোন-কালেই এইরূপ সর্বনাশ-

মাটি দিলে পরলোকে হইবেক ভাল ।
 গাজে ফেল,—যেন দুঃখ পায় চিরকাল ॥” ১২৭ ॥
 হরিদাসকে অমুরাম্ভরগণের নদীতে নিক্ষেপ-চেষ্টা—
 কাজীর বচনে সব ধরিয়া যবনে ।
 গাজে ফেলাইতে সবে তোলে গিয়া তানে ॥১২৮॥
 নদীতে নিক্ষেপ-প্রাণন্তে কৃষ্ণসেবা-স্বখ-সমাধি-নিমগ্ন হরিদাস—
 গাজে নিতে তোলে যদি যবনসকল ।
 বসিলেন হরিদাস হইয়া নিশ্চল ॥ ১২৯ ॥
 বিশ্বস্তরাবিষ্ট হরিদাস-দেহের মহা-গুরুত্ব—
 ধ্যানানন্দে বসিল ঠাকুর হরিদাস ।
 বিশ্বস্তর দেহে আসি’ হৈলা পরকাশ ॥ ১৩০ ॥
 বিশ্বস্তরাবিষ্ট হরিদাসের গুরুত্ব ও অচলত্ব—
 বিশ্বস্তর-অধিষ্ঠান হইল শরীরে ।
 কার শক্তি আছে হরিদাসে নাড়িবারে ? ১৩১ ॥
 পাশবিক জড়বল দ্বারা চিদ্রূপার্থশাসীর অপরাধের স্ব-
 মহা-বলবন্ত সব চতুর্দিকে ঠেলে ।
 মহা-সুস্তপ্রায় প্রভু আছেন নিশ্চলে ॥ ১৩২ ॥
 কৃষ্ণসেবা-রসনিমগ্ন হবিদ্যাসের বহিরহুত্ব-রাহিত্য—
 কৃষ্ণানন্দ-সুখাসিক্ত মণ্ডে হরিদাস ।
 মগ্ন হই’ আছেন, বাহ্য নাহি পরকাশ ॥ ১৩৩ ॥
 হরিদাসের পরব্যোমাম্ভুত্ব-সেবা-স্বখ-সমাধি ও
 জড়ব্যোমাম্ভুত্ব-রাহিত্য—
 কিবা অন্তরীক্ষে, কিবা পৃথ্বীতে, গজায় ।
 না জানেন হরিদাস আছেন কোথায় ॥ ১৩৪ ॥
 ভক্তরাজ প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা—
 প্রহ্লাদের যেহেন স্মরণ কৃষ্ণভক্তি ।
 সেইমত হরিদাস ঠাকুরের শক্তি ॥ ১৩৫ ॥
 চেটীর আন সিদ্ধি ও বিহুতি—গৌরকৃষ্ণগত-প্রাণ
 নামরস-রসিকের অমুরাম্ভর
 হরিদাসে-এই সব কিছু চিত্র নহে ।
 নিরবধি গৌরচন্দ্র বাঁহান হৃদয়ে ॥ ১৩৬ ॥

সামিনী প্রার্থনা করেন না । সর্বজীবে করুণ-হৃদয় বৈকব-
 ঠাকুর কোন প্রাণীর অমঙ্গলের কারণ হন না ॥ ১১৩ ॥
 সাধারণ বদ্ধজীবগণ গাছজগতের চিন্তা-শ্রোতে একেবারেই

ভগবান্ শ্রীরাঘবের নিতাসিদ্ধ পার্থক্য হনুমানের

দৃষ্টান্ত ও উপমা—

রাক্ষসের বন্ধনে যেহেন হনুমান্ ।

আপনে লইলা করি' ত্রজ্ঞার সম্মান ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীনাথের কীৰ্ত্তন-কার্যে ব্যবহারিক দুঃখক্লেশকে দৈশমুকপ-

জ্ঞানে অচলা নাগনিষ্ঠার অগস্ত্য আদর্শ-শিক্ষা-প্রদর্শন—

এইমত হরিদাস যবন-প্রহার ।

জগতের শিক্ষা লাগি' করিলা স্বীকার ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীনাথ প্রভুব কীৰ্ত্তন-সেবন-কার্যেব সম্ভোতম উপদেশ শিক্ষা—

“অশেষ দুর্গতি হয়, যদি যায় প্রাণ ।

তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিনাম ॥” ১৩৯ ॥

শ্রীমুসিংহাভিষুপ্ত ভক্তের বিয় ক্লেশাতীতত্ব—

অন্তথা গোবিন্দ-হেন রক্ষক থাকিতে ।

কার শক্তি আছে হরিদাসেরে লজ্জিতে ১১৭০ ॥

স্বয়ং নামাচার্যের ক্লেশপ্রাপ্তি দূরে থাকুক, তদীয় নাম-

স্মরণেই তন্নিস্কৃতি—

হরিদাস-স্মরণেও এ দুঃখ সর্বথা ।

খণ্ডে' সেইকালে, হরিদাসের কি কথা ॥ ১৪১ ॥

গৌরভক্তশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণকুল গুরু গোবামী হরিদাস—

সত্যসত্য হরিদাস—জগৎ-ঐশ্বর ।

চৈতন্যচন্দ্রের মহা-মুখ্য অমুচর ॥ ১৪২ ॥

ভগবদ্ভিচ্ছায় গঙ্গা-জলে ভাসমান হরিদাসের বাহুবলী-

অবতরণ—

হেনমতে হরিদাস ভাসেন গঙ্গায় ।

ক্ষণেকে হইল বাহু ঐশ্বর-ইচ্ছায় ॥ ১৪৩ ॥

হরিদাসের তটে আগমন—

চৈতন্য পাইয়া হরিদাস-মহাশয় ।

ভীরে আসি' উঠিলেন পরানন্দময় ॥ ১৪৪ ॥

বিমুচ্ত হইয়া স্ব-স্ব চক্ষু মনকেই বাবহারিক-কার্যে পরিচালক
করিয়া জ্ঞান করেন । কিন্তু ভগবত্তরুণ হরিসেবায় সক্ষম
বাস্তব থাকায় তাঁহারা বাহু বিষয়ের ভোক্তৃত্ব মনকে কখনও
নিযুক্ত করেন না, পরন্তু ভাগতিক হৃদে বস্তু বা ঘটনার
সম্বন্ধ-বিষয়ে তাঁহাদের বাহির্দেহের ও অন্তর্মমের আদৌ
কোন স্মৃতি থাকে না—সম্পূর্ণ দেহাঙ্গদ্বারা বিস্মৃতি ঘটে,—
“কখনোই শ্রী, জড়ে উদাসীন, নির্দেষ আনন্দময় ॥” ১১৫ ॥

পীর,—(ফার্স বা পারসীক-শব্দ), ঐশ্বর জানিত সাধু
অলৌকিক-শক্তিসম্পন্ন সর্বজনমাতৃ মহাপুরুষ ॥ ১১৮ ॥

উগ্র-প্রহারকারী সেই যবনভূতগণ হরিদাসকে বলিল,—
‘আমরা তোমাকে যৎপরোনাস্তি প্রহার করিয়া একেবারে
মারিয়া ফেলিতে না পারিলে আমাদের প্রতি মনিবগণের
বিষম ক্রোধের সঞ্চার হইবে । তাঁহারা ক্রোধ-পরবশ হইয়া
আমাদিগকে প্রাণে বিনাশ করিবেন ॥’ ১১৯ ॥

হরিদাস কহিলেন,—‘আমি তোমাদিগের দ্বারা অত্যন্ত
প্রভু হইয়াও, যদি আমার প্রকটাবস্থায় তোমাদের কোন
প্রকার অনিষ্ট ঘটে, তাহা হইলে তোমাদের সেই অমঙ্গল-
নিবারণ ও মঙ্গলের জন্ত আমি এইমূহর্তে দেহ ত্যাগ করিতে
পারি’—এই বলিয়া তিনি শুদ্ধবদ্বন্দ্বয়ে চিন্ময় ভগবদ্ব্যন-
নয় শুদ্ধসমাধি-অবস্থায় মৃতপ্রাণের ভায় লীলার অভিনয় করি-

লেন । ভগবদ্ভাব সমাধি-ক্ষেত্রে তাঁহারানন্দ-প্রকাশ আর
প্রত্যক্ষভাবে প্রবাহিত হইতে দেব-গেহ না ॥ ১২১-১২২ ॥

মাটি দেহ,—মৃত্তিকার নীচে প্রোথিত বা সমাধিস্থ কর,
‘গোর’ বা ‘কবর’ দেও ।

পাষণ্ডী কাজী বলিল,—‘হরিদাস পরমোৎকৃষ্ট যবনকুলে
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন মৃত্তিকার নীচে সমাধিগাভফলে
বাহাতে তাঁহার পারলৌকিক স্মৃতিটুকুও লাভ না হয়,
তাহাই আমাদের কল্পব্য । যবনদিগের ধর্মবিবাস এই যে,
মৃতশরীরকে মৃত্তিকার নিম্নদেশে প্রোথিত করিয়া রাখিলে
শরীরীর সঙ্গতি-লাভ হয় । অতএব হরিদাস-ঠাকুরের মৃত প্রায়
দেহ মৃত্তিকাভাস্তরে প্রোথিত না করিয়া গঙ্গাজলে ভাসাইয়া
দিলে তিনি হিন্দুস্ব-গ্রহণ এবং হিন্দুধর্মের দেবতার নামগ্রহণ-
রূপ পাপের শাস্তিরূপ অনন্তকাল ক্লেশ পাইবেন ॥’ ১২৬ ॥

কৃষ্ণানন্দ-সুগ দিল্লি,—কৃষ্ণপ্রিয়ানন্দ-সমাধি ।

বাহু,—বাহুজ্ঞান ॥ ১৩৩ ॥

প্রহ্লাদের...কৃষ্ণভক্তি,—(ভাঃ ৭।৪, ৩৬, ৩৮ এবং ৪২
ব্রোকে প্রহ্লাদচরিত্রবর্ণন-প্রবন্ধে মৃত্তিকার প্রতি শ্রীনারদের
উক্তি—) ‘ভগবান্ বাহুদেবের প্রতি সেই প্রহ্লাদের বাহা-
বলী রতি ছিল । বালাবস্থায় অনিত্যকৌড়াদি পরিত্যাগ-
পূর্বক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিরন্তর ঐকান্তিক-স্মরণ-প্রভাবে তিনি

নামোংকীৰ্ত্তনানন্দে কৃষ্ণিয়া-গ্রামে আগমন—

সেইমতে আইলেন ফুলিয়া-নগরে ।

কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে উচ্চৈঃস্বরে ॥ ১৪৫ ॥

য য-আত্মরিক হিংসা-চেষ্টা বিফল ও বিজিত হইয়াছে

দেখিয়া অশ্রুগণের ভরুপদে বগ্নতা-স্বীকার—

দেখিয়া অল্পত-শক্তি সকল যবন ।

সবার খণ্ডিল হিংসা, ভাল হৈল মন ॥ ১৪৬ ॥

যোগৈশ্বর্যাশাণী অতি-মর্ত্য পুণ্য-জ্ঞানে হরিদাসকে বন্দনা-

কলে অশ্রুগণের উদ্ধার-লাভ—

পীর' জ্ঞান করি' সবে কৈল নমস্কার ।

সকল যবনগণ পাইল নিস্তার ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণকসেবনপর-চিত্ত ও কৃষ্ণাক্রান্ত-হৃদয় হওয়ায় সম্পূর্ণভাবে জগতের বহিঃপতীতি-রহিত ছিলেন। গোবিন্দ-পরিরম্বিত হওয়ায় তিনি উপবেশন, পথটন, ভোজন, শয়ন, পান ও বাক্য উচ্চারণ করিয়াও ঐদকল চেষ্টার অমুদ্রকান করিতেন না—‘কেবলমাত্র অভ্যাসবশেই সম্পাদন করিতেন।’ (ভাঃ ৭৯৬-৭ শ্লোকে বৃন্দাষ্টীরের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) ‘ভগবান্ শ্রীনৃসিংহদেবের করম্পৃষ্ট হইবা-মাত্র প্রক্সান্বেব যাবতীয় অশুভ নিরস্ত হইল এবং তৎক্ষণাৎ হৃদয়ে অপরোক্ষীভূত ব্রহ্মজ্ঞান উদ্ভিত হওয়ায় তিনি নিবৃত্ত হইয়া হৃদয়-মধ্যে ভগবৎপাদপদ্ম ধ্যান করিতে লাগিলেন। * * প্রক্সাদের হৃদয় উত্তম সমাধি-লাভ করিলেন, কেন না, তাঁহার হৃদয় ও দৃষ্টি একান্তভাবে ভগবান্বেব প্রতি মগ্ন হইয়াছিল ॥’ ১৩৫ ॥

লক্ষ্য-নিঃসকালে হনুমান্ যেরূপ বাক্যসরাজ রাবণের পুত্র ইন্দ্রজিতের নিকট ব্রহ্মাঙ্গ বন্ধনপতিত হইয়া ব্রহ্মাস্ত্রের সম্মান রক্ষা করিয়াছিলেন (রামায়ণে স্কন্দকাণ্ডে ৪৮ সঃ ৩৬-৪৫ শ্লোক প্রভৃতি), সেইরূপ হরিদাসও জগৎকে সর্বোত্তম সহিষ্ণুতার আদর্শ শিক্ষা প্রদান করিবার নিমিত্ত যবনের ভাষণ নিষ্ঠুর প্রহার স্বীকার করিয়াছিলেন ॥ ১৩৬ ॥

অশেষ...হরিদাস—ইহাই পূর্বসংখ্যা-কথিত জগতেব শিক্ষা ।

ভক্তিবিরোধী অত্যাভিমানী, কস্মী ও মায়াবাদি-সম্প্রদায় ভক্তের প্রতি যতই কেন না প্রতিকূল আচরণ করুক, তথাপি ভক্তভগবানের নাম-ভবন পরিত্যাগ করেন না ॥ ১৩৯ ॥

অন্তথা,—অর্থাৎ, পূর্বকথিত ‘অশেষ দুর্গতি হয়, যদি

বহির্দশায় আসিয়া সম্মুখে নিজদ্রোহী নবাবকে দেখিয়া।

তৎপ্রতি ক্রমা ও কল্যাণ-প্রাপ্তি হান্ত—

কতক্ষণে বাহু পাইলেন হরিদাস ।

মূলুকপতিরে চা'হি হৈল কৃপা-হান ॥ ১৪৮ ॥

হরিদাসের ঐশ্বর্যা-মহিমা-দর্শনে নবাবের করযোড়ে

সবিনয়ে উক্তি—

সম্মুখে মূলুকপতি যুড়ি' ছই কর ।

বলিতে লাগিল কিছু বিনয়-উত্তর ॥ ১৪৯ ॥

হরিদাসকে অব্যজ্ঞানতত্ববিশিষ্ট সিদ্ধ মহাপুরুষ-জ্ঞান—

‘সত্যসত্য জানিলাও,—ভূমি মহা-পীর ।

‘এক’-জ্ঞান তোমার সে হইয়াছে স্থির ॥ ১৫০ ॥

যায় প্রাণ । তথাপি বদনে না ছাড়িব হরিদাস ॥’—এইরূপ উক্তি-ধারা যদি ঠাকুর-হরিদাস অতুলনীয় সহিষ্ণুতার সর্বোত্তম-আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক ‘জগতের শিক্ষা’র নিমিত্ত উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট না হইতেন, তাহা হইলে ।

ভগবান্ গোবিন্দই সমগ্র-জগতের পালনকর্ত্তা । তাঁহার ঐকান্তিক-ভক্তশ্রেষ্ঠ হরিদাসের উপর কাহারও ত্রোহিতা, দোষায়া, বিরোধ, অত্যাচার বা নির্ঘাতন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে না । কোন পাষাণীরই হরিদাসকে অতিক্রম করিবার অধিকার নাই ॥ ১৪০ ॥

পাঠান্তরে ‘জগৎ-ঈশ্বরের’ স্থানে ‘পূর্ব নিপ্রবর ; প্রকৃত-প্রভাবে ঠাকুর-হরিদাস পূর্ব-হইতেই সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ-চূড়ামণি । জড়-প্রত্যক্ষবাদী তাঁহাকে যবনকূলে উদ্ধৃত দেখিলেও তিনি অনাদিকাল হইতে অচ্যুতায় ব্রহ্ম-স্বভাব-সম্পন্ন মহা-পীর ভগবৎসেবক বৈষ্ণববর । যাহাবা সর্বক্ষণ ভগবানের সেবা করেন, তাঁহারাই অনাদিকাল হইতে নিত্য ব্রাহ্মণতা-গুণে বিভূষিত । কেহ কেহ জাল-পুঁথির চনা করিয়া হরিদাস-ঠাকুরকে শৌক্য-বিপ্রকুলোদ্ভূত বলিয়া নিজ-নিজ তর্কানভিজ্ঞ-প্রহৃত কুদ্র জড়ীয় সামাজিক-বিচার তাঁহার প্রতি আরোপ করিতে যান, কিন্তু সেইদকল অণীক তথ্য-বিবরণ—সর্বথা ইতিহাস-বিরুদ্ধ ।

‘জগৎ-ঈশ্বর’-শব্দটা চৈতন্যভক্তের ‘বিশেষণও’ হইতে পারে ; অথবা, প্রাক্তন-জন্মে হরিদাসের বিরিক্ষিত লক্ষ্য করিয়াও ‘জগদীশ্বর’-শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে । শ্রীকৃপ-

হরিদাস বাতীত বিহু সোণী ও জ্ঞানী প্রভৃতি সকলেই মুখে-

মাত্র মুক্তাভিমানে হইয়াও বস্তুতঃ অমুক্ত—

যোগী জ্ঞানী যত সব মুখে-মাত্র বলে।

তুমি সে পাইলা সিদ্ধি মহা-কুতূহলে ॥ ১৫১ ॥

নবাবের স্বকৃত দ্রোহজনিত পাপের ক্ষমা প্রার্থনা—

তোমারে দেখিতে মুই আইলুঁ এখানে।

সব দোষ, মহাশয়, ক্ষমিবা আমারে ॥ ১৫২ ॥

হরিদাসের সর্বত্র সমদর্শিত্ব ও অক্ষর-জ্ঞানে দুঃস্বপ্ন—

সকল তোমার সম, —শত্রু-মিত্র নাই।

তোমা' চিনে,—হেম জন ত্রিভুবনে মাই ॥ ১৫৩ ॥

হরিদাসকে সর্বত্র যথেষ্ট বিচরণার্থ অমুমতি-প্রদান—

চল তুমি, শুভ কর' আপন-ইচ্ছায়।

গলাতীরে থাক গিয়া নির্জন-গোফায় ॥ ১৫৪ ॥

আপন ইচ্ছায় তুমি থাক যথা তথা।

যে তোমার ইচ্ছা, তাই করহ সর্বথা ॥ ১৫৫ ॥

হরিদাস-দর্শনে উত্তমাদম-নিঃশিষ্যে সকলেব নিজ-

স্বাতন্ত্র্য-বিস্তৃতি ও তদামুগতা-স্বীকার—

হরিদাস-ঠাকুরের চরণ দেখিলে।

উত্তমের কি দায়, যবন দেখি' ভুলে' ॥ ১৫৬ ॥

অমামুখিক দ্রোহ-দৌরায়াচরণশীল বিদ্বান্ধর ও হরিদাসকে

সিদ্ধ-মহাপুরুষ-জ্ঞানে পাদপদ্ম-বন্দন--

এত ক্রোশে আনিলেক মারিবার তরে।

'পীর'-জ্ঞান করি' আরো পা'য়ে পাছে ধরে ॥ ১৫৭ ॥

নিজক্রোহী বিদ্বান্ধরকে ক্ষমা-প্রদর্শনান্তে হরিদাসের

ফুলিয়া-গ্রামে আগমন—

যবনেরে কৃপা-দৃষ্টি করিয়া প্রকাশ।

ফুলিয়ায় আইলা ঠাকুর-হরিদাস ॥ ১৫৮ ॥

গোশ্বামি-কথিত ষড়্বেগ-দমনকারী মহাভাগবত 'গোশ্বামী'ই
'জগদীশ্বর' বা 'বৈষ্ণব' প্রভৃতি মহান শব্দে অভিহিত হন ॥

মহাভাগবতের ঠাকুর-হরিদাসকে পূজাবুদ্ধিতে বিনীত-
ভাবে নমস্কারকারী যবনগণের ভববন্ধন-মোচন হইল ॥ ১৫৭ ॥

এক-জ্ঞান,—সর্বত্রুতে ভগবত্তাব এবং ভগবানে কৃত
(বৈচিত্র্য)-দর্শন অর্থাৎ অষ্টমজ্ঞানোদ্ভূতি।

সাধারণ কণট-যোগী বা কণট-জ্ঞানী কেবলমাত্র মুখে

উচ্চ নামকীর্তনমুখে বিগ্রস্কার উপস্থিতি—

উচ্চকরি' হরিদাস লইতে লইতে।

আইলেন হরিদাস ব্রাহ্মণ-সভাতে ॥ ১৫৯ ॥

হরিদাস-দর্শনে বিপ্রগণের হর্ষ—

হরিদাসে দেখি' ফুলিয়ায় বিপ্রগণ।

সবেই হইলা অতি পরানন্দ-মন ॥ ১৬০ ॥

বিপ্রগণের হরিশ্রবণের মধ্যে হরিদাসের সহর্ষে নৃত্য—

হরিশ্রবণি বিপ্রগণ লাগিলা করিতে।

হরিদাস লাগিলেন আনন্দে নাচিতে ॥ ১৬১ ॥

হরিদাসপ্রভাবে হরিদাসের অটমাত্মিকতাবিকার—

অদ্ভুত অনন্ত হরিদাসের বিকার।

অশ্রু, কল্প, হান্ত, মুর্ছা, পুলক, ছল্লার ॥ ১৬২ ॥

হরিদাসের প্রেমাবেশে ভূপতন, বিপ্রগণের বিশ্বয়—

আছাড় খায়েন হরিদাস প্রেমরসে।

দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ মহানন্দে ভাসে ॥ ১৬৩ ॥

হরিদাসের ঐশ্বর্য ও বিপ্রগণ যেটিত হইয়া উপবেশন—

শ্রির হই' কণেকে বসিলা হরিদাস।

বিপ্রগণ বসিলেন বেড়ি' চারিপাশ ॥ ১৬৪ ॥

নিজদ্রোহ-প্রবণে জঃখিত বিপ্রগণকে আশ্বাস ও বহির্দৃষ্ট

বাবহার-জঃখকে ভগবৎকৃপা-সম্পদজ্ঞান—

হরিদাস বলেন,—“শুন্মহ বিপ্রগণ!

জঃখ না ভাবিছ কিছু আমার কারণ ॥ ১৬৫ ॥

স্বয়ং সম্পূর্ণ দোষাতীত হইয়াও দৈন্ত ও প্রপত্তি-পশে অল্পকৃত

বিস্মিন্দা-প্রবণাভিনয়কালে আপনাকে দোষী ও দণ্ড্য

জ্ঞানদ্বারা জগতে দৈন্ত ও প্রপত্তি-শিক্ষা-দান—

প্রভু-নিন্দা আমি যে শুনিগুঁ অপার।

তার শাস্তি করিলেন ঈশ্বর আমার ॥ ১৬৬ ॥

উদারতাদেখাইবার জন্য অধর-জ্ঞানের কথা বলিয়া থাকে, কিন্তু
তুমি হরিদাস প্রকৃতপক্ষে সত্য সত্যই সিদ্ধ মহাপুরুষ ॥ ১৫১ ॥

জগতের লোক অক্ষর-জ্ঞানের বিচার-বলে মহাভাগবত
পরমহংস-বৈষ্ণবকে বুঝিতে পারেন না। বস্তুতঃ কেহই বৈষ্ণবের
শত্রু বা মিত্র নহে! সমগ্র বিশ্ববাসীকেই বৈষ্ণব জ্ঞান-হেতু
তিনি সকলেরই বন্ধু, এবং প্রাকৃত ভোগ্য-দর্শন রহিত হইয়া
শত্রু ও মিত্রে অর্থাৎ সর্বদা ত্রিভুবনে তিনি সমদর্শন ॥ ১৫৩ ॥

দৈত্য ও প্রপত্তি-বশে বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণাভিনয়কলস্বরূপ নিজ-
প্রতি বিধার্কৃত মহা-দ্রোহ ও হিংসাকেও ভগবানের
অঙ্গদণ্ড বা কৃপা-প্রসাদ-ক্ষমা-জ্ঞান—
ভাল হৈল, ইথে বড় পাইলুঁ সন্তোষ ।
অল্প শাস্তি করি' ক্ষমিগেম বড় দোষ ॥ ১৬৭ ॥
যয় পূণ্যপাপাতীত মুক্ত মহাভাগবত হইয়াও আপনাকে
যমদণ্ড মর্ত্যজীব-জ্ঞানে ভ্রষ্টাঙ্গ্যঙ্গীভবের বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণ
জনিত মহা-পাপ-ফলে কুস্তীপাক-নবকলাভ বর্ণন—
কুস্তীপাক হয় বিষ্ণুনিন্দন-শ্রবণে ।
তাহা আমি বিস্তর শুনিলুঁ পাপ-কাণে ॥ ১৬৮ ॥
বিষ্ণুনিন্দা-শ্রবণাভিনয়কলস্বরূপ নিজপ্রতি ভীষণ-দ্রোহ ও
হিংসাকে যথা-যোগ্য ভগবৎকৃপা-বৃত্তি-জ্ঞান এবং দ্রুতপঙ্গজনিত
নামাপরাধ হইতে নিমুক্তি-প্রার্থনা-দ্বারা শিক্ষা-দান—
যোগ্য শাস্তি করিলেন ঈশ্বর তাহার ।
হেন পাপ আর যেন নহে পুনর্বার ॥” ১৬৯ ॥
সজ্জন ভূম্বরগণ সহ হরিদাসের কৃষ্ণ সীর্জন—
হেনমতে হরিদাস বিপ্রগণ-সঙ্গে ।
নির্ভয়ে করেন সঙ্কীর্জন মহারজে ॥ ১৭০ ॥

গোফায়,—(সংস্কৃত ‘গুহা’ এবং হিন্দী ‘গুফা’-শব্দজ),
জনহানি গহবরে ।

মুলুকপতি বলিলেন,—‘হরিদাস ! তুমি এক্ষণে অববোধ-
মুক্ত হইয়াছ ; স্মৃতরাং বেচ্ছাক্রমে ফুলিয়া-গ্রামে গঙ্গাতটে
কোন নির্জন-গুহায় তোমার অভীষ্টদেবের গুহু ভক্তনের
নিমিত্ত শুভ বিজয় করিতে পার । অতিদুর্গত মহাপরাধী
আমাদের অমার্জনীয় অপরাধ তুমি ক্ষমা করিয়া শুভ কৃপা-
দৃষ্টি নিক্ষেপ কর ॥’ ১৫৪ ॥

যবনগণ সাধারণঃ ভগবত্তিরহিত । অজ্ঞাভিলাষী,
কর্মী ও জ্ঞানী প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত উচ্চ অত্যন্ত সম্প্রদায়-গণ
মহাভাগবতশ্রেষ্ঠ ঠাকুর-হরিদাসের শ্রী-সঙ্কীর্ণমলের ওদাণ্য ও
মাহাত্ম্য দর্শন করিলে তাহাদের নিজ-নিজ-বিষয়ের মহাষোপ-
লব্ধি হইতে চিরতরে অবদরগাত ঘটে । নিতান্ত ঈশ-
বিস্ময় পাপিষ্ঠ যবনগণও তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাহাদিগের
ইন্দ্রিয়চালন-স্বাভাবিক ভক্তিবিমোহ-চেষ্টা বিস্তৃত হইয়া মুগ্ধ
হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৫৬ ॥

বৈকুণ্ঠশ্রোতসত্য-প্রচারক নির্দোষ জগদ্বৈষ্ণব বৈষ্ণবাচার্য্য-
প্রতি দ্রোহজনিত মহাপরাধের ফল—

তাহানেও দুঃখ দিল যে-সর্ব স্ববনে ।
সবংশে উদ্ধার তার হৈল কতদিনে ॥ ১৭১ ॥
গঙ্গা-তীরে নির্জনে হরিদাসের নিরন্তর কৃষ্ণস্বরূপ—
তবে হরিদাস গঙ্গা-তীরে গোফা করি’ ।
খাকেন বিরলে অহ নিশ কৃষ্ণ স্মরি’ ॥ ১৭২ ॥
প্রত্যহ তিনলক্ষ শুদ্ধ-নাম-গ্রহণ-হেতু হরিদাসের ভজন-
কুটীরটি শুদ্ধস্বয়ম অভিন্ন-বৈকুণ্ঠ—
তিন-লক্ষ নাম দিনে করেন গ্রহণ ।
গোফা হৈল তাঁর যেন বৈকুণ্ঠ-ভবন ॥ ১৭৩ ॥
গুহা-স্থিত মহাসর্পের আখ্যান—
মহা-নাগ বৈলে সেই গোফার ভিতরে ।
তার জালা প্রাণী-মাত্রে সহিতে না পারে ॥ ১৭৪ ॥
হরিদাস-দর্শনার্থ সমাগত জনগণের সর্পবিষ-জালা-প্রভাবে
শীঘ্র স্থান-ত্যাগ—
হরিদাস-ঠাকুরেরে সম্ভাষা করিতে ।
যতেক আইসে, কেহ না পারে রহিতে ॥ ১৭৫ ॥

অহো মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবঠাকুরের কি আশ্চর্য্য
অলৌকিক মহিমা ! ঠাকুর-হরিদাসের বিধেয়ী যে মুলুকপতি
পূর্বে ভীষণ-ক্রোধবশে ঠাকুরকে অতিকঠিন শাস্তি প্রদান
করিবার নিমিত্ত নিজসমীপে ধরিয়া আনাইয়াছিল সেই বিষ্ণু-
বৈষ্ণব বিরোধী মহা-পাপী ব্যক্তিই কিনা অবশেষে ঠাকুরের
অলৌকিক ক্ষমা ও সহিষ্ণুতার জগত্ত আদর্শ-দর্শনে নিরতিশয়
বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ঈশ্বর-প্রেরিত অতিমর্ত্য
মহাপুরুষজ্ঞানে পূজ্যবুদ্ধি করিল, শুধু তাহাই নহে, সেইপাষাণী
মহাপরাধী অমৃতাপাননে দগ্ধ হইয়া স্বীয় অপরাধ-ক্ষমা যাজ্ঞা-
পূর্ব্বক ঠাকুরের পাদপদ্ম বন্দনপাণ্ডুল্য করিতে বাধ্য হইল ॥ ১৫৭ ॥

ফুলিয়ার কাজীর অত্যাচার ও আশুয়া-মুলুকপতির-নিগ্রহ
হইতে অবদর লাভ করিয়া ঠাকুর-হরিদাস ফুলিয়া-গ্রাম-
নিবাসী ব্রাহ্মণসমাজের নিতাপরম-কল্যাণ-সাধনের নিমিত্ত
উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিতে করিতে তথায় আসিয়া উপনীত
হইলেন । সঙ্কীর্ণ-সাম্প্রদায়িকতা ও সামাজিক ভক্তিবিষেক-
বশতঃ কোন কোন ব্রাহ্মণকুল হরিদাসকে পূর্ব্ব নামদাতা

নিরন্তর নাইকনিষ্ঠ হরিদাস ব্যতীত অশ্রু সকলেরই

সর্ববিষ-আলাহুত্ব—

পরম-বিশ্বের আলা সবাই পায়েন।

হরিদাস পুনঃ ইহা কিছু না জানেন ॥ ১৭৬ ॥

হরিদাসের ভজনস্থলে বিপ্রগণের লোকপীড়ক আচার

কারণ-নির্দেশ-বিচার—

বসিয়া করেন যুক্তি সর্ববিপ্রগণে।

“হরিদাস-আশ্রমে এতেক আলা কেনে ॥” ১৭৭ ॥

গ্রামবানী বিষবৈজ্ঞানের তথ্য বিষধর-সর্পের

অবস্থান-নির্দেশ—

সেই কুলিয়ায় বৈসে মহা বৈজ্ঞানগ।

তারা আসি’ জামিলেক সর্পের কারণ ॥ ১৭৮ ॥

বৈজ্ঞ বলিলেক,—“এই গোফার তলায়।

এক মহা নাগ আছে, তাহার আলায় ॥ ১৭৯ ॥

রহিতে না পারে কেহ,—কহিলু’ মিচ্চয়।

হরিদাস সব্বরে চলুন অশ্রুশ্রয় ॥ ১৮০ ॥

শ্রীকুরুদেব-পদে বরণ করিতে রুচিবিশিষ্ট হন নাই। এক্ষণে তাঁহার অলৌকিক অমিত-শক্তির কথা শুনিয়া সকল মর্যাদা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণই তাঁহাকে ভগবদভিন্ননামদাতা বলিয়া স্বীকার করিলেন। তাঁহার সকলই মহানন্দে হরিদাসকে সমাদর করিতে লাগিলেন ॥ ১৫৯-১৬১ ॥

হরিদাস আপনাকে কর্মফলবাধ্য সামান্ত বদ্ধজীব-জ্ঞানে দৈন্ত্যভরে বলিলেন,—‘আমার প্রাক্তন-কর্ম-দোষেই ভগবদ-বৈমুখ্যের শাস্তিস্বরূপ ভগবদ্বিরোধময়ী কথা শুনিতে হইয়াছিল। যেহেতু আমি সহিষ্ণুতা-ধর্মক্রমে ভগবদ্বিষেষ্টি-জনগণের কর্কশ-বাণী শ্রবণ করিয়া তাহাৎ যথোচিত প্রতিকার প্রার্থনা করি নাই, সেইজন্তই ভগবান্ আমার প্রতি এইরূপ দণ্ড বিধান করিলেন। যাচার ভক্ত ও ভগবানের প্রতি বিষেযোক্তি শ্রবণ করিয়াও আপনাদিগকে সহিষ্ণু জানাইবার জন্ত উহার প্রতিকারে যত্নবিশিষ্ট হয় না, তাহাদের জন্ত ভগবান্ কঠোর শাস্তি বিধান করেন। প্রাক্তত সহজিয়া-সম্প্রদায় হরি-গুরুবৈষ্ণবের নিন্দোক্তি শ্রবণ করিয়াও নিজের ঘৃণিত জঘন্ঠ কপট্যকে ‘বৈষ্ণবাচার’ বলিয়া প্রতিপাদন করিতে যার বলিয়া তাহাদের ভীষণ হৃদশা অবশ্যস্বাভাবী। ঠাকুর-হরিদাস সত্যসত্যই সহিষ্ণুতাধর্মের সর্বোত্তম আদর্শ ছিলেন; আর কপট প্রাক্তত-সহজিয়া-সম্প্রদায় ঠাকুর-হরিদাসের সহিষ্ণুতা-ধর্মের কৃত্রিম অমুকরণ করিতে যাওয়ার তাগদের ভাগ্যে নানাবিধ ক্লেশভোগ-লাভই সার হয়। মহাভাগবত পরমহংস-বৈষ্ণব বরং নিন্দাদি-শত্রুদণ্ড বলিয়া ক্রোধের প্রতীতিভূত পয়ের নিন্দা-প্রশংসা-প্রজল্প-চর্চা প্রভৃতি জড় বাহির্দর্শন তাঁহার থাকে না, কিন্তু প্রাক্তত-সহজিয়ার তাদৃশ উচ্চ অবস্থান লাভ না হওয়ার তদমুকরণ-চেষ্টা তাহার পক্ষে ঘৃণিত কপট-

চরণেই পর্যাবসিত হয়; সুতরাং তাহাৎ ভ্রংশভোগ অনিবার্য। এই কথা কপট প্রাক্তত-সহজিয়া-সম্প্রদায়কে জানাইবার জন্তই হরিদাস-ঠাকুরের সাধারণ-অনোচিত কর্মফলগানের আবাহন। প্রাক্তত-সহজিয়া কর্মফলেব অবদান, কিন্তু হরিদাসমোচারণ-কারী মুক্তকুলশিষ্যোমণি হরিদাস-ঠাকুর কর্মফলাধীন নহেন;—একথা শ্রীকৃষ্ণগোষামিণির শ্রীনামাষ্টকে ও (৪র্থ শ্লোকে) লিখিয়াছেন,—“ষদ্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতির্নিষ্ঠয়াপি বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ। অষ্টপতি নামস্মরণেন তন্তে প্রারক-কর্মসি বিরোতি বেদঃ ॥” অর্থাৎ ‘তন্ত্রের সাক্ষাৎকার-নিষ্ঠা-ধাওয়া ভোগব্যতীত প্রাবন্ধকর্ম কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু হে নাথ, জিহ্বাশ্রেণে তোমার শ্রীনামের স্মৃতিমায়েই (নামাভাসেই) সেই প্রাবন্ধ-কর্ম সমূলে বিনষ্ট হয়,—ইহা বেদ তারস্বরে কীর্তন কবিতেছেন ॥’ ১৬৬ ॥

বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে-সকল মুঢ়মতি ‘তরো-রপি সহিষ্ণু’, শ্লোকের প্রাক্তত তাৎপর্যশিক্ষাব বিরুদ্ধে কপট কৃত্রিম মুহূর্ত্ত বা সহিষ্ণুতার ভাণে আপনাদিগকে উন্নত ও উদার-চরিত্র (?) বলিয়া ‘বাহাজুরী’ প্রদর্শন করে, প্রাক্তত-প্রস্তাবে তাহা তাহাদের মহাপরাধের ফল বলিয়া জানিতে হইবে। তাদৃশ মহাপরাধকে অল্পজ্ঞানে নিজের জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহ-চেষ্টারূপ ইন্দ্রিয় তর্পণকে হরিভজনের অভিনয় বলিয়া জানাইতে হইবে না। তজ্জন্তই জগদ্বন্ধু ঠাকুর-হরিদাস কপট-দৈন্ত্যভিনয়ের স্তাবক মূর্খ প্রাক্তত-সহজিয়াগণের মহা-দোষকে লক্ষ্য করিয়া অগতে লোকশিক্ষার নিমিত্ত দৈন্ত্যভরে বলিতেছেন,—হরিগুরুবৈষ্ণবের নিন্দা-শ্রবণকারী মহাপরাধী আমি ঐপ্রকার অপরাধ অজ্ঞানববনে শ্রবণ করিয়াও যখন প্রতীকার করি নাই, তখন আমার প্রতি হরিগুরুবৈষ্ণবগণ

সর্প বা কুর-কপটের সম্মুখাগার্য হরিদাসকে অমুরোধ
করিতে সকলের গমন—

সর্পের সহিত বাস কছু যুক্ত নয়।

চল সবে কহি' গিয়া তাহান আশ্রয় ॥' ১৮১ ॥

সর্প বা কুর কপটপূর্ণ তদীয় হরিভজনস্থান-ত্যাগার্থ সকলের
হরিদাসকে সর্পবৃত্তান্ত-বর্ণন—

তবে সবে আসি' হরিদাস-ঠাকুরেরে।

কহিল বৃত্তান্ত সেই গোফা ছাড়িবারে ॥ ১৮২ ॥

মহাসর্পের অবস্থান ও বিষজালা-বর্ণন—

“মহা নাগ বৈসে এই গোফার ভিতরে।

তাহার আলায় কেহ রহিতে না পারে ॥ ১৮৩ ॥

সর্প বা কপটাদুষিত তদীয় ভজনস্থল ত্যাগপূর্বক হরিদাসকে
অত্যাগ গমন ও অবস্থানার্থ অমুরোধ—

অতএব এ স্থানে রহিতে যোগ্য নয়।

অন্তস্থানে আসি' ভূমি করহ আশ্রয় ॥' ১৮৪ ॥

অধিকতর শাস্তি বিধান করিলেই যথোচিত দণ্ডবিধি
প্রদর্শিত হইত ; কিন্তু ভগবান—পরমদয়াময়, আমার প্রতি
পাইকগণের অমামুখিক অত্যাচাররূপ অতিলঘু শাস্তি বিধান-
পূর্বক সেই বিষ্ণুবৈষ্ণবনিন্দা-জনিত অপ্রাণ হইতে নিমুক্ত
করিয়া অত্যন্ত অমনোদয়া দয়াই পরিচয় দিয়াছেন এবং
তাহাতেই আমার মহা-সুখ ও মহা-সন্তোষ। ভাঃ ১০।১৪।৮
শ্লোকে, ভগবানের প্রতি ব্রহ্মার স্তুতি,—“তত্তেহমুৎস্পাং
সুসমীক্ষ্যমাণো ভুজান এবাস্মকুতং বিপাকম্। হৃদাগ্বেপুত্রি-
দধনমন্তে জীবন্ত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥”—এই শ্লোকের
অর্থ ও তাৎপর্য্য বিস্তৃত ও বিপণ্যস্ত করিতে গিয়া আমি যে
প্রতীকারার্থী হই নাই, উহাই আমার মহাদোষের বিষয়
হইয়াছিল ॥' ১৬৭ ॥

শাস্ত্রে লিখিত আছে যে, ভগবন্নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে
পাষাণী তাহার প্রতীকারেচ্ছু না হয়, জীবিতোত্তরকালে
তাহার মহা-যন্ত্রণাময় কুণ্ডলীপাক-নরক-
প্রাপ্তি ঘটে।

(ভাঃ ৪।৪।১৭ শ্লোকে প্রজাপতি নিকের প্রতি সতী-
দান্দ্যপীঠ উক্তি—) ‘অসংযত অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ ধর্ম্ম-
সংরক্ষক প্রকুর, প্রতি নিন্দোক্তি ক্ষেপণ করিতে আরম্ভ
করিলে, যদি স্বয়ং মরিতে বা উহাদিগকে মারিয়া ফেলিতে

নাইকনিষ্ঠ মহাভাগবত হরিদাসের উত্তর ; তাহার
বিতীর্ণাভিনিবেশ-জনিত ভয়-রাহিত্য—

হরিদাস বলেন,—“অনেক দিন আছি।

কোন আলা-বিষ এ গোফায় নাছি বাসি ॥ ১৮৫ ॥

অকৃতদ্রোহিষ্ণু ও পরহিংস্র-বিষ বশে ঠাকুরের

সর্পাবাস-ত্যাগের সঙ্কল্প—

সবে ছুঃখ,—তোমরা যে না পার' সহিতে।

এতেকে চলি' কালি আমি যে-সে-ভিত্তে ॥ ১৮৬ ॥

সর্পের অবস্থান-সঙ্গে স্বীয় স্থান-ত্যাগ-বিষয়ে দৃঢ়সঙ্কল্প এবং

সকলকে কৃষ্ণেতর প্রজ্ঞতাগপূর্বক অমুকণ কেবল

কৃষ্ণকীর্তনে অমুরোধ—

সত্য যদি ইহাতে থাকেন মহাশয়।

তৈহো যদি কালি না ছাড়েন এ আলায় ॥ ১৮৭ ॥

তবে আমি কালি ছাড়ি' যাই' মু সর্বথা।

চিন্তা নাহি, তোমরা বলহ কৃষ্ণ-গাথা ॥' ১৮৮ ॥

সামর্থ্য না থাকে; তাহা হইলে নিজ কর্ণব্যব আচ্ছাদনপূর্বক
প্রভুভক্তের সেই স্থান হইতে নির্গমন বা প্রস্থানই কর্তব্য।
আর যদি সামর্থ্য থাকে, তাহা হইলে ঐদৃশ অসাধুগণের
অকল্যাণবাদিনী জিহ্বাকে বনপূর্বক ছেদনই কণ্ডব্য,—
ইহাই প্রভুভক্তের একমাত্র ধর্ম্ম।'

(ভক্তিসন্দর্ভে ২৬৫ সংখ্যায়—) “বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা-
শ্রবণে যহান দোষ এগোক্তঃ—‘নিন্দাং ভগবতঃ শৃণু
তৎপরস্ত জনস্ত বা। ততো নাপিতি যঃ সোহপি যাত্যধঃ
স্বকৃতাচ্ছ্যতঃ ॥’ ইতি বচনাৎ। ততোহিপগমশ্চাসমর্থস্ত
এব ; সমর্থেন তু নিন্দকজিহ্বাবশ্তমেব ছেদনব্য ; তত্রাপ্যসমর্থেন
ষপ্রাণপরিত্যাগোহপি কর্তব্যঃ।’ অর্থাৎ শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবের
নিন্দা-শ্রবণে মহাদোষ কথিত হইয়াছে ; যথা—‘ভগবানের
বা ভগবৎসেবনপর ভক্তের নিন্দা শ্রবণ করিয়া যে ব্যক্তি
সেই স্থান হইতে প্রস্থান করে না, নিশ্চয়ই তাহার স্বকৃতি
হইতে বিচ্যুতি ও অধোগতি ঘটে।’ অসমর্থ ব্যক্তির পক্ষেই
সেই স্থান হইতে প্রস্থান বিহিত ; পরন্তু, সমর্থ ব্যক্তি বিষ্ণু-
বৈষ্ণব-নিন্দকের জিহ্বা অবশ্যই ছেদন করিবেন ; তাহাতে
অসমর্থ হইলে নিজের প্রাণপণ্যস্ত পরিত্যাগ করিবেন ॥ ১৬৮ ॥

আমুকরণিক প্রাকৃতদহজিয়া-সম্প্রদায়কে লক্ষ্য করিয়া

সংসারের কৃষ্ণকীর্তনকালে তথায় এক আশ্চর্য্য সংঘটন—

এইমত কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-কীর্তনে।

থাকিতে, অদ্ভুত অতি হৈল সেইকণে ॥ ১৮৯ ॥

মহাভাগবত হরিনামের স্থানভ্যাগ-সঙ্কল্প-শ্রবণে মহাসর্পের

সায়ংকালে ভজনকুটার-ভ্যাগ ও স্থানান্তরে প্রস্থান—

‘হরিন্দাস ছাড়িবেন’ শুনিঞা বচন।

মহানাগ ছাড়িলেন স্থান সেইকণে ॥ ১৯০ ॥

গর্ভ হৈতে উঠি’ সর্প সজ্জার প্রবেশে।

সবেই দেখেন,—চলিলেন অজ্ঞ-দেশে ॥ ১৯১ ॥

মহাসর্পের ভীষণ সৌন্দর্য্য-বর্ণন—

পরম-অদ্ভুত সর্প—মহা-ভয়ঙ্কর।

শীত-নীল-শুরু বর্ণ—পরম সুন্দর ॥ ১৯২ ॥

তাহাদের শিকার নিমিত্ত হরিন্দাস-ঠাকুর ব’লতেছেন,—
‘আমি আর কখনও ভবিষ্যতে ‘তৃণাদপি সূনীচতা’র আবরণে
ও ‘তবোরপি সহিষ্ণুতা’র ছলনায় স্বয়ং বৈষ্ণবাভিমনে বিষ্ণু-
বৈষ্ণব নিন্দা শ্রবণ করিব না। এইবার আমার যথেষ্ট শিক্ষা-
লাভ হইল। ভগবান—পরম দয়াময়, আমাকে গুরু-অপরোধে
লঘুশাস্তিই বিধান করিয়া শিক্ষা দিলেন।’ নামাপরাধী প্রাকৃত
সহজিয়া-সম্প্রদায় হৃদৈব-বশতঃ ঠাকুর-হরিন্দাসের এই সকল
কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য বা সারমর্ম্ম বুঝিতে পারে না ॥১৬৯ ॥

বৈষ্ণবের বিবেচ্য করিলে অত্যাচারকারিগণের যে দুর্দশা-
লাভ ঘটে, পাপী পায়ত্তি-যবনগণ অচিরেই তাহা লাভ করিল।
স্বল্পপূরণে—‘হস্তি নিন্দতি বৈ ষেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি।
কুণ্ডাতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি যটু ॥’—এই অব্যর্থ
শাস্ত্রশাসনামুসারে যবনগণ বসন্ত ও বিহুচিকাদি মহাব্যাধি-
গ্রস্ত হইয়া অচিরেই সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইল ॥ ১৭১ ॥

গঙ্গা-তীরে ফুলিয়ায় নির্জন-গুহার থাকিয়া শ্রীল ঠাকুর-
মহাশয় উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে সার্সকানীন
লীলা-স্বরণে অহর্নিশ যাপন করিতে লাগিলেন। ষোলনাম বজ্রিণ
অক্ষর মহামন্ত্র অনেকসময়ে উচ্চৈঃস্বরে, কখনও বা মুহুর্ত্তের
কীর্তন করিতে লাগিলেন। প্রত্যহ পূর্বসংখ্যা তিনলক্ষ নাম
অর্থাৎ বৎসরে দশকোটি হরিনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন।
অনেকে নির্জনে কৃষ্ণনাম-গ্রহণকে ‘উপাংগুজা’-মধ্যে গণনা
করেন; তাহারা বলেন,—এই মহামন্ত্র বা শ্রীনামোচ্চারণ

মহামণি অলিতেছে মন্তক-উপরে।

দেখি’ ভয়ে বিপ্রগণ ‘কৃষ্ণকৃষ্ণ’ স্মরে ॥ ১৯৩ ॥

যুগ্মের প্রস্থানে বিষজাগাব অভাব ও বিপ্রগণের হর্ষ—

সর্প সে চলিয়া গেল, জালা নাহি আর।

বিপ্রগণ হইলেন সন্তোষ অপার ॥ ১৯৪ ॥

হরিন্দাসের যোগৈখর্য্য-প্রভাব-দর্শনে বিপ্রগণের তৎপ্রতি

প্রভাতিশয্য—

দেখি’ হরিন্দাস ঠাকুরের মহা শক্তি।

বিপ্রগণের অগ্নিল বিশেষ তাঁরে ভক্তি ॥ ১৯৫ ॥

মহা ভাগবত হরিন্দাসেব মাহাত্ম্য-বর্ণন—

হরিন্দাস-ঠাকুরের এ কোন্ প্রভাব।

যাঁর বাক্যমারে স্থান ছাড়িলেক নাগ ॥ ১৯৬ ॥

অপব কাহারও শ্রবণ কণ্ঠব্য নয় যিনি গ্রহণ করিতেছেন,
কেবলমাত্র তিনিই শ্রবণ করিবেন। গুপ্ত স্পন্দিত অর্থাৎ উচ্চা-
রিত হইলেই কৃষ্ণনাম অপর-ব্যক্তিগণের কণ্ঠকূহরে প্রবিত্ত হয়।
কিন্তু নামকীর্তনকারি বৈষ্ণবে শ্রদ্ধার প্রভাব থাকিলে তাহার
কলি চালিত হইয়া নামোচ্চারণকারার সহিত বিগণে প্রমত্ত
হয়। অস্ত্রের শ্রবণ-রঞ্জে যখন বৈকুণ্ঠশঙ্খাশ্রিত সাধুর মুখরিত
ও কীর্তিত কৃষ্ণনাম প্রবেশ করে না, তখনই তাহাকে ‘নির্জন-
ভজন’ বলে। কিন্তু এইরূপ নির্জনে হরিনাম-গ্রহণ কেবল-
মাত্র নিজ মঙ্গলের ক্ষণস্থি অগুপ্তি হয়, সুতরাং তদ্বারা নিজ-
ব্যতীত অপরের কোন কল্যাণ সাধিত হয় না। নিপঙ্কের সহিত
শ্রীনামের উচ্চারণকারী সেবামুখ ব্যক্তি যে নামের ভজন
করিয়া থাকেন, তাহা নির্জনে সাধিত হইলেও শ্রদ্ধাবস্ত জনগণ
দূর হইতে অজ্ঞাতপাথে সেই নাম-কীর্তন-শ্রাবকরূপ প্রবাদ
গ্রহণ করেন। মধ্যমাদিকারে শ্রীনাম-কীর্তনে ‘জীবো দয়া’-
নামক জনসঙ্গ ঘটতে পারে, কিন্তু অবদানযুক্ত-কীর্তনকারী
শ্রোতৃগণের কল্মষ-সংশ্রব স্বয়ং কলুষিত না হইয়া তাগাদিগের
কল্মষ দূরীভূত করিয়া দয়াই বিতরণ করেন। যদি বহুশিষ্যাদির
সঙ্গে নামকীর্তন করিতে গিয়া তাহাদের কর্ম্মগ্রহ-প্ররুটির
অমূল্য নুনাদিকভাবে মধ্যমাদিকারীতে সংশ্লিষ্ট হয়, তাহা
হইলে তাহার অধঃপতন অবশ্যভাব্য। মধ্যমাদিকারী নাম-
গ্রহণকারী ব্যক্তিও “জীবমুক্তা অপি পুনর্বাতি সংসারবাসনাং”
শ্লোকানুসারে অধঃপতিত হইয়া সংসার লাভ করিতে পারেন

যাঁর দৃষ্টিমাত্রে ছাড়ে অবিজ্ঞা-বন্ধন।

কৃষ্ণ না লজ্জেন হরিদাসের বচন ॥ ১৯৭ ॥

অনেক ডঙ্কের (সর্প-কৌড়কের) আখ্যান—

আর এক, শুন, তান অকুত আখ্যান।

নাগরাজ যে কহিলা মহিমা তাহান ॥ ১৯৮ ॥

অনেক আচোর গৃহে উক্ত সর্পদষ্ট ডঙ্কের নৃত্য—

একদিন বড় এক লোকের মন্দিরে।

সর্পকৃত ডঙ্ক মাচে বিবিধ প্রকারে ॥ ১৯৯ ॥

ডঙ্কের চারিদিকে তত্ত্বচারিতমন্ত্রপ্রভাবে তদীয়

সঙ্গিগণের বাস্তব গীত-গান—

মুদল-মন্দিরা-গীত—তার মন্ত্র ঘোরে।

ডঙ্ক বেড়ি' সবই গায়েন উঠেঃস্বরে ॥ ২০০ ॥

দৈবাৎ হরিদাসের আগমন ও ডঙ্কের নৃত্যদর্শন—

দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস।

ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হইয়া এক-পাশ ॥ ২০১ ॥

মন্ত্রপ্রভাবে মানবশরীরে বাস্তবিক নৃত্য—

অমুখ্য-শরীরে নাগ-রাজ মন্ত্র-বলে।

অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে-কুতূহলে ॥ ২০২ ॥

তৎকাল হুজ্জন-সঙ্গ ও বহুশিষ্য গ্রহণরূপ জড়ান্তিমান কুফলই উৎপাদন করে। যাহারা অশুক-যোগীর জ্ঞান শিষ্যসংগ্রহাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ-কার্যে ব্যস্ত থাকিয়া আত্মেন্দ্রিয়-তোষণকেই 'হরি-তোষণ' বলিয়া ভ্রম কবে, তাহাদিগকে ভীষণ অমঙ্গল হইতে উদ্ধার করিবার জন্যই হরিদাস-ঠাকুরের ভজন বর্ণন-প্রসঙ্গে প্রত্যেক আত্ম-কল্যাণেচ্ছু সাধকের উঠেঃস্বরে নাম-কীৰ্ত্তন ও স্বয়ং শ্রবণামুশীলন বিহিত হইয়াছে।

“শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণ তচ্চ স্বচেষ্টিতম্। নাস্তিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥”—এই ভাঃ ২৮।৪ শ্লোকের তাৎপর্যামুসারে জগদ্বিশ্বক বৈষ্ণবাচার্য্য-মুদুকুলশ্রেষ্ঠ ঠাকুর মহাশয় নামি-কৃষ্ণের সহিত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার অভেদ-বুদ্ধিতে ঠাকুর নামের কীৰ্ত্তন-শ্রবণমুখে কৃষ্ণের লীলা-স্বরূপাধারা শৌকনিক দিয়াছেন। যাহারা নামাপরাধশূন্য সমুৎখরিত শ্রীনামের শ্রবণ ও উচ্চ কীৰ্ত্তন পরিহার করিয়া জড়েন্দ্রিয়-তর্পণার্থ নিজেদের সংসার-বাসনা-গ্রস্ত অশুদ্ধ ভোগচিন্তে লীলা-স্বরূপের কৃত্রিম অমুকরণ

উৎসঙ্গিগণের করুণ-রাগে কালিরহুদে কৃষ্ণের

কালিরনাগ-দমন লীলা-গান—

কালিরহুদে করিলেন যে মাটি ঠেংগে।

সেই গীত গায়েন কারুণ্য-উচ্চ-স্বরে ॥ ২০৩ ॥

কৃষ্ণকৃপা-মহিমা-শ্রবণে হরিদাসের হৃদয় ও মূর্ছা—

শুনি' নিজ-প্রভুর মহিমা হরিদাস।

পড়িলা মূর্ছিত হই' কোথা নাহি শ্বাস ॥ ২০৪ ॥

সংজ্ঞা-লাভান্তে হরিদাসের আনন্দ-হকার ও গুণ—

কণ্ঠে চৈতন্য পাই' করিয়া হুকার।

আনন্দে লাগিলা মৃত্যু করিতে অপার ॥ ২০৫ ॥

হরিদাসের অপ্রাকৃত ভাব-মুদ্রাবেশ-দর্শনে ডঙ্কের একপাশে

সঙ্গমে অবস্থান—

হরিদাস-ঠাকুরের আবেশ দেখিয়া।

একভিত্ত হই' ডঙ্ক রহিলেন গিয়া ॥ ২০৬ ॥

কৃষ্ণপ্রেমাবেশে হরিদাসের ভূ-লুপ্তন ও সাংখ্যিক-

ভাববিকার—

গড়াগড়ি যায়েন ঠাকুর-হরিদাস।

অকুত পুলক-অশ্রু-কম্পের প্রকাশ ॥ ২০৭ ॥

প্রদর্শন করেন, তাহাদের ঐরূপ লীলা-স্বরূপের অমুকরণ-চেষ্টা—ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যমূলে বিষয়ভোগ-পিপাসা মাত্র ॥ ১৭২ ॥

হরিনামাচার্য্য প্রচারকবর গুডসবহন ঠাকুর-মহাশয় যে-সুদায় অবস্থান করিয়া উঠেঃস্বরে শব্দব্রহ্ম শ্রীহরিনামের কীৰ্ত্তন-দ্বারা আরাধনা করিতে লাগিলেন, তাহা 'যে-দিন গৃহে ভজন দেখি, গৃহেতে গোলোক ভায়'—এই মহাশয়-লিখিত বাক্যের অপ্রাকৃত তাৎপর্য্য-বিচারামুসারে 'অপ্রাকৃত নামস্বরূপ নামি-কৃষ্ণের লীলা-স্থল গুডসব-বৈকুণ্ঠধাম বলিয়া প্রতীত হইল ॥ ১৭৩ ॥

যাহারা ঠাকুর হরিদাসের দর্শনের নিমিত্ত তাহার-ভজন-কুটীরে আসিত, তাহারা মহা-সর্পের বিষজালার ক্লেশ বোধ করিত। কোথা হইতে এই তাপ-জালা আসিতেছে,—পূর্বে তাহারা তাহা জানিতে পারে নাই। পরে বিষ-বৈজ্ঞানকে আনাইয়া হরিদাস-ঠাকুরের কুটীরের ভিত্তি-স্তলে সর্পের অঙ্গ-সন্ধান করিল। অপর কেহই সেই কুটীরে বিষ-জালার তাপাধিক্য-নিবন্ধন বৈজ্ঞানিক থাকিতে পারিত না; কিন্তু

হরিদাসের প্রেমজনন, কৃষ্ণে তদাতচিত্ততা ও প্রেমাবেশ—
রোদন করেন হরিদাস-মহাশয় ।

শুনিঞা প্রভুর গুণ হইলা তরল ॥ ২০৮ ॥

প্রেমাবিষ্ট হরিদাসের চতুর্দিকে সকলের সচর্ষে কৃষ্ণ-গীত ;

সমগ্রমে ডঙ্কের একপাশে অবস্থান—

হরিদাসে বেড়ি' সবে গায়েন হরিষে ।

যোড়-হস্তে 'রহি' ডঙ্ক দেখে একপাশে ॥ ২০৯ ॥

বহির্দশায় হরিদাসের অবতরণ, ডঙ্কের পুনঃ নৃত্যারম্ভ—

কণেকে রহিল হরিদাসের আবেশ ।

পুনঃ আসি' ডঙ্ক নৃত্যে করিলা প্রবেশ ॥ ২১০ ॥

হরিদাসের অটকতব নিরুপাধি কৃষ্ণপ্রেম-দর্শনে সকলেরই হর্ষ—

হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ ।

সবেই হইলা অতি আনন্দ-বিশেষ ॥ ২১১ ॥

নামৈকপরায়ণ অব্যর্থকাল হরিদাস-ঠাকুরের উহাতে কোন-
প্রকার অসুবিধাই হয় নাই । ভয়ঙ্কর বিষধর সর্পের ছায় কুর
খলের সহিত একত্রবাস কখনই যুক্তিপূজন্য নহে । বিচার করিয়া
আগন্তুক ব্যক্তিগণ হরিদাসকে অল্প কোন একস্থানে গমন
করিবার জন্য অস্বরোধ করিল । ১৮০ ॥

হরিদাস তদন্তরে বলিলেন,—‘সর্পের বিষ আবার অন্য
আমার কোনই অসুবিধা নাই । তবে তোমরা যখন আমার
জন্ত ব্যস্ত হইয়াছ, তখন তোমাদের হিত ও সন্তোষ-সাধনের
নিমিত্ত আমি অল্পত্র চলিয়া যাইতেছি । হয় সর্প, না হয় আমি
আগামী কল্যই এ স্থান ছাড়িয়া চলিয়া যাইব । তোমরা
কৃষ্ণের প্রকল্প-কথা পরিত্যাগ করিয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণ গান কর ।’

চিন্তা নাহি... কৃষ্ণগাথা,—এতৎপ্রসঙ্গে (ভাঃ ১১১৯১৫
লৌকে) মহারাজ পরীক্ষিতের প্রায়োপবেশনকালে অসংখ্য
রাজপুত্র, মহর্ষি, দেবর্ষি ও ব্রহ্মর্ষিগণের প্রতি তাঁহার এই উক্তি
আলোচ্য—‘ঐজমুনি-তনু শৃঙ্গি-প্রস্রিত কুহক তক্ষক আসিয়া
আমাকে দংশন করুক, ক্ষতি নাষ্ট, আপনারা কৃষ্ণের অল্প
সমস্ত প্রজন্মের কথালপ পরিত্যাগ করিয়া সর্বক্ষণ হরিকথা
গান করিতে থাকুন ॥’ ১৮৩-১৮৮ ॥

সন্ধ্যার প্রবেশে,—সন্ধ্যারম্ভ-সময়ে, সায়ংপ্রাকালে ॥ ১৯১ ॥

হরিদাস-ঠাকুরের ঐশ্বর্য ও ঔদাৰ্য্য-প্রভাবে মহাসর্পের
নির্বমন-বর্ণনে যোগ-বিভূতিপ্রিয় কৃষ্ণভক্তি-বিমুখ নাস্তিক

সকলেরই ব-ব-বোঁহে তদীয় পবিত্র পদধূলি-লেপন—

যেখানে পড়য়ে তাঁর চরণের ধূলি ।

সবেই লেপেন অঙ্গে হই' কুতূহলী ॥ ২১২ ॥

অনৈক ভণ্ড ধূর্ত কপট বঞ্চক আত্মকরনিক প্রাকৃতসংক্রিয়া

বিপ্রাধমের আখ্যান ; তাহার বৈষ্ণবগুরু হরিদাসের

কৃষ্ণপ্রীতি-মূলক অপ্রাকৃত ভাবমূর্ত্তাকে অড়ভোগ্য

প্রাকৃত-জ্ঞানে অমুকরণ-সংকল্প—

আর এক চক-বিপ্রা থাকি' সেইখানে ।

‘মুক্তিও নাচিমু আজি’ গণে' মনে-মনে ॥ ২১৩ ॥

ভণ্ড, ধূর্ত, কপট, বঞ্চক আত্মকরনিক প্রাকৃতসংক্রিয়া-

গণের চিত্তবৃত্তি—

‘বুঝিলাও,—নাচিলেই অবোধ বর্করে ।

অল্প মনুষ্যেরেও পরম-ভক্তি করে ॥’ ২১৪ ॥

ব্রাহ্মণগণেও তাঁহার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল । কর্ম-
ফলবাধা যমদণ্ড্য শৌক-ব্রাহ্মণগণ মনে করিয়াছিলেন যে,
সামাজ্য জীব বৈষ্ণব প্রারম্ভ-পাপের ফলে ব্রাহ্মণের-কুলে
জন্মগ্রহণ করে, হরিদাস-ঠাকুরও যখন সেইরূপ দ্রুতভিত্তি(?)ফলে
যবনগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তখন তিনি পুণ্যবান্ প্রাকৃত
ব্রাহ্মণগণ অপেক্ষাও নিকট । এক্ষণে তাঁহার কৃপাদেশা-
পেক্ষায় করযোড়ে দণ্ডায়মান অনায়াস-লক্ষ যোগৈশ্বর্য দর্শন
করিয়া তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করিলেন ॥ ১৯৫ ॥

তৃত্তোষণকারী হরি-বিমুখ ভোগাসক্ত পরাংসক ব্যক্তি-
গণই সর্প-দংশন-ছারা হিংসিত হয়, পরন্তু ঠাকুর-হরিদাসের
ছায় মণ্ডাগবত বৈষ্ণবের এতদূর অমিত-প্রভাব যে, তাদৃশ
তিন্দ্র ভয়ানক বিষধর সর্পও তাঁহাকে কোনও প্রকার ভীতি
বা হিংসাপ্রদর্শনমুখে উষেগ-প্রদান দূরে থাকুক, তাঁহার
সর্বজনহিতকর আদেশ সর্বদা নতশিরেই পালন করে ॥ ১৯৬ ॥
তাঁহার প্রতি হরিদাস-ঠাকুরের অনুগ্রহ হয়, তিনিও শুদ্ধ-
নামাশ্রয়ে নামাপরায়ণ-রহিত হইয়া অল্পক্ষণ হরিসেবা-পরায়ণ
হন ; হুতরাং তাঁহার ভোগ-বুদ্ধির মূলবীজরূপিণী অবিভা-
গদ সমূলে বিনষ্ট হয় । হরিদাস ঠাকুরের কৃপা ও সেবন-
প্রভাবে ভগবান্ তাঁহার বাগ্য হইয়া পড়েন ॥ ১৯৭ ॥

সর্প-ক্ষত,—সর্প-দষ্ট ; উৎপাত-বিষদন্ত সর্পের দংশনের
সঙ্গে-সঙ্গে মত্ত-প্রভাবে সমানীত সর্পাধিষ্ঠাতৃদেব বাসুকি-কর্তৃক

আমুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়ার কৃত্রিম ভূ-পতন ও মূর্ছা-হরণ—

এত ভাবি' সেইক্ষণে জ্বাছাড় খাইয়া ।

পড়িল যেহেন মহা-অচেতন হইয়া ॥ ২১৫ ॥

আমুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়ার ভূ-পতনমায় ক্রোধবশে

ডঙ্কের ভীষণ বেত্রাঘাত-রূপ আদর্শশিক্ষা-প্রদর্শন—

যেই-মাত্র পড়িল ডঙ্কের নৃত্য-স্থানে ।

মারিতে লাগিলা ডঙ্ক মহা ক্রোধ-মনে ॥ ২১৬ ॥

আশে-পাশে ঘাড়ে-মুড়ে বেত্রের প্রহার ।

নির্ধাত মারয়ে ডঙ্ক, রক্ষা নাহি আর ॥ ২১৭ ॥

ভীত্র-বেত্রাঘাতফলে আমুকরণিক প্রাকৃতসহজিয়ার

নিজমূর্ত্তি-প্রকাশ ও পলায়ন—

বেত্রের প্রহারে বিজ্ঞ অর্জুনের হইয়া ।

'বাপ বাপ' বলি' শেষে গেল পলাইয়া ॥ ২১৮ ॥

আবিষ্ট সর্প-কৌড়ক । ডঙ্ক,—[হিন্দী 'ডংক্' (ফণা, হল)-
শব্দ], যে ব্যক্তি সাপ খেলায়, 'সাপুড়ে', 'আহিতুণ্ডিক ॥

মুদঙ্গ...ঘোরে,—মুদঙ্গ ও মন্দিরার বাজের সহিত গীত
এবং ডঙ্কেব্রূপিত মন্ত্র-শক্তিব প্রভাবে মত্ত, মুগ্ধ, আবিষ্ট বা
আচ্ছন্ন অবস্থায় ॥ ২০০ ॥

দৈবগতি,—উদ্দেশ্য রহিত হইয়া, যদুচ্ছাক্রমে ॥ ২০১ ॥

নাগরাজ,—বিষুভক্ত শেষ, অনন্ত, বামুকী ।

অধিষ্ঠান,—অধিষ্ঠিত, আবিষ্ট ॥ ২০২ ॥

কালিদহে,—কালিন্দী-নদীর মধ্যে 'কালিয়-দহ' নামক
ব্রহ্ম-বিশেষ; তথায় কশ্যপ-পত্নী কক্ষর তনয় অত্যাগাব্য-বীণা-
প্রমত্ত 'কালিয়'-নামক মহা-নাগ গরুড়ের ভয়ে ভীত হইয়া
সপরিবারে বাস করিত । কালিয়-মহাসর্পের এবং কালিয়-
দহে শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক নাট্য (তাণ্ডব নৃত্য)-লীলা-ক্রমে উহার দমন-
বৃত্তান্ত,—ভাঃ ১০ম স্কঃ ২৫শ অঃ ৪৭-৫২, ১৬শ অঃ সম্পূর্ণ
এবং ১৭শ অঃ ১-১২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

কালিয়-দহে কালিয়-সর্পের উদ্দেশ্যে চড়িয়া অখিলকলা-
শুভ কৃষ্ণ যেমন তাণ্ডব-নৃত্য করিয়াছিলেন, সেই প্রকার ভঙ্গী
অবলম্বন করিয়া ডঙ্ক উচ্চৈঃস্বরে কালিয়-নাগের প্রতি কৃষ্ণের
দণ্ডদানহলে মহা-দয়া-সূচক গীত গান করিতেছিল ॥ ২০০ ॥

হরিদাস-ঠাকুর একপার্শ্বে থাকিয়া ডঙ্কের কৃষ্ণের করুণা-
সূচক গীতি-গানে মুগ্ধ হইয়া উদ্দীপন-হেতু অন্তর্দ্বন্দ্বায় মুগ্ধিত

ডঙ্কের নিরীয়ে নিশ্চিন্তমনে নৃত্য, সকলের বিশ্বাস—

তবে ডঙ্ক নিজ স্তূপে মাচিলা বিস্তর ।

সবার জঁজিল বড় বিশ্বাস অন্তর ॥ ২১৯ ॥

ডঙ্কের নিকট সকলের অপ্রাকৃত ও প্রাকৃতের প্রতি

তদীয় আচরণবৈশিষ্ট্যের কারণ-জিজ্ঞাসা—

যোড়-হস্তে সবে জিজ্ঞাসেন ডঙ্ক-স্থানে ।

"কহ দেখি,—এ-বিপ্রেরে মারিলা বা কেনে ? ২২০

হরিদাস নাচিতে বা যোড়-হস্তে কেনে ।

রহিলা,—এ সব কথা কহ ত' আপনে ?" ২২১ ॥

বৈষ্ণব-নাগরাজাবিষ্ট ডঙ্ক-কর্তৃক হরিদাসের অপ্রাকৃত

প্রেম-মুদ্রা মহিমা-কর্ত্তন—

তবে সেই ডঙ্ক-মুখে বিস্ময়ভক্ত মাগ ।

কহিতে লাগিলা হরিদাসের প্রণাব ॥ ২২২ ॥

হইয়া পড়িলেন । এমন কি, তাঁহার দেহে বাহ্য-জ্ঞান-লক্ষণ
খাস-প্রখাস পর্য্যন্ত লক্ষিত হইল না । কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি
বহির্দৃশ্য চৈতন্য লাভ করিয়া হস্তার পূর্ষক ভগবৎপ্রেমানন্দে
নৃত্য করিতে লাগিলেন । মহাভাগবত বৈষ্ণব-ঠাকুর হরিদাস
কৃষ্ণপ্রেমাবেশে নৃত্য করিতেছেন দেখিয়া অনন্তদেবাবিষ্ট ডঙ্ক
স-সম্মুখে একটু দূরে সরিয়া দাঁড়াইলেন । শ্রীকৃষ্ণপ্রেমাবেশে
ঠাকুর-হরিদাস অপ্রাকৃত অশ্রু-কম্প-পুলকাঙ্কিত অপ্রাকৃত-
দেহে তনয় হইয়া খল-সর্পকূলে জাত মহা-জ্বর কালিয়-নাগেব
প্রতি কৃষ্ণের অতুলনীয় মহা-কারণাশ্রয় শ্রবণ ও শ্রবণ করিতে
করিতে ভূমিতে লুষ্ঠন ও রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ২০৪-২০৮

ভণ্ড, ধূঁঠ, শঠ, বঞ্চক, কিতব, কপট, চঙ্গ-বিপ্র,—
আমুকরণিক, প্রাকৃত-সহজিয়া বিপ্রোদয় । বিশাভিমানো দ্বীত
ও দুর্য্যুক্ত-চাপিত হইয়া সে মহা-ভাগবত বৈষ্ণব-ঠাকুরের
অগৌরব ভাব-ক্রিয়া-মুদ্রা স্বীয় অক্ষয় আধ্যাত্মিক-জ্ঞানে
কৃত্রিমভাবে অমুকরণ কারতে ইচ্ছা করিল । সে মনে-মনে
এইরূপ বিচার করিল,—'সাধারণ মূর্থ লোকগুলি অন্ধ-
বিশ্বাসবশে কাহারও সামান্য ধর্ম্ম-মুদ্রানেও কোনরূপ নৃত্য-
গীত দর্শন ও শ্রবণ করিলেই নানাভাবে ভক্তি-প্রদর্শনমুখে
তাহাকে প্রচুর সম্মান করে । এই কারণে অহিন্দুকুল-জাত
সামান্য মানব (?) হরিদাস-ঠাকুরকেই বধন এত অধিক পূজা
সম্মান ও প্রতিষ্ঠা প্রদান করিল, তখন আমি একে হিন্দু-

কৈতব ও অকৈতবের গূঢ় ভেদ-রহস্ত-বর্ণনে ডকের প্রতিজ্ঞা—

“তোমরা যে জিজ্ঞাসিলা,—এ বড় রহস্ত।

যত্বেপি অকথ্য, তবু কহিমু অবশ্য ॥ ২২৩ ॥

হরিদাসের অপ্রাকৃত ভাব-মুদ্রাও অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমাবেশ-

জন্ত বৈষ্ণব প্রতিষ্ঠা-লাভ-দর্শনে ইহাকে স্বভোগ্য জড়-

প্রতিষ্ঠা-জ্ঞানে তদমুচিকীর্ষু ভণ্ড, ধূর্ত, কপট,

বঞ্চক প্রাকৃতসহজিয়ার ভূপতন—

হরিদাস-ঠাকুরের দেখিয়া আবেশ।

তোমরা যে ভক্তি বড় করিলা বিশেষ ॥ ২২৪ ॥

তাহা দেখি' ও-ব্রাহ্মণ চান্নাতি করিয়া।

পড়িলা মাৎস্য-বুদ্ধে আছাড় খাইয়া ॥ ২২৫ ॥

জাতির মধ্যে সর্বোচ্চ-বর্ণে জন্ম গ্রহণ করিয়াছি, তাহাতে
আবার যদি রঙ্গাভিনয়-মঞ্চের অভিনেতা-ভাষ্য কপটতা-
সহকারে বৈষ্ণব-ঠাকুরের অলৌকিক অষ্ট-সাত্ত্বিক ভাব ও
ক্রিয়া-মুদ্রাবলীর কৃত্রিমভাবে অমুকরণ-রঙ্গ প্রদর্শন করিয়া
নৃত্য করি, তাহা হইলে আমাব লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা ও
সম্মান যে কতদূর বৃদ্ধি পাইবে, তাহার ঈয়ত্তা নাই! সামান্য-
মামুষ (?) অশৌক-ব্রাহ্মণ ঠাকুর-হরিদাসের সামান্য একটু
ভাব দেখিয়াই লোকে যখন তাঁহাকে এতদূর শ্রদ্ধা করিল,
তখন আমি দেবশর্মা স্বয়ং শৌক-ব্রাহ্মণ-তনয় হইয়া তাঁহার
অপ্রাকৃত ভাব-মুদ্রাকে ভাঙাচাইলে না জানি কত প্রচুর
পূজা-প্রতিষ্ঠা-সম্মানাদি লাভ করিব! আমি কৃত্রিম ভাব-
কেলি দেখাইলে আমার ক্ষুদ্র জড়প্রতিষ্ঠা অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবের
অপ্রাকৃত বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা হইতে নিশ্চয়ই বহুগুণে অধিক
হইবে! এইরূপ মনে করিয়া, সেই পাবণী ধর্ম্মধ্বজী
প্রাকৃতসহজিয়া রং, সং বা চং দেখাইবার জন্ত সহসা ভূমিতে
আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল এবং পড়িয়া গিয়াই কৃত্রিমভাবে
সংজ্ঞা-হীনের জ্ঞান ভাব দেখাইল। সেই চন্দ-বিপ্র কপটতা
প্রদর্শন করিয়া নিদর্শপিচ্ছিল কৃত্রিমভাবভাগ দেখাইবা-মাত্র
ডক বীর নর্দন-কার্য্যে বাধা ও অবরোধ-প্রযুক্ত নৃত্যের ব্যাঘাত-
দর্শনে তাহার কাপট্য-কুন্যাট্য বৃদ্ধিতে পারিয়া অত্যন্ত-ক্রোধ-
বশে তাহাকে অতি-ভীষণভাবে প্রহার করিতে লাগিলেন।
সেই পাবণীর দেহে, স্বর্কে, মস্তকে, সর্বাঙ্গে তিনি নির্দয়ভাবে
বেত্র-বারা অবিশ্রান্ত কঠোর প্রহার করিতে লাগিলেন।

ঈর্ষা-বশে ডকাধিষ্ঠিত মহানাগের অলৌকিকনৃত্য ভঙ্গ করিতে

৫ ক্ষুদ্র মর্ত্য প্রাকৃতসহজিয়ার অসামর্থ্য—

আমার নৃত্য-সুখ ভঙ্গ করিবারে।

মাৎস্য-বুদ্ধে কোনজনে শক্তি ধরে? ২২৬ ॥

অপ্রাকৃত হরিজন সহ প্রকৃতিজনের সাম্যবুদ্ধি-মূলে ব্যর্থ প্রতি-

বন্দিতা-ফলে প্রাকৃতসহজিয়ার ভাগ্যে প্রহার-লাভ--

হরিদাস সঙ্গে স্পর্ধা মিথ্যা করি' করে।

অতএব শাস্তি বহু করিমু' উহারে ॥ ২২৭ ॥

জড়প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহার্থ কৃত্রিম অমুকরণ-চেষ্টা—

‘বড় লোক করি’ লোক জানুক আমারে।’

আপনারে প্রকটাই ধর্ম্ম-কর্ম্ম করে ॥ ২২৮ ॥

অবশেষে অতিরিক্ত বেত্রাঘাত-ফলে জর্জরিত হইয়া সেই
কপট বিপ্রাধম ‘বাবা বে, মা রে, গেলাম বে’ বলিতে বলিতে
পলাইয়া গেল ॥ ২১৩-২১৮ ॥

দর্শকবৃন্দ ডকে জিজ্ঞাসা করিল,—‘হে ডক, হরিদাস-
ঠাকুর যখন অলৌকিক-নৃত্যের পর অকৈতব-ভাবাবেশে
মুচ্ছিত হইলেন, তখন তুমি কেন ঝোড়হস্তে একপাশে
দাঁড়াইলে, আর এই প্রাকৃত-সহজিয়া যখন কপট কৃত্রিম-
ভাবাবেশ দেখাইয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িল, তখনই বা তুমি
কেন তাহাকে এরূপ নির্দয়ভাবে প্রহার করিলে?’ তত্ত্বতরে
ডকের দেহে অধিষ্ঠিত অনন্তদেব ডকের মূখ দিয়া সকলকে
বলিলেন,—‘তোমরা যে-বিষয়টা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহা
বড়ই কোতূহলোদ্দীপক ও অনির্বচনীয়। নিতান্ত নিগূঢ়
রহস্তপূর্ণ হইলেও আমি অবশ্যই সমস্ত-বটনাটা তোমাদিগের
সকলকেই জানাইয়া দিতেছি ॥ ২২৩ ॥

‘হরিদাস-ঠাকুর—নিশ্চয়ই অপ্রাকৃত সহজ-প্রেমিক শুদ্ধ-
ভগবদ্ভক্ত, আর এই বিপ্রাধম বৃণিত প্রাকৃত-সহজিয়া।
নিশ্চয়ই শুদ্ধভক্তের সহিত মিথ্যা প্রতিবন্দিতা-মূলে তাঁহার
অমুকরণ-চেষ্টাই প্রাকৃত-সহজিয়া ভণ্ড কপটীর কুটী-কুন্যাট্য।
তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ মূর্থ-গোলের নিকট এই প্রাকৃতসহজিয়া
সহজে স্মরণে জড়প্রতিষ্ঠা-লাভেচ্ছায় কাপট্য-কুন্যাট্য চেষ্টা
দেখাইয়া মহাভাগবত বৈষ্ণব-ঠাকুরের প্রতি হিংসা, ঘেয ও
ঈর্ষা-মূলে কৃত্রিমভাবে অমুকরণ করিতে যাওয়াতেই আমি
তাঁহার প্রচুর দণ্ড বিধান করিয়াছি ॥ ২২৭ ॥

জড়াহকার ও প্রতিষ্ঠাণা-রূপ কৈতব কৃষ্ণপ্রীতির অভাব—
এ-সকল দাস্তিকের কৃষ্ণে প্রীতি নাই।
অকৈতব হইলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ॥ ২২৯ ॥
ভক্তরাগ হরিদাসের অকৈতব নৃত্য-দর্শনে অনর্থ-নিবৃত্তি—
এই যে দেখিলা,—নাচিলেন হরিদাস।
ও-নৃত্য দেখিলে সর্ববন্ধ হয় নাশ ॥ ২৩০ ॥
ভক্তের অকৈতব-প্রেমাবেশে নৃত্য-দর্শনে একাণ্ডোদ্ধার—
হরিদাস-নৃত্যে কৃষ্ণ নাচেন আপনে।
ব্রজাণ্ড পবিত্র হয় ও-নৃত্য-দর্শনে ॥ ২৩১ ॥
হরিদাস যথার্থই সার্থকনামা অর্থাৎ একান্ত কৃষ্ণগত-চিত্ত—
উহান সে যোগ্য পদ 'হরিদাস'-নাম।
নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র ছদয়ে উহান ॥ ২৩২ ॥
ঠাকুরের জীবে অমনোদয়া-দয়া ও প্রভুর প্রত্যেক অবতারে
ভগবন্তীলা-সহায়ক ও পরিকর—
সর্বভূতবৎসল, সবার উপকারী।
ঈশ্বরের সঙ্গে প্রতি-জন্মে অবতারী ॥ ২৩৩ ॥
নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবে প্রীতি ও কৃষ্ণেতর-পথ-বৈমুখ্য—
উ'হি সে নিরপরাধ বিষ্ণু-বৈষ্ণবেতে।
অপ্নেও উহান দৃষ্টি না যায় বিপথে ॥ ২৩৪ ॥

এই ব্রাহ্মণব্রতের খায় পাষাণ-ভোগণ 'লোকে তাহা-
দিগকে 'মহৎ' বা 'ভক্ত' বলিয়া জামুক',—এই ভ্রুভিসন্ধি-
বশে লোক-প্রতারণা-কল্পে 'ভণ্ডামি' দেখাইয়া কৃত্রিম প্রতিবিম্ব
ভাবাতাস-সমূহ প্রদর্শন করে। এতৎ প্রদক্ষে 'বকত্রী'র সংজ্ঞা
—'অদোদৃষ্টনৈকৃতিকঃ সার্থাদানতৎপরঃ। শঠো মিথ্যা-
বিনীতশ্চ বকত্রচরো বিজঃ ॥' এবং 'বৈড়ালব্রতীকে'র সংজ্ঞা
—'ধর্মধ্বজী সদা লুপ্তহৃদিকো লোকবঞ্চকঃ। বৈড়াল-
ব্রতীকো জ্ঞেয়ো হিংস্রঃ সর্বাভিনিদকঃ ॥'—আলোচ্য ॥২২৮॥
যাহারা মহাভাগবত-বৈষ্ণবের অনৌকিক ক্রিয়া-মুদ্রার
কৃত্রিমভাবে অহুসরণ করিয়া 'ভণ্ডামি' জড়-প্রতিষ্ঠা লাভ
করিতে ইচ্ছা করে, ভগবচ্চরণে তাহাদিগের কোনরূপ সেবা-
প্রযুক্তি নাই। নিজের জড়-ইন্দ্রিয়-তর্পণোদ্দেশ্যে তাহার
দম্ববশে কৃষ্ণভক্তের সজ্জা গ্রহণ করিণেও বাহিরে তাহাদিগের
তাদৃশ কৃত্রিম ভক্তিমুদ্রা-প্রদর্শন-চেষ্টা—লোক-বঞ্চন-মুগেই
জাত। যে-স্থলে সেইপ্রকার ধর্মধ্বজিচ্ছ, বিভালব্রতিষ্ণ বা

লবমাত্র হরিদাস-সদৃশগেই জীবের কৃষ্ণচরণ-প্রাপ্তি—
ভিলার্কি উহান সঙ্গ যে-জীবের হয়।
সে অবশ্য পায় কৃষ্ণপাদপদ্মপ্রায় ॥ ২৩৫ ॥
শ্রীনামাচার্য হরিদাসের সুহৃৎ ভগ-সংগে ভব-বিধিরও
কৌতুহল ও আকাঙ্ক্ষা—
ব্রজা-শিবো হরিদাস-হেন-ভক্ত-সঙ্গ।
নিরবধি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥ ২৩৬ ॥
অপ্রাকৃত-বস্তুভগবান্, ভক্তি, তত্ত্ব ও ধাম প্রাপ্তে অবতীর্ণ
হইয়াও প্রাকৃত প্রাপঞ্চিক গুণ-সংস্পর্শহীন—
'জাতি, কুল, সব—নিরর্থক' বুঝাইতে।
জন্মিলেন নীচকূলে প্রভুর আজ্ঞাতে ॥ ২৩৭ ॥
নীচকুলোদ্ধৃত বিষ্ণুতরুবিৎ ভক্ত নীচ-সম নহেন, পরন্তু
সঙ্গজীব-গুরু—
'অধম-কূলেতে যদি বিষ্ণুভক্ত হয়।
তথাপি সে-ই সে পুজ্য'—সর্বশাস্ত্রে কয় ॥ ২৩৮ ॥
মহা-কুল প্রমুখ হইয়াও কৃষ্ণভক্তিহীন ব্যক্তির নিজ-নিজ
প্রাকৃত কুলকর্ম-দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত—
'উত্তম-কূলেতে জন্মি' ত্রীকৃষ্ণে না ভজে।
কূলে তার কি করিবে, নরকেতে মজে ॥ ২৩৯ ॥

বকপ্রিয় নাই, সেইস্থলেই অকৈতব কৃষ্ণভক্তি; আর যে-
স্থলে সেইসকল দোষ বর্তমান, সেইস্থানেই দম্ব, কৈতব বা
কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অথ ভ্রুভিসন্ধি বা অবাস্তব উদ্দেশ্য ॥২২৯॥
সেবোন্মুখ বৈষ্ণবের কৃষ্ণপ্রীতি-বাহ্যাময় নৃত্য-দর্শনে দর্শক-
গণের ভববন্ধন বিনষ্ট হয়, আর প্রাকৃত-সহজিয়ার কৃত্রিম
ক্রিয়া-মুদ্রা তাহার ভববন্ধন-ক্লেশেরই বর্জক। বৈষ্ণবের
কৃষ্ণপ্রিয়প্রীতিবাহ্যাময় নৃত্য-দর্শনে বৈষ্ণবোচিত নিষ্কপট
ভাবেরই উদয় হয়, আর আহুসরণিক ভণ্ডের তাদৃশী তৌখ্য-
ত্রিক চেষ্টা জগতে কুফলই উৎপাদন করে। ঠাকুর-হরিদাস
যখন অপ্রাকৃত নৃত্যশীলা প্রদর্শন করেন, তখন তাহার
নিষ্কপট-প্রেমে বণীভূত হইয়া তাহার সহিত সশরির কৃষ্ণ-
চন্দ্র নৃত্য করেন। জগতের দোষাভ্যবস্ত জনপণ সেই
অপ্রাকৃত নৃত্য-দর্শনে বহুগুণের সঞ্চিত পাপরাশি হইতে মুক্ত
হইয়া ভক্ত্যুখী স্মৃতি লাভ করিয়া গুণ হয় ॥ ২৩০-২৩১ ॥
নিরবধি...উহান,—তাঃ ৯৪৬৩-৬৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥২২॥

জড়-জগৎখ্যাততী-নিরপেক্ষ কৃষ্ণভজনমহিমা-সুচক

শাস্ত্রব্যাক্যের ষাধার্থ্য-প্রদর্শনার্থই হরিদাসের

প্রপঞ্চ অবতারণ—

এই সব বেদবাক্যের সাক্ষী দেখাইতে ।

জন্মিলেন হরিদাস অধম-কুলেতে ॥ ২৪০ ॥

হেয়কুলোদ্ধৃত দেববিগ্র-বন্দ্য প্রহ্লাদ ও হনুমানের দৃষ্টান্ত—

প্রহ্লাদ যেহেন দৈত্য, কপি হনুমান্ ।

এইমত হরিদাস নীচ-জাতি নাম ॥ ২৪১ ॥

শ্রীনাথচাৰ্য্য হরিদাসের দেবাদি-বাহিত স্তূত্বভ

সঙ্গমহিমা-বর্ণন—

হরিদাস-স্পর্শ বাছা করে দেবগণ ।

গঙ্গাও বাঞ্ছেন হরিদাসের মঙ্গল ॥ ২৪২ ॥

ভক্তচূড়ামণি হরিদাস-দর্শনমাত্র জীবের অবিচ্ছিন্ন-নাশ—

স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস ।

ছিণ্ডে' সর্বজীবের অনাদি কর্মপাশ ॥ ২৪৩ ॥

হরিদাস-পদাশ্রিত ব্যক্তির দর্শনেও ভব-বন্ধ-নাশ—

হরিদাস আশ্রয় করিবে যেই জন ।

তানে দেখিলেও খণ্ডে' সংসার-বন্ধন ॥ ২৪৪ ॥

হরিদাস-ঠাকুর সর্বপ্রাণীতে স্নেহদৃষ্টিসম্পন্ন এবং স্বাবর ও জন্ম, সকলেরই উপকারী । ভগবানের প্রপঞ্চ প্রত্যেক অবতার-কালে তিনিও অবতরণ করেন অর্থাৎ সাক্ষাৎ লীলা-দণ্ডিবার্ধদ ॥ ২৩৩ ॥

হরিদাস-ঠাকুর সাক্ষাৎভগবৎপার্শ্ব বলিয়া বিষ্ণু বৈষ্ণবের নিকট কোনপ্রকার অপরাধে অপরাধী নহেন । সাধারণ প্রাকৃত-মানবের জ্ঞান তাঁহার কৃষ্ণসেবনময়ী চেষ্টা কখনই, এমন কি, স্বপ্নকালেও বিপথে ধাবিত হয় না ॥ ২৩৪ ॥

অভ্যাস-সময়ের জন্তও যদি কোন জীব জন্ম-জন্মান্তরীণ পুণ্যপুণ্য মহা-সৌভাগ্য-কালে হরিদাসের সঙ্গ লাভ করেন, তাহা হইলে তিনি ভগবানের পাদপদ্ম অবশ্যই লাভ করিবেন ॥ ২৩৫ ॥

হরিদাসের জ্ঞান মহাভাবত ভক্তের সঙ্গ লাভ করিয়া ঐ হইবার জন্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ সর্বদা কোতূহলবিশিষ্ট ॥ ২৩৬ ॥

প্রাকৃত সদসৎকর্ম-কালে বহুজীব উচ্চাচ-ঘোনিতে জন্ম গ্রহণ করে, উহা কেবল জীবের কর্মফল-ভোগের নিদর্শন-মাত্র । পরমার্থ-বিচারে জ্ঞানী ঐ প্রাকৃত বংশমর্যাদার

হরিদাস-মহিমা—অদৌম, অনন্ত ও অপার—

শত-বর্ষে শত মুখে উহান মহিমা ।

কহিলেও নাহি পারি করিবারে সীমা ॥ ২৪৫ ॥

হরিদাসের অতি শ্রদ্ধালু দর্শকগণের সৌভাগ্য বর্ণনপুঙ্খক

ডঙ্কের দৈন্যোক্তি—

ভাগ্যবন্ত তোমরা সে, তোমা'সবা হৈতে ।

উহান মহিমা কিছু আইল মুখেতে ॥ ২৪৬ ॥

হরিদাসের নামোচ্চারণমাত্র জীবের পরমপদ-লাভ—

সকল যে বলিবেক হরিদাস-নাম ।

সত্য সত্য সেহ যাইবেক কৃষ্ণধাম ॥ ২৪৭ ॥

ভগবদ্ভক্ত-সর্পাবিষ্ট ডঙ্কের মুখে হরিদাসের-কীর্তন-মাহাত্ম্য-

শ্রবণে সজ্জনগণের হর্ষ—

এত বলি' মোন হইলেন নাগরাজ ।

তুষ্ট হইলেন শুনি' সজ্জন-সমাজ ॥ ২৪৮ ॥

হেন হরিদাস ঠাকুরের অনুভাব ।

কহিয়া আছেন পূর্বে শ্রীবৈষ্ণব-মাগ ॥ ২৪৯ ॥

সবার পরম-শ্রীতি হরিদাস-প্রতি ।

মাগ-মুখে শুনি' হরষিত হৈল অতি ॥ ২৫০ ॥

যে কোন মূগাই, নাহি,—এই পরমমত জগতের সকলকেই জানাইবার জ্ঞান মঙ্গলময় ভগবানের মঙ্গলোচ্ছ-ক্রমে হরিদাস-ঠাকুর যবন-বংশে আবিস্কৃত হইয়াছিলেন ॥ ২৩৭ ॥

কর্মফলের উত্তমভার বা অধমভার নির্দেশ উত্তম বা অধমবংশে উদ্ভবের দ্বারা নিরূপিত হয়, কিন্তু জীব স্বরূপতঃ বিষ্ণুভক্ত বলিয়া তাৎকালিক বংশ-পরিচয়ে ছোট বা বড় থাকিলেও ভগবদ্ভক্তির পরিমাণ-অনুসারেই 'উত্তম' বা 'অধম' শব্দ-বাচ্য হইবেন,—ইহাই সকল সাহিত্য-শাস্ত্র উচ্চৈঃস্বরে গান করেন । নিম্নকূলে জন্মগ্রহণ করিলেই যে জীবের বিষ্ণুভক্তিতে অধিকার হইবে না, এরূপ নহে । অপরকুলজাত ব্যক্তি বৈষ্ণব হইলে উচ্চকুলোদ্ধৃত অভক্তেরও পূণ্য গুরুদেব ব্রাহ্মণ ॥ ২৩৮ ॥

সৎকর্মফলে অতি উত্তমকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও ভগবৎভজনে পরাশ্রয় হইলে তাহার নরকলাভ অবশ্যজ্ঞাবী । ভাঃ ১১৫১৩ শ্লোকে বিদেহরাজ-নিমির প্রীতি শ্রীনবধোগেশ্বরের অন্ততম চমসের উক্তি—“য এবাং পুরুষং সাক্ষাদানুপ্রভব-মীশ্বরম্ । ন ভজন্ত্যবজানন্তি হানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ ॥” ২৩৯ ॥

প্রভু-কর্তৃক নাম-প্রেমবিতরণ-লীলা-প্রকাশ না হওয়া -

পর্যন্ত হরিদাসের শ্রীনাম-সেবনাচার—

হেমমতে বৈসেন ঠাকুর-হরিদাস ।

গৌরচন্দ্র না করেন ভক্তির প্রকাশ ॥ ২৫১ ॥

সর্বত্রই কৃষ্ণভক্তি-রাহিত্য ও কৃষ্ণকীর্তনের দিগ্‌জ্ঞানলেশাভাব—

সর্বদিকে বিষ্ণুভক্তি শূণ্য সর্বজন ।

উদ্দেশ্যে না জানে কেহ কেমন কীর্তন ॥ ২৫২ ॥

সর্বত্রই বিষ্ণুভক্তির অভাব এবং বৈষ্ণবের প্রতি অবজ্ঞা,

বিরোধ বা বিদ্বেষ—

কোথাও নাহিক বিষ্ণুভক্তির প্রকাশ ।

বৈষ্ণবেরে সবেই করয়ে পরিহাস ॥ ২৫৩ ॥

হুঃসঙ্গ পরিত্যাগপূর্বক ভক্তগণের একত্র একসঙ্গে নিষ্কর্মে

পরস্পর কৃষ্ণকীর্তন—

আপনা-আপনি সব সাধুগণ।মেলি' ।

গায়েন শ্রীকৃষ্ণনাম দিয়া করতালি ॥ ২৫৪ ॥

ভক্তগণের নিঃসঙ্গ কীর্তনে পাষাণিগণের বিজ্ঞানফালনোক্তি—

তাহাতেও দুষ্টগণ মহা-ক্রোধ করে' ।

পাষাণী পাষাণী মেলি' বল্গিয়াই মরে ॥ ২৫৫ ॥

যেদূর বিষ্ণুবিদ্বেষি-দৈত্যকুলে শ্রীপ্রহ্লাদ এবং পশুকুলে শ্রীহনুমানজীজন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সেইপ্রকার অবর যবন-কুলে ঠাকুর-হরিদাস প্রভুর ইচ্ছা-মতে উদ্ধৃত হইয়াছিলেন । সাধারণতঃ নরগণ দেবগণকে স্পর্শ করিয়া এবং গজায় নিমজ্জিত হইয়া পবিত্রতা লাভ কবিত্তে ইচ্ছা করেন । কিন্তু ব্রহ্মাদি দেবগণ, এমন কি, বিষ্ণুপদোদ্ভূত বা পরম-পবিত্রা গজাও মহাভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবাচার্য্য সর্বদেবময় হরিদাস-ঠাকুরকে স্পর্শ করিয়া ধস্ত হইতে ইচ্ছা করেন ॥ ২৪১-২৪২ ॥

হরিদাসকে স্পর্শন দূরে থাকুক, তাঁগকে দর্শন করিলেই জীবের অনাদি অবিজ্ঞা-বন্ধন-স্বত্র তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ন হয় ॥ ২৪৩

নামাচার্য্য-হরিদাসকে যাহার অপ্রাকৃত গুরু-বৃত্তি কেনে, সেই হরিদাস-ভক্তগণকে দেখিলে ঐ বৃত্তিজীবের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয় ॥ ২৪৪ ॥

নাগরাজ-মহাসিদ্ধ ডঙ্ক বলিলেন,—‘তোমরা অত্যন্ত সৌভাগ্যবন্ত ; তোমাদের গ্রন্থজিজ্ঞাসা-কালেই আজ আমার মুখে শ্রুগবন্তের কিঞ্চিৎ শুণ-মহিমা কীৰ্ত্তিত ও প্রকাশিত হইল ।

ঈশ্বরবিরোধী নাস্তিক পাষাণিগণের মায়া-বশে মোহ-তেতু বিপরীত উক্তি ; বিশ্ববন্ধু উচ্চ হরিকীর্তনকারীকে

বিশ্ববৈরি-জ্ঞান—

‘এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ ।

ইহা সব’ হৈতে হবে তুর্ভিক্ষ প্রকাশ ॥ ২৫৬ ॥

‘আত্মদম্ভততে জগৎ’ নীতির অনুসরণে বিশ্ববন্ধু বৈষ্ণবকে ও

নিজেদের জায় উদর-ভরণ-লম্পট বন্ধক

ভিক্ষুরূপে দর্শন—

এ বামনগুলা সব মাগিয়া খাইতে ।

ভাবুক-কীর্তন করি' নানা ছল পাতে' ॥ ২৫৭ ॥

অজ্ঞতা-বশে উচ্চ-হরিনামকীর্তন একমাত্র হরিশ্রবণকালকে

চাতুর্য্যাত্মোচিত রূঢ়তা বলিয়া জ্ঞান—

গোসাঞির শয়ন বরিষা চারিমাশ ।

ইহাতে কি মুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক ? ২৫৮ ॥

উচ্চ হরিনামকীর্তন-ফলে বিপরীতবুদ্ধি মূঢ়গণের ভগবদ্‌ব্রোণ

ও অনর্থপাতাশঙ্কা—

নিজা ভজ,ইহিলে ক্রুদ্ধ ইহিলে গোসাঞি ।

তুর্ভিক্ষ করিবে দেশে,—ইথে বিধা নাই ॥ ২৫৯

আমি যদি শতবর্ষকাল শতমুখে ঠাকুর হরিদাসের অপ্রাকৃত গুণমহিমা-রাশি গান করি, তাহা হইলেও তাঁহার অস্ত বা শেষ পাইব না ॥ ২৪৫-২৪৬ ॥

একবারও যিনি ‘হরিদাস’—এই অপ্রাকৃত চিন্ময় বৈষ্ণব-ঠাকুরের নামটা উচ্চারণ করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই ভগবদ্‌কাম লাভ করিবেন ॥ ২৪৭ ॥

বিশ্বিয়-জনগণের সর্বদাই হরি-বিশ্বস্তি বর্তমান, তাহারা কোন-না-কোন-উপায়ে হরিশ্রবণময়ী ভক্তি হইতে বহুদূরে থাকিয়া নিজেজিয়-তর্পণপত্র ভোগে প্রমত্ত থাকে । তৎকালে জগতে মায়া-মূঢ় লোকসকল নিজেদের ইন্দ্রিয়-তর্পণে অতিশয় ব্যস্ত হইয়া সম্পূর্ণভাবে বিষ্ণুভক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিল । হরিদাসঠাকুর কি-নিগিত হরিনাম-সকীর্তন করিতেছেন, তাহার কি মহানু অভিপ্রায়,—তাহা কেহই বুঝিতে পারে নাই ; যেহেতু শ্রীগৌরচন্দ্রের তখনও জগতে কৃষ্ণনাম-প্রেম-ভক্তি প্রচার করিতে আরম্ভ করেন নাই ॥ ২৫২ ॥

তৎকালে হরিকৃষ্ণকীর্তনের অভাবে লোকগুণি বিষ্ণু-

উচ্চ হরিনামকীর্তনান্তে অন্নকষ্ট-সম্ভাবনা-মাত্র ভক্তগণপ্রতি
পাষাণিগণের দ্রোহসঙ্কল্প—

কেহ বলে,—“যদি ধাতু কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এ-গুলারে ধরি’ কিসাইমু যাড়ে ॥” ২৬০ ॥
ভারবাহী নাস্তিকগণের দেশকালপাত্র-নিরপেক্ষ হবিনাম-
কীর্তনকে কাল-সাপেক্ষ জ্ঞান—

কেহ বলে,—“একাদশী নিশি-জাগরণে।
করিবে গোবিন্দ-নাম করি’ উচ্চারণে ॥ ২৬১ ॥
প্রতিদিন উচ্চারণ করিয়া কি কাষ ?”
এইরূপে বলে যত মধ্যম-সমাজ ॥ ২৬২ ॥

ভক্তিশূত্র হইয়াছিল, সুতরাং বৈষ্ণবের সর্বোচ্চ-পদবী বৃদ্ধিতে
না পারিয়া তাহারা বৈষ্ণবকে বিক্রম ও পরিহাস করিত ॥২৫৩

দুঃসঙ্গ বর্জনপূর্বক সজ্জন-ভক্তগণ সকলেই একত্র মিলিত
হইয়া হরিনাম-সঙ্কীৰ্তন করিলে ও ভগবদ্ভক্তি-পেশ-রহিত নাস্তিক
পাষাণি-সমাজ তাহাতেও অত্যন্ত-ক্রোধপূর্ণে তাঁহাদিগকে
লক্ষ্য করিয়া এইভাবে ব্যঙ্গ-বিক্রম করিত—“উদরভরণ ও
জীবিকার্জনের নিমিত্ত নানা-বিধ ছল বিস্তার করিয়া এই
সকল উচ্চ-কীর্তনকারী ব্রাহ্মণ হরিনাম-কীর্তনমুখে ভাবকের
সজ্জা গ্রহণ করিয়াছে। ধর্ম্মামুষ্ঠানের আবরণে নিজ-নিজ-
উদরভরণ ব্যতীত ইহাদের আর অন্য কোন উদ্দেশ্য নাই।
ইহাদের এইপ্রকার অমুষ্ঠানের ফলে দেশে মহা-ভুক্তি হইবে,
সুতরাং ভিক্ষা-বৃত্তি প্রচলন করিয়া ইহারা জগতের মহাপ্রকার
সাধন করিবে।’

প্রকৃত-প্রভাবে ভগবদ্ভক্তের প্রতি তাদৃশ মিথ্যা দোষারোপ
কখনই জীবের মঙ্গলপ্রদ নহে, পরন্তু নিরয়জনক। ভক্তগণ
কৃষ্ণকীর্তনমুখে ভগবানের সর্বোত্তম সেবা করিয়া থাকেন।
তাঁহারা তমোদ্যম আলস্তের প্রশ্রয় দিবার নিমিত্ত সাধারণের
উপার্জিত বিস্তের প্রতি লোভের বশবর্তী হইয়া উঠার কোন
অংশই গ্রহণ বা ভোগ করেন না, পরন্তু জনসাধারণকে
নিজেস্বীয়ত্বপূর্ণের দ্বন্দ্বিত্ব-সঞ্চিত দ্রব্যাদি হরিসেবার কার্যে
নিযুক্ত করিয়া তাঁহাদিগের নিত্য-উপকারই সাধন করেন ॥২৫৭

এই কর্ম্মজড় স্মার্ত পাষাণগুলি বলিত যে, চাতুর্ম্মাভ-
কালে ভগবান্ বিষ্ণু শয়ন করেন, সুতরাং শ্রাবণ, ভাদ্র,
আশ্বিন ও কার্ত্তিক—এই চারি মাস-কাল যাবৎ কাহারও

তাদৃশ মর্ম্মহৃদ-উক্তি-শ্রবণে চুপসবে ও ভক্তগণের
হরিনাম-কীর্তনে অচলা নিষ্ঠা—

জুহু পায শুনিয়া সকল ভক্তগণ।
তথাপি না ছাড়ে কেহ হরিসঙ্কীৰ্তন ॥ ২৬৩ ॥
সর্বত্র বিষ্ণুভক্তিবিমুগ্ধগণের হৃদশা-দর্শনে হরিদাসের দুঃখ—
ভক্তিযোগে লোকের দেখিয়া অনাদর।
হরিদাসও দুঃখ বড় পায়েন অন্তর ॥ ২৬৪ ॥
হরিদাসের নিরন্তর উচ্চৈঃস্বরে হরিনামকীর্তন—
তথাপিহ হরিদাস উচ্চৈঃস্বর করি’।
বলেন প্রভুর সঙ্কীৰ্তন মুখ ভরি’ ॥ ২৬৫ ॥

কৃষ্ণনামে চ্চারণ বিধেয় নহে। একালে কৃষ্ণকীর্তন করিলে
যোগনিদ্রায় নিদ্রিত ভগবানকে তাঁহার নিজের ব্যাঘাত উৎ-
পাদন করিয়া বিরক্তই করা হয়। এইজন্য শাস্ত্রের আদেশ
লঙ্ঘন করিয়া যদি বৈষ্ণবগণ বিষ্ণু-শয়ন-কালেও উচ্চৈঃস্বরে
হরিনাম কীর্তন করেন, তাহা হইলে ভগবান্ নিশ্চয়ই অতীব
ক্রুদ্ধ হইয়া দেশে ভাষণ-ভুক্তিকাদি পেরণ করিবেন ॥ ২৫৮ ॥

কতকগুলি কর্ম্মজড় লোক নিরপেক্ষতার ভাণে এইরূপ
বলিত যে, প্রত্যহ ভগবানকে উচ্চৈঃস্বরে বারবার ডাকিয়া
কোনই ফল নাই। জীব যখন স্বকৃত-কর্ম্মের ফলে আবদ্ধ
এবং ঈশ্বরও যখন কর্ম্মের অধীন, তখন কর্ম্মফলবোধ জীব
ঈশ্বরকে ডাকিয়া কেবল নিজেরই পিত্ত বৃদ্ধি করে মাত্র—
অভক্ত ও ভক্তের মধ্যবর্তী মীমাংসক-সমাজ এইরূপ নানা
প্রকার প্রজ্ঞ ও বিচার করিত ॥ ২৬২ ॥

অত্যাভিলাষ, কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান প্রকৃতি চেষ্টার আবরণে
আবৃত ভগবৎসেবার ছলনা বা ভগবৎপ্রতিকূলাচরণ কখনই
ভক্তি-শব্দবাচ্য নহে। কিন্তু তাদৃশী অভক্তির বিচারেই তৎ-
কালে জগতের লোকের প্রবৃত্তি দৃষ্ট হইত। দেহ ও মনের
ধর্ম্ম বদ্ধজীবগণকে ভক্তিপথ হইতে বিমুগ্ধ করিয়া তাহাদিগের
নিকট বিমল-ভক্তির অল্পমহিমা অজ্ঞাত রাখিয়াছিল।
ঠাকুর-হরিদাস সাংসারিক-লোকদিগের এইরূপ নিজ-নিজ-
অমঙ্গলামুষ্ঠানে প্রবৃত্তি দেখিয়া হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ বোধ
করিতেন ॥ ২৬৪ ॥

হরিদাস-ঠাকুরের শ্রীমুখোচ্চারিত অব্যবহিত ও অপ্ৰতী-
ত হরিকীর্তন-ধ্বনি তাহার স্ব-স্ব-পাপ-প্রবৃত্তিবশে শুনিতে

অতি-শোচ্য হতভাগ্য পাষণ্ডিগণেরই হরিদাস-মুখে উচ্চনাম-
কীর্তন-শ্রবণে অমর্য, ও অসহিষ্ণুতা—

ইহাতেও অভ্যস্ত দুষ্কৃতি পাপীগণ।

না পারে শুনিতে উচ্চ-হরিসঙ্কীৰ্তন ॥ ২৬৬ ॥

জৈনক দুৰ্জ্জন নামাপরাধী নাস্তিকবিপ্রেয় আখ্যান ;

হরিদাসের প্রতি তদীয় উক্তি—

হরিনদী-গ্রামে এক ব্রাহ্মণ দুৰ্জ্জন।

হরিদাসে দেখি' ক্রোধে বলয়ে বচন ॥ ২৬৭ ॥

বিপ্রেয় উচ্চহরিকীর্তন-বিরোধ—

“অয়ে হরিদাস, একি ব্যভার তোমার ?

ডাকিয়া যে নাম লহ, কি হেতু ইহার ? ২৬৮ ॥

দম্ভভরে উচ্চ হরিকীর্তনের শাস্ত্রপ্রমাণ-জিজ্ঞাসা—

মনে মনে জপিবা,—এই সে ধর্ম হয়।

ডাকিয়া লৈতে নাম কোন শাস্ত্রে কয় ? ২৬৯ ॥

অভিলাষ করিত না। ফলতঃ ভাগ্যহীন ব্যক্তিরই এইরূপ
দুশ্রুতি ও অমঙ্গল-লাভেচ্ছা জন্মে। কিন্তু হরিদাসঠাকুর—
অধ্যয়জ্ঞান-কৃষ্ণের নিকট-সেবক ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজনিত-
ভয়-লেশ-রহিত ; তিনি পাণিষ্ঠগণের নিকট হইতে নানা-
প্রকার বিষ ও বাধা পাইয়া ও হরিসঙ্কীৰ্তনে বিরত হন নাই ॥

বর্ণবিচারে দ্বিবিধ প্রথা লক্ষিত হয়,—(১) একটা শৌক-
বিচার, তাহাতে পিতৃপুরুষ হইতে পুত্রাদি অধস্তনগণ সাধারণ
বিধি-অনুসারে পিতৃবীর্য বা বংশানুসাবে সেই সেই প্রস্তাবিত
পিতৃবর্ণের পরিচয় লাভ করেন ; (২) দ্বিতীয়টা ব্যক্তিগত গুণ-
কর্মের বিচারেই বৃত্তান্তমারে বর্ণের নির্ণয়। সজ্জন ও দুৰ্জ্জন-
ভেদে মানবের স্বভাব দ্বিবিধ। ভগবৎসেবা-পর বৈষ্ণবগণই
সজ্জন, আর ভগবৎসেবা-বিমুখ দাস্তিকগণই পূর্বপুরুষগণের
বংশ-পরিচয়ে পরিচিত হইয়াও তাহাদের সৎগুণ-রহিত হওয়ায়
‘দুৰ্জ্জন’ সংজ্ঞা-লাভ করেন। শৌক-বিচারে ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া
পরিচিত হইলেও কাহারও কাহারও দুষ্কৃতিবশে সজ্জনের
হিংসাক্ষেপে ‘দুৰ্জ্জন’ সংজ্ঞা-লাভ হয়। ~~দুষ্কৃতি~~ বিষ্ণু, বিষ্ণুভক্তি
কি বিষ্ণুভক্তের প্রতি বিবেচ, সে স্থলে আমর-প্রভৃতিবশে
মূর্খদুৰ্জ্জনদমাজে ব্রাহ্মণত্ব-সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত মাননীয় ব্যক্তিরও
সজ্জন-সমাজে ‘দুৰ্জ্জন’ সংজ্ঞা-লাভ দেখা যায়।

তৎকালে যশোহর-জেলায় হরিনদী-নামে এক প্রসিদ্ধ

হরিদাসকে জড়বিজ্ঞ-সভায় নাম-দান-বিচারে আহ্বান—
কার শিক্ষা,—হরিনাম ডাকিয়া লইতে ?

এই ত পণ্ডিত-সভা, বলহ ইহাতে ॥” ২৭০ ॥

হরিদাসের আদর্শ মানদ-ধর্ম ও নৈস্তোক্তি—

হরিদাস বলেন,—“ইহার যত ভয়।

তোমরা সে জান’ হরিনামের মহত্ব ॥ ২৭১ ॥

তোমরা-সবার মুখে শুনিঞা সে আমি।

বলিতেছি, বলিবাও যেবা কিছু জানি ॥ ২৭২ ॥

উচ্চহরিকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব—

উচ্চ করি’ লৈলে শতগুণ পুণ্য হয়।

দোষ ত’ না কহে শাস্ত্রে, গুণ সে বর্ণয় ॥” ২৭৩ ॥

উচ্চহরিকীর্তনেই হরিশ্রীত্যাধিক্য—

তথা হি

“উচ্চৈঃ শতগুণং ভবেৎ” ইতি ॥ ২৭৪ ॥

গ্রাম ছিল। তথায় শৌকবিপ্রকুলোদ্ভূত হরিভক্তি-বিবেচী
এক ব্যক্তি শ্রীনাথের নিরন্তর উচ্চকীর্তনকারী শ্রীহরিদাসকে
দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া কৃতর্ক উপস্থিত করিয়াছিল ॥ ২৬৭ ॥

দেই মূর্খ অনভিজ্ঞ পাষণ্ডী ব্রাহ্মণাধম বলিল,—কোন
শাস্ত্রেই উচ্চৈঃস্বরে হরি-সঙ্কীৰ্তনের বিধান নাই, পরন্তু মনে-
মনে জপই প্রশস্ত !’ সুতরাং হরিদাসের পক্ষেও উচ্চৈঃস্বরে
হরিনাম-গ্রহণ—শাস্ত্রবিধি-নিষিদ্ধ ; অতএব তাঁহার তজ্জপ
অমুষ্ঠান—অত্যন্ত অবৈধ।—এই ব্রাহ্ম অন্ধ-বিশ্বাসের বশবর্তী
হইয়া সে অতিশয় পরুষ-বাক্যে হরিদাসকে তৎকর্তৃক উচ্চৈঃ-
স্বরে নাম-গ্রহণের কারণ জিজ্ঞাসা করিল। তাহার বিচার
এই যে, হরিদাস যখন শৌক-ব্রাহ্মণকূলে অবতীর্ণ হন নাই,
তখন তিনি হরিনাম-দাতা গুরুদেবের কাণ্ড করিতে সম্পূর্ণ
অযোগ্য। ঠাকুর-হরিদাস উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম কীর্তন করিলে
পাছে তাহার কর্ণে সমুৎপন্ন শুদ্ধনাম প্রবিষ্ট হইয়া তাহাকে
শিষ্যত্বে পরিগণিত করায়, এই আশঙ্কায় ভগদত্তের কৃত্য
হরিনাম-কীর্তন যেন ঠাকুর-হরিদাস উচ্চারণ না করেন,—
ইহাই ছিল তাহার শাস্ত্রমর্মানভিজ্ঞতা বা মূর্খতা ও ব্রাহ্ম-
মূলক উদ্বেগ ॥ ২৬৮ ॥

ষড়বিধ বেদাদ-শাস্ত্রের অন্ততম ‘শিক্ষা’-শাস্ত্র, তদ্বারা
স্বরের নিয়মন হয় ॥ ২৭০ ॥

বিপ্র-কর্তৃক উচ্চকীর্তন-কলামিকোর কারণ-জিজ্ঞাসা—
 বিপ্র বলে—“উচ্চ নাম করিলে উচ্চার।
 শতগুণ পুণ্যফল হয়, কি হেতু ইহার ?” ২৭৫ ॥
 হরিদাসের শাস্ত্রমত উচ্চকীর্তন-মহিমা-ব্যাখ্যাস্ত—
 হরিদাস বলেন,—“শুনহ, মহাশয় !
 যে তত্ত্ব ইহার, বেদে ভাগবতে কয় ॥ ২৭৬ ॥
 সর্বশাস্ত্র-নিকাশ হরিদাসের শ্রীনাম-মাগায়া-ব্যাখ্যা—
 সর্বশাস্ত্র ক্ষুরে হরিদাসের শ্রীমুখে।
 লাগিলা করিতে ব্যাখ্যা কৃষ্ণানন্দ-সুখে ॥ ২৭৭ ॥
 শুদ্ধ-ভক্ত-সাধু বৈষ্ণব-মুখে শুদ্ধনামশ্রবণমাত্রেই সর্ববিধ
 বন্ধজীবের ভব-বন্ধন-মোচন—
 “শুন, বিপ্র, সৰুৎ শুনিলে কৃষ্ণনাম।
 পশু, পক্ষী, কীট যায় শ্রীবৈকুণ্ঠ-দাম ॥ ২৭৮ ॥
 তথা হি শ্রীভাগবতে (১০।৩৪।১৭) মদর্শনবাক্য—
 যস্মৈ গৃহ্মধিলান্ শ্রোতৃনাংমানমেব চ।
 সন্তঃ পুনাতি কিং ভূয়ন্তস্ত স্পৃষ্টঃ পদা হি তে ॥ ২৭৯ ॥
 শুদ্ধ-ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবমুখে নাম-শ্রবণমাত্রেই মুক্তজীব-
 গণেরও উদ্ধার-লাভ—
 পশু-পক্ষী-কীট-আদি বলিতে না পারে।
 শুনিলেই হরিনাম তারা সব তরে’ ॥ ২৮০ ॥

ঠাকুর-হরিদাস তত্ত্বতরে দৈন্তভরে স্বয়ং অমানী ও মানদ
 হইয়া বলিলেন,—আমি হরিনাম-কীর্তনের অতুল মাছায়া
 স্বয়ং শাস্ত্র হইতে তর্কপথে শিক্ষা করি নাই। নামতত্ত্ববিৎ
 শুদ্ধনামোচ্চারকারিগণের মুখে যাহা শুনিয়াছি, তাহাই
 তোমাদের নিকট বলিতেছি ও বলিব ॥ ২৭২ ॥

মনে-মনে শ্রীনাম গ্রহণ বা উচ্চারণ করিলে যে ফল-লাভ
 হয়, উচ্চৈঃস্বরে নাম কীর্তন করিলে তাহার শতগুণ ফল-
 লাভ হইয়া থাকে—ইহাই সর্বশাস্ত্রের বিধি-ব্যবস্থা। উচ্চৈঃ-
 স্বরে নামগ্রহণে শতগুণ অধিকই ফললাভ হয়; তাহাতে কোন-
 প্রকার দোষ হয় না। যে-সকল লোক মহামন্ত্র হরিনামকে
 কেবলমাত্র ‘জপা’ বলেন, তাহারা শাস্ত্রমর্দ্যাবধারণে বিষ্মত।
 ‘হরে’ ‘কৃষ্ণ’ ও ‘রাম’—এই সর্বোদ্যনের পদত্রয় ‘জপা’ও বটে
 এবং ‘কীর্তনীয়’ও বটে। ভগবানকে মনেমনেও ডাকা
 দায় এবং উচ্চৈঃস্বরেও ডাকা যায়। উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলে

কৃষ্ণ-নাম-মন্ত্র-জপ-ফলে কেবলমাত্র নিজস্বার্থসিদ্ধি অর্থাৎ স্বীয়
 সংস্কারমোচন, কিন্তু উচ্চহরিনাম-কীর্তন-ফলে, স্ব ও পর,
 সকলেরই নিঃশ্রেয়স বা কৃষ্ণচরণ প্রাপ্তি—
 জপিলে শ্রীকৃষ্ণনাম আপনে সে তরে।
 উচ্চ-সঙ্কীর্তনে পর-উপকার করে ॥ ২৮১ ॥
 স্মরণ্য উচ্চহরিকীর্তনেব সর্বত্র সর্বদা প্রাধান্ত—
 অতএব উচ্চ করি’ কীর্তন করিলে।
 শতগুণ ফল হয় সর্বশাস্ত্রে বলে ॥ ২৮২ ॥
 নামজপকারী কেবলমাত্র নিজেরই, কিন্তু নামকীর্তনকারী
 নিজের ও শ্রোতার, উভয়েরই নিত্য অখণ্ড
 উপকার-সাধক—

তথা হি শ্রীনারদীয়ে প্রহ্লাদবাক্য—
 জপতো হরিনামানি স্থানে শতগুণাদিকঃ।
 আত্মানঞ্চ পুনাতুচ্চৈর্জপ্ন শ্রোতৃন পুনাতি চ ॥ ২৮৩ ॥
 নামজপকারী অপেক্ষা নামকীর্তনকারীর শ্রেষ্ঠত্ব—
 জপকর্তা হৈতে উচ্চসঙ্কীর্তনকারী।
 শতগুণ অধিক সে পুরাণেতে ধরি ॥ ২৮৪ ॥
 তৎকারণ-বর্ণন; নামজপকারীর স্বীয় উদ্ধারসাধনই উদ্দেশ্য—
 শুন, বিপ্র, মন দিয়া ইহার কারণ।
 জপি’ আপনারে সবে করয়ে পোষণ ॥ ২৮৫ ॥

বহু ব্যক্তি ভগবান্নাম শ্রবণ করিতে পারেন, তদ্বারা শ্রবণ-
 জন্ত সকলের মঙ্গল-লাভ হয়। নাম-শ্রবণ-কার্য্য নবধা-
 ভক্তির অস্ত্রতম প্রধান ঋষ। সাধুগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্তন
 না করিলে কাহারও শ্রবণাখ্যা-ভক্তিতে অধিকার হয় না।
 স্মরণ্য উচ্চকীর্তন-বিরোধিগণের অসং কুতর্ক—কপিপ্রণো-
 দিত-মাত্র। ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চন-বিধিতে শ্রীনামের কীর্তন
 অনেকটা অব্যক্ত; তজ্জগাই কপিপালে ধ্যান, যজ্ঞ ও অর্চন-
 বিধিতে নানা-প্রকার বিবাদ উপস্থিত হয়। কলিহত জনগণ
 যখন পারমার্থিকগণের হরিভজনে বাধা দিবার জন্ত অগ্রসর
 হয়, তখন সত্য, যেতা ও ধাপরের অভিধেয় ধ্যান, যজ্ঞ ও
 অর্চন-অহুষ্ঠানকারী সেই সজ্জনগণ তাহাদিগের সহিত
 কুতর্কে প্রবৃত্ত হন না; কিন্তু হরিনামোচ্চারকারী সজ্জনগণ
 কলিহত জনগণের কুপ্রবৃত্তি দূর করিয়া তাহাদের নিতামঙ্গল-
 সাধনোদ্দেশে শ্রীনামের অনন্তমহিমা কীর্তন করিয়া থাকেন,

শুদ্ধ-ভক্ত-সাদু-বৈষ্ণব-মুখে উচ্চনাম কীর্তন-শ্রবণ-ফলে
 প্রত্যেক শ্রোতৃকীর্তনেরই উদ্ধার-লাভ—
 উচ্চ করি' করিলে গোবিন্দ-সঙ্কীৰ্তন ।
 জন্মমাত্র শুনিঞাই পায় বিমোচন ॥ ২৮৬ ॥
 মানব ও মানবেতর জীবের ভাবন্য-কারণ-নির্দেশ ; একমাত্র
 মানবজন্মেই কৃষ্ণনামকীর্তনে সামর্থ্য, তদিতর জন্মে
 কৃষ্ণনাম কীর্তনে অসামর্থ্য—
 জিহ্বা পাইঞাও নর-বিনা সর্ব-প্রাণী ।
 না পারে বলিতে কৃষ্ণনাম-হেন ধ্বনি ॥ ২৮৭ ॥
 মানবেতর প্রাণিমাত্রের ও উচ্চকীর্তনশ্রবণে উদ্ধার-লাভ-হেতু
 উচ্চকীর্তনের গুণমহিমা ও একান্ত প্রয়োজনীয়তা—
 ব্যর্থজন্মা হইয়া নিস্তরে বাহা হৈতে ।
 বল দেখি,—কোন্ দোষ সে কর্ম করিতে ১২৮৮
 সাধারণ লোকবোধ্য দৃষ্টান্ত-দ্বারা নামজপ ও নামকীর্তন,
 উভয়-সাধনের ভারতম্য-কীর্তন—
 কেহ আপনারে মাত্র করয়ে পোষণ ।
 কেহ বা পোষণ করে সহস্রেক জন ॥ ২৮৯ ॥

তাহাতেই কুতর্কিকগণের কুতর্কযোগপ্রসূ চিন্তাবৃত্তির উপযুক্ত
 ওষধ প্রদত্ত হয় ॥ ২৭৩ ॥

অম্বয় । উচ্চৈঃ (উচ্চস্বরেণ গৃহীতং নাম) শতগুণং
 (জপ-স্মরণাভ্যপেক্ষ্য শতগুণ-ফলযুক্তং) ভবেৎ ॥ ২৭৪ ॥

অমুবাদ । উচ্চৈঃস্বরে নাম গ্রহণ করিলে জপ এবং
 স্মরণাদি অপেক্ষা শতগুণ-ফল-লাভ হইয়া থাকে ॥ ২৭৪ ॥

হে বিপ্র, সাদু, ভক্ত বা বৈষ্ণবের শ্রীমুখে কৃষ্ণনাম শ্রবণ
 করিলে শুদ্ধ জীবমাত্রেরই কর্ণরঞ্জে সেই উচ্চারিত বৈকুণ্ঠ-
 শব্দ প্রাবর্ত্ত হইয়া তাহাকে নাসা-বন্ধন হইতে মোচন করে,
 কারণ, বৈকুণ্ঠ-নাম জীবকে ভোগ-বুদ্ধি হইতে বিমুক্ত করিয়া
 বৈকুণ্ঠবস্তুর সেবা-বুদ্ধিতে উদ্ধৃত্ত করায়। ভক্তশিহ্নাক্রম বৈকুণ্ঠ-
 ধামে জড়াকালের ভায় বদ্ধজীবের ~~কীর্তন~~ ভোগ্য অজ্ঞান নী
 থাকায় এবং বৈকুণ্ঠ-নাম পূর্ণ অম্বয়-জ্ঞান-বাচক হওয়ায়,
 জীবকে ভোগময়ী বদ্ধদশায় আবদ্ধ করে না। সুতরাং, বৈকুণ্ঠ
 ভগবান্নাম গ্রহণ করিলে জীব জীবমুক্ত হয়। বদ্ধ-জীব নিজে
 সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্য মুক্তপুরুষের নিকট
 মন্ত্রণীক্ষারূপ অম্বয়গ্রহ গ্রহণ করিবেন। মন্ত্রে সিদ্ধ হইলে

নামজপ ও নামকীর্তনের ফল-ভারতম্য বিচারে অম্বয়োপ-
 ত্ত হইতে কে বড়, ভাবি' বুঝ আপনে ।

এই অভিশ্রায় গুণ' উচ্চসঙ্কীৰ্তনে ॥ ২৯০ ॥

সাদুশিরোমণি হরিবাসের শাস্ত্র-মু-ক্ত-সঙ্গত বাক্য শ্রাণে ও

নামাপরাধী পাবতিবিপ্রকৃপের সাদু-নিন্দা-

সেই বিপ্র শুনি' হরিদাসের কথন ।

বলিতে লাগিল ক্রোধে মহা-দুর্কটন ॥ ২৯১ ॥

জাতিমদ-মত্ততা-হেতু দম্ভভরে হরিদাস-প্রতি বিপ্রকৃপের

কঠোর বিজ্ঞপোক্তি—

“দরশনকর্তা এবে হৈল হরিদাস !

কালে-কালে বেদপথ হয় দেখি' নাশ ॥ ২৯২ ॥

‘যুগশেষে শূদ্র বেদ করিবে বাখানে’ ।

এখনই তাহা দেখি, শেষে আর কেনে ? ২৯৩ ॥

জগদ্বন্ধুর গোষামি হরিদাসকে নিজ-সম উদরদম্পট-

মিথ্যা অপবাদারোপ —

এইরূপে আপনারে প্রকট করিয়া ।

ঘরে-ঘরে ভাল ভোগ খাইস্ বুলিয়া ॥ ২৯৪ ॥

তাহার উচ্চৈঃস্বরে নাম-গ্রহণে অধিকার হয়। তখন তিনি
 জগদ্বন্ধুর কার্য্য করিয়া বদ্ধজীবগণের জড়াকালে ক্রোধেতর
 বহুবিধ ভোগ্য চিৎসনোহর অসং শব্দ ও প্রকল্পাদি-শ্রবণজ্ঞ
 অনর্থ-দর্শনে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া তাহাদিগকে ভোগময়ী জড়াত্ম-
 ভূতি হইতে বিমুক্ত করিয়া শুদ্ধশব্দ বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে প্রেরণ করেন।
 সাধারণ মূঢ়-মানব মনে করেন,—একবার-মাত্র উচ্চারিত
 বৈকুণ্ঠ-নামের শ্রবণ এবং বৈকুণ্ঠ-নামের কীর্তন-কটন শাস্ত্রে যে
 বৈকুণ্ঠ-গমন বর্ণিত আছে, তাহা—অর্থবাদমাত্র। কিন্তু প্রকৃত-
 প্রভাবে বৈকুণ্ঠ-নামের অতীন্দ্রিয় প্রভাবে তাদৃশ দ্রাস্ত জড়বিচার-
 পরায়ণ পরিমাপকের ক্ষুদ্রতম মস্তিষ্কের অন্তর্ভুক্ত নহে। বৈকুণ্ঠ-
 নামকে মায়িকবস্ত-পর্য্যায় মনে করিলে জীবের ভোগময়ী
 কুপ্রবৃত্তি অতীন্দ্রিয়, অপ্রাকৃত, অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠ বস্তুকে
 বুঝিতে দেখ না। তজ্জগৎই জীবের বেদ ও বেদান্তগ সাংঘাত-শাস্ত্রে
 বিশ্বাস-রাহিত্য—তাহার ভাগ্যহীনতারই পরিচায়ক ॥ ২৭৮ ॥

একদা শ্রীনন্দাদি গোপগণ সরস্বতী-নদীতীরে অধিকা-
 বনে উপস্থিত হইয়া দেব-ব্রাহ্মণ-পুণ্ড্রনাশ্ত্রে ব্রতধারণ-পূর্বক
 রাত্রিবাস করিতেছিলেন, এমন-সময় এক ভীষণাকৃতি মহা-

অগদগুরু প্রতি শপথ-শাসনোক্তি—

যে ব্যাখ্যা করিলি তুই, এ যদি না লাগে।

তবে তোর মাক কাণ কাটি' তোর আগে ॥ ২৯৫

সর্প নম্বে গ্রাস করিল; নন্দের করুণ রোদনে পিতৃ-
সেহবৎসল প্রপন্ন-পালক ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মণ-সর্পকে বাম-
পদদ্বারা স্পর্শ করিবা-মাত্র সে সর্পরূপ পরিত্যাগ করিয়া
উজ্জল বিভাধর-রূপ ধারণ করিল এবং ভগবানের আদেশে
যীর পূর্ণরুমের পানকর্ণের ইতিহাস বর্ণন-পূর্বক স্বহানে
প্রস্থানোদ্ভূত হইয়া স্তব করিতে করিতে দেবহুল্লভ ভগবৎ-
পাদস্পর্শলাভ-মহিমা এই স্লোকে বর্ণন করিতেছে—

অঙ্ঘ্র। যদ্যম (যত তব নাম একমপি) গৃহ্ণ
উচ্চারণ্য পুমান্ (অম্মাং (অম্) এব (অপি) অখিলান্
(সর্গান্) শ্রোতৃন্ (শ্রবণকারিণঃ) চ (তৎসম্বন্ধিনঃ জনান্
অপি) সত্ত্বঃ (তৎক্ষণাৎ) পুন্যতি (পবিত্রীকরোতি,
শোধয়তি মোচয়তীত্যর্থঃ) তত্ত্ব (তাৎদৃশ-মাহাত্ম্যযুক্তত্ব) তে
(তব) পদা (চরণেন) স্পৃষ্টঃ (স্পর্শমাত্রেনৈব স্মৃতরাং পূতঃ
সন্) কিং জুয়ঃ (অধিকং যথা ত্রাত্য তথা, সর্গতোভায়ে-
নেত্যর্থঃ, সর্গান্ এব তান্) হি (নিশ্চিতং পুন্যতি ইতি কিং
পূনরপি বক্তব্যম্) ॥ ২৭৯ ॥

অঙ্গুরাঙ্গ। ষাধার নাম কীর্জন করিয়া পুরুষ সমস্ত
শ্রোতা এবং নিজেই সত্ত্বই পবিত্র করিয়া থাকেন, সেই
আপনার সাক্ষাৎ পাদস্পর্শে পবিত্র হইয়া সে ব্যক্তি যে
সর্গতোভাবে সকলকে শোধন করিবে,—এ বিষয়ে আর
বক্তব্য কি? ২৭৯ ॥

উধ্য। ‘অধিকন্তু, হে ভগবন্ আমি তোমার পাদপদ্ম-
দ্বারা সাক্ষাৎ স্পৃষ্ট হইয়াছি। অধুনা স্বহানে গমন করিয়া
অলোকবর্তী অস্ত্রাশ্র সকলকেও (তোমার পাদপদ্ম-স্পর্শপূত)
আমি নিজ-স্পর্শদ্বারা কৃতার্থ করিব’,—এই অভিপ্রায়ে
বলিতেছেন,—একটি(একবার)মাত্র ষাধার নাম উচ্চারণ
করিতেই(মানব নিজেই ও পরকে পবিত্র করে),—এতদ্বারা
নাম-প্রদ-বিষয়ে শ্রদ্ধাদির উদয়ের অপেক্ষা (অর্থাৎ শ্রদ্ধা
বা স্মৃতি-নিশ্চয়-বিশ্বাসাত্মক সন্ধ-জ্ঞানের উদয় না হওয়া
পর্যন্ত নাম-প্রদনের আবশ্যকতা নাই—এরূপ বিচার-মূল্য
চিন্ত্যবৃত্তির প্রয়োজনীয়তা) নিরস্ত হইল (অর্থাৎ দশটি নামা-

পাশ্চাৎ-বিপ্রাধমের বাক্যে হরিদাসের হঃখ-হাস—

‘সুনি’ বিপ্রাধমের বচন হরিদাস।

‘হরি’ বলি’ জীবৎ হইল কিছু হাস ॥ ২৯৬ ॥

পরোধ-বর্জিত হইয়া সঙ্কেত, পরিহাস, স্তোভ বা হেলা,—
এই চতুর্বিধ শ্রদ্ধাহীন-অবস্থাতেও ভগবানের নাম উচ্চারণ
করা যায় এবং কৰ্তব্য)। ‘গৃহ্ণ’ (উচ্চারণ করিতে
করিতে),—এই ক্রিয়াটির বর্তমানকালীয় প্রয়োগ-দ্বারা
সম্পূর্ণতার অপেক্ষা (অর্থাৎ সম্পূর্ণভাবে নামোচ্চারণ না
হওয়া পর্যন্ত আংশিকভাবে নামোচ্চারণ অকৰ্তব্য ও
বিফল,—এরূপ বিচারের আবশ্যকতা) নিরস্ত হইল অর্থাৎ
ভগবদ্রামের অক্ষুট, অসম্যক, অসম্পূর্ণ বা আংশিক ভাবেও
উচ্চারণ করা যায় এবং কৰ্তব্য)। ‘অখিলান্’ (সকল-
শ্রোতাকেই)—এই শব্দ-দ্বারা ‘অধিকার’ প্রভৃতির অপেক্ষা
(অর্থাৎ পান, তপ, ইজা, পৌচ, স্বাধ্যায়, সন্ন্যাস, যোগ,
যাগ, পুণ্যজন্য প্রভৃতি জড়ীয় নম্বর বাহ্য অধিকার-লাভের
আবশ্যকতা) নিরস্ত হইল (অর্থাৎ যে-কোন মানবের যে-
কোন অবস্থায় ভগবদ্রাম উচ্চারণ করা যায় এবং কৰ্তব্য)।
‘সত্ত্বঃ’ (তৎক্ষণাৎ),—এই শব্দে কালের অপেক্ষা (অর্থাৎ
কেবলমাত্র কোন বিশিষ্ট-কালেই পবিত্র করিতে পারে, যে-
কোন মুহূর্তে করিতে পারে না,—এইরূপ বিচারের প্রয়ো-
জনীয়তা) নিরস্ত হইল (অর্থাৎ যে-কোন মুহূর্তে শ্রীনাম
শুদ্ধভাবে উচ্চারণকারী যে-কোন ব্যক্তিকে সম্যকভাবে পবিত্র
করিতে সমর্থ)। ‘শ্রোতৃন্’ (শ্রোতৃগণকে),—এই শব্দে
কেবলমাত্র ভগবদ্রাম-শ্রবণ-লাভই অতিপ্রেরিত হইয়াছে। এ-
হলে ‘এব’ শব্দ ‘ইব’ বা ‘অপি’-অর্থে প্রযুক্ত বলিয়া, ‘নামো-
চ্চারণকারী নিজের জ্ঞান শ্রোতৃগণকেও’ এই দৃষ্টান্ত-সাম্যে
‘শ্রবণ’ ও ‘কীর্জন’, উভয়বিধ সাধনেরই পরস্পর অভেদ-
নিবন্ধন বিশেষ মাহাত্ম্য সূচিত হইল। ‘চ’-কার দ্বারা সেই
সেই শ্রবণোচ্চারণকারীর সহিত সন্ধকবিশিষ্ট জনগণকেও যে
এতাৎদৃশ আপনার পদ-পূত হইয়া আমি সমধিক (সর্গতো)-
ভাবে নিশ্চয়ই পবিত্র করিব—ইহাতে আর বক্তব্য কি?
(শ্রীসনাতনপ্রভু ও শ্রীজীবপ্রভুর কৃত ‘বৈকল্যতোষণী’) ॥ ২৭৯ ॥

যিনি বৈকল্য-নাম জপ করেন, তিনি কেবলমাত্র নিজেরই
মঙ্গল বিধান করেন; আর, যিনি বৈকল্য-নাম উচ্চারণে

হরিনাম-কর্তৃক সেই পাষাণের চূর্ণ-পরিভ্রাণ—
প্রভুত্তর আর কিছু তারে না করিয়া।
চলিলেন উচ্চ করি' কীর্তন গাইয়া ॥ ২৩৭ ॥

সকীর্তন করেন, তিনি নিজের মঙ্গলের সহিত শ্রোতৃবর্গেরও মঙ্গল বিধান করেন। একমাত্র কৃষ্ণকীর্তনকারী গুরুদেবই জীবে দয়া বা পরোপকার করিতে সমর্থ, অজ্ঞে নহে ॥ ২৮১ ॥

অর্থ্য। হরিনামানি জপতঃ (স্মৃণুতয়া উচ্চারণতঃ জনাং) উচ্চৈঃ জপন্ (কীর্তয়ন্ জনঃ) শতগুণাধিকঃ (শত-গুণৈঃ অধিকঃ শ্রেষ্ঠঃ ইতি) স্থানে (যুক্তমেব, যতঃ জপন্ জনঃ কেবলম্ আত্মানমেব পুন্যতি, পরন্তু উচ্চস্বরেণ কীর্তনকারী জনঃ) আত্মানং (স্বং) চ পুন্যতি (পবিত্রীকরোতি) শ্রোতৃন্ (নাম-কীর্তন-প্রবণকারিণঃ অজ্ঞানপি) পুন্যতি (পবিত্রীকরোতি চ) ॥ ২৮৩ ॥

অনুবাদ। যিনি হরিনাম জপ করেন, তাঁহা হইতে উচ্চস্বরে কীর্তনকারী ব্যক্তি যে শতগুণে শ্রেষ্ঠ, ইহা সঙ্গতই বটে; যেহেতু জপকর্তা কেবলমাত্র নিজেকেই পবিত্র করেন, কিন্তু উচ্চৈঃস্বরে হরিকীর্তনকারী ব্যক্তি নিজেকে এবং শ্রোতৃ-গণকে অর্থাৎ সকলকেই পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ২৮৩ ॥

হরিনাম-জপকারী অপেক্ষা উচ্চ নাম-সকীর্তনকারী শত-গুণ অধিক ফল লাভ করেন। মূর্খ গুরুব্রহ্মের নিকট গোপনে হরিনামের ছলনায় যদি অজ্ঞ কিছু শব্দ-প্রবণ করিয়া জপকারী ব্যক্তি ভোগময়-বুদ্ধিবশে সকাম উপাসনায় প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহার কখনই নিত্য মঙ্গল-লাভ হয় না। আর মহাভাগবত মুক্ত গুরুদেবের মূখ হইতে শ্রুত শুদ্ধ-হরিনাম কীর্তন করিলে অপরাপর শ্রোতৃ-বৈষ্ণবগণ সেই হরিনামের মহিমা পরস্পরকে বুঝাইয়া দেন। তাহাতে জপ-কারী অপেক্ষা উচ্চ-নাম-কীর্তনকারীর মঙ্গল-লাভই হয়। নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধশ্রীনাম-গ্রহণ—এই ত্রিবিধ বিচার-বৈশিষ্ট্য তাহাদের উপলব্ধির নিম্ন হয় না, তাহারা অনেক-সময়েই দশাপরাধের যৎসামান্যতঃ নানৈকনিষ্ঠ নামাঞ্জিত সাধু বা বৈষ্ণবের নিন্দা করে এবং গুরুদেবের অবজ্ঞারূপ ভীষণতম অপরাধ করিয়া বসে,—গুরুকে মর্ত্য জীব-বুদ্ধি করিয়া অহং বা অবজ্ঞা করে। প্রাকৃত-বস্তুকে দেবজ্ঞান করিয়া তাদৃশ দেবগণের সহিত সর্বেশ্বর-বিষ্ণুর

নাম ও নামাঞ্জিত-গুরুনিন্দা-প্রবণকারিগণের পাপভাক্ষ—
যেবা পাপী সত্যসদ, সেহ পাপমতি।
উচিত উত্তর কিছু না করিল ইধি ॥ ২৮৮ ॥

মমতা-দর্শনে তাহাদের অপরাধ ঘটে, তৎফলে তাহারা ঐকান্তিক-বৈষ্ণবের প্রতি শ্রদ্ধা হীন হইয়া বৈষ্ণবাপরাধী হইয়া পড়ে। তাহাদের শ্রীনামপ্রভুর সেবায় অনবধান এবং নাম-মহিমার অর্থবাদ-কল্পনরূপ অপরাধ আদিয়া উপস্থিত হয়, অজ্ঞ শুভ-ক্রিয়ার সহিত নাম-গ্রহণকে তুল্য বলিয়া জ্ঞান করে এবং নামবলে পাপ-প্রবৃত্তিক্রমে পাপাসক্ত হয়। দ্রবণ-গোভের বশবর্তী হইয়া গুরুর সজ্জা গ্রহণপূর্বক অশ্রদ্ধাধানে পণ্যদ্রব্য-বিক্রয়ের জায় নামোপদেশাদি-প্রদানের ছলনা করিয়া জগতের সমঙ্গল সাধন করে। ‘বহং-মম’-ভাবপ্রমত্ত হইয়া ক্রমশঃ বেদশাস্ত্রে ও বেদান্তে আশ্রয়গণের প্রতি বিরোধী হইয়া পড়ে। এই প্রকার দশবিধ অপরাধ জপ-কর্তাকে অধঃপাতিত করে; কিন্তু শ্রীনাম-কীর্তনকারী সংসঙ্গ-প্রভাবে এইসকল অপরাধ বৃদ্ধিতে পারিয়া নির্জন-ভজনের অনুরোধ হইতে অবসর লাভ করেন ॥ ২৮৪ ॥

মাহুষ ব্যতীত অস্ত্রাজ্ঞ প্রাণীরও জিহ্বা আছে এবং তাহারা নানা-প্রকার ধ্বনি উচ্চারণ করিতে পারে বটে, কিন্তু মানব ব্যতীত আর কোন প্রাণীই কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিতে পারে না। তবে কেহকেহ বলিতে পারেন,—‘পক্ষি-গণও ত’ কৃষ্ণ নামোচ্চারণের জায় শব্দের অনুকরণ করে, তাহাতে তাহাদেরও ত’ উত্তমগতি অর্থাৎ মুক্তিলাভ ঘটিতে পারে?’ তদুত্তরে বলা যাইতে পারে যে, ‘অনুকরণ’ ও ‘অনুসরণ’—সম্পূর্ণ পৃথক্ কার্য। অনুকরণকারী কৃষ্ণনামের জায় অড়াকাশের ইজিহ্ব-ভোগ্য শব্দগুলি উচ্চারণ করিলেও তাহার সেবোন্মুখ জিহ্বায় চিদিজিহ্বগ্রাহ চিদাকাশ-বিরাজিত কৃষ্ণনাম উচ্চারিত হয় না। কৃষ্ণতর বিবর-ভোগের উদ্দেশ্যে সকামভাবে যে উচ্চারিত নাম-প্রতিম শব্দ, তাহা ‘বৈকুণ্ঠ-নাম’ নহে। উহা তুচ্ছকল প্রদান করিতে সমর্থ বলিয়া নামাপরাধ-শব্দেই কথিত, পরন্তু উহা শুদ্ধনামের কল কৃষ্ণ প্রেমা উন্নয়ন করাইতে পারে না ॥ ২৮৭ ॥

প্রাণিমায়েই বৈকুণ্ঠনাম গ্রহণ করিতে না পারিলেও ভগবত্তত্ত্বের নিকট হইতে তাহারা কর্ণদ্বারা বৈকুণ্ঠ-নাম

নাম ও নামাশ্রিত-গুরু-নিষ্পক ও তৎসমর্থকগণ বাহ্যে ব্রাহ্মণ-

শ্রব হইলেও অন্তরে রাক্ষস-স্বভাব বলিয়া যমদণ্ড—

এ সকল রাক্ষস, ব্রাহ্মণ নাম মাত্র।

এইসব লোক যম-যাতনার পাত্র ॥ ২৯৯ ॥

শ্রবণ করিতে পারে। বৈকুণ্ঠ-নাম-শ্রবণে বাহ্যের যোগ্যতা হইল না, তাহার জীবন—সত্যসত্যই বুঝা। যে বৈকুণ্ঠ-নাম-কীর্তনের শ্রবণে অধিকার পাইয়া তৎপ্রভাবে যে-কোন প্রাণী জীবমুক্ত হইতে পারেন, সেই উচ্চ হরিনাম-কীর্তন কখনও মোহের বা তর্কদ্বারা সমালোচনার বিষয় হইতে পারে না ॥ ২৮৮ ॥

একব্যক্তি স্বার্থপর হইয়া নিজকে পোষণ করে, আর অপর একব্যক্তি নিজকে পোষণ করিবার সঙ্গে-সঙ্গে নিজ-ব্যক্তিরিক্ত অপর সহস্র-ব্যক্তিকেও পোষণ করে,—এই দুই-জনের মধ্যে কাহার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করিতে হইবে? ইহা বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, উচ্চনাম-কীর্তনকারী কেবলমাত্র স্বার্থপর নহে, পরন্তু নিঃস্বার্থ ও পরার্থপর; সুতরাং কেবলমাত্র অপকারী অপেক্ষা উচ্চনামকীর্তনকারী শ্রেষ্ঠ। অতএব কেবলমাত্র নাম-রূপ অপেক্ষা উচ্চনাম-সকীর্তন শতসহস্রগুণে শ্রেষ্ঠ ॥ ২৯০ ॥

সেই পাষণ্ডী বিপ্রাধম ক্রোধবশে এই বলিয়া হুস্বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিল,—‘ভারতের ছয়টি প্রাণদর্শনের কথা প্রসিদ্ধ। সেইসকল দর্শনের সমস্তই নূনাত্মিক বেদান্তগত। এক্ষণে হরিদাসের মুক্তপুরুষসংক্রান্ত বিচার ষড়দর্শনের স্থানে ‘সপ্তম দর্শন’ বলিয়া খ্যাতি লাভ করিল। কাল—কলি, সুতরাং বৈদিক পঞ্চ(?) কাল-প্রভাবে হরিদাসের ভ্রায় শ্রোত-পহিত্তবৈষ্ণবগণের দ্বারা ধ্বংস (?) পাইতে চলিল! কপিল ও পতঞ্জলি, কণাদ ও অক্ষপাদ, জৈমিনি ও ব্যাস—ইহারা এই এতাবৎকাল ষড়দর্শনের মালিক ছিলেন। এক্ষণে কোথা হইতে হরিদাস আসিয়া সপ্তম-দর্শনের মালিক হইয়া পড়িলেন! কালে-কালে কতই না বিচার উদ্ভিত হইবে! ২৯২ ॥

বৃণ্ণেবে,—কলিযুগের শেষভাগে। মহাযুগের অন্ত্যন্তরে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি,—এই বৃণ্ণ-চতুষ্টয় ক্রমান্বয়ে চতুঃশ্লিষ্ট, ত্রিংশ্লিষ্ট, দ্বিশ্লিষ্ট ও একশ্লিষ্ট বর্ষ-সংখ্যায় পরিমিত হয়। কলিযুগের সংখ্যা—৪৩২০০০ সৌরবর্ষ।

বিবাদ-তমোযুগে বিপ্রাধুলে-গুরু-বৈষ্ণব বেদ-নিষ্পক

রাক্ষসগণের জন্মগ্রহণ—

কলিযুগে রাক্ষস-সকল বিপ্র-অরে।

জন্মিবেক স্ত্রজনের হিংসা করিবারে ॥ ৩০০ ॥

একান্তর মহাযুগে এক ‘মহন্তর’, চতুর্দশ মহন্তর ও পঞ্চদশটি সত্যযুগ-পরিমিত সন্ধিযুক্ত সহস্র-মহাযুগে এক ‘কল্প’ বা ব্রহ্ম-দিন। শ্বেতবরাহ-কল্পের সপ্তম বৈবস্বত-মহন্তরের অষ্টাবিংশতি চতুঃশ্লিষ্টের অন্তর্গত কলি কৃষ্ণের প্রবৃত্ত হইয়াছে। কলিযুগের কেবলমাত্র আদি-সন্ধি বিগত হইয়া কএক বৎসর মাত্র অতীত হইয়াছে। শাস্ত্রে (ভাঃ ১২।১।৩৬-৪১, ১২।১।১-১৬, ১২।৩।৩১-৪৬) উল্লিখিত আছে যে, কলিযুগের শেষভাগে বর্ণাশ্রম-ধর্মের সম্পূর্ণ ব্যভিচার ঘটবে। কিন্তু কেবলমাত্র কলিপ্রবেশের অনতিবিশেষ-মধ্যেই এখন কলিযুগেও ভবিষ্যৎ-কালীন ব্যবহার লক্ষিত হইতেছে। বর্ণ-বিচারে বিজবর্ণ-ত্রয়ই বেদপাঠে অধিকারী এবং বিজ্ঞাশ্রম ব্রাহ্মণগণই বেদের অধ্যাপনা-কার্যে অধিকার লাভ করিবেন। বিজ্ঞাতিত্ব সাধারণতঃ দশটি সংস্কার গ্রহণ করেন, কিন্তু পাপকর্মপ্রবণ শূদ্রের কোনপ্রকার বিজ্ঞ-সংস্কারে অধিকার নাই। শূদ্রের বেদের অধ্যয়নে বা বেদের অধ্যাপনার অধিকার থাকিতে পারে না; কিন্তু কলিকাল প্রভাবে বর্ণ-ধর্মের বিপর্যয় ও ব্যভিচার লক্ষিত হইতেছে। ব্যভিচার ঘটিলেও বাহ্য-চিহ্ন বা পরিচয়ে পরিচিত জনগণই বিজ্ঞাতি বলিয়া আপনাদিগের গৌরব-বুদ্ধির আকাঙ্ক্ষা করেন। বর্ণবিচারে শৌক, সাবিত্র ও দৈক্ষ—এই ত্রিবিধ আতির বিচার হয়। শৌক-জন্ম-দ্বারা বাহ্যের বিজ্ঞ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহাদিগকে দ্বিতীয় মোক্ষীবন্ধন বা সাবিত্র-সংস্কার গ্রহণ করিতে হয়; বিজ হইবার পর বিজ্ঞ-দীক্ষা-প্রভাবে তৃতীয় দৈক্ষ-জন্ম লাভ হয়। শূদ্রের দ্বিতীয়-জন্ম বা তৃতীয় জন্ম নাই। গর্ভাধান সংস্কারে অনেককালে প্রামাণিকতার অভাব থাকায়, শৌকপথ অপেক্ষা ‘লক্ষণ’ বা ‘স্বভাব’ দ্বারা বন্ধ-নির্দেশ-কার্যে আগম-দীক্ষা-প্রভাবে সাবিত্র-সংস্কার-বিচার অধিকতর সমীচিন ও নির্দোষ। এই কারণে সাবিত্র-বিচার কেবলমাত্র শৌক-বিচারের অঙ্গগণন করে না। কিন্তু কর্মকাণ্ডবত জনগণ সাবিত্র-শাস্ত্র-বিচারকে উচ্চাঙ্গ প্রদান না করিলেও প্রকৃতপ্রভাবে

সুবিয়ল শ্ৰীতপস্বি-বৈষ্ণবগণকে ব্রাহ্মসংস্কারের বাধা প্রদান—

তথা হি (বরাহপুরাণে মহেশ-বাক্যং)—

ব্রাহ্মণাঃ কলিমাশ্ৰিতা জায়ন্তে ব্রহ্মযোনিষু।

উৎপত্তা ব্রাহ্মণরূপে বাধন্তে শ্ৰীজিয়ান্ কৃপান্ ॥ ৩০১ ॥

এ সব বিপ্রের স্পর্শ, কথা, নমস্কার।

ধর্মশাস্ত্রে সর্বথা নিষেধ করিবার ॥ ৩০২ ॥

অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণববিষেধি-ব্রাহ্মণভ্রমবগণের হুঃসদ সর্বথা

পরিত্যাগ-বিধি—

এতদ্বিষয়ে শাস্ত্র প্রমাণ—

তথা হি (পদ্মপুরাণে মহেশ-বাক্যং)—

কিমত্র বহুনোক্তেন ব্রাহ্মণা বেত্বৈষ্ণবাঃ।

তেষাং সন্তাষণং স্পর্শং প্রমাদেনাপি বর্জয়েৎ ॥ ৩০৩ ॥

সাধুত-শাস্ত্র-বিচারই দৈব-বর্ণধর্ম-নিরূপণে সর্বাধিক অধিক আদরণীয়। আধ্যাত্মিক-জ্ঞানী অনভিজ্ঞ সমাজ বর্ণনিরূপণে অশাস্ত্রীয় প্রথা অবলম্বন করায়, শাস্ত্রী বা সাধুতীপ্রথা সম্প্রতি বিপন্ন হইয়াছে; তজ্জন্ত বৈষ্ণব বিধেয়ী কর্মকাণ্ডেরত পাপিষ্ঠগণ ‘ব্রাহ্মণ কে?’ ‘শূদ্র কে?’ এই বিষয়ে বিচার করিতে গিয়া মায়া-মোহ-বশতঃ ভ্রান্ত হন।

এক্ষেত্রেও অতীত শৌক্য-অভিমানী সেই মাংসদৃক পাষণ্ডী বিপ্রভ্রম বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বাহু অঙ্গ স্থল দৈহিক-বিচারের আবাহন করিয়াছে। ঠাকুর-হরিদাস যখন ব্রাহ্মণকুলোক্ত নহেন, তখন তিনি যে ধর্মোপদেশকের কার্য করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম—ইহাই তাহার ভ্রান্ত ও কু-বিচারের মাপকাঠিতে নির্ণীত হইয়াছিল। সুতরাং সে-ব্যক্তি ক্রোধভরে বিবর্ত আশ্রয় করিয়া বেদ-ব্যাত্যাতা বৈষ্ণবগণকে ‘শূদ্র’ প্রভৃতি আখ্যা দিতেছিল! প্রকৃতপ্রস্তাবে সেই পাষণ্ডীই অপকৃষ্ট শূদ্রাধম। অনাঙ্কব, কোটিল্য ও মিথ্যা-ভাষণাদি তাহার প্রত্যেক অহুষ্ঠানে তাহাকে শুদ্ধবৈষ্ণবের বিরোধী করিয়া তুলিয়াছিল। শূদ্রাধম হইয়াও সে-ব্যক্তি আপনাকে বিপ্রাভিমান-পূর্বক বিপ্রগুরু বৈষ্ণবের চরণে জাতি-সামান্য-বৃদ্ধি আরোপ করিয়া মহাপরাধ-বশতঃ নিরয়গামী হইয়াছিল। সেই বৈষ্ণব-বিষেধী, বিপ্রাভিমানী পাপিষ্ঠ শূদ্রাধম কলি-বর্ণন-প্রসঙ্গে শুনিয়াছিল যে, বেদাধ্যয়ন পরিত্যাগ-পূর্বক অস্ত্র সাংসারিক-বিষয়ে অধাবসারীল শূদ্রগণ কলিকালে ব্রাহ্মণ-ভ্রম হইয়া বেদের পঠন শূন্যনা করিবে। তবে যে শূন্য বার, শৈব-দীক্ষাপ্রভাবে ব্রাহ্মণতা-লাভ হয়, তাহা বেদশাস্ত্র-সিদ্ধ নহে। পরন্তু সাধুতগণ পাক্যাত্মিক-মতে বিমুদীক্ষা-প্রভাবে বৈদিক বিদ্বৎ লাভ করেন। শৈব-দীক্ষার বেদাধিকার কখনই লক্ষ্য হয় না—ইহাই ব্রহ্মহত্রে বর্ণিত হইয়াছে। আগম-প্রামাণ্যে ত্রিযাহ্নাচার্য সাধুত-

গণের বিরুদ্ধে পাষণ্ডীদিগের ‘বৈষ্ণবগণ ব্রাহ্মণ নহে’—এই উক্তির সম্পূর্ণভাবে খণ্ডন করিয়াছেন,—“যে পুনঃ সাবিজ্ঞান-বচন-প্রভৃতি-ভ্রম-ধর্ম-ত্যাগেন একায়ন-ঐতি-বিহিতানেব চ্চারিংগং সংস্কারান্ কুর্ততে, তেহপি স্বশাখা-গৃহোক্তমর্থং যথাবদমুত্তিষ্ঠমানাঃ ন শাখান্তরীরকর্মানমুষ্ঠানাদ্ভ্রাক্ষণ্যং প্রচ্যবন্তে, অন্তেষামপি পরশাখাবিহিত-কর্মানমুষ্ঠান-নিমিত্তা-ব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গাৎ।” অর্থাৎ ‘যাহারা সাবিজ্ঞানবচন-প্রভৃতি বেদ (যজ্ঞোপবীত-ধারণ-নির্ণায়িকা ঐতি)-ধর্ম ত্যাগ করিয়া ‘একায়ন ঐতি’-বিহিত চ্চারিংগং সংস্কারের অমুষ্ঠান করেন, তাহারাও স্বশাখা-গৃহোক্ত বিষয় যথা-নিয়মে অবলম্বন করিয়া শাখান্তরীর-কর্মের অমুষ্ঠান-হেতু কখনও ব্রাহ্মণ্য হইতে প্রচ্যুত হন না। কারণ, তাহা হইলে অস্ত্র-শাখিগণেরও পরশাখোক্ত কর্ম অমুষ্ঠান না করায় অব্রাহ্মণ্য-প্রসঙ্গ হইতে পারে। দাক্ষিণাত্যে সাধুতগণের মধ্যে ‘আয়েজার’ নামক উপাধি অস্ত্রাপি বর্তমান। এই তামিল শব্দটি পঞ্চাধিক-সংস্কারসম্পন্ন ব্রাহ্মণকেই নির্দেশ করে। অসাম্প্রত-ব্রাহ্মণগণ দশসংস্কারবিশিষ্ট হইয়া ‘আয়ার’ নামক উপাধিতে বর্তমান। আয়েজারগণ—পঞ্চদশসংস্কারসম্পন্ন। গোড়ীয়-বৈষ্ণবগণের মধ্যে আবার আরও পাঁচটি সংস্কার অতিরিক্ত আছে। সুতরাং তাহারা বিংশসংস্কারসম্পন্ন। গোপালভট্ট-গোবিন্দী ‘সংক্ষিপ্ত-সার-দীপিকা’র পরিশিষ্ট ‘সংস্কারদীপিকা’র সংস্কার-সমূহের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। সাধুতগণ বলেন,—“স্বয়ং ব্রহ্মণি নিক্ষিপ্তান্ জাতানেব হি মন্ততঃ। বিনীতানথ পুত্রাদীন সংস্কৃত্য প্রেতিবোধয়েৎ ॥” কিন্তু অপ্যর-দীক্ষিতাদি হরি-গুরু-বৈষ্ণব-বিরোধী তর্কিকগণ আয়ার ও পঞ্চার প্রভৃতি স্বীকার না করায়, তাহাদিগের বিচার-প্রণালীতে ভীষণ বিষমভ্রান্তি প্রবেশ করিয়াছে। এইসকল বিরোধিজনের কুমত অমুসরণ করিয়া সেই হৃদয়-বিপ্রোধম প্রথম-কলি-

অবৈষ্ণব বা বৈষ্ণববিশেষ-ব্রাহ্মণকুব্জগণের প্রতি দৃষ্টিপাত-
নিষিদ্ধতা এবং জাতিকুল-নির্কীর্ণে অবতীর্ণ শুদ্ধ-
বৈষ্ণবমাত্রেরই জগদগুরুত্ব—
তথা হি (পদ্মপুরাণে)—
ঋপাকমিব নেক্ষেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্ ।
বৈষ্ণবো বর্ণবাহোহপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩০৪ ॥

প্রারম্ভেই ভবিষ্যৎকালির বিচার আনিয়া উপস্থিত করিয়া-
ছিল। “ন শূদ্রা ভগবদ্ভক্তান্তে তু ভাগ্যবতী মতাঃ । সর্ববর্ণেষু
তে শূদ্রা য়ে ন তক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥”—এই সাত্ত্বতপাঙ্গ-প্রমাণ
বাহারা অনাদর করে, বৈষ্ণবের প্রতি বা শুদ্ধবিষ্ণুভক্তিপথে
তাহাদিগের কোন শ্রদ্ধা নাই; তাহারা—শুদ্ধজ্ঞোহী ॥২৯৩॥

সেই পাণ্ডিত্য ব্রাহ্মণাধম হরিদাস-ঠাকুরকে বলিল,—
‘তুমি অপ্রাকৃত-দর্শন-কর্ত্তা হইয়া ভক্তিবিষয়ে কণ্ঠকাণ্ডি-
গণের বিরুদ্ধে যে ব্যাখ্যা করিতেছে, তদ্বারা তুমি নিজের
মহিমা উত্তমরূপে প্রচারিত করিয়া তোমার বকীভূত ব্যক্তি-
গণের নিকট হইতে কৌশলে উৎকৃষ্ট শাস্ত্র-স্রব্যাঙ্গাদি সংগ্রহ
করিতে পারিবে ॥’ ২৯৩ ॥

হরিদাস-ঠাকুরের শ্রীনাথ-সম্বন্ধে অত্যন্ত শাস্ত্র-ব্যাখ্যা
শ্রবণ করিয়া সেই পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের পাশবিক প্রবৃত্তি প্রবল
হইয়া উঠিল। সে বিষম ক্রোধবশে এই বলিয়া শপথ ও শাপ
প্রদান করিল যে, হরিদাস-কথিত নামের এইপ্রকার মহিমা-
ব্যাখ্যা যদি শাস্ত্রের সহিত প্রকৃতপক্ষে অসঙ্গত হয়, তাহা
হইলে একান্তভাবে তোমার নাসিকা ও কণ্ঠ ছেদন করিয়া
ইহার প্রতিশোধ লইব ॥’ ২৯৫ ॥

তখন ঠাকুর-হরিদাস সেই পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের ঐপ্রকার
নিরয়-প্রাপক কটু-বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার কোন কথারই
প্রত্যুত্তর প্রদান না করিয়া স্বয়ং উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন করিতে
করিতে নামের অর্থবাদ-দ্বারা কলুষিত সেই স্থান তৎক্ষণাৎ
পরিভ্রাণ করিলেন ॥ ২৯৭ ॥

বাহারা পাণ্ডিত্য চুচরিয়া ব্যক্তিগণের সমর্থনকারী ও
প্রশ্রয়দাতা সামাজিক বলিয়া খ্যাত, তাহারাও পাপচিত্ত।
ঠাকুর-হরিদাসের সম্পূর্ণ শাস্ত্র-সঙ্গত কথার সমর্থন দ্বারা
থাকুক, উক্তসভার মহা-পাণ্ডিত্য সত্যগুলিও ঠাকুরের শাস্ত্র-
যুক্তি-সঙ্গত বাক্যের সমর্থন বা সেই পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের

ব্রাহ্মণ হইয়া যদি অবৈষ্ণব হয়।

তবে তার আলাপেই পুণ্য যায় ক্ষয় ॥ ৩০৫ ॥

ঐগদগুরু বৈষ্ণবচাৰ্য্য হরিদাসের নিন্দক নামাপরাধী

পাষণ্ডি-বিপ্রাধমের দৃষ্টি-ফল বা শাস্তি—

সে বিপ্রাধমের কত-দিবস থাকিয়া।

বসন্তে নাসিকা তার পড়িল খসিয়া ॥ ৩০৬ ॥

কটুক্তির প্রতিবাদ-মুখে কোন কথা বলিল না। ব্রাহ্মণবংশে
জন্মগ্রহণ করিয়াও যদি কোন ব্যক্তি প্রকৃত ব্রাহ্মণাচার
হরিভক্ত-পালনে বিমুগ্ধ হয়, তাহা হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণ
বলে। ব্রাহ্মণ-সদাচারে বিমুগ্ধ হইয়া চারিটি জনগণ প্রকৃত
ব্রাহ্মণের একমাত্র কৃত্য হরি-সেবন-পরিভ্রাণ-ফলে অধঃ-
পতিত হইয়া ‘ব্রাহ্মণ’-নামে খ্যাত হয়। কেহ কেহ তাহা-
দিগকে ‘ব্রাহ্মণকুব্জ’ বা ‘ব্রাহ্মণাধম’ বলেন। আবিভোক্ত-
কালে তাহারা যমের নিকট প্রচুর শাস্তি লাভ করে এবং
ইহলোকেও ব্রাহ্মণতা হইতে বিচ্যুত হয় ॥ ২৯৮ ॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের হিংসাকারী ব্রাহ্মণ-স্বভাব জনগণ ব্রাহ্মণের
কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াও বৈষ্ণবের হিংসা করিয়া থাকে।
ইহাই কলিযুগের বিশেষত্ব ॥ ৩০০ ॥

অনুবাদ। ব্রাহ্মণাঃ কলিম্ আশ্রিতা (কলিযুগে) ব্রহ্ম-
যোনিষু (ব্রাহ্মণকুলে) জায়ন্তে, (তে) ব্রাহ্মণকুলে উৎপন্নাঃ
(সন্তঃ) কৃশান্ (বরলান্ স্বল্পসংখ্যকান্ ইত্যর্থঃ) শ্রোত্রিয়ান্
(“ঋগেতে ধন্যবধৌ” অনেন ইতি শ্রোত্রঃ বেদঃ, তং বেত্তি
অধোতে বা শ্রোত্রিয়ঃ” ইতি ভরতঃ—শব্দ-ব্রহ্ম-নিকাভঃ,
শ্রোতপথজঃ, এবজ্জুতান্), বাধস্তে (পীড়য়ন্তি) ॥ ৩০১ ॥

অনুবাদ। ব্রাহ্মণগণ কলিযুগে আশ্রয়পূৰ্ব্বক ব্রাহ্মণ-
কুলে উৎপন্ন হইয়া সুবিরল শ্রোতপথজ ব্যক্তিগণকে উৎপীড়ন
(হরিভক্তনের প্রতিকূল আচরণ) করিয়া থাকে ॥ ৩০১ ॥

তাদৃশ ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত বিষ্ণুবৈষ্ণববোধী বিপ্রাতিমানীকে
স্পর্শ করিতে নাই। ঘটনাক্রমে তাহাদের স্পর্শ হইলে
সবজ্ঞে গজা-মানই কর্তব্য। তাদৃশ বিপ্রের সহিত আলাপ
করিলে অধঃপতন অবশ্যপ্রাপ্য। তাহাদিগকে নমস্কারাদি-
দ্বারা সম্মান করিলেও বিষ্ণুভক্তি হইতে নিঃসৃত হইয়া
ঘটে। একত্র শ্রীমদ্ভাগবত ও দর্শনশাস্ত্রাদি বেদ-প্রতিপাদ্য
বৈষ্ণব-সদাচার-পালনে বিমুগ্ধ-ব্যক্তিকে সবংশে পতিত বলিয়া

যেমন উক্ত পাবণীর বৈষ্ণব-নিষ্ঠা, তেমন তাহার উপযুক্ত
শান্তিলাভ বা উপযুক্ত ফল প্রাপ্তি—
হরিদাস-ঠাকুরেরে বলিলেক যেন।
কৃষ্ণও তাহার শান্তি করিলেন তেন ॥ ৩০৭ ॥

অভিহিত করিয়াছেন,—“যোহনধীত্যা বিজ্ঞা বেদমন্তর
কুরুতে শ্রমম্। স জীবন্তেব শূদ্রত্বমাত্ত গচ্ছতি সাধারণঃ” “য
এবাং পুরুষঃ সাক্ষাদাত্মপ্রভবমৌষধম্। ন ভদ্রস্যাবজ্ঞানস্তি
স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যগঃ” ॥ ৩০২ ॥

অর্থঃ। অত্র (অগ্নিন্ বিষয়ে) বহুনা উক্তেন কিং
(বহুভাষণেন অগ্নং, পরন্তু) যে ব্রাহ্মণাঃ হি অবৈষ্ণবাঃ
(বিষ্ণুভক্তিবিহিতাঃ ভাস্তি), তেবাং (তাদৃশ-ব্রাহ্মণৈঃ সহ)
সম্ভাষণম্ (আলাপনং) স্পর্শং (বা) প্রমাদেন (ভ্রমেণ) অপি
বর্জয়েৎ (ন কুর্যাৎ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০৩ ॥

অনুবাদ। এ-বিষয়ে অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই;
পরন্তু বে-সকল ব্রাহ্মণ—অবৈষ্ণব, ভ্রমেও তাহাদিগকে সম্ভাষণ
বা স্পর্শ করিবে না ॥ ৩০৩ ॥

অর্থঃ। লোকে (ইহ জগতি) অবৈষ্ণবং (বিষ্ণু-
বৈষ্ণব-পূজা-বিহীনং) বিপ্রং (বিপ্রকুলোদ্ভূতং, বেদপাঠিনম্
অপি) স্বপাকম্ ইব (চণ্ডালং যথা ন পশ্যেৎ, স্তূহরাচার-
ত্বাৎ তথা) ন দ্বেক্ষেত (ন পশ্যেৎ,—“ন ভদ্রস্যাবজ্ঞানস্তি
স্থানাদ্ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যগঃ” ইতি স্মৃতেঃ, তাদৃশ-বিপ্রকুলব্রত সঙ্গঃ
দ্বঃসঙ্গত্বাৎ সর্বথা পরিত্যজ্য এব, ন চেৎ তদকরণে প্রত্যা-
বায়ঃ অবশ্যমেব ভবেদিত্যর্থঃ, পরন্তু) বৈষ্ণবং (গৃহীত-বিষ্ণু-
দীক্ষাকঃ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-প্রীতিবিশিষ্টঃ জনঃ) বর্ণগাহঃ অপি (যত্র
কুত্রাপি কুলে অবতীর্ণঃ সন্) ভুবনত্রয়ং (ত্রিলোকং উপলক্ষণে
তু, চতুর্দিশভুবনাত্মকং ব্রহ্মাণ্ডম্ অপি) পুন্যতি (পবিত্রা-
করোতি, বন্ধনাৎ মোচয়িতুম্ সম্যক শক্তঃ ইত্যর্থঃ) ॥ ৩০৪ ॥

অনুবাদ। জগতে কুকুরভোজি-চণ্ডালের স্তায় (অর্থাৎ
চণ্ডালের দর্শন যেমন অবৈধ বা নিষিদ্ধ, তজ্জপ) অবৈষ্ণব-
বিপ্রকে দর্শন করা কখনও উচিত নহে। অবৈষ্ণব (ব্রাহ্মণ-
গুরু) বর্ণনিরপেক্ষ হইয়াই অর্থাৎ যে-কোন বর্ণের আবৃত্তি
হউন না কেন, ত্রিভুবনকে পবিত্র করিয়া থাকেন ॥ ৩০৪ ॥

শৌক-বিপ্রকুলে জঙ্গগ্রহণ করিয়া সাবিত্র-জন্ম-নাভাস্তে
যদি কেহ বৈষ্ণবী দীক্ষা লাভ না করেন, এবং বৈষ্ণবের

সর্বত্র বিষ্ণুভক্তিহীনতা ও বিষয়ভোগপ্রমত্ত-দর্শনে
হরিদাসের হৃৎখণ্ড ও কারুণ্যোদ্বেগ—
বিষয়েতে মগ্ন জগৎ দেখি’ হরিদাস।
হৃৎখে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি’ ছাড়েন নিঃশ্বাস ॥ ৩০৮ ॥

বিষয় করিয়া আপনাকে ‘অবৈষ্ণব’ জ্ঞানেন, তাহা হইলে
তাদৃশ ব্যক্তির সহিত আলাপ করিলেও আলাপকারীর
সঞ্চিত পুঞ্জপুঞ্জ পুণ্যরাশি সমস্তই ধ্বংস হয় ॥ ৩০১ ॥

কিছুদিনের মধ্যেই সেই বিপ্রকুলজাত বৈষ্ণব-বিষেবী
ঘৃণিত বিপ্রের দাক্ষণ বসন্তবোগ হওয়ার মুখমণ্ডল হইতে
নাসিকা নষ্ট ও বিচ্যুত হইল ॥ ৩০৬ ॥

যদিও হরিদাস-ঠাকুর সেই হর্জন পাবণীর প্রতি
অভিসম্পাত বা তাহার কোন অশুভ ধ্যান করেন নাই,
তথাপি বৈষ্ণবাপরাধী সেই পাবণী হরিদাস-ঠাকুরের প্রতি
নিষ্ঠা ও বিষয়পূর্ণ কটুক্তি করার তৎপ্রতি জীবনদণ্ড-
বিধানের নিয়ন্তাই ভগবান্ উহার ঐরূপ কঠোর শাস্তি বিধান
করিলেন ॥ ৩০৭ ॥

তৎকালে আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-প্রমত্ত জগৎ সর্বদাই বিষয়-
ভোগ-লোলুপ হইয়া কৃষ্ণানুশীর্ণনে বিরত ছিল। তজ্জন্ত
দয়াদ্রুতিত বৈষ্ণব-ঠাকুরের স্বপ্নে হরিবিমুখ পতিত-জীবের
হৃদৈব-মগ্নিন হর্ষণা-দর্শনে হৃৎখণ্ড উপস্থিত হওয়ার তাহার
দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়িত।

বিষয়েতে মগ্ন জগৎ,—এই সধ্বক চৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটকে
২য় অঙ্কে ‘বিরাগের’ স্বগত উক্তি—“অহো বহির্দুঃখবহুলং
জগৎ!—‘ন শৌচং নো মত্যাং ন চ শয়নমৌ নাপি নিয়মৌ
ন শাস্তির্ন ক্ষান্তিঃ শিব শিব ন মৈত্রী ন চ দয়া। অহো
মে নির্ঝাং-প্রাণয়ি-সুদোহমৌ কলিজটেনঃ কিমুদ্বলীভূতা
বিদধতি কিমজাত-বসতিম্!’ হস্ত। কথমজাতবাসন্তেবাং
সম্ভাবনীরন্তথাবিধবুলবিরহাৎ? ‘ষষ্ঠে কথমপি কেবলং কৃত-
দ্বিয়ঃ স্বজৈকচিহ্না। বিজ্ঞাঃ সংজ্ঞা-মাত্র-বিশেষতা। ভুলভুলো
বৈজ্ঞান্য বোদ্ধা ইব। শূদ্রাঃ পণ্ডিতমানিনো গুণতয়া ধর্মো-
পবেশোংমুকা বর্ণানাং পতিরীদৃগেব কলিনা হ। হস্ত
সংবাদিতা।’ * * বিবাহযোগাওয়াদিহ কতিতিদাস্ত্রপ্রমত্তো
গৃহস্থাঃ জীপুজ্ঞানরত্তরণমাত্রব্যসনিনঃ। অহো বানপ্রস্থাঃ
প্রবণপথমাত্র-প্রাণয়িনঃ পরিত্রাজ্য বেষ্টৈঃ পরমুপহরন্তে পরি-

বৈষ্ণব-দর্শন-সকলভাৰ্ঘ্য ভক্তরাজ হরিদাসের নববীণে আগমন—

কতদিনে 'বৈষ্ণব' দেখিতে ইচ্ছা করি'।

আইলেন হরিদাস নববীণ-পুরী ॥ ৩০৯ ॥

ভক্ত প্রবর হরিদাস দর্শনে ভক্তগণের হর্ষাভিনয়—

হরিদাসে দেখিয়া সকল ভক্তগণ।

হইলেন অতিশয় পরানন্দ-মন ॥ ৩১০ ॥

চয়ম্।' ** অভ্যাসাদ্য উপাধিকৃত্যমুতিব্যাপ্তাদি-শঙ্কা-
বলেক্ষমায়াতা সুদূর-দূরতগবদ্বার্তা-প্রসঙ্গা অমী। যে যত্রাধিক-
কল্পনা-কুশলিনস্তে তত্র বিষয়মাঃ স্বীয় কল্পনামেব শাস্ত্রমিতি
যে জানস্তাহো তাক্ষিকঃ।' ** অহো অমী মাধাবাদিনঃ
—চিন্মাত্রা নিরিন্দেযাচ্ছিত্তপথিরহিতা নিরিকল্পা নিরীহা
ব্রহ্মবাস্তবীতি বাচা শিব শিব ভগবদ্বিগ্রহে বদ্ধবৈরাঃ। যেষ্মী
শ্রোত প্রসিদ্ধানহহ ভগবতোহ্চিন্মাত্রাশ্রয়শেষান্ প্রত্যাখ্যে
বিশেষানিহ জহতি রতিং হস্ত তেভ্যো নমো বঃ।' ** অহো
কপিল-কণাদ-পতঞ্জলি-জৈমিনি-মত-কোবিদাঃ,এতেহ্চোহিত্যং
বিবদন্তে, ভগবন্তং ন কেহপি জানন্তি। ** অহো দক্ষিণত্যাং
দিশি পতিতোহ্মি,—যদমী আইত-দোগত-কাপালিকাঃ
প্রচণ্ডা হি পাণ্ডাঃ, এতে পাণ্ডপতা হতায়ুয়া অপি মাং
হনিষ্যন্তি। অহোহয়ং সাধুর্ভবিষ্যতি, যতঃ খলু নদীতটনিকট-
প্রকটশিলা-পটুঘটত-স্বধোপবেণঃ ক্লেবাতীতো গুণাতীতং
কিমপি ধ্যায়ন্তি সময়ং গময়তি; অহো। 'জিহ্বাগ্রাণ ললাট-
চন্দ্রকম্বুধা-জ্ঞানাক্ষরোধে মহদাক্ষ্যং ব্যজয়তো নিমৌল্য নমনে
বদ্ধাননং ধ্যায়তঃ। অস্ত্রোপাত্ত-নদীতটত্ কিসয়ং ভলঃ
সমাধেরত্বং? (অহো) পানীয়াহরণপ্রবৃত্ততরুণীশবনা-
কপনৈঃ ॥' তদ্বিদমুদরভরণায় কেবলং নাট্যমেতত্। **
অহোহয়ং নিম্পরিগ্রহ ইব লক্ষ্যতে; তৈধিক এব ভবিষ্যতি।
(স্বয়মুদ্ববদতি—) 'গঙ্গা-বার-পয়া-প্রয়াগ-মথুরা-বারাণসী-
পুষ্কর-শ্রীকোত্তর-কোশলা-বদরিকা - সেতু -প্রভাসাদিকাম্।
অক্টেনৈব পরিক্রমৈজ্জিচতুরৈস্তীর্থাবলীং পথ্যটমকানাং কতি
বা শতানি গমিতাত্মদ্বাশানেত্ কঃ ॥' ** অহোহয়ং তপস্বী
সমীচীনো ভবিষ্যতি। হস্ত হস্ত ততোহ্চপ্যং দ্রষ্টব্যী—'হং
হং হমিতি তীর্থনিষ্ঠুরগিরা দৃষ্টাণ্যতিজুরয়া দুরোংসারিত-
লোক এষ চরণাবৃক্ষিপ্য দূরং কিপন্। যুংগা-লিঙ্গ-ললাট-
দোণ্ডট-গল-জীবোদরোরাঃ কুশৈর্দীব্যংপাণিতলঃ সমেতি তজ্জ-
যান্দন্তঃ কিমাহো অমঃ।' ** 'বিকোভক্তিং নিরুপধি-
যুতে ধারণা-ধ্যান-নিষ্ঠা-শাস্ত্রাত্ম্যাস-প্রম-জপ-তপঃকর্মণাং
কৌশলানি। দৈলুধ্যানমিহ নিপুণতাবিকালিকা-বিশেষা

নানাকারা জঠরপিঠাঘবর্তপুষ্টিপ্রকারাঃ ॥' তদহো কলে।
সাধু;—'একাতপত্রীকৃতং ভূবনতলং ভবতা উৎসারিতং
শমদমাদি নিগৃহ্য গাঢ়ং ভূতীকৃতং কচন হস্ত ধনাজ্জনায়া।
কামং সমূলমূলমূল্যত ধর্মশাখী মৈত্রাদয়শ্চ কিমতঃ পর-
মৌহিতব্যম্।' ** 'দৃষ্টে সর্গমিদং মনোবচনমোক্কেদেস্ত
তঃসেঠমোবৈজ্ঞাত্যকসংষ্ট্রণং কলিমলশ্রেণী-কৃতঘানিতঃ। কৃষ্ণং
কীর্তয়তত্তথামুভজতঃ শাস্ত্রান্ সর্বোমোদগমান্ বাহ্যভাস্তরয়োঃ
গমান্ বত কদা বীক্ষ্যামহে বৈষ্ণবান্ ॥' অর্থাৎ

(বৈরাগ্য মনে-মনে বলিতেছেন,—)'অহো, অগৎ অসংখ্য
ভগবদ্বিহর্ষুধ জনে পূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কি আশ্চর্য্য।
'এ স্থানে শৌচ, সত্য, শম, দম, নিয়ম, শাস্তি, ক্ষান্তি, মৈত্রী
'ও দয়া প্রভৃতি কিছুই নাই! আমার সেই নিকপট-প্রোম্বর
সুদগুণ কি কনিহত মানবগণের দ্বারা দূরীকৃত হইয়া
কোন অজ্ঞাত-স্থানে বাস করিতেছেন?' হায়, তাঁহাদের
অজ্ঞাত-বাসই বা কিরূপে সম্ভব? তজ্জপ উপযুক্ত স্থানও ত'
কোথাও দেখিতেছি না! যেহেতু, 'বিজগৎ একমাত্র সূত্র-
চিহ্নে চিহ্নিত হইয়া কেবল প্রতিগ্রহ-কর্ম্মই নিবিষ্টচিত্ত,
কজ্রিগৎ কেবল নামে-মাত্র লক্ষিত, বৈষ্ণবগণ নিরীশ্বর-
বোধেব জায় দৃষ্ট এবং শূদ্রগণ পণ্ডিতাভিমানী হইয়া শুক-
রূপে ধর্ম্মোপদেশ দিতে উৎসুক। হায়, কলিকর্ত্তৃকই বর্ণ-
সমূহের ঈদৃশী হর্গতি সাধিত হইয়াছে।' ** আবার
দেখিতেছি,—'বিবাহে অযোগ্যতা-নিবন্ধন কেহ কেহ ব্রহ্ম-
চারী, গৃহস্থগণ কেবলমাত্র জী-পুত্রাদির উদর-ভরণেই লম্পট,
বানপ্রস্থগণের সংজ্ঞাটী কেবলমাত্র স্পতিমধুর-রূপে পরিণত,
এবং সন্ন্যাসিগণ কেবলমাত্র কাষার-বেষ-ধারণ-ধারাই পরের
নিকট পরিচয় সংগ্রহ করিতেছেন!' ** আর এই যে
তাক্ষিকগণ, 'ইহারা জন্মাবধি কদভ্যাসবশে উপাধি, জাতি,
অহুমিত ও ব্যাপি ইত্যাদি লক্ষণসমূহেরই কেবলমাত্র অহু-
নীলন করার ইহাদের নিকট ভগবদ্বার্তা-প্রসঙ্গ অতীর
সুদূরগত হইয়াছে। কেবল তাহাই নহে, যাঁহারা যে-বিষয়ে
অধিক কল্পনা-কুশল এবং স্বীয় কল্পনাকেই 'শাস্ত্র' বলিয়া

হরিদাসের দর্শন-সঙ্গ-স্নাত্তে অবৈতপ্রভুর তাঁহাকে

প্রাণাধিকপ্রিয়-জ্ঞানে লাগন—

আচার্য্য-গোসাঞি হরিদাসেরে পাইয়া ।

রাখিলেন প্রাণ হৈতে অধিক করিয়া ॥ ৩১১ ॥

জানেন, তাঁহারাই সর্বাঙ্গপেক্ষা বিদ্বান্ বলিয়া প্রসিদ্ধ ! * *
আবার, এই যে মায়াবাদিগণ, 'ইহার—কেবল চিন্মাত্র,
নিষ্কলিত, উপাধিরহিত, নির্মলকল্প, নিরুপদ হইয়া 'আমিই
ব্রহ্ম' এইরূপ বাক্যবেগবশ, এমন কি, সচ্চিদানন্দ ভগবদ্-
বিগ্রহে পর্য্যাপ্ত বস্তুই ! ভগবানের অচিন্ত্য-শক্ত্যা-পরি-
ণত যে-সকল প্রসিদ্ধ ধনু চিত্তবিলাস-সমূহ নিত্য বর্তমান,
ইহার তাহা প্রত্যাখ্যানপূর্ব্বক ভগবৎসেবায় সম্পূর্ণ অরুচি-
বিশিষ্ট হইয়া পড়িয়াছেন। 'ইহাদিগকে দূর হইতে প্রণাম ।'
* * আর 'এই যে কপিপ-কগাদি-রৈমিনি-পতঞ্জলি
প্রভৃতি আধ্যাত্মিকবাদিগণের মত-নিপুণ ব্যক্তিগণ, 'ইহার
পরম্পর ভয়ানক বিবাদরত, অথচ কেহই ভগবত্ব জানেন
না ।' * * এই যে দক্ষিণ-ভারতে আসিয়া পড়িয়ায়,
এ-স্থানেও দেখিতেছি,—জৈন, বৌদ্ধ, কাপালিকাদি
প্রচণ্ড পাষাণগণ বর্তমান। আর এই যে পাণ্ডপতগণ,
ইহার নিরুপলব্ধিপ্রায় (স্বল্পাবশিষ্ট) হইলেও, মনে হয়,
আমাকে বধ করিবেন ।' * * (কিয়দূর গমন
করিয়া) 'অহো' ইনি বোধ হয় সাধু হইবেন, যেহেতু
ইনি নদীতীর-সমীপে একথণ্ড বিপুল-সুন্দর-প্রস্তর-নির্মিত
আসনে স্থখে আসীন ও ক্লেশাতীত হইয়া গুণাতীত
কোন অব্যক্ত-বস্তুর ধ্যানে কাল যাপন করিতেছেন। এই
ব্যক্তি নদীতীরে আসিয়া নয়নব্যয় নিমীলনপূর্ব্বক বদ্ধাসনে
ধ্যান করিতে করিতে জিহ্বাগ্রভাগ-দ্বারা ললাটস্থ চন্দ্র-
নিঃসৃত অমৃতকরণের পথটী রুদ্ধ করিয়া স্বীয় ধ্যানযোগ-
নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু এ কি ! হঠাৎ ইহার
সমাধিভঙ্গ হইল কেন ? ওঃ বুদ্ধিহীন,—জগতের প্রবৃত্তি
এক তরঙ্গী রমণীর হস্তস্থিত—বলয়-ধ্বনি-শ্রবণেই
ইহার চিত্ত-চাকলা উপস্থিত !' অতএব ইহার এই ধ্যান-
চেষ্টা—কেবলমাত্র শিল্পোদর-পুরণার্থ নাট্যাভিনয়-মাত্র ।
* * (আবার কিয়দূর গমন করিয়া) 'অহো, ইনি
নিম্পরিগ্রহের (বিরক্তের) জ্ঞান লক্ষিত হইতেছেন ; বোধ

বৈষ্ণবগণের ও হরিদাসের, পরস্পরের প্রতি সঙ্গীয়

ব্যবহার—

সর্ব্ব-বৈষ্ণবের প্রতি হরিদাস-প্রতি ।

হরিদাসো করেন সবারে ভক্তি অতি ॥ ৩১২ ॥

হয়, কোন তৈরিক-সম্মানসী হইবেন। (ওঃ, ইনি,
দেখিতেছি, নিজেই নিজের বিষয় বলিতেছেন—) 'আমি
গঙ্গা, হরিদাস, গঙ্গা, প্রয়াগ, যথুয়া, বারাগসী, পুষ্কর,
শ্রীকৃষ্ণ, অযোধ্যা, বদরিকা, সেতুবন্ধ ও প্রভাসাদি সমস্ত
তীর্থ প্রতিবৎসর তিন-চারি-বার করিয়া পর্য্যটন করিতে
করিতে এ-পর্য্যাপ্ত কত-কত বৎসর কাটাইলাম। আমাদের
জ্ঞান মহাজ্ঞানকে কে জানিতে পারে ?' * * (পুনরায়
কিয়দূর গমন করিয়া) 'অহো, ইনি, বোধ হয়, উত্তম
তপস্বী হইবেন। কিন্তু এ ব্যক্তি, দেখিতেছি, পূর্ব্বোক্ত
ভণ্ড বৈরাগী হইতেও অধিকতর শোচ্য ও হর্ষণ্য,—এ
ব্যক্তি বারংবার হস্তারধ্বনিরূপ তাঁর নিষ্ঠুর-বচনে ও ক্রুর
দৃষ্টিপাতে সম্মুখস্থিত লোকসকলকে দূরীভূত এবং নির-
পন্থকে উৎক্ষেপণ করিতেছে ; ললাট, বাহু, গলদেশ,
গ্রীবা, উদর ও বক্ষঃস্থলে মুক্তিকা-গিষ্ঠ ও করতলে কুণ্ড-
শোভিত হইয়া এ ব্যক্তি মুর্ত্তিমান্ দন্তের জ্ঞান আদিতোছে।'
* * অতএব বুদ্ধিহীন,—'নিরুপাধি (নির্মলা) বিমুক্তভক্তি
ব্যতীত ধারণা, ধ্যান, নিষ্ঠা, শাস্ত্রাভ্যাস-শ্রম, জপ, তপ
প্রভৃতি যাবতীয় সংকল্পের কোশল-নিচয় সমস্তই নটপণের
নাট্যাভিনয়ার্থ অধিকতর-নৈপুণ্যশিক্ষা-বিশেষের জ্ঞান কেবল
নিজ-নিজ দম্ভ-উদরভাণ্ড-পূরণেরই নানারূপ প্রকার-ভেদ-
মাত্র ।' সূত্রান্ত হে কলি, তুমিই ধজ ; যেহেতু রাজ-
চক্রবর্তী সম্রাটের জ্ঞান তোমার দ্বারা এই জগৎ একচ্ছত্রী-
ভূত হইয়াছে। হায়, হায় ! তুমি শমনমাদিকে দূরীভূত
করিয়াছ, কোথাও বা তাহাদিগকে গাঢ়ভাবে নিগূহীত
করিয়া ধনোপার্জনার্থ জুতোর জ্ঞান বশীভূত করিয়াছ।
আর, ধর্ম্ম-বৃক্ষের মৈত্রাদি যে-সকল বৃক্ষ ও শাখা-প্রশাখা,
তৎসমুদায়ই, দেখিতেছি, তোমা কর্তৃক সমূলে উন্মূলিত
হইয়াছে ! অতঃপর আমার আর কি কৃত্য আছে ?' অহো,
'অগতে সর্ব্বত্র কলিকলুবধনিত সান্নিহিবন্ধন বন ও বাক্যের
ব্যভিচার-সম্পাদনোদ্দেশ্যে প্রযুক্ত তত্ত্ববিষয়ক-চেষ্টা-ধর্ম্মের

পরস্পর পাবত্তিগণের কটুক্তি সমালোচন—
পাষাণীসকলে যত দেয় বাক্য-জালা।
অন্তোহন্তে সবে তাহা কহিতে লাগিলা ॥ ৩১৩ ॥

ভক্তগণের নিরন্তর গীতা-ভাগবতাহীন-বিচার—
গীতা ভাগবত লই' সর্বভক্তগণ।
অন্তোহন্তে বিচারে থাকেন সর্বক্ষণ ॥ ৩১৪ ॥

বিজ্ঞাতীয় বিশৃঙ্খলতা সমস্তই অশু দেখিতে পাষ্টলাম! কিন্তু
হায়, কৃষ্ণকীর্তন-মুখে কৃষ্ণপ্রীতি-সেবানন্দভবে অশ্রু-রোমাঞ্চ-
পরিশোধিত, অন্তরে-বাহিরে সমান-আশয়-বিশিষ্ট শুদ্ধভক্ত-
বৈষ্ণবগণকে কেবে আমি দর্শন করিতে পাইব ?” ৩০৮ ॥

গোড়দেশের বিজ্ঞা কেন্দ্র নবদ্বীপস্থিত শ্রীমায়াপুর-ধামে
হরিদাস-ঠাকুর প্রভুব লীলা-পরিকর শুদ্ধবৈষ্ণবগণকে দর্শন
করিবার জন্ত আগমন করিলেন ॥ ৩০৯ ॥

নবদ্বীপের সাত্ত্ব-বৈষ্ণব-ব্রাহ্মগণ শ্রীহরিদাস-ঠাকুরকে
দেখিয়া তাঁহাকে অত্যন্ত-আশ্রয়জ্ঞানে নিরতিশয় আক্লাদিত
হইলেন। ইহাতে জানা যায়, যে, হরিদাস-ঠাকুরের আগমনে
তাৎকালিক নবদ্বীপবাসী অভক্ত-সম্প্রদায়ের চিন্তে কোন-
প্রকার উল্লাস হয় নাট ॥ ৩১০ ॥

শ্রীঅমৈতপ্রভু শ্রীহরিদাসকে শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে প্রাপ্ত
ইয়া নিজ-প্রাণাপেক্ষাও অধিকর্তর প্রিয়-জ্ঞানে তাঁহাকে
মত্যস্ত যত্নাদির-সহকারে রক্ষণাৎকণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩১১ ॥

ভক্তরাজ হরিদাসের কথা-শ্রবণ-কীর্তনে গৌরধাম-প্রাপ্তি—
যেহুজনে পড়য়ে শুনয়ে এ-সব আখ্যান।
তাঁহারে মিলিবে গৌরচন্দ্র ভগবান ॥ ৩১৫ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জাম।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩১৬ ॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে শ্রীহরিদাস-
মহিমবর্ণনং নাম ষোড়শোহধ্যায়ঃ ।

হরিদাসের প্রতি সাত্ত্ব ব্রাহ্ম-মণ্ডলীর প্রীতি-দর্শনে
হিংসা-পরায়ণ পাষাণ-ব্যক্তিগণ তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া
সর্বদা নানাপ্রকার বিধেযোক্তি-বাণ নিক্ষেপ করিতে লাগিল।
তজ্জ্বলে ভক্তগণ তাঁহাদের পোচনীয় দশা-দর্শনে হৃৎকণ্ঠে
পরস্পর সেইসকল কথার আলোচনা বা বলাবলি করিতে
লাগিলেন ॥ ৩১৩ ॥

তৎকালে বিষয়-রস-মত্ত জনগণ গীতা-ভাগবত প্রকৃতি
সাত্ত্ব-শাস্ত্রের অমুশীলন না করিয়া সর্বক্ষণ ঈশ্রিয়তর্পণেই
বাস্ত ছিল, কিন্তু শুদ্ধভক্তগণ সকলেই গীতা-ভাগবতের
আলোচনায় পরস্পরের প্রেমামান্দ বর্দ্ধন করিতেন। প্রাকৃত-
সহজিয়া-গণের জায় কৃত্রিম গ্রাম্য ঈড়-রসে ‘ভগবৎ’ না হইয়া
গীতা-ভাগবতাদি সাত্ত্ব শাস্ত্রের হৃদিস্থাঙ্গপূর্ণবিচার-প্রণালীর
কীর্তন-মুখে পরস্পর ইষ্টগোষ্ঠী করিয়া তাঁহারা জগতের
নিত্য-চরম মঙ্গল-কামী হইয়াছিলেন ॥ ৩১৪ ॥

ইতি গোড়ীয় ভাষ্যে ষোড়শ অধ্যায় ।

সপ্তদশ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীগৌরমন্ডরের মন্ডার ও পুনপুন হইয়া
গয়া-গমন, তথায় শ্রীঈশ্বর-পুরীর সহিত মিলন, মন্ডলীকা-

গ্রহণচ্ছলে তাঁহাকে রূপা, আত্মপ্রকাশ, কৃষ্ণবিরহোন্মাদে
মত্ত হইয়া কৃষ্ণাম্বুসকানার্থ মথুরায় গমনোদ্দেশ্য এবং পথে
আকাশবাণী-শ্রবণে কিঞ্চদূর হইতে নবদ্বীপে মায়াপুরে

নিজগৃহে প্রত্যাগমন প্রভৃতি বিষয়-বর্ণনান্তে আদি-খণ্ডের উপসংহার হইয়াছে।

গৌরহৃদয়ের যেকালে অধ্যাপক-শিরোমণিরূপে নবদ্বীপে বিহার করিতেছিলেন, সেইকালে চতুর্দিকে পাষাণ-স্মার্ত্তবাদাদি গুরুতরভাবে বৃদ্ধি পাইতে থাকিল। ভক্তিবোধের নাম-শ্রবণও হ্রস্ব হইয়া গড়িল। তটীগণ বৈষ্ণবগণের অথবা নিন্দা করিতে থাকিল। শ্রীগৌরহৃদয়ের আত্মপ্রকাশের উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইয়াছে বিচার করিয়া স্মার্ত্ত পাষাণমত নিরাস ও কিছুক-মোহনকল্পে শিষ্যবর্গেণ সহিত আধ্যাত্মিক-দর্শনে কর্ম-মার্গীয় লৌকিক-বিচার-পালনার্থ গয়া-তীর্থ-যাত্রার অভিনয় করিলেন। পথে আসিতে আসিতে বিমুখ-মোহন-কল্পে অব-লীলা প্রকাশ এবং সেবক-বান্ধব ও পারমার্থিক বিপ্রগণের শাসনোপদেশ বল-প্রদর্শন-কল্পে বিপ্রপাদোদকপানে অরলীপার অবমান করাইলেন। পুনঃপুনঃ-তীর্থে আসিয়া পিতৃদেবার্চন-লীলা-সমাপনপূর্বক গয়াধামে প্রবিষ্ট হইলেন। এককূণ্ডে স্নান ও তথায় যথোচিত পিতৃদেবের সম্মানলীলা প্রদর্শন করিয়া চক্রবেড়-তীর্থে আগমনপূর্বক গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শন-লীলা প্রকাশ করিলেন। তথায় বিপ্রগণের মুখে পাদপদ্ম-মাহাত্ম্য শ্রবণপূর্বক শুদ্ধাধ্যাত্মিক বিকাপে বিভূষিত হইয়া প্রেম-ভক্তিক্রকোশের প্রায়ত্ত-লীলা আবিষ্কার করিলেন। দৈবযোগে সেইসময় তথায় ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত প্রভুর মিলন হইল। ঈশ্বরপুরীর স্থায় মহাভাগবত-দর্শনেই যে গয়া-যাত্রার সফলতা ও গয়াতীর্থে পিতৃদেব-দান বা পিতৃদেবার্চন হইতেও বৈষ্ণব-দর্শক যে অসমোহন গুণে শ্রেষ্ঠ এবং মহাভাগবত শ্রীশুকপাদপদ্মে ভিতরে আত্মসমর্পণই যে গৌরহৃদয়ের গয়াযাত্রা-লীলার উদ্দেশ্য, ইহা শ্রীমহাপ্রভু শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকট প্রকাশ করিলেন। প্রকৃতিগুণ-সংমুত, অকুণ্ঠবিৎ, মনমতি অজ্ঞান কর্মসম্বিগণকে বিচলিত না করিয়া কর্মকাণ্ডিগণের-নাশুগুরু-সমীপে কৃষ্ণনাম-মন্ত্র দীক্ষা-লাভের পুণ্যে কর্ম-প্রদর্শন-মুখে লোকশিক্ষা-কল্পে এবং আত্মবিক-ভাবে বিমুখ-মোহন-কল্পে গৌরহৃদয়ের লৌকিক-রীতি-অনুসারে গয়ায় যাবতীয় তীর্থ-শ্রাদ্ধাদি করিবার অভিনয় পদর্শন করিলেন। পরে নিভা-ধামে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া স্বহস্তে রতনকাণ্ডে নিষ্কৃত হইলেন, এমন সময় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী কৃষ্ণপ্রমাণিষ্ট হইয়া তথায়

উপস্থিত হইলেন। প্রভু নিজদেশে পাতিত অন্নাদি সমস্তই শ্রীঈশ্বরপুরীপাদকে ভিক্ষা করাইবার জন্ত স্বহস্তে পরিবেশন এবং শ্রীহস্ত-দ্বারা গুরুরূপে বৃত্ত পুরীপাদের সাক্ষাৎসেবনাদি লীলা প্রদর্শন করিয়া গুরুসেবার সর্বোত্তম আদর্শ প্রচার করিলেন। অত্র একদিন নিম্নতে শ্রীঈশ্বরপুরীর নিকট মহাপ্রভু প্রণিপাত-সহকারে মন্ত্রদীক্ষার প্রার্থনা-লীলা এবং তাঁহার নিকট হইতে দশাঙ্কর-মন্ত্র গ্রহণ ও সর্বত্র গুরুপাদপদ্মে সমর্পণ করিবার লীলা প্রকাশ করিয়া জগদগুরু গৌর-নারায়ণপ্রভু প্রেমায়ুগলু লোকগণকে শিক্ষা প্রদান করিলেন। গুরুপাদপদ্মে সন্ধ্যায় সমর্পণকারী দিবাজ্ঞানলব্ধ ব্যক্তিরই গুরুসেবা-ফলে প্রেমভক্তি-লাভ হইয়া থাকে, ইহা জানাই-বার জন্ত মহাপ্রভু ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ-লীলার পর কৃষ্ণ-বিরহে ব্যাকুল হইয়া ‘কৃষ্ণ’ ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে আঠনাদ এবং পরম অস্থিরতা-ময়ী লীলা প্রকাশ করিলেন। ‘মামি আর সংসারে প্রবিষ্ট হইব না, চিত্তচোর কৃষ্ণের অনুসন্ধানে মথুরায় যাইব,—ইহা বলিয়া প্রভু তীর্থ-সঙ্গি-ছাত্রগণকে নবদ্বীপে গৃহে ফিরিয়া যাইতে আদেশ করিলেন। কাহাকেও না বলিয়া রাত্রিশেষে কৃষ্ণবিরহে পরম-ব্যাকুল হইয়া কখনও ‘কৃষ্ণ রে’, ‘বাপ রে’, কখনও ‘কাঁই যাও, কাঁই পাও মুরলীবন্দন’ ইত্যাদিভাবে কৃষ্ণকে সন্ধান করিতে করিতে প্রেমাবেশে মথুরার দিক লক্ষ্য করিয়া চলিলেন। কিয়দূর যাইতেই আকাশবাণীতে শুনিতে পাইলেন যে, তখনও প্রভুর মথুরায় শুভবিজয় করিবার কাল উপস্থিত হয় নাই। এখন প্রভুর নবদ্বীপে কিছুকাল প্রেমভক্তি-বিতরণকার্য্য আবশ্যক।’ আকাশবাণী শুনিয়া গৌরহৃদয়ের নিবৃত্ত হইলেন এবং নিজাবাসে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর আজ্ঞা গ্রহণপূর্বক শিষ্যগণের সহিত শ্রীনবদ্বীপে প্রত্যাগমন করিলেন। এইখানে আদি-খণ্ডের কথা পরিপূর্ণ হইয়াছে। গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-জ্ঞাত্য-স্বত্রে দৈন্তমুখে শ্রীনিত্যানন্দের আদেশেই চৈতন্যচরিত্র লিখিবার নিজ-প্রয়াস জ্ঞাপন এবং গুরু-নিত্যানন্দের সেবা-নিষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া সকল-জীবকে প্রভু-নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভু-শ্রীচৈতন্যের আহুগত্য-লাভের নিমিত্ত সदैন্তে ও সাগ্রহে আহ্বান করিয়াছেন। (গৌঃ ভাঃ)।

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর ।

জয় নিত্যানন্দপ্রিয় নিত্য-কলেবর ॥ ১ ॥

জয় জয় সর্ব-বৈষ্ণবের ধন প্রাণ ।

কৃপা-দৃষ্টো কর', প্রভু, সর্বজীবে জ্ঞান ॥ ২ ॥

প্রভুর গয়া-যাত্রা-প্রদম-বর্ণন—

আদিখণ্ড-কথা, তাই, শুন সাবধানে ।

শ্রীগৌরসুন্দর গয়া চলিলা যেমনে ॥ ৩ ॥

অধ্যাপকচূড়ামণিরূপে গৌর-নারায়ণের বিজ্ঞা-বিলাস—

হেনমতে নবদীপে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ।

অধ্যাপক-শিরোমণি-রূপে করে বাস ॥ ৪ ॥

তাত্‌কালিক নবদীপের অবস্থা-বর্ণন ; গৌরকীর্ত্তনবিরোধী

অক্ষজ্ঞান-মত্ত পামতিগণের বৃদ্ধি—

চতুর্দিকে পাষাণ বাড়য়ে গুরুতর ।

'ভক্তিবোগ' নাম হৈল শুনিতে দুষ্কর ॥ ৫ ॥

লোকের জড়রস মত্ততা-দর্শনে ভক্তগণের মনোহুঃখ—

মিথ্যা-রসে দেখি' অতি লোকের আদর ।

ভক্ত-সব দুঃখ বড় ভাবেন অন্তর ॥ ৬ ॥

বিজ্ঞা বিলাসভিনিবেশ-লীলা দেখাইয়া প্রভুর

বভুঃ-দুঃখ-দর্শন—

প্রভু'সে আবিষ্ট হই' আছেন অধ্যয়নে ।

ভক্ত-সব দুঃখ পায়,—দেখেন আপনে ॥ ৭ ॥

দ্বীয় ভক্তগণের প্রতি পার্শ্বাণ্ডগণের অযথা নির্যাতন-শ্রবণ—

নিরবধি বৈষ্ণব-সবেরে দুষ্টগণে ।

নিন্দা করি' বুলে, তাহা শুনেন আপনে ॥ ৮ ॥

ভক্ততোষণ ও পাষাণ-নিস্তারার্থ প্রভুর স্বপ্নকাশেচ্ছা ;

তৎপূর্বে গয়া-তীর্থ-পাবনার্থ প্রভুর গয়া-গমন-দর্শনেচ্ছা—

চিন্তে ইচ্ছা হৈল আত্মপ্রকাশ করিতে ।

ভাবিলেন আগে আসি' গিয়া গয়া হৈতে ॥ ৯ ॥

ইচ্ছাময় শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্ ।

গয়া-ভূমি দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥ ১০ ॥

কর্মকাণ্ডকে বঞ্চনার্থ পিতৃশ্রাদ্ধাদি লৌকিক-লীলাভিনয়ান্তে

বহুহাত্যসহ প্রভুর গয়া-যাত্রা—

শাস্ত্র-বিদ্রিমিত শ্রোত-কর্মাদি করিয়া ।

যাত্রা করি' চলিলা অনেক শিশু লৈয়া ॥ ১১ ॥

গৌড়ীয় ভাষা

তৎকালে লগতে শুদ্ধস্বভাব কৃষ্ণভক্ত নিতান্ত বিরল ছিল। অনেকেই কৃষ্ণবৈমুখ্য-নিবন্ধন দুষ্ট, খল, মৎসর এবং কৃকর্ম বা অপকর্ম-জীবী হওয়ায় শুদ্ধভক্তিব্যোগের সমুৎকর্ষ বৃদ্ধিতে অসমর্থ হইয়া নিজ-নিজ-কৃতি ও কল্পনাগত সাধনকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করিত ; সুতরাং অভক্তিমার্গ আশ্রয় করিয়া তাহারা ভক্তির বিরোধী হইয়া পড়িয়াছিল। সাধারণ অজ্ঞ-জনগণ অজ্ঞাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান, যোগ ও তপস্তাদিতেই আচ্ছন্ন থাকার তাহাদের মলিনচিন্তে শুদ্ধভক্তির কথা আদৌ ভাল লাগিত না। সুতরাং তাহারা সকলেই ভগবত্‌ভক্তি-প্রচারের বিরোধী হইয়াছিল।

সাধারণ প্রাকৃত-লোকসকল বিষয়-বিচা-রস-পানে অতীব প্রমত্ত ছিল। সচ্চিদানন্দ-কৃষ্ণরস-পানে বিমুখ হইয়া ছলনাময় ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের তুচ্ছ, অনিত্য অনর্থময় বৈরস্ত-

লাভে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে দেখিয়া ভগবত্‌ভক্তগণ তাহাদিগের নিত্য-মঙ্গলকামী হইয়া নিতান্ত দুঃখিত থাকিতেন। তক্ত ব্যতীত অপর ভক্তগণ সকলেই পরস্পর হিংসা-বিষয়ে বৃথা কালাতিপাত করিত। কেবলমাত্র ভক্তগণই ঈশ-বিমুখ জীবের হৃদয়া-দর্শনে তাহাদের হুঃখে দুঃখিত হইয়া জীবের নিতামঙ্গল প্রার্থনা করিতেন। তৎকালীন অর্থের অবস্থা-বর্ণন—পূর্ববর্ত্তী ১৬শ অঃ ৩০৮ সংখ্যার তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৫-৬ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর সর্কাকারণ-কারণ পরমেশ্বর অর্থাৎ স্বয়ং ভগবান্। সকল-জীবই তাঁহার ভক্ত বশু আশ্রিত দাস ; সুতরাং এক দাস অপরা-দাসের প্রতি হিংসা করার পক্ষ দাসগণের শোচনীয় পাপ-প্রযুক্তি, মৈত্রীভাব ও হুঃখ-হৃদয়া-দর্শনে তাঁহার দয়া আবির্ভূত হইল। ভক্তগণ কোন-জীবেরই হিংসা করেন না, পরন্তু ভক্তগণই ভক্তের হিংসা করিয়া

সর্বান্দো শচীয়াতার আজ্ঞা-গ্রহণ—
 জননীর আজ্ঞা লই' মহা-হর্ষ-মনে ।
 চলিলেন মহাপ্রভু গয়া-দরশনে ॥ ১২ ॥
 বহু অতীতকে তীর্থীকরণমুখে প্রভুর গয়া-যাত্রা—
 সর্ব-দেশ-গ্রাম করি' পুণ্যতীর্থময় ।
 শ্রীচরণ হৈল গয়া দেখিতে বিজয় ॥ ১৩ ॥
 ধর্মপ্রসঙ্গ ও নানা-কথাবার্তানন্দে মন্দারে আগমন—
 ধর্ম-কথা, বাক্যো-বাক্য, পরিহাস-রসে ।
 মন্দারে আইলা প্রভু কভেক দিবসে ॥ ১৪ ॥
 মন্দারপর্বতোপরি প্রভুর ভ্রমণ—
 দেখিয়া মন্দারে মধুসূদন তথায় ।
 জমিলেন সকল পর্বত স্বলীলায় ॥ ১৫ ॥
 একদিন অরোগ-ছগ-প্রদর্শন—
 এইমত কত পথ আসিতে আসিতে ।
 আরদিন অর প্রকাশিলেন দেহেতে ॥ ১৬ ॥

থাকে ; তদ্ব্যক্ত ভক্তবৎসল ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর স্বরূপ-
 বিম্বত ঈশ্বর-বিম্ব নাস্তিক অভক্তগণের দ্বারা নানাভাবে
 শুদ্ধভক্তের প্রতি নিন্দাপবাদ-নির্ঘাতন-কথা শ্রবণ করিতে
 থাকিলেন । তিনি স্বীয় ভক্তের প্রতি নিগ্রহ শ্রবণ করিয়া
 তখনও আপনাকে ভক্তগণের একমাত্র রক্ষক ও পালক
 বলিয়া দৃগৎসমক্ষে প্রকটিত করেন নাই ॥ ৮ ॥

প্রভুর গয়ায় গমনের তাৎপর্য্য, ভগবান্ গৌরসুন্দর
 স্বয়ংই যে তাঁহার ভক্তগণের একমাত্র আশ্রয়, এইরূপ ঐশ্বর্য্য-
 লীলা প্রদর্শন করিবার পূর্বে স্বয়ং ভক্তের বেধ-গ্রহণ-লীলা-
 ভিনয়ের জন্ত গয়ায় শুভবিজয় করিতে ইচ্ছা করিলেন । গয়া
 এককালে বৌদ্ধগণের দ্বারা উপদ্রুত হইয়াছিল । বৌদ্ধগণ
 কর্মকাণ্ড বিনাশ করিবার জন্ত এখানে প্রবল অভিযান
 করে । গদাধর বিষ্ণু বৌদ্ধ-বিপ্লবের আক্রমণ হইতে বেদামুগ
 জনগণের উদ্ধার-সাধনোদ্দেশ্যে গয়ায় প্রবেশ করিয়া
 পাদ-পদ্ম স্থাপন করেন । কর্মকাণ্ডিগণ যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর প্রতি
 নানা-প্রকার নির্ঘাতন করিতেছিল ; এই জন্ত বুদ্ধাচতার
 প্রকাশ করিয়া কর্মকাণ্ডের অপব্যবহার লোক-সমক্ষে প্রদর্শন
 পূর্ব্বক উহার অসৎ ফল বিচারমূহ নিরাস করেন । আবার
 পরবর্ত্তিকালে ভদ্রাশ্রিত বৌদ্ধভ্রমণ স্বীয় স্বরূপধর্ম বিষ্ণুভক্তি

লোকশিক্ষার্থ লৌকিকী লীলা ও চেষ্টা-প্রদর্শন—
 প্রাকৃত-লোকের প্রায় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
 লোক-শিক্ষা দেখাইতে ধরিলেন অর ॥ ১৭ ॥
 নিমাইপণ্ডিতের অরোগ-প্রকাশ-দর্শনে ভদীয়
 ছাত্রগণের হৃষ্টি—
 মধ্য-পথে অর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে ।
 শিষ্যগণ হইলেন চিস্তিত অন্তরে ॥ ১৮ ॥
 রোগ-নিরাময়ার্থ বিবিধ ঔষধাদি-দ্বারা চিকিৎসা-দেষে ও
 অরোগ্যগাভান লীলা-প্রদর্শন—
 পথে রহি' করিলেন বহু প্রতিকার ।
 তথাপি না ছাড়ে অর,—হেন ইচ্ছা তাঁর ॥ ১৯ ॥
 অক্ষরবৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের পাদোদক-রূপ ঔষধ-পানার্থ
 নিজেই নিজের ব্যবস্থা দান—
 তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে ।
 'সর্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক-পানে ॥' ২০ ॥

ভুলিয়া গিয়া বিষ্ণু হইতে বুদ্ধদেবকে পৃথক্ বুদ্ধি করায় ঐতি-
 বিরুদ্ধ নাস্তিক্যাত্মো-বাদ বর্জন করিয়াছিল । যদিও কুবিচার
 ভ্রান্ত বৌদ্ধাচার্য্যের শিরোদেশে বিষ্ণুপাদপদ্ম পতিত হইয়া-
 ছিল, তথাপি কণ্মগ্রহিগণের বিচা-প্রণালীতে শুদ্ধভক্তির
 বিরোধ লক্ষিত হইতেছিল । বিবিধ স্থতিনিবন্ধে ঐকান্তিক
 বিষ্ণুসেবনের পরিবর্তে নানা-প্রকার মনঃক্লান্ত ফলভোগ-
 কাম প্রবেশ লাভ করিয়াছিল । ঐতির তাৎপর্য্যানভিজ্ঞ
 প্রাকৃত কর্মজড় জনসাধারণের বিশ্বাসানুসারে তাহাদিগকে
 বঞ্চিত ও মোহিত করিয়া পিতার তর্পণোদ্দেশ্যে শেষ-কৃত্য
 পিণ্ডদানের নিমিত্তই গৌরসুন্দর গয়া-গমন-লীলার অভিনয়
 করিয়াছিলেন । তৎকালে চার্লক-মত অতিশয় প্রবল হওয়ায়
 জন্মান্তরবাদ বিপন্ন হইয়াছিল । বৌদ্ধগণের বিচার-যুক্তিতে
 জন্মান্তরবাদ স্বীকৃত হইলেও যৈতুর্ধ্বাণুর্ণ ভগবানের চিহ্ন-
 ংগাসরূপ সর্বশেষবিচার স্থান পায় নাই । তাদৃশ ঐতি-
 বিরুদ্ধ বৌদ্ধ-বিচারকে ত্ত্ব করিয়া ভগবান্ গদাধর বিষ্ণু স্বীয়
 একেশ্বর সর্বিশেষ পরম-পদ স্থাপন করেন । গদাধরে “ত্রেখা
 নিদধে পদম্” এই শ্লোকের উদ্ধৃতি শ্রীধামনন্দেব অর্চ্য্যবিগ্রহ-
 রূপে প্রতিষ্ঠিত হন । সেই চিহ্নাঙ্গসমর পাদপীঠের পূজায়
 ভগবানের নিরাকার নির্কিংশেব ত্ত্ব-বিচার পরাক্রান্ত হয় ॥ ১০-১০

“মামকী তহু” অক্ষরবিৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য প্রদর্শন—
বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে ।

পান করিলেন প্রভু আপনেন সাক্ষাতে ॥ ২১ ॥

শ্রীচরণ...বিজয়,—গয়া দেখিতে শ্রীচরণের বিজয় হইল
অর্থাৎ গয়াতীর্থ পবিত্র করিবার জন্ত তীর্থপাদ ভগবান্ শ্রীগৌর-
সুন্দর যাত্রা করিলেন । প্রভুর গয়াতীর্থে শুভবিজয়কালে
পথিমধ্যে যে-সকল দেশগ্রামে সৌর্যবিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড-পাবন পদধরেণ
অঙ্কিত করিয়া রাখিয়া গেলেন, সেই সমস্তই মহাপুণ্যতীর্থ
বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল ॥ ১৩ ॥

মন্ডারে মধুসূদন,—কলিকাতা হইতে ই, বি, আর অথবা
ই, আই, আর-যোগে ভাগলপুর-স্টেশন, তথা হইতে একটি
ব্রাহ্ম লাইনের সীমান্তে প্রায় বিশমাইল-দূরে ‘মন্ডারহিল’-
স্টেশন, তথা হইতে প্রায় দেড়মাইল দূরে মন্ডার-পর্বত । পর্বতের
সন্মুখস্থ শৃঙ্গ—পাদদেশ হইতে প্রায় দেড়-মাইল ব্যবহিত ।
ঐ শৃঙ্গোপরি দুইটী মন্দির, তন্মধ্যে বৃহত্তরটির অভ্যন্তরে বহু-
পূর্বে শ্রীমধুসূদন-অর্চা-বিগ্রহ পূজিত হইতেন । শুনা যায়,
উভয় মন্দিরই অধুনা জৈনগণের হস্তগত । কালাপাহাড়ের
দৌরাছাভয়ে শ্রীমধুসূদনবিগ্রহ মন্ডার-পর্বত হইতে প্রায়
দেড়-মাইল দূরবর্তী এবং মন্ডারহিল-স্টেশন হইতে ৪০০ হাত
দূরবর্তী বৈষ্ণবগ্রামে আনীত হইয়া এক্ষণে তথায়ই পূজিত
হইতেছেন । শ্রীগৌর-জন্মভূমি প্রাচীন-নবমীপন্থিত শ্রীধাম-
মায়াপুরের শ্রীচৈতন্যমঠের উল্লোকে শীঘ্রই মন্ডার-পর্বতে
শ্রীচৈতন্য-চরণচিহ্নের প্রকাশ-অর্চাবিগ্রহ বা শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ
সংস্থাপিত হইবেন ॥ ১৫ ॥

স্বয়ং ভগবান্ পরমেশ্বর শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যসিদ্ধ সচ্চিদান-
ন্দ-কলেবর হইয়াও মায়ামূঢ় আধ্যাত্মিক অক্ষ-দর্শনকারি-
গণের বুদ্ধি ও দর্শন যোহিত ও বঞ্চিত করিবার জন্ত কৰ্ম-
ফলবাধ্য প্রাকৃত-জীবের জড়শরীরের বৈকল্যে অরাদিতে বিফল
হয়, তজ্জন্য অরগ্রস্ত হইবার নাট্যাভিনয় প্রদর্শন করিলেন ॥ ১৬ ॥

মায়াদীপ সচ্চিদানন্দ বিজ্ঞকলেবর কখনই প্রাকৃত মর্ত্য-
জীবের দেহের দ্বারা প্রাকৃত সূক্ষ্ম-দ্রব্যাদি জিহ্বা-জাত বিকার-
বাগ্য নহেন । যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ণ সচ্চিদানন্দবিগ্রহকে
প্রাকৃত জীবসম জ্ঞান করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই মহা-
দশরাজকে নিম্ন হইবেন । পাছে প্রাকৃত-কৰ্ম ফলবাধ্য,

ব্রাহ্মণপাদতীর্থে জীবের ত্রিতাপ-জালা-নাশ-শিক্ষা-দান—
বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ইন্দ্র ।

সেইক্ষণে স্নান হইলা, আর মাহি আর ॥ ২২ ॥

যমদণ্ডা, মর্ত্য, ব্রাহ্ম জীবগণ নিজ-নিজ-প্রাকৃত-জড়শরীরকে
অপ্রাকৃত বলিয়া মনে করে এবং প্রাকৃত-সহজিয়াগণ আপনা-
দিগকে অপ্রাকৃত মুক্ত-বৈকল্যভিমান করেন, তজ্জন্য তাহারা
প্রতিষেধকল্পে লোক-শিক্ষার নিমিত্ত তিনি নিজবিগ্রহে বিমূখ-
জীবমূলক অর-ভোগ-লীলার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন ।
বস্তুতঃ অনভিজ্ঞ মায়ামূঢ় জনগণ পরমেশ্বর গৌরসুন্দরের এই
লীলাভিনয় দর্শন করিয়া যাহাতে আরও যোহিত হয়, তজ্জন্যই
তাহাদের স্ব-স্ব মায়ামাহিত বুদ্ধির তুচ্ছ যোগ্যতা প্রদর্শন
করিবার ইচ্ছায় নিজের অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহে গৌরসুন্দর
প্রাকৃত-জ্বরের আরোপমাত্র করিলেন জানিতে হইবে ॥ ১৭ ॥

যখন নানাবিধ ঔষধ-ব্যবহারেও প্রভুর অরোগ্য দেখা
গেল না, তখন জগদগুরু প্রভু লোক-শিক্ষার জন্ত বিষ্ণু-
তত্ত্ববেত্তা অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠতা জগতে জ্ঞাপন করিবার
ইচ্ছায় ঔষধরূপে নিজপ্রিয় বিপ্রপাদোদক গ্রহণ করিবার লীলা
প্রদর্শন করিলেন । এতদ্বারা একদিকে যেমন কৰ্ম্মালান-
বদ্ধ প্রাকৃত যমদণ্ডা মর্ত্য-জীবের মূঢ়তা উৎপাদন করিবার
লীলা প্রদর্শন করিলেন, অপরদিকে জগতে যাহাতে বিষ্ণু-
তত্ত্ববিৎ অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠ মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকে, তাহার
আদর্শ প্রদর্শন করিলেন । নারায়ণলীলায় যেমন সৌর বক্ষো-
দেশে জগদগুরু ধারণ করিয়া নিজের তক্তের গৌরব বর্দ্ধন
করিয়াছিলেন, তজ্জন্য এই গৌর-লীলায়ও তিনি মামকীতম্বর
মর্যাদা স্থাপন করিলেন । প্রভুর এই অচিন্ত্য গুঢ়-লীলার
তাৎপর্য না বুঝিয়া প্রাকৃত মূর্খ সহজিয়া-সম্প্রদায় প্রারম্ভঃ
জাতিসামাজ্য-বুদ্ধিতে আচ্ছন্ন হইয়া রাক্ষস-বিশ্রের জড় পাদোদক
পান করিয়া বসেন । শ্রীমছাগবতে (৭।১।৩৫) কথিত—
“যন্ত ব্রহ্মকণঃ প্রোক্তঃ পুংসো বর্ণাভিভাজকম্ । যদন্ততাপি
নৃশ্রেষ্ঠ তত্তেনৈব বিনির্দিষ্টং ॥”—এই বিচার-বিধি লক্ষণ
করিয়া বাহারা সর্বব্রাহ্মণ-গুরু বৈকল্যকে শূন্য বলিয়া জ্ঞান
করে, অবৈকল্যকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জ্ঞান করে এবং শূন্যতাকেই
বৈকল্যতা বলিয়া ভ্রান্ত হয়, তাহাদিগের নিত্যমঙ্গল-সাধনের
নিমিত্ত প্রভুর তত্ত্ববিপ্রপাদোদক-পান-লীলা স্মৃতি উদয়


ভগবৎকর্তৃক অচ্যুতাত্মা-বিশ্রামাহা-মর্যাদা-প্রদর্শন

সর্বশাস্ত্রে উল্লিখিত—

ঈশ্বরে যে করে বিশ্রপাদোদক পান।

এ তান স্বভাব,—বেদ-পুরাণ প্রমাণ ॥ ২৩ ॥

করাইবে। অচ্যুতাত্মা ব্রাহ্মগণগণই ভগবান্ শ্রীঅচ্যুতের সেবা করিতে সমর্থ, তমোগুণারূপ পাণ্ডিত্য শূন্য তমোগুণের আবল্যনিবন্ধন সর্বদাই ব্রহ্মহত্যাধীন, স্ততরাং ঈশসেবা-বিমুখ। ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ অনাস্বদেহে আত্মবুদ্ধিযুক্ত মনোমগ্ন নহেন। তিনি সঙ্কীর্ণ, খণ্ডিত ভোগ্য জড়ভব্যে বিমূঢ়মতি হন না। তাঁহার কেবল-চেতন-বিচার প্রবল বলিয়া অচিন্ত্যবাদের পরিবর্তে তাঁহার স্বচ্ছজ্ঞানের সঙ্গে-সঙ্গে অভিধেয়াহুশীলনই কর্তব্য। ‘ব্রাহ্মণ-শব্দে ‘কৃপণ’ উদ্ভিষ্ট হয় নাই। ধর্মশাস্ত্রকার অত্রি বলেন,—‘ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানাতি ব্রহ্মহত্রেণ গর্হিতঃ। স চৈব তেন পাপেন বিপ্রাঃ পশুরদাস্ততঃ॥’ স্ততরাং এইরূপ পশুবিপ্রের পাদোদক পান করিলে সাধারণ বিচার-বিমূঢ় অজ্ঞ জীব সঙ্গে-সঙ্গে পশুত্ব লাভ করে ॥ ২০ ॥

বর্ণশ্রম-ধর্মের অবমান না ব্যতিচার সাধন করিয়া কখনই পরমার্থের অহুশীলন হইতে পারে না। সাধারণ প্রাকৃত কর্মজড়গণ বর্ণাশ্রমের উন্নতভাব উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। তাহাদিগের সম্ভোগ-বিধানার্থও তত্ত্ব অধিকার বিচার-পূর্বক আধ্যাত্মিক-জ্ঞানে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত ব্রাহ্মণকে সর্বতো-ভাবে সম্মান-প্রদান অবশ্য কর্তব্য। তাৎকালিক প্রচলিত সামাজিক লৌকিক-বিচার লজ্জন না করিয়া শ্রীগৌরহৃদয় পিতৃপিতৃ-প্রদানের ছলনার কর্মকাণ্ডেরও একেবারে অনানব-করেন নাই। ইহাতে মনে করিতে হইবে না যে, কর্মকাণ্ড-বিহিত পছাৎকেই পরমার্থ বলিয়া শ্রীগৌরহৃদয়ের বিশ্বাস ছিল। পাছে কেহ শাস্ত্র-তাৎপর্য-জ্ঞানহীন বিচারবিমূঢ় হইয়া পরমার্থ-পথে কর্মকাণ্ড-প্রথাকে প্রবেশ করায়, এইজন্যই জগদগুরু প্রভুর বিশ্রপাদোদক-পান— গয়ায় পিতৃ-পিতৃ-প্রদানাত্তিনয় প্রভৃতি আশুঠানিক কার্য সমাপনপূর্বক তদনন্তর তাঁহার পারমার্থিক বৈকবী-দীক্ষা-গ্রহণ-লীলা। শ্রীগৌরহৃদয়ের সমগ্র দেখ-নৈতিক আদর্শচরিত্রে শ্রীমত্যাগ-বত্তের (১১২০১২ শ্লোকে) কথিত বিধি-পালনাত্তিনয় দেখা যায়,—‘তাৎবৎ কৰ্ম্মাণি কুর্য্যাত ন নির্জিহ্মেত যাবত।

‘যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে’

তথা হি শ্রীগীতায়াং (৪।১১)—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজ্যাম্যহম্।

মম বন্দ্যামুপবর্তন্তে যমুখ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৪ ॥

মৎকথা-শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥’ অর্থাৎ যেকাল-পর্যন্ত জীবের বর্ণাশ্রমধর্মের আস্থা থাকে, সেকাল-পর্যন্ত তিনি মর্যাদা-পথ অবলম্বনপূর্বক দৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম আদর এবং পালন করিবেন, পরে শ্রৌতপথে সমুদ্রবর্তিত ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া সেই কথায় স্ফূট বিশ্বাস ও নিশ্চয়-যুক্ত হইলে আর তাঁহার কর্মস্পৃহা থাকে না।

তখন ‘লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মনে। হরিনেবামুত্লেব সা কার্য্য্য ভক্তিমিচ্ছতা ॥’—এই নারদ-পঞ্চরাত্র-কথিত শুদ্ধ পারমার্থিক নিগুণ-বিচার-দ্বারা তিনি সর্বজন পরিচালিত হন। জীবের শারীরিক ও মানসিক স্থখলাভই প্রয়োজন বলিয়া মনে হইলে নম্বর জাগতিক চিন্তা-শ্রোত জীবকে কখনই পরিত্যাগ করে না, স্ততরাং বর্ণাশ্রমধর্মবিহিত সদসৎকর্ম-প্রবৃত্তি কালক্রমে ক্রমশঃ পরি-বর্তিত হইয়া বেদ-নিষিদ্ধ পাপকর্ম প্রবৃত্তিতে পরিণত হয়, ভগবৎ-কথায় ‘শ্রদ্ধাযিত হইলেই জীবের ভগবৎসেবামুখ-চিন্তে ঐকান্তিকভাবে শ্রীচৈতন্যের চরণাশ্রয় একমাত্র নিত্য চরম-কল্যাণের কারণরূপে প্রতিভাত হয়।

‘এত সব ছাড়ি’ আর বর্ণাশ্রমধর্ম। অকিঞ্চন হঞা গয় কুট্টকশরণ ॥’—এইরূপ পরমহংস-বৈকবাধিকারে উন্নত হইলে জীবমুক্ত ভাগবতেব আর গয়ায় গিয়া পিতৃ-প্রদান বা ব্রাহ্মণ-পাদোদক-পান প্রভৃতি অশুষ্ঠান প্রদর্শন করিতে হয় না। অমল প্রমাণ শ্রীমত্যাগবতে (১১।১১।৩২ শ্লোকে) কথিত ‘আজ্ঞায়েবং গুণান্ দোষান্ যদা দিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্যান্ সম্যজ্য যঃ সর্বান্ মাং ভজ্যেত স সন্তমঃ ॥’ এবং গীতার (১৮।৬৬ শ্লোকে) কথিত ‘সর্বধর্ম্যান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা তুচঃ ॥’ প্রভৃতি মহাবাক্যের তাৎপর্য্য বিচার ও আলোচনা করিলে জীবের ক্রমশঃ প্রাপঞ্চিক নৈকর্ম ও নির্ভেদ-ব্রহ্মা-স্বাক্যের প্রতি ঔদাসিন্য উপস্থিত হয়। ভগবান্ সর্বলোক-পালক ও সমান্তন-ধর্মবর্ধা ধর্মগোষ্ঠা হইয়াও সর্বপ্রকার

ভক্ত ও ভগবান্, উভয়েই পরম্পরের বশীভূত—

যে তাহান দাস্ত-পদ ভাবে নিরন্তর ।

তাহান অবশ্য দাস্ত-করেন জৈশ্বর ॥ ২৫ ॥

ভগবানের ভক্তবৎসল-সংজ্ঞা, স্বয়ং বিজিত হইয়া

ভক্তের অঙ্গ-বর্জন—

অন্তএব নাম তান ‘সেবক-বৎসল’ ।

আপনে হারিয়া বাড়ায়েন ভৃত্য-বল ॥ ২৬ ॥

লোকের অধিকারনিষ্ঠা বিচার করিয়া তৎ-অধিকারনিষ্ঠ লোকের নিত্য চরম-কলাগ-বিধানার্থ ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণাধিকারোচিত দীর্ঘাভিনয় প্রদর্শন করিলেন। তাহাতে এরূপ বৃত্তিতে হইবে না যে, ঐ সঙ্কীর্ণ অধিকার বা নিয়মাগ্রেহেই জীবের পরমার্থ আবদ্ধ। পারমার্থিক-বিচারে অপবর্ণ-বস্ত্রের ক্রমোন্নতি ও ক্রমিক উচ্চস্তর বা সোপান-সমূহ শ্রীগৌর-হৃদয়ের প্রাশ্রাবলীর উত্তরে মহাভাগবত পরমহংসকুলস্তর শ্রীরামানন্দের দ্বারা সূচকপে অভিযুক্ত হইয়াছে। ভগবান্ শ্রীগৌরহৃদয়ের কৃষ্ণাঙ্গালায় অর্জুনকে উপদেশ-কীর্তনমুখে যে গীতা-শাস্ত্রের প্রবর্তন করিয়াছেন, তাহাতেও তিনি অপরা-প্রকৃতির অন্তর্গত বদ্ধজীবের অমুভূতি বিচারপূর্বক কর্মযোগ ও জ্ঞানযোগের উপদেশ-প্রদানান্তে উহাদের আচরণ ও মিশ্রণ সর্বতোভাবে গর্হণপূর্বক জীবাত্মার পরমনিষ্কল ধর্ম কেবলা শুদ্ধভক্তিরই সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধেয়ত্ব সংস্থাপন করিয়াছেন। এই সর্বশুদ্ধতম উপদেশ শ্রবণ করিয়া সঙ্কীর্ণাধিকারবদ্ধ জনগণ পারমার্থিক ভক্তিচেষ্টার সহিত সঙ্কীর্ণাধিকারগত কু-চেষ্টার তুলনা-মুখে উভয়বিধ ক্রিয়াকে যে সমান বলিয়া জ্ঞান করেন, তাহা তাঁহাদের অজ্ঞানময় ক্র্যোগোচিত হইলেও “ন বুদ্ধি-ভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্”—এই গীতোক্ত (৩।২৬ শ্লোকের) বিধি-বাক্য অমুসরণপূর্বক ঐহাদিগের প্রাপঞ্চিক বিচার প্রবল, অথবা ঐহারা প্রাপঞ্চিক-বিচারাবলম্বনে অপ্রাকৃত-বস্তুর বা ব্যাপারের বা কথার বিচার-বিষয়ে ভ্রান্ত হইয়া তাহাকেও প্রাপঞ্চিক বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের ক্ষুদ্র সঙ্কীর্ণ অধিকার বিচার করিয়া তাঁহাদের ভক্তগণের প্রতি ক্ষমা-প্রদর্শনই বিধেয় ॥ ২৩ ॥

অর্থ। হে পার্থ, (অর্জুন,) যে (মামবাঃ) যথা (যেন প্রকারেণ) মাম্ (অমরজ্ঞানং ভগবন্তঃ) প্রপত্তস্তে (স-স-

ভগবৎপদে একান্ত শরণাগতি ও নির্ভরতা-হেতু

২ তৎপরিত্যাগে ভক্তের অসামর্থ্য—

সর্বত্র রক্ষক—হেন প্রভুর চরণ।

বল দেখি,—কেমতে ছাড়িবে ভক্তগণ ? ২৭ ॥

অরত্যাগান্তে পুনপুন-তীর্থে আগমন—

হেনমতে করি’ প্রভু অরের বিনাশ।

পুনঃপুন-তীর্থে আসি’ হইলা প্রকাশ ॥ ২৮ ॥

প্রতীতিভিঃ ভজন্তি, তান্ (মানবান্) অহং (অমরঃ ভগবান্) তথা এব (চেৎযং ময়ি স-স-প্রতীতামুসারেণৈব) ভজামি (ফলদানেন অমুগৃহ্যামি, যতঃ) মমুদ্যাঃ (মানবাঃ) সর্বশঃ (সর্বপ্রকারৈঃ) মম (অমরজ্ঞানস্ত ভগবতঃ এবং) বস্ম (ভজনমার্গম্) অমুগৃহ্যন্তে (অমুগচ্ছন্তি) ॥ ২৪ ॥

অমুবাদ। হে পার্থ, যাহারা যে-ভাবে অর্থাৎ সাকাম বা নিকামভাবে আমার ভজন করে, আমি তাহাদিগকে সেই ভাবেই (তাহাদের স-স-প্রতীতির অমুরূপ) ভজন করিয়া থাকি ॥ ২৪

তথ্য। ‘ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের উপলক্ষণে পূর্বপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া তাহা নিরাস করিতেছেন। যদি বল,—‘তাহা হইলেতোমাতেও কি বৈষম্য বর্তমান?—কেন না, একমাত্র তোমারই শরণাগত জনগণকে তুমি নিজভক্তি প্রদান করিয়া থাক, অন্য সাকাম কাহাকেও ত’ প্রদান কর না?’ তদ্বত্তরে তোমাকে এই শ্লোক বলিতেছি। ‘যথা’ অর্থাৎ সাকাম বা নিকামভাবে যে-প্রকারে যাহারা আমার ভজন করেন, আমি সেইভাবেই (তাঁহাদের ভজনামুরূপ ফল প্রদান-দ্বারা) তাহাদিগকে ভজন করি অর্থাৎ অমুগ্রহ প্রদান করি, পরন্তু যে-সকল সাকাম ব্যক্তি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া (ফলভোগ-কামনা-মুখে সাকামভাবে) ইন্দ্রাদি নানা-দেবতার ভজন করে, তাহাদিগকেও আমি উপেক্ষা করি না,—ইগাই বিবেচ্য; যেহেতু ‘সর্বশঃ’ অর্থাৎ সর্বপ্রকারে ইন্দ্রাদি-নানা-দেব-সেবক-গণও আমারই বস্ত্রের অর্থাৎ ভজনপথের গোণভাবে অমুবর্তন করিয়া থাকে; কেননা, ইন্দ্রাদিক্রমেও আমিই দেব্য।’ (শ্রীধর-কৃত ‘মুবাদিনী’) ॥ ২৪ ॥

কর্মাদিকার বা জ্ঞানাদিকারে শুদ্ধভগবত্ক্রিয়ান্তের সম্ভাবনা নাই। যাহারা ভগবানের চরণে প্রণম হইতে

কর্মকাণ্ডকে বর্ণনার্থ পিতৃতর্পণনীলাভিনয়াস্তে

প্রভুর গয়ায় প্রবেশ—

স্মান করি' পিতৃ-দেব করিয়া অর্চন ।

গয়াতে প্রবিষ্ট হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৯ ॥

গয়ায় প্রবেশানন্তর প্রভুর খাম-নমস্কার-লীলা—

গয়া-ভীর্ষরাজে প্রভু প্রবিষ্ট হইয়া ।

নমস্করিলেন প্রভু শ্রীকর মুড়িয়া ॥ ৩০ ॥

ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানানন্তর পিতৃগণের তর্পণলীলা-প্রকাশ—

ব্রহ্মকুণ্ডে আসি' প্রভু করিলেন স্নান ।

যথোচিত কৈলা পিতৃ-দেবের সন্মান ॥ ৩১ ॥

গদাধরের পাদপদ্ম-দর্শনার্থ চক্রবেড়ের অভ্যন্তরে প্রভুর

আগমন ও ক্ষতবেগে প্রস্থান—

তবে আইলেন চক্রবেড়ের ভিতরে ।

পাদপদ্ম দেখিবারে চলিলা সঙ্করে ॥ ৩২ ॥

পারে না বা ইচ্ছা করেন না, তাহাদের অধিকার বিচার করিয়াই ভগবান্ জগতে কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড প্রবর্তন করিয়াছেন। বুদ্ধজীবগণ ঐ কর্ম ও জ্ঞান অবলম্বন করিয়া পৃথিবীতে বিচরণ করে। তাহাদের ভগবদ্ভক্তিতে অধিকার-লাভ প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। তবে কর্মমিশ্রাধিকারী বা জ্ঞান-মিশ্রাধিকারীর কর্ম ও জ্ঞান-বাহ্য অর্থাৎ বুদ্ধি ও মুমুক্ষু ক্রমশঃ সমূলে বিনষ্ট হইলেই কেবলা-ভক্তির প্রভাবে তাহাদের নিত্য পরম-মঙ্গল-লাভ হইতে পারে। প্রাপ্তি ব্যতীত কর্মী বা জ্ঞানী, কাহারও ভগবৎসেবায় অধিকার নাই। ভগবন্ত সর্বদাই ভগবানের নিত্য উপাদেয় কৈঙ্কর্য লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত। তিনি ভগবদিতর কোনও খণ্ড ভোগ্য নবর বস্ত্র দাস্ত করিবার প্রস্ত কখনও প্রস্তুত নহেন। যিনি বৈরাগ্যভাবে ভগবৎসেবায় প্রবৃত্তিবিশিষ্ট, ভগবান্ তাঁহাকে সেইপ্রকার সেবাতেই অমুরূপ যোগ্যতা প্রদান করেন। ইহাতে একরূপ বুঝিতে হইবে না যে, ভগবান্কে স্বীয় ভূত-পর্ষ্যায় পরিগণিত করিয়া বুদ্ধজীব যে-কোন-প্রকারে তাঁহার অবৈধকামনা পূরণ করিবার অধীন বহুবিধেষ-জ্ঞানে বৈজ্ঞানিক-ক্রমে তাঁহার উপর প্রভু করিবেন এবং সেইরূপ তথা-কথিত পাণ্ডুর দাস হইয়া তথা-কথিত ভগবান্ তাহারই সেবা করিবেন। তবে মনে রাখিতে হইবে যে, অনাদি-বিমুখ অকল জ্ঞানী জীবের এই আনন্দিক-প্রবৃত্তিগুলি লক্ষ্যকর্মকাণ্ড-বশ্তা-রূপ নির্বুদ্ধিতার প্রায় দিবার উদ্দেশ্যে অর্থাৎ নাস্তিক-জীবকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার নিমিত্ত বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিকেই তাদৃশ-জীবের পরিচর্যা করিবার চলনার নিয়ন্ত্রণ করিয়াছেন। মায়াবদ্ধ জীব প্রাপ্তিবশতঃ নিজের ভোগ্য মোহিনী ভগবদ্ব্যয়াকেই প্রিয়, আত্মীয়, আরাধ্য সেব্যবস্ত-জ্ঞানে ভগবৎস্বরূপের প্রাপ্তিময়ী উপলব্ধি করিয়া বসে

এবং ভগবন্তজনের পরিবর্তে কর্মফলভোগ-স্পৃহায় উন্মত্ত হয়। নিত্যসেবা, মায়াধীশ, অথোকল ভগবানকে অহৈতুকী অপ্রতিহতা বা অব্যবহিতা সেবা করিলেই সৌভাগ্যবান্ জীবের ভগবান্ ব্যতীত অন্য খণ্ড জড়বস্তুর সেবায় আর বাহ্য বা প্রবৃত্তি থাকে না। সেইকালে ভগবান্ ঐকান্তিক-ভক্তের সেবা-গ্রহণ-ব্যপদেশে তিনিও নিজ-ভক্তের সেবা করিয়া থাকেন। যে-কালে ব্রাহ্মণ বাহ্য জড়জগতের নবর হেয় অভিমান পরিত্যাগ করিয়া 'তৃণাদপি স্নানীচ' ও 'তরোরপি সহিষ্ণু' হন এবং নিজকে জড়ভিমানশূন্য জানিয়া নিত্যপ্রভু বিভূ-চৈতন্যচক্রের চিন্ময় চরণোদককেই আত্মসন্তুষ্ট হইবারই একমাত্র পানীয় বলিয়া জ্ঞান করেন, তখনই তাদৃশ ভগবন্তজন-প্রবৃত্তিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণতার সাধন্য জগতে প্রদর্শন পূর্বক শিকা দিবার উদ্দেশ্যে শ্রীগৌরমুন্সর বিপ্রপাদোদকগ্রহণ-লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ভগবদ্-বিমুখ মায়ামূঢ় প্রাকৃত-সহজিয়া বা স্মার্ত ভগবদ্ব্যয়ায় বিমূঢ় হইয়া শ্রীচৈতন্যচরণাশ্রিত শুদ্ধবিপ্রের সহিত শ্রীচৈতন্যবিমুখ হরিগুরুগৈরব-বিরোধী রাক্ষস-পিত্রের সমজ্ঞান করেন অর্থাৎ অকর-অচ্যুত-ভগবদ্বিষয়ক চিদজ্ঞানহীন, ব্রহ্মতর মায়ায় অভিিনিষ্ট নরক পথের ঘাতী কুপণ-সংজ্ঞক বিপ্রেক্ষবকে অময়-জ্ঞান-ভগবদ্ব্যয়সাক্ষ্য ব্রাহ্মণের সহিত সমপর্ষ্যায় গণিত করেন; কিন্তু শ্রীগৌরমুন্সর "স্বপাকমিব নেক্তে লোকে বিপ্রম-বৈষ্ণবম্" শ্লোকের সুসিদ্ধান্ত-বিচার প্রদর্শনপূর্বক সৎসু-রূপে এসকল প্রাকৃত-সহজিয়া, স্মার্তজীবের অজ্ঞান-ভিমিরাক্ষ চক্ষু উন্মীলিত করিয়া নিত্য-মঙ্গল সাধন করেন। শ্রীতোক্ত "যে যথা মাং প্রপদন্তে তাত্ত্বৈব ভজাম্যহং" শ্লোকের বিবৃতিার্থ করিতে গিয়া, শ্রান্ত প্রমত্ত বিপ্রলিপু বর্ষদৃষ্টি আধ্যাত্মিক-জ্ঞানী কণ্ঠ অশ্রোতপহি-জনগণ যে-প্রকার নির্বুদ্ধিতা

পাণ্ডাগণ বেষ্টিত পাদপদ্মের উপর সুপীকৃত পুষ্পাদি
পূজোপকরণ নিখাল্যোপচার-রাশি—

বিপ্রগণ বোড়িয়াছে ত্রীচরণস্থান।

ত্রীচরণে মালা,—যেন দেউল-প্রমাণ ॥ ৩৩ ॥

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বজ্র, অলঙ্কার।

কত পড়িয়াছে,—লেখা-জোখা নাহি তার ॥ ৩৪ ॥

বিপ্রগণ-কর্তৃক গয়া-শিবস্থ গদাধর-বিষ্ণুর পাদপদ্মের

স্ব-স্বত্ব-কীৰ্ত্তন—

চতুর্দিকে দিব্য রূপ ধরি' বিপ্রগণ।

করিতেছে পাদপদ্ম প্রভাব বর্ণন ॥ ৩৫ ॥

“কালীনাথ হৃদয়ে ধরিলা যে-চরণ।

যে-চরণ নিরবধি লক্ষ্মীর জীবন ॥ ৩৬ ॥

প্রকাশ করেন, তদ্বারা শ্রোকের যথার্থ তাৎপর্য বিকৃত
ও বিপর্যস্ত হয় মাত্র। তাহার ‘প্রপন্ন’-শব্দের প্রকৃত অর্থের
জ্ঞানলাভে উদাসীন হইয়া শরণাগতি-রাহিত অবৈক্য দাস্তিক
জীবনগকে শরণাগত ‘বৈক্য’-পর্যায়ের পরিগণিত কবিয়া
জগতের তত্ত্ববিচারানভিজ্ঞ কৌমল্যমতি লোকের অগতি অর্থাৎ
সর্বনাশ-সাধনে সচেষ্ট। নিরুপট প্রপন্ন ভগবৎপাদক ভক্ত-
সম্প্রদায়েরই ভগবদ্ভজনে অধিকার এবং ভগবান্ ও তাঁহা-
দিগকে মুক্তকুলের সুদুর্লভ নিজ-প্রেমভক্তিযোগ প্রদানপূর্বক
সেবা করেন, আর কপট অভক্ত মুমুকুগণকে কখনই তাদৃশী
সেবা করেন না। (ভাঃ ৫।৩।১৮—) “অন্যেবমস ভগবান্
ভজতাং মুক্তো মুক্তিং দদাতি কর্হিচিং স ন ভক্তিযোগম্।”
তাঁহার বিমুখজীবী-মোহিনী মায়াই বদ্ধজীবের মূঢ়তা-বন্ধনের
নিমিত্ত সেবিকা-স্বত্রে খণ্ড-মায়িক-প্রতীতিতে ভগবতাকে
কল্পিত করায়, কিন্তু প্রকৃতপ্রভাবে উহা মায়া-কর্তৃক বিমুখ-
জীবের ভগ-বন্ধন মাত্র।

পঞ্চবিধ ভক্তিরস ভক্তগণ-কর্তৃক বাস্তবসত্য বিষয়জাতীয়
ভক্তনীয় অধোক্ষ-বস্তুতে সাধিত হয়। ভগবান্ উক্ত পঞ্চবিধ
ভক্তিরসের বিষয়রূপে যে-কোন-প্রকার সেবা অল্পকৃপাভায়ে
গ্রহণ করিতে পারেন। বৈধ-ভক্তগণের নিকট শাস্ত, দাস্ত ও
সখ্যার্ছ গৌরব-সখ্যের অর্থাৎ সার্ব-বিপ্রকার রসের বিষয়
নারায়ণ-স্বরূপে সেবা গ্রহণ করেন, আবার অমুরাগ-পথের
ভক্তগণের নিকট উক্ত সার্ব-বিপ্রকার ভক্তিরসের উন্নত
বিশ্রুত-সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর-রসের বিষয় ব্রহ্মজ্ঞানন্দন রূপ-
স্বরূপে সেবা গ্রহণ করিয়া অমুরাগ-পথের সেবককে উক্ত
পঞ্চরসের কোন একটি গ্রহণ করাইয়া স্বীয় ভক্তবাৎসল্য
বা ভক্ত-প্রেমারীনন্দ প্রদর্শন করিতে পারেন ॥ ২৫ ॥

বৈধমর্যাদা-পথে যে-প্রকার সেবায় চিত্র অঙ্কিত আছে,
তাঁহাতে ভক্তনীর বিষ্ণুবস্তুর প্রতি মাধুর্যের পরিবর্তে ঐশ্বর্য,

অথবা বিশস্তময় অমুরাগের পরিবর্তে বৈধ-মন্ত্রময় ঐশ্বর-
ভাবই প্রবল; কিন্তু মাধুর্য্যপর কৃপাসেবায় ভগবানের ঐশ্বর্য্য-
পরতার মধুরিমা আছে হয় না, সেখানে সেবক-বাৎসল্য
অত্যন্ত প্রবল হওয়ায় বিশস্ত-সেবকগণেরই সেবক-স্বত্রে
মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠতা দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহাতে এইরূপ
মনে করিতে হইবে না যে, ভগবানের ঐশ্বর্য্যের ন্যূনতা-ক্রমে
মাধুর্য্যের হ্রাসিতা বা অনাদৃত-বশত অস্থান করিতেছে।

ভগবানের ভক্তকিত্ত—(ভাঃ ১।৩।৩৭ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের
প্রতি শর-শযায় শায়িত যেচ্ছায় লোকজিহীর্ষ ভক্তরাজ
ভায়দেবের স্তুতি—) “আমি পঙ্গুহীন থাকিয়া সাহায্যমাত্র
করিব’—এইরূপ নিজ-প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া ‘শ্রীকৃষ্ণকে শয়ন
ধারণ করাইব’—আমার এইরূপ প্রতিজ্ঞা বাহাতে অধিক-
ভাবে সত্য হয়, তরুণ বিধান করিবার নিমিত্ত যিনি স্বীয়
ভক্ত অর্জুনের রথ হইতে সহসা অবতীরি হইয়া রথচক্র ধারণ
পূর্বক পদভর পুণিবাকে বিচলিত করিতে করিতে পশ্চিমধ্যে
স্বীয় উত্তরীয় বসন পরিত্যাগ করিয়াই গজনিশনোত্তত সিংহের
ছায় আমার অভিমুখে ধাপিত হইয়াছেন, সেই ভগবান্
মুকুন্দ আমার গতি হউন।’

ভগবানের প্রেমবশত—(ভাঃ ১।৩।১৮-১৯ শ্লোকে
পরাক্রান্তের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) ‘স্বীয় বন্ধন-কার্য্যে
পুনঃ পুনঃ ব্যর্থপ্রয়াস জনিত শ্রম-নিবন্ধন স্বীয় যা তা-ঘণোদার
ঘাতক কলেবর ও কেশ-কবরীর মায়া বিরক্ত এবং অতিশয়
পরিশ্রম দর্শন করিয়া ভগবান্ কৃপা-পূর্বক স্বয়ংই বন্ধনপ্রাপ্ত
হইলেন ॥’ ২৬ ॥

ঐকান্তিক ভক্তগণ কখনই ভক্তবৎসল প্রভু বিষ্ণুর পাদ-
পদ্ম-সেবা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, তিনিও কখনও
তাঁহার ঐকান্তিক-ভক্তগণকে পরিত্যাগ করেন না অর্থাৎ
ভগবান্ ও ভক্ত পরস্পরের সঙ্গ সঙ্গকালও কেহই পরিত্যাগ

বলি-শিরে আবির্ভাব হৈল যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন ! ৩৭ ॥
'ভিলাঙ্কে কো' যে-চরণ ধ্যান কৈলে মাত্র।
যম তার না হইল অধিকার-পাত্র ॥ ৩৮ ॥

করিতে পারেন না ; পরন্তু তাঁহাদিগকে সর্বত্র সর্বদা রক্ষা করেন। ভক্তগণও নির্বিশেষ-মায়াবাদীর আক্রমণ হইতে ভগবান্কে রক্ষা করেন,—এতদ্বারা ভগবৎবিরোধিগণের নির্ভর পাপ-হস্ত হইতে মোচনরূপ ভগবৎভক্তগণেরও দয়ার কার্যই দেখিতে পাওয়া যায়। আবার ভগবান্ও সর্বদাই ভক্তগণের দ্বারা স্বীয় মহিমা প্রচার করিয়া অভক্তগণকে আশু সর্বনাশ হইতে রক্ষা করেন। নিষ্কপ্ৰিয় শুদ্ধব্রাহ্মণের মায়া-বর্ধনের নিমিত্ত নিজের অঙ্গলীলা অপসারিত করিয়া জগতে কৃষ্ণসেবা-পর ব্রাহ্মণেরই মহিমা জানাইয়াছেন ॥ ২৭ ॥

পুনঃপূনা তীর্থ—পুনঃপুনান্দী-নদী, তাহা—ছইটি স্থানে প্রসিদ্ধ। একটা—ই, আই, আর, মেন্-লাইন-স্থিত পাটুনা-জংসন হইতে পাটুনা-গয়া-ব্রাহ্ম-লাইনের মধ্যে পাটুনার ঠিক পরবর্তী পুনঃপুন-ষ্টেনের নিকট এবং অপরটা—ই, আই, আর, গ্র্যাণ্ডকর্ড-লাইনে 'পামারগঞ্জ'-ষ্টেনের নিকট প্রবহমান। পূর্বপ্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রিগণ প্রথমোক্ত পুনঃপুন-ষ্টেনে এবং পশ্চিমপ্রদেশ হইতে সমাগত যাত্রিগণ পামারগঞ্জ-ষ্টেনে অবতরণ করেন। মহাপ্রভু প্রথমোক্ত পুনঃপুন-ষ্টেনের নিকটবর্তী-স্থানেই স্বীয় দেবহস্তে পূতপদাঙ্ক অঙ্কিত করিয়া ছিলেন। সম্প্রতি মন্দিরের দ্বার এই স্থানেও শ্রীমায়াপূরস্থিত ত্রিচৈতন্যমঠের সেবকগণ ত্রিচৈতন্য-চরণ-চিহ্ন বা পাদপীঠ-সংস্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীগৌরস্বল্পের কর্মকাণ্ডের স্মার্তগণকে বঞ্চিত ও মোহিত করিবার জন্য আন করিয়া অশুচি ও পিতৃশ্লাঘাদি দূরীভূত করিবার জন্য আন ও পিতৃতর্পণাদি কর্মকাণ্ডবিধিপালন-লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়াছেন। ধর্ম-স্বর্গ-ই নৌকিক-কর্মবিধির বিধানানুসারে অবগাহন-স্নানান্তেই তীর্থে-প্রবেশ বিধেয়—এই বিধিপালন-লীলা প্রদর্শন-পূর্বক প্রভু গয়াতীর্থে প্রবেশ করিলেন। ঐকান্তিকভাবে সর্বেষধর্মের অচ্যুতের ভজনেই যে সর্বগুণ-মোচন হয়,—এই পারমার্থিক-বিশ্বাস-রহিত হইয়া গৃহব্রতগণ প্রেতযোনি-প্রাপ্ত বলিয়া পিতৃপুরুষ

যোগেশ্বর-সবার ছল্ল'ত যে-চরণ।
সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন ! ৩৯ ॥
'যে-চরণে ভাগীরথী হইলা প্রকাশ।
নিরবধি হৃদয়ে না ছাড়ে যারে দাস ॥ ৪০ ॥

গগকে কল্পনা করিয়া তদ্রূপে পিতৃ-প্রদান-দ্বারা পুনরায় তাহাদিগকে প্রাণে স্থলশরীর-প্রাপ্তির সাহায্য করে।

গয়া-তীর্থের বৃত্তান্ত ও মাহাত্ম্য—পর্যটকপুঃ ৮২-৮৬ অঃ, বায়ুপুঃ (যেঃ বঃ কঃ) ১-৮ অঃ, অগ্নিপুঃ ১১৪-১১৬ অঃ দ্রষ্টব্য ॥
প্রভু গয়াতীর্থরাজকে নমস্কার-লীলা-দ্বারা তাঁহার ভক্ত-বাৎসল্যের প্রকারভেদ প্রদর্শন করিলেন ॥ ৩০ ॥

পুনঃপুন-তীর্থে প্রবেশ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রভুর গয়া-ধারে যাবতীর কূতোর এই তাৎপর্য লক্ষ্য করিতে হইবে যে, তাঁহার এই সকল লীলার সমস্তই লোক-সংগ্রহের জন্য অমুষ্ঠিত হইয়াছিল। তৎসঙ্গে পারমার্থিক বিচারও একেবারে অসংশ্লিষ্ট ছিল না ॥ ৩১ ॥

চক্রবেড়,—গয়াতীর্থে ; এই স্থানেই বিষ্ণুপাদপদ্ম অবস্থিত ॥
দেউল,—(সংস্কৃত 'দেবকুল'-শব্দজ), দেবালয়, মন্দির, 'দেবু' ॥

লেখা-জোখা,—লেখা+জোখা ; লেখা—সংস্কৃত লিখ-ধাতু (লিখনে)+অ (ভাবে)+আণ্ (স্ত্রী) ; জোখা,—হিন্দী জোখনা-ধাতু (তোলা বা ওজন করা) হইতে প্রচলিত। অতএব লেখা-জোখা—সংখ্যা ও পরিমাণ, ওজন ও বিবরণ, লিখন ও গণন, হিসাব বা নিদর্শন-পত্র ॥ ৩৪ ॥

কাশীনাথ,—বিশেষত্ব শিব ॥ ৩৬ ॥

যোগেশ্বর,—যোগেশ্বর কৈবল্য-প্রাপ্ত হঠ-রাজ-যোগসিদ্ধি-বিভূত্যাতি-সম্পন্ন ব্যক্তি।

যাহারা যোগশাস্ত্রে পারদ্রুত হইয়া ধর্মমেঘের সঞ্চারে কৈবল্য লাভ করেন, সেই ঈশ্বর-সাব্যক্ত্যবাদী যোগীর কোন-দিনই ভগবচ্চরণ-দর্শনে যোগাতা-লাভ হয় না। কেননা, কৈবল্যবাদীর বিচারে সেবা, সেবক ও সেবন—এই অবস্থাজর কেবলীভূত অর্থাৎ একীভূত থাকায় তথায় চিহ্নালাস-বিচারের অবকাশ নাই। সুতরাং যোগিগণ সর্বতোভাবে ভাগ্যহীন, তাঁহারা পরম-পুরুষার্থ ভগবৎপ্রেম-বঞ্চিত বলিয়া ভাগ্যবন্ত ভক্তগণ তাঁহাদিগের চরম-কাম্যফল বা অবস্থার আদর না করিয়া গর্হণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

অনন্ত-শয্যায় অতি-প্রিয় যে-চরণ।

সেই এই দেখ, যত ভাগ্যবন্ত জন। ৪১ ॥

বিপ্রগণ-মুখে গদ্যধরের পাদপদ্ম-শ্রবণে প্রভুর

প্রোমাবেশে অশ্রু, কম্প, পূজক—

চরণ-প্রভাব শুনি' বিপ্রগণ-মুখে।

আবিষ্ট হইলা প্রভু প্রেমানন্দ-মুখে ॥ ৪২ ॥

অশ্রুধারা বহে দুই ত্রিপদ-নয়নে।

লোমহর্ষ-কম্প হৈল চরণ-দর্শনে ॥ ৪৩ ॥

সমগ্রজগতের সর্বোত্তম সোভাগ্য-ফলেই প্রভুকর্তৃক

আশ্রয়বিগ্রহের ভাব-প্রকাশ-দীপারম্ভ—

সর্বজগতের ভাগ্যে প্রভু গৌরচন্দ্র।

প্রেমভক্তি-প্রকাশের করিলা আরম্ভ ॥ ৪৪ ॥

চরণ-প্রভাব—নির্কিশেষবাদিগণ ভগবৎস্বরূপের নিরাকারত্ব কল্পনা করিয়া ভগবানের আত্মারাম্যকর্ষক নিত্যরূপের পরম-চমৎকারিতা বৃত্তিতে পারেন না। নির্কিশেষবাদীর বিচার-প্রণালী প্রাপঞ্চিক জড়-বিচার হইতে উৎপন্ন। গয়া-তীর্থে ভগবানের যে ত্রিচরণ নির্কিশেষ-বাদকে বিদলিত করিয়া গয়াস্থরের শীর্ষোপরি স্থাপিত আছে, উহাই চিহ্নিলাস ভগবচ্চরণ। বৌদ্ধগণের নিরাকারবাদ বা পঞ্চোপাসকগণের নির্কিশেষবাদ ত্রিগদ্যধরের পাদপদ্মের নিম্নে প্রোথিত আছে। পঞ্চোপাসকগণ অন্তর্নিহিত অভেদ-ব্রহ্মজ্ঞানে পরিণত হন বলিয়া তাহারা—প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ। বেদ-বিরুদ্ধ কণ্ঠকাণ্ডিগণের বিচার—অজরুতিবৃত্ত্যাপ্রিত কণ্ঠকাণ্ডপর, বৌদ্ধবিচার—বেদ-বিরুদ্ধ অচিন্মাত্রপর এবং নির্কিশেষ-ব্রহ্মবিচার—প্রকাশ বৌদ্ধমত না হইলেও শ্রোতব্রহ্ম চিন্মাত্রপর এবং প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধমত। প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ নির্কিশেষবাদী ও তদনুগ পঞ্চোপাসকগণ গদ্যধরের নিত্যরূপ ও নিত্যপাদপদ্মকে নিজ-নিজ-আধ্যাত্মিক ইন্ড্রিয়গ্রাহ্য মায়িক সত্ত্ববস্ত্র মনে করিয়া তদদর্শন-সোভাগ্যলাভে চিরন্তনে বঞ্চিত। চিহ্নিলাসবাদী সর্বিশেষ-ভক্তসম্প্রদায় এই শ্রোতব্রহ্ম প্রচ্ছন্ন-বৌদ্ধ-মতের কখনই আদর করেন না। ভগবানের ত্রিপাদপদ্ম ত্রিশিখ-ব্রহ্ম-ওকাদি আত্মারামগণেরও আকর্ষক, নিত্যবাস্তবমত বা সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ; সুতরাং নির্কিশেষবাদীর লোক-প্রতারণা-করে যে পঞ্চোপাসনাবিচার, উহা নির্কোষগণকে প্রতারণ-মূলে বিপ্র-

প্রভুনেত্রে মহাবেগবতী গঙ্গোদ্রোহারার ত্রায় অশ্রুনির্গম—

অবিচ্ছিন্ন গঙ্গা বহে প্রভুর নয়নে।

পরম-অক্লান্ত সব দেখে বিপ্রগণে ॥ ৪৫ ॥

প্রভুর ইচ্ছায় ঈশ্বরপুরী তথায় ভাগমন—

দৈবযোগে ঈশ্বরপুরীও সেইক্ষেণে।

আইলেন ঈশ্বর-ইচ্ছায় সেইস্থানে ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বরপুরী-দর্শনে প্রভুর নমস্কার ও মর্যাদা-প্রদর্শন-লীলা—

ঈশ্বরপুরীতে দেখি' ত্রিগৌরমুন্দর।

নমস্করিলেন অতি করিয়া আদর ॥ ৪৭ ॥

পুরীপাদেরও গৌর-দর্শনে প্রেমালিঙ্গন-দান—

ঈশ্বরপুরীও গৌরচন্দ্রেতে দেখিয়া।

আলিঙ্গন করিলেন মহা-হর্ষ হৈয়া ॥ ৪৮ ॥

লিঙ্গা ব্যতীত আর কিছুই নহে। সুচতুর ভক্ত-সম্প্রদায় এই প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত আদৌ স্বীকার করেন না ॥ ৪২ ॥

ত্রিগৌরমুন্দর জগতের নিত্য পরম মঙ্গল বিধান করিবার নিমিত্ত প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এতাবৎকাল তিনি জগতের প্রতি প্রেম ভক্তি প্রদানের কোন লক্ষণই প্রকাশ করেন নাই। অতঃপর গয়া-তীর্থে ত্রিভগবৎপাদপদ্ম-দর্শনাবধি তাহার জগজ্জীবের প্রতি প্রেমভক্তিপ্রদানলীলা-প্রকাশ আরম্ভ হইল। নির্কিশেষ মায়াবাদ-কবল-মুক্ত স্মৃতি-সম্পন্ন জীবগণকে ভগবচ্চরণ-সেবনে মহা-সুযোগ-প্রদানোদ্দেশ্যে এই ভগবচ্চরণ প্রপঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন জানিয়া প্রভু অষ্টসাধিক-ভাব-বিকারে ব্যাকুল হইলেন। প্রপঞ্চে কৃষ্ণ-বিমুখ জীবগণ কৃষ্ণসেবা-বঞ্চিত হইয়া বিষয়ের ভোক্তা বা প্রভু হইবার হুঁসিলা পোষণ করেন। ভগবৎপাদপদ্ম জগতের বন্ধ-জীবগণের বৃত্তি ও মুক্তা ধ্বংস করিয়া শুদ্ধজীবজন্মে আবির্ভূত হইলেই তাহার স্থপ্ত ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয়। এই মহা-সত্য প্রচার ও প্রদর্শন করিবার জন্য ভগবান্ ভক্তবেষ ধারণ-পূর্বক নিজ-সেবামুখ-ইন্ড্রিয়ে অপ্রাকৃত ত্রিচরণ দর্শন করিলেন। স্থূল ও স্থন্—এই বিবিধ নিগড়াবদ্ধ জীব ভূতাকাশে বিচরণ করিবার কালে ভগবৎসেবার বিমুখ থাকেন। যখন হরি-শুক-বৈষ্ণব-প্রদানবলে তাহাদের সেবন-বৃত্তি উন্মোচিত হয়, তখনই সেব্যবস্ত্র ভগবান্ বিষ্ণু ত্রিপাদ-পদ্ম তদীয় সেবকের উন্মোচিত চৈতন-বৃত্তির বিষয়রূপে

উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্রুবারিতে স্নাত—
 দৌহাকার বিগ্রহ দৌহাকার প্রেম-জলে ।
 সিদ্ধিত হইলা প্রেমানন্দ-কুতুহলে ॥ ৪৯ ॥
 স্বয়ংপ্রভু কর্তৃক স্বীয় সেবকবর ঈশ্বরপুরীর স্তবোপলক্ষ্যে
 ভক্ত, সাধু বা বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য-কীর্তন—
 প্রভু বলে,—“গয়া-যাত্রা সফল আমার ।
 যতক্ষণে দেখিলাও চরণ তোমার ॥ ৫০ ॥
 যাহার উদ্দেশে তীর্থে পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবলমাত্র
 তাহারই উদ্ধার-লাভ—
 তীর্থে পিণ্ড দিলে সে নিস্তরে পিতৃগণ ।
 সেহ,—যারে পিণ্ড দেয়, তরে’ সেই জন ॥ ৫১ ॥
 কিন্তু ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবগণ সর্বতীর্থাত্মিক বলিয়া তাদৃশ
 ভগবৎসেবা-বিগ্রহ দর্শন-মাত্রেই দর্শক-জীবের
 পূর্ণপুরুষগণের উদ্ধার লাভ—
 তোমা’ দেখিলেই মাত্র কোটি-পিতৃগণ ।
 সেইক্ষণে সর্ববন্ধ পায় বিমোচন ॥ ৫২ ॥
 তাদৃশ ভক্ত-সাধু-বৈষ্ণবই তীর্থদমুহেরও তীর্থস্বরূপ—
 অতএব তীর্থ নহে তোমার সমান ।
 তীর্থেরো পরম ভূমি মঙ্গল প্রদান ॥ ৫৩ ॥

আবির্ভূত হন । সেবোন্মুখী চিত্ত-বৃত্তি ব্যতীত ভগবদ্রূপের
 দর্শন-সৌভাগ্য-লাভ হয় না । ভক্ত্যুন্মুখী স্কৃতি ব্যতীত
 প্রদ্বার উদয় হয় না । ভক্ত-প্রসাদজ স্কৃতিবলে জীবের
 চরিত্র-শ্রবণের সুযোগ উপস্থিত হয় । কখনও কখনও কৃষ্ণ-
 প্রসাদজ স্কৃতি-ফলে জীব জড়েন্দ্রিয়-ভোগ্য জড়বস্তুর বন্ধন
 বা বন্ধনা হইতে উন্মুক্ত হইয়া সেব্যবস্তুর কৃষ্ণের সন্ধান লাভ
 করেন,—ইহাই অপ্রাকৃত-দর্শন । আত্মসমর্পণানন্তর কৃষ্ণের
 শ্রবণ-কীর্তন-মুখেই জীবের চেতন-বৃত্তি কৃষ্ণসেবার নিরন্তর
 নিরন্তর হয়,—ইহাই ভক্তপ্রসাদজ স্কৃতি-ফল । গৌরহৃদয়ের
 নিখিল আশ্রিতবর্গের একমাত্র আশ্রয় হইয়াও স্বয়ং
 বিষয়ের আশ্রিতাভিমনে ভজনীয়-বস্তু কৃষ্ণের চিন্তায় প্রেমা-
 বেষণাদেবে কীর্তন-মুখে প্রচার আরম্ভ করিলেন । ভগ-
 চরণ-দর্শন অথ প্রভুর অষ্টসাত্ত্বিকবিকারসমূহ জগতে তাহার
 প্রেমভক্তি-প্রচারারম্ভ সূচনা করিল ॥ ৪৪ ॥

যেখানে ভগবান্ শ্রীগৌরহৃদয়ের তাহার নিজ-পাদপদ্ম

প্রোনারুণকু-লোকগণের শিক্ষার্থ স্বয়ং শিষ্যভিমনে নিজজন
 ভক্তবর পূরীপাদের নিকট প্রভুর বিষ্ণুমন্ত্র-দীক্ষা-
 প্রার্থনা-লীলাভিনয়—
 সংসার-সমুদ্র হৈতে উদ্ধারহ মোরে ।
 এই আমি দেহ সমর্পিলাও তোমারে ॥ ৫৪ ॥
 কৃষ্ণপাদপদ্মধু পান করাইয়া শিষ্যের অবিচ্ছিন্নকীভূত
 চক্ষুস্মীলন-কার্য্যই বিষ্ণুদীক্ষা—
 ‘কৃষ্ণপাদপদ্মের অমৃতরস পান ।
 আমারে করাও তুমি’—এই চাহি দান ॥ ৫৫ ॥
 প্রভুকে ঈশ্বর স্নানে পূরীপাদের স্তুতি—
 বলেন ঈশ্বরপুরী,—“শুনহ, পণ্ডিত !
 তুমি যে ঈশ্বর-অংশ,—জানিলু নিশ্চিত ॥ ৫৬ ॥
 বিদ্যাবধ্বজবন প্রভুর পাণ্ডিত্যার্থ্য চরিতৈশ্বৰ্য্য লোকাভীত—
 যে তোমার পাণ্ডিত্য, যে চরিত্র তোমার ।
 সেহ কি ঈশ্বর-অংশ বই হয় আর ? ৫৭ ॥
 পূরীপাদের পূর্বদর্শনীতে স্বপ্নে প্রভুদর্শনান্তে পরদিন
 প্রভুর প্রত্যক্ষদর্শনে স্বপ্ন-ফল-লাভ-কথন—
 যেন আজি আমি শুভ স্বপ্ন দেখিলাও ।
 সাক্ষাতে তাহার ফল এই পাইলাও ॥ ৫৮ ॥

দর্শন করিয়া প্রেমে পুলকিত হইতেছিলেন, তৎকালে মহাত্ম-
 গুরুরূপে ভগবদ্রীপার সহায়তা-সাধন-দ্বারা নিজপ্রভুর সেবা
 করিবার জন্ত শ্রীঈশ্বরপুরীপাদ ভগবদ্রীক্ষায় দৈবাৎ তথায়
 স্তভাগমন করিলেন । যাবতীয় আচাৰ্য্যগণের পরমেশ্বর গৌর-
 সুন্দর শ্রোতপথে আশ্রয়-পারম্পর্য্যে শ্রীমৎপূর্ণপ্রজ্ঞ-মধ্বাচাৰ্য্য
 আনন্দ-তীর্থের পর্যায়ে আপনাকে অবন্তন জানাইবার জন্ত
 ঈশ্বরপুরীপাদকে তথায় আনয়ন করিলেন ॥ ৪৬ ॥

ঈশ্বরপুরীপাদ প্রেমাশ্রমকল্পতরুর আদি-অন্তর মাধবেজ-
 পুরী-পাদের একান্ত নিম্ন অঙ্গুগত শিষ্যস্বজ্ঞে প্রেমভক্তি-
 পরায়ণ । গৌরহৃদয়ের ভক্ত-স্বভাব-প্রদর্শনে ভক্তের নিত্য-
 সিদ্ধ ভাব পূর্বে সূক্ষ্মপ্রাপ্ত ও প্রকাশিত হইয়াছিল ; এক্ষণে
 লোক-মঙ্গলের নিমিত্ত মহাত্মগুরুরূপে ভক্তরাজ ও ভগবান্
 উভয়ের পরম্পর সাক্ষাৎকার-লাভে উভয়ের প্রেমভক্তি-
 বিকারকুহুমরাশি কৃষ্ণবিমুখ জীবের ত্রিগুণদোষ-দুষ্ট মলিন
 চিত্তের কলুষরাশি বিদূরিত করিল । প্রেমানন্দ-চমৎকারিতায়

প্রভুর দর্শনে পুরীপাদের অপ্রাকৃত প্রেমানন্দ-বৃদ্ধি—
সত্য কহি, পণ্ডিত ! তোমার দরশনে ।
পরানন্দ-স্বথ যেম পাই অমুক্তগণে ॥ ৫৯ ॥

পূর্বে নবদীপে প্রভু-দর্শনাবধি ইতর-বিষয়ে সর্বদা বিতৃষ্ণা—
যদবধি তোমা' দেখিয়াছি নদীয়ায় ।
তর্কবধি-চিহ্নে আর কিছু নাহি ভায় ॥ ৬০ ॥

পূর্ণ হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর গয়াতীর্থে অপেক্ষা অনন্তরূপে অধিক-
রূপে দিব্যজ্ঞান-প্রদাতা শ্রীগুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মের মহিমা
বর্ণন করিতে লাগিলেন ॥ ৫৯ ॥

জীব কর্ম-জ্ঞান-কাণ্ডপ্রায়ে চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতে
করিতে ভক্ত্যুদ্ভবী স্কন্ধতিবলে বহুসৌভাগ্যক্রমে ভগবদ্-
ভক্তি-বীজ-লাভের আকর শ্রীগুরুপাদপদ্মের দর্শন লাভ করে ।
শ্রীগুরুদেবের দর্শনে প্রাপকিক অক্ষয় আধ্যাত্মিক তর্কমূলক
অশ্রোত-বিচার শুরু হয় এবং শুদ্ধভক্তির অতুজ্জল শ্রেষ্ঠ
মহিমা জীব-হৃদয়ে প্রকাশিত হয় । উহাই তীর্থ-যাত্রার ফল ।
মহাজন-শিরোমণি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদঠাকুর স্বকৃত ‘কল্যাণ-
কল্পতরু’-নামী গীতি-পুস্তিকায় লিখিয়াছেন,—

“মন তুমি তীর্থে সবার ত । অযোধ্যা, যথুরা, যারা,
কাশী, কাঞ্চী, অবান্তকা, ধারাবতী আদি আছে যত । তুমি
চাহ ভ্রমিবারে, এসকল বারে-বারে, মুক্তি লাভ করিবার
তরে । পে কেবল তব ভ্রম, নিরর্থক পরিশ্রম, চিত্ত স্থির
তীর্থে নাহি করে । তীর্থফল—সাধুসঙ্গ, সাধুসঙ্গে অস্তরঙ্গ,
শ্রীকৃষ্ণভজন মনোহর । যথা সাধু তথা তীর্থ, স্থির করি’
নিজ-চিত্ত, সাধুসঙ্গ কর নিরন্তর ॥ যে-তীর্থে বৈষ্ণব নাই,
সে-তীর্থেতে নাহি যাই, কি লাভ হাঁটিয়া দূর-দেশ । যথায়
বৈষ্ণবগণ, সেইস্থান বৃন্দাবন, সেইস্থানে আনন্দ অশেষ ॥
কৃষ্ণভক্তি যেইস্থানে, মুক্তিদাসী সেইস্থানে, সলিল তথায়
মন্দাকিনী । গিরি তথা গোবর্দ্ধন, তুমি তথা বৃন্দাবন,
আবিতৃতা আপনি জ্ঞানদিনী ॥ বিনোদ কহিছে, ভাই, ভ্রমিয়া
কি ফল পাই, বৈষ্ণব-সেবন যোর এত ॥” ৫০ ॥

গয়াতীর্থে যে-যে-পিতৃপুরুষের পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবল-
মাত্র সেই সেই পিতৃপুরুষই পিণ্ডপ্রাপ্তি-ফলে উদ্ধার লাভ
করেন, কিন্তু যে-সকল উর্দ্ধতন পূর্ব-পূর্ব-পিতৃপুরুষের নামাদি
পর্যন্ত অজ্ঞাত, তাদের কোটি-কোটি-সংখ্যক পিতৃপুরুষগণ
তোমার জায় কক্ষের নিত্যসিদ্ধ পরিকর-দর্শকের দর্শন-লভ্য
সুকৃতিপুণ্ডরীক-ফলে ভব-সংসার হইতে মুক্ত হন । তাঁহাদের
উদ্ধারের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে পিণ্ড-প্রদানের আবশ্যকতা

থাকে না । যে মহাপুরুষশিখণী জীব ভগবানের নিজ-জনের
দর্শন লাভ করিয়া তাঁহার নিকট অমুগ্রহ লাভ করেন,
তাঁহার কোটি কোটি পূর্বপুরুষ পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-মালায়
বন্ধন হইতে নির্মুক্ত অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তনে নিবৃত্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ
লাভ করেন ॥ ৫১-৫২ ॥

গয়াতীর্থে যাহার পিণ্ড প্রদত্ত হয়, কেবলমাত্র তাহারই
নিস্তার-লাভ ঘটে, কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শনফলে দ্রষ্টার পূর্ববর্তী কোটি
পিতৃপুরুষ পর্যন্ত মুক্ত হয় ; সুতরাং তীর্থে অপেক্ষা বৈষ্ণবের
প্রাধান্য অত্যন্ত অধিক । তুমি নিখিল-তীর্থরাজীরও পাবিত্র্য-
বিধানকারী ও অধিকতর কল্যাণকারী বৈষ্ণব-স্বয়ং । তাঃ
১।১৩।১০ শ্লোকে ভক্তরাজ-বিহুরের প্রতি ঋক্ষরাজ-যুধিষ্ঠিরের
উক্তি—) ‘আপনার জায় ভাগবতগণ স্বয়ংই তীর্থস্বরূপ ;
আপনারা গদাধরকে হৃদয়ে সতত ধারণ করেন বলিয়া
পাপ-মলিন তীর্থ-সমূহকেও তীর্থীভূত অর্থাৎ পবিত্রীভূত
করিতে সমর্থ ॥’ ৫৩ ॥

গুরুপাদাশ্রয়ই ভগবদ্ভক্তি-সাধনের আদি-দ্বার । এইজন্মই
নিখিল আশ্রিত সেবককুলের গুরুদেব-স্বরূপ অভিধেয়াচাৰ্য্য
শ্রীকৃষ্ণগোষামি-প্রভূপাদ স্ব-কৃত ‘ভক্তিরসামৃতসিন্ধু’-গ্রন্থে
প্রতিপাদ্য ভক্তসঙ্গগণসমূহের বর্ণন-প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—
সর্বপ্রথমে “গুরুপাদাশ্রয়স্তস্যাং কৃষ্ণ-দীক্ষাদি-শিক্ষণম্ । বি-
শ্রুতেন গুরোঃ সেবা সাধুগুণৈশ্চ বর্তনম্ ॥” নিম্নের নিত্য চরম-
কল্যাণকামী জীব ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে ইচ্ছা করিলে
সর্বপ্রায়ে ভগবৎপ্রকাশ সৎগুরুর শরণাগত হইবেন । শ্রীগুরু-
পাদপদ্মে আশ্রয়সমর্পণ ব্যতীত কোনপ্রকারে কাহারও অনর্থ-
সাগর হইতে উদ্ধার-লাভ ঘটে না । শ্রোত-পথ অবলম্বন করিয়া
শ্রোতবিধিমতে শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মনিষ্ঠ সৎগুরুর আশ্রয়গ্রহণ
ব্যতীত জীবের তর্কপন্থায় কোন শুভ গতি নাই । গুরুপাদ-
পদ্ম-বিশ্রুত হইয়া শ্রোতপথবিমুখ নাস্তিকগণ যে তর্কহত-
হৃদয়ে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব ও বিপ্রলিপ্সার আশ্রয়
গ্রহণ করেন, তাহাতে গুরুদ্রোহ, ভগবদ্ভ্রোহ ব্যতীত গুরু-
পাদপদ্মাশ্রয়ের কোন চেষ্টা নাই । যাহারা সংসার-সমুদ্রে

পুরীপাদের প্রেমাজনচ্ছুরিত-ভক্তি-নেত্রে গৌরদর্শনে

কৃষ্ণদর্শনানন্দ—

সত্য এই কহি,—ইথে অমৃত কিছু নাই।

কৃষ্ণদর্শন-সুখ তোমা' দেখি পাই ॥” ৬১ ॥

দৈন্ত-বিনয়ের আদর্শ মূর্তিবিগ্রহ প্রভুর পুরীবাচ্য-শ্রবণে

স্বসৌভাগ্য-ফল-জ্ঞাপন—

‘শুনি’ প্রিয় ঈশ্বরপুরীর সত্য বাক্য।

হাসিয়া বলেন প্রভু,—‘মোর বড় ভাগ্য ॥’ ৬২ ॥

নিমজ্জিত হইতে দৃঢ়সঙ্কল্প, তাহাদের অশ্রোত তর্কপথই প্রয়োজনীয় হইয়া পড়ে। তাহারা শ্রোত-পথের বা সঙ্গুকের আশ্রয় গ্রহণ করিতে অসমর্থ। তর্কপন্থী ভগবৎসেবা বিমুখ ব্যক্তি দম্ভবশে অশ্রোত শৌক্যবিচারচ্ছন্ন গৃহত্র ও গুরুত্ববকে ‘গুরু’ বলিয়া গ্রহণ-পূর্বক কোটিকল্পকাল অঙ্কবিশ্বাস-দ্বারা চাণিত হইলেও তদ্বারা তাহার কোনদিনই কোন নিত্যমঙ্গল লাভ ঘটিতে পারে না। এই মহা-সত্যের প্রচার ও প্রদর্শন-দ্বারা লোকশিক্ষার নিমিত্ত জগদগুরু শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে প্রেমরঞ্জনে শ্রীগুরুপাদপদ্মে আত্মনির্বেশ ও কার্পণ্যরূপ শরণাগতি শিক্ষা দিয়াছেন। যথার্থ কৃষ্ণকরণ কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাযুক্ত গুরুদেবের লব্ধতা ও অভাব পরিপূরণ করিবার জন্য বাহ্যিক আধ্যাত্মিক তর্কপথ অবলম্বন করে, তাহাদের ভব-নরক-যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার কোনদিন সম্ভাবনা নাই ॥ ৫৪ ॥

“সজাতীয়াশয়ে সিন্ধে সাধো সঙ্গঃ স্বতো বরে”—এই নিত্য-কল্যাণকর বিচার বাহাদেবের দ্বন্দ্বের প্রবল, তাহাদিগেরই আত্মসমর্পণ বা গুরুপাদপদ্মগ্রহণ সম্ভবপর। শ্রীভগবৎপাদ-পদ্মকেই একমাত্র সেবনীয় বিচার করিয়া স্বয়ংভগবান্ প্রভু প্রেমারুণকু সাধকগণের আদর্শবিধি শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে মাধবেশ্বরপুরীপাদের পরম-কৃপাপাত ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরু-দেবরূপে বরণ করিবার লীলাভিনয় প্রদর্শন করিয়া তাহাকে কৃপা করিয়াছিলেন। যে কৃপাপাদপদ্মহারা পাদপদ্মের নিমিত্ত শিষ্টলীলাভিনয়কারী প্রভুর গুরুপদে ভিক্ষা-প্রার্থনা এবং গুরু-লীলাভিনয়কারী দ্বাতা ঈশ্বরপুরীপাদের সেই ভিক্ষা-প্রদান—এতদ্বয়ের মধ্যে কোনপ্রকার বৈষম্যভেদ লক্ষিত হয় নাই। “নন্দনং ন জনং ন স্তনুরীং কবিতাং বা জগদীশ কামরে।

গৌর-গুণলীলার বাসরুপী লেখকের ভবিষ্যতে প্রভু-পুরী-

সংবাদ-বর্ণন-সম্বন্ধে প্রবন্ধের ভবিষ্যদ্বাণী—

এইমত কত আর কোতুক-সঙ্কট।

যত হৈল, তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥ ৬৩ ॥

পুরীপাদের আজ্ঞা-গ্রহণান্তে প্রভুকর্তৃক নানা-স্থানে তীর্থ-

প্রাক্কাহ্নান-লীলাভিনয়-প্রদর্শন—

তবে প্রভু তান স্থানে অনুমতি লৈয়া।

তীর্থ-প্রাক্কাহ্ন করিবারে বসিলা আসিয়া ॥ ৬৪ ॥

মম জয়নি জয়নৌথরে ভবতান্ডকিরহৈতুকী স্বয়ি”—এই শ্লোকে প্রভু শ্রীগদ্যধরের চরণতলে যে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিয়া-ছিলেন, তাহাই শ্রীমাধবেশ্বরপুরীর নিকট পরিপূর্ণ করুণা-প্রদানবলে শ্রীঈশ্বরপুরীপাদের দ্বন্দ্বের সঞ্চারিত হইয়া সর্বজন-দৃগন্তভাবরূপে নিহিত ছিল ॥ ৫৫ ॥

ঈশ্বরপুরীপাদ—ভগবৎপার্ষদ এবং প্রাপঞ্চিক-বিচারে মহা-ভাগবত গুরুদাস; তিনি সর্বজন নাম-ভজনে ব্যস্ত ছিলেন। সুতরাং অমানী-মানদর্শন তাহাতে অত্যাচ্ছন্নরূপে প্রদীপ্ত ছিল বলিয়া তিনি স্বয় শিষ্টলীলাভিনয়কারী গৌরসুন্দরকে বলিতেছেন,—তুমি সর্বজীবের বন্ধ-মোক্ষবিৎ পণ্ডিত, তুমি ঈশ্বর-অংশ অর্থাৎ তুমি স্বয়ং সাক্ষ্য পরমেশ্বর এবং যাবতীর ঈশ্বরবর্গ তোমারই অংশ—ইহা আমি নিশ্চিত জানিয়াছি। তত্ত্ববিচারে যদৈশ্বর্যপূর্ণ ঈশ্বরের অণু-অংশই ‘জীব’, কিন্তু এক্ষেত্রে গৌরসুন্দর শিষ্যের লীলাভিনয় করিয়াছেন বলিয়া জীবস্বরূপকে ঈশ্বর-বিষ্ণুর অংশ অর্থাৎ বিভিদ্ভাংশরূপে, অপর-ভাবে “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থ-শক্তি ভেদাভেদ-প্রকাশ ॥”—এই বিচার-সিদ্ধান্ত শ্রোতপথে শ্রীগুরুমুখপদ্ম হইতে শ্রবণ করিবার লীলা প্রদর্শন করিলেন। ঈশ্বরংশে কোন মায়ার পরিচয় থাকে না অর্থাৎ জীবাত্মা ঈশ্বরসেবা ব্যতীত অন্য কোন বৃত্তিতে অবস্থান করেন না। অ’ত্মবিশ্বত ঈশ্বর-সেবা-বিমুখ জীবই সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। উহাতে দেহ ও মনের বিক্রম ও আচরণই লক্ষিত হয়। ঈশ্বর—পরমাত্মা, জীব—অণুজীবাত্মা, সুতরাং তাহার অণু-অংশ। ঈশ্বর—বিভু, পূর্ণচেতনময়-বিগ্রহ, আর জীবাত্ম-স্বরূপ—অণুচৈতন্য, মুক্ত ॥ ৫৬ ॥

জড়মাত্রা-বন্ধ্যানে মায়াভিনিবেশ-জড় বস্তুরূপে অবস্থিত,

ঈশ্ব-তীর্থে করি' বালুকার পিণ্ড দান ।
তবে গেলা গিরিশৃঙ্গে প্রেতগয়া-স্থান ॥ ৬৫ ॥
প্রেতগয়া-শ্রাদ্ধ করি' শ্রীশচীনন্দন ।
দক্ষিণায়ে বাক্যে তুঘিলেন বিপ্রগণ ॥ ৬৬ ॥
তবে উদ্ধারিয়া পিতৃগণ সন্তপিয়া ।
দক্ষিণমানসে চলিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৬৭ ॥
তবে চলিলেন প্রভু শ্রীরামগয়ায় ।
রাম-অবতারে শ্রাদ্ধ করিলা যথায় ॥ ৬৮ ॥
এহো অবতারে সেইস্থানে শ্রাদ্ধ করি' ।
তবে যুধিষ্ঠিরগয়া গেলা গৌরহরি ॥ ৬৯ ॥
পূর্বে যুধিষ্ঠির পিণ্ড দিলেন তথায় ।
সেই প্রীত্যে তথা শ্রাদ্ধ কৈলা গৌররায় ॥ ৭০ ॥

চতুর্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া বিপ্রগণ ।
শ্রাদ্ধ করায়েন সব পড়ান বচন ॥ ৭১ ॥
শ্রাদ্ধ করি' প্রভু পিণ্ড ফেলে যেই জলে ।
গয়া-লি-ব্রাহ্মণ সব ধরি' ধরি' গিলে ॥ ৭২ ॥
দেখিয়া হাসেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ।
সে-সব বিপ্রের যত খণ্ডিল বচন ॥ ৭৩ ॥
উত্তরমানসে প্রভু পিণ্ড দান করি' ।
শীম-গয়া করিলেন গৌরান্ধ্র শ্রীহরি ॥ ৭৪ ॥
শিবগয়া-ব্রহ্মগয়া-আদি যত আছে ।
সব করি' ষোড়শগয়ায় গেলা পাছে ॥ ৭৫ ॥
ষোড়শগয়ায় প্রভু ষোড়শী করিয়া ।
সবারে দিলেন পিণ্ড শ্রাদ্ধ-মুক্ত হৈয়া ॥ ৭৬ ॥

কিছু ঈশ্বর্যাংশে মায়াভিনিবেশ নাই। ঈড়বদ্ধজীবগণের চরিত্র ও মুক্তপুরুষগণের চরিত্র 'এক' নহে; সুতরাং ঈশ্বর্যাংশ ব্যতীত তোমাকে অস্ত্র কিছু বলিয়া বোধ হইতেছে না। তোমার পাণ্ডিত্য ও চরিত্র হইতে ইহাই জানা যায় যে, তুমি ঈশ্বর্যাংশ ব্যতীত অস্ত্র কিছু নহ ॥ ৫৭ ॥

'যেকালে তোমাকে নবরূপে দেখিয়াছি, তৎকালাবধি অস্ত্র কোন বিষয়ই আমার চিত্তকে অধিকার করে নাই— ইহা একমাত্র সত্যকথা, ইহার মধ্যে অস্ত্র কোন বিচার নাই। প্রেমানন্দকুরিত ভক্তিলোচনে তোমাকে দেখিলেই আমার কৃষ্ণদর্শনজন্ত অনির্কটনীয় সুখের উদয় হয় ॥' ৬১ ॥

তীর্থে আগমন করিলে বুদ্ধিশ্রাদ্ধাদি করিতে হয়—ইহাই কর্মবিধি। গৌরহরি ঈশ্বরপূরীপাদেশ নিকট অমুখতি-গ্রহণ-লীলা দেখাইয়া কর্মিগণের বিধি-অমুখতায় গয়াতীর্থে শ্রাদ্ধ করিবার অভিনয় প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু পরমার্থ তত্ত্ব-মার্গ ও শাস্ত্রপূর্য কর্মমার্গ সমজাতীয় নহে। কর্মকাণ্ডের ক্রিয়া-সমূহ পরিহার করিয়াই পরমার্থে প্রবেশ করিতে হয়। ভগবৎকথা শ্রবণের পূর্বে প্রাকৃতসংসার-ভ্রান্ত জীবগণের স্ব-স্বরূপ ও পরস্বরূপের জ্ঞানরূপ দিব্যজ্ঞান না থাকায় তাহারা বাহ্য-বিচার অবলম্বন করিয়াই দেবপিতৃশ্রাদ্ধ-তর্পণাদি কর্ম-কাণ্ডের অহুষ্ঠান করিয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

পর্যাক্ষে বালুকার নিরভাগে অন্তঃসলিলা কন্দনদী প্রবাহিত। তথায় বালুকা-বারা পিণ্ড দিবার বিধি আছে।

গৌরহরি কর্মকাণ্ডিগণকে মোহিত ও বঞ্চিত করিবার জন্ত বালুকার পিণ্ড-বারা শ্রাদ্ধাদি কর্মকাণ্ডের অহুষ্ঠান-লীলার অভিনয় করিলেন। তদনন্তর তিনি পর্তুভব উপরে প্রেত-গয়ায় গমন করিলেন। এই প্রেত-গয়ায় ১৬৯৬ শকাব্দায় অর্থাৎ বঙ্গাব্দ ১১৮২ সাঙ্গে ৩৯৫টি সোপান নির্মিত হইয়াছে। কলিকাতা-হাটখোলার প্রসিদ্ধ দত্তবংশোৎপন্ন তৎকালে স্বনামপ্রসিদ্ধ 'ব্র্যাক-মার্কেট' নামে সর্কজন-পরিচিত পর-লোকগত ধন-কুবের মদনমোহন দত্ত মহাশয় গয়ায় প্রেত-শিলার যে সোপানাবলী নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতে এরূপ ক্ষোদিত আছে,—'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণায় নমঃ। শ্রীচৈতন্য-চন্দ্রায় নমঃ। শ্রীশিবজুর্গায় নমঃ। জয় রামঃ। এই বর মাগি প্রভু তোমার চরণে। সবংশে কুশলে রাখ মদনমোহনে ॥' 'দৃষ্টে কষ্টে নরাণামতিবিষমপথারোহণার্থোদ্ধরণাং প্রোতাস্ত্রে-দ্যব্যসোপানকমতিবিততং সৌখ্যমারোহণায়। কৃত্য তাপো-পশাণ্ড্যা ঋতুনবরসত্বসংখ্যাশকেত্ব সৌহৃদি শ্রীনাথ-শ্রীতরে শ্রীমদনপরমজবদ্রোহনাথোহকার্য্যং ॥' এই ৩৯৫টি সোপানের নির্মাণারম্ভ ও সমাপ্তি—১৬৯৬ শকাব্দায় (বঙ্গাব্দ সন ১১৮২ সাঙ্গে) ॥ ৬৫ ॥

প্রেত-গয়ায় শ্রাদ্ধলীলার অভিনয় করিয়া প্রভু বিপ্রগণকে নানাবিধ মধুরবাক্যে সন্তোষ বিধান করিয়া দক্ষিণা প্রদান করিলেন। পরা-তীর্থে পুরোহিতগণের প্রতি তীর্থযাত্রিগণের পূজাতিশয়া দেখা যায়। এমন কি, পরাদি-তীর্থস্থানে মূর্খ

যায় পদপূর্ণায়া ব্রহ্মকৃপ্তে তীর্থীকরণান্তে গয়া-শিরে
গদাধর-পাদপদ্মে পিণ্ডান-লীলাভিনয়-প্রদর্শন—

তবে মহাপ্রভু ব্রহ্মকৃপ্তে করি' স্নান ।

গয়া-শিরে আসি' করিলেন পিণ্ড দান ॥ ৭৭ ॥

মালাচন্দন-ধারা প্রভুর স্বহস্তে বিষ্ণুপদচিহ্ন-পূজন—
দিব্য মালা-চন্দন শ্রীহস্তে প্রভু লৈয়া ।

বিষ্ণুপদচিহ্ন পুজিলেন হর্ষ হৈয়া ॥ ৭৮ ॥

শ্রাদ্ধস্থান-লীলাভিনয়াস্তে প্রভুর স্বগৃহে আগমন—
এইমত সর্বস্থানে শ্রাদ্ধাদি করিয়া ।

বাসায় চলিলা বিপ্রগণে সন্তোষিয়া ॥ ৭৯ ॥

কিঞ্চিৎকাল বিশ্রামান্তে প্রভুর রন্ধনে উদ্যোগ—
তবে মহাপ্রভু কতক্ষণে স্নান হৈয়া ।

রন্ধন করিতে প্রভু বলিলেন গিয়া ॥ ৮০ ॥

রন্ধন-সম্পাদন-কালে পুরীপাদের আগমন—
রন্ধন সম্পূর্ণ হৈল, হেনই সময় ।

আইলেন শ্রীঈশ্বরপুরী মহাশয় ॥ ৮১ ॥

কৃষ্ণনাম-কীর্তন-প্রমোদিত পুরীপাদ—
প্রেমযোগে কৃষ্ণনাম বলিতে বলিতে ।

আইলেন প্রভু-স্থানে ঢুলিতে ঢুলিতে ॥ ৮২ ॥

তৎক্ষণাৎ রন্ধনগৃহে ত্যাগপূর্বক পুরীপাদকে গুরুজ্ঞানে প্রভুর
অভ্যর্থন, বন্দন ও মর্যাদা-লীলা-প্রদর্শন—

রন্ধন এড়িয়া প্রভু পরম-সজ্জমে ।

নমস্করি' তানে বসাইলেন আসনে ॥ ৮৩ ॥

প্রভুদর্শনে প্রেমভরে পুরীপাদের নিজ-আগমন-প্রশংসা—

হাসিয়া বলেন পুরী,—“শুনহ, পণ্ডিত !

ভালই সময়ে হইলাও উপনীত ॥” ৮৪ ॥

পরম-দৈত্ববিনয়ভরে প্রভুকর্তৃক পুরীপাদকে নিজাবাসে
ভিক্ষা-গ্রহণার্থ প্রার্থনা-জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—“যবে হৈল ভাগ্যের উদয় ।

এই অন্ন ভিক্ষা আজি কর' মহাশয় ॥” ৮৫ ॥

ভগবান্ ও ভক্তের পরস্পর প্রেম-সংলাপ—

হাসিয়া বলেন পুরী,—“তুমি কি পাইবে ?”

প্রভু বলে,—“আমি অন্ন রাজিবাও এবে ॥” ৮৬ ॥

পুরী বলে,—“কি-কার্য্যে করিবে আর পাক ?

যে অন্ন আছয়ে, তাহা কর' দুইভাগ ॥” ৮৭ ॥

হাসিয়া বলেন প্রভু,—“যদি আমা' চাও ।

যে অন্ন হৈয়াছে, তাহা তুমি সব খাও ॥ ৮৮ ॥

ভিক্ষাক্ষেপে আর অন্ন রাজিবাও আমি ।

না কর' সঙ্কোচ কিছু, ভিক্ষা কর' তুমি ॥” ৮৯ ॥

তবে প্রভু আপনার অন্ন তাঁরে দিয়া ।

আর অন্ন রাজিতে সে গেলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৯০ ॥

যেদ্রুপ প্রভুর পূর্বপ্রীতি, তদ্রুপ পুরীরও প্রভু-প্রীতি—

হেন কৃপা প্রভুর ঈশ্বরপুরী-প্রীতি ।

পুরীরো নাহিক কৃষ্ণ-ছাড়া অল্প-মতি ॥ ৯১ ॥

ভগবানের স্বহস্তে ভক্ত-সেবা সম্পাদন, প্রভুর পরিবেশন,

পুরীর মহাপ্রদান-সম্মান—

শ্রীহস্তে আপনে প্রভু করে পরিবেশন ।

পরানন্দ-স্বখে পুরী করেন ভোজন ॥ ৯২ ॥

লোকলোচনের অগোচরে মহাপ্রদান-কর্তৃক গৌরনারায়ণের

নৈবেদ্য-ভোগ-রন্ধন—

সেইক্ষণে রমা-দেবী অতি-অলক্ষিতে ।

প্রভুর নিমিত্ত অন্ন রাজিলা স্বরিতে ॥ ৯৩ ॥

অতি-লোভী পাণ্ডাগব পুষ্পহীনজাদ-ধারা স্বায় পাদ-পূজা
করাইয়া লইয়া মহাপরাধ সঙ্কর করে' । তজ্জন্ত প্রভু সেই
অপরাধজনক অমৃষ্টানের পরিবর্তে মধুর-বৈষ্ণব ধারাই পাণ্ডা-
গণের সন্তোষ বিধান করিলেন ॥ ৬৬ ॥

গয়ালি,—(হিন্দী 'গয়াওয়াল'-সম্বন্ধ), গয়া-ক্ষেত্রের
পাণ্ডা (ব্রাহ্মণ-পুরোহিত) অথবা অধিবাসী । এইপক্ষে গয়ালি
তীর্থ-পুরোহিতগণের অত্যন্ত লোভের পরিচয় পাওয়া যায় ॥

ষোড়শী,—শ্রাদ্ধকৃত্যবিশেষ ; তুমি, আসন, অল, বস্ত্র,

প্রদীপ, অন্ন, তাঘুন, ছত্র, গন্ধ, মালা, ফল, শয্যা, পাছকা,
গো, কাঞ্চন ও রত্নত,—এই ষোড়শপ্রকার জব্য-বান-
উৎসর্গ ; অথবা ষড়্রাজ্যবিশেষ, সন্যাসমক পাত্র, বধা—‘অতি-
রায়ে ষোড়শিনং গৃহ্মতি, নাতিরায়ে ষোড়শিনং গৃহ্মতি’ ॥

গয়ালি কর্মকাণ্ডীয় শ্রাদ্ধাদি-সম্বন্ধে—(বিষ্ণুপুঃ ২য় অঃ
১৬শ অঃ ৪—) ‘গয়ায়ুপেতা যঃ শ্রাদ্ধং কৰোতি পৃথিবীপতে ।
সকলং তত্ত তচ্ছন্ন জায়তে পিতৃভূতদম্ ॥’ অর্থাৎ (সগর-
মহারাজের প্রতি ঔর্ধ্বের উক্তি)—‘যে পৃথিবীতে, যে ব্যক্তি

ধ্বংস আচরণ প্রদর্শন দ্বারা প্রভু কর্তৃক বিষশাসি-শিষ্যের

কর্তব্য-বিধি-শিক্ষা-দান—

তবে প্রভু আগে তানে শিক্ষা করাইয়া ।

আপনেও ভোজন করিলা হর্ষ হৈয়া ॥ ৯৪ ॥

তত-সহ ভগবানের ভোজনাত্ম্য-শ্রবণে জীবের

কৃষ্ণপ্রেম-লাভ—

ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে প্রভুর ভোজন ।

ইহার শ্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেমদান ॥ ৯৫ ॥

ভগবানে শ্রবণে ভক্ত-সেবন ; প্রভু কর্তৃক শিষ্যের

গুরুপদসেবন-বিধি-শিক্ষা-দান—

তবে প্রভু ঈশ্বরপুরীর সর্ব-অঙ্গে ।

আপনে ত্রিহস্তে লেপিলেন দিব্যগন্ধে ॥ ৯৬ ॥

নিজজন ভক্তরাজ পুরীপাদের প্রতি প্রভু প্রীতি অবর্ণনীয়—

যত প্রীত ঈশ্বরের ঈশ্বরপুরীরে ।

তাহা বর্ণিবারে কোন্ জন শক্তি ধরে ? ১৭ ॥

প্রভু কর্তৃক শিষ্যের গুরু-বৈষ্ণব্যবিভাব-ভূমি-দর্শন-কর্তব্য-

বিধি-শিক্ষা-দান—

আপনে ঈশ্বর ত্রিচৈতন্য ভগবান্ ।

দেখিলেন ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ॥ ৯৮ ॥

গয়ায় গমন করিয়া শাস্ত্র করে, পিতৃগণের তুষ্টিপ্রদ তাহার
জন্ম সফল হয় ॥” ১৯ ॥

ঈশ্বরপুরীপাদ কৃষ্ণনাম কীর্তন করিতে করিতে নিজ-
তত্ত্বকে সরলভাবে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া প্রেম-বিহ্বল
হইয়া ত্রীগৌরসুন্দরের নিকট আগমন করিলেন । প্রভু তৎ-
কালে রন্ধনে নিযুক্ত ছিলেন ॥ ৮২ ॥

গৌর-নারায়ণের প্রিয়তমাপেক্ষা-স্বত্রে শ্রীমহাপদ্মদেবী
বঙ্কজীবের প্রাকৃত লৌকিক জড়-নয়নের অগোচরে তৎ-
কণাৎ স্বীয় প্রিয়-পতির ভোগের নিমিত্ত অমৃতময় স্নান রন্ধন
করিলেন ॥ ৯৩ ॥

অগ্নিগুরু প্রভু শিষ্যভিমানেন শ্রবণে দিব্যগন্ধ-দ্বারা ঈশ্বর-
পুরীপাদের সকল অঙ্গ লেপন করিয়া আদর্শ গুরুসেবা শিক্ষা
দিলেন । ভগবৎ প্রকাশবিগ্রহ গুরুদেবের সেবা করিতে গিয়া
একমাত্র হরি-গুরু-বৈষ্ণবেরই সেবার যোগ্য উপকরণ-স্বরূপ
জগতের বাবতীয় উত্তম উত্তম পদার্থনিচয় কখনই ইঞ্জির-

প্রভু কর্তৃক হরি-জন ভক্তের বা গুরু বৈষ্ণবের চিন্ময়

অবতরণ-ভূমির স্বতি-শিক্ষা-দান—

প্রভু বলে,—“কুমারহট্টেরে নমস্কার ।

ত্রীঈশ্বরপুরীর যে-গ্রামে অবতার ॥” ৯৯ ॥

পুরীপাদের চিন্ময় জন্মভূমি-দর্শনে শিষ্যভিমানি-প্রভুর আচাৰ্য্য-

বিরহে প্রেম-ক্রন্দন ও নিরন্তর তরাসকীর্তনমুখে চিন্ময়-

ধূলি-গ্রহণ-দ্বারা গুরুভক্তির প্রকৃষ্ট আদর্শ-প্রদর্শন—

কান্দিলেন বিস্তর চৈতন্য সেইস্থানে ।

আর শব্দ কিছু নাহি ‘ঈশ্বরপুরী’ বিনে ॥ ১০০ ॥

সে-স্থানের মৃত্তিকা আপনে প্রভু ভুলি ।

লইলেন বহির্কাসে বাক্সি এক ঝুলি ॥ ১০১ ॥

গুরুদেবের চিন্ময় আবির্ভাব-ভূমিকে শিষ্যভিমানি-প্রভু কর্তৃক

সর্বস্ব-জ্ঞানে স্বতি—

প্রভু বলে,—“ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান ।

এ মৃত্তিকা—আমার জীবন ধন প্রাণ ॥” ১০২ ॥

পুরী-প্রতি প্রভুর প্রীতি-নিদর্শন ; নিজ-প্রকৃত ভক্ত-মাহাত্ম্য-

বন্ধনে একমাত্র ভগবান্‌ই সমর্থ—

হেন ঈশ্বরের প্রীত ঈশ্বরপুরীরে ।

ভক্তেরে বাড়িতে প্রভু সব শক্তি ধরে ॥ ১০৩ ॥

তর্পণেচ্ছা-মূলে ধ্বংস ভোগ করিবে না,—এই বিধি শিক্ষা
দিলেন ॥ ৯৬ ॥

ঈশ্বরের,—পরমেশ্বর ত্রীগৌরসুন্দরের ॥ ৯৭ ॥

ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান,—ই, বি, আর, লাইনে কুমারহট্ট-
গ্রাম, বর্তমান হালিশহর-স্টেশন হইতে এক-ক্রোশের মধ্যে
অবস্থিত । সপ্রতি এই জন্মস্থানের নিকটে তৎবিরোধী সখী-
ভেকৌদলের ঘর্জন-বিচার প্রবর্তিত হইয়াছে ।

ভগবৎজন্মস্থানের দর্শন, নমন ও পরিক্রমণাদি—গুরু-
ভক্ত্যঙ্গের অন্ততম অমুষ্ঠান ॥ ৯৮ ॥

ভগবান্ ভক্তের পূজা করেন বলিয়া ভগবান্ গৌর-
সুন্দর মহাভাগবতবর ঈশ্বরপুরীপাদকে গুরুরূপে বরণ-লীলা-
দ্বারা নিজ-প্রিয় ভক্তের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন ॥ ১০০ ॥

গয়া-তীর্থে শুভাগমনোপলক্ষে এখানে যে সাক্ষাৎ তীর্থ-
ভূত ত্রীগুরুদেবের পাদপদ্ম দর্শন করিতে পাইলাম, ইহাতেই
আমার সমগ্র তীর্থদর্শনের ফল লাভ ঘটয়াছে,—একথা জগদু-

ভগবানের ভক্তমাছায়া-কীর্তন ; গুরু-বৈষ্ণব-দর্শনলাভেই

শিষ্যের তীর্থভ্রমণ সার্থক—

প্রভু বলে,—“গয়া করিতে যে আইলাও ।

সত্য হৈল,—ঈশ্বরপুরীরে দেখিলাও ॥” ১০৪ ॥

প্রভুর বিষ্ণুমন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণলীলাভিনয় দ্বারা নিত্যমঙ্গল

পরমার্থ-লিপ্সু প্রত্যেককে সঙ্গুরু-সমীপে

মন্ত্রদীক্ষা-গ্রহণ-বিধি-শিক্ষা-দান—

আর দিনে নিম্ভতে ঈশ্বরপুরী-স্থানে ।

মন্ত্র-দীক্ষা চাহিলেন মধুর-বচনে ॥ ১০৫ ॥

গুরু লোকশিক্ষক প্রভু সাপকশিষ্যগণের শিক্ষার নিমিত্ত স্বয়ং শ্রীমুখে কীর্তন করিলেন ॥ ১০৪ ॥

মন্ত্রদীক্ষা,—(ভক্তিসমর্ভে ২০৭ সংখ্যায়—) “মন্ত্রদীক্ষা-রূপ অমুগ্রহঃ ।” “মননান্ভায়তে তস্মাত্তস্মান্মন্ত্রঃ প্রকীর্তিতঃ” ; ‘মনন’ অর্থাৎ বাহ্য ভোগ্য অনিত্য জগতের খণ্ডিত অনিত্য-বস্তুর চিন্তা বা কর্মফলভোগ্য ভোগ্যবস্তুর প্রতি আসক্তিরূপ সংসার-ভোকৃত্বার্থ হইতে যাঁহা জীবকে পরিত্রাণ করে, উহাকে ‘মন্ত্র’ বলে । বিষ্ণুয়ামলবাক্য—“দিব্যঃ জ্ঞানং যন্তো দত্তাং কুর্ঘ্যাং পাপপ্ত সংক্ষয়ম্ । তস্মাদীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈ-স্তত্বকাবিতৈঃ ॥” অর্থাৎ যে অমুষ্ঠান হইতে মানবের ঐহিক পাপ-পুণ্যাহুষ্ঠানের প্রবৃত্তি ক্ষীণ হয় এবং পাপপুণ্য ক্ষীণ হইবার সঙ্গে-সঙ্গে দিব্য অর্থাৎ অপ্রাকৃত ভগবৎসম্বন্ধজ্ঞানের উদয় হয় অর্থাৎ যে ভগবৎজ্ঞানোদয়ে জড়জগতে নিষ্কিনন হইয়া ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির উদয় করায়, তাহারই নাম ‘দীক্ষা’ । বৈধ বিচারে সেই দীক্ষাহুষ্ঠানের অন্তর্গত পাঁচটা ব্যাপার আছে, যথা—তাপ-সংস্কার, উর্দ্ধপুণ্ড্র-সংস্কার, নাম-সংস্কার—এই ত্রিবিধ সংস্কার স্বলজগতে ভূতাকাশে বিহিত । এতদ্-বাতীত মন্ত্র-সংস্কার ও যাগ-সংস্কার নামক সংস্কারদ্বয় মধ্যমা-ধিকারে প্রনত হইলে পঞ্চসংস্কারাধিকার দীক্ষা সম্পন্ন হয় । তৎপর নবেজ্যা-কর্ম ও অর্থপঞ্চক-স্মা-ধিকার বলিয়া কথিত হয় । পাঞ্চরাত্রিক-দীক্ষা-সকল জনগণ অর্জনপথে অধি-কার লাভ করিবার জ্ঞান দীক্ষা গ্রহণ করেন । মন্ত্রদীক্ষা-প্রভাবে জীবের সংসারবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ ঘটে । তখন মন্ত্র-সিদ্ধি-প্রভাবে ভগবদ্রামের ও নামি-ভগবানের বিজ্ঞানো-দয়ে তাঁহার কৃপাপাদপদ্ম-সেবার অধিকারলাভ ঘটে । ভাগবত-

প্রভুপ্রতি পুরীর স্বর্গভীর প্রেম-নিদর্শনোক্তি, সেব্যের নিমিত্ত

সেবকের দেহ-প্রাণাদি সর্বস্ব-দানে তৎপরতা—

পুরী বলে,—“মন্ত্র বা বলিয়া কোন্ কথ্য ?

প্রাণ আমি দিতে পারি তোমারে সর্বস্ব ॥” ১০৬ ॥

লোক-শিক্ষা-প্রদানার্থ হরিজনের নিকট প্রভুর মন্ত্রগ্রহণ-

লীলাভিনয়দ্বারা তৎপ্রতি স্বীয় অকৃত্রিম

কৃপা-প্রদর্শন—

তবে তান নামে শিক্ষা-গুরু নারায়ণ ।

করিলেন দশাঙ্কর-মন্ত্রের গ্রহণ ॥ ১০৭ ॥

সম্প্রদায়ে প্রাকৃত কনিষ্ঠাধিকারগত অর্জনকারীর ভগবদ্ভক্ত-তত্ত্ববিচারভাব বর্তমান ; যেহেতু তৎকালে তাহার প্রাকৃত-হৃদয়ে একমাত্র ভগবৎপ্রহের অর্জন ব্যতীত ভগবদ্বীলা-পরিকরণের সেবা-সৌন্দর্য্য-মহিমার বিবেক উদ্ভিত হয় না । ক্রমশঃ সৌভাগ্যবৃদ্ধিক্রমে ভগবৎকৃপা-বশতঃ যখন জীব কনিষ্ঠাধিকার ক্ষতিক্রম করিয়া ভগবদ্ভক্ত-বিবেকে নৈপুণ্য লাভ করেন, তৎকালেই তাঁহার দিব্যজ্ঞান-লাভফলে ঈশ্বরে প্রেম, তদীয় অধীন সেবা-পরায়ণ-জনের প্রতি মিত্রতা, তদ্বা-নভিষ্ঠা বালিশজনে কৃপা-উপদেশ-প্রবৃত্তি এবং ঈশ্বর-বিষয়ীর প্রতি উপেক্ষা—এই চারি প্রকার আভ্যেয়-বিচার পরিলক্ষিত হয় । উন্নত উত্তরাধিকারে বিষয়-ব্রতের প্রতি উপেক্ষা গ্ৰহণ এবং তদ্বারা ব্যতিরেকভাবে কৃপাহীনগণ উপলব্ধ হওয়ায় সমগ্রজগৎকে কৃপাদেবার উপকরণ-বুদ্ধির উদয়ে তাঁহার সর্বত্র সর্বদা ভগবৎস্বরূপ হইতে থাকে ॥ ১০৫ ॥

শ্রীগৌরহর—সাক্ষাৎ কৃষ্ণস্বরূপ (“শিক্ষাগুরুস্ত ভগ-বান্ শিষিপিতৃমোহিঃ”—লীলাতক বিবরণলব্ধ কৃষ্ণকর্ণা-মূর্তে ১ম শ্লোকে) ; সুতরাং অন্তর্ধামি-চৈতন্যগুরুরূপে ঈশ্বর-পুরীপাদের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও মহাপ্রভু নিঃশ্রেয়সার্থী বা পরমার্থী ব্যক্তিমাঝেই যে সর্বপ্রথমে গুরুপাদাশ্রয় একান্ত আবশ্যক—এই বিধি শিক্ষা দিবার জ্ঞান স্বয়ং শিষ্যভিমানের পুরীপাদকে গুরুজ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে দশাঙ্কর-মন্ত্র-গ্রহণ-লীলার অভিনয় করিলেন ॥ ১০৭ ॥

কেহ কেহ ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবিধকেই এবং কেহ কেহ বা আপবর্গিক মুক্তিকেই চরমপ্রাপ্যরূপে স্থির করেন ; কিন্তু পঞ্চম-পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমাকে অনেককেই প্রয়ো-

প্রভুর্ভূক্ত শিষ্যের গুরুপ্রদক্ষিণ, আশ্ব-নিবেদন ও কৃষ্ণ-

প্রেমরূপ গুরু-প্রসাদ-বাচ্চা-বিধি-শিক্ষা-দান—

তবে প্রভু প্রদক্ষিণ করিয়া পুরীয়ে ।

প্রভু বলে,—“দেহ আমি দিলাঙ তোমারে ॥

হেন শুভদৃষ্টি ভূমি করহ আমারে ।

যেন আমি ভাসি কৃষ্ণপ্রেমের সাগরে ॥” ১০৯ ॥

প্রভুর দৈন্তবিনয়োক্তি-প্রবণে প্রভুকে পুরীর প্রেমালিঙ্গন-দান—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীঈশ্বরপুরী ।

প্রভুরে দিলেন আলিঙ্গন বক্ষে ধরি’ ॥ ১১০ ॥

উভয়েই উভয়ের প্রেমাশ্রু-সিক্ত ও প্রেম-বিহ্বল—

দৌহার নয়নজলে দৌহার শরীর ।

সিঞ্চিত হইল। প্রেমে, কেহ নহে স্থির ॥ ১১১ ॥

নিজপ্রেষ্ঠ ভক্ত পুরীপাদের প্রতি প্রেম-কৃপা-প্রদর্শনপূর্বক

প্রভুর গয়ায় কিয়দিবসাবস্থিতি—

হেনমতে ঈশ্বরপুরীয়ে কৃপা করি’ ।

কত দিন গয়ায় রহিল। গৌরহরি ॥ ১১২ ॥

ক্রমশঃ স্বীয় শবতরণের গুচরহস্ত-প্রকাশ-সজ্জাবনা ; আশ্রয়াস্তি-

শ্রুতি প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহ-প্রেমের উদয় ও বৃদ্ধি—

আশ্রয়প্রকাশের আসি’ হইল সময় ।

দিনে-দিনে বাড়ি প্রেমভক্তির বিজয় ॥ ১১৩ ॥

মহাদৈবত-বিগ্রহ প্রভুর সেবকভিমাণে একদা নিজ-ইষ্ট-

দশাক্ষর-মন্ত্র-ধ্যান—

একদিন মহাপ্রভু বসিয়া নিভৃত্তে ।

নিজ-ইষ্টমন্ত্র ধ্যান লাগিলা করিতে ॥ ১১৪ ॥

কৃষ্ণবিরহ-সমাধিতে আশ্রয়-ভাবাবিহিত প্রভুর হরিকে চিত্তহর-

জ্ঞানে সম্বোধন ও আকুল ক্রন্দন—

ধ্যানানন্দে মহাপ্রভু বাহু প্রকাশিয়া ।

করিতে লাগিলা প্রভু রোদন ডাকিয়া ॥ ১১৫ ॥

“কৃষ্ণ রে! বাপ রে! মোর জীবন শ্রীহরি ।

কোন্ দিকে গেলা মোর আশ্রয় করি’ চুরি ? ১১৬ ॥

পাইলু ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা ?”

শ্লোক পড়ি’ প্রভু কান্দিতে লাগিলা ॥ ১১৭ ॥

জন বলিয়া নির্ণয় করিতে অসমর্থ । জগদগুরু গৌরহরির
লোকশিক্ষার্থ কৃষ্ণপ্রেমলিপ্সু শিষ্যেরলীলাতিনয়পূর্বক ধর্ম,
অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্বিধ কৈতবকে সম্পূর্ণরূপে
গর্হণ করিয়া, কৃষ্ণপ্রেমাই যে নিঃশ্রেয়সাধী বা পরমার্থি-
মাত্রেরই একমাত্র মুখ্যতম প্রয়োজন এবং তাহাই যে ভক্তরূপ
তাহার নিজেরও প্রয়োজন—গুরুরূপী ঈশ্বরপুরীপাদের নিকট
এই প্রার্থনা জ্ঞাপন করিলেন । কৃষ্ণপ্রেম-লাভই যে একমাত্র
প্রয়োজনতত্ত্ব, ইহা স্বয়ং উপলব্ধি করিয়া তাহার নিকট
কীর্তন করিলেন ॥ ১০৯ ॥

অনতিদূর অত্যাভিলাষী, কণ্ঠী, ব্রতী, যোগী, জ্ঞানী ও
তপস্বী প্রভৃতি কৃষ্ণভক্ত-কাম-তৎপর সম্প্রদায় মনে করে যে,
‘গৌরহরির তাহাদেরই স্বায় কৰ্ম্মকলাধীন মর্ত্তজীবাবশেষ;
হুতরাং ভবসংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্যই এক-
জনকে গুরু বলিয়া বরণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।’ এই
অপরাধময়ী বুদ্ধির বশে তাহারা প্রাকৃত অভক্ত গুরুরূপকে
বাহ্যসম্মান প্রদর্শন করিয়া গুরু-ভাষের চরণে অপরাধ সঞ্চার
করেন । কিন্তু এক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ংই উপাত্ত-
বস্তু হইয়া তাহার নিজজন প্রিয়ভক্তকে সর্বাঙ্গ-গৌরব

প্রদান করিবার জন্ত গুরুরূপে স্থাপন করিয়া নিজের অমায়-
কপাই প্রকাশ করিলেন ॥ ১১২ ॥

স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরির অতঃপর আদর্শ ভক্তচরিত্রের
অভিনয় করিতে গিয়া উন্মোচিতস্বরূপ ভগবদাপ্রিত-জীবের
হৃদগত মনোবৃত্তি-প্রদর্শন-লীলার অভিনয় করিলেন । ক্রমশঃ
প্রভুর হৃদয়ে ‘দান্ত-প্রেমভক্তি’, ‘সখ্যাপ্রেমভক্তি’, ‘বাসল্য-
প্রেমভক্তি’ ও ‘মধুর কান্তরসাপ্রিত প্রেমভক্তি’ নিত্য-নব-
নবায়মানভাবে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল । মধুর-রসাপ্রিত প্রেম-
ভক্তির অন্তর্গত হইয়া বৎসল প্রেমভক্তি, তদন্তর্গত হইয়া
সখ্য-প্রেমভক্তি, তদন্তর্গত হইয়া দান্ত-প্রেমভক্তি এবং তদন্ত-
ভুক্ত হইয়া নিরপেক্ষ শান্তভক্তিরস অবস্থিত । বিরূপ এক-
জীবের নিত্য-স্বরূপের প্রথম আবরণ হস্ত-শরীর মনোময়-
রাজ্যে এবং দ্বিতীয়াবরণ স্থূল-দেহ বাহ্য-অগতে ভ্রমণশীল ।
এই অনিত্য অনাশ্রয়-দেহবশের অভ্যন্তরে নিত্য-চিন্ময়জীব-
স্বরূপ আত্মা বিরাজমান । স্থূল আত্মা উদ্ভূত হইবার সঙ্গে-
লঙ্গে সম্প্রতি বৃদ্ধদশায় সংশ্লিষ্ট অনাশ্রয় দেহ ও মন বশীভূত
হয়, নতুবা এই উপাধিধর প্রবল থাকিলে নিত্যবস্ত-জীবের
বৃদ্ধদশায় আত্মা প্রকাশিত না হওয়ার তাহার নিত্যাসিদ্ধ

কৃষ্ণবিরহ-প্রেমামৃত-সাগরে আশ্রয়ভাবময় প্রভুর নিমজ্জন ;

প্রভুর সর্বাঙ্গ রঞ্জন-বাপ্ত—

প্রেমভক্তিরসে মগ্ন হইলা ঈশ্বর ।

সকল শ্রীঅঙ্গ হৈল খুলায় ধুসর ॥ ১১৮ ॥

কৃষ্ণ-বিচ্ছেদে প্রেমার্তিত্তরে উচ্চরবে সোধন ও ক্রন্দন—

আর্জুনাদ করি' প্রভু ডাকে উচ্চঃস্বরে ।

“কোথা গেলা, বাপ কৃষ্ণ, ছাড়িয়া মোহরে ?” ১১৯

স্বরূপ-ধর্ম ঈশ্বর-সেবা-প্রবৃত্তির কোনই লক্ষণ তাঁহাতে দেখিতে পাওয়া যায় না ॥ ১১৩ ॥

ধ্যান-শব্দে “বিশেষতো রূপাদিচিন্তনং ধ্যানং” (ভক্তি-সম্বর্ধে ২৭৮ সংখ্যায়)—অর্থাৎ, বিশেষভাবে ভগবদ্‌রূপাদি-চিন্তনরূপ অপ্রাকৃত চিদমুগ্ধলনকেই লক্ষ্য করে। কেহ যেন মনে না করেন যে, জড়জগতের কোন ভোগ্য-বস্তুর চিন্তন-চেষ্টাই ধ্যান-শব্দে উদ্দিষ্ট। বিষ্ণুময়ের প্রতিপাদ্য দেবতা ভগবদ্বস্ততে বদ্ধজীবের জড়েন্দ্রিয়গ্রাহ্য কোন ভোগ্য-বস্তু নাই। আধ্যাত্মিক-জ্ঞানমূলে জড়বস্তুর মননশীল অনিত্য মনের দ্বারা কৃত্রিম-ধ্যান-প্রয়াসি-জনগণ যে নিজ-নিজ-কল্পিত ইষ্টদেবের ধ্যান করেন, তাহাতে অপ্রাকৃত্যের কোন সম্ভাবনা না থাকায় তাঁহারা প্রাকৃত-সহজিয়া-সম্প্রদায়েরই শাখা-বিশেষ। এই প্রকৃতির অতীত-রাজ্যে শুদ্ধসত্ত্ব-মনের ধ্যেয় অধোক্ষজবস্ত্ত অবস্থিত থাকায় সেই শুদ্ধসত্ত্ব-মনে ধ্যানযোগে অধোক্ষজবস্ত্তর রূপচিন্তন-দ্বারা তাঁহার সুখ-বিধান ও ভক্ত্যঙ্গ ধ্যান বলিয়া কথিত হয়। গৌরহৃদয়ের ইষ্টমন্ত্রধ্যানরূপ কৃষ্ণাহু-শীলনে ব্যস্ত থাকিবার পর বাহ্য-জগতে যে অপ্রাকৃত-চেষ্টা প্রদর্শন করিলেন, তাহা বিপ্রলম্ব বা কৃষ্ণবিরহ-রস-স্বরূপ। তৎকালে কৃষ্ণসান্নিধ্যসম্বন্ধে ও তদপ্রাপ্তি-বোধ-হেতু প্রেমাত্ম-বিসর্জনই তাহার প্রধান লক্ষণ। বিপ্রলম্বই সম্ভোগের সাধন ও পোষণ। বাহ্যারা বিপ্রলম্বকে সাধন-পর্যায়রূপে স্বীকার না করিয়া সম্ভোগ-সিদ্ধিকেই সাধন বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহাদের কুবিচার-সিদ্ধান্ত-লব্ধ বিবর্ত্তময় অপনোদন করিবার জন্যই বিষয় জাতীয়-কৃষ্ণের বিরহদ্বন্দ্ব আশ্রয়-সেবকাভিমানী প্রভু বিপ্রলম্বস্বরের অভিধেয় প্রচার করিয়াছেন। ফলতঃ ভগবদ্বিপ্রলম্বস্বরের উন্নত উচ্ছল মহিমা এই জগতে প্রচার করিবার জন্যই প্রভুর ঐপঙ্কাজীত গোলোক হইতে প্রপঞ্চে

“গাভীর্ণ্যে অস্তোধিকোটি” প্রভু নিরন্তর কৃষ্ণপ্রেমে

বিহ্বল-চঞ্চল—

যে প্রভু আছিল, অতি-পরম-গম্ভীর ।

সে প্রভু হইলা প্রেমে পরম-অস্থির ॥ ১২০ ॥

কৃষ্ণবিরহ-প্রেমাবেশে প্রভুর ভুলুপ্তন ও ক্রন্দন—

গড়াগড়ি' যাতেন কান্দেন উচ্চঃস্বরে ।

ভাসিলেন নিজ-ভক্তি-বিরহ-সাগরে ॥ ১২১ ॥

অবতরণলীলা। প্রাকৃত সহজিয়া-সম্প্রদায় এসকল তত্ত্ব-রহস্য না বুঝিয়া ভক্তি-বিরোধী সর্বনাশকর শাক্তের সম্ভোগ-মত-বাদ অবলম্বন করিয়া ভোগি-সম্প্রদায়ের অগ্রতররূপে আপনা-দিগকে স্থাপন ও প্রচার করেন। গৌরহৃদয়ের কৃষ্ণবিরহ-বিধুর আশ্রিত-সেবকাভিমানে উচ্চরবে করুণপ্লুতস্বরে কৃষ্ণকে কীর্তনমুখে সোধনপূর্বক রোদন করিতে লাগিলেন ॥ ১১৫ ॥

শুদ্ধকৃষ্ণদাতারসে অবস্থিত হইয়া প্রভু কৃষ্ণকে পিতা এবং আপনাকে পুত্রজ্ঞান করিয়া বলিতে লাগিলেন,—‘হে পিতঃ কৃষ্ণ! তুমিই আমার জীবন, তুমি আমাব চিত্ত হরণ করিয়া কোথায় চলিয়া গেলে? আমি তোমার অপহৃত-বস্তুর সন্ধান না পাইয়া বড়ই ব্যাকুল হইয়াছি। তবে সেই চিত্তাপ-হারককে এইমাত্র বুঝিতে পারিয়াছি যে, তিনিই আমার পালক ও রক্ষক ॥’ ১১৬ ॥

কৃষ্ণবিরহগীত-শ্লোক—ভাঃ ১০ম স্কঃ ৩০ সঃ ৫-১২, ৩১ অঃ, ৩৯ অঃ ১০-৩১ এবং ৪৭ অঃ ১২-২১ শ্লোক-সমূহ অধিকারি-ভেদে আলোচ্য ॥ ১১৭ ॥

ব্রজ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণের মথুরায় গমনকালে বৎসল-রসাম্রিত নন্দ-বংশোদা প্রভৃতি পিতৃমাতৃবর্গ বিপ্রলম্বস্বরের অহুমরণে কৃষ্ণকে ‘বাপ’ বলিয়া সোধন করার, আশ্রয়ভি-মানি-প্রভুর সোধন অতীব সঙ্গত। শ্রীগৌরহৃদয়ের পঞ্চবিধ-রসেব ‘বিষয়’ হইয়াও পঞ্চবিধস্বরের পঞ্চবিধ আশ্রয়-বিগ্রহের লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কৃষ্ণই একমাত্র পঞ্চরসের ‘বিষয়-বিগ্রহ’ বলিয়া পঞ্চরসাম্রিত আশ্রয়-বিগ্রহের বিভিন্নাংশ জীবদমূহ সিদ্ধ-দশায় কৃষ্ণকে নিজ-নিজ-রসের ‘বিষয়’ বলিয়াই জানেন। মধুর-রসে তিনি কান্ত, বৎসলরসে তিনি পুত্র, লথ্যরসে তিনি সখা, দাস্য-রসে তিনি ব্রজরাজ-তনয় ব্রজসুবারাজ এবং শান্তরসে গো-বেত্র-বেণু-প্রভৃতি চিন্ময়-আশ্রিতগণের অজ্ঞাত

দঙ্গি-ছাত্রবর্গের কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত নিমাইপণ্ডিতকে

সান্ত্বনা-প্রদান—

তবে কতক্ষণে আসি' সর্ব-শিষ্টাঙ্গণে ।

সুস্থ করিলেন আসি' অশেষ যতনে ॥ ১২২ ॥

দঙ্গি-ছাত্রগণকে নবদ্বীপে গমনার্থ অহরোধ—

প্রভু বলে,—“তোমরা সকলে যাহ ঘরে ।

মুই আর না যাইমু সংসার-ভিতরে ॥ ১২৩ ॥

মথুরাগত কৃষ্ণবিরহিণী গোপীভাবময় প্রভুর ব্রজ ত্যাগপূরক

কৃষ্ণ-দর্শনান্বেষণার্থ মথুরা-যাত্রার সঙ্গ—

মথুরা দেখিতে মুই চলিমু সর্বথা ।

প্রাণনাথ মোর কৃষ্ণচন্দ্র পাও যথা ॥” ১২৪ ॥

কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত নিমাইপণ্ডিতকে ছাত্রগণের নানা-ভাবে

সান্ত্বনা-দান—

নানা-রূপে সর্বশিষ্টাঙ্গণ প্রবোধিয়া ।

স্থির করি' রাখিলেন সবাই মিলিয়া ॥ ১২৫ ॥

কৃষ্ণ-বিরহিণী গোপীভাবময় প্রভুর অসহ কৃষ্ণবিরহ-

প্রেম-বেদনা-চাঞ্চল্য—

ভক্তিরসে মগ্ন হই' বৈকুণ্ঠের পতি ।

চিন্তে স্বাশ্রয় না পায়েন, রহিবেন কতি ॥ ১২৬ ॥

একদিন রাত্রিশেষে গভীর কৃষ্ণবিরহ-প্রেমাবেশে প্রভুর

মথুরা-যাত্রা—

কাহারে না বলি' প্রভু কত-রাত্রি-শেষে ।

মথুরাকে চলিলেন প্রেমের আবেশে ॥ ১২৭ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রেমার্তিভরে ও কাতরস্বরে কৃষ্ণবিরহতপ্ত

আশ্রয়-ভাবময় প্রভুর কৃষ্ণকে আহ্বান—

“কৃষ্ণ রে ! বাপ রে মোর ! পাইমু কোথায় ?”

এইমত বলিয়া যায়েন গৌররায় ॥ ১২৮ ॥

সেবা-বস্ত্র । এইরূপে একই সর্বোত্তম পরতর ‘বিরহ’ কৃষ্ণকে পঞ্চবিধ আশ্রয়বর্গ গোলোক-বৃন্দাবনে পঞ্চবিধ-ভাবে সহিত সেবা করিয়া থাকেন ॥ ১১৯ ॥

যে নিমাইপণ্ডিত পূর্বে নবদ্বীপে অধ্যাপক-স্থলে পরম-গভীর ছিলেন, তিনি আজ কৃষ্ণপ্রেমে পরম-অধীর হইয়াছেন । কৃষ্ণপ্রেমের এইরূপ অতুলনীর স্বভাব যে, তদ্বারা আক্রান্ত হইলে কোটিসমুদ্র-গভীর পুরুষও পরম-চমৎকারময়ী

পণি-মধ্যে নিজতর ও ভাবী-নীলা-জ্ঞাপক আকাশ-বাক্যে

মথুরা-গমনে নিষেধ-শ্রবণ—

কত দূর যাইতে শুনেন দিব্য-বাণী ।

“এখনে মথুরা না যাইবা, দ্বিজমণি ॥ ১২৯ ॥

নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তনার্থ আকাশবাণীর প্রার্থনা—

যাইবার কাল আছে, যাইবা তখনে ।

নবদ্বীপে নিজ গৃহে চলহ এখনে ॥ ১৩০ ॥

প্রভু-তর ও অবতরণ-কারণ-নির্দেশিকা বাণী—

তুমি ত্রিবৈকুণ্ঠনাথ লোক নিস্তারিতে ।

অবতীর্ণ হইয়াছ, সবার সহিতে ॥ ১৩১ ॥

প্রভুর ভবিষ্যৎলীলা-প্রকার-বর্ণন—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় করিয়া কীর্তন ।

জগতেরে বিলাইবা প্রেমভক্তি-ধন ॥ ১৩২ ॥

প্রভুর অবতরণ-কারণ-নির্দেশ ; শিব-বিরিঞ্চি-সেবিত

কৃষ্ণপ্রেমধন-বিতরণই গৌরলীলা—

ব্রহ্মা শিব-সনকাদি যে-রসে বিহ্বল ।

মহাপ্রভু ‘অনন্ত’ গায়েন যে মঙ্গল ॥ ১৩৩ ॥

তাহা তুমি জগতেরে দিবার কারণে ।

অবতীর্ণ হইয়াছ,—জানহ আপনে ॥ ১৩৪ ॥

জগতের হিতার্থ গৌরসেবনেচ্ছা-মূলে দেবগণের ঐক্লপ

আকাশ-বাণী-জ্ঞাপন—

সেবক আমরা, তবু চাহি কহিবার ।

অতএব কহিলাও চরণে তোমার ॥ ১৩৫ ॥

স্বতন্ত্র প্রভুর নিরঙ্কুশ অভিলাষই লোকমঙ্গলকর অথচ

দুর্লভ্য বিধান—

আপনার বিধাতা আপনে তুমি প্রভু !

তোমার যে ইচ্ছা, সে লঙ্ঘন নহে কছু ॥ ১৩৬ ॥

চঞ্চলতা ও উচ্ছ্বলতার বশীভূত হইয়া পড়েন । (চৈঃ চৈঃ আদি ৪র্থ পঃ ১৪৭ সংখ্যায়—) “কৃষ্ণমাদুর্গৌর এই স্বাভাবিক বল । কৃষ্ণ-আদি নয়নারী করয়ে চঞ্চল ॥” (ঐ অন্ত্য ৩য় পঃ ২৬৬ সংখ্যায়—) “কৃষ্ণ-আদি যত স্থাবরজঙ্গমে । কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত করে কৃষ্ণমকীর্ণনে ॥” প্রত্নতি পৃষ্ঠ আলোচ্য ॥ ১২০ ॥

ভক্তিবিরহ-মাগরে,—বিপ্লবভরসের পরাকাষ্ঠায় ॥ ১২১ ॥

প্রাণনাথ কৃষ্ণচন্দ্র,—মথুরা কাতরসের ‘আশ্রয়’ গোপী-

দেবগণের আকাশ-বাণীদ্বারা প্রভুকে নবদ্বীপে গমনপূর্বক
পরে মথুরায় আগমনার্থ নিবেদন—

অতএব, মহাপ্রভু! চল তুমি ঘর।

বিলম্বে দেখিবা আসি' মথুরানগর ॥ ১৩৭ ॥

আকাশবাণী-শ্রবণে মথুরা-যাত্রা হইতে প্রভুর বিরতি ও
প্রত্যাবর্তন—

শুনিঞা আকাশবাণী শ্রীগৌরসুন্দর।

নিবর্ত হইলা প্রভু হরিষ-অস্তর ॥ ১৩৮ ॥

গৃহে প্রত্যাগমনান্তে সঙ্গি-শিষ্যগণ-সহ প্রভুর গয়া-ত্যাগ ও
নবদ্বীপ-যাত্রা—

বাসায় আসিয়া সর্বশিষ্যের সহিতে।

নিজ-গৃহে চলিলেন ভক্তি প্রকাশিতে ॥ ১৩৯ ॥

নবদ্বীপে আগমনান্তে প্রভুর হৃদয়ে কৃষ্ণবিরহ-প্রেমের
উদয় ও নবনবভাবে বৃদ্ধি—

নবদ্বীপে গৌরচন্দ্র করিলা বিজয়।

দিনে-দিনে বাড়ে প্রেমভক্তির উদয় ॥ ১৪০ ॥

শ্রীমায়াপুরে আবির্ভাব হইতে নবদ্বীপে প্রত্যাবর্তন-পর্য্যন্ত
সমস্ত-লীলাস্বক 'আদিখণ্ড'—

আদিখণ্ড-কথা পরিপূর্ণ এই হৈতে।

মধ্যখণ্ড-কথা এবে শুন ভালমতে ॥ ১৪১ ॥

বিষ্ণুময়দীক্ষা-লাভের পূর্বে অজ্ঞান কর্মসঙ্গিগণকে বন্ধনার্থ
প্রভুর কর্মকাণ্ড-লীলাভিনয়-শ্রবণে গৌর-কৃপা-লাভ—

যে বা শুনে ঈশ্বরের গয়ায় বিজয়।

গৌরচন্দ্র প্রভু তারে মিলিব স্বদয় ॥ ১৪২ ॥

কৃষ্ণবশঃকথা বা কৃষ্ণনামের সহিত কৃষ্ণের অচ্ছেদ্য অভিন্নতা-
হেতু কৃষ্ণকথা-শ্রবণেই কৃষ্ণসান্নিধ্য-লাভ—

কৃষ্ণবশ শুনিতে সে কৃষ্ণসঙ্গ পাই।

ঈশ্বরের সঙ্গে তার কভু ত্যাগ নাই ॥ ১৪৩ ॥

চৈতন্যগুরু-রূপে নিত্যানন্দের গ্রন্থকার-হৃদয়ে গৌরলীলা-
বর্ণনার্থ প্রেরণা—

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।

চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ ১৪৪ ॥

নিত্যানন্দের রূপা পরিচাণনাতেই কর্তৃত্বাভিমান-শূন্য
গ্রন্থকারের গৌর-চরিত-বর্ণন-প্রচেষ্টা—

তাহান রূপায় লিখি চৈতন্যের কথা।

স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক সর্বথা ॥ ১৪৫ ॥

একান্ত ঈশ্বর-প্রণয় গ্রন্থকারের বিভূষণবিবিগ্রহ কৃষ্ণচৈতন্যকে
যম্মী ও আপনাকে যজ্ঞ-জ্ঞান—

কাষ্ঠের পুতলি যেন কুইকে নাচায়।

এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥ ১৪৬ ॥

ভাবে বিভাবিত হইয়া সেই রপের বিষয় অজ্ঞানমনস্কের প্রতি
সম্বোধনোক্তি ॥ ১২৪ ॥

মথুরা-গত কৃষ্ণের বিরহে বিধুবা গোপীর ভাবে ভাবিত
হইয়া গৌরসুন্দর এরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন যে, একদিন
নিশান্তে কাহাকেও কিছু না বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমাবেশে কৃষ্ণের
অমূল্যদ্বানার্থ মথুরার পথে গমন করিতে লাগিলেন ॥ ১২৭ ॥

আবার অজ্ঞের বৎসলরূপের ভাবে বিভাবিত হইয়া করুণ-
সুরে উচ্চৈঃস্ববে কৃষ্ণকে সম্বোধন করিতে করিতে কৃষ্ণাধেষণ-
লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১২৮ ॥

আকাশ-বাণীতে দেবগণ বলিলেন,—‘হে পরমেশ্বর গৌর-
সুন্দর! তুমি যে এই অবতারে অগতে নাম-প্রেম বিতরণ
করিবার জন্য অবতীর্ণ হইয়াছ, এই কথা আমরা তোমার
নিত্য-দেবকসূত্রে তোমাকে স্মরণ করাইয়া দিতেছি। এক্ষণে
তোমার মথুরায় ঘাইবার প্রয়োজন নাই। তুমি স্বয়ং সকলের

বিধাতা, তোমার নিরঙ্কুশ অভিলাষ কেহ উল্লঙ্ঘন বা অতিক্রম
করিতে পারে না; এইজন্য তুমি সম্প্রতি মথুরায় না ঘাইয়া
শ্রীমায়াপুর-নবদ্বীপে শুভবিজয় কর ॥’ ১৩৫-১৩৭ ॥

গৌরসুন্দরের গয়াতীর্থোদ্ধরণ-লীলার কথা যিনি শ্রবণ
কবেন, তাঁহার হৃদয়ে গৌরসুন্দর আবির্ভূত হন। গৌরসুন্দর
গয়া-তীর্থে প্রথমতঃ গুরুপাদাশ্রয় ও ভক্তকৃপা-লাভ-লীলার
অভিনয় দ্বারা নিঃশ্রেয়স পরমার্থ-শিক্ষার্থিগণকে আদর্শ-বিধি
শিক্ষা দিয়া অগতে প্রেমভক্তি-প্রচার-লীলা প্রকাশ করিতে
আরম্ভ করিলেন। হুতরাং গৌরসুন্দরের গয়া-বিস্ময়-লীলা শ্রবণ
করিলে নাস্তিক্য ও আস্তিক্য উভয়বিধ কর্মবুদ্ধি বিদূরিত হইয়া
জীবের হৃদয়ে ভগবদ্ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠতা ও উজ্জলতা দৃঢ়ভাবে
অঙ্কিত হয় ॥ ১৪২ ॥

গৌরকৃষ্ণের যশঃকীর্তন শ্রবণ করিতে করিতে গৌরকৃষ্ণের
সাক্ষাৎ সঙ্গ-লাভ হয়। কেন না, কৃষ্ণকথা বা কৃষ্ণনাম শ্রবণ,

গৌরগুণ-লীলা-চরিত অনাঙ্কস্ত বলিয়া আদর্শ দৈন্তভরে

গ্রহকারের কথঞ্চিৎ তদ্বর্ণন-প্রচেষ্টা-কথন—

চৈতন্ত্যকথার আদি-অন্ত নাহি জামি ।

যে-তে মতে চৈতন্ত্যের যশ সে বাখানি ॥ ১৪৭ ॥

অনন্ত আকাশে বিহঙ্গমের উড্ডয়ন-চেষ্টার

দৃষ্টান্ত বা উপমা—

পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায় ।

যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায় ॥ ১৪৮ ॥

কৃষ্ণবিগ্রহ অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ—এক, অভিন্ন; তাঁহাতে মায়ার ভোগজনিত কোনরূপ ভেদ-লেশ নাই। গোরেব অপ্রাকৃত কথ্য-প্রসঙ্গে কৃষ্ণবিশেষিত কোন কথাই নাই; অতএব গৌর-লীলাকে কৃষ্ণলীলা হইতে পৃথগ্বুদ্ধি করিবার কারণ নাই ॥ ১৪৭ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু আমাকে ছদ্মবেশে পেরণা প্রদান করিয়া মহাপ্রভুর চরিত-কথা লিপিবদ্ধ করিতে বলিয়াছেন। আমি অহঙ্কার-বিমুক্ত হইয়া অপ্রাকৃত চৈতন্ত্যচরিত-কথা লিখিতে বসি নাই; পরন্তু শ্রীনিত্যানন্দের কৃপাশক্তি-প্রভাবেই তাঙ্গা লিখিতেছি ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীচৈতন্ত—অনাঙ্কনন্ত অসীমতত্ত্ব, স্তূতরাং তাঁহার আদি ও অন্ত-বর্ণন জীবের অধিকারাধীন নহে। যে-কোন ভাবার সাহায্যে আমি যে-কোন-প্রকারে শ্রীচৈতন্তদেবের যশ ব্যাখ্যা করিতেছি। যেরূপ কাষ্ঠ-নির্মিত পুতুলের নিজ-স্বাতন্ত্র্য নাই, চালকের চেষ্টাতেই উহা চালিত হয়, তদ্রূপ একমাত্র অধিতীয় পরমেশ্বর শ্রীচৈতন্ত আমার শুদ্ধচৈতন্তে অধিষ্ঠিত হইয়া যেরূপ বল সঞ্চার করিতেছেন, আমি তদ্রূপভাবেই চলিতেছি ॥ ১৪৭ ॥

(৫: ৫: আদি ৮ম পং: ৭৮-৭৯—) “এই গ্রন্থ লেখায় মোরে মননোহন। আমার লিখন—যেন শুকের পঠন ॥ সেই লিখি মদনগোপাল মোরে যে লেখায়। কাষ্ঠের পুতলি যেন কুহকে নাচায় ॥” (ঐ ৯ম পং: ৯০-৯১—) “গৌর-লীলামৃতসিদ্ধ—অপার অগাধ। কে করিতে পারে তাহাঁ অবগাহ-সাধ? তাহার মাধুরীগন্ধে লুক হয় মন। অতএব তটের রহি' চাকি এক কণ ॥”

আকাশ অনাদি অনন্ত ও নিরালস্য বলিয়া পক্ষী যেরূপ নিজ-শক্ত্যুপযোগেই সেই আকাশে উড়ে উড়িতে পারে, আদিও তদ্রূপ অনন্ত চৈতন্ত-লীলার সীমা না পাইয়া আমার

কৃষ্ণচৈতন্তের কৃপা-চালিত চিদবৃত্তি ভক্তির পরিমাণমুসারে

১/২ গৌরগুণ-লীলা-কীর্তনোদ্ভব তৎকীর্তন-সামর্থ্য—

এইমত চৈতন্ত্যবশের অন্ত নাহি ।

যারে যত শক্তি-কৃপা, সতে তত গাই ॥ ১৪৯ ॥

তথা হি (ভা: ১।১৮।২৩)—

অনন্ত আকাশে পক্ষীর উড্ডয়নের স্তায় বৃথগণের অপার

বিষ্ণু-গুণ-লীলাবধারণ-চেষ্টা—

নভ: পতন্ত্যায়সমং পতত্রিগন্তথা সমং বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিত: ॥

যৎকিঞ্চিৎ সামর্থ্যমুসারেই তাহার কিঞ্চিৎ কথঞ্চিৎ বর্ণন করিতেছি। (৫: ৫: মধ্য ১৭ম পং: ২৩০—) “কৃষ্ণং ভাসিল চৈতন্ত-লীলার পাথারে। যার যত শক্তি তত পাথারে সাঁতারে ॥” (ঐ অন্ত্য ২০ম পং: ৭১, ৭৭, ৭৯-৮১, ৯০-৯২, ৯৮-৯৯—) “জীব ক্ষুদ্রবুদ্ধি কোন্ তাহা পারে বর্ণিতে? তার এক কণ স্পর্শি আপনা' শোধিতে ॥ * * প্রভুর গম্ভীর লীলা' না পারি বৃত্তিতে। বুদ্ধি-প্রবেশ নাহি, তাতে না পারি বর্ণিতে ॥ * * আকাশ—অনন্ত, তাতে ঘেঁছে পক্ষীগণ। যার যত শক্তি, তত করে আরোহণ ॥ এই মহাপ্রভুর লীলার নাহি ওর-পার। জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার? যাবৎ বুদ্ধির গতি ততেক বর্ণিলু'। সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইলু' ॥ * * আমি অতিক্রম জীব—পক্ষী রাসা-টুনি। সে ঘেঁছে তৃণায় পিয়ে সমুদ্রের পানি ॥ তৈছে আমি এক কণ ছুঁইলু' লীলার। এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার ॥ আমি লিখি,—ইহা মিথ্যা করি অনুমান। আমার শরীর—কাষ্ঠপুতলি-সমান ॥ * * ইঁহো-সবার চরণ-কৃপায় লেখায় আমারে। আর এক হয় তৈহো অতি-কৃপা করে ॥ শ্রীমদন-গোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি'। কহিতে না শ্রুয়ায়, তবু রহিতে না পারি ॥” ১৪৮ ॥

নৈমিষারণো মহাজাগবত স্ত-গোবামীর নিকট ভাগবত-কথা-শ্রবণ শ্রীশৌনকাদি-মুনিগণের প্রশ্ন-জিজ্ঞাসার উত্তরে ভাগবতকথার কীর্তন-প্রারম্ভে শ্রীমত ভগবান্ অধোক্ষক শ্রীকৃষ্ণের কথা, নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলার অনন্তত্ব-বিষয়ে বলিতেছেন,—

অমর। (বধা) পতত্রিগং (পক্ষিগং বাগাং বা) নভঃ (আকাশম্) আয়সমং (ববলাহরূপমেব) পতন্তি (উৎপতন্তি

গ্রন্থকারের আদিখণ্ডবর্ণনাস্তে সর্ববৈষ্ণব-পদে প্রণামদ্বারা
আদর্শ-দৈত্যবিনয়-শিক্ষা-দান—

সর্ব-বৈষ্ণবের পা'য়ে মোর নমস্কার ।

ইথে অপরাধ কিছু নহক আমার ॥ ১৫১ ॥

ন তু কৃত্যঃ) তথা (তৎ) বিপশ্চিতঃ (বিদ্বাংসঃ জ্ঞানিনঃ
অপি) বিষ্ণুগতিঃ (বিষ্ণোঃ গতিঃ নাম-রূপ-গুণ-লীলা-মহিম-
জ্ঞানঃ প্রাপ্তি) সমঃ (স্ববুদ্ধিবশাংগুণমোযতঃ) ॥ ১৫০ ॥

অনুবাদ । পক্ষিগণ যেকোন নিজশক্তি-অনুসারে আকাশে
যতদূর উড়োন হইতে পারে, ততদূরই উড়োন হয়, সেই-
রূপ পণ্ডিতগণও নিজবুদ্ধি-অনুসারে ভগবানের লীলা যতদূর
অবগত হইয়া থাকেন, সেই পর্য্যন্তই বর্ণন করিয়া থাকেন ॥

তথ্য । ‘যেমন পক্ষিগণ আকাশে নিজশক্ত্যানুসারে
উড়িয়া গিয়া শতাবিনিবন্ধনই তাহাতে উপরত হয়, পরন্তু
অনন্ত আকাশেব অবদান আছে,—এই ভাবিয়া উপরত হয়
না, তজ্জপ ব্রহ্মাদি-জ্ঞানিগণও বিষ্ণুজ্ঞান-লাভে নিজ-শক্ত্যানু-
সারে যত্ন করিয়া থাকেন বটে, কিন্তু শতাব-হেতুই
তাহাতে বিরত হন; পরন্তু ভগবান্ শ্রীগোবিন্দের গুণরাশির
অন্ত, শেষ, সীমা না পরিমাণ আছে বলিয়া তাহাতে উপরত
হন না,—ইহাই ভাবার্থ ।’ (শ্রীবিজয়ধ্বজ) ।

‘যেমন পক্ষী বা শর নিজ-নিজ-বলানুসারে আকাশে
উড়িয়া বা ছুটিয়া যায়, তজ্জপ পণ্ডিতগণও স্ব-স্ব-বুদ্ধি-বলানু-
সারেই ভগবদ্ভাস্যকে ধারণ করিতে যান । তাৎপৰ্য্য এই
যে, পক্ষী বা শর আকাশে ছুটিয়া আকাশের অভাব-নিবন্ধন
ফিরিয়া চলিয়া আসে না, পরন্তু নিজ-সামর্থ্যের অভাব-
নিবন্ধনই ফিরিয়া চলিয়া আসে, তজ্জপ জ্ঞানিগণও নিজ-
নিজ-বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষয়-নিবন্ধনই বিষ্ণুবিষয়ক ধারণা করিতে
গিয়া অসমর্থ হইয়া নিবৃত্ত হন, পরন্তু ভগবদ্ভাস্যের ক্ষয়,
অন্ত বা সীমার অভাব আছে বলিয়াই নিবৃত্ত হন না ।’
(—শ্রীবীররাঘব) ॥ ১৫০ ॥

‘আমি সকল-বৈষ্ণবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের
চরণে দৈন্ত্যভরে এই প্রার্থনা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক নমস্কার করিয়া
বলিতেছি যে, তাঁহারা যেন আমার কোনপ্রকার অপরাধ
গ্রহণ না করেন ।’ প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্তভবগণ শুদ্ধভক্তির
তাৎপৰ্য্য বুঝিতে না পারিয়া আপনাবিগকে ‘ভক্ত’ বা

অবিজ্ঞ বা অনর্থের বিনাশ ও গৌর-কৃষ্ণশ্রীলীলাভার্থ

নিত্যানন্দপদাশ্রয়ের আবশ্যকতা-কীর্তন—

সংসারের পার হইয়া ভক্তির সাগরে ।

যে ডুবিলে, সে ভজুক নিতাইচান্দরে ॥ ১৫২ ॥

‘বৈষ্ণব’ বলিয়া মনে করে, কিন্তু তাঁহারা কৈতবগ্রস্ত ভোগী
বা ত্যাগী হওয়ায় অকৈতব-ভক্তি হইতে সূত্রে অবস্থিত,
সুতরাং বিষ্ণু-সেবা-লাভের পরিবর্তে বিষ্ণুমায়াকে ভোগ
করিতে করিতে উহাকেই বিষ্ণুসেবা মনে করিয়া ভ্রান্ত হন ।
বৈষ্ণবাচার্য্য ঠাকুর-বৃন্দাবন ‘সর্ববৈষ্ণব’-শব্দে মিছাভক্ত
পাষণ্ডী প্রাকৃত-সহজিয়াগণকে লক্ষ্য করেন নাই । তিনি
বৈষ্ণবগণেরই আনুগত্য স্বীকার করিবার জন্য শিক্ষা দিয়াছেন ।

“খাউল, বাউল, কণ্ডাভঙ্গা, নেড়া, দরবেশ, সাঁই ।
সহজিয়া, সখাভেকী, স্মার্ত্ত, জাতগোসাই ॥ অতিবাড়ী
চুড়াবারী, গোরাক্ষ-নাগরী । তোতা কেহ,—এই তেরর সঙ্গ
নাহি করি ॥”—এই প্রাচীন-মহাজনোক্ত তেরপ্রকার গৌর-
বিরোধী অপসাম্প্রদায়িককে শুদ্ধবৈষ্ণব বলা যায় না, কেননা,
তাহারা বিশুদ্ধ অবৈষ্ণব । তাহাদিগের দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া
শুদ্ধ-বৈষ্ণবের আনুগত্যই এখানে উদ্দিষ্ট হইয়াছে । অপরাধ-
বশে যদি কেহ মনে করেন যে, দৈন্ত্যবশে মনুষ্যমাত্রকেই লক্ষ্য
করিয়া ‘সর্ববৈষ্ণব’-শব্দ এখানে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে
জানিত হইবে যে, এইরূপ মননকারী মূঢ়্যাক্তি বিষ্ণুমায়-
গ্রস্ত হইয়া ‘অসুর’-সংজ্ঞা-লাভের যোগ্য হইয়াছে । জীব-
মাত্রেরই স্বরূপতঃ বৈষ্ণব, কিন্তু অনাস্থ-প্রতীতি-মূলে হঠ-
মনের চাক্ষ্য ও হুগ-শরীরের পাপাচরণ শুদ্ধ নিকপট-
বৈষ্ণবতাব মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নহে । নির্মূল বৈষ্ণব-স্বরূপের
আনুগত্য-গ্রহণ আর বাহ্য ভোগ-প্রযুক্তি-মূলক বৈষ্ণবা-
পর্যায়ের প্রেশর-প্রবান কখনই সম-জাতীয় নহে ॥ ১৫১ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু—অপ্রাকৃত-রাজ্যের একমাত্র সর্বাধিকারী
প্রভু । সংসারে আবদ্ধ হইয়া হুগ-স্বল্প-শরীর-দ্বারা তাঁহার
সেবা করা যায় না; পরন্তু তাঁহারই অমায়-কৃপা-প্রভাবে
সংসার-বিষয়-বাসনা-নির্মূলক অর্থাৎ হুগ ও স্বল্প-উপাধি-বশে
‘অহং’-‘মম’-ভাব-রহিত হইয়া অধোক্ষজ-বস্তুর সেবা-রস-সমুজ্জ-
য় হইবার যদি আশ্ৰিত উপস্থিত হয়, তবে কায়মনোবাক্যে
নিত্যানন্দপ্রভুর সেবাই কর্তব্য । বিষয়সংসার-পাশে বদ্ধ

আপনাকে গুরু-নিত্যানন্দপ্রভুর আশ্রিত নিত্যদাসাভিमाने

মহাপ্রভুর কৃপা-লাভ-বিষয়ে দৃঢ় আশাবন্ধ—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরহৃন্দর ।

এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥ ১৫৩ ॥

বিভিন্ন-লোকের বিভিন্ন দর্শন, প্রতীতি বা চিত্তবৃত্তি-ভেদে

নিত্যানন্দকে নানা-সংজ্ঞায় অভিধান—

কেহ বলে,—“প্রভু-নিত্যানন্দ—বলরাম ।”

কেহ বলে,—“চৈতন্যের মহা-প্রিয়-ধাম ॥” ১৫৪ ॥

কেহ বলে,—“মহা-তেজোয়ান্ অধিকারী ।”

কেহ বলে,—“কোনরূপ বুদ্ধিতে না পারি ॥” ১৫৫ ॥

ইয়া ভোগ বা ভোগরূপ অভক্তি পক্ষিণ পয়ঃ-প্রণালীকে
ভক্তি-সাগর বলিয়া ভ্রম হইলে নিত্যানন্দের সেবা হয় না ;
কন না, নিত্যানন্দস্বরূপ—চৈতন্যপ্রকাশ-বিগ্রহ । অপ্রাকৃত
ব্রহ্মত্বের-বিচার করিতে গিয়া প্রাকৃত-সহজিয়া, মিছা-ভক্ত
। অভক্ত-সম্প্রদায়ের যে কল্পিত লবনস্তকে ‘গুরু’ বলিয়া
। স্তি ঘটে, তাহা নিত্যানন্দস্বরূপ নহে ॥ ১৫২ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু চৈতন্যপ্রকাশ হইয়াও মহাপ্রভুর দাস ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপ—আমার প্রভু, এবং গৌরহৃন্দর—আমার
প্রভুর প্রভু মহাপ্রভু । আমার গুরুদেবের ভজনীয়-বস্ত্র স্বয়ং
গৌরহৃন্দর বলিয়া সর্বক্ষণ আমার চিত্তে এই দৃঢ়বিশ্বাস
। আছে যে, আমার গুরু নির্মল অস্তিত্য আমার প্রভু গুরু-
দেবের কৃপা-বলে কোন না কোন দিন মহাপ্রভুর গুরু-সেবায়
ত্যা অধিকার লাভ করিব অর্থাৎ মহাপ্রভু আমাকে স্বয়ং
দাসদাসানুদাস বলিয়া মনে করিবেন ॥ ১৫৩ ॥

কাহারও মতে, নিত্যানন্দপ্রভু—স্বয়ংকৃষ্ণ-কৃষ্ণের প্রকাশ-
বিগ্রহ বলরাম ; কাহারও মতে, তিনি—চৈতন্যদেবের প্রেষ্ঠ
। শ্রদ্ধাভিমানী বিষয়-বিগ্রহ ; কেহ বা তাঁহাকে মহাভাগবত
বধূত পরমহংস বলিয়া বিচার করেন । আবার কেহ বা,
হনি—কিরূপ বস্ত্র, বুদ্ধিতেই পারেন না । নিত্যানন্দস্বরূপ
রাসি-গুরু পরমহংস অবধূতই হউন, অথবা ভগবজ্ঞানে
। নিভক্তই হউন অর্থাৎ বাহার যাহা ইচ্ছা, তাহাই তাঁহাকে
দুন না কেন, অথবা চৈতন্যদেবের সহিত নিত্যানন্দের যে-
ফান সম্বন্ধ থাকুক না কেন, সেই নিত্যানন্দের অমুগা
। দপন্ন আমি হইব সর্বদাই ধারণ করিব ।’ যদি কোন

গুরু-নিত্যানন্দের ঐকান্তিক আশ্রিত দাস গ্রহকারের

৬ ইষ্টদেব-প্রতি আদর্শ ভক্তিত্বক বাক্য—

কিবা যতি নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত, জ্ঞানী ।

যার যেন-মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥ ১৫৬ ॥

যে-সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে ।

সে চরণ ধন মোর রজ্জ্বক হৃদয়ে ॥ ১৫৭ ॥

গুরু-নিত্যানন্দ-বিশেষীকে চৈতন্যপ্রতি গ্রহকারের পদস্পর্শ

ধারা চৈতন্যোদ্গুণী করণ-রূপ অহৈতুকী কৃপা-প্রদর্শন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে ।

তবে লাখি মারে’ তার শিরের উপরে ॥ ১৫৮ ॥

পান্ডী নারকী অন্ধ-তাম্রিণ বা মহা-রৌরব নামক নরকে
মহা-ক্লেশ-যমগা-ভোগকে অতি-উপদেয়-জ্ঞানে তাহা লাভ
করিবার নিমিত্ত আমার শ্রীগুরুদেবের নিন্দা করে, তাহা
হইলে যে যত বড়ই উচ্ছ্রান অধিকার করুক না কেন,
তাদৃশ স্থান, কাল ও পামের প্রাকৃত মর্যাদা-সংরক্ষণ-
বিষয়েও উদাসীন থাকিয়া আমি তাহার হর্ষক্লির আধার
মস্তকে পরাধাত করিব ।’ (ভাঃ ১০.৬৮.৩১ শ্লোকে কৌরব-
গণের ভঃশীঘ্রতা-দর্শনে ও অব্যাবাহিক্য-শ্রবণে শ্রীবলদেবের
উক্তি—) “নুনং নানা-মদোরদ্ধাঃ শাস্তিঃ নেচ্ছন্ত্যসাধবঃ ।
তেষাং হি প্রশনো দণ্ডঃ পশুনাং লগুড়ো যথা ॥” অর্থাৎ
যে-সকল অসাদু রূপ-ধন-জন-কুশ-বিশ্বা-তপো-মদে ক্ষোভ
হইয়া শাস্তি ইচ্ছা না করে, হৃদমনায় পশুগণের প্রতি লগুড়-
প্রয়োগের ছায় শিশুনীতির পরিবর্তে পশুনীতি অবলম্বনে
দণ্ডবিধানকারাই তাহাদের অবগন প্রকৃষ্টরূপে শাস্ত হয় ।”

প্রকৃত শিষ্যের সৎগুরু-পাদপদ্মে এই-প্রকার প্রকৃত নির্দগ্ন
সর্বোত্তম-ভক্তির কোন প্রকার নূনতা উপলব্ধ হইলে কাহা-
কেও বিদ্যশাসী ‘শিষ্ট’-শব্দে অভিহিত করা যাইবে না । পাপ-
পরায়ণ নারকিগণ এই কথা বৃত্তিতে না পারিয়া গুরুভক্তির
পরিবর্তে গুরুদ্রোহাচরণ-পূর্বক নিজের অমঙ্গল সাধন করে ।
যথার্থ-শিষ্যের শাস্ত্র-বিহিত শিষ্টাচার ঠাকুর-বৃন্দাবন উজ্জয়তম
স্বর্ণাকরে লিপিবদ্ধ করিবার জন্ত যে মহা-কণ্যায়ময়ী কথা
জগতে প্রকাশ করিয়াছেন, তজ্জন্ত সমগ্র শুদ্ধবৈষ্ণব-জগৎ
ঠাকুর-বৃন্দাবনকে গুরুপাদপদ্মপ্রতি বৈষ্ণব-মনোজ্ঞের ‘গুরু-
দেব’ বলিয়া জানেন । স্থপিত কপটতা বা পাপাচার-মূলে

সদৈতে গ্রহকারের গুরু-নিত্যানন্দ-স্তুতি, প্রার্থনা ও লালসা—

জয়জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যজীবন ।

তোমার চরণ মোর হউক শরণ ॥ ১৫৯ ॥

তোমার হইয়া যেন গৌরচন্দ্র গাও ।

জন্মেজন্মে যেন তোমা' সংহতি বেড়াও ॥ ১৬০ ॥

আদিখণ্ডে চৈতন্য-কথা-শ্রবণে জীবের চিদ্রুত্তির উন্মেষণ-

ফলে কৃষ্ণচৈতন্যের কৃপা-লাভ—

যে শুনয়ে আদিখণ্ডে চৈতন্যের কথা ।

তাহারে শ্রীগৌরচন্দ্র মিলিবে সর্বথা ॥ ১৬১ ॥

যাহাদের এই প্রতিবচনের প্রতি কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয়, তাহাদের জন্ম-সমাপ্তিরও গৌর-কৃষ্ণ-ভাক্ত-লাভের সম্ভাবনা নাই। নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা-লাভ-পূর্বক ঠাকুর-বৃন্দাবন তাহারই স্থগাভিষেক হইয়া জগতে আচার্য্য-গুরুর কাৰ্য্য করিয়াছেন। তারবাহী অনভিজ্ঞ বিদ্বতকণ্ঠ-কণ্ঠ-বৈষ্ণবের মৃত-অবতার নারক প্রাকৃত-সহাজিককে আদর্শ-গুরুজ্ঞানে ঠাকুর-বৃন্দাবনের শ্রীচরণে অপরাধী হইয়া পড়ে। চৈতন্য-নিত্যানন্দপ্রভুত কোন শুদ্ধভক্তই ঠাকুর-বৃন্দাবনের বিরোধী এমন অশনশ্রাব্যের কোন-প্রকার সন্দ করেন না। অতীত দুষ্কৃতি বা দুর্ভাগ্যবশে কোন-প্রকারে যাহার তাদৃশ অসংসদ-লাভ ঘটে, তাহার কুফলি-গ্রস্ত মন বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের শ্রীচরণ হইতে বিচ্যুত হওয়ায় তাদৃশ অসত্যের হ্রাসে গোড়ীয়-বৈষ্ণবের কোন যোগ্যতা নাই। প্রভু-বৃন্দাবনদাসের অমলোদয় দক্ষা বৃত্তিতে দ্যাক্ত-সমাজের এখনও কোটি-কোটি-জন্ম অবশিষ্ট আছে; সুতরাং তাহাদের অপরাধের ক্ষম না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা নিজেদের শিরোদেশে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের অমলোদয় নিখল পদাঘাত গ্রহণ করিবার পোভাগ্য-সুযোগ কখনও লাভ করিতে পারিবে না। শুদ্ধবৈষ্ণবের নিকট দয়া-লাভের সন্নিহিত অনভিজ্ঞ প্রাকৃত পাপী, পুণ্যকর্মী বা জ্ঞানীর নিকট সহজত বস্তু। শুদ্ধবৈষ্ণব-বিরোধী জীবগণ পূর্ব পূর্ব-জন্ম-জন্মান্তরে এমন কোন স্মৃতি লাভ করে নাই, অথবা তাহাদের সহস্র পূর্বপুরুষ এমন কোন স্মৃতিপুঞ্জ সঞ্চয় করেন নাই যে, ঠাকুর-বৃন্দাবনের নির্ধন নিঃশ্রেয়স-পরমার্থ-শিবদ পদাঘাত লাভ করিবার যোগ্যতা লাভ করিতে

পূরীপাদ-সমীপে বিদায়গ্রহণান্তে প্রভুর নববীপে আগমন—

ঈশ্বরপূরীর স্থানে হইয়া বিদায় ।

গৃহে আইলেন প্রভু শ্রীগৌরানন্দ-রায় ॥ ১৬২ ॥

শুনি' সর্বনববীপ হৈল আনন্দিত ।

প্রাণ আসি' দেহে যেন হৈল উপনীত ॥ ১৬৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ্র জাম ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৬৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে আদিখণ্ডে গয়া-গমন-বর্ণনঃ

নাম সপ্তদশোধ্যায়ঃ ।

পারে। যে-মুহুর্তে পাপিগণের স্বরূপের শিরোদেশে শুদ্ধ-বৈষ্ণবের পদধূলি পতিত হইবে, সেই মুহুর্তেই তাহাদের বাবতীয় সাংসারিক কৈতব-কন্দুষ-কিষ্কি-কলুষ-রাশি অগত হইয়া ভক্তি-সম্পত্তির অধিকারী হইবেন ॥ ১৫৪-১৫৮ ॥

‘হে প্রভো, আমি যে-কোন-যোনিতে জন্মগ্রহণ করি না কেন, তোমার অগত অচরুরূপে যেন অমুগমন করিতে পারি। আরহে প্রভো! তুমি যখন মহাপ্রভুর গুণ-গান বাতীত আর কিছুই কর না, তখন তোমার সর্বকনিষ্ঠ দাস আমিও যেন তোমার সেই সেবারই কিঞ্চিৎ সহায়তা-সম্পাদনার্থ নিরন্তর নিবৃত্ত থাকিতে পারি।’ বর্তমানকালে বিশ্ববৈষ্ণব-রাজসভার সংশ্লিষ্ট মঠবাসী অপ্রাকৃত-বৈষ্ণবগণ সমস্ত সাংসারিক কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া গৌরচন্দ্রের গুণ গান করিবার জন্য নিত্যানন্দস্বরূপের অমুগমন করিতেছেন। তাহারাই ঠাকুর-বৃন্দাবনের প্রকৃত নির্ধন অন্তর্বাসী। এই কারণে তাহাদের বিরোধী কলিহত হৃৎকুন্ঠি জনগণ অবশ্যই পাপ-পরাণ ও নরকপথের যাত্রী ॥ ১৬০ ॥

যেমন জীবের প্রাণ-বায়ু তৃক হইলে তাহাকে মৃতপ্রায় বলা যায় এবং নিশ্চল-দেহে প্রাণ সঞ্চারিত হইলে তাহাকে জড় ও চেতন বলা যায়, তদ্রূপ গৌরহৃদয়ের শ্রীমায়াপুর হইতে কিছুকালের জন্য গয়াতীর্থভিমুখে যাত্রা এবং তথায় কিছু-কাল অবস্থান করায় সমগ্র-নববীপবাসী প্রাণহীন হইয়াছিল। এক্ষণে শ্রীগৌরহৃদয়ের শ্রীমায়াপুর-নববীপে প্রত্যাবর্তন-হেতু সকলেই সজীবিত হইলেন ॥ ১৬৩ ॥

ইতি গোড়ীয়ভাষ্যে সপ্তদশ অধ্যায়ঃ ।

ইতি আদিখণ্ড সমাপ্ত ।

শ্রীশ্রীগৌরনিভ্যানন্দো জয়ন্তে:

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

মধ্যখণ্ড—মূল

শ্রীমদব্যাসাবতার আদি-মহাকবি পুজ্যপাদ

শ্রীশ্রীমদ্রন্দাবনদাস-ঠাকুর-

বিরচিত

—:~:—

কলিমুগপাবন-স্বভজনিভজমপ্রয়োজনাবতারি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যস্বায়-নবমাধন্তনাথস্বর পরমহংস-
পরিব্রাজকাচার্য-শ্রীরূপানুগবর্ষ্য শ্রীব্রহ্মমাধবগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈকসংরক্ষক

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্তসরস্বতী-গোস্বামিঠাকুর- কৃত
শ্রীস্বরূপ-রূপ বিরোধি-সকল-কুসিদ্ধান্ত-নিরাসপর

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য-সম্মত

—:~:—

দ্বিতীয়-সংস্করণ

—:~:—

শ্রীঅনন্তবাহুদেব ব্রহ্মচারী বিজ্ঞানভূষণ বি, এ-কর্তৃক কলিকাতা ২৪৩২ নং আপার সাকি উগার রোডে ব্রিত
গৌড়ীয় প্রিন্টিং ওয়ার্কস্-বাংলা মুদ্রিত ও কলিকাতা ১৬নং কালীপ্রসাদ
চক্রবর্তী ষ্ট্রিট, বাগুঝার শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত
ঐশ্বর, ১৯৮ গৌরাঙ্গ

মধ্যখণ্ডের অধ্যায়-সূচী

| অধ্যায় | বর্ণিত বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|------------|--|----------|
| প্রথম | প্রভুর প্রকাশ মারম্ভ ও কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন-শিক্ষা দান | ৪০৩—৪৪১ |
| দ্বিতীয় | প্রভুর শ্রীধাম-গৃহে প্রকাশ ও সঙ্কীৰ্ত্তনারম্ভ | ৪৪২—৪৮০ |
| তৃতীয় | প্রভুর মুরারিগৃহে বরাহ-মূৰ্ত্তি-প্রকটন ও নিত্যানন্দসহ মিলন | ৪৮১—৪৯৬ |
| চতুর্থ | নিত্যানন্দ-মহিমা-প্রকাশ | ৪৯৭—৫০৩ |
| পঞ্চম | নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা ও ষড়্ভূজ-দর্শন | ৫০৩—৫২২ |
| ষষ্ঠ | প্রভুর অষ্টৈত-মিলন ও অষ্টৈতকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন | ৫২৩—৫৩৪ |
| সপ্তম | পুণ্ডরীক-গদাধর-মিলন | ৫৩৫—৫৪৬ |
| অষ্টম | প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ | ৫৪৬—৫৬৮ |
| নবম | প্রভুর 'সাতপ্রহরিয়া' ভাব ও ভক্ত-শ্রীধরাদির চরিত-বর্ণন | ৫৬৯—৫৮৬ |
| দশম | প্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলা-পরিশিষ্ট | ৫৮৬—৬২০ |
| একাদশ | নিত্যানন্দ-চরিত | ৬২১—৬২৮ |
| দ্বাদশ | নিত্যানন্দ-মহিমা | ৬২৮—৬৩৪ |
| ত্রয়োদশ | জগাই-মাধাই-উদ্ধার | ৬৩৪—৬৬৯ |
| চতুর্দশ | যমরাজ-সঙ্কীৰ্ত্তন | ৬৭০—৬৭৫ |
| পঞ্চদশ | মাধবানন্দোপলব্ধি বর্ণন | ৬৭৬—৬৮২ |
| ষোড়শ | প্রভুর শুক্লাধরতত্ত্বগ্ৰ ভোজন | ৬৮২—৬৯৫ |
| সপ্তদশ | প্রভুর নগর-ভ্রমণ ও ভক্তমহিমা বর্ণন | ৬৯৫—৭০৫ |
| অষ্টাদশ | মহাপ্রভুর গোপিকা-নৃত্য | ৭০৬—৭২১ |
| ঊনবিংশ | প্রভুর অষ্টৈতগৃহে বিলাস | ৭২২—৭৪৫ |
| বিংশ | মুরারিশুগু-প্রভাব বর্ণন | ৭৪৫—৭৫৮ |
| একবিংশ | দেবানন্দপ্রতি প্রভুর বাৎসরিক | ৭৫৯—৭৬৮ |
| দ্বাবিংশ | শ্রীশচীদেবীর অপরাধ-মোচন ও নিত্যানন্দগুণ-বর্ণন | ৭৬৯—৭৭৮ |
| ত্রয়োবিংশ | প্রভুর কাজী-উদ্ধার-দিবসে নবদ্বীপনগর-ভ্রমণ | ৭৭৮—৮১২ |
| চতুর্বিংশ | প্রভুর শ্রীঅষ্টৈতকে বিশ্বরূপ-প্রদর্শন | ৮১২—৮২০ |
| পঞ্চবিংশ | শ্রীবংশগৃহে মৃতশিশুর তত্ত্বজ্ঞান-কথন | ৮২০—৮২৮ |
| ষড়্বিংশ | শুক্লাধর-প্রসাদ ও প্রভুর ব্রতধর্ম-গ্রহণেচ্ছা বর্ণন | ৮২৮—৮৪০ |
| সপ্তবিংশ | প্রভুর বিরহপ্রবোধ | ৮৪০—৮৪৩ |
| অষ্টাবিংশ | প্রভুর সম্যাস-গ্রহণ | ৮৪৩—৮৫৬ |

শ্রীশ্রীগৌরনিত্যানন্দো জয়তঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

মহাপ্রভু

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত মহাপ্রভুর প্রেম-বিকার, পড়ুয়াগণের নিকট যাবতীয় শব্দের কৃষ্ণতাৎপর্য-পরতা-বাখ্যা ও কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন-শিক্ষা বর্ণিত হইয়াছে।

গয়াধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া গয়া-রহস্ত-বর্ণনমুখে প্রভু সর্বপ্রথম কৃষ্ণবিরহ-প্রেম-বিকার-প্রকাশ করিলেন। ভক্তগণের সমীপে প্রভু তীর্থকথা বর্ণন করিলেন। শুক্লাধর-ব্রহ্মচারীর গৃহে শ্রীবাস-শ্রীমান-গদাধর-সদাশিবাদি ভক্তবৃন্দের সন্মেলন ও প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেম-দর্শনে ক্রন্দন ও বিস্ময়, প্রভুর গঙ্গাদাস-পণ্ডিত ও মুকুন্দসঙ্করের গৃহে গমন, শচীমাতার পুত্রের জন্ম আশঙ্কা ও পুত্রার্থে কৃষ্ণ-সমীপে প্রার্থনা, শিষ্যগণের সমীপে প্রভুর “কৃষ্ণই সর্ব শব্দ ও শাস্ত্রের একমাত্র তাৎপর্য”—এইরূপ ব্যাখ্যান, প্রভুর

মহাচরণ—

আজানুলব্ধিতভুজো কমকাবদান্তে
সকীৰ্ত্তনৈকপিতরো কমলাস্নাতকো।
বিশ্বস্তরো বিজবরো যুগধ্বংসপালো
বন্দে অগংপ্রিয়করো করুণাবতারো ॥ ১ ॥

গঙ্গারান, ভোজনকালে মাতৃসমিধানে প্রভুর সর্বশাস্ত্রের কৃষ্ণতাৎপর্যপরতা-কীৰ্ত্তন ও কৃষ্ণবহির্শূন্য মারাবন্ধ-মৌবেজ ভীষণ গর্তবাস-চুঃখ-বর্ণন, অধ্যাপনকালে শিষ্যগণ-সমীপে কৃষ্ণক্ষুৰ্ত্তি ও কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান, গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের সহিত প্রভুর কথোপকথনকালে শব্দ-শাস্ত্রের স্বকৃত কৃষ্ণতাৎপর্যপর ব্যাখ্যানকে তর্কবিবাদের অতীত বলিয়া গর্বোক্তি, অল্প একদিন রত্নগর্ভ-আচার্যের ভক্তি-সহকারে কৃষ্ণবিরহ শ্লোক-পঠন ও তচ্ছবণে মহাপ্রভুর ভাবাবেশ, আবার অল্প একদিন শিষ্যগণ-সমীপে ধাতু-সংজ্ঞাকে ‘শ্রীকৃষ্ণের শক্তি’ বলিয়া ব্যাখ্যান এবং কথোপকথনান্তে তাঁহাদিগকে চিরবিদায়-দান-হেতু তাঁহাদের ক্রন্দন ও প্রভুর আশীর্বাদ; এই সকল গৌরলীলা-স্মরণে গ্রন্থকারের খেদোক্তি এবং সর্বশেষে শিষ্যগণকে প্রভুর কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন-রীতি-শিক্ষা-প্রদান, প্রভৃতি বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)।

নমস্ত্রিকালসত্যায় অগম্মাধিস্থতায় চ।

সমুদ্রতায় সপুত্রায় সকলজায় তে নমঃ ॥ ২ ॥

গৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় জয় বিশ্বস্তর বিজরাণ।

জয় বিশ্বস্তর-প্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ ॥ ৩ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি ১ম অঃ ১ম ও ২য় সংখ্যার অবধি, অম্বাবাদ ও বিবৃতি দ্রষ্টব্য ॥ ১—২ ॥

বিশ্বস্তর ‘বিজরাণ’ এবং বিশ্বস্তর-প্রিয় ‘বৈষ্ণব-সমাজ’,—
শ্রীগৌরসুন্দর স্বয়ং পরিপূর্ণতম তত্ত্বগদ্যেব হইয়াও আশ্চর্য

গৌরচন্দ্র জন্ম ধর্মসেতু মহা-ধার।

জন্ম সঙ্কীর্তনময় স্মরণশরীর ॥ ৪ ॥

কুলোত্তম এবং তাঁহার প্রিয়বর্গই নিখিল-বর্ণাশ্রমি-শুভ্র পরমহংস বা 'বৈষ্ণব-সমাজ'। সংস্কার-বর্জিত মানবের 'একজন্মা শূদ্র' এবং সংস্কার-সম্পন্ন মানবেরই 'দ্বিধ'-নংগা। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদিও 'বিজ'-শব্দবাচ্য, তথাপি 'বিজরাজ'-শব্দ একমাত্র 'ব্রাহ্মণ'কেই নির্দেশ করে। ইহজগতে বহুনাথস্থায় জীব বীজগর্ভ-সমুদ্ভব-পাপে সংস্পৃষ্ট হইবার যোগ্য, সুতরাং শরীরধারী জীবের নৈসর্গিক-পাপ-প্রশমনার্থ সংস্কার আবশ্যক। ভগবান বিশ্বস্তর সংস্কারের প্রতি ঔদাসীন্য, উহার অপ্ৰাধো-জনীয়তা ও রাহিত্য বা বিরোধ কোনদিনই অমুমোদন করেন নাই। তিনি ভক্ত্যমূলক দৈব-বর্ণাশ্রমচারেরই পক্ষ-পাতী ছিলেন; অবৈষ্ণবপন্থ বা অনৈব-বর্ণাশ্রমবিচার কোন দিনই তাঁহার প্রিয় ছিল না। বিষ্ণুভক্ত্যমূলক বৃত্তবর্ণ বা প্রকৃত আশ্রম-বিচারকেই তিনি দৈববর্ণাশ্রম ধর্ম বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; তজ্জন্মই বৈষ্ণব-সমাজ তাঁহার প্রিয়। অবৈষ্ণব-সমাজে কর্ম-কাণ্ডের বিশেষ আদর এবং কেবলাদৈত্বপরতা লক্ষিত হইত, কিন্তু তাঁহার একটুকালের বহুপূর্বেই অবৈষ্ণব-সমাজ ও তত্ত্বাদি-বৈষ্ণবসমাজ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি সদ-বৈষ্ণব সমাজ বা শ্রীমাদ্গৌড়ীয়-সমাজকে অত্যন্ত প্রিয় জ্ঞান করিতেন। সদ-বৈষ্ণব-সমাজের অন্তর্গত কর্ণাটদেশীয় বিপ্রকুলোদ্ভূত শ্রীমদাতন ও শ্রীকৃষ্ণপ্রভৃতি শ্রীমাদ্গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণগণকে তিনি নিজ প্রিয়তম বৈষ্ণবাচার্য্যরূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আবার শ্রীবৈষ্ণব-সমাজ হইতে শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ ও শ্রীপাদ গোপালভট্ট প্রভৃষকও তিনি নিজ প্রিয়বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। দক্ষিণ-দেশীয় শ্রী-সম্প্রদায় ও ব্রহ্ম-সম্প্রদায় শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয় হইলেও নিজ-প্রিয় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজই তাঁহার অত্যন্ত আদরের। কালক্রমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের ধারা ও পদ্ধতি স্মৃতি-বিচারাম্বারে পক্ষ-সংকল্পের উপদ্রব-ফলে বিশেষরূপে বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তজ্জন্ম তিনি শ্রীমাদ্গৌড়ীয়-সমাজোদ্ভূত শ্রীমৎসনাতন গোস্বামিপাদকে শ্রীহরিতত্ত্ববিলাস-নামক বৈষ্ণব-স্মৃতি-সঙ্কলনের আদেশ প্রদান করেন। শ্রীমাদ্গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজে আবির্ভূত

জন্ম নিত্যানন্দের বাক্য ধন প্রাণ।

জন্ম গদাধর-অষ্টৈত্তের প্রেমধাম ॥ ৫ ॥

শ্রীপাদ গোপালভট্ট গোস্বামী শ্রীমৎসনাতন-রূপপ্রভুস্বয়ের অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া শ্রীমৎসনাতন গোস্বামী প্রভু নিজ-সঙ্কলিত হরিতত্ত্ববিলাস-গ্রন্থ স্বীয় অমুগত দাস শ্রীগোপাল ভট্ট-গোস্বামীর দ্বারা সম্বর্জন করেন। সুতরাং গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-স্মৃতি ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সামাজিক বিধি-শাস্ত্র 'শ্রীহরিতত্ত্ববিলাস' ও তদনুসৃত 'সংক্রিয়াগার-দীপিকা' ও 'সংস্কার-দীপিকা'রূপেই গৃহীত হয়। শ্রীগৌরসুন্দরের অমুগত বৈষ্ণব-সমাজে আমরা কএকটি বিষয়ের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করি। স্মৃতিগণের পদ্ধতি বৈষ্ণব-স্মৃতিকে নানাপ্রকারে বাধা দেওয়ার শ্রীধানচন্দ্র, শ্রীরসিকানন্দ এবং অধুনাতন শ্রীশ্রীমৎ-ভক্তিবিনোদঠাকুর মহাশয় শ্রীগৌরমুগত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের প্রকৃত শাস্ত্র মঙ্গল আকাজ্ঞা করিয়াছেন।

শ্রীমৎভক্তিবিনোদঠাকুরের স্থাপিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ শ্রীচৈতন্যানন্দের পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা মহা-নগরীতে স্থাপিত হয়। তখনও গোড়দেশে গৌড়ীয়-ব্রাহ্মণ নিজ-সম্প্রদায়ের কোন কথাই আলোচনা করিতে আরম্ভ করে নাই। ইহার কিছু পরেই কলিকাতায় গৌরান্দ-সমাজ নামক একটা নব্য সম্প্রদায় সনাতন বৈদিকাচারের আহুগত পরিহারপূর্বক মনঃকল্লিত নবীন-স্মৃতির সহায়তার স্থাপিত হইয়াছিল। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজ—শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-রাজ-সভার শাখাবিশেষ। আধুনিক তাত্ত্বিক-সম্প্রদায় অদ্বৈত-দর্শিতাক্রমে বলিয়া থাকেন যে, 'প্রাচীন গ্রন্থের মধ্যে 'বৈষ্ণব-সমাজ'-শব্দটির ব্যবহার নাই'; বক্ষ্যমাণ মহা-গ্রন্থস্থিত এই অংশটি পাঠ করিলে তাঁহাদের নিজ অনভিজ্ঞতা উপলব্ধ ও অপসারিত হইবে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা পূর্ব পূর্ব আচার্য্য-চতুষ্টয়ের 'ঐকান্তিকতা', 'কাঙ্ক্ষাচার', দশভুক্ত শক্তিমান্বিগ্রহাহুগত্যা ও তদীয়তা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়া অষ্টৈত্তুক ভজন-সৌন্দর্য্য অগতে প্রচার করিয়াছেন। কেবলাদৈত্ব মায়াবাদ-মূলক নিত্য-ঈশ-সেবন-বর্জিত নীরস শুষ্ক নির্দিশেষজ্ঞান-বিরুদ্ধতা শৌক্যবিচারের পরিবর্তে বৃত্তবিচারার্থে বৈষ্ণবত্বের উপ-যোগিতা, ভক্তিশাস্ত্রের সর্বোত্তমতা কর্মজ্ঞানাবৃত বিদ্ব-

জয় ত্রীজগদানন্দ-প্রিয়-অভিনয় ।

জয় বক্রেশ্বর-কাশীশরের ক্ষদয় ॥ ৬ ॥

জয়জয় ত্রীবাসাদি-প্রিয়বর্গ-নাথ ।

জীব-প্রতি কর' প্রভু, শুভ-দৃষ্টিপাত ॥ ৭ ॥

গৌরের কৃষ্ণকীর্তন-লীলায় ক মধ্যখণ্ড-কথা-শ্রবণে

জীবের অজ্ঞানতমো-নাশ—

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড ।

যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাশ ॥ ৮ ॥

কৃষ্ণকীর্তন-লীলায় ক মধ্যখণ্ড-কথা-শ্রবণার্থ

পাঠককে অমুরোধ—

মধ্যখণ্ড-কথা ভাই, শুন একচিন্তে ।

সকীর্তন আরম্ভ হইল যেনমতে ॥ ৯ ॥

পরা হইতে প্রভুর প্রত্যাগমন, সকলের হর্ষ ও

কুশল-সন্তোষ—

গয়া করি' আইলেন ত্রীগৌরসুন্দর ।

পরিপূর্ণ ধনি হৈল নদীয়া-নগর ॥ ১০ ॥

গৌর-দর্শনে সর্গনবদীপের উল্লাস ও সকলের প্রতি

হর্ষ-সন্তোষ ও স্বীয় তীর্থযাত্রা-বর্ণন—

পাইলেন যত সব আগুবর্গ আছে ।

কেহ আগে, কেহ মাঝে, কেহ অতি পাছে ॥ ১১ ॥

যথাযোগ্য কৈলা প্রভু সবারে সন্তোষ ।

বিশ্বস্তরে দেখি' সবে হইলা উল্লাস ॥ ১২ ॥

আগুবাড়ি' সবে আনিলেন নিজ-ঘরে ।

তীর্থ-কথা সবারে কহেন বিশ্বস্তরে ॥ ১৩ ॥

পঞ্চোপাসনা-পরিবর্জন প্রভৃতি অনেকগুলি বৈশিষ্ট্য—যাহা মধ্যযুগীয় আচার্য্যগণের প্রচার্য্যবিষয়ের মধ্যে নিস্তারিত হয় নাই, সেইগুলি গোড়ীয়-বৈষ্ণবের বিচার-প্রণালীর মধ্যে লক্ষিত হয়। কিন্তু গভীর ছুঃখের বিষয় এই যে, শুদ্ধভক্তি-বিরোধিগণের দস্ত ও মাৎসর্য্য শুদ্ধবৈষ্ণবচারকে নূনাত্মিক বাধা দিয়াছে।

বৈষ্ণব-সম্রাট শ্রীল জগদ্বাণ দাস ও তদনুগ শ্রীশ্রীমহাক্তি-বিনোদঠাকুর মহাশয় গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজে প্রবিষ্ট বহু কষারশাশি সর্ব্বতোভাবে বিদূরিত করিয়াছেন। সুতরাং বর্তমানযুগে এই শুদ্ধ-বৈষ্ণবরাজগণ ও তাঁহাদের নিকট, প্রিয় অমুগগণকেই বিশ্বস্তরপ্রিয় বৈষ্ণব-সমাজ বলা যাইতে পারে। ইহাদের প্রতিকূল-চেষ্টাপরায়ণ প্রতীপগণ—গোড়ীয়-বৈষ্ণব-সমাজের অশেষ অমঙ্গল-সাধনকারী অর্থাৎ তাহারাই—ত্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়-বিরোধী অপ্রিয় ॥ ৩ ॥

ধর্ম্মসেতু—লৌকিক বা আর্থিক-ধর্ম্ম ও অলৌকিক বা পারমাণ্বিক-ধর্ম্ম, এই উভয়ের মধ্যে বৃহৎ অবকাশ বিদ্যমান। তজ্জন্ম ভগবান্ গৌরসুন্দর জগদগুরু শীর্ষস্থানের আসন গ্রহণ করিয়া লৌকিক-ধার্ম্মিকগণকে লোকান্তর বৈকুণ্ঠ-ধর্ম্মে লইয়া যাইবার সেত্বরূপ হইয়াছেন। কেবলানৈতবাদীর সহিত ভক্ত-সম্প্রদায়ের যে মতভেদ, তাহার মীমাংসকরূপে আমরা গৌরসুন্দরকে 'অচিন্ত্যভেদভেদ'-বিচারের মূল-মহাপুরুষ বলিয়া লক্ষ্য করি। গৌরহরি আত্মধর্ম্ম-বিরোধী,

মনঃকল্পিত নীতি-রহিত কোন কথা অংলগ্ন করিয়া ধর্ম্ম-রাজ্যে প্রবেশ করিবার ব্যবস্থা করেন নাই। অধর্ম্ম-সেতুর অবলম্বন দ্বারা যে প্রাকৃত-সহজিয়া-মতবাদ ও জড়েশ্বর-তর্পণাভিলাষ 'ধর্ম্মের' নামে সমাজে অবাধে চলিতেছে, তাহা 'মাটিয়া', মুগ্ধ বা ভৌম অর্থাৎ পাখিব বাহ্যজ্ঞানে মস্পৃষ্ট। সনাতন ধর্ম্মসেতু ভগবান্ গৌরহরি লৌকিক-বিচার পার হইয়া কি-প্রকারে অধোক্ষজ সেবার পৌছিতে হয়, তাহার সেতুরূপ হরিসকীর্তন প্রচার করিয়াছেন।

মহাধীর,—গৌরসুন্দর তর্কপথ আবাহন করেন নাই, পরন্তু তিনি শ্রোতপথের পুনঃপ্রবর্তক। তিনি কর্ম্মিগণের জ্ঞান জড়েশ্বরতর্পণপন চঞ্চল মনোবর্ধ প্রদর্শন বা প্রচার করেন নাই অর্থাৎ স্বর্গ-সুখাদি নম্বর জড়ীয় অনিত্য জাগতিক অভ্যাস-সাধাদির সম্বন্ধে কখনও কাহাকেও কোন প্রকার উপদেশ দেন নাই। হিহ্বা, উদর ও উপস্থ-জ্বরের নামই 'ধৃতি' বা ত্রিদণ্ড-ধারণ। তাদৃশ কাষমনোবাক্যবেগ-ধারণরূপ ধৃতি-বর্জিত চঞ্চল-ধর্ম্মা মানব অপ্রাকৃত হরিভক্তির কথা কিছুই বুঝিতে না পারিয়া প্রাকৃত বিচার বা বুদ্ধির সাহায্যে যেরূপ নানাবিধ কৃতর্কের আবাহন করেন, সেইরূপ কৃতর্কের প্রশংসা না দেওয়ার গৌরসুন্দর—নীচ ত্রিদণ্ডিগণের আরাধ্য মহাধীর। আবার গৃহব্রত বা গৃহমেধি-সম্প্রদায় ও সুনীতি-বিগর্হিত গৌরনাগরী-সম্প্রদায় দোরাঅ্য-বশে গৌর-সুন্দরকে অসংযত, গৃহাসক্ত ও নাগর-রূপে বিচার করিলে

সকলকে প্রভুর সবিনয়ে নিজ প্রত্যাগমন-কথন—
প্রভু বলে, - “তোমা সবাকার আশীর্বাদে ।
গয়া-ভূমি দেখিয়া আইনু নির্ঝিরোদে” ॥ ১৪ ॥

সকলের সন্তোষ ও আশীর্বাদ-জ্ঞাপন—

পরম-সুন্দর হই প্রভু কথা কয় ।
সবে তুষ্ট হৈলা দেখি’ প্রভুর বিনয় ॥ ১৫ ॥
শিরে হস্ত দিয়া কেহ ‘চিরজীবী’ করে ।
সর্ব্ব-অঙ্গে হস্ত দিয়া কেহ মন্ত্র পড়ে ॥ ১৬ ॥
কেহ বক্ষে হস্ত দিয়া করে আশীর্বাদ ।
“গোবিন্দ শীতলানন্দ করুন প্রসাদ ॥” ১৭ ॥

প্রভু-দর্শনে মাতার ও শ্বশুরকুলের মহানন্দ—

হইলা আনন্দময়ী শচী ভাগ্যবতী ।
পুত্র দেখি’ হরিশে না জানে আছে কতি ॥ ১৮ ॥
লক্ষ্মীর জনক-কুলে আনন্দ উঠিল ।
পতিমুখ দেখিয়া লক্ষ্মীর দুঃখ গেল ॥ ১৯ ॥
সকল-বৈষ্ণবগণ হরিশ হইলা ।
দেখিতেও সেইক্ষণে কেহ কেহ গেলা ॥ ২০ ॥

যথায়োগ্য সম্ভাষণান্তে সকলকে বিদায়-দান—

সবাকারে করি’ প্রভু বিনয়-সম্ভাষ ।
বিদায় দিলেন সবে, গেলা নিজবাস ॥ ২১ ॥
নির্জনে কতিপয় অন্তঃস্থ ভক্তসমীপে গয়াদাম-রহস্ত বর্ণন—
বিষ্ণুভক্ত গুটি-ছুই-চারি-জন লইয়া ।
রহঃকথা কহিবারে বসিলেন গিয়া ॥ ২২ ॥

তিনি তাহাদের অভীষ্ট মনঃকল্পিত বিষয় হইতে বহুদূরে
অবস্থান করেন বলিয়াও ‘মহাদীর’ ।

সঙ্গীর্জনময়,—গৌরসুন্দর স্বয়ং ভগবান কৃষ্ণরূপ হইয়াও
বিপ্রশস্ত্ররূপে সর্গক্ষণ কৃষ্ণনামকীর্তনবিগ্রহরূপে মহাভাগবত-
লীলায় গৌরলীলা প্রকট করিয়াছেন এবং একমাত্র নাম-
কীর্তন-বজ্রেই তিনি আরাধ্য যুগ্ম শঙ্ক ও পরব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

আঙুবাড়ি’,—অগ্রবর্তী বা ১-২-৩-৪-৫-৬-৭-৮-৯-১০-১১-১২-১৩-১৪-১৫-১৬-১৭-১৮-১৯-২০-২১-২২-২৩-২৪-২৫-২৬-২৭-২৮-২৯-৩০-৩১-৩২-৩৩-৩৪-৩৫-৩৬-৩৭-৩৮-৩৯-৪০-৪১-৪২-৪৩-৪৪-৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-৪৯-৫০-৫১-৫২-৫৩-৫৪-৫৫-৫৬-৫৭-৫৮-৫৯-৬০-৬১-৬২-৬৩-৬৪-৬৫-৬৬-৬৭-৬৮-৬৯-৭০-৭১-৭২-৭৩-৭৪-৭৫-৭৬-৭৭-৭৮-৭৯-৮০-৮১-৮২-৮৩-৮৪-৮৫-৮৬-৮৭-৮৮-৮৯-৯০-৯১-৯২-৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭-৯৮-৯৯-১০০-১০১-১০২-১০৩-১০৪-১০৫-১০৬-১০৭-১০৮-১০৯-১১০-১১১-১১২-১১৩-১১৪-১১৫-১১৬-১১৭-১১৮-১১৯-১২০-১২১-১২২-১২৩-১২৪-১২৫-১২৬-১২৭-১২৮-১২৯-১৩০-১৩১-১৩২-১৩৩-১৩৪-১৩৫-১৩৬-১৩৭-১৩৮-১৩৯-১৪০-১৪১-১৪২-১৪৩-১৪৪-১৪৫-১৪৬-১৪৭-১৪৮-১৪৯-১৫০-১৫১-১৫২-১৫৩-১৫৪-১৫৫-১৫৬-১৫৭-১৫৮-১৫৯-১৬০-১৬১-১৬২-১৬৩-১৬৪-১৬৫-১৬৬-১৬৭-১৬৮-১৬৯-১৭০-১৭১-১৭২-১৭৩-১৭৪-১৭৫-১৭৬-১৭৭-১৭৮-১৭৯-১৮০-১৮১-১৮২-১৮৩-১৮৪-১৮৫-১৮৬-১৮৭-১৮৮-১৮৯-১৯০-১৯১-১৯২-১৯৩-১৯৪-১৯৫-১৯৬-১৯৭-১৯৮-১৯৯-২০০-২০১-২০২-২০৩-২০৪-২০৫-২০৬-২০৭-২০৮-২০৯-২১০-২১১-২১২-২১৩-২১৪-২১৫-২১৬-২১৭-২১৮-২১৯-২২০-২২১-২২২-২২৩-২২৪-২২৫-২২৬-২২৭-২২৮-২২৯-২৩০-২৩১-২৩২-২৩৩-২৩৪-২৩৫-২৩৬-২৩৭-২৩৮-২৩৯-২৪০-২৪১-২৪২-২৪৩-২৪৪-২৪৫-২৪৬-২৪৭-২৪৮-২৪৯-২৫০-২৫১-২৫২-২৫৩-২৫৪-২৫৫-২৫৬-২৫৭-২৫৮-২৫৯-২৬০-২৬১-২৬২-২৬৩-২৬৪-২৬৫-২৬৬-২৬৭-২৬৮-২৬৯-২৭০-২৭১-২৭২-২৭৩-২৭৪-২৭৫-২৭৬-২৭৭-২৭৮-২৭৯-২৮০-২৮১-২৮২-২৮৩-২৮৪-২৮৫-২৮৬-২৮৭-২৮৮-২৮৯-২৯০-২৯১-২৯২-২৯৩-২৯৪-২৯৫-২৯৬-২৯৭-২৯৮-২৯৯-৩০০-৩০১-৩০২-৩০৩-৩০৪-৩০৫-৩০৬-৩০৭-৩০৮-৩০৯-৩১০-৩১১-৩১২-৩১৩-৩১৪-৩১৫-৩১৬-৩১৭-৩১৮-৩১৯-৩২০-৩২১-৩২২-৩২৩-৩২৪-৩২৫-৩২৬-৩২৭-৩২৮-৩২৯-৩৩০-৩৩১-৩৩২-৩৩৩-৩৩৪-৩৩৫-৩৩৬-৩৩৭-৩৩৮-৩৩৯-৩৪০-৩৪১-৩৪২-৩৪৩-৩৪৪-৩৪৫-৩৪৬-৩৪৭-৩৪৮-৩৪৯-৩৫০-৩৫১-৩৫২-৩৫৩-৩৫৪-৩৫৫-৩৫৬-৩৫৭-৩৫৮-৩৫৯-৩৬০-৩৬১-৩৬২-৩৬৩-৩৬৪-৩৬৫-৩৬৬-৩৬৭-৩৬৮-৩৬৯-৩৭০-৩৭১-৩৭২-৩৭৩-৩৭৪-৩৭৫-৩৭৬-৩৭৭-৩৭৮-৩৭৯-৩৮০-৩৮১-৩৮২-৩৮৩-৩৮৪-৩৮৫-৩৮৬-৩৮৭-৩৮৮-৩৮৯-৩৯০-৩৯১-৩৯২-৩৯৩-৩৯৪-৩৯৫-৩৯৬-৩৯৭-৩৯৮-৩৯৯-৪০০-৪০১-৪০২-৪০৩-৪০৪-৪০৫-৪০৬-৪০৭-৪০৮-৪০৯-৪১০-৪১১-৪১২-৪১৩-৪১৪-৪১৫-৪১৬-৪১৭-৪১৮-৪১৯-৪২০-৪২১-৪২২-৪২৩-৪২৪-৪২৫-৪২৬-৪২৭-৪২৮-৪২৯-৪৩০-৪৩১-৪৩২-৪৩৩-৪৩৪-৪৩৫-৪৩৬-৪৩৭-৪৩৮-৪৩৯-৪৪০-৪৪১-৪৪২-৪৪৩-৪৪৪-৪৪৫-৪৪৬-৪৪৭-৪৪৮-৪৪৯-৪৫০-৪৫১-৪৫২-৪৫৩-৪৫৪-৪৫৫-৪৫৬-৪৫৭-৪৫৮-৪৫৯-৪৬০-৪৬১-৪৬২-৪৬৩-৪৬৪-৪৬৫-৪৬৬-৪৬৭-৪৬৮-৪৬৯-৪৭০-৪৭১-৪৭২-৪৭৩-৪৭৪-৪৭৫-৪৭৬-৪৭৭-৪৭৮-৪৭৯-৪৮০-৪৮১-৪৮২-৪৮৩-৪৮৪-৪৮৫-৪৮৬-৪৮৭-৪৮৮-৪৮৯-৪৯০-৪৯১-৪৯২-৪৯৩-৪৯৪-৪৯৫-৪৯৬-৪৯৭-৪৯৮-৪৯৯-৫০০-৫০১-৫০২-৫০৩-৫০৪-৫০৫-৫০৬-৫০৭-৫০৮-৫০৯-৫১০-৫১১-৫১২-৫১৩-৫১৪-৫১৫-৫১৬-৫১৭-৫১৮-৫১৯-৫২০-৫২১-৫২২-৫২৩-৫২৪-৫২৫-৫২৬-৫২৭-৫২৮-৫২৯-৫৩০-৫৩১-৫৩২-৫৩৩-৫৩৪-৫৩৫-৫৩৬-৫৩৭-৫৩৮-৫৩৯-৫৪০-৫৪১-৫৪২-৫৪৩-৫৪৪-৫৪৫-৫৪৬-৫৪৭-৫৪৮-৫৪৯-৫৫০-৫৫১-৫৫২-৫৫৩-৫৫৪-৫৫৫-৫৫৬-৫৫৭-৫৫৮-৫৫৯-৫৬০-৫৬১-৫৬২-৫৬৩-৫৬৪-৫৬৫-৫৬৬-৫৬৭-৫৬৮-৫৬৯-৫৭০-৫৭১-৫৭২-৫৭৩-৫৭৪-৫৭৫-৫৭৬-৫৭৭-৫৭৮-৫৭৯-৫৮০-৫৮১-৫৮২-৫৮৩-৫৮৪-৫৮৫-৫৮৬-৫৮৭-৫৮৮-৫৮৯-৫৯০-৫৯১-৫৯২-৫৯৩-৫৯৪-৫৯৫-৫৯৬-৫৯৭-৫৯৮-৫৯৯-৬০০-৬০১-৬০২-৬০৩-৬০৪-৬০৫-৬০৬-৬০৭-৬০৮-৬০৯-৬১০-৬১১-৬১২-৬১৩-৬১৪-৬১৫-৬১৬-৬১৭-৬১৮-৬১৯-৬২০-৬২১-৬২২-৬২৩-৬২৪-৬২৫-৬২৬-৬২৭-৬২৮-৬২৯-৬৩০-৬৩১-৬৩২-৬৩৩-৬৩৪-৬৩৫-৬৩৬-৬৩৭-৬৩৮-৬৩৯-৬৪০-৬৪১-৬৪২-৬৪৩-৬৪৪-৬৪৫-৬৪৬-৬৪৭-৬৪৮-৬৪৯-৬৫০-৬৫১-৬৫২-৬৫৩-৬৫৪-৬৫৫-৬৫৬-৬৫৭-৬৫৮-৬৫৯-৬৬০-৬৬১-৬৬২-৬৬৩-৬৬৪-৬৬৫-৬৬৬-৬৬৭-৬৬৮-৬৬৯-৬৭০-৬৭১-৬৭২-৬৭৩-৬৭৪-৬৭৫-৬৭৬-৬৭৭-৬৭৮-৬৭৯-৬৮০-৬৮১-৬৮২-৬৮৩-৬৮৪-৬৮৫-৬৮৬-৬৮৭-৬৮৮-৬৮৯-৬৯০-৬৯১-৬৯২-৬৯৩-৬৯৪-৬৯৫-৬৯৬-৬৯৭-৬৯৮-৬৯৯-৭০০-৭০১-৭০২-৭০৩-৭০৪-৭০৫-৭০৬-৭০৭-৭০৮-৭০৯-৭১০-৭১১-৭১২-৭১৩-৭১৪-৭১৫-৭১৬-৭১৭-৭১৮-৭১৯-৭২০-৭২১-৭২২-৭২৩-৭২৪-৭২৫-৭২৬-৭২৭-৭২৮-৭২৯-৭৩০-৭৩১-৭৩২-৭৩৩-৭৩৪-৭৩৫-৭৩৬-৭৩৭-৭৩৮-৭৩৯-৭৪০-৭৪১-৭৪২-৭৪৩-৭৪৪-৭৪৫-৭৪৬-৭৪৭-৭৪৮-৭৪৯-৭৫০-৭৫১-৭৫২-৭৫৩-৭৫৪-৭৫৫-৭৫৬-৭৫৭-৭৫৮-৭৫৯-৭৬০-৭৬১-৭৬২-৭৬৩-৭৬৪-৭৬৫-৭৬৬-৭৬৭-৭৬৮-৭৬৯-৭৭০-৭৭১-৭৭২-৭৭৩-৭৭৪-৭৭৫-৭৭৬-৭৭৭-৭৭৮-৭৭৯-৭৮০-৭৮১-৭৮২-৭৮৩-৭৮৪-৭৮৫-৭৮৬-৭৮৭-৭৮৮-৭৮৯-৭৯০-৭৯১-৭৯২-৭৯৩-৭৯৪-৭৯৫-৭৯৬-৭৯৭-৭৯৮-৭৯৯-৮০০-৮০১-৮০২-৮০৩-৮০৪-৮০৫-৮০৬-৮০৭-৮০৮-৮০৯-৮১০-৮১১-৮১২-৮১৩-৮১৪-৮১৫-৮১৬-৮১৭-৮১৮-৮১৯-৮২০-৮২১-৮২২-৮২৩-৮২৪-৮২৫-৮২৬-৮২৭-৮২৮-৮২৯-৮৩০-৮৩১-৮৩২-৮৩৩-৮৩৪-৮৩৫-৮৩৬-৮৩৭-৮৩৮-৮৩৯-৮৪০-৮৪১-৮৪২-৮৪৩-৮৪৪-৮৪৫-৮৪৬-৮৪৭-৮৪৮-৮৪৯-৮৫০-৮৫১-৮৫২-৮৫৩-৮৫৪-৮৫৫-৮৫৬-৮৫৭-৮৫৮-৮৫৯-৮৬০-৮৬১-৮৬২-৮৬৩-৮৬৪-৮৬৫-৮৬৬-৮৬৭-৮৬৮-৮৬৯-৮৭০-৮৭১-৮৭২-৮৭৩-৮৭৪-৮৭৫-৮৭৬-৮৭৭-৮৭৮-৮৭৯-৮৮০-৮৮১-৮৮২-৮৮৩-৮৮৪-৮৮৫-৮৮৬-৮৮৭-৮৮৮-৮৮৯-৮৯০-৮৯১-৮৯২-৮৯৩-৮৯৪-৮৯৫-৮৯৬-৮৯৭-৮৯৮-৮৯৯-৯০০-৯০১-৯০২-৯০৩-৯০৪-৯০৫-৯০৬-৯০৭-৯০৮-৯০৯-৯১০-৯১১-৯১২-৯১৩-৯১৪-৯১৫-৯১৬-৯১৭-৯১৮-৯১৯-৯২০-৯২১-৯২২-৯২৩-৯২৪-৯২৫-৯২৬-৯২৭-৯২৮-৯২৯-৯৩০-৯৩১-৯৩২-৯৩৩-৯৩৪-৯৩৫-৯৩৬-৯৩৭-৯৩৮-৯৩৯-৯৪০-৯৪১-৯৪২-৯৪৩-৯৪৪-৯৪৫-৯৪৬-৯৪৭-৯৪৮-৯৪৯-৯৫০-৯৫১-৯৫২-৯৫৩-৯৫৪-৯৫৫-৯৫৬-৯৫৭-৯৫৮-৯৫৯-৯৬০-৯৬১-৯৬২-৯৬৩-৯৬৪-৯৬৫-৯৬৬-৯৬৭-৯৬৮-৯৬৯-৯৭০-৯৭১-৯৭২-৯৭৩-৯৭৪-৯৭৫-৯৭৬-৯৭৭-৯৭৮-৯৭৯-৯৮০-৯৮১-৯৮২-৯৮৩-৯৮৪-৯৮৫-৯৮৬-৯৮৭-৯৮৮-৯৮৯-৯৯০-৯৯১-৯৯২-৯৯৩-৯৯৪-৯৯৫-৯৯৬-৯৯৭-৯৯৮-৯৯৯-১০০০

গুটি,—অল্প-সংখ্যক । অগতে ছই প্রকার লোক আছেন ।
তাহাদের মধ্যে অনেকেই মায়ায় প্রভুর সজ্জার বিষয় ভোগ
করিতে গিয়া বিষ্ণু-সেবায় উদ্যতীন হন; আর অত্যল্প-

প্রভু বলে,—“বন্ধু-সব শুন, কহি কথা ।
কৃষ্ণের অপূর্ব্ব যে দেখিছুঁ যথা যথা ॥ ২৩ ॥
গয়ার ভিতর মাত্র হইলাও প্রবেশ ।
প্রথমেই শুনিলাও মঙ্গল বিশেষ ॥ ২৪ ॥
সহস্র-সহস্র বিপ্র পড়ে বেদধ্বনি ।
‘দেখ দেখ বিষ্ণুপাদোদক-তীর্থ-খানি ॥’ ২৫ ॥

গৌর-কৃষ্ণের দেবদুর্লভ পাদতীর্থ-পুত তীর্থস্থান—

পূর্ব্ব কৃষ্ণ যবে কৈলা গয়া-আগমন ।
সেইস্থানে রহি’ প্রভু হইলা চরণ ॥ ২৬ ॥
যাঁর পাদোদক লাগি’ গজার মহত্ব ।
শিরে ধরি’ শিব জানে পাদোদক-তত্ত্ব ॥ ২৭ ॥
সে চরণ-উদক-প্রভাবে সেই স্থান ।
অগতে হইল ‘পাদোদক-তীর্থ’ নাম ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণপাদতীর্থ-স্মরণে প্রভুর অপূর্ব্ব প্রেমবিকার-

প্রকাশ-বর্ণন—

পাদপদ্ম তীর্থের লইতে প্রভু নাম ।
অকরে বরয়ে ছই কমল-নয়ান ॥ ২৯ ॥
শেষে প্রভু হইলেন বড় অসম্বর ।
‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥ ৩০ ॥
ভরিল পুষ্পের বন মহা-প্রেম-জলে ।
মহা-শ্বাস ছাড়ি’ প্রভু ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে ॥ ৩১ ॥
পুলকে পুর্ণিত হৈল সর্ব্ব-কলেবর ।
স্থির নহে প্রভু কম্পভরে থরথর ॥ ৩২ ॥

সংখ্যক লোকই ভগবৎসেবা-তৎপর । শেষোক্ত-শ্রেণীর
ব্যক্তিই ‘বৈষ্ণব’ বা ‘বিষ্ণুভক্ত’ বলিয়া প্রথিত । তাদৃশ
ছই চারিজন বৈষ্ণবের নিকটই শ্রীগৌরসুন্দর নির্জনে হরি-
কথা বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ২২ ॥

তথ্য । (ভাঃ ১।১৮।২১) “অথাপি স্বপ্নপানপানস্বষ্টং অগ-
ধিরিষ্ণোপদ্বতীর্গাভঃ । সেশং পুনাত্যততমো মুকুন্দাৎ
কো নাম লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥”

অর্থাৎ বাহ্যর ত্রীপদমগ্ন হইতে নিঃসৃত হইয়াও ত্রীগণা
ব্রহ্ম-কর্তৃক অর্ঘ্যোদকরূপে সমর্পিত হইয়া মহাদেবের সহিত
সমস্ত অগৎ পবিত্র করিতেছেন, ইহঃগতে সেই মুকুন্দ ভিন্ন
অন্ত কে আছেন,—বিনি ভগবৎ-শব্দবাচ্য হইতে পারেন ?

শ্রীমান্পণ্ডিতাদি ভক্তগণের প্রভুর অপূর্ণ প্রেম-বিকার-দর্শন—

শ্রীমান্পণ্ডিত-আদি যত ভক্তগণ।

দেখেন অপূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন ॥ ৩৩ ॥

প্রভুর প্রেমাপ্রদারার সহিত গঙ্গার উপমা—

চতুর্দিকে নয়নে বহয়ে প্রেমধার।

গলা যেন আসিয়া করিলা অবতার ॥ ৩৪ ॥

তদর্শনে ভক্তগণের বিষয়, প্রভুর প্রতি কৃষ্ণপ্রসাদাশ্রয়ান—

মনে মনে সবেই চিন্তেন চমৎকার।

“এমত ইহানে কতু নাহি দেখি আর ॥ ৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল ইহানে।

কি বৈভব পথে বা হইল দরশনে ॥” ৩৬ ॥

প্রভুর বাহ্যদশা-লাভ ও আলাপ—

বাহ্য-দৃষ্টি প্রভুর হইল কতক্ষণে।

শেষে প্রভু সম্ভাষা করিলা সবা’ সনে ॥ ৩৭ ॥

প্রভু কহে,—“বন্ধু সব, আজি ঘরে যাই।

কালি যথা বলি’ তথা আসিবারে চাহ ॥ ৩৮ ॥

তোমা’ সবা’ সহিত নিভৃত এক স্থানে।

মোর চুঃখ সকল করিব নিবেদনে ॥ ৩৯ ॥

পরদিন ছই জনকে শুক্লাশ্বর-গৃহে আগমনার্থ অমুরোধ—

কালি সবে শুক্লাশ্বর-ব্রহ্মচারি-ঘরে।

তুমি আর সদাশিব আসিহ সত্বরে ॥” ৪০ ॥

সকলকে বিদায়-দান—

সম্ভাষ করিয়া সবে করিলা বিদায়।

যথা-কার্য্যে রহিলেন বিশ্বম্ভর-রায় ॥ ৪১ ॥

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমাবেশ ও কৃষ্ণোত্তর বিষয়ে বৈরাগ্য—

নিরবধি কৃষ্ণাবেশ প্রভুর শরীরে।

মহা-বিরক্তের প্রায় ব্যবহার করে ॥ ৪২ ॥

পুস্তবৎসলা শচীর পুস্ত্রের প্রেমবিকার-দর্শন—

বুঝিতে না পারে আই পুস্ত্রের চরিত।

তথাপিহ পুস্ত্র দেখি’ মহা-আনন্দিত ॥ ৪৩ ॥

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি’ প্রভু করয়ে ক্রন্দন।

আই দেখে, - অশ্রুজলে ভরিল অঙ্গন ॥ ৪৪ ॥

“কেহু কৃষ্ণ, কোথা কৃষ্ণ,”—বলয়ে ঠাকুর।

বলিতে বলিতে প্রেম বাড়য়ে প্রচুর ॥ ৪৫ ॥

পুস্ত্রের দশা-দর্শনে শচীর কিংকর্তব্যবিমূঢ়াবস্থা—

কিছু নাহি বুঝে আই কোন্ বা কারণ।

করষোড়ে গেলা আই গোবিন্দ-শরণ ॥ ৪৬ ॥

হরিনামপ্রেম-প্রকাশরূপ নিজ-অবতার-কারণ-রহস্ত—

প্রকটনারত্ত—

আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন প্রকাশ।

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডময় হইল উল্লাস ॥ ৪৭ ॥

প্রভু-দর্শনার্থ ভক্তগণের আগমন—

‘প্রেম-বৃষ্টি করিতে প্রভুর শুভারম্ভ।’

ধনি শুনি’ যায় যথা ভাগবতবৃন্দ ॥ ৪৮ ॥

যে-সব বৈষ্ণব গেলা প্রভু-দরশনে।

সম্ভাষা করিলা প্রভু তাঁ’ সবার সনে ॥ ৪৯ ॥

শুক্লাশ্বর-গৃহে সকলকে আগমনার্থ অমুরোধ—

“কালি শুক্লাশ্বর-ঘরে মিলিবা আসিয়া।

মোর চুঃখ নিবেদিয় নিভৃতে বসিয়া ॥” ৫০ ॥

প্রভুর অপূর্ণ প্রেম দর্শনে শ্রীমান্পণ্ডিতের হর্ষ—

হরিশে পূর্ণিত হৈলা শ্রীমান্পণ্ডিত।

দেখিয়া অক্লুত প্রেম মহা-হরষিত ॥ ৫১ ॥

পরদিন প্রত্যবে ভক্তগণের শ্রীবাস-গৃহে পুষ্প-চয়নার্থ

সম্মেলন—

যথা-কৃত্য করি’ উষঃ-কালে সাজি লইয়া।

চলিলা তুলিতে পুষ্প হরষিত হৈয়া ॥ ৫২ ॥

এক কুন্দ-গাছ আছে শ্রীবাস-মন্দিরে।

কুন্দরূপে কিবা কল্লভরূপ অবতরে ! ৫৩ ॥

যতেক বৈষ্ণব তোলে, তুলিতে না পারে।

অক্ষয় অব্যয় পুষ্প সর্বক্ষণ ধরে ॥ ৫৪ ॥

(ভাঃ ৩২৮।২২—) “যচ্ছোচনিঃসৃতসরিং প্রবরোদকেন তীর্থেন নৃদ্ধুঃসিক্তেন শিবঃ শিবোহভূৎ । ধাতুর্ধনঃশবল-শৈলিন্দ্রবজ্রং ধ্যায়ৈচ্চিরং ভগবতশ্চরণাঃবিন্দম্ ॥”

অর্থাৎ ‘বাহার শ্রীগাদ-প্রকাশন-নিঃসৃত সরিৎশ্রেষ্ঠা

গঙ্গার সংসারতারণ-জল নিজ-শিরে ধারণ করিয়া শ্রীশিবও শিবস্বরূপ অর্থাৎ মঙ্গলময় বা অত্যধিক সুখ প্রাপ্ত হইয়াছেন, বজ্রনিক্ষেপকণে পরিত-বিদ্যারণের জ্ঞায় সেই শ্রীচরণ-ধ্যানকারীর মনের যাবতীয় কপট-কণ্ঠ-কবার-কিছিরাপি

উষঃকালে উঠিয়া সকল ভক্তগণ ।
 পুষ্প তুলিবারে আসি' হইলা মিলন ॥ ৫৫ ॥
 সবেই ভোলেন পুষ্প কৃষ্ণকথা-রসে ।
 গদাধর, গোপীনাথ, রামাঞ্জি, শ্রীবাসে ॥ ৫৬ ॥
 শ্রীমান্‌পণ্ডিতের তথায় সহাস্তে আগমন—
 হেনই সময়ে আসি' শ্রীমান্‌পণ্ডিত ।
 হাসিতে হাসিতে আসি' হইলা বিদিত ॥ ৫৭ ॥
 শ্রীমান্‌পণ্ডিতের প্রতি ভক্তগণের হাসির কারণ-জিজ্ঞাসা—
 সবেই বলেন,—“আজি বড় দেখি হাস্য ?”
 শ্রীমান্‌ কহেন,—“আছে কারণ অবশ্য ॥” ৫৮ ॥
 “কহ দেখি”—বলিলেন ভাগবতগণ ।
 শ্রীমান্‌পণ্ডিত বলে,—“শুনহ কারণ ॥ ৫৯ ॥
 ভক্তগণকে শ্রীমান্‌পণ্ডিতের পূর্বদিবসীয় প্রভু-প্রেম-
 বিকার-চেষ্টা-বর্ণন—
 পরম-অচুত কথা, মহা-অসম্ভব ।
 ‘নিমাইপণ্ডিত হৈলা পরমবৈষ্ণব ॥’ ৬০ ॥
 গয়া হৈতে আইলেন সকল কুশলে ।
 শুনি' আমি সম্ভাষিতে গেলাও বিকালে ॥ ৬১ ॥
 পরম-বিরক্ত-রূপ সকল সম্ভাষ ।
 তিলার্কে ভক্তত্বের নাহিক প্রকাশ ॥ ৬২ ॥
 নিমুড়ে কহিতে লাগিলেন কৃষ্ণকথা ।
 যে যে স্থানে দেখিলেন যে অপূর্ব যথা ॥ ৬৩ ॥

বিশ্বাসিত হয় ; অতএব সেই ভগবানের পাদপদ্ম সর্বদাই
 দ্যান করিবে ॥’ ২৭-২৮ ॥

অসম্বদ,—সম্বরণে অর্থাৎ ধৈর্য্য-ধারণে, আত্ম-সংযমনে
 আত্ম-সম্বোধনে অসমর্থ ; ‘অসামান্য’ ॥ ৩০ ॥

তোমাণের সকলকে লইয়া এক বহিরঙ্গজন-হীন স্থানে
 আমার কৃষ্ণ-বিরহ-হঃখের কথা বলিব । বহিরঙ্গ-লোক-
 গোষ্ঠীর মধ্যে কেহই আমার কৃষ্ণ-বিরহ-লঃখের কথা বুঝিবেন
 না, এই জন্তই আমি তোমাণের দ্বারা অস্তিত্ব-ভক্তের নিকট
 আমার কৃষ্ণ-বিরহাৰ্ত্ত হৃদয়ের গুণধার উদ্ঘাটন করিয়া
 কৃষ্ণ-বিরহ-বেদনা জানাইব ॥ ৩১ ॥

এস্থলে ‘তুমি’-শব্দ একবচনান্তরূপে গৃহীত হইলে শ্রীমান্‌-
 পণ্ডিতকেই বুঝাইবে (পরবর্তী ৭১ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ৪০ ॥

পাদপদ্ম-ভীর্ষের লইতে মাত্র মাম ।
 নয়নের জলে সব পূর্ণ হৈল স্থান ॥ ৬৪ ॥
 সর্ব-অঙ্গ মহা-কম্প-পুলকে পূর্ণিত ।
 ‘হা কৃষ্ণ !’ বলিয়া মাত্র পড়িলা ভূমিত ॥ ৬৫ ॥
 সর্ব-অঙ্গে দাতু নাহি, হইলা মুচ্ছিত ।
 কতক্ষণে বাহ্য-দৃষ্টি হৈলা চমকিত ॥ ৬৬ ॥
 শেষে যে বলিয়া ‘কৃষ্ণ’ কান্দিতে লাগিলা ।
 হেন বুলি,—গঙ্গা-দেবী আসিয়া মিলিলা ॥ ৬৭ ॥
 প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে তাঁহাকে অলৌকিক ও
 অতিমর্গ্য-জ্ঞান—
 যে ভক্তি দেখিলু' আমি তাহান নয়নে ।
 তাহানে মমুস্ত-বুদ্ধি নাহি আর মনে ॥ ৬৮ ॥
 সকলকে প্রভুর অমরোঘ-জ্ঞাপন—
 সবে এই কথা কহিলেন বাহ্য হৈলে ।
 ‘শুক্লাম্বর-ঘরে কালি মিলিবা সকালে ॥ ৬৯ ॥
 তুমি আর সদাশিব পণ্ডিত-মুরারি ।
 তোমা' সবা' স্থানে দুঃখ করিব গোহারি ॥’ ৭০ ॥
 পরম মজল এই কহিলাও কথা ।
 অবশ্য কারণ ইথে আছে সর্বথা ॥’ ৭১ ॥
 প্রভুর অপূর্বতাব-শ্রবণে ভক্তগণের সহর্ষে হরিশ্রবণি—
 শ্রীমানের বচন শুনিয়া ভক্তগণে ।
 ‘হরি' বলি' মহাশ্রবণি করিলা তখনে ॥ ৭২ ॥

প্রভুর শ্রীবিগ্রহে সর্বক্ষণ অধিকৃতমহাভাবময়-কৃষ্ণ-প্রেমার
 অধিষ্ঠান লক্ষিত হইতে লাগিল । সুতরাং সর্বোত্তম ত্যাগী
 বিরক্ত সন্ন্যাসীর বিচার অবলম্বন করিয়া তিনি আশ্রয়-
 বিগ্রহের ভাবে বিভাবিত হইয়া আত্মোজ্জ্বল-স্বভোগ-বাহ্য
 বর্জনপূর্বক মুর্ত্ত শুদ্ধ-বৈরাগ্য-বিগ্রহরূপে এক তমাল-
 শ্রামকান্তি সর্বাধিক বস্তুর প্রেমাকর্ষণে অতিমাত্রায়
 ব্যস্ততা দেখাইতেছিলেন । এতৎপ্রসঙ্গে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও
 ভক্তির যুগপৎ অধিষ্ঠান সম্বন্ধে—(ভাঃ ১১১২৩২) ‘ভক্তিঃ
 পরেশানুভবো বিরক্তিরন্ত্য চৈব ত্রিক এককালঃ । প্রপঞ্চমানন্ত
 যথান্নতঃ স্যন্ততিঃ পুষ্টিঃ ক্লেশপাশোহমুদাসম্ ॥’ আলোচ্য ॥ ৪২ ॥

জীবের প্রতি করুণা-পরবশ হইয়া প্রভু পরম শুভ-মুহূর্ত্তে
 প্রেমবারি-বর্ষণ আরম্ভ করিলেন । এইকথা প্রচারিত

প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস উদার।

“গোত্র বাড়ান কৃষ্ণ আমা’ সবা’কার ॥” ৭৩ ॥

সজাতীয়শয়-সিদ্ধ কৃষ্ণভজনশীল গোষ্ঠীরুদ্ধি-বাহা-

তথা হি—

“গোত্রঃ নো বর্ধতাম্” ইতি ॥ ৭৪ ॥

আনন্দে করেন সবে কৃষ্ণ-সংকথন।

উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি পরমমোহন ॥ ৭৫ ॥

‘তথাস্ত’ ‘তথাস্ত’ বলে ভাগবতগণ।

‘সবেই ভজুক কৃষ্ণচন্দ্রের চরণ ॥’ ৭৬ ॥

পুষ্পচরনাশ্চে ভক্তগণের নিজগৃহে গমন—

হেনমতে পুষ্প তুলি’ ভাগবতগণ।

পূজা করিবারে সবে করিলা গমন ॥ ৭৭ ॥

শুক্লাশ্বর-গৃহে শ্রীমান্ পণ্ডিতের ও গদাধরাদির গমন—

শ্রীমান্ পণ্ডিত চলিলেন গঙ্গাতীরে।

শুক্লাশ্বর-ব্রহ্মচারী—তাহান মন্দিরে ॥ ৭৮ ॥

শুনিঞা এ-সব কথা প্রভু-গদাধর।

শুক্লাশ্বর-গৃহ-প্রতি চলিলা সহর ॥ ৭৯ ॥

“কি আখ্যান কৃষ্ণের কহেন শুনি গিয়া।”

থাকিলেন শুক্লাশ্বর-গৃহে লুকাইয়া ॥ ৮০ ॥

হইবা-মাত্র ভক্তগণ তাহা শ্রবণ করিয়া তৎক্ষণাৎ প্রভুর
নিকট আসিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৮১ ॥

যে নিমাইপণ্ডিত কিছুদিন পূর্বে মহা-তর্কিকচূড়ামণি
ছিলেন এবং বৈষ্ণবদিগকে ব্যঙ্গ-বিজ্ঞপাদি-দ্বারা উড়াইয়া
দিতেন, সেই নিমাইপণ্ডিতই এখন পরম-বৈষ্ণব হইয়াছেন ॥ ৮০ ॥

গোহারি,—(সংস্কৃত ‘গোচর’-শব্দ হইতে), বিহার ও উড়িষ্যা
দেশে ‘গোহারি’-শব্দে ‘কান্নাকাটা’ বুঝায়; জাপন, নিবেদন,
সহায়ত্বভিলাভোদ্দেশ্যে প্রতীকার বা স্থানিচার-প্রার্থনা ॥ ৭০ ॥

গোত্র,—অশ্বয়, বংশ, গোষ্ঠী ॥ ৭৩ ॥

অমুবাদ। আমাদের বংশ বা গোষ্ঠী বৃদ্ধি লাভ করুক ॥

তথ্য। স্মার্ত-শাস্ত্রে পিণ্ডদান-কালে আশীর্বাদ।

‘আ-ব্রহ্মসত্ত্ব সকলেই কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবা করিয়া আমাদের
গোত্র বৃদ্ধি করুক’—শ্রীবাসের মুখে এই কথা শুনিবামাত্র
সমবেত ভাগবতগণ সকলেই “তাহাই হউক, তাহাই হউক”
বলিয়া তাহা অমুমোদন করিলেন ॥ ৭৬ ॥

সদাশিব, মুরারি, শ্রীমান্, শুক্লাশ্বর।

মিলিলা সকল যত প্রেম-অমুচর ॥ ৮১ ॥

প্রভু ও তথায় আগমন, কৃষ্ণ ভক্তিসূচক-শ্লোকাবৃত্তি—

হেনই সময়ে বিশ্বস্তর স্বিজরাজ।

আসিয়া মিলিলা হেথা বৈষ্ণবসমাজ ॥ ৮২ ॥

পরম-আনন্দে সবে করেন সম্ভাষণ।

প্রভুর নাহিক বাহ্যদৃষ্টি-পরকাশ ॥ ৮৩ ॥

দেখিলেন মাত্র প্রভু ভাগবতগণ।

পড়িতে লাগিলা শ্লোক—ভক্তির লক্ষণ ॥ ৮৪ ॥

কৃষ্ণবিরহে প্রভুর তদস্বেষণ, মূর্ছা ও অগ্রপাত এবং

প্রেমাগ্নপ্লুত ভক্তগণকে কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা—

“পাইলু’, ঈশ্বর মোর কোন্ দিকে গেলা?”

এত বলি’ স্তম্ভ কোলে করিয়া পড়িলা ॥ ৮৫ ॥

ভাবিল গৃহের স্তম্ভ প্রভুর আবেশে।

“কোথা কৃষ্ণ,” বলিয়া পড়িলা মুক্ত-কেশে ॥ ৮৬ ॥

প্রভু পড়িলেন মাত্র ‘হা কৃষ্ণ’ বলিয়া।

ভক্তসব পড়িলেন চলিয়াচলিয়া ॥ ৮৭ ॥

গৃহের ভিতরে মূর্ছা। গেলা গদাধর।

কে বা কোন্ দিকে পড়ে, নাহি পরাপর ॥ ৮৮ ॥

কৃষ্ণপ্রেমবিহ্বল প্রভু শুক্লাশ্বর-গৃহে বৈষ্ণবগণকে উদ্দেশ্য-
ভাবে দেখিতে পাইয়াও “সর্গোপাধিবিনির্মুক্তং তৎপরশ্চেন
নির্মলম্। জঘীকেশ জঘীকেশ-সেবনং ভক্তিকৃতম্ ॥” এবং
“অশাভিলাষিতা-শৃংখ জ্ঞানকর্ম্মাণ্যনাবৃতম্। আত্মকূপ্যোন
কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিকৃতম্ ॥” প্রকৃতি শুদ্ধভক্তির লক্ষণ-সূচক
শ্লোক অথবা পরবর্তী ৮৬ সংখ্যার “পাইলু, ঈশ্বর মোর কোন্
দিকে গেলা?” এই বাক্যোদ্ভিষ্ট শ্রীমাদবেঙ্গপুত্রীপাদোচ্চারিত
“অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরাণাথ কদা বলোক্যসে। হৃদয়ং
হৃদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোমাহম্ ॥”
ইত্যাদি বিপ্রলম্বপ্রেমসূচক শ্লোকসমূহ পাঠ করিতে
লাগিলেন ॥ ৮৪ ॥

“হায়, আমি কৃষ্ণকে পাইয়াছিলাম”, কিন্তু এখন তিনি
আমাকে কেপিয়া! কোথায় পলাইয়া গেলেন?”—এরূপ
বলিতে বলিতে প্রভু কৃষ্ণপ্রেমাবেশে বলপূর্বক গৃহস্তম্ভকে
দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন ॥ ৮৫ ॥

সবে হৈলা কৃষ্ণপ্রেম-আনন্দে মুচ্ছিত ।
 হাসেন জাহ্নবী-দেবী হইয়া বিম্বিত ॥ ৮৯ ॥
 কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বস্তর ।
 ‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দিতে লাগিলা বহুতর ॥ ৯০ ॥
 “কৃষ্ণ রে, প্রভু রে, মোর কোন্ দিকে গেলা ?”
 এত বলি’ প্রভু পুনঃ ভূমিতে পড়িলা ॥ ৯১ ॥
 কৃষ্ণপ্রেমে কান্দে প্রভু শচীর নন্দন ।
 চতুর্দিকে বেড়ি’ কান্দে ভাগবতগণ ॥ ৯২ ॥
 আছাড়ের সমুচ্চয় নাহিক শ্রীঅঙ্গে ।
 না জানে ঠাকুর কিছু নিজ-প্রেম-রঞ্জে ॥ ৯৩ ॥
 উঠিল কীর্তন-রোল প্রেমের ক্রন্দন ।
 প্রেমময় হৈল শুক্রাশ্বরের ভবন ॥ ৯৪ ॥
 শ্বির হই’ ক্ষণেকে বসিলা বিশ্বস্তর ।
 তথাপি আনন্দধারা বহে নিরন্তর ॥ ৯৫ ॥
 প্রভু বলে,—“কোন্ জন গৃহের ভিতর ?”
 ব্রজচারী বলেন,—“তোমার গদাধর ॥” ৯৬ ॥
 ছোট-মাথা করিয়া কান্দেন গদাধর ।
 দেখিয়া সন্তোষ বড় প্রভু বিশ্বস্তর ॥ ৯৭ ॥
 প্রভু বলে,—“গদাধর, তুমি সে স্বকৃতি ।
 শিশু হৈতে কৃষ্ণেতে করিলা দৃঢ়-মতি ॥ ৯৮ ॥
 আমার সে হেন জন্ম গেল বৃথা-রসে ।
 পাইলু’ অমূল্য নিধি, গেল দৈব-দোষে ॥ ৯৯ ॥
 এত বলি’ ভূমিতে পড়িলা বিশ্বস্তর ।
 ধূল্য লোটায় সর্ব-সেব্য-কলেবর ॥ ১০০ ॥

পরাপর,—পর (অত্র) + অপর (নিজ), অ-ইতর-বুদ্ধি-
 ভেদ ॥ ৮৮ ॥

প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পুনঃ পুনঃ ভূপতিত
 হইতেছিলেন! তাহাতে শ্রীঅঙ্গে কোন ক্ষতচিহ্ন হয় নাই
 এবং প্রভুও অন্তর্দশায় বাহ্য-স্বপ্নঃখাদি আদৌ কিছুই
 অনুভব করেন নাই ॥ ৯৩ ॥

প্রভু শ্রীগদাধরকে বলিলেন,—হে গদাধর, বালাবধি
 কৃষ্ণসেবার উদ্ধৃৎ বলিয়া তুমিই মহা-সৌভাগ্যবান্ ; তোমার
 চার দৃঢ় কৃষ্ণসেবা-বুদ্ধি আমার ছিল না। আমি তর্কশাস্ত্র
 অধ্যয়নে এতদিন বৃথাই কাটাইয়াছি! আমার ভাগ্য-দোষে

প্রভুর কৃষ্ণবিরহাঙ্গিনন্দন, কদাচিত্ অর্দ্ধবাহ্যদশা—
 পুনঃ পুনঃ হয় বাহ্য, পুনঃ পুনঃ পড়ে ।
 দৈবে রক্ষা পায় নাক-মুখ সে-আছাড়ে ॥ ১০১ ॥
 মেলিতে না পারে দুই চক্ষু প্রেমজলে ।
 সবে এক ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ শ্রীবদনে বলে ॥ ১০২ ॥
 ধরিয়া সবার গলা কান্দে বিশ্বস্তর ।
 “কৃষ্ণ কোথা?—ভাই সব, বলহ সত্তর ॥” ১০৩ ॥
 প্রভুর দেখিয়া আর্তি কান্দে ভক্তগণ ।
 কারো মুখে আর কিছু না ক্ষুরে বচন ॥ ১০৪ ॥
 প্রভু বলে,—“মোর চুঃখ করহ শুন ।
 আনি’ দেহ’ মোরে নন্দগোপেন্দ্র-নন্দন ॥ ১০৫ ॥
 এত বলি’ শ্বাস ছাড়ি’ পুনঃ পুনঃ কান্দে ।
 লোটায় ভূমিতে কেশ, তাহা নাহি বান্ধে ॥ ১০৬ ॥
 অর্দ্ধবাহ্যদশা-সাতায়ে অতিকষ্টে ভক্তগণকে বিদায়-দান—
 এই সুখে সর্বদিন গেল ক্ষণপ্রায় ।
 কথঞ্চিৎ সবা’-প্রতি হইলা বিদায় ॥ ১০৭ ॥
 প্রভুর অপূর্ব প্রেমবিকার-দর্শনে ও শ্রবণে ভক্তগণের
 বিশ্বয় ও পরস্পর বিবিধ মতোক্তি—
 গদাধর, সদাশিব, শ্রীমান্-পণ্ডিত ।
 শুক্রাশ্বর-আদি সবে হইলা বিম্বিত ॥ ১০৮ ॥
 যে যে দেখিলেন প্রেম, সবেই অবাক্য ।
 অপূর্ব দেখিয়া কারো দেহে নাহি বাহ্য ॥ ১০৯ ॥
 বৈষ্ণবসমাজে সবে, আইলা হরিষে ।
 আনুপূর্বিক কহিলেন অশেষ-বিশেষে ॥ ১১০ ॥

অতিহর্ষ হারাধন কৃষ্ণকে পাইয়া ও তাহাতে আমি বঞ্চিত
 হইলাম ॥ ১০২ ॥

সর্বসেব্য-কণেবর,—শ্রীগৌরবিগ্রহ প্রাকৃত চতুর্দশভুবন
 এবং অপ্রাকৃত পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ-গৌলক-বৃন্দাবনের নিখিল
 আশ্রিতবর্গের সেবা বা উপাস্তবস্ত ॥ ১০০ ॥

কৃষ্ণ-বিরহ-জনিত অত্যধিক ক্রেশ-স্নেহও আশ্রয়-ভাব-
 বিভাবিত গৌরভক্তের কৃষ্ণপ্রেম-স্নেহে দীর্ঘ চারিপ্রহরব্যাপী
 সমগ্র দিব্যভাগ অতিবাহিত হওয়ার উহা যেন অত্যন্ত
 অল্প সময় বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। কৃষ্ণপ্রেম-মদিরাচ্ছন্ন
 প্রভু অর্দ্ধবাহ্যদশায় কোন প্রকারে অতিকষ্টে সকল

শুনিঞা সকল মহাভাগবতগণ।

‘হরি হরি’ বলি’ সবে করেন ক্রন্দন ॥ ১১১ ॥

শুনিঞা অপূর্ব প্রেম সবেই বিশ্রিত।

কেহ বলে,—“ঈশ্বর বা হইলা বিদিত ॥” ১১২ ॥

কেহ বলে,—“নিমাই পণ্ডিত ভাল হৈলে।

পাশতীর মুণ্ড ছিড়িবারে পারি হৈলে ॥” ১১৩ ॥

কেহ বলে,—“হইবেক কৃষ্ণের রহস্য।

সর্বথা সম্ভেহ নাঞি, জানিহ অবশ্য ॥” ১১৪ ॥

কেহ বলে,—“ঈশ্বরপুরীর সম হৈতে।

কিবা দেখিলেন কৃষ্ণপ্রকাশ গয়াতে ॥” ১১৫ ॥

এইমত আনন্দে সকল ভক্তগণ।

নানা-জনে নানা-কথা করেন কথন ॥ ১১৬ ॥

প্রভুর উদ্দেশে বৈষ্ণবগণের আশীর্বাদ—

সবে মেলি’ করিতে লাগিলা আশীর্বাদ।

“হউক হউক সত্য কৃষ্ণের প্রসাদ ॥” ১১৭ ॥

বৈষ্ণবগণের হর্ষোৎসাহ-ভরে কৃষ্ণকীর্তন—

আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীর্তন।

কেহ গায়, কেহ নাচে, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১১৮ ॥

হেনমতে ভক্তগণ আছেন হরিষে।

ঠাকুর-আবিষ্ট হই’ আছেন নিজ-রসে ॥ ১১৯ ॥

গঙ্গাদাসপণ্ডিত-গৃহে প্রভুর গমন, বথাবীতি

পরস্পর ব্যবহার—

কথঞ্চিৎ বাহ্য প্রকাশিয়া বিশ্বস্তর।

চলিলেন গঙ্গাদাসপণ্ডিতের ঘর ॥ ১২০ ॥

গুরু করিলা প্রভু চরণ বন্দন।

সম্মুখে উঠিয়া গুরু কৈলা আলিঙ্গন ॥ ১২১ ॥

গুরু বলে,—“ধন্য বাপ, তোমার জীবন।

পিড়কুল মাতৃকুল করিলা মোচন ॥ ১২২ ॥

শিষ্যগণের প্রভু-নিষ্ঠা-বর্ণন—

তোমার পড়ুয়া সব—তোমার অবধি।

পুঁথি কেহ নাহি মেলে, ত্রজ্ঞা বলে যদি ॥ ১২৩ ॥

ভক্তের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ অর্থাৎ অবসর যাজ্ঞা করিলেন ॥ ১০৭ ॥

প্রভুর সেই মহাভাবময় অভূতপূর্ব প্রেমবিকাররূপ

প্রভুকে মধুরবাক্যে বিদায়-দান—

এখনে আইলা তুমি সবার প্রকাশ।

কর্মিল হৈতে পড়াইবা আজি যাছ বাস ॥” ১২৪ ॥

শিষ্য-বেষ্টিত হইয়া প্রভুব মুকুন্দসঙ্কয়-গৃহে আগমন—

গুরু নমস্করিয়া চলিলা বিশ্বস্তর।

চতুর্দিকে পড়ুয়া-বেষ্টিত শশধর ॥ ১২৫ ॥

আইলেন শ্রীমুকুন্দসঙ্কয়ের ঘরে।

আসিয়া বসিলা চণ্ডীমণ্ডপ-ভিতরে ॥ ১২৬ ॥

সগোষ্ঠী মুকুন্দের আনন্দ ও মুকুন্দ-পুত্র পুরুষোত্তমকে

প্রভুর স্নেহ-রূপা-দান, জীগণের হৃদ্বধনি—

গোষ্ঠী-সঙ্গে মুকুন্দসঙ্কয় পুণ্যবস্ত।

যে হইল আনন্দ, তাহার নাহি অন্ত ॥ ১২৭ ॥

পুরুষোত্তমসঙ্কয়ে প্রভু কৈলা কোলে।

সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান নয়নের জলে ॥ ১২৮ ॥

জয়কার দিতে লাগিলেন নারীগণ।

পরম-আনন্দ হৈল মুকুন্দ-ভবন ॥ ১২৯ ॥

প্রভুর স্ব-গৃহে আগমন—

শুভ দৃষ্টিপাত প্রভু করি’ সবা-কারে।

আইলেন মহাপ্রভু আপন-মন্দিরে ॥ ১৩০ ॥

আসিয়া বসিলা বিষ্ণুগৃহের ছয়ায়ে।

শ্রীতি করি’ বিদায় দিলেন সবা-কারে ॥ ১৩১ ॥

প্রভুর অভিনব ক্রিয়ামুদ্রা-বোধে সকলেরই অসামর্থ্য—

যে-যে-জন আইসে প্রভুরে সম্ভাষিতে।

প্রভুর চরিত্র কেহ না পারে বুঝিতে ॥ ১৩২ ॥

প্রভুর পূর্ব বিজ্ঞাবিলাস-অচকার-গোপন ও মহা-বৈরাগ্য-

প্রকটন—

পূর্ব-বিজ্ঞা-ওঙ্কত্য না দেখে কোন জম।

পরম বিরক্তপ্রায় থাকে সর্বজন ॥ ১৩৩ ॥

পুত্রভাবানভিজ্ঞা শচীর পুত্রার্থে বিষ্ণু-পূজন—

পুত্রের চরিত্র শচী কিছুই না বুঝে।

পুত্রের মঙ্গল লাগি’ গঙ্গা-বিষ্ণু পূজে ॥ ১৩৪ ॥

অত্যাচার্য্য ব্যাপার দর্শন বরিয়া দর্শক-ভক্তগণ সকলেই নির্ভাক হইয়াছিলেন ॥ ১০৯ ॥

কোন কোন ভক্ত বলিলেন,—এই নিমাই পণ্ডিত

“স্বামী নিলা কৃষ্ণচন্দ্র ! নিলা পূজগণ ।

অবশিষ্ট সবে-মাত্র আছে এক জন ॥ ১৩৫ ॥

অনাথিনী মোরে, কৃষ্ণ ! এই দেহ’ বর ।

সুস্থচিন্তে গৃহে মোর রহু বিশ্বস্তর ॥” ১৩৬ ॥

পুত্রবধু-ধারা উদাসীন-পুত্রের গৃহাসক্তি-বন্ধন-চেষ্টা,

কৃষ্ণবিরহাক্রান্ত প্রভুর বৈরাগ্য ও ঔদাসীন্য —

লক্ষ্মীরে আনিঞা পূজ-সমীপে বসায় ।

দৃষ্টিপাত করিয়াও প্রভু নাহি চান্স ॥ ১৩৭ ॥

অহর্নিশ কৃষ্ণবিরহ-বেদনায় প্রভুর শ্লোকাবৃত্তি,

অধৈর্য ও ক্রন্দন—

নিরবধি শ্লোক পড়ি’ করয়ে রোদন ।

“কোথা কৃষ্ণ ! কোথা কৃষ্ণ !” বলে অনুক্ষণ ॥ ১৩৮ ॥

কখনো কখনো যেবা ছন্দার করয় ।

ভরে পলায়েন লক্ষ্মী, শচী পায় ভয় ॥ ১৩৯ ॥

রাত্রে নিদ্রা নাহি যান প্রভু কৃষ্ণরসে ।

বিরহে না পায় স্বাস্থ্য, উঠে, পড়ে, বৈসে ॥ ১৪০ ॥

বহিঃসংলোক-দর্শনে প্রভুর নিজ নিগূঢ় অন্তর্ভাব-গোপন—

ভিন্ন লোক দেখিলে করেন সম্বরণ ।

উষঃকালে গজাস্ত্রানে করয়ে গমন ॥ ১৪১ ॥

প্রত্যহ প্রভু গঙ্গাস্নানান্তে আসিবা-মাত্র শিষ্যগণের

পাঠার্থ আগমন—

আইলেন মাত্র প্রভু করি’ গঙ্গাস্নান ।

পড়ুয়ার বর্গ আসি’ হৈল উপস্থান ॥ ১৪২ ॥

প্রভু-মুখে নিরন্তর একমাত্র ‘কৃষ্ণ’-শব্দোচ্চারণ—

‘কৃষ্ণ’ বিনা ঠাকুরের না আইসে বদনে ।

পড়ুয়া-সকল ইহা কিছুই না জানে ॥ ১৪৩ ॥

সকলের প্রার্থনায় পরমমুখ্য-বিষদ্রুতি-বৃত্তিতে প্রভুর

অব্যাপন-মুখে কৃষ্ণনাম-মাহাত্ম্য-প্রকাশারম্ভ—

অমুরোধে প্রভু বসিলেন পড়াইতে ।

পড়ুয়া-সবার স্থানে প্রকাশ করিতে ॥ ১৪৪ ॥

‘হরি’ বলি’ পুঁথি মেলিলেন শিষ্যগণ ।

শুনিঞা আনন্দ হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৪৫ ॥

হরিশবনি-শ্রবণে প্রভুর অধোক্ষ-দর্শন-প্রকাশ—

বাহু নাহি প্রভুর শুনিঞা হরিশবনি ।

শুভদৃষ্টি সবারে করিলা দ্বিজমণি ॥ ১৪৬ ॥

নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্য বিষদ্রুতি-বৃত্তিতে

প্রভুর ব্যাখ্যানারম্ভ—

আবিষ্ট হইয়া প্রভু করেন ব্যাখ্যান ।

সূত্র-বৃত্তি-টীকায়, সকল হরিনাম ॥ ১৪৭ ॥

প্রভু-কর্তৃক সর্বশাস্ত্র-বর্ণিত কৃষ্ণের নাম ও তৎ-

মহিমা-ব্যাখ্যান—

প্রভু বলে,—“সর্বকাল সত্য কৃষ্ণনাম ।

সর্ব-শাস্ত্রে ‘কৃষ্ণ’ বই না বলয়ে আন ॥ ১৪৮ ॥

হর্ভা কর্তা পালয়িতা কৃষ্ণ সে ঈশ্বর ।

অজ-ভব-আদি, সব—কৃষ্ণের কিঙ্কর ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণতর-ব্যাখ্যাকারী কৃষ্ণনাম-ভজনহীন ব্যক্তিকে গর্হণ—

কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি’ যে আর বাঞ্ছানে ।

বৃথা জন্ম যায় তার অসত্য-বচনে ॥ ১৫০ ॥

আগম-বেদান্ত-আদি যত দরশন ।

সর্বশাস্ত্রে কহে ‘কৃষ্ণপদে ভক্তিধন’ ॥ ১৫১ ॥

মুগ্ধ সব অধ্যাপক কৃষ্ণের মায়ায় ।

ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি অগ্র পথে যায় ॥ ১৫২ ॥

হইতেই সকলে শ্রীকৃষ্ণের অজাত-লীলা-রহস্য সমস্ত নিশ্চয়ই

জানিতে পারিবেন,— ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥ ১১৪ ॥

অবধি,—(প্রোক্ত, শেষ, সীমা, প্রায় লাভ করি’
বুদ্ধিপ্রাপ্ত বা সম্বন্ধিত, অধিক, ‘বাড়ি’ ॥ ১২০ ॥

সবার প্রকাশ,— সকলের দ্বয়ে আনন্দশোভা-ব্যক্তকারী,
গৌরবোজ্জ্বল্য-বিকাশক অথবা প্রকৃত তত্ত্বোদঘাটনকারী ॥ ১২৪ ॥

লক্ষ্মীরে অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রিয়-দেবীকে । নিমাইর কৃষ্ণতর-
বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখিয়া জননী শচীদেবী পুত্রের সংসারবন্ধন-

বন্ধক সংসার-প্রিয়া সাধারণ মাতৃগণের নৌকিক-বিচারের
অভিনয় করিয়া যনে করিলেন,—‘বধু শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর
সহিত আলাপাদির জুযোগ করিয়া দিলে পুত্রের সংসার-
বিরুদ্ধ তীব্র কৃষ্ণভজনাহ্বারগ-চেষ্টা বোধ হয় কিঞ্চিৎ লম্ব
হইয়া পড়িবে ।’ সাধারণ নৌকিক-বিচারে যৌবনকালে
বন্ধ-জীবগণ যোবিত ও ভোগ্য-বুদ্ধিতে স্বীয় জাগাকে ভোক্ত-
অভিমানে ভোগ করিতে করিতে সংসারাসক্ত ও গৃহমেধী
হইয়া পড়ে, কিন্তু প্রভুর পক্ষে সেই বিচার আলো উপস্থিত

করুণাসাগর কৃষ্ণ জগতজীবন।

সেবক-বৎসল নন্দগোপের নন্দন ॥ ১৫৩ ॥

হেন কৃষ্ণনামে যার নাহি রতি-মতি।

পড়িয়াও সর্ব শাস্ত্র, তাহার দুর্গতি ॥ ১৫৪ ॥

হয় নাই। তিনি স্বয়ং লক্ষ্মী প্রতি অত্যন্ত উদাসীনভাবে সামান্য কটাক্ষপাত করিয়াও, কৃষ্ণবিরহ-ক্লিষ্ট আশ্রয়ভাব-বিভাবিত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম-বিহীনতা-নিবন্ধন মুষ্টিমতী দাশ-বিগ্রহা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পর্য্যন্ত বিষয়-বিগ্রহস্বরূপে দর্শন করিবার জন্ম উৎসাহান্বিত হইলেন না ॥ ১৩৭ ॥

বিপ্রলম্ব-রসে নিমগ্ন হইয়া প্রভুর কৃষ্ণ-বিরহাত্মকুতি এতদূর বুদ্ধিপ্রাপ্ত হইল যে, তিনি প্রত্যহ বিনিত্র রঞ্জনী যাপন করিতেন। তীব্রবিরহ-বেদনায় অস্থির হইয়া প্রভু কখনও শয্যা হইতে উঠান, কখনও শয্যা পতন এবং কখনও বা উপবেশন করিতেন ॥ ১৩৯ ॥

কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি-রহিত, অনভিজ্ঞ, বহির্মুখ, অতুল লোক দেখিলে তাহারিগকে বহির্দর্শ-রূপে প্রভু স্বীয় তীব্র কৃষ্ণ-বিরহ-প্রেমবিকার দমন বা সংযমন করিতেন ॥ ১৪০ ॥

কৃষ্ণের বিপ্রলম্বপ্রেমসোপাঙ্গত প্রভুর শ্রীমুখে একমাত্র ‘কৃষ্ণ’-শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দ বা কথাই শুনা বাইত না। কিন্তু বিজ্ঞান-ভাষ্যগণ তাহাদের অধ্যাপক নিবাহি পণ্ডিতের তাৎকালিক অবস্থা আদৌ বুঝিতে পারে নাই ॥ ১৪২ ॥

অধ্যাপক-সূত্রে নিম্নোক্ত কৃষ্ণপ্রেমাদিতে হইয়া শব্দ-শাস্ত্রের অধ্যাপনা-মুখে হরিনামই সমগ্র স্বর-বৃত্তি ও টীকার একমাত্র তাৎপর্য্য—এইরূপ ব্যাখ্যা করিলেন। শব্দের ত্রিবিধ রূঢ়ি-বৃত্তির মধ্যে প্রধানতঃ বিদ্যরূঢ়ি, সাধারণ রূঢ়ি ও অজরূঢ়ি এই বৃত্তিভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। তৎকালে প্রাকৃত ইন্দ্রিয়তর্পণ-পরায়ণ আধ্যাত্মিক শব্দশাস্ত্রাধ্যাপকগণ অজরূঢ়ি-বৃত্তি-চালিত হইয়া প্রতি শব্দকে ইন্দ্রিয়-সুখসাধনোপযোগী ভোগ-বাচক বলিয়া জানিতেন, কেহই বিদ্যরূঢ়িবৃত্তি-চালিত হইয়া প্রত্যেক বর্ণ ও শব্দ যে ভগবদ্ভূষক ও ভগবদ্বস্ত হইতে অভিন্ন, তাহা ভোগপর-বৃদ্ধি-হেতু বুঝিতে পারেন নাই। গৌরসুন্দর শব্দশাস্ত্র-পাঠার্থীগণকে গ্রন্থের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত অধ্যাপন করিতে গিয়া বিদ্যরূঢ়িবৃত্তি-দ্বারা যে প্রকৃত অর্থ আলোচ্য ও বোদ্ধব্য, তাহা ব্যাখ্যা

দরিজ্ঞ অদম যদি লয় কৃষ্ণনাম।

সর্ব দোষ থাকিলেও যায় কৃষ্ণদাম ॥ ১৫৫ ॥

এইরূপ সকল-শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

ইহাতে সন্দেহ যার, সে-ই দুঃখ পায় ॥ ১৫৬ ॥

করিয়া বস্তুতঃ প্রত্যেক শব্দেরই ভগবদ্ভাষ্য এবং বাচ্য-স্বরূপ ভগবান্ বিষ্ণু এবং বাচকস্বরূপ শব্দের পরব্যোম-বৈকুণ্ঠাধারত্ব-নিবন্ধন পরস্পরের ভেদ-নিষিদ্ধতা অর্থাৎ সম্পূর্ণ অভেদত্ব জানাইলেন। যে স্থলে বাচ্য ও বাচকের মধ্যে প্রতীতিগত বৈষম্য লক্ষিত হয়, সে স্থলে মোহিনী-মাসা-কর্তৃক বঞ্চিত জীবগণের ভোগবুদ্ধিমূলে অজরূঢ়িবৃত্তিই প্রকাশিত। পরব্যোমে বিরাজমান শব্দ-ত্রয় শ্রীনাথের উদ্দেশক বিচার-ব্যতীত তৎকালে অধ্যাপক-বিষয়ভেদের যাবতীয় শব্দার্থের অল্প কোনপ্রকার উপলব্ধি ছিল না। কৃষ্ণসেবাময় পরাকাশে প্রস্ফুটিত প্রত্যেক শব্দই শুদ্ধ-চিন্ময়ী বিদ্যরূঢ়িবৃত্তিতে বাচ্য-ভগবান্ নামি-হরির সহিত সর্বতোভাবে অভিন্ন-বাচক শ্রীহরিনাম-স্বরূপ ॥ ১৪৭ ॥

কৃষ্ণনাম কানের অভ্যন্তরে উদ্ভব ও লয়-যোগ্য অসত্য বস্তু নহেন। কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণের মধ্যে কোনরূপ মায়িক বৈষম্য না থাকায় কালের জনক-বিগ্রহ নামি-কৃষ্ণের সহিত কৃষ্ণনাম ও সার্বকালিক অখণ্ড সত্য। সকল সাংসার-শাস্ত্রই কৃষ্ণ ব্যতীত অল্প কাচাকেও উদ্দেশ্য করেন নাই; বর্ণা হবিবংশে—“নোদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা। আদ্যবন্তে চ মন্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥” ১৪৮ ॥

কৃষ্ণই পরমেশ্বর ও সর্বকারণকারক। তিনিই জগতের মূল স্রষ্টিকর্তা, মূল-পালক ও মূল সংহারকারী। তবে যে-স্থলে ব্রহ্মা ও রুদ্র স্রষ্টিকর্তা ও লয়কর্তা বলিয়া উল্লিখিত হন, সে-স্থলে তাহাদিগকে কৃষ্ণশক্তি-প্রভাবেই ঈশ্বরতা লাভ করিয়া, কৃষ্ণাজ্ঞা-পালন দ্বারা আদিকারিক গোপ-সেবা নির্বাহকারী রজসুয়োগুণাদিগ্রহ-দেবরূপে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া বুঝিতে হইবে ॥ ১৪৯ ॥

কৃষ্ণই সর্বকারণকারক মূল আকর-বস্তু। তাহার পাদ-পদ্মসেবা-তাৎপর্য্য পরিভাষ্য করিয়া অজরূঢ়িবৃত্তির আশ্রয়ে যে সকল অনুচানমানী শাস্ত্রতাৎপর্য্যানভিজ্ঞ ভারবাহী শাস্ত্রের কদম্ব করেন, সেই সকল অদম্য ব্যাখ্যার দ্বারা

কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' যে শাস্ত্র বাখানে ।
সে অধম কভু শাস্ত্র-মৰ্ম নাহি জানে ॥ ১৫৭ ॥
শাস্ত্রের না জানে মৰ্ম, অধ্যাপনা করে ।
গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ॥ ১৫৮ ॥
পড়িঞা-শুনিঞা লোক গেল ছারে-খারে ।
কৃষ্ণ মহামহোৎসবে বঞ্চিলা তাহারে ॥ ১৫৯ ॥

কৃষ্ণের নাম ও গুণ-বর্ণন—

পুতনারে যেই প্রভু কৈলা মুক্তিদান ।
হেম কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে করে অগ্র প্যান ॥ ১৬০ ॥
অঘাস্তর-হেন পাপী যে কৈলা মোচন ।
কোন স্থখে ছাড়ে লোক তাঁহার কীর্তন ? ১৬১ ॥

তাহাদের অতি চর্ন্ত অর্থ মানবজীবন-ধারণ ও ব্যর্থ ও
নিষ্ফল হয় অর্থাৎ শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষায়, তাহারা—যথার্থই
'জীবন্মৃত', 'জীবন্ত' বা 'মুখ্য' ॥ ১৫০ ॥

বেদবিস্তার আগম অর্থাৎ সাত্ততত্ত্ব পঞ্চরাত্রসমূহ,
বেদের শিরোভাগ উপনিষৎসমূহ ও তাহাদের সারস্বরূপ
বেদান্ত এবং অষ্টাংগ যাবতীয় দর্শন-শাস্ত্রাদি, সমস্ত শাস্ত্রই
কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবনকেই একমাত্র তাৎপর্যরূপে প্রতিপাদন ও
উদ্দেশ্য করে ॥ ১৫১ ॥

যে অনুচান্যমানী সর্কশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াও পরম-মুখ্য
বিষয়কচিহ্নিত পরিচয় পূর্বক অজ্ঞকচিহ্নিত অবলম্বন করিয়া
বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণনামে রুচিনিশিষ্ট হয় না, সে আত্মদস্ত্যবিত
পণ্ডিতাভিমাত্রী হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে শাস্ত্রের
সারগ্রাহী না হইয়া দুর্দৈবগন্ত নিরয়গামী ও ভাববাহী
মাত্র ॥ ১৫৪ ॥

যাহারা প্রাক্তনজন্মের পুণ্য পুণ্য ছক্টিবশে সর্কশাস্ত্রের
একমাত্র তাৎপর্য 'কৃষ্ণভজন' পরিচয় করিয়া ভগবদ্-
ভক্তির পরমোৎকর্ষচক্ৰ ভক্তিপর ঘাখ্যা করেন না অর্থাৎ
ভক্তিপ্রতিকূল অগ্রাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদি
অভক্তিকেই উপায় এবং ধর্ম, অর্থ, মোক্ষ-সাত্তকেই
উপেয়জ্ঞানে শাস্ত্র-তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন, তাহারা শাস্ত্রের
প্রকৃত সারস্ব, অহুভব, অভিপ্রায় বা তাৎপর্য অবগত
নহেন । "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ" (—ছাঃ ৩।১৪২),
"যন্ত দেবে পরা ভক্তির্ধর্মো ধর্মো তথা গুরো" তথৈতে

যে-কৃষ্ণের নামে হয় জগত পবিত্র ।
না বলে দুঃখিত জীব তাঁহার চরিত্র ॥ ১৬২ ॥
যে-কৃষ্ণের মহোৎসবে ব্রহ্মাদি বিহ্বল ।
তাহা ছাড়ি নৃত্য-গীতে করে অমল্লল ॥ ১৬৩ ॥
অজামিলে নিস্তারিলা যে-কৃষ্ণের নামে ।
ধন-কুল-বিছা-মদে তাহা নাহি জানে ॥ ১৬৪ ॥

কৃষ্ণ-পাদপদ্ম মাংসাদি বর্ণন—

শুন ভাই-সব, সত্য আমার বচন ।
ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন ॥ ১৬৫ ॥
যে-চরণ সেবিত লক্ষ্মীর অভিলাষ ।
যে-চরণ-সেবিতা শঙ্কর শুদ্ধদাস ॥ ১৬৬ ॥

কথিত হার্থাঃ প্রকাশস্তে মহাত্মনঃ ॥" (—ঋতাঃ ৩২০)
"নাম্যমাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহন্য শ্রুতেন ।
যমেবৈব যুগ্মে তেন লভ্যন্তশ্চৈব আত্মা বিবুগ্মে তম্ব
স্বাম্ ॥" (—কঠ ১।২।২০) প্রকৃতি মন্ত্র এবং "শব্দব্রহ্মণি
নিষ্কাতো ন নিষ্কায়ঃ পরে যদি । শ্রমন্তস্ত শ্রমফলো
হ্যধেমুখিব রক্ষতঃ ॥" (—ভাঃ ১।১।১।১৮), "অথাপি তে
দেব পদাম্বুজদ্বয়প্রদামলেশাহুগৃহীত এব হি । জানন্মতি
তত্ত্বং ভগবন্মহিম্যো ন চান্য একোহপি চিত্তং বিচিন্তন ॥"
(—ভাঃ ১।১।১।২২) প্রকৃতি ক্রতিশ্রুতিপূর্ণাদি-শাস্ত্রের
অসংখ্য শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য ॥ ১৫৭ ॥

শাস্ত্রাহুশীলনকারিগণ দ্বিবিধ ; (১) এক সম্প্রদায়—গো-
গর্দভের স্থায় ভাববাহী ; (২) অপর সম্প্রদায়—মধুকরের
স্থায় সারগ্রাহী । তাৎপর্য এই যে, অজ্ঞকচিহ্নিত-চালিত
হইয়া ভাববাহী অধ্যাপকগণ প্রকৃত শাস্ত্রতাৎপর্যজ্ঞানের
অভাবে নিজের জড়েন্দ্রিয়তর্পণার্থ পরবিছা-সরস্বতী-পতি
শ্রীকৃষ্ণের ঐকান্তিক ভজনপর ব্যাখ্যা না করায় গো-গর্দভ
যেমন মধু বা শর্করা-ভাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ পরার্থের মাধুর্য্য
উপলব্ধি বা আশ্বাদন করিতে অসমর্থ হইয়া কেবল মাত্র
অজ্ঞপশুস্বলত রূপা পরিশ্রম করিয়া মরে, তদ্রূপ ঐসকল
ভাববাহী পণ্ডিতাভিনিগণের শ্রুত-স্বাধ্যায়-প্রবচনাদি-
শ্রমও সম্পূর্ণ নিষ্ফল ও নিরর্থক হইয়া পড়ে । তৎকালে
ঐ নিরোধ-সম্প্রদায় মাগা-মোহগ্রস্ত হইয়া সমশীল ভাববাহী
নিগকেই 'পণ্ডিত' বলিয়া ভ্রান্ত হয় ॥ কিন্তু বস্তুতঃ শাস্ত্রের

যে-চরণ হইতে জাহ্নবী-পরকাশ।

হেন পাদপদ্ম, ভাই, সবে কর আশ ॥ ১৬৭ ॥

প্রভুর স্বকৃত ও অবিস্মৃতিত-ব্যাখ্যায় আত্মপ্রাণা—

দেখি,—কার শক্তি আছে এই নবদীপে।

বস্তুক আমার ব্যাখ্যা আমার সমীপে ?” ১৬৮ ॥

মূর্তশব্দ-বিগ্রহ বিশ্বস্তরের সত্য ব্যাখ্যা—

পরং-ব্রহ্ম বিশ্বস্তর শব্দ-মুষ্টিময়।

যে-শব্দে যে বাখানেন সে-ই সত্য হয় ॥ ১৬৯ ॥

প্রভুর ব্যাখ্যায় ছাত্রগণের মুগ্ধতাব—

মোহিত পড়ুয়া সব শুনে একমনে।

প্রভুও বিম্বল হই’ সত্য সে বাখানে ॥ ১৭০ ॥

প্রত্যেক-শব্দের চিনয় সহজ অর্থই কৃষ্ণ-তাৎপর্য্যপূর্ণ।

তত্পরি প্রভুর ব্যাখ্যা-বৈচিত্র্য—

সহজেই শব্দমাত্র ‘কৃষ্ণ সত্য’ কহে।

কৈশর যে বাখানিবে,—কিছু চিত্র নহে ॥ ১৭১ ॥

সারগ্রাহী সূচক ভক্তগণেরই বন্ধ-মোক্ষ-বিৎ ‘পণ্ডিত’-
আখ্যা—বথোচিত ও শোভনীয়।

(ভাঃ ৪১২৯৪৪ শ্লোকে রাজর্ষি-প্রাচীনবহির প্রতি
দেবর্ষি-নারদের উক্তি—) “অতাপি বাচস্পতিয়ন্তপোবিদ্যাসমা-
ধিভিঃ। পশুতোংপি ন পশুন্তি পশুন্তং পরমেশ্বরম্ ॥”

অর্থাৎ ‘বাচস্পতিগণ তপস্বী, বিদ্যা ও সনাতনধারা সতত
বিচার করিয়াও সর্বদাক্ষী পরমেশ্বরকে অতাপি জানিতে
পারেন নাই ॥’ ১৫৮ ॥

ভগবান্ কৃষ্ণ নিজ-জিহ্বাসা-পরায়ণা মুষ্টিমতী কাপটা-
বিগ্রহ পুতনার নারকী-বৃত্তি-সম্বন্ধেও অহৈতুক-দয়া-পরবশ
হইয়া উহাকে আধ্যাত্মিক কৃষ্ণবিরোধমূলক-জ্ঞান হইতে
মোচনপূর্ব্বক সুহৃৎভ নিজ-পরমপদ প্রদান করিয়াছিলেন।
বাহারাজ কৃষ্ণের অসাম্যাতিশয়া অমনোদয়া দয়ার মহিমা বিচার
করিবার দোভাগ্য লাভ করেন, তাহারাই বুঝিতে পারেন
যে, প্রপঞ্চ ও প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত জগতে, কোথাও সেই
দয়ার সীমা বা তুলনা নাই। সুতরাং নিতান্ত হৃৎগ,
কুমেধা, মূর্খ, নারকী ব্যতীত আর কেহই সর্বোত্তম পরমেশ্বর
কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা ছাড়িয়া অস্ত্র চিন্তা বা চেষ্টা করে না।

(ভাঃ ৩২১২০ শ্লোকে বিহরের নিকট শ্রীউদ্ধবের উক্তি—)

প্রভুর বহির্দিশা-লাভান্তে ছাত্রগণকে স্বীয় ব্যাখ্যা রীতি-
জিজ্ঞাসা—

কণ্ঠেই হইল বাহুদৃষ্টি বিশ্বস্তর।

লজ্জিত হইয়া কিছু কহয়ে উত্তর ॥ ১৭২ ॥

ছাত্রগণের প্রভু-সমীপে তৎকৃত-ব্যাখ্যা-বোধ-

সামর্থ্য্যভাব-জ্ঞাপন—

“আজি আমি কেমন সে মূত্র বাখানিলু ?”

পড়ুয়া-সকল বলে,—“কিছু না বুঝিলু” ॥ ১৭৩ ॥

যত কিছু শব্দে বাখানহ ‘কৃষ্ণ’ মাত্র।

বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কে বা আছে পাত্র ?” ১৭৪ ॥

ছাত্রগণসহ প্রভুর গঙ্গামানারন্ত—

হাসি’ বলে বিশ্বস্তর,—“শুন সব ভাই!

পুঁথি বাক্য আজি চল গঙ্গামানে যাই ॥” ১৭৫ ॥

বাক্সিলা পুস্তক সবে প্রভুর বচনে।

গঙ্গামানে চলিলেন বিশ্বস্তর-সনে ॥ ১৭৬ ॥

“অহো বকী বৎ স্তনকালকুটং জিহ্বাসংযাপাধয়দ্যাদাক্ষী। লেভে
গতিং ধাক্ষ্যচিতাং ততোহুৎ কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥”

অর্থাৎ ‘অহো, এই বকায়ুর-ভগ্নী পুতনা, বাহাকে
বধ করিবার জন্ত অসাম্য-বৃত্তিগুণা হইয়া স্বীয় স্তনকাল-
কুট পান করাইয়াছিল এবং তাহা করাইয়াও মাতৃযোগ্যা
গতি লাভ করিয়াছিল, তদ্ব্যতীত (সেই কৃষ্ণ বিনা) আর
কোন দয়ালু শরণাপন্ন হইতে পারি ?’

(ভাঃ ১০৪৮১২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি উদ্ধবের
স্তব—) “কঃ পণ্ডিতশ্চদপরং শরণং সমীয়াত্কৃতপ্রিয়াদৃতগিরঃ
সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাঃ। সর্কান্ দধতি সুহৃদো ভজতোহুভিকামা-
নাশ্রয়ানমপ্যুপচয়াপচয়ো ন যন্ত ॥”

অর্থাৎ ‘প্রিয়, সত্যবাক্, সুহৃৎ ও কৃতজ্ঞগণ আপনাকে
ছাড়িয়া কোন পণ্ডিত অপরের শরণাপন্ন হন? আপনি
ভজনশীল সুহৃদ ব্যক্তিগণকে সমস্ত কাম এবং আপনাকে
পর্যাস্ত দিয়া থাকেন, অথচ আপনার হ্রাস-বৃদ্ধি নাই।’

(১৮: ৮: মধ্য ২০শ পঃ ২২ ও ২৪—) “ভক্তবৎসল,
কৃতজ্ঞ, সমর্থ, বদাত্ত। হেন কৃষ্ণ ছাড়ি’ পণ্ডিত নাহি ভজে
অন্ত ॥” * : “বিজ্ঞজনের হয় যদি কৃষ্ণ-গুণ-জ্ঞান। অস্ত্র
ত্যাগি’ ভজে, তাতে উদ্ধব—প্রমাণ ॥” ১৬০ ॥

প্রভুর অলৌকিক রূপ-বর্ণন—
 গঙ্গাজলে কেলি করে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 সমুদ্রের মাঝে যেন পূর্ণ-শশধর ॥ ১৭৭ ॥
 গঙ্গাজলে কেলি করে বিশ্বম্ভর-রায় ।
 পরম-সুকৃতি-সব দেখে নদীয়ায় ॥ ১৭৮ ॥
 ব্রহ্মাদির অভিশাষ যে রূপ দেখিতে ।
 হেন প্রভু বিপ্ররূপে খেলে সে জলেতে ॥ ১৭৯ ॥
 গঙ্গাঘাটে স্নান করে যত সব জন ।
 সবাই চা'হেন গৌরচন্দ্রের বদন ॥ ১৮০ ॥
 অছোহছো সর্ব-জনে কহয়ে বচন ।
 “ধন্য মাতা পিতা,—যাঁর এ-হেন নন্দন ॥” ১৮১ ॥

প্রভুর পাদস্পর্শে গঙ্গার আনন্দ ও প্রভু-সেবা—
 গঙ্গার বাড়িল প্রভু-পরশে উল্লাস ।
 আনন্দে করেন দেবী তরঙ্গ-প্রকাশ ॥ ১৮২ ॥
 তরঙ্গের ছলে নৃত্য করেন জাহ্নবী ।
 অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড যাঁর পদযুগ-সেবী ॥ ১৮৩ ॥
 চতুর্দিকে প্রভুরে বেড়িয়া জহু স্তুত ।
 তরঙ্গের ছলে জল দেই অলঙ্কিতা ॥ ১৮৪ ॥
 ভবিষ্যতে গৌরকৃষ্ণ-চরিতরূপ-পুরাণে ব্যাসাবতার কোন
 গৌরলীলা-লেখকেব বর্ণন-সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী—
 বেদে মাত্র এ-সব লীলার মর্ম্ম জানে ।
 কিছু শেষে ব্যক্ত হবে সকল পুরাণে ॥ ১৮৫ ॥

স্নানান্তে প্রভুর ও ছাত্রগণের বগুহ-গমন—
 স্নান করি' গৃহে আইলেন বিশ্বম্ভর ।
 চলিলা পড়ুয়াবর্গ যথা যাঁর ঘর ॥ ১৮৬ ॥
 বৈষ্ণব-গৃহস্থগণকে প্রভুর আদর্শ দৃষ্টাণ্ডদ্বারা বিষ্ণু ও
 তদীয়ের অর্চন ও সদাচারশিক্ষা-প্রদান—
 বস্ত্র পরিবর্ত্ত করি' ধুইলা চরণ ।
 তুলসীরে জল দিয়া করিলা সেচন ॥ ১৮৭ ॥

অজামিলের কৃষ্ণনামাভাসে । প্রসঙ্গ—ভাঃ ৬ষ্ঠ স্ক.,
 ১ম অঃ ২১-৬৮ ও ২য় অধ্যায় সম্পূর্ণ দ্রষ্টব্য ।

ধন...জানে,—(ভাঃ ১৮৮২৬ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
 কুন্তীর উক্তি—) “জগৈশ্বর্য্যাক্রতশ্রীভিরেধমান-মবঃ পুমান্ ।
 নৈবাহঁতাভিধাতুং বৈ স্বামিকিঞ্চনগোচরম্ ॥”

যথাবিধি করি' প্রভু গোবিন্দ-পূজন ।
 আসিয়া বসিলা গৃহে করিতে ভোজন ॥ ১৮৮ ॥
 তুলসীর মঞ্জরী-সহিত দিব্য অন্ন ।
 মা'য়ে আনি' সম্মুখে করিলা উপসন্ন ॥ ১৮৯ ॥
 বিশ্বক্সেনেরে তবে করি' নিবেদন ।
 অনন্তব্রহ্মাণ্ড-নাথ করেন ভোজন ॥ ১৯০ ॥

শচীমাতার ও মহাপদ্মীর প্রভু-সেবা—
 সম্মুখে বসিলা শচী জগতের মাতা ।
 ঘরের ভিতরে দেখে লক্ষ্মী পতিব্রতা ॥ ১৯১ ॥

শচীমাতার জিজ্ঞাসা—
 মা'য়ে বলে,—“আজি, বাপ, কি পু'খি পড়িলা ?
 কাহার সহিত কি বা কন্দল করিলা ?” ১৯২ ॥

প্রভু-কর্তৃষ্ণ রক্ষের নাম-গুণ ও শ্রীচরণের এবং কৃষ্ণভক্তের
 নিত্য-সত্যতা-বর্ণন—

প্রভু বলে,—“আজি পড়িলাও কৃষ্ণনাম ।
 সত্য কৃষ্ণ-চরণকমল গুণধাম ॥ ১৯৩ ॥
 সত্য কৃষ্ণনাম-গুণ-শ্রবণ-কীর্তন ।
 সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের সেবক যে-যে-জন ॥ ১৯৪ ॥
 কৃষ্ণভক্তিপর শাস্ত্রের প্রশংসা ও অ ভক্তিপর শাস্ত্রের গর্হণ—
 সে-ই শাস্ত্র সত্য—কৃষ্ণভক্তি কহে যা'য় ।
 অন্যথা ইহিলে শাস্ত্র পাণ্ডিত্য পায় ॥ ১৯৫ ॥

শাস্ত্র-প্রমাণ—
 তথা হি জৈমিনিভারতে আশ্বমেধিকে পক্ষিণ—
 “নশ্বিন্ শাস্ত্রে পুরাণে বা হরিভক্তির্ন দৃশ্যতে ।
 শ্রোতব্যং নৈব তং শাস্ত্রং যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ ॥” :২৬ ॥
 “মুচি হ'য়ে শুচি হয়, যদি 'হরি' ভজে, শুচি হ'য়ে মুচি হয়,
 যদি 'হরি' তাজে”—
 “চণ্ডাল 'চণ্ডাল' নহে,—যদি 'কৃষ্ণ' বলে ।
 বিপ্র 'বিপ্র' নহে,—যদি অসৎপথে চলে ॥” ১৯৭ ॥

অর্থাৎ হে কৃষ্ণ! সংকুল, ধন, বিদ্যা এবং রূপাদি
 নশ্বরসম্পত্তি-লাভে যাহার অহঙ্কার বৃদ্ধি পাইয়াছে, সেই
 ব্যক্তি নিকিঞ্চন নিকাম-ভক্তের লভ্য তোমার 'শ্রীকৃষ্ণ',
 'গোবিন্দ' ইত্যাদি গুণনাম কখনও কীর্তন করিতে নিশ্চয়ই
 সমর্থ হয় না ॥ ১৬৪ ॥

মাতা-দেবহুতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের ভক্তি-

যোগ-বর্ণনের পুনরভিনয়—

কপিলের ভাবে প্রভু জননীর স্থানে।

যে कहिला, তাই প্রভু कहয়ে এখানে ॥ ১৯৮ ॥

“শুন শুন, মাতা! কৃষ্ণভক্তির প্রভাব।

সর্বভাবে কর মাতা! কৃষ্ণে অনুরাগ ॥ ১৯৯ ॥

কৃষ্ণভক্তের মায়া-বর্ণন—

কৃষ্ণসেবকের মাতা! কভু নাহি নাশ।

কালচক্র ভরায় দেখিয়া কৃষ্ণদাস ॥ ২০০ ॥

“হে সাধবঃ সকলমেব বিধায় দূরাদ্গোরাঙ্গচক্রচরণে কুরুতামুরাগম্ ॥” অর্থাৎ ‘হে সাধুগণ, আপনারা কৃষ্ণজিয়-তর্পণপ্রতিকূল যাবতীয় দেহ-মনোধর্মকেই দূর হইতে পরিত্যাগপূর্বক গোরাঙ্গচক্র-চরণে অমুরক্ত হউন ॥’ ১৬৫ ॥

চেতন ও অচেতন বিশ্বের পালক ও পোষক পরাকাশ-পতি ঐবিশ্বস্তর—সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম শব্দ-বিগ্রহ, সূত্রাং সাক্ষাৎ পরবিজ্ঞা-সরস্বতীর পতি। প্রভু বিশ্বস্তর নিত্য-শুদ্ধ পূর্ণ-মুক্ত-চিগ্নয়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্ভূতি-বৃত্তিতে যে কোন শব্দের যে কোন কৃষ্ণ-তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ ব্যাখ্যা করেন, তাহাই প্রকৃত ও পরম-সত্যার্থ ॥ ১৬৯ ॥

প্রোমাঙ্গনচ্ছুরিত-ভক্তিময় নিত্যশুদ্ধ শ্রবণেন্দ্রিয়ে গৃহীত শব্দমাত্রই শুদ্ধস্ব পরব্যোম হইতে অবতীর্ণ হইয়া উপলব্ধ হয় বলিয়া নিত্য-সত্য-সনাতন কৃষ্ণের সহিত অভিন্নতা-বাচক। সূত্রাং জীবমূলত ভ্রম-প্রোমাদ-বিপ্রলিপ্সা-করণাপাটবাদি দোষ-চতুষ্টয়-নির্মুক্ত সাক্ষাৎ পরমেশ্বর ঐবিশ্বস্তর পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত চিগ্নয়ী পরম-মুখ্যা বিদ্বদ্ভূতি-বৃত্তিতে যে প্রত্যেক শব্দের তদ্রূপ সত্যার্থ-ব্যাখ্যা করিবেন, তাহা আশ্চর্যজনক বা বিস্ময়কর নহে ॥ ১৭১ ॥

প্রভুর প্রতি প্রযুক্ত নিরবচ্ছিন্ন উপমা ও বর্ণনগুলি গ্রহ-কারের মহা-কবিত্ব প্রকাশ করিতেছে ॥ ১৭৭, ১৮-১৮৪ ॥

যথাবিধি লব-বৈষ্ণব-রীক ব্যক্তি ভগবদ্বিষ্ণু-নৈবেদ্য তুলসীমঞ্জরীর সহিত অর্পণ না করিলে ভগবান্ বিষ্ণু তাহা গ্রহণ করেন না, কেন না, তুলসী—নিত্য কৃষ্ণ-প্রোমদী, তাঁহার মঞ্জরী-পত্র ও সূত্রাং কেশবের অতি প্রিয়। বাক্যার্জাবতার তুলসীর মঞ্জরীর সহযোগেই অর্জাবতার ঐগোবিন্দ-বিগ্রহের

গর্ভবাসে যত দুঃখ জন্মে বা মরণে।

কৃষ্ণের সেবক, মাতা, কিছুই না জানে ॥ ২০১ ॥

কৃষ্ণবিস্মৃত বহির্মুখজীবের গর্ভবাসাদি ক্রেশ-বর্ণন—

জগতের পিতা—কৃষ্ণ, যে না ভজে বাপ।

পিতৃদ্রোহী পাতকীর জন্মজন্ম তাপ ॥ ২০২ ॥

চিন্তা দিয়া শুন’ মাতা! জীবের যে গতি।

কৃষ্ণ না ভজিলে পায় যতেক দুর্গতি ॥ ২০৩ ॥

মরিয়া-মরিয়া পুনঃ পায় গর্ভবাস।

সর্ব-অঙ্গে হয় পূর্ব-পাপের প্রকাশ ॥ ২০৪ ॥

অর্চন বিধেয়। বাক্যার্জার মঞ্জরীদ্বারা ভগবান্ বিষ্ণু বিগ্রহের অর্চন-বিধি-ব্যবস্থা সকল সাত্ত্বত বৈষ্ণব-স্মৃতি শাস্ত্রেই বিহিত। ঐগোবিন্দ-দর এফণে তবীয়রূপা অর্চা-বিগ্রহ ত্রিভুলসীর সঙ্গে ভ্রমেচেনরূপ অর্চনায়ে স্বীয় কুলদেবতা বা গৃহদেব ঐগোবিন্দ অর্থাৎ বিষ্ণুবিগ্রহের শুদ্ধ-পূজা করিলেন। এই লীলাচরণ-দ্বারা প্রভু শেখর পরমার্থী আদর্শ-গৃহস্থের অবস্থা করণীয় নিভাকৃত্যের মহান্ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। প্রত্যেক গৃহস্থিত বৈষ্ণব এইরূপ আদর্শের অনুসরণ করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু-বিগ্রহের অর্চন করিবেন এবং নৈবেদ্যাবশেষ পরমশ্রদ্ধা ও দীনতার সহিত গ্রহণ করিবেন ॥ ১৮৭-১৮৮ ॥

বিষক্সেন বা বিষক্সেন,—ঐবিষ্ণুর নন্দীশাধারী পার্শ্বদ চতুর্ভুজ দেববিশেষ।

হ-ভঃ বিঃচম িঃ৮৪-৮৭ শ্লোকে “বিষক্সেনায় দাতব্যং নৈবেদ্যং তচ্ছতাংশকম্” এবং (ভাঃ ১১।২৭।২৯ ও ৪৩—) “দুর্গাং বিনায়কং ব্যাসং বিষক্সেনং শুক্লান্ সুরান্। স্বে স্বে স্থানেষুভিমুখান্ পূজয়েৎ প্রোক্ষণাদিভিঃ ॥” * * দ্বাচমন-মুচ্ছেৎ বিষক্সেনায় কল্পয়েৎ’ এবং এই শ্লোকে শ্লোকার্জের ঐধরস্বামিপাদ-রূত ভাবার্থদীপিকা-টীকায়—“তত্র উভয়ত্র ভগবতো ভোজনসমাগ্নিঃ দ্বাভ্যা আচমনং দ্বা উচ্ছেৎ বিষক্সেনায় কল্পিয়াত তদমুজয়া পশ্চাৎ স্বয়ং ভূজীত” অর্থাৎ ভগবান্নৈবেদ্য তচ্ছিত্তপ্রোমাদ বিষক্সেনকে সমর্পণ করিয়া পশ্চাৎ সেই প্রোমাদ-সম্মানই বিধেয়,—ইহাই শাস্ত্র-বিধি ॥ ১০০ ॥

শচীদেবীর জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন,—কৃষ্ণপাদ-পঙ্খই সকল সদ্গুণের মূল আশ্রয় বা আকর ও নিত্য শুদ্ধস্ব

কই, অন্ন, লবণ—জননী যত খায়।

অঙ্গে গিয়া লাগে তার, মহামোহ পায় ॥২০৫॥

মাংসময় অন্ন কুমিলে বেড়ি' খায়।

যুচাইতে নাহি শক্তি, মরয়ে আলায় ॥ ২০৬ ॥

মড়িতে না পারে তত্ত-পঙ্করের মাঝে।

তবে প্রাণ রছে ভবিতব্যতার কাজে ॥ ২০৭ ॥

সনাতন বস্তু। নামী, রূপী, গুণী ও লীলাময় কৃষ্ণবিহ্বের সহিত সম্পূর্ণ অভিন্ন অপ্রাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার শ্রবণ-কীর্তনই সকল আশ্রিত বস্তুবর্গের পার্শ্বকালিক সাধন। কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার শ্রবণ-কীর্তনকারি-ভক্তগণই নিত্যসত্য ॥ ১২০-১২৪ ॥

যে সকল নিরন্তরকৃষ্ণ সাহচর্যশাস্ত্র কৃষ্ণভক্তি প্রতিপাদন ও কীর্তন করেন, সেইসকল শাস্ত্রই সত্য ও পরমধর্ম-নিরূপক। যদি কোন শাস্ত্রে কৃষ্ণের নাম' রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলার কথা শ্রুত বা কীর্তিত না থাকে, অথবা কৃষ্ণভক্তের নিত্যত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠ গৌরব-মাহাত্ম্য বর্ণিত না থাকে, অথবা একমাত্র কৃষ্ণভক্তিরই সর্বোত্তম অভিধেয় লিখিত না থাকে, তাহা হইলে উহাকে 'শাস্ত্র' বলিবার পরিবর্তে 'পাষণ্ডীর প্রজ্ঞান' বলিয়া হংস-জ্ঞানে কখনই অগ্রসর হইতে নাই।

(শ্রীমদভ্যাস-মৃত স্তবপুরাণ-বাক্য—) “ঋগ্‌যজুঃসামা-ধর্ষাশ্চ ভারতং পঞ্চরাত্রকম্। মূলরামায়ণঞ্চৈব শাস্ত্রমিত্যভি-ধীয়তে ॥ ষষ্ঠ্যমূলমতস্তত্চ শাস্ত্রং প্রকীর্তিতম্। অতোহন্ত-এহবিজ্ঞানো নৈব শাস্ত্রং 'কুব্জ' তৎ ॥”

অর্থাৎ, ‘ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অধর্ষ—এই চারিবেদ এবং মহাভারত, মূল-রামায়ণ ও পঞ্চরাত্র,—এই সকলই ‘শাস্ত্র’ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ইহাদের অমূলক যে-সকল গ্রন্থ, তাহাও ‘শাস্ত্র’-মধ্যে পরিগণিত। এতদ্ব্যতীত যে সকল গ্রন্থ, তাহা শাস্ত্র ত' নহে—ই, বরং তাহাকে ‘কুব্জ’ বলা যায়।’

(তৎসন্দর্ভযুক্ত মন্তব্যপুর্বাংক—) “সাত্ত্বিকেন চ কয়ে মাহাত্ম্যমধিকং হরেঃ। রাজসেন চ মাহাত্ম্যমধিকং ব্রহ্মণো বিদুঃ ॥ তদ্বদ্যেচ্চ মাহাত্ম্যং তামসেন শিবস্ত চ। সত্বীর্ণৈশ্চ সর্বত্যাঃ পিতৃণাঞ্চ নিগততে ॥”

অর্থাৎ, ‘সাত্ত্বিক পুর্বাংগাদি শাস্ত্রে হরির মহিমাই অধিক

মৃতজন্মার অতিপাপ—

কোন অতি-পাতকীর জন্ম নাহি হয়।

গর্ভে গর্ভে হয় পুনঃ উৎপত্তি-প্রলয় ॥ ২০৮ ॥

মাতৃগর্ভস্থিত জীবের জ্ঞানোদয়—

শুন শুন মাতা, জীবতত্ত্বের সংস্থান।

সাত-মাসে জীবের গর্ভেতে হয় জ্ঞান ॥ ২০৯ ॥

বর্ণিত হইয়াছে। রাজসিক পুরাণে ব্রহ্মার মহিমাধিক্য এবং তামসিক পুরাণে ব্রহ্মার তায় অগ্নি, শিব ও হর্গার মহিমা, আর সত্বীর্ণ অর্থাৎ সত্ত্বব্রহ্ম-মিশ্র বিবিধ শাস্ত্রে সর্বশ্রুতী প্রভৃতি নানা-দেবতার মহিমা ও পিতৃলোকের মাহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে।

অনেক অনভিজ্ঞ ভারবাহী আত্ম-পর-বঞ্চনাভিলাষি-ব্যক্তি ধারণা করিয়া থাকেন যে কৃষ্ণের কৃষ্ণভক্তির ও কৃষ্ণভক্তের মহিমাগানকারি-শাস্ত্রসমূহ ইন্দ্রিয়পরায়ণ সকাম জনগণের বিরুদ্ধে লিখিত হইয়াছে বলিয়া সেই সকল শাস্ত্র—তাহাদেরই তায় বিবাদপরায়ণ ও সাম্প্রদায়িক। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় জননীকে কৃষ্ণ-কাঞ্চ-ভক্তিমহিমা-কীর্তন-মুখে ঐ সকল আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-সম্বল মুখগণকে তাহাদের পূর্বোক্ত ভ্রান্তিময়ী ধারণা হইতে পরিত্রাণ করিবার মানসেই এই সত্যার্থ ব্যাখ্যা করিলেন। নিরন্তরকৃষ্ণ শাস্ত্রের কৃষ্ণ-কাঞ্চ-ভক্ত-মহিমা কীর্তন—সাম্প্রদায়িক বিবাদমান অর্থবাদ নহে, পরন্তু তাহাই সমগ্র চরমকল্যাণার্থী-জীবকুলের একমাত্র পরম মঙ্গলপ্রদ সিদ্ধান্ত। আধ্যাত্মিক বিচারপরায়ণ সত্বীর্ণ-চেতা নারকিগণই সর্বোৎকর্ষের বিক্ষুব্ধতম কৃষ্ণকে ও অত্যাশ্রিত ইতর দেবতার সহিত সমান ও প্রতিদ্বন্দ্বী বা কোন সত্বীর্ণ সাম্প্রদায়বিশেষের আরাধ্য-দেব বলিয়া মনে করেন। তাহা হইলেও তাহাদের নির্বিশেষ-বিচারপর জ্ঞানশাস্ত্র ও অর্থ-বাদপূর্ণ মধুপুষ্টিত ফলশ্রুতিজ্ঞাপক বহুদেবযজ্ঞনোদেশক সকাম কামশাস্ত্রের ব্যাখ্যাবাদ ও বাগ্‌বৈখরীরূপ হংসদ্বয় পরিত্যাগ করিয়া ঐকান্তিক কৃষ্ণভক্তি-প্রতিপাদক একারন-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেই নিত্য নিঃশ্রেয়োল্লাসের সুযোগ লাভ কয়িবেন ॥ ১২৫ ॥

অন্য। যদি শাস্ত্রে (বেদাঙ্গ-পুরাণেতর-স্বতীতি হাস্যাদৌ) পুরাণে বা হরিভক্তি: (সর্বোৎকর্ষের স্ত্রীহরে:

গর্ভস্থিত জীবের অহুশোচন ও কৃষ্ণভূতি—

তখনে সে স্মরিয়া করে অনুভূত।

স্মৃতি করে কৃষ্ণেরে ছাড়িয়া ঘন শ্বাস ॥ ২১০ ॥

“রক্ষ, রক্ষ! অগৎ-জীবের প্রাণনাথ!

তোমা’ বই দুঃখ—জীব নিবেদিবে কা’ত ॥ ২১১ ॥

ভক্তি: এব মুখ্য-প্রতিপাত্ত্বেন) ন দৃষ্টতে (বর্ণিততয়া ন আলক্ষ্যতে, অস্তেবাং লক্ষপ্রতিষ্ঠানাং কা বার্থা, তৎ) যদি স্বয়ং ব্রহ্মা (লোকপিতামহ: চতুশ্চুর্ধ্বঃ অপি) বদেৎ (তৎ-শাস্ত্রং পঠেৎ, বর্ণয়েৎ, শ্রাবয়েৎ ইত্যর্থঃ, তথাপি) তৎ শাস্ত্রং ন এব (কদাচিদপি কথমপি ন) শ্রোতব্যাং (কৈরপি পুংভিঃ শ্রবণার্থং ভবতি) ॥ ১৯৬ ॥

অনুবাদ। যে শাস্ত্রে বা পুরাণে একমাত্র শ্রীহরিভক্তিই মুখ্যতাৎপর্যরূপে দৃষ্ট হয় না, সাক্ষাৎ চতুশ্চুর্ধ্বও যদি সেই শাস্ত্র বর্ণন করিয়া শুনাইতে আসেন, তাহা হইলেও কখনই কোনপ্রকারেই তাহা কাহারও শ্রবণ করা উচিতানহে ॥ ১৯৬ ॥

প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণভক্ত চণ্ডাল-কুলোদ্ধৃত হইলেও তাঁহারই ব্রাহ্মণোত্তমতা এবং ব্রাহ্মণকুলোৎপন্ন অসদ্বৃত্তিজীবী কৃষ্ণভক্তি-হীন পাষাণীর চণ্ডালত্ব সর্বশাস্ত্র-সিদ্ধ। জাতি-সামান্য-বুদ্ধিতে তাঁহাদের উভয়ের দর্শন—নিষিদ্ধ। কুচি, বৃত্তি স্বভাব বা লক্ষণানুসারেই তাঁহাদের বর্ণ-নির্দেশ বিধেয়—ইহাই সমগ্র ঐতি-স্মৃতি-পুরাণেতিহাস-পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রের অভিপ্রায় ও সিদ্ধান্ত।

“আর্জবং ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ শূদ্রোহিনার্জবলক্ষণঃ। গৌতম-দ্বিতি বিজ্ঞায় সত্যকামমুপানয়ৎ ॥”—(ছানোগ্যে মাধ্বভাষ্য-স্থত সাম-সংহিতা-বাক্য), অর্থাৎ ‘ব্রাহ্মণে সাক্ষাৎ সরলতা এবং শূদ্রে কুটিলতা বর্তমান। হারিদ্ৰমত গৌতম এইরূপ গুণ বিচার করিয়াই সত্যকামকে উপনয়ন বা সাবিত্র্য-সংস্কার প্রদান করিয়াছিলেন।’

“ওগুস্ত তন্নান্দরশ্রবণান্তরা জবণাৎ সূচ্যতে হি ॥”—(ত্র: যু: ১৩০৪৪); এবং “নাসৌ পৌত্রায়ণ: শূদ্র: শুচাদ্রবণমেব হি শূদ্রত্বম্।”—(ঐ পূর্ণপ্রজ্ঞমাপ্তভাষ্য)। “রাজা পৌত্রায়ণ: শোকাক্ষুদ্বেতি মুনিনোদিত:। প্রাণ-বিত্ত্যবাপ্যাস্তাং পরং ধর্ম্মবাপ্তবান ॥”—(পদ্মপুরাণ)।

যে করয়ে বন্দী, প্রভু! ছাড়ায় সে-ই সে।

সহজ-মৃতেরে, প্রভু! মায়াকর’ কিসে ॥ ২১২ ॥

মিথ্যা ধন-পুত্র-রসে গোড়াইলু’ জনম।

না ভজিলু’ তোর দুই অমূল্য চরণ ॥ ২১৩ ॥

যে-পুত্র পোষণ কৈলু’ অশেষ বিধর্মে।

কোথা বা সে-সব গেল মোর এই কৰ্ম্মে ॥ ২১৪ ॥

অর্থাৎ ‘শোকধারা যিনি দ্রবীভূত, তিনিই ‘শূদ্র’। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে যে, ‘রাজা পৌত্রায়ণ কত্মিহ হইলেও শোকের বশবর্তী হওয়ায় রৈকমুনি-কর্ত্ত্বক ‘শূদ্র’ বলিয়া কথিত হইয়াছেন। এই রৈকমুনি হইতে প্রাণবিজ্ঞা লাভ করিয়া পরমধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছেন।’

“যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণ: স্মৃত:। যত্রৈতল্ল ভবেৎ সর্প তৎ শূদ্রমিতি নির্দিশেৎ ॥”—(ম: ভা: ব: প: ১৮০:২৬) অর্থাৎ ‘হে সর্প! যাহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব দেখা যাইবে, তিনিই ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া কথিত। যাহার ব্রাহ্মণ-স্বভাব না থাকে, তাহাকে ‘শূদ্র’ বলিয়া নির্দেশ করিবে।’

“এবঞ্চ সত্যাদিকং যদি শূদ্রেহ্যপ্যস্তি, তর্হি সোহপি ব্রাহ্মণ এব স্মৃত: * * * শূদ্রলক্ষণকামাদিকং ন ব্রাহ্মণেহস্তি, নাপি ব্রাহ্মণলক্ষণমাদিকং শূদ্রেহস্তি। শূদ্রেহপি শমাস্তা-পেতো ব্রাহ্মণ এব, ব্রাহ্মণোহপি কামাস্তাপেত: শূদ্র এব।”—(ম: ভা: ব: প: ১৮০:২৬-২৭ শ্লোকের নীলকণ্ঠটীকা)।

অর্থাৎ, ‘এইরূপ সত্যাদি লক্ষণ যদি শূদ্রেও থাকে, তাহা হইলে তিনিও নিশ্চয়ই ব্রাহ্মণ-মধ্যে পরিগণিত হইবেন। কামাদি শূদ্রের লক্ষণসমূহ ব্রাহ্মণে থাকিতে পারে না, আবার শমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ শূদ্রমধ্যে থাকে না। শূদ্র-কুলোদ্ধৃত-ব্যক্তি যদি শমাদিগুণ দ্বারা ভূষিত থাকেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তিনি ‘ব্রাহ্মণ’। আর ব্রাহ্মণ-কুলোদ্ধৃত ব্যক্তি যদি কানাদিগুণযুক্ত হন, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই ‘শূদ্র’,—এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।’

“শূদ্রে চৈতল্লবলক্ষণং বিধে তচ্চ ন বিজ্ঞতে। ন বৈ শূদ্রো ভবেৎ শূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণ: ॥”—(ম: ভা: শা: প: ১৮০:৮)।

অর্থাৎ, ‘শূদ্রে যদি বিপ্র-লক্ষণ দেখা যায় এবং ব্রাহ্মণে যদি শূদ্র-লক্ষণ উপলব্ধ হয়, তাহা হইলে শূদ্র ‘শূদ্র’-বাচ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণ ‘ব্রাহ্মণ’ হইতে পারে না।’

এখন এ-দুঃখে মোর কে করিবে পার ?

তুমি সে এখন বন্ধ করিবা উদ্ধার ॥ ২১৫ ॥

এতেকে জানিনু,—সত্য তোমার চরণ।

রক্ষ, প্রভু কৃষ্ণ ! তোর লইলু শরণ ॥ ২১৬ ॥

“ব্রাহ্মণঃ পতনীয়সু বর্তমানো বিকর্ম্মহ । দান্তিকো
হৃদয়ঃ প্রোক্তঃ শূদ্রেণ সদৃশো ভবেৎ ॥ যন্ত শূদ্রো দমে সত্যে
ধর্মে চ সত্যোক্তিঃ । তং ব্রাহ্মণমহং মথো বুদ্ধেন হি
ভবেদ্বিজঃ ॥” (—মঃ ভাঃ বঃ পঃ ২১৫।১৩-১৫) ।

অর্থাৎ, ‘যে ব্রাহ্মণ দান্তিক ও বহল হৃদয়পারায়ণ হইয়া
পতনীয় অসৎকর্মে লিপ্ত থাকে, সে শূদ্রতুল্য; যে শূদ্র
ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, সত্য ও ধর্ম-বিষয়ে সত্য উত্তমবিশিষ্ট,
তাহাকেই আমি ‘ব্রাহ্মণ’ বলিয়া বিবেচনা করি; কারণ,
ব্রাহ্মণ হইবার কারণই একমাত্র হরিভক্তিরূপ ‘সদাচার’ ।

“হিংসানৃত-প্রিয়া লুকাঃ সর্ককর্ণোপজীবিনঃ । কৃষ্ণাঃ
শৌচপরিদ্রষ্টান্তে দ্বিজাঃ শূদ্রতাং গতাঃ ॥ সর্কভক্ষ্যরতিনিত্যঃ
সর্ককর্ম্ম-করোহস্তচিঃ । ত্যক্তবেদশ্রুনাচারঃ স বৈ শূদ্র ইতি
স্মৃতঃ ॥” (—মঃ ভাঃ শাঃ পঃ ১৮৮।১৩; ১৮৯।১) ।

অর্থাৎ, ‘হিংসা, মিথ্যা-ভাষণ, লোভ ও সর্ককর্ম্মের দ্বারা
জীবিকা-নির্ভর, অসৎকার্য্য দ্বারা শুচিব্রত হইয়া দ্বিজগণ
শূদ্রবর্ণতা প্রাপ্ত হয় । সকল দ্রব্যভোজনে রতিবিশিষ্ট,
সকল কর্ম্মকারী, অশুচি, ত্যক্তবেদ-পাঠ ও অনাচারী
ব্যক্তিই ‘শূদ্র’ বলিয়া কথিত হয় ।’

“ন বোনির্ণাপি সংস্কারো ন শ্রুতং ন চ সন্ততিঃ ।
কারণানি দ্বিজত্বস্তত্ত্বমেব তু কারণম্ ॥ সর্কোহয়ং ব্রাহ্মণো
লোকে বুদ্ধেন তু বিধীয়তে । বুদ্ধে স্থিতস্ত শূদ্রোহপি
ব্রাহ্মণত্বং নিযচ্ছতি ॥” (—মঃ ভাঃ অহুঃ শাঃ পঃ ১৪৩।৫০-৫১)

অর্থাৎ, ‘ঐশ্বর্য বা জাতি, সংস্কার, বেদাধ্যয়ন বা সন্ততি,—
কোনটিই দ্বিজত্বের কারণ নহে, বুদ্ধই একমাত্র কারণ ।
বুদ্ধে অর্থাৎ বর্ণাভিব্যক্ত স্বভাবে প্রতিষ্ঠিত হইলে শূদ্র ও
ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয় ।’

“যৎ শূদ্রো ন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে” (—মঃ ভাঃ বিঃ ১০ম বিঃ
১৩ত পদ্মপুরাণ-বাক্য) ।

অর্থাৎ, ‘ভগবত্ভক্তিপারায়ণ ব্যক্তি’ বলাবন ‘শূদ্র’ বলিয়া

তুমি-হেন কল্পতরু-ঠাকুর ছাড়িয়া ।

ভুলিলাও অসৎপথে প্রমত্ত হইয়া ॥ ২১৭ ॥

উচিত তাহার এই যোগ্য শাস্তি হয় ।

করিল ত’ এবে কৃপা কর, মহাশয় ! ২১৮ ॥

কথিত নহেন । তাঁহারিগকে ‘ভাগবত’ বলিয়াই কীৰ্ত্তন
করা যায় । জনাৰ্দ্দনের প্রতি ভক্তি না থাকিলে যে-কোন
জাতিই হউক না কেন, তাহার ‘শূদ্র’ বলিয়াই গণনীয় ।’

“ব্রহ্মত্বং ন জানাতি ব্রহ্মত্বং গর্কিতঃ । তেনৈব স চ
পাপেন বিভ্রাঃ পশুরন্যতঃ ॥” (—অত্রিসংহিতা ৩।২ শ্লোক) ।

অর্থাৎ, ‘যে ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তি বেদ বা ভগবত্ভক্ত-
বিষয়ে অনভিজ্ঞ থাকিয়া কেবলমাত্র যজ্ঞোপবীতের বলে
অতিশয় গর্ক প্রকাশ করে, সেই পাপে সেই ব্রাহ্মণ ‘পশু’
বলিয়া গ্যাত হয় ।’

“এতদক্ষরং গার্গি বিদিত্বান্মল্লোকাং ১ প্রতি স ব্রাহ্মণঃ ।”
(—বৃহদাঃ ৩।৯।১০) ।

অর্থাৎ, ‘হে গার্গি, যিনি সেই অচ্যুত-তত্ত্বকে অবগত
হইয়া ইহলোক হইতে প্রয়াণ করেন, তিনিই ‘ব্রাহ্মণ’ ।

“তমেব ধীরো বিজায় প্রজ্ঞাং কুর্সাত ব্রাহ্মণঃ ।”
(—বৃহদাঃ ৪।৪।২১) ।

অর্থাৎ, ‘বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষ তাঁহাকে (পরব্রহ্মকে)
শাস্তাদি হইতে অবগত হইয়া প্রেমভক্তি-লাভার্থ যত্ন
করবেন ।’

“বিষেণরয়ং যতো হ্যসীত্ত্বম্বৈষ্ণব উচ্যতে সর্কোবাং চৈব
বর্ণানাং বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥” (—পান্দ্রোত্তরখণ্ডে ৩৯ অঃ)

অর্থাৎ, ‘বিষ্ণুসম্বন্ধী বলিয়াই বৈষ্ণব ‘বৈষ্ণব’-নামে অভি-
হিত হন এবং সকল বর্ণের মধ্যেই বৈষ্ণব ‘সর্কশ্রেষ্ঠ’ বলিয়া
উক্ত হইয়া থাকেন ।’

‘সর্কৎ প্রণামী কৃষ্ণস্ত মাতুঃ স্তম্ভং পিবেন্ন হি । হরিপাদে
মনো যেষাং তেভ্যো নিত্যং নমো নমঃ ॥ পুংসঃ ঋপণো
বাপি যে চাশ্চে স্নেহজাতয়ঃ । তেহপি বন্দ্য মহাত্মগা হরি-
পাদৈকসেবকাঃ ॥” (—পদ্মপুরাণে স্বর্ণখণ্ডে আদি ২৪ অঃ) ।

অর্থাৎ, ‘যিনি শ্রীকৃষ্ণকে একবার মাত্রও সর্ক অহঙ্কার পরি-
ভ্যাগ করিয়া প্রণাম করিয়াছেন, তাঁহাকে আর মাতৃস্তম্ভ পান
করিতে হয় না । পুংস, কুকুরভোজী চণ্ডাল, এমন কি স্নেহ-

এই কৃপা কর,—যেন তোমা' না পাসরি।
যেখানে-সেখানে কেনে না জন্মি, না মরি ॥ ২১৯ ॥
যেখানে তোমার নাহি যশের প্রচার।
যথা নাহি বৈষ্ণবজনের অবতার ॥ ২২০ ॥
যেখানে তোমার যাত্রা-মহোৎসব নাহি।
ইন্দ্রলোক হইলেও তাহা নাহি চাই ॥ ২২১ ॥

কৃতিসমূহ ও যদি একান্তভাবে হরিপাদপদ্মে শরণ গ্রহণ করিয়া
সবারত হন, তাহা হইলে তাঁহারাও মহাভাগ ও পূজার্থী।

“ন মেহভক্ত-চতুর্দেবী মন্তকঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তন্মৈ দেয়ং
উত্তো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হৃদম্ ॥” (—স্ব-দেয়ান্)

অর্থাৎ ‘চতুর্দেবপাঠী অর্থাৎ চোবে ব্রাহ্মণ হইলেই ভক্ত
হয়, একপ নয়। আমার ভক্ত চণ্ডাল হইলেও আমার প্রিয়,
ভক্তই যথার্থ দান-পাত্র এবং গ্রহণ-পাত্র। ভক্ত সর্বপা
আমারই ছায় পূজ্য।’

(ভাঃ ৩৩৩৭ শ্লোকে.....) “অহো বত শ্বপচোহতো
গরীয়ান্ যজ্ঞিহ্বাগ্রে বর্ততে নাম তুভ্যম্। তেপুতপস্তে জুহবঃ
পশু রার্যা ব্রহ্মানুচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥”

অর্থাৎ ‘অহো! নামগ্রহণকারী পুরুষের শ্রেষ্ঠতার কথা
আর কি বলিব? ঋতাহার জিহ্বাব একপ্রান্তে ভবদীর নাম
একটিবারের জন্ত ও উচ্চারিত হন, তিনি শ্বপচগৃহে আবিস্কৃত
হইলেও এই নামোচ্চারণের জন্তই পূজ্যতম; তাঁহাদের
ব্যবহারিক ব্রাহ্মণতা ত’ পূর্বসিদ্ধই রহিয়াছে; কারণ,
তাঁহারা পূর্ব-পূর্ব জন্মেই ব্যবহারিক-ব্রাহ্মণের যাবতীয়
অধিকারোচিত কৃত্য, যথা—সর্বপ্রকার তপস্তা, সর্ববিধ
যজ্ঞ, সর্বতীর্থে স্নান, সর্ব বেদাধ্যয়ন ও সবাচার সমাপন-
পূর্বক বর্তমান জন্মে নাম গ্রহণ করিতেছেন।’

(ভক্তিসম্বর্ত ১৭৭ সংখ্যা-দ্বিতীয় গারুড়-বাণ্য—) “ব্রাহ্মণানাং
সহস্রেভ্যঃ সত্ৰযাজ্ঞী বিশিষ্যতে। সত্ৰযাজিসহস্রেভ্যঃ সর্ব-
বেদান্তপারগঃ। সর্ববেদান্তবিৎকোটিা বিষ্ণুভক্তো বিশিষ্যতে।
বৈষ্ণবানাং সহস্রেভ্য একান্ত্যো কো বিশিষ্যতে ॥”

অর্থাৎ সহস্র ব্রাহ্মণ অপেক্ষা একজন বাক্তিক শ্রেষ্ঠ,
সহস্র বাক্তিক অপেক্ষা একজন সর্ববেদান্ত শাস্ত্রজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, সর্ব
বেদান্ত-শাস্ত্রজ্ঞ কোটি ব্যক্তি অপেক্ষা একজন বিষ্ণুভক্ত শ্রেষ্ঠ
এবং সহস্র বৈষ্ণব অপেক্ষা একজন একান্তী ভক্ত শ্রেষ্ঠ ॥ ১৯৭ ॥

ভক্ত-ভক্তি-ভগবৎ প্রসঙ্গহীন ত্রিপিষ্টপ ও বর্জ্যনীয়—

তথা হি (ভাঃ ৫১৯২৪) —

“ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাম্বাপগা ন সাবধো ভাগবতান্তবাস্তবঃ।
ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ সুরেশলোকোহপি ন বৈ স সেব্যাতাম্
“গর্তবাস-দুঃখ প্রভু, এহো মোর ভাল।
যদি তোর স্মৃতি মোর রহে সর্বকাল ॥ ২২৩ ॥

কপিল-দেবহুতি-সংবাদ,—ভাঃ ৩য় স্বঃ ২৫শ অঃ ৭—৪৪
সংখ্যা এবং ২৬শ অঃ—৩২শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১৯৮ ॥

কৃষ্ণভক্তির ও কৃষ্ণভক্তের প্রভাব,—ভাঃ ৩২৩৩২-৪৪
সংখ্যায় মাতা দেবহুতির প্রতি ভগবান কপিলদেবের উক্তি
দ্রষ্টব্য ॥ ১৯৯-২০১ ॥

যিনি কৃষ্ণের ভজন করেন, তিনি মায়াবদ্ধ-জীবের জ্ঞান
কালকোভ্যাস্পর্ষ জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গের অধীন নহেন। বস্তুতঃ
ভগবদ্বক্ত কাল-প্রভাবে কখনই বিনষ্ট হন না; ভক্তিময়
জীবন লাভ করিয়া তিনি সর্বকালই হরিসেবা করেন।
দেবগণেরও প্রভু কালের জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গাত্মক প্রবলচক্র
তাঁহার ভক্তি-প্রভাব দেখিয়া ভীত হন। ভীষণ কালচক্র
কৃষ্ণবিমুখ বা বিমুখ মায়াবদ্ধ জীবকে নানাবিধি ভ্রমণ
অর্থাৎ জন্মগ্রহণ করাইয়া পরিশেষে সংহার করেন; কিন্তু
ভগবদ্বক্ত নিঃশচিন্ময় আত্মবিশ্ব বসিয়া ভাদৃশ ভয়ঙ্কর কাল-
চক্র তাঁহাকে স্পর্শ করিতেও পারে না; পক্ষান্তরে, দাসের
ছায়ই উহা তাঁহার অঙ্গগমন করে ॥ ২০০ ॥

(ভাঃ ৩২৩৪৩ শ্লোকে মাতা-দেবহুতির প্রতি ভগবান
কপিলদেবের উক্তি—) “জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তেন ভক্তিব্যোগেন
ব্যোগিনঃ। ক্ষেমাৎ পাদমূলং মে প্রবিশন্ত্যকুতোভয়ম্ ॥”

ইহজগতে কৃষ্ণবিমুখ ও বিমুখ জীবসকল জন্ম-স্থিতি-
মরণ-মালা-বেষ্টিত হইয়া মাতৃকুক্ষিতে বাস-কালে নানাবিধ
যন্ত্রণা ভোগ করে। ভগবদ্বক্তগণ মাতৃজঠরে বাস-হেতু
কোন ঘৃণা বা ক্রোশাদি বোধ করেন না, পরন্তু ভগবদ্বিচ্ছা-
ক্রমে প্রপঞ্চে আগমন করিবার পূর্বেও তিনি গর্তবাস-
ক্রোশাদিতে উদাসীন থাকিয়া তৎকালেও ভগবানের সেবা
করিয়া থাকেন। ফলতঃ, ভগবদ্বক্ত কোন অবস্থাতেই জন্ম-
মরণের কোনপ্রকার হুংখাদি অনুভব করেন না, সর্বদাই
কৃষ্ণসেবানন্দে নিমগ্ন থাকেন। মাতা-করাধুর গর্তে অবস্থান-

ভোর পাদপদ্মের স্মরণ নাহি যথা ।

হেন রূপা কর, প্রভু! না ফেলিবা তথা ॥ ২২৪ ॥

কালে মহা-ভাগবত শ্রী প্রহ্লাদের অমুক্ষণ রূপ-স্মরণই এই
বিষয়ে অসন্ত দৃষ্টান্ত ॥ ২০১ ॥

রূপ হইতেই চৈতন জীব-জগৎ ও অচেতন জড়-জগৎ
উদ্ভূত হয় বলিয়া রূপই সন্থা বিশ্বের একমাত্র জনক ।
কৃতজ্ঞ-পুঞ্জের বৈরূপ জনকের আনুগত্য ও পূজনই একমাত্র
ধর্ম বা কর্তব্য কর্ম, তজ্জপ প্রত্যেক জীবের, বিশেষতঃ
মানবের রূপ-পাদপদ্মকেই সর্ববিশ্বসর্গের মূল-জনক অর্থাৎ
আকর-চৈতন জানিয়া তাঁহাকেই নিত্যকাল আনুগত্যের
সহিত ভজন কর্তব্য । যে সকল জীব আত্মস্বরূপজ্ঞানে বঞ্চিত
হইয়া সর্বলোক-পিতামহ পদ্মধোনিরও জনক মূল-নারায়ণ
রূপের প্রতি ভক্তিরহিত হয়, সেই সকল অকৃতজ্ঞ পুঞ্জ-
স্থানীয় জীব নানা-প্রকার সংসার-ক্লেশ লাভ করে । তাদৃশ
অকৃতজ্ঞ, ধর্মোন্মত্তজনকারী অপরাধী পুত্ররূপি-জীবগণের দণ্ড-
স্বরূপ সংসারে আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক —
এই ত্রিবিধ তাপের ব্যবস্থা আছে ।

(ভাঃ ১১।৪।৩ শ্লোকে বিদেহরাজ নিমির প্রতি নব-
যোগেশ্বরের অমাত্য শ্রীচমসমুনির উক্তি—) “য এবাং পুরুষং
নান্দাদ্যপ্রভবমীশ্বরম্ । ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্ভীঃ
পতন্ত্যধঃ ॥”

অর্থাৎ, ‘এই চারি বর্ণাশ্রমীর মধ্যে যে সকল ব্যক্তি
সাক্ষাৎ নিজ-পিতা ঈশ্বরকে ভজন করে না, পরন্তু অবজ্ঞা
করিয়া থাকে, তাহারা স্থানভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয় ॥’ ২০২

রূপভজনহীন জীবের দুর্গতি,—(১৫: ৮: মধ্য, ২০ পঃ
১১৭-১১৮—) “রূপ ভূমি” সেই জীব—অনারি বহির্মুখ ।
অতএব মায়া তাহা দেয় সংসার-দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায়,
কভু নরকে ডুবায় । দণ্ডাজনে রাজা যেন নদীতে চুবায় ॥”

(ভাঃ ৩য় স্কঃ ৩০শ অঃ, বিশেষতঃ এখানে ৩১শ অঃ
১—৩১ সংখ্যায় মাতা দেবহুতির ঐশ্বর্য ভগবান্ কপিল-
দেবের উক্তি বিশেষভাবে দ্রষ্টব্য ॥ ২০৩ ॥

ভাঃ ৩য় স্ক ৩০শ অঃ—৩১ অঃ ৩১ সংখ্যা পর্য্যন্ত শ্লোকে
মাতা দেবহুতির প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি—

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—মাতঃ, এই যে কাণের কথা

এইমত দুঃখ প্রভু, কোটি-কোটি জন ।

পাইলু' বিস্তর, প্রভু! সব—মোর কর্ম ॥ ২২৫ ॥

কহিলাম, মনুষ্য ইহার প্রভাবেই চালিত হয়; কিন্তু মেঘ-
সকল বায়ুকর্ষক বিচলিত হইয়াও যেমন বায়ুর বিক্রম
অবগত হইতে পারে না, মনুষ্যগণও সেইরূপ এই বলবান্
কালের অগৌন বিক্রম জানিতে পারে না ।

মনুষ্য জ্ঞানের নিমিত্ত অতিশয় ক্লেশ স্বীকার করিয়াও
যে যে প্রয়োজনীয় বস্তু উপার্জন করে, শক্তিমান্ কাল-সে-
সমুদয় অর্থই বিনষ্ট করিয়া থাকে ।

দুর্শ্রুতি-জীব মোহবশতঃ কলত্রাদি-সম্বন্ধিত অনিত্য দেহ,
গেহ, ক্ষেত্র ও বিস্তকে নিত্য বলিয়া মনে করে; স্মৃতরাং ঐ
সকল বস্তু নষ্ট হইলে, উহারা শোকে নিমগ্ন হয় ।

জন্তু-সকল এই সংসারে যে যে যোনি পরিলব্ধ করে,
সেই সেই যোনিতেই সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে; স্মৃতরাং
কিছুতেই বিরক্ত হইতে পারে না ।

দৈব-মায়া বিমোহিত-পুরুষ নরক-যোনি লাভ করিয়াও
নরকযোগ্য আহারাদিতে সন্তুষ্ট থাকিয়া নারকি-শরীর পরি-
ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না ।

ঐ ব্যক্তি দেহ, জী, পুত্র, গৃহ, পুত্র, ধন, বস্তু প্রভৃতিতে
নানা মনোরথ বন্ধন করিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে ।

কুটুম্বদিগের পোষণ চিন্তার হ্রাসায় সেই মুঢ়ব্যক্তির
আপাদমস্তক নিরন্তর দক্ষীভূত হইতে থাকে; স্মৃতরাং সে
পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় ।

ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি কাপট্যধর্মবহল স্নেহদুঃখপ্রধান-গৃহে
নিরগ্ন হইয়া কলভাদি-শিশুগণের আধ-আধ-আলাপে ও
অসতী স্ত্রীগণের নির্জন-বিরচিত সন্তোষাদিরূপা মায়ায় ঘরা
মন ও ইন্দ্রিয়গণের সহিত অভিভূত হইয়া থাকে; নিরন্তর
কেবল দুঃখ-প্রতীকারের যত্নপূর্বক উহাকেই ‘স্নেহ’ বলিয়া
মনে করিয়া থাকে ।

সেই মুঢ়ব্যক্তি—বাহাদিগের পোষণে অধোগতি হয়,
গুরুতর হিংসারুত্তিষারা নানাস্থান হইতে অর্ধোপার্জনপূর্বক
সেই পরিবারবর্গকেই পোষণ করিয়া থাকে এবং স্বয়ং
তাহাদিগের ভোজনাবশেষ বাহা কিছু থাকে, তাহাই
আহার করিয়া জীবন ধারণ করে ।

সে দুঃখ-বিপদ প্রভু, রহ বারেরবার।
যদি তোর স্মৃতি থাকে সর্ব-বেদ-সার ॥ ২২৬ ॥
হেন কর' কৃষ্ণ, এবে দাস্তবোধ দিয়া।
স্রগে রাখহ দাসী-সন্ধান করিয়া ॥ ২২৭ ॥

যখন সে জীবিকা-রহিত হয়, তখন সে অস্ত্র জীবিকা-
অবলম্বনের অস্ত্র বারবার চেষ্টা করিয়া ব্যর্থমনোরথ হইলে,
লাভে অভিজুত হইয়া পরের ধনে স্পৃহা করে।

মৃত্যুঙ্কি, হতভাগ্য-পুরুষ বারবার যত্ন করিয়াও যখন
কুটুম্বভরণে অশক্ত হয়, তখন হতশ্রী ও দুঃখিত হইয়া দীর্ঘ-
নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করে।

এইরূপে যখন তাহার স্ত্রী-পুত্রাদির ভরণ-পোষণে সে
অসমর্থ হইয়া পড়ে, তখন নির্দয় কৃষকগণ যেরূপ বলীবর্দকে
অবত্ন করে, সেইরূপ তাহার পুত্র-কলত্রাদিও ঐ গৃহব্রত-
ব্যক্তিকে আর পূর্বের ছায় আদর করে না।

কিন্তু তাহাতেও তাহার সংসারের প্রতি বিরাগ উপস্থিত
হয় না; অরা-গ্রস্ত, বিরূপাকৃতি ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া সেই
গৃহব্রত-ব্যক্তি গৃহেই বাস করে এবং পূর্বে যে পুত্র-
কলত্রাদিকে স্বয়ং প্রতিপালন করিয়াছিল, তাহারাই অবজ্ঞা
করিয়া তাহাকে যৎসামান্য যে-কিছু খাও-দ্রব্যাদি প্রদান
করে, সে গৃহ-পালিত কুকুরের ছায় তাহাই ভক্ষণ করিয়া
থাকে; তখন সে রোগগ্রস্ত হইয়া পড়ে, স্ততরাং তাহার
অষ্টরাগ্নির আর তাদৃশ বল থাকে না, তাহার আহারও স্নান
হইয়া আসে; সে পরিশ্রমে অশক্ত হইয়া গৃহেই অবস্থান
করিতে থাকে।

দেহস্থ বায়ুর উর্দ্ধগতিনিবন্ধন বায়ুর গমনাগমন-মার্গরূপ
নাড়ীসমূহ কক্ষ-দ্বারা বদ্ধ হইয়া যায়; স্ততরাং বায়ুর প্রকোপে
চক্ষু ব্যতির হইয়া পড়ে; তাহাতে কাসি কিম্বা নিঃশ্বাস-
প্রবাহের সময় তাহার অত্যন্ত কষ্ট হয় এবং কণ্ঠদেশে 'গুর্
গুর্' শব্দ হইতে থাকে।

ক্রমে ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি মৃত্যুশয্যা শয়ন করে, তখন
আত্মীয়-বন্ধু-বান্ধবগণ তাহার চতুর্দিকে কিরিয়া শোক
করিতে আরম্ভ করে এবং বারবার তাহাকে নানাকথা
জিজ্ঞাসা করিতে থাকে, কিন্তু সে কালপাশের বশবর্তী হইয়া
ঐ বন্ধুগণের কোন কথারই উত্তর দিতে পারে না।

বারেক করহ যদি এ দুঃখের পার।
ভোমা' বই তবে প্রভু, না চাহিমু আর ॥ ২২৮ ॥
এইমত গর্ত্ববাসে পোড়ে অশুভগণ।
তাহো ভালবাসে কৃষ্ণস্মৃতির কারণ ॥ ২২৯ ॥

কুটুম্বভরণে ব্যাপ্তচিত্ত অতিশ্রমিত ও গৃহব্রত ব্যক্তি
এইরূপ অবস্থাতেও রোক্তমান আত্মীয়-স্বজনের সান্তনয়
দুঃখ সন্দর্শন করিয়া অদীর হয়; অবশেষে সে-মষ্টবুদ্ধি
হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে।

তাহার মৃত্যুসময়ে সন্ধ্যাকালে ভয়ঙ্কর যমদূতদ্বয় আসিয়া
উপস্থিত হয়। ঐ ব্যক্তি উহাদিগকে দর্শন করিয়াই জ্ঞাস
পায় এবং ভয়ে পুনঃ পুনঃ যমদূত পরিত্যাগ করিতে থাকে।

অনন্তর যমদূতদ্বয় ঐ গৃহব্রত ব্যক্তিকে স্থলদেহ হইতে
যাতনা-দেহে নিরুদ্ধ করিয়া বলপূর্বক তাহার গলদেশে
পাশ বন্ধন করে এবং যেরূপ রাজপুরুষগণ দণ্ডনীয়-ব্যক্তিকে
পাশবদ্ধ করিয়া লইয়া যায়, যমরাজের কিঙ্করগণও সেইরূপ
তাহাকে লইয়া দীর্ঘপথে প্রস্থান করিতে থাকে ॥

যমদূতগণের তিরস্কার-বাক্যে ঐ পুরুষের হৃদয় বিদীর্ণ
হইতে থাকে এবং সংসারীকে কম্প উপস্থিত হয়। পথিমধ্যে
কুকুরসকল তাহাকে ভক্ষণ করিতে আসে; তাহাতে ঐ
ব্যক্তি যাতনায় অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া স্বরূত পাপ স্মরণ
করিতে করিতে চলিতে থাকে। যমদূতগণ তাহাকে যে
পথ দিয়া লইয়া যায়, তাহা প্রতাপ-বালুক'-পরিপূর্ণ; তথায়
কোন বিশ্রাম-স্থল বা পানীয়-জল নাই; ঐ ব্যক্তি কৃপায়
প্রপীড়িত এবং সূর্যাকিরণ ও দাবানলদ্বারা সন্তপ্ত হইয়া
চলিতে নিত্য অসমর্থ হইলেও যমদূতগণ তাহার পৃষ্ঠদেশে
কশাঘাত করিতে থাকে; স্ততরাং সে অতিকষ্টে চলিতে
বধ্য হয়।

শ্রান্তিবশতঃ সেই ব্যক্তি যাইতে পথিমধ্যে পদস্থলিত ও
বারবার মুচ্ছিত হইয়া পড়ে; আবার চেতনতা লাভ করিয়া
পাপবহুল অন্ধকারময়-পথদ্বারা যম-সদনে নীত হয়।

যে-পথে যম-গৃহে যাইতে হয়, তাহার পরিমাণ—
অত্যন্ত দীর্ঘ। যমদূতগণ কোন কোন দণ্ডা-ব্যক্তিকে দুই
মুহূর্তের মধ্যে ঐ দীর্ঘপথ অতিক্রম করাইয়া থাকে। স্ততরাং
সেই পাপী ব্যক্তি যখন যম-সদনে উপস্থিত হয়, তখন সে
দেখিতে পায়,—কোথাও অসন্ত অঙ্গার-দ্বারা গাত্র-বেষ্টন

গর্ভনিষ্ক্রান্ত বহির্মুখ জীবের হৃৎক বর্ণন -
 স্তবের প্রভাবে গর্তে হৃৎক নাহি পায় ।
 কালে পড়ে ভূমিতে আপন-অনিচ্ছায় ॥ ২৩০ ॥
 শুন শুন মাতা, জীবতন্ত্রের সংস্থান ।
 ভূমিতে পড়িলে মাত্র হয় আগোয়ান ॥ ২৩১ ॥
 মূর্ছাগত হয় ক্ষণে, ক্ষণে কান্দে শ্বাসে ।
 কহিতে না পারে, হৃৎক সাগরেতে ভাসে ॥ ২৩২ ॥
 কৃষ্ণের সেবক জীব কৃষ্ণের মায়ায় ।
 কৃষ্ণ না ভজিলে এইমত হৃৎক পায় ॥ ২৩৩ ॥

করিয়া পাপীর দেহ দগ্ধ হইতেছে, কোথাও বা অপরের
 দ্বারা, আবার কোথাও বা আপন-মাংস আপনিই ছিন্ন করিয়া
 সেই মাংস ভোজন করিতেছে ; জীবন থাকিতেই বমালয়স্থ
 কুকুর, গৃধ প্রভৃতি জীবগণ নাড়ীসকল টানিয়া বাহির
 করিতেছে ; কেহ বা সর্প, গুচিক ও দংশক প্রভৃতি জন্তুগণের
 দংশনে অতিশয় বেদনা অনুভব করিতেছে, কাহারও অঙ্গ-
 প্রত্যঙ্গসকল খণ্ড খণ্ড করিয়া নৃশংসভাবে ছেদন করিতেছে,
 কাহাকেও বা পরত-চূড়া হইতে নিক্ষেপ করিতেছে,
 কাহাকেও বা জল ও গর্তের মধ্যে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে
 —এই সকল যাতনা সে ভোগ করিয়া থাকে ।

অন্ধতামিশ্র, রোরব প্রভৃতি যত প্রকার নরক-বন্দনা
 পরম্পরের পাপসংসর্গে জন্ম নিশ্চিত হইয়াছে, ঐ মৃত গৃহব্রত
 ব্যক্তি, পুরুষই হউক আর নারীই হউক, সেইসকল যাতনা
 ভোগ করিতে বাধ্য হয় ।

হে মাতঃ, এই স্থানেই নরক, এই স্থানেই সর্গ—
 তদ্বিদ্গণ ইহাই কহিয়া থাকেন । নরকে যে সকল যাতনা
 ভোগ করিতে হয়, তাহা এই জগতেও দেখিতে পাওয়া যায় ।

কুটুম্ব-পোষণেই বিব্রত থাকুক বা স্বীয় উদর-ভরণেই
 ব্যস্ত থাকুক, মৃত্যুর পর এই স্থানেই কুটুম্ব ও নিঃসদেহ,
 উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া ঐ সংসার-পূর্বোক্তরূপ
 ফল ভোগ করিতে হয় ।

প্রাণিহিংসার পরিপূর্ণ স্থলদেহ এবং সঞ্চিত ধন ; এই
 উভয়কেই এই জগতে পরিত্যাগপূর্বক পাপরূপ পাথর লইয়া
 ঐ গৃহব্রত ব্যক্তি অন্ধকারপূর্ণ ঘোর নরক প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

কৃষ্ণভজনকারীরই সৌভাগ্য—

কথোদিনে কালবশে হয় বুদ্ধি-জ্ঞান ।
 ইথে যে ভজয়ে কৃষ্ণ, সেই ভাগ্যবান ॥ ২৩৪ ॥

কৃষ্ণ-বহির্মুখ অসংসদীর নরক-লাভ—

অজ্ঞান না ভজে কৃষ্ণ, দুষ্ট-সঙ্গ করে ।
 পুনঃ সেইমত মায়ী-পাপে ডুবি' মরে ॥ ২৩৫ ॥

জিহ্বারোপস্থ-লম্পট অসংসদীর নিরয়-লাভ—

তথা হি (ভাঃ ৩৩১৩২)—

“যথাসম্ভিঃ পথি পুনঃ শিশ্নোদরকৃতোত্তমৈঃ ।

আস্থিতো রমতে জন্তুতমো বিশতি পূর্ববৎ ॥” ২৩৬ ॥

ঐ গৃহব্রত পুরুষের কুটুম্ব-পোষণের পাপ-ফল পরকালে
 ঈশ্বর-কর্তৃক প্রদত্ত হয় ; সে আত্মের মত হতজ্ঞান হইয়া
 নরকে তাহার ফল ভোগ করে ।

যে ব্যক্তি কেবল অধর্মের দ্বারা কুটুম্ব-ভরণে উৎসুক,
 সে ব্যক্তি নরকের চরম-পথ অন্ধতামিশ্রে গমন করে ।

এই নরক-ভোগের পর কুকুর-শুঁকরাদি যোনিতে যত
 প্রকার যাতনা আছে, ক্রমশঃ সেই সকল যাতনা ভোগ
 করিয়া যখন ভোগের দ্বারা সেই ব্যক্তি ক্ষীণপাপ হয়, তখন
 আবার শুচি হইয়া এই নরলোকে আগমন করে ।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে মাতঃ, জীব দৈব-কর্তৃক
 প্রেরিত হইয়া পূর্বকৃত-কর্মের ফলানুসারে দেহপ্রাপ্ত হইবার
 জন্য পুরুষের রেতঃকণা আশ্রয় করিয়া জীবগর্তে প্রবিষ্ট হয় ।

ঐ রেতঃকণা গর্ভমধ্যে পতিত হইলে এক রাত্রিতে
 শোণিতের সহিত মিশ্রিত হয়, পঞ্চরাত্রিতে বুধদাকারে
 পরিণত হয়, দশ দিবসের মধ্যে বদরীফলের স্থায় কঠিন
 মাংসপিণ্ডাকার ধারণ করিয়া থাকে ।

এইরূপে একমাসের মধ্যে তাহার মস্তক, দুই মাসে
 তাহার হস্ত-পদাদি অঙ্গ-বিভাগ এবং তিনমাসে নখ, লোম,
 অস্থি, চর্ম ও ছিদ্রসকল প্রকটিত হয় ।

চারিমাসে সপ্তধাতু (রস, রক্ত, মাংস, অস্থি, মেধ,
 মজ্জা ও শুক্র) এবং পঞ্চম মাসে ক্ষুধা তৃষ্ণার উদয় হয় ।
 ছয়মাসে ঐ জীব জরায়ুদ্বারা আবৃত হইয়া দক্ষিণ-কুক্ষিতে
 ভ্রমণ করে ।

সেই জীব মাতৃ-ভুক্ত অন্নপানাদির দ্বারা পরিবর্ধিত হইতে

তথা হি—

“অনায়াসেন মরণং বিনা দৈন্তেন জীবনম্।

অনায়াসিত-গোবিন্দচরণত্ কথং ভবেৎ ॥” ২৩৭ ॥

থাকে। সুতরাং তাহার অনভিপ্রেত হইলেও তাহাকে প্রাণি-
গুণের উৎপত্তিস্থান মল-মূত্র-গর্ভে শয়ন করিয়া থাকিতে হয়।

সেই-গর্ভ-মধ্যে তদ্রূপ ক্ষুধার্ত কৃমিসকল তাহার স্নান
দেহ পাইয়া, সর্কাদ্র নিয়ত ক্ষত-বিক্ষত করিতে থাকে,
তাছাতে সে-নিরতিশয় ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়া মুহমূর্ছা মুচ্ছিত হয়।

গর্ভধারিণী দুঃসহ কটু, তীক্ষ্ণ, উষ্ম, লবণ, রুক্ষ অম্বাদি
ষেসকল রস ভক্ষণ করেন, সেইসকলের সহিত গর্ভস্থ-জীবের
দেহ সংযুক্ত হওয়ায় তাহার সর্কাদ্রে বেদনা জন্মে। সে
ভিতরে অগ্নায়ুদ্বারা বেষ্টিত এবং বাহিরে নাড়ীদ্বারা বিশেষ-
রূপে আবদ্ধ হইয়া পৃষ্ঠ ও এীবাদেশ কুঞ্চিত করিয়া কুঞ্চিত
দেশে-মস্তক স্থাপনপূর্বক অবস্থান করে। সুতরাং পিঞ্জরস্থ
পক্ষীর ছায় স্বীয় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে অসমর্থ হইয়া সেই
গর্ভমধ্যেই বাস করে।

ঐ গর্ভমধ্যে তাহার দৈবক্রমে পূর্ব-পূর্ব-জন্মের কৃতকর্মের
স্মৃতি উদ্ভিত হয়। তখন সে শত-শত-জন্মের পাপকর্ম-সমূহ
স্মরণ করিয়া দীর্ঘ-নিখাস পরিত্যাগ করে, সুতরাং একরূপ
অবস্থায় সে কিরূপে স্থখ লাভ করিতে পারে?

এইরূপে জীব যখন সপ্তম-মাসে পদার্পণ করে, তখন
তাহার জ্ঞানোদয় হয়। কিন্তু প্রেসবকারণ বায়ুদ্বারা পরি-
চালিত হইয়া সমানোদর-অম্বা বিষ্ঠাজাত কৃমির ছায় এক-
স্থানে স্থির হইয়া অবস্থান করে না।

তখন দোহাশ্রদশী জীব পুনরায় গর্ভবাস-যজ্ঞগার ভয়ে
ভীত হইয়া সপ্তধাতুর দ্বারা বদ্ধাবস্থায়ই ক্রতাল্লিপূর্বক
ব্যাকুলচিত্তে, যে পরমেশ্বর তাহাকে মাতৃগর্ভে প্রেরণ
করিয়াছেন, তাঁহার স্তব করিতে আরম্ভ করে।

জীব বলিতে থাকে,—‘এই পরিদৃশ্যমান-জগৎ পালন
করিতে ইচ্ছুক হইয়া যিনি নানাবিধ মূর্ত্তি প্রকট করেন
এবং যে ভগবান্ আমার ছায় অসদ্ব্যক্তির অল্পকণা এই
গতি বিধান করিয়াছেন, আমি তাঁহার ভূতলসঞ্চারি অভয়
পাদারবিন্দে শরণ গ্রহণ করিলাম।

যে ‘আমি’ জননী-জঠরে দেহাকার-পরিনতা মাঝাকে আশ্রয়-

কৃতজ্ঞান-ফলেই নিরাপদ জীবন ও মরণ—

“অনায়াসে মরণ, জীবন দুঃখ-বিম্বে।

কৃষ্ণভজিলে সে হয় কৃষ্ণের স্মরণে ॥ ২৩৮ ॥

পূর্বক কর্মদ্বারা আবৃত-স্বরূপ বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিতেছি,
এবং ভগবান্—যিনি অন্তর্ধ্যামিরূপে আমার সহিত এইস্থানে
বাস করিতেছেন, সেই ‘আমাতে’ ও ‘ভগবানে’ বিশেষ ভেদ
আছে। ভগবান্—স্থূল ও লিঙ্গ উপাধি-রহিত অর্থাৎ তাঁহার
দেহ ও দেহীতে ভেদ নাই; তিনি অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ।
আমার সন্তপ্ত-হৃদয়ে তাঁহার ঐ রূপ প্রতিভাত হইতেছে।
তিনিই আমার শরণ্য, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি।

আমি পঞ্চভূতরচিত এই দেহমধ্যে আচ্ছন্ন হইয়া বাস
করিতেছি বলিয়া আমার বাহ্য আপাত-বোধ হইতেছে, কিন্তু
বস্তৃতঃ তাহা নহে; কারণ, আমার নিত্যস্বরূপ পাক্ভৌতিক
দেহের সহিত অসম্পৃক্ত; সুতরাং ইন্দ্রিয়, গুণ, বিষয় ও
চিদাভাসাত্মক হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব, কিন্তু ভগবানের
মহিমা এই শরীর-যোগেও কুচিত্ত হয় না অর্থাৎ তিনি ব্যষ্টি-
জীব-জন্মের অন্তর্ধ্যামিরূপে অবস্থান করার তাঁহার অপ্ৰাকৃত-
স্বরূপ কোন বিকার বা মায়-সংস্পর্শ লাভ করেন না, কিম্বা
মায়িক-জীবের দেহের ছায় তাঁহার দেহ-দেহীতে বন্ধনও
ভেদ হয় না; কারণ, তিনি বৈকুণ্ঠ বস্তু। তিনি প্রকৃতি-
ও পুরুষের নিয়ন্তা এবং সর্বজ্ঞ। আমি সেই আদিপুরুষকে
বন্দনা করি।

যাঁহার মায়-দ্বারা জীব জ্ঞান ও পূর্বস্মৃতি হারা হইয়া বিমূর্ত্ত
গুণকর্ম নিমিত্ত এই সংসার পথে শ্রান্ত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে,
সেই পরমেশ্বরের কৃপা ব্যতীত অন্য কোনপ্রকারেই জীব
পুনর্বার স্ব-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পারে না।

পরমেশ্বর ব্যতীত আমাকে ত্রৈকালিক জ্ঞানদান করিতে
আর কে-ই বা সমর্থ হইবেন? পরমেশ্বরের অংশ অন্তর্ধ্যামি-
পরমাত্ম-রূপে চরাচর নিখিল পদার্থে প্রবিষ্ট রহিয়াছেন।
অতএব কর্মফলে বদ্ধজীব-পদবী প্রাপ্ত হইয়া আমরা ত্রিতাপ-
জালা দূর করিবার জন্য তাঁহাকে ভজন করি।

হে ভগবান্, আমি রক্ত, মল ও মূত্রপূর্ণ কুপস্বরূপ মাতৃ-
গর্ভে পতিত হইয়া তাঁহার ঙ্ঠরানল দ্বারা সন্তপ্ত হইতেছি।
এই স্থান হইতে নির্গত হইবার জন্য আমি আমার পরিমিত

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণভক্তনার্থ শচীমাতাকে উপদেশ—
এডেকে ভজহ কৃষ্ণ সাধু-সঙ্গ করি'।
মনে চিন্ত কৃষ্ণ মাতা, মুখে বল 'হরি' ॥ ২৩৯ ॥

মাস গণনা করিতেছি ; ভাবিতেছি,—ভগবান্ কবে আমায়
এইস্থান হইতে নিষ্কৃতি দিবেন ।

হে জৈশ, ভবাদৃশ অনীয়-কৃপাময় যে পুরুষ দশমানমাত্র-
বয়স্ক জীবকে এইরূপ জ্ঞান প্রদান করিয়াছেন, সেই দীননাথ
আপনি আপন-কার্য্যদ্বারা স্তম্ভ হউন । কেবল অঞ্জলি রচনা
ব্যতীত কোন ব্যক্তি ভগবানের কৃতোপকারের যথোচিত
প্রত্যুপকার করিতে সমর্থ হইবেন ?

হে ভগবন্, সপ্তধাতুরূপ বন্ধনে আবদ্ধ পখাদি অপর্যাপ
জন্তুসকল কেবল স্ব-স্ব-দেহে তদ্ব্যপন্ন-স্ব-স্ব-স্থ অমুভব
করিয়া থাকে । কিন্তু আমি যাহার প্রদত্ত বিবেক-জ্ঞান-
বলে শয়দমাদিমুক্ত হইয়াছি, সেই ভোকৃত-রূপ অপরোকরূপে
প্রতীয়মান অনাদি পূর্ণ-পুরুষকে অন্তরে ও বাহিরে দর্শন
করিতেছি ।

হে প্রভো, আমি বহুবিধ দুঃখের নিলয় এই গর্ভমণ্ডে
বাস করিয়াও এই স্থান হইতে বহির্গত হইতে ইচ্ছা করি
না ; কেন না, বাহিরে ইহা অপেক্ষাও ঘোর অন্ধকারময়
সংসার-কূপ বিজ্ঞান । যে ব্যক্তি ঐ স্থানে গমন করে,
আপনার মায়া তাহাকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে । মায়া-দ্বারা
আচ্ছন্ন হইয়া জীব দেহাদিতে 'অহং' বুদ্ধি করিয়া পুত্র-
কন্যাাদির সঞ্চ-নিমিত্ত এই সংসারচক্রে পরিলম্বন করে ।

অতএব আমি এই স্থানেই অবস্থানপূর্বক বিষ্ণুপাদযুগল
দ্বয়ে ধারণ-পূর্বক সারথীকৃপাণী বুদ্ধির সাহায্যে সংসার
হইতে আত্মাকে অতিশীঘ্রই উদ্ধার করিব । হে ভগবন্, বেন
পুনর্বার আমি নানা-গর্ভবাসরূপে দুঃখে পতিত না হই ।'

ভগবান্ কপিলদেব কহিলেন,—(মাতঃ,) এইরূপ দশ-
মান-বয়স্ক গর্ভস্থ জীব যখন ভগবানের জ্ঞান করিতে থাকে,
অমনি প্রসবের কারণীভূত বায়ু তৎক্ষণে অবায়ু করিয়া
ভূমিষ্ঠ হইবার জন্ত প্রেরণ করে ।

সেই জীব প্রসব-বায়ুদ্বারা অধঃক্ষিপ্ত হয় এবং সেই মুহূর্ত্তেই
অধোমুখ হইয়া অবশভাবে অতিকণ্ঠে বহির্গত হইতে থাকে,
সেই সময় তাহার শ্বাসরুদ্ধ ও স্থিতিশক্তি বিলুপ্ত হইয়া পড়ে ।

কৃষ্ণভক্তিহীন ভয়-ভোগ-হিংসাস্বক সংকর্ষাদি নিফল—
ভক্তিহীন-কর্ণে কোন কল নাহি পায় ।
সেই কর্ণ ভক্তিহীন,—পরহিংসা যা'র ॥ ২৪০ ॥

অনন্তর ঐ জীব রক্তাঙ্ক-কলেবরে ভূমিতে পতিত হইয়া
পুরীষজন্মা-কৃমির দ্বায় অঙ্গ সঞ্চালন করিতে থাকে এবং
ভিন্নবর্ণা-প্রাপ্তি-হেতু পূর্ব জ্ঞান বিনষ্ট হওয়ায় পুনঃ পুনঃ
ক্রন্দন করিতে থাকে ।

যাহারা পরের অভিপ্রায় জানে না, সেইরূপ অঙ্গব্যক্তির
দ্বারা সেই নব-প্রসূত শিশু প্রতিপালিত হয় । অতরাং
শিশুর ক্রন্দনের তাৎপর্য্যোপগন্ধিতে অদমর্থ সেই প্রতিপালক
ঐ শিশুর ক্রন্দনকালে উহাকে তাহার অনভিপ্রেত বস্ত্র
প্রদান করিলেও (অর্থাৎ স্তনের জন্ত ক্রন্দন করিলে,
শিশুর উদর-বাথা কমনা করিয়া নিদ্রাস প্রদান এবং শিশু
প্রকৃতপক্ষে উদর-বাথায় ক্রন্দন করিলে তাহাকে ঔষধ-
দানের পরিবর্তে স্তন্য দান করিলে), সেই শিশু তাহা
প্রত্যাখ্যান করিতে সমর্থ হয় না ।

শিশুর প্রতিপালক তাহাকে অপবিদ্র পর্ধ্যাঙ্কে শয়ন
করাইয়া রাখে । শিশুর স্বেদজাত কীটসমূহ উহার গাত্রে
দংশন করিতে থাকিলেও ঐ শিশু স্বীয় শরীর কণ্ডুয়ন বা
শয্যা হইতে উত্থানাদির চেষ্টা করিতে পারে না ।

বৃহৎ বৃহৎ কৃমিকুল যেরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কৃমিগণকে দংশন
করে, তজ্জপ দংশ, মশক ও মৎসুগাণি শিশুর কোমল শরীর
পাইয়া দংশন করে । শিশুর মাতৃগর্ভে অবস্থানকালীন
জ্ঞান বিগত হওয়ায় সে কোন প্রতীকারের উপায় করিতে
সমর্থ না হইয়া কেবল ব্যথা অমুভব ও ক্রন্দন করে ।

এইরূপে পঞ্চবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্বোক্ত ক্রেশনমূহ ভোগ করিয়া
পরে পোগও অবস্থায় অধ্যয়নাদির দুঃখ অমুভব করে ।
অতঃপর যখন সে যৌবন-দশায় উপনীত হয়, তখন অভি-
লষিত বস্ত্রসমূহ লাভ করিতে না পারিয়া অজ্ঞান-বশতঃ
ক্রোধে প্রদীপ্ত হইয়া উঠে এবং শোকাভিভূত হয় । তাহার
শরীরবৃদ্ধির সঙ্গে-সঙ্গে বেছাআভিমানও বৃদ্ধি পায় । তখন
ঐ কামি-জীব, কামের অপূরণে যে ক্রোধের উৎপত্তি হয়,
তদ্বারা অভিভূত হইয়া নিজ-বিনাশের নিমিত্ত অস্ত্র-
কামিগণের সহিত বিরোধ করে :

প্রভুর উপদেশে শচীমাতা আনন্দনিমগ্না—

কপিলের ভাবে প্রভু মা'য়েরে শিখায় ।

‘শুনি’ সেই বাক্য শচী আনন্দে মিলায় ॥ ২৪১ ॥

মুঢ় মন্দবুদ্ধি জীব পঞ্চভূত-বিনির্মিত দেখে পুনঃ পুনঃ
‘আমি’ ও ‘আমার’—এইরূপ বুদ্ধি করিয়া থাকে ।

যে দেহ অবিজ্ঞা ও কর্মধারা জীবের বন্ধন হেতুভূত
হইয়া জীবকে ক্লেশ প্রদানপূর্বক জন্মে-জন্মে জীবের অমুগমন
করে, মুঢ়-দেহী আবার সেই দেহের নিমিত্তই কর্মের অনুষ্ঠান
পূর্বক কর্ম-বন্ধ হইয়া সংসার ভ্রমণ করে ।—ইত্যাদি কৃষ্ণ-
বিশ্বত কৃষ্ণবহির্নৃত্য অষ্টপাশ-বন্ধ জীবগণের কালচক্রদ্বারা
পীড়ন-শান্ত, গর্তবাদ-দুঃখ, জন্মে জন্মে তাপ ও দুর্গতি-
বর্ণন আলোচ্য ॥ ২০৪-২৩৬ ॥

জন্ম-স্থিতি-ভঙ্গশীল এই প্রপঞ্চে প্রত্যেক বস্তুই কালের
অভ্যন্তরে ক্রমে উদ্ভূত হয়, লাগিত-পালিত হইয়া বৃদ্ধিপ্রাপ্ত
ও অবস্থিত হয় এবং পরিশেষে বিনষ্ট হইয়া যায় । চিন্ময়-
জীব স্বীয় চেতন-ধর্মের অপব্যবহার করিয়া কৃষ্ণেতর মায়িক
বস্তুর প্রতি লুপ্ত হইয়া কৃষ্ণভঞ্জন পরিত্যাগ করে । তখন
তাহার স্বভাব-বিপর্যয়-নিবন্ধন জড়ভোগের কর্তৃত্বই উপাদেয়
বলিয়া বোধ হয় । ইহাই জীবের স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার ও
তজ্জনিত সংসার-দুঃখ । এই স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে
নধর-জগতে জীব পুনঃ পুনঃ স্থূল-সূক্ষ্ম উপাধিধয়ে আবৃত ও
বিকল্পিত হইয়া আত্মস্বরূপ-বিস্মৃতি-ফলে কৃষ্ণভঞ্জনচেষ্টা পরি-
ত্যাগপূর্বক কর্মকাণ্ডে ও জ্ঞানকাণ্ডে যথাক্রমে ফল-ভোগ
ও ফল-ত্যাগ আকাঙ্ক্ষা করে । স্তত্রাং কৃষ্ণপাদপদ্মসেবা
ত্যাগ করায় স্বস্থান হইতে দ্রষ্ট ও চ্যুত হইয়া পুনঃ পুনঃ
জন্ম-মরণ-মালা পরিধান করে । তাদৃশ বন্ধ-জীবের মৃত্যু
হইলে তাহার স্থূলশরীর ক্রমশঃ পঞ্চভূতে মিশিয়া যায় এবং
তাহার ভোগবাসনাময় সূক্ষ্ম-দেহও পূর্ব স্থূলশরীরের ও
তৎসম্বন্ধি ইন্দ্রিয়োপকরণের সহিত চিরাবিধায় গ্রহণ করিয়া
পুনরায় অপর স্থূলশরীর-গ্রহণের জন্ত উদ্ভবীভব হয় । কর্ম-
ফলদাতা ঈশ্বরের নির্দেশে সূক্ষ্মশরীর পুনরায় কর্মফলাত্মরূপ
বোনিতে বাসস্থান নির্ণয়পূর্বক স্বীয় অতৃপ্তবাসনার পূরণ-
কার্যে ব্যস্ত হয় । মৃত্যুর পর নূতন মাতৃগর্ভে স্থূলশরীর-
ধারণমুখে তাহার পূর্বসংকীর্ণ পাপসমূহ বিভিন্ন আঙ্গিক-বিকার

প্রভুর সর্বকণ কৃষ্ণালাপ—

কি জ্ঞানেন, কি শয়নে, কিবা জাগরণে ।

কৃষ্ণ-বিশু প্রভু আর কিছু না বাখানে ॥ ২৪২ ॥

বা রোগরূপে স্থূলভাবে প্রকটিত হইয়া স্থূল-শরীরে বৃদ্ধি-
সাধন করে । বদ্ধজীব এই নবীন-স্থূলশরীরে স্বীয় পূর্ব-
জন্মচরিত পাপের ভার বহন করিবার জন্য পাপফলে বিকৃত
ও ক্রম অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি লাভ করিয়া পুনরায় স্থূলভাবে বিষয়
ভোগে প্রবৃত্ত হয় এবং প্রোক্তন পাপসমূহের ফলরূপে পুনরায়
স্বীয় অঙ্গজ পুত্র-কন্যার জনক-জননীত্ব লাভ করে । সদ-
গুরু ও কৃষ্ণের রূপ-প্রদাদ-জনিত নিকপট ভজন-ফলে
দিব্যজ্ঞানের উদয় না হওয়া পর্যন্ত তাহার প্রারম্ভ ও
অপ্রারম্ভ পাপের সম্পূর্ণ ক্ষয় হয় না । যখন এই আঙ্গিক
কৃষ্ণবৈমুখ্য প্রকাশিত হইয়া জীবকে স্থূলদেহে আত্মবুদ্ধি
করাইবার জন্য প্রেরণ করে, তখন অহৈতুক-করণাময় কৃষ্ণ-
চন্দ্র কখনও স্বয়ং, কখনও বা তাঁহার নিজ-জনকে বৈকুণ্ঠ-
শব্দ বা বাণীর কীর্তনকারী লোক-শিক্ষক আচার্য্য ও
উদ্ধারকর্ত্ত্বরূপে প্রেরণ করিয়া কৃষ্ণবিশ্বত হৃদৈবগ্রস্ত জীবের
স্বরূপ উদ্বোধন করান । জীব পূর্বজন্মের প্রোক্তন পাপ-
কর্মের ফল বা দণ্ডরূপ রোগাদি হুংস, ক্লেশ বা তাপসমূহ
মাতৃগর্ভে বাস-কালে প্রত্যেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা ভোগ
করিয়া পূর্ব-পাপের হিসাব-নিকাস দেয় ॥ ২০৪ ॥

ভবিতব্যতার কাঙ্ক্ষে,—অদৃষ্ট বা অনিবার্য্যভাগ্য বশতঃ ॥ ২০৭ ॥

কা'ত,—(সংস্কৃত ‘কুত্র’-শব্দ হইতে প্রাচীন-বাঙ্গালায়
কুণা, কোণা, কপি, কা'ত), কোথায়, কাহাকে, কাহার
নিকটে বা স্থানে ॥ ২১ ॥

মাতৃগর্ভে সপ্তম-মাসে অবস্থান-কালে আর্ন্ত-জীব ভগ-
বানকে কাতরভাবে স্তব করিতেছেন,—যে ভগবানের মারা
আমাকে এই ভব-দুর্গে বা সংসার-কারাগারে হুর্গা বা
কারাকর্জীরূপে বন্দী করিয়া দৃশ্য, শব্দঃ ও তমোগুণরূপ
পাশত্রয় দ্বারা বন্ধন করিয়াছেন অর্থাৎ যে ভগবানের অচিৎ
বহিরঙ্গা-শক্তি কৃষ্ণবিশ্বত বহির্নৃত্য আমাকে মোহিত করিয়া
জড়রূপভোগে প্রমত্ত করাইয়া দ্বিতাপ-জাগায় দগ্ধ করিতে-
ছেন, গুরু-কৃষ্ণপ্রদাদ-প্রভাবে আমার সেবামুখতা-দর্শনে
আবার সেই মায়াই ভগবানের চিন্ময়ী স্বরূপশক্তিরূপে

তচ্চ বণে ভক্তগণের মনে-মনে নানা-বিচার—

আশ্রমস্থে এ-কথা শুনিঞা ভক্তগণ ।

সর্ব-গণে বিতর্ক ভাবেন মনে-মন ॥ ১৪৩ ॥

আমাকে এই ভবকারী-রূপে হইতে মোচন করিতে পারেন।
হে ভগবন্, আমি যে-মূর্ত্তে তোমাকে আমার নিত্যাশ্রমে
পরমকারণ চেতন প্রকুরূপে না জানিয়া তোমার প্রতি বিমুখ
ও তোমায় বিস্মৃত হইয়া এবং তোমার প্রীতি ব্যতীত অত
ষির্ভীয়-বস্ত্র মায়ায় প্রতি অভিনিবিষ্ট হইলাম, সেই মূর্ত্ত
হইতে আমার বুদ্ধিবিপর্যয়-হেতু আমি নিসর্গতঃ খসজ্ব বা
জীবমৃত অর্থাৎ ভোক্তা-অভিমান ফলে অচেতনের সেবক
হইয়া মৃত শব বা জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছি। এখন আমার
তোমার বিমুখ-মোহিনী কুহকিনী মায়া-দ্বারা আমাকে আরও
অধিকতর বঞ্চনা করিতেছ কেন ?

কৃষ্ণ-বিস্মৃত হইয়া আমরা সর্বদাই ইন্দ্রিয়জ্ঞানের
সাহায্যে ইন্দ্রিয়তর্পণে ব্যস্ত থাকিয়া অতীন্দ্রিয় অধোক্ষজের
অপ্রাকৃত সেবা-বিচারে বিমুখ হই। ইহা আমাদের জড়-
প্রভুর বা জড়দাস্তাত্ত্বিক নিসর্গেরই পরিচয় ; অর্থাৎ জড়-
বস্ত্র যেরূপ স্বতঃকর্তৃত্ব-ধর্ম হইতে বঞ্চিত, তরূপ আমরাও
স্বতন্ত্র চেতন বস্তির অপব্যবহার-কলে অচিন্মায়া-দ্বারা চেতন-
রহিত হইয়া অজ্ঞানে নিমগ্ন হই ॥ ২১২ ॥

ভুলিলাও অসংপথে প্রমত্ত হইয়া,—(ভাঃ ৩।১৬ শ্লোকে
মৈত্রেয়-বিদ্বহ-সংবাদে ব্রজার নারায়ণ-রূপ-দর্শনান্তে স্তব—)
“তাবদভয়ঃ দ্রবিশদেহস্থদম্মিমিতঃ শোকঃ স্পৃহা পরিভবো
বিপুলশ্চ লোভঃ । তাবদ্যমেতাসদবগ্রহ আর্জিম্নং যাবন্
তেহজি মভয়ং প্রসূরীত লোকঃ ॥”

অর্থাৎ ‘যে কাল পর্যন্ত লোক ভবদীয় অভয় পাদপদ্ম
প্রাকৃতরূপে বরণ না করে, সেই কাল পর্যন্ত তাহার অর্থ,
দেহ, আত্মীয়স্বজন ও স্বহৃদবর্গ আছে বিমষ্ট হয় তজ্জচ্ছ
ভয়, উহাদের বিমাণে শোক, পুনশ্চ উহারিগকে প্রাপ্ত
হইবার জন্ম স্পৃহা, তদনন্তর প্রসূরীত, তথাপি উহাদের
অন্ত বিপুল পিপাসা, পুনরায় কোনপ্রকারে প্রাপ্ত হইলে
অনাশ্রয়ত্বতে ‘আমি’ ও আমার—এইরূপ জড়াসক্তি
বর্তমান থাকে ; উহাই সংসারের মূল-কারণ ॥ ২১৭ ॥

সত্রাটু কলশেখর কৃত মুকুমালী-তোত্রে,—“নাহা ধর্ম

“কিবা কৃষ্ণ প্রকাশ হইলা সে শরীরে ?

কিবা সাধু-সঙ্গে, কি পূর্বের সংস্কারে ?” ২৪৪ ॥

ন বহুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে যদ্যভব্যং ভবতু
ভগবন্ পূর্ণ স্মারূপম্ । এতৎ প্রার্থ্যং মম বহমতং জন্ম-
জন্মান্তরেহপি ঋণপাদান্তোরহযুগগতা নিশ্চলা ভক্তিরস্ত ॥”
অর্থাৎ ‘হে ভগবন্, ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ-লাভে
আর আমার আস্থা নাই, আমার প্রাক্তন-কর্ম্মারূপ যাহা
ভবিতব্য, তাহাই হউক, ক্ষতি নাই। তথাপি তোমার
নিকট আমার ইহাই একান্ত প্রার্থনা,—যেন অয়ে-অয়ে
তোমার পাদপদ্মযুগলে আমার অচঞ্চলা ভক্তি থাকে ॥ ২১২ ॥

(ভাঃ ১০।৪।৩০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রজার
স্তবোক্তি—) “তদন্ত মে নাথ স তুরিভাগো ভবেহম বাহুত
তু বা তিরশ্চাম্ । যেনাহমেকোহপি ভবজ্ঞানানং ভূত্বা নিষেবে
তব পাদপল্লবম্ ॥”

অর্থাৎ, ‘এই নরজন্মেই থাকি বা অস্ত্রয় জন্ম হউক
বা তির্যগ্যোনি প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার এইমাত্র প্রার্থনা
যে, আমার এই এক ভাগ্যলাভ হউক,—যদ্বারা আমি
আপনার ভক্ত্যবগের মধ্যে থাকিয়া আপনার পাদপল্লব সেবা
করিতে পাই ॥ ২১২ ॥

যে স্থলে ভগবান্ কৃষ্ণের গুণ-কীর্তন নাই, পরন্তু বদ্ধ-
জীবের নখর গুণকীর্তনময় ব্যভিচার আছে, যে স্থলে
বৈকুণ্ঠাগত কোন অপ্রাকৃত দিব্যস্বরূহ অবতীর্ণ হইয়া
কৃষ্ণাভির নাম-রূপ-গুণ-সীলার কীর্তন করেন না, যে স্থলে
ভগবানের ত্রিবিক্রম অর্থাৎ তুরীয়ধাম প্রকাশিত নাই,
যে স্থলে কৃষ্ণসম্বন্ধি কোনপ্রকার পরম-মহোৎসবদি অস্বপ্নিত
হয় না, সেই স্থান যদি অমরাবতীর জায় ইন্দ্রিয়তর্পণের
স্থানও হয়, তাহা হইলেও আমি উহা আমো অস্তিলাষ
করি না।

অধোক্ষজ-সেবা যিনি ব্রুজিতে পারিয়াছেন, তাহারই
নিকট “ত্রিশশপুত্রাকশপুশ্যারতে” অর্থাৎ বহির্জগতে ভোগ-
বুদ্ধি থাকিতে পারে না। ভোগি-জীবকুলের ইন্দ্রিয়তর্পণে
উৎকট-অস্তিলাষ থাকার তাহাদের বৈকুণ্ঠ-বিশুদ্ধতির
সম্ভাবনা নাই বলিয়া তাহারা অস্তাভিলাষিতা-শূন্য নৈকর্ষ্যপ্র

এইমত মনে সবে করেন বিচার।

সুখময় চিত্তবৃত্তি হইল সবার ॥২৪৫॥

প্রভুর নাম-শ্রেয়-প্রচারারম্ভ-ফলে ভক্তগণের সুখ ও

পাষাণিগণের হুঃখ—

খণ্ডিল ভক্তের হুঃখ, পাষাণীর নাশ।

মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর হইলা প্রকাশ ॥৪২৬॥

মহাভাগবত-লীলায় প্রভুর সর্গ-কৃষ্ণকৃষ্ণি ও উক্তি—

বৈষ্ণব-আবেশে মহাপ্রভু বিশ্বম্ভর।

কৃষ্ণময় জগৎ দেখয়ে নিরন্তর ॥২৪৭॥

অহর্নিশ প্রবণে শুনয়ে কৃষ্ণনাম।

বদনে প্রবলমে ‘কৃষ্ণচন্দ্র’ অবিরাম ॥২৪৮॥

পূর্বে বিচারস-ময় নিমাইর এক্ষণে সর্গকৃষ্ণ বৃষ্ণ-প্রীতি—

যে-প্রভু আছিল। ভোলা মহা-বিচারসে।

এবে কৃষ্ণ-বিশু আর কিছু নাহি বাসে ॥২৪৯॥

প্রত্যাহা ছাত্রগণের আগমনমাত্রই প্রভুর কেবল

কৃষ্ণালাপ—

পড়ুয়ার বর্গ সব অতি উষঃকালে।

পড়িবার নিমিত্ত আসিয়া সবে মিলে ॥২৫০॥

বিমূর্ত্তিক্রমে অনাদর করিয়া স্বর্গাদি ইন্দ্রিয়তৃপ্তির আদর্শ-
ভূমিকে বহুমানন করে ॥২২০-২২১॥

মহারাজ-পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুকদেব দেবগণকর্তৃক
এই ভারতভূমিতে হরিসেবায়ুকুল মানবজন্মের সর্বশ্রেষ্ঠতা
এবং হরিপাদপদ্ম-স্থিতি-বিহীন নম্বর স্বর্গাদি দেবলোক অপেক্ষা
শ্রীহরির অবতার-ক্ষেত্র হরিপ্রদক্ষপূর্ণা এই ভারতভূমিতে
পঞ্চমপুরুষার্থ-সাধন মানবজন্মের একান্ত প্রয়োজনীয়তা-
সূচক শ্লোকগীতি কীর্তন করিতেছেন—

অথায়। যত্র (যস্মিন্ দেশে) বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগাঃ
(বৈকুণ্ঠকথাঃ বৈকুণ্ঠস্থ শ্রীহরেঃ কথানাং কীর্তনরূপাঃ সুধা-
পগাঃ অমৃতনমঃ) ন (নিরন্তরং ন প্রবহন্তি ন সম্ভোত্যাঃ,
তথা যত্র) তদাশ্রয়াঃ (তস্তাঃ বৈকুণ্ঠকথাসুধাপগায়াঃ আশ্রয়াঃ
সততং হরিকথামৃত-পানাদিজ্ঞাঃ ইত্যর্থঃ) সাধবঃ ভাগবতাঃ
(শুকভক্তাঃ বৈষ্ণবাঃ) ন (ন সন্তি, তথা) যত্র (যস্মিন্)
মহোৎসবাঃ (মহাস্তাঃ নৃত্যাহুৎসবাঃ ষেষু তাদৃশাঃ) যজ্ঞেশ-
মথাঃ (যজ্ঞেশস্থ শ্রীহরেঃ মথাঃ পূজাঃ চ) ন (ন ভবন্তি),
সঃ (তাদৃশঃ) সুরেশলোকঃ অপি (সুরেশস্থ ব্রহ্মণঃ লোকঃ
অপি) ন বৈ (নৈব) সেব্যতাং (কৈঃ অপি পুংভিঃ আশ্রয়ঃ
ন কার্য্যঃ ইত্যর্থঃ, হুঃসঙ্গ-জ্ঞানেন সর্বথা পরিত্যজ্যঃ ইত্যর্থঃ) ॥

অনুবাদ। যেখানে হরিকথামৃত-কল্পোশিনী প্রবাহিতা
হয় না, যেখানে সেই হরিকথামৃত-প্রবাহিনীর আশ্রিত সাধু-
ভাগবতগণ অবস্থান করেন না, যেখানে কৃষ্ণের নৃত্য,
স্নেহ, বাদন-কীর্তনাদি মহোৎসবময়ী যজ্ঞেশ্বরের পূজা নাই,
সেই স্থান ব্রহ্মলোক হইলেও আশ্রয়-যোগ্য নহে ॥২২২॥

যদিও গর্তবাসের ভীষণ ক্লেশ-বয়না অত্যন্ত মর্শ্বভদ্র ও

হুঃসহ, তথাপি হে ভগবন, তাদৃশ ভীষণ ক্লেশ-বয়না-
ভোগকালেও যদি তোমার নিরন্তর স্মরণ অব্যবহিত থাকে,
তবে উহাই আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রশস্ত, অভিপ্রেত,
উপদেশ ও অভীষ্টম্রদ।

(ভাঃ ১।৮।২৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কুন্তীর স্তব—)
“বিপদঃ সন্ত তাঃ শখং তত্র তত্র জগদুত্তরো। ভবতো
দর্শনং যৎ শ্রাদপুনর্ভবদর্শনম্ ॥”

অর্থাৎ ‘হে জগদুত্তরো ভগবন, আমার যেন চিরকালই
অসংখ্য হুঃখ-বিপদরাশি উপস্থিত থাকে, যেহেতু তাহাতে
সংসারদর্শন-নাশন তোমার দ্বর্জিত দর্শন-লাভ ঘটে ॥’ ২২৩ ॥

যেখানে তোমার পাদপদ্ম-স্মরণ ব্যতীত জড়, নম্বর
ইন্দ্রিয়তর্পণ-কাম বা ইন্দ্রিয়তর্পণ-কামের ব্যাঘাত অর্থাৎ
ভোগ বা ত্যাগ, রাগ বা ঘেব বর্তমান, সেই স্থানে তোমার
রূপাবিলাস না থাকায় তথায় বহির্মুখ-জীবের প্রতি তোমার
বন্ধনাময়ী নির্দয়তাই ব্যক্ত বা অব্যক্তভাবে বর্তমান। তাদৃশী
বন্ধনা, ছলনা বা কুহক-মূলত নির্দয়তা পরিত্যাগ করিয়া
তুমি যেন আমাকে কখনও কৃষ্ণের জড়বিষয়ের প্রতি
অভিনিবেশযুক্ত না কর—ইহাই আমার একান্তিকী প্রার্থনা।
তোমার অমনোদয়-দয়া বর্ধিত হইলে তুমি সর্গকৃষ্ণ আমার
স্থিতিপথ আলোকিত করিয়া বিস্তারিত থাকিবে, আর আমি
উহাকেই তোমার অমায়িক রূপা বলিয়া মনে করিব। নিজে-
ক্রিয়তৃপ্তিমূলক স্তবের বা হুঃখের প্রবল অভিঘাত-ফলে তোমার
পাদপদ্মের বিস্মৃতি-ব্রজ যেন আমার সর্গনাশ না হয় ॥২২৪॥

বিস্তর,—[বি-স্তু (পূরণ বা আচ্ছাদন করা)+অল্]

সব্ধ, প্রচুর

পড়াইতে বৈসে গিয়া ত্রিজগৎ-রায় ।

কৃষ্ণ-বিনু কিছু আর না আইসে জিহ্বায় ॥ ২৫১ ॥

শিষ্যগণের ছিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু কর্তৃক সর্ব-বর্ণের ও

বেদের কৃষ্ণতাৎপর্য ব্যাখ্যান—

“সিদ্ধ বর্ণসমাদ্রায় ?” বলে শিষ্যগণ ।

প্রভু বলে,—“সর্ব-বর্ণে সিদ্ধ নারায়ণ ॥” ২৫২ ॥

কর্ম,—প্রাক্তন দুর্কর্ম-ফল, দুর্কর্ম, দুর্দৈব, দুর্ভাগ্য, দুঃ-
দৃষ্ট, দশলাট ॥ ২২৬ ॥

সকল বেদের ইহাই একমাত্র সারকথা যে, নিরন্তর কৃষ্ণ-
স্মৃতি থাকিলেও জীবের কখনও কোন প্রকার অমঙ্গল থাকে
না বা উপস্থিত হয় না । হে ভগবন, এই প্রপঞ্চে প্রাক্তন
কর্ম-ফলে নানাপ্রকার দুঃখে পতিত হইয়াও যদি তোমার
অবিস্মৃতি আমার চিত্তে নিরন্তর জাগরুক থাকে, তাহা
হইলে উহাই আমার পক্ষে সর্বোত্তম মঙ্গল ।

বিশ্বত বহির্মুখ জীবকুলকে দ্বিতীয়াভিনিবেশ হইতে মুক্তি
প্রদান করিয়া ভগবান্ তাঁহার প্রতি উন্মুখীকরণের নিমিত্ত
জীবের অসংখ্য ত্রিতাপ-দুঃখ-ক্লেশ-কষ্টাদি, বহিঃপ্রতীতিতে দণ্ড-
স্বরূপ, কিন্তু অন্তর্দৃষ্টিতে মহা-কৃপার নিদর্শনস্বরূপ, সাজাইয়া
রাখিয়াছেন । প্রতিপদে কর্মের কর্তৃত্বাভিமான অহঙ্কারবিশৃঙ্খ-
ল ইয়া আমরা ইন্দ্রিয়সুখ-ভোগে সর্বক্ষণ আসক্ত থাকি, কিন্তু
মোহিনী বঞ্চনাময়ী মায়া আমাদের সমস্ত সুখ-ভোগকেই
দুঃখে পরিণত করায় । তথাপি এই ত্রিতাপ-দুঃখে ক্লিষ্ট দণ্ডিত
ও নিষ্পেষিত হইবার কঠোর বিধানের অন্তরালে ভগবানের
অতুল দয়া—অন্তঃসলিলা কল্লনদীর তায় প্রবাহিতা ; যেহেতু
সংসারে নানা-প্রকার অসংখ্য বাণ-বিয়-বিপত্তি-বিপাকাদি
অসুবিধার ফলে আমাদের ইন্দ্রিয়তর্পণের ব্যাঘাত ঘটিলে
ত্রিতাপ-ক্লেশের মূল কারণ আমাদের দৈশ্বর-বিরোধি স্বাতন্ত্র্যের
অপব্যবহার ও নিজ-বহিঃপ্রত্যয় প্রতি ধিকার এবং সঙ্গে-
সঙ্গে সাংসারিক অভিনিবেশের প্রতি একটা বিতৃষ্ণা আসে ।
তখন এই দুঃখময় প্রপঞ্চভোগ হইতে নিষ্কৃতি ও নিজের নিত্য-
মঙ্গলাঙ্গনক্ষানের নিমিত্ত চেষ্টাষিত হইয়া বিপদবারণ, ছরিত-
দলন নিত্যপ্রভু মধুহরনের পাদপদ্মের অদীম-কৃপা স্মরণ
করি । ইহাতে আমরা এই শিক্ষা পাই যে, এই সংসারের
প্রতি প্রভুত্ব করিবার বাসনায় ভোগী হইবার চেষ্টা—নিতান্ত

শিষ্য বলে,—“বর্ণ সিদ্ধ হইল কেমনে ?”

প্রভু বলে,—“কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাতের কারণে ॥” ২৫৩ ॥

শিষ্য বলে,—“পণ্ডিত, উচিত ব্যাখ্যা কর’ ।”

প্রভু বলে,—“সর্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ ॥ ২৫৪ ॥

কৃষ্ণের ভজন করি—সম্যক্ আদ্রায় ।

আদি-মধ্য-অন্তে কৃষ্ণ ভজন বুঝায় ॥” ২৫৫ ॥

নির্বোধের বিচার । সচ্চিদানন্দবিগ্রহ সর্বকারণকারণ কৃষ্ণের
স্মরণ এবং স্মরণরূপা সেবাই আমাদের নিত্যধন ও পরম-
কল্যাণপ্রদ ।

(তাঃ ২।১।৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—)
“এতাবান্ সাংখ্য-যোগাভ্যাং স্বধর্মপরিনিষ্ঠয়া । জন্মলাভঃ
পরঃ পুংসামন্তে নারায়ণস্মৃতিঃ ।” অর্থাৎ ‘স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রম-
ধর্মপালন, সাংখ্যজ্ঞান এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের দ্বারা অস্তে
নারায়ণ-স্মৃতিই পুরুষের জন্মলাভের সর্বশ্রেষ্ঠ ফল ॥’ ২২৬ ॥

যেমন গৃহস্থশ্রমস্থিত কোন প্রভুর আশ্রিতা ও পাল্যা
দাসীর পুত্র জন্মাবধি প্রভুর সেবা ব্যতীত আর কিছুই জানে
না, তরূপ আমাকেও তোমার পাল্যা ও রক্ষণীয় দাসী-পুত্র
জানিয়া নিত্যকাল তোমার নিকাম সেবার নিযুক্ত কর ;
আমি যেন সর্বক্ষণ তোমার অকৈতব-সেবায় নিযুক্ত থাকিতে
পারি এবং তুমি-ব্যতীত অজ্ঞ কোন বস্তুর সেবা করিবার
চলনায় যেন কোন-মুহুর্তে উহার প্রভু না হইয়া পড়ি ॥ ২২৭ ॥

তাহো,—মাতৃগর্ভবাসকালে সেই দুঃখ-আলায় দহনও ।
মাতৃগর্ভবাসজনিত নিদারুণ দুঃখআলা স্নঃসহ লইলেও
কৃষ্ণসেবা-সুখময় স্মরণ হয় বলিয়া উহার দহন-আলা-ভোগও
উপাদেয় ও বাঞ্ছনীয় মনে করে ॥ ২২৮ ॥

জীবতত্ত্বের সংস্থান,—কৃষ্ণবিশ্বত, বহির্মুখ বদ্ধ-জীবের
দশা বা অবস্থা ॥ ২৩১ ॥

স্বাসে,—স্বাস গ্রহণ ও ত্যাগ করে ॥ ২৩২ ॥

জীবের স্বরূপ—নিত্য কৃষ্ণদাস বৈষ্ণব । বিষ্ণুসেবা-
বিশুদ্ধ হইবা-মাত্র সে কৃষ্ণের বহিরঙ্গ-শক্তি মোহিনী ছলনাময়ী
মায়ায় বিক্ষেপণী ও আবরণী বৃত্তিধ্বয়ের অধীন হইয়া পড়ে ।
ইন্দ্রিয়জ্ঞানে বস্তুকে মায়ায় আশ্রয়ে মাপিয়া লইবার বৃত্তি—
ভোগমুগ্ধা ও বঞ্চনাময়ী, স্তূতরাং উহা অনন্ত-দুঃখের প্রযুক্তি ।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২০শ পঃ ১১৭-১১৮, ১২০) “কৃষ্ণ ভুলি”

অজ্ঞানচিত্তবিশ্রান্ত শিষ্যগণের বুদ্ধি-বিপদায় ও বোধাভাব-
দর্শনে প্রভুর সেইদিন বিদায়-দান—

তিনিয়া প্রভুর ব্যাখ্যা হালে শিষ্যগণ।

কহো বলে,—“হেন বুদ্ধি বায়ুর কারণ ॥” ২৫৬ ॥

সেই জীব—অনাদি-বহির্মুখ। অতএব মায়া তাহে দেয়
সংসার-দুঃখ ॥ কভু স্বর্গে উঠায়, কভু নরকে ডুবায়।
শ্যামলেন রাজা যেন নদীতে চুয়ায় ॥” * * “সাধু-শাস্ত্র-
পায় যদি কৃষ্ণোন্মুখ হয়। সেই জীব নিস্তারে, মায়া
গাহারে ছাড়য় ॥” (ঐ ২২শ পঃ ১২-১৫, ২৪-২৫, ৩০,
১৫, ৩১, ৪১—) “‘নিত্যবন্ধ’—কৃষ্ণ হৈতে নিত্য-বহির্মুখ।
নিত্যসংসার, ভুঞ্জে নরকাদি-দুঃখ ॥ সেই দোষে মায়া-পিশাচী
ও করে’ তারে। আধ্যাত্মিকাদি তাপত্রয় তাহে জারি’
তারে ॥ কাম-ক্রোধের দাস হঞা তার লাখি খায়। স্রমিতে
মিতে যদি সাধু-বৈতথ্য পায় ॥ তাঁর উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী
লায়। কৃষ্ণভক্তি পায়, তবে কৃষ্ণ-নিকট যায় ॥ * *
‘কাম-নিত্যদাস জীব তাহা ছুলি গেল। এই দোষে মায়া
গর গলায় বান্ধিল ॥ তাতে কৃষ্ণ ভঞ্জে, করে গুরুর সেবন।
মায়ালাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ * * ‘কৃষ্ণ, তোমার
ও’ যদি বলে’ একবার। মায়াবন্ধ হৈতে কৃষ্ণ তাহে করে’
তার ॥ * ৩ মুক্তি-ভুক্তি-সিদ্ধিকামী ‘স্ববুদ্ধি’ যদি হয়।
চতুর্ভুক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ * * অত্কাামী যদি
হরে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিলেহ কৃষ্ণ তাহে দেন স্ব-চরণ ॥
‘কাম লাগি’ কৃষ্ণ ভঞ্জে, পায় কৃষ্ণ-রসে। কাম ছাড়ি’
দাস’ হৈতে হয় অভিলাষে ॥” ২৩৩ ॥

অতথা,—পক্ষান্তরে, এতদ্ব্যতীত বিপরীতভাবে।

মায়া-পাপে,—মায়ার প্রভাবে কৃষ্ণবিশ্বস্তি ও বৈমুখ্য-
লে পুঞ্জীভূত লভ্য পাপ-সমুদ্রে ॥ ২৩৫ ॥

কৃষ্ণ-সেবা পরিত্যাগ করিয়া অত্যাভিলাষ, কৰ্ম্ম ও
গনাদি যে কোন চেষ্টা, তাহাই অভক্ত অসৎ জনগণের
কর্তৃত্বচরণ-মাত্র। তাহারা বৈকুণ্ঠ-বস্তকে সীমা-বিশিষ্ট তুচ্ছ
অবিশেষ জ্ঞান করিয়া ইঞ্জিরজ্ঞানে মাপিতে গিয়া আধ্য-
ত্মিক হইয়া পড়ে। কৃষ্ণসেবায় কচিহীন অত্যন্ত হৃদৈব-
বস্ত জীব মায়া-রচিত সংসার-সমুদ্রে ডুবিয়া মরে। জড়-
জিহ্বা দ্বারা মাপিয়া লইবার চেষ্টার মূলে ভগবদ্বৈমুখ্য বা

শিষ্যবর্গ বলে,—“এবে কেমন বাখান’ ॥”

প্রভু বলে,—“যেন হয় শাস্ত্রের প্রমাণ ॥” ২৫৭ ॥

প্রভু বলে,—“যদি নাহি বুঝহ এখনে।

বিকালে সকল বুঝাইব ভাল মনে ॥ ২৫৮ ॥

বিশ্বস্তি। অক্ষজ্ঞান সেই বন্ধ-জীবকে পাপ-পুণ্যের তরঙ্গে
ভাসাইয়া লইয়া অবশেষে অতল ভব-জলধিতে ডুবাইয়া দিয়া
কেবল জন্ম-মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করায়।

(ভাঃ ১১।২৬।৩ শ্লোকে উক্তবের প্রতি ত্রীকৃষ্ণোক্তি—)
“সঙ্গং ন কুর্যাদনতাং শিল্পোদরতৃপাং কচিং। তস্তাহং-
স্তমন্তুকে পতত্যাহুগান্ধবং ॥”

অর্থাৎ ‘শিল্পোদরতপ্পত্রিয় অদম্যাক্তির সঙ্গ কখনই করিবে
না। সেরূপ লোকের সঙ্গ করিলে অন্ধের দ্বারা নিয়মান
অন্ধের গায় অবগু অন্ধতম অবস্থায় পতিত হইবে ॥’ ২৩৫ ॥

অম্বয়। জহঃ (জীবঃ) যদি শিল্পোদর-কৃতোত্তমঃ
(শিল্পোদরতপ্পত্রার্থঃ কৃতঃ অকৃষ্টিতঃ উত্তমঃ প্রযত্নঃ যৈঃ
তাদৃশৈঃ উপস্থোদরলম্পটৈঃ) অসত্তিঃ (অসাধুভিঃ অভক্তৈঃ
জটনৈঃ) আহিতঃ (অনিষ্ঠিতঃ সন্) পলি (তেষাং মার্গে)
পুনঃ রমতে (আসক্তঃ ভবতি), যদ্বা, পপি (সন্মার্গে)
আহিতঃ অপি যদি অসদৃশিঃ সহ রমতে, তদা (পূর্ববৎ)
(“যাতনাদেহ আবৃত্য”) (ভাঃ ৩৩০.২০) ইত্যাদি পুঙ্কোক্ত-
প্রকারেণ) তমঃ (নয়কং) বিশতি (প্রাপ্তোত্তীত্যর্থঃ) ॥২৩৬॥

অম্ববাদ। মানব যদি সংপথে অবস্থিত হইয়াও,
উদরোপস্থলম্পট অসজ্জনগণের সহিত সঙ্গ করে, তাহা হইলে
তাহাকেও পুঙ্কোক্ত-প্রকারে অর্থাৎ গলদেশে যমদূতগণ-
কর্তৃক পাশবদ্ধ হইয়া নরকে প্রবেশ করিতে হয় ॥ ২৩৬ ॥

আদি ৭ম অঃ ১৩৬ সংখ্যায় অবয়, অম্ববাদ ঐষ্টব্য ॥২৩৭॥

আদি ৭ম অঃ ১৩৭ সংখ্যা ঐষ্টব্য ॥ ২৩৮ ॥

অতএব হে মাতঃ, সাধুসঙ্গে সর্ধক্ষণ কৃষ্ণের ভজন কর
আর মুখে হরিনাম কীর্তন করিয়া হৃদয়ে কৃষ্ণস্মরণ কর।
সাধুসঙ্গ-বর্জিত হইয়া অর্থাৎ অসাধুকে সাধুজ্ঞানে তাহার
বিচার গ্রহণপূর্বক কৃষ্ণের ভজন-চেষ্টা করিলে কৃষ্ণসেবার
সম্ভাবনা নাই।

সাধুসঙ্গে কৃষ্ণনাম-কীর্তন-কর্তব্যতা,—(ভাঃ ৩২৩।৫৫
শ্লোকে কর্তব্যের প্রতি দেবহুতি-বাক্য—) “সদো বঃ সংসৃতঃ-

আমিহ বিরলে গিয়া বসি' পুঁধি চাই।

বিকালে সকলে যেন হই একঠাই ॥ ২৫৯ ॥

ছাত্রগণের প্রস্থান ও গঙ্গাদাস-সমীপে প্রভুর কৃষ্ণাভীষ্ট-

ব্যাখ্যা ও লীলার বর্ণন এবং পরামর্শ-জিজ্ঞাসা—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব-শিষ্যগণ।

কৌতুকে পুষ্টক বাক্তি' করিলা গমন ॥ ২৬০ ॥

হেতুসংস্র বিহিতোহিদিয়া । স এব সাধু কৃতো নিঃসঙ্গদ্বার
কল্পতে ॥”

অর্থাৎ, ‘হে মুনবর, বিষয়সঙ্গ সংসারভয়-নাশক হয় না
সত্য, কেননা, আসক্তি অসং-বিষয়ে অব্যক্তিপূর্বক বিধান
করিলে সংসারেরই কারণ হয়, কিন্তু তাহাই সাধুগুরুদে
বিহিত হইলে নিঃসঙ্গত্বের ফল দেয়।

(ভাঃ ১১।২।৩০ শ্লোকে নবযোগজের প্রতি বিদেহরাজ
নিমির উক্তি—) “অত আত্যস্তিকং ক্ষেমং পূজ্যামো ভবতোহ-
নবাঃ । সংসারেশ্বিনী কণাকৌহপি সংসারঃ সেবধিন্ গাম্ ॥”

অর্থাৎ, ‘অতএব হে পবিত্র ঋষিগণ, আপনাদিগকে আমি
আত্যস্তিক মঙ্গলসাধন জিজ্ঞাসা করি ; যেহেতু এই সংসারে
কণাকৌ সাধুসঙ্গ ও মহাদিগের পরমনিধি লাভ ।’

(ভাঃ ৩।২।১২০ শ্লোকে দেবহুতির প্রতি ভগবান্
কপিলের উক্তি—) প্রসঙ্গমজ্বর পাশশাস্ত্রানঃ কবয়ো বিদ্বঃ ।
স এব সাধু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ॥”

অর্থাৎ ‘সাধুসঙ্গই এই সকলের মূল, এই নিমিত্ত পণ্ডিতেরা
কহিয়া থাকেন,—যে আসঙ্গ—আত্মার অজর পাশ, তাহাই
সাধুজনের প্রতি বিহিত হইলে নিরাবরণ মুক্তিদ্বারস্বরূপ হয়।’

(ভাঃ ৪।২।১১৯ শ্লোকে মহারাজ পুথুর প্রতি শ্রীসনৎ-
কুমারের উক্তি—) “সঙ্গমঃ খলু সাধুনামুভয়েযাক সঙ্গতঃ ।
বৎসভাষণসংপ্রদঃ সর্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥”

অর্থাৎ ‘হে মহারাজ, সাধুসঙ্গ, বক্তা ও শ্রোতা, উভয়েরই
অভিলষণীয় ; কারণ, সাধুগণ সন্তাষণপূর্ণ প্রশ্ন করেন,
তাহাতে সকলেরই মঙ্গল-বিস্তার হয়।’

(ভাঃ ৪।২।১৪০ শ্লোকে শ্রীপ্রাচীনবর্হির প্রতি শ্রীনাঃদের
উক্তি—) “তস্মিন্ মহদুপবিভা । মধুভিচ্চরিত্রপীযুষশেষসরিতঃ
পরিতঃ প্রবন্তি । তা য়ে পিবন্ত্যবিতৃষে নৃপ গাঢ়কর্ণৈকান্
ন নৃশস্যশ্বনকৃড্ ভয়শোকমোহাঃ ॥”

সর্ব-শিষ্য গঙ্গাদাস-পণ্ডিতের স্থানে।

কহিলেন সব—যত ঠাকুর বাখানে ॥ ২৬১ ॥

“এবে যত বাখানেন নিমাত্তি-পণ্ডিত।

শব্দ-সনে বাখানেন কৃষ্ণ-সঙ্গীহিত ॥ ২৬২ ॥

গয়া হৈতে যাবৎ আসিয়াছেন ঘরে।

তদবধি কৃষ্ণ বই ব্যাখ্যা নাহি ক্ষুরে ॥ ২৬৩ ॥

অর্থাৎ ‘সেই সাধুসঙ্গ-স্থানে মহাজনগণ-কর্তৃক ভগবান্
বাহুদেবের পবিত্র চরিত্র প্রায়ই কীর্তিত হয়। রাজন,
ভগবানের চরিত্রকথা—সাক্ষাৎ অমৃতবাহিনী নদী ; যে সকল
ব্যক্তি উপাদেয় অতৃপ্তির সহিত অবহিতকর্ণপুটে ঐ নদী
সেবন করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক বা মোহ,
কিছুই স্পর্শ করিতে পারে না।’

(ভাঃ ৪।৩০।৩৩ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি শ্রীপ্রচেতো-
গণের উক্তি—) “যাবৎ তে মায়ায়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ
কর্মান্ধিঃ । তাবৎবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ শ্রাদ্ধো ভবে ভবে ॥”

অর্থাৎ ‘তুমি যে বর-গ্রহণার্থ আদেশ করিতেছ, তাহাতে
আমরা এই বর চাহি যে, তোমার মায়া-দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া
কর্মান্বশতঃ এ সংসারে আমরা যাবৎকাল ভ্রমণ করিব,
তাবৎকাল যেন জন্মে-জন্মে তোমার প্রসঙ্গ-রত ব্যক্তিগণের
সহিত আমাদের সঙ্গ হয়।’

(ভাঃ ২।২।৩৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—)
“তস্মাৎ সর্কায়ানা রাজন হরিঃ সর্কত্র সর্কদা । শ্রোতব্যাঃ
কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃগাম্ ॥”

অর্থাৎ ‘অতএব হে রাজন, সর্কায়াদ্বারা সর্কত্র সর্কদা
ভগবান্ হরিরই শ্রবণ, কীর্তন এবং স্মরণ কর্তব্য।’

(ভাঃ ৪।২।১২৪ শ্লোকে বৈকুণ্ঠনাথের প্রতি মহারাজ
পুথুর উক্তি—) “ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং কচিৎ যত্র যুগ্ম-
চরণাশুজাসবঃ । মহন্তমাত্তজ্জদমাশুগচ্যতো বিধং কণাবৃত-
এষ মে বরঃ ॥”

অর্থাৎ ‘হে প্রভো, মোক্ষপদেও যদি মহন্তম-সাধুদিগের
হৃদয়াভ্যন্তর হইতে বদনকমলদ্বারা নির্গত আপনার পাদপদ্ম-
মকন্দ প্রাপ্ত হইবার অর্থাৎ আপনার যশঃপ্রবণাদিধারা সুখ-
লাভের সম্ভাবনা না থাকে, তবে ঐ মোক্ষ-পদও আমি কখনও
প্রার্থনা করি না। আমি এই বর প্রার্থনা করি যে, যাহাতে

সর্বদা বলেন ‘কৃষ্ণ’—পুলকিত-অঙ্গ ।

কর্ণে হাস্য, ছন্দার, করয়ে বহু রঙ্গ ॥ ২৬৪ ॥

আপনার যশঃ শ্রবণ করিতে পারি, তন্নিমিত্ত আমাকে সহস্র সহস্র কর্ণ প্রদান করুন ।’

(ভাঃ ৫।১২।১৩ শ্লোকে রহুগণের প্রতি অবধূত-ভরতের উক্তি—) “যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণামুবাদঃ প্রস্তুতঃ গ্রাম্যকথা-বিধাতঃ । নিষেব্যমাণোহুহুদিনং মুমুক্ষোমতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥”

অর্থাৎ ‘হে রাজন, মহাপুরুষগণের মধ্যে সর্বদা গ্রাম্যকথা-নাশক ভগবদ্গুণামুবাদেই প্রস্তাব হয়, সেই ভগবদ্গুণামু-বাদ যদি প্রত্যহ শ্রবণ ও কীর্তন-মুখে সেবা করা হয়, তবে তদ্বারাই ভগবৎপ্রতি মুমুক্সজনের সদ্ভক্তি উদ্ভিত হয় ।’

(ভাঃ ১০।৫।১৪৩ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দ্ব্যজ্ঞি-মুচুকুন্দের উক্তি—) “ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেজ্জনস্ত তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ । সংসঙ্গমো যদ্বি তদৈব সদগতো পরা-বরেশে ভুগি জায়তে মতিঃ ॥”

অর্থাৎ ‘হে অচ্যুত, আপনার অমুগ্রহে যখন সংসার-ভ্রমের সংসারান্ত হয়, তখন সাধুর সহিত তাহার সমাগম হয় । যে-সময় সাধুদঙ্গ হয়, সে-সময় সর্ব-ভ্রমসঙ্গনিবৃত্তির সঙ্গে কার্য-কারণ-নিয়ন্তা সাধুগণের পরমগতি এবং পরাবরেশ আপনাতে তাহার রতি জন্মে, আপনাতে রতি হইলেই সে তখন মুক্ত হয় ।’

(ভাঃ ৬।১১।২৭ শ্লোকে ভগবানের প্রতি ব্রতের উক্তি—) “মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্মভিঃ । তন্মায়মাত্মাত্মদারগেহেবাঙ্গকচিত্তস্ত ন নাথ ভূয়াৎ ॥”

অর্থাৎ ‘হে নাথ, আমি স্বীয় কর্ম-দ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণ করিতে করিতে তোমার ভক্তজনের সহিত আমার সখ্য হউক । ভগবন্, তোমার মায়-বশতঃ এখন যে-সকল পুত্র-কলত্র দেহ-গেহে আমার চিত্ত আসক্ত, পুনরায় যেন ঐ-সকল বস্তুরে আসক্ত না হয় ।’

(ভাঃ ৩।২৫।২৫ শ্লোকে মাতা-দেবহুতির প্রতি ভগবান্ কপিলের উক্তি—) “সত্যং প্রসঙ্গাত্মম নীর্ণাসংবিদো ভবন্তি হংকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ । তজ্জ্যোষণাদাষপবর্ণবদ্যনি শ্রদ্ধা রতিভক্তিরহুক্রমিচ্ছতি ॥”

অর্থাৎ ‘সাধুদিগের প্রকৃষ্ট সঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-

প্রতি-শব্দে শাড়ু-সূত্র একত্র করিয়া ।

প্রতিদিন কৃষ্ণ-ব্যাখ্যা করেন বসিয়া ॥ ২৬৫ ॥

প্রকাশক শুদ্ধসদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক যে-সকল বাক্য আলোচিত হয়, প্রীতির সহিত সেইসকল কথার সেবন-ফলে শীঘ্রই অবিচ্ছিন্ন-নিবৃত্তির বস্তু স্বরূপ আমাতে যথাক্রমে—প্রথমে শ্রদ্ধা বা সাধন-ভক্তি, পরে রতি বা ভাব-ভক্তি ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদ্ভিত হয় ।’

(ভাঃ ১।২।১৪ এবং ১৬-১৮ শ্লোকে শৌনকাপি ঋষিগণের প্রতি শ্রীহত-গোশ্বামীর উক্তি—) “তন্মাদ্যেকেন মনসা ভগবান্ সাত্ত্বতঃ পতিঃ । শোভব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধোয়ঃ পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ ॥” * * “শুশ্রূষোঃ শ্রদ্ধানন্ত বাসুদেবকথা-রুচিঃ । জ্ঞানহংসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ ॥ শৃণুতাং স্বকথাঃ কৃষ্ণঃ পুণ্যশ্রবনকীর্তনঃ । দ্ব্যন্তঃস্থো হুভদ্রাণি বিধুনোতি হৃদং সতাম্ ॥ নষ্টপ্রায়েষ ভদ্রেষু নিত্যং ভাগবত-সেবয়া । ভগবত্মাত্মমঃশ্লোকে ভক্তিভবতি নৈজীকী ॥”

অর্থাৎ, ‘অতএব ভক্তি-প্রদান ধর্মই নিত্যানুষ্ঠেয় হওয়ায় একাগ্রমনে ভক্তবৎসল বাসুদেবের নিত্যকাল শ্রবণ, কীর্তন, মনন এবং অর্চনাই কর্তব্য ।’ * * ‘হে বিপ্রগণ, শ্রদ্ধাবান্ ও শ্রবণরূপ সেবনে অভিলাষী ব্যক্তি মহতের সেবা ও পুণ্যতীর্থের (বৈষ্ণব-শুভ্র) নিষেবণাদি-দ্বারা নিষ্পাপ হইয়া ক্রমশঃ বাসুদেবের কথায় রুচিবিশিষ্ট হন । অপ্রাকৃত-শ্রবণীয় ও কীর্তনীয় সজ্জন-সুজ্ঞ শ্রীকৃষ্ণ নিজ-কথা-শ্রবণকারী ব্যক্তি-গণের হৃদয় হইয়া দৃঢ়ত সমস্ত অন্তঃকামাদি-বাসনা বিনষ্ট করেন । নিত্যকাল ভাগবত-সেবা-দ্বারা অন্তঃকল নষ্ট হইলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানে নিশ্চলা ভক্তি উদ্ভিত হয় ॥’ ২৪০ ॥

ভগবৎসেবনোদ্দেশ্য-রহিত হইয়া যে পুণ্য সংকর্ম সাধিত হয়, তদ্বারা কর্মকর্তার কোন কলপাত হয় না । ভক্তিহীন-কর্মই পরহিংসাময় অর্থাৎ যে-স্থলে ভক্তির অভাব, সে-স্থলে সকল অহুষ্ঠানই পরহিংসায় পর্যাবসিত হয় । কর্ম ও জ্ঞান—ভক্তির মুখ-নিরীক্ষণ মাত্র, কিন্তু ভক্তি—কর্ম-জ্ঞান-যোগ, —কাহারও সাহায্য-প্রাণিনী নহেন, স্বয়ংই স্বাধীনা ও নিরপেক্ষা । ভক্তির অহুষ্ঠানে পরহিংসার সম্ভাবনা নাই অর্থাৎ ভগবৎসেবায় উদ্বুদ্ধ হইলে সেবকের ভগবৎকর্মে কোনরূপ পরহিংসা-চেষ্টা থাকিতে পারে না ।

এবে তান বুঝিবারে না পারি চরিত।

কি করিব আমি-সব ?—বলহ, পণ্ডিত !” ২৬৬ ॥

ছাত্রগণের অভিযোগ-শ্রবণে গঙ্গাদাসপণ্ডিতের হস্ত ও

তাহাদিগকে দাখনা—

উপাধ্যায়শিরোমণি বিপ্র গঙ্গাদাস।

শুনিয়া সবার বাক্য উপজিল হাস ॥ ২৬৭ ॥

ওরা বলে, —“ঘরে যাহ, আসিহ সকালে।

আজি আমি শিক্ষাইব তাঁহারে বিকালে ॥ ২৬৮ ॥

বহির্ষৎকর্ম-নিবন্ধ,—(ভাঃ ৩২৩৫৬ শ্লোকে মাতা-দেবহুতির প্রতি ভগবান্ কপিলের উক্তি—) “নৈহ যৎকর্ম ধর্ম্যম্ ন বিরাগায় কল্পতে। ন তীর্থপদনেবারৈ জীবনপি মৃতো হি সঃ ॥”

অর্থাৎ ‘ইহ-সংসারে যে ব্যক্তির কর্ম, ধর্ম্যার্থকামরূপ ত্রৈবর্গিক-ধর্মের উদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত না হয়, যাহার সেই ধর্ম নিষ্কাম হইয়া কৃষ্ণেতর-বিষয়ে বৈরাগ্য উৎপাদন না করে, আবার যাহার সেই বৈরাগ্য তীর্থপদ শ্রীহরির সেবাতেই পর্যাবসিত না হয়, সে ব্যক্তি জীবিত হইলেও মৃত অর্থাৎ তাহার প্রাণধারণ—রূপা।’

(ভাঃ ১২৮ শ্লোকে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি শ্রীহৃত-গোস্বামীর উক্তি—) “ধর্মঃ স্মৃষ্টিতঃ পুংসাং বিশ্বক্লেম-কথাসু যঃ। নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্ ॥”

অর্থাৎ ‘যদি মানবগণের বর্ণাশ্রমপালনরূপ-ধর্ম অমুষ্ঠিত হইয়াও তাহা বিশ্ব-বৈষ্ণবের মহিমাঘোষী কথার শ্রবণ-কীর্তনে রুচি উৎপাদন না করে, তবে ঐরূপ ধর্মামুষ্ঠান নিশ্চয়ই কেবল রূপা শ্রম-মাত্র।’

(ভাঃ ১৫১২ শ্লোকে শ্রীব্যাসের প্রতি শ্রীনারদের উক্তি—) “নৈকর্ম্যমপ্যচ্যুতভাববজ্জিতং ন শোভতে জ্ঞান-মগ্নঃ নিরঞ্জনম্। কৃতঃ পুনঃ শব্দভজ্যমীষরে ন চাপিতং কর্ম যদপ্যাকারণম্ ॥”

অর্থাৎ ‘নৈকর্মের ভাবই নৈকর্ম্য, অমুষ্ঠিত কর্মকাণ্ডের বিচিত্রতা নাই; সুতরাং উহা একাকার-স্বরূপ। ঐরূপ কর্মবিচিত্রতা-হীন নৈকর্ম্যরূপ ব্রহ্মজ্ঞান স্থল-লিঙ্গ-দেহে আত্ম-বুদ্ধিরূপ ঔপাধিক ধর্মের নিবর্তক হইলেও যখন অচ্যুতভাব-হীন অর্থাৎ ভগবত্ভক্তি-রহিত হইলে শোভা পায় না, তখন

ভাল মত করি’ যেন পড়ারেন পুঁথি।

আসিহ বিকালে সব তাঁহার সংহতি ॥” ২৬৯ ॥

অপরাত্নে ছাত্রগণ-সহ প্রভুর গঙ্গাদাস-সমীপে আগমন—

পরম-হরিশ্বে সবে বাসায় চলিল।

বিশ্বস্তর-সঙ্গে সবে বিকালে আইলা ॥ ২৭০ ॥

প্রভু ও গঙ্গাদাসপণ্ডিতের পরস্পর ব্যবহার—

গুরুর চরণ-ধূলি প্রভু লয় শিরে।

“বিদ্যালান্ত হউ”—গুরু আশীর্বাদ করে ॥ ২৭১ ॥

সাধন ও সিদ্ধিকালে হৃৎস্বরূপ কাম্যকর্ম এবং অকাম্যকর্ম যদি ভগবানে অর্পিত না হয়, তাহা হইলে ঐ সকল কর্ম কি প্রকারে শোভা পাইতে পারে ?

(গীতার ৯২১ শ্লোকে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি—) “তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্রীণে পুণ্যে মর্ত্যালোকং বিশন্তি। এবং ত্রয়োদশমুপ্রপন্নগতাগতং কামকামা লভন্তে ॥”

অর্থাৎ ‘কর্মিগণ যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম-ফলে স্বর্গ লাভ করে। তথায় প্রভূত সুখ ভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্য-লোকে আগমন করে। এইরূপ কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ের অমুগত হইয়া সংসারে পুনঃপুনঃ গমনাগমনকরিতে থাকে।’

(মুণ্ডকে ১২১—) “প্রবা হ্যেতে অদৃঢ়া যজ্ঞরূপা অষ্টা-দশোক্তমবরং যেষু কর্ম্ম। এতচ্ছুরো যেষ্তিনন্যস্তি মূঢ়া জরামৃত্যুং তে পুনরোগপি যন্তি ॥”

অর্থাৎ ‘যজ্ঞেশ্বর-বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে বাহা অমুষ্ঠিত হয় নাহি, তাদৃশ যজ্ঞরূপ প্রব (তরলী)—ভব-সমুদ্রোত্তরণের নিমিত্ত দৃঢ় নহে; কেন না, ঐ সকল যজ্ঞ-মধ্যে ভগবদ্বদ্দেশ্যে অমুষ্ঠিত না হইয়া কেবলমাত্র অষ্টাদশগুরুবোক্ত কর্ম বর্তমান বলিয়া উহা অপকৃষ্ট। যে-সকল অবৈবিকি-ব্যক্তি উহাকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করিয়া অভিনন্দন করে, তাহার পুনঃ পুনঃ জরা ও মৃত্যুকে প্রাপ্ত হয়।’

(মুণ্ডকে ১২২—) “যৎ কর্ম্মিণো ন প্রবেদযন্তি রাগাৎ তেনাতুরাঃ ক্রীণলোকাশ্চ্যবন্তে ॥”

অর্থাৎ ‘কর্মিগণ কর্মে অমুরাগবশতঃ প্রকৃত-অবয়জ্ঞান-তত্ত্ব অনভিজ্ঞ। এইজন্ত তাহারা অত্যন্ত কলভোগাতুর হইয়া কর্মফলে বে স্বর্গাদি-লোক লাভ করে, পুণ্যক্ষয় হইলে সেইস্থান হইতে পুনরায় চ্যুত হয় ॥ ২৪০ ॥

গঙ্গাদান-কর্তৃক প্রভুর বংশ-পাণ্ডিত্য ও ব্যক্তিগত প্রশংসা—
 গুরু বলে,—“বাপ বিশ্বস্তর! শুন বাক্য।
 ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন নহে অন্য ভাগ্য ॥ ২৭২ ॥
 মাতামহ য়ার—চক্রবর্তী নীলাচর।
 বাপ য়ার—জগন্নাথ-মিশ্রপুরন্দর ॥ ২৭৩ ॥
 উভয়-কূলেতে মূৰ্খ নাহিক তোমার।
 ভূমিও পরম-যোগ্য ব্যাখ্যানে টীকার ॥ ২৭৪ ॥
 ব্রাহ্মণের সর্বোত্তম ও একমাত্র কৃত্য অধ্যয়ন-প্রশংসা-মুখে
 প্রভুকে উপদেশ—
 অধ্যয়ন ছাড়িলে সে যদি ভক্তি হয়।
 বাপ-মাতামহ কি তোমার ‘ভক্ত’ নয়? ২৭৫ ॥

মিলার,—সংযুক্ত, নিমগ্ন, সাক্ষাৎকার-প্রাপ্ত হইলেন,—
 গলিয়া গেলেন ॥ ২৪১ ॥

ভোজনকালে, নিদ্রাকালে ও আগ্রত-অবস্থায় সকল-
 সময়েই সকল অবস্থায় প্রভু কেবলমাত্র কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-
 লীলার বা কৃষ্ণকথার কীর্তন ব্যতীত আর কিছুই উচ্চারণ
 বা প্রকাশ করিতেন না। গৌরনগরী প্রভৃতি অপসাম্প্রদায়িক-
 গণ বলেন যে, গৃহি-গৌরাঙ্গ গৃহত্যাগকে কেবলমাত্র গৃহ-
 মেধ-বজ্রেরই উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু এখানে গ্রন্থকার
 ঠাকুর-শ্রীগনাদানদাস আশ্রয়ভাব-বিভাবিত প্রভুর অথ কোন
 প্রকার কৃত্যের বা প্রচেষ্টার বর্ণন করিতেছেন না ॥ ২৪২ ॥

সর্বগণে—মন,—ভক্তবর্গ মনে মনে আলোচনা, অহুমান
 বা বিচার করিতে লাগিলেন ॥ ২৪৩ ॥

একণে সমগ্র-বিশ্বে কৃষ্ণপ্রেম প্রদাতা বিশ্বস্তর-কর্তৃক কৃষ্ণ
 ভক্তির প্রচার-সূর্য্যের উদয়ে অতল সমাজ কর্তৃক উপক্রম
 ও উপহাসিত ভক্তগণের পূর্ব মনঃকষ্ট বিনষ্ট এবং ভক্তি-
 বিরোধি-পাণ্ডিগণের দলন-গীলা আরম্ভ হইল ॥ ২৪৬ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর মহাভাগবত-বৈষ্ণবের গীলা প্রকাশ করিয়া
 সর্বত্র কৃষ্ণ ও কৃষ্ণস্বাক্ষি-কাঞ্চ দর্শন করিতে লাগিলেন।
 সাধারণ কৃষ্ণবিশ্বত প্রাকৃত লোক বেক্রপ জড়-প্রত্যক্ষাদি-
 জ্ঞানে বিমূঢ় হইয়া কৃষ্ণদর্শনাভাবে কৃষ্ণের ভোগ-ভূমিকারূপ
 এই প্রাণিক জগৎ দর্শন করে, মহাপ্রভু তজপ ভোক-
 জ্ঞানমানে ভোগ্য-দর্শনের আদর্শ না দেখাইয়া কৃষ্ণবিশ্ব ও
 বিশ্বত বহুবীণের পরিচয়িত এই প্রাণি-জগৎ ও জড়-জগৎকে

ইহা জানি’ ভালমতে কর’ অধ্যয়ন।
 অধ্যয়ন হইলে সে বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ ॥ ২৭৬ ॥
 ভক্তার্জিত মূৰ্খ বিজ্ঞ জানিবে কেমনে?
 ইহা জানি’ কৃষ্ণ’ বল, কর’ অধ্যয়নে ॥ ২৭৭ ॥
 ভালমতে গিয়া শাস্ত্র বলিয়া পড়াও।
 ব্যতিরিক্ত অর্থ কর’,—মোর মাথা খাও ॥ ২৭৮ ॥
 পরবিজ্ঞাপতি প্রভুর নির্ভীক অহঙ্কারোক্তি ও আশ্বাসমর্শন—
 প্রভু বলে,—“তোমার দুই-চরণ-প্রসাদে।
 নবদ্বীপে কেহ মোরে না পারে বিবাদে ॥ ২৭৯ ॥
 আমি যে বাখানি সূত্র করিয়া খণ্ডন।
 নবদ্বীপে তাহা ছাপিবেক কোন্ জন? ২৮০ ॥

কৃষ্ণসেবামুখ মহা-ভাগবত-বৈষ্ণবের সচ্চিদানন্দ-কৃষ্ণময়ী
 দৃষ্টিতে দর্শন করিলেন। প্রত্যেক ভূত-স্বরে উপাস্ত বস্তু
 শক্তিক কৃষ্ণের বিলাস প্রতীত হইতে লাগিল, স্তব্ধতা বস্তু
 বিশ্বত বিশ্বত-জীবের জায় অচিৎ জড়-পরমাণুর ব্যবধান দর্শন
 না করার সর্বত্র তুরীয় বৈকুণ্ঠ-গৌলোক-দর্শনে তজপ-বৈষ্ণব-
 সমূহ তাঁহাকে কৃষ্ণা ভোগদেবা-বিলাস-দর্শনে বাধা দিল না।

(চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ ২৭৪—) “স্বাবর-জন্ম দেখে, না
 দেখে তার মূর্তি। সর্বত্র স্মরণে তাঁর ইষ্টদেব-মূর্তি ॥”

(ভাঃ ১১।২।৪৫, ৪৬-৪৮ শ্লোকে বিদেহরাজ-নিমির প্রতি
 নববোগেন্দ্রের অতম শ্রীহরির উক্তি—) “সর্বভূতেশ্বরঃ পশ্চে-
 ত্তগবত্তাবমানঃ ॥ ভূতানি ভগবত্যাশ্রয়ে ভাগবতোত্তমঃ ॥”

অর্থাৎ ‘যিনি নিখিল-বস্তুতে সর্বভূতের নিয়ন্ত্বরূপে
 অধিষ্ঠিত পরমাত্মার ভগবত্তাব-বিলাস দর্শন করেন এবং
 পরমাত্মা ভগবান শ্রীহরিতে চিহ্নাঙ্গ-বৈচিত্র্য দর্শন করেন
 তিনিই ‘উত্তম ভাগবত’।’

“দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিরাগে যো জন্মাপায়কৃত্যতর্ষকৃচ্ছৈঃ।
 সংসারধর্ম্মৈরবিমূহ্যমানঃ স্বত্যা হরের্ভাগবতপ্রদানঃ ॥”

অর্থাৎ ‘সংসারে থাকিয়াও দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও
 বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষয়, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্ম্মে যিনি
 মোহিত অর্থাৎ আসক্ত হন না, সর্বদা হরিশ্রুতি-ধার কুশলে
 থাকেন, তিনিই ‘ভাগবতপ্রদান’।’

“ন কামকর্ম্মবীজানং বস্ত চেতসি সম্ভবঃ। বাসুদেবৈক-
 নিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥”

নগরে বসিয়া এই পড়াইয়ু গিয়া ।

দেখি,—কার শক্তি আছে, দুষ্টক আসিয়া ?” ২৮১

তচ্ছবণে গঙ্গাদাসের হর্ষ, প্রভুর বিদায়গ্রহণ—

হরিশ হইলা গুরু শুনিয়া বচন ।

চলিলা গুরুর করি’ চরণ বন্দন ॥ ২৮২ ॥

গ্রন্থকারকর্তৃক গঙ্গাদাসপণ্ডিতের মহা-সৌভাগ্য-প্রশংসা—

গঙ্গাদাসপণ্ডিত-চরণে নমস্কার ।

বেদপতি সরস্বতীপতি—শিষ্য যাঁর ॥ ২৮৩ ॥

অর্থাৎ ‘যিনি ক্রমশঃ অবস্থিত হইয়া শাস্ত হন এবং কাম-কর্মবীজ যাহার চিত্তে উদ্ধৃত হয় না, তিনিই ‘ভাগবতোত্তম’ ।

“ন যন্ত জন্মকর্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ । সঙ্কতে-হস্মিনহস্তাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥”

অর্থাৎ ‘পুরুষের এই জড়দেহে জন্ম, কর্ম, বর্ণাশ্রম বা জাতিদ্বারা ‘অহং’-ভাব উৎপন্ন না হয়, তিনিই ‘হরির প্রিয়পাত্র’ ।

“ন যন্ত স্বঃ পর ইতি বিত্তেদ্ব্যন্থি বা ভিদা । সর্বভূতসমঃ শাস্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥”

অর্থাৎ ‘যাহার বিত্তে ও দেহে ‘স্ব’ ও ‘পর’—এরূপ ভেদ নাই, যিনি সর্বভূতে সম ও শাস্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম ।’

“ত্রিভুবনবিভবহেতবেহপ্যকুষ্ঠস্থতিরজিতাস্থ্যহ্মরাদিভিবি-মুগ্যাং । ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাং লবনিমিষাধ্মমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্রাঃ ॥”

অর্থাৎ ‘হরিগতচিত্ত ব্রহ্মাদি দেবগণ ও ষে-কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, যিনি ত্রিভুবন-প্রাপ্তির লোভেও সেই কৃষ্ণের পদার-বিন্দ হইতে লব অর্থাৎ নিমিষাধ্ম ও বিচলিত না হইয়া অকুষ্ঠস্থতি থাকেন, তিনিই ‘বৈষ্ণবাগ্রগণ্য’ ।’

“ভগবত উরুবিক্রমাজি শাখা-নখমণিচঞ্জিকা নিরস্ত-তাপে । হৃদি কথমুপদীপতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবো-দিতোহঁকৃতাং ॥”

অর্থাৎ ‘শ্রীকৃষ্ণের উরুবিক্রম পাদপদ্মের নখমণিচঞ্জিকা-দ্বারা যাহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাহার আর দুঃখ কি ? সূর্য্যতাপতপ্ত ব্যক্তি দিব্যবসানে চন্দ্রকিরণ পাইলে তাহার কি আর তাপক্লেশ থাকে ?’ ২৮৮ ॥

আর কিবা গঙ্গাদাসপণ্ডিতের সাধ্য ?

যাঁর শিষ্য—চতুর্দশভুবন-আরাধ্য ॥ ২৮৪ ॥

ছাত্রবেষ্টিত প্রভুর উপমা—

চলিলা পড়ুয়া-সঙ্গে প্রভু বিশ্বস্তর ।

তারকা বেষ্টিত যেন পূর্ণ-শশধর ॥ ২৮৫ ॥

গঙ্গাতটে জনৈক পোরজন-গৃহে বসিয়া প্রভুর স্বকৃত

ব্যাখ্যায় গর্বোক্তি ও আশ্বস্তাধা—

বসিলা আসিয়া নগরিনার ছয়ায় ।

যাঁহার চরণ—লক্ষ্মীহৃদয়-উপরে ॥ ২৮৬ ॥

সিদ্ধ বর্ণ-সমাম্বায়.—কলাপ বা কাতন্ত্র-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র—“সিদ্ধো বর্ণসমাম্বায়ঃ” অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জনবর্ণের পাঠ-ক্রম—চির-প্রসিদ্ধ । প্রভুর ছাত্রগণ কলাপ-ব্যাকরণের প্রথম সূত্র উচ্চারণপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন যে, বর্ণপাঠ-রীতি ত’ সুপ্রসিদ্ধ ? তত্ক্ষণে প্রভু বলিলেন যে, সকল বর্ণ নিত্য-শুদ্ধ-পূর্ণ-মুক্ত-চিন্ময়ী পরমুখ্য । বিষদ্বন্দ্বি-বৃত্তিতে নারায়ণকেই প্রতিপাদন করেন । আরোহ-পন্থী বা অধিরোহবাদী বর্ণের অঙ্গরূঢ়ি-বৃত্তির সাহায্যে শব্দশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, কিন্তু প্রভু অবতার-বিচার অবলম্বন করিয়া প্রত্যেক-বর্ণকেই ভগবদ্-বাচক বলিয়া জানাইলেন । প্রত্যেক বর্ণকে অঙ্গরূঢ়িবৃত্তির সাহায্যে মাপিতে গেলে বদ্ধজীব নারায়ণের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের উদ্দেশ লাভ করে, কিন্তু বর্ণের বিষদ্বন্দ্বি-বৃত্তি, প্রত্যেক বর্ণই যে সাক্ষাৎ মূর্ত্তবর্ণবিগ্রহ নারায়ণ,—ইহাই প্রতিপাদন করে । অঙ্গরূঢ়িবৃত্তি আধ্যাত্মিক-জ্ঞানীকে প্রেক্ষণী করিয়া তুলে, আর সাক্ষাৎ স্বপ্রকাশ বাচ্যবস্ত্র শ্রীনারায়ণ বর্ণদ্বারা আপনাকে প্রকটিত করিয়া জীবকে হরিকীর্তন করী করান ॥ ২৫২ ॥

ছাত্রগণের বর্ণসিদ্ধির কারণ জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন যে, বাচ্য-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণের নিরীক্ষণ-হেতু অর্থাৎ কৃষ্ণের অভিন্ন পূর্ণ-শুদ্ধ-নিত্য-মুক্ত বাচক, ব্যাক্ত বা সূচক অথবা স্রোতক হওয়ায় প্রত্যেক বর্ণই নিত্যসিদ্ধ ॥ ২৫৩ ॥

উচিত,—যথার্থ, যুক্তি বা ভ্রাম্য-সঙ্গত ॥ ২৫৪ ॥

সম্যক্ আম্রায়,—“আমনতি উপদিশতি বিকোঃ পরমং পদম্ ; আম্রায়তে সম্যগভ্যন্ততে মুনিভিরসৌ, আম্রায়তে উপদিশতে পরমর্শোহনেনেনতি অম্রায়ঃ ‘বেদঃ’ ” ; সমাম্বায় ।

যোগপট্ট-ছান্দে বস্ত্র করিয়া বন্ধন ।

সূত্রের করয়ে প্রভু খণ্ডন স্থাপন ॥ ২৮৭ ॥

ভাঃ ১০।৪৭ ৩৩ শ্লোকে ‘সমাম্মার’-শব্দে শ্রীধরস্বামিপাদ-কৃত টীকায়—“সমাম্মারো বেদঃ” ।

(গীতায় ১৫।১৫ শ্লোকে অর্জুনের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি—)
“সর্বস্ত চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মন্তঃ স্মৃতিজ্ঞানমপোহনঞ্চ ।
বেদৈশ্চ সর্বেষরুচমেব বেত্তো বেদান্তকুরেদবিদেব চাহম্ ॥”

অর্থাৎ ‘আমিই সর্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত ;
আমা-হইতেই জীবের কর্মকলাহুদারে স্মৃতিজ্ঞান ও স্মৃতি-
জ্ঞানের ভ্রংশ ঘটে ; আমিই সর্ববেদবেত্তা ভগবান্, সমস্ত
বেদান্ত-কর্তা এবং বেদান্ত-বিৎ ।’

(ভাঃ ১২।১৩।১ শ্লোকে শৌনকাদি ঋষিগণের প্রতি
শ্রীমত-গোস্বামীর উক্তি—) “যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্রকল্পমকৃতঃ
অবস্তি দিৱ্যোঃ স্তবৈবেদৈঃ সাদ্ধপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং
সামগাঃ । ধ্যানাবস্থিত-তপস্বীনাং মনসা পশুন্তি যং যোগিনো
যতাস্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥”

অর্থাৎ ‘ব্রহ্মা, বরুণ, ইন্দ্র, রুদ্র ও মরুদগণ দিব্যস্তবে
ঐহাকে স্তব করেন, অঙ্গ পদক্রম ও উপনিষদের সহিত
বেদসকল ঐহার গান করিয়া থাকেন, সমাধি-অবস্থায়
তপস্বী-চিত্ত হইয়া যোগিগণ ঐহাকে হৃদয়ে দর্শন করেন
এবং সুরাসুরগণ ঐহার অস্ত জ্ঞানেন না, সেই পরম-দেব
শ্রীকৃষ্ণকে নমস্কার করি ।’

(ভাঃ ১১।২।১৪২-৪৩ শ্লোকে উদ্ধবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের
উক্তি—) “কিং বিধন্তে কিমাচষ্টে কিমনুজ বিকল্পয়েৎ ।
ইত্যস্তা হৃদয়ং লোকে নাশ্তো মদেদ কশ্চন ॥ মাং বিধন্তেহ-
ভিধন্তে মাং বিকল্পাপোহন্তে হুম্ ॥ এতাবান্ সর্ববেদার্থঃ
শব্দ আস্থায় মাং ভিদাম্ । মায়ামাত্মনুশাস্তে প্রতিমিধ্য
প্রসীদতি ॥”

অর্থাৎ ‘কর্মকাণ্ডে বিধিবাক্যসমূহদ্বারা ঐতি কাহাকে
বিধান করেন, দেবতাকাণ্ডে মন্ত্রবাক্যসমূহদ্বারা ঐতি
কাহাকে প্রকাশ করেন এবং পরিণামে নিষেধ করিবার
উদ্দেশে কোন্ বিষয়েরই বা প্রস্তাব করেন ?—ইত্যাদি বেদ-
বাণীর তাৎপর্য আমি-ব্যতীত আর অজ্ঞ কেহই জানে না ।
এ বিষয় অত্যন্ত নিগূঢ় হইলেও এক্ষণে তোমার প্রতি কৃপা
করিয়া বলিতেছি যে, সেই বেদবাণী কর্মকাণ্ডে বজ্ররূপে

প্রভু বলে,—“সন্ধিকার্য্য-জ্ঞান নাহি যায় ।

কলিযুগে ভট্টাচার্য্য’-পদবী তাহার ॥ ২৮৮ ॥

আমাকেই বিধান করে, দেবতাকাণ্ডে তত্ত্বদেবতারূপে
আমাকেই প্রকাশ করে, আর আকাশাদি প্রপঞ্চের উল্লেখ-
পূর্বক পুনরায় যে উহা নিরাকরণ করেন, তাহাও আমি-
ব্যতীত পৃথক-সত্যক নহে,—ইহাই সকল-বেদের তাৎপর্য্য ;
অর্থাৎ শব্দশাস্ত্র বেদ পরমার্থভূত বাস্তব-বস্ত্র আমাকেই
আশ্রয়পূর্বক জড়ভেদকে মায়ামাত্ররূপে প্রস্তাব করিয়া
পরিশেষে উহার নিষেধানন্তর চিৎপ্রাক্ত-ব্রহ্মজ্ঞানকে অতিক্রম-
পূর্বক চিদ-বিলাসবৈকুণ্ঠবৈচিত্র্য-বর্ণনে পর্য্যবসিত হইয়াই
প্রসন্ন হন ।’

(হরিবংশে—) “বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে
তপা । আদ্যবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীয়তে ॥”

অর্থাৎ ‘বেদে, রামায়ণে, মহাভারতে, পুরাণের আদিতে,
মধ্যে এবং অন্তে,—সর্বত্র একমাত্র শ্রীহবিই কীর্তিত হন ॥২৫ঃ

ছাত্রগণ প্রভুকে বলিলেন,—‘আপনি এখন কিরূপ অঙ্কুর
ব্যাখ্যা করিলেন !’ প্রভু তদন্তরে বলিলেন,—‘ঋগ্বেদের যেরূপ
সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি, তদ্রূপই আমি ব্যাখ্যা করিয়াছি ॥’ ২৫৭ ॥

পুঁথি চাই বা চিন্তি,—গ্রন্থ অনুশীলন করি ॥ ২৫৯ ॥

সমীহিত,—(সম্ + ঐহিত), সম্পূর্ণ, অভীষ্ট, অভিপ্রেত,
অভিলষিত, তাৎপর্য্য ॥ ২৬২ ॥

পরমযোগিক-বৃত্তির সাহায্যে প্রত্যেক-শব্দের দ্বািত্ব অর্থাৎ
ক্রিয়াবাচক প্রকৃতি ও তত্ত্ব-শব্দের প্রকৃতি-প্রত্যয়-সাপেক্ষত্ব
সংযোগ করিয়া তাহার কৃকতাৎপর্য্যপর ব্যাখ্যা করেন ॥২৬১॥

আমার উপদেশানুসারে পুরোক্ত কথাগুলি বিচারপূর্বক
তুমি ভগবদ্ভক্তির বিচার রাখিয়া দিয়া এখন শাস্ত্রের
অধ্যয়ন ও অধ্যাপনে মনোনিবেশ কর । শাস্ত্রপাঠ-ফলেই
তুমি বা তোমার ছাত্রগণ প্রকৃত বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-শঙ্কবাচ্য
হইবে । সাধবেদ অধ্যয়ন করিলেই অর্থাৎ স্বাধ্যায়-দ্বারাই
বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ হওয়া যায় । আচার্য্যের নিকট হইতে সংস্কার
লাভ না করিয়া স্বাধ্যায়ে উদাসীন হইলে বিজ্ঞতত্ত্ব নিরূপণে
বিশৃঙ্খলতা আসিতে পারে ।

(চৈঃ চঃ মধ্য ২২শ পঃ ৬৫—) “শাস্ত্রযুক্ত্যে অনুপূর্ণ
দৃঢ়প্রজ্ঞা য়ার । ‘উত্তম-অধিকারী’ সেই তারয় সংসার ॥”

(ভঃ রঃ সিঃ পুঃ বিঃ ২য় লঃ—) “শাস্ত্রযুক্তো চ নিপুণঃ

শব্দ-জ্ঞান নাহি যার, সে তর্ক বাঞ্ছনে ।
 আমারে ত' প্রবোধিতে নারে কোন-জনে ॥ ২৮৯ ॥
 যে আমি খণ্ডন করি, যে করি স্থাপন ।
 দোষ,—তাহা অন্তথা করুক কোন্ জন ? ২৯০ ॥
 প্রভু-কৃত বাখ্যা-খণ্ডনে সকল-পণ্ডিতেরই অবামর্য্য-
 এইমত বলে বিশ্বস্তর বিশ্বনাথ ।
 প্রভুত্ব করিবেক, হেন শক্তি কা'ত ? ২৯১ ॥
 গল্পা দেখিবারে যত অধ্যাপক যায় ।
 শুনিয়া, সবার অহঙ্কার চূর্ণ হয় ॥ ২৯২ ॥
 কার শক্তি আছে বিশ্বস্তরের সমীপে ।
 সিদ্ধান্ত দিবেক,—হেন আছে নবদ্বীপে ? ২৯৩ ॥
 রাত্রিতে বচস্ফণ-যাবৎ প্রভুর নিজামুরূপ-বাখ্যা—
 এইমত আবেশে বাঞ্ছনে' বিশ্বস্তর ।
 চারি-দণ্ড রাত্রি, তবু নাহি অবসর ॥ ২৯৪ ॥
 মহাভাগ্যবান্ ভাগবত-পাঠক রত্নগর্ভ-আচার্য্য ও
 তৎপুত্রগণের পরিচয়—
 দৈবে আর এক নগরীয়ার দুয়ারে ।
 এক মহাভাগ্যবান্ আছে বিপ্রবরে ॥ ২৯৫ ॥

সর্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ । প্রৌঢ়শ্রদ্ধোহধিকারী যঃ স ভক্তাবন্তমো
 মতঃ ॥” ২৭৬ ॥

ভদ্রাভদ্র,—ভদ্র (শ্রেয়ঃ) ও অভদ্র (প্ৰেয়ঃ), ভালমন্দ,
 হিতাহিত, শুভাশুভ, উচিতাশুচিত ।

শাস্ত্রাধ্যয়ন-বর্জিত মূর্খ ব্যক্তি ব্রাহ্মণরূপ হইলেও ভাল-
 মন্দ বিচার করিবার যোগ্য বা উপযুক্ত নহে । সুতরাং
 তোমার আদেশে শাস্ত্রাধ্যয়নে অমনোযোগী হইয়া ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’
 বলিলেও উচিতাশুচিত বুঝিতে পারিবে না ॥ ২৭৭ ॥

ব্যতিরিক্ত,—বিপরীত, বিরুদ্ধ, প্ততজ্ঞ, পৃথক্, ভিন্ন ।

‘মাথা খাও’—(বঙ্গদেশে) শপথার্পণ-বিশেষ, সর্বনাশের
 কারণ হইবে ॥ ২৭৮ ॥

আদি ১০ম অঃ ১৬—১৮ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৭৯-২৮১ ॥

বেদপতি সরস্বতী-পতি,—ভাঃ ১১।২১।২৬-৩০ শ্লোকে
 উক্তদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণের উক্তি দ্রষ্টব্য ॥ ২৮০ ॥

আর কিবা সাধ্য ?—অন্ত কোন্ শ্রেষ্ঠতর অভীষ্ট প্রাপ্য-
 বস্তু আছে ? ২৮৪ ॥

রত্নগর্ভ আচার্য্য' বিখ্যাত তাঁর নাম ।
 প্রভুর পিতার সঙ্গী, জন্ম—এক গ্রাম ॥ ২৯৬ ॥
 তিন পুত্র তাঁর কৃষ্ণপদ-মকরন্দ ।
 কৃষ্ণানন্দ, জীব, যদুনাথ-কবিচন্দ্র ॥ ২৯৭ ॥
 রত্নগর্ভের ভাগবত-শ্লোক-পঠন—
 ভাগবত পরম আদরে' দ্বিজবর ।
 ভাগবত-শ্লোক পড়ে করিয়া আদর ॥ ২৯৮ ॥
 যাজ্ঞিকবিপ্র-পত্নীগণের কৃষ্ণরূপ-বর্ণন—
 তথাহি (ভাঃ ১০।২০।২২)—
 “গ্রামং হিরণ্যপরিধিং বনমালাবর্হ-
 ধাতুপ্রবালনটবেষমম্বুত্ৰতাংসে ।
 বিশস্তহস্তমিতরেণ ধুনানমম্বু-
 কর্ণোৎপগালককপোলমুখাজ্জহাসম্ ॥” ২৯৯ ॥
 তচ্চু বণে প্রভুর প্রেম-মূর্ছা—
 ভক্তিমোগে শ্লোক পড়ে পরম-সন্তোষে ।
 প্রভুর কর্ণেতে আসি' করিল প্রবেশে ॥ ৩০০ ॥
 ভক্তির প্রভাব মাত্র শুনিলা থাকিয়া ।
 সেইক্ষণে পড়িলেন মূর্ছিত হইয়া ॥ ৩০১ ॥

যোগপটু-ভাল্লে,—আদি ১০ম অঃ ১২শ সংখ্যার তথ্য
 দ্রষ্টব্য ॥ ২৮৭ ॥

আদি ১০ম অঃ ৪২—৪৫ এবং ১২শ অঃ ২৭১—২৭৫
 সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৮৮-২৯০ ॥

কৃষ্ণানন্দ,—গঙ্গাদাসপণ্ডিতের জনৈক প্রধান ছাত্রবিশেষ
 (আদি ৮ম অঃ ৩০ সংখ্যা), এবং জগাই-মাধাইর উদ্ধারান্তে
 স্বগণসহ প্রভুর গঙ্গায় জলকীড়া-কালে যোগদান (মধ্য ১৩শ
 অঃ ৩৩৭), এবং ‘নিত্যানন্দগণ’—চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ
 ৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।

জীব (পণ্ডিত),—(অস্ত্য ৫ম অঃ) “মহাভাগ্যবান্ জীব-
 পণ্ডিত উদার । যার ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার ॥”
 (চৈঃ চঃ আদি ১১শ পঃ ৪৪ সংখ্যা—) “শ্রীজীবপণ্ডিত
 নিত্যানন্দ-গুণ গায় ।” ইনি কৃষ্ণলীলার ব্রজের ইন্দ্রিয়ার,—
 গৌঃ গঃ ১৬৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ।

যদুনাথ-কবিচন্দ্র,—(অস্ত্য ৫ম অঃ) “যদুনাথ-কবিচন্দ্র প্রেম-
 রসময় । নিরবধি নিত্যানন্দ বিহার চমক ॥” (চৈঃচঃআদি-৩৫)

ছাত্রগণের বিশ্বাস—

সকল পড়ুয়াবর্গ বিস্মিত হইল।

কণেক-অন্তরে প্রভু বাহু-প্রকাশিল। ৩০২ ॥

বাহুজ্ঞান-লাভান্তে প্রভুর কৃষ্ণানন-ভূষণ ও শ্লোক-

পাঠার্থ পুনঃ পুনঃ অমরোদ-

বাহু পাই’ ‘বল বল’ বলে বিশ্বস্তর।

গড়াগড়ি যায় প্রভু ধরনী-উপর ॥ ৩০৩ ॥

প্রভু বলে,—“বল বল” ; বলে বিপ্রবর।

উঠিল সমুদ্র কৃষ্ণ-সুখ মনোহর ॥ ৩০৪ ॥

প্রভুর অশ্রু-কম্প-পুলক-দর্শনে বিপ্রের শ্লোক-পাঠ—

লোচনের জলে হৈল পৃথিবী সিঞ্চিত।

অশ্রু-কম্প-পুলক-সকল স্তুবিদিত ॥ ৩০৫ ॥

দেখে বিপ্রবর, তাঁর পরম-আনন্দ।

পড়ে ভক্তি-শ্লোক ভক্তি-মনে করি’ রজ ॥ ৩০৬ ॥

প্রভুর আলিঙ্গন-কণে বিপ্রের ক্রন্দন ও প্রেমবন্ধন—

দেখিয়া তাহান ভক্তিশোভার পঠন।

তুষ্ট হই’ প্রভু তানে দিলা আলিঙ্গন ॥ ৩০৭ ॥

পাইয়া বৈকুণ্ঠনায়কের আলিঙ্গন।

প্রেমে পূর্ণ রত্নগর্ভ হইলা তখন ॥ ৩০৮ ॥

“মহাভাগবত বহুনাথ-কবিচন্দ্র। বাহার স্বদয়ে নৃত্য করে
নিত্যানন্দ ॥” ২৯৭ ॥

কুমার্ত গোপবালকগণ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অন্ন প্রার্থনা
করায় তিনি তাঁহাদিগকে নিকটবর্তী আঙ্গিরস-যজ্ঞাশ্রমের
যাজিকবিপ্রগণের নিকট প্রেরণ করিলে উহারা শ্রীকৃষ্ণে মর্ত্য
বুদ্ধিবশে তাঁহাদিগকে প্রত্যাখ্যান করিল। গোপবালক-
গণ নিরাশ হইয়া প্রত্যাঘর্ষন করায় শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে
পুনরায় সেই বিপ্রগণের পরীক্ষার নিকট প্রেরণ করিলেন।
কৃষ্ণগুণপ্রবণকণ্ঠা সেই বিপ্রপরীক্ষণ শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রার্থনা-
শ্রবণে তরমিষ্ট চতুর্লিখ প্রভুর ভোজ্য সঙ্গে লইয়া সাগর-
গামিনী নদীর তীর অহৈতুকী ও অপ্রতিহতা ভক্তিসহকারে
পতি, ভ্রাতা ও বন্ধুগণের নিবেদনসবেও শ্রীকৃষ্ণের সমীপে
আসিয়া তাঁহাকে এইরূপ দর্শন করিলেন,—

অম্বয়। শ্রামং (শ্রামবর্ণং) হিরণ্যপরিধিঃ (হিরণ্যবৎ
পরিধিঃ পরিধানং যন্ত তং পীতাম্বরমিত্যর্থঃ) বনমালাবর্ষধাতু-

প্রভুর চরণ ধরি’ রত্নগর্ভ কান্দে।

বন্দী হৈলা দ্বিজ চৈতন্যের প্রেম-কান্দে ॥ ৩০৯ ॥

বিপ্রের শ্লোকপঠন ও প্রভুর তরমিষ্ট পুনঃ অমরোদ—

পুনঃ পুনঃ পড়ে শ্লোক প্রেমযুক্ত হৈয়া।

“বল বল” বলে প্রভু হকার করিয়া ॥ ৩১০ ॥

নাগরিকগণের বিশ্বাস ও শ্রবণাম—

দেখিয়া সবার হৈল অপরূপ-জ্ঞান।

নগরিয়া সব দেখি’ করে পরণাম ॥ ৩১১ ॥

শ্লোকপঠনে প্রভু-মন্মথ গদাধরের নিবেদন—

“না পড়িহ আর” বলিলেন গদাধর।

সবে বসিলেন বেড়ি’ প্রভু-বিশ্বস্তর ॥ ৩১২ ॥

প্রভুর বাহুজ্ঞান-লাভ ও স্ব-কৃতাহটান-দ্বিজাশ্রম—

কণেকে হইলা বাহুদৃষ্টি গৌর-রায়।

“কি বল, কি বল”—প্রভু জিজ্ঞাসে সদায় ॥ ৩১৩ ॥

প্রভু বলে,—“কি চাঞ্চল্য করিলাও আমি?”

পড়ুয়া-সকল বলে,—“কৃতকৃত্য তুমি ॥ ৩১৪ ॥

তদন্তরে ছাত্রগণের তদ্বর্ণনা-শক্তি-জ্ঞাপন—

কি বলিতে পারি আমি’সবার শক্তি ॥”

আশ্রুগণে নিবারিল,—“না করিহ স্তুতি ॥” ৩১৫ ॥

প্রবালনটবেষণ (বনমালাগোঃ বর্ষঃ ময়ূরপুচ্ছেঃ ধাতুভিঃ প্র-
বালৈশ্চ নটবদবেষণঃ যন্ত তম্) অম্বরত্যাগে (অম্বরতন্ত সথ্যঃ
অংসে ক্কে) বিচ্যুতহস্তং (বিচ্যুতঃ নিহিতঃ হস্তঃ যেন তম্)
ইতরেণ (অপরহস্তেন) অজং (লীলাকমলং) ধূনাং (ভ্রাম্যন্তং)
কর্ণোৎপলালক-কপোলমুখাজহাসং (কর্ণয়োঃকপলে যন্ত,
অলকাঃ কপোলয়োঃ যন্ত, মুখাজ্জেহাসঃ যন্ত, তাদৃশং ‘সাগ্রজং
শ্রীকৃষ্ণং (যাজিকবিপ্রাণাং) স্রিয়ঃ দদৃশুঃ, ইতি পূর্বেণাঘরঃ) ॥

অমুবাদ। যাজিক বিপ্রপত্নী দেখিলেন,—কৃষ্ণের বর্ণ
শ্রামল, পরিধানে হেমাভ পীতবসন; তিনি—বনমালা,
শিখিপুচ্ছ, ধাতু ও প্রবালাদিধারা নটবর-বেষণে সজ্জিত হইয়া
এক (বাম)-হস্ত প্রিয়সখার ক্কে হাসনপূর্বক অজ (দক্ষিণ)-
হস্তে লীলা-কমল সঞ্চালন করিতেছেন। তাঁহার কর্ণধরে
পদ্ম-মুগল, গণ্ডুঘয়ে অলকাবলী ও মুখপদ্মে অম্বর হস্ত
শোভা পাইতেছে ॥ ২৯২ ॥

স্তুবিদিত,—স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হইল ॥ ৩০৫ ॥

ছাত্রগণ-সহ প্রভুর গঙ্গাতটে গমন ও কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ—
 বাহু পাই' বিশ্বস্তর আপনা' সম্বরে ।
 সর্ব-গণে চলিলেন গঙ্গা দেখিবারে ॥ ৩১৬ ॥
 গঙ্গা নমস্করি' গঙ্গাজল নিলা শিরে ।
 গোষ্ঠীর সহিত বসিলেন গঙ্গাতীরে ॥ ৩১৭ ॥
 যমুনার তীরে যেন বেড়ি' গোপগণ ।
 নানা-ক্রীড়া করিলেন নন্দের নন্দন ॥ ৩১৮ ॥
 সেইমত শচীর নন্দন গঙ্গাতীরে ।
 ভক্তের সহিত কৃষ্ণপ্রসঙ্গে বিহরে ॥ ৩১৯ ॥
 প্রভুর স্বর্গহে গমন ও ভোজনান্তে বিশ্রাম—
 কতক্ষণে সবারে বিদায় দিয়া ঘরে ।
 বিশ্বস্তর চলিলেন আপন-মন্দিরে ॥ ৩২০ ॥
 ভোজন করিয়া সর্বভুবনের নাথ ।
 যোগনিদ্রা-প্রতি করিলেন দৃষ্টিপাত ॥ ৩২১ ॥
 প্রত্যুষে ছাত্রগণের গ্রন্থাশীলনার্থ আগমন—
 পোহাইল নিশা,—সর্ব-পড়ুয়ার গণ ।
 আসিয়া বসিলা পুঁথি করিতে চিন্তন ॥ ৩২২ ॥
 গঙ্গা-অনান্তে প্রভুর তথায় আগমন ও প্রতিশব্দের
 কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান—
 ঠাকুর আইলা ঝাট করি' গঙ্গাঅন ।
 বসিয়া করেন প্রভু পুস্তক ব্যাখ্যান ॥ ৩২৩ ॥
 প্রভুর না ক্ষুরে কৃষ্ণ-ব্যতিরেকে আন ।
 শব্দ মাত্রে কৃষ্ণভক্তি করয়ে ব্যাখ্যান ॥ ৩২৪ ॥

বন্দী প্রেমফলান্ধ—প্রেমবন্ধনে আবদ্ধ ॥ ৩০৯ ॥

কৃতকৃত্য,—কৃতকাৰ্য্য, দত্ত ও কৃতার্থ, সিদ্ধমনোরথ,
 সফলচেষ্ঠ; কৃতবিত্ত ॥ ৩১৪ ॥

কালিন্দীতটে শ্রীনন্দনন্দন বৈষ্ণব গোপীগণের সহিত
 বিহার করিয়াছিলেন, গঙ্গাতীরে শচীতনয় ও তদ্রূপ শিশুগণে
 বেষ্টিত হইয়া কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ ও লীলা-কথা কীৰ্ত্তন
 করিলেন। অর্ধাচীন গৌরনাগরী, শ্রীমদ্রস্কন্ধের কৃষ্ণ-
 প্রসঙ্গে কালযাপনরূপ গৌরলীলার বিরুদ্ধে তাহাকে নাগর-
 রূপে যে কল্পনা করেন, উহার প্রতিষেধ-করণার্থ গ্রন্থকার
 'কৃষ্ণপ্রসঙ্গ'-শব্দ-দ্বারা গৌরমুন্দরেষু কৃষ্ণকীৰ্ত্তন-লীলা বর্ণন
 করিয়াছেন ॥ ৩১৯ ॥

ছাত্রগণের প্রশ্নোত্তরে প্রভুর ধাতুকে কৃষ্ণশক্তি বলিয়া ব্যাখ্যা—
 পড়ুয়া সকলে বলে,—“ধাতু-সংজ্ঞা কারু?”

প্রভু বলে —“শ্রীকৃষ্ণের শক্তি নাম যার ॥ ৩২৫ ॥

প্রভুর স্বকৃত ব্যাখ্যায় অহঙ্কারোক্তি—

ধাতুসূত্র বাখানি, শুনহ ভাইগণ!

দেখি, কারু শক্তি আছে, করুক শুন ॥ ৩২৬ ॥

প্রাণ বৈষ্ণব দেহের, কৃষ্ণশক্তি-স্বরূপ ধাতুও তদ্রূপ

শব্দের প্রাণ বা শক্তি—

যত দেখ রাঙ্গা—দিব্যদিব্য-কলেবর ।

কনকভূষিত, গন্ধ-চন্দনে সুন্দর ॥ ৩২৭ ॥

‘যম লক্ষ্মী যাহার বচনে’ লোকে কয় ।

ধাতু-বিনে শুন তার যে অবস্থা হয় ॥ ৩২৮ ॥

কোথা যায় সর্বাত্মের সৌন্দর্য্য চলিয়া ।

কারে ভয় করে, কারে এড়েন পুঁতিয়া ॥ ৩২৯ ॥

অবশ্য-ব্যতিরেকেভাবে ধাতুই কৃষ্ণশক্তিরূপে আদর-পাত্র—

সর্বদেহে ধাতুরূপে বৈসে কৃষ্ণশক্তি ।

তাহা-সনে করে স্নেহ, তাহানে সে ভক্তি ॥ ৩৩০ ॥

অজরুচি-বৃত্তাশ্রিত অধ্যাপকগণের মূর্ত্তা-বর্ণন-মুখে

ছাত্রগণকে দৃষ্টান্ত-দ্বারা ধাতু-শব্দের অর্থ-ব্যাখ্যান—

ভ্রম-বশে অধ্যাপক না বুঝয়ে ইহা

‘হয় নয়’ ভাইসব! বুঝ মন দিয়া ॥ ৩৩১ ॥

এবে যারে নমস্করি' করি মাগু-জ্ঞান ।

ধাতু গেলে, তাঁরে পরশিলে করি স্নান ॥ ৩৩২ ॥

গৌরমুন্দর পূর্ণ-গুণ-নিত্য-মুক্ত চিন্ময়ী পরম-মুখ্য বিষদ্-

কৃতি-বৃত্তিতে প্রত্যেক শব্দেরই কৃষ্ণভক্তিপরা ব্যাখ্যা করিতেন ।
 কৃষ্ণ-ব্যতীত অত্র দ্বিতীয় বিশ্বর অভিনিবেশক্রমে কোন শব্দার্থ
 তাহার কৃষ্ণকীৰ্ত্তনরত জিহ্বায় ব্যাখ্যাত হয় নাই ॥ ৩২৪ ॥

ছাত্রগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভু বলিলেন,—বাচ্য-
 স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের পরা, অন্তরঙ্গ বা স্বরূপশক্তি যেমন শ্রীকৃষ্ণের
 ঔদার্য্য, মাধুর্য্য ও ঐশ্বর্য্যাত্মক চিহ্নিগণ প্রকাশ করে বলিয়া
 সেই শক্তি ও শক্তিমান পরম্পর অনিঃস্বরূপে সংযুক্ত, তদ্রূপ
 যোগবৃত্তিতে প্রত্যেক বাচক-শব্দের প্রকৃতি বা ধাতুও
 তাহার অভ্যন্তরে অচ্ছেদ্যভাবে সংযুক্ত থাকিয়া তাহার অর্থ
 বা শক্তি প্রকাশ করে ॥ ৩২৫ ॥

যে-বাপের কোলে পুত্র থাকে মহা সুখে।

ধাতু গেলে সে-ই পুত্র অগ্নি দেয় মুখে ॥ ৩৩৩ ॥

ধাতু-সংজ্ঞা—কৃষ্ণশক্তি বল্লভ সবার।

দেখি,—ইহা দূষক,—আছয়ে শক্তি কার? ৩৩৪ ॥

তাদৃশী শক্তির আশ্রয় শব্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণের ভজনার্থ

সকলকে অরুরোধ—

এইমত পবিত্র পূজ্য যে কৃষ্ণের শক্তি।

হেন কৃষ্ণে, তাইসব! কর' দৃঢ়ভক্তি ॥ ৩৩৫ ॥

যম,—ধর্মের অধিষ্ঠাতৃ-দেব, ধর্মরাজ।

লক্ষ্মী,—ধন, ত্রী, শোভা বা সম্পদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী।

বচনে—কৃপা বা অমুগ্রহ প্রকাশ করেন।

ধাতু,—প্রাণ, জীবন, চৈতন্য, কৃষ্ণের পরশক্তির অংশ।

সর্বদেহে—ভক্তি এবং 'ধাতু'-সংজ্ঞা—সবার, আদি ৭ম

অঃ ৫৪-৫৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

(ভাঃ ১০।১৪।৫০-৫৭ শ্লোকে ত্রীপরীক্ষিতের প্রতি ত্রীশুকোক্তি—) “সর্বেষামপি ভূতানাং নৃপ স্বাশ্রয়বল্লভঃ। ইতরেহপত্যবিস্তাণ্ডান্তধ্বজতয়েব হি ॥ তদ্ব্যজ্ঞেন্ধ্র যথা স্নেহঃ স্বশ্বকাস্মিন দেহিনাম্। ন তথা মমতালপি পুত্রবিন্দুগৃহাদিষু। দেহাত্মবাদিনাং পুংসামপি রাজন্তসন্তম। যথা স্নেহঃ প্রিয়তম-স্তথা নহাসু যে চ তম্ ॥ দেহোহপি মমতাভাক্ চেত্তহাসৌ নাশ্রবৎ প্রিয়ঃ। যজ্ঞাধিপ্যাপি দেহেহশ্মিন জীবিতাশা বলী-য়সী ॥ তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্। তদর্থমেব সকলং জগদেতচ্চরাচরম্ ॥ কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাশ্রা-নমখিলাশ্রনাম্ জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি মায়য়া ॥ বস্তুতো জানতামত্র কৃষ্ণং স্বাস্মি চরিশ্চ ॥ ভগবজ্জপমখিলং নাত্তদ্ব্যধি কিঞ্চন ॥ সর্বেষামপি বস্তুনাং ভাবার্থো ভবতি স্থিতঃ। তস্মাপি ভগবান্ কৃষ্ণঃ কিমতদ্বস্তু রূপ্যতাম্ ॥”

অর্থঃ ‘হে রাজন, সকল প্রাণীর আশ্রয় ‘পরম-প্রিয়’; অপত্য-বিস্তাদি অজ্ঞাত-বস্তু আশ্রয় প্রিয় বলিয়াই ‘প্রিয়তর’ হইয়া থাকে। হে রাজেন্ধ্র, এই কারণেই দেহিগণের স্ব-স্ব-অহঙ্কারান্দ দেহে যেরূপ স্নেহ হয়, মমতালব্ধন পুত্র বিদ্য-গৃহাদিতে তজ্জপ হয় না। যে-সকল পুরুষ দেহাত্মবাদী, তাহাদের দেহ যেরূপ ‘প্রিয়তর’, দেহ-সম্পর্কিত পুত্রাদি তজ্জপ ‘প্রিয়’ নহে। কিন্তু বস্তুপি দেহ মমতা ভাজন, তথাপি তাহা

কৃষ্ণের চরণ-চরণ-বর্ণন ও তৎসেবনার্থ উপদেশ—

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণনাম।

অহর্নিশ ত্রীকৃষ্ণচরণ কর’ ধ্যান ॥ ৩৩৬ ॥

যাঁহার চরণে চুর্কী-জল দিলে মাত্র।

কভু নহে যমের সে অধিকার-পাত্র ॥ ৩৩৭ ॥

অয-বক-পুতনারে যে কৈলা মোচন।

ভজ ভজ সেই নন্দনন্দন-চরণ ॥ ৩৩৮ ॥

আশ্রবৎ প্রিয় হইতে পারে না; যেহেতু দেহ জীর্ণ হইয়া মূহু আশ্রয় হইলেও জীবিতাশা বলবর্তী থাকে। অতএব সকল-দেহীর আশ্রয়ই প্রিয়তর, আশ্রয় নিমিত্তই চরাচর সকল জগৎ প্রিয় হইয়া থাকে। হে রাজন, তুমি ঐ ত্রীকৃষ্ণকে অখিল-দেহীর ‘আশ্রয়’ বলিয়া জান, তিনি জগতের হিতার্থ স্বরূপ-শক্তি চিন্ময়ী মায়া-দ্বারা এখানে দেহীর আশ্রয় প্রকাশ পাইতেছেন। বস্তুতঃ, যে-সকল পুরুষ সর্ব-জগতের কারণ-রূপে ত্রীকৃষ্ণকে জানেন তাহাদের সমক্ষে স্বাধার-জগৎ সমুদয় জগৎ ভগবজ্জপে প্রকাশ পায়; তাহারা নিশ্চয় জানেন যে, তদ্ব্যতীত অত্রকোন বস্তুই নাই। হে রাজন, যাবতীয় বস্তুর পরম অর্থ তাহাদের কারণেই অবস্থিত; ভগবান্ ত্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত কারণেরও কারণ। অতএব ত্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য বস্তু কি, তাহা নিরূপণ কর ॥ ৩৩০-৩৩৪ ॥

কৃষ্ণের অল্প সমস্ত সিদ্ধান্তবিরুদ্ধ প্রবন্ধ ও রসাতাসাদি পরিত্যাগপূর্বক সর্বকণ নিরূপণ সেবোদ্ব্যুৎ-জিহ্বায় কৃষ্ণনাম উচ্চারণ কর। বাহ্যজগতের বস্তুসমূহকে ভোকৃ-অভিধানে ভোগ্যজ্ঞানে ভোগ করিবার পরিবর্তে আপনাকে কৃষ্ণের নিত্য সেবোপকরণ জানিয়া সর্বকণ কৃষ্ণের শুদ্ধ নাম-কীর্তনামুচ্চারণ সেবোদ্ব্যুৎ-কণ-দ্বারা ভোগপর অনিত্য অচিৎ শব্দ-কোলাহল-শ্রবণের মূলে যে আত্মজিহ্ব-তর্পণেচ্ছা, তাহা পরিহার করিয়া কৃষ্ণা-ভিন্ন শব্দত্রয় কৃষ্ণনাম-কণা শ্রবণ কর। ইন্দ্রিয়জ্ঞানে অনিত্য সূক্ষ্মভেদের আশা বিসর্জন করিয়া নিরন্তর সেবোদ্ব্যুৎ শুদ্ধচিত্তে ত্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম শ্রবণ কর।

ত্রীহরির শ্রবণ, কীর্তন ও শ্রবণ-কর্তব্যতা,—(ভাঃ ১০।১।১৪ শ্লোকে শৌনকাদির প্রতি ত্রীশুকোক্তি—) “তস্মাদেকেন

পুত্রবুদ্ধি ছাড়ি' অজামিল সে স্মরণে ।
চলিলা বৈকুণ্ঠ, ভজ সে কৃষ্ণচরণে ॥ ৩৩৯ ॥
বাহার চরণ সেবি' শিব—দিগম্বর ।
যে-চরণ সেবিবারে লক্ষ্মীর আদর ॥ ৩৪০ ॥
অনন্ত যে চরণ-মহিমা-গুণ গায় ।
দস্তে তুণ করি' ভজ হেন কৃষ্ণ-পা'য় ॥ ৩৪১ ॥
অহমত্যা যাবৎ সর্বাশ্রয় কৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনার্থ

সকলকে অহরোধ—

যাবৎ আছয়ে প্রাণ, দেহে আছে শক্তি ।
তাবৎ করহ কৃষ্ণপাদপদ্মে ভক্তি ॥ ৩৪২ ॥
কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ প্রাণ ধন ।
চরণে ধরিয়া বলি,—‘কৃষ্ণে দেহ’ মন’ ॥” ৩৪৩ ॥

মনসা ভগবান্ সাত্বতাং পতিঃ । শ্রোতব্যঃ কীর্তিতব্যশ্চ ধ্যেয়ঃ
পূজ্যশ্চ নিত্যশঃ ॥”

অর্থাৎ ‘অতএব ভক্তিপ্রধান ধর্মই অমূল্যের হওয়ায়
একাগ্রমনে ভক্তবৎসল বাসুদেবেরই শ্রবণ, কীর্তন, মনন
এবং অর্চন কর্তব্য ।’

(ভাঃ ২।১।৫ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—)
“তস্মাদ্ভারত সর্বাঙ্গা ভগবানীশ্বরো হরিঃ । শ্রোতব্যঃ
কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যশ্চৈচ্ছতাভয়ম্ ॥”

অর্থাৎ ‘অতএব হে ভারতবংশাবতঃস, যে ব্যক্তি অভয়পদ
মোক্শের আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার পক্ষে সর্বাঙ্গা ভগবান্
পরমেশ্বর শ্রীহরিরই শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ অবশ্য কর্তব্য ।’

(ভাঃ ২।২।৩৬ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—)
“তস্মাৎ সর্বাঙ্গানাং রাজন্ হরিঃ সর্বত্র সর্বদা । শ্রোতব্যঃ
কীর্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্ নৃণাম্ ॥”

অর্থাৎ ‘অতএব হে রাজন্, সর্বাঙ্গ-দ্বারা সর্বত্র সর্বদা
ভগবান্ শ্রীহরিরই শ্রবণ কীর্তন এবং স্মরণ কর্তব্য ॥’ ৩৩৬ ॥

(ভাঃ ৩।১।১২ শ্লোকে পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—)
“সকল্যনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োনিবেশিতঃ সর্বত্রাগি যৈরিহ ।
ন তে যমঃ পাশতুশ্চ তন্তটান্ স্বপ্নেহপি পশ্যন্তি হি চীর্ণ-
নিদ্রতাঃ ॥”

অর্থাৎ যে-সকল ব্যক্তি কৃষ্ণপাদপদ্মে তদ-গুণাহরজ চিত্ত
একবারমাত্র নিবেশ করেন, তাঁহাদের তৎক্ষণাৎ পূর্ণপাপ-

প্রভুর অফুরন্তভাবে নিজাতির কৃষ্ণমহিমা-কীর্তন—

দাস্তভাবে কহে প্রভু আপন-মহিমা ।

হইল প্রহর দুই, তবু নাহি সীমা ॥ ৩৪৪ ॥

তচ্ছবণে ছাত্রগণের বিশ্বাস ও মোহ—

মোহিত পড়ুয়া-সব স্তনে একমনে ।

দ্বিরুক্তি করিতে কারো না আইসে বদনে ॥ ৩৪৫ ॥

ঐ ছাত্রগণ নিশ্চয়ই কৃষ্ণের নিজজন পার্শ্বদ—

সে-সব কৃষ্ণের দাস,—জানিহ নিশ্চয় ।

কৃষ্ণ বীরে পড়ায়েন, সে কি অজ্ঞ হয় ? ৩৪৬ ॥

প্রভুর বাহ্যজ্ঞান-লাভ ও লজ্জা-বোধ—

কতক্ষণে বাহ্য প্রকাশিলা বিশ্বস্তর ।

চাহিয়া সবার মুখ— লজ্জিত-অস্তর ॥ ৩৪৭ ॥

রাশির প্রায়শ্চিত্ত রূত হওয়ার, যম ও পাশধারী যমদূতগণ
স্বপ্নেও তাঁহাদের দৃষ্টিগোচর হন না ।’

(নৃসিংহপুরাণে—) “অহমমরগণার্চিতেন ধাতা যম ইতি
লোকহিতাহিতে নিযুক্তঃ । হরিগুরুবিমুখান্ প্রোশ্যপি মর্ত্যান্
হরিচরণপ্রণতান্ নমস্করোমি ॥” (কন্দপুরাণে—) “ন ব্রহ্মা
ন শিবাদীজ্ঞা নাহং নাত্রে দিবোকসঃ । শক্তান্ত নিগ্রহং
কর্তুং বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥” ৩৩৭ ॥

অযাসুরের মোচন,—(ভাঃ ১০।১২।৩৮-৩৯ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) “নৈতদ্বিচিত্রং মহুজার্জ-
মায়িনঃ পরাবরাণাং পরমশ্চ বেদনঃ । অঘোহপি যৎস্পর্শন-
ধোতপাতকঃ প্রোপাদ্যসাম্যদ্ব্যস্ততাং গুহুর্লভম্ ॥ সৰ্বদ্বন্দ্ব-
প্রতিমাস্তরাহিতা মনোময়ী ভাগবতীং দদৌ গতিম্ । স এব
নিত্যাস্ত্রপ্রখ্যাতভূত্যভিযুদন্তমায়োহন্তর্গতো হি কিং পুনঃ ॥”

অর্থাৎ ‘হে রাজন্, অযাসুরও যে শ্রীকৃষ্ণস্পর্শমাত্রেরই
বিধূতপাপ হইয়া অসজ্জনের গুহুর্লভ সারূপ্য-মোক্শ লাভ
করিল, ইহা স্বরূপশক্তিধারা নর-বালককুপি-লীলাময়, মায়-
কীশ মহেশ্বর, সকলের পরমবিধাতা পরাবর ভগবান্ শ্রীহরির
পক্ষে আশ্চর্য্য নহে । বাহ্যর শ্রীমুষ্টির কেবল মনোময়ী
প্রতিমা একবার-মাত্র অন্তরে গাঢ়ভাবে আবৃত হইয়াই
প্রহ্লাদাদি-ভক্তগণকে ভাগবতী গতি প্রদান করিয়াছিল,
সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎ স্বয়ং অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া যে
অযাসুরকেও ভাগবতী গতি দিবেন, তাহাতে কি আশ্চর্য্য

প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ছাত্রগণের প্রভূকৃত ব্যাখ্যার

সত্য-জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—“ধাতু-সূত্র বাখানিলু কেন?”

পড়ুয়া-সকল বলে,—“সত্য অর্থ যেন ॥ ৩৪৮ ॥

বিশ্বয় আছে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বীয় অন্তরঙ্গ নিত্য আত্ম-
সুখানুভব-দ্বারা বহিরঙ্গা মায়া সর্বদাই ব্যুদস্তা অর্থাৎ পশ্চাদ্দেশে
ছায়ারূপে বিলজ্জিতভাবে পরাভূতা হইয়া অবস্থিত।’

বকী পুতনার মোচন,—(ভাঃ ১০৬।৩৫ ও ৩৮ শ্লোকে
পরীক্ষিতের প্রতি শ্রীশুকোক্তি—) “পুতনা লোকবাল্যী
রাক্ষসী রুধিরামনা। জিঘাংসয়্যাপি হরয়ে স্তনং দদ্যাপ
সঙ্গতিম্ ॥”

অর্থাৎ ‘হে রাজন, বকী পুতনা সকল লোকেরই শিশু-
ঘাতিনী এবং রুধিরামনা রাক্ষসী ছিল, কিন্তু সে ইত্যা
করিবার বাসনা করিয়াও ভগবান্ শ্রীহরিকে স্তন দান
করিয়া সঙ্গতি প্রাপ্ত হইল।’

“যাতুধাতুপি সা স্বর্গমবাপ জননীগতিম্। কৃষ্ণভৃক্তস্তন-
ক্ষীরাঃ কিমু গোবো হু মাতরঃ ॥”

অর্থাৎ ‘ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহার স্তন পান করিলেন,
সেই রাক্ষসীও যখন জননীর গতি বৈকুণ্ঠ লাভ করিল,
তখন তিনি যে সকল গো ও গোপীর স্তনদুগ্ধ পান করিয়া
ছেন, তাঁহারা যে মাতৃসদৃশী সঙ্গতি লাভ করিবেন, তাহাতে
আর কথা কি?’

‘অদ্য-বক-পুতনারে যে কৈলা মোচন,’—অর্থাৎ যিনি
‘হতারি-গতিদায়ক’; যথা, ভাঃ রঃ সিঃ—দঃ বিঃ ১ম লঃ—
“পরান্নবৎ কেনিলবন্তু তাক্ষ বন্ধক ভীতিঞ্চ মৃতিঞ্চ কৃৎস।
পবর্গদাতাপি শিখণ্ডমৌলে ত্বং শাশ্ববাণামপবর্গদোহসি ॥”

অর্থাৎ ‘হে শিখিপুচ্ছচূড় কৃষ্ণ, তুমি তোমার শত্রুবর্গকে
পরাজয়, ফেনযুক্ত আনন, বন্ধন, ভয় ও মৃত্যু—এই পবর্গের
(পঞ্চবর্ণ-পূর্ষ দণ্ড) প্রদান করিলেও পরিণামে কিন্তু তাহা-
দিগকে অপবর্গই (মুক্তিই) প্রদান করিয়াছ।’

কৃষ্ণকর্তৃক বক ও অদ্য-বধ—ভাঃ ১০ম স্বঃ ১১শ অঃ
৪৭-৫০ এবং ১২শ অঃ ১৩-১৫ সংখ্যা ব্রহ্মণ্য ॥ ৩৫৮ ॥

পাপাচারপরায়ণ অজ্ঞামিল প্রথমতঃ পুত্রনাম-সঙ্কেতে
‘নারায়ণ’-শব্দ উচ্চারণ করিয়াও যখনই ভোগ্যপুত্রের চিন্তা-

যে-শব্দে যে-অর্থ ভুমি করিলে বাখান।

কারুরূপে তাহা করিবারে পারে আন? ৩৪৯ ॥

যতেক বাখান’ ভুমি,—সব সত্য হয়।

সবে যে উদ্দেশে পড়ি,—তার অর্থ নয় ॥” ৩৫০ ॥

ছাড়িয়া দিয়া শব্দোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে শব্দাভিন্ন শব্দী
শ্রীনারায়ণের স্মরণ করিয়াছিলেন, তৎকালে কৃষ্ণমূর্তি-হেতু
নামাভাস প্রভাবে তাঁহার মুক্তিলাভ ঘটায়, তিনি মায়াভীত
অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় বৈকুণ্ঠ-রাজ্যে গমন করিতে সমর্থ হইয়া-
ছিলেন। সেই অধোক্ষজ শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মই সর্বক্ষণ
সেবা কর।

অজ্ঞামিলোপাখ্যান—ভাঃ ৬ষ্ঠ স্বঃ ১ম অঃ ২১-৬৮, ২য়
অঃ ও ৩য় অঃ সম্পূর্ণ ব্রহ্মণ্য ॥ ৩৫১ ॥

(ব্রহ্মবৈবর্তে—) “যৎপাদোদকমাধায় শিবঃ শিরসি
নৃত্যতি। যদাভি-নলিনাদাসৌব্রহ্মা লোকপিতামহঃ বদি-
চ্ছাশক্তিবিকোভাদ্ভ্রাক্ষাণ্ডোত্ত্ববসংক্ষয়ে। তমারাদয় গোবিন্দং
স্থানমগ্র্যং যদীচ্ছসি ॥”

অর্থাৎ ‘যাহার পাদোদক নৃত্যকে ধারণ করিয়া পঞ্চশিখ
শিব নৃত্য করিয়া থাকেন, যাহার নাভিকমল হইতে লোক-
পিতামহ কমলধোনির উৎপত্তি, যাহার ইচ্ছাশক্তি-বিকোভে
ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও লয় ঘটিয়া থাকে, যদি উৎকৃষ্ট স্থান ঈপ্সিত
হয়, তবে শ্রীগোবিন্দের পদারবিন্দ আরাধনা কর ॥’ ৩৪০ ॥

(ভাঃ ১১।২২ শ্লোকের বহুরাজের প্রতি অবধূত
ব্রাহ্মণের উক্তি—) “লক্ষ্য। সুচরিত্তমিদং বহুসমুদায়ন্তে মাংস-
মর্ষদমনিত্যমপীহ ধীরঃ। তুং যতেত ন পতেদমুযুতা
যাবন্নিঃশ্রেয়সায় বিষয়ঃ থলু সর্বতঃ স্তাৎ ॥”

অর্থাৎ ‘অনেক জন্মের পর এই অত্যন্ত দুর্লভ পরমার্থপ্রদ
কিন্তু অনিত্য মানব-জন্ম লাভ করিয়া ধীরব্যক্তি হে-পর্যন্ত
মৃত্যু পুনরায় নিকটই না হয়, তৎকালমধ্যে ক্ষণমাত্র বিলম্ব না
করিয়া চরম-কল্যাণ-লাভের চেষ্টা চেষ্টা করিবেন ॥’ ৩৪২ ॥

(চৈতন্যচন্দ্রামৃতে ৯০ শ্লোকে—) “দন্তে নিধায় তৃণকং
পদয়োনিপত্য কৃত্বা চ কাকুশতমেতদহং ব্রবীমি। হে সাধবঃ
সকলমেব বিহার দুরাকোরাঙ্গচন্দ্র-চরণে কুরুতামুরাগম্ ॥”

অর্থাৎ, ‘হে সজ্জনবৃন্দ, আমি দন্তে তৃণ-ধারণপূর্বক
পদদুগলে নিপতিত হইয়া দৈন্তের সহিত প্রার্থনা করি যে,

আপনাকে বায়ুগ্রস্ত বলিয়া প্রভুব বঞ্চনা-চেষ্টা -
 প্রভু বলে,—“কহ দেখি আমারে সকল ?
 বায়ু বা আমারে করিয়াছে যে বিহ্বল ॥ ৩৭১ ॥
 প্রভুর জিজ্ঞাসার উত্তরে ছাত্রগণের প্রদূরত অলৌকিক
 কৃষ্ণপর ব্যাখ্যা, তদীয় অলৌকিক-জ্ঞান ও
 অপূৰ্ণ রূপ-বর্ণন—

সূত্ররূপে কোন্ বৃত্তি করিয়ে বাখান ?”
 শিষ্যবর্গ বলে,—“সবে এক হরিনাম ॥ ৩৫২ ॥
 সূত্র-বৃত্তি-টীকায় বাখান’ কৃষ্ণ মাত্র ।
 বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ? ৩৫৩ ॥
 ভক্তির শ্রবণে যে তোমার আসি’ হয়ে ।
 তাহাতে তোমারে কভু নর-জ্ঞান নহে ॥” ৩৫৪ ॥
 প্রভু বলে,—“কোনরূপ দেখহ আমারে ?”
 পড়ুয়া সকলে বলে,—“যত চমৎকারে ॥ ৩৫৫ ॥
 যে কল্প, যে অশ্রু, যে বা পুলক তোমার ।
 আমরা ত’ কোথা কভু নাহি দেখি আর ॥ ৩৫৬ ॥
 প্রভুর নিকট, পূর্বদিবসে রত্নগর্ভ-আচার্য্যের শ্লোক-পাঠ-
 শ্রবণে প্রভুর প্রেমবিকার-দশা-বর্ণন—
 কালি তুমি পুঁথি যবে চিন্তাহ নগরে ।
 তখন পড়িল শ্লোক এক বিপ্রবরে ॥ ৩৫৭ ॥
 ভাগবত-শ্লোক শুনি’ হইলা মুচ্ছিত ।
 সর্ব-অঙ্গে নাহি প্রাণ, আমরা বিস্মিত ॥ ৩৫৮ ॥
 চৈতন্য পাইয়া পুনঃ যে কৈলা ক্রন্দন ।
 গজা যেন আসিয়া হইল মিলন ॥ ৩৫৯ ॥

আপনারা সর্গধর্ম দূরে পরিত্যাগ করিয়া গৌরাস্তচন্দ্র-চরণে
 অম্বরক্ত হউন ।’

(ভাঃ ৭।১।৩১ শ্লোকে যুধিষ্ঠিরের প্রতি দেবর্ষি-নারদের
 উক্তি—) “তস্মাৎ কেনাপ্যপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ ।”
 অর্থাৎ ‘অতএব যে-কোন উপায়েই —কৃষ্ণে নিবেশনবিষে,
 কর্তব্য ॥’ ৩৪৩ ॥

সীমা,—অন্ত, শেষ, ক্ষান্তি, সমাপ্তি ॥ ৩৪৪ ॥

পরবর্তী ৩৯৭ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪৬ ॥

কেন,—কেমন, কিরূপ । যেন,—যেমন, যে রূপ ॥ ৩৪৮ ॥

আন,—অন্তথা, বিরুদ্ধ, বিপরীত ॥ ৩৪৯ ॥

শেষে যে বা কল্প আসি’ হইল তোমার ।
 শত জন সমর্থ না হয় ধরিবার ॥ ৩৬০ ॥
 আপাদমস্তক হৈল পুলকে উন্নতি ।
 লীলা-ঘর্ম্ম-ধূলায় ব্যাপিত গৌরমুষ্টি ॥ ৩৬১ ॥
 প্রভুর প্রেমবিকার-বর্ণনে নানা-জনের নানা-মত-বর্ণন—
 অপূৰ্ণ ভাবয়ে সব,—দেখে যত জন ।
 সবেই বলেন,—‘এ পুরুষ নারায়ণ ॥’ ৩৬২ ॥
 কেহ বলে,—‘ব্যাস, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ ।
 তাঁ-সবার সমযোগ্য এমত প্রসাদ ॥’ ৩৬৩ ॥
 সবে ‘মেলি’ ধরিলেন করিয়া শক্তি ।
 কণেকে তোমার আসি’ বাহু হৈল মতি ॥ ৩৬৪ ॥
 তৎসম্বন্ধে প্রভুর বহিঃস্থতি-রাহিত্য বর্ণন—
 এ-সব বৃত্তান্ত তুমি কিছুই না জান’ ।
 আর কথা কহি,—তাহা চিত্ত দিয়া শুন ॥ ৩৬৫ ॥

দশদিন বাৎ প্রভুর কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান-ফলে ছাত্রগণের
 অধ্যয়ন-বর্জন জ্ঞাপন—
 দিন দশ ধরি’ কর’ যতক ব্যাখ্যান ।
 সর্ব-শাস্ত্রে-শব্দে—কৃষ্ণভক্তি কৃষ্ণনাম ॥ ৩৬৬ ॥
 দশ দিন ধরি’ আজি পাঠ-বাদ হয় ।
 কহিতে তোমারে সবে বাসি বড় ভয় ॥ ৩৬৭ ॥
 শব্দার্থবিৎ প্রভুর কৃষ্ণপর ব্যাখ্যান-কালে সকলেই
 বিষয়ে নিরুত্তর—
 শব্দের অশেষ অর্থ—তোমার গোচর ।
 যে বাখান’ হাসি’ তাহা কে দিবে উত্তর ?” ৩৬৮ ॥

আপনি বিষদ্রুতি-বৃত্ত্যাপ্রিত যে অর্থ করেন ও করিয়া-
 ছেন, তাহাই একমাত্র বাস্তব নিত্য-সত্য । আমরা অজ্ঞদ্রুতি-
 বৃত্তির সাহায্যে শব্দের যে উপদেশ বা তাৎপর্য ব্যাখ্যা করি,
 তাহা তাৎকালিক অর্থপ্রতিম হইলেও যথার্থ বা প্রকৃত
 সত্যার্থ নহে, পরন্তু কদর্মাত্র ॥ ৩৬০ ॥

ভক্তির... আসি হয়,—পূর্বোক্ত কৃষ্ণভক্তি-সূচক শ্লোকাদি-
 শ্রবণ-ফলে আপনার যে-সকল অলৌকিক অপ্রাকৃত সার্বিক
 প্রেমবিকার উদ্ভিত বা প্রকটিত হয় ।

নরজ্ঞান নয়,—প্রাকৃত মর্ত্যবুদ্ধি হয় না ॥ ৩৬১ ॥

পুলক-উন্নতি,—রোমাঞ্চোদয়, ধোমধর্ম্ম-বুদ্ধি ॥ ৩৬২ ॥

অধ্যয়ন-বর্জন-শ্রবণে প্রভুর ছাত্রগণকে মুহু ভৎসন—
 প্রভু বলে,—“দশ দিন পাঠ-বাদ যায় !
 তবে ত' আমারে সবে কহিতে মুয়ায় ?” ৩৬৯ ॥
 ছাত্রগণের প্রভুকৃত কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যার বাথার্থ্য-বর্ণন—
 পড়ুয়া-সকল বলে,—“বাখান উচিত ।
 সত্য ‘কৃষ্ণ’—সকল শাস্ত্রের সমীহিত ॥ ৩৭০ ॥
 নিজ-হৃদৈব-বশেই আপনার কৃত কৃষ্ণপর-ব্যাখ্যায়
 আমাদের অননোদ্যোগ—
 অধ্যয়ন এই সে—সকলশাস্ত্র-সার ।
 তবে যে না লই’—দোষ আমা’সবাকার ॥ ৩৭১ ॥
 মূলে যে বাখান’ তুমি, জ্ঞাতব্য সে-ই সে ।
 তাহাতে না লয় চিত্ত নিজ-কর্মদোষে ॥” ৩৭২ ॥
 ছাত্রগণের দৈতব্যকে প্রভুর সন্তোষ ও রূপোত্তি—
 পড়ুয়ার বাক্যে তুষ্ট হইলা ঠাকুর ।
 কহিতে লাগিলা কৃপা করিয়া প্রচুর ॥ ৩৭৩ ॥
 ছাত্রগণকে নিজ নিগূঢ় গোপীভাব-জ্ঞাপন—
 প্রভু বলে,—“ভাই সব ! কহিলা স্তম্ভ্য ।
 আমার এ-সব কথা—অশ্রুত অকথ্য ॥ ৩৭৪ ॥
 দেশ, কাল, পাত্র ও আকাশে সর্বত্র প্রভুর রক্ষ-দর্শন --
 কৃষ্ণবর্ণ এক শিশু মুরলী বাজায় ।
 সবে দেখি,—তাই ভাই ! বলি সর্ব্বথায় ॥ ৩৭৫ ॥

এমত প্রসাদ,—এরূপ ভগবদুগ্রহ ॥ ৩৬৩ ॥

কণ্ঠকে...মতি,—কিয়ৎক্ষণ পরে আপনার বহির্দৃশ্য
 (বাহুজ্ঞান) অসিদ্ধা উপস্থিত হইল ॥ ৩৬৪ ॥

পাঠ-বাদ,—অধ্যাপন ও অধ্যয়নের বর্জন, বিরতি বা
 পরিত্যাগ ॥ ৩৬৭ ॥

শব্দের...গোচর,—আপনিই শব্দ-শাস্ত্রে পরম সর্বোত্তম
 ও বিশারদ ; শব্দের যোগ, রূঢ়ি, যোগরূঢ়ি, গোণী, মুখ্যা,
 লক্ষণা ও অভিধা প্রভৃতি নানা-সুপ্তিদ্বারা অর্থ ব্যাখ্যা বা
 প্রকাশ করিতে আপনিই অভিজ্ঞতম ॥ ৩৬৮ ॥

তবে কি...মুয়ায় ?—এমতাবস্থায় আমাকে এই ব্যাপার
 (পাঠ-বাদ) জ্ঞাপন করা তোমাদের কর্তব্য ছিল না কি ? ৩৬৯ ॥

এইরূপ কৃষ্ণপর অধ্যয়নই সর্বশাস্ত্রের একমাত্র উদ্দেশ্য,
 অভিপ্রায় বা তাৎপর্য, তাহাও আমরা যে আপনার কৃত

যত শুনি শ্রবণে, সকল—কৃষ্ণনাম ।

সকল ভুবন দেখি গোবিন্দের নাম ॥ ৩৭৬ ॥

পরবিষ্ঠা শাস্ত্রানুগীলনে ফল ‘কৃষ্ণদর্শন’—হেতু জড় বিজ্ঞা পাঠে

বিবর্তিত ও বিদায় যাক্কা—

তোমা’ সবা’ স্থানে মোর এই পরিহার ।

আজি হৈতে আর পাঠ নাহিক আমার ॥ ৩৭৭ ॥

ছাত্রগণকে অল্প অধ্যাপক-সমীপে অধ্যয়নার্থ অনুজ্ঞা-দান -

তোমা’ সবাকার—যাঁর স্থানে চিত্ত লয় ।

তাঁর স্থানে পড়’—আমি দিলাও নির্ভয় ॥ ৩৭৮ ॥

প্রভু-কর্তৃক স্বীয় চিত্তে কৃষ্ণেতর-শব্দের স্মৃতি-রাচিত্য-জ্ঞাপন—

কৃষ্ণ-বিশু আর বাক্য না ক্ষুদ্রে আমার ।

সত্য আমি কহিলাও চিত্ত আপনার ॥” ৩৭৯ ॥

প্রভুর গ্রহ-বন্ধন—

এই বোল মহাপ্রভু সবারে কহিয়া ।

দিলেন পু’থিতে ডোর অশ্রুযুক্ত হৈয়া ॥ ৩৮০ ॥

শিষ্যগণের প্রভুকে অমুসরণ ও প্রভুবিরহাশঙ্কায় ক্রন্দন এবং

প্রভুর অধ্যাপনা-মহিমা-প্রশংসা—

শিষ্যগণ বলেন করিয়া নমস্কার ।

“আমরাও করিলাও সংকল্প তোমার ॥ ৩৮১ ॥

তোমার স্থানে যে পড়িলাও আমি-সব ।

আন-স্থানে করিব কি গ্রন্থ-অনুভব ?” ৩৮২ ॥

কৃষ্ণপর সত্যার্থ গ্রহণ করি না, তাহাতে আমাদেরই অপরাধ ।

আসল কথা,—আপনি যেরূপ অর্থ ব্যাখ্যা করেন বা করিলেন,

তাঁহা উপলব্ধি করাই আমাদের একমাত্র প্রয়োজন ; কিন্তু

হৃদদৃষ্ট-দোষে আমাদের চিত্ত আপনার কৃত সর্বশাস্ত্রসার

সত্যার্থের গ্রহণে অসম্মত হইতেছে ॥ ৩৭১-৩৭২ ॥

অশ্রুত অকথ্য,—অল্প কাহারও নিকট প্রকাশ-যোগ্য নহে ॥

শ্রীগৌরস্বামীর বলিতেছেন,—আমি সর্বক্ষণ কেবলই

দেখিতেছি যে, এক শ্যামকান্তি কিশোর বংশীধ্বনি করিয়া

সকলকে আকর্ষণ করিতেছেন । আমি সর্বক্ষণ একমাত্র

তাঁহাকেই দর্শন করি বলিয়া তাঁহার নাম-কথাই সর্বদা

সর্বতোভাবে কীর্তন করি । যে-সকল শব্দ-কোলাহল তোমা-

দের কর্ণে প্রবিষ্ট হইতেছে, তাঁহা সমস্তই বস্তুতঃ কৃষ্ণনাম-

কোলাহল এবং চতুর্দিকে তোমরা অধুনা যে ভোগভূমি

গুরুর বিচ্ছেদ-দুঃখে সর্ব-শিষ্যগণ ।
 কহিতে লাগিলা সবে করিয়া ক্রন্দন ॥ ৩৮৩ ॥
 “তোমার মুখেতে যত শুনিমু” ব্যাখ্যান ।
 জন্মে-জন্মে হৃদয়ে রহুক সেই ধ্যান ॥ ৩৮৪ ॥
 কার্ শ্বানে গিয়া আর কিবা পড়িবাও ?
 সেই ভাল,—তোমা’ হৈতে যত জানিলাও ॥ ৩৮৫ ॥
 শিষ্যগণেরও গ্রন্থ-বন্ধন, ক্রন্দন ও প্রভুর আশীর্বাদ—
 এত বলি’ প্রভুরে করিয়া হাত-জোড় ।
 পুস্তকে দিলেন সব শিষ্যগণ ডোর ॥ ৩৮৬ ॥
 ‘হরি’ বলি’ শিষ্যগণ করিলেন ধ্বনি ।
 সব’ কোলে করিয়া কান্দেন দ্বিজমণি ॥ ৩৮৭ ॥
 শিষ্যগণ ক্রন্দন করেন অপৌমুখে ।
 ডুবিলেন শিষ্যগণ পরানন্দ-সুখে ॥ ৩৮৮ ॥
 রুদ্ধ-কণ্ঠ হইলেন সর্ব-শিষ্যগণ ।
 আশীর্বাদ করে প্রভু শ্রীশ্রীচীনন্দন ॥ ৩৮৯ ॥
 ছাত্রগণকে ‘অতীষ্ট সিদ্ধ হউক’ বলিয়া আশীর্বাদ —
 “দ্বিবসেকো আমি যদি হই কৃষ্ণদাস ।
 তবে সিদ্ধ হউ তোমা’সবার অভিলাষ ॥ ৩৯০ ॥
 শিষ্যগণকে বুঝা পাঠ ভাগ্যপুস্তক নিরন্তর কৃষ্ণের শরণাগত
 হইয়া নাম-শ্রবণ-কীর্তনার্থ উপদেশ—
 তোমরা—সকলে লহ কৃষ্ণের শরণ ।
 কৃষ্ণনামে পূর্ণ হউ সবার বদন ॥ ৩৯১ ॥

প্রপঞ্চ দর্শন করিতেছ, তাহা বস্তুতঃ তোমানের বিহার-ক্ষেত্র
 নহে, পরন্তু কৃষ্ণবিহারস্থলী বৈকুণ্ঠ গোলোকধাম ৩৭৫-৩৭৬ ॥

পরিহার, - প্রতিজ্ঞা, শপথ, অঙ্গীকার, বিজ্ঞাপন, নি-
 বেদন, অহরোধ, প্রার্থনা, মিনতি, দৈন্তোক্তি ॥ ৩৭৭ ॥

দিলেন ডোর,—রজ্জু ধারী বন্ধন করিলেন, দড়ি বা সূতা
 দিয়া বাঁধিলেন ॥ ৩৮০ ॥

আমরাও...তোমার, আমরা ও আমাদের ইচ্ছার অহ-
 গমনে গ্রন্থাধ্যয়নে বিরত হইলাম ॥ ৩৮১ ॥

গ্রন্থ-অভ্যুভব,—গ্রন্থের বখার্ব, সত্যর্থ, প্রকৃত মর্ম্ম, সার,
 অতিপ্রায় বা তাৎপর্য্য ॥ ৩৮২ ॥

কার্য—প্রয়োজন, আবশ্যকতা ॥ ৩৮৩ ॥

যাহারা বহুজন্মের পুণ্য-পুণ্য-স্মৃতি-ফলে শ্রীবিষ্ণুভরের

নিরবধি শ্রবণে শুনহ কৃষ্ণনাম ।
 কৃষ্ণ হউ তোমা’সবার ধন প্রাণ ॥ ৩৮২ ॥
 যে পড়িলা, সে-ই ভাল, আর কার্য্য নাই ।
 সবে মেলি ‘কৃষ্ণ’ বলিবাও এক ঠাঁই ॥ ৩৮৩ ॥
 প্রতি অবতারে পার্শ্বদজ্ঞানে ছাত্রগণকে ‘সর্বশাস্ত্র-ক্ষু-
 হউক’ বলিয়া আশীর্বাদ—
 কৃষ্ণের কুপায় শাস্ত্র ক্ষু-কর সবার ।
 তুমি-সব—জন্ম-জন্ম বান্ধব আমার ॥ ৩৮৪ ॥
 প্রভুর বাক্য-শ্রবণে ছাত্রগণের মহানন্দ, গ্রন্থকারের
 সেই ছাত্র-ভাগ্য-প্রশংসা—
 প্রভুর অমৃত-বাক্য শুনি’ শিষ্যগণ ।
 পরম-আনন্দমন হইল ততক্ষণ ॥ ৩৮৫ ॥
 সে-সব শিষ্যের পা’য় মোর নমস্কার ।
 চৈতন্যের শিষ্য হইল ভাগ্য ষাঁর ॥ ৩৮৬ ॥
 সে-সব কৃষ্ণের দাস,—জানিহ নিশ্চয় ।
 কৃষ্ণ যারে পড়ায়েন, সে কি অগ্র হয়? ৩৮৭ ॥
 প্রভুর বিজ্ঞা-বিলাস-দর্শকের দর্শনেও মুক্তি-লাভ—
 সে বিজ্ঞাবিলাস দেখিলেন যে-যে-জন ।
 তাঁরেও দেখিলে হয় বন্ধ বিমোচন ॥ ৩৮৮ ॥
 প্রভুর বিজ্ঞা-বিলাস-অদর্শনে গ্রন্থকারের শ্বেদ ও প্রার্থনা—
 হইলুঁ পাপিষ্ঠ,—জন্ম না হইল তখনে ।
 হইলাও বঞ্চিত সে-সুখ-দরশনে ॥ ৩৮৯ ॥

নিকট বিজ্ঞার্থী হইয়া অন্তর্বাসী হইবার সুদূরত্ব অতুল
 সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, সেই পরম মহা-সৌভাগ্যবৎ
 ছাত্রবর্গের চরণে গ্রন্থকার পরম-দৈন্তভরে নমস্কার বিধা-
 করিতেছেন ॥ ৩৮৬ ॥

পূর্ববর্তী ৩৪৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৮৭ ॥

পরবিজ্ঞা-বধুজীবন সাফাৎ শুদ্ধসরস্বতী-পতি মূর্ত্ত-শব্দ
 বিগ্রহ গৌরসুন্দরের পরবিজ্ঞা-বিলাস দর্শন করিবার সৌভাগ
 যাহারা লাভ করিয়াছিলেন সেই মুক্তবন্ধ দিব্যসুরিগণকে
 যদি কেহ দর্শন করেন, তবে সেই দর্শকগণও অবিজ্ঞা জনিত
 ভোগ-প্রবৃত্তি হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হন । পরবর্তি-
 কালে শ্রীল ঠাকুর-নরোত্তমের ‘প্রার্থনা’রও এইরূপ কথ
 লিখিত হইয়াছে—“সে সব সঙ্গীর সঙ্গে বে কৈলা বিলাস ।

তথাপিহ এই রূপা কর' মহাশয় !

সে বিদ্যাবিলাস মোর রত্নক স্বদয় ॥ ৪০০ ॥

প্রভু-প্রকটিত পরবিজ্ঞানীলন-লীলার নিত্যতা—

পড়াইলা নবদীপে বৈকুণ্ঠের রায় ।

অদ্যাপিহ চিহ্ন আছে সর্ব-নদীয়ার ॥ ৪০১ ॥

চৈতন্য-লীলার আদি-অবধি না হয় ।

‘আবির্ভাব’ ‘তিরোভাব’ এই বেদে কয় ॥ ৪০২ ॥

‘পরবিজ্ঞান-বধূজীবন’ কৃষ্ণসকীর্তনারম্ভেই বিদ্যা-

বিলাস-লীলার পুষ্টি—

এইমতে পরিপূর্ণ বিদ্যার বিলাস ।

সকীর্তন-আরম্ভের হইল প্রকাশ ॥ ৪০৩ ॥

ছাত্রগণের ক্রমেনে প্রভু কর্তৃক বিদ্যাব্যয়ন-ফলস্বরূপ

কৃষ্ণ-কীর্তনার্থ উপদেশ—

চতুর্দিকে অশ্রু কণ্ঠে কান্দে শিষ্যগণ ।

সদয় হইয়া প্রভু বলেন বচন ॥ ৪০৪ ॥

সে সঙ্গ না পাইয়া কান্দে নরোত্তমদাস ॥” * “যখন গৌর-
নিত্যানন্দ, অদ্বৈতাদি ভক্তবৃন্দ, নদীয়া-নগরে অবতীর ।
তখন না হৈল জন্ম, এবে দেহে কিবা কণ্ঠ, মিছা-মাত্র বহি
ফিরি তার ॥” ৩৯৮-৩৯৯ ॥

চিহ্ন,—সেই পরবিজ্ঞানীলন-পীঠ বা মন্দির ॥ ৪০১ ॥

অবধি,—অন্ত, শেষ, সীমা । আদি ওয় অঃ ৫২ সংখ্যার
তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪০২ ॥

প্রভুর কৃষ্ণ-সকীর্তনের আরম্ভস্থখেই তাঁহার বিজ্ঞা-বিলাসের
পরিপূর্ণতা প্রকাশিত হইয়াছিল । ‘সকীর্তন’-শব্দে বহুলোক
মিলিয়া যে শ্রীহরির নাম, রূপ, গুণ পরিকরবৈশিষ্ট্য ও
লীলার কীর্তন, এবং তাদৃশ কীর্তন-কালে সেবোন্মুখ-জন-
গণের তত্ত্ববিষয়ের ‘শ্রবণ’কেও লক্ষ্য করে । ইহাই সকীর্তনের
বৈশিষ্ট্য । কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকরবৈশিষ্ট্য ও লীলা
সম্যগভাবে অর্থাৎ নিরপরাধে কীর্তিত না হইলে অনাদি-
বহিষ্মুখ কৃষ্ণবিস্মৃত জীবের প্রাপঞ্চিক-বিষয়ে অভিনিবেশ-
ত্যাগের আর আদৌ কোন সম্ভাবনা থাকে না । যদি পর-
লোকের অর্থাৎ পরব্যোম বা পূর্ণ-চেতন-রাজ্যের চিন্ময়ী
কৃষ্ণকথা ইন্দ্রিততর্পণের মানবগণের নিকট উপস্থিত না হয়,
তাহা হইলে মনঃ-কল্পিত বিবিধ ইন্দ্রিত-তর্পণের প্রচেষ্টাই

“পড়িলাও শুনিলাও যতদিন ধরি’ ।

কৃষ্ণের কীর্তন কর’ পরিপূর্ণ করি’ ॥” ৪০৫ ॥

ছাত্রগণের জিজ্ঞাসার উত্তরে প্রভুর স্বয়ং কৃষ্ণনাম-

সকীর্তন-রীতি-শিক্ষা-দান—

শিষ্যগণ বলেন,—“কেমন সংকীর্তন ?”

আপনে শিখায়েন প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ৪০৬ ॥

(কেদার-রাগঃ)

“(হরে) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।

গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥” ৪০৭ ॥

দিশা দেখাইয়া প্রভু হাতে তালি দিয়া ।

আপনে কীর্তন করে শিষ্যগণ লৈয়া ॥ ৪০৮ ॥

ছাত্রবেষ্টিত শ্রীশচীনন্দন-বিগ্রহ প্রভুর নামপ্রেমাবেশে

ভূপতন ও উচ্চরোল—

আপনে কীর্তন-মাখ করেন কীর্তন ।

চৌদিকে বেড়িয়া গায় সব-শিষ্যগণ ॥ ৪০৯ ॥

ধর্ম্মের নামে প্রচলিত হইয়া জগজ্জগল উপস্থাপিত করিবে ।
অমনোদয়-দয়া-সিদ্ধ মহাবদাত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জ্ঞানোদয়-
দয়ার ও অহৈতুকী রূপার বশবর্তী হইয়া সমগ্র অচৈতন্য
জগদ্বাসীকে তাহাদের অবিজ্ঞা-জ্ঞানিত জ্ঞাভিনিবেশ হইতে
রক্ষা করিবার মানসে অর্থাৎ অচৈতন্য স্বাবর-জন্মের হৃদয়ে
শুদ্ধ-চৈতন্যময়ী কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি উদয় করাটবার জন্ত,
কৃষ্ণসেবা পরাকারী-লাভই যে কৃষ্ণসেবামুগ্ধা পরবিজ্ঞার চরম
ফল, তাহা প্রচার করিয়াছেন ॥ ৪০৩ ॥

প্রভু বলিলেন,—আমি যে এতকাল যাবৎ শম্ম-শাস্ত্রাদি
অধ্যয়ন ও শ্রবণ করিয়াছি, সেই পঠন-পাঠনের, অধ্যয়ন-
অধ্যাপনের ফল-স্বরূপ কৃষ্ণকীর্তনই একমাত্র সার বলিয়া
বুঝিয়াছি । উহাই বেদের একমাত্র প্রতিপত্ত্য অভিধেয় ।
অতএব হে ছাত্রগণ, তোমাদের বিজ্ঞানীলনের চরম-ফল-
স্বরূপ অমূল্য চিত্তদর্পণ-মার্জ্জন, ভবমহাদাবাগ্নি-নির্দীপণ,
শ্রেয়ঃকুমুদজ্যোৎস্না-বিসরণ, পরবিজ্ঞান-জীবন কৃষ্ণকীর্তন
অমূলীলন করিতে থাক ॥ ৪০৫ ॥

ব্রহ্মজিজ্ঞাসু ও বিষ্ণুভক্তিজিজ্ঞাসু ছাত্রগণের প্রশ্নে কৃষ্ণ-
সকীর্তনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া স্বয়ং শুদ্ধ-সদৃশতীপতি
শ্রীবিষম্বর ছাত্রগণকে শ্রোতপথ শিক্ষা দিলেন । তাঁহার

আবিষ্ট হইয়া প্রভু নিজ-নাম-রসে ।

গড়াগড়ি যায় প্রভু শূলায় আবেশে ॥ ৪১০ ॥

‘বল বল’ বলি’ প্রভু চতুর্দিকে পড়ে ।

পৃথিবী বিদীর্ণ হয় আছাড়ে-আছাড়ে ॥ ৪১১ ॥

প্রভুর কীর্তন-ধ্বনিশ্রবণে সকলের তথায় আগমন ও

বিস্ময়োক্তি—

গণ্ডগোল শুনি’ সর্ব নদীয়া-নগর ।

ধাইয়া আইলা সবে ঠাকুরের ঘর ॥ ৪১২ ॥

শিক্ষায় তর্কপথ আদৃত না হওয়ায় অবিবোধবাদের অকর্মণ্য-
তাই প্রদর্শিত হইয়াছে। “জ্ঞানে প্রয়াসমুদপাত্ত” এবং “
“প্রায়েণ বেদ তদিদং”—এই ভাগবত-কথিত শ্লোকদ্বয়-
প্রতিপাদিত শিক্ষণ অধিরোহ-পথে যে নির্ভেদজ্ঞান ও
অনিত্যা-কর্মের কুচেষ্টা, উহার নিষেধোপলক্ষণেই বিষময়
প্রদত্ত হয়। কিন্তু আধুনিক মনোবর্ধ-জীবী শ্রোতৃপথবিরোধী
হরি-গুরু-বৈষ্ণববিষেধী বৈষ্ণব-রূপের কীর্তিত কোন কল্পিত
কৃত্রিম ছড়া প্রভু বা তদীয় নিরুপট মুক্তসেবক অগদগুরু
আচার্য্য ও প্রচারকগণ কখনও কাহাকেও উপদেশ দেন
নাই, পরন্তু গুরুপরম্পরা-প্রাপ্ত মন্ত্রের এবং সোধোদনাত্মক
শ্রীনামেরই উপদেশ দিয়াছেন। প্রভু এই মন্ত্র ও নাম
আমায় বা গুরু-পারম্পর্য্য-ক্রমে প্রাপ্ত হইবার লীলা প্রদর্শন
করিয়া তাহারই উপদেশ দিয়াছিলেন ॥ ৪০৬ ॥

এস্থলে প্রথমে হরি ও বারব-নামদ্বয়ের সহিত কীর্তনেচ্ছু
ব্যক্তির শরণাগতি বা আশ্রয়সম্প্রদানাত্মক চতুর্থ-বিভক্তি যুক্ত
হইয়াছে ; অর্থাৎ কৃষ্ণনাম-গ্রহণেচ্ছু জন সর্বাগ্রে কৃষ্ণনাম-
কীর্তনেকত্রত শ্রীমৎগুরুর সমীপে আশ্রয়সম্প্রদানমুখে দিব্যজ্ঞান
লাভপূর্ব্বক শ্রীগুরু-বৈষ্ণবের শ্রীমুখে নিরন্তর কৃষ্ণনাম-কথা
শ্রবণ করিতে করিতে সোধোদনপূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে নিরন্তর
নিরপরাধে কৃষ্ণনাম-কীর্তন অঙ্গশীলন করিবেন ।

ভগবদ্ভাসের সহিত চতুর্থান্ত-পু-
তাহার নিরুপট ভজন করিতে ইচ্ছা হইলে মঙ্গলাভ হয়, আর
ভগবদ্ভাসের সোধোদন দ্বারা ভগবদ্ভাসেরই ভজন অঙ্গশীলন হয় ।
চতুর্থান্ত-পদে শরণাগতি লক্ষিতা হয় । সোধোদনাত্মক-পদে
কীর্তনকারীর নিত্য সেবাকাম্যই লক্ষিতা । মন্ত্রজপ-ফলে
লক্ষ্যদোষ ব্যক্তির সংসার-বন্ধন-মুক্তি এবং মুক্তপুরুষের নাম-

নিকটে বসয়ে যত বৈষ্ণবের ঘর ।

কীর্তন শুনিয়া সবে আইলা সখর ॥ ৪১৩ ॥

প্রভুর আবেশ দেখি’ সর্ব-ভক্তগণ ।

পরম-অপূর্ব্ব সবে ভাবে মনে-মন ॥ ৪১৪ ॥

পরম-সন্তোষ সবে হইলা অন্তরে ।

“এবে সে কীর্তন হৈল নদীয়া-নগরে ॥ ৪১৫ ॥

এমন দুর্লভ ভক্তি আছয়ে অগতে ?

নয়ন সফল হয় এ ভক্তি দেখিতে ! ৪১৬ ॥

সোধোদন পদ—নিত্যভজন-তাৎপর্য্যপর । কৃষ্ণমন্ত্রকে সাধন
এবং কৃষ্ণনামকে সাধন ও সাধ্য জানিয়া সাধ্য ও সাধন,
পরম্পরের অধমজ্ঞানই অব্যবহিতা ভক্তির পর্যায়ে স্বীকৃত
হইয়াছে । মন্ত্র ও নাম, উভয়েই বাচ্যবিগ্রহ বিষ্ণুরই অভিন্ন-
বাচক । সম্বন্ধজ্ঞান-লাভের প্রণামার্থই মন্ত্রের সাধন এবং
মন্ত্রসিদ্ধিতে মুক্ত-পুরুষের ভজনায়ত্ত । (চৈঃ চৈঃ আদি ৭ম পঃ
৭৩—) “কৃষ্ণমন্ত্র হৈতে হবে সংসার-মোচন । কৃষ্ণনাম হৈতে
পাবে কৃষ্ণের চরণ ॥” ৪০৭ ॥

দিশা দেখাইয়া,—দিক্ প্রদর্শনপূর্ব্বক, রীতি পদ্ধতি,
প্রণালী বা সন্ধান নির্ণয় করিয়া ॥ ৪০৮ ॥

কীর্তন-নাথ,—“সকীর্তনৈকপিতা”, সকীর্তন-প্রবর্তক,
সকীর্তন-বিগ্রহ ॥ ৪০৯ ॥

নিজনাম রসে,—এস্থলে যিনি কীর্তন করিতেছেন, তিনি
স্বয়ংই সেই কীর্তনেরই উদ্ভিষ্ট বস্ত । নাম ও নানী অভিন্ন,
গৌর ও কৃষ্ণ অভিন্ন, সুতরাং প্রভুর কীর্তনে নিজাভিন্ন
গোলোকপতি কৃষ্ণের মাধুর্য্য ও বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের
ঐশ্বর্য্যরস প্রকটিত । সেই নাম-রসের আশ্বাদক-স্বত্রে কৃষ্ণ-
তর মায়ায় প্রতি অভিনিবেশ বর্জনপূর্ব্বক কৃষ্ণাভিনিবিষ্ট
হইবার লীলা প্রভু প্রদর্শন করিলেন ॥ ৪১০ ॥

নদীয়া-নগর,—সমগ্র পুরবাসিগণ ॥ ৪১২ ॥

গৌরের অবতার ও কীর্তন-মহিমা,—(ত্রিভুবি-গোবিন্দো
শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতী-কৃত ‘শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত’-গ্রন্থে
১১১—১২১, ১২৪, ১২৬—১২৮, ১৩৩ ও ১৩৪ শ্লোক—)

“ন যোগো ন ধ্যানং ন চ জপপণ্ড্যগনির্য্যমা ন বোধনাচারঃ
ক হু বত নিষিদ্ধাঙ্গাপরতিঃ । অকম্পাচ্চৈতন্যেবতরতি দয়া-
সারদ্বয়ে পুর্মর্থানাং মোহিং পরমিহ মুবা লুপ্ততি জনঃ ॥ মহা-

যত ঔক্ততের সীমা—এই বিশ্বস্তর ।

প্রেম দেখিলাও নারদাদিরো দ্বন্দ্বর ॥ ৪১৭ ॥

কর্ণশ্রোতো নিপতিতমপি স্বেচ্ছাময়তে মহাপাশাণেভ্যো-
প্যতিকঠিনমেতি দ্রবদশাম্ । নট্যুর্দ্ধং নিঃসাধনমপি মহা-
যোগমনসাং ভূবি শ্রীচৈতন্ত্বেহবতরতি মনশ্চিত্তবিভবে ॥ জী-
পুত্রাদিকথাং জহর্কিয়য়িণঃ শাস্ত্রপ্রবাসং বুধা যোগীন্দ্রা
বিজহ্মর্কমিয়মজ্জক্রেণং তপস্তাপসাঃ । জ্ঞানাত্ম্যাবিধিং জহু-
ষতরশ্চৈতন্ত্বে পরামাবিক্করতি ভক্তিয়োগপদবীং নৈবাচ্চ
আসীদ্রসঃ ॥ অভূদগ্গেহে গেহে তুমহুঃস্মিন্দীর্জনবো বভৌ
দেহে দেহে বিপুলপুলকান্ধবতিকরঃ । অপি স্নেহে স্নেহে
পরমমধুরোংকর্ষপদবী দবীয়ন্তান্নাদপি জগতি গৌরেহবত-
রতি ॥ অকস্মাদেবৈতদ্বনমভিতঃ প্লাবিতমভূৎ মহা-প্রেম-
স্জোদেঃ কিমপি রসবজ্ঞাভিরখিলম্ । অকস্মাদ্ভ্রষ্টাশ্রিতচব
বিকারৈরলমভূচ্চমংকারঃ ক্রমো কনকরচিত্রাদেহবতরতি ॥
উদ্গুগুস্তি সমতশাস্ত্রমভিতো চর্যারগর্যায়িতা ধৃতদ্ব্যদিশ্চ
কর্ণতপনাত্ম্যাকাবচেষু স্থিতাঃ । দ্বিত্রাণ্যেব জপন্তি কেচন
হরেন্দমানি বামাশয়াঃ পূর্কং সম্ভ্রতি গৌরচন্দ্র উদিত
প্রেমাপি সাধারণঃ ॥ দেবে চৈতন্ত্যনামগ্ধবতরতি হরপ্রাণ্য-
পাদাস্তসেবে বিশ্বজীচীঃ প্রবিস্তারয়তি স্নমধুরপ্রেমপীযুষ-
বীচীঃ । কো বালাঃ কশ্চ বৃদ্ধঃ ক ইহ জড়মতিঃ কা বয়ঃ কো
বরাংকঃ সর্কেষাটমকরন্তঃ কিমপি হরিপদে ভক্তিজাং বভূব ॥
সর্কে শঙ্করনারদাদয় ইচ্ছায়াতাঃ স্বয়ং শ্রীরপি প্রাপ্তা দেব-
হলায়ুধোহপি মিলিতো জাতাশ্চ তে বৃক্ষয়ঃ । ভূয়ঃ কিং ব্রজ-
বাসিনোহপি প্রকটো গোপাঙ্গগোপাদয়ঃ পূর্ণে প্রেমরসেব-
হবতরতি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভূবি ॥ ভৃত্যাঃ স্নিগ্ধা অতিস্নমধুর-
শ্রোজ্জলোদারভাজন্তং পাদাস্তদ্বিতমমবিধে সর্ক এবাবতীর্ণাঃ ।
প্রাপুঃ পূর্কাদিকতর-মহা-প্রেমপীযুষলক্ষ্মীং স্ব-প্রেমাগং বিত-
রতি জগত্যভূতং হেমগৌরে ॥ হসদ্ব্যচৈকরুচৈরহহ কুলবন্দো-
হপি পরিতো দ্রবীভাবং গচ্ছন্তাপি কুবিষয়গ্রাবঘটিতাঃ ।
তিরস্কৃষ্যন্তাজ্ঞা অপি সকল শাস্ত্রজ্ঞমিতিং ক্ষিতৌ শ্রীচৈতন্ত্বে-
হভূতমহিমসারেহবতরতি ॥ প্রায়শ্চৈতন্ত্যমাদপি সকলবিদাং
নেহ পূর্কং যদেবাং ধর্মা সর্কার্থদারোহ্যকৃত নহি পদং কুন্তিতা
বুদ্ধিরতিঃ । গম্ভীরোদারভাবোজ্জলরসমধুরপ্রেমভক্তিপ্রবেশঃ
কেবাং নাসীদানোং জগতি করুণয়া গৌরচন্দ্রেহবতীর্ণে ॥

হেন উক্ততের যদি হেন ভক্তি হয় ।

না বুঝি কৃষ্ণের ইচ্ছা,—এ বা কি বা হয় ॥” ৪১৮ ॥

* * * সর্কজৈমুনিপদবীঃ প্রবিততে তত্ত্বমতে যুক্তিভিঃ
পূর্কং নৈকতরত্র কোহপি স্পৃহুং বিশ্বত আগীজ্ঞনঃ । সম্ভ্রত্য-
প্রতিমপ্রভাব উদিতো গৌরচন্দ্রে পুনঃ প্রত্যর্থো হরি-
ভক্তিরেব পরমঃ কৈবল্য নিদ্বায়াতে ॥ * * * অতিপূণ্যরতি-
সুকটৈঃ কৃতার্থকৃতঃ কোহপি পূর্ণৈঃ । এবং কৈরপি ন কৃতং
বং প্রেমাকৌ নিমজ্জিতং বিশ্বম্ ॥ ধর্মে নিষ্ঠাং দধদম্মপমাং
বিষ্ণুভক্তিং গরিষ্ঠাং সংলিখো দধদহি হি দ্বিষ্টতীবাশ-
সারম্ । নীচো গোপাদপি জগদহো প্লাবয়ত্যশ্রুপূরৈঃ কো বা
জ্ঞানাত্মহ গহনং হেমগৌরাস্রদম্ ॥ কচিৎ কৃষ্ণাবেশানটি
বহুভদ্রীমভিনয়ন কচিদ্রাবিষ্টো হরিশ্চিহ্নরীত্যাদিক্রমিতঃ ।
কচিদ্রিস্তন্ব বালঃ কচিদপি চ গোপালচণ্ডিতো জগদ্গৌরো
বিশ্বাপয়তি বহুগম্ভীরমহিমা ॥ * * * দেবা চন্দ্রভিবাধনং
বিদধিরে গন্ধর্ব্বনৃত্য জন্তুঃ শিলাঃ সম্ভ্রতপুস্তপুস্তিভিরিমাং পৃথ্বীং
সমাচ্ছাদয়ন্ । দিব্যস্তোত্রপা মহর্ষিনিদ্রাঃ শ্রীতো্যপতর্গ্নিজ-
প্রেমোন্মাদিনি ভাণ্ডবং রচয়তি শ্রীগৌরচন্দ্রে ভূবি ॥ ক্ষণং
হসতি রৌদ্রিতি ক্ষণমগ ক্ষণং মুচ্ছতি ক্ষণং লুপ্তি পায়তি
ক্ষণমগ ক্ষণং নৃত্যতি । ক্ষণং স্থিতি মুখতি দগনুদাব হাহা
কতিং মহাপ্রণয়দীধনা বিহরতীত গোবো চরিঃ ॥”

অর্থাৎ ‘পর’-দয়ালু শ্রীচৈতন্ত্যদেব ইহ-জগতে অকস্মাৎ
অবতীর্ণ হইলে যোগ, ধ্যান, জপ, তপ, ত্যাগ, নিয়ম, বেদা-
ধ্যয়ন, সদাচার এই সকল কিছুই ছিল না ; এমন কি, যাহার
পাপাদি-কর্মে নিবৃত্তিও নাই, সেইরূপ ব্যক্তিও পরম-হর্ষে
পুরুষার্থ-শিরোমণি পরমপ্রেম লুপ্ত করিয়াছিল । আশ্চর্য্য-
বিভবশালী শ্রীচৈতন্ত্যদেব ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, কর্মিকুলের
মন মহাকর্ম-প্রবাহে নিপতিত পাকিলেও, প্রেম লাভ করিয়া
স্বৈচ্ছাপ্রাপ্ত হইল এবং মহাপাশাণ হইতেও অতিশয় কঠিন
মনও ভক্তিরসে দ্রব্য প্রাপ্ত হইল । মহাবোধাদি-সাধনে
চিন্তাশক্তিবিধিষ্ট ব্যক্তিগণেরও মন যোগাদি অনিত্য-সাধন
হইতে বিরত হইয়া উক্ত নৃত্য অর্থাৎ অপোকজ চিরদিন-
রাজ্যে প্রেম আশ্বাদন করিয়াছিল । শ্রীচৈতন্ত্যচন্দ্র পরভক্তি-
যোগ-পদবী আবিকাব করিলে প্রাকৃত বিষয়-রসমগ্ন ব্যক্তিগণ
জী-পুত্রাদির কথা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, পণ্ডিতগণ শাস্ত্র-

প্রভুর বাহুজ্ঞান-লাভ ও 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন—

কণেকে হইলা বাহু বিশ্বস্তর-রায়।

সবে প্রভু 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলয়ে সদায় ॥ ৪১৯ ॥

স্বকী বাদ-বিসম্বাদ ত্যাগ করিয়াছিলেন, যোগিশ্রেষ্ঠগণ প্রাণবায়ু-নিরোধার্থ সাধন-ক্লেশ সর্বতোভাবে বর্জন করিয়া-ছিলেন, তপস্বিগণ তাঁহাদের তপস্তা ত্যাগ করিয়াছিলেন, জ্ঞানময়াসিগণ নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন; তখন ভক্তিরস ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার রস আর জগতে দৃষ্ট হয় নাই। শ্রীগৌরসুন্দর জগতে অবতীর্ণ হইলে গৃহে গৃহে তুমুল হরিনকীর্তনের রোল উঠিত হইয়াছিল, দেহে দেহে পরিপুষ্ট পুলকানু-কদম্ব গোঁড়া পাইয়াছিল, প্রেম-ভক্তির গাঢ়ত্বের উত্তরোত্তর উৎকর্ষে শ্রুতির অগোচর পরম-মধুর শ্রেষ্ঠা পদবীও প্রকাশিতা হইয়াছিল। সর্বচিত্তাকর্ষক স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মনোহর কনক-কান্তি ধারণ-পূর্বক অবতীর্ণ হইলে মহা-প্রেম-যারিধির রসবন্তায় এই নিবিল-জগৎ অকস্মাৎ সর্বতোভাবে ম্লাবিত এবং অদৃষ্টপূর্ব ও অশ্রুত-চর প্রেমবিকার ঘরা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছিল। কোন কোন ব্যক্তি দুনিবার গর্বে গর্জিত হইয়া সমগ্রশাস্ত্র সর্বতোভাবে সংগ্রহ করিতেন, অর্থাৎ 'আমি সর্বশাস্ত্রবিং, আমি-অপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তি কেহ নাই'—এইরূপ মনে করিতেন। কেহ কেহ বা নিজেই নিজকে কৃতার্থ মনে করিতেন, সেই সকল কৃতার্থত্ব এবং স্মৃতিশাস্ত্রোক্ত নিত্য-নৈমিত্তিক-কর্ম, তথা তপস্তা, সাংখ্য-যোগাদিমার্গে উচনীচভাবে অবস্থিত ব্যক্তিগণের কেহ কেহ ছই তিনবার-মাত্র-হরির নামাবলী জপ করিতেন, তথাপি তাঁহাদের চিত্ত কৈতবপূর্ণই ছিল। পূর্বের অবস্থা এইপ্রকার, কিন্তু এখন গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ হইলে 'প্রেম' ও সাধারণ হইয়া পড়িল অর্থাৎ আপামর সর্বসাধারণেই প্রেম প্রাপ্ত হইল। সুরগণ যাহার পাদপদ্ম-সেবা বাঞ্ছা করেন, সেই লীলাময়-পুরুষ শ্রীচৈতন্যের পক্ষে অবতীর্ণ হইয়া বিশ্বব্যাপিনী সুরমধুর প্রেমপীযুষ-লহরী (সর্বত্র) প্রকটরূপে বিস্তার করিলে, কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি জী, কি জড়মতি, কি শোচনীয় নীচ্যক্তি—এইসংসারে সকলেরই ভক্তিলাভে যোগ্যতা এবং শ্রীহরির চরণে কোনও এক অপূর্ব চমৎকার-ময়-অবরজানরস উদ্ভিত হইয়াছিল। প্রেমরস-রসিক-

কৃষ্ণেতর-শব্দোচ্চারণ-ত্যাগ—

বাহু হইলেও বাহু-কথা নাহি কর।

সর্ব-বৈষ্ণবের গলা ধরিয়া কান্দয় ॥ ৪২০ ॥

শিরোমণি স্বয়ং ভগবান্ গৌরচন্দ্র ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলে, শঙ্কর-নারদাদি সকলেই (অর্থাৎ, শ্রীবাস প্রভৃতি ভক্ত-রূপে) আগমন করিয়াছিলেন। স্বয়ং লক্ষ্মীও (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া ও বিষ্ণুপ্রিয়া-রূপে) আবিভূতা হইয়াছিলেন। স্বয়ংভগবান্ হইতে অভিন্ন তদীয় প্রকাশ-স্বরূপ বলদেব (পাণ্ডুলনবান্না নিত্যানন্দরায় রূপে) বিরাজ করিতেছিলেন। যাদবগণও (শচী, জগন্নাথ প্রভৃতিতে) প্রকাশিত হইয়াছিলেন, আর অধিক কি বলিব, নন্দাদি ব্রহ্মবাসিগণ, সুবলাদি-প্রমুখ সখাসকল, গোপী-প্রমুখ শক্তিগণ, রক্তক, চিত্রক প্রভৃতি দানগণ, অর্থাৎ কৃষ্ণলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্শ্ব সকলেই গৌর-লীলার অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তদুপাধীনহাতি গৌরসুন্দর পৃথিবীতে স্বীয় অলৌকিক প্রেম বিতরণ করিলে, দাস, সখা ও ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবল মধুর-রসের নিত্যসিদ্ধ সেবিকা প্রেরসীবর্গ,—ইহারা সকলেই গৌরপাদপদ্ম-সরিধানে অবতীর্ণ হইয়া পূর্বের (কৃষ্ণলীলার) প্রেমাস্বাদন অপেক্ষাও মহা-প্রেমামৃত-সম্পত্তি লাভ করিয়াছেন। অতি অলৌকিক পরম-মহিমাম্বিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইলে কুলধ-গণও (লক্ষ্মা পরিত্যাগপূর্বক কৃষ্ণপ্রেমে) অতি উচ্চৈঃস্বরে হাত্ত করিত, ইন্দ্রিয়তর্পণপর কুবিষয়-পাষণ্ড-নির্মিত কঠিন-স্বদয়ও সর্বতোভাবে দ্রবীভূত হইয়াছিল, ওজ্ঞানহীন অজ্ঞ ব্যক্তিগণও (চৈতন্য-রূপায় তৎজ্ঞান লাভ করিয়া) সকল শাস্ত্রজ্ঞ-সমাজকেও দিক্কার করিয়াছিল (অর্থাৎ অপর-বিজ্ঞা-নিপুণ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতাভিমাত্রীদিগের শাস্ত্রজ্ঞানে দিক্কার প্রদান করিয়াছিল)। চৈতন্যবিভাবের পূর্বে এই প্রপঞ্চ সর্ব-শাস্ত্রবিং পণ্ডিতাভিমাত্রীদিগেরও কৃষ্ণসেবারূপ চৈতন্যভক্তি আচ্ছাদিত প্রায় হইয়াছিল। ইহারা সর্বগুরুস্বার্থ-শিরোমণি কৃষ্ণপ্রেম লক্ষ্য করেন নাই, যেহেতু ইহাদের বুদ্ধিরতি অতি সামান্য ও সন্দেহপ্রবণ; কিন্তু সম্প্রতি গৌরচন্দ্র রূপা-পূর্বক জগতে উদ্ভিত হওয়ার সুরক্ষোধ, পরমচমৎকার বিভাব-অনুভাবাদি সামগ্রীপূর্ণা উন্নতোজ্জ্বল মধুর-রসময়ী প্রেমভক্তিতে কাহাদেরই বা প্রবেশ না হইয়াছে? * * *

প্রভুকে সাশ্বনাস্তে সকলের প্রস্থান—

সবে মিলি' ঠাকুরেরে স্থির করাইয়া।

চলিলা বৈষ্ণব-সব মহানন্দ হৈয়া ॥ ৪২১ ॥

প্রভুর অমুগমনে কতিপয় ছাত্রের অপরবিচ্ছাদন তাগ-
পূর্বক পরবর্তিকালে হরিভক্তনার্থ সন্ন্যাস-গ্রহণ—

কোন কোন পড়ুয়া-সকল প্রভু-সঙ্গে।

উদাসীন-পথ লইলেন প্রেম-রঙ্গে ॥ ৪২২ ॥

সর্বজ্ঞ মুনিস্ত্রেণগ তাঁহাদের নিজ-নিজ-মত যুক্তিতর্ক দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বিবৃত করিলেও কোন ব্যক্তিই পূর্বে সেই সকল পক্ষপাতিনী যুক্তিতে সুদৃঢ়-বিশ্বাসী ছিলেন না। সম্প্রতি অপ্রতিম-প্রভাবশালী শ্রীগোঃচন্দ্র উদ্ভিত হইলে পুনরায় একমাত্র হরিভক্তিই যে বেদ-প্রতিপাদ্য পরমার্থ, তাহা কেই বা নিশ্চয় না করিয়াছে? * * * বিশেষ সদাচারী ও পরমধার্মিক প্রাচীন-মহাপুরুষগণের দ্বারাকোন কোন ব্যক্তি বৈকুণ্ঠাদি-লোক প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থ হইয়াছেন, কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্র যেরূপ সমগ্র বিশ্বকে প্রেম-সমুদ্রে নিমজ্জিত করিয়াছেন, পূর্বে আর কেহই এরূপ করেন নাই। ধর্ম-বিষয়িণী অতুলনীয় নিষ্ঠা এবং শ্রেষ্ঠ-ভক্তি-সম্যাগ্‌রূপে আশ্রয় করিয়াও লোকে লোহের তায় সুকঠিন হৃদয় ধারণপূর্বক পৃথিবীতে অবস্থান করে; (কিন্তু শ্রীগৌরহরির কৃপায়) অহো! গোষাভী অপেক্ষাও পানীয়ান্‌ ব্যক্তি (পাপপ্রবৃত্তি হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত হইয়া) অশ্রু প্রবাহের দ্বারা বিখ-
প্রাণিত করিয়াছে। অহো! কে-ই বা কাঞ্চনকান্তি শ্রীগৌরাদি-
গুণেরে হৃৎকিঞ্চিৎ রঙ্গ জানিতে পারে! বিপুল-হরবগাহ-
প্রভাবে শ্রীগৌরহরির সমগ্র বিশ্বকে বিশ্বময়ীকর করিয়াছেন।
শ্রীকৃষ্ণাবেশ-হেতু কখনও বালকুললীলা প্রকাশ করিয়া জাহ্ন-
দ্বারা চণ্ড-ক্রমণ করিতেছেন, কখনও বা গো-পালকের চরিত্র
প্রকাশ করিয়া, কখনও বা বহুভঙ্গী অভিনয় করিয়ানৃত্য
করিতেছেন, আবার কখনও শ্রীকৃষ্ণবিরহে শ্রীরাধার ভাবে
আবিষ্ট হইয়া '০রি'! 'হরি'!! 'হরি'!!!—এইরূপ বিরহপীড়া-

প্রভুর নিজ-নাম প্রেম-প্রকাশারম্ভ-কালে ভক্ত-দুঃখ-খণ্ডন—

আরম্ভিলা মহাপ্রভু আপন-প্রকাশ।

সকল-ভক্তের দুঃখ হইল বিনাশ ॥ ৪২৩ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ্র জ্ঞান।

বন্দাবনদাস তছু পদযুগে গাম ॥ ৪২৪ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসঙ্কীর্ণনারায়ণবর্ণনং

নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ।

জনিত আশ্চর্য্যকারে রোদন করিতেন। * * * নিজপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া শ্রীগৌরহরির পৃথিবীতে উদ্ভব-নৃত্য আরম্ভ করিলে দেবগণ হন্দুতি বানন করিয়াছিলেন, প্রধান প্রধান গন্ধর্বগণ সঙ্কীর্ণন আরম্ভ করিয়াছিলেন, সিদ্ধগণ নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টিদ্বারা ভূমণ্ডল সমাচ্ছন্ন করিয়াছিলেন। মনোহর স্তোত্র-
পাঠ-কুশল মহর্ষিবৃন্দ শ্রীতির সহিত স্তব করিয়াছিলেন। শ্রীগৌরহরির মহাভাবামৃতরসে মগ্ন হইয়া কখনও হাস্য করি-
তেন, কখনও রোদন করিতেন, কখনও মুচ্ছিত হইতেন, কখনও ভূমিতে লুপ্তিত হইতেন, কখনও দ্রুত গমন করিতেন, আবার কখনও দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিতেন, কখনও বা 'হা হা' এইরূপ মহৎ শব্দ করিতেন;—এইরূপ নানাভাবে প্রপঞ্চে বিহার করিয়াছিলেন ॥ ৪১৪-৪১৮ ॥

গীমা,—চরম, পরাকাষ্ঠা। হরু,—দুঃখ, দুঃখাপা,
বিরল ॥ ৪১৭ ॥

প্রভুর ছাত্রগণের মধ্যে কেহ কেহ প্রাণক্ষিক সংসারের প্রতি প্রভুর সর্বোত্তম আদর্শ বৈরাগ্যের বা সন্ন্যাসের অমুসরণ করিবার উদ্দেশে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস-আশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা কশ্মি-বানপ্রস্থ ও কশ্মি-সন্ন্যাসী যথবা নির্ভেদ-ব্রহ্মচর্য্যসঙ্কল্পে বানপ্রস্থ বা যতি-ধর্ম গ্রহণ করেন নাই। সকলেই কৃষ্ণপ্রেমভক্তির প্রবল আনন্দ-বেগ-
বশতঃ যুক্ত বৈষ্ণব-বানপ্রস্থ ও যুক্ত বৈষ্ণব-সন্ন্যাস গ্রহণ
করিয়াছিলেন ॥ ৪২২ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষে প্রথম অধ্যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীঅদ্বৈত-সমীপে ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুর কৃষ্ণ-প্রেম-বর্ণন, তচ্ছবণে অবৈত প্রভুর আনন্দ ও আবিষ্ট-চিত্তে সকলের নিকট স্বীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত কথন এবং সকল ভক্তের হর্ষভরে কৃষ্ণ-কীর্তন, শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে দেখিবা-মাত্রই প্রভুর প্রণাম ও তৎপ্রতি ভক্তগণের আশীর্বাদ, প্রভুর তাহা স্বীকার-পূর্বক নানাভাবে বৈষ্ণব-সেবাদর্শ-প্রদর্শন, তদর্শনে ভক্তগণের আশীর্বাদ ও আশা, নবদ্বীপবাসী বৈষ্ণব-বিশেষী ও নিম্নক পাষণ্ডিগণের দৌরাভ্যা-ফলে ভক্তগণের হুঃশ্রবণে প্রভুর ভক্তগণকে আশ্বাস-প্রদান ও পাষণ্ডিগণের প্রতি ক্রোধাবেশ, অস্ত্র-লোকগণের প্রভুকে বায়ুগ্রস্ত-জ্ঞানে চিকিৎসা-পথ শচীমাতাকে অহুরোধ, একদা প্রভু-গৃহে গমনপূর্বক শ্রীবাসপণ্ডিতের প্রভু-শরীরে মহা-ভক্তিযোগ-লক্ষণ-দর্শন, তদ্বক্তৃত্ব-শ্রবণে শ্রীবাসকে প্রভুর আলিঙ্গন, শ্রীবাস-কর্তৃক শচীর নিকট তৎপুত্রের কৃষ্ণপ্রেম-বর্ণন-ফলে মাতার পুত্র-সম্বন্ধে বায়ুরোগ-জ্ঞান পরিত্যাগ, গদাধরের সহিত প্রভুর অবৈত-গৃহে গমন ও ভাবমার্গে কৃষ্ণার্জনরত অবৈতের প্রভু-চরণ-পূজন ও তত্ব, বিশ্রান্ত-সিদ্ধ গদাধরের ত্রিবিধ ও বিশ্বয়, বাহুজ্ঞান-লাভান্তে আয়োগোপনপূর্বক প্রভুর অবৈত-স্তুতি সবেও অবৈতের চিত্তে প্রভুব অবতারোপলব্ধি এবং প্রভুর ঐবাগ্যাবতাবিব-পরীক্ষার্থ শান্তিপুত্র গমন, ভক্তগণের সহিত প্রভুর প্রত্যহ কৃষ্ণকীর্তন ও বিশ্রান্ত-প্রেমবিকারাবেশ এবং অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট গয়া হইতে প্রত্যাবর্তনকালে 'কানাইর নাটশালা'য় তমালশ্রামগত নবধনবর্ণ কিশোর-দর্শন-বর্ণন, বর্ণন-কালে প্রেমে মুচ্ছা, বাহুজ্ঞানলাভ হইলে

গৌরমূলের জয়—

জয় জয় জগন্নাথল গৌরচন্দ্র ।

দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদস্বন্দ ॥ ১ ॥

ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাজ জয় জয় ।

শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ২ ॥

প্রভুকে ভক্তগণের হর্ষভরে প্রশংসা, গৃহে আসিয়াও প্রভুর নিরন্তর আনন্দাবেশ ও সকলের নিকট কৃষ্ণমূদ্রাঙ্কন, একদিন গদাধরের মুখে নিজ-হৃদয়ে কৃষ্ণের অবস্থান-শ্রবণে নথ দিয়া প্রভুর নিজ-বক্ষো-বিদারণ-চেষ্টা ও শেষে গদাধরের প্রযত্নে প্রভুর বৈধ্যাবলম্বন, পুত্রদশা-দর্শনে ব্যাকুলা শচীকর্তৃক গদা-ধরের কৃতিত্ব-প্রশংসা, প্রভু-প্রতি শচীর বাৎসল্য-মেহের পরিবর্তে গোব-ভয়, ভক্তগণের সহিত সন্ধ্যায় নিজ-গৃহে যুগ্মদেহ কীর্তন-গান-শ্রবণ, সর্বরাজ্যবাপি কীর্তন, তাহাতে নিদ্রা স্বেচ্ছা-হেতু পাষণ্ডিগণের ক্রোধ, বিশেষতঃ শ্রীবাসের বিরুদ্ধে ক্রোধভরে মিথ্যা রাজরোশরূপ জনবর-প্রচার, ভক্ত-বৎসল সর্বজ্ঞ প্রভুর নৃসিংহার্জনরত শ্রীবাসের গৃহে গমন-পূর্বক স্বীয় চতুর্ভুজ ঐশ্বর্যময় রূপ-প্রদর্শন ও রূপাশ্বাস-বাণী, শ্রীবাসের প্রভুকে কৃষ্ণজ্ঞানে স্তুতি, তচ্ছবণে রূপাপূর্বক শ্রীবাসকে সন্মীক স্বীয় রূপের দর্শন ও অর্চনার্থ আবেশ-বান, সপরিবারে শ্রীবাসের প্রভু-পূজন ও দৈত্যোক্তি, শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর অভয়-বাক্য, প্রত্যক্ষে প্রভুর আদেশ প্রাপ্তি-মাত্র শ্রীবাস-ভ্রাতৃত্ব শ্রীনারায়ণীর 'কৃষ্ণ' বলিয়া মুচ্ছা ও জন্মন, এই সমুদয় ঐশ্বর্য-দর্শনে শ্রীবাসের পাষণ্ডি-ভয় পরিত্যাগ ও প্রভু-স্তুতি-কীর্তন, শ্রীবাসের বেদাদি-দ্রুত প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশ-দর্শন, শ্রীবাসকে নিজ গুণপ্রকাশ বাক্ত করিতে প্রভুর নিষেধাজ্ঞা ও তাহাকে অভয়াশ্বাস-প্রদানান্তে প্রভুর স্বগৃহে-প্রস্থান, গ্রহক্রান-কর্তৃক কৃষ্ণদেবায় শ্রীবাস-ভবনের মাহাত্ম্য-স্তুতি, কাক-সেবাই কৃষ্ণরূপা-লাভের একমাত্র উপায় বলিয়া কীর্তন এবং নিত্যানন্দ-বলদেবের নিকট গ্রহ-রচনার্থ হৃদয়ে আদেশ-প্রাপ্তি প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে (গৌঃ ভাঃ) ।

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিকার-দর্শনে বিম্বিত ভক্তগণের

অদ্বৈত-সমীপে তদ্বর্ণন—

ঠাকুরের প্রেম দেখি' সর্ব-ভক্তগণ ।

পরম-বিস্মিত হৈল সবাকার মন ॥ ৩ ॥

পরম-সন্তোষে সবে অবৈতের স্থানে ।

সবে কহিলেন যত হৈল দরশনৈ ॥ ৪ ॥

ভক্তগণের বাক্য-শ্রবণে, প্রভুর অবতরণ জানিয়া ও
 অদৈতাচার্যের তৎসঙ্গোপন—
 ভক্তিব্যোগ-প্রভাবে অদৈত মহাবল ।
 ‘অবতরিয়াছে প্রভু’—জানেন সকল ॥ ৫ ॥
 তথাপি অদৈত-তত্ত্ব বুঝন না যায় ।
 সেইক্ষণে প্রকাশিয়া তখনে সুকায় ॥ ৬ ॥
 শুনিয়া অদৈত বড় হরিষ হইলা ।
 পরম-আবিষ্ট হই’ কহিতে লাগিল ॥ ৭ ॥
 ভক্তগণকে নিজ-স্বপ্নবৃত্তান্ত-বর্ণন ও স্বপ্নবৃত্ত-পুঙ্খকর্তৃক-
 স্বীয় ব্রত ও প্রতিজ্ঞার সাফল্য-সম্ভাবনা-কথন—
 ‘মোর আজিকার কথা শুন, ভাই-সব !
 নিশিতে দেখিযু’ আমি কিছু অমুভব ॥ ৮ ॥

গীতার পাঠের অর্থ ভাল না বুঝিয়া ।
 থাকিলাও দুঃখ ভাবি’ উপাস করিয়া ॥ ৯ ॥
 কৰ্ম্মে রাম্যে আসি’ মোরে বলে একজন ।
 ‘উঠহ আচার্য্য ! ঝাট করহ ভোজন ॥ ১০ ॥
 এই পাঠ, এই অর্থ কহিলু’ তোমারে ।
 উঠিয়া ভোজন কর,’ পূজহ আমারে ॥ ১১ ॥
 আর কেন দুঃখ ভাব’ পাইলা সকল ।
 যে লাগি’ সঙ্কল্প কৈলা, সে হৈল সকল ॥ ১২ ॥
 যত উপবাস কৈলা, যত আরাধন ।
 যতেক করিলা ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া ক্রন্দন ॥ ১৩ ॥
 যা’ অনিতে ভুজ তুলি’ প্রতিজ্ঞা করিলা ।
 সে-প্রভু তোমারে এবে বিদিত হইলা ॥ ১৪ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

(চৈঃ চঃ আদি ৬ষ্ঠ পঃ ২৫-২৯, ৩২-৩৬, ৪১-৪২, ১১১-১১৩—) “মহাবিশ্বের অংশ—অদৈত গুণধাম । দৈত্রে অদৈত, তেজি ‘অদৈত’ পূর্ণনাম ॥ পূর্বে যেহে কৈলা সর্ব-
 বিশ্বের স্বজন । অবতরি’ কৈলা এবে ভক্তি-প্রবর্তন ॥ জীব
 নিস্তারিলা কৃষ্ণভক্তি করি’ দান । গীতা-ভাগবতে কৈলা ভক্তির
 ব্যাখ্যান ॥ ভক্তি-উপদেশ বিহু তাঁর নাহি কার্য্য । অতএব
 নাম হৈল ‘অদৈত-আচার্য্য’ ॥ বৈষ্ণবের গুরু তেঁহো জগতের
 আচার্য্য । হইনাম-মিলনে হৈলা ‘অদৈত-আচার্য্য’ ॥ * *
 অদৈত-আচার্য্য—ঈশ্বরের অংশবর্গ্য । তাঁর তত্ত্ব-নাম-গুণ,
 সকলি আশ্রয়্য ॥ যাহার তুলনাদলে, যাহার হৃদয়ে । স্বগণ-
 সহিতে চৈতন্তের অবতারে ॥ যার দ্বারা কৈলা প্রভু কীর্ত্তন
 প্রচার । যার দ্বারা কৈলা প্রভু জগৎ নিস্তার ॥ আচার্য্য-
 গোপালকির গুণ-মহিমা অপার । গীতাকীট কোথায় পাইবেক
 তার পার ? আচার্য্য-গোপালকির—চৈতন্তের মুখ্য-অঙ্গ । আর
 এক অঙ্গ তাঁর—প্রভু-নিত্যানন্দ ॥ * * চৈতন্তগোপালকিকে
 আচার্য্য করে ‘প্রভু-জ্ঞান । আপনাকে করেন তাঁর ‘দাস’-
 অভিমান ॥ সেই অভিমান সুখে আপনা’ পাসরে । ‘কৃষ্ণদাস’
 হও’—জীবে উল্লেখ করে ॥ * * * অদৈত-আচার্য্য

গোপালকির মহিমা অপার । যাহার হৃদয়ে হৈলা চৈতন্তাব-
 তার ॥ সঙ্কীর্ণ প্রচারিয়া সর্ব জগৎ তারিল । অদৈত-
 প্রদানে নোক প্রেমধন পাইল ॥ অদৈত-মহিমা অনন্ত, কে
 পারে কহিতে ? সেই লিপি, বেই শুনি মহাজন হৈতে ॥ * ৫-৬
 শ্রীঅদৈতপ্রভু তত্ত্ব ও কিয়া-মুদ্রা সাধারণ প্রাকৃত
 জীৱের বোধন্য নহে । যদ্ব্যক্রমে কখনও রূপা-বশে তিনি
 তাহার স্বীয় অপ্রাকৃত তত্ত্ব-মহিমা প্রকাশ করেন, আবার
 কখনও বা নিজের অপ্রাকৃত তত্ত্ব-মহিমা সংগোপন করেন ।
 (আলবন্দার যামুনাতীর্থ-কৃত ভোদ্যেরে ১৮শ শ্লোকে—)
 “উল্লংঘিতদ্বিবিদসৌমসমাতিশায়িসম্ভাবনং তব পরিব্রটিম-
 স্বভাবম্ । মায়াবলেন ভবতাপি নিগুহমানং পশুস্তি কেচিদ-
 নিশং স্বদনজ্ঞাতাঃ ॥”

অর্থাৎ ‘হে ভগবন্, দেশ, কাল, চিন্তা—এই তিনটা
 সীমা-দ্বারা সমস্ত বস্তুই আবদ্ধ, কিন্তু তোমার গুঢ়স্বভাব সম
 ও অতিশয়-শূণ্য হওয়ায় উক্ত ত্রিবিধ সীমাকে অতিক্রম করিয়া
 বর্তমান আছে । মায়াবলের দ্বারা তুমি এই স্বভাবকে আচ্ছাদন
 কর, কিন্তু তোমার অনন্তভক্তগণ সন্দেহা তোমাকে দর্শন
 করিতে যোগ্য হন ॥’ ৬ ॥

সর্বদেশে ও শ্রীবাস-গৃহে শীঘ্রই দেব-দুর্ভেদ কৃষ্ণকীর্তন-

বিলাস-প্রাকট্য-সম্ভাবনা-কথন--

সর্বদেশে হইবেক কৃষ্ণের কীর্তন !

ঘরে-ঘরে নগরে-নগরে অনুক্ষণ ॥ ১৫ ॥

ব্রজার দুর্ভেদ ভক্তি আছেয়ে যতেক ।

তোমার প্রসাদে এবে সবে দেখিবেক ॥ ১৬ ॥

এই শ্রীবাসের ঘরে যতেক বৈষ্ণব ।

ব্রজাদিরো দুর্ভেদ দেখিবে অনুভব ॥ ১৭ ॥

ভোজন করহ তুমি, আমার বিদায় ।

আর-বার আসিবাও ভোজন-বেলায় ॥ ১৮ ॥

প্রাণদাহ্য স্বপদন্ত-পুঙ্খকে অধৈতের বাহিরে

বিশ্বস্তর-রূপে দর্শন--

চক্ষু মেলি' চা'হি দেখি,—এই বিশ্বস্তর ।

দেখিতে-দেখিতে মাত্র হইলা অন্তর ॥ ১৯ ॥

স্বতন্ত্র কৃষ্ণের হুর্কোপা ও হুর্জেয় নিগূঢ় লীলা-রহস্য—

কৃষ্ণের রহস্য কিছু না পারি বুঝিতে ।

কোন রূপে প্রকাশ বা করেন কাহাতে ॥ ২০ ॥

বিশ্বস্তরাগ্রজ বিশ্বকপের পরিচয়-বান ও প্রদঙ্গক্রমে

বালক-বিশ্বস্তরের বাণ্যলীলা-গুণ-বর্ণন--

ইহার অগ্রজ পূর্বে—‘বিশ্বরূপ’ নাম ।

আমার সঙ্গে আসি' গীতা করিত ব্যাখ্যান ॥ ২১ ॥

আর কেন...হইলা,—(চৈঃ চঃ আদি ৩য় পঃ ৯১, ৯৫-১০৯ সংখ্যা—) “আচার্য্য-গোস্বামি—প্রভুর ভক্ত-অবতার। কৃষ্ণ-অবতার হেতু বাহার হুকার ॥ * প্রকটিয়া দেখে আচার্য্য,—সকল সংসার। কৃষ্ণভক্তিগন্ধহীন বিষয়-ব্যবহার ॥ কেহ পাপে কেহ পুণ্য করে বিষয় ভোগ। ভক্তিগন্ধ নাহি,—যাতে যায় ভবরোগ ॥ লোকগতি দেখি' আচার্য্য করুণ-হৃদয়। বিচার করেন,—লোকের কৈছে হিত হয় ॥ আপনে শ্রীকৃষ্ণ যদি করেন অবতার 'আপনে আচরি' ভক্তি করেন প্রচার ॥ নাম বিহু কলিকালে নাহি আর। কলিকালে কৈছে হবে কৃষ্ণ-অবতার ॥ শুভভাবে করিব কৃষ্ণের আরাধন। নিরন্তর সदैশ্বে করিব নিবেদন ॥ আনিয়া কৃষ্ণেরে করোঁ কীর্তন সঙ্কার। তবে সে 'অধৈত' নাম সকল আমার ॥ কৃষ্ণবশ করিবেন কোন্ আরাধনে। বিচারিতে এক শ্লোক

এই শিশু—পরম-মধুর রূপবান্ ।

ভাইকে ডাকিতে আইসেন মোর স্থান ॥ ২২ ॥

চিন্তবৃত্তি হরে' শিশু সুন্দর দেখিয়া ।

আশীর্ব্বাদ করি 'ভক্তি হউক' বলিয়া ॥ ২৩ ॥

আভিজাত্যে হয় বড়-মানুষের পুত্র ।

নীলাম্বর-চক্রবর্তী,—তঁাহার দৌহিত্র ॥ ২৪ ॥

আপনেও সর্বগুণে পরম-পণ্ডিত !

ই'হার কৃষ্ণেতে ভক্তি হইবে উচিত ॥ ২৫ ॥

সকল ভক্তের বিশ্বস্তরের প্রতি শুভাশীর্ব্বাদ-প্রাপনার্থ

অনুরোধ—

বড় সুখী হইলাও এ কথা শুনিয়া ।

আশীর্ব্বাদ কর' সবে 'তথাস্ত' বলিয়া ॥ ২৬ ॥

সমগ্র বিধের উপর অধৈতের কৃষ্ণরূপা-বারি-বর্ষণ-

কামনা ও প্রতিজ্ঞা—

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হউক সবারে ।

কৃষ্ণনামে মত্ত হউ সকল-সংসারে ॥ ২৭ ॥

যদি সত্য বস্তু হয়, তবে এইখানে ।

সবে আসিবেন এই বামনার স্থানে ॥ ২৮ ॥

অধৈতের ও ভক্তগণের আনন্দে হরি-কীর্তন-ধ্বনি -

আনন্দে অধৈত করে পরম-হুকার ।

সকল-বৈষ্ণব করে জয়জয়কার ॥ ২৯ ॥

আইল তাঁর মনে। (তথা হি গৌতমীয় তন্ত্রে নারদ-বাচ্য—) “তুলসীদলমাত্রেন জলন্ত চূপুংকেন বা। বিক্রীণিতে স্বমাস্থানং ভক্তভ্যো ভক্তবৎসলঃ ॥” এই শ্লোকার্থ আচার্য্য করেন বিচারণ। ‘কৃষ্ণকে তুলসীদল দেয় যেই জন ॥ তার ঋণ শোধিতে কৃষ্ণ করেন চিন্তন। জল-তুলসীর সম কিছু ঘরে নাহি ধন ॥ তবে আত্মা বেচি' করে ঋণের শোধন।’ এত ভাবি আচার্য্য করেন আরাধন ॥ গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ। কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি' করে সমর্পণ ॥ কৃষ্ণের আশ্রয় করেন 'করিয়া হুকার। এমতে কৃষ্ণের করাইলা অবতার ॥ চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্য হেতু। ভক্তের ইচ্ছায় অবতার ধর্ম্মসেতু ॥ ১২-১৪ ॥

আমার বিদায়,—আমি বিদায় গ্রহণ করিলাম ॥ ১৮ ॥

অন্তর,—অন্তর্জিত, তিরোহিত, অদৃষ্ট ॥ ১৯ ॥

দর্শনভক্তের জিহ্বায় নামধ্বন্যরূপে নামি-কৃষ্ণের অবতরণ—

‘হরি হরি’ বলি’ ডাকে বদন সবার।

উঠিল কীর্তনরূপ কৃষ্ণ-অবতার ॥ ৩০ ॥

কেহ বলে,—‘নিমাক্রিপণ্ডিত ভাল হৈলে।

তবে সাক্ষীর্জন করি’ মহা-কুতূহলে ॥ ৩১ ॥

অবৈত-প্রণামান্তে ভক্তগণের প্রস্থান—

আচার্য্যেরে প্রণতি করিয়া ভক্তগণ।

আনন্দে চলিলা করি’ হরি-সাক্ষীর্জন ॥ ৩২ ॥

দর্শনমাত্র সকলের সহিত প্রভুর প্রীতি-সম্ভাষণ—

প্রভু-সঙ্গে যাহার যাহার দেখা হয়।

পরম আদর করি’ সবে সম্ভাষয় ॥ ৩৩ ॥

প্রত্যয়ে গঙ্গানান-কালে শ্রীবাগাদি ভক্তগণকে দর্শনমাত্র
প্রণাম ও তাঁহাদের কৃষ্ণভজনার্থ প্রভুকে আশীর্বাদ—

প্রাতঃকালে যবে প্রভু চলে গঙ্গানানে।

বৈষ্ণব-সবার সঙ্গে হয় দরশনে ॥ ৩৪ ॥

শ্রীবাগাদি দেখিলে ঠাকুর নমস্করে।

শ্রীভু হৈয়া ভক্তগণ আশীর্বাদ করে ॥ ৩৫ ॥

“তোমার হউক ভক্তি কৃষ্ণের চরণে।

মুখে ‘কৃষ্ণ’ বল, ‘কৃষ্ণ’ শুনহ শ্রবণে ॥ ৩৬ ॥

কৃষ্ণ ভজিলে সে, বাপ! সব সত্য হয়।

কৃষ্ণ না ভজিলে, রূপ-বিজ্ঞা কিছু নয় ॥ ৩৭ ॥

কৃষ্ণ সে জগৎপিতা, কৃষ্ণ সে জীবন।

দৃঢ় করি’ ভজ, বাপ! কৃষ্ণের চরণ ॥ ৩৮ ॥

নিজ-ভক্তের আশীর্বাদ-শ্রবণে প্রভুর রূপা-দৃষ্টি—

আশীর্বাদ শুনিয়া প্রভুর বড় সুখ।

সবারে চা’হেন প্রভু তুলিয়া শ্রীমুখ ॥ ৩৯ ॥

অমানী ও মানদ-বর্ণের পূর্ণাদর্শরূপে দৈত্য-বিনয়-ভরে

দ্বীয় ভক্তগণের সেবা-বাঞ্ছা—

“তোমরা সে কহ সত্য, করি’ আশীর্বাদ।

তোমরা বা কেনে আনি করিবা প্রসাদ? ৪০ ॥

কৃষ্ণের...কাহাতে,—(১৫:৮:আদি :য় পঃ ৮৭ সংখ্যা—)

“আপনা লুকাইতে কৃষ্ণ নানা যত্ন করে। তথাপি তাঁহার

ভক্ত জানয়ে তাঁহারে ॥” (ঐ অষ্টা, ৬ষ্ঠ পঃ ১২৪ সংখ্যা—)

“ভক্ত চিত্তে ভক্ত-গৃহে সদা অবস্থান। কহু গুপ্ত, কহু ব্যক্ত,
স্বতন্ত্র ভগবান্ ॥” ২০ ॥

অভিজ্ঞাতো,—কোলীয়ে বা উচ্চ সদ-বংশ-গোরবে ॥২৪॥

শ্রীনবদীপ-মায়াপুরে সকলেরই শুদ্ধসহ সেবামুখ-নিহ্নায়
শ্রীহরির অভিন্ন নাম, শব্দ বা ধ্বনি ঐত ও কীর্তিত হইতে
লাগিল। তাহাতে নামকীর্তন হইতে অভিন্ন নামি-বিগ্রহ
শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন, ধ্বনি, শব্দ বা নামরূপে অবতীর্ণ হইলেন ॥৩০॥

ভাল,—নিরভিমান সাধু, ভক্ত, বৈষ্ণব ॥ ৩১ ॥

আন,—কৃষ্ণভক্তি ব্যতীত অপর, ইতর, বিদগ্ধ, প্রতিফুল ॥

দাসে...করে, এবং তোমা...পাই,—(ইতিহাস-সমুচ্চয়ে
লোমশ-বাক্য—) “তন্মাদিকুপ্রসাদায় বৈষ্ণবান্ পরিতোষ-
য়েৎ । প্রসাদমুখ্যো বিকৃতেনৈব স্থান সংশয়ঃ ॥”

অর্থাৎ ‘এই হেতু শ্রীহরির অমুগ্রহ-লাভার্থ বৈষ্ণবগণের
তুষ্টি বিধান করিবে, তাহা হইলেই নিঃসন্দেহ শ্রীহরি প্রসন্ন-
মুখ হইবেন।’

(ঐ ইতিহাস-সমুচ্চয়ে শ্রীভগবদ্বাক্য—) “ন মে প্রিয়-

শচতুর্দশী মদন্তঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ । তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং
স চ পূজ্যো যথা হহম্ ॥”

অর্থাৎ ভগবানের উক্তি আছে যে, ‘মদন্তিপরাষণ না
হইলে চতুর্দশী ১৭ স্বাধ্যায়-রত ব্যক্তি ও মৎপ্রিয় হইতে পারে
না; ভক্তিমান্ হইলে স্বপচব্যক্তি ও আমার প্রিয় হয়; তজ্জপ
স্বপচকুলোদ্ভূত হইলেও ভক্তকেই দান করিবে, তৎসকাশ
হইতে উচ্ছিন্ন গ্রহণ করিবে, সেই ভক্ত—মৎসদৃশ পূজনীয়।’

(আদিপুর্বাণে -) “যে যে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তান্ত
তে জনাঃ । মদন্তানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥”

অর্থাৎ ‘হে অর্জুন, যাহারা আমার ভক্ত, তাহারা প্রকৃত
ভক্ত বলিয়া গণনীয় নহেন; মদীয় ভক্তগণের ভক্তেরাষ্ট মদীয়
সর্বোত্তম ভক্ত বলিয়া পরিকীর্তিত।’

(ব্রহ্মসংহিতায় যজ্ঞমাণ্ড্যপাণ্যানান্তে—) ‘চরিতক্রিয়তান্
যন্ত হরিবৃত্তা প্রপূজয়েৎ । তন্ত কৃষ্ণাণি বিপ্রেক্ষ্য ব্রহ্মবিষ্ণু-
শিবাদয়ঃ ॥”

অর্থাৎ ‘হে বিজ্ঞসত্তম, বিষ্ণুভক্তিনিষ্ঠ বৈষ্ণবদিগকে
শ্রীহরির অভিন্ন অঙ্গ-জ্ঞানে অর্চন করিলে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও হর
প্রভৃতি সকলেরই প্রীতি সাধিত হয়।’

(পাদ্যোত্তরখণ্ডে শ্রীশিবোদ্যোগবন্দে—) “অর্চয়িত্বা তু

স্বয়ং প্রভু হইয়াও দাসাভিমানে এতদূর স্বভক্তস্তুতি-দ্বারা
বৈষ্ণব-মাহাত্ম্য জ্ঞাপন—

তোমরা সে পার' কৃষ্ণভজন দিবারে ।

দাসেরে সেবিলে কৃষ্ণ অমুগ্রহ করে ॥ ৪১ ॥

তোমরা যে আমারে শিখাও বিষ্ণুধর্ম ।

তেঞি বৃষ্ণি,—আমার উত্তম আছে কর্ম ॥ ৪২ ॥

গোবিন্দ তদীয়ার্ক্যেত্তু যঃ । ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলঃ
দাস্তিকিঃ স্তুতঃ ॥ তস্মাৎ সর্বপ্রবর্তনৈ বৈষ্ণবান্ পূজয়েৎ সদা ॥

অর্থাৎ বৈষ্ণব-পূজা পরিত্যাগপূর্বক গোবিন্দের অর্চন
করিলে ও তাহাকে ভগবদ্ভক্ত বলা যায় না, সে দাস্তিক বলিয়া
বিদিত ; স্মরণ্য সর্বদা যত্নসহকারে বৈষ্ণবের অর্চন করিবে ।

(ভাঃ ১১।২৬।৩৪ শ্লোকে উক্তবের প্রতি শ্রীকৃষ্ণোক্তি—)

“সন্তো দিশন্তি চক্ষুঃষি বহিরর্কঃ সমুখিতঃ । দেবতা বান্ধবাঃ
সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ॥”

অর্থাৎ সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষু দান করেন । স্বর্ঘ্য
সমুখিত হইয়া বাহিরের আলোক দিয়া থাকেন । সাধুগণই
দেবতা, বান্ধব, আত্মা এবং আমার নিজজন ।

(ভাঃ ৭।৫।৩২ শ্লোকে হিরণ্যকশিপু প্রেতি প্রহ্লাদের
উক্তি—) “নৈবাং মতিস্তাবহরক্রমাভিৎ স্পৃশ্যত্যানর্থাপগমো
যদর্থঃ । মহীয়সাং পাদরজোঃস্পর্শে কং নিষ্কিঞ্চনানাং ন ব্লীত
যাবৎ ॥”

অর্থাৎ ‘যেকাল পর্য্যন্ত গৃহত্বত মানবগণের মতি নিষ্কিঞ্চন
ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষেক স্বীকার না করে, সেকাল
পর্য্যন্ত উহা কখনই উন্নতক্রম কৃষ্ণের পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে
পারে না ; যেহেতু কৃষ্ণপাদপদ্মস্পর্শই—জীবের সমস্ত অনর্থ-
নাশের একমাত্র হেতু ।’

(ভাঃ ৯।৪।৩১, ৩২, ৩৬, ৩৮ শ্লোকে দুর্জয়াদির প্রতি ভগবানের
উক্তি—) “অহং ভক্তপরাধীনো হস্তস্ত ইব বিদ্বাং । সাধুভি-
প্রত্নহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ... ময়ি নির্দ্বন্দ্বহৃদয়ঃ
সাধবঃ সমদর্শনাঃ । বশেকুর্নস্তি মাং ভক্ত্যা সংজিয়াঃ সংপতিং
যথা ॥ ... সাধবো হৃদয়ং মহৎ সাধনাং হৃদয়স্বহং । যদন্তে
ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাঃপি ॥”

অর্থাৎ, ‘হে বিদ্বাং, আমি ভক্তপরাধীন, আমি—স্বাধীন
নই, পরম ভক্তপরতন্ত্র ; পরম-সাধু ভক্তগণকর্তৃক আমার হৃদয়

ভক্তবৈষ্ণবের সেবন-ফলেই কৃষ্ণসেবা-লাভ ঘটে বলিয়া স্বয়ং
প্রভু হইয়াও স্ব-ভক্ত-বৈষ্ণবগণের বিবিধ সেবা-বিধান—

তোমা’সবা’ সেবিলে সে কৃষ্ণভক্তি পাই ।”

এত বলি’ কারো পা’য়ে ধরে সেই ঠাই ॥ ৪৩ ॥

নিঙাড়য়ে বস্ত্র কারো করিয়া যতনে ।

ধূতিবস্ত্র তুলি’ কারো দেন ত’ আপনে ॥ ৪৪ ॥

সর্বদা বশীভূত ; আমি—ভক্তজনপ্রিয় । * * সতী জী যেমন
সাধুপতিকে বশ করে, সেইরূপ আমাতে আবদ্ধ-হৃদয় সমদর্শী
সাধুগণ আমাকে প্রেমভক্তিদ্বারা বশ করেন । * * সাধু-
গণই আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয় ; আমা-ব্যতীত
তাঁহারা আর কিছু জানেন না এবং আমিও তাঁহাদিগকে
ছাড়িয়া আর কিছুই জানি না ।’

(ভাঃ ১০।৫।১৫০ শ্লোকে কৃষ্ণের প্রতি মুচুকুন্দের উক্তি—)

“ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবজ্জনস্ত তর্হ্যচ্যুত সংসমাগমঃ ।
সংস্কমো যদহি তদৈব সঙ্গতো পরাবরেশে ত্মি জায়তে মতিঃ ॥

অর্থাৎ ‘জীব নানাব্যোম ভ্রমণ করিতে করিতে কোন
সৌভাগ্যক্রমে যখনই তাহার ভবক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই হে
অচ্যুত তাহার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ-লাভ ঘটে । সাধুসঙ্গ হইলেই
পরাবরেশ সদগতিস্বরূপ তোমাতে তাহার রতি জন্মে ॥’ ৪১, ৪৩

আমার প্রচুর প্রাক্তন-সৌভাগ্য বর্তমান থাকায় তোমরা
আমাকে ভগদ্বন্দ্ব শিখা দিতেছ । ইহামাত্রফলভোগকামান্বক
কর্মই আগম্যাগামী, অসদ্বন্দ্ব স্মার্ত্তবন্দ্ব বা অভক্তিপার অবৈষ্ণব
শাক্তের-ধর্ম । উহা ইঞ্জিয়তর্পণপর ভাগ্যহীন অহঙ্কার-বিমূঢ়
কর্মকর্তৃগণকে প্রথমতঃ স্বর্গসুখাদি অনিত্য আপাত সংসার-
সুখ, পরে ত্রিতাপ-দুঃখ প্রদান করে । সাধারণ স্মার্ত্তধর্মে যে
সকল ভক্তিহীন স্ত্রীতি, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কথা আছে, তাহা
আপাত-প্রায়ঃ বলিয়া বোধ হইলে ও শ্রেয়ঃপথ নহে ; উহার
ফল—অনিত্য ও পরিণামে মন্দ প্রসব করে ; কিন্তু ভগবদ্বন্দ্ব-
মুণীজন-ফলে জীবের নিত্য-অমিশ্র-কল্যাণের উদয় হয় ।

বিষ্ণুধর্ম,—পরধর্ম, সদ্ধর্ম, ভগদ্বন্দ্ব, আত্মধর্ম । যথা—
(হঃ ভঃ ৩ঃ ১০ম বিঃ—) “তথা বৈষ্ণবধর্মাঃ সচ ক্রিয়মাণানপি
স্বয়ম্ । সংপূচ্ছেত্ত্বিধঃ সাধনতোহন্তপ্রীতিবুদ্ধয়ে ॥ শ্রদ্ধা ভগ-
বদ্বন্দ্বান্ বৈষ্ণবায়ামুচ্ছতে ; অবশ্যঃ কথয়েদ্বিধানত্বা
দৌষভাগ্ ভবেৎ ॥”

কুশ গজায়ত্তিকা কাহারো দেন করে।

সাজি বহি' কোন দিন চলে কারো ঘরে ॥ ৪৫ ॥

অমানী ও মানদ ভক্ত-বৈষ্ণবগণের তাহাতে হৃৎখ-প্রকাশ
ও নিষেগোক্তি—

সকল বৈষ্ণবগণ 'হায় হায়' করে'।

“কি কর, কি কর ?” তবু করে' বিশ্বস্তরে ॥ ৪৬ ॥

অর্থাৎ ‘স্বয়ং বৈষ্ণবধর্মের অমুঠান করিলেও পরস্পর
প্রীতিবর্দ্ধনার্থ তদ্ব্যবস্থার সাধুগণের নিকট প্রশ্ন করিলে। শঙ্কা-
যুক্ত ব্যক্তিকর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম-সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ প্রশ্ন জিজ্ঞাসিত
হইলে সেই ভক্ত-সকাশে ভগবদ্ব্যবস্থার কীর্তন স্তবী-বাতির অবশ্য
কর্তব্য, নতুবা দোষভাগী হইতে হয়।’

“নাথ্যাতি বৈষ্ণবং ধর্মং বিষ্ণুভক্ত্য পুঙ্খভঃ। কসৌ
ভাগবতো ভূষা পুণ্যং বাতি শতাব্দিকম্ ॥”

অর্থাৎ, ‘এই বিষয় আরও উক্ত আছে যে, হরিতক্ত-
কর্তৃক বৈষ্ণবধর্ম-বিষয়ে জিজ্ঞাসিত হইয়া কালিকালে তৎ-
কালে ঐ ধর্ম কীর্তন না করিলে ভগবদ্ব্যবস্থার শতবর্ষজিত
পুণ্য ধ্বংস হয়।’

(কানীথগে দ্বারকা মাহাত্ম্যে চন্দ্রশর্মার উক্তি—) “একা-
শ্রোত্রে ন ভোক্তব্যং কর্তব্যো জাগরঃ সদা। মহোৎসবঃ প্র-
কর্তব্যঃ প্রোহং পূজনং তব। পলাশ্চেনাপি বিদ্বদ্ভোক্তব্যং
নাসবং তব। স্বংপ্রীত্যাগ্রে ময়া কার্য্যাদগোত্রতসংযুতাঃ।
ক্ৰিষ্টভগবতী কার্য্যাপ্রাণৈরপি ধনৈরপি। নিত্যং নামসহস্র-
ঠিনীং তব প্রিয়ম্। পূজাতু তুলসীপট্টৈর্ময়া কার্য্যাদদৈব হি।
তুলসী-কাঠিসংভূতা মালা ধার্য্যা সদা ময়া। নৃত্যগীতং প্রকর্তব্যং
প্রাপ্তে জাগরে তব। তুলসীকাঠিসম্মত-চন্দনেন বিলেপনম্।
হরিষ্যামি তবাগ্রে চ গুণানাং তব কীর্তনম্। মধুরায়াং প্র-
কর্তব্যং প্রোহং গমনং ময়া। স্বংকথা-শ্রবণং কার্য্যং প্র-
কৃতং। নৈবেদ্য-ভক্ষণঞ্চাপি করিষ্যামি যত্নতঃ। নির্ম্মালাং
ধরসা ধার্য্যা স্বদীয় সাধরং ময়া। তব দশা যদিষ্টত ভক্তনীং
ময়া। তথা তথা প্রকর্তব্যং তব তুষ্টিঃ প্রজায়তে। সত্য-
ব্রতময়া কৃষ্ণ তবাগ্রে পরিকীর্ষিতম্ ॥”

অর্থাৎ ‘একাদশী-দিনে আহার করিব না, নিরস্তর জাগরণ
করিব; প্রতিদিন মহোৎসব সহকারে তোমার অর্চন করিব;

স্বয়ং প্রভু হইয়াও ভগবদ্ব্যবস্থার লোক-শিক্ষকরূপে প্রোহং

ঋণীয় ভক্ত-বৈষ্ণবগণের পরিপূর্ণ আদর্শ-সেবন—

এইমত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বস্তর।

আপন-দাসের হয় আপনে কিল্লর ॥ ৪৭ ॥

নিজপ্রিয় ভক্তের নিমিত্ত কৃষ্ণের স্বধর্মপর্যন্ত-ত্যাগ—

কোন কর্ম সেবকের প্রভু নাহি করে’ ?

সেবকের লাগি নিজ-ধর্ম পরিহরে’ ॥ ৪৮ ॥

একাদশী-জন্মষ্টম্যাং অদীয়-দিন যদি অল্পপল-দ্বারাও বিদ্ব-
হয়, তাহা হইলেও তত্ত্বদিনে আগার করিব; স্বংপ্রীত্যর্থ
ব্রতসমযিত ঘটে মতাদ্বাদশী রক্ষা করিব; পনদ্বারা ও প্রাণপণ
করিয়াও ভাগবতী-ভক্তির অমুঠান করিব; প্রোহং স্বংপ্রিয়
সহস্র-নাথ অধ্যয়ন করিব; নিবস্তর তুলসীর দ্বারা তোমারই
অর্চন করিব; তুলসীকাঠিময়ী মালা ধারণ করিব; একাদশী
প্রোহতি স্বদীয় জাগরণ-রাগিতে নৃত্য-গীতের অমুঠান করিব;
অঙ্গে তুলসীকাঠ-জাত চন্দন লেপন করিব; স্বংপুত্রোভাগে
স্বদীয় গুণরাশি কীর্তন করিব; বর্ষে-বর্ষে যথাপুরে গমন
এবং স্বংকথা-শ্রবণ ও স্বংসম্বন্ধি পুস্তক অধ্যয়ন করিব; প্রতি-
দিন সবদে অদীয় চরণোদক শিরোদেশে ধারণ করিব; যথা-
নিয়মে স্বদীয় নৈবেদ্য সেবন করিব; সাধরে মন্তকে তোমার
নির্ম্মালা ধারণ করিব এবং তোমাকে অগ্রে নিবেদনপুষ্পক
প্রিয়-দ্রব্য ভোজন করিব। তে কৃষ্ণ, আমি তোমার সমুখে
সত্য করিয়া কহিতেছি যে, যে-কালে তোমার প্রীতি সাধন
হয়, যথাবিধি তাহারই অমুঠান করিব।’

(ভাঃ ৭।৭।৩০-৩২ শ্লোকে—) “গুরুশুশ্রূষয়া ভক্ত্যা সন্ত-
সাতার্পণেন চ। দশেন সাধুভক্তানানীধরাবদনেন চ ॥
শ্রদ্ধয়া তৎকথায়াক্ষ কীর্তনৈশ্চৈবকর্মণাম্। তৎপাদা-
মুকুহধানাং তল্লিঙ্গেক্ষাহণাভিঃ ॥ হরিঃ সর্বৈষ্য ভূতেশু
ভগবানান্ত ঈশ্বরঃ। ইতি ভূতানি মনসা কাট্যৈস্তৈঃ সাধু
মানয়েৎ ॥”

অর্থাৎ ‘গুরু-সেবা, গুরুভক্তি, গুরুকে প্রাপ্তদ্রব্য দান,
সাধু ও ভাগবত-সংসর্গ, দৈবরোপাসনা, ভগবৎকথায় শ্রদ্ধা,
ভগবানের গুণ-লীলা কীর্তন, তৎপাদপদ্ম-চিন্তন, তন্মুখিসমুদ-
দর্শন ও পূজাদি, সর্বভূতে ভগবান্ হরির অধিষ্ঠান-চিন্তনপুষ্পক
সকলভূতকে অভীষ্টসমুদ-দ্বারা সম্যক সম্মানন করিব।’

(ভাঃ ১১।২।৩৩ শ্লোকে বিদেহ রাজা নিমির প্রতি নব-

কৃষ্ণের নিরপেক্ষ ও সমদর্শনিত্ব—

“সকলসুহৃৎ কৃষ্ণ” সর্ব-শাস্ত্রে কহে।

এতেকে কৃষ্ণের কেহ ঘেয়োপেক্ষ্য নহে ॥ ৪৯ ॥

নিজপ্রিয় ভক্তের নিমিত্ত কৃষ্ণের নৈরপেক্ষ ও সমদৃষ্টি-

পর্যাস্ত-ত্যাগ ও তদুদ্যম—

তাহো পরিহরে’ কৃষ্ণ ভক্তের কারণে।

তার সাক্ষী দুর্ঘোষণ-বংশের মরণে ॥ ৫০ ॥

যোগেশ্বরের অতীতম কবি-মুনির উক্তি—) “যে বৈ ভগবতা প্রোক্তা উপায়া হ্যাত্মনকরে। অজঃ পুংসামবিদ্যাং বিদ্ধি ভগবতান্ হি তান্ ॥”

অর্থ্যং ‘হে রাজন, ভগবান্ মূঢ়বুদ্ধি-ব্যক্তিগণের অন্যায়সে আত্মগাভের জ্ঞাত যে-সমস্ত উপায় উপদেশ দিয়াছেন, তাহা ভাগবত-ধর্ম বলিয়া জানিবে।’

(১:১০২৩-১০ শ্লোকে বিশেষ রাজ নিমির প্রতি অব-
যোগেশ্বরের অতীতম প্রবুদ্ধ-মুনির উক্তি—) “সর্বতো মনসোহ-
সঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুঃ। দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বকা
ন্থোচিতম্ ॥ শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মোদনং স্বাধ্যায়মার্কজবন্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসাং চ সমস্তং ব্রহ্মসংজ্ঞয়াঃ ॥ সর্বত্রাশ্রয়স্বরাঙ্গীকায়
কৈবল্যমনিষেততাম্। বিবিক্তচীরবসনং সন্তোষং যেন কেন-
চিৎ ॥ শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রেহনিদ্যামত্ৰ চাপি হি। মনো-
বাকস্মদগুঞ্চ সত্যং শব্দমাবপি ॥ শ্রবণং কীর্তনং ধ্যানং
হরেকৃতকর্মণঃ। অন্ন-কর্ম-গুণানঞ্চ তদর্থহিঞ্চিচেষ্টিতম্ ॥
ইষ্টং দস্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্। দারান্ স্তনান্
গৃহান্ প্রাণান্ যৎ পরমৈ নিবেদনম্ ॥ এবং কৃষ্ণাশ্রয়ানাথেষু
মহুযেষু চ সৌকর্যম্। পরিচর্যাং চোভয়ত্র মহৎ স নৃষু সাধুঃ ॥
পরম্পরামুক্যং পাবনং ভগবদ্যশঃ। যিথো রতিনিথস্তষ্টি-
নিবর্তির্মিথ আশ্রয়ঃ ॥”

অর্থ্যং ‘হে নৃপ, অগ্রে সর্ব-বিষয় হইতে চিত্তের অনুরাগ
বিসর্জনপূর্বক সাধুসঙ্গ করিতে হইবে; তাহা করিলে ক্রমে-ক্রমে
সর্বজীবের দয়া, সজাতীয়াশ্রয়সিদ্ধ সমগীল ঈশ্বরভক্তের সহিত
সৌহার্দ, আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ-বৈষ্ণবের প্রতি সম্মান-শিক্ষা,
বাহ্যতাস্তর শৌচ, তপ (স্বধর্মাসমুষ্ঠান), তিতিক্ষা (ক্ষমা), মোদন
(রুখা বাক্য-ত্যাগ), স্বাধ্যায়, আর্কজ (সরলতা), ব্রহ্মচর্য,
অহিংসা, শীত-উষ্ণ-সুখ-দুঃখাদি-সহনে শিক্ষা, সর্বত্রসচ্চিদ্রূপ

ভক্তের কৃষ্ণ সেবা ও কৃষ্ণের ভক্ত সেবা—

কৃষ্ণের করমে সেবা - ভক্তের স্বভাব।

ভক্ত লাগি কৃষ্ণের সকল-অমুভাব ॥ ৫১ ॥

স্বয়ং অসমোদিত হইলেও কৃষ্ণের স্বভক্ত প্রেম-বাধাতা

ও তদুদ্যম—

কৃষ্ণের বেচিতে পারে ভক্ত ভক্তিরসে।

তার সাক্ষী সত্যভামা - দ্বারকা-নিবাসে ॥ ৫২ ॥

আত্মার দর্শন, ঈশ্বরকে নিয়ন্তরূপে দর্শন, হর্জন-শূন্য স্থানে
স্থিতি, গৃহপ্রভৃতিতে নিরভিমান, নির্জন-পতিত পবিত্র
বকল-ধারণ এবং যে কোনরূপে হউক, সন্তোষ শিক্ষা
করিবে। ভাগবত-শাস্ত্রে শ্রদ্ধা, শাস্তাস্তরে অনিন্দা, হরি-
তোষণরূপ ভজনদ্বারা মনের, বাক্যের ও দেহের দণ্ড
বিধানরূপ ত্রিগুণধারা ও দম (বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ) সত্যকথন,
শম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ) শিক্ষা করিবে। বিচিত্র-লীলাময়
শ্রীহরির জন্ম, লীলা ও গুণ-সমূহ শ্রবণ, কীর্তন ও চিন্তন
করিবে এবং শ্রীহরির প্রীতি বা সুখবিধানরূপ অর্চ
তোষণোদ্দেশেই নিষিদ্ধ-ক্রিয়ার অমুষ্ঠান করিবে। একমাত্র
পরমেশ্বরের উদ্দেশেই ইষ্ট, দান, অপ, তপ, সদাচার,
প্রিয়ভব্য, ভাষ্যা, সন্ততি, গৃহ ও প্রাণ নিবেদন করিবে।
এইপ্রকার হরিভক্ত-ব্যক্তির সহিত সৌহার্দ স্থাপন করিবে,
বিষ্মদাশ-জ্ঞানে স্থাবর-জঙ্গমের সহিত ব্যবহার করিবে।
অধিকন্তু মানবগণের মধ্যে ধার্মিকের প্রতি এবং ধার্মিকের
মধ্যে আবার সাধুর প্রতি দেবার অমুষ্ঠান অভ্যাস করিবে।
তৎপরে, পরস্পর ভগবান্-বিষ্ণুর অপ্রাকৃত যশো-রাশির
কথোপকথন, পরস্পর প্রীতি তুষ্টি ও হরিবৈমুখ্য-দুঃখ-
নিবারণে অভ্যাস করিবে।’

(ভাঃ ১১:১১১৩৪-৪১, ১১:১২০-২৩ ও ১১:২২৯ শ্লোকে
ভগবানের উক্তি—) “মল্লিঙ্গ মন্তকুজ-দর্শনস্পর্শনার্জনম্।
পরিচর্যা স্তুতিঃ প্রহোষণকর্ম্মাকীর্তনম্ ॥ মংকথা শ্রবণে
শ্রদ্ধা মদমুখ্যানমুদ্বব। সর্বলাভোপহরণং দাত্তেনাশ্রয়নিবেদনম্ ॥
মজ্জয়কর্ম্মকথনং মম পরীক্ষায়োদনম্। গীতভাণ্ডববারিহ-
গোষ্ঠীভিন্নদৃগ্গোহংসবঃ ॥ যাত্রা বলিবিধানঞ্চ সর্ববারিকপর্কম্ ॥
বৈদিকী তাম্রিকী দীপিকা মদীয়ব্রতধারণম্ ॥ মমার্কাস্থাপনে
শ্রদ্ধা স্বতঃ সংহত্যা চোদ্যমঃ। উত্তানোপবনাক্রীড়-পুংমন্দির-

সেই কৃষ্ণেরই ছন্দরূপে গৌরলীলা—

সেই প্রভু গৌরানন্দর বিশ্বস্তর।

গূঢ়রূপে আছে নবদ্বীপের ভিতর ॥ ৫৩ ॥

কর্ষণি ॥ সন্মার্জনোপলোভ্যাং সেবকমণ্ডলবর্তনৈঃ ॥ গৃহ-
শুশ্রূষণং মহং দাসবদ্যদমায় ॥ অমানিত্বমদস্তিত্বং কৃতজ্ঞা-
পরিকীর্তনম্ ॥ অপি দীপাবলোকং মে নোপযুক্ত্যান্নিবেদিতম্ ॥
যদ্যদিষ্টতমং লোকে ঘটতিপ্রিয়মাশ্রয়নং ॥ তত্তন্নিবেদয়েনমহং
তদানন্তায় কল্পতে ॥” * * শ্রদ্ধাসুতকথাং য়ে শব্দানন্দ-
কীর্তনম্ ॥ পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং যম ॥ আদরঃ
পরিচর্যায়াং সর্কাসৈশ্চবিবন্দনম্ ॥ মদ্রক্তপূজাভাদিকা সর্ক-
ভূতেষু মন্যন্তিঃ ॥ মদর্থেষ্বশচেষ্ঠা চ বচসা মদগুণেরণম্ ॥
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ককামবিবর্জনম্ ॥ মদর্থেহর্থপরিত্যাগো
ভোগস্ত চ স্তম্ভস্ত চ ॥ ইষ্টং দত্তং হতং জপ্তং মদর্থে যদ্ব্রতং
তপঃ ॥” * * “কুর্ধ্যাং সর্কানি কর্ষণি মদর্থে শনকৈঃ শ্রবন্ ॥
ময্যাপিতমনশ্চিত্তো মদ্রক্ষ্যাম্মনোরতিঃ ॥ দেশান্ পুণ্যানাশ্রয়েত
মদ্রক্তৈঃ সাধুভিঃ শ্রিতান ॥ দেবাস্ত্রমমুশ্যেচ্চ মদ্রক্তচরিতানি
চ ॥ পৃথক্ সত্রেণ বা মহং পর্কষাত্রামহোৎসবান্ ॥ কারয়েদ্-
গীতনৃত্যাগৈর্মহারাজবিভূতিভিঃ ॥ মামেব সর্কভূতেষু বহি-
রন্তরপারিতম্ ॥ দৈক্যেতাশ্চিন চাত্মানং যথা পময়শশ্রবঃ ॥”

অর্থাৎ, ‘কে উদ্ধব, আমার শ্রীমুর্স্তি অথবা মদীয়-ভক্তের
দর্শন, অর্চন, সেবা, স্তব, প্রণাম ও শুণাম্বাদ করিবে, আমার
কথা-শ্রবণে শ্রদ্ধা, আমার অনুধ্যান, আমাকে প্রাপ্তমুখ্য-
প্রদান, দাস্তভাবে আত্মার্পণ, আমার জন্ম-লীলা কীর্তন,
জন্মোষ্টম্যাদি মদীয় পর্কাসের অনুমোদন, আমার মিনেতনে
নৃত্যগীতবাছ ও সপরিবারে মন্দিরে উৎসবাদি কার্য্য করিবে।
সাংবাৎসরিক যাবতীয় পর্কদিবসে মদীয় বাত্ৰা, বলি-বিধান
(পুষ্পাদি উপহার-প্রদান), বৈদিকী ও তান্ত্রিকী দীক্ষা,
মদ্ব্রত-ধারণ, আমার শ্রীমুর্স্তি-প্রতিষ্ঠাশ্রদ্ধা, নিজ বা জ্ঞাতা
ব্যক্তির সহিত সমবেত হইয়া উত্থান, উপবন, ক্রৌড়-গৃহ, পুর
ও মন্দির-নির্মাণাদি মৎপ্রদানসাধন-কার্য্যে উত্তম, সন্মার্জন,
গোময়-লেপন, সলিল সেচন, সর্কজৈতদ্র-মণ্ডলাদি-বিরচন,
ভূত্যবৎ নিরুপটভাবে আমার মন্দিরের সেবা, মানশূন্য,
জদাস্তিক্য, অমুষ্ঠিত সংকার্য্যের স্রাবা-শূন্যতা প্রভৃতি অনুষ্ঠান

নিরঙ্কুশ স্বতন্ত্রেচ্ছা-বশে নিজলীলা-পরিকরণের

নিকট ও আপনাকে অপ্রকাশ—

জিনিতে না পারে কেহ প্রভু আপনার।

যা’ সবার লাগিয়া হইল অবতার ॥ ৫৪ ॥

করিবে এবং আমার উদ্দেশে যে দীপ প্রদত্ত হইবে, তাহার
আলোকে অল্প কোন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিবে না। যাহা
যাহা সর্কজনবাস্তিত্ব এবং যে যে-জন্ম নিজেই প্রিয়তম, তত্তৎ-
সমস্তই আমাকে নিবেদন করিবে। * * নিরন্তর সুধাময়ী
আমার কথায় রতি, সতত আমার নাম-কীর্তন, আমার পূজায়
নিষ্ঠা, অবিরত আমার স্তুতিবাদ, আমার সেবায় আদর,
আমাকে সাধোদ্ধে বন্দন, আমার পূজাপেক্ষা ভক্তের অর্চন,
সর্কভূতে আমার অর্চন বৃদ্ধি, আমার উদ্দেশে অঙ্গ-চেষ্ঠা
(ভক্তি-কার্য্যানুষ্ঠান), বাক্যদ্বারা আমার গুণ-বর্ণন, আমাতে
চিত্ত-নিবেশ, সর্ককাম-বিসর্জন, আমার প্রীত্যর্থ ধন, ভোগ
ও সুখ বর্জন, আমার নিমিত্ত ইষ্টাপূর্ত্ত, দান, হোম, জপ,
ব্রত ও তপ প্রভৃতি অনুষ্ঠান কর্তব্য। * * আমাতে চিত্ত
সমর্পণ ও আমাকে শ্রবণপূরক ধর্ম্মবুদ্ধি হইয়া আমার প্রীতির
নিমিত্ত শনৈঃ শনৈঃ যাবতীয়-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিবে। যে-
দেশে মদীয় ভক্ত সাধু অবস্থান করেন, সেই পবিত্র দেশের
আশ্রিত হইবে এবং দেব, দৈত্য ও মানবগণের মধ্যে মদীয়
ভক্ত বৈরূপ আচরণ করেন, তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিবে। পর-
স্পর সমবেত হইয়া হটক, অথবা পৃথগ্গতপেই হটক, নৃত্য-
গীতাদি ও মহারাজ-বিভূতি-দ্বারা আমার প্রীতির নিমিত্ত
যাত্ৰা মহোৎসবাদি সম্পাদন করিবে। বিমলমতি সাধুব্যক্তি
সর্কভূতের অন্তর্কাছে ও আত্মাতে গগনবৎ অনাসৃতভাবে
নিরীক্ষণ করিবেন।’

(ভাঃ ১১।২।১২ শ্লোকে বহুদেবের প্রতি শ্রীনারদের
উক্তি—) “ঐতোহমুপঠিতো ধ্যাত আদৃতো বাহুমোদিতঃ।
মতঃ পুনতি মদ্রক্ষ্যো দেববিশ্বক্সহোৎসপি হি ॥”

অর্থাৎ, ‘হে সাব্বতশ্রেষ্ঠ, ভাগবতধর্ম্মের মহিমা পরমাকৃত ;
উহা শ্রবণ, অধ্যয়ন, চিন্তন, দানদে প্রহণ, স্তবন অথবা অনু-
মোদন করিলে দেব জগদ্-প্রোহী ব্যক্তি ও সমস্ত পবিত্রতা লাভ
করে।’

(ভাঃ ১১।২।৩০ শ্লোকে বিদেহ-রাজ নিমির প্রতি নব-

কৃষ্ণভজন-লাভার্থ কৃষ্ণভজন-ভজনে সকলকে উপদেশ—

কৃষ্ণ ভজিবার যার আছে অভিলাষ।

সে ভজুক কৃষ্ণের মঙ্গল প্রিয়দাস ॥ ৫৫ ॥

যোগেশ্বরের অত্মতম শ্রীকবি মুনিব উক্তি—) “বানান্ধায় নরো
রাজন-ন প্রমোহিত কহিচিৎ। ধাবল্লিমীল্য বা নেত্রে ন খলেন
পতেদিহ ॥”

অর্থাৎ, ‘হে রাজন-ভাগবত-ধর্মের আশ্রিত হইয়া নেত্র
নিমীলন-পূর্বক ধাবিত হইলেও কদাচ কোনরূপ বিষ-নিবন্ধন
সেই ব্যক্তিকে খলিত বা পতিত হইতে হয় না।’

(ভাঃ ১১।৩।৩১ শ্লোকে বিদেহ-রাজ নিমির প্রতি নব-
যোগেশ্বরের অত্মতম শ্রীপ্রবন্ধ-মুনিব উক্তি—) “ইতি ভাগ-
বতান্ ধর্মান্ পিঞ্চন ভক্ত্যা তদ্বৎ। নারায়ণপরো মায়-
মন্তরতি হস্তরাম ॥”

অর্থাৎ, ‘এই প্রকারে ভাগবত-ধর্ম শিক্ত হইয়া তাহা
হইতে প্রেমভক্তি-সঞ্চার-নিবন্ধন হরিপরায়ণ ব্যক্তি ছপার
মায়াকে অতিক্রম করেন।’

(ভাঃ ১১।২।২০ শ্লোকে উদ্ভবের প্রতি কৃষ্ণের উক্তি—)
‘ন হৃদ্যোপক্রমে ধ্বংসো মধুর্নস্তোদ্ধবাথি। ময়া ব্যবসিতঃ
সম্যগ্ নিগুণবাদনাশিষঃ ॥”

অর্থাৎ, ‘হে প্রিয় উদ্ভব, এই সমীচীন-ধর্মের প্রারম্ভে
বৈশ্বগোষ্ঠ্যপত্তি হইলেও তদ্বারা আমার ধর্মের ধ্বংসের কিছু-
মাত্র সম্ভাবনা নাই; কাবণ আমার নিগুণত-নিবন্ধন মৎ-
কর্তৃকই এই ধর্ম সম্পূর্ণরূপে স্থিরীকৃত, অথবা যোক্তের নৈকর্ম
কেবল কলভোগরাহিত্য হেতু তদপেক্ষাও আমার এই ধর্ম
যে সমীচীন,—ইহা নিশ্চিত।’

উত্তম কর্ম,—প্রভুর প্রাক্তন স্মৃত বা সৌভাগ্য ॥ ৫২ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রর সাক্ষাৎ অনন্তব্রহ্মাণ্ড-পরব্যোম-বৈকুণ্ঠ-
গোলোক-বন্দান-পতি হইয়াও নিজ-ভূত্যবর্গের কৈরব্যাহ-
তানদ্বারা নিত্য-কল্যাণার্থী নিরুপদ শুক্ল জীবকুলকে সর্বোত্তম
বৈকুণ্ঠ-সেবাদর্শ শিক্ষা দিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

প্রভু সেবা-তত্ত্ব হইয়াও নিজের সর্বসেবনীয়-ধর্ম পরি-
ত্যাগ করিয়া সেবকগণের সুখবিধানের উদ্দেশে তাঁহাদের
ভৃত্যিকর কার্য করিতে লাগিলেন। যদিও নিজের সেবকের

ব্যয়ং পরিপূর্ণ আদর্শ ভক্তসেবাচরণ দ্বারা সকলকে

ভক্তসেবা-শিক্ষা দান—

সবারে শিক্ষায় গৌরচন্দ্র-ভগবানে।

বৈকুণ্ঠের সেবা প্রভু করিয়া আপনে ॥ ৫৬ ॥

সেবা প্রভুর ধর্ম নহে, তথাপি তাঁহার এমন কোন কার্য
নাই—বাহা তিনি সেবকের শ্রীতির নিমিত্ত না করিতে
পারেন এবং এক্ষেত্রে তিনি ভক্তগণের বিবিধ সেবা-
কার্য সম্পাদনও করিলেন।

(ভাঃ ১।১।৩১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ভীষ্মের
উক্তি—) “বিনিগমমপাং মৎপ্রতিজ্ঞাসুতমধিকর্তৃযবল্পতো
রথস্থঃ। ষ্ঠতরথ-চরণোহভ্যাসচলৎ হরিরিব হস্তমিভং
প্তোত্তরীয়ঃ ॥”

অর্থাৎ ‘ইনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন,—কুরুপাণ্ডবদিগের
যুদ্ধ কোন পক্ষে অস্ত্র গ্রহণ না করিয়া সাহায্য মাত্র
করিবেন; আমারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল,—ইহাকে অস্ত্র গ্রহণ
করাইব; কিন্তু ইনি এমনই ভক্তবৎসল যে, আপনার প্রতিজ্ঞা
পরিত্যাগ করিয়া আমার প্রতিজ্ঞাকেই অধিক সত্য করিবার
নিমিত্ত রথ হইতে অবতরণ-পূর্বক আপনার পরমাত্র চক্র
ধারণ করিলেন এবং হস্তীবদার্থ যেমন সিংহ ধাবমান হয়,
তাহার ছায় আমার অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিলেন। তৎ-
কালে ইহার অতিশয় ক্রোধোদয় হওয়ায় মহামুণ্ডাট্য বিস্তৃত
হইয়াছিলেন; একারণে উদরস্থ সকল-ভুবনের ভাব-বশতঃ
ইহার প্রত্যেক পদে পৃথিবী কম্পিতা হইয়াছিল এবং ক্রোধ-
ভরে ইহার উত্তরীয়-বসন পথে পড়িয়া গিয়াছিল।’

(ভাঃ ১।১।১৪, ১২ ও ২০ শ্লোকে শ্রীউকোক্তি—)
“তং মহামুখমব্যক্তং মর্ত্যালিকমধোক্জম্। গোপীকৌলু-
খলে দামা ববদ্ধ প্রাকৃতং যথা ॥ * * এবং সম্ভর্ষিতা
হুঙ্গ হরিণা ভূত্যবজ্রতা। অবশেনাপি কৃষ্ণেন যত্নেং সেধরং
বশে ॥ নেমং বিরিকো ন ভবোন শ্রীযশসংপ্রদা। প্রদাধং
লোভিরে গোপী বন্তং প্রাপ বিমুক্তিধাং ॥”

অর্থাৎ ‘মানবলীলাকারী সেই অব্যক্ত অধোক্জকে
আত্মজ জ্ঞান করিয়া ঐ গোপী যশোদা প্রাকৃত-বালকের তুল্য
রজ্জু দিয়া উদ্ধলে বন্ধন করিলেন। * * হে রাজন-
ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যত্নে, ইচ্ছা-বহিত এই সমগ্র বিশ্ব তাঁহার

সাজি বহে, হুতি বহে, লজ্জা নাহি করে' ।

সজ্জমে বৈষ্ণবগণ হাত আসি' ধরে ॥ ৫৭ ॥

প্রভু আদর্শ অমানিষ ও মানদহ-বর্শনে ভক্তগণের

তাঁহাকে আশীর্বাদ ও স্ব-হৃৎ-নিবেদন—

দেখি' বিশ্বস্তরের বিনয় ভক্তগণ ।

অকৈতব আশীর্বাদ করে' সর্বজন ॥ ৫৮ ॥

‘‘ভক্ত কৃষ্ণ, স্মর' কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণমায় ।

কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥ ৫৯ ॥

বশ্যত্ব, তথাপি তিনি ঐপ্রকার ভক্তবশ্বতা দেখাইয়া-
ছিলেন। হে মহারাজ, ভগবানের প্রসাদ অত্র ব্যক্তিগণ
প্রাপ্ত হয় সত্য, কিন্তু মুক্তিপ্রদ ভগবান্ মুকুন্দ হইতে যশোদা-
গোপী বাতা প্রাপ্ত হইলেন, তাহা কি ব্রহ্মা, কি শিব, কি
অঙ্গাশ্রিতা লক্ষ্মী, কাহারও কখনও লভ্য হয় নাই ।’

(ভাঃ ৯।৪।৩০-৩১, ৬৮ শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তি—)

‘‘অহং ভক্তপরাধীনো হৃদতন্ত্র-ইব দ্বিজ । সাধুভিঃ প্রসুতদমো
ভট্টকর্তৃভক্তনপ্রিয়ঃ ॥ নাহমাশ্বানমানাশ্চৈব মদ্বৈকৈঃ সাধু-
ভির্বিদা । শ্রিয়কাব্যাস্তিকীং ব্রহ্মণ্ণ যেষাং গতিরন্তঃ পরা ॥

যে দারাগারপুস্ত্রাণ্ড-প্রাণান্ বিতুমিমং পরম্ । হিত্বা নাং
শরণংবাতাঃ কথংতাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥ ময়ি নির্বুদ্ধদ্বয়ঃ
সাধবঃ সমদর্শনাঃ । বশেকুর্কস্তি মাং ভক্ত্যা সংজিয়ঃ
সংপতিং যথা ॥ সাধবো হৃদয়ং নচ্যং সাধুনাং হৃদয়ম্বহম্ ।
মহন্তন্তে ন আনন্তি নাহং তেভ্যো মনোগপি ॥’’

অর্থাৎ ‘হে বিপ্র । আমি অশ্বত্থের সদৃশ ; কেন না,
আমি ভক্তের অধীন । ভক্তই আমার একমাত্র প্রিয় ; এই
হেতু সাধু-ভক্তগণ-কর্তৃকই মদীয় হৃদয় অধিকৃত হইয়াছে ।
হে তাপসপ্রবর ! আমিই যাহাদের পরমা-গতি, সেই সাধু-
গণ ব্যতীত স্বীয় আত্মা বা অত্যন্তিকী শ্রীও আমার প্রিয়
নহে । বশ্বতঃ যাহারা পুত্র, ভাৰ্য্যা, দেহ, স্বজন, ধন, প্রাণ,
ইহলোক, পরলোক সমস্তই বিসর্জন-পূর্বক আমারই শরণ
গ্রহণ করিয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ
করি ? অহো ! সতী নারী যেমন সংপতিকে বশীভূত
করে, তজ্জপ সর্বত্র সমদর্শী সাধুগণ মৎপ্রতি নিজ-নিজ-
হৃদয় বন্ধনপূর্বক আমাকে বশীভূত করিয়াছেন । যাহারা
আমাকে নিজ-নিজ-কায় সমর্পণ করেন, আমি তাঁহাদিগের

বলহ বলহ কৃষ্ণ, হও কৃষ্ণদাস ।

ভোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ হউম প্রকাশ ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ণ বই আর নাহি ক্ষুদ্রক ভোমার ।

ভোমা' হৈতে দুঃখ যাউ আমা'সবাকার ॥ ৬১ ॥

যে-সব অধম লোক কীর্তনেই হাঙ্গে ।

ভোমা' হৈতে তাহারা ডুবুক কৃষ্ণরসে ॥ ৬২ ॥

যেন তুমি শাক্তে সব জিনিলা সংসার ।

ভেন কৃষ্ণ ভজি' কর পাশ্বেী সংহার ॥ ৬৩ ॥

হৃদয় জানি । আমাকে ভিন্ন তাঁহারা বৈষ্ণব অপর-কাহাকেও
জানেন না এবং আমিও তজ্জপ তাঁহাদিগকে ভিন্ন অত্র
কাহাকেও জানি না ।’

(ভাঃ ৯।৪।১৫-১৬ শ্লোকে শ্রীভগবানের প্রতি দুর্কাসার
উক্তি—) ‘‘হৃদয়ঃ কোহু সাধুনাং হৃদ্যভো বা মহাত্মনাম্ । যৈঃ
সংগৃহীতো ভগবান্ সাভ্যাত্মযভো হরিঃ ॥ যন্মামশ্রতিমাত্রেণ
পুমান্ ভবতি নির্মলঃ । তস্ত তীর্থপদঃ কিংবা দাসানা-
মবশিষ্টতে ।’’

অর্থাৎ ‘যাহা বা সাভ্যতনাথ ভগবান্ সাধবের ধারণকারী,
সেইসমস্ত মহাত্মা সাধুগণের হৃদয় এবং হৃৎসাধ্য কি আছে ?
যাহার নাম-শ্রবণ-মাত্র মানব নির্মলতা প্রাপ্ত হয়, তীর্থপদ
সেই প্রভুর কিভক্তগণের সম্বন্ধে কোন্ কার্য অবশিষ্ট থাকিতে
পারে ?’ ৪৭-৪৮ ॥

নিখিল চিহ্নচিহ্নগতের একমাত্র সর্বোত্তম পালক
শ্রীকৃষ্ণকে সকল-শাস্ত্রই সকলের পরম-আশ্রয় সর্বভূতহিত-
কারি-রূপে নির্ণয় করিয়াছেন । একমাত্র কেহই কৃষ্ণের বিবেক
বা উপেক্ষার যোগ্য হইতে পারে না । সকলেই বরূপতঃ
শ্রীকৃষ্ণের নিত্য-সেবক হওয়ায় কৃপা বা অমুগ্রহের পাত্র ।

সকল-স্বহৃৎ সর্বভক্তর—‘‘সর্বেষাং হিতকাৰী যঃ স স্তাত্
সর্বভক্তরঃ ॥’’

কৃষ্ণের কেহ ঘেঘোপেক্ষা নহে,—(ভাঃ ১০।৩৮।২২
শ্লোকে পরীক্ষিতের নিকট শ্রীশুক-কর্তৃক গোকুলাভিমুখে
প্রস্থিত অজুরের মনে-মনে বিচার-বর্ণন—) ‘‘ন তস্ত কশ্চি-
দ্রিতঃ স্তম্ভমো ন চাপ্রিয়ো যেষ্ট উপেক্ষা এব বা ।
তথাপি ভক্তান্ ভক্ততে যথা তথা স্তম্ভমো বদ্বহপাশ্রি-
তোহর্থবঃ ॥’’

তোমার প্রসাদে যেন আমরা সকল ।

সুখে কৃষ্ণ গাই নাচি হইয়া বিহ্বল ॥” ৬৪ ॥

হস্ত দিয়া প্রভুর অঙ্গেতে ভক্তগণ ।

আশীর্বাদ করে’ দুঃখ করি’ নিবেদন ॥ ৬৫ ॥

অর্থাৎ ‘যদিও তাঁহার প্রিয় বা অপ্রিয়, সুহৃৎ বা অসুহৃৎ হিত বা অহিত এবং দ্বেষ অথবা উপেক্ষা কেহ নাই, সত্য, তথাপি যে-ব্যক্তি যে-প্রকারে আশ্রিত হয়, কল্পবৃক্ষ যেরূপ তাগণকে সেইপ্রকার ফল দেয়, তজ্জপ যে-ভক্ত যেরূপে তাঁহাকে ভজন করে, তিনিও তাহাকে তজ্জপই অতীষ্ট প্রদান করিয়া থাকেন ।’

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১ম লঃ—) “কৃত্য কৃতার্থা মুনয়ো বিনোদৈঃ খলকুরেণাখিলধাৰ্ম্মিকাশ্চ । বপুৰ্বিমর্দেন খলাশ্চ যুদ্ধে ন কন্ত পথ্যং হরিণা ব্যাঘ্রি ॥”

অর্থাৎ (শ্রীকৃষ্ণের স্বধামগমনান্তর উদ্ভব কহিলেন,—) ‘মিনি খলগণকে অয় করিয়া আত্মারাম মুনীগণকে ও ধার্ম্মিক-জনগণকে তাঁহাদের দ্বারা স্বীয় গুণরাশির প্রচার-মুখে, এবং সময়ে বিনাশ সাধন-পূর্বক খলদিগকেও কৃত-কৃতার্থ করিয়াছেন, সেই শ্রীহরি-কর্তৃক কাহার না হিত সাধিত হইয়াছে ? ৫০ ॥’

ঐকান্তিক-ভক্তের স্বাভাবিকী সৰ্ববিধা নিত্য-চেষ্টা কৃষ্ণেতর অত্ৰ কোন-বস্তুর তর্পণোদ্দেশে বিহিত নহে, পবন সৰ্বক্ষণ কেবল কৃষ্ণসেবার্থেই বিহিতা, আর কৃষ্ণেরও বাবতীয় চেষ্টা বা লীলা সকল-সময়ে কেবলমাত্র ভক্তের সন্তোষ-বিধানার্থই প্রকটিত হয় ॥ ৫১ ॥

অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত নিজ-প্রেমসেবা দ্বারা কৃষ্ণকে বশ করিয়া বিক্রয় করিতেও সমর্থ ।

তার সাক্ষী...নিবাসে,—(হরিবংশে বিষ্ণুপর্বে ৭৬ অঃ—) “পুন্দরামাবসজ্জাধ কঠে কৃষ্ণস্ত ভাবিনী । ববন্ধ কৃষ্ণং হস্তগা পারিজাতে বনম্পতো । অদ্ভির্দৌ নারদায় ততোহহুজ্ঞাপ্য কেশবম্ ॥”

অর্থাৎ ‘অতঃপর কৃষ্ণ-কামিনী দেবী-সত্যভামা কৃষ্ণের কঠদেশে পুন্দরামা সংলগ্ন করিয়া তাঁহাকে পারিজাত-ভরুতে বন্ধনপূর্বক তদীয় অহুজ্ঞা লইয়া অল-সহযোগে নারদকে সস্ত্রদান করিলেন ॥’ ৫২ ॥

“এই নবদ্বীপে, বাপ ! যত অধ্যাপক ।

কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে সবে হয় ‘বক’ ! ৬৬ ॥

কি সম্যাসী, কি ভপস্বী, কিবা জ্ঞানী যত ।

বড় বড় এই নবদ্বীপে আছে কত ॥ ৬৭ ॥

বহুজন্মের পুণ্ড-পুণ্ড স্মৃতি-কলে যদি কাহারও সৌভাগ্য-ক্রমে কৃষ্ণসেবায় অভিলষ হয়, তাহা হইলে তিনি কৃষ্ণ-প্রিয়জনগণেরই সৰ্বক্ষণ সেবা করুন, তৎকালেই তিনি কৃষ্ণের শুদ্ধ সেবা লাভ করিবেন । কৃষ্ণপ্রিয় সেবকগণই সমগ্রজগতের একমাত্র নিত্য কল্যাণকারী ॥ ৫৫ ॥

লোকশিক্ষক জগদগুরু শ্রীগৌরহরি স্বয়ং নিজ-ভক্ত বৈষ্ণবসেবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়া সমগ্রজগৎকে ভাগবত-সেবার একান্ত প্রয়োজনীয়তা শিক্ষা দিয়াছেন ॥ ৫৬ ॥

অকৈতব,—কৃষ্ণসেবা ব্যতীত ধর্ম্ম, অর্থ, কান, মোক্ষ বা সিদ্ধি-বাঞ্ছাই ‘কৈতব’ বা ‘কাপটা’ ; সেইসকল বাঞ্ছা-বিরহিত কেবল-কৃষ্ণসেবা-বাঞ্ছা-মূলক ॥ ৫৮ ॥

তোমার...প্রকাশ,—তখনও ভক্তগণ বিশ্বস্তরকে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ না জানিয়া পাল্য-ভক্তজ্ঞানে এই বলিয়া আশীর্বাদ ও স্তুতি করিতেছেন,—‘তোমার শুদ্ধ নির্মল চিন্ময়-রূপে কৃষ্ণের অপ্ৰাকৃত নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলাময় কৃষ্ণ, কৃষ্ণভক্তি ও কৃষ্ণপ্রেমাম্বক অদ্বয়জ্ঞান কৃষ্ণ আবির্ভূত, প্রকটিত বা অবতীর্ণ হউন ॥’ ৬০ ॥

কৃষ্ণকীর্তনই যে সমগ্রজীবের একমাত্র নিত্য অমূল্য-নীয়, তাহা যাহারা বুঝিতে না পারিয়া অথবা নিজেদের ইঞ্জিয়তর্পণের প্রতিবন্ধক বলিয়া বুঝিতে পারিয়া কৃষ্ণ-কীর্তনের প্রতি পবিহাস বা উপহাস করে, সেই কৃষ্ণ-জ্ঞানহীন লোকসকল তোমার প্রেম-বলের কণামাত্র লাভ করত কৃষ্ণভক্তিরসামৃত-সিদ্ধির বিন্দু পান করিয়া অহক্ষণ কৃষ্ণসেবায় নিমগ্ন হউক । তুমি জগদগুরুর কার্য্য করিয়া তাহাদিগকে কৃষ্ণসেবন-বুদ্ধি প্রদান-পূর্বক সৰ্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভজনে নিঃস্বাগ কর ॥ ৬২ ॥

‘বক’ বা বকত্রতী,—“অধোদৃষ্টিনৈকৃতিকঃ স্বার্থসাধন-তৎপরঃ । শঠো মিথ্যাবিনোদশ্চ বকত্রতচরো বিজ্ঞ ॥” অতএব ‘বক’-শব্দে এখানে বঞ্চনাভিসন্ধি-মূলে মৌনবৃত্তি-বিশিষ্ট বুঝিতে হইবে । কৃষ্ণেতর প্রজ্ঞে বা অতর্কি

কেই না বাখানো, বাপ! কৃষ্ণের কীর্তন।
নাহি করে ব্যাখ্যা, আর নিষেধ' সৰ্ব্বক্ষণ ॥ ৬৮ ॥
যতেক পাপিষ্ঠ প্রোতা সেই বাক্য ধরে।
তুণ-জ্ঞান কেহ আমা'সবারে না করে ॥ ৬৯ ॥
সন্তাপে পোড়য়ে, বাপ! দেহ সবা'কার।
কোথাও না শুনি কৃষ্ণকীর্তন-প্রচার ॥ ৭০ ॥
এখনে এসব কৃষ্ণ হইলা সবারে।
এ-পথে অবিষ্ট করি' দিলেন তোমারে ॥ ৭১ ॥
তোমা' হৈতে হইবেক পাষণ্ডীর ক্ষয়।
মনেতে আমরা ইহা বুঝি' নিশ্চয় ॥ ৭২ ॥
চিরজীবী হও তুমি লহ কৃষ্ণনাম।
তোমা' হৈতে ব্যক্ত হউ কৃষ্ণগুণগ্রাম ॥ ৭৩ ॥

ভক্তবৎসল ভগবানের ভক্তাঙ্গীকৃত-গ্রহণ ও ভক্তহৃৎ-

শ্রবণে তন্মোচনার্থ আত্মপ্রকাশে ইচ্ছা—

ভক্ত-আশীর্বাদ প্রভু শিরে করি' লয়।
ভক্ত-আশীর্বাদে সে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥ ৭৪ ॥
শুনিয়া ভক্তের দুঃখ প্রভু বিশ্বস্তর।
প্রকাশ হইতে চিস্ত হইল সত্বর ॥ ৭৫ ॥
ভক্তগণের প্রতি প্রভুর উৎসাহ, আশাস ও অভয়-প্রদান—
প্রভু কহে,—“তুমি-সব কৃষ্ণের দয়িত।
তোমরা যে বল, সে-ই হইবে নিশ্চিত ॥ ৭৬ ॥
ধন্য মোর জীবন—তোমরা বল ভাল।
তোমরা বাখানিলে গ্রাসিতে নারে কাল ॥ ৭৭ ॥
কোন্ হার হয় পাপ-পাষণ্ডীর গণ?
শ্রুখে গিয়া কর' কৃষ্ণচন্দ্রের কীর্তন ॥ ৭৮ ॥

পর শাস্ত্র-ব্যাখ্যায় কোটিমুখ হইলে ও কৃষ্ণভক্তিই যে সৰ্ব্বত্র
সৰ্ব্বদা সৰ্ব্বশাস্ত্রের একমাত্র অবিতর্ক্য তাৎপর্য, তাহা
বুঝিয়াও বা জানিয়াও বিশ্লিষ্টা দোষ-বশতঃ তাহার
ব্যাখ্যা-কালে তাহারা মন্তব্যরূপ লোলুপ বকপক্ষীর স্তায়
তও, ধূর্ত, শঠ বা কপট মৌনবৃত্তি প্রদর্শন করে ॥ ৬৬ ॥

তৎকালে নবদ্বীপ নগরে কৃষ্ণের অমৃত প্রসিদ্ধ কর্ণী,
জানী বা বোগী সন্ন্যাসী তপস্বীর অভাব ছিল না, জানা যায় ॥

কৃষ্ণকীর্তন-ছর্তিক ও জিতাপ হৃৎখদ্যাবাদি-আলার প্রবল
উজ্জাপে নিরতিশয় সন্তপ্ত কৃষ্ণকীর্তন-বিরোধিগণের ধর্মহত

বীর ভক্তের সর্ববিধ সেবনার্থই ভগবানের সর্বদা সর্বত্র

অবতাব-গ্রহণ—

ভক্তদুঃখ প্রভু কছু সহিতে না পারে।

ভক্ত লাগি' সর্বত্র কৃষ্ণের অবতারে ॥ ৭৯ ॥

ভক্তগণকে ভাবি-কৃষ্ণাবতার-বিষয় ও স্বীয় দৈন্ত-

প্রার্থনা-জ্ঞাপন—

“এবে বুঝি তোমরা জানাইবা কৃষ্ণচন্দ্র।

নবদ্বীপে করাইবা বৈকুণ্ঠ-আমন্দ ॥ ৮০ ॥

তোমা'সবা হৈতে হবে জগৎ-উদ্ধার।

করাইবা তোমরা কৃষ্ণের অবতার ॥ ৮১ ॥

সেবক' করিয়া মোরে সবেই জামিবা।

এই বর'—“মোরে কছু না পরিহরিবা” ॥ ৮২ ॥

ভক্তগণের পদধূলি ও আশীর্বাদ-গ্রহণ—

সবার চরণধূলি লয় বিশ্বস্তর।

আশীর্বাদ সবেই করেন বহুতর ॥ ৮৩ ॥

গঙ্গানান্দে স্বগৃহে আগমন—

গঙ্গাজ্ঞান করিয়া চলিলা সবে ঘর।

প্রভু চলিলেন তবে হাসিয়া অন্তর ॥ ৮৪ ॥

ভক্তবিশেষ-শ্রবণে পাষণ্ডিগণের প্রতি ক্রোধোদয়—

আপনে ভক্তের দুঃখ শুনিয়া ঠাকুর।

পাষণ্ডীর প্রতি ক্রোধ বাড়িল প্রচুর ॥ ৮৫ ॥

প্রভুর আপনাকে পাষণ্ডি সংহারক বিষ্ণু বলিয়া হকার

ও তল্লাণ্ডিনয়—

“সংহারিষু সব” বলি' করয়ে হুকার।

“মুঞি সেই, মুঞি সেই” বলে বারে-বার ॥ ৮৬ ॥

জীষণ কৃষ্ণবিশেষপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া নিষ্কিঞ্চন ভক্তগণ
সৰ্ব্বক্ষণ অতিশয় মনঃকণ্ঠে জীবন ধাপন করিতেছেন,
বলিলেন ॥ ৭০ ॥

এ-পথে—কৃষ্ণভক্তিমার্গে ॥ ৭১ ॥

বাখানিলে,—কৃষ্ণকীর্তন বা কৃষ্ণগুণাহ্বাদ করিলে।

গ্রাসিতে,—গ্রাস বা আক্রমণ করিতে।

কাল,—দোষপূর্ণ কলি কাল; বন, মৃত্যু বা সংসার।

কৃষ্ণকীর্তনের (১) কাগভয়-নিবারকত্ব,—(ভাঃ ৩৮৫১০৮
স্লোকে মাতা দেবহুতি-প্রতি ভগবান্ কপিলদেবের উক্তি—)

কণে হাসে, কণে কান্দে, কণে মুচ্ছা পায় ।
 লক্ষ্মীরে দেখিয়া কণে মারিবারে যায় ॥ ৮৭ ॥
 এইমত হৈলা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশ ।
 শচী না বুঝয়ে কোন্ ব্যাধি বা বিশেষ ॥ ৮৮ ॥
 প্রভুগীলানভিরা পুত্রবৎসলা শচীর দুঃখভরে সকলের
 নিকট পুত্রের ব্যাধি ও ক্রিয়াদি-বর্ণন—
 স্নেহ বিমু শচী কিছু নাহি জানে আর ।
 সবারে কহেন বিশ্বস্তরের ব্যভার ॥ ৮৯ ॥
 “বিধাতা যে স্বামী মিল, নিল পুত্রগণ ।
 অবশিষ্ট সকলে আছয়ে একজন ॥ ৯০ ॥

তাহারো কিরূপ মতি, বুঝন না যায় ।
 কণে হাসে, কণে কান্দে, কণে মুচ্ছা পায় ॥ ৯১ ॥
 আপনে-আপনে কহে মনে-মনে কথা ।
 কণে বলে,—‘ছিণ্ডেঁ! ছিণ্ডেঁ! পাবণীর মাথা’ ॥ ৯২ ॥
 কণে গিয়া গাছের উপর-ডালে চড়ে ।
 না মেলে লোচন, কণে পৃথিবীতে পড়ে ॥ ৯৩ ॥
 দস্ত কড়মড়ি করে, মালসাট মারে ।
 গড়াগড়ি যায়, কিছু বচন না ফুরে ॥ ৯৪ ॥
 নাহি দেখে শুনে লোক কৃষ্ণের বিকার ।
 বায়ু-জ্ঞান করি’ লোক বলে বাঙ্কিবার ॥ ৯৫ ॥

“ন কহিচিৎপরাঃ শাস্ত্ররূপে নঙ্ক্যাস্তি নো মেহনিমিষো
 লেটি হেতিঃ । যেযামহং প্রিয় আত্মা স্ততশ্চ সখা গুরুঃ
 স্নহদো দৈবমিষ্টম্ ॥”

অর্থাৎ ‘হে শাস্ত্ররূপে, আমি যাহাদের প্রিয় আত্মা,
 পুত্র, সখা, গুরু, স্নহদ্ ও দেবত্বলা পূজ্য, সেই মৎ-
 পরায়ণ ভক্তগণ কখনও স্নহভোগহীন অর্থাৎ নিজভক্তি-
 পথ হইতে কখনও ভ্রষ্ট হন না, স্ততরাং আমার অনি-
 মিষ কালচক্র তাঁহাদিগকে কখনও লেহন, স্পর্শ বা গ্রাস
 করিতে সমর্থ নহে ।’

(২) মৃত্যু বা সংসারভয়-নিবাবকত্ব,—(ভাঃ ১।১।১৪
 শ্লোকে শ্রীমুখের প্রতি গৌনকাহি খণির উক্তি—) “আপনঃ
 সংসৃতিং বোরাং যন্ম বিবশো গুণন্ । ততঃ সন্তো বিমুচ্যেত
 যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ন্ ॥”

অর্থাৎ “বোর-সংসারে পতিত ব্যক্তি বিবশ হইয়াও
 যাহার নাম উচ্চারণ করিলে সন্তঃ মুক্তি প্রাপ্ত হয় এবং
 সাক্ষাৎ ভয় বা মৃত্যু যাহা হইতে ভয় পায়, (সেই
 ভগবানের লীলাসকল পুণ্যলোক লোকগণ সতত স্তব
 করিয়া থাকেন; শুদ্ধিকাম কোন্ ব্যক্তি কলিকলুষাপহ
 তাঁহার বশঃ শ্রবণ না করিবে ?)’

(কাম্বীথেও অগ্নিবিমুচ্যে—) “নারায়ণো নরকার্ণ-
 যতারণেতি । দামোদরেতি মধুহেতি চতুর্ভুজেতি । বিশ্ব-
 স্তরেতি বিরজেতি জনার্দনেতি কাশীহ অম্ম জপতাং ক
 ক্তাত্ত্বভীতিঃ ॥”

অর্থাৎ ‘হে নারায়ণ, হে নরকার্ণবতারণ, হে দামো-

দর, হে মধুদৈত্যঘাতিন, হে চতুর্ভুজ, হে বিশ্বস্ত, হে বিরজ,
 হে জনার্দন—ইত্যাদি নামে যাহারা সতত আমাকে আস্থান
 করেন, তাঁহাদের অম্ম বা কিরূপে সম্ভবে ?’ ২৪৯ ॥

ভগবান্ তাঁহার সেবামুখ শুভভক্তগণের দুঃখ কিছুতেই
 সহ করিতে পারেন না । যখন যে-স্থলে তাঁহার নিজ-জন
 গণের দুঃখের কারণ উপস্থিত হয়, তখন সে-স্থানে তিনি
 অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় ঐকান্তিক আশ্রিত-ভক্তের সর্ববিধ দুঃখ
 মোচন করেন ।

(আদিপুরাণ-বাক্য—) “জগতাং গুরবো ভক্তা ভক্তানাং
 গুরবো বয়ম্ । সর্কজ গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা ।
 অস্মাকং বাক্ববা ভক্তা ভক্তানাং বাক্ববা বয়ম্ । অস্মাকং
 গুরবো ভক্তা ভক্তানাং গুরবো বয়ম্ । মত্কতা যত্র গচ্ছতি
 তত্র গচ্ছামি পার্থিব ॥ * * * যে কেচিৎ প্রাণিনো ভক্তা
 মদর্থে ত্যক্তবাক্ববাঃ । তেষামহং পরিক্রীতো নাস্ত্রক্রীতো
 ধনঞ্জয় ॥”

পায়ে শ্রীভগবদ্ভক্ত-সংবাদে—) “দর্শন-ধান-সংস্পর্শৈ-
 মৎস্কৃৎস্ববিহঙ্গমাঃ । পুঙ্খতি স্বাস্তপত্যানি তথাহমপি পদ্যমে ॥”

(ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ ১লঃ ৮০ সংখ্যা—) “পুরুষোত্তম
 চৈদবাতক্লিষ্টদুবনেহ্মিন্ন ভবান্ ভুবঃ শিবায় । বিকটোহুর-
 মণ্ডলার জানে স্নহনানাং বত কা শশতিবিঘ্ন ॥”

অর্থাৎ ‘হে পুরুষোত্তম, আপনি যদি পৃথিবীর মঙ্গলার্থ
 এই ভুবনে অবতীর্ণ না হইতেন, তাহা হইলে বিকট অম্বর-
 মণ্ডল হইতে স্নহনসকলের যে কি-দশা উপস্থিত হইত, আমি
 তাহা জানিতে ও পারিতেছি না ॥ ১৯ ॥

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-চেষ্টাকে বায়ুরোগ-বিকার-জ্ঞানে

তত্ত্বিকিংসার্থ মূঢ় লোকগুলির শচী-সমীপে

ঔষধ ও পথা-বিধান-নির্দেশ—

শচীমুখে শুনি' যে যে দেখিবারে যায়।

বায়ু-জ্ঞান করি' সবে হাসিয়া পলায় ॥ ৯৬ ॥

আন্তে-ব্যন্তে না'য়ে গিয়া আনয়ে ধরিয়া।

লোকে বলে - “পূর্ব-বায়ু জন্মিল আসিয়া ৷” ৯৭ ॥

কেহ বলে,—“তুমি ত' অবোধ ঠাকুরাণী!

আর বা ইহান বার্জা জিজ্ঞাসহ কেনি? ৯৮ ॥

পূর্বকার বায়ু আসি' জন্মিল শরীরে।

হুই-পা'য়ে বন্ধন করিয়া রাখ ঘরে ॥ ৯৯ ॥

খাইবারে দেহ' ডাব-নারিকেল-জল।

যাবৎ উদ্ভাদ-বায়ু নাহি করে বল ॥” ১০০ ॥

কেহ বলে,—“ইথে অল্প-ঔষধে কি করে'?

শিবাশ্বত-প্রয়োগে সে এ-বায়ু নিস্তরে ॥ ১০১ ॥

পুত্রবৎসলা সরলা শচীমাতার পুত্রার্থ চিন্তা, কৃষ্ণশরণ-

গ্রহণ ও শ্রীবাসকে সগৃহে আস্থান—

পাকটেল শিরে দিয়া করাইবা স্থান।

যাবৎ প্রবল নাহি হইবেক জ্ঞান ॥” ১০২ ॥

পরম-উদার শচী—জগতের মাতা।

যার মুখে যেই শুনে, কহে সেই কথা ॥ ১০৩ ॥

চিন্তায় ব্যাকুল আই কিছু নাহি জানে।

গোবিন্দ-শরণ লৈলা কায়-বাক্য-মনে ॥ ১০৪ ॥

শ্রীবাসাদি বৈকল্য-সবার স্থানে-স্থানে।

লোক-দ্বারা শচী করিলেন নিবেদনে ॥ ১০৫ ॥

পরিহরিবা,—বর্জন বা পরিত্যাগ করিবে ॥ ৮২ ॥

বৈকল্য-আবেশ—বিজ্ঞানীলার ছটনাশিনী মূর্তি ॥ ৮৮ ॥

কপে...মাথা,—পাশ্চাত্যগণের মস্তক ছিড়িয়া ফেলিব
অর্থাৎ চূর্ণ করিব ॥ ৯২ ॥

কড়মড়ি,—(শব্দান্তক), দন্তে দস্ত-ঘর্ষণ-শব্দ।

মালসটি,—মল+সটি (আফেট), মলগণের দ্বার
পাছাআফেটন ॥ ৯৪ ॥

কৃষ্ণের,—কৃষ্ণপ্রেমের; লোক,—কৃষ্ণবহিমূলোক্ত ॥ ৯৫ ॥

উদ্ভাদ-বায়ু—উদ্ভাদজনক বায়ু (বাত)-রোগ ॥ ১০০ ॥

একদা শ্রীবাসের শচীগৃহে আগমন; প্রভুর অভ্যর্থনা—

একদিন গেলা তথা শ্রীবাসপণ্ডিত।

উঠি' মমকার প্রভু কৈলা সাবহিত ॥ ১০৬ ॥

ভক্তদর্শনে প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিকারো নিপন—

ভক্ত দেখি' প্রভুর বাড়িল ভক্তিতাব।

লোমহর্ষ, অশ্রুপাত, কম্প, অনুরাগ ॥ ১০৭ ॥

তুলসীরে আছিল। করিতে প্রদক্ষিণে।

ভক্ত দেখি' প্রভু মূর্খা পাইলা তখনে ॥ ১০৮ ॥

বাহু পাই' কতক্ষণে লাগিলা কান্ধিতে।

মহা-কম্প কছু স্থির না পারে হইতে ॥ ১০৯ ॥

প্রভুর কৃষ্ণপ্রেমবিকার-দর্শনে কৃষ্ণভক্ত শ্রীবাসের উত্থাকে

মহাভাব-জ্ঞান—

অকুত দেখিয়া শ্রীনিবাস মনে গণে'।

“মহা-ভক্তিবোণ, বায়ু বলে কোন্ জনে?” ১১০ ॥

বাহুদশা লাভ করিয়া শ্রীবাসকে নিজদশা-সবন্ধে জিজ্ঞাসা—

বাহু পাই' প্রভু বলে পণ্ডিতের স্থানে।

“কি বুঝ, পণ্ডিত! তুমি মোর এ-বিধানে? ১১১ ॥

কেহ বলে,—মহা-বায়ু, বাজিবার তরে।

পণ্ডিত! তোমার চিন্তে কি লয় আমারে?” ১১২ ॥

প্রভুর নিকট শ্রীবাসের প্রভু-প্রেমোদ্ভাদ-মাহাত্ম্য ও

ব্রহ্মপ-বর্ণন—

হাসি' বলে শ্রীবাসপণ্ডিত,—“তাল বাই!

তোমার যেমত বাই, তাহা আমি চাই ॥ ১১৩ ॥

মহা-ভক্তিবোণ দেখি' তোমার শরীরে।

শ্রীকৃষ্ণের অনুগ্রহ হইল তোমারে ॥” ১১৪ ॥

নাহি করে বল,—বিক্রম প্রকাশ বা প্রদর্শন না করে,
উগ্র না হর ॥ ১০০ ॥

আদি ১২শ অঃ ৭১-৭৩, ৮০-৮৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৯৫-১০২ ॥

শিবাশ্বত—আয়ুর্বেদোক্ত উদ্ভাদ-রোগ-হর দ্রব্যবিশেষ।

পাকটেল,—বিজুতৈল ও নারায়ণ-তৈল ইত্যাদি, আদি

১২শ অঃ ৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১০২ ॥

মহাভক্তিবোণ,—কৃষ্ণপ্রেমের অনিবার্য মহাভাবাবস্থা ॥ ১১০ ॥

কি...বিধানে,—আমার অবহা ক্রিয়প বোধ কর? ১১১ ॥

বহা-বায়ু—বায়ুজ উদ্ভাদ-রোগ।

তজ্জ্বল্যে প্রভুর শ্রীবাসকে আলিঙ্গন দান—
 এতেক ভুলিলা যদি শ্রীবাসের মুখে ।
 শ্রীবাসেরে আলিঙ্গন কৈলা বড় সুখে ॥ ১১৫ ॥
 প্রভুর হর্বোৎসাহভরে উক্তি—
 “সন্তে বলে,—‘বাসু’, সবে আশংসিলা ভূমি ।
 আজি বড় কৃতকৃত্য হইলাও আমি ॥ ১১৬ ॥
 যদি ভূমি বাসু-হেন বলিতা আমারে ।
 প্রবেশিতাম আজি মুঞি গঙ্গার ভিতরে ॥” ১১৭ ॥
 শ্রীবাস-কর্তৃক প্রভুর মহা-প্রেম-প্রশংসা ও
 নিদেহা-জ্ঞাপন—
 শ্রীবাস বলেন,—“যে তোমার ভক্তিব্যোগ ।
 জ্ঞান-শিব-সনকাদি বাহুয়ে এ-ভোগ ॥ ১১৮ ॥
 সবে মিলি’ একঠাই করিব কীর্তন ।
 বে-তে কেনে না বলে পাবণী-পাপীগণ ॥” ১১৯ ॥
 শচীকে শ্রীবাসের সাধনা ও প্রবোধ-দান এবং প্রভুর
 মহা-কৃষ্ণপ্রেম প্রকাশ করিতে নিবেদিত—
 শচী-প্রতি শ্রীনিবাস বলিলা বচন ।
 “চিন্তের বডেক দুঃখ করহ খণ্ডন ॥ ১২০ ॥
 ‘বাসু’ নহে,—কৃষ্ণভক্তি’ বলিলু’ তোমায়ে ।
 ইহা কহু অন্ত-জন্ম বুঝিবারে নারে ॥ ১২১ ॥
 ভিন্ন-লোক-স্থানে ইহা কিছু না কহিবা ।
 অনেক কৃষ্ণের যদি রহস্ত দেখিবা ॥ ১২২ ॥
 শ্রীবাসের বাক্য-শ্রবণে শচীর হৃদি স্থান-স্থান, কিন্তু পুত্রের
 গৃহভাগাংশ—
 এতেক কহিয়া শ্রীনিবাস গেলা ঘর ।
 বাসুজ্ঞান দূর হৈল শচীর অন্তর ॥ ১২৩ ॥

চিন্তে লয়,—মনে হয় ; তোমার...আমারে,—আমার
 কিরূপ বলিয়া তোমার মনে বোধ হয় ? ১১২ ॥

বাই,—(বাসু-শব্দ), উদ্ভাস-রোমাঞ্চ হইলে, কৃষ্ণ-
 প্রেমোদ্ভাস ॥ ১১৩ ॥

আশংসিলা,—আশাস প্রদান করিলে ॥ ১১৬ ॥

ভোগ,—এইরূপ কৃষ্ণপ্রেমোদ্ভাস-রোগ ভোগ, কৃষ্ণবিরহ-
 প্রেমজ্বালা ॥ ১১৮ ॥

বে-তে...পাপীগণ—“পরিবদন্তু জনো বধা তথা বা নহ

তথাপিহ অন্তর-দুঃখিতা শচী হয় ।
 ‘বাহিরায় পুত্র পাছে’ এই মনে ভয় ॥ ১২৪ ॥
 ভগবৎকৃপাবলেই ভগবদীশ-সহজাবগতি—
 এইমতে আছে প্রভু বিশ্বম্ভর-রায় ।
 কে তানে জানিতে পারে, যদি না জানায় ? ১২৫ ॥
 একদা গদাধর-সঙ্গে প্রভুর মায়াপুরে অর্ঘ্যেত-দর্শনে গমন—
 একদিন প্রভু-গদাধর করি’ সঙ্গে ।
 অর্ঘ্যেতে দেখিতে প্রভু চলিলেন রঙ্গে ॥ ১২৬ ॥
 অর্ঘ্যেতপ্রভুকে আপনভাবে কৃষ্ণার্জনরত-দর্শন—
 অর্ঘ্যেত দেখিলা গিয়া প্রভু-ছুইজন ।
 বলিয়া করেন জল-ভুলসী সেবন ॥ ১২৭ ॥
 ছুই ভুজ আশ্ফালিয়া বলে ‘হরি হরি’ ।
 কণে হাসে, কণে কান্দে, আপনা’ পালরি’ ॥ ১২৮ ॥
 মহামন্ত সিংহ যেম করয়ে ছকার ।
 ক্রোধ দেখি,—যেম মহারাজ-অবতার ॥ ১২৯ ॥
 বভ্রকপ্রেষ্ঠ অর্ঘ্যেতকে দর্শনমাত্র প্রভুর মূর্ত্তা—
 অর্ঘ্যেতে দেখিবা-মাত্র প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 পড়িলা মুচ্ছিত হই’ পৃথিবী-উপর ॥ ১৩০ ॥
 প্রচুরাবতারা আত্মসম্বোধনকারী স্বীয় প্রভুর দর্শনমাত্র
 তাঁহাকে প্রকান্তে পূজনেচ্ছা ও যথা-বিধি অর্চন—
 ভক্তিব্যোগ-প্রভাবে অর্ঘ্যেত মহাবল ।
 ‘এই মোর প্রাণনাথ’ জানিলা সকল ॥ ১৩১ ॥
 ‘কতি যাবে চোরা আজি ?’—ভাবে মনে-মনে ।
 “এতদিন চুরি করি’ বুল’ এইখানে ! ১৩২ ॥
 অর্ঘ্যেতের ঠাঞি তোর না লাগে চোরাই !
 চোরের উপরে চুরি করিব এখাই !” ১৩৩ ॥

মুখরো ন বয়ং বিচারমাম । ইরিরমদিরা-মথতিমজা ভূবি
 বিলুঠাম নটাম নির্জিশাম ॥” ১১২ ॥

৫ খণ্ডন করহ,—‘ছেড়ে দাও’, দূর বা ত্যাগ কর ॥ ১২০ ॥

অন্ত-জন্ম, ভিন্ন লোক,—ভিন্ন-জন্ম অর্থাৎ কৃষ্ণভক্ত ব্যতীত
 ইতর অভক্ত বহির্ভূত বহিঃকৃত ব্যক্তি ॥ ১২১-১২২ ॥

কৃষ্ণের রহস্ত,—গুপ্ত গুঢ় দুর্য্যোগ কৃষ্ণলীলা-তাপস্যা বা
 চমৎকারিষ ॥ ১২২ ॥

বাহিরায়,—বাহির হয়, (এখানে) গৃহ বা সংসার হইতে

চুরির সময় এবে কুরিয়া আপমে ।
সর্বপূজা-সজ্জ লই' নামিলা তখনে ॥ ১৩৪ ॥
পাভ, অর্থ্য, আচমনীয় লই' সেই ঠাক্রি ।
চৈতন্তচরণ পুজ' আচার্য্য-গোসাক্রি ॥ ১৩৫ ॥
গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, চরণ-উপরে ।
পুনঃ পুনঃ এই শ্লোক পড়ি, নমস্করে ॥ ১৩৬ ॥

কৃষ্ণপ্রণাম শ্লোক—

তথা হি (বিষ্ণু-পুরাণে ১ম অঃ ১৯শ অঃ ৬৫)—

“নমো ব্রহ্মণ্যদেবার গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।

অগচ্ছিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥” ১৩৭ ॥

বহির্গত হইয়া চলিয়া যায় বা গৃহস্থাপ্রম ত্যাগ করিয়া সম্মাস
বা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ॥ ১২৪ ॥

কে...জানায়,—(স্বৈতান্তরে ৩য় অঃ ১২—) “স বেত্তি
বেদ্যাং ন চ তত্ত্বান্তি বেত্তা” ; (মুণ্ডকে ৩২৩ ও ৩২৪
২২৩—) “যমেবৈব বৃণুতে তেন লভ্যন্ত্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে
তত্ত্বং স্বাম্” (ভাঃ ! ১০।১৪।২৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি
ব্রাহ্মার উক্তি—) “অথাপি তে দেব পদাযুজয়প্রসাদ-পেশা-
গৃহীত এব হি । জানাতি তত্ত্বং ভগবদ্বহিরোন চান্ত একোহপি
চিরং বিচিহ্ন” ॥ আশ্বিন্দার-স্তোত্রে ১৫ ও ১৬ শ্লোকদ্বয়ের
শেষ-পদ—“নৈবাস্ত্রপ্রকৃতয়ঃ প্রভবন্তি বোদ্ধুম্” ও “পশুন্তি
কেচিৎচিনিশং তদনন্তভাবাঃ ।” ৫৫ : ৫ : মধ্য ঋত্ব পঃ ৮২ ও ৮৭
পদ্মাংশ—“কৃপা বিনা ঈশ্বরেণ কেহ নাহি জানে” ও
“পাণ্ডিত্যন্তে ঈশ্বরতত্ত্ব-জ্ঞান বহু নহে” ইত্যাদি অসংখ্য
শাস্ত্রবাক্য আলোচ্য ॥ ১২৫ ॥

এহলে, অষ্টৈত-শব্দ ‘বসিয়া সেবন করেন’ ক্রিয়া-পদের
কর্তা । প্রভু-হইজন,—শ্রীবিষ্মন্তর ও শ্রীগদাধর ॥ ১২৭ ॥

চোর,—(প্রাদেশিক চলিত বা কথিত গ্রাম্য শব্দ,
এহলে, বিশেষ্য), চোর, বঞ্চক, আত্মগোপনকারী ; চুরি
করি',—আত্মগোপন-পূর্বক বঞ্চন করিয়া ॥ ১৩২ ॥

চোরাই,—(চৌর্য্যবৃত্তি) ; চোরের...এখাই,—(অষ্টৈত-
প্রভু ভাবিতেছেন ও মনে-মনে বলিতেছেন,) ‘আমার প্রভু
বিষ্মন্তর প্রচ্ছন্নাবতারি-রূপে আত্মগোপন-পূর্বক যেমন বঞ্চন
করিতেছেন, আমিও তজ্জপ তাঁহার এই বর্তমান অন্তর্দৃশ্য
অবস্থানের স্বেপাণ গ্রহণপূর্বক তাঁহার অজ্ঞাতসারে তাঁহার

বারবার শ্লোকপাঠ ও প্রেমাত্মপাতপূর্বক পদপ্রকালন—

পুনঃ পুনঃ শ্লোক পড়ি' পড়য়ে চরণে ।
চিমিয়া আপন-প্রভু করয়ে ক্রন্দনে ॥ ১৩৮ ॥
পাখালিলা ছুই পদ ময়নের জলে ।
ষোড়হস্ত করি' দাণ্ডাইলা পদভলে ॥ ১৩৯ ॥

অষ্টৈতকে সমস্রমে গদাধরের তন্নিবারণ ; অষ্টৈতের বাক্য-
প্রবণে গদাধরের প্রভুপ্রতি ঈশ্বর-বুদ্ধি—

হাসি' বলে গদাধর জিহ্বা কামড়াই' ।

“বালকেরে, গোসাক্রি ! এমত না যুসায় ॥” ১৪০ ॥

উপর বাটপাড়ি, ডাকাতি বা লুণ্ঠন (এহলে, প্রকান্তে পূজা
করিয়া তাঁহার ভগবৎপারতম্য প্রকাশ) করিব ॥ ১৩৩ ॥

চুরির,—বাটপাড়ি, ডাকাতি, লুটপাট বা লুণ্ঠনের ;
(এহলে) আত্মগোপনকারী প্রচ্ছন্নাবতারী শ্রীমহাপ্রভুকে
প্রকান্তে মনের সাথে পূজা করিয়া তাঁহার পূর্ণতম স্বরূপ
ভগবত্তা প্রকাশ করিবার ॥ ১৩৪ ॥

শ্রীচৈতন্তচরণার্চন-সম্বন্ধে জানিতে হইলে সঙ্গতরূপীণে
লব্ধীক অর্চনেচ্ছু ব্যক্তির কলিকাতা-স্থিত শ্রীগোড়ীমঠ
হইতে প্রকাশিত ‘অর্চনকণ’ পুস্তকটি আলোচ্য ॥ ১০৫-১৩৬ ॥

হিরণ্যকশিপুর্ন আদেশে দৈত্যগণদ্বারা সমুদ্রমধ্যে পর্ত্ততা-
চ্ছাদিত প্রহ্লাদের শ্রীভাগবৎস্ততি—

অজয় । ব্রহ্মণ্যদেবার (ব্রহ্মণ্যান্য বেদবিদ্যার দেবার
শ্রেষ্ঠার উপাত্তার বা) গোব্রাহ্মণহিতায় চ (গোভাঃ ব্রাহ্ম-
ণেভ্যঃ হিতং নিত্যমঙ্গলং স্বর্গাৎ হৃদৈশ কৃষ্ণায়) নমঃ ; (অত-
এব) অগচ্ছিতায় (অগত্যে পশ্বকৃতে) গোবিন্দায় (গোপ-
মন্দনদেব গো-পালনগীণা-পরায়ণায়) কৃষ্ণায় (সচ্চিদানন্দ-
বিগ্রহায় পরব্রহ্মণে ~“কুবিভূবাচকঃ শব্দো গন্ত নির্কৃতি-
বাচকঃ । তরোঠৈরক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে ॥” ইতি
যোগবৃত্তা,—“কুবি-শব্দে সত্ত্বার্থো গচ্ছানন্দস্বরূপকঃ । অধ-
রূপো ভবেদাত্মা ভাবানন্দস্বরূপতঃ ॥” ইতি গৌতমীরতত্ত্বোক্তে,
তথা “কুবি-শব্দো হি সত্ত্বার্থো গচ্ছানন্দস্বরূপকঃ । সত্ত্বা-
দ্বানন্দরোষণীগাতিং পরং ব্রহ্ম চোচ্যতে ॥” ইতি বৃহদগৌতমী-
রোক্তেচ ; এবং “রূঢ়ির্বোণম্ভরতি” ইতি শ্রায়েন, নন্দ-
বশোদা-নন্দনার বা,—“কৃষ্ণশব্দে তদাঙ্গতামলম্বিবি বশোদা-

হাসনে অবৈত গদাধরের বচনে ।

“গদাধর ! বালকে জানিবা কথো-দিনে ॥” ১৪১ ॥

চিওে বড় বিন্মিত হইলা গদাধর ।

“হেন বুলি অবতীর্ণ হইলা ঈশ্বর ॥” ১৪২ ॥

বহির্দশায় আসিয়া প্রভুর অবৈতকে প্রেমভরে

অর্চনরত-দর্শন—

কতক্ষেণে বিশ্বস্তর প্রকাশিয়া বাহু ।

দেখেন আবেশময় অবৈত-আচার্য্য ॥ ১৪৩ ॥

আত্মসমোপনপূর্বক প্রভুর অবৈত স্তুতি—

আপনারে লুকায়েন প্রভু-বিশ্বস্তর ।

অবৈতেরে স্তুতি করে’ যুড়ি’ দুই কর ॥ ১৪৪ ॥

নমস্কার করি’ তাঁন পদধূলি লয় ।

আপনার দেহ প্রভু তাঁরে নিবেদয় ॥ ১৪৫ ॥

স্বনহরে পর-ব্রহ্মণি রুচিঃ” ইতি ‘নাথকৌমুদী’কৃত্তেষ্ণ)

নমঃ নমঃ (অদ্বৈতভক্তিভ্যোংস্ককোনেতি জ্ঞাতব্যম্) ॥ ১৩৭ ॥

অনুবাদ । (প্রহ্লাদ কহিলেন, —) হে ব্রহ্মণ্যদেব, হে গো-ব্রাহ্মণ-হিতকারিন, আপনাকে নমস্কার ; হে জগন্-মঙ্গলকারিন, হে স্বক, হে গোবিন্দ, আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার ॥ ১৩৭ ॥

তথ্য । ব্রহ্মণ্যদেবায়, — “ব্রহ্মণ্যানাং দেবায় শ্রেষ্ঠায়” (—শ্রীধরস্বামি-কৃত ‘আত্মপ্রকাশ’-টীকা) ।

‘গো’, ‘কৃষ্ণ’ ও ‘গোবিন্দ’-শব্দের বিস্তৃত অর্থ জানিতে হইলে ‘ব্রহ্মসংহিতা’-গ্রন্থের ১ম স্কন্ধের শ্রীল জীবগোস্বামি-কৃতা টীকা আলোচ্য ॥ ১৩৭ ॥

পাখানিলা,—(সংস্কৃত প্র + ক্ষল্-ধাতু-নিম্পন্ন ‘প্রক্ষালন’ হইতে পাখালন, আর হিন্দী ‘পাখালনা’ হইতে), ধোত বা প্রক্ষালন করিলেন ॥ ১৩৯ ॥

জিহ্বা কামড়াই,—দস্তখার জিহ্বা দংশন করিয়া, দাঁত দিয়া জিহ্বা চাপিয়া ধরিয়া (নিবেদন করণ বা প্রার্থনার্থ অত্যন্ত লজ্জা ও অগম্য-স্থচক মুখভঙ্গিক্রিয়া) ।

বালকেরে...বুড়ায়,—হে প্রভো, বিশ্বস্তরের ভায় বালকের প্রতি আপনার এইরূপ আচরণ কর্তব্য বা যোগ্য নহে ॥ ১৪০ ॥

দ্বাহারা—ভগবান্ গৌর-কৃষ্ণের নিত্যপার্বদ, তাঁহারাই

“অনুগ্রহ তুমি মোরে কর’ মহাপন্ন ।

তোমার সে আমি,—হেন জানিহ নিশ্চয় ॥ ১৪৬ ॥

ধন্য হইলাও আমি দেখিয়া তোমারে ।

তুমি কৃপা করিলে সে কৃষ্ণনাম স্কুরে ॥ ১৪৭ ॥

তুমি সে করিতে পার’ ভববন্ধ নাশ ।

তোমার হৃদয়ে কৃষ্ণ সর্বদা প্রকাশ ॥” ১৪৮ ॥

প্রেমভরে পরস্পরের মহিমা-প্রকটনে ভক্ত ও ভগবান্,

উভয়েই সম বা তুল্য—

নিজ-ভক্তে বাড়াইতে ঠাকুর সে জানে ।

যেন করে’ ভক্ত, তেন করেন আপনে ॥ ১৪৯ ॥

পূর্বেই আত্মসমোপনকারী ছন্ন-প্রভুকে অবৈতের

ঈশ্বর-জ্ঞানে প্রকাণ্ডে প্রকটন—

মনে বলে অবৈত, —“কি কর’ ভারি-ভুরি ।

চোরের উপরে আগে করিয়াছি চুরি ॥” ১৫০ ॥

প্রভুর অলৌকিক প্রেমবিচার-দর্শনে শ্রীকৃষ্ণের শ্রীগৌরলীলা বুঝিতে পারেন । কিন্তু শ্রীল অবৈত প্রভুর আত্মবঞ্চক ও আত্ম-বঞ্চিত অমুকরণকারী প্রাকৃত-নাথজিক-সম্প্রদায় তাঁহার এই সকল চিহ্নপলঙ্কিমূলক ভগবতীলা-কথা পাঠ বা শ্রবণ করি । কাপট্যভরে নানাপ্রকার উচ্ছৃঙ্খলতা প্রদর্শনপূর্বক শ্রীচৈতন্য-লীলার পারতম্য বুঝিতে না পারিয়া নরকের পথ অহুদম্বান করে । বঞ্চিতগণ ও তাহাদের স্বার্থপোষক বঞ্চকগণকে নব-গৌরাজ সাজাইয়া নিজেদের সর্বনাশ আনয়ন করে ॥ ১৪২ ॥

আবেশময়,—প্রেমাবিষ্ট ॥ ১৪৩ ॥

নিজ সেবকের মহিমা কি-প্রকারে বর্ধন করিতে হয় ও জয় কিরূপে কীর্তন করিতে হয়, তাহা একমাত্র ভক্তবশ ভগবান্ই জানেন ; ভক্তসঙ্ক-বর্জিত অপর ব্যক্তিগণ তাহা জানে না । আবার সেবা-ভগবানের প্রতি সেবক-ভক্তগণ বৈরাগ্য বিশ্রদ্ধ-সহকারে নানাবিধ সেবা-প্রণয় চেষ্টা প্রদর্শন করেন, তজ্জপ ভট্টকপ্রাণ ভগবান্ ও স্বীয় আশাধিক শ্রির ভক্তের প্রতি নানাবিধ সেবা প্রণয় বিধান করিয়া অতুল অসীম ভক্তবাৎসল্য প্রদর্শন করেন । ইহাতে কেহ যেন না বুঝেন যে, ভগবান্-প্রেম-বশে ভক্তের সেবা করিতে দিয়া নিজ সেবা-ভাব রাহিত্য জ্ঞাপন করিতেছেন ; পরন্তু তিনি ভক্তবাৎসল্য-প্রদর্শন-কল্পে ভক্তের ভক্তরূপে স্বয়ং আচরণ

একণে সবিনয়ে প্রভুকে একদ্রাব্যদান-পূর্বক কৃষ্ণকীর্তনার্থ

অহরোধ—

হাসিয়া অধৈত কিছু করিলা উত্তর ।

“সবা” হৈতে তুমি মোর বড়, বিশ্বস্তর ! ১৫১ ॥

কৃষ্ণ-কথা কোতুকে থাকিব এইটাই ।

নিরস্তর তোমা’ যেন দেখিবারে পাই ॥ ১৫২ ॥

সর্ব-বৈষ্ণবের ইচ্ছা—তোমারে দেখিতে ।

তোমার সহিত কৃষ্ণ কীর্তন করিতে ॥” ১৫৩ ॥

প্রভুর অধৈত-বাক্যান্বীকার ও স্বগৃহে প্রস্থান—

অধৈতের বাক্য শুনি’ পরম-হরিষে ।

স্বীকার করিয়া চলিলেন নিজ-বাসে ॥ ১৫৪ ॥

বীর প্রভুর ভক্তবাৎসল্য ও সেব্যস্বরূপ-পরীক্ষণার্থ

অধৈতের গোপনে শাস্তিপুরে স্বগৃহে গমন—

জানিলা অধৈত, —হৈল প্রভুর প্রকাশ ।

পরীক্ষিতে’ চলিলেন শাস্তিপূর-বাস ॥ ১৫৫ ॥

“সত্য যদি প্রভু হয়, মুই হই দাস ।

তবে মোরে বাঞ্ছিয়া আনিবে নিজ-পাশ ॥” ১৫৬ ॥

প্রভুর অবতারণকারি-অধৈত-চরিত্র—হরখিগম্য—

অধৈতের চিন্ত বৃদ্ধিবার শক্তি কার ?

বীর শক্তি-কারণে চৈতন্ত-অবতার ॥ ১৫৭ ॥

পরমসত্যবস্তুর নীলার অশ্রদ্ধাবান-জনের নিশ্চয়

পতন-সম্ভাবনা—

এ-সব কথায় বীর নাহিক প্রতীত ।

সম্ভ অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৫৮ ॥

করিয়া অগতে ভগবান ও ভক্তের পরস্পর অত্যন্ত-ঘনিষ্ঠ
বিশ্বস্তময় সম্বন্ধ প্রচার করিলেন ॥ ১৩৯ ॥

ভারিভুরি,—ভারি—থুব, অত্যন্ত, প্রচুর; ভুরি—সময়;
অতএব ভারিভুরি,—চাতুরী, চালাকি বা চতুরালি, ওস্তাদি,
বাহাদুরি, কের্দানি, সেরাস্তমি, মুক্খি-আনা ।

শ্রীঅধৈতপ্রভু মনে-মনে বসিতেছেন,—“তুমি চতুর্দশ-
ভুবনপতি হইয়াও যেরূপ আমার প্রতিষ্ঠা বর্দ্ধনপূর্বক কেবল
আশ্র-গোপনরূপ চুরি করিতেছ, আমিও তজ্জপ তোমার
অশ্রদ্ধাশয় তোমাকে সেবা করিয়া তোমার হৃৎপুত্র নিগূঢ়
সেবা-ভাবেয় সদ্ব্যবহার করিয়াছি। আমার নিকট

ভক্তগণ-সঙ্গে প্রভুর প্রত্যহ কৃষ্ণকীর্তন—

মহাপ্রভু বিশ্বস্তর প্রতি-দিনে-দিনে ।

সকীর্তন করে সর্ব-বৈষ্ণবের সনে ॥ ১৫৯ ॥

তখনও প্রভুতে ঈশ্বরবুদ্ধির অভাব থাকিলেও প্রভুর

প্রোদ্যোষ দর্শনে ‘ঈশ্বর’ বলিয়া সংশয়—

সবে বড় আনন্দিত দেখি’ বিশ্বস্তর ।

লখিতে না পারে কেহ আপন-ঈশ্বর ॥ ১৬০ ॥

সর্ব-বিলক্ষণ তাঁর পরম-আবেশ ।

দেখিয়া সবার চিত্তে সন্দেহ বিশেষ ॥ ১৬১ ॥

প্রভুর প্রোদ্যোষাবস্থা-বর্ণনে একমাত্র ‘শেষ’ই সমর্থ—

যখন প্রভুর হয় আনন্দ-আবেশ ।

কে কহিবে তাহা, সবে পারে প্রভু ‘শেষ’ ॥ ১৬২ ॥

প্রভুর প্রেমবিকার-বর্ণন—

শতেক-জনেও কম্প ধরিবারে পারে ।

নয়নে বহয়ে শতশর্ত-নদী-ধারে ॥ ১৬৩ ॥

কনক-পনস যেন পুলকিত-অঙ্গ ।

কণে-কণে অট্ট-অট্ট হাসে বহু রঙ্গ ॥ ১৬৪ ॥

কণে হয় আনন্দে মুর্ছিত প্রহরেক ।

বাহু হৈলে না বলেন কৃষ্ণ-ব্যতিরেক ॥ ১৬৫ ॥

হৃদয় শুনিতে দুই শ্রবণ বিদরে ।

তান অনুগ্রহে তান ভক্তগণ ভরে’ ॥ ১৬৬ ॥

সর্ব-অঙ্গ স্তম্ভাকৃতি কণে-কণে হয় ।

কণে হয় সেই অঙ্গ নবনীতময় ॥ ১৬৭ ॥

তোমার স্বরূপটি প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে অর্থাৎ আমি
তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানজনন জানিয়া তোমার প্রচ্ছন্ন-অবতারিত্ব
বুঝিয়া কেনিরা সকল-লোকের নিকট তাহা প্রকাশ করিয়া
দিয়াছি ॥ ১৬০ ॥

বাঞ্ছিয়া,—কৃপা বা দাস্তরূপ রজ্জুপাশে বন্ধন করিয়া ॥ ১৬৬ ॥

শ্রীঅধৈতপ্রভুর তখনিকরূপ—সাধারণ পণ্ডিতাভিমানে
জীবগণের পক্ষে অতিদুরূহ ব্যাপার । শ্রীঅধৈতপ্রভু
কারণার্থবশারি-মহাবিকুর উপাধান-কারণাংশ । ইনি শ্রীমদ-
মহাপ্রভুকে নিজ-মাকর সেব্যবস্তুরূপে প্রপঞ্চে উপর করাইয়া
সকলের গোচরীকৃত ও সহজপ্রাপ্য করাইয়াছিলেন । উপা-

প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে তাঁহাকে সকলের
অতিমর্ত্য-জ্ঞান—

অপূর্ব দেখিয়া সব-ভাগবতগণে ।

মর-জ্ঞান আর কেহ না করয়ে মনে ॥ ১৬৮ ॥

কেহ বলে,—“এ পুরুষ অংশ-অবতার ।”

কেহ বলে,—“এ শরীরে কৃষ্ণের বিহার ॥” ১৬৯ ॥

কেহ বলে,—“কিবা শুক, প্রহ্লাদ, নারদ ।”

কেহ বলে,—“হেন বৃষ্টি খণ্ডিল আপদ ॥” ১৭০ ॥

যত সব ভাগবতগণের গৃহিণী ।

তঁারা বলে,—“কৃষ্ণ আসি’ জন্মিলা আপনি ॥” ১৭১ ॥

কেহ বলে,—“এই বৃষ্টি প্রভু-অবতার ।”

এইমত মনে সবে করেন বিচার ॥ ১৭২ ॥

বহির্দশার আসিয়া পুনরায় প্রভুর প্রেমাশ্রুপাত—

বাছ হইলে ঠাকুর সবার গলা ধরি’ ।

যে ক্রন্দন করে তাহা কহিতে না পারি ॥ ১৭৩ ॥

কৃষ্ণবিরহাৰ্ত্ত-গোপীভাব-বিভাবিত প্রভু বধে—

তথা হি (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতে ৪১)—

অমুস্তথজ্ঞানি দিনাস্তরাণি হরে স্বদালোকনমন্তরেণ ।

অনাথবাক্যে ককটৈকসিন্ধো হা হন্ত হা হন্ত কথং নয়ামি ॥

কৃষ্ণবিরহে কৃষ্ণায়ুসন্ধান ও কৃষ্ণনাথার্থ অত্যাৎকর্ষা—

“কোথা গেলে পাইমু সে মুরলীবদন !”

বলিতে ছাড়য়ে খাস, করয়ে ক্রন্দন ॥ ১৭৫ ॥

অন্তরঙ্গভক্ত-সমীপে স্বীয় কৃষ্ণবিচ্ছেদ-দুঃখ নিবেদন—

স্থির হই’ প্রভু সব-আশুগণ-স্থানে ।

প্রভু বলে,—“মোর দুঃখ করে’ নিবেদনে ॥” ১৭৬ ॥

দান-কার্যাণ্যেই নিমিত্ত ও উপাদান কারণধর-মিলিত সর্ব-
কারণকারণ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণজননকে প্রপঞ্চে অবতরণ
করাইতে সমর্থ । সেই সাক্ষাৎ শ্রীহবিব সহিত অভিন্ন শ্রীল
অষ্টৈতাচাৰ্য্যের রূপা-বলেই হরিবিমুখ জীবগণ ও মহাবদান্ত
কৃষ্ণপ্রেমধাতা শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের সন্ধান লাভ করিবার সন্ধ্যা
পাইয়াছে । গৌরকৃষ্ণবিমুখ জীবকুলের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ-
চাৰ্য্যের অষ্টৈতুকী দমাই তাহাদের অনাদি-দুঃখনিবৃত্তির
উপাদান কারণ । “যদি কোন ভাগ্যহীন জীব এই সকল মহা-
দয়্য তত্ত্বধারণ প্রবেশ করিতে না পারিলা প্রত্যাধীন হন,

প্রভু বলে,—“মোর সে দুঃখের অন্ত নাই ।

পাইয়াও হারাইমু জীবন-কানাই ॥” ১৭৭ ॥

প্রভুর নিকট শুণ্ডকথা-প্রবণার্থ তাহাদের উপবেশন—

সবার সম্ভাষ হৈল রহস্ত শুনিতে ।

শ্রদ্ধা করি’ সবে বসিলেন চারিভিতে ॥ ১৭৮ ॥

গোপীভাব-বিভাবিত প্রভুকর্তৃক কানাক্রিষ্টাশালায় কৃষ্ণ-

দর্শনাখ্যান-জ্ঞাপন-মুখে কৃষ্ণরূপ-বর্ণন—

“কানাক্রিষ্টের নাটশালা-নামে এক গ্রাম ।

গয়া হৈতে আসিতে দেখিমু সেই স্থান ॥ ১৭৯ ॥

তমাল-শ্রামল এক বালক স্তম্বর ।

নবগুঞ্জ-সহিত কুস্তল মনোহর ॥ ১৮০ ॥

বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ শোভে তছুপরি ।

কলমল মণিগণ,—লখিতে না পারি ॥ ১৮১ ॥

হাতেতে মোহন বাঁশী পরম-সুন্দর ।

চরণে মূপুর শোভে অতি-মনোহর ॥ ১৮২ ॥

নীলস্তম্ভ জিনি’ ভূজে রত্ন-অলঙ্কার ।

শ্রীবৎস-কৌস্তভ বক্ষে শোভে মণিহার ॥ ১৮৩ ॥

কি কহিব সে পীত-খটীর পরিধান ।

মকর-কুণ্ডল শোভে কমল-ময়ান ॥ ১৮৪ ॥

আমার সমীপে আইলা হাসিতে-হাসিতে ।

আমা’ আলিজিয়া পলাইলা কোন্ ভিতে ॥” ১৮৫ ॥

প্রভু-রূপা ব্যতীত সকলেরই গোপীভাবচিত প্রভুর

বাক্য বৃষ্টিতে অসামর্থ্য—

কিরূপে কহেন কথা শ্রীগৌরসুন্দরে ।

তান রূপা বিনা তাহা কে বুঝিতে পারে ॥ ১৮৬ ॥

তাহা হইলে তিনি তৎকথাৎ অযোগ্য অর্থাৎ স্মৃতি হইতে
বঞ্চিত হইবেন ॥ ১৮৭-১৮৮ ॥

প্রভু ‘শেষ’—ভগবান্ সহস্রবদন অনন্তদেব ॥ ১৮৯ ॥

প্রভুর অন্তর্দর্শন হইতে বাহ্যদর্শন আগমন-মাত্রেরই বদনে
অনর্গল কৃষ্ণরূপ উচ্চারিত হইতেন । কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ
যে রূপ নিজে বা তৃকীভূত-অবস্থায় সর্বদা ভগবৎসেবা-বঞ্চিত
থাকে এবং নিজ-ভক্ত বা মোদ-ভক্ত হইলে নিজ-নিজ-ইচ্ছা-
তর্পণকর ভোগ্যবিষয়-কথায় ব্যাপৃত থাকেন, প্রভুর তরুণ
ব্যবহার ছিল না বা দৃষ্ট হইত না; তিনি অন্তরে-বাহিরে

কৃষ্ণকথা-বর্ণন-মধ্যে প্রভুর প্রেম-মুহূর্ত—
কহিতে কহিতে মুহূর্ত গেল। বিশ্বস্তর।
পড়িলা 'হা কৃষ্ণ !' বলি পৃথিবী-উপর ॥ ১৮৭ ॥

সর্বোত্তম আদর্শ লোকশিক্ষকরূপে কৃষ্ণসেবা-পরা সর্ববিধা
চেষ্টাই প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১৬৫ ॥

ভগবানের কৃষ্ণপ্রেমোচ্ছাসময় হৃদয়-শব্দ শুনিয়া ভগবৎ-
বিমুখ শ্রোতৃবর্গের কর্ণপটহর্য বিদীর্ণ হইবার উপক্রম হইত ;
কিন্তু তচ্ছবন-ফলে ভক্তগণ তাঁহার রূপা প্রাপ্ত হইয়া কৃষ্ণের
বিষয়-ভোগ হইতে নিবৃত্তি লাভ করিতেন অর্থাৎ উত্তরোত্তর
অধিকতর ভগবৎসেবোন্মুখ হইতেন ॥ ১৬৬ ॥

অঙ্কুর। (হে) হরে, (গোপীজন-চিত্ত চোব,) (হে)
অনাথবন্ধো, (অনাথানাং গোপীনাং বন্ধো আশ্রয়,) (হে)
কঙ্কণেকসিদ্ধো, (করুণায়াঃ দয়ায়াঃ এক অধিতীয় সিদ্ধো
আধার,) হৃদ্যালোকনং (তব আলোকনং দর্শনম্) অন্তরেণ
(বিনা)অমুনি অধজ্ঞানি (ঋদর্শন রাহিত্যাৎ এব অন্ততানি অ-
প্রিয়াণি) দিনাস্তরাণি (অবশিষ্টানি অজ্ঞানি দিনানি) হা হস্ত
হা হস্ত (অহো কষ্টম্ অহো কষ্টম্) কথং (কেন উপায়েন)
নরামি (বাপয়ামি) ? ১৭৪ ॥

অমুবাদ। “ওগো গোপীজনের চিত চোরা, ওগো
অবলার বান্ধব, ওগো দয়ার সাগর শ্রাম, হায় হায়, তোমার
না দেখে’ এই বিস্তীর্ণ দিনগুলো আমি কি কোরে কাটাই ?
হল ॥” ১৭৪ ॥

ভাষ্য। (চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ৫২ সংখ্যায় প্রভুর কৃষ্ণ-
বিরহবর্ণনপ্রসঙ্গে—) “তোমার দর্শন বিনে, অথন্ত এ রাত্রি-
বিনে, এই কাল না যায় কাটন। তুমি অনাথের বন্ধু,
অগার করুণা-সিদ্ধ, রূপা করি’ সেই’ দরশন ॥” ১৭৪ ॥

(চৈঃ চঃ মধ্য ২য় পঃ ১৫—) “কাহাঁ মোর প্রাণনাথ
মুরলীবদন। ক্যা করোঁ, কাহাঁ পাণ্ড ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥” (ঐ অত্যা
১২পঃ ৫—) “হা হা কৃষ্ণ প্রাণনাথ ব্রজেন্দ্রনন্দন। কাহাঁ যাও
কাহাঁ পাণ্ড মুরলীবদন ॥” (ঐ অত্যা ১৫পঃ ২৪) “ক্যা করোঁ,
কাহাঁ বাঙ, কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাণ্ড, হুঁহে মোরে কহ সে
উপায় ॥” (ঐ অত্যা ১৭পঃ ৫০—) “ক্যা করোঁ, কাহাঁ বাঙ,
কাহাঁ গেলে কৃষ্ণ পাণ্ড, কৃষ্ণ বিনা প্রাণ মোর যায় ॥” ১৭৫ ॥

জীবন কানাই,—প্রাণবরণ কাহ্ন (নন্দনন্দন) ॥ ১৭৭ ॥

সকলের প্রভুকে ব্যক্তভাবে ধারণ ও ধূলি মার্জন—
আথে-ব্যথে ধরে সব ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি’ ।
ছিন্ন করি কাড়িলেন শ্রীঅঙ্গের ধূলি ॥ ১৮৮ ॥

রহস্ত,—গোপনীয় বা অপ্রকাশ্য কথা বা ঘটনা ॥ ১৭৮ ॥

কানাক্রির নাটশালা,—‘কান্ধাইয়ার হান’-নামেই
স্থানীয় লোকের নিকট পরিচিত। কলিকাতা-হাওড়া
কাটোয়া-আজিমগঞ্জ-বারহাওরা লাইনে ‘তালবরি’-ষ্টেশনে
নামিয়া মাঠের কাঁচা-রাঙার প্রায় দুই মাইল পূর্বোত্তরদিকে
অথবা পাকানাতার ষ্টেশনের পূর্বদিকস্থিত বদলহাট-গ্রাম
হইতে প্রায় দুইমাইল উত্তরে, ‘কানাইর নাটশালা’ অবস্থিত।
এই ‘কানাইয়ার হান’টির চতুর্দিকেই বনজঙ্গল; একটি
ছোট পাহাড়ের উপর একটি বড় মন্দিরের ভিতর শ্রীমতী
রাদিকা ও শ্রীকান্ধাইশালা-জি এবং বহু শালগ্রাম-শিলা
প্রাচীনকাল হইতে পূজিত হইতেছেন। তাহার পার্শ্বেই
আর একটি প্রস্তর-মন্দির (মন্দিরের ?) উপর শ্রীচৈতন্ত-
মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রস্তর-নির্মিত দুই জোড়া শ্রীচরণ-চিহ্ন বহু-
কাল হইতে স্থাপিত আছে বলিয়া প্রবাদ; তাহা অধুনা
জটনক বিরক্ত-পূজারী অর্চন করেন। এই উত্তর-মন্দিরের
মধ্যবর্ত্তিস্থানেই ৪৪০ গৌরাক্ষে প্রাচীন-নবদ্বীপ শ্রীধাম-মায়-
পুরস্থিত শ্রীচৈতন্তমঠের সেবকগণের সেবাগ্রন্থ-কলে একটি
গৌরপাদপীঠ-মন্দির নির্মিত হইয়াছে। এই স্থান হইতে
একমাইল পূর্বদিকে গঙ্গা প্রবহমানা এবং একমাইল দূরে
লোকের বসতি ॥ ১৭৯ ॥

প্রভুর অলৌকিক বাক্যাদি তাঁহার কোন্-দশায় কোন্-
ভাবেবেশে কোন্ কোন্ উৎকৃষ্ট-স্বরূপ ব্যক্তির অস্ত্র কথিত
হইতেছে, তাহার রূপা-বল ব্যতীত কাহারও তাহা বুঝিবার
সামর্থ্য নাই। বাহারা কপটতা করিয়া লক্ষ্যপ্রোত্তিমান
গৌরজ্ঞানের প্রেম-চেষ্টার অমুকরণ করে, তাহার নরকের
দিকে অতি দ্রুতবেগে নির্দিষ্টবেগে গমন করে। প্রাকৃত-
সাহজিকগণ অপ্রাকৃত-বিপ্লবজবিগ্রহ গৌরচরিত্র না বুঝিয়া
বধন হরি সেবা পরিত্যাগপূর্বক আত্ম ও পরবন্ধনার কুঅভি-
প্রায়ে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-সংগ্রহের অস্ত্র আত্মবিনাশিনী
চেষ্টার প্রবৃত্ত হয়, অর্থাৎ গৌরকৃষ্ণভজনপর সৎগুরুর শ্রীচরণ
আশ্রয় না করিয়া বধন কৃষ্ণভক্তিহীন অচেতনতর্পণপর অজ্ঞান

প্রেমবিহীন প্রভুর কেবল 'কৃষ্ণ' বলিয়া ক্রন্দন—
 স্থির হইয়াও প্রভু স্থির নাহি হয়।
 'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' বলিয়া কান্দয় ॥ ১৮৯ ॥
 বহির্দ্বার আসিয়া প্রভুর অতিদৈন্ত-বিনমোক্তি—
 কণেকে হইলা স্থির শ্রীগৌরসুন্দর।
 স্বভাবে হইলা অতিমাত্র-কলেবর ॥ ১৯০ ॥

প্রভুর কৃষ্ণভজন বর্ণন-শ্রবণে সকলের সদৈক্যে পালকজ্ঞানে
 প্রভুকে স্তুতি ও স্ব-স্ব-নিবেদন—
 পরম-সন্তোষ চিত্ত হইল সবার।
 শুনিয়া প্রভুর ভক্তিকথার প্রচার ॥ ১৯১ ॥
 সবে বলে,—“আমরা-সবার বড় পুণ্য।
 ভূমি-হেন-সঙ্গে সবে হইলাও ধন্য ॥ ১৯২ ॥
 ভূমি সঙ্গে যার, তার বৈকুণ্ঠে কি করে?
 তিলেকে তোমার সঙ্গে ভক্তি-ফল ধরে ॥ ১৯৩ ॥
 অনুপাল্য তোমার আমরা সর্বজন।
 সবার লায়ক হই' করহ কীর্তন ॥ ১৯৪ ॥
 পাষণ্ডীর বাক্যে দম্ভ শরীর সকল।
 তোমার এ প্রেমজলে করহ শীতল ॥” ১৯৫ ॥

ভক্তগণকে সাধনাতে প্রভুর স্বগৃহে আগমন—
 সন্তোষে সবার প্রতি করিয়া আশ্বাস।
 চলিলেন মন্তসিংহ-প্রায় নিজ-বাস ॥ ১৯৬ ॥

ভিলাবী, কর্ম্ম বা জ্ঞানীর জঘন্য চরণকে গুরুপাদপদ্ম-জ্ঞানে
 বরণ করে, তখন তাহাদের প্রতি শ্রীগৌরসুন্দরের কোন
 কৃপা হয় নাই, জানিতে হইবে; পক্ষান্তরে তাহারা গৌর-
 ভোগী হইয়া নিজ-কৃত অপরাধের ফলে ভয়ানক অমঙ্গল
 লাভ করে ॥ ১৮৬ ॥

বৈকুণ্ঠ,—ঐশ্বর্য্যর প্রধান পরব্যোম। তাঁব...করে,—
 তাহার নিকট ঐশ্বর্য্যরপ্রধান বৈকুণ্ঠও অস্বচিকর বা অল্প-
 বহিমা-বিশিষ্ট।

তিলেকে,—অতিসূক্ষ্ম-কামাংশ; পাঠান্তরে, 'তিলাক' ॥
 ব্যাভার-প্রভাব,—গৃহমেধীর বা গৃহহোচিত সাংসারিক
 ব্যবহার-প্রসঙ্গ।

কৃষ্ণবিরহোদগত বিপ্লবভবিষ্যৎ শ্রীমদ্ব্যাপ্রভু নিজ-গৃহে

কৃষ্ণপ্রেমানকাবিষ্ট প্রভুর আচরণদ্বারা সন্তোষমূলক-
 গৌরনাগরী-বাদ নিরাস—

গৃহে আইলেও নাহি ব্যাভার-প্রভাব।
 নিরন্তর আনন্দ-আবেশ-আবির্ভাব ॥ ১৯৭ ॥
 প্রভু-প্রেমাঙ্গ-বর্ণনে গ্রন্থকারের অতুল কবিত্ব-শক্তি—
 কত বা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে।
 চরণের গঙ্গা কিবা আইলা বদনে! ১৯৮ ॥
 প্রভুর শ্রীমুখে সর্বকণ একমাত্র কৃষ্ণকথা—
 'কোথা কৃষ্ণ! কোথা কৃষ্ণ!' মাত্র প্রভু বলে।
 আর কেহ কথা নাহি পায় জিজ্ঞাসিলে ॥ ১৯৯ ॥
 অন্তরঙ্গভক্ত-দর্শনমাত্র তাঁহাকে প্রভুর কৃষ্ণসন্ধান-জিজ্ঞাসা।
 যে-বৈকুণ্ঠে ঠাকুর দেখেন বিভ্রমানে।
 তাঁহারেই জিজ্ঞাসেন,—“কৃষ্ণ কোন্ খানে?” ২০০ ॥

ভক্তগণের যথা-জ্ঞানে প্রভুকে সাধনা—
 বলিয়া ক্রন্দন প্রভু করে অতিশয়।
 যে জানে যেমত, সেইমত প্রবোধয় ॥ ২০১ ॥
 একলা তাধূল-হস্তে গদাধরেব আগমন; গদাধরকে
 প্রভুর কৃষ্ণসন্ধান জিজ্ঞাসা—

একদিন তাধূল লইয়া গদাধর।
 হরিবে হইলা আসি' প্রভুর গোচর ॥ ২০২ ॥
 গদাধরে দেখি' প্রভু করেন জিজ্ঞাসা।
 "কোথা কৃষ্ণ আছেন শ্রামল পীতবাসা?" ২০৩ ॥

আদিয়াও সাংসারিক-ব্যবহারস্থান-প্রবেশে কোন-প্রকার
 কৃষ্ণের ভোগময় কর্ম্মের আবাহন করিতেন না; গৌরগৃহে
 কৃষ্ণবিরহপ্রেম যেন মূর্তি প্রকট বা পরিগ্রহ করিয়া সর্বকণ
 বিরাজিত ছিলেন। অতীত গৃহত্ব বা গৃহমেধী নবীন গৌর-
 নাগরী-মতাবাদিগণ অশাস্ত্রীয় ও তত্ত্ববিরুদ্ধভাবে নিজেদের
 উর্দ্ধর-মস্তিকে প্রেমভক্তিব্রহ্মপীণী ঐশ্বর্য্যরপ্রধানা স্বকীর্ত্ত
 কাঙ্ক্ষা মহালক্ষ্মী শ্রীমতী বিকুপ্রিয়া-দেবীর সহিত শ্রীগৌর-
 সুন্দরের যে-সকল সন্তোষ-লীলা কল্পনা বা রচনা করেন,
 তাহা এই পক্ষে শ্রীবাসাবতার ঠাকুর শ্রীমদ্ব্যবস-দাগ অতি-
 নির্মল ও সুশীল-ভাষার সম্পূর্ণরূপে নিরাস করিয়াছেন ॥ ১৯৭ ॥

এহলে 'উৎপ্রেক্ষা'-নামক অলঙ্কার গ্রন্থকারের অতুল
 কবিত্ব-শক্তির পরিচায়ক।

প্রভুর কৃষ্ণপ্রের্যক্তি দর্শনে গদাধর নির্বাক—
সে আশি দেখিতে সর্ব-হৃদয় বিদরে ।
কি বোল বলিবে,—হেন বচন না ক্ষুরে ॥ ২০৪ ॥
বাস্ততা-ক্রমে গদাধরের উক্তি—
সন্ত্রমে বলেন গদাধর-মহাশয় ।
“নিরবধি থাকে কৃষ্ণ তোমার হৃদয় ॥” ২০৫ ॥
প্রভুর স্ব-বক্ষ্য বিদারণ চেষ্টা—
‘হৃদয়ে আছেন কৃষ্ণ’ বচন শুনিয়া ।
আগম-হৃদয় প্রভু চিরে নখ দিয়া ॥ ২০৬ ॥
অতিকষ্টে গদাধরের প্রভুকে নিবারণ ও সান্তন—
আথে-ব্যথে গদাধর ছুই হাতে ধরি’ ।
নানা-মতে প্রবোধি’ রাখিলা স্থির করি’ ॥ ২০৭ ॥
দূর হইতে শচীর গদাধরের যাবতীয় চেষ্টা-দর্শন ও
হৃদয়ের তৎপ্রশংসা—
“এই আসিবেন কৃষ্ণ, স্থির হও মনে ।”
গদাধর বলে, আই দেখেন আপনে ॥ ২০৮ ॥
বড় তুষ্ট হৈলা আই গদাধর-প্রতি ।
“এমত শিশুর বুদ্ধি নাহি দেখি কতি ॥ ২০৯ ॥
মুগ্ধ ভয়ে নাহি পারি সমুখ হইতে ।
শিশু হই’ কেমন প্রবোধিল ভালমতে ॥” ২১০ ॥
আই বলে,—“বাপ ! তুমি সর্বদা থাকিবা ।
ছাড়িয়া উহার সজ কোথা না যাইবা ॥” ২১১ ॥

প্রভুর বদনমণ্ডলে প্রেমানন্দাশ্রুধারার সহিত তদীয়
চরণোক্তা গদা-ধারার উপমা প্রদত্ত হইয়াছে ; প্রভুর নয়নে
সেই প্রেমানন্দাশ্রু-ধারা-পাত দর্শনে স্বতঃই মনে হয়,—যেন
সত্য-সত্যই গদা-জল-স্রোত-ধারা প্রবাহিত হইতেছে,—
ইহাই ‘উৎপ্রেকাশকার’ ॥ ১২৮ ॥

আর...জিজ্ঞাসিলে,—কৃষ্ণবিরহব্যাকুল প্রভুর নিকট কেহ
‘কৃষ্ণ’ব্যতীত অন্য কথা জিজ্ঞাসা করিলে তদন্তরে প্রভুর নিকট
হইতে কেহই কক্ষকথা ব্যতীত আর কোন কথা বা উত্তর
শুনিতে পাইত না ॥ ১২৯ ॥

পূর্ববর্তী ১৭৫ সংখ্যার ভাণ্ডা দ্রষ্টব্য ॥ ২০০ ॥

কি বোল...ক্ষুরে,—সমাগত সকলেই কি বলিয়া যে কৃষ্ণ-
বিরহান্ত প্রভুকে প্রবোধ বা সান্তনা প্রদান করিবে, তাহা

দেবকীর ত্রায় শচীর প্রভুপ্রতি ঐশ্বর্যমিশ্র বাৎসল্য ও
ভরমিশ্র বিষয়—

অক্লান্ত প্রভুর প্রেমযোগ দেখি’ আই ।
পুঞ্জ-হেন জ্ঞান আর মনে কিছু নাই ॥ ২১২ ॥
মনে ভাবে আই,—“এ পুরুষ নয় নহে ।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে ! ২১৩ ॥
নাহি জানি আসিয়াছে কোন্ মহাশয় ।”
ভয়ে আই প্রভুর সমুখ নাহি হয় ॥ ২১৪ ॥
সায়ং কালে ভক্তগণের ক্রমশঃ প্রভুগৃহে আগমন—
সর্ব-ভক্তগণ সন্ধ্যা-সময় হইলে ।
আসিয়া প্রভুর গৃহে অয়ে-অয়ে মিলে ॥ ২১৫ ॥
বীর্তনগায়ক মুকুন্দের স্বপ্নে ভক্তিস্বচক-প্রকাশ্যক্তি—
ভক্তিযোগ-সহিত যে-সব শ্লোক হয় ।
পড়িতে লাগিলা শ্রীমুকুন্দ-মহাশয় ॥ ২১৬ ॥

তচ্ছবণে প্রভু ব প্রেমাবেশ ও যুগপৎ সমস্ত সারিক-
ভাব-প্রাপ্ত্য—

পুণ্যবস্ত মুকুন্দের হেন দিব্য ধনি ।
শুনিলেই আবিষ্ট হইয়েন দ্বিজমণি ॥ ২১৭ ॥
‘হরি বোল’ বলি’ প্রভু লাগিলা গর্জিতে ।
চতুর্দিকে পড়ে, কেহ না পারে ধরিতে ॥ ২১৮ ॥
জাস, হাস, কল্প, শ্বেদ, পুলক, গর্জন ।
একবারে সর্ব-ভাব দিলা দরশন ॥ ২১৯ ॥

বুঝিতে বা স্থির করিতে না পারায় তাহাদের বাক্যক্ষতি
হইত না ॥ ২০৪ ॥

সঙ্গম,—সম্ —ভ্রম্ (ভ্রমণ করা) + অ (ভাবে অণ্) ;
এহলে, ভয় বা ভক্তি-বশতঃ বাস্তবতার সহিত ॥ ২০৫ ॥

এহলে, প্রভুর প্রতি শচী-মাতার দেবকীর ত্রায় ঐশ্বর্য-
মিশ্র বাৎসল্য-রস প্রকাশিত ॥ ২১২ ॥

নয়,—মর্ত্য, মাছুষ বা মানব ; এ...নহে,—এই বিশ্বস্তর
নিশ্চয়ই কোন অতিমর্ত্য অলৌকিক পুরুষ ॥ ২১৩ ॥

ধনি,—স্বর বা কণ্ঠ-স্বর ॥ ২১৭ ॥

নিখিল আশ্রিতবর্ণের মধ্যে কান্তন্যসের আশ্রয়-বিগ্রহ
কৃষ্ণমোহিনী শ্রীমতী রাধিকার গরিষ্ঠ ও গাষ্ঠীয়া সর্বাঙ্গপেক্ষা
অধিক বলিয়া তাহার চিত্তেই সমস্ত অমৃত্যব, সারিকভাব ও

তৎকালে ভক্তগণের কৃষ্ণনামকীর্তন—
অপূর্ব দেখিয়া স্নেহে গায় ভক্তগণ ।
ঈশ্বরের প্রেমাবেশ নহে সম্মরণ ॥ ২২০ ॥
প্রভুর সারস্বত প্রেমাবেশ ও প্রাতে বহির্দশা—
সর্ব-নিশা যান যেন মুহূর্তেক-প্রায় ।
প্রভাতে বা কথঞ্চিৎ প্রভু বাহু পায় ॥ ২২১ ॥

প্রভুর স্বগৃহে প্রত্যহ উচ্চকীর্তন-বিলাস—
এইমত নিজ-গৃহে শ্রীশচীনন্দন ।
নিরবধি নিশিদিদি করেন কীর্তন ॥ ২২২ ॥
আরস্তিলা মহাপ্রভু কীর্তন-প্রকাশ ।
সকল-ভক্তের দুঃখ হয় দেখি' নাশ ॥ ২২৩ ॥
'হরি বোল' বলি' ডাকে শ্রীশচীনন্দন ।
ঘন-ঘন পাবতীর হয় আগরণ ॥ ২২৪ ॥

প্রভুর উচ্চকীর্তনধনি-শ্রবণে পাষণ্ডগণের নিজ-
ভোগ-ভঙ্গ ও নানা বিবেচ-প্রলাপোক্তি—
নিজ-স্বখ-ভঙ্গে বহির্দুঃখ জুগু হয় ।
যান যেনমত ইচ্ছা বলিয়া মরয় ॥ ২২৫ ॥
কেহ বলে,—“এ-গুলার হইল কি বাই ?”
কেহ বলে,—“রাত্র্যে নিজা যাইতে না পাই ॥” ২২৬ ॥
কেহ বলে,—“গোসাঞি কুণ্ডে বড় ডাকে ।
এ-গুলার সর্বনাশ হৈবে এই পাকে ॥” ২২৭ ॥
কেহ বলে,—“জ্ঞান-যোগ এড়িয়া বিচার ।
পরম-উদ্ধত-হেন সবার ব্যভার ॥” ২২৮ ॥

ব্যভিচারী বা নধারী ভাবগুলি পরিপূর্ণভাবে কৃষ্ণপ্রিয়-
ভোগার্থ যুগপৎ একদা উদ্ভিত হয়; স্মরণে শ্রীমতী রাধিকার
ভাবে বিভাবিত প্রভুর চিত্তে ও যে ঐ ভাবগুলি যুগপৎ এক-
কালে একসঙ্গে প্রকাশিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি? ২২৯
কৃষ্ণসেবা বিষুখ পাষণ্ডজনগণ সর্বদা বিষয় ভোগ কার্যে
আগত, পরন্তু কৃষ্ণসেবা-কার্যে নিমিত্ত থাকিয়া কৃষ্ণসেবা
কুলিয়া যায়; কিন্তু এক্ষণে শচীনন্দনের হরিকীর্তন-
ধনিত তাহাদের সেই তামসিক নিজ-ভঙ্গকালে তাহাদের
হরিসেবা বিষুখ চিত্ত উৎকৃষ্ট ও চমকিত হইয়াছিল ॥ ২২৪ ॥

আদি ৭ম অঃ ২১, ১১ অঃ ৫৩-৫৭, ১৬ অঃ ১০-১৩ ও
২৫৫-২৬২, ২৬৯ ও ২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২২৫-২২৮ ॥

সর্বোপরি ভক্তরাশি শ্রীবাসের বিরুদ্ধেই পাষণ্ডগণের
ক্রোধ-কটুক্তি—
কেহ বলে,—“কিসের কীর্তন কে বা জানে ?
এত পাক করে এই শ্রীবাসিয়া-বামনে ॥ ২২৯ ॥
মাগিয়া খাইবার লাগি' মিলি' চারি ভাই ।
'কৃষ্ণ' বলি' ডাক ছাড়ে—যেন মহা-বাই ॥ ২৩০ ॥
মনে-মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয় ?
বড় করি' ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় ?” ২৩১ ॥
সর্বত্র কৃষ্ণকীর্তনের বিরুদ্ধে রাজরোষবিষয়ক অনরব-প্রচার—
কেহ বলে,—“আরে ভাই ! পড়িল প্রমাদ ।
শ্রীবাসের লাগি' হৈল দেশের উৎসাদ ॥ ২৩২ ॥
আজি মুঞি দেওয়ানে শুনিবু' সব কথা ।
রাজার আজ্ঞায় চুই নাও আইসে এথা ॥ ২৩৩ ॥
শুনিলেক নদীয়ার কীর্তন বিশেষ ।
ধরিয়া নিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥ ২৩৪ ॥
যে-ভে-দিকে পলাইবে শ্রীবাসপণ্ডিত ।
আমা' বসা' লৈয়া সর্বনাশ উপস্থিত ॥ ২৩৫ ॥
তখনে বলিলু মুঞি হইয়া মুখর ।
'শ্রীবাসের ঘর কেলি' গঙ্গার ভিতর ॥’ ২৩৬ ॥
তখনে না কৈলে ইহা পরিহাস-জ্ঞানে ।
সর্বনাশ হয় এবে দেখ বিম্বমান ॥’ ২৩৭ ॥
কেহ বলে,—“আমরা সবার কোন্ দায় ?
শ্রীবাসে বাজিয়া দিব যেবা আসি' চায় ॥’ ২৩৮ ॥

পাক,—পেচ, চক্র; বামনে,—(অবজ্ঞার্থে) ব্রাহ্মণ ।
এত..বামনে,—এইমত কুচক্র, কুমন্ত্রণা বা ছরতি-
সন্ধির মূলই—এই শ্রীবাস-বিপ্লব ॥ ২২৯ ॥
আদি ১৬ অঃ ১২-১৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ।
মহা বাই,—মহা-বায়ু বা উন্মাদ-রোগ-গ্রস্ত, অত্যাগত ॥
আদি ১৬ অঃ ২৫৭, ২৬৯-২৭০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৩১ ॥
পড়িল,—আসিয়া পড়িল, হইল; প্রমাদ,—বিপদ আপদ ।
উৎসাদ,—উৎ—সদ (হিংসা করা) + অ (ভাবে বহু),
বিনাশ, বিধ্বংস ॥ ২৩২ ॥
দেওয়ানে,—আদি ১৫ অঃ ২৫ সংখ্যার তায় দ্রষ্টব্য ॥
তখনে...ভিতর,—আদি ১৬ অঃ ১০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৩৬ ॥

এইমত কথা হৈল নগরে নগরে ।

‘রা নরোঁকা আইসে বৈকব ধরিবারে ॥’ ২৩৯ ॥

রাজদোয়াস সস্তাবনা শ্রবণ করিয়াও প্রপদ

ভক্তসমাজের নির্ভয়—

বৈকবসমাজে সবে এ কথা শুনিলা ।

‘গোবিন্দ’ স্মরণি’ সবে ভয় নিবারিলা ॥ ২৪০ ॥

“যে করিবে কৃষ্ণচন্দ্র, সে-ই ‘সত্য’ হয় ।

সে প্রভু থাকিতে কোন্ অধমেরে ভয়?” ২৪১ ॥

তদ্রূপে বিশ্বাসপ্রবণ সরলমতি শ্রীবাসের আশঙ্কা—

শ্রীবাসপণ্ডিত—বড় পরম উদার ।

যেই কথা শুনে, সে-ই প্রত্যয় তাঁহার ॥ ২৪২ ॥

যবনের রাজ্য দেখি’ মনে হৈল ভয় ।

জানিলেন গৌরচন্দ্র ভক্তের হৃদয় ॥ ২৪৩ ॥

তদ্রূপে ভয়-মোচনার্থ ভগবানের আশ্রয়কটনৈচ্ছা—

প্রভু অবতীর্ণ,—নাহি জানে ভক্তগণ ।

জানাইতে আরজিলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ২৪৪ ॥

বিশ্বস্তের অপরূপ-বেশ ভূষণ-বর্ণন, ভ্রমণ-স্থলে প্রভুর

গঙ্গাতীরে আগমন—

নির্ভয়ে বেড়ায় মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।

ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় মদন-সুন্দর ॥ ২৪৫ ॥

সর্বদা লেপিয়াছেন সুগন্ধি চন্দন ।

অরুণ-অধর শোভে কমল-নয়ন ॥ ২৪৬ ॥

চাঁচর-চিকুর শোভে পূর্ণচন্দ্র-মুখ ।

জ্বলে উপবীত শোভে মনোহর রূপ ॥ ২৪৭ ॥

দিব্য-বস্ত্র পরিধান, অধরে ভাষুল ।

কৌতুকে গেলেন প্রভু ভাগীরথী-কূল ॥ ২৪৮ ॥

যখন সাক্ষাৎ প্রভু কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং রক্ষকরূপে বর্তমান, তখন বিষকারী প্রাকৃত কোন-বস্ত হইতেই আর আমাদের কোনরূপ ভয় নাই ।

(ভাঃ ১০।২।৩৩ শ্লোকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ব্রহ্মাদি দেবগণের স্তুতি—) “তথা ন তে মাধব ভাবকাঃ কচিদ্রুদ্রস্তি মার্গাৎ স্মি বহুসৌহৃদাঃ । স্মৃতিস্তপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া বিনারকানীকপমুর্দ্ভু প্রভো ॥” ২৪১ ॥

শ্রীবাস-পণ্ডিত বড়ই সরল ও উদারপ্রকৃতি ভক্ত ছিলেন

প্রভু-দর্শনে ভক্তগণের হর্ষ ও পায়ত্তিগণের বিমর্ষ—

যতেক স্মৃতি হয় দেখিতে হরিষ ।

যতেক পায়ত্তী, সব হয় বিমরিষ ॥ ২৪৯ ॥

অকুতোভয় প্রভুর নির্ভীকতা দর্শনে পায়ত্তিগণের

বিস্ময় ও প্রলাপ—

“এত ভয় শুনিয়াও ভয় নাহি পায় ।

রাজার কুমার যেন নগরে বেড়ায় ॥” ২৫০ ॥

আর-জন বলে,—ভাই! বুঝিলাও, থাক’ ।

যত দেখে এই সব—পলাবার পাক ॥” ২৫১ ॥

গঙ্গা-পুলিনে গো-চরণ-দর্শন-মাত্র প্রভুর ‘পূর্ব’

ব্রহ্ম-সীমা-স্থিতির উদ্দীপন—

নির্ভয়ে চা’হেন চারিদিকে বিশ্বস্তর ।

গঙ্গার সুন্দর স্রোত পুলিন সুন্দর ॥ ২৫২ ॥

গাভী এক যুথ দেখে পুলিনেতে চরে ।

হুয়ারব করি’ আইসে জল খাইবারে ॥ ২৫৩ ॥

উর্ক পুচ্ছ করি’ কেহ চতুর্দিকে ধায় ।

কেহ যুখে, কেহ শুয়ে, কেহ জল খায় ॥ ২৫৪ ॥

দেখিয়া গর্জয়ে প্রভু করে ছহকার ।

“মুঞি সেই, মুঞি সেই” বলে বারে-বার ॥ ২৫৫ ॥

ক্রতবেগে নৃসিংহার্চনরত শ্রীবাসের রুদ্ধধার গৃহে

গমন ও পদাঘাত—

এইমতে ধাঞা গেলা শ্রীবাসের ঘরে ।

“কি করিল শ্রীবাসিয়া?” বলয়ে ছহকারে ॥ ২৫৬ ॥

নৃসিংহ পূজয়ে শ্রীনিবাস যেই ঘরে ।

পুনঃ পুনঃ লাগি মারে তাহার ছুয়ারে ॥ ২৫৭ ॥

বলিয়া যে বাহাই তাঁহার নিকট বলিত, তিনি তাহাই বিশ্বাস করিতেন; বিশেষতঃ হিন্দুধর্মবিরোধী রাজার রাজ্যে সকলই সম্ভব হইতে পারে বলিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল ॥ ২৪২ ॥

গৌররূপ-বর্ণন,—আদি ৮ম অঃ ১৮৪-১৮৭, ১১ অঃ ৩-

৪, ১৩ অঃ ৬১-৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৪৫-২৪৮ ॥

রাজার...বেড়ায়,—আদি ৬ষ্ঠ অঃ ৭২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৫০ ॥

ধাক,—একটু ‘তিষ্ঠ’, ‘ধাম’, ‘সবু’, বা অপেক্ষা কর ।

পাক,—পেচ, চক্র, কন্দি, কোশল, মংলব, অতিসর্দি ॥

শ্রীবাসের নিকট আপনার বিষ্ণু বিজ্ঞাপন—
 “কাহারে পূজিস্, করিস্, কার্ ধ্যান ?
 যাঁহারে পূজিস্, তাঁরে দেখ্, বিজ্ঞমান ॥” ২৫৮ ॥
 অর্চন-দ্যান-ভঙ্গে নমুখে বীরাসনে হুঙ্কার-রত চতুর্ভুজ
 গৌরচবিকে শ্রীবাসের দর্শন ও বিষয়ে শুভ -
 জলন্ত-অনল দেখে শ্রীবাসপণ্ডিত ।
 হইল সমাদি-ভঙ্গ, চা’হে চারিভিত ॥ ২৫৯ ॥
 দেখে বীরাসনে বসি’ আছে বিশ্বস্তর ।
 চতুর্ভুজ—শঙ্খ-চক্র-গদা পদ্ম-ধর ॥ ২৬০ ॥
 গর্জিতে আছয়ে যেন মন্ত্রসিংহ-সার ।
 বাম-কক্ষে তালি দিয়া করয়ে হুঙ্কার ॥ ২৬১ ॥
 দেখিয়া হইল কম্প শ্রীবাস-শরীরে ।
 স্বরূপ হৈল। শ্রীনিবাস, কিছুই না ক্ষুরে ॥ ২৬২ ॥
 শ্রীমকে প্রভু উৎসাহ ও অভয়-দান-মুখে স্ব-তব-
 বর্ণন ও শুভপাঠার্থ আজ্ঞা—
 ডাকিয়া বলয়ে প্রভু—“আরে শ্রীনিবাস !
 এতদিন না জানিস্ আমার প্রকাশ ? ২৬৩ ॥
 তোর উচ্চ সঙ্কীর্ণনে, নাড়ার হুঙ্কারে ।
 ছাড়িয়া বৈকুণ্ঠ, আইনু সর্ব পরিবারে ॥ ২৬৪ ॥
 নিশ্চিন্তে আছ তুমি মোরে না জানিয়া ।
 শাস্তিপুরে গেল নাড়া আমারে এড়িয়া ॥ ২৬৫ ॥

মুগ্ধ সেই,—আমিই সেই স্বয়ং গোপবাহু-নন্দ-নন্দন ॥ ২৫৫
 বীরাসন,—আদি ১০ম অঃ ১২শ সংখ্যার ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥
 নাড়া—শ্রীমজ্জনতোষণী ৭ম খণ্ডে ১১শ সংখ্যায় সম্পাদক
 শ্রীমভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন,—“শ্রীমমহা প্রভু শ্রীল
 অরৈত প্রভুকে নাড়া-শব্দে উক্তি করিয়াছেন। ঐ নাড়া-
 শব্দের অনেক-প্রকার অর্থ উল্লিখিত। কোন বৈষ্ণব-পণ্ডিত
 বলিয়াছেন যে, নাড়-শব্দে জীব-সমষ্টি; তাহাতে অবস্থিত
 মহাবিশ্বকে ‘নারা’ বলা যায়। সেই নারা-শব্দের অপভ্রংশই
 কি ‘নাড়া’? বাচ্যদেশীয় লোকেরা অতীতে ‘র’-স্থানে
 ‘ড়’ বলিয়া থাকেন। তাহাতেই কি নারা-শব্দ ‘নাড়া’ বলিয়া
 লেখা হইয়াছে? এই অর্থটি অনেকাংশে ভাল বলিয়া
 বোধ হয়।”

‘নার’ ও ‘নারা’ (নাড়া),—ভাঃ ১০।১৪।১৪ শ্লোকের

সাধু উদ্ধারিমু, দুষ্ট বিনাশিমু সব ।
 তোর কিছু চিন্তা নাই, পড়’ মোর স্তব ॥” ২৬৬ ॥
 শ্রীবাসের প্রেমজনন ও নির্ভয়ে হর্ষভরে যুগ্ম কবে প্রভুস্তুতি —
 প্রভুরে দেখিয়া প্রেমে কাঁদে শ্রীনিবাস ।
 ঘুচিল অন্তর-ভয়, পাইয়া আশ্বাস ॥ ২৬৭ ॥
 হরিশে পূর্ণিত হৈল সর্ব কলেবর ।
 দাণ্ডাইয়া স্তুতি করে মুড়ি’ দুই কর ॥ ২৬৮ ॥
 মহাভাগবত বিদ্যান শ্রীবাসের ব্রহ্ম-রূত ভগবৎস্তুতি পাঠ—
 সহজে পণ্ডিত বড় মহা-ভাগবত ।
 আজ্ঞা পাই’ স্তুতি করে যেন অভিমত ॥ ২৬৯ ॥
 ভাগবতে আছে ব্রহ্ম মোহাপনোদন ।
 সেই শ্লোক পড়ি’ স্তুতি করেন প্রথম ॥ ২৭০ ॥

গোপবাহুতনয় কৃষ্ণের রূপ-বর্ণন ও তৎপ্রণাম—

তথা হি (ভাঃ ১০।১৪।১)—

নৌমোড়া তেহভবপুখে তড়িদধরায়

শুজাবতংসগরিপিজলসমুখায় ।

বচস্বজে কবলবেত্রবিধাণবেণু-

লক্ষ্মশ্রিয়ে মৃদুপদে পশুপাসজায় ॥” ২৭১ ॥

শ্লোকার্থ—

“বিশ্বস্তর-চরণে আমার নমস্কার ।

নব-ঘন বর্গ, পীত বসন যাঁহার ॥ ২৭২ ॥

শ্রীপদ্যমিপাদ-রূত ‘ভাবার্থবীপিকা’-টীকা,—“নাব জীব-
 সমুহোহয়নমাত্রয়ো যন্ত স তথোতি স্বমেব সর্বদেহিনামাত্মাত্মা
 নারায়ণ ইতি ভাবঃ । * * নারায়ণং প্রবৃতির্ভব্যাং স তথোতি ।
 * * অতো নাবময়দে জ্ঞানানীতি স্বমেব নারায়ণ ইত্যর্থঃ ।
 নরাত্মকতা যেহর্থান্তথা নবাজ্জাতঃ যজ্জলঃ তদয়নাদ্যো নারায়ণঃ
 প্রসিদ্ধঃ * * । তথা চ স্বার্থ্যতে,—‘নরাজ্জাতানি তদ্বানি
 নারায়ণিতি বিদুব্ধাঃ । তন্ত তাত্ময়ং পূর্বে তেন নারায়ণঃ
 স্মৃতঃ ॥’ ইতি, তথা (মহু-সং ১।১০)—“আপো নারা ইতি
 শ্রৌত্বা আপো বৈ নরহনবঃ । তা বদন্তায়নং পূর্বে তেন
 নারায়ণঃ স্মৃতঃ ॥’ ইতি চ ॥” ২৬৪ ॥

ব্রহ্মমোহাপনোদনে,—ভাঃ ১০ স্ব ১৪ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ২৭০ ॥

ব্রজের গো-বৎস হরণকারী ব্রহ্মার দর্প শ্রীকৃষ্ণ-কর্তৃক চূর্ণ
 হইলে ব্রহ্ম ভগবান্-শ্রীকৃষ্ণের রূপ দর্শনে স্তব করিতেছেন—

শচীর নন্দন-পা'য়ে মোর নমস্কার ।
নব-গুঞ্জা শিখিপুচ্ছ ভূষণ যাঁহার ॥ ২৭৩ ॥
গজাদাস-শিখ্য-পা'য়ে মোর নমস্কার ।
বনমালা, করে দধি-ওদন যাঁহার ॥ ২৭৪ ॥
জগন্নাথপুত্র-পা'য়ে মোর নমস্কার ।
কোটিচন্দ্র জিনি রূপ বদন যাঁহার ॥ ২৭৫ ॥
শৃঙ্গ, বেত্র, বেণু—চিহ্ন-ভূষণ যাঁহার ।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥ ২৭৬ ॥
চারি-বেদে যারে ঘোষে 'নন্দের কুমার' ।
সেই তুমি, তোমার চরণে নমস্কার ॥ ২৭৭ ॥

মনেব সাধে প্রভুস্তুতি—

ত্রক্ষন্তবে স্তুতি করে' প্রভুর চরণে ।
অচ্ছন্দে বলয়ে—যত আইসে বদনে ॥ ২৭৮ ॥
ঐশ্বর্য্যসে দান্তভাবে প্রভুকে নানাবতার ও ভক্তবৎসল-
রূপে স্তব ও দৈন্ত্যোক্তিযুগ্মে স্ব-সৌভাগ্য-বর্ণন—
“তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি যজ্ঞেশ্বর ।
তোমার চরণোদক—গজা ভীর্থবর ॥ ২৭৯ ॥
জানকীজীবন তুমি, তুমি নরসিংহ ।
অজ-ভব-আদি- ভব চরণের ভূঙ্গ ॥ ২৮০ ॥
তুমি সে বেদান্ত-বেত্তা, তুমি নারায়ণ ।
তুমি সে ছলিলা বলি হইয়া বামন ॥ ২৮১ ॥
তুমি হয়গ্রীব, তুমি জগৎ-জীবন ।
তুমি নীলাচলচন্দ্র—সবার কারণ ॥ ২৮২ ॥

তোমার মায়ায় কার্ণ নাহি হয় ভঙ্গ ?
কমলা না জানে—যাঁর সনে একসঙ্গ ॥ ২৮৩ ॥
সঙ্কী, সখা, ভাই—সর্ব্ব-মতে সেবে যে ।
হেন প্রভু মোহ মানে'—অজ্ঞ জনা কে ? ২৮৪ ॥
মিথ্যা-গৃহবাসে মোরে পাড়িয়া হৈ তোলে ।
তোমা' না জানিয়া মোর জন্ম গেল হেলে ॥ ২৮৫ ॥
নানা মায়া করি' তুমি আমারে বঞ্চিলা !
সাজি-ধুতি-আদি করি' সকলি বহিলা ! ২৮৬ ॥
তাতে মোর ভয় নাহি, শুন প্রাণনাথ !
তুমি-হেন প্রভু মোরে হইলা সাক্ষাৎ ॥ ২৮৭ ॥
আজি মোর সকল-দুঃখের হৈল নাশ ।
আজি মোর দিবস হইল পরকাশ ॥ ২৮৮ ॥
আজি মোর জন্ম-কর্ম্ম—সকল সফল ।
আজি মোর উদয়—সকল স্তম্ভল ॥ ২৮৯ ॥
আজি মোর পিতৃকুল হইল উদ্ধার ।
আজি সে বসতি ধন্য হইল আমার ॥ ২৯০ ॥
আজি মোর নয়ন-ভাগ্যের নাহি সীমা ।
তঁারে দেখি—যাঁর শ্রীচরণ সেবে রমা ॥ ২৯১ ॥

প্রভুর প্রকাশ-দর্শনে শ্রীবাসের প্রেমাবেশে ক্রন্দন
ও হৃদাতিশয়া—

বলিতে আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস ।
উর্দ্ধ বাহু করি' কান্দে, ছাড়ে ঘন শ্বাস ॥ ২৯২ ॥

অর্থ্য । (পরকৃতা পদ্যবিনে ভিয়া সৎসম্পত্তয়া ভগবত্মহিমান-
মনবগাহমানো যথা দৃষ্ট-স্বরূপমেব কীর্ত্তয়ন্নাহ, --) (হে) ঈডা,
(স্তব্ধা), অত্র বপুযে (অত্রবৎ নবনীরদবৎ কৃষ্ণকাস্তি বপুঃ যন্ত
তস্মৈ নবজলদকাস্তয়ে) তড়িৎদধবায় (তড়িৎদবং পীতম্ অম্বরং
বাসঃ যন্ত তস্মৈ, পীতবাসনে) গুজ্জাবতংসপরিপিচ্ছ-লসম্মুখায়
(গুজ্জাভিঃ, অবতংসো কণ্ঠভূষণে, পরিতঃ পিচ্ছানি যন্ত তৎ
পরিপিচ্ছং বর্হাপীড়ং, তৈঃ লসৎ দীব্যং মুখং যন্ত তস্মৈ) বজ্রসজ্জে
(বজ্রাঃ বন-পুষ্পাদিজাতাঃ বজ্রঃ মালাঃ যন্ত তস্মৈ) কবল-বেত্র-
বিষাণ বেণু লক্ষ্মশ্রিয়ে (কবলানি দধ্যোদনগ্রাসাঃ বেত্রং বিষাণং
বেণুঃ চ এতৈঃ লক্ষ্মভিঃ অপ্রাকৃতলক্ষণৈঃ শ্রীঃ শোভা যন্ত
তস্মৈ) পতপাকজায় (পতপত গোপরাজ-শ্রীনন্দন্ত অরজায়

সুভায়) তে (তুভ্যং—দ্বিতীয়ার্থে চতুর্থী ; যদ্বা, তুভ্যং ত্বামেব
প্রসাদয়িতুং ত্বামেব) নোমি (ভোমি) ॥ ২৭১ ॥

অনুবাদ । হে নিতাপূজ্য বিত্তো, নবমেঘের স্তায়
তোমার শ্রায় তমু, বিজ্ঞানাদ্যের স্তায় তোমার পীত বসন,
গুজ্জা নির্মিত কণ্ঠভূষণবয় ও ময়ূরপুচ্ছ-রচিত-চূড়ায় তোমার
মুখমণ্ডল শোভমান, তোমার গলদেশে বনমালা, দধিসিক্ত-
অন্ন-গ্রাস, বেত্র, বিষাণ ও বেণু,—এইসকল অপ্রাকৃত-লক্ষণেই
তোমার বিশেষ শোভা, তোমার পদবয় অতি-কোমল ; তুমি
—গোপরাজ শ্রীনন্দনের তনয়, তোমাকে প্রণাম করি ॥ ২৭১ ॥

আদি ২য় অঃ ১৬৯-১৭৬ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ২৭২-২৮২ ॥

মায়ায়,—(তটস্থ-শক্তি-প্রকটিত জীবের পক্ষে) অচিহ্ন

গড়াগড়ি যায় ভাগ্যবন্ত শ্রীনিবাস ।
দেখিয়া অপূর্ব গৌরচন্দ্র-পরকাশ ॥ ২৯৩ ॥
কি অদ্ভুত স্মৃতি হৈল শ্রীবাস-শরীরে ।
ডুবিলেন বিপ্রবর আনন্দ-সাগরে ॥ ২৯৪ ॥

শ্রীবাস-কৃত স্তব-শ্রবণে প্রভুর সহাস্তে সগোষ্ঠী তাঁহাকে
নিজরূপ প্রদর্শন ও বরবাঞ্ছার্থ আজ্ঞা—
হাসিয়া শুনেন প্রভু শ্রীবাসের স্তুতি ।
সদয় হইয়া বলে শ্রীবাসের প্রতি ॥ ২৯৫ ॥
“জ্ঞী-পুত্র-আদি যত তোমার বাড়ীর ।
দেখুক আমার রূপ, করহ বাহির ॥ ২৯৬ ॥
সজ্জীক হইয়া পূজ’ চরণ আমার ।
বর মাগ’—যেন ইচ্ছা মনেতে তোমার ॥” ২৯৭ ॥

প্রভুর আজ্ঞায় সপরিবারে শ্রীবাসেব ক্রতাগমন,
প্রভূপূজন ও কাকুতি—

প্রভুর পাইয়া আজ্ঞা শ্রীবাসপণ্ডিত ।
সর্বপরিকর-সঙ্গে আইলা দ্রুতি ॥ ২৯৮ ॥
বিষ্ণুপূজা-নিমিত্ত যতেক পুষ্প ছিল ।
সকল প্রভুর পা’য়ে সাক্ষাতেই দিল ॥ ২৯৯ ॥
গন্ধ-পুষ্প ধূপ দীপে পূজে শ্রীচরণ ।
সজ্জীক হইয়া বিপ্র করেন ক্রন্দন ॥ ৩০০ ॥
ভাই, পত্নী, দাস, দাসী, সকল লইয়া ।
শ্রীবাস করেন কাকু চরণে পড়িয়া ॥ ৩০১ ॥
ভক্তশিবে তত্ত্ববৎসল ভগবানেব স্ব পদ,পূর্ণ ও বরদান—
শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী প্রভু বিশ্বম্ভর ।
চরণ দিলেন সর্ব-শিরের উপর ॥ ৩০২ ॥
অলঙ্কিতে বলে’ প্রভু মাথায় সবার ।
হাসি’ বলে,—“মোতে চিত্ত ইউ সবাকার ॥ ৩০৩ ॥

বহিরঙ্গ-মায়ায় ; আর (স্বকপণজি-প্রকটিত নিত্য-সিদ্ধ
লীলা-পরিকরের পক্ষে) চিচ্ছক্তি অন্তরঙ্গা যোগমায়ায় ।

ভঙ্গ,—পরাজয়, পলাভব ।

এক-সঙ্গ,—একত্র বা একসঙ্গে বাস ॥ ২৮৩ ॥

সজ্জী...যে,—শ্রীবলদেব-সকলবাংশ শেষ বা অনন্ত দেব ;
শেষপ্রভুর মোহ,—আদি ১৩ অঃ ১০১, ১০২ ও ১০৫ সংখ্যার
ভাষ্যে তথ্য দ্রষ্টব্য ॥ ২৮৪ ॥

প্রভু কর্তৃক স্বীয় দৈশ্বর্য-বর্ণনোদ্দেশ্যে শ্রীবাসকে অভয়দান-
মুখে ভক্তিবিরোধি-রাজাকে গোষ্ঠী-সহ কৃষ্ণ-
প্রেমোন্মত্ত করাইবার অঙ্গীকার—

ছল্লার গর্জন করি’ প্রভু বিশ্বম্ভর ।
শ্রীনিবাসে সঙ্ঘোষিয়া বলেন উত্তর ॥ ৩০৪ ॥
“ওহে শ্রীনিবাস ! কিছু মনে ভয় পাও ?
শুনি,—তোমা’ ধরিতে আইসে রাজ-নাও ? ৩০৫ ॥
অনন্তব্রজাঙ-মাঝে যত জীব বৈসে ।
সবার প্রেরক আমি আপনার রসে ॥ ৩০৬ ॥
মুই যদি বোলাও সেই রাজার শরীরে ।
তবে সে বলিবে সেহ ধরিবার তরে ॥ ৩০৭ ॥
যদি বা এমত নহে,—স্বতন্ত্র হইয়া ।
ধরিবারে বলে, তবে মুঞি চাও ইহা ॥ ৩০৮ ॥
মুঞি গিয়া সর্ব-আগে নৌকায় চড়িমু ।
এইমত গিয়া রাজগোচর হইমু ॥ ৩০৯ ॥
মোরে দেখি’ রাজা কি রহিবে নৃপাসনে ?
বিহ্বল করিয়া যে পাড়িমু সেইখানে ? ৩১০ ॥
যদি বা এমত নহে, জিজ্ঞাসিবে মোরে ।
সেহো মোর অভীষ্ট শুন কহি তোরে ॥ ৩১১ ॥
‘শুন শুন, ওহে রাজা ! সত্য মিথ্যা জান’ ।
যতেক মোল্লা কাজী সব তোর আন’ ॥ ৩১২ ॥
হস্তী, ঘোড়া, পশু, পক্ষী, যত তোর আছে ।
সকল আনহ, রাজা ! আপনার কাছে ॥ ৩১৩ ॥
এবে হেন আজ্ঞা কর’ সকল-কাজীরে ।
আপনার শাস্ত্র কহি’ কান্দাউ সবারে ॥ ৩১৪ ॥
না পারিল তারা যদি এতেক করিতে ।
তবে সে আপনা’ ব্যক্ত করিমু রাজ্যতে ॥ ৩১৫ ॥

নাও,—(সংস্কৃত ‘নৌ’-শব্দ ও মৈথিল হিন্দি ‘নাব’
হইতে), নৌকা ॥ ৩০৫ ॥

ব্রজাঙে যেখানে যত জীব আছে, সকলের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত
ধাকিয়া তাহাদিগকে চিৎকেরস আমি স্বয়ং নির্গুণভাবে
দৈশ্বর্য,অন্তর্ধামি-পঃমাশ্রয়রূপে স্বৈচ্ছামত ভ্রমণ করাই । কেহই
আমার প্রেরণা ব্যতীত কোন কার্য করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩০৬ ॥
আমি রাজার দেহে অন্তর্ধামিহজে যদি তাহাকে তোমা-

‘সকীর্জন মানা কর’ এ শুনার বোলে।

যত তার শক্তি, এই দেখিলি সকলে ॥ ৩১৬ ॥

মোর শক্তি দেখ্ এবে নয়ন ভরিয়া।’

এত বলি’ মন্ত-হস্তী আনিমু ধরিয়া ॥ ৩১৭ ॥

হস্তী, ঘোড়া, মৃগ, পক্ষী, একত্র করিয়া।

সেইখানে কান্দাইমু ‘কৃষ্ণ’ বোলাইয়া ॥ ৩১৮ ॥

রাজার যতেক গণ, রাজার সহিতে।

সবা’ কান্দাইমু ‘কৃষ্ণ’ বলি’ ভাল-মতে ॥ ৩১৯ ॥

বীর সর্কশক্তিমত্তায় ও ঐশ্বৰ্য্যে শ্রী বাসেব সংশয়-দূবীকরণার্থ

প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-প্রদর্শন—

ইহাতে বা অপ্রত্যয় তুমি বাস’ মনে।

সাক্ষাতেই করে’,—দেখ আপন-নয়নে ॥ ৩২০ ॥

শ্রীবাসভাতৃপুত্রী নারায়ণীর বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা—

সম্মুখে দেখয়ে এক বালিকা আপনি।

শ্রীবাসের ভ্রাতৃসুতা—নাম ‘নারায়ণী’ ॥ ৩২১ ॥

অভ্যপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে বাঁর ধনি।

‘চৈতন্যের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী’ ॥ ৩২২ ॥

নারায়ণীকে কৃষ্ণনামে ক্রন্দনার্থ প্রভুর আজ্ঞা—

সর্বভূত-অন্তর্যামী শ্রীগৌরানন্দ-চান্দ।

আজ্ঞা কৈলা,—‘নারায়ণী! ‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দ’ ॥”

দিগকে ধরিবার জন্ত প্রেরণা করি, তাহা হইলেই রাজা
তোমাঙ্গিকে ধরিয়া লইবার জন্ত আজ্ঞা প্রদান করিবে ॥ ৩০৭

যদি ইহার অত্যা ঘটে অর্থাৎ যদি অন্তর্যামি-পরমাত্ম-
রূপী আমার স্বতন্ত্র ইচ্ছার বা প্রেরণার বিরুদ্ধে রাজা পূর্বোক্ত
রূপ অন্তর্যামি-নির্দেশের অমুগত না হইয়া স্বয়ং স্বতন্ত্র ইচ্ছা-
বশতঃ তোমাঙ্গিকে ধরিয়া লইবার জন্ত আদেশ প্রদান
করে, তাহা হইলে আমি এই নিম্নলিখিতরূপ ইচ্ছা করিব ॥

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডপতি সর্বেশ্বরের অমাকে দেখিয়া রাজা
কখনই রাজ্যসনে বসিয়া থাকিতে পারিবে না। আমি
তাহাকে নিশ্চয়ই মোহিত ও বশীভূত করিয়া ফেলিব ॥ ৩০৯ ॥

যদি ইহাও না ঘটে অর্থাৎ রাজা অন্তরূপ ইচ্ছা বশতঃ
আমাকে জিজ্ঞাসা করে, তাহা হইলে আমি যাহা করিব,
ইচ্ছা করিয়াছি, তাহাও তোমাকে বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥

মোহা, (তুর্কী-শব্দ মুহা), মুসলমান মহাপণ্ডিত, ধর্ম-

তৎকর্ণাৎ নাগারগীব কৃষ্ণনামে অশ্রুপাত—

চ্যুরি বৎসরের সেই উন্নত-চরিত।

‘হা কৃষ্ণ’ বলিয়া কান্দে, নাহিক সম্বিত ॥ ৩২৪ ॥

অঙ্গ বহি’ পড়ে ধারা পৃথিবীর তলে।

পরিপূর্ণ হৈল মল নয়নের জলে ॥ ৩২৫ ॥

প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-প্রদর্শনান্তে সহাস্তে প্রভুর, শ্রীবাস

বিগতভয় কিনা, জিজ্ঞাসা—

হাসিয়া-হাসিয়া বলে প্রভু বিশ্বম্ভর।

“এখন তোমার কি ঘুচিল সব ডর?” ৩২৬ ॥

একান্ত প্রপন্নশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসেব নির্ভীকভাবে উত্তর—

মহাবক্তা শ্রীনিবাস—সর্ব-তত্ত্ব জানে।

আক্ষালিয়া দুই ভুজ বলে প্রভু-স্থানে ॥ ৩২৭ ॥

“কালরূপী তোমার বিগ্রহ ভগবানে।

যখন সকল সৃষ্টি সংহারিয়া আনে” ৩২৮ ॥

তখন না করি ভয় তোর নাম বলে।

এখন কিসের ভয়?—তুমি মোর ঘরে ॥ ৩২৯ ॥

প্রেমাবেশে স-ভূতাপরিকর শ্রীবাসের বেদস্বভা প্রভুর

ঐশ্বর্য্যপ্রকার-দর্শন—

বলিয়া আবিষ্ট হৈলা পণ্ডিত-শ্রীবাস।

গৌড়ীর সহিত দেখে প্রভুর প্রকাশ ॥ ৩৩০ ॥

যাজক বা বিচারপতি ; কাজী,—মুসলমান-ধর্ম ও নীতি-
নীতির অনুমোদিত ব্যবস্থা-দাতা বা বিচারপতি।

সত্য-মিথ্যা জ্ঞান,—কোনটী সত্য, কোনটী মিথ্যা, তাহা
জ্ঞাত হও ॥ ৩১২ ॥

আপনার শাস্ত,—নিজেদেব কোরাণ-শাস্ত ; কান্দাউ,
—অশ্রু পাতিত করুক ॥ ৩১৪ ॥

পারিল,—সমর্থ হয় ভবিষ্যদর্শে ; আপনা...রাজ্যতে,—
রাজার নিকট আমি নিজেকে প্রকাশ করিব ॥ ৩১৫ ॥

এগুলার বোলে,—এই কাজীগুলির বচন-শ্রবণ-ফলে ;
তার,—তাহাদের ॥ ৩১৬ ॥

মন্তহস্তী,—মদপ্রাবী উন্নত হস্তী ॥ ৩১৭ ॥

অপ্রত্যয় বাস,—অবিশ্বাস বোধ হয়, অর্থাৎ বিশ্বাস নাহয় ॥ ৩২০ ॥

উন্নতচরিত,—কৃষ্ণপ্রেমবিহীনগুণতাবিশিষ্টা ; সহিং,—
মাহাজান বা অমুভূতি ॥ ৩২৪ ॥

চারি-বেদে যাঁরে দেখিবারে অভিলাষ ।
তাহা দেখে শ্রীবাসের যত দাসী দাস ॥ ৩৩১ ॥

গ্রন্থকারের শ্রীবাসমহিমা কীর্তন—
কি বলিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র ।
যাঁহার চরণ-ধূলে সংসার পবিত্র ॥ ৩৩২ ॥
গৌরাবতারে শ্রীবাসগৃহই কৃষ্ণবিহার-স্থান বৃন্দাবন—
কৃষ্ণ-অবতার যেন বসুদেব-ঘরে ।
যতেক বিহার সব—নন্দের মন্দিরে ॥ ৩৩৩ ॥
জগন্নাথ-ঘরে হৈল এই অবতার ।
শ্রীবাসপণ্ডিত-গৃহে যতেক বিহার ॥ ৩৩৪ ॥

সর্বভক্তপ্রিয় শ্রীবাসদেব ভৃত্যাদিবও বেদবাণী-স্বত্যা
প্রভুর দর্শন-লাভ—
সর্ব-বৈষ্ণবের প্রিয় পণ্ডিত-শ্রীবাস ।
তান বাড়ী গেলে মাত্র সবার উল্লাস ॥ ৩৩৫ ॥
অনুভবে যাঁরে স্তুতি করে বেদ মুখে ।
শ্রীবাসের দাস-দাসী তাঁরে দেখে স্মৃখে ॥ ৩৩৬ ॥
অতএব বৈষ্ণব-সেবা-রূপা-বলেই কৃষ্ণপদ-রূপা লাভ—
এতেকে বৈষ্ণব-সেবা পরম-উপায় ।
অবশ্য মিলয়ে কৃষ্ণ বৈষ্ণব-রূপায় ॥ ৩৩৭ ॥
শ্রীবাসকে এই গুঢ় ঐশ্বর্যপ্রকাশ ঘোষণে নিষেধাজ্ঞা—
শ্রীবাসেরে আজ্ঞা কৈলা প্রভু বিশ্বস্তর ।
“না কহিও, এ-সব কথা কাহারো গোচর ॥” ৩৩৮
বহির্দশায় আনিয়া প্রভুর লজ্জা ও শ্রীবাসকে দাম্বনাস্তে
স্বগৃহে আগমন—
বাসু পাই’ বিশ্বস্তর লজ্জিত অন্তর ।
আশ্বাসিয়া শ্রীবাসেরে গেলা নিজ-ঘর ॥ ৩৩৯ ॥

ভগবত্বক্তের কাণ্ডভয়লেশহীন চরিত্র,—(ভাঃ ৩২৫১৩৮
শ্লোকে মাতা দেবহুতির প্রতি ভগবান কপিলদেবের উক্তি—)
“ন কহিচ্ছিমং পরাঃ শাস্ত্ররূপে ন গুণ্যং যেন নিমিষো
লেক্ষি হেতিঃ । যেহামহং প্রিয় আস্মা অতঃ সখা গুরুঃ অহমদো
দৈবমিষ্টম্ ॥” শ্লোক বিশেষভাবে আলোচ্য । ৩২৮-৩২৯ ॥

সগৌষ্ঠী শ্রীবাসের স্নেহমানন্দমুখ—
সুখময় হৈলা তবে শ্রীবাসপণ্ডিত ।
পত্নী-বধু-ভাই-দাস-দাসীর সহিত ॥ ৩৪০ ॥
এই শ্রীবাস-স্তুতি-শ্রবণে কৃষ্ণদাস-লাভ—
শ্রীবাস করিলা স্তুতি—দেখিয়া প্রকাশ ।
ইহা যেই শুনে, সেই হয় কৃষ্ণদাস ॥ ৩৪১ ॥
এই গ্রন্থ-বচনার্থ গ্রন্থকারের নিত্যানন্দাজ্ঞা লাভ—
অন্তর্যামীরূপে বলরাম ভগবান্ ।
আজ্ঞা কৈলা চৈতন্যের গাইতে আখ্যান ॥ ৩৪২ ॥
শ্রীনিত্যানন্দকে গুরুরূপে লাভার্থ গ্রন্থকারের বৈষ্ণব-বন্দনা-
বৈষ্ণবের পা’য়ে মোর এই নমস্কার ।
জন্ম-জন্ম প্রভু মোর হউ হলধর ॥ ৩৪৩ ॥
একই স্বয়ংপ্রকাশ-বিগ্রহের নিত্যানন্দ ও বলদেব—
নাম ও লীলা-স্বয়—
‘নরসিংহ’ ‘যমুসিংহ’—যেন নাম-ভেদ ।
এইমত জানি,—‘নিত্যানন্দ’ ‘বলদেব’ ॥ ৩৪৪ ॥
গৌবকৃষ্ণ-প্রোষ্ঠ নিত্যানন্দ-বলদেবই অবধূতকুল-চুড়ামণি—
চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ বলাই ।
এবে ‘অবধূতচন্দ্র’ করি’ যাঁরে গাই ॥ ৩৪৫ ॥
কীর্তন-বিলাসাত্মক মধ্যখণ্ড-প্রবণার্থ অনুবোধ—
মধ্যখণ্ড-কথা, ভাই ! শুন একচিন্তে ।
বৎসরেক কীর্তন করিলা যেনমতে ॥ ৩৪৬ ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ-চান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥ ৩৪৭ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীসকীর্্তনারম্ভ-
বর্ণনং নাম দ্বিতীয়োধ্যায়ঃ ।

চরণধূলে,—পদধূলি-প্রভাবে ॥ ৩৪২ ॥

অনুভবে ..মুখে,—বেদশাস্ত্র মুখ অর্থাৎ বিভিন্ন মন্ত্রবাণী
শ্রবণে বেদবদন ব্যাকরণ-শাস্ত্র-বারা অথবা দিব্যস্মরণ
বেদমন্ত্রোদগান-বারা পরোক্ষজ্ঞানে বাঁহাকে তব করেন ॥ ৩৩৮
ইতি গোষ্ঠীর-ভাষ্যে দ্বিতীয় অধ্যায় ।

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রভুর ভাবাবেশ, মুগারিগুপ্তের গৃহে প্রভুবরাহ্মমূর্তি-প্রকট-করণ, বদর্শনে মুগারির স্তুতি, শ্রীনিত্যানন্দ-চরিত্র, তাঁহার নবদ্বীপে নন্দনাচার্য্য গৃহে আগমন, ভক্তের মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় সর্ব-প্রাণনাথ বিশ্বস্তর ।
জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের দৈবর ॥ ১ ॥
জয় জয় অষ্টোতা-ভক্তের অধীন ।
ভক্তি-দান দিয়া প্রভু উদ্ধার দীন ॥ ২ ॥
এইমত নবদ্বীপে গৌরানন্দম্বর ।
ভক্তিস্থখে ভাসে লই' সর্ব-পরিকর ॥ ৩ ॥
প্রাণ-হেন সকল সেবক আপনার ।
'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে গলা ধরিয়া সবার ॥ ৪ ॥
দেখিয়া প্রভুর প্রেম সর্ব-দাসগণ ।
চতুর্দিকে প্রভু বেড়ি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ৫ ॥

নিকট প্রভুব স্বীয় অকৃতস্থল বর্ণন, প্রভুর বলদেবাবেশে মত্তমাক্রা, নন্দনাচার্য্য-গৃহে মগোদী প্রভুব আগমন ও নিত্যানন্দের সহিত মিলন, নিত্যানন্দকে জানাইবার জন্য প্রভুর কৌশল প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । (গৌ: ভা:)

ভক্তগণের প্রভু-সঙ্গে অহর্নিশ কীর্তন—

আছক দাসের কার্য্য, সে-প্রেম দেখিতে ।
শুককান্ট-পাষণাদি মিলায় ভূমিতে ॥ ৬ ॥
ছাড়ি' ধন, পুত্র, গৃহ, সর্ব-ভক্তগণ ।
অহর্নিশ প্রভু-সঙ্গে করেন কীর্তন ॥ ৭ ॥

প্রভুব বিভিন্ন ভাবাবেশ —

হইলেন গৌরচন্দ্র কৃষ্ণভক্তিময় ।
যখন যেরূপ স্তনে, সেইমত হয় ॥ ৮ ॥
দাস্তাভাবে প্রভু যবে করেন রোদন ।
হইল প্রহর-দুই গঙ্গা-আগমন ॥ ৯ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

সকল প্রাণীর পরমেশ্বর বিশ্বস্তর । তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর দৈবর এবং গদাধরেরও দৈবর । তাঁহার পুনঃ পুনঃ উৎকর্ষ অগতে প্রচারিত হউক ॥ ১ ॥

আমি বৃন্দাবনবাস নিতান্ত দীন ব্যক্তি । প্রভু বিশ্বস্তর, তুমি আমার সেবা-বুদ্ধি বিধান করিয়া সংসার ভোগবুদ্ধি হইতে পরিজ্ঞাপ কর । অষ্টোতা প্রভৃতি তোমার সেবকগণ তোমাকে ভক্তিঘারা বাধ্য করিয়াছেন । তোমার বার বার জয় হউক ॥ ২ ॥

সকল প্রাণী একমাত্র প্রভু ও জীবন-স্বরূপ গৌরানন্দর সকল ভক্তবর্গকে অত্যন্ত আত্মীয় জ্ঞান করিয়া কৃষ্ণবিরহে তাঁহাদের গলদেশ ধারণ-পূর্বক ক্রন্দন করেন ॥ ৪ ॥

প্রভুর প্রেমদর্শনে তাঁহাব সকল ভক্তগণ তাঁহাকে বেঠন করিয়া প্রেমপূর্ণ হইয়া ক্রন্দন করেন ॥ ৫ ॥

শুককান্টে জলের সমাবেশ থাকে না; প্রস্তরের অভ্যন্তরেও জলাভাব লক্ষিত হয় । শ্রীগৌরানন্দর প্রেমভূমিকায় প্রেম-রহিত শুককান্ট-পাষণ-সদৃশ হৃদয়ও প্রেমমত্ত হইয়াছিল । তাঁহার নিজ দাসগণ সেবন-স্থলে প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন । যাহারা তাঁহার প্রেমদর্শনে অসমর্থ তাদৃশ অচেতন পদার্থেও পরসতা লক্ষিত হইয়াছিল ॥ ৬ ॥

সকল সেবকগণ তাঁহাদেব নিজ নিজ গৃহ, ধন ও প্রিয় পুত্র প্রভৃতির সঙ্গে পরিহার করিয়া সর্বকণ প্রভুর সঙ্গে কৃষ্ণ-কীর্তনে যোগ দিয়াছিলেন ॥ ৭ ॥

কৃষ্ণ সেবার তন্ময়তা লাভ করিয়া গৌরানন্দর তাঁহার ভক্তগণের মুখে কৃষ্ণের যে যে লীলার কথা শ্রবণ করেন, তাদৃশী লীলার এবিষ্ট হইয়া তদনুরূপ ভাব প্রদর্শন করেন । দাস্তা-রোদন করিতে করিতে দুই প্রহর কাল গঙ্গা-ধারার

যবে হাঙ্গে, তবে প্রভু প্রহরেক হাঙ্গে ।
 মুর্ছিত হইলে - প্রহরেক নাহি খাঙ্গে ॥ ১০ ॥
 কণে হয় আশুভাব, - দস্ত করি বৈসে ।
 “মুঞি সেই, মুঞি সেই” - ইহা বলি হাঙ্গে ॥ ১১ ॥
 “কোথা গেল নাড়া বুড়া, - যে আনিল মোরে ?
 বিলাইমু ভক্তিরস প্রতি-ঘরে-ঘরে ॥” ১২ ॥
 সেইকণে ‘কৃষ্ণ রে ! বাপ রে !’ বলি কান্দে ।
 আপনার কেশ আপনার পায়ে বাজে ॥ ১৩ ॥
 অক্রুর-যানের শ্লোক পড়িয়া-পড়িয়া ।
 কণে পড়ে পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥ ১৪ ॥
 হইলেন মহাপ্রভু ঘেহেন অক্রুর ।
 সেইমত কথা কহে, বাছ গেল দূর ॥ ১৫ ॥
 “মথুরায় চল, নন্দ ! রাম-কৃষ্ণে লৈয়া ।
 ধনুর্ধ্ব রাজ-মহোৎসব দেখি গিয়া ॥” ১৬ ॥
 এইমত নানা ভাবে নানা কথা কয় ।
 দেখিয়া বৈষ্ণব-সব আনন্দে ভাসয় ॥ ১৭ ॥

তায় অশ্রু বিসর্জন করিলেন । কখনও বা সান্নিধ্যপূর্ণকাল হস্তরসে বিভোর থাকিয়া প্রমত্ত থাকিলেন ! কোন সময়ে বা তিনঘণ্টা কাল আশ্রয় হইয়া মুর্ছিত থাকিলেন । কখনও বা দস্তভরে নিজের ঐশ্বর্য প্রকাশ করিতে গিয়া হস্তপূর্বক “আমিই সেই বস্ত্র” বলিয়া চীৎকার করিলেন । ভগবান্ গৌরস্বন্দর আপনাকে ভগবান্ বলিয়া লোককে জানাইলে সত্য হইতে চ্যুত হইতে হয় না । কিন্তু অস্বস্তিভাব-সম্পন্ন অপরাধী জীব “জীবমাত্রেই ভগবান্” প্রভৃতি প্রেলপিত বাক্যের দ্বারা আত্মবিনাশ সাধন করিলে তাহাদের মঙ্গল লাভ হয় না । যদিও গৌরলীলার কৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্বক জীবকুলকে তাহাদের সৌভাগ্য উপাটিত করিয়া সেবকের লীলা দেখাইতেছেন, তথাপি তাহার মধ্যেও মায়াবাদী পাণ্ডী অস্ব-প্রভৃতি জনগণের মোহন-জ্ঞান মায়াবাদীর তায় বাক্য উচ্চারণ করিয়া তাহাদিগের মূঢ়তা-সম্পাদিত করিতেছেন । গৌরহরি কোন সময়ে বলিতেছেন, — “আমাকে বৈকুণ্ঠ হইতে বিনি প্রাণে আনয়ন করিয়াছেন, সেই বৃদ্ধ আচার্য্য অধৈর্য্য এখন আমাকে কেলিয়া কোথায় চলিয়া গেলেন ? তাহার ইচ্ছামতেই আমি প্রত্যেক গৃহে ভক্তি-রস বিতরণ করিব ।”

মুরারি-গৃহে প্রভুর বরাহ-মূর্তি
 প্রকটন—

একদিন বরাহ-ভাবের শ্লোক শুনি ।
 গজ্জিয়া মুরারি-ঘরে চলিলা আপুনি ॥ ১৮ ॥
 অন্তরে মুরারিগুপ্ত-প্রতি বড় প্রেম ।
 হনুমান-প্রতি প্রভু রামচন্দ্র যেন ॥ ১৯ ॥
 মুরারির ঘরে গেলা শ্রীশচীনন্দন ।
 সজ্জমে করিলা গুপ্ত চরণ-বন্দন ॥ ২০ ॥
 “শুকর শুকর” বলি প্রভু চলি যায় ।
 স্তম্ভিত মুরারিগুপ্ত চতুর্দিকে চার ॥ ২১ ॥
 বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলা বিশ্বস্তর ।
 সম্মুখে দেখেন জলভাজন স্তম্ভর ॥ ২২ ॥
 বরাহ-আকার প্রভু হৈলা সেইকণে ।
 আশুভাবে গাড়ু প্রভু তুলিলা দশনে ॥ ২৩ ॥
 গজ্জ বজ্র-বরাহ’ - প্রকাশে’ খুর চারি ।
 প্রভু বলে, — “মোর স্ততি করহ মুরারি !” ২৪ ॥

এইরূপ বলিতে বলিতে গৌরস্বন্দর নিজের লক্ষ্যমান চাঁচর কেশদ্বারা স্বীয় পদবন্ধনে নিযুক্ত হইলেন । কখনও বা ‘কৃষ্ণ’, ‘বাপ’, ‘সৌম্য’, ‘প্রিয়’ প্রভৃতি শব্দে উচ্চস্বরে স্নেহবর্তী কৃষ্ণের আহ্বান করিতে করিতে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন । কখনও বা বাহুজ্ঞান-রহিত হইয়া অক্রুর বেরূপ ব্রজে আগমনপূর্বক কৃষ্ণকে লইবার জ্ঞান বাক্য বিশ্বাস করিয়াছিলেন, সেই অক্রুরের ভাবে বিভাবিত হইয়া বলিতে লাগিলেন—‘হে নন্দ, রামকৃষ্ণকে লইয়া মথুরায় চল । সেখানে গিয়া আমরা ‘ধনু-বর্ষজ-মহোৎসব দর্শন করি ।’ (ভাঃ ১০।৩৯, ৪২ অঃ দ্রষ্টব্য) । কখনও ভূমিতে পড়িয়া দণ্ডবৎ প্রণতি করিতে লাগিলেন । এরূপ নানাবিধ ভঙ্গীদর্শনে ভক্তগণ আনন্দমগ্ন হইলেন ॥ ১৮-১৭ ॥

ধর্ম্মার্থ, — ধর্ম্মবর্ষজ ; ১০ম স্কন্ধ ৪২শ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ১৬ ॥

শ্রীরামচন্দ্র বেরূপ হনুমানের প্রতি আন্তরিক স্নেহবিশিষ্ট ছিলেন, তজ্জপ মহাপ্রভুও মুরারিগুপ্তকে অত্যন্ত প্রীতিভাজন জানিতেন । একদিন বরাহ-আখ্যান শ্রবণ করিয়া প্রভু বরাহের আবেশে মুরারির গৃহে গজ্জ করিতে করিতে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৯-২০ ॥

সহসা গৌরহরি মুরারির গৃহে ধাবমান হইয়া ‘শুকর’

স্তব্ধ হৈলা মুরারি অপূৰ্ণ-দরশনে।

কি বলিবে মুরারি, না আইসে বদনে ॥ ২৫ ॥

শ্রীভু বলে,—“বোল বোল কিছু ভয় নাঞি।

এতদিন নাহি জান’ মুঞি এই ঠাঞি ॥” ২৬ ॥

‘শূকর’ বলিতে বলিতে তাঁহার বিষ্ণুগৃহে প্রবিষ্ট হইলেন। গৌরমুন্দের এইরূপ অপূৰ্ণ গর্জন ও ‘শূকর’ ‘শূকর’ উক্তি মুরারি সহসা শ্রবণ করিয়া ব্যাপার কি, বুঝিতে পারিলেন না। বিষ্ণুগৃহে একটি বৃহজ্জলপাত্রে জল দেখিয়া দণ্ডবারা সেই জলপূর্ণ পাত্র উত্তোলন করিলেন। মুরারি তাঁহাকে তৎকালে চতুস্পদ যজ্ঞবরাহরূপে গর্জন করিতে দেখিলেন। বরাহ দেব বিষ্ণুর অবতার, সুতরাং ভগবান্ গৌরমুন্দের অবতারবিশেষ হওয়ায় তাঁহার নিজামুতীতে বরাহ লীলাব প্রাকট্য-সাধন তদনুরূপ বিচারসম্পন্ন ভক্তের নিকট প্রকাশ করিলেন। ইহাতে কোনও মায়াবাদী এরূপ মনে না করেন যে, মায়াবদ্ধ জীব অজ্ঞানমুক্ত হইয়া সকলেই ভগবদ্-বস্তুর অনুকরণে এইরূপ দৈশরতাব প্রদর্শন করিতে সমর্থ। যাহারা এরূপভাবে প্রচারিত হইয়া আপনাদিগকে বিষ্ণুজ্ঞানে বঞ্চিত হইল, সেই সকল কপট নারকিসম্প্রদায়কে অনাদর করিবার জন্তই স্বয়ং ভগবান্ এরূপ লীলা প্রদর্শন করিয়া তাহাদের মূঢ়তা সম্পাদন করিলেন। নিত্য ভগবদ্বিমুখ পাবণ্ডীগণ ভগচ্চরিত্র বুঝিতে না পারিয়া এই সকল ভাবেব অনুকরণ পূৰ্ব্বক যেকূপ ভ্রমপথে পতিত হয় এবং জগতে জঞ্জাল আনিয়া কতকগুলি কপট ব্যক্তিকে নিজ নিজ স্তাবক-রূপে প্রতিষ্ঠিত করে, তাহাদের জন্ত সেরূপ ভগবদ্-বিষেবীর যোগ্য ভূমিকা নরক-যন্ত্রণা তাহাদিগকে অনন্তকাল ক্রেশ দিবার জন্ত প্রতীক্ষা করে। চন্দ্রাবতার শ্রীগৌরমুন্দের নিজেব স্বরূপ গোপন রাখিয়া ভক্তগণকেও বুঝিতে দেন নাই। অনন্ত নরকলাভের যোগ্য স্থগিত মায়াবদ্ধ জীব যাহার প্রত্যেক দিনে তিন অবস্থা হয়, সে যদি প্রভুকে জীব জ্ঞানে আত্মসদৃশ মনে করিয়া নিজের বঞ্চিত প্রিয় জনগণের দ্বারা এই প্রকারে স্তবসংগ্ৰহে যত্নবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে তাদৃশ বঞ্চক ও বঞ্চিত, উভয়েই মনুষ্য-নামের যোগ্যতা হারা হইয়া বিভূভোদী বরাহের চতুস্পদেষ্টের অভাবে বিপাদ পশুরূপে পরিণত হয়। এইরূপ বিপাদ পশু বাহিরের দিকে কোনদিনই চতুস্পদ

কম্পিত মুরারি কহে করিয়া মিনতি।

“তুমি সে জানহ শ্রীভু! তোমার যে স্তুতি ॥ ২৭ ॥

অনন্ত ব্রজাণ্ড যার এক ফণে ধরে।

সহস্রবদন হই’ যারে স্তুতি করে ॥ ২৮ ॥

দেখাইতে পারে না। তাহাদের অস্বাস্থ্যের ঐপ্রকার বিষ্ঠাভোদী চতুস্পদ-লাভ হয়। শ্রীচৈতন্যদেব যীর বরাহ-অবতারের চতুস্পদ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, আর তদনুরূপে ক্ষুদ্রজীব, যে যাহা নহে, সে সেরূপ অভিনয় করিতে গেলে নিতান্ত হাস্যস্পদ হইয়া থাকে ॥ ২১-২৪ ॥

ভগবানের বরাহ-মূর্ত্তি ও তাঁহার অমুঠান বেখিয়া মুরারি-শুণ্ড ভয়ে কম্পিতকলেবর হইয়া বলিতে লাগিলেন,—“আমি তোমার অনুরূপ স্তব করিতে অসমর্থ, তুমিই তোমার স্তব করিতে সমর্থ।’ মুরারি স্তব কবিত্তে ইতস্ততঃ করিলে, বিশেষতঃ ভীষণ বরাহমূর্ত্তি দেখিয়া শঙ্কিত হওয়ার শ্রীভু বলিয়া-ছিলেন যে, তোমার স্তব করিবার আবশ্যকতা নাই, তুমি এতদিন জানিতে পার নাই, আমি কে? প্রকৃতপ্রভাবে আমিই বিষ্ণুর অবতারসমূহের একমাত্র মালিক। ভগবানের এই সকল লীলা-প্রদর্শনের কথা প্রচারিত হইলে জগতের সকলেই শ্রীগৌরমুন্দেরকে ভগবান্ বলিয়া জানিতে পারিয়া ছিলেন। যদিও ভগবান্ তাঁহাব এই সকল লীলা পার্শ্ব ভক্ত-গণেবই দৃষ্টিপথে প্রাপ্ণে আনয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহাদের প্রতি দৃঢ়প্রজ্ঞ সকলেই এই সকল কথার তাঁহার কৃষ্ণত্ব ও অবতারিত্ব জানিতে পারিয়াছিলেন এবং অস্বদৃশ অদন্তনগণের মঙ্গলের জন্ত তাঁহার লীলা-কথা লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। সেবানুগ বৈষ্ণব সেবাবস্তুর কথা স্পষ্টভাবে বর্ণন করিতে পারেন। জড়ভোগপর কবি, সাহিত্যিক, লেখক, মুরারি কোন প্রকারেই ভগবানের চরিত্র বধাবধ বর্ণন করিতে কখনই সমর্থ হয় না। জড় দার্শনিকগণের ত্রিগুণাস্তর্গত আধ্যাত্মিক বিচার কখনই শ্রীগৌরমুন্দের লোকাতীত বিষ্ণু-বিক্রমসমূহ বুঝিতে সমর্থ হইবে না। তাহারা স্বাভাবিক অপরাধ-বশে সেবা-বিমুখ বলিয়া সাধুর প্রকৃষ্ট সঙ্গাভাবে স্ব-স্ব দস্ত ও মূঢ়তা প্রকাশ করিতে গিয়া শ্রীচৈতন্য-চরণে অপরাধমাত্র লাভ করিবে। কিন্তু গৌতগ্য বান্ সেবা পরায়ণ ভক্তগণ ভগবানের লোকাতীত বিক্রম

ভুবু নাহি পায় অন্ত, সেই প্রভু কয় ।
 তোমার স্তবেতে আর কে সমর্থ হয়, ২৯ ॥
 যে বেদের মত করে সকল সংসার ।
 সেই বেদ সর্ব্ব তত্ত্ব না জানে তোমার ॥ ৩০ ॥
 মত দেখি শুনি প্রভু ! অনন্ত ভুবন ।
 তো'র লোমকূপে গিয়া মিলায় যখন ॥ ৩১ ॥
 হেন সদানন্দ তুমি যে কর যখনে ।
 বল দেখি বেদে তাহা জানিবে কেমনে ॥ ৩২ ॥
 অতএব তুমি সে তোমারে জান' মাত্র ।
 তুমি জানাইলে জানে তো'র কৃপাপাত্র ॥ ৩৩ ॥

তোমার স্ততিয়ে মোর কোন্ অধিকার ।
 এত বলি' কান্দে গুপ্ত করে নমস্কার ॥ ৩৪ ॥
 গুপ্তবাক্যে তুষ্ট হৈলা বরাহ ঈশ্বর ।
 বেদ-প্রতি ক্রোধ করি' বলয়ে উত্তর ॥ ৩৫ ॥

প্রভুর নির্বিশেষ মতবাদ খণ্ডন—

“হস্ত পদ মুখ মোর নাহিক লোচন ।
 এইমত বেদে মোরে করে বিড়ম্বন ॥ ৩৬ ॥
 কালীতে পড়ায় বেটা প্রকাশ-আনন্দ ।
 সেই বেটা করে মোর অঙ্গ খণ্ড খণ্ড ॥ ৩৭ ॥

অবগত হইয়া মায়িক বিচারের হস্ত হইতে পরিভ্রাণ হাভ করিতে সমর্থ । অপবাদ-ক্রমে তাহাদিগের বিচার-প্রণালীতে অধোক্ষজ-শব্দের অর্থ ক্ষুণ্ণপ্রাপ্ত হয় না । তাহারা অধোক্ষজ শ্রীচৈতন্যদেবকে অচিদ্বিলাস-বিশিষ্ট বন্ধুজীববিশেষ বলিয়া মনে কবে, তজ্জন্ত শ্রীচৈতন্যপ্রিয়তম শ্রীগুরুদেবকে মর্ত্যবুদ্ধি করিয়া বসে এবং বৈষ্ণবগণের প্রতি অস্থয়া-প্রদর্শনের নিমিত্ত মতভেদ উপস্থাপিত করে ॥ ২৭ ॥

মুরারি বলিলেন,—এইরূপ সুবিশাল ব্রহ্মাণ্ড সমূহ অসংখ্য এবং গুরুভাববিশিষ্ট । যে স্তাবক স্বীয় সহস্রজিহ্বাধারা তোমার স্তব কবেন এবং তাদৃশ স্তব দ্বারা তোমাকে সম্যক রূপে বর্ণন করিয়া তাঁহার তৃপ্তি হয় না, সেই সহস্রবক্তৃ অনন্তদেবের একটিমাত্র ফণাকপ শীর্ষভাগ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করে, সুতরাং অনন্তদেবকে অতিক্রম কবিয়া তোমার স্তুতভাবে স্তব কবিতে কেহই সমর্থ নহে ॥ ২৮-২৯ ॥

সংসারের সকল লোক বেদেব অমুগত হইয়া সামাজিক ভাবে জগতে বাস করে । তাদৃশ বেদও তোমার সকল তত্ত্ব বর্ণন করিতে অসমর্থ ॥ ৩০ ॥

ভুবনের সংখ্যা—অনন্ত, সেই অসংখ্য ভুবন সমূহ তোমার লোমকূপে অবস্থান কবে ॥ ৩১ ॥

হে নিত্যানন্দ বিশ্বস্তর, তুমি যখন যে ~~প্রকাশ~~ কর, সেই সকল লীলার কথা সীমাবিশিষ্ট বেদ কিপ্রকারে অবগত হইবে ? আধ্যাত্মিকজ্ঞান-সম্পন্ন ত্রিগুণবদ্ধ জীবকুলের দৃষ্টের অন্ততম বেদসকল অধোক্ষজ বৈকুণ্ঠবর্ণনে অসমর্থ । কর্ণকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-নিপুণ জনগণ স্ব-স্ব-আধ্যাত্মিক চেষ্টায় যে

সকল প্রয়াস কবেন, তাহাদেব জন্ত বেদশাস্ত্র ভক্তজনের প্রাপ্য বাস্তব সত্য প্রদান করেন না ॥ ৩২ ॥

“যাবানহং বথাভাবো যজ্ঞপণ্ডণকর্ষকঃ । তথৈব তব-বিজ্ঞানমন্ত তে মনুগ্রহাং ॥” (ভাঃ ২।৯।৩১) । সাধারণ মায়াবদ্ধ জীবের দেবাধিষ্ঠানে অবস্থিত থাকি কালেও ভগবানের শক্তি-সমূহের পবিচয়ে অনভিজ্ঞতা দ্রবীভূত হয় না । ভগবান্ বাহাদেব প্রতি রূপা করেন, তাহারাই এই সকল কথা জানিতে পাবে । “যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভান্তঃশ্রেষ আত্মা বিবৃণুতে তলুং স্বাম্ ॥” ৩৩ ॥

প্রতিসকল আধ্যাত্মিক জ্ঞান-সম্পন্ন মুমুকুগণকে বঞ্চনা করিবার জন্ত শব্দের অঙ্গকটি বৃত্তি তাহাদের নিকট প্রকাশিত কবেন । আধ্যাত্মিক নারায়াদী অধিরোহবাদ অবলম্বন পূর্বক বেদ অধ্যয়ন কবে বলিয়া বেদশাস্ত্র তাহাদের নিকট অমুকুলভাবে পবিদৃষ্ট হওয়ার তাদৃশ বেদের মোহন শক্তির প্রতি ভগবানের ক্রোধ জীব-দয়্যাবই প্রকৃষ্ট উদাহরণ । প্রকৃতপ্রস্তাবে যে দেশাজ তাঁহাব সেবার নিযুক্ত, তাহার প্রতি প্রভুর ক্রোধের কোন সম্ভাবনা নাই । কেবল নির্বিশেষমণব বেদপাঠিগণেব অমঙ্গলের প্রতিই তাঁহার ক্রোধ ॥ ৩৫ ॥

নির্বিশেষবিচারপর ব্যক্তিগণ ভগবানের নিত্য শ্রীমুখি বৃত্তিতে না পারিয়া বেদ-কথিত প্রাকৃত হস্ত-পদ-মুখাদি আরোপ করিয়া ভগবৎস্তর আকার নাই, বিলাস নাই প্রকৃতি বিচার করেন । বিবৃদ্ধকটি-বৃত্তিতে শকার্ধে প্রবিষ্ট হইলে বুঝা যায় যে, ভগবানের অদ্বৈত-পদ-মুখের বিনিময়ে

বাখানয়ে বেদ, মোর বিগ্রহ না মানে' ।
সর্ব অঙ্গে হৈল কুষ্ঠ, তবু নাহি জানে ॥ ৩৮ ॥
সর্বযজ্ঞময় মোর যে অঙ্গ পবিত্র ।
অঙ্গ-ভব-আদি গায় যাহার চরিত্র ॥ ৩৯ ॥
পুণ্য পবিত্রতা পায় যে-অঙ্গ-পরশে ।
তাহা 'মিথ্যা' বলে বেটা কেমন সাহসে ? ৪০ ॥
শুনহ মুরারিগুপ্ত, কহি মত সার ।
বেদগুহ্য কহি এই তোমার গোচর ॥ ৪১ ॥
আমি যজ্ঞবরাহ—সকলবেদসার ।
আমি সে করিমু পূর্বে পৃথিবী উদ্ধার ॥ ৪২ ॥

প্রভু নিকট সেবকের জোহ

অদহনীর—

সংকীৰ্ত্তন আরম্ভে মোহার অবতারণা ।
ভক্তজন লাগি' ছুটে করিমু সংহার ॥ ৪৩ ॥
সেবকের জোহ মুঞি সহিতে না পারোঁ ।
পুত্র যদি হয় মোর, তথাপি সংহারোঁ ॥ ৪৪ ॥
পুত্র কাটোঁ আপনার সেবক লাগিয়া ।
মিথ্যা নাহি কহি গুপ্ত শুন মন দিয়া ॥ ৪৫ ॥
যে কালে করিমু মুঞি পৃথিবী উদ্ধার ।
হইল ক্ষিতির গর্ভ পরশে আমার ॥ ৪৬ ॥

চিন্ময় হস্ত-পদ-মুখ-নেত্রাদি আছে । 'অপানি-পাদো
জ্বনোগ্রহীতা পশুত্যাচক্ষুঃ স শৃণোত্যাকর্ণঃ' (ষ্ঠে: ৩।১৯)-
ইত্যাদি শ্রুতি তাহা তারম্বরে কীৰ্ত্তন কবিতেন। যে-সকল
লোক বেদের তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া বিড়ম্বিত হয়,
তাহাদিগের প্রতি করুণা প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগৌরহরি তাদৃশ
দর্শনে দৃষ্ট বেদের আদর করিতে পাবেন নাই ॥ ৩৬ ॥

'প্রকাশানন্দ'-নামক একজন কেবলাদ্বৈতবাদী অধ্যাপক-
যতি বেদেব ব্যাখ্যাকালে আশ্রয়িতা অপ্রাকৃত নিত্য অঙ্গ-
সমূহকে বি-বঞ্চিত করে। এই প্রকাশানন্দকে কেহ
কেহ অনতিজ্ঞতা-বশে কাবেরী-প্রবাসী ব্যাকটভট্টের অমুজ
প্রবোধানন্দের সহিত সমজ্ঞান করে। ভক্তমাল-নামক
সহজিয়া গ্রন্থভাণ্ডারে এইপ্রকার ভ্রম দোষ প্রবেশ করায়,
অধুনাতন লেখকগণের মধ্যেও সেই ভ্রম দোষ ন্যূনাধিক
প্রবেশ করিয়াছে ॥ ৩৭ ॥

প্রকাশানন্দ উপনিষৎ প্রভৃতি ব্যাখ্যা করে বটে, কিন্তু
ভগবানের চিন্ময়-বিগ্রহে নিত্যামিষ্টান স্বীকার করে না,
তজ্জ্ঞ অপরাধী হওয়ার তাহার শরীরের সর্বত্র কুষ্ঠরোগ
হইয়াছিল। তথাপি তাহার জ্ঞানোদয় হয় না ॥ ৩৮ ॥

আমি যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু, আমার চিন্ময় অঙ্গে কোনপ্রকার
অপবিত্রতা বা দোষারোপ সম্ভব নয়। আমার চরিত্র
ব্রহ্মা-শিবাদির গানেব বিষয়।

সকলযজ্ঞময় অঙ্গ—“ক্রৌড়ীং তুহ্মং সকলযজ্ঞমরীমন্তঃ”
(ভা: ২।৭।১) এবং ভা: ৩।৩৩।৩২-৪৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৯ ॥

ভগবদঙ্গ নিত্য, তাহাতে কোন প্রকার অঙ্গপাদেয়তা,

অবরতা, হেয়তা, ঋণিতাবস্থা প্রভৃতি আরোপিত হইতে
পারে না। এবশ্রুতাব পবনপাবনকারী ভগবদঙ্গস্পর্শে যে-
সকল বস্তুর স্বল্প-পবিত্রতা আছে, তাহারাও প্রচুর-পরিমাণে
পবিত্র হয়। সূতরাং তাদৃশ নিত্য-শরীরকে কোন্ সাহসে
'অনিত্য' বলিয়া স্থাপন করে, বুঝা যায় না ॥ ৪০ ॥

আমি যজ্ঞবরাহ-রূপ ধারণ করিয়া বেদহীন পৃথিবীকে
আধ্যাত্মিক জ্ঞানরূপ-জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলাম। আমি
সকল বেদের সারবস্তু ॥ ৪২ ॥

আমি সঙ্কীৰ্ত্তনারম্ভের পূর্বে সাধারণ কর্মফলবাধ্য ব্রাহ্মণ-
বটু বলিয়া জগৎকে ঘোহিত করিয়াছিলাম। কিন্তু সঙ্কীৰ্ত্তন-
প্রচারাধুনে আমি বৈকুণ্ঠ হইতে প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছি,—
ইহা সকল লোককে জানাইয়া দিয়াছি। আমার এখানে
অবতরণ করিবার কাণ এই যে, ভক্তবিষেবী অম্বরগণ
ভক্তগণকে তাহাদিগের পারমার্থিক-উন্নতির ব্যাঘাত-কল্পে
নানাপ্রকারে উপদ্রুত করে। তাহাদের সেইসকল বাধা-
বিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবার জন্ত আমি ভক্তদেয়গণকে ধ্বংস
করিব ॥ ৪৩ ॥

আমি আমার ভক্তবিষেবীর আচরণ আদৌ সহ্য করিতে
পারি না। যদি আমার কোন পুত্রও আমার ভক্তের বিষেব
করে তাহা হইলে সেই প্রিয় পুত্রকেও আমি বিনাশ
করিতে প্রস্তুত আছি, এমন কি আমি ভগবদ্বক্তের জন্ত
আমার নিজ-পুত্রকেও কাটিয়া ফেলিতে পারি—এই সত্য
কথা আমি প্রস্তুত প্রস্তাবেই তোমার নিকট বলিতেছি,—
ইহা আমার অতিশয়োক্তি নহে ॥ ৪৪-৪৫ ॥

হইল 'নরক' নামে পুত্র মহাবল ।
 আপনে পুত্রেরে ধর্ম কহিলু' সকল ॥ ৪৭ ॥
 মহারাজ হইলেন আমার নন্দন ।
 দেব-বিজ-গুরু-ভক্ত করেন পালন ॥ ৪৮ ॥
 দৈবদোষে তাহার হইল দুষ্ট সঙ্গ ।
 বাণের সংসর্গে হৈল ভক্তজ্যোহে রঙ্গ ॥ ৪৯ ॥
 সেবকের হিংসা মুখি না পারে' সহিতে ।
 কাটিলু আপন পুত্র সেবক রাখিতে ॥ ৫০ ॥
 জনমে জনমে তুমি সেবিয়াছ মোরে ।
 এতক সকল তব কহিল তোমারে ॥ ৫১ ॥
 শুনিয়া মুরারি গুপ্ত প্রভুর বচন ।
 বিহ্বল হইয়া গুপ্ত করেন ক্রন্দন ॥ ৫২ ॥
 মুরারি-সহিত গৌরচন্দ্র জয় জয় ।
 জয় যজ্ঞবরাহ—সেবক-রক্ষাময় ॥ ৫৩ ॥
 এই মত সর্ব-সেবকের ঘরে ঘরে ।
 কৃপায় ঠাকুর জানায়েন আপনারে ॥ ৫৪ ॥
 চিনিয়া সকল ভৃত্য—প্রভু আপনার ।
 পরানন্দময় চিত্ত হইল সবার ॥ ৫৫ ॥
 পাবণীয়ে আর কেহ ভয় নাহি করে ।
 হাটে ঘাটে সবে 'কৃষ্ণ' গায় উচ্চস্বরে ॥ ৫৬ ॥
 প্রভু-সঙ্গে মিলিয়া সকল ভক্তগণ ।
 মহানন্দে অহর্নিশ করয়ে কীর্তন ॥ ৫৭ ॥

আমি যে সময়ে জলমগ্না ধরণীকে উত্তোলন করিয়া-
 ছিলাম, তৎকালে তাহার সহিত আমার সংস্পর্শে তাহার
 গর্ভসঞ্চার হইয়াছিল। তাঃ ১০:৫৮।৩৮ শ্লোকের শ্রীবিষ্ণুব-
 তোষগীতত শ্রীবিষ্ণুপরাণবচনে পৃথিবীর উক্তি—“যদাহমু-
 ক্তানাথ, ত্বয়া শূকরমূর্তিনা। অস্পর্শসম্ভবঃ পুত্রস্তদায়ং
 মহাজায়ত ॥” ৪৬ ॥

সেই সংস্পর্শে আমার 'নরক'-নামে একটা মহাবলশালী
 পুত্র হইয়াছিল। আমি তাহাকে ধর্মোপদেশ দিয়া ॥ ৪৭ ॥
 আমার সত্ত্বপদে লাতে তাহার জীবন কিছু-দিনের অস্থ-
 পবিজ থাকিলেও কালক্রমে বাণ রাজার দুষ্ট-সংসর্গে ভক্তের
 প্রতি বিরুদ্ধাচরণের ষোড়শ উপস্থিত হইয়াছিল ॥ ৪৯ ॥

আমি কোনপ্রকারেই আমার প্রিয় ভৃত্যের প্রতি মৎসর

মিলিলা সকল ভক্ত, বই নিত্যানন্দ ।
 ভাই না দেখিয়া বড় দুঃখী গৌরচন্দ্র ॥ ৫৮ ॥

নিত্যানন্দ প্রভুর আখ্যান—

নিরন্তর নিত্যানন্দ স্মরে বিশ্বস্তর ।
 জানিলেন নিত্যানন্দ—অনন্ত ঈশ্বর ॥ ৫৯ ॥
 প্রসঙ্গে শুনহ নিত্যানন্দের আখ্যান ।
 সূত্ররূপে অল্প-কর্ম কিছু কহি তান ॥ ৬০ ॥
 রাঢ়দেশে একচাকানাংমে আছে গ্রাম ।
 যঁহি জন্মিলেন নিত্যানন্দ ভগবান্ ॥ ৬১ ॥
 'মোড়েশ্বর'-নামে দেব আছে কত দূরে ।
 যারে পূজিয়াছে নিত্যানন্দ হলধরে ॥ ৬২ ॥
 সেই গ্রামে বৈসে বিপ্র হাড়াই পণ্ডিত ।
 মহা-বিরক্তের প্রায় দয়ালু-চরিত ॥ ৬৩ ॥
 তাঁর পত্নী পদ্মাবতী নাম পতিব্রতা ।
 পরমা বৈষ্ণবীশক্তি—সেই জগন্মাতা ॥ ৬৪ ॥
 পরম-উদার দুই ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণী ।
 তাঁর ঘরে নিত্যানন্দ জন্মিলা আপনি ॥ ৬৫ ॥
 সকল পুত্রের জ্যেষ্ঠ—নিত্যানন্দ রায় ।
 সর্ব-স্বলক্ষণ দেখি' নয়ন জুড়ায় ॥ ৬৬ ॥
 তান বাল্যলীলা আদি-খণ্ডেতে বিস্তর ।
 এথায় কহিলে হয় গ্রন্থ বহুতর ॥ ৬৭ ॥

ব্যক্তিগণের দ্বিধা বা ঘেব সহ্য করিতে পারি না। তজ্জন্ত
 ভক্তের পক্ষ গ্রহণ করিয়া আমার নিজ পুত্রকেও কাটিয়া
 ফেলিয়াছিলাম ॥ ৫০ ॥

ভক্তরক্ষাকারী যজ্ঞবরাহেব জয় হউক এবং মুরারির
 সহিত গৌরচন্দ্রের পুনঃ পুনঃ জয় হউক ॥ ৫৩ ॥

যখন শ্রীগৌরহরির সকলের নিকট আপনার স্ব-রূপ
 প্রকাশিত করিয়াছিলেন, তৎকালে সকলেই জড়ের নানা-
 প্রকার অসুবিধা পরিহাব কবিয়া চিন্ময়-আনন্দে পরিপ্লুত
 হইয়াছিলেন। সুতরাং সেই সকল ভক্ত সর্বক্ষণ হাটে-ঘাটে
 সকলস্থানে উচ্চস্বরে কৃষ্ণগান করিয়া পাবণীগণের কলিত
 রাজভয়ে ভীত হন নাই ॥ ৫৬ ॥

শ্রীগৌরস্বরের সহিত সর্বক্ষণ কীর্তন-রঙ্গে নিত্যানন্দ

এইমত কতদিন নিত্যানন্দ রায় ।
হাড়াই পণ্ডিতের ঘরে আছেন লীলার ॥ ৬৮ ॥
গৃহ ছাড়িবারে প্রভু করিলেন মন ।
না ছাড়েন জননী-ভাত-দুগ্ধের কারণ ॥ ৬৯ ॥
ভিলমাত্র নিত্যানন্দ না দেখিলে মাতা ।
যুগপ্রায় হেন বাসে, ততোহধিক পিতা ॥ ৭০ ॥
ভিলমাত্র নিত্যানন্দ-পুত্রেরে ছাড়িয়া ।
কোথাও হাড়াই ওঝা না যায় চলিয়া ॥ ৭১ ॥
কিবা কৃষিকর্মে, কিবা যজমান-ঘরে ।
কিবা হাটে, কিবা বাটে যত কর্ম করে ॥ ৭২ ॥
পাছে যদি নিত্যানন্দচন্দ্র চলি' যায় ।
ভিলার্কে শতেকবার উলটিয়া চায় ॥ ৭৩ ॥
ধরিয়া ধরিয়া পুন আনিজন করে ।
মনীর পুতলী যেন মিলায় শরীরে ॥ ৭৪ ॥
এইমত পুত্রসঙ্গে বলে সর্ব ঠাঞি ।
প্রাণ হৈলা নিত্যানন্দ, শরীর হাড়াই ॥ ৭৫ ॥

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ ইহা সব জানে ।
পিতৃস্বখ-ধর্ম পালি' আছে পিতা-মনে ॥ ৭৬ ॥

সন্ন্যাসী বদ্ধ ভিক্ষা—

দৈবে একদিন এক সন্ন্যাসী স্তম্ভর ।
আইলেন নিত্যানন্দ-জনকের ঘর ॥ ৭৭ ॥
নিত্যানন্দ-পিতা তানে ভিক্ষা করাইয়া ।
রাখিলেন পরম-আনন্দযুক্ত হঞা ॥ ৭৮ ॥
সর্ব রাত্রি নিত্যানন্দ-পিতা তাঁর সঙ্গে ।
আছিলেন কৃষ্ণকথা-কথন-প্রসঙ্গে ॥ ৭৯ ॥
গম্বকাম সন্ন্যাসী হইল। উষাকালে ।
নিত্যানন্দ-পিতা-প্রতি শ্রাসিবর বলে ॥ ৮০ ॥
শ্রাসী বলে, “এক ভিক্ষা আছয়ে আমার” ।
নিত্যানন্দ-পিতা বলে, “যে ইচ্ছা তোমার” ॥ ৮১ ॥
শ্রাসী বলে, “করিয়াও তীর্থ পর্যটন ।
সংহতি আমার ভাল নাহিক ব্রাহ্মণ ॥ ৮২ ॥

ব্যতীত আর সকলেই যোগদান করিয়াছিলেন দেখিয়া মহা-
প্রভু নিত্যানন্দ-বিরহে বিশেষ হুঃখিত হইয়াছিলেন ॥ ৮৮ ॥

বিশ্বস্তর নিত্যানন্দের অভাবে তাঁহাকে সর্ক্ষক চিত্ত
করিতে করিতে তাঁহার স্বরূপ অবগত হইলেন । মহাপ্রভু
নিত্যানন্দপ্রভুকে অনন্তবাসুদেব সৈব-তত্ত্ব বলিয়া জানি-
তেন ॥ ৮৯ ॥

ভগবান্ নিত্যানন্দ গঙ্গার পশ্চিমাংশ রাঢ়দেশে একচক্রা-
নামক গ্রামে অগ্রগ্রহণ করিয়াছিলেন । তাহাবই অনতিদূরে
মৌড়েশ্বর (মতান্তরে ময়ূরেশ্বর) নামক একটা শিবলিঙ্গ
বিরাজমান । প্রভু নিত্যানন্দ কোন সময়ে তাঁহার পূজা
করিয়াছিলেন ॥ ৯০ ॥

সেই একচক্রা গ্রামে হাড়াইপণ্ডিত-নামে একজন উদার-
চরিত্র, বিষয়-বিরক্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন । তাঁহার পতিব্রতা
পত্নী অগম্যাতা পদ্মাবতী দেবী । তিনি বিষ্ণুর প্রবল শক্তি-
ধারিণী ছিলেন । ইহাদের কতিপয় পুত্রের মধ্যে প্রভু
নিত্যানন্দ সর্ক্ষকোষ্ঠ ছিলেন ॥ ৯১-৯৩ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ সাধারণ কর্মকলাভিলাষী মারাবদ্ধ-
জীবের স্তায় মাতাপিতার স্নেহে আবদ্ধ না থাকার জীবগণের

মঙ্গলের জন্য গৃহ পরিত্যাগ করিতে মানস করিলেও পরম-
বৎসল মাতাপিতা তাঁহাকে এক মুহূর্তের জন্যও ছাড়িয়া দেন
না । এজন্য নিত্যানন্দ প্রভু বিষন্ন হইলেন । মাতাপিতা
অল্প সময়ের জন্যও তাঁহাকে চক্ষুর অন্তরালে অবস্থিত হইতে
অভিলাষ না করায় সর্ক্ষবাই উভয়ে তাঁহার নিকট থাকি-
তেন । তাঁহাদের গৃহ-কর্মে, কৃষি কার্যে ও পৌরহিত্যকার্যে,
ভ্রমণকালে, জব্যাদি আহরণ-কালে সর্ক্ষবাই ‘পুত্র গৃহত্যাগ
করিবেন’—আশঙ্কায় সর্ক্ষক পশ্চাদ্ভাগে অনুগরণকারী
পুত্রের প্রতি পুনঃ পুনঃ দৃষ্টিপাত করিতেন ॥ ৯২-৯৩ ॥

পিতা সর্ক্ষক পুত্রকে সঙ্গে লইয়া যাতায়াত করেন এবং
পুত্র-বাৎসল্যে সর্ক্ষক তাঁহাকে ক্রোড়ীভূত করিয়া রাখেন ।
বেরূপ শরীর ও প্রাণ একত্র সমাবিষ্ট থাকিয়া একেরই
পরিচয় দিয়া থাকে, তজ্জপ নিত্যানন্দের পিতা হাড়াইপণ্ডিত
শরীর সদৃশ ও তাঁহার পুত্র শরীরের সহিত সংবদ্ধ প্রাণের
স্তায় অবস্থিত হইলেন ॥ ৯৪-৯৫ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুসাক্ষ্য পরমাত্মা বিষ্ণু বলিয়া তাঁহার এই-
সকল সম্যক উপলব্ধির বিষয় ছিল । পিতার সহিত পিতৃ-
স্বখ সর্ক্ষকস্বার্থ সেইরূপভাবে পিতৃ সেবার নিবৃত্ত ছিলেন ॥ ৯৬ ॥

এই যে সকল-জ্যেষ্ঠ-নন্দন তোমার ।
কতদূর লাগি দেহ' সংহতি আমার ॥ ৮৩ ॥
প্রাণ-অতিরিক্ত আমি দেখিব উহানে ।
সর্ব-ভীর্ণ দেখিবেন বিবিধ-বিধানে ॥ ৮৪ ॥
শুনিয়া গ্রাসীর বাক্য শুদ্ধ-বিপ্রবর ।
মনে মনে চিন্তে বড় হইয়া কাতর ॥ ৮৫ ॥
“প্রাণভিক্ষা করিলেন আমার সন্ন্যাসী ।
না দিলেও ‘সর্বনাশ হয়’ হেন বাসি ॥ ৮৬ ॥
ভিক্ষুকেরে পূর্বে মহাপুরুষ-সকল ।
প্রাণদান দিয়াছেন করিয়া মঙ্গল ॥ ৮৭ ॥
রামচন্দ্র পুত্র—দশরথের জীবন ।
পূর্বে বিশ্বামিত্র তানে করিলা যাচন ॥ ৮৮ ॥
যজ্ঞপিহ রাম-বিনে রাজা নাহি জীয়ে ।
তথাপি দিলেন—এই পুরাণেতে কহে ॥ ৮৯ ॥

হাড়াইপণ্ডিত পরমানন্দিত হইয়া অভাগত একটি স্তম্ভর
সন্ন্যাসীকে তাঁহার নিজগৃহে ভিক্ষা কবাইলেন । সন্ন্যাসি-
গণের স্তম্ভভাবে পঙ্কস্থনা-যজ্ঞে অধিকার না থাকায় তাঁহার
ব্রাহ্মণ-গৃহেই ভোজনাদি নিরীহ কবেন । তুর্য্যাপ্রমুখিত
যতিগণের ভোজনাদি-বিষয়ে নিম্পট সেবাই গৃহস্থের প্রধান
কর্তব্য ॥ ৭৮ ॥

সন্ন্যাসীকে ভোজনাদি কবাইয়া তাঁহার সহিত ক্লেশকথা-
প্রসঙ্গে নিশার সকল সময় অতিবাহিত করিলেন ॥ ৭৯ ॥

সন্ন্যাসিগণ গৃহস্থের গৃহে অধিক সময় অতিবাহিত করিয়া
তাঁহাদের স্নেহে আবদ্ধ হন না । একজ্ঞ পরদিন প্রত্যুষে
যখন সন্ন্যাসী পণ্ডিতের গৃহ পরিত্যাগ কবিয়া অজ্ঞা যাইবার
উপক্রম করিতেছেন, তখন তিনি হাড়াইপণ্ডিতকে কিছু
বলিতে উত্তত হইলেন ॥ ৮০ ॥

বৈষ্ণব-যতি বলিলেন,—আমাব একটি প্রার্থনা আছে ।
তদ্বত্তরে হাড়াইপণ্ডিত তাঁহাকে প্রার্থনা জানাইব । সুমতি
দিলেন । সন্ন্যাসী বলিলেন,—আমি সম্প্রতি ভীর্ণ-পর্ষটনে
ব্যস্ত আছি । অগ্নিপ্রজ্জ্বলিত করিয়া রন্ধনাদি-কার্য যতির
ধর্ম নহে বলিয়া এবং সর্বত্র ব্রাহ্মণের অভাব থাকা হেতু
ভোজন-সময়ে ভোজ্যের অপ্ৰাপ্তি-নিবন্ধন আমার একটি
ব্রাহ্মণ সহচরের আবশ্যকতা আছে । কিছুদিনের জ্ঞাত তোমার

সেই ত' ব্রহ্মান্ত আজি হইল আমারে ।
এ-ধর্মসঙ্কটে কৃষ্ণ ! রক্ষা কর' মোরে ॥ ৯০ ॥
দৈবে সে-ই বস্তু, কেমে নহিব সে মতি ?
অজ্ঞাথা লক্ষ্মণ কেনে গৃহেতে উৎপত্তি ? ৯১ ॥
ভাবিয়া চলিলা বিপ্র ব্রাহ্মণীর স্থানে ।
আমুপূর্বে কহিলেন সব বিবরণে ॥ ৯২ ॥
শুনিয়া বলিলা পতিব্রতা জগন্নাথ ।
“যে তোমার ইচ্ছা প্রভু ! সেই মোর কথা ॥ ৯৩ ॥

সন্ন্যাসীকে পুত্রদানে স্বাগত অবস্থা—

আইলা সন্ন্যাসিস্থানে নিত্যানন্দ-পিতা ।
গ্রাসীরে দিলেন পুত্র, নোয়াইয়া মাথা ॥ ৯৪ ॥
নিত্যানন্দ সঙ্গে চলিলেন গ্রাসিবর ।
হেন মতে নিত্যানন্দ ছাড়িলেন ঘর ॥ ৯৫ ॥

এই জ্যেষ্ঠপুত্রকে আমার সহি ৫ দিলে, আমি উহাকে আমার
প্রাণাপেক্ষাও অধিক ভালবাসিব, আর তোমার পুত্রেরও
নানা-ভীর্ণ-পর্ষটনরূপ শিক্ষালাভ ঘটবে ॥ ৮১-৮৪ ॥

সংহতি, — সহিত, সঙ্গে ॥ ৮২ ॥

বৈষ্ণব-গ্রাসীর হৃদয়বিদারিণী-বথ, শ্রবণ করিয়া ব্রাহ্মণ
দত্যস্ত কাতব হইয়া পড়িলেন এবং মনে মনে ভাবিতে
লাগিলেন যে,—‘আমি শরীরমাত্র, আমার জ্যেষ্ঠ পুত্রটি
আমার প্রাণ, স্তব্ধবৎ সন্ন্যাসী এই প্রাণটি অপহরণ করিয়া
আমার শরীরমাত্র এখানে ফেলিয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবেন ।
যদি আমি তাঁহার প্রার্থনা পূরণ না করি, তাহা হইলেও
বিষম বিপদ’ ॥ ৮৩ ॥

পূর্বে পূর্বে ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায় যে, মহা-
পুরুষগণ ভিক্ষুকের সমীপে নিজ-মঙ্গল প্রার্থনা করিয়া স্বীয়
প্রাণ পর্যন্ত বিতরণ করিয়াছেন ॥ ৮৭ ॥

বিশ্বামিত্রের আবেদনে, রাজা দশবথ প্রাণসম পুত্রকে
তাঁহার করে অর্পণ করিয়াছিলেন,—এ-কথা প্রাচীন ইতি-
হাসে দেখা যায় । রামের বিরহে দশরথের প্রাণরক্ষা হওয়া
কঠিন ছিল, একপক্ষেও রাজা দশবথ প্রাণসম পুত্রকে
প্রদান করিয়াছিলেন ॥ ৮১-৮২ ॥

কৃষ্ণ, আমার এই বিষম বিপদে, দশরথের যেরূপ অবস্থা

অপ্রাকৃত বাৎসল্যরস জড়াসক্তি নহে—

নিত্যানন্দ গেলে মাত্র হাড়াই পণ্ডিত ।
ভূমিতে পড়িলা বিপ্র হইয়া মুর্ছিত ॥ ১৬ ॥
সে বিলাপ ক্রন্দন করিব কোন্ জনে ?
বিদরে পাষণ কাষ্ঠ তাহার শ্রবণে ॥ ১৭ ॥
ভক্তিরসে জড়প্রায় হইল বিহ্বল ।
লোকে বলে “হাড়ো ওঝা হইল পাগল ॥” ১৮ ॥
তিন মাস না করিলা অন্নের গ্রহণ ।
চৈতন্যপ্রভাবে সবে রহিল জীবন ॥ ১৯ ॥
প্রভু কেমে ছাড়ে, যার হেন অনুরাগ ?
বিকুবৈকবের এই অচিন্ত্য-প্রভাব ॥ ১০০ ॥

জীব-উদ্ধাব-কারণে মাতাপিতা

ত্যাগ অসম্মত নহে—

আমিহীন দেবহুতি-জননী ছাড়িয়া ।
চলিলা কপিল-প্রভু নিরপেক্ষ হইয়া ॥ ১০১ ॥

হইয়াছিল, সেই অবস্থায় অবস্থিত দেখিয়া আমার দোহলা-
মান চিন্তাত্রোত হইতে আমাকে রমা করুন। আমি
দৈবক্রমে সেই দশরথ এবং আমার পুত্র রাম। নতুবা
আমার পুত্রের এইরূপ বিচার হইবে কেন? যদি তাহাই
না হইবে, তবে ঐ পুত্রের এরূপ বিরাগভাবের লক্ষণ কেন
দেখা দিবে? ১০০-১০১ ॥

ভক্তিমান হাড়ো উপাধায় পুত্রান্বান করিয়া উন্নত প্রায়
হইলেন। তিনি ভগবন্তক্তিরসে বিহ্বল হইয়া লোক-নয়নে
জড়-সদৃশ পবিলক্কিত হইলেন। সাধারণ মনুষ্য যেরূপ অর-
পানাদি গ্রহণ করে, হাড়াই পণ্ডিত সেইরূপ অন্নাদি বিরহিত
হইয়া তিনমাস-কাল কাটাইয়া দিলেন। ওখাপি ঐতাহার
সাধারণের স্তায় শরীরের পতন হইল না। জীবন থাকিল
যটে, কিন্তু নির্জীবতাই অবশিষ্ট রহিল ॥ ১৮-১৯ ॥

এখানে প্রশ্ন হইতে পারে যে, ভগবান্ নিত্যানন্দ কি
প্রকারে তত্ত্ববৎসল হইয়া পিতার এবংস্ত্রকার অভিনিবেশ
পরিত্যাগ করিলেন? তদন্তরে ইহাই বলা যাইতে পারে
যে, বিকুবৈকবের শক্তির তুলনা হয় না। তাহাদের শক্তি
মনুষ্য-জ্ঞানে পরিমিত হইবার অযোগ্য ॥ ১০০ ॥

ব্যাস-হেন বৈকব জনক ছাড়ি' শুক ।
চলিলা, উলটি নাহি চাহিলেন মুখ ॥ ১০২ ॥
শচী-হেন জননী ছাড়িয়া একাকিনী ।
চলিলেন নিরপেক্ষ হই' শ্যামিনী ॥ ১০৩ ॥

পরমার্থে ত্যাগের তাৎপর্য্য প্রব বিবল—

পরমার্থে এই ত্যাগ—ত্যাগ কভু নহে ।
এ সকল কথা বুঝে কোন মহাশয়ে ॥ ১০৪ ॥
এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার কারণে ।
মহাকার্ত্ত্য ভবে' যেম ইহার শ্রবণে ॥ ১০৫ ॥
যেন পিতা—হারাইয়া শ্রীমদ্বন্দননে ।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে ॥ ১০৬ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর গৃহত্যাগ ও তীর্থ ভ্রমণ—

হেন মতে গৃহ ছাড়ি' নিত্যানন্দ-রায় ।
আনুভাবানন্দে তীর্থ ভ্রমিয়া বেড়ায় ॥ ১০৭ ॥

যেদূর কপিলদেবের পিতা স্বধাম গমন করিলে জননী
দেবহুতি কাতরা মাতাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়া
নিরপেক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন, যেদূর শুকদেব স্বীয়
জনক মহাত্মা ব্যাসকে পবিত্যাগ করিয়া তাহার পুনঃ পুনঃ
আহ্বান-সঙ্কেত ফিরিয়া না চাহিয়া নিরপেক্ষতা দেখাইয়া-
ছিলেন, যেদূর শচীনন্দন সহায়বরিতা জননীকে একাকিনী
অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া নিরপেক্ষতার উদ্দেশে সন্ন্যাস
গ্রহণ করিতেছিলেন, সেইরূপ জীবোদ্ধার-কল্পে মূলসম্বর্ধণ
অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নিজামৃতভব চিন্ময় আনন্দে তীর্থ
দর্শন করিয়া বেড়াইবার অভিনয় করিয়াছিলেন। সাধারণ
লোকে এই পরমার্থের উদ্দেশে ত্যাগের মহত্ত্বও প্রয়োজনীয়তা
সহসা বুঝিতে পারে না। পরমার্থের প্রয়োজনীয়তা সর্বো-
পরি জীবের নিত্য বৃত্তি—স্বকান্তসন্ধান, তাহার তুলনার
ত্যাগানি কঠোর ভাবসমূহে গুরুত্ব-উৎপাদন করিতে অসমর্থ।
যাহারা পরমার্থে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহারা ই বুঝিতে পারেন
যে, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু এতাদৃশ বৎসল মাতাপিতার সঙ্গ
ত্যাগ করিয়া অস্ত বিশেষ কারণ-মূলে চলিয়া বাওয়া সম্পূর্ণ
সঙ্গত ও প্রয়োজনীয়। রাম-শ্রের বনবাসে পিতার পুত্র-বিরহ

গয়া, কাশী, প্রয়াগ, মথুরা, হারাবতী ।
 নর-নারায়ণাশ্রম গেলা মহামতি ॥ ১০৮ ॥
 বৌদ্ধালয় গিয়া গেলা ব্যাসের আলয় ।
 রজনীধ, সেতুবন্ধ, গেলেন মলয় ॥ ১০৯ ॥
 তবে অনন্তের পুর গেলা মহাশয় ।
 জন্মেণ নির্জন-বনে পরম-নির্ভয় ॥ ১১০ ॥
 গোমতী, গণ্ডকী গেলা সরযু, কাবেরী ।
 অযোধ্যা, দণ্ডকারণ্যে বুলেন বিহারি' ॥ ১১১ ॥
 জিম্মা, ব্যেকটনাথ, সপ্তগোদাবরী ।
 মহেশের স্থান গেলা কল্যাকানগরী ॥ ১১২ ॥
 রেবা, মাহিষতী, মল্লতীর্থ, হরিদ্বার ।
 ঈহি পূর্বে অবতার হইল গঙ্গার ॥ ১১৩ ॥
 এই মত যত তীর্থ নিত্যানন্দ-রায় ।
 সকল দেখিয়া পুনঃ আইলা মথুরায় ॥ ১১৪ ॥
 চিনিতে না পারে কেহ অনন্তের ধাম ।
 ছকার করয়ে দেখি' পূর্ব-জন্মস্থান ॥ ১১৫ ॥
 নিরবধি বাল্যভাব, আন নাহি ক্ষুরে ।
 ধূলাখেলা খেলে বৃন্দাবনের ভিতরে ॥ ১১৬ ॥
 আহারের চেষ্টা নাহি করেন কোথায় ।
 বাল্যভাবে বৃন্দাবনে গড়াগড়ি যায় ॥ ১১৭ ॥

অল্প বিলাপ, এমন কি যবন-হৃদয়কেও অত্যন্ত ব্যাকুল
 করিতে সমর্থ হয় । অতিকঠিন সংসার-প্রমত্ত জনগণেরও
 এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া হৃদয় অলৌকিক রস সিক্ত
 হয় ॥ ১০১-১০৭ ॥

নির্ভয়ে,—পরিপূর্ণভাবে, অতিশয়রূপে ।

নির্ভয়ে,...যবনে,—যবনেও তাহা শুনিলে নির্ভয়ে
 অর্থাৎ অতিশয়রূপে ক্রন্দন করে ॥ ১০৬ ॥

স্বাস্থ্যভাবানন্দে,—নিজাম্ভব চিন্ময় আনন্দে ॥ ১০৭ ॥

আদিখণ্ড ৯ম অধ্যায়ে তীর্থপর্যটন-প্রসঙ্গ দেখ্য ॥ ১০৮-১১৪ ॥

বৌদ্ধালয়—কপিলবাস্ত, বৃদ্ধ-গয়া, রজনীধ ও কাশী-
 মগর ॥ ১০৯ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীবৃন্দাবনে ধূলার গড়াগড়ি প্রকৃতি
 নীলাসমূহ কেহই বুঝিতে পারে না । শরীরপুষ্টির জন্য
 সকলেরই আহাৰ্য্য সংগ্রহ করিতে হয়, সেই সকল পরিহার

কেহ নাহি বুঝে তান চরিত্র উদার ।
 কৃষ্ণরস বিনে আর না করে আহার ॥ ১১৮ ॥
 কদাচিত্ কোন দিন করে দুগ্ধ-পান ।
 সেই যদি অযাচিত কেহ করে দান ॥ ১১৯ ॥
 এইমতে বৃন্দাবনে বৈসে নিত্যানন্দ ।
 নবদ্বীপে প্রকাশ হইলা গৌরচন্দ্র ॥ ১২০ ॥
 নিরন্তর সঙ্গীর্জন—পরম-আনন্দ ।
 দুঃখ পায় প্রভু না দেখিয়া নিত্যানন্দ ॥ ১২১ ॥
 নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর প্রকাশ ।
 যে অবধি লাগি' করে বৃন্দাবনে বাস ॥ ১২২ ॥

নবদ্বীপে আগমন ও নন্দন আচার্য্যের
 গৃহে অবস্থান—

জানিয়া আইলা ষাট নবদ্বীপপুরে ।
 আসিয়া রহিলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে ॥ ১২৩ ॥
 নন্দন-আচার্য্য মহাভাগবতোত্তম ।
 দেখি মহাতেজোরশি যেন সূর্য্যসম ॥ ১২৪ ॥
 মহা অবধূত-বেশ প্রকাশ শরীর ।
 নিরবধি গভীরতা দেখি মহাধীর ॥ ১২৫ ॥
 অহর্নিশ বদনে বলয়ে কৃষ্ণনাম ।
 ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় চৈতন্যের ধাম ॥ ১২৬ ॥

করিয়া স্বরূপের রত্তি উন্মেষিত হইলে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কৃষ্ণ-
 সেবা-রস ব্যতীত অল্প কিছুই সংগ্রহ করিবার প্রবৃত্তি হয়
 না । নিত্যানন্দপ্রভু অযাচিতভাবে কোন কোন দিন দুগ্ধপান
 মাত্র কবিয়া শরীর রক্ষা করিয়াছিলেন ॥ ১১৭- ১১৯ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ যে-কালে শ্রীবৃন্দাবনে ভ্রমণ করিতে
 ছিলেন, তৎকালে মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র নবদ্বীপে নিজের
 স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১২০ ॥

মহাপ্রভু নবদ্বীপে পরমানন্দে যে-কালে সর্স্কণ সঙ্গীর্জন-
 প্রচারে ব্যস্ত ছিলেন, সেইকালে তিনি নিত্যানন্দপ্রভুর
 অনাগমনে দুঃখিত হইয়াছিলেন ॥ ১২১ ॥

শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ অপেক্ষা
 করিয়াই বৃন্দাবনে তৎকালাবধি বাস করিয়াছিলেন ।

যে অবধি লাগি',—যে প্রকাশকালের অপেক্ষা
 করিয়া ॥ ১২২ ॥

নিজানন্দে কণে কণে করয়ে হুকার।
মহামন্ত যেন বলরাম-অবতার ॥ ১২৭ ॥
কোটি চন্দ্র জিনিয়া বদন মনোহর।
জগৎজীবন হান্ত সুল্লর অধর ॥ ১২৮ ॥

মুকুতা জিনিয়া শ্রীদশনের জ্যোতিঃ।
অমৃত অরুণ দুই লোচন স্মৃতি ॥ ১২৯ ॥
আজানুলবিত-ভুজ সুপীবর বক্ষ।
চলিতে কোমল বড় পদযুগ দক্ষ ॥ ১৩০ ॥

ঝাট,—শীত। নন্দনাচাৰ্য্য—চৈঃ চৈঃ আদি ১০।৩৯ ও
চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৭শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ১২৩ ॥

মহাভাগবতোক্তম,—সৰ্বশ্রেষ্ঠ উত্তমাধিকারীই ভগবন্তরূপ।
“সৰ্বভূতেশ্ব যঃ পশ্চোক্তগবস্তাবমানঃ। ভূতানি ভগবত্যাখ-
শ্বেষ ভাগবতোক্তমঃ ॥”- অর্থাৎ যিনি দৃশ্য জগতের ভোগ্য-
বস্ত্ত দর্শন না করিয়া অন্তর্ভাবময় ভগবৎ সযুদ্ধে সংশ্লিষ্ট, দেহ
দেহি-ভেদ-রহিত বৈকুণ্ঠবস্ত্ত দর্শন করেন, ঐহার দর্শনে
জড়প্রতীতি-জন্ত ভোক্তৃত্বাবেব উদয় হয় না, সৰ্বক্ষণ সেবা-
নিরত হইয়া জ্ঞেয়বস্ত্ত ভগবানেব সেবা করিষা থাকেন,
সকল ভূত ভগবৎসেবায় উন্মুখ হইয়া ভগবানে অবস্থিত
দর্শন করেন, তাঁহাকেই ভাগবতোক্তম বলা হয়। এতাদৃশ
মুক্তপুরুষগণের অগ্রণী-স্বত্রে মহাভাগবতোক্তম শ্রীনিত্যানন্দ-
প্রভু ভগবৎসেবকগণেব মূল আকর-বস্ত্ত। তিনি পরমদীপ্তি-
বিশিষ্ট ও চিদালোকের আধার। তাঁহা হইতেই নিঃসৃত
আলোকরাশি বিকীরিত হইয়া জীবমাত্রের স্বরূপ উদ্বোধন
করে। তদাশ্রিত জনগণ ও তাদৃশ জ্যোতির্শ্রয় হইতে পারেন।
জড়প্রতীতিতে চিদালোকের অভাব, চিদ্রয় ভাবের অসুভূতি
ব্যতীত জীবের স্বরূপ বোধের মলিনতা দূর হয় না। তাঁহা
হইতে নিঃসৃত অজ্ঞান-তমো-বিনাশকারী চিদালোক কোন
প্রকারে কাহারও চিত্ত-গুহায় প্রবিষ্ট হইলেই তাঁহার অজ্ঞান-
তমো নাশ করে ॥ ১২৪ ॥

ঐহার সন্মাস বিধিতে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং
বাহু সন্মাসেব প্রতি ঐহাদের স্বাভাবিক ঔদাসীন্দ্ৰ আদি-
রাছে, তাঁহাদেরই ‘অবধূত’-সংজ্ঞা। অবধূতগণের বাহু চিহ্নে
অনাগর দেখিয়া অনেকেরই ভ্রান্ত হন। বিবিৎসা-প্রদর্শন-
কারি সন্মাসী সিদ্ধিলাভ করিলেই বিবৎসন্মাসী বা অবধূত-
নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তাদৃশ
অবধূতগণের মধ্যে সৰ্বশ্রেষ্ঠ। তাঁহার গান্ধীৰ্য্য, অতিশয়
দৈৰ্ঘ্য নন্দনাচাৰ্য্য দর্শন করিলেন ॥ ১২৫ ॥

সেই নিত্যানন্দ অমুকণ কৃকনামোচ্চারণে ব্যস্ত।

শ্রীচৈতন্যদেব নিত্যানন্দের আধারে এই ত্রিকুবনে ব্যাধ
হইয়াছেন। শ্রীনিত্যানন্দই চৈতন্যদেবের চিত্ত-রহিত
আলোক। তিনি বদ্ধজীবগণের জড়ভোগরূপ ভোক্তৃ-অভি-
মান যাহা ‘তমঃ’ শব্দ-বাচ্য, তাহা বিদূরিত করিবার জন্ত
প্রবণ মার্ত্তও। শ্রীনিত্যানন্দই শ্রীচৈতন্যদেবের দশ প্রকার
সেবকলীলাভিনয়ে দ্বিধ-হস্ত। তাঁহার সহিত তুলনা অস্ত
কোন বস্ত্তে হইতে পারে না। জীবজগতের সহিত ভগবৎ
প্রকাশের মেরুদণ্ড-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ ॥ ১২৬ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু মধ্যে মধ্যে আনন্দপ্রকাশক হুকার
ধ্বনিতে নিজ পবিত্র প্রদান করিবার জন্ত জগতে লীলা
করেন। তিনি সৰ্বক্ষণ ভগবান্ চৈতন্যদেবের প্রেম-প্রদান-
লীলাব সহায়তা করিবার জন্ত সৰ্বতোভাবে উন্মত্ত। ব্রজে
শ্রীবলদেবপ্রভু যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের সেবা-কার্য্যে সৰ্বতোভাবে
নিগূঢ়, গোড়দেশেও চৈতন্য-বিহার-ভূমিকায় নিত্যানন্দের
প্রেমোন্মত্ত ভাব ও আনন্দোচ্ছাস সেইরূপ সকলজীবের হৃদ-
য়ের মলিনতা নীবাঞ্ছিত করিবার জন্ত কর্ণকূহরের সাহায্যে
চিত্ত অধিকার করিয়া থাকেন। ‘নিজানন্দ’ বলিলে কাহারও
যেন একরূপ ভ্রম না হয় যে, আমাদিগের প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ
আমাদেরই জ্ঞায় লঘু-জাতীয় মায়াবদ্ধ জীববিশেষ। এই
‘নিজ’-শব্দের অর্থ—ভগবৎবোধক। অচিহ্নিলাসপর বিচারে
বদ্ধ-জীবের আনন্দ সৰ্বদা বাদ্য-প্রাপ্ত এবং আনন্দাধার ও
আনন্দের মধ্যে ব্যবধান বর্ত্তমান। নিত্যানন্দপ্রভু স্বয়ং মহা-
বিকৃতত্বের একমাত্র স্বত্বাধিকারী বলিয়া তাঁহাতে প্রাপঞ্চিক
দেহদেহি-বিচার আনয়ন করিলে ‘নিজানন্দ’ শব্দের যথার্থ
উপলব্ধি করাইতে ব্যাঘাত ঘটাইবে ॥ ১২৭ ॥

জগৎজীবনহান্ত .. অধর,—জগতের প্রাণিমাত্রের জীবনী-
শক্তি-প্রদায়ক ঐহার তাত্ত্ব শোভনীয় ওষ্ঠে বিরাজমান ॥ ১২৮ ॥

মুকুতা .. স্মৃতি,—ঐহার দন্ত-শোভা হইতে নিঃসৃত
কিরণ মুক্তার শোভাকেও পরাজয় করিয়াছে। রক্তাভ
বিকৃত নয়নদ্বয় মুখমণ্ডলের শোভা বিকৃত করিয়াছে ॥ ১২৯ ॥

পরম রূপায় করে সবারে সম্ভাব ।
 শুমিলে শ্রীমুখবাক্য কর্ণবন্ধ নাশ ॥ ১৩১ ॥
 আইলা নদীয়াপুরে নিত্যানন্দ-রায় ।
 সকল ভুবনে জয়-জয়-ধ্বনি গায় ॥ ১৩২ ॥
 সে মহিমা বলে হেন কে আছে প্রচণ্ড ।
 যে প্রভু ভাঙ্গিলা গৌরসুন্দরের দণ্ড ॥ ১৩৩ ॥
 বণিক অধম মূর্খ যে করিলা পার ।
 ব্রহ্মাণ্ড পবিত্র হয় নাম লৈলে যার ॥ ১৩৪ ॥

পাইয়া নন্দনাচার্য্য হরবিভ হঞা ।
 রাখিলেন নিজগৃহে ভিক্ষা করাইয়া ॥ ১৩৫ ॥
 নবদ্বীপে নিত্যানন্দচন্দ্র-আগমন ।
 ইহা যেই শুনে তারে মিলে প্রেমধন ॥ ১৩৬ ॥
 নিত্যানন্দ-আগমন জানি' বিশ্বস্তর ।
 অনন্ত হরিষ প্রভু হইলা অন্তর ॥ ১৩৭ ॥
 পূর্ব-ব্যপদেশে সর্ব-বৈষ্ণবের স্থানে ।
 ব্যঞ্জিয়া আছেন, কেহ মর্শ নাহি জানে ॥ ১৩৮ ॥

তাহার হৃদয়-জাহ্নবীপাশ লম্বমান এবং বক্ষ পরমোন্নত ।
 পদযুগল কাঠিঠ পরিহার কবিয়া শুকোমল হইলেও গমন-
 বিষয়ে বিশেষ স্নিগ্ধ ॥ ১৩০ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমুখ বিগলিত বাক্য তাহার কর্ণকুহবে
 প্রবিষ্ট হয়, তাহার আর জড়জগতে ভোগাদর্শনের সম্ভাবনা
 থাকে না। জীব কর্তৃত্বাভিমানে আপনাকে মায়িক বস্ত-
 বিশেষ মনে করিয়া কর্ণে প্রবৃত্ত হয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর
 বাক্য শ্রবণ করিলে জীবের জড়ভোগ-পিপাসা বিদূষিত হইয়া
 আত্মবৃত্তির উদয় হয়। তিনি পরম অমুকম্পাময়ী বাণীর
 দ্বারা সকলের সম্ভোগ বিধান করেন ॥ ১৩১ ॥

তিনি সাক্ষাৎ বলদেবপ্রভু, স্তূতরাং তাহার মহিমা-বল
 অল্প কোন বস্তুর সহিত তুলনা হইতে পারে না। যিনি
 গৌরসুন্দরের বিদীর আনুগত্য-প্রদর্শন-লীলা অতিক্রম
 করিয়া তাহার বৈধদণ্ড ভঙ্গ কবিয়াছিলেন, তাহার বলের
 সহিত অল্প কাহারও শক্তির তুলনা হইতে পারে না। গৌর-
 সুন্দরের নির্দিষ্ট বিধি সকলেই পালন করিতে বাধ্য। তিনি
 চতুর্দশ ভুবনপতিরূপে স্বয়ং লোকাদর্শ হইয়া বিধিপালনের
 মর্যাদা দেখাইতেছেন। তৎকালে নিত্যানন্দপ্রভু তাহাতে
 অসহিষ্ণু হইয়া তাহার বিধিপালনপরা আদর্শ লীলা পরি-
 বর্ত্তিত করিয়াছিলেন। অন্ত্য ২য় পঃ শ্লোক ॥ ১৩৩ ॥

নিত্য-রূপদাম প্রপঞ্চে বর্ধধর্ম্মে অবস্থিত হইয়া তৃতীয়-
 স্তরে বিনিময় বৃত্তিতে অবস্থান করেন। এই দশ সামাজিক-
 গণ-বৈষ্ণ বা বণিক শব্দে কথিত হয়। তাদৃশ বণিকগণ
 তাহাদের বৃত্তি পরিচালনা করিতে গিয়া কুসীদগ্রহণ, গো-
 ব্রহ্মণ, ভূমিকর্ষণ ও পণ্যদ্রব্যের ক্রয়বিক্রয়াদিতে কাল অতি-
 পাতি করে। কৃষ্ণবিস্তৃতি-কালে জীবের বণিকবৃত্তিতেই রুচি

হয় এবং তাদৃশী বাসনা-ক্রমে তিনি বণিকের গৃহে জন্মগ্রহণ
 করেন। অত্যাচ্ছ সমাজ বণিকেব মুখাপেক্ষী হইয়া তাহা-
 দিগকে শ্রেষ্ঠা, আচা, মহারজন প্রভৃতি মর্যাদা-সূচক উপা-
 ধিতে বরণ করেন। উহারাও ঐ সকল উপাধিলাভ করিয়া
 আপনাদিগকে সম্মানিত মনে করেন। পণ্যদ্রব্যের মর্যাদা-
 ভেদে বণিকের শ্রেষ্ঠতা ও অবরতা নিরূপিত হয়। বাহারা
 মাদক দ্রব্যের ব্যবসায় করে, তাহারাও বণিক, কিন্তু অপরা-
 পর পণ্যদ্রব্যের তারতম্যানুসারে উহাকে গর্হিত দ্রব্যের
 ব্যবসায়ী-বিচারে উক্ত ব্যবসায়িগণ অপর বৈষ্ণ-সংস্কার কথিত
 হয়। কনক প্রভৃতি অভিনিবেশে মানবের হরিসেবা-
 প্ররতিক্রম আশ্রয় বিজড়িত হওয়ায় কনক-ব্যবসায়ী
 নিতান্ত নিন্দিত হইয়া অপর-বৈষ্ণ নামে অভিহিত হন।
 এরূপ কুলজাত ও প্রাক্তন সংস্কার-বিশিষ্ট বংশোদ্ভূত ব্যক্তি-
 কেও তাহাদের জড়ভিনিবেশ হইতে মুক্ত করিয়া নিত্যানন্দ-
 প্রভু আচার্য্যের পদবী প্রদান করিয়াছিলেন। বাহ পরি-
 চয় তাৎকালিকমাত্র। সেই পরিচয় বিচ্ছিন্ন হইলে এবং
 অপর জড়পরিচয় দ্বারা আবৃত না হইলে জীবের স্বরূপ
 উদ্ভূত হয়। তিনি মুক্ত হইয়া হরিসেবার ত্রতী হন।

জগতের বিচারে কেহ বা উচ্চ, কেহ বা মধ্যম, কেহ বা
 অধম বলিয়া সংজ্ঞিত হন। অভিজ্ঞানের বিচারে কেহ
 গুণ্ডিত, কেহ অনভিজ্ঞ, কেহ বা মূর্খ নামে অভিহিত হন।
 এই সকল বাহ পরিচয় আগন্তুকরূপে নিত্যরূপদামের বুদ্ধিকে
 আবরণ করিয়া জড়ের সহিত সংশ্লিষ্ট করার চেতনধর্ম্মের
 বিলুপ্তিবশতঃ ভগবৎসেবা রহিত স্পৃহাচেতন আত্মা নিম্নের
 নিত্যপারিত্য বিষয় হয়। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু স্বীয় উপদেশ
 দ্বারা জীবের জড়ভিনিবেশ উন্মুক্ত করিয়া তাহাদের নিত্য

“আরে ভাই, দিন দুই তিমের ভিতরে।
কোন মহাপুরুষ এক আসিবে এখানে ॥” ১৩৯ ॥
দৈবে সেই দিন বিষ্ণু পূজি গৌরচন্দ্র।
সকরে মিলিলা যথা বৈষ্ণবের বৃন্দ ॥ ১৪০ ॥

প্রভুর নিত্যানন্দকে স্বপ্নে দর্শন—

সবাকার স্থানে প্রভু কহেন আপনে।
“আজি আমি অপরূপ দেখিলুঁ স্বপ্নে ॥ ১৪১ ॥
তাল-ধ্বজ এক রথ—সংসারের সার।
আসিয়া রহিল রথ—আমার ছয়ার ॥ ১৪২ ॥
তা’র মাঝে দেখি এক প্রকাণ্ড শরীর।
মহা এক স্তম্ভ স্কন্ধে, গতি নহে স্থির ॥ ১৪৩ ॥
বেত্র বান্ধা এক কমণ্ডলু বাম হাতে।
নীলবস্ত্র পরিধান, নীলবস্ত্র মাথে ॥ ১৪৪ ॥

কল্যাণ বিধান করেন। তৎকালে জীব আধ্যাত্মিক দর্শন বিমুক্ত হইয়া পারমার্থিক রাজ্যে ভ্রমণ কবিত্তে থাকেন। বাহারা জড়বিচার-পর চেষ্ঠায় আপনাকে নিমুক্ত করে, তাহাদের দর্শনে মুক্তপুরুষগণের বাহ্য-পরিচয় ব্যাঘাত উৎপাদন করিয়া তাহাদিগকে কৰ্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ করে। অপারকুপাময় নিত্যানন্দ-প্রভু বণিকবৃত্তিযুক্ত ও বণিকবংশোদ্ভূতজনগণের এবং মূৰ্খ ও লোক-নির্দিষ্ট জনগণের মহা উপকার সাধন করিতে গিয়া সকলকেই জাগতিক বিচার হইতে অবসর দিয়াছিলেন। নিত্যানন্দপ্রভুর নাম শ্রবণ করিলে জগতের সকল লোকের পাপ-প্ররক্তি প্রশমিত হইয়া পবিত্রতাব উদয় হয়। বণিক, অধম, মূৰ্খ, —ইহাৱাও পবিত্র হইয়া ব্রহ্মজ্ঞ ও ভগবন্তরূপ হন। তখন তাহাদের পবিত্রতার প্রতি কেহই সন্দেহ হইতে পারেন না। অন্ত্য ৫ম পঃ স্রষ্টব্য ॥ ১৩৪ ॥

নিত্যানন্দের নবদীপে শুভাগমন-প্রসঙ্গ বাহারা শ্রবণ করেন, তাহারা তাহার কৃষ্ণপ্রেম প্রদান-লীলায় অভিভূত হইয়া কৃষ্ণপীতি লাভ করেন ॥ ১৩৬ ॥

গৌরহৃদয়ের নিত্যানন্দের আগমনের পূর্বে সকল বৈষ্ণবের নিকট ইচ্ছিতে কোন মহাপুরুষের আগমন-বার্তা জানাইয়া ছিলেন; কিন্তু বৈষ্ণব শ্রোতৃগণ শ্রীগৌরহৃদয়ের কথিত বাক্যের মৰ্ম্মভাষ্যে প্রবেশ করিতে পারেন নাই ॥ ১৩৮ ॥

বাম-শ্রুতিমূলে এক কুণ্ডল বিচিত্র।
হলধরভাব হেন বুঝি যে চরিত্র ॥ ১৪৫ ॥
‘এই বাড়ী নিমাত্রে পণ্ডিতের হয় হয়?’
দশ-বার বিশ-বার এই কথা কয় ॥ ১৪৬ ॥
মহা অবধূত-বেশ পরম প্রচণ্ড।
আর কভু নাহি দেখি এমন উদ্ভণ্ড ॥ ১৪৭ ॥
দেখিয়া সজ্জন বড় পাইলাম আমি।
জিজ্ঞাসিল আমি, ‘কোন্ মহাজন তুমি?’ ১৪৮ ॥
হাসিয়া আমারে বলে, ‘এই ভাই হয়।
তোমায় আমায় কালি হৈব পরিচয়’ ॥ ১৪৯ ॥
হরিষ বাড়িল শুনি তাহার বচন।
আপনারে বাসেঁ মুঞি যেন সেই-সম ॥” ১৫০ ॥
কহিতে প্রভুর বাহ্য সব গেল দূর।
হলধরভাবে প্রভু গর্জ্জয়ে প্রচুর ॥ ১৫১ ॥

গৌরহৃদয়ের স্বপ্নদর্শনের কথা বণিবার ছলে কহিলেন যে, শ্রীবলদেবপ্রভুর তালধ্বজ রথ আমার দ্বারে আসিয়া পৌছিয়াছে দেখিতে পাইলাম। ঐ তালধ্বজ রথ সংসারের অসারতা হইতে গমনশীল হইয়া সার-প্রদানে নিমুক্ত। সংসারে সকলই অনিত্য, কিন্তু বলদেবের তালধ্বজ-রথের আকর্ষণ-কারিগণ সংসারের সার বস্তুর আকর্ষণেই সমর্থ। তালধ্বজ রথের উচ্চতা সর্কোপেক্ষা উন্নত, যেরূপ তালবৃক্ষ অস্ত্রাশ্রয় বৃক্ষ অপেক্ষা স্বীয় উন্নত শীর্ষ প্রদর্শন করে, তদ্রূপ জীব-জগতের নবোদয়মুহ তালবৃক্ষের নিকট তারতম্য বিচারে নিতান্ত ধর্ম্মাকৃতি। শ্রীবলদেবপ্রভুর রথশীর্ষে যে তালবৃক্ষ ছিল, তাহা কল-সহিত অশোভিত ॥ ১৪২ ॥

সেই তালধ্বজরথের অভ্যন্তরে এক বিশালকায় মহাপুরুষ; তাহার স্বন্ধে তন্তু অর্থাৎ হল-মুখল। তিনি হৈর্য্যভাব অপসারিত করিয়া চাকল্যে প্রমত্ত ॥ ১৪৩ ॥

বলদেবের জায় নীল বসন উত্তমাদে ও অধমাদে বিরাজমান। বেত্র-নির্ম্মিত একটা কমণ্ডলু বামহস্তে ধৃত ॥ ১৪৪ ॥

বামকর্ণে একটা বিচিত্র শোভা-বিশিষ্ট বর্ণালঙ্কার। তাহার চরিত্র দেখিলে অভাবতঃই মনে হয় যে, তিনি বলদেবের ভাবে নিমগ্ন ॥ ১৪৫ ॥

সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষ বৃন্দাবন হইতে হিন্দি-ভাষা

“মদ আন’ মদ আন’ ” বলি’ প্রভু ডাকে ।
 ছল্লার শুনিতে যেন দুই কর্ণ ফাটে ॥ ১৫২ ॥
 শ্রীবাস পণ্ডিত বলে, “শুনহ গোসাঞি ।
 যে মদিরা চাহ তুমি, সে তোমার ঠাঞি ॥ ১৫৩ ॥
 তুমি যারে বিলাও, সেই সে তাহা পায় ।”
 কম্পিত ভকতগণ দূরে রহি’ চা’য় ॥ ১৫৪ ॥
 মনে মনে চিন্তে সব বৈষ্ণবের গণ ।
 “অবশ্য ইহার কিছু আছেয়ে কারণ ॥” ১৫৫ ॥
 আখ্যা তর্জনা পড়ে প্রভু অরুণ-নয়ন ।
 হাসিয়া দোলায় অঙ্গ, যেন সন্দর্ষণ ॥ ১৫৬ ॥
 কণ্ঠেকে হইলা প্রভু স্বভাব-চরিত্র ।
 অশ্রু-অর্থ সবারে বাখানে রামমিত্র ॥ ১৫৭ ॥
 “হেন বুলি, মোর চিত্তে লয় এক কথা ।
 কোন মহাপুরুষেক আসিয়াছে এথা ॥ ১৫৮ ॥
 পূর্বের আমি বলিয়াছে। তোমা’ সবার স্থানে ।
 ‘কোন মহাজন সনে হৈব দরশনে ॥’ ১৫৯ ॥

নিত্যানন্দেব সন্ধান—

চল হরিদাস! চল শ্রীবাস পণ্ডিত!
 চাহ গিয়া দেখি কে আইসে কোন্ ভিত ॥ ১৬০ ॥

শিক্ষা করিয়া আমার বাড়ীর দ্বারে আসিয়া ১০২০ বার
 স্থানীয় লোকদিগকে ভিজ্ঞাসা করিতেছেন,—এ-সোঁকাম
 নিমাইপণ্ডিতকো হায় কি’ ও নেই ? ১৪৬ ॥

তিনি হাসিয়া আমাকে বলিলেন,—‘ম্যার তেরা ভাই
 হ’ । আগামীকাল আমাদের পবন্যর পরিচয় হইবে’ ॥ ১৪৯ ॥
 মহাপ্রভু বলিলেন,—‘অশ্রুপট্ট-পুরুষের বাক্য শুনিয়া
 আনন্দবুদ্ধি হইল এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া তাঁহাব অশ্রু করণে
 ‘আমিই যেন তিনি’—একপ বিচার আসিল ॥ ১৫০ ॥

প্রভু এইরূপ বর্ণন করিতে করিতে আনন্দন কর’
 বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন, ‘হইতে শ্রোতৃগণের
 কর্ণ বিদীর্ণ হইতে লাগিল ॥ ১৫২ ॥

প্রভুর বলদেব-ভাবে এইরূপ তর্জন-গর্জন শুনিয়া
 শ্রীবাসপণ্ডিত বলিলেন,—‘তুমি পান করিবার অস্ত্র যে
 আসব প্রার্থনা করিতেছ, তাহা অস্ত্র কুড়পি পাওয়া যাইবে

দুই মহাভাগবত প্রভুর আদেশে ।
 সর্ব-নবদীপ চাহি’ বুলয়ে হরিমে ॥ ১৬১ ॥
 চাহিতে চাহিতে কথা কহে দুই জন ।
 “এ বুলি আইলা কিবা প্রভু সন্দর্ষণ ॥” ১৬২ ॥
 আনন্দে বিহ্বল দুই হৈ চাহিয়া বেড়ায় ।
 তিলার্দেক উদ্দেশ কোথাও নাহি পায় ॥ ১৬৩ ॥
 সকল নদীয়া তিন-প্রহর চাহিয়া ।
 আইলা প্রভুর স্থানে কারো না দেখিয়া ॥ ১৬৪ ॥
 নিবেদিল আসি’ দৌহে প্রভুর চরণে ।
 “উপাধিক কোথাও নহিল দরশনে ॥ ১৬৫ ॥
 কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থ-শ্রম ।
 পাষণ্ডীর ঘর-আদি—দেখিলু’ সকল ॥ ১৬৬ ॥
 চাহিলাম সর্ব-নবদীপ যার নাম ।
 সবে না চাহিলু’ প্রভু! গিয়া অস্ত্র গ্রাম ॥” ১৬৭ ॥

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব গূঢ়—

দৌহার বচন শুনি’ হাসে গৌরচন্দ্র ।
 ছলে বুঝাইল ‘বড় গূঢ় নিত্যানন্দ’ ॥ ১৬৮ ॥
 এই অবতারে কেহ গৌরচন্দ্র গায় ।
 নিত্যানন্দ-নাম শুনি’ উঠিয় পলায় ॥ ১৬৯ ॥

না, তাহা একমাত্র তোমার নিকটেই আছে । তুমি যাহাকে
 সেতকপ মত্ত বিতরণ কর, সেই তাহা পাইয়া থাকে ॥ ১৫৩-১৫৪ ॥

আখ্যা,—ছন্দোবিশেষ । যে সকল ছন্দে অক্ষরের সংখ্যা-
 বিধি অতিক্রান্ত হয়, অথচ ছন্দাকাব বলিয়া উহা গণ্য হইতে
 পার্ধ্য প্রদর্শন করে, তাহাই ‘আখ্যা’ বলিয়া খ্যাত ।

তর্জনা,—ছন্দোবদ্ধ পদসমূহই চলিত ভাষায় মুখে মুখে
 রচিত গীত-বিশেষ ॥ ১৫৬ ॥

কিছুকণ পরে প্রভু স্বাস্থ্য-লাভ করিলে বলরামের সখা
 স্বপ্নের অর্থ সকলের নিকট বর্ণন করিতে লাগিলেন । ‘রাম-
 মিত্র’-শব্দে রামসেবক ‘হনুমান’ উদ্দিষ্ট হইলে মুরারিগুণ্ডাই
 প্রভুর স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যাখ্যা করিলেন ।

স্বভাব-চরিত্র হইলা,—স্বাভাবিক অর্থাৎ সহজ অবস্থা
 প্রাপ্ত হইলেন ॥ ১৫৭ ॥

হরিদাসঠাকুর ও শ্রীবাসপণ্ডিত, উভয়েই মহাভাগবত ।

পুজয়ে গোবিন্দ যেন, না মানে' শব্দর ।

এই পাপে আমেকে যাইব যম-ঘর ॥ ১৭০ ॥

বড় গুড় নিত্যানন্দ এই অবতারে ।

চৈতন্য দেখায় যারে, সে' দেখিতে পারে ॥ ১৭১ ॥

মা বুঝি' যে নিন্দে' তান চরিত্র অগাধ ।

পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তার বাধ ॥ ১৭২ ॥

সর্বধা শ্রীবাস আদি তাঁর তত্ত্ব জানে ।

না হইল দেখা কোন কৌতুক-কারণে ॥ ১৭৩ ॥

প্রভুর সঙ্গে সকলের নিত্যানন্দ-দর্শনে-

গমন—

কর্ণেকে ঠাকুর বলে ঈষৎ হাসিয়া ।

“আইস আমার সঙ্গে সবে দেখি গিয়া ॥” ১৭৪ ॥

উল্লাসে প্রভুর সঙ্গে সর্ব-ভক্তগণ ।

‘জয় কৃষ্ণ’ বলি’ সবে করিলা গমন ॥ ১৭৫ ॥

সবা লঞা প্রভু নন্দন-আচার্য্যের ঘর ।

জানিয়া উঠিল গিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১৭৬ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের ইচ্ছামুদাবে তাঁহারা শ্রীমায়াপুর প্রভৃতি নবদ্বীপস্থ সকল পল্লীতেই পরমানন্দে সেই স্বপ্নদৃষ্ট মহাপুরুষের অমুসন্ধান করিতে লাগিলেন ॥ ১৬১ ॥

তাঁহারা উভয়েই ফিরিয়া আসিয়া প্রভুকে বলিলেন যে, উপাধিক অর্থাৎ বাহ্যচিরুদ্ভূত কোন নূতন ব্যক্তিবই সন্ধান তাঁহারা পাইলেন না । তাঁহারা প্রহর প্রহর যাবৎ নবদ্বীপের কি বৈষ্ণব, কি সন্ন্যাসী, কি গৃহস্থশ্রম—সকলস্থানই অমু-সন্ধান করিয়াছেন, এমন কি বৈষ্ণব-বিষেয়ী পাণ্ডিগণেব গৃহ দেখিতেও বাকী রাখেন নাই । তাঁহারা কেবলমাত্র নব-দ্বীপের বাহিরের গ্রামসমূহ অমুসন্ধান করেন নাই ॥ ১৬৫-১৬৭ ॥

শ্রীগোবলীলায় প্রচ্ছন্নভাবেহু কৃষ্ণ-বলদেবকে সন্ধান কেহ চিনিয়া উঠিতে পারে না । নিত্যানন্দও পরমগোপনীয় প্রচ্ছন্ন বলদেববস্ত । মহাপ্রভু হবিদাস ও শ্রীবাসকে সন্ধান্তে শ্রীনিত্যানন্দের গুপ্ত রহস্ত ভঙ্গীভাবে বুঝাইয়া দিলেন ॥ ১৬৮ ॥

যেকপ ভগবানের পূজা করিয়া ভক্তপূজায় অনেকে উদাসীন হইয়া ভক্তের প্রতি বিশেষভাবে পোষণ করে এবং তৎফলে তাহাদেব যমগৃহে দণ্ডিত হইবার যোগ্যতা লাভ ঘটে, তজ্জপ ভগবান্ গোবিন্দসুন্দরের প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া বলদেবপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি যাহাযা শ্রদ্ধাব অভাব প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের অপরাধ নিবন্ধন হর্ভাগ্যের ফলস্বরূপ দণ্ডিত হইতে হয় ।

শ্রীকৃষ্ণদেব বৈষ্ণবদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তিনি আচার্য্য ও বিষ্ণু-ভক্তির শিক্ষক, সুতরাং তাঁহার প্রতি অবজ্ঞা করিলে জীবের কোন মঙ্গল হয় না । মহাদেব হইতে যেমন বিষ্ণু-স্বামিসম্প্রদায়ের শিষ্য পারম্পর্য্যক্রমে উদ্ভূত হইয়াছে, তজ্জপ শ্রীনিত্যানন্দের রূপায় জগতে শুদ্ধভক্তিবর্ধের প্রচার

হইয়াছে । “অর্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়সার্কিয়ন্তি যে । ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্ত ভাজনং দান্তিকা জনাঃ ॥”

অব্যয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ও কাঞ্চনমুহু—শক্তি-শক্তিমানের অভেদবিচারে একই বস্তু । যাহাযা পবম্পর বিষ্ণু-বৈষ্ণবে বিবোধ-বিচার করেন, তাহাদের কোন মঙ্গলের সম্ভাবনা নাই ॥ ১৬৯-১৭০ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবেব প্রিয় সেবকগণই তৎরূপায় শ্রীনিত্যানন্দের স্বরূপ অবগত হইতে পারেন । মায়াবদ্ধ-জীবের শ্রীনিত্যানন্দেব চরণাশ্রয় সম্ভব নহে । শ্রীচৈতন্যের রূপারূপ চৈতন্যগুরুব অমুকপায় নিত্যানন্দ তত্ত্ব উপলব্ধ হয় । সাধারণ চৈতন্যবিমুখ অনভিজ্ঞজনগণ চৈতন্যভক্ত বলিয়া বুঝা গরু করিতে গিয়া অত্যন্ত নিগূঢ় নিত্যানন্দেব লীলা বুঝিতে অসমর্থ হয় । যাহাদেব চৈতন্যেব উন্মোহ হয় নাই, তাহাদের পক্ষে অমুদ্যাটিত নিত্যানন্দবহুসম্ময়ী-লীলায় প্রবেশাধিকার নাই । অনভিজ্ঞ মূঢ়জন নিত্যানন্দেব লীলা দেখিয়া তাঁহার প্রতি বিতৃষ্ণাব ভাব প্রদর্শন কবে । তজ্জপ যমদণ্ডিত হইয়া অপেষ ক্লেদই তাহাদেব পরিণামে লক্ষিত হয় ॥ ১৭১ ॥

তাঁহার অগাধজ্ঞানবিসমূহ গাভীর্ঘ্যসূক্ত চরিত্রে চাকলা দর্শন করিয়া যাহাযা তাঁহার চরণাশ্রয় লাভে বঞ্চিত হয় এবং তাঁহার পরমোচ্চ গৌরবক সেবার কথা বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা করে, তাহারা নিত্যানন্দেব কৃষ্ণদাস হইলেও কৃষ্ণদাস হইতে বিচ্যুত হইয়া সাংসারিক প্রভুকে নিজের সর্বনাশ সাধন করে ॥ ১৭২ ॥

শ্রীবাসপণ্ডিত প্রভৃতি নিত্যানন্দ ভগবৎপার্বদগণ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে অমুসন্ধান করিয়া বাহির করিতে না পারার বে লীলা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাঁহার অভ্যন্তরে

বসিয়াছে এক মহাপুরুষ-রতন ।
 সবে দেখিলেন - যেন কোটিসূর্য্যসম ॥ ১৭৭ ॥
 অলঙ্কিত-আবেশ বুঝন নাহি যায় ।
 ধ্যানস্থখে পরিপূর্ণ হাসয়ে সদায় ॥ ১৭৮ ॥
 মহা-ভক্তিযোগ প্রভু বুঝিয়া তাঁহার ।
 গণসহ বিশ্বস্তর হৈলা নমস্কার ॥ ১৭৯ ॥
 সজ্জমে রহিলা সর্ব্বগণ দাণ্ডাইয়া ।
 কেহ কিছু না বলেন রহিল চাহিয়া ॥ ১৮০ ॥
 সন্মুখে রহিলা মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।
 চিনিলেন নিত্যানন্দ-প্রাণের ঈশ্বর ॥ ১৮১ ॥

কেদার-রাগ--

বিশ্বস্তর-মূর্ত্তি যেন মদনসমান ।
 দিব্য গন্ধ মাল্য দিব্য বাস পরিধান ॥ ১৮২ ॥
 কি হয় কনকদ্যুতি সে দেহের আগে ।
 সে বদন দেখিতে চান্দের সাথ লাগে ॥ ১৮৩ ॥

অনেক রহস্য নিহিত আছে । বনদেবপ্রভু আত্মগোপন
 করিয়া হরিন্দাস ও শ্রীবাসপণ্ডিতকে স্বীয় স্বরূপ দেখান নাই ।
 আশাত-দৃষ্টিতে বাহ্য-আচরণ বা উপাধিধারা নিত্য সত্যবস্তুর
 দৃগ্গোচর হইবার সম্ভাবনা নাই,—দেখাইয়াছেন ॥ ১৭৩ ॥

সেবোন্মুখ নেত্রে দৃষ্টি না করিলে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর
 আবেশ বুঝা যায় না । তাঁহার বাহিরে হাতখুঁত এবং হৃদয়ে
 সর্ব্বক্ষণ চৈতন্য-সেবা-সুখ-মগ্ন অবস্থা ॥ ১৭৮ ॥

গৌরহরি সকল অমুগতজনের সহিত তাঁহাকে মহাভক্তি-
 যোগে অবস্থিত দেখিয়া আনত হইলেন ॥ ১৭৯ ॥

শ্রীমদপ্রভুর পরমগম্ভীর-মূর্ত্তি, তাহাতে তিনি—কোটি
 মদন-সদৃশ বিলাস-ভূষণে বিভূষিত ও শৌৰ্যবতী কুসুম-
 মালিকা-শোভিত, উজ্জল-বদন-পরিহিত স্বয়ংরূপ-বিগ্রহ ॥ ১৮২ ॥

তাঁহার অঙ্গকান্তি পরমোজ্জল বর্ণের স্তব্ধ ও প্রভাহীন

মনোহর শ্রীগৌরানন্দ নিত্যানন্দ রায় ।
 ভকত-জন-সঙ্গে নগরে বেড়ায় ॥ ১৮৪ ॥
 সে দম্ব দেখিতে কোথা মুকুতার দাম ।
 সে কেশবক্লন দেখি' না রহে গেয়ান ॥ ১৮৫ ॥
 দেখিতে আয়ত দুই অরুণ নয়ন ।
 আর কি কমল আছে হেন হয় জ্ঞান ॥ ১৮৬ ॥
 সে আজানু দুই ভুজ, হৃদয় সুপীন ।
 তাহে শোভে সূক্ষ্ম যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ ॥ ১৮৭ ॥
 ললাটে বিচিত্র উর্দ্ধ-ভিলক স্তম্বর ।
 আভরণ বিনা সর্ব্ব-অঙ্গ মনোহর ॥ ১৮৮ ॥
 কিবা হয় কোটি মণি সে নখে চাহিতে ।
 সে হস্ত দেখিতে কিবা করিব অমৃতে ॥ ১৮৯ ॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জ্ঞান ।

বন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥ ১৯০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দমিলনঃ নাম

তৃতীয়োহধ্যায়ঃ ॥ ৩ ॥

করিয়া দিতেছিল । কবিকুল চন্দ্রের শোভার অতুলনীয়তা
 বর্ণন করেন, সেই চন্দ্র ও বাঁহার মুখমণ্ডল-দর্শনে উদ্গ্রীব,
 একপ অপরূপ স্তম্ভব মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহই শ্রীগৌরসুন্দর ॥ ১৮৩ ॥

দাম,—শ্রেণী । কেশবক্লন,—খোঁপা, বেণী, এখানে
 বাউবী চূণের 'চুড়া' ॥ ১৮৫ ॥

গৌরসুন্দরের প্রশস্ত অরুণ নয়ন-কমলের নিকট অস্ত
 পদ্মের শোভা লক্ষিত হয় না ॥ ১৮৬ ॥

সুপীন-হৃদয়,—উন্নত বক্ষ । অতিক্ষীণ,—অতিসূক্ষ্ম ।
 উন্নত বক্ষের তুলনায় অস্থূল হৃৎগুচ্ছ ॥ ১৮৭ ॥

গৌরসুন্দরের নখরাজি লক্ষ্য করিগে দেখা যায় যে,
 কোটিমণিশোভা সেই পদনখে দেদীপ্যমান । অমৃতনিন্দী
 হস্ত শোভা প্রদর্শন করিতেছে ॥ ১৮৯ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তবৃন্দের নিকট নিত্যানন্দ-মহিমা-প্রকাশার্থ শ্রীগৌরসুন্দরের কোশল, শ্রীবাসকে ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিতে মহাপ্রভুর আদেশ, শ্রীমদ্রাগবতের শ্লোক-শ্রবণে নিত্যানন্দের মুচ্ছা এবং বিবিধ সাত্ত্বিক বিকার, মহাপ্রভু কতুক নিত্যানন্দকে ক্রোড়ে শাষণ, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের ইচ্ছিতে আলাপ, নিতাই কতুক মহাপ্রভুর অবতাব-মর্শ-প্রকাশ এবং গ্রন্থকার কতুক নিত্যানন্দের মহিমা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

চক্ষুশ্বেখর-ভবনে নিত্যানন্দের আগমন ও অবস্থান জানিয়া মহাপ্রভু স্বগণসহ তপায় গমনপূর্বক নিত্যানন্দকে দণ্ডবৎ প্রণামানন্তর ঠাঁহাব সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিলে বলদেবাত্মি শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সাক্ষাৎপ্রদ্বারা নিজ নিত্য-সেবা শ্রীগৌরসুন্দরের কপাধি আস্থাদন লীলা কবিত্তে থাকিলেন। অন্তর্যামী শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা-প্রকাশার্থ শ্রীবাসকে শ্রীমদ্রাগবতোক্ত একটি শ্লোক পাঠ করিতে আদেশ কবিলেন। প্রভুর ইচ্ছিত বৃথিমা শ্রীবাস ক্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন-লীলাসূচক একটি শ্লোক পাঠ করিবামাত্র প্রেমময়-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। মহাপ্রভুর আদেশক্রমে শ্রীবাস পণ্ডিত পুনঃ পুনঃ শ্লোক পাঠ করিতে থাকিলে কিয়ৎকাল পরে নিত্যানন্দ প্রভু সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। পুনর্বার শ্লোক শ্রবণ পূর্বক ভূমিতে বিলুপ্তিত হইলেন। সকলে ভীত হইয়া কৃষ্ণসকাশে তদরক্ষণ প্রার্থনা কবিত্তে থাকিলেন। ভাবাবেশে নিত্যানন্দের বিবিধ আত্মিক বিকার প্রকাশ পাইলে সকলে সেই অদ্ভুত প্রেম্যানন্দ-দর্শনে পুলকিত হইয়া

নিত্যানন্দকে ধরিয়া বাথতে চেষ্টা কবিলেন। কিন্তু তাহাতে অসমর্থ হইলে মহাপ্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দকে নিজ ক্রোড়ে স্থাপন কবিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে নিত্যানন্দ বাহু প্রাপ্ত হইলে বৈষ্ণবগণ আনন্দধ্বনি করিয়া উঠিলেন। নিত্যানন্দ-প্রভাব-জ্ঞাতা গদাধর বিপবীত ভাব দেখিয়া অগাৎ যে নিত্যানন্দ অনন্ত-রূপে দশদেহে গৌরসুন্দরের সেবা করেন, তিনিই আজ মহাপ্রভুর ক্রোড়ে অবস্থান কবিত্তেছেন দেখিয়া মনে মনে হাস্য করিতে লাগিলেন। গৌরসুন্দর নিত্যানন্দকে দর্শন কবিয়া বিবিধ স্তুতিবাক্যে নিত্যানন্দের গুণ চরিত্রের বিষয় প্রকাশ করিলেন। উভয়ের পরস্পর ইচ্ছিতে অনেক আলাপ হইবার পর, কেন্দ্রান হইতে নিত্যানন্দের শ্রীনবদীপে শুভ-বিজয় হইয়া, তদ্বিষয়ে মহাপ্রভুর জিজ্ঞাসাক্রমে নিত্যানন্দ প্রভু নিজ তীর্থসমগরহস্ত-জ্ঞাপন-মুখে মহাপ্রভুর অবতাব-মর্শ প্রকাশ কবিলেন অগাৎ মহাপ্রভুত যে অভিন্ন একেশ্বরানন্দ, নিজ দেহাধারিগ্রহ নবদীপে অবতীর্ণ কবিত্তেছেন, তাহা নিজমুখে বাক্ত করিলেন। মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের পরস্পর আলাপ-শ্রবণে ভক্তগণ নানাকণ কল্পনা করিতে লাগিলেন। ঠাঁহাব উভয়ের আলাপের মর্শ অবগত না হইলেও বৃথিলেন যে, উভয়ে দীর্ঘকাল পরিত্যক্ত হইয়া উভয়েই সেবা বিগ্রহ। নিত্যানন্দ প্রভু বিষমজাতীয় বিগ্রহ হইলেও নিত্যকাল বচপ্রকারে অভিন্ন-রাজেশ্বরানন্দ শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা কবিত্তে থাকেন। নিত্যানন্দ-রূপে সাতীত গৌর-সুন্দরের সেবা অধিকার লাভ হয় না। নিত্যানন্দ প্রভু গৌরসুন্দরের অভিন্নতত্ত্ব। ঠাঁহাব সসাব-সমুদ উদীর্ণ হইয়া ভক্তিসাগরে নিমজ্জিত হইবার বাধা করেন, শ্রীনিত্যানন্দ চরণসেবা ঠাঁহাদেব অভীষ্ট লাভের একমাত্র উপায়।

জয় জয় জগৎজীবন গৌরচন্দ্র ।

অমুক্ণ হউ শ্রুতি তব পদদ্বন্দ্ব ॥ ৫ ॥

গৌরদর্শনে নিত্যানন্দেব অবস্থা—

নিত্যানন্দ-সম্মুখে রহিলা বিশ্বস্তর ।

চিনিলেন নিত্যানন্দ আপন ঈশ্বর ॥ ১ ॥

হরিষে স্তম্ভিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায় ।

একদৃষ্টি হই' বিশ্বস্তর-রূপ চায় ॥ ২ ॥

নিত্যানন্দের আত্মিক চেষ্টার পঞ্চাশ—

রসনায় লিহে যেন, দরশনে পান ।

ভুঞ্জে যেন আলিঙ্গন, নাসিকায়ে আণ ॥ ৩ ॥

এই মত নিত্যানন্দ হইয়া স্তম্ভিত ।

না বলে না করে কিছু, সবেই বিস্মিত ॥ ৪ ॥

নিত্যানন্দকে প্রকাশ কবিত্তে গৌবচন্দ্রেব কেশন—

বুঝিলেন সর্ব-প্রাণনাথ গৌর-রায় ।

নিত্যানন্দ জানাইতে সজিলা উপায় ॥ ৫ ॥

ইজিতে শ্রীবাস-প্রতি বলিল ঠাকুরে ।

ভাগবতের এক শ্লোক পাঠ করিবারে ॥ ৬ ॥

প্রভুর ইজিত বুঝি' শ্রীবাস পণ্ডিত ।

কৃষ্ণধাম এক শ্লোক পড়িল করিত ॥ ৭ ॥

তথাহি শ্রীভাগবতে (১০।২।১৫)—

বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ কর্ণয়োঃ কর্ণিকাবং

বিভ্রদ্বাসঃ কনক-কপিশং বৈজয়ন্তীঞ্চ মালাম্ ।

বজ্রান্ বেণোবধরসুধয়া পূরয়ন্ গোপবৃন্দৈ-

বৃন্দাবণাং স্বপদবরণং প্রাবিশঙ্গীতকীর্তিঃ ॥ ৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণেব বৃন্দাবন-লীলা-স্মারক শ্রোকপ্রবণে

নিত্যানন্দেব অঙ্গ-বিকাব—

শুনি' মাত্র নিত্যানন্দ শ্লোক-উচ্চারণ ।

পড়িলা মুচ্ছিত হইয়া—মাহিক চেতন ॥ ৯ ॥

আনন্দে মুচ্ছিত হৈলা নিত্যানন্দ-রায় ।

“পড়, পড়” শ্রীবাসেরে গৌরঙ্গ শিখায় ॥ ১০ ॥

শ্লোক শুনি' কতক্ষণে হইলা চেতন ।

তবে প্রভু লাগিলেন করিতে কন্দন ॥ ১১ ॥

পুনঃ পুনঃ শ্লোক শুনি' বাড়য়ে উদ্গাদ ।

ব্রজাণ্ড ভেদয়ে হেন শুনি' সিংহনাদ ॥ ১২ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

গৌরমুন্দেবের রূপ দর্শন করিয়া নিত্যানন্দ যেন জিহ্বা দ্বারা তাহা লেহন, চক্ষুদ্বারা তাহা পান, শ্রবণদ্বারা তাহা আলিঙ্গন এবং নাসিকা-দ্বারা গৌরবেব অঙ্গ-গন্ধ আশ্বাসন কবিবার চেষ্টা-লীলা প্রদর্শন করিলেন ॥ ৩ ॥

সকলের হৃদয়ানুপ্রাণিত গৌরমুন্দেব নিত্যানন্দের দেবা-প্রবৃত্তি হৃদয়ঙ্গম কবিলেন এবং তাহাকে নিজ-স্বরূপ উপলব্ধি করাইবার জন্য হৃদয়ে উপাধ্ব-উদ্ভাবন কবিয়া শ্রীবাস পণ্ডিতকে রক্ষণ রূপ-বর্ণনা-সূচক শ্লোক পাঠ কবিত্তে বলিলেন ॥ ৫ ॥

অর্থঃ । (শ্রীকৃষ্ণঃ) বর্হাপীড়ং (বর্হাণাং শিখিপুচ্ছানাং) আপীড়ং শিরোভ্রমণং তং তথা) কর্ণয়োঃ কর্ণিকারং (পুষ্পবিশেষঃ) কনক-কপিশং (কনকবৎ কপিশং অর্থাৎ

পীতং) বাসং (বস্ত্রং) বৈজয়ন্তীং (পঞ্চবর্ণপুষ্পপ্রণীতাঃ তদাখ্যাং) মালাম্ নটবরবপুঃ চ বিভ্রং (ধারয়ন্) অথবসুধয়া বেণোঃ বজ্রান্ (ছিদ্ৰাণি) আপূবয়ন গোপবৃন্দৈঃ গীত-কীর্তিঃ (স্তবমাত্মক্যায়ঃ সন্) স্বপদবরণং (স্বপদয়োঃ নিজ-চরণয়োঃ বরণং বতিঃ নটনং বা যস্মিন্ তৎ) বৃন্দাবণাং প্রাবিশং ॥ ৮ ॥

অনুবাদ । তৎকালে নটবরবপু শ্রীকৃষ্ণ চূড়ার শিখিপুচ্ছভ্রমণ, কর্ণদ্বয়ে কর্ণিকার-পুষ্প, পরিধানে কনকবর্ণ পীত বসন এবং গলদেশে বৈজয়ন্তী মালা ধারণ করিয়া অথবাসুধদ্বারা বংশীছিদ্র পূরণ কবিত্তে করিত্তে শব্দচক্রাদি লক্ষণবৃত্ত নিজ পাদপদ্মের রতি বা লীলাস্থলী বৃন্দাবনে প্রবেশ কবিলেন । তখন গোপগণ হৃদয় মাহাত্ম্য কীর্তন কবিত্তেছিলেন ॥ ৮ ॥

অলঙ্কিতে অন্তরীক্ষে পড়য়ে আছাড়।
 সবে মনে ভাবে, কিবা চূর্ণ হৈল ছাড় ॥১৩॥
 'দ্বাদশিক বিকাব-দর্শনে বৈষ্ণবগণের ভীতি—
 অস্ত্রের কি দায়, বৈষ্ণবের লাগে ভয়।
 “রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ” সবে সওয়ার ॥১৪॥
 নিত্যানন্দেব পুনর্বার বিবিধ অঙ্গবিকার—
 গড়াগড়ি যায় প্রভু পৃথিবীর তলে।
 কলেবর পূর্ণ হৈল নয়নের জলে ॥১৫॥
 বিশ্বস্তর-মুখ চাহি' ছাড়ে ঘনশাস।
 অস্তরে আনন্দ, ক্ষণে ক্ষণে মহা-হাস ॥১৬॥
 ক্ষণে নৃত্য, ক্ষণে নত, ক্ষণে বাহুতাল।
 ক্ষণে ঘোড়-ঘোড়-লক্ষ দেই দেখি 'ভাল ॥১৭॥
 নিত্যানন্দেব প্রেমানন্দ-দর্শনে গণসহ
 মহাপ্রভু বর্ষাশ্রম—
 দেখিয়া অদ্ভুত কৃষ্ণ-উদ্গাদ-আনন্দ।
 সকল বৈষ্ণব-সঙ্গে কান্দে গৌরচন্দ্র ॥১৮॥
 'নিত্যানন্দকে দর্শিয়া' বাগিতে বৈষ্ণবগণের 'সমামখা
 পুনঃ পুনঃ বাড়ে সুখ অতি অনিবার।
 ধরেন সবাই—কেহ নারে শরিবার ॥১৯॥
 বৈষ্ণবগণ 'অকৃতকার্য হওয়ায়' মহাপ্রভু কড়ন
 'নিত্যানন্দকে' 'কোলে' বসান
 ধরিতে নারিল। যদি বৈষ্ণব-সকলে।
 বিশ্বস্তর লইলেন আপনার কোলে ॥২০॥

অলঙ্কিতে,—লোকের লক্ষ্য অতিক্রম কবিয়া। দষ্ট-গণ
 পূর্বে কল্পনা করিতে পাবেন নাই যে, শোক শ্রবণে তাদৃশ
 অবস্থা ঘটিবে।

অন্তরীক্ষে,—ভূমির উপরিভাগে, শস্ত্র-প্রদেশে অপাং
 লাক দিয়া ॥ ১৩ ॥

বাহুতাল,—কৃত্রিম আখড়ায় বা বন্দ্যবন্ধে আচ্ছাদন
 অথবা আক্রমণ করিবার উপক্রমকালে বাহুর উপরে
 করতল দ্বারা আঘাত।

ঘোড়-ঘোড়-লক্ষ অর্থাৎ যুগ্মপদে লক্ষ; পাঠান্তরে
 ঘোড়-ঘোড়-লক্ষ—অশ্বের দ্বায় লক্ষ প্রদান অথবা লক্ষযুগে
 লক্ষ প্রদান ॥ ১৭ ॥

মহাপ্রভুর কোড়ে গমনমাত্র নিত্যানন্দের সৈধ্য—
 বিশ্বস্তর-কোলে মাত্র গেলা নিত্যানন্দ।
 সমর্পিয়া প্রাণ ভানে হইলা নিম্পন্দ ॥২১॥
 যার প্রাণ, ভানে নিত্যানন্দ সমর্পিয়া।
 আছেন প্রভুর কোলে অচেষ্ট হইয়া ॥২২॥
 দুইপ্রভুব প্রেমলীলাদর্শনে বামলক্ষণের গতিত
 গৌরনিতাইব উপমা—
 ভাসে নিত্যানন্দ চৈতন্তের প্রেমজলে।
 শক্তিশ্রুত লক্ষণ যে-হেন রাম-কোলে ॥২৩॥
 প্রেমশক্তি-বাণে মুচ্ছা' গেলা নিত্যানন্দ।
 নিত্যানন্দ কোলে করি' কাঁদে গৌরচন্দ্র ॥২৪॥
 কি আনন্দ-বিরহ হইল দুই জনে।
 পূর্বে যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষণে ॥২৫॥
 গৌরচন্দ্রে নিত্যানন্দে স্নেহের যে জীয়া।
 শ্রীরামলক্ষণ বহি নাহিক উপমা ॥২৬॥
 নিতাইব বাছপ্রাপ্তিতে তরুণগণের হর্ষধ্বনি—
 বাছ পাইলেন নিত্যানন্দ কতক্ষণে।
 হরিধ্বনি জয়ধ্বনি করে সর্ব-গণে ॥২৭॥
 দুই প্রভুব বিপবীত ভাবদর্শনে গদাধরব চাস্ত—
 নিত্যানন্দ কোলে করি' আছে বিশ্বস্তর।
 বিপরীত দেখি' মনে হাসে গদাধর ॥২৮॥
 যে অনন্ত নিরবধি ধরে বিশ্বস্তর।
 আজি তার গর্ক চূর্ণ—কোলের তিতর ॥২৯॥

অনিবার,—যাণ নিবারণ করা যায় না ॥ ১৯ ॥

বামচন্দ্র যেকণ শক্তিশেলে কিঞ্চ লক্ষ্যকে 'কোলে'
 ধারণ কলিমাছিলেন, তদ্রূপ গৌরহৃদয়ের নিত্যানন্দকে
 প্রেমবিহবল ও নিম্পন্দ অবস্থায় অঙ্গে ধারণ কলিমাছিলেন।
 কেন্দ্রে পেনলক্ষি শব্দেব চাম কাণ্য কলিমাছে ॥২৩-২৪॥

'নিত্যানন্দ-প্রভুকে' 'গৌরহৃদয়েব' 'কোলে' 'দেখিয়া'
 গদাধরেন বিশ্বর উৎপন্ন হইল। 'কোণায়' 'নিত্যানন্দ-প্রভু'
 গৌরহৃদয়কে বহন কলিমা সেবা কলিবেন, না তৎপরিবর্তে
 গ্রন্থে 'গৌরহৃদয়েব' 'নিত্যানন্দধারণ' 'বিচার-বৈপলীভ্য'
 সাধন কলিমাছে ॥ ২৮ ॥

গদাধর ও নিত্যানন্দ পবনপ্বেব প্রভাব-জ্ঞাতা—

নিত্যানন্দ-প্রভাবের জ্ঞাতা—গদাধর।

নিত্যানন্দ—জ্ঞাতা গদাধরের অন্তর ॥৩০॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে ভক্তগণের তৃপ্ততা -

নিত্যানন্দ দেখিয়া সকল ভক্তগণ।

নিত্যানন্দগয় হৈল সবাকার মন ॥৩১॥

নিত্যানন্দ ও গৌরসুন্দর পবনপ্বেব দর্শনে আনন্দাশ্রু—

নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দৌহে দৌহা দেখি'।

কেহ কিছু নাহি বলে, ঝরে মাত্র অঁখি ॥৩২॥

দৌহে দৌহা দেখি' বড় হরষ হইলা।

দৌহার নয়নজলে পৃথিবী ভাসিলা ॥৩৩॥

চাবিরবেদব সাব - ভক্তিমোগ -

বিশ্বস্তর বলে, —“শুভ দিবস আমার।

দেখিলাঙ ভক্তিমোগ -চারিবেদ-সার ॥৩৪॥

গৌরব নিত্যানন্দ-স্বতি—

এ কম্প, এ অশ্রু, এ গর্জন হুছকার।

এহ কি ঈশ্বরশক্তি বই হয় আর ॥৩৫॥

সকল এ ভক্তিমোগ নয়নে দেখিলে।

তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়েন কোনকালে ॥৩৬॥

বুঝিলাম—ঈশ্বরের তুমি পূর্ণশক্তি

তোমা' ভজিলে সে জীব পায় কৃষ্ণভক্তি ॥৩৭॥

তুমি কর চতুর্দিশ ভুবন পবিত্র।

অচিন্ত্য অগম্য গুণ তোমার চরিত্র ॥৩৮॥

তোমা দেখিবেক হেন আছে কোন্ জন্ম।

মুক্তিগন্ত তুমি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি-ধন ॥৩৯॥

ভিলাদ্বি তোমার সঙ্গ যে জনার হয়।

কোটি পাপ থাকিলেও তার গন্ম নয় ॥৪০॥

বুঝিলাম—কৃষ্ণ মোরে করিবে উদ্ধার।

তোমা হেন সঙ্গ আমি' দিলেন আমার ॥৪১॥

মহাভাগ্যে দেখিলাম তোমার চরণ।

তোমা ভজিলে সে পাই কৃষ্ণপ্রেমধন ॥৪২॥

আবিষ্ট হইয়া প্রভু গৌরানন্দম্বর।

নিত্যানন্দে স্থতি করে—নাহি অবদর ॥৪৩॥

চুই প্রভু বচনিত্তে আলাপ -

নিত্যানন্দ-চৈতন্যের অনেক আলাপ।

সব কথা ঠারেঠোরে, নাহিক প্রকাশ ॥৪৪॥

প্রভু বলে,—“জিজ্ঞাসা করিতে করি ভয়।

কোন্ দিক হইতে শুভ করিলে বিজয়?” ॥৪৫॥

গদাধর—গৌরসুন্দর নিত্যশক্তি ; স্তবধাং
তিনি গৌর-সেবক নিত্যানন্দের বিচিত্র প্রভাব অবগত
আছেন। নিত্যানন্দও গদাধর পবনপ্বেব নানাধিক
অবগত আছেন ॥ ৩০ ॥

ভক্তিমোগই চাবিরবেদব উদ্দেশ্য ও নিয়ামরূপ। বেদ-
শাস্ত্র ভক্তিকেই একমাত্র 'সাব' বলিয়া নির্দেশ করেন।
জীবের পূর্ণজ্ঞানোদয় হইবে তাঁহার আত্মার নিত্যস্বতি
ভক্তিব উদয় হয়। সেবাময় চিত্তই ভগবৎজ্ঞান লাভ কবে
এবং জ্ঞানলাভ কবিত্তা সেবাময় হইয়া অবস্থিত হয় ॥ ৩৪ ॥

নিত্যানন্দের এই প্রকার ~~সেই~~ ^{সেই} ভক্তিমোগে মানসিক ও
আত্মিক-বিকাশ-দর্শনকারী সৌভাগ্যবান সেবকে কৃষ্ণ
কখনই পবিত্রাঙ্গ কবিত্তে পারেন না ॥ ৩৬ ॥

গৌরসুন্দর আবেশভাবে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিত্যানন্দ
স্বতি কবিত্তে লাগিলেন। তিনি বলিলেন, “তুমি
গদাধর পূর্ণশক্তি সন্ধিনীশক্তি মদবিগ্রহ। তোমার সেবা

কবিলেই জীবগণের কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রকাশিত হয়। ৩০
নিত্যানন্দ, তুমি সত্য, জন, মঙ্গ, তপঃ, ভূঃ ভুবঃ ও স্বব—
এই সপ্ত ব্যাক্তি ও অতলাদি সপ্তলোক অনাগ্রাসে পবিত্র
কবিত্তে সমর্থ। তোমার অচ্যুতান—জীবের চিন্তার অতীত।
তোমার গুণ্য ভাবসমূহ—জীবের চক্ষুবেশ্য। তোমার তত্ত্ব
অবগত হইতে কেহই সমর্থ নহে। তুমি—সাক্ষাৎ কৃষ্ণপ্রেম-
ভক্তিস্বরূপ মূর্তি বিগ্রহ। অল্পকণের জ্ঞান যিনি তোমার
সঙ্গলাভ করেন, তাহার কোটি পাপ থাকিলেও তাঁহাকে
'মন্দভাগ্য', বলা যাইবে না। পাপী শটরাও তিনি
সৌভাগ্যবান। আমি বেশ বাকিতে পারিবাছি, আমাকে
উদ্ধার কবিত্তার জন্য ভগবান্ কৃষ্ণ তোমার সাক্ষাৎকা
কবাইয়াছেন। তোমাকে যে ভজ্ঞন কবিত্তে, তাহারই
কৃষ্ণপ্রেমধন লাভ হইবে। আমি যখন তোমার পাদপদ্ম-
দর্শন-সৌভাগ্য লাভ কবিত্তাছি, তখন আমারও বিশেষ
সৌভাগ্যে উদয় হইবাচ্ ॥ ৩৭—৩৩ ॥

শিশুমতি নিত্যানন্দ—পরম-বিহ্বল ।
বালকের প্রায় যেম বচন চঞ্চল ॥৪৬॥
'এই প্রভু অবতীর্ণ' জানিলেন মর্ম ।
করঘোড় করি' বলে হই' বড় নম্র ॥৪৭॥
প্রভু করে স্ততি, শুনি' লজ্জিত হইয়া ।
ব্যপদেশে সর্ব্ব কথা কহেন ভাজিয়া ॥৪৮॥
নিত্যানন্দমুখে প্রভু অবতাব-ময় প্রকাশ—
নিত্যানন্দ বলে, —“তীর্থ' করিল অনেক :
দেখিল কৃষ্ণের স্থান যতেক যতেক ॥৪৯॥
স্থানগাত্র দেখি, কৃষ্ণ দেখিতে না পাই ।
জিজ্ঞাসা করিল তবে ভাল-লোক-ঠাঞি ॥৫০॥
সিংহাসন সব কেমন দেখি আচ্ছাদিত ।
কহ ভাই সব, 'কৃষ্ণ গেলা কোন্ ভিত ?' ৫১॥
তারা বলে, —‘কৃষ্ণ গিয়াছেন গোড়দেশে ।
গয়া করি' গিয়াছেন কতক দিবসে ॥৫২॥
নদীয়ায় শুনি' বড় হরি-সম্বীর্জন ।
কেহ বলে, —‘এখায় জন্মিলা নারায়ণ ॥৫৩॥

পতিভের ত্রাণ বড় শুনি নদীয়ায় ।
শুনিয়া আইলু' যুগ্ম পাভকী এখায় ॥৫৪॥

মহাপ্রভু পুনর্কীব নিত্যানন্দ-স্বাতি -

প্রভু বলে, —“আমরা সকল ভাগ্যবান্ ।
তুমি-হেন ভক্তের হইল উপস্থান ॥৫৫॥
আজি কৃতকৃত্য হেন মানিল আমরা ।
দেখিল যে তোমার আনন্দ-বারিধারা ॥৫৬॥

চক্ষুগণের কথাযুগ্মে ভাব প্রকাশ-

হালিয়া মুরারি বলে, —“তোমরা তোমরা ।
উহা ত' না বুঝ কিছু আমরা-সবারা ॥৫৭॥
শ্রীবাস বলেন, “উহা আগরা কি বুঝি ?
মাধব-শঙ্কর যেম দোঁহে দোঁহা পূজি ॥৫৮॥
গদাধর বলে, “ভাল বলিলা পণ্ডিত ।
সেই বুঝি যেন রামলক্ষ্মণ-চরিত ॥৫৯॥
কেহ বলে, —‘তুইজন যেন তুই কাম ।’
কেহ বলে, —‘তুইজন যেন কৃষ্ণ-রাম ॥৬০॥

ঠাবে-ঠাবে, ইতিতে, স্পষ্টকথা না বলিয়া, ইসারায় ॥৬১॥
মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, —
“শ্রীপাদ, তুমি কোণা হইতে এখানে শুভাগমন করিলে ?” ৬২॥
বাপদেশে, —ছলনায়, ইতিতে ৬৩॥
নিত্যানন্দ বলিলেন, —“আমি বহু তীর্থ ভ্রমণ করিলাম ;
কিন্তু যে যে স্থানে কৃষ্ণের সম্বন্ধ আছে, তৎপাকার সকল
স্থানই কৃষ্ণশূত্র দেখিলাম । লোকের নিকট জিজ্ঞাসা
কবিতাম, —“স্থানগুলি, সিংহাসনগুলি খালি পড়িয়া রহিয়াছে
কেন ? ইহার উপবেশনকারী কৃষ্ণ এই স্থান ও সিংহাসন
ছাড়িয়া কোণায় গিয়াছেন ?” ৬৪-৬৫ ॥

“জিজ্ঞাসা কবাব ভাল লোকেরা বলি, কৃষ্ণ মাথুব
ওড় ছাড়িয়া গোড়দেশে নবদ্বীপনগরে গিয়াছেন । তিনি
দিন কএক পূর্বে গয়া আসিয়াছিলেন, তথা হইতে পুনর্কীব
নদীয়ায় প্রত্যাবর্তন কবিয়াছেন ॥৬৬॥

নিত্যানন্দ বলিলেন, —“আমি পাপভারে থিন্ন । লোক-
মুখে শুনিয়াছি যে, নারায়ণ নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে জন্মগ্রহণ
করিয়া বিসম্বীর্জন আবৃত্ত কবিয়াছেন । তাহা শুনিয়া

পতিত আমি ত্রাণকানী হইয়া তোমার নিকট এখানে
আসিয়াছি ॥৬৭-৬৮॥

প্রভু তত্ত্ববে বলিলেন, —আজ আমাদেব পরম
সৌভাগ্য । তোমাব স্নায় ভগবৎসেবকের এখানে আগমনে
এবং তোমাব আনন্দাশ্রদর্শনে আমরা কৃতকৃত্য হইয়াছি ।

উপস্থান, —উপ (সমীপে) । হ (পাশে) + অন
(ভাবে—অনট) উপস্থিতি, সমীপে আগমন ॥ ৬৯-৭০ ॥

মুরাবি ত্রাণ কবিয়া বলিলেন, —“গৌর ও নিত্যানন্দের
মধ্যে যে-সকল কথোপকথন হইল, তাহা উচারাট
পর্ব্বস্বপ্ন বুলিলেন, আধবা উঠাব মধ্যে প্রবেশ করিতে
পারিলাম না ।”

আমরা সবারা, —আমরা সকলে ৭১ ॥

শ্রীবাস বলিলেন, —আমরা ইত্যাদি (মহাপ্রভু ও
নিত্যানন্দের) উভয়েস কথা স্মৃতিতে অসমর্থ ; যেহেতু
পূর্বেকালে হবি-হব পর্ব্বস্বপ্নের পূজা বিশদ করিয়া লোকের
বিশ্বয় উৎপাদন কবিয়াছিলেন, এখানকার অবস্থাও
তাহাট ৭২ ॥

কেহ বলে,—“আমি কিছু বিশেষ না জানি।
কৃষ্ণ-কোলে যেম ‘শেষ’ আইলা আপনি ॥” ৬১॥
কেহ বলে,—“তুই সখা যেম কৃষ্ণাৰ্জুন।
সেই মত দেখিলাম স্নেহপরিপূর্ণ ॥” ৬২॥
কেহ বলে,—“তুই কমে বড় পরিচয়।
কিছুই না বুঝি সব ঠারঠোরে কয় ॥” ৬৩॥
এই মত হরিবে সকল-ভক্তগণ।
নিত্যানন্দ-দরশনে করেন কথন ॥৬৪॥
নিতাইগোবর সাক্ষাৎ-লীলায় ফলশ্রুতি—
নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্র দৌড়ে দরশন।
ইহার প্রবণে হয় বন্ধ-নিমোচন ॥৬৫॥
নিত্যানন্দের বিবিধ সেবা—
সঙ্গী, সখা, তাই, ছত্র, শয়ন, বাহন।
নিত্যানন্দ বহি অস্ত্র নহে কোম জমা ॥৬৬॥
নানারূপে সেবে প্রভু আপন-ইচ্ছায়।
যারে দেন অধিকার, সেই ভন পায় ॥৬৭॥

গদাধর বলিলেন,—শ্রীধাম পণ্ডিত ভাই বলিয়াছেন।
আমিও বুঝিতেছি যে, বালমঙ্গলের পরম্পর সন্মেলনে গৌরপ
ভাবের উদয় ঘটয়াছিল, ইহাও তরুণ ॥ ৬২ ॥

কেহ কেহ বলিলেন,—“শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ—যেন
উভয়েই কামদেব,—জগতের সকল সৌন্দর্যের ও সর্লক্ষণের
‘আধার-স্বরূপ’।” আবার কেহ বলিলেন,—“তঁাহারা উভয়েই
রক্ষ ও বলরাম ॥” ৬০ ॥

কেহ কেহ বলিলেন,—“আমরা অধিক কিছু বুঝিতে
পারিতেছি না। আমাদের মনে হইতেছে, যেন কৃষ্ণের অঙ্গে
ভগবান ‘শেষ’ স্বয়ং আসিয়া স্থান লাভ করিয়াছেন ॥”

কেহ কেহ বলিলেন,—“ইহাদের পরম্পরের বহুত্ব
কৃষ্ণাৰ্জুনের সখ্যভাবেব জায় পরম্পর ঘেহসিক ॥” ৬২ ॥

অপর কেহ কেহ বলিলেন,—“আমাদের পরম্পর
এইরূপ মিল যে, ইহাদের পরম্পরবেব স্নেহ বাহিরেব
লোকেরা কিছুই বুঝিতে পাবে না; কতকগুলি উদ্দেশক
ইতিমাত্র দেখিতেছি ॥” ৬৩ ॥

নিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত অস্ত্র কেহই গৌরহৃদয়ের সঙ্গী,
দ্র. ভ্রাতা, আত্মনিবাবক ছত্র, বিশ্রামদায়িনী শয্যা এবং

নিত্যানন্দ-চরিত্র মহাদেবেরও অবোধা—

আদিদেব মহাযোগী ঈশ্বর বৈক্যব।
মহিমার অন্ত ইহা না জানয়ে সব ॥৬৮॥

নিত্যানন্দ-নিদার ফল—

না জানিয়া নিদে’ তাঁর চরিত্র অগাধ।
পাইয়াও বিকৃতভক্তি হয় তার বাধ ॥৬৯॥

ঘৃণকদেব লালসাময়ী প্রার্থনা—

চৈতন্যের প্রিয় দেহ—নিত্যানন্দ রাম।
হউ হোর প্রাণনাথ—এই মনকাম ॥৭০॥

নিতাইর কৃপাবলে চৈতন্য ভক্ত-লাভ—

তাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে মতি।
তাঁহার আজ্ঞায় লিখি চৈতন্যের স্তুতি ॥৭১॥

নিতাই-গোবদেব অতেন্দ্র—

‘রঘুনাথ’, ‘যতুনাথ’—যেন নাম ভেদ।
এই মত ভেদ—‘নিত্যানন্দ’, ‘বলদেব’ ॥৭২॥

অভিগমনোপযোগী যান হইতে পাবেন না। একমাত্র
তিনিই সর্বতোভাবে গৌরচন্দ্রের সেবা করিতে সমর্থ।
“ছত্র, পাছকা, শয্যা, উপাধান, বসন। ভূষণ, আরাণ্য,
আবাস, যজ্ঞহৃত, সিংহাসন ॥ এত মূর্ত্তি ভেদ করি’ কৃষ্ণসেবা
করে।” (—চৈঃ চঃ আঃ ১১২৩-১২৪) ॥৬৬॥

ইহার কৃপা হইলেই শ্রীগৌরসেবার জীবের অধিকার
হয়। তিনি সকল সেবার অধিকারী, তাঁহার কৃপাপ্রদত্ত
সেবাতেই অস্ত্রের অধিকার-লাভ সম্ভব ॥ ৬৭ ॥

নিত্যানন্দপ্রভুর সেবা-মহিমার পরিধি জানিবার সাধা
মহাদেবের পর্য্যন্ত নাই। যদিও রুদ্রদেব—ঈশ্বরবল্লভ এবং
মহা-সংযত, তথাপি তিনিও প্রভু নিত্যানন্দেব স্তায়
সর্বতোভাবে গৌরের প্রতি সেবা-বিধানে অসমর্থ ॥ ৬৮ ॥

যাহারা নিত্যানন্দ প্রভুর দুঃখিগম্য লীলা অনুগমন
করিতে অসমর্থ হইরা তাঁহার সেবারহিত হয় এবং
তাঁহাকে নিন্দা করে, তাহাদের কোন ভাগ্যে বিকৃতভক্তি
লাভ হইলেও তাহাতে বাধা ও বিঘ্ন উপস্থিত হয় ॥ ৬৯ ॥

পাঠান্তর,—প্রিয় সেহ। ‘প্রিয় দেহ’-পাঠে—‘অভিগ
বিগ্রহ’ জানিতে হইবে ॥ ৭০ ॥

ভক্তিকামীর নিতাই-ভজনে অজীষ্ট লাভ—
সংসারের পার হঞা ভক্তির সাগরে ।
যে ডুবিলে সে ভজুক নিতাই চাঁদরে ॥৭৩॥
অধ্যায়ের ফলশ্রুতি—
যে বা গায় এই কথা হইয়া তৎপর ।
সগোষ্ঠিরে তারে বর-দাতা বিশ্বস্তর ॥৭৪॥

জগতে ঘুল্ল'ত বড় বিশ্বস্তর-নাম ।
সেই প্রভু চৈতন্য—সবার ধনপ্রাণ ॥৭৫॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ নাম ।
বৃন্দাবনধাম তহু পদযুগে গাম ॥৭৬॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দ-
মিলনং নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ॥ ৪ ॥

যে রূপ রাঘব বামচন্দ্র ও যাদব কৃষ্ণে বস্তুগত অভেদ
সঙ্গেও লীলা-তারতম্যে নামের ভেদ পরিদৃষ্ট হয়, তদ্রূপ
কৃষ্ণাভিন্ন গৌরস্বন্দরের সহিত নিত্যানন্দ বলদেবের লীলাব
ভেদ নিবন্ধন সংজ্ঞার ভেদ দেখা যায় ॥৭২॥

নাঁচাবা সেই নিত্যানন্দের আশ্রয়গোষ্ঠে গৌরস্বন্দরের
সেবা-তৎপর হইয়া তাঁচাব কথা কীর্তন করেন, তাঁচাবিগকে
সবাক্ষরে মহাপ্রভুর বর দান করিয়া পাশেন ॥ ৭৪ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব বিশ্বের সর্বত্র এবং চতুর্দশ ভুবনের
প্রাণস্বরূপ। 'বিশ্বস্তর' নামটি সংসারে বড়ই ঘুল্ল'ত।
সেই বিশ্বস্তরই শ্রীচৈতন্য। শ্রীবিশ্বস্তরদেব প্রিয়তম সেবক
শ্রীনিত্যানন্দ-চরণাশ্রয়-মতিমা-গানকাবীও ঘুল্ল'ত। সকলের
সরূপ মোভাগোব উদয়-সম্ভাবনা নাট। এট জঙ্কট
বিশ্বস্তর-নামের ঘুল্ল'তই ॥ ৭৫ ॥

ইতি গোড়ায়-ভাষ্যে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবাস-গৃহ ব্যাসপূজার অধিবাস-কীর্তন,
মহাপ্রভুর বলদেব-ভাব এবং অদ্বৈত আচাধ্যাকে আত্মানন্দে
নিজ অবতাব-মর্শ প্রকাশ, নিত্যানন্দের স্বহস্তে নিজ দণ্ড-
কমণ্ডল ত্যজ, শ্রীবাসের আচাধ্যাকে নিত্যানন্দের ব্যাসপূজা-
লীলা, শ্রীগৌরস্বন্দরের নিত্যানন্দকে বড়-ভুজ-মুর্তি প্রদর্শন,
নিত্যানন্দের মূর্ত্তী, নিত্যানন্দের স্বরূপ, বিষ্ণু-বৈষ্ণব-ভক্ত,
ব্যাসপূজার কীর্তনানন্দ প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ নবদ্বীপ-লীলাকালে একদিবস নিত্যানন্দ-
সমীপে ব্যাসপূজাব প্রস্তাব জানাইলে নিত্যানন্দপ্রভু মহা-
প্রভুর ইচ্ছিত বৃত্তিতে পারিয়া শ্রীবাসের গৃহে ব্যাসপূজা
সম্পাদনের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু
শ্রীবাসকে তাদৃশ গুরুতর কাথ্যের ভারগ্রহণের বিষয়
জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত পরমানন্দে তাঁহাব অস্থ-
মোদন করিলেন। শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ শ্রীবাসের বাক্যে আনন্দিত

হইয়া নিত্যানন্দপ্রমুখ সকলকে গাজ করিয়া শ্রীবাসের
গৃহে প্রবেশ করিলেন এবং দ্বার বন্ধ করিয়া ব্যাসপূজার
অধিবাস কীর্তন আরম্ভ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর
বলদেবস্বরূপ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত মহাপ্রভু বলদেবের
ভাবে আবিষ্ট হইয়া খট্টোপরি উপবেশন পূর্বক নিত্যানন্দ
প্রভুর নিকট বলদেবের চতুর্দিক হস্ত ও মুখ প্রার্থনা
করিলে নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাব হস্তে হল-মুখ প্রদান
করিলেন। নিত্যানন্দ নিজ কব মহাপ্রভুর করে স্থাপন
করিলে কেহ কেহ হল-মুখ প্রত্যক্ষ করিলেন, কেহ বা
কেবল হস্তট দর্শন করিলেন। মহাপ্রভু বলরাম-ভাসে
'বাকী' প্রার্থনা করিলে তত্ক্ষণ প্রথমে কিংকর্তব্যবিমূঢ়
হইয়া পরে সকলে বৃক্তিপূর্বক গজাঙ্গল পান করিলেন।
মহাপ্রভু তাঁহা কাদম্বলী-জ্ঞানে পান করিলেন। তত্ক্ষণ
মহাপ্রভুর তাৎকালিক ভাবের প্রীত্যর্থ বলদেব-স্তুতি করিতে
লাগিলেন। মহাপ্রভু 'নাড়া', 'নাড়া' বলিয়া আত্মান

করিতে থাকিলে ভক্তগণ প্রভু সদোদয়ন বৃত্তিতে অসমর্থ হইয়া প্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় মহাপ্রভু বলিলেন যে, অষ্টম আচাৰ্য্যই—‘নাড়া’, তিনি অষ্টমের হুকারে গোলোক হইতে ভুলোকে যুগমর্থ্য নানসঙ্গীতন প্রচারের নিমিত্ত অবতীর্ণ হইয়াছেন। বিড়া, ধন, ধন্য, তপস্যা ও কুলমদ-মত্ত বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকেই তিনি ব্রহ্মাদি ব্রহ্ম প্রেমভক্তি বিলাইবেন। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে প্রেমালিঙ্গন পূর্বক নিজ চাকল্যের নিমিত্ত কৃপা প্রার্থনা করিলে ভক্তগণ হস্ত সঘরণ করিতে পাবিলেন না। নিত্যানন্দ প্রভু প্রেমরসে বিহ্বল হইয়া অত্যন্ত চাকল্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু তাহাকে স্থব কবাইয়া নিজাবাসে গমন করিলেন। ভক্তগণ স্ব-স্ব-গৃহে গমন করিলে নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিতে থাকিলেন এবং নিশা-কালে চন্দ্রাবপূৰ্ণক স্বীয় দণ্ড-কমণ্ডলু ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। প্রাতে বাগাই পণ্ডিত তদর্শনে শ্রীবাসকে তাহা জ্ঞাপন করিলে শ্রীবাস বানাইকে তজ্জ্ঞাপনার্থ মহাপ্রভুর নিকট প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভু শ্রবণ কবিরামাত্র তথায় আগমন করিলেন এবং তাহা দণ্ড তুলিয়া লইয়া নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ সহ গঙ্গানদী গমনপূর্বক গঙ্গাতে দণ্ড নিক্ষেপ করিলেন। স্নানকালে নিত্যানন্দ প্রভু বিবিধ চাকল্য প্রকাশ করিতে থাকিলে মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে সত্তর ব্যাসপূজা সম্পাদনার্থ জ্ঞান সমাপন করিতে আদেশ কবিলে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সহিত গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। ভাগবতগণও সমাগত হইয়া কৃষ্ণকীর্তন করিতে লাগিলেন। ব্যাসপূজার আচাৰ্য্য শ্রীবাস পণ্ডিত যথাবিধি কাণ্ডসমূহ সম্পন্ন করিয়া নিত্যানন্দহস্তে মালা প্রদানপূর্বক মনোচ্চারণের সহিত বাসীদেবকে নমস্কার করিতে বলিলে নিত্যানন্দ প্রভু তাহা না করিয়া মালাহস্তে চতুর্দিকে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস মহাপ্রভুকে আছবান পূর্বক নিত্যানন্দের বিষয় বিজ্ঞপিত করিলে শ্রীমদ্মহাপ্রভু ভণ্ডায় উপস্থিত হইয়া নিত্যানন্দ প্রভুকে ব্যাসপূজা করিতে আদেশ করিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর সমুপেক্ষায় মালা প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ বড়-ভুজমূর্ত্তি প্রকট

করিলেন। নিত্যানন্দপ্রভু বড়-ভুজমূর্ত্তির হস্তে মালা, চক্রাদি অস্ত্রসমূহ দর্শনপূর্বক সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে প্রবুদ্ধ করিতে করিতে বলিলেন যে, নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত কেহই প্রেমভক্তি-লাভে সমর্থ নহেন। নিত্যানন্দের প্রতি দ্বেষবিশিষ্ট ব্যক্তি মহাপ্রভুব ভক্তন কবিলেও তিনি মহাপ্রভুর প্রিয় হইতে পারেন না। নিত্যানন্দ গৌরমুন্দের বাক্য চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়া বড়-ভুজ মূর্ত্তি-দর্শনে আনন্দিত হইলেন। সাংগাৎ বলরাম নিত্যানন্দ প্রভু সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ এবং নিত্য-সত্ত্বাবিশিষ্ট হইলেও প্রতি অবতারে কৃষ্ণের দাস্ত শিক্ষা দেওয়াই তাহার নিত্য স্বভাব। কৃষ্ণাবতারে বলরাম জ্যেষ্ঠ হইয়াও অন্তরে দাস্তভাব পবিত্রতা কবেন নাই। বলরাম ও নিত্যানন্দে ভেদজ্ঞান অত্যন্ত মূঢ়তা ও অপবোধজনক। সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর কবিলে বিষ্ণুস্থানে অপবাধ হয়। ব্রহ্মা-মহেশ্বাদির বন্দ্য হইয়াও কমলা যেরূপ ভগবানের চরণসেবাত্যেই রতিবিশিষ্টা, তজ্জপ নিত্যসেবা-বিগ্রহ কৃষ্ণচক্রেই সেবাই সর্বশক্তিমান বলদেবের নিত্য স্বভাব। সেবাবিগ্রহের যশঃ কীর্তন করাই সেবা-বিগ্রহ কৃষ্ণের নিত্য স্বভাব। পবমার্গে উভয়েই উভয়কে সর্বক্ষণ দর্শন করিলেও অবতাব অমরূপ বে সমস্ত লীলা কবিতা থাকেন, তাহা অচিন্ত্য। ঈশ্বরবেদ লীলা-সমূহই—বেদ। ভক্তিব্যোগ ব্যতীত তাহা বৃত্তিতে পারা যায় না। গৌরমুন্দের কৃপায় তাহার অলুপ কতিপয় ব্যক্তি মাত্র ভগ-বতীলা-কথা অবগত আছেন। ভগবানের নিত্য সেবা-বিগ্রহ বৈষ্ণবগণ পবম জ্ঞানবন্ত, তাহাদের পরস্পর কলঙ্ক-লীলা কেবল কৌতুকমাত্র। তদর্শনে কেহ একের পক্ষাব-লম্বন পূর্বক অন্যকে নিন্দা করিলে তাহাব অধোগতি হইবে। বৈষ্ণব-হিংসার কথা দুবে থাকুক, যদি কেহ সর্বভূতে বিষ্ণুব অধিষ্ঠান না জানিয়া জীবহিংসা করে, আর প্রাকৃত বৃত্তিতে বিষ্ণুপূজা করে, তাহা হইলে তাহার বিষ্ণুপূজা নিফল হয় এবং জীব-হিংসার জন্য অশেষ দুর্গতিলাভ ঘটে। প্রজা-পীড়ন অপেক্ষা বৈষ্ণব-নিন্দার শতগুণ অধিক পাপ সঞ্চিত হইয়া থাকে। সুতরাং বৈষ্ণবাপরাধীর কোনকালেই মঙ্গল হয় না। যাহাবা ব্রহ্মপূর্বক অর্জিতে বিষ্ণুপূজা করেন,

কিন্তু নিম্নোক্তের আদর করেন না অথবা সৰ্বস্বীকৃতি-প্রতি
দয়া প্রকাশ করেন না, তাঁহারা—ভক্তাধম বা প্রাকৃতভক্ত।
বাসুপুত্র-সমাগমনে মহাপ্রভু ভক্তগণকে কীৰ্ত্তন করিতে
আদেশ করিলেন। নিত্যানন্দ এবং মহাপ্রভু ভক্তগণের
সহিত মহামত হইয়া কীৰ্ত্তনে নৃত্য করিতে করিতে বিভিন্ন
সাবিক বিকার প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। শচীমাতা বিপুল
পুলকের সহিত তাহা দর্শন কবিত্তে লাগিলেন। তিনি

*জয় নবদীপ-নবপ্রদীপ-

প্রভাবঃ পায়ণ্ডগজৈকসিংহঃ।

অনামসংখ্যাজপসূত্রধারী

চৈতন্তচন্দ্রো ভগবান্মুরারিঃ ॥ ১ ॥

জয় জয় সৰ্বপ্রাণনাথ বিশ্বম্ভর।

জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের ঈশ্বর ॥ ২ ॥

জয় জয় অষ্টৈতাদি-ভক্তের অধীন।

ভক্তিদান দেহ' প্রভু উদ্ধারহ দীম ॥ ৩ ॥

নিত্যানন্দ সহ ভক্তগণের কৃষ্ণকথা-রসে

বিহ্বলতা—

হেমমতে নিত্যানন্দ-সঙ্গে কুতুহলে।

কৃষ্ণকথা-রসে সবে হইলা বিহ্বলে ॥ ৪ ॥

সবে মহাভাগবত পরম উদার।

কৃষ্ণরসে মত্ত সবে করেন হৃদ্ধার ॥ ৫ ॥

হাসে প্রভু নিত্যানন্দ চারিদিকে দেখি'।

বহয়ে আনন্দধারা সবার-অঁধি ॥ ৬ ॥

গৌড়ীয় ভাষ্য

অর্থঃ। নবদীপ-নবপ্রদীপ প্রভাবঃ (নবপ্রদীপস্ত নূতন-
দীপস্ত প্রভাব ইতি নবপ্রদীপপ্রভাবঃ, নবদীপস্ত ভদ্রাধ্যায়ে
নবপ্রদীপপ্রভাবঃ, তন্মায়ো নূতনোক্তদীপস্বরূপ ইত্যর্থঃ,
যথা নবসংখ্যক-দীপান্ত্রকস্ত্রায়ে নবস্থ দীপেষু নবসংখ্যক-
প্রদীপপ্রভাবো নবসংখ্যক-দীপ-স্বরূপ ইত্যর্থঃ) পায়ণ্ড-
গজৈকসিংহঃ (পায়ণ্ডা নাস্তিকা তুর্জনা গজাঃ ইব তেয়াং
দলনে একঃ প্রধানোহুচীতীয়ো বা সিংহস্বরূপঃ ইত্যর্থঃ)
অনামসংখ্যাজপসূত্রধারী (অনামাং 'হরেকৃষ্ণ'ইতি বোড়শ-
অনামাং সংখ্যায় সংখ্যাক্রমেণ জপঃ তন্ত সূত্রং অপসংখ্যারক্ষার্থং
মালিকাংসূত্রং গ্রহিসূত্রং বা তৎ ধরতি যঃ স এবদ্বিধঃ) চৈতন্ত-
চন্দ্রঃ (অত্যাং নবদীপলীলায়াং চৈতন্তনারা প্রসিদ্ধোহবতারী)
ভগবান্মুরারিঃ (শ্রীকৃষ্ণঃ) জয় (বিজয়তামিত্যর্থঃ) ॥ ১ ॥

অনুবাদঃ। যিনি নবদীপের নবীন প্রদীপস্বরূপ, যিনি
পায়ণ্ডরূপ কৃষ্ণগণের দমননে অধিষ্ঠিত সিংহসদৃশ এবং

যিনি "হরে কৃষ্ণ" ইত্যাদি নিজানামসমূহের জপ-সংখ্যা
রক্ষার নিমিত্ত সংখ্যানির্ণায়ক গ্রহিণীশিষ্ট হুত ধারণ
করিয়াছেন, সেই চৈতন্তচন্দ্র নামক ভগবান্ মুরারি
জয়যুক্ত হউন ॥ ১ ॥

"যাহারা ভক্তিহীন, সেই সকল অজ্ঞান অন্তঃকরণকে
কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি প্রদান করিয়া সংসার-স্বখভোগ হইতে
উদ্ধার কর।"—শ্রীঅষ্টৈতের এই বাসনামুসারে অগতে ভক্তি-
প্রচারের জন্য ভগবান্ গৌরহৃদয়ের অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।
শ্রীঅষ্টৈতের সেবাই তাঁহার জীবোদ্ধারের নিমিত্ত প্রাপ্য
আগমনের কারণ, হুতরাং অষ্টৈতের প্রার্থনার পূরণস্বরে
গৌরহৃদয়ের তাঁহার অধীন।

ভাষ্য। "প্রসারিত-মহাপ্রেম-দীপ-রস-সাগরে। চৈতন্ত-
চন্দ্রে একটে যো দীনো দীন এং সঃ ॥"—(চৈতন্ত-
চন্দ্রাস্তে) ॥ ৩ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দের নিকট ব্যাসপূজার প্রস্তাব—

দেখিয়া আমলক মহাপ্রভু বিশ্বস্তর।

নিত্যানন্দ-প্রতি কিছু করিলা উত্তর ॥ ৭ ॥

“শুন শুন নিত্যানন্দ শ্রীপাদ গোসাঞি।

ব্যাস-পূজা তোমার হইবে কোন্ ঠাঞি ? ৮ ॥

কালি হৈবে পৌর্ণমাসী ব্যাসের পূজার।

আপনে বুকিয়া বল, বাতের লয় মন ॥ ১০ ॥

নিত্যানন্দের উত্তর—

নিত্যানন্দ জানিলেন প্রভুর ইন্দি।

হাতে ধরি' আনিলেন শ্রীব্যাস পণ্ডিত ॥ ১০ ॥

ব্যাসপূজা,—সম্বুদ্ধতাধিষ্ঠিত অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানন্দনের অভিজ্ঞান-বিগ্রহ ‘বেদ’ নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীভগবানেব জিবিধ শক্তির অন্তর্গত জীব-শক্তিতে চেতন-ধর্মের বৈশিষ্ট্য বর্তমান। জ্ঞাত, জ্ঞান ও জ্ঞেয়-বিলাসেই অদ্বয়জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানন্দন অবস্থিত। মূর্ত বেদ ভগবান্ শব্দাধর্মরূপে অক্ষরাশ্রয়ক হইয়া অভিধেয় বেদশাস্ত্ররূপে প্রকটিত। সম্বদ্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-তত্ত্বাত্মক বেদশাস্ত্র যে কালে নির্কিংশেব বিচারে তত্ত্ব হইয়া পড়ে, সেইকালে অদ্বয়জ্ঞান সর্বশেষ ধর্ম পরিহার করেন। জড়বিশেষকেই বাহ্যার প্রাধাণ্যে স্থাপিত করেন, তাঁহাদের জড়তান-সিক্তরূপ নির্কিংশিত বিচার তাঁহাদের অভিধ বিনাশ করে। শ্রীকৃষ্ণধৈপারন ব্যাস বেদকে জিবিধ বিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। আধ্যাত্মিক-গণের জ্ঞাত্বাৎ, সাম ও বজ্র; জীবকে কর্মকাণ্ডে আবদ্ধ করিয়া বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য-লাভ-বিষয়ে বিবর্ত আনয়ন করে। নির্কিংশেবদিগগণের মতে গুরু, লঘু প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যের নিত্যতা না থাকায় তাঁহারা শ্রীবেদব্যাসকে গুরুরূপে বরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে বলপূর্বক তাঁহাদিগের অজ্ঞান-ধর্মের মূলপ্রচারক বলিয়া মনে করেন। শ্রীমদ্ব্যাসের তাৎপর্য্যজ্ঞানে অসমর্থ হইয়া যে-সকল প্রচ্ছন্ন বোদ্ধ প্রকৃতিবাদ অবলম্বনপূর্বক পরমেশ্বরের সেবারহিত হন এবং আপনাদিগকে ‘স্বগত-সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত ব্রহ্ম’ বলিয়া মনন করেন, তাঁহাদের সহিত মতবৈষম্য সংস্থাপনপূর্বক প্রকৃত গুরুদাত্তে অবস্থিত শ্রীমদানন্দতীর্থ শ্রীব্যাসাধ্বন্তনগণের সর্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। সেই-সেই-পারম্পর্য্যে শ্রীমান লক্ষ্মীপতি শতীর্থের কথা অথবা শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের কথা আমরা সংশ্লিষ্ট দেখিতে পাই। যদিও পঞ্চোপাসক বা মারাধাদিগণের মধ্যে গুরু-পূজা বা ব্যাস-পূজার প্রথা প্রচলিত আছে, তথাপি তাদৃশ ব্যাসপূজনে অধিকার

বিচারই প্রবল। গুরুভক্তির অভাব-নিবন্ধন তাহাদিগের দ্বারা শ্রীব্যাসপূজা কখনই সাধিত হইতে পারে না। মারাধাদি-সম্প্রদায়ে জৈষ্ঠ-পূর্ণিমা-দিবসে ব্যাসপূজাভিনয়ের বিধান পরিদৃষ্ট হয়। শ্রুতি বলেন,—‘যে মুহূর্ত্তে বিরাপ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ করিয়’ ভগবৎসেবার রুচি হইবে। তাহার কালাকাল বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিত্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্য-চরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে ‘ব্যাসপূজা’ কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অমুষ্ঠান; তবে তৃত্যাশ্রয়িগণ ইহা বস্ত্রের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। আচার্য্যবর্গে শ্রীব্যাসদেবের অমুগত সম্প্রদায়-ভুক্ত ব্যক্তিগণ বেদামুগ-সম্প্রদায় নামে প্রসিদ্ধ। তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রতিবর্ষে স্ব স্ব জন্মদিনে পূর্বগুরু পূজা বিধান করেন। পূর্ণিমা-তিথি—যতিধর্ম গ্রহণের প্রশস্তকাল। যতিগণ সর্বশেষ ও নির্কিংশেব-বাদি-নির্কিংশেবে সকলেই গুরুদেবের পূজা করিয়া থাকেন। তজ্জন্ত সাধারণতঃ জৈষ্ঠ-পূর্ণিমাত্তেই গুরুবিভাব-তিথি-বিচারে ব্যাস-পূজার আবাধন হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মারী কৃষ্ণপক্ষমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাজ-বোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্ন শাখার ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন বিজ্ঞগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মাচ্ছাতে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন, কিন্তু ইহা বার্ষিক অমুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব-স্ব গুরু-পূজার আরক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর ‘শ্রীগুরুপাদপদে পাতার্পণ’ বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহতীর্ষ যে অর্ঘ্য ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্তই আমাদের শুভাচ্ছায়ায়ী নিরামক, পূর্বগুরু শ্রী

*হাসি বলে নিত্যানন্দ,—“শুভ বিশ্বস্তর।
ব্যাসপূজা এই মোর বাসনার ঘর ॥ ১১ ॥
বভবনে ব্যাস-পূজার শ্রীবাসের আগ্রহ—
শ্রীবাসের প্রতি বলে প্রভু বিশ্বস্তর।
“বড় ভার লাগিল যে তোমার উপর ॥” ১২ ॥
পণ্ডিত বলেন,—“প্রভু কিছু নহে ভার।
তোমার প্রসাদে সর্ব—যারেই আমার ॥ ১৩ ॥
বজ্র, মৃদগ, বজ্রসূত্র, ঘৃত, গুয়া, পান।
‘বিধিবোধ্য যত সজ্জ সব বিজ্ঞান ॥ ১৪ ॥
‘পদ্ধতিপুস্তক মাত্র মাগিয়া আনিব।
কালি মহাভাগ্য, ব্যাসপূজম দেখিব ॥” ১৫ ॥
শ্রীবাসবচনে মহাপ্রভু ও ভক্তগণের শ্রীতি—
শ্রীত হৈলা মহাপ্রভু শ্রীবাসের বোলে।
‘হরি হরি’ ধ্বনি করে বৈষ্ণব-সকলে ॥ ১৬ ॥
গণসহ মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে গমন—
বিশ্বস্তর বলে,—“শুভ শ্রীপাদ গোঁসাই।
শুভ কর, সবে পণ্ডিতের ঘর যাই ॥” ১৭ ॥

আমন্দিত নিত্যানন্দ প্রভুর বঁচনে।
সেই কণে আজ্ঞা লই’ করিলা গমনে ॥ ১৮ ॥
সর্বগণে চলিলা ঠাকুর বিশ্বস্তর।
রামকৃষ্ণ বেড়ি’ যেন গোকুলকিঙ্কর ॥ ১৯ ॥
প্রবিশ্ট হইলা মাত্র শ্রীবাসমন্দিরে।
বড় কৃকামল হৈল সবার শরীরে ॥ ২০ ॥
আশ্রুগণ ব্যতীত অন্তর প্রবেশ রোধার্থ
প্রভু-আজ্ঞায় দ্বাররোধ—
কপাট পড়িল তবে প্রভুর আজ্ঞায়।
আশ্রুগণ বিনা আর যাইতে না পায় ॥ ২১ ॥
ব্যাসপূজার অধিবাস-কীৰ্ত্তনানন্দ—
কীৰ্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলা ঠাকুর।
উঠিল কীৰ্ত্তনধ্বনি, বাহু গেল দূর ॥ ২২ ॥
ব্যাস-পূজা-অধিবাস উল্লাস কীৰ্ত্তন।
ছুই প্রভু নাচে, বেড়ি’ গায় ভক্তগণ ॥ ২৩ ॥
চির দিবসের প্রেমে চৈতন্ত্য-নিভাই।
দৌড়ে দৌড়া ধ্যান করি’ নাচে এক ঠাঞি ॥ ২৪ ॥

ঠাকুর নরোত্তম শ্রীকৃষ্ণরূপে আদিপুরুষকে অর্ঘ্য-
প্রদানোদেশে বলিয়াছেন,—“শ্রীচৈতন্ত্যমনোহতীঃ স্থাপিতঃ
যেন ভূতলে। বরংরূপে কদা মহা নদ্যতি অশদাত্তিকম্।’
পরম কৃপা-পরবশ শ্রীচৈতন্ত্যদেবের কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদান-লীলা,—
যাহা শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অমুগগণের জন্ত—নিত্যসেবা-বৈমুখ্যরূপ
ব্যাধিমোচনের জন্ত ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দেশ করিয়াছেন,
তাঁহাই গোড়ায়ের ব্যাপূজার উপায়দর্শ ॥ ৮ ॥

অগদগুরু শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পরিত্রাজকের আশ্রিত
এবং শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের অমুগত লীলাভিনয়কারী লক্ষ্মীপতি
ধতির ব্রহ্মচারী ছিলেন। তজ্জন্ত প্রত্যেক পূর্ণিমার
ক্ষৌর-বিধানানন্তর বতিকৃত্য-বিচারে ব্যাসপূজার দিন
আগত হইয়াছে জানিতে পারিলেন। শ্রীমহাপ্রভু পূর্ণিমা
আগত দেখিয়া, নিত্যানন্দপ্রভু কোথায় ব্যাসপূজা
করিবেন, ভবিষ্যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। সাম্প্রদায়িক
সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারীরই পূর্ণিমা-মুখে বতিকৃত্যের অন্তর্গত
ব্যাসপূজা।—‘শ্রীব্যাসপূজা’ শব্দে শ্রীশুকবর্গের তর্পণ ও
প্রাচ্য উদ্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রীগৌরজন্মের সেইকালে সন্ন্যাস-

গ্রহণের লীলা আবিষ্কার কবেন নাই। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভু তীর্থপাদ বতিবরের সেবক-লীলাভিনয়স্থলে নৈষ্ঠিক
ব্রহ্মচর্য্যাসুষ্ঠান-লীলার নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার ব্রহ্মচারী
নামে আমরা ‘শ্রীনিত্যানন্দব্রহ্ম’ শব্দেই প্রয়োগ দেখিতে
পাই। পূর্বকাল হইতেই ‘তীর্থ’ ও ‘অশ্রম’—এই বতিবরের
ব্রহ্মচারিগণ ‘ব্রহ্ম’ সংজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ছিলেন ॥ ১০ ॥

বাসনার ঘর—শ্রীবাসের বাটা (বাড়ী, গৃহ) ॥ ১১ ॥

বিবিধ বতি-সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন শ্রীব্যাসপূজা-পদ্ধতি
প্রচলিত আছে। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যে ব্যাসপূজার
পদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদনুসারেই শ্রীবাস-গৃহে
ব্যাসপূজা করিবেন, স্থির হইয়াছিল ॥ ১৫ ॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীবাস-মন্দিরে প্রবিশ্ট হইয়া বাহিরের
দ্বার বন্ধ করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীবাসের গৃহে
তখন প্রভুর অমুগত জনগণ ব্যতীত অন্য কেহই ‘প্রবিশ্ট’
হইতে পারিলেন না। শ্রীগৌরজন্মের সকল অকুষ্ঠানই
কীৰ্ত্তনমুখে সাধিত হয়। তজ্জন্ত আকুষ্ঠানিক ক্রিয়া দর্শন

ছকার করয়ে কেহ, কেহ বা গর্জন ।

কেহ মূর্ছা যায়, কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৫ ॥

কম্প, শ্বেদ, পুলকান্ত, আনন্দ-মূর্ছা যত ।

ঈশ্বরের বিকার কহিতে জানি কত ॥ ২৬ ॥

আনুভাবানন্দে নাচে প্রভু দুইজন ।

অণে কোলাকুলি করি' করয়ে ক্রন্দন ॥ ২৭ ॥

দৌহার চরণ দৌহে ধরিবারে চায় ।

পরম চতুর দৌহে কেহ নাহি পায় ॥ ২৮ ॥

পরম আনন্দে দৌহে গড়াগড়ি যায় ।

আপনা না জানে দৌহে আপন লীলায় ॥ ২৯ ॥

করিবার বাহাদের যোগ্যতা নাই, তাহাদিগের প্রতিবন্ধক-
বন্ধন ধারে অর্গল প্রদত্ত হইয়াছিল । ২১ ॥

শ্রীব্যাসপুত্রার পূর্ব সময়ে শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে
কীৰ্ত্তন করিতে আজ্ঞা করিলেন । প্রভু অস্তরঙ্গ সেবক
ব্যতীত ব্যাসপুত্রার অধিবাসে কাহাকেও প্রবেশাধিকার
নেওয়া হয় নাই । তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যখন ভক্তগণ
উদ্ভব কীৰ্ত্তন আরম্ভ করিলেন, তখন বহির্জগতের বাবতীয়
চিন্তা এবং প্রতীতি বিদূরিত হইল ॥ ২২ ॥

ব্যাসপুত্রা হইবে, সেইজন্ত ভক্তগণের উল্লাসময় কীৰ্ত্তনে
শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়েই নৃত্য আরম্ভ করিলেন ।
ভক্তগণ তাঁহাদিগকে বেষ্টন করিয়া কীৰ্ত্তনমুখে আনন্দ
জাপন করিতে লাগিলেন ॥ ২৩ ॥

শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ উভয়েই নিত্যকাল পরস্পর
শ্রীতিসম্বন্ধে আবদ্ধ । একে অস্তুর ধ্যানে নিযুক্ত থাকিয়া
উন্নতভাবে একস্থানে নৃত্য করেন । ভগবান্—সেবক-
ধ্যানরত, ভক্তও—সেবা-ধ্যানরত । এই 'ধ্যান'-শব্দ কেবল
জড়চিন্তাপর নহে । চিন্ময় অনুশীলনকে 'ধ্যান'-শব্দে
উদ্ভিষ্ট করা হয় অর্থাৎ তাহাতে জড়-স্থল-ভাব রহিত হইয়া
কেবল চিহ্নবিশাল অবস্থান করে । যেকণ জড়েশ্বর-সমূহ
তাহাদিগের আকর-বস্ত্র মনের ~~ক~~ করিবার উদ্দেশ্যে
সুদূর জগৎ হইতে স্তম্ভভাবে বস্ত্র-বিধরক ভাবসমূহ গ্রহণ
করিলে জড়ের হোল্য স্তম্ভতার পর্যাবলিত করে, সেইরূপ
জড়ের স্থল-স্থল-ভোগগণ কামনা পরিহার করিয়া নিত্য
চিন্ময় বস্ত্র কেবল-কাম হইয়া চিহ্নবিশাল-বৈচিত্র্য জগতে

বাহু দূর হইল, বসন নাহি রয় ।

ধরয়ে বৈষ্ণবগণ, ধারণ না যায় ॥ ৩০ ॥

যে ধরয়ে জিজ্ঞাসন, কে ধরিব তারে ।

মহামত্ত দুই প্রভু কীৰ্ত্তনে বিহরে ॥ ৩১ ॥

'বোল, বোল' বলি' ডাকে শ্রীগৌরসুন্দর ।

সিদ্ধি আনন্দ-জলে সর্ব-কলেবর ॥ ৩২ ॥

চিরদিনে নিত্যানন্দ 'পাই' অভিলাবে ।

বাহ্য নাহি, আনন্দ-সাগর-মাঝে তাসে ॥ ৩৩ ॥

বিশ্বস্তর নৃত্য করে অতি মনোহর ।

নিজ শির লাগে গিয়া চরণ-উপর ॥ ৩৪ ॥

অবতীর্ণ হয় । জগৎ হইতে উদ্ভূতকাম অবতীর্ণ চিন্ময় কাম
হইতে ভিন্ন ॥ ২৪ ॥

বক্তৃতাভাবের হৃদয়ে চৈতনের উদ্বেগক্রমে আজিক বিকার
সমূহ উৎপত্তি লাভ করে । সেইকালে তাহার জাগতিক প্রতীতি
বিলুপ্ত হইয়া চিহ্নবিশাল-বৈচিত্র্য-রঙ্গ বাহাজগতে ব্যাপ্ত হইয়া
পড়ে । এই অভিনয়ের আদর্শ প্রদর্শনকল্পে শ্রীচৈতন্যলীলায়
প্রকৃতির অতীততত্ত্ববস্ত্র চতুর্দশভূবনপতি শ্রীগৌরসুন্দর সগোষ্ঠী
প্রেমরঙ্গে নৃত্য করিয়াছিলেন । স্বয়ং রঞ্জনন্দন মায়াবদ্ধ
জীবের অজ্ঞানতমঃ-অপনোদন-কল্পে যে লোকাতীত লীলা
প্রপঞ্চে প্রকট কবেন, তাহাতে প্রাকৃত বক্তৃতা আয়োপ
করা সম্পূর্ণ অসম্ভব । মায়াবদ্ধজীব সাধনদশায় অবস্থিত হইয়া
অপ্রাকৃত ভগবন্তব্দের গৌরবলীলা বৃত্তিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৫ ॥

সাধারণ জগতে জড়াহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া এক ব্যক্তি
অপরের চরণ স্পর্শ করিলে তিনি তাহাতে গর্ষিত হইয়া
আপনাকে শ্রেষ্ঠ জান করেন, কিন্তু বিষ্ণু-বৈষ্ণবে প্রেকার
জড়াহঙ্কার না থাকায় তাঁহারা পরস্পরের চরণ স্পর্শ
করিতে পশ্চাৎপদ হন না । বৈষ্ণবগণের আলৌকিক
কৌশল সাধারণ অহঙ্কারপর মানবের বোধ-বিষয় নহে ॥ ২৬ ॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ উভয়েই সমগ্র জগতের ধারণ-
কর্তা । জগতের অভ্যন্তরস্থিত সৃষ্ট মানব কি প্রকারে
সমগ্র জগতের ধারণকারিগণকে ধারণ করিবেন ? ৩১ ॥

চিরদিন—নিত্যকাল । জড় জগতের প্রতীতি মধ্য
তাপত্র্য বর্তমান । চিহ্নবিশাল-রাজ্যের অন্তিম নিত্য
নব-নবায়মান আনন্দোচ্ছ্বাস ॥ ৩৩ ॥

টলমল ভূমি নিত্যামন্দ পদতলে ।

ভূমিকম্প হেম মানে বৈষ্ণব সকলে ॥ ৩৫ ॥

এইমত আনন্দে মাচেন দুই নাথ ।

সে উল্লাস কহিবারে শক্তি আছে কাত ॥ ৩৬ ॥

নিজপ্রকাশবিগ্রহ বলদেবতবের লীলা-প্রদর্শনোদেশে

মহাপ্রভুর বলরাম-ভাবে বিষ্ণুখটার আরোহণ—

নিত্যামন্দ প্রকাশিতে প্রভু বিশ্বস্তর ।

বলরাম-ভাবে উঠে খটার উপর ॥ ৩৭ ॥

মহামত্ত হৈলা প্রভু বলরাম ভাবে ।

‘মদ আন, মদ আন,’ বলি’ ঘন ডাকে ॥ ৩৮ ॥

মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-সমীপে হল-মুঘল প্রার্থনা ও

নিত্যানন্দের তৎপ্রদান—

নিত্যানন্দ-প্রতি বলে শ্রীগৌরসুন্দর ।

ঝাট দেহ’ মোরে হল-মুঘল সজ্বর ॥ ৩৯ ॥

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা প্রভু নিত্যানন্দ ।

করে দিলা, কর পাতি’ লৈলা গৌরচন্দ্র ॥ ৪০ ॥

কাহারও কাহারও হল-মুঘল প্রত্যক্ষ দর্শন, কাহারও বা

শূত্ৰহস্ত আদানপ্রদান দর্শন—

কর দেখে কেহ, আর কিছুই না দেখে ।

কেহ বা দেখিল হল-মুঘল প্রত্যক্ষে ॥ ৪১ ॥

যদিও বিশ্বস্তর বলদেবত নহেন, তথাপি তাঁহার প্রকাশস্বরূপ বলদেবের ভাব গ্রহণ করিয়া পালঙ্কোপরি উঠিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ—বলদেবতত্ত্ব। বলদেবতত্ত্বে যে লীলাসমূহ বর্তমান, তাহা প্রদর্শন করিবার উদ্দেশে স্বরূপ স্তম্ভোৎসবের বলদেবের ভাবে বিভাবিত হইবার লীলা দেখাইলেন ॥ ৩৭ ॥

শ্রীগৌরহরির আজ্ঞা লাভ করিয়া নিত্যামন্দ প্রভু শ্রীহস্ত দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দরের হস্তে তাঁহার প্রাপ্তি হল-মুঘলাদি প্রদান করিলেন এবং শ্রীগৌরসুন্দরও স্বহস্ত পাতিয়া সেইগুলি গ্রহণ করিলেন ॥ ৪০ ॥

কোন কোন দর্শক হল-মুঘলাদি প্রত্যক্ষভাবে দর্শন না করিয়া কেবল পরস্পর পরস্পরের হস্তে আদান-প্রদান দেখিলেন অথবা কেবলমাত্র হস্ত দর্শন করিলেন। আবার কেহ কেহ বা প্রত্যক্ষ হল-মুঘলাদিও দর্শন করিলেন ॥ ৪১ ॥

প্রভু-কৃপায়ই প্রভুত্ব-জ্ঞান—

যারে কৃপা করে, সেই ঠাকুরে সে জানে ।

দেখিলেও শক্তি নাহি কহিতে কথমে ॥ ৪২ ॥

এ বড় নিগূঢ় কথা কেহ মাত্র জানে ।

নিত্যামন্দ ব্যক্ত সেই সর্ব-জ্ঞান-জ্ঞানে ॥ ৪৩ ॥

মহাপ্রভুর বাক্য-প্রার্থনা ও ভক্ত-প্রদত্ত

গঙ্গাজল-পানে কাদঘরী জ্ঞান—

নিত্যামন্দ-জ্ঞানে হল-মুঘল লইয়া ।

‘বাক্য’ ‘বাক্য’ প্রভু ডাকে মত্ত হঞা ॥ ৪৪ ॥

কারো বুদ্ধি নাহি ক্ষুরে, না বুঝে উপায় ।

অন্তোন্তে সবার বদন সবে চায় ॥ ৪৫ ॥

যুক্তি করয়ে সবে মনেতে ভাবিয়া ।

ঘট ভরি’ গঙ্গাজল সবে দিল লৈয়া ॥ ৪৬ ॥

সর্বগণে দেই জল, প্রভু করে পান ।

সত্য যেম কাদঘরী পিয়ে, হেন জ্ঞান ॥ ৪৭ ॥

ভক্তগণের রাম-স্ততিপাঠ, মহাপ্রভুর ‘নাড়া নাড়া’ রব

এবং ভক্তগণের জিজ্ঞাসাক্রমে ‘নাড়া’র সংজ্ঞা—

নির্দেশমূখে নিজ অবতার-মর্ম প্রকাশ—

চতুর্দিকে রাম-স্ততি পড়ে ভক্তগণ ।

‘নাড়া’, ‘নাড়া’, ‘নাড়া’ প্রভু বলে অনুকণ ॥ ৪৮ ॥

তথ্য। “পশুমানোহপি তু হরিং ন তু বেতি কথঞ্চন। বেতি কিঞ্চিৎ প্রসাধনং হরোরথ গুরোস্তথা।” (—ব্রহ্মতর্কে)। “অথাপি তে দেব পদাশ্রয়প্রসাধ-লেশাশ্রুগৃহীত এব হি। জানাতি তৎসং ভগবদ্রহিণো ন চান্ত একোহপি চিরং বিচিন্তয়” (—ভাঃ ১০।১৪।২৯)। “চক্ষুর্জিনা যথা দীপং ঘণা দর্শনমেব চ। সমীপস্থং ন পশন্তি তথা বিষ্ণুং বহির্গুণাঃ ॥” (—পাগোস্তর খণ্ডে ৫০ অঃ) ॥ ৪২ ॥

নিত্যানন্দের নিকট হইতে গৌরচন্দ্র বলদেবের হল-মুঘলাদি লইয়া ‘বাক্য’, ‘বাক্য’ প্রভৃতি উচ্চরবে ‘মত্ত’ চাহিতে লাগিলেন। নিকটস্থ শ্রোতৃবর্গ ‘মত্ত’, ‘বাক্য’ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা কোন্ দ্রব্য আনিতে হইবে, বুঝিতে পারিলেন না। শ্রীগৌরচন্দ্র কেনই বা নিত্যানন্দের নিকট মত্ত প্রার্থনা করিতেছেন, ইহা বুঝিতে অসমর্থ হইয়া তত্রস্থ

সঘনে চুলান শির 'নাড়া', 'নাড়া' বলে ।

নাড়ার সন্দর্ভ কেহ না বুকে সকলে ॥ ৪৯ ॥

সবে বলিলেন,—“প্রভু, 'নাড়া' বল কারে ?”

প্রভু বলে,—“আইলু যুগে বাহার লুকায়ে ॥ ৫০ ॥

‘অধৈত আচার্য’ বলি’ কথা কহ যা’র ।

সেই ‘নাড়া’ লাগি’ মোর এই অবতার ॥ ৫১ ॥

মোহারে আনিলা নাড়া বৈকুণ্ঠ থাকিয়া ।

নিশ্চিন্তে রহিল গিয়া হরিদাস লৈঞা ॥ ৫২ ॥

সকীর্তন-আরম্ভে মোহার অবতার ।

ঘরে ঘরে করিমু কীর্তন-পরচার ॥ ৫৩ ॥

বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকে প্রেম-প্রদানে

প্রভুর প্রতিশ্রুতি—

বিজ্ঞান-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্তার মদে ।

মোর ভক্তস্থানে যা’র আছে অপরাধে ॥ ৫৪ ॥

সে অধম সবারে না দিমু প্রেমধোণ ।

মগরিয়া প্রতি দিমু জ্ঞানির ভোগ ॥ ৫৫ ॥”

মহাপ্রভুর বাহ্যপ্রাপ্তি, ভক্তগণকে আলিঙ্গন ও অপরাধ-

ক্ষমাণনলীলা-দর্শনে ভক্তগণের হস্ত এবং

নিত্যানন্দের প্রেমাবেশ—

শুনিয়া আমন্দে ভাসে সর্বভক্তগণ ।

কণেকে সুস্থির হৈলা শ্রীশচীনন্দন ॥ ৫৬ ॥

‘কি চাকল্য করিলাও’—প্রভু জিজ্ঞাসয় ।

ভক্তসব বলে,—“কিছু উপাধিক নয়” ॥ ৫৭ ॥

সবারে করেন প্রভু প্রেম-আলিঙ্গন ।

“অপরাধ মোর না লইবা সর্বক্ষণ” ॥ ৫৮ ॥

হাসে সর্বভক্তগণ প্রভুর কথায় ।

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু গড়াগড়ি যায় ॥ ৫৯ ॥

ভক্তগণ একে অতের দিকে বিশ্বাসিত হইয়া চাহিতে লাগিলেন । ৪৪-৪৫ ॥

কাদম্বরী,—[কু (নৌ) হইয়াছে অধর (বসন) বাহার, কদম্বর (বলরাম) + ক জ্বলিলে জপ্] গুড় হইতে প্রস্তুত মত্ত ॥ ৪৭ ॥

রামস্তুতি,—বলরামের স্তব । নাড়া—মধ্য ২২৬৪ সংখ্যার গোড়িয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

সন্দর্ভ,—ভাষ্য, গুঢ়ার্থ, রহস্য । “গুঢ়ার্থত্ব প্রকাশিত সাংক্ৰান্তিঃ শ্রেষ্ঠতা তথা । নানার্থবৎ বেদ্যং সন্দর্ভঃ কথ্যতে বুধৈঃ ॥” ৪৯ ॥

তথ্য । “স্বর্ণগৌরঃ সুরীষাজজিহ্বাত-তীরসজ্জবঃ । দম্বালুঃ কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌ যুগে ॥” (—সৌরপুরাণ) । “কৃষ্ণবর্ণং বিবাহকৃষ্ণং সাক্ষোপাঙ্গাঙ্গপার্ষদম্ । ষট্কেঃ সঙ্কীর্তন-প্রারম্ভজন্তি হি সুমেধসঃ ॥” (—ভাঃ ১১।৫।৩২) ॥ ৫৩ ॥

বিজ্ঞান, ধর্মমদ, কুলমদ, জ্ঞানমদ, তপোমদগ্রস্ত ব্যক্তিগণের ভগবত্বস্তের নিকট থাকে । ইহারী বৈষ্ণবাপরাধী বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমের অধিকারী নহে । ব্রহ্মাদির লভ্য ভগবৎপ্রেম আমি শ্রীমাদ্রামানন্দ-নবদ্বীপবাসী প্রত্যেক জনকে প্রদান করিব । মানবগণ অপেক্ষা দেবগণ ভগবানের অধিক প্রিয় । প্রাণিক অধিকারসমূহ দেবগণের

অঙ্গুগত পরিচয় নহে । সকল দেবই ভগবদ্রাধনা কবেন এবং তাঁহাদের ভগবদ্বিষয়ে শ্রীতির ভারতম্যাহুসারে বরা-বরতা নির্ভর করে । লক্ষ্মীদেবী হইতে শ্রী-সম্প্রদায়, চতুর্মুখ হইতে ব্রহ্ম-মাক্ষ-সম্প্রদায়, কন্দর্বেব হইতে বিষ্ণু-স্বামি-সম্প্রদায় এবং চতুঃসন হইতে নিম্বার্ক-সম্প্রদায় উৎপত্তি লাভ করিয়াছে । এই সাম্প্রদায়িক আচার্য-দেবগণ কেবলমাত্র আধিকারিক পরিচয়ে ভগবদ্বক্ত নহেন । আদিগুরু কার্য্য করিতে গিয়া তাঁহাদের ভগবদ্রূপাসনার কথা প্রমাণিত হইয়াছে । প্রাণিক লব্ধে আধ্যাত্মিকগণের দৃষ্টি অগ্রসারে তাঁহারা লভ্যভোগের সহিত সম্পৃক্ত হইলেও অবিশিষ্ট হরি-সেবাই তাঁহাদের নিত্যধর্ম । “অনৈর্ঘ্যাক্রান্ত শ্রীভিরেধমানমদঃ পূমান্ । নৈবাহঁত্যাভিধাতুং বৈ স্বামিককনগোচরম্ ॥”—শ্রীকৃষ্ণ-দেবীর এই বাক্য হইতে জানা যায় যে, ‘অন্য’ শব্দে কুল, ‘ঐর্ঘ্য’ শব্দে ধন, ‘ক্রান্ত’ শব্দে জ্ঞান, বিজ্ঞা ও তপস্তা এবং ‘শ্রী’ শব্দে বিজ্ঞা, ধর্ম, কুল, জ্ঞান, তপস্তা-মদ উদ্ভিষ্ট হইয়াছে । শ্রীহরিকীর্তন-প্রভাবে প্রেমভক্তি লভ্য হয় । সুতরাং বাহ্যদের জন্ম, ঐর্ঘ্য, ক্রান্ত ও শ্রী মদ প্রবল, তাঁহারা ভগবান্কে ভগবানের আশ্রয়গ্রহণোদ্দেশে ডাকিতে কচিবিশিষ্ট না হওয়ার তাঁহাদের প্রেমভক্তি লভ্য হয় না,

লক্ষ্যরূপে নহে নিত্যানন্দের আবেশ।
 প্রেম-রসে বিহ্বল হইলা প্রভু 'শেখ' ॥ ৬০ ॥
 "কণে হাসে, কণে কান্দে, কণে দিগম্বর।
 বাল্যভাবে পূর্ণ হৈল সর্ব-কলেবর ॥ ৬১ ॥
 কোথায় থাকিল দণ্ড, কোথায় কমণ্ডল।
 কোথা বা বলন গেল, মাছি আদি-মূল ॥ ৬২ ॥
 চঞ্চল হইলা নিত্যানন্দ মহাবীর।
 আপনে ধরিয়া প্রভু করিলেন স্থির ॥ ৬৩ ॥
 মহাপ্রভুর বাক্যে নিত্যানন্দের সৈধ্য—
 চৈতন্তের বচন-অঙ্কুর সবে মানে।
 নিত্যানন্দ-মন্তসিংহ আর মাছি জামে ॥ ৬৪ ॥
 "স্থির হও, কালি পূজিবারে চাহ ব্যাস।"
 স্থির করাইয়া প্রভু গেলা নিজ বাস ॥ ৬৫ ॥
 নিত্যানন্দের ভাবাবেশে নিজদণ্ড-কমণ্ডল—
 ভক্তগণ চলিলেন আপনার ঘরে।
 নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসমন্দিরে ॥ ৬৬ ॥

কথো রাজে নিত্যানন্দ ছাড়ার করিয়া।
 নিজদণ্ড-কমণ্ডল ফেলিয়া তাজিয়া ॥ ৬৭ ॥
 ঈশ্বরের চরিত্র অজ্ঞের দুজ্ঞেয়—
 কে বুঝয়ে ঈশ্বরের চরিত্র অখণ্ড।
 কেমে তাজিলেন নিজ কমণ্ডল-দণ্ড ॥ ৬৮ ॥
 প্রভাতে উঠিয়া দেখে রামাই পণ্ডিত।
 ভাল দণ্ড-কমণ্ডল দেখিয়া বিস্মিত ॥ ৬৯ ॥
 নিত্যানন্দের লীলা-জ্ঞাপনার্থ মহাপ্রভু-সমীপে
 শ্রীবাসের রামাইকে প্রেরণ—
 পণ্ডিতের স্থানে কহিলেন ভক্তকণে।
 শ্রীবাস বলেন,—“যাও ঠাকুরের স্থানে” ॥ ৭০ ॥
 রামাই-মুখে দণ্ড কমণ্ডল-তত্ত্ব-ব্যাপার-প্রবণে মহাপ্রভুর
 আগমন, নিত্যানন্দকে লইয়া গঙ্গানানে গমন ও
 দণ্ড গঙ্গায় নিক্ষেপ—
 রামাইর মুখে শুনি' আইলা ঠাকুর।
 বাছ মাছি, নিত্যানন্দ হাসেন প্রচুর ॥ ৭১ ॥

পরন্তু নিক্ষেপন বৈষ্ণবের মদ-বিপ্লব বশবর্তিতার অভাবে
 কৃষ্ণকীর্তনে ষাভাবিক রুচি। বিভাদি-মদগ্রস্ত জনের
 বৈষ্ণবের চরণে ষাভাবিক অপরাধ নৈসর্গিক ধর্ম্মে
 লক্ষিত হয়। ব্রহ্মাদির ভোগই—প্রেমযোগ ॥ ৫৪-৫৫ ॥

শ্রীগৌরহরি এইসকল কথা বলিয়া শ্রোতৃবর্গের অধি-
 কার বিবেচনাপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে লিজঙ্গা করিলেন,—
 “আমার উক্তিভেদ কি ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে?”
 ভক্তগণ তত্ত্বতরে বলিলেন,—“তোমার কথার স্থূল-সূক্ষ্ম-
 উপাদি-সম্বন্ধীয় কোন অবাস্তব কথা অভিযুক্ত হয় নাই।
 জীবমাত্রেই ব্যবহারিক স্থূল-সূক্ষ্মাত্মক দৃষ্টজগতের লগ্নভঙ্গুর
 বাক্য লইয়াই ব্যস্ত থাকে। তোমার কথা নিত্যজ্ঞানানন্দ-
 প্রদ, উপাধিবিজ্ঞিত, বাস্তবসত্য ॥ ৫৭ ॥

‘শেখ’-নামক বিষ্ণু ষাঁহার বিকলাঙ্কুর, সেই নিত্যানন্দ
 প্রভুকে এখানে ‘শেখ’-আখ্যায় আখ্যাত করা হইয়াছে।
 অংশীভেৎ অংশের অবস্থান বলিয়া অথবা অংশী, অংশ
 —উভয়ে বিকৃত্য বলিয়া নিত্যানন্দ-প্রভুকে ‘শেখ’-আখ্যায়
 আখ্যাত করার কোনপ্রকার তৎপ-বিরোধ হয় নাই।
 “কৃষ্ণের শেখতা পাত্রা ‘শেখ’-নাম ধরে ॥ সেই ত অনন্ত

যাঁ’র কহি এক কলা। হেন প্রভু নিত্যানন্দ, কে জানে
 তাঁর লীলা ॥” (—চৈঃ চঃ আঃ ৫১২৪-১২৫) ॥ ৬০ ॥

বচনানুশ্রু—মন্তহস্তীর নিয়ামক লোহদণ্ডকে ‘অঙ্কুর’
 বলে। শ্রীচৈতন্তদেবের বাক্যরূপ লোহ-দণ্ড জীবের মন্ততা
 ও উচ্ছ্বলতার সংশোধক বলিয়া ‘বচনানুশ্রু’-শব্দে
 অভিহিত করা হইয়াছে ॥ ৬৪ ॥

যতি ও ব্রহ্মচারীর ব্যবহার্য্য কমণ্ডলু—জলভাজন।
 গৃহহরণের বহু পাত্র পাকার তাঁহাদের শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচারে
 বিভিন্ন পাত্রসমূহ আছে। যতিগণের একমাত্র পাত্র—
 কমণ্ডলু। তদ্বারাই সকল-শ্রেণীর কার্য্য তাঁহাদের নির্বাহ
 করিতে হয়। অলাবু—‘যতি-পাত্র’ বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত
 আছে। ব্রহ্মচারিগণেরও যতিসেবা বিহিত হওয়ার গুণের
 কমণ্ডলু-বহনরূপ কার্য্য আছে। গৃহস্থ অধ্যাপকের
 নিকট উপকূর্ণাণ-ব্রহ্মচারী আশ্রম-বিশেষে বাস করেন।
 ব্রহ্মচারী পরিব্রাজক সন্ন্যাসীর যতি-পাত্র কমণ্ডলু-বহন
 করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দরূপ কোন মতে শ্রীলক্ষ্মী-
 পতি তীর্থের সহিত ব্রহ্মচারিগণে অবহিত হওয়ার তাঁহার
 কমণ্ডলু ও ব্রহ্মচারীর দণ্ড (যদিও-পলাশ-বংশের অন্ততম) ॥

দণ্ড লইলেন প্রভু শ্রীহন্তে তুলিয়া।

চলিলেন গঙ্গাস্নানে নিত্যানন্দ লৈঞা ॥ ৭২ ॥

শ্রীবাসাদি সবাই চলিল গঙ্গাস্নানে।

দণ্ড খুইলেন প্রভু গঙ্গায় আপনে ॥ ৭৩ ॥

নিত্যানন্দেব চাকল্য—

চকল শ্রীনিত্যানন্দ না মানে স্বচন।

তবে একবার প্রভু করয়ে ভর্জন ॥ ৭৪ ॥

কুস্তীর দেখিয়া তা'রে ধরিবারে যায়।

গদাধর-শ্রীনিবাস করে 'হায় হায়' ॥ ৭৫ ॥

সাঁতারে গঙ্গার মাঝে নির্ভয়-শরীর।

চৈতন্যের বাক্যে মাত্র কিছু হয় শির ॥ ৭৬ ॥

ব্যাগ-পূজনার্থ মহাপ্রভুর নিতাইকে আদেশ—

মিত্যামন্দ-প্রতি ভাকি' বলে বিশ্বস্তর।

"ব্যাগ-পূজা আসি' ঝাট করহ সত্তর ॥" ৭৭ ॥

প্রভুবাক্যে নিত্যানন্দের মহাপ্রভুসহ প্রত্যাবর্জন

এবং ভক্তগণের কীৰ্ত্তন—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য উঠিল তখনে।

স্নান করি' গৃহে আইলেন প্রভু-সনে ॥ ৭৮ ॥

আসিয়া মিলিল সব-ভাগবতগণ।

নিরবধি 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' করিছে কীৰ্ত্তন ॥ ৭৯ ॥

ব্যাগপূজার আচার্য্য শ্রীবাসকর্তৃক সৰ্ব্বকার্য্য-সম্পাদন—

শ্রীবাসপণ্ডিত ব্যাগ-পূজার আচার্য্য।

চৈতন্যের আজ্ঞায় করেন সৰ্ব্ব-কার্য্য ॥ ৮০ ॥

ছিল; কোন সতে—শ্রীমাদ্বেজপুত্রীপাদের ব্রহ্মচারি-
রূপে প্রভু নিত্যানন্দ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। বর্তমান
কালে তীর্থ ও আশ্রম-নামক সন্ন্যাসিগণের ব্রহ্মচারীকে
'ব্রহ্মণ'-নামে আখ্যাত করা হয়। সরস্বতী, ভারতী ও
পূরী-সম্প্রদায়ের যতিগণের ব্রহ্মচারী 'চৈতন্য'-নামে
অভিহিত হন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্রহ্মচারি-আখ্যা—
'ব্রহ্মণ' ছিল। তাহা হইতেই তীর্থের ব্রহ্মচারী বলিয়া
কেহ কেহ তাঁহাকে 'মাদ্বেজপুত্রীর অহুগ' বলিবার
পরিবর্ষে 'সন্ন্যাপতি তীর্থের অহুগ' বলিয়া বিচার করেন।
দণ্ড—একদণ্ড ও ত্রিদণ্ড-ভেদে দ্বিবিধ। (আ: ১।১৫৭
এবং ২।১৬২ গৌড়ীর-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু যীর দণ্ড ও কমণ্ডলু প্রভৃতি ব্যাগ-
পূজার পূর্বেই উচ্ছ্রলতা প্রকাশপূর্বক ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন।
প্রেম-বিকারে বৈধী ভক্তির উপাদান-সমূহ ও বাহুনিষ্ঠা
ভ্যস্ত হয়। তাই বলিয়া বিশৃঙ্খলতা-সাধনকর 'এ' চড়ে
পাকা' হইলে রসিক-নামে পরিচয় পাইতে বাধা হয় ॥ ৬৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নিজ কমণ্ডলু ও দণ্ড কোন
উদ্দেশ্যে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন, তাহা নির্দেশ করিতে শিয়া
অনেকের দ্বারা অনেকপ্রকার ধারণার উদয় হয়। সেই-
সকল আধ্যাত্মিক ধারণার সহিত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর
উদ্দেশ্যের কতদূর সঙ্গতি আছে, তাহাই বিচার্য্য। কেহ
বলেন,—ভগবত্বেপালনার বিধি-চিহ্ন প্রভৃতির আবশ্যকতা

নাই; রাগের পথে এগুলি অন্তরায় মাত্র। অপর প্রক
বলেন,—রাগপথের অন্তরায় আনিয়া অনধিকারীর বিধি-
ভঙ্গে উচ্ছ্রলতা উপস্থিত হয়। "শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-
পঞ্চরাত্রবিধি বিনা। একান্তিকী হরেকৃষ্ণকংপাতাইব
কেবলম্ ॥" শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর জ্ঞান অবধূত পরমহংসের
বৈধ যতির ব্রহ্মচারি-চিহ্ন জগতের ধর্ম্মদর্শনে নানাপ্রকার
ভক্তিবাধক ধারণা উৎপন্ন করিবে, এজন্য বর্ণাশ্রমের বিধি-
সমূহের অতীত প্রভু নিত্যানন্দের এইসকল আনুষ্ঠানিক
ব্যাপার অপসারিত হইয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া বাহারা
জড়ভিনিবেশ-বশত: আনুকরণিক-রূপে কৃত্রিমতাবলম্বনে
নিজ মহিমা-বিস্তারের উদ্দেশ্যে অধিকার-বহির্ভূত কার্য্য
করিবেন, তদ্বারা তাঁহাদের কোন মঙ্গল হইতে পারে না।
সকল অনধিকারীই কিছু অধিকারী নহে। "নৈতৎ
সমাচরেজ্জাত মনশাপি হনৌধবঃ। বিনশ্চত্যাচরমোঢ্যাদ্-
বধাংকজ্জোহকিজং বিষম্ ॥" (ভা: ১০।৩৩.৩০) প্রভৃতি
উপদেশের যেন অনাদর না হয়। "কো বেত্তি ভূমন্ ভগবন্
পরান্ন যোগেখরোত্তীৰ্ত্তবতজ্জলোক্যাম্। ক বা কথং বা
কতি বা কদেতি বিস্তারন্ ক্রীড়সি বোগমারাম্ ॥"
(শ্রীমদ্ভাগবত ১০।১৪।২১) ॥ ৬৮ ॥

'ঠাকুরের স্থানে'—শ্রীগৌরহরন্দের নিকট ৬৭ ॥

মহাপ্রভু স্বয়ং নিত্যানন্দ-ব্রহ্মণের দণ্ড পদার প্রক্ষেপ
করিলেন ॥ ৭৩ ॥

মধুর মধুর সবে করেন কীর্তন।

শ্রীবাসমন্দির হৈল বৈকুণ্ঠভবন ॥৮১॥

সর্ব-প্রাণ-জাতা সেই ঠাকুর পণ্ডিত।

করিল। সকল কার্য যে বিধিবোধিত ॥৮২॥

শ্রীবাসেক নিত্যানন্দ-চক্রে মালা প্রদান ও

ব্যাসকে নমস্কারার্থ অনুরোধ—

দিব্য-গন্ধ সহিত স্তম্ভর বনমালা।

মিত্যামল হাতে দিয়া কহিতে লাগিলা ॥৮৩॥

“শুভ শুভ মিত্যামল এই মালা ধর।

বচন পড়িয়া ব্যাসদেবে মমস্কর’ ॥৮৪॥

শাস্ত্রবিধি আছে মালা আপনে সে দিবা।

ব্যাস তুই হৈলে সর্ব অতীষ্ট পাইবা ॥”৮৫॥

মিত্যামলের তুজের ভাব ও চতুর্দিকে নিরীক্ষণ—

“শুভ শুভে মিত্যামল—করে, ‘হয় হয়’।

কিসের বচন-পাঠ প্রবোধ না লয় ॥৮৬॥

কিবা বলে ধীরে ধীরে বুঝি না যায়।

মালা হাতে করি’ পুনঃ চারি দিকে চায় ॥৮৭॥

মহাপ্রভুর নিকট শ্রীবাসেব নিত্যানন্দ-ব্যবহার-কথন,

বচাপ্রভুর নিতাই-সমীপে আগমন ও নিত্যানন্দের

ব্যাসাবতারী গৌরমস্তকে মালা প্রদান—

প্রভুরে ডাকিয়া বলে শ্রীবাস উদার।

“মা পুজেন ব্যাস এই শ্রীপাদ তোমার ॥”৮৮॥

শ্রীবাসের বাক্য শুনি’ প্রভু বিশ্বম্ভর।

ধাইয়া সম্মুখে প্রভু আইলা সঙ্কর ॥৮৯॥

প্রভু বলে,—“মিত্যামল শুভ বচন।

মালা দিয়া কর ষাট ব্যাসের পূজন ॥”৯০॥

দেখিলেন মিত্যামল প্রভু বিশ্বম্ভর।

মালা তুলি’ দিলা তাঁর মস্তক-উপর ॥৯১॥

বিশ্বম্ভরের বড়-ভুজ প্রদর্শন ; তদর্শনে মিত্যামলে

মূচ্ছানো। এবং ভীত ভক্তগণের কৃষ্ণস্বরূপ—

টাঁচর চিকুরে মালা শোভে অতি ভাল।

হয় ভুজ বিশ্বম্ভর হইলা তৎকাল ॥৯২॥

শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, শ্রীহল-মূল।

দেখিয়া মুচ্ছিত হইলা মিডাই বিম্বল ॥৯৩॥

বড়-ভুজ দেখি’ মুচ্ছা পাইলা মিডাই।

পড়িলা পৃথিবীতলে—ধাতু-মাত্র মাই ॥৯৪॥

তয় পাইলেন সব বৈষ্ণবের গণ।

“রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ,” করেন স্মরণ ॥৯৫॥

ছকার করেন জগন্নাথের মন্মথ।

কক্ষে তালি দেই’ যম বিশাল গর্জন ॥৯৬॥

মহাপ্রভু কর্তৃক মিত্যামলের চৈতন্য-সম্পাদন-মুখে

মিত্যামলের অবতার-মর্শ-প্রকাশ—

মুচ্ছা গেল মিত্যামল বড়-ভুজ দেখিয়া।

আগমে চৈতন্য ভোলে গায় ছাত দিয়া ॥৯৭॥

“উঠ উঠ মিত্যামল, শির কর চিত।

সংকীর্ণ শুভ তোমার সমীহিত ॥৯৮॥

যে কীর্তন মিমিত্ত তোমার অবতার।

সে তোমার সিদ্ধ হৈল, কিবা চাহ অন্যর ॥৯৯॥

শ্রেমভক্তির একমাত্র ভাণ্ডারী মিত্যামল-প্রভু—

তোমার সে শ্রেম-ভক্তি, তুমি শ্রেমস্বর।

বিনা তুমি দিলে কারো ভক্তি নাহি হয় ॥১০০॥

শ্রীবাস পণ্ডিত ব্যাস-পূজনে পৌরহিত্য করিলেন।
বিধিসম্মত সকল আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া সম্পাদিত হইল।
শ্রীবাস পণ্ডিত সকল শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার
গৃহ—সাক্ষাৎ বৈকুণ্ঠ। তথায় প্রচুর পরিমাণে কীর্তন
হইয়াছিল ॥৮২॥

শ্রীবাস পণ্ডিত নোগন্ধবৃত্ত বনজুলের মালিকা মিত্যা-
মলের হাতে প্রদান করিয়া ব্যাসকে নমস্কার করিলেন।
বলিলেন ॥৮৪॥

শ্রীবাসের বাক্যে শ্রীমিত্যামল প্রভু না হইয়া অশ্রুট-বয়ে
মালা হাতে করিয়া কিছু বলিতে বলিতে চারিদিকে
চাহিলেন। শ্রীবাসের উদ্দেশে নমস্কার বা মালিকা প্রদান
না করার মিত্যামলের এতাদৃশ ব্যবহার শ্রীবাস মহাপ্রভুর
নিকট অবগত করাইলে মহাপ্রভু মালা-দ্বারা শ্রীবাস-পূজা
করিবার জন্য মিত্যামল-প্রভুকে আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু
তাঁহার মস্তকের উপরে মিত্যামলকে মালা তুলিয়া দিতে
দেখিলেন। শ্রীবাস ধাঁহা আবেশাবতার, সেই মূল

আপনা সম্মতি' উঠ, নিজ-জন্ম চাহ।

যাহারে তোমার ইচ্ছা, তাহারে বিলাহ ॥১০১॥

নিত্যানন্দবিরোধী গৌর-প্রিয় নহে—

ত্বিলাঞ্জে তোমারে যাহার ঘেব রহে।

ভজিলেও সে আমার প্রিয় কভু নহে ॥১০২॥

নিত্যানন্দের চৈতন্য-প্রাপ্তি ও ষড়্ভূজ-

দর্শনে আনন্দ—

পাইলা চৈতন্য মিতাই প্রভুর বচনে।

হইলা আনন্দময় ষড়্ভূজ দর্শনে ॥১০৩॥

বহুকে মাল্য প্রদান করিয়া শ্রীনিত্যানন্দের ব্যাসপুঞ্জার সমাধান হইল। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবে স্বীয় প্রকাশাবতাব-সমূহ, শক্তি ও ভক্ত—সকল তবই সমাহিত আছে। সুতরাং “যথা তরোমূলনিষেচনেন” শ্লোকের তাৎপর্যানুসারে এবং “সৎসং বিতুঙ্গং বহুদেব-শব্দিতং” শ্লোকের বিচারমতে এই মূল আকর বস্তু শ্রীচৈতন্যদেবের পূজাতে সকল গুণের পূজাই হইয়া যায়। শ্রীশুরপারম্পর্য্য-বর্ণনেও শাস্ত্র বলেন,— “শ্রীকৃষ্ণ-ব্রহ্ম-দেবর্ষি-বাদরায়ণ-সংস্ককান্। শ্রীমধ্ব-শ্রীপদ্মনাভ-শ্রীমদ্ব-হরি-মাধবান্ ॥ অক্ষোভ্য-জয়তীর্থ-শ্রীজ্ঞানসিদ্ধ-দয়া-নিধৌ ॥ শ্রীবিজ্ঞানিধি-রাজেন্দ্র-জয়ধর্মান্ ক্রমাধ্বম্ ॥ পুরুষোত্তম-ব্রহ্মণ্য-বাসুদেব-সংস্কমঃ ॥ ততো লক্ষ্মীপতি-শ্রীমধ্বাধবেঙ্গক ভক্তিতঃ ॥ তচ্ছিত্যান্ শ্রীধর্ষাঈতনিত্যানন্দান্ অগঙ্গাঙ্গন ॥ দেবমৌখ্যবিশিষ্ট শ্রীচৈতন্যক ভজ্যমহে ॥” ১১ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব শোভমানা মালিকা ধারণ করিয়া নিজ ভূজবটক প্রদর্শন করিলেন। সেই ছয়টি হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, ত্রিহল ও মৃগল প্রদর্শন করায় নিত্যানন্দ প্রেম-বিহ্বলিত হইয়া মুচ্ছিত হইলেন ॥ ১০৩ ॥

শ্রীগৌরহৃদয়ের ষড়্ভূজ দর্শন করিয়া প্রভু নিত্যানন্দ মুচ্ছিত হওয়ার মহাপ্রভু তাঁহাকে হস্ত দ্বারা উত্তোলন পূর্ব্বক বলিলেন,— “স্থিরচিত্ত হইয়া তোমার প্রবর্তিত সঙ্কীর্ণ প্রবণ কর ॥” ১১-১৮ ॥

ইহজগতে হরিকথার হৃদিক হওয়ার তুমি সেই কথা কীর্তন করিতে ও করাইতে গোলোক হইতে অবতীর্ণ হইয়াছ। সেই কার্য্য এক্ষণে সিদ্ধিলাভ করিল, তোমার আর কি প্রার্থনা আছে? ১২ ॥

ষড়্ভূজাদি-দর্শনে নিত্যানন্দের বিস্ময়ের রহস্য—

যে অনন্ত-রূপে বৈসেন গৌরচন্দ্র ॥

সেই প্রভু অবিস্ময় জ্ঞান নিত্যানন্দ ॥১০৪॥

ছয়ভূজদৃষ্টি তানে কোন অদভুত।

অবতার-অমুরূপ এ সব কোভূক ॥১০৫॥

রঘুনাথ-প্রভু যেন পিণ্ডদান কৈলা।

প্রত্যক্ষ হইয়া তাহা দশরথ লইলা ॥১০৬॥

সে যদি অদভুত, তবে এহো অদভুত।

নিশ্চয় সকল এই কৃষ্ণের কোভূক ॥১০৭॥

তুমি ভগবানের সর্ব্বপ্রধান ভক্ত—মুকুন্দপ্রোষ্ঠ। তোমাকে ছাড়িয়া কেহই ভগবানের সেবা লাভ করিতে সমর্থ নহে। প্রেমভক্তি তোমারই সম্পত্তি, তুমি লীলাং সেবাবিগ্রহ ॥ ১০০ ॥

তুমি প্রেমভক্তিবিশ্বলিত হইয়া আত্মহারা হইয়াছ। এক্ষণে ঐ প্রকার চিত্তবৃত্তি সঞ্চরণ করিয়া যাহাকে তোমার ইচ্ছা, তদনুরূপ প্রেম বিতরণ কর। তোমাব নিজ অমুগত জনের প্রতি গুণদৃষ্টিপাত কব ॥ ১০১ ॥

হে নিত্যানন্দ, তোমার প্রতি বাহার অতি সামান্য মাত্র বিরাগ আছে এবং তদ্বশবস্তী হইয়া তোমার সেবার বিধে-বুদ্ধি করে, তাদৃশ ব্যক্তি যদি আমাকেও ভজন করে, তাহা হইলেও ঐরূপ ব্যক্তিকে আমি কখনও আদর করিতে পারি না ॥ ১০২ ॥

শ্রীমহাপ্রভুর বাক্যে নিত্যানন্দের চৈতন্যোদয় হইল। তিনি শ্রীগৌরহৃদয়ের ষড়্ভূজ দর্শন করিয়া আনন্দে মগ্ন হইলেন ॥ ১০৩ ॥

যে অনন্তদেবের রূপে গৌরচন্দ্র বাস করেন, সেই প্রভু অনন্তদেবই—‘নিত্যানন্দ’। ইহাতে বিন্মিত হইবার বা সন্দেহ করিবার কোনও কারণ নাই। নিঃসন্দেহে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে ‘বলরাম’ বলিয়া জান ॥ ১০৪ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু কর্তৃক শ্রীগৌরহৃদয়ের ষড়্ভূজ মূর্ত্তি-দর্শন আর আশ্চর্য্যের কথা কি? গৌরলীলার প্রয়োজনীয়ভাষ্যসারে এই সকল কোভূহল-পূর্ণ দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীগৌরহৃদয়—অবতীর্ণ-তত্ত্ব। সুতরাং তাঁহাতে প্রকাশ-তত্ত্বের হইল-মুদ্রল এবং বিষ্ণু-বিগ্রহের অন্ত-চতুষ্টয় ভূজবটকে

নিভা গৌরকৃষ্ণ-দাত্তই—ব্রহ্মদেবভিন্ন

নিভ্যানন্দ-নিভা স্বভাব—

নিভ্যানন্দস্বরূপের স্বভাব সর্ববধা।

ভিলার্কে দান্তভাব না হয় অজ্ঞাধা ॥১০৮॥

লক্ষ্মণের স্বভাব যে ছেন অনুক্ষণ।

সীতাবল্লভের দান্ত মন-প্রাণ-ধন ॥১০৯॥

এই মত নিভ্যানন্দস্বরূপের মন।

চৈতন্যচন্দ্রের দান্তে প্রীত অনুক্ষণ ॥১১০॥

মহাপিহ অনন্ত ঈশ্বর নিরাশ্রয়।

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের হেতু জগদ্বয় ॥১১১॥

সর্ব-সৃষ্টি-তিরোভাব যে সময়ে হয়।

তখনো অনন্তরূপ 'সত্য' বেদে কয় ॥১১২॥

তথাপিহ শ্রীঅনন্তদেবের স্বভাব।

নিরবধি প্রেম-দান্তভাবে অনুরাগ ॥১১৩॥

যুগে যুগে প্রতি অবতারে অবতারে।

স্বভাব তাঁহার দান্ত, বৃক্কি বিচারে ॥১১৪॥

শ্রীলক্ষ্মণ-অবতারে অনুক্ষণ হইয়া।

নিরবধি সেবেন অনন্ত, দান্ত পাইয়া ॥১১৫॥

অন্ন-পানি-মিষ্টা ছাড়ি' শ্রীরামচরণ।

সেবিয়াও আকাঙ্ক্ষা না পূরে অনুক্ষণ ॥১১৬॥

জ্যেষ্ঠ হইয়াও বলরাম-অবতারে।

দান্তযোগ কহু না ছাড়িলেন অন্তরে ॥১১৭॥

'স্বামী' করি' শব্দে সে বলেন কৃষ্ণ প্রতি।

ভক্তি বিনা কখন না হয় অজ্ঞ মতি ॥১১৮॥

ধারণ কিছু বিচিত্র নহে। শ্রীপত্নী নিভ্যানন্দ সেই আকব
বিকুবলভে তদন্তকৃত স্ব-স্বরূপে হল-মুগ্ধ ও শত্রু-চক্রাদি
অস্ত্র-চতুষ্টয় দর্শন করিতে সমর্থ। এ জন্মই শ্রীল কবিরাজ
গোস্বামী 'কৃষ্ণচৈতন্য' সংজ্ঞায় স্বরূপ, প্রকাশ, অবতার
প্রভৃতি তত্ত্ব সম্বলিত করিয়াছেন। স্বরূপ-তত্ত্ব হইতে
প্রকাশ, অবতার, শক্তি, ভক্ত ইগারা পৃথক্ নহেন। ঐ
সকল প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্নভাবে কৃষ্ণচৈতন্যের অন্তর্ভুক্ত
হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সহিত বৈশিষ্ট্য সম্পাদন করেন। এই
অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব-প্রদর্শন-কল্পেই শ্রীগৌরলীলায় শ্রীনিভ্যা-
নন্দ প্রভৃকে বড়ভূজ প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥ ১০৫ ॥

যেদূর রামচন্দ্র জীবিতোত্তর-কালে স্বীয় পিতার পিও
প্রদান করিবার সময় দশবধ স্বয়ং আসিয়া পিও গ্রহণ
করিয়াছিলেন, সেই প্রকার শ্রীনিভ্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌর-
হৃদয়কে পূজ্যোচিত মালা-প্রদানকালে তাঁহাতে সন্নিবিষ্ট
ভূজবটক দেখিতে পাইলেন ॥ ১০৬ ॥

যদি দশরথের রামচন্দ্র হইতে পিওগ্রহণ লোক-বোধ্য
না হইয়া বিশ্ব উৎপাদন করিতে পারে, তাহা হইলে এই
ঋটনায় বিশ্ব উৎপাদিত হইবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা
কি? এ সকলই কৃষ্ণের অলৌকিক ক্রীড়া ॥ ১০৭ ॥

শ্রীনিভ্যানন্দ-স্বরূপের স্বাভাবিক ভূতালীলায় অতি
স্থল কালের অন্তর্ভুক্ত ভগবৎসেবা-বহিত ভাব নাই। তিনি
নিরন্তর গৌরহৃদয়ের সর্বতোভাবে দান্তব্যক্ত আর কোন

চেষ্টা করেন না। “ঈশ্বরেব সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥”
(—চৈঃ চঃ আঃ ৫:১২০) ॥ ১০৮ ॥

যেদূর সীতা বল্লভ রামচন্দ্রের সেবায় লক্ষ্মণের সেবা-
প্রবৃত্তির স্বাভাবিক নৈবদ্যগ্য লক্ষিত হয়, সেই প্রকার
ভগবান্ গৌরচন্দ্রেব সেবায় নিভ্যানন্দেও সর্বক্ষণ অপ্রতি-
হতা চেষ্টা ॥ ১০৯ ॥

যদিও ভগবান্ বিষ্ণু অস্ত-বহিত, সকলের প্রভু এবং
অপর কোন বস্তুর আশ্রয় স্বীকার করিবার অযোগ্য, তথাপি
তিনি সকল জগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই জগতে জন্ম-স্থিতি-
ভঙ্গের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত ॥ ১১১ ॥

বেদশাস্ত্র বলেন,—তিনি অনন্ত, ঈশ্বর, নিরাশ্রয়, সর্ব-
জগৎ-প্রবিষ্ট, দৃশ্য জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র
কারণ, তাহা হইলেও তত্ত্বকার্থ্য প্রকট করাইবার জন্ত
তত্ত্বকালে প্রপঞ্চে অনন্তরূপে প্রকাশিত হন ॥ ১১২ ॥

প্রাপঞ্চিক-দর্শনে তিনি অনন্ত-স্বরূপে আধিকারিক
স্বভাব প্রদর্শন করিলেও নিরন্তর স্ব-চেষ্টায় সেবা-সেবক-
ভাবে অবস্থিত। ভজনীয় বস্তুর ভজন পরিত্যাগে তাঁহার
নিজ স্বরূপ কখনই বিকৃত হয় না ॥ ১১৩ ॥

শ্রীলক্ষ্মণ পান, ভোজন, শয়ন পরিত্যাগ করিয়া শ্রীরাম-
চন্দ্রের সেবায় সঙ্গরূপ বাস্তবিকপক্ষেও আশ্রয় সেবা
হইতেছে না বলিয়া মনে করেন। শ্রীরাম-সেবায় লক্ষ্মণের
আকাঙ্ক্ষা আর পূর্ণ হয় না, এইরূপ বিপুল সেবাবুদ্ধি ॥১১৪॥

সেই প্রভু আপনে অনন্ত মহাপ্রিয়।

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু জানিহ নিশ্চয় ॥১১৯॥

ইহাতে যে নিত্যানন্দ-বলরাম প্রতি।

ভেদ-বৃষ্টি হেন করে, সেই মূঢ়মতি ॥১২০॥

সেবাবিগ্রহে অবজ্ঞাকারী বিমুহানে অপরাধী—

সেবাবিগ্রহের প্রতি অনাদর যার।

বিমুহানে অপরাধ সর্বথা তাহার ॥১২১॥

—ব্রজা-মহেশ্বর-বন্দ্য কমলার নিত্য, স্বভাব

শ্রীভগবৎপাদপদ্ম ধোরা—

ব্রজা-মহেশ্বর-বন্দ্য যতপি কুমুদা।

ভবু তাঁর স্বভাব চরণসেবা-খেলা ॥১২২॥

শেষদেবের স্বভাব-ধর্ম—ভগবৎ সেবা—

সর্বশক্তিসমম্বিত 'শেষ' ভগবান।

তথাপি স্বভাবধর্ম, সেবা সে তাহান ॥১২৩॥

শ্রীরামাভ্যন্তরে অজুজ-স্বরে আধ্যাত্মিক দর্শনে সেবা-
সেবক-ভাবের বৈষম্য বিচারিত হয় না বটে, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণা-
ভ্যন্তরে তিনি অগ্রজ ও পূজ্য হইয়াও নিরন্তর অজুজের
ভূতা-বৃত্তিতে অবস্থিত ছিলেন। 'কত গুরু কত সখা, কত
ভূতা-দীনা। পূর্বে যেন তিন ভাবে ব্রজে কৈল খেলা ॥
যুব হঞা কৃষ্ণসনে মাধামাখি-বণ। কত কৃষ্ণ করে তাঁর
পাদ-সদ্বাহন ॥ আপনাকে ভূতা করি' কৃষ্ণ প্রভু জানে।
কৃষ্ণের কলার কলা আপনাকে মানে ॥' (—চৈঃ চঃ আদি
৫।১৩৫-১৩৭) ॥ ১১৭ ॥

শ্রীলদেব-প্রভু কৃষ্ণকে 'স্বামী' অর্থাৎ প্রভু-শব্দে
সম্বোধন করেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত সেই বলরামের কোন
সময়েই অস্ত্র বৃদ্ধি হয় না ॥ ১১৮ ॥

যে প্রভু ভগবানকে 'অনন্ত' হইয়া সেবা করেন, তাঁহাকে
'নিত্যানন্দ' বলিয়া জানিবে, আর যে প্রভু সেবক-নিত্যানন্দ
প্রভুর নিত্যসেবা নিত্যকাল গ্রহণ করেন, তাঁহাকে 'মহাপ্রভু
চৈতন্য' বলিয়া জানিবে (চৈঃ চঃ আঃ ৭।১৪ দ্রষ্টব্য) ॥ ১১৯ ॥

নিত্যানন্দ প্রভুই সাক্ষাৎ বলরাম। যিনি নিত্যানন্দ
প্রভুকে বলরাম ব্যতীত অত্র কোন বস্তু মনে করিবেন, তিনি
আরামুগ্ধ হইয়া বুদ্ধিভ্রষ্ট হইয়াছেন, জানিতে হইবে ॥ ১২০ ॥

ভজনীর বস্তুকেই 'সেবা-বিগ্রহ' বলে। যিনি ভজনীর
বস্তুর সেবা করেন, তাঁহাকে 'সেবা-বিগ্রহ' বলে। স্বরূপ
ব্রজেন্দ্রনন্দন—নিত্য-সেবা-বস্ত্র। স্বয়ং প্রকাশ বলদেব—
নিত্যসেবক বস্ত্র। আলঙ্কারিক—সেবার কৃষ্ণকে বিষয়-
বিগ্রহ এবং বলদেব-প্রমুখ বস্ত্র ও শক্তিসমূহকে 'আশ্রয়-
বিগ্রহ' বা 'সেবক-বিগ্রহ' বলা হয়। যিনি সেবা-বিগ্রহের
প্রতি অনাদর করিয়া স্নেহের আদর করেন, তাঁহার প্রতি
সেবা আদৌ সম্ভব হয় না এবং তাঁহার বিরক্তির বিষয়

হইয়া ভ্রান্তভ্রষ্টা অপবাদ-পকে নিমগ্ন হন। 'যে যে ভক্তজন্যে
পার্ব ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মন্তুস্তানাক্ষ যে ভক্তান্তে
মে ভক্ততমা মতাঃ ॥' (—আদিপুর্বাণ) ॥ ১২১ ॥

স্বয়ং প্রকাশ বলদেব প্রভু সর্ববর্ণও অত্যাশ্রয় বিমুগ্ধ
নিত্য প্রকট করাইয়া সকলের নিকট পূজা গ্রহণ করেন,
তাহা হইলেও তাঁহার সেবা প্রবৃত্তি স্বাভাবিক। এই কথা
লম্বনের জন্ত লক্ষ্মীদেবীর উদাহরণে বলিতেছেন,—ব্রজা-
মহেশ্বরের পূজ্য লক্ষ্মীরও স্বাভাবিকই চোঁটায় কৃষ্ণসেবাই
লক্ষিত হয়। চতুর্মুখ ও মহাকালের বন্দনীয় এবং সকলের
পূজ্য হইয়াও লক্ষ্মীদেবী ভগবৎসেবা করিয়া থাকেন।
"শ্রীকৃষ্ণিণী কণরতী চরণারবিন্দং লীলাধুজেন হরিসম্মনি
মুক্তদোষা। সংলক্ষ্যতে ক্ষটিককুড়া উপেতহেন্নি সর্গাক্ষতী
যদন্তগ্রহণেহতযত্নঃ ॥" (—ভাঃ ৩।১৫২১) অর্থাৎ যে লক্ষ্মী-
দেবীর অজুগ্রহ-লাভার্থ ব্রজাদি দেবগণও যত্ন করিয়া
থাকেন, সেই মনোহরমুখিধারিণী লক্ষ্মীদেবীকে চাপল্য
পরিত্যাগ পূর্বক (অথবা প্রসারিত বাহুল্য দ্বারা) মধ্যে
মধ্যে শ্রীহরির স্তব্ধসংযুক্ত ক্ষটিকময় ভবনে নৃপের মন্মথধূর
শব্দ করিতে করিতে হস্তধৃত লীলাকমল দ্বারা যেন ঐ গৃহের
মার্জিত-সেবার নিমুগ্ধা বলিয়া লক্ষিত হয়। "ব্রজাদি বহু
ভিৎ যদপাক্ষ্যোক্ষকামান্তপঃ সমচরন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ।
স। শ্রীঃ স্ববাসমরবিন্দবনং বিহায় যৎপাদসৌভগমলং ভজতেহমু-
রস্তা ॥" (—ভাঃ ১।১৬৩৩) অর্থাৎ ব্রজাদি দেবগণ ভগবানে
প্রপন্ন হইয়াও, যে কমলার কিঞ্চিৎকরণাকটফলাভের
আশায় বহুকাল তপস্বী করিয়াছিলেন, সেই কমলা
আপনার নিবাসভূত কমলবন পরিত্যাগ করিয়া লাজুরাগে
(যে) শ্রীকৃষ্ণের অমল-চরণ-কমল-সৌন্দর্য্য অবিরত সেবা
করেন ॥ ১২২ ॥

ভক্তবশ ভগবানের ভক্তমায়াস্বাক্ষরিত শ্রীতি—

অতএব তাঁহারি বৈ অতাব কহিতে ।

সন্তোষ পায়ের প্রভু সকল হইতে ॥১২৪॥

ঈশ্বরের অতাব—কেবল ভক্তবশ ।

বিশেষে প্রভুর মুখে শুনিতে এ যশ ॥১২৫॥

এহকার কর্তৃক পুরাণপ্রমাণাবলম্বনে

বিষ্ণু-বৈষ্ণবভাব-বর্ণন—

অতাব কহিতে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের শ্রীত ।

অতএব বেদে কহে অতাবচরিত ॥১২৬॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ভাব যে কহে পুরাণে ।

সেই মত লিখি আমি পুরাণপ্রমাণে ॥১২৭॥

শেষশায়ী ভগবান্ সমস্ত ধারণশক্তি ক্রোড়ে করিয়া
সকলের বিচারে সক্ষমশক্তিমন্তব্ধ । তাঁহারও স্বাভাবিক ধর্ম—
ভগবানের সেবা।—“সেত ত’ ‘অনন্ত’ ‘শেষ’—ভক্ত-
অবতার । ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আব ॥”
(—চৈঃ চঃ আঃ ৪।১২০) ১২৩ ।

ভক্তের অতাব বর্ণন করিতে মহাপ্রভু সর্বাপেক্ষা
সন্তোষ লাভ করেন ॥ ১২৪ ॥

ভগবান্ ভক্তের বশ, ইহাই তাঁহার স্বভাব । “অহং
ভক্তপরাধীনো হৃষীকেশ ইব দ্বিজ । সাধুভির্গত্বেনুদয়ো
তন্তৈর্ভক্তজমপ্রিয়ঃ ॥ ময়ি নির্মলহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।
বশে কুর্যন্তি মাং ভক্ত্যা সংস্রিয়ঃ সংপতিং যদা ॥
(—ভাঃ ৪।১২৩, ১২৪) অর্থাৎ শ্রীভগবান্ কহিলেন,—
হে দ্বিজ ! হে মনে । আমি ভক্তের অধীন (রুদ্রাদি
দেবতা বৈষ্ণব আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে
সমর্থ হই নাহি, আমিও তজ্জপ ভক্তের অধীন, সুতরাং
তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ) হুতরাং অস্বতন্ত্রের
স্তায় । সন্তোষপাশ-বাসনারহিত ভক্তগণ আমাব হৃদয়কে
গ্রাস করিয়াছে । ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজন-
সমূহও আমার ক্রিয় । সতী স্ত্রী বৈষ্ণব সংপতিকে বশীভূত
করিয়া থাকে, আমিও আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও
তজ্জপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করেন । “ভক্তিরেবৈবৈনং
নরতি ভক্তিরেবৈবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব

নিভ্যানন্দে বরপুগত অভিমান—

নিভ্যানন্দশব্দপের এই বাক্য-অর্থ—

চৈতন্য—ঈশ্বর, মুক্তি তাঁ’র একজন ॥’১২৮॥

অহনিশ শ্রীমুখে নাহিক অজ্ঞ কথা ।

“মুক্তি তাঁ’র, সেহ মোর ঈশ্বর সর্বথা ॥১২৯॥

চৈতন্যের সঙ্গে যে মোহারে স্তুতি করে ।

সেই সে মোহার ভৃত্য, পাইবেক মোরে ॥’১৩০॥

আপনে করিয়াছেন বড় ভুল দর্শন ।

তার শ্রীতে কহি তাম এ সব কথন ॥১৩১॥

বহুদয়ে গৌরলীলাদ্রষ্টা নিতাইর বাহে অবতারোচিত ক্রীড়া—

পরমার্থে নিভ্যানন্দ তাহান হৃদয় ।

দৌহে দৌহা দেখিতে আছেন সুনিশ্চয় ॥১৩২॥

ভূমী ।” (—মাঠর-শ্রুতিবচন) অর্থাৎ ভক্তিই জীবকে
ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদর্শন
করান, সেট পরম পুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির
বশ, ভক্তিই সর্বশ্রেষ্ঠা ॥ ১২৫ ॥

ভগবানের মুখে ভক্তের যশোগান শ্রবণে বিশেষত্ব
আছে । বিষ্ণু এবং বৈষ্ণব—পরস্পর উভয়ের অতাব বর্ণন
করিতে শ্রীতি লাভ করেন । এজন্ত বেদশাস্ত্র বিষ্ণু-
বৈষ্ণবের স্বাভাবিক লীলা গান করেন ॥ ১২৬ ॥

শ্রীনিভ্যানন্দ-প্রভু মানসে এবং বাক্যে শ্রীচৈতন্যদেবকে
নিজপ্রভু-জ্ঞানে আপনাকে সেট প্রভুর একজন দাসবিশেষ
জানিতেন । “আপনাকে ভৃত্য করি’ কৃষ্ণে প্রভু জানে ।”
(—চৈঃ চঃ আঃ ৪।১৩১) ॥ ১২৮ ॥

শ্রীনিভ্যানন্দে মুখে ‘আমার ভগবান্’ এবং ‘আমি
ভগবানের’ এইবাক্য সকল বর্তমান । অজ্ঞ ইতর কথা
স্থান পায় নাই ॥ ১২৯ ॥

শ্রীনিভ্যানন্দ বলিলেন,—শ্রীচৈতন্যদেব—প্রভু এবং
আমি তাঁহার সেবক—এইরূপ স্তব বাহার মুণে শুনিতে
পাওয়া যায়, তিনি আমার অমুগত ভৃত্য এবং তিনি
আমাকে সেবাকপে লাভ করিলেন ॥ ১৩০ ॥

এহকার বলিতেছেন,—শ্রীনিভ্যানন্দ-প্রভু শ্রীগৌর-
নন্দরের বড় ভুল দর্শন করিয়াছিলেন । তাঁহার সেট লীলা
বর্ণন করিলে নিভ্যানন্দে শ্রীতি উৎপন্ন হইবে ॥ ১৩১ ॥

তথাপিহ অবতার অনুরূপ-খেলা।

করেন ঈশ্বরসেবা, কে বুঝিবে লীলা ॥১৩৩॥

ঈশ্বর-লীলা প্রকাশ করাই বেদান্তের উদ্দেশ্য—

সেহ যে-ঈশ্বাকার প্রভু করয়ে আপনে।

তাহা গায়, বর্ণে বেদে, ভারতে, পুরাণে ॥১৩৪॥

যে কর্ত্ত করয়ে প্রভু, সেই হয় 'বেদ'।

তাহি গায় সর্ববেদে ছাড়ি' সর্বভেদ ॥১৩৫॥

ভক্তিযোগ ব্যতীত ভগবন্তীলা দুজের—

ভক্তিযোগ বিনা ইহা বুঝন না যায়।

জামে জন-কত গৌরচন্দ্রের রূপায় ॥১৩৬॥

বৈষ্ণবে ভেদ-দর্শনকারীর দুর্গতি লাভ—

নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবন্ত বৈষ্ণবসকল।

তবে যে কলহ দেখ, সব কুতুহল ॥১৩৭॥

যদিও শ্রীনিত্যানন্দ সর্বদাই শ্রীগৌরহৃদয়ের সকল লীলা হৃদয়ে দর্শন করেন এবং শ্রীগৌরহৃদয়ও নিত্যানন্দকে তাঁহার সকল লীলা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলেও প্রকৃষ্টে লোক-বোধের জন্য অবতারণাচিত্র ক্রীড়া বাহিরেও প্রদর্শন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বয়ং ঈশ্বর হইয়াও ভগবানের সেবা করেন, এই লীলা সাধারণের বোধগম্য নহে। নিত্যানন্দের সেবক-লীলার কথা বেদে, মহাভারতে ও পুরাণে বর্ণিত আছে ॥ ১৩২-১৩৪ ॥

ভগবান্ যে সকল কার্য্য করেন, সেই সকল কার্য্যই বেদ-সমূহ গান করেন। তাঁহার আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-কলাপ প্রকাশ করাই বেদের উদ্দেশ্য। ভগবানের ক্রিয়া-কলাপই বেদ-প্রতিপাদ্য সত্য। অদ্বৈতজ্ঞান ভগবানের কথায় পার্থক্য স্থাপন করিয়া বেদে কোন কথাই গীত হয় না। অদ্বৈতজ্ঞান হরির কথাই সকল বৈষম্য পরিহার করিয়া গীত হয় ॥ ১৩৫ ॥

যে-সকল মনুষ্যের অনাস্থ-বৃত্তি প্রবল অর্থাৎ যাহার মনো-ধর্ম্মজীবী, সেই-সকল মানবের প্রকৃষ্ট স্বকণ-বোধ হয় না। শ্রীমদ্ভাগবত প্রভৃৎ ধর্ম্মাদিগকে রূপা করেন, সেই কতিপয় ব্যক্তিই ভক্তি-যোগে গৌরলীলা উপলব্ধি করিতে পারেন ॥ ১৩৬ ॥

শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ নিত্য-শুদ্ধজ্ঞানে জানী। সেইরূপ অপ্রাকৃত বৈষ্ণবের মধ্যে যে পরম্পর মতভেদ, তাহা কেবল

ইহা না বুঝিয়া কোন কোন বুদ্ধ-নাশ।

একে বন্দে, জ্ঞানে নিন্দে, বাইবেক নাশ ॥১৩৮॥

তথাহি নারদীয়ে—

“অভ্যর্চয়িত্বা প্রতিমাস্তু বিষ্ণুং

নিম্নম্ জনে সর্বগতং তমেব।

অভ্যর্চ্য পাদৌ হি বিজন্তু মুক্তি

স্রোত্বান্নিবাঞ্জো নরকং প্রযাতি ॥” ১৩৯ ॥

জীবহিংসকের বিষ্ণুপূজা নিফল ও দুঃখজনক—

বৈষ্ণবহিংসার কথা সে থাকুক দূরে।

সহজ জীবেরে যে অশ্রম পীড়া করে ॥১৪০॥

বিষ্ণু পূজিয়াও যে প্রজার পীড়া করে।

পূজাও নিফলে যায়, আর দুঃখে মরে ॥১৪১॥

সর্বভূতে আছেন শ্রীবিষ্ণু, না জানিয়া।

বিষ্ণু-পূজা করে অতি প্রাকৃত হইয়া ॥১৪২॥

চমৎকারিতা-বুদ্ধির জন্য বর্ত্তমান। বস্তুতঃ আত্মধর্ম্মিগণের মধ্যে কোনও মতভেদ নাই। মনোধর্ম্মিগণের মধ্যেই মত-ভেদ বর্ত্তমান। আত্মধর্ম্মিগণের মত-ভেদেব আত্মার আত্মধর্ম্মের বিচিত্রতা বিস্তার করে। তাহাতে জড়ীর ভোগ ও ত্যাগ বা মিছাভক্তির কোলাহল নাই ॥ ১৩৭ ॥

যাহারা এই কথা বুঝিতে না পারিয়া এক বৈষ্ণবের নিত্যশুদ্ধ-জ্ঞান আছে, অপর বৈষ্ণবের তাহা নাই—এই বিচার করে, তাহাদের বুদ্ধিব্রংশ হইয়াছে, জানিতে হইবে। ইহার মধ্যে গুঢ়-রহস্য এই যে, বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণবের মধ্যে যে পার্থক্য আছে, তাহা বুঝিতে না পারিয়া যদি কেহ অবৈষ্ণবকে ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া স্থির করেন, তাহা হইলে তাঁহার তাদৃশ ভ্রান্তি বৈষ্ণবগণের পরম্পরের মধ্যেও প্রটিষ্ঠ হইয়া বিবর্ত্ত উপস্থিত করিবে ॥ ১৩৮ ॥

অর্থঃ। প্রতিমাস্তু বিষ্ণুং অভ্যর্চয়িত্বা (সম্পূজ্য) জনে (জনহৃদয়স্থিতং) সর্বগতং তং এব বিষ্ণুং নিম্নম্ (অবজানন্ জনঃ) হি (নূনং) বিজন্তু (বিদন্তু) পাদৌ (পদযুগং) অভ্যর্চ্য (সম্পূজ্য পশ্চাৎ) মুক্তি (তত্ত্বব মন্তকে) প্রযাতি (প্রহায়ঃ কৃষা) নরকং বা (মুঢ় ইব স যথা নরকং যাতি তথা ইত্যর্থঃ) নবকং প্রযাতি (গচ্ছতি) ॥ ১৩৯ ॥

এক হস্তে যেম বিপ্রচরণ পাখোলে ।

আর হস্তে ঢেলা মাঁরে মাখায়, কপোলে ॥১৪৩॥

এ সব লোকের কি কুশল কোম কণে ।

হইয়াছে, হইবেক ? বুঝ তাবি' মমে ॥১৪৪॥

জীবহিংসা ও বৈষ্ণব-নিন্দার পার্থক্য—

শত পাপ হয় প্রজা-জনেরে হিংসিলে ।

ভার শতগুণ হয় বৈষ্ণব নিন্দিলে ॥১৪৫॥

কুসুবাদ । কোন মৃত ব্যক্তি ব্রাহ্মণের পদযুগল পূজা করিয়া পুনরায় তাঁহারই মস্তকে প্রত্যাহার করিলে সে যেমন নরকগামী হয়, তদ্রূপ যিনি প্রতিমাতে বিষ্ণুব পূজা করিয়া নিখিলপ্রাণি-সদস্যই সেই সর্বগত বিষ্ণুবট অবজ্ঞা করেন, তিনিও নরকগামী হইয়া থাকেন ॥ ১৩৯ ॥

কৃত্য—ভা: ৩২৯২১-২৪ ও ১১৫১১৪-১৫ শ্লোক আলোচ্য ॥ ১৩৯ ॥

জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যদি কেহ নিকপটে হরি-সেবারত বৈষ্ণবের হিংসা করেন, তাঁহার অমঙ্গল অনিবার্য, —এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। এতদ্ব্যতীত যাহারা মনুষ্য-নামের অযোগ্য হইয়া জীবমাত্রেরই হিংসা কবে, তাহা-দিগকে পীড়ন করে, তাদৃশ ব্যক্তি 'বিষ্ণুভক্ত' বলিয়া পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিলেও তাহার বিষ্ণুভক্তি সেবা-বস্তুর নিকট উপনীত হইতে পারে না। তাহার বিষ্ণু-পূজাও চতুর্থে পরিণত হয়। জীবের দয়ার অভাব-বিশিষ্ট হইয়া দম্ভক্রমে তাহার বিষ্ণু-সেবক বলিয়া অভিমান হয়, তাহার ভক্তির পরিবর্তে দ্বিবিধ তাপ লভ্য হয় ॥ ১৪০-১৪১ ॥

প্রকৃতি-স্বরূপ ব্রহ্মজীবের ইন্দ্রিয়জ্ঞানে যে সকল অধিষ্ঠান ভৌগোলিকরূপে কল্পিত হয়, উহাষ্ট প্রাকৃত। সমগ্র জগতে অণু-পরমাণুর অভ্যন্তরে, স্থল-পিণ্ড মণ্ডাপিণ্ডের অভ্যন্তরে ভগবান্ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান নাই, প্রাণীমাত্রের জন্মে অস্থায়ী স্বরূপে ভগবদধিষ্ঠানের অভাব আছে—এইরূপ বুদ্ধিতে বিষ্ণু পূজার ছলনা বিষ্ণু-পূজা নহে, উহা প্রাকৃত মূঢ়তা মাত্র ॥১৪২॥

জীব-হিংসা করিলে তদভ্যন্তরস্থিত বিষ্ণুহিংসা হইয়া যায়। যদি কেহ এক হস্তে ব্রাহ্মণের শিরোভাগে উপল-খণ্ড-যায়া আঘাত করে এবং অপর হস্তে সেই ব্রাহ্মণের চরণ প্রক্ষালন করে, তাহা হইলে যেমন অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, সেইরূপ ভগবান্ হইতে অভিন্ন বৈষ্ণবের পূজার উদাসীন হইয়া বিষ্ণুপূজা করিতে গেলে পূজা না হইয়া তাহারই চতুর্থে কারণ হয় ॥ ১৪০-১৪৩ ॥

যাহারা হরিগুণবৈষ্ণবে বৈষ্ণব্য স্থাপন করিয়া একের পূজা, অজ্ঞের নিন্দা করেন, তাহাদিগকে কোন কালে কোন মঙ্গল হয় নাই বা হইবে না—তাহা বিচার কবিলেই বুঝিতে পারা যায় ॥ ১৪৪ ॥

মানব-মাত্রের জন্মে ভগবান্ বিষ্ণুর অধিষ্ঠান আছে, আবার বৈষ্ণব সাধারণ মানবের জায় পরিতৃপ্ত হইলেও তাহার জন্মে যে বিষ্ণুব অধিষ্ঠান আছে, তাহাতে সেবাসুখ হইয়া বৈষ্ণব সর্বদা বাণ কবেন। একজন বিষ্ণু-সেবা-নিরত্ হইয়া রক্তমোণ্ডে অবস্থিত, অপর বৈষ্ণব সর্বত্র বিভাবিত হইয়া সর্বত্র বিষ্ণুসেবায় প্রবৃত্ত। সুতরাং উহাদের মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য আছে, সেই বিচিত্রতার বিচার করিলে জানা যায় যে, বিষ্ণুসেবাপরায়ণ বৈষ্ণবের হিংসা করিলে সাধারণজনের হিংসা অপেক্ষা শতগুণ পাপ বা অপরাধ উপস্থিত হয়। “নাশচর্য্যমেতদ্বদস্যং সর্বদা মহাশিদ্দ্যা কুণশাস্ত্রাদিভু। সের্যং মহাপুরুষপাদ-পাংস্তির্নিরন্তরেভ্যঃসু তদেব শোভনম্” (—ভা: ৪।৪।১৩) অর্থাৎ যাহারা জড়দেহকে ‘আত্মা’ বলিয়া জ্ঞান করে, তাদৃশ অসং পুরুষ যে নিরন্তর মহদব্যক্তিগণের নিন্দা করিবে, ইহাতে আব আশ্চর্য্য কি? যদিও মহাপুরুষগণ স্বীয় নিন্দা সহ করেন, তথাপি তাহাদের পদরেণুসমূহ মহতের নিন্দা সহ কবিতে পারে না, উহারা নিন্দকের তেজোনাশ করিয়া থাকে। অতএব অসন্তের মহাশিদ্দ্যই শোভনীয়। কারণ, ওদ্ধারা উহাদের সমুচিত প্রতিফলই লভ্য হইয়া থাকে। “যো হি ভাগবতং লোকমূপহাসং নৃশোভনম। কবোতি তন্ত নশ্রুতি অর্থ-দর্শ-বশঃ-সুভাঃ ॥ নিন্দাং কুরুতি যে মূঢ়া বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্। পতন্তি পিতৃভিঃ সার্কং মহামৌরবলজ্জিতে ॥ হন্তি নিন্দতি বৈ ষেষ্ঠি বৈষ্ণবান্নান্দিনন্দতি। ক্রুধ্যতে বাতি নো চর্ষণ দর্শনে পতনানি যট ॥ পূর্বে কৃষা তু সন্মানমবজ্ঞাং কুরুতে তু বঃ। বৈষ্ণবানাং মহীপাল সাধয়ো বাতি সংকরম্ ॥”

প্রাকৃত-ভক্তের লক্ষণ—

শ্রদ্ধা করি' মূর্তি পূজে ভক্ত না আদরে'।

মূৰ্খ, নীচ, পতিভেদে দয়া নাহি করে ॥১৪৬॥

এক অবতার ভজে, না ভজয়ে আর।

কৃষ্ণ রঘুনাথে করে ভেদ-ব্যবহার ॥১৪৭॥

(—হ্যামে)। “জন্ম-প্রভৃতি যৎকিঞ্চিৎ শ্রুতং সমুপা-
র্জিতম্। নাশমাস্মিতি তং সৰ্বং পীডয়েদ্বদি বৈষ্ণবান্ ॥”
(—অমৃতসারোজ্যে)। “কবচদৈশ্চ ফালাস্তে হস্তীত্বৈৰ্ধম-
শাসনৈঃ। নিন্দাং কৰ্কশং যে পাপা বৈষ্ণবানাং মহাত্মনাম্ ॥
পুজিতো ভগবান্ বিষ্ণুর্জগ্নাস্তবশতৈবনি। প্রসীদতি ন
বিদ্বাত্মা বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥” (—দারকামাহাভ্যে)।
“যে নিন্দন্তি হৃদ্যকেশং ভক্তকং পুণ্যকপিণম্। শতজন্মা-
র্জিতং পুণ্যং তেষাং নশ্রুতি নিশ্চিতম্ ॥ তে পতন্তি
মহাদোরে কৃষ্টীপাকে ভয়ানকে। ভক্তিভাঃ কৌটল্যেণ
যাবচ্ছ্রুতিবাক্যে। তস্য দর্শনমাত্রেণ পুণ্যং নশ্রুতি
নিশ্চিতম্। গঙ্গাং স্নাত্বা রবিং দৃষ্ট্বা তদা বিদ্বান্ বিমুহুরিত ॥”
(—ব্রঃ বৈঃ কৃষ্ণস্বয়ংভে) ১৪৫ ॥

যাহারা শ্রদ্ধা পূৰ্বক ভগবানের পূজা করিয়া থাকেন
অপচ ভগবানের সেবাকারী অবিচ্ছেদ্য সধনযুক্ত ভক্তের
পূজা করেন না, অথবা বালিশ, ভগবৎ-পূজা-রহিত নীচ
ব্যক্তিকে উপদেশ দ্বারা এবং ভগবত্তিরোধী পামল প্রভৃতিব
সঙ্গ-ত্যাগ দ্বারা দয়া করেন না, তাহাদিগকে শাস্ত্র-ভক্তি-
বর্জিত অধম বলিয়া বর্ণন করেন। যাহারা রাম-উপাসক,
তাহারা যদি কাম্যগণের তিস্য করেন, যাহারা কৃষ্ণভক্ত-
ক্রম, তাহারা যদি শ্রীধাম নীতার উপাসকদিগকে নিন্দা
করেন, তাহা হইলে তাহাদিগকে ভক্তপরিণাম হইতে
অপসারিত করিয়া অধম বলিয়া জানিতে হইবে। বিষ্ণু
বিভিন্ন নিত্যমুষ্টিতে অসংখ্য বৈকুণ্ঠে বাস করেন। সেই
বিষ্ণুর অধিষ্ঠানে বা ভক্তগণের অধিষ্ঠানে যাহাদের শ্রীতি
নাই, তাহারা ‘অধম’-শব্দ-বাচ্য। লক্ষী, গরুড়, বায়ু,
কল্প প্রভৃতি ভগবৎসেবকগণের যাহারা নিন্দা করেন,
তাহাদের বিষ্ণুপূজা সিদ্ধ হয় না। তজ্জন্ম শ্রীমদ্ভাগবত
বলেন, কনিষ্ঠাধিকারে অবস্থিত ভক্ত প্রাকৃত-রাজ্যে পতন-
যোগ্য। “অর্চ্যারামেব হরয়ে পূজাং যঃ প্রকরয়েত। ন

বলরাম-শিব প্রীতি শ্রীতি নাহি করে।

ভক্তাদম' শাস্ত্রে কহে এ সব জনারে ॥১৪৮॥

তথাহি ভাগবতে ১১।২।৪৭—

অর্চ্যারামেব হরয়ে পূজাং যঃ প্রকরয়েত।

ন ভক্তেন্দ্রমুচ্যন্তে স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ শূত্রঃ ॥১৪৯॥

তত্ত্বেন্দ্রমুচ্যন্তে স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ শূত্রঃ। বৈষ্ণবগণ
সামান্য ও সাম্প্রদায়িক-ভেদে ‘বিষ্ণু’ ও ‘শূত্র’ বৈষ্ণব নামে
অখ্যাত হন। কল্পদেব হইতে বিষ্ণুধামী-সম্প্রদায়ের উদ্ভব,
ব্রহ্মা হইতে শ্রীমধ্ব-সম্প্রদায়ের উদ্ভব, শ্রীলক্ষ্মীদেবী হইতে
রামানুজ-সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং চতুঃসন হইতে নিম্বার্ক-
সম্প্রদায়ের উদ্ভব। এই চারি সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি পরস্পর
বিবাদমান ভাব লইয়া একে অপরের নিন্দা করে, তাহা হইলে
তাহাকে কনিষ্ঠাধিকার হইতে চূড় হইয়া পতিত হইতে হয়।
সকল দেব-দেবীই ভগবানের সেবাকার্যের ভার লইয়া নিত্য
কাল যাপন করেন এবং তাহাদের আধিকারিক সেবাভার
প্রপঞ্চে লক্ষিত হয়; তদর্শনে তাহাদের বহুপগত বৈষ্ণবতা
বিলুপ্ত হয় না। আধ্যাত্মিক জ্ঞানে দেবদেবী অসম্মান কবিলে
বিষ্ণুভক্তি থাকিতে পারে না। শ্রীশঙ্করগণকে বা দেব-
দেবীকে বিষ্ণুভক্তি-রহিত জানিলে অপরাধ ঘটে। দেব-
দেবীর আধিকারিক ভাবের পূজা করিয়া জীব কৃষ্ণসেবা-
বিশ্মৃত হইলে তদ্বারা কোন মঙ্গল সাধিত হয় নহি।
একজন্মই ঠাকুর নরোত্তম বলেন,—“হৃদীকে গোবিন্দ-
সেবা, না পূজিব দেবীদেবা, এই ত’ অনন্ত-ভক্তিকল্প-
ভগবৎসেবার অনন্ততা দেব-দেবীর নিন্দার কারণ নহে।
সকল দেবদেবীই ভগবানে আশ্রিত। হুতরাং ভগবৎ
সেবাপর হইলেই সকল দেবীর পূজা হইয়া যায়। কোন
এক দেব-দেবীর পূজা করিতে গেলে অপর দেবদেবী
অসন্তুষ্ট হন, কিন্তু ভগবানেব পূজা করিলে তদধীন সকলেরই
পূজা হইয়া যায়, বৈষ্ণবের নিন্দা সাধারণ-জীব-নিন্দা
অপেক্ষা শত শত গুণ পাণ বৃদ্ধি করে। হুতরাং তাদৃশ
ব্যাপারে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি অগ্রসর হন না ॥ ১৪৬-১৪৮ ॥

অনুয়। বঃ (শুরবে আত্মনাং নিবেদ্য) হরয়ে
(ভগবতে) অর্চ্যারামঃ (শ্রীবিগ্রহে) অধর্যঃ (দীক্ষিতঃ-সন্
মিশ্রবেদ ভক্ত্যাভাসেন পাকয়াজিকবিধানেন) পূজাং হইতে

এসঙ্গে কহিল ভক্তাবতারের লক্ষণে ।

পূর্ণ হৈলা নিত্যানন্দ বড় ভুজদর্শনে ॥১৫০॥

নিত্যানন্দের বড় ভুজ-দর্শন-আখ্যানের ফলশ্রুতি—

এই নিত্যানন্দের বড় ভুজ-দর্শন ।

ইহা যে শুনয়ে, তার বন্ধবিমোচন ॥১৫১॥

বাহুপ্রাপ্তিতে নিত্যানন্দের প্রেমক্রন্দন—

বাহু পাই’ নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দনে ।

মহানদী বহে দুই কমল নয়নে ॥১৫২॥

বাসপূজায়ে গণসহ মহাপ্রভু বকীর্তন-বিলাস—

সবা প্রতি মহাপ্রভু বলিলা বচন ।

“পূর্ণ হৈল ব্যাসপূজা, করহ কীর্তন ॥” ১৫৩ ॥

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সবে আনন্দিত ।

চৌদিকে উঠিল কৃষ্ণ-ধ্বনি আচম্বিত ॥১৫৪॥

নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র নাচে একঠাঞি ।

মহামন্ত দুই ভাই, কারো বাহু নাই ॥১৫৫॥

সকল বৈষ্ণব হৈলা আনন্দে বিহ্বল ।

ব্যাস-পূজা-মহোৎসব মহাকুতুহল ॥১৫৬॥

কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি’ যায় ।

সবেই চরণ ধরে, যে যাহার পায় ॥১৫৭॥

শ্রীমাতার নিতাই-গৌব-দর্শনে উভয়েক নিজপুত্র-জ্ঞান—

চৈতন্য-প্রভুর মাতা—জগতের আই ।

নিম্নতে বসিয়া রজ দেখেন তথাই ॥১৫৮॥

(কবোতি কিঙ্ক) তদ্বক্তেয় (হবিজনেয়) পূজাং ন (ঐহতে ভক্তভারতম্যজ্ঞানাভাবং) অস্তেয় চ (অভক্তেয় চ পূজাং ন ঐহতে অর্থাৎ হবিবিমুখসঙ্গং চ বর্জয়তীত্যর্থঃ) স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ (কনিষ্ঠঃ, বৈষ্ণবপ্রায়ঃ, ন তু শুদ্ধ ইত্যর্থঃ) যুগঃ (কথিতঃ) ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ । যিনি শ্রীগুরুদেবে আত্মসমর্পণপূর্বক দীক্ষিত হইয়া মিশ্র ভক্ত্যভাস সহকায়ে পাঞ্চবাত্রিক বিধানে শ্রীবিষ্ণু বার্তা-মূর্তিতে পূজা করেন, ভক্তভাবতম্যজ্ঞানা-ভাবহেতু হরিজনেব পূজা করেন না; পরন্তু হরিবিমুখসঙ্গ বর্জন কবিতা থাকেন, তিনি ‘প্রাকৃত,’ ‘কনিষ্ঠ,’ বা ‘বৈষ্ণব-প্রায়’ ভক্ত-নামে কথিত হন, তিনি শুদ্ধভক্ত নহেন ॥ ১৪২ ॥

অধ্যমভক্তের লক্ষণ—হবিপূজায় চলনায় ভক্তপূজা-পরিহার । তাহার ফলে বিষ্ণুপূজা হইতে তাহার অবসর-প্রাপ্তির সম্ভাবনা । বাহাবা পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত ভগ-বানেব পূজা করেন এবং ভক্তের পূজাব মনোভাব ভগবানের পূজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করেন, তাহারাই উন্নত ভক্ত । তাহাদের পতনের সম্ভাবনা অনেক কম; যেহেতু, তাহারা জানেন,—“যন্ত দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরো । তন্ত্রিতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥” (—ধেতাঃ ৬:২৩) ॥ ১৫০ ॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—ভক্তরাজ শ্রীনিত্যানন্দ কর্তৃক উপাসনান্তে ব্যাসপূজা পূর্ণতা লাভ করিল । এক্ষণে ভক্তগণ হরিকীর্তন কর । অনেকে ব্যাসকে ভক্ত জানিয়া শ্রীগুরু-

বৈষ্ণবকে মর্ত্য-বুদ্ধি করিয়া তাঁহাদিগের পূজায় অমনো-যোগী হন, তজ্জন্ম নিত্যানন্দের শ্রীনাগাদি সকল ভক্ত-পরিব্রজসমষ্টি গোব-পূজালীলা প্রদর্শিত হইল ॥ ১৫৩ ॥

বৈষ্ণবেরা পবনপেব পদবেগে গ্রহণে স্ব-দৈছ জ্ঞাপন করেন । সাংসারিক উচ্চাচট বিচাবে জীব অহঙ্কার-বিমূঢ় হইয়া স্বীয় মর্যাদা-স্থাপন-মানসে অপবের নিকট সম্মান গ্রহণ করেন । বৈষ্ণব—‘অমানী, স্তব্ধাং অনভিজ্ঞ সাংসারিক জনগণেব ছায় নিজেব মান সম্বন্ধনেব অজ্ঞ যত্ন করেন না । তিনি সকলকে সম্মান দেন । এক্ষণে উচ্চাচট-বিচাব-বহিত মহাত্মাগবত অধিকারে আ-ম-গোথব-চণ্ডাল, বিজ্ঞাপিনয়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের প্রণম্য হন । তাহাদের বৈষ্ণব-দর্শন প্রবল, তাহারা কখনই ব্রহ্মজ্ঞ নহেন অর্থাৎ সমগ্র অদ্বয়-জ্ঞানে অনধিকারী । প্রত্যেক জীব ও প্রত্যেক জড়-পবমাণুতে বিষ্ণু অধিষ্ঠিত এবং তাহাবাই হরি-মন্দির, একথা ত্রিগুণবিধ্বস্ত ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মগণ বুঝিতে পারেন না । বৈষ্ণবেরাই তাঁহাদিগের শ্রীগুরুদেবের স্থানে অভিষিক্ত হইয়া তাঁহাদিগকে বেদ-মন্ত্রের উপদেশ দিয়া থাকেন । “যন্ত দেবে পরা ভক্তির্থা দেবে তথা গুরো । তন্ত্রিতে কথিতা হর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥” বিষয় দৃষ্টিতে গুঢ়ার্থ প্রকাশিত হয় না, উহা বহিঃপ্রজ্ঞা-চালনের ফলমাত্র । মায়িক-বিচার ব্রহ্ম প্রতৃষ্টি বৈকুণ্ঠাঙ্গগত তত্ত্বের সন্ধান পায় না । মায়াবদ্ধজীব—‘অবৈষ্ণব’ ও মায়ামুক্ত জীব—‘বৈকুণ্ঠ’ বা ‘বৈষ্ণব’ ।

বিশ্বস্তর-নিত্যানন্দ দেখেন যখনে ।

‘তুই জন্ম মোর পুত্র’ হেন বাসে মনে ॥১৫৯॥

ব্যাসপূজা-লীলার যত্র যাত্র নির্দেশ—

ব্যাস-পূজা-মহোৎসব পরম উদার ।

অনন্ত-প্রভু সে পারে ইহা বর্ণিবার ॥১৬০॥

সূত্র করি’ কহি কিছু চৈতন্যচরিত ।

যে-ভে-মতে কৃষ্ণ গাহিলেই হয় হিত ॥১৬১॥

ব্যাসপূজাসমাপ্তিতে কীর্তনানন্দ—

দিন অবশেষ হৈল ব্যাসপূজারঙ্গে ।

নাচেন বৈষ্ণবগণ বিশ্বস্তর-সঙ্গে ॥১৬২॥

পরম আনন্দে মত্ত ভাগবতগণ ।

‘হা কৃষ্ণ’ বলিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥১৬৩॥

কীর্তনান্তে প্রভু প্রসাদ-বিতরণ ও ভক্তগণের ভোজন—

এই মতে নিজ ভক্তিব্যোগ প্রকাশিয়া ।

স্থির হৈলা বিশ্বস্তর সর্বগণ লৈয়া ॥১৬৪॥

ঠাকুর পণ্ডিত-প্রতি বলে বিশ্বস্তর ।

“ব্যাসের নৈবেদ্য সব আনহ সত্তর ॥” ১৬৫॥

ততক্ষণে আনিলেন সর্ব-উপহার ।

আপনেই প্রভু হস্তে দিলেন সবার ॥১৬৬॥

প্রভুর হস্তের দ্রব্য পাই’ ততক্ষণ ।

আনন্দে ভোজন করে ভাগবতগণ ॥১৬৭॥

ভক্তসংসর্গস্থ জনগণের ব্রহ্মাদি দুর্লভ বস্তু লাভ—

যতেক আছিল সেই বাড়ীর ভিতরে ।

সবারে ডাকিয়া প্রভু দিলা নিজ করে ॥১৬৮॥

ব্রহ্মাদি পাইয়া যাহা ভাগ্য-হেন মানে ।

তাহা পায় বৈষ্ণবের দাসদাসীগণে ॥১৬৯॥

এ সব কৌতুক যত শ্রীবাসের ঘরে ।

এতেকে শ্রীবাস-ভাগ্য কে বলিতে পারে ॥১৭০॥

এই মত নানা দিনে নানা সে কৌতুকে ।

নবদ্বীপে হয়, নাহি জানে সর্বলোকে ॥১৭১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ্র জান ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৭২॥

ইতি শ্রীচৈতন্য-ভাগবতে মধ্যমোঃ ব্যাসপূজা-

বর্ণনং নাম পঞ্চমোঃ অধ্যায়ঃ ॥

সুতবাং তাঁহাদের বন্ধমোক্ষের উপলক্ষি সর্বদা সন্তান ।
এজ্ঞ তাঁহারা তৃণাদপি স্থনীচ, তরুণ চায় সহস্রগুণসম্পন্ন,
অমানী ও মানদ হইয়া সর্বদা শব্দ-মুখে, গীতি-মুখে
কৃষ্ণসেবা করেন ॥ ১৫৭ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের জননী শচীদেবী সকল জগদ্বাসীকে
পূজা । তিনি নিজনে বসিয়া গোব-নিত্যানন্দের অলৌকিক
লীলাসমূহ দর্শন করিলেন এবং তত্ক্ষণকেই পুত্র জ্ঞান
করিলেন ॥ ১৫৮ ॥

শ্রীব্যাস-পূজা, আচার্য্য-পূজা, নব-পূজা এবং কৃষ্ণের
বিভিন্ন অবতাবের পূজা কবিত্তে গিয়া সর্বোত্তম জনগণ

কৃষ্ণগীতের পূজা কবিত্তা সমগ্র জগতের হিতসাধন
করেন ॥ ১৬১ ॥

ভক্তিব্যোগের অনুষ্ঠান অসংখ্য । শ্রীগোবিন্দবন্দ্য শ্রীব্যাস-
পূজা প্রকট কবাইয়া ভক্তি প্রচার করিলেন ॥ ১৬৪ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি দেবগণ সর্বোচ্চ অধিকার লাভ কবিত্তা
ভগবৎপ্রসাদ পাইলে কৃতার্থ হন । বৈষ্ণবের গৃহে ভৃত্য-
প্রভৃতি সকলেই সেই সর্বোচ্চ জনগণের প্রাপ্য অঙ্গুষ্ঠ লাভ
করিলেন । ব্রহ্মাদি-দুর্লভ ভগবদঙ্গুষ্ঠ অপূর্ণাবান হইয়াও
ভক্ত-গৃহের সংসর্গে অবস্থিত জনগণ লাভ করিলেন ॥১৬৯॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমহাপ্রভু কর্তৃক বামাইকে নিজ প্রকাশ-বার্তা ও নিত্যানন্দ প্রভুব আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপনার্থ অদ্বৈত-সমীপে প্রবেশ, পূজোপকরণ সহ মহাপ্রভুর নিকট সঙ্গীক অদ্বৈতপ্রভুর আগমন এবং মহাপ্রভুকে পরীক্ষার্ষ গুপ্তভাবে নন্দনাচার্য্য-গৃহে অবস্থান, আচার্য্যের গুপ্ত-নীলা-পরিজ্ঞাতা অন্তর্যামী মহাপ্রভুর সহিত তাঁহার মিলন ও ঐশ্বর্য্য-দর্শন ; মহাপ্রভু কর্তৃক অদ্বৈত সমীপে স্বীয় প্রকাশ-তত্ত্ব কথন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীবাগ-গৃহে ব্যাগ-পূজা-সমাধিব পর শ্রীশ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও ভক্তগণ-সহ কীর্ত্তন-বিলাসে প্রমত্ত থাকাকালে একদিন ঈশ্বর-আদেশে শ্রীনাথসেব অমুজ শ্রীবামাই পণ্ডিতকে অদ্বৈত-সমীপে প্রেরণপূর্ব্বক নিজ প্রকাশ-বার্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ দিয়া তাঁহাকে বলিতে বলিলেন যে, বাহাব জন্ম অদ্বৈত বহু আবাসাদি কবিয়াছেন, তিনি ভক্তিব্যোগ বিলাহিতে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; তৎসঙ্গে নির্জনে নিত্যানন্দেব নবদীপ-আগমন-সংবাদ ও তদীয় অপূর্ব্ব প্রভাব জ্ঞাপন করিতে বলিয়া স্বীয় পূজোপকরণ সহ সঙ্গীক অদ্বৈত প্রভুকে আগমন কবিত্তে আদেশ কবিলেন। মহাপ্রভুকর্তৃক আদিষ্ট বামাই আনন্দে বিহ্বল হইয়া অদ্বৈত-সমীপে উপস্থিত হইলেন। সর্ব্বজ্ঞ অদ্বৈত প্রভু ভক্তিব্যোগ-প্রভাবে পূর্ব্বক জ্ঞানিতে পাবিয়াছিলেন যে, বামাই মহাপ্রভুর আদেশ বহন কবিয়া তথায় আগমন কবিয়াছেন। বামাইব দর্শনমাত্র অদ্বৈত তাঁহাকে বলিলেন যে, বৃষি মহাপ্রভু তাঁহাকে লইবার জন্ম প্রেরণ করিয়াছেন। বামাই অদ্বৈতের তাদৃশ প্রভাব শ্রবণে তাঁহাকে প্রভু-সমীপে যাইতে অহুবোধ কবিলে অদ্বৈত প্রভু আনন্দে বিহ্বল হইয়া আজ্ঞার ভান পূর্ব্বক পুনরায় বামাইব আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন বামাই তাঁহাকে মহাপ্রভুর আদেশ যথাযথ বর্ণন করিয়া পূজোপকরণ সহ গমন করিতে অহুরোধ করিলেন। অদ্বৈতপ্রভু বামাইর কথা শ্রবণ করিয়া আনন্দে মূচ্ছিত হইলেন এবং পরক্ষণেই বাহু প্রোথ হইয়া হৃদয় পূর্ব্বক আনন্দ প্রকাশ করিতে

লাগিলেন। মহাপ্রভুব প্রকাশ-বার্তা-শ্রবণে অদ্বৈত-পত্নী সীতাদেবী পুত্র অচ্যুতানন্দ ও অমুচ্যবর্ণ-সহ আনন্দে অশ্রুপাত কবিত্তে লাগিলেন। অদ্বৈত বামাইকে পুনরায় মহাপ্রভুব আদেশেব কথা জিজ্ঞাসা কবিয়া নিজ লালসাময়ী অভীষ্টেব বিষয় বামাইকে জ্ঞানাইলেন এবং পূজাব যাবতীয় উপহার সংগ্রহ কবিয়া সঙ্গীক মহাপ্রভুব দর্শনেব নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। মহাপ্রভুকে পরীক্ষা কবিবাব অভিপ্রায়ে পশ্চিমধ্যে বামাইকে নিজ আগমনেব কথা প্রভু-সমীপে জ্ঞাপন করিতে নিবেদন কবিয়া “তিনি আসিলেন না” বলিয়া মহাপ্রভুকে জ্ঞানাইতে আদেশ প্রদান পূর্ব্বক নন্দনাচার্য্যেব গৃহে অবস্থান কবিত্তে লাগিলেন। সর্বাঙ্কর্য্যামী প্রভু বিশ্বম্ভব আচার্য্যেব সঙ্কল্প বৃষিতে পাবিয়া বিমুখ-ধট্টোপবি উপবেশন পূর্ব্বক অদ্বৈতেব হৃদয়-ভাব সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ কবিলেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুব ইঙ্গিত বৃষিয়া তদীয় শিবে চিত্র ধারণ কবিলেন। গদাধরাদি উক্তবৃন্দ নানাবিধ সেবা এবং কেহ বা স্তব পাঠ কবিত্তে লাগিলেন। ইত্যবসরে বামাই আসিয়া মহাপ্রভুকে সাষ্টাঙ্গ দণ্ডবৎ কবিলে তিনি অদ্বৈতের সঙ্কল্পেব কথা প্রকাশ কবিয়া তাঁহাকে নিজ-সমীপে আনয়নার্থ আদেশ কবিলেন। মহাপ্রভু কর্তৃক পুনরায় আদিষ্ট হইয়া বামাই অদ্বৈত-প্রভুকে আনয়ন কবিবাব নিমিত্ত নন্দনাচার্য্যেব গৃহে গমন পূর্ব্বক অদ্বৈত-প্রভুকে যাবতীয় সংবাদ জ্ঞাপন কবিলেন। তখন সঙ্গীক অদ্বৈত প্রভু সানন্দে দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া দণ্ডবৎ ও স্তব পাঠ কবিত্তে করিতে মহাপ্রভুব সম্মুখে আগমন কবিয়া প্রভুব অপূর্ব্ব মঠৈশ্বর্য্য দর্শন কবিলেন। মহাপ্রভুব প্রভাব দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্য নির্ব্বাক ও স্তম্ভপ্রায় হইলে পদম দখল বিশ্বম্ভব তাঁহার নিকট নিজ প্রকাশ-তত্ত্ব বিশেষভাবে বর্ণন করিলেন। তৎকালে অদ্বৈত মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব মহিমা ও দয়ার কথা কীর্ত্তন করিতে করিতে প্রভু কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া তাঁহার শ্রীচরণ প্রক্ষালন পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে তদীয় পূজা করিলেন এবং “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়” প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণ পূর্ব্বক ব্রহ্মজ্ঞানলাভের শ্রীগৌরচন্দ্রকে প্রণাম করিলেন। অবশেষে

অষ্টম আচাৰ্য মহাপ্ৰভুৰ স্তবনমুখে, তিনিই যে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ
সঙ্কীৰ্ত্তন-প্ৰকাশার্থ অবতীৰ্ণ হইয়াছেন এবং তাঁহা হইতে
সমুদয় অবতাবেব প্ৰকাশ, তাহা বৰ্ণন কবিলেন। তৎপবে
মহাপ্ৰভু অষ্টতাচাৰ্য্যকে কীৰ্ত্তনে নৃত্য কবিত্তে আদেশ
কবিলে সকলে মিলিয়া অপূৰ্ণ কীৰ্ত্তনানন্দে যোগদান
কবিলেন এবং অষ্টতপ্ৰভু অপূৰ্ণ নৃত্যে বিভোব হইলেন।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মহাপ্ৰভুৰ সেবা-বিষয়ে নিত্যানন্দ ও অষ্টত-
প্ৰভুৰ মধ্যে যে অসঙ্গাচ্ছ হ্ৰলৌকিক প্ৰীতি নিত্য বৰ্ত্তমান,
তৎসম্বন্ধে পবম্পব কলহ-লীলাব অভিনয় কবিলেন।
অষ্টতপ্ৰভুব নৃত্য দৰ্শনে বৈষ্ণবগণ পৰমানন্দিত হইলেন।

জয়তি জয়তি দেবঃ কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো

জয়তি জয়তি কীৰ্ত্তিস্তন্য নিত্য পবিত্ৰা।

জয়তি জয়তি ভূতাস্তন্য বিশেষমূৰ্ত্তে-

জয়তি জয়তি ভূতাস্তন্য সৰ্ব্বপ্ৰিয়াগাম্ ॥১॥

জয় জয় জগত-জীবন গৌরচন্দ্র।

দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥২॥

জয় জয় জগৎমঙ্গল বিশ্বস্তর।

জয় জয় যত গৌরচন্দ্রের কিঙ্কর ॥৩॥

জয় শ্রীপৰমানন্দপুৰীৰ জীবন।

জয় দামোদর-স্বৰূপের প্ৰাণধন ॥৪॥

জয় রূপ-সনাতন-প্ৰিয় মহাশয়।

জয় জগদীশ-গৌপীনাথের হৃদয় ॥৫॥

জয় জয় দ্বারপাল-গোবিন্দের নাথ।

জীব প্ৰতি কর প্ৰভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥৬॥

হেনমতে নিত্যানন্দসঙ্গে গৌরচন্দ্র।

ভক্তগণ লৈয়া করে সঙ্কীৰ্ত্তন-রঙ্গ ॥৭॥

এখনে শুনহ অষ্টভৈরব আগমন।

মধ্যখণ্ডে যে-মতে হইল দরশন ॥৮॥

মহাপ্ৰভুৰ আদেশে অষ্টত নৃত্য হইতে নিরন্ত হইলে
প্ৰভু বিশ্বস্তর নিজ গলদেশস্থিত মালিকা শ্রীঅষ্টত-প্ৰভুকে
প্ৰদানানন্তব তাঁহাকে বর গ্ৰহণ কবিত্তে আদেশ কবিলেন।
মহাপ্ৰভুব দৰ্শনে নিজ পৰম সৌভাগ্যের বিষয় জ্ঞাপন
কবিয়া অষ্টতপ্ৰভু বিষ্ণা-ধন-কুলাদি যদে মন্ত বৈষ্ণব-
নিদকগণ ব্যতীত স্ত্ৰী, শূদ্ৰ ও মুখাদি সকলকেই ব্ৰহ্মাদির
দুৰ্লভ কৃষ্ণপ্ৰেম-প্ৰদানের বর প্ৰাৰ্থনা কবিলে শ্রীগৌরসুন্দবও
অষ্টভৈরব প্ৰাৰ্থনায় নিজ সম্মতি প্ৰদান কবিলেন। পববৰ্ত্তি-
কালে অষ্টতাচাৰ্য্যের প্ৰাৰ্থনা প্ৰকটরূপে ফলবতী হইয়া-
ছিল। সঙ্গীক অষ্টত তথায়ই অবস্থান কবিত্তে লাগিলেন।

মহাপ্ৰভুব অষ্টতসমীপে নিজ প্ৰকাশ-কথনার্থ

রামাইকে প্ৰেয়ণ—

একদিন মহাপ্ৰভু ঈশ্বর আবেশে।

রামাইরে আজ্ঞা কবিলেন পূৰ্ণরসে ॥৯॥

“চলহ রামাই তুমি অষ্টভৈরব বাস।

তাঁর স্থানে কহ গিয়া আমার প্ৰকাশ ॥১০॥

মহাপ্ৰভুৰ স্বমুখে নিজ অবতার-মৰ্ম প্ৰকাশ—

যাঁর লাগি' করিলা বিস্তর আরাধন।

যাঁর লাগি' করিয়াছ বিস্তর ক্ৰন্দন ॥১১॥

যাঁর লাগি' করিলা বিস্তর উপবাস।

সে-প্ৰভু তোমার আসি' হইলা প্ৰকাশ ॥১২॥

ভক্তিযোগ বিলাইতে তাঁর আগমন।

আপনে আসিয়া ঝাট কর বিবৰ্ত্তন ॥১৩॥

অষ্টভৈরবে নিত্যানন্দেব আগমন-বার্তা জ্ঞাপনার্থ

মহাপ্ৰভুব আদেশ—

নিজনে কহিও নিত্যানন্দ-আগমন।

যে কিছু দেখিলা, তাঁরে কহিও কথন ॥১৪॥



গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি ১ম অধ্যায় ৫ম শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১ ॥

গৌপীনাথ—সার্কভোমের ভগ্নীপতি ॥ ৫ ॥

গোবিন্দ—ঈশ্বরপুৰীৰ সেবক এবং মহাপ্ৰভুৰ সহচর ॥৬॥

রামাই—শ্রীবাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ॥ ১০ ॥

ঝাট—ঝটিতি, শীত।

বিবৰ্ত্তন—বি—বৃৎ (বৰ্ত্তমান থাক) + অন (ট, ভাবে)

মহাপ্রভুর পূজোপকরণ-সহ সঙ্গীক অধৈতকে

আনয়নার্থ প্রভুর আদেশ—

আমার পূজার সর্ব উপহার লঞা ।

ঝাট আসিবারে বল সঙ্গীক হইয়া ॥১৫॥

বামাইএর অধৈত-সমীপে যাত্রা—

শ্রীবাস-অমুজ রাম আজ্ঞা শিরে ধরি' ।

সেইক্ষণে চলিলা শ্রুতির 'হরি হরি' ॥১৬॥

আনন্দে বিহ্বল—পথ না জানে রামাই ।

শ্রীচৈতন্য-আজ্ঞা লই' গেলা সেই ঠাঞি ॥১৭॥

অধৈতকে বামাইব নমস্কার এবং আনন্দাধিক্যে বাক্যবোধ—

আচার্য্যেরে নমস্কারি' রামাই পণ্ডিত ।

কহিতে না পারে কথা আনন্দে পূর্ণিত ॥১৮॥

বামাইব মুখে শুনিব পূর্বেই ভক্তিয়োগ-প্রভাবে

সর্বজ্ঞ অধৈত হৈব ওদ্বিষয়ক জ্ঞান—

সর্বজ্ঞ অধৈত ভক্তিয়োগের প্রভাবে ।

'আইল প্রভুর আজ্ঞা' জানিয়াছে আগে ॥১৯॥

রামাই দেখিয়া হাসি' বলেন বচন ।

“বুঝি আজ্ঞা হৈল আমা নিবার কারণ ॥”২০॥

বামাইব অধৈতকে গমনার্থ অনুরোধ—

করয়োড় করি' বলে রামাই পণ্ডিত ।

“সকল জানিয়া আছ, চলহ হরিত ॥”২১॥

ভগবৎসেবানন্দে অধৈতের দেহবিশ্বাসি—

আনন্দে বিহ্বল হঞা আচার্য্য গোসাঞি ।

হেন নাহি জানে, দেহ আছে কোন্ ঠাঞি ॥২২॥

অধৈতের লীলা সাধাবণেব অবোধ্য—

কে বুঝয়ে অধৈতের চরিত্র গহন ।

জানিয়াও নানা মন্ত করয়ে কথন ॥২৩॥

মহাপ্রভুর অবতাবৎ-বিষয়ে সর্বজ্ঞ হইয়াও অধৈতের

তাহাতে অজ্ঞতাভ ভান—

“কোথা বা গোসাঞি আইলা মানুষ ভিতরে ?

কোন্ শাজ্জে বলে নদীয়ায় অবতরে ? ২৪ ॥

মোর ভক্তি, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-জ্ঞান মোর ।

সকল জানয়ে শ্রীনিবাস ভাই তোর ॥”২৫ ॥

অধৈতের চরিত্র বামাইব পবিজ্ঞাত—

অধৈতের চরিত্র রামাই ভাল জানে ।

উত্তর না করে কিছু, হাসে মনে মনে ॥২৬॥

অধৈতের চরিত্র স্মৃতিমন্ত জনের হুবোধ্য

এবং চরুতিব চরুধো—

এইমত অধৈতের চরিত্র অগাধ ।

স্মৃতির ভাল, চরুতির কার্য্যবোধ ॥২৭॥

অধৈতের বামাইকে পুনর্বার আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা—

পুনঃ বলে,—“কহ কহ রামাই পণ্ডিত ।

কি কারণে তোমার গমন আচম্বিত ?”২৮॥

বামাইব অধৈতকে মহাপ্রভুর আদেশ জ্ঞাপন—

বুঝিলেন আচার্য্য হইলা শাস্তচিত ।

তখন কান্দিয়া কহে রামাই পণ্ডিত ॥২৯॥

“ঈশ্বর লাগি” করিয়াছ বিস্তর ক্রন্দন ।

ঈশ্বর লাগি” করিলা বিস্তর আরাধন ॥৩০॥

ঈশ্বর লাগি” করিলা বিস্তর উপবাস ।

সে প্রভু তোমার আসি' হইলা প্রকাশ ॥৩১॥

ভক্তিয়োগ বিলাইতে তাঁর আগমন ।

তোমারে সে আজ্ঞা করিবারে বিবর্তন ॥৩২॥

ষড়ঙ্গ-পূজার বিধি-যোগ্য সজ্জ লঞা ।

প্রভুর আজ্ঞায় চল সঙ্গীক হইয়া ॥৩৩॥

কার্য্যাবস্তু, নৃত্য, ভ্রমণ, পরিবর্তন, উপস্থিত হওয়া । তুমি শীঘ্র আসিয়া স্বয়ং উপস্থিত হও অর্থাৎ মিলিত হও ॥ ১৩ ॥

অধৈতআচার্য্য প্রভু ভগবৎসেবানন্দে এরূপ বিহ্বল ছিলেন যে, তাঁহার বাহু-শরীর-সম্বন্ধে ধারণাব অভাব হইয়াছিল ॥২২॥

অধৈতের লীলা এরূপ গূঢ় যে, তিনি সকল বিষয়ের পরিজ্ঞাত হইয়াও যেন কিছুই অবজ্ঞাত নহেন—এরূপ প্রকাশ করেন ॥ ২৩ ॥

মহাশয়ের মধ্যে ভগবন্ত হইব নদীয়ায় আসিয়া মাছুয়ের জায় অবতাব হইবেন—ইহা কোন্ শাজ্জে লেখা আছে, জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২৪ ॥

শ্রীমদ অধৈত-আচার্য্য রামাইকে সোধাদন পূর্বক বলিলেন,—ওহে রামাই, তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবাস আমার ভক্তি, বৈরাগ্য, অধ্যাত্ম-জ্ঞান-বিষয়ে পারদর্শিতার সকল কথাই জানেন ॥ ২৫ ॥

নিভ্যানন্দস্বরূপের হৈল আগমন ।

প্রভুর দ্বিতীয় দেহ, তোমার জীবন ॥৩৪॥

তুমি সে জানহ তাঁরে, মুঞি কি কহিমু ।

ভাগ্য থাকে মোর, তবে একত্র দেখিমু ॥” ৩৫॥

মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্ত্তা-শ্রবণে অদ্বৈতেব আনন্দ প্রকাশ—

রামাইর মুখে যবে এতেক শুনিলা ।

তখনে তুলিয়া বাহু কান্দিতে লাগিলা ॥৩৬॥

কান্দিয়া হইলা মুচ্ছা আনন্দ-সহিত ।

দেখিয়া সকল-গণ হইলা বিম্বিত ॥৩৭॥

ক্ষণেকে পাইয়া বাহু করয়ে ছাড়ার ।

‘আনিমু’, ‘আনিমু’ বলে ‘প্রভু আপনার’ ॥৩৮॥

‘মোর লাগি’ প্রভু আইলা বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া ।”

এত বলি কান্দে পুনঃ ভূমিতে পড়িয়া ॥৩৯॥

মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্ত্তাশ্রবণে সপবিবাব সীতাদেবীর

আনন্দ-ক্রন্দন—

অদ্বৈত গৃহিণী পতিব্রতা জগন্নাভা ।

প্রভুর প্রকাশ শুনি’ কান্দে আনন্দিতা ॥৪০॥

অদ্বৈতের তনয় ‘অচ্যুতানন্দ’ নাম ।

পরম বালক সেহো কান্দে অবিরাম ॥৪১॥

কান্দেন অদ্বৈত পত্নী-পুত্রের সহিতে ।

অমুচর সব বেড়ি’ কাঁদে চারি ভিতে ॥৪২॥

কেবা কোন্ দিকে কাঁদে নাহি পরাপর ।

কৃষ্ণপ্রেমময় হৈল অদ্বৈতের ঘর ॥৪৩॥

শির হয় অদ্বৈত, হইতে নারে শির ।

ভাবাবেশে নিরবধি দোলায় শরীর ॥৪৪॥

ভাববিহ্বল অদ্বৈতেব রামাইকে মহাপ্রভুব আদেশ-

বিষয়ে পুনর্জিজ্ঞাসা—

রামাইরে বলে,—“প্রভু কি বলিলা মোরে ?”

রামাই বলেন,—“কাঁট চলিবার তরে ॥”৪৫॥

অদ্বৈতেব লালসাময়ী প্রকৃষ্টিতি—

অদ্বৈত বলেন,—“শুন রামাই পণ্ডিত ।

মোর প্রভু হন, তবে মোহার প্রতীত ॥৪৬॥

আপন ঐশ্বর্য যদি মোহারে দেখায় ।

শ্রীচরণ তুলি’ দেই মোহার মাথায় ॥৪৭॥

তবে সে জানিমু মোর হয় প্রাণনাথ ।

সত্য সত্য এই মুঞি কহিনু তোমাত ॥”৪৮॥

বামাইব উত্তর—

রামাই বলেন,—“প্রভু মুঞি কি কহিমু ।

যদি মোর ভাগ্যে থাকে, নয়নে দেখিমু ॥৪৯॥

যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, সেই সে তাঁহার ।

তোমার নিমিত্ত প্রভু এই অবতার ॥”৫০॥

বামাইব বচনে অদ্বৈতেব আনন্দ—

হইলা অদ্বৈত তুষ্ট রামের বচনে ।

শুভযাত্রা-উদ্দেশ্য করিলা ততক্ষণে ॥৫১॥

পূজার সজ্জা-সহ গমনার্থ প্রস্তুত হইতে সীতাদেবীকে

অদ্বৈতেব আদেশ এবং সঙ্গীক যাত্রা—

পত্নীকে বলিলা,—“কাঁট হও সাবধান ।

লইয়া পূজার সজ্জা চল আগুয়ান ॥”৫২॥

পতিব্রতা সেই চৈতন্যের তত্ত্ব জানে ।

গন্ধ, মালা, ধূপ, বস্ত্র অশেষ বিধান ॥৫৩॥

ক্ষীর, দধি, সর, ননী, কপূর, তাম্বুল ।

লইয়া চলিলা যত সব অমুকুল ॥৫৪॥

সপত্নীকে চলিলা অদ্বৈত-মহাপ্রভু ।

রামা’য়ে নিষেধে, “ইহা না কহিবা কত্থ ॥৫৫॥

অদ্বৈতেব নিজ গমন সংবাদ মহাপ্রভুকে জানাইতে

বামাইকে নিষেধাজ্ঞা—

‘না আইলা আচার্য’, তুমি বলিবা বচন ।

দেখি মোর প্রভু তবে কি বলে তখন ॥৫৬॥

অদ্বৈত-প্রভুর গৃঢ় চরিত্রে লোক প্রবেশ করিতে পারে না । ষাঁহার সৌভাগ্য আছে, তিনি প্রভুব উদ্দেশ্য বুঝিতে সমর্থ হইয়া লাভবান হন, আব মন-ভাগ্য হৃৎকর্ষিত জন তাঁহাকে না বুঝিতে পাবিয়া তাঁহার বিরুদ্ধে যত্ন করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করেন ॥ ২৭ ॥

ষড়ঙ্গ-পূজা—জল, আসন, বস্ত্র, দীপ, অন্ন ও তাম্বুল—
অর্চনমার্গীয় ষড়ঙ্গ । গোময়, গোমূত্র, দধি, হৃৎক, স্বত ও গোবোচনা—মাস্তলিক ষড়ঙ্গ । প্রণিপাত, ক্ষতি, সর্ব-কর্ম্মার্পণ, পরিচর্যা, চরণ-স্মরণ ও কথা-শ্রবণ—ভজন-মার্গীয় ষড়ঙ্গ ॥ ৩৩ ॥

ওগুণে থাকে। মুক্তি মন্দন-আচার্য্যের ঘরে ।
‘না আইলা’ বলি’ তুমি করিবা গোচরে ॥৫৭॥
অধৈতের সঙ্কর সর্গাস্ত্রধামী মহাপ্রভুর হৃদয়গোচর
এবং শ্রীবাসভবনে যাত্রা—

সবার হৃদয়ে বৈসে প্রভু বিশ্বস্তর ।
অধৈত-সঙ্কর চিন্তে হইল গোচর ॥৫৮॥
আচার্য্যের আগমন জানিয়া আপনে ।
ঠাকুর পণ্ডিত-গৃহে চলিলা তখনে ॥৫৯॥
ভক্তগণের প্রভুসহ মিলন—

প্রায় যত চৈতন্তের নিজ ভক্তগণ ।
প্রভুর ইচ্ছায় সব মিলিলা তখন ॥৬০॥
প্রভুব আবিষ্টভাব বৃত্তিতে পাবিয়া সকলেব সশব্দ অবস্থান—
আবেশিত চিত্ত প্রভুর সবাই বুঝিয়া ।
সশব্দে আছেন সবে নীরব হইয়া ॥৬১॥
প্রভুব হস্তাব পূর্বক বিষ্ণুপট্টায় উপবেশন এবং ভাবাবেশে
অধৈতের আগমন সংবাদ বিজ্ঞাপন—

হস্তার করিয়া প্রভু ত্রিদশের রায় ।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খটায় ॥৬২॥
‘নাড়া আইসে, নাড়া আইসে’—বলে বারে বারে ।
‘নাড়া চাহে মোর ঠাকুরাল দেখিবারে ॥’ ৬৩॥
মহাপ্রভুর অবস্থা দর্শনে নিত্যানন্দাদি সমমোচিত সেবা—
নিত্যানন্দ জানে সব প্রভুর ইচ্ছিত ।
বুঝিয়া মন্তকে ছত্র ধরিলা দ্রবিত ॥৬৪॥

অধৈতের পুত্র অচ্যুতানন্দ সেইকালে বালক ছিলেন ।
আনুমানিক ১৪২৩ শকাব্দা অচ্যুতানন্দেব প্রকটকাল ॥৬১॥
ত্রিদশেব বায়—(ত্রি-অধিক-ত্রিবাস্ত—দশ পবিমাণ
অর্থাৎ তেত্রিশ-সংখ্যা-বিশিষ্ট, ষাটাদিগেব মধ্যে দ্বাদশ
আদিত্য, একাদশ রক্ত, অষ্টবস্ত্র ও অশ্বিনীকুমাবহয়—এই
তেত্রিশটি দেবতা প্রধান, তাঁহারা ই ত্রিদশ ; বায় রায়
বা রাঅ, রাজা) তেত্রিশ কোটি দেবতার ঈশ্বর, দেব্য,
সর্বৈশ্বর্য্যের ॥ ৬২ ॥

অধৈত-প্রভু শ্রীবাসেব কনিষ্ঠ ভ্রাতা। শ্রীরামাইকে বলি-
লেন,—‘তুমি মহাপ্রভুকে বলিবে যে, অধৈত আসিলেন
না, তাহাতে মহাপ্রভুর কিরূপ বিচার হয়, আমি দেখিতে

গদাধর বুঝি’ দেয় কপুর ভাঙ্গুল ।
সকল জনে করে সেবা যেন অনুকূল ॥৬৫॥
কেহো পড়ে স্তুতি, কেহো কোন সেবা করে ।
হেনই সময়ে আসি’ রামাই গোচরে ॥৬৬॥
অস্ত্রধামী মহাপ্রভুর বামাইকে অধৈতের

বিষয় কথন—

নাহি কহিতেই প্রভু বলে রামাইরে ।
‘মোরে পরীক্ষিতে নাড়া পাঠাইল ভোরে ॥’ ৬৭॥
‘নাড়া আইসে’ বলি’ প্রভু মন্তক চুলায় ।
‘জানিয়াও মোরে নাড়া চালয়ে সদায় ॥’ ৬৮॥
এখাই রহিলা নন্দন আচার্য্যের ঘরে ।
মোরে পরীক্ষিতে ‘নাড়া’ পাঠাইল ভোরে ॥৬৯॥

অধৈতকে আনয়নার্থ মহাপ্রভুর আদেশ—

আন গিয়া শীঘ্র তুমি হেখাই তাহানে ।
প্রসন্ন শ্রীমুখে আমি বলিল আপনে ॥৭০॥
রামাইব অধৈত-সমীপে গমন ও মহাপ্রভুর

আদেশ বিজ্ঞাপন—

আনন্দে চলিলা পুনঃ রামাই পণ্ডিত ।
সকল অধৈতগণেব করিলা বিদিত ॥৭১॥
বামাইব মুখে প্রভুর আদেশ শুনিয়া অধৈতের সঙ্গীক
প্রভুসম্মুখে আগমন—
শুনিয়া আনন্দে ভাসে অধৈত আচার্য্য ।
আইলা প্রভুর হানে সিদ্ধ হৈল কার্য্য ॥৭২॥

চাই। আমি নন্দন আচার্য্যের ঘবে লুকাইয়া থাকিব, আর
তুমি মহাপ্রভুকে গিয়া ঐরূপ বলিও।’ এই পরামর্শ
অস্ত্রধামী শ্রীগৌরঙ্গ অবগত হইলেন এবং শ্রীবাসের
বাড়ীতে তাঁহাদের গৃহ-দেবতা নারায়ণের সিংহাসনোপরি
বসিয়া “নাড়া আসিতেছে” বলিয়া পুনঃ পুনঃ চীৎকার
করিতে লাগিলেন। প্রভু আরও বলিলেন,—“নাড়া’
(অধৈত আচার্য্য) আমার অস্ত্রধামিষ পরীক্ষা করিতে চায় ।
আমি তাহার কারচুপী বুঝিতে পারি কিনা, তাহা
তাহার হয়ত সন্দেহ আছে, অথবা আমাকে
বহির্জগতে প্রকাশ করিবার জন্ত কপটতা বিস্তার
করিয়াছে ॥” ৬৩ ॥

দূরে থাকি' দণ্ডবৎ করিতে করিতে।
সজীকে আইসে স্তব পড়িতে পড়িতে ॥৭৩॥
পাইয়া নির্ভয়-পদ আইলা সন্মুখে।
নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে অপরূপ বেশ দেখে ॥৭৪॥
মহাপ্রভুর বিবিধ ঐশ্বর্যদর্শনে সজীক অধৈর্যেতব
সসন্ময় প্রণিপাত ও বাক্যরোধ—

শ্রীরাগ

জিনিয়া কন্দর্পকোটি লাবণ্য সুন্দর।
জ্যোতির্ময় কনকসুন্দর কলেবর ॥৭৫॥
প্রসন্নবদন কোটিচন্দ্ৰের ঠাকুর।
অধৈর্যের প্রতি যেন সদয় প্রচুর ॥৭৬॥
তুই বাছ দিব্য কনকের স্তম্ভ জিনি'।
তহি' দিব্য আভরণ রত্নের খিচনি ॥৭৭॥
শ্রীবৎস, কৌস্তভ-মহামণি শোভে বক্ষে।
মকর কুণ্ডল বৈজয়ন্তী মালা দেখে ॥৭৮॥
কোটি মহাসূর্য্য জিনি' তেজে নাহি অন্ত।
পাদপদ্মে রমা, ছত্র ধরয়ে অনন্ত ॥৭৯॥
কিবা নথ, কিবা মণি না পারে চিনিতে।
ত্রিভঙ্গে বাজায় বাঁশী হাসিতে হাসিতে ॥৮০॥

কিবা প্রভু, কিবা গণ, কিবা অলঙ্কার।
জ্যোতির্ময় বই কিছু নাহি দেখে আর ॥৮১॥
দেখে পড়িয়াছে চারি-পঞ্চ-ছয়-মুখ।
মহাভয়ে স্ততি করে নারদাদি-শুক ॥৮২॥
মকরবাহন-রথ এক বরাজনা।
দণ্ডপরণামে আছে যেন গজাসমা ॥৮৩॥
তবে দেখে—স্ততি করে সহস্রবদন।
চারিদিকে দেখে জ্যোতির্ময় দেবগণ ॥৮৪॥
উলটি' আচার্য্য দেখে চরণের তলে।
সহস্র সহস্র দেব পড়ি' 'কৃষ্ণ' বলে ॥৮৫॥
যে পূজার সময়ে যে দেব ধ্যান করে।
তাহা দেখে চারিদিকে চরণের তলে ॥৮৬॥
দেখিয়া সজ্জমে দণ্ড পরণাম ছাড়ি'।
উঠিলা অধৈর্য—অক্লান্ত দেখি' বড়ি ॥৮৭॥
দেখে শত ফণাধর মহানাগগণ।
উর্দ্ধবাহ স্ততি করে তুলি' সব ফণ ॥৮৮॥
অস্তরীক্ষে পরিপূর্ণ দেখে দিব্যরথ।
গজ-হংস-তাম্বে নিরোধিল বায়ুপথ ॥৮৯॥

অধৈর্য আমাকে জানিয়াও সর্বদা প্রবৃত্ত-ধর্ম্যে চালিত
কবে ॥ ৬৮ ॥

অধৈর্যেতব উদ্দেশ্য ছিল যে, মহাপ্রভুব অন্তর্গামিত্ব ও
সর্বজ্ঞতা তাঁহাব কার্য্যের দ্বাৰা জগতে প্রকাশিত হউক।
তজ্জন্মই নন্দন-আচার্য্যের গৃহে আপনাকে লুক্কায়িত রাখিয়া
কপটতা দ্বাৰা নিজ আগমন-বার্তা মহাপ্রভুব নিকট সন্ধান
করিতে বামাইকে বলিলেন। এক্ষণে শ্রীমহাপ্রভু সকল
কথা নিজ শ্রীমুখে প্রচার কবিয়া দিলে তাঁহাব পরমেশ্বর
সকলে অবগত হওয়ায় অধৈর্যেতব অভীষ্ট সিদ্ধ হইল ॥ ৭২ ॥

নির্ভয়পদ—শ্রীগৌরসুন্দরের অভয়চরণাবিন্দ। নিখিল
ব্রহ্মাণ্ডে “সর্বভূতেষু যঃ পশ্যন্তগবস্তাৰ্হাঃ”—এই শ্লোকোক্তি
অনুসারে সর্বত্রই গৌরসুন্দরের দর্শন বা ইষ্টদর্শন ॥ ৭৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের ভূজায় স্বর্ণস্তম্ভের শোভা জয় করিয়া
ছিল। সেই ভূজায়ে দিব্য অলঙ্কারসমূহ স্বর্ণস্তম্ভে ঝুঁটিত
মণিগণের দ্বারা শোভা পাইতেছিল ॥ ৭৭ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের বক্ষোদেশে শ্রীবৎস ও কৌস্তভ
মহামণি বিবাজিত। কর্ণে মকবলাঙ্কিত কুণ্ডল এবং গলদেশে
বৈজয়ন্তী মালা লঙ্ঘমান দেখিলেন ॥ ৭৮ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের নথশোভা মণিচ্ছটা বিকীরণ করিতে-
ছিল; তাহাতে ভ্রম হইতেছিল যে, উহা নথ নহে,
শাস্তাং মণি ॥ ৮০ ॥

শ্রীমহাপ্রভুকে, তাঁহাব ভক্তগণকে অথবা প্রভুর
পরিহিত ভূষণ-সমূহকে জ্যোতির্ময়-পদার্থ-দর্শন ব্যতীত
আর কিছুই দেখিলেন না ॥ ৮১ ॥

আরও দেখি পাইলেন যে, চতুর্মুখ ব্রহ্মা, পঞ্চমুখ
শিব, ষড়্‌মুখ কার্তিকের প্রভৃতি প্রণত অবস্থায় তাঁহার
নিকট পড়িয়া রহিয়াছেন। নারদ-শুকদেবাদি সন্ন্যস্ত
হইয়া স্তব করিতেছেন ॥ ৮২ ॥

গজা-সদৃশী এক অপূর্ণা নারী মকর-লাহিত রথে
দণ্ডবৎ-প্রণতি বিধান করিতেছেন ॥ ৮৩ ॥

কোটি কোটি নাগবধু সজল-নয়নে ।
 ‘কৃষ্ণ’ বলি’ স্তুতি করে দেখে বিভ্রমানে ॥৯০॥
 ক্ষিতি অন্তরীক্ষে স্থান নাহি অবকাশে ।
 দেখে পড়িয়াছে মহা-ক্ষয়িগণ পাশে ॥৯১॥
 মহা-ঠাকুরাল দেখি’ পাইলা সংজ্ঞম ।
 পতি-পত্নী কিছু বলিবার নহে ক্ষম ॥৯২॥
 মহাপ্রভুব অধৈত-প্রতি নিজ প্রকাশ-তত্ত্ব ও
 জীবের সৌভাগ্য-হেতু বর্ণন—
 পরম-সদয়-মতি প্রভু বিশ্বস্তর ।
 চাহিয়া অধৈত-প্রতি করিলা উত্তর ॥৯৩॥
 “তোমার সংকল্প লাগি’ অবতীর্ণ আমি ।
 বিস্তর আমার আরাধনা কৈলে তুমি ॥৯৪॥
 শুতিয়া আছিলা ক্ষীরসাগর-ভিতরে ।
 নিজাভঙ্গ হইল মোর তোমার হৃদয়ে ॥৯৫॥
 দেখিয়া জীবের দুঃখ না পারি সহিতে ।
 আমারে আনিলে সব জীব উদ্ধারিতে ॥৯৬॥
 যতেক দেখিলে চতুর্দিকে মোর গণ !
 সবার হইল জন্ম তোমার কারণ ॥৯৭॥
 যে বৈষ্ণব দেখিতে ব্রহ্মাদি ভাবে মনে ।
 তোমা হৈতে তাহা দেখিবেক সর্বজনে ॥” ৯৮॥
 মহাপ্রভুব তত্ত্ব-শ্রবণে অধৈতব আনন্দ-জ্ঞাপন—

রামকিরি রাগঃ

এতেক প্রভুর বাক্য অধৈত শুনিয়া ।
 উদ্ধবাহ করি’ কাল্পে সজ্জীক হইয়া ॥৯৯॥
 “আজি সে সকল মোর দিন পরকাশ ।
 আজি সে সকল হৈল যত অভিলাষ ॥১০০॥
 আজি মোর জন্ম-কৰ্ম্ম সকল সফল ।
 সাক্ষাতে দেখিলু’ তোর চরণযুগল ॥১০১॥
 ঘোষে মাত্র চারি বেদে, যারে নাহি দেখে ।
 ছেন তুমি মোর লাগি’ হৈলা পরতেকে ॥১০২॥

মোর কিছু শক্তি নাহি তোমার করুণা ।
 তোমা বই জীব উদ্ধারিব কোন্ জনা ॥” ১০৩॥
 মহাপ্রভু কর্তৃক অধৈতকে নিজ পূজনে আদেশ—
 বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসেন স্নানার্থ্য ।
 প্রভু বলে—“আমার পূজার কর কার্য্য ॥” ১০৪ ॥

অধৈতের ত্রিচৈতন্য-চরণ পূজা—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা পরম হরিষে ।
 চৈতন্যচরণ পূজে অশেষ বিশেষে ॥১০৫॥
 প্রথমে চরণ ধুই’ সুবাসিত জলে ।
 শেষে গন্ধে পরিপূর্ণ পাদপদ্মে ঢালে ॥১০৬॥
 চন্দনে ডুবাই’ দিব্য তুলসীমঞ্জরী ।
 অর্ঘ্যের সহিত দিলা চরণ-উপরি ॥১০৭॥
 গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, পঞ্চ উপচারে ।
 পূজা করে প্রেমজলে বহে অশ্রুধারে ॥১০৮॥
 পঞ্চশিখা আলি’ পুনঃ করেন বন্দনা ।
 শেষে ‘জয়-জয়’-ধ্বনি করয়ে ঘোষণা ॥১০৯॥
 করিয়া চরণপূজা ষোড়শোপচারে ।
 আরবার দিলা মাল্য-বস্ত্র-অলঙ্কারে ॥১১০॥
 শাক্তদৃষ্টে পূজা করি’ পটল-বিধানে ।
 এই শ্লোক পড়ি’ করে দণ্ড-পরগামে ॥১১১॥

তথাহি—

“নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গো-ব্রাহ্মণহিতায় চ ।
 জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥” ১১২॥
 এই শ্লোক পড়ি’ আগে নমস্কার করি’ ।
 শেষে স্তুতি করে নানা-শাক্ত-অমুসারি’ ॥১১৩॥

অধৈত কর্তৃক মহাপ্রভুর স্তব—

জয় জয় সর্ব-প্রাণনাথ বিশ্বস্তর ।
 জয় জয় গৌরচন্দ্র করুণাসাগর ॥১১৪॥
 জয় জয় ভক্তবচন-সত্যকারী ।
 জয় জয় মহাপ্রভু মহা-অবতারী ॥১১৫॥

গজ-হংস-অশ্ব—গজ, হংস, অশ্ব প্রভৃতি দেবগণের
 গাহন-সমূহে ॥ ৮৯ ॥

ত্রিগৌরমূর্ত্তির এই প্রকার মহৈশ্বর্য-দর্শনে সপত্নীক
 অধৈত আচার্য্য নির্বাক ও ভক্তপ্রায় হইলেন ॥ ৯২ ॥

চাবিবেদ বাহ্যকে দর্শন না পাইয়া বাক্য দ্বাৰা বর্ণন করে
 মাত্র, সেই বস্ত্র আমি অতঃপক্ষে দর্শন করিলাম ॥ ১০২ ॥

গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ ও নৈবেদ্য—এই পঞ্চোপচার
 (—হঃ ভঃ বিঃ ১১৪৮) ॥ ১০৮ ॥

জয় জয় সিদ্ধসুতা-রূপ-মনোরম ।
 জয় জয় শ্রীবৎস-কৌশল-বিভূষণ ॥১১৬॥
 জয় জয় 'হরে-কৃষ্ণ'-মন্ত্রের প্রকাশ ।
 জয় জয় নিজ-ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ॥১১৭॥
 জয় জয় মহাপ্রভু অনন্তশয়ন ।
 জয় জয় জয় সর্বজীবের শরণ ॥১১৮॥

তুমি বিষ্ণু, তুমি কৃষ্ণ, তুমি নারায়ণ ।
 তুমি মৎস্ত, তুমি কুর্ম, তুমি সনাতন ॥১১৯॥
 তুমি সে বরাহ প্রভু, তুমি সে বামন ।
 তুমি কর যুগে যুগে বেদের পালন ॥১২০॥
 তুমি রক্ষকুল-হস্তা জানকী-জীবন ।
 তুমি গুহ-বরদাতা, অহল্যা-মোচন ॥১২১॥

পঞ্চশিখা,—পঞ্চপ্রদীপ ॥ ১০৯ ॥

ঘোড়শোপচাব—“আসন-স্বাগতে সার্থ্যে পাণ্ডমাচম-
 নীয়কম্ । মধুপর্কচামস্নানবসনাভরণানি চ ॥ স্নগন্ধস্থম্নোদুগ-
 দীপনৈবেদ্যবন্দনম্ । প্রযোজযেদর্চনাম্যামুপচাবাস্ত ঘোড়শ ॥”
 তচিচ্চ—“আসনাবাহনক্লেব পাণ্ডার্য্যচমনীয়কম্ । স্নানং
 বাসো ভূষণঞ্চ গন্ধঃ পুষ্পঞ্চ ধূপকঃ । প্রদীপশ্চৈব নৈবেদ্যং
 পুষ্পাঞ্জলিবতঃপবম্ । প্রদক্ষিণং নমস্কারো বিসর্গশ্চৈব
 ঘোড়শ ॥” (হঃ ভঃ বিঃ ১১৮৬, ৪৯) অর্থাৎ—আসন,
 স্বাগত, অর্ঘ্য, পাণ্ড, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমন, স্নান,
 বসন, আভরণ, স্নগন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য ও
 বন্দনা । কোন কোন মতে—আসন, আবাহন, পাণ্ড,
 অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বসন, ভূষণ, গন্ধ, পুষ্প,
 ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, পুষ্পাঞ্জলি, প্রদক্ষিণ, নমস্কার ও
 বিসর্জন ॥ ১১০ ॥

পটল-বিধান—পাঞ্চরাত্রিকী বিধি—যাহা বিভিন্ন পরি-
 ছেদে (পটলে) নির্দিষ্ট আছে ।

শ্রীঅদ্বৈত আচার্য্য প্রভু শাস্ত্র-দৃষ্টো পাঞ্চরাত্রিক বিধানে
 মহাপ্রভুবর্জন কবিতাছিলেন । “শাস্ত্র-দৃষ্টো” ও “পটল-
 বিধানে”—এই শব্দদ্বয় দ্বারা অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু যে শ্রীগোব-
 মস্তু গৌরপূজা কবিতাছিলেন, তাহাই শ্রীচৈতন্যভাগবতকাব
 গোব-সেবোদ্যোগগণের নিকট ইঙ্গিতে প্রকাশিত কবিতাছেন ।
 এই পটলবিধান আমরা শ্রীধানচন্দ্রের পদ্ধতিতে এবং
 উক্তান্মায়তন্ত্র প্রভৃতি পঞ্চরাত্র শাস্ত্রে দেখিতে পাই ।
 উহাতে গৌর-মস্ত্রে গোব-পূজার প্রয়োগ-পদ্ধতি
 বর্ণিত রহিয়াছে । অদ্বৈত আচার্য্যপ্রভু শাস্ত্র দর্শন কবিতা
 ‘পাঞ্চরাত্রিক বিধানে মহাপ্রভুর পূজা কবিতাছিলেন এবং
 পূজার অন্ত্রে গোবস্তুদের বিষ্ণু জগতে প্রচার কবিতা
 জন্ত “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়” প্রভৃতি স্তবস্থে মহাপ্রভুর স্তুতি

করিয়াছিলেন । “নমো ব্রহ্মণ্যদেবায়” শ্লোকের দ্বারা
 শ্রীচৈতন্যভাগবতকার গৌরমস্ত্র বিবোধ করেন নাই ॥ ১১১ ॥

মধ্য ২।১৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১১২ ॥

সিদ্ধসুতা-রূপ-মনোরম—বত্নাকব-তনয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর
 সৌন্দর্য্য যাহার মানসিক উল্লাস বৃদ্ধি কবে । সমুদ্রমহুনে
 লক্ষ্মীদেবী সিদ্ধ হইতে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন বলিয়া
 তাঁহার নাম ‘সিদ্ধসুতা’ । “ততশ্চাবিবভূৎ সাক্ষাচ্ছ্রীবিমা
 ভগবৎপবা । বজ্রয়ন্তী দিশঃ কান্ত্যা বিভ্রাৎ সৌদামিনী
 যথা ॥” (—ভাঃ ৮।৮।৮) ॥ ১১৬ ॥

‘হরেকৃষ্ণ’মন্ত্র,—“হবে কৃষ্ণ হবে কৃষ্ণ কৃষ্ণ হবে হবে ।
 হবে বাম হরে রাম বাম বাম হবে হবে ॥”—এই মহা-
 মন্ত্র । এই মহামন্ত্রের প্রকাশকারী শ্রীগৌরসুন্দরের পুনঃ পুনঃ
 জয় হউক । ইহাব দ্বারা স্তুতি হইতেছে, যাহাবা শ্রীগোব-
 স্তুদের প্রকাশিত ‘হবে কৃষ্ণ’-মহামন্ত্র-কীর্তনের বাধক হন,
 তাঁহাবা গোবাস্ত্রের বিবোধী ।

শ্রীগৌরসুন্দর—সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ । শ্রীকৃষ্ণ হইয়াও তিনি
 জীবকে নিজভজন-মুদ্রা শিক্ষা দিবার জন্ত নিজেই
 ভগবন্তক্তি গ্রহণ বা আচরণেব বিলাস বা লীলা কবিত-
 ছেন, অথবা জীবকে নিজভক্তি গ্রহণ কবাইবার জন্তই
 তাঁহার বিলাস বা ভক্তরূপে লীলাপ্রকাশ ॥ ১১৭ ॥

‘তুমি মৎস্ত,’ ‘তুমি কুর্ম,’ ‘তুমি সে বরাহ,’ ‘তুমি সে
 বামন’ প্রভৃতি বাক্যের দ্বারা শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সকল আংশাদি
 অবতারই মহা-অবতাবী মহাপ্রভুতে,—অংশীতে অংশ-
 সমূহের নিত্যাবস্থান বিরাজমান—ইহাই জানাইলেন ।
 অদ্বৈত-প্রভুব ১১৫ সংখ্যাব বাক্য দ্রষ্টব্য ॥ ১১৯ ॥

রক্ষকুল-হস্তা—ভগবান্ গৌরসুন্দর স্বীয় রামাবতারে
 রামাদি রাক্ষসকুলেব বিনাশক-লীলা প্রকাশ করিয়া-

তুমি সে প্রহ্লাদ-নাগি' কৈলে অবতার ।
 হিরণ্য বসিয়া 'নরসিংহ'-নাম যার ॥১২২॥
 সর্বদেব-চূড়ামণি তুমি বিজয়াজ ।
 তুমি সে ভোজন কর নীলাচল-মাক ॥১২৩॥
 তোমারে সে চারি-বেদে বুলে অশেষিয়া ।
 তুমি এথা আসি' রহিয়াছ লুকাইয়া ॥১২৪॥
 লুকাইতে বড় প্রভু তুমি মহাবীর ।
 ভক্তজনে তোমা ধরি' করয়ে বাহির ॥১২৫॥
 সঙ্কীৰ্ত্তন-আরম্ভে তোমার অবতার ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে তোমা বই নাহি আর ॥১২৬॥
 এই তোর দুইখানি চরণ-কমল ।
 ইহার সে রসে গৌরী-শঙ্কর বিহ্বল ॥ ১২৭॥
 এই সে চরণ রমা সেবে একমনে ।
 ইহার সে যশ গায় সহস্রবদনে ॥১২৮॥
 এই সে চরণ ব্রহ্মা পূজয়ে সদায় ।
 শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণে ইহার যশ গায় ॥১২৯॥
 সত্যলোক আক্রমিল এই সে চরণে ।
 বলি-শির ধন্য হৈল ইহার অর্পণে ॥১৩০॥
 এই সে চরণ হৈতে গঙ্গা-অবতার ।
 শঙ্কর ধরিল শিরে মহাবাগ যার ॥১৩১॥
 কোটি বৃহস্পতি জিনি' অষ্টভৈরব বুঝি ।
 ভালমতে জানে সেই চৈতন্যের শুদ্ধি ॥১৩২॥

ছিলেন। গুহ-ববদাতা—চণ্ডালকুলে আবির্ভূত গুহকে
 যিনি বব দান কবিরাজিলেন। অহল্যা-মোচন—যিনি
 অহল্যাকে মুক্ত কবিরাজিলেন ॥ ১২১ ॥

নীলাচল শ্রীপুরুষোত্তমক্ষেত্রে তুমি অর্চাবিগ্রহে অবস্থিত
 হইয়া ভক্ত-প্রদত্ত নৈবেদ্য গ্রহণ কর। শ্রীদুর্গাদেবী 'নীলা'
 নামে কথিত। জগদ্রূপিণী 'নীলা' তাঁহার বরণীয় ভগ-
 রানকে প্রপঞ্চে শ্রীঅর্চামূর্তিতে প্রকট করান। সেখানে
 নৈবেদ্যরূপে প্রদত্ত ভোজ্যবস্তু ভগবান্ গ্রহণ করেন।
 তিনি জগতের নাথ হইলেও স্বয়ং বৈকুণ্ঠবস্ত্র, বৈকুণ্ঠ-
 ধামেই নিত্য বিরাজমান। জগতের অধিবাসিগণের নিকট
 হইতে তিনি সেবা-গ্রহণ-মানসে প্রপঞ্চে অর্চামূর্তিতে
 আবির্ভূত ॥ ১২৩ ॥

স্তব কবিত্তে করিতে অষ্টভৈরব প্রভুপদতলে পতন—
 বর্ণিতে চরণ—ভাসে নয়নের জলে ।

পড়িলা দীঘল হই' চরণের তলে ॥১৩৩॥
 সর্বভূত অন্তর্যামী শ্রীগৌরাজ-রায় ।
 চরণ তুলিয়া দিলা অষ্টভৈরব-মাধায় ॥১৩৪॥
 অষ্টভৈরব হৃদগত ভাবজাতা মহাপ্রভুর অষ্টভৈরবে
 নিজ পাদপদ্ম-স্থাপন—

চরণ অর্পণ শিরে করিলা যখন ।

'জয় জয়' মহাধ্বনি হইল তখন ॥১৩৫॥

অপূর্ব-দর্শনে সকলের হবি-কোলাহল ও

বিভিন্ন ভাব প্রকাশ—

অপূর্ব দেখিয়া সবে হইল বিহ্বল ।

'হরি, হরি' বলি' সবে করে কোলাহল ॥১৩৬॥

গড়াগড়ি যায় কেহ, মালসাট মারে ।

কারো গলা ধরি' কেহ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৩৭॥

নিজশিরে শ্রীচৈতন্য-চরণ লাভে অষ্টভৈরব

মনোভীষ্ট-পরিপূর্ণি—

সঙ্কীর্ষে অষ্টভৈরব হৈলা পূর্ণ-মনোরথ ।

পাইয়া চরণ শিরে পূর্ব-অভিমত ॥১৩৮॥

কীৰ্ত্তনে নৃত্যার্থ অষ্টভৈরব মহাপ্রভুর আদেশ—

অষ্টভৈরবে আচ্ছা কৈলা প্রভু বিশ্বম্ভর ।

"আরে নাড়া! আমার কীৰ্ত্তনে নৃত্য কর ॥" ১৩৯॥

শ্রীবামনদেবের পাদপদ্ম সনৎ সত্যলোক আবরণ করিয়া-
 ছিল (—ভাঃ ৮।২।৩৩-৩৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। শ্রীভগবচ্চরণ
 ব্যতীত অল্প কোন প্রকাব সত্যের প্রতিষ্ঠা থাকিতে
 পারে না। অপর কাল্পনিক সত্য-সমূহ কুহকাবৃত। ভগবান্‌ই
 সত্য-স্বরূপ। শ্রীমদ্ভাগবতের আদি শ্লোকে এবং "সত্যব্রতং
 সত্যপরং ত্রিসত্যং" (১০।২।২৬) প্রভৃতি শ্লোক-সমূহে
 ইহা উদাহৃত আছে ॥ ১৩০ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের পবিত্র নিবাস শ্রীঅষ্টভৈরব-প্রভু সর্কাপেক্ষা
 অধিক অবগত আছেন। তাঁহার নির্মলা বুদ্ধি কোটি-
 সংখ্যক বৃহস্পতির বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥ ১৩২ ॥

দীঘল—(দীর্ঘল-শব্দ) দীর্ঘাকার, দীর্ঘ। দীর্ঘভাবে
 লিখিত হইয়া পড়িলেন ॥ ১৩৩ ॥

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা অধৈত-গোসাঞি ।
নানা-ভক্তিযোগে নৃত্য করে সেই ঠাঞি ॥১৪০॥

অধৈতের নৃত্য ও বিভিন্ন ভাবাবেশ—

উঠিল কীর্তনধ্বনি অতি মনোহর ।
নাচেন অধৈত গৌরচন্দ্ৰের গোচর ॥১৪১॥
কণে বা বিশাল নাচে, কণে বা মধুর ।
কণে বা দশনে তুণ ধরয়ে প্রচুর ॥১৪২॥
কণে ঘুরে, উঠে, কণে পড়ি' গড়ি' যায় ।
কণে ঘনধ্বাস ছাড়ি' কণে মুচ্ছা পায় ॥১৪৩॥
যে কীর্তন যখন শুনয়ে' সেই হয় ।
এক ভাবে স্থির নহে, আনন্দে নাচয় ॥১৪৪॥
অবশেষে আসি' সবে রহে দাস্ত্যভাবে ।
বুঝন না যায় সেই অচিন্ত্য-প্রভাবে ॥১৪৫॥

নিত্যানন্দ-দর্শনে অধৈতের জকুটি ও

নিত্যানন্দের হস্ত—

ধাইয়া ধাইয়া যায় ঠাকুরের পাশে ।
নিত্যানন্দ দেখিয়া জকুটি করি' হাসে ॥১৪৬॥
হাসি' বলে,—“ভাল হৈল আইলা নিতাই ।
এতদিন তোমার নাগালি নাহি পাই ॥১৪৭॥
যাইবে কোথায় আজি রাখিমু বাক্সিয়া ।”
কণে বলে প্রভু, কণে বলে মাতালিয়া ॥১৪৮॥
অধৈত-চরিত্রে হাসে নিত্যানন্দ-রায় ।
এক মুষ্টি, দুই ভাগ—রুক্ষের লীলায় ॥১৪৯॥

নিত্যানন্দের বিভিন্ন ভাবে সেবা—

পূর্বে বলিয়াছি নিত্যানন্দ নানারূপে ।
চৈতন্যের সেবা করে অশেষ কৌতুকে ॥১৫০॥
কোন রূপে কহে, কোন রূপে করে ধ্যান ।
কোন রূপে ছত্র-শয্যা, কোন রূপে গান ॥১৫১॥
চৈতন্যপ্রিয় নিত্যানন্দ-অধৈতের রহস্য ও মাহাত্ম্য—
নিত্যানন্দ-অধৈতে অভিন্ন করি' জান ।
এই অবতারে জানে যত ভা ॥১৫২॥

যে কিছু কলহ-লীলা দেখেহ দৌহার ।
সে সব অচিন্ত্য-রঙ্গ লৈখর-ব্যভার ॥১৫৩॥
এ দু'য়ের প্রীতি যেন অনন্ত-শঙ্কর ।
দুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর ॥১৫৪॥

নিত্যানন্দাধৈতে ভেদ-দর্শনকাবীর দুর্গতি প্রাপ্তি—

যে না বুঝি' দৌহার কলহ, পক্ষ ধরে ।
একে বন্দে, আরে নিন্দে, সেই জন মরে ॥১৫৫॥
অধৈতের নৃত্যদর্শনে বৈষ্ণবগণের প্রীতি—
অধৈতের নৃত্য দেখি' বৈষ্ণবসকল ।
আনন্দমাগরেন্ মগ্ন হইলা বিহ্বল ॥১৫৬॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় অধৈতের নৃত্য-বিবর্তি—

হইল প্রভুর আজ্ঞা—রহিবার তরে ।
ততক্ষণে রহিলেন,—আজ্ঞা করি' শিরে ॥১৫৭॥
মহাপ্রভুর অধৈতকে প্রসাদী মালা প্রদান ও বব-

প্রদানের অভিলাষ—

আপন গলার মালা অধৈতেরে দিয়া ।
'বর মাগ', 'বর মাগ'—বলেন হাসিয়া ॥১৫৮॥
শুনিয়া অধৈত কিছু না করে উত্তর ।
'মাগ, মাগ' পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বস্তর ॥১৫৯॥
অধৈতের উত্তর-প্রদানমুখে নিজ অভিলাষ-জ্ঞাপন—
অধৈত বলয়ে,—“আর কি মাগিমু বর ?
যে বর চাইলু', তাহা পাইলু' সকল ॥১৬০॥
তোমাতে সাক্ষাৎ করি' আপনে নাচিলু' ।
চিন্তের অভীষ্ট যত সকল পাইলু' ॥১৬১॥
কি চাহিমু প্রভু, কিবা শেষ আছে আর ।
সাক্ষাতে দেখিলু' প্রভু, তোর অবতার ॥১৬২॥
কি চাহিমু, কিবা নাহি জানহ আপনে ।
কিবা নাহি দেখে তুমি দিব্য-দরশনে ॥১৬৩॥
মহাপ্রভুর অধৈত-সমীপে নিজাবতাব-কার্য প্রকাশ—
মাথা চুলাইয়া বলে প্রভু বিশ্বস্তর ।
“তোমার নিমিত্তে আমি হইলু' গোচর ॥১৬৪॥

মালাসট—[মল- (প্রঃ) সট—ছুট (বস্ত্র)-ছাটা
ছ—শ বাস] মল্লের সজ্জা ও প্রাবল্ল ॥ ১৩৭ ॥

বিশাল—অগঙ্কোচিত, বিস্তীর্ণ ॥ ১৪২ ॥

মাতালিয়া—প্রমত্ত, মাতাল ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅধৈতের বিচার-ভেদজনিত পরস্পরের
উক্তি শুনিয়া যাহাবা তাঁহাদিগের মধ্যে ভেদ কল্পনা

যহে যহে করিমু কীর্তন পরচার।
মোর যশে নাচে যেন সকল-সংসার ॥১৬৫॥
ব্রহ্মা-ভব-নারদাদি যারে তপ করে।
হেন ভক্তি বিলাইমু, বলিহুঁ তোমায়ে ॥” ১৬৬॥
বিজ্ঞান-কুল-তপস্তাদি-মদমস্ত বৈষ্ণবাপবাহী ব্যতীত
আচণ্ডালে প্রেম-বিতরণার্থ অধৈতেব প্রভুকে

অনুবোধ-রূপ-বরণার্থনা—

অধৈত বলয়ে—“যদি ভক্তি বিলাইবা।
শ্রী-শূজ-আদি যত মূর্খেয়ে সে দিবা ॥১৬৭॥

করেন, চিন্তাব অতীত বস্তু-সম্বন্ধে তাঁহাদের সেইরূপ ধারণা
কবা কর্তব্য নহে। ভগবানের বিচিত্র লীলা সকলেব
বোধগম্য নহে, উহা চিন্তাব অতীত বাজ্যে অবস্থিত ॥১৫৩॥

যে রূপ অনন্তদেব ভগবানে প্রীতিবিশিষ্ট এবং কল্পদেব
যে রূপ ভগবৎসেবা-নিবৃত্ত, এতদুভয়েব ভগবৎপ্রীতি
যে রূপ অসামান্য, সেইরূপ শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅধৈত
প্রভুব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবেব সেবা-বিষয়ে অলৌকিক-প্রীতি।
শ্রীচৈতন্যের শ্রিয়-বিধানার্থ উভয়েই নিজ নিজ প্রাকট্য
সাধন করিয়াছেন ॥ ১৫৪ ॥

যাহারা শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅধৈতেব মধ্যে পবম্পবেব
স্ব-স্ব-ভাবোচিত বাক্য বৃথিতে না পাবিয়া তাহাকে ‘কলহ’
জ্ঞান কবেন, তাঁহাদের একজনের পক্ষ গ্রহণ করিয়া অপব
পক্ষেব দোষ দর্শন করেন এবং এইরূপ শিচারে একেব
বন্দনা অপরেব নিন্দা করিতে যান, তাঁহাদের সর্বনাশ
উপস্থিত হয় ॥ ১৫৫ ॥

শ্রীগৌবত্মদেব বলিলেন,—আমি প্রত্যেকের গৃহে কৃষ্ণ-
কথা-কীর্তন প্রচার করিব। যাহাতে পৃথিবী সকল
লোক আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হইয়া আমার যশোগানে নৃত্য
করিবে ॥ ১৬৫ ॥

চতুর্গুণ-হর-নারদাদি যে ভক্তির (ভগবৎপ্রেমার)
জন্ত তপস্তা করিয়া থাকেন, সেই ভক্তি আপামরে প্রদান
করিয়া মোক্ষের উপকার করিব—এই কথা আমি
তোমাকে বলিলাম ॥ ১৬৬ ॥

অধৈত বলিলেন,—যদি ব্রহ্মাদির দুর্লভ ভগবৎসেবা
জগতের সকলকে বিতরণ করিবেন, তাহা হইলে যাহারা

বিজ্ঞান-ধন-কুল-আদি উপস্তার মদে।
তোর ভক্ত, তোর ভক্তি যে-যে-জন বাধে ॥১৬৮॥
শ্বেপাপিষ্ঠ-সব দেখি’ মরুক পুড়িয়া।
আচণ্ডাল নাচুক তোর নাম-শুণ গাঞি ॥” ১৬৯॥

মহাপ্রভুব অধৈতবাক্য অঙ্গীকার—

অধৈতের বাক্য শুনি’ করিলা হৃদ্যার।
প্রভু বলে,—“সত্য যে তোমার অঙ্গীকার ॥১৭০॥
এ সব বাক্যের সাক্ষী সকল-সংসার।
মূর্খ-নীচ-প্রতি কৃপা হইল তাঁহার ॥১৭১॥

অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত, তাহাদিগকেও সেই প্রেমভক্তি
বিলাইতে হইবে। জীলোক, শূজ ও মূর্খ ভগবৎসেবায়
অনধিকারী বলিয়া এতাবৎকাল সাধারণ লোকের বিচাব
আছে। তাহা পবিবর্তন করিয়া ঐ সকল অযোগ্য পরিচয়ে
পবিচিত জনগণেব নিকট হবিত্ত-প্রদান-কার্যরূপ
কীর্তন-প্রথা তোমাব দ্বারাই প্রচারিত হউক ॥ ১৬৭ ॥

বিজ্ঞানমদ, ধনমদ, কুলমদ, তপস্তামদ প্রভৃতি অকলাণ-
কব অহঙ্কারের মধ্যে অবস্থিত। যে-সকল ভাগ্যহীন মৎসর-
প্রকৃতিব ব্যক্তি তোমার ভক্তিব স্বরূপ ও ভক্তেব মহিমা
অবগত নহে, তাহাবাই নিজ নিজ বিজ্ঞা, ধন, কুল, তপস্তা
প্রভৃতির গর্বে গর্ষিত হইয়া ভগবন্তকে এবং ভগবন্তকেব
পরমোচ্চ-লাভরূপা ভক্তিকে বাধা দেয়, তাহাবা পাপ-
প্রবণচিহ্ন ॥ ১৬৮ ॥

সেই সকল পাপিষ্ঠ জগতের সকল শ্রেণীব মধ্যে ভক্ত
দর্শন করিয়া এবং তাঁহাদের অলৌকিকী ভক্তি দেখিয়া
মৎসবতাবশে জলিয়া পুড়িয়া মরুক। আব যাহাবা লোক-
নিন্দিত, অবজ্ঞাপুষ্ট চণ্ডালাদি নামধারণ করিয়া আনন্দভরে
প্রেমভক্তিব পরিচয় প্রদান কবেন, তাঁহাদিগের প্রবল
নৃত্যদর্শনে মাৎসর্যপব দান্তিক-সম্প্রদায় অন্তর্দাহে দগ্ধ হউক,
আমি ইহা দেখিয়া আনন্দিত হই। অধৈতের এই বাক্য
ভগবান্ গৌরসুন্দর অনুমোদন করিলেন ॥ ১৬৯-১৭০ ॥

শ্রীমহাপ্রভু ও অধৈত প্রভুব কথোপকথনেব সত্যতা
জগতের লোকনিন্দিত-সমাজের নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তিগণ সাক্ষ্য
প্রদান করিবে। আজও লৌকিক বিচারে অনভিজ্ঞ
মূর্খগণ ভগবন্ত-প্রভাবে পণ্ডিতগণকে সকল বিষয়েই

চণ্ডালাদি নাচয়ে প্রভুর গুণ-গানে ।

ভট্ট-মিশ্র-চক্রবর্তী সবে নিন্দা জানে ॥১৭২॥

এছ পড়ি' যুগু' মুড়ি' কারো বুদ্ধি নাশ ।

নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥১৭৩॥

অধৈতের বলে প্রেম পাইল জগতে ।

এ সকল কথা কহি মধ্যখণ্ড হৈতে ॥১৭৪॥

শুদ্ধা সবস্বতী বরুণায় চৈতন্য-তত্ত্ব-দ্বয়—

চৈতন্য-অধৈতে যত হৈল প্রেমকথা ।

সকল জানেন সরস্বতী জগন্নাথ ॥১৭৫॥

সেই ভগবতী সর্ব-জনের জিহ্বায় ।

অনন্ত হইয়া চৈতন্যের যশঃ গায় ॥১৭৬॥

এছকারে দৈতজ্ঞাপন—

সর্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর মমঙ্কার ।

ইথে অপরাধ কিছু নহক আমার ॥১৭৭॥

সঙ্গীক অধৈতের নবধীপে অবস্থিতি—

সঙ্গীকে আনন্দ হৈলা আচার্য্য গোসাঞি ।

অভিমত পাই' রহিলেন সেই ঠাঞি ॥১৭৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৭৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীঅধৈতমিলনঃ

নাম ষষ্ঠোহধ্যায়ঃ ॥

পরাজিত করিতে সমর্থ । কুরুক্ষেত্রে নীচ জাতিতে উদ্ধৃত হইয়া শ্রীচৈতন্যরূপায় ঠাঁহাদেব যে প্রকাব সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠতা লাভ ঘটে, উহাই ভগবদুগ্রহেব নিদর্শন ॥ ১৭১ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের গুণ গান কবিতে চণ্ডাল-প্রমুখ সকল মুখ-নীচ-সম্প্রদায় প্রভুর গুণগ্রাহী হইয়া নৃত্য করে । কিন্তু ভট্ট, মিশ্র, চক্রবর্তী প্রভৃতি পণ্ডিত—উন্নতকুল সকলেই চৈতন্য-নিন্দা কবাই বুদ্ধি বাখিয়াছেন । “বেদাধ্যায়বতা নিতাং নিতাং বৈ যজ্ঞযাজকাঃ । অগ্নিহোত্র-রতা নিগাং বিষ্ণুধর্মপবাস্থুথাঃ । নিন্দন্তি বিষ্ণুভক্তাংশ্চ বেদ-বাহ্বাঃ স্বেদেধবী ॥”—(পাশ্ব্যন্তবে ৫০ অঃ) ॥ ১৭২ ॥

সেবা-বিম্ব ব্যক্তিগণ শাস্ত্রসমূহ পড়িয়া শাস্ত্রে স্ব-স্ব মুখরতা প্রদর্শন পূর্বক অস্তবে বিদ্যা-গর্বে গর্কিত হইলে কাহাবও কাহাবও বিদ্যালভ-জনিত বুদ্ধি-বৃত্তি বিনষ্ট হয় । ঠাঁহারা নিত্যানন্দের লোকাতীত আচাৰ বুদ্ধিতে সমর্থ না হইয়া নিজ বিনাশ আৰাহন কবেন । “বেদৈঃ পূবানৈঃ সিদ্ধান্তৈর্ভিন্নৈর্বিভ্রান্তচেতসঃ । নিশ্চয়ং নাবিগচ্ছন্তি কিং তস্মৈ কিং পবং পদম্ ॥”—(নাঃ পঞ্চবাত্র ৪২৬) ॥ ১৭৩ ॥

শঙ্গগানকাবিনী শুদ্ধা সবস্বতী জগতের ভাব-সমূহের প্রবৃত্তি । তিনি শ্রীচৈতন্য-নিত্য... কথোপকথন-সকল অবগত আছেন ॥ ১৭৫ ॥

সেই জগদীশ্বরী বাণী সেবামুখ জনগণের জিহ্বায় বর্তমান থাকিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের মহিমা কীর্তন করেন ॥১৭৬॥

বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় প্রত্যেক বৈষ্ণবের চরণে পতিত হইয়া ঠাঁহাদিগের নিকট অপরাধ হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিতেছেন । ঠাঁহাদের প্রকৃত প্রজ্ঞাবে স্বরূপে বিষ্ণুভক্তি উদ্ভিত হইয়াছে, ঠাঁহারা নিরন্তর ভগবান ও ভক্তের সেবা-বিধান তৎপর । ঠাঁহাদিগের ভক্তির অমুষ্ঠানে কাহাবও বাধা দিয়া অপরাধ সঞ্চয় করা কর্তব্য নহে । ইহাই গ্রন্থকাবের আদর্শ জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে । তাই বলিয়া বিষ্ণুভক্তি-রহিত ভক্তি-বিরোধী পাষণ্ড-সম্প্রদায় যদি আপনাদিগকে বৈষ্ণব-গুরু অভিমানে অধৈতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ঠাকুর বৃন্দাবন-দাসপ্রমুখ ভক্তগণের নিকট হইতে সম্মান-লাভের চুরাশা করেন, তবে ঠাঁহারা অনন্তকাল নিরয়ে পতিত হইয়া ভক্তষেবী হইয়া পড়েন ॥ ১৭৭ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার ও ভক্তিসিদ্ধান্ত অবগত হইয়া অধৈতপ্রভু ঠাঁহার নিম্নেখরীর সহিত আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীচৈতন্যদেবের অমুমোদন লাভ করিয়া ঠাঁহারা সেই স্থানে কিছুকাল বাস করিলেন ॥ ১৭৮ ॥

ইতি গোড়ীর-ভায়ে ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীবাসভবনে নিত্যানন্দের অবস্থান, মালিনীর বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দ-সেবা, মহাপ্রভুর 'পুণ্ডরীক'-নাম লইয়া ক্রন্দন, গদাধর ও মুকুন্দেব বিজ্ঞানিধি-সমীপে গমন, বিজ্ঞানিধির ভোগবিলাস দর্শনে গদাধরবেব সংশয়, গদাধরের চিন্তাজ্ঞাতা মুকুন্দের ভাগবত-শ্লোকোচ্চারণ-ফলে পুণ্ডরীকের প্রেমবিকার, গদাধরবেব বৈষ্ণবাপরাধ-কালনলীলা-প্রকাশার্থ বিজ্ঞানিধির নিকট দীক্ষাগ্রহণের প্রস্তাব ও পুণ্ডরীকের তৎসম্মতি প্রভৃতি বর্ণিত আছে।

একট শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধাময়াপু্রে শ্রীবাসের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার তৎকালে নিরন্তর বাল্যভাবপ্রযুক্ত মালিনীদেবী নিজ পুত্রভাবে নিত্যানন্দের সেবা করিতেন। একদিন মহাপ্রভু প্রিয় পার্শ্বদ 'পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি'র নাম লইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তগণ তাঁহার অভিপ্রায় অবগত হইতে না পারিয়া মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা করায় প্রভু বিজ্ঞানিধি পরিচয় প্রদান করিয়া অবিলম্বেই শ্রীয়াপু্রে বিজ্ঞানিধির আগমন সংঘটিত হইবে, জানাইলেন। পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি নবদ্বীপে আগমন পূর্বক পরমভোগীর লীলা অভিনয় পূর্বক গৃহভাবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণের মধ্যে মাত্র ভক্তশ্রেষ্ঠ মুকুন্দ চট্টগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ায় তিনি বিজ্ঞানিধির তত্ত্ব অবগত ছিলেন। মহাপ্রভু অস্তর্যামিত্ত্রে স্নেহী আগমন পরিজ্ঞাত হইয়া আনন্দিত হইলেন, কিন্তু কাহারও নিকট তাহা প্রকাশ করিলেন না। পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির সমুদয় মহিমা বাস্তবেব ও মুকুন্দ জ্ঞাত ছিলেন। একদিন মুকুন্দ গদাধরকে এক অদ্ভুত বৈষ্ণব দেখাইবার কথা জানাইয়া গদাধরের সহিত বিজ্ঞানিধির নিকট গমন করিলে বিজ্ঞানিধি গদাধরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। মুকুন্দ গদাধরের পরিচয় প্রদান করিলে বিজ্ঞানিধি পরম

সন্তোষে তৎসহ আলাপ করিতে লাগিলেন। দিব্যখট্টার উপবে উপবিষ্ট বিজ্ঞানিধি বৈষ্ণবীয় ছায়া তাম্বূল-চর্কণাদি ব্যবহাব দর্শন করিয়া আশ্চর্যবিরক্ত গদাধর তৎপ্রতি কিছু সংশয়যুক্ত হইলে গদাধর-চিন্তণবিজ্ঞাতা মুকুন্দ শ্রীরক্ষের মহিমান্বচক শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোক পাঠ করিলেন। তাহা শ্রবণ মাত্র পুণ্ডরীক নিজেকে সংবরণ কবিত্তে পাবিলেন না। প্রেমাবেশে মূচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেলেন এবং তাঁহার বিবিধ সাদৃশ্য ভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। পদাঘাতে তথাকার যাবতীয় দ্রব্যাসত্তাব ইতস্ততঃ বিকল হইল। গদাধর বিজ্ঞানিধির অদ্ভুত প্রভাব দর্শন করিয়া তৎপ্রতি নিজ অবজ্ঞা-ভাবের নিমিত্ত অহুতাপ করিতে থাকিলেন এবং বিজ্ঞানিধি নিকট দীক্ষা গ্রহণ দ্বারা নিজ অপরাধ কালনেব কথা মুকুন্দের নিকট প্রস্তাব করিলেন। মুকুন্দ গদাধরের অভিপ্রায় জানিয়া সানন্দে গদাধরের প্রশংসা কবিলেন। দুই প্রহরকাল গত হইলে বিজ্ঞানিধি বাহ্য প্রাপ্তি হইল। তৎপ্রভাবব্রজা গদাধরের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ দেখিয়া বিজ্ঞানিধি তাঁহাকে নিজকোণে ধারণ কবিলে গদাধর পরম সন্মম সহকায়ে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তখন মুকুন্দ গদাধরবেব অভিপ্রায় বিজ্ঞানিধি-সমীপে জ্ঞাপন করিলে বিজ্ঞানিধি পরমানন্দে তত্ত্বল্য শিষ্যপ্রাপ্তিব নিমিত্ত নিজ ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া গদাধরকে দীক্ষা প্রদানের শুভদিন নির্দিষ্ট করিয়া দিলেন। একদিন বিজ্ঞানিধি কিছু অধিক রাত্রিতে মহাপ্রভুর নিকট আগমন পূর্বক প্রেমোতিশয়-বশতঃ তাঁহাকে দণ্ডবৎ করিতে না পারিয়া মূচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং কিছুক্ষণ পরে চৈতন্য পাইয়া ছকার পূর্বক বিবিধ উক্তি-সহ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও নিজ প্রিয়তম ভক্তের দর্শনে তাঁহার নাম লইয়া ক্রন্দন এবং তাঁহাকে বক্ষে ধারণ পূর্বক প্রেমোতি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। তৎপরে বাহ্য পাইয়া সকল-

বৈষ্ণব-সঙ্গে বিদ্যানিধির মিলন করাইলেন এবং তাঁহার যথেষ্ট প্রশংসা করিতে লাগিলেন। বিদ্যানিধির বাহু-প্রাপ্তি ঘটিলে তিনি মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ করিয়া বৈষ্ণবগণকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ জ্ঞাপন করিলেন। বিদ্যানিধির প্রতি নাচেরে চৈতন্য গুণনিধি।

অসাধনে চিন্তামণি হাতে দিল বিধি ॥ ৫১ ॥

সগোষ্ঠী শ্রীগৌরসুন্দরের জয়ধ্বনি—

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্বপ্রাণ।

জয় নিত্যানন্দ-অধৈতের প্রেমধাম ॥ ২ ॥

জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।

জয় পুণ্ডরীক-বিদ্যানিধি-প্রাণধন ॥ ৩ ॥

মহাপ্রভুব নিত্যানন্দ-সহ বিবিধ বঙ্গ—

জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।

জয় হউক যত গৌরচন্দ্র-অমুচর ॥ ৪ ॥

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরাজ-রায়।

নিত্যানন্দ-সঙ্গে রজ করয়ে সদায় ॥ ৫ ॥

অধৈত লইয়া সব বৈষ্ণবমণ্ডল।

মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল ॥ ৬ ॥

অবজ্ঞাবশতঃ নিজ অপরাধ-কালনার্থ গদাধর তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত মহাপ্রভুর অহুমতি প্রার্থনা করিলে প্রভু সানন্দে তাহার অহুমোদন করিলেন। গদাধরও বিদ্যানিধির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলেন।

নিত্যানন্দের বাল্য-ভাবে শ্রীবাসগৃহে অবস্থিতিও

মালিনীর বাৎসল্য-ভাবে নিত্যানন্দ-সেবা—

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।

নিরন্তর বাল্যভাব, আন নাহি ক্ষুরে ॥ ৭ ॥

আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।

পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥ ৮ ॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির আখ্যান—

এবে শুন শ্রীবিদ্যানিধির আগমন।

'পুণ্ডরীক' নাম—শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ॥ ৯ ॥

প্রাচ্যভূমি চাটিগ্রাম ধন্য করিবারে।

তথা তানে অবতীর্ণ করিলা ঈশ্বরে ॥ ১০ ॥

পুণ্ডরীকেব জন্ম মহাপ্রভুর উৎকর্ষা—

নবদ্বীপে করিলেন ঈশ্বর প্রকাশ।

বিদ্যানিধি না দেখিয়া ছাড়ে ঘনশ্বাস ॥ ১১ ॥

গৌড়ীয়-ভাষা

যে মণি মানবেন চিন্তিত ফলদানে সমর্থ, তাহাকে চিন্তামণি বলে। শ্রীচৈতন্যদেব—সর্বসঙ্গ-সমুদ্রেব প্রধান-তম রত্ন। তাঁহার অদ্ব্যুত বিক্রমসকল কলা-বিদ্যা-কুশল বৃত্তিকেব নৃত্যদৃশ। আমি সাধন-বিষয়ে সম্পূর্ণ অসমর্থ ও অযোগ্য। বিধাতা আমাকে অযোগ্য জানিবাও আমাব হেতু সেই দুর্লভ বস্তু সাধন ব্যতীতই প্রদান কবিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর সর্বপ্রাণীৰ মূল প্রাণ। তিনি নিত্যানন্দ ও অধৈত—প্রভুদ্বয়ের একমাত্র শ্রীতিভাজন আশ্রয়। সেই শ্রীচৈতন্যদেবের পুনঃ পুনঃ কৃষ্ণ ॥ ২ ॥

সমাজে দুইপ্রকার লোকের বাস,—বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ-গণের সমাজ 'বৈষ্ণব-মণ্ডল' (দৈবসমাজ) নামে প্রসিদ্ধ, আর বিষ্ণুভক্তিবিজিত বহু দেবযাজি-সম্প্রদায় 'অবৈষ্ণব-মণ্ডল' (আত্মর সমাজ) নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীঅধৈতপ্রভু সেই

বৈষ্ণব-সমাজের অধিপতি ছিলেন। "হৌ ভূতসর্গো লোকেহস্মিন্ দৈব আত্মর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ শ্বতো দৈব আত্মবস্তুদ্বিপর্যায়ঃ" (—পদ্মপুবাণ)।

বঙ্কজীবগণ নিজ নিজ ইন্দ্রিয়তর্পণমূলে কোলাহল কবিয়া থাকে। ভগবন্তভক্তিগণ কৃষ্ণসেবনোদ্দেশে প্রচুব নৃত্য-গীত করিয়া স্ব-স্ব-সেবা-বৃত্তিগত উচ্ছ্বাস জ্ঞাপন করেন ॥ ৬ ॥

শিশুবালকগণের স্বহস্তে অন্নাদি গ্রহণ করিতে অসমর্থতা নিবন্ধন তাহাদের জননী যেরূপ শিশুকে প্রয়োজনীয় ভোজ্যাদি ভোজন করাইয়া থাকেন, তদ্রূপ শ্রীবাস-পত্নী মালিনীও নিত্যানন্দ প্রভুকে বাৎসল্য-রসে সেবা করিতে গিয়া স্বহস্তে ভোজন করাইতেন ॥ ৮ ॥

'শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি' নামক পণ্ডিত কৃষ্ণের অতীব প্রিয়ভক্ত ছিলেন।

নৃত্য করি' উঠিয়া বসিল। গৌর-রায়।
 'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্দে উভরায় ॥ ১২ ॥
 "পুণ্ডরীক আরে মের বাপরে বজুরে।
 কবে তোমা দেখিব আরে রে বাপরে ॥" ১৩ ॥
 হেন চৈতন্যের প্রিয়পাত্র বিজ্ঞানিদি।
 হেন সব ভক্ত প্রকাশিল। গৌরমিদি ॥ ১৪ ॥
 প্রভু যে ক্রন্দন করে তান নাম লইয়া।
 ভক্ত সব কেহ কিছু না বুঝেন ইহা ॥ ১৫ ॥

সকলেবই 'পুণ্ডরীক' অর্থে 'কৃষ্ণ'-জ্ঞান ; 'বিজ্ঞানিদি'-পদ

তাতে যুক্ত পাঁচক কোন পিয় ভক্ত

বলিয়া অশ্রুমান,—

সবে বলে 'পুণ্ডরীক' বলেন কৃষ্ণেরে।
 'বিজ্ঞানিদি'-নাম শুনি' সবেই বিচারে ॥ ১৬ ॥
 'কোন প্রিয়-ভক্ত' ইহা সবে বুঝিলেন।
 বাহু হৈলে প্রভু-স্বামে সবে বলিলেন ॥ ১৭ ॥

"কোন্ ভক্ত লাগি' প্রভু করহ ক্রন্দন ?
 সত্য আমা-সবা-প্রতি করহ কখন ॥ ১৮ ॥
 আমা সবার ভাগ্য হউক তানে আমি।
 তাঁর জন্ম-কর্ম কোথা ? কহ প্রভু শুনি ॥" ১৯ ॥
 প্রভুকর্তৃক বিজ্ঞানিদিব পবিচয় বর্ণন—
 প্রভু বলে—“তোমরা সকলে ভাগ্যবান।
 শুনিতে হইল ইচ্ছা তাঁহার আখ্যাম ॥ ২০ ॥”
 পরম অকৃত তাঁর সকল চরিত্র।
 তাঁর নাম-প্রবণেও সংসার পবিত্র ॥ ২১ ॥
 বিজ্ঞানিদিব বিষয়ীব আবরণে মূঢ়জন বধনা—
 বিষয়ীর প্রায় তাঁর পরিচ্ছদ-সব।
 চিনিতে না পারে কেহ, তিঁহো যে বৈষ্ণব ॥ ২২ ॥
 বিজ্ঞানিদির জন্মস্থান ও তাঁহার চরিত্র—
 চাটিগ্রামে জন্ম বিপ্র পরম পণ্ডিত।
 পরম-অধর্ম সর্ব-লোক-অপেক্ষিত ॥ ২৩ ॥

বেদশাস্ত্রে পুণ্ডরীকাক ভগবানের কথা আছে। তদাশ্রিত
 ভক্ত 'পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিদি' বলিয়া প্রসিদ্ধ।

“তত্ত্ব যথা কপাসং পুণ্ডরীকমেবমকিণী তাত্ত্বাদিত্তি নাম
 স এষ সর্কেভ্যঃ পাণ্ডুভ্যঃ উদিত উদেতি ই বৈ সর্কেভ্যঃ
 পাণ্ডুভ্যো যি এবং বেদ ॥” —(ছান্দোগ্যো ১.৬.৭)।

গৌড়দেশেব স্মর পূর্বপ্রাপ্তস্থিত চট্টগ্রাম প্রদেশেব
 পবিত্রতা-বর্ধনেনব জগ্গ ভগবান্ তাঁহার প্রিয়ভক্ত পুণ্ডরীক
 বিজ্ঞানিধিকে তথায আবির্ভূত কবাইয়াছিলেন। বিজ্ঞানিদিব
 আবির্ভাবস্থান চট্টগ্রাম জেলায় হাটগাজারী পানাব অস্থগত
 মেখল গ্রাম নামে প্রসিদ্ধ ॥২০॥

যখন শ্রীমহাপ্রভু নবরীপ-নগরে স্বীয় বৈকুণ্ঠ লীলায়
 ঐশ্বর্য্য প্রকাশ কবিতেছিলেন, তখন পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিদিব
 মভাব বোধ কবিয়া তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস পবিত্যাগ কবিয়া-
 ছিলেন ॥২১॥

পুণ্ডরীক ব্রজ লীলায় শ্রীবাধিকার পিতা, তজ্জগ্গ
 শ্রীগৌরহৃদয়ের তাঁহার প্রতি পিতৃস্বাৰোপ ॥২৩॥

গৌরহৃদয়ের মুখে 'পুণ্ডরীক'-শব্দ শ্রবণে ভক্তগণ উহা
 কৃষ্ণ-বাচক বলিয়া প্রথমে মনে কুরিলেন, যেহেতু তৎকালে

পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিদি সৰ্ব্বদে তাঁহাদের কোন পবিচয় বোধ
 ছিল না ॥২৬॥

কৃষ্ণেব লীলা বিষয়ীর আধ্যাত্মিক জ্ঞান গম্য নহে।
 কৃষ্ণদাসগণও সময়ে সময়ে সেইরূপ অপরিচিত হইয়া বিষয়ের
 আবরণ প্রদর্শন পূর্বক জগত্তেব জীবকে বধনা কবেন।
 সাধাবণ ভোগদৃষ্টিসম্পন্ন মূঢ় বিচাবকগণ কৃষ্ণকে অসংনায়ক
 মনে কবিয়া তৎপ্রতি শ্রদ্ধাহীন হয়। কেহ বা কৃষ্ণকে
 ইতিহাস প্রসিদ্ধ জন্ম-মবণযুক্ত অবস্থাস্থগত নয়বিশেষ মনে
 কবিয়া তাঁহার পবিচয় পায় না। কৃষ্ণের ভক্তগণও অনেক
 সময় অযোগ্যজনেনব নয়নে আশ্রয়কণ প্রদর্শন করিতে
 কুণ্ঠিত হইয়া বিষয়ীব লীলাভিনয় প্রদর্শন কবেন। বাহু
 বেশ দর্শন কবিয়া যাহারা ভ্রান্ত হইবার যোগ্য, তাহাদের
 জগ্গ প্রচ্ছন্ন গোবাবভাবে পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিদি আপনাকে
 বিষয়ীর সজ্জায় স্থাপন কবিয়াছিলেন ॥২২॥

তিনি সকল লোকের অপেক্ষাব পার ছিলেন। পণ্ডিত
 বলিয়া বিতর্পিগণ তাহাকে সম্মান কবিতেন। আভিজাত্য-
 সম্পন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণকুল তাঁহার অপেক্ষা কবিতেন। ধর্ম্ম-
 প্রাণ জনগণ তাঁহাকে পবম ধার্ম্মিক জানে তাঁহার নিকট
 ধর্ম্ম শিক্ষা কবিতেন ॥২৩॥

কৃষ্ণভক্তি-সিদ্ধ-মাকৈ ভাসে মিরন্তর।
অশ্রু-কম্প-পুলক-বেষ্টিত কলেবর ॥ ২৪ ॥

বিদ্যানিধিব গঙ্গা-ভক্তি—

গঙ্গাস্নান না করেন পদম্পর্শভয়ে।
গঙ্গা দরশন করে নিশার সময়ে ॥ ২৫ ॥
গঙ্গায় যে-সব লোক করে অনাচার।
কুল্লোল, দম্ভধাবন, কেশ-সংস্কার ॥ ২৬ ॥
এ সকল দেখিয়া পায়েন মনে ব্যথা।
এতেকে দেখেন গঙ্গা নিশায় সর্বথা ॥ ২৭ ॥
বিচিত্র বিশ্বাস আর এক শুন তান।
দেবার্চন-পূর্বে করে গঙ্গাজল পান ॥ ২৮ ॥
তবে সে করেন পূজা-আদি-নিত্য-কর্ম।
ইহা সর্ব-পণ্ডিতে বৃথায়োম ধর্ম ॥ ২৯ ॥
চাটিগ্রাম ও নবদ্বীপ—উভয়তই বিদ্যানিধিব বাসস্থান—
চাটিগ্রামে আছেন, এখায়ও বাড়ী আছে।
আসিবেম সম্প্রতি, দেখিবা কিছু পাছে ॥ ৩০ ॥
আকস্মিক দর্শনে পুণ্ডরীকে 'বিশ্বী'-প্রায় জ্ঞান—
তাঁরে ঝাট কেহই চিনিতে না পারিবা।
দেখিলে 'বিশ্বী' মাত্র জ্ঞান সে করিবা ॥ ৩১ ॥

পুণ্ডরীকেব অদর্শনে মহাপ্রভুর অবন্তি
তাঁরে না দেখিয়া আমি স্বপ্তি নাহি পাই।
সবে তাঁরে আকস্মিয়া আনহ এখাই ॥ ৩২ ॥
কহি তাঁর কথা প্রভু আবিষ্ট হইলা।
'পুণ্ডরীক বাপ' বলি' কান্ধিতে লাগিলা ॥ ৩৩ ॥
মহা উল্লেস্বরে প্রভু রোদন করেন।
তাঁহার ভক্তের তত্ত্ব তিহেঁ সে জানেন ॥ ৩৪ ॥
ভক্ততত্ত্ব চৈতন্য-গোসাঞি মাত্র জানে।
সেই ভক্ত জানে, যারে কহেন আপনে ॥ ৩৫ ॥
মহাপ্রভুব বিদ্যানিধিকে নবদ্বীপে আকর্ষণ—
ঈশ্বরের আকর্ষণ হৈল তাঁর প্রতি।
নবদ্বীপে আসিতে তাঁহার হৈল ভক্তি ॥ ৩৬ ॥
অনেক সেবক-সঙ্গে অনেক সন্তার।
অনেক জাঙ্গল সঙ্গে শিষ্ট-ভক্ত তাঁর ॥ ৩৭ ॥

পুণ্ডরীকেব নবদ্বীপে গুটভাবে অবস্থান—

আসিয়া রহিলা নবদ্বীপে গুটরূপে।
পরম ভোগীর প্রায় সর্বলোকে দেখে ॥ ৩৮ ॥
বৈষ্ণব-সমাজে ইহা কেহ নাহি জানে।
সবে মাত্র মুকুন্দ জানিলা সেইকণে ॥ ৩৯ ॥

ইতবজ্রনগণ যেকূপ কৃষ্ণতব বিষয়ে ভোগবুদ্ধি প্রবণ
ইহা বিষয়ভোগে তৎপব, পুণ্ডরীক তদ্রূপ ছিলেন না।
তিনি সর্বক্ষণ কৃষ্ণসেবাপব ইহা অশ্রু-কম্প-পুলকবেষ্টিত
দেহে অবস্থান করিতেন ॥ ২৪ ॥

কর্মকাণ্ডত জনগণেব জ্ঞায় তিনি পাপক্ষালনেব জ্ঞ
গঙ্গায় অবগাহন স্নান করিতেন না। কিন্তু বিষ্ণুপাদোদকে
তাঁহাব অচলা শ্রদ্ধা ও মর্গ্যাদা বোধ প্রবল থাকায় পাদম্পর্শ-
ভয়ে স্নান না করিলেও নিশাকালে জনসাধাবণেব অসমক্ষে
ত্রীগঙ্গা দর্শন করিতেন ॥ ২৫ ॥

কুল্লোল—কুলি ॥ ২৬ ॥

মর্গ্যাদা-পথে ত্রীমাহুজ-পন্থায় বৈষ্ণবগণ
সলিলে অবগাহন স্নান করেন না, কেবলমাত্র গঙ্গোদক
শিরে ধারণ করিয়া আত্ম-পবিত্রতা সাধন করেন। বৈষ্ণব-
বিষেব জনগণ গঙ্গাবারিকে বিষ্ণুপাদোদক জানিয়া, অথবা
অজ্ঞাতসাবে, সেই গঙ্গাজলে আচমন, মুখ-প্রক্ষালন ও

দম্ভধাবনাদি করেন। ভক্তবর পুণ্ডরীকেব বিষ্ণু-ভক্তি প্রবলা
ধাকায় তিনি অবৈষ্ণবগণেব এইরূপ আচরণে ব্যাধিত হইতেন।
তদ্রূপ বাত্রিকালে লোকচক্ষের অন্তরালে গঙ্গা দর্শন ও
চিন্ময়-সলিলেব সম্মান করিতে তাঁহার বিরাগ ছিল না ॥ ২৭ ॥

সাধাবণ পণ্ডিতাভিমাত্রী ব্যক্তি স্ব-স্ব-পাপক্ষালনেব জ্ঞ
গঙ্গায় অবগাহনাদি করিয়া থাকেন। কিন্তু পুণ্ডরীক সেইসকল
মুর্থজনকে গঙ্গা-মহিমা বুঝাইবার জ্ঞায় স্বয়ং পূজার প্রারম্ভে
গঙ্গাজল পান করিতেন। ভগবৎপূজাব সূত্র বিধি-শিক্ষণ-
কল্পে তাঁহার আচরণ অনেকের অমূল্যস্বরূপ ছিল ॥ ২৮ ॥

পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির নিবাস চট্টগ্রামে হইলেও ত্রীমাহু-
পুবে তাঁহার একটি গঙ্গাবাস-বাটী ছিল। তৎকালে
গোড়পু নবদ্বীপ নগরে গোড়দেশের বাবতীয় পণ্ডিতমণ্ডলী
আগমন করিয়া স্ব-স্ব-চতুষ্পাঠী স্থাপন করিতেন ॥ ৩০ ॥

ভগবদাকর্ষণে পুণ্ডরীক তাঁহার ত্রীমাহু-মায়াপুর
নবদ্বীপের বাড়ীতে অনেকের অজ্ঞাতসাবে আসিয়া বাস

একমাত্র মুকুন্দ—বিজ্ঞানিধির পরিচয়-জ্ঞাতা—

শ্রীমুকুন্দ বেজ ওঝা তাঁর ভব জানে।

এক সঙ্গে মুকুন্দের জন্ম চাটিগ্রামে ॥ ৪০ ॥

বিজ্ঞানিধির আগমনে প্রভুর আনন্দ এবং

অন্তের নিকট তদাগমন গোপন—

বিজ্ঞানিধি-আগমন জানিয়া গোসাঁঞি।

যে আনন্দ হইল, তাহার অন্ত নাই ॥ ৪১ ॥

কোন বৈষ্ণবেরে প্রভু না কহে ভাজিয়া।

পুণ্ডরীক আছেন বিষ্ণি-প্রায় হৈয়া ॥ ৪২ ॥

পুণ্ডরীকের প্রেমভক্তির মহত্ব মুকুন্দ ও

বাসুদেবের পবিত্রাত—

যত কিছু তাঁর প্রেমভক্তির মহত্ব।

মুকুন্দ জানেন, আর বাসুদেব দত্ত ॥ ৪৩ ॥

মুকুন্দের গদাধব-সমীপে পুণ্ডরীক-বার্তা জ্ঞাপন—

মুকুন্দের বড় প্রিয় পণ্ডিত-গদাধর।

একান্ত মুকুন্দ তাঁর সঙ্গে অনুচর ॥ ৪৪ ॥

যথাকার যে বার্তা, কহেন আসি' সব।

“আজি এথা আইলা এক অদ্ভুত বৈষ্ণব ॥ ৪৫ ॥

গদাধর পণ্ডিত, শুনহ সাবধানে।

বৈষ্ণব দেখিতে যে বাহুহ তুমি মনে ॥ ৪৬ ॥

অদ্ভুত বৈষ্ণব আজি দেখাব ভোমারে।

সেবক করিয়া যেন স্মরহ আমারে ॥” ৪৭ ॥

গদাধবের পুণ্ডরীক দর্শনে যাঞা—

শুনি' গদাধর বড় হরিষ হইলা।

সেইক্ষণে ‘কৃষ্ণ’ বলি' দেখিতে চলিলা ॥ ৪৮ ॥

পুণ্ডরীক দর্শনে গদাধবের প্রণিপাত এবং

পুণ্ডরীক-কর্তৃক গদাধবের সম্মান—

বসিয়া আছেন বিজ্ঞানিধি মহাশয়।

সম্মুখে হইল গদাধরের বিজয় ॥ ৪৯ ॥

গদাধর পণ্ডিত করিলা মমস্কার।

বসাইলা আসনে করিয়া পূরস্কার ॥ ৫০ ॥

পুণ্ডরীকেব মুকুন্দ সমীপে গদাধব-পরিচয়-জিজ্ঞাসা—

জিজ্ঞাসিলা বিজ্ঞানিধি মুকুন্দের স্থানে।

“কিবা নাম ইহার, থাকেন কোন্ গ্রামে ? ৫১ ॥

বিষ্ণুভক্তি-ভেজোময় দেখি কলেশ্বর।

আকৃতি, প্রকৃতি—তুই পরম স্তম্ভর ॥” ৫২ ॥

মুকুন্দ কর্তৃক গদাধবের পরিচয় প্রদান—

মুকুন্দ বলেন,—“শ্রীগদাধর’ নাম।

নিশ্চ হৈতে সংসারে বিরক্ত ভাগ্যবান্ ॥ ৫৩ ॥

‘মাধব মিশ্রের পুত্র’ কহি ব্যবহারে।

সকল বৈষ্ণব স্রীতি বাসেন ই’হারে ॥ ৫৪ ॥

করিতে লাগিলেন। যাহারা তাঁহাব প্রকৃত সান্নিধ্যলাভে
অসমর্থ হইলেন, তাঁহারা ই তাঁহাকে ‘ভোগী বিষয়ী’ বলিয়া
ভ্রান্ত হইলেন। আচার্য্য বৈষ্ণবগুণের ঐশ্বর্য্য ও ভগবৎ-
সেবার প্রকার বুঝিতে না পারিয়া নিজ-সদৃশ-জ্ঞানে মূঢ়-
জনেব যেকণ ভ্রম হয়, এস্থলেও তজ্জন ভ্রান্তি হওয়া কিছু
আশ্চর্য্যের বিষয় নহে ॥ ৩৮ ॥

বৈষ্ণবগণ কেহই পুণ্ডরীকের বিষয় প্রকৃত প্রস্তাবে
তখন পর্য্যন্ত অবগত ছিলেন না। কেবলমাত্র চট্টগ্রাম-
নিবাসী বৈষ্ণ-উপাধ্যায় মুকুন্দ দত্ত তাঁহাব কথা
জানিতেন ॥ ৩০ ॥

বিজ্ঞানিধি শ্রীধাম মায়াপুরে আগমনের বিষয় অবগত
হইয়া শ্রীগোবিন্দব অপার আনন্দ লাভ করিলেন; কিন্তু
তাঁহার অনুগত বৈষ্ণবগণের কাঁহাকেও পুণ্ডরীকের আগমন-

বৃত্তান্ত জানাইলেন না। স্মৃতবাং বৈষ্ণবগণ পুণ্ডরীকে
বিষয়ী অতন্তম জানিয়া তাঁহাব সেবা কবিবার জ্ঞা উদ্গ্রীব
হন নাই ॥ ৩২ ॥

পুণ্ডরীকেব প্রগাঢ় প্রেমসেবা-মহিমা বৈষ্ণ-উপাধ্যায়
মুকুন্দ ও বাসুদেব দত্তঠাকুর জানিতেন ॥ ৪৩ ॥

গদাধব পণ্ডিত মুকুন্দের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন।
মুকুন্দ তাঁহাব নিকট পুণ্ডরীকের আগমন-বার্তা নিবেদন
করিয়া বৈষ্ণবাগ্ৰগণা মহাভাগবত-দর্শনেব কৌতুহল বর্ধন
করিলেন ॥ ৪৬ ॥

বদি আমি তোমাকে এক লোকাভীত বৈষ্ণব মহা-
পুরুষেব সঙ্গ কবাই, তাহা হইলে তাহাব বিনিময়স্বরূপ
আমাকে তোমাব ‘ভৃত্য’ বলিয়া স্মরণ কবিও—ইহাই
আমার প্রবন্ধার ॥ ৭৭ ॥

ভক্তিপথে রত, সঙ্গ ভক্তের সহিতে ।

শুনিয়া তোমার নাম আইলা দেখিতে ॥” ৫৫॥

গদাধরের পরিচয়-লাভে বিভ্রানিধি বর্ষ—

শুনি' বিভ্রানিধি বড় সন্তোষ হইলা ।

পরম গোরবে সন্তাবিবারে লাগিলা ॥৫৬॥

বহিরঙ্গজন-বঞ্চনাহেতু বিভ্রানিধি বিলাসিতা প্রদর্শন—

বসিয়া আছেন পুণ্ডরীক মহাশয় ।

রাজপুত্র হেন করিয়াছেন বিজয় ॥৫৭॥

দিব্য-খট্টা হিঙ্গুলে, পিতলে শোভা করে ।

দিব্য-চন্দ্রাতপ তিন তাহার উপরে ॥৫৮॥

ওহি' দিব্য-শয্যা শোভে অতি সুস্বাদাসে ।

পট্ট-নেত-বালিশ শোভয়ে চারি পাশে ॥৫৯॥

বড় ঝারি, ছোট ঝারি গুটি পাঁচ সাত ।

দিব্য-পিতলের বাটা, পাকা পান তা'ত ॥৬০॥

দিব্য আলবাটি দুই শোভে দুই পাশে ।

পান খাওয়া অথর দেখি' দেখি' হাসে ॥৬১॥

দিব্য-ময়ূরের পাখা লই' দুই জনে ।

বাতাস করিতে আছে দেহে সর্বক্ষণে ॥৬২॥

চন্দনের উর্দ্ধপুণ্ড-ভিলক কপালে ।

গজের সহিত তথি ফাণ্ডবিন্দু মিলে ॥৬৩॥

কি কহিব সে বা কেশভারের সংস্কার ।

দিব্য-গন্ধ আমলকি বহি নাহি আর ॥৬৪॥

ভক্তির প্রভাবে দেহ—মদন-সমান ।

যে না চিনে, তার হয় রাজপুত্র-জ্ঞান ॥৬৫॥

সম্মুখে বিচিত্র এক দোলা সাহবান্ ।

বিষয়ীর প্রায় যেন ব্যভার-সংস্থান ॥৬৬॥

পুণ্ডরীকেব বাহ বিষয়িকপ দর্শনে আজন্মবিবর্ত

গদাধরের সন্দেহ—

দেখিয়া বিষয়ি-রূপ দেব গদাধর ।

সন্দেহ বিশেষ কিছু জন্মিল অন্তর ॥৬৭॥

আজন্ম-বিরক্ত গদাধর মহাশয় ।

বিভ্রানিধি প্রতি কিছু জন্মিল সংশয় ॥৬৮॥

ভাল ত বৈষ্ণব, সব বিষয়ীর বেশ ।

দিব্যভোগ, দিব্যবাস, দিব্যগন্ধ কেশ ॥৬৯॥

শুনিয়া ত ভাল ভক্তি আছিল ইহানে ।

আছিল যে ভক্তি, সেই গেল দরশনে ॥৭০॥

গদাধরের চিত্তজাতা মুকুন্দ কর্তৃক বিভ্রানিধি

ভক্তি-মহিমা-প্রকাশায়ত্ত—

বুঝি' গদাধর-চিত্ত শ্রীমুকুন্দানন্দ ।

বিভ্রানিধি-প্রকাশিতে করিলা আরম্ভ ॥৭১॥

পুণ্ডরীক বিভ্রানিধি শ্রীগদাধর-সম্বন্ধে প্রপ্নেব উত্তবে মুকুন্দ বলিলেন,—বাবাহিক জগতে আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ইনি মাধব মিশ্র নামক এক ব্রাহ্মণের পুত্র—আবালা-বৈরাগ্যধর্ম্যে অবস্থিত, (অর্থাৎ বর্ণাশ্রমেব আশ্রয়ে তাঁহার পরিচয় দিলেন) । কিন্তু ইনি সবেল বৈষ্ণবের ক্রীতি-ভাজন ॥৫৩-৫৪॥

দিব্য খট্টা—সুন্দর উন্নত শয্যাবাব । হিঙ্গুল—পাবদ-বহুল মিশ্র খনিজ পদার্থবিশেষ, বজ্রদ্রব্যবিশেষ । পিতল—পিত্তলনির্মিত । চন্দ্রাতপ—চাঁদোয়া ॥৫৮॥

পট্টনেত—রেশমীবস্ত্র । ‘নেত’ শব্দ—চলিত ভাষায় নেতা, বা বস্ত্রখণ্ড । বালিশ—~~বালিশ~~ ১৫৯

ঝাঝি—জলপাত্র, গাড়া । পিতলের বাটা—তাম্র লেপিত পাত্র । আলবাটি—পতলাগ্রাহ, পিক্‌দানি ॥৬০॥

ফাণ্ডবিন্দু—আবিবেক লাল ফোঁটা ॥৬৩॥

দিব্যগন্ধ আমলকি—মাথাঘসাব মণিলা ॥৬৪॥

দোলা সাহবান্—পাঠান্তবে দোলা সাহবান্ ও সবাহন—দোলা সাওয়ান্—সবঞ্জাময়ুক্ত দোলা । ‘সাহবান’ শব্দে বিছানাদি শয্যাভব্য বুঝায় ॥৬৬॥

গদাধর পণ্ডিত গোবানী আকুমার ব্রহ্মচর্যা ও বিলাস-সহচর বস্ত্র হইতে সর্বতোভাবে পূর্ণক অবস্থানকেই ‘দেহ’ বলিয়া জানিতেন । এক্ষণে পুণ্ডরীক বিভ্রানিধি এই সকল বিলাস-সহচর আসবাব দেখিয়া তাঁহার মনে হইল যে, পুণ্ডরীক অতিবিলাসী হওয়ায় বিষুভক্তিবর্জিত আত্মজিয় সেবাপব । মুকুন্দের নিকট পুণ্ডরীক বিভ্রানিধি উত্তমা ভক্তিব কথা শ্রবণ কবিয়া তিনি মনে করিবাছিলেন যে, বাহ-বিষয়-বিবাহগুণ্ড ব্যক্তিকপেই পুণ্ডরীককে দর্শন কবিবেন । কিন্তু তাঁহার বিপরীত দেখিয়া তাঁহার পূর্ণ-সঙ্কিত শ্রদ্ধাব হানি হইল ॥৭০॥

কৃষ্ণপ্রসাদে গদাধর—সর্বজ্ঞাতা—

কৃষ্ণের প্রসাদে গদাধর-অগোচর।

কিছু নাহি অবেষ্ট, কৃষ্ণ সে মায়াধর ॥৭২॥

মুকুন্দ কর্তৃক ভাগবত-শ্লোক পাঠ—

মুকুন্দ সুখর বড় কৃষ্ণের গায়ন।

পড়িলেন শ্লোক—ভক্তিমহিমা-বর্ণন ॥৭৩॥

“রাক্ষসী পুতনা শিশু খাইতে নির্দয়া।

ঈশ্বরে বধিতে গেলা কালকূট লইয়া ॥৭৪॥

তাহারেও মাতৃপদ দিলেন ঈশ্বরে।

না ভজে অবোধ জীব হেন দয়ালেয়ে ॥৭৫॥

তথাহি শ্রীমদ্ভাগবতে ৩।২।২৩—

অহো বকী যং স্তনকালকূটং

জিঘাংসয়াহপায়য়দপাসাধ্বী।

লেভে গতিং ধাক্ষ্যচিতাং ততোহমৃতং

কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥৭৬॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৬।৩৫—

পুতনা লোকবালসী রাক্ষসী কুধিরাশনা।

জিঘাংসয়াপি হরয়ে স্তনং দদ্বাপ সদগতিম্ ॥৭৭॥

শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক শ্রবণে পুণ্ডরীকের

প্রেমবিকাব ও মর্চ্চা—

শুনিলেন মাত্র ভক্তিযোগের বর্ণন।

বিদ্যানিধি লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥ ৭৮ ॥

নয়নে অপূর্ব বহে শ্রীআনন্দধার।

যেন গঙ্গাদেবীর হইল অবতার ॥৭৯॥

অশ্রু, কম্প, শ্বেদ, মূর্চ্ছা, পুলক, হৃদ্যার।

এককালে হইল সবার অবতার ॥৮০॥

‘বোল, বোল’ বলি’ মহা লাগিলা গর্জিতে।

শ্বর হইতে না পারিলা, পড়িলা ভূমিতে ॥৮১॥

লাধি আছাড়ের ঘায়ে যতেক সম্ভার।

ভাঙ্গিল সকল, রক্ষা নাহি কারো আর ॥৮২॥

মুকুন্দ গদাধরকে চিত্তবৈরাগ্য দেখিয়া বিজ্ঞানদিকে তাঁহার নিকট স্তম্ভভাবে প্রকাশিত করিতে আবশ্যক করিলেন ॥৭১॥

কৃষ্ণ—মায়াধীশ, তিনি মায়া প্রকাশ কবিতা সাধাবণেব গোপ বিলোপ কবাইতে সমর্থ। সেই কৃষ্ণ গদাধরকে প্রতি সর্বদা সুপ্রসন্ন। স্তবতাং গদাধরের ভগবৎপ্রসাদে কিছুই অজ্ঞানিত থাকিবে না ॥৭২॥

যাহাব কোন ব্যক্তির অমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করেন, সেই উপকৃত্ত ব্যক্তি উহা জানিতে পারিলে তাহাদের প্রতিহিংসা কবিবাব জন্ত ব্যস্ত হয়। কৃষ্ণ তাহাব সংহাবচেষ্টা-কাবিনী মাতৃমুহিতে সমাগতা পুতনাকে ও মুক্তি প্রদান কবিয়াছেন। যাহাবা পুতনাব ত্রায দ্রষণ্যপদার্থকেও তাহাব রক্তকণ্ঠেব সফল লাভ কবিত্তে দেখিয়া সেইকপ কৃষ্ণভগ্নগ্রহ প্রার্থনা কবেন না, তাদৃশ জীবের জন্য গ্রন্থকাব অন্ততাপ কাবিত্তেছেন ॥৭৫॥

অমৃত্য। অহো (আশ্চর্য্য) অসাম্বী (হুঁহু) বকী (পুতনা) জিঘাংসয়া (হস্তমিচ্ছয়া) স্তনকালকূটং (স্তনে ব্রক্ষিতং বিষং) যং (শ্রীকৃষ্ণং) অপায়য়ং, অপি (তদাপি মা) ধাক্ষ্যচিতাং (“অধিকা চ কিলিষা চ দাক্ষিক্যে স্তনদাক্ষিক্যে” ইতি দে

কৃষ্ণত্ব দাতার) তত্চিতাং (গোলোকে) গতিং লেভে (লব্ধবতী), ততঃ (তস্মাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ) অমৃতং (অপয়ং) কং দয়ালুং শরণং ব্রজেম (গচ্ছেম কং বা ভজেম ইত্যর্থঃ) ॥৭৬॥

অমৃত্যবাদ। অহো কি আশ্চর্য্য। বকাস্তরভগিনী হুঁহু পুতনা প্রাণবিনাশেচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া যাহাকে কালকূট মিশ্রিত স্তন পান কবাইয়াও দাত্রীপ্রাণ্য (কৃষ্ণের স্তনদাত্রী অধিকা-কিলিষাব প্রাণ্য গোলোকে) গতি লাভ কবিয়াছিল, সেই পবমদয়ালু কৃষ্ণ বিনা আব কাহারই বা শরণাপন্ন হইব ॥৭৬॥

অমৃত্য। কুধিরাশনা (বক্তৃপায়িনী) লোকবালসী (জ্ঞানাত্ম শিশুনাশিনী) রাক্ষসী পুতনা জিঘাংসয়া অপি (হননেচ্ছয়া অপি) হবয়ে (কৃষ্ণায়) স্তনং দদ্বাপ সদগতিং আপ (গোলোক-গতিং প্রাপ) ॥৭৭॥

অমৃত্যবাদ। বক্তৃপায়িনী লোক-শিশুঘাতিনী রাক্ষসী পুতনা হনন করিবাব ইচ্ছাযও শ্রীকৃষ্ণকে স্তন দান করিয়া গোলোক-গতি লাভ কবিয়াছিল ॥৭৭॥

গায়ক-মুকুন্দেব ভক্তিযোগ মতিমা-কাটন শরণ কবিবামান বিজ্ঞানিদি আনন্দ-পরিপূত হইলেন এবং তাহাতে অকৃত্রিম অষ্টসাবিক-বিকাবসমূহ দৃষ্ট হইল ॥৭৮-৮০॥

কোথা গেল দিব্য বাটা, দিব্য গুয়া পান।
 কোথা গেল ঝারি, যাতে করে জলপান ॥৮৩॥
 কোথায় পড়িল গিয়া শয্যা পদাঘাতে।
 প্রেমাবেশে দিব্যবস্ত্র চিরে ছুই হাতে ॥৮৪॥
 কোথা গেল সে বা দিব্য-কেশের সংস্কার।
 ধূলায় লোটা'য়ে করে ক্রন্দন অপার ॥৮৫॥
 "কৃষ্ণেরে ঠাকুর মোর কৃষ্ণ মোর প্রাণ।
 মোরে সে করিলে কাষ্ঠ-পাষণ-সমান ॥৮৬॥
 অসুতাপ করিয়া কান্দয়ে উচ্চৈঃস্বরে।
 "মুই সে বঞ্চিত হৈলুঁ হেন অবতারে ॥৮৭॥
 মহা-গড়াগড়ি দিয়া যে পাড়ে আছাড়।
 সবে মনে ভাবে,—“কিবা চূর্ণ হৈল হাড় ॥৮৮॥
 হেনু সে হইল কল্প ভাবের বিকারে।
 দশ জমে ধরিলেও ধরিতে না পারে ॥৮৯॥
 বস্ত্র, শয্যা, ঝারি, বাটা—সকল সম্ভার।
 পদাঘাতে সব গেল কিছু নাহি আর ॥৯০॥
 সেবক-সকল যে করিল সম্ভরণ।
 সকল রহিল সেই ব্যবহার ধন ॥৯১॥
 এইমত কতক্ষণ প্রেম প্রকাশিয়া।
 আমন্দে মুচ্ছিত হই' থাকিলা পড়িয়া ॥৯২॥
 ভিল-মাত্র ধাতু নাহি সকল-শরীরে।
 ডুবিলেন বিদ্যানিধি আমন্দ সাগরে ॥৯৩॥
 পুণ্ডরীকেব প্রেমদর্শনে গদাধরের বিষয় ও চিন্তা—
 দেখি' গদাধর মহা হইলা বিম্বিত।
 তখন সে মনে বড় হইলা চিন্তিত ॥৯৪॥
 “হেম মহাশয়ে আগি অবজ্ঞা করিলুঁ।
 কোন্ বা অশুভক্ষণে দেখিতে আইলুঁ ॥৯৫॥
 মুকুন্দসমীপে গদাধর গদাধর-জ্ঞাপন—
 মুকুন্দেরে পরম সন্তোষে করি' কোলে'।
 সিকিলেন অঙ্গ তাঁর প্রেমানন্দ-জলে ॥৯৬॥

“মুকুন্দ, আমার তুমি কৈলে বহুকারণ্য।
 দেখাইলে ভক্ত বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য ॥৯৭॥
 এমন বৈষ্ণব কিবা আছে জিজ্ঞাসনে।
 ত্রিলোক পবিত্র হয় ভক্তি-দরশনে ॥৯৮॥
 আজি আমি এড়াইলুঁ পরম সঙ্কটে।
 সেহোঁ যে কারণ তুমি আছিলি নিকটে ॥৯৯॥
 বিষয়ীর পরিচ্ছদ দেখিয়া উহান।
 'বিষয়ী-বৈষ্ণব' মোর চিত্তে হৈলা জ্ঞান ॥১০০॥
 বুঝিয়া আমার চিত্ত তুমি মহাশয়।
 প্রকাশিলা পুণ্ডরীক-ভক্তির উদয় ॥১০১॥
 যতখানি আমি করিয়াছি অপরাধ।
 ততখানি করাইবা চিত্তের প্রসাদ ॥১০২॥
 এ পথে প্রবিষ্ট যত, সব ভক্তগণে।
 উপদেষ্টা অবশ্য করেন এক জনে ॥১০৩॥

পুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষাগ্রহণার্থ গদাধর

মুকুন্দসমীপে প্রস্তাব—

এ পথেতে আমি উপদেষ্টা নাহি করি।
 ইহানেই স্থানে মন্ত্র-উপদেশ দরি ॥১০৪॥
 ইহানে অবজ্ঞা যত করিয়াছি মনে।
 শিষ্য হৈলে সব দোষ ক্ষমিবে আপনে ॥১০৫॥
 এত ভাবি' গদাধর মুকুন্দের স্থানে।
 দীক্ষা করিবার কথা কহিলেন তানে ॥১০৬॥
 গদাধরের প্রস্তাবে মুকুন্দের সন্তোষ—
 শুনিয়া মুকুন্দ বড় সন্তোষ হইলা।
 'ভাল ভাল' বলি' বড় প্রাণিতে লাগিলা ॥১০৭॥
 প্রহর-দুইতে বিদ্যানিধি মহাশয়।
 বাহ্য পাঠে বসিলেন হইয়া সুস্থির ॥১০৮॥

গদাধরের প্রেমাশ্রমোচন—

গদাধর পুণ্ডরের নয়নের জল।
 অন্ত নাহি, ধারা অঙ্গ ভিভিল সকল ॥১০৯॥

গদাধর পণ্ডিত বিদ্যানিধি শিষ্যের দিলাসোপকরণ ও
 তাঁহার ভোগনৈপুণ্য দর্শনে তাঁহাতে ভগবদ্ভক্তি'র অর্থাৎ
 আছে মনে করিবাছিলেন, কিন্তু পুতনাব প্রাতি কৃষ্ণাঙ্কগ্রহ-
 কথা মুকুন্দের মুখে গীত হইতে শুনিয়া বিদ্যানিধি যেরূপ

আঙ্গিক বিকার-সমূহ ও দিলাসোপকরণসমূহের প্রতি ঔদাসীত্য
 দর্শন কবিলেন তাহাতে তাঁহার বিষয় উৎপন্ন হইল।

সাধারণ মত ব্যক্তিগণ কপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শাদিতে
 কিপ্রকার অভিনিবিষ্ট এবং বিদ্যানিধি মহাশয় ঐ সকল

শ্রীত বিজ্ঞানিদিব গদাধরকে ফোড়ে ধারণ -
 দেখিয়া সন্তোষ বিজ্ঞানিদিব মহাশয়।
 কোলে করি' খুইলেন আপন হৃদয় ॥১১০॥
 মুকুন্দকর্তৃক গদাধরের প্রস্তাব বিজ্ঞানিদিবকে জ্ঞাপন—
 পরম সন্তোষে রহিলেন গদাধর।
 মুকুন্দ কহেন তাঁর মনের উত্তর ॥১১১॥

“ব্যবহার-ঠাকুরাল দেখিয়া ভোমার।
 পূর্বে কিছু চিত্ত মোষ জগিল উইয়ার ॥১১২॥
 এবে তার প্রামাণ্য চিত্তিলা আপনে।
 মন্ত্রদীক্ষা করিবেন ভোমারই আনে ॥১১৩॥
 বিস্মতক, বিরক্ত, শৈশবে বহুসীত।
 মাধব মিশ্রের কুলনন্দন-উচিত ॥১১৪॥

বিষয়ে কি প্রকার নিম্পূহ হইয়া তত্ত্বদ্বন্দ্বের সান্নিধ্যেও
 মার্শনাকে উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট না কবিয়া অন্তঃস্থিত
 প্রবৃত্তিতে কক্ষসেবা উদ্গ্রীব, তাহা সন্দর্শন পূর্বক
 গদাধরের বিষয়াভিপ্রায় হইল এবং তিনি একরূপ মহা-
 ভাগবতকে সাধারণ বিলাসিপুরুষ-সাম্যে বিচার কবায়
 তাঁহার বৈষ্ণবাপবাদ হইবাছে ভাবিয়া চিন্তাগুরু
 হইলেন ॥১১৭-১১৮॥

পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিদিব প্রকৃত প্রস্তাবে ‘ভক্তি-বিজ্ঞানিদিব’।
 সাধারণতঃ লোকে তাঁহাকে ‘বিজ্ঞানিদিব’ই বলে। তাদৃশ
 ভক্তি বিজ্ঞানিদিব স্বরূপোপলব্ধি হইলে গদাধর জড়-
 বিচারপন মূর্খগণের দর্শনের সহিত ভক্তের দৃষ্টিব পার্থক্য
 প্রদর্শন কবিলেন। ভগবদ্ভক্তের নির্দেশের প্রতি ষাঁহাদের
 মাস্তা নাই, তাঁহারা অনেক সময় অভক্তজনেচিত আদর্শকে
 ভক্তগণের ক্রিয়াব সহিত সমান জ্ঞান কবেন।

শ্রীনন্দোপ-ধামপটাবিশী-সভাব সদন্তগণ ও শ্রীবিষ্ণুবৈষ্ণব-
 রাজসভাব সেবকগণ ভক্তিযুক্ত পদবীধাবা ভক্তের যে
 পদ্মান নির্দেশ করেন, তাহা বুঝিতে না পারিয়া অভক্তগণ
 যে ভাষ্টির মধ্যে পতিত হন এবং ভক্তাভক্তের পর্যায়-
 ভেদ-নিকপণে অজ্ঞতা প্রকাশ করেন, উহাকে অকিঞ্চিংকর
 দেখাইবার জন্যই শ্রীগৌবলীলায় পুণ্ডরীক ও গদাধরের এই
 নীলা প্রদর্শন ॥১১৭॥

যেহেতু মুকুন্দ গদাধর পুণ্ডরীক পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিদিব
 ভক্তি দর্শন কবিবার সুযোগ দিয়াছিলেন এবং বিজ্ঞানিদিবকে
 জড়-বিলাস-মত্ত ব্যক্তির আদর্শ দর্শন করিবার অভিনয়ে
 গদাধর প্রভুর ভাষ্টি-লীলা-প্রকাশে পুণ্ডরীকের তার পবন-
 বৈষ্ণবে সাধারণ নববুদ্ধি প্রকাশিত হওয়ায় যে অপরাধরূপ
 বিপদ মুকুন্দের গানে নিবারিত হইল, তদ্রূপিত কৃতজ্ঞ
 হইয়াই গদাধরের এই উক্তি।

আধ্যাত্মিকগণ বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা বুঝিতে না পারিলে
 তাহাদের প্রতিমুহুর্তেই বিচার-দোষ উপস্থিত হইবে এবং
 বৈষ্ণবের নিকট অপরাধ পূজ্যভূত হইবে। কিন্তু স্মৃতি
 থাকিলে বৈষ্ণবাপবাদী হইয়া বিপদগামী হইতে হয় না।
 ফল্গুবেবাগ্যে যুক্তবৈবাগ্যেব সফল নাই, পবন জটাব
 প্রকৃত দর্শনভাবে অপবাদ সঞ্চিত হয় মাত্র। চৈতন্যপ্রসিদ্ধ
 জনগণ যুক্তবৈবাগ্য ও ফল্গুবেবাগ্যেব মধ্যে ভেদ বুঝিতে
 পারেন বলিয়া তাঁহারা জগতের সাধারণ মূর্খ, লুন্ড জনগণ
 অপেক্ষা সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ। তাঁহারা জগতে গুরু
 কার্য্য করিতে সমর্থ। চৈতন্যদেবের আত্মগতাহীন হইয়া
 প্রপঞ্চ দর্শনে অনেকেই স্ব-স্ব-মূর্ত্তাকে বহুমানন কবিয়া
 থাকেন ॥১১৯॥

বৈষ্ণবগণ চিরদিনই নির্দিষয়ী। যে-সকল ভাগ্যহীন
 সত্যদর্শনে বিশ্বাস, তাহারা বাহ্যেব পরিচ্ছদ দেখিয়া
 বৈষ্ণব-গুরুতে শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। বিষয়ী রূপ-বসাদি
 বিষয়-গ্রহণে বাস্ত থাকে। কিন্তু জড়বিষয়বর্জিত ভগবদ্ভক্ত
 লোকচক্ষে তাদৃশ বিষয়েব গ্রাহক বলিয়া পরিচিত হইলেও
 তিনি বিষয় হইতে সূদূরে অবস্থিত। ভগবদ্ভক্তের কক্ষই
 বিষয়; কক্ষ-সেবা ব্যতীত অন্য কোন প্রবৃত্তি নাই। সে
 কথা বিষয়গণ বুঝিতে না পারিয়া ভক্তগণকে নিজ
 সমশ্রেণীতে গণনা করেন। আপাত-দর্শনে বৈষ্ণবের বিষয়ীর
 পরিচ্ছদ দেখিয়া বৈষ্ণবকে বিষয়-জ্ঞান—অপরাধের কারণ।
 ছরাবতাব গৌরমূল্য ও তাঁহার পার্শ্বদর্শন অযোগ্য দর্শক
 দিগেব দ্বারা যেকপভাবে পবিত্র হন, তাহাতে প্রাকৃত-
 সাহজিক-দর্শ উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাকৃত সাহজিকগণ
 অপবাদী ও ভগবদ্ভক্তি-বর্জিত।

পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিদিবকে মুকুন্দ-কথিত ‘বৈষ্ণব’-বুঝি না
 করিয়া তাঁহার বাহ্যভূতান ও বিলাস-দ্রব্য-পরিবেষ্টিত

শিশু হৈতে ঈশ্বরের সঙ্গে অনুচর।

গুরু-শিষ্য-যোগ্য পুণ্ডরীক-গদাধর ॥১১৫॥

আপনে বুনিয়া চিত্তে এক শুভ দিনে।

নিজ ইষ্টগুরু-দীক্ষা করাহ ইহাশ্রমে ॥১১৬॥

গদাধরকে দীক্ষা-প্রদানে বিদ্যানিধি বসন্তি—

শুনিয়া হাসেন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি।

আমারে ত মহারত্ন মিলাইলা বিধি ॥১১৭॥

করাইলু, ইহাতে সন্দেহ কিছু নাই।

বুছ জন্ম-ভাগ্যে সে এমত শিষ্য পাই ॥১১৮॥

এই যে আইসে গুরু-পক্ষের দাদশী।

সর্ব-শুভলগ্ন ইথি মিলিনেক আসি ॥১১৯॥

ইহাতে সংকল্প-সিদ্ধি হইবে তোমার।

*শুনি' গদাধর হর্ষে হৈলা নমস্কার ॥১২০॥

বিদ্যানিধির আগমন-সংবাদে মহাপ্রভু বর্ষ—

সেদিন মুকুন্দ-সঙ্গে হইয়া বিদায়।

আইলেন গদাধর যথা গৌর-রায় ॥১২১॥

বিদ্যানিধি আগমন শুনি' বিশ্বস্তর।

অনন্ত হরিষ প্রভু হইল অন্তর ॥১২২॥

বিদ্যানিধি মহাপ্রভুসমীপে গোপনে আগমন

এবং প্রভুদর্শনে মুচ্ছা—

বিদ্যানিধি মহাশয় অলঙ্কিত-রূপে।

রাজি করি' আইলেন প্রভুর সমীপে ॥১২৩॥

সর্ব-সঙ্গ ছাড়ি' একেশ্বর-মাত্র হৈয়া।

প্রভু দেখি' মাত্র পড়িলেন মুচ্ছা হৈয়া ॥১২৪॥

দণ্ডবৎ প্রভুরে না পারিলা করিতে।

আমন্দে মুচ্ছিত হঞা পড়িলা ভূমিতে ॥১২৫॥

প্রেমাবেশে পুণ্ডরীকের ছন্দাৎ ও ক্রন্দন—

কণেকে চৈতন্য পাই' করিলা জঙ্কার।

কান্দে পুনঃ আপনাকে করিয়া ধিক্কার ॥১২৬॥

“কৃষ্ণের, পরাণ মোর, কৃষ্ণ, মোর বাপ।

মুঞি অপরাধিরে কতেক দেখ' তাপ ॥১২৭॥

সর্ব জগতের বাপ, উদ্ধার করিলা।

সবে মাত্র মোরে তুমি একেলা বঞ্চিলা ॥১২৮॥

বিদ্যানিধি ক্রন্দনে বৈষ্ণবগণেব অশ্রুপাত—

‘বিদ্যানিধি’-হেম কোন বৈষ্ণব না চিনে।

সবেই কান্দেন-মাত্র তাঁহার ক্রন্দনে ॥১২৯॥

মহাপ্রভু বিদ্যানিধিকে জোড়ে ধারণ—

নিজ প্রিয়তম জানি' শ্রীভক্তবৎসল।

সংজমে উঠিয়া কোলে কৈলা বিশ্বস্তর ॥১৩০॥

মহাপ্রভু ‘পুণ্ডরীক-বাপ’ বলিয়া সোধানে ভক্তগণেব

পুণ্ডরীকের পবিচয় লাভ—

‘পুণ্ডরীক বাপ’ বলি' কান্দেন ঈশ্বর।

“বাপ দেখিলাম আজি নয়নগোচর ॥১৩১॥

তখন সে জানিলেন সর্ব-ভক্তগণ।

বিদ্যানিধি গোসাঞির হৈল আগমন ॥১৩২॥

তখন সে হৈল সব বৈষ্ণব-রোদন।

পরম অদ্ভুত—তাহা না যায় বর্ণন ॥১৩৩॥

বিদ্যানিধি বক্ষে করি' শ্রীগৌরসুন্দর।

প্রেম-জলে সিঞ্চিলেন তাঁর কলবর ॥১৩৪॥

বিদ্যানিধিকে ‘প্রভুপ্রিয়’ জানিয়া ভক্তগণেব

তৎপ্রতি সন্তম-দৃষ্টি—

‘প্রিয়তম প্রভুর’ জানিয়া ভক্তগণে।

শ্রীত, ভয়, আশুতা সবার হইল তানে ॥১৩৫॥

বক্ষঃ হৈতে বিদ্যানিধি না ছাড়ে ঈশ্বরে।

লীন হৈলা যেন প্রভু তাঁহার শরীরে ॥১৩৬॥

প্রহরেক গৌরচন্দ্র আছেন নিশ্চলে।

তবে প্রভু বাহ্য পাই' ডাকি ‘হরি’ বলে ॥১৩৭॥

অবস্থা দর্শনে ‘বিষয়ী’ বলিয়া যে বোধ, তাহা অজানোখ।

ইহা জানিয়াই পুণ্ডরীকের নিকট গদাধর কথ্য গান করি' বা

কৃষ্ণের প্রয়োজন হইয়াছিল ॥১০০-১০১॥

গদাধর বলিলেন,—আমি পুণ্ডরীক বিদ্যানিধিকে বুঝিতে

না পারিয়া ভক্তেব চরণে যে অপরাধ করিয়াছি, তুমি

(মুকুন্দ) সেই অপরাধসমূহ বিনষ্ট করিবার জন্ত আমাব

প্রতি প্রসন্ন হও। তাহাতেই আমাব চিত্তের মলিনতা

বিদূরিত হইয়া তোমাব অমুগ্রহ-লাভে যোগ্য হইব ॥১০২॥

গদাধর বলিলেন,—সকল কার্যেরই উপদেশ আছে

এবং উপদেশকের আশ্রয় গ্রহণ না করিলে সেই সকল

পুণ্ডরীককে প্রাপ্ত হওয়ায় মহাপ্রভুর হৃৎকরে বিবিধ উজ্জ্বল

ও সর্ববৈষ্ণবসহ পুণ্ডরীকের মিলন-সম্পাদন—

“আজি কৃষ্ণ বাহ্য-সিদ্ধি করিলা আমার ।

আজি পাইলাঙ সর্ব-মনোরথ-পার ॥” ১৩৮॥

দকল বৈষ্ণব-সঙ্গে করিলা মিলন ।

পুণ্ডরীক লইয়া সবে করেন কীর্তন ॥১৩৯॥

“ই হার পদবী—‘পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি’ ।

প্রেম-ভক্তি বিলাইতে গড়িলেন বিধি ॥” ১৪০॥

এইমত তাঁর গুণ বর্ণিয়া বর্ণিয়া ।

উল্লেস্বরে ‘হরি’ বলে শ্রীভূজ তুলিয়া ॥১৪১॥

প্রভু বলে,—“আজি শুভ প্রভাত আমার ।

আজি মহামঙ্গল সে বাসি আপনার ॥১৪২॥

নিজা হৈতে আজি উঠিলাম শুভক্ষণে ।

দেখিলাম ‘প্রেমনিধি’ সাক্ষাৎ নয়নে ॥” ১৪৩॥

পুণ্ডরীকের বাহুজ্ঞান ও অষ্টোত্তম, মহাপ্রভু এবং ভক্তগণকে

যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন—

শ্রীপ্রেমনিধির আসি হৈল বাহুজ্ঞান ।

তখনে সে প্রভু চিনি’ করিলা প্রণাম ॥১৪৪॥

অষ্টোত্তমদেবের আগে করি’ নমস্কার ।

যথাযোগ্য প্রেম-ভক্তি করিলা সবার ॥১৪৫॥

পরানন্দ হৈলেন সর্ব-ভক্তগণে ।

হেন প্রেমনিধি পুণ্ডরীক দরশনে ॥১৪৬॥

ক্ষণেকে যে হৈল প্রেম-ভক্তি-আবির্ভাব ।

তাহা বর্ণিবার পাত্র—ব্যাস মহাভাগ ॥১৪৭॥

বিষয়ে প্রবীণ হওয়া যায় না । আমি উপদেশকরূপে কাহাকেও স্থির কবি নাই বলিয়া আমার এই দুর্গতি ঘটয়াছিল । আমি সম্প্রতি পুণ্ডরীকেবই আশ্রয় গ্রহণ করিব । তাহা হইলেই আমার তাঁহাব চরণে যে অপরাধ হইয়াছে, তাহা বিনষ্ট হইবে ॥ ১০৪-১০৫ ॥

দুইপ্রহর অর্থাৎ পনরদণ্ড বা ছয়ঘণ্টা-কাল পুণ্ডরীক বাহু-সংজ্ঞাহীন হইয়া হবিসেবা করিতেছিলেন । তাঁহাব পুনরায় বাহুদশা লাভ হইলে তিনি স্থির হইতে পারিলেন ॥ ১০৮ ॥

শেষবে বুদ্ধরীতি—বালকের স্বভাবে ক্রীড়াসক্তি এবং বৃদ্ধের স্বভাবে অভিজ্ঞতা-জনিত চিন্তা-স্রোত । গদাধর-

পুণ্ডরীকের নিকট দীক্ষাগ্রহণার্থ গদাধরব

প্রভু-সমীপে অহুমতি প্রার্থনা—

গদাধর আজ্ঞা মাগিলেন প্রভু-স্বানে ।

পুণ্ডরীক-মুখে মন্ত্র-গ্রহণ-কারণে ॥১৪৮॥

“না জানিয়া উহান অগম্য ব্যবহার ।

চিন্তে অবজ্ঞান হইয়াছিল আমার ॥১৪৯॥

এতেকে উহান আমি হইবাঙ শিষ্য ।

শিষ্য-অপরাধ গুরু ক্ষমিবে অবশ্য ॥” ১৫০॥

গদাধরব দীক্ষাগ্রহণে মহাপ্রভুর অহুমোদন—

গদাধর-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা ।

“শীঘ্র কর, শীঘ্র কর” বলিতে লাগিলা ॥১৫১॥

পুণ্ডরীকের নিকট গদাধরব দীক্ষাগ্রহণ—

তবে গদাধরদেব প্রেমনিধি-স্বানে ।

মন্ত্র-দীক্ষা করিলেন সন্তোষে আপনে ॥১৫২॥

বিদ্যানিধিব অনির্ভর্যমীয় মহিমা—

কি কহিব আর পুণ্ডরীকের মহিমা ।

গদাধর-শিষ্য স্বীকার, ভক্তের সেই সীমা ॥১৫৩॥

বিদ্যানিধির আখ্যান-বর্ণনে গ্রন্থকাব্যেব

তৎরূপা প্রার্থনা—

কহিলাম কিছু বিদ্যানিধির আখ্যান ।

এই মোর কাম্য—যেন দেখা পাই তান ॥১৫৪॥

পুণ্ডরীক ও গদাধর—গরুড়-যোগ্য গুরুশিষ্য—

যোগ্য গুরু-শিষ্য—পুণ্ডরীক-গদাধর ।

তুই কৃষ্ণচৈতন্যের প্রিয়-কলেবর ॥১৫৫॥

পণ্ডিত-গোস্বামী বয়ঃকনিষ্ঠ হইলেও বাল্যাবধি বৃদ্ধ ও প্রৌঢ়ের ছায় সমীচীন চিন্তাবৃত্ত ছিলেন ॥ ১১৪ ॥

অত্যেক চাক্ষুশ্যে গুল্লী বাদশী হইয়া থাকে । প্রত্যেক তিথিতে ন্যূনাধিক দ্বাদশলগ্ন পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয় । যে লগ্ন সর্বসুখফল প্রসব কবে, সেই ক্ষণকে নির্দেশ করিবার জন্য ‘সর্বসুখলগ্ন’ বাক্যেব প্রয়োগ হয় ॥ ১১৯ ॥

মহাপ্রভু বিদ্যানিধিকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান করিলেন । বিদ্যানিধি তাঁহাকে স্ববক্ষে একরূপ সমাশ্রয় করিলেন যে, উভয়ের অন্তরে মূর্তিদ্বয়ের সন্ধান পাওয়া গেল না—কেল এক হইয়া গেলেন ॥ ১৩৬ ॥

গ্রন্থকাব কর্তৃক পুণ্ডরীক-গদাধরের মিলন-

উপাখ্যানের ফলশ্রুতি—

পুণ্ডরীক, গদাধর—দুইর মিলন।

যে পড়ে, যে শুনে, তারে মিলে প্রেমধন ॥১৫৬॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৫৭॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে পুণ্ডরীক-

গদাধর-মিলনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ॥

শ্রীকৃষ্ণবৈপাখন-বাস কৃষ্ণের লীলা ও নৈষ্কর্যগণের চবিত্র সম্যকরূপে অঙ্কন কবিত্তে সিদ্ধহস্ত। সেজন্ত গ্রন্থকাব বলেন যে, তাঁহাব সাহিত্য-সম্ভার ও নৈপুণ্য ভগবানের ও ভক্তের চবিত্র বর্ণনে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ নহে।

শ্রীবেদবাস—যিনি ঐক্য বর্ণন দ্বাবা জগৎকে ধৃত্ত কবিত্তাছেন, তিনিই গ্রন্থকাবের অসম্পূর্ণতা পূরণ কবিত্তে সমর্থ ॥ ১৪৭ ॥

ইতি গোড়ীম-ভাষ্যে সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবাসভবনে অবস্থিতি, মালিনীর বাৎসল্যভাবে নিত্যানন্দ-সেবা, মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্ৰীতি-পরীক্ষা, শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-প্ৰতি দৃঢ় শ্রদ্ধা, মহাপ্রভু কর্তৃক শ্রীবাসকে ববদান, নিত্যানন্দের বালাভাবে বিবিধ লীলা, শচীমাতার স্বপ্ন-বৃত্তান্ত, মহাপ্রভু নিতাইকে নিমন্ত্রণ, নিত্যানন্দের প্রভু-গৃহে ভোজন, শচীমাতার ঐশ্বর্য দর্শন, গোবিনিতাইর অদ্ভুত আবেশ, মহাপ্রভু শিবগায়ন-স্বন্ধে আবোহণ, ব্যক্তিতে সঙ্কীর্ণন কবিত্তার সঙ্কল্প, শ্রীবাস মন্দিরে প্ৰতিবাত্তে সঙ্কীর্ণন-বিলাস, পায়ত্তিগণের সংসবতাবশে বিবিধ উক্তি, মহাপ্রভু গণসহ দ্বাব বদ্ধ কবিত্তা কীর্ণন, মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় আবোহণ ও অদ্ভুতভাবে ভোজন প্ৰভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ বস্তু দ্বিত্তা কবিত্তে থাকিলে নিত্যানন্দ শ্রীবাসভবনে অবস্থান কবিত্তে লাগিলেন। নিরন্তর বালাভাবে অবস্থিতিহেতু নিত্যানন্দ স্বহস্তে ভোজন কবিত্তেন না, মালিনী তাঁহাকে পুষ্ণপ্রায় কবিত্তা বাৎসল্য-ভাবে সেবা কবিত্তেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে

পরীক্ষার্থ বলিলেন যে, শ্রীবাস অজ্ঞাতকুলশীল অবধূত নিত্যানন্দকে নিজগৃহে স্থান দিত্তাছেন কেন? নিজ জাতিকুলের সম্মান-বক্ষার্থ তাঁহাকে গৃহে স্থান দেওয়া অকর্তব্য। তদুত্তরে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে জানাইলেন, যিনি একদিন মাত্রও মহাপ্রভু ভজন কবিত্তাছেন, তিনিই শ্রীবাসের প্ৰিয়। বিশেষতঃ নিত্যানন্দপ্রভু মহাপ্রভু অভিন্ন-বিগ্রহ। তিনি যদি কখনও মদিবা-যবনী-সংসর্গে গমন অথবা শ্রীবাসের জাতি প্ৰাণ-ধনাদি নাশ কবিত্তাও থাকেন, তথাপি তৎপ্ৰতি শ্রীবাসের শ্রদ্ধা বিন্দুমাত্র বিচলিত হইবে না। মহাপ্রভু শ্রীবাসের নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা-দর্শনে তাঁহাব প্ৰতি অত্যন্ত প্ৰীত হইয়া তাঁহাকে বব দিলেন যে, যদি লক্ষ্মীদেবীও কোন দিন ভিক্ষা কবেন, তাহা হইলেও শ্রীবাসের কোন দিনই অভাব হইবে না এবং শ্রীবাসের গৃহস্থিত কুক্কুর-বিড়ালাদিবও মহাপ্রভুর প্ৰতি অচলা ভক্তি থাকিবে। অতঃপর তিনি শ্রীবাসের উপর নিত্যানন্দের সমুদয় ভাব সমর্পণ করিত্তা নিজ ভবনে গমন করিলেন।

নিত্যানন্দ-প্রভু সর্ক-নদীয়ায় ভ্রমণ করিত্তে থাকিলেন; কখনও গঙ্গামধ্যে সন্তরণ করিত্তে থাকেন এবং শ্রোতে দেহ

ভাসাইয়া লইলে অপাব আনন্দ লাভ করেন। কখনও বা মুরাবি-গন্ধাদাস প্রভৃতিব গৃহে, কখনও বা মহাপ্রভুব ভবনে গমন করেন। শচীমাতা নিত্যানন্দকে দেখিলে পরম স্নেহ করেন। নিত্যানন্দ বালাভাবে শচীমাতাব চরণ স্পর্শ কবিত্তে গেলে শচীদেবী পলায়ন করেন।

একদিন শচীমাতা স্বপ্নে কিছু বিচিত্রতা দর্শন কবিয়া তাহা মহাপ্রভুব নিকট বর্ণনপ্রসঙ্গে বলিলেন যে, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ উভয়ে পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক বালকের বেশে বিষ্ণু-মন্দিরে প্রবেশ কবিয়া নিত্যানন্দ কৃষ্ণকে এবং মহাপ্রভু বলরামকে হস্তে ধারণ পূর্বক পবম্পব যাবামাবি কবিত্তে লাগিলেন। বামকৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া গোবনিত্যানন্দকে অধিকারী বলিয়া গৃহ হইতে নিষ্কাশ্য হইতে বলিলে নেতাই বলিলেন যে, পূর্বযুগে অর্থাৎ স্বাপবে কৃষ্ণবলরামেব গীলাধিকার ছিল, কিন্তু বর্তমান কালিতে তাঁহাদের কোন অধিকার নাই, গোব-নেতাই সর্দ-উপহাষাদি-গ্রহণের অধিকারী। বাম-কৃষ্ণ বলিলেন যে, তাঁহারা গোব-নেতাইকে বন্ধন কবিয়া সেই গৃহে বাধ্যা চলিয়া যাইবেন। এইরূপে সকল কলহ কবিত্তে কবিত্তে কাডাকাড়ি কবিয়া যাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ শচীমাতাকে ‘স্ব-জ্ঞানী’ লিয়া সম্বোধন পূর্বক ক্ষমিত্তি হেতু অন্ন প্রার্থনা কবিত্তে-ছন, ইত্যবসরে শচীমাতাব নিদ্রাভঙ্গ হইল।

মহাপ্রভু স্বপ্ন-বৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্বক তাহা অশ্রুব নেকট বর্ণন কবিত্তে নিষেধ কবিয়া বলিলেন যে, তাঁহাব হস্তিত্ত্রী বিগ্রহ—বড়ই প্রত্যক্ষ, নৈবেদ্যাদি অর্দ্ধেক স্ফণ কবিয়া থাকেন। তিনি লক্ষীত প্রতী সন্দেহ কবিত্তেন য, ইযত তিনিই অর্দ্ধেক দ্রব্য খাইয়া ফেলেন; কিন্তু ইতদিনে তাঁহাব সে ভ্রম যুটিল। অতএব নিত্যানন্দকে ভাজন কবান কর্তব্য। মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সমীপে গিয়া গাহাকে নিমন্ত্ৰণ-পূর্বক প্রভুগৃহে কোন প্রকাব চাপল্য প্রকাশ কবিত্তে নিষেধ কবিলেন। মহাপ্রভুব উত্তরে নেত্যানন্দ বলিলেন যে, কেবল পাগলেই চঞ্চলতা করিয়া কৈ। মহাপ্রভু নিজের মত সকলকেই ভাবিয়া থাকেন। ইরূপে দুইজন কথ্য কহিত্তে কহিত্তে মহাপ্রভুব গৃহে

আগমন কবিলেন এবং গদাধরা দি আশুগণ-সহ একত্র উপবেশন কবিলেন।

দীপান পাদ-প্রক্ষালনার্থ জল প্রদান কবিলে পব মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ-প্রভু সাক্ষাৎ বামলক্ষণের দ্বায় একত্র ভোজন কবিত্তে বসিলেন। শচীমাতা পরিবেশন কবিত্তে গিয়া ত্রিতাগে ভোজ্য প্রদান কবিলে তাঁহাবা হাস্য কবিত্তে লাগিলেন। শচীমাতা গোবনিত্তাইব অঙ্গ সাক্ষাৎ কৃষ্ণ-বলরামেব চিত্তাদি দর্শন কবিয়া মূর্ছিত্তা হইলে মহাপ্রভু তাঁহাব গাত্তোখান কবাইলেন।

মহাপ্রভু নদীযায বিবিধ বিলাসকরুে ভক্তগণের মন্দিরে গমন করেন এবং বিভিন্ন ব্যক্তিব নিকট বিভিন্ন রূপ প্রকটিত করেন। একদিন জনৈক শিব-গায়ন ডমরু বাজাইয়া শিব-গীত গাহিত্তে থাকিলে মহাপ্রভু আপনাত্তে শিবমূর্ত্তি প্রকট কবিয়া গায়কের স্কন্ধে আবোহণ কবিলেন। পবে বাহু পাইয়া অবতরণ-পূর্বক তাহাকে ভিক্ষা দিলেন। শিবগায়ন রুতার্থ হইয়া নিজগৃহে চলিল। মহাপ্রভু স্বগণকে আহ্বান পূর্বক প্রতী বাত্র সঙ্কীর্তন-বিলাস কবিত্তে ইচ্ছা প্রকাশ কবিলেন এবং তদমুসাবে কীর্তন আবন্ত কবিলেন। পামণ্ডিগণ তাহা শুনিয়া নানাক্রপ নিন্দা কবিয়া বিবিধ মিথ্যা অপবাদ বটাইতে থাকিল। কীর্তন শ্রবণে মহাপ্রভু আড়াড খাইয়া ভূমিত্তে পড়িলে শচীমাতা চিত্তিত্ত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করেন,— মহাপ্রভু পবানন্দে আছাড় খাইয়া পড়িলে যদিও কোন ব্যথা অনুভব না করেন, তথাপি মাতাব প্রাণে তাহা সঙ্ক হয় না। অতএব তিনি যেন উঠা জানিত্তে না পাবেন। মহাপ্রভু জননীব জদয-ভাব অবগত হইলেন এবং তৎ-কালাবধি মহাপ্রভুব সঙ্কীর্তন-বিলাসকালে শচীমাতা আবিস্ট-চিত্ত থাকেন, কিছুই জানিত্তে পাবেন না। শ্রীহরিবাসব-দিবস শ্রীবাস-অঙ্গনে কীর্তন আবন্ত হইলে মহাপ্রভুব বিবিধ প্রেমবিকার প্রকাশ পাইতে লাগিল। মহাপ্রভুব আজ্ঞামতে দ্বাব বন্ধ কবিয়া সঙ্কীর্তন হইতে থাকিলে অভ্যন্তরে প্রবেশে অসমর্থ পামণ্ডিগণ বিবিধ কটুক্তি-দ্বারা সগণ মহাপ্রভুব নিন্দা করিত্তে থাকে। মহাপ্রভুব ভক্তগণ তাহাদের বাক্য উপেক্ষা করিয়া কীর্তন-

বিলাসে মত্ত থাকেন। বাগজীভার দীর্ঘা রজনী যেরূপ গোপিকাগণের নিকট তিলার্দ্ধমাত্র বোধ হইয়াছিল, মহাপ্রভুর কীর্তনবিলাসে মত্ত হইয়া ভক্তগণেরও বজ্রনী-সকল ঐরূপ অজ্ঞাতসাবে অতিবাহিত হইত।

একদিন কীর্তনান্তে মহাপ্রভু শালগ্রাম-সকল ক্রোড়ে ধাবণপূর্বক বিষ্ণুপট্টায় আবোহণ করিলেন এবং নিজ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া ভক্তগণের প্রদত্ত যাবতীয় উপহাস ভক্ষণ

করিতে লাগিলেন। এইরূপে প্রায় দুইশত ব্যক্তির ভোজ্য গ্রহণ পূর্বক পুনর্বার নৈবেদ্য চাহিলে ভক্তগণ তৎপ্রদানে অসমর্থ হইয়া কেবল তাহুল প্রদান করিলেন। তৎপরে মহাপ্রভু অদ্বৈতপ্রভুকে বব প্রার্থনা করিতে বলিলেন। এইরূপে কিছুক্ষণ থাকিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। পবে বাহু পাইয়া কীর্তন করিতে লাগিলেন। এইরূপ আনন্দ-কোলাহলে মহাপ্রভু নবদ্বীপে লীলা করিতে লাগিলেন।

সগোষ্ঠী শ্রীগৌর-সুন্দরবাব জয়গান—

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্বপ্রাণ।

জয় নিত্যানন্দ অদ্বৈতের প্রেমধাম ॥১॥

জয় শ্রীজগদানন্দ-শ্রীগর্ভ-জীবন।

জয় পুণ্ডরীক-বিছানিধি-প্রাণধন ॥২॥

জয় জগদীশ-গোপীনাথের ঈশ্বর।

জয় হউ যত গৌরচন্দ্র-অমুচর ॥৩॥

হেনমতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরানন্দরায়।

নিত্যানন্দ সঙ্গে রঙ্গ করয়ে সদায় ॥৪॥

অদ্বৈত লইয়া সর্ব-বৈষ্ণবমণ্ডল।

মহা-নৃত্য-গীত করে কৃষ্ণ-কোলাহল ॥৫॥

নিত্যানন্দের বালাভাবে শ্রীবাসগৃহে অবস্থান এবং

মালিনীদেবীর বাৎসল্য ভাবে নিত্যানন্দসেবা—

নিত্যানন্দ রহিলেন শ্রীবাসের ঘরে।

নিরন্তর বাৎসল্য, আন নাহি ক্ষুণ্ণের ॥৬॥

আপনে তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায়।

পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥৭॥

নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিততা।

নিত্যানন্দ সেবা করে, যেন পুত্র-মাতা ॥৮॥

শ্রীবাসেব নিত্যানন্দ-শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে মহাপ্রভুব পবীক্ষা—

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।

বসিয়া কহেন কথা—কৃষ্ণের চরিত ॥৯॥

পণ্ডিতেরে পরীক্ষয়ে প্রভু বিশ্বস্তর।

“এই অবধূতে কেনে রাখ নিরন্তর ? ১০॥

কোন্ জাতি, কোন্ কুল, কিছুই না জানি।

পরম উদার তুমি,—বলিলাম আমি ॥১১॥

আপনার জাতিকুল যদি রক্ষা চাও।

তবে বাট এই অবধূতেরে ঘুচাও ॥” ১২॥

মহাপ্রভুব ছলনা বুঝিতে পারিয়া শ্রীবাসেব উত্তর প্রদান

ও নিত্যানন্দে স্মৃষ্ট বিশ্বাস জ্ঞাপন—

ঈশ্বর হাসিয়া বলে শ্রীবাস পণ্ডিত।

“আমারে পরীক্ষ' প্রভু, এ নহে উচিত ॥১৩॥

দিনেক যে তোমা ভজে, সেই মোর প্রাণ।

নিত্যানন্দ—তোমর দেহ, মো হ'তে প্রমাণ ॥১৪॥

গৌড়ীয়-ভাগ্য

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শালকেব ছায়া স্বভাব প্রাপ্ত করিয়া শ্রীবাসের গৃহে বাস করিতেছিলেন। শ্রীবাসপত্নী মালিনী তাঁহাকে বাৎসল্য-রসে পুত্রের ছায়া ভোজনাদি করাইতেন। তজ্জন্ত শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রতি শ্রীবাসেব অনুবাগ জানিবার জন্ত তাঁহাকে বলিলেন,—“অজ্ঞাত-কুলশীল নিত্যানন্দের সহিত এত বিশাশি ভাল নয়।” তদুত্তরে

শ্রীবাস বর্দিলেন,—“আমি জানি, নিত্যানন্দ—তোমারই দেহ। ভগবন্তে দেহ-দেহী-ভেদ নাই, তাহা আমাদের বাৎসল্য-বসেব সেবায় প্রমাণিত হইতেছে। নিত্যানন্দের সেবা ও তোমাব সেবায় কোন ভেদ নাই। আমি তোমার ভক্ত। আমি জানি, তোমাতে ধাঁহাব সেবা-প্ররুতি আছে, সেই আমার হৃদয়ের আবাধা-বস্তু। আমাকে

মদিরা-যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে ।

জাতি-প্রাণ-ধন যদি মোর নাশ করে ॥১৫॥

তথাপি মোহার চিতে মহিব অলুখা ।

সত্য সত্য তোমাতে কহিলু এই কথা ॥” ১৬॥

একপভাবে বিপবীত উক্তি-দ্বারা পরীক্ষা কবা তোমাব কর্তব্য নহে ॥” ৬-১৪ ॥

অবধূত—দেহসংস্কারবহিতো জডোহবধূতঃ (—বল্ল ৩২), অবধূতঃ নিরন্তঃ শিল্পোদবপবাতিমতো যন্ত গঃ (—গিদ্ধান্ত-প্রদীপঃ), যো বিলজ্যাত্রমান্ বর্ণান্ আত্মশ্চৈব স্থিতঃ পুমান্। অতিবর্ণাশ্রমী যোগী অবধূতঃ স উচ্যতে ॥ ‘অ’কবজাদ্ ‘ব’বেগ্যস্বাৎ ‘ধূ’ত-সংসার বন্ধনাৎ। তত্ত্বমস্ত্বর্ষসিদ্ধস্বাৎ ‘অবধূতো’হিভির্ভীযতে (—শঙ্কসান) ॥ ১০ ॥

মদিরা-পানোন্মত্ত জনগণ নানা কুকার্যে প্রবৃত্তিবিশিষ্ট হয় বলিয়া তাহারা সামাজিকের দর্শনে অত্যন্ত ঘৃণা। মদিরা দ্বারা জীবের বুদ্ধি-বৃদ্ধি বিনষ্ট হয় এবং কু-কার্যে প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায়। প্রাকৃত কৃপাবশ্ত ভোগি-সম্প্রদায় জাতিকুল-আচাৰ্য্যাদি বিচার না কবিসাঈ যবনীর সহিত সংসর্গ কবে। তদ্দ্বারা তাহাদের জাতিকুলে কলঙ্ক প্রবেশ কবে এবং তাহারা অধঃপতিত হয়। প্রাজাপত্য ও ব্রাহ্ম-বিবাহ ব্যতীত পৈশাচ, বাসুদাদি বিবাহ এবং সর্ববিবাহ ব্যতীত অসর্ব-বিবাহ, অপরষ্ট ম্লেচ্ছ-সংসর্গ—জাতিদোষের কাৰণ। আসব-সেবার দ্বারা জীবের বুদ্ধিবৃত্তি পাপপথে চালিত হইয়া যবনী-সংসর্গের উপাদেয় ব্যক্তি-বিশেষের কচিতে প্রকাশিত হয়। সামাজিক বিচারে উহা বিশেষ ঘৃণিত ব্যাপ্য। প্রভু নিত্যানন্দ বৎসলবশীত আশ্রয়গণের অতি প্রিয় বস্তু। জগদগুরু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ যদি কখনও ঐকপ সর্কা-পেক্ষা স্থগিত কার্য্যও কবিসা বসেন, তাহা হইলেও তাঁহার প্রতি শ্রীবাসের অমুবাগ লগ্ন হইবে না। শ্রীবাস বলিতেছেন,—শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু যদি তাঁহার জাতি নাশ করেন, বা তাঁহাকে সংহাব, কিম্বা তাঁহার ধনাদি অপহরণ কবেন, তাহা হইলেও নিত্যানন্দের প্রতি তাঁহার সেবা-প্রবৃত্তির লেশমাত্র হ্রাস হইবে না। প্রেমের এই প্রকার স্বভাব যে, প্রেমের পাত্রের প্রতি লৌকিক

উত্তব-শ্রবণে মহাপ্রভু সানন্দ হুঙ্কার ও

শ্রীবাসকে ববপ্রদান—

এত্বেক শুনিলি যদি শ্রীবাসের মুখে ।

হুঙ্কার করিয়া প্রভু উঠে তার বৃকে ॥১৭॥

বিতৃষ্ণাকাবক কোনও লক্ষণ পরিলক্ষিত হইলেও তদবৈলক্ষণ্য ঘটে না। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে আমি নিত্য-কাল অমুবাগ, সামান্য লৌকিক নম্র বিবোধি-ভাব তাঁহাতে দেখা গেলেও আমি তাঁহার অমুবাগের পক্ষপাতি পবিহাব কবিস না। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পবম নৈতিকের পবমোচ্চ আদর্শ। যদি কেহ তাঁহাকে গর্হণ কবিসব মানসে সর্কাপেক্ষা নীচতাব সহিত তাঁহাকে সংশ্লিষ্ট কবিসব প্রয়াস কবে, তাহা হইলেও আমার বিচারে নিত্য আনন্দময় বস্তু সেবা পবিত্যাগ কবা আবশ্যক বলিয়া বিবেচিত হইবে না। হৃদয়লজ্জ, পাপপ্রবণ-চিন্তা নবগণ এই সকল নিত্যানন্দ-মহিমাব কথা বৃকিতে না পাবিয়া বিবৃতভাবে গ্রহণ পূর্বক তাহাদের নিজ অসৎ স্বভাবের সমর্থন কবে। তাহাতে নীতি-বিগর্হিত স্থগিত কচির পবিচয় পাওয়া যায়। অদ্বন্দ্বদর্শিতা, সত্যবস্তুতে প্রবেশা-দিকাববন্ধিত ভাব-সমূহ কখনও শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভু অপ্রাকৃত গম্ভীরলীলাব মধ্যে প্রবেশ কবিতে সমর্থ হয় না। পাপিগণের বুদ্ধি-বিপথ্য কবিসব জগৎকেব শুষ্ক-লীলা বা বহির্বিচারে লাম্পট্য-লীলা; তাহা অধমকচিবিশিষ্ট জন-গণের অধিক অমঙ্গল উৎপাদন কবে। কিন্তু জড়বাসনা-বহিত ভগবৎসেবাপ জনগণের পবমোচ্চতা-প্রদর্শন-কল্পে যে-সকল নিত্য লীলাব নিস্তাব, তাহাতে জীবের স্বভাবগত নিত্য-সেবা-প্রবৃত্তি উদ্রেকিত হয়। রুক্ষদাস কবিসাজ-প্রভু ব্রাতা শ্রীচৈতন্যদেব সামান্য অমুবাগবিশিষ্ট থাকিলেও শ্রীপ্রভু নিত্যানন্দের লোকাতীত প্রেম বৃকিতে না পাবিয়া নিজেব সর্কনাশ আবাহন করিয়াছিলেন। তাহার অমুসবণে বাউল, প্রাকৃত মহিঞ্জিয়া প্রভৃতি অপসম্প্রদায় নরকাভিযানের জগৎ বাস্তব হওয়া তাহাদেরও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতে ছনীতির আবোপ কবিসব প্রবৃত্তি দৃষ্ট হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু কোনদিনই নীতিশাস্ত্র-বিগর্হিত কার্য্যে উদগ্রীব ছিলেন না। আধ্যাত্মিক বা আত্মরিক দর্শনে

প্রভু বলে,—“কি বলিলা পণ্ডিত শ্রীবাস ?
 নিত্যানন্দ প্রতি তোর এতই বিশ্বাস ? ১৮ ॥
 ‘মোর গোপ্য নিত্যানন্দ’, জানিলা সে তুমি ।
 তোমারে সম্ভট্ট হঞা বর দিয়ে আমি ॥১৯॥
 ‘যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে নগরে নগরে ।
 তথাপি দারিদ্র্য তোর নহিবেক ঘরে ॥২০॥
 বিড়াল-কুকুর-আদি তোমার বাড়ীর ।
 সবার আমাতে ভক্তি হইবেক স্থির ॥২১॥
 নিত্যানন্দে সমর্পিলু’ আমি তোমা’ স্থানে ।
 সর্বমতে সম্বরণ করিবা আপনে ॥” ২২ ॥

নদীযানগবে নিত্যানন্দের বাল্যভাবে লীলা—

শ্রীবাসেরে বর দিয়া প্রভু গেলা ঘর ।
 নিত্যানন্দ ভ্রমে সব নদীয়া নগর ॥২৩॥
 ক্ষণেকে গঙ্গার মাঝে এড়েন সাঁতার ।
 মহাস্রোতে লই’ যায়, সম্ভোষ অপার ॥২৪॥

বালক-সবার সঙ্গে ক্ষণে ক্রীড়া করে ।
 ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে ॥২৫॥
 প্রভুর বাড়ীতে ক্ষণে যাতেন ধাইয়া ।
 বড় স্নেহ করে আই তাহানে দেখিয়া ॥২৬॥
 বাল্যভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ ।
 শরিবারে যায়, আই করে পলায়ন ॥২৭॥

শচীমাতাব নিত্যানন্দ-সম্বন্ধে স্বপ্ন ও মহাপ্রভুকে

গোপনে তাহা নিবেদন—

একদিন আই কিছু দেখিলা স্বপনে ।
 নিভৃতে কহিলা পুত্র-বিশ্বস্তর-স্থানে ॥২৮॥
 “নিশি-অবশেষে মুঞি দেখিলু’ স্বপন ।
 তুমি আর নিত্যানন্দ—এই দুই জন ॥২৯॥
 বৎসর-পাঁচেক দুই ছাওয়াল হইয়া ।
 মারামারি করি’ দৌছে বেড়াও ধাইয়া ॥৩০॥
 দুইজনে সাক্ষাইলা গোসাঞির ঘরে ।
 রাম-কৃষ্ণ লই’ দৌছে হইলা বাহিরে ॥৩১॥

উচ্চান প্রতি ঐ সকল ভাবের আবেশ যাহাদেব ইন্দ্রিয়জ
 জ্ঞানে প্রতিভাত হয়, সেই ভাগ্যহীন জনগণের সঙ্গ সঙ্গতো-
 ভাবে পবিত্যাগ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ-চরণ-শরণ জনগণের
 পদাম্বুসরণ সঙ্গতোভাবে বিদগ্ধ ॥ ১৫-১৬ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু সঙ্গতোভাবে আমাব (গৌবন্দ্যবের)
 বক্ষণীয় বস্তু,—ইহা তুমি (শ্রীবাস) অবগত আছ জানিয়া
 আমাব সম্ভোষের অবদি নাই । সর্কৈখণ্যাদিপতি
 নারায়ণের বক্ষঃস্থিতা লক্ষ্মীদেবী কিংবা ধনাদিষ্টাত্রী লক্ষ্মী
 ঐখণ্য-বিচ্যুত হইয়া যদি দলিদতা-বশে দ্বাবে দ্বাবে ভিক্ষাও
 কবেন, তথাপি নাপায়ণীর প্রভাবে তোমাব কোনদিনই
 ‘অভাব’ বলিয়া কোন অবস্থা থাকিবে না । ভগবদ্বক্তির
 বিচাব তোমাতে যে প্রকাব পবিত্র হইয়াছে, তাহাতে
 অভক্তগণের জাগতিক অভাবের চিন্তা তোমার স্থান
 পাইবে না । সুতবাং ধনধাছে লক্ষ্মীমস্ত কবিরবি অধি-
 কাবিশী লক্ষ্মীদেবীও যদি কোনদিন অভাব উপস্থিত হয়,
 তাহা হইলেও তোমাব অভাব হইবে না । তোমাব
 ভগবানের প্রতি এতাদৃশী সেবা প্ররুতি যে, তোমাব কথা দূবে
 যাউক, অথবা তোমাব আত্মীয়স্বজনের কথা দূরে যাউক,

তোমাব গৃহেব বিড়াল, কুকুর প্রভৃতি পালিত অববজীব-
 কুলও আমাতে অচলা-ভক্তি-বিশিষ্ট থাকিবে । আলবন্দার
 ঋষি বলেন,—যত্বেপি ভগবদ্বিক্ষাক্রমে আমাকে এই ধবাধামে
 পুনরায় জন্ম গ্রহণ কবিত্তে হয়, তাহা হইলে যেন
 ভক্তগৃহেব কুকুর-মার্জারাদি অথবা কীটাদি-স্বরূপেও
 ভগবদ্বক্তের সঙ্গ পাই । সম্রাট কুলশেখর বলেন,—জন্মে
 জন্মে ভগবৎসেবাপ্ররুতি-বিশিষ্ট জনগণের সঙ্গে যদি
 থাকিবাব অবসর হয়, তাহা হইলে আমাব মুক্তিও বরণীয়া
 নহে । ভগবদ্বক্তের এতাদৃশ সঙ্গ-প্রভাব যে, তাহাদেব
 ন্যূনাদিক সঙ্গ অবব-প্রাণীতে সঞ্চারিত হইলে তাহাদিগেবও
 ভগবৎসেবামুখতা-লাভের সুযোগ হয় । কোন বৈষ্ণব
 গাহিয়াছেন,—“বৈষ্ণবের গৃহে যদি চইতাম ব্রহ্মব । এঁঠো
 দিয়া তলারহতেন বৈষ্ণব ঠাকুর ॥” ১৯-২১ ॥

“তোমাব উপাস্তবস্তু নিত্যানন্দকে নিবস্তব সেবা
 কবিবাব জ্ঞান আমি তোমাকে সমর্পণ কবিলাম । তুমি
 সঙ্গতোভাবে তাহাব সেবায় নিযুক্ত থাক”—এইরূপ
 আশীর্বাদ কবি । শ্রীবাসাদি শুদ্ধভক্তের সন্ধিনী শক্ত্যধিষ্ঠিত
 ভগবৎ-বিগ্রহেবম ধ্যাদাময়ী সেবা সবিশেষ প্রশংসনীয় ।

তার হাতে কৃষ্ণ, তুমি লই' বলরাম।
চারি জনে মারামারি মোর-বিভ্রমান ॥৩২॥
রাম-কৃষ্ণ-ঠাকুর বলয়ে জুড় হৈয়া।
“কে তোরা ঢাক্কাতি, দুই বাহিরাও গিয়া ॥৩৩॥
এ বাড়ী, এ ঘর, সব আমা দৌহাকার।
এ সন্দেশ, দধি, দুধ যত উপহার ॥” ৩৪॥
নিত্যানন্দ বলয়ে,—“সে-কাল গেল বয়ে।
যে-কালে খাইলে দধি নবনী লুটিয়ে ॥৩৫॥
ঘুচিল গোয়ালী—হেল বিপ্র-অধিকার।
আপনা চিনিয়া ছাড় সব উপহার ॥৩৬॥
শ্রীতে যদি না ছাড়িবা, খাইবা মারণ।
লুটিয়া খাইলে বা রাখিবে কোন জন ?” ৩৭॥

রাম-কৃষ্ণ বলে,—“আজি মোর দোষ নাই।
বাকিয়া এড়িমু দুই টঙ্গ এই ঠাণ্ডি ॥৩৮॥
দেখাই কৃষ্ণের যদি আজি করোঁ আন।”
নিত্যানন্দ প্রতি তর্জ গর্জ করে রাম ॥৩৯॥
নিত্যানন্দ বলে,—“তোর কৃষ্ণের কি ডর।
গৌরচন্দ্র বিশ্বস্তর—আমার ঈশ্বর ॥” ৪০॥
এইমতে কলহ করয়ে চারি জন।
কাড়াকাড়ি করি' সব করয়ে ভোজন ॥৪১॥
কাহারো হাতের কেহ কাড়ি' লই' খায়।
কাহারো মুখের কেহ মুখ দিয়া খায় ॥৪২॥
‘জননী’ বলিয়া নিত্যানন্দ ডাকে মোরে।
“অন্ন দেহ’ মাতা, মোরে ক্ষুধা বড় করে ॥” ৪৩॥

শ্রীগোবিন্দদেব লীলাম পাঁচ প্রকাশ বসে বাধাপ্রোবিন্দ-
মিলিত-তম শ্রীমগ্নাপ্রভুর সেবা হইয়া থাকে। শ্রীগদাধর,
শ্রীজগদানন্দ, শ্রীদামোদর-স্বরূপাদি শক্তি-বর্গে শ্রীগোব-
িন্দদেব বাধা-তাপ-নি-প্রতি-চেষ্টা মধুর-বস-লীলা উপকরণ
রূপে অভিযুক্ত আছে, কিন্তু তাই বলিয়া কুমলীলা শুদ্ধ-
কবিতা ঔদাৰ্ণ্যলীলায় মধুর ভাবের বরন বসাইয়া দোষ-
হুই। শ্রীদামোদর বাৎসল্যাসক্ত দাস্তবশ শুদ্ধ রক্তের আদর্শ।
উহা শ্রীনিত্যানন্দাঙ্গগুণগণের আবাস্য বস্তু। শ্রীগদাধর-
প্রমুখ শক্তিতত্ত্বের আবাস্য শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দী প্রভৃতির
সমুদয়-সম্প্রদায়ে পবিত্র হইয়াছে। কালীশ্বর, গোবিন্দাদি
পবিত্রবর্গের সবল সহজ দাতা, শ্রীদামানন্দ, পদমানন্দ
প্রভৃতির সখ্যাবরণে মধুর-বতির পূর্ণ বিকাশ, গোডমণ্ডল,
ক্ষেত্রমণ্ডল ও ব্রজমণ্ডল প্রভৃতি আশ্রয়-সমূহে শাস্ত বসে
সেবন ভগবদ্ভক্তগণ লক্ষ্য কবিতা থাকেন ॥ ২২ ॥

সাক্ষাইলা—প্রবেশ কবিলেন ॥ ৩১ ॥

শ্রীদাম-মাথাপুবে শচীগৃহে নাবাষণ-শিলমূর্তি ব্যতীত
রাম ও কৃষ্ণের আব হুইটী বিগ্রহ ছিল। শচীদেবী
স্বপ্নে যাহা দর্শন কবিতাছিলেন, তাহাই মহাপ্রভুর নিকট
বর্ণনমুখে বলিতেছেন যে, নিত্যানন্দ ও তুমি (বিশ্বস্তর)
এই উভয়ে পাঁচ বৎসরের শিশু-মূর্তিতে আমাদের ঠাকুর
ঘরে ঢুকিয়া রাম ও কৃষ্ণের বিগ্রহ হাতে তুলিয়া লইয়া
পরস্পর কলহ-বিবাদে প্রবৃত্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের সহিত

নিত্যানন্দেব এবং বায়ের সহিত তোমার বাদপ্রতিবাদ ও
হাতাহাতিনুখে বড়ই ক্রীতিজনক কলহ আমি স্বপ্নে দেখিতে
পাইয়াছি। বামরক্ষ বিগ্রহ বলিতেছেন,—তোমরা দুইজন
শঠ, তাঁহাদের ঘরে বলপূর্বক প্রবেশ কবিতা তাঁহাদের
ভোজ্য দ্রব্য কাড়িয়া খাইতেছ, ইহাতে তাঁহারা ক্রোধের
ভাব প্রদর্শন কবিতেন ॥ ২৮-৩৩ ॥

ঢাক্কাতি—খল, শঠ, চতুর, চোর ॥ ৩৩ ॥

ব্রজলীলায় গোপতন্য বামরক্ষ হইয়া তোমরা দধি,
ধান প্রভৃতি গব্য একচেটিয়া কবিতা খাইয়াছ। এক্ষণে
সেই সময় অতিবাহিত হওয়ায় ব্রাহ্মণদটুকু প্রবটিত
হইয়াছে। সুতরাং এখানকার অধিকার জানিয়া ঐসকল
উপহাসের প্রতি লোভ পরিত্যাগ কর ॥ ৩৬ ॥

এড়িমু—রাখিব।

নিত্যানন্দ তাহাদের দুইজনের অধিকারের কথা
জানাইলে বামরক্ষ বলিলেন,—“তোমাদের দুইজনকে
এইস্থানে বন্ধন কবিতা স্থাপিত কবিত এবং আমরা এখন
হইতে এইস্থান পরিত্যাগ কবিত। ইহাতে আমাদের
কেহ অপবাদ গ্রহণ কবিত পাবিত না।” যদিও বামরক্ষ
এইস্থানে অর্জাবিগ্রহরূপে অবস্থিত আছেন, তথাপি গোব-
নিত্যানন্দেব অধিকারের কথা স্থাপিত হওয়ায় তাঁহারা
উহাদিগকে বামরক্ষ-পদে প্রতিষ্ঠিত কবিতা এইস্থান
পরিত্যাগ কবিত ইচ্ছা করিলেন ॥ ৩৮ ॥

এতেক বলিতে মুঞি চেতন পাইলুঁ ।
কিছু না বুঝিলুঁ মুঞি, তোমায়ে কহিলুঁ ॥৪৪॥

স্বপ্নবিবরণ শ্রবণে মহাপ্রভু হস্ত ও জননীকে
প্রত্যুত্তর দান—

হাসে প্রভু বিশ্বম্ভর শুনিয়া স্বপন ।
জননীর প্রতি বলে মধুর বচন ॥৪৫॥
“বড়ই সুস্বপ্ন তুমি দেখিয়াছ মাতা ।
আর কারো ঠাঞি পাছে কহ এই কথা ॥৪৬॥
আমার ঘরের মূর্তি পরতেক বড় ।
মোর চিত্ত তোমার অঙ্গেতে হৈল দড় ॥৪৭॥
মুঞি দেখেঁ বায়ে বায়ে নৈবেত্তের সাজে ।
আধাআদি না থাকে, না কহেঁ কারে লাজে ॥৪৮॥
তোমার বধুরে মোর সন্দেহ আছিল ।
আজি সে আমার মনে সন্দেহ ঘুচিল ॥৪৯॥
হাসে লক্ষ্মী জগন্মাতা স্বামীর বচনে ।
অন্তরে থাকিয়া সব স্বপ্নকথা শুনে ॥৫০॥

নিত্যানন্দকে ভোজন কবাইবার জন্ত জননীকে মহাপ্রভু

অনুবোধ এবং মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে
নিময়ণ ও উপদেশ—

বিশ্বম্ভর বলে,—মাতা, শুনহ বচন ।
নিত্যানন্দে আনি' ঝাট করাহ ভোজন ॥” ৫১॥
পুত্রের বচনে শচী হরিশ হইলা ।
ভিক্ষার সামগ্রী যত করিতে লাগিলা ॥৫২॥

শ্রীশচীদেবীর কথা শ্রবণ কবিয়া মহাপ্রভু বলিলেন,—
“আমাদিগের গৃহেব বামরক্ষ-মূর্তি বড়ই প্রত্যক্ষ দেবতা ।
তোমার স্বপ্ন-দর্শনে আমাব চিত্ত এবিধে বিশেষরূপে দৃঢ়
হইল ॥” ৪৭॥

শ্রীগৌরস্বম্ভর যখন বিষ্ণুপ্রিয়া-দেবীর পাঁচিঁত অন্নাদি
নিবেদন কবিতেন, তখন লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে,
নৈবেত্তের অঙ্কাংশ শ্রীবিষ্ণুগণ গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাতে
মহাপ্রভু কলিলেন,—“আমাব মনে মনে সন্দেহ হইত যে,
তোমার পুত্রবধু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী উহা গ্রহণ কবিতেন ।
কিন্তু তোমার স্বপ্নেব কথা শুনিয়া আমাব দৃঢ় প্রত্যয়

নিত্যানন্দ স্থানে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ।
নিময়ণ গিয়া ভানে করিলা সঙ্কর ॥৫৩॥
“আমার বাড়ীতে আজি গোসাঞির ভিক্ষা ।
চঞ্চলতা না করিবা”—করাইলা শিক্ষা ॥৫৪॥
কর্ণধরি' নিত্যানন্দ 'বিষ্ণু, বিষ্ণু' বলে ।
“চঞ্চলতা করে যত পাগল-সকলে ॥৫৫॥
যে বুঝিয়ে মোরে তুমি বাসহ চঞ্চল ।
আপনার মত তুমি দেখহ সকল ॥” ৫৬॥
এত বলি' দুইজনে হাসিতে হাসিতে ।
কৃষ্ণ-কথা কহি' কহি' আইলা বাড়ীতে ॥৫৭॥
হাসিয়া বসিলা একঠাই দুইজন ।
গদাধর-আদি আর পরমাশ্রয়ণ ॥৫৮॥

শচীগৃহে গৌবিনিত্যানন্দের ভোজনলীলা—

ঈশান দিলেন জল ধুইতে চরণ ।
নিত্যানন্দ সঙ্গে গেলা করিতে ভোজন ॥৫৯॥
বসিলেন দুই প্রভু করিতে ভোজন ।
—কৌশল্যার ঘরে যেন শ্রীরাম-লক্ষ্মণ ॥৬০॥
এই মত দুই প্রভু করয়ে ভোজন ।
সেই ভাব, সেই প্রেম, সেই দুইজন ॥৬১॥

শচীমাতার পরিবেশন, ঐশ্বর্যাদর্শন ও মুচ্ছা—

পরিবেশন করে আই পরম সন্তোষে ।
ত্রিভাগ হইল ভিক্ষা, দুই জন হাসে ॥৬২॥
আরবার আসি' আই দুই জনে দেখে ।
বৎসর পাঁচেক শিশু দেখে পরতেকে ॥৬৩॥

হইল যে, শ্রীবিষ্ণুগণ সাক্ষাৎ-নৈবেত্তেব অনেক অংশ
ভক্ষণ কবিয়া আমাদেব জন্ত অবশেষ বাখেন ।” শ্রীময়্যা-
প্রভুব এই কথা শুনিয়া জগন্মাতা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী অভ্যস্তবে
অঙ্গগৃহে থাকিয়া মনে মনে হস্ত কবিলেন ॥ ৪৯ ॥

স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে নিজ
গৃহে প্রসাদ পাইতে নিময়ণ করিলেন এবং ভিক্ষাকালে
কোন প্রকার চঞ্চলতা প্রকাশ কবিতো নিষেধ কবিলেন ।
তাহাতে নিত্যানন্দ বলিলেন,—“বিষ্ণু, বিষ্ণু! পাগলেই
চঞ্চলতা কবে । তুমি সকলকেই নিজের মত দেখ, তুমি
নিজে চঞ্চল—কৃষ্ণবসে পাগল, তাই জগৎজুড়ে সকলকেই

কৃষ্ণ-শুক্র-বর্ণ দেখে দুই মনোহর ।
 দুই জন চতুর্ভুজ, দুই দিগম্বর ॥৬৪॥
 শয্য, চক্র, গদা, পদ্ম, ত্রিহল-মুঘল ।
 ত্রিবৎস-কৌন্তভ দেখ মকর-কুণ্ডল ॥৬৫॥
 আপনার বধু দেখে পুত্রের হৃদয়ে ।
 সক্রম দেখিয়া আর দেখিতে না পায় ॥৬৬॥
 পড়িলা মুচ্ছিত হঞা পৃথিবীর তলে ।
 ভিত্তিল বসন সব ময়নের জলে ॥৬৭॥
 অন্নময় সর্ব্ব ঘর হইল তখনে ।
 অপূর্ব্ব দেখিয়া শচী বাহু নাহি জানে ॥৬৮॥
 মহাপ্রভু কর্তৃক জননীর মূর্ত্তাভঙ্গ ও আশাসন—
 ‘আথেব্যধে মহাপ্রভু আচমন করি’ ।
 গায়ে হাত দিয়া জননীরে তোলে ধরি’ ॥৬৯॥

সেইরূপ মনে কর, আমাকেও চকল ভাব,—এইরূপ
 বলিতে বলিতে উভয়েই ত্রীজগন্নাথ মিশ্রের ভবনে আগমন
 কবিলেন ॥ ৫৩-৫৭ ॥

ত্রীগোব-নিত্যানন্দ উভয়ে ভোজনে উপবেশন করিলে
 আখ্যা শচীমাতা তাঁহাদিগকে প্রসাদ বিতরণ করিতে
 লাগিলেন । দুইজনের প্রসাদ বিতরণ করিতে গিয়া তিনি
 ভ্রমক্রমে তিনজনের জ্ঞান পবিবেশন করিয়া ফেলিলেন,
 তাহাতে ত্রীগোব-নিত্যানন্দ হাস্য করিতে লাগিলেন ।
 শচীদেবী তিনজনের মত পরিবেশন করিয়া পুনরায় আসিয়া
 দেখেন যে, গোব ও নিত্যানন্দ দুইজনে খাইতেছেন ।
 তিনি উভয়কেই পাঁচ বৎসরের শিশুরূপে প্রত্যক্ষ
 করিলেন ॥ ৬২-৬৩ ॥

ত্রিশচীদেবী দেখিলেন, পাঁচবৎসরের দুইটা শিশুই—
 বজ্রবিহীন; একটীর বক্ষে কৌন্তভ, অপরের হস্তে হলমুঘল ।
 উভয় শিশুই—চতুর্ভুজ । একটা শিশুর বক্ষে পুত্রবধু বিষ্ণু-
 প্রিয়াদেবী অবস্থিত । একবাব মাত্র এইরূপ দর্শন করিয়াই
 আর দেখিতে পাইলেন না ।

“আপনার বধুদেখে পুত্রের হৃদয়ে” অর্থাৎ ত্রীকৃষ্ণের
 বক্ষঃস্থলে লক্ষ্মীদেবীকে দর্শন করিলেন । ত্রীঃ প্রেম্য
 কৃষ্ণসৌন্দর্য্যঃ ত এ লুক্কাততন্তপঃ । কুর্কৃতাং প্রাহ তাং
 কৃষ্ণঃ কিস্তে তপসি কারণম্ ? বিজিহীর্ষে স্বরা গোষ্ঠে

“উঠ উঠ মাতা, তুমি স্থির কর চিত ।
 কেনে বা পড়িলা পৃথিবীতে আচম্বিত ? ৭০॥
 সংজ্ঞালাভে শচীর নিকন্তরে ক্রন্দন ও প্রেমভাব—
 বাহু পাই’ আই আথেব্যধে কেশ বাছে ।
 না বলয়ে কিছু আই গৃহমধ্যে কান্দে ॥৭১॥
 মহা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে, কল্প সর্ব্ব-গায় ।
 প্রেমে পরিপূর্ণ হৈলা, কিছু নাহি ভায় ॥৭২॥
 ঈশান করিলা সব গৃহ উপস্কার ।
 যত ছিল অবশেষ—সকল তাঁহার ॥৭৩॥
 সেবিলেন সর্ব্বকাল আইরে ঈশান ।
 চতুর্দশ-লোকমধ্যে মহা ভাগ্যবান ॥৭৪॥
 এই মত অনেক কৌতুক প্রতিদিনে ।
 মন্দী-ভৃত্য বই ইহা কেহ নাহি জানে ॥৭৫॥

গোপীকপেতি সাহস্রবীং । তদ্পূর্তমিতি প্রোক্তা
 লক্ষ্মীভুং পুনবত্রবীং ॥ স্বর্ণরেখেব তে নাথ বস্ত্রমিচ্ছামি
 বক্ষসি । এবমব্ধিতি সা তন্ত তক্রপা বক্ষসি স্থিতা ॥
 (—পাশ্বে) অর্থাৎ লক্ষ্মীদেবী ত্রীকৃষ্ণের সৌন্দর্য্য অবলোকন
 পূর্ব্বক তাহাতে লোলুপ হইয়া তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলে ত্রীকৃষ্ণ
 তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিলেন,—“তোমার তপস্তাব কারণ
 কি ?” লক্ষ্মী কহিলেন,—“আমি গোপীকপ ধারণ করিয়া
 বৃন্দাবনে তোমার সহিত বিহার কবিতে অভিলাষ করি ।”
 ত্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—“তাহা বড়ই দুর্লভ ।” লক্ষ্মী পুনরায়
 বলিলেন,—“নাথ, আমি স্বর্ণরেখার ছায় হইয়া তোমার
 বক্ষঃস্থলে অবস্থান কবিতে ইচ্ছা কবি ।” তখন ত্রীকৃষ্ণ
 বলিলেন,—“আচ্ছা, তাহাই হইবে ॥” লক্ষ্মীও স্বর্ণরেখা-
 রূপে ত্রীকৃষ্ণের বক্ষঃস্থলে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥৬৬॥

বসনসমূহ নয়নাশ্রুতে সিক্ত হইল । ভগবদর্শনকালে
 মুক্তদর্শনে বাহুপ্রতীতি বিলুপ্ত হয় । অন্তর্দর্শনা-লাভ
 ভাগ্যহীনের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া আধ্যাত্মিক সম্প্রদায় উহার
 নিত্যোপলব্ধি করিতে অসমর্থ । আধ্যাত্মিকগণের বিচারে
 ইন্দ্রিয়গ্রাহ-জ্ঞানেই সকল বস্তু অবস্থিত । কিন্তু তুরীয়া
 প্রভৃতি অপ্রাকৃত দর্শনে সাধারণের অধিকার না
 থাকায় উহাতে তাহারা আস্থা স্থাপন কবিতে
 বিমুগ্ধ হয় ॥ ৬৭-৬৮ ॥

মধ্যখণ্ড কথা যেম অমৃতের ভাণ্ড ।
 যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষাণ্ড ॥৭৬॥
 এই মত গৌরচন্দ্র নবদ্বীপ-মাকৈ ।
 কীর্ত্তন করেন সব ভক্ত-সমাজে ॥৭৭॥
 যত যত স্থানে সব পার্শ্বদ জম্বিলা ।
 অঙ্গে অঙ্গে সবে নবদ্বীপেরে আইলা ॥৭৮॥
 সবে জানিলেন ঈশ্বরের অবতার ।
 আনন্দ-স্বরূপ চিত্ত হইল সবার ॥৭৯॥
 প্রভুর প্রকাশ দেখি' বৈষ্ণব-সকল ।
 অন্তর পরমানন্দে হইলা বিহ্বল ॥৮০॥
 মহাপ্রভু ও পার্শ্বদগণের পরস্পর চিত্তভাব ও ব্যবহাব—
 প্রভুও সবারে দেখে প্রাণের সমান ।
 সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান ॥৮১॥

বেদে যারে নিরবধি করে অধেষণ ।
 সে প্রভু সবারে করে প্রেম-আলিঙ্গন ॥৮২॥
 নিরন্তর সবার মন্দিরে প্রভু যায় ।
 চতুর্ভুজ-ষড়্ভুজাদি বিগ্রহ দেখায় ॥৮৩॥
 ক্ষণে যায় গঙ্গাদাস-মুরারির ঘরে ।
 আচার্য্যরত্নের ক্ষণে চলেন মন্দিরে ॥৮৪॥
 নিরবধি নিত্যানন্দ থাকেন সংহতি ।
 প্রভু-নিত্যানন্দের বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥৮৫॥
 মহাপ্রভুর বিবিধ অচিন্ত্য ভাবাবেশ—
 নিত্যানন্দ-স্বরূপের বাল্য নিরন্তর ।
 সর্বভাবে আবেশিত প্রভু-বিশ্বস্তর ॥৮৬॥
 মৎস্য, কূর্ম্ম, বরাহ, বামন, নরসিংহ ।
 ভাগ্য-অনুরূপ দেখে চরণের ভূজ ॥৮৭॥

প্রভুর গৃহ-ভৃত্য ঈশান বিষ্ণু-অন্ন প্রভৃতি সংগ্রহ
 কবিয়া গৃহাদি নির্মুক্ত কবিলেন । ঈশানের ভাগ্যেব সীমা
 নাই । তিনি প্রভুর জননী সেনাকার্য্যে চির জীবন অতি-
 বাহিত কবিয়াছিলেন । প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণেব পবেও ভৃত্য
 ঈশান তাঁহার প্রভুজননীর ও প্রভুপত্নীর সেবা লাভ কবিয়া
 জগতের ধন্য-ভৃত্যগণের মধ্যে পবন ধন্য বা ধন্যতীতধন্য
 হইয়াছিলেন ॥ ৭৩-৭৪ ॥

মদ্বীভৃত্য—মুখ আধ্যাত্মিকগণ সেবাবিযুক্ত হইয়া
 ভোগবুদ্ধিতে পৃথিবীতে বিচরণ করেন । তাঁহারা বহি-
 র্জগতেব অস্তবে প্রবেশ কবিয়া বহুস্তায়ক সত্য উদ্ঘাটনে
 অসমর্থ । অস্তবঙ্গ সেবকগণই বাহিরেব ধারণায় বিমুগ্ধ না
 হইয়া প্রকৃত প্রস্তাবে অন্তর্নিহিত সত্য উপলব্ধি কবিতে
 সমর্থ হন ॥ ৭৫ ॥

জড়দেশ-কাল-পাত্রে ভগবান্ ও ভগবৎপার্ষদ আবদ্ধ
 নহেন,—ইহা জানাইবাব জ্ঞা বিভিন্ন স্থানে-বিভিন্ন-জাতিব
 মধ্যে বিভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন কালে ভগবান্ ভগবৎপার্ষদ
 করেন । তাঁহারা সকলেই যে যেখানে, যে-কালে, যে-ভাবে
 প্রকট হউন না কেন, সকলেই ভগবৎসেবা-তৎপর হইয়া
 অম্বয়জ্ঞান শ্রীচৈতন্যদেবের সেবায় নিযুক্ত হন ॥ ৭৮ ॥

প্রত্যেক ভক্ত তাঁহার হৃদয়েব সকল প্রবৃত্তি দ্বাবা
 সর্বতোভাবে প্রভুর সেবা করেন । প্রভুও তাঁহাদিগের

সেবা গ্রহণ কবিয়া প্রত্যেককেই প্রিয়তম জ্ঞান করেন ।
 ইহা পবিত্র জীবনসম্বন্ধে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তজ্জ্ঞা
 শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের অবতানিষ্ট প্রচাবিত হয় । প্রত্যেক ভক্তই
 নিজ নিজ বসে ভগবৎ-সেবায় আপনাদিগকে যথোচিত
 নিযুক্ত কবিয়া ভগবানের পূর্ণ প্রীতির পাত্র হন । সকলেই
 জানেন,—“ভগবান্ আমাকে যত ভালবাসেন, একরূপ আর
 কাহাকেও ভালবাসেন না ।” একেব প্রাধাত্য, অপবেব
 অপ্রাধাত্য-হেতু যে বৈষম্য জগতে দৃশ্যাব উদ্ভব কবায়, সেই
 রূপ বিচাব শুদ্ধভক্তগণের মধ্যে স্থান পায় না ॥ ৮১ ॥

চিরম বৃত্তি-দ্বাবা ভগবান্ সর্বক্ষণই আকর্ষণ ও অমু-
 শীলনেব বস্ত হন । সমগ্র চেতন-জগৎ একমাত্র ঐহার সেবা-
 তৎপরতায় সর্বক্ষণ অঙ্গসন্ধান করেন, সেই সেবা ভগবান্
 তদ্বিনিময়ে সকলকেই প্রেমভাজন জানিয়া প্রীত্যালিঙ্গনে
 সফলকাম করেন ॥ ৮২ ॥

শঙ্খ-চক্র-গদাপাশযুক্ত ভূজচতুষ্টয় ধারণ করিয়া মহাপ্রভু
 অশঙ্ক ভাগ্যবান্ ব্যক্তিকে স্বীয় নারায়ণ-স্বরূপ প্রদর্শন
 করেন এবং কাহাকেও কাহাকেও নিজের ষড়্ভুজ-মূর্ত্তি
 প্রদর্শন করেন । নৃসিংহেব ভূজদ্বয়, বামের ভূজদ্বয় এবং
 কৃষ্ণের ভূজদ্বয় সম্মিলিত হইয়া ষড়্ভুজ । নৃসিংহের দক্ষিণ
 হস্তে ভক্তবাৎসল্য ও বামকরে নখর দ্বাবা ভক্তদেবীর
 বিদারণ, রামচন্দ্রের ধনুর্কাণযুক্ত হস্তদ্বয়ে ভোগিসম্প্রদায়ের

কোনদিন গোপীভাবে করেন রোদন ।

কারে বলে ‘রাত্রি-দিন’—নাহিক স্মরণ ॥৮৮॥

কোনদিন উদ্ধব-অক্রুর-ভাব হয় ।

কোনদিন রাম-ভাবে মদিয়া যাচয় ॥৮৯॥

কোনদিন চতুশ্চুখ-ভাবে বিশ্বস্তর ।

ব্রহ্ম-স্তব পড়ি’ পড়ে পৃথিবী উপর ॥৯০॥

কোনদিন প্রহ্লাদ-ভাবেতে স্তুতি করে ।

এইমত প্রভু ভক্তি-সাগরে বিহরে ॥৯১॥

প্রতিষ্ঠা-সংহাবকার্য, এবং কৃষ্ণের ভূজধ্বজে মূল্যবান দ্বাবা প্রেমভাজন জনগণের আকর্ষণ,—এই লীলাত্রয় প্রদর্শন-কল্পে শ্রীগোবিন্দব বড়ভূজ-মুষ্টি প্রদর্শন কবিয়াছিলেন । কোন কোন সময়ে তাঁহাব বড়ভূজে কনকাভিলাষ, প্রতিষ্ঠাশাও কামভোগ-তৎপবতাব অবসানরূপ অস্ত্র কথাও প্রকাশিত হয় । বাগেব ভূজধ্বজে ধনুবাণ, কৃষ্ণেব ভূজধ্বজে মুরলী ও শ্রীচৈতন্যদেবের ভূজধ্বজে আমবা ৮৬কমণ্ডলু দর্শন কবি । তাহাতে কনক-লঙ্কাবিক্ষয়সী বামভূজধ্বজ, বতি-লোলুপ মদন-বিক্ষয়সী ব্রজেন্দ্রনন্দনেব মুরলীবদ্ধ ভূজধ্বজ, আর জীবের কামিনী আহবণ চেষ্টারূপ প্রতিষ্ঠাশা-নাশী ভূজদ্বাবা পরিপালন জ্ঞাপন কবে । নানাপ্রকার মতবাদ অদ্বয়-জ্ঞানেতব পথেব পণিকগণকে তত্ত্ববিমুগ্ধ কবিয়া জগতে যে কুতর্ক-জঞ্জাল উপস্থিত কবিয়াছিল, একহস্তে দণ্ডধারণ দ্বারা সেই জঞ্জালাচ্ছন্ন লোকগণকে দণ্ডিত ও অস্ত্রহস্তে প্রেমবাবিভাজন কমণ্ডলু ধারণ-দ্বাবা আধ্যাত্মিক প্রতিষ্ঠা-কাজী জনগণের কৈতব-মূল উৎপাটন কবিয়াছেন ॥ ৮৩ ॥

নিত্যানন্দেব সঙ্গে মহাপ্রভুব পূর্বমোপাদেয়বিচাব-প্রদর্শন-কার্যে সর্বক্ষণ নিত্যানন্দেব সহিত অবস্থানলীলা ॥ ৮৫ ॥

মর্যাদাপাথেব উপাস্তবস্তুরূপে বিভিন্ন বৈকুণ্ঠেব বৈকুণ্ঠ-পতি-সমূহ, মংগু, কুর্শ, বামন, নৃসিংহ, বামাদি নৈমিত্তিক পরব্যোমপতিসমূহের মূর্তি ভগবন্তকেব সেবাব যোগ্যতানুসারে প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । বিষ্ণুব বিভিন্ন মূর্তি দর্শন কবিয়া ভেদবুদ্ধিবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁহাতে দেবাস্তব কল্পনা না করেন, ইহা প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ভগবান বিভিন্ন স্তাবকের রুচির অন্তরালে স্বীয় নিত্য বিশ্রাম-সমূহ প্রদর্শন করিয়া-ছিলেন । ভগবদুপাসনা পরিত্যাগ করিয়া কনক কামিনী-প্রতিষ্ঠা-লোভে যে-সকল মানব ভগবানেব অনিত্যরূপ কল্পনা করিয়া নিজের ভোগের চরিতার্থতার আশ্বাসন করে, তাহা হইতে মুক্ত করিবার জন্তই, নিমিত্তের ছলনার ভগবানের নিত্যমূর্তি-প্রাকট্যে প্রপঞ্চে অবতরণ-

লীলা প্রদর্শিত হয় । অবতাবী শ্রীমহাপ্রভুতে ঐসকল নিত্য লীলাব প্রাকট্য বিভিন্ন নিত্যসেবকগণে উচ্ছলিত হইয়া তাঁহাদেব আশ্চর্য্যবিচাব পবাকাস্তা-লীলারূপে প্রদর্শিত হইয়াছিল ॥ ৮৭ ॥

কোন সময় মধুব-রতিব আশ্রয়োপাসকেব অগুণত জন-গণেব নিকট গোপীভাবেব চেষ্টা-সমূহ প্রদর্শনকালে অহো-বাত্র বাহুবুতিব অভাব প্রদর্শন করিয়া মাধুববিবহাদি-লীলা প্রদর্শন কবেন ॥ ৮৮ ॥

কোন সময় অক্রুরেব বিচাবে ক্ষুব্ধ হইয়া গোপীজনেব ভাবে বিভাবিত থাকেন । কোন সময় উদ্ধবেব সাধনা-বাক্যে কিঞ্চিৎ ধৈর্য্য ধারণ ও পবক্ষণেই উচ্ছলিতাময় বিশ্রলস্তে অধিকৃত মহাভাব প্রদর্শন কবেন । কোন সময় আপনাকে ‘বৌহিণেয়’ জানিয়া মন্তপান-অভিলাষ জ্ঞাপন কবেন । এখানে কেহ মনে না কবেন যে, তিনি “অন্তঃশাক্তো বহিঃশৈবঃ সভায়াং বৈষ্ণবো মত” বিচাব ভক্তগণকে শিক্ষা দিয়াছেন । বিষ্ণুব বিভিন্ন লীলা যে সেবাবস্তব একমাত্র অধিকারান্তর্গত,—ইহা জানাইবাব জন্ত এবং আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নংশে জীবকুল নিত্যাবস্থিত—এই কথাব উপদেশ-প্রসঙ্গে, শ্রীগৌরলীলায় ত্রীকুচস্ত্র যাহা যাহা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিষয় ও আশ্রয়ের বৈচিত্র্য প্রদর্শন মাত্র । তাহাতে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে আশ্রয়জাতীয় বিভিন্নংশ মনে না করেন, এই জন্তই ত্রীকুণ্ডলগণ বিশেষ সতর্ক করিয়াছেন । ত্রীকুণ্ডলগণবিবোধী সাহিত্যিক-সম্প্রদায় জড়কার্যবিনোদনে ব্যস্ত থাকায় শ্রীগৌরহুগত্যবিকল্প হইয়া শ্রীগৌরনিজ-জনগণের বিরোধ কবিয়া বসে । শ্রীচৈতন্যদেব তাদৃশ অমঙ্গল নিরাকবণেব জন্ত স্বীয় লীলাব বিভিন্ন প্রতিষিদ্ধিভাব-সমূহ প্রদর্শন কবিয়াছেন । বদ্ধজীব বামনের চন্দ্র-স্পর্শের ছায় উচ্ছল হইয়া আপনাকে বা তজ্জাতীয় বিভিন্নংশ-জীবকে ‘ভগবদবতার’ কল্পনা না করেন, তাহার প্রতিবেধের জন্তই আচাৰ্য্যের নিজ-স্বরূপ প্রদর্শন-

দেখিয়া আনন্দে ভাসে শচী-জগন্নাভ।
 ‘বাহিরায় পুত্র পাছে’—এই মনঃকথা ॥১২॥
 আই বলে,—“বাপ, গিয়া কর গঙ্গাস্নান ॥”
 প্রভু বলে,—“বল মাতা, ‘জয় কৃষ্ণ রাম’ ॥” ১৩॥
 যত কিছু করে শচী পুত্রের উত্তর।
 ‘কৃষ্ণ’ বই কিছু নাহি বলে বিশ্বস্তর ॥১৪॥
 অচিন্ত্য আবেশ সেই বুঝি না যায়।
 যখন যে হয়, সেই অপূর্ব দেখায় ॥১৫॥
 শিবগীতশ্রবণে মহাপ্রভু শব্দাবেশ এবং শিব-গায়নের
 ক্ষণে আবোহণ—
 একদিন আসি’ এক শিবের গায়ন।
 ডব্বুর বাজায়, গায় শিবের কথন ॥১৬॥
 আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
 গাহয়ে শিবের গীত, বেড়ি’ নৃত্য করে ॥১৭॥
 শব্বরের গুণ শুনি’ প্রভু বিশ্বস্তর।
 হইলা শব্বর-মূর্তি দিব্য-জটায়র ॥১৮॥
 এক লক্ষে উঠে তার কাকের উপর।
 ছল্লার করিয়া বলে,—“মুঞি সে শব্বর ॥” ১৯॥
 কেহ দেখে জটা, শিলা, ডমরু বাজায়।
 ‘বোল বোল’ মহাপ্রভু বলয়ে সদায় ॥১০০॥
 সে মহাপুরুষ যত শিব-গীত গাইল।
 পরিপূর্ণ ফল তার একত্র পাইল ॥১০১॥

যুখে বিষয় ও আশ্রয়-বিগ্রহেব পরস্পর যথাযথ সেবা-
 সেবক-ভাব-বিজ্ঞান-লীলা ॥ ৮২ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব আপনাকে শ্রীব্রহ্ম-সম্প্রদায়ের অধস্তন-
 রূপে প্রদর্শন পূর্বক বেদামৃত-স্বাক্ষরগণেব মঙ্গলের জন্ত
 ব্রহ্মস্ব পাঠ করিতেন এবং আপনাব বিবিধি-জ্ঞাপনার্থ
 লোকমধ্যে প্রচার করিতেন ॥ ৯০ ॥

কোনদিন প্রহ্লাদের ছায় ভক্তির প্রদীপক হইয়া
 ত্বাদি করিতেন। ভক্তি-সমুদ্রে বিভিন্নভাবে বিচরণ-
 লীলা-প্রদর্শন-করে আশ্রয়ের আনুষ্ঠানিক ভাবসমূহ শিক্ষা
 দিতেন। আশ্রয়ের বিভিন্নাংশ জীবকুল বিষয়জাতীয় বিগ্রহ
 হইতে পারেন না, ইহা প্রদর্শন কবিতা ছিলেন ॥ ৯১ ॥

সেই ত গাইল গীত নিরপরাধে।
 গৌরচন্দ্র আরোহণ কৈলা তার কান্ধে ॥১০২॥
 বাহু পাই’ নামিলেন প্রভু-বিশ্বস্তর।
 আপনে দিলেন ভিক্ষা খুলির ভিতর ॥১০৩॥
 কৃতার্থ হইয়া সেই পুরুষ চলিল।
 ‘হরিশ্ৰবণ’ সর্বগণে মঙ্গল উঠিল ॥১০৪॥
 জয় পাই’ উঠে কৃষ্ণভক্তির প্রকাশ।
 ঈশ্বর সহিত সর্ব-দাসের বিলাস ॥১০৫॥

মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসেব প্রস্তাব—

প্রভু বলে,—“ভাই-সব, শুন মঙ্গসার।
 রাত্রি কেনে মিথ্যা যায় আশা সবাকার ॥১০৬॥
 আজি হৈতে নির্বন্ধিত করহ সকল।
 নিশায় করিব সবে কীর্তন-মঙ্গল ॥১০৭॥
 সঙ্কীর্তন করিয়া সকল গণ-সনে
 ভক্তিস্বরূপিণী গঙ্গা করিব মজ্জনে ॥১০৮॥
 জগত উদ্ধার হউ শুনি’ কৃষ্ণনাম।
 পরমার্থে ভোমরা সবার ধন-প্রাণ ॥” ১০৯॥

বৈষ্ণবগণের আনন্দ এবং কেবল পার্শ্বদগণ-সঙ্গে

কীর্তন বিলাসারম্ভ—

সর্ব-বৈষ্ণবের হৈল শুনিয়া উল্লাস।
 আরম্ভিলা মহাপ্রভু কীর্তন-বিলাস ॥১১০॥

প্রভু বিভিন্ন উম্মাদের ভাবসমূহ দেখিয়া জগন্নাভা
 শচী-দেবী আনন্দে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু মনে মনে
 তাঁহার উদ্বেগের কথা এই হইল যে, প্রভু গৃহ ত্যাগ কবিতা
 চলিয়া বাইতে পারেন ॥ ১২ ॥

প্রভু যখন যে প্রকার আবেশ উপস্থিত হয়, তখন তাহা
 পূর্বে কখনও দেখা যায় নাই বলিয়া অপূর্ব মনে হইত। উহা
 সাধারণের অবোধ্য এবং চিত্তাভীত-রাজ্যে অবস্থিত ॥১৩॥

শিবের গান করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করে ॥ ১৭ ॥

শিব-গান-গায়ক নিরপরাধে শিব-কীর্তন করার ফল
 স্বরূপে তাঁহার ক্ষণে গৌরচন্দ্র আরোহণ করিলেন ॥১০২॥

নির্বন্ধিত—নৃচলঙ্গ। সকলে নৃচলঙ্গ কর যে, আঁজ
 হইতে প্রত্যহ রাতে কীর্তন-মঙ্গলোৎসব করিব।

শ্রীবাস-মন্দিরে প্রতি নিশায় কীর্তন ।
কোনদিন হয় চন্দ্রশেখর ভবন ॥১১১॥
নিভ্যানন্দ, গদাধর, অষ্টৈত, শ্রীবাস ।
বিজ্ঞানিধি, ঘুরারি, হিরণ্য, হরিদাস ॥১১২॥
গঙ্গাদাস, বনমালী, বিজয়, নন্দন ।
জগদানন্দ, বুদ্ধিমন্ত খান, নারায়ণ ॥১১৩॥
কাশীধর, বাসুদেব, রাম, গুরুডাই ।
গোবিন্দ, গোবিন্দানন্দ, আছেন তথাই ॥১১৪॥
গোপীনাথ, জগদীশ, শ্রীমান, শ্রীধর ।
সদাশিব, বক্রেশ্বর, শ্রীগর্ভ, শুক্লাক্ষর ॥১১৫॥
ব্রজানন্দ, পুরুষোত্তম, সঞ্জয়াদি যত ।
অনন্ত চৈতন্য-ভূত্য নাম জানি কত ॥১১৬॥
সবেই প্রভুর নৃত্যে থাকেন সংহতি ।
পারিষদ বই আর কেহ নাহি তথি ॥১১৭॥
প্রভুর ছন্দার, আর নিশা-হরিনন্দিন ।
ব্রজাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনগত শুনি ॥১১৮॥
প্রভব হৃদ্য, ও হরিনন্দিন প্রবণে
পাষণ্ডিগণেব নাৎসগ্য—
শুনিয়া পাষণ্ডী-সব মরয়ে বল্গিয়া ।
নিশায় এণ্ডলা খায় মদিরা আনিয়া ॥১১৯॥
এণ্ডলা সকলে মধুমতী-সিদ্ধি জানে ।
রাজি করি' মন্ত্র জপি' পঞ্চকণ্ঠা আনে ॥১২০॥

চারি প্রহর নিশা—নিজা যাইতে না পাই ।
'বোল বোল' ছন্দকার, শুনিয়ে সদাই ॥১২১॥
বল্গিয়া মরয়ে যত পাষণ্ডীর গণ ।
আনন্দে কীর্তন করে শ্রীশচীনন্দন ॥১২২॥
কীর্তন শ্রবণমাত্র মহাপ্রভুব ভাবাবেশে ভূমিতে পতন
এবং তদর্শনে শচীর দুঃখ—
শুনিলে কীর্তন মাত্র প্রভুর শরীরে ।
বাহু নাহি থাকে, পড়ে পৃথিবী উপরে ॥১২৩॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়ে নিরন্তর ।
পৃথ্বী হয় খণ্ড খণ্ড, সব পায় ডর ॥১২৪॥
সে কোমল-শরীরে আছাড় বড় দেখি' ।
'গোবিন্দ' স্মরয়ে আই মুদি' দুই অঁখি ॥১২৫॥
প্রভু সে আছাড় খায় বৈষ্ণব-আবেশে ।
তথাপিহ আই দুঃখ পায় স্নেহবশে ॥ ১২৬॥
আছাড়ের আই না জানেন প্রতিকার ।
এই বোল বলে কাঙ্ক্ষ করিয়া অপার ॥১২৭॥
'কৃপা করি' কৃষ্ণ, মোরে দেহ' এই বর ।
যে সময়ে আছাড় খায়েন বিশম্ভর ॥১২৮॥
মুঞি যেন তাহা নাহি জানে' সে সময় ।
হেন কৃপা কর মোরে কৃষ্ণ মহাশয় ॥১২৯॥
যজ্ঞপিহ পরানন্দে তাঁর নাহি দুঃখ ।
তথাপিহ না জানিলে মোর বড় স্তূখ ॥ ১৩০॥

বোল নাম ব্রজি অক্ষর অপতিতভাবে নিকট পূর্বক
প্রত্যহ নিশাকালে কীর্তন কবিবাব সঙ্কল কবিলেন ॥১০৭॥

জগতেব লোকসকল দিবাতাগে বিঘ্ন-কর্মে মত্ত থাকে,
আর রাজিকালে নিদ্রায় যাপন কবে। কিন্তু প্রভুব আশ্রিত
ভক্তগণ বজ্রীতে নিদ্রা না গিয়া দিবসেব সকল সময়ে হবি-
কীর্তনেব স্তায় বাজিতেও হবিনাম কীর্তন করিতেন ॥১১৮॥

যাহারা ভগবদ্বক্তাবিবোধী, তাহাদেব পাষণ্ডিতা
প্রবল। তাহারা বলিত যে, ভক্তগণ অনর্থক চীৎকার
করিয়া মরিতেছে। বাজিতে মত্ত পান করিয়া ইহা বা
চীৎকার করে।

বল্গিয়া,—বল্গু + ভাবে অ = বল্গা—আফালন সহ-
কারে নৃত্য ॥ ১১৯ ॥

ভক্তগণ মধুমতী-নামী সিদ্ধি লাভ করিয়া মন্ত্র-প্রভাবে
পাঁচ প্রকাব কুমারী আনয়ন কবিয়া তাহাদেব সহিত
ব্যভিচার করে। তামসতান্ত্রিকগণের পঞ্চম'কাব ও
বীরাচারাদি নানাপ্রকাব লোকনিষিদ্ধ আচারের দ্বারা
মদ্যব্গ অপবিত্র ছিল। ভক্তিবিদ্বেষিজনগণ ভক্তগণের
প্রতি নিকাম কীর্তনে এই প্রকার কুভাব আবোপ করিতেও
পশ্চাৎপদ হয় নাই।

মধুমতী সিদ্ধি,—উপাস্ত-নায়িকা-বিশেষ; যথা—“তথা
মধুমতী-সিদ্ধিজায়তে নাত্র সংশয়। দেব-চেটা শতশতং
তস্ত বস্তা ভবন্তি হি ॥ অর্গে মর্গে চ পাতালে স যত্র
গন্তমিচ্ছতি। তত্জৈব চেটিকাঃ সর্কা নয়ন্তি নাত্র সংশয়ঃ ॥”
(—ইতি কুল্লাসদীপিকায়াং ওয় পটলঃ) ॥ ১২০ ॥

জননী হৃদগত ইচ্ছা জানিয়া জননীকে গোবিন্দবের

পদযানন্দ দান—

আইর চিত্তের ইচ্ছা জানি' গৌরচন্দ্র ।
সেই মত তাঁহারে দিলেন পরানন্দ ॥১৩১॥
যতক্ষণ প্রভু করে হরি-সঙ্কীৰ্ত্তন ।
আইর না থাকে কিছু বাহ্য ততক্ষণ ॥১৩২॥
প্রভুর আনন্দে নৃত্যে নাহি অবসর ।
রাত্রি-দিনে বেড়ি' গায় সব অমুচর ॥১৩৩॥
কোনদিন প্রভুর মন্দিরে ভক্তগণ ।
সবেই গায়েন, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥১৩৪॥
কখন ঈশ্বরভাবে প্রভুর প্রকাশ ।
কখন রোদন করে, বলে 'মুঞি দাস' ॥১৩৫॥
চিন্তা দিয়া শুন ভাই প্রভুর বিকার ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সম নাহিক যাহার ॥১৩৬॥
যেমতে করেন নৃত্য প্রভু গৌরচন্দ্র ।
তেমতে সে মহানন্দে গায় ভক্তবৃন্দ ॥১৩৭॥

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীহরিবাসরে উষঃকালে কীর্তন ও

নৃত্যের শুভারম্ভ—

শ্রীহরিবাসরে হরি-কীর্তন-বিধান ।
নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু জগতের প্রাণ ॥১৩৮॥
পুণ্যবন্ত শ্রীবাসঅঙ্গনে শুভারম্ভ ।
উঠিল কীর্তন-ধ্বনি 'গোপাল গোবিন্দ' ॥১৩৯॥
উষঃকাল হৈতে নৃত্য করে বিশ্বম্ভর ।
যুথ যুথ হৈল যত গায়ন সুল্লর ॥১৪০॥
শ্রীবাসপণ্ডিত লঞা এক সম্প্রদায় ।
মুকুন্দ লইয়া আর জন-কত গায় ॥১৪১॥
লইয়া গোবিন্দ যোষ আর কত-জন ।
গৌরচন্দ্র-নৃত্যে সবে করেন কীর্তন ॥১৪২॥
ধরিয়া বুলেন নিভ্যানন্দ মহাবলী ।
অলক্ষিতে অদ্বৈত লয়েন পদগুলি ॥১৪৩॥
গদাধর-আদি যত সজল নয়নে ।
আনন্দে বিহ্বল হৈল প্রভুর কীর্তনে ॥১৪৪॥

বাত্রিকাল—চাবি প্রহব । ভক্তগণ সকল বাত্রিই
হবিনাম-ধ্বনিধাবা জীবকে তমোভাবের আশ্রয়ে অবস্থান
কবিতে বাধা দিতেন । উহাদের নিদ্রাব ব্যাঘাত হওয়ায়
উহা বা বিবক্ত হইত, কিন্তু শচীনন্দন কীর্তনানন্দে মগ্ন
থাকিতেন ॥ ১২১-১২২ ॥

আশ্রয়শূন্য হইয়া প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলে মুস্তিকা
বিদীর্ণ হইত, তাহাতে সকলের আশঙ্কা হইত ॥ ১২৪ ॥

যেহেতু প্রভু ভূমিতে পড়িয়া গেলে জননী ব ক্লেশ হইত,
তজ্জন্ম গোবিন্দব হবিশঙ্কীৰ্ত্তনকালে শচীদেবীকে আনন্দে
আবিত্ত করিয়া তাঁহা বাহ্য সংজ্ঞা অপহরণ কবিয়াছিলেন ।
তখন শচী আর আনন্দ ব্যতীত দুঃখেব অমুভব কবিতে
পারেন নাই ॥ ১৩১-১৩২ ॥

মহাপ্রভুর বিকারেব সহিত চতুর্দশ-ব্রহ্মবৈব মধ্য
কোন কালে কোন ভক্তেব বিকারেব তুলনা হইতে পারে না ।
যে-সকল কপট ব্যক্তি লোক-প্রভারণাকলে প্রভুব ছায়
বিকার প্রদর্শন করেন, তাঁহাদের প্রেমের অভাব জানিতে
হইবে ॥ ১৩৬ ॥

শ্রীহরিবাসর-উপবাস-দিবসে ভগবান্ গৌরমুন্দব নৃত্যের
সহিত বিহিত হরিকীর্তন আরম্ভ করিলেন ।

শ্রীহরিবাসব—শ্রীহরির দিন অর্থাৎ একাদশী, দ্বাদশী ও
শ্রীহরির জন্মতিথি-সমূহ ।

শ্রীহরিবাসরে উপবাস পূর্বক ভক্তি সহকায়ে হরিকে
চিন্তন ও হবিমগ্ন জপ কবিবা এবং হরিকর্ণপরায়ণ ও
তদুগতমনা হইয়া কামনাবিহীন হইলে প্রহ্লাদবৎ
নিঃসন্দেহে হবিধাম প্রাপ্ত হওয়া যায় । মহতী শ্রদ্ধাসহকারে
শ্রীহরির অর্চন পূর্বক গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, অত্যুত্তম
নৈবেদ্য, বিবিধ উপহাব, জপ, হোম, প্রদক্ষিণ, নানারূপ
স্তুতি, চিত্তরঞ্জন নৃত্য, গীত, বাস্ত, দণ্ডবন্দনম্ভার ও দ্বিবা জয়-
শব্দ সহকারে এইরূপে অর্চন করিয়া নিশাভাগে জাগরণ
কবিয়া থাকিবে কিবা শ্রীহরিকথা কীর্তন করাই হরি-
পবায়ণের কর্তব্য । (—শ্রীহরিভক্তি-বিনাস) ॥ ১৩৮ ॥

শ্রীবাস-অঙ্গন বহু পুণ্যের আশ্রয়স্থল ; যেহেতু তথায়
'গোপাল গোবিন্দ' কীর্তন-ধ্বনির শুভারম্ভ প্রবর্তিত
হইয়াছিল ॥ ১৩৯ ॥

কীৰ্তনে মহাপ্রভুর বিবিধ অত্যন্ত তাবাবেশ—

শুনহ চল্লিশ পদ প্রভুর কীৰ্তন ।

যে বিকারে নাচে প্রভু জগত-জীবন ॥১৪৫॥

ভাটিয়ারী রাগ

চৌদিকে গোবিন্দধ্বনি, শরীর মন্দন নাচে রঞ্জে ।

বিহ্বল হইলা সব পারিষদ সঙ্গে ॥১৪৬॥

হরি ও রাম ॥ ৫ ॥

যখন কান্দয়ে প্রভু, প্রহরেক কান্দে ।

লোটায় ভুমিতে কেশ, তাহা নাহি বাঞ্চে ॥১৪৭॥

সে কন্দন দেখি' হেন কোন্ কাষ্ঠ আছে ।

না পড়ে বিহ্বল হৈয়া সে প্রভুর কাছে ॥১৪৮॥

যখন হাসয়ে প্রভু মহা-অট্টহাস ।

সেই হয় প্রহরেক আনন্দ-বিলাস ॥১৪৯॥

দাস্তভাবে প্রভু নিজ-মহিমা না জানে ।

‘জিনির্নু জিনির্নু’ বলি’ উঠে যনে যনে ॥১৫০॥

তথাহি—

জিতং জিতমিতি অতিহর্ষণে কদাচিদ্যুক্তো ।

বদতি তদনুকরণং করোতি জিতং জিতমিতি ॥ ১৫১ ॥

কণে কণে আপনে যে গায় উচ্চধ্বনি ।

ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥১৫২॥

কণে কণে হয় অজ ব্রহ্মাণ্ডের ভর ।

ধরিতে সমর্থ কেহ নহে অনুচর ॥১৫৩॥

কণে হয় তুলা হৈতে অভ্যন্ত পাতল ।

হরিয়ে করিয়া কান্ধে বুলয়ে সকল ॥১৫৪॥

প্রভুরে করিয়া কান্ধে ভাগবতগণ ।

পূর্ণানন্দ হই' করে অজনে ভ্রমণ ॥১৫৫॥

যখনে যা হয় প্রভু আনন্দে মুগ্ধিত ।

কর্ণমূলে সবে ‘হরি’ বলে অতি ভীত ॥১৫৬॥

কণে কণে সর্ব্ব অঙ্গে হয় মহাকম্প ।

মহা গীতে বাজে যেন বালকের দন্ত ॥১৫৭॥

কণে কণে মহাশ্বেদ হয় কলেবরে ।

মুগ্ধিমতী গজা যেন আইলা শরীরে ॥১৫৮॥

কখন বা হয় অজ জলন্ত অনল ।

দিতে মাত্র মলয়জ শুখায় সকল ॥১৫৯॥

কণে কণে অকৃত বহয়ে মহাশ্বাস ।

সম্মুখ ছাড়িয়া সবে হয় একপাশ ॥১৬০॥

কণে যায় সবার চরণ ধরিবারে ।

পলায় বৈষ্ণবগণ চারিদিকে ভরে ॥১৬১॥

কণে নিত্যানন্দ-অঙ্গে পৃষ্ঠ দিয়া বসে ।

চরণ তুলিয়া সবাচারে চাহি' হাসে ॥১৬২॥

বুঝিয়া ইজিত সব ভাগবতগণ ।

লুটেয়ে চরণ ধুলি অপূর্ব্ব রতন ॥১৬৩॥

আচার্য্য গোসাঞি বলে,—“আরে আরে চোরা !

ভাঙ্গিল সকল তোর ভারিভুরি মোরা ॥” ১৬৪॥

স্বর্ঘ্যোদয়েব পূর্ণ হইতে প্রভু স্বয়ং নৃত্যমুখে
বিভিন্ন সঙ্গদ্বায়েব গায়কগণের দ্বাৰা কীৰ্ত্তন কবাইয়া-
ছিলেন ॥ ১৪০ ॥

প্রভুব কেশগুচ্ছ আনুলায়িত ছিল । কন্দনেব কালে
এক প্রহরের মধ্যে সেই বিচ্ছিন্ন কেশগুলি বন্ধন কবিবাব
অবকাশ পান নাই ॥ ১৪৭ ॥

অর্থঃ । (মহাপ্রভুঃ) অতিহর্ষণে যুক্তঃ (সন্) ‘জিতং
জিতং’ ইতি বদতি (তদা ভক্তগণোহপি) ‘জিতং জিতং’ ইতি
(এবংরূপেন) তদনুকরণং (তস্ত ধ্বনয়নুসৃতং) করোতি ॥ ১৫১ ॥

অনুবাদ । মহাপ্রভু অতিশয় হর্ষাধিত হইয়া ‘জিতং
জিতং’ বলিতে আরম্ভ করিলে ভক্তগণও ‘জিতং জিতং’
রবে তদীয় ধ্বনির অনুকরণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৫১ ॥

কোন সময়ে প্রভুর শবীল তুলা হঠতে হালুকা হইয়া
পড়িত । ভক্তগণ তাঁহাকে স্বন্ধে কবিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ
কবিতেন ।

পাতল—পাতলা, হালুকা, লঘু ॥ ১৫৪ ॥

কোন সময় তাঁহাব গাত্রেব তাপ জলন্ত অগ্নিসদৃশ
উপলব্ধ হইত । গাত্রে চন্দন লেপ দিতে দিতেই
ওপাইয়া যাইত ।

মলয়জ—মলয়-পর্ব্বত-জাত চন্দন ॥ ১৫৯ ॥

অর্থেত প্রভু গৌরস্বন্দবকে ‘চোরা’ সম্বোধন করিয়া
বলিলেন,—“আমরা তোমার সকল গরিয়া বুঝিয়া লইয়াছি।”

ভারিভুরি—ভড়ং, আড়ম্বল, গাভীর্ঘ্য, সঙ্কম, আত্মদ্বাধা,
গরিমা, জাঁক ॥ ১৬৪ ॥

মহানন্দে বিশ্বস্তর গড়াগড়ি যায় ।
 চারিদিকে ভক্তগণ কৃষ্ণগুণ গায় ॥১৬৫॥
 যখন উদ্ভূত নাচে প্রভু বিশ্বস্তর ।
 পৃথিবী কম্পিত হয়, সবে পায় ভয় ॥১৬৬॥
 কখনো বা মধুর নাচয়ে বিশ্বস্তর ।
 যেন দেখি মন্দের মন্দন নটবর ॥১৬৭॥
 কখনো বা করে কোটি-সিংহের হুঙ্কার ।
 কর্ণ-রক্ষা হেতু সবে অনুগ্রহ তাঁর ॥১৬৮॥
 পৃথিবীর আলগ হইয়া ক্ষণে যায় ।
 কেহ বা দেখয়ে, কেহ দেখিতে না পায় ॥১৬৯॥
 ভাবাবেশে পাকল লোচনে যারে চায় ।
 মহাক্রাস পাঞা সেই হাসিয়া পলায় ॥১৭০॥
 ভাবাবেশে চঞ্চল হইয়া বিশ্বস্তর ।
 নাচেন বিহবল হুগা নাহি পরাপর ॥১৭১॥
 ভাবাবেশে একবার ধরে যার পায় ।
 আর বার পুনঃ তার উঠয়ে মাথায় ॥১৭২॥
 ক্ষণে যার গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন ।
 ক্ষণেকে তাহার কান্ধে করে আরোহণ ॥১৭৩॥
 ক্ষণে হয় বাল্য-ভাবে পরম চঞ্চল ।
 মুখে বাজ বায় যেন ছাওয়াল-সকল ॥১৭৪॥
 চরণ নাচায় ক্ষণে, খল খল হাসে ।
 জাহ্নুগতি চলে ক্ষণে বালক-আবেশে ॥১৭৫॥
 ক্ষণে ক্ষণে হয় ভাব—ত্রিভঙ্গমুন্দর ।
 প্রহরেক সেইমত থাকে বিশ্বস্তর ॥১৭৬॥
 ক্ষণে ধ্যান করি' করে মুরলীর চন্দ ।
 সাক্ষাৎ দেখিয়ে যেন বৃন্দাবনচন্দ্র ॥১৭৭॥

বাহু পাই' দাস্ত-ভাবে করয়ে ক্রন্দন ।
 দন্তে তৃণ করি' চাহে চরণ-সেবন ॥১৭৮॥
 চক্রাকৃতি হই' ক্ষণে প্রহরেক ফিরে ।
 আপন চরণ গিয়া লাগে নিজ-শিরে ॥১৭৯॥
 যখন যে ভাব হয়, সেই অদ্ভুত ।
 নিজ নামানন্দে নাচে জগন্নাথ-সুত ॥১৮০॥
 যন যন হুঙ্কারয় সর্ব অঙ্গ নড়ে ।
 না পারে হইতে স্থির, পৃথিবীতে পড়ে ॥১৮১॥
 গৌরবর্ণ দেখ—ক্ষণে নানাবর্ণ দেখি ।
 ক্ষণে ক্ষণে দুই গুণ হয় দুই আঁখি ॥১৮২॥
 অলৌকিক হুগা প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে ।
 যে বলিতে যোগ্য নহে, তাও প্রভু ভাবে ॥১৮৩॥
 পূর্বে যে বৈষ্ণব দেখি' 'প্রভু' করি' বলে ।
 "এ বৈষ্ণব আমার দাস", ধরে তার চুলে ॥১৮৪॥
 পূর্বে যে বৈষ্ণব দেখি' ধরয়ে চরণ ।
 তার বক্ষে উঠি' করে চরণ অর্পণ ॥১৮৫॥
 প্রভুর আনন্দে ভাগবতগণের গলাগলি প্রেমক্রন্দন—
 প্রভুর আনন্দ দেখি' ভাগবতগণ ।
 অচ্যোত্তো গলা ধরি' করয়ে ক্রন্দন ॥১৮৬॥
 সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা ।
 আনন্দে গায়ের কৃষ্ণ-রসে হই' ভোলা ॥১৮৭॥
 মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজে শব্দ-করতাল ।
 সঙ্গীর্জন-সঙ্গে সব হইল মিশাল ॥১৮৮॥
 স্তম্ভল শ্রীহরিসঙ্কীর্তন ও মহাপ্রভুর মহিমা—
 ব্রজাণ্ড ভেদিল ধ্বনি পুরিয়া আকাশ ।
 চৌদিগের অমঙ্গল যায় সব নাশ ॥১৮৯॥

প্রভুর কোটিসিংহবৎ হুঙ্কার-ধ্বনি জীবের কর্ণ-পটহ
 বিদীর্ণ করিতে সমর্থ হইলেও তিনি দুর্বল কর্ণ-পটহ রক্ষা
 করিবার জন্ত তাহাদেব প্রতি রূপাঙ্গ হন ॥ ১৬৮ ॥
 তাহার শব্দে কোন সময়ে পৃথিবী বিদীর্ণ হইত ।
 ক্ষণে ক্ষণে তিনি ভূমি হইতে আলুগা হইয়া অর্গাৎ
 ভূমি স্পর্শ না করিয়া গমন কবেন । কোন কোন ভক্ত তাহা
 দৃশ্য করেন, কেহ বা তাহা দেখিতে পান না ।
 আলগ—আলগ (অলগ-শব্দ) —আলুগা, পৃথক, ভিন্ন ॥১৬৯॥

পাকল,—রক্তবর্ণ, লোহিত, অগ্নিবর্ণ ॥ ১৭০ ॥
 কখনও কোন ভক্তের পদস্পর্শ কবেন, কখনও
 ৫ আবাব তাঁহাব মস্তকে আবোহণ করেন ॥ ১৭২ ॥
 কোন সময় পরম চঞ্চল বালকের ছায় বালোচিত
 মুখবাস্তব আবাহন করেন ।
 বায়—'বাজায়' (সংক্ষেপে 'বায়') বাজ করে ।
 ছাওয়াল,—শিশু, ছেলে, অর্ধাচীন ॥ ১৭৪ ॥
 জাহ্নুগতি চলে,—হামাগুড়ি দিয়া ভ্রমণ করেন ।

এ কোন্ অঙ্কুত—যা'র সেবকের নৃত্য ।
সর্ববিশ্ব নাশ হয়, অগত পবিত্র ॥১৯০॥
সে প্রভু আপনে নাচে আপনার নামে ।
ইহার কি ফল—কিবা বলিব পুরাণে ? ১৯১॥
চতুর্দিকে ত্রীহরি-মঙ্গল-সঙ্কীর্তন ।
মাঝে নাচে জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥১৯২॥
যা'র নামানন্দে শিব বসন না জানে ।
যা'র যশে নাচে শিব, সে নাচে আপনে ॥১৯৩॥
যা'র নামে বাক্যকি হইলা তপোধন ।
যা'র নামে অজামিল পাইল মোচন ॥১৯৪॥
যা'র নাম শ্রবণে সংসার-বন্ধ ঘূচে ।
হেন প্রভু অবতারি' কলিযুগে নাচে ॥১৯৫॥
যা'র নাম গাই' শুক-নারদ বেড়ায় ।
সহস্র-বদন-প্রভু যা'র গুণ গায় ॥১৯৬॥
সর্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে প্রভুর নাম ।
সে প্রভু নাচয়ে, দেখে যত ভাগ্যবান ॥১৯৭॥
হইল পাণিষ্ঠ-জন্ম, তখন না হইল ।
হেন মহা-মহোৎসব দেখিতে না পাইল ॥১৯৮॥

কলিযুগ-প্রশংসা—

কলিযুগ প্রশংসিল ত্রীভাগবতে ।
এই অভিপ্রায় তাঁ'র জানি' ব্যাসসুতে ॥১৯৯॥
নিজানন্দে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।
চরণের ভাল শুনি অতি মনোহর ॥২০০॥

ভগবৎ-দাস্ত বা ভক্তিসুখের মহিমা ও

ভক্ত্যনভিষ্টেব নিন্দা—

ভাব-ভরে মালা নাহি রহয়ে গলায় ॥
ছিড়িয়া পড়য়ে গিয়া ভক্তের পায় ॥২০১॥
কতি গেলা গুরুড়ের আরোহণ-সুখ ।
কতি গেলা শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-রূপ ॥২০২॥
কোথায় রহিল সুখ-অনন্ত-শয়ন ।
দাস্তভাবে ধূলি লুটি' করয়ে রোদিন ॥২০৩॥
কোথায় রহিল বৈকুণ্ঠের সুখভার ।
দাস্ত-সুখে সব সুখ পাসরিল তাঁ'র ॥২০৪॥
কতি গেল রমার বদন-দৃষ্টি-সুখ ।
বিরহা হইয়া কান্দে তুলি' বাহু-মুখ ॥২০৫॥

জাহ্নগতি—জাহ্নস্বারা গতি (গমন), চামাণ্ডি ॥ ১৭৫ ॥
পাঠান্তরে—‘হৃদ্যবয়’ ॥ ১৮১ ॥

বাগ্গদগদা দ্রবতে যন্ত চিত্তং কদম্বভাক্ষং হসতি
কচিচ্চ । বিলজ্জ উদগাযতি নৃত্যতে চ মন্থক্ৰিয়ুজেন ভুবনং
পুন্যতি ॥ (—ভাঃ ১১১৪২৪) : সংকীর্তনধ্বনিং প্রসূত্বা
যে চ নৃত্যন্তি বৈষ্ণবাঃ । তেযাং পাদরঞ্জস্পর্শাং সঙ্গ পূতা
বসুন্ধরা (—নাবদ পঞ্চরাত্র) ॥ ১২০ ॥

প্রভু—সাক্ষাৎ কৃষ্ণ, স্বয়ং নিজ নাম উচ্চারণ করিয়া
নৃত্য করেন । পুবাণ-সমূহ ইহার ফল বলিয়া শেষ কবিত্তে
পারে না ॥ ১২১ ॥

ভগবানের ভক্ত মহাদেব ভগবদ্রামানন্দে বিভোব
হইয়া স্বীয় পবিত্র বসন ধারণে বিবৃত হন । বাহাব
কীর্তি গান করিতে গিয়া শিবের আনন্দ নৃত্য,
তিনি স্বয়ং নৃত্য আরম্ভ করিলেন । যশে—পাঠান্তরে
'রসে' ॥ ১২৩ ॥

ভাঃ ১১১১৬, ১১১১৭-২১, ১১১৩৭, ১১১৪৫, ১১১৪৬,
১১১৪৮, ১১১৪৯, ১১১৫০, ১১১৫১, ১১১৫২, ১১১৫৩, ১১১৫৪,
১১১৫৫, ১১১৫৬ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য ॥ ১২৫ ॥

এরূপ নিজ দৈত-স্বাপনোদ্দেশে বলিতেছেন,—মহা-
প্রভুর প্রকটকালে তাঁহাব অভ্যুদয় না হওয়ায় তাঁহার
জীবন পাপ-পূর্ণ হইয়াছে, যেহেতু ভগবদ্ভ্যাস-মহোৎসব
দর্শনের সৌভাগ্য তাঁহাব হয় নাই ॥ ১২৮ ॥

ব্যাস-নন্দন শ্রীশুকদেব কলিযুগে শ্রীগোবিন্দনের অবতার
হইবে জানিয়াই ত্রীভাগবত-গ্রন্থে কলিযুগের প্রশংসা
করিয়াছেন । “কলিং সভ্যজয়ন্তাধ্যা গুণজাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সঙ্কীর্ণেনৈব সঙ্গঃ স্বার্থোহভিল্যতে ॥ কলেন্দোষনিধে
রাজস্তুতি হেকো মহান গুণঃ । কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্ত মুক্তলঃ
পরং ব্রজেন ॥ (—ভাঃ ১১১৫০৬, ১১১৫১) ॥ ১২৯ ॥

বৈকুণ্ঠনাথ নিজগলার বৈজয়ন্তী মালাকা বিচ্ছিন্ন করিয়া
ভক্তপদতলে অর্পণ করিলেন ; গুরুড়ের স্বর্গে আরোহণ
করিয়া সুখে ভ্রমণ পরিহার করিলেন ; শঙ্খ-চক্রাদি আয়ুধ-

শঙ্কর-নারদ-আদি যার দাস্ত্র পাঞ।
 সৰ্বৈশ্বর্য্য তিরস্করি' ভ্রমে দাস হঞ। ২০৬।
 সেই প্রভু আপনার দস্তে তৃণ করি'।
 দাস্ত্র-যোগ মাগে সব-সুখ পরিহরি' ২০৭।
 হেন দাস্ত্রযোগ ছাড়ি' আর যেবা চায়।
 অমৃত ছাড়িয়। যেন বিষ লাগি' ধায় ২০৮।
 সে বা কেনে ভাগবত পড়ে বা পড়ায়।
 ভক্তির প্রভাব নাহি যাছার জিহ্বায় ২০৯।
 শাস্ত্রের না জানি' মৰ্ম্ম অধ্যাপনা করে।
 গর্দভের প্রায় যেন শাস্ত্র বহি' মরে ২১০।

এইমত শাস্ত্র বহে, অর্থ নাহি জানে।
 অধম সভায় অর্থ-অধম বাখানে ২১১।
 বেদে ভাগবতে কহে—দাস্ত্র বড় ধন।
 দাস্ত্র লাগি' রমা-অজ-ভবের যতন ২১২।
 শ্রীচৈতন্যবাক্যে অবিশ্বাসি জনেব অচৈতন্যতা—
 চৈতন্যের বাক্যে যার নাহিক প্রমাণ।
 চৈতন্য নাহিক তার, কি বলিব আন ২১৩।
 প্রভু দাস্ত্র তাবৈ নৃত্য—
 দাস্ত্রভাবে নাচে প্রভু ত্রীগৌরসুন্দর।
 চৌদিগে কীর্তনধ্বনি অতি মনোহর ২১৪।

সমূহ বিচ্ছিন্ন হইল; অনন্ত-শয়ন-সুখ পবিত্রাব কবিলেন;
 গৌরসুন্দরেব লীলায় দাস্ত্রভাবে ধূল্যয় লুপ্ত হইয়া বোদন
 করিতে লাগিলেন। প্রভু-সুখ পবিত্রাব কবিয়া দাস্ত্র
 সূত্রে প্রমত্ত হইলেন ২০১-২০৪ ॥

সন্তোষ-বসেব বিষয় হইয়া লক্ষী-বদন নিরীকণেব
 পলিবর্ষে মুখ ও বাহ উত্তোলন পূরক বিচ্ছেদ সাগবে মগ্ন
 হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ২০৫ ॥

হব-নারদ প্রভৃতি ভক্তগণ স্ব-স্ব ঐশ্বর্য্য পরিত্যাগ
 করিয়া যাহাব সেবায় ব্যস্ত, সেই সেবাতত্ত্ব দৈর্ঘ্যক্রমে দস্তে
 তৃণ ধারণ করিয়া সেব্যেব সুখসমূহ পবিত্রাব-পূরক ভক্তি-
 যোগের প্রার্থনা করিতেছেন ২০৬-২০৭ ॥

গৌরসুন্দরেব এই অতিনব আদর্শ দেখিয়াও যে ব্যক্তি
 ভক্তি-পথ পরিত্যাগ-পূরক আত্মস্তবী হইয়া সালোক্যাদি
 মুক্তি-চতুষ্টয়ের পক্ষপাতী হয়, তাহাব বিচাব অমৃত ছাড়িয়া
 বিধে জর্জরিত হইবাব সদৃশ। “বাসুদেবঃ পরিত্যজ্য
 যোহিচ্ছদেবমুপাসতে। তাক্ষ্মিতং স যুগাক্ষ্মা ভুংক্বে হলাহলং
 বিষম্ ॥” (—কান্দে)। যন্ত বিমুং পরিত্যজ্য মোহাদিত্য-
 মুপাসতে। স হেমরাজিমুংসজ্য পবিত্রাশিং জিহ্বকতি ॥
 (—মহাভারতে)। শ্রীহরেভক্তিদাস্ত্রং চ সর্বমুক্তেঃ পবং
 যুনে। বৈষ্ণবানামভিমতং সারাংসারং পবাংপবম্ ॥
 (—নাঃ পঃ বা ২।৭।৭)। নাস্তি দাস্ত্রাং পবং শ্রেয়ো নাস্তি
 দাস্ত্রাং পরং পমম্। নাস্তি দাস্ত্রাং পরো লাতো নাস্তি
 দাস্ত্রাং পরং সুখম্ ॥ (—হরিভক্তিকল্পলতিকা) ২০৮ ॥

যাহাবা ভক্তিব সৌন্দর্য্য না জানিতে পারিয়া প্রভু
 হইবাব বাসনায় দাস্ত্রিকভাবে সহিত ভাগবত পাঠ কবে,
 তাহাদের তাদৃশ পাঠ—বৃথা ২০৯ ॥

সভায়—“পাঠাস্তব” স্বতাব।

যে-সকল পণ্ডিতাভিমানে ভাগবতেব অধ্যাপক-স্বত্রে
 ভক্তিহীন বিচাব দ্বাবা আত্মস্তরিতা প্রদর্শন কবে, তাহাবা
 ‘ভাববাহী গর্দভেব ছাব শাস্ত্র-ব্যাক্য বহন করিয়া তদ্দ্বাবা
 লাভবান্ হয় না। কেবল শাস্ত্রে বৃথা পরিশ্রম করিয়া ক্লেশ
 পায়। অযোগ্য প্রোক্তবৃন্দেব নিকট ভক্তি-বর্জিত ভাগবত-
 পাঠক যে অর্থ ব্যাখ্যা করেন, তাহাব সেই ব্যাখ্যা
 সর্বতোভাবে হেয়। “বিপ্রৈর্ভাগবতী বাস্তা গেহে গেহে
 জনে জনে। কবিতা ধনলোভেব কথাসাবস্ততো গতঃ ॥”
 (—পদ্মোক্তব ৬৩ অঃ)। “যং বদন্তি তমোভূতা মূর্খা
 ধর্ম্মমতর্ষিদঃ। তৎপাপং শতযা ভূত তদ্বক্তৃনুগচ্ছতি ॥”
 (—মহু ১২।১১)। “ভূতকাব্যাপকো যশ্চ ভূতকাব্যাপিত-
 শুখা। শূদ্রশিষ্যো গুরুশ্চৈব নাগৃহুঃ কুণ্ডগোলকৌ ॥”
 (—মহু ৩।১৫)। “অবৈষ্ণবমুখোদীর্ণং পুতং চবিকথামৃতং।
 শ্রবণং নৈব কর্তব্যং সর্পোচ্ছষ্টং যথা পমঃ ॥” (—পাণ্ডে)।
 “শূদ্রাণাং স্থপকাবী চ যো হবেনামবিক্রয়ী। যো বিজ্ঞা-
 বিক্রয়ী বিপ্রো বিষয়ীণো বথোবগঃ ॥” (—ব্রঃ বৈঃ)। “ন
 শিষ্যানুসবরীত গ্রহান্নৈবাত্যসেহহন। ন ব্যাখ্যামুগৃহীত
 নারস্তানারভেৎ কচিৎ ॥” (—ভাঃ ৭।৩৮)। “অহং
 বেদ্বি শুকো বেদ্বি ব্যাসো বেদ্বি ন বেদ্বি বা।
 ভক্ত্যা ভাগবতং গ্রাহং ন বুদ্ধ্যা ন চ টীকয়া ॥”

কীর্তনধ্বনি শ্রবণে অবৈতের ভক্তিভাব—

শুনিতে শুনিতে ক্ষণে হয় মুরছিত ।
তৃণ-করে তখনে অধৈত উপনীত ॥২১৫॥
আপাদমস্তক তৃণে নিছিয়া লইয়া ।
নিজ শিরে থুই' নাচে ক্রকুটি করিয়া ॥২১৬॥
অধৈতের ভক্তি দেখি' সবার তরাস ।
নিত্যানন্দ-গদাধর—ছুইজনে হাস ॥২১৭॥
নাচে প্রভু গৌরচন্দ্র জগৎজীবন ।
আবেশের অন্ত নাহি হয় যনে ঘন ॥২১৮॥

কীর্তন-রচো মহাপ্রভু অষ্টপূর্ব ও অশতপূর্ব
সাত্ত্বিক বিকাশ—

যাহা নাহি দেখি শুনি শ্রীভাগবতে ।
হেন সব বিকার প্রকাশে শচী-সুতে ॥২১৯॥
ক্ষণে ক্ষণে সর্ব অঙ্গ হয় স্তম্ভাকৃতি ।
তিলান্দেক নোঙাইতে নাহিক শক্তি ॥২২০॥
সেই অঙ্গ ক্ষণে ক্ষণে হেনমত হয় ।
অস্থিমাত্র নাহি যেন নবনীতময় ॥২২১॥
কখনো দেখি যে অঙ্গ গুণ-ছুই তিন ।
কখনো স্বভাব হৈতে অতিশয় ক্ষীণ ॥২২২॥
কখনো বা মস্ত যেন ঢুলি' ঢুলি' যায় ।
হাসিয়া দোলায় অঙ্গ আনন্দ সদায় ॥২২৩॥

(চৈঃ চঃ মঃ ২৪৩১৫ সংখ্যাপ্রত প্রাচীনরত শ্লোকে
শ্রীশিব-বাক্য) । ২১০-২১১ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের বাক্যই প্রমাণ-শিবোমণি । ভক্তিই
সর্বাবস্থা । বাহ্য এ বিচাৰ নাই, তিনিই চৈতন্য-বিমুখ
'মুঢ়' শব্দ-বাচ্য । বেদশাস্ত্র এবং বেদার্থ-ভাগবত
সর্বতোভাবে ভক্তিবই প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছেন ।
নাচাধিপতি লক্ষীসমুৎ ব্রজ-কদ্রাদি সকলেই ভগবৎসম্বক ।
“আবোধো ভগবান্ ব্রজেশনয়নস্তঙ্কাম বন্দাবনং বম্যা
কাচিছুপাসনা ব্রজবধবর্গেণ যা করিতা । শ্রীমদ্ভাগবতং
প্রমাণমলং প্রমাণ পূমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্বিত-
মিদং তত্ত্বাদবো নঃ পদঃ ॥” (—শ্রীল চক্রবর্তী ঠাকুর) ॥২১৩॥

নিছিয়া—আবরণ করিয়া ॥ ২১৬ ॥

ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভু-কর্তৃক বৈষ্ণবগণের পূর্বলীলাব
পরিচয় নিদেশ—

সুকল বৈষ্ণবে প্রভু দেখি' একে একে ।
ভাবাবেশে পূর্ব নাম ধরি' ধরি' ডাকে ॥২২৪॥
'হলধর, শিব, শুক, নারদ, প্রহ্লাদ ।
রমা, অঙ্গ, উদ্ধব' বলিয়া করে নাদ ॥২২৫॥
এই মত সব দেখি' নানা-মত বলে ।
যেবা যেই বস্তু, তাহা প্রকাশয়ে ছলে ॥২২৬॥
অপরূপ কৃষ্ণাবেশ, অপরূপ নৃত্য ।
আনন্দে নয়ন ভরি' দেখে সব ভৃত্য ॥২২৭॥
দাব রুদ্ধ কবিতা অন্তবঙ্গ ভক্তগণসহ কীর্তন এবং
অপবেব প্রবেশ নিষেধ—
পূর্বে যেই সাক্ষাইল বাড়ীর ভিতরে ।
সেই-মাত্র দেখে অঙ্গে প্রবেশিতে নারে ॥২২৮॥
প্রভুর আজায় দৃঢ় লাগিয়াছে দ্বার ।
প্রবেশিতে নারে লোক সব নদীয়ার ॥২২৯॥
ধাইয়া আইসে লোক কীর্তন শুনিয়া ।
প্রবেশিতে নারে লোক, দ্বারে রহে গিয়া ॥২৩০॥
সহস্র সহস্র লোক কলরব করে ।
“কীর্তন দেখিব,—ঝাট ঘুচাই ছুয়ায়ে ॥” ২৩১॥
যতেক বৈষ্ণব-সব কীর্তন-আবেশে ।
না জানে আপন দেহ, অঙ্গ জন কিসে ॥২৩২॥

শ্রীমদ্ভাগবতেও যে-সকল সাত্ত্বিক-বিকাশের উদাহরণ
লিপিবদ্ধ নাই, তাহাও গোবিন্দদেবের শ্রীঅঙ্গে প্রকাশিত
হইয়াছিল ॥ ২১৯ ॥

শ্রীগৌর-লীলায় গোবিন্দদেব পূর্ব পূর্ব লীলাব পাত্রগণের
নাম উল্লেখ কবিতা পার্শ্বদগণকে আচ্ছাদন করিতেছিলেন ।
এতদ্ভাবা গোবিন্দগণসমূহ নির্দিষ্ট হইয়াছিল ॥ ২২৬ ॥

ভগবানের নৃত্য-দর্শনে এত লোকভিড় হইয়াছিল যে,
যাহাখা শ্রীবাসেব প্রাঙ্গণে পূর্বে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন,
তাঁহারা ব্যতীত অপর কেহ সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ
করিতে পাবেন নাই ॥ ২২৮ ॥

লোকসব-নদীয়ার—পাঠান্তরে—অল্ললোক নদীয়াব ॥২২৯॥

কীর্তন-আবেশে—পাঠান্তরে—কীর্তনের রসে ॥ ২৩২ ॥

পাষাণিগণের কোপ, নানাপ্রকার কুৎসা ও

ভয়প্রদর্শন—

যতেক পাষাণী-সব না পাইয়া দ্বার।

বাহিরে থাকিয়া মন্দ বলয়ে অপার ॥২৩৩॥

কেহ বলে—“এগুলি-সকল মাগি খায়।

চিনিলে পাইবে লাজ দ্বার না ঘুচায় ॥” ৩৩৪॥

কেহ বলে—“সত্য সত্য এই সে উত্তর।

নহিলে কেমনে ডাকে এ অষ্ট প্রহর ॥” ২৩৫॥

কেহ বলে—“আরে ভাই! মদিরা আনিয়া।

সবে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া ॥২৩৬॥

কেহ বলে—“ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।

তার কেন নারায়ণ কৈল হেন চিত ॥” ২৩৭॥

কেহ বলে—“হেন বুনি পূর্বের সংস্কার।”

কেহ বলে—“সঙ্গদোষ হইল তাহার ॥” ২৩৮॥

নিয়ামক বাপ নাহি, তাতে আছে বাই।

এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাই ॥” ২৩৯॥

যে-সকল লোক শ্রীবাসুদনে প্রবেশাদিকাব পাষ নাহি, তাহাবা নানাপ্রকার কুবাকা বলিতে লাগিলেন,—“যাহাবা গৃহান্তব্দে প্রবেশ কবিয়াছে, তাহাবা শিক্ষা-বৃত্তিব দ্বারা জীবন বন্ধা করিতেছে এবং আপনাদেব দুন্দুশা অপবকে দেখাইতে লজ্জা বোধ কবায় দ্বাব বন্ধ কবিয়াছে। যদি তাহা না হইবে, তাহা হইলে পেটের জ্বালায় গৃহস্থিত ব্যক্তিগণ অত চীৎকান কবিরে কেন?” ২৩৩-২৩৪ ॥

কেহ কেহ বিচাব কবিল যে, উহাবা লোকলজ্জা এড়াইবাব জন্ত মত্ত আনিয়া বাত্রিতে গোপনে পান কবিরে ইলিয়াই দ্বাব বন্ধ কবিয়াছে ॥ ২৩৬ ॥

কেহ কেহ বলিল—“নিমাই-পণ্ডিতের সঙ্গদোষ হওয়ায় লোক-চক্ষের অন্তরালে অসৎকাযা সম্পাদন কবিবাব জুই দ্বার বন্ধ কবিয়াছে ॥” ২৩৮ ॥

নিয়ামক—শাসক, পরিচালক।

“নিমাইব নিয়ামক পিতা অর্থাৎ অভিভাবক নাই। আবাব তদুপরি সে বায়ুগ্রস্ত, কতকগুলি অসৎসঙ্গী তাহাকে অন্য় কার্যে প্রবৃত্ত কবাইয়াছে।”

বাই—(বায়ু-শব্দজ) বায়ুরোগ, উন্মাদ, বাতিক ॥২৩৯॥

কেহ বলে,—“পাসরিল সব অধ্যয়ন।

মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ ॥” ২৪০॥

কেহ বলে,—“আরে ভাই সব ছেড়ু পাইল।

দ্বার দিয়া কীর্তনের সম্ভর্ষ জানিল ॥২৪১॥

রাত্রি করি মত্ত পড়ি পঞ্চ কণ্ঠা আনে।

নানাবিধ দ্রব্য আইসে তা' সবার সনে ॥২৪২॥

ভক্ষ্য, ভোজ্য, গন্ধ, মাল্য, বিবিধ বসন।

খাইয়া তা' সবা সঙ্গে বিবিধ রমণ ॥২৪৩॥

ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তা'র সঙ্গ।

এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ ॥” ২৪৪॥

কেহ বলে,—“কালি হউক যাইব দেয়ানে।

কাঁকালে বাজিয়া সব নিব জনে জনে ॥২৪৫॥

যে না ছিল রাজ্য-দেশে, আনিয়া কীর্তন।

দুর্ভিক্ষ হইল—সব গেল চিরন্তন ॥২৪৬॥

দেবে হরিলেক বৃষ্টি, জানিহ নিশ্চয়।

দান্য মরি-গেল, কড়ি উৎপন্ন না হয় ॥২৪৭॥

একমাস ব্যাকবণ অধ্যয়ন-অধ্যাপনা না কবিলে স্ত্র-গুলি সকলই বিবৃত হইতে হয়। স্ত্রবৎ নিমাই পণ্ডিত ব্যাকবণাদি সকল লেখাপড়া ভুলিয়া গিয়াছে ॥ ২৪০ ॥

কেহ বলিল—আমবা দ্বাব বন্ধ কবিবাব সঠিক সন্ধান পাইয়াছি। উহার বাত্রিতে মত্তের দ্বাবা পঞ্চ প্রকার কণ্ঠা আনমন কবিয়া নানাবিধ ভক্ষ্যদ্রব্য, গন্ধমাল্য ও বিবিধ বস্ত্র দ্বাবা ভোজনাচ্ছাদন-পূর্বক নানাপ্রকার বিলাসে প্রমত্ত থাকে এবং লোক-লজ্জা-নিবারণকল্পে দ্বাব বন্ধ কবিয়া নানা প্রকার কু-ক্রিয়া-বন্ধে প্রমত্ত থাকে ॥ ২৪১-২৪৪ ॥

কেহ বলেন—“আগামী কলাই আমবা ধর্ম্মাধিকরণে ইহাদেব নামে অভিযোগ উপস্থিত করিব। যে-সকল লোক দ্বাব বন্ধ কবিয়া কুক্রিয়াসক্ত হয়, তাহাদিগের প্রত্যেককেই পিঠমোড়া কবিয়া বাধিয়া লইয়া যাইবে।”
৫ দেয়ানে—(ফাল্গুনী দীবান্)—বাস্তবতা, ধর্ম্মাধিকরণ, আদালত।

কাঁকাল—কট, কোমর, মধ্যদেশ ॥ ২৪৫ ॥

যাহা কখনও এদেশে ছিল না, সেই হরিকীর্তন এখানে আনিয়া লোকের সাংসারিক স্ত্র-স্বাচ্ছন্দ্যের বাধা দিল।

খানি থাক, শ্রীবাসের কালি করে। কার্য্য।
কালি বা কি করে। দেখোঁ অর্ঘ্যেত-আচার্য্য ॥২৪৮॥
কোথা হৈতে আসি' নিত্যানন্দ অবধূত।
শ্রীবাসের ঘরে থাকি' করে এতরূপ ॥” ২৪৯॥
এই মতে নানারূপে দেখায়েন ভয়।
আনন্দে বৈষ্ণব-সব কিছু না শুনয় ॥২৫০॥
কীর্তন-মর্শে ও মর্শভঞ্জে অনভিজ্ঞ লোকের নানাপ্রকার
জন্মনা ও কোলাহল—
কেহ বলে—“ব্রাহ্মণের নহে নৃত্য মর্শ ॥
পড়িয়াও এগুলি করয়ে হেন কর্ম্ম ॥” ২৫১॥
কেহ বলে—“এ গুলি দেখিতে না যায়।
এ গুলার সম্বন্ধে সকল-কীর্তি যায় ॥২৫২॥
ও নৃত্য-কীর্তন যদি ভাল-লোক দেখে।
সেহ এই মত হয়, দেখ পরন্তেকে ॥২৫৩॥

পরম সুবুদ্ধি ছিল নিমাই পণ্ডিত।
এ গুলার সঙ্গে তার হেন হৈল চিত ॥” ২৫৪॥
কেহ বলে—“আত্ম বিনা সাক্ষাৎ করিয়া।
ডাকিলে কি কার্য্য হয়, না জানিল ইহা ॥২৫৫॥
আপন শরীর-মাঝে আছে নিরঞ্জন।
ঘরে হারাইয়া ধন চাহে গিয়া বন ॥” ২৫৬॥
কেহ বলে—“কোন্ কার্য্য পরেরে চচ্চিয়া।
চল সবে ঘর যাই, কি কার্য্য দেখিয়া ॥” ২৫৭॥
কেহ বলে—“না দেখিল নিজ কর্ম্ম-দোষে।
সে সব স্মৃতি, তা' সবারে বলি কিসে ?” ২৫৮॥
সকল পাষণ্ডী—তা'রা এক চাপ হঞা।
“এহো সেই গণ” হেন বুঝি যায় ধাঞা ॥ ২৫৯॥
“ও কীর্তন না দেখিলে কি হইবে মন্দ ?
শত শত বেড়ি' যেন করে মহাদম্ব ॥২৬০॥

চিবদিনের জ্ঞান সাংসারিক স্তম্ভ বিনষ্ট হইল—দেশে চরিত্রিক
দেখা দিল।

চিবন্তন—[চিবম+ তন (ভাবার্থ তনট)] যাহা
বহুকাল হইতে একভাবে চলিয়া আসিতেছে, বহুকাল
প্রচলিত, চিবকালীন ॥ ২৬৬ ॥

ইহাদেব দোবাস্ত্রা দেবগণ শত্রোৎপাদনের জ্ঞান
উপযোগী বৃত্তি দিতেছে না, তাহাতে ধাত্মসকল বিদ্যা
যাইতেছে। সুতরাং ধনাভাব ও দাবিদ্রা দেশকে আচ্ছন্ন
কবিল ॥ ২৬৭ ॥

কেহ বলিল,—“এইরূপ কাণ্ড তাহা বা অধিক দিন
চালাইতে পারিবে না, সুতরাং চই একদিন অপেক্ষা
কব। দেখা যাউক, উচা বা কি কবিয়া তুলে ॥” ২৬৮ ॥

হবিবিমুখ অন্তঃকরণের মধ্যে পণ্ডিতাভিমানী কোন
ব্যক্তি বলিলেন—“ভ্রমর ব্রাহ্মণের নৃত্য কবা মর্শ নহে। উহা
নটাদি ছোট-লোকের বৃত্তি। শাস্ত্র অধ্যয়ন কবিয়াও এই
প্রকার নীচ বৃত্তি ব্রাহ্মণ-সমাজে প্রবর্তিত হইল—ইহা বড়ই
দুঃখের বিষয় ॥” ২৬৯ ॥

কেহ বলিলেন,—“ইহাদেব দর্শন কবিলেও ব্রাহ্মণের
পূর্ব গোবরগম্বুহ বিনষ্ট হয়। সুতরাং ইহাদিগকে একে-
বারেই দেখা উচিত নহে ॥” ২৭০ ॥

“ইহাদেব এই প্রকার নান-কীর্তন যদি ভাল লোকে
চঠাৎ কোঁহল-বশতঃ দেখিয়া ফেলে, তাহা হইলেও
ঐহাদেব মস্তিস্ক বিবর্ত হয়। ইহাব প্রত্যক্ষ প্রমাণ—
উহাদেব গোদ্বিগুচ্ছ ॥” ২৭০ ॥

কেহ বলিল,—“আজ্ঞাসাক্ষাৎকার ব্যতীত ‘রক্ষ রক্ষ’
বলিয়া ডাকিলে কিরূপে ফলোদয় হইবে ?” ২৭১ ॥

নব-শরীরের মধ্যেই নিম্পাপ ব্রাহ্মণ অবস্থান। সুতরাং
এই কীর্তনকারী অনভিজ্ঞগণ নিত-গুণে ধনের অশ্রমণ না
কবিয়া ধন-লাভের আশায় বনে বনে বেড়াইলে
তাহাতে কি ফল লাভ হইবে ? অহংপ্রচোপাসক-
মস্পন্দাদেব এইরূপ উক্তি—চরিত্র স্বকপনিকপণে ব্যাঘাতের
নিদর্শন মাত্র ॥” ২৭২ ॥

কেহ বলিল,—“পারব আলোচনা কবিয়া আমাদের
কোন ফল নাই। চল, আমরা নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত
হই ॥” ২৭৩ ॥

কেহ বলিল—“আমরা নিজ নিজ কর্ম্মফলদোষে কীর্তন-
বিলাস দেখিতে পারিবাম না। যাহারা কীর্তনে যোগদান
কবিবাব বা দেখিবাব সুযোগ পাইয়াছে, তাহারা স্মৃতি
অর্থাৎ ভাগ্যান্। আমরা ভাগ্যহীন—তাহাদিগকে
কেমন কবিয়া কিছু বলি ? ২৭৪ ॥

কোন জপ, কোন তপ কোন তত্ত্বজ্ঞান ।
 তাহা না দেখিয়ে করি' নিজ কৰ্ম্ম-ধ্যান ॥২৬১॥
 চাল-কলা-দুষ্ক-দধি একত্র করিয়া ।
 জাতি নাশ করি' খায় একত্র হইয়া ॥” ২৬২॥
 পরিহাসে আসি' সবে দেখিবার তরে ।
 “দেখি, ও পাগল-গুলি কোন্ কৰ্ম্ম করে ॥” ২৬৩॥
 এতেক বলিয়া সবে চলিলেন ঘরে ।
 এক যায়, আর আসি' বাজায় দুয়ারে ॥২৬৪॥
 পাষণ্ডী পাষণ্ডী যেই ছুই দেখা হয় ।
 গলাগলি করি' সব হাসিয়া পড়য় ॥২৬৫॥
 পুনঃ ধরি' লই' যায় যেনা নাহি দেখে ।
 কেহ বা নিবৃত্ত হয় কারো অনুরোধে ॥২৬৬॥
 কেহ বলে—“ভাই, এই দেখিল শুনি ।
 নিমাত্রে লইয়া সব পাগল হইল ॥২৬৭॥
 দর্দুরী উঠিয়া আছে শ্রীবাসের বাড়ী ।
 দুর্গোৎসবে যেন সাড়ি দেই ছড়াছড়ি ॥২৬৮॥
 ‘হই হই, হায় হায়’—এই মাত্র শুনি ।
 ইহা সবাই হৈতে হৈল অযশ-কাহিনী ॥২৬৯॥
 মহা-মহা-ভট্টাচার্য্য সহস্র য়েথায় ।
 হেন ঢাঙ্গাইত-গুলি বসে নদীয়ায় ॥২৭০॥
 শ্রীবাস-বামনারে এই নদীয়া হৈতে ।
 ঘর ভাঙ্গি' কালি লৈয়া ফেলাইব স্রোতে ॥২৭১॥

ও ব্রাহ্মণ ঘুচাইলে গ্রামের কুলল ।
 অন্নথা যবনে গ্রামে করিবেক বল ॥” ২৭২॥
 গ্রন্থকাবের কোলাহলকারী পাষণ্ডবৎ ভাগ্য-প্রশংসা—
 এইমত পাষণ্ডী করয়ে কোলাহল ।
 তথাপিহ মহাভাগ্যবন্ত সে সকল ॥২৭৩॥
 প্রভু-সঙ্গে একত্র জন্মিলা এক গ্রামে ।
 দেখিলেক, শুনিলেক সে সব বিধান ॥২৭৪॥
 শ্রীচৈতন্যগণের বহির্নৃত্য বাক্যে বধিবতা এবং
 কৃষ্ণবসন্ততা—

চৈতন্যের গণ-সব মন্ত কৃষ্ণ-রসে ।
 বহির্নৃত্য-বাক্য কিছু কর্ণে না প্রবেশে ॥২৭৫॥
 “জয় কৃষ্ণ মুরারি মুকুন্দ বনমালী ।”
 অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতুহলী ॥২৭৬॥
 অহর্নিশ ভক্ত-সঙ্গে নাচে বিশ্বস্তর ।
 শ্রাস্তি নাহি কারো, সবে সঙ্গ-কলেবর ॥২৭৭॥
 চৈতন্যের কীর্তন-বিলাসের কাল নিকপণ—
 বৎসরেক নাম মাত্র কত যুগ গেল ।
 চৈতন্য-আনন্দে কেহ কিছু না জানিল ॥২৭৮॥
 যেন মহা-রাস-কীড়া কত যুগ গেল ।
 তিলার্দ্রেক-হেন সব গোপিকা মানিল ॥২৭৯॥
 এই মত অচিন্ত্য কৃষ্ণের পরকাশ ।
 ইহা জানে ভাগ্যবন্ত চৈতন্যের দাস ॥২৮০॥

পাষণ্ডিগণ ঐকপ কথা শুনিয়া—“ইনিও ঐ দলেব
 লোক”—ইহা মনে কথিয়া তাহাব প্রতি একজোট হইয়া
 দাবমান হইল ।

একচাপ—[এক—(একত্র) + চাপ (জমাট)]
 সমবেত, একজোট ॥ ২৫৯ ॥

ইহাদের ঐকপ কীর্তনে যোগদান না কবিলে ‘আমাদের
 কি অনুবিধা হইতে পাবে’ ইহাদের যে কীর্তন, উহা
 যেন শত শত লোক মিলিয়া মহাযুদ্ধ

দ্বন্দ্ব—বিবাদ, কলহ, যুদ্ধ ॥ ২৬০ ॥

ইহাদের মধ্যে জপেব তথা, তপস্বেব তথা, তত্ত্বজ্ঞানেব
 সন্ধান কিছুই দেখিতে পাই না । ইহাবা নিজ নিজ মনো-
 মত কৰ্ম্ম ও ধ্যান করিয়া চাল, কলা, দই, দুধ একত্র মিশ্রণ

পূর্বক সকলে মিলিয়া ভোজন কথিয়া জাতি নাশ
 কবিতোছে ॥ ২৬১-২৬২ ॥

ছইজন ভক্তিবিবোধী পাষণ্ডীব পবম্পাবেব সাক্ষাৎ
 হইলে ভক্তগণেব আলোচনা কবিতো গিয়া উচ্চ হাস্ত ও
 গলাগলি কথিয়া পড়িয়া যায় ॥ ২৬৫ ॥

“শ্রীবাসেব বাড়ীতে যেন ভেকেব কোলাহল আবন্ত
 হইযাচে । দুর্গোৎসবকালে যেকপ লোকে ব্যস্ত হইয়া
 ‘ছড়াছড়ি কবে, ইহাবাও তজপ ব্যস্ত ও কোলাহল-
 মন্ত ॥” ২৬৮ ॥

“যে নদীয়ায় সহস্র সহস্র পণ্ডিত-ব্রাহ্মণেব বাস, সেই
 স্থানে আজ কিনা কতকগুলি শঠ বা লম্পট ব্যক্তি প্রাধাচ্চ
 স্থাপন কবিল !”

নিজতত্ত্ব-প্রকাশার্থে প্রহরেক বাত্রি থাকিতে মহাপ্রভুর

বিষ্ণুখটায় আবোহণ—

এই মতে নাচে মহাপ্রভু বিশ্বস্তুর ।

নিশি অবশেষে মাত্র সে এক প্রহর ॥২৮১॥

শালগ্রামশিলা-সব নিজ কোলে করি' ।

উঠিলা চৈতন্যচন্দ্র খট্টার উপরি ॥২৮২॥

প্রভু-ভাবে ভগ্নোদ্ধৃত খট্টায় নিত্যানন্দেব স্পর্শে

অনন্তেব অধিষ্ঠান—

মড় মড় করে খট্টা বিশ্বস্তুর-ভরে ।

আথেব্যথে নিত্যানন্দ খট্টা স্পর্শ করে ॥২৮৩॥

অনন্তের অধিষ্ঠান হইল খট্টায় ।

না ভাঙ্গিল খট্টা, দোলে শ্রীগৌরানন্দ-রায় ॥২৮৪॥

চৈতন্যেব আশ্রয় প্রকাশ—

চৈতন্য-আজ্ঞায় স্থির হইল কীর্তন ।

কহে আপনার তত্ত্ব করিয়া গজ্জন ॥২৮৫॥

“কলিযুগে মুঞি কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ ।

মুঞি সেই ভাগ্যবান্ দেবকীন্দন ॥২৮৬॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটি-মান্ মুই নাথ ।

যত গাও, সেই মুঞি, তোরা মোর দাস ॥২৮৭॥

নিজাবেশে প্রভু কর্তৃক সকল নৈবেদ্য আচার—

তো-সবার লাগিয়া আমার অবতার ।

তোরা যেই দেহ, সেই আমার আহার ॥২৮৮॥

আমারে সে দিয়াছ সব উপহার ।”

শ্রীবাস বলেন,—“প্রভু সকল তোমার ॥” ২৮৯॥

প্রভু বলে,—“মুই ইহা খাইমু সকল ।

অষ্টৈত বলয়ে,—“প্রভু বড়ই মঙ্গল ॥” ২৯০॥

করে করে প্রভুরে যোগায় সব দাসে ।

আনন্দে ভোজন করে প্রভু নিজাবেশে ॥২৯১॥

দধি খায়, দুগ্ধ খায়, নবনীত খায় ।

“আর কি আছেয়ে আন”—বলয়ে সদায় ॥২৯২॥

বিবিধ সম্মেলন খায় শরীর-অক্ষিত ।

মিশ্রি, নারিকেল-জল শস্তুর সহিত ॥২৯৩॥

কদলক, চিপটক, ভজ্জিত-তণ্ডুল ।

‘আর আন’ পুনঃ বলে খাইয়া বহুল ॥২৯৪॥

ব্যবহারে জন-শত-দুইর আহার ।

নিমিষে খাইয়া বলে—“কি আছেয়ে আর ?” ২৯৫॥

প্রভু বলে—“আন আন, এথা কিছু নাঞি ।”

ভক্ত সব ত্রাস পাই’ সত্তরে গোসাঞি ॥২৯৬॥

নৈবেদ্যেব অভাবে ও ক্ষুদ্রতায় ভক্তগণেব যত্নোচ এবং

ভগবানেব আশ্বাস-প্রদান—

করযোড় করি’ সব কয় ভয়-বাণী ।

“তোমার মহিমা প্রভু আমরা কি জানি ? ২৯৭॥

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে যাহার উদরে ।

তারে কি করিব এই ক্ষুদ্র উপহারে ?” ২৯৮॥

প্রভু বলে,—“ক্ষুদ্র নহে ভক্ত উপহার ।

ঝাট আন, ঝাট আন, কি আছেয়ে আর ॥” ২৯৯॥

“কর্পূর তাম্বুল আছে,—শুনহ গোসাঞি ।”

প্রভু বলে,—“তাই দেহ কিছু চিন্তা নাঞি ॥” ৩০০

আনন্দ হইল, ভয় গেল সবাকার ।

যোগায় তাম্বুল সব যার অধিকার ॥৩০১॥

হরিষে তাম্বুল যোগায়েন সর্ব-দাসে ।

হস্ত পাতি’ লয় প্রভু সব চাহি হাসে ॥৩০২॥

দুই চক্ষু পাকাইয়া করয়ে হৃদ্যার ।

‘নাড়া নাড়া নাড়া’ প্রভু বলে বারবার ॥৩০৩॥

ভক্তগণেব সমস্ত ভাবে অবস্থান ও সকলকে বন প্রার্থনা

করিতে মহাপ্রভু আদেশ—

কিছুই না বলে কেহ, মৌন করি’ বসে ।

সকল ভক্তের চিন্তে লাগয়ে তরাসে ॥৩০৪॥

মহাশান্তিকর্ত্তা-হেন ভক্ত-সব দেখে ।

হেন শক্তি নাহি কারো, হইবে সম্মুখে ॥৩০৫॥

ঢাকাইত—(ঢাকাতি) হল, শঠ, লম্পট, চোর ॥২৭০॥

ব্রাহ্মণপদ কুল-কলঙ্ক শ্রীবাসকে শ্রীনবদীপ হইতে
তাড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক । শ্রীবাসের পর্ণকুটার ভাঙ্গিয়া
গন্ধার শ্রোতে ফেলিয়া দিব ॥ ২৭১ ॥

শ্রীবাস-ব্রাহ্মণ গ্রামের সকল মঙ্গল বিনাশ করিল ।

ব্রাহ্মণ-প্রভাব ক্ষীণ হইলে যবনগণ প্রবল হইবে ॥ ২৭২ ॥

তা: ১০১২১১ ও ১০১৩০৮ শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের
সারার্থদর্শিনী-টীকা আলোচ্য ॥ ২৭৩ ॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু-শিরে ধরে ছাতি ।
 যোড়করে অদ্বৈত সম্মুখে করে স্তুতি ॥৩০৬॥
 মহা-ভয়ে যোড়হাতে সব-ভক্তগণ ।
 হেঁট মাথা করি' চিন্তে চৈতন্য-চরণ ॥৩০৭॥
 এ ঐশ্বর্য্য শুনিতে যাহার হয় সুখ ।
 সেই অবশ্য দেখিব চৈতন্য-শ্রীমুখ ॥৩০৮॥
 যেখানে যে আছে, সে আছয়ে সেইখানে ।
 তদুর্দ্ধ হইতে কেহ নারে আজ্ঞা-বিনে ॥৩০৯॥
 'বর মাগ' বলে অদ্বৈতের মুখ চাহি ।
 "তোরে লাগি" অবতার মোর এই ঠাঞি ॥" ৩১০॥
 এইমত সব ভক্ত দেখিয়া দেখিয়া ।
 "মাগ, মাগ" বলে প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥৩১১॥
 এইমত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য্য প্রকাশে' ।
 দেখি' ভক্তগণ সুখ-সিদ্ধি-মান্নে ভাসে ॥৩১২॥
 চৈতন্যেব বঙ্গ—অচিন্ত্য, কেবল ভক্তগণের অধিগম্য—
 অচিন্ত্য-চৈতন্য-রঙ্গ বুঝন না যায় ।
 ক্ষণেকে ঐশ্বর্য্য করি' পুনঃ মুচ্ছা পায় ॥৩১৩॥
 বাহু প্রকাশিয়া পুনঃ করয়ে ক্রন্দন ।
 দাস্যভাব প্রকাশ করয়ে অনুক্ষণ ॥৩১৪॥
 গলা ধরি' কান্দে সব-বৈষ্ণব দেখিয়া ।
 সবারে সম্ভাষে 'ভাই', 'বান্ধব' বলিয়া ॥৩১৫॥
 লখিতে না পারে কেহ, হেন মায়া করে ।
 'ভূত'্য বিনা তাঁর তব্ব কে বুঝিতে পারে ? ৩১৬॥
 প্রভুর চরিত্র দেখি' হাসে ভক্তগণ ।
 সবাই বলেন—“অবতীর্ণ নারায়ণ ॥” ৩১৭॥

ব্যবহারে,—নৌকিক বিচাবে ॥ ২৯৫ ॥

ভাষ্য—“অথগুপাহতং বৈষ্ণুঃ প্রেমা ভূর্যেব মে
 ভবেৎ ॥” (ভাঃ ১০।৮।১৩) ॥ ২৯৯ ॥

দুই চকুর তাবা বর্ণিত করিয়া 'নাড়া, নাড়া'
 বলিয়া চীৎকার কবিত্তে লাগিলেন ॥ ৩০৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর ঐশ্বর্য্য সন্ধান ও মুচ্ছা এবং
 ভক্তগণের ক্রন্দন ও চিন্তা—
 কতক্ষণ থাকি' প্রভু খট্টার উপর ।
 আনন্দে মুচ্ছিত হৈলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥৩১৮॥
 ধাতু-মাত্র নাহি—পড়িলেন পৃথিবীতে ।
 দেখি' সব পারিষদ লাগিল। কান্দিতে ॥৩১৯॥
 সর্ব-ভক্তগণ মুক্তি করিতে লাগিল।
 আমা-সবা ছাড়িয়া বা ঠাকুর চলিল। ॥৩২০॥
 যদি প্রভু এমত নির্ভর-ভাব করে ।
 আমরাই এইক্ষণে ছাড়িব শরীরে ॥৩২১॥

ভক্তগণের চিন্তায় সর্বজ্ঞ ঐশ্বর্য্যেব বাহু-প্রকাশ এবং

ভক্তগণের আনন্দ-কোলাহল—
 এতক চিন্তিতে সর্বজ্ঞের চূড়ামণি ।
 বাহু প্রকাশিয়া করে মহা-হরিশ্রবণি ॥৩২২॥
 সর্বগণে উঠিল আনন্দ-কোলাহল ।
 না জানি কে কোন্‌দিকে হইল বিহ্বল ॥৩২৩॥
 এইমত আনন্দ হয় নবদ্বীপ-পুরে ।
 প্রেমরসে বৈকুণ্ঠের নায়ক বিহরে ॥৩২৪॥

অধ্যায়ের ফলপ্রতি—

এ সকল পুণ্যকথা যে করে শ্রবণ ।
 ভক্তসঙ্গে গৌরচন্দ্রে রহু তার' মন ॥৩২৫॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান ।
 বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥৩২৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ঐশ্বর্য্যপ্রকাশবর্ণনং

নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ॥

গৌরসুন্দর আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া
 গেলেন। তাঁহাব স্পন্দনময়ী জীবনীশক্তি লক্ষিত হইল না ।
 পার্শ্বদগণ সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। 'ধাতু'-শব্দে
 বাত-পিত্ত-কফাত্মক নাড়ীত্রয় ॥ ৩১৯ ॥

নবদ্বীপপুর—গৌড়পুর শ্রীমাদ্বীপ-পল্লী ॥ ৩২৪ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীগৌরহন্দবের 'সাতপ্রহরিয়া' মহা-প্রকাশ ও বিষ্ণুখটোপরি উপবেশন, ভক্তগণ-কর্তৃক তাঁহার অভিষেক, স্তুতি এবং দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে ষোড়শোপচারে মহাপ্রভুব পূজা ও মহাপ্রভুব ভক্তপ্রদত্ত দ্রব্য ভোজন, মহাপ্রভু-কর্তৃক শ্রীবাসাদি ভক্তের পূর্ব-বৃত্তান্ত কথন, ভক্তগণের সাক্ষ্যাত্মিক, ভক্তবৎ শ্রীধরের আখ্যান এবং বৈষ্ণবচবিত্তের মাহাত্ম্য প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে শ্রীবাস-গৃহে আগমন করিলেন। চতুর্দিক হইতে সমাগত ভক্তবৃন্দ প্রভুব ইঙ্গিত বুঝিতে পারিয়া কীর্তন আবস্ত করিলেন। লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরহন্দব প্রত্যাহ ভক্ত-ভাবে নৃত্য-কীর্তনাদি করিতেন, এবং কখনও নিজ ভাবাবেশে যেন অজ্ঞাত-সাবে বিষ্ণুখটায় আবোহণ করিতেন। কিন্তু অল্প পরেই শ্রীগৌরহন্দব নিজের ভক্তভাব সংগোপন ও আবেশভাব পরিচাব-পূর্বক, নিজে যে স্বয়ং বিষ্ণুস্বয় বা বিষয়বিগ্রহ, তাহা প্রকাশিত করিয়া নিখিল আশ্রিত ভক্তগণের সেবাগ্রহণ-মানসে বিষ্ণুখটায় সপ্তপ্রহর ব্যাপিয়া উপবেশন করিলেন। তাহাব এই মহাপ্রকাশ-লীলায় তিনি বিষ্ণুব সকল অবতারের রূপ-সমূহ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

এই দিবসে প্রভুব ইঙ্গিতক্রমে ভক্তগণ পরমানন্দ-চিন্তে বিবিধ উপায়নযোগে বৈকুণ্ঠাধিপতি বড়ৈষ্য-পূর্ণ শ্রীগৌবনারায়ণের 'বাজরাজেশ্বর-অভিষেক' সুসম্পন্ন করিলেন। ভক্তগণ দশাক্ষর গোপালমন্ত্রের বিধিমতে ষোড়শোপচারে মহাপ্রভুর পূজা করিয়া বহুপ্রকার স্তুতিবন্দনামুখে শ্রীগৌরহন্দবের সর্স্কাবরণকারণ, সর্স্কা-বেষ্মর এবং জীবোদ্ধারার্থ নিজসেবা প্রকটনাভিলাষে ভক্তভাবান্বিত প্রভৃতির উল্লেখ দ্বারা তাঁহার অপ্ৰাকৃত গুণ-লীলাদি বর্ণন করিলেন। অনন্তর শ্রীগৌরহন্দর নিজ শ্রীচরণ পূজার নিমিত্ত অকপটে প্রসারিত করিয়া দিলে

ভক্তগণ সকলে স্ব স্ব অভিলাষানুসারে সংগৃহীত নানা উপকরণ দ্বারা শ্রীগৌবপাদপদ্ম পূজা করিলেন। মহাপ্রভুও ভক্তের সেবা গ্রহণ কবিবাব অতিপ্রায়ে উপযাচক হইয়া তাঁহাদের প্রদত্ত বহুবিধ ভক্ষ্যোপচার পবন আনন্দে ভোজন করিলেন এবং শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের পূর্ব বৃত্তান্ত-সমূহ বর্ণন কবিত্তে লাগিলেন। ভক্তগণ-কর্তৃক সাক্ষ্য-আবাত্মিক সম্পন্ন হইলে শ্রীগৌর-হন্দব স্বীয় ঐশ্বর্যপ্রকাশ-লীলা-প্রদর্শনার্থ তাঁহাব অতীব প্রিয়ভক্ত শ্রীধরকে আহ্বান করিত্তে ভক্তগণকে আদেশ করিলেন। প্রভুব আদেশে বৈষ্ণবগণ অর্দ্ধপথে আসিয়া শ্রীধরের উচ্চ হবিনামধ্বনি শ্রবণ-পূর্বক তদনুসরণে শ্রীধর-ভবনে গমন করিলেন। বাহু পবিচয়ে শ্রীধর অত্যন্ত দমিত হইলেও তিনি মহাপ্রভুব অলৌকিক ভক্ত বলিয়া ক্রমপ্রেম-ধনে নিত্যকাল ধনী ছিলেন। বৃষ্টিবের ছায় মহাসত্যবাদী দমিত পোলাবেচা শ্রীধর ভগবৎসেবায় যে অসামান্য আদর্শ জগতে প্রদর্শন করিয়া-ছেন, তাহা সকলেবই অল্পসবণীয়। পাষাণিগণ মনে কবিত্ত যে, শ্রীধর দাবিত্র্য-পীড়িত হইয়া কৃদাব আলায় সাবাবাত্রি জাগিয়া ভগবানের নাম কীর্তন কবিত্তে তাহাবা জানিত না যে, যিনি নিখিল ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবীর পতিব সেবায় সর্স্কা নিরত, তাঁহার কোনদিন প্রকৃত প্রস্তাবে দাবিত্র্য থাকিত্তে পারে না। শ্রীধর পাষাণি-গণের কথায় কর্ণপাত না কবিয়া সর্স্কা ক্রমামরস-পানে বিভোর থাকিত্তেন এবং রাত্রিকালে নিজের ও জগতের পাবমার্থিক মঙ্গলের জ্ঞান আস্তিসহকায়ে ভগবানকে ডাকিত্তেন। ভক্তগণ-সমীপে মহাপ্রভুর নাম শ্রবণমাত্র শ্রীধর আনন্দে মুচ্ছিত হইলে ভক্তগণ তাঁহাকে সন্তর্পণে মহাপ্রভুর নিকট লইয়া আসিলেন। শ্রীধরকে দেখিয়া মহাপ্রভু পবমানন্দিত হইলেন এবং শ্রীধরও প্রভুর দিব্য ভবনমোহন রূপ দর্শন করিয়া অতীব মুগ্ধ হইলেন।

প্রভুর বিজ্ঞাবিলাসকালে শ্রীধর কলা, মূল, ধোড়
প্রভৃতি বিক্রয়-দ্বারা জীবন যাপন করিতেন। ভগবান্
ভক্তের দ্রব্যই পরম আনন্দে গ্রহণ করেন, কিন্তু অভক্তের
দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাতও করেন না—ইহা প্রদর্শনেন
নিমিত্ত মহাপ্রভু শ্রীধরের নিকট হইতে ঐ সকল দ্রব্য
কাড়িয়া লইতেন এবং তন্নিমিত্ত নানারূপ কলহ করিতেন।
মহাপ্রভু সেই সকল লীলার কথা শ্রীধরকে স্মরণ করাইয়া
দিয়া তাঁহাকে অষ্টসিদ্ধি-দানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন।
তৎপরে মহাপ্রভু শ্রীধরকে তাঁহার অপূর্ণ ঐশ্বর্য প্রদর্শন
করেন। দর্শনমাত্র শ্রীধর বিস্মিত হইয়া মুচ্ছিত
হইলেন। শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীধর সংজ্ঞা লাভ করিলে
মহাপ্রভু শ্রীধরকে স্তুতি করিতে আদেশ দিলেন। শ্রীধর
দৈন্ত্র্য করিয়া নিজ মুখ্যতাব ভানে মহাপ্রভুর স্তবপাঠে
নিজ অসামর্থ্য জানাইলে প্রভুর আদেশে শুদ্ধ সরস্বতী
তাঁহার জিহ্বায় অধিষ্ঠিতা হইয়া মহাপ্রভুর অপূর্ণ স্তুতি
করিতে লাগিলেন। শ্রীধরকে স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া মহাপ্রভু
তাঁহাকে বর গ্রহণ করিতে বলিলেন। শ্রীধর বর
প্রার্থনা করিলেন যে, যিনি প্রত্যহ তাঁহার (শ্রীধর) বর
নিকট হইতে খোলাপাতা লইবাব জন্ম কলহ করিতেন,
তিনি যেন জন্মে জন্মে তাঁহার প্রভু হন। মহাপ্রভু
শ্রীধরকে বাক্যোত্তর করিতে ইচ্ছা করিলে শ্রীধর তাহাতে
অস্বীকৃত হইয়া প্রভুর গুণগানের সামর্থ্য প্রার্থনা করিলেন।

গৌরনিধি কপট সন্ন্যাসী-বেশধারী।

অখিল-ভুবন-অধিকারী ॥১॥

জয় জগন্নাথ শচীনন্দন চৈতন্য।

জয় গৌরসুন্দরের সাকীর্জন ধন্য ॥২॥

শ্রীগৌরভক্তগণ জাগতিক কোন বিষয়েই গ্রাহক নহেন।
তাঁহারা অপ্রাকৃত ভগবৎ-সেবাই প্রার্থনা করেন। গৌর-
সুন্দরের রূপাকটাক্ষলক্ষ জনগণ ধর্ম, অর্থ, কাম বা
অষ্টসিদ্ধি—এমন কি, মোক্ষকে পর্যন্ত নিতান্ত ছেয় ও
অকিঞ্চিৎকর জানিয়া রূক্ষপাদপদ্ম-সেবাই কামনা করেন।
তাঁহাদের আত্মপ্রিয়-প্রীতিবাহ্য নাই। বাহ্য-পরিচয়ে
বৈষ্ণব চিনিতে পাবা যায় না। বিষয়মদোন্নত ব্যক্তি
অপ্রাকৃত বৈষ্ণব ঠাকুব শ্রীধরকে ঐশ্বর্য বা ধনের মহিমা
জানিতে পাবে না। অক্ষজ্ঞানে 'বৈষ্ণবের অভাব আছে'
মনে হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের কোন অভাব থাকে
না। তাঁহারা দীনহীন জীবকে হরিভজন শিক্ষা-প্রদানের
নিমিত্ত জগতে দরিদ্রকূলে আবির্ভূত হইলেও বস্তৃতঃ
দরিদ্র নহেন। দরিদ্রকূলে জন্মগ্রহণ করিয়াও কি প্রকারে
হরিভজন করিতে পাবা যায়—তাহা প্রদর্শন করাই
ইহাদের এতাদৃশী লীলা উদ্দেশ্য। বৈষ্ণবচরিত্র অক্ষজ্ঞ
জানগম্য নহে। নিরুপদে সবলভাবে বৈষ্ণবের শরণাগত
হইলেই তাঁহাদের রূপায় তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায়।
অক্ষজ্ঞানে বিচাষ করিতে না গিয়া বৈষ্ণবাপবাহ হইতে
দূরে থাকাই প্রত্যেক বুদ্ধিমানের কর্তব্য। বৈষ্ণবাপবাহ-
বিহীন জনই একবার মাত্র রূক্ষনাম গ্রহণে অন্যায়সে
প্রেমলাভ করিতে পাবেন, অল্পখা সাধু-নিন্দারূপ নামাপ-
বাহ আসিয়া মহানর্থ উপস্থিত কবে।

জয় নিত্যানন্দ-গদাধরের জীবন।

জয় জয় অধৈত-শ্রীবাস-প্রাণধন ॥৩॥

জয় শ্রীজগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ।

জয় বক্রেশ্বর-পুণ্ডরীক-প্রেমধাম ॥৪॥

গৌড়ীয়ভাণ্ড

শ্রীগৌরসুন্দর—চতুর্দশ-ভুবন-পতি। তিনি জগজ্জীবের
শিক্ষাব জন্ম জড়-জগতের সমস্ত ভোগ পবিহাব করিয়া
ভ্যাগীবে বেশধাবণে মানবের যোগ্যতা বা অধিকার প্রদর্শন
করিয়াছেন ॥ ১ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের সাকীর্জন সর্বতোভাবে প্রেষ্ঠ। ঐ
কীর্তনের বিষয়ে ভগবতীলা-পবাকষ্ঠার সর্বোত্তম আদর্শ
বর্ণিত এবং সেই বর্ণনা সম্যক কীর্তন, তজ্জন্ম তাহার তুলনা
নাই ॥ ২ ॥

জয় বায়ুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ ।
জীব-প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত ॥৫॥
ভক্তগোষ্ঠী সহিত গৌরান জয় জয় ।
শুনিলে চৈতন্য কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৬॥
মধ্যখণ্ড কথা ভাই শুন একচিতে ।
মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র বিহরে যে-মতে ॥৭॥

বৈষ্ণবগণেব মনোভিলাষ-সিদ্ধিপ্রদ চৈতন্যেব মহাপ্রকাশ—
এবে শুন চৈতন্যের মহা-পরকাশ ।
হঁহি সর্ব-বৈষ্ণবের সিদ্ধি-অভিলাষ ॥৮॥
গ্রন্থকান কর্তৃক প্রভুর সাত-প্রহরিয়া-ভাবেব হুত্র বর্ণন—
'সাত প্রহরিয়া-ভাব' লোকে খ্যাতি যা'র ।
যহি' প্রভু হইলেন সর্ব অবতার ॥৯॥
অদ্ভুত ভোজন যহি', অদ্ভুত প্রকাশ ।
যারে তারে বিষ্ণুভক্তি-দানের বিলাস ॥১০॥
রাজ-রাজেশ্বর-অভিষেক সেই দিনে ।
করিলেন প্রভুরে সকল ভক্তগণে ॥১১॥

শ্রীনিত্যানন্দসহ মহাপ্রভুব শ্রীবাস-গৃহে আগমন ও

ক্রমে সকল ভক্তের মিলন—

একদিন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
আইলেন শ্রীনিবাস পণ্ডিতের ঘর ॥১২॥
সঙ্গে নিত্যানন্দচন্দ্র পরম বিহবল ।
অঙ্গে অঙ্গে ভক্তগণ মিলিল। সকল ॥১৩॥
আবিষ্টিত মহাপ্রভুব ঐশ্বর্য-প্রকাশ-পূর্বক চতুর্দিকে
নিরীক্ষণ ও প্রভুব ইজিতে ভক্তগণের কীৰ্ত্তনাবলম্ব—
আবেশিত চিত্ত মহাপ্রভু গৌর-রায় ।
পরম ঐশ্বর্য করি' চতুর্দিকে চায় ॥১৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর—বক্তৃতা ও শ্রীগুণরীক বিজ্ঞানিধির
প্রেমের আশ্রয় অর্থাৎ গোবহরি-বিষয়ে আশ্রিত-ভক্ত
বক্তৃতা ও গুণরীক আশ্রয় লাভ করিলেন ॥ ৪ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের মহাপ্রকাশের বর্ণন শ্রবণ কবিলে
সকল বৈষ্ণবের অতীষ্ট পূর্ণ হয় ॥ ৮ ॥

সাড়ে সাত দণ্ডে এক প্রহর; উহা তিন ঘণ্টা, সাত
প্রহবে—একুশ ঘণ্টাকাল । গৌরহরি একুশ ঘণ্টাকাল-
যাবৎ বিষ্ণুর সকল অবতারেব লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন ।

প্রভুর ইজিত বুলিলেন ভক্তগণ ।
উচ্চৈঃস্বরে চতুর্দিকে করেন কীৰ্ত্তন ॥১৫॥
প্রভুব ভক্ততাবলীলা-সন্মোদন-পূর্বক ভগবদ্ভাবে
একুশ ঘণ্টাকাল বিষ্ণুখটায় উপবেশন—
অল্প অল্প দিন প্রভু নাচে দাস্তভাবে ।
কণ্ঠেকে ঐশ্বর্য প্রকাশিয়া পুনঃ ভালে ॥১৬॥
সকল ভক্তের ভাগ্যে এ দিন নাচিতে ।
উঠিয়া বসিলা প্রভু বিষ্ণুর খট্টাতে ॥১৭॥
আর সব দিনে প্রভু ভাব প্রকাশিয়া ।
বৈসেন বিষ্ণুর খাটে যেন না জানিয়া ॥১৮॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে ছাড়ি সর্ব মায়া ।
বসিলা প্রহর-সাত প্রভু ব্যক্ত হৈয়া ॥১৯॥
যোড় হস্তে সম্মুখে সকল ভক্তগণ ।
রহিলেন পরম আনন্দমুক্ত মন ॥২০॥
কি অদ্ভুত সম্ভোষের হইল প্রকাশ ।
সবাই বাসেন যেন বৈকুণ্ঠ-বিলাস ॥২১॥
প্রভুও বসিলা যেন বৈকুণ্ঠের নাথ ।
ভিলাঙ্কে মায়া-মাত্র নাহিক কোথাও ॥২২॥
প্রভুর ইজিতে ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুর অভিব্যক্তিগীত-

কীৰ্ত্তন এবং পুরুষহস্ত-মন্ত্রে অভিব্যক্তি—

আজ্ঞা হৈল,—“বল মোর অভিব্যক্তি-গীত ।”
শুনি' গায় ভক্তগণ হই' হরষিত ॥২৩॥
অভিব্যক্তি শুনি' প্রভু মস্তক ঢুলায় ।
সবারে করেন কৃপাদৃষ্টি অ-মায়ায় ॥২৪॥
প্রভুর ইজিত বুলিলেন ভক্তগণ ।
অভিব্যক্তি করিতে সবার হৈল মন ॥২৫॥

তৎকালে তিনি আশ্চর্য্য লীলা প্রকাশ করিয়া ভোজন এবং
হবিভক্তিদানে ভক্তগণকে আনন্দিত করেন ॥ ৯ ॥

বিষ্ণুর খট্টা—অর্থাৎ ভগবৎসিংহাসন । অত্রাচ্চ দিবস
মহাপ্রভু যেন অজ্ঞাতগারেই নিজ ভাবাবেশে বিষ্ণুখটায়
উপবেশন করিতেন, কিন্তু কথিত দিবসে ভক্ত-ভাব-লীলা
সন্মোদন রাখিয়া ভগবদ্ভাবে একুশ ঘণ্টাকাল বিষ্ণুখটায়
বিরাজমান ছিলেন । সেইদিন আর কোন প্রকার আবরণ
রাখিলেন না, নিজ স্বরূপ সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করিলেন

সর্ব ভক্তগণে বহি' আনে গজাজল ।
 আগে ছাঁকিলেন দিব্য বসনে সকল ॥২৬॥
 শেষে শ্রীকপূর চতুঃসম-আদি দিয়া ।
 সজ্জ করিলেন সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া ॥২৭॥
 মহা-জয়-জয়ধ্বনি শুনি' চারিভিতে ।
 অভিষেক-মন্ত্র সবে লাগিলা পড়িতে ॥২৮॥
 সর্বান্তে শ্রীনিত্যানন্দ 'জয় জয়' বলি' ।
 প্রভুর শ্রীশিরে জল দিলা কুতূহলী ॥২৯॥
 অষ্টৈত-শ্রীবাস-আদি যতেক প্রাধান ।
 পড়িয়া পুরুষসূক্ত করায়েন স্নান ॥৩০॥
 গৌরান্দের ভক্ত সব মহামন্ত্রবিৎ ।
 মন্ত্র পড়ি' জল ঢালে হই' হরষিত ॥৩১॥
 মুকুন্দাদি গায় অভিষেক স্তবজল ।
 কেহ কান্দে, কেহ নাচে আনন্দে বিহবল ॥৩২॥

পতিব্রতাগণ করে 'জয়-জয়কার' ।
 আনন্দস্বরূপ চিত্ত হইল সবার ॥৩৩॥
 বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ।
 ভক্তগণে জল ঢালে শিরের উপর ॥৩৪॥
 নামমাত্র অষ্টোত্তরশত ঘট জল ।
 সহস্র ঘটেও অস্ত না পাই সকল ॥৩৫॥

দেবগণের চন্দ্রবেশে গৌর-অভিষেক—

দেবতা-সকলে ধরি, নরের আকৃতি ।
 গুপ্তে অভিষেক করে, যে হয় স্মৃতি ॥৩৬॥

প্রভুপাদপদ্মে পাতাদি-প্রদানেব মহিমা—

ধীর পাদপদ্মে জলবিন্দু দিলে মাত্র ।
 সেই ধ্যানে, সাক্ষাতে কে দিতে আছে পাত্র ॥৩৭॥
 তথাপিহ তারে নাহি যমদণ্ড হয় ।
 হেন প্রভু সাক্ষাতে সবার জল লয় ॥৩৮॥

অর্থাৎ তিনি যে স্বয়ং বিষ্ণু-বস্তু বা বিষয়-বিগ্রহ, তাহা
 সমাক্ষ প্রকাশিত কবিতা নিখিল আশ্রিতগণেব সেবা গ্রহণ
 করিলেন ॥ ১৭-১৯ ॥

অভিষেক-গীত,—অভিষেক-কালে গেষ জুতি । রাজ-
 বাজেন্দ্রনৈব সিংহাসনাবিহরণ-কালে তাঁহাব আশ্রিত
 জনগণ সকলেই জুতি-বন্দনা-ধাৰা ও নানা উপাযন-যোগে
 অভিষেক-গান কবিতা থাকেন ॥ ২৩ ॥

'অভিষেক শুনি'—অভিষেক-স্তব-গান শুনিয়া ॥ ২৪ ॥

চতুঃসম,—কল্পবিকায়া দ্বৌ ভাগৌ চত্বাবচন্দনস্ত তু ।
 কুঙ্কমস্ত ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্ত্রাক্ততুঃসম ॥—(হবিভক্তি-
 বিলাস ৬।১১৫-রত গাবড় বচন) অর্থাৎ দুইভাগ কুঙ্কমী,
 চাবিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কম বা জাক্ষরাণ এবং এক-
 ভাগ কর্পূর—এই চাবিভাব একত্র কবিলে চতুঃসম হয় ॥২৭॥

পুরুষ-সূক্ত—“ও মহেশ্বরীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ
 সহস্রপাং । স ভূমিং বিশ্বতো বৃষা অভ্যতিষ্ঠদশাশ্বলম্ ॥
 পুরুষ এবৈদং সর্বং যদভূতং যচ্চ ভাষ্যে উতামৃতমস্তে-
 শ্যনো যদগ্নেনাতিরোহতি ॥ এতাবানশ্চ মহিমাতো জ্যায়াম্শ্চ
 পুরুষঃ । পাদৌহস্ত বিধাতৃতানি ত্রিপাদস্তামৃতদ্বিবি ॥
 ত্রিপাদুর্দ্ধ উদৈৎ পুরুষঃ পাদৌহস্তেহাভবৎ পুনঃ । ততো
 বিশ্বত্ৰ্যাক্রামৎশাশনানশনেহতি ॥ ততো বিরাজায়ত

বিরাজোহধিপুরুষঃ । স জাতো অত্যরিচ্যত পশ্চাদ্ভূমি-
 মণৌ পূবঃ ॥ যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতম্বত ।
 বসন্তোহস্তাগীদাজ্যং গ্রীষ্ম ইধং শবন্ধবিঃ ॥ তং যজ্ঞং বর্হিষি
 প্রৌকন পুরুষং জাতমগ্রতঃ । তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা
 ধ্বষশ্চ যে ॥ তস্মাদযজ্ঞং সর্ব উত সন্তৃতং পৃথদাজ্যম্ ।
 পশুংস্তাংশ্চক্রে ব্যায়ব্যানাবগ্যান্ গ্রান্যাংশ্চ যে । তস্মাদ-
 যজ্ঞং সর্ব উত শ্লচঃ সামানি জজ্জিবে । ছন্দাসি জজ্জিবে
 তস্মাদযজ্ঞস্তস্মাদজায়ত । তস্মাদাশ্বা অজায়ন্ত যে কে
 চোভয়দন্তঃ । গাবৌ হ জজ্জিবে তস্মাস্তস্মাজাতা অজাবয়ঃ ॥
 যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা ব্যকল্পয়ন্ । মুখকিমস্ত কো বাহু
 কা উরু পাদা উচোতে ॥ ব্রাহ্মণোহস্ত মুখমাসীদবাহু বাজন্তঃ
 কৃতঃ । উরু তদস্ত যদৈশ্যঃ পত্যাং শৃঙ্গোহজায়ত ॥ চন্দ্রমা
 মনসৌ জাতশ্চক্ষোঃ সূর্য্যোহজায়ত । মুখাদিক্শ্চাঘিশ্চ
 শ্রোণাশ্বায়বজায়ত ॥ নাত্যামাসীদস্তরীকং শীর্কো দ্বৌ
 সমবর্তত । পত্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাস্তথা লোকানাক-
 কল্পয়ন্ ॥ সপ্তাত্মান পৃথিব্যন্তিঃ সপ্ত সমিধঃ কৃতঃ ।
 দেবা যদযজ্ঞং তস্মান অবদ্বন্ পুরুষং পশুম্ ॥ যজেন
 যজ্ঞমযজন্ত দেবাত্তানি ধর্ম্মানি প্রথমাজ্ঞান ॥ তে
 হ নাকং মহিমানঃ সচন্দ্রজ পূর্বে সাধ্যাঃ সন্তি
 দেবাঃ ॥” ৩০ ॥

শ্রীবাসের দাসদাসীগণে আনে জল ।

প্রভু স্নান করে,—ভক্ত-সেবার এই কল ॥৩৯॥

শ্রীবাসেব 'দুঃখী' দাসীব সোভাগ্য—

জল আনে এক ভাগ্যবতী 'দুঃখী' নাম ।

আপনে ঠাকুর দেখি' বলে,—‘আন আন’ ॥৪০॥

আপনে ঠাকুর তা'র ভক্তিব্যোগ দেখি' ।

‘দুঃখী’ নাম ঘুচাইয়া খুইলেন ‘সুখী’ ॥৪১॥

ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুর দশাক্ষব গোপাল-মন্ডে পূজা

ও বিবিধ সেবা—

নানা বেদগল্প পড়ি' সর্ব-ভক্তগণ ।

স্নান করাইয়া অঙ্গ করিলা মার্জ্জন ॥৪২॥

পরিধান করাইলা নূতন বসন ।

শ্রীঅঙ্গে লেপিলা দিব্য সুগন্ধি-চন্দন ॥৪৩॥

বিষ্ণুখট্টা পাতিলেন উপকার করি' ।

বসিলেন প্রভু নিজ খট্টার উপরি ॥৪৪॥

ছত্র ধরিলেন শিরে নিত্যানন্দ রায় ।

কোন ভাগ্যবন্ত রহি' চামর ঢুলায় ॥৪৫॥

পূজার সামগ্রী লই' সর্ব-ভক্তগণ ।

পূজিতে লাগিলা নিজ প্রভুর চরণ ॥৪৬॥

পাণ্ড, অর্ঘ্য, আচমনী, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ ।

প্রদীপ, নৈবেদ্য, বস্ত্র, যথা অনুরূপ ॥৪৭॥

যজ্ঞসূত্র যথাশক্তি বস্ত্র-অলঙ্কার ।

পূজিলেন করিয়া ষোড়শ উপচার ॥৪৮॥

চন্দনে করিয়া লিপ্ত তুলসীমঞ্জরী ।

পুনঃ পুনঃ দেন সবে চরণ-উপরি ॥৪৯॥

দশাক্ষর গোপালমন্ডের বিধিমতে ।

পূজা করি' সবে স্তব লাগিলা পড়িতে ॥৫০॥

অষ্টৈতাদি করি' যত পার্শ্ব-প্রদান ।

পড়িলা চরণে করি' দণ্ড-পরণাম ॥৫১॥

প্রেমনদী বহে, সর্বগণের নয়নে ।

স্ততি করে সবে, প্রভু অমায়্য শূনে ॥৫২॥

ভক্তগণেব গোব-স্ততি—

“জয় জয় জয় সর্ব-জগতের নাথ ।

তপ্ত জগতেরে কর শুভ দৃষ্টিপাত ॥৫৩॥

জয় আদিহেতু, জয়-জনক সবার ।

জয় জয় সংকীর্্তনারম্ভ অবতার ॥৫৪॥

জয় জয় বেদ-ধর্ম সাধুজনত্রাণ ।

জয় জয় আত্রক্ষ-স্তম্ভের মূল-প্রাণ ॥৫৫॥

সাধারণ মাদ্রলিক ক্রিয়ায় বহু উদ্দেশ্য করিলে ১০৮ সংখ্যা কথিত হয় ; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শত শত ।

স্নানবিধি শ্রীহিষ্টভক্তিবাস্যে (১৯৮৮) এইরূপ লিখিত আছে,—বিস্তবান্ হইলে শক্ত্যমুসাবে স্বর্ণ, বৌদ্য, তাম্র, কাংস্ত অথবা মুস্তিকা-দ্বারা সহস্র, পঞ্চশত, সার্বদ্বিশত অষ্টোত্তবশত, চতুঃসষ্টি, ষাতিংশৎ, ষোড়শ অথবা তাহাতেও অক্ষয় হইলে চারিটা কুণ্ড নির্মাণ করিয়া তদ্বারা স্নান কবাইবে ॥ ৩৫ ॥

“যাবস্তি জলবিন্দুনি যম গাত্রো নিবেশয়েৎ । তাবদ্বর্ষ-সহস্রাণি স্বর্গলোকে মহীয়তে ॥” (—হঃ ভঃ বিঃ ১৯৯৬) অর্থাৎ মদীয় দেহে যত সংখ্যক বারিবিন্দু প্রদান করিলে তত সহস্র বর্ষ বৈকুণ্ঠলোকে বাস করিবে ॥ (‘স্বর্গলোকে মহীয়তে’ ইতি বৈকুণ্ঠলোকং গচ্ছন্ পশি ইজাদিভির্ভক্ত্যা বিশ্রময্য চিরমভার্কত ইত্যর্থঃ) ॥ ৩৭-৩৮ ॥

ষোড়শোপচার—মধ্য ৬।১১০ গোঃ ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

দশাক্ষব গোপালমন্ড—গৌতমীয় তন্ত্র ২য় অধ্যায় এবং নাবদ পঞ্চবাত্র ৩৩ ও ৪৬-৮ শ্লোকসমূহ দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥

অমায়্য শূনে—শ্রীগোবিন্দব—মায়াধীশ-তন্ত্র, হুতরাং জীবের ছায় মায়াবদ্ধ হইবাব যোগ্যতা না পাকায় স্বীয় নারায়ণ-প্রকাশে মায়িক বিচাণ উল্লভবন-লীলা প্রদর্শন কবিলেন ॥ ৫২ ॥

তপ্ত—ত্রিতাপ-দগ্ন ॥ ৫৩ ॥

শাস্ত্রে সঙ্কীর্্তন-বিধি উল্লেখ থাকিলেও সাধারণ লোক জপাদি-নিজ্জন-সেবাব পক্ষপাতী ছিলেন । কিন্তু শ্রীগোবিন্দব কলিযুগেব অধিবাসিগণের আত্মাত্মিক মঙ্গল-বিশানেব জচ্চ সঙ্কীর্্তন-প্রথাব উপযোগিতা প্রদর্শন কবিলেন ॥ ৫৪ ॥

সাধুগণের পরিজ্ঞাপকারী নাম-কীর্্তন-মূলক বেদধর্মের প্রবর্তক বিশেষভাবে জয়মুক্ত হউন । বেদবিরোধী নাস্তিক্য-ধর্ম অসাধুজনের পাল্য । ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া

জয় জয় পতিতপাবন গুণসিদ্ধ ।
 জয় জয় পরম শরণ দীনবন্ধু ॥৫৬॥
 জয় জয় ক্ষীরসিদ্ধ-মধ্যে গোপবাসী ।
 জয় জয় ভক্ত-হেতু প্রকট বিলাসী ॥৫৭॥
 জয় জয় অচিন্ত্য-অগম্য-আদি-তত্ত্ব ।
 জয় জয় পরম কোমল শুদ্ধ-সত্ত্ব ॥৫৮॥
 জয় জয় বিশ্রুকুলপাবন-ভূষণ ।
 জয় বেদধর্ম-আদি সবার জীবন ॥৫৯॥
 জয় জয় অজাগিল-পতিতপাবন ।
 জয় জয় পুতনা-দুষ্কৃতি-বিমোচন ॥৬০॥
 জয় জয় অদোষ-দরশি রমাকান্ত ।
 এই মত স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥৬১॥

প্রভু পবন-প্রকট-রূপ দর্শনে ভক্তগণের পবমানন্দ—

পরম-প্রকট-রূপ প্রভুর প্রকাশ ।

দেখি' পরানন্দে ডুবিলেন সর্ব-দাস ॥৬২॥

প্রভু ভক্তগণের অমায়্য স্বচরণ অর্পণ ও ভক্তগণের

বিবিধভাবে প্রভু-পাদপদ্মপূজা—

সর্ব মায়া ঘুচাইয়া প্রভু গৌরচন্দ্র ।

শ্রীচরণ দিলেন, পূজয়ে ভক্তবৃন্দ ॥৬৩॥

দিব্য গন্ধ আনি' কেহ লেপে শ্রীচরণে ।

তুলসীকমলে মেলি' পূজে কোন জনে ॥৬৪॥

কেহ রক্ত-সুবর্ণ-রজত-অলঙ্কার ।

পাদপদ্মে দিয়া দিয়া করে নমস্কার ॥৬৫॥

পট্টনেত, শুক্ল, নীল, সুগীত বসন ।

পাদপদ্মে দিয়া নমস্করে সর্বজন ॥৬৬॥

নানাবিধ ধাতুপাত্র দেই সর্বজনে ।

না জানি কতেক আঁসি' পড়ে শ্রীচরণে ॥৬৭॥

বৈষ্ণবসেবাব মহিমা—

যে চরণ পূজিবারে সবার ভাবনা ।

অজ, রমা, শিব করে যে লাগি' কামনা ॥৬৮॥

বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে তাহা পূজে ।

এই মত ফল হয়, বৈষ্ণবে যে ভজে ॥৬৯॥

দুর্বা, ধাত্য, তুলসী লইয়া সর্বজনে ।

পাইয়া অভয় সবে দেন শ্রীচরণে ॥৭০॥

নানাবিধ ফল আনি' দেন পদতলে ।

গন্ধপুষ্প, চন্দন, শ্রীচরণে কেহ টালে ॥৭১॥

কেহ পূজে করিয়া ষোড়শ উপচারে ।

কেহ বা ষড়ঙ্গ মতে, যেন ক্ষুরে যারে ॥৭২॥

কস্তুরী কুঙ্কম, শ্রীকপূর, ফাণ্ডুলি ।

সবে শ্রীচরণে দেই হই' কুতুহলী ॥৭৩॥

চম্পক, মল্লিকা, কুম্ভ, কদম্ব, মালতী ।

নানা পুষ্পে শোভে শ্রীচরণ-নখপাঁতি ॥৭৪॥

স্থাপ্য পর্যন্ত দৃশ্য ভগবতের মূলপ্রাণ শ্রীগৌবহদি বিশেষভাবে
 অয়যুক্ত হউন ॥ ৫৫ ॥

ক্ষীবোদকধারী বাষ্টি-বিষ্ণুপ্রতীতি গোপকুলের অধি-
 বাসি-স্থানে মূল আকব-বস্ত্র ত্রৈলোক্য-নন্দনই গৌবহবি । তিনি
 তাঁহাব নিজ সেবা প্রকটনাভিলাষে ভক্তগণের নিকট
 গৌরলীলা ব্যক্ত করিয়াছিলেন । পাঠান্তরে 'গুপ্তবাস' ॥৫৭॥

শ্রীগৌবহবি—বিষ্ণু সঙ্কম ও পবন স্নিগ্ধ । তিনি
 মূর্তিমান-বেদধর্ম, সকল জীবের জীবনরূপ এবং ব্রাহ্মণ-
 কুলের পরম পবিত্র অলঙ্কার ॥ ৫৮-৫৯ ॥

'গন্ধ'—“চন্দনাগুরুকপূর্বপঙ্ক গন্ধমিহোচ্যতে”—(শ্রীহবি-
 ভক্তিবিলাস ৬:১১৪ শ্লোক আগমবাক্য) অর্থাৎ চন্দন,
 অশুর, কপূরগন্ধ—এই সমস্তের নাম—গন্ধ; অথবা
 “কণ্ডুরিকায় ষো ভাগো চম্পকচন্দনশ্রুত । কুঙ্কমশ্রুত

ত্রয়শ্চৈকঃ শশিনঃ স্ত্রীচৈতন্যঃ সমম্ । কপূর্বং চন্দনং দর্পঃ
 কুঙ্কমঞ্চ চতুঃসমম্ । সর্বং গন্ধমীতি প্রোক্তং সমস্তস্ব-
 বল্পভম্ ॥”—(শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৬:১১৫-শ্লোক গারুড়-বচন)
 অর্থাৎ দুইভাগ কস্তুরী, চাবিভাগ চন্দন, তিনভাগ কুঙ্কম ও
 একভাগ কপূর—এই চারি ভ্রব্য একত্র কবিলেই তাহাকে
 'গন্ধ' বলা যায় । উহা নিখিল দেবগণের প্রিয় ।

মেলি—(মিল্ ধাতুজ) মিশ্রিত করা, মিশা ॥ ৬৪ ॥

পট্টনেত—রেশমের বস্ত্র, গবদের বস্ত্র ॥ ৬৬ ॥

বৈষ্ণব বাহ্যতঃ অকিঞ্চন । সেই অকিঞ্চনের সেবক
 দাসদাসীগণ বহির্দৃষ্টিতে তদপেক্ষা দরিদ্র বলিয়া সাধারণে
 বিচার করেন । কিন্তু বৈষ্ণবের আরাধ্য বিষ্ণু—বৈষ্ণবের
 সম্পত্তি হওয়ায় বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণ সেই সর্বকাক্ষ্য
 সম্পত্তি পূজা করিবার অধিকার লাভ করেন ॥ ৬৯ ॥

মহাপ্রভুর ইচ্ছামুসারে ভক্তগণ কর্তৃক প্রভুর শ্রীহস্তে বিবিধ

নৈবেদ্য প্রদান ও প্রভূ অর্পণ শক্তি প্রকাশ-পূর্বক

ভক্তপ্রদত্ত যাবতীয় দ্রব্য ভক্ষণ—

পরম প্রকাশ—বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।

‘কিছু দেহ’ খাই’—প্রভু চাহেন আপনি ॥৭৫॥

হস্ত পাতে প্রভু, দেখে সর্ব ভক্তগণ।

যে যে-মত দেয়, সব করেন ভোজন ॥৭৬॥

কেহ দেই কদলক, কেহ দিব্য মুদগ।

কেহ দধি, ক্ষীর বা নবনী, কেহ দুধ ॥৭৭॥

প্রভুর শ্রীহস্তে সব দেই ভক্তগণ।

অমায়ায় মহাপ্রভু করেন ভোজন ॥৭৮॥

ধাইল সকল-গণ নগরে নগরে।

কিনিয়া উত্তম দ্রব্য আনেন সহরে ॥৭৯॥

কেহ দিব্য নারিকেল উপকার করি’।

শর্করা সহিত দেই শ্রীহস্ত উপরি ॥৮০॥

নানাবিধ প্রচুর সন্দেশ দেই আনি’।

শ্রীহস্তে লইয়া প্রভু খায়েন আপনি ॥৮১॥

কেহ দেয় নোয়া, জম্বু, কর্কটিকা ফল।

কেহ দেয় ইক্ষু, কেহ দেয় গজাজল ॥৮২॥

দেখিয়া প্রভুর অতি আনন্দ প্রকাশ।

দশবার পাঁচবার দেই কোন দাস ॥৮৩॥

শত শত জনে বা কতেক দেই জল।

মহাযোগেশ্বর পান করেন সকল ॥৮৪॥

সহস্র সহস্র ভাণ্ড দধি, ক্ষীর, দুধ।

সহস্র সহস্র কান্দি-কলা, কত মুদগ ॥৮৫॥

কতেক বা সন্দেশ, কতেক ফল-মূল।

কতেক সহস্র বাটা কর্পূর তাষ্মূল ॥৮৬॥

কি অপূর্ব শক্তি প্রকাশিলা গৌরচন্দ্র।

কেমতে খায়েন, নাহি জানে ভক্তবৃন্দ ॥৮৭॥

ভক্তাপিত দ্রব্য গ্রহণানন্তর শ্রীত প্রভূ ভক্তগণেব

জন্ম-কর্ম-বৃত্তান্ত কথন—

ভক্তের পদার্থ প্রভু খায়েন সন্তোষে।

খাইয়া সবার জন্ম-কর্ম কহে শেষে ॥৮৮॥

প্রভুপুণে স্ব-স্ব-জন্ম-কর্ম-বৃত্তান্ত-শ্রবণে

ভক্তগণেব আনন্দবিকার—

ভক্তগণে সে ভক্তের হয় যে স্মরণ।

সন্তোষে আছাড় খায়, করয়ে ক্রন্দন ॥৮৯॥

মহাপ্রভু-কর্তৃক দেবানন্দ-সমীপে শ্রীবাসেব ভাগবতশ্রবণ-

আখ্যায়িকা বর্ণন ও তচ্ছবণে শ্রীবাসেব

প্রেমবিকার—

শ্রীবাসেব বলে,—“আরে পড়ে তোর মনে।

ভাগবত শুনিলি যে দেবানন্দ-স্থানে ॥৯০॥

পদে পদে ভাগবত—প্রেমরসময়।

শুনিয়া জ্বিল অতি তোমার হৃদয় ॥৯১॥

উচ্চৈঃস্বর করি’ তুমি লাগিলা কান্দিতে।

বিহ্বল হইয়া তুমি পড়িলা ভূমিতে ॥৯২॥

অবোধ পড়ুয়া ভক্তিযোগ না বুঝিয়া।

বল্গিয়া কান্দয়ে কেনে,—না বুঝিল ইহা ॥৯৩॥

বাহু নাহি জান তুমি প্রেমের বিকারে।

পড়ুয়া তোমারে নিল বাহির দুয়ারে ॥৯৪॥

দেবানন্দ ইথে না করিল নিবারণ।

গুরু যথা অজ্ঞ, সেইমত শিষ্যগণ ॥৯৫॥

বাহির দুয়ারে তোমা এড়িল টানিয়া।

তবে তুমি আইলা পরম দুঃখ পাঞা ॥৯৬॥

যজ্ঞমতে,—(মধ্য ৬।৩৩ ব্রহ্মব্য) ॥ ৭২ ॥

ফাণ্ডুলি,—রক্তবর্ণ চূর্ণবিশেষ, আবীব, ফাগ ॥ ৭৩ ॥

নথপাতি,—নথপাতি, নথশ্রেণী ॥ ৭৪ ॥

সন্দেশ—বর্তমানকালে ছানার নির্মিত শুষ্ক মিষ্ট-দ্রব্যবিশেষকে ‘সন্দেশ’ বলা হয়। কিন্তু এই স্থলে ‘সন্দেশ’-শব্দ বিবিধ প্রকার মিষ্টদ্রব্যকে লক্ষ্য করিয়া উক্ত হইয়াছে ॥ ৮১ ॥

কর্কটিকা ফল—কাঁকড়। জম্বু—জাম ॥ ৮২ ॥

বাটা,—তাষ্মূল রাখিবাব পাত্র ॥ ৮৬ ॥

ভক্তগণেব নিকট সেবাপকরণ গ্রহণ কবিয়া প্রভু সন্তোষেব সহিত জীবের সৌভাগ্য, জন্ম ও মৃত্যু-কর্মের প্রশংসা করেন। কেহ কেহ বিচার করেন যে, মহাপ্রভু সার্বজন্য-ধর্ম অবলম্বন করিয়া জীবের প্রাক্তন-স্মৃতিসকল বলিতে লাগিলেন ॥ ৮৮ ॥

দুঃখ পাই' মনে তুমি বিরলে বসিলা ।
 আরবার ভাগবত চাহিতে লাগিলা ॥৯৭॥
 দেখিয়া তোমার দুঃখ শ্রীবৈকুণ্ঠ হইতে ।
 আবির্ভাব হইলাম তোমার দেহেতে ॥৯৮॥
 তবে আমি এই তোর হৃদয়ে বসিয়া ।
 কাঁদাইলুঁ সে আমার প্রেম-যোগ দিয়া ॥৯৯॥
 আনন্দ হইল দেহ শুনি' ভাগবত ।
 সব ভিত্তি' স্থান হৈল বরিষার মত ॥" ১০০॥

অনুভব পাইয়া বিহবল শ্রীনিবাস ।
 গড়াগড়ি যায়, কান্দে, বহে ঘনশ্বাস ॥১০১॥
 অধৈর্য্যাদি ভক্তগণের স্ব-স্ব-বৃত্তান্ত
 শ্রবণে আনন্দ—
 এই মত অধৈর্য্যাদি বতের বৈকল্য ।
 সবারে দেখিয়া করায়েন অনুভব ॥১০২॥
 আনন্দসাগরে মগ্ন সব-ভক্তগণ ।
 বসিয়া করেন প্রভু তাহুল ভোজন ॥১০৩॥

তা: ১১১৩, ১১১১২, ১২১৩১৫ প্রভৃতি শ্লোক
 আলোচ্য ॥ ৯১ ॥

অধ্যাপক দেবানন্দেব আশ্রিত বিজ্ঞাপিগণ শ্রীবাৎসব
 ভক্তির ফল দর্শন কবিতা বুঝিতে না পারায় তাহারা
 আধ্যাত্মিক-জ্ঞান-বশতঃ শ্রীবাৎসব চরণে অপবাধ কবিতা
 বসিল। তাহাতে অজ্ঞান বিজ্ঞাপিগণেব কার্য্যে বাধা
 না দেওয়ায় অধ্যাপক দেবানন্দেবও অপবাধ-স্পর্শ ঘটিল।
 ভক্তিবিশয়ে অনভিজ্ঞ দেবানন্দ তাহাব ভাতৃগণকে যেকপ
 শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাদৃশী শিক্ষাব মধ্যে উচ্চাঙ্গের ভক্তি-
 বিবরণী কোন শিক্ষা ছিল না। হৃতবাৎ গুরুব ভক্তি-
 যোগে অধিকার না থাকায় শিষ্যগণও ভক্তিযোগ হইতে
 বিবর্ত ছিল।

বর্তমানকালে অনেকে দযাদ্র' শুদ্ধভক্তগণের কীৰ্ত্তন-
 মুখে প্রচাব-প্রণালী দর্শন কবিতা বলিয়া থাকেন যে,
 গৃহে বসিয়া নির্জনে উপাসনা কবাই শেষঃ। কীৰ্ত্তন-
 মুখে প্রচাব কবিতো গেলে অচল্যব, দম্ব ও নানাবিধ
 বিপৎপাত উপস্থিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে দেবানন্দ-
 পণ্ডিতের চ্যায় ভক্তিবিশয়ে অনভিজ্ঞ থাকিলে এবং
 ভক্তিব প্রচাব না কবিলে অপবাধ ঘটে,—ইহাই এই
 লীলাব উদ্দেশ্য। ভক্তিব ভূক্তিক জগতের প্রত্যেক
 অস্থানে দেখা যায়, কিন্তু তাহাব নিবারণ-কল্পে কীৰ্ত্তন
 না কবিলে অপবাধ-স্পর্শ ঘটে ॥

শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতের টোলবাড়ী তৎকালে কুলিয়ায়
 অবস্থিত ছিল। কুলিয়া—নবদ্বীপের উপকণ্ঠে গঙ্গাব
 পশ্চিম-তটে অবস্থিত উপনগরী। গঙ্গাব পূর্বপারে
 শ্রীমায়াপুরে তৎকালে শ্রীনবদ্বীপ-নগর অবস্থিত ছিল।

বর্তমান সহব নবদ্বীপই—প্রাচীন কুলিয়া। উহাই অপরাধ-
 ভঞ্জনব পাট। কাচবাপাড়ার নিকট, চুঁচুড়ানিবাসী
 মাধব দত্তের স্থাপিত কুলিয়া-গ্রামকে কেহ কেহ দেবানন্দ
 পণ্ডিতের কুলিয়া-গ্রাম বলিয়া ভ্রান্ত হন। আমাদ-কোল,
 কোলের গঙ্গ, কোলের দহ, গদখালিব কোল প্রভৃতি
 প্রাচীন কুলিয়াব নাম-সমূহ আজও বর্তমান সহবেব
 স্থানে স্থানে সেই নিদর্শন রক্ষা কবিতেছে। সাতকুলিয়া
 বা ধোপাদি-গ্রামকে কেহ কেহ কুলিয়া নির্দেশ করিয়া
 বিষয় ভ্রমে পতিত হন। সাতকুলিয়া—গঙ্গাব পূর্বপারে
 অবস্থিত। কিন্তু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীচৈতন্য-
 চরিতমহাকাব্যে তাহাবা অধ্যয়ন কবিতাছেন, তাহাবা
 সকলেই জানেন,—কুলিয়া-গ্রাম গঙ্গাব পশ্চিমতীরে অব-
 স্থিত। সাতকুলিয়াব পূর্বে গঙ্গা ও তাহার পূর্বে শ্রীমায়াপু-
 র অবস্থিত না হওয়ায় সাতকুলিয়াকে 'কুলিয়া' বলিয়া
 নির্দেশ করা বাইতে পারে না। বর্তমান রামচন্দ্রপুর
 ক্যাকডাব মাঠের পশ্চিমাংশে গঙ্গানদীর প্রাচীন ধাত
 হওয়া আবশ্যক এবং তাহাব পশ্চিমাংশে কুলিয়া-গ্রামের
 কোন নিদর্শন না থাকায় রামচন্দ্রপুর প্রভৃতি স্থান
 মোদঙ্গমের অন্তর্গত বলিয়া স্মরণ বিচার কবিতা থাকেন।
 ঈষাপরায়ণ ভক্তিবৈষ্ণী সাহিত্যিককল্প কতিপয় ব্যক্তি
 পৈণ্ডুল-মূলে যে প্রাচীন নদীয়াব অবস্থান নীমাংসা করেন,
 উহাব মূল্য অর্দ্ধ-কপর্দিকও নহে ॥ ৯৮ ॥

ভিত্তি'—(ব্রজবলি) ভিজিয়া, আদ্র' হইয়া, সিক্ত
 হইয়া ॥ ১০০ ॥

বাজরাঙ্কশ্বর-অভিমাণে অভিষেক-কালে প্রভুর তাহুল-
 ভোজনাদি বিলাস-সহচর বস্ত্র-সমূহের গ্রহণ লক্ষ্য করিয়া

কোন ভক্ত নাচে, কেহ করে সঙ্গীৰ্জন ।

কেহ বলে ‘জয় জয় শ্রীশচীনন্দন’ ॥১০৪॥

তথায় অল্পপস্থিত ভক্তগণকে প্রভুব আহ্বান, তাঁহাদের

নিকট নৈবেদ্য চাহিয়া লইয়া উৎসব ও তাঁহাদের

পূৰ্ণ-বৃত্তান্ত বর্ণন—

কদাচিত্ত যে ভক্ত না থাকে সেইখানে ।

আজ্ঞা করি’ প্রভু তাঁরে আনান আপনে ॥১০৫॥

“কিছু দেহ’ খাই” বলি’ পাতেন শ্রীহস্ত ।

যেই যাছা দেন, তাহা খায়েন সমস্ত ॥১০৬॥

খাইয়া বলেন প্রভু,—“তোর মনে আছে ?

অমুক নিশায় আমি বসি’ তোর কাছে ॥১০৭॥

বৈষ্ণবরূপে তোর জর করিলাম নাশ ।”

শুনিয়া বিহবল হই’ পড়ে সেই দাস ॥১০৮॥

গঙ্গাদাসের খেয়াঘাটে বিপদ ও মহাপ্রভু-কর্তৃক বৃত্তান্ত-বর্ণন—

গঙ্গাদাসে দেখি’ বসে—“তোর মনে জাগে ?

রাজভয়ে পলাইসু যবে নিশাভাগে ? ১০৯॥

সৰ্বপরিবার-সনে আসি’ খেয়াঘাটে ।

কোথাও নাহিক নৌকা, পড়িলা সঙ্কটে ॥১১০॥

রাত্রি শেষ হৈল, তুমি নৌকা না পাইয়া ।

কান্দিতে লাগিলা অতি দুঃখিত হইয়া ॥১১১॥

মোর আগে যবনে স্পর্শিবে পরিবার ।

গঙ্গা প্রবেশিতে মন হইল তোমার ॥১১২॥

তবে আমি নৌকা নিয়া খেয়ারির রূপে ।

গঙ্গায় বাহিয়া যাই তোমার সমীপে ॥১১৩॥

তবে তুমি নৌকা দেখি’ সন্তোষ হইলা ।

অতিশয় প্রীত করি’ কহিতে লাগিলা ॥১১৪॥

“আরে ভাই, আমারে রাখহ এইবার ।

জাতি, প্রাণ, মন, দেহ—সকল তোমার ॥১১৫॥

স্বীকা কর, পরিকর-সঙ্গে কর পার ।

এক তঙ্কা, এক জোড় বখসীসু তোমার ॥১১৬॥

তবে তোমা সঙ্গে পরিকর করি’ পার ।

তবে নিজ বৈকুণ্ঠে গেলাম আরবার ॥ ১১৭ ॥

শুনি’ ভাসে গঙ্গাদাস আনন্দমাগরে ।

হেন লীলা করে প্রভু গৌরান্ধসুন্দরে ॥১১৮॥

“গঙ্গায় হইতে পার চিন্তিলে আমারে ।

মনে পড়ে, পার আমি করিল তোমারে ॥ ১১৯ ॥

শুনিয়া মুচ্ছিত গঙ্গাদাস গড়ি’ যায় ।

এই মত কহে প্রভু অতি অমায়ায় ॥১২০॥

ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুব বিবিধ বিলাস-সেবা—

বসিয়া আছেন বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ।

চন্দন-মালায় পরিপূর্ণ কলেবর ॥১২১॥

কোন প্রিয়তম করে শ্রীঅঙ্গে ব্যজন ।

শ্রীকেশ সংস্কার করে অতি প্রিয়তম ॥১২২॥

তাম্বূল যোগায় কোন অতি প্রিয় ভৃত্য ।

কেহ বামে, কেহ বা সন্মুখে করে নৃত্য ॥১২৩॥

ভক্তগণ-কর্তৃক বিবিধোপচাবে প্রভুব সাক্ষাসেবা—

এই মত সকল দিবস পূর্ণ হৈল ।

সঙ্ক্যা আসি’ পরম কৌতুকে প্রবেশিল ॥১২৪॥

ধূপ-দীপ লইয়া সকল ভক্তগণ ।

অর্চন করিতে লাগিলেন শ্রীচরণ ॥১২৫॥

শয্য, ঘণ্টা, করতাল, মন্দিরা, মৃদঙ্গ ।

বাজায়েন বহুবিধ, উঠে নানা রঙ্গ ॥১২৬॥

যদি কেহ প্রভুব অহংকর কবেন, তাহা হইলে তাঁহার অমঙ্গল অনিবার্য্য। প্রসাদী তাহুল মন্তকে ধারণ কবাই মহাজনামুদিত পথ। প্রসাদ-ছলনায় তাহুল গ্রহণ কবিয়া জীবন উৎকট ভোগ-প্রাপ্তি বৃদ্ধি হয়। শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ প্রাকৃত সাহজিক হইবাব পবিত্র অসামান্য চাতুর্য্যাহমবণে বিলাস-সহচর-দ্রব্যাদি দ্বারা শারীৰিক উত্তেজনা স্বীকার কবেন না। (ভাঃ ১।১৭৩৮ গোড়ীয় ভাষ্য স্তম্ভব্য) ১০০ ॥

গঙ্গাদাস পণ্ডিতের পূর্ণ ঘটনা—যাহা অপদ কাহারও বিদিত ছিল না, তদ্বর্ণনমুখে প্রভু বলিলেন,—যে কালে যবনরাজের অত্যাচার-ভয়-নিবারণ-করে গঙ্গাবতীবে গিয়া নৌকার অপ্রাপ্তিতে তোমাব বিষম বিপদ অতীত হইয়াছিল, তৎকালে আমি নৌকা লইয়া কর্ণধারতরে তোমাকে গঙ্গা পার কবিয়া দিয়াছিলাম। সেই সকল কথা তুমি ব্যতীত আব কেহই জানে না, কিম্ব আমি উহা অবগত আছি। গঙ্গাদাস ইহা শ্রবণ কবিয়া মুচ্ছিত হইয়া গড়াগড়ি দিলেন।

অমায়ায় বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ।
কিছু নাহি বলে, যত করে ভক্তবৃন্দ ॥১২৭॥
নানাবিধ পুষ্প সবে পাদপদ্মে দিয়া ।
'ত্রাহি প্রভো' বলি' পড়ে দণ্ডবৎ হঞা ॥১২৮॥
কেহ কাকু করে, কেহ করে জয়ধ্বনি ।
চতুর্দিকে আনন্দ-ক্রন্দনমাত্র শুনি ॥১২৯॥
কি অদ্ভুত স্থখ হৈল নিশার প্রবেশে ।
যে আইসে, সেই যেন বৈকুণ্ঠে প্রবেশে ॥১৩০॥
প্রভুর হইল মহা-ঐশ্বর্য-প্রকাশ ।
ষোড়হস্তে সম্মুখে রহিল সর্ব-দাস ॥১৩১॥

গৌরমুন্দবেব স্বচ্ছন্দভাবে শ্রীচরণ-প্রসাবিত
কবিতা লীলায় অবস্থান—

ভক্ত অঙ্গে অঙ্গ দিয়া পাদপদ্ম মেলি' ।
লীলায় আছেন গৌর-সিংহ কুতূহলী ॥১৩২॥
বরোন্মুখ হইলেন শ্রীগৌরমুন্দর ।
ষোড়হস্তে রহিলেন সব অনুচর ॥১৩৩॥
সাত-প্রহরিয়া-ভাবে সর্ব জনে জনে ।
অমায়ায় প্রভু কৃপা করেন আপনে ॥১৩৪॥
ভক্তরাজ শ্রীধরকে আনয়নার্থ প্রভু আদেশ—
আজ্ঞা হৈল—“শ্রীধরেরে ঝাট গিয়া আন ।
আসিয়া দেখুক মোর প্রকাশ-বিধান ॥১৩৫॥
নিরবধি ভাবে মোরে বড় দুঃখ পাঞা ।
আসিয়া দেখুক মোরে ঝাট আন গিয়া ॥১৩৬॥

মায়াবদ্ধ জীবের সর্বজ্ঞতা ধর্ম্মেব অভাব আছে। প্রভু মায়া-
বীশ বলিয়া তাঁহার অজ্ঞেয় বা হুজ্জেন্স কিছুই নাই ॥ ১২০॥
গৌরসিংহ আশ্চর্যজনক অভূতপূর্ব লীলায় অবস্থিত
ধাকিয়া ভক্তভাব সন্ধান কবিতাছিলেন। তাঁহার তাদৃশ
অনুষ্ঠান কর্তৃফল-বাধ্য বদ্ধজীবের জিন্মা নহে বলিয়াই ‘লীলা’
শব্দের প্রয়োগ ॥ ১৩২ ॥

খোলাগাছি—খোড় ॥ ১৪০ ॥

সওদা,—বাণিজ্যলব্ধ অর্থ, লভ্যাংশ ।

তথ্য—‘যতাহমমুগুহামি হবিষ্যে তদ্বনং শনৈঃ।’
‘তদ্বনং, যমমুগুহামি তবিশো বিধুনোম্যহম্। যমদঃ পুরষঃ

নগরের অন্তে গিয়া থাকিহ বসিয়া ।
যে মোরে ডাকয়ে তারে আনিহ ধরিয়া ॥” ১৩৭॥
ধাইল বৈষ্ণবগণ প্রভুর বচনে ।
আজ্ঞা লই' গেলা দ্বরা শ্রীধরভবনে ॥১৩৮॥

ভক্তবর শ্রীধরের আখ্যান—

সেই শ্রীধরের কিছু শুনহ আখ্যান ।
খোলায় পলার করি' রাখে নিজ প্রাণ ॥১৩৯॥
একবার খোলা-গাছি কিনিয়া আনয় ।
খানি খানি করি' তাহা কাটিয়া বেচয় ॥১৪০॥
তাহাতে যে কিছু হয় দিবসে উপায় ।
তার অর্দ্ধ গজার নৈবেদ্য লাগি' যায় ॥১৪১॥
অর্দ্ধেক সওদায় হয় নিজ প্রাণ রক্ষা ।
এই মত হয় বিষ্ণু-ভক্তের পরীক্ষা ॥১৪২॥
মহাসত্যবাদী তেঁহো যেন যুধিষ্ঠির ।
যার যেই মূল্য বলে, না হয় বাহির ॥১৪৩॥
মধ্যে মধ্যে যেবা জন তার তত্ত্ব জানে ।
তাহার বচনে মাত্র জবাবখানি কিনে ॥১৪৪॥
এই মত নবদ্বীপে আছে মহাশয় ।
'খোলাবেচা' জ্ঞান করি' কেহ না চিনয় ॥১৪৫॥
চারি প্রহর রাত্রি নিদ্রা নাহি কৃষ্ণনামে ।
সর্বরাত্রি 'হরি' বলে দীর্ঘল আস্থানে ॥১৪৬॥
শ্রীধরবেব সম্বন্ধে পাষণ্ডিগণের অন্ধজ-বিচার—
যতেক পাষণ্ডী বলে,—“শ্রীধরের ডাকে ।
রাত্রে নিদ্রা নাহি বাই, দুই কর্ণ ফাটে ॥১৪৭॥

সুতরাং লোকং মাঞ্চাবমচ্ছতে ॥” (—ভাঃ ১০৮৮৮ এবং
৮২২১২৪ শ্লোকদ্বয়) ॥ ১৪২ ॥

খোড় বিক্রয়কারী শ্রীধর যে অলৌকিক চৈতন্যভক্ত,
তাহা কেহ বুঝিয়া উঠিতে পারে নাই ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীধর নিশাকালেব সকল সময় উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম
উচ্চারণ করিয়া পরীবাগিগণের নিদ্রা-স্থখ-ভোগেব ব্যাঘাত
কবিতেন। বর্তমানকালে শুদ্ধভক্তগণের নামপ্রচারফলে
বহির্গত সাহিত্যিকগণ জগৎ ভগবত্বজ্ঞের শ্রীমুখোচ্চারিত
নামকীর্তন শুনিয়া যেরূপ বিরক্ত হয়, অনুবিধার, কথা
জানাইতে না পারিয়া তদ্রূপ নানাবিধ উপদ্রবও করে। কেহ

মহাচাষা-বেটা ভাতে পেট নাহি ভরে ।
কুশায় ব্যাকুল হঞা রাত্রি জাগি' মরে ॥" ১৪৮॥
এই মত পাষণ্ডী মরয়ে মন্ম বলি' ।
নিজ কার্য্য করয়ে শ্রীধর-কুতূহলী ॥১৪৯॥
'হরি' বলি ডাকিতে যে আছেয়ে শ্রীধর ।
নিশাভাগে প্রেমযোগে ডাকে উচ্চৈঃস্বর ॥১৫০॥

ভক্তগণেব অর্কপথে শ্রীধরের সঙ্কীৰ্তন-ধ্বনি শ্রবণ
এবং তদনুসরণে শ্রীধর-গৃহে উপস্থিতি—

অর্কপথ ভক্তগণ গেলা মাত্র ধাঞা ।
শ্রীধরের ডাক শুনে তখাই থাকিয়া ॥১৫১॥
ডাক-অনুসারে গেলা ভাগবতগণ ।
শ্রীধরেরে ধরিয়া লইলা ততক্ষণ ॥১৫২॥
“চল চল মহাশয়, প্রভু দেখ গিয়া ।
আমরা কৃতার্থ হই তোমা পরশিয়া ॥” ১৫৩॥

মহাপ্রভুর আদেশ-শ্রবণে শ্রীধরেরে মুচ্ছা ও ভক্তগণেব
সম্বরণে প্রভুসমীপে শ্রীধরকে আনয়ন—

শুনিয়া প্রভুর নাম শ্রীধর মুচ্ছিত ।
আনন্দে বিহ্বল হই' পড়িলা ভূমিত ॥১৫৪॥

বা বিষয়-ফল-লাভেব উদ্দেশে ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনায় লোক-
প্রতারণ-কল্পে ভাগবত পাঠ ও ভগবৎকথা কীর্তনমুখে
অর্থোপার্জন, স্রব-তাল-মান-লয়-যোগে কীর্তন-পাবিপাট্য
দ্বারা জীবিকা-নির্কীর্ষ প্রভৃতি অপকর্ষ কবিবাব যোগ্যতা
ও শুদ্ধভক্তগণেব সমতা প্রদর্শন কবিতা থাকেন । বুদ্ধি-
মত্ত জনগণ তাঁহাদের কপটতা ও অসচেতকিপ খলতা ধরিয়া
ফেলিতে পাবেন । ভগবদ্ভক্তগণের কীর্তনেব উদ্দেশ্য—কৃষ্ণকে
অর্ন্তস্ববে ডাকিয়া নিজ মঙ্গল ও বহির্গুণ জগতের কল্যাণ
সাধন, আর কপটগণের উদ্দেশ্য—নামকীর্তন, বক্তৃতা,
পাঠ ও রসগান চলনায় নিজ-জড়েন্দ্রিয়তর্পণ । স্তবরাং
অধোক্ষ জেব ও আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়-তর্পণকামি-সম্প্র-
দায়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ায় স্বর্ণ-নবকেব ভেদ বর্তমান ।

দীর্ঘল—দীর্ঘ + ল(অন্ত্যার্থে) দৈর্ঘ্যযুক্ত, দীর্ঘসাধ্য ॥১৪৬॥

পাষণ্ডিগণ নামসঙ্কীৰ্তনের তাৎপর্য্য অবগত না হওয়ায়
বলিত,—দরিদ্র শ্রীধর উপাৰ্জনে অক্ষম হওয়ার কোন

আধেব্যখে ভক্তগণ লইলা তুলিয়া ।
বিশ্বস্তর আগে-নিল আলগ করিয়া ॥১৫৫॥
শ্রীধরের দর্শনে মহাপ্রভুর আনন্দ এবং শ্রীধরেব
প্রেমসেবা বর্ণন—

শ্রীধর দেখিয়া প্রভু প্রসন্ন হইলা ।
“আইস, আইস, বলি' ডাকিতে লাগিলা ॥১৫৬॥
বিস্তর করিয়া আছ মোর আরাধন ।
বহু জন্ম মোর প্রেমে ত্যজিলা জীবন ॥১৫৭॥
এই জন্মে মোর সেবা করিলা বিস্তর ।
তোমার খোলায় অন্ন খাই নিরস্তর ॥১৫৮॥
তোমার হস্তের দ্রব্য খাইলু বিস্তর ।
পাসরিলা আমি সঙ্গে যে কৈলা উত্তর ॥” ১৫৯॥
প্রভুর বিদ্যাবিলাস-কালে শ্রীধর-সহ বিবিধ রত্ন-বর্ণনচ্ছলে

গ্রন্থকাব কর্তৃক ভক্তবৎসল ভগবানেব ভক্তদ্রব্যে
আগ্রহ ও অভক্তেব দ্রব্যে উপেক্ষা বর্ণন—

যখন করিলা প্রভু বিদ্যার বিলাস ।
পরম উদ্ধত-হেন যখন প্রকাশ ॥১৬০॥
সেই কালে গূঢ়রূপে শ্রীধরের সঙ্গে ।
খোলা কেনা-বেচা-ছলে কৈল বহু রঙ্গে ॥১৬১॥

প্রকাবে স্বীয় গ্রাসাচ্ছাদনাদি-নির্কীর্ষে অসমর্থ । স্নাতবাং সে
অনাহাবে সকল বাজি ভগবানকে বিরক্ত কবিবার জন্ত
উচ্চৈঃস্ববে চীৎকার কবিতা সাধারণেব শাস্তি ভঙ্গ করে ।
একপ দৃষ্টিগ্য শ্রীধরের ছায় অত্যন্ত অসভ্য ব্যক্তির
শোভনীয় হইলেও রাত্রি আগরণ দ্বারা ঐক্লপ কীর্তনের
সমর্থন কবা যাইতে পারে না ॥ ১৪৭-১৪৮ ॥

গৌরহৃদয়ের পার্শ্ব শ্রীধর যেক্লপ নির্কোষ কপটগণের
কুবাক্যে কর্ণপাত না করিয়া হরিনাম-প্রচারে বিরত হন
নাই, তজ্জপ শ্রীধরদাসগণও শুদ্ধ-ভক্তি অবলম্বনে নাম-
প্রচার-কার্য্যে অগ্রসব হইয়া ভগবৎসেবা-বিরোধী জড়-
মদোন্মত্ত সম্প্রদায়েব নিকট নানাপ্রকারে আক্রান্ত
হইলে তাহাতে তাঁহাদেরও কর্ণপাত করা কর্তব্য
নহে ॥ ১৪৯ ॥

আলগ করিয়া—দৃঢ়তা পরিহারপূর্বক, বিশেষ
সম্বরণে ॥ ১৫৫ ॥

প্রতিদিন শ্রীধরের পসারেতে গিয়া ।
 খোড়, কলা, মূল, খোলা আনেন কিনিয়া ॥১৬২॥
 প্রতিদিন চারিদণ্ড কলহ করিয়া ।
 তবে সে কিনয়ে দ্রব্য অর্দ্ধমূল্য দিয়া ॥১৬৩॥
 সত্যবাদী শ্রীধর যথার্থ মূল্য বলে ।
 অর্দ্ধমূল্য দিয়া প্রভু নিজ হস্তে তোলে ॥১৬৪॥
 উঠিয়া শ্রীধর দাস করে কাড়াকাড়ি ।
 এই মত শ্রীধর-ঠাকুরের ছড়াছড়ি ॥১৬৫॥
 প্রভু বলে—“কেনে ভাই শ্রীধর তপস্বী ।
 অনেক তোমার অর্থ আছে হেন বাসি ॥১৬৬॥
 আমার হাতের দ্রব্য লহ যে কাড়িয়া ।
 এতদিন কে আমি, না জানিস্ ইহা ॥” ১৬৭॥
 পরমত্রুণ্য শ্রীধর ক্রুদ্ধ নাহি হয় ।
 বদন দেখিয়া সর্ব দ্রব্য কাড়ি লয় ॥১৬৮॥
 মদনমোহন রূপ গৌরানন্দন ।
 ললাটে তিলক শোভে উর্দ্ধ গনোহর ॥১৬৯॥
 ত্রিকচ্ছ বসন শোভে কুটিল কুন্তল ।
 প্রকৃতি, নয়ন—দুই পরম চঞ্চল ॥১৭০॥
 শুক্ল যজ্ঞ-সূত্র শোভে বেড়িয়া শরীরে ।
 সূক্ষ্মরূপে অনন্ত যে-হেন কলেবরে ॥১৭১॥
 অধরে তাম্বূল, হাসে শ্রীধরে চাহিয়া ।
 আরবার খোলা লয় আপনে তুলিয়া ॥১৭২॥
 শ্রীধর বলেন,—“শুন ব্রাহ্মণ ঠাকুর ।
 ক্ষমা কর মোরে, মুঞি তোমার কুকুর ॥” ১৭৩॥

প্রভু বলে,—“জানি তুমি পরম চতুর ।
 খোলাবেচা-অর্থ তোমার আছয়ে প্রচুর ॥” ১৭৪॥
 “আর কি পসার নাহি”—শ্রীধর যে বলে ।
 “অল্প কড়ি দিয়া তথা কিন’ পাত-খোলে ॥” ১৭৫॥
 প্রভু বলে,—“যোগানিয়া আমি নাহি ছাড়ি ।
 খোড়-কলা দিয়া মোরে তুমি লহ কড়ি ॥” ১৭৬॥
 রূপ দেখি, মুগ্ধ হই’ শ্রীধর যে হাসে ।
 গালি পাড়ে বিশ্বস্তর পরম সন্তোষে ॥১৭৭॥
 “প্রত্যহ গঙ্গারে দ্রব্য নেহ ত কিনিয়া ।
 আমারে বা কিছু দিলে মূল্যেতে ছাড়িয়া ॥১৭৮॥
 যে গঙ্গা পূজহ তুমি, আমি তার পিতা ।
 সত্য সত্য তোমারে कहিল এই কথা ॥” ১৭৯॥
 কর্ণে হস্ত দেই’ শ্রীধর ‘বিষ্ণু’, ‘বিষ্ণু’ বলে ।
 উদ্ধত দেখিয়া তারে দেই পাত খোলে ॥১৮০॥
 এই মত প্রতিদিন করেন কন্দল ।
 শ্রীধরের জ্ঞান—“বিপ্র পরম চঞ্চল” ॥১৮১॥
 শ্রীধর বলেন—“মুঞি হারিলু’ তোমারে ।
 কড়ি বিষ্ণু কিছু দিব, ক্ষমা কর মোরে ॥১৮২॥
 একখণ্ড খোলা দিব, একখণ্ড খোড় ।
 একখণ্ড কলা-মূল, আরো দোষ’ মোর ?” ১৮৩॥
 প্রভু বলে,—“ভাল ভাল, আর নাহি দায় ।”
 শ্রীধরের খোলে প্রভু প্রত্যহ অল্প খায় ॥১৮৪॥
 ভক্তের পদার্থ প্রভু হেমমতে খায় ।
 কোটি হৈলেও অভক্তের উলটি’ না চায় ॥১৮৫॥

শ্রীধরের মুখমণ্ডলে ক্রোধ না দেখিয়া ব্রহ্মণ্যদেব
 গৌরানন্দন তাঁহাব বিক্রেস সকল দ্রব্যাদি কাড়িয়া লইতেন
 অথবা ব্রহ্মণ্যদেব গৌরানন্দনের সৌম্যমুষ্টি দেখিয়া
 তৎকর্তৃক বল পূর্নক দ্রব্যাদি-গ্রহণসত্ত্বেও শ্রীধর ক্রুদ্ধ
 হইতেন না ॥ ১৬৮ ॥

প্রভুর নয়নদ্বয়ের স্বভাব অত্যন্ত মৃদু ছিল ॥ ১৭০ ॥

ছত্র, পাতুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, ভূষণ, আবাস,
 আবাস, যজ্ঞসূত্র ও সিংহাসন—এই দশরূপে শ্রীঅনন্তদেব
 গৌর-নাভাযগেব সেবা কবিয়া থাকেন ॥ ১৭১ ॥

প্রভু বলপূর্বক শ্রীধরকে দ্রব্য কাড়িয়া লইলে শ্রীধর

বলিলেন,—“আমাব নিকট হইতে না লইয়া অল্প দোকান-
 দাবের নিকট স্বল্প মূল্যে পাত খোলা ক্রয় করন না
 কেন ?” ১৭৫ ॥

প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—“আমি যাহাব নিকট হইতে
 প্রত্যহ দ্রব্যাদি গ্রহণ কবি, তাহাব নিকট হইতেই মূল্য
 দিয়া প্রত্যহ তাহা ক্রয় কবিব ।”

যোগানিয়া—সরবরাহকাবী, প্রযোজনীয় বস্তুর অভাব-
 পূরণকাবী ॥ ১৭৬ ॥

শ্রীধর মহাপ্রভুর ভক্ত বলিয়া তাঁহার নিকট হইতেই
 মহাপ্রভু বলপূর্বক অল্পমূল্যে দ্রব্য ক্রয় করিয়া শ্রীধরের সেবা

এই লীলা করিব চৈতন্য হেন আছে।

ইহার কারণে সে শ্রীধরে খোলা বেচে ॥১৮৬॥

বিষ্ণুবৈষ্ণবলীলা ভগবৎরূপা ব্যতীত দুজ্জৈয়—

এই লীলা লাগিয়া শ্রীধরে বেচে খোলা।

কে বুঝিতে পারে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা ॥১৮৭॥

বিনা প্রভু জানাইলে কেহ নাহি জানে।

সেই কথা প্রভু করাইলা সত্তরগে ॥১৮৮॥

প্রভুব ঐশ্বর্য-প্রকাশ ও তদর্শনে শ্রীধরবৈষ্ণব মুচ্ছা—

প্রভু বলে—“শ্রীধর, দেখহ রূপ মোর।

অষ্টসিদ্ধি দান আজি করি’ দেও তোরা ॥” ১৮৯॥

মাথা তুলি’ চাহে মহাপুরুষ শ্রীধর।

তমাল শ্যামল দেখে সেই বিশ্বস্তর ॥১৯০॥

হাতে মোহন বংশী, দক্ষিণে বলরাম।

মহাজ্যোতির্ময় সব দেখে বিস্ময়মান ॥১৯১॥

কমলা ভাষূল দেই হাতের উপরে।

চতুর্মুখ, পঞ্চমুখ আগে স্ততি করে ॥১৯২॥

মহাকণী ছত্র ধরে শিরের উপরে।

সনক, নারদ, শুক দেখে স্ততি করে ॥১৯৩॥

প্রকৃতিস্বরূপা সব যোড়হস্ত করি’।

স্ততি করে চতুর্দিকে পরমা সুন্দরী ॥১৯৪॥

দেখি’ মাত্র শ্রীধর হইলা সুবিস্মিত।

সেইমত চলিয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥১৯৫॥

“উঠ উঠ শ্রীধর”—প্রভুর আজ্ঞা হৈল।

প্রভুবাক্যে শ্রীধর সে চৈতন্য পাইল ॥১৯৬॥

শ্রীধরকে শুব পাঠ করিতে মহাপ্রভুর আদেশ এবং শুদ্ধা

সবস্বতী বরুণায় শ্রীধরবৈষ্ণব গৌর-স্তুতি—

প্রভু বলে,—“শ্রীধর আমারে কর স্তুতি।”

শ্রীধর বলয়ে,—“প্রভু মুঞি মুঢ়মতি ॥১৯৭॥

কোন স্তুতি জানেঁ। মুঞি কি মোর শক্তি।”

প্রভু বলে,—“তোরা বাক্য-মাত্র মোর স্তুতি ॥” ১৯৮॥

প্রভুর আজ্ঞায় জগন্নাথ সরস্বতী।

প্রবেশিলা জিহ্বায়, শ্রীধর করে স্তুতি ॥১৯৯॥

“জয় জয় মহাপ্রভু, জয় বিশ্বস্তর।

জয় জয় জয় নবদীপ-পুরন্দর ॥২০০॥

জয় জয় অনন্তব্রজাঙ্কুর-নাথ।

জয় জয় শচীপুণ্ড্রাবতী-গর্ভজাত ॥২০১॥

জয় জয় বেদগোপ্য, জয় দ্বিজরাজ।

যুগে যুগে ধর্ম পাল’ করি’ নানা সাজ ॥২০২॥

গুঢ়রূপে সান্তাইলা নগরে নগরে।

বিনা তুমি জানাইলে কে জানিতে পারে ॥২০৩॥

তুমি ধর্ম, তুমি কর্ম, তুমি ভক্তি, জ্ঞান।

তুমি শাস্ত্র, তুমি বেদ, তুমি সর্বধ্যান ॥২০৪॥

তুমি সিদ্ধি, তুমি ঋদ্ধি, তুমি ভোগ, যোগ।

তুমি প্রজ্ঞা, তুমি দয়া, তুমি মোহ, লোভ ॥২০৫॥

তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি অগ্নি, জল।

তুমি সূর্য্য, তুমি বায়ু, তুমি ধন, বল ॥২০৬॥

তুমি ভক্তি, তুমি মুক্তি, তুমি অজ, ভব।

তুমি বা হইবে কেন, তোমারই যে সব ॥২০৭॥

গ্রহণ করিতেন; কিন্তু অতাব-বহিত ধনবান্ অভক্ত হইলে তাহাব দিকে দৃষ্টিপাতও করিতেন না ॥ গী: ৯২৬ এবং ভা: ৭৯১১ শ্লোক আলোচ্য ॥ ১৮৫ ॥

বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মুখ্য উদ্দেশ্য সাধাবণ দৃষ্টিতে বোধ-গম্য হয় না। ষাঁহাদেব প্রতি ভগবান্বেব রূপা হয়, তাহারাই বিষ্ণু-বৈষ্ণবের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া-সমূহেব যাণার্থ্য অবগত হন ॥১৮৭॥

অষ্টসিদ্ধি—“অগ্নিমা মহিমা মূর্ত্তেধিমা প্রাপ্তি-রিস্তিযৈ:। প্রাকাম্যং শ্রুতদৃষ্টেষ্ শক্তি প্রেরণশীলিতা ॥ শুণেধসঙ্গো বশিতা যৎকামস্তদবস্ততি। এতা যে সিদ্ধয়: সৌম্য অষ্টাবোংপত্তিকা যত: (—ভা: ১১।১৫।৪৫) অর্থ্যৎ

শ্রীভগবান্ উদ্ধবকে বলিলেন,—“হে সৌম্য, দেহের সিদ্ধি তিন প্রকাব—‘অগ্নিমা,’ ‘লঘিমা,’ ইন্দ্ৰিয়ের তত্ত্বদৃষ্টিভূত দেবতারূপে সম্বন্ধসিদ্ধি ‘ব্যাপ্তি,’ শ্রুতদৃষ্টবিষয়ে ভোগ-দর্শন সামর্থ্যসিদ্ধি ‘প্রাকাম্য,’ যার্মাশক্তির প্রেরণশীলিতা ‘ঈশিতা’ বিষয়ভোগে অগ্ৰসিদ্ধি ‘বশিতা,’ কামনার বিষয়ীভূত সূত্রপ্রাপ্তিভূত ‘কামাবগায়িতা’—এই অষ্টসিদ্ধি আমাব স্বাভাবিকী “অগ্নিমা লঘিমা ব্যাপ্তি প্রাকাম্য মহিমা তথা। ঈশিত্বঞ্চ বশীত্বঞ্চ তথা কামাবগায়িতা ॥” (—নাবদ পঞ্চরাত্র ২।৮।২) ॥ ১৮৯ ॥

প্রকৃতিস্বরূপা—স্বর্ঘোষিৎগণ ॥ ১৯৪ ॥

পূর্বে মোর নামে তুমি আপনে বলিলা ।
 'তোর গঙ্গা দেখ মোর চরণসলিলা ॥' ২০৮॥
 তবু মোর পাপ-চিন্তে নহিল স্মরণ ।
 না জানিল মুই তোর অমূল্য চরণ ॥২০৯॥
 যে তুমি করিলা ধন্য গোকুল-নগর ।
 এখনে হইলা নবদ্বীপ-পুরন্দর ॥২১০॥
 রাখিয়া বেড়াও ভক্তি শরীর-ভিতরে ।
 হেনভক্তি নবদ্বীপে হইল বাহিরে ॥২১১॥
 ভক্তিযোগে ভীষ্ম ভোগা জিনিল সমরে ।
 ভক্তিযোগে যশোদায় বাক্সিল তোমারে ॥২১২॥
 ভক্তিযোগে তোমারে বেচিল সত্যভামা ।
 ভক্তিবশে তুমি কান্ধে কৈলে গোপরামা ॥২১৩॥
 অনন্ত ব্রজাণ্ড-কোটি বহে যারে মনে ।
 সে তুমি শ্রীদাম-গোপ বহিলা আপনে ॥২১৪॥
 যাহা হৈতে আপনার পরাভব হয় ।
 সেই বড় গোপ্য, লোকে কাহারে না কয় ॥২১৫॥
 ভক্তি লাগি' সর্ব-স্থানে পরাভব পাঞা ।
 জিনিয়া বেড়াও তুমি ভক্তি লুকাইয়া ॥২১৬॥
 সে মায়া হইল চূর্ণ, আর নাহি লাগে ।
 হের দেখ সকল-ভুবনে ভক্তি মাগে ॥২১৭॥

সে কালে হারিলা জন্ম দুই চারি নামে ।
 এ কালে বাক্সিল তোমা সর্ব জনে জনে ॥' ২১৮॥
 শ্রীধরের শুভপাঠে বৈষ্ণবগণের বিশ্বাস—
 মহা শুদ্ধা সরস্বতী শ্রীধরের শূনি' ।
 বিশ্বয় পাইলা সর্ব বৈষ্ণব-আগনী ॥২১৯॥
 শ্রীধরকে বব প্রার্থনা করিতে মহাপ্রভুর
 আদেশ ও শ্রীধরের উত্তর—
 প্রভু বলে,—“শ্রীধর বাছিয়া মাগ বর ।
 অষ্ট সিদ্ধি দিমু আজি তোমার গোচর ॥” ২২০॥
 শ্রীধর বলেন—“প্রভু, আরো ভাঁড়াইবা ?
 থাকহ নিশ্চিন্তে তুমি, আর না পারিবা ॥” ২২১॥
 প্রভু বলে,—“দরশন মোর ব্যর্থ নয় ।
 অবশ্য পাইবা বর, যেই চিন্তে লয় ॥” ২২২॥
 বব-প্রার্থনা-প্রসঙ্গে শ্রীধরের গোবদাস্ত বাতীত সর্বপ্রকার
 সিদ্ধি, ঐশ্বর্যাদি উপেক্ষা এবং মহাপ্রভুব
 শ্রীধরকে ভক্তিযোগ প্রদান—
 ‘মাগ মাগ’ পুনঃ পুনঃ বলে বিশ্বস্তর ।
 শ্রীধর বলয়ে—“প্রভু, দেহ’ এই বর ॥২২৩॥
 যে ব্রাহ্মণ কাড়ি’ নিল মোর খোলাপাত ।
 সে ব্রাহ্মণ হউক মোর জন্ম জন্ম নাথ ॥২২৪॥

তা: ১১৮২১ ও ৮১৯২৮ শ্লোক আলোচ্য ॥ ২০৮ ॥

ভক্তিযোগে ভীষ্ম ও যশোদা—(আদি ১৭২৬ গৌড়ীয়
 ভাগ্য দ্রষ্টব্য) ॥ ২১২ ॥

ভক্তিযোগে সত্যভামা—শ্রীকৃষ্ণের দ্বাবকা-লীলাকালে
 একদিন দেবর্ষি নাবদ দেববাজপ্রদত্ত পাবিজাত-হস্তে
 শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হন। শ্রীকৃষ্ণ তৎকালে কুন্সিগীর
 গৃহে অবস্থান কবিতেছিলেন। নাবদ পাবিজাত পুষ্পটি
 শ্রীকৃষ্ণকে উপহাৰ দিলে ভগবান্ বাসুদেব উহা কুন্সিগীকে
 প্রদান কবেন। তদর্শনে নাবদ কুন্সিগীব সৌভাগ্যেব
 প্রশংসা কবিসা ‘তিনিই সমধিক সৌভাগ্যবান্—এই’
 কথা জ্ঞানাইলে সত্যভামাব প্রেরণাগিণ উহা সত্যভামাব
 কর্ণগোচর করে। তাহাতে সত্যভামা অভিমানযুক্ত হইলে
 কৃষ্ণ তন্মন্দিরে গমন কবেন এবং সত্যভামাব মনোবঞ্জনার্থ
 সমগ্র পাবিজাত বৃক্ষই সত্যভামার পুরীতে আনয়ন কবিতে

প্রতিশ্রুত হন। তৎকালে নাবদ তথায় গমন পূর্বক
 পূণ্যকব্রতের বিশেষ প্রশংসা কবিলে সত্যভামা তদব্রতাহু-
 ঠানের অভিলাষ করেন। তৎপবে অমরাবতী হইতে
 পাবিজাত বৃক্ষ আনয়ন পূর্বক ব্রতবিধি অমুসারে
 শ্রীকৃষ্ণকে পাবিজাত-বৃক্ষে বন্ধন কবিসা নারদের নিকট
 সম্প্রদান করেন। (হবিবংশ বিষ্ণুপর্ব ৭৬ অধ্যায়) ॥ ২১৩ ॥

ভক্তিযোগে শ্রীদাম—শ্রীকৃষ্ণ গোপবালকগণকে
 আহ্বান কবিসা এক অভিনব জীড়ার অভিলাষ করিলেন।
 এক পক্ষে বাম ও অপর পক্ষে কৃষ্ণ। তাঁহারা বাহ ও
 বাহকভাবে নানা জীড়ার আচরণ করিতেন। সেই জীড়ায়
 বিজ্ঞেতৃগণ পরাজিতের স্বক্কে আরোহণ করিতেন। কৃষ্ণ
 পরাজিত হইয়া শ্রীদামকে, ভদ্রসেন বুধভকে এবং
 প্রলঙ্কাসুর বলদেবকে বহন করিতে লাগিলেন
 (তা: ১০১৮ অঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ২১৪ ॥

যে ব্রাহ্মণ মোর সঙ্গে করিল কন্দল ।
মোর প্রভু হউক তাঁর চরণযুগল ॥ ২২৫ ॥
বলিতে বলিতে প্রেম বাড়ানে শ্রীধরে ।
দুই বাহু তুলি' কান্দে মহা-উচ্চৈঃস্বরে ॥ ২২৬ ॥
শ্রীধরের ভক্তি দেখি' বৈষ্ণব-সকল ।
অচ্যোন্তে কান্দেন সব হইয়া বিহ্বল ॥ ২২৭ ॥
হাসি' বলে বিশ্বস্তর,—“সুমহ শ্রীধর ।
এক মহারাজ্যে করোঁ তোমারে ঈশ্বর ॥” ২২৮ ॥
শ্রীধর বলয়ে,—“মুঞি কিছুই না চাঙ ।
হেন কর প্রভু যেন তোর নাম গাঙ ॥” ২২৯ ॥
প্রভু বলে,—“শ্রীধর আমার তুমি দাস ।
এতেক দেখিল তুমি আমার প্রকাশ ॥ ২৩০ ॥

এতেকে তোমার মতি ভেদ না হইল ।
বেদগোপ্য ভক্তিযোগ তোরে আমি দিল ॥” ৩১ ॥
শ্রীধরের বর-প্রাপ্তিতে বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি —
জয় জয় ধ্বনি হৈল বৈষ্ণবমণ্ডলে ।
শ্রীধর পাইল বর, শুনিল সকলে ॥ ২৩২ ॥
বাহুদৃষ্টিতে চৈতন্যমুগ-গণের দাবিজ্য মূর্তাদি প্রতীতি—
ধন নাহি, জন নাহি, নাহিক পাণ্ডিত্য ।
কে চিনিবে এ সকল চৈতন্যের ভূত্যা ॥ ২৩৩ ॥
বিষয়েব পরিণাম ও বিষয়হীন শ্রীধরেব
সৌভাগ্যেব পবনমন্ত—
কি করিবে বিজ্ঞা, ধন, রূপ, যশ, কুলে ।
অহঙ্কার বাড়ি' সব পড়য়ে নির্মূলে ॥ ২৩৪ ॥

আগনী—শ্রেষ্ঠ, অগ্রণী ॥ ২২২ ॥

বেদগোপ্য ভক্তিযোগ—আধ্যাত্মিক জ্ঞানিসম্প্রদায়
বেদ-মন্ত্রেব অঙ্গরূঢ়ি-বৃত্তি-দ্বারা নিজেজিয়ভোগপরব্যাখ্যান
কবিয়া থাকেন। বেদ-শাস্ত্র বিষয়রূঢ়ি-বৃত্তি আশ্রয় কবিয়া
অযোগ্যগণেব দৃষ্টি আবরণ করেন। যাঁহারা পবনসৌভাগ্য-
বস্ত, তাঁহারা হইবেদেব সর্বত্র ভজনীয় বস্ত হরি—
স্বয়ং, ভজন হবিভক্তি—অভিধেয়, হবিপ্রোমা—প্রয়োজন
উপলব্ধি করিতে পাবেন। সাধাবণ মূঢ়গণ বেদশাস্ত্রে
কর্মকাণ্ড-বিচাৰ অর্থাৎ ফলভোগবাদ লক্ষ্য করেন। কেহ
বা অহঙ্কার-তাড়িত হইয়া মায়াবাদাশ্রয়ে উপাস্ত, উপাসক
ও উপাসনার-বৈচিত্র্য বিলোপ করিয়া নির্ভেদ ব্রহ্মসম্বন্ধ-
বাদ স্থাপনপূর্বক ভক্তিযোগেব উদ্দেশ্যলাভে অকৃতকার্য
হন। ভগবান্ যাঁহাব প্রতি রূপা করেন, মূর্তবেদ তাঁহার
দ্বন্দ্বয়ে ভক্তিযোগ উদয় করান। ভক্তিযোগ-লাভই সর্বা-
পেক্ষা উৎকৃষ্ট বস্ত। “উত্তীর্ণত জাগ্রত প্রাপ্য বরান্
নিবোধত” এই কঠোপনিষদ্ বাণীর সার্থকতা প্রতিপন্ন
হইল। তদবেদমুদ্রোপনিষৎসু গুঢ় (—শেষতঃ, ৫।৬)।
বেদবিধি-অগোচর, রতনবেদীর পর, ভজ্য নিতি কিশোর-
কিশোরী (—প্রেমভক্তি চক্রিকা)। গীঃ ১৮।৬৪-৬৬ এবং
ভাঃ ২।২।৩৪ শ্লোক আলোচ্য ॥ ২৩১ ॥

আধ্যাত্মিক-জ্ঞানে অর্থাৎ বাহু পরিচয়ে বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব
চিহ্নিত করা অসম্ভব। অধিক ধন থাকিলেই যে তাঁহার

অধিক বৈষ্ণবতা হইবে—এরূপ নহে। বহুলোক সংগ্রহ
করিতে পারিলেই যে তিনি অধিক বৈষ্ণব হইবেন—এরূপ
নহে। শাস্ত্রাদিতে অধিক-পাণ্ডিত্য থাকিলেই যে তিনি
বিষুভক্ত হইবেন—এরূপ নহে। শ্রীচৈতন্যের দাসগণের
অধিক ধনেব পরিচয় না থাকিতে পাবে, অধিক লোক-
সংগ্রহেব পবিচয় না থাকিতে পাবে, অধিক তর্কবিতর্কাত্মক
পাণ্ডিত্যেব অধিকাব না থাকিতে পাবে। কিন্তু সেই
সকল বিষয়ে তাঁহাবা কেন উদাসীন, তাহা বুঝিবার
অধিকাব সাধাবণের নাই। শ্রীচৈতন্য-সেবাকেই তাঁহাবা
ধন, জন, পাণ্ডিত্যাপেক্ষা বচমানন করেন; স্তবরাং
তাঁহাদের গৌরব, মহিমা ও শ্রেষ্ঠতা লোক-নয়নেব গোচরী-
ভূত হইবার সম্ভাবনা নাই ॥ ২৩৩ ॥

সাধারণ অভাবগ্রস্ত জনগণ মনে করেন যে, বিজ্ঞা, ধন,
রূপ, কীর্তি, বংশমর্যাদা—সকলই প্রয়োজন-তত্ত্ব। কিন্তু
“জন্মৈশ্বর্যপ্রতীতিবেদমানমদঃ পূমান্। নৈবাহঁত্যতিধাতুঃ
বৈ স্বামিকিঞ্চনগোচরম্”—এই ভাগবতপন্থের আলোচনা-
ভাবে প্রাপঞ্চিক উন্নতিকামী এই সকল কথা বুঝিতে না
পারিয়া ভ্রান্তিবেশে বিজ্ঞা, ধন, রূপ, যশ ও কুল প্রভৃতি বুদ্ধি
হউক—এইরূপ বাসনা করেন। স্তববাং তাঁহাদের মন্ম-
ভাগ্যে—চৈতন্যদাসের অলৌকিক লোভ স্থান পায় না।
ভা ১০।১০।৮ এবং ১০।৭৩।১০ ও কঠোপনিষৎ ১।২।৬ শ্লোক
দ্রষ্টব্য ॥ ২৩৪ ॥

কলা মূলা বেচিয়া শ্রীধর পাইলা যাহা।

কোটিকল্পে কোটীশ্বর না দেখিবা তাহা ॥২৩৫॥

অহঙ্কার-জোহমাত্র বিষয়েতে আছে।

অধঃপাত-ফল তার না জানয়ে পাছে ॥২৩৬॥

আপাত-প্রতীতিবশে বৈষ্ণব-দর্শন করিতে গিয়া

দোষ-দর্শনে দুর্গতি—

দেখি' মুখ' দরিদ্র যে স্নজনেয়ে হাসে।

কুস্তীপাকে যায় সেই নিজ কর্মদোষে ॥২৩৭॥

৪৩২০০০ সৌবর্ষে এক মহাযুগ হয়। তাদৃশ সহস্র
মহাযুগে এক কল্প হয়। তাদৃশ কালের কোটিগুণ
কালান্তরে কোটি কোটি ঐশ্বর্য্যেব অধিকারী যে বস্তু
দুর্লভ, তাহাই সামান্য খোড় কলা ব্যবসায়ী দবিত্র বিপ্র-
কুলোদ্ধৃত শ্রীধর লাভ কবিলেন ॥ ২৩৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মসেবা জীবমাত্রেরই একমাত্র বিষয়।
কৃষ্ণেতব বস্তু বিষয়-ভোগ যাহাদেব প্রবল, তাহাবা
অহঙ্কারেব বশবর্তী হইয়া তত্ত্ববিষয়ো হয়। বিষয়ে লুপ্ত-
চিত্ত ব্যক্তি পরবর্তিকালে অধঃপতন লাভ কবে। এজন্তই
ঠাকুর নবোত্তম বলিয়াছেন যে, ফলভোগবাদ—কর্মকাণ্ড
ফলভোগবাদ—জ্ঞানকাণ্ড। দুইটিই—বিষভাণ্ড। যাহাদেব
ঐ বিষয়মতক্ষেপে প্রবল কচি, তাহাদেব জীবন অধঃপতিত
হয়। কর্মকাণ্ডবত জনগণ ইন্দ্রিয়-তর্পণ-বাসনায বিষয়েব
পশ্চাতে ধাবমান হইয়া জগ-জগান্তব লাভ করেন এবং স্বর্ণ-
পিঞ্জবাবদ্ধ হইয়া তাৎকালিক ইন্দ্রিয়-তর্পণে কৃষ্ণসেবা-
বৈমুখ্য সংগ্রহ করেন। উহাই জীবের অধঃপতনরূপ
অনাস্থগুণ্ডি ॥ ২৩৬ ॥

যাহাবা ইন্দ্রিয়-তর্পণে বাস্তব হইয়া মন্তব্য বশতঃ বৈষ্ণবেব
জাগতিক পাণ্ডিত্যেব ও জাগতিক ঐশ্বর্য্যেব অভাব দর্শন
কবেন এবং তাদৃশ অভাব দর্শনে উপহাস করেন, তাহাবা
নিজ কর্মফলে কুস্তীপাক-নবকে নিষ্পেষিত হন। “যো হি
ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। কবোতি তস্য নশস্তি
অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ ॥ নিন্দাং কুর্সন্তি যে মুঢ়া বৈষ্ণবানাং
মহাস্বনাম্ ॥ পতন্তি পিতৃভিঃ সার্বং মহারৌববসংজ্ঞিতে ॥
হস্তি নিন্দতি বৈ রেষ্ঠি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে বাতি
নো হর্ষং দর্শনে পতনানি বটু ॥ স্বান্দে ॥ ২৩৭ ॥

বৈষ্ণব চিনিতে পারে কাহার শকতি।

আছয়ে সকল সিদ্ধি, দেখয়ে দুর্গতি ॥২৩৮॥

খোলাবেচা শ্রীধর তাহার এই সাক্ষী।

ভক্তিমাত্র নিল অষ্ট-সিদ্ধিকে উপেক্ষি' ॥২৩৯॥

যত দেখ বৈষ্ণবেব ব্যবহার-দুঃখ।

নিশ্চয় জানিহ সেই পরানন্দসুখ ॥২৪০॥

বিষয়মদাক্ষ সব কিছুই না জানে।

বিত্ত্যমদে, ধনমদে বৈষ্ণব না চিনে ॥২৪১॥

মুচজনগণ লৌকিক-জ্ঞানে প্রমত্ত হইয়া বৈষ্ণব চিনিতে
পাবে না। বৈষ্ণবেব সকল সিদ্ধি কবতলগত, কিন্তু তিনি
সিদ্ধিগুলির প্রতি উদাসীন। স্তব্ধাং মুচ-দর্শনে তিনি
সর্বতোভাবে দুর্গত ও ক্লিষ্ট বলিয়া লক্ষিত হন ॥ ২৩৮ ॥

যে অষ্টসিদ্ধি, ফলকামী ইন্দ্রিয়পব্যয়ব্যক্তিব পবম
আদবণীয় মুগ্য বস্তু, তাহাকে অনায়াসে পদদলিত কবিয়া
লোক-দৃষ্টিতে দবিত্র শ্রীধর ভক্তিযোগরূপ বব লাভ
কবিলেন। অগুনর্ভব, যোগসিদ্ধি, বসাদিপত্য, পাবমেষ্ঠ্য
প্রভৃতি সম্পদ—অনাস্থ্যমুভবকানী জনগণেবই প্রার্থনীয়,
কিন্তু আত্মবিদেব চবণাশিত বৈষ্ণবেব তাদৃশ প্রার্থনাব
অকিঞ্চিকবতোপলব্ধি সহজধর্ম্ম। যাহাবা শ্রীধরেব লীলা
আলোচনা কবিতে সুযোগ পান, তাহাবা এই সকল কথাব
প্রকৃষ্ট নিদর্শন লাভ কবেন ॥ ২৩৯ ॥

ভজনপব্যয়ভক্তেব বাহিরে ঐশ্বর্য্যেব পবিবর্ত্তে অভাব,
স্বাস্থ্যেব পবিবর্ত্তে অস্বাস্থ্য, ধনেব পবিবর্ত্তে দাবিত্র্য,
পাণ্ডিত্যেব পবিবর্ত্তে মুখতা দেখিবা, কর্মফলবাদীব ছায
বৈষ্ণবও নানাবিধ অভাবপীড়িত এবঃ ব্যবহারিক কনক-
কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-বিশিষ্ট মনে কবিয়া যাহাবা বৈষ্ণবগণকে
'দুঃখী' জ্ঞান কবেন, তাহাদিগকে মতিব্রষ্ট জানিতে হইবে।

কায়স্থকুলাজ-ভাস্কব-পবিত্রে পবিত্রিত শ্রীদাসগোস্বামী
প্রভুও কোন দিনই ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত হইয়া
সৌজ্ঞ্য পাদ্ভিভাগ পূর্বক ব্রহ্মজ্ঞ পণ্ডিতেব অসম্মান কবেন
নাই। দবিবখাস ও সাকবয়মলিক যবনাধিকারী ভৃত্য-
কার্য্য কবায় ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত না হইয়া শ্রীচৈতন্য-
চরণ-সেবায় মগ্ন ছিলেন বলিয়া আধ্যাত্মিকগণ তাহাদিগকে
'ব্যবহার-দুঃখ-পীড়িত' বলিয়া মনে করে।

ভাগবত পড়িয়াও কা'রো বুঝি না।

নিত্যানন্দ-নিন্দা করে যাইবেক নাশ ॥২৪২॥

শ্রীধরের বরপ্রাপ্তি-আখ্যানের ফলশ্রুতি—

শ্রীধর পাইল বর করিয়া স্তবন।

ইহা যেই শুনে, তা'রে মিলে প্রেমধন ॥২৪৩॥

বৈষ্ণবনিন্দাবিহীনব কৃষ্ণরূপা সুলভ—

প্রেম-ভক্তি হয় প্রভু-চরণারবিন্দে।

সেই কৃষ্ণ পায়, যে বৈষ্ণব নাহি নিন্দে ॥২৪৪॥

নিন্দায় নাহিক কার্য্য, তবে পাপ-লাভ।

এতেকে না করে নিন্দা মহা-মহা-ভাগ ॥২৪৫॥

ঠাকুর হরিদাস যখন-কুলোদ্ধৃত হওয়ায় এবং ঠাকুর উদ্ধারণ দত্ত সুবর্ণধনিক-কূলে উদ্ধৃত হওয়ায় কোন দিনই ব্যবহারিক দুঃখে দুঃখিত ছিলেন না। তাঁহাবা সর্বদাই হরিসেবানন্দে ব্যস্ত থাকায় দুঃখ-ভাব পীড়িত জনগণের দৃষ্টিতে দুঃখাভিভূত হইবার অবকাশ পান নাই।

যাহা যাহা কর্মকাণ্ডী ও জ্ঞানকাণ্ডিগণের বিচারে দুঃখ বলিয়া অনুমিত হয়, তৎসমস্তে কৃষ্ণের অভিপ্রায়োক্ত সৎকর্ম বৃদ্ধিতে পাবিলে উহা পবনানন্দসুখের কাণ্ড বলিয়া প্রতি-ভাত হয়। এই জন্যই শ্রীগোবিন্দনব “নাহং বিপ্রো ন চ নবপতিঃ” শ্লোকের অবতারণা কবিরা সুখ-দুঃখ-মিশ্র-সোপানে অস্থিতা-স্থাপনে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন। আত্মবিবেক অনাস্র-প্রতীতিজনিত দুঃখের আবাহন-সম্ভাবনা নাই ॥ ২৪০ ॥

আধ্যাত্মিক-জ্ঞান শ্রুতিকথিত বিজ্ঞা-ভেদ বৃদ্ধিতে অসমর্থ। ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব—এই বেদ-চতুষ্টয়, বেদাঙ্গ বিবিধ শাস্ত্রসমূহ এবং আয়ুর্বেদ, ধর্মুর্বেদ ও শিক্কাদি নড়ক প্রভৃতিকে বাহ্যিক লৌকিক ভোগভোগ্যে নিযুক্ত করেন, তাঁহাবাই অজ্ঞানচিত্তবৃত্তির আশ্রয়ে অপবা-বিজ্ঞানশীলনের পক্ষপাতী। আব বাহ্যিক অপবা-বিজ্ঞান হস্ত হইতে নিযুক্ত হইয়া শব্দ-বিশ্বরূপ-বৃত্তির অনুগমন করেন, তাঁহাবা পবনিত্যের সেবক-স্বত্রে বিজ্ঞা-মদে আচ্ছন্ন হন না। বাহ্যিক অগ্নিমাধি-সিদ্ধি-সমূহের লাভে উৎকণ্ঠিত-চিত্ত, সেই অভাবগ্রস্ত ব্যক্তিগণই ধনমদে ব্যস্ত। ধনাদি-বিনিময়ে ইন্দ্রিয়জ সুখ লাভ ঘটে, তাদৃশ ইন্দ্রিয়সমূহ কণ-ভঙ্গুর ও পূর্ণ বিনিময়-গ্রহণে অসমর্থ। তজ্জন্ত ভক্তিপথের পথিক বৈষ্ণবগণ বিজ্ঞা, ধন, রূপ, যশ ও কুলমদে অন্ধ হইয়া ঐ সকল বিষয়ানুসন্ধানে আত্ম-নিয়োগ করেন না। কিন্তু মনঃভাগ্য, অভাবগ্রস্ত, ত্রিগুণ-ভাঙিত, মায়-ধারা বিক্লিপ-চিত্ত ও আবৃত বদ্ধজীবগণ বাহ্য-পরিচয়ে হুনিপুণ অভিমান

পূর্বক বিষয়-মদাঙ্ক হইয়া বৈষ্ণবের অতীব উচ্চ পদবীর মহিমা বৃদ্ধিতে পাবে না। তাহাবা মনে কবে যে, বিষ্ণু-ভক্তগণ যেহেতু তাহাদের দ্বারা বিষয়-মদাঙ্ক নহেন, স্তব-নিরোধ; এইরূপ মনে কবিয়া তাহাবা বৈষ্ণবগণকে সম্মানের পাত্র না জানিয়া নিজপেক্ষা ছীন জ্ঞান কবে। তাহাদের নির্মল জীবাত্ম-বৃত্তিতে কোন দোষ-স্পর্শের সম্ভাবনা না থাকিলেও ঔপাধিক অজ্ঞান মদোন্মত্ততা তাহা-দিগকে সকল বিষয়েই দোষী কবে। ঐ বেচাষাদের দোষ নাই,—দোষ কেবল তাহাদের বুদ্ধির অবিজ্ঞতা ॥ ২৪১ ॥

অনেকে শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্যগোড়ীয়েন আত্মগতো শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা না কবিয়া বিজ্ঞা, ধন, রূপ, যশ ও কুল-মানের লালসায় প্রমত্ত জনের নিকট ভাগবত পাঠ কবিয়া ভক্তি-বিদেষ-মূলক বিচার অবলম্বন করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের আত্মগত্য্য ভাবে মাসিক অধিষ্ঠানে চৈতন্যদ্বারা চাহাইয়া তাঁহাবা বৈষ্ণব গুরুব অসম্মান কবিয়া বলেন। তাঁহাব ফলে তাঁহাদের ভক্তিহীনতা প্রকাশিত হয় ও বৈষ্ণবের উপদেশক বলিয়া অহঙ্কার জন্মে। তাঁহাবাসম্বৃত্তিতে ভগবদ্বাদর্শনা ভাবে বিশ্বকে নিবানন্দময় দর্শন করেন; তখন অহঙ্কার পোষণ করিতে প্রিয়া হিংসানুভূতি আপনাকে ভাগবতের উপদেশক, মদ্যভা-ভগ্ন-বেশে দীক্ষা-ভলনা প্রভৃতি ভক্তিহীন কার্য্য-সমূহের আবাহন কবিয়া বলেন। কিন্তু বৈষ্ণব-গুরুব নিকট শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করিলে স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যবশে এবং নিজেব ভগ্নাদপি স্তনীচতা উপলক্ষ্যক্রমে শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠে এবং উপদেশদানে যোগ্যতা হয়। শ্রীচৈতন্য-কণা-কটাক কণ-লক্ষ জীব বিশ্ব নিত্য-নন্দময় দর্শন করেন। নিত্য বৈষ্ণবদাস বাতীত শ্রীমদ্ভাগ-বতের অধ্যাপকতা অপবা বিজ্ঞায় পাবকতজনগণের পক্ষে সম্ভবপর নহে। অপরা বিজ্ঞানিত জনগণ ভাগবতের অধ্যা-পক অভিমান কবিয়া ভাগবতদাস হইবার পরিবর্তে

অনিষ্টক হই' যে সকল 'কৃষ্ণ' বলে।

সত্য সত্য কৃষ্ণ তাঁরে উদ্ধারিব হেলে ॥২৪৬॥

ঐশ্বক্যের স্বাভাবিক দৈগ্ধ-জ্ঞাপন—

বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই নমস্কার।

শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ ইউক প্রাণ মোর ॥২৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ্র জ্ঞান।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২৪৮॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীধরচরিত-

বর্ণনং নাম নবমোহধ্যায়ঃ ॥

ভাগবতগণের প্রভু-অভিমান উদবন্তবী হইয়া পড়ে।
তাঁহারা ব্যবসায়কেই 'ধর্ম' বলিয়া নানাবিধ ভক্তিবিনোদী
অমুষ্ঠানকেই নিত্যানন্দামুগত্য বলে; কিন্তু সর্কতোভাবে
উহাই নিত্যানন্দ-নিন্দা ॥ ২৪২ ॥

যিনি ভাগবত-বৈষ্ণবের নিন্দা করেন না, যিনি
বৈষ্ণবকে 'শ্রীগুরুদেব' বলিয়া জানেন, বিষ্ণুভক্তিবহিতবাহু-
পবিচয়ে পবিচিত গুরুবরণের নিকট হইতে দুবে অবস্থান
করেন, তাঁহাদের কদর্য্যামুষ্ঠানের বহমানন করেন না এবং
জগতেব কল্যাণ-কামনায় এ সকলের অকিঞ্চিৎকরতা
প্রদর্শন করেন, তাদৃশ ব্যক্তির শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্মে
গুহ্যভক্তি-লাভ হয় এবং গৌর-নিত্যানন্দের রূপায়
শ্রীকৃষ্ণচরণ লভ্য হইয়া থাকে ॥ ২৪৪ ॥

মহাভাগ্যবন্ত বৈষ্ণবগণ বিষ্ণুভক্তিবই প্রশংসা
করেন, তাঁহারা কখনও ভক্তি-নিন্দা করেন না। যে-
সকল কপট বিজিহ্ব শয় অশ্রুত-পরিচয়কে 'নিন্দা'

বলিয়া লোক প্রতারণা করে, তাঁহারা পাপে ঐ
'জীবে দয়া' বলিয়া যে ভক্তির অমুষ্ঠান, তাহাতে তাহাদের
কিছু নাই। বিষ্ণুভক্তিহীনতা হইতে লোকসমূহকে মুক্ত
করিবার জন্য যে অমুষ্ঠান, তাহাকে 'নিন্দা' বলিয়া মনে
করা পাপ। তাদৃশ পাপিগণ পক্ষান্তরে পাপের প্রশংসা
করায় বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া ফেলে। সূতবাং সুরুতিসম্পন্ন
বৈষ্ণবগণ বৈষ্ণবের নিন্দা করেন না। তাঁহারা পাপিষ্ঠ
নহেন। যাঁহারা আপনাদিগকে বৈষ্ণব বলায়, তাঁহারা
বৈষ্ণবত্ব, সূতবাং মন্দভাগ্য ও পাপী ॥ ২৪৫ ॥

বৈষ্ণবাপরাধ অর্থাৎ সাধুনিন্দা-বর্জিত হইয়া নিবপরাধে
একবার ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করিলে অন্যাসে তাঁহাব ব্রহ্মাণ্ড-
গ্রহ লাভ ঘটে এবং তিনি মায়িক নির্লুপ্ততা হইতে
পরিপ্রাণ পান। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের সেবা বাতীত
কাহাদও বৈষ্ণবের দায় কবা সম্ভবপর হয় না ॥ ২৪৬ ॥

ইতি গোড়ী-ভাষ্যে নবম-অধ্যায় সমাপ্ত।

দশম অধ্যায়

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে পূর্বাধ্যায়বর্ণিত মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-
লীলাব পবিশিষ্ট, মহাপ্রভু কর্তৃক সুবাবিকে সপসিকুব বান-
রূপ প্রদর্শন ও ববদান, হবিদাসের মচিনা কৌ হবি-
দাসের গৌর-সুতি, অষ্টমতের পূর্ববৃত্তান্ত কথন, গীতাব পাঠ
পবিবর্ত্তন, ভক্তগণকে বিবিধ ববদান, যুগ্মকে উপেক্ষা
ও রূপা, ভক্তিব প্রভাব বর্ণন, নারায়ণী আখ্যান এবং
নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীধরকে বব-প্রদানের পব মহাপ্রভু অষ্টমভাগ্যকে বব
প্রার্থনা কবিত্তে বলিলে তিনি নিজাভিষ্ট-সিদ্ধিব কথা
জানাইয়া প্রেক্ষান্তে কোন বব চাহিলেন না। মহাপ্রভু
সুবাবিগুপ্তকে সপসিকুব শ্রীধামরূপ প্রদর্শন এবং তদীয়
স্বভাব জ্ঞাপন কবিলে সুবাবি নিজ হনুমৎস্বরূপ উল্লঙ্ঘি
কবিয়া মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন, পবে মহাপ্রভুর বাক্য সংজ্ঞা-
লাভ কবিয়া প্রভু-আদেশে চৈতন্য ও তদীয় নিজ-জনগণের
নিত্যাদায়, চৈতন্যচরণস্থিতি এবং গৌরগুণগানে সামর্থ্যরূপ

বব প্রার্থনা কবিলেন। প্রভু মুরারিকে বর দিয়া বলিলেন যে, মুরারি বিন্দাকারী ব্যক্তির কোটিগন্যমান এবং হবিনামেও নিস্তার নাই। অতঃপর তিনি 'মুবারিগুপ্ত' নামেব অর্থ প্রকাশ কবিলেন।

মহাপ্রভু হবিদাসকে নিজরূপ দর্শন কবিত্তে আদেশ দিয়া বলিলেন যে, হবিদাস মহাপ্রভুর নিজদেহ অপেক্ষা অধিক, হবিদাসেব জাতিই মহাপ্রভুর জাতি। হবিদাসেব দুঃখ দর্শনে তিনি স্বদর্শন-হস্তে দৈকুণ্ঠ হইতে অবতরণ কবিয়া ছিলেন। কিন্তু হবিদাস উৎপীড়কগণেবও কলাণ কামনা কবিয়াছিলেন বলিয়া, সেই সঙ্কল্প-প্রভাবে স্বদর্শনও নিবস্ত হইয়া গেল এবং হবিদাসেব অঙ্গের সকল প্রেচাব মহাপ্রভু নিজ-অঙ্গে ধারণ কবিলেন। সেইমকল প্রেচাবচিহ্ন মহাপ্রভু নিজ অঙ্গে পদর্শন কবিয়া বলিলেন যে, হবিদাসেব দুঃখ সঙ্গ কবিত্তে না পারিষাই তিনি শীঘ্র শীঘ্র অন্তীর্ণ হইয়া-ছেন। ভক্তাধীন রক্ষা শুভ ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। তা'দুশ শুভবৎসল রক্ষের নামে অপ্রীতি—চূর্দ্দৈবেব ফলমাত্র। প্রভুর অপার রূপাব কথা শ্রবণে হবিদাস মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। প্রভুর বাক্যে সংজ্ঞালাভ কবিলেও তিনি অধীব হইয়া ক্রন্দন কবিত্তে লাগিলেন, প্রভুর রূপদর্শন আর হইল না। হবিদাস অতিদৈদৃগ্ভবে মহাপ্রভুর স্ততিমুখে বলিলেন যে, দয়াল গৌবস্বন্দেব নিজচরণস্বরণকারী কীটকেও কখনও ত্যাগ কবেন না, পবন তাহাব অচুপা-কারী বাজচক্রবর্তীবও সন্ধানশ বিধান করেন। এতৎ-প্রসঙ্গে দ্রৌপদী, প্রহ্লাদ, দুর্ক্সাশাপ-ভীত যুধিষ্ঠিব এবং অজামিলেব প্রসঙ্গ উল্লেখ কবিয়া হবিদাস গৌবস্বন্দেব শরণাগতবাৎসল্যেব পবাকারী স্থাপন কবিলেন। হবিদাস নিজেব সর্কপ্রকাব অযোগ্যতা প্রকাশ পূরক, চৈতচ্ছদাস-গণেব উচ্ছিষ্টে তাঁহাব কচি হউক, তাহাই জন্মে জন্মে তাঁহাব একমাত্র সাধনভঞ্জন হউক, এবং মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্তঘবে কুকুল কবিয়া রাখুন,—এই মাত্র বব প্রার্থনা কবিলেন। হবিদাসেব শরীবে মহাপ্রভুর নিবস্তুব অবস্থান। হবিদাসেব তিলার্কেক সঙ্গকারী এবং হবিদাসে শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিব অবস্থাই চৈতচ্ছচরণপ্রাপ্তি স্তলভ,—এই বলিয়া মহাপ্রভু হবিদাসকে বিষ্ণুবৈষ্ণবাপবোধশুভ শুদ্ধ-ভক্তি-বর প্রদান কবিলেন।

ভক্তমহিমা-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তি লাভ হয়—ইহা সর্কশাজের উপদেশ। হবিদাস কাহাবও মতে ব্রহ্মা, কাহাবও মতে প্রহ্লাদেবপ্রকাশ। তাঁহাব সঙ্গ—ব্রহ্মা-শিবাদিরও বাহুণীয়, তাঁহাব স্পর্শ—গঙ্গাবও কাম্য। অধিক কি,—হবিদাস-দর্শনেই অনাদি কর্ষদন্ধন ছিন্ন হয়। বৈষ্ণবেব সর্কো-স্তমতা স্থাপন কবিবাব জগৎই বৈষ্ণবগণ কখনও কখনও নীচ-কুলে জন্মগ্রহণ লীলা প্রকাশ কবেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতকে তাঁহাব পূরক মনে ভাব স্বরণ কবাইয়া দিয়া অদ্বৈতেব গীতা অধ্যাপনায় সর্কত্র ভক্তিব্যাখ্যা, কোন কোন শ্লোকেব ভক্তি-পব অর্ধেব অপ্রতীতিতে উপবাস, স্বপ্নে মহাপ্রভুর দর্শনদান এবং পাঠ ও যথাযোগ্য অর্থ বর্গন কবিয়া উপবাসে নিষেধ প্রতুতিব কথা উল্লেখ কবিলেন, এবং 'সর্কভঃ পারিণিপাদন্তঃ' শ্লোকেব পাঠ সংশোধন কবিয়া দিলেন। চৈতচ্ছেব গুণশিষ্ট আচার্য্য বলিলেন, চৈতন্ত যে তাঁহাব প্রভু—ইহাই তাঁহাব পবম মহত্ব। চৈতচ্ছেব মহামহেশ্বরব অস্বীকার কবিয়া যে ব্যক্তি মহাবিশুব অবতাব অদ্বৈতকে স্বতন্ত্রজ্ঞানে সেবা কবে, সে বস্তুতঃ অদ্বৈতচরণে অপবোধী, তাহাব দর্শনানেনবজ্ঞায় পবি-ণাম অবজ্ঞাস্তারী। যাহাব অদ্বৈতে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য চৈতচ্ছদাস-বুদ্ধি, তিনিই প্রকৃত অদ্বৈতভক্ত বৈষ্ণব এবং কৃষ্ণচরণলাভেব অধিকারী—ইহা অদ্বৈতেব শ্রীমুখেব কথা। মহাপ্রভু সমবেত ভক্তগণকে যথাপ্রার্থিত বব প্রদান কবিলেন। মুকুন্দ এতাবৎ কাল বাহিবেই অবস্থান কবিত্তেছিলেন। শ্রীবাস মুকুন্দেব জগ রূপা ভিক্ষা কবিলে, মহাপ্রভু জানাই-লেন যে, মুকুন্দ তাঁহাব দর্শনলাভে অনধিকারী। কাবণ, মুকুন্দ সকল সম্প্রদায়েই মিশিয়া তত্ত্ব সম্প্রদায়েব ভাব গ্রহণ কবে। তাহাব মতিব স্থিৰতা ও ভক্তিনিষ্ঠা নাই। সে 'খড়্-জাতিয়া'—কখনও দস্তে 'খড়্' ধারণ করে, আবার কখনও 'জাতি' মাবে। ভক্তিব সর্কশ্রেষ্ঠতা অস্বীকার কবাই ভগবানেব অঙ্গে 'জাতি'-আঘাত। এই কথা শুনিয়া মুকুন্দ সেই দিনই দেহত্যাগ কবিত্তে সঙ্কল্প করিয়া শ্রীবাস-স্মারা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা কবিলেন, তিনি কখনও দর্শন পাইবেন কিনা। তদুত্তবে কোটিজন্ম পবে দর্শন মিলিবে জানিত্তে পারিয়া মুকুন্দ আনন্দে আত্মহারা হইয়া নৃত্য কবিত্তে থাকিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে নিকটে ডাকাইয়া তাঁহাব সকল

অপবাদ ক্রমা করিলেন এবং নিজ পরাজয় স্বীকার পূর্বক বলিলেন,—“মুকুন্দেব জিহ্বায় তাঁহাব নিত্য অধিষ্ঠান।” ইহাতে মুকুন্দ ভক্তিশূচ্যতাব জ্ঞান নিজকে দিক্কার দিয়া ভক্তি-যোগেব প্রভাব ও ভক্তিহীনতাব ভয়াবহ পরিণাম সূচীকৃত বর্ণন করিলেন। মুকুন্দেব খেদ-দর্শনে লজ্জিত বিশ্বস্তব নিজ ভক্তিব প্রেষ্ঠা, বেদোক্ত যাবতীয় কর্মকাণ্ডেব ফলস্বরূপ সর্ব-কর্মবন্ধন-মোচনে নিজেবই একমাত্র প্রভুত্ব এবং মণ্ডনাবাগী অভক্ত বজ্রকের ভাগ্যহীনতাব বথা উদ্দেশ্য কবিতা তাঁহাব সকল অবতাবে মুকুন্দ তাঁহাব গায়ন হৃদয়েন বলিয়া মুকুন্দকে বর দিলেন। শ্রীবাসেব গৃহে মহাপ্রভু এইরূপ দিন দিন বিবিধ লীলা প্রকাশ করিলেও, ভক্তিহীন ভাগ্যহীন কর্মি-জ্ঞানি-অজ্ঞাভিলাষিগণেব সেই সকল দর্শনমৌ ভাগ্য ঘটে নাই। একমাত্র চৈতন্যদাসগণেবই ভক্তিযোগপ্রভাবে

মোর বঁধুয়া। গৌরগুণনিধিয়া ॥১০॥

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।

জয় জয় নিত্যানন্দ অনাদি-ঐশ্বর ॥১১॥

মহাপ্রভুব অধৈতকে বব-প্রার্থনায় আদেশ ও

আচার্যেব উত্তর—

হেনমতে প্রভু শ্রীধরেন্নে বর দিয়া।

‘নাড়া নাড়া নাড়া’ বলে মস্তক ঢুলাইয়া ॥২॥

প্রভু বলে,—“আচার্য্য! মাগহ নিজ কার্য্য।”

“যে মাগিলু, তা’ পাইলু” বলয়ে আচার্য্য ॥৩॥

ছন্দার করয়ে জগন্নাথের নন্দন।

হেন শক্তি নাহি কারো বলিতে বচন ॥৪॥

এতদর্শনে অধিকার। তাহার প্রমাণ—শ্রীবাসেব দাস-দাসীগণ। চৈতন্যের লীলা—নিত্য চৈতন্যরূপাপ্রাপ্তগণ এখনও অমৃতব করিয়া থাকেন। মহাপ্রভু আপনায় মধ্যে ভক্তগণকে স্ব-স্ব-ইষ্টরূপ প্রদর্শন কবিতা নিজ অবতানিষ্ট জানাইয়া থাকেন।

মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিজ গলাব মালা ও চর্ম্মিত তাধূল-প্রসাদ বিতরণ কবিলেন। তাঁহাব ভোজনাব অবশিষ্ট-শ্রীবাসেব স্নাতুস্পৃষ্টী নারায়ণী পাইলেন। নারায়ণী মহাপ্রভুব ‘অবশেষ পাত্রী’ বলিয়া বৈষ্ণব-সমাজে প্রসিদ্ধা। তিনি বালিকা-বয়সেও প্রভুব আদেশে কৃষ্ণপ্রিয়ানন্দে ক্রন্দন কবিতাছিলেন।

অতঃপদ গ্রন্থকাব শ্রীমণ্ডিত্যানন্দ-মহিমা কীর্তন কবিতা অধ্যায় সমাপ্ত কবেন।

প্রভুব মহাপ্রকাশে গদাধরাদিব সমযোচিত

বিবিধ সেবা—

মহাপরকাশ প্রভু বিশ্বস্তর রায়।

গদাধর যোগায় তাধূল, প্রভু খায় ॥৫॥

ধরণী-ধরেন্দ্র নিত্যানন্দ ধরে ছত্র।

সম্মুখে অধৈত-আদি সব মহাপাত্র ॥৬॥

মহাপ্রভুব সুবাবি গুণকে নিজ লীলাময় বৈচিত্র্য ও

তদীয় অতীষ্ট-দেবতা সপদিকব শ্রীবাসচন্দ্রেব

রূপ প্রদর্শন; তদর্শনে সুবাবিব মূর্চ্ছা—

মুরারিরে আজ্ঞা হৈল,—“মোর রূপ দেখ।”

মুরারি দেখয়ে রঘুনাথ পরভেক ॥৭॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বঁধুয়া,—‘বন্ধু’-শব্দেব আদবযুচক লৌকিক ভাষা।

গুণনিধিয়া,—‘গুণনিধি’-শব্দেব লৌকিক আদব-সম্ভাষণ। যেক্রপ পূর্ববঙ্গে শ্রীহট্টেব অধিবাসিগণকে ‘সিলেটিয়া’, কলিকাতার অধিবাসিগণকে ‘কল্কাতিয়া’ প্রভৃতি বলা হয়, সেইজাতীয় কবিত্তেব ভাষা ॥ ৫ ॥

মহাপ্রভু অধৈতচার্য্যকে নিজাতীষ্ট প্রার্থনা করিতে বলিলে অধৈতপ্রভু তদুত্তরে মহাপ্রভুকে কহিলেন,—“আমি যাহা প্রার্থনা করিয়াছিলাম, তাহা পাইয়াছি ॥” ৩ ॥

ধরণী-ধরেন্দ্র,—ভগবান্ ‘শেষ’। তিনি নিত্যানন্দের অংশবিশেষ। “সেই বিষ্ণু ‘শেষ’-রূপে ধরেন ধরণী।

দুৰ্বাদলশ্যাম দেখে সেই বিশ্বস্তর ।
বীরাঙ্গনে বসিয়াছে মহামুর্খর ॥৮॥
জানকী-লক্ষ্মণ দেখে বামেতে, দক্ষিণে ।
চৌদিকে করয়ে স্তুতি বানরেশ্বরগণে ॥৯॥

আপন প্রকৃতি বাসে যে হেন বানর ।
সকল দেখিয়া মুর্ছা পাইল বৈজয় ॥১০॥
মুর্ছিত হইয়া ভূমে মুরারি পড়িল ।
চৈতন্যের কাঁদে শুণ্ড মুরারি রহিল ॥১১॥

মহাপ্রভু কর্তৃক মুরারিকে প্রবেশনার্থ বামলীলায়
তদীয় হনুসংস্রভাবে বর্ণন এবং মুরাবিব
চৈতন্যলাভ ও প্রেক্ষকন্দন—

ডাকি বলে বিশ্বস্তর,—“আরে বানরা ।
পাসরিলি, তোরে পোড়াইল সীতা-চোরা ॥১২॥
তুই তার পুরী পুড়ি কৈলি বংশ-ক্ষয় ।
সেই প্রভু আমি, তোরে দিল পরিচয় ॥১৩॥
উঠ উঠ মুরারি, আমার তুমি শ্রাণ ।
আমি—সেই রাঘবেন্দ্র, তুমি—হনুমান্ ॥১৪॥
সুমিত্রানন্দন দেখ তোমার জীবন ।
যা’রে জীয়াইলে আনি’ সে গন্ধমাদন ॥১৫॥
জানকীর চরণে করহ নমস্কার ।
যা’র দুঃখ দেখি, তুমি কান্দিলি অপার ॥” ১৬॥

* * ছত্র, পাছকা, শয্যা, উপাধান, বসন । ভূষণ, গ্রাবাম,
আবাস, যজ্ঞহুত্র, সিংহাসন ॥ এতমুর্চ্চিত্তে কবি ক্লেশ-
সেবা কবে । ক্লেশেব শেষতা পাঞ ‘শেষ’ নাম ধবে ॥
(চৈঃ চঃ আ ৫।১১৭, ১২৩-১২৪) । (ভাঃ ৫।১৭২১,
২৫২ এবং ১০।৩৪৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৬ ॥

মুরাবি শুণ্ড রাম-লীলায় বামদাস হনুমান ছিলেন ।
তজ্জন্ত শ্রীগোবিন্দবদনীয় মহাপ্রকাশ-লীলা-প্রকাশকালে
মুরারির সেবনোচিতভাবে স্বীয় রামস্বরূপ প্রদর্শন কবিলেন ।
মুরারিকে আশ্রয় কবিতা তাঁহাব অগীর্ষদেবতা ও লীল-
ময়্যেব বিভিন্ন বিচিত্রতা দেখাইলেন । মুরারি আপনার
স্বভাবকে হনুসংস্রভাব জানিয়া তদ্রূপ-বিভাবিত হইয়া
মুর্ছিত হইলেন ॥ ১০-১১ ॥

চৈতন্যের বাক্যে শুণ্ড চৈতন্য পাইল ।
দেখিয়া সকল প্রেমে কান্দিতে লাগিল ॥১৭॥
শুণ্ডের কন্দনে ভক্তগণের চিত্তেব আত্মভাব—
শুণ্ড কাষ্ঠ জেবে শুনি’ শুণ্ডের কন্দন ।
বিশেষে জবিলি সব ভাগবতগণ ॥১৮॥

মুরাবিকে বব-গ্রহণার্থ প্রভুর আদেশ ও মুরাবিব নিত্য
ভগবন্তসঙ্গ ও ভগবদ্যন্ত প্রার্থনা—
পুনরপি মুরারিরে বলে বিশ্বস্তর ।
“যে তোমার অভিমত, মাগি লহ বর ॥” ১৯॥
মুরারি বলয়ে,—“প্রভু আর নাহি চাও ।
হেন কর প্রভু যেন তোর গুণ গাঁও ॥২০॥
যে-তে তাঁই প্রভু কেনে জন্ম নাহি মোর ।
তথাই তথাই যেন স্তুতি হয় তোর ॥২১॥
জন্ম জন্ম তোমার যে সব প্রভু—দাস ।
তা সবার সঙ্গে যেন হয় মোর বাস ॥২২॥
তুমি প্রভু, মুক্তি দাও—ইহা নাহি যথা ।
হেন সত্য কর প্রভু, না ফেলিহ তথা ॥২৩॥
সপার্ষদে তুমি যথা কর অবতার ।
তথাই তথাই দাস হইব তোমার ॥” ২৪॥
মুরাবিকে প্রভুর বর দান এবং ভক্তগণের জয়ধ্বনি—
প্রভু বলে,—“সত্য সত্য এই বর দিল ।”
মহা মহা জয়ধ্বনি ততক্ষণে হইল ॥২৫॥

সীতা-চোরা রাবণ তোমার বদন দত্ত কবিতাছিল ॥২২॥
তা’র পুরী—লঙ্কানগরী ॥ ১৩ ॥

মহাপ্রভু মুরারিকে বব দিতে গেলে তিনি বলিলেন,—
“জন্ম জন্ম তোমার সেবা-বাতীত আমাব আর কোন
প্রার্থনা নাই । কোন জন্মেই যেন আমি তোমাকে
কুলিয়া অস্ত্র কিছুতে প্রবেশ না করি । সকল জন্মেই যেন
তোমার সেবা কপিতে সমর্থ হই । আমাব যেন সেবা
বাতীত ইত্যব বুদ্ধি না হয় । “মুকুন্দ মুর্ছা প্রণিপত্য যাচে
ভবকামেকান্তমিহ স্বমর্মম্ । অবিত্রিত্বচ্চবণারবিন্দে ভবে
ভবে মেহম্ ভবংপ্রসাদাৎ ॥” নাস্তা ধর্ম ন বহুনিচয়ে
নৈব কামোপভোগে যদ্যন্ত্যন্য ভবতু ভগবন্ পূর্বকর্ম্মাঙ্ক-
রূপম্ । এতৎ প্রার্থ্যং মম বহমতঃ জন্মজন্মান্তরেইপি

মুরারির চরিত্র—

মুরারির প্রতি সববৈষ্ণবের শ্রীত ।

সর্বভূতে কৃপালুতা—মুরারিচরিত ॥২৬॥

যে-তে স্থান মুরারির যদি সঙ্গ হয় ।

সেই স্থান সর্বতীর্থ-শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥২৭॥

মুরারির প্রভাব বলিতে শক্তি কা'র ।

মুরারির বল্লভ—প্রভু সর্ব অবতার ॥২৮॥

বৈষ্ণবনিন্দকেব গঙ্গাঙ্গান ও হবিনামাশ্রয়ে ও দুর্গতি লাভ—

ঠাকুর চৈতন্য বলে,—“শুন সর্বজন ।

সকল মুরারি-নিন্দা করে যেইজন ॥২৯॥

কোটি গঙ্গাঙ্গানে তাঁ'র নাহিক নিস্তার ।

গঙ্গা-হরি-নামে তারে করিব সংহার ॥৩০॥

‘মুরারিগুণ’ নামের যৌগিক তাৎপর্য—

‘মুরারি’ বৈসয়ে গুণে ইহার জন্মদেয় ।

এতেকে ‘মুরারিগুণ’ নাম যোগ্য হয়ে ॥” ৩১॥

মুবারি প্রতি প্রভু বরূপাদর্শনে ভক্তগণের প্রেমজন্ম
এবং তদাখ্যানের ফলশ্রুতি—

মুরারিরে কৃপা দেখি' ভাগবতগণ ।

প্রেমযোগে ‘কৃষ্ণ’ বলি করেন রোদন ॥৩২॥

মুরারিরে কৃপা কৈল শ্রীচৈতন্য রায় ।

ইহা যেই শুনে, সেই প্রেমভক্তি পায় ॥৩৩॥

মুবারি ও শ্রীধরের প্রেম ক্রন্দন—

মুরারি-শ্রীধর কান্দে সম্মুখে পড়িয়া ।

প্রভু ও তাহুল খায় গর্জিয়া গর্জিয়া ॥৩৪॥

স্বপাদাঙ্গোবহুগুণতা নিশ্চল ভক্তিবন্ধ ॥ দিবি বা ভূবি
বা মমাস্ত বাসো নবকে বা নবকাস্ত প্রকায়ম্ । অবধী-
বিতসাবদাবিন্দো চবণৌ তে মবণেহপি চিস্তয়ামি ॥
মা ত্রাক্ষং ক্ষীণপুণ্যান্ ক্ষণমপি ভবতো ভক্তিহীনান্ পদাঙ্কে
মা শ্রোয়ং শাবাবন্ধং তব চবিতমগাস্ত্রাচ্ছদাখ্যানজাতম্ । মা
স্রাক্ষং মাদব স্বাম্যপি ভুবনপথে চেতসাইপকুবানান্ মা
ভুংং স্বসপর্ধ্যাপবিকস-বহিতো জমাজগাস্তবেহপি ॥ মজ্জননঃ
ফলমিদং মনকৈটভাবে মংপ্রার্থনীমদমুগ্ধঃ এম এব ।
ত্বদ্ভূতা-ভূতা-পবিচাবক-ভূতা-ভূতা-ভূতাস্ত ভূতা ইতি মাং
স্বব লোকনাথ ॥” (মুক্তমাল্যায়ঃ) । “অহং ত্বকামগুস্তত্ত্বদ্ব
স্বাম্যনপাশ্রয় । নাগপেছাবাবার্থোবাজসবকমোবিব ॥”
(—ভাঃ ৭।১০।৬) । “তববন্ধজিহ্বে তশ্চৈ স্পৃহবানি ন মুক্তয়ে ।
ভবান্ প্রভুবহং দাস ইতি যত্র বিলুপ্যতে ॥” (—শ্রীহনু-
মদ্বাক্যম্) । “ধর্মার্থকামমোক্ষস্ব নেচ্ছা মম কদাচন । স্বং
পাদপঙ্কজভাণ্ডো জীবিতং দীযতাং মম ॥” (—নাঃ পঃ বাঃ),
“ন ধনং ন জ্ঞানং ন স্তনবীং কথিতাং বা জগদীশ কাময়ে । মম
জন্মানি জন্মীশ্বরে ভণতাস্ত্বক্তিবহৈতুকীভূমি ॥” (শিক্ষাষ্টকে),
“নাথ, যোনিহস্তেষু যেষু যেষু ব্রজামানসু তেষু তেষ্ণুচ্যুত
ভক্তিবচ্যুতাস্ত সদা স্ময়ি ॥” (—বিষ্ণুসংহিতা) ॥ ২৩-২৪ ॥

যে-সকল দাস্তিক ভক্তবিধেয়ী আপনাকে ‘গঙ্গা-ঙ্গান-
রত’ এবং ‘হরিনামপবায়ণ’ মনে কবিয়া ভক্ত-নিন্দা
করেন, সেই সকল ব্যক্তির কুবুদ্ধি অপসাবিত করিবার

জন্ম শ্রীগৌবন্দনব বলিতেছেন,—“যে ভক্তের সর্বক্ষণ
ভগবৎ-সেবা-প্রয়াস, তাদৃশ মুবারি ছান ভক্তের যদি
কোন ব্যক্তি একবাবও মুখ্য বা গৌণভাবে নিন্দা কবিয়া
বসে এবং গঙ্গোদক ও হবিনামেব আশ্রয় গ্রহণ কবিয়াছে
বলিয়া ভক্ত-বিদেষ কবে, তাহা হইলে গঙ্গোদক ও হবিনাম
তাহাব কোন প্রকাষ কল্যাণ-বিধান কবাব পবিবর্তে সেই
পাপিষ্ঠকে সংহাব করেন ।” অধুনাতন শ্রীধাম যারাপুবে
মুসলমান-নিবাস ও হিন্দুনিবাসেব মধ্যবর্তী স্থানে মুবারি
গুণেব স্থান বর্তমান আছে । যে-সকল দাস্তিক শ্রীধামেব
বিদেষ কবিতে গিয়া আপাত-প্রতীতিতে মুবারি গুণেব
নিন্দাবাদ কবেন ও তাঁহাব স্থানেব বর্তমান পবিত্রতাব
প্রতি ঈর্ষা প্রকাশ কবেন, তাঁহাবা বিষ্ণু-চবণোদকেব
নিকট হইতে কোন কল্যাণ লাভ কবিতে পাবেন না ।
তাঁহাদেব অসদৃশরূপ নিকট হইতে প্রাপ্ত হবিনামাক্ষব
(নামাপবাহ) তাঁহাদিগকে সংহাব কবিয়া জন্ম জন্ম
বিষয়েব ভোগী কবিয়া তুলেন । বৈষ্ণব-বিদেষ এতাদৃশ
ভীষণ বিষময় ফল উৎপাদন কবে । উহাবা নাম-বলে
পাপাচরণ করিতে কবিতে নামাপবাহী হইয়া মৃত্যুমুখে
পতিত হয় । কোটাবাব গঙ্গোদকে অবগাহন করিয়াও
তাহাবা নিষ্কতিলাভ করে না । ইহাই শ্রীগৌবন্দনবেব
বিমুখ জীবগণের প্রতি উপদেশ ও শাসন-বাক্য ।
“পুজিতোভগবান্ বিষ্ণু জন্মজন্মশতৈরপি । প্রসীদতি

মহাপ্রভুর নিজমুখে হরিদাসের দেহেব শ্রেষ্ঠ ও
অপ্রাকৃতত্ব জ্ঞাপন—
হরিদাস প্রতি প্রভু সদয় হইয়া ।
“মোরে দেখ হরিদাস”—বলে ডাক দিয়া ॥৩৫॥

“এই মোর দেহ হৈতে তুমি মোর বড় ।
তোমার যে জাতি, সেই জাতি মোর দঢ় ॥৩৬॥
পাপিষ্ঠ যবনে তোমা যত দিল দুঃখ ।
তাহা সত্তরিতে মোর বিদরয়ে বুক ॥৩৭॥

ন বিখ্যাত বৈষ্ণবে চাপমানিতে ॥ (—দ্বাবকামাহাত্ম্যে) ।
আদি ১৬:১৬৯ গৌঃ ভাগ্য দ্রষ্টব্য ॥ ২৯-৩০ ॥

মুবাণিগুপ্তের হৃদয়ে ভগবান্ ‘মুবাণি’ (শ্রীচৈতন্যদেব)
গুপ্তভাবে সর্বদা বাস করেন, এজ্জা ভক্ত মুবাণি ‘মুবাণি-
গুপ্ত’ নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । যে-সকল ‘মুবাণি’-
নামধারী ভক্তি-বিশেষ-জন আপনাদিগকে ‘মুবাণিগুপ্ত’
মনে করিয়া নবকেব পথে অগ্রসর হন, তাঁহাদের শবীবে
কখনই গুপ্ত-ভাবে মুবাণি অবস্থান করেন না ; তাঁহারা
কেবল লোক দেখাইয়া মুবাণি অবস্থান জানান । কিন্তু
প্রকৃতপ্রণাবে মুবাণি তাঁহাদের হৃদয় হইতে বহুদূরে
অবস্থান করিয়া তাঁহাদিগকে কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠাশা-
লোলুপ কবান । এতাদৃশ জনগণের গর্হণই শ্রীগৌব-
ন্দ্যদেব অভিপ্রেত । মুবাণি-দাম্ভ বঞ্চিত হইলে মুবাণি-
নিমুখ-জনগণ প্রভুকে তাম্বুল খাওয়াইবার পবিত্রে স্বয়ং
তাম্বুল চর্ষণ করিয়া বসেন । তাঁহারা মাদক-দ্রব্যের
বশবস্তী হইয়া কোন দিনই মুবাণিগুপ্তের দাস হইতে
পাবেন না । আধুনিক যুগে ‘শ্রীগৌরান্দেব অবতাব’ বলিয়া
প্রচলিত হইবার দুর্দাসনায় “অমিয়-নিমাই-চবিত”
লেখককে ‘মুবাণিগুপ্তের অবতাব’ বলিয়া যাহারা বিডঘনা
করেন, তাঁহাদের অপবাদ বাতীত আর কিছুই হয় না ॥৩১॥

মহাপ্রভুঠাকুর হরিদাসকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—
“তোমার ব্রাহ্মণেতব অহিন্দু-শবীর আমাব ব্রাহ্মণ-শবীর
হইতে অবব বলিয়া কেহ কেহ মনে করিতে পারে, কিন্তু
তাহাদের দৃষ্টি ব্রাহ্মণ্যময়ী । আমি দৃঢ়ভাবে বলিতেছি, তোমার
জাতি এবং আমাব জাতিতে ভেদ নাই । আমাব দেহ
হইতে তোমাব দেহ সর্বতোভাবে শ্রেষ্ঠ । আধুনিক
হিন্দুগণ নিজ নিজ দেহকে যবনদেহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান
কবেন বলিয়া পাষাণী হিন্দুগণ নিজ নিজ জাতি-মদে
যজ হইয়া যে কোন কুলে অবতীর্তগবত্বকে ‘অবর’
জ্ঞান করে । তাহাদের যুক্তিশ্রাণী বিশেষ দোষ-যুক্ত ।

যে শবীবধারী ব্যক্তি অহুঙ্কণ-ভগবৎ-সেবাবত, তাঁহাব অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গ ও শবীবাদি আপাত আধ্যাত্মিক-দর্শনে ইতব
জাতিব সহিত তুল্য বিবেচিত হইতে পারে, কিন্তু উহা
অপবাদজনক । গুরু-শোণিত-জাত দেহধারী জনগণ নিজ
নিজ হিন্দু বা অহিন্দু-বিচাবে আপন আপন শ্রেষ্ঠতা
স্থাপনে বাস্তব হয় ; হবিভক্তনের দৃঢ়তা ও গাঢ়তা-বিষয়ে
উদাসীন থাকিলে তাহাদের ঐ প্রকাব বিচারই প্রবল
হয় । পাপিষ্ঠ যবন বা তথাকথিত গুণ্যবান্ হিন্দু-শরীর
লৌকিক-বিচাবে নিজ নিজ শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে । তাদৃশ
বিচাব-বশে বৈষ্ণব-নিম্না করিয়া নবকেব পথে চলিলে
তাহাদের মঙ্গল হয় না ।

“দীক্ষাকালে ভক্ত কবে আত্মসমর্পণ । সেইকালে
কৃষ্ণ তাব কবে আত্মসম ॥ সেই দেহ কবে তা’র
চিদানন্দময় । অপ্রাকৃত দেহে তাঁব চরণ ভজয় ॥” (—চৈঃ
চঃ অঃ ৪:১২২-১২৩) । “প্রাকৃতদেহেজ্জিযাদীনামেব ভক্তি-
সংসর্গেণাপ্রাকৃতত্বং স্পর্শমণিচ্ছায়েনৈব সাধু বুধ্যাহে ॥ *
অচিন্ত্যশক্ত্যা ভক্ত্যুপদেশকাল এব তন্তু গুণাতীতানি
দেহেজ্জিযমানাং যযা ভক্তিমাহাত্ম্যাদর্শনাথলক্ষিতমেব
হৃদ্যন্তে মিথ্যাত্বানি তাচ্ছত্বলক্ষিতমেব লয়ং যান্তি ।”
(ভাঃ ৪:১২২:১১ শ্লোকের মার্যদর্শনী টীকা), অর্থাৎ
স্পর্শমণিধারা লৌহ যেমন স্বর্ণতা প্রাপ্ত হয়, ভক্তি-সংসর্গে
তদ্রূপ প্রাকৃত দেহেজ্জিযাদিও অপ্রাকৃতত্ব প্রাপ্ত হয় ।
ভক্তি-উপদেশকাল হইতেই ভগবান্ ভক্তি-মাহাত্ম্য প্রদর্শন
করিবার নিমিত্ত অচিন্ত্যশক্তিবলে ভক্তের ত্রিগুণাতীত
দেহ, ইজ্জি ও মন অজ্ঞের অলক্ষিতভাবে প্রকাশিত
করিয়া থাকেন এবং মিথ্যাত্ব দেহেজ্জিযাদি অজ্ঞেব
অলক্ষিতভাবে বিনাশপ্রাপ্ত হয় । ‘অজ্ঞেব অলক্ষিত’
বলিবার প্রাপ্য এই যে, তদ্ব্যব্যক্তিগণ তাঁহাব
স্বরূপ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে পূর্বে পরিচয়ে
পরিচিত করেন এবং তাঁহার দেহকেও জন্মবরণশীল,

প্রভুর হরিদাস-প্রীতি-জ্ঞাপন-করে যবন-কর্কট হরিদাসের
অত্যাচাৰ, তদবক্ষণার্থ মহাপ্রভুর চক্রহস্তে বৈকুণ্ঠ
হইতে আগমন, ভক্তের শুভ কামনায় ভক্ত-
হিংসাকাবীর ত্রাণ এবং প্রভুর নিজাঙ্গে
ভক্তের আঘাত গ্রহণ প্রভৃতি
স্বমুখে বর্ণন—

শুন শুন হরিদাস তোমারে বখনে ।

নগরে নগরে মারি বেড়ায় যবনে ॥৩৮॥

দেখিয়া তোমার দুঃখ চক্র ধরি' করে ।
নামিহুঁ বৈকুণ্ঠ হৈতে সবা কাটিবারে ॥৩৯॥
প্রাণান্ত করিয়া তোমা মারে যে-সকল ।
তুমি মনে চিন্ত' তাহা সবার কুশল ॥৪০॥
আপনে মারণ খাও, তাহা নাহি দেখ ।
তখনও তা সবারে ভাল মনে দেখ ॥৪১॥
তুমি ভাল চিন্তিলে না করোঁ মুঞি বল ।
মোর চক্র তোমা লাগি' হইল বিফল ॥৪২॥

হাড়মাংসেব থলি জ্ঞান কথিয়া বৈষ্ণব-চরণে অপবাদী হন ।
“দৃষ্টে: স্বভাবজনিতৈর্বপুষ্ট দোষৈ: ন প্রাকৃতত্বমিহ
ভক্তজনন্ত পশ্যেৎ । গঙ্গাস্তাং ন থলু বদবুদ্দেশনপকৈত্রঙ্গ-
দ্রবত্মগচ্ছতি নীবধর্মৈ: ॥ (—উপদেশামৃত ৬ষ্ঠ শ্লোক),
“ভক্তানাং সচ্চিদানন্দরূপে স্বপ্নেন্দ্রিয়াস্বপ্নে । ঘটতে স্বামুরূপে
বৈকুণ্ঠেহুত্র চ স্ততে: ॥ (—বৃহত্তাগবতামৃত ২৩।১৩২ শ্লোক)
অর্থাৎ ভক্ত বৈকুণ্ঠবাদীই হউন কিম্বা যে কোন স্থানেই
বাস করুন না কেন, তাঁহাব সেবনোপযোগী সচ্চিদানন্দময়
দেহ স্বতই প্রকাশ পাইয়া থাকে । ভক্তিব ক্ষুণ্ণিতে তাঁহার
পাক্ষভৌতিক দেহ সচ্চিদানন্দরূপতা প্রাপ্ত হয় । তাদৃশ
দেহেব জন্ম-মৃত্যু ভগবানের সচ্চিদানন্দময়দেহেব আবির্ভাব-
তিবৈতাবের ছায় । যাঁহাবা ভক্ত ও ভগবানের আবির্ভাব-
তিবৈতাবকে কর্মফলবাধ্য জীবের জন্ম-মৃত্যু ছায়া মনে
কবেন, তাঁহাবা মুক্তিলাভেব পবিত্রপুণ: পুণ: প্রপঞ্চ-
ক্লেশ লাভ কথিয়া থাকেন, মুক্ত হইতে পাবেন না ॥৩৬॥

লোভেব বশবস্তী হইয়া মানব যথেষ্টাচাৰ কথিতে
আবস্ত কবে । তাহাতে অনেক সময় পাপ আসিয়া
উপস্থিত হয় । যেকালে নিবপেক্ষতা ও ভজনীয় বস্তব
প্রতি সেবা-প্রবৃত্তি না থাকে, তৎকালেই জীব ভোগ-
বাজ্যে নানাপ্রকার পাপ-পুণ্যেব আবাহন কবে । মুক্ত-
পুরুষগণেব সহিত বিবোধ কবা পাপীর ধর্ম । পুণ্যবান
ব্যক্তিগণ মুক্ত-বিচারকে আক্রমণ করে না, মুক্ত-বিচাব
গ্রহণও কবেন না । এষা বদ্ধজীবের প্রতি শ্রেয়ঃপন্থীব
সরুদাই করুণা বর্ন্তমান । কিন্তু পাপ-পুণ্যপ্রয়াসী ভোগী
ব্যক্তি যখন ভগবত্তত্ত্বগণকে দুঃখ দিতে প্রবৃত্ত হয়, সে-
কালে ভক্তগণ সাধারণ কর্মীব ছায় প্রতিশোধ আকাজ্জ

কবেন না । তাহা না কবায় তাদৃশ অমুষ্ঠান পাপীকে
উত্তবোত্তব ক্লেশে আবদ্ধ কবে । তাহাতে ভক্তেব পাপকাবীব
জন্ম দুঃখ উপস্থিত হয় এবং ভক্তেব ভক্তনেব ব্যাঘাত
কবায় ভগবানেবও ভক্তগণেব জন্ম দুঃখ উপস্থিত হয় ॥৩৭॥
ভগবানেব ইচ্ছাক্রমে প্রপঞ্চ নানাপ্রকার বিধান
প্রবর্তিত আছে । কর্মফলবাদী সেই ভগবদবিধানগুলি
আলোচনা কথিয়া থাকে । কর্মফলবাধ্য-জনগণেব ঔপাধিক
স্বথ দুঃখ বা তিবন্ধাব-পুবন্ধাব সাধারণবিধি দ্বাবাই চালিত
হয় । কিন্তু ভগবত্তত্ত্ব-বিদেবী জনগণেব অপবাদের পরিমাণ
এত অধিক যে, তাহা বিধি-বিধানেব অতীত বলিয়া ভগবান
স্বয়ং তাহাব বিচাব কথিয়া থাকেন । এতদ্বিশেষে শ্রীমত্তাগবতের
নবমস্কন্ধোক্ত মহাবাজ অধ্ববীরেব উপাখ্যান আলোচ্য ॥৩৯॥

ইহ জগতে সর্দাপেক্ষা অধিক ক্লেশ-প্রভাবে মানবেব
মৃত্যু হয় । ঘাতক-সম্প্রদায় পাপ-প্রবৃত্তিেব চরম সীমায়
ভগবদ্বক্তকে ক্লেশ প্রদান কথিয়া তাহাদেব ইন্দ্রিয়-চরিতার্থ
কবে । কিন্তু ঠাকুর হরিদাস সেরূপ ইন্দ্রিয়স্বপ্নভংগব না
হওয়ায় এবং সর্দাদা ভগবানেব স্তববিধানে যত্ন করায়
নিজ দুঃখ গণনা কবেন নাই । অধিকন্তু তাহাবা তাঁহাকে
কষ্ট দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল, তাহাদিগেব দুঃপ্রবৃত্তি দূবীকরণ
মানসে মঙ্গল প্রার্থনা কথিয়াছিলেন । ভগবত্তক্তেব সহন-
শীলতা এত অধিক যে, কেহ তাঁহার অমঙ্গল কামনা
কবিলেও, তিনি তাহার প্রতিশোধ লওয়া দূরে থাকুক,
পাপীব তাহাতে মঙ্গল হয়, সেইরূপই আকাজ্জা করিয়া
থাকেন । অত্যন্ত প্রিয়কাঁচকারী জনগণ মানবেব নিকট
যেরূপ রূপ ও সাহায্য পাইয়া থাকে, বিজ্ঞোহিগণের
প্রতি ঠাকুর হরিদাসের তাদৃশ করুণা ছিল ॥ ৪০ ॥

কাটিতে না পারেন। তোর সঙ্কল্প লাগিয়া।

তোর পৃষ্ঠে পড়েন। তোর মারণ দেখিয়া ॥৪৩॥

প্রভুর ভক্ত-প্রহার নিজ অঙ্গে গ্রহণেব চিহ্ন-প্রদর্শন—

তোহার মারণ নিজ অঙ্গে করি লঙ।

এই তার চিহ্ন আছে, মিছা নাহি কঙ ॥৪৪॥

ভক্তবন্ধাই সঙ্কল্প গোঁবাবতাবেন হেতু—

যেবা গোঁগ ছিল মোর প্রকাশ করিতে।

শীঘ্র আইলুঁ তোর দুঃখ না পারেন। সহিতে ॥৪৫॥

অষ্টৈতাচার্য্য হরিদাসের সবিশেষ জ্ঞাতা এবং মহাপ্রভু

অষ্টৈতেব প্রেমদায়া—

তোমায়ে চিনিলা মোর 'নাড়া' ভাল মতে।

সর্বভাবে মোরে বন্দী করিলা অষ্টৈতে ॥” ৪৬॥

প্রভুর ভক্ত মচিনাবন্ধনার্থ 'অকাংক্ষ্য কদম ও

অভ্যাগ্য কখন—

ভক্ত বাড়াইতে সে ঠাকুর ভাল জানে।

কি না বলে, কি না করে ভক্তের কারণে ॥৪৭॥

প্রভুর ভক্তপীতিব নিদর্শন—

অলস অনল প্রভু ভক্ত লাগি' খায়।

ভক্তের কিঙ্কর হয় আপন ইচ্ছায় ॥৪৮॥

যেহেতু ঠাকুর হরিদাস হিংসাকারী দাতকগণের মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা কবিষাছিলেন, তজ্জন্তু ভগবান্ অপরূপ-কারিগণের প্রতি বট্ট হইলেও ঠাকুরের অহুপদেশে তাহা-দিগের সমুচিত দণ্ড বিধান কবিতে পারেন নাই। সুতরাং ভক্তকে বন্ধা কবিবার জন্তু ভগবান্ স্বয়ং নিজাঙ্গ দ্বারা পিষেণীর অন্তঃসমূহের আঘাত গ্রহণ কবিষাছিলেন ॥৪২-৪৪॥

ভগবান্ মুখ্যভাবে হরিদাস ঠাকুরের প্রতি বিশেষগণের আক্রমণ নিবারণ কবিষাছিলেন, গোঁগভাবে তাঁহার ভক্তবৎসলতা জানাইবার জন্তু শ্রীগোবিন্দনব লীলা প্রকট কবিয়া ভক্ত-দুঃখ সঙ্গ কবিবার অসামর্থ্য প্রকাশ কবিয়া-ছিলেন ॥ ৪৫ ॥

অষ্টৈতপ্রভু ঠাকুর হরিদাসকে ভাল কবিষা চিনিতে পারিষাছিলেন। সেই অষ্টৈত-প্রভু ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেবের সম্পত্তি-বিশেষ। অষ্টৈত-প্রভুর সেবায় ভগবান্ বাধ্য হইয়া তাঁহার নিকট সকল প্রকারে আবদ্ধ আছেন ॥ ৪৬ ॥

ভগবানেব ভক্তবশুভা ও ভক্তের অসমোদ্ধ—

ভক্ত বই কৃষ্ণ আর কিছুই না জানে।

ভক্তের সমান নাহি অনন্ত ভুবনে ॥৪৯॥

ভগবন্তজ্ঞে অপ্রীতি—দুদ্বেষ-কাবণ—

হেন কৃষ্ণভক্তনামে না পায় সন্তোষ।

সেই সব পাণ্ডীয়ে লাগিল দৈবদোষ ॥৫০॥

ভক্তের মহিমা তাই দেখ চক্ষু ভরি।

কি বলিলা হরিদাস-প্রতি গৌরহরি ॥৫১॥

প্রভু-রূপা-প্রবণে হবিদাসের মূর্খতা, প্রভুর ৩৭১৮ চন্দ্র-

সম্পাদন এবং হবিদাসের গোঁবন্তবশুখে সপষ্টাঙ্ক

কৃষ্ণঅবর্ণণে বর্ন কর্তৃক—

প্রভুমুখে শুনি মহাকাঙ্ক্ষা-বচন।

মুচ্ছিত পড়িলা হরিদাস ভক্তক্ষণ ॥৫২॥

বাছ দূরে গেল ভূমিতলে হরিদাস।

আনন্দে ডুবিলা, তিলার্দেক নাহি খাস ॥৫৩॥

প্রভু বলে,—“উঠ উঠ মোর হরিদাস।

মনোরথ ভরি' দেখ আমার প্রকাশ ॥” ৫৪॥

বাছ পাই' হরিদাস প্রভুর বচনে।

কোথা রূপ-দরশন—করয়ে ক্রন্দনে ॥৫৫॥

ভগবান্ ভক্তের মহিমা বৃদ্ধি কবিবার জন্তু এমন কোন কার্য্য নাই, যাঁহা কবেন না—এমন কোন ভাণা নাই, যাঁহা বলেন না। ভগবান্ অভিজ্ঞ বলিয়া তাঁহার দাবাই লোকাতীত কাণ্যেব সম্ভাবনা হয় ॥ ৪৭ ॥

শ্রীকৃষ্ণের 'অনল' ভঙ্গ—একদা যুগ্মাবণো প্রবিশ্ত গোপবালকগণ গোপন-সমূহকে যথেষ্ট বিচরণ কবিতে দিয়া ক্রীড়াসক্ত হইলে চতুর্দিকে দাবানল প্রজ্বলিত হয়। তখন গোপ-বালকগণ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ মুহূর্ত্ত-মধ্যে যমস্তু দাবানল পান কবিষাছিলেন। (তা: ১০।১২শ অঃ দ্রষ্টব্য)।

ভক্তের কৈঙ্কর্য্য-বিশয়ে পাণ্ডবগণের দৌতা, সাবণ্য প্রভৃতি দৃষ্টান্ত শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৪৮ ॥

গী: ৯।২২, তা: ৯।৪।৬৩-৬৬, ৬৮ এবং তা: ১০।৮।৫২ শ্লোক আলোচ্য ॥ ৪৯ ॥

সকল অঙ্গনে পড়ি' গড়াগড়ি যায়।
 মহাশাস বহে ক্ষণে, ক্ষণে মুচ্ছা পায় ॥৫৬॥
 মহাবেশ হৈল হরিদাসের শরীরে।
 চৈতন্য করায় স্থির—তবু নহে স্থিরে ॥৫৭॥
 “বাপ বিশ্বস্তর, প্রভু, জগতের নাথ।
 পাতকীরে কর কৃপা, পড়িল তোমাত ॥৫৮॥
 নিগুণ অধম সর্বজ্ঞাতিবহিকৃত।
 মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার চরিত ? ৫৯॥
 দেখিলে পাতক, মোরে পরশিলে স্নান।
 মুঞি কি বলিব প্রভু তোমার আখ্যান ? ৬০॥
 এক সত্য করিয়াছ আপন বদনে।
 যে জন তোমার করে চরণ-স্মরণে ॥৬১॥
 কীটতুল্য হয় যদি—তা'রে নাহি ছাড়।
 ইহাতে অমৃত্যু হৈলে নরেন্দ্রের পাড় ॥৬২॥
 এই বল নাহি মোর—স্মরণবিহীন।
 স্মরণ করিলে মাত্র রাখ তুমি দীন ॥৬৩॥

সভামধ্যে জ্যোপদী করিতে বিবসন।
 আনিল পাণিষ্ঠ তুর্ঘ্যোদন-ভূশান ॥৬৪॥
 সঙ্কটে পড়িয়া কৃষ্ণা তোমা সত্তরিল।
 স্মরণপ্রভাবে তুমি বস্ত্রে প্রবেশিলা ॥৬৫॥
 স্মরণপ্রভাবে বস্ত্র হইল অনন্ত।
 তথাপিহ না জানিল সে সব দুঃখ ॥৬৬॥
 কোনকালে পার্শ্বভীরে ডাকিলীর গণে।
 বেড়িয়া খাইতে কৈল তোমার স্মরণে ॥৬৭॥
 স্মরণপ্রভাবে তুমি আবিভূত হঞা।
 করিলা সবার শাস্তি বৈষ্ণবী তারিয়া ॥৬৮॥
 হেন তোমা-স্মরণবিহীন-মুঞি পাপ।
 মোরে তোর চরণে শরণ দেহ, বাপ ॥৬৯॥
 বিষ, সর্প, অগ্নি, জলে, পাথরে বাকিয়া।
 ফেলিল প্রহ্লাদে দুষ্ট হিরণ্য ধরিয়া ॥৭০॥
 প্রহ্লাদ করিল তোর চরণ স্মরণ।
 স্মরণপ্রভাবে সর্ব দুঃখবিমোচন ॥৭১॥

মহাপ্রভুর মুখে ভক্তের প্রশংসা শ্রবণ কবিতা হবিদাস
 আনন্দ-বিস্ময়তাক্রমে মূর্ছিত হইয়া পড়ায় মহাপ্রভু
 তাঁহাকে চৈতন্য লাভ কবাইয়া নিজ প্রকাশ-লীলা দর্শন
 করিতে বলিলেন। প্রভুর কথায় হবিদাস অশ্রুদীপিত
 পূর্বক বাহু-দশায় উপনীত হইয়া ক্রন্দন করিতে কবিত
 কোন্ স্থানে রূপ দর্শন করিতে হইবে, বিচার করিতে
 লাগিলেন। অপ্রাকৃত অমুভূতিতে যে প্রতীতি, তাহা
 বহিঃপ্রজ্ঞায় নিরন্ত হয়। বহির্জগতে ভোক্তা-ভোগ্য-ভাবে
 দর্শন, অন্তর্জগতে সেবকেব সেব্য দর্শন। লক্ষ্যরূপ মুক্ত-
 জীব ভগবদর্শনে সমর্থ হন এবং ভগবান্ তাঁহাকে স্বীয়
 সেব্য-রূপ প্রদর্শন করেন ॥ ৫২-৫৫ ॥

হবিদাসের বাহু-সংজ্ঞা বহিত চতুর্দশ অস্তঃস্বরূপে
 চেষ্টাসমূহের উদয় হইল, ইহাই ‘মহাবেশ’ শব্দে উদ্ভিষ্ট
 হইয়াছে। জাগতিক ভাষায় ‘অ-’ শব্দ ঐহিক
 অমুভূতির আপেক্ষিক বিচারে নবাবিভূত, কিন্তু অপ্রাকৃত-
 দর্শনে উহাই নিত্য স্বভাব ॥ ৫৭ ॥

ঠাকুর হবিদাস মহাপ্রভুর গুণ কবিতা বলিলেন,—
 হে জগন্নাথ, বিশ্বপালক, হে জগৎপিতা, মাদৃশ পাপ-

চিত্ত জনেব প্রতি রূপা কবিবাব ভাব তোমাতেই
 গুপ্ত আছে ॥ ৫৮ ॥

হে প্রভো, তোমাব লীলা আমি কি প্রকারে বর্ণন
 করিতে সমর্থ হইব ? আমি সমাজে উন্মত্ত বা মধ্যম নহি,
 ‘অধম’ বলিয়া পবিচিত। আমি জাগতিক কোন গুণে
 গুণী নহি। সকল গুণেই আমাব দরিত্রতা। আর্ধ্য-
 জাতিগণেব বর্ণ-গণনাব অন্তর্গত পর্যন্ত নহি; স্তূতরাং
 তোমাব গুণ-বর্ণনে কোন যোগ্যতা আমাব নাই ॥ ৫৯ ॥

পাপকর্মা আমি, কোন পুণ্যবান্ ব্যক্তির আমাকে
 দর্শন কবা উচিত নহে, তাহা হইলে দর্শনকারীকে ন্যূনাধিক
 পাপ স্পর্শ কবিবে। আমি অস্পৃশ্য, আমাকে কোন ব্যক্তি
 স্পর্শ করিলে তাহাব মান কবা কর্তব্য। এহেন অযোগ্য
 আমি তোমার যোগ্য স্তুতি করিতে অসমর্থ ॥ ৬০ ॥

সর্বাঙ্গপেক্ষা অবর প্রাণিদৃশ হইলেও তাহাকে তুমি
 পরিত্যাগ কর না, আর নরেন্দ্রসমূহ পরমোচ্চ সম্মানে
 অধিষ্ঠিত হইলেও তাহার বিক্রম ধর্য কর ॥ ৬২ ॥

দীনব্যক্তি তোমার স্মরণ করিলে তাহাকে তুমি আশ্রয়
 প্রদান কর, কিন্তু আমি তোমার স্মরণ করিতেও অসমর্থ ॥৬৩॥

কা'রো বা ভাঙ্গিল দন্ত, কা'রো তেজোনাশ ।
 স্মরণপ্রভাবে তুমি হইলা প্রকাশ ॥৭২॥
 পাণ্ডুপুত্র সঙরিল দুর্কাসার ভয়ে ।
 অরণ্যে প্রত্যক্ষ হৈলা হইয়া সদয়ে ॥৭৩॥
 'চিন্তা নাহি যুগিষ্ঠির, হের দেখ আমি ।
 আর্মি দিব মুনিভিক্ষা, বসি' থাক তুমি ॥' ৭৪॥
 অবশেষ এক শাক আছিল হাঁড়িতে ।
 সম্বোধে খাইলা নিজ সেবক রাখিতে ॥৭৫॥
 স্নানে সব ক্ষবির উদর মহা ফুলে ।
 সেই মত সব ক্ষবি পলাইলা ডরে ॥৭৬॥
 স্মরণপ্রভাবে পাণ্ডুপুত্রের মোচন ।
 এ সব কোতুক তোর স্মরণকারণ ॥৭৭॥
 অথও স্মরণ—ধর্ম, ইহাঁ সবাকার ।
 তেঞি চিত্র নহে, ইহা সবার উদ্ধার ॥৭৮॥
 অজামিল-স্মরণের মহিমা অপার ।
 সর্বধর্মহীন তাহা বই নাহি আর ॥৭৯॥
 দূতভয়ে পুত্রস্নেহে দেখি' পুত্রমুখ ।
 সঙরিল পুত্রনামে নারায়ণরূপ ॥৮০॥

তেই সঙরণে সব খণ্ডিল আপদ ।
 তেঞি চিত্র নহে ভক্তস্মরণসম্পদ ॥৮১॥
 ৬ বিদ্যাসেব দৈত্মমুখে নিভ গোবতজিগ
 অযোগ্যতা জ্ঞাপন—
 হেন তোর চরণস্মরণহীন মুঞি ।
 তথাপিহ প্রভু মোরে না ছাড়িবি তুঞি ॥৮২॥
 তোমা দেখিবারে মোর কোন্ অধিকার ?
 এক বই প্রভু কিছু না চাহিব আর ॥' ৮৩॥
 ৬ বিদ্যাসকে বন গ্রহণ কবিত্তে প্রভু ব'আদে—
 প্রভু বলে,—“বল বল—সকল তোমার ।
 তোমারে অদেয় কিছু নাহিক আমার ॥' ৮৪॥
 ৬ বিদ্যাসেব ব্রহ্মাদি-আবাস্য বৈষ্ণবোচ্ছিন্ন প্রার্থনা এবং
 নিজকে তাদৃশ হ্রস্ব ও বস্তুপ্রাপ্তিব ‘অযোগ্য’
 বিচাবে অপবোধী-জ্ঞান—
 করযোড় করি' বলে প্রভু হরিদাস ।
 “মুঞি অল্পভাগ্য প্রভু করোঁ বড় আশ ॥৮৫॥
 তোমার চরণ ভজে যে-সকল দাস ।
 তা'র অবশেষ যেন হয় মোর গ্রাস ॥৮৬॥

মহাভারত সভাপর্ক ৬৮।৪১-৪৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৬৪-৬৫॥

“দিগ্‌গজৈর্দদশ্চক্রেবভিচারাবপাতনৈঃ । মায়াভিঃ
 সন্নিবোধৈশ্চ গবদানৈবভোজনৈঃ ॥ হিমবায়ুগ্নিসলিলৈঃ
 পর্কতাক্রমণৈবপি । ন শশাক যদা চন্দ্রমপাণমস্থবঃ সূতম্ ॥”
 (—তাঃ ৭।৫।৪৩-৪৪) অর্থাৎ দিগ্‌গন্তি, মহাসর্প, অভিচার,
 পর্কত হইতে পাতন, মায়া-গন্তে নিরোধ, বিষ-প্রয়োগ,
 উপবাস, হিম, বায়ু, অগ্নি, জল ও প্রেতবাদি-প্রক্ষেপের
 দ্বারাও হিবণ্যকশিপু নিম্পাপ পুত্রের প্রাণ নাশ কবিত্তে
 সমর্থ হইল না । এতৎপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরাণ ১।১৮-২০ অধ্যায়
 দ্রষ্টব্য ॥ ৭০-৭২ ॥

মহাভারত বনপর্ক ২৬২ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৭৩-৭৭ ॥

ভক্তিই অথও পরমধর্ম, ইহা সকলের পক্ষেই
 উপযোগী । অতক্তি—কর্ম, জ্ঞান, যোগ, তপ, ব্রত প্রভৃতি
 ঋণ ধর্ম বলিয়া ‘ইতরধর্ম’ নামে আখ্যাত ; তদাশ্রয়ে
 কৃপাশ্রয়নিকতা ও সঙ্কীর্ণতা অবস্থিত । ভগবানই ভক্তনীর

বস্ত, সেই জন্ত তিনি বিভিন্ন লীলা প্রদর্শন করিয়া
 সকলকে উদ্ধাব কবিত্তা থাকেন—ইহা তাঁহার আশ্চর্য্য
 ভঙ্গী ॥ ৭৮ ॥

যেহেতু অজামিল তোমার মায়িক জগতেব বিচাব পরি-
 ত্যাগ কবিত্তা তোমার বাস্তব-রূপ তাঁহার স্মৃতিপথে উদয়
 কবাইয়া শব্দেব অজ্ঞরুচি-বৃত্তি নিবাস কবিত্তাছিলেন, তাহা-
 তেই তাঁহার ভগবৎসেবা প্রবৃত্তি উন্মেষিত হয় । অজামিল
 এরূপ সকলধর্ম-বহিত ছিলেন যে, তাঁহার তুলনা হয় না ।
 যমদূত কর্তৃক ধৃত হইবার আশঙ্কায় পুত্র-দর্শনে যখন তিনি
 ‘নারায়ণ’ নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন, সেইকালে পুত্রের
 অসামর্থ্য ও দূতগণের বলবত্তা দেখিয়া ভগবানের কথা ও
 তাঁহার বিক্রমসমূহ অজামিলেব শ্রবণ-পথে উদ্ভিত হইয়া-
 ছিল । যদিও পুত্রনাম উচ্চারণ-উদ্দেশ্যে মুখে তিনি ‘না-
 রায়ণ’ শব্দের উক্তি করিয়াছিলেন, তথাপি ‘নারায়ণ’ শব্দে
 ভগবানের উদ্দেশ্য হওয়ায় ভগবৎস্মৃতিক্রমে তিনি যমদূত-
 গণের আক্রমণ-বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন । ভক্তন-

সেই সে ভজন মোর হউ জন্ম জন্ম ।

সেই অবশেষ মোর—ক্রিয়া-কুলধর্ম ॥৮৭॥

তোমার স্মরণহীন পাপজন্ম মোর ।

সকল করহ দাসোচ্ছিষ্ট দিয়া তোরে ॥৮৮॥

এই মোর অপরাধ হেন চিত্তে লয় ।

মহাপদ চাহেঁ, যে মোহার যোগ্য নয় ॥৮৯॥

প্রভুরে, নাথরে, মোর বাপ বিশ্বস্তর ।

মৃত মুণ্ডে, মোর অপরাধ ক্ষমা কর ॥৯০॥

বৈষ্ণবের গৃহে কৃষ্ণ-কপে অবস্থানে বৈষ্ণবোচ্ছিষ্ট-

প্রাপ্তি স্নেহতঃ হেতু হবিদাসেন

তাদৃশ প্রার্থনা—

শচীর নন্দন, বাপ, কৃপা কর মোরে ।

কুকুর করিয়া মোরে রাখ ভক্তঘরে ॥” ৯১॥

প্রেমভক্তিগয় হৈলা প্রভু হরিদাস ।

পুনঃ পুনঃ করে কাকু,—না পুরয়ে আশ ॥৯২॥

প্রভু হবিদাস-প্রীতি জ্ঞাপন ও অপরাধশূচ

ভক্তি-বর দান—

প্রভু বলে,—“শুন শুন মোর হরিদাস ।

দিবসেকো যে তোমার সঙ্গে কৈল বাস ॥৯৩॥

ভিলাকৈকো তুমি যার সঙ্গে কহ কথা ।

সে অবশ্য আমি পাবে, নাহিক অশ্রুতা ॥৯৪॥

তোমাতে যে করে শ্রদ্ধা, সে করে আমারে ।

নিরন্তর থাকি আমি তোমার শরীরে ॥৯৫॥

তুমি-হেন সেবকে আমার ঠাকুরাল ।

তুমি মোরে হৃদয়ে বাসিলা সর্বকাল ॥৯৬॥

মোর স্থানে, মোর সর্ব-বৈষ্ণবের স্থানে ।

বিনা অপরাধে ভক্তি দিল তোরে দানে ॥” ৯৭॥

হবিদাসের বসপ্রাপ্তিতে ভক্তগণের কৃপাদর্শন—

হরিদাস প্রতি বর দিলেন যখন ।

জয় জয় মহামনি উঠিল তখন ॥৯৮॥

বুত্তিমত্ত্য ভক্ত ভগবৎস্বরণে সম্পত্তিতে অমিকারী ।

স্ব-বাহু হইতে কোন বিষয়ে বারণ নাই ॥ ৯৯-১০১ ॥

প্রকামিনা তোমাকে না পাইয়া দুঃখ হইতে অবশ
ন বিয়াড়িলেন, আমার সেই স্বরণ-যোগ্যতাও নাই; কিন্তু
আমি তোমার গাফাংকার লাভ কবিনা তোমার স্তুতি-
রহিত হইলেও তুমি আমাকে কৃপা কবিনা পবিত্রাণ
কর নাই,—ইহাচ তোমার অইহুত্ব দয়াব পবিচয় ॥১০২॥

হবিদাস নানাপ্রকার দৈন্তৃত্বের স্বীয় অনধিকার জ্ঞাপন
কবিলে এবং প্রভু তাঁহাকে বর দিবান অভিপ্রায় কবিলে
তিনি একটীমাত্র বর প্রার্থনা কবিয়াছিলেন। তদন্তরে
প্রভু তাঁহাকে প্রার্থনার বিবরণ বলিতে আশ্রয় কবিলেন।
আবও বলিলেন,—এমন কিছুই নাই, যাছা আমি তোমাকে
না দিয়া নিজে সংরক্ষণ কবিন। আমার যাছা কিছু আছে,
সে সকলই তোমার ॥ ১০৪ ॥

হবিদাস কহিলেন, আমার একমাত্র প্রার্থনা,—
যেন শ্রীচৈতন্যভাগবতগণের উচ্ছিষ্টভোজী হইতে পাবি।
“ভক্তগদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তকুন্তলশব্দ—তিন সাধ-
সাধনের বল ॥” (—১৮: ৫: অঃ ১৬৬০) ॥ ১০৬ ॥

আমি স্তুতি চাহি না, জগদে আমারে যেন বৈষ্ণবের
সেবক হইতে পাপি, বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট ভোজন যেন আমার
যাবতীয় কল্যাণ বিষয়ে মমতা মুখ্য হা লাভ কবে। বৈষ্ণব-
কুলে অবস্থিত হইয়া বৈষ্ণবোচিত ধর্ম বৈষ্ণবের অবশেষ
গ্রহণ যেন আমার জন্মে জন্মে রুচ্য হয়। বৈদিক অমুষ্ঠান-
সমূহ বাহাদেব বৃন্দধর্ম বলিয়া বিশ্বাস এবং আনুষ্ঠানিক
বৈদিক ক্রিয়াকে বাহাদা বহুমান করেন, তাহাদেব তাদৃশী
আশা যেন আমাকে কোন দিন বিচলিত না কবে। উচ্চ
জাগতিক অহঙ্কারে অবস্থিত এবং গোণী ক্রিয়া। মুখ্য-
অমুষ্ঠান—বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট-ভোজন। অহঙ্কার-বিমুক্ত জীব
যেহুপ দুঃখাশয় হতজান হইয়া জড়জগতে উচ্চাকাঙ্ক্ষাব
বশবস্তী হন, ঠাকুর হবিদাসের চৈতন্য-রূপাক্রমে তাদৃশ
কোন ঔপাধিক বাজার উদয় হয় নাই। তিনি শ্রীচৈতন্য-
দৈব শিকার অহুমোদিত প্রচুর দৈন্তে বিভূষিত ছিলেন
এবং মঙ্গলের আকব তৃণাদপি হইয়া উচ্চাঙ্গ বৃত্তি পরিহার
পূর্বক তবসদৃশ সহিষ্ণুতা অবলম্বন কবিয়াছিলেন। সকলকে
মান দিয়া স্বয়ং অমানী হইয়া বৈষ্ণবের অহুসরণে তিনি
সর্বদা কৃষ্ণনাম কীর্তন কবিতেন ॥ ১০৭ ॥

স্বাভিজাত্য-সংক্রিয়াদি-বারা কক্ষসেবা ভুলত ;

তাঁহা কেবল উৎকট প্রীতিলভ্য—

জাতি, কুল, জিহ্মা, ধনে কিছু নাহি করে ।

প্রেমধন, আশ্রি বিনা না পাই কক্ষেরে ॥৯৯॥

বৈষ্ণব যে কোন কুলোদ্ভূত হইলেও সৰ্ব্বত্রোই, তৎপ্রমাণ—
অববকুলোদ্ভূত হবিদাসেব ব্রহ্মাদি দ্ব্যপ্যবস্ত লাভ—

যেইত কুলে বৈষ্ণবের জন্ম কেনে মছে ।

তথাপিহ সৰ্বোত্তম সৰ্ব্বশাস্ত্রে কহে ॥১০০॥

“ভগবৎস্মৃতিবজ্জিত আমান এই গাণক্সম বৈষ্ণবগণের
উচ্ছিন্নেপ ধারা সাক্ষ্য-মণ্ডিত কব ।” ভগবদ্দাস-গণে
গাহাব যমিকাব, তিনি যাবতীয় জনেব প্রভু-অস্তিমানী
ব্রাহ্মণগণের শিরোমণি ও সৰ্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ৮৮ ॥

আমি মতা দাস্তিক, স্তবৎ আপনাব নিকট হইতে
কৃণাদপি পুনীচ তব স্যাম স্তবৎসম্পন্ন ও যমানী-মানদ
হইবাব অতুল সম্পদ লাভ কবিবাব প্রার্থনা কবিতৈছি।
তাঁহা লাভ কবিবাব যোগ্য আমি নহি। বৈষ্ণবেব উচ্ছিন্নে-
ভোজী-পদবী ব্রহ্মাদি পবনাবাধ্য ব্যাপাব ; আমি সেই
পদ আকাঙ্ক্ষা কলয় বোধ কবি আমাব ধনদাম
হইল ॥ ৮৯ ॥

হে পিতঃ, হে প্রভো, হে স্বামিন্, হে বিশ্বকর্তা,
আমি জীবদশায় মৃত অর্থাৎ বুদ্ধিহীন, আমাব অপদাম
খাপনি ক্ষমা ককন ॥ ৯০ ॥

যেব গৃহস্থানী গৃহ-সেবাব অজ্ঞানে পশুজাতীন
কুকুবকে উচ্ছিন্নকপ বেতন দিয়া গৃহবক্ষা-কাৰ্য্যে নিবৃত্ত
করেন, সেইকপ কক্ষ-সংসারে বৈষ্ণবেব গৃহে আমাকে
প্রতিষ্ঠিত করন ॥ ৯১ ॥

হবিদাসেব দৈছোজ্ঞিপূর্ণ প্রার্থনা শ্রবণ কবিয়া মহাপ্রভু
বলিলেন,—“তুমি জগতেব শীর্ষস্থানীয় মহাপুরুষ। তোমাব
সঙ্গে তোমাব ভৃত্যরূপে যদি কোন ভক্ত একদিনও বাস
করে, অথবা তুমি কৃপা করিয়া অতি অল্প সময়েব অল্প
কাহারও সহিত বাক্যালাপ কব, তাঁহা হইলে তাঁহাবও
ভগবচ্চরণপ্রাপ্তি অনিবার্য্য।” শ্রীহবিদাস ঠাকুরেব কৃপা-
ভাজন জনগণই শ্রীচৈতন্য-সেবা লাভ কবেন ; অল্পেব
শ্রীচৈতন্য-কৃপার উদ্বোধনভাবে শ্রীচৈতন্যভাগবত হইবাব
অধিকাব নাই ॥ ৯২ ॥

কনিষ্ঠাধিকারী ব্যক্তি ভক্ত ও অভক্ত চিনিবার শক্তি
লাভ না করায় শ্রদ্ধার সহিত বিবিধ উপচারে ভগবদ্-
বিগ্রহের অর্চন কবিয়া থাকেন। অধিকার উন্নত হইলে

ভগবান্, ভক্ত, বালিশ এবং বিদেষী—এই চতুষ্কিম বৈশিষ্ট্য
লক্ষ্য কবিয়া যথাক্রমে প্রেম, মিত্রতা, কৃপা ও উপেক্ষাব
অনুশীলন ধারা ভগবানেব পূজা বিধান কবিয়া থাকেন।
সেইকালে তিনি ভগবদ্ভক্তেব দ্বন্দ্ব-মন্দিরে ভগব-
দসিষ্টানেব প্রকাশ দর্শন কবিয়া তাঁহাকে প্রণাম
কবেন। তাঁহাব প্রণামেব স্বাবাই ভক্তেব সেবাশ্রিত্য
মুগ্ধ প্রণতি নিহিত হয় ; কিন্তুভাবে ভগবৎসেবা কবিতৈ
হইব, সেই সকল বিষয়ে ভগবদ্ভক্তেব নিকট উপদেশ
লাভ কবিবাব সুযোগ পান। তাঁহাব কনিষ্ঠাধিকারে
একদেশ-দষ্টিক্রমে প্রকৃত সৌভাগ্যেব উদয় হয় না।
বৈষ্ণব-সঙ্গ-প্রভাবে জীবন যাবতীয় ভগবদ্বিমুগ্ধতা ও
ভক্ত-বিমুগ্ধতা ক্ষীণতা লাভ কবে। উত্তমাধিকারী
সেবাবিধানক্রমে তাঁহাতে ভগবদসিষ্টান দর্শন কবিয়া জীব
রুতর্প হয়। ঠাকুর হবিদাস মহাভাগবতেব আদর্শস্থানীয়
চরণায় তাঁহাব প্রতি স্মৃতিবিশ্বাসসম্পন্নজনগণ প্রকৃত প্রস্তাবে
ভগবানেব প্রতি অচলা শ্রদ্ধাবিশিষ্ট,—ইহা জানাইবাব
জগৎ মহাপ্রভু বলিলেন,—“ঠাকুর হরিদাসে শ্রদ্ধাবান্
জনগণ আমাতেই শ্রদ্ধাযিত। ভগবান্ হবিদাসেব চিহ্ন
কলেববে সৰ্ব্বদা সেবিত। ভক্তের শরীৰ চিহ্নায়। জড়-
বুদ্ধিসম্পন্ন, অহঙ্কার-নিবৃত্ত অপদার্থী জনগণ ভগবদেহ ও
ভক্তদেহকে অচিৎ-পবমাণ-পণ্ডিত মনে কবিয়া নিবয়-
গয়না লাভ কবিবাব আশাশূন্য কবেন ॥” ৯৫ ॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—হবিদাসেব স্যাম ভগবদ্ভক্তেব
স্বাবাই আমাব অপ্রাকৃত বৈকুণ্ঠভূতি। অনভিজ্ঞ জনগণ
হরিদাসেব কৃপায় শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিয়া
জানিতে পাবেন। ঠাকুর হবিদাস সৰ্ব্বদা চিহ্ন-বস-
ভাবিত হইয়া চৈতন্যদেবকে জনয়ে পূজা কবিবাব জগৎ
আবদ্ধ কবিয়াছেন ॥ ৯৬ ॥

হরিদাস, তোমাকে আমি ভজন করিবার অধিকার
দিতৈছি। তোমার কোন দিন আমাব নিকট বা কোন

এই তার প্রমাণ—যবন হরিদাস ।

ব্রজাদির চুল্লভ দেশিল পরকাশ ॥১০১॥

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিতে অধোগতি লাভ—

যে পাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের জাতিবুদ্ধি করে ।

জন্ম জন্ম অধম যোনিতে ডুবি' মরে ॥১০২॥

বৈষ্ণবের নিকট অপবাদ হইবে না । তুমি মর্দদা অপবাদ নির্মুক্ত হইয়া কেবলা ভক্তিতে অবস্থান পূরক কৃষ্ণাচলীন কবিত্তে থাক—কৃষ্ণ ভক্তগণের অঙ্গসংগ কবিত্তে থাক । যেহেতু তুমি আমার নিকট অথবা কোন বৈষ্ণবের নিকট অপবাদ কব নাহি, তজ্জন্ম আমি তোমাকে কৃষ্ণ-সেবা-প্ররুতি দিয়াছি ॥ ৯৭ ॥

অধিক বংশ-মর্যাদা হইলে কৃষ্ণভক্তি হয় না । আভিজাত্য, সংক্রিয়া, প্রচুর অর্থাদি দ্বারা কৃষ্ণ-সেবা লাভ কবা যায় না । একমাত্র কৃষ্ণ উৎকট প্রীতি দ্বাবাই কৃষ্ণ লভ্য হন । কৃষ্ণ প্রীতি না থাকিলে ধনী আভিজাত্য-সম্পন্ন কর্মবীবগণ কৃষ্ণ-ভক্ত হইতে পারেন না । “কৃষ্ণ-ভক্তিরস গাবিতা মতিঃ ক্রীষতাং যদি কুতাহপি লভ্যতে । গহ্ন লৌল্যমপি মূল্যমেকং জয়কোটিকটৈ ন লভ্যতে ॥” (—পদ্মাবলী), “জন্মগুণগ্ৰাহী ভিষগমামনঃ পূমান্ । নৈবাহি ভাতিভাতুং বৈ স্বামিকিঞ্চনগোচরম্ ॥” (—ভাঃ ১০৮২৬), “নিকিঞ্চনা বসং শখমিকিঞ্চনজনপ্রিয়াঃ । তস্মাৎ প্রাণেশ ন জাভ্যা নান্ ভক্তিত্ত্বমুদয়াম ॥” (—ভাঃ ১০৮০১৪), “জয়কটবোদ্ধপবিত্রগুণ্যধনাদিভিঃ । যন্তস্ত ন ভবেৎ গুণ্ডস্তজ্ঞাং মনমুগ্ধঃ ॥” (—ভাঃ ৮১২২৬) ॥ ৯৯ ॥

বিষ্ণু-সেবায় প্রীতিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করুন না কেন, তাহাতে কিছু ভক্তি লভ্য হয় না । সকল শাস্ত্রই বৈষ্ণবকে জাতি-কুল-ক্রিয়া-ধনমদে মত্ত ব্যক্তি অপেক্ষা ‘শ্রেষ্ঠ’ জানেন । জীবন নিত্য-প্রমোজনীয়-বস্তু—কৃষ্ণপ্রেম । সেই প্রেমে অধিকার হইলে জাগতিক বিচার-বৈচল্য, স্বল্পতা ও বিপর্যয় অন্তরায় হয় না । “স্বামীমাদেব-প্রবণাত্মকীর্ণনাং যৎ প্রহরণ্যং স্ববর্ণাদপি কচিৎ । খাদোহপি যন্তঃ সর্বনাথ করতে কৃতঃ পুনস্তে ভগবান্ দর্শনাং ॥ অহো বত স্বপচোহতো গরীমান্ যজ্জিহ্বাগ্ধে বর্ততে নাম কুভাম্ । তেগুণপণ্ডে জুহুঃ সগুরায়া ব্রহ্মানুচর্যাম

হরিদাসেব স্তুতি ও বসপ্রাপ্তি-আখ্যানের ফলশ্রুতি—

হরিদাসস্তুতি বর শুনে যেই জন ।

অবশ্য মিলিবে তারে কৃষ্ণপ্রেমধন ॥১০৩॥

এ বচন মোর নহে, সর্বশাস্ত্রে কয় ।

ভক্তাখ্যান শুনিলে কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥১০৪॥

গুণশ্রুতি যে তে ॥ (—ভাঃ ৩৩৩৬-৭) “নহি ভগব-দ্রচিতিমিদং স্বদর্শনার্ণ্যামখিলপাপকরং । যদ্যমসরজ্জ্বলগাং পুঙ্কশোহপি বিমুচ্যতে সংসাৰাৎ ॥” (—ভাঃ ১১৬৪৪), “মহো ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজস্বজঃপ্রভাববলপৌরুষ-বুদ্ধিযোগাঃ । নাবাধনায় হি বসন্তি পরন্তু পুংসো ভক্ত্যা ভুতোয ভগবান্ গজযুগপায় ॥” (—ভাঃ ৭১৯৯), “ন যেহ-ভক্তশ্চতুর্বেদী মত্তকৃতঃ স্বপচঃ প্রিয়ঃ । তস্মৈ দেবং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা সতম্ ॥” (—হৃঃ ভঃ বিঃ ১০১০১), “পুঙ্কশঃ স্বপচো বাপি যে চাত্রে স্নেহজাতয় । তেহপি বন্দ্য মহাভাগা হনিপাদৈকসেবকাঃ ॥” (পদ্মপুবাণ-স্বর্গখণ্ড ভাঃ ২৪শ অঃ), “বিষ্ণোবসং যতো হ্যসীতস্মাদৈষ্ণব উচ্যতে । সর্বেষাং চৈব বর্ণনায় বৈষ্ণবঃ শ্রেষ্ঠ উচ্যতে ॥” (পাঙ্গোক্তব-ধণ্ডে ৩৯শ অঃ), “অহো বসং জন্মভূতোহস্ত হান্ন বৃদ্ধাহ-বৃত্ত্যাপি বিলোমজাভাঃ । দৌকুলানখিং বিধুনোতি শীঘ্রং মহন্তমানামভিধানযোগাঃ ॥ কৃতঃ পুণর্গতো নাম তস্ত মহন্তমৈকান্তপরাযণস্ত । যোহনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদ-গুণস্বাদয়নস্তমাস্তঃ ॥” (—ভাঃ ১১৮১৮-১৯), “আবধনানাং সর্বেষাং বিষ্ণুবাধনং পবম্ । তস্মাৎ পবতবং দেবি তদীয়ানাং সমর্জনম্ ॥” (—পদ্মপুবাণ), “ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈজঃ শূদ্রো বা যদিবেতরঃ । বিষ্ণুভক্তিসমাবুজো জ্ঞেয়ঃ সর্বোত্তমোত্তমঃ ॥” (—কাশীখণ্ড), “স্বপচোহপি মহীপাল বিষ্ণুভক্তো বিজ্ঞানিকঃ । বিষ্ণুভক্তিবিহীনো যো যতিশ্চ স্বপচারিকঃ ॥” (—নারদীয় পুবাণ), “ভক্ত্যাহয়েকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধয়াস্তু প্রিয়ঃ সতাম্ । ভক্তিঃ পুনতিমসিষ্ঠা স্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥” (—ভাঃ ১১১৪১১), “কিরাতহ্নাক্রপুলিন-পুঙ্কশা আভীরকঙ্কা যবনাঃ খশাদয়ঃ । যেহস্তে চ পাপা যদুপাঙ্গরাশ্রয়াঃ গুণান্তি তস্মৈ প্রভবিক্বে নমঃ ॥” (—ভাঃ ২৪১৮), “নীচজাতি নহে কৃষ্ণ-ভজনে অযোগ্য । সংকুল-বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য ॥ সেই ভজ, সেই বড়, অতঃ—

হরিদাস-স্বরণের ফল—

মহাভক্ত হরিদাস ঠাকুর জয় জয়।

হরিদাস সত্তরগে সর্ব-পাপক্ষয় ॥১০৫॥

হরিদাসের স্বরূপ—

কেহ বলে,—‘চতুর্মুখ যেন হরিদাস।’

কেহ বলে,—‘প্রহ্লাদের যেন পরকাশ ॥’ ১০৬॥

সর্বমতে মহাভাগবত হরিদাস।

‘চৈতন্যগোষ্ঠীর সঙ্গে বাহার বিলাস ॥১০৭॥

‘অজ-ভবেদ ও হরিদাস-সঙ্গ বাঞ্ছনীয়—

ব্রহ্মা, শিব হরিদাস-হেম ভক্তসঙ্গ।

মিরবদি করিতে চিত্তের বড় রঙ্গ ॥১০৮॥

হরিদাস-স্পর্শ বাছা করে দেবগণ।

গঙ্গাও বাঞ্ছন হরিদাসের মজ্জন ॥১০৯॥

৫

হরিদাস-দর্শনের ফল—

স্পর্শের কি দায়, দেখিলেই হরিদাস।

ছিণ্ডে সর্ব-জীবের অনাদি-কর্মপাশ ॥১১০॥

দৈত্যকুলজাত প্রহ্লাদ ও পণ্ডকুলজাত হনুমানের

বৈষ্ণবতাব ছাগ হরিদাসের বৈষ্ণবতাও

সর্বসিদ্ধ—

প্রহ্লাদ যে-হেন দৈত্য, কপি হনুমান।

এই মত হরিদাস ‘নীচজাতি’ নাম ॥১১১॥

চীন, ছাব। কৃষ্ণভক্তনে নাহি জাতি কুলাদি-বিচার ॥”

(—চৈঃ চঃ অ ৪।৬৬-৬৭), “সংকীর্ণযোনয়ঃ পুতাঃ সে ভক্তা

মধুহদনো। স্নেহতুল্যা কুলীনাস্তে যেন ভক্তা জনাৰ্দ্দনে ॥”

(—দ্বাবকামাচাৰ্য্যে) ॥ ১০০ ॥

অহিন্দ্র কুলে হরিদাস ভগ্নগ্রহণ কবিতাছিলেন, কিন্তু সর্বলোক-পিতামহ বিনিমি যে দশনে বক্ষিত, সেই অপূর্ণ সুহৃৎ ভগবদর্শন লাভ কবিতাছিলেন ॥ ১০১ ॥

আপাত-দশনে বৈষ্ণবকে জাতি কুল-মর্যাদা-বহিত, নিধন প্রভৃতি বলিয়া অগ্রাহ্য কবিলে অতিশয় পাপাসক্তি বৃদ্ধি হয়। তাহাব ফলে অজ্ঞা কলুষিত হইয়া নীচ যোনিতে জন্মলাভ করে। “পুং নঃ ভগবদ্বক্তং নিষাদং স্বপচং তথা। বীক্যতে জাতিসামাখ্যং স যাত্তি নবকং ব্রহ্ম ॥” “স্বপাক্ষিৎ নৈক্যেত লোকে বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবে-বর্ণবাহোহপি পুনাতি হুবনত্রয়ম্ ॥” “অম্বে নিম্বো শিলাশীলুর্নরমণিঃ বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিবিম্বো বা বৈষ্ণবানাং কলিনলমণ্ডনে পাদভীর্বেষবৃদ্ধিঃ। ত্রিবিম্বো নানি মদে সকলকলুষে পদসামাখ্যবুদ্ধিবিম্বো সর্বশ্ববেণে তদিত্য-সমবীৰ্য্য বঃ নাবকী সঃ ॥” (—পদ্মপুরাণ) ॥ ১০২ ॥

শ্রীমদ্ভাগবত ১।২।১৭-১৮, ১।৪।২৮, ২।২।৩৭, ২।৮।৪, ৩।২।১১, ১০।৩০।৩২, ১২।৩।১২ প্রভৃতি শ্লোক আলোচ্য ॥১০৪॥

সর্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা এবং সর্বসংহারক শিব হরিদাসের সম্বন্ধে কবিত্তে সর্বদাই কোড়হল প্রকাশ করেন ॥ ১০৮ ॥

পতিতপাবনী গঙ্গা হরিদাসের অগাহন আশা করেন।

সাপনের বল বর্ণনে ভক্তপদবজঃ ও ভক্ত-পদজলেব শ্রেষ্ঠতা

কথিত হয়। “ভক্তপদবুলি খাব ভক্তপদ-জল। ভক্ত-

ভূক্ত শেষ,—তিন সাধনের বুল ॥” (—চৈঃ চঃ অ ১৬।৬০)

“সাধনো ছাসিনঃ শাস্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ। হরজ্যং তেহঙ্গসঙ্গং তেষান্তে হৃষিকেশ্বরিঃ ॥” (—ভাঃ ৯।২।৬) ॥১০৯॥

গ্রহকার সর্বশাস্ত্রের সারোদ্ধার কবিতা বলিতেছেন;—

বৈষ্ণবকে দশন কবিলে দশনকারীর সকল সৌভাগ্যের

উদয় হয়। জীব অনাদি বাসনা-বশে কন্দ-রজ্জু-প্রস্থিত

আবদ্ধ আছে। পদম-মুক্ত হবিনামকে দেখিলে নিজেব

ভোগ-পিপাসা বিদূরিত হইয়া সকল অনর্থ হইতে উদ্ধার

মুক্ত হন বাহাকে দেখিলে একপ হয়, তাহাব স্পর্শের

দ্বারা তনুপেকা অধিক মঙ্গলের বিষয় শাস্ত্র তারত্বের গান

করেন। “সঙ্গাব পদে চইলে পশ্চাতে পাবন। দশনে

পবিত্র কব এই তোমাব গুণ ॥” (—নরোত্তম ঠাকুর),

“আপন্নঃ সংপত্তিং বোবাং যরাম বিবশো গুণম্। ততঃ সন্তো

বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি খয়ং ভয়ম্ ॥” (—ভাঃ ১।১।১৪),

“যেনাং সংসরণাং পুংসাং যতঃ শুদ্ধান্তি বৈ গৃহাঃ। কিং

পুনর্দর্শনস্পর্শ-পাদশৌচাসনানিভিঃ ॥ সারিধ্যাং তে মহা-

যোগিন্ পাতকানি মহাশ্যপি। সন্তো নশ্চন্তি বৈ পুংসাং

বিম্বোরিব সুরেতরাঃ ॥” (—ভাঃ ১।১৯।৩০-৩৪), “ন

স্বপ্ণানি ভীষণানি ন দেনা নৃচ্ছিলাময়াঃ। তে পুণ্ড্রাঙ্ক-

কালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥” (—ভাঃ ১০।৪।৬০) ॥ ১১০ ॥

ঐশ্বর্যভাগবত বাক্যশ্রবণে হরিদাস, মুরারী ও

ঐশ্বরের আনন্দাশ্রু—

হরিদাস কান্দে, কান্দে মুরারি-ঐশ্বর।

হাসিয়া ভাষুল খায় প্রভু বিশ্বস্তর ॥১১২॥

নিগ্যানন্দ কর্তৃক মহাপ্রভুর শিরে ছত্রধারণ—

বসি' আছে মহাজ্যোতিঃ খট্টার উপরে।

মহাজ্যোতিঃ নিভ্যামন্দ ছত্র ধরে শিরে ॥১১৩॥

অষ্টভৈরব ভিত্তে চাহি' হাসিয়া হাসিয়া।

মন্দের বৃন্দান্ত তাঁর কহে প্রকাশিয়া ॥১১৪॥

“শুভ শুভ আচার্য্য, তোমায়ে নিশাভাগে।

ভোজন করাইল আমি, তাহা মনে জাগে ? ১১৫॥

যখন আমার নাহি হয় অবতার।

আমায়ে আমিতে শ্রম করিলা অপার ॥১১৬॥

গীতাশাস্ত্র পড়াও, বাখান' ভক্তিমাত্র।

বুঝিতে তোমার ব্যাখ্যা কেবা আছে পাত্র ॥১১৭॥

যে শ্লোকের অর্থে নাহি পাও ভক্তিযোগ।

শ্লোকের না দেহ' দোষ, ছাড়ি সর্বভোগ ॥১১৮॥

দুঃখ পাই' শুভি' থাক করি' উপবাস।

তবে আদি তোমা স্থানে হই পরকাশ ॥১১৯॥

তোমার উপাসে মুঞি মানো উপবাস।

তুমি মোরে যেই দেহ', সেই মোর গ্রাস ॥১২০॥

ভিলার্ক তোমার দুঃখ আমি নাহি সহি।

অশ্রুে আসি' তোমার সহিত কথা কহি ॥১২১॥

‘উঠ উঠ আচার্য্য, শ্লোকের অর্থ শুভ।

এই অর্থ, এই পাঠ নিঃসন্দেহ জান ॥১২২॥

উঠিয়া ভোজন কর, না কর উপাস।

তোমার লাগিয়া আমি করিব প্রকাশ ॥’ ১২৩॥

সন্তোষে উঠিয়া তুমি করহ ভোজন।

আমি বলি, তুমি যেম মানহ অপম ॥’ ১২৪॥

এই মত যেই সেই পাঠে দ্বিধা হয়।

অপনের কথা প্রভু প্রত্যক্ষ কহয় ॥১২৫॥

যত রাত্রি অগ্ন হয়, যে দিমে, যেক্ষণে।

যত শ্লোক,—সব প্রভু কহিলা আপনে ॥১২৬॥

ধন্য ধন্য অষ্টভৈরব ভক্তির মহিমা।

ভক্তি-শক্তি কি বলিব ?—এই তার সীমা ॥১২৭॥

মহাপ্রভু কর্তৃক ‘সর্বভোগে পানিপাদস্তং’ শ্লোকের

পাঠ সংশোধন—

প্রভু বলে,—“সর্ব পাঠ কহিল তোমায়ে।

এক পাঠ নাহি কহি আজি কহি তোরে ॥১২৮॥

সম্প্রদায়-অমুরোধে সবে মন্দ পড়ে।

‘সর্বভোগে পানিপাদস্তং’—এই পাঠ নড়ে ॥১২৯॥

আজি তোরে সত্য কহি ছাড়িয়া কপট।

‘সর্বভোগে পানিপাদস্তং’—এই সত্য পাঠ ॥১৩০॥

তথ্যহি (গীতা ১৩:১৩)—

সর্বভোগে পানিপাদস্তং সর্বভোগে হস্তিশিবে যুগ্মং।

সর্বভোগে শক্তিমান্নোকে সর্বভোগে তিষ্ঠতি ॥ ১৩১ ॥

হিরণ্যকশিপু-দৈত্যের পূজা প্রসঙ্গ, তাঁহার দেবতা
বলিয়া প্রতিষ্ঠা নাই। হনুমান পশুকুলে অবতীর্ণ হইয়াছেন।
তাঁহাকে সভ্য মানব বলা হয় না। প্রসঙ্গ ও হনুমানের
বিচাবে তাঁহাদিগকে ‘শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব’ জ্ঞান করা যেরূপ পবন
প্রযোজনীয় বিষয়, অহিন্দু নিয়মের জাত ঠাকুর হবি-
দাসেরও সেইরূপ মহাভাগবতের সর্বভোগে তাঁহা বৈষ্ণব ॥১২১॥

হরিদাস, মুরারি ও ঐশ্বর্য এই সকল ~~ঐশ্বর্য~~ ঐশ্বর্য
আনন্দাশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিলেন ॥ ১২২ ॥

ভিত্তে,—ভিত্তিতে, দিকে,—তাহার প্রতি লক্ষ্য
করিয়া ॥ ১২৪ ॥

পরবর্তী ১২৩ ও ১২৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ১২৫ ॥

গীতা-পাঠকালে যে শ্লোকের অর্থে ভক্তিযোগের সন্ধান
না থাকে, সেই শ্লোকের দোষ না দিয়া নিজ আধ্যাত্মিক-
জ্ঞান-জন্ম সকল ভোগ পবিত্রাণ করিয়া থাক ॥ ১২৮ ॥

ভগবন্তক উপবাস করিলে ভগবানের ভোজন হয় না।
‘অভিক্ষেপ নিকট হইতে’ ভগবান কোনদিন কোন সেবা-
লাভ করেন না। ভক্তের দ্বারা ভগবান গ্রহণ করিয়া
থাকেন ॥ ১২০ ॥

গীতায় যে যে শ্লোকে সাধাবণ শ্লোকের মনে সন্দেহ
হইয়া ভক্তিযোগের অমূলক অর্থগ্রহণে বাধা হয়, নিদ্রা-
কালে অষ্টভৈরব-প্রভু মহাপ্রভুর নিকট হইতে তাহার বিচার
ভিত্তিতে পান ॥ ১২৫ ॥

অতি গুপ্ত পাঠ আমি কহিল তোমাতে ।
তোমা বই পাত্র কেবা আছে কহিবারে ॥ ১৩২ ॥
চৈতন্তের গুপ্ত শিষ্য আচার্য্য গোসাঞি ।
চৈতন্তের সর্ব ব্যাখ্যা আচার্য্যের ঠাঞি ॥ ১৩৩ ॥
মহানন্দে বিহ্বল অধৈতেব সক্রন্দন প্রত্যাশুব ; মহাপ্রভু
‘অধৈত-নাথ’ নামই অধৈতেব মহত্—

শুনিয়া আচার্য্য প্রেমে কান্দিতে লাগিল ।
পাইয়া মনের কথা মহানন্দে ভোলা ॥ ১৩৪ ॥
অধৈত বলয়ে,—“আর কি বলিব মুঞি ।
এই মোর মহত্ যে মোর নাথ তুঞি ॥” ১৩৫ ॥
আনন্দে বিহ্বল হৈলা আচার্য্য গোসাঞি ।
প্রভুর প্রকাশ দেখি’ বাহু কিছু নাঞি ॥ ১৩৬ ॥
শ্রীগোবিন্দবরুণ ব্যাখ্যায় অনিষ্টামকানীৰ অধোপতি—
এ সব কথায় যার নাহিক প্রীতি ।
অধঃপাত হয় তার, জানিহ নিশ্চিত ॥ ১৩৭ ॥

যে যে শ্লোকে অধৈত-প্রভুর সংশয় উপস্থিত হইয়া-
ছিল, সেই সকল শ্লোকের কথা মহাপ্রভু স্বতঃপ্রসূত
হইয়া তাঁহাকে স্বদণ কবাইয়া দিলেন ॥ ১২৬ ॥

অন্বয়ঃ—(এক পদমাস্তবত্বপদিনিতি) সর্গঃ পানি-
পাদঃ (সর্গঃ সর্গত্রয় পান্যঃ পাদাশ্চ যন্ত তৎ) সর্গত্রয়ত্রয়-
শিবোমুখঃ (সর্গঃ অক্ষৌশি শিবাংসি মুখানি চ যন্ত তৎ)
সর্গঃ শ্রীমন্তঃ (শ্রবণজ্ঞৈঃ যুক্তঃ) তৎ (পদমাস্তবত্ব)
লোকে সর্গঃ আবৃত্য (ব্যাপ্য) তিষ্ঠতি (সর্গপ্রাপ্তিপ্রসুতিঃ
কপাদিতিঃ সর্গব্যবহাৰাপ্পদেহেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ) ॥ ১৩০ ॥

অনুবাদ—বাহাব হন্ত, পদ, নেত্র, মন্তক, মুখ এবং
কর্ণসমূহ সর্গে পবিত্রাণ্ড বহিষ্যতে, সেই পদমাস্তবত্ব
নিপিল চলাচলে সর্গ-বস্ত্র আচ্ছাদিত কথিয়া অবস্থিত
বহিষ্যতেন ॥ ১৩০ ॥

উক্তি । যে তাৎপৰ্য্যোপনিষৎ ৩১৬ শ্লোক আলোচ্য ॥ ১৩০
নির্কিংশেববাদী “সর্গঃ” পাঠ বক্ষ্য কথিয়া উহা ‘সর্গত্রয়’
অর্থেই ব্যবহাৰ কবিয়াছেন । নির্কিংশেববাদী ভগবতাব-
স্থাপ স্বীকার করেন । নির্কিংশেববাদী ভগ্নমিথ্যাস্ববাদের
পক্ষ গ্রহণ করার ভগবৎস্বরূপে পানি-পাদ-কর্ণ-চক্ষু-শিরঃ
ও বদনের নিত্য স্বীকার করেন না । অচিন্ত্যভেদাভেদ-

অধৈতাচার্য্যের চুজ্জের বচন মহাভাগবতগণেরই বোধগম্য,
তাহা স্থলবিশেষে সৌভাগ্যোদয়কারী এবং ভাগ্য-
বিশেষ্যকারী ; তদ্বিশেষে ভাগবতপ্রমাণ—

মহাভাগবতে বুঝে অধৈতের ব্যাখ্যা ।
আপনে চৈতন্ত যা’রে করাইল শিক্ষা ॥ ১৩৮ ॥
বেদে যেন নামামত করয়ে কথন ।
এইমত আচার্য্যের চুজ্জের বচন ॥ ১৩৯ ॥
অধৈতের বাক্য বুদ্ধিবার শক্তি কার ?
জানিহ, ঈশ্বরসঙ্গে ভেদ নাহি যা’র ॥ ১৪০ ॥
শরতের মেঘ যেন পরভাগ্যে বর্ষে ।
সর্বত্র না করে বৃষ্টি, কোথাহ বরিষে ॥ ১৪১ ॥

তথাহি (ভাগবত ১০২০৩৬)—

গিবয়ো মুমূচুস্তোষং কচিম্ মুমূচুঃ শিবম্ ।
যথা জ্ঞানায়তং কালে জ্ঞানিনো দদতে ন বা ॥ ১৪২ ॥

বিচারে বহির্দর্শনে যে প্রকার ভোগ্য রূপসমূহ পবিত্র হইয়া,
তদ্ব্যতীত সেবনোপযোগী নিত্যভাবে সেব্যোজ্জ্বল-সমূহেব
উপলব্ধি ঘটে । মহাভাগবত সর্গত্রয় ভগবানের পুরুষোত্তমতা
ও অমীকেশ্ব দর্শন করেন । তাহা বা বহির্দর্শনে ভোগ্য-
ভাব-সমূহ দর্শনের পবিত্র পুরুষোত্তমের ভোক্তৃত্বের কল-
সমূহ দেখিয়া থাকেন । বিশিষ্টাধৈত-বিচারক যেক্রপ
প্রেক্ষকে ভগবৎস্বরূপেব স্থল শবীর বিচাৰ করেন, অথবা
কেবলাধৈত-বিচারক যেক্রপ প্রাপ্তিক-দর্শনের স্বীকার-
বিরোধী, অচিন্ত্যভেদাভেদেব পরম স্তম্ভ-দর্শনে সেক্রপ
ধাবণার আবশ্যকতা নাই । প্রোয়াজ্জুবিভ তজ্জি-
বিলোচন দ্বারা ভগবৎস্তরের নিকট সর্গত্রয়ই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি-
সহ নিত্যরূপ পবিত্রদর্শনের ব্যাধাত হইয়া না । সেবা-বিষয়তা
জ্ঞে যে প্রাপ্তিক ভোগ-দর্শন, উহা নশ্ব জগতে সত্য
হইলেও শুদ্ধজীবাত্মার দর্শনে উহাতে অনর্থের প্রতীতি
নাই । জীবে অর্থই সেব্যে আশ্রিত । স্বতরাং ভোগবৃত্তি-
বশবস্তই হইয়া কর্মকলব্যাহী জীব যেক্রপ জাগতিক ভোগের
আবহন করেন, সর্গত্রয় সেইরূপ ভোগময় দর্শন করিতে
হইবে না,—ইহাই প্রভুব অতিপ্রাণ । কর্মবাদী তাহা
অনর্থ থাকা কালে নশ্ব বস্তুকে ‘ভোগ্য’ জ্ঞান করেন এবং

এই মত অষ্টভৈতের কিছু দোষ নাঞি।

ভাগ্যভাগ্য বুঝি' ব্যাখ্যা করে সেই চাঞি ॥১৪৩॥

অষ্টভৈত চৈতন্যচুগত্যে বৈষ্ণবসমাজে

প্রমাণ—

চৈতন্যচরণসেবা অষ্টভৈতের কাজ।

ইহাতে প্রমাণ সব বৈষ্ণবসমাজ ॥১৪৪॥

‘বতঙ্গ ঈশ্বর’-বুদ্ধিতে অষ্টভৈতসেবার অপ্ৰিয়করক—

সর্ব-ভাগবতের ঈশ্বর অনাদর’।

অষ্টভৈতের সেবা করে, নহে প্রিয়করী ॥১৪৫॥

প্রকৃত অষ্টভৈত-ভক্তের লক্ষণ—

চৈতন্যেতে ‘মহামহেশ্বর’-বুদ্ধি যা’র।

সেই সে—অষ্টভৈত-ভক্ত, অষ্টভৈত—তাহার ॥১৪৬॥

বিরাট রূপকে রূপক ও কাল্পনিক মনে করেন। আবার নির্ভেদ-ব্রহ্মসন্ধিস্বরূপ প্রাপক্ষিক রূপের অস্তিত্ব ইন্দ্রিয়-কল্পিত-জ্ঞানে প্রাপক্ষিক যদিষ্টানে নশ্ব-বাস্তবতায় ঔদাসীন্ধ্য প্রকাশ করেন। শুদ্ধাষ্টভৈতবাদী বহির্জগতে চিদানন্দ-দর্শন-বহিত ওয়ায়, শুদ্ধজীব প্রানন্দবাহিত্য-স্বীকার কবায় এবং জড় জগতে সচ্চিদানন্দমুভূতির সম্বন্ধ-নির্ণয়ে ভাবান্তর প্রকাশ কবায় অচিন্ত্যভেদভেদ বিচার তাহাব হৃদয়ঙ্গম হয় না। ভগবৎশক্তিমন্তায় সর্বত্র সচ্চিদানন্দমুভূতি বর্তমান বলিবার জন্যই “সর্বত্র পাণিপাদস্বং” শ্লোকের অর্থতাবণ।

শ্রীগৌবল্লভের প্রকাশিত ব্যাখ্যায় ও শ্রীঅষ্টভৈত-প্রভুর তদগ্রহণে যে সত্য নিহিত আছে, তাহাতে বিশ্বাস-বহিত ব্যক্তি বাস্তব-সত্য হইতে বঞ্চিত হয়। প্রাপক্ষিক নশ্ব প্রতীতিরূপ অংশপনই তাহাব ন্যায় হয় ॥ ১৩৭ ॥

শ্রীঅষ্টভৈতপ্রভুর ব্যাখ্যা অচিন্ত্য-ভেদমূলক হইলেও উহাই অচিন্ত্যভেদভেদাত্মক, একথা উত্তম বৈষ্ণবই বুঝিতে পারেন। অর্ধাচীনগণ বিচার করেন যে, শ্রীঅষ্টভৈত প্রভু কেবলাষ্টভৈত-মতেব প্রচারক ও শ্রীগৌবল্লভ চিন্ত্যঐত-বিবোধী ঐতমতেব উপদেশক। অষ্টভৈতের ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া তাহার বংশধরগণের মধ্যে ন্যূনাধিক মায়াবাদ প্রচারিত হওয়ায় সেই ভক্তি-বিবোধী বীজ অধুনাতন কারেও শুদ্ধ-ভক্তির বিবোধী ভাব পোষণ করিতেছে। তাহাবা জানেন না যে, শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষামোদিত ব্যাখ্যা ব্যতীত শ্রীঅষ্টভৈতের অল্প কোন প্রকার আচরণ নাই ॥ ১৩৮ ॥

আচার্য্যের বংশধরগণ তাহাব ব্যাখ্যায় তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া ভক্তির প্রতিকূল বিচারকেই ভক্তের গ্রাহ্য বলিয়া জগতে প্রচার কবায় আসামদেশ এবং

বঙ্গের নানাহানে পরোপাসনা আদব লাভ করিয়াছে। ঠাকুর বৃন্দাবনদাস বলেন, যেক্রপ বেদেব বিভিন্ন মন্ত্র আপাত দৃষ্টিতে পদস্পর্ষ বিবদমান এবং তাহাতে কৈবলাষ্টভৈত বিচার, শুদ্ধাষ্টভৈত বিচার ও ঐত্যাষ্টভৈতবিচার প্রভৃতি নানা মতবাদেব উৎপত্তি ঘটিয়াছে, তক্রপ আচার্য্য অষ্টভৈতের বাক্য এবং ব্যবহাবাবলীও লোকে বুঝিতে না পারিয়া নানা প্রকার মত অষ্টভৈতের মত বলিয়া পোষণ করেন : কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীঅষ্টভৈত-প্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা-মাত্রকেই মঙ্গল করিয়া আচার্য্যস্ব শিক্ষা দিয়াছেন। পদস্পর্ষ বিবদমান প্রতীত হইলেও তাহাব ব্যাখ্যা-সমূহ শ্রীচৈতন্য-মুমোদিত ও এক-তাৎপর্য্যপব। শ্রীচৈতন্যের প্রকাশিত ব্যাখ্যা অচিন্ত্য-ভেদ পব হইলেও উহাই বৃগপৎ ভেদপর, তজ্জন্ত প্রাপক্ষিক চিন্ত্য ব্যাপাবিশেষ নহে ॥ ১৩৯ ॥

শবৎকালে একই সময়ে সকল স্থানে বৃষ্টি হয় না। যেখানে বৃষ্টি হয় ও যেখানে বৃষ্টি হয় না, সেই-সকল স্থানেব নিজ নিজ ভাগ্য অপেক্ষা করে মাত্র। শ্রীঅষ্টভৈত প্রভুর বাক্যগুলিও স্থানবিশেষে সৌভাগ্য-আনয়ন ও ভাগ্য-বিপর্য্য উপস্থিত করিয়াছে ॥ ১৪১ ॥

অর্থঃ—জানিনঃ (বিধাংসঃ গুরবঃ) কালে (উপযুক্ত-সময়ে) যথা (কষ্টৈচিৎ যোগ্যায়) জ্ঞানামৃতং দদতে (তদ্ব-জ্ঞানং উপদিশন্তি) ন বা (অচ্ছেভ্যো ন দদতে চ, অত্রাযং ভাবঃ—ন হু পাধ্যায়াঃ কষ্টবিষ্ঠানিব জানিনঃ জ্ঞানামৃতং সর্বতো বিতস্তি, পরন্তু রূপয়া কচিদেব এবং) গিব্যঃ (পর্ততাঃ অপি) শিবঃ (মঙ্গলদায়কং) তোয়ঃ (জলং) কচিৎ (কুত্রচিৎ) যুযুঃ (কচিৎ) ন (যুযুঃ) ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ—(ত্রীক ও বলবামের ব্রজলীলাকালে ত্রীধাম বৃন্দাবনে বর্ষা ও শবৎ-ঋতু-বর্ণন-প্রসঙ্গে ত্রীতক-দেবের উক্তি—) জানিগণ যেক্রপ যোগ্য শিক্ষকে ভগবৎ-

অধৈত-প্রভুকে 'বিষ্ণু' জ্ঞানপূর্বক গোবিন্দমূৰ্ত্তিকে তদাশ্রিত।

'শ্রীবাধা'জ্ঞানকাবীর 'অধৈতভক্তি'—দশাননের

শিবভক্তিবৎ অমঙ্গলজনক—

'সৰ্বপ্রভু গৌরচন্দ্র',—ইহা যে না লয়।

অক্ষয়-অধৈতসেবা ব্যর্থ তা'র হয় ॥১৪৭॥

দগুনাথ-বিদ্রোহ-হেতু দশাননের দুর্গতি—

শিরচ্ছেদি 'ভক্তি' যেন করে দশানন।

না মানিয়ে রঘুনাথ—শিবের কারণ ॥১৪৮॥

অন্তরে ছাড়িল শিব, সে না জানে ইহা।

সেবা ব্যর্থ হৈল, মৈল সবংশে পুড়িয়া ॥১৪৯॥

তদ্ব্যাপদেশরূপে জ্ঞানামৃত দান কবেন, অযোগ্য শিষ্যকে তাহা দান কবেন না, তদ্রূপ পরীতগণও কোন স্থানে মঙ্গল-জনক জলবাশি মোচন কবিতেনি, আবার কোথাও বা কবিতেনি না ॥ ১৪২ ॥

ঔদ্ধ বৈষ্ণবগণ কখনই শ্রীঅধৈত-প্রভুকে অমর্যাদা কবেন না। তাঁহারা শ্রীঅধৈতকে শ্রীচৈতন্যশিষ্য দীক্ষিত জানিয়া শ্রীঅধৈতে বিষ্ণুবুদ্ধি কবিতা থাকেন। “এক মহাপ্রভু আন প্রভু দুই জন। দুইপ্রভু সেবে মহাপ্রভু চরণ ॥”—এই বিচার বাহাদেব প্রবল, তাঁহারা শ্রীঅধৈতচার্য্য-প্রভুকে মঙ্গলভাষা, অনভিজ্ঞ অধৈতভক্তগণের সহিত সমপর্ষ্যে গণিত কবেন না ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের সকল ভক্তের ন্যায় অনাদর কবিতা তাঁহারা কেবলমাত্র অধৈতের সেবা কবিতা নামে ভক্তির অনমর্যাদা করেন, তাঁহারা জগদেব মঙ্গল বিধান কবেন না ॥ ১৪৫ ॥

বাঁহারা শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅধৈতচার্য্যের সেবা বিগ্রহ জানেন, তাঁহারাও অধৈত-প্রভুকে প্রকৃত ভক্ত। তাঁহা-দেবই সেবা শ্রীঅধৈত প্রভু গ্রহণ কবেন। আবার বাঁহারা অধৈতের উদ্দেশ্যে সেবা কবিতেনি গিয়া অধৈতকে 'বিষ্ণু' জ্ঞানপূর্বক শ্রীচৈতন্যকে শ্রীমদ্ভক্তনন্দিনী জ্ঞান কবা-রূপ নতবাদ পোষণ কবেন, তাঁহাদিগকে কখনই অধৈতের অঙ্গগত সেবক বলা যায় না। ৫০ বৎসর পূর্বে শাস্ত্রপুত্র গ্রামে ঐ প্রকার নবোদ্ভাবিত স্থগিত মতবাদেব প্রচাৰ হইয়াছিল। কালনাথ এই মতবাদ গ্রহণকাৰে পৰিণত না হইলেও তদেবাসিগণ নানাস্থিত ঐ মত পোষণ কবিতা নিবরণী হয় ॥ ১৪৬ ॥

শ্রীঅধৈত প্রভু উপাদান-কারণ বিমুক্ত। তাঁহাৰ সেবা—অক্ষয়। কিন্তু অধৈত-সেবা শ্রীগোবিন্দমূৰ্ত্তি সৰ্বসেবা,—এই কথা স্বীকাৰ না কবিতা অধৈত-প্রভুকে মহাপ্রভু

'সেবা'-বিচাৰকণ অপবাদ কবিতেনি গেল অধৈত-সেবার নিবৰ্ধকতা হইয়া পড়ে। স্থগিত অধৈত সেবকভাবগণ বলিয়া থাকেন যে, শ্রীগোবিন্দরূপে মহাপ্রভুকে প্রতি ঐকান্তিকতা প্রকাশ কবিতা তাঁহারা অধৈত-সেবা-নিবোধী। “চৈতন্য-মালীক রূপাজলেব সেচনে। সেই জলে পুষ্ট স্বল্প বাড়ে দিনে দিনে ॥ সেই জলে স্বল্পে কবে শাখাতে সঞ্চাৰ। ফলে ফলে বাড়ে, শাখা হইল বিস্তাৰ ॥ প্রথমে ত' আচার্য্যেব একমতগণ। পাছে দুইমত চৈতন্যদেবের কাৰণ ॥ কেহ ত' আচার্য্যেব আজ্ঞা, কেহ ত' স্বতন্ত্র। স্বমত কল্পনা কবে দৈব-পনতন্ত্র ॥ আচার্য্যেব মত যেহে, সেই মত সাব। তাঁব আজ্ঞা লঙ্ঘি' চলে, সেই ত' যমাব ॥ চৌদ্ধভুবনের গুণ—চৈতন্য গোমাগি। তাঁব গুণ—অন্ত, এই কোন শাজে নাই ॥ মালীদত্ত জল অধৈত-স্বল্প যোগায়। সেই জলে জীয়ে শাখা, ফল-দল হয় ॥ ইহাব মধ্যে মালী-পাড়ে কোন শাখাগণ। না মানে চৈতন্য-মালী দুইদৈব কাৰণ ॥ সূজাইল, জীয়াইল, তাঁবে না মানিল। কৃত্রিম হইলা, তাঁবে স্বল্প ক্রুদ্ধ হইলা ॥ ক্রুদ্ধ হঞা স্বল্প তাঁবে জল না সঞ্চাবে। জলাভাবে কৃশ শাখা শুকাইয়া মবে ॥ চৈতন্যবহিত দেহ—ঔদ্ধ কাষ্ঠ-ময়। জীবিতহৈ মৃত সেই, মৈলে দগু যম ॥ কেবল এগণ-প্রতি নহে এই দগু। চৈতন্য-বিমুগ্ধ যেহে, সেই ত' পামণ্ড ॥ কি গণ্ডিত, কি তপস্বী, কিবা গৃহী, যতি। চৈতন্য-বিমুগ্ধ যেহে, তাব এই গতি ॥ যে যে লৈল শ্রীঅচ্যুতানন্দেব মত। মোঁচ আচার্য্যেব গণ—মহা-ভাগবত ॥ সেই সেই—আচার্য্যেব রূপাব ভাজন। অনা-য়াসে পাইল সেই চৈতন্যচরণ ॥” (—চৈঃ চঃ আঃ ১২৫, ৭-১০, ১৬ এবং ৬৭-৭৪) ১৪৭ ॥

দশানন রাবণ 'শিবভক্ত' বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। তিনি শিবভক্ত হইলেও শিবের আরাধ্য বগুনাথের সেবা কবিতার পরিবর্তে তাঁহার সেবিকা সীতাকে চরণ কবিতার দুৰ্দৃষ্টি

ভাল মন্দ শিব কিছু ভাবিয়া না কয়।
 যার বুদ্ধি থাকে, সেই চিত্তে বুলি' লয় ॥১৫১॥
 এই মত অদ্বৈতের চিত্ত না বুলিয়া।
 বোলায় 'অদ্বৈত ভক্ত' চৈতন্য নিন্দিয়া ॥১৫১॥
 না বলে অদ্বৈত কিছু স্বভাব কারণে।
 না ধরে বৈষ্ণববাক্য, মরে ভাল মনে ॥১৫২॥
 যাহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্বসিদ্ধি।
 হেম চৈতন্যের কিছু না জানয়ে শুদ্ধি ॥১৫৩॥
 ইহা বলিতেই আইসে ধাত্রী মারিবারে।
 অহো! মায়া বলবতী,—কি বলিল তারে? ১৫৪॥

ভক্তরাজ অলঙ্কার,—ইহা নাহি জানে।
 অদ্বৈতের প্রভু—গৌরচন্দ্র নাহি মানে ॥১৫৫॥
 পূর্বে যে আখ্যান হৈল, সেই সত্য হয়।
 তাহাতে প্রতীত যার নাহি,—তার ক্ষয় ॥১৫৬॥
 চৈতন্য-সেবকেব শ্রেষ্ঠ মহদ্—
 যত যত শুন যার যতেক বড়াঞি।
 চৈতন্যের সেবা হৈতে আর কিছু নাঞি ১৫৭॥
 স্ব-স্ব ভাগ্যানুসারে গৌর-নিভাট-রূপার ভক্তিতে আদব—
 নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু যারে রূপা করে।
 যার যেন ভাগ্য, ভক্তি সেই সে আদরে ॥১৫৮॥

পোষণ করেন। সেই কল্পভক্ত দর্শনান যে বগুনাপেব
 বিদ্যেকরূপ অপকারণ কবিতা ছিলেন, তৎফলে নিজ বুদ্ধিদোষে
 নিজেব মন্তকগুলি বিনষ্ট করেন। বগুনাপেই শিবের মূল
 কাবণ ও আবাস্য। দর্শনানের দশদিগদর্শী মস্তিকে উহা
 প্রবিষ্ট না হওয়ায় বাস্তবিক কল্পদেব তাহাব সেবা গ্রহণ
 করেন নাহি। ষাটাবা শিবের স্ত্রীতি উৎপাদন কবিতা
 তাঁতাব সেবা কবিত্তে সমর্থ হন, তাঁহাদের মঙ্গল হয়। কিন্তু
 বাবণেব শিবপূজায় কল্প সম্বন্ধ না হইয়া বাবণেব সেবা গ্রহণ
 করেন নাহি বলিয়া বাবণেব সম্বন্ধে বিনাশ ঘটয়াছিল।
 সেইরূপ শ্রী অদ্বৈতের বংশে অদ্বৈতসেবা-প্রবৃত্তিতে বিপর্যয়
 ঘটায় অদ্বৈতের অধস্তনগণ ও অধস্তনেব অধুগত জনগণ
 সকলেই বিষ্ণু-বৈষ্ণব বিদ্যেক কবিত্তে গিয়া বৈষ্ণব-সমাজ
 হইতে নিত্যকালের জন্ত অন্তিনাড়াগণেব জ্ঞান বিচ্যুত
 হইয়া পড়িয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের নিন্দা কবিতা যে-সকল
 অদ্বৈতানুগত ও তদনুগ-ব্যক্তি অদ্বৈত প্রভুব চৈতন্য-সেবা
 বৃত্তি বুলিতে পাবেন না, তাঁহাদিগেব বিষ্ণু ভক্তিতে
 অবস্থিতি সম্ভবপন নহে।

কেহ কেহ বলেন, বৃকাসুব মহাদেবেব নিকট স্বীয় হস্ত
 ষাটাব মস্তকে স্থাপন করিবে, তিনিই 'তন্নীভূত হইবেন',
 এইরূপ বর লাভ করে। সেই অমূল্য বস্তুকেই
 প্রথমে তাহার লব্ধ বরেব পবীক্ষা করিতে গিয়া রক্তকে
 উল্লিখ করিয়াছিল। শ্রীভগবান্-বিষ্ণুব পবামর্শ-ক্রমে যখন
 সেই অমূল্য নিজ-মস্তকে স্বীয় হস্ত স্থাপন করিয়া পরীক্ষা
 কবিত্তে গেল, তখনই সে বিনষ্ট হইল। শিবভক্তিপবায়ণ

বাবণ ও এইরূপ অবস্থাব পতিত হওয়ায় তিনিও শিবাবাস্য
 বগুনাপেব সেবা কবিতাব পবিবর্ষে প্রাকৃত মহজ্জিমাগণেব
 জ্ঞান ভক্তিব নামে ভোগেব আবাহন কবিতা ছিলেন।
 ইহাই বাবণেব নিজ শিবক্ষেত্রিনী শিবভক্তি। বগুনাপেব
 বিদ্যেক কবায় ও শিবাবাস্য গীতাদেবীসেবাবিসৃথ হওয়ায়
 আবাস্যদেব শিব দর্শনানেব প্রতি বিমুগ্ধ হন। যে-সকল
 অদ্বৈতানুগত ও তদনুগ বৈষ্ণবরূপ শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্য-
 ভক্তগণেব বিদ্যেক কবিতা স্বীয় ভক্তিব বাহাদুরী গোষণ
 করেন, তাঁহাদেবও এইরূপ দুর্দশা ঘটে ॥ ১৫৮ ॥

অদ্বৈত-ভক্তরূপগণ শ্রীচৈতন্য-নিন্দা কবিত্তে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ
 হইয়া অদ্বৈতের প্রশংসামুখে যে অপবাধ করেন, তাহাতে
 তাঁহাদেব অধঃপতন অবগুণ্ঠাবী। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু ঐ সকল
 ব্যক্তিব সমুচিত দণ্ডবিধান না কবিলেও তাঁহাদেব অমঙ্গল
 অনিবার্য। যেহেতু শ্রীচৈতন্যদেবেব অমুগাহেই শ্রীঅদ্বৈত-
 প্রভুর সর্বসিদ্ধি। স্তববাং তাদৃশ চৈতন্যবিমুগ্ধতা কখনই
 উহাদিগকে শোধন কবিত্তে পাবে না। দুপাবা বিষ্ণুমায়া
 ভগবৎসেবাবুদ্ধি আববণ করিয়া জীবকে সেবাবিসৃথ
 কবিলেই তাহাব গৌবভক্তগণকে আক্রমণ করে ॥ ১৫৯ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব রূপবান্ পূর্বোক্তম। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু
 শ্রীচৈতন্যেব ভূষণ-সদৃশ। এই কথা না বুলিয়া শ্রীঅদ্বৈত-
 প্রভুকে জ্ঞানমূলক বোধে এবং শ্রীগৌবচন্দ্রকে অদ্বৈত-প্রভুব
 আশ্রিত-জ্ঞানে যে মহাপ্রভুর নিন্দা অদ্বৈতানুগ-পরিচিত
 জনগণেব ব্যাপ্ত হইয়াছিল, তাহা অবশ্যই ভক্তিরাজ্য হইতে
 অপসৃত ॥ ১৬০ ॥

সকলেব প্রতি নিত্যানন্দ-প্রভুর উপদেশ—

অর্চনিত লওয়ায় ঠাকুর নিত্যানন্দ ।
“বল ভাই সব—‘মোর প্রভু গৌরচন্দ্র’ ॥” ১৫৯ ॥
চৈতন্য স্মরণ করি’ আচার্য্য গোসাঞি ।
নিরবধি কাম্বে, আর কিছু স্মৃতি নাই ॥১৬০॥
ইহা দেখি’ চৈতন্যেতে যার ভক্তি নয় ।
তাহার আলাপে হয় স্মৃতির ক্ষয় ॥১৬১॥

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধিতে অধৈতব সেবায় শুদ্ধ
বৈষ্ণবত্ব ও কৃষ্ণপাদপ্রাপ্তি—

বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধ্যে যে অধৈত গায় ।
সেই সে বৈষ্ণব, জন্মে জন্মে কৃষ্ণ পায় ॥১৬২॥
অধৈতের সেই সে একান্ত প্রিয়তর ।
এ মর্শ্ব না জানে যত অধম কিঙ্কর ॥১৬৩॥

যিনি যে পবিত্রাণ শ্রীচৈতন্যের সেবাপরায়ণ, তিনি ‘তত
বড়’। উচ্চাচল-নিকপণে শ্রীচৈতন্যসেবাসুখপেণে ‘বাবুমাঠে’
একমাত্র নিদর্শন ॥ ১৫৭ ॥

যাহাব যেকণ ভাণ্য, শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভু তাহাদিগেব ভক্তির পবিত্রাণসুখপেণে তদনুগণ
আদব করেন। ‘ভক্তগণও সেই পবিত্রাণে গোব-নিত্যা-
নন্দেব চরণে সেবাপন হন ॥ ১৫৮ ॥

শ্রীঅধৈত-প্রভু নিত্যকাল শ্রীচৈতন্যেব অবন কবিতা
আনন্দে ক্রন্দন করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যেব স্মৃতি ব্যতীত
অন্ত কিছুই চিন্তা করেন না। এই সকল আলোচনা
কবিতা বাহা বা শ্রীচৈতন্যদেবে ভক্তিবিশিষ্ট হন না, তাহা-
দেব সহিত কথোপকথনে জীবনসৌভাগ্যোদয় হওয়া দূরে
থাকুক, ভক্তি হইতে বিচ্যুতি ঘটে ॥ ১৬১ ॥

শ্রীঅধৈত-প্রভুকে যিনি বৈষ্ণবেব মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে
সেবা করেন, তাহাকেই ‘বৈষ্ণব’ বলা যাইবে, আর
যাহারা শ্রীঅধৈত-প্রভুকে বিষয়জাতীয় ‘কৃষ্ণ’ বুদ্ধি কবিতা
শ্রীগৌরহৃদয়েক আশ্রয়জাতীয় ভক্ত জ্ঞান কবিবেন, তাহারা
কোনদিনই কৃষ্ণপাদপ্রাপ্ত লাভ করিতে পারিবেন না।
যাহারা অধৈত-প্রভুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানিবেন, তাহাবাই
যে কোনও জন্মে কৃষ্ণসেবায় অধিকার পাইবেন ॥ ১৬২ ॥

অধৈতকে ‘শ্রীচৈতন্যশ্রিত’ জ্ঞানকারী বহি

অধৈত-প্রভু লাভ—

সকলর ঈশ্বর প্রভু গৌরানন্দম্বর ।
এ কথায় অধৈতের শ্রীতি বহুতর ॥১৬৪॥
অধৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা ।
ইহাতে সম্ভেদ কিছু না কর সর্বথা ॥১৬৫॥
অধৈতেরে বলিয়া গীতার সত্য পাঠ ।
বিশ্বস্তর লুকাইল ভক্তির কপাট ॥১৬৬॥

শ্রীনিম্মন্তনেন সকলকে যথাপ্রাপ্তি

বদ-প্রদানে অভিল্লাস—

শ্রীভূজ তুলিয়া বলে প্রভু বিশ্বস্তর ।
“সবে মোরে দেখ, মাগ যার যেই বর ॥” ১৬৭ ॥
আনন্দিত হৈলা সবে প্রভুর বচনে ।
যার যেই ইচ্ছা, মাগে তাহার কারণে ॥১৬৮॥

শ্রীঅধৈত-প্রভুর প্রকৃত দাসগণ শ্রীঅধৈতকে শ্রীচৈতন্য-
শ্রিত বলিয়াই জ্ঞানেন। তাহারা তাহাব প্রিয়তম। আব
যে-সকল সেবক অধৈত প্রভুকে নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া
জ্ঞানেন না, তাহারা আপনাদিগকে ‘অধৈতের ভৃত্য’ মনে
ভাবিলেও নিতান্ত অধম। প্রকৃত সত্য আবরণ কবিতা
যে-সকল ব্যক্তি ভক্তির ছলনায় নিজেব আত্মশুদ্ধিতা প্রকাশ
করেন, তাহারা অধৈতের শ্রীতিভাজন হইতে পারেন না ॥১৬৩

অধৈতাদমস্তমক্ৰদগণ ও তদনুগণ-গণ চিবদিনই শ্রীঅধৈত-
প্রভুর স্বকপজ্ঞান-বিগর্হযেহেতু তাহাকে শ্রীচৈতন্য-শিক্ষায়
শিক্ষিত না জানিয়া মায়াবাদদর্শনে ভক্তি হইতে চ্যুত হন
এবং কর্ম-জ্ঞানাদি অভক্তিকেই গীতার্ণ বলিয়া প্রচাব
করেন, শ্রীঅধৈত-প্রভুকেই শ্রীচৈতন্যদেব ‘অস্তরঙ্গ-ভক্ত’
জ্ঞানে শিক্ষা দিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাব অমুগতক্রব অধৈত-
কিঙ্করগণকে মায়াবাদ-রূপে ডুবাইয়া দিয়া এবং কৃষ্ণভক্তি-
সম্বন্ধের কপাট বন্ধ কবিতা কর্মবাজ্যে সুখ-দুঃখ-ভোগার্ণ
‘মার্গ’ কবিতাছিলেন। অতাপি ‘অধৈত-সম্ভান-পবিচয়া-
কাজ্জ জনগণেব কর্মবাদের প্রাচুর্য্য ও মায়াবাদে আগ্রহ
দেখিতে পাওয়া যায়। সূতবাং তাহাদিগকে ভক্তিপণেব
আচরণশীল জানিবাব পবিবর্তে সেবা-মন্দিরেব রক্ত-দ্রাবের
বহির্দর্শে ‘অবস্থিত’ জানিতে চাইবে ॥ ১৬৬ ॥

ଅବୈତେବ ଚୈରାଧ୍ୟାତ୍ମତାଦି-ଅଭିମାନବହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେବ
ଋତୁ କୁପା-ଭିକ୍ଷା—

ଅବୈତ ବଳୟେ,—“ଏହୁ, ମୋର ଏହି ବର ।

ମୂର୍ତ୍ତ ନୀଚ ପତିତେରେ ଅମୁଗ୍ରହ କର ॥” ୧୬୯॥

ମକଳେବଟ ବିବିଧତାବେ ଉକ୍ତାହୁକଳ ବସ-ପ୍ରାର୍ଥନା—

କେହ ବଳେ, “ମୋର ବାପେ ନା ଦେୟ ଆସିବାରେ ।

ତାର ଚିନ୍ତା ଭାଲ ହଉକ, ଦେହ’ ଏହି ବରେ ॥” ୧୭୦॥

କେହ ବଳେ ଶିଶୁ ପ୍ରତି, କେହ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ।

କେହ ଭାର୍ଯ୍ୟା, କେହ ଭୃତ୍ୟ, ଧାର ଯଥା ରତି ॥୧୭୧॥

କେହ ବଳେ,—“ଆମାର ହଉକ ଶୁକ୍ଳ-ଭକ୍ତି ।”

ଏହି ମତ ବର ମାଗେ, ଧାର ନେହି ଯୁକ୍ତି ॥୧୭୨॥

ବିଷ୍ଣୁବେବ ମକଳେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସନାନ—

ଭକ୍ତବାକ୍ୟ-ସତ୍ୟକାରୀ ଏହୁ ବିଷ୍ଣୁବର ।

ହାସିୟା ହସିୟା ସବାକାରେ ଦେନ ବର ॥୧୭୩॥

ଏହୁବ କୀର୍ତ୍ତନୀୟା ମୁକୁନ୍ଦେବ ଅନ୍ତଃପଟ-ବାଟିବେ ଅବସ୍ଥାନ—

ମୁକୁନ୍ଦ ଆଛେନ ଅନ୍ତଃପଟେର ବାହିରେ ।

ସମ୍ମୁଖ ହୈତେ ଶକ୍ତି ମୁକୁନ୍ଦ ନା ଧରେ ॥୧୭୪॥

ମୁକୁନ୍ଦ ସବାର ପ୍ରିୟ ପରମ ମହାତ୍ମ ।

ଭାଲମତେ ଜାନେ ସେହି ସବାର ବ୍ରତାନ୍ତ ॥୧୭୫॥

ନିରବଦି କୀର୍ତ୍ତନ କରୟେ, ଏହୁ ଶୁଣେ ।

କୋନ ଜନ ନା ବୁଝେ,—ତଥାପି ଦଣ୍ଡ କେନେ ॥୧୭୬॥

ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣବନ୍ଧବ ବସ ଦିବେ ଅଭିଳାଷ କଲିଲେ ଶ୍ରୀଅବୈତ
ପ୍ରାର୍ଥନା କବିଯାଦିଲେନ ସେ, ପାଣ୍ଡିତାବିମୁଖ ଆଦିଜାତାହୀନ
ସମ୍ପରବହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେବ ପ୍ରୀତିର୍ଥ ଶ୍ରୀଚକ୍ରାଦେବେନ କୁପା
ଦିତବିତ ହଉକ ॥ ୧୬୭-୧୬୯ ॥

କୋନ ବ୍ୟକ୍ତି ବସ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲିଲେନ,—“ଆମାର ଉଦାହ-
ରଣୀ ଅଭିଭାବକ ମିତ୍ର ଆମାକେ ଭକ୍ତିଗଣେ ଅଗ୍ରମେ ଚୈତ-
ନିମେଶ କେବେନ । ଯାହାତେ ତାହାବ ଚିନ୍ତାବୃତ୍ତି ପବିତ୍ରବିତ ହୈୟା
ଆମାର କୁମାହୁଶିଳେନ ବାଧା ନା ଦେନ, ଏକପ ବସ ଦିନ ॥” ୧୭୦॥

କେହ ବସ-ପ୍ରାର୍ଥନା କଲିଲେନ,—“ଆମାର ଶିଶୁ, ଆମାର
ପୁତ୍ର, ଆମାର ଜ୍ଞୀ, ଆମାର ଭୃତ୍ୟାଗଣ ଆମାର ପ୍ରତି ସେବା-
ତତ୍ପର ହଉନ ।” କେହ ବଲିଲେନ, ‘ଆମାର ଶୁକ-ପାଦପଦ୍ମେ
ସେବା-ପ୍ରୟତ୍ନ ବୃଦ୍ଧି ହଉକ ।’ ବିଭିନ୍ନ ବସ ପ୍ରାର୍ଥନା ତାହାଦିଗେବ
ନିଜ ନିଜ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବୃଦ୍ଧିର ଅହୁଯୋଗିତ ଥିଲ ॥ ୧୭୧-୧୭୨ ॥

ଠାକୁରେହ ନାହି ଡାକେ, ଆସିତେ ନା ପାରେ ।

ଦେଖିୟା ଜଘିଲ ଛୁଃସବାର ଅନ୍ତରେ ॥୧୭୩॥

ମହାପ୍ରଭୁବ ଚପଣେ ମୁକୁନ୍ଦେବ ଛନ୍ଦ ଶ୍ରୀବାସେବ ନିବେଦନ,

ତାହାତେ ମହାପ୍ରଭୁବ ଅନିଚ୍ଛା—

ଶ୍ରୀବାସ ବଲେନ,—“ଶୁନ ଜଗତେର ନାଥ ।

ମୁକୁନ୍ଦ କି ଅପରାଧ କରଲ ତୋମାତ १୭୪॥

ମୁକୁନ୍ଦ ତୋମାର ପ୍ରିୟ, ମୋ’ସବାର ପ୍ରାଣ ।

କେବା ନାହି ଜବେ ଶୁନି’ ମୁକୁନ୍ଦେର ଗାନ १୭୫॥

ଭକ୍ତିପରାୟଣ ସର୍ବଦିଗେ ସାବଧାନ ।

ଅପରାଧ ନା ଦେଖିୟା କର ଅପମାନ ॥୧୮୦॥

ଯଦି ଅପରାଧ ଥାକେ, ତାର ଶାନ୍ତି କର ।

ଆପନାର ଦାସେ କେନେ ଦୂରେ ପରିହର’ १୮୧॥

ତୁମି ନା ଡାକିଲେ ନାରେ ସମ୍ମୁଖ ହୈତେ ।

ଦେଖୁକ ତୋମାରେ ଏହୁ, ବଳ ଭାଲ ମତେ ॥” ୧୮୨॥

ଏହୁ ବଲେ,—“ହେନ ବାକ୍ୟ କହୁ ନା ବଳିବା ।

ଓ ବେଟାର ଲାଗି ମୋରେ କହୁ ନା ସାଧିବା ॥୧୮୩॥

‘ବଢ଼ ନୟ, ଜାଣି ଲୟ’, ପୂର୍ବେ ଯେ ଶୁନିଲା ।

ଅହି ବେଟା ସେହି ହୟ, କେହ ନା ଚିନିଲା ॥୧୮୪॥

କ୍ଷଣେ ଦନ୍ତେ ଡ଼ଗ ଲୟ, କ୍ଷଣେ ଜାଣି ମାରେ ।

ଓ ଖଡ଼ଜାଣିୟା ବେଟା ନା ଦେଖିବେ ମୋରେ ॥” ୧୮୫॥

ଅନ୍ତଃପଟ—ଅନ୍ତଃ (ଅନ୍ତର୍ଭୁବନ୍ଧ) ପଟ (ପରଦା)—
ପିତବେବ ବନ୍ଧ ॥ ୧୭୪ ॥

ଶ୍ରୀବାସ ମୁକୁନ୍ଦେବ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କବିଯା ଡାକିଲେ ମୁକୁନ୍ଦେ
ଡାକାହିବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ କଲିଲେନ । ତତ୍ତ୍ୱବେ ଏହୁ କ୍ରୋଧ
ପ୍ରକାଶ କବିଯା ବଳିତେ ଲାଗିଲେନ,—“ଓହାକେ କୁପା କବିବାବ
ଜନ୍ମ ଆମାକେ କଥନହି ଅହୁବୋଧ କବିବେନ ନା ॥” ୧୮୩ ॥

ମୁକୁନ୍ଦ କୋନ ସମୟେ ଦନ୍ତେ ଡ଼ଗ-ଧାବଣ କବିଯା ସ୍ତ୍ରୀୟ ଦୈଘ
ପ୍ରକାଶ କବେ ଏବଂ କୋନ ସମୟ ଆମାକେ ଆକ୍ରମଣ କବେ ।
ତାହାବ ବିଚାରେ ତାହାବ ଏକ ଛନ୍ଦ ଆମାବ ପାଦଦେଶେ,
ଅପଦ ଛନ୍ଦ ଆମାବ ଗଳଦେଶେ ଅବସ୍ଥିତ । ଯଥେନ୍ଦ୍ର ହରିଶ୍ୟା ପାୟ,
ସେ ଆମାବ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୟ ; ଆମାବ ସମସ୍ତାବେ ଆମାବ ନିଲ୍ଲ
କବେ । ମୁକୁନ୍ଦ—ସମୟସବାଦୀ । ଯଥେନ୍ଦ୍ର ହରିଶ୍ୟା ବୁଝେ,
ସେହିକପ ଡାବେ ଆପନାର ପରିଚୟ ଦିୟା ନିଜ ଅମଙ୍ଗଳ ବରଣ

শ্রীবাসের গুননিবেদনে মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর—

মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার ।

“বুঝিতে তোমার শক্তি কার অধিকার ? ১৮৬॥

আমরা ত মুকুন্দের দোষ নাছি দেখি ।

তোমার অভয় পাদপদ্ম তার সাক্ষী ॥” ১৮৭॥

প্রভু বলে,—“ও বেটা যখন যথা যায় ।

সেই মত কথা কহি’ তথাই মিশায় ॥১৮৮॥

বাশিষ্ঠ পড়য়ে যবে অধৈতের সঙ্গে ।

ভক্তিযোগে নাচে গায় তৃণ করি’ দন্তে ॥১৮৯॥

অচ্য সম্প্রদায়ে গিয়া যখন সাঙায় ।

নাহি মানে ভক্তি, জাতি মারয়ে সদায় ॥১৯০॥

‘ভক্তি হইতে বড় আছে’,—যে ইহা বাখানে ।

নিরন্তর জাতি মোরে মারে সেই জনে ॥১৯১॥

ভক্তিস্থানে উহার হইল অপরাধ ।

এতেকে উহার হৈল দরশনবাধ ॥” ১৯২॥

মহাপ্রভুর বাক্যশ্রবণে মুকুন্দের বিচার ও

খেদে দেহ ত্যাগ-সঙ্কল্প—

মুকুন্দ শুনয়ে সব বাহিরে থাকিয়া ।

না পাইব দরশন—শুনিলেন ইহা ॥১৯৩॥

ওরু-উপরোধে পূর্বে না মানিলু’ ভক্তি ।

সব জানে মহাপ্রভু—চৈতন্যের শক্তি ॥১৯৪॥

মনে চিন্তে মুকুন্দ পরম ভাগবত ।

“এ দেহ রাখিতে মোর না হয় যুক্ত ॥১৯৫॥

অপরাধী-শরীর ছাড়িব আজি আমি ।

দেখিব কতেক কালে—ইহা নাহি জানি ॥” ১৯৬॥

মুকুন্দ শ্রীবাস দ্বারা মহাপ্রভুকে জিজ্ঞাসা ও প্রত্যুত্তর—

মুকুন্দ বলেন,—“শুন ঠাকুর শ্রীবাস ।

‘কভু কি দেখিমু মুঞি’ বল প্রভুপাশ ?” ১৯৭॥

কাম্বেয়ে মুকুন্দ হই’ অন্মোর নয়নে ।

মুকুন্দের চুঃখে কাম্বে ভাগবতগণে ॥১৯৮॥

কবে। সুতরাং উহাকে কোন বল দেওয়াই প্রয়োজন বোধ করি না। সে কোন সময় ‘অধৈতের সহিত যোগ-বাশিষ্ঠ-নামক গ্রন্থের আদর কবিয়া নানাবাদের সমর্থন করে; আবার কোন সময় নানাবাদ পরিত্যাগ কবিয়া কৃষ্ণাশ্রয়ীলন কবিবার প্রসঙ্গে নিজ দৈজ্ঞ জ্ঞাপন করে। আমি যখন ‘তৃণাদপি সূক্ষীচ, তরুর ছান সহিসু’ হইয়া, অপনকে মান দান পূর্বক নিজে ‘সম্মানপ্রার্থী না হইয়া সর্বদা হসিতজন কবিত্তে উপদেশ প্রদান কবি, তখন ‘অধৈতের দাস’ পবিচয়ে মুকুন্দ ‘ব্রহ্ম’ হইবার বাসনায় সহিসুতা ধর্ম পরিত্যাগ কবিয়া বেদান্তের অপব্যাখ্যাপর যোগবাশিষ্ঠ সমর্থন করে, আবার বৈষ্ণব-গণের নিকট বসিবার আশায় শ্রীমদ্ভাগবতের দৈজ্ঞে ভূষিত হইবার চেষ্টা দেখাইয়া আপনাকে ‘ভক্ত’ বলিয়া পবিচয় দেয় ॥ ১৮৫ ॥

মুকুন্দ যখন নানাবাদ-গণের সম্প্রদায়ে প্রবেশ করে, তখন ভক্তির নিত্যত্ব অস্বীকার কবিয়া ভক্তিদিকে তর্ক-বুদ্ধে আক্রমণ করে।

সাঙায়—প্রবেশ করে। অচ্য সম্প্রদায়—নানাবাদ-সম্প্রদায় ॥ ১৯০ ॥

কর্ম, জ্ঞান, যোগ, স্বাধ্যায় প্রভৃতি যাবতীয় অভিধেয় ভক্তির সহিত সমান অথবা ভক্তি হইতে শ্রেষ্ঠ সাধন—ইহা মাহারা বলে, তাহারাই আমাদের প্রেমা করে।

জাতি—যদি বা লাগি। পাঞ্জাবে ‘জাঠ’ নামক একটা লগুণধারী সম্প্রদায় আছে। পবর্ষটিকালে তাহাদের মধ্যে অনেকই নানকের প্রবর্তিত শিষ্ট সম্প্রদায়ে প্রবেশ কবিয়াছে ॥ ১৯১ ॥

মাহারা কর্ম, জ্ঞান, যোগ, উপাস্য প্রভৃতি অবলম্বন করে, ঐসকল ব্যক্তি ভক্তির স্বরূপবোধে অসমর্থ হইয়া ভক্তিদেবীর চরণে অপসাদ করে। সেই-সকল অপরাধী জনকে ভগবদ্বক্তৃগণ সঙ্গ প্রদান করেন না। সুতরাং আমিও কর্মী বা নানাবাদীকে কোন প্রকারে সঙ্গুণে দেখিতে পাবি না ॥ ১৯২ ॥

ইহাব পূর্বে আমি সাম্প্রদায়িক শিক্ষাক্রমে ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ স্বীকার কবি নাই—একথা মহাপ্রভু অগত আছে। কৃষ্ণভক্তি—শক্তিমত্ত্ব শ্রীচৈতন্যদেবের শক্তি, সুতরাং আমি অপরাধী। ওরু জীবের নিত্য। বুদ্ধিকেই ‘ভক্তি’ বলে। জীবমাত্রেই ভক্তি-বৃত্তিতে অবস্থিত। সেই ভক্তি ছাড়িয়া ইতল প্রবৃত্তি অপরাধ অহরণ করে ॥ ১৯৪ ॥

দীর্ঘকাল পরেও মহাপ্রভুব কৃপা-প্রাপ্তিব আশায়

মুকুন্দের আনন্দ প্রকাশ—

প্রভু বলে,—“আর যদি কোটি জন্ম হয়।

তবে মোর দরশন পাইবে নিশ্চয় ॥” ১৯৯॥

শুনিল নিশ্চয়-প্রাপ্তি প্রভুর শ্রীমুখে।

মুকুন্দ সিদ্ধি হৈলা পরানন্দস্থখে ॥২০০॥

‘পাইব, পাইব’ বলি’ করে মহানৃত্য।

প্রেমতে বিহ্বল হৈলা চৈতন্যের ভৃত্য ॥২০১॥

মহানন্দে মুকুন্দ নাচয়ে সেইখানে।

‘দেখিবেন’ হেনবাক্য শুনিয়া অবগে ॥২০২॥

ভক্তবশ ভগবানের ভক্তসেবাবশে নিজ

সঙ্গ পবিত্র—

মুকুন্দ দেখিয়া প্রভু হাসে বিশ্বস্তর।

অজ্ঞা হৈল,—“মুকুন্দেই আনন্দ সত্ত্বর ॥” ২০৩॥

মুকুন্দ মহাপ্রভুব বাক্য শ্রবণ কবিরূপ ব্রজিতে পাবিলেন যে, প্রভু তাঁহার প্রতি বিশেষ অশ্রুত হইয়াছেন এবং তাঁহাকে দর্শন দিবেন না। তজ্জন্ত শ্রীবাসকে সান্বোধন কবিরূপ মুকুন্দ বলিলেন,—“আমি কতদিন পবে মহাপ্রভুব সম্মুখে যাইবাম অধিকার পাইব ৩”—এইরূপ বলিতে বলিতে মুকুন্দ হৃৎপত্রে প্রচুর ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ॥২০০-২০১॥

প্রভু তদন্তঃ বলিলেন,—“কোটি জন্ম পবে মুকুন্দের দর্শন যৌগ্য হইবে ॥” ২০২ ॥

প্রভুব মুখে ‘কোটি’ জন্মের পবে ভক্তি লাভ হইবে এবং তাঁহার দর্শন লাভ পটবে জানিয়া মুকুন্দ আনন্দিত হইলেন। যেহেতু ভগবৎভক্ত্যেব বিচার মানবানুগতের নিত্য বিনাশ সংঘটিত হয় বলিয়া কোনদিনই তাহা ভক্তি অধিকার হইবে না—এই বানবান গ্রন্থান হইতে হইল না জানিয়াই মুকুন্দের পদমস্তক। জীবের নিত্যবৃত্তি ভক্তি নির্ভেদব্রহ্মসম্মানের কন-প্রাপ্তিকালে চিত্তবে বিলুপ্ত হয়। “সিদ্ধা এক্ষণে যয় ৩৩৩৩ হইয়া হতাঃ” এবং—মহাপ্রভূদের অঙ্গানে “সঙ্গদম্মিকাবঃ হি-যথা বিশ্বস্তপৈব ৩৩। বিকাং যে প্রকৃষ্টি ভক্যে তদ্বিজাত্যঃ ॥ কৃষ্টব্যাসিমায়ুক্তাঃ পুন্দরূপববজিতাঃ। নিবয় যান্তি তে বিপ্রান্তমারবর্ততে পুনঃ ॥” আবও—

সকল বৈষ্ণব ডাকে ‘আইসহ মুকুন্দ ।’

না জানে মুকুন্দ কিছু পাইয়া আনন্দ ॥২০৪॥

প্রভু বলে—“মুকুন্দ, ঘুচিল অপরাধ।

আইস, আমায়ে দেখ, ধরহ প্রসাদ ॥” ২০৫॥

প্রভুর আজ্ঞায় সবে আনিল ধরিয়া।

পড়িল মুকুন্দ মহাপুরুষ দেখিয়া ॥২০৬॥

প্রভু বলে,—“উঠ উঠ মুকুন্দ আমার।

ভিনাকৈক অপরাধ নাহিক তোমার ॥২০৭॥

সঙ্গদোষ তোমার সকল হৈল ক্ষয়।

তোমার স্থানে আমার হইল পরাজয় ॥২০৮॥

‘কোটি জন্মে পাইবা’ হেন বলিলাম আমি।

ভিনাকৈকে সব তাহা ঘুচাইলে তুমি ॥২০৯॥

অব্যর্থ আমার বাক্য—তুমি সে জানিলা।

তুমি আমা সর্বকাল হৃদয়ে বাজিলা ॥২১০॥

“যো বক্তি ছায়বহিতমচ্চায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভো নবকং ধোং ব্রজতঃ কালমক্ষম” —প্রভৃতি শ্লোকের বিচার মুকুন্দের চিন্তাত্রোভেব মধ্যে আগত হওয়ায় যে নৈদাশ উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা হইতে ‘কোটিজন্মে ভক্তিলাভ হইবে’—এই আশ্বাসদ্বারা তে উদ্ধাব লাভ করিয়া মুকুন্দের পরানন্দ স্থপের উদয় হইল। তিনি শ্রীচৈতন্যের অঙ্গাব কবণা শ্রবণ কবিরূপ প্রেমবিশ্ববিত-চিন্তে প্রচণ্ড নৃত্য আবন্ত কবিলেন। দর্শন-প্রাপ্তি ঘটবে, ইহাই মুকুন্দের উল্লাসের কারণ ॥২০০-২০১ ॥

ভগবান্—প্রেম-বাধ্য। ভক্ত প্রেমের দ্বারা ভগবানকে একপ বাধ্য কবিতো সমর্থ যে, তিনি ভগবানের অভিপ্রায় পবিত্রকন কবিতো সর্বদাই যোগ্য। মহাপ্রভু বলিলেন,—মুকুন্দ, আমায় অসামান্য শক্তি তোমার প্রীতি-সেবায় পবাক্ষ লাভ কবিল। তুমি ভগবানের নিত্যদাতা বিশ্বত হইয়া তাৎকালিক হৃৎসঙ্গ-বশে তোমার নিত্য বৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছিলে, সেইজন্তই তোমার সঙ্গ-দোষ ঘটয়াছিল। ভগবানের নিত্য-ভক্তগণের সঙ্গপ্রভাবে অতর্কিপথে অনিত্য-কচি পববর্তিত হইয়া নিত্য-কচি উদয় হইয়াছে। স্তবং ভগবদ্বিত্য তোমার আন বাকিতে পায়না। তুমি ভগবদ্বক্তি লাভ করিবে—এই বণ আমি দিয়াছিলাম।

সেই দেখে,—আর দেখিবারে শক্তি নাই।

নিরন্তর ক্রীড়া করে চৈতন্য গোসাঞি ॥২৮৫॥

ভক্তগণেব স্ব-স্ব ইষ্টমন্ত্রাম্বারে চৈতন্যদেবকে তত্ত্বমুর্তিতে

দর্শন এবং তদ্বারা মহাপ্রভুর নিজ

অবতাবিষ্ট স্থাপন—

যে মন্ত্রেতে যে বৈষ্ণব ইষ্ট ধ্যান করে।

সেই মত দেখয়ে ঠাকুর বিশ্বম্ভরে ॥২৮৬॥

দেখাইয়া আপনে শিখায় সবাকারে।

এ সকল কথা ভাই, শুনে পাছে আরে ॥২৮৭॥

ভগবানের নিত্য পার্শ্বদগণেব দাস-দাসী-পর্যায়ে অবস্থিত

জনগণের ভগবতীলা-কথা ক্রদয়ন্তেব সৌভাগ্য—

“জয় জয় ভোমরা পাইলে মোর সজ।

ভোমা সবার ভৃত্যেও দেখিব মোর রজ ॥” ২৮৮॥

মহাপ্রভুব ভক্তগণকে প্রসাদী মালা ও ভাষুল প্রদান—

আপন গলার মালা দিলা সবাকারে।

চর্কিত ভাষুল আজ্ঞা হইল সবারে ॥২৮৯॥

মহানন্দে খায় সবে হরষিত হৈয়া।

কোটিচন্দ্র-শারদমুখের জব্য পাঞা ॥২৯০॥

অবতরণ এবং প্রপঞ্চ হইতে অভিযান-দর্শনে উহাকে কালকোভ্য কর্মবিশেষ মনে করিবে না। “আবির্ভাবাহ-তিবোভাবাঙ্গপদেতিষ্ঠতি”—(গোপালোত্তবতাপনী) ॥২৮৩॥

শ্রীচৈতন্যলীলা—নিত্যা। যখন গাঁহার সৌভাগ্যেব উদয় হয়, তিনিই তখন সেই লীলা-দর্শনে সমর্থ হন। সার্বকালিকী শ্রীচৈতন্যলীলা কালের অধীনে প্রপঞ্চে আগত হইয়াছিল, এরূপ নহে। সকল দ্বালাই তত্ত্বপূর্ণ জন্মে সেবনাত্তিপ্রায় লক্ষিত হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যলীলা পুষ্টি করিতে পাবেন। একথা শ্রীচৈতন্য মঠেব সেবকগণ সর্বদাই বুদ্ধিগা থাকেন। শ্রীচৈতন্যবিরোধী, শ্রীগোব-স্বন্দেব প্রচাব-বিরোধী, শ্রীগৌড়মঠ-বিরোধী কর্মী প্রাকৃত সহজিয়াগণেব দৃষ্টি শ্রীচৈতন্য-বিশ্বা দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। চৈতন্যপি দিব্বকবণ্ উৎকর্ষার্থা নিছ-প্রিয়াঃ। তাং তাং লীলাং ততঃ ক্লেষণে দর্শয়েৎ তান্ কুপানিধিঃ ॥ (—লগুগগবতামৃত) ॥ ২৮৪ ॥

ভক্তভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণ-কীর্তন-লীলা সর্বদাই দর্শন করেন। প্রপঞ্চে জড়ভোগমত্ত জনগণেব চৈতন্য-লীলা-দর্শনে কোনই শক্তি হয় না ॥ ২৮৫ ॥

লীলাময় বিষ্ণুবস্ত্র নানামুর্তিতে নিত্যলীলা বিস্তার করিয়া মহাইকুণ্ঠে অবস্থিত। তত্ত্বমূলীলাচিত দর্শন জন্ম মদন-ধর্ম হইতে জ্ঞানাকাজী জনগণ তত্ত্বমুখে ভগবানের তত্ত্বলীলা দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্যদেব বিভিন্ন ভক্তেব নিকট বিভিন্ন সেব্যবস্তুরূপে আবিস্কৃত হন। “যে মণা মাং প্রপত্ত্বন্তে তাংস্তথৈব ভজ্যাম্যহম্”—ঈতার এই শ্লোকের প্রকাশ-করে শ্রীগৌরমুন্দের বিভিন্ন শ্রেণীর ভক্তের

নিকট লীলাময় বিষ্ণুব অধিষ্ঠান-সমূহ প্রদর্শন করেন। ইহা দ্বারা একগ মনে করিতে হইবে না যে, বিশ্বম্ভব বিষ্ণুবস্ত্র নহেন। বিষ্ণু ব্যতীত অজ্ঞাত দেবগণেব মূর্তিদর্শনে তাঁহাকেও বিষ্ণু-মুর্তি বুলিতে হইবে না, এরূপ নহে। বিষ্ণু ব্যতীত অজ্ঞাত দেবমুর্তিতে পূর্ণতাব অভাব। “স্বং ভক্তি-যোগপরিভাবিতজন্মসরোজে আস্মে ঐতেক্ষিতপথে নম্র নাথ পুংসাম্। যদযচ্ছিয়া ত উরুগায় বিভাবযন্তি তত্ত্বমুঃ প্রণয়মে সদমুখ্যায় ॥ (—তাঃ আঃ ১১)। “অপি চৈবমেকৈ।” (—ত্রঃ স্বঃ আঃ ১৩)। “স্থানবিশেষাং প্রকাশাদিবৎ।” (—ত্রঃ স্বঃ আঃ ৩৫)। “যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে তাংস্তথৈব ভজ্যাম্যহম্।” (—গীঃ ৪১)। “যাদুশো ভাবিতহীশস্তাদুশো জীব অভাজেৎ।” (—ভক্ত-সাবে)। “এই শ্লোকের অর্থ সংক্ষেপেব সাব। ভক্তের ইচ্ছায় প্রভুব সর্ব-অবতাব ॥” (—চৈঃ চঃ আঃ ৩১)।

“আমাকে ত যে যে ভক্ত ভজে যেই ভাবে। তাবে সে সে ভাবে ভজি,—এ মোব স্বভাবে ॥” (—চৈঃ চঃ আঃ ৪১)। “অতএব শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গোসাঞি। সর্ব-অবতাব লীলা করি সবাবে দেখাই ॥” (—চৈঃ চঃ আঃ ৪১)। ২৮৬ ॥

মহাপ্রভুব বিষ্ণুব বিভিন্ন অবতাব-লীলা আপনাতে দেখাইয়া সকলকে তাঁহার অবতাবিষ্ট শিক্ষা দেন। গাঁহার যেইরূপ শিক্ষা লাভ করেন, তাঁহাদেব নিকট হইতে পরবর্ত্তিজনগণ উহা শ্রবণ করিবার অধিকার পান ॥ ২৮৭ ॥

ভগবান্ যখন পৃথিবীতে লীলা করেন, তখন তাঁহার সহিত পার্শ্বদগণ আগমন করিয়া তাঁহার সেবাধিকার লাভ করেন। তাঁহাদিগের দৃত্য-পর্যায়ে অবস্থিত জনগণও সেই

গ্রহকবের জননী নারায়ণীর শ্রীচৈতন্যের

ভোজনাবশেষ প্রাপ্তি—

ভোজনের অবশেষ যতক আছিল।

নারায়ণী পুণ্যবতী তাহা সে পাইল ॥২১১॥

শ্রীবাসের ভাতৃস্বতা—বালিকা অজ্ঞান।

তাহারে ভোজন-শেষ প্রভু করে দান ॥২১২॥

পরম আনন্দে খায় প্রভুর প্রসাদ।

সকল বৈষ্ণব তাঁরে করে আশীর্বাদ ॥২১৩॥

ধন্য ধন্য এই সে সেবিল নারায়ণ।

বালিকাস্বভাবে ধন্য ইহার জীবন ॥২১৪॥

মহাপ্রভু নারায়ণীকে কৃষ্ণপ্রহমানন্দে ক্রন্দন কবিত

আজ্ঞা এবং বালিকাব তদ্রূপ করণ—

খাইলে প্রভুর আজ্ঞা হয়,—“নারায়ণী।

কৃষ্ণের পরমানন্দে কান্দ দেখি শুনি ॥” ২১৫॥

হেন প্রভু চৈতন্যের আজ্ঞার প্রভাব।

‘কৃষ্ণ’ বলি’ কান্দে অতি বালিকাস্বভাবে ॥২১৬॥

নারায়ণী ‘চৈতন্যাবশেষপাত্রী’ আখ্যা—

অত্মাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে এই ধ্বনি।

“গৌরানন্দের অবশেষ-পাত্র নারায়ণী ॥” ২১৭॥

মহাপ্রভু আদেশে ভক্তগণেব অবিলম্বে

প্রত্নসমীপে আগমন—

যারে যেন আজ্ঞা করে ঠাকুর চৈতন্য।

সে আসিয়া অবিলম্বে হয় উপসন্ন ॥২১৮॥

সকল লীলাব কথা হৃদয়ঙ্গম কবিত

মহাপ্রভু নিবন-বিগ্রহ হওয়ায় সকল-চন্দন-তাম্বুলাদি-
বিলাসোপকরণ-সমূহ গ্রহণেব অধিকারী। সকল বিলাসো-
পকরণ তাঁহার অজ্ঞাই সেবাধিকার লাভ কবিয়াছে। ভক্তগণ
তাঁহার স্বীকৃত লক-চন্দনাদি প্রসাদ-বুদ্ধিতে গ্রহণ করিতে
পারেন। তাঁহার ভোগোপকরণ-তাম্বুল-উচ্ছিষ্ট গ্রহণ-
কালে জীবের সেবাপ্রবৃত্তি সৃষ্টি হয়। ভগবান্ এই
তাম্বুলাদি উপভোগ কবিয়াছেন,—এইবুদ্ধিতে ভগবহুচ্ছিষ্ট-
গ্রহণে উল্লাস উপস্থিত হইলে জীবের ইতার ভোগবাসনায়
উল্লাস বিনষ্ট হয়। বহুজীব নিজ ভোগবাসনা চবিতার্থ

চৈতন্যলীলায় অবিধাসকারীর অধঃপাত অনিবার্য—

এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।

সমস্ত অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥২১৯॥

নিত্যানন্দাষ্টভেতর চৈতন্য-দাসত্বই প্রধান মহিমা—

অষ্টভেতর প্রিয় প্রভু চৈতন্য ঠাকুর।

ইথে অষ্টভেতর বড় মহিমা প্রচুর ॥৩০০॥

চৈতন্যের প্রিয় অভি—ঠাকুর নিভাই।

এই সে মহিমা তান চারি বেদে গাই ॥৩০১॥

চৈতন্যদাস-বর্জিত ব্যক্তি জগতেব পূজ্য হইলেও

ভক্তেব অনাদরের পাত্র—

‘চৈতন্যের ভক্ত’ হেন—নাহি যার নাম।

যদি সেব্য বস্তু,—তবু ভূণের সমান ॥৩০২॥

নিত্যানন্দপ্রভুর স্বরূপগত অভিমান—চৈতন্যদাস,

এবং তৎরূপায়ই চৈতন্যরতি লাভ—

নিত্যানন্দ কহে—‘মুখি চৈতন্যের দাস।’

অহনিশ আর প্রভু না করে প্রকাশ ॥৩০৩॥

তাহান রূপায় হয় চৈতন্যেতে রতি।

নিত্যানন্দ ভজিলে আপদ নাহি কতি ॥৩০৪॥

গ্রহকারের লালসাময়ী প্রার্থনা—

আমার প্রভুর প্রভু গৌরানন্দসুন্দর।

এ বড় ভরসা চিত্তে ধরি নিরন্তর ॥৩০৫॥

ধরণীধরেস্ত্র নিত্যানন্দের চরণ।

দেহ’ প্রভু গৌরচন্দ্র আমারে শরণ ॥৩০৬॥

করিবাব অজ্ঞ যদি সেবা-ভুলনায় ঐ সকল বিলাসোপকরণ
গ্রহণ করে, তাহাতে তাহার অমঙ্গল ঘটে ॥ ২২০ ॥

গ্রহকার নিজ জননীর কথাপ্রসঙ্গে তাঁহার জননী
ভগবদবশেষ-পাত্র গ্রহণ কবিয়াছিলেন, এই প্রাচীন কথা
এখানে লিপিবদ্ধ করিতেছেন ॥ ২২১ ॥

উপসন্ন—[উপ (সমীপে) সদ্ (গমন কবা) +
(‘কর্তৃ—ক্ত)] সমীপে আগত, উপস্থিত ॥ ২২৮ ॥

শ্রীচৈতন্যদাস-বর্জিত ব্যক্তি যতই পূজ্য বস্তু হউক না
কেন, তাহাকে কখনই আদর কবা যাইতে পারে না।
শ্রীচৈতন্যভক্তজগতে যতই অনাদরের পাত্র বলিয়া বিবেচিত
হউন না কেন, তিনিই পরম আদরণীয় ॥ ৩০২ ॥

গ্রহকাবেব নিত্যানন্দ-প্রীতিহেতুই

চৈতন্যচবিত বর্ণন—

বলরামপ্রীতে গাই চৈতন্যচরিত ।

করে বলরাম প্রভু জগতের হিত ॥৩০৭॥

নিত্যানন্দেব চৈতন্যদাসাভিমান এবং তাঁহারই

রূপায় গোব-দাম্পত্য, গোবতন্ত্র ও

ভক্তিতত্ত্ব হৃদয়স্থ—

চৈতন্যের দাস্য বই নিতাই না জানে ।

চৈতন্যের দাস্য নিত্যানন্দ করে দানে ॥৩০৮॥

নিত্যানন্দরূপায় সে গৌরচন্দ্র চিনি ।

নিত্যানন্দপ্রসাদে সে ভক্তি-তত্ত্ব জানি ॥৩০৯॥

সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় নিত্যানন্দরায় ।

সবে নিত্যানন্দস্থানে ভক্তি-পদ পায় ॥৩১০॥

নিত্যানন্দে অবজাব পবিগাম—

কোন পাঁকে যদি করে নিত্যানন্দে ছেলা ।

আপনে চৈতন্য বলে,—‘সেই জন গেলা’ ॥৩১১॥

নিত্যানন্দ-মহিমাস্তক বাক্যাবলী মহাদেবেব অথবা

সর্বজনের অগোচর—

আদিদেব মহাযোগী ঐশ্বর বৈষ্ণব ।

মহিমার অন্ত ইঁহা না জানয়ে সব ॥৩১২॥

নিত্যানন্দেব স্বরূপগত অভিমানে চৈতন্যের দাস্য
ব্যতীত অণু কিছুই প্রকাশিত হয় না ॥ ৩০৩ ॥

কতি—[সং—কুত্র, ত্রজ, প্রা-বাং—কথি (ত্রঃ)]
কোথায়ও ॥ ৩০৪ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-বলরামেব অংশ-বিগ্রহ—ভগবান্ শ্রেষ্ঠাধী
বলরাম ॥ ৩০৬ ॥

কেহ যদি ভাগ্যহীন হইয়া স্বীয় হৃদয়ক্রমে নিত্যানন্দ-
প্রভুকে অবজ্ঞা করেন, তাহা হইলে তিনি শ্রীচৈতন্যদেবেব
বিচারে সর্বনাশ বরণ করিলেন ॥ ৩১১ ॥

মহাযোগী আদিদেব মহাদেব বৈষ্ণব হইলেও বলরামেব
মহিমাস্তক চরম কথাগুলি সর্বতোভাবে জানেন না । কেহ
কেহ এই কবিতার অর্থ একরূপ করেন যে, সকলে বৈষ্ণবাঞ্চে-
গণ্য মহাদেবের মহিমাবশেষ জানে না । অথবা, নিত্যানন্দ
প্রভুই বৈষ্ণব-ভক্তের মূল আকর । সুতরাং তিনিই আদি-

নিবপনাদে কৃষ্ণনামকাবীব চৈতন্যচরণ-প্রাপ্তি স্থলঃ—

কাহারে না করে নিন্দা, ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে ।

অজ্ঞান চৈতন্য সেই জিনিবেক হেলে ॥৩১৩॥

সকলকে মানদানই—ভাগবতমর্ম—

‘নিন্দায় নাহিক লভ্য’—সর্ব শাস্ত্রে কয় ।

সবার সম্মান ভাগবত-মর্ম হয় ॥৩১৪॥

মধ্যখণ্ডের লীলাকথা অমৃততুলা, পাশ্চাত্ত্যগণের বিচারেব

তাহা তিষ্ঠবৎ—

মধ্যখণ্ডকথা যেন অমৃতের খণ্ড ।

মহা-নিম্ব-হেন বাসে যতেক পাশ্চ ॥৩১৫॥

কেহ যেন শর্করায় নিম্ব-স্নাত পায় ।

তার দৈব,—শর্করার স্নাত নাহি যায় ॥৩১৬॥

দুর্ভাগা ব্যক্তির অনর্থকৃত প্রতীতিতে চৈতন্যেব

পরানন্দ-প্রতিষ্ঠা-প্রবণে অপ্রীতি—

এই মত চৈতন্যের পরানন্দযশ ।

শুনিতে না পায় সুখ ইঁহা দৈববশ ॥৩১৭॥

চৈতন্যে দোষদর্শনকানী সন্ন্যাসীও দুর্গতি এবং চৈতন্য-নাম-

কীর্তনকাবী সঙ্কল্পানবহিত পক্ষীও গোবদামপ্রাপ্তি—

সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানে গৌরচন্দ্র ।

জানিহ সে খল জন জন্ম জন্ম অন্ধ ॥৩১৮॥

দেব । তিনি দশবিধভাবে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অণু কোনও
বস্তুতেই বস্ত নহেন বলিয়া মহাসংখ্যত । তিনিই কাবণ-
বিষু, সমষ্টি ও ব্যষ্টি-বিষুব আকর বলিয়া পবনেশ্বর । তিনি
কৃষ্ণভক্ত বলিয়া বৈষ্ণব । সকল লোক মোটে নিত্যানন্দ-
মহিমার চরণ গীমা বসিতে সমর্থ হয় না ॥ ৩১২ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব অহঙ্কারনিমুচায়-জীবগণের আধ্যাত্মিক
জ্ঞানেব দুশ্রাপ্য বস্তু । কাহাবও নিন্দা না কবিয়া যিনি
সর্বক্ষণ ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’—এই বাক্য উচ্চারণ করেন, তিনি
অজিত চৈতন্যদেবকে অনায়াসে স্বীয় প্রেমবাণ্য করিতে
পারেন । “জ্ঞানে প্রেয়াসমুদপাত্ত ননস্ত এণ জীবন্তি সদ্গুণ-
রিতাং ভবদীয়বার্ত্তাম্ । স্থানে স্থিতাঃ শ্রুতিগতাঃ তদু-
বাগ্মনোভির্থে প্রায়শোহজিত জিতোহ্যপাসি তৈজ্রিলোক্যাম্ ॥”
অর্থাৎ ইঞ্জিয়জ্ঞ জ্ঞানাবলম্বনে ইঞ্জিয়াতীত বস্তুলাভের
চেষ্টার নাম আরোহবাদ বা অশ্রোতগতা; জ্ঞান-

পক্ষি-মাত্র যদি বলে চৈতন্যের নাম ।

সেই সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥৩১৯॥

এহকাব কর্তৃক চৈতন্যজয় কীর্তন, নিত্যানন্দ-চরণে পবন

বতি প্রার্থনা এবং চৈতন্যচুগগণকে অভিবাদন—

জয় গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দের জীবন ।

তোর নিত্যানন্দ মোর হউ প্রাণধন ॥৩২০॥

যার যার সঙ্গে তুমি করিলা বিহার ।

সে সব গৌরীয়া পায়ে মোর নমস্কার ॥৩২১॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান ।

বন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥৩২২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মহানন্দাপ্রকাশ-

বর্ণনং নাম দশমোহধ্যায় ॥

লাভের জন্ম কিছুমাত্র চেষ্টা না কবিশাও ষাঁহাবা নিজ
নিজ বর্ণ ও আশ্রমধর্মের অবস্থান-পূর্বক সাধুগুণে উচ্চাষিত
আপনার কথা শ্রবণ ও কাম্যমনোবাক্যে উচ্চাষ সংকাব-
অনুমোদনাদি কবিশা জীবন ধারণ করেন, তাঁহাবা অল্প
কোন কর্ম না কবিলেও তাঁহাদেব দ্বাবাচি আপনি অগিল-
লোকে অজিত হইয়াও জিত, অর্থাৎ বশীভূত হইয়া
পাকেন (—ভাঃ ১০।২৪।৩) ॥ ৩১৩ ॥

আত্মস্তুতিবিক্রমে নিজের শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন-জন্ম অপবেব
নিন্দা কবা বিহিত নহে । নিন্দাকারী ব্যক্তি পবেব অসম্মান
কবিত পিমা ভাগবত-ধর্ম হইতে বিচ্যুত হন । আ-স্বগোপব-
চণ্ডাল সকলকেই সম্মান দিবাব বিধান শ্রীগৌরসুন্দর
“অমানিনা মানদেন” শ্লোকে বর্ণন কবিয়াছেন ॥ ৩১৪ ॥

শ্রীচৈতন্যের মধ্য-লীলাব কথা—সাক্ষাৎ অমৃত । কিন্তু
ভগবানের সহিত ভগবদন্ত লক্ষণজিক দেবগণকে ষাঁহাবা
সমজ্ঞান করেন, সেই সকল মূঢ় ব্যক্তি অমৃতকে নিষ্পাপেক্ষা
তিলক বিচাব করেন ॥ ৩১৫ ॥

কোন ব্যক্তি নিজ চূর্ভাগ্যক্রমে শিষ্ট বস্তুকে তিলক বলিয়া
উপলব্ধি করেন । তাঁহাব চূর্ভাগ্যক্রমে যে অনর্থবৃত্ত

প্রতীতিব উদয় হয়, তাহাতে প্রকৃত শিষ্টদ্রব্যেব স্বাদ নষ্ট
হয় না । ভাগ্যহীন জনগণ চৈতন্যের পবানন্দ প্রতিষ্ঠা
শুনিয়া স্তম্ভ লাভ করেন না ॥ ৩১৬-৩১৭ ॥

আশ্রম-ধর্মের সর্বোচ্চ সীমায অবস্থিত যতিও যদি
শ্রীগৌরচন্দ্রে দোষ দর্শন কবিশা তাঁহাব নিন্দা কবে, তাহা
হইলে সেই নিম্নক দৃষ্টিহীনতাব জন্ম জন্ম অন্ধ হয় ।
পৈশুণ্য ও খলতাই প্রকৃত দর্শনের ব্যাঘাত কবে ॥ ৩১৮ ॥

সংস্কৃজ্ঞানবহিত পক্ষিগণও যদি ‘শ্রীচৈতন্য’ শব্দ
অনুকরণ কবিশা উচ্চারণ কবে, তাহা হইলে তাহাবাও
প্রকৃত জ্ঞান লাভ কবিশা জন্মান্তবে শ্রীচৈতন্যদেবেব ধাম
লাভ কবিত পাবে । শ্রীধাম-মায়াপুবে পশু-পক্ষী-গুহা-
লতা ও অনভিজ্ঞ মানবগণও শ্রীচৈতন্যদেবেব কথা-শ্রবণ
সৌভাগ্য লাভ কবে ॥ ৩১৯ ॥

হে গৌরচন্দ্র ! ষাঁহাবা তোমাব সঙ্গসুখ লাভ
কবিশাছেন এবং তোমাব সেবা কবিশা স্বস্তি হইয়াছেন, সেই
বৈষ্ণবমণ্ডলীব পাদপদ্মে আমাব নমস্কাব ॥ ৩২১ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে দশম অধ্যায় সমাপ্ত ।

একদিন মহাপ্রভু জননীৰ আনন্দ-বিধানাৰ্থ বিষ্ণুখ্ৰিষ্টা-
দেবীৰ নিকট উপবেশন পূৰ্বক তদীয় তাহল সেৱা গ্ৰহণ
কৰিতেছিলেন, এমন সময় নিত্যানন্দ বাহুজ্ঞানচীনভাবে
দিগম্বৰৰূপে অঙ্গনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মহাপ্ৰভু
যতই তানুশাব্ধাব কাৰণ জিজ্ঞাসা কৰেন, নিত্যানন্দ
ভাবাবেশে কেবল তাহাব বিপৰীত উত্তৰই প্ৰদান কৰেন।
অবশেষে মহাপ্ৰভু আসিয়া হঠাৎ নিত্যানন্দকে কাপড়
পৰাইয়া দিলেন। নিত্যানন্দেৰ শিশুভাব-দৰ্শনে শচীদেবী
হাসিতে লাগিলেন। শচী নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ বিষ্ণুৰূপ-
জ্ঞানে বিশ্বস্তবেব তুল্য স্নেহ প্ৰদৰ্শন কৰিতেন। নিত্যানন্দ
কিছু ভোজ্য প্ৰাৰ্থনা কৰিলে শচীদেবী পাঁচটা ক্ষীৰ-সন্দেশ
আনিয়া দিলেন। নিত্যানন্দ একটা সন্দেশ ভোজন কৰিয়া
অপৰ চাৰিটা ভূমিতে নিক্ষেপ পূৰ্বক আশ্বাৱেৰ সহিত
পুনৰ্জাব পাত্ৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিলে শচী গৃহমধ্যে প্ৰবেশ পূৰ্বক
পূৰ্বপ্ৰদত্ত চাৰিটা সন্দেশই দেখিতে পাইলেন। শচীমাতা
তাহা লইয়া নিত্যানন্দেৰ হস্তে প্ৰদান কৰিতে গিয়া দেখি-
লেন, নিত্যানন্দ সেই সন্দেশ ভূমি হইতে উঠাইয়া লইয়া

তক্ষণ কবিত্তেছেন। নিত্যানন্দ-প্রভাব-দর্শনে শচী বঁতাহাকে
'ঈশ্বর' জ্ঞান হইল। নিত্যানন্দ বালাভাবে শচী চরণ
স্পর্শ কবিত্তে গেলে শচীদেবী পলায়ন করিলেন। নিত্যানন্দ
নন্দেব এইরূপ অগাধ চবিত্ত জুড়িত্তেব অশেষ কল্যাণকর

হইলেও দুঃখিত্তেব সর্বনাশকারী। গঙ্গাদেবীও নিত্যানন্দ-
নিম্নক পাপিষ্টেব নিকট হইতে পলায়ন করেন। সেই
নিত্যানন্দেব শ্রীচরণই গ্রহণ করিয়া অস্তবতম প্রদেশে
ধাবণ কবিত্তে নিমিত্ত কামনা করেন।

রাগ—মল্লার

নিমি গৌরাজ কোথা হৈতে আইলু প্রেমসিকু।

অনাথের নাথ প্রভু, পতিত-জনের বন্ধু ॥ ৫৮ ॥

জয় জয় বিশ্বস্তর দ্বিজকুলসিংহ।

জয় ইউ তোর যত চরণের ভঙ্গ ॥ ১ ॥

জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।

জয় দামোদরস্বরূপের প্রাণদন ॥ ২ ॥

জয় রূপসনাতনপ্রিয় মহাশয়।

জয় জগদীশ-গোপীনাথের হৃদয় ॥ ৩ ॥

নবদ্বীপে সাধাবণেব দৃষ্টেব অগোচরেব মহাপ্রভু

নিবিশ লীলা—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর।

ক্রীড়া করে, নহে সর্বনয়ন-গোচর ॥ ৪ ॥

শ্রীবাসেব সোভাগ্য ও নিষ্কপটে মহাপ্রভু সেবাব ফল—

নবদ্বীপে মধ্যযুগে কৌতুক অনন্ত।

যরে বসি' দেখয়ে শ্রীবাস ভাগ্যবন্ত ॥ ৫ ॥

নিষ্কপটে প্রভুরে সেবিলা শ্রীনিবাস।

গোষ্ঠী-সঙ্গে দেখে প্রভুর মহা-পরকাশ ॥ ৬ ॥

শ্রীবাস-ভবনে নিত্যানন্দেব ব্রজবালকভাবে অবস্থান এবং

শ্রীবাস ও তৎপত্নীকে পিতৃ-মাতৃজ্ঞান পূর্বক

মালিনী বস্ত্রপান—

শ্রীবাসের ঘরে নিত্যানন্দেব বসতি।

'বাপ' বলি' শ্রীবাসের করয়ে পীরিত্তি ॥ ৭ ॥

অহর্নিশ বালা-ভাবে বাছ নাহি জানে।

নিরবধি মালিনীর করে স্তনপানে ॥ ৮ ॥

নিত্যানন্দেব অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে মালিনী বহুদীনন্তনে

দুঃখকণ, মালিনী তাহাতে বিম্ব এবং গোবা-

দেশে তৎসঙ্গোপন—

কছু নাহি দুঃখ, পরশিলে মাত্র হয়।

এ সব অচিন্ত্য-শক্তি মালিনী দেখয় ॥ ৯ ॥

চৈতন্যের মিবারণে কারে নাহি কহে।

নিরবধি বালাভাব মালিনী দেখয়ে ॥ ১০ ॥

নিত্যানন্দেব অল্পকষ্ট ও দিগম্ববেশে লক্ষপ্রদানাদি কার্যা-

প্রসঙ্গে গোবিন্ডানন্দেব পবস্পব প্রণয়ালপ—

প্রভু বিশ্বস্তর বলে,—“স্তন নিত্যানন্দ।

কাহারো সহিত পাছে কর তুমি ধ্বংস ॥ ১১ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বস্ত্রাকবে যত প্রকার বস্ত্র আছে, তদ্বৎ নবনিধি
শ্রেষ্ঠতা পরিগণিত হয়। প্রেমবস্ত্রাকবস্ত্রকপ শ্রীগোবিন্দ
কিরূপ আশ্চর্য্য প্রেমসাগরেব অমিবাগী, গ্রহণ তাহা
জানাইবাক্ত কোতুলমূখে অপূরিত্তা জ্ঞাপন কবিত্তেছেন।
পরম দুঃখিত্ত গোবিন্দি পতিতজনের ঈশ্বরী বান্ধব এবং
আশ্রয়বিহীন জনগণেব একমাত্র পালক ॥ ৫ ॥

নিত্যানন্দপ্রভু আপনাকে ব্রজবালক-জ্ঞানে শ্রীবাস ও
মালিনীকে পিতা-মাতা-বুঝিত্তে দর্শন করিতেন। মালিনীকে

মাতৃস্থানীয়া প্রৌঢ়া-গোপী-বিচারে এবং আপনাকে গোপশিশু
জ্ঞানে নিত্যানন্দ মালিনী বস্ত্রপানেব লীলাভিনয় করিতেন।
মালিনী বস্ত্র না থাকিলেও নিত্যানন্দেব তাদৃশী লীলায়
দুঃখ-সমাগম দেখিয়া মালিনী বিম্বিত্ত হইতেন ॥ ৭-৯ ॥

শ্রীবাস-পত্নী মালিনীদেবী নিত্যানন্দ প্রভুকে চিরদিনই
স্বীয় সন্তানেব ছায় দৃষ্ট করিতেন। এই সকল লোকাভীত
ব্যাপার শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে কাহাবও নিকট
প্রকাশিত হইত না ॥ ১০ ॥

চঞ্চলতা না করিবা শ্রীবাসের ঘরে ।”
 শুনিয়া শ্রীনিত্যানন্দ ‘শ্রীকৃষ্ণ’ সঙরে ॥১২॥
 “আমার চাঞ্চল্য তুমি কতু না পাইবা ।
 আপনার মত তুমি করে না বাসিবা ॥” ১৩॥
 বিশ্বস্তর বলে,—“আমি তোমা ভাল জানি ।”
 নিত্যানন্দ বলে,—“দোষ কহ দেখি শুনি ॥” ১৪॥
 হাসি’ বলে গৌরচন্দ্র,—“কি দোষ তোমার ?
 সব ঘরে অন্নবৃষ্টি কর অবতার ॥” ১৫॥
 নিত্যানন্দ বলে,—“ইহা পাগলে সে করে ।
 এ ছলায় ঘরে ভাত না দিবে আমারে ? ১৬॥
 আমারে না দিয়া ভাত সুখে তুমি খাও ।
 অপকীর্তি আর কেন বলিয়া বেড়াও ?” ১৭॥
 প্রভু, বলে,—“তোমার অপকীর্ত্যে লাজ পাই ।
 সেই সে কারণে আমি তোমায়ে শিখাই ॥” ১৮॥
 হাসি’ বলে নিত্যানন্দ,—“বড় ভাল ভাল ।
 চাঞ্চল্য দেখিলে শিখাইবা সর্বকাল ॥১৯॥

নিশ্চয় বুঝিলা তুমি, আমি সে চঞ্চল ।”
 এত বলি’ প্রভু চাহি’ হাসে খল খল ॥২০॥
 ব্রজলীলার উদ্দীপনে অলৌকিক-চেষ্টায়ুক্ত নিত্যানন্দের
 দিগদ্বব বেশ, মহাপ্রভু কতক বস্ত্র পরিধাপন
 এবং প্রভুবাক্যে নিত্যানন্দেব
 চঞ্চলতা পরিহাব—
 আনন্দে না জানে বাছ, কোন্ কৰ্ম করে ।
 দিগদ্বব হই’ বস্ত্র বান্ধিলেন শিরে ॥২১॥
 জোড়ে জোড়ে লক্ষ দেই হাসিয়া হাসিয়া ।
 সকল অঙ্গনে বুলে ঢুলিয়া ঢুলিয়া ॥২২॥
 গদাধর, শ্রীনিবাস, আর হরিদাস ।
 শিষ্কার প্রসাদে সবে দেখে দিগ্‌বাস ॥২৩॥
 ডাকি’ বলে বিশ্বস্তর,—“এ কি কর কৰ্ম ?
 গৃহস্থের বাড়ীতে এমত নহে ধর্ম ॥২৪॥
 এখনি বলিলা তুমি—‘আমি কি পাগল ?’
 এইক্ষণে নিজ বাক্য ঘুচিল সকল ॥” ২৫॥

শ্রীমহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দেব অলৌকিকী চেষ্টা জানিতে
 পাবিবা তাঁহাকে সেইরূপ চঞ্চলতা করিতে নিষেধ কবায়
 নিত্যানন্দ তাঁহাতে আপত্তি কবেন । আপত্তি শুনিয়া
 মহাপ্রভু হস্তমুখে নিত্যানন্দেব দোষগুলি বলিয়া দেন ।
 দোষবর্ণনমুখে গৌরচন্দ্র বলিলেন,—“তুমি সকল স্থানে অন্ন-
 বর্ষণ-লীলাব অবতরণ কবাও । ‘ভোজ্য’ বস্তুকে ‘অন্ন’
 কহে । শিশুদিগেব যেকালে চক্ষুশক্তি থাকে না, সেইকালে
 তাহাদিগেব অল্প তবল পদার্থ হৃদ প্রভৃতিই ভোজ্য বা
 পানীয়স্বরূপ হয় । তবল পদার্থেব বর্ষণ বা প্রস্রবণকে
 ভোজ্যরূপে গ্রহণ করিলে শিশুবা আহার্য হৃদ্যকেই লক্ষ্য কবা
 হয় । যেকালে শিশু বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, তখন আব মাতৃস্তনে
 হৃদ্য থাকে না । কিন্তু নিত্যানন্দেব অচিহ্ন্যশক্তি-প্রভাবে
 ছাপ্রাপ্য স্থানেও ছুধেব অসম্ভাব ছিল না ॥ ১১-১৫ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুব দোষ প্রদর্শনেব কথা শ্রবণ
 করিয়া বলিলেন,—উন্নত জনগণই এরূপ আচরণ করে ।
 সেইরূপ চাঞ্চল্য দূরীভূত করা সম্ভব—এরূপ ছলনায়
 আমাকে ভোজ্যদ্রব্য হইতে বঞ্চিত করা তোমাব
 কর্তব্য নহে ॥ ১৬ ॥

ব্রজলীলাব উদ্দীপনে শ্রীনিত্যানন্দেব কানাইর প্রতি
 উক্তিমুখে নিত্যানন্দেব শ্রীগৌবল্লভেব প্রতি এইরূপ প্রশংসা-
 কলহ । তুমি (কৃষ্ণ) সর্বদাই নন্দ-গৃহে বাস কবিয়া যশোদার
 নিকট হইতে ভোজ্য-সামগ্রী আদায় কবিয়া সুখ লাভ কর,
 আব আমি তাদৃশ অন্ন গ্রহণ করিতে গেলেই আমার
 চাঞ্চল্যেব কথা তুমি সকলকে বলিয়া দাও এবং আমার নিন্দা
 কর ; ইহা তোমাব স্বার্থপনতা মাত্র । শচী-গৃহে ভগবানের
 ভোজনাদি হইত । নিত্যানন্দ সেখানে তাঁহাব অংশ না
 পাইয়া ব্রজভাবে বিভাবিত হইয়া গৌরসুন্দরের সহিত
 পদস্পর্শ কথোপকথনে এই প্রণীত উক্তিসমূহ করিয়া-
 ছিলেন ॥ ১৭ ॥

ব্রজলীলাব উদ্দীপনে নিত্যানন্দেব অলৌকিকী চেষ্টায়
 আমবা তাঁহাকে নগ্ন-বস্ত্র হইয়া পবিত্রেব বসন-ধারণা
 শিরজ্ঞাপন করিতে দেখিতে পাই । এইগুলি তাঁহার আনন্দ-
 বিহবলিত অবস্থায় বহির্জগতের বিচার-রহিত হইয়া ব্রজ-
 লীলাব অভিনয় মাত্র । বহির্জগতের বিচারে নিত্যানন্দ
 প্রভু সে সময়ে প্রাপ্তবয়স্ক । কিন্তু স্বরূপ-বিচারে খাল্য-
 লীলাব অভিনয়কাব্যী বলিয়া প্রত্যক্ষবাদী যেকূপ বিচার

যা'র বাহু নাহি, তা'র বচনে কি লাজ ?
 নিত্যানন্দ ভাসয়ে অমল-সিদ্ধ-মাক ॥২৬॥
 আপনে ধরিয়া প্রভু পরায় বসন ।
 এমত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের কথন ॥২৭॥
 চৈতন্যের বচন-অঙ্কুর মাত্র মানে ।
 নিত্যানন্দ মন্তসিংহ আর নাহি জানে ॥২৮॥

মালিনীর স্বহস্তে নিত্যানন্দের মুখে অন্নপ্রদান ও পুত্রজ্ঞানে

নিত্যানন্দের বিবিধ সেবা—

আপনি তুলিয়া হাতে ভাত নাহি খায় ।
 পুত্রপ্রায় করি' অন্ন মালিনী যোগায় ॥২৯॥
 নিত্যানন্দ-অনুভাব জানে পতিব্রতা ।
 নিত্যানন্দ-সেবা করে যেন পুত্র মাতা ॥৩০॥

কাক-কর্কট শ্রীকৃষ্ণের সেবা-ভাজন অপহরণ ও শৃঙ্গবদনে

প্রণ্যবস্তন-দর্শনে শ্রীবাসের ভাবী ব্যবহার-

তবে মালিনীর হুঃখ—

একদিন পিতলের বাটী নিল কাকে ।
 উড়িয়া চলিল কাক যে বনেতে থাকে ॥৩১॥
 অদৃশ্য হইয়া কাক কোন্ রাজ্যে গেল ।
 মহাচিন্তা মালিনীর চিন্তেতে জন্মিল ॥৩২॥
 বাটী থুই' সেই কাক আইল আর বার ।
 মালিনী দেখয়ে শৃঙ্গ-বদন তাহার ॥৩৩॥
 মহাতীত্র ঠাকুর-পণ্ডিত-ব্যবহার ।
 শ্রীকৃষ্ণের ঘৃতপাত্র হইল অপহার ॥৩৪॥

কবেন, সেইরূপ বিচাবিমুখ । যুগপদে লক্ষ প্রদান ও
 হস্তমুখে উদ্ভেদহীন হইয়া ক্রীড়া-প্রদর্শন ইহ জগতে
 বিসমামূল্য নহে ॥ ২১-২২ ॥

শ্রীমদ্রামায়ণ-ভাষ্যে অবতাদী । তিনি স্বীয় মন্তো-
 প্রধান কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনে সর্বদাই অসম্মত । এজন্ত উচ্চৈঃ-
 স্ববে নিত্যানন্দেব তাদৃশ চাক্ষুষ্যেব প্রতিবাদ কবিত্বা
 বলিলেন যে, গৃহস্থেব ঘবে প্রাপ্তি-পুঙ্খবৎ নগ্ন বস্ত্র হইয়া
 বালকেব ছায় বিচরণ কবা বিশেষ আপত্তিকর ॥ ২৪ ॥

নিত্যানন্দ, তুমি এখনই আপনাকে 'পাগল নহ'
 বলিলে, আবাব বসনত্যাগরূপ গর্হিত কার্য্য কবিত্বা তোমা-
 ন্ত্য-পালনে বিমুখ হইলে ॥ ২৫ ॥

শুনিলে প্রমাদ হবে হেন মনে গণি' ।

নাহিক উপায় কিছু, কান্দয়ে মালিনী ॥৩৫॥

মালিনীর ক্রন্দন-দর্শনে নিত্যানন্দের তৎকাবণ জিজ্ঞাসা ও

তদীয় হুঃখ-মোচনে আশ্বাস প্রদান—

হেনকালে নিত্যানন্দ আইলা সেই স্থানে ।
 দেখয়ে মালিনী কান্দে অঝোর নয়নে ॥৩৬॥
 হাসি' বলে নিত্যানন্দ,—“কান্দ কি কারণ ?
 কোন্ হুঃখ বল ?—সব করিব খণ্ডন ॥” ৩৭॥

নিত্যানন্দের নিকট মালিনীর কাক-বৃন্তাঙ্ক-বর্ণন এবং

সর্কাস্তগামী নিত্যানন্দের কাক-কর্কট

ঘৃতপাত্র প্রত্যনয়ন—

মালিনী বলয়ে,—“শুন শ্রীপাদ গোসাঞি ।
 ঘৃতপাত্র কাকে লই' গেল কোন্ ঠাঞি ॥” ৩৮॥
 নিত্যানন্দ বলে,—“মাতা, চিন্তা পরিহর ।
 আমি দিব বাটী, তুমি ক্রন্দন সম্বর ॥” ৩৯॥
 কাক-প্রতি হাসি' প্রভু বলয়ে বচন ।
 “কাক, তুমি বাটী ঝাট আনহ এখন ॥” ৪০॥
 সবার হৃদয়ে নিত্যানন্দের বসতি ।
 তার আজ্ঞা লজ্জিবেক কাহার শক্তি ? ৪১॥
 শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা কাক উড়ি' যায় ।
 শোকাকুলী মালিনী কাকের দিকে চায় ॥৪২॥
 ক্ষণেকে উড়িয়া কাক অদৃশ্য হইল ।
 বাটী মুখে করি' পুনঃ সেখানে আইল ॥৪৩॥

যিনি বাহুসংজ্ঞা হাবাইয়াছেন, তাঁহাব যথেষ্ট বাক্যে
 আপ লজ্জা কি ? নিত্যানন্দ-প্রভু আনন্দসিদ্ধ-মণ্ডো মজ্জমান
 হওয়ায় বহির্জগতেব হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টিসম্পন্ন
 ছিলেন না ॥ ২৬ ॥

বচনচুপ,—বাক্যরূপ শাসনদণ্ড ॥ ২৮ ॥

পতিব্রতা শ্রীবাস-পত্নী মালিনীদেবী নিত্যানন্দকে
 পুত্র-বাৎসল্যে দর্শন করেন । যেরূপ জননী স্বীয় পুত্রকে
 সেবা কবেন, সেইরূপ মালিনীদেবী নিত্যানন্দকে পুত্রজ্ঞানে
 সেবা কবিতেন ॥ ৩০ ॥

শ্রীবাস—শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত ; তাঁহার পত্নীর অমনো-
 যোগিতা-বশতঃ ভগবানের সেবা-ভাজন কাকে লইয়া

আনিয়া খুইল বাটী মালিনীর স্থানে ।

নিত্যানন্দপ্রভাব মালিনী ভাল জানে ॥৪৪॥

নিত্যানন্দ-প্রভাব-দর্শনে আনন্দাতিশয্যে মালিনীব

মূর্ছা এবং নিত্যানন্দ-স্তুতি—

আনন্দে মূর্ছিত হৈলা অপূর্ব দেখিয়া ।

নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে দাণ্ডাইয়া ॥৪৫॥

“যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন ।

যে জন পালন করে সকল জুবন ॥৪৬॥

যমের ঘর হইতে যে আনিতে পারে ।

কাকস্থানে বাটী আনে,—কি মহত্ব তারে ? ৪৭॥

যাঁহার মস্তকোপরি অনন্ত জুবন ।

লীলায় না জানে ভর, করয়ে পালন ॥৪৮॥

অনাদি অবিজ্ঞা ধ্বংস হয় যাঁর নামে ।

কি মহত্ব তাঁর, বাটী আনে কাকস্থানে ? ৪৯॥

যে তুমি লক্ষ্যরূপে পূর্বের বনবাসে ।

নিরন্তর রক্ষক আছিল। সীতাপাশে ॥৫০॥

তথাপিহ মাত্র তুমি সীতার চরণ ।

ইহা বই সীতা নাহি দেখিলে কেমন ॥৫১॥

তোমার সে বাণে রাবণের বংশ-নাশ ।

সে তুমি যে বাটী আন, কেমন প্রকাশ ? ৫২॥

যাঁহার চরণে পূর্বের কালিন্দী আসিয়া ।

সুবন করিল মহা-প্রভাব জানিয়া ॥৫৩॥

চতুর্দশ-জুবন-পালন শক্তি যার ।

কাকস্থানে বাটী আনে—কি মহত্ব তাঁর ? ৫৪॥

তথাপি তোমার কার্য অল্প নাহি হয় ।

যেই কর, সেই সত্য, চারি বেদে কয় ॥” ৫৫॥

মালিনীব শুবে নিত্যানন্দেব হাত ও মালিনীব তৎকালীন

ভাবাপনোদনাকাজ্জ্বল্য বাল্যভাবে মালিনীর

নিকট ভোজনেন্দ্ৰ প্রকাশ—

হাসে নিত্যানন্দ ভান শুনিয়া সুবন ।

বাল্যভাবে বলে,—“মুগ্ধ বসিবে ভোজন ॥” ৫৬॥

যাওয়ায় শ্রীবাস পণ্ডিতের অত্যন্ত কোপোদয় হইবে, শ্রীবাস-পণ্ডিতেব এইরূপ ভাবী ব্যবহার চিন্তা করিয়া মালিনীদেবী দুঃখভারাক্রান্ত হইয়াছিলেন ॥ ৩৪-৩৫ ॥

“যে জন আনিল মৃত গুরুর নন্দন”—ভগবান্ বলদেব ও শ্রীকৃষ্ণ মথুরালীলাকালে ব্রহ্মসংসার অবলম্বন পূর্বক অবস্থাপ্রবাসী সান্দীপনি মুনির নিকট বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করেন। তাঁহার লোকশিক্ষার্থ বিবিধ প্রকারে গুরুসেবা করিয়া চতুঃষষ্টি দিবসে চতুঃষষ্টি-কলা-বিদ্যা শিক্ষা করিলেন। বিদ্যাসমাপ্তিব পর্ব গুরুকে দক্ষিণা প্রদানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলে সান্দীপনি তাঁহাদের অতি-মাহুর্ষী চেষ্টা দর্শন করিয়া প্রভাসতীর্থে মহাসমুদ্রে মৃত নিজ তনয়কে প্রার্থনা করিলেন। রামকৃষ্ণ রথারোহণে প্রভাসতীর্থে গমন করিয়া সমুদ্রের নিকট গুরুপুত্রকে প্রার্থনা করিলে সমুদ্র পঞ্চজন অম্বর কর্তৃক গুরুপুত্রের বিনাশের কথা বিজ্ঞাপিত করিল। তাহা শুনিয়া তাঁহারা জলমধ্যে পঞ্চজন-পুত্রেতে গমন পূর্বক ঐ অম্বরকে বিনাশ করিলেন। কিন্তু তদনন্তর-মধ্যে গুরুপুত্রকে প্রাপ্ত না হওয়ায় যমলোকে গমন করিলেন। যমরাজ শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের পূজা

করিয়া তাঁহাদের আদেশ মত মৃতগুরুপুত্রকে সজীব করিয়া প্রত্যপণ করিলেন। (—ভাঃ ১০।৪৫ অঃ) ॥ ৪৬-৪৭ ॥

ভাঃ ৫১।৭।২১, ৫২।৫২, ১২, ৬১।৬।৪৮ এবং আদি ১।১৩ গোড়ীয় ভাণ্ড দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

ভাঃ ৩২।১৫, ৬২।৭, ৬২।১১, ১২, ৬১।১৫, ৬৩।২৪, ৩১, ৬১।৬।৪৪, শিক্ষাষ্টক ১ম শ্লোক, ভ, র, সি দঃ বিঃ ১।৫১ শ্লোক প্রভৃতি আলোচ্য ॥ ৪৯ ॥

বামায়ণ অদধ্যাকাণ্ড ২৪শ ও ৪৩ শ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৫০ ॥

“ধ্যাত্বা মুহুন্তং তানাহ কিং মাং বক্যসি শোভনে। দৃষ্টপূর্বং ন তে রূপং পাদৌ দৃষ্টৌ তবানঘে ॥” (—রামায়ণ উঃ কাণ্ড ৫৮।২১) অর্থাৎ লক্ষ্মণ (সীতাদেবীকে) বলিলেন,—শোভনে! আপনি কি বলিতেছেন? পুণ্যশীলে! আমি আপনায় রূপ পূর্বের কথনও দেখি নাই, কেবল পদ-বুগল দেখিয়াছি মাত্র ॥ ৫১ ॥

ভাঃ ৯।১০ অধ্যায় এবং রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড দ্রষ্টব্য ॥ ৫২ ॥

যদুকুলে অবস্থানকালে এক সময়ে ভগবান্ বলদেব সুহৃদগণের দর্শনার্থ ব্রজে গমন করেন। তিনি তথায় চৈত্র ও বৈশাখ দুইমাস কাল অবস্থান করেন। শ্রীবলদেব তৎকালে

নিত্যানন্দ-দর্শনে মালিনীব স্তম্ভ-ক্ষণ ও

নিত্যানন্দের স্তম্ভ-পান—

নিত্যানন্দ দেখিলে তাহার স্তন বরে ।

বাল্যভাবে নিত্যানন্দ স্তন পান করে ॥৫৭॥

নিত্যানন্দের অচিন্ত্য চবিত্র—

এই মত অচিন্ত্য নিত্যানন্দের চরিত ।

আমি কি বলিব, সব জগতে বিদিত ॥৫৮॥

নিত্যানন্দ-তদ্ব্যভিজ্ঞ ব্যক্তি বর্ণনায় অলৌকিকী

নীলাব সত্য-উপলক্ষি—

করয়ে দুজের কণ্ঠ, অলৌকিক যেন ।

যে জানয়ে তব, সে মানয়ে সত্য হেন ॥৫৯॥

ভাবাবিষ্ট নিত্যানন্দের নদীনাথ সর্বত্র ভ্রমণ—

অহর্নিশ ভাবাবেশে পরম উদ্দাম ।

সর্ব-নদীয়ায় বুলে জ্যোতির্ময়-ধাম ॥৬০॥

তদানন্তর অতন্ত্র জনগণের নিত্যানন্দের পাদপদ্ম-

স্বরূপ-বিচারে ভ্রান্তি ও গ্রহণের আদর্শ

ইষ্টনিষ্ঠা প্রদর্শন—

কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা তত্ত্বজানী ।

যাহার যেমত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥৬১॥

যে সে কেনে নিত্যানন্দ-চৈতন্যের নহে ।

তবু সে চরণ মোর রহুক-হৃদয়ে ॥৬২॥

গ্রহণের গুণ-নিত্যানন্দ-বিদ্যেয় মন্তকে পাদস্পর্শ দ্বারা

চৈতন্যগুণীকরণের অষ্টতুকী রূপা প্রদর্শন—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে ।

তবে লাখি মারোঁ। তার শিরের উপরে ॥৬৩॥

মহাপ্রভুর তদ্ব্যবধানে নিত্যানন্দের শ্রীবাগ-গৃহে

অবস্থিতি—

এইমত আছে প্রভু শ্রীবাসের ঘরে ।

নিরবধি আপনে গৌরঙ্গ রক্ষা করে ॥৬৪॥

জননী ব প্রীতি-হেতু মহাপ্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া-সমীপে

অবস্থান ও তদীয় সেবাগ্রহণ—

একদিন নিজ গৃহে প্রভু বিশ্বস্তর ।

বসি' আছে লক্ষ্মীসঙ্গে পরম সুন্দর ॥৬৫॥

যোগায় তাম্বুল লক্ষ্মী পরম হরিষে ।

প্রভুর আনন্দে না জানয়ে রাত্রিদিশে ॥৬৬॥

যখন থাকয়ে লক্ষ্মীসঙ্গে বিশ্বস্তর ।

শচীর চিন্তেতে হয় আনন্দ বিস্তর ॥৬৭॥

মায়ের চিন্তের সুখ ঠাকুর জানিয়া ।

লক্ষ্মীর সঙ্গেতে প্রভু থাকেন বসিয়া ॥৬৮॥

প্রভু-গৃহে নিত্যানন্দের আগমন ও বাল্যভাবে

দিগম্বববেশে দণ্ডায়মান—

হেনকালে নিত্যানন্দ আনন্দ-বিহ্বল ।

আইলা প্রভুর বাড়ী পরম চঞ্চল ॥৬৯॥

বাল্যভাবে দিগম্বর রহিলা দাণ্ডাইয়া ।

কাহারে না করে লাজ পরানন্দ পাইয়া ॥৭০॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের দিগম্বর বেয়ে কাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে

বাহ্যজ্ঞানশূন্য নিত্যানন্দের ভাবাবেশে অচ

প্রকাব উত্তর-প্রদান ও হাস্য—

প্রভু বলে,—“নিত্যানন্দ, কেনে দিগম্বর ?

নিত্যানন্দ ‘হয় হয়’ করয়ে উত্তর ॥৭১॥

প্রভু বলে,—“নিত্যানন্দ, পরহ’ বসন ।”

নিত্যানন্দ বলে,—“আজি আমার গমন ॥” ৭২॥

প্রভু বলে,—“নিত্যানন্দ, ইহা কেনে করি ?

নিতাই বলেন,—“আর খাইতে না পারি ॥” ৭৩॥

প্রভু বলে,—“এক কহি, কহ কেনে আর ?”

নিতাই বলেন,—“আমি গেছু দশবার ॥” ৭৪॥

ক্লৃপ্ত হঞা বলে প্রভু,—“মোর দোষ নাঞি ।”

নিত্যানন্দ বলে,—“প্রভু, এখা নাহি আই ॥” ৭৫॥

বরণ-প্রেমিত বাক্য পান পূর্ব-স্বামীগণের সহিত
বিহার করিয়া যমুনা ভলকেনী কবির বাসনায
যমুনাকে আহ্বান কবিলে যমুনা বলদেবকে ‘মত’ জ্ঞান
করিয়া তদ্ব্যদেশ উপেক্ষা কবিয়াছিল। তখন ভগবান
বোহিগনন্দন ক্লৃপ্ত হইয়া যমুনাকে ইলাগ্রাগ দ্বা

আকর্ষণ কবিতো থাকিলে তীতা যমুনা বলদেবের পদপ্রান্তে
পতিত হইয়া বিবিধ স্তুতি দ্বারা কমা প্রার্থনা কবিয়াছিল।

(—ভাঃ ১০।৬৫ অঃ) ॥ ৫৩ ॥

স এবদং জগদ্ধাতা ভগবান্ ধর্মরূপঃ। পুঙ্খাতি
স্তাপয়ন্ বিশ্বং ত্রিগুণবহুলাদিভিঃ (—ভাঃ ২।১০।৪২) ॥ ৫৪ ॥

প্রভু কহে,—“কৃপা করি’ পরহ’ বসন।”

নিত্যানন্দ বলে,—“আমি করিব ভোজন ॥”৭৬॥

চৈতন্য-আবেশে মত্ত নিত্যানন্দরায়।

এক শুনে, আর বলে, হাসিয়া বেড়ায় ॥৭৭॥

মহাপ্রভু স্বহস্তে নিত্যানন্দের বস্ত্র পরিধান—

আপনে উঠিয়া প্রভু পরায় বসন।

বাছ নাহি—হাসে পদ্মাবতীর নন্দন ॥৭৮॥

নিত্যানন্দের চাবিত্র-দর্শনে শচীব আনন্দ এবং বাক্য-

শ্রবণে স্বীয় পুত্র-জ্ঞানে গোব-নিতাইব প্রতি

সময়েই প্রকাশ—

নিত্যানন্দচরিত্র দেখিয়া আই হাসে।

বিশ্বরূপ-পুত্র-হেন মনে মনে বাসে ॥৭৯॥

সেইমত বচন শুনেই সব মুখে।

মান্যে মান্যে সেইরূপ আই মাত্র দেখে ॥৮০॥

কাহারে না কহে আই, পুত্র-স্নেহ করে।

সম-স্নেহ করে নিত্যানন্দ-বিশ্বস্তরে ॥৮১॥

বাছপ্রাপ্ত নিত্যানন্দের বসন পরিধান এবং শচী-প্রদত্ত

সন্দেশ-ভোজনমুখে শচীব সহিত বিবিধ কৌতুক—

বাছ পাই’ নিত্যানন্দ পরিলা বসন।

সন্দেশ দিলেন আই করিতে ভোজন ॥৮২॥

আই-স্থানে পঞ্চ ক্ষীর-সন্দেশ পাইয়া।

এক খায়, আর চারি ফেলে ছড়াইয়া ॥৮৩॥

‘হায় হায়’—বলে আই—“কেনে ফেলাইলা?”

নিত্যানন্দ বলে,—“কেনে এক ঠাণ্ডা দিলা?” ৮৪॥

আই বলে,—“আর নাহি, তবে কি খাইবা?”

নিত্যানন্দ বলে,—“চাহ, অবশ্য পাইবা ॥”৮৫॥

ঘরের ভিতরে আই অপরূপ দেখে।

সেই চারি সন্দেশ দেখয়ে পরতেকে ॥৮৬॥

আই বলে,—“সে সন্দেশ কোথায় পড়িল?”

ঘরের ভিতরে কোন্ প্রকারে আইল?” ৮৭॥

লক্ষ্মীসঙ্গে—বিষ্ণুপ্রিয়া সহিত ॥ ৬৫ ॥

দিশে,—(দিশা শব্দ)—[দিশ + অ(সু—ভাব) আপু জী]
উত্তর-পূর্বাধি-দিক, সন্ধান। রাত্রিদিশে—রাত্রি সন্ধান ॥৬৬॥

সন্দেশ—ক্ষীরের পেটকা ॥ ৮২ ॥

ধূলা ঘুচাইয়া সেই সন্দেশ লইয়া।

হরিশে আইলা আই অপূর্ব দেখিয়া ॥৮৮॥

অঁসি’ দেখে নিত্যানন্দ সেই লাড়ু খায়।

আই বলে,—“বাপ, ইহা পাইলা কোথায়?” ৮৯॥

নিত্যানন্দ বলে,—“যাহা ছড়াঞা ফেলিলু’।

তোর ছুঃখ দেখি’ তাই চাহিয়া আনিলু’ ॥”৯০॥

নিত্যানন্দের চবিত্র-দর্শনে শচীমাতার দ্বিমুখ ও

তাঁহাকে ঈশ্বর জ্ঞান—

অছুত দেখিয়া আই মনে মনে গণে।

নিত্যানন্দমহিমা না জানে কোন জনে? ৯১॥

আই বলে,—“নিত্যানন্দ, কেনে মোরে ভাঁড়?”

জানিল ঈশ্বর তুমি, মোরে মায়া ছাড় ॥” ৯২॥

বালাভাবগ্ন নিত্যানন্দের শচীব চরণস্পর্শাভিলাষ

ও শচীমাতার পলায়ন—

বালাভাবে নিত্যানন্দ আইর চরণ।

পরিবারে যায়,—আই করে পলায়ন ॥৯৩॥

নিত্যানন্দের চবিত্রে স্নেহভিক্ষা জীবের স্নেহ-লাভ

এবং মনোভোগ্য কার্য-বাধ—

এইমত নিত্যানন্দ-চরিত্র অগাধ।

স্নেহভিক্ষা ভাল, স্নেহভিক্ষা কার্যবাধ ॥৯৪॥

নিত্যানন্দ-নিদ্রাক্রমে দর্শনে পদ্মাবতী পলায়ন—

নিত্যানন্দ-নিদ্রা করে যে পাপিষ্ঠ জন।

গজ্ঞাও তাহারে দেখি’ করে পলায়ন ॥৯৫॥

নিত্যানন্দই—বৈষ্ণবাধিদাজ ‘মনস্ত’ ও পৃথ্বীধারী

‘শেষ’রূপে প্রকাশিত—

বৈষ্ণবের অধিরাজ অনন্ত ঈশ্বর।

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু শেষ মহীধর ॥৯৬॥

প্রভুকাহ্নিক নিত্যানন্দ-চরণপ্রাপ্তির পুণ্য প্রার্থনা—

যে তে কেনে নিত্যানন্দ-চৈতন্যের নহে।

তবু সে চরণ-ধন রহক হৃদয়ে ॥৯৭॥

পবতেকে—প্রত্যেকে, সাক্ষাতে ॥ ৮৬ ॥

জীব-প্রত্যয়াক্ষেপে তৎপরা জীবের বিচারে নানা প্রকার
ভ্রান্তি আনাওয়া দেন। বদ্ধজীব তখন অসত্য বস্তুকে ‘সত্য’
বলিয়া দর্শন করে, ইহাই ঈশ্বরের প্রভাব ॥ ৯২ ॥

গ্রন্থকাবের দৈছ্যোক্তি-জ্ঞাপনমুখে বৈষ্ণব-বন্দনা ও

বলরাম-নিত্যানন্দের দাসত্ব প্রার্থনা—

বৈষ্ণবের পায়ে মোর এই মনস্কাম ।

মোর প্রভু নিত্যানন্দ হউ বলরাম ॥৯৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জাম ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৯৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নিত্যানন্দচরিত-

বর্ণনং নাম একাদশোহধ্যায়ঃ ॥

ভাগ্যান্ জীব নিত্যানন্দের চবিত্রে সুফল লাভ কবেন । হতভাগ্য জীব তাহাব মন্দধাবণাছুসাবে নিজ-কার্যে বাধা প্রাপ্ত হয় ॥ ৯৪ ॥

অনাদি-কর্মবন্ধনে আবদ্ধ জীব নিত্যসত্য ভগবদ্বস্ত্র নিত্যানন্দের স্বরূপ-বোধে অসুখ হইয়া নিন্দা কবিয়া বসে । কিন্তু তাহাতে নিন্দকের যে অপলাপ হয়, তাদৃশ অপবাহীকে দেখিয়া পাপহাবিণী গঙ্গা তাহাব পাপ হরণ করা দূবে থাকুক, স্বয়ং পলায়ন কবেন । ভগবান্ রষ্ট হইলে শ্রীনিত্যানন্দ-গুরুদেব ভগবানের ক্রোধ অপনোদন কবিত্তে পাবেন ;

কিন্তু শ্রীশ্রী-নিত্যানন্দের চরণে অপবাধ কবিলে তাহার উপশম হওয়া পবম দুর্ঘট ॥ ৯৫ ॥

অনন্ত—“যস্মাদব্রহ্মাদয়ো দেবা মুনযশ্চোগ্রতেজসঃ । নতেহন্তমধিগচ্ছন্তি তেনামন্তস্বমুচ্যসে ॥” (—মাৎস্বে ২৪৮।৩৭) ; “যোহনন্তশক্তির্ভগবাননন্তো মহদগুণস্বাদ-যমনন্তমাহঃ” (—ভাঃ ১।২৮।১৯) ; “ন হন্তো যদিভূতীনাং সোহনন্ত ইতি গীযসে” (—ভাঃ ৪।৩০।৩১) ; অনন্তশক্তিঃ পবনো অনন্তবীৰ্য্যঃ সোহনন্তঃ” (—ঋগ্বেদ) ॥ ৯৬ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যের একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

দ্বাদশ অধ্যায়

দ্বাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নিত্যানন্দের নিববধি বাল্যভাব, গঙ্গায় সন্তবণলীলা, বাল্য-ভাবে দিগম্বরবেশে মহাপ্রভুব সম্মুখে আগমন, মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দের বস্ত্রপবিধান, স্তুতি, এবং কোপীন-ভিক্ষা ও ভক্তগণকে প্রদান, নিত্যানন্দ-মহন্ত-বর্ণন, ভক্তগণেব নিত্যানন্দ-পাদোদক পান, পাদোদকপান-প্রভাবে সকলেব প্রেমচাকল্য এবং মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দের স্বরূপ ও প্রসাদ-মহিমা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

নিত্যানন্দ-প্রভু নবদ্বীপ-লীলা-প্রকাশকালে কৃষ্ণানুগে বিভোব হইয়া বালকেব প্রভাব কবিতেন এবং বর্ষাকালে কুম্ভীরাদি-পরিপূর্ণ গঙ্গায় নির্ভয়ে সন্তবণ করিতে থাকিলে সকলে ভীত হইতেন । তিনি কখনও আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া তিন চারদিন অচেতনপ্রায় অবস্থান কবিতেন । একদিন নিত্যানন্দ বাল্যভাবে দিগম্বর-বেশে “আমার প্রভু

নিমাই পণ্ডিত” বলিয়া হুঙ্কার কবিত্তে কবিত্তে শ্রীগোবিন্দ-স্বন্দেব সমীপে আগমন কবিলে মহাপ্রভু হাস্ত করিয়া স্বীয় মন্তকস্থিত বস্ত্র তাঁহাকে পরিধান কবাইয়া, শ্রীঅঙ্গে দিব্য গন্ধাদিলেপন ও মালা প্রদান পূর্বক সম্মুখে আসনে বসাইয় তাঁহাব স্তুতি কবিত্তে লাগিলেন । নিত্যানন্দ অবলীলাক্রমে মহাপ্রভুব সেবা-গ্রহণ ও প্রকাশ স্তুতি শ্রবণ করিলেন । অনন্তব মহাপ্রভু নিত্যানন্দের নিকট একখানি কোপীন চাহিয়া লইয়া যোগেশ্বরগণেবও বাহনীয় ঐ কোপী-খণ্ড খণ্ড করিয়া ভক্তগণকে প্রদান করিলেন এবং তাঁহা দিগকে উহা মন্তকে বন্ধন কবিত্তে আদেশ দিয়া নিত্যানন্দে স্বরূপতত্ত্ব ও রূপা-মাহাত্ম্য বর্ণন কবিলেন । মহাপ্রভু আদেশে সকলে পবমানন্দে কোপীনাংগুলি নিজ-নিজ শিরে বন্ধন কবিলেন । মহাপ্রভু ভক্তগণকে নিত্যানন্দে পাদোদক গ্রহণ করিতে আদেশ করিলে তাঁহারা সকলে নিতাইর পাদোদক পুনঃ পুনঃ পান করিতে লাগিলেন

পাদোদক-পানে মত্ত হইয়া ভক্তগণ নিজ-নিজ জীবনকে ধ্বংস
জ্ঞান করিলেন এবং স্ব-স্ব-সৌভাগ্য ও পাদোদকের মিষ্টতাব
প্রশংসা কবিত্তে লাগিলেন । পাদোদক-পানে প্রেমচাক্ষু-
বশতঃ তাঁহাব পবমানন্দে কৃষ্ণকীৰ্ত্তন আবশ্য করিলে গোব-
নিত্যানন্দও তাহাতে যোগদান পূৰ্ব্বক সমস্তদিন ব্যাপিয়া
কীৰ্ত্তন করিলেন । কীৰ্ত্তনান্তে ভক্তগণসহ উপবিষ্ট হইয়া গোব-

জয় বিশ্বস্তুর সৰ্ববৈষ্ণবের নাথ ।

ভক্তি দিয়া জীবে প্রভু কর আত্মসাৎ ॥১৥

নবদ্বীপে গোব-নিত্যানন্দেব বিবিধ লীলা—

হেম লীলা নিত্যানন্দ-বিশ্বস্তুর-সঙ্গে ।

নবদ্বীপে দুই জনে করে বহু রঙ্গে ॥২৥

কৃষ্ণপ্রেমানন্দে উন্মত্ত নিতাইব বালকোচিত

স্ব ভাব প্রদর্শন—

কৃষ্ণানন্দে অলৌকিক নিত্যানন্দরায় ।

নিরবধি বালকের প্রায় ব্যবসায় ॥৩৥

ভক্তগণসহ নিত্যানন্দেব মধুর সন্তান ও নৃত্য-গীতাদি—

সবারে দেখিয়া প্রীত মধুর সন্তান ।

আপনা-আপনি নৃত্য-বাণ-গীত-হাস ॥৪৥

ভাবাবেশে নিত্যানন্দেব তঙ্কাব ও তচ্ছবনে সকলের নিম্ম—

স্বামুভাবানন্দে ক্ষণে করেন ছন্দার ।

শুনিলে অপূৰ্ব্ব বুদ্ধি জন্ময়ে সবার ॥৫৥

বর্ষাকালেব কুন্তীব-পূর্ণ গঙ্গাজলে নির্ভয়ে

নিত্যানন্দেব বিবিধ ক্রীড়া—

বর্ষাতে গঙ্গায় ঢেউ কুন্তীরে বেষ্টিত ।

তাহাতে ভাসয়ে, তিলার্দ্রেক নাহি ভীত ॥৬৥

সুন্দর অকপটে সকলকে বলিলেন যে, নিত্যানন্দেব চরণ—
শিব-ব্রহ্মাদিবও বন্দনীয়, ঐ চরণে ব্রহ্মভক্তি করিলেই
অর্থাৎ প্রতি প্রকৃত ভক্তিপ্রদা করা হয়, নিত্যানন্দ-
দেবী আমাব অপ্রিয়, পবন নিত্যানন্দেব শ্রবণে বাতাস-
স্পর্শেও কৃষ্ণরূপা লভ্য হয় । ভক্তগণ মহানন্দে জয়-ধ্বনি
কবিতা মহাপ্রভুর শ্রীমুখেব এই বাক্য শিরোদাগ্য করিলেন ।

অনন্তদেব নিত্যানন্দেব কাবণ-বালিজ্ঞানে গঙ্গাজলে

শয়ন এবং সকলেব তদন্ততাবশতঃ

বিপদাশঙ্কা—

সৰ্বলোক দেখি' ডরে করে—'হায় হায়' ।

তথাপি ভাসেন হাসি' নিত্যানন্দরায় ॥৭৥

অনন্তের ভাবে প্রভু ভাসেন গঙ্গায় ।

না বুঝিয়া সৰ্বলোক করে—'হায় হায়' । ৮॥

কৃষ্ণানন্দে বিভোব নিত্যানন্দেব তিন চারি দিবস

ব্যাপী বহিঃসংজ্ঞাহীনভাবে অবস্থান—

আনন্দে মূৰ্চ্ছিত বা হইয়েন কোন্ ক্ষণ ।

তিন চারি দিবসেও না হয় চেতন ॥৯৥

নিত্যানন্দেব অচিন্ত্য-লীলা 'অনন্ত' মুখে বর্ণনেও

গ্রাহকরেব অসামর্থ্য জ্ঞাপন—

এইমত আর কত অচিন্ত্য কথন ।

অনন্ত-মুখেতে নারি করিতে বর্ণন ॥১০৥

বাল্যভাবে দিগম্বর-বেশে মহাপ্রভুব নিকট নিত্যানন্দেব

আগমন এবং ছন্দাব পূৰ্ব্বক মহাপ্রভুব প্রভু জ্ঞাপন—

দৈবে একদিন যথা প্রভু বসি' আছে ।

আইলেন নিত্যানন্দ ঈশ্বরের কাছে ॥১১৥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

জড়ানন্দে মত্ত জনগণ কৃষ্ণানন্দেব সন্ধান বাঞ্ছন না ।
প্রভু নিত্যানন্দ কৃষ্ণানন্দে মত্ত থাকায় সর্পদা তাঁহাব স্বভাব
বালকের ছায় প্রতীত হইত । বিষমমত্ত জনগণ যে বৈষয়িক
কুটিলতাব আশ্রয় কবিতা বালকেব স্নেহলতা হইতে বিক্ষিপ্ত হন,
নিত্যানন্দেব চরিত্রে সেরূপ লৌকিক ভাব দেখা যাইত না ॥৩৥

বর্ষাকালে নদীতে বহু কুন্তীব পরিদৃষ্ট হয় । নিত্যানন্দ
সেইরূপ কুন্তীরপূর্ণ নদীব জলে ক্রীড়া কবিত্তে ক্ষণকালের
অন্তও শঙ্কিত হন নাই ॥ ৬ ॥

অনন্তদেব কারণবারিতে নিত্যকাল শয়ন করিয়া
থাকেন । নিত্যানন্দ সেই ভাবে গঙ্গায় সমুদ্রগুপ্তে জলে

বাল্যভাবে দিগম্বর হ্যাস্ত শ্রীবদনে ।
 সর্বদা আনন্দধারা বহে শ্রীনয়নে ॥১২॥
 নিরবধি এই বলি' করেন ছন্দার
 “মোর প্রভু নিমাই পণ্ডিত নদীয়ার ॥” ১৩॥
 নিত্যানন্দের মহাজ্যোতির্গয় দিগম্বর মূর্তি-দর্শনে
 মহাপ্রভু হ্যাস্ত—ও আপন শিবোদয়ন
 দ্বাৰা নিতাইব লজ্জা নিবারণ—
 হাসে প্রভু দেখি' তান মূর্তি দিগম্বর ।
 মহাজ্যোতির্গয় তনু দেখিতে সুন্দর ॥১৪॥
 আথেব্যথে প্রভু নিজ মস্তকের বাস ।
 পরাইয়া থুইলেন—তথাপিহ হাস ॥১৫॥

মহাপ্রভু কর্তৃক নিত্যানন্দকে আসন, দিব্যগন্ধ,
 ও মাধ্য প্রদান এবং নিত্যানন্দ-মহিমা
 পাপন-কয়ে নিত্যানন্দস্ততি—

আপনে লেপিলা তান অঙ্গ দিব্য গন্ধে ।
 শেষে মালা পরিপূর্ণ দিলেন শ্রীঅঙ্গে ॥১৬॥
 বসিতে দিলেন নিজ সম্মুখে আসন ।
 স্তুতি করে প্রভু, শুনে সর্ব ভক্তগণ ॥১৭॥
 “নামে নিত্যানন্দ তুমি, রূপে নিত্যানন্দ ।
 এই তুমি নিত্যানন্দ রাগ-মূর্তিমন্ত ॥১৮॥

ভাসিয়া থাকিবার কালে অজ্ঞান লোক তাহা না বুঝিতে
 পাবিসা বিপদাশঙ্কা কবেন ॥ ৮ ॥

নিত্যানন্দ কোন সময়ে ক্রম্যানন্দে বিভব হইয়া তিন-
 চাবি দিবস বহিঃসংস্কার পাণ্ডিত্যে ॥ ৯ ॥

অভাবগ্রস্ত বালকগণ যেকপ সর্বদা ক্রন্দনমুখে
 নিজেব কেশেব পশিচয় দেয়, শ্রীনিত্যানন্দেব স্মিতমুখে
 তদ্বিপবীতভাবে (সর্বদা প্রকল্প) থাকিবা আনন্দাঙ্গ বিসর্জন
 কবিতেন । কখনও বা পশিচয় বসন শ্লথ হইয়া পড়িত ।
 তাহাতে বালোচিত মধুবিমা লজ্জাব প্রতিকূলচরণ
 করিত ॥ ১২ ॥

যখন নিত্যানন্দ আনন্দভাষ্যে বসন উন্মুক্ত
 কবিতেন, তখন মহাপ্রভু স্বয় শিবোদয়ন দ্বাৰা তাহাব
 লজ্জা নিবারণ করিতেন । মহাপ্রভুব এইরূপ অহুষ্ঠানে
 নিত্যানন্দ বালোচিত হ্যাস্তে নিজ স্বভাবব্যক্ত কবিতেন ॥১৫॥

নিত্যানন্দ পর্যটন, ভোজন, বেষ্টার ।
 নিত্যানন্দ বিনা কিছু নাহিক তোমার ॥১৯॥
 তোমাংরে বুঝিতে শক্তি মনুষ্যের কোথা ?
 পরম সুসত্য—তুমি যথা, কৃষ্ণ তথা ॥” ২০॥
 চৈতন্যপ্রেমরসে নিমগ্ন নিতাইব সর্বত্র মহাপ্রভুব
 ইচ্ছামূরূপ কার্যাদি কবণ—

চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহামতি ।
 যে বলেন, যে করেন—সর্বত্র সন্মতি ॥২১॥
 নিত্যানন্দের নিকট মহাপ্রভুব কৌপীন যাক্কা, তাছা
 খণ্ড খণ্ড কবিয়া সকল বৈষ্ণবকে বিতরণ এবং
 মন্তকে ধারণার্থ আদেশ—
 প্রভু বলে,—“এক খানি কৌপীন তোমার ।
 দেহ’—ইহা বড় ইচ্ছা আছয়ে আমার ॥” ২২॥
 এত বলি' প্রভু তার কৌপীন আনিয়া ।
 ছোট করি' চিরিলেন অনেক করিয়া ॥২৩॥
 সকল বৈষ্ণবমণ্ডলীরে জনে জনে ।
 খানি খানি করি' প্রভু দিলেন আপনে ॥২৪॥
 প্রভু বলে,—“এ বস্ত্র বাক্সহ সবে শিরে ।
 অন্তর কি দায়—ইহা বাঞ্ছা যোগেশ্বরে ॥২৫॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দকে স্তবনমুখে বলিলেন,—“তুমি নামে
 নিত্যানন্দ এবং সাক্ষাৎ নিত্যানন্দ-রূপ ; তোমাতে আনন্দ
 স্তব্ধ হয় না । তুমি সাক্ষাৎ বলবাম ।” “বলবামো মমৈবাংশঃ
 সোহপি তত্র ভবিষ্যতি । নিত্যানন্দ ইতি খ্যাতো ছাসি-
 চূড়ামণিঃ ক্ষিতৌ ॥” (—বৃহদযায়লে), “সেই কৃষ্ণ-নবদ্বীপে
 শ্রীচৈতন্যচক্র । সেই বলবাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ॥”
 (—চৈঃ চঃ অঃ ৫।৬) ॥ ১৮ ॥

শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—“হে নিত্যানন্দ, তোমার ভ্রমণ,
 ভোজন ও সকল প্রকার ব্যবহারে নিবন্ধিত আনন্দের
 ব্যাঘাত নাই ॥” ১৯ ॥

“যেখানে কৃষ্ণ, সেখানেই তুমি । কৃষ্ণ যেকপ নিত্যবস্ত্র,
 তুমিও সর্বদা তাহাব নিকট বর্তমান থাকিয়া নিত্যবস্ত্র ॥
 মানবের ত্রিগুণাস্তর্গত জ্ঞান ভুরীয়বস্ত্র তোমাকে বুঝিয়া
 উঠিতে পারে না ॥” ২০ ॥

কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি নিত্যানন্দের প্রসাদেই বিক্ষুব্ধি লাভ—

নিত্যানন্দপ্রসাদে সে হয় বিক্ষুব্ধি ।

জানিহ—কৃষ্ণের নিত্যানন্দ পূর্ণশক্তি ॥২৬॥

নিত্যানন্দের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য—

কৃষ্ণের দ্বিতীয়—নিত্যানন্দ বই নাই ।

সঙ্গী, সখা, শয়ন, ভূষণ, বন্ধু, ভাই ॥২৭॥

বেদের অগম্য নিত্যানন্দের চরিত্র ।

সর্বজীব-জনক, রক্ষক, সর্বমিত্র ॥২৮॥

ইহার ব্যভার সব কৃষ্ণরসময় ।

ইহানে সেবিলে কৃষ্ণ-প্রেমভক্তি হয় ॥২৯॥

শ্রীমদ্বিভ্যানন্দের অধোবসন শিরে বন্ধন পূরক

সংক্ষেপে পূজা কবিত্তে ভক্তগণের প্রতি

মহাপ্রভুর আদেশ এবং ভক্ত-

গণের তথাকথন—

ভক্তি করি' ইহান কোপীন বাক্য' শিরে ।

মহাযত্নে ইহা পূজা কর গিয়া ঘরে ॥" ৩০॥

শ্রীনিত্যানন্দ তীর্থভ্রমণকারী সন্ন্যাসী বসে বিচরণ-
কালে প্রসঙ্গাত্মক কোপীন গ্রহণ কবিয়াছিলেন। মহাপ্রভু
সেই প্রসঙ্গাত্মক চিহ্ন কোপীনটী ভিক্ষা কবিয়া লইবার ইচ্ছা
প্রকাশ কবিলেন। কোপীনবস্ত্রজনগণ সামান্য বসনে লজ্জা
নিবারণ করেন। বিষয়মত্তজনগণ 'সভ্যতা' নামক কপটতা
আশ্রয় পূর্বক নানা বসনভূষণে মগ্নিত হইয়া সর্বলতান
অভাব-পোষণকে 'ভদ্রতা' বলেন। অন্তরে ব্যভিচার-
পোষণকল্পে যে বসনাচ্ছাদন, তাহা হইতে নিবৃত্ত হইবার
আদর্শে কোপীন-গ্রহণ আশ্রমধর্মের শ্রেষ্ঠতাজ্ঞাপক ॥ ২২ ॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দের আদর্শে বিষয়-যুক্ত-জনের
চিহ্নস্বরূপ কোপীনের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রসাদরূপে সেই
কোপীনখণ্ডকে বহুখণ্ডে বিভক্ত কবিয়া ভক্তজনের শিরো-
দেশে স্থাপন কবিলেন। যোগেশ্বর হব-নাবদাদি ঐরূপ
কোপীন শিরে ধারণ কবিয়াই বিষয়ভোগ হইতে বিবর্ত
হইতে পাবেন। "হে ভক্তমণ্ডলি, তোমরাও এই পবন
ভূমিত কোপীনের কিয়দংশ শিরে ধারণ কবিয়া জড়ভোগ
হইতে নিবৃত্ত এবং কৃষ্ণপ্রেমে উন্নত হও। ভক্তরাজ
নিত্যানন্দ যেরূপ প্রপঞ্চ-ভোগ হইতে ত্যাগমুখে ভগবৎ-
সেবাসক্তি দেখাইয়াছেন, সেই অনন্ত বিষ্ণুর বিভিন্নাংশ
তোমরা নিজ নিজ আসক্তি পরিহার কবিয়া কৃষ্ণ-সঙ্ঘকে
অবহিত হও এবং অক্ষুণ্ণ ভগবৎসেবায় রত থাক ॥" ২৫ ॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—“শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি
বলিয়া জানিবে। তিনি কৃষ্ণের সেবকগণের সর্বপ্রধান।
কেবলমাত্র তাঁহার অগ্রগ্রহেই বিক্ষুব্ধি লাভ হয়। তিনি
সন্ধিনীশক্ত্যধিষ্ঠিত বিষ্ণু-বিগ্রহ। স্বয়ং বিষ্ণু হইয়াও পরভম
বিষ্ণু-তত্ত্বের সেবক। তাঁহার অগ্রগ্রহেই জীবের হরি-

তজন-প্রবৃত্তির উৎস-লাভ ঘটে। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু
শ্রীবার্হতানবীর অমুখ্যাক্ষণে নধুর বতিব পোষণ করেন। এ
জন্ত শ্রীঠাকুর নবোত্তম বলেন,—“হেন নিতাই বিনে গাই,
বাধাক্ষণ পাইতে নাই, দুট কবি' দব নিতাইব পায় ॥”
জগদগুরুবাদে শ্রীনিত্যানন্দই 'গুরু'তত্ত্বের আকর। মহাত্ম-
জগদগুরুবাদে শ্রীমহাত্ম-গুরুদেব শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ-স্বরূপ
শ্রীনিত্যানন্দের অবতারণ বদ্বিয়ার্হ (মর্যাদা-পথে) কথিত
হন। শ্রীমহাত্ম-গুরুদেব কৃষ্ণের প্রেষ্ঠতত্ত্ব বলিয়া
শ্রীনিত্যানন্দের সহিত অভিন্ন শ্রীচৈতন্য প্রকাশ এবং
তিনি নিত্যানন্দস্বরূপ বলিয়া প্রসিদ্ধ। শৌক্য পদ্ধতিতে
নিত্যানন্দ বংশ-পরিচয় ভক্তিপথের কোন পথিকই স্বীকার
কবেন না। 'অচল' বিষ্ণুসেবা-বিবাদী স্বাক্ষরাত্মী ঐরূপ
শৌক্যবংশে ভগবৎরূপার যে আরোপ করেন, তাহা ভক্তি-
বিচারেব গবিপটী। আশ্রয়-পারম্পর্যে নিত্যানন্দবংশ
শৌক্যপারম্পর্যে নহে বলিয়া বিভিন্ন-গ্রামী-পরিচয়ে
শ্রীবাবুজ প্রভুর শিষ্য-পারম্পর্যে শ্রীনিত্যানন্দ-শৌক্যবংশ-
ধারা উৎপত্তি লাভ কবিয়াছে। খ্রীষ্টীয় ১২শ শতাব্দীর
শেষার্ধে বেনিয়াটোলার (কলিকাতা) জনৈক ব্যক্তি
'নিত্যানন্দবংশ-বিস্তার' নামক যে পুস্তকটী রচনা করিয়া-
ছেন, তাহা আধুনিক ও ইতিহাস-বিদগ্ন-মাত্র ॥ ২৬ ॥

কৃষ্ণের দ্বিতীয়প্রকাশ বলদেশ-প্রভুই শ্রীগৌরনন্দন
প্রকাশ নিত্যানন্দ, স্তবং দ্বিতীয়। রক্ষ—অরিতীয়,
নিত্যানন্দ—দ্বিতীয়। নিত্যানন্দ ব্যতীত অদ্বিতীয় কৃষ্ণের
তত্ত্ব-বিচারে অল্প বস্তু নাই। তিনি গৌরান্দের সঙ্গী,
গৌরান্দের সখা, গৌরান্দের শয়ন-ভ্রমণাধার, গৌরান্দের
অলঙ্কার, গৌরান্দের আত্মীয় ও জ্যেষ্ঠভ্রাতা ॥ ২৭ ॥

প্রভু-আদেশে ভক্তগণের নিতাইব কোপীন সাদরে

শিরে বন্ধন—

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা সর্বভক্তগণ।

পরম আদরে শিরে করিলা বন্ধন ॥৩১॥

নিত্যানন্দ-পাদোদক-মহিমা জ্ঞাপন-পূর্বক ভক্তগণকে

নিতাইর পাদোদক-পান করিতে মহাপ্রভুর

আদেশ এবং ভক্তগণের তদ্রূপকরণ—

প্রভু বলে,—“শুনহ সকল ভক্তগণ।

নিত্যানন্দ-পাদোদক করহ গ্রহণ ॥৩২॥

করিলেই মাত্র এই পাদোদক পান।

কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি হয়, ইথে নাহি আন ॥” ৩৩॥

আজ্ঞা পাই’ সবে নিত্যানন্দের চরণ।

পাখালিয়া পাদোদক করয়ে গ্রহণ ॥৩৪॥

পাঁচবার দশবার একজনে খায়।

বাছ নাহি, নিত্যানন্দ হাসয়ে সদায় ॥৩৫॥

যয়ং মহাপ্রভু সকৌতুকে নিত্যানন্দ পাদোদক

বিতরণ এবং তৎপানে বৈষ্ণবগণের বিবিধ

আলাপ ও প্রেমমত্ত ভাব—

আপনে বসিয়া মহাপ্রভু গৌর-রায়।

নিত্যানন্দ-পাদোদক কোঁতুকে লোটায় ॥৩৬॥

সবে নিত্যানন্দ-পাদোদক করি’ পান।

মত্তপ্রায় ‘হরি’ বলি’ করয়ে আস্থান ॥৩৭॥

কেহ বলে,—“আজি ধন্য হইল জীবন।”

কেহ বলে,—“আজি সব খণ্ডিল বন্ধন ॥” ৩৮॥

কেহ বলে,—“আজি হইলাম কৃষ্ণদাস।”

কেহ বলে,—“আজি ধন্য দিবস-প্রকাশ ॥” ৩৯॥

নিত্যানন্দ-চবিত্র বেদপাঠী তত্ত্ববিদগণেরও দুর্গম বস্তু। এই নিত্যানন্দ হইতে মূল মহাবৈকুণ্ঠে বাসুদেবের যে সঙ্কর্ষণ-রূপ পাঞ্চবাঙ্গণ বিচার করেন, তাহা নিত্যানন্দের আংশিক পনিচয় নহে। তিনি স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। তাঁহা হইতেই কাব্যগার্বশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদকশায়ী বিষ্ণু ও ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু—ইহার অর্ণবজয়ে ভাসিয়া থাকেন। ষাষ্টি বিষ্ণু, সমষ্টি বিষ্ণু ও কাব্য বিষ্ণু, অনিরুদ্ধ, প্রহ্লাদ ও সঙ্কর্ষণরূপে মহাবৈকুণ্ঠে বৈকুণ্ঠ ও জগতের কারণরূপে প্রতিষ্ঠিত। সঙ্কীর্ণশক্তিযুক্তিত বিষ্ণু-বিগ্রহ হইতেই কারণোদকশায়ী বিষ্ণু, এবং তাঁহা হইতে নৈমিত্তিক অবতারাবলী ও ওটস্থশক্তি-পরিণামে পরিচিত জীবতত্ত্বের উদয় বলিয়া তিনি সর্ব-জীব-জনক। তিনি সকল জীবের পালক বলিয়া ‘রক্ষক’ ও সকলেরই একমাত্র আশ্রয় বলিয়া ‘বন্ধু’। নিত্যানন্দ-প্রভু—ঈশ্বর। জীবগণ—তাঁহার ভেদাংশ, তটস্থ-শক্তি-পরিণত সেবক। “চিহ্নজিবিলাস এক—‘গুহ-সহ’ নাম। গুহ সন্ময় যত বৈকুণ্ঠাদি ধাম ॥ ষড়্বিধৈশ্বর্য তাহাঁ সকল চিয়ম ॥ সঙ্কর্ষণের বিকৃতি—জানিহ নিশ্চয় ॥ ‘জীব’ নাম তটস্থাত্ম্য এক শক্তি হয়। মহাসঙ্কর্ষণ—সব জীবের আশ্রয় ॥” (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।৪৭।৪৫) ॥ ২৮ ॥

কৃষ্ণের রস-সেবা-সমাধানে নিত্যানন্দের যাবতীয় উচ্চম থাকায় কৃষ্ণপ্রেমভক্তিপিপাসু জনগণ ইহার সেবা করিলেই

তাঁহাদের সেবা-বৃত্তির সর্বতোভাবে উন্মেষ হইবে। “জয় জয় নিত্যানন্দ-চরণারবিন্দ। যাহা হইতে পাইলু শ্রীবাধা-গোবিন্দ ॥” (—চৈঃ চঃ আঃ ৫।২০৪) ॥ ২৯ ॥

মহাপ্রভু আজ্ঞায় ভক্তগণ নিত্যানন্দের লজ্জা-বসনের চীবগুলি মস্তকে বাধিলেন ও প্রভুর আজ্ঞায় পরম যত্নে তাহা নিজ-গৃহে লইয়া গিয়া প্রত্যহ পূজা সহকারে সমাদর করিতে লাগিলেন। ভগবানের বা ভক্তের নাতির নিম্ন-প্রদেশের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গাশ্বিষ্ট বস্তুগুলিকে নিজ অধমাত্মের সহ সমান বুদ্ধি কবা ভক্তিশাস্ত্রের সম্পূর্ণ অনতিপ্রেত। পূজাগণের পদধূলি, অধোবাস প্রভৃতি ভক্তি-পিপাসু জনগণের ভজনবল। তাহাতে সমজ্ঞান বা ঘৃণা আরোপিত হইলে ভক্তি পথের প্রথম সোপান ‘শ্রদ্ধা’র ব্যাঘাত হয়। “ভক্ত-পদধূলি আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত-শেষ,—এই তিন সাধনের বল ॥” (চৈঃ চঃ অঃ ১৬।৬০) ॥ “ছাড়িয়া বৈষ্ণব সেবা, নিস্তার পেয়েছে কেবা”—এই বিচাবে অবস্থিত না হওয়া পর্যন্ত বিমুভক্তি-লাভের কোন সম্ভাবনা নাই। নিজ মল-মূত্র ও নিজাপেক্ষা নিম্নবিচারবিশিষ্ট জনগণের মল-মূত্রের সহিত পূজা-জনের মল-মূত্রকে সমধারায় বিচার করা কর্তব্য নহে। তাদৃশ বিচার উপস্থিত হইলে হরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবার ব্যাঘাত হয়। তাই বলিয়া যাহা হরি-গুরু-বৈষ্ণব নহে, তাহাকে হরি-গুরু-বৈষ্ণব জ্ঞান করিলে

কেহ বলে,—“পাদোদক বড় আছু লাগে ।
এখনো মুখের মিষ্টতা নাহি ভালে ॥” ৪০॥
কি সে নিত্যানন্দ পাদোদকের প্রভাব ।
পানমাত্র সবে হৈলা চঞ্চল-স্বভাব ॥৪১॥
কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ গড়ি' যায় ।
ছকার গর্জন কেহ করয়ে সদায় ॥৪২॥
উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণের কীর্জন ।
বিহ্বল হইয়া নৃত্য করে ভক্তগণ ॥৪৩॥
ক্ষণেকে শ্রীগৌরচন্দ্র করিয়া ছকার ।
উঠিয়া লাগিলা নৃত্য করিতে অপার ॥৪৪॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ উঠিলা ভক্তগণ ।
নৃত্য করে দুই প্রভু বেড়ি' ভক্তগণ ॥৪৫॥
কার গায়ে কেবা পড়ে, কেবা কারে ধরে ।
কেবা কার চরণের ধূলি লয় শিরে ॥৪৬॥
কেবা কার গলা ধরি' করয়ে রোদন ।
কেবা কোন্ রূপ করে,—না যায় বর্ণন ॥৪৭॥
প্রভু করিয়াও কারো কিছু ভয় নাঞি ।
প্রভু-ভৃত্য-সকলে নাচয়ে এক ঠাঞি ॥৪৮॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে করিয়া কোলাকুলি ।
আনন্দে নাচেন দুই প্রভু কুতূহলী ॥৪৯॥
পৃথিবী কম্পিতা নিত্যানন্দ-পদ-তালে ।
দেখিয়া আনন্দে সর্বগণে 'হরি' বলে ॥৫০॥

শ্রদ্ধাবান্বে পবিত্রে অশ্রদ্ধমান হইয়া শ্রেয়জনগণেব
অগ্রহ হইতে বঞ্চিত হইতে হয় । উহাই সেবা-বিশুদ্ধতা
বা অজ্ঞি ॥ ৩১ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর আচ্ছাদ্যে শ্রীনিত্যানন্দেব পদ-
প্রক্ষালিত জল গ্রহণ করিয়া কেহ বলিলেন,—“নিত্যানন্দেব
পাদোদক বড়ই সুস্বাদু; পাদোদক-পানে সুস্বাদুজনিও
মিষ্টতা ভগ্ন হয় না। পাদোদক পান করিলে পানের পবেও
মুখে মিষ্টতা নিরন্তর চলিতে থাকে ।” সাধাবণ মূঢ়জন
শ্রীনিত্যানন্দ-পাদোদককে সাধারণ জলবুদ্ধি কনয় পার্থিব
আশা-পাশ-বন্ধুত্বাব্য আবদ্ধ থাকে । কিন্তু পাদোদকেব
এমনি স্বভাব যে, পাননিরন্তর ভক্ত আপনার আত্মস্বরূপ বোধে
পারন্ত হইয়া স্বীয় নিত্য ভগবদ্রূপ বুঝিতে পাবেন । আবার

নৃত্যাবসানে ভক্তগণ সহ মহাপ্রভুর উপবেশন ও

আক্ষালনেব সহিত সকলেব নিকট



নিত্যানন্দমহিমা প্রকাশ—

প্রেমরসে মত্ত দুই বৈকুণ্ঠ-ঐশ্বর ।
নাচেন লইয়া সব প্রেম-অমুচর ॥৫১॥
এসব লীলার কত নাহি পরিচ্ছেদ ।
'আবির্ভাব', 'তিরোভাব' মাত্র কহে বেদ ॥৫২॥
এই মত সর্বদিন প্রভু নৃত্য করি' ।
বসিলেন সর্ব-গণ-সঙ্গে গৌরহরি ॥৫৩॥
হাতে তিন তালি দিয়া শ্রীগৌরসুন্দর ।
সবারে কহেন অতি অমায়-উত্তর ॥৫৪॥
প্রভু বলে,—“এই নিত্যানন্দস্বরূপেরে ।
যে করয়ে ভক্তি-শ্রদ্ধা, সে করে আমারে ॥৫৫॥
ইহান চরণ—শিব-ব্রহ্মার বন্দিত ।
অতএব ইহানে করিহ সবে প্রীত ॥৫৬॥
তিলার্কেক ইহানে যাহার ঘেষ রহে ।
ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥৫৭॥
ইহান বাতাস লাগিবেক যার গায় ।
তাহারেও কৃষ্ণ না ছাড়িবে সর্বধায় ॥” ৫৮॥

মহাপ্রভুর বাক্য-শ্রবণে ভক্তগণেব জন্ম মনি—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব-ভক্তগণ ।

মহা জয়-জয়-মনি করিলা তখন ॥৫৯॥

কেহ কেহ বলিলেন,—‘সকল অমঙ্গল কাটিয়া গিয়া অচ্ছই
স্বরূপ উপলব্ধি সুপ্রভাত উদিত হইল ।’ যাহাদেব
শ্রীনিত্যানন্দেব শ্রীপাদপদ্মকে অতীত জীবনে অদম্য-তুলা-
জ্ঞানে কচিব অভাব দেখা যায়, তাহাদেব কৃষ্ণভক্তি-অভাব
আছে, জানিতে হইবে । প্রেমা-পাদোদক-পানকারী জনের
মস্তক উপস্থিত হইয়া নিবৃত্ত যথেষ্ট ভগবানকে ডাকিবার
প্রদাস আসিয়া উপস্থিত হয় । যাহাও জড়বসে প্রমত্ত
হইয়া আপনাদিগকে ‘গুণ’-জ্ঞানে নিত্যানন্দ মনে করে,
সেইসকল নাবিশিষ্টেব ভাড়াভুক্তি অহঙ্কার-বিশৃঙ্খলতা
বৃদ্ধি করে ॥ ৩৯-৪০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীগৌরসুন্দর—অভিন্ন-কলেবর ।
শ্রীনিত্যানন্দেব চরণসেবানুধারাই শ্রীগৌরসুন্দরেব সেবাকল

নিত্যানন্দের অলৌকিক চরিত্র-শ্রবণকারীর ফল—
ভক্তি করি' যে শুনয়ে এ সব আখ্যান।
তার স্বামী হয় গৌরচন্দ্র ভগবান ॥৬০॥
চৈতন্যপ্রিয় মহাভাগ্যবন্ত প্রত্যক্ষদর্শী জনগণেবই
নিত্যানন্দ-প্রভাব-বোধে সাংখ্য—
নিত্যানন্দস্বরূপের এ সকল কথা।
যে দেখিল, সে তাঁহারে জানয়ে সর্বথা ॥৬১॥

এই মত কত নিত্যানন্দের প্রভাব।
জানে যত চৈতন্যের প্রিয় মহাভাগ ॥৬২॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৬৩॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শ্রীনিত্যানন্দ-
মহিমাবর্ণনং নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ ॥

যাত ঘটে। শ্রীনিত্যানন্দের পাদপদ্ম—ব্রজা ও শিবাদি-
গুণাবতাবের আবাধ্য বস্ত্র। যাঁহারা এই পবনাবাধ্য
বস্ত্র প্রাপ্তি বীতবাগ হইয়া অঙ্গ সময়ে ব্রজ ও বিদ্যে-ভাব
পোষণ করে এবং বচিবস্থা শক্তি মানাকে সেবা কবিবাব
জ্ঞান ব্যগ্রতা প্রকাশ করে, তাঁহারা কখনই শ্রীগৌবন্দবের
প্রীতিভাজন হইতে পাবে না ॥ ৫৫-৫৭ ॥

বাঘু দ্বারা হস্ত গন্ধ সঞ্চাতিত হয়। শ্রীনিত্যানন্দের গন্ধ-
সংস্পর্শ ও একপ রক্ষা ভক্তি বৃদ্ধি সাধন করে যে, ভজনীয় বস্ত্র
কৃষ্ণ তাঁহাকে কোনমতেই পবিত্রাঙ্গ কবিত পাবে না ॥৫৮॥
যাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু লোকাভিত চবিত্তের কথা
শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহারা কোনদিনই শ্রীচৈতন্য-

দাস হইতে কোন প্রকারে বৈমুখ্য সংগ্রহ কবিত পাবে
না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু সেবাসুখ জনই সর্বতোভাবে
শ্রীগৌবন্দবের দাস কবিত সমর্থ হন। 'স্বামী' শব্দ
পাইয়াই গোবনাগনী-সম্প্রদায় যেন মনে না কবেন যে,
কাঞ্চনলতা প্রভৃতি কাজলিক নদীয়াগবীগণের ছায়
তাঁহারাও জগদগুরু শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর অভিন্ন কলেবর।
গৌবন্দকে ব্যভিচার-বন্ধে নাশাইয়া লইয়া প্রাকৃত
বিচারের তাণ্ডব নৃত্য দেখাইতে পাবিবেন ॥ ৬০ ॥
শ্রীচৈতন্যের পদমপ্রিয় মহাভাগ্যবন্ত জনগণই শ্রীনিত্য-
ানন্দের প্রভাব জ্ঞাত হইতে সমর্থ ॥ ৬২ ॥
ইতি গোভীষ-ভাষ্যে দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-হরিদাস দ্বারা ঘরে
ঘরে কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা প্রচারের প্রবর্তন,
জগাই মাধাইব নিকট প্রচার, মাধাইব নিত্যানন্দকে
আক্রমণ, ঘটনাস্থলে মহাপ্রভুর আগমন ও জন চক্র
আলোচন, দুই ভ্রাতার গোব-পাদপদ্মে শবণাগতি, গৌর-
নিত্যানন্দের জগাই মাধাইকে ক্ষমা ও উদ্ধার, দেবগণের
গৌরসেবা, বৈষ্ণবপরাধের পরিণাম প্রভৃতি বর্ণিত
হইয়াছে।

শ্রীগৌবন্দবের লীলা-সমূহ প্রেমদৃষ্টিতে লভ্য বলিয়া
প্রভু প্রাপ্তি প্রীতি অভাবে ব্রজ সাধবণ লোক তাঁহাকে
'নিমাই পণ্ডিত' নামে জ্ঞান কবিত। কেবল স্মৃতিমন্ত
জনগণ নিজ নিজ অধিকারামুসারে তাঁহার প্রকাশ-সকল
দর্শন কবিতেন। একদিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে
প্রতিহারে গমনপূর্বক কৃষ্ণভজন, কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণশিক্ষা
প্রচার-রূপ শিক্ষা করিতে এবং দিবসান্তে ফলাফল
তাঁহাকে নিবেদন কবিত আদেশ কবিলেন। এইরূপ
অদ্বৈত রকমের শিক্ষা আদেশ-শ্রবণে সকলে প্রথমতঃ

হাস্ত কবিলেও নিত্যানন্দ-হবিদাস তদাজ্ঞা শিবোধার্য্য করিয়া ঘাবে ঘাবে তরুণ ভিক্ষা কবিতে লাগিলেন। গৃহস্থগণ সন্ন্যাসিব্রমকে সমস্বমে ভিক্ষাগ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ কবিতে আসিলে তাঁহারা মহাপ্রভুর আদেশানুসারে ‘কৃষ্ণ-কীর্ত্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা’ কবিবার অমুরোধরূপে ভিক্ষা মাত্র কবিয়া অগ্ৰজ চলিয়া যান। অপূর্ণ ভিক্ষার প্রকার দর্শনে সজ্জনগণ সুখী হইয়া তরুণ-কবণে প্রতিশ্রুত হইলেও কেহ কেহ তাঁহাদের ক্ষিপ্ত মনে কবিয়া চৈতন্য-নিম্মা কবিতে থাকে, কেহ বা শ্রীবাস-গৃহে কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবেশাধিকার না পাওযায় ভ্রম্মা-সহকায়ে তাঁহাদিগকে আক্রমণ ও ধর্ম্মাধিকরণে ভয়প্রদর্শন কবে। কিন্তু চৈতন্য-বলে বলী নিত্যানন্দ-হবিদাস তাহাতে বিমুখ্যাত্রও ক্রক্ষেপ না কবিয়া অপবা ভীত না হইয়া নিজ কাৰ্য্য কবিয়া যাইতেন।

একদিন উভয়ে মহা-পাপিষ্ঠ মগপ জগাই মাধাইব দর্শন পাইলেন। দুইজনেব দুর্গতিব পবাকষ্ঠা দেখিয়া পবমদমাল পতিতপাবন নিত্যানন্দ হবিদাসেব ভ্রম্ময় কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহারা দুই দাতাকে মহাপ্রভুর পতিতোদ্ধাব-লীলাব জলন্ত দৃষ্টান্ত-স্থল বিচাব কবিয়া সকল বিপদ-বরণে স্বীকার কবিয়াও তাহাদিগকে মহাপ্রভুর পবম মঙ্গল-জ্ঞানক আদেশ জানাইতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং উচ্চৈঃস্ববে কৃষ্ণভজনেব কথা বলিতে লাগিলেন। জগাই-মাধাইব এত পাপাচরণেব মধ্যেও বৈষ্ণবাপবাস-সঙ্কষেব সুযোগ কখনও ঘটে নাই বলিয়াই গোব-নিত্যানন্দেব রূপালাভেব সোভাগ্যোদয় হইল। বৈষ্ণবনিম্মা—বড়ই গুণতব অপবাস, ইহা সর্বমঙ্গলেব বাধক এবং সকল অধঃপাতেব হেতু। একমাত্র বৈষ্ণব-রূপা ভিন্ন সর্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত কৃষ্ণনামেও বৈষ্ণবাগরাধেব ফালন হয় না—সকল শাস্ত্রই তারস্বরে ইহা ঘোষণা কবিয়া জগৎকে সাবধান কবিয়া-দিয়াছেন। নিত্যানন্দ-হবিদাসেব ডাক-শ্রবণে স্বচ্ছন্দ্য-বহ্নানেব ব্যাঘাত হইল তাবিয়া দহ্ম্যয় সন্ধ্যাসিদ্ধেব পশ্চাদমুসরণ করিল। তাঁহারা দুইজনে পলাইয়া ভক্ত-মণ্ডল-মধ্যে উপবিষ্ট গৌরসুন্দরেব চরণে সকল বৃত্তান্ত সবিস্তারে নিবেদন কবিলেন এবং এই পাতকীকে উদ্ধার করিয়া ‘পাতকীপাবন’ নাম সার্থক করিবার জন্ত অমুরোধ

কবিলেন। পাপিষ্মেব প্রতি ‘নিত্যানন্দেব রূপাশ্রুতেই তাহাদের উদ্ধাব হইয়াছে’—মহাপ্রভু একপ জানাইলে সমবেত বৈষ্ণবগণ পাতকিষ্মেব উদ্ধাবেব নিশ্চয়তা জানিয়া মহানন্দে হরিশ্রুতি কবিয়া উঠিলেন। হবিদাস ঠাকুর অধৈত্যাচার্য্যেব নিকট নিত্যানন্দেব বিবিধ চাকল্য ও তজ্জন্ত নিজেব বিপন্নতাব বিষয় বর্ণন কবিলে অধৈত-প্রভু নিত্যানন্দেব নিম্মা-ব্যাজে মতিমা কীর্ত্তন কবিলেন।

জগাই-মাধাই আসিয়া গঙ্গাতীরে মহাপ্রভুর স্নানঘাটেই আড্ডা কবিল, তাহাতে সকল লোকেব মনে আতঙ্ক জন্মিল। মগপদ্বয় বাত্রিকালে মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণপূর্ব্বক মঙ্গলচণ্ডীর গীত মনে কবিয়া মগ্ধেব বিক্ষেপে নৃত্য কবিত এবং মহাপ্রভুকে দেখিয়া কীর্ত্তনেব প্রশংসা কবিত। নিত্যানন্দ-প্রভু উদ্ধাবেব উদ্ধাব মানসে এক-দিন বাত্রিতে তাহাদের নিবট গমন কবিলে মাধাই তাঁহাব মন্তকে আঘাত কবিল। জগাই ব্যথিত হইয়া মাধাইকে নিবারণ পূর্ব্বক তাহাব কৃতকর্ম্মেব জন্ত অনেক ভংগনা কবিলে, এই সংবাদ পাইয়া মহাপ্রভু সান্দ্রোপান্দ্রে তথায় উপস্থিত হইলেন এবং বক্তাক্তকলেবব নিত্যানন্দকে দর্শনপূর্ব্বক পাপিষ্মেব শাস্তি-প্রদানার্থ সুদর্শনকে আহ্বান কবিলেন। জগাই-মাধাই স্বচক্ষে সুদর্শন দর্শন কবিল। দযালু নিত্যানন্দ-প্রভু জগাইব ঘাবা বঞ্চিত হইয়াছেন জানাইয়া মহাপ্রভুর নিকট দুইভাইকে ভিক্ষা চাহিলেন। জগাইব নিত্যানন্দ-বক্ষাব কথা শুনিয়া মহাপ্রভু জগাইকে রূপাপূর্ব্বক প্রেমভক্তি-বন প্রদান কবিলে জগাইব সোভাগ্য-দর্শনে মাধাইরও চিত্ত পবিবর্ত্তিত হইয়া গেল এবং মহা-প্রভুর চরণে পতিত হইয়া কাতবে কন্ধ্যা ভিক্ষা করিতে লাগিল। মহাপ্রভু রূপা করিতে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু মাধাইব কাতব আবেদনে নিত্যানন্দেব চরণে শবণ গ্রহণ কবিতে উপদেশ কবিলেন এবং মাধাইকে রূপা করিতে নিজেও নিত্যানন্দ-প্রভুকে অমুরোধ কবিলেন। মাধাই ত্রীগোবাদেরে নিত্যানন্দেব চরণে পতিত হইলে নিত্যানন্দ নিজ সকল গুণতিব বিনিময়ে মাধাইকে রূপা করিবার জন্ত মহাপ্রভুকে অমুরোধ কবিলেন। মহাপ্রভুর আদেশে নিত্যানন্দ মাধাইকে দৃঢ় আলিঙ্গন কবিলেন এবং তাহার

দেহে প্রবেশ কবিলেন। জগাই মাধাই এইরূপে উদ্ধাব লাভ কবিয়া প্রভুদ্বয়ের স্তব কবিত্তে লাগিল। মহাপ্রভু তাহা-
দিগকে পুনর্বার পাপ কবিত্তে নিষেধ কবিলেন। তাহারা
তাহাতে অস্বীকার কবিলে মহাপ্রভুও তাহাদেব কোটি
কোটি জন্মের পাপভাব গ্রহণ কবিলেন। মহাপ্রভুব রূপা
উপলব্ধি কবিয়া জগাই-মাধাই আনন্দে মুচ্ছিত হইয়া
পড়িল। মহাপ্রভু মুচ্ছিত ভ্রাতৃদ্বয়কে নিজ গৃহে
আনাইলেন এবং গৃহদ্বার বদ্ধ কবিয়া বৈষ্ণবগণ সঙ্গে দুই
ভাইকে লইয়া উপবেশন কবিলেন। দুই ভাই মহাপ্রেম
বিকারে গড়াগড়ি দিতে লাগিল। গোবিন্দনন্দেব ইচ্ছা
ক্রমে দুই ভ্রাতার জিহ্বায় শুদ্ধা মনস্বতী অধিষ্ঠিত হইলে
তাহারা বিন্দিতভাবে শ্রীশ্রীগোবিন্দ্যানন্দেব তত্ত্বপূর্ণ
স্তুতি কবিত্তে লাগিল। মন্ত্রণগণের মুখে তাদৃশ ভগবৎ-
স্তুতি শ্রবণপূর্বক সকলে ভগবৎরূপা-মতিমা অমুভব
কবিয়া বিস্মিত হইলেন। মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে সেই
দিন হইতে নিজ-গণে গ্রহণ কবিলেন এবং স্বয়ং সকল
বৈষ্ণবেব নিকটে তাহাদেব অগবাসেন উচ্চ ক্ষমা ও রূপা
প্রদা কবিলেন। জগাই-মাধাই সকল ভক্তের চরণে
লুপ্তিত হইয়া ও আশীর্বাদ লাভ কবিয়া নিবপনাই
হইয়া। তাহাদেব পাপ বৈষ্ণবনন্দকে সঞ্চাবিত হইল।

আজামূলমিতভুজো কনকাবদাতো
সকীর্জনৈকপিতরো কমলায়তাকৌ।
বিশ্বস্তরো দ্বিজবরো যুগধর্মপালো
বন্দে জগৎপ্রিয়করো বরুণাবতারো ॥১॥
জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
জয় নিত্যানন্দ সর্বসেব্যকলেবর ॥২॥

মহাপ্রভুব আদেশক্রমে সকলে বিপুল মন্দিরন আবৃত্ত
কবিলেন এবং দাতৃদ্বয়কে লইয়া মহাপ্রভু সগণে তাহাতে
নৃত্য কবিলেন। কীর্তনান্তে ধূলিধূসরিত দেহে সকলকে
লইয়া উপবেশন পূর্বক মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে 'মহা-
ভাগবত' বলিয়া ধোয়ণা কবিলেন এবং তাহাদিগকে মহা-
ভাগবতোচিত শ্রদ্ধা কবিবাব জন্ম সকলকে আদেশ প্রদান
পূর্বক বলিলেন যে, উহাব অচণ্ডা কবিয়া তাহাদিগকে
উপহাস কবিলে বৈষ্ণবপনাম-হেতু সর্কনাশ উপস্থিত হইবে।

শ্রীশ্রীমহাপ্রভু সকলকে লইয়া গঙ্গায় গমন পূর্বক
নিঃসঙ্কেচে সকলে মিলিয়া তুমুলভাবে জলক্ৰীড়া
আবৃত্ত কবিলেন। জলক্ৰীড়ায় মহাপ্রভুব নিকট সকলে
পদাঙ্কিত হইলেন। শ্রীশ্রীঅদ্বৈত-নিত্যানন্দেব জলক্ৰীড়ায়
অদ্বৈত প্রভু কটুজি-ব্যাজে নিত্যানন্দেব মহিমা এবং নিজ
বিষ্ণুস্বরূপ প্রকাশ কবিলেন। জলক্ৰীড়ান্তে মহাপ্রভু জগাই-
মাধাইকে নিজ গলাব মালাশ্রাদ প্রদান কবিয়া সকলকে
ভোজনার্থ বিদায় দিলেন। তৎকালে দেবভাগ্য নিত্য
আমিয়া চৈতন্যেব লীলা দর্শন ও বিবিধ সেবা কবিতেন;
প্রভুসুখা ব্যতীত কেহ তাহা দেখিতে পাইতেন না।

অতঃপর গ্রন্থকাব বৈষ্ণবপদার্থেব ভীষণ পনিণামেব
বপা কীর্তন কবিয়া অধ্যায় সমাপ্ত কবেন।

গোবিন্দনন্দেব লীলা কেবল প্রেমদৃষ্টিতে লভ্য বলিয়া তদবহিত
জনেব গোবিন্দনন্দকে 'নিমাই পণ্ডিত' মাত্র জান—
হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বম্ভর।
ক্রীড়া করে,—মহে সর্বনয়নগৌচর ॥৩॥
লোকে দেখে,—পূর্বে যেন নিমাণ্ডি পণ্ডিত।
অতিরিক্ত আর কিছু না দেখে চরিত ॥৪॥

গৌড়ীয়-ভাগ্য

সর্বসেব্যকলেবর,—শ্রীমদ্বিত্যানন্দ প্রভু—স্বয়ং-প্রকাশ-
তত্ত্ব; স্তবতাং যে-সকল ব্যক্তি লইয়া সমষ্টি হয়, সেই সকলেবই
ভজনীয় বস্তু। তাহা হইতেই সকল-কাবণ-কাবণ কাবণো-
দশায়ী মহাবিশ্ব, সর্বভূতাত্ত্ব্যামিসমষ্টি গর্ভোদশায়ী বিশ্ব,
এবং ব্যক্তি-বিশ্ব অনিরুদ্ধ,—সকলই প্রকটিত। 'সর্ব' ও

'অসর্ব' ইন্দ্র-সমূহেব সেবা কৃষ্ণ সর্বসেব্য-কলেবর নিত্য-
নন্দেবই সেবা গ্রহণ করেন। কৃষ্ণেব সর্বশক্তি-প্রসূত সর্ব-
বস্তুই নিত্যানন্দেব সেবা কবেন ॥ ২ ॥

শ্রীগৌরসুন্দেব লীলাসমূহ একমাত্র প্রেমদৃষ্টিতে লভ্য।
সুতরাং যেখানে শ্রীতির অভাব, সেখানে ভগবন্নীলা দৃষ্ট হয়

ভাগ্যবানের ভাবময় দর্শনে গৌবহুন্দরের তদধিকাবোচিত

আত্মপ্রকাশ এবং বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত

জনসকলিণে আত্মগোপন—

যখন প্রবিষ্ট হয় সেবকের মেলে ।

তখন ভাসেন সেইমত কুতূহলে ॥৫॥

যার যেন ভাগ্য, তেন তাহানে দেখায় ।

বাহির হইলে সব আপনা লুকায় ॥৬॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ ও হবিদাসকে সর্বত্র কৃষ্ণভজন,

কৃষ্ণকীর্তন ও কৃষ্ণশিক্ষা-প্রচারাৰ্থ আদেশ—

একদিন আচম্বিতে হৈল হেন মতি ।

আজ্ঞা কৈল নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি ॥৭॥

না । ‘প্রেমাজ্ঞানচ্ছবিতভক্তিবিলাচনেন সন্তঃ সন্দিগ্ধদ্বন্দ্ব-
হপি বিলোকয়ন্তি । যং গ্রামহুন্দরমচিন্ত্য-শ্রুণ-স্বরূপং
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥ ৩ ॥

বাস্তব-বস্তু সর্গশক্তিমান্ বলিয়া অগ্ৰচিং জীবেন বাজি-
গত ভাবময়দর্শনে অধিকাবোচিত দৃষ্ট হন । বহিঃপ্রজ্ঞা-
চালিত দৃষ্টিতে প্রেমময় বিগ্রহ-দর্শনের সম্ভাবনা নাই,
উচ্চ লুকায়িত থাকে । তজ্জগুই তিনি অধোক্ষজ ॥ ৬ ॥

বাহ্যবা অকিঞ্চন হইতে পাবেন, তাঁহাবা কোন বস্তুব
জ্ঞানোভপববশ হন না । অকিঞ্চন না হইলে বাস্তব
বস্তুব প্রয়োজন বোধ হয় না । নশ্ব-বস্তু-সমূহেব বিক্রম
তাঁহাদিগকে প্রলুব্ধ করে । শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু স্বাধ্যায়-
নিবত ব্রাহ্মণ-কুলে অবতীর্ণ । শ্রীঠাকুর হবিদাসেব জাগতিক
পবিচয়ে তাদৃশ বিশ্রুতলোপন্নতা ও তাদৃশ আত্মস্থানিক
ব্রাহ্মণতা ছিল না । শ্রীচৈতন্যদেবেব প্রেকটকালে ভাবতেব
বিভিন্ন স্থানে শকজাতি, গ্রীকজাতি ও যাবনিক আচাব-
বিশিষ্ট জাতিসমূহ বসতি স্থাপন করিয়াছিল । অসিদ্ধতটবাসি-
বৈদেশিক জাতি-সমূহেব বাসস্থলী হওয়ায় নবদ্বীপনগরেও
মানবগণের মধ্যে বৈষম্য-বিচাব প্রবল ছিল । তজ্জগু প্রচাবক-
সূত্রে ভগবান্ গৌবহুন্দর উভয়-বিশ্বাস-সম্পন্ন সামাজিক-
গণের মধ্যে প্রচারকার্যে ভগবদ্ভজন-পবায়ণ পুরুষোত্তম-
ধমকে নিযুক্ত কবেন । আৰ্য্যাচাব ও যাবনিক আচাবসম্পন্ন
জনগণ একে অপরেব বাক্যে কর্ণপাত কবিবেন না
জানিয়া, উভয়েবই ভগবদ্ভক্তিতে সমধিক অধিকাব আছে,

“শুন শুন নিত্যানন্দ, শুন হরিদাস ।

সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ প্রকাশ ॥৮॥

প্রতিজ্ঞারে ঘরে গিয়া কর এই শিক্ষা ।

‘বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণ শিক্ষা ॥’ ৯॥

ইহা বই আর না বলিবা, বলাইবা ।

দিন-অবনানে আসি’ আমারে কহিবা ॥১০॥

তোমরা করিলে শিক্ষা, যেই না বলিব ।

তবে আমি চক্রহস্তে সবারে কাটিব ॥” ১১॥

প্রভু-আজ্ঞা-শ্রবণে বৈষ্ণবগণের হাত—

আজ্ঞা শুনি’ হাসে সব বৈষ্ণবমণ্ডল ।

অগ্রথা করিতে আজ্ঞা কা’র আছে বল ? ১২॥

জানাইবা জ্ঞান উভয়েই হবিকীর্তনেব যোগ্যতা প্রদান
কবেন ॥ ৭ ॥ •

বর্ণাশ্রম-বহির্ভূত, বর্ণাশ্রম-পালনবত জনগণের মধ্যে,
বর্ণাশ্রমাতীত লোক-মধ্যে, সকল জীবের জ্ঞান, সকল উদ্ভিদ,
স্বাবব, জঙ্গম—সকলেব জ্ঞানই প্রভুব আজ্ঞা । ব্যক্তিশেষেব,
সম্প্রদায়বিশেষ,—যিনি যতটুকু পাবেন, মহাপ্রভু আজ্ঞায়
প্রচাবিত কথা গ্রহণ কবিবেন ॥ ৮ ॥

ভিক্ষুক—দাতাব মুখাপেক্ষী, অতএব উচ্চস্তবে অবস্থিত
দাতা ভিক্ষুকে নিম্নস্তবে অবস্থিত জানিয়া তাহাব প্রতি
দয়াপরবশ হন । ‘অহুগ্রহ-প্রার্থনার নামই—‘ভিক্ষা’ ।
অহুগ্রহকাবী উচ্চ হইতে অবতরণ কবিয়া অগ্রাবগ্রস্ত
ভিক্ষুকে মধ্যপথে উন্নীত করে । ভিক্ষুব বেশে যখন চতুর্দশ
ভূবনপতি প্রভু নিত্যানন্দ এবং সর্বলোক-পিতামহ শুদ্ধ-
ভক্তরাজ নাগাচাৰ্য্য ঠাকুর হবিদাস ভিক্ষা কবিতে
যাইবেন, তখন তাঁহাদিগেব ভিক্ষা যোগ্য বস্তু কিঞ্চন-
সম্প্রদায়েব প্রদেয় নহে জানিয়া গৌবহুন্দর তাঁহাদিগকে
এক অলৌকিক বাস্ত্যে উপনীত হইবার জ্ঞান ভিক্ষা
কবিতে নিযুক্ত করিলেন ।

‘বল কৃষ্ণ,—কৃষ্ণেতব শব্দ নানাদিক অবিষদ্রুটি-বস্তিতে
অবস্থিত । শব্দেব বিষদ্রুটিষ উপলব্ধ হইলে উহা কৃষ্ণকেই
লক্ষ্য করে এবং তাদৃশ বস্তি সম্পৎ কৃষ্ণ হইতে অভিন্ন ।
যিনি কৃষ্ণেব কীর্তন কবেন, তিনি শ্রবণকারীব মঙ্গল বিধান
কবেন এবং আত্মমঙ্গল সাধন কবিয়া ভগবৎস্বরূপজনিত

সাক্ষাৎনিয়মানন্দ-সেবা গোবিন্দম্বেব কথাম্

অপ্রতীতিযুক্ত ব্যক্তি নিক্ষেপ—

হেন আজ্ঞা, যাহা নিত্যানন্দ শিরে বহে।

ইথে অপ্রতীত যার, সে স্বেচ্ছা নহে ॥১৩॥

গৌরভক্তি পবিত্রাঙ্গ কবিতা অষ্টমতের বিমুখমোহন

নাগাবাদে আশ্রয় অষ্টমতের দ্বাবা সংহাৰ—

করয়ে অষ্টমত-সেবা, চৈতন্য না মানে।

অষ্টমত তাহারে সংহারিবে ভাল মনে ॥১৪॥

আনন্দ-সমুদ্রে অবস্থিত হন। শব্দসমূহ যখন কৃষ্ণভব বস্তুর নির্দেশক হয়, সে সময় বদ্ধজীব আজ্ঞাকরণ বিমুখ হইয়া আপনাকে ভোকুপদে বরণ করেন। সেইকালে তাঁহার ইঞ্জিয়সমূহ জমীকেশেব সেবা-বিমুখ হইয়া অপস্বার্থ-বশে জমীকেশেব বহিবদ্য। শক্তি-প উপব প্রভৃতি কবিত পাঠ্য। 'শ্রীকৃষ্ণ'-শব্দ কীর্তন কর,—শ্রীভগবানব এই আজ্ঞা—মহাবদান্ততাল প্রবৃষ্ট পবিচয়। 'কৃষ্ণ' শব্দই—অভিন্ন কৃষ্ণ—একথা কৃষ্ণই শুকরূপে শিক্ষা দিতে পাবেন। সেই শিক্ষায় লীলিত হইয়া তাদৃশী শিক্ষাব প্রচাপকতাই শ্রীচৈতন্য-দাস্ত—ইহা বুঝাইবাব জগৎ শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীনাগা-চার্য্য হবিদাস ভগবদাজ্ঞা পালন কবিতাছিলেন। যিনি শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে শ্রীশুক-হৃদেব আকাব জানিয়া এবং সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, শ্রীনাগাচার্য্য হবিদাসেব মুখে সম্বোধনেব পদকপে অবতীর্ণ 'কৃষ্ণ' শব্দ উচ্চারণ করিবেন, তিনিই প্রাপক্ষিক সকল বাধা হইতে উদ্ধৃত হইয়া জীবের স্বরূপ-প্রয়োজন কৃষ্ণপ্রেমা লাভ কবিত পাবিবেন। শ্রীগোবিন্দব শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু-দ্বাবা নানবদ্যককেই কৃষ্ণ-কীর্তন কবিতা অধিকার প্রদান কবিতাছেন। যিনি এই অধিকার প্রদান করেন, তিনি কৃষ্ণ ব্যতীত অল্প কোন বস্তু হইতে পাবেন না। যেহেতু ঐহাব তাদৃশ দেয় বস্তু না থাকে, তিনি উহা কোথা হইতে দিবেন? নাম-নামী—অভিন্ন, স্তব্বাং নামকীর্তন হইলেই কৃষ্ণপ্রেমা অবশ্যস্তাবী—একথা কৃষ্ণই বলিতে পাবেন। কৃষ্ণভবচিন্তাময় জনগণেব উহা দৃষ্টাপ্য বলিয়া কৃষ্ণকীর্তন ব্যতীত ইতব শব্দেব আবাহনক্রমে জড় আবদ্ধতা। 'জগতেব সকল লোক কৃষ্ণ কীর্তন করুক'—এই আজ্ঞা আকব-তত্ত্ব শ্রীজগৎ-দেব ও শ্রীনাগাচার্য্যের প্রতি উক্ত হইলেও, ঐ দুই আচার্য্য যখন ভগবদাজ্ঞা পালন করেন, তখন যে সকল স্মৃতিসম্পন্ন জন উহা গ্রহণ করেন, তাঁহাবাই আচার্য্যেব কার্য্য কবিত অধিকার লাভ করিয়া থাকেন—তাঁহাবাই শ্রীচৈতন্যদাস্তে

আজ্ঞানিমোগ কবিত সমর্থ হন। ভিক্ষাব ভাষা "বল-কৃষ্ণ" শব্দ—জীবোদ্ধাবক। শ্রবণকারী জীবের নিকট যখন উহা উপস্থিত হয়, তখন তিনি চৈতন্যদেবেব আজ্ঞা পালন কবিতা প্রাপক্ষিকবিচারমুক্ত হন ও ভগবৎপ্রকাশ-স্বরূপ আচার্য্যাবতাবেব কার্য্য করেন। একমাত্র জগদগুরুবাদ নিবস্ত হইয়া মহান্ত-গুরুগণে গুরুতদেব প্রকাশ-সমূহ জীবোদ্ধাবেব কার্য্য করে।

'ভক্ত কৃষ্ণ'—শ্রীচৈতন্যদেব প্রচাবকদ্বয়ে বদ্ধজীবকুলেব নিকটে কৃষ্ণভজন কবিতা প্রার্থনা জানাইতে আদেশ কবিলেন। জীব কৃষ্ণবিমুখ হইয়া কৃষ্ণভব বস্তুতে আত্ম হওয়াব বস্তুগমূহেব দুর্বলতা লক্ষ্য কবিতা তাহাদিগেব 'দ্রব্ব' হইবাব বাসনায় ভোগবৃত্তি আশ্রয় করে। স্তব্বাং কৃষ্ণভজন পবিহাব কবিতা ইঞ্জিয়ভোগ্য বাপাবকে 'বস্তু'-জ্ঞানে তাহাব প্রভু হইবাব বাসনা করে। এরূপ কার্য্যই তাহাব ভজনবাধক। কৃষ্ণভজন-বিমুখ জনগণেব প্রাপক্ষে বিবিধ অধিকার (৭)। সেইসকল অধিকার লাভ কবিতা জগৎ কাম-ক্রোধাদি বিপ্লবটেকেব সেবায় জীব কৃষ্ণভজন চাডিয়া আপনাকে দৃশ্য জগতেব ভোক্তা মনে করিয়া অমঙ্গল আবাহন করে। জীবকল্যাণার্থ মহাবদান্ত শ্রীবিষ্ণু-স্তব শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহবিদাস-প্রভৃদ্বয়েব নাগাশ্রয়ে কৃষ্ণ-ভজন কবিতা বিচারেব প্রচাবার্থ আদেশ করিলেন।

'কব কৃষ্ণশিক্ষা'—কৃষ্ণই একমাত্র শিক্ষণীয় বস্তু। "কর্তব্যবীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিং" জানিয়া যখন স্বরূপোদ্ভূত জনগণ নিত্যচিন্ময় দর্শন করেন, তখন কৃষ্ণভব শিক্ষার অকিঞ্চিৎকরতা উপলব্ধি হয়। কৃষ্ণই জগতের সকল বস্তুর আকর্ষক। তাঁহার সৌন্দর্য্য অসামান্য ও অতুলনীয়। তিনি পূর্ণজ্ঞানময়; তিনিই কৃষ্ণভব বস্তুকে বিবাগভাজন করিতে সমর্থ। তিনি কার্ণ ব্যতীত অল্প বস্তুব সহিত বিলাস-কার্য্যে বিমুখ। কৃষ্ণশিক্ষাপ্রভাবে জীবের নিত্যক উপলব্ধি হয়। তাদৃশী শিক্ষা জীবের সকল অবিজ্ঞা ও অজ্ঞান বিনাশ করে

হরিদাস ও নিত্যানন্দে প্রভু-আজ্ঞা-প্রচারার্থ যাত্রা এবং

সকলকে তরুণ-করণে অরুরোধ—

আজ্ঞা শিরে করি' নিত্যানন্দ-হরিদাস ।

ততক্ষণে চলিলেন পথে আসি' হাস ॥১৫॥

আজ্ঞা পাই' দুই জনে বুলে ঘরে ঘরে ।

“বল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥১৬॥

কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন ।

হেন কৃষ্ণ বল ভাই হই' একমন ॥” ১৭॥

এইমত নদীয়ায় প্রতি ঘরে ঘরে ।

বুলিয়া বেড়ান দুই জগৎ-দেশেরে ॥১৮॥

লোকে নিমগ্ন কবিলে উভয়েব সকলেব নিকট

প্রভু-আজ্ঞা-পালন মাত্র ভিক্ষা—

দোহান সন্ন্যাসিবেশ—যান যা'র ঘরে ।

আথেব্যথে আসি' ভিক্ষা-নিমগ্ন করে ॥১৯॥

নিত্যানন্দ-হরিদাস বলে,—“এই ভিক্ষা ।

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, কর কৃষ্ণশিক্ষা ॥” ২০॥

এবং কৃষ্ণ-শিক্ষা-বলে ইতব বস্তুর সান্নিধ্যজ্ঞ নিবানন্দেব অবকাশ হয় না । কৃষ্ণশিক্ষা লাভ কবিলে সর্বার্থ-সিদ্ধি হয়— চিন্তদর্পণে সাক্ষিত হয়—ভব-মহাদাবান্নি নির্ধাপিত হয়— পবন শ্রেয়োলাভ ঘটে—সকল বিজ্ঞান তাৎপর্য্যই যে কৃষ্ণ-শিক্ষা—ইহা উপলব্ধ হয় । তাহা হইলে আত্মা কন্মুখিত হইতে পারে না ; পবন সিদ্ধি হয় এবং প্রতি মুহূর্ত্তেই পবন সুখ লাভ ঘটে । কৃষ্ণশিক্ষা যাবতীয় অভিধেয়-শিক্ষাবিধী সর্বেশ্বর্য্যপ্রদা, সর্গমাধুর্য্যেব সর্বোত্তম প্রদানিক । কৃষ্ণশিক্ষা জীবের ভোগপ্রগুপ্তি-নিবাবিকা ও যৌক্তিককাবিগী ; সুতবাং সকল্যাণপ্রাপ্তি জীবনাত্রেবই কৃষ্ণশিক্ষাই পবনোপযোগিনী ॥২১॥

কৃষ্ণকীর্তন, কীর্তন দ্বারা কৃষ্ণসেবন, সেবানুপে কৃষ্ণ-শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়াই—জীবের একমাত্র কৃত্য । সেই-রূপ অমুষ্ঠান, কবিবাব ভিক্ষা ব্যতীত অল্প কোনপ্রকার ভিক্ষা তোমবা কাহারও নিকট প্রার্থনা কবিবে না এবং কাহারকেও অল্পপ্রকার শিক্ষা দিবে না । দিব্যভাগেব সকল সময় জীবকুলেব মঙ্গল বাসনায় পূরকথিত ভিক্ষা সম্পাদন কবিয়া আমাকে সন্ধ্যাকালে আসিয়া জানাইবে । তোমরা প্রকৃত প্রস্তাবে জীবের হিতচেষ্টা কবিতেন্ত্জানিলে আমার পবন্য শ্রীতির উদয় হইবে । ইহা আমাবই কার্য্য । তোমরা আমার দক্ষিণ ও বামহস্ত-স্বরূপ ॥ ১০ ॥

“তোমাদেব ভিক্ষা-প্রার্থনায় যে বিমূখ হইবে, আমি তাহাকে অশেষ যত্ন দিয়া বিনষ্ট করিব ।” অনেকে এক্রপ বিবেচনা করেন যে, ভগবান্ দয়াময় হইয়া নির্ভবতা-বিজ্ঞাপক অমঙ্গলসমূহ এই পৃথিবীতে কেনই বা সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন । তদন্তরে “তন্তেহুহুকাং” শ্লোকই যথেষ্ট উত্তর । যদি জীব কৃষ্ণবিমূখ হইয়া ইতব চেষ্টায় দিন

যাপন কবে, তাহা হইলে পার্শ্বব স্বভাবের বিধি অনুসারে অমুপাদেয়তা-পরিচ্ছেদ জন্ম লেখ লাভ কবিবে ॥ ১১ ॥

যাহাবা শ্রীচৈতন্যদেবেব ভক্তিগণ পবিত্রাব কবিয়া অদ্বৈতপ্রভু বিনুখ-মোহন-মায়াবাদে আত্ম স্থাপন করেন, সেই সকল মর্ত্ত্যজীবগণকে অদ্বৈতপ্রভু রূপবৃত্তি আবাহন কবিয়া ধ্বংস কবিবেন । শ্রীচৈতন্যমুচরণ আপনাদিগের স্বরূপেব অশ্রুচৈতন্য বৃত্তিতে পাবিয়া ভক্তিপথে অবস্থিত হন, আর চৈতন্যবিনুখ কেনলাই দ্বৈতগণ শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর মায়াজালে আবদ্ধ হইয়া সেবা-বৈমুখ্য-গ্রহণে তৎপর হন । ভাগ্যই কল্যাণ ও অমঙ্গলেব বিধাতা । যেহেতু, বদ্ধজীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহাবে স্বেচ্ছাচারী হইয়া সেবা-বিনুখতা লাভ কবে, আব স্বতন্ত্রতাব সম্ভাবনাব দ্বাবা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপ্রান্তে উপনীত হইবাব যোগ্যতা লাভ কবিতেন্ত্ সমর্থ হয় ॥ ১৪ ॥

কৃষ্ণই—মূল প্রাণ ; তদ্ব্যপ্ততাই কৃষ্ণপ্রাণের পরিচয় । কৃষ্ণবিমূখ জীব—প্রাণহীন । কৃষ্ণেতব বস্তুসমূহ ‘অধন’-শব্দ বাচ্য । কৃষ্ণই সর্বার্থসিদ্ধিপ্রদ । কৃষ্ণবিমূখতাই জড়স্তের পরিচায়ক ও মৃতকেব পরিচয় । কৃষ্ণেতব বস্তুসমূহ মায়াব বিক্রমে বিভূষিত । সুতবাং শব্দশাস্ত্র কৃষ্ণেতর যে কিছু কথা কীর্তন কবিবার উপদেশ দেন, তদ্বারা জীবের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক মঙ্গল হয় না । কৃষ্ণই সর্বতোভাবে সেবা । সুতবাং কৃষ্ণকীর্তনই একমাত্র শ্রোত-পন্থা । “হিদিহি সাক্ষাৎগবাজ্জীবীবিণামাজ্জা নাশাণামিব তোয়-নীপ্তিসম্ ।” (—ভাঃ ৫:১৮:১৩) ॥ ১৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও শ্রীনামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর— ইহাবা উভয়েই জগদীশ্বর । জগতের লোকসকল ভ্রমপথকেই ‘গন্তব্য’ ননে কবিয়া বিপদে পতিত হয় । এই দুই

তুই প্রভুর বাক্যে স্মজনগণেব আনন্দ এবং

নানাজনের নানারূপ করনা—

এই বোল বলি' তুইজন চলি' যায়।

যে হয় স্মজন, সেই বড় সুখ পায় ॥২১॥

অপরূপ শুনি' লোক তু'-জনার মুখে।

নানা জনে নানা কথা কহে নানা স্মখে ॥২২॥

'করিব, করিব'—কেহ বলয়ে সম্বোধে।

কেহ বলে,—“তুইজন কি শু মন্ত্রদোষে ॥২৩॥

ভোমরা পাগল হৈলা তুষ্টসঙ্গদোষে।

আমা-সবা পাগল করিতে আইস কিসে ? ২৪॥

ভব্য-সভ্য-লোক সব হইল পাগল।

নিমাই পণ্ডিত নষ্ট করিল সকল ॥” ২৫॥

যে-গুলি চৈতন্যনৃত্যে না পাইল দ্বার।

তার বাড়ী গেলে মাত্র বলে,—“মার মার” ২৬॥

কেহ বলে,—“এ তু'জন কিবা চোরচর।

ছলা করি' চচ্চিয়া বুলয়ে ঘরে ঘর ॥২৭॥

ঈশ্বর বিপণ্যগামী দ্রাব্য জীবকুলেব নিয়ামক হইয়া তাহা-
দিগের মঙ্গল বিধান কবেন। প্রজন্ম হইতে রক্ষা করিয়া
বাক্যের দ্বারা ভগবৎসেবা-কাৰ্য্যেব পথপ্রদর্শক ঠাকুর
হরিদাস জীবের কৃতিত্বাকারী মনকে সংযত কবান,
শরীরকে ও শাবীবিদ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে কৃষ্ণভজনে-বিমুখতা
হইতে রক্ষা কবিবাব চিন্তাশ্রোতেব আশাহন কবিয়া
তাহাদিগকে শাবীবিদ ভগ্নতি হইতে বিমুক্ত কবেন।
আব প্রভু নিত্যানন্দ জগতেব নিরানন্দ অপমানিত কবিয়া
জীবকুলকে নিত্যানন্দে নিমজ্জিত কবেন ॥ ১৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও ঠাকুর হরিদাসেব সন্ন্যাসী
বেশ ছিল। সন্ন্যাসী বেশ বা যতি-ডেক—ভিক্ষকের
বেশ। তাঁহারা যাহাবই গৃহে গমন করেন, তাঁহাবাই
ব্যস্তসমস্তভাবে তাঁহাদিগকে নিমজ্জণ কবিলে প্রভুর অঙ্ক
কিছু ভিক্ষা না কবিয়া কেবল প্রভু আদেশ-প্রচার দ্বারা
সকলকে কৃষ্ণকীর্তন, কৃষ্ণভজন ও কৃষ্ণশিক্ষা করিতে
অমুরোধ মাত্র কবিয়া থাকেন ॥ ১৯-২০ ॥

স্মজন—ভগবদ্ভক্ত। যাহাবা উচ্চাভিলাষী হইয়া
আরোহবাদ আশ্রয় কবেন, তাঁহাদিগকে ‘ব্রাহ্মণ’ বলা
যায়; আব যাহাবা ‘আকট’ হইয়া আবোহবাদের
অকর্ষণ্যতা উপলব্ধি কবেন, এবং তৎফলে তৃণাদপি-
সুনীচ-ভাবে গ্রহণ করিয়া প্রপঞ্চ যাবতীয় ভোগ্যভনীয়
বস্তুর আকাজ্ঞা পরিত্যাগপূর্বক তরুব ছায়ী সম্বল-
সম্পন্ন হন এবং জগৎকে সম্মান প্রদানপূর্বক জাগতিক
আনন্দসম্মান-প্রতিষ্ঠার অকর্ষণ্যতা উপলব্ধি করেন, তাঁহাবাই
‘স্মজন’। কৃষ্ণোদ্যুত ব্যক্তিগণই ‘স্মজন’, কৃষ্ণতর-ঐশ্বর্য্য-
পর-ভিক্ষুকগণই বুদ্ধ বা মুখ্য ‘ব্রাহ্মণ’। যে ব্রাহ্মণ—

সেবাপব, তিনিই স্মজন। যাহার সেবাপরতা নাই,
তিনি ‘স্মজন’-সংজ্ঞাব পরিবর্তে মায়াবাদী দুর্জন। তজ্জন্মই
শাস্ত্র স্মজনগণকে বলেন,—“ঋপাকমিব নেক্ষেত লোকে
বিপ্রমবৈষ্ণবম্। বৈষ্ণবো বর্ণবাহোহপি পুনাতি ভুবনত্রয়ম্ ॥”
কৃষ্ণোদ্যুতাই জগতে সৌভাগ্যের আকর। সৌভাগ্য-ভূষিত
জনগণ কৃষ্ণসেবাব পরামর্শে পরমানন্দ লাভ কবেন ॥ ২১ ॥

অপরূপ—অপূর্ব, অপ্রতীকৃত, অত্যাশ্চর্য্য, যে-রূপ
সকল রূপকে অপভে (নিরুচ্ছিন্ন) পবিত্র কবিয়াছে ॥২২॥

স্মজনগণ উপদেশময়ী ভিক্ষায় সম্বৃত হইয়া উহা পানে
সম্মত হন, আবাব ভাগ্যহীন কতিপয় ব্যক্তি উহাদিগকে
উগ্রস্ত-দোষে তুষ্ট বলিয়া স্থি ক করেন।

মহদোষে—মজ্জা বা পরামর্শ-দোষে। মজ্জার্থ উপলব্ধি
বিকার জন্ম মজ্জগ্রহণ-ফলে অমঙ্গল লাভ করিয়া ॥ ২৩ ॥

ভব্যসভ্য—শাস্ত-শিষ্ট, তত্ত্ব, স্মজন, সৎশীল, সভায়
বসিবাব যোগ্য ॥ ২৪ ॥

শ্রীবাস-ভবনে শ্রীচৈতন্যদেবেব নৃত্যগীতাদিতে যে-সকল
ব্যক্তি প্রবেশাধিকার পায় নাই, তাহাদিগেব বাড়ীতে
প্রচাবকদ্বয় গমন করিলে তাহাবা উহাদিগকে আক্রমণ
করিবার ভাষাসমূহ বলিতে থাকে। কেহ বা প্রহাব
করিতে উদ্রত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবেব অমুজ্জ-মত বর্তমান
শ্রীচৈতন্যশ্রীর প্রচাবকগণও স্থানে স্থানে এইরূপ ব্যবহার
অত্যাধি পাইয়া থাকেন। শিয়ালদহেব ভূতপূর্ব অসদ-
ব্যাধি-চিকিৎসক, জাতিগোষ্ঠাস্থি-সমাজ, মর্কট-বৈরাগীর
দল, সর্ষভেকী ও অঙ্ক দাদশ প্রকার উপ বা অপসম্প্র-
দায়িক মায়াবাদি-সম্প্রদায় অধুনাতন কালে এই কথার
উদাহরণ স্থল ॥ ২৬ ॥

এমত প্রকট কেনে করিবে স্তম্ভনে ?
 আর বার আসে যদি লইব দেয়ানে ॥ ২৮ ॥
 শুনি' শুনি' মিত্যানন্দ-হরিদাস হাসে ।
 চৈতন্যের আজ্ঞাবলে না পায় তরাসে ॥ ২৯ ॥
 এই মত ঘরে ঘরে বুলিয়া বুলিয়া ।
 প্রতিদিন বিশ্বস্তরশ্মানে কহে গিয়া ॥ ৩০ ॥
 উভয়েব বিবিধপাপকর্ম্মরত জগাই-মাধাইকে দর্শন—
 একদিন পথে দেখে দুই মাতোয়াল ।
 মহাদাস্যপ্রায় দুই মস্তপ বিশাল ॥ ৩১ ॥
 সে দুই জনার কথা কহিতে অপার ।
 তা'রা নাহি করে,—হেন পাপ নাহি আর ॥ ৩২ ॥
 ব্রাহ্মণ হইয়া মস্ত গোমাংস-ভক্ষণ ।
 ডাকা-চুরি, পরগৃহ দাহে সর্ব্বক্ষণ ॥ ৩৩ ॥
 দেয়ানে না দেয় দেখা, বোলায় কোটাল ।
 মস্ত-মাংস বিনা আর নাহি যায় কাল ॥ ৩৪ ॥
 দুই জন পথে পড়ি' গড়াগড়ি যায় ।
 যাহারে যে পায়, সেই তাহারে কিলায় ॥ ৩৫ ॥

দূরে থাকি' লোক সব পথে দেখে রক্ত ।
 সেইখানে নিত্যানন্দ-হরিদাস-সঙ্গ ॥ ৩৬ ॥
 ক্ষণে দুই জনে প্রীত, ক্ষণে ধরে চলে ।
 'চ'কার-'ব'কার-শব্দ উচ্চ করি' বলে ॥ ৩৭ ॥
 নদীয়ার বিপ্লোর করিল জাতি-নাশ ।
 মস্তের বিক্ষেপে কারে করয়ে আশ্বাস ॥ ৩৮ ॥
 সর্ব্বশকার পাগাচারী মস্তপ জগাইমাধাইএর
 বৈষ্ণবাপবান্দু চবিত্র—
 সর্ব্ব পাপ সেই দুইর শরীরে জন্মিল ।
 বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ সবে না হইল ॥ ৩৯ ॥
 অহর্নিশ মস্তপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ।
 নহিল বৈষ্ণবনিন্দা এই সব পাতে ॥ ৪০ ॥
 বৈষ্ণবনিন্দক সমাজেব সর্ব্বোচ্চ শুভ চতুর্থাশ্রমে
 অবস্থিত হইলেও মস্তপাপেক্ষা
 অধিকতর অধার্মিক—
 যে সভায় বৈষ্ণবের নিন্দামাত্র হয় ।
 সর্ব্ব-ধর্ম্ম থাকিলেও ত্রুব হয় ক্ষয় ॥ ৪১ ॥

চোবচর—চোরের চর, যাঁহাবা গোপনে সংবাদ লইয়া
 কার্য্য সিদ্ধি কবে, তাহাদের পক্ষের চর । উহাদিগেব মত্ত
 উদ্বেগ আছে, তাহা গোপন কবিয়া প্রত্যেকের বাড়ী
 বাড়ী সন্ধান লইয়া বেড়ায় ॥ ২৭ ॥

দেওয়ান—(ফার্সী দীবান) রাজসভা, ধর্ম্মাধিকার,
 আদালত, বিচারালয়, দরবার ।

ভাললোক হইলে তাহাবা এইরূপ বাড়ী বাড়ী গিয়া
 অপ্রয়োজনীয় কথা বলিয়া বেড়াইবে কেন ? দ্বিতীয়বার
 আসিলেই তাহাদিগকে ধর্ম্মাধিকরণে বিচাৰের জন্ত ধবিতা
 পাঠাইয়া দিবে ॥ ২৮ ॥

বিশালমস্তপ—অতিরিক্ত মস্তপানবত ॥ ৩১ ॥

ডাকাচুরি—চুরি ও ডাকাতি । দাহে—দধ কবে ॥ ৩৩ ॥

কোটাল—(সংস্কৃত—কোটপাল, বাংলা-প্রাকৃত—
 কোটপাল, ফারসী—কোতবাল) নগরপাল, নগর-বক্ষক,
 প্রহরী, চৌকিদার, পাহারাওয়াল ।

সহর-কোটালের অর্থাৎ কৌজদারের আস্থান এড়াইয়া
 তাহারা রাজকর্ম্মচারী ও ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হয় না ।

অপরাধীদিগকে শাস্তি-স্বাপক তাঁহাব নিকট উপস্থিত
 হইতে আদেশ করেন ; কিন্তু উহারা সর্ব্বক্ষণ এড়াইয়া
 চলে ॥ ৩৪ ॥

জগাই মাধাইর মধ্যে কখনও সঙ্গাধ থাকে, কখনও
 বা পদস্পর্শের মধ্যে কেশাক্ষণ প্রভৃতি বিরোধ ভাব দেখা
 যায় । তাহাবা পরস্পর 'চ-কার' 'ব-কার' প্রভৃতি অশ্লীল
 শব্দ দ্বারা পরস্পরকে অভিত্ত করে ॥ ৩৭ ॥

মস্তপদয় মস্তপান কবিয়া মস্ততাক্রমে কোন সময়ে
 ব্রাহ্মণগণেব জাতিনাশেব চেষ্টা করিত, কোন সময় বা
 অল্পনয়বিনয় কিংবা বিক্রম প্রকাশ করিত । মস্তপানের
 প্রভাবে মহুঘেব কাণ্ডজ্ঞান লুপ্ত হয় ; হুতরাং হিতাহিত-
 বিচার-রহিত হইয়া কখনও তোষামোদ, কখনও বা প্রচণ্ড
 বাক্যের প্রয়োগ—স্বাভাবিক ॥ ৩৮ ॥

যে-কাল পর্য্যন্ত ভগবন্ত-বৈষ্ণবের প্রতি আক্রমণ না
 হয়, তদবধি তাহাদের 'অপরাধ' হয় নাই, পাপমাত্র হইয়া-
 ছিল । বৈষ্ণবের নিন্দা হইলে সকল সমুদয় বিনষ্ট হইয়া
 অপরাধ আশ্রয় করে ॥ ৩৯ ॥

সন্ন্যাসি-সভায় যদি হয় নিন্দা-কর্ম ।

মত্তপের সভা হৈতে সে সভা অধর্ম ॥৪২॥

মত্তপের কদভ্যাসবিরতিতে মঙ্গলেব সম্ভাবনা কিন্তু মৎসব
পবনিন্দকের কোনকালেও গতি নাই—

মত্তপের নিকৃতি আছেয়ে কোনকালে ।

পরচর্চকের গতি নহে কভু ভালে ॥৪৩॥

শাস্ত্রজ্ঞানীরও দুর্ভুজি-বশে নিত্যানন্দ অথবা নিত্যানন্দা-
ভিন্ন-জনের নিন্দায় সর্বনাশ-লাভ—

শাস্ত্র পড়িয়াও কারো কারো বুজি-নাশ ।

নিত্যানন্দ-নিন্দা করে, হবে সর্বনাশ ॥৪৪॥

জগাই-মাধাইকে কুকর্মরতদর্শনে হরিদাস-নিত্যা-
নন্দের তাহাদেব ইতিবৃত্ত সংগ্রহ—

দুই জনে কলাকলি গালাগালি করে ।

নিত্যানন্দ হরিদাস দেখে থাকি' দূরে ॥৪৫॥

লোকস্থানে নিত্যানন্দ জিজ্ঞাসে আপনে ।

“কোন্ জাতি দুই জন, হেন মতি কেনে ? ৪৬॥

লোক বলে,—“গোসাঞি, ভ্রাজ্জ দুইজন ।

দিব্য পিতা-মাতা, মহাকুলেতে উৎপন্ন ॥৪৭॥

সর্বকাল নদীয়ায় পুরুষে পুরুষে ।

তিলাক্কেকো দোষ নাই এ দোহাঁর বংশে ॥৪৮॥

এই দুই গুণবন্ত পাসরিল ধর্ম ।

জন্ম হইতে এমত করয়ে পাপকর্ম ॥৪৯॥

ছাড়িল গোষ্ঠীতে বড় দুর্জ্ঞান দেখিয়া ।

মত্তপের সঙ্গে বুলে অন্তর হইয়া ॥৫০॥

এই দুই দেখ' সব-নদীয়া উরায় ।

পাছে কারো কোনদিন বসতি পোড়ায় ॥৫১॥

হেন পাপ নাই, যাহা না করে দুইজন ।

ডাকা-চুরি, মত্ত-মাংস করয়ে ভোজন ॥” ৫২॥

জগাইমাধাইএব দুরবস্থা-শ্রবণে নিত্যানন্দ কর্তৃক

তাহাদেব উদ্ধাবোপায়-চিন্তা—

শুনি' নিত্যানন্দ বড় করুণ-হৃদয় ।

দুইয়ের উদ্ধার চিন্তে' হইয়া সদয় ॥৫৩॥

সাংসারিক ভাগসল, সকল কার্য হইতে বিরত, সর্বোত্তম গম্পাদ্যে চতুর্থাশ্রমে অবস্থিত,—এরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজেও যদি বৈষম্যবৎ নিন্দা হয়, তাহা হইলে তথায় মত্তপের সমাজেব অধর্ম হইতেও অধিকতর অধর্ম জানিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

মত্তপানবত জনগণ মাদকদ্রব্য-সেবনে বিকৃত-মস্তিষ্ক হইয়া অসংকার্য্য কবে । তাহাদেব সেই কদভ্যাস পরিত্যক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত তাহারা দুর্ভাগ্যে বত থাকে । ঘটনাক্রমে মত্তপান-পিপাসা থামিয়া গেলে তাহাদেব আর পাপ কবিত্তে হয় না । কিন্তু পবনিন্দাকালী জনগণেব অদৃষ্টে কোন দিনই মঙ্গল লাভ ঘটে না । শাস্ত্র বলেন,—“পবনভাব-কর্ম্মণি ন প্রশংসেয় গর্হয়েৎ । বিশ্বমেকাক্ষকং পশুন্ প্রকৃত্য পুরুষেণ চ ॥” (—ভাঃ ১১২৮১) । নিজেব মঙ্গলও অমঙ্গলের বিচার করাই কষ্টব্য । তাহা না করিয়া যাহারা অশ্রের নিন্দা প্রভৃতি কার্য্যে ব্যস্ত থাকিমা নিজের অসদ-বৃত্তির প্রশংসা দেন, তাহাদেব কোনকালেই সুবিধা হয় না । পবহিংসা-প্রবৃত্তিকে ‘মৎসবতা’ বলে । নির্মৎসব না হইলে প্রাণবিক অমঙ্গল হইতে অবসব লাভ ঘটে

না । যাহাবা পরচর্চায় ব্যস্ত, তাহাবা কোনদিনই নিজের মঙ্গল আনয়ন কবিত্তে পাবে না । পবনিন্দাসত জনগণ আশ্বহিতের জন্ত অবসব লাভ না কবায় তাহাবা মঙ্গলেব দিকে ধাবিত হইতে পাবেন না ॥ ৪৩ ॥

শাস্ত্র পাঠ কবিয়াও শাস্ত্রেব হিতোপদেশ-গ্রহণাভাবে অনেকেব বুজি-নাশ হয়, তাহাদিগেব সর্বক্ষণ পরহিংসা-প্রবৃত্তিক্রমে শাস্ত্রেব তাৎপর্য্যে অমনোযোগী থাকাই স্বভাব । যাহাবা শ্রীগুরুপাদপদ্মেব আকর জগদগুরু-নিত্যানন্দের অহুষ্ঠানে দোষ দেখিয়া নিন্দা কবেন, তাহাদেব সর্বতোভাবে অমঙ্গল ঘটে । এজন্তই “দৃষ্টেঃ স্বভাবজনিতৈঃ” এবং “অপি চেৎ স্তূত্রাচারো” প্রভৃতি শ্লোকেব অবতারণা । যাহারা নিজের সক্ষীর্ণ বুজিব দ্বাবা শ্রীগুরুপাদপদ্মে দোষ দর্শন কবেন, তাহারা শ্রীগুরুদেবেব নিকট হইতে কোনও মঙ্গল গ্রহণ কবিত্তে পাবেন না । তাহাদেব বিচারে গুরুদেব অমঙ্গলেব মধ্যে পতিত হওয়াব তাহাকে উদ্ধার কবাই শিষ্টেব কর্তব্য—এইরূপ বিচারে বিশেষ অমঙ্গল ঘটে ॥ ৪৪ ॥

দুইজনে—জগাই ও মাধাই উভয়ে ॥ ৪৫ ॥

“পাতকী তারিতে প্রভু কৈলা অবতার।

এমত পাতকী কোথা পাইবেন আর ? ৫৪ ॥

লুকাইয়া করে প্রভু আপনা প্রকাশ।

প্রভাব মা দেখে লোকে,—করে উপহাস ॥৫৫॥

এ দুইয়েরে প্রভু যদি অনুগ্রহ করে।

তবে সে প্রভাব দেখে সকল সংসারে ॥৫৬॥

তবে হউ নিত্যানন্দ—চৈতন্যের দাস।

এ দুইয়েরে করাও যদি চৈতন্য প্রকাশ ॥৫৭॥

পাঠান্তরে—‘দিব্য পিতা, মাতামহ-কুলোত্তে উৎপন্ন।’
নিত্যানন্দ প্রভুব প্রেমে প্রতিবেশীগণ বলিলেন,—ইচ্ছাবা
উভয়েই ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন এবং ইচ্ছাদের পিতৃমাতৃকুল—
সর্বজন-প্রশংসিত ॥ ৪৭ ॥

পুরুষাঙ্কুরে ইচ্ছাবা নদীয়াব অধিবাসী, ইচ্ছাদের বংশেব
প্রতি কাহাকেও কোনরূপ সামান্য দোষাবোপ কবিতে
শুনা যায় না। ষাঁহাবা বলেন, পুত্রপৌত্রাদিগণ মাতৃপিতৃ-
স্বভাব লাভ করেন, তাঁহারা ইচ্ছাদের স্বভাব-বিপর্যয়
লক্ষ্য কবিয়াছেন। জড়বস্তু হইতে চেতন আবির্ভূত হয়,
এরূপ ধাবণা ঠিক নহে। অচিৎএব সহিত পৃথক্ চেতনেব
আকস্মিক সনাগমই ধাবণা কবিতে হইবে। গুণকর্ম-
বিভাগক্রমে স্বভাব নির্ণীত হয়। স্থল শব্দীবেব নিমিত্ত ও
উপাদান-কারণ কখনই চেতনেব উদ্ভবকারী নহে। প্রাণ-
পরিত্যাগে স্থল পবিচয় অবস্থিত। “স্থল হইতে আত্মা
দৈবক্রমে উদ্ভূত,”—এই চিন্তাপ্রোত্তেব প্রশংসা করা যায়
না। পবন “স্বকর্মফলভুক্” বিচারই প্রবল। স্থলদেহ—
কারণ-স্থানীয়, কর্তৃস্থানীয় নহে ॥ ৪৮ ॥

জগাই-মাগাইব পাপের সীমা নাই। বলপূর্বক পব-
দ্রব্য অপহরণ, হিংসা, পৈশুণ্ড ও মাদকদ্রব্য-সেবন-জমিত
যথেষ্টাচাৰিতা ইচ্ছাদের মধ্যে প্রবল থাকায় সকল প্রকার
পাপেই তাহাদের যোগ্যতা ছিল। কেহ কেহ বলেন,—
“আহারাদি শুদ্ধি ও নৈতিক চবিত্তের বিপর্যয় থাকিলেও
অনাত্মা হইতে আত্মা পৃথক্ হওয়ায় অনাত্মার কার্যেব জড়
আত্মা দায়ী নহে।” বস্তুতঃ স্বরূপ-বিশ্বত জীবের এতাদৃশী
অবিবেচনাব ফল ও অত্যাশঙ্কিত-জমিত অমঙ্গল তাহারাই
ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

পাতক—‘পাতয়তি অধোগময়তি হ্রস্বেয়াকারিণম্’
ইতি। গৃহস্থশ্রমীর ‘কাম,’ ক্রোধ ও ‘লোভ’ নামে
তিনটি প্রধান রিপু আছে, মানবগণ এই সকল শত্রু কর্তৃক
আক্রান্ত হইয়া পাপাচরণ করে। আচরিত পাপসকল ‘অতি-

পাতক,’ ‘মহাপাতক,’ ‘অহুপাতক,’ ‘উপপাতক,’ জাতি-
ভ্রংশকর,’ ‘স্বর্গরীকবণ,’ ‘মপাতরীকবণ,’ ‘মলাবহ’ এবং
‘প্রকীরক’ নামে অভিহিত।

মাতৃগমন, কন্যাগমন, এবং পুত্রবধূগমন—এই ত্রিবিধ
পাপ ‘অতিপাতক’।

ব্রহ্মহত্যা, স্ত্রবাপান, ব্রাহ্মণের স্ত্রবর্ণ-চুবি ও গুরুপত্নি-
গমন—এই চতুর্বিধ এবং এইরূপ পাপীর সহিত বিশেষ
সংসর্গই ‘মহাপাতক’।

অহুপাতক—পয়ত্রিশ প্রকার—(১) নীচজাতি হইয়া
আপনাকে উচ্চজাতি বলিয়া পবিচয় দেওয়া। (২) যে
দোষ প্রকাশ করিলে প্রাণদণ্ড হইতে পাবে, বাজার নিকট
তেমন দোষ বলা। (৩) গুরুজনেব মিথ্যাদোষ রটনা
করা—এই তিনটি ব্রহ্মহত্যাব সমান। (১) বেদত্যাগ
কিছা বেদ পড়িয়া ভুলিয়া যাওয়া। (২) বেদের নিম্না
করা। (৩) কুটিল কথা বলিয়া ফেবে ঘোরে সাক্ষী
দেওয়া—(ইচ্ছা দুই প্রকার। এক,—কোন বিষয়
জানিয়া—তাহা গোপন রাখা। আব একপ্রকার,—সত্য
গোপন কবিয়া মিথ্যা বলা)। (৪) বস্ত্রব প্রাণ নষ্ট করা। (৫)
বিষ্ঠাদিজাত দ্রব্য ভোজন করা। (৬) অথাত্ত দ্রব্য ভোজন
করা। এই ছয় প্রকার অহুপাতক স্ত্রবাপানের সমান।
(১) গচ্ছিত ধন ফাঁকি দিয়া লওয়া, (২) মাছ চুরি
করা, (৩) ঘোড়া চুরি করা, (৪) রূপা চুরি করা, (৫)
ভূমি চুরি করা, (৬) হীরা চুরি করা, (৭) মণি চুরি করা,
—এই সাত প্রকার অহুপাতক স্ত্রবর্ণ হরণ করার সমান।
(১) মহোদবা ভগিনী গমন, (২) কুমারী গমন, (৩)
নীচজাতিব স্ত্রী গমন, (৪) বস্তুর স্ত্রী গমন, (৫) ঔরস-
জাত পুত্র ভিন্ন অগ্নপুত্রের স্ত্রী গমন, (৬) পুত্রের অসবর্ণ
স্ত্রী গমন, (৭) মাতৃষসা গমন, (৮) পিতৃষসা গমন, (৯)
স্বাত্তী গমন (১০) মাতুলানী গমন (১১) পুরোহিত স্ত্রী
গমন, (১২) ভগিনী গমন, (১৩) আচার্যের স্ত্রী গমন, (১৪)

এখন যেমন মত্ত, আপনা না জানে ।
এই মত্ত হয় যদি শ্রীকৃষ্ণের নামে ॥৫৮॥
'মোর প্রভু' বলি' যদি কাল্মে ছইজম ।
তবে সে সার্থক মোর যত পর্যটন ॥৫৯॥

যে যে জন এ ছু'য়ের ছায়া পরশিয়া ।
বজ্রের সহিত গঙ্গান্নান করে গিয়া ॥৬০॥
সেই সব জন যদি এ দৌহারে দেখি' ।
গঙ্গান্নান-হেন মানে, তবে মোরে লিখি" ॥ ৬১॥

শরণাগতা জী গমন, (১৫) রাগী গমন, (১৬) যিনি গৃহাশ্রম পবিত্রাণ কবিত্যাছেন, এমন জীগমন, (১৭) শ্রোত্রিয়-জী-গমন, (১৮) সাধী জী গমন এবং (১৯) উচ্চবর্ণের জীব কাছে নীচ বর্ণের পুরুষের গমন—এই উনিশ প্রকাব অহুপাতক গুরুপত্নী-হরণের তুল্য ।

গোবধ, অযাজ্যাজন, পবজীগমন, আত্মবিক্রয়, পিতা, মাতা ও গুরুত্যাগ, স্বাধ্যায়ত্যাগ ও আলম্ব দ্বাবা অগ্নিত্যাগ, পুত্রত্যাগ অর্থাৎ পুত্রের জাতকর্ম-সংস্কার না করা, জ্যেষ্ঠ অবিবাহিত থাকিতে কনিষ্ঠের বিবাহ, একরূপ জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠকে কছাদান অথবা এইরূপ বিবাহে পৌরোহিত্য করা, অবজ্ঞা কছাদূষণ, বৃদ্ধি দ্বাবা জীবিকা, ব্রহ্মচারী জীসন্তোষাদি দ্বাবা ব্রতচ্যুতি, তড়াগ, উষ্ণান কিম্বা জীপুত্রাদি বিক্রয় করা, ষোড়শ বর্ষ অতীত হইলেও উপনয়ন না হওয়া, পিতৃবা প্রভৃতি বান্ধব ত্যাগ, বেতন লইয়া বেদাধ্যাপন, বেতনগ্রাহী অধ্যাপকেব নিকট বেদ অধ্যয়ন, অবিক্রয় বস্ত্র বিক্রয়, বাজাজ্য স্তবর্ণাদি-খনিতে কাজ বৃহৎ সেতু প্রভৃতিতে কাজ, ওষধি নষ্ট, ভাণ্ডাদির উপ-পতি দ্বাবা জীবিকানির্ভাহ, শ্রেনাদি আভিচারিক যোগ বা মন্ত্র দ্বাবা নিরপরাধী অশ্রিত করণ, আলানি কাঠের জন্ত অশুক বৃক্ষচ্ছেদন, দেবপিত্রাদির উদ্দেশ্য-ব্যতিবেকে নিজেব জন্ত পাকযজ্ঞাদির অহুষ্ঠান, লুণাদি নিদিত খাতভোজন, অন্নাদান না করা, সোণা ব্যতীত অস্ত্র জিনিষ চুরি, দেব, ঋষি ও পিতৃঋণ পরিশোধ না করা, অসৎশাস্ত্রের আলোচনা, গীতবাঞ্চে আসক্তি, খাচ্চ, তাম্র ও লৌহাদি ধাতু ও পশু চুরি, মত্তপায়িনী জীগমন, জী, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রহত্যা এবং নাস্তিকতা—এই সকল 'উপপাতক' ।

দণ্ডাদিয়ারা ব্রাহ্মণকে ব্যথা দেওয়া, লুণ-পুনীষাদি বস্ত্র ও মত্ত আশ্রাণ করা, কুটিলতা, পশু মৈথুন এবং গুণমৈথুন—এই সকল পাপ 'জাতিভ্রংশক' । গ্রাম্য ও আরণ্য-পশুহিংসা-পাপ—'স্বরীকরণ' ।

নিদিতের নিকট হইতে ধনগ্রহণ, বাণিজ্য ও কুসীদ-দ্বাবা জীবিকা নির্ভাহ, অসত্যভাষণ এবং পুঙ্গুসেবা—এই সকল পাপ—'অপাত্তীকরণ' ।

পক্ষিহত্যা, জলচরহত্যা, মৎস্তাদি জলজপ্রাণিহত্যা, কুমিহত্যা ও কীটহত্যা, মত্তসংশ্লিষ্ট দ্রব্যভোজন—এই সকল পাপ—'মলাবহ' ।

যে-সকল পাপের বিষয় লিখিত হইল না, সেই সকল পাপ—'প্রকীর্তক'-পদবাচ্য (—বিষুসংহিতা, প্রাগশ্চিন্ত-নিবেক এবং মহুসংহিতা দ্রষ্টব্য) । মহাত্মাবত দানধর্মের পাপ-দশবিধ বলিয়া উক্তি আছে,—প্রাণিহত্যা, চৌর্য ও পদদাবহরণ—এই তিন প্রকাব পাপ 'কারিক', অসৎ-প্রলাপ, পারুণ্য, পৈশুজ্ঞ এবং মিথ্যাবাক্য কথন—এই চারি প্রকাব 'বাচিক' এবং পবধনে চিন্তা, সর্বজীবে দয়া-শূন্যতা ও 'কর্মের ফল হউক'—এইরূপ চিন্তা, এই ত্রিবিধ পাপ 'মানসিক' ॥ ৫৪ ॥

শ্রীমদ্রাহাপ্রভু জগতের সংসারবন্ধ বিচ্ছিন্ন কবিবার এক-মাত্র কর্তা । তিনি আপনার স্বরূপ প্রদর্শন না কবিয়া গোপন কবিয়া থাকেন । তাহাবা তাঁহাকে বুঝিতে পাবে না, তাহাবা তাহাদেরই ছায় মানবজনে তাঁহার অহুষ্ঠিত কার্য হাসিয়া উড়াইয়া দিতে চাহে ॥ ৫৫ ॥

জগাই মাধাইর ছায় পাপিগণ—অশুচিৎ-শক্তি । কিম্বা সেই ভাব প্রকাশিত না হওয়ায় এবং অচিদ্বিচারের প্রাবল্য থাকায় তাহাদের আত্ম-প্রতীতি-লাভের যোগ্যতা নাই । যদি শ্রীমদ্রাহাপ্রভু রূপানুবশ হইয়া ইহাদের নিত্য অশুচিদ্বিস্তি উদ্ঘাটন করিয়া দেন, তাহা হইলে আমি চৈতন্যের দাস্ত উপলব্ধি করিতে যোগ্য হই ॥ ৫৬-৫৭ ॥

নীতিপরায়ণ ধার্মিকগণ মনে করেন যে, পাপিষ্ঠের ছায়াস্পর্শ হইলেও সবজ্ঞে গঙ্গান্নান করা বিধেয় । শ্রীমদ্রাহা-প্রভুর দয়া পাইয়া ইহার পবিত্রচরিত্র হইলে গঙ্গান্নানে যে পুণ্যলাভ ঘটে, এই পরিসম্বর্ত, নির্ভুক্ত-পাপ

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর মহিমা অপার ।

পতিতের ত্রাণ লাগি' যার অবতার ॥৬২॥

হরিদাস প্রতি নিতাইব নিজ মনোভাব জ্ঞাপন এবং

তদুত্তরে উদ্ধাবার্প হরিদাসকে অতুরোধ—

এতেক চিন্তিয়া প্রভু হরিদাস-প্রতি ।

বলে,—“হরিদাস, দেখ দৌহার দুর্গতি ॥৬৩॥

ব্রাহ্মণ হইয়া হেন দুষ্ট ব্যবহার ।

এ দৌহার যমঘরে নাহিক নিস্তার ॥৬৪॥

প্রাণান্তে মারিল তোমা যে যবনগণে ।

তাহারও করিলা তুমি ভাল মনে মনে ॥৬৫॥

যদি তুমি শুভাশুসন্ধান কর মনে ।

তবে সে উদ্ধার পায় এই দুইজনে ॥৬৬॥

তোমার সঙ্কল্প প্রভু না করে অকথা ।

আপুনে কহিলা প্রভু এই তত্ত্বকথা ॥৬৭॥

প্রভুর প্রভাব সব দেখুক সংসার ।

চৈতন্য করিল হেন দুইর উদ্ধার ॥৬৮॥

যেন গায় অজামিল-উদ্ধার পুরাণে ।

সাক্ষাতে দেখুন এবে এ-তিন ভুবনে ॥” ৬৯॥

হরিদাসেব উভয়েব উদ্ধাবে নিশ্চয়-প্রতীতি

এবং দৈত্য়হৃৎক উত্তর—

নিত্যানন্দতত্ত্ব হরিদাস ভাল জানে ।

পাইল উদ্ধার দুই—জানিলেন মনে ॥৭০॥

হরিদাস প্রভু বলে,—শুন মহাশয় ।

তোনায় যে ইচ্ছা, সেই প্রভুর নিশ্চয় ॥৭১॥

ব্যক্তিব্যেব দর্শনে গঙ্গানান্দেব পবিত্রতা লাভ হইল, একপ বিশ্বাস হইলে আনাব নাম সার্বক হয় ॥ ৬১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণন কহিতে কাছাবও সাধা নাহি। ভগবান্ গোবিন্দদেব প্রকাশ-মর্তি শ্রীনিত্যানন্দ—স্বয়ং প্রকাশ বস্তু। তিনি পতিতকে উদ্ধাব কবিরাল জড়ই অবতীর্ণ হইয়াছেন ॥ ৬২ ॥

আনব পাপ চহিতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্য-সংগ্রহ-কালে সর্বোত্তম ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। ব্রাহ্মণপরিচয়ই জগতে সর্বোত্তম পবিত্র। ব্রাহ্মণ সর্বমাত্ম এবং তাঁহার আদর্শই সকলের অমূল্যবস্তু। পাপপ্রবৃত্তিবশে জীবগণ ব্রাহ্মণেতব কুলেব পরিচয়ে গোবব বোধ করেন, কিন্তু প্রকৃত ব্রাহ্মণেব পরিচয়ে কোন দোষ থাকিতে পাবে না। যাচাবা পাপ কবে, তাহাদিগেব দণ্ডদাতা যম উহাদিগকে বিশেষ ক্রোধ দেন। বিশেষতঃ পুণ্যপ্রভাবে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ কবিয়া, সংশিক্ষালাভেব পরমসুযোগ লাভ সত্ত্বেও যিনি আত্মহারা হইয়া নানাপ্রকাব অপবোধে নিমগ্ন হন, তাঁহার যমগৃহে অশেষ ক্রোধ হইতে কোনপ্রকার পবিত্রাণ হয় না ॥৬৪॥

আত্ম-মুক্তকব কাঙ্গীগণ শ্রীঠাকুর হবিদাসকে প্রাণ-বিনাশী প্রহার কবিয়াছিল। তথাপি ঠাকুর হবিদাস কোন প্রকারে প্রতিশোধ আকাঙ্ক্ষা না কবিয়া মহিমুতা অবলম্বন পূর্বক তাহাদের মঙ্গল চিন্তা কবিয়াছিলেন। (আদি ১৬শ অঃ ১০৮-১১৩ পর্ষাব আলোচ্য) ॥ ৬৫ ॥

তথ্য। ঐ বিষ্ণুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়া-ছেন,—“গল্পবস্তুর ত্রাণি বৈষ্ণব-নিকটে। দন্তে হৃণ করি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥ কাঁদিয়া-কাঁদিয়া জানাইব হৃৎপগাম। সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥ শুনিয়া আমাব হৃৎপ বৈষ্ণব ঠাকুর। আমা লাগি' ক্রোধে আবেদিয়েন প্রচুব ॥ বৈষ্ণবেব আবেদনে ক্রোধ দস্যায়। এ-হেন পামব প্রতি হবেন সদয় ॥” ৬৬-৬৭ ॥

ত্রিভুবন—উন্নত ভুবনষট্ঠক, অশোগত ভুবনষট্ঠক, এবং পৃথিবী। প্রপক্ষে শ্রীনবদীপধামে জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলা শ্রীমদ্ভাগবতাদি-পুবাণে লিখিত পূর্বকালেব অজামিল-উপাখ্যানেব ছায কেবল শাস্ত্রীয় আপ্যান মাত্র নহে; কিম্বা ব্যবহারিক জগতেও ভূতকালেব ঘটনা-মাত্র নহে। পরন্তু ইহা বর্তমানকালেও শ্রীচৈতন্যলীলায় দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৬৯ ॥

ঠাকুর হবিদাস জগতে নামাচার্যের অভিনয় কবায় নামগ্রহণকাবীর শ্রীমূল গুরুদেব-তত্ত্ব উৎকর্ষরূপে শ্রীহরি-দাসেব জানা আছে। সেই ঠাকুর হবিদাস এই ঘটনা দর্শন কবিয়া জগাই-মাধাইয়েব উদ্ধাবে নিশ্চয়তা জানিতে পারিলেন ॥ ৭০ ॥

হরিদাস শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে বলিলেন,—“আপনার যে অভিলাষ, তাহাই শ্রীগৌরহরদেব সম্পূর্ণ সমর্থনের বিষয় ॥” ৭১ ॥

আমারে ভাঙাও, যেন পশুরে ভাঙাও ।
 আমারে সে তুমি পুনঃ পুনঃ যে শিখাও ॥ ৭২ ॥
 হাসি' নিত্যানন্দ ভানে দিলা আলিঙ্গন ।
 অত্যন্ত কোমল হই' বলেন বচন ॥ ৭৩ ॥
 “প্রভুর যে আজ্ঞা লই' আমরা বেড়াই ।
 তাহা কহি এই দুই মণ্ডপের ঠাঞি ॥ ৭৪ ॥
 সবারে ভজিতে ‘কৃষ্ণ’ প্রভুর আদেশ ।
 তার মধ্যে অতিশয়-পাপীয়ে বিশেষ ॥ ৭৫ ॥
 বলিবার ভার মাত্র আমা দোহাঁকার ।
 বলিলে না লয় যবে,—সেই ভার তাঁর ॥ ৭৬ ॥
 স্তব্ধনেব নিষেধ সত্ত্বেও প্রভু-আজ্ঞা-জ্ঞাপনার্থ হরিদাস-
 নিত্যানন্দের পাপিষ্যেব নিকটে গমন
 এবং প্রভু-আজ্ঞা প্রচার—
 বলিতে প্রভুর আজ্ঞা সে দু'য়ের স্থানে ।
 নিত্যানন্দ-হরিদাস করিলা গমনে ॥ ৭৭ ॥

হরিদাস বলিলেন,—কৃষ্ণেব নিকট আমাব আবেদন —
 বৈষ্ণবমাহাত্ম্য ও ভগবানের প্রতি দাবীর শিক্ষামাত্র । কিন্তু
 আমি পশুসদৃশ, আমাব হিতাহিত-বিবেক নাই । আপনার
 বাক্যে আমি যদি নিজকে বৈষ্ণব মনে কবি, এবং আমার
 আবেদনে দয়াময় কৃষ্ণ পাপিষ্যকে উদ্ধার করিবেন—এইরূপ
 যদি বুঝি, তাহা হইলে আমার পশুত্বই সিদ্ধ হয় । যদিও
 আমি হিতাহিত-বিবেকবহিত পশু, তথাপি আমাব নিকট
 আপনার আজ্ঞাসম্বোধন কার্য—আমাব পশুত্বই জ্ঞাপক
 মাত্র । আমি—কৃষ্ণবিশ্বত জীব, স্তব্ধবাং স্বল্পপোষ্যধন
 পূর্বক আমাকে ভগবৎ-সেবাপব কবাইবাব উদ্দেশ্য আপনাব
 প্রবল থাকাস আপনাব অমুষ্ঠানে আমাব বিবিধ শিক্ষণীয়
 বিষয় আছে ॥ ৭২ ॥

জগাই মাধাই মণ্ডপানে বিভোব হওয়ায় লৌকিক
 নীতির কথা বা জাগতিক হিতের বিষয় শুনিবার জন্ত ব্যস্ত
 নহে । তথাপি দয়াময় গৌবন্দ্যবের আশ্রিত-প্রতি-
 পালনের জন্ত আমরা নাম-প্রচারের ভাব গ্রহণ কবিয়া
 আপামর জনসাধারণেব নিকট ভগবদাজ্ঞা প্রচার
 করিতেছি । পাণিষ্ঠ লোক ঐহিক হিতের কথাও বুঝিতে
 পারে না । স্তব্ধবাং তাহার নিকট প্রকৃতির অতীত

সামুলোকে মানা করে,—“নিকটে না যাও ।
 নাগাল পাইলে পাছে পরাণ হারাও ॥ ৭৮ ॥
 আমরা অন্তরে থাকি পরাণ-তরাসে ।
 তোমরা নিকটে যাও কেমন সাহসে ? ৭৯ ॥
 কিসের সন্ন্যাসিজ্ঞান ও-দু'য়ের ঠাঞি ?
 ব্রহ্মবধে-গোবধে যাহার অন্ত নাই ॥ ৮০ ॥
 তথাপিহ দুই জন ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলি' ।
 নিকটে চলিলা দোহেঁ মহা-কুতূহলী ॥ ৮১ ॥
 শুনিবারে পায় হেন নিকট থাকিয়া ।
 কহেন প্রভুর আজ্ঞা ডাকিয়া ডাকিয়া ॥ ৮২ ॥
 “বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, লহ কৃষ্ণ নাম ।
 কৃষ্ণ মাতা, কৃষ্ণ পিতা, কৃষ্ণ ধন প্রাণ ॥ ৮৩ ॥
 তোমা-সবা লাগিয়া কৃষ্ণের অবতার ।
 হেন কৃষ্ণ ভজ, সব ছাড় অনাচার ॥ ৮৪ ॥

বাজ্যেব কথা বলিতে যাওয়া অনেকে অপ্ৰাসঙ্গিক মনে
 কবে । কিন্তু পাপীবই এই সকল কথা-গ্রহণেব অধিক
 যোগ্যতা ও অধিকার ॥ ৭৪ ॥

শ্রীল নিত্যানন্দ ও শ্রীল হরিদাসেব প্রতি শ্রীমহাপ্রভুব
 আজ্ঞা—কৃষ্ণভজ্ঞন কবিবাব জন্ত সকলের নিকট অহুরোধ
 করা । প্রভুর ইচ্ছাক্রমে সেই অমুনয়-বিনয় যদি শ্রোতৃবর্গ
 শ্রবণ না কবিয়া নিজেব অমঙ্গল আবাহন কবে, তাহা হইলে
 ফললাভেব অংশ আজ্ঞাদাতা মহাপ্রভুবই প্রাপ্য ॥ ৭৬ ॥

পবমার্থে অনভিজ্ঞ জনগণ সাধাৰণ বিচাৰ অবলম্বন
 কবিয়া ‘অদাধুব নিকট হবিকথা প্রচার করার আবশ্যক
 নাই’,—এই সবল বিচারে ঠাকুর হরিদাস ও শ্রীনিত্যানন্দ-
 প্রভুকে জগাই-মাধাইব নিকট যাইতে নিষেধ করিল ।
 অসত্তেব নিকট সত্বপদেশ দিতে গেলে তাহাবা গ্রহণের
 পরিবর্তে আক্রমণ কবিবে । শ্রীগৌরসুন্দরের আজ্ঞাক্রমে,
 শ্রীনিত্যানন্দ ও ঠাকুর হরিদাসের অহুসরণে শ্রীগৌড়ীয়-মঠ
 যে-সকল অমৌকিক প্রচারের কথা জগতে বলিতেছেন,
 তাহা স্থানবিশেষে গৃহীত হওয়া দূরে থাকুক, গোড়ীয়-মঠের
 প্রচারকবর্গকে সময় সময় আক্রমণ করিবার এবং তাঁহাদের
 প্রতি আরোপিত ছিত্রের কথা বলিয়া প্রচারের ব্যাঘাত

নিত্যানন্দ-হরিদাসের বাক্যশ্রবণে জগাই-মাধাইর ক্রোধ এবং
উভয়েব পশ্চাৎগমন, নিত্যানন্দ-হরিদাসের বিবিধোক্তি-
সহকারে সমুদ্রে প্রস্থানান্তর, তদর্শনে স্তম্ভনগণেব
আতঙ্ক ও পাণ্ডিগণের হস্তহতক ভক্তি—
ডাক শুনি' মাথা তুলি' চাহে দুইজন ।
মহাক্রোধে দুই জন অরুণ-লোচন ॥৮৫॥

সন্ন্যাসি আকার দেখি' মাথা তুলি' চায় ।
'ধর ধর' বলি দোহে ধরিবারে যায় ॥৮৬॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ-হরিদাস ধায় ।
'রহ রহ' বলি দুই দম্ভু পাছে যায় ॥৮৭॥
ধাইয়া আইসে পাছে, তর্জগর্জ করে ।
মহা ভয় পাই' দুই প্রভু ধায় ডরে ॥৮৮॥

কবিবাব দৃষ্টান্ত প্রতিনিহি (বা প্রায়শঃই) লক্ষিত
হয় ॥ ৭৮ ॥

সম্মতগণ এই পাপিষ্যেব নিকট না থাকিয়া দুবে-
দুরেই থাকেন। তাঁহাদের আশঙ্কা হয় যে, অসাধুগণেব
দ্বাণা তাঁহারা আক্রান্ত হইবেন। তাঁহারা শ্রীনিত্যানন্দ-
হরিদাসকে বলিতেছেন,—আপনাদের সাহস অত্যধিক।
সেইজন্তই সেই সাহসেব বশবর্তী হইয়া পাপিষ্যেব নিকট
যাইতেছেন ॥ ৭৯ ॥

ব্রহ্মবধ ও গোবধ—সর্কাপেক্ষা গুণের পাপ। এইরূপ
পাপ হইয়া অসংখ্য কবিয়াছে। তোমরা উভয়েই পবি-
ব্রাজক, জগতের মঙ্গলেব জন্ত সর্কাত্র গমনাগমন কব।
কিন্তু তোমাদের মহত্ত্ব বৃদ্ধিবাব সাধ্য এই পাপিষ্যেব
নাই। তাহারা তোমাদিগকে চতুর্থাশ্রমী ও ব্রহ্মনিষ্ঠ জানি-
বার পবিবর্তে আক্রমণ কবিয়া বসিবে ॥ ৮০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীহরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর আদেশক্রমে
শিষ্যটেকেব প্রথম শ্লোকোক্ত মণ্ডপ্রকাব মঙ্গলমূর্ত্ত কৃষ্ণনাম
বলিতে বলিতে তাহাদিগেব সম্মুখে উপস্থিত হইলেন।
কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণের মধ্যে মায়িক ভেদজ্ঞান শ্রীনিত্যানন্দ ও
হরিদাসের ছিল না। তাঁহারা শব্দেব অঙ্গকটিকৃষ্টি আশ্রয়
করিয়া নামোচ্চারণ করেন নাই বলিয়া মহাকৌতুহল
প্রকাশ পূর্বক অগ্রসর হইলেন ॥ ৮১ ॥

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ পার্শ্ব 'আবৃষ্ট'গণ-সহ যে নিত্যলীলা ব্রজে
প্রকট কবেন, তাহা—জীবেব মন্দভাগ্য-নিরসনেব জন্ত ;
সুতরাং কৃষ্ণভজনে ব্যতীত ইতরসেবা-সমূহ কবিতো যাওয়া
আচাৰহীনতা মাত্র। অতএব কৃষ্ণগুণজ্ঞানে আপনাকে
'আবৃষ্ট' জানিয়া তোমাদের আত্মার নিত্যবৃত্তি উন্মেষিত
কর। জীবেব স্বরূপোপলব্ধি হইলে প্রাপঞ্চিক সেবা-
বিমূর্খিনী আচাৰহীনতা আর থাকিতে পারে না, সেইকালে

কৃষ্ণভজনেব প্রবৃত্তি প্রবলা হয়। নিরপেক্ষ কৃষ্ণেব
তটস্থশক্তি জীব মুক্তাবস্থায় কিঞ্চিদান সৌভাগ্যবিশিষ্ট
হইলে শ্রীবামচন্দ্রেব ভজনে কবিয়া থাকে। শ্রীবামভজনে
কৃষ্ণেব প্রকৃতিব অতীত মর্কশক্তিমত্তাব সম্পূর্ণ প্রকাশেব
অবকাশ নাই। শ্রীবামচন্দ্রেব আকব-মূলরূপ শ্রীবলদেব-
প্রকাশতত্ত্বে যে অপ্রাকৃত বাস-লীলা বর্ণিত আছে, তাহা
বস্তুন্দন বামে সেরূপ ভাবে নাই। দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষি-
গণের চেষ্টা হইতেই দাশবর্ষী বাসলীলাব অল্পযোগিতা
নিক্রপিত হইয়াছে। স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণবিলাস এবং শ্রীবলদেব-
স্বয়ংপ্রকাশেব বৈচিত্র্য গোলোকবৃন্দাবনে প্রকটিত আছে।
সেই লীলাব সৌভাগ্য প্রখ্যাপনেব জন্ত স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ
অবতীর্ণ হইয়া শ্রীগোবলীলা অবতারণ কবিয়াছেন। এই
অবতরণ-কার্যেবমুখ্য-বিচাবেউদ্যোগ্যভাবেরমাধুর্যবিগ্রহই
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেব অবতারণা। যে সকল ব্যক্তি পাপপুণ্যাপ্রতি
হইয়া প্রাপঞ্চিক ভূমিকায় অনিত্যোপলব্ধিতে অবস্থিত,
তাহাদিগেবজন্তই শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রেব শ্রীবাধা-গোবিন্দমিলিত-তত্ত্ব
শ্রীগোবিন্দেব নিত্যরূপেব অবতারণা। ভজনীয়বিগ্রহ কৃষ্ণচন্দ্র
বসন্তভেদভজনকারী কৃষ্ণেব আশ্রয়-বিগ্রহ-সমূহ-সম্মিলিত-তত্ত্ব
শ্রীগোবিন্দেব অবতীর্ণ হইয়া জগতের প্রাপঞ্চিক বিচাবরূপ
অনাচাৰ ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণভজনেব সুযোগপ্রদান কবিতো-
ছেন। কৃষ্ণভজনেব পায়তম্য শ্রীগোবাবতাবেব কৃষ্ণপ্রেম-
প্রদান-লীলায় অভিযুক্ত হইয়াছে। যে সকল সৌভাগ্য-
বন্তজন শ্রীরাম-সীতা, শ্রীরাম-বজ্রাসজী, শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণ,
শ্রীবিষ্ণুসেন-গরুড়-নারায়ণ, শ্রীবাসুদেব-সম্বর্ধনপ্রদ্যুম্নানিকট
ব্যুৎকটুইয়ের সেবায় নিরত থাকিবাব নির্মলতা লাভ
করিয়াছেন, তাঁহাদের সৌভাগ্যেব পূর্ণতমত্বে ব্রজেন্দ্রনন্দনের
সেবাই সর্বোত্তমা। এই উদ্যোগ্য-প্রচারণারী কৃষ্ণচন্দ্র
জগদ্বন্দ্বরূপে পদম নির্মল জীবস্বাগণকে যে উপদেশ প্রদান

লোক বলে,—“তখনই যে মিমেষ করিল।

দুই সন্ন্যাসীর আজি সঙ্কট পড়িল ॥” ৮৯॥

যতেক পাণ্ডী-সব হাসে মনে মনে।

“ভণ্ডের উচিত শাস্তি কৈল নারায়ণে ॥” ৯০॥

করিতেছেন, তাহাতে দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ পূর্বক ভগবদ্ভূপা-
সনাব তারতম্য বিচারকারী, কৃষ্ণের তটস্থশক্তি জীবের
অন্তর্ভুক্ত স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছেন। অগদগুরু
শ্রীনিত্যানন্দ এবং অগদগুরু ঠাকুর হরিদাস মহাপ্রভুব
সাক্ষ্যে আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া, অগদগুরুর প্রকাশবিশেষ হইয়া
অগদগুরু কৃষ্ণের ঐদার্য্যময় অবতারের কথা জানাইতেছেন।
ঐদার্য্যময় কৃষ্ণ মহামহোপদেশকরূপে সকল দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ
পূর্বক সর্বোত্তম বিচিত্র-বিলাস-সম্পন্ন পঞ্চবসাবিধিত
স্বয়ংরূপ বস্তব উপাসনা শিক্ষা দিতেছেন। তোমরা দুঃসঙ্গ
পরিত্যাগ করিয়া সেই সচ্চিদানন্দ-বস্তব সঙ্গলাভ কর এবং
আপনাদিগকে তাঁহার পঞ্চরসেব সেবোপকরণের অল্পতম
জানিয়া সর্বকাল তাঁহারই ভজন কর। কামেব
পূর্ণাঙ্গতা দাম্পত্যে অবস্থিত, তন্ন্যূন বাৎসল্যে, তন্ন্যূন
সখ্যে, তন্ন্যূন দাস্যে ও তন্ন্যূন শাস্ত্রে অবস্থিত। আব
পরিত্যজনীয় প্রাপঞ্চিক বিপবীত অধুভূতি—অনাচার-
মধ্যে গণ্য। কৃষ্ণের প্রকাশবিগ্রহের বিলাস-সমূহ কৃষ্ণ
হইতে অগ্নি হইলেও দ্বাদশ-বসময়-মুষ্টি কৃষ্ণই স্বয়ংরূপ,
স্বয়ংগুণ, স্বয়ংপরিকরবৈশিষ্ট্য ও স্বয়ংলীলা। তাঁহারই
প্রকাশতত্ত্ব শ্রীবলদেব—প্রকাশরূপ, প্রকাশগুণ, প্রকাশ-
পরিকরবৈশিষ্ট্য, প্রকাশলীলাময়। সুতরাং তাঁহারই ভজনে
কৃষ্ণভজনই হয়। তবে “যে যথা মাং প্রপদন্তে” বিচারে
“তাংস্তপৈব ভজাম্যহং” স্বয়ংরূপ-কৃষ্ণের উক্তিই বিচার্য।
কাহারও বিচারে বাহুদেবাদি চতুর্ন্যূনাত্মক কৃষ্ণ, কাহারও
বিচারে সীতারানাদি কৃষ্ণ, কাহারও বিচারে রেবতী-
রমণাদি কৃষ্ণের ভজন পরম আদর্শেব। এই কৃষ্ণভজন
হইলেও “আমিহঁ কৃষ্ণ, আমাকেই ভজন কর”—এই কথার
তাৎপর্য্য বাহাদের উপলব্ধির বিষয় হয়, তাঁহারাই শ্রীকৃষ্ণ-
চক্রে ঐদার্য্যময়ী মুষ্টি শ্রীগৌরচন্দ্রের দর্শনে যোগ্যতা লাভ
করেন। ভক্তাধিরাজ বিষ্ণুসকলের মূল আকর শ্রীবলদেব-
নিত্যানন্দ-প্রভু এবং ভক্তাধিরাজ নামাচার্য আদিকর

“রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ”—সুত্রাক্ষেপে বলে।

সে স্থান ছাড়িয়া ভয়ে চলিলা সকলে ॥৯১॥

দুই দস্যু ধায়, দুই ঠাকুর পলায়।

ধরিলু, ধরিলু বলি লাগ নাহি পায় ॥৯২॥

বিরুদ্ধি এই সকল কথা তাবৎ প্রেমাভাবতারের প্রকটকালে
আপনাদিগকে কৃষ্ণলীলাব অভিন্নবিগ্রহ জানিয়া শিষ্টা
সবস্বতীর্ণ প্রকাশ পূর্বক ভাগ্যহীন জনগণের নিকট
আবরণ কবিতোছেন। বৃষ্ণ—বসময়; সুতরাং সকল রসের
একমাত্র আশ্রয়-বিগ্রহ বা সকল আশ্রিতেব একমাত্র বিষয়
বিগ্রহ। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ বস্তু। রূপবহিত আংশিক পরমাঙ্গা-
প্রকাশমাত্র নহেন। রূপ-বহিত বৃহদবোধক পদার্থমাত্র
নহেন। তিনি ব্রহ্ম-পরমাঙ্গাদি সর্ব কারণ-কারণ। স্বয়ং-
রূপ কৃষ্ণের পূর্ণতমতাই—বলদেব, অংশই—কারণার্ণবশায়ী
ভগবান, কলাই—গর্ভোদকশায়ী ভগবান, বিকলা—ক্ষীরো-
দকশায়ী ভগবান। সকলই সেই স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের বিষয়-
বিগ্রহ; আশ্রিত—বিষয়বিগ্রহের প্রকাশবিশেষ। সুতরাং
কৃষ্ণ ও ‘আকৃষ্ট’ কৃষ্ণভক্তগণ প্রাপঞ্চিকদর্শনে খণ্ডিত ভাব-
যুক্ত বস্তবিশেষ নহেন। সর্বসাকল্যে তিনিই পূর্ণ পুরুষ।
সেই পূর্ণত্বের আংশিক প্রকাশ প্রাপঞ্চিক ব্যাপকতার
আকব, বাহ্যে অংশে অবস্থিত কলা-বিকলা। সেই কৃষ্ণ-
ভজন ব্যতীত আরুষ্ট আঙ্গার আব অল্প কোন বৃত্তি নাই।
আরুষ্ট আঙ্গা যে সময়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া বৈকুণ্ঠ হইতে মায়ার
দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, তখনই ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় এবং তটস্থা
শক্তি পরিণতিক্রমে জৈবধর্মের জড়ভোগ আসিয়া তাহাকে
কৃষ্ণবিমুখ করায়। কৃষ্ণবৈমুখ্য হইতেই বদ্ধজীবের ব্রহ্ম-পর-
মাত্মা প্রকৃতি আংশিক ধারণাসমূহ জীবকে উদ্ধৃত্ত কবাইয়া
ব্রহ্মপবমাঙ্গার আংশিক বিচারে জড়ভাবে নিজাবরণ করিয়া
বসে। কৃষ্ণই সকল রসের আশ্রয় বলিয়া মূল প্রকাশ-
বিগ্রহ বলদেবেও সর্ববাসাশ্রয়স্থ বিদ্যমান। সেই বলদেব
প্রভু কৃষ্ণেরই ভজন করিয়া থাকেন। “যথা তবোমূল-
নিবেচনেন” বিচার গ্রহণ করিলেই কৃষ্ণভজনের পারতম্য-
বিষয়ে কোনপ্রকার অনাচার করিতে হয় না। তখন
রসভেদে শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় করিয়া কেহ বা মধুর-রতির
আশ্রয়বিগ্রহের আশ্রয়ত্যাগ সৃষ্টভাবে অবস্থিত হন, কেহ বা

নিত্যানন্দ বলে,—“ভাল হইল বৈক্যব।

আজি যদি প্রাণ বাঁচে—তবে পাই সব ॥” ১৩৥

হরিদাস বলে,—“ঠাকুর আর কেনে বল ?

তোমার বুদ্ধিতে অপমৃত্যু প্রাণ গেল ॥১৪॥

মন্ডপেরে কৈলে যেন কৃষ্ণ-উপদেশ।

উচিত তাহার শাস্তি—প্রাণ অবশেষ ॥” ১৫॥

এত বলি ধায় প্রভু হাসিয়া হাসিয়া।

ছুই দম্ভ্য পাছে ধায় তর্জিয়া তর্জিয়া ॥১৬॥

দৌহার প্রেরীর তুল,—না পারে চলিতে।

তথাপিহ ধায় ছুই মগ্ধপ হুরিতে ॥১৭॥

প্রভুর যেন প্রতি জগাইমাধাইব উক্তি—

ছুই দম্ভ্য বলে,—“ভাই, কোথারে যাইবা।

জগা-মাধার ঠাঞি আজি কেমনে এড়াইবা ? ১৮॥

বাৎসল্য রতির আশ্রয়বিগ্রহগণের আত্মগত্যে স্বসৌভাগ্য প্রধাপন করেন। সার্কিয়বসেব আরুঠ রসিকগণ গোলোক বৃন্দাবনীয় পূর্ণাধার হইতে গোলাকীর্ষাব বৈকুণ্ঠ-সেবাব নিরত হন। তখনই উহাদের ঔদার্য ন্যূনতা লাভ কবিয়া ঔদার্য মাত্রে মর্যাদাবিশিষ্ট হয়। বদ্ধজীবের অনাচার ও মুক্ত ভগবদুপাসকেব অনাচার—সম্পূর্ণ পৃথক্। বৈকুণ্ঠ অনাচার—পূর্ণাচারেব অভাব, ব্রহ্মাণ্ডেব অনাচার—দুবাচার এবং সর্বতোভাবে পরিত্যক্ত। বদ্ধজীবের পক্ষে মহাবৈকুণ্ঠের শক্তি অপেক্ষা নাম-বৈকুণ্ঠের শক্তি অধিক বরণীয়। সেজন্ত সীতারাম বা হনুমদ্রামোপাসকগণ যে রসেব রসিক, সেই রস মহাবৈকুণ্ঠে নিষ্কসেন-নাবায়ণ ও লক্ষ্মী-নাবায়ণ হইতে নিরপেক্ষ বিচারে বৈশিষ্ট্য স্থাপন করে। শক্তিরহিত শক্তিমানের সবিশেষ বিচাবে বাস্তববাদি যে ব্যূহের উপাসনা, তাদৃশ উপাস্ততত্ত্ব ক্রীবব্রহ্মের জ্ঞানমাত্র হইতে শ্রেষ্ঠতা স্থাপন করে। জড়ের অবরতা আরোপ সেখানে সম্ভবপর নহে। উপাস্তবস্ত্র মায়াব অধীন নহেন। তিনি স্বতন্ত্রেচ্ছ এবং অবাধগতিবিশিষ্ট। স্মৃতিরূপ কৃষ্ণভক্তন করিতে হইলে বাস্তবদেব-কৃষ্ণ, লক্ষ্মী-গোবিন্দ-কৃষ্ণ, সীতারাম-কৃষ্ণের উপাসনা উত্তরোত্তর সেবনোৎকর্ষক্রেম শ্রীবাধা-গোবিন্দের উপাসনার সর্বোত্তমস্ত সেই রাধাকৃষ্ণমিলিত-তম্ভ ঔদার্যবিগ্রহ ব্রজেন্দ্র-নন্দন দেখাইতেছেন। একরূপ দয়া অপরিমিত ও অপরিসীম। সেজন্তই মহাপ্রভু স্বয়ংরূপ প্রকাশবিগ্রহেব দ্বারা ও জগদ্বিধাতাব দ্বারা সর্বত্র হরিসেবা-শিক্ষা দিতে আবন্ত কবিলেন ॥ ৮৪ ॥

ছুই প্রভু—নিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর।
নিত্যানন্দ-স্বরূপ এবং হরিদাস ঠাকুর—উভয়েই বৈক্যব-
সন্ন্যাসী ॥ ৮৮ ॥

ভক্তিবিবোধী ব্যক্তিগণ একান্তিক বিমুক্তভক্তিপরায়ণ জনগণেব প্রতি বিবোধভাব পোষণ করেন। সেই সকল বিরুদ্ধবাদীর বিচারে ঐকান্তিক ভক্তগণ ‘ভণ্ড’ শব্দ-বাচ্য। ভক্তেব বিবোধী হওয়ার তাহাদিগের অবিচাবে অবস্থান-হেতু ভক্তেব অমঙ্গলাকাজ। এই সকল ব্যক্তি আপনা-দিগকে ভক্ত-বিষেধী জানিয়াও নাবায়ণেব সেবক মনে কবে। কিন্তু প্রকৃত প্রভাবে ভগবদ্বিমুখ হওয়ার তাহার বিষেধী হইয়া সত্যভ্রষ্ট হয় ॥ ১০ ॥

কুবিচারপরায়ণগণের বিচারের ছায় সদ্ভ্রাক্ষণগণের দিগব নহে। তাহারা ভগবদভক্তগণেব রক্ষা-কামনায় কৃষ্ণকে ডাকিতে লাগিলেন। ভক্তগণের শুভাভিধানই—সজ্জন ভ্রাক্ষণগণেব ধর্ম। বিবোধিগণের ভ্রাক্ষণতা হইতে চ্যুত হইয়া নিরুপ্ত বৃত্তি লাভ ও ভক্তিবিরোধ-কার্য অনিবাধ্য ॥ ১১ ॥

নিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—জগাই-মাধাইকে কৃষ্ণোপ-
দেশ করিয়া তাহারা বৈক্যব চাইবে মনে কবা দুবে থাকুক,
যামরা প্রাণ লইয়া উহাদের দুন্দমণীম আক্রমণ হইতে বকা
পাইলেই ভাল ॥ ১৩ ॥

হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—হে প্রভো নিত্যানন্দ, তুমি
শ্রীচৈতন্যদেবেব আক্রমণে জীবের যে মঙ্গল কামনা
করিলে, তজ্জন্তই হারা অপঘাত-মৃত্যুতে আমাদের উত্তরোত্তর
প্রাণ সংহার করিতে সমর্থ হইল। এখন আর এই সকল
কথা আলোচনা করিয়া কি ফল ? ১৪ ॥

হরিদাস ঠাকুর বলিলেন,—অশ্রদ্ধাধীন জনে হরিনাম
দেওয়ায় অপরাধ হয়। অযোগ্য দোষিধমকে যখন উপদেশ
কবিতো অগ্রসর হইয়াছি, তখন আমাদের অপরাধজনিত
উচিত শাস্ত লগাটে লিপিবদ্ধ আছে ॥ ১৫ ॥

তোমরা না জান, এথা জগা-মাধা আছে ।
 খানি রহ', উলটিয়া হের দেখ পাছে ॥" ১৯॥
 জায়ে ধায় দুই প্রভু বচন শুনিয়া ।
 'রক্ষ কৃষ্ণ, রক্ষ কৃষ্ণ, গোবিন্দ' বলিয়া ॥১০০॥
 প্রভুয়ের পরস্পরকে দোষাবোপ দ্বারা আনন্দ-কলহ—
 হরিদাস বলে,—“আমি না পারি চলিতে ।
 জানিয়াও আসি আমি চঞ্চল-সহিতে ॥১০১॥
 রাখিলেন কৃষ্ণ কাল-যবনের ঠাঞি ।
 চঞ্চলের বুকে আজি পরাণ হারাই ॥" ১০২॥
 নিত্যানন্দ বলে,—“আমি নহি যে চঞ্চল ।
 মনে ভাবি' দেখ, তোমার প্রভু সে বিহ্বল ॥১০৩॥
 জ্ঞান হইয়া যেন রাজ-আজ্ঞা করে ।
 তান-বোলে বুলি সব প্রতি ঘরে ঘরে ॥১০৪॥
 কোথাও যে নাহি শুনি,—সেই আজ্ঞা তান ।
 'চোর, চুর' বই লোক নাহি বলে আন ॥১০৫॥
 না করিলে আজ্ঞা তান সর্বনাশ করে ।
 করিলেও আজ্ঞা তান এই ফল ধরে ॥১০৬॥

জগাই-মাধাই নিত্যানন্দ ও হরিদাসকে বলিতেছেন,—
 তোমাদের জ্ঞান উচিত ছিল যে, জগাই-মাধাই-দম্ভার
 এখানে অবস্থান কবে, তাহাদিগের নিকট কেহই দ্রব্ধতা-
 চরণ না পাইয়া ভালয় ভালয় ফিবিতে পাবে না । তোমরা
 একটু অপেক্ষা করিয়া পশ্চাদ্ভাগে আমবা আসিতেছি
 নিরীক্ষণ কর ॥ ১৯ ॥

হরিদাস ঠাকুর নিত্যানন্দ-প্রভুকে বলিলেন,—আমি
 দৌড়াইয়া পলাইতে পাবি না জানিয়াও তোমার ছায়
 ক্রতগামী ও সর্বদা সকল-কার্যে অগ্রসর চঞ্চলস্বভাব
 ব্যক্তির সহিত আসিয়াছি ॥ ১০১ ॥

হরিদাস বলিতেছেন,—কৃষ্ণ আমাকে আশ্রয়-মুগ্ধকে
 কাজিরূপ যবনের হস্ত হইতে কএকদিন পূর্বে বক্ষা করিয়া-
 ছিলেন, কিন্তু অণু আমি 'নিত্যানন্দ'-নামক চঞ্চলের
 বুকের দোষে প্রাণ হারাইতে বসিয়াছি ॥ ১০২ ॥

হরিদাসের বাক্যে নিত্যানন্দ প্রতিবাদ করিয়া
 বলিলেন,—প্রভুর বিহ্বলতা দেখিয়াই আমি চঞ্চল হইয়াছি,
 কিন্তু আমি নিজে চঞ্চল নহি । মহাপ্রভু—ভিক্ত ব্রাহ্মণ;

আপন প্রভুর দোষ না জানহ তুমি ।
 দুই জনে বলিলাম,—দোষভাগী আমি ॥" ১০৭॥
 হেনমতে দুইজনে আনন্দ-কন্দল ।
 দুই দম্ভ ধায় পাছে দেখিয়া বিকল ॥১০৮॥
 ধাইয়া আইলা নিজ ঠাকুরের বাড়ী ।
 মত্তের বিক্ষেপে দম্ভ পড়ে রড়ারড়ি ॥১০৯॥
 প্রভুয়ের অদর্শনে দম্ভারয়ের নিবৃত্তি ; দুই প্রভুর হৈর্ষ
 ও পরস্পর আলিঙ্গন পূর্বক প্রভুসমীপে গমন
 এবং দম্ভারয়ের বৃত্তান্ত বর্ণন—
 দেখা না পাইয়া দুই মত্তপ রহিল ।
 শেষে ছড়াছড়ি দুইজনেই বাজিল ॥১১০॥
 মত্তের বিক্ষেপে দুই কিছু না জানিল ।
 আছিল বা কোন্ স্থানে, কোথা বা রহিল ? ১১১॥
 কতক্ষণে দুই প্রভু উলটিয়া চায় ।
 কোথা গেল দুই দম্ভ দেখিতে না পায় ॥১১২॥
 স্থির হই' দুই জনে কোলাকুলি করে ।
 হাসিয়া চলিলা যথা প্রভু বিশ্বস্তরে ॥১১৩॥

তিনি বাজাব ছায় প্রত্যেক গৃহে হবিনাম প্রচাবেব
 আদেশ দিয়াছেন, তাঁহারই আজ্ঞা আমি পালন
 করিতেছি ॥ ১০৩ ॥

নিত্যানন্দ বলিতেছেন,—শ্রীগৌবল্লভবৎ আজ্ঞা আমি
 আব কাহাকেও বলিতে শুনি নাই । তাঁহার আজ্ঞা
 পালন করিতে গিয়া আমাদিগকে লোকে অনধিকার-
 প্রবেশকারী চৌর্যবৃত্তিপবায়ণ মনে কলে, আবার কেহ
 কেহ বা আমাদিগকে কপট সজ্জাশোভিত চন্দ্রকারী মনে
 কবে ॥ ১০৫ ॥

মহাপ্রভুর ইচ্ছাক্রমে তুমি এবং আমি—আমবা উভয়েই
 প্রত্যেকের গৃহে হবিনাম উপদেশ করিতেছি ; কিন্তু তুমি
 কেবল আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিলে ; ইহা দুঃখের
 বিষয় । আমি একা দোষী নহি, ইহাতে মহাপ্রভুতেও
 দোষ স্পর্শ করিতেছে ॥ ১০৭ ॥

জগাই ও মাধাই উভয়েই অত্যন্ত মত্তপান করিয়া
 হরিদাস ও নিত্যানন্দের পশ্চাদ্ভাবনান হইলেন ।

বড়াবড়ি—ক্রতগমন, দৌড়াদৌড়ি ॥ ১০৯ ॥

বলিয়াছে মহাপ্রভু কমললোচন।

সর্বদা-সুন্দর রূপ মদনমোহন ॥১১৪॥

চতুর্দিকে রহিয়াছে বৈষ্ণবমণ্ডল।

অদ্বোদ্বো কৃষ্ণকথা কহেন সকল ॥১১৫॥

কহেন আপন তব সভা-মধ্যে রজে।

শ্বেতদ্বীপ-পতি যেন সনকাদি-সঙ্গে ॥১১৬॥

নিত্যানন্দ হরিদাস হেনই সময়।

দিবস-বৃন্তাস্ত যত সম্মুখে কহয় ॥১১৭॥

“অপরূপ দেখিলাম আজি দুইজন।

পরম মত্তপ, পুনঃ বলার ব্রাহ্মণ ॥১১৮॥

ভালরে বলিল তারে—‘বল কৃষ্ণ-নাম।’

খেদাড়িয়া আনিলেক, ভাগ্যে রহে প্রাণ ॥”

মহাপ্রভু দম্বাধমের বিষয়-জিজ্ঞাসা ও গঙ্গাদাস

এবং শ্রীনিবাসের উত্তর—

প্রভু বলে,—“কে সে দুই, কিবা তার নাম ?

ব্রাহ্মণ হইয়া কেনে করে হেন কাম ?” ১২০॥

সম্মুখে আছিল গঙ্গাদাস-শ্রীনিবাস।

কহয়ে যতেক তার বিকর্ণ-প্রকাশ ॥১২১॥

“সে দুইর নাম প্রভু—‘জগাই-মাধাই’।

সুব্রাহ্মণপুত্র দুই—জন্ম এই ঠাঞি ॥১২২॥

সঙ্গদোষে সে দৌহার হেন হৈল মতি।

আজন্ম মদিরা বই আন নাহি গতি ॥১২৩॥

সে দুই’র ভয়ে নদীয়ার লোক ভরে।

হেন নাহি, যার ঘরে চুরি নাহি করে ॥১২৪॥

সে দুই’র পাতক কহিতে নাহি ঠাঞি।

আপনে সকল দেখ, জানহ গোসাঁঞি ॥” ১২৫॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—ব্রাহ্মণ হইয়া মত্তপান করা কর্তব্য নহে। দম্বাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া বৈষ্ণবদিগের পশ্চাৎ ধাবমান হওয়া ব্রাহ্মণের ধর্ম নহে ॥ ১২০ ॥

জগাই মাধাই—এই দুইটা পুত্রের পিতা স্বর্ণপরায়ণ ব্রাহ্মণ। দৌহার পুত্রদ্বয়ে পরহিংসা, দম্বাবৃত্তি প্রভৃতি অশকর্ষ অসংসঙ্গভাবে উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১২২-১২৩ ॥

দম্বাধমের কর্ম মহাপ্রভু সজ্ঞান উক্তি, নিত্যানন্দ

কর্তৃক উভয়েব উদ্ধাব প্রার্থনা, প্রভু আশাস

প্রদান ও বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি—

প্রভু বলে,—“জানেন। জানেন। সেই দুই বেটা।

খণ্ড খণ্ড করিমু আইলে মোর হেথা ॥” ১২৬॥

নিত্যানন্দ বলে,—“খণ্ড খণ্ড কর তুমি।

সে দুই থাকিতে কোথা? না যাইব আমি ॥১২৭॥

কিসের বা এত তুমি করহ বড়াই।

আগে সেই দুইজনে ‘গোবিন্দ’ বলাই ॥১২৮॥

স্বভাবেই ধার্মিকে বলয়ে ‘কৃষ্ণ’-নাম।

এ দুই বিকর্ণ বই নাহি জানে আন ॥১২৯॥

এ দুই উদ্ধারেন। যদি দিয়া ভক্তি-দান।

তবে জানি ‘পাতকি-পাবন’ হেন নাম ॥১৩০॥

আমারে তারিয়া যত ভোমার মহিমা।

ততোধিক এ দু’য়ের উদ্ধারের সীমা ॥” ১৩১॥

হাসি বলে বিশ্বম্ভর,—“হইল উদ্ধার।

যেইক্ষেণে দরশন পাইল ভোমার ॥১৩২॥

বিশেষ চিন্তহ তুমি এতেক মজল।

অচিরাত্তে কৃষ্ণ তার করিব কুশল ॥” ১৩৩॥

শ্রীমুখের বাক্য শুনি ভাগবতগণ।

‘জয়-জয়’-হরিধ্বনি করিলা তখন ॥১৩৪॥

‘হইল উদ্ধার’,—সবে মানিলা হৃদয়ে।

অষ্টৈত্তের স্থানে হরিদাস কথা কহে ॥১৩৫॥

অবৈত-স্থানে হরিদাসের নিত্যানন্দ চাকলা কখন এবং

উত্তর প্রদানমুখে অষ্টৈত্তেব ব্যাঙ্গস্বতি—

“চঞ্চলের সঙ্গে প্রভু আমারে পাঠায়।

‘আমি থাকি কোথা, সে বা কোন্ দিকে যায় ?’

মহাপ্রভু জগাই মাধাইকে খণ্ড খণ্ড কবিরেন বলার নিত্যানন্দ বলিলেন,—তাহারা জীবিত থাকিতে আমি আর আপনার আশ্রয় পালন করিতে সক্ষম হইব না ॥১২৭॥

ধার্মিকেরা নিজ স্বভাব হইতেই কৃষ্ণনাম বলেন। কিন্তু এই দুইজন মদকর্ষ ব্যতীত কোন ভাল কথা প্রহণ করিবার পাত্র নহেন। সুতরাং সর্বাঙ্গে আপনি যদি এই

বর্ষাতে জাহ্নবী-জলে কুস্তীর বেড়ায় ।
 সঁতার এড়িয়া তা'রে ধরিবারে যায় ॥১৩৭॥
 কুলে থাকি' ডাক পাড়ি' করি 'হায় হায়' ।
 সকল-গন্ধার মানে ভাসিয়া বেড়ায় ॥১৩৮॥
 যদি বা কুলেতে উঠে বালক দেখিয়া ।
 মারিবার তরে নিশু যায় খেদাড়িয়া ॥১৩৯॥
 তার পিতা-মাতা আইসে হাতে ঠেকা লৈয়া ।
 তা'সবা পাঠাই আমি চরণে ধরিয়া ॥১৪০॥
 গোয়ালার ঘুত-দদি লইয়া পলায় ।
 আমারে ধরিয়া তারা মারিবারে চায় ॥১৪১॥
 সেই সে করয়ে কর্ম—যেই যুক্তি নহে ।
 কুমারী দেখিয়া বলে,—মোরে বিবাহিয়ে ॥১৪২॥
 চড়িয়া ষাঁড়ের পীঠে 'মহেশ' বোলায় ।
 পরের গাভীর হৃদয় দুই' দুই' খায় ॥১৪৩॥
 আমি শিখাইলে গালি পাড়য়ে তোমারে ।
 'কি করিতে পারে তোর অধৈত আমারে ?' ॥১৪৪॥
 'চৈতন্য' বলিস যারে 'ঠাকুর' করিয়া ।
 সে বা কি করিতে পারে আমারে আসিয়া ?
 কিছুই না কহি আমি ঠাকুরের স্থানে ।
 দৈবযোগে আজি রক্ষা পাইল পরাণে ॥১৪৬॥
 মহা-মাতোয়াল দুই পথে পড়ি' আছে ।
 কৃষ্ণ-উপদেশ গিয়া কহে তার কাছে ॥১৪৭॥
 মহাক্রোধে ধাইয়া আইল মারিবার ।
 জীবন-রক্ষার হেতু—প্রসাদ তোমার ॥ ১৪৮॥
 হাসিয়া অধৈত বলে,—“কোন চিত্র নহে ।
 মত্তপের উচিত—মত্তপ-সঙ্গ হয়ে ॥১৪৯॥

তিন মাতোয়াল-সঙ্গ একত্র উচিত ।
 নৈষ্ঠিক হইয়া কেমনে তুমি তার ভিত ? ১৫০ ॥
 নিত্যানন্দ করিব সকলে মাতোয়াল ।
 উহান চরিত্র যুগ্মি জানি ভাল ভাল ॥ ১৫১ ॥
 এই দেখ তুমি—দিন দুই তিন ব্যাজে ।
 সেই দুই মত্তপ আমিও গোষ্ঠীমান্নে ॥ ১৫২ ॥
 বলিতে অধৈত হইলেন ক্রোধাবেশ ।
 দিগম্বর হই' বলে অশেষ বিশেষ ॥১৫৩॥
 'শুনিব সকল চৈতন্যের কৃষ্ণভক্তি ।
 কেমনে নাচয়ে গায়, দেখেঁ তান শক্তি ॥১৫৪॥
 দেখ কালি সেই দুই মত্তপ আনিয়া ।
 নিমাই-নিতাই দুই নাচিবে মিলিয়া ॥১৫৫॥
 একাকার করিবেক এই দুই জনে ।
 জাতি লই' তুমি আমি পলাই যতনে ॥ ১৫৬ ॥
 অধৈতের উক্তিতে হরিদাসের হস্ত ও তরসা—
 অধৈতের ক্রোধাবেশে হাসে হরিদাস ।
 মত্তপ-উদ্ধার চিন্তে হইল প্রকাশ ॥১৫৭॥
 অধৈতের প্রেমচেষ্টা বুঝিতে অক্ষম জনগণেব
 পক্ষপাতিত্ব ও তৎপরিণাম—
 অধৈতের বাক্য বুঝে কাহার শক্তি ?
 বুঝে হরিদাস প্রভু—যার যেন মতি ॥১৫৮॥
 এবে পাণ্ডী-সব অধৈতের পক্ষ হৈয়া ।
 গদাধর-নিন্দা করে, মরয়ে পুড়িয়া ॥১৫৯॥
 যে পাপিষ্ঠ এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয় ।
 অমৃত বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সেই যায় ক্ষয় ॥১৬০॥

দুজনকে 'গোবিন্দ' নাম উচ্চারণ কবাইতে পাবেন, তাহা হইলে আপনার 'পতিতপাবন'-নামেব মহিমা সংবন্ধিত এবং আপনার বাক্যের সার্থকতা হয় ॥ ১৬০ ॥

হরিদাস অধৈত প্রভুর নিকট নিত্যানন্দের নানা প্রকার চাকল্যের কথা জানাইয়া পবিশেষে জগাই-মাধাইএব কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, নিত্যানন্দ এই দুই মত্তপেব নিকট কৃষ্ণকথা জানাইতে গিয়া তাহাদের ক্রোধেব পাত্র হইয়াছিলেন। সেই দম্ভাঘরের হস্ত হইতে আপনার

যহুগ্রহেই অমৃত প্রাণ ধাবণ করিতে সমর্থ হইয়াছি। অধৈতপ্রভু তরুতরে বলিলেন,—হরিদাস, শ্রীল নিত্যানন্দ প্রভু হরিরস-মদিরাপানে অতি মত্ত, আর জগাই-মাধাই দুই ব্যক্তি সাধারণ মত্তপান করিয়া মাতাল; সুতরাং তাহাদের তিন জন মাতালের পরস্পর সঙ্গ কবাই কর্তব্য। তুমি যখন ভগবদ্রিষ্ট, তখন আর তাহাদের সমীপে গমন করা তোমার কর্তব্য নহে ॥ ১৪৯-১৫০ ॥

মুগ্ধপঙ্কজের মহাপ্রভু-ঘাটে আগমন ও অবস্থান

তাঁহাতে সকলের শঙ্কা—

সেই দুই মুগ্ধপ বেড়ায় স্থানে স্থানে ।
আছিল—যে-ঘাটে প্রভু করে গঙ্গাস্নানে ॥১৬১॥
দৈবযোগে সেই স্থানে করিলেক থানা ।
বেড়াইয়া বুলে সর্বঠাঞি দেই' হানা ॥১৬২॥
সকল লোকের চিত্ত হইল সশঙ্ক ।
কিবা বড়, কিবা ধনী, কিবা মহারক্ষ ॥১৬৩॥
নিশা হৈলে কেহ নাহি যায় গঙ্গা-স্থানে ।
যদি যায়—তবে দশ-বিশের গমনে ॥১৬৪॥
মহাপ্রভুর কীর্তনধনি শ্রবণে দম্ভাঘরের সমমত্ততা-হেতু নৃত্য,
কৃষ্ণকীর্তনকে 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত' বলিয়া ধাবণা—
প্রভুর বাড়ীর কাছে থাকে নিশাভাগে ।
সর্বস্রাজি প্রভুর কীর্তন শুনি' আগে ॥১৬৫॥

মুগ্ধপঙ্কজের বাজে কীর্তনের সঙ্গে ।
মন্ডের বিক্ষেপে তাঁরা শুনি' নাচে রঙ্গে ॥১৬৬॥
দূরে থাকি' সব ধনি শুনিবারে পায় ।
শুনিলেই নাচিয়া অধিক মুগ্ধ খায় ॥১৬৭॥
যখন কীর্তন করে, দুই জন রহে ।
শুনিয়া কীর্তন পুনঃ উঠিয়া নাচেয়ে ॥১৬৮॥
মুগ্ধপানে বিহ্বল—কিছুই নাহি জানে ।
আছিল বা কোথায়, আছয়ে কোন্ স্থানে ॥১৬৯॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে,—'নিমাই পণ্ডিত ।
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত ॥১৭০॥
গায়েন সব ভাল, মুগ্ধ দেখিবারে চাও ।
সকল আনিয়া দিব—যথা যেই পাও ॥' ১৭১॥
দুর্জয় দেখিয়া প্রভু দূরে দূরে যায় ।
আর পথ দিয়া লোক সবাই পলায় ॥১৭২॥

আগি শ্রীনিত্যানন্দের চবিত্র 'ভাল কবিতা' জানি। তিনি
দুই তিন দিনেব মধ্যে সেই দুই মুগ্ধপানবত দম্ভাকে
বৈষ্ণবগোষ্ঠীতে আনিবেন ॥ ১৫১ ॥

অষ্টৈতপ্রভুব প্রেমচেষ্টা সকলে বুঝিয়া উঠিতে পাবেন
না। শ্রীঅষ্টৈতপ্রভুব কতিপয় সন্তান ও কতিপয় অভক্ত
শিষ্যত্রয় বৈষ্ণবতাব স্বরূপ বুঝিতে না পাবিয়া অষ্টৈত
প্রভুকে কেবলাষ্টৈতবাদী মাজাইয়া তাঁহার পক্ষ গ্রহণপূর্বক
শ্রীগৌরসুন্দরের প্রিয়বর পাত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে
গর্হণ করেন। অষ্টৈতসন্তান শ্রীঅচ্যুতানন্দ প্রভু শ্রীগদাধর
পণ্ডিত গোস্বামীব আশুগত্য স্বীকার কবিতাছিলেন বলিয়া
অষ্টৈতের কতিপয় মায়াবাদী বংশধর অচ্যুত-গুরু শ্রীগদাধর
পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুকেও অবজ্ঞা করেন। ইহাতে
তাঁহাদের অমঙ্গল হয়। শ্রীঅষ্টৈতপ্রভুব অষ্টৈত শিষ্য-
গণ ও সন্তানসমূহ যখন দেখিলেন যে, শ্রীঅষ্টৈতপ্রভুর
অপ্রকটে তদীয় অত্যন্ত অস্তরঙ্গ শিষ্যগণ শ্রীগদাধর পণ্ডিত
গোস্বামীর আশুগত্যে হরিভক্তন কবিতা লাগিলেন, তখন
তাঁহাদিগের অন্তর্দাহ হইতে লাগিল। তাঁহারা আধ্যাত্মিক
দর্শনে আপনাদের বংশগৌরব এবং প্রভু অষ্টৈতকে বিষ্ণু-
বোধে আপনাদিগকে 'বিষ্ণুসন্তান' জ্ঞান কবিতা শ্রীগদাধর-
প্রভুর ভক্তন-প্রয়াসীকে আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫২ ॥

পাপচিত্ত হরিবিমুগ্ধ জনগণ শুদ্ধবৈষ্ণবদিগের মধ্যে
পদস্পর্শেব মতভেদ আছে মনে কবিতা তাঁহাদের অপস্বার্থ-
পব বিচারে একেব পক্ষ গ্রহণপূর্বক অপরের উদ্ভাষ্যত্বনেব
নিন্দা করে। কিন্তু উভয় বৈষ্ণবই ভগবৎসেবাপর;
তাঁহাদের মধ্যে পদস্পর্শ বৈষম্য কল্পনা কবিতা একজন
অসত্বেব মত সমর্থনকাবী, স্তুতবাং শ্রেষ্ঠ এবং অপরে
তাঁহাদের মঙ্গলাকাজ্ঞা কবিতা পোষন প্রার্থনা কগেন
বলিয়া তাঁহাদের বিরোদি-জ্ঞানে তাঁহাকে গর্হণপূর্বক
বৈষ্ণবগণের মধ্যে পদস্পর্শ ভেদেব সম্ভাবনা আছে—এরূপ
মতবাদেব প্রচাৰ করেন এবং তৎফলে নিজ সর্বনাশ
ডাকিয়া আনেন ॥ ১৬০ ॥

নবদীপবাসী মচং, ধনী, দরিদ্র সকলেই এই দম্ভাঘরের
ব্যবহারে ভীত হইল। বন্ধ—কুপণ, দবিত্র ॥১৬৩॥

যাঁহারা ত্রিসঙ্ক্যা মান করেন, তাঁহারা সঙ্ক্যাব পরে গঙ্গা-
স্নান করিতে গেলে জগাই-মাধাইর নিকট আক্রান্ত হইবার
আশঙ্কায় দশ বিশ জন একত্র হইয়া গঙ্গায় স্নান করিতে যান ॥

জগাই-মাধাই দম্ভাঘর নদীয়াগবের নানা স্থানে স্ব-
বৃত্তি চরিতার্থ করিয়া মহাপ্রভুর বাড়ীর ঘাটের নিকট
আজ্ঞা করিল। প্রভুব কীর্তনের ধনির সঙ্গে সঙ্গে
তাঁহাদের মন্যপানের অহুষ্ঠান জাঁকাইয়া লইল। মহাপ্রভুর

দম্ভ্যবয়ব উদ্ধাব বাসনায় নিত্যানন্দেব আগমন, মন্তপগণেব
নিত্যানন্দ-পরিচয় জিজ্ঞাসা, অবধূত-নাম-প্রবণে মাধাইব
ক্রোধ ও প্রভুশিরে মূটকী আঘাত—

একদিন নিত্যানন্দ নগর জমিয়া।

নিশায় আইসে, দৌছে ধরিলেক গিয়া ॥১৭৩॥

‘কেরে কেরে’ বলি’ ডাকে জগাই মাধাই।

নিত্যানন্দ বলেন,—‘প্রভুর বাড়ী যাই ॥’ ১৭৪॥

মন্তের বিক্ষেপে বলে,—‘কিবা নাম তোর।

নিত্যানন্দ বলে,—“‘অবধূত’ নাম মোর ॥” ১৭৫॥

শাল্যভাবে মহামন্ত নিত্যানন্দরায়।

মন্তপের সঙ্গে কথা কহেন মীলায় ॥১৭৬॥

‘উদ্ধারিব দুইজন’—হেন আছে মনে।

অতএব নিশায় আইলা সেই স্থানে ॥১৭৭॥

‘অবধূত’ নাম শুনি’ মাধাই কুপিয়া।

মারিল প্রভুর শিরে মূটকী তুলিয়া ॥১৭৮॥

ফুটিল মূটকী শিরে,—রক্ত পড়ে ধারে।

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু ‘গোবিন্দ’ সঙরে ॥১৭৯॥

মাধাইব কার্যে জগাইর নিবারণ—

দয়া হৈল জগাইর রক্ত দেখি’ মাথে।

আরবার মারিতে ধরিল তার হাতে ॥১৮০॥

“কেনে হেন করিলে নির্দয় তুমি দৃঢ়।

দেশান্তরী মারিয়া কি হৈবা তুমি বড় ? ১৮১॥

এড় এড় অবধূতে, না মারিহ আর।

সন্ন্যাসী মারিয়া কোন্ ভাল বা তোমার ?” ১৮২॥

সহিত সাক্ষাৎ হইলে কৃষ্ণকীর্তন-বাদ্যকে ‘মঙ্গলচণ্ডী’ গান’
মনে করিয়া তাহাদেব ছায় ‘তামস-ভজনেব আছুষ্ঠানিক
সম্পূর্ণতাব পূর্ণাঙ্গসিদ্ধিব প্রাপ্ত কবিল। দম্ভ্যব বলিল,—
মঙ্গলচণ্ডীর গানেব যতপ্রকাব জব্য লাগে, তাহাবা সব
যোগাড় কবিয়া দিবে ॥ ১৬৫-১৭১ ॥

মূটকী—তান্না হাড়ী ॥ ১৭৮ ॥

দেশান্তরী—বিদেশী ব্যক্তি ॥ ১৮১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের মাধাই কর্তৃক আহত হইবার সংবাদ
পাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর তথায় আগমনপূর্বক জ্ঞদর্শন-চক্রকে
আহ্বান করিলেন। জ্ঞদর্শন চক্র দেখিয়া মন্তপগণের

প্রত্যক্ষদর্শী প্রভুসমীপে নিত্যানন্দ সংবাদ জ্ঞাপন, সপার্বদ
মহাপ্রভুব আগমন, চক্র আহ্বান ও দম্ভ্যবয়ব তদর্শন—
আথেব্যথে লোকে গিয়া প্রভুরে কহিলা।

সাক্ষোপাঙ্গে ততক্ষণে ঠাকুর আইলা ॥১৮৩॥

নিত্যানন্দের অঙ্গে সব রক্ত বহে ধারে।

হাসে নিত্যানন্দ সেই দু’য়ের ভিতরে ॥১৮৪॥

রক্ত দেখি’ ক্রোধে প্রভু বাহু নাহি জানে।

‘চক্র, চক্র, চক্র’—প্রভু ডাকে যনে যনে ॥১৮৫॥

আথেব্যথে চক্র আসি’ উপসন্ন হৈলা।

জগাই মাধাই তাহা নয়নে দেখিলা ॥১৮৬॥

ভক্তগণেব শঙ্কা ও নিতাইব প্রভুসমীপে নিবেদন—

প্রমাদ গণিলা সব ভাগবতগণ।

আথেব্যথে নিত্যানন্দ করে নিবেদন ॥১৮৭॥

“মাধাই মারিতে প্রভু রাখিল জগাই।

দৈবে সে পড়িল রক্ত, দুঃখ নাহি পাই ॥১৮৮॥

মোরে ভিক্ষা দেহ’ প্রভু, এ দুই শরীর।

কিছু দুঃখ নাহি মোর,—তুমি হও স্থির ॥” ১৮৯॥

প্রভুব জগাইকে আলিঙ্গন ও কৃপা—

‘জগাই রাখিল’,—হেন বচন শুনিয়া।

জগায়েরে আলিঙ্গিলা প্রভু স্নখী হৈয়া ॥১৯০॥

জগায়েরে বলে,—“কৃষ্ণ কৃপা করু তোরে।

নিত্যানন্দ রাখিয়া কিনিলি তুঞি মোরে ॥১৯১॥

যে অতীষ্ট চিন্তে দেখ,—তাহা তুমি মাগ’।

আজি হৈতে হউ তোর প্রেমভক্তিস্নাত ॥” ১৯২॥

জীতিব সঞ্চাব হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুকে
বলিলেন,—আমার রক্তপাতে বেশী কষ্ট হয় নাই। মাধাই
যখন আমাকে আক্রমণ কবিয়াছিল, জগাই তখন রক্ত
করিয়াছিল; তথাপি দৈবক্রমে রক্তপাত হইয়াছে মাত্র।
উহাদেব কোন দোষ নাই। দম্ভ্যবয়ব শরীবে প্রত্যাঘাত
কবিয়া ফল নাই। আপনি স্থির হউন, তাহাদেব শরীবয়ব
আমাকে ভিক্ষা দি’ন ॥ ১৮৩-১৮৯ ॥

ভক্তবৎসল ভগবান গৌরসুন্দর নিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট
‘মাধাইয়ের আক্রমণ হইতে জগাই রক্ত করিয়াছে’ শুনিয়া
জগাইকে প্রেমালিঙ্গন-পূর্বক বলিলেন,—নিত্যানন্দকে

জগাইর সৌভাগ্যে বৈষ্ণবগণের জয়ধ্বনি ও জগাইর মূৰ্ছা—

জগায়েরে বর শুনি' বৈষ্ণবমণ্ডল ।

‘জয়-জয়’ হরিধ্বনি করিলা সকল ॥১৯৩॥

‘শ্রেম-ভক্তি হউ’ করি’ যখন বলিলা ।

তখনি জগাই শ্রেমে মূৰ্ছিত হইলা ॥১৯৪॥

প্রভুর জগাইকে চতুর্ভূজরূপ প্রদর্শন ও বক্ষে ত্রীচরণ

স্থাপন এবং জগাইর আনন্দ ক্রন্দন—

প্রভু বলে,—“জগাই, উঠিয়া দেখ মোরে ।

সত্য আমি শ্রেম-ভক্তি দান দিল তোরে ॥” ১৯৫॥

চতুর্ভূজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ।

জগাই দেখিল সেই প্রভু বিশ্বস্তর ॥১৯৬॥

দেখিয়া মূৰ্ছিত হঞা পড়িল জগাই ।

বক্ষে ত্রীচরণ দিলা চৈতন্য গোসাঞী ॥১৯৭॥

পাইয়া চরণধন লক্ষ্মীর জীবন ।

ধরিল জগাই—যেন অমূল্য রতন ॥১৯৮॥

চরণে ধরিয়া কাঁদে স্নাকৃতি জগাই ।

এমত অপূর্ব করে গৌরাজ গোসাঞী ॥১৯৯॥

জগাই-মাধাইব চরিত্র—

এক জীব, দুই দেহ—জগাই-মাধাই ।

এক পুণ্য, এক পাপ, বৈসে এক ঠাঞি ॥২০০॥

জগাইর অমুগ্রহ লাভ দর্শনে মাধাইএল চিত্ত পরিবর্তন,

নিত্যানন্দ-চরণ ধারণপূর্বক অমুগ্রহ প্রার্থনা

এবং মহাপ্রভুর উত্তর—

জগাইরে প্রভু যবে অমুগ্রহ কৈল ।

মাধাইর চিত্ত ততক্ষণে ভাল হৈল ॥২০১॥

আথেব্যথে নিত্যানন্দ-বসন এড়িয়া ।

পড়িল চরণ ধরি’ দণ্ডবৎ হৈয়া ॥২০২॥

“তুইকেনে একঠাঞি কৈল প্রভু পাপ ।

অমুগ্রহ কেনে প্রভু কর দুই ভাগ ? ২০৩॥

মোরে অমুগ্রহ কর,—লও তোর নাম ।

আমারে উদ্ধার করিবারে নাহি আন ॥” ২০৪॥

প্রভু বলে,—“তোর জ্ঞান নাহি দেখি মুঞি ।

নিত্যানন্দ-অঙ্গে রক্ত পাড়িলি সে তুঞি ॥” ২০৫॥

মাধাইব রূপা-প্রার্থনা-প্রসঙ্গে প্রভু-সহ

বাদ-প্রতিবাদ—

মাধাই বলয়ে,—“ইহা বলিতে না পার ।

আপনার ধর্ম প্রভু আপনি কেনে ছাড় ? ২০৬॥

বাণে বিক্লিলেক তোমা যে অস্তর-গণে ।

নিজ পদ ভা’ সবারে তবে দিলে কেনে ?” ২০৭॥

প্রভু বলে,—“তাহা হৈতে তোর অপরাধ ।

নিত্যানন্দ-অঙ্গেতে করিলি রক্তপাত ॥২০৮॥

আমা হৈতে এই নিত্যানন্দ-দেহ বড় ।

তোর স্থানে এই সত্য কহিলাম দঢ় ॥” ২০৯॥

“সত্য যদি কহিলা ঠাকুর মোর স্থানে ।

বলহ নিষ্কৃতি মুঞি পাইব কেমনে ? ২১০॥

সর্ব রোগ নাশ’, বৈষ্ণুচূড়ামণি তুমি ।

তুমি রোগ চিকিৎসিলে স্নেহ হই আমি ॥২১১॥

না কর কপট প্রভু, সংসারের নাথ ।

বিদিত হইলা,—আর লুকাইবা কাত ?” ২১২॥

আক্রমণ হইতে রক্ষা কবিত্তে গিয়া তুমি যে কার্য
করিয়াছ, তাহাতে আমি তোমাব নিকট বিক্রীত
হইয়াছি । আমার আশীর্ষানে তুমি রক্ষে শ্রেমভক্তি লাভ
কব ॥ ১৯০-১৯২ ॥

জগাই ও মাধাই উভয়ে একযোগে, কেহ বা কখনও
সংকার্যেব্য ব্যপদেশে অসম্মিবাধন কবে এবং অল্প সময় সেই
আবার পাণে প্রবৃত্ত হইলে অপবে তাহাকে পাপ হইতে
রক্ষা করে । স্মরণ্য উভয়েই হুট । জগাইএর পুণ্ডরাক
দেখিয়া মাধাইএল চিত্ত পরিবর্তিত হইল ॥ ২০০ ॥

মাধাই বলিল,—আমরা উভয়ে একযোগেই পাপকণ্ড
কবিয়াছি । একজনেব প্রতি অমুগ্রহ ও অপরেব প্রতি
নিগ্রহ—এইরূপ দুইপ্রকার বিচার ঠিক নহে ॥ ২০৩ ॥

মহাপ্রভু মাধাইএব বাক্য শুনিয়া নিত্যানন্দেব অঙ্গে
আঘাত কদাম তাহার পবিত্রাণ হইবে না, বলিলেন ।
তদন্তরে মাধাই স্বকলীলা ও দামলীলার কথার আবাহন
করিয়া বলিল,—“পূর্ব পূর্ব অস্তরগণ বিষ্ণু-বিশ্বেশ কবিয়াও
যুক্তিলাভ কবিয়াছে । কিন্তু এক্ষেত্রে আমাদের জ্ঞান
অস্তর পরিজ্ঞান লাভ কবিবে না কেন ?” এতৎপ্রসঙ্গে

নিত্যানন্দ চরণে আশ্রয়-প্রার্থনার্থ মাধাইকে প্রভুর

আদেশ ও মাধাইর তথা করণ—

প্রভু বলে,—“অপরাধ কৈলে তুমি বড়।

নিত্যানন্দচরণ ধরিয়া গিয়া পড় ॥” ২১৩॥

পাইয়া প্রভুর আজ্ঞা মাধাই তখন।

ধরিল অমূল্য ধন নিভাইচরণ ॥২১৪॥

যে চরণ ধরিলে না যাই কছু নাশ।

রেবতী জানেন যেই চরণ প্রকাশ ॥২১৫॥

মাধাইকে কৃপা করিতে মহাবদাচ্ছ মহাপ্রভুর

নিত্যানন্দকে অনুরোধ—

বিশ্বস্তর বলে,—“শুন নিত্যানন্দরায়।

পড়িল চরণে—কৃপা করিতে যুয়ায় ॥২১৬॥

তোমার অন্তেতে যেন কৈল রক্তপাত।

তুমি সে ক্ষমিতে পার—পড়িল তোমাত ॥” ২১৭॥

নিত্যানন্দের নিজ সৌভাগ্য-বিনিময়ে প্রভুস্থানে

মাধাইব জন্ত কৃপাভিক্ষা—

নিত্যানন্দ বলে,—“প্রভু, কি বলিব মুঞি ?

বৃক্ষধারে কৃপা কর—সেহ শক্তি তুঞি ॥২১৮॥

কোন জন্মে থাকে যদি আমার স্মৃতি।

সব দিলু মাধাইরে,—শুনহ নিশ্চিত ॥২১৯॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—“বিষ্ণুবিষেব অপেক্ষা বিষ্ণুসেবক
নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত করা গুরুতব অপরাধ।
ভগবদঙ্গ আক্রমণ করা অপেক্ষা শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি
দোষাত্ম্য করা অধিক অপরাধের কথা ॥ ২০৫-২০৯ ॥

কাত—কাঠাকে, কাঠাব নিকট ॥ ২১২ ॥

“দেবগণের বিপৎকালে তুমি তাহাদিগকে রক্ষা কর—
মানবাধি প্রাণীর সঙ্কট উপস্থিত হইলে তুমি তাহাদিগকে
রক্ষা কর। মানবাধি প্রাণীর ছায় চৈতন্যবিশিষ্ট না
হইলেও উদ্ভিদ-সমূহকে রক্ষা করিবাব শক্তিও তোমার
আছে”—শ্রীমিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর এই কথা
বলিলেন ॥ ২১৮ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বলিলেন,—আমার নিকট মাধাই
অপরাধ করে নাই। আমি জন্মে জন্মে তোমার যাবতীয়
সেবা করিয়াছি, সেই সৌভাগ্যলব্ধ মাধাই দোষাত্ম্য

মোর বড় অপরাধ,—কিছু দায় নাই।

মায়া ছাড়, কৃপা কর,—তোমার মাধাই ॥” ২২০॥

মাধাইকে আলিঙ্গন-দানার্থ মহাপ্রভুর

নিত্যানন্দকে আদেশ—

বিশ্বস্তর বলে,—“যদি কমিলা সকল।

মাধাইরে কোল দেহ, হউক সকল ॥” ২২১॥

নিত্যানন্দের মাধাইকে কৃপা—

প্রভুর আজ্ঞায় কৈল দৃঢ় আলিঙ্গন।

মাধাইর হইল সর্ব বন্ধনমোচন ॥২২২॥

মাধাইর দেহে নিত্যানন্দ প্রবেশিলা।

সর্ব-শক্তি-সম্বিত মাধাই হইলা ॥২২৩॥

জগাই-মাধাইব গোবিনিত্যানন্দ-জুতি, মহাপ্রভুর তাহাদিগকে

উপদেশ ও কৃপা, জগাইমাধাইব তৎকরণে অঙ্গীকার

এবং প্রভুব কৃপা প্রাপ্তিতে আনন্দমূর্ত্তা—

হেনমতে দু’জনেতে পাইল মোচন।

দুই জনে জুতি করে দু’য়ের চরণ ॥২২৪॥

প্রভু বলে,—“তোরা আর না করিস্ পাপ।”

জগাই-মাধাই বলে,—“আর নারে বাপ ॥” ২২৫॥

প্রভু বলে,—“শুন শুন তোরা দুই জন।

সত্য সত্য আমি তোরে করিলাম মোচন ॥২২৬॥

কবিতা তোমার নিকট হইতে প্রাপ্ত হইল। সুতরাং
আমাব নিকট মাধাইএর যে অপরাধ, সকলই তুমি ক্ষমা
করিয়া মাধাইকে নিষ্কপট কৃপা কবিয়াছ। অতএব বিচার-
কাপটারূপ মায়া পবিত্রাণ কবিতা মাধাইকে অর্হেতুকী
কৃপা কর ॥ ২১৯-২২০ ॥

প্রভুব ইচ্ছাক্রমে শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু আক্রমণকারী
মাধাইকে প্রেমালিঙ্গন কবিতা তাহাকে নিজশক্তি সঞ্চাব
করিলেন। নিত্যানন্দ-শক্তিবলে মাধাই সকল সঙ্গুগসম্পন্ন
হইলেন। প্রাপঞ্চিক ভোগপ্রবৃত্তি রহিত হইয়া ভগবানেন
সেবিত্বিকাব লাভরূপ শক্তিবিশিষ্ট হইয়া তাঁহারা পুণ্যলোক
হইলেন ॥ ২২২-২২৩ ॥

ভগবদ্বিষ্মত জনগণ প্রপঞ্চে ভোগের লোভে আচ্ছন্ন
হইয়া নানাবিধ পাপ সঞ্চয় করে। পরম করুণাময় গৌরহরি
দয়াময়কে ভবিষ্যতে পাপ-প্রবৃত্তিতে দ্রত হইতে নিষেধ

কোটি কোটি জন্মে যত আছে পাপ তোর।
আর যদি না করিস,—সব দায় মোর ॥২২৭॥
তো-দৌহার মুখে মুগ্ধ করিব আহ্বার।
তোর দেহে হইবেক মোর অবতার ॥” ২২৮॥
প্রভুর শুনিয়া বাক্য জগাই-মাধাই।
আনন্দে-মুগ্ধিত হই’ পড়িল তথাই ॥২২৯॥
প্রভুর উভয়কে স্বগ্ধে লইয়া কীর্তনে যোগদানেন
অধিকার প্রদান—
মোহ গেল দুই বিপ্র আনন্দ-সাগরে।
বুঝি’ আজ্ঞা করিলেন প্রভু বিশ্বস্তরে ॥২৩০॥

“দুই জনে তুলি’ লহ আমার বাড়ীতে।
কীর্তন করিব দুই জনের সহিতে ॥২৩১॥
ত্রজার তুল’ভ আজি এ দৌহারে দিব।
এ দৌহারে জগতের উত্তম করিব ॥২৩২॥
এ দুই-পরশে যে করিল গজানন।
এ দৌহারে বলিবে সে গজার সমান ॥২৩৩॥
নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা অগুণা নাহি হয়।
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা এই জানিহ নিশ্চয় ॥” ২৩৪॥
জগাই-মাধাই সব বৈষ্ণবে ধরিয়া।
প্রভুর বাড়ীর অভ্যন্তরে গেলা লঞা ॥২৩৫॥

কবিলেন। জগাই-মাধাই প্রভুর আদেশ সর্বতোভাবে
স্বীকার কবিল। আর কখনও পাপ করিবেন না—একপ
প্রতিজ্ঞা কবিলেন ॥ ২২৫ ॥

ভগবৎসেবায় জনগণ জড়ভোগে বিবত হইয়া কৃষ্ণার্থে
অখিলচেষ্টা বিশিষ্ট হন। তখন আব তাঁহাদের সংসারে
পাপ-পুণ্য-লাভের জড় ভোগ-প্রযুক্তি থাকে না। সেই-
কালে ভক্ত আত্মসমর্পণ কবিল। চিদানন্দময় অমৃতভূতিতে
অমৃত ভগবৎসেবাই কবিল। থাকেন। স্বরূপজ্ঞানলব্ধ
জীব মায়-বন্ধন মুক্ত হইয়া তাঁহাদের যাবতীয় অচুষ্ঠান
ভগবৎসেবায় উদ্দেশ্যে বিহিত কবায় তাঁহাদের দান,
ভোজন, নিদ্রা প্রভৃতি সকল কার্যই কৃষ্ণসেবাতৎপর্যাপন
হইয়া বৈকুণ্ঠস্থানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইকালে স্বর্গজীব
কোটি কোটি জন্মে পাপ বিদূষিত হয়। সকল পাপ
এবং সঞ্চিত কুভোগাদি সমস্তই ভগবদ্ভাষায় বিলীন হয়।
মায়ার বিস্ময়পাতিকা ও আবরণবৃত্তি দুর্বল জীব
হবিষমুখতা পবিত্র করিয়া ভক্তের উপর বিক্রম প্রকাশ
করিতে পারে না। আত্মসমর্পিত স্বরূপোপলব্ধ ভক্ত অচিরেই
বিষ্মুক্তি ক্রোড়ে লালিতপালিত হইয়া কোন প্রকাব পাপ-
পুণ্যাদির প্রভাষ দেন না। “সর্বধর্মাম্ পরিত্যজ্য” শ্লোক দ্বারা
কৃষ্ণে এই অভিব্যক্তি জীবকুলের সত্তাপ-নাশক ॥২২৬-২২৭॥

ভূখ্য। “নারায়ণপরো বিদ্বান্ যত্নাং প্রীতমানসঃ।
অশ্রুতি তদ্বরেতাং গত্যন্তঃ ম সংশয়ঃ ॥” “ভক্তস্ত রসনাগ্রেণ
রসমন্ধানি পদ্মজ” অর্থাৎ হরিশরায়ণ সুধী ব্যক্তি প্রসন্ন-
চিত্তে যে অন্ন সেবন করেন, সেই অন্ন ভগবানের বদনপদ্ম-

গত, সন্দেহ নাই। আমি ভক্তের রসনাগ্রে রস আন্বাদন
কবি ॥ (—হঃ ভঃ বিঃ ১০২৬৫-২৬৬) ॥ ২২৮ ॥

জগাই-মাধাই পবিত্র ব্রাহ্মণকূলে জন্মগ্রহণ কবিল।
ব্রাহ্মণকূলেব প্রতিষ্ঠা পবিত্রাঙ্গ-পূর্বক দম্যবৃত্তি লাভ
কবিলেন। এক্ষণে ভগবানের কৃপায় তাঁহাদের
পুনর্জীবন লাভ হইল। প্রাণিক ভোগ-মুচতা অপসাবিত
চণ্ডমায় তাঁহারা সর্বদাতিথেয়-প্রয়োজনরূপ ত্রিতত্ত্বাত্মক
বেদশাস্ত্রে পাবন্য লাভ কবিলেন। তাঁহারা স্বরূপতঃ
গৌড়ীয়-বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎ-সেবায় নিযুক্ত
থাকায় চিদানন্দময় হইলেন। মদনমোহন, গোবিন্দ ও
গোপীনাথ তাঁহাদের একমাত্র অচলীলনীয় বস্তুরূপে প্রতি-
ভাত হওয়ায় যাম্যামোহিত ভাব অপসাবিত হইল ॥ ২৩০ ॥

অহৈতুকী কৃপা-পাবাদ্য গৌরসুন্দর দম্যবৃত্তের সকল
অপরাধ ক্ষমাপন পূর্বক তাঁহাদিগকে হবিকীর্তন শ্রবণ
করাইয়া কীর্তনে যোগদান কবিল। অধিকার দিলেন।
ইহারা জাগতিক-দৃষ্টিতে সমাজ-বিরোধী পামণ্ড ছিলেন।
অত্যন্ত অধমতা হইতে ইহাদিগকে সর্বোত্তম বিষ্ণুসেবা-
ধিকার প্রদত্ত হইল। প্রাণিকুলের পিতামহ ব্রহ্মা
আধিকারিক-বিচারে যে সৌভাগ্যলাভে বঞ্চিত, আজ
তদপেক্ষা অধিক সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া ইহারা সর্বোত্তম
বৈষ্ণবতা লাভ করিলেন। শ্রীগৌরসুন্দরের কৃপা কত বড়,
তাহার ইয়ত্তা নাই। তিনি নিভাঙ্গ অধম, অযোগ্য
জনগণকে নির্হৈতুক দয়াপরবশ হইয়া চিরতরে সর্বোত্তম
করাইতে পারেন ॥ ২৩২ ॥

গৃহ্যার রুদ্ধ করিয়া সপার্বদ মহাপ্রভুর জগাইমাধাইকে

লইয়া উপবেশন ও উভয়ের প্রেমবিকার—

আপ্তগণ সান্তাইলা প্রভুর সহিতে ।

পড়িল কপাট, কারো শক্তি নাহি যাইতে ॥২৩৬॥

বসিল আসিয়া মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।

দুই পাশে শোভে নিত্যানন্দ-গদাধর ॥২৩৭॥

সম্মুখে অর্ধেত বৈসে মহাপাত্ররাজ ।

চারিদিকে বৈসে সব-বৈষ্ণবসমাজ ॥২৩৮॥

পুণ্ডরীক বিভািনধি, প্রভু হরিদাস ।

গুরুড়, রামাই, শ্রীনিবাস, গঙ্গাদাস ॥২৩৯॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত, চন্দ্রশেখর আচার্য ।

এ সব জামেন চৈতন্যের সব কার্য ॥২৪০॥

অনেক মহান্ত আর চৈতন্য বেড়িয়া ।

আমন্দে বসিলা জগাই-মাধাই লইয়া ॥২৪১॥

লোমহর্ষ, মহা-অশ্রু, কল্প সর্ব-গায় ।

জগাই-মাধাই দৌছে গড়াগড়ি যায় ॥২৪২॥

চৈতন্যলীলার বৈশিষ্ট্য ও তদবিধাসীর পরিণাম—

কার শক্তি বুঝিতে চৈতন্য-অস্তিমত ।

দুই দম্ব্য করে দুই মহাভাগবত ॥২৪৩॥

তপস্বী সন্ন্যাসী করে পরম পাষণ্ড ।

এই মত লীলা তান অমৃতের খণ্ড ॥২৪৪॥

ইহাতে বিশ্বাস যার, সেই কৃষ্ণ পায় ।

ইথে যার সন্দেহ, সে অধঃপাতে যায় ॥২৪৫॥

ভক্তা সবস্বতীব কুপায় জগাই-মাধাইএর গৌরবতি—

জগাই-মাধাই দুই জনে স্তুতি করে ।

সবার সহিত শুনে গৌরাক্ষসুন্দরে ॥২৪৬॥

শুভা সরস্বতী দুই জনের জিহ্বায় ।

বসিলা চৈতন্যচন্দ্র-প্রভুর আজায় ॥২৪৭॥

নিত্যানন্দ-চৈতন্যের প্রকাশ একত্র ।

দেখিলেন দুই জনে—যার যেই তত্ত্ব ॥২৪৮॥

এই মতে স্তুতি করে দুই মহাশয় ।

যে স্তুতি শুনিলে কৃষ্ণ-ভক্তি লভ্য হয় ॥২৪৯॥

“জয় জয় মহাপ্রভু জয় বিশ্বস্তর ।

জয় জয় নিত্যানন্দ—বিশ্বস্তর-ধর ॥২৫০॥

জয় জয় নিজ নাম-বিনোদ আচার্য ।

জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যের সর্বকার্য ॥২৫১॥

জয় জয় অগস্ত্য মিশ্রের নন্দন ।

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্যশরণ ॥২৫২॥

দম্ব্যায়ের দর্শন-স্পর্শনে জীবের পাপ-প্রবৃত্তি জাগরুক হয় ; কিন্তু ভগবৎকৃপালব্ধ দম্ব্যয়েব পাপ-দর্শন অথ পাপ-নিবৃত্তিকাবিণী গঙ্গার স্পর্শনেব ছায় পবিত্রতা লাভ করিল ॥ ২৩৩ ॥

বৈষ্ণবগণ দম্ব্যয়কে তাঁহাদের আত্মীয়জ্ঞানে নিজগণে গণনা করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের ভবনে লইয়া গেলেন ॥ ২৩৫ ॥

আপ্তগণ সান্তাইল,—প্রভু নিজ অন্তবঙ্গ জনগণ এবং আত্মসংকৃত দম্ব্যয় প্রভুর গৃহে প্রবেশ করিলেন । তথায় অশ্রের প্রবেশ-নিবারণজন্ত দ্বাবন্ধ হইয়াছিল ॥ ২৩৬ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা অত্যন্ত গভীর ও সাধারণ বিচারে হৃদ্যবেত্ত । বহুজয় ধরিয়া হরিসেবার অমূল্য অগ্রসর হইলেও জীবের যে মহাভাগবত-অধিকার হয় না, তাহা কণমাত্রেরই অনধিকারী দম্ব্যয়েব প্রাপ্যবিষয় হইল । সুতরাং এই শক্তি বিচার করিবার কাহাবও অধিকার নাই ॥ ২৪৩ ॥

ইতরদেবযাজী পাষণ্ডুল নিজ নিজ বাসনার তাড়নায় যে দুর্ভুক্ততাচরণ করিতেছিল, তাহা হইতে মুক্ত হইয়া তাহারা হরিসেবায় নিযুক্ত হইল । এই মধুব লীলা শ্রীগৌর-সুন্দরের জীবকুলকে অমৃত্যাংশ প্রদানেন সমুৎকৃষ্ট আদর্শ ॥ ২৪৪ ॥

যাহারা শ্রীকৃষ্ণের গৌরলীলা বুঝিতে না পারিয়া বিষয়-ভোগে প্রমত্ত হন, তাঁহারা কোনদিনই সেবোন্মুখতা লাভ করিতে পারেন না । সুতরাং তাঁহাদের জড়াভিনিবেশ অনিবার্য এবং নানাবিধ সাংসারিক ক্লেশ তাঁহাদিগকে চাপিয়া বন্ধিয়া নিমগ্নবে অবস্থিত করায় ; আর শ্রীগৌর-ভক্তগণ অন্যায়সে কৃষ্ণসেবা করিতে সমর্থ হন । যাহারা জড়জগতে প্রমুক্ত হইয়া ভোগ-কামনা কবে, তাহারা ভগবৎসেবা অপেক্ষা জড়বিষয়ের প্রভু হইবার জন্তই প্রয়াস করিয়া থাকে, সুতরাং তাহাদের অধঃপতন অনিবার্য । কৃষ্ণসেবোন্মুখতা-লাভই যে একমাত্র পরমার্থ এবং সর্বতো-

জয় জয় শচী-পুত্র করুণার সিদ্ধ ।

জয় জয় নিত্যানন্দ চৈতন্তের বন্ধু ॥২৫৩॥

জয় রাজপণ্ডিতদ্বহিতা প্রাণেশ্বর ।

জয় নিত্যানন্দ রূপাময় কলেবর ॥২৫৪॥

সেই জয় প্রভু—ভূমি যত কর কাজ ।

জয় স্নিত্যানন্দচন্দ্র বৈষ্ণবাহিরাজ ॥২৫৫॥

জয় জয় শঙ্ক-চক্র-গদা-পদ্ম ধর ।

প্রভুর বিগ্রহ—জয় অবধূতবর ॥২৫৬॥

ভাবে আপেক্ষিক প্রয়োজন-লাভেব মধ্যে সর্বোত্তম—এই উপলব্ধি না থাকিলে জীব অমঙ্গল হইতে অধিকতর অমঙ্গলে অবতরণ কবে। জাগতিক ব্রাহ্মী, ধরোষ্টী ও গান্ধী ভাবা এবং শব্দোচ্চৈঃস্বরসমূহে জীব প্রবৃত্ত হইলে নাশার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা শক্তি দ্বারা জড়বিষয়-ভোগে আকৃষ্ট হয়। তখন প্রপঞ্চ স্তম্ভভাবে আত্ম-বিহাবাদিতে তাহাব শব্দা সমুদ্র হইতে থাকে, ইহাই তাহাব অধঃপতনের কাবণ। বহির্গত জীব চিৎসাহিত্য আলোচনায় দিন দিন স্বীয় বৈমুখ্যবৃত্তিতে কচি লাভ কবে। শ্রীশুকপাদপদ্ম হইতে বাহাব বিষদ্রুতিবৃত্তিবিশিষ্ট শব্দ লাভ ঘটে, তাঁহাব প্রকৃতির অতীত নিত্যচৈবলিঙ্গ-বৈচিত্র্যে আগ্রহ বাড়িয়া যায়। তিনি তখন শব্দের অবিষদ্রুতি আশ্রয় করিয়া বিভিন্ন ভোগোপকরণকে শব্দের উদ্ভিষ্ট বিষয় না জানিয়া বিমূহ যে সকল-ইচ্ছিয়েব নিত্যগতি, তাহা বুঝিতে পারেন এবং গুণরূপায় ও তদীয় বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাতে শ্রদ্ধাষিত হন। এইকালে শ্রীরাধা-মদনমোহন-কৃষ্ণজ্ঞান তাঁহাকে জড়ভোগ-বিষয়াসুভূতি হইতে বন্ধাবিধান করেন। অভিষেক কৃষ্ণভক্তি লাভ কবিবাব জ্ঞান শ্রীরাধামদনমোহন তৎকালে শ্রীরাধাগোবিন্দ-মুর্ত্তিতে সপরিপকবিশিষ্ট হইয়া সেবাসুখাধিকার প্রদানের জ্ঞান আবির্ভূত হন এবং তৎকালে জীব গোপীজনবল্লভের রাসস্বলীতে স্বীয় প্রয়োজনসিদ্ধি লাভ করেন। গোবিন্দ-স্বলবেবচরণে শ্রদ্ধার এত মহিমা। গোবিন্বেষী শব্দোচ্চারণকারী এবং শব্দার্থবিপ্লবেব কপটতায় মূঢ়তা লাভ কখনই শ্রদ্ধা-বৃত্তিব বিষয় হওয়া উচিত নয় ॥ ২৪৫ ॥

‘শুদ্ধ সরস্বতী’ শব্দে জীবের শব্দবিষয়ে বিষদ্রুতি-বৃত্তিব সেবাময়ী মূর্তিব অবতারণা। বিদ্যা সরস্বতী জীবকে পুঙ্করাদানী, গান্ধী, ধরোষ্টী ও ব্রাহ্মী ভাষার শব্দসমূহের সহিত শব্দীর ভেদ উৎপন্ন কবায়, তাহাতে তাহার সরস্বতী দেবীকে বিদ্যোপচারে পূজা করিতে গিয়া সরস্বতীপতি

হইতে চাহে; কিন্তু শুদ্ধসরস্বতী পতি ‘নারায়ণ’—এ কথা তাহাদেব উপলব্ধিব বিষয় হয় না। সূতরাং বিদ্যা-সরস্বতীপতি হইবাব চেষ্টা তাহাদেব বাবণ-শিষ্টায়েই পরিণতি ঘটে ॥ ২৪৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিশ্বস্তুরকে দশ প্রকারে সেবা কবিয়া ধাবণ করেন। একজ্ঞ তাঁহাব নাম—‘বিশ্বস্তবধব’। শ্রীনিত্যানন্দ-চবণাশ্রয়-ব্যতীত জীবের বিশ্বস্তুরের কোন ধাবণাই হইতে পাবে না ॥ ২৫০ ॥

“আচার্য্যং মাং বিজ্ঞানীয়ান্নাবয়চ্ছত কহিচিৎ। ন মর্ত্যবুদ্ধ্যাহুযেত সর্বদেবময়ো গুরুঃ ॥” “আপনি আচারি ধর্ম জীবেরে শিখায়।” শ্রীগৌরমুন্দব, শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু এবং শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু—ইহাবা বিমুতব। শ্রীচৈতন্তদেব পবন পবাংপনতব। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—পরাংপনতব এবং শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু—পবতব। শ্রীগৌব-লীলায় ইহাবা সকলেই নিজ আচরণ দ্বাবা নামবিনোদ-লীলার আচার ও প্রচার কবিয়াছেন। বাহাদিগেব নিজাচরণ শ্রীচৈতন্ত-শিক্ষাব অমুকুল হয়, তাঁহাবাই শ্রীনিত্যানন্দের অধিকারী হইবাব জ্ঞান শ্রীনিত্যানন্দ-চবণাশ্রয় করেন। শ্রীনিত্যানন্দ-শ্রীচৈতন্তের বাবতীয় কার্য্যই—নিজ নাম-বিনোদরূপ আচাবে প্রতিষ্ঠিত। শ্রীনিত্যানন্দ-চৈতন্তের সর্বকার্য্যই—আচার্য্য শ্রীঅষ্টৈত প্রভব আচরণে সংশ্লিষ্ট। কেবলাষ্টৈত-বিচারমূখে শ্রীঅষ্টৈতের বাণী নামবিনোদের আচরণ হইতে পৃথক বলিয়াই শ্রীচৈতন্ত-বাণীতে অচিন্ত্য-ভেদান্তদেব সর্বকার্য্যের প্রতিষ্ঠা প্রচারিত হইরাছে। সেই প্রচাবাসুকূলে আচরণ পরিত্যাগ করিয়া ‘আচার্য্যানন্দন’-পরিচয়াকাজ্ঞ জগদীশ, বলরাম, স্বরূপ যে আচার-বহির্ভূত কার্য্য করিরাছেন, তাহা চৈতন্তনিত্যানন্দের সর্ব-কার্য্যের প্রতিকূল-চেষ্টা। কৃষ্ণ ও গোপালের আচরণ—নাম-বিনোদাচার্য্যের তাৎকালিক অমুকরণ মাত্র। শ্রীমদচ্যুতা-চার্য্য শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোবিন্দীর আচরণের অমুকরণ

জয় জয় অষ্টৈতজীবন গৌরচন্দ্র ।

জয় জয় সহস্রবন্দন নিত্যানন্দ ॥২৫৭॥

জয় গদাধর-প্রাণ, মুরারি-ঈশ্বর ।

জয় হরিদাস-বাসুদেব-প্রিয়কর ॥২৫৮॥

পানী উদ্ধারিলে যত নানা অবতারে ।

পরম অকৃত—তাহা ঘোষয়ে সংসারে ॥২৫৯॥

আমা-দুই পাতকীর দেখিয়া উদ্ধার ।

অন্নহ পাইল পূর্ব মহিমা তোমার ॥২৬০॥

কবায় তাঁহাব আচার্য্য সর্বতোভাবে আদৃত । যে সময় নিজ-নাম-বিনোদাচার্য্য শ্রীঅষ্টৈত-প্রভুব আচরণেব বিস্থতি তাঁহাব অচুগত-পরিচায়কাজ-জনগণেব মধ্যে প্রবলতা লাভ কবিয়াছিল, সেই সময়ে শ্রীনিবাসাচার্য্য শ্রীগৌড়ীয়গণেব আচার্য্য-পদবীতে প্রতিষ্ঠিত হন । বিষয়জাতীয় আচার্য্য প্রকাশ্যবতাবগণ আশ্রমজাতীয় আচার্য্যে শ্রীগৌড়-নিত্য-নন্দেব সর্বকর্ষ্য নিহিত কবিয়াছেন । বোধাই প্রদেশে নামদেবাচার্য্য নামকৌমুদীকাব লক্ষ্মীধেবেব বিচাৰাত্মকুলে যে কীৰ্ত্তন প্রচাৰ কবিয়াছিলেন, সেকপ ঐশ্বর্য্যমিশ্র বিষ্ঠালচার্য্য সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ না কবিলেও আচার্য্য শ্রীনিবাসেব নামকীৰ্ত্তনেব সহিত নাম-বসাস্বাদন-লীলা গোড়ীয়-বৈষ্ণব-জগৎ লাভ কবিয়াছিলেন । অচিন্ত্য-ভেদাভেদবিচাৰ আক্রমণ না কবিয়া নিজ-নামবিনোদা-চার্য্যগণেব অমুসবণে নামভজনপ্রচাৰ-লীলা নাম-বিনোদা-চার্য্যগণেব অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচাৰ গ্রহণেব সূচু আদর্শ । যাহাবা নিত্যানন্দ-চৈতন্যেব সর্বকর্ষ্য কবিবাব জন্ত সর্বতোভাবে প্রসিদ্ধ, সেই শুদ্ধভক্তিব স্রোতে শ্রীনাগ-বিনোদেব সর্বকর্ষ্য প্রতিষ্ঠিত হয় ।

‘নিজ-নাম’ শব্দে ‘কৃষ্ণনাম’কেই লক্ষ্য কবে । যে কৃষ্ণ-নাম—নামীব সহিত অশ্রিত—যে কৃষ্ণনামসঙ্কীৰ্ত্তন-প্রচাৰক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব নামসঙ্কীৰ্ত্তনকাবিরূপে কৃষ্ণভজনেব সর্বোৎসাহ-সৌন্দর্য্য প্রকটিত কবিয়াছেন—যে নিত্যানন্দ গোড়ীয়-দিগেব নামাচার্য্য হইয়া নিজ-নাম-বিনোদাচার্য্য শ্রীহরিদাসেব সহিত শ্রীনববীপনগবেব গৃহে গৃহে শ্রীচৈতন্যশিক্ষা প্রচার কবিয়াছিলেন, সেই নিজ-নাম-বিনোদাচার্য্যগণ নিত্যকাল জয়যুক্ত হউন । প্রাচীন-নববীপ-লক্ষ্মীবিশেষ শ্রীগোক্রমদ্বীপে যিনি নিত্যানন্দেব নামহট্ট স্থাপনপূর্বক আচরণ-নৈপুণ্য প্রদর্শন কবিয়াছেন, সেই সকল নিজ-নাম-বিনোদাচার্য্যগণ একাধিকবার জয়যুক্ত হউন । “নদীয়া গোক্রমে নিত্যানন্দ মহাজন । পাতিয়াছে নামহট্ট জীবেব

কাষণ ॥” যে শ্রীগোক্রমে নিত্যানন্দেব নামহট্ট-প্রচাৰেব ফলে বর্তমান গোড়ীয়কৃষ্ণজগতে অপবাধশূন্য নামভজনেব কথা প্রচাৰিত হইয়াছে, সেই ‘নিজনাম’ শব্দে গোণ-নাম-পবিবর্জিত শব্দেব অবিবর্কটিকৃষ্ণ সম্পূর্ণভাবে নিবল হইয়াছে । যে শ্রীনিত্যানন্দেব নামহট্ট-স্থাপন-প্রভাবে শ্রীঅষ্টৈতাদি-ভক্তবৃন্দ নদীয়াব ঘাটে ঘাটে নামানন্দ বিতরণ কবিয়াছিলেন, সেই অচিন্ত্যভেদাভেদ-বেদান্ত-প্রতিপাদ নামভজন-প্রণালীব আচরণশীল জনগণ সর্বতোভাবে জয়-যুক্ত হউন ॥ ২৫১ ॥

শ্রীসনাতন মিশ্র বাজপণ্ডিতবংশে জয়গ্রহণ কবিয়া-ছিলেন । শ্রীশ্রীগোবিন্দ-লেখক জয়দেবপ্রমুখ কবিগণ ‘বাজপণ্ডিত’ বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন । সেই বাজপণ্ডিত-বংশেবই দুহিতৃস্বত্রে শ্রীলক্ষ্মীদেবী শ্রীশ্রীগোবিনাবায়ণ সেবা কবিবাব জন্ত অবতরণ কবিয়াছিলেন । শ্রীগৌড়-নাবায়ণেব ঐশ্বর্য্য হইতে বিপ্রলম্বচেষ্ঠা প্রদর্শন দেখিয়া লক্ষ্মী স্থিৰ থাকিতে পারিলেন না । তিনি ভগবানেব বিপ্রলম্বলীলাব সেবা কবিবাব জন্ত বৈকুণ্ঠেব সমস্ত ঐশ্বর্য্য পবিহাব কবিয়া শ্রীচৈতন্য-লীলাব শ্রীচৈতন্য-সেবায় স্থিৰ বিপ্রলম্বাহুগত্য প্রকটিত কবিয়াছিলেন । শ্রীকৃষ্ণেব গোবলীলায় সন্তোষ-রসেব বিচাৰসমৃদ্ধির জন্ত যে বিপ্রলম্বভূজগ্য জনগণেব পরম বদনীয়, তাহা দেখাইবার জন্তই গোবিন্দদেবের রাজপণ্ডিত দুহিতৃপ্রাণেশ্বর । ঐ লীলা জয়যুক্ত হউন । ব্রাহ্মী, ঋগ্বেদী, সান্ধী, পুষ্করাসানী প্রভৃতি আকরভাষাসমূহ হইতে উথিত বিভিন্ন ভাষাব শব্দসমূহ যে পাণ্ডিত্য বিকাশ কবে সেই পাণ্ডিত্য বিষদকটিকৃষ্ণপ্রকাশে ক্ষীণপ্রভ হইয়া পড়ে । জড়ভোগ-পিপাসা জীবেক অবিজ্ঞানপ্রভ কবিয়া সেবাবিমুখ করায় । কিন্তু শ্রীজয়দেবাদি চিরায়কবিসমূহ অষ্টাধ্যায়ী গীত-গোবিন্দেব প্রারম্ভ-শ্লোকে তাঁহাদের বংশে জাতা শক্তিব শক্তিমন্ত-বিজ্ঞানে ভাবিবিচারেব প্রাকট্য সাধন কবিয়া-ছিলেন ॥ ২৫৪ ॥

অজামিল-উদ্ধারের যত্নক মহত্ব ।
আমার উদ্ধারে সেহো পাইল অক্ষয় ॥২৬১॥
সত্য কহি,—আমি কিছু স্তুতি নাহি করি ।
উচিত্তেই অজামিল মুক্তি-অধিকারী ॥২৬২॥
কোটি ব্রহ্ম বধি' যদি তব নাম লয় ।
সম্মত মোক্ষ-পদ তার—বেদে সত্য কয় ॥২৬৩॥
হেন নাম অজামিল কৈলা উচ্চারণ ।
তেজিও চিত্র নহে অজামিলের মোচন ॥২৬৪॥

বেদ-সত্য স্থাপিতে তোমার অবতার ।
মিথ্যা হয় বেদ তবে, না কৈলে উদ্ধার ॥২৬৫॥
মোরি জোহ কৈলু' প্রিয় শরীরে তোমার ।
তথাপিও আমা-দুই করিলে উদ্ধার ॥২৬৬॥
এবে বুনি' দেখে প্রভু, আপনার মনে ।
কত কোটি অস্তর আমরা দুই জনে ॥২৬৭॥
'নারায়ণ'-নাম শুনি' অজামিলমুখে ।
চারি মহাজন আইলা, সেই জন দেখে ॥২৬৮॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—বৈষ্ণবাধিবাজ । শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ
বিপ্রলম্ববাসাশ্রিত ভগবৎসেবায় সর্বাদা উৎকণ্ঠ । শ্রীনিত্যা-
নন্দপ্রভু সেই কৃষ্ণাঘেষণ-লীলায় কৃষ্ণসেবায় সর্বোৎকৃষ্ট
আদর্শ প্রদর্শন কবিতা ভগবান্ গোবিন্দদেব আধিবাজ্য
লাভ কবিতাছেন । শ্রীনিত্যানন্দ যেকপ কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-
লীলায় শ্রীচৈতন্য-মহাবদাচ্ছেব বিতরণ কবিতাছেন, সেকপ
গৌড়ীমকে আব কেহই রূপা কবেন নাই । তাঁহার রূপায়
শ্রীগদাধর-শ্রীরূপ-সনাতন-স্বরূপ-বননাথাদি ভগবান্ গোব-
িন্দদেব অন্তরঙ্গজনগণেব সেবায় অধিকার লাভ প্রাপকগণত
জীবগণেব সম্ভাবনা আছে—একপ আশার স্ফূৰ্ত্ত কবিতা-
ছেন । যিনি “পাতিয়াছে নামহটু জীবের কারণ”—সেই
বৈষ্ণবাধিবাজ নিত্যানন্দেব নামবিনোদ-কাণ্ডেই আচাৰ্য্যত্ব ।
সেই বস্ত্রব বহুবচনান্ত জয়োৎকর্ষতা হউক ॥ ২৫৫ ॥

তথ্য । “ব্রহ্মহা পিতৃহা গোত্রো মাতৃহাচার্য্যহাধবান্ । ষাঁদঃ
পুত্রশকো বাপি শুধ্যোবনু যন্ত কীর্তনাৎ ॥” (—ভাঃ ৬।১৩৮) ;
“ব্রহ্মহা হেমশাবী বা বাসহা গোত্র এব চ । মুচ্যতে নামমাত্রেণ
প্রসাদাৎ কেশবজাতু ॥” (—পাশ্ব্যোক্তব ৫১ অঃ) ॥ ২৬৩ ॥

জগতে যত প্রকাব অপবাদ হইতে পাবে, সর্বাপেক্ষা
বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণের বিবেচ কবা ও বিমুভক্তি-বহিত কবিতা
ব্রাহ্মণতার সংহার করার তুল্য অপবাদ আব নাই ।
চতুর্দশ-লোকমধ্যে ব্রহ্মজ্ঞের শ্রেষ্ঠতা । সেই ব্রহ্মজ্ঞকুলেব
মধ্যে বিমুভক্তি একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞতাব উপান্ত ফল এবং
বিমুভক্তিপ্রভাবে ভগবৎপ্রেমাই চরম ফলরূপে কথিত
হইয়াছে । ভক্তির বিবেচ করিলে জীবের নামভঞ্নে কচি
হয় না । তখনই ভক্তি বিনা অল্প পণ-গ্রহণেব অমুরাগ
দেখা যায় । উহাই ‘ব্রহ্মবধ’ ; কিন্তু তাদৃশ ব্রহ্মবধ

কবিতাও যদি ভক্তপ্রসাদজ ভাবানুগমনে জীবের নামভঞ্জন-
প্রবৃত্তি উদয় হয়, তাহা হইলে কোটি কোটি ব্রহ্মজ্ঞ-বধেব
অপবাদ হইতে মুক্ত হইয়া নাম-নামীর অভিন্নতা উপলব্ধ
হয় । সেইকালে জীবের শব্দেব অবিদ্বদ্ধকি শুদ্ধ হইয়া
পড়ে । কৃষ্ণনামই—কৃষ্ণ এবং তদ্বিন্ন ইতব-শব্দাদি বিদ্বদ্-
কচিতে প্রকাশ না হওয়া পর্য্যন্ত তাহাদেব ভেদকল্পনা-জ্ঞ
মহা অদম্বল বরণ কবিতা জীব কৃষ্ণবৈমুখ্য-লাভে শব্দসমূহেব
অচ্ছার্প কবিতাব জ্ঞ ব্যস্ত হয় । অচিন্ত্যভেদভেদ-বিচাৰ
শব্দেব অবিদ্বদ্ধকিভূতিব সহিত বিদ্বদ্ধকিভূতিব অববাহা-
বৈষম্য নিবন্ত কবিতা চিন্তা ভোগ্য জগতেব ভেদ নাশ
করে । স্মৃতবাং প্রাপক্ষিক ভোগ-বুদ্ধি হইতে জীবের
পবিত্রাণ-লাভ ঘটে ।

অজামিল নানাপ্রকাব কুভোগে আবদ্ধ ছিল ।
ভগবানেব নামোচ্চারণ-প্রভাবে তাহা হইতে তাহার মুক্তি
হইয়াছিল । সাধাবণ-বিচাবে বৈকুণ্ঠ-নামকে প্রাপক্ষিক
শব্দজ্ঞানে যে অবিচাৰ উপস্থিত হয়, তাহাতে ব্রহ্মবধ
প্রভৃতি বৈকুণ্ঠ-নামেব দ্বাবা অপসাবিত হয় না । কিন্তু
যাহাবা সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনবিশিষ্ট, তাহাবাই বুঝিতে
পাবেন যে, বৈকুণ্ঠ-নামোচ্চারণ-ফলে অজামিলেব মুক্তি
আশ্চর্য্যেব বিষয় নহে ॥ ২৬৪ ॥

আমরা পাপ-পবায়ণ জীব । বৈকুণ্ঠ-নামেব দ্বাবাই
আমাদের উদ্ধারের কথা বেদ-শাস্ত্রে কথিত আছে । সেই
সত্যজ্ঞান স্থাপন করিতেই তোমাব অবতার । তুমি যদি
আমাদিগকে উদ্ধাব না কব, তাহা হইলে বোদ্ধ, জৈন
প্রভৃতি বেদ-বিবোধি-সম্প্রদায় সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন
জ্ঞানকে ‘মিথ্যা’ মনে করিবে ॥ ২৬৫ ॥

আমি দেখিলাম তোমা—রক্ত পাড়ি' অঙ্গে ।
 সাজোপাঙ্গ, অঙ্গ, পারিষদ সব সঙ্গে ॥২৬৯॥
 গোপ্য করি' রাখিছিল। এ সব মহিমা ।
 এবে ব্যস্ত হইল প্রভু, মহিমার সীমা ॥২৭০॥
 এবে সে হইল বেদ—মহাবলবন্ত ।
 এবে সে বড়াঈ করি' গাইব অনন্ত ॥২৭১॥
 এবে সে বিদিত হইল গোপ্য গুণগ্রাম ।
 'নিরাক্ষ-উদ্ধার'—প্রভু, ইহার সে নাম ॥২৭২॥
 যদি বল—কংস-আদি যত দৈত্যগণ ।
 জাহারাও জোহ করি' পাইল মোচন ॥২৭৩॥
 কত লক্ষ্য আছে তথি, দেখ নিজ মনে ।
 নিরন্তর দেখিলেক সে নরেন্দ্রগণে ॥২৭৪॥
 তোমা সনে যুলিলেক ক্ষত্রিয়ের ধর্ম ।
 ভয়ে তোমা নিরবধি চিস্তিলেক মর্মে ॥২৭৫॥
 তথাপি নারিল জোহপাপ এড়াইতে ।
 পড়িল নরেন্দ্র-সব বংশের সহিতে ॥২৭৬॥

তোমাতে দেখিয়া নিজ জীবন ছাড়িল।
 তবে কোন্ মহাজনে তারে পরশিল ॥২৭৭॥
 আমাদের পরশে এবে ভাগবতগণে ।
 ছায়া ছুটি' যেই জন কৈলা গঙ্গাস্নানে ॥২৭৮॥
 সর্বমতে প্রভু, তোর এ মহিমা বড় ।
 কাহারে ভাঙিব ? তবে জামিলেক দড় ॥২৭৯॥
 মহাভক্ত গজরাজ করিল স্তবন ।
 একান্ত শরণ দেখি' করিলা মোচন ॥২৮০॥
 দৈবে সে উপমা নহে অম্বর পুতনা ।
 অঘ-বক-আদি যত কেহ নহে সীমা ॥২৮১॥
 ছাড়িয়া সে দেহ তার। গেল দিব্যগতি ।
 বেদ বিনে তাহা দেখে কাহার শক্তি ? ২৮২॥
 যে করিলা এই দুই পাতকি-শরীরে ।
 সাক্ষাতে দেখিল ইহা সকল সংসারে ॥২৮৩॥
 যতেক করিলা তুমি পাতকি-উদ্ধার ।
 কারো কোনরূপ লক্ষ্য আছে সবাকার ॥২৮৪॥

বেদ-বিবোধী তাক্ষিক-সম্প্রদায়ের বিচার এই যে, তাহা। লৌকিক কর্মফলের উপবে অধিক নির্ভর করে। আমবা দম্ভাবৃত্তি অবলম্বন কবিয়া তোমাকে আক্রমণ কবিয়াছিল। তর্কহত বিচারে আমাদেরকে দণ্ডবিধান কবাই তোমার স্বভাব হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা। প্রতিপক্ষে তুমি আমাদেরকে উদ্ধার করিলে। এই লোকাভীতি জ্ঞান—বেদ-প্রতিপাদ ॥ ২৬৬ ॥

আমাদের দোহ, আব তোমার রূপা—এই দুইটা বিষয় বিবেচনা কবিলে জানিতে পাব। যার যে, তোমার ও আমাদের মধ্যে কত কোটি প্রভেদ ॥ ২৬৭ ॥

অজামিল যে সময় 'নারায়ণ' নাম উচ্চারণ কবিয়া-
 ছিলেন, সেই সময় বৈকুণ্ঠ-চতুষ্টয় তাহা। নিকট
 আগমন করিয়াছিলেন, অজামিল তাহা। দর্শন কবিয়া-
 ছিলেন ॥ ২৬৮ ॥

আমরা বিবেচ্য করিয়া তোমার সঙ্গে আঘাত কবায়
 বস্ত্রপাত হইল। তাহার ফলে আমবা তোমার অঙ্গ,
 উপাঙ্গ, অঙ্গ ও পারিষদ—সকলের পরিচয় পাইলাম।
 'অঙ্গ' শব্দ—নিত্যানন্দ-অঙ্কিত, 'উপাঙ্গ' শব্দ—

শ্রীনাগাদি ভক্তগণ, 'অঙ্গ'—হবিনাগ এবং 'পার্ষদ'—গদাধর,
 দামোদর, স্বরূপ প্রভৃতি। অঙ্গ-বিচারে—'অঙ্গ'—রক্ষণ
 পবন মনোহর, 'উপাঙ্গ' শব্দ—ভূষণ, মহাভাববৈশিষ্ট্য—
 অঙ্গ, সর্গদৈকান্তবাসী—পার্ষদমূহ ॥ ২৬৯ ॥

তোমার প্রভাব ও আচরণে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজন-
 তত্ত্ব পবন পরিপূর্ণ হইল। স্তবং অনন্তদেব এখন
 উচ্চকণ্ঠে বৈদিক সত্য গান কবিতো পাবিবেন ॥ ২৭১ ॥

তোমার গোপনীয় গুণগ্রাম এক্ষণে লোকে প্রকাশিত
 হইল। অহৈতুকী রূপা কবিয়া অযোগ্য জীবের উদ্ধার
 ইহাই জলন্ত দৃষ্টান্ত ॥ ২৭২ ॥

তোমার মনে গুণভাবে কত উদ্বেগ আছে, তাহা
 স্বয়ংকালে বিবোধকারী নৃপতিবল দেখিতে পাইলেন ॥
 (—ভৃগু ১০।৫৩-৫৪ অঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ২৭৪-২৭৬ ॥

যে-সকল ভাগবত আমাদের চায়া স্পর্শ কবিলে গঙ্গাস্নান
 করিয়া পীণ-নির্মুক্ত হইতেন, তাহা। বাই এক্ষণে আমাদেরকে
 স্পর্শ করিতেছেন ॥ ২৭৮ ॥

তথ্য। ক্রিষ্ট পর্বতের দ্রোণীদেশে বর্ষের ঋতুমৎ-
 উদ্ভানে এক পরম মনোহর সরোবর আছে। একদা এক গজ

মিল'কে তারিলা ত্রুদৈত্য দুইজন ।

তোমার কারুণ্য সবে ইহার কারণ ॥” ২৮৫॥

বলিয়া বলিয়া কান্দে জগাই-মাধাই ।

এমত অপূর্ব করে চৈতন্য গোসাঞি ॥২৮৬॥

অপূর্ব-দর্শনে বৈষ্ণবগণেব বিস্ময় ও গৌরব্ততি—

যতেক বৈষ্ণবগণ অপূর্ব দেখিয়া ।

যোড়হাতে স্ততি করে সবে দাণ্ডাইয়া ॥২৮৭॥

“যে স্ততি করিল প্রভু এ দুই মন্তপে ।

তোর কৃপা বিনা ইহা জানে কার বাপে ॥২৮৮॥

তোমার অচিন্ত্য-শক্তি কে বুঝিতে পারে ?

যখন যেক্রপে কৃপা করহ বাহারে ॥” ২৮৯॥

মহাপ্রভুর জগাই-মাধাইকে সেবকরূপে অঙ্গীকার এবং

বৈষ্ণবকৃপাব বৈশিষ্ট্যপ্রদর্শনার্থ বৈষ্ণবগণের

নিকট উভয়ের অল্প কৃপাভিক্ষা—

প্রভু বলে,—“এ দুই মন্তপ নহে আর ।

আজি হৈতে এই দুই সেবক আমার ॥২৯০॥

সবে মিলে অনুগ্রহ কর এ দু'য়েরে ।

জন্মে জন্মে আর যেন আমা না পাসরে ॥২৯১॥

যেক্রপে বাহার ঠাই আছে অপরাধ ।

ক্ষমিয়া এ দুই প্রতি করহ প্রসাদ ॥” ২৯২॥

জগাই-মাধাইব ভক্তগণেব চরণ-ধাবণ

ও ভক্তগণেব আশীর্বাদ—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য জগাই-মাধাই ।

সবার চরণ ধরি' পড়িল। তথাই ॥২৯৩॥

সর্ব-মহাভাগবত কৈল আশীর্বাদ ।

জগাই মাধাই হইল নিরপরাধ ॥২৯৪॥

করিণীগণ সহ তথায় আগমনপূর্বক জলক্ৰীড়ায় মত্ত হইলে
একটা বলবান কুস্তীর গজেন্দ্রেব পাদদেশ আক্রমণ কবে ।
গজেন্দ্রে অব্যাহতিলাভের চেষ্টায় সহস্র বৎসর ঐ কুস্তীরেব
সহিত যুদ্ধ কবিয়াও গ্রাহগ্রাস হইতে মুক্তি লাভ করিতে না
পারিয়া এবং ক্রমশঃ হীনবল ও অনশ্চোপায় হইয়া ইন্দ্রহুম
স্তোত্রে শ্রীহরির স্তব করিতে থাকিলে ওগবান্ হরি তথায়
আবির্ভূত হইয়া চক্রেব ঘাণা নক্রেব বদন ভিন্ন কবিয়া
গজেন্দ্রেকে মুক্তি প্রদান করেন । (—ভাঃ ৮ঃ-৩ অঃ) ॥২৮০॥

মহাপ্রভুব জগাই-মাধাইকে আশাস, নিত্যানন্দরূপার

বৈশিষ্ট্য কীর্তন, উভয়েব পাপগ্রহণ ও তৎসাক্ষ্য-

নিমিত্ত নিজাঙ্গে কৃষ্ণবর্ণ প্রদর্শন,

তদর্শনে অষ্টৈতেন উক্তি—

প্রভু বলে,—“উঠ উঠ জগাই মাধাই ।

হইলা আমার দাস—আর চিন্তা নাই ॥২৯৫॥

তুমি-দুই যত কিছু করিলে শুবন ।

পরম সুসত্য—কিছু না হয় খণ্ডন ॥২৯৬॥

এ শরীরে কভু কারো হেন নাহি হয় ।

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে জানিহ নিশ্চয় ॥২৯৭॥

তো-সবার যত পাপ মুঞি নিম্ন' সব ।

সাক্ষাতে দেখহ তাই, এই অনুভব ॥” ২৯৮॥

দুই জন-শরীরে পাতক নাহি আর ।

ইহা বুঝাইতে হৈলা কালিয়া-আকার ॥২৯৯॥

প্রভু বলে,—“তোমরা আমারে দেখ কেন ?”

অষ্টৈত বলয়ে,—“শ্রীগোকুলচন্দ্র যেন ॥” ৩০০॥

অষ্টৈতাক্তিতে প্রভুর হস্ত ও বৈষ্ণবগণের হরিধ্বনি—

অষ্টৈত-প্রতিভা শুনি' হাসে বিশ্বস্তর ।

‘হরি’ বলি' ধ্বনি করে সব-অনুচর ॥৩০১॥

কৃষ্ণকীর্তনে জগাইমাধাইব পাতকেব বৈষ্ণবনিম্পক-

শরীরে অশ্রম ও উভয়েব পাপমুক্তি—

প্রভু বলে,—“কাল দেখ দুইর পাতকে ।

কীর্তন করহ— সব যাউক নিম্নকে ॥” ৩০২॥

প্রভুবাক্যে সকলেব উল্লাস ও নৃত্যকীর্তন—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য সবার উল্লাস ।

মহানন্দে হইল কীর্তন-পরকাশ ॥৩০৩॥

মহাপ্রভুবলিলেন,—“তাই সকল, জগাই-মাধাইএর যত
পাপ, তাহা সকলই আমি গ্রহণ করিলাম । তোমরা
সকলেই অনুভব করিতে পারিবে ॥” ২৯৮ ॥

জগাই-মাধাইএর সকল পাপ মহাপ্রভুর কলেববে প্রাধ-
করান শরীরে কাল হইয়া গেল । অষ্টৈতপ্রভু বলিলেন,—
“গৌরসুন্দর সাক্ষাৎ শ্রীগোকুলচন্দ্রেব ছায় প্রতিভাত
হইতেছেন ॥” ২৯৯ ॥

কেন—কিরূপ ॥ ৩০১ ॥

নাচে প্রভু বিশ্বস্তর নিত্যানন্দ-সঙ্গে ।
 বেড়িয়া বৈষ্ণব-সব যশঃ গায় রঙ্গে ॥৩০৪॥
 নাচয়ে অশেষত,—যার লাগি' অবতার ।
 যাহার কারণে হৈল জগত-উদ্ধার ॥৩০৫॥
 কীর্তন করয়ে সবে দিয়া করতালি ।
 সবাই করেন নৃত্য হয়ে কুতূহলী ॥৩০৬॥
 প্রভু-প্রতি মহামন্দে কারো নাহি ভয় ।
 প্রভু-সঙ্গে কত লক্ষ তৈলাঠেলি হয় ॥৩০৭॥

জগাই-মাধাই উদ্ধার লীলা দর্শনে শচীমাতা ও

বিষ্ণুপ্রিয়াব আনন্দ—

বধুসঙ্গে দেখে আই ঘরের ভিতরে ।
 বসিয়া ভাসয়ে আই আনন্দ-সাগরে ॥৩০৮॥
 মত্তপন্থয়েব সৌভাগ্যে সকলেব অনিবার্য প্রেমাবেশ—
 সবেই পরমানন্দ দেখিয়া প্রকাশ ।
 কাহারো না ঘুচে কৃষ্ণাবেশের উল্লাস ॥৩০৯॥
 যা'র অঙ্গ পরশিতে রমা ভয় পায় ।
 সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গে মত্তপ নাচয় ॥৩১০॥

বৈষ্ণবনিন্দাবিহীনব চৈতন্যকৃপা স্নাত এবং

বৈষ্ণবনিন্দকের দুর্গতি—

মত্তপেরে উদ্ধারিলা চৈতন্য গোসাঁঞি ।
 বৈষ্ণবনিন্দকে কুন্তীপাকে দিলা ঠাঞি ॥৩১১॥

নিন্দায় না বাড়ে ধর্ম—সবে পাপ লাভ ।
 এতেকে না করে নিন্দা সব মহাভাগ ॥৩১২॥
 দুই দম্য দুই মহাভাগবত করি' ।
 গণের সহিত নাচে গৌরান্দ্র-শ্রীহরি ॥৩১৩॥

মহাপ্রভুর কৃপায় দুই দম্যব মহাভাগবত লাভ ;

প্রভু-পাশে উপবিষ্ট বৈষ্ণবগণের ধূলিধূসরিতা-

বহ্যায়ও আবিলতাশূন্য জ্ঞান—

নৃত্যাবেশে বসিলা ঠাকুর বিশ্বস্তর ।
 বসিলা চৌদিকে বেড়ি' বৈষ্ণব-মণ্ডল ॥৩১৪॥
 সর্ব-অঙ্গে ধূলা চারি-অঙ্গুলি-প্রমাণ ।
 তথাপি সবার অঙ্গ 'নির্মল' গোয়ান ॥৩১৫॥

গৌবস্তুন্দের জগাইমাধাইব দেহ আত্মসাৎ ও

তদুভয় দেখেব অপ্রাকৃতত্ব ধাপন—

পূর্ববৎ হৈলা প্রভু গৌরান্দ্রসুন্দর ।
 হাসিয়া সবারে বলে প্রভু বিশ্বস্তর ॥৩১৬॥
 “এ দু'য়েরে পাণ্ডী-হেন না করিহ মনে ।
 এ-দুয়েরে পাপ মুঞি দহিহুঁ আপনে ॥৩১৭॥
 সর্বদেহে মুঞি করোঁ, বোলোঁ, চলোঁ, খাঙ ।
 তবে দেহপাত, যবে মুঞি চলি যাঙ ॥৩১৮॥
 যেই দেহে অন্ন দুগ্ধে জীব ডাক ছাড়ে ।
 মুঞি বিনা সেই দেহ পুড়িলে না নড়ে ॥৩১৯॥

মহাপ্রভু বলিলেন,—“জগাইমাধাইর পাপ-সমূহ কৃষ্ণবর্ণ
 আকৃতিবিশিষ্ট। তোমরা সকলে হরিকীর্তন কর, তাহা হইলে
 এই পাপ-কালিমা পাতক ও নিন্দকশ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে
 আশ্রয়কবিবে এবং জগাই-মাধাই পাপ-নির্মুক্ত হইবে ॥”৩০২॥

বিষ্ণুপ্রিয়াব সহিত শচীমাতা গৃহ হইতে জগাই-মাধাই-
 উদ্ধাব-লীলা দর্শন কবিলেন। তাহাতে তাঁহারা আনন্দে
 মগ্ন হইলেন ॥ ৩০৮ ॥

ভগবন্তুক্তগণ অগতে কাহাবও নিন্দা করুন না। নিন্দা-
 কারী ‘পাপী’ বা ‘অধার্মিক’ নামে প্রসিদ্ধ। অবজ্ঞমান দোষা-
 রোপের নাম—নিন্দা। যাহারা অবাস্তব উদ্বেগের বশবর্তী
 হইয়া পরজ্ঞেহ-মানসে অপরের প্রশংসা সঙ্ক করিতে না
 পারিয়া অবৈষ্ণবাবে দোষাবোপ করে, তাহাদের দিন-দিনই
 অমঙ্গল ঘটিলে থাকে। অনিন্দনীয় বৈষ্ণবের প্রতি যে ব্যক্তি

বিশেষ করিয়া দোষের আবোপ করে, তাহাকে কুন্তীপাক
 নবকে পতিত হইয়া দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। “সর্ব
 মহাশয়গণ বৈষ্ণব-শরীব” —এই কথা বুঝিতে না পারিয়া
 যে-সকল পাপ-মতি জন অবৈষ্ণবের সহিত বৈষ্ণবের সমজ্ঞান
 করে, তাহাদেরও কোনদিন সুবিধা হয় না। অবৈষ্ণবা-
 চারের নিন্দা ‘সদুপদেশ’-শব্দ-বাচ্য। বিষ্ণুভক্তি ব্যতীত
 জীবের খাবতীয় অগুষ্ঠান—নিন্দাই। বিষ্ণুভক্তির ছলনায়
 পল্লিপঠগণ অনেক সময় নিন্দিত কর্তৃক কবে। সেইগুলি
 পরিহার করিবার উপদেশকে ‘নিন্দা’ বলা যাইবে না ॥৩১২॥

শ্রীগঙ্গাইপ্রভুর চতুর্পার্শ্ব বেষ্ঠন করিয়া যে-সকল বৈষ্ণব
 সর্বদা চারি অঙ্গুলি পরিমাণ ধূলা মাখিয়া রসিয়াছিলেন,
 তাহাদের বহির্দর্শনে মলিনতা দেখা গেলেও তাঁহারা সকলেই
 পূর্ণপ্রজ্ঞ এবং আবিলতাশূন্য পরমজ্ঞানী ॥ ৩১৫-১৬ ॥

ওবে যে জীবের দুঃখ—করে অহঙ্কার ।
 ‘মুক্তি করে’, বন্দে’ বন্দি’ পায় মহা-মার ॥৩২০॥
 এতেকে যতেক কৈল এই দুই জনে ।
 করিলাও আমি, ঘুচাইলাম আপনে ॥৩২১॥
 ইহা আমি’ এ দু’য়েরে সকল বৈষ্ণব ।
 দেখিবা অস্তেদ-দৃষ্টো যেম তুমি-সব ॥৩২২॥
 তজ্জের মুখে ভগবানের আহ্বার—
 শুন এই আত্মা মোর, যে হও আমার ।
 এ দু’য়েরে প্রজ্ঞা করি’ যে দিব আহ্বার ॥৩২৩॥
 অমল্য ত্রিভাণ্ড-মানে যত মধু বৈসে ।
 সে হয় কৃষ্ণের মুখে দিলে প্রেমরসে ॥৩২৪॥
 এ দু’য়ের বট মাত্র দিবে যেই জন ।
 তা’র সে কৃষ্ণের মুখে মধু-সমর্পণ ॥৩২৫॥

দিব্যজ্ঞান লাভ করিলে জীবের ত্রিবিধ অহঙ্কার থাকে না । তখন জীব ভগবৎপাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া মুক্ত হন । “দীক্ষাকালে ভক্ত কবে আত্মসমর্পণ । সেইকালে কৃষ্ণ তারে করে আত্মসম । সেই দেহ করে তাব চিদানন্দময় । অপ্রাকৃত দেহে কৃষ্ণের চরণ ভজয় ॥” শ্রীগৌরসুন্দর জগাই-মাধাইএর দেহ আত্মসাৎ করিয়া যে-সকল আত্মটানিক কার্য্য কবান, বাহ্য কিছু বলান, যেক্রপভাবে আচরণ এবং ভোজন করান, সে সকলই বিষ্ণুসেবার অঙ্গকূলে সাধিত হয় । এইরূপে ভগবৎসেবাসম্বন্ধ করাইয়া সেব্য ভগবান্ সেবকপ্রণেব সহিত পাঞ্চভৌতিক-দেহ প্রপঞ্চে সংরক্ষিত করিয়া চলিয়া যান ॥ ৩১৮ ॥

বদ্ধজীব সামান্ত মাত্র দুঃখ পাইয়া অসহন-ধর্ম্ম-বশে চীৎকার করিতে থাকে । তদেহ হইতে ভগবান্ ও ভক্ত চলিয়া গেলে সেই শরীরটিকে অগ্নি-দগ্ধ করিলেও তাহাতে নিকাশিষ্টানের পরিচয় দেয় না । ভগবান্—অপ্রাকৃত বিভূ-চৈতন্ত, জীব—অপ্রচিৎ পনর্ধ । চেতনের অভাবে চিন্ময়ী সেবা-প্রবৃত্তি না থাকিলে ত্রিবিধ অহঙ্কারের বশবর্তী হইয়া স্বতন্ত্রতা দেখাইতে থাকে । ভগবৎসেবাসম্বন্ধ হইলে এই স্বতন্ত্রতার সূত্র অহুঁতান হয়, কিন্তু ভগবৎসেবা-বিমুখ জনের ত্রিবিধ-অহঙ্কার-চালিত ইন্দ্রিয়গুলি শুভাশুভ কর্ণে প্রবৃত্ত হইয়া নানাবিক অচিরর্ণেরই পরিচয় প্রদান করে ॥ ৩১৯ ॥

নয়মাতৃক-ভ্রাতৃবলহনে তজ্জের পূর্ক্যবহার

বিচাব—দোষাবহ—

এ দুইজনেরে যে করিব পরিহাস ।
 এ দু’য়ের অপরাধে তার সর্বনাশ ॥” ৩২৬॥
 জগাই-মাধাইএর প্রতি বৈষ্ণবগণের বৈষ্ণবোচ্চিতি

সম্মান প্রদর্শন—

শুনিয়া বৈষ্ণবগণ কান্দে মহাপ্রেমে ।
 জগাই-মাধাই-প্রতি করে পরণামে ॥৩২৭॥
 ভক্তগণসহ প্রভুর গজানানার্য্য গমন ও বিবিধ জলজীবা—
 প্রভু বলে,—“শুন সব ভাগবতগণ ।
 চল সবে যাই ভাগীরথীর চরণ ॥” ৩২৮॥
 সর্বগণ-সহিত ঠাকুর বিশ্বস্তর ।
 পড়িলা জাহ্নবী-জলে বনমালাধর ॥৩২৯॥

জীব ভগবৎসম্বন্ধ হইয়া আপনাকে প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত ও প্রাকৃত মনে কবায় ত্রিবিধ অহঙ্কার আসিয়া তাহাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন কবে । তখনই সে ত্রিতাপক্লিষ্ট হইয়া “আমি কষ্টা”, “আমি ভোক্তা” প্রকৃতি অভিমানবিশিষ্ট হয় ॥ ৩২০ ॥

জগাই মাধাইএইরূপ অহঙ্কারে মত্ত হইয়া স্বীয় স্বতন্ত্রতাব অপব্যবহার করিতেছিল । আমি স্বয়ং তাহাদিগের ঐ অমঙ্গল নাশ কবিলাম অর্থাৎ তাহাদিগের স্বাধীন ইচ্ছাব অপব্যবহারজনিত ‘কবিলাম’, ‘বলিলাম’ প্রকৃতি কুবিচাব হইতে মুক্ত করিলাম ॥ ৩২১ ॥

ভগবান্ ভক্তের মুখে আশ্বাদন করেন । ভক্ত অভক্তের ছায় কোন জড়দ্রব্য ভোগ করেন না । তিনি সকল দ্রব্য ভগবানকে ভোগ করাইয়া তদুচ্ছিষ্ট-গ্রহণরূপ সেবা-কার্য্যে সতত নিযুক্ত থাকেন বলিয়া কোন ভগবৎভক্তকে সামান্ত মাত্র খাণ্ড-দ্রব্য দিলে শ্রীকৃষ্ণকে মিষ্টপ্রদানরূপ ফল লাভ ঘটে । এতৎপ্রসঙ্গে এই অধ্যায়ের ২২৮ শ্লোকের গোষ্ঠীয়-ভাষ্য আলোচ্য ॥ ৩২৫ ॥

পূর্ক্য পাপ খিচায় করিয়া যাহারা “নয়মাতৃক-ভ্রাতৃ” অবলম্বন পূর্ক্য জগাই-মাধাইকে পরবর্তী সময়েও পানী জ্ঞান করিবেন, তাহারা উহাদেব চরণে অপরাধী হইয়া নিজ সর্বনাশ আনয়ন করিবেন । “ন প্রাকৃতবসিহ তজ্জজন্য

কীর্তন-আনন্দে বসে ভাগবতগণ ।
 শিশুপ্রায় চঞ্চলচরিত্র সর্বকণ ॥৩৩০॥
 মহাতব্য বৃদ্ধ সব—সেহ শিশুমতি ।
 এই মত হয় বিকৃতকির শকতি ॥৩৩১॥
 গজানান-মহোৎসবে কীর্তনের শেষে ।
 প্রভু-ভৃত্য-বুদ্ধি গেল আনন্দ-আবেশে ॥৩৩২॥
 জল দেয় প্রভু সর্ববৈষ্ণবের গায় ।
 কেহ নাহি পারে—সবে হারিয়া পলায় ॥৩৩৩॥
 জলযুদ্ধ করে প্রভু যার যার সঙ্গে ।
 কতক্ষণ যুদ্ধ করি' সবে দেয় ভঞ্জে ॥৩৩৪॥
 ক্ষণে কেলি অধৈত-গৌরানন্দ-নিত্যানন্দে ।
 ক্ষণে কেলি হরিদাস-শ্রীবাস-মুকুন্দে ॥৩৩৫॥
 শ্রীগর্ভ, শ্রীদামনিব, মুরারি, শ্রীমান্ ।
 পুরুষোত্তম, মুকুন্দ, সজয়, বুদ্ধিমন্তধান ॥৩৩৬॥
 বিভামিধি, গজদাস, জগদীশ নাম ।
 গোপীনাথ, হরিদাস, গুরুড়, শ্রীরাম ॥৩৩৭॥
 গোবিন্দ, শ্রীধর, কৃষ্ণানন্দ, কাশীন্দ্র ।
 জগদানন্দ, গোবিন্দানন্দ, শ্রীশুক্রানন্দ ॥৩৩৮॥
 অমন্ত চৈতন্য-ভৃত্য—কত জানি নাম ।
 বেদব্যাস হৈতে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥৩৩৯॥
 অন্তোন্তে সর্বজন জলকেলি করে ।
 পরানন্দ-রসে কেহ জিনে, কেহ হারে ॥৩৪০॥
 গদাধর-গৌরান্দ্রে মিলিয়া জলকেলি ।
 নিত্যানন্দ-অধৈতে খেলয়ে দৌছে মিলি ॥৩৪১॥

জলক্রীড়াপ্রসঙ্গে অধৈত-নিত্যানন্দেব

শ্রেয়কলহ—

অধৈত-ময়নে নিত্যানন্দ কুতুহলী ।
 নির্ধাতে মারিয়া জল দিল মহাবলী ॥৩৪২॥

ছুই চক্ষু অধৈত মেলিতে নাহি পারে ।
 মহা-ক্রোধাবেশে প্রভু গালাগালি পাড়ে ॥৩৪৩॥
 “নিত্যানন্দ-মস্তপে করিল চক্ষু কাণ ।
 কোথা হৈতে মস্তপের হৈল উপস্থান ॥৩৪৪॥
 শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই ।
 কোথাকার অবধূতে আনি' দিল ঠাঞি ॥৩৪৫॥
 শরীর নন্দন চোরা এত কৰ্ম্ম করে ।
 নিরবধি অবধূত-সংহতি বিহরে ॥৩৪৬॥
 নিত্যানন্দ বলে,—“মুখে নাহি বা'স লাজ ।
 হারিলে আপনে—আর কন্দলে কি কাজ ?” ॥৩৪৭॥
 গৌরচন্দ্র বলে,—“একবারে নাহি আমি ।
 তিনবার হইলে সে হার-জিত মানি ॥৩৪৮॥
 আরবার জলযুদ্ধ অধৈত-নিতাই ।
 কৌতুক লাগিয়া এক-দেহ—ছুই ঠাঞি ॥৩৪৯॥
 ছুইজনে জলযুদ্ধ—কেহ নাহি পারে ।
 এক বার জিনে কেহ, আর বার হারে ॥৩৫০॥
 আরবার নিত্যানন্দ সংজ্ঞম পাইয়া ।
 দিলেন নয়নে জল নির্ঘাত করিয়া ॥৩৫১॥
 অধৈত পাইয়া দুঃখ' বলে,—“মাতালিয়া ।
 সন্ন্যাসী না হয় কতু ব্রাহ্মণ বমিয়া ॥৩৫২॥
 পশ্চিমার ঘরে ঘরে খাইয়াছে ভাত ।
 কুল, জন্ম, জাতি কেহ না জানে কোথা ॥৩৫৩॥
 পিতা, মাতা, গুরু,—নাহি জানি যে কিরূপ ?
 খায়, পরে সকল, বলায় ‘অবধূত’ ॥৩৫৪॥
 নিত্যানন্দ-প্রতি স্তব করে ব্যপদেশে ।
 শুনি' নিত্যানন্দ-প্রভু গণসহ হাসে ॥৩৫৫॥
 “সংহারিমু সকল, মোহার দোষ নাই ।
 এত বলি' ক্রোধে জলে আচার্য্য-গোসাঞি ॥৩৫৬॥

পঞ্চং” এবং “অপি চেৎ শূহুরাচারো” শ্লোকদ্বয় এতৎ-
 প্রসঙ্গে আলাচ্য ॥ ৩২৬ ॥

বনমালাধর—শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীমদ্ব্যংগপ্রভু ॥ ৩২২ ॥

মহাতব্য—পরম শিষ্টাচাব বিশিষ্ট; যেরূপ যোগ্যতা
 সজ্জনসমাজে প্রয়োজনীয়, সেইরূপ গুণবিশিষ্ট; গভ্য,—
 অচঞ্চল ॥ ৩৩১ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের ভৃত্যসংখ্যা—অসংখ্য । শ্রীকৃষ্ণবৈপায়ন
 ব্যাসদেব পুরাণাদি ঐতিহ্য-গ্রন্থে চৈতন্য-ভৃত্যগণের কথা
 লিপিবদ্ধ করিবেন ॥ ৩৩২ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীঅধৈত-প্রভুর চক্ষুদ্বয়ে জলের
 কাপটা মারায় অধৈত-প্রভু প্রণয়কলহ-ছলনায় নিত্যানন্দকে
 ‘মস্তপ’ সন্দোধান করিয়া বলিলেন,—“এই মাতালটা কোথা

আচার্য্যের ক্রোধে হাসে ভাগবতগণ।

ক্রোধে ভব্ব কহে—যেন শুনি' কুবচন ॥৩৫৭॥

হেন রস-কলহের মর্ম্ম না বুঝিয়া।

ভিন্ন-জ্ঞানে নিম্বে, বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥৩৫৮॥

নিত্যানন্দ-গৌরচাঁদ যারে কৃপা করে।

সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য বুঝিবারে পারে ॥৩৫৯॥

সেই কতক্ষণে দুই মহাকুতূহলী।

নিত্যানন্দ-অবৈতে হইল কোলাকুলী ॥৩৬০॥

মহা-মন্ত দুই প্রভু গৌরচন্দ্র রসে।

সকল গঙ্গার মাঝে নিত্যানন্দ ভাসে ॥৩৬১॥

প্রতিবাজে কীর্তনান্তে প্রভুর জলকীড়া, তাহা

দর্শনে মনুষ্যের অসামর্থ—

হেন মতে জলকেলি কীর্তনের শেষে।

প্রতিরাজি সব লঞা করে প্রভু রসে ॥৩৬২॥

এ লীলা দেখিতে মনুষ্যের শক্তি নাই।

সবে দেখে দেবগণ সজোপে তথাই ॥৩৬৩॥

মানান্তে হরিশ্রুতি—

সর্বগণে গৌরচন্দ্র গঙ্গা-স্নান করি'।

কূলে উঠি উচ্চ করি' বলে 'হরি হরি' ॥৩৬৪॥

হইতে আসিল ? এ আশার দৃষ্টিশক্তি রুদ্ধ কবিয়া অন্ধ
কবিয়া দিল ॥ ৩৪৪ ॥

ত্রিনিবাস-পণ্ডিত ত্রীঅবধূত নিত্যানন্দকে আনিয়া
স্থাপন কবিয়াছেন এবং আমাদের সহিত সমানভাবে
মিলিবার যোগ্যতা দিয়াছেন। কিন্তু ইহাব পূর্ব পবিচয়
আমাদের জানা নাই। বংশ-মর্যাদা ও আভিজাত্য-বঞ্চিত
যথেষ্টাচারী অবধূতকে মহাপ্রভুর সহিত সর্বক্ষণ থাকিতে
দেওয়া উচিত নহে ॥ ৩৪৫ ॥

ত্রিনিত্যানন্দ-প্রভু ত্রীঅবৈতকে বলিলেন,—“তুমি জল-
বুড়ে হাবিয়া গিয়াছ, তাহাতে তোমার লজ্জা
হয় না। আবাব উঁচু মুখ করিয়া ঝগড়া করিতে
আসিতেছ ॥” ৩৪৭ ॥

অপতিতভাবে চক্ষে জল প্রক্ষেপ করায় অবৈত-প্রভু
যাতনা পাইয়া বলিলেন,—“মাতাল হইয়া ব্রাহ্মণ বধ করিতে
পারিলেই কি সন্ন্যাসী হওয়া যায় ?” ৩৫২ ॥

প্রভুব সকলকে প্রসাদী মালা-চন্দন প্রদানানন্তর

বিদায় এবং জগাই-মাধাইকে সকলের

নিকট সমর্পণ—

সবারে দিলেন মালা-প্রসাদ-চন্দন।

বিদায় হইলা সবে করিতে ভোজন ॥৩৬৫॥

জগাই-মাধাই সমর্পিল সব-দ্বানে।

আপন গলার মালা দিল দুইজনে ॥৩৬৬॥

গৌবলীলা—নিত্যা—

এ সব লীলার কতু অবধি না হয়।

‘আবির্ভাব’, ‘ভিরোভাব’ মাত্র বেদে কয় ॥৩৬৭॥

মহাপ্রভুর নিজ-গৃহে আগমন ও ভোজন—

গৃহে আসি' প্রভু ধুইলেন শ্রীচরণ।

তুলসীর করিলেন চরণ বন্দন ॥৩৬৮॥

ভোজন করিতে বসিলেন বিশ্বম্ভর।

নৈবেদ্য আনি' মায়ে করিলা গোচর ॥৩৬৯॥

সর্ব-ভাগবতেরে করিয়া নিবেদন।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডমাথ করেন ভোজন ॥৩৭০॥

পরম সন্তোষে মহাপ্রসাদ পাইয়া।

মুখশুদ্ধি করি' দ্বারে বসিলা আসিয়া ॥৩৭১॥

অদেশের অভিমান ঘাহাদের প্রবল, তাহারাই বিদেশি-
গণের প্রতি কুবাক্য বলিয়া থাকে। পূর্বদেশের লোকেরা
পশ্চিমদেশের লোকদিগকে ‘পশ্চিমা’ বলিয়া গর্হণ কবে—
তাহাদের আত্যাংশের হীনতা সম্পাদন কবে। নিত্যানন্দ
কোন কূলে উদ্ভূত, কোন শ্রেণীর ব্যক্তি, তাহা কেহই জানে
না, কোথায় জন্মান, তাহাও নিরূপিত হয় না। সে পশ্চিম-
দেশীয় লোকের বাড়ীতে খাইয়া বেড়ায় ॥ ৩৭৩ ॥

ইহার পিতা-মাতা বা কিরূপ গুরুর শিষ্য, তৎপরচিত্র
নাই, আপনাকে অবধূত বলিয়া প্রদর্শন করে এবং সকলের
নিকট হইতে ভোজনাদি-দান প্রতিগ্রহ করে ॥ ৩৭৪ ॥

অবৈতের উক্তি—ছলমাময়ী। উহা ত্রিনিত্যানন্দের
প্রশংসাজ্ঞাপিকা। ত্রীঅবৈতবাক্য শ্রবণে নিত্যানন্দ প্রভু
ও তদনুগত সকলেই হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭৫ ॥

যে-সকল মূর্খলোক অবৈত-নিত্যানন্দের রসপূর্ণ কলহের
অত্যন্তরে প্রবেশ করিতে না পারিয়া একের সিদ্ধা ও

নধুসঙ্গে দেখে আই ময়ম ভরিয়া ।

মহামন্দলাগরে শরীর ডুবাঁইয়া ॥৩৭২॥

শচীমাতাব ভাগ্য এবং 'আই' শব্দ উচ্চারণের ফল—

আইর ভাগ্যের সীমা কে বলিতে পারে ?

সহস্রবদন-প্রভু যদি শক্তি ধরে ॥৩৭৩॥

প্রাকৃত-শব্দেও যেনা বলিবেক 'আই' ।

'আই'-শব্দ প্রত্যয়েও তার দুঃখ নাই ॥৩৭৪॥

পুত্রের শ্রীমুখ দেখি আই জগন্নাথ ।

নিজ দেহ আই নাহি জানে আছে কোথা ॥৩৭৫॥

বিশ্বস্ত্রের বিশ্রামার্ধ গমন—

বিশ্বস্ত্র চলিলেন করিতে শয়ন ।

তখন বিদায় হয় গুপ্তে দেবগণ ॥৩৭৬॥

দেবগণের অলক্ষ্য গৌরসেবা, প্রভুর তৎসম্বন্ধে

ভক্তগণকে প্রশ্ন ও ভক্তগণের উত্তর—

চতুর্দশ, পঞ্চমুখ-আদি দেবগণ ।

নিতি আসি চৈতন্তের করয়ে সেবন ॥৩৭৭॥

দেখিতে না পায় ইহা কেহ আজ্ঞা বিনে ।

সেই প্রভু-অনুগ্রহে বলে কারো স্থানে ॥৩৭৮॥

কোন দিন বসিয়া থাকয়ে বিশ্বস্ত্র ।

সম্মুখে আইলা মাত্র কোন অনুচর ॥৩৭৯॥

'ওইখানে থাক'—প্রভু বলয়ে আপনে ।

চারি-পাঁচ-মুখ-গুলি লোটায় অঙ্গনে ॥৩৮০॥

পড়িয়া আহুয়ে যত—নাহি লেখাজোখা ।

"তোমরা সবেরে কি এ-গুলি না দেয় দেখা ?"

অপরের বন্দনা করে, তাহারা অনিচারেব জন্ত অলবাস-দাবা-
নলে দগ্ধ হইয়া যায় ॥ ৩৫৮ ॥

'অর্থ্যা' সংস্কৃত শব্দ হইতে চলিত ভাষায় 'আই' শব্দেব
প্রয়োগ । শ্রীগৌরভক্তের জননীকে গাহারী 'আই' বলিবেন,
গাহারীর সকল হৃৎপের যোচন হইবে ॥ ৩৭৪ ॥

শ্রীগৌরভক্তের শ্রীমুখ-দর্শনে জননী শচীদেবী আশ্বহাবা
হইয়াছিলেন । তগবদ্বাক্ত-সৌন্দর্য্যে বিমূঢ়া হইয়া আপনার
জননীবোধ ও পুত্র-বাৎসল্য পর্যন্ত বিস্মৃত হইয়া পড়িয়া-
ছিলেন ॥ ৩৭৫ ॥

করযোড় করি' বলে সব ভক্তগণ ।

"ত্রিভুবনে করে প্রভু তোমার সেবন ॥৩৮২॥

আমরা-সবার কোন্ শক্তি দেখিবার ?

বিনে প্রভু, তুমি দিলে দৃষ্টি অধিকার ॥" ৩৮৩॥

এ সব অদ্ভুত চৈতন্তের গুণকথা ।

সর্ব সিদ্ধি হয়,—ইহা শুনিলে সর্বথা ॥৩৮৪॥

ইহাতে সন্দেহ কিছু না ভাবিহ মনে ।

অজ-ভব নিতি আইসে গৌরাজের স্থানে ॥৩৮৫॥

প্রভুব বৈষ্ণবাপরাধী ব্যতীত সকলকে উদ্ধাব—

হেনমতে জগাই মাধাই পরিজ্ঞান ।

করিলা শ্রীগৌরচন্দ্র জগতের প্রাণ ॥৩৮৬॥

সবার করিব গৌরচন্দ্র সে উদ্ধার ।

ব্যতিরিক্ত বৈষ্ণবমিন্দক দুরাচার ॥ ৩৮৭॥

বৈষ্ণবাপরাধের পরিণাম—

শূলপাণিসম যদি ভক্তমিন্দা করে ।

ভাগবত প্রমাণ—ভাষািহ শীঘ্র মরে ॥৩৮৮॥

তথাহি (ভাগবত ৫।১০।২৫)—

মহাধিমানাং সন্তোষাচ্চি মাদৃক্ ।

নজ্যাত্যদ্যাদপি শূলপাণিঃ ॥ ৩৮৯ ॥

হেন বৈষ্ণব নিন্দে যদি সর্বজ হই' ।

সে জনের অধঃপাত—সর্ব শাস্ত্রে কই ॥৩৯০॥

সর্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত যে কৃষ্ণের নাম ।

বৈষ্ণবাপরাধে সেহ না মিলয়ে ত্রাণ ॥৩৯১॥

পদ্মপুরাণের এই পরম বচন ।

প্রেমভক্তি হয়, ইহা করিলে পালন ॥৩৯২॥

লেখাজোখা—সংখ্যা ও পরিমাণ ॥ ৩৮২ ॥

অর্থঃ । (ভরতঃ প্রতি রহগণত উক্তিঃ) স্বকৃতাং হি
মহাধিমানাং (মহতাং তগবত্কৃতাং বিমানাং অনানরাং)
মাদৃক্ (মাদৃশঃ জনঃ) শূলপাণিঃ (রজ ইব অভিসমর্থঃ)
অপি অদূরাং (ক্ষিপ্ৰং) নজতি (বিনজ্যতি) ॥ ৩৮৯ ॥
অনুবাদ । (ভরতের প্রতি রহগণের উক্তি)
মহতের অবমাননা করায় সেই স্বকৃত অবমাননাকলে মাদৃশ
ব্যক্তি শূলপাণির দ্বারা বিশেষ সমর্থ পুরুষ হইলেও
অচিরেই বিনষ্ট হইবে, সন্দেহ নাই ॥ ৩৮৯ ॥

তথাহি (পদ্মপুরাণে ব্রহ্মখণ্ডে)—

সত্যং নিন্দা নামঃ পবনমপবাধং বিতল্পতে ।

যতঃ শ্রুতিং যাতং কথয়সহতে তদ্বিগরিহাম্ ॥ ৩২৩ ॥

অগাই-মাধাই-উদ্ধাব-আখ্যায়িকাব ফলশ্রুতি—

যেই শুনে এই মহা-দম্ভের উদ্ধার ।

ভারে উদ্ধারিব গৌরচন্দ্র-অবতার ॥ ৩২৪ ॥

প্রহকার-কর্তৃক গৌরচন্দ্রের অয়গান এবং সন্নিদে

রূপা প্রার্থনা—

ব্রহ্মদৈত্যভারণ গৌরাজ জয় জয় ।

করুণাসাগর প্রভু পরম সদয় ॥ ৩২৫ ॥

সহস্র করুণাসিদ্ধি মহা-রূপাময় ।

দোষ নাহি দেখে প্রভু—শুণমাত্র লয় ॥ ৩২৬ ॥

হেম-প্রভু-বিরহে যে পাগি-প্রাণ রহে ।

সবে পরমায়ু-শুণ,—আর কিছু নহে ॥ ৩২৭ ॥

তথাপিহ এই রূপা কর মহাশয় ।

প্রবন্ধে বদনে যেম ভোর যশ লয় ॥ ৩২৮ ॥

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাজচন্দ্র ।

যথা বৈসে তথা যেম হও অনুচর ॥ ৩২৯ ॥

চৈতন্য-কথার আদি অন্ত্য নাহি জানি ।

যেতে-মতে চৈতন্যের যশঃ সে বাখানি ॥ ৩৩০ ॥

গণ-সহ প্রভু-পাদপদ্মে নমস্কার ।

ইথে অপরাধ কিছু মহক আমার ॥ ৩৩১ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জাম ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গাম ॥ ৩৩২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে অগাই-মাধাই-উদ্ধাব-
বর্ণনং নাম ত্রয়োদশোহধ্যায়ঃ ॥

সর্কসিদ্ধি লাভ করিয়াও যদি কেহ বৈষ্ণবের গর্হণ
করে, তাহা হইলে সে নিশ্চয়ই অধঃপতিত হয় । ইহা
সর্কশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ॥ ৩২০ ॥

ভাস্কর । স্মৃতি-কথিত সকলপ্রকার প্রায়শ্চিত্ত অপেক্ষা
শ্রীনাথের পাপ-নির্ববগী-শক্তি প্রবলা ; কিন্তু সেইরূপ নাম-
গ্রহণকারীও হবিজনের নিকট অপরাধী হইলে তাহার কখনই
পরিজ্ঞান হয় না । নামাপরাধের মধ্যে সাধুনিন্দাই আদি
অপরাধ । নামাপরাধ হইলে নামভাস ও নামগ্রহণের
ফলপ্রাপ্তি কখনই সম্ভবপর নহে ॥ ৩২১ ॥

অর্থ । (সত্যং সাধুনাং ভাগবতানামিত্যর্থঃ)
নিন্দা নামঃ (সকাশাৎ) পরমং (প্রধানং) অপবাধং
(নামাপরাধং) বিতল্পতে (বিস্তারয়তি) যতঃ (যেভ্যঃ
সম্ব্যঃ 'নাম') শ্রুতিং (লোকে প্রসিদ্ধিং) যাতং (প্রাপ্তং)
উ (খেদে, নাম তেবাং) বিগরিহাম্ (বিগর্হাং নিন্দাং,
ইকারাগমশ্চলোহ্মরোধাৎ) কথং সহতে (অপি তু সোঢুং ন
শক্যাদেব) ॥ ৩২৩ ॥

অনুবাদ । সজ্জনগণের নিন্দা শ্রীনাথের নিকট প্রধান
অপরাধ বিস্তার করিয়া থাকে । হায় ! 'নাম' (শ্রীনাথ-

প্রভু) বাহাদিগের নিকট হইতে ইহলোকে প্রসিদ্ধি লাভ
করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিন্দা তিনি কেমন করিয়া
সম্ব কবিবেন ? (অর্থাৎ কখনই সম্ব কবিতে পারেন না ;
পরন্তু ঐ নামাপরাধীর বিষয় সর্কশাস্ত্র আনয়ন করিয়া
থাকেন) ॥ ৩২০ ॥

শ্রীমদ্বহুপ্রভু অগাই-মাধাই উদ্ধাব করায় 'ব্রহ্মদৈত্য-
ভারণ' নামে অভিহিত হইয়াছিলেন । অগাই-মাধাই
বিপ্রকূলে উদ্ভূত হইলেও ভগবদ্বিমুখতাক্রমে 'দৈত্য'
সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত হন ॥ ৩২১ ॥

মহাপ্রভু—পবন করুণাময় অদোষদর্শী । তিনি কাহারও
সামান্যমাত্র অপরাধ গ্রহণ করেন না । এরূপ মহাপ্রভুর
শ্রীচরণ সেবা-বর্জিত হইয়া যে পাগী নিজের প্রাণরক্ষা করে,
তাহার জীবনই বৃথা ; প্রোক্ত-কর্মকলে বাঁচিয়া থাকামাত্র
সম্ভব হয় । কিন্তু সে রূপ বাঁচিয়া থাকা কখনই আদরীয়
নহে ॥ ৩২২ ॥

আমার শ্রীকৃষ্ণদেবের, সেবাযত্ন—শ্রীমদ্বহুপ্রভু । আমি
যেন অয়ে অয়ে তাঁহাদের তৃত্য হইতে পারি—ইহাই
আমার অভিলাষ ॥ ৩২৩ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষে ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

চতুর্দশ অধ্যায়

চতুর্দশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ব্রহ্ম-শিবাদি দেব-বৃন্দেব প্রত্যহ ত্রিচৈতন্য-দেবা এবং জগাই মাধাই উদ্ধাব-দর্শনে বিষয়, যমবাজ-কর্তৃক চিত্রগুপ্তের নিকট উভয়েব পাপেব পরিমাণ ও উপশম-বিষয়ক প্রশ্ন, যমবাজেব বিষয় ও মূর্ছা, অজ-ভবাদি কর্তৃক তৎকর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্তন, যমদেবেব চৈতন্য-প্রাপ্তি ও তৎসহ দেবগণেব আনন্দ-কীর্তন-নর্তন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

ব্রহ্ম-শিবাদি দেবগণ প্রত্যহ মহাপ্রভুব নিকট আগমন-পূর্বক সাধাবণেব অগোচরে তাঁহাব বিবিধ সেবা ও প্রভুব দৈনন্দিন সমস্ত লীলা দর্শন কবিতা গৃহে প্রত্যাগমন করেন। মহাপাতকিয়েরেব উদ্ধাব দর্শনে দেবগণ মহাপ্রভুব অপাব মহিমা উপলব্ধি কবিতা বিস্তৃত হইলেন এবং গৌরমুন্দেবের কৃপায় নিজেদেবও উদ্ধাবেব আশা হৃদয়ে পোষণ কবিতা বিশেষ আনন্দ অমুভব কবিতা লাগিলেন। জগাই-মাধাইএব পাপেব পরিমাণ কিরূপ ছিল এবং কিরূপেই বা তাহা সম্পূর্ণরূপে দূরীভূত হইল, যমবাজ তাহা চিত্রগুপ্তকে জিজ্ঞাসা করিলে তদুত্তরে চিত্রগুপ্ত বলিলেন যে, উহাবা দুইজন এত অধিক পাপ করিয়াছে যে, এক লক্ষ কায়স্থ একমাস ব্যাপিয়া পাঠ করিলে এবং যমবাজ লক্ষ কর্ণে শ্রবণ করিলেও তাহাব অন্ত পাওয়া যায় না। নিরন্তর হেমকিরণিয়া।


গৌরামুন্দেব তনু প্রেমভরে স্তল ডগমগিয়া।

নাচত ভালি গৌরাজ রজিয়া ॥ ৫৫ ॥ ১১ ॥

চতুর্দশাদি-দেবগণেব চৈতন্যসেবা এবং ত্রিচৈতন্যকৃপা

ব্যতীত তদর্শনে অন্তের অসামর্থ্য—

চতুর্দশ পঞ্চমুখ আদি দেবগণ।

মিতি আসি চৈতন্যের করয়ে সেবন 

দ্রুতমুখে উহাদেব পাপেব বার্তা শ্রবণে কায়স্থগণ তাহা নিষিতে প্রমাদ জ্ঞান করে। উহারা অপবিসীম পাপেব শাস্তিজনিত যন্ত্রণা কিরূপে সহ্য করিবে, তদ্বিষয়ে চিন্তা কবিতা তাঁহাবাও বিশেষ দুঃখামুভব কবিতাছেন। কিন্তু মহাপ্রভুব অপাব করণায় তিলমাত্র সময়ের মধ্যে উহাদের সমুদয় পাপ দূরীভূত হইয়াছে।

চিত্রগুপ্তমুখে জগাই-মাধাই উদ্ধাব-বৃত্তান্ত শ্রবণ-পূর্বক যমবাজ কৃষ্ণপ্রোমে বণোপবি মূর্ছিত হইয়া পড়িলে চিত্র-গুপ্তাদি তদীয় অমুগত জনগণ তাঁহাকে ধরিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অজ-ভব-নাবাদি দেবমুনিবৃন্দ অমুদয়ের উদ্ধাব-বৃত্তান্ত ও মহাপ্রভুব অসীম দয়ার বিষয় কীর্তন করিতে কবিতা গমনকালে পশ্চিমধ্যে যমবাজকে রথোপরি অচৈতন্যবস্থায় দেখিতে পাইয়া তাহাব কাবণজিজ্ঞাসু হইলে চিত্রগুপ্ত তাঁহাদেব নিকট সমুদয় বৃত্তান্ত বর্ণন করিলেন। দেববৃন্দ যমবাজেব কৃষ্ণপ্রোমাবেশ বুঝিতে পারিয়া তদীয় কর্ণমূলে কৃষ্ণকীর্তন কবিতা থাকিলে হৃদ্যানন্দন চৈতন্যপ্রাপ্ত হইলেন। তদনন্তর যমবাজ ও দেবগণ মিলিত হইয়া প্রেমামন্দে জগাই-মাধাইএব উদ্ধাব ও মহাপ্রভুব অপাব মহিমা-কীর্তন-মুখে নৃত্য-গীত-কোলাহল কবিতা করিতে মহাপ্রভুব নিকট জগাই-মাধাইএব ত্রায় নিজ নিজ উদ্ধাব প্রার্থনা করিতে লাগিলেন।

আজ্ঞা বিনা কেহ ইহা দেখিতে না পারে।

তাঁরা পুনি ঠাকুরের সবে সেবা করে ॥৩॥

জগাই মাধাইএব উদ্ধাব-দর্শনান্তে দেবগণেব

চৈতন্যলীলা আলোচনা পূর্বক

বহানে যাত্রা—

সর্বদিন দেখে প্রভু যত লীলা করে।

শয়ন করিলে প্রভু সবে চলে ঘরে ॥৪॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

চতুর্দশ—ব্রহ্ম। পঞ্চমুখ—শিব। মিতি—মিত্য,
সর্বদা ॥ ২ ॥

ত্রিচৈতন্যদেব—অধোক্ষজ বস্তু। অধোক্ষজ শরীরে ব্রহ্ম-শিবাদি দেবগণ যেরূপভাবে চৈতন্যদেবেব সেবা করেন,

জ্ঞানদৈত্য-দু'য়ের সে দেখিয়া উদ্ধার ।
আনন্দে চলিলা তাই করিয়া বিচার ॥৫৫॥
“এমত কারণ্য আছে চৈতন্যের ঘরে ।
এমত জনেরে প্রভু করে উদ্ধারে ॥৬৥
আজি বড় চিন্তে প্রভু দিলেন ভরসা ।
‘অবশ্য পাইব পার,’ ধরিলাম আশা ॥” ৭৥
এই মত অগ্ৰোক্তে করি' সংকথন ।
মহানন্দে চলিলা সকল দেবগণ ॥৮॥
ধর্মরাজ যমেব জগাই মাধাই উদ্ধাব-লীলা দর্শন,
চিত্রগুপ্তের নিকট তদ্বিষয়ক প্রশ্ন এবং

চিত্রগুপ্তেব উত্তর—

প্রভুহ্মানে নিত্য আইসে যম ধর্মরাজ ।
আপনে দেখিল প্রভু চৈতন্যের কাজ ॥৯॥
চিত্রগুপ্ত-হ্মানে জিজ্ঞাসয়ে প্রভু যম ।
“কিবা এ দু'য়ের পাপ, কিবা উপশম” ॥১০॥
চিত্রগুপ্ত বলে,—“শুন ধর্ম যমরাজ ।
এ বিকল পরিশ্রমে আর কিবা কাজ ? ১১॥
লক্ষেক কায়স্থ যদি এক মাস পড়ি ।
তথাপি পাইতে অন্ত শীত্র নহে বড়ি ॥১২॥
তুমি যদি শুন লক্ষ করিয়া শ্রবণ ।
তথাপিহ শ্রুনিবারে তুমি সে ভাজন ॥১৩॥
এ-দু'য়ের পাপ নিরন্তর দূতে কহে ।
লিখিতে কায়স্থ-সব উৎপাত গণয়ে ॥১৪॥

এ-দু'য়ের পাপ যত কহে অনুক্ষণ ।
তাহা‘স্মাগি’ দূত কত খাইল মারণ ॥” ১৫॥
দূত বলে,—“পাপ করে সেই দুই জনে ।
লেখাইতে তার মোর, মোরে মার কেনে ॥১৬॥
না লিখিলে হয় শাস্তি, হেন লাগি’ লিখি ।
পর্কতপ্রমাণ গড়া আছে তার সাক্ষী ॥১৭॥
আমরাও কান্দিয়াছি ও-দুই লাগিয়া ।
কেমতে বা এ যাতনা সহিব আসিয়া ॥১৮॥
তিল মাত্রে মহাপ্রভু সব কৈলা দূর ।
এবে আজ্ঞা কর গড়া ডুবাই প্রচুর” ॥১৯॥
অলৌকিক গৌর-মহিমা-দর্শনে ভাগবতধর্মবেত্তা

যমরাজেব বিষয় ও মূর্চ্ছা—

কতু নাহি দেখে যম এমত মহিমা ।
পাতকী-উদ্ধার যত এই তার সীমা ॥২০॥
চিত্রগুপ্ত-আদি যমভূতগণের জন্মন—
স্বভাব বৈকল্য যম—মুর্চ্ছিমন্ত ধর্ম ।
ভাগবত-ধর্মের জানয়ে সব মর্ম ॥২১॥
যখন শুনিল চিত্রগুপ্তের বচন ।
কৃষ্ণাবেশে দেহ পাগরিলা ততক্ষণ ॥২২॥
পড়িলা মুচ্ছিত হৈয়া রথের উপরে ।
কোথাও নাহিক ধাতু সকল শরীরে ॥২৩॥
আথেব্যথে চিত্রগুপ্ত আদি যত গণ ।
ধরিয়া লাগিলা সবে করিতে ক্রন্দন ॥২৪॥

শ্রীচৈতন্যদেবের অনুকম্পা ব্যতীত তাহার দর্শনে কাহাবও
যোগ্যতা লাভ বটে না ।

পুনি—(পুনঃ-শব্দজ, প্রাঃ বাং পড়ে) পুনর্কাব,
আবাব ॥ ৩ ॥

পাপ-পুণ্যের পূর্বদাব ও তিবন্ধার-দাতা-দেবতা ধর্মরাজ
যম । তাঁহার চতুর্দশ জন । চিত্রগুপ্ত তাঁহাদের মধ্যে
প্রধান লেখক । কায়স্থগণ চিত্রগুপ্তের বংশধর বলিয়া
মানবের পাপ-পুণ্যের গণনা কবিয়া লিপিবদ্ধ করেন ।
একমাস ধরিয়া একলক্ষ স্মারনবীশ কায়স্থ যদি এই দুই
পাপিষ্ঠের পাপের তালিকা করেন, তাহা হইলেও সমুদয়
পাপ লিপিবদ্ধ করা সম্ভব হয় না, পাপ বৃদ্ধি হয় ॥ ১২ ॥

এই পাপিষ্ঠদ্বয়ের পর্কতপ্রমাণ ‘গঠন’—পাপের সাক্ষী ।
দূতগণ বলিলেন,—মহাপ্রভু যখন অতি অল্প সময়ের মধ্যেই
ইহাদের পাপ বিদূরিত করিলেন, তখন চিত্রগুপ্ত আজ্ঞা
করিলে ঐ পর্কতপ্রমাণ পাপ অতল জলধিতে ডুবাইয়া
দিতে পারা যায় ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব এ যাবৎ যাবতীয় পাতকী উদ্ধার
করিয়াছেন—ইহারা দুই জনই তাহার অবশি অর্থাৎ
শ্রীগৌরমুন্দর একরূপভাবে দয়াপরবশ হইয়া এতদিন
কাহাকেও উদ্ধার করেন নাই ॥ ২০ ॥

ভাগবতধর্মবেত্তা যমরাজ—বাদ্য মহাজনের অন্ততম ।
“যমদূর্নারদঃ শঙ্কুঃ কুমারঃ কপিলো যমুঃ । প্রহ্লাদো জনকে।

দেবগণের পাতকীভারগ-মহিমা-কীৰ্ত্তন ও স্থানে যাত্রা—

সৰ্ব-দেব রথে যাম কীৰ্ত্তন করিয়া।

রহিল যমের রথ শৌকাকুল হইয়া ॥২৫॥

দুই ত্রজ-অনুরের মোচন দেখিয়া।

সেই গুণ-কৰ্ম সবে চলিলা গাইয়া ॥২৬॥

শঙ্কর, বিরিকি, শেষ-আদি দেবগণ।

নারদাদি গায় সেই দু'য়ের মোচন ॥২৭॥

কাহারও কাহারও অলৌকিক অভূতপূর্ব অমন্দোদয়

গৌরাকরণ্য দর্শনে ক্রন্দন—

কেহ কেহ না জানয়ে আমন্দ-কীৰ্ত্তন।

কাকরণ্য দেখিয়া কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥২৮॥

যমরাজকে অট্টেতন্ত-দর্শনে দেবগণের স্ব-স্ব-রথ স্থগিত

করণ ও যমকর্ণে কৃষ্ণকীৰ্ত্তন—

রহিয়াছে যম রথে, দেখে দেবগণে।

রহিল সকল রথ যম-রথ স্থানে ॥২৯॥

শেষ, অজ, ভব, নারদাদি খবিগণে।

দেখে পড়ি' আছে যমদেব অচেতনে ॥৩০॥

বিস্মিত হইলা সবে না জানি' কারণ।

চিত্তগুপ্ত কহিলেন সব বিবরণ ॥৩১॥

'কৃষ্ণাবেশ'-হেম জানি' অজ পঞ্চানন।

কর্ণধূলে সবে মিলি' করয়ে কীৰ্ত্তন ॥৩২॥

দেবসংকীৰ্ত্তন-শ্রবণে যমরাজের ভগবৎপ্রেমে নৃত্য—

উঠিলেন যমদেব কীৰ্ত্তন শুনিয়া।

চৈতন্ত পাইয়া নাচে মহা মত্ত হৈয়া ॥৩৩॥

উঠিল পরমানন্দ দেব-সকীৰ্ত্তন।

কৃষ্ণের আবেশে নাচে সূর্য্যের নন্দন ॥৩৪॥

যমনৃত্য দর্শনে দেবগণেরও নৃত্য কীৰ্ত্তন—

যম-নৃত্য দেখি' নাচে সৰ্ব-দেবগণ।

নারদাদি সঙ্গে নাচে অজ-পঞ্চানন ॥৩৫॥

দেবগণ নৃত্য শুন সাবধান হইয়া।

অতি গুহ—বেদে ব্যক্ত করিবেন ইহা ॥৩৬॥

শ্রীরাগঃ

নাচই ধর্মরাজ, ছাড়িয়া সকল লাজ,

কৃষ্ণাবেশে না জানে আপনা।

সঙরিয়া শ্রীচৈতন্ত, বলে,—“অতি ধন্য ধন্য,

পতিতপাবন ধন্যবান” ॥৩৭॥

ছকার গরজন, মহা-পুলকিত প্রেম,

যমের ভাবের অন্ত নাই।

বিহ্বল হইয়া যম, করে বহু ক্রন্দন,

সঙরিয়া গৌরাজ গোসাঞি ॥৩৮॥

যমের যতেক গণ, দেখিয়া যমের প্রেম,

আনন্দে পড়িয়া গড়ি' যায়।

চিত্তগুপ্ত মহাভাগ, কৃষ্ণে বড় অনুরাগ,

মালসাট পুরি' পুরি' ধায় ॥৩৯॥

নাচে প্রভু শঙ্কর, হইয়া দিগম্বর,

কৃষ্ণাবেশে বসন না জানে।

বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য, জগত করয়ে ধন্য,

কহিয়া তারক-'রাম'-নামে ॥৪০॥

আনন্দে মহেশ নাচে, জটাও নাহিক-বাঁধে,

দেখি' নিজ প্রভুর মহিমা।

কাস্তিক-গণেশ নাচে, মহেশের পাছে পাছে,

সঙরিয়া কাকরণ্যের সীমা ॥৪১॥

তীক্ষ্ণো বসির্বৈয়াসকির্বন্যম্ ॥ ষাটশৈতে বিজানীযো ধর্ম্য
ভাগবতঃ ৩তাঃ ১” (—৩ঃ ৬৩২০-২১) ॥ ২১ ॥

গুণকর্ণভেদে সুরাসুর নির্গত হয়। গুণকর্ণের গুণ
ও ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি জীবের আত্মিক বহুভাব বিমোচন
করিয়া কিরূপে অখিল সদ্গুণবান শ্রীভগবানের সেবায়
সিদ্ধান্ত করেন, দেবগণ সেইসকল মহিমা গান করিতে
করিতে সকলে অগ্রগামী হইলেন। প্রাণকিক গুণকর্ণ
সকলই নখর। আত্মগুণ ও আত্মকর্ণ বৈকুণ্ঠে অবস্থিত।

মুক্ত পুরুষের গুণকর্ণ কীৰ্ত্তিত হইলে জীবের সকল বহুভাব
বিদূষিত হয় ॥ ২৬ ॥

সূর্য্যের নন্দন—ভাস্কর-তনয় যমরাজ। তিনি প্রাকৃত-
বিচারে অসংযত ও আধ্যাত্মিকগণের পুরস্কার ও তিরস্কার-
প্রদাতা। তিনি যখন বৈকুণ্ঠ-কীৰ্ত্তন শ্রবণ করিয়া
প্রাণকিক দেবাধিকার হইতে অবসর লাভ করিলেন,
তখন ভগবৎপ্রেমে উগ্ৰ হইয়া সাকীৰ্ত্তন-রসে আবেগভরে
নৃত্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪ ॥

নাচয়ে চতুরামন,
ভক্তি ধ্যান প্রাণধন,
লইয়া সকল পরিবার।
কশ্যপ, কর্দ্দম, দক্ষ,
মহু, ভৃগু মহা-মুখ্য
পাছে নাচে সকল ব্রহ্মার ॥৪২॥

সবে মহাভাগবত,
কৃষ্ণরসে মহামত্ত,
সবে করে ভক্তি অধ্যাপনা।
বেড়িয়া ব্রহ্মার পাশে, কান্দে ছাড়ি' দীর্ঘশ্বাসে,
সঙরিয়া প্রভুর করুণা ॥৪৩॥

কশ্যপ—(কশ্যপ সৌম্যবাদিজনিভং মথ্যং পিবতীতি)
ব্রহ্মার মানসপুত্র মবীচির ঔবসে ও কর্দ্দমহুহিতা কলাব
গর্ভে ইহাব জন্ম। শুক্ল যজুর্বেদ প্রভৃতি বৈদিক সংহিতা-
মতে ইনি হিবণ্যবর্ণ ব্রহ্মা হইতে জন্মগ্রহণ করেন। “হিবণ্য-
বর্ণাঃ শুচয়ঃ যাবকা যাসু জাতঃ কশ্যপো যাস্মিনঃ”—
(তৈত্তিরিয় সংহিতা ৫।৬।১।১)। ইনি একজন প্রজাপতি।
সাম, যজু ও অথর্ব-সংহিতাব মতে ইনি চন্দ্র প্রভৃতি দেব-
গণের জনক। শ্রীমদ্ভাগবত-মতে ইনি দক্ষের ১৭টি কন্যাকে
বিবাহ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের গর্ভে ১৭টি জাতি
উৎপন্ন হইয়াছিল—(১) অদিতিগর্ভে দেবগণ, (২)
দিতি-গর্ভে দৈত্যগণ, (৩) দম্বব গর্ভে দানব, (৪)
কাষ্ঠা-গর্ভে অশ্বাদি, (৫) অবিষ্টা-গর্ভে গন্ধর্বগণ, (৬)
অরসা-গর্ভে বাক্ষস, (৭) ইলা-গর্ভে বৃক্ষ, (৮) মুনি-
গর্ভে অমরোগণ, (৯) ক্রোধবশাব গর্ভে মপ, (১০)
তাম্রাব গর্ভে শ্বেদ, গৃধ্র প্রভৃতি, (১১) অরতি-গর্ভে
গো-মহিষাদি, (১২) সবম্বা-গর্ভে ঋপদ, (১৩)
তিমি-গর্ভে জলজন্তু, (১৪) বিনতা-গর্ভে গরুড় ও অংগ, (১৫)
কদ্দ-গর্ভে নাগ, (১৬) পতঙ্গী-গর্ভে পতঙ্গ
এবং (১৭) যামিনী-গর্ভে শলভ। কিন্তু মহাভাবত ও অষ্টাঙ্গ
পুরাণাদিতে কশ্যপের ত্রয়োদশ ভাৰ্য্যাব উল্লেখ আছে ;
যথা,—(১) অদিতি, (২) দিতি, (৩) দম্ব, (৪)
বিনতা, (৫) যসা, (৬) কদ্দ, (৭) মুনি, (৮)
ক্রোধা, (৯) অবিষ্টা, (১০) ইরা, (১১) তাম্রা,
(১২) ইলা এবং (১৩) প্রধা।

কর্দ্দম—স্বায়ম্ভুব-মহন্তরের প্রজাপতিবিশেষ, ব্রহ্মাব পুত্র।
ব্রহ্মাব আদেশে সৃষ্টি করণার্থ ইনি সবস্বতী-তীরে বিন্দু-
সব-তীরে দশ হাজার বৎসর তপস্তা করেন। পবে স্বায়-
ম্ভুব মহুর কন্যার পাণিগ্রহণ পূর্বক কলা প্রভৃতি নয়টি
কন্যা উৎপাদন করিলে ভগবান্ কপিলদেব ইহার ঔরসে
আবির্ভূত হন।

দক্ষ—ইনি একজন প্রজাপতি। মহাভাবত-পুরাণাদির
মতে ব্রহ্মাব দক্ষিণাশ্রুত হইতে ইহাব জন্ম। ইহাব
পূর্বে মানস-সৃষ্টি হইত। দক্ষ যখন দেখিলেন, মানস
সৃষ্টিদ্বারা প্রজা বৃদ্ধি হয় না তখন তিনি প্রথমে মৈথুন
দ্বারা প্রজা সৃষ্টি করেন। তদবধি মনুষ্য, পশু, পক্ষী,
প্রভৃতি মৈথুন দ্বারা সৃষ্টি হয়।

শ্রীমদ্ভাগবত-মতে—স্বায়ম্ভুব মহুর কন্যা প্রহৃতির সহিত
ইহাব বিবাহ হয়। প্রহৃতির গর্ভে ১৬টি কন্যা জন্মে।
তন্মধ্যে ১০টি ধর্মকে, একটা অমিকে, একটা পিতৃগণকে
ও একটা মহাদেবকে সম্প্রদান করেন। কোন সময়ে বিশ্ব-
স্রষ্টৃগণের যজ্ঞে সকল দেবগণ উপবিষ্ট ছিলেন। তৎকালে
দক্ষ সমাগত হইলে ব্রহ্মা ও শিব ব্যতীত সকলেই উখিত
হইলেন; কিন্তু মহাদেব কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন না
করায় দক্ষ ক্রোধান্বিত হইয়া শিবলিঙ্গা কবিত্তে থাকেন
এবং তাঁহাকে যজ্ঞভাগ হইতে বঞ্চিত করেন। পবে স্বয়ং
বৃহস্পতি-সব আরম্ভ করিয়া শিব ব্যতীত ত্রিলোকের সকল
অধিবাসিকেই নিমন্ত্রণ করেন। সতী পিতৃযজ্ঞে গমনে
প্রকাশ করায় মহাদেব তাঁহাকে অমুমতি প্রদান করেন নাই;
সতী বিনামুমতিতেই যজ্ঞস্থলে গমন করিয়া শিবলিঙ্গা-শ্রবণে
দেহ ত্যাগ করেন। মহাদেব নানদমুখে সতীব প্রাণত্যাগের
সংবাদ অবগত হইয়া ক্রোধবশে ভূমিতে জটা নিক্ষেপপূর্বক
বীব প্রস্তর উৎপাদন করেন। বীব প্রস্তর যজ্ঞস্থলে গমন পূর্বক
যজ্ঞধ্বংস এবং পশুমাংস-যজ্ঞে দক্ষের বিনাশ সাধন করেন।
পবে ব্রহ্মার স্তবে প্রীত মহাদেবের রূপায় জাগমুও হইয়া দক্ষ
পুনর্জীবন লাভ করেন। সতী ও হিমালয়ের ক্ষেত্রে যেনকাব
গর্ভে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিয়া শিবকে প্রাপ্ত হন। ইহার
অসিকী নামী ভাৰ্য্যাব গর্ভে ৬০টি কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে
১০টি ধর্মকে, ১৭টি কশ্যপকে, ২৭টি চন্দ্রকে এবং
৬টি করিয়া ভূত, অসুর ও কৃশাশকে প্রদান
করেন।

দেবর্ষি নারদ নাচে, রহিয়া ব্রজার পাছে,
নয়নে বহয়ে প্রেমজল।
পাইয়া যশের সীমা, কোথা বা রহিল বীণা,
না জানয়ে আনন্দে বিহ্বল ॥৪৪॥
চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য, শুকদেব করে নৃত্য,
ভক্তির মহিমা শুক জানে।
লোটাইয়া পড়ে ধুলি, 'জগাই মাধাই' বলি,
করে বহু দণ্ড পরণামে ॥৪৫॥
নাচে ইন্দ্র সুরেশ্বর, মহাবীর বজ্রধর,
আপনারে করে অনুতাপ।
সহস্র নয়নে ধার, অবিরত বহে ঝাঁর,
সফল হইল ব্রজগাপ ॥৪৬॥
প্রভুর মহিমা দেখি', ইন্দ্রদেব বড় সুখী,
গড়াগড়ি যায় পরবশ।
কোথা গেল বজ্রসার, কোথায় কিরীটী হার,
'ইহারে সে বলি কৃষ্ণ-রস ॥৪৭॥

চন্দ্র, সূর্য, পবন, কুবের, বহ্নি, বরুণ,
নাচে সব যত লোকপাল।
সবেই কৃষ্ণের ভৃত্য, কৃষ্ণরসে করে নৃত্য,
দেখিয়া কৃষ্ণের ঠাকুরাল ॥৪৮॥
নাচে সব দেবগণ, সবে উল্লসিত মন,
ছোট-বড় না জানে হরিষে।
কত হয় ঠেলাঠেলি, তবু সবে কুতুহলী,
নৃত্য-সুখ কৃষ্ণের আবেশে ॥৪৯॥
নাচে প্রভু ভগবান্, 'অনন্ত' যাহার নাম,
বিনতানন্দন করি' সঙ্গে।
সকল-বৈষ্ণবরাজ, পালন যাহার কাজ,
আদিদেব, সেহ নাচে রঙ্গে ॥৫০॥
অজ, ভব, নারদ, শুক-আদি যত দেব,
অনন্ত বেড়িয়া সবে নাচে।
গৌরচন্দ্র অবতার, ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার,
সহস্র বদনে গায় মানৈ ॥৫১॥

দক্ষ পঞ্চজনী নামী পত্নী গর্ভে অব্যুত সংখ্যক পুত্র
উৎপাদন পূর্বক তাহাদিগকে প্রজাপতি কবিত্তে আদেশ
কবিলে 'হর্ষাশ্ব' সংজ্ঞক অব্যুত পুত্রই নাবদোপদেশে পাবম-
হংস্ত-ধর্মে অমুবত্ত হন। দক্ষ পুত্রগণেব জন্ম শোক
প্রকাশ কবিত্তা পুনর্বার 'সবলাশ্ব' নামক সহস্র পুত্র
উৎপাদন কবিত্তা তাহাদিগকে প্রজাপতিব আদেশ প্রদান
কবিলে তাঁহাবাও দেবর্ষি নারদেব উপদেশে হর্ষাশ্বগণেব
গতি লাভ করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দক্ষ নাবদকে
এই অভিসম্পাত কবেন যে, নারদকে সর্বলোকে ভ্রমণ
করিতে হইবে, তাঁহাব কোথাও স্থান হইবে না।

ভৃগু—বিষ্ণুপ্রাণ-মতে ইনি ব্রহ্মাব মানসপুত্র ও দশজন
প্রজাপতিব অমৃতম। দক্ষকণ্ঠা খ্যাতিব সহিত ইহার বিবাহ
হয়। খ্যাতিব গর্ভে বিষ্ণুপত্নী লক্ষ্মী এবং 'ধাতা' ও 'বিধাতা'
নামে দুই পুত্র জন্মে। মহাজ্ঞা মেকব আচার্য্য নিয়তি
নামী কল্যাণের সহিত ঐ দুইজনের বিবাহ হয়, ক্রমে
ইহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া 'ভার্গব' নামে বিখ্যাত হয়।

মহাভারতের মতে—বহির্বিজ্ঞে দীক্ষিত ব্রহ্মা হস্তাশনে
আহুতি-প্রদানকাণে দেবকল্যাণকে দর্শন কবায় বেত:

শ্লিষ্ট হয়। তখন সূর্যদেব কব দ্বাবা উহা গ্রহণ পূর্বক
অগ্নিতে নিক্ষেপ করিলে অগ্নিশিখা হইতে ভৃগুব উৎপত্তি
হয়। ইনি সপ্তর্ষিগণেব অমৃতম।

শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—ব্রহ্মাপুত্র ভৃগু ব্রহ্মা, বিষ্ণু
ও মহেশ্বর—এই তিন জনেব মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়েব
পরীক্ষার্থ বিগণকর্তৃক প্রেরিত হইয়া ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত
হন। ব্রহ্মাব মহন্ত পরীক্ষার নিমিত্ত ভৃগু তাঁহাকে
প্রণামাদি না কবায় ব্রহ্মা কুপিত হইলে তিনি রুদ্রসমীপে
গমন করেন। মহাদেব তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্বৃত্ত
হইলে ভৃগু মহাদেবকে 'উদ্যার্গমণী' বলিয়া তিরস্কার করেন।
তাহাতে রুদ্র ক্রুদ্ধ হইয়া ত্রিশূল উত্তোলন পূর্বক ভৃগুকে
বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলে তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং
লক্ষ্মীজ্যোত্বে শয়ান নারায়ণেব বক্ষঃস্থলে পদাঘাত করেন।
তদনন্তর শ্রীহবি লক্ষ্মীর সহিত গাত্রোথান করিয়া ভৃগুকে
বন্দনা কবেন এবং তাঁহার আগমন কারণ না জানায় তাঁহার
যথোচিত সংস্কার-করণে অক্ষমতার জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা ও স্তব
করেন। তখন ভৃগু মুনিগণসমীপে উপস্থিত হইয়া সম্যক
জ্ঞাপন করিলে সকলে বিষ্ণুই শ্রেষ্ঠ নির্ণয় করেন।

কেহ কান্দে, কেহ হাসে, দেখি' মহা-পরকাশে,
 কেহ মুচ্ছা পায় সেই ঠাঞি।
 কেহ বলে,—“ভাগ ভাল, গৌরচন্দ্র ঠাকুরাল,
 ধন্য ধন্য জগাই মাধাই ॥” ৫২॥
 নৃত্য-গীত-কোলাহলে, কৃষ্ণ-যশঃ-সুমঙ্গলে,
 পূর্ণ হৈল সকল আকাশ।
 মহা-জয়-জয়-ধ্বনি, অনন্ত ব্রজাণ্ডে শুনি,
 অমঙ্গল সব গেল নাশ ॥৫৩॥
 সত্যলোক-আদি জিনি' উঠিল মঙ্গলধ্বনি,
 স্বর্গ, মর্ত্য, পুরিল পাতাল।
 ব্রজদৈত্য-উদ্ধার, বই নাহি শুনি আর,
 প্রকট গৌরাজ ঠাকুরাল ॥৫৪॥
 হেন মহা-ভাগবত, সব দেবগণ যত,
 কৃষ্ণাবেশে চলিলেন পুরে।

গৌরাজ্ঞানদের যশ, বিনে আর কোন রস,
 ১০০ কাহার বদনে নাহি ক্ষুদ্রে ॥৫৫॥
 প্রত্য়কাবের গৌর-জয়গান ও সকলের নিমিত্ত
 করণাভিলা--
 জয় জগত্তমঙ্গল, ওহু গৌরচন্দ্র,
 জয় সর্বজীব-লোকনাথ।
 উদ্ধারিলা করুণাতে, ব্রজদৈত্য যেন মতে,
 সব প্রীতি কর দৃষ্টিপাত ॥৫৬॥
 জয় জয় শ্রীচৈতন্য, সংসার-তারক ধন্য,
 পতিততপাবন ধন্যবাণী।
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দচাঁদ প্রভু
 বৃন্দাবনদাস গুণগাণী ॥৫৭॥
 ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে যমবাজসংকীর্ণনং
 নাম চতুর্দশোহধ্যায়ঃ ॥

মহু—ব্রজাব একদিনে চতুর্দশ মহু হইয়া থাকেন।
 তাঁহাদের নাম—স্বয়ম্ভুব, স্বাবোচিষ, উত্তম, তামস,
 রৈবত, চাক্ষু, বৈবস্বত, সার্বণি, ব্রজসার্বণি, ধর্মসার্বণি
 রুদ্রসার্বণি, দেবসার্বণি ও ইন্দ্রসার্বণি। বর্তমান মহু—
 বৈবস্বত। ইহাদের প্রত্যেকের ভোগকাল—৭১ চতুর্ঘূর্ণ,
 মহাঘূর্ণ বা দিব্যঘূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবতে মনুগণের বংশবিস্তার
 বর্ণিত আছে ॥ ৪২ ॥

সফল হইল ব্রজশাপ—দেববাজ ইন্দ্র গৌতমের শাপে
 সহস্রযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পবে ঐ মুনিকে শুবে

সমুদ্র কবিতা তৎপ্রসাদে সহস্র নয়ন লাভ করেন। সেই
 ব্রজশাপ ফলে প্রাপ্ত সহস্র নয়ন অল্প গৌরবল্লবের
 দীলাদর্শনে সফল হইল ॥ ৪৬ ॥

বজ্রসার—ইন্দ্রাজ্জের নাম—বজ্র। এখানে ‘বজ্রবৎ সার’
 এই অর্থ না হইয়া সাববৃক্ষ অজ বজ্র—এইরূপ হইবে।
 সেই দৃঢ় বজ্র শিখিল হইয়া পড়িয়া গেল ॥ ৪৭ ॥

কৃষ্ণের ঠাকুরাল—ভগবদ্বৈভব, প্রভাব ॥ ৪৮ ॥

বিনতানন্দন—গয়ড় ॥ ৫০ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত।

পঞ্চদশ অধ্যায়

পঞ্চদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে জগাই-মাধাইব নির্ঝুস সহকাৰে সাধন ও নির্ঝেদ, বিশ্বস্তব কর্তৃক জগাই-মাধাইকে আশ্বাস প্রদান, নিত্যানন্দের অঙ্গে আঘাত কবায় মাধাইব আত্মত্যাগি এবং নিত্যানন্দের চরণে ক্রন্দন ও স্তব, নিত্যানন্দের মাধাইকে আশ্বাস ও রূপালিঙ্গন, নিত্যানন্দ-সমীপে মাধাইব স্ব-কৃত জীবহিংসা-পাপবিমোচন-সম্বন্ধে উপদেশ প্রার্থনা এবং শ্রীল নিত্যানন্দের উপদেশ, মাধাইব তপস্তা প্রভৃতি বিনয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভুব রূপায় জগাই মাধাই প্রত্যহ উষাকালে গঙ্গানানানস্তব দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম গ্রহণ কবিতেন। তাঁহারা নিজকৃত পূৰ্ণ পাপের কথা স্ববণ কবিয়া অমৃতাপ ও গৌরনাম লইয়া জন্মন কবিতেন। সপার্ষদ মহাপ্রভু জগাই-মাধাইকে নিবস্তব রূপা ও আশ্বাস-বাক্য প্রদান কবিলেও তাঁহারা চিত্তে শাস্তি লাভ কবিতেন পাবিতেন না। বিশেষতঃ মাধাই নিত্যানন্দের অঙ্গে বস্ত্রপাত কবায় অপবাদ স্ববণ কবিয়া নিবস্তব আত্মত্যাগ ও অমৃতাপ-ক্রন্দনাদি কবিতেন। একদিন মাধাই নির্ঝুনে দস্তে ভূণ ধাবণ পূৰ্ণক নিত্যানন্দের চরণগুণল ধবিয়া অশ্রুপূর্ণলোচনে

শ্রীগৌবন্দবের প্রকাশবৈশিষ্ট্য ও করণামৃত—

মাঘুর রাগ

দেখ গৌরাটাদের কত ভাতি।

শিব, শুক, নারদ, খেয়ানে না পাওয়ত,

সো-পঁছ অকিঞ্চন-সঙ্গে দিনরাতি ॥ ১ ॥

বিবিধ সাবগর্ভ-বাক্যে তাঁহাব স্তব করিতে করিতে স্ব-কৃত অপবাদের জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা কবিতেন লাগিলেন। মাধাইব কাতব-প্রার্থনায় নিত্যানন্দ মাধাইকে সাঙ্গনা প্রদান ও আলিঙ্গন করিলেন।

মাধাই পুনর্বার নিত্যানন্দ-সমীপে নিজকৃত বহুজীব-হিংসারূপ অপবাদের হস্ত হইতে নির্মুক্তিব উপায় জানিতে ইচ্ছা কবিলে শ্রীমমিত্যানন্দ প্রভু মাধাইকে গঙ্গাঘাট-নির্ঘাণ ও গঙ্গানানার্থ সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ-প্রণামাদি কবিবাব উপদেশ প্রদান করিলেন। নিত্যানন্দের আদেশানু-যায়ী মাধাই প্রত্যহ সজলনমনে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলিতে বলিতে গঙ্গাঘাটের সেবা, তথায় সমাগত ব্যক্তিগণকে দণ্ডবৎ-প্রণাম ও তাঁহাদের নিকট স্ব-কৃত অপবাদ-জন্ত ক্ষমা প্রার্থনা কবিতেন লাগিলেন। তদর্শনে সকল লোক বিস্মিত হইলেন। যে-সকল ব্যক্তি পূর্বে না বুঝিয়া মহাপ্রভুকে নিন্দা-পরিহাসাদি কবিত, জগাই-মাধাইব গুণবুদ্ধি দর্শনে তাহারাও মহাপ্রভুব অপাব দয়া ও মাধায়া উপলব্ধি কবিতেন সক্ষম হইল। কঠোর তপঃপ্রভাবে মাধাইব 'ব্রহ্মচাৰী' খ্যাতি লাভ হইল। মাধাইব গঙ্গাঘাট-নির্ঘাণের নিদর্শন স্বরূপ অত্মাপি 'মাধাইব ঘাট' নাম শুনিতে পাওমা যায়।

সমুদ্রে বশিষ্ঠপতিত চক্রেব দর্শনে গীনের অযোগ্যতাৰ স্তায় ভবসমুদ্রে পতিত জীবের গৌবলীলা-দর্শনে অসামর্থ্য—
হেমমতে নবদীপে বিশ্বস্তর রায়।

অনন্ত অচিন্ত্য-লীলা করয়ে সদায় ॥২॥

এত সব প্রকাশেও কেহ নাহি চিনে।

সিদ্ধুমাঝে চক্রে যেন না জানিল মীমে ॥৩॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌবচক্রেব প্রকাশ-বৈশিষ্ট্য সকলে দর্শন কব। শিব, শুক, নারদ প্রভৃতি ঐহাকে ধ্যানে লাভ কবেন না, সেই প্রভু সর্বকণ কৰ্ম, জ্ঞান ও ভক্তিবহিত জনগণকে সঙ্গ প্রদান করিয়া দয়া করেন।

'অকিঞ্চন' শব্দে—ঐহাব কোন সম্বলই নাই ॥ ১ ॥

সমুদ্রে চক্রেব উপপত্তিব কথা প্রাচীন শাস্ত্রকাবগণ বর্ণন করিয়াছেন। কিন্তু সমুদ্রেব অধিবাসী মৎস্তগণ যেক্রপ চক্রেব সমুদ্রাবস্থানের কথা জানে না, তক্রপ অজ্ঞান

জগাই-মাধাইব নির্বেদ ও নির্বন্ধ সহকায়ে ভজন
এবং গৌবহুল্যবৈব সাধনা—

জাগাই-মাধাই দুই চৈতন্য-কুপায় ।
পরম ধার্মিকরূপে বসে নদীয়ায় ॥৪॥
উষাকালে গজাঙ্গন করিয়া নির্বন্ধে ।
দুই লক্ষ কৃষ্ণনাম লয় প্রতিদিনে ॥৫॥
আপনারে ধিকার করয়ে অমূল্য ।
নিরবদি ‘কৃষ্ণ’ বলি’ করয়ে ক্রন্দন ॥৬॥
পাইয়া কৃষ্ণের রস পরম উদার ।
কৃষ্ণের দয়িত দেখে সকল সংসার ॥৭॥
পূর্বে যে করিল হিংসা, তাহা সঙরিয়া ।
কাম্বিয়া ভূমিতে পড়ে মুচ্ছিত হইয়া ॥৮॥
“গৌরচন্দ্র, আরে বাপ পতিতপাবন ।”
সঙরিয়া পুনঃ পুনঃ করয়ে ক্রন্দন ॥৯॥
আহারের চিন্তা গেল কৃষ্ণের আনন্দে ।
সঙরি’ চৈতন্যকুপা দুইজনে কান্দে ॥১০॥
সর্বগণ সহিত ঠাকুর বিশ্বস্তর ।
অনুগ্রহ, আশ্বাস করয়ে নিরন্তর ॥১১॥

মানবগণও প্রপঞ্চে অবতীর্ণ শ্রীচৈতন্যদেবের অচিন্ত্য-লীলা
বুঝিয়া উঠিতে পাবেন না । (অত্যাৰ্ণ,—) মীনের অবস্থান-
ক্ষেত্র—সমুদ্র । সেখান হইতে চন্দ্র দর্শন কবিত্তে গিয়া
সমুদ্রে পতিত চন্দ্রের বক্ষি-দর্শনে মীনের যেরূপ চন্দ্রের
স্বরূপ অবগতির ব্যাঘাত হয়, তদ্রূপ সংসার-সমুদ্রে ভাসমান
মর্ত্যজীবকুল শ্রীচৈতন্যদেবের ছায়াশক্তির আবরণে আবৃত-
নেত্রে শ্রীচৈতন্যলীলা দর্শন কবিত্তে সমর্থ হয় না ॥ ৩ ॥

কথিত আছে, শ্রীবিদ্যাস ঠাকুর প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম
গ্রহণ কবিতেন । জগাই-মাধাইও প্রত্যহ দুই লক্ষ নাম
গ্রহণ কবিতেন । ঐহাবা প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করেন
না, তাঁহাদের নিবেদিত কোন বস্তুই শ্রীচৈতন্যদেব গ্রহণ
করেন না । শ্রীচৈতন্যচরণাচরণ প্রত্যহ অত্যন্তপক্ষে
লক্ষ নাম গ্রহণ অবশ্যই কবিত্তা থাকেন ; নতুবা শ্রীকৃষ্ণ
তাঁহাদের নৈবেদ্য গ্রহণ না করায় ভগবদ্ভক্তি-প্রাপ্তির
বিচাবে ব্যাঘাত ঘটে ॥ ৫ ॥

আপনে আসিয়া প্রভু ভোজন করায় ।
তথাপিহ দৌড়ে চিন্তে সোয়াস্তি না পায় ॥১২॥
নিত্যানন্দ-লজনহেতু মাধাইব নির্বেদ ও কাকুতি—
বিশেষে মাধাই নিত্যানন্দে লজ্জিয়া ।
পুনঃ পুনঃ কান্দে বিপ্র তাহা সঙরিয়া ॥১৩॥
নিত্যানন্দ ছাড়িল সকল অপরাধ ।
তথাপি মাধাই চিন্তে না পায় প্রসাদ ॥১৪॥
“নিত্যানন্দ-অঙ্গে মুগ্ধ কৈলু’ রক্তপাত ।”
ইহা বলি’ নিরন্তর করে আশ্বাস ॥১৫॥
“যে অঙ্গে চৈতন্যচন্দ্র করয়ে বিহার ।
হেন অঙ্গে মুগ্ধ-পাপী করিলু’ প্রহার ॥” ১৬॥
মূর্ছাগত হয় ইহা সঙরি’ মাধাই ।
অহর্নিশ কান্দে, আর কিছু চিন্তা নাই ॥১৭॥

পরমানন্দময় নিত্যানন্দেব নিবহুকায়ে

সর্বনন্দীয়ায় ভ্রমণ—

নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু বালক-আবেশে ।
অহর্নিশ-নদীয়ায় বলেন হরিষে ॥১৮॥
সহজে পরমানন্দ নিত্যানন্দ-রায় ।
অভিমান নাহি, সর্ব নগরে বেড়ায় ॥১৯॥

বিশয়বিগ্রহ রক্ষা—অগিল দ্বাদশ বসেরই আশ্রয় ।
বাহাবা বিষয়-সমূহকে কৃষ্ণ-সম্বন্ধে দর্শন কবিত্তে অসমর্থ,
সেইসকল ব্যক্তি—আসক্ত । তাহাদিগের নিকট পরমোদার
কৃষ্ণের রসময়ত্বের অহুভূতি নাই । শ্রীজগাই-মাধাই
শ্রীমদ্রহাপ্রভুর অনুগ্রহ লাভ কবিত্তা প্রাপ্তিক বস্তুরাজ্যেই
সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধ দর্শন কবিত্তে আবদ্ধ কবিত্তাডেন ।
এখন তাঁহাদের সংসারে প্রতিফল-বোধ নাই । কৃষ্ণসম্বন্ধ-
দর্শনভাবে প্রাপ্তিক-বস্তুরাজ্যে ভোগ-বুদ্ধির উদয় হয় ।
বসবহিতাবস্থা—নির্ভেদজ্ঞানসম্পন্ন-বিচারপন মাত্র । কৃষ্ণ-
বসেব উদ্দীপনায় প্রপঞ্চে ব্যাপান-সমূহ ভগবদ্ভাব সংযুক্ত
হয় । সেইকালে প্রাপ্তিক-বস্তুরাজ্যে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিচার-
রহিত হইয়া কৃষ্ণোক্তিত্যাগপূর্ণজ্ঞানে উচ্চাতে পূজ্য-বুদ্ধির
উদয় হয় । তাহাতে ভোগ্য-বিচার থাকে না । ভোগ্য-
বিচার না থাকিলে তাহাতে হিংসা-বুদ্ধির উদয় হয় না ।
কৃষ্ণভোগ্য-বিচাবে বস্তুর সহিত মিত্রতা অবশ্যজ্ঞাবী ॥ ৭ ॥

মাধাইব নিত্যানন্দচরণে নিষ্কপট শরণাপত্তি এবং শুভ—
 একদিন নিত্যানন্দে মিহুতে পাইয়া ।
 পড়িলা মাধাই দুই চরণে ধরিয়া ॥২০॥
 প্রেমজলে ধোয়াইল প্রভুর চরণ ।
 দশে তুণ ধরি' করে প্রভুর শুবন ॥২১॥
 “বিষ্ণুরূপে তুমি প্রভু করহ পালন ।
 তুমি সে কণায় ধর অনন্ত ভুবন ॥২২॥
 ভক্তির স্বরূপ প্রভু তোর কলেবর ।
 তোমারে চিন্তয়ে মনে পার্বতী-শঙ্কর ॥২৩॥
 তোমার সে ভক্তিযোগ, তুমি কর দান ।
 তোমা বই চৈতন্যের প্রিয় নাহি আন ॥২৪॥
 তোমার সে প্রসাদে গুরুড় মহাবলী ।
 লীলায় বহয়ে কৃষ্ণ হই' কুতুহলী ॥২৫॥
 তুমি সে অনন্তমুখে কৃষ্ণগুণ গাও ।
 সর্বধর্মশ্রেষ্ঠ ‘ভক্তি’ তুমি সে বুঝাও ॥২৬॥
 তোমার সে গুণ গায় ঠাকুর নারদ ।
 তোমার সে যত কিছু চৈতন্যসম্পদ ॥২৭॥
 তোমার সে কালিন্দী-ভেদনকারী নাম ।
 তোমা সেবি' জনক পাইল দিব্যজ্ঞান ॥২৮॥

সর্বধর্মময় তুমি পুরুষপুরাণ ।
 তোমারে সে বেদে বলে ‘আদিদেব’ নাম ॥২৯॥
 তুমি সে জগতপিতা, মহা-যোগেশ্বর ।
 তুমি সে লক্ষ্মণচন্দ্র মহা ধর্মধর ॥৩০॥
 তুমি সে পাশুপক্ষয়, রসিক, আচার্য্য ।
 তুমি সে জানহ চৈতন্যের সর্ব-কার্য্য ॥৩১॥
 তোমারে সেবিয়া পূজ্যা হৈলা মহামায়া ।
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড চাহে তোমা পদছায়া ॥৩২॥
 তুমি চৈতন্যের ভক্ত, তুমি মহাভক্তি ।
 যত কিছু চৈতন্যের—তুমি সর্বশক্তি ॥৩৩॥
 তুমি শয্যা, তুমি খট্টা, তুমি সে শয়ন ।
 তুমি চৈতন্যের ছত্র, তুমি প্রাণধন ॥৩৪॥
 তোমা বহি কৃষ্ণের দ্বিতীয় নাহি আর ।
 তুমি গৌরচন্দ্রের সকল অবতার ॥৩৫॥
 তুমি সে করহ প্রভু পতিতের ত্রাণ ।
 তুমি সে সংহার' সর্ব-পাশুণীর প্রাণ ॥৩৬॥
 তুমি সে করহ সর্ব-বৈষ্ণবের রক্ষা ।
 তুমি সে বৈষ্ণব-ধর্ম করাহ যে শিক্ষা ॥৩৭॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু পবনানন্দময় এবং অত্যন্ত সবেল
 স্বভাব । তিনি সকল নগবে সকল শ্রেণীব নাগবিকগণেব
 গৃহে নিজেব মহত্ব বিস্মৃত হইয়া ভ্রমণ কবিতেন । তাঁহাব
 আদর্শ-চরিত্র-দর্শনে জগতেব অনেকে কুটিলতা ত্যাগ
 করিয়া নিবহৃদ্য হইবাব সৌভাগ্য লাভ কবিয়া-
 ছিলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীশ্রীমনিত্যানন্দেব যাবতীয় সম্পত্তি—শ্রীমদ্রাহাপ্রভু ।
 শ্রীচৈতন্য-মূলধনে তিনিই শনী ॥ ২৭ ॥

জনক,—আদি ১৫শ অঃ ১২৫ সংখ্যাব গোঁঃ ভাষ্য দ্রষ্টব্য ।

‘কালিন্দীভেদকারী’ নাম,—শ্রীবলদেব যমুনায়
 জলক্রীড়া করিবার ইচ্ছায় যমুনাকে আহ্বান করেন ।
 যমুনা তাঁহাকে মদমত্ত-জ্ঞানে অবজ্ঞা করিলে তিনি হলাগ্রে
 যমুনাকে আকর্ষণ করিতে থাকেন । তজ্জন্ত গৃহকার
 শ্রীবলদেবভিন্ন শ্রীমনিত্যানন্দ-প্রভুকে ‘কালিন্দীভেদনকারী’
 নামে অভিহিত করিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

বিষ্ণুপূজা-প্রভাবে বিষ্ণুমায়া (যাহাকে প্রাণিক জন-
 গণ মহামায়া বলেন) জগতেব নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়া-
 ছিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের শ্রীকৃষ্ণলীলায় বলদেব প্রভু সর্বতোভাবে
 তাঁহার (শ্রীকৃষ্ণের) সেবা করিয়া থাকেন । বলদেবপ্রভু—
 সেবকেব অধিতীয় । কৃষ্ণচন্দ্রের চৈতন্য-লীলায় শ্রীনিত্যানন্দ
 ব্যতীত অপর কোন ব্যক্তি অধিতীয় সেবা করিতে সমর্থ
 নহে । তিনি মহাপ্রভুব মংস্ত-কৃষ্ণাদি সকল অবতারের
 আকর-বস্তু ॥ ৩৫ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই জগতে শুদ্ধবৈষ্ণবধর্ম-শিক্ষা-বিধানের
 মূল আকর-বস্তু । কলিহত জনগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর
 চবিত্রে নানাপ্রকার নীতি-বর্জিত দোষারোপ করিয়া
 নরক-পথের পথিক হয় এবং নরকযোগ্য কুভোগে
 জগতেব মূঢ় লোকদিগকে অধঃপাতিত করে । ভগবানের
 সেবা করাই যে মানবের একমাত্র মঙ্গলময় পথ, নিত্যানন্দ

ভোমার কপায় সৃষ্টি করে অঙ্গ-দেবে।
ভোমারে সে রেবতী, বারুণী, কান্তি সেবে ॥৩৮॥
ভোমার সে ক্রোধে মহা-রুদ্র-অবতার।
সেই ঘারে কর সর্ব-সৃষ্টির সংহার ॥৩৯॥

তথাহি (শ্রীবিষ্ণুপুরাণে ২।৫।১২)—

“সর্ষগাঙ্গকো রুদ্রো নিম্নম্যাপ্তি জগদ্রম্ ॥” ৪০ ॥
সকল করিয়া তুমি কিছু নাহি কর।
অমন্ত ব্রহ্মাণ্ড-নাথ তুমি বক্ষে ধর ॥৪১॥
পরম কোমল সূখ-বিগ্রহ তোমার।
যে বিগ্রহে করে কৃষ্ণ শয়ন-বিহার ॥৪২॥
সে হেন শ্রীঅঙ্গে মুণ্ডি করিষু প্রহার।
মো-অধিক দারুণ পাতকী নাহি আর ॥৪৩॥
পার্বতী প্রভৃতি নবাবর্ষদ নারী লঞা।
যে অঙ্গ পুজয়ে শিব জীবন ভরিয়া ॥৪৪॥
যে অঙ্গ স্মরণে সর্ববন্ধ বিমোচন।
হেন অঙ্গে রক্ত পড়ে আমার কারণ ॥৪৫॥

চিত্রকেতু-মহারাজ যে অঙ্গ সেবিয়া।
স্বপ্নে বিহরয়ে বৈষ্ণবাগ্গণ্য হইয়া ॥৪৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড করে যে অঙ্গ স্মরণ।
হেন অঙ্গ মুণ্ডি পাশী করিষু লঙ্ঘন ॥৪৭॥
যে অঙ্গ সেবিয়া শৌনকাদি ঋষিগণ।
পাইল নৈমিষারণ্যে বন্ধ-বিমোচন ॥৪৮॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া ইন্দ্রজিত গেল ক্ষয়।
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া দ্বিবিদের নাশ ॥৪৯॥
যে অঙ্গ লঙ্ঘিয়া জরাসন্ধ নাশ গেল।
তার মোর কুশল নাহি, সে অঙ্গ লঙ্ঘিল ॥৫০॥
লঙ্ঘনের কি দায়, যাহার অপমানে।
কৃষ্ণের শ্যালক রুক্মী ত্যজিল জীবনে ॥৫১॥
দীর্ঘ আয়ু ব্রহ্মাসম পাইয়াও সূত।
তোমা দেখি' না উঠিল, হৈল ভস্মীভূত ॥৫২॥
যাঁর অপমান করি' রাজা তুর্ঘ্যোধন।
সবংশেতে প্রাণ গেল, নহিল রক্ষণ ॥৫৩॥

প্রভু এই বিষয়ে উপদেশ দিয়া বৈষ্ণবধর্ম সংরক্ষণ করিয়া
ধাকেন ॥ ৩৭ ॥

রেবতী, বারুণী, কান্তি—ইহার শ্রীবলদেবের শক্তি।
ভাঃ ২।৩২২-৩৬ এবং বিষ্ণুপুরাণ ২।৫।৮ শ্লোকসমূহ
আলোচ্য। পাঠান্তবে—বেবতী, বারুণী সদা সেবে ॥৩৮॥

তথ্য। “যন্ত প্রসাদে ব্রহ্মা রুদ্রঃ ক্রোধসমুদ্ভবঃ”
অর্থাৎ যাহাব প্রসাদে ব্রহ্মা এবং ক্রোধে রুদ্র উৎপন্ন
হইয়াছেন (—ভাঃ ১২।৫।১)। “স্বজাগি তন্নিবৃত্তোহহং
হরো হরতি তদ্বশঃ” অর্থাৎ (ব্রহ্মা বলিলেন,—)
শ্রীহরির নিয়োগ-মতে আমি সৃজন কবি এবং
শিব তাঁহার বশতাপন্ন হইয়া বিধের সংহারাদি-কার্য
করিয়া থাকেন (ভাঃ ২।৬।৩২) ॥ ৩৯ ॥

অর্থ্য। সর্ষগাঙ্গকো রুদ্রঃ নিম্নম্যাপ্তি (সর্ষগাঙ্গ
বস্ত্রেভ্য নির্গতো ভূত্বা) জগদ্রমং (ত্রিলোকং) অস্তি
(প্রসূত) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ। সর্ষগাঙ্গক রুদ্র সর্ষগেব বদন হইতে
নির্গত হইয়া (কালানল দ্বারা) ত্রিলোক গ্রাস করেন ॥ ৪০ ॥

তথ্য। আদি ১।২০ গোড়ীয়-ভাষ্য শ্রুত্ব্য ॥ ৪৪ ॥

তথ্য। ভাঃ ৬।১৬ অধ্যায় আলোচ্য ॥ ৪৬ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৭৮-৭৯ অধ্যায় শ্রুত্ব্য ॥ ৪৮ ॥

শ্রীমদ্রিত্যানন্দ প্রভু লঙ্ঘাবতারে ইন্দ্রজিতের বিনাশ
কবেন। (—রায়ায়ণ লঙ্কাগাও ৮৪-৯১ অঃ আলোচ্য)।

দ্বিবিদের নাশ—দ্বিবিদ নামে বানর নবকাস্তুরের সখা
ছিল। ঐ বানর সখার প্রাণবিনাশের প্রতিহিংসা গ্রহণ-
মানসে নবকাস্তক ত্রিষ্ণুধাযিত গোকুলে নানাপ্রকার
অত্যাচার করিতে লাগিল। তৎকালে বারুণীপানমত
শ্রীবলদেব বৈবতক পর্বতে বম্বিগণ-মধ্যস্থলে অবস্থিত
ছিলেন। দ্বিবিদ তথায় গমন করিয়া বলদেব ও শ্রীগণের
প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন এবং বিবিধ অত্যাচার করায় বলদেব
উৎকোচ বিনাশ করেন। (ভাঃ ১০।৬৭ অঃ শ্রুত্ব্য) ॥ ৪৯ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৫০, ৫২ এবং ৭২ অঃ আলোচ্য ॥ ৫০ ॥

তথ্য। রুক্মী অনিরুদ্ধের হস্তে নিজ পৌত্রীকে সম্ভ্রাদান
করে। বিবাহান্তে রুক্মী বলদেবের সহিত অক্ষকীড়ায়
প্রবৃত্ত হইয়া বারংবার পরাজিত হইলেও তাহা অস্বীকার
করে। আকাশবাণীতে বলদেবের জয় বিদ্যোগিত হইলেও
দৈববাণী অগ্রাহ্য করিয়া রুক্মী বলদেবকে ‘গৌরকক

দৈবযোগে ছিল যথা মহা-ভক্তগণ।
 তাঁরা সব জানিলেন তোমার কারণ ॥৫৪॥
 কুন্তী, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, বিদুর, অর্জুন।
 তাঁ-সবার বাক্যে পুর পাইলেন পুনঃ ॥৫৫॥
 যার অপমান মাত্র জীবনের নাশ।
 মুক্তি দারুণের কোন্ লোকে হবে বাস ॥৫৬॥
 বলিতে বলিতে প্রেমে ভাসয়ে মাধাই।
 বক্ষে দিয়া ত্রিচরণ পড়িল তথাই ॥৫৭॥
 “যে চরণ ধরিলে না যাই কভু নাশ।
 পতিতের ত্রাণ লাগি” যাহার প্রকাশ ॥৫৮॥
 শরণাগতেরে বাপ, কর পরিত্রাণ।
 মাধাইর তুমি সে জীবন, ধন, প্রাণ ॥৫৯॥
 জয় জয় জয় পদ্মাবতীর নন্দন।
 জয় নিত্যানন্দ সর্ব-বৈষ্ণবের ধন ॥৬০॥
 জয় জয় অক্রোধ পরমানন্দ রায়।
 শরণাগতের দোষ ক্ষমিতে যুমায় ॥৬১॥

দারুণ চণ্ডাল মুক্তি কৃতয় গোখর।
 সব অপরাধ প্রভু মোর ক্ষমা কর ॥৬২॥
 মাধাইএর কাকুতি শ্রবণে নিত্যানন্দের আশ্বাসবাণী এবং
 রূপালিঙ্গন ও তৎপ্রসঙ্গে চৈতন্যে ভক্তিমানে
 স্মখলাভ ও চৈতন্যভক্তিহীন নিত্যানন্দ-
 সেবাভিনয়কাবীর পবিণাম কথন—
 মাধাইর কাকু-প্রেম শুনিয়া স্তবন।
 হাসি নিত্যানন্দরায় বলিলা বচন ॥৬৩॥
 “উঠ উঠ মাধাই, আমার তুমি দাস।
 তোমার শরীরে হৈল আমার প্রকাশ ॥৬৪॥
 শিশুপুত্র মারিলে কি বাপে দুঃখ পায় ?
 এই মত তোমার প্রহার মোর গায় ॥৬৫॥
 তুমি যে করিলা স্তুতি, ইহা যেই শুনে।
 সেহো ভক্ত হইবেক আমার চরণে ॥৬৬॥
 আমার প্রভুর তুমি অনুগ্রহপাত্র।
 আমাতে তোমার দোষ নাহি তিলমাত্র ॥৬৭॥

বনচাবী’ বলিয়া উপহাস কবিলে শ্রীবলদেব মুদগব দ্বারা
 রুক্মীকে সংহাব কবেন (—ভাঃ ১০।৬১ অঃ) ॥ ৫১ ॥

তথ্য। শৌনকাদি ঋষিগণের নৈমিষাবল্যে যজ্ঞাহুষ্ঠান-
 কালে বোমহর্ষণস্থত মুনিগণের রূপায় দীর্ঘ আয়ু লাভ কবিয়া
 ব্যাসামনে উপবিষ্ট ছিলেন। শ্রীবলদেব বহু তীর্থ পর্যটনেব
 পব তপায় উপস্থিত হইলে যজ্ঞাহুষ্ঠানবত মুনিগণ সসম্মানে
 উথিত হইয়া বলদেবের যথাযোগ্য অর্চন ও প্রণাম
 কবিলেন; কিন্তু ব্যাসামনে উপবিষ্ট বোমহর্ষণ কোনকপ
 সম্মান প্রদর্শন কবিলেন না। শ্রীবলদেব তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া
 তাঁহাব বিত্যাধায়নাদি বৈবৰ্ধক্য বিচাবপূর্বক কুশ দ্বাব
 তাঁহাকে সংহাব কবেন (—ভাঃ ১০।৭৮ অঃ) ॥ ৫২ ॥

তথ্য। জাধবভীনন্দন শাষ দুর্ধ্যোধন-কন্যা লক্ষণাব
 স্বয়ম্ববকালে স্বয়ম্বর-স্থল হইতে লক্ষণাকে হরণ করেন। বাজা
 দুর্ধ্যোধন তাহাতে অবজ্ঞাত জ্ঞান কবিয়া বুদ্ধগণের
 পরামর্শক্রমে শাষেব পশ্চাদমুসবণপূর্বক সকলে মিলিয়া তৎসহ
 সংগ্রাম করেন এবং পরাজিত শাষকে বন্ধনপূর্বক হস্তিনায়
 লইয়া আসেন। যদুগণ দেবর্ষি নারদপ্রমুখাং তৎসংবাদ
 অবগত হইয়া কুরগণের সহিত যুদ্ধোচ্চোগ কবিলে ভগবান্

বলদেব অনর্থক যুদ্ধবিগ্রহ ইচ্ছা না কবিয়া স্বয়ং কুলবৃদ্ধ ও
 ব্রাহ্মণগণ-পবিরেষ্টিত হইয়া হস্তিনায় গমনপূর্বক ধৃতবাহুেব
 অভিপ্রায় অবগত হইবাব নিমিত্ত উদ্ধবকে প্রেরণ কবেন।
 তাঁহাবা শ্রীবলদেবের আগমন শ্রবণপূর্বক উপচৌকন-সহ
 বলদেবসমীপে সমাগত হইয়া তাঁহাব যথাবিধি অর্চনকবিলে
 বলদেব শাষকে প্রত্যর্পণ কবিতে আদেশ কবেন। কৌববগণ
 বলদেবের বাক্য অগ্রাহ্য এবং যাদবগণের অবজ্ঞা করায়
 শ্রীবলদেব তাহাদিগেব যথোচিত শিক্ষাবিধানার্থ হলাগ্রভাগ
 দ্বাব হস্তিনাকে উৎপাটন কবিয়া গঙ্গায় নিমজ্জনাতি-
 প্রায়ে আকর্ষণ করিতে থাকেন। তখন অনন্তোপায়
 হইয়া কৌববগণ বলদেবের শবদাগত হইলে এবং বিবিধ
 উপায়ন প্রদান ও লক্ষণা-সহ শাষকে প্রত্যর্পণ করিলে
 বলদেব তাহাদিগকে অভয় প্রদান কবিয়া দ্বারকায়
 প্রত্যর্গমন করেন। (—ভাঃ ১০।৬৮ অঃ এবং বিষ্ণুপুরাণ
 ৫।৩৫ অঃ দ্রষ্টব্য) ॥ ৫৩-৫৫ ॥

দারুণ,—মহা অহঙ্কারী নির্ধম পাণ্ডু ॥ ৫৬ ॥

যেহেতু মাধাই মহাপ্রভুর রূপা-পাত্র, স্তূতরাং নিত্যানন্দ
 প্রভু তাঁহার কোন দোষ আদৌ গ্রহণ করেন না ॥ ৬৭ ॥

যে জন চৈতন্য ভজে, সে আমার শ্রীণ।
 যুগে যুগে তার আমি করি' পরিজ্ঞাণ ॥৬৮॥
 না ভজে চৈতন্য যবে, মোরে ভজে, গায়।
 মোর দুঃখে সেহো জন্মে জন্মে দুঃখ পায় ॥৬৯॥
 এত বলি' তুষ্ট হৈয়া কৈলা আলিঙ্গন।
 সর্ব-দুঃখ মাধাইর হৈল বিমোচন ॥৭০॥
 স্বকৃত জীবহিংসা-পাপ-কালনার্থ শ্রীল নিত্যানন্দের নিকটে
 মাধাইর জিজ্ঞাসা ও নিত্যানন্দের উপদেশ—
 পুনঃ বলে মাধাই ধরিয়া শ্রীচরণ।
 আর এক প্রভু মোর আছে নিবেদন ॥৭১॥
 “সর্ব-জীব-হৃদয়ে বসহ প্রভু তুমি।
 হেন বহু জীব-হিংসা করিয়াছি আমি ॥৭২॥
 কার বা করি' হিংসা, তাহা নাহি চিনি।
 চিনিলে বা অপরাধ মাগিয়ে আপনি ॥৭৩॥
 যা-সবার স্থানে করিলাম অপরাধ।
 কোন্‌রূপে তারা মোরে করিবে প্রসাদ ? ৭৪॥
 যদি মোরে প্রভু তুমি হইলা সদয়।
 ইথে উপদেশ মোরে কর মহাশয় ॥ ৭৫॥
 প্রভু বলে,—“শুন, কহি তোমারে উপায়।
 গঙ্গাঘাট তুমি সজ্জ করহ সদায় ॥৭৬॥
 স্নেহে লোক যখন করিবে গঙ্গাস্নান।
 তখন তোমারে সবে করিবে কল্যাণ ॥৭৭॥
 অপরাধ-ভঞ্জনী গঙ্গার সেবা-কার্য।
 ইহাতে অধিক বা তোমার কোন্‌ ভাগ্য ॥৭৮॥
 কাকু করি' সবারে করিহ নমস্কার।
 তবে সব অপরাধ ক্ষমিবে তোমার ॥৭৯॥

নিত্যানন্দোপদেশে মাধাইব গঙ্গাঘাট নির্মাণ, নির্বেদ,
 সকলের প্রতি সন্মান প্রদর্শন ও কমাভিক্ষা—
 উপদেশ পাইয়া মাধাই ততক্ষণ।
 চলিলা প্রভুরে করি' বহু প্রদক্ষিণ ॥৮০॥
 ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলিতে নয়নে পড়ে জল।
 গঙ্গাঘাট সজ্জ করে, দেখয়ে সকল ॥৮১॥
 লোক দেখি' করে বড় অপূর্ব গৈয়াম।
 সবারে মাধাই করে দণ্ড পরগাম ॥৮২॥
 “জ্ঞানে বা অজ্ঞানে যত কৈলু অপরাধ।
 সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥” ৮৩॥
 মাধাইর ক্রন্দনে সকলের হৃৎ এবং মহাপ্রভুর মহিমা-
 কীর্তন ও গৌরনিম্মকেব সম্বর্জন—
 মাধাইর ক্রন্দনে কান্দয়ে সর্বজন।
 আনন্দে ‘গৌবিন্দ’ সবে করয়ে স্মরণ ॥৮৪॥
 শুনিল সকল লোকে,—“নিমাই পণ্ডিত।
 জগাই-মাধাইর কৈল উত্তম চরিত ॥” ৮৫॥
 শুনিয়া সকল লোক হইল বিস্মিত।
 সবে বলে,—“মর নহে নিমাই-পণ্ডিত ॥৮৬॥
 না বুঝি’ নিম্নয়ে যত সকল দুর্জ্ঞান।
 নিমাই পণ্ডিত সত্য করেন কীর্তন ॥৮৭॥
 নিমাই পণ্ডিত সত্য শ্রীকৃষ্ণের দাস।
 নষ্ট হৈবে, যে তা’রে করিবে পরিহাস ॥৮৮॥
 এই দুইর বুদ্ধি ভাল যে করিতে পারে।
 সেই বা ঈশ্বর, কি ঈশ্বর-শক্তি ধরে ॥৮৯॥
 প্রাকৃত মনুষ্য নহে নিমাই-পণ্ডিত।
 এবে সে মহিমা তান হইল বিদিত ॥৯০॥

শ্রীচৈতন্য-সেবা না করিয়া যিনি দম্ভভরে নিত্যানন্দের
 পূজার ছলনা করেন, তাহাতে নিত্যানন্দের হৃৎ হই এবং
 ঐ ব্যক্তি জন্ম-জন্মান্তরে হৃৎ লাভ করেন ॥ ৬৯ ॥

গঙ্গাঘাট-সজ্জ,—নদীরামগরের লোকসকল স্নেহে গঙ্গা-
 স্নান করিবে বলিয়া মাধাইকে গঙ্গা-ঘাট-নির্মাণে নিত্যানন্দ
 প্রভুর আদেশ। অধুনা কতিপয় পাপমতি ভক্তবিশেষী
 ‘একডালা’র নিকট মহাপুর গ্রামকে ‘মাধাইর ঘাট’ বলিয়া
 জগতে আশি উৎপাদন করিতেছে। এই সকল পাপিষ্ঠ

বৈকব-নিম্মা করিয়া নিজের অমঙ্গল সাধন করায় মাধাইর
 ঘাট উহাদের পাপের প্রেরণ দিবার জন্ত বিপুল হইয়াছে।
 বর্তমান শ্রীনাথপুরের নিকটেই মাধাইর ঘাট ছিল। কিন্তু
 পাপপরায়ণ জনগণ সঙ্কিত পাপের সত্যদিক্সে মাতাপুত্র
 গ্রামকে মাধাইর ঘাট বলিয়া কল্পনা করেন। ভৌগোলিক
 প্রমাণানুসারে উহা মোদক্রম-বীপের অংশবিশেষ; তাহা
 কখনই মাধাইর ঘাট হইতে পারেনা। কিছুদিন পূর্বে কুলিয়ার
 একব্যক্তি ব্যবসা করিবার উদ্দেশে মহাপুরকে মাধাইর ঘাট

এই মত নদীর লোকে কহে কথা ।

আর লোক না মিশায়, নিন্দা হয় যথা ॥১১॥

মাধাইর কঠোর সাধন ও 'নন্দচারী' ধ্যাতি—

পরম কঠোর তপ করয়ে মাধাই ।

'ব্রহ্মচারী' হেন ধ্যাতি হইল তথাই ॥১২॥

নিরবধি গঙ্গা দেখি' থাকে গঙ্গাঘাটে ।

স্বহস্তে কোদালি লঞা আপনাই খাটে ॥১৩॥

মাধাইর প্রতি চৈতন্যরূপাব সাক্ষ্য—

অন্তাপিহ চিহ্ন আছে চৈতন্য-রূপায় ।

'মাধাইর ঘাট' বলি' সর্বলোকে গায় ॥১৪॥

এই মত কত কীর্্তি হইল দৌহার ।

চৈতন্যপ্রসাদে দুই দস্যুর উদ্ধার ॥১৫॥

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃতের খণ্ড ।

যাহাতে উদ্ধার দুই পরম পাবুণ্ড ॥১৬॥

মহাপ্রভুর প্রতি অশ্রদ্ধাধনের পরিণাম—

মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র সবার কারণ ।

ইহা শুনি' যার দুঃখ, খল সেই জন ॥১৭॥

ছদ্মাবতার চৈতন্যদেবের লীলা—বেদগুণ্ড—

চারি-বেদ-গুণ্ড-ধন চৈতন্যের কথা ।

মন দিয়া শুন, যে করিল যথা যথা ॥১৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচাঁদ জান ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মাধবানন্দোপলক্ষি-

বর্ণনং নাম পঞ্চদশোধ্যায়ঃ ॥

বলিয়া কল্পনা কবায় গঙ্গা তাহাকে নিজ-গর্ভসাৎ করিয়াছে ।

মাধাইবঘাটের অবস্থান-সম্বন্ধে চিত্রেনবদ্বীপ ৫২পৃঃদ্রষ্টব্য ॥৭৬

শ্রীমহাপ্রভুর চরণে অপরাধী জনগণ তাঁহাকে প্রাকৃত
মহাগুজ্ঞানে তাঁহার লীলাবাসন কল্পনা এবং তাঁহাব জন্মস্থান
মানবেব পরিমেয়, ভগবন্তুজেন অপরিজ্ঞেয় প্রভৃতি মনে

কবিতা অপবাদ সঞ্চয় করে। যাহারা লোকবন্ধনার জন্ত
প্রাকৃতচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া নিজ কায়-মনো-বাক্য সংযত
করিতে পারে না, তাহারাই বৈষ্ণব-নিন্দা অবলম্বন করিয়া
ভক্তিবিষেবপূর্বক ভক্তবিটেল হয় ॥ ২০ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে পঞ্চদশাধ্যায় সমাপ্ত ।

ষোড়শ অধ্যায়

ষোড়শ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সপার্বদ মহাপ্রভুব শ্রীবাস-গৃহে নিশা-
কীর্তন, শ্রীবাস-শৃঙ্গাব লুক্কায়িতভাবে কীর্তন-গৃহে অবস্থান,
অবৈতের চৈতন্যদ্রাব্য, মহাপ্রভুব ক্রোধব্যাঞ্জে শ্রীঅবৈত-
মহিমা-কীর্তন, অবৈতেব প্রতি শ্রীমহাপ্রভুব রূপা-বৈতব-
দর্শনে বৈষ্ণবগণেব বিষয়, সপার্বদ মহাপ্রভুর কৃষ্ণপ্রেমানন্দে
নর্তন-কীর্তন, ওরাধর ব্রহ্মচারীর বৃত্তান্ত প্রভৃতি বিষয়
বর্ণিত হইয়াছে ।

মহাপ্রভু প্রত্যেক রজনীতে ভক্তগণ-সহ শ্রীবাস গৃহে
চার কৃষ্ণ কবিতা সঙ্কীর্ণ করিতেন । একদিন ক্ষীণপুণ্য
শ্রীবাস-শান্তডী প্রভুর কীর্তন-বিলাস-দর্শনাশায় কীর্তন-
গৃহের এক কোণে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিলে সর্ব-

ভূতাস্বর্গামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া সেদিনকার
নৃত্যে আনন্দ পাইতেছেন না বলিয়া পুনঃপুনঃ জানাইতে
লাগিলেন । তাহাতে ভক্তগণ-সহ শ্রীবাস অত্যন্ত ভীত
ও চিন্তিত হইয়া, গৃহমধ্যে বহিবঙ্গ কেহ আছে কি না,
তদনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন । পণ্ডিত শ্রীবাস আপন
শান্তডীকে গৃহে লুক্কায়িত দেখিতে পাইয়া কেশাকর্ষণ
পূর্বক তাঁহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করাইয়া দেন । তখন
মহাপ্রভু চিন্তে আনন্দ অম্লভব করিয়া পুনরায় ভক্ত-
গণ-সহ নৃত্য আরম্ভ করিলেন । মহাপ্রভুর রূপা-পাত্র
ব্যতীত অল্প কাহারও তদীয় লীলা দর্শনের অধিকার নাই ।
মহাপ্রভু যখন ঈশ্বর-ভাবে বিষ্ণু-ধটায় আরোহণ করিয়া
সকলের শিরে চরণ অর্পণ এবং অবৈতকে 'দাস' বলিয়া

সম্বোধন করেন, তখন অধৈতেব বিশেষ শ্রীতি জগ্নে। কিন্তু অচিন্ত্যলীলাময়বিগ্রহ গৌরমুন্দর মুহূর্ত্তমধ্যে আপন ঈশ্বর-ভাব সন্দোপন করিয়া দাস্ত্যভাবে নানাবিধ ক্রীড়া ও বৈষ্ণব-গণের পদবেণু গ্রহণে প্রবৃত্ত হইলে সকল বৈষ্ণবই অন্তরে বিশেষ দুঃখ অনুভব করেন। অধৈতাচার্য্য চৈতন্তের দাস্ত্য ব্যতীত আব কিছুই ভালবাসেন না, কিন্তু মহাপ্রভু অধৈতা-চার্য্যকে ‘গুরু’ বুদ্ধি করিয়া তাঁহাব পদমুগল ধারণ কবিত্তে যত্নবান্ হন। ইহাতে অধৈতাচার্য্য মনে অত্যন্ত ব্যথা অনুভব কবিতেন এবং যে সময়ে ভাবাবেশ-জন্ত মহাপ্রভুর মুচ্ছা হইত, তৎকালে তাঁহার পদপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া প্রভুব শ্রীচরণে দণ্ডবৎ, নয়নাশ্রিতে পাদপ্রক্ষালন, পদরেণু শিরে ধারণ ও নানা উপচারে পূজা-অর্চনাদি-স্বাধা স্বীয় মনোবাসনা পূর্ণ কবিতেন। একদিন মহাপ্রভু নৃত্য কবিত্তে কবিত্তে মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইলেন; তখন সুর্যোগ বুঝিয়া অধৈত আচার্য্য মহাপ্রভুর পদবেণু সর্সাদে লেপন কবিলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রভু পুনর্বার নৃত্য আবন্ত করিয়া ভক্তগণের নিকট চিস্তেব অসন্তোষ-প্রকাশমুখে কেহ তদীয় পদবেণু গ্রহণ কবিষাডেন কি না তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা কবিলেন। অধৈতাচার্য্যেব ভয়ে বৈষ্ণবগণ মহাপ্রভুকে দিছুই না বলিয়া মৌনভাবে অবস্থান কবিলে অধৈত আচার্য্য গৌরমুন্দরের নিকট কবযোড়ে পদবেণু চৌর্ঘ্যেব কথা স্বীকাব পূর্সক আপন দোষেব জ্ঞান ক্ষমা প্রার্থনা কবিলেন।

মহাপ্রভু অধৈতের বাক্য শ্রবণ পূর্সক বাহিবে ক্রোধভাব প্রদর্শন করিয়া অধৈতেব নিন্দাব্যাজে বিবিধ গুণ প্রকাশ করিত্তে করিত্তে তাঁহাব পদরেণু গ্রহণ ও চবণ স্বীয়বক্ষে ধারণ কবিলেন। তাহাতে অধৈত-প্রভু গৌরমুন্দরের নিজ সেবক-মণ্যাদা-বুদ্ধিব কথা কীর্ত্তনমুখে তদীয় মাহাস্বা প্রকাশ করিত্তে থাকিলে মহাপ্রভুও অধৈতের মহিমা কীর্ত্তন করিত্তে লাগিলেন। বৈষ্ণবগণ অধৈতের প্রতি গৌরমুন্দরের অসীম কৃপার বিষয় উপলব্ধি করিয়া বিস্মিত হইলেন। তদনন্তর মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ, অধৈতা-চার্য্য এবং অন্যান্ত ভক্তগণ—সকলে মহানন্দে কীর্ত্তন-নর্ত্তন করিত্তে লাগিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু কীর্ত্তনানন্দে পরম বিম্বল হইলেও সর্সদা সতর্ক থাকিতেন এবং শ্রীচৈতন্তচন্দ্রকে

প্রেমাবেশে ভূতলশায়ী হইবাব উপক্রম দেখিলেই হুঁবাত্ত প্রসাবণ কবিয়া মহাপ্রভুকে ধবিয়া বাধিতেন।

নবদ্বীপে ‘গুরুদ্বব’ নামে একজন বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ বাস কবিতেন। তিনি ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্যাদি কৃষ্ণকে অর্পণানন্তর তদবশেষ দ্বাবা দেহবক্ষা কবিয়া অহর্নিশ কৃষ্ণনান-গুণ-কীর্ত্তনে নিযুক্ত থাকায় কিছুমাত্র দাবিত্র্যা-দুঃখ অনুভব করিতেন না। বহির্দুঃখ লোক তাঁহাকে একজন ভিক্ষুক বলিয়াই জানিত। সেতত্ত্ব, চৈতন্ত-রূপা-পাত্র ব্যতীত অলব্ধ কেহই তদীয় সেবককে চিনিতে পাবে না। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বর-আবেশে উপবিষ্ট আডেন, এমন সময় ভিক্ষাব মুলি-স্বন্ধে গুরুদ্বব আগমন কবিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দে নৃত্য কবিত্তে লাগিলেন। গুরুদ্ববকে দেখিয়া মহাপ্রভু তদীয় গুণাবলী কীর্ত্তন কবিত্তে কবিত্তে মুলি হইতে মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল গ্রহণ কবিয়া চিবাইতে লাগিলেন। নিরুষ্ট কণাযুক্ত চাউল মহাপ্রভু ভক্ষণ করিত্তেছেন দেখিয়া গুরুদ্বব স্বীয় সর্সনাশেব আশঙ্কা জানাইলে, মহাপ্রভু যে নিত্যাকাল ভক্তের দ্রব্যই পবন আগ্রহে গ্রহণ কবিয়া থাকেন, অভক্তেব দ্রব্য-প্রতি দৃষ্টিপাত কবেন না, তাহা গুরুদ্ববকে জানাইলেন। গুরুদ্ববের প্রতি গৌরমুন্দরের কৃপা-দর্শনে ভক্তগণ আনন্দ-চিস্তে কৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। মহাপ্রভু গুরুদ্ববের বিবিধ গুণ কীর্ত্তন কবিয়া তাঁহাকে প্রেমভক্তি-বর প্রদান করিলেন। গুরুদ্ববের ববলাভে বৈষ্ণবগণ আনন্দে হরিপ্রবনি কবিয়া উঠিলেন।

অর্চনমার্গে মুসাম্যোগে ভগবানকে নৈবেদ্য অর্পণ করিত্তে হয়। গুরুদ্বব কর্ত্তক তাদৃশভাবে অর্পিত না হইলেও মহাপ্রভু বলপূর্সক গুরুদ্ববের তণ্ডুল ভক্ষণ করিয়া অর্চন-পথাপেক্ষা অমুরাগ-পথেব বৈশিষ্ট্য প্রদর্শন কবিলেন। বিষয়-মদার্কজন জন্মৈশ্বর্য্যাদি-মদে মস্ত হইয়া বৈষ্ণবগণকে চিনিতে পারে না। পবন্ত দরিদ্র, মুখ্য প্রভৃতি মনে কবিয়া নিন্দা-উপহাসাদি করে; তজ্জন্ত ভক্তবৎসল ভগবান্ ঐসকল বৈষ্ণবাপরাধীর পূজা-বৃত্তাদি গ্রহণ কবেন না। কৃষ্ণ যে একমাত্র অকিঞ্চনেরই প্রাণধন, তাহা সর্সশাস্ত্রসম্মত।

অতঃপর গ্রন্থকার অধ্যায়ের ফলপ্রতি কীর্ত্তন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন।

সপার্বদ গৌরহৃদয়ের জয়গান—

জয় জয় মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র ।

জয় জয় বিশ্বম্ভর-প্রিয় ভক্তবৃন্দ ॥১॥

বহিবন্ধ-জন-বন্ধনার্থ প্রভুর নিশাভাগে রুদ্ধ গৃহে

কীৰ্ত্তন-বিলাস—

হেমমতে নবদীপে বিশ্বম্ভর-রায় ।

ভক্তসঙ্গে সঙ্কীৰ্ত্তন করেন সদায় ॥২॥

দ্বার দিয়া নিশাভাগে করেন কীৰ্ত্তন ।

প্রবেশিতে নারে কোন ভিন্ন লোকজন ॥৩॥

কীৰ্ত্তনপুণ্য শ্রীবাস-শ্রবণ গৌরকীৰ্ত্তন-বিলাস-দর্শন-

চেষ্টায় আশ্রয়গোপন—

একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাসের বাড়ী ।

যরে ছিল লুকাইয়া শ্রীবাস-শাস্ত্রী ॥৪॥

ঠাকুর পণ্ডিত আদি কেহ নাহি জানে ।

ডোল মুড়ি' দিয়া আছে যরে এক কোণে ॥৫॥

গৌররূপা বাতীত ভাগ্যহীনের স্বেচ্ছায় ভগবলীলা-

দর্শন-চেষ্টাব নিফলতা—

লুকাইলে কি হয়, অন্তরে ভাগ্য নাই ।

অল্প ভাগ্যে সেই নৃত্য দেখিতে না পাই ॥৬॥

নাচিতে নাচিতে প্রভু বলে ঘনে ঘন ।

“উল্লাস আমার আজি নহে কি কারণ?” ৭॥

শ্রীবাসের শ্রবণ কীৰ্ত্তি সর্বজ গৌরহৃদয়ের হৃদয়-

গোচর ও আশ্রয়গোপনপূর্বক প্রকারান্তরে

উহা প্রকাশ—

সর্বভূত-অন্তর্যামী জানেন সকল ।

জানিয়াও না কহেন, করে কুতূহল ॥৮॥

পুনঃ পুনঃ নাচি' বলে,—“সুখ নাহি পাই ।

কেহ বা কি লুকাইয়া আছে কোন ঠাঞি?” ৯॥

শ্রীবাস-গৃহে সকলের বহিবন্ধ জনাছসন্ধান

এবং নিফলতা—

সর্ব-বাড়ী বিচার করিলা জনে জনে ।

শ্রীবাস চাহিল ঘর-সকল আপনে ॥১০॥

“ভিন্ন কেহ নাহি” বলি' করয়ে কীৰ্ত্তন ।

উল্লাস না বাড়ে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥১১॥

বহিবন্ধ শ্রীবাস-শ্রবণ প্রকাশার্থ মহাপ্রভুর

পুনঃচেষ্টা ও ভক্তগণের চিন্তা—

আরবার রহি' বলে,—“সুখ নাহি পাই ।

আজি বা আমারে কৃষ্ণ-অনুগ্রহ নাই ॥” ১২॥

মহা-ত্রাসে চিন্তে সব ভাগবতগণ ।

“আমা-সবা বিনা আর নাহি কোনজন ॥১৩॥

আমরাই কোন বা করিল অপরাধ ।

অতএব প্রভু চিন্তে না পায় প্রসাদ ॥” ১৪॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

ডোল—শস্ত্রাদি বাধিবার বৃহৎ ভাজন। মুড়ি—
আবরণ, আচ্ছাদন। ডোলের পার্শ্বে আপনাকে আবৃত
করিয়াছিল ॥ ৫ ॥

শ্রীগৌরহৃদয়ের ভাবময় নৃত্য-দর্শন সকলের ভাগ্যে
ঘটে না। কীৰ্ত্তনভাগ্য-জনগণ সেই নৃত্য দেখিয়াও নৃত্যের
তাৎপর্য বুঝিতে অসমর্থ হয়। প্রকাশভাবে দর্শনের
সৌভাগ্য প্রভৃতি বিচার কবিলেও অন্তর্দ্বন্দ্বের বিরোধ
পোষণ করায় অজ্ঞানমতাই সিদ্ধ হয়। মুখে ও মনে ভেদ
ধাকার নামই ‘কপটতা’। কাপট্য-সিদ্ধি ও প্রকৃত প্রভাবে

অনুসরণ এক নহে। অগতঃ দেখা যায় যে, নির্বিশেষবাদী
বাহিরে লোক দেখাইয়া দরিত্রের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ পূর্বক
প্রতিষ্ঠা লাভের যত্ন করেন; কিন্তু অন্তরে নিজ ঐশ্বর্য,
পাণ্ডিত্যগৌরবে কীৰ্ত্তি প্রভৃতির আবরণ করিলেও প্রকৃত
প্রস্তাবে ‘দৈচ্ছ’ বলিয়া যে লোভনীর পদবী আছে,
তাহার সন্ধান লাভ করেন না। নির্বিশেষবাদকে প্রেম
দিতে গিয়া যে সাধ্য-প্রথা প্রদর্শন পূর্বক আশ্র-
স্তরিতা সমুৎপন্ন হয়, তাহা কখনই ‘দৈচ্ছমুখে অকিঞ্চনতা’
বলিয়া গণ্য হয় না ॥ ৬ ॥

শ্রীবাসের পুনরুত্থান এবং স্বর্গকে বহিষ্কার, তাহাতে

শ্রীকৃষ্ণ উবেগহাস ও উল্লাস—

আরবার ঠাকুর-পণ্ডিত যেরে গিয়া।
দেখে নিজ শাস্ত্রী আছরে লুকাইয়া ॥১৫॥
কৃষ্ণাবেশে মহা-মত্ত ঠাকুর-পণ্ডিত।
যার বাহু নাহি, তার কিসের গর্বিত ? ১৬॥
বিশেষে শ্রীকৃষ্ণ বাক্যে কম্পিত শরীর।
আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি' করিলা বাহির ॥১৭॥
কেহ নাহি জানে ইহা, আপনে সে জানে।
উল্লসিত বিশ্বস্তর নাচে ভক্তকণে ॥১৮॥
শ্রীকৃষ্ণ বলে,—“এবে চিন্তে বাসি যে উল্লাস।”
হাসিয়া কীর্তন করে পণ্ডিত শ্রীবাস ॥১৯॥
মহামন্দে হইল কীর্তন-কোলাহল।
হাসিয়া পড়য়ে সব বৈষ্ণব-মণ্ডল ॥২০॥
নৃত্য করে গৌরসিংহ মহা-কুতূহলী।
ধরিয়া বুলেন নিত্যানন্দ মহাবলী ॥২১॥

চৈতন্তরূপায়ই চৈতন্ত-লীলায় অধিকার—

চৈতন্তের লীলা কেবা দেখিবারে পারে।
সেই দেখে, যারে শ্রীকৃষ্ণ দেন অধিকারে ॥২২॥
এই মত প্রতিদিন হরি-সঙ্গীর্জন।
গৌরচন্দ্র করে, নাহি দেখে সর্বজন ॥২৩॥

অষ্টমতমহিমা-খ্যাপনার্থ শ্রীকৃষ্ণ লীলা—

আর একদিন শ্রীকৃষ্ণ নাচিতে নাচিতে।
না পায় উল্লাস শ্রীকৃষ্ণ চাহে চারিভিতে ॥২৪॥

শ্রীকৃষ্ণ বলে,—“আজি কেমনে সুখ নাহি পাই ?

কিবা অপরাধ হইয়াছে কা'র ঠাঞি ?” ২৫॥

অষ্টমতমহিমা-খ্যাপনার্থ শ্রীকৃষ্ণ লীলা—

অভাবে চৈতন্ত-ভক্ত আচার্য গোসাঞি।
চৈতন্তের দাস্ত-বই আর ভাব নাই ॥২৬॥
যখন খটায় উঠে শ্রীকৃষ্ণ বিশ্বস্তর।
চরণ অর্পয় সর্ব-শিরের উপর ॥২৭॥
যখন ঠাকুর নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশে।
তখন অষ্টমত সুখ-সিদ্ধি-মারো ভাসে ॥২৮॥
শ্রীকৃষ্ণ বলে,—“আরে নাড়া, তুই মোর দাস।”
তখন অষ্টমত পায় অনন্ত উল্লাস ॥২৯॥

ভক্তগণ-সহ গৌরহৃদয়ের অচিন্ত্য লীলা—

অচিন্ত্য গৌরহৃদয় বুকন না যায়।
সেইকণে ধরে সর্ব-বৈষ্ণবের পায় ॥৩০॥
দশনে ধরিয়া তৃণ করয়ে ক্রন্দন।
“কৃষ্ণরে, বাপরে, তুই মোহার জীবন ॥” ৩১॥
এমন ক্রন্দন করে, পাঁচাণ বিদরে।
নিরন্তর দাস্ত-ভাবে শ্রীকৃষ্ণ কেলি করে ॥৩২॥
খণ্ডিলে জৈশ্বর-ভাব সবাকার স্থানে।
অসর্বজ্ঞ হেন শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসে আপনে ॥৩৩॥
“কিছুনি চাকল্য মুঞি উপাধিক করে।”
বলিহ মোহারে, যেম সেইকণে মরে ॥৩৪॥
কৃষ্ণ মোর ঐশ্বর্য, কৃষ্ণ মোর ধর্ম।
তোমরা মোহার ভাই-বন্ধু জন্ম জন্ম ॥৩৫॥

কৃষ্ণসেবায় মত্ত কীর্তনকারী শ্রীবাস পণ্ডিত বহি-
র্জগতেব চিন্তাশ্রোত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। তিনি অহঙ্কারের
বশবর্তী হইয়া কোন কার্য করেন নাই। ভোগপূর জনগণ
যেদ্রুপ গর্ভচালিত হইয়া অপরের প্রতি অত্যাচার করেন,
সেদ্রুপ বিচার উহার ছিল না ॥ ১৬ ॥

সাধারণ ব্যক্তিগণ যেদ্রুপ নিজের ইজিয়-তর্পণে ব্যাখ্যাত
হইলে কোণে কম্পিতকলেবর হন, শ্রীবাস সেদ্রুপ
অহঙ্কারে চালিত না হইয়া, মহাপ্রভুর উবেগ হইতেছে
আনিয়া কোণে অধীরভাব প্রদর্শন পূর্বক স্বীয় পূজ্য
লুকাইতা স্বরূপতাকে অপরের দ্বারা কেশাকর্ষণ পূর্বক

ডোলের সনীপ হইতে অচ্ছেদ অগোচরে বাহির করিয়া
দিলেন ॥ ১৭ ॥

বহিরঙ্গ-সঙ্গে ভাবোন্মাদার সন্তাবনা নাই। বহির্পূ-
র্ণের বিতাড়নে কৃষ্ণসেবোন্মুখতা অবলম্বনে সমুদ্র হয় না।
স্বজাতীয়শর-দ্বিত্ব জনগণের সঙ্গপ্রভাবে সেবোন্মুখতা
স্বভাবতঃই উল্লাস লাভ করে। বহিরঙ্গের মিলনে সেদ্রুপ
প্রেমচাকল্য দেখা যায় না। শ্রীবাস পণ্ডিত মহাপ্রভুর
উবেগ কমিয়াছে দেখিয়া পরমানন্দচিন্তে কীর্তন আরম্ভ
করিলেন। ভগবন্তরূপের মুখেও হর্ষের চিহ্ন দেখিতে
পাওয়া গেল ॥ ১৯ ॥

কৃষ্ণদাস্ত বহি আর নাহি অজ্ঞ গতি ।
 বুঝাহ, মোহার পাছে হয় আর মতি ॥” ৩৬॥
 ভয়ে সব বৈষ্ণব করেন সঙ্কোচন ।
 “হেন প্রাণ নাহি কারো, করিবে কখন ॥৩৭॥
 “এই মত যখন আপনে আজ্ঞা করে ।
 তখন সে চরণ স্পর্শিতে সবে পারে ॥৩৮॥
 নিরন্তর দাস্তভাবে বৈষ্ণব দেখিয়া ।
 চরণের রেণু লয় সম্মুখে উঠিয়া ॥৩৯॥
 ইহাতে বৈষ্ণব-সব দুঃখ পায় মনে ।
 অতএব সবারে করয়ে আলিঙ্গনে ॥৪০॥
 গৌবল্লভবৈব অধৈতকে ‘গুরু’ বুদ্ধি, তাহাতে
 আচার্য্য অধৈতের দুঃখ—
 ‘গুরু’-বুদ্ধি অধৈতেরে করে নিরন্তর ।
 এতেকে অধৈত দুঃখ পায় বহুতর ॥৪১॥
 সাক্ষাতে গৌবচরণ-সেবার অধিকাব না পাওয়ায়
 মহাপ্রভু ভাবাবেশকালে অধৈত-প্রভু
 নানারূপে চৈতন্য-সেবা—
 আপনেও সেবিত্তে সাক্ষাতে নাহি পায় ।
 উলটিয়া আরো প্রভু ধরে ছুই পায় ॥৪২॥

শ্রীমহাপ্রভু ভাবাবেশ তিবোহিত হইলে তিনি
 ভক্তগণেব নিকট জিজ্ঞাসা করেন,—“আমি দেহ ও মনের
 দ্বারা কোন চাঞ্চল্য করিয়াছি কিনা? যদি করিয়া
 থাকি, তাহা হইলে সেইক্ষণেই আমার মৃত্যু হইল না
 কেন?” ঐশ্বর্য্য-প্রকাশ-কালে মহাপ্রভুর সকল ভক্তেব
 মস্তকে পাদপদ্ম প্রদান এবং অধৈতকে ভূতাবোধ প্রভৃতি
 লোকাভীতি বিচার দেখা যাইত। আবার ভক্তভাব
 অঙ্গীকার কবিতা স্বীয় দৈত্য-প্রতীতি দ্বারা ভক্তগণের
 নিকট আদর্শ প্রদর্শন কবিতেন। বৈষ্ণবগণ তাঁহার নিকট
 ঐশ্বর্য্য কথ্য প্রকাশ কবিতেন ॥ ৩৪ ॥

আদর্শ ভক্তচরিত্র প্রদর্শন করিয়া মহাপ্রভুর
 বৈষ্ণবের পদধূলিগ্রহণ প্রভৃতি কার্য্যে বৈষ্ণবগণেব বিশেষ দুঃখ
 হইত। মহাপ্রভু তাঁহাদের দুঃখ-অপনোদন অজ্ঞ চরণ-ধূলি
 গ্রহণের পরিবর্তে তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন করিতেন এবং অধৈত
 প্রভুকে গুরুবুদ্ধি কবায় তিনি দুঃখ বোধ করিতেন ॥ ৪০ ॥

যে চরণ মনে চিন্তে, সে হৈল সাক্ষাতে ।
 অধৈতের ইচ্ছা—থাকি সদাই তাহাতে ॥৪৩॥
 সাক্ষাতে না পারে প্রভু করিয়াছে রাগ ।
 তথাপিহ চুরি করে চরণ-পরাগ ॥৪৪॥
 ভাবাবেশে প্রভু যে সময়ে মুচ্ছা পায় ।
 তখনে অধৈত চরণের পাছে যায় ॥৪৫॥
 দণ্ডবৎ হঞা পড়ে চরণের তলে ।
 পাখালে চরণ ছুই নয়নের জলে ॥৪৬॥
 কখনো বা মুছিয়া পুঁছিয়া লয় শিরে ।
 কখনো বা ষড়ঙ্গবিহিত পূজা করে ॥৪৭॥
 এছো কর্ম অধৈত করিতে পারে মাত্র ।
 প্রভু করিয়াছে যারে মহা-মহা-পাত্র ॥৪৮॥
 সর্বভক্তাপেক্ষা অধৈতচরণের শ্রেষ্ঠত্ব—
 অতএব অধৈত—সবার অগ্রগণ্য ।
 সকল বৈষ্ণব বলে,—‘অধৈত সে মধ্য’ ॥৪৯॥
 তধৈত-তত্ত্বানভিজ্ঞ অসম্যক্তিগণেব অধৈতকে মহাবিক্র
 এবং মহাপ্রভুকে অধৈতাপ্রিতা গোপী-জ্ঞান—
 অধৈতসিংহের এই একান্ত মহিমা ।
 এ রহস্য নাহি জানে যত দুষ্ট জনা ॥৫০॥

মহাপ্রভু অধৈত-প্রভুকে সম্মান কবিতেন; স্তবরাং
 শ্রীঅধৈত-প্রভু প্রকাশভাবে শ্রীমহাপ্রভু চরণ-স্পর্শের
 সুযোগ না পাইয়া অগ্রকাশে প্রভু ভাবাবেশেব সময় চরণ-
 স্পর্শেব সুবিধা করিয়া লইতেন এবং মহাপ্রভুর মুচ্ছাকালে
 তাঁহার পাদপদ্মে পড়িয়া বহু আত্মসংহারে নয়নাশ্রু বিসর্জন
 করিতেন ॥ ৪৫ ॥

ষড়ঙ্গ—মধ্য ৬।৩৩ গোড়ীয়-ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥ ৪৭ ॥

শ্রীঅধৈত-প্রভুর শ্রীতিবসহিত শ্রীগৌরচরণ-সেবা দেখিয়া
 ভক্তগণ তাঁহাকে নিবহকার, জিতেন্দ্রিয় পুরুষরাজ জ্ঞান
 করিতেন। অগতে সকল-ভক্ত অপেক্ষা তাঁহার শ্রেষ্ঠতা
 প্রখ্যাপনের অজ্ঞ তাঁহাকে দ্বিতীয়-রহিত ‘অধৈত’ বলিয়া
 স্থাপন করিতেন ॥ ৪৮ ॥

শ্রীঅধৈত-প্রভু—বৈষ্ণবগণেব সর্বপ্রধান। তাঁহার
 অলৌকিক-মহিমা বিষয়-মদ-মত্ত অসম্যক্তিগণ না জানিয়া
 অনেক সময় তাঁহার সৎকে দৌরাঙ্গের কথা প্রচার

প্রভুর মূর্ত্যুকালে অষ্টভৈতের গৌরবদধূলি গ্রহণ এবং
অন্তর্যামী গৌরহৃদয়ের সকৌতুকে প্রকারান্তরে
তদ্বিবরণ ভিজ্ঞাসা—

একদিন মহাপ্রভু বিশ্বস্তুর নাচে ।
আনন্দে অষ্টভৈত তান বলে পাছে পাছে ॥৫১॥
হইল প্রভুর মূর্ত্ত্বা—অষ্টভৈত দেখিয়া ।
লেপিল চরণধূলী অঙ্গে লুকাইয়া ॥৫২॥
অশেষ কৌতুক জানে প্রভু গৌর-রায় ।
নাচিতে নাচিতে প্রভু সুখ নাহি পায় ॥৫৩॥
প্রভু কহে,—“চিন্তে কেন না বাসেঁ। প্রকাশ ?
কায় অপরাধে মোর না হয় উল্লাস ? ৫৪॥
কোন্ চোরে আমারে বা করিয়াছে চুরি ।
সেই অপরাধে আমি নাচিতে না পারি ॥৫৫॥
কেহ বা কি লইয়াছে মোর পদধূলি ।
সবে সত্য কহ, চিন্তা নাহি, আমি বলি ॥” ৫৬॥

ভক্তগণেব মৌনভাব এবং অষ্টভৈতের নিজ
গুণকারণ স্বীকাৰ—

অন্তর্য্যামি-বচন শুনিয়া ভক্তগণ ।
ভয়ে মৌন সবে, কিছু না বলে বচন ॥৫৭॥
বলিলে অষ্টভৈত-ভয়, না বলিলে মরি ।
বুঝিয়া অষ্টভৈত বলে যোড়হস্ত করি ॥৫৮॥
“শুন বাপ, চোরে যদি সাক্ষাতে না পায় ।
তবে তার অগোচরে লইতে যুগায় ॥৫৯॥

কবিতেন । এখনও কোন কোন স্থলে তাঁহার বংশধর ও
অঙ্গগণের মধ্যে শ্রীঅষ্টভৈত-প্রভুকে ‘মহাবিষ্ণু’ বলিয়া জানিতে
গিয়া গৌরহৃদয়কে তদাশ্রিতা পরমশ্রেষ্ঠা গোপী মাত্র
বলিয়া প্রচার করে । শ্রীচৈতন্যের নিত্যদ্ব্যস্ত ঝাঁহাতে প্রবল,
তাঁহাকে ‘শ্রীচৈতন্য-সেবা’ বলিয়া প্রতিষ্ঠাপন করা দৃষ্টবুদ্ধির
পরিচায়ক । শ্রীঅষ্টভৈত-বংশে ও অষ্টভৈতবংশাঙ্গচরণেব
মধ্যে কেহ কেহ দৃষ্ট মত গ্রহণ করিয়া শ্রীঅষ্টভৈত-প্রভুকে
কেবল অষ্টভৈতবাদী সাধাইতে ইচ্ছা করেন ॥ ৫০ ॥

যদি প্রাকান্তভাবে পরব্রহ্মাপহরণ-কার্য্যের সুবিধা না
হয়, তাহা হইলে গোপনে ভক্ত-সংগ্ৰহে চোরেয় যোগ্যতা
আছে । তবে তদ্বারা কাহারও ক্ষতি হইলে যে অপরাধ

মুদ্রি চুরি করিয়াছে। মোরে কম’ দোষ ।
আর না করিব যদি তোমর অসন্তোষ ॥” ৬০॥
অষ্টভৈত-বাক্যপ্রবণে মহাপ্রভুর ক্রোধব্যাভে অষ্টভৈতমহি
ম্যাপন এবং বলপূর্ব্বক অষ্টভৈত-পদধূলি গ্রহণ ও
তদীয় চরণ বক্ষে ধারণ—

অষ্টভৈতের বাক্যে মহা ক্রুদ্ধ বিশ্বস্তুর ।
অষ্টভৈতমহিমা ক্রোধে বলয়ে বিস্তুর ॥৬১॥
“সকল সংসার তুমি করিয়া সংহার ।
তথাপিহ চিন্তে নাহি বাস প্রতিকার ॥৬২॥
সংহারের অবশেষ সবে আছি আমি ।
আমা সংহারিয়া তবে সুখে থাক তুমি ॥৬৩॥
ভপশ্বী, সন্ন্যাসী, যোগী, জ্ঞানি-খ্যাতি যার ।
কাহারে না কর তুমি শূলেতে সংহার ? ৬৪॥
কৃতার্থ হইতে যে আইসে তোমা-স্বামে ।
তাহারে সংহার কর ধরিয়া চরণে ॥৬৫॥
মথুরামিবাসী এক পরম বৈষ্ণব ।
তোমার দেখিতে আইল চরণবৈভব ॥৬৬॥
তোমা দেখি’ কোথা সে পাইবে বিমু-ভক্তি ।
আরও সংহারিলে তার চিরন্তন-শক্তি ॥৬৭॥
লইয়া চরণধূলি তারে কৈলা ক্ষয় ।
সংহার করিতে তুমি পরম নির্দয় ॥৬৮॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে ভক্তিযোগ ।
সকল তোমায়ে কৃষ্ণ দিল উপযোগ ॥৬৯॥

হয়, তাহা পুনরায় অশুষ্টিত হইবে না জানিলে, তাহার
সন্তোষের কারণ হয় ॥ ৫৯ ॥

শ্রীঅষ্টভৈত-প্রভু মহাবিষ্ণু হওয়ায় রুদ্ররূপে জগৎ সংহার
করেন । শ্রীশ্রীগৌরহৃদয় বলিলেন,—“আমি ক্ষুদ্র ব্যক্তি,
আমার সামান্য ভক্তিবলে সংহার করা তোমার পক্ষে
অধিক কৃতিত্বের পরিচায়ক নহে । তুমি মহাবলী বৈষ্ণব,
আমাদের ছায়ামূর্ত্ত-জন-বল-ব্যক্তির ওজন-সম্পত্তি কাড়িয়া
লওয়া তোমার পক্ষে নিতান্ত গর্হিত কার্য্য । যথুরা-
নিবাসী কোন ভক্ত তোমার নিকট ভক্তি-প্রার্থনায় উপনীত
হইলে তাহার ভক্তিবল নাশ করিবার অঙ্গ তুমি তাহার
ভক্তি বলপূর্ব্বক অপহরণ করিয়াছিলেন ।” এইরূপে স্ততির

তথাপিহ তুমি চুরি কর ক্ষুদ্র-জ্ঞানে ।
 ক্ষুদ্র সংহারিতে কৃপা নাহি বাস মনে ॥৭০॥
 মহা ডাকাইত তুমি, চোরে মহা চোর ।
 তুমি সে করিলা চুরি প্রেমসুখ মোর ॥ ৭১॥
 এই মত হলে কহে স্নাত্য বচন ।
 শুনিয়া আনন্দে ভাসে ভাগবতগণ ॥৭২॥
 “তুমি সে করিলা চুরি, আমি কি না পারি ।
 হের, দেখ, চোরের উপরে করে’ চুরি ॥” ৭৩॥
 এত বলি অধৈতরে আপনে ধরিয়া ।
 লোটয়ে চরণ-ধূলি হাসিয়া হাসিয়া ॥৭৪॥
 মহাবলী গৌরসিংহে অধৈত না পারে ।
 অধৈতচরণে প্রভু ঘসে নিজ শিরে ॥৭৫॥
 চরণ ধরিয়া বন্ধে অধৈতের বলে ।
 “হের, দেখ, চোর বাজিলাম নিজ কোলে ॥৭৬॥
 করিতে থাকয়ে চুরি চোর শতবার ।
 বারেকে গৃহস্থ সব করয়ে উদ্ধার ॥” ৭৭॥

অধৈতের ঐকান্তিক গৌরদাস্ত জ্ঞাপন—
 অধৈত বলয়ে,—“সত্য কহিলা আপনি ।
 তুমি সে গৃহস্থ, আমি কিছুই না জানি ॥৭৮॥
 প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ—সকল তোমার ।
 কে রাখিবে প্রভু, তুমি করিলে সংহার ? ৭৯॥
 হরিষের দাতা তুমি, তুমি দেহ’ তাপ ।
 তুমি শাস্তি করিলে রাখিবে কার বাপ ? ৮০॥
 নারদাদি যায় প্রভু দ্বারকা নগরে ।
 তোমার চরণ-ধন-প্রাণ দেখিবারে ॥৮১॥

তুমি তা-সবার লও চরণের ধূলি ।
 সে সব কি করে প্রভু, সেই আমি বলি ॥৮২॥
 আপনার সেবক আপনে যবে খাও ।
 কি করিব সেবকে, আপনে ভাবি’ চাও ॥৮৩॥
 কি দায় চরণ ধূলি, সে রহক পাছে ।
 কাটিতে তোমার আঁজা কোন জম আছে ॥৮৪॥
 তবে যে এমত কর, মহে ঠাকুরালি ।
 আমার সংহার হয়, তুমি কুতূহলী ॥৮৫॥
 তোমার সে দেহ, তুমি রাখ বা সংহার’ ।
 যে তোমার ইচ্ছা প্রভু, তাই তুমি কর ॥” ৮৬॥

বিশ্বস্তের অধৈত-মহিমা কীর্তন—

বিশ্বস্তর বলে,—“তুমি ভক্তির ভাণ্ডারী ।
 এতেকে তোমার চরণের সেবা করি ॥৮৭॥
 তোমার চরণধূলি সর্বাক্ষেপে লেপিলে ।
 ভাসয়ে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেম-রস-জলে ॥৮৮॥
 বিনা তুমি দিলে ভক্তি, কেহ নাহি পায় ।
 ‘তোমার সে আমি’, হেন জান সর্বধায় ॥৮৯॥
 তুমি আমা যথা বেচ’, তথাই বিকাই ।
 এই সত্য কহিলাম তোমার সে ঠাঁঞি ॥” ৯০॥

অধৈতের প্রতি গৌরহৃদয়ের অগ্রগৃহ পরাকাষ্ঠা দর্শনে

ভক্তগণের বিশ্বয় সহকায়ে বিবিধ উক্তি—

অধৈতের প্রতি দেখি’ কৃপার বৈভব ।
 অগুরু চিত্তয়ে মনে সকল-বৈষ্ণব ॥৯১॥
 “সত্য সেবিলেন প্রভু এ মহাপুরুষে ।
 কোটি মোক্ষতুল্য মহে এ কৃপার লেশে ॥৯২॥

ইলনায় পরবশ্যকো ঐগৌরহৃদয়ের ঐঅধৈত-মহিমা স্মৃতি
 ভাবে প্রচার করিলেন ॥ ৬১-৬৫ ॥

মধুরানিবাসী বৈষ্ণব—স্বয়ং গৌরহৃদয় । ভক্তরূপে
 অবতীর্ণ গৌরহৃদয়ের নিজকে বৈষ্ণব বলিয়া পূজন এবং
 নন্দনন্দনের সহিত অভেদ-হেতু ‘মধুরানিবাসী’ বলিয়া
 অভিমান ॥ ৬৬ ॥

উপযোগ—আত্মকৃত্য, উপযোগিতা ॥ ৬৭ ॥

চোর অনেকবার চুরি করিয়া অন্ন অন্ন দ্রব্য সংগ্রহ
 করে । গৃহস্থ চোরের অনেকবার চুরির প্রতিশোধ একেবারে

লইতে গিয়া তাহার গৃহের সকল বস্তু উদ্ধার করিয়া ফেলে ।
 ঐচৈতন্য—মহাবলী, অধৈত তাহার তুলনায় কীণশক্তি,
 স্তূতরাং মহাপ্রভু বলপূর্বক প্রকাশ্যেই অধৈতের চরণ দ্বারা
 বন্ধে ধারণ করিলেন ॥ ৭৫-৭৭ ॥

অধৈত বলিলেন,—“গৃহস্থের বাড়ীতে চোরে চুরি করে,
 কিন্তু তুমি ত গৃহস্থ নও ; সকল দ্রব্য তোমারই ; তুমিই
 সকল-দ্রব্যের সংহার কর্তা, এবং তুমিই সকলের আনন্দের
 বিধাতা । নারদাদি মুনিগণ তোমার চরণ দর্শনে গমন
 করিলে তুমি তাহাদের পদধূলি লইয়া থাক । তোমার আঁজা

কদাচিত্ এ প্রসাদ শব্দে সে পায় ।
 বাহা করে অধৈতরে শ্রীগৌরাজরায় ॥১৩॥
 আমরাও ভাগ্যবন্ত হেম ভক্তসনে ।
 এ ভক্তের পদধূলি লই সর্ব অঙ্গে ॥১৪॥
 পাণমতিজনের অধৈতকে গৌরহৃদয়ের 'সেবক'
 না জানিয়া 'সেব্য' জ্ঞান এবং ভৎপবিণায়—
 হেম ভক্ত অধৈতরে বলিতে হরিষে ।
 পাণি-সব দুঃখ পায় নিজ কর্ণদোষে ॥১৫॥
 সে কালে যে হৈল কথা, সেই সত্য হয় ।
 না মানে বৈষ্ণব-বাক্য, সেই যায় ক্ষয় ॥১৬॥
 মহাপ্রভুর হরিশ্রুতি, ভক্তগণের কৃষ্ণকীর্তন এবং গৌর-
 নিত্যানন্দ-অধৈতাদির নৃত্য—
 'হরিবোল' বলি' উঠে প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 চতুর্দিকে বেড়ি' সব গায় অমুচর ॥১৭॥

কেহ লজ্জন করিতে সমর্থ নহে । এরূপ সর্গশক্তিমান তুমি
 আমাকে সেবাধিকার না দিয়া আমাকে সেবা কবিবাব যে
 ছলনা করিয়াছ, ইহা তোমার বৈভব-মহিমা নহে । তুমি
 ইহাতে আনন্দ পাইতে পাব, কিন্তু এতদ্বারা আমাব
 সর্বনাশ করা হয় ॥" ৭৮-৮৫ ॥

শ্রীমহাপ্রভু অধৈতপ্রভুকে বলিলেন,—“তুমি আমাকে
 তোমার সম্পত্তি বলিয়া জানিবে । তুমি বিক্রয়-কর্তা হইয়া
 আমাকে যেখানে বিক্রয় করিবে, আমি সেইস্থানেই বিক্রয়
 পণ্যেব ছায় বিক্রীত হইব । তুমি সেবা-ভাণ্ডারের একমাত্র
 অধিকারী । সর্বতোভাবে তোমার সেবাবৃত্তি অহুসরণ
 করিলে জীবের কৃষ্ণপ্রেম-রসায়নে অবগাহন সম্ভবপন হয় ।
 তুমি কাহাকেও সেবায় বঞ্চিত করিলে তাহাব কোনদিনই
 সেবাধিকার হয় না । এই পরম সত্যই তোমার নিকট
 আমি বলিতেছি ॥" ১০ ॥

কৃপার বৈভব—অহুগ্রহের পরাকাষ্ঠা, ঔদাৰ্য্যের পূর্ণ-
 ব্যাপকতা ॥ ১১ ॥

মুক্তির আদর্শ কোটিগুণিত হইলেও এরূপ ঔদাৰ্য্যের
 কণামাত্র হয় না ॥ ১২ ॥

শ্রীঅধৈতাচার্য—গৌরহৃদয়ের পরমভক্ত । যে সকল
 পাণমতিজন অধৈত-প্রভুকে শ্রীচৈতন্যের ঐকান্তিক ভক্ত

অধৈত আচার্য্য মহা-আনন্দে বিহ্বল ।
 মহা-মত্ত হই' নাচে পাসরি' সকল ॥১৮॥
 প্রজ্ঞে গজ্ঞে আচার্য্য দাড়িতে দিয়া হাত ।
 ক্রকুটি করিয়া নাচে শান্তিপূরনাথ ॥১৯॥
 “জয় কৃষ্ণ গোপাল গোবিন্দ বনমালী ।”
 অহর্নিশ গায় সবে হই' কুতূহলী ॥১০০॥
 নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু পরম বিহ্বল ।
 তথাপি চৈতন্য-নৃত্যে পরম কুশল ॥১০১॥
 সাবধানে চতুর্দিকে ছুই হস্ত তুলি' ।
 পড়িতে চৈতন্য, ধরি' রহে মহাবলী ॥১০২॥
 অশেষ আবেশে নাচে শ্রীগৌরাজ রায় ।
 তাহা বর্ণিবার শক্তি কে ধরে জিম্বায় ॥ ? ১০৩॥
 সরস্বতী সহিত আপনে বলরায় ।
 সেই সে ঠাকুর গায় পুরি' মনকাম ॥১০৪॥

না বলিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে শ্রীঅধৈতের সেবক জ্ঞান করে,
 সেইসকল ভাগ্যহীন দুষ্ট ব্যক্তি নিজকর্ম বিপাকে অশেষ
 দুঃখে নিমগ্ন হয় ; কিন্তু মহাপ্রভুর উদ্ধতক সকলেই
 পবমানন্দ চিত্তে অধৈত-প্রভুকে মহাপ্রভু সেবক বলিয়াই
 আনন্দিত হন । প্রভু প্রকট-বিহাব-কালেব এই সকল
 পবম সত্য ঘটনা যাহাব বিশ্বাস কবে না এবং কল্পনা-প্রভাবে
 অধৈতকে 'চৈতন্যের সেব্যত্ব' বলিয়া নিজ অমঙ্গল বরণ
 করে, সেইসকল পানী ব্যক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । শ্রীঅধৈতপ্রভুর
 কতিপয় সন্তান এবং তাহার নিম্নাধস্তনবর্গ অধৈতপ্রভুকে
 চৈতন্যদেবের একান্ত ভৃত্য জ্ঞান না কবিয়া 'কেবলাধৈতবাদী'
 জানিয়া আত্মস্বাধাকে তাহাতে তাহাদের সর্বনাশ ঘটে ॥১০৫॥

শ্রীঅধৈত-প্রভু শাস্ত্রাচারসম্পন্ন গুণ-শ্র-কেশাদি-
 মুণ্ডিত ছিলেন । দাড়ী বা চিরুকে যে উন্নত কেশ (শৃঙ্গ)
 দেখা যায় ; উহাকে সাধারণ ভাষায় 'দাড়ী' বলে । তজ্জন্ত
 কেহ কেহ অনিচ্ছতাবে অজ্ঞ বাউলিয়ার বেশ শ্র-
 কেশাদির নিয়োগ করেন । কিন্তু প্রকৃত প্রভাবে তিনি
 মুণ্ডিত-কেশ ছিলেন । তাহাকে 'নাড়া' শব্দে অভিহিত
 করায় মুণ্ডিত-কেশেরই নির্দেশ বুঝা যায় ॥ ১০৬ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ সর্গদা ভাবাবেশে অবস্থান করায়
 প্রাপঞ্চিক বিচারে পরম বিহ্বল বা উদ্ভ্রান্ত বলিয়া নির্দিষ্ট

কণে কণে মুচ্ছা হয়, কণে মহাকল্প।
 কণে তুণ লয় করে, কণে মহা-দম্ব ॥১০৫॥
 কণে হাস, কণে শ্বাস, কণে বা বিরস।
 এইমত প্রভুর আবেশ-পরকাশ ॥১০৬॥
 বীরাসন করিয়া ঠাকুর কণে বৈসে।
 মহা-অট্ট-অট্ট করি' মাঝে মাঝে হাসে ॥১০৭॥
 ভাগ্য অনুরূপ কৃপা করয়ে সবারে।
 ভুবিলা বৈষ্ণব-সব আনন্দ-সাগরে ॥১০৮॥

গুরাধর একচাবীর আখ্যান—

সম্মুখে দেখয়ে গুরাধর একচাবী।
 অনুগ্রহ করে তারে গৌরাজ শ্রীহরি ॥১০৯॥
 সেই গুরাধরের শুনহ কিছু কথা।
 মবদীপে বসতি, প্রভুর জন্ম যথা ॥১১০॥

পরম অধর্মরত, পরম অশাস্ত।
 চিনিতে না পারে কেহ পরম মহাস্ত ॥১১১॥
 মবদীপে ঘরে ঘরে খুলি লই' কাছে।
 ভিক্ষা করি' অহর্নিশ 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে ॥১১২॥
 'ভিক্ষারী' করিয়া জ্ঞান, লোকে নাহি চিমে।
 দরিদ্রের অবশি—করয়ে ভিক্ষাটেনে ॥১১৩॥
 ভিক্ষা করি' দিবসে যে কিছু বিপ্র পায়।
 কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' তবে শেষ খায় ॥১১৪॥
 কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে দরিদ্র্য নাহি জানে।
 বলিয়া বেড়ায় 'কৃষ্ণ' সকল ভবনে ॥১১৫॥
 চৈতন্যের কৃপাপাত্র কে চিনিতে পারে ?
 যখন চৈতন্য অনুগ্রহ করে যারে ॥১১৬॥
 পূর্বে যেন আছিল দরিদ্র দামোদর।
 সেই মত গুরাধর বিমুখভিক্ষার ॥১১৭॥

হন; কিন্তু তিনি ভগবৎসেবনোদ্দেশে নৃত্য-কালেও পূর্ণ-
 ভাবে স্বীয় নৈপুণ্য প্রদর্শন করিতেন। যেকালে শ্রীচৈতন্য-
 দেব কৃষ্ণপ্রেমে উগ্ৰ হইয়া নৃত্য করিতে করিতে
 পতনোন্মুখ কিবা ধরাশায়ী হইতেন, তৎকালে শ্রীনিত্যানন্দ
 প্রভু হস্তে প্রসারণ করিয়া তাঁহাকে ভূমিতে পতিত হইতে
 দিতেন না ॥ ১০১-১০২ ॥

কৃষ্ণকীর্তনকালে প্রেমোন্মত্ত হইয়া স্বাভীষ্ট-কীর্তন-মুখে
 যে জিহ্বায় উচ্চারিত শব্দ-সমূহ, তাহা বলদেবের সহিত
 সরস্বতী-সংযোগক্রমে উদ্ভূত হয়। বলদেব স্বয়ং বাণী-জিহ্বায়
 নিজ প্রভুর যথেষ্ট গুণ গান কবিতা থাকেন ॥ ১০৪ ॥

মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলা ভগবদভক্তের যোগ্যতামুসারে
 পরিলক্ষিত হয়। ভগবানে বিবর্ত্ত নির্মিশেষবাদী রূপালাভে
 সম্পূর্ণ অযোগ্য। সংকল্পনিপুণ কর্ণকাণ্ডরত-জন মায়িক দয়া
 লাভ করিয়া নখর ভোগে অতীষ্ট সিদ্ধি লাভ কবিতাছেন,
 মনে করেন। ভগবত্তত্ত্ব ভগবৎসেবায় যথেষ্ট আগ্রহীয় চেষ্টা
 প্রদর্শন করেন, ভগবান্ তাঁহার নিকট সেই পরিমাণেই
 তাঁহার প্রেমবাধ্য হন। কর্মীর স্বার্থপর নখর আনন্দভোগ,
 জ্ঞানীর নির্ভেদব্রহ্মসুখদান প্রভৃতি 'কৃপা'-শব্দবাচ্য নহে,
 ভগবত্তত্ত্বই স্মৃতি-বশে যথেষ্টাচার, কর্ণকাণ্ড ও জ্ঞান-
 কাণ্ডের অনঙ্গল হইতে মুক্ত হন ॥ ১০৮ ॥

মুঢ় ব্যক্তিগণ আপাতদর্শনে বঞ্চিত হইয়া গুরাধর
 একচাবীকে সাধাবণ ইন্দ্রিয়তর্পণকাজ্জ ভিক্ষু বলিয়াই
 জানে। দরিদ্রতা বা অভাবের পূর্ণাদর্শ ভিক্ষকের বেশে
 কৃষ্ণভক্তের চেষ্টা ত্রিবিধা হৃদ্য-মত্ত জনগণ বুঝিয়া উঠিতে
 পারে না। মায়াবিমূঢ় অহঙ্কারগর্ভিত জনগণ ভগবত্তত্ত্বকে
 অভাবগ্ৰস্ত কর্ণফলাধীন জ্ঞান করে, কিন্তু সুজন বৈষ্ণবের
 দরিদ্রতা, অভাব বা প্রাপ্তিক বস্তুতে অকিঞ্চনাধিকার
 বুঝিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। তাঁহারা জীবের অজাত-
 স্মৃতির জন্ত মহৎ হইয়াও দীনচেতা গৃহীর নিবাসে গমন
 কবিতা থাকেন। “মহাস্তের স্বভাব এই তারিতে পায়র।
 নিজকার্য নাহি, তবু খান পব-ঘর ॥” উহাতে দাতার
 অজাত-স্মৃতি জন্ম লাভ করে। এই আশ্চর্য্য ঐহারা
 বুঝিতে পারেন, তাঁহারা ই ভক্তিমঠে ভিক্ষকের বেশ ধারণ
 করিয়া হরিতজন কবেন ও মুঢ় জড়াসক্তজনগণের
 স্মৃতির উদয় করান। ভক্তিমঠের ভিক্ষুকগণ বিস্তৃত
 ব্রাহ্মণাচার গ্রহণ করিয়া ভোগপর ব্রাহ্মণাচারে অবস্থান-
 পূর্বক আশ্রয়কলা করেন না, পরন্তু ভৈক্ষ্যব্রত-সমূহ কৃষ্ণ-
 সেবায় নিযুক্ত করেন। কর্ণফলভোগী কৃষ্ণবিমুখ-ব্রাহ্মণতায়
 যেরূপ আশ্রয়-তর্পণের-ব্যবস্থা, সেইরূপ ব্রাহ্মণব্রত
 বৈষ্ণবের না থাকায় তাঁহারা কৃষ্ণার্থে অশিল-চেষ্টাসম্পন্ন

সেই মত কৃপাও করিলা বিশ্বস্তর।

যে রহে চৈতন্যমূর্ত্যে বাড়ীর ভিতর ॥১১৮॥

শুক্রাধরের ভিক্ষাবুলি-স্বক্কে প্রবেশ ও নৃত্য ; তদ্বর্ণনে

মহাপ্রভুব হস্ত এবং তদীয় গুণ বর্ণন—

ঝুলি কান্ধে লই' বিপ্র নাচে মহারজে ।

দেখি' হাসে প্রভু সব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ॥১১৯॥

বসিয়া আছেয়ে প্রভু ঈশ্বর-আবেশে ।

ঝুলি কান্ধে শুক্রাধর নাচে কান্ধে হাসে ॥১২০॥

শুক্রাধর দেখিয়া গৌরান্ন কৃপাময় ।

‘আইস, আইস’ করি' প্রভু বলয়ে সদয় ॥১২১॥

“দরিদ্র সেবক মোর তুমি জন্ম জন্ম ।

আমারে সকল দিয়া তুমি ভিক্ষু-ধর্ম ॥১২২॥

আমিহ তোমার দ্রব্য অনুক্ষণ চাই ।

তুমি না দিলেও আমি বল করি' খাই ॥১২৩॥

হারকার মাঝে খুদ কাড়ি' খাইলু' তোর ।

পাসরিলা ? কমলা ধরিল হস্ত মোর ॥” ১২৪॥

প্রভু কর্তৃক শুক্রাধরের ঝুলিষ চাউল ভক্ষণ ও

তাহাতে শুক্রাধরের হুঃখ—

এত বলি' হস্ত দিয়া ঝুলির ভিতর ।

মুষ্টি মুষ্টি তণ্ডুল চিবায়ে বিশ্বস্তর ॥১২৫॥

শুক্রাধর বলে,—“প্রভু কৈলা সর্বনাশ ।

এ তণ্ডুলে খুদ-কণ বহুত প্রকাশ ॥” ১২৬॥

প্রভু কর্তৃক ভক্তের নিরীহ মন ও বৈষ্ণব ভক্ষণ

এবং অভক্তের অমৃতত্ব উপেক্ষা—

প্রভু বলে,—“তোর খুদকণ মুঞি খাও ।

অভক্তের অমৃত উলটি' নাহি চাও ॥” ১২৭॥

প্রভুব অচিন্ত্য চবিত্তে ভক্তগণের হর্ষাশ

এবং কৃষ্ণকীর্তন—

অন্তর পরমানন্দ ভক্তের জীবন ।

চিবায়ে তণ্ডুল, কে করিবে মিবারণ ॥১২৮॥

প্রভুর কারুণ্য দেখি' সর্বভক্তগণ ।

শিরে হাত দিয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥১২৯॥

না জানি, কে কোন্ দিগে পড়য়ে কান্দিয়া ।

সবেই বিহ্বল হৈলা কারুণ্য দেখিয়া ॥১৩০॥

উঠিল পরমানন্দ—কৃষ্ণের কীর্তন ।

শিশু বৃদ্ধ আদি করি' কান্ধে সর্বজন ॥১৩১॥

দশে ভূণ করে কেহ, কেহ মনস্করে ।

কেহ বলে,—“প্রভু কতু নাছাড়িবা মোরে ॥” ১৩২॥

গড়াগড়ি যায়েন স্নকৃতি শুক্রাধর ।

তণ্ডুল খায়েন স্নখে বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ॥১৩৩॥

ঐকান্তিক ভক্তের কাণ্ডাবলী কৃষ্ণোচ্ছাদিত—

প্রভু বলে,—“শুন শুক্রাধর ব্রহ্মচারি ।

তোমার হৃদয়ে আমি সর্বদা বিহরি ॥১৩৪॥

হইয়া নিরীক্স সংসারকে আত্মহতাব ও নিজের উন্নত
পদবীর কথা জানিতে দেন না ॥ ১১৩ ॥

দামোদর—‘শ্রীদাম, বা ‘শ্রীদামা’ (সুদামা) নামক
ব্রাহ্মণ, ইনি শ্রীকৃষ্ণের সাহাধ্যায়ী সখা ছিলেন ॥ (ভাঃ
১০।৮০ অঃ আলোচ্য) ॥ ১১৭ ॥

শ্রীমহাপ্রভু শুক্রাধরকে বলিলেন,—“তুমি জন্মে জন্মে
আমার দরিদ্র ভক্ত । সংসারে প্রবিষ্ট হইয়া গৃহপতি
হইবার বাসনা তোমার নাই । ব্রহ্মচারি-রূপে ঘরে ঘরে
ভিক্ষা করিয়া আনিয়া তুমি আমাকে তোমার ভৈক্ষ্যদ্রব্য-
সমূহ অর্পণ কর । তুমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী । গৃহস্থের ও
বানপ্রস্থের যে প্রাকৃত-শাস্তিক-অহঙ্কার, তাহা হইতেও
তুমি নির্মুক্ত । তুমি পারমহংস-ধর্মে অবস্থিত হইয়া

অকিঞ্চন তূর্য্যাত্মের বর্ণ গ্রহণ করিয়াছ । সুতরাং তুমি
পূর্ণশরণাগত ত্রিদণ্ডিভিক্ষু । তোমার যাবতীয় কায়-
মনোবাক্য বা চেষ্টা আমাকে সম্পূর্ণভাবে দিতে সমর্থ
হইয়াছ । আমি তোমার নৈবেদ্য সর্বক্ষণ প্রার্থনা করি ।
তোমার আমাকে সমর্পণ করা ব্যতীত অল্প কোন বস্তুতে
ভোগপর অভিনিবেশ নাই । সুতরাং আমি বলপ্রকাশ
করিয়াই তোমার সর্বস্ব হরণ কবিয়াছি, তজ্জ্বলই তুমি
গরীব ॥” ১২২-১২৩ ॥

তথ্য । ভাঃ ১০।৮।১০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ১২৪ ॥

তথ্য । “অধপূজাতত্তং ভক্তৈঃ প্রেমণা কৃণ্যেব মে
ভবেৎ । তূর্য্যপাত্তোপদত্তং ন মে তোষায় কল্পতো”
(—ভাঃ ১০।৮।১০) ॥ ১২৭ ॥

ভোমার ভোজনে হয় আমার ভোজন ।
তুমি ভিক্ষায় চলিলে আমার পর্য্যটন ॥১৩৫॥
প্রেম-ভক্তি বিলাইতে মোর অবতার ।
জয় জয় তুমি প্রেমসেবক আমার ॥১৩৬॥

প্রভুর গুণাধরকে প্রেমভক্তি ববদান, তাহাতে

ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

ভোগারে দিলাম আমি প্রেমভক্তি দান ।
নিশ্চয় জানিহ ‘প্রেম-ভক্তি মোর প্রাণ’ ॥ ১৩৭॥
গুণাধরে বর শুনি বৈষ্ণব-মণ্ডল ।
জয় জয় হরিধ্বনি করিল সকল ॥১৩৮॥

সাক্ষাৎ লক্ষ্মীপতিব সেবকের ভিক্ষা-তাৎপর্য

সাধাবণের অগম্য—

কমলানাথের ভূত্য ঘরে ঘরে গাণে ।
এ রসের মর্ম্ম জানে কোন্ মহাভাগে ॥১৩৯॥
ঐকান্তিক ভক্ত গুণাধরেন মাধুকরী বনপূরক গ্রহণ দ্বাৰা
গৌবন্দদেব স্বয়ং ভিক্ষুধর্ম্মেণ আবাহন—
দশ ঘরে মাগিয়া ততুল বিপ্র পায় ।
লক্ষ্মীপতি গৌরচন্দ্র তাহা কাড়ি খায় ॥১৪০॥

শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত ত্রিদণ্ডি বৈষ্ণবভিক্ষু-সম্প্রদায়
মাধুকরীর উদ্দেশে যে পর্য্যটন করেন, সেই ভ্রমণমুখে
নামপ্রেম-প্রচারের কার্য্য ভগবানই ভক্ত-দ্বাৰা কবাইয়া
থাকেন ॥ ১৩৫ ॥

অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি শ্রীগৌবন্দদেব ঐকান্তিক-
ভক্ত গুণাধর ব্রহ্মচারী নানাস্থান হইতে মাধুকরী সংগ্রহ-
পূরক যে ভৈক্ষ্যদ্রব্য দ্বারা নিজেচ্ছাষ হবিসেবা করিতেন,
শ্রীমদ্মহাপ্রভু তাহাব সুযোগ না দিয়া, স্বয়ং স্বতঃপ্রবৃত্ত
হইয়া সেই ভৈক্ষ্যদ্রব্য গ্রহণরূপ ভিক্ষুধর্ম্মেণ আবাহন
করিলেন। তাহাতে শ্রীচৈতন্যপ্রসিদ্ধ জনগণ জানিলেন যে,
শ্রীচৈতন্যদেব ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগণের একমুখ সেবা। ত্রিদণ্ডি-
ভিক্ষুগণ নিজের উদর-পূর্ত্তি বা ইচ্ছিততর্পণের উদ্দেশে
কোন মাধুকরী সংগ্রহ করেন না; পরন্তু তদ্বাৰা কৃষ্ণসেবাই
করিয়া থাকেন। ব্রহ্মসন্ন্যাসিগণ বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত
হইয়া ভিক্ষা মাত্র অবলম্বন পূরক যাবদ্বিকীর্ষ্য-প্রতিগ্রহ
বিচারমাত্র করিয়া থাকেন। বৈষ্ণব-সন্ন্যাসিগণ মাধুকরী-

বৈদিক নৈবেদ্য-দানবিধি অতিক্রম পূরক মহাপ্রভুর
গুণাধর-ততুল গ্রহণের তাৎপর্য্য—অর্চন-পথাপেক্ষা
অমরাগপথেব মহিমা প্রদর্শন ও কৃষ্ণভক্তির
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাপন—

মুজার সহিত নৈবেদ্যের যত বিধি ।
বেদরূপে আপনে বলেন গুণমিধি ॥১৪১॥
বিনে সেই বিধি কিছু স্বীকার না করে ।
সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ ভক্তের দুয়ারে ॥১৪২॥
গুণাধর-ততুল তাহার পরমাণ ।
অতএব সকল-বিধির ভক্তি প্রাণ ॥১৪৩॥
যাবতীয় বৈদিক-বিধি-নিষেধ, সকলই ভক্তির অঙ্গুপত;
ইহাতে অবিখ্যাসী কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যহেতু চূর্ণগতি লাভ—
যত বিধি-নিষেধ—সকলি ভক্তিদাস ।
ইহাতে যাহার দুঃখ, সেই যায় নাশ ॥১৪৪॥
বেদব্যাসোক্ত ভক্তির বৈশিষ্ট্য মহাপ্রভু ও তদনুগ
জনগণের চরিত্রে পরিস্ফুট—
ভক্তি—বিধি-মূল, কহিলেন বেদব্যাস ।
সাক্ষাতে গৌরচন্দ্র তাহা করিয়া প্রকাশ ॥১৪৫॥

লব্ধ ভৈক্ষ্য দ্বাৰা ভগবৎসেবাই করিয়া থাকেন। ত্যাগী
বৈষ্ণব-সন্ন্যাসীরা রূপ-রসাদি যাবতীয় বিষয় গ্রহণ—
নিজেচ্ছার প্রীতিবাঞ্ছা নহে, পরন্তু তাহারা তদ্বাৰা কৃষ্ণ ও
বৈষ্ণবদেব সেবা-তাৎপর্য্য ব্যতীত অন্য কোন কুযোগী বৈতবে
আবদ্ধ থাকেন না। শ্রীচৈতন্য মঠে দীক্ষিত বা দিব্যজ্ঞানলব্ধ
জনগণ শ্রীগৌড়ীয়-মঠে বাস করিয়া গুণাধরের ব্রহ্মচর্য্যের
অনুসরণ মাত্র করিয়া থাকেন। শ্রীচৈতন্যদেব মঠবাসীগণের
যাবতীয় ভৈক্ষ্যদ্রব্য কাড়িয়া খান বলিয়াই তাহারা
গৌরহবিব অপহরণ-কার্য্যেব সহায়তা করিতে সমর্থ হন।
সর্ব্বশ্রী শ্রীগৌরমন্দিরের সেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তিমঠবাসি-
গণের একান্ত কর্তব্য। ঐ বৃত্তিই ‘প্রেম’শব্দবাচ্য। প্রেমার
অনুসরণ করিতে হইলে মঠবাসীর পবিত্র চরিত্র দর্শন করাই
স্বকৃতমন্ত জীবগণের একমাত্র বিধেয়। চারি আশ্রমে
থাকিয়া, চারিবারে প্রতিষ্ঠিত হইয়া পঞ্চম আশ্রম বা পঞ্চম
বর্ণের অঙ্গুপযোগিতা দর্শনে কৃতকার্য্য হইয়া যে সমদর্শন,
তাহা ভক্তিমঠবাসিগণের চিরম চরিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়।

মুজা নাহি করে বিপ্র, না দিল আপনে ।

তথাপি তুলু প্রভু খাইল যতনে ॥১৪৬॥

মহাপ্রভু ও তদীয় জনগণের চবিত্ত বিনয়মদাঙ্ক আধ্যাত্মিক

বিচাবপন জনগণের অক্ষয়-জ্ঞানগম্য

বস্তু নহেন—

বিষয়-মদাঙ্ক সব এ মর্ম না জানে ।

অন্ত-ধন-কুল-মদে বৈষ্ণব না চিনে ॥১৪৭॥

সুতরাং ভক্তিগঠনাবলী পরম সূচক বস্তু মহাভাগ-সকলই এই সকল কথা বুঝিতে পারিয়া জগতে সকল কার্য পবিত্র-ভাগ-পূর্বক প্রতিগৃহে নাম-প্রেম-প্রচার-কার্যদ্বারা ভাগ্য-বস্তু গৃহস্থগণের সেবা কবিত্তে সর্বদা উদ্যম ॥ ১৪০ ॥

নৈবেদ্য-দানবিধি—“অস্থায় ফটু” মন্ত্র দ্বারা জপ জলযোগে নৈবেদ্য প্রোক্ষণপূর্বক চক্রমুদ্রা লমণ দ্বারা বক্ষণ করিবে। পবে বায়ুবীজ (‘যং’) দশধা জলে জপ কবত সেই জল নৈবেদ্যে সেচন কবিত্তে হইবে। উহা দ্বারা নৈবেদ্য-দ্রব্যের শুষ্কতা দোষের নিবৃত্তি করিয়া দক্ষিণ করে বজ্রবীজ (‘বং’) ভাবনা কবিবে এবং দক্ষিণ হস্ততলের পৃষ্ঠভাগে বামকব লগ্ন কবত প্রদর্শন কবিবে। তদুপ বজ্র দ্বারা নৈবেদ্য-দ্রব্যের শুষ্কতা-দোষ নম্র মনে মনে দহন কবিত্তে হইবে তৎপবে বামকবে অমৃতবীজ (‘ঐং’) চিন্তা কবিবে। অনন্তর দক্ষিণ হস্তের তলদেশ বামকবে পৃষ্ঠভাগে লগ্ন কবিয়া দেখাইবে এবং উক্ত মুদ্রা হইতে জাত সুধাধারা দ্বারা সেই নৈবেদ্য-দ্রব্য সেচন কবিবে। পবে মূলমন্ত্রযোগে অভিমুখিত জল দ্বারা ঐ নৈবেদ্য প্রোক্ষণ কবত তৎসমস্ত সুধাময় চিন্তা করিবে। তদনন্তর উহা দক্ষিণ-কর দ্বারা স্পর্শ পূর্বক অষ্টধা মূলমন্ত্র জপ করিবে। তৎপবে ধেমুদ্রা-যোগে উক্ত নৈবেদ্যকে পবিত্র জ্ঞান কবত গন্ধ-জলাদি দ্বারা উহার এবং শ্রীহরির অর্চনা কবিবে। অনন্তর কুম্ভমাজল লইয়া শ্রীহরিকে এই বলিয়া অর্চনা করিবে,—‘হে ভগবন্! নৈবেদ্য-প্রার্থনার তদীয় শ্রীবদনপদ্ম হইতে তেজঃ বহির্গত হউক।’ এই প্রকারে পূজা করিয়া, যেন প্রভুর বদন হইতে তেজঃ বিনির্গত হইয়া নৈবেদ্যে মিলিত হইতেছে, এইরূপ চিন্তা করিবে। তৎপবে বামকবে নৈবেদ্যপাত্র স্পর্শ করিয়া দক্ষিণ করে গন্ধপুষ্প সহ জল

নৈকবকে মূর্খ, দবিত্ত-জ্ঞানে শবজ্ঞাকারী বিনুপূজা

তত্ত্বজন-প্রিয় বক্ষের অগাছ—

দেখি মূর্খ দরিদ্র যে বৈষ্ণবেরে হাসে ।

তার পূজা-বিস্ত কছু কৃষ্ণেরে না বাসে ॥১৪৮॥

তথাহি (ভাগবত ৪।৩।১২১)—

ন ভজতি কুমণীবিগাং স চৈজ্যাহবিবদনাং জনপ্রিয়ো বসজঃ ।

শ্রুতধনকুলকর্মণাং মদৈর্গেবিন্দতি পাপমকিঞ্চনেষু সংস্রু ॥১৪৯

লইবে এবং স্বাহা মূলমন্ত্র পাঠ কবত “শ্রীকৃষ্ণায় ইদং নৈবেদ্যং কল্পয়ামি” বলিয়া গন্ধপুষ্পাদি-সহ দক্ষিণ-কর সহ নৈবেদ্য প্রদানে বস দ্বারা প্রভুকে নিবেদন করিয়া দিবে। নিবেদনের মন্ত্র যথা,—“নিবেদয়ামি ভবতে জ্ঞানেন্দং হবির্হবে” পবে “অমৃতোপস্করণমসি স্বাহা” মন্ত্র পাঠ কবত বাম কব দ্বারা যথা বিধানের প্রভুকে বারিগণ্ডুষ প্রদান করিবে এবং বিকসিত কমল-মণ্ডপ গ্রাসমুদ্রা দেখাইবে। ফলতঃ প্রথমে প্রণববিশিষ্ট এবং শেষে চতুর্থী বিভক্তি ও স্বাহাযুক্ত প্রাণাদি-মন্ত্র দ্বারা দক্ষিণ-কবে প্রাণাদি পঞ্চমুদ্রা প্রদর্শন কর্তব্য। তৎপবে কবদ্যের বৃদ্ধান্ত্রযুগল দ্বারা স্ব স্ব অনামাযুগল স্পর্শ কবত নৈবেদ্য-দ্রব্যের মন্ত্র জপপূর্বক নিবেদ্য মুদ্রা দেখাইবে। নিবেদ্যমুদ্রাব মন্ত্র যথা,—“ঐং নমঃ পবাস অবাস্ত্রনেহনিকঙ্কর নিবেদ্যং কল্পয়ামি।” ভগবদ্বক্তিগণারূপে না নিজ অতীষ্ট মন্ত্র নিবেদ্য পদার্থের মন্ত্ররূপে জপ করেন এবং গ্রাসমুদ্রা দেখাইয়া থাকেন। হরিমুখপদ্ম হইতে যে তেজঃ বিনির্গত হয়, তাঁহারা তদ্রূপ চিন্তা করেন না; ফলকথা, শিষ্টাচারাত্ম-পারে প্রফুল্লমনে শ্রীহরিকে ভোজন করাইয়া থাকেন। (হঃ ভঃ বিঃ চম বিলাস ত্রষ্টব্য) ॥ ১৪১ ॥

তথ্য। স্বর্গব্যঃ সত্যতঃ বিষ্ণুর্বিষ্মর্তব্যো ন জাতুচিং । সর্গে বিধিনিষেধাঃ স্যাত্তেতয়োঃ কল্পবাঃ ॥ (—পদ্ম-পুরাণ) ১৪৪-১৪৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের গুণাধরের নিকট হইতে সত্যপ ও উক্তের বিচার-রহিত হইয়া সমগ্র নৈবেদ্য-দানবিধি অতিক্রম-পূর্বক অমুরাগবশে যে গ্রহণ-লীলা, উহাই সকল পাঞ্চ-রাত্নিক বৈধভক্তির অর্চন-পথের একমাত্র পরম ফল ।

কৃষ্ণ—নিষ্কিঞ্চনেব প্রাণ-সদৃশ ; ইহাই সৰ্ববেদবাণী এবং
গৌৰমুন্দর এই বৈদিক-সত্যের আচার্য্য ও প্রচারক—
‘অকিঞ্চন-প্রাণ কৃষ্ণ’—সৰ্ব বেদে গায়।
সাক্ষাতে শৌর্য্য এই তাহারে দেখায় ॥১০০॥

প্রভুব শুক্লাধব-তুলা-ভক্ষণকথা-শ্রবণকাবীর
শ্রেয়ভক্তিলাভ—

শুক্লাধব-তুলা-ভোজন যেই শুনে।
সেই শ্রেয়-ভক্তি পায় চৈতন্য-চরণে ॥১০১॥

দৈনিক যাবতীয় বিধিনিষেধ, সকলই ভক্তির অঙ্গকুলচেষ্টা
মাত্র, সুতরাং প্রতিকূল চেষ্টা হইতে সহস্র যোজন
দূরে অমুবাগ-পথেব ভক্ত অবস্থান কবায় তাঁহারা কোন
দিনই বিধিপথের উল্লঙ্ঘন কবেন না ; কিন্তু বিধি-ভক্তির
সাধ্য ব্যাপারে নিবৃত্ত অবস্থান কবিয়া অমুবাগ-পথে কৃষ্ণ-
সেবাবত থাকেন। যে-সকল মূঢ় ব্যক্তি আধ্যাত্মিক বিচাৰ
অবলম্বনপূর্ব্বক অমুবাগ-পথেব সেবা বুঝিতে অসমর্থ হয়,
সেই আধ্যাত্মিকজনগণ কৃষ্ণসেবাবৈমুখ্য লাভ করে। তজ্জন্ত
শ্রীকৃষ্ণেব গীতে ‘অপি চেৎ সূত্বাচারো’ শ্লোকের আবাহন।
তাই বলিয়া পাপজীবন বা উচ্ছৃঙ্খলতায় অপস্বার্থ-
পরতা কখনই সহজ-ভক্তিসাধ্য ব্যাপার বলিয়া গৃহীত হইতে
পাবে না, কিন্তু বিশ্বাসসক্ত প্রাকৃত সহজিয়া ইহা বুঝিতে
না পাবিয়া শুদ্ধভক্ত ও ভক্তির প্রতি বিদ্রোহ কবিয়া
নবক-পথের যাত্রী হন ॥ ১৪৪ ॥

শ্রীবেদবাগ স্মৃতি-পুরাণাদিব মধ্যে যে-সকল বিধি-
ভক্তির কথা লিপিবদ্ধ কবিয়া বিধি-নিষেধ স্থাপন
করিয়াছেন, তাহাব সূত্ৰ ব্যাখ্যাই শ্রীগৌরমুন্দর ও তাঁহাব
নিরুপদাসগণের চবিত্তে অভিব্যক্ত আছে ॥ ১৪৫ ॥

শ্রীগৌরমুন্দর যে পরমোচ্চ রাগাভুগ-বিচাবধারা বিধি
ভক্তির চবম-ফলরূপে নির্দেশ কবিয়াছেন, তাহাতে জানা
যায় যে, অর্চন-পথেব সকল ব্যবস্থা অতিক্রম কবিয়াও
অমুবাগপথের মহিমা ও মধুবিমা অবস্থিত। যাহারা
আধ্যাত্মিকবিচারে আপনাদিগকে অত্যাগত মনে কবিয়া
বৈষ্ণবের প্রাকৃতত্ব-বিচারে আত্মবিনাশ করেন, সেইসকল
বিষয়মদাক্ত জনগণ বহুপুণ্ড লাভ করিয়া প্রচুর ধনবস্ত্র
হইয়া, মর্যাদাসম্পন্ন বংশে জন্ম গ্রহণ কবিয়া ‘বৈষ্ণবই যে
একমাত্র গুরু’ তাহা বুঝিতে পারেন না। আচার্য্য-বংশে
যে কৃত্রিম অর্চন ও দীক্ষাপ্রদান প্রভৃতি বংশোচিত ক্রিয়া
প্রবর্তিত আছে, উহা মদাক্ত মাত্র। তজ্জন্তই জাতি-
গোষ্ঠামিবাধের বিচার-সমূহ বৈষ্ণব নির্দেশ করিতে অসমর্থ

হয়। পণ্ডিতকুল প্রভুব পবিত্রাণে স্বাধ্যায়নিবত হইয়া
স্বাধ্যায়ফললব্ধ বৈষ্ণবকে অনভিজ্ঞ মুখ মনে কবেন, অভাব-
গ্রস্ত দরিদ্র মাত্র জানেন এবং উপহাসের পাত্র মনে কবিয়া
থাকেন, কিন্তু তাদৃশ দাস্তিকের পূজা এবং পূজোপকরণ
কৃষ্ণ কখনই স্বীকার কবেন না। দরিদ্র বৈষ্ণবেব
সৰ্বস্ব সমর্পণ—প্রাপঞ্চিক ইতল-বস্ত্র-সমূহে লোভহীনতাব
পরিচায়ক, সুতরাং ঐকান্তিক বৈষ্ণবতা না হওয়া পর্য্যন্ত
কৃষ্ণেব তুষ্ট হইতে পাবে না। “যেবাং স এন ভগবান্”
শ্লোক এবং “যত্নাহং অমুগৃহ্মামি” শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে
আলোচ্য। স্বপকালীয় প্রতীতিব ছায় বস্ত্র-লাভ-প্রতীতির
মুকিক্ষিৎকবতা, প্রপঞ্চাবস্থিত জাগব-কালের বিচাবের
নখব বস্ত্র-লাভের অকিঞ্চিৎকবতা বৈষ্ণব সৰ্বক্ষণ বিচাব
কবেন। সুতরাং প্রাকৃত সাহজিকের ছায় ভোগিকুল
হইতে তিনি সৰ্বদা বহুদূরে অবস্থিত। কিন্তু পুণ্ডরীক,
বিদ্যানিধি, বায় বামানন্দ-প্রমুখ ভক্তাদিবিজগণের সম্পত্তি-
দর্শনে যে বিষয়-চেষ্টাব প্রাপঞ্চিকতা আধ্যাত্মিকের নয়ন-
পথে পতিত হয়, উহা তাহাদের বিড়ম্বনা-বৃদ্ধিব জন্ত।
যেহেতু তাহারা বিষয়-মদাক্ত। কৃষ্ণই একমাত্র বিষয়,
তদ্ব্যতীত অস্ত্র কোন বিষয় নাই, এরূপ প্রতীতি বিষ্ণু-
ভক্তের একমাত্র লোভনীয় বস্ত্র। এই লোভের বশবর্তী
হইয়া কৃষ্ণ-রূপ-গুণ-পবিকর-বৈশিষ্ট্য-লীলাদিতে যাহাদের
উৎসাহ, তাহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে প্রাক্তন শত শত জন্মে
বাসুদেবেব অর্চনপূর্ব্বক নিজমজল লাভ কবিয়া ও নামা-
শ্রিত হইয়া অমুবাগ-পথে স্বীয় আদর্শ ভজন-প্রণালী
প্রদর্শন কবিলার সুযোগ লাভ করেন ॥ ১৪৬ ॥

অর্থঃ। (সত্যং বস্ত্রাহসৌ ভগবান্ অসত্যং তু
পুত্রামপি ন গৃহ্যতীত্যাহ,—) অথনাস্থধনপ্রিয়ঃ (অথমাস্ত
তে আস্থধনাশ্চ ভগবদ্ব্যধনাঃ তে প্রিয়াঃ যন্ত সঃ ; বহা
অথনা অকিঞ্চনা নিকামা এবাস্থনো ধনানি প্রিরাশ্চ যন্ত সঃ)
রসজঃ (ধনপুত্রাদিষু মন্যতাং পরিত্যজ্য মন্যেব মন্যতামসী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জাম ।

বন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥১৫২॥

দধতে ইতি ভক্তানাং প্রেমরসং জানাতীতি) সং (পূর্বোক্তঃ ভগবান্) যে ঐতধনকুলকর্ণগাং (ঐতধনকুলৈর্গানি কর্ণাণি যোগাদীনি তেবাং) মদৈঃ অকিঞ্চনেষু সংস্রু (স্বভক্তেষু পাপং বিদধতি (নিন্দাদিকং কুরুন্তি তেবাং) কুমুনীবিগাং (কুংসিতবুদ্ধীনাম্) ইজ্যাং (পূজামপি) ন ভজতি (নাস্তীকরোতি) ॥১৪২॥

অনুবাদ । (শ্রীহবি যে সাধুগণেবই বশ্য, অসম্ম্যক্তি-গণের পূজা পর্যন্তও গ্রহণ করেননা, তাহাই বলিতেছেন—) যে-সকল ধনহীন অর্থাৎ অকিঞ্চন ব্যক্তি ভগবানই একমাত্র ধন, শ্রীহরি তাদৃশ ভক্তগণের প্রেমবসস্ত । (সুতরাং তাহা-দিগকেই প্রিয় বলিয়া জ্ঞান করেন) । অতএব যে-সকল ব্যক্তি পাণ্ডিত্য, ধন, আভিভাত্য ও কর্মের অহঙ্কারে মস্ত হইয়া অকিঞ্চন সাধুগণকে নিন্দাদি করেন, শ্রীহবি সেইসকল কুমুনীবিগণের পূজা কখনও স্বীকার করেন না ॥ ১৪২ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শুক্লাধরতল্লভোজনং

নাম ষোড়শোঃধ্যায়ঃ ॥

জগতে যাহার কোন বস্তুতে আসক্তি নাই, এক্ষণ অকিঞ্চনেরই কৃষ্ণ প্রাণ-সদৃশ । এই কথা সকল-বেদশাস্ত্র ও বেদাঙ্গ-শাস্ত্র গান কবিয়াছেন । গৌরমুন্দর সেই বৈদিক নিগূঢ় সত্যের একমাত্র আচার্য্য ও প্রচারক । তাঁহার অনুগত দাসগণের দ্বারা আধ্যাত্মিকের অকিঞ্চনকরতা ও বেদার্থ-সংগ্রহ-কার্যে সুনিপুণতা প্রকাশ করেন । যাহারা শুক্লাধর-গৌরমুন্দরের লীলাকথা শ্রবণ করেন, তাহাদের চিন্ময় কর্ণবেধ-সংস্কার লাভ ঘটে এবং চৈতন্যদেবের চরণে প্রেমসেবা কবিত্তে গিয়া ভক্তিমঠের ভিক্ষুরূপে ‘গৌড়ীয়’ নামে পরিচিত হন, পরন্তু আপনাকে ‘গৌড়ীয়’ বলিয়া পরিচয় দিয়া চৈতন্যচরণ-সেবা হইতে বহুদূরে অবস্থান পূর্বক গোবিন্দ-সেবা-বিমুখ হইয়া আত্মপাতের চেষ্টা করিতে যান না ॥ ১৫০ ॥

ইতি গৌড়ীয়-ভাষ্যে ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত ।

সপ্তদশ অধ্যায়

সপ্তদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর নগর ভ্রমণ, মহাপ্রভুর প্রতি পাষাণিগণের বিবিধ উক্তি ও মহাপ্রভুর প্রত্যুত্তর; পাবণী-সম্ভাবজনিত দুঃখ-বিনাশার্থ সংকীর্ণন আরম্ভ, কীর্ণনে প্রভুর প্রেমের অভাব ও তৎকারণ জিজ্ঞাসা; শ্রীমদঐত্যা-চার্য্যের উক্তি ও নৃত্য; কীর্ণনে প্রেমের অভাব-বশতঃ ঐত্যাচার্য্যের প্রতি প্রভুর প্রণয়-কোপ এবং গঙ্গার বাষ্পপ্রদান, নিত্যানন্দ হরিদাস কর্তৃক উত্তোলন, প্রভুকে সংগোপনার্থ নিত্যানন্দ ও হরিদাসের প্রতি প্রভুর আদেশ, প্রভুর নন্দনাচার্য্য-গৃহে গমন, নন্দনাচার্য্যের প্রভু সেবা, মহাপ্রভুর গুপ্তভাবে নন্দন-গৃহে অবস্থান, প্রভুর অদর্শনে ঐত্যাচার্য্যের দুঃখ ও উপবাস, মহাপ্রভুর নন্দনাচার্য্য-দ্বারা শ্রীধাসকে

আম্বান ও তৎসমীপে ঐত্যাচার্য্য-সংবাদ গ্রহণ, প্রভুর আচার্য্য-সমীপে গমন ও ঐত্যাচার্য্যকে সাধনা, ঐত্যাচার্য্যের গৌর-দাস্ত্র প্রার্থনা এবং কৃষ্ণ-দাস্ত্রের মহত্ত্ব প্রভৃতি বিনয় বর্ণিত হইয়াছে ।

মহাপ্রভু যখন নবদ্বীপ-নগরে ভ্রমণ করিতেন, তখন সমস্ত লোক তাঁহাকে সাংসার ‘মদনরূপে’ দর্শন করিত । ব্যবহারিক জগৎ তাঁহাকে দান্তিকের ছায় দেখিত এবং তাঁহার বিজ্ঞান-দর্শনে পাষাণিগণও ভীত হইত । যাহারা বিজ্ঞানদানের অধ্যাপক বলিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা খ্যাতি করিতেন, তাদৃশ ভট্টাচার্য্যগণকে মহাপ্রভু তৃপতুল্যও জ্ঞান করিতেন না । শ্রীগৌরমুন্দর নগর-ভ্রমণকালে সেবকগণসহ গুচরূপে অবস্থান করিতেন ।

পাষাণিগণ প্রভুর বিজ্ঞাপ্তিভাষ্য পরাশ্রয় হইয়া গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহার বিভাগীয় শাসনকর্তার নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ কবিতা-ছিল। মহাপ্রভুর নগর-ভ্রমণ কালে পাষাণিগণ প্রকাণ্ডভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের আগমনের কথা মহাপ্রভুর নিকট জ্ঞাপন করিলে প্রভু প্রত্যাশ্বরে জানাইলেন যে তিনি অল্প-বয়সে সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, কিন্তু বালক বলিয়া কেহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসাও করে না। সুতরাং তাঁহারও আত্মপ্রতিষ্ঠা-খ্যাপন জন্ত বাজ-দর্শনের বাজ্ঞা আছে। মহাপ্রভু স্ব-গৃহে প্রত্যাশ্বরন কবিতা তত্ত্ব-গণের নিকট পাষাণিসম্ভাষণ-জনিত দুঃখ-বার্তা জ্ঞাপন পূর্বক তত্ত্বনাশার্থ সর্ব-গণ সহিত সঙ্কীর্ণন-নৃত্য আরম্ভ কবিলেন এবং কীর্ণন কবিতা কবিতা কীর্ণনে প্রেমা-ভাবের কথা পুনঃ পুনঃ প্রকাশ করিতে থাকিলে চৈতন্য-প্রেমোদয় অধৈতাচার্য্য প্রভু মহাপ্রভুকে জানাইলেন যে, তিনি নিত্যানন্দকে প্রেমভাণ্ডারী কবায় এবং অধৈত-শ্রীবাসকে বঞ্চিত কবিতা তত্ত্ব-মানিকে পর্যন্ত প্রেম প্রদান করায় তাঁহার সকল প্রেম অধৈত-প্রভু শোষণ কবিতাছেন। প্রেম-প্রলাপে অধৈতাচার্য্য এতাদৃশী উক্তি করিতে কবিতা কৌতুকে নৃত্য কবিতা লাগিলেন।

অধৈতের বাক্য-শ্রবণে গৌরসুন্দর প্রেমশৃঙ্গ দেহ-বন্ধাব নিফলতা জানাইয়া তাহা পবিভাগ্য করিবার বাসনায় গঙ্গায় বাষ্প প্রদান কবিলে নিত্যানন্দ ও হবিদাস তাঁহাকে গঙ্গা হইতে উত্তোলন কবিলেন। মহাপ্রভু সন্ধ্যাপনে থাকিবার অভিলাষপূর্বক নিত্যানন্দ ও হবিদাসকে এই সংবাদ কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নিষেধ কবিতা নন্দনাচার্য্যের গৃহে অবস্থান কবিতা লাগিলেন। নিত্যানন্দ ও হবিদাস মহাপ্রভুর আদেশানুসারে এই সংবাদ কাহারও নিকট জানাইলেন না।

তত্ত্বগণ প্রভুর কোন উদ্দেশ্য নী পাইয়া বিবহ-দুঃখে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অধৈত-প্রভুও মহাপ্রভুর বিরহে অত্যন্ত কাণ্ডর হইয়া উপবাসী থাকিলেন। মহাপ্রভু নন্দনাচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইয়া বিষ্ণুখটায় উপবেশন করিলে নন্দনাচার্য্য মহাপ্রভুকে দণ্ডবৎ প্রণাম

পূর্বক অত্যন্ত শ্রীতির সহিত প্রভুর বিবিধ সেবা-কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিলেন। মহাপ্রভু নিজেই সন্ধ্যাপন কবিতার জন্ত নন্দনাচার্য্যকে আদেশ করিলে, নন্দনাচার্য্য জানাইলেন যে, তিনি সর্বজীবাত্মার্থ্যমী-স্বত্রে জীব জন্মের এবং ক্ষীরোদশায়িক্রমে ক্ষীর-সমুদ্রে লুপ্তাশিত থাকিলেও তত্ত্বগণ তাঁহাকে অন্তরের অন্তরভাগ প্রদেশ হইতে জগতের নিকট প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন, সুতরাং তিনি এক্ষণে কিরূপে তাঁহাকে গোপন কবিতেন? নন্দন এইরূপে মহাপ্রভুর স্বরূপতত্ত্বের কথা কীর্ণন করিলেন। মহাপ্রভু নন্দনের বাক্যে শ্রীত হইয়া সেই বাক্তি নন্দন-গৃহে কৃষ্ণ-কথা রসে অতিবাহিত কবিলেন।

বাক্তি প্রভাত হইলে মহাপ্রভু শ্রীঅধৈত-প্রভুর প্রতি অমুগ্রহ প্রকাশের ইচ্ছা হওয়ায় একাকী শ্রীবাসপণ্ডিতকে আনয়নার্থ নন্দনাচার্য্যকে আদেশ করিলেন। প্রভুর আদেশে নন্দনাচার্য্য শ্রীবাস পণ্ডিতকে লইয়া নিজ গৃহে উপস্থিত হইলে শ্রীবাস মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া প্রেমে ক্রন্দন কবিতা লাগিলেন। প্রভু শ্রীবাসকে সাধনা কবিতা তাঁহার নিকট অধৈতের বার্তা জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীবাস মহাপ্রভু-সমীপে অধৈতের বিবহ-কাণ্ডবতা এবং উপবাসের কথা জ্ঞাপন পূর্বক তাঁহাকে ও অচাচ্চ বিরহব্যাকুল তত্ত্বগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিবার প্রার্থনা জানাইলেন। শ্রীবাসের বাক্য-শ্রবণে কৃপায় গৌরসুন্দর অধৈতাচার্য্য-সমীপে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে মুচ্ছাগত দর্শন পূর্বক আপনাকে মহা-অপরোধী জানে অধৈতকে পুনঃ পুনঃ ডাকিতে লাগিলেন। আচার্য্য দৈন্তের সহিত গৌরসুন্দরের নিকট নিজ কুমতি, অহঙ্কার ও ক্রোধের কথা জানাইয়া দাণ্ডাবে তদীয় শ্রীচরণে স্থান-লাভের প্রার্থনা করিলে মহাপ্রভু প্রাকৃত দৃষ্টান্তের সাহায্যে প্রভু-সমীপে ভূত্যের অপরাধ, প্রভুর তন্মোহ মার্জনা প্রভৃতি জানাইয়া অপরাধ-জন্ত কৃষ্ণের নিকট দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই অগো অগো কৃষ্ণদাস লভ হয়, ইহা বর্ণন করিলেন। প্রভুর আশ্বাস-বাণী শ্রবণে অধৈত আচার্য্য-সহ তত্ত্ববৃন্দের পরমানন্দ লাভ হইল। অতঃপর গ্রন্থকার কৃষ্ণদাসের গুরুত্ব কীর্ণন করিয়া অধ্যায় সমাপ্ত করেন।

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীগৌরমুন্দর ।

জয় নিত্যানন্দ সর্বসেব্যকলেবর ॥১॥

মধ্যখণ্ড-কথা যেম অমৃতের খণ্ড ।

যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥২॥

মহাপ্রভুর নবদীপনগরে গুঢ়ভাবে সঙ্কীৰ্ত্তনলীলা—

হেমমতে নবদীপে প্রভু বিখ্যন্তর ।

গুঢ়রূপে সংকীৰ্ত্তন করে নিরন্তর ॥৩॥

প্রভুব নগরভ্রমণকালে ব্যবহারিক জনগণেব

গৌর-প্রতীতি—

যখন করয়ে প্রভু নগর ভ্রমণ ।

সর্বলোক দেখে যেম সাক্ষাৎ মদন ॥৪॥

প্রভুর-নিজবিজ্ঞা প্রতিভাবলে বিজ্ঞাভিমানি

জনগণেব দর্পচূর্ণ—

ব্যবহারে দেখি প্রভু যেন দম্ভময় ।

বিজ্ঞা-বল দেখি' পাষণ্ডীও পায় ভয় ॥৫॥

ব্যাকরণ-শাস্ত্রে সবে বিজ্ঞার আদান ।

ভট্টাচার্য্য প্রতিও নাহিক তৃণ-জ্ঞান ॥৬॥

নগর ভ্রমণ করে প্রভু নিজ রঙ্গে ।

গুঢ়রূপে থাকয়ে সেবক-সব-সঙ্গে ॥৭॥

১ পাষণ্ডিগণেব সহিত প্রভুব উজ্জি-প্রত্যাভি—

পাষণ্ডীসকল বলে,—“নিমাত্ৰি-পণ্ডিত ।

তোমায়ে রাজার আজ্ঞা আইসে করিত ॥৮॥

লুকাইয়া নিশাভাগে করহ কীৰ্ত্তন ।

দেখিতে না পায় লোক শাপে' অনুক্ষণ ॥৯॥

মিথ্যা নহে লোকবাক্য সংপ্রতি ফলিল ।

সুহৃজ্জ্ঞানে সেই কথা তোমায়ে কহিল ॥”১০॥

প্রভু বলে,—“অন্ত অন্ত এ সব বচন ।

মোর ইচ্ছা আছে, করোঁ রাজ দরশন ॥১১॥

পড়িলুঁ সকল-শাস্ত্র অলপ বয়সে ।

শিশু জ্ঞান করি' মোরে কেহ না জিজ্ঞাসে ॥১২॥

মোরে ধোঁজে, হেন জন কোথাও না পাও ।

যেবা জন মোরে ধোঁজে, মুঞি তাহা চাও ॥১৩॥

পাষণ্ডী বলয়ে,—“রাজা চাহিব কীৰ্ত্তন ।

না করে পাণ্ডিত্য-চর্চা, রাজা সে যবন ॥” ১৪॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

গুঢ়রূপে—গুঢ়ভাবে, আপনাকে না জানাইয়া ॥ ৩ ॥

যাহাবা ভগবন্তের সহিত মায়িক-বস্তুব সমজ্ঞান করে—আকবেব সহিত তদন্তর্গত বা তরিঃসূত বস্তুব সাম্য-প্রয়াস করে, তাহাদিগকে লোকে অনভিজ্ঞ বা ‘পাষণ্ডী’ বলে । জড়-বিচারে পারদূত-ব্যক্তিগণ নিজ নিজ অহঙ্কার পোষণাভিপ্রায়ে অপবেব উপর আধিপত্য করে, তাহাই ‘দম্ভ’-নামে আখ্যাত । লৌকিক ব্যবহারে বৈষ্ণবগণের স্বাভাবিক দৈন্তের সুবিধা গ্রহণ করিয়া অহঙ্কারী দাস্তিক-সম্প্রদায় তাহাদিগের উপর নিজ-প্রাধান্ত স্থাপন করিবার জন্য আত্মপ্রাধান্ত মস্ত হয় । এইরূপ অহঙ্কারপূর্ণ পণ্ডিতসম্মত-গণের উপর স্বীয় পাণ্ডিত্য-প্রতিভা প্রকাশ করিয়া শ্রীগৌর-মুন্দর বিষ্ণু-বিশেষী পাষণ্ডগণের ভীতির সঞ্চার কবিয়া ছিলেন । তাহারা নিজ নিজ পাণ্ডিত্যের অকর্ণ্যতা উপলব্ধি করিয়া মহাপ্রভুর পাণ্ডিত্যবলের নিকট পরাস্ত হইয়াছিল । সুতরাং তাহাকে দাস্তিক-বিজ্ঞতা বলিয়া

আধ্যাত্মিক পণ্ডিতগণ আপনাদেব দুর্বলতা উপলব্ধি কবিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

ব্যাকরণ নামক বেদাঙ্গ বেদপুস্তকের মুখ বলিয়া কথিত হয় । সকল বিজ্ঞান পনিচবেই শব্দ-সিদ্ধিব জন্ত ব্যাকরণেব আকরক্স সিদ্ধ হয় । যাহাবা বিজ্ঞাদানেব অধ্যাপক বলিয়া আজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা খ্যাপন কবিয়াছিলেন, মহাপ্রভু তাহাদিগকে বহমানন না কবিয়া স্বীয় বিজ্ঞা-প্রতিভা প্রকাশপূর্বক তাহাদের অগ্রাহ্য কবিতেন ॥ ৬ ॥

পণ্ডিতসকল প্রভুব বিজ্ঞাপ্রতিভায় পরাজিত হইয়া গোপনে তাহার বিরুদ্ধে বড়মুহ করিয়া বিভাগীয় শাসন-কর্তৃপক্ষকে নানাপ্রকার অভিযোগ জানাইয়াছিল । শীঘ্রই অমূল্যজ্ঞানমূখে অভিযোগেব প্রতিকার হইবে জানাইয়া পাষণ্ডগণ মহাপ্রভুব কীৰ্ত্তন-প্রভাবে বাগ দিবার চেষ্টা কবিয়াছিল । বিরোদিগণ প্রভুকে কপটতা কবিয়া বলিও,—“দিবসে তুমি লোকসমক্ষে হপিকীৰ্ত্তনে যোগ্যতা লাভ কর

তৃণ-জ্ঞান পাষণ্ডীর ঠাকুর না করে ।

আইলেন মহাপ্রভু আপন মন্দিরে ॥১৫॥

মহাপ্রভুব পাষণ্ডি-সম্ভাষ-হেতু দুঃখ ও তদপনোদনার্থ

কীর্তনাবলম্ব—

প্রভু বলে,—“হৈল আজি পাষণ্ডী-সম্ভাষ ।

সংকীৰ্তন কর সব, দুঃখ, বাউ নাশ ॥” ১৬॥

নৃত্য করে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।

চতুর্দিকে বেড়ি' গায় সব-অনুচর ॥১৭॥

প্রভুব কীর্তনে প্রেমভাব ও তৎকাষণ বর্ণন—

রহিয়া রহিয়া বলে,—“আরে ভাই সব ।

আজি কেনে নহে মোর প্রেম-অনুভব ॥১৮॥

নগরে হইল কিবা পাষণ্ডি-সম্ভাষ ।

এই বা কারণে নহে প্রেম-পরকাশ ॥১৯॥

তোমা' সব স্বানে বা হইল অপমান ।

অপরাধ ক্ষমিয়া রাখহ মোর প্রাণ ॥” ২০॥

নাই । নৈশতিমিবেব অভ্যস্তবেব লোকেব অজ্ঞাতসাবে তুমি
চীৎকণ কবিয়া কীর্তন কব, তাহাতে লোকেব বিবক্তি-
ভাজন হইয়া অত্রিশপ্ত হও । আমবা তোমাকে বদ্ধভাবে
এখনও সাবধান হইতে বলিতেছি । শীঘ্রই তোমাব দণ্ড-
বিধানেন জ্ঞান-শাসন-কর্তৃপক্ষ আমিযা উপস্থিত হইবেন ।”
মহাপ্রভু তৎকালে তাহাদিগকে বলিলেন,—“বহিঃস্থ লোক-
সকল আমাব বিদোষী, এ-কথা সত্য । আমিও বাজাব
দর্শন লাভ কবিয়া আত্মপক্ষ সমর্থন কবিবার অভিলাষ পোষণ
করি । আমি অজ্ঞবাসেই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন কবিযাতি,
আমাব বমসেব অন্নতানিবন্ধন কেহ আমার অহুসঙ্কান কবে
না । যদি রাজা অহুসঙ্কান কবেন, তাহা হইলে আমি
আমাব বিচারচর্চাব কথা তাঁহাকে জানাইতে পারি ॥” ৮-১৩॥

অন্ত অন্ত—হউক, হউক ।

বিবোধিগণ বিক্রপ কবিয়া হৃদয়ে মহাপ্রভুকে
বলিল,—“রাজা বিশ্বাসী যবন, স্তবাক্ষ শাস্ত্রের আবাসন
করেন না । তিনি তোমাব কীর্তন শুনিবেন ॥” ১৪ ॥

পাষণ্ডী—যেহুৎ দেব পবনেন বদন্তাজ্ঞানমোহিতাঃ ।
নাবায়ণাজ্জগন্নাথন্তে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥ কপালভঙ্গান্বিধবা
যে হবৈদিকপিন্ধিনঃ । ঋতে বনহাগ্রমাচ্চ দ্রষ্টাবলম্বনাবিধঃ ।

প্রেমমত্ত অধৈত্যাচার্যের উক্তি এবং নৃত্য—
মহাপাত্র অধৈত জরুতি করি' নাচে ।

“কেমতে হইব প্রেম, 'নাড়া' শুষিয়াছে ১২১॥

মুঞি নাহি পাঙ প্রেম, না পায় শ্রীবাস ।

তিলি-মালি-সনে কর প্রেমের বিলাস ॥২২॥

অবধূত তোমার প্রেমের হৈল দাস ।

আমি সে বাহির, আর পণ্ডিত শ্রীবাস ॥২৩॥

আমি সব নহিলাঙ প্রেম-অধিকারী ।

অবধূত আমি' হইলা প্রেমের ভাগুরী ॥২৪॥

যদি মোরে প্রেম-যোগ না দেহ' গোসাঞি ।

শুযিব সকল প্রেম, মোর দোষ নাই ॥” ২৫॥

চৈতন্যের প্রেমে মত্ত আচার্য্য গোসাঞী ।

কি বলয়ে, কি করয়ে, কিছু স্মৃতি নাই ॥২৬॥

সর্ব-মতে কৃষ্ণভক্ত-মহিমা বাড়ায় ।

ভক্তগণে যথা বেচে, তথাই বিকায় ॥২৭॥

অবৈদিকক্রিয়োপেতাতে বৈ পাষণ্ডিনস্তথা ॥ শম্ভচক্রোদ্ধ
পুণ্ড্রাদিচিহ্নৈঃ প্রিয়তমৈর্হবেঃ । বহিতা যে দ্বিজা দেবি
তে বৈপাষণ্ডিনঃ স্মৃতাঃ ॥ প্রতিস্মৃত্যাদিতাচাবং যন্ত নাচরতি
দ্বিজঃ । সমস্তযজ্ঞভোক্তাবং বিষ্ণুং ব্রহ্মণ্যদৈবতং ॥ উদ্দেশ্য
দেবতা এব জুহোতি চ দদাতি চ । সপাষণ্ডীতি বিজ্ঞেয়ঃ
স্বতন্ত্রশচাপি কর্ণস্ব ॥ যন্ত নাবাষণং দেবং ব্রহ্মকদ্রাদিদৈবতৈঃ ।
সমক্ষে নৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেৎ সদা ॥ অবস্থান্ত্রিতয়ে
যন্ত মনোবাঞ্চায়কর্ম্মভিঃ । বাহুদেবং ন জানাতি স পাষণ্ডী
ভবেদ্বিজঃ ॥ অবৈষ্ণবস্ত যো বিপ্রো সঃ পাষণ্ডী প্রকীর্তিতঃ ॥
পাশ্বোত্তব (৯২-৯৩ অঃ) ; যো বেদসম্মতং কার্য্যং ত্যক্ত্বাভ্যং
কর্ম্ম কুরুতে । নিজ্ঞাচারবিহীনা যে পাপাণ্ডান্তে প্রকীর্তিতাঃ ॥
(পান্ন-ক্রিয়াযোগ ১০ম অঃ) ; “ভবত্বত্বা যো চ যে চ
তান্ সমহুত্বতাঃ । পাষণ্ডিনস্তে ভবন্ত সচ্ছাত্রপরিপনিনঃ ॥”
(—ভাঃ ৪।২।২৮) ॥ ১২ ॥

তিলি, মালাকাব প্রভৃতি ব্রাহ্মণেতব জাতির সহিত
ভগবানের প্রেমবিলাস-কথায় তুমি মত্ত থাক এবং ব্রাহ্মণ-
পণ্ডিতগণের সহিত শাস্ত্রালোচনাব পরিবর্তে নিম্ন জাতির
সঙ্গ কব । আমি (অধৈত) ও শ্রীবাস—আমরা কেহই
তোমার প্রেম পাইতেছি না । অবধূত নিগ্যানন্দ তোমার

যে ভক্তি প্রভাবে কৃষ্ণে বেচিবারে পারে ।
সে যে বাক্য বলিবেক, কি বিচিত্র তারে ॥২৮॥
নানারূপে ভক্ত বাড়ায়েন গৌরচন্দ্র ।
কে বুঝিতে পারে তান অনুরূহ-দণ্ড ॥২৯॥
ঠাকুর বিবাদে' না পাইয়া প্রেম-সুখ ।
হাতে তালি দিয়া নাচে অশেষত কোঁতুক ॥৩০॥

শ্রীমদ্ব্যাক্তব গঙ্গায় ঝলপপ্রদান ও নিত্যানন্দ-

হরিদাস কর্তৃক বন্ধা—

অশেষতের বাক্য শুনি' প্রভু বিখস্কর ।
আর কিছু না করিলা তা'র প্রত্যাশ ॥৩১॥
সেই মত রড় দিলা ঘুচাইয়া দার ।
পাছে ধায় নিত্যানন্দ-হরিদাস তাঁর ॥৩২॥
প্রেমশূণ্য শরীর ধুইয়া কিবা কাজ ।
চিন্তিয়া পড়িলা প্রভু জাহ্নবীর মাঝ ॥৩৩॥
ঝাঁপ দিয়া ঠাকুর পড়িলা গঙ্গা-মাঝে ।
নিত্যানন্দ হরিদাস ঝাঁপ দিলা পাছে ॥৩৪॥
আথেব্যথে নিত্যানন্দ ধরিলেন কেশে ।
চরণ চাপিয়া ধরে প্রভু হরিদাসে ॥৩৫॥

নিত্যানন্দ ও মহাপ্রভুর উক্তি-প্রত্যুক্তি

দুইজনে ধরিয়া তুলিলা লগ্না তীরে ।
প্রভু বলে,—“তোমরা বা ধরিলে কিসেরে ? ৩৬॥
কি কায়ে রাখিব প্রেমরহিত জীবন ।
কিসেরে বা তোমরা ধরিলে দুইজনে ॥” ৩৭ ॥
দুইজনে মহা কম্প—“আজি কিবা কলে' !
নিত্যানন্দ দিগ চাহি' গৌরচন্দ্র বলে ॥৩৮॥
“তুমি কেনে ধরিলা আমার কেশভারে ?”
নিত্যানন্দ বলে,—“কেনে যাছ মরিবারে ॥” ৩৯ ॥
প্রভু বলে,—“জানি তুমি পরম বিহ্বল ।”
নিত্যানন্দ বলে,—“প্রভু, ক্ষমহ সকল ॥৪০॥

একমাত্র প্রেমভাজন হইয়াছেন ; আমাকে প্রেম না দিলে
আমি তোমার সকল প্রেম শেষণ করিব । ২২-২৫ ॥

তথ্য । চৈঃ চঃ আঃ ৩য় অধ্যায় ২৭-১০২ পয়ার
অলোচ্য ॥ ২৭ ॥

যারে শাস্তি করিবারে পার সর্বমতে ।
উৎসর্গ লাগি' চল নিজ শরীর ছাড়িতে ॥৪১॥
অভিমাণে সেবকেরা বলিল বচন ।
প্রভু তাহে লইবে কি ভৃত্যের জীবন ? ৪২॥
প্রেমময় নিত্যানন্দ বহে প্রেমজল ।
যার প্রাণ, ধন, বস্তু—চৈতন্য সকল ॥৪৩॥

মহাপ্রভুকে সঙ্গোপনার্থ নিত্যানন্দ-হরিদাস-প্রতি

গৌবত্মকবৈব আদেশ এবং নন্দনাচার্য্যের

গৃহে আশ্রয়গোপন—

প্রভু বলে,—“শুন নিত্যানন্দ, হরিদাস ।
কারো স্বানে কর পাছে আমার প্রকাশ ॥৪৪॥
‘আমা না দেখিলা’ বলি’ বলিবা বচন ।
আমার আজায় এই কহিবা কখন ॥৪৫॥
মুগ্ধি আজি সঙ্গোপে থাকিব এই ঠাঞি ।
কারে পাছে কহ যদি, মোর দোষ নাই ॥” ৪৬ ॥
এই বলি' প্রভু নন্দনের ঘরে যায় ।
এই দুই সঙ্গোপ কৈল প্রভুর আজায় ॥৪৭॥

ভক্তগণের প্রভু-অদর্শনে হৃৎ-খ—

ভক্ত সব না পাইয়া প্রভুর উদ্দেশ ।
দুঃখময় হৈল সবে শ্রীকৃষ্ণ-আবেশ ॥৪৮॥
পরম বিরহে সবে করেন ক্রন্দন ।
কেহ কিছু না বলয়ে, পোড়ে সর্ব-মন ॥৪৯॥
অশেষতাচার্য্যের আপনাকে অপরাধী জ্ঞান এবং উপবাস—
সবার উপর যেন হৈল বজ্রপাত ।
মহা-অপরাধ হইল। শান্তিপুর-নাথ ॥৫০॥
অপরাধ হৈয়া প্রভু প্রভুর বিরহে ।
উপবাস করি' গিয়া থাকিলেন গৃহে ॥৫১॥
ভক্তগণের গৌবপাদপদ্ম-দ্যান-সহকারে গৃহে গমন—
সবেই চলিলা ঘরে শোকাকুলি হৈয়া ।
গৌরাজ-চরণ-ধন কদয়ে বাঁজিয়া ॥৫২॥

রড দিল—দোড়াইল, ধাবিত হইল ॥ ৩২ ॥

তথ্য । ন প্রেমগন্ধোহস্তি দরপি যে হরৌ কন্দামি
সৌভাগ্যভরং প্রকাশিতুম্ । বংশীবিলাস্তাননলোকনং বিনা
বিতঙ্গি যৎ প্রাণপতঙ্গকাম্ বৃথা (—চৈঃ চঃ য় ২৪৫) ৩৭ ॥

মহাপ্রভুব নন্দন-গৃহে বিষ্ণুখটায় উপবেশন ও

নন্দনাচার্য্যের বিবিধ সেবা—

ঠাকুর আইলা নন্দন-আচার্য্যের ঘরে ।

বসিলা আসিয়া বিষ্ণুখটায় উপরে ॥৫৩॥

নন্দন দেখিয়া গৃহে পরম মঙ্গল ।

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা ভূমিতল ॥৫৪॥

সত্বরে দিলেন আনি' নূতন বসন ।

ভিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য ॥৫৫॥

প্রসাদ চন্দন-মালা, দিব্য অর্ঘ্য গন্ধ ।

চন্দনে ভূষিত কৈল প্রভুর শ্রীঅঙ্গ ॥৫৬॥

কর্ণপূর-ভাঙ্গুল আনি' দিলেন শ্রীমুখে ।

ভক্তের পদার্থ প্রভু খায় নিজ মুখে ॥৫৭॥

পাসরিলা দুঃখ প্রভু নন্দন-সেবায় ।

সুকৃতি নন্দন বসি' ভাঙ্গুল যোগায় ॥৫৮॥

মহাপ্রভুকে সঙ্গেপনার্থ নন্দনের প্রতি প্রভুব আদেশ

এবং নন্দনের উত্তরদ্বয়ে প্রভুত্ব জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—“মোর বাক্য শুনহ নন্দন ।

আজি তুমি আমারে করিবে সঙ্গেপন ॥” ৫৯॥

নন্দন বলয়ে,—“প্রভু, এ বড় দুষ্কর ।

কোথা লুকাইবা তুমি সংসার ভিতর ? ৬০॥

হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা লুকাইতে ।

বিদিত করিল তোমা ভক্ত তথা হৈতে ॥৬১॥

যে নারিলা লুকাইতে ক্ষীরসিদ্ধু-মাঝে ।

সে কেমনে লুকাইব বাহির-সমাজে ? ৬২॥

নন্দনের বাক্যে প্রভুব আনন্দ ও কৃষ্ণকথা-

প্রসঙ্গে বাত্রিযাপন—

নন্দন-আচার্য্য-বাক্য শুনি' প্রভু হাসে ।

বকিলেন নিশি প্রভু নন্দন-আবাসে ॥৬৩॥

তিতা—সিদ্ধ, ভিজা ॥ ৫৫ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর কারণ-গর্ভ-ক্ষীরোদশায়ী পুরুষাবতার-
ত্রয়ের মূলপুরুষ বলদেবেরও আকব, স্বয়ংরূপ বস্তু ।
সাধারণতঃ ইহ-জগতে ব্যষ্টি-বিষ্ণুই প্রতি-ভূতহৃদয়ে স্বতন্ত্র-
ভাবে অবস্থান করেন । এরূপ প্রতীতি হইতে কেহ কেহ
শ্রীগৌরসুন্দরকে ক্ষীরাক্ষিশায়ী বিষ্ণুবিশেষ বিচার করিতেন।

ভাগ্যবন্ত নন্দন অশেষ-কথা-রসে ।

সর্ব-রাত্রি গোড়াইলা ঠাকুরের সঙ্গে ॥৬৪॥

কৃষ্ণপ্রায় গেল নিশা কৃষ্ণ-কথা-রসে ।

প্রভু দেখে—“দিবস হইল পরকাশে ॥৬৫॥

একাকী শ্রীবাসকে আনয়নার্থ প্রভুর নন্দনকে আদেশ ও

নন্দনের শ্রীবাসকে লইয়া প্রত্যাগমন—

অধৈতের প্রতি দণ্ড করিয়া ঠাকুর ।

শেষে অমুগ্রহ মনে বাড়িল প্রচুর ॥৬৬॥

আজ্ঞা কৈল প্রভু নন্দন-আচার্য্য চাহিয়া ।

“একেখর শ্রীবাস পণ্ডিতে আন গিয়া ॥” ৬৭॥

সত্বরে নন্দন গেলা শ্রীবাসের দ্বায়ে ।

আইলা শ্রীবাসে লঞা, প্রভু ঘেঁষায়ে ॥৬৮॥

প্রভুব দর্শনে শ্রীবাসের জন্মন : প্রভুব সাধনা

অধৈতের সংবাদ জিজ্ঞাসা—

প্রভু দেখি' ঠাকুর পণ্ডিত কঁাদে প্রেমে ।

প্রভু বলে,—“চিন্তা কিছু না করিহ মনে ॥” ৬৯॥

সদয় হইয়া তাঁরে জিজ্ঞাসে আপনে ।

“আচার্য্যের বার্তা কহ আছেন কেমনে ?” ৭০॥

শ্রীবাস-কর্তৃক ভক্তগণের ও অধৈতাচার্য্যের অবস্থা

বর্ণন-পূর্বক কৃপা-প্রার্থনা—

‘আরো বার্তা লহ’ ?—বলে পণ্ডিত শ্রীবাস ।

“আচার্য্যের কালি প্রভু হৈল উপবাস ॥৭১॥

আছিবারে আছে প্রভু সব দেহ-মাত্র ।

দরশন দিয়া তারে করহ কৃতার্থ ॥৭২॥

অল্প জন হইলেকি আমরাই সহি ?

তোমার সে সবেই জীবন প্রভু বহি ॥৭৩॥

তোমা বিনা কালি প্রভু সবার জীবন ।

মহাশোচ্য বাসিলাম, আছে কি কারণ ? ৭৪॥

ভক্তগণ তাঁহাকে ব্যষ্টি-বিষ্ণু জ্ঞান করায় তিনি আশ্চর্য্যগণন
করিতে সমর্থ হন নাই । পুরুষাবতারগণ কর্তৃক সৃষ্ট জগৎ,
যাহা ব্যক্ত হইয়াছে, উহাই প্রপঞ্চ । স্তব্রাং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে
সেই ব্যষ্টি-বিষ্ণুর কি প্রকারে আশ্চর্য্যগণন সম্ভব ? নন্দনা-
চার্য্যের বাক্য হইতে এই কথা প্রকাশ পাইল ॥ ৬২ ॥

আছিবারে আছে—থাকিবার বলিয়াই রহিয়াছে ॥৭২॥

যেন দণ্ড করিলা বচন-অনুরূপ ।

এখনে আসিয়া হও প্রসাদ-সংস্থ ॥” ৭৫॥

প্রভুর আচার্য্য-সমীপে গমন এবং আপনাকে ‘অপরাধী’

জ্ঞান-পূরক অধৈতের প্রতি উক্তি—

শ্রীবাসের বচন শুনিয়া কৃপাময় ।

চলিলা আচার্য্য প্রতি হইয়া সদয় ॥৭৬॥

মূৰ্ছাগত আসি’ প্রভু দেখে আচার্য্যেরে ।

মহা-অপরাধী হেন মানে আপনারে ॥৭৭॥

প্রসাদে হইয়া মত্ত বুলে অহকারে ।

পাইয়া প্রভুর দণ্ড কম্প দেহভারে ॥৭৮॥

দেখিয়া সদয় প্রভু বলয়ে উত্তর ।

“উঠহ আচার্য্য, হের, আমি বিশ্বস্তর ॥” ৭৯॥

লজ্জায় অধৈত কিছু না বলে বচন ।

প্রেমযোগে মনে চিন্তে প্রভুর চরণ ॥৮০॥

অধৈতের মহাপ্রভুর প্রতি উক্তি—

আরবার বলে প্রভু,—“উঠহ আচার্য্য ।

চিন্তা নাহি, উঠি’ কর আপনার কার্য্য ॥” ৮১॥

অধৈত বলয়ে,—“প্রভু, করাইলা কার্য্য ।

যত কিছু বল মোরে, সব প্রভু বাছ ॥৮২॥

মোরে তুমি নিরন্তর লওয়াও কুমতি ।

অহকার দিয়া মোরে করাও দুর্গতি ॥৮৩॥

সবাকারে উত্তম দিয়াছ দাস্ত-ভাব ।

আমারে দিয়াছ প্রভু যত কিছু রাগ ॥৮৪॥

লওয়াও আপনে দণ্ড করাহ আপনে ।

মুখে এক বল তুমি, কর আর মনে ॥৮৫॥

প্রাণ, ধন, দেহ, মন,—সব তুমি মোর ।

তবে মোরে দুঃখ দাও, ঠাকুরালি তোয় ॥৮৬॥

হেন কর প্রভু মোরে দাস্তভাব দিয়া ।

চরণে রাখহ দাসী-মন্দন করিয়া ॥” ৮৭॥

শ্রীঅধৈত-প্রভু বলিলেন,—“সকল ভক্তকে নিজ সেবক বলিয়া অভিমান করায় এবং আমাকে বহির্জগতে সম্মান দেওয়ার যে-সকল অধৈত-কার্য্যের জন্ত আমার প্রতি দণ্ড-বিধান, সে-সকলই আমার দুর্দৈবের জ্ঞাপক মাত্র । আমার সর্ব্ব লইয়াও আমাকে যে আপনার দুঃখ প্রদান, তাহা

প্রভুব তত্ত্ব কথন-প্রসঙ্গে ক্রফেস সর্ব্বেষবৎ ও

ভক্তবাৎসল্য বর্ণন—

শুনিয়া অধৈত-বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর ।

অধৈতেরে কহে সর্ব্ব-বৈষ্ণব-গৌচর ॥৮৮॥

“শুন শুন আচার্য্য, তোমাতে তত্ত্ব কই ।

ব্যবহার-দৃষ্টান্ত দেখহ তুমি এই ॥৮৯॥

রাজপাত্র রাজস্থানে চলয়ে যখন ।

দ্বারি-প্রহরীরা সব করে নিবেদন ॥৯০॥

মহাপাত্র যদি গৌচরিয়া রাজস্থানে ।

জীব্য লই’ দিলে রহে গোষ্ঠির জীবনে ॥৯১॥

যেই মহাপাত্র-স্থানে করে নিবেদন ।

রাজ-আজ্ঞা হৈলে কাটে সেই সব জন ॥৯২॥

সব রাজ্যভার দেই যে মহাপাত্রেরে ।

অপরোধে সব্য-হাতে ভারে শাস্তি করে ॥৯৩॥

এই মতে কৃষ্ণ মহারাজ-রাজেশ্বর ।

কর্ত্তা-হর্ত্তা ব্রজা-শিব যাহার কিঙ্কর ॥৯৪॥

নৃষ্টি আদি করিতেও দিয়াছেন শক্তি ।

শাস্তি করিলেও কেহ না করে দ্বিকৃষ্টি ॥৯৫॥

রমা-আদি, ভবাদিও কৃষ্ণদণ্ড পায় ।

প্রভু সেবকের দোষ ক্ষময়ে সদায় ॥৯৬॥

অপরাধ দেখি’ কৃষ্ণ যার শাস্তি করে ।

জন্মে জন্মে দাস সেই, বলিল তোমাতে ॥৯৭॥

অধৈতকে মানভোজনার্থ প্রভুব আদেশ ও অধৈতের

উল্লাস-সহকারে উক্তি ও নৃত্য—

উঠিয়া করহ স্নান, কর আরাধন ।

নাহিক তোমার চিন্তা, করহ ভোজন ॥” ৯৮॥

প্রভুর বচন শুনি’ অধৈত উল্লাস ।

দাসের শুনিয়া দণ্ড হৈল বড় হাস ॥৯৯॥

আপনার বৈতব-প্রসাদ মাত্র । তাহা না করিয়া আমাকে সর্ব্বদা ‘ভৃত্য’-বুদ্ধিতে দর্শন করুন, ইহাই প্রার্থনা । যেরূপ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন গৃহস্থামিগণের গৃহে দাসীপুত্রগণ অবস্থান করে, আমাকেও সর্ব্বদা সেইরূপ সেবক জ্ঞান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা ॥” ৮৩-৮৭ ॥

“এখনে সে বলি নাথ, তোর ঠাকুরালি।”
নাচেন অষ্টৈত রঙ্গে দিয়া করতালি ॥১০০॥
প্রভুর আশ্রাস শুনি’ আনন্দে বিহ্বল।
পাসরিল পূর্ব যত বিরহ-সকল ॥১০১॥

বৈষ্ণবগণেব আনন্দ ও হবিদাস-নিত্যানন্দের ছাড়া—
সকল বৈষ্ণব হৈলা পরম আনন্দ।

তখনে হাসেন হরিদাস-নিত্যানন্দ ॥১০২॥

হুড়াগা ব্যক্তির প্রভুব লীলায় অনমিকাব—

এ সব পরমানন্দ-লীলা-কথা-রসে।

কেহ কেহ বঞ্চিত হৈল দৈবদোষে ॥১০৩॥

জীবা—জীবনধারণোপযোগী বস্তু-সমূহ। গোষ্ঠীব
জীবন—পাল্য আত্মীয়-স্বজনসম প্রাণধারণ।

বাজাব প্রদান কর্ণচাবী যখন বাজসমীপে গমন কবেন,
তখন দ্বাবী-প্রচবীগণ আপনাদের জীবিকার জন্য তৎসমীপে
নিবেদন কবে। উক্ত কর্ণচাবী বাজসমীপে দ্বাবী-প্রচবী
প্রভৃতির বিষম জ্ঞাপনপূর্বক বাজাব নিকট হইতে তাহাদের
জীবিকাস্বরূপ বেতন গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে প্রদান
করিলে তদ্দ্বারা তাহারা সপবিবারে জীবন ধারণ করিয়া
পাকে। এতদ্ব্যতিরিক্তসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি বাজসমীপে
কোন অপবাধ করিয়া বসেন, তবে বাজাদেশে ঐ দ্বাবী-
প্রচবীগণই তাঁহাদের প্রাণ সংহাবে বৃষ্টিত হয় না ॥ ১০-১২ ॥

এক হস্তে যোগ্যতাব পুঙ্খাব এবং অপর হস্তে
অযোগ্যতাব তিবন্ধাব—উভয় প্রকাব ধর্ম একই ব্যক্তিতে
অবস্থিত ॥ ১৩ ॥

তথ্য। “ব্রহ্মদেহো যৎকৃতসেতুপালা, যৎ কারণং
বিশ্বমিদঞ্চ মায়া। আজাকবী যত্র পিশাচ-চর্যা, অহো
বিভ্রম্শ্চবিতং বিভ্রমম্” (—ভাঃ ৩।১৪২২); “স্মিৎসং তু
হবেবেব মুখ্যমচ্ছত্র ভূতাতা” (—ভাঃ ৫।১০।১১; মধ্বভাষ্য)
“অহং তবো দক্ষ-ভৃগুপ্রধানঃ, তু ভূতেশহবেশ-
মুখ্যাঃ। সর্বে বয়ং যন্নিয়মং প্রপরা, মুহুঃসাপিতং লোকহিতং
বহামঃ ॥” (—ভাঃ ৯।৪।৫৪) “স হি সর্বাধিপতিঃ সর্বপালঃ
স ঙ্গঃ স বিষ্ণুঃ পতিঃ বিশ্বজ্ঞানেশ্বরঃ ॥” (—ভাঃ
১।৩।৬ শ্লোকের মধ্বকৃত ভাগবত-তাৎপর্যযুক্ত শ্রুতি-
বচন); “একলা ঙ্গধর—কৃষ্ণ, আর সব—ভূত্যা” (—চৈঃ
চঃ আঃ ৫।১৪২); “তৎশব ইত্যে সর্বে শ্রীব্রহ্মেশ্বরঃ-

মায়াগন্ত জীবৈব অষ্টৈতসম্বন্ধে বিচার—

চৈতন্যের প্রেমপাত্র শ্রীঅষ্টৈত-রায়।

এ সম্পত্তি ‘অন্ন’-হেন বুঝয়ে মায়ার ॥১০৪॥

রক্ষদাশ্রয়ে গুরুত্ব ও মহিমা এবং তৎসম্বন্ধে
ভাষ্যকাবগণেব বিচার—

‘অন্ন’ করি’ না মানিহ ‘দাস’ হেন নাম।

অন্ন ভাগ্যে ‘দাস’ নাহি করে ভগবান্ ॥১০৫॥

আগে হয় মুক্তি, তবে সর্ববন্ধ-নাশ।

তবে সে হইতে পারে শ্রীকৃষ্ণের দাস ॥১০৬॥

সবাঃ (—ভাঃ ১।১২।৪৭ মধ্বভাষ্য); “স বা অয়মায়া
সর্বেষাং ভূতানামধিপতিঃ সর্বেষাং ভূতানাম্ রাজা”
(—বৃহদাবণ্যক ২।৫।১৫); এষ সর্বেষব এষ সর্বেষ
এষোহস্তর্য্যামোষ যোনিঃ সর্বেষ প্রভবাণ্যমৌ হি ভূতানাম্”
(—মাণ্ডুক্য); “সর্গামুগ্রাহকেষেণ তদস্মাহং বাসুদেবশ্রুতস্মাহং
বাসুদেব” ইতি (—অমৃতবিন্দুপনিষৎ ৪।৭) “এষ
ভূতাদিপতিবেশভূতপাল.....শান্তাহচ্যুতো বিষ্ণুর্নাবায়ণঃ”
(—মৈত্রায়ণ্যপনিষৎ); “ন তস্ম্য কশিৎ পতিরস্ম্য লোকে ন
চেনিতা নৈব চ তস্ম্য লিঙ্গম্। স কাবণং কবণাধিপাধিপো ন
চাস্ম্য কশিচ্ছনিতা ন চাধিপঃ ॥” (শ্বেতাশ্বঃ ৬।২) ॥ ১৪ ॥

তথ্য। “স্বজামি তন্নিয়ন্তোহহং হরো হরতি
তৎশবঃ ॥” (—ভাঃ ২।৬।৩২); “যত্র প্রসাদাদহমচ্যুতস্ত ভূতঃ
প্রজাসৃষ্টিকরোহস্তকাবী। ক্রোধান্ত রক্তঃ স্থিতিহেতুভূতো
যস্মাক্ষ মধ্যো পুরুষঃ পরমাত্ম ॥” (—বিষ্ণুপুরাণ ৪।১।২৮)
“স ব্রহ্মণা সৃজতি, স রুদ্রেণ বিলাপয়তি” (—মহো-
পনিষৎ); মৎস্যাদিরূপী পোষয়তি নৃসিংহো রুদ্রসংস্থিতঃ।
বিলাপয়েষিরিক্ষিষ্ণু সৃজাতো বিষ্ণুরবয়ঃ (বামনে) ॥ ১৫ ॥

মায়াগন্ত জীব মহাপ্রভুর প্রেমভাজন অষ্টৈত প্রভুকে
প্র’অন্নধনে ধনী’ জ্ঞান কবে ॥ ১০৪ ॥

মায়াবাদী অনভিজ্ঞ আধ্যাত্মিকগণ মনে করে যে,
ইহজগতে ‘প্রভু’ হওয়াই লোভনীয়। কেন না, দাস-
জীবনে আজাবাহী কুকুরের জায় সর্বতোভাবে ক্রিষ্ট হইতে
হয়। সুতরাং তারতম্য-বিচারে দাস অপেক্ষা প্রভুত্বেরই
আদর করা যাইবে। যাহাদের বৈকৃত ও মারিক জগতের
তারতম্য-বিবেক নাই—বৈশিষ্ট্যের বিচার নাই, তাহারা

এই ব্যাখ্যা করে ভাস্কর্যের সমাজে ।

মুক্তসব লীলাভব কহি' কৃষ্ণ ভঞ্জে ॥১০৭॥

কৃষ্ণভক্তের স্বরূপ, কৃষ্ণের ভক্তবাৎসল্য ও

ভক্ত-নিগ্রহাহুগ্রহের অধিকার—

কৃষ্ণের সেবক-সব কৃষ্ণশক্তি ধরে ।

অপরাদী হইলেও কৃষ্ণ শাস্তি করে ॥১০৮॥

বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না বুঝিয়া দিকপাতিব-

হেতু হুগতি লাভ—

হেতু কৃষ্ণভক্ত-নামে কোন শিশুগণ ।

অল্প-হেন জ্ঞানে দ্বন্দ্ব করে অসুক্ষণ ॥১০৯॥

সে সব দুষ্কৃতি অতি জানিহ নিশ্চয় ।

যাতে সর্ব-বৈষ্ণবের পক্ষ নাহি লয় ॥১১০॥

সুকৃতিবর্জিত ভাগ্যহীন। ভগবন্তের সহিত ইতব দেবগণের সাম্যবুদ্ধি, গো-গর্দভ পাদ-তাড়িত লোষ্ট্রখণ্ডের সহিত অর্জ্য বিষ্ণুর সমবুদ্ধি, মহাস্ত গুপ্তদেবে 'মরণশীল' বিচার, বিষ্ণু নাম-মন্ত্রে 'শঙ্কসামান্য'-বোধ, বিষ্ণুভক্তে কুসাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা-বোধ ও নির্কিশেষ ব্রহ্মবিচারে ইতর-সাম্যপ্রয়াস, বিষ্ণু-বৈষ্ণবের পদধৌত জলে 'ইতব-জল'-বোধ, অবৈষ্ণবতার পরিমাণে বৈষ্ণবের শ্রেণীভেদ অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-বিচাবে, বয়োবিচাবে, সৌন্দর্য্য বিচাবে, ধনবিচাবে বিষ্ণুভক্তি অগ্রাহ্য কবিয়া জ্ঞাতিভেদ, শ্রেণীভেদ প্রভৃতি মন্দভাগ্যজননগণকে প্রাপঞ্চিক অষ্টপাশে আবদ্ধ কবে এবং ক্লেশবটক তাহাদিগকে জর্জরিত করে। ভোগ্যবস্তুর সহিত ভগবৎপ্রসাদের সাম্যবুদ্ধি জীবকে নবকে লইয়া যায়। এই শ্রেণীব ব্যক্তিগণ ভগবদ্বাস্ত্র ও মায়িক বস্তুর দাস্ত্রের সহিত সমতা স্থাপন কবে। তাদৃশ নির্কিশেষ বিচার ভগবদ্বাস্ত্রের নিত্যত্ব, কেবল-চেতনময়তা ও নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়ত্বের উপলক্ষ্য না কবায়, ভগবদ্বাস্ত্রই যে আত্মার একমাত্র বৃত্তি, তাদৃশ চিহ্নিলাসবহিত ও অচিহ্নিলাস-প্রমত্ত হইয়া সেই হতভাগ্যগণ ভগবান্ ও ভক্তের বৈশিষ্ট্য-দর্শনে অসামর্থ্যহেতু নির্কিশেষ কল্পনা কবে। ভাগ্যহীন কর্মিকুল প্রাপঞ্চিক বিচার দ্বারা মায়ার কর্তৃক আবৃত ও বিক্লিষ্ট হয়। সুকৃতিসম্পন্ন জীবই ভজনশীল। সচ্চিদানন্দ-বস্তুর সেবাই নিত্য জীবাত্মার—চিদ্বস্তুর—অংশ চিরকণ জীবের নিত্যবৃত্তি, একথা বঝিতে না পাবিয়া দুষ্কৃতিগণ ত্রিবিধ অহঙ্কারচালিত হওয়ায় মানব-জন্মের নিফলতার আবাহন করে। প্রকৃতিজাত বস্তুগুলি প্রাকৃত-রাজ্যের উচ্চাবচ-ভাবে অবস্থিত। এক বস্তু 'প্রত্ন' হইয়া অপরকে 'দাত্ত' নিবৃত্ত করিলে তাদৃশ ভেদ জীবকে কষ্ট দেয়। হে মূঢ়, বেদের বিভিন্ন বিবদমান শাখিগণ,

তোমরা নিজ নিজ শাখায় অবস্থিত হইয়া নিজেব গুণ-বর্ণনা ও অপরের দোষ-বর্ণনামুখে যে অদ্বয়জ্ঞান হইতে বিচ্যুত হইয়া বিষ্ণু হইতে পৃথক দেবসমূহ কল্পনা কব, বিষ্ণুদাস্ত্রবর্জিত হইয়া বিষ্ণুকে প্রাকৃত-বস্তু-বিশেষ জ্ঞান কব, তাহা হইতে মুক্ত হইবাব অল্প একায়ন-ব্ধের আশ্রয় গ্রহণ কর। একায়ন-ব্ধ বহুধাণী বৈদিকগণের মন্দভাগ্য অংগাবিত করিয়াছেন। হে ক্ষণপুণ্য জনগণ, তোমরা আধ্যাত্মিক-জ্ঞানে ভগবানের দাস্ত্র বিশ্বৃত হইও না; বিষ্ণুদাত্তে লোভই তোমাদের মঙ্গল উৎপাদন করিবে। ভাগ্যহীন জনগণ গুণদোষ দর্শন কবিয়া অংগবাদী হন। ভগবৎরূপাক্রমে ভগবদ্বাসগণের গুণদোষোদ্ভব গুণ বর্তমান না থাকায় তাঁহারা একায়ন-পদ্ধতিক্রমে ভগবানেরই ঐকান্তিকী সেবা কবিয়া থাকেন। নিখিল সদগুণনিলয় ভগবান্—বৈকুণ্ঠ বস্তু; সূতবাং আবরণের দ্বারা বা বিক্লিষ্ট হইয়া বৈকুণ্ঠকে গুণ-দোষের অন্তর্ভুক্ত বাপারবিশেষ মনে করিও না। 'অনন্ত-কল্যাণ-গুণৈকবাবিধি শ্রামস্বন্দন—বিভু চিদানন্দধন এবং ভক্তের আবাধ্য ও প্রিয়বস্তু। সেই প্রিয়তম বস্তুর প্রিয় হইবার চোষ্টাকেই 'দাস্ত্র' বলা হয়। মানকদ্রব্য-সেবা দাস্ত্রভাবে প্রাকৃত বস্তুব ভোক্তৃত্বাভিনানে যে অমঙ্গল বরণ করে, উহা ভজনীয়-বস্তুব দাস্ত্রভাবেব বিপরীত। এমন কি, অপ্রায়-দীক্ষিত-গুরু শ্রীকৃষ্ণ যে দাস্ত্রমাগেব কথা বর্ণন কবিলে পুনরায় নির্কিশিষ্টভাবে পর্যাবসিত করিয়াছেন, ঐরূপ হয়তা বিষ্ণুভক্তে কখনই আরোপিত হইতে পারে না। বিষ্ণুব অভক্ত-সম্প্রদায়ে যে নির্কিশেষের অসুক্ষরণ শৈব-বিশিষ্টাভেদ-বিচার ও দাস্ত্রভাবেব কথা বর্ণিত আছে, উহা মন্দভাগ্যের পরিচয় মাঝে। ভগবান্ ঐতাকে যীর সেবাসিকাস প্রদান করেন, তাঁহাকে আপ কোনদিন নির্কিশিষ্ট-বিচাবপত্রা গ্রাস করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১০৫ ॥

গৌরহৃদয়ের সর্বপ্রভুজ্ঞানরহিতব্যক্তির শুদ্ধভক্তির অভাব—

সর্বপ্রভু—গৌরচন্দ্র, ইথে দ্বিধা যার।

তার ভক্তি শুদ্ধ নহে, সেই চুরাচার ॥১১১॥

অহংগ্রহোপাসনা—

গর্দভ-শৃগাল-ভূল্য শিক্তগণ লইয়া।

কেহ বলে,—“আমি ‘রঘুনাথ’ ভাব গিয়া ॥” ১১২॥

মানব আধ্যাত্মিক জ্ঞান হইতে মুক্ত না হইলে শব্দব্রজের বিষদ্রুতি-প্রকাশের সাদৃশ্য লাভ করিতে পারে না এবং সেইকালে সেবা করিতে অসমর্থ হয়। বৈকুণ্ঠ-সেবক ভক্ত জড়-কাম-ভোগের প্রভূতা হইতে বিবাম লাভ করিলেই মুক্ত হয়। মুক্ত হইবার পবে শাস্ত্রভক্তের দাস্ত-লাভ ঐকান্তিক অমুরাগ দৃষ্ট হয়। জড় দাস্ত হইতে অমুক্ত পুরুষ মুক্তগণের উপাসনার সেবারূপিত জড় জগতের হেয়ত্ব আবদ্ধ করেন। তখন তিনি সর্বতোভাবে নম্র আশাপাশে আবদ্ধ হন। যিনি প্রাপঞ্চিক বিচারের সকল লোভনীয় পদবী হইতে সর্বতোভাবে মুক্ত, সেই স্থনির্ঘল আত্মা নিত্য বৃত্তি—ভগবৎসেবা। এতৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণকর্ণামৃতের “ভক্তিস্বয়ি স্থিৰতরা” শ্লোক আলোচ্য ॥ ১০৬ ॥

শুদ্ধাশ্রিত-বিচারচাৰ্য্য সৰ্বজ্ঞ বিশ্বস্বামিপাদ বলেন,— “মুক্তা অপি লীলায় নিগ্ৰহং কৃতা ভগবন্তং ভজন্তে”। নিত্য-মুক্ত পুরুষগণ মায়াবাদাদি সমস্ত পার্থিব চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া নিত্যলীলাময় ভগবানকে নিত্যকাল ভজন করেন। কিন্তু পরবর্ত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি শৈব-বিশিষ্টাশ্রিতগণ ও তাঁহাদের অমৃত অণ্যম-দীক্ষিতাদি নির্দিষ্ট কেবলাশ্রিত-বাদী শঙ্করাদিব বিচার গ্রহণ করিয়া নম্র ভক্তির পরিণাম নির্নিশেব করনা করেন। সেই নির্নিশেব-করনায় বাহাবা সঙ্কট না হইয়া ঐকান্তিক বিচারক্রমে কৃষ্ণের ভজন করেন, তাঁহারা শৈব-বিশিষ্টাশ্রিতবাদ হইতে মুক্ত হন ও শুদ্ধাশ্রিত-বাদের বিচার-প্রণালী পরিণাম, বিশিষ্টাশ্রিতবাদেব আংশিক ভাব হইতে মুক্ত হইয়া পূর্ণপুরুষ অধোক্ষজ কৃষ্ণের পঙ্করসের সর্বশ্রেষ্ঠ মধুর রসের পারকীয় ভাবে ভজন করিয়া থাকেন। ‘ভাষ্যকার’ শব্দে বোধায়নের অমুগত বিশিষ্টাশ্রিত-বিচারপর শ্রীভাষ্য-রচয়িতা শ্রীশ্রীচৈতন্য। তিনি তাঁহার বেদার্থ-সংগ্রহ-গ্রন্থে বোধায়ন, টক, ত্রবিড়, বোপদেব, কপর্দী ও ভারতী প্রভৃতি বিভিন্নমতের বিচারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। হ্রস্বমধ্যেও আত্মীয়ী, আশ্রয়থ্য, উড়লোমী, কাঞ্চাজিনি, কাশকুণ্ডল, জৈমিনী ও বাদবী

প্রভৃতির বিভিন্ন বিচার-প্রণালী পরমার্থের পরস্পর বিচার-পার্থক্য প্রদর্শন করে। শঙ্কর ও তাঁহার অমুগত কেবলাশ্রিত-বিচারপর জনগণ নানা মতবাদের অবতারণা করিয়াছেন। ভক্তিপথাপ্রাপ্ত চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণের চারি প্রকার ভাষ্য কেবল নির্নিশেবপরম্পরের অমুমানন করেন নাই। বৌদ্ধবিচারেব অমুগতো-লিঙ্গায়ণ-সম্প্রদায়ের ভাষ্য ও তদনুবর্ত্তী শঙ্কর-সম্প্রদায়ের ভাষ্যসমূহ ভজনের নিত্য অধীকার করায় তাঁহাদের বিচারে মুক্তাবস্থায় নির্নিশেব জাড়াই উদ্ভিষ্ট হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণ-ভাষ্যে যে দাস্তমার্গের কথা বর্ণিত হইয়াছে, উহাও পরিণামে নির্নিশেবকেই উচ্চ পদবী প্রদান করিয়াছে। অমুক্ত পুরুষগণের ভগবানের লীলাবোধে অধিকার নাই, কেননা তাঁহারা প্রাকৃত আধ্যাত্মিক বিচার লইয়াই উন্নত। বাহারা অশ্রিত-প্রভুকে নির্নিশেব-বিচারপব বলিয়া জানেন, তাঁহারা ভক্তির কোন সন্ধান পান নাই। শ্রীশ্রীচৈতন্য-প্রভু পূর্বপক্ষ-বিচারে কেবলাশ্রিত-মতবাদের বিচার বিভ্রান্তি প্রদর্শন করিবার জন্ত শ্রীগৌরহৃদয়ের নিকট বিষয়ে সংশয় স্থাপন ও পূর্বপক্ষ করিয়া সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি জগৎকে বিতরণ করিয়াছেন। মূঢ় ব্যক্তিগণ পঞ্চাঙ্গ ছায়েব আমি তিনটি অঙ্গে আবদ্ধ থাকিয়া যে সিদ্ধান্ত ও সঙ্গতি করনা করেন, উহা আধ্যাত্মিক ভিত্তিতে অকৃত্যত। নিত্যভজনকারী ভাষ্যকারগণ এরূপ আধ্যাত্মিক বিচাবে আবদ্ধ না থাকিয়া অধোক্ষজ-ধারা গ্রহণ-পূর্বক মুক্তগণের নিত্য বৈচিত্র্য বর্ণন করিয়াছেন। অমুক্ত আধ্যাত্মিকগণ সে বিচার করিতে পারেন না ॥ ১০৭ ॥

তথ্য। “ভক্ত্যে জীবন্তু গুণাক্ষি হঞা কৃষ্ণ ভজে।” (—চৈঃ চঃ মঃ ২৪শ;) ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্জকতি। সমঃ সর্বেরু কৃতেষু মত্কিং লভতে পরাম্ ॥ (—গীতা ১৮।৫৪) ১০৭ ॥

বাহারা কৃষ্ণভক্তের নম্র বস্ত-বৈচিত্র্য হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কৃষ্ণজ্ঞান ও কৃষ্ণসাদৃশ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা কৃষ্ণভজন হইতে কোন মূহুর্তের জন্তও বিচ্যুত

গৌরহৃদয়ের দাস্ত্রের মহত্ব—
 স্রষ্টি, স্থিতি, প্রলয় করিতে শক্তি বাঁধ।
 চৈতন্যদাসই বই বড় নাহি আর ॥ ১১৩ ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধরে প্রভু বলরাম।
 সেহ প্রভুদাস্ত্র করে, কেবা হয় আন ? ১১৪ ॥
 গ্রন্থকার-কর্তৃক শ্রীমন্নিত্যানন্দেব জয়গান—
 জয় জয় হৃদধর নিত্যানন্দ রায়।
 চৈতন্যকীর্তন ক্ষুরে বাঁহার রূপায় ॥ ১১৫ ॥

নিতাই-রূপায় চৈতন্যবতি লভা—
 কুঁহার প্রসাদে হয় চৈতন্যেতে রতি।
 বড় কিছু বলি, সব তাঁহার শক্তি ॥ ১১৬ ॥
 আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরহৃদয়।
 এ বড় ভরসা চিন্তে ধরি নিরন্তর ॥ ১১৭ ॥
 শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ পঙ্ক জ্ঞান।
 রূপাবমদাস তছু পদযুগে গান ॥ ১১৮ ॥
 ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে ভক্তমতিমা-
 বর্ণনং নাম সপ্তদশোঃধ্যায়ঃ ॥

হন না। সর্বশক্তিয়ান্ন কৃষ্ণ নিজসেবকে সর্বতোভাবে রক্ষা করেন। কৃষ্ণ—নিগ্রহাচ্ছগ্রহেব একমাত্র অবিনায়ক। তিনি অপরাধপ্রবণ আধ্যাত্মিক চিত্তকে শাসন-দণ্ডেব দ্বারা তিবদ্ধত্ব করেন। ভগবানের অচ্যুত-দণ্ড লাভ করিয়া জীব অপরাধ-মুক্ত হন ॥ ১০৮ ॥

যে-সকল অর্কাচীন ভক্তের ঠাঁহাদের সঙ্গীর্ণ বিচার অবলম্বন করিয়া পরস্পরের মধ্যে বিবাদের আবাহন করেন, ঠাঁহাদের বৈষ্ণবাপবাদ হওয়ায় অত্যন্ত দুর্গতিলাভ ঘটে। বৈষ্ণবের ক্রিয়া-মুখ্য বৃত্তিতে না পাবিয়া কোন এক পক্ষ গ্রহণ পূর্বক আধ্যাত্মিক বিচার প্রবণ করিলে বৈষ্ণবে প্রাকৃততত্ত্ব-দর্শনই হইয়া যায়, বৈষ্ণব-দর্শন হয় না ॥ ১০৯ ॥

বেদান্তদর্শনের ভাষ্যকারগণের বিভিন্ন দৃষ্টিতে যে সকল পরস্পর বিবাদ দৃষ্ট হয়, ঐ-সকল বিবাদের একমাত্র স্রষ্টা-মীমাংসক—শ্রীগৌরহৃদয়। লৌকিক বিবাদ সমূহেরও মীমাংসার গৌরহৃদয়ই প্রভু। যিনি শ্রীচৈতন্যদেবকে ‘সকলের একমাত্র প্রভু’ না জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দাষ্টেতের বিচারে করেন, ঠাঁহাদের কদাচার কখনও শুদ্ধভক্তি-শব্দবাচ্য হয় না। অধুনাতন তের-প্রকার অপসম্প্রদায় অথবা তদধিক অবিবেচক-সম্প্রদায়গণ শ্রীচৈতন্যদেবের দোহাই দিয়া বা তাঁহার বিষ্ণুচরণ করিয়া যে-সকল মতবাদ প্রচার করেন, ঐগুলি দুর্ভাচারের অন্তর্গত ও মনোবিশ্বাসী আদরণীয়। শ্রীগৌরহৃদয়ে ঐকান্তিকী ভক্তি না থাকিলে জীবের শুদ্ধ-ভক্তির অভাবে হ্রাস ঘটে ॥ ১১১ ॥

রামানন্দী জন্মায়েৎ সম্প্রদায়ের অস্থানিহিত কেবলাষ্টেত-বাদের নানাদিক প্রশস্তি আছে। শৈববিশিষ্টাষ্টেতিগণও সেই প্রকার আপনাদিগকে ‘শিবোহং’ বিচারে প্রতিষ্ঠিত করেন। জন্মায়েৎগণেব মধ্যে আত্মবিচারে বসুনাথ-ভক্তি তাৎকালিক। শ্রীকৃষ্ণের শিবভক্তিও তদ্রূপ। তজ্জগত্ই অপায়নীকিতাদি কেবল ‘শিবোহং’ বিচারে আবদ্ধ না থাকিয়া স্ত্রী-ব্রহ্মবাদের কথা বলিয়াছেন। এই সকল দুর্বুদ্ধি তাহাদের কৃশিকা-গ্রহণ হইতেই উদ্ভূত হয়। গুরু-বৈষ্ণববিদ্বেষী জনগণ গুরুর কাণ্ডা করিতে গিয়া নিকোপ শয়তানগুলিকে শিষ্টপর্ধ্যায়ে গ্রহণপূর্বক নিজ প্রভুত্ব বিস্তার করেন। তাহাতে তের প্রকার উপসম্প্রদায় গৌরভক্তির ভান করিতে করিতে নিজ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে। তাহাদের শিষ্ট-সম্প্রদায় মানব-জন্মের সার্থকতা পরিহার করিয়া পশুযোনির বুদ্ধিসমূহ সংগ্রহ করায় তাহাদের গুরুদিগকে রামচন্দ্র সাজাইয়াছে ॥ ১১২ ॥

যিনি জগতের জয়-স্থিতি-ভঙ্গেব একমাত্র অধিকারী, সেই শ্রীচৈতন্যদেবের দাস্ত্র ব্যতীত জীবাত্মার অস্ত্র কোন পরমোপায়ে অবস্থা নাই। অপর সকল অবস্থাই অনিত্য, অজ্ঞানপুষ্টি ও নিরানন্দে পর্যবসিত ॥ ১১৩ ॥

যে বলদেব প্রভু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্বতোভাবে নিয়ামক সেই নিমন্ত-বলদেব-প্রভুও কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অস্ত্র কোন বৃত্তিকে মুখ্যভাবে গ্রহণ করেন না ॥ ১১৪ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে সপ্তদশ অব্যায় সমাপ্ত।

অষ্টাদশ অধ্যায়

অষ্টাদশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তবৃন্দসহ মহাপ্রভু ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ, সনাশিব-বুদ্ধিমন্তস্থানকে কাচ প্রস্তুত করিতে প্রভুর আদেশ, কে কি সাজ গ্রহণ কবিবেন, তদ্বিষয়ে ব্যবস্থা, নৃত্য-দর্শনের অধিকারী নির্ণয়, অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীবাসপণ্ডিতের নৃত্যদর্শনে অযোগ্যতা প্রকাশ, প্রভু কর্তৃক ভক্তগণকে নৃত্য-দর্শনে যোগ্যতা প্রদান, ভক্তগণসহ প্রভুব চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়ার্থ গমন, বৈষ্ণববৃন্দের বিবিধ সাজ গ্রহণ, মহাপ্রভুব আত্মশক্তিবশে নৃত্য, আত্মশক্তি-বেশ-পাষণ্ডের উদ্দেশ্য, গদানবেশ বনাবেশে নৃত্য, ভক্তগণের স্তুতি, নিশা-অবসানে সকলের বিবহ-ক্রন্দন, প্রভুর মাতৃভাবে সকলকে স্তন্য দান ও সপ্তদিন পর্যন্ত আচার্য্যবক্তার মন্দিরে অতীত তেজের বিজ্ঞানতা প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু ভক্তগণ-সমীপে ব্রজলীলাভিনয়ের অভিপ্রায় প্রকাশ পূর্বক সনাশিব-বুদ্ধিমন্তস্থানকে শঙ্খ, কাঁচুলী, পটুসাদী, অলঙ্কার প্রভৃতি যথাযোগ্য বেশ সজ্জিত কবিত্তে আদেশ কবিত্তা পার্শ্বদগণ কে কি বেশ গ্রহণ করিবেন, তাহা বলিয়া দিলেন। প্রভুর আদেশানুসারে বুদ্ধিমন্ত স্থান সমস্ত বেশ সজ্জিত কবিলে তদর্শনে প্রভু অত্যন্ত প্রীতির সহিত ভক্তগণের নিকট স্বীয় লক্ষ্মীবশে নৃত্যের কথা প্রকাশ পূর্বক বলিলেন যে, জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি বাতীত অন্য কাহাবও সেই নৃত্য-দর্শনের অধিকার নাই, প্রভুব এই বাবা শ্রবণে ভক্তগণ অত্যন্ত ভূষিত হইলেন। অদ্বৈতপ্রভু ও শ্রীবাস পণ্ডিত আপনাদিগকে অজিতেন্দ্রিয় জানাইয়া নৃত্য-দর্শনে অসম্মতি প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য কবিত্তা বলিলেন যে, সকলেই ঐ দিবস মহাযোগেশ্বরস্ব লাভ করিয়া প্রভুব নৃত্য দর্শন কবিত্তে পারিবেন, প্রভু-কৃপায় কেহই মোহপ্রাপ্ত হইবেন না।

সপার্ষদ মহাপ্রভু অভিনয়ার্থ চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলে প্রভুব লক্ষ্মীবশে নৃত্য-দর্শনেচ্ছায় বিষ্ণু-প্রিয়া-সহ শচীমাতা এবং সকল বৈষ্ণবের পরিবারবর্গ তথায় উপনীত হইলেন। ভক্তগণ প্রভুব শ্রীমুখ হইতে

নিজ নিজ বেশ ধারণের আদেশ-বাণী-শ্রবণে আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য মহা-বিদুষকের ন্যায় সর্ব-ভাবে নৃত্য, মুকুন্দ কৃষ্ণকীর্তনারম্ভ এবং হরিন্দাস কোটাল-বেশে হস্তে দণ্ড লইয়া প্রভুর লক্ষ্মীবশে নৃত্য-দর্শনে সকলকে সাবধান করিতে লাগিলেন। শ্রীবাস নারদসাজে সজ্জিত হইয়া নিজ পরিচয় প্রদানচ্ছলে বলিতে লাগিলেন,— তাঁহার নাম নাবদ, তিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে ভ্রমণ করেন। কৃষ্ণদর্শনোদ্দেশ্যে বৈষ্ণুগে গিয়া দেখিলেন যে, তথাকার গৃহস্থাব জনশূন্য বহিয়াছে। অনন্তর কৃষ্ণের নদীয়া-আগমন-বার্তা-শ্রবণে তিনি তথা হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক নবদ্বীপে স্বীয় প্রভুর লক্ষ্মীবশে নৃত্য-লীলাভিনয়-মতো প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

সমস্ত বৈষ্ণব-গৃহিণী-সহ শচীমাতা কৃষ্ণপ্রেমানন্দে বিভোর হইয়া শ্রীবাসের এই অপূর্ব লীলাভিনয় দর্শন করিতেছিলেন। শচীমাতা শ্রীবাসের মূর্তি-দর্শনে আনন্দে মূচ্ছিতা হইয়া পড়িলেন পতিব্রত। নারীগণ তদীয় কর্ণে কৃষ্ণনাম শ্রবণ কবাইয়া মূর্ছা ভঙ্গ কবিলেন। এইরূপে গৃহেব অন্তর-বাহিরে সর্বত্রই সকলে প্রেমানন্দে বিভোর হইয়া আত্মহারা হইলেন। এদিকে গৃহাশ্রমে প্রভু বিশ্বস্তব কল্মষীব বেশ ধারণ পূর্বক তত্ত্বাবে বিভাবিত হইয়া নিজকে 'বিদর্ভহতা' জ্ঞানে কৃষ্ণসমীপে কল্মষীব পত্রবিষয়ে শ্রীমদ্ভাগবতাত্ত্বিক শ্লোক পাঠ কবিত্তে করিতে অশ্রু-পূর্ণলোচনে ভূমিতে অঙ্গুলী দ্বারা পত্রাঙ্কন করিতে থাকিলেন। বৈষ্ণবগণ তাহা শ্রবণ কবিত্তা প্রেমে ক্রন্দন ও হৃদয়নি করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রহরে এইরূপ অভিনয় হইলে দ্বিতীয় প্রহরে গদাধর ব্রহ্মানন্দ সহ ব্রজবনিতার সাজ গ্রহণপূর্বক তত্ত্বাবে বিভাবিত হইয়া প্রেমবিহ্বল-চিত্তে রম্যাবেশে নৃত্য কবিত্তে লাগিলেন। ইত্যাবসরে মহাপ্রভু স্নাত্যশক্তি ও নিত্যানন্দ বড়াই-বৃত্তীর বেশ ধারণ পূর্বক বঙ্গস্থলে উপস্থিত হইলেন। প্রভুকে কেহ কমলা, কেহ বা লক্ষ্মী, কেহ সীতা, কেহ বা মহামায়া, প্রভৃতি নিজ নিজ ভাব-অনুরূপ দর্শন করিতে লাগিলেন। যাহারা আজন্ম ধরিয়া প্রভুকে দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারাও প্রভুকে দেখিয়া চিনিতে পারিলেন না। অন্তরে কথা দূরে থাকুক, শচী-

মাতারও প্রভুকে চিনিবার সামর্থ্য ছিল না। তখন প্রভুর রূপায় সকলের অন্তরে জননী-ভাব উদ্ভিত হওয়ায় সকলেই প্রেমামনে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন।

মহাপ্রভু কোন্ প্রকৃতির ভাবে নৃত্য কবিতেছেন, তাহা কেহ বুঝিতে পাবেন নাই, তবে তাঁহার ভাবাবেশে বিবিধ উক্তি-শ্রবণে কখনও রুস্বিগী, কখনও মহাচণ্ডী, কখনও বা শ্রীরাধা প্রভৃতি মনে কবিতে লাগিলেন। এতদ্বারা তিনি তাঁহার সকল শক্তির যথাযোগ্য স্বরূপ ও সম্মানের বিষয় সকলকে শিক্ষা দিলেন। প্রভুব আত্মশক্তি বেশে নৃত্যকালে নিত্যানন্দ মুচ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেলেন এবং ভক্তগণ প্রেমাবেশে উচ্চবোদন কবিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পবে বিশ্বম্ভব গোপীনাথ-বিগ্রহকে কোলে কবিয়া মহা-

সপার্বদ গোবিন্দবাব জয়গান—

জয় জয় জগতমঙ্গল গৌরচন্দ্র।

দান দেহ, হৃদয়ে তোমার পদদ্বন্দ্ব ॥ ১ ॥

জয় জয় নিত্যানন্দ-স্বরূপের শ্রাণ।

জয় জয় ভকতবৎসল গুণধাম ॥ ২ ॥

চৈতন্যকথা-শ্রবণে ভক্তিলাত—

ভক্তগোষ্ঠি সহিতে গৌরাজ জয় জয়।

শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥ ৩ ॥

প্রভুর নবদীপ-লীলায় সঙ্গীর্জন বসাবাদন—

হেনমতে নবদীপে বিশ্বম্ভর রায়।

সংকীর্জন-রস প্রভু করয়ে সদায় ॥ ৪ ॥

অধ্যায়ের সূত্র—

মধ্যখণ্ড কথা তাই শুন একমনে।

লক্ষ্মী কাচে প্রভু নৃত্য করিলা যেমনে ॥ ৫ ॥

প্রভুর দৃষ্টকাব্যের বিধানে নৃতোচ্ছা ও কাব্যসজ্জার্থ আদেশ—

একদিন প্রভু বলিলেন সবা স্থানে।

আজি নৃত্য করিবাও অঙ্কের বিধান ॥ ৬ ॥

লক্ষ্মীভাবে খটায় আবোহণ কবিলে ভক্তগণ প্রভুর আদেশে তাঁহার তব-কীর্তনমূখে তদীয় শুভদৃষ্টি-প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, হঠাৎ বাহির প্রভাত হওয়ায় বৈষ্ণববৃন্দ ও প্রতিব্রতীগণ-সকলেই বিনাদে বৈধ্য ধারণ করিতে পারিলেন না। প্রভু বৈষ্ণবগণের ঐন্দ্র-দর্শনে অগজজননী-ভাবে সকলকে স্তম্ভপান কবাইতে থাকিলে তাঁহাদের সব চুঃখ দূরীভূত হইল এবং সকলে প্রেমবসে মত্ত হইলেন।

প্রভুব অচিন্ত্য শক্তিবলে সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে অদ্ভুত তেজ বিদ্যমান ছিল। লোকে তৎপ্রভাবে চক্ষু উন্মীলন কবিতো পারিত না। লোকে তৎকাবণ জিজ্ঞাসা কবিলে বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাস্ত করিতেন কিছুই প্রকাশ করিতেন না।

সদাশিব বুদ্ধিমন্ত খানেনে ডাকিয়া।

বলিলেন প্রভু,—“কাচ সজ্জ কর গিয়া ॥ ৭ ॥

শযা, কাঁচুলী, পাটসাড়ী, অলঙ্কার।

যোগ্য যোগ্য করি সজ্জ কর সবাকার ॥ ৮ ॥

অভিনয়কাবিগণের নির্দেশ—

গদাধর কাচিবেন রুস্বিগীর কাচ।

ব্রহ্মানন্দ তার বৃত্তী সখী সুপ্রভাত ॥ ৯ ॥

নিত্যানন্দ হইবেন বড়াই আমার।

কোতোয়াল হরিদাস জাগাইতে ভার ॥ ১০ ॥

শ্রীবাস—নারদ কাচ, স্নাতক—শ্রীরাম।

‘দেউটিয়া আজি মুঞি’ বলয়ে শ্রীমান্ ॥ ১১ ॥

অশেষ বলয়ে,—“কে করিবে পাত্র কাচ?”

প্রভু বলে,—“পাত্র সিংহাসনে গোপীনাথ ॥ ১২ ॥

সদাশিব বুদ্ধিমন্তকে কাচ-সজ্জার্থ প্রভুব পুনরাদেশ ও

তাঁহাদের সজ্জা আনিয়া প্রভুস্থানে অর্পণ—

সকর চলহ বুদ্ধিমন্ত খান তুমি।

কাচ সজ্জ কর গিয়া, নাচিবাও আমি ॥ ১৩ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

লক্ষ্মীকাচে—লক্ষ্মীর বেশ ধারণ করিয়া অভিনয় ॥ ৫ ॥

অঙ্ক—নশ্ববিধ দৃষ্টকাব্যের অন্ততম। নাটকের পরিচ্ছেদ-বিশেষকে অঙ্ক বলা হয়। উক্ত অঙ্কে মুখ্য বা গোপীভাবে

নাটকের চরিত্র উল্লিখিত থাকিবে। উহাতে রসভাব প্রভৃতি ক্ষুদ্ররূপে প্রতীত হইবে। অঙ্ক নিবন্ধ শব্দসমূহ অনায়াস-বোধ্য হইবে এবং গল্পসমূহ বহুসমাসাদি-যুক্ত হইবে না,

আজ্ঞা শিরে করি' সদাশিব বুদ্ধিমন্ত ।

গৃহে চলিলেন, আমনের নাহি অন্ত ॥ ১৪ ॥

সেইক্ষণে কাথিয়ার চান্দোয়া টানিয়া ।

কাচ সজ্জ করিলেন সুল্লর করিয়া ॥ ১৫ ॥

লইয়া যতেক কাচ বুদ্ধিমন্ত খান ।

থুইলেন লঞা ঠাকুরের বিজ্ঞান ॥ ১৬ ॥

অভিনয়ের সজ্জা দর্শনে প্রভুর শ্রীতি এবং বৈষ্ণবগণেব

প্রতি উক্তি—

দেখিয়া হইলা প্রভু সন্তোষিত মন ।

সকল বৈষ্ণব-প্রতি বলিলা বচন ॥ ১৭ ॥

প্রভুর নিজ অভিনয়ের নির্দেশ ও তদর্শনে অধিকারী নির্ণয়—

“প্রকৃতি স্বরূপা নৃত্য হইবে আমার ।

দেখিতে যে জিতেছিন্ন, তার অধিকার ॥ ১৮ ॥

সেই সে ঘাইব আজি বাতীর ভিতরে ।

যেই জন ইচ্ছিয় ধরিতে শক্তি ধরে ॥ ১৯ ॥

লক্ষ্মীবেশে অঙ্ক-মৃত্য করিব ঠাকুর ।

সকল বৈষ্ণব-রঙ্গ বাড়িল প্রচুর ॥ ২০ ॥

প্রভুবাক্যে বৈষ্ণবগণের বিবাদ—

শেষে প্রভু কথামানি করিলেন দড় ।

শুনিয়া হইল সবে বিবাদিত বড় ॥ ২১ ॥

উহাতে ক্ষুদ্র চূর্ণক থাকিবে। অবাস্তব যে কোন একটা বিষয় অঙ্কে পবিসমাপ্ত হইবে। অবাস্তব বিষয়ের পবিসমাপ্তি হইলেও মূলঘটনার সম্বন্ধবৎক একটা অংশ অঙ্কে নিবন্ধ হইবে। পবস্ত ইহা অন্তিম অঙ্ক বাতীত অঙ্ক অঙ্কেই জানিবে, কাবণ, অন্তিম অঙ্কে বিষয়ের একান্তভাবে পরিসমাপ্তি হইয়া যায়, তাহাতে আর ভবিষ্যৎ কোন ঘটনাব সম্বন্ধ থাকে না। এক অঙ্কে বহু প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণিত হইবে না। বীজের উপসংহাব অঙ্কে থাকিবে না। এই নিয়মও অন্তিম অঙ্ক বাতীত অন্ততই জ্ঞাতব্য। অঙ্কে বহু বৃত্তান্ত প্রকাশিত থাকিবে। গচ্ছাংশ অনেক বিচ্ছিন্ন থাকিবে, পরন্তু পদ্মংশ অধিক থাকিবে না। নায়কাদির কর্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি-নিত্যকর্মের বিবোধী কোনও বিষয় অঙ্কে সম্মিলিত হইবে না। যে বৃত্তান্ত বহুকালনিপাত, তাহা অঙ্কে বর্ণনীয় নহে, পবস্ত যাহা অল্পকালনিপাত, তাহাই ধারাক্রমে বসবিচ্ছেদনিরাসার্থ অঙ্কে নিবন্ধ হইবে। সকল অঙ্কে নায়ক উপস্থিত না থাকিলেও ঘটনাব্যাপ্ত প্রত্যেক অঙ্কেই তাহার সম্বন্ধ রাখিতে হইবে। তিন-চারিজন পাত্রদ্বারাই সাধারণতঃ অঙ্কের নির্মাণ করিতে হয়। নাটকের অঙ্কে কতিপয় বিষয় বর্ণিত হইবে। যথা—অভিনয় হইতে আস্থান, বয়, যুদ্ধ, রাজ্য-দেহ প্রভৃতি বিপ্লব, বিবাহ-ভোজন, শাপপ্রদান, মাল্যোৎসর্গ, মৃত্যু, স্বরতজীড়া, কাম-প্রযুক্ত অধরদংশন, স্তন্যাদিতে নখাঘাত এবং অন্যান্য লজ্জাজনক কার্য, শয়ন, অধরপানাদি, নগরাদির অবরোধ, মান এবং অহুপন। অঙ্ক অত্যন্ত দীর্ঘ হইবে না। অঙ্কের

অভাস্তবে মহিষী, পবিজ্ঞানাদি, অমাত্য এবং বণিক প্রভৃতিব বিচিত্র বৃত্তান্ত স্পষ্টরূপে প্রতীত থাকিবে এবং উক্ত চবিত্তগুলি রস ও ভাবের উদ্ভব করিবে। অঙ্কেব শেষে কোন পাত্রই বন্ধস্থলে উপস্থিত থাকিবে না, পরন্তু সকলেই নেপথ্যস্থানে চলিয়া যাইবে। (—সাহিত্যদর্পণ ৬ষ্ঠপঃ ৭ম স্কন্ধ)

অঙ্কেব বিধান—‘অঙ্ক’ নামক দৃশ্যকাব্যের বিধি অনুসারে ॥ ৬ ॥

বড়াই—বৃদ্ধা মাতামহী, বৃন্দাবনেব বৃদ্ধা বয়সী পৌর্ণ-মাসী, ইনিই যোগমায়া, রাধাকৃষ্ণমিলনেব কাবণ ।

তথ্য—“শ্রীরাধাকৃষ্ণসংযোগকাবণী ভবতীব সা। যোগ-মায়া ভগবতী নিত্যানন্দতনু শ্রিতা ॥” (—চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ৩।১১) ১০ ॥

দেউটিয়া—দীপদাবী। স্নাতক—সমাবর্তন স্নানকাবী দ্বিজ ॥ ১১ ॥

কাচ—পরিচ্ছদ, সাজ, অভিনয়ার্থ নট-নটীর বেশ। সজ্জ—প্রস্তুত, সজ্জিত ॥ ১৩ ॥

কাথিয়ার চান্দোয়া—কাথিয়ারদেশীয় চান্দোয়া ॥ ১৫ ॥

শ্রীগৌরহৃন্দর আধ্যাত্মিকগণের বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্ত লক্ষ্মীর প্রবেশে নৃত্য করিবার প্রস্তাব দ্বারা অধোদ্বজের বিচিত্র বিলাসে আধ্যাত্মিক-জ্ঞানগণের অধিকারভাবের কথা জানাইলেন। যাহারা বিবর্তক্রমে আপনাদিগকে ‘পুরুষা-ভিমান করিয়া জগতের নারীগণকে ভোগ্যবুদ্ধি করেন, তাঁহারা ইহা রাবণের অহঙ্করণে সীতাপতি হইবার দুর্ভাসনা-বিশিষ্ট। লক্ষ্মীর সেবনধর্ম—বৈষ্ণবতার ঐকান্তিকতা।

প্রভুবাক্য-শ্রবণে অধৈর্য ও শ্রীবাসের অভিমত—

সর্বান্তে ভূমিতে অক নিলেন আচার্য্য।

“আজি নৃত্য দরশনে মোর নাহি কার্য্য ॥ ২২ ॥

আমি সে অজিতেন্দ্রিয় না যাইব তথা।”

শ্রীবাস পণ্ডিত কহে,—“মোর ওই কথা ॥” ২৩ ॥

প্রভুর সকলকে আশ্বাস ও অভিনয়-দর্শনে

অধিকার প্রদান—

শুনিয়া ঠাকুর কহে ঈষৎ হাসিয়া।

“ভোমরা না গেলে নৃত্য কাহারে লইয়া ॥ ২৪ ॥

সর্বগণ-চুড়ামণি চৈতন্য-গোসাঁই।

পুনঃ আজ্ঞা করিলেন,—“কারো চিন্তা নাই ॥ ২৫ ॥

মহাযোগেশ্বর আজি ভোমরা হইবা।

দেখিয়া আমারে কেহ মোহ না পাইবা ॥” ২৬ ॥

প্রভু আজ্য বৈষ্ণবগণেব উল্লাস—

শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা অধৈর্য, শ্রীবাস।

সবার সহিত মহা পাইল উল্লাস ॥ ২৭ ॥

সর্বগণ-সহ মহাপ্রভুর চন্দ্রশেখর-ভবনে গমন—

সর্বগণ সহিতে ঠাকুর বিশ্বস্তর।

চলিয়া আচার্য্য চন্দ্রশেখরের ঘর ॥ ২৮ ॥

প্রভু নৃত্য-দর্শনে শচী প্রভৃতি নারীগণেব গমন—

আই চলিলেন নিজ বধুর সহিতে ॥

লক্ষ্মীরূপে নৃত্য বড় অদ্ভুত দেখিতে ॥ ২৯ ॥

যত আশু বৈষ্ণবগণের পরিবার।

চলিয়া আইর সঙ্গে মৃত্যু দেখিবার ॥ ৩০ ॥

গ্রন্থকার-কর্তৃক চন্দ্রশেখরের সৌভাগ্য প্রশংসা—

শ্রীচন্দ্রশেখর-ভাগ্য তার এই সীমা।

যার ঘরে প্রভু প্রকাশিলা এ মহিমা ॥ ৩১ ॥

মহাপ্রভুর সকলকে স্ব-স্ব কাচ-অভিনয়-আদেশ—

বসিলা ঠাকুর সর্ব-বৈষ্ণব সহিতে।

সবারে হইল আজ্ঞা স্ব-কাচ কাচিতে ॥ ৩২ ॥

অধৈর্যের নিজ কাচ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা ও প্রভুর উত্তর—

করষোড়ে অধৈর্য বলিলা বার-বার।

“মোরে আজ্ঞা প্রভু কোন্ কাচ কাচিবার ?” ৩৩ ॥

প্রভু বলে,—“যত কাচ, সকলি ভোমার।

ইচ্ছা-অনুরূপ কাচ কাচ’ আপনার ॥” ৩৪ ॥

বাহুবহিত অধৈর্য-প্রভুর বিবিধ বিলাস—

বাহু নাহি অধৈর্যের, কি করিব কাচ ?

অকুটি করিয়া বলে শান্তিপূরনাথ ॥ ৩৫ ॥

সর্ব-ভাবে নাচে মহা-বিদূষক-প্রায়।

আনন্দ-সাগর-মাঝে ভাসিয়া বেড়ায় ॥ ৩৬ ॥

সকলের কৃষ্ণকীর্তন—

মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল উঠিল সকল।

আনন্দে বৈষ্ণব-সব হইলা বিহ্বল ॥ ৩৭ ॥

কীর্তনের শুভারম্ভ করিলা মুকুন্দ।

“রামকৃষ্ণ বল হরি গোপাল গোবিন্দ ॥” ৩৮ ॥

বৈকুণ্ঠকোটাল-বেশে হরিদাসেব সকলকে সাবধান করণ—

প্রথমে প্রবিষ্ট হৈলা প্রভু হরিদাস।

মহা দুই গৌর করি’ বদনে বিলাস ॥ ৩৯ ॥

মহা পাগ শোভে শিরে ধটী পরিধান।

দণ্ড হস্তে সবারে করয়ে সাবধান ॥ ৪০ ॥

“আরে আরে ভাই সব হও সাবধান।

নাচিব লক্ষ্মীর বেশে জগতের প্রাণ ॥” ৪১ ॥

হাতে নড়ি চারিদিকে ধাইয়া বেড়ায়।

সর্বান্তে পুলক ‘কৃষ্ণ’ সবারে জাগায় ॥ ৪২ ॥

“কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ সেব, বল কৃষ্ণ নাম।”

দম্ভ করি’ হরিদাস করয়ে আহ্বান ॥ ৪৩ ॥

হরিদাসকে দেখিয়া সকলের তৎপরিচয় জিজ্ঞাসা ও

হরিদাসেব উত্তর এবং মুরারি-সহ পরিভ্রমণ—

হরিদাস দেখিয়া সকল-গণ হাসে।

“কে তুমি, এখায় কেনে”—সবেই জিজ্ঞাসে ॥ ৪৪ ॥

যাহারা লক্ষ্মী-সেবা করিবার পরিবর্তে ‘শ্রীমান্’ হইবার যত্ন করিয়া আপনাকে ‘ভোক্তা’ বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের ভগবৎসেবায় কাস্তরসে অমিকার দূরে থাকুক, মর্ধ্যাদা-পথে লক্ষ্মীর সেবক হইবার যোগ্যতাও থাকে না। শ্রীভগবদ্ভট্টই

যেখানে শক্তিতত্ত্বের বিলাস প্রদর্শন করেন, সেখানে শ্রীগৌরসুন্দরের দর্শনে শ্রীকৃষ্ণোপলব্ধির বাঘাত উপস্থিত হয়। গৌরভোগি-সম্প্রদায় নাগরী-বিচারে আত্ম-প্রতিষ্ঠা করিয়া গৌরসুন্দরকে ভোগ্য-বিষয়-মাত্র জ্ঞান করেন ॥ ২১ ॥

হরিদাস বলে,—“আমি বৈকুণ্ঠ-কোটাল ।
কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি বুলি সর্বকাল ॥ ৪৫ ॥
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া প্রভু আইলেন এথা ।
প্রেমভক্তি মোটাইব ঠাকুর সর্বথা ॥ ৪৬ ॥
লক্ষ্মীবেশে নৃত্য আজি করিব আপনে ।
প্রেমভক্তি লুটি’ আজি লও সাবধানে ॥” ৪৭ ॥
এত বলি দুই গৌফ মু ছুড়িয়া হাতে ।
রড় দিয়া বুলে গুণ্ড-মুরারির সাথে ॥ ৪৮ ॥
দুই মহা-বিহ্বল কৃষ্ণের প্রিয়-দাস ।
দু’য়ের শরীরে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥ ৪৯ ॥
শ্রীবাসেব নাবদ-কাচে প্রবেশ ও রামাই পণ্ডিতেব

তৎপশ্চাৎ আগমন—

ক্ষণেকে নারদ-কাচ কাটিয়া শ্রীবাস ।
প্রবেশিলা সভা-মাঝে করিয়া উল্লাস ॥ ৫০ ॥
মহা-দীর্ঘ পাকা দাড়ি, কোঁটা সর্ব গায় ।
বীণা-কান্ধে, কুশ-হস্তে চারিদিকে চায় ॥ ৫১ ॥
রামাই পণ্ডিত কক্ষে করিয়া আসন ।
হাতে কমণ্ডলু, পাছে করিলা গমন ॥ ৫২ ॥
বসিতে দিলেন রাম পণ্ডিত আসন ।
সাক্ষাৎ নারদ যেন দিল দরশন ॥ ৫৩ ॥
শ্রীবাসেব বেশ-দর্শনে অদ্বৈতাচার্য্যেব প্রশ্ন ও শ্রীবাসেব নিঃ-
পরিচয়-প্রদান-মুখে গোবতঃ বিজ্ঞাপন—
শ্রীবাসের বেশ দেখি’ সর্বগণ হাসে ।
করিয়া গভীর নাদ অদ্বৈত জিজ্ঞাসে ॥ ৫৪ ॥
“কে তুমি আইলা এথা, কোন্ বা কারণে ?”
শ্রীবাস বলেন,—“শুন কহি যে বচনে ॥ ৫৫ ॥
‘নারদ’ আমার নাম কৃষ্ণের গায়ন ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আমি করিয়ে ভ্রমণ ॥ ৫৬ ॥
বৈকুণ্ঠে গেলাও কৃষ্ণ দেখিবার তরে ।
শুনিলাম কৃষ্ণ গেলা নদীয়া-নগর ॥ ৫৭ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু সর্বপ্রথমে ভূমিতে একটা দাগ কাটিয়া
পতম্ দিলেন,—“আমি এই প্রকার নৃত্য দর্শনে অসমর্থ ।
অজিতেন্দ্রিয়ে ঐরূপ দর্শনে অধিকার নাই, স্তব্ধাং আমার
সে রূপ দর্শনকার্য্যে অধিকার হইতেছে না ॥” তাঁহার

শ্রুত দেখিলাম বৈকুণ্ঠের ঘর-দ্বার ।
গৃহিণী-গৃহস্থ নাহি, নাহি পরিবার ॥ ৫৮ ॥
না পারি রহিতে শ্রুত-বৈকুণ্ঠ দেখিয়া ।
আইলাম আপন ঠাকুর সঙ্করিয়া ॥ ৫৯ ॥
প্রভু আজি নাচিবেন ধরি’ লক্ষ্মীবেশ ।
অতএব এ সন্তায় আমার প্রবেশ ॥” ৬০ ॥
শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠায় সকলেব হাস্ত ও জয়ধ্বনি—
শ্রীবাসের নারদ-নিষ্ঠাবাক্য শুনি ।
হাসিয়া বৈকুণ্ঠ-সব করে জয়ধ্বনি ॥ ৬১ ॥

নারদের সহিত শ্রীবাসেব অভিমুখ—

অভিন্ন-সারদ যেন শ্রীবাস পণ্ডিত ।
সেই রূপ, সেই বাক্য, সেই সে চরিত ॥ ৬২ ॥

পতিব্রতাগণ-সহ শচীমাতার অভিনয় দর্শন—

যত পতিব্রতাগণ—সকল লইয়া ।
আই দেখে কৃষ্ণসুধারসে মগ্ন হইয়া ॥ ৬৩ ॥
শচীমাতার রহস্ত পূর্বক মালিনীকে শ্রীবাসেব কথ।
জিজ্ঞাসা ও তদুত্তর-দর্শনে মুচ্ছা—
মালিনীরে বলে—“ইনি কি পণ্ডিত ?”
মালিনী বলয়ে,—“শুনি ঐ স্মৃতিশ্রুতি ॥” ৬৪ ॥
পরম বৈষ্ণবী আই সর্বলোকমাতা ।
শ্রীবাসের মুষ্টি দেখি’ হইলা বিম্বিতা ॥ ৬৫ ॥
আনন্দে পড়িলা আই হইয়া মুচ্ছিতা ।
কোথাও নাহিক ধাতু, সবে চমকিতা ॥ ৬৬ ॥
নারীগণের শচীকর্ণে কৃষ্ণকৌর্টন ও শচীদেবীব
বাহুপ্রাপ্তি—

সকলে সকল পতিব্রতা নারীগণ ।
কর্ণমূলে ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ করে সঙ্করণ ॥ ৬৭ ॥
সম্মিৎ পাইয়া আই গোবিন্দ সঙ্করে ॥
পতিব্রতাগণে ধরে, ধরিতে না পারে ॥ ৬৮ ॥

অনুসরণে শ্রীবাসপণ্ডিতও তাদৃশ অভিপ্রায় জ্ঞাপন
করিলেন ॥ ২২-২৩ ॥

জগতের প্রাণ—শ্রীগৌরহন্দর ॥ ৪১ ॥

নড়ি—লণ্ড, ছড়ি, বাই ॥ ৪২ ॥

সকলের বাহ্যীন ভাব ও ক্রন্দন—

এই মন্ত কি ঘর-বাহিরে সর্বজন।

বাহ্য নাহি ক্ষুরে, সবে করেন ক্রন্দন ॥ ৬৯ ॥

প্রভুর রুক্মিণী-সাজ ও তদাবশেষে নিজকে রুক্মিণী জ্ঞানে
তরুণ অভিনয়—

গৃহান্তরে বেশ করে প্রভু বিশ্বম্ভর।

রুক্মিণীর ভাবে মগ্ন হইল নির্ভর ॥ ৭০ ॥

আপনা না জানে প্রভু রুক্মিণী-আবেশে।

বিদর্ভের স্নাতা যেন আপনারে বাসে ॥ ৭১ ॥

নয়নের জলে পত্র লিখয়ে আপনে।

পৃথিবী হইল পত্র, অঙ্গুলী কলমে ॥ ৭২ ॥

রুক্মিণীর পত্র—সপ্তম্প্রেক ভাগবতে।

যে আছে, পড়য়ে তাহা কান্দিতে কান্দিতে ॥ ৭৩ ॥

গীতবন্ধে শুন সাত শ্লোকের ব্যাখ্যান।

যে কথা শুনিলে স্বামী হয় ভগবান্ ॥ ৭৪ ॥

তথাহি (ভাঃ ১০।৫২।৩৭)—

“শ্রী গুণান্ ভুবনহৃদব শৃগতাং তে

নির্ক্লিষ্ট কর্ণবিবর্ভৈরতোঃকৃত্যপম্।

রূপং দৃশ্যং দৃশিমতামখিলার্থলাভম্

অযাচ্যুতাবিশতি চিত্তমপত্রপং মে ॥” ৭৫ ॥

শ্রীগৌরহৃদব রুক্মিণীর ভাবে বিভাবিত হইয়া অশ্রুজল
বিসর্জন করিতে লাগিলেন। সেই অশ্রুজল মসৌ স্থান
অধিকার করিল, মহীপৃষ্ঠ পত্র বা কাগজের স্থান পাইল,
আর হস্তের অঙ্গুলী লেখনী বা কলমের কার্য করিল ॥ ৭২ ॥

অর্থঃ। (হে) ভুবনহৃদব, (হে) অচ্যুত, শৃগতাং (শ্রবণ-
কারিণাং) কর্ণবিবর্ভৈঃ (কর্ণরন্ধ্রৈঃ) নির্ক্লিষ্ট (অন্তঃপ্রবিষ্ট)
অকৃত্যপং হরতঃ (দূরীকৃত্যতঃ) তে (তব) গুণান্ শ্রীহা
(লোকমুখাদাকর্ষণ্য তথা) দৃশিমতং (চক্ষুশ্রুতং জনানাং)
অখিলার্থলাভং (সর্বার্থলাভাত্মকং) তব রূপং (চ শ্রীহা) মে
(মম) অপত্রপং (অপগতা দূরীভূতা রূপা লজ্জা ঘন্যাং তং)
চিত্তং (হৃদয়ং) অযি আবিশতি (আসজ্জতে) ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ। হে ভুবনহৃদব অচ্যুত, আপনার কথা
শ্রোতৃজনের কর্ণরন্ধ্রপথে অন্তরে প্রবেশপূর্বক অকৃত্যপ
হরণ করিয়া থাকে। লোকমুখে আপনার গুণরাশি এবং

(কারুণ্যাবদা বাগেন গীযতে)

“শুনিয়া তোমার গুণ ভুবনহৃদব।

দূর ভেল অকৃত্যপ ত্রিবিধ দুষ্কর ॥ ৭৬ ॥

সর্বনিধি-লাভ তোর রূপ-দরশন।

সুখে দেখে, বিধি যারে দিলেক লোচন ॥ ৭৭ ॥

শুনি' যত্নসিংহ তোর যশের বাখান।

নির্লজ্জ হইয়া চিত্ত যায় তুয়া স্থান ॥ ৭৮ ॥

কোন্ কুলবতী ধীরা আছে জগ-মাঝে।

কাল পাই' তোমার চরণ নাহি ভজে ॥ ৭৯ ॥

বিজ্ঞা, কুল, শীল, ধন, রূপ, বেশ, ধামে।

সকল বিফল হয় তোমার বিহনে ॥ ৮০ ॥

মোর ধাষ্ট্য ক্ষমা কর ত্রিদশের রায়।

না পারি' রাখিতে চিত্ত তোমারে মিশায় ॥ ৮১ ॥

এতেকে বরিল তোর চরণ-যুগল।

মনঃ, প্রাণ, বুদ্ধি—তৌহে অর্পিল সকল ॥ ৮২ ॥

পরীপদ দিয়া মোরে কর নিজ দাসী।

মোর ভাগে শিশুপাল নছক বিলাসী ॥ ৮৩ ॥

কৃপা করি' মোরে পরিগ্রহ কর নাথ।

যেন সিংহভাগ নছে শৃগালের সাথ ॥ ৮৪ ॥

দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন জনগণের নিপিলবন্ত-লাভাত্মক আপনাব
সৌন্দর্যের কথা শ্রবণ করিয়া অমাব নির্লজ্জ চিত্ত আপনার
প্রতি আসক্ত হইয়াছে ॥ ৭৬ ॥

ত্রিবিধ দুষ্কর তাপ—আধ্যাত্মিক, আবিভৌতিক ও
আবিদৈবিক অপরিহার্য ত্রৈশত্রয় ॥ ৭৬ ॥

কাল পাই'—সমোগ পাইয়া ॥ ৭৯ ॥

তথ্য। “কা হা মুকুন্দ মহতী কুলশীলরূপবিজ্ঞাবয়ো-
ত্রবিধদামভিরাঅতুল্যম্। নীবা পতিঃ কুলবতী ন দুগীত
কথা, কালে মুসিংহ নবলোকমনোভিবাগম্ ॥” (—ভাঃ
১০।৫২।৩৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৭৯ ॥

তথ্য। “তন্মে ভবান্ গলু বৃতঃ পতিরঙ্গ জায়া-
মাত্যাপিতম্ভ ভবতোঃত্র বিভো বিদেহি। মা বীরজাগ-
মভিমর্শতু চৈচ্ছ আরাদ্গোমাদুবম্ গপতেবলিনমুজ্জাক্ষ ॥”
(—ভাঃ ১০।৫২।৩৯) ॥ ৮২-৮৪ ॥

ভ্রত, দান, গুরু-বিজ-দেবের অর্চন।
 সত্য যদি সেবিয়াছে। অচ্যুতচরণ ॥ ৮৫ ॥
 তবে গদাগ্রজ মোর হউ প্রাণেশ্বর।
 দূর হউ শিশুপাল, এই মোর বর ॥ ৮৬ ॥
 কালি মোর বিবাহ হইব ছেন আছে।
 আজি ঝাট আইসহ, বিলম্ব কর পাছে ॥ ৮৭ ॥
 গুপ্তে আসি' রহিবা বিদর্ভপুর-কাছে।
 শেষে সর্ব-সৈন্য-সঙ্গে আসিবে সমাজে ॥ ৮৮ ॥
 চৈতন্য, শাব, জরাসন্ধ—মথিয়া সকল।
 হরিবেক মোরে দেখাইয়া বাহুবল ॥ ৮৯ ॥
 দর্পপ্রকাশের প্রভু এই সে সময়।
 তোমার বনিতা শিশুপাল-যোগ্য নয় ॥ ৯০ ॥
 বিনি বন্ধু বধি' মোরে হরিবা আপনে।
 তাহার উপায় বলে। তোমার চরণে ॥ ৯১ ॥
 বিবাহের পূর্বদিনে কুলদর্শ আছে।
 নব-বধূজন যায় ভবানীর কাছে ॥ ৯২ ॥
 সেই অবসরে প্রভু হরিবে আমারে।
 না মরিবা বন্ধু, দোষ ক্ষমিবা আমারে ॥ ৯৩ ॥
 ষাঁহার চরণধূলি সর্ব অঙ্গে স্নান।
 উমাপতি চাহে, চাহে যতক প্রাধান ॥ ৯৪ ॥
 ছেন ধূলি প্রসাদ না কর যদি মোরে।
 মরিব করিয়া ভ্রত, বলিগু' তোমারে ॥ ৯৫ ॥
 যত জন্মে পাও তোর অমূল্য চরণ।
 ভাবং মরিব, শুন কমল-লোচন ॥ ৯৬ ॥
 চল চল ব্রাহ্মণ সত্তর কৃষ্ণস্থানে।
 কহ গিয়া এ সকল মোর নিবেদনে ॥ ৯৭ ॥

তথ্য। “পূর্বেষ্টদত্তনিয়মতদেববিপ্রগুরুর্চনাদিভিরলং
 ভগবান্ পরেণ। আবাসিতো যদি গদাগ্রজ এতদ পাণি
 গৃহীতু মে ন দমযোষহত্যাদযোচ্যে ॥” (ভাঃ ১০।৫২।৪০
 ষ্টব্য) ॥ ৮৫-৮৬ ॥

তথ্য। “খো ভাবিনি অমজিতোষহনে বিদর্ভান্ গুপ্তঃ
 সমেতা পুতনাপতিভিঃ পরীতঃ। নির্খ্যা চৈতমগবেশ্রবলং
 প্রসঙ্গ্য মাং রাক্ষসেন বিধিনোষহ বৌধিত্যাম্ ॥” (—ভাঃ
 ১০।৫২।৫১ ষ্টব্য) ॥ ৮৭-৮৮ ॥

প্রভুর অভিনয়ে সকলের প্রেমোদ্র—
 এইমত বলে প্রভু কল্লিণী-আবেশে।
 সকল বৈষ্ণবগণ প্রেমে কাঁদে হাসে ॥ ৯৮ ॥
 ছেন রক্ত হয় চন্দ্রশেখর-মন্দিরে।
 চতুর্দিকে হরিধ্বনি শুনি উল্লেস্বরে ॥ ৯৯ ॥
 হরিদাসের হবিধ্বনি পূর্বক সকলকে জাগ্রতাকর—
 ‘জাগ জাগ জাগ’ ডাকে প্রভু-হরিদাস।
 নারদের কাছে নাচে পণ্ডিত-শ্রীবাস ॥ ১০০ ॥

গদাগ্র ও ব্রহ্মানন্দের অভিনয় এবং বৈষ্ণবগণের সহিত

উক্তি-প্রত্যুক্তি—

প্রথম প্রহরে এই কৌতুক-বিশেষ।
 দ্বিতীয় প্রহরে গদাগ্র-পরবেশ ॥ ১০১ ॥
 স্প্রশতা তাহান সধি করি' নিজ সঙ্গে।
 ব্রহ্মানন্দ তাহান বড়াই বলে রঙ্গে ॥ ১০২ ॥
 হাতে নড়ি, কাঁখে ডালী, মেত পরিধান।
 ব্রহ্মানন্দ যে-হেন বড়াই বিদ্যমান ॥ ১০৩ ॥
 ডাকি' বলে হরিদাস,—“কে সব তোমরা?”
 ব্রহ্মানন্দ বলে,—“যাই মধুরা আমরা ॥ ১০৪ ॥
 শ্রীবাস বলয়ে,—“তুই কাহার বনিতা?”
 ব্রহ্মানন্দ বলে,—“কেনে জিজ্ঞাসা বারতা?” ॥ ১০৫ ॥
 শ্রীবাস বলয়ে,—“জানিবারে না জুয়ায়?”
 ‘হয়’ বলি' ব্রহ্মানন্দ মস্তক ঢুলায় ॥ ১০৬ ॥
 গজাদাস বলে,—“আজি কোথায় রহিবা?”
 ব্রহ্মানন্দ বলে,—“তুমি স্থানখানি দিবা ॥ ১০৭ ॥
 গজাদাস বলে,—“তুমি জিজ্ঞাসিলা বড়।
 জিজ্ঞাসিয়া কার্য নাহি ঝাট তুমি নড় ॥ ১০৮ ॥

তথ্য। “অন্তঃপুতানুবচরীমনিহতা বন্ধুন্ স্বামুহে কথ-
 মিত প্রবদাম্যাপায়ম্। পূর্বেদ্যাবন্তি মহতী কুলদেবযাত্রা, যস্তাং
 ধ্বনিববধুগিরিজামুপেয়াং ॥” (ভাঃ ১০।৫২।৪২) ॥ ৯৯-১০০ ॥

তথ্য। “যস্যাত্তি পঞ্চরজঃনপনং মহাস্তো বাহুস্তায়া-
 পতিরবাস্ততোমপহিত্যে। যদ্ব্যজ্ঞান লভের ভবংপ্রসাদং
 জহাময়ন্ ব্রতকুশান্ শতজয়ভিঃ স্তাং ॥” (ভাঃ ১০।৫২।৪৩) ॥
 গদাগ্র-পরবেশ—গদাগ্রের প্রবেশ ॥ ১০১ ॥ [৯৮-৯৯]
 নড়—হানাত্তরে বাও ॥ ১০৮ ॥

অশেষ বলয়ে,—“এত বিচারে কি কাজ।
‘মাতৃসমা পরনারী’ কেনে দেহ’ লাজ ॥ ১০৯ ॥
নৃত্য-গীতে প্রিয় বড় আমার ঠাকুর।
এখায় নাচহ, ধন পাইবা প্রচুর ॥” ১১০ ॥
অশেষের বাক্য শুনি’ পরম সন্তোষে।
নৃত্য করে গদাধর প্রেম পরকাশে ॥ ১১১ ॥
রমাবেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অমুচর ॥ ১১২ ॥

গদাধরের অভিনয়ে সকলের প্রেমোন্মত্ত ভাব ও জয়ধ্বনি—

গদাধর-নৃত্য দেখি’ আছে কোন্ জন।
বিহ্বল হইয়া নাহি করেন ক্রন্দন ॥ ১১৩ ॥
গদাধরের প্রেমোন্মত্ত নদীসহ তুলনা—
প্রেমনদী বহে গদাধরের নয়নে।
পৃথিবী হইলা সিক্ত, ধৃত্য করি’ মানে ॥ ১১৪ ॥

গদাধরের স্বরূপ—

গদাধর হৈলা যেন গঙ্গা মূর্তিমতী।
সত্য সত্য গদাধর কৃষ্ণের প্রকৃতি ॥ ১১৫ ॥
আপনে চৈতন্য বলিয়াছে বার বার।
“গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের পরিবার ॥” ১১৬ ॥

গায়ক, শ্রুতিদি সকলেবই বাহনীনতা—

যে গায়, যে দেখে, সব ভাসিলেন প্রেমে।
চৈতন্য-প্রসাদে কেহ বাহ নাহি জানে ॥ ১১৭ ॥
সর্বত্র হরিকীর্তনের দ্বারা আনন্দ-কোলাহল—
‘হরি হরি’ বলি’ কান্দে বৈষ্ণবমণ্ডল।
সর্বগুণে হইল আনন্দ-কোলাহল ॥ ১১৮ ॥
চৌদিকে শুনিবে কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন।

গোপিকার বেশে নাচে মাধবনন্দন ॥ ১১৯ ॥

প্রভুর আত্মশক্তি-বেশে প্রবেশ ও সকলের জয়ধ্বনি—

হেনই সময়ে সর্ব-প্রভু বিশ্বস্তর।
প্রবেশ করিলা আত্মশক্তি-বেশধর ॥ ১২০ ॥
আগে নিত্যানন্দ বৃত্তি-বড়াইর বেশে।
ক’ বহু করি’ হাঁটে, প্রেমরসে ভাসে ॥ ১২১ ॥

মাধবনন্দন—মাধবমিশ্রের পুত্র শ্রীগদাধর পণ্ডিত ॥ ১১২ ॥

বহু—বীকা, কুটিল, আড় ॥ ১২১ ॥

মণ্ডলী হইয়া সব বৈষ্ণব রহিল।
জম জম মহাধ্বনি করিতে লাগিলা ॥ ১২২ ॥
প্রভুকে না চিনিয়া সকলের প্রভু-বিষয়ে
বিভিন্ন ধাবণা—
কেহ নারে চিনিতে ঠাকুর বিশ্বস্তর।
হেন অলঙ্কিত বেশ অতি মনোহর ॥ ১২৩ ॥
নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু—প্রভুর বড়াই।
ভাঁর পাছে প্রভু, আর কিছু চিন্ত নাহি ॥ ১২৪ ॥

অতএব সবে চিনিলেন ‘প্রভু এই’।
বেশে কেহ লখিতে না পারে ‘প্রভু সেই’ ॥ ১২৫ ॥
সিদ্ধ হৈতে প্রত্যক্ষ কি হইলা কমলা ?
রঘুসিংহ-গৃহিণী কি জামকী আইলা ? ১২৬ ॥
কিবা মহালক্ষ্মী, কিবা আইলা পার্বতী ?
কিবা বৃন্দাবনের সম্পত্তি মূর্তিমতী ? ১২৭ ॥
কিবা ভাগীরথী, কিবা রূপবতী দয়া ?
কিবা সেই মহেশ-মোহিনী মহামায়া ॥ ১২৮ ॥

এই-মতে অচ্যোক্ত্যে সর্ব-জনে-জনে।
নার্চিনিয়া প্রভুরে আপনে মোহ মানে ॥ ১২৯ ॥
আজন্ম ধরিয়া প্রভু দেখয়ে যাহারা।
তথাপি লখিতে নারে তিলাঙ্কে ডারি ॥ ১৩০ ॥
অন্তের কি দায়, আই না পারে চিনিতে।
আই বলে,—“লক্ষ্মীকিবা আইলা নাচিতে ?” ১৩১ ॥

অচিন্ত্য অব্যক্ত কিবা মহাযোগেশ্বরী।
ভক্তির স্বরূপা হৈলা আপনি শ্রীহরি ॥ ১৩২ ॥
হর-মোহনকারী প্রভুদর্শনে সকলের মোহশূন্যতা

ও হৃদয়ে জননী-ভাব—

মহামহেশ্বর হর যে রূপ দেখিয়া।
মহামোহ পাইলেন পার্বতী লইয়া ॥ ১৩৩ ॥
তবে যে নাহল মোহ বৈষ্ণব-সবার।
পূর্ব অমুগ্রহ আছে, এই হেতু তার ॥ ১৩৪ ॥
কৃপা-জলনিধি প্রভু হইলা সবারে।
সবার জননী-ভাব হইল অন্তরে ॥ ১৩৫ ॥

বৃন্দাবনের সম্পত্তি—বার্ণভানবী ॥ ১২৭ ॥

তথ্য। ভাঃ ৮। ১২। ১২-২৫ শ্লোকসমূহ আলোচ্য ॥ ১৩৬ ॥

পরলোক হৈতে যেন আইলা জননী ।
 আনন্দে ক্রন্দন করে আপনা না জানি ॥ ১৩৬ ॥
 এই মত অশেষাদি প্রভুরে দেখিয়া ।
 কৃষ্ণপ্রেম-সিদ্ধ-মাকে বলেন ভাসিয়া ॥ ১৩৭ ॥
 বিশ্বস্তরের অগজজননী-ভাবে নৃত্য—
 জগত-জন্মী তাবে নাচে বিশ্বস্তর ।
 সময়-উচিত গীত গায় অমুচর ॥ ১৩৮ ॥
 প্রভুর ভাব-বোধে সকলের অসামর্থ্য ও
 বিভিন্ন ধারণা—
 হেন দড়াইতে কেহ নারে কোন জন ।
 কোন্ প্রকৃতির তাবে নাচে নারায়ণ ? ১৩৯ ॥
 কখনও বলয়ে “বিজ, কৃষ্ণ কি আইলা ?”
 তখন বুঝিয়ে যেন বিদর্ভের বাল। ॥ ১৪০ ॥
 নয়নে আনন্দ-ধারা দেখিয়ে যখন ।
 মূর্ত্তিমতী গলা যেন বুঝিয়ে তখন ॥ ১৪১ ॥
 ভাবাবেশে যখন বা অটু অটু হাসে ।
 মহাচণ্ডী-হেন সবে বুঝেন প্রকাশে ॥ ১৪২ ॥
 চলিয়া চলিয়া প্রভু নাচয়ে যখনে ।
 সাক্ষাৎ রেবতী যেন কাদম্বরী-পানে ॥ ১৪৩ ॥
 কণ্ঠে বলে,—“চল বড়াই, যাই বৃন্দাবনে ।”
 গোকুল-সুন্দরী-ভাব বুঝিয়ে তখনে ॥ ১৪৪ ॥
 বীরাসনে কণ্ঠে প্রভু বসে ধ্যান করি’ ।
 সবে দেখে যেম মহাকোটি-যোগেশ্বরী ॥ ১৪৫ ॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত নিজ শক্তি আছে ।
 সকল প্রকাশে প্রভু কৃষ্ণগীর কাছে ॥ ১৪৬ ॥

দড়াইতে—দৃঢ়নিষ্ঠ কবিত্তে ॥ ১৩৯ ॥

বিদর্ভের বাল।—বিদর্ভবাজ্ঞানন্দিনী কৃষ্ণগী ।

পত্রসহ শ্রীকৃষ্ণসমীপে প্রেরিত ব্রাহ্মণ প্রত্যাবর্তন
 করিলে কৃষ্ণগী যেকপ তাঁহার নিবন্ধ শ্রীকৃষ্ণাগমন-বিষয়ক
 প্রশ্ন করিয়াছিলেন, মহাপ্রভুও কৃষ্ণগী ভাবে বিভাবিত
 হইয়া তদ্রূপ উক্তি করিলেন ॥ ১৪০ ॥

রেবতী—শ্রীবলদেব-শক্তি ॥ ১৪৩ ॥

কৃষ্ণগী অংশিনী হওয়ায় সকল প্রকাশময়ী নারীগণের
 আকর বস্ত। সেই অংশিনীর অংশকলাসমূহ বিভিন্ন

প্রভুর আত্মশক্তি-বেষের উদ্দেশ্য—
 ব্যপদেশে মহাপ্রভু শিখায় সবারে ।
 পাছে মোর শক্তি কোনজনে নিন্দা করে ॥ ১৪৭ ॥
 লৌকিক বৈদিক যত কিছু কৃষ্ণশক্তি ।
 সবার সম্মানে হয় কৃষ্ণে দৃঢ় ভক্তি ॥ ১৪৮ ॥
 দেব-জ্যেষ্ঠ করিলে কৃষ্ণের বড় ভুখ ॥
 গণসহ কৃষ্ণপূজা করিলে সে সুখ ॥ ১৪৯ ॥
 যে শিখায় কৃষ্ণচন্দ্র, সেই সত্য হয় ।
 অজাগ্য পাপিষ্ঠ-মতি তাহা নাহি লয় ॥ ১৫০ ॥
 প্রভুর নৃত্য-দর্শন-শ্রবণ-গানকারীও প্রেমভাব—
 সর্ব-শক্তি-স্বরূপে নাচয়ে বিশ্বস্তর ।
 কেহ নাহি দেখে হেন নৃত্য মনোহর ॥ ১৫১ ॥
 যে দেখে, যে শুনে, যেবা গায় প্রভু-সঙ্গে ।
 সবেই ভাসেন প্রেম-সাগর-তরঙ্গে ॥ ১৫২ ॥
 এক বৈষ্ণবের যত নয়নের জল ।
 সেই যেন মহা-বদ্যা ব্যাপিল সকল ॥ ১৫৩ ॥
 আত্মশক্তি-বেষে নাচে প্রভু গৌরসিংহ ।
 স্নেহে দেখে তাঁর যত চরণের ভূম ॥ ১৫৪ ॥
 কম্প, শ্বেদ, পুলক, অশ্রুর অস্ত নাই ।
 মূর্ত্তিমতী ভক্তি হৈলা চৈতন্য-গোসাঞী ॥ ১৫৫ ॥
 নাচেন ঠাকুর ধরি’ নিত্যানন্দ-হাত ।
 সে কটাক্ষ-স্বভাব বলিতে শক্তি কাভ ॥ ১৫৬ ॥
 শ্রীমান্ পণ্ডিতের অভিনয়—
 সম্মুখে দেউটি ধরে পণ্ডিত শ্রীমান্ ।
 চতুর্দিকে ছয়দাস করে সাবধান ॥ ১৫৭ ॥

নারীরূপে চতুর্দশ ভূবন শক্তিমত্ত্ব অংশী শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ-
 বিশেষের (স্বাংশ-বিভিন্নাংশ-প্রকাশভেদে) সেবাভিনয়
 করিয়া থাকেন ॥ ১৪৬ ॥

নিঃশক্তিক মায়াবাদ আধ্যাত্মিক বিচারে পরিপুষ্ট ।
 বিমুশক্তিকেও ব্রহ্মশক্তিজ্ঞানে নির্বিশেষবাদী শক্তি পরিহার
 করেন । জড় সবিশেষবাদী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডারী অগজজননী
 মহেশমোহিনীকে প্রাপঞ্চিক সুখভুখের অধিষ্ঠাত্রী জানিয়া
 দোষারোপ করে । অন্তরঙ্গ স্বরূপশক্তিকে কেহ মায়াশক্তির
 সহিত ‘অভিন্ন’-জ্ঞানে নিন্দা না করে—এই বিচার

নিত্যানন্দের কৃষ্ণাবেশে মুচ্ছা ও বৈষ্ণবগণের

প্রেমক্রন্দন—

হেনই সময়ে নিত্যানন্দ হলধর।

পড়িলা মুচ্ছিত হঞা পৃথিবী-উপর ॥ ১৫৮ ॥

কোথায় বা গেল বুড়ি-বড়াইর সাজ।

কৃষ্ণাবেশে বিহ্বল হইলা নাগরাজ ॥ ১৫৯ ॥

যেই মাত্র নিত্যানন্দ পড়িলা ভূমিতে।

সকল বৈষ্ণবগণ কান্দে চারিভিতে ॥ ১৬০ ॥

করিয়া ত্রীগৌরহৃদয়ের জীবশিক্ষার জগৎ শক্তি-শক্তিমানের
উদ্দেশ্য জানাইবার উদ্দেশ্যে রুক্মিণীর সেবাভিনয় করিয়া-
ছিলেন ॥ ১৪৭ ॥

চতুর্দশ ভুবনে যে-সকল কৃষ্ণশক্তি আছেন এবং বেদ-
বর্ণিত অগ্ন্যোজ্ঞ কৃষ্ণশক্তিসকল, এই সকলকে সম্মান করিলে
কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি হয়। লৌকিক কৃষ্ণশক্তি-সকলকেও
লৌকিক দর্শন না করিয়া অপ্রাকৃত বুদ্ধিতে তাঁহাদের নিকট
কৃষ্ণভক্তির জগৎ প্রার্থনা করা আবশ্যক। বেদশাস্ত্রে যে-
সকল শক্তিব কথা বর্ণিত আছে, তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক
দৃষ্টিতে না দেখিয়া গোপীরা অচ্যুতবী জানিয়া সম্মান দিলে
কৃষ্ণে দৃঢ়া ভক্তি হয় ॥ ১৪৮ ॥

দেবগণ প্রপঞ্চে স্ব-স্ব-অধিকারানুসারে ভোগকার্যে
বদ্ধজীবের আদর্শ হইয়া থাকেন। সকলেই কৃষ্ণাজ্ঞা-
পরিচালন-জগৎ ত্রিবিধ-ক্ষেত্রে ও মরলোকে বিচরণ করেন।
তাঁহারা কৃষ্ণপূজার চালচিত্র। সপরিবার কৃষ্ণ-সেবা করিলে
কৃষ্ণের বিশেষ হৃৎখোংপত্তি হয়। সাত্ত্বিক অহঙ্কারযুক্ত
দৃষ্ট দেবাদি-নায়ক-সমূহে বিষেষ-বুদ্ধি, কবিলে তাঁহাদিগকে
বিমুক্তভক্তিপরায়ণ বলিয়া স্বীকার করা হয় না। বহির্জগতের
কামনা বিদূষিত হইয়া যখন দেবাদি সকল প্রাণীর নিকট
কৃষ্ণসেবা যাঞা করা হয়, তখন তাঁহাদিগের স্বরূপগত
প্রার্থনার বাসনার তাড়না পরিলক্ষিত হয় না। আধ্যাত্মিক-
জ্ঞান-বিমুক্ত জীবগণ পবিত্রবৈশিষ্ট্যের বিচার অচ্যুতরূপ
করিয়া প্রাপঞ্চিক দর্শন হইতে বিমুক্ত হন। সেইরূপ
বহাজগৎবর্তী কৃষ্ণের হৃৎখোংপত্তি সর্বতোভাবে সমর্থ।

এই কবিতা পাঠ করিয়া যদি কেহ প্রাপঞ্চিক ইন্দ্রিয়-
তর্পণে ব্যস্ত হইয়া দেবাদি প্রাণিগণের নিকট স্ব-স্ব-ইন্দ্রিয়-
পরিভূক্তির উপাদান সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন, তাহাতে
কৃষ্ণের হৃৎখোংপত্তি হয় না। প্রপঞ্চভোগোন্নত জনগণ যে
সেবদ্রষ্টাদিগকে ভোগ করিবার উদ্দেশ্যে আপনাকে ভোগি-
সম্ভার সজ্জিত করেন, তাহাতে কৃষ্ণসেবা-বৈমুখ্যহেতু

কৃষ্ণের বড়ই দুঃখ হয় এবং তাদৃশ দেবপূজা কপটতা বা
দেববিরোধ মাত্র জানিয়া কৃষ্ণ সন্তুষ্ট হইতে পাবেন না।
ভগবন্তের লক্ষণে—শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রদ্ধা এবং ইতর ব্যাপারে
অনিন্দাই বিহিত হইয়াছে। অনিন্দ্য বিধান দেখিয়া
তাহাতে প্রমত্ত হইবার বিধি ভক্তি-শাস্ত্রে নাই, পরন্তু ঐ
সকল কথায় প্রমত্ত হইয়া তাহার সংবর্ধন-কামনা দ্রোহিতা-
চরণেবই অন্তর্গত। সর্বভূতে ভগবন্তের দর্শন এবং নিম্মুক্ত
বিচারে তাহার ঐ দেবগণকে ভগবৎপবিত্র-জ্ঞান অবশ্য
বিহিত। “যে তু তত্র শ্রীভগবৎপীঠাবরণপূজায়াং গণেশ-
দুর্গায়া বর্জ্যে, তে হি বিশ্বক্সেনাদিবং ভগবতো
নিত্যবৈকুণ্ঠসেবকাঃ। ততশ্চ তে গণেশদুর্গাদ্যা য়েঃপরে
মায়াশক্ত্যাশ্রুকা গণেশ-দুর্গাদ্যাস্তে তু ন ভবন্তি। ‘ন যত্র
মায়া বিমুক্তা পবে’ ইতি। ততো ভগবৎস্বরূপভূতশক্ত্যাশ্রুকা
এব তে। * * * সা হি মায়াশরুপা তদধীনে প্রাকৃত্যে-
হস্মিন্ লোকে মদ্রবক্ষালক্ষণসেবার্থে নিযুক্তা চিচ্ছক্ত্যাশ্রু-
কদুর্গায়া দাসীয়েত, ন তু সেবাধিষ্ঠাত্রী।” শ্রীমদ্ভাগবতমী
প্রভু-বিলিখিত এই ভক্তিসমর্দ ভিচার এবং ভাঃ
১১।২।৭।২৮-২৯ শ্লোক আলোচনা কবিলে আব কোন সংশয়
থাকে না ॥ ১৪৯ ॥

আত্মশক্তি—আধ্যাত্মিক-বিচারে বহিরাশক্তিপরিণত
জগতে মূলশক্তিকে ‘আত্মশক্তি’ বলা হয়। খণ্ডকালের
অভ্যন্তরে পূর্বাপর-বিচারে ব্রহ্মাণ্ডজননী ‘আত্মশক্তি’ নামে
পরিচিতা। নিত্যশক্তিমস্ত্র ভগবানের শক্তির ত্রিবিধ
পরিচয় পাওয়া যায়। নম্বর জগৎ-পরিচালনী শক্তি,
উদ্ভাবনী শক্তি ও বিনাশিনী শক্তি—ভগবানের বহিরাশ-
ক্তি মাত্র। উহা আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা-বৃত্তিষয়ের
পরিচালিকা। এতদ্ব্যতীত ভগবানের অন্তরঙ্গ শক্তি
নিত্যবৈকুণ্ঠজগতের প্রকাশকারিণী। বহিরাশক্তিপরিণত
জগতে পঞ্চকোশ ও গুণত্রয়ের পরস্পর বিবর্তমান অবস্থায়
অবস্থিতি; কিন্তু অন্তরঙ্গশক্তিপরিণত নিত্য প্রকাশশীল

কি অক্লান্ত হৈল কৃষ্ণপ্রেমের ক্রন্দন ।
সকল করায় প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥ ১৬১ ॥
কারো গলা ধরি' কেহ কান্দে উচ্চরায় ।
কাহারো চরণ ধরি' কেহ গড়ি' যায় ॥ ১৬২ ॥
মহাপ্রভুর গোপীনাথকে লইয়া বিষ্ণুখটায় আবোহণ—
কণেকে ঠাকুর গোপীনাথে কোলে করি' ।
মহালক্ষ্মী-ভাবে উঠে খট্টার উপরি ॥ ১৬৩ ॥
ভক্তগণকে স্তব পাঠ কবিতো প্রভুর আদেশ ও

ভক্তগণের বিভিন্নভাবে স্তব—

সম্মুখে রহিলা সবে যোড়হস্ত করি' ।
'মোর স্তব পড়' বলে গৌরান্ন শ্রীহরি ॥ ১৬৪ ॥
জননী-আবেশ বুলিলেন সর্বগণে ।
সেইরূপে পড়ে স্তুতি, মহাপ্রভু শুনে ॥ ১৬৫ ॥
কেহ পড়ে লক্ষ্মী-স্তব, কেহ চণ্ডী-স্তুতি ।
সবে স্তুতি পড়ে যাহার যেন মতি ॥ ১৬৬ ॥

মালিনী রাগ

“জয় জয় জগতজননী মহামায়া ।

দুঃখিত জীবেরে দেহ' রাজা-পদছায়া ॥ ১৬৭ ॥

জয় জয় অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-কোটিধরি !
তুমি যুগে যুগে ধর্ম রাখ অবতরি' ॥ ১৬৮ ॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরে তোমার মহিমা ।
বলিতে না পারে, অস্ত্রে কেবা দিবে সীমা ॥ ১৬৯ ॥
জগৎ-স্বরূপা তুমি, তুমি সর্ব-শক্তি ।
তুমি শ্রদ্ধা, দয়া, লজ্জা, তুমি বিষ্ণুভক্তি ॥ ১৭০ ॥
যত বিদ্যা—সকল তোমার মুণ্ডিতেদ ।
'সর্ব-প্রকৃতির শক্তি তুমি' কহে বেদ ॥ ১৭১ ॥
নিখিল-ব্রহ্মাণ্ডগণের তুমি মাতা ।
কে তোমার স্বরূপ কহিতে পারে কথা ? ১৭২ ॥
ত্রিজগত-হেতু তুমি গুণত্রয়ময়ী ।
ব্রহ্মাদি তোমারে নাহি জানে, এই কহি ॥ ১৭৩ ॥
সর্বাশ্রয়া তুমি সর্বজীবের বসতি ।
তুমি আত্মা, অবিকার্য পরমা প্রকৃতি ॥ ১৭৪ ॥
জগতজননী তুমি দ্বিতীয়রহিতা ।
মহীরূপে তুমি সর্ব জীব পাল' মাতা ॥ ১৭৫ ॥
জলরূপে তুমি সর্ব-জীবের জীবন ।
তোমা সঙরিলে খণ্ডে অশেষ বন্ধন ॥ ১৭৬ ॥

জগতে আনন্দময়ী অবস্থাবিবিধ নাহি । এই অন্তবঙ্গা ও
বহিরঙ্গাশক্তিদ্বয়ের অভ্যন্তরে লক্ষিতব্য। আরও একটি শক্তি
আছে—যাহা কখনও অন্তবঙ্গা-শক্তির অধীন, কখনও বা
বহিরঙ্গা-শক্তির অহুসরণে বাস্তু ।

ভগবান্ গৌরহৃদয় আত্মশক্তির কার্যাবলী গ্রহণ
করিয়া লাস্ত-প্রদর্শনেব অভিনয় করিলেন । অন্তবঙ্গাশক্তি-
প্রকাশ রুক্মিণী সজ্জায় ভগবতুপাসনা প্রকট কবিয়া
প্রাপঞ্চিক দর্শনে সেই শক্তিবট জাগতিক অহুবন্ধ প্রদর্শন
করিলেন ॥ ১৫৪ ॥

দেউটী—প্রদীপ ॥ ১৫৭ ॥

নাগরাজ—শেষসেব, নিত্যানন্দ প্রভু শেষসেবের অংশী
বলিয়া তাঁহাকে এই নামে উক্তি কবা হইয়াছে ॥ ১৫৮ ॥

সাধ্বিক অহঙ্কারে অবস্থিত জনগণ শ্রীগৌরহৃদয়ের
শক্তিবেষ দর্শন করিয়া তাঁহাকে 'নারায়ণী মহালক্ষ্মী' জানিয়া
স্তব করিতে লাগিলেন । কেহ বা তামসাহঙ্কারের অভিমানে
চণ্ডিকা-স্তোত্রদ্বারা তাঁহার অভিনন্দন করিলেন ॥ ১৬৬ ॥

জগজ্জননী মহামায়া ঐহিক ভোগপব জীবগণকে
নানাপ্রকার ক্লেশ প্রদান করেন । এই ক্লেশ হইতে মুক্ত
হইবার জন্ত তাঁহা বা তাঁহাব শরণাপন্ন হন, কিন্তু সেইকালে
তাঁহা বা বৃদ্ধিতে পাবেন না যে, প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহাদের
ক্লেশ হইতে মুক্ত হইবার পব বিরূপ অবস্থায় অবস্থিতি
ঘটিবে । ভগবৎপ্রপন্নজনগণই মহামায়া আত্মশক্তির নিকট
কৃষ্ণসেবা-প্রবৃত্তি লাভ করেন । ঐকান্তিক কৃষ্ণসেবা-
প্রভাবেই যে আত্মশক্তির দুঃখের নিবৃত্তি হয়,—ইহা কেবল
তাঁহারাই বৃদ্ধিতে পাবেন । নন্দগোপস্বতের সেবাই যে
জীবের পরমহিতকরী, ইহাই কাত্যায়নীর নিকট প্রার্থনীয়
বিষয় হয় ॥ ১৬৭ ॥

তুমি—অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডেব ঈশ্বরী, তোমার শক্তির
প্রভাবেই যুগোচিত ধর্ম সংবন্ধিত হয় । আধিকারিক
জন্ম-স্থিতি-লয়েব দেবত্রয় তোমার মহিমা গান করিতে
অসমর্থ । স্বতরাং তাঁহাদের অজ্ঞাত জনগণ তোমার
মহিমার সীমা-নিরূপণে বিরূপে সমর্থ হইবে ? ১৬৯ ॥

সাধু-জন্ম-গৃহে তুমি লক্ষ্মী-মুষ্টিমতী ।

অসাধুর ঘরে তুমি কালরূপাকৃতি ॥ ১৭৭ ॥

তুমি সে করাহ ত্রিজগতের সৃষ্টি-স্থিতি ।

তোমা না ভজিলে পায় ত্রিবিধ দুর্গতি ॥ ১৭৮ ॥

তুমি প্রজ্ঞা বৈষ্ণবের সর্বত্র-উদয়া ।

রাখহ জননী দিয়া চরণের ছায়া ॥ ১৭৯ ॥

তোমার মায়ায় মগ্ন সকল সংসার ।

তুমি না রাখিলে মাতা কে রাখিবে আর ॥ ১৮০ ॥

ভগবৎসন্দর্ভে ১১৭ সংখ্যায় উক্ত—“প্রিয়া পুষ্টা গিরা কান্ত্যা কীর্ত্যা তুষ্টেলয়োজয়া । বিদ্যাহবিদ্যয়া শক্ত্যা মায়া চ নিষেবিতম্ ॥” ভাঃ ১।৩।১ শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু—“শক্তির্মহালক্ষ্মীরূপা স্বরূপভূতা । ‘শক্তি’শব্দস্ত প্রথমপ্রবৃত্ত্যাপ্ররূপা ভগবদন্তবঙ্গমহাশক্তিঃ মায়া চ বহিরঙ্গা শক্তিঃ । আদ্যন্ত তয়োরেব বৃত্তিরূপাঃ । তাসাং সর্ভাসামপি প্রাকৃতাপ্রাকৃতত-ভেদেন জয়মাগদ্বাং । ততঃ প্রিয়তাদৌ শক্তিবৃত্তিরূপয়া মায়াবৃত্তিরূপয়া চেতি সর্বত্র জ্ঞেয়ম্ । তত্র পূর্বস্তা ভেদঃ—শ্রীভাগবতীসম্পৎ, নহিঃ মহালক্ষ্মীরূপা তস্তা মূলশক্তিঃ । তদগ্রে বিবরণীয়ম্ । উত্তরস্তা ভেদঃ—শ্রীভাগবতীসম্পৎ, ইমামেবাধিকৃত্য “ন শ্রীবিরক্তমপি মাং বিজ্ঞহাতি ইত্যাদি বাক্যম্, যত উক্তঃ চতুর্থশেষে শ্রীনারদেন—* * তত্রোলা ভূতদুগলক্ষণে ন লীলাপি । তত্র চ পূর্বস্তা ভেদো—বিদ্যা তত্ত্বাববোধকারণঃ সন্ধিদাখ্যাত্তত্ত্বতত্ত্ববৃত্তিবিশেষঃ । উত্তরস্তা ভেদস্তা এব বিদ্যায়াঃ প্রকাশদ্বাবম্ । অবিদ্যা-লক্ষণো ভেদঃ—পূর্বস্তা ভগবতি বিভূতাদি-বিশ্বতিহেতুখাত্তভাবাদিময়-প্রেমানন্দবৃত্তি-বিশেষঃ । * * উত্তরস্তাঃ স ভেদঃ—সংসারিণাং স্বরূপ-বিশ্বত্যাদিহেতুবা বর্ণনাত্মক-বৃত্তিবিশেষঃ ; চ-কাবাং পূর্বস্তাঃ, সন্ধিনী-সন্ধি-হ্লাদিনী-ভক্ত্যাধার-শক্তিমূর্ত্তিবিমলা-জ্ঞা-যোগা-প্রহীশানাচগ্রহাদয়শ্চ জ্ঞেয়াঃ । অত্র সন্ধিগ্ৰেব সত্য জ্ঞৈ-বোৎকর্ষিণী, যোগৈব যোগমায়া, সধিদেব জ্ঞানাজ্ঞানশক্তিঃ শুদ্ধসত্ত্বকেতি জ্ঞেয়ম্ । প্রহী বিচিহ্নানস্তসামর্থ্যহেতুঃ, ঈশানা সর্বাদিকারিতা-শক্তিহেতুরিতি ভেদঃ । এবমুত্তরস্তাঃ যথা-যথমজ্ঞা জ্ঞেয়াঃ । তদেবমপ্যত্র মায়া-বৃত্তয়ো ন বিত্রিয়ন্তে,—বহিরঙ্গসেবিত্বাং, মূলে তু সেবাংশমাত্রসাধারণেন গণিতাঃ,—বহিরঙ্গসেবিত্বঞ্চ তস্তা ভগবদংশভূতপুরুষস্ত বিদূরবস্তু-তমৈবাপ্রতিত্বাং । * * অথবা মূলপণ্ডে শক্তোতি সর্বত্রৈব বিশেষ্যপদম্ । শ্রীমূলরূপা ; পুষ্টাদয়স্তদংশাঃ ; বিদ্যা জ্ঞানম্ ; আ সমীচীনা বিদ্যা ভক্তিঃ—রাজবিদ্যা

রাজগুহমিত্যাহুতেঃ ; মায়া বহিরঙ্গা তদ্বৃত্তয়ঃ আদ্যন্ত পৃথগ্জ্ঞেয়াঃ ; শিষ্টং সমম্ । ততশ্চাত্র শুদ্ধভগবৎপ্রকরণে স্বরূপশক্তি-বৃত্তিষেব গণনায়াং পর্যাবসিতাস্থ বিবেচনীয়-মিদম্ ॥” ১৭০ ॥

তুমি বিষ্ণুভক্তি বলিয়া যাবতীয় বিদ্যা—তোমারই প্রকাশ-ভেদ । শক্তিমানের সকল স্বভাবের তুমিই শক্তি অর্থাৎ কারণস্বরূপ বেদশাস্ত্রে চিন্ময়ী শক্তিকেই ‘সকল প্রাকৃত সৃষ্টিব বল’ বলিয়া থাকেন ॥ ১৭১ ॥

ব্রহ্মাও ও বৈকুণ্ঠের মধ্যে ভেদ এই যে, বৈকুণ্ঠ—স্বপ্রকাশবস্ত, আর ব্রহ্মাও—সৃষ্ট বস্ত । ব্রহ্মাওের জন্ম, স্থিতি ও লয়—কালানীনা, আর বৈকুণ্ঠের নিত্যাদিষ্ঠান—কালাতীত । বৈকুণ্ঠের মাতা নাই, কিন্তু ব্রহ্মাওের জননী আছে, তিনি স্বরূপতঃ চিন্ময়ী শক্তি হইয়াও গুণময় জগতের সৃষ্টিকর্ত্রী । চিন্ময়ী শক্তিই ত্রিজগতের কারণ এবং ত্রিগুণা-তীতা হইয়াও প্রাকৃতদর্শনে তুমি গুণত্রয়ময়ী বলিয়া লোকে বিবর্ত্তাশ্রিত হয় । তোমাব স্বরূপবর্ণনে আধ্যাত্মিকগণের সর্বদাই অসামর্থ্য বর্ত্তমান ॥ ১৭২-১৭৪ ॥

তুমি—অদ্বিতীয় চিহ্নিত হইয়াও প্রকাশবিশেষে প্রাকৃতজগতেব জননী । তোমার প্রকাশভেদে এই ধরণী বদ্ধজীবের মাতরূপে পরিদৃষ্টা হন । তুমি জলরূপে সকল জীবের জীবনস্বরূপ । তোমার চিন্ময়ী শক্তির স্মরণ করিলে জীব অশেষপ্রকার মায়াশক্তিপরিণত জাগতিক ধারণা হইতে বিমুক্ত হইয়া বিবর্ত্ত পরিহার করিতে সমর্থ হয় ॥ ১৭৫-১৭৬ ॥

ভগবৎসেবা-পরায়ণ বৈষ্ণবের গৃহে তুমি মুষ্টিমতী লক্ষ্মী হইয়া বিরাজমানা, আব বিষ্ণুসেবা-রহিত ভোগীর গৃহে তুমিই সেই জীবকে অশেষ প্রকার বন্ধন আবদ্ধ করিয়া তোমার আবরণী ও বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিধ্বারা বিমোহিত ও খণ্ডকালানীনা করিয়া তাহাদিগকে বিনষ্ট কর ॥ ১৭৭ ॥

সবার উদ্ধার লাগি' তোমার প্রকাশ।
 দুঃখিত জীবনে মাতা কর নিজ দাস ॥ ১৮১ ॥
 ব্রহ্মাদির বন্দ্য তুমি সর্বভূত-বুদ্ধি।
 তোমা সত্তরিলে সর্ব-মজাদির শুদ্ধি ॥ ১৮২ ॥
 এই মত স্তুতি করে সকল মহাস্ত।
 বর-মুখ মহাপ্রভু শুনয়ে নিতান্ত ॥ ১৮৩ ॥
 পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ড-প্রণাম করিয়া।
 পুনঃ স্তুতি করে শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥ ১৮৪ ॥
 “সবেই লইল মাতা তোমার শরণ।
 শুভ দৃষ্টি কর তোর পদে রহ মন ॥” ১৮৫ ॥
 এই মত সবেই করেন নিবেদন।
 উর্দ্ধবাহু করি' সবে করেন ক্রন্দন ॥ ১৮৬ ॥

পতিব্রতাগণের প্রেমক্রন্দন—

গৃহমাগ্নে কান্দে সব পতিব্রতাগণ।
 আনন্দ হইল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ১৮৭ ॥
 প্রেম্যানন্দে রাশি গত হইলে নৃত্যাবসান-হেতু
 সকলের দুঃখ—
 আনন্দে সকল লোক বাহু নাহি জানে।
 ছেনই সময়ে নিশি হৈল অবসানে ॥ ১৮৮ ॥

তোমার চিন্ময়ী শক্তি বৈকুণ্ঠে নিত্যাবস্থিতা হইলেও
 স্বর্ণ, মর্ত্য ও পাতাল প্রভৃতি লোকে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়
 সাধন করিয়া নবনতা উৎপাদন কবে। তোমার চিন্ময়ী
 শক্তির অধীনে সেবা-পরাধনা না হইলে জীব আধ্যাত্মিকাদি
 ত্রিবিধ দুর্গতি লাভ কবে ॥ ১৭৮ ॥

বিশুদ্ধভক্তিপরাধন সেবামুগ্ধজনের নিকট তুমি প্রকারে
 উদ্ভিত হইয়া জীবের ভক্তি বৃদ্ধি কবাও। তুমি যাহাদের
 প্রতি নির্দয়া হও, তাহাদিগকে কৃষ্ণ-সেবা-বিমুখ করাইয়া
 ভোগকামনায় প্রমত্ত করাও। তখন তাহারা তোমাকে
 তাহাদের কামনা-তর্পণকাবিগীরূপে মাত্র জানে। কিন্তু
 তুমি তাহাদিগকে দয়া কব, তাহাদিগের শুভাহুযায়িনী হইয়া
 ভোগ্যা হইবার পরিবর্তে সেবা হও ॥ ১৭৯ ॥

ভক্তিহীন জগৎ তোমার মায়ায় আবদ্ধ হইয়া সংসারে
 ভ্রমণ করিয়া কষ্ট পায়। সেবা-সূত্রে তুমি তাহাদিগকে
 বন্ধ না করিলে সেই অবাধ পুত্রগণ তোমাকে পূজা-বুদ্ধি

আনন্দে না জানে লোক নিশি ভেল শেখ।
 দারুণ অরুণ আশি' ভেল পরবেশ ॥ ১৮৯ ॥
 পোহাইল নিশি, হৈল মৃত্যু-অবসান।
 বাজিল সবার বৃকে যেম মহাবাণ ॥ ১৯০ ॥
 চমকিত হই' সবে চারিদিকে চায়।
 ‘পোহাইল নিশি’ করি' কাঁদে উছরায় ॥ ১৯১ ॥
 কোটিপুত্রশোকেও এতেক দুঃখ নহে।
 যে দুঃখ জন্মিল সব-বৈষ্ণব-হৃদয়ে ॥ ১৯২ ॥

বৈষ্ণবগৃহিণীগণ—নারায়ণী-শক্তির কাযবাহু—

যে দুঃখে বৈষ্ণব-সব অরুণে চাহে।
 প্রভুর কৃপার লাগি' ভয় নাহি হয়ে ॥ ১৯৩ ॥
 এ রজ রহিব ছেম বিষাদ ভাবিয়া।
 অতএব গৌরচন্দ্র করিলেন ইহা ॥ ১৯৪ ॥

পতিব্রতাগণের ক্রন্দন ও শচীদেবীর পদ-ধাবণ—

কান্দে সব-ভক্তগণ বিষাদ ভাবিয়া।
 পতিব্রতাগণ কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥ ১৯৫ ॥
 যত নারায়ণী-শক্তি-জগত-জননী।
 সেই সব হইয়াছে বৈষ্ণব-গৃহিণী ॥ ১৯৬ ॥

কবিত্তে পাবে না, তৎফলে তাহারা অষ্টপাশে আবদ্ধ হইয়া
 ভগবানে শরণাগত হইতে পারে না ॥ ১৮০ ॥

জগতেব মুমুক্ লোকসকল তোমার আবরণী ও বিক্ষেপা-
 ত্রিকা বৃত্তিহীন-দ্বাৰা নির্ঘাতিত হইয়া বাসনানিশ্চুর হইবার
 জন্ত উদ্ধার কামনা কবে। সেই সকল সেবামুগ্ধ জীবের
 হিত আকাজক্ষা কবিয়া তুমি তাহাদের ত্রিবিধ দুঃখ অপসারিত
 কর এবং কৃষ্ণসেবামুগ্ধতাব উপদেশ কবিয়া থাক ॥ ১৮১ ॥

সকল দেবগণ তোমারই পূজা করেন। গায়ত্রী দেবী
 সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক বিচার হইতে মানবকে উন্মুক্ত করিয়া
 বুদ্ধিধোগপ্রদাত্রী। তোমার শরণে সকল প্রকার মনোবর্ধ-
 জীবীর চাকল্য শোভিত হয় ॥ ১৮২ ॥

বরমুখ—বরদানে উগ্ধ ॥ ১৮৩ ॥

নারায়ণী শক্তিরই কাযবাহু জগতের নারীজাতি।
 বৈষ্ণবগণ অবৈষ্ণবগণের তার ভোগবুদ্ধিচালিত হইয়া
 জগজ্জননী নারায়ণী শক্তিকে ‘প্রভু’ জ্ঞান করেন না ॥ ১৮৬ ॥

অন্তোন্তে কালেক্ সৰ পতিব্রতাগণ।

সবেই ধরেন শচীদেবীর চরণ ॥ ১৯৭ ॥

সকলের প্রেমজ্বলনে চন্দ্রশেখর-ভবনের প্রেমময়ত্ব—

চৌদিকে উঠিল বিকুণ্ঠিত্তির ক্রন্দন।

প্রেমময় হৈল চন্দ্রশেখর-ভবন ॥ ১৯৮ ॥

রাত্রি অতিবাহিত হওয়ায় গৌর-নৃত্যাবসানে বৈষ্ণবগণের রোদন এবং গৌরহৃদয়ের জগজ্জননী-ভাবে স্তম্ভপ্রদান—

যারা গীতার পাঠের সত্যতা-স্থাপন—

সহজেই বৈষ্ণবের রোদন উচিত।

জন্ম জন্ম জানে যারা কৃষ্ণের চরিত ॥ ১৯৯ ॥

কেহ বলে,—“আরে রাত্রি কেনে পোহাইলে ?

হেন রসে কেন কৃষ্ণ বঞ্চিত করিলে ?” ২০০ ॥

চৌদিকে দেখিয়া সব বৈষ্ণব-রোদন।

অমুগ্রহ করিলেন শ্রীশচীনন্দন ॥ ২০১ ॥

মাতা-পুত্রে যেন হয় স্নেহ অমুরাগ।

এই মত সবারে দিলেন পুত্রভাব ॥ ২০২ ॥

মাতৃভাবে বিশ্বস্তর সবারে ধরিয়।

স্তন পান করায় পরম স্নিগ্ধ হইয়া ॥ ২০৩ ॥

কমলা, পার্বতী, দয়া, মহা-নারায়ণী।

আপনে হইলা প্রভু জগতজননী ॥ ২০৪ ॥

সত্য করিলেন প্রভু আপনার গীতা।

“আমি পিতা, পিতামহ, আমি ধাতা, মাতা ॥” ২০৫ ॥

তথাহি (গীতা ৯।১৭)—

পিতাহমস্তু জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥ ২০৬ ॥

ভাগ্যবন্ত পুরুষেরই স্তম্ভপানে অধিকার—

আনন্দে বৈষ্ণব-সব করে স্তনপান।

কোটি কোটি জন্ম যারা মহা ভাগ্যবান ॥ ২০৭ ॥

স্তম্ভপানে সকলের প্রেমমত্ততা—

স্তনপানে সবার বিরহ গেল দূর।

প্রেমরসে সবে মত্ত হইলা প্রচুর ॥ ২০৮ ॥

গৌবলীলাব নিত্যত্ব—

এ সব লীলার কভু অবধি না হয়।

‘আবির্ভাব, তিরোভাব’ বেদে মাত্র কয় ॥ ২০৯ ॥

মহাপ্রভুব এতদৃশ অভিনয়ের কাব্য—

মহারাজ-রাজেশ্বর প্রভু বিশ্বস্তর।

এই রঙ্গ করিলেন নদীয়া-ভিতর ॥ ২১০ ॥

নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে যত স্থল সূক্ষ্ম আছে।

সব চৈতন্যের রূপ—ভেদ করে পাছে ॥ ২১১ ॥

ইচ্ছায় করয়ে সৃষ্টি, ইচ্ছায় মিলায়।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সৃষ্টি করয়ে লীলায় ॥ ২১২ ॥

রোদন—বিবিধ। আনন্দাশ্র-বিসর্জনকালেব উচ্ছ্বাস, আর জ্ঞাতবজ্রিত ক্রেশের বিচারে কাতবতামুখে-অশ্র-বিসর্জনের সহিত চীৎকার। জগতেব দুঃখ-পরিদর্শন-কালে বৈষ্ণবের উভয় ভাবেরই স্বাভাবিক উদ্রেক দেখা যায় ॥ ১৯৯ ॥

ভগবন্ত বিষয়বিগ্রহরূপে পুরুষোত্তম। সকলই তাঁহার পাল্য। আশ্রয়শক্তি সেবোন্মুখিনী হইয়া যে-কালে স্বীয় লীলাবৈচিত্র্য প্রদর্শন করেন, তখন জীবকে তাঁহার স্বরূপ উপভুক্ত করান। আর যেকালে তিনি আবরণী ও বিক্ষ-পাশ্বিকা বৃত্তির পরিচালন ক্রিয়া জীব-মোহন-কার্য সম্পাদন করেন এবং জীব বন্ধভাবাপন্ন হইয়া উহাই পরম আদরের বস্তু বলিয়া বিচার করেন, তখন তিনি জীবের পূজ্য ভোগ্যার্থ হইয়া তাহার নখর মঞ্চলপ্রদাত্রী হন। শ্রীকৃষ্ণ-ভবনে বিবর-বিগ্রহের আশ্রয়োচিত মাতৃ-

প্রকাশ-লীলা সর্বভাবে অবস্থানের অযোগ্যতা-নিবাসকারী হইলেও উহাই বিষয়বিগ্রহ ভগবন্তের নিজ স্বরূপ নহে, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবানের ভক্তভাবাকীকার। শক্তি-মত্তত্ব শ্রীগৌরলীলায় বিভিন্ন শক্তির অভিনয়ের আদর্শাভি-মান প্রদর্শন করিয়াছেন বলিয়াই যে তাঁহাকে আশ্রয়-জাতীয় বন্ধজীবভোগ্য ব্যাপারবিশেষ মনে করা যাইবে, এরূপ নহে। জগতে জননীত্বের যে আদর্শ প্রকটিত হইয়াছে, উহাতে দেখা যায় যে, প্রস্তুত-সন্ধান জননীর নিকট যে-কালে সেবা গ্রহণ করে, তৎকালে তাহার নিজ চেতনের অস্থূলভাবে চোটা দেখাইতে অসামর্থ্য আছে। জননী দাসীর দ্বায় যেকালে পুত্রের সেবা করেন, পুত্র সেই সময়ে তাঁহার সেবা করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ। জননীর সেবা-গ্রহণ ব্যতীত জননীকে সেবা করা তৎকালে তাহার সম্ভাবনা নাই। সন্ধানের জানের প্রকট উদয়ে আশ্রয়-

ইচ্ছাময় মহেশ্বর ইচ্ছা-কাচ কাচে।

তান ইচ্ছা নাহি করে, হেন কোন্ আছে ১২১৩॥

তথাপি তাঁহার কাচ—সকলি স্নসত্য।

জীব তারিবার লাগি এ সব মহত্ব ১২১৪ ॥

ভাগ্যহীনের দৃষ্টিতে বিষয়-বিগ্রহের আশ্রয়োচিত

লীলা ভ্রান্তি-আনমনকারিণী—

ইহা না বুঝিয়া কোন কোন পাশী জন।

প্রভুরে বলয়ে ‘গোপী’ খাইয়া আপনা ১২১৫ ॥

প্রভু হইবার বিচার-লোভ প্রবল হয়। তখনও তিনি
বুঝিতে পাবেন না যে, যে জননী তাঁহার প্রকটকালাবধি
সেবা করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার সেবা কবিয়া ঋণমুক্ত
হওয়া আবশ্যক। এরূপ বিচাৰ প্রবলতা লাভ কবিলে
তাঁহার আব সংসার-ভোগে প্রবৃত্তি হয় না। কিন্তু ‘বিষ্ণু’-
মায়া এরূপ শক্তিসম্পন্ন যে, সকল জীবকে তিনি সেরূপ
অধিকার দেন না। ভগবদ্বস্ত্ব কখনও সেবক-সেবিকা
হইতে পাবেন না। তিনি সর্বদাই প্রভু ও ভোগী,
তাঁহার অঙ্গগত শক্তিগণই তাঁহাব সেবক-সেবিকা। ভগ-
বদ্বস্ত্বকে ইহাবা সেবক-সেবিকা-তবে পরিণত করিবাব
অভিপ্রায় করেন, তাঁহাবা বিষ্ণুমায়া দ্বাবা বিমোহিত
হন। বিষ্ণু কখনও বদ্ধজীব-ভোগ্যা শক্তি হন না।
তজ্জন্মই ভগবানের বহিবদ্ধ-শক্তিপরিণত জগৎকে
ভোগ্যভূমি জ্ঞান কবিতে গিয়া তটস্থ-শক্তিপরিণত
জীব জগতের প্রভু হইয়া বসিয়াছেন ও শাক্তেয়
মতবাদ স্থাপন করিয়া পবমার্থ-পথ হইতে বিদায়
গ্রহণ করিয়াছেন। জড়ভোগকেই যখন প্রয়োজন
বোধ হয়, বদ্ধজীব সেইকালে ভগবদ্বস্ত্বকে তাহাব ইন্দ্রিয়
ভোগ্য-সরবরাহকারিণী ব্যাপারবিশেষে স্থাপন করে,
স্বতরাং ভ্রমমিত্ত ভোগরজ্জুতে বদ্ধ হইয়া পড়ে। গৌর-
হৃন্দরের ভক্তভাবাদীকার-লীলায় যে জীব লীলা
প্রদর্শন, তদ্বারা শক্তিমদবিষ্ণুর সেবাই যে শাক্তেয়
মতবাদীর উপাস্তা মূল্য শক্তির একমাত্র বৃত্তি—ইহাই
প্রদর্শন। বিষ্ণুবস্ত্ব কখনই শক্তি নহেন। শক্তি—
সর্বদাই ভগবানের আশ্রিত। সেবোদ্ভূত শক্তি—শক্তি-
মত্ত্বের পরমোপযোগিনী এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি অন্তরঙ্গ

গোপিকা-নৃত্য-কথা-শ্রবণের ফলে কৃষ্ণভক্তি লভ্যা—

অদ্বুত গোপিকা নৃত্য চারি-বেদ-ধন।

কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা করিলে শ্রবণ ১২১৬ ॥

হইলা বড়াই বুড়ী প্রভু নিত্যানন্দ।

সে লীলায় হেন লক্ষ্মী কাচে গৌরচন্দ্র ১২১৭ ॥

নিত্যানন্দের সর্বত্র গোবিন্দরাগুগতা প্রদর্শন—

যখন যেক্রমে গৌরচন্দ্র যে বিহরে।

সেই অনুরূপ রূপ নিত্যানন্দ ধরে ১২১৮ ॥

শক্তিব সহিত বিপবীতভাবে শক্তি-পরিচালনা-কার্যের
লীলা প্রদর্শন কবেন,—ইহা পবিশুষ্ট করিবার জন্মই গোব-
হৃন্দরের এতাদৃশী লীলার প্রকাশ ১২০৪ ॥

ভগবান্—বাস্তব বস্ত্ত। ভগবদংশ জীবের সহিত ভগবানের
নিত্য সঙ্ঘ। ভগবান্—বিভূচিৎ, তাঁহার সহিত সঙ্ঘ-
বিশিষ্ট অণুচিৎসকল আশ্রয়জাতীয়া শক্তির অংশবিশেষ।
দেশ-কাল-পাত্রবিচারে ভগবানের বিভিন্ন শক্তি-পরিচালনা
তাঁহারই মায়াশক্তির কার্য। এই সকল কথা প্রদর্শন-
কল্পে জীবের মায়িক পরিচয়ের সহিত স্বরূপ-লক্ষণে সঙ্ঘ
না থাকিলেও তটস্থ-লক্ষণে সঙ্ঘ-সকল বর্ত্তমান, ইহাও
বলিলেন ১২০৫ ॥

অখণ্ডঃ। অহং (শ্রীকৃষ্ণঃ) অশ্রু (স্থিরচবস্ত) জগতঃ (চতুর্দশ-
ভূবনস্ত) পিতা মাতা ধাতা পিতামহশ্চ (পিতৃত্বেন মাতৃত্বেন
ধারকত্বেন পোষকত্বেন পিতামহত্বেন চাহমেব স্থিতঃ) ১২০৬ ॥

অনুবাদ। আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধারক,
পোষক এবং পিতামহরূপে অবস্থিত ১২০৬ ॥

মায়াশক্তিপরিণত জগতে গুণভেদে যে স্থল ও স্থান অঙ্গ
উৎপত্তি লাভ করিয়াছে, সে-সবগুলি চেতনের মুখ্য ও
গৌণ শক্তি-বিচিত্রতারূপে পবিগণিত। লীলা ও ক্রিয়াতে
বৈশিষ্ট্য আছে। অথওকাল ও ঋণকালের বিচারভেদে
প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বিবিধ শক্তি অবস্থিত। ব্যক্তিবিশেষে
অবস্থা-ভেদে অখণ্ড ও ব্যতিরেকভাবে তাঁহার সহিত
সেইগুলির সঙ্ঘ ১২১১ ॥

ভগবান্—বিষয়-বিগ্রহ, তাঁহাকে আশ্রয়-বিগ্রহ-জ্ঞানে
‘গোপী’ বলিয়া বর্ণন করিলে তিনি শক্তিমায়ে পর্য্যবসিত
হন, শক্তিমান থাকিতে পারেন না। মায়াবাদী ও অন্তর্ভঙ্গ

গীরনিত্যানন্দেব লীলা অনর্থগুণের বোধগম্য নহে,

তাহা কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ—

প্রভু হইলেন গোপী, নিত্যানন্দ বড়াই।

কে বুঝিবে ইহা, যার অনুভব নাই ॥ ২১৯ ॥

কৃষ্ণ-অনুগ্রহ যারে, সে এ মর্শ জানে।

অন্নভাগ্যে নিত্যানন্দ স্বরূপ না চিনে ॥ ২২০ ॥

হকার-কর্তৃক নিত্যানন্দেব স্বরূপ ও অলৌকিক লীলা-বোধে

অসমর্থ নিত্যানন্দ-নিন্দাকাবীর মন্তকে পদাঘাত—

কিবা যোগী নিত্যানন্দ, কিবা ভক্ত জানী।

যার যেন মত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনী ॥ ২২১ ॥

যে সে কেনে চৈতন্তের নিত্যানন্দ নহে।

তথাপি সে পাদপদ্ম রহুক হৃদয়ে ॥ ২২২ ॥

এত পরিহারেও যে পাণী নিন্দা করে।

তবে লাধি মারে তার শিরের উপরে ॥ ২২৩ ॥

অপায়েব কথাসাব—

মধ্যখণ্ড-কথা যেন অমৃত-শ্রবণ।

যহি লক্ষ্মীবেশে নৃত্য কৈলা নারায়ণ ॥ ২২৪ ॥

নাচিল জননী-ভাবে ভক্তি শিখাইয়া।

সবার পুরিল আশা স্তন পিয়হিয়া ॥ ২২৫ ॥

চন্দ্রশেখর-ভবনে সম্ভাষকালব্যাপী অপূর্ণ তেজ, তাহা

কেবল স্মৃতিগুণেব দৃশ্যবস্ত—

সপ্তদিন ত্রীআচার্য্য-রত্নের মন্দিরে।

পরম অদ্বুত তেজ ছিল নিরন্তরে ॥ ২২৬ ॥

চন্দ্র, সূর্য্য, বিদ্যাৎ একত্র যেন জলে।

দেখয়ে স্মৃতি-সব মহা-কুতূহলে ॥ ২২৭ ॥

আচার্য্য-ভবনে অগ্নিত ব্যক্তিগণেব চক্ষুর্মীলনে অসামর্থ্য

ও তৎকারণ দ্বিজাসা; বৈষ্ণবগণের

তাহাতে হান্ত—

যভেক আইসে লোক আচার্য্যের ঘরে।

চক্ষু মেলিবারে শক্তি কেহ নাহি ধরে ॥ ২২৮ ॥

লোকে বলে,—“কি কারণে আচার্য্যের ঘরে।

তুই চক্ষু মেলিতে ফুটিয়া যেন পড়ে? ২২৯ ॥

শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মনে মনে হাসে।

কেহ আর কিছু নাহি করয়ে প্রকাশে ॥ ২৩০ ॥

চৈতন্ত-মায়া—নিগূঢ়—

হেন সে চৈতন্ত-মায়া পরম গহন।

তথাপিহ কেহ কিছু না বুঝে কারণ ॥ ২৩১ ॥

এমত অচিন্ত্য-লীলা গৌরচন্দ্রকরে।

নবদ্বীপে সব-ভক্ত সহিতে বিহুরে ॥ ২৩২ ॥

চৈতন্তলীলা-শ্রবণার্থ গ্রন্থকাষেব সবলকে আস্থান—

শুন শুন আরে তাই চৈতন্তের কথা।

মধ্যখণ্ডে যে যে কর্ম কৈল যথা যথা ॥ ২৩৩ ॥

ত্রীচৈতন্ত-নিত্যানন্দচাঁদ পঁছ জান।

রন্দানন্দদাস তুচ্ছ পদযুগে গান ॥ ২৩৪ ॥

ইতি ত্রীচৈতন্তভাগবতে মধ্যখণ্ডে গোবিন্দস্ত গোপিকানুতা-

বর্ণনং নাম অষ্টাদশোধ্যায়ঃ।

গণ ভগবান্ গোবিন্দকে বিষ্ণুবিগ্রহেব আকব বলিয়া জানিতে পারে না। বিষ্ণু-বিগ্রহেব আশ্রয়োচিত লীলা প্রদর্শন ভাগ্যহীন জনগণেব সত্যোপলব্ধিতে ব্যাঘাত করে ॥ ২১৫ ॥

প্রাক্তন-কর্মবিপাকে যাহাব পাপপ্রবণ-চিত্র, সেইসকল ব্যক্তি ত্রীনিত্যানন্দ-বলদেবতত্ত্ব এবং তাঁহাব অলৌকিক ক্রিয়া-সমূহ বুঝিতে না পারিয়া নিন্দা কবে। সেপূর্ন গর্হযোগ্য পাপ-পরায়ণের বিচার-সৌষ্ঠব অত্যন্ত ঘৃণা ও নিন্দাই বুঝাইবার জন্যই গ্রন্থকার-কর্তৃক শিবোদেশে পদাঘাতের কথা বর্ণিত হইয়াছে। বৈষ্ণবের নিকট ঐকুণ্ঠ শাসন লাভ করিলে হরিসেবাবিমুখগণের পরম সৌভাগ্যোদয় হয়, কিন্তু

সাধারণ মূললোক তাহা বুঝিতে পারে না ॥ ২২৩ ॥

লোকশিক্ষার জন্য চিচ্ছক্তি ও মায়াশক্তিব ক্রিয়া-সমূহ প্রদর্শন কবিয়া বঙ্কজীবের স্তম্ভা নিত্যবৃত্তি ভক্তি শিক্ষা দিয়া ছিলেন। জড়জগতে প্রয়োজনীয় আত্মগোপন এবং স্বরূপাদ্ভুত আত্মাব ভগবানেব নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করিবার পরিবারে ভগবানের সেবা কবাব বিচার জানাইয়াছিলেন ॥ ২২৫ ॥

ত্রীচৈতন্তদেবেব মায়া—পবন গুঢ়। গোবৈভাগি-সম্প্রদায়ের হৃদয়ে (গৌরহৃদয়কে ভোগ্যজ্ঞানে তাঁহার নিকট হইতে সেবা গ্রহণ করায় অর্থাৎ আপনাদিগকে নাগরী প্রভৃতি জানায়) ভক্তিব লেশমাত্র নাই—একথা ত্রীচৈতন্তদেব মূঢ়জনগণকে জানিতে দেন নাই ॥ ২৩১ ॥

ইতি গোড়ায়-ভাষ্যে অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

উনবিংশ অধ্যায়

উনবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর ভক্তমন্দিরে নিত্যানন্দ-সহ ভ্রমণ, গৌরহৃদয়ের অষ্টৈত-প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন-হেতু অষ্টৈতের দুঃখ ও তদ্ভাব-অপনোদনার্থ কৌশল, গৌরহৃদয়ে বনগব-ভ্রমণ ও নিত্যানন্দ-সহ বামাচারী সন্ন্যাসী গৃহে গমন, তদ্-গৃহে ফলাহার, অষ্টৈতচার্য্যের গৃহে গৌর-নিত্যানন্দের গমন, অষ্টৈতের জ্ঞানযোগ ব্যাখ্যা, তচ্ছবণে প্রভুর অষ্টৈতকে গ্রহণ ও নিজত্ব প্রকাশ, অষ্টৈতচার্য্যের আনন্দ ও প্রতিজ্ঞা, সদৃষ্টান্ত দেবাস্তব-ভজনে বুদ্ধি, বৈষ্ণব-নিম্না বিষয়ে প্রভুর সকলকে সাবধান-করণ, প্রভুর অষ্টৈত-গৃহে ভোজন, অষ্টৈতের ক্রোধব্যাঞ্জে নিত্যানন্দ-মহিমা-কীর্ত্তন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বৈতপ্রভু নিত্যানন্দ-সহ নবদ্বীপে সকল ভক্তের মন্দিরে ভ্রমণ করেন। প্রভুর আনন্দে সকল ভক্তই আনন্দে মত্ত। তন্মধ্যে শ্রীঅষ্টৈতচার্য্য সর্বাঙ্গের অধিক আনন্দিত। প্রেমাবেশে তাঁহার বাহ্য নাই। তবে শ্রীগৌরহৃদয় তাঁহাকে গৌরব-বুদ্ধি কথিয়া যে পদবুলি গ্রহণাদি কথিয়া থাকেন, তাহাতে তিনি বিশেষ দুঃখিত হইয়া মনে মনে নিজপ্রতি প্রভুর ক্রোধ-উৎপাদনার্থ ভক্তি অপেক্ষা আনন্দে শ্রেষ্ঠতা-স্থাপনের অভিনয়ে যোগবাশিষ্ট ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন।

মহাপ্রভু একদিন নিত্যানন্দের সহিত নগর ভ্রমণ কবিত্তে থাকিলে দেবগণ উভয়কে দুই চক্ষুর সন্দর্শন করিতে লাগিলেন। তৎপ্রসঙ্গে স্বর্গলোককে নবলোক, আপনাদিগকে নর এবং পৃথিবীকে স্বর্গ বলিয়া মনে কবিত্তে লাগিলেন, আর তদ্বিষয় লইয়া পবম্পর নানাপ্রকার জল্পনা কবিত্তে লাগিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরহৃদয় উভয়ে অষ্টৈতচার্য্য-ভবনে গমন করিতে করিতে পথিমধ্যে এক দারী সন্ন্যাসীর গৃহে গমন করিলেন। মহাপ্রভু সন্ন্যাসীকে প্রণাম করিলে দারী সন্ন্যাসী মহাপ্রভুর ভুবনমোহন রূপ-দর্শনে মুগ্ধ হইয়া ঐহিক ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির আশীর্বাদ করিলেন। মহাপ্রভু

তাঁহার তাদৃশ আশীর্বাদের হেয়ত্ব ও নশ্বর প্রতিপাদন করিলে দারী সন্ন্যাসী ভোগবুদ্ধিবশতঃ ধনপুত্রাদি সহকারে ইন্দিয়-তর্পণপবতাকেই বহমান করিলেন। মহাপ্রভু তখন সন্ন্যাসীকে বুঝাইয়া দিলেন যে, ধন-কুলাদির জন্ত প্রার্থনা অনাবশ্যক এবং তাহা নশ্বর। নিজ নিজ অদৃষ্টবশে সকলেই সুখ-দুঃখ লাভ করে। লোকে বেদের তাৎপর্য্য না বুঝিয়া ধর্ম্মার্থকামকে বেদপ্রতিপাত বলিয়া মনে করে— ধনপুত্রাদি-লাভকেই গঙ্গাস্নান-হরিণাম-কীর্ত্তনাদির ফল বলিয়া মনে কবে। কিন্তু পবোক্ষবাদী বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহা নহে, ভক্তিই বেদপ্রতিপাদ্য বস্তু। তদ্ব্যতীত অপব কোন প্রার্থনা স্ববুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

মহাপ্রভুর কথা শুনিয়া দারী সন্ন্যাসী গৌরহৃদয়কে বিকৃতমস্তিষ্ক বালক এবং সর্বতীর্থভ্রমণকাণ্ডী নিজেকে পরম জ্ঞানী মনে কবিল। নিত্যানন্দ-প্রভু দারী সন্ন্যাসীর বাক্যে হাস্ত করিয়া তাহাকে প্রতিষ্ঠা প্রদান পূর্বক নিরন্তর করিলেন এবং কার্য্যগৌরব-বশতঃ নিজের অস্ত্র গমনের কথা জানাইয়া কিছু ভোজ্য প্রার্থনা করিলেন। দারী সন্ন্যাসী প্রভুদ্বয়কে নিজগৃহে ভোজনের জন্ত অমরোধ করিলে শ্রীগৌরনিত্যানন্দ গঙ্গায় স্নান করিয়া সন্ন্যাসীর ঘরে ছদ্ম-ফলাদি ভোজনে বসিলেন। দারী সন্ন্যাসী নিত্যানন্দ প্রভুকে ইঙ্গিতে যন্ত-সেবনেব কথা জিজ্ঞাসা করিলে তাহাকে বামাচারী সন্ন্যাসী জানিয়া উভয়ে আচমন করত তদ্গৃহ পরিত্যাগ করিলেন এবং জলপথে সম্ভরণ করিয়া শান্তিপুরে অষ্টৈতচার্য্যের গৃহে উপস্থিত হইলেন। অষ্টৈত-প্রভু মহাপ্রভুর আগমন জানিতে পারিয়া জ্ঞান-যোগ-মহিমা ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু অষ্টৈত প্রভুকে 'ভক্তি ও জ্ঞানের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কি', তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে আচার্য্য-প্রভু জ্ঞানকে বড় বলিয়া জানাইলেন। মহাপ্রভু তাহা শুনিয়া অষ্টৈত প্রভুর পৃষ্ঠদেশে মূর্ছির আঘাত করিতে করিতে তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া নিজত্ব প্রকাশ পূর্বক গ্রহণ হইতে বিরত হইলেন। তখন অষ্টৈতপ্রভু আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রভুর পূর্বপ্রদত্ত সম্মানের কথা উল্লেখ

করিয়া জন্মে জন্মে গৌর-দাস্যই প্রার্থনা করিলেন এবং মহাপ্রভুর পদধূলি গ্রহণ করিয়া সর্বদা সেপন করিলেন। অষ্টৈতপ্ৰভু প্রেমাম্রবজ্জা বহিতে লাগিল। মহাপ্রভু অষ্টৈতকে বর প্রদান করিলেন যে, যাহারা তিলার্ককালও অষ্টৈতপ্ৰভুর চরণাশ্রয় করিবেন, গৌররূপা তাঁহাদেরই নিকট স্থলভ হইবে। তখন অষ্টৈতপ্ৰভু শৈব রাজা সুদক্ষিণের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, যদি কেহ মহাপ্রভুকে উপেক্ষা করিয়া কেবল অষ্টৈতচাৰ্য্যের উপাসনা করে, তাহা হইলে তাহার সেই ভক্তিই তাহাকে সংহাব করিবে। মহাপ্রভু অষ্টৈত-বাক্য শ্রবণে বলিলেন যে, তাঁহাব ভক্তকে উপেক্ষা

করিয়া কেহ তাঁহার পূজা করিলে তিনি কখনই তাহার পূজা গ্রহণ করেন না, পবন তাদৃশ ভক্তি যেন প্রভু-অঙ্গে অগ্নি প্রয়োগ করিয়া থাকে।

মহাপ্রভু অষ্টৈতপত্নীকে রক্ষন কবিত্তে আদেশ করিয়া সকলে মিলিয়া গজান্বানে চলিলেন এবং স্নানান্তে ভোজন কবিত্তে বসিলেন। ভোজনান্তে নিত্যানন্দ-প্রভু সর্দধরে অন্ন ছড়াইয়া ফেলিলে অষ্টৈত-প্রভু তাঁহার নিন্দাব্যাজে অশেষ মহিমা কীৰ্ত্তন কবিলেন। অতঃপর অষ্টৈতভবনে কতিপয় দিবস যাপন কবিয়া মহাপ্রভু সগণে নিক্ত পুরীতে প্রত্যাভর্জন কবিলেন।

শ্রীশ্রীগৌরনন্দবের জয়গান—

জয় বিশ্বস্তর সর্ব-বৈষ্ণবের নাথ।

ভক্তি দিয়া জীব প্রভু কর আশ্বাস ॥ ১ ॥

মহাপ্রভু নবদ্বীপে বিহাব—

হেনমতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর।

ক্ৰীড়া করে, নহে সর্ব-ময়নগোচর ॥ ২ ॥

আপন ভক্তের সব মন্দিরে মন্দিরে।

নিত্যানন্দ-গদাধর-সংহতি বিহরে ॥ ৩ ॥

ভাগবতগণের কৃষ্ণসেবোন্মুখতায় আবেশ-বশতঃ

বহিঃপ্রতীতিব অভাব—

প্রভুর আনন্দে পূর্ণ ভাগবতগণ।

কৃষ্ণপরিপূর্ণ দেখে সকল ভুবন ॥ ৪ ॥

নিরবধি ভাবাবেশে কারো নাহি বাহ্য।

সংকীৰ্ত্তন বিনা আর নাহি কোন কার্য্য ॥ ৫ ॥

আচার্য্য গোস্বামী চরিত্র—

সবা হৈতে মত্ত বড় আচর্য্য গোসাঞী।

অগাধ চরিত্র, বুঝে ছেন কেহ নাই ॥ ৬ ॥

জানে জন-কথো শ্রীচৈতন্য-রূপায়।

চৈতন্যের মহাভক্ত শান্তিপুত্র-রায় ॥ ৭ ॥

মহাপ্রভু অষ্টৈত-প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনে আচার্য্যের

দুঃখ এবং প্রভু তাদৃশ-ভাবাপনোদনের

সঙ্কল্প—

বাহ্য হৈলে বিশ্বস্তর সর্ব-বৈষ্ণবেরে।

মহাভক্তি করেন, বিশেষ অষ্টৈতেরে ॥ ৮ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বিশ্বস্তর জগতের পালক। তিনি সকল ভক্তি-বাজনের বিষয়। বন্ধজীব ভোগপ্রযুক্তিতে চালিত হইয়া শুদ্ধসেবা তুলিয়া গিয়াছে। ভগবান্ জীবের সেবোন্মুখ-প্ররতিমূলে সেবা হইয়া সেবা গ্রহণ না করিলে জীবের স্বাভাবিক ভোগ-প্ররতি প্রবলা হয়। সেজন্য কল্পনাময় প্রভু বিষয়বিগ্রহ হইয়া, আশ্রিতের বিভিন্নাংশ জীবের সেবা করিবার স্বযোগ প্রদান পূর্বক নিজের বলিয়া তাহাকে গ্রহণ করেন ॥ ১ ॥

শ্রীমহাপ্রভু ভগবৎসেবোন্মুখ ভক্তগণের পূর্ণ আনন্দের আকর তুপি। জগতের দ্বিবিধ দুঃখ বন্ধজীবের অজ্ঞত্বের

বিষয়। কিন্তু মুক্ত ভাগবতগণ কৃষ্ণানন্দে পরিপূর্ণ থাকিয়া জাগতিক কোন দুঃখ অচুভব করেন না। যেখানে আনন্দের বিষয় নবর এবং জীবের চেষ্টা অপূর্ণ, সেখানে কৃষ্ণানন্দ-পূর্ণতার অভাব আছে। সর্বত্র কৃষ্ণানন্দ দর্শনই জীবের পূর্ণানন্দময়ী প্রতীতি ॥ ৪ ॥

ভগবন্তরূপ কৃষ্ণসেবোন্মুখতায় আবিষ্ট বলিয়া বহিঃ-প্রজ্ঞাচালিত হইয়া স্বল্প জগতের প্রতি দৃষ্টি প্রদান করিতে পারেন না। পরন্তু তাঁহার সর্বক্ষণ কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা-গানে প্রমত্ত থাকেন ॥ ৫ ॥

ইহাতে অসুখী বড় শান্তিপূরনাথ ।
মনে মনে গর্জে, চিন্তে না পায় সোয়াথ ॥ ৯ ॥
“নিরবধি চোরা মোরে বিভ্রমণ করে ।
প্রভু ছাড়িয়া মোর চরণে সে ধরে ॥ ১০ ॥
বলে নাহি পারে”। মুই প্রভু মহাবলী ।
ধরিয়াও লয় মোর চরণের ধূলি ॥ ১১ ॥
ভক্তি-বল সবে মোর আছয়ে উপায় ।
ভক্তি বিনা বিশ্বস্তরে চিনন না যায় ॥ ১২ ॥
তবে সে ‘অদ্বৈত-সিংহ’-নাম লোকে ঘোষে ।
চূর্ণ করে’। মায়া যবে অশেষ বিশেষে ॥ ১৩ ॥
ভুগুরে জিনিয়া আশ পাইয়াছে চোর ।
ভুগু হেন শত শত শিষ্ট আছে মোর ॥ ১৪ ॥
হেন ক্রোধ জন্মাইব প্রভুর শরীরে ।
অহস্তে আপনে যেন মোর শাস্তি করে ॥ ১৫ ॥

‘ভক্তি বুঝাইতে সে প্রভুর অবতার ।
হেন ভক্তি না মানিমু’—এই মন্ত্র সার ॥ ১৬ ॥
ভক্তি না মানিলে ক্রোধে আপনা পাসরি’ ।
প্রভু মোর শাস্তি করিবেন চুলে ধরি’ ॥ ১৭ ॥
আচাৰ্য্যেব হরিদাস-সহ শাস্তিপু্রে গমন ও যোগবাশিষ্ঠ
ব্যাখ্যামূলে ভক্তিপথ-বিষেযেব চলনা—
এই মত চিন্তিয়া অদ্বৈত মহা-রঙ্গে ।
বিদায় হইলা প্রভু হরিদাস-সঙ্গে ॥ ১৮ ॥
কোন কার্য্য লক্ষ্য করি’ গৃহেতে আইলা ।
আসিয়া মানস-মন্ত্র পড়িতে লাগিলা ॥ ১৯ ॥
নিরবধি ভাবাবেশে দোলে মত্ত হৈয়া ।
বাধানে বাশিষ্ঠশাস্ত্র ‘জ্ঞান’ প্রকাশিয়া ॥ ২০ ॥
‘জ্ঞান’ বিনা কিবা শক্তি ধরে বিমুখভক্তি ।
অতএব, সবার প্রাণ, জ্ঞান—সর্বশক্তি ॥ ২১ ॥

মহাপ্রভু সর্বলক্ষণ কৃষ্ণেব প্রীতি-সম্পাদনে উন্নত ভাব
প্রদর্শন করিতেন এবং বহির্গত ভোগজগতে তাঁহার দৃষ্টি
পতিত নহে, এরূপ লীলাভিনয় করিতেন। যে মূর্ত্তে তাঁহার
বহির্জগতে আপেক্ষিক দৃষ্টি আকৃষ্ট হইত, তখনই তিনি
সকল বিমুখভক্তেব সেবাকাম্যে বাস্ত হইতেন এবং শ্রীঅদ্বৈত-
চাৰ্য্যকে গোবদ-বৃদ্ধিতে সেবালীলা প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু
তাহাতে অদ্বৈত প্রভু সন্তুষ্ট হইতেন না। শ্রীচৈতন্য-দাসই
তাঁহার একমাত্র ব্রত ছিল। স্তবতা প্রভুর গুরুবৃদ্ধি নিজ
ভাগ্যের বিভ্রম। মাত্র জানিতেন ॥ ৮ ॥

লোকে কিম্বদন্তী আছে যে, ভগবান্ নাবাষণ ভুগুকে
নির্য্যাস প্রতিপাদন কবাইবার জন্ত এবং স্বীয় বাৎসল্য-
প্রদর্শনার্থ ভুগু পদচিহ্ন ধারণ করিয়াছিলেন। মৃত ব্যক্তির
প্রতারিত হইবার অধিক যোগ্যতা থাকায় তাহা বা ভগবান্
অপেক্ষা ভুগুর গৌরব অধিক বুঝিয়া থাকে। কিন্তু
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু বৈষ্ণবাচাৰ্য্য ‘মহাবিষ্ণু’ বলিয়া ভুগুর
নির্য্যাসিতা ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। তজ্জন্ত তিনি বাহিরে
দম্ভ-ক্রোধ প্রদর্শন করিয়া ভুগুর স্তায় শত শত শিষ্ট তাঁহার
আছে, ইহা প্রকাশ করিলেন। অভিন্ন-ব্রহ্মস্বভাব গৌরহৃদয়
আত্মগোপন করিয়া স্বীয় শ্রামহৃদয়-লীলার চৌধুরতি
অদ্বৈত প্রভুর নিকট লুকাইয়া রাখিতে পারেন নাই।

যাহারা মায়ায় দ্বাবা তাড়িত হইয়া নিজ স্বরূপ ও ভগবৎ
স্বরূপ বুদ্ধিয়া উঠিতে পারে না, তাহাদেব ভগবদ-বিস্মৃতি-
জন্ত পদে পদে ভোগবুদ্ধিব উদয় হয়। কিন্তু শ্রীঅদ্বৈত-
প্রভু বিশেষ বুদ্ধিমান সূচত্বর গৌরভক্ত হওয়ায় নির্য্যাস
জীবগণেব স্তায় বিচাপবায়ণ ছিলেন না। তিনি শ্রীচৈতন্য-
দেবের নিকট হইতে শাস্তি লাভ করিবার বাসনায় নিজে
পূজা হইবার বিচার পরিবর্তনেব উদ্দেশ্যে যত্ন করিতে
লাগিলেন। এইরূপ বিচার করিয়া ভগবানের সেবকভিমানের
লীলা পরী করিবার জন্ত গৌরাবতারের ভক্তিপ্রচার-বিষয়ে
কৃত্রিম বাধা প্রদর্শনেব ইচ্ছা করিলেন ॥ ১৪ ॥

শ্রীঅদ্বৈত-প্রভু যোগবাশিষ্ঠ নামক ভক্তিরোমী মায়া-
বাদীর গ্রন্থ ব্যাখ্যা-মূলে ভক্তিপথের বিধেযের চলনা করিতে
লাগিলেন। উদ্দেশ্য, মহাপ্রভুর ভক্তি-প্রচার-কাৰ্য্যে বাধা
দিলে তিনি শ্রীঅদ্বৈতকে পূজা করিবার পরিবর্তে শাস্তা
দিবেন ॥ ২০ ॥

নির্ভেদ-ব্রহ্মাহুসন্ধানরূপ জ্ঞানব্যতিরিক্ত বিমুখভক্তি কোন
শক্তি ধারণ করিতে পারে না। ভক্তির প্রাণ—জ্ঞান।
জ্ঞানই সর্বশক্তিধর—এরূপ নির্ভেদ জ্ঞান পরিত্যাগ করিয়া,
কেহ কেহ নিজ গৃহে ধন পরিত্যাগ পূর্বক বনে, যেখানে ধন
নাই, সেখানে ধনের অহুসন্ধান করিতে যায় ॥ ২১ ॥

হেন জ্ঞান না বুঝিয়া কোন কোন জন।
যরে ধন হারাইয়া চাহে গিয়া বন ॥ ২২ ॥
বিশু-ভক্তি—দর্পণ, লোচন হয়—‘জ্ঞান’।
চক্ষুহীন জনের দর্পণে কোন্ কাম ? ২৩ ॥
আদি অন্ত আমি পড়িলাম সর্বশাস্ত্র।
বুঝিলাম সর্ব-অন্তিপ্রায়—‘জ্ঞান’ মাত্র ॥ ২৪ ॥
অদ্বৈত-চবিত্রজ্ঞাতা হবিদাসের ব্যাখ্যাশ্রবণে হান্ত—
অদ্বৈত-চরিত্র ভাল বুঝে হরিদাস।
ব্যাখ্যান শুনিয়া মহা-অট্ট-অট্ট-হাস ॥ ২৫ ॥
সৌভাগ্যবন্ত জনের অদ্বৈতচবিত্র হৃদয়ঙ্গম-সামর্থ্য এবং
ভাগ্যহীনের তদভাবে অমঙ্গল প্রাপ্তি—
এই মত অদ্বৈতের চরিত্র অগাম।
স্মৃতির ভাল, স্মৃতির কার্যবাহ ॥ ২৬ ॥
অদ্বৈতসঙ্গ মহাপ্রভু হৃদগোচর—
সর্ব-বাঞ্ছা-কল্পতরু প্রভু বিশ্বম্ভর।
অদ্বৈত-সঙ্গ চিত্তে হইল গোচর ॥ ২৭ ॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দসহ নগব-ভ্রমণে বিধাতার
নিজকে ভাগ্যবন্ত জ্ঞান—
একদিন নগর ভ্রমণে প্রভু রঙ্গে।
দেখয়ে আপন-সৃষ্টি নিত্যানন্দ সঙ্গে ॥ ২৮ ॥
আপনারে ‘স্মৃতি’ করিয়া বিদ্বি মানে।
‘মোর শিল্প চাহে প্রভু সদয় নয়নে ॥’ ২৯ ॥
চন্দ্রের সঙ্গে প্রভুদেব তুলনা এবং সেবা-প্রস্তুতি-অনুপাতে
সকলের প্রভুদর্শন-ভাগ্য—
দুই চন্দ্র যেন দুই চলি আইসে যায়।
নতি-অনুরূপ সবে দরশন পায় ॥ ৩০ ॥
অন্তবীক্ষিত দেবগণের গোবিনিত্যানন্দের দর্শনে
দর্শন-বিপর্যয় ও বিতর্ক—
অন্তরীক্ষে থাকি’ সব দেখে দেবগণ।
দুই চন্দ্র দেখি’ সবে গণে মনে মন ॥ ৩১ ॥
আপন লোকের হৈল বসুমতী জ্ঞান।
চন্দ্র দেখি’ পৃথিবীরে হৈল স্বর্গ জ্ঞান ॥ ৩২ ॥

বিশুভক্ত—দর্পণ-সদৃশ আদর্শ মাত্র। কিন্তু সেই আদর্শে
জ্ঞানরূপ চক্ষুদ্বারা দৃষ্টিসম্পন্ন না হইলে সেই দর্পণেব কোন
ক্রিয়া নাই। যদি চক্ষু না থাকে, তাহা হইলে দর্পণ থাকিয়া
কি ফল ? ২৩ ॥

সকল শাস্ত্রের প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিয়া
আমি শাস্ত্র-তাৎপর্য ইহাই বুঝিলাম যে, জ্ঞানেবই সর্বশ্রেষ্ঠ
আছে ॥ ২৪ ॥

যাহারা সৌভাগ্যবিশিষ্ট, তাহারা ভক্ত অদ্বৈতের চবিত্র
বুঝিয়া ভগবদ্ভক্তির সর্বশ্রেষ্ঠতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। যাহারা
ভাগ্যহীন দুর্লভপরাগ, তাহারা অদ্বৈতের উদ্দেশ্য বুঝিতে না
পারিয়া নির্ভেদ-ব্রহ্মাসঙ্কারণ জ্ঞানকেই ভক্তি অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া পরম অমঙ্গল লাভ করিল। তাহারা
উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধকতা মাত্র লাভ করিল ॥ ২৬ ॥

মহাপ্রভু সকলের বাঞ্ছিত ফল প্রদান করিবার মূল
আকর। তিনি অদ্বৈত প্রভুর সঙ্কলিত বাঞ্ছিক ব্যাতিরেক
ভাব-সকলই বুঝিতে পারেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর
সেবা করিবার জন্ত কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়া যখন প্রভুর
গৌরব-বুদ্ধি দর্শন করিলেন, তখন তাঁহার প্রতিকারোদ্দেশ্যে

জ্ঞানেব প্রতিষ্ঠা দিয়া ভক্তিকে ক্ষীণপ্রভ করিবার চলনা
করিলেন ॥ ২৭ ॥

ভগতের সৃষ্টিবর্ত্তা বিবিধ শ্রীগৌরহৃদয়ের প্রপঞ্চে
অবতরণ দর্শন পূর্বক নিজ সৌভাগ্য জানিতে পারিলেন।
বিশ্বশিল্পী বিধাতা প্রভুর অতুল্য আকর্ষণ করিয়া কৃপাদৃষ্টি
লাভ করিয়াছেন জানিয়া আপনাকে সৌভাগ্যবান মনে
করিলেন ॥ ২৯ ॥

দুই চন্দ্র—শ্রীগৌরচন্দ্র ও শ্রীনিত্যানন্দচন্দ্র। আইসে
যায়—যাতায়াত করেন।

নতি-অনুরূপ—যাহাব যে প্রকার সেবা-প্রস্তুতি, সেই
প্রকার বিভিন্ন দর্শনে গৌর-নিত্যইকে দর্শন করেন অর্থাৎ
ভক্তির অনুপাত অনুসারে গৌরহৃদয়কে দর্শন করেন।
পাঠান্তরে—‘নতি-অনুরূপ ॥ ৩০ ॥

দেবগণ নিজ নিজ আবাসস্থলীকে পৃথিবী মনে করিতে
লাগিলেন, আর পৃথিবীকে স্বর্গ দর্শন করিতে লাগিলেন।
গৌরচন্দ্র ও নিত্যানন্দ-চন্দ্রদ্বয়কে দর্শন করিয়া তেজ, বারি,
মৃৎপ্রভ পরম্পর বিনিময় দর্শনের ছায়া তাঁহাদিগের দর্শন-
বিপর্যয় সংঘটিত হইল ॥ ৩২ ॥

নর-জ্ঞান আপনারে সবার জন্মিল ।
 চন্দ্ৰের প্রভাবে নরে দেব-বুদ্ধি হৈল ॥ ৩৩ ॥
 দুই চন্দ্ৰ দেখি' সবে করেন বিচার ।
 “কছু স্বর্গে নাহি দুই চন্দ্ৰ অধিকার ॥” ৩৪ ॥
 কোন দেব বলে,—“শুন বচন আমার ।
 মূল চন্দ্ৰ—এক, এক প্রতিবিম্ব আর ॥” ৩৫ ॥
 কোন দেব বলে,—“ছেন বুদ্ধি নারায়ণ ।
 ভাগ্যে বা চন্দ্ৰের বিধি করিল যোজন ॥” ৩৬ ॥
 কেহ বলে,—“পিতা পুত্র একরূপ হয় ।
 হেম বুদ্ধি এক—‘বুধ’ চন্দ্ৰের তনয় ॥” ৩৭ ॥
 বেদগোপ্য প্রভুর দর্শনে দেব-মোহনের অঙ্গদ্ব নিবাণ—
 বেদে নারে নিশ্চাইতে যে প্রভুর রূপ ।
 তাহাতে যে দেব মোহে', এ নহে কৌতুক ॥ ৩৮ ॥
 নগব্রহ্মণরত প্রভুদেব অধৈত্যাচার্য্যে ভবনে যাত্রা—
 হেনমতে নগর ভ্রময়ে দুই জন ।
 নিত্যানন্দ, জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥ ৩৯ ॥

নিত্যানন্দ সম্বোধিয়া বলে বিশ্বস্তর ।
 “চল যাই শান্তিপুর—আচার্য্যের ঘর ॥” ৪০ ॥
 মহারাজী দুই প্রভু পরম চঞ্চল ।
 সেই পথে চলিলেন আচার্য্যের ঘর ॥ ৪১ ॥
 প্রভু বগনপথে ললিতপুর গ্রামে দারী
 সন্ন্যাসীর বাস—
 মধ্যপথে গঙ্গার সমীপে এক গ্রাম ।
 মুল্লুকের কাছে সে ‘ললিতপুর’ নাম ॥ ৪২ ॥
 সেই গ্রামে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী এক আছে ।
 পথের সমীপে ঘর জাহ্নবীর কাছে ॥ ৪৩ ॥
 প্রভু নিত্যানন্দস্থানে দাবী সন্ন্যাসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা
 ও সন্ন্যাসী-ভবনে উভয়ে বগন—
 নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভু করয়ে জিজ্ঞাসা ।
 “কাহার মণ্ডপ জান কহ কার বাসা ?” ৪৪ ॥
 নিত্যানন্দ বলে,—“প্রভু, সন্ন্যাসী-আলয় ।”
 প্রভু বলে,—“তা’রে দেখি, যদি ভাগ্য হয় ॥” ৪৫ ॥

দেবগণ আপনাদিগকে ব্রহ্মশক্তিক নব জ্ঞান কবিত
 লাগিলেন এবং গোব-নিতাই চন্দ্রদয়ের কিবর্ণসিদ্ধ নব-
 গণকে নিজপেক্ষা শ্রেষ্ঠদেব-বুদ্ধি হইল ॥ ৩৩ ॥

স্বর্গে একটা মাত্র চন্দ্র আছে, সমকালে দুইটা চন্দ্রের
 প্রকাশ নাই । স্বতবাং স্বর্গ অপেক্ষা পৃথিবীই উন্নত স্বর্গ ॥ ৩৪ ॥
 স্বয়ংরূপ ভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই—মূল চন্দ্র । আর স্বয়ং-
 প্রকাশ বলদেব তাঁহাব প্রকাশ । “অনেকত্র প্রকটতা
 রূপৈক্যত্ব যৈকদা । সর্বথা তৎস্বরূপৈব স প্রকাশ
 ইতীর্ধ্যতে” ॥ (—লঘুভাগবতামৃতে) ॥ ৩৫ ॥

কোন দেবতা বলিলেন,—বোধ কবি, আশা দেব
 সৌভাগ্যক্রমে বিধাতা এই চন্দ্রদয়ের সমকালে উদয়ের
 বিধান করিলেন ॥ ৩৬ ॥

“আত্মা বৈ জায়তে পুত্র” ঋতি দ্বারা পুত্রের পিতৃ-
 সাদৃশ্য । চন্দ্রের পুত্র বুধ—পিতৃ-তুল্য । বোধ কবি এই
 দুই চন্দ্র মধ্যে একজন অপরের পুত্র ॥ ৩৭ ॥

তথ্য । “তেনে ব্রহ্ম হ্রদ য আদিকবয়ে মুহুন্তি যং
 সুরয়ঃ । তেজোবারিমুদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোহমৃদা ॥”
 (তাঃ ১।১।১) ॥ ৩৮ ॥

মল্লুক বা মলুক (পাবসী মিলিক), উগা অধিকার
 সামিল, গঙ্গার পূর্বপারে অবস্থিত । পিয়াবীগঞ্জ প্রভৃতি
 গঙ্গাব পশ্চিমদিকে অবস্থিত । ললিতপুর গ্রাম শান্তিপুরের
 নিকটবর্তী অর্থাৎ গঙ্গাব পূর্বপারে, শ্রীমায়াপুর্ব হইতে
 শান্তিপুর যাইবার মধ্যপথে । গঙ্গাব পূর্বপারে হাটভান্ডার
 পরবর্তী গ্রাম ॥ ৪২ ॥

গৃহস্থ সন্ন্যাসী অর্থাৎ গৃহী বাউল বা ঘরপাণ্ডা হইয়া
 জগতে ‘ত্যাগী’ বলিয়া পবিচয় দেয় । তামসিক তত্ত্বগুলি এই
 প্রকার দাবী সন্ন্যাসী বা ব্যভিচারীর প্রদ্রব্য দেয় । সোণার
 পাথর বাটীর ছায় ত্যাগীর পোষাকে ঘর-পাণ্ডাগণ গৃহী-
 বাউল হইয়া শাক্তের মতের সাহায্যে রক্তবস্ত্র পরিধান পূর্বক
 সেবাদাসী, পত্নী প্রভৃতি সংরক্ষণের ব্যবস্থা শাস্ত্রসম্মত বলিয়া
 পরিচয় দেন ॥ বর্তমান কালে শ্রীমান্ অন্নদাচরণ মিত্র গৃহস্থ
 হইয়া রাতুল বস্ত্র পরিধান করেন এবং বৃন্দাবনবাসী শ্রীযুক্ত
 মধুসূদন গোস্বামী গৃহস্থভিধান করিয়া প্রচারক-স্বরে
 রাতুল বস্ত্র পরিধান । ত্যাগীর গৈরিক বস্ত্র—মধ্যমাধ্যপথে
 সন্ন্যাস-বিধির অন্তর্গত । যেরূপ মধ্য-যুগের সকল বৈষ্ণব-
 চার্ধ্যই কাষায় বস্ত্র ব্যবহার করিয়াছেন । অচ্যুতাগ-মার্গের

হাসি' গেলা দুই প্রেতু সন্ন্যাসীর ঘানে।

বিশ্বস্তর সন্ন্যাসীয়ে করিলা প্রণাম ॥ ৪৬ ॥

দেখিয়া মোহন-মুণ্ডি দ্বিজের নন্দন।

সর্বান্ন-সুন্দর রূপ, প্রেতু বদন ॥ ৪৭ ॥

মহাপ্রভুর রূপ-দর্শনে সন্ন্যাসী বৈষ্ণবপূর্ণপব আশীর্বাদ ও

তাহাতে মহাপ্রভুর প্রতিবাদ—

সন্তোষে সন্ন্যাসী করে বহু আশীর্বাদ।

“ধন, যশে, স্তববাহু, হউ বিজ্ঞা লাভ ॥” ৪৮ ॥

প্রেতু বলে—“গোসাঞি এ নহে আশীর্বাদ।”

হেন বল—“তোরে হউ কৃষ্ণের প্রসাদ ॥ ৪৯ ॥

মহাপ্রভুর বিষ্ণুভক্তি-আশীর্বাদের শ্রেষ্ঠত্ব জ্ঞাপন—

বিষ্ণুভক্তি-আশীর্বাদ—অক্ষয় অব্যয়।

যে বলিলা গোসাঞি, তোমার বোণ্য নয় ॥ ৫০ ॥

সন্ন্যাসী বৈষ্ণবীত বুদ্ধি দর্শনে মহাপ্রভুর হাত—

হাসিয়া সন্ন্যাসী বলে,—“পূর্বে যে শুনিলা।

সাক্ষাতে তাহার আজি নিদান পাইল ॥ ৫১ ॥

ভাল সে বলিতে লোক ঠেঁগা লঞা যায়।

এ বিপ্রপুত্রের সেইমত ব্যবসায় ॥ ৫২ ॥

ধন-বর দিল আমি পরম সন্তোষে।

কোথা গেল উপকার, আরো আমা' দোষে! ॥ ৫৩ ॥

প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন স্বীয় স্বভাবজাত পারমহংস-ধর্ম প্রচাৰ করিতে গিয়া শ্রীগোবিন্দস্বরূপ একদণ্ড সন্ন্যাসের পক্ষ-পাতী ছিলেন না। শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর শ্রীগুরুদেব ত্রিদিগ্‌সন্ন্যাসিপ্রবর শ্রীপ্রবোধানন্দ সব্বভৌ আচার্য্যোচিত কাষায় বসন পরিধান কবিয়া পাবমহংস-বেশের অদ্বিত্য মহাব ও অমুরাগ-পথের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদর্শন কবিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণজ শ্রীমজ্জীবচরণ আচার্য্যোচিত উপদেশ প্রদর্শন-কালে ছল-পারকীয়বাদিগণের বিষদন্তোৎপাটনের জন্য পারকীয় বিচারের বোধ-সৌকর্য্যার্থ স্বকীয় প্রকাশ প্রদর্শন করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীজীবপাদেব স্বকীয়-বিচার চিন্ময় জগতে পারকীয়-মতের পরমোচ্ছলতা স্থাপন করিয়াছেন—মাত্র ॥ ৪৩ ॥

মণ্ডল—এলাকা, ডেরা, আশ্রম, জমিদারী, স্বামিস্বামীদীন স্থান ॥ ৪৪ ॥

আব্রাহাম ঘর-পাগলা গৃহী গোরাঙ্গ-পূজক মৃত নন্দীর দল দারী সন্ন্যাসীর মত পোষা করিয়া থাকেন। দারী সন্ন্যাসিগণের চিত্তবৃত্তিতে ‘আশীর্বাদ’ বলিলেই মনোরমা ভাষণ-লাভ, দরিত্রের উপর আধিপত্য করিবার জন্ত ধন, আভিজাত্যহীন জনগণের উপর ব্রাহ্মণাদি-বংশমর্যাদা-সংরক্ষণ-পিপাসা, জড়বিজ্ঞানাভিপ্রাভুতি সর্বতোভাবে প্রদর্শিত হয়। শ্রীগৌরহর এই ঘর-পাগলা ‘বাওরা ঠাকুর’ দলের অজ্ঞবোধন না করিয়া দারী সন্ন্যাসীর আশীর্বাদ-বিচারে দোষ প্রদর্শন করিলেন। কামজীবিসম্প্রদায় নিজাম পরমহংস বৈষ্ণবদিগের চিত্ত-বৃত্তি বৃত্তিতে পারে না বলিয়া বৈষ্ণবকে উহাদেরই দ্বার মনে করে। দারী সন্ন্যাসিগণ ক্রমশঃ জাতি

গোষামিবাদেব আহ্বান কবিয়াছেন। শ্রীমজ্জীবপ্রভু জাতি গোষামিবাদের আদৌ আদব কবেন নাই, পরন্তু দারী গোষামীকে শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের প্রসাদকেই সর্বাঙ্গপক্ষে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ জানাইয়াছেন। প্রাকৃত আশীর্বাদ-ভিক্ষু জনগণ বিষ্ণুভক্তি বহিত কাম-দম্ব অকিঞ্চিকর ব্যাপ্যকেই বচনানন করে। তৎকালে নিজাম পারমহংস ভাগবত-ধর্ম বৃত্তিতে পাবেন না, স্মার্তাচ্ছগৃহীত অবৈষ্ণবতাকেই বৈষ্ণবতা জ্ঞান কবে। লৌকিক বিচার-মতে জাতি-গোষামী বা দারী সন্ন্যাসিগণ জগতের নিকট ‘গোসাঁই’-খেতাব পাইবার জন্ত ব্যস্ত হন। মহাপ্রভু ও সন্ন্যাসীকে সম্মান দিবার ছলনায় ‘গোসাঁই’ বলিয়া সন্মোহন করিলেন। কিন্তু প্রকৃত প্রত্যবে তাহার কখনও গোষামী হইতে পারেন না। শ্রীমদ্ ভাগবতে “অদাস্তগোভিবিশতাং তমিস্রং” এবং রূপগোষামীর “বাচো বেগং মনসঃ ক্রোধবেগং” প্রভৃতি শ্লোকে শ্রীচৈতন্য-দেবের মনোভাব পূর্বেই অভিযুক্ত হইয়াছে ॥ ৪২ ॥

ধন, বিজ্ঞা, মনোরমা ভাষণা এবং জড়বিজ্ঞা প্রভৃতি সকলই নশ্বর, বিষ্ণু—নিত্য, বৈষ্ণব—নিত্য এবং বৈষ্ণবের বিষ্ণু-ভক্তি—নিত্য, আর বিষ্ণুসেবার আশীর্বাদ—বিনাশ ও ব্যয়-রহিত। লোকে তোমাকে ‘গুরু’ ‘গোসাঁই’ প্রভৃতি বলিয়া থাকে; যদি তুমি তাহাই হও, তাহা হইলেও তোমার এই লৌকিক নশ্বর আশীর্বাদ-দান কখনই উপযুক্ত হইতে পারে না ॥ ৫০ ॥


দারী সন্ন্যাসী বলিল,—লোককে ভাল বলিতে গেলে তাহার প্রতিদান-স্বরূপ দোষাভ্যাস করে। আজ তাহার

সন্ন্যাসী বলয়ে,—“শুন ব্রাহ্মণকুমার ।
 কেনে তুমি আশীর্বাদ নিম্নিলে আমার ? ৫৪ ॥
 পৃথিবীতে জন্মিয়া যে না কৈল বিলাস ।
 উত্তম কামিনী যার না রহিল পাশ ॥ ৫৫ ॥
 যার ধন নাহি, তার জীবনে কি কাজ ।
 হেন ধন-বর দিতে, পাও তুমি লাজ ॥ ৫৬ ॥
 হইল বা বিফলভক্তি তোমার শরীরে ।
 ধন বিনা কি খাইবা, তাহা কহ মোরে ।” ৫৭ ॥
 হাসে প্রভু, সন্ন্যাসীর বচন শুনিয়া ।
 শ্রীহস্ত দিলেন নিজ কপালে তুলিয়া ॥ ৫৮ ॥
 গোবিন্দনামে ভক্তি ব্যতীত সকল বস্তুর
 অপ্রয়োজনীয়তা শিক্ষা প্রদান—
 ব্যপদেশে মহাপ্রভু সবারে শিক্ষায় ।
 ভক্তি বিনা কেহ যেন কিছুই না চায় ॥ ৫৯ ॥

সাক্ষাৎ প্রমাণ পাওয়া গেল, এই ব্রাহ্মণকুমার সত্যের
 বিপর্যয়-ব্যবসা অবলম্বন করিয়াছে । ভাল বলিতে গেলে
 ইহার মন্দ বিচার হয় ॥ ৫২ ॥

আমি সম্বন্ধে চিত্তে ব্রাহ্মণকুমারকে ‘দনাদি প্রাপ্তি হউক’
 এরূপ আশীর্বাদ করিলাম, কিন্তু তাহাতে সে উপকার বোধ না
 করিয়া আমাকে গর্ষণ করিল । ইহা সাক্ষাৎ কনিষ্ঠ কার্য ॥ ৫৫ ॥

এই সংসারে আগমন করিয়া যে ব্যক্তি স্নান না করিল,
 তাহার জীবন ধারণে কোন লাভ নাই । যে ব্যক্তি নবজীবন
 পাইয়া ধন সংগ্রহ করিল না, তাহাবই বা জীবনে প্রয়োজন
 কি ? আমি ‘কনক কামিনী লাভ ঘটুক’,—এই আশীর্বাদ
 করিলাম, তুমি তাহা গ্রহণ করিতে লজ্জা বোধ করিতেছ,
 ইহা বড়ই আশ্চর্যের কথা । জগতে অর্থব্যতীত এক পাও
 চলিবার উপায় নাই । বিফলভক্তিবিশিষ্ট হইলেই বা কি
 প্রকারে উন্নত ভবন হইবে, বুঝা যায় না ॥ ৫৬ ॥

দারী সন্ন্যাসীর এইরূপ মূঢ়জনোচিত  শ্রবণ
 করিয়া গোবিন্দনাম ‘হায় হায়’ বলিয়া কপালে করাঘাত
 করিলেন ॥ ৫৮ ॥

শ্রীমদ্ব্যাহপ্রভু স্বীয় লীলায় ভক্তিব প্রয়োজনীয়তা এবং
 ভক্তি ব্যতীত অপর সকল কার্যের অপ্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া
 দিয়া ‘তগতে কাহাবও কোন বাসনা করা কর্তব্য নহে,’—

“শুন শুন সন্ন্যাসী-গোসাঞি, যে খাইব ।
 নিজ কর্ণে যে আছে, সে আপনে মিলিব ॥ ৬০ ॥
 ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসার কাম্য করে ।
 বল তার ধন-বংশ তবে কেনে মরে ? ৬১ ॥
 জরের লাগিয়া কেহ কামনা না করে ।
 তবে কেন জর আসি’ পীড়য়ে শরীরে ॥ ৬২ ॥
 শুন শুন গোসাঞি ইহার ছেতু—কর্ম ।
 কোন্ মহাপুরুষে সে জানে এই মর্ম ॥ ৬৩ ॥
 বেদেও বুঝায় ‘স্বর্গ,’ বলে জনা জনা ।
 মুখ-প্রতি কেবল সে বেদের করুণা ॥ ৬৪ ॥
 বিষয়-সুখেতে বড় লোকের সন্তোষ ।
 চিত্ত বুঝি’ কহে বেদ, বেদের কি দোষ ॥ ৬৫ ॥
 ‘ধন পুত্র পাই গঙ্গান্নান ইরিনামে ।’
 শুনিয়া চলয়ে লোক বেদের কারণে ॥ ৬৬ ॥

এইরূপ শিক্ষা দিলেন । শিক্ষা-চলে ভোগময়ী বাসনা
 পরিহার্য করিবার শিক্ষা অন্তর্নিহিত বহিল ॥ ৬০ ॥

দারী সন্ন্যাসীর ‘ধন-প্রাপ্তি আশীর্বাদ ব্যতীত তুমি কি
 পাইয়া থাকিবে’—এই কথাব উত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,
 জীব নিজ কর্মফলে তাহার অপ্রার্থিত পাণ্ড লাভ করিবার
 সুযোগ পাইবে, ভোক্তা ভব্য আপনা হইতেই আসিবে ।
 যেকপ সন্তোজাত শিশু নিজ চেষ্টা ব্যতীত মাতৃস্তন
 পেয়-রূপে লাভ করে ॥ ৬০ ॥

যদি ধন, পুত্র প্রভৃতির উদ্দেশ্যে সাম্প্রদায়িক কামনা
 করিতে মানবদিগের স্বাভাবিক রুচি দেখা যায়, তাহা হইলে
 তাহার কামনা করিয়াও কেন ধন-পুত্র-বিবজ্জিত হয় ? ৬১ ॥

যদি আশীর্বাদ কামনা করিলেই ফল-লাভ ঘটিত, তাহা
 হইলে অপ্রার্থিত জব জীব-শরীরে কেন আসিয়া উপস্থিত
 হয় ? প্রার্থনা না করিয়াও যখন স্বতঃপ্রণোদিত হইয়া বস্ত্র
 প্রাপ্তি ঘটে এবং প্রার্থনা করিয়াও যখন পাওয়া যায় না,
 তখন বাসনার নিবর্তকতাই উপলব্ধ হয় ॥ ৬২ ॥

কর্মফল দ্বারা ইহা দি-প্রাপ্তি ঘটে, সংকর্ম-প্রভাবে স্বর্গ-
 সুখাদি কথাও শুনা যায় এবং লুক্ক ভোগী অনভিজ্ঞ
 মানবগণের প্রতি রূপ-প্রদর্শন-জ্ঞান বৈদিক অমুশাসনাদি
 তাহাদিগের তত্ত্ব প্রকৃতি অপসারিত করিবার উদ্দেশ্যে

যেতে-মতে গজাস্তান-হরিনাম কৈলে।
জব্যের প্রভাবে 'ভক্তি' হইবেক হেলে ॥ ৬৭ ॥
এই বেদ-অভিপ্রায় মুখ' নাহি বুঝে।
কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া বিষয়-সুখে মজে ॥ ৬৮ ॥
ভাল-মন্দ বিচারিয়া বুকহ গোসাঞি।
কৃষ্ণভক্তি-ব্যতিরিক্ত আর বর নাই ॥ ৬৯ ॥
সন্ন্যাসীর লক্ষ্যে শিক্ষাশুরু ভগবান্।
'ভক্তিযোগ' কহে বেদ করিয়া প্রমাণ ॥ ৭০ ॥
পরমিত্তক পাপমতিব চৈতন্যবাক্য-রূপকমে

অসামর্থ্য-হেতু ভক্তির অনাদব—

যে কহে চৈতন্যচন্দ্র, সেই সত্য হয়।
পরমিত্তে পাপী-জীব তাহা নাহি লয় ॥ ৭১ ॥
দারী সন্ন্যাসীর প্রভুবাচ্য-শ্রবণে প্রভুকে 'বিকৃত-মস্তিষ্ক'
জ্ঞান ও নিজেব অধ্যাত্মিকতাব প্রেক্ষিত স্থাপন—
হাসমে সন্ন্যাসী শুনি' প্রভুর কহে।
“এ বুঝি পাগল দ্বিজ—মত্তের কারণ ॥ ৭২ ॥

হেন বুঝি এই বা সন্ন্যাসী বুঝি দিয়া।
'লই' বায় ব্রাহ্মণকুমার ভুলাইয়া ॥ ৭৩ ॥
সন্ন্যাসী বলয়ে,—“হেন কাল সে হইল।
শিশুর অগ্রেতে আমি কিছু না জানিল ॥ ৭৪ ॥
আমি করিলাম যে পৃথিবী-পর্যটন।
অযোধ্যা, মথুরা, মায়া, বদরিকাশ্রম ॥ ৭৫ ॥
গুজরাট, কাশী, গয়া, বিজয়-নগরী।
সিংহল গেলাম আমি, যত আছে পুরী ॥ ৭৬ ॥
আমি না জানিল ভাল, মন্দ হয় কায়।
দুষ্কের ছাওয়াল আজি আমারে শিখায় ॥ ৭৭ ॥

নিত্যানন্দ প্রভুব দাবী সন্ন্যাসীকে প্রতিষ্ঠা—

প্রদর্শনাথ ক্ষমা ভিক্ষা—

হাসি বলে নিত্যানন্দ,—“শুনহ গোসাঞি।
শিশু-সঙ্গে তোমার বিচারে কার্য নাঞি ॥ ৭৮ ॥
আমি সে জানিয়ে ভাল তোমার মহিমা।
আমারে দেখিয়া তুমি সব কর ক্ষমা ॥ ৭৯ ॥

কথিত হয়। “পরোক্ষবাদী বেদোক্ত্যঃ”—(ভাঃ ১:১৩৪৭)
“লোকে ব্যাঘ্রমিষ” (ভাঃ ১:১৩৫:১১) প্রভৃতি শ্লোক
এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য। মারিক ব্যাপ্যাবের প্রভু হইবার
জন্তু ভগবদ্বিমুখগণের বড়ই আনন্দ হন। এজন্তু বেদশাস্ত্র
তাহাদিগের রচির অস্বকুলোঁ তাহাদিগকে নানাপ্রকারে
উৎসাহিত করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে বেদেব বক্তব্য
বিষয় তাদৃশ নহে ॥ ৬৪ ॥

সাধারণ লোক মনে কবে যে, গজাস্তান ও হরিনাম
করিয়া ঐহিক বন ও সসার-বৃদ্ধি লাভ হয়, এজন্তুই তাহারা
বেদকে তাহাদের ইন্দ্রিয়োপযোগী জ্ঞানে বহুমানন করে, কিন্তু
গজাস্তান ও হরিনাম প্রভৃতি করিলে স্বাভাবিক মলিনতা
বিদূরিত হইয়া সেবোন্মুখী বৃত্তির উদয় হয় ॥ ৬৬ ॥

যাহারা বেদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারে না, তাহারাষ্ট
ভগবৎসেবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার না করিয়া তদু ভগবৎ
প্রমত্ত হয় ॥ ৬৮ ॥

মহাপ্রভু দারী-সন্ন্যাসীকে ভালমন্দেব বিচারসকল বলিলেন
এবং তদ্বারা প্রমাণ করিলেন যে, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অজ্ঞ কোন
বর সেক্ষপ সম্পূর্ণ ফল প্রদান করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৬৯ ॥

পরমিত্তাবারী পাপি-সম্প্রদায় শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের বাস্তব-
সত্য-পূর্ণ বাক্য বুঝিতে না পারিয়া চিৎকলি পাপমতি থাকে
এবং কৃষ্ণভক্তির আদব কবে না ॥ ৭১ ॥

মহাপ্রভুব কৃষ্ণভক্তির সাক্ষাত্তমতা ও পরমপ্রয়োজনীয়তা
শুনিয়া দাবী সন্ন্যাসী উত্তাব আদব করিতে না পারিয়া
মহাপ্রভুকে বিকৃত-মস্তিষ্ক বালক মাত্র জ্ঞান করিলেন
এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে সন্ন্যাসীর বেঘে মহাপ্রভুর সহিত
উপস্থিত দেখিয়া দাবী সন্ন্যাসী মনে করিল যে, নিত্যানন্দ
প্রভুই ঐ ব্রাহ্মণ-কুমারের (মহাপ্রভুব) বৃদ্ধি-বিপণায় সাবন
করাইয়া প্রতারিত কবিয়াছেন ॥ ৭৩ ॥

আমি অভিজ্ঞ, বংশ, সসার-রঞ্জে প্রমত্ত, সমগ্র ভারতবর্ষ
পরিভ্রমণ করিয়া যাবতীয় তৌর্থেব বিচক্ষণ ব্যক্তিগণের
পরামর্শ পাইয়াছি, কিন্তু এই ব্রাহ্মণ-বালক আমার অভিজ্ঞতা
স্বীকার না করিগা—নিজের দুঃখপোষণ-শিষ্টত্ব বুঝিতে না
পারিয়া আমাকে শিখাইতে আসিয়াছে। আমি আমার
হিতাহিত বিবেক সম্পূর্ণরূপে অবগত আছি ॥ ৭৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু তদু ভোগপ্রমত্ত দারী-সন্ন্যাসীর নিকট
ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া তাহাকে সম্মান প্রদান করিলেন ও

আপনার শ্রাব্য শুনি' সন্ন্যাসী সন্তোষে'।

ভিক্ষা করিবারে কাট বলয়ে হরিবে ॥ ৮০ ॥

নিত্যানন্দেব সন্ন্যাসী-সমীপে ভোজ্য-প্রার্থনা ও সন্ন্যাসীর

অহুরোধে উভয়ের সন্ন্যাসী-গৃহে ফলাহার—

নিত্যানন্দ বলে,—“কার্য্য-গৌরবে চলিব।

কিছু দেহ' স্নান করি' পথেতে খাইব ॥” ৮১ ॥

সন্ন্যাসী বলয়ে,— “স্নান কর এইখানে।

কিছু খাই' স্নিগ্ধ হই' করহ গমনে ॥” ৮২ ॥

পাতকী ভারিতে দুই প্রভু অবতারে।

রহিলেন দুই প্রভু সন্ন্যাসীর ঘরে ॥ ৮৩ ॥

জাহ্নবীর মন্ডনে ঘুচিল পথশ্রম।

ফলাহার করিতে বসিলা দুইজন ॥ ৮৪ ॥

দুগ্ধ, আত্র, পনসাদি করি' কৃষ্ণসাৎ।

শেষে খায়ে দুই প্রভু সন্ন্যাসী-সাক্ষাৎ ॥ ৮৫ ॥

বামাচারী সন্ন্যাসীর নিত্যানন্দকে মত্তপানে অহুরোধ ও

সন্ন্যাসী-পত্নীর তন্নিবারণ—

বামপথি-সন্ন্যাসী মদিরা পান করে।

নিত্যানন্দ-প্রতি তাহা কহেঠারে ঠোরে ॥ ৮৬ ॥

মহাপ্রভুকে অনভিজ্ঞ শিশুত্বে স্থাপন কবায় দারী সন্ন্যাসী
শ্রীমন্নিত্যানন্দেব প্রতি করুণা প্রদর্শন করিলেন ॥ ৭৯ ॥

কার্য্য-গৌরবে—“আমাদের এতদপেক্ষা অধিক প্রয়ো-
জনীয় কার্য্য আছে”—প্রস্থানের এই কাবণ প্রদর্শন
করিলেন ॥ ৮১ ॥

দারী সন্ন্যাসী সন্ন্যাসেব বিপরীত পথ বা বামপথ
গ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি আসব-পানে অত্যাসক্ত
হওয়ায় নিত্যানন্দ-প্রভুকেও মত্ত পান করাইবার ইচ্ছিত
করিলেন। দারী সন্ন্যাসী মত্তপান করাইবার জন্য পুনঃ পুনঃ
চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩ ॥

বামপথি—বামাচারী। মত্ত-মাংস-মৎস্য-মদ্য-মৈথুনাদি
পঞ্চতত্ত্ব ও রজস্বলা স্ত্রীর রজঃ দ্বারা কুলদ্রবী পূজা, মতাদি
দান ও সেবন—বামাচারীর প্রধান কর্তব্য। তৎপরে
বামাস্বরূপা হইয়া পরমাশক্তির পূজা কর্তব্য (—আচার-
ভেদতত্ত্ব)। লালাটে সিন্দূর-চিহ্ন ও হস্তে মদিরাসব ধারণ
করিয়া গুরু ও দেবতার ধ্যান-সহকারে তাহা পান করিবে।

“শুনহ শ্রীপাদ, কিছু আনন্দ আনিব ৷

তোমা-হেন অতিথি বা কোথায় পাইব ৷ ৮৭ ॥

দেশান্তর ফিরি' নিত্যানন্দ সব জানে।

‘মত্তপ সন্ন্যাসী’ হেন জানিলেন মনে ॥ ৮৮ ॥

‘আনন্দ আনিব’—শ্রাসী বলে বার-বার।

নিত্যানন্দ বলে,—“তবে লড় সে আমার ॥” ৮৯ ॥

দেখিয়া দোঁহার রূপ মদন-সমান।

সন্ন্যাসীর পত্নী চাহে জুড়িয়া ধৈর্য্যন ॥ ৯০ ॥

সন্ন্যাসীরে নিষেধ করয়ে তার নারী।

“ভোজনেতে কেনে তুমি বিরোধ আচরি ৷” ৯১ ॥

বামাচারী সন্ন্যাসীর নিত্যানন্দকে মত্তপান করাইবার

প্রসঙ্গ-শ্রবণে মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের গল্পায়

বাস্পপ্রদান এবং আচার্য্য-গৃহে গমন—

প্রভু বলে,—“কি আনন্দ বলয়ে সন্ন্যাসী ৷”

নিত্যানন্দ বলয়ে,—“মদিরা হেন বাসী ॥” ৯২ ॥

‘বিস্মৃ বিস্মৃ’ স্মরণ করয়ে বিশ্বস্তর।

আচমন করি' প্রভু চলিলা সঙ্কর ॥ ৯৩ ॥

স্বরাপাত্রহস্তে মস্ত পাঠ সহকারে পাঁচবার মত্তপাত্রের বন্দনা-
করিয়া পাঁচপাত্র মত্ত পান করিবে। তৎপরে যে পর্য্যন্ত
ইন্দ্রিয়-সকল চঞ্চল না হয়, সে পর্য্যন্ত পান করিতে থাকিবে।
অনন্তর শান্তিতোত্রাদি পাঠ করা কর্তব্য।—প্রাণতোষিণীতন্ত্র
ও কুলার্গবে বিশেষ বিধান দ্রষ্টব্য ॥ ৮৬ ॥

দারী সন্ন্যাসীর পুনঃ পুনঃ মত্ত পান করাইবার পিপাসা
দেখিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু নিজেদের প্রস্থানের কথা
জানাইলেন ॥ ৮৯ ॥

দার-রহিত জনগণই সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু-শব্দবাচ্য। সন্ন্যাসি-
গণের সূচিত প্রতিযোগিতা-মুখে দৌরাভ্য করিতে গিয়া
সন্ন্যাস-বিরোধিসম্প্রদায় নারী-সংগ্রহ, পরনারী-গ্রহণ প্রভৃতি
পাপ-কার্য্যকে ধর্ম্মশাসনানুযায়িত বলিয়া প্রচলিত করিবার
ইচ্ছা করে। এক্ষেত্রে সন্ন্যাসীর জীলোকটী সন্ন্যাসীকে
বিরোধ করিতে নিষেধ করিল ॥ ৯১ ॥

মহাপ্রভু যখন বৃত্তিতে পারিলেন যে, পাপ-পরায়ণ
‘সন্ন্যাসি’-নামধারী কপট ব্যক্তি মত্ত পান করাইবার প্রসঙ্গ

ছুইপ্রভু চকল, গজায় কাঁপ দিয়া।

চলিলা আচার্য্য-গৃহে গজায় ভাসিয়া ॥ ৯৪ ॥

দ্বৈগ ও মত্তপ নীতিপবাগের বিচাব নিকটে হইলেও

বৈষ্ণববিদেষী বেদান্তী আপেক্ষা ভগবানব
অনিক কৃপাপাত্র—

দ্বৈগ-মত্তপেরে প্রভু অনুগ্রহ করে।

নিম্মক বেদান্তী যদি, তথাপি সংহারে ॥ ৯৫ ॥

সঙ্গের তাবতম্য-প্রদর্শনকল্পে দারীসন্ন্যাসীকে গোবিন্দবাব

কৃপাপূর্বক মায়াবাদীর সঙ্গ বর্জন শিক্ষাপ্রদান—

স্ন্যাসী হৈয়া মত্ত পিয়ে, স্ত্রীসঙ্গ আচরে।

তথাপি ঠাকুর গেলা তাহার মন্দিরে ॥ ৯৬ ॥

বাক্যাবাক্য কৈলা প্রভু, লিখাইল দর্শন।

বিশ্রাম করিয়া কৈলা ভোজনের কর্ম ॥ ৯৭ ॥

না হয় এ ভয়ে ভাল, হৈব আর জয়ে।

সবে নিম্মকেরে নাহি বাসে ভাল-মর্মে ॥ ৯৮ ॥

দেখা নাহি পায় যত অভক্ত সন্ন্যাসী।

তার সাক্ষী যতেক সন্ন্যাসী কাশীবাসী ॥ ৯৯ ॥

উত্থাপিত কবিহেছে এবং সেইরূপ পাপবৃত্তি সমর্থন
কবিত্তেছে, তখন ভগবানব স্বয়ংপূর্বক আহাব পরিত্যাগ
ও “অনুতাপিমাননসি স্বাহা” বলিয়া গুণ্য কবিয়াই উভয়েই
গঙ্গাব কাঁপ দিলেন ॥ ৯৩ ॥

সাধারণ নীতিপবাগ জড়ভোগ-প্রমত্ত জনগণ কেবল-
দ্বৈতবৈদান্তিককে স্ত্রীসঙ্গী এবং মাতালদিগের অপেক্ষা উচ্চ
আসন প্রদান কবেন, কিন্তু জীবগণের প্রতি পবন
কাকণিক সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র ভগবান্ সাধারণের আপাত-দর্শন-
জনিত বিচার অছুমোদন না করিয়া বৈষ্ণববিদেষী
বৈদান্তিকের বিচাব সম্পূর্ণ ভক্তিবিকল্প জানিয়া গণন
করেন; আর চূর্ণল, স্ত্রীসঙ্গী ও মত্তপকে তাবতম্য বিচাবে
অগ্রগ্রহ প্রদর্শন কবেন ॥ ৯৫ ॥

সংসারে পরদাবহারী মত্তপানরত জনগণ ‘পুণ্যবিগ্রহ’
বলিয়া স্বীকৃত হন না। পাপীর গৃহে গমন কবিয়া কেহই
তাহাদের সঙ্গের অবকাশ দেন না। শ্রীগৌর-নিতানন্দ
সঙ্গের তারতম্য-প্রদর্শনকল্পে মায়াবাদীর সঙ্গ মত্তপাদীর সঙ্গ
অপেক্ষাও হেয় ও বর্জনীয়, ইহা বুঝাইবার অন্ত দারী

কাশীবাসী সন্ন্যাসিগণের প্রভু-আগমন-সংবাদ-জ্ঞাপণে

গৌবদর্শন-প্রাপ্তি-আশা, এবং ভক্তি উপেক্ষা-
হেতু নৈবাচ্ছ—

শেষ-খণ্ডে যখনে চলিলা প্রভু কাশী।

শুনিলেক কাশীবাসী যতেক সন্ন্যাসী ॥ ১০০ ॥

শুনিয়া আনন্দ হৈল সন্ন্যাসীর গণ।

‘দেখিব চৈতন্য’, বড় শুনি মহাজন ॥ ১০১ ॥

সবেই বেদান্তী-জ্ঞানী, সবেই তপস্বী।

আজ্ঞা কাশীতে বাস, সবেই যশস্বী ॥ ১০২ ॥

এক দোষে সকল গুণের গেল শক্তি।

পড়ায় বেদান্ত না বাখানে বিষ্ণুভক্তি ॥ ১০৩ ॥

অন্তর্হামী গৌরসিংহ ইহা সব জানে।

গিয়াও কাশীতে না দিলা দরশনে ॥ ১০৪ ॥

রামচন্দ্রপুরীর মঠেতে লুকাইয়া।

রহিলেন ছুই মাস বারানসী গিয়া ॥ ১০৫ ॥

বিশ্বরূপ-কোঁরের দিবস ছুই আছে।

লুকাইয়া চলিলা, দেখয়ে কেহ পাছে ॥ ১০৬ ॥

সন্ন্যাসীকেও কৃপা কবিলেন, কিন্তু কাশীবাসী মায়াবাদী
বৈদান্তিকগণের সঙ্গ অনিকতব পবিবর্জনীয় জানাইলেন।
দ্বৈগ-মত্তপ—কেবলমাত্র পাপী, পরন্তু মায়াবাদী ভগবান্ ও
ভক্তবিদেষী, স্তবতাং নিত্যকাল অপরাধী। পাপের
ক্ষয়োন্মুখতা আছে। অপবাদ-বশে আত্মসংহাব প্রভৃতি
সার্বকালিক পাপ ঔপাধিক বিচারকে পরিত্যাগ করে না।
অপরাধ-বশে জীবের নিত্য সৌভাগ্য ও চরম কল্যাণ
নিত্যকালের জ্ঞান নষ্ট হয়। পুণ্যাদির সমাগমে পাপ বিনষ্ট
হয়। কিন্তু অপরাধে পাপাপেক্ষা সর্বতোভাবে অধিকতর
অমঙ্গল লাভ ঘটে ॥ ৯৬ ॥

মায়াবাদ-নিরাসকারী বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ জনগণই শুদ্ধ
বৈদান্তিক। বিদ্ধবৈদান্তিকগণ মায়াবাদী, স্তবতাং ভগবানের
মায়াকে বাস্তব সত্যের সহিত সদপর্ধ্যায়ে গণনা করায়
তাদৃশ দোষদুষ্ট জনগণ নিত্য ভগবান্ ও ভক্তগণের
চরণে অপরাধী হইয়া পড়েন। নিখিল সদগুণসমূহ
মায়াবাদীকে পরিত্যাগ করিয়া তাহার আত্মদর্শন বিষ্ণুভক্তি
লোপ করায় ॥ ১০৩ ॥

ପାছে ଶୁନିଲେନ ସବ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀର ଗମ ।
 ଚଲିଲେନ ଚୈତନ୍ୟ ନାହିଁ ଦରଶନ ॥ ୧୦୭ ॥
 ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରବଣେ ମାୟାବାସିନ୍ୟେର ଜ୍ଞାନା—
 ସର୍ବ-ବୁଦ୍ଧି ହରିଲେକ ଏକ ନିନ୍ଦା-ପାପ ।
 ପାଛେଓ କାହାର ଚିନ୍ତେ ନା ଉଠିଲ ଥାପ ॥ ୧୦୮ ॥
 ଆରେ ବଲେ,—“ଆମରା ସକଳ ପୂର୍ବାଶ୍ରମୀ ।
 ଆମା ସବା ସନ୍ଧ୍ୟାସିୟା ବିନା ଗେଲା କେନୀ ? ୧୦୯ ॥
 ତୁହି ଦିନ ଲାଗି” କେନେ ଅନ୍ଧର୍ପ ଛାଡ଼ିୟା ।
 କେନେ ଗେଲା “ବିଧିରୂପ ‘କ୍ଳୋର’ ଲଞ୍ଜିୟା ॥” ୧୧୦ ॥
 ଋଷଭକ୍ତିହୀନ ନିନ୍ଦକ ବାଣିପତି ମହାଦେବେର ଦଣ୍ଡ—
 ଉଚ୍ଛିନ୍ନ ହଇଲେ ଏମତ ବୁଦ୍ଧି ହୟ ।
 ନିନ୍ଦକେର ପୂଜା ଶିବ କହୁ ନାହିଁ ଲୟ ॥ ୧୧୧ ॥
 କାଶୀରେ ସେ ପର ନିନ୍ଦେ, ସେ ଶିବେର ଦଣ୍ଡ ।
 ଶିବ-ଅପରାଧେ ବିଷ୍ଣୁ ନହେ ତାର ବନ୍ଦ୍ୟ ॥ ୧୧୨ ॥

ଗୌରହସ୍ୟବେଦ ବୈଷ୍ଣବନିନ୍ଦକ ବ୍ୟାଧିତ ସକଳକେ ଋଣା—
 ସବାର କରିବ ଗୌରହସ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ।
 ବ୍ୟାଧିରକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବ-ନିନ୍ଦକ ଦୁରାଚାର ॥ ୧୧୩ ॥
 ମନ୍ତ୍ରପେର ଘରେ କୈଳା ଆନ (ସେ) ଭୋଜନ ।
 ନିନ୍ଦକ ବେଦାନ୍ତୀ ନା ପାହିଲ ଦରଶନ ॥ ୧୧୪ ॥
 ଚୈତନ୍ୟଦେବ ଆଶଙ୍କାହୀନ ବ୍ୟକ୍ତି—ସମଦଣ୍ଡ—
 ଚୈତନ୍ୟେର ଦଣ୍ଡେ ଧାର ଚିନ୍ତେ ନାହିଁ ଭୟ ।
 ଜୟେ ଜୟେ ସେହି ଜୀବ ସମଦଣ୍ଡ ହୟ ॥ ୧୧୫ ॥
 ଶଙ୍ଖ-ଭବାଦି-ସ୍ମୃତ ଗୌରହସ୍ୟବେଦ ବାଣିପତି
 ବୈଦାନ୍ତିକେର ସମ୍ମାନାଦିର ନୈଫଳ୍ୟ—
 ଭଜ, ଭବ, ଅନନ୍ତ, କମଳା ସର୍ବସାଧା ।
 ସବାର-ଶ୍ରୀମୁଖେ ନିରନ୍ତର ଧାର କଥା ॥ ୧୧୬ ॥
 ହେନ ଗୌରଚନ୍ଦ୍ର-ସନ୍ଦେହ ଧାର ନହେ ରତି ।
 ବାର୍ଥ ତା’ର ସନ୍ଧ୍ୟାସ, ବେଦାନ୍ତ-ପାଠେ ଯତି ॥ ୧୧୭ ॥

ଶ୍ରୀଗୌରହସ୍ୟବେଦ ବାଣିପତି ଚକ୍ରାନ୍ତେର ଗୃହେ ଅବସ୍ଥାନ କରାଯାଇଥିଲା । ଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ରାନ୍ତେର ଜାତିରେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ । ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟାଗବତେର ଲେଖକ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀପ୍ରଭୁର ବାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀର ମଠେ ଲୁକାୟିତା ଧାରିବାବ କଥା ଅପଗତ ଆସିଲେ । ବାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀ—ବାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀର ଭୈରବ ବର୍ମା ଶିଳ୍ପୀ, ଠାହାର ମାୟାବାସିନ୍ୟେର ପତି ପ୍ରାଚୀର ଆଗର ଥିଲା । ପ୍ରକାଶଭାବେ ବାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀର ମଠେ ଅବସ୍ଥାନେର ବାମ ପ୍ରାଚୀର କବିତା ତିନି ଋଷଭକ୍ତିଗୁଣେର ସଙ୍ଗେ ଗୁପ୍ତ ବାସ କରିଥିଲେ । ବାମଚନ୍ଦ୍ରପୁରୀର ସାମ୍ବାଦିକ ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଯତି-ଜୀବନେ ସେହି ମଠେ ଅବସ୍ଥାନେ ବାସକ୍ରିୟାରେ ଦୋଷାବୋଧେର ଅବକାଶ ଥିଲା ନା ॥ ୧୦୭ ॥
 ବିଷ୍ଣୁରୂପ କ୍ଳୋର—ଏକଦଣ୍ଡୀ ଯତିଗୁଣେର ଚୈତନ୍ୟ ଅନ୍ତର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥିରେ କ୍ଳୋରକାୟ ବିସ୍ଥିତ ହେଲା । ଚାତୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତେର ମହାଭାଗେ ଅର୍ଥାତ୍ ଚୈତନ୍ୟ ଅନ୍ତେ ସେ କ୍ଳୋର ହେଲା, ଓହ୍ଲା ‘ବିଷ୍ଣୁରୂପ କ୍ଳୋର’ ନାମେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ । ଚାତୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ-ବିସ୍ଥିତ କ୍ଳୋରବାସି-ଭାଗ ନିଶ୍ଚୟ । ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୈତନ୍ୟ ଅନ୍ତର କ୍ଳୋରବାସିରୁ ଉତ୍ପତ୍ତି କରାଯିବ ଗିରା ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଓ ଭାସ୍ବର ମାୟାବାସିରୁ ଏକଦଣ୍ଡୀ ଯତିଗୁଣେର ବିଶେଷ କ୍ଳୋର-ବିଧି ଆସିଛି । ତାହାରେ ଠାହାଦେବ ଚାତୁର୍ଦ୍ଧାନ୍ତ-ବ୍ରତ ଉକ୍ତ ହେଲା । ବିଷ୍ଣୁରୂପ-କ୍ଳୋରବାସି ଶ୍ରୀବତ୍ସପୂଜା ଓ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବିଷ୍ଣୁରୂପ-ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ପ୍ରଭୃତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଦି ଋତା ଆସିଛି । ଭାସ୍ବ ଶୁକ୍ଳା ଶ୍ରୀଯୋଦ୍ଧୀ-ଦିବସେ ମହାପ୍ରଭୁ ଗୋପନେ

ନୋକଦଣ୍ଡିବ ଅନ୍ତରାଳେ ତଥା ଚୈତନ୍ୟ ଚଳିଲା ଗୋପନେ । ସନ୍ଧ୍ୟାସି-ଗୁଣ ଜାଣିଥିଲେ ସେ, ବିଷ୍ଣୁରୂପ-କ୍ଳୋରବେର ଦିବସ ଠାହାର ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟାଗବତେର ଦର୍ଶନ ପାଠିଥିଲେ । ସନ୍ଧ୍ୟାସିଗୁଣେର ପାଠବା— ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟାଗବତେର ଠାହାଦେବ ଠାହାର ମାୟାବାସି ସନ୍ଧ୍ୟାସୀ, ଶ୍ରୀବତ୍ସ ବିଷ୍ଣୁରୂପ କ୍ଳୋରଦିବସେ ତିନି ଗୁପ୍ତ ଗୋପନେ ଚଳିଲା ଗୋପନେ ଜାଣିଲା ଠାହାର ନୈବାନ୍ତ-ସାଗରେ ପଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତେ ॥ ୧୦୮ ॥

ବାସାଦିଗୁଣେର ଆଶ୍ରାବ ନିତ୍ୟାବୃତ୍ତି ଉଦ୍ଭିତ ହେଲା ନାହିଁ, ତାହାର ବିଷ୍ଣୁରୂପ-କ୍ଳୋର ପ୍ରଭୃତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଦି କ୍ରିୟାୟ ଆସନ୍ତେ ଠାହାର ଶ୍ରୀଚୈତନ୍ୟାଗବତେର ପ୍ରାଚୀର ଉଦ୍ଭିତ ମୌନ୍ଦ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ପାରେ ନା । କାଶୀପତି ସଦାଶିବ ବୈଷ୍ଣବେର ନିନ୍ଦାକାରୀର ପୂଜା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତେ ନା ॥ ୧୧୧ ॥

ପ୍ରଭୁନିନ୍ଦାକାରୀ କାଶୀବାସିକେ କାଶୀର ମାଲିକ ମହାଦେବ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରନ୍ତେ । ଏହିରୂପ ଦଣ୍ଡର ଶ୍ରୀ ବୈଷ୍ଣବାପରାଧ-କ୍ରମେ ଅପରାଧୀ ହେଉଥିବା ବୈଷ୍ଣବାଗ୍ରଣୀ ମହାଦେବ ତାହାଦେର ଅପରାଧେର ଦଣ୍ଡବିଧାନ-କଲେ ବିଷ୍ଣୁଭକ୍ତି-ରହିତ କରାହୁଅନ୍ତେ ॥ ୧୧୨ ॥

ଉପାଦେବ ସକଳେର ଉଦ୍ଧାର-କାମନା ଶ୍ରୀଗୌରହସ୍ୟବେଦ ଶକ୍ତି-ପ୍ରାଚୀର-କାର୍ଯ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ବାଚାର ମାୟାବାସି ବୈଷ୍ଣବନିନ୍ଦକେର ଉଦ୍ଧାରେ ମହାପ୍ରଭୁର-କରୁଣା ଥିଲା ନା । ତିନି ବର୍ଷ ଶ୍ରୀବତ୍ସ-ସନ୍ତପ୍ତେର ଆତିଥ୍ୟ-ଗ୍ରହଣେର ଲୀଳାଭିନୟ କରିଥିଲେ ; ତଥାପି ବୈଷ୍ଣବ-

মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দের সন্তরণযোগে অদ্বৈত-ভবনে যাহা—

হেন মতে দুই প্রভু আপন-আনন্দে ।

সুখে ভাসি' চলিলেন জাহ্নবী-তীরে ॥ ১১৮ ॥

মহাপ্রভুব তৎকালপূর্ণক অদ্বৈত-তত্ত্ব কথন ৫

তাহাকে শাস্তি-প্রদানে সক্ষম—

মহাপ্রভু বিশ্বস্তর করয়ে হৃদ্যর ।

‘মুণ্ডি সেই, মুণ্ডি সেই’ বলে বার বার ॥ ১১৯ ॥

‘মোহারে আনিল নাড়া শয়ন ভজিয়া ।

এখানে রাখানে ‘জ্ঞান’ ভক্তি মুকাইয়া ॥ ১২০ ॥

তার শাস্তি করে। আজি দেখ পরভেকে ।

কেমতে দেখুক আজি জ্ঞান যোগ রাশে ॥ ১২১ ॥

তজ্জৈ গজ্জৈ মহাপ্রভু, গঙ্গাপ্রাণে ভাসে ।

মৌন হই’ নিত্যানন্দ মনে মনে হাসে ॥ ১২২ ॥

‘গমসু ৫ মুকুন্দের সহিত গঙ্গায় ভাসমান

গৌবিনিত্যানন্দের উপমা—

দুই প্রভু ভাসি’ যায় গঙ্গার উপরে ।

অনন্ত মুকুন্দ যেন ক্ষীরোদসাগরে ॥ ১২৩ ॥

অদ্বৈত-প্রভুব গৌবিন্দবাব নিকট হইতে শাস্তি

লাভাশায় মায়াবাদব ‘আদব’—

ভক্তিব্যোগ-প্রভাবে অদ্বৈত মহাবল ।

বুঝিলেন চিত্তে মোর হইবেক ফল ॥ ১২৪ ॥

বিদেষী মায়াবাদী বৈদান্তিককে স্বীয় স্বরূপ-দর্শনের সৌভাগ্য
দিলেন না ॥ ১১৩ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব মায়াবাদী বৈদান্তিকগণের সহিত অসন্ত-
যোগ নীতি অবলম্বন কবিয়া তাহাদের দণ্ড বিধান করিয়া-
ছিলেন । একপ তীব্রদণ্ডে যাহার আতঙ্ক নাই, তাহাদিগকে
প্রতিজ্ঞায়ে যম প্রচুব পরিমাণে শাসন কবিয়া থাকেন ।
সকল দেবই ভগবানের সেবক, তাহারা সর্বদা ভগবানের
কথাই গান করিয়া থাকেন । দেব-দ্বিজ-সেবাবিমুখ
জনগণ কখনই শ্রীগৌরস্বন্দেবের পাদপদ্মে আসক্ত হইতে
পারেন না । শ্রীচৈতন্য-পাদপদ্মে অত্যাশক্তি না থাকিলে
নিবর্ধক কেবলাদ্বৈত-বিচারপাথ্য হওয়া সর্বতোভাবে
অপ্রয়োজনীয় । শ্রীমহাপ্রভুর সেবারচিত জনগণের মায়াবাদ-
বোদ্ধাপাঠ, বিষ্ণুভক্তি-রহিত হওয়া ৫ বহির্জগতের

‘আইসে ঠাকুর জোখে’ অদ্বৈত জামিয়া ।

জ্ঞানযোগ রাখানে’ অধিক মত্ত হইয়া ॥ ১২৫ ॥

চৈতন্য-ভক্তের কে বুঝিতে পারে লীলা ।

গঙ্গাপথে দুইপ্রভু আসিয়া মিলিয়া ॥ ১২৬ ॥

মহাপ্রভুব আগমনে অদ্বৈতব মায়াবাদ-বাখায় মত্ততা—

ক্রোধমুখ বিশ্বস্তর নিত্যানন্দ-সঙ্গে ।

দেখয়ে’ অদ্বৈত দোলে জ্ঞানানন্দ-রঙ্গে ॥ ১২৭ ॥

অচ্যুত, হবিশাস ৫ অদ্বৈত-গৃহিণী প্রভু-প্রণাম—

প্রভু দেখি হরিদাস দণ্ডবৎ হয় ।

অচ্যুত প্রণাম করে অদ্বৈত-তনয় ॥ ১২৮ ॥

অদ্বৈত-গৃহিণী মনে মনে নমস্করে ।

দেখিয়া প্রভুর মুক্তি চিন্তিত অন্তরে ॥ ১২৯ ॥

বিশ্বস্তরব তাৎকালিক মতি-দর্শনে সকলের ভীতি—

বিশ্বস্তর-ভেজঃ যেন কোটি-সূর্য্যময় ।

দেখিয়া সবার চিত্তে উপজিল ভয় ॥ ১৩০ ॥

অদ্বৈত-প্রভুব গৌব-প্রাণে জ্ঞানেন শ্রেষ্ঠতা কথন

৫ মহাপ্রভুব অদ্বৈতকে প্রহা—

ক্রোধমুখে বলে প্রভু—“আরে আরে নাড়া ।

বল দেখি জ্ঞান-ভক্তি দুইতে কে বাড়া ?” ১৩১ ॥

অদ্বৈত বলয়ে,—“সর্বকাল বড় ‘জ্ঞান’ ।

যার নাহি জ্ঞান, তা’র ভক্তিতে কি কাম ?” ১৩২ ॥

ভোগপ্রবৃত্তি হইতে বিবত হওয়া—সকলই অকর্ম্মণ্য ৫
বুধা ॥ ১১৫ ॥

শ্রীগৌরস্বন্দেব সহিত মুকুন্দের উপমা, নিত্যানন্দের
সহিত অনন্তেব সাদৃশ্য—ক্ষীরাবিত্তে বিষ্ণু শয়ন, এখানে
গঙ্গোদকে গৌবিনিত্যানন্দের ভাসমান অবস্থা ॥ ১২৩ ॥

শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু শ্রীগৌবিন্দবের নিকট হইতে শাসন-
মুখে প্রচুব রূপালাভের আশায় ভক্তিবিরোধী মায়াবাদের
‘আদরে দৌড়লাম হইলেন’, স্তবরাং মহাপ্রভু নিত্যানন্দের
সহিত তথায় আগমন কবিয়া ভক্তিবিরোধী প্রতি ক্রোধ
প্রদর্শন কবিলেন ॥ ১২৭ ॥

সেইকালে হরিদাস ঠাকুর শাস্তিপুর্বে অদ্বৈত-গৃহে অবস্থান
করিতেছিলেন । অদ্বৈত-তনয় অচ্যুতানন্দ ৫ ঠাকুর হরিদাস
উভয়ে মহাপ্রভুর আগমনে দণ্ডবৎ প্রণত হইলেন ॥ ১২৮ ॥

‘জ্ঞান—বড়’ অধৈতের শুনিয়া বচন ।

ক্ষেপে বাছ পাসরিল শতীর নন্দন ॥ ১৩৩ ॥

পিড়া হইতে অধৈতেরে ধরিয়া আনিয়া ।

অহস্তুে কিলায় প্রভু উঠানে পাড়িয়া ॥ ১৩৪ ॥

অধৈত-গৃহিণী মতা প্রভুকে নিবারণ-চেষ্টা, নিত্যানন্দের
হাস্ত এবং হরিদাসের ভীতি—

অধৈতগৃহিণী পতিব্রতা জগন্নাথ ।

সর্বতত্ত্ব জানিয়াও করয়ে ব্যগ্রতা ॥ ১৩৫ ॥

“বুড়া বিপ্র, বুড়া বিপ্র, রাখ রাখ প্রাণ ।

কাহার শিক্ষায় এত কর অপমান ? ১৩৬ ॥

এত বুড়া বামনেরে, আর কি করিয়া ?

কোন কিছু হৈলে এড়াইতে না পারিবা ॥” ১৩৭ ॥

পতিব্রতা-বাক্য শুনি’ নিত্যানন্দ হাসে ।

ভয়ে ‘কৃষ্ণ’ সঙরয়ে প্রভু হরিদাসে ॥ ১৩৮ ॥

মহাপ্রভু মকোণে নিজতব কখন—

ক্ষেপে প্রভু পতিব্রতা-বাক্য নাহি শুনে ।

তজ্জৈ গজ্জৈ অধৈতেরে সদন্ত-বচনে ॥ ১৩৯ ॥

বহির্পিচাবে অধৈত-পত্নীম মহাপ্রভুকে বাহিরে
নমস্কার অভিধান না জানাইয়া মনে মনে অহংকার পবিত্রাণ
পূর্বক আত্মগতা দীকার কবিলেন ॥ ১২২ ॥

মহাপ্রভু প্রসঙ্গে জ্ঞান ও ভক্তির তাবতমা-নির্দেশে
অধৈতপ্রভু ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের প্রাণাত্ম আছে,
জানাইলেন এবং জ্ঞানবান্ ব্যক্তির ভক্তিপথে থাকিবার
কোন প্রয়োজন নাই, ইহাও বলিলেন ॥ ১৩২ ॥

ভক্তি অপেক্ষা জ্ঞানের মহিমা অধিক বলায় মহাপ্রভু
লোকশিক্ষার জন্ত অধৈতকে পিড়া হইতে প্রাঙ্গণে আনিয়া
ভূমিশায়ী করিয়া প্রভু পরিমাণে প্রহার কবিত্তে আবস্ত
কবিলেন ॥ ১৩৪ ॥



অধৈতপত্নী বলিলেন, অধৈত অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছেন ।
শাস্ত্রে ব্রাহ্মণবধের নিষেধ আছে । অত্যন্ত প্রহার ফলে
যদি ব্রহ্মবধ হইয়া যায়, তাহা হইলে তজ্জন্ত দাতকের
অপরাধ হইতে মুক্ত হওয়া সহজসাধ্য হইবে না ॥ ১৩৭ ॥

শুভিয়া আছিগু’ ক্ষীর-সাগরের মাঝে ।

আরে নাড়া নিজা-ভজ মোর তোরে কাজে ॥ ১৪০ ॥

ভক্তি প্রকাশিলি তুই আমারে আনিয়া ।

এবে বাখানিস জ্ঞান ভক্তি লুকাইয়া ॥ ১৪১ ॥

যদি লুকাইবি ভক্তি, তোর চিত্তে আছে ।

তবে মোর প্রকাশ করিলি কোন্ কাজে ? ১৪২ ॥

তোমার সঙ্কল্প মুঞি না করি অন্তথা ।

তুমি মোরে বিভ্রমনা করহ সর্বথা ? ১৪৩ ॥

অধৈত এড়িয়া প্রভু বসিলা দুয়ারে ।

প্রকাশে আপন তত্ত্ব করিয়া লুকাইয়া ॥ ১৪৪ ॥

“আরে আরে কংস যে মারিল, সেই মুঞি ।

“আরে নাড়া সকল জানিসু দেখ তুই ॥ ১৪৫ ॥

অজ, ভব, শেষ, রমা করে মোর সেবা ।

মোর চক্রে মরিল শৃগাল-বান্ধদেবা ॥ ১৪৬ ॥

মোর চক্রে বারানদী দহিল সকল ।

মোর বাণে মরিল রাবণ মহাবল ॥ ১৪৭ ॥

মোর চক্রে কাটিল বাণের বাজগণ ।

মোর চক্রে নরকের হইল মরণ ॥ ১৪৮ ॥

শ্রীমদ্রূপা প্রভুকে দ্বাবাণে অবতরণ কবাইয়া শ্রী অধৈত-
প্রভু ভক্তির মহিমা প্রকাশিত কবিয়াছেন । কিন্তু এখানে
ভগবানের সেবাশ্রুতিকে আবরণ বহির্গত জ্ঞানের ব্যাপ্যায়
লোককে প্ররোচনা কবায় তাঁহাব পূর্ব উদ্দেশ্য নষ্ট হইতেছে,
—একথা মহাপ্রভু জানাইলেন ॥ ১৪১ ॥

অধৈত প্রভুকে প্রহার কবিত্তে বিবত হইয়া তিনি
তাঁহার দ্বাবদেশে উপবেশনপূর্বক উচ্চৈঃস্ববে নিজ বিচিত্র
লীলাব কথা প্রকাশ কবিত্তে লাগিলেন ॥ ১৪৪ ॥

যিনি বংস বধ কবিয়াছেন, তিনিই ভগবান্ গোবিন্দ-
—একথা শ্রী অধৈতাচার্য্য ভান কবিয়া জানেন ॥ ১৪৫ ॥

ব্রহ্মা, শিব, অনন্তদেব, লক্ষী প্রভৃতি সকলে ভগবানেরই
সেবা করিয়া থাকেন । ভগবান্ স্বদর্শন-চক্র-দ্বা বা শৃগাল
বান্ধদেবের সংহার কবিয়াছিলেন ॥ ১৪৬ ॥

তথ্য । শৃগাল বান্ধদেব—ভাঃ ১০।৬৬ অঃ এবং ব্রহ্ম-
বৈবর্ত পুৰাণ শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড ১২। অঃ আলোচ্য ॥ ১৪৬ ॥

তথ্য । ভাঃ ১০।৬৩ অঃ ও ১০।৬২ অঃ আলোচ্য ॥ ১৪৮ ॥

মুঞি সে ধরিলুঁ গিরি দিয়া বাম হাড ।
মুঞি সে আনিলুঁ স্বর্গ হৈতে পারিজাত ॥ ১৪৯ ॥
মুঞি সে ছলিলুঁ বলি, করিলুঁ প্রসাদ ।
মুঞি সে হিরণ্য মারি' রাখিলুঁ প্রহ্লাদ ॥ ১৫০ ॥
এই মত প্রভু নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশে ।
শুনিয়া অধৈত প্রেমসিদ্ধ-মান্নে ভাসে ॥ ১৫১ ॥

মহাপ্রভুর নিকটে শান্তি-লাভে অধৈতব নৃত্য ও
প্রভুপ্রতি উক্তি—

শান্তি পাই, অধৈত পরমানন্দময় ।
হাতে তালি দিয়া নাচে করিয়া বিনয় ॥ ১৫২ ॥
“যেন অপরাধ কৈলুঁ, তেন শান্তি পাইলুঁ ।
ভালই করিল! প্রভু অঙ্গে এড়াইলুঁ ॥ ১৫৩ ॥
এখন সে ঠাকুরাল বুনিলুঁ তোমায় ।
দোষ-অমুরূপ শান্তি করিলা আমার ॥ ১৫৪ ॥
ইহাতে সে প্রভু ভূত্যে চিন্তে বল পায় ।”
বলিয়া আনন্দে নাচে শান্তিপূর-রায় ॥ ১৫৫ ॥
আনন্দে অধৈত নাচে সকল অঙ্গনে ।
ক্রকুটি করিয়া বলে প্রভুর চরণে ॥ ১৫৬ ॥
“কোথা গেল এবে মোরে তোমার সে স্তুতি ?
কোথা গেল এবে তোর সে সব চাক্ষতি ? ১৫৭ ॥
দুর্কাসা না হও মুঞি যারে কদর্ঘিবে ।
যার অবশেষ-অঙ্গ সর্বান্তে লেপিবে ॥ ১৫৮ ॥

ভৃগুমনি নহুঁ মুঞি, যার পদধূলী ।
প্রদে দিয়া ‘শ্রীবৎস’ হইবা কুতূহলী ॥ ১৫৯ ॥
মোর নাম অধৈত—তোমার শুদ্ধ দাস ।
জন্মে জন্মে তোমার উচ্ছিষ্টে মোর আশ ॥ ১৬০ ॥
উচ্ছিষ্ট-প্রভাবে নাহি গণে। তোর মায়া ।
করিলা ত শান্তি, এবে দেহ পদছায়া ॥ ১৬১ ॥

অধৈতব প্রভুপাদপদ্মে পতন—

এত বলি ভক্তি করি, শান্তিপূর-নাথ ।
পড়িলা প্রভুর পদ লইয়া মাথাড ॥ ১৬২ ॥

মহাপ্রভুর অধৈতকে ক্রোড়ে বাঁধণ এবং

সকলের প্রেমকন্দন—

সঙ্গমে উঠিয়া কোলে কৈল বিশ্বস্তর ।
অধৈতেরে কোলে করি' কাম্পয়ে নির্ভর ॥ ১৬৩ ॥
অধৈতেরে ভক্তি দেখি' নিত্যানন্দ-রায় ।
কন্দন করয়ে যেন নদী বহি' যায় ॥ ১৬৪ ॥
ভূমিতে পাড়িয়া কাম্পে প্রভু হরিদাস ।
অধৈতগৃহিণী কাম্পে, কাম্পে যত দাস ॥ ১৬৫ ॥
কাম্পয়ে, অচ্যুতানন্দ—অধৈত-তনয় ।
অধৈত-ভবন হৈল কৃষ্ণপ্রেমময় ॥ ১৬৬ ॥

মহাপ্রভুর অধৈতকে বরদান—

অধৈতেরে মারিয়া লজ্জিত বিশ্বস্তর ।
সন্তোষে আপনে দেন অধৈতেরে বর ॥ ১৬৭ ॥

তথ্য । ভাঃ ১০২৫ ও ১০৫২ অঃ আলোচ্য ॥ ১৪২ ॥

তথ্য—ভাঃ ৮১৮-২৩ অঃ এবং ৭৮ অঃ শ্রষ্টব্য ॥ ১৫০ ॥

চাক্ষতি—চক্ষু। অধৈত বলিলেন,—আমা-প্রতি তোমার
সে-সকল স্তুতি এখন কোথায় গেল ? আমি অভক্তি-পথ
প্রচার করিতে আরম্ভ করিলে তুমি আমাকে স্তুতি করিবার
পরিবর্তে প্রহার করিলে। আমি তোমার নিকট হইতে
কোনদিন সেবা চাই না, তোমাকেই সেবা করিতে চাই ।
তুমি চক্ষ-বিচারে আমাকে অবৈধভাবে ত্বব করিয়াছ,
এখন তাহা ত রাখিতে পারিলে না । আমি তোমার নিত্য
সেবক, তুমি আমার নিত্য প্রভু, সেবককে ত্বব করা
তোমার উচিত নহে । সেবককে শাসন করা ও তাহার ত্বব
গ্রহণ করাই তোমার স্বভাব । তাহা গোপন করিয়া আমাকে

অবৈধভাবে যে ত্বব করিয়াছ, এখন সেই ত্ববের পরিবর্তে
যে রূপ শাসন করিলে, এরূপ কবাই তোমার উচিত ॥ ১৫৭ ॥

আমি তোমার নিত্য দাস, দুর্কাসার হায় ভগবান্ ও
ভক্তের নির্ধ্যাতনকারী নহি । যদি আমি দুর্কাসার হায়
প্রকৃত প্রভাবে হরিভক্তির বিদ্যেব করিতাম, তাহা হইলে
তোমার আমাকে গর্ষণ করা উচিত হইত, কিন্তু আমি
তোমার ভক্ত ।

পূরণে উল্লিখিত আছে যে, দুর্কাসার উচ্ছিষ্ট অঙ্গ ভগবান্
স্বীয় গাত্রে লেপন করিয়াছিলেন ॥ ১৫৮ ॥

তথ্য । ভাঃ ১০৮২ অঃ শ্রষ্টব্য ॥ ১৫২ ॥

তথ্য—হযোগকৃত্তসংগক্ষবাসোইলকার-চর্চিতাঃ । উচ্ছিষ্ট-
ভোজিনে দাসান্তব মায়াঃ তয়েন হি ॥ ১৬১ ॥ (ভাঃ ১২১৬৪৮)

“ভীলার্কো যে তোমার করয়ে আশ্রয়।

সে কেনে পতঙ্গ, কীট, পশু, পক্ষী নয় ॥ ১৬৮ ॥

যদি মোর স্থানে করে শত অপরাধ।

তথাপি তাহারে মুঞি করিব প্রসাদ ॥” ১৬৯ ॥

বর-শ্রবণে অদ্বৈতের ক্রন্দন ও উক্তি—

বর শুনি, কান্দয়ে অদ্বৈত মহাশয়।

চরণে ধরিয়া কহে করিয়া বিনয় ॥ ১৭০ ॥

“যে তুমি বলিলা প্রভু কতু মিথ্যা নয়।

মোর এক প্রতিজ্ঞা শুনহ মহাশয় ॥ ১৭১ ॥

গৌরসেবাত্যাগী অদ্বৈত-ভক্তের সংহাব-প্রাপ্তি—

যদি তোর না মানিয়া মোরে ভক্তি করে।

সেই মোর ভক্তি তবে তাহারে সংহারে ॥ ১৭২ ॥

গৌরপাদপদ্মে শ্রীতিহীন অদ্বৈত-পুত্র-শিষ্যবর্গ

অদ্বৈতের ত্যাজ্য—

যে তোমার পাদপদ্ম না করে ভজন।

তোরে না মানিলে কতু নহে মোর জন ॥ ১৭৩ ॥

যে তোমারে ভজে প্রভু সে মোর জীবন।

না পারো সহিতে মুঞি তোমার লঙ্ঘন ॥ ১৭৪ ॥

যদি মোর পুত্র হয়, হয় বা কিস্কর।

‘বৈষ্ণবাপরাধী, মুঞি না দেখোঁ গোচর ॥ ১৭৫ ॥

গৌরবিমুগ ইতব দেবপুত্রের তত্ত্বদেবতা কতৃক বিনাশ-

প্রাপ্তি, দৃষ্টান্ত-স্বরূপ স্বদক্ষিণ-উপাখ্যান বর্ণন—

তোমারে লঙ্ঘিয়া যদি কোটি-দেব ভজে।

সেই দেব তাহারে সংহারে কোন ব্যাজে ॥ ১৭৬ ॥

মুঞি নাহি বলো এই বেদের বাঞ্ছান।

স্বদক্ষিণ-মরণ তাহার পরমাণ ॥ ১৭৭ ॥

স্বদক্ষিণের শিবাধিষ্ঠান—

স্বদক্ষিণ নাম—কালীরাজের নন্দন।

মহা-সমাধিয়ে শিব কৈল আরাধন ॥ ১৭৮ ॥

শিবের স্বদক্ষিণকে বর-দান, অভিচার-যজ্ঞাচুষ্ঠানেব

উপদেশ ও বৈষ্ণব-বিদেষ নিষেধ—

পরম সন্তোষে শিব বলে—‘মাগ বর।

পাইবে অস্তীষ্ট, অভিচার যজ্ঞ কর ॥ ১৭৯ ॥

বিষ্মভক্ত-প্রতি যদি কর অপমান।

তবে সেই যজ্ঞে তোর লইব পরাণ ॥ ১৮০ ॥

অদ্বৈত বলিলেন,—‘হে প্রভো বিশ্বম্ভব, তোমার সেবা পরিত্যাগ করিয়া ‘আমাব শিষ্যনাম-বাণী ও অদ্বৈত পুত্রগণ যদি আমাব সেবা করিবার জন্ত ব্যগ্র হয়, তাহা হইলে তাহাদের তাদৃশী ভক্তি তাহাদিগকে সংহাব করুক, ইহাই আমার প্রতিজ্ঞা।’ শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুকে শ্রীচৈতন্যদেবের নিত্য দাস মনে না করিয়া তাহাকে ‘বিষ্ম’ বুদ্ধি কবত গৌরহৃদয়কে ‘লঙ্ঘ্য’ বুদ্ধি কবায় অদ্বৈতের মূঢ় শিষ্যবর্গ অথবা অনভিজ্ঞ অবস্থান সন্তানগণ ভক্তি হইতে বিচ্যুত হন, ও নিজেদের সর্বনাশ আনয়ন করেন ॥ ১৭২ ॥

হে বিশ্বম্ভব আমি কখনই কোন ব্যক্তিকে ‘আমার নিজ জন বলিয়া পরিচয় দিব না—যাহাদের তোমার চরণে বসায় সর্বভোভাবে শ্রীতি নাই, আমি সেই সকল পুত্র অদ্বৈত, ও শিষ্যবর্গকে সর্বভোভাবে পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি। শ্রীঅদ্বৈত-বংশে এবং সেই বংশীয় জনগণের শিষ্যবর্গে অত্যাশ্রিত অদ্বৈতের ত্যাজ্য-পুত্র ও ত্যাজ্য-শিষ্য-বিচার গোড়ীয় বৈষ্ণব-ভগ্ন সর্বদাই করিয়া থাকেন। শ্রীঅদ্বৈত-প্রভুর

উপদেশ-প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য ও অবস্থান সর্বদাই পণ্ডিত গদ্যাবলি আশ্রয়িতা স্বীকার করিয়া ছিলেন। অদ্বৈতের বিরোধী পুত্র ও শিষ্যগণ গদ্যধর পণ্ডিত গোষ্ঠামীর বিচার গ্রহণ করেন নাই ও তাহাকে শ্রীকৃষ্ণপাদ-পদ্ম বলিয়া জানিতে পাবেন নাই ॥ ১৭৩ ॥

মহাপ্রভু ভক্তভাব অঙ্গীকার করায় মূঢ় অদ্বৈতবাদীগণ বিশ্বম্ভবকে বিষয়-বিগ্রহ মনে না করিয়া আশ্রয়-বিগ্রহ মনে করে। উহাতে বিশ্বম্ভবের মর্যাদা লঙ্ঘন হয় এবং নিজ নির্বুদ্ধিতা-ক্রমে বিষ্মবংশ হইবার অদ্বৈত চেষ্টা করিলে ত্যাজ্য বংশ ও শিষ্য-পরিচয় মাত্র অবশিষ্ট থাকে। চৈতন্যের অকৃত্রিম সেবকগণই পরম ভক্ত। মহাপ্রভুর নিজ-সেবক অদ্বৈত-প্রভুর জীবন-সদৃশ প্রিয়। যে ব্যক্তি বিষয়-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় অপরাধ-পোষণের জন্ত অদ্বৈত-মহিমা নিযুক্ত করেন, তিনি ভগবানের অঙ্গগ্রহ-লাভে চিরদিন বঞ্চিত হইয়া আত্মতরী, দাস্তিক ও প্রতিষ্ঠা-পরায়ণ হন। অত্যাশ্রিত কেহ কেহ অদ্বৈত-বংশ

শিবাজায় সুদক্ষিণের অভিচার-যজ্ঞ—
শিব কহিলেন ব্যাজে, সে ইহা না বুকে ।
শিবাজায় অভিচার-যজ্ঞ গিয়া ভজে ॥১৮১॥
অভিচার-যজ্ঞে ত্রিশির-মূর্তির আবির্ভাব ও তাহাকে
ঘারকা-দাহনে সুদক্ষিণের আদেশ—
যজ্ঞ হৈতে উঠে এক মহা ভয়ঙ্কর ।
তিন কর, চরণ, ত্রিশির-রূপ ধর ॥১৮২॥
ভালজন্ম পরমাণ বলে—‘বর মাগ ।’
রাজা বলে—‘ঘারকা পোড়াও মহাভাগ’ ॥১৮৩॥
শৈব-মূর্তির সহঃধে ঘারকা-গমন, সুদর্শনের তাহাকে
আক্রমণ এবং শৈব-মূর্তির সুদর্শন-স্তব—
শুনিয়া দুঃখিত হৈল মহা-শৈব-মূর্তি ।
বুলিলেন ইহার ইচ্ছার নাহি পুর্তি ॥১৮৪॥
অমুরোধে গেলা মাত্র ঘারকার পাশে ।
ঘারকা-রক্ষক চক্র খেদাড়িয়া আসে ॥১৮৫॥

পলাইলে না এড়াই সুদর্শন-স্বামে ।
মধু শৈব পড়ি’ বলে চক্রে চরণে ॥১৮৬॥
‘যারে পলাইতে নাহি পারিল দুর্কাসা ।
নারিল রাখিতে অজ-ভব-দিগ-বাসা ॥১৮৭॥
হেন মহা-বৈষ্ণব-ভেজের স্নানে মূক্তি ।
কোথা পলাইব প্রভু যে করিস্ তুই ॥১৮৮॥
জয় জয় প্রভু মোর সুদর্শন নাম ।
দ্বিতীয় শঙ্কর-ভেজ জয় কৃষ্ণধাম ॥১৮৯॥
জয় মহাচক্র, জয় বৈষ্ণবপ্রধান ।
জয় দুষ্ট-ভয়ঙ্কর, জয় শিষ্টকোণ ॥’ ১৯০॥
সুদর্শনাজায় শৈবমূর্তির সুদক্ষিণকে দাহন—
স্ততি শুনি’ সন্তোষে বলিল সুদর্শন ।
পোড়া গিয়া যথা আছে রাজার নন্দন ॥১৯১॥
পুনঃ সেই মহা-ভয়ঙ্কর বাছড়িয়া ।
চলিলা কাশীর রাজপুত্র পোড়াইয়া ॥১৯২॥

পরিচয় দিয়া শুদ্ধভক্তের শুদ্ধ ভক্তির অমুষ্ঠানকে প্রতিষ্ঠাশা
বলিয়া স্থাপন করিতে যত্ন করেন । তাহাতে তাঁহাদের
অবৈধ দাস্তিকতা প্রকাশিত হয় যাত্র । ঐ প্রকার দাস্তিকগণ
ভক্তিব স্বরূপ বৃত্তিতে না পাবিয়া আপনাদিগকে বিষ্ণুবংশ
ও তদ্বংশের দাসাভিম্যানী বৈষ্ণব বনে করিয়া প্রতিষ্ঠাশা-
মাগরের অভল জনধিতে নিমগ্ন হন; অবৈত প্রভু তাহাদিগের
অপবাহ ক্ষমা করিয়া সর্বদ্বি দিউন । ইহাই শুদ্ধভক্ত-জগতের
একমাত্র প্রার্থনীয় ॥ ১৭৪ ॥

শ্রীঅবৈতের পুত্র বা শিষ্যত্রয় জনগণ শ্রীচৈতন্যদেব ও
তাঁহার শুদ্ধদাসগণের প্রতি অপরাধ-বিশিষ্ট হইলে অবৈত
প্রভু তাঁহাদিগের সহিত সজ ও রূপা বিচ্ছিন্ন করেন, ইহা
শ্রীঅবৈত প্রভুর উক্তি হইতেই জানা যায় । তাঁহার প্রকট-
কালে ও তৎকালাবধি বর্তমানকাল পর্যন্ত তাঁহার ত্যাগ্য-
পুত্রদলে ও তাঁহাদের অধস্তন শিষ্যসম্প্রদায়ে শ্রীঅবৈত ও
শ্রীচৈতন্যদেবের কোন সন্ধান নাই । তাঁহারা আপনা-
দিগের অবৈষ্ণব পরিচয়ের অস্ত্রাপি বহমান করেন ॥১৭৫॥

অনপিতচরী স্বভক্তি-শ্রী-প্রচার-বাসনায় শ্রীভগবানের
ভক্ততাবাদীকার—করুণার অকৃত্রিম আদর্শ । সেই পুরট-
সুন্দর-হ্যতি-কদম্ব-সদীপিত শ্রীগৌরহরির সেবা পরিত্যাগ

করিয়া যে-সকল দেবানুভূতিতে প্রেমভক্তিব অমর্যাদা দৃষ্ট
হয়, তাদৃশ কোটি কোটি দেবগণের মর্যাদা কখনই বিশ্বস্তর-
লজ্বন-জনিত অপবাহ প্রশমিত কলিতে পারে না । শ্রীগৌর-
বিমুখ পণ্ডিতগণ জনগণ যতই না কেন বিভিন্ন পথিত দেবতার
পূজায় মত্ত হউন, সেই পূজ্যবস্ত-সকলই তাঁহাদের বিপথগামী
স্তাবককে কোন না কোন ছলনায় বিনষ্ট করেন ॥ ১৭৬ ॥

শ্রীবেদব্যাস-রচিত পুরাণ-সমূহ আকর বেদশাস্ত্রের
ঐতিহ্যের বিস্তৃতি যাত্র । পুরাণাদি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত ।
উহাই ঐতিহ্যের সুগম আলোচ্য বিষয় । প্রাচীন দেব-
ভাষা-লিখিত বেদ-সমূহেব আদর ল্পহ ওয়ায় এবং সেইগুলি
কালের কবলে কবলিত হওয়ায় আর নয়নগোচর হইতেছে
না বলিয়া পুরাণগুলিকে বেদ হইতে পৃথক্ জ্ঞান করা
অনভিজ্ঞতার পরিচয় যাত্র । বেদ ব্যাখ্যাশূলে ঐতিহ্য পুরাণে
সংগৃহীত হইয়াছে । সেই পুরাণে (ভাঃ ১০৬৬অঃ)
সুদক্ষিণের মরণ-বৃত্তান্ত অবৈতের উক্তিগমূহের প্রমাণ
বলিয়া আনিতে হইবে ॥ ১৭৭ ॥

মহা-সম্বাধিয়ে—মহা-সম্বাধি অবলম্বন করিয়া ॥ ১৭৮ ॥

অভিচার-যজ্ঞ—অথর্ববেদোক্ত মারণ-উচাটনাদি হিংসা-
কর্ম । তত্ত্বও মারণ, মোহন, স্তম্ভন, বিবেষণ, উচাটন,

শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিবেচী অধৈত-ভক্তের অধৈত

কর্তৃক বিনাশ-প্রাপ্তি—

তোমারে লজিয়া প্রভু শিবপূজা কৈল ।

অতএব তার যজ্ঞে তাহারে মারিল ॥১৯৩॥

তেঞি সে বলিদু প্রভু তোমারে লজিয়া ।

মোর সেবা করে তারে মারি পোড়াইয়া ॥১৯৪॥

তুমি মোর প্রাণনাথ, তুমি মোর ধন ।

তুমি মোর পিতা-মাতা, তুমি বন্ধুজন ॥১৯৫॥

যে ভোরে লজিয়া করে মোরে নমস্কার ।

সে জন কাটিয়া শির করে প্রতিকার ॥১৯৬॥

কলঙ্কজনকানী হঁতব-দেবপূজক মত্ৰাজিতাদিব দৃষ্টান্ত—

সূর্য্যের সাক্ষাৎ করি রাজা সত্রাজিৎ ।

ভক্তি-বশে সূর্য্য তান হইলা বিদিত ॥১৯৭॥

লজিয়া তোমার আজা আজা-ভক্ত-দুঃখে ।

দুই ভাই মারা যায়, সূর্য্য দেখে স্নেহে ॥১৯৮॥

বলদেব-শিষ্য হু পাইয়া দুর্ব্বোধন ।

তোমারে লজিয়া পায় সবংশে মরণ ॥১৯৯॥

হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া ত্রক্ষার ।

লজিয়া' তোমারে গেল সবংশে সংহার ॥২০০॥

শিরশ্ছেদি, শিব পূজিয়াও দশানন ।

তোমা লজিব' পাইলেক সবংশে মরণ ॥২০১॥

শ্রীচৈতন্যদেবই—সকল দেবতার মূল আকন ও

সকল ঈশ্বরের ঈশ্বর; ব্যক্তাব্যক্ত জগৎ

সকলই তাঁহার দাস—

সর্ব্ব-দেবমূল তুমি সবার ঈশ্বর ।

দৃশ্যাদৃশ্য যত—সব তোমার কিঙ্কর ॥২০২॥

যশীকরণ প্রভৃতি অভিচানের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এতদ্বিবন্ধন দেবীর পূজা ও হোমাদির বিধান আছে ॥ ১৭২ ॥

মিনি শ্রীচৈতন্যদাসগণের বিবেচ্য করিতে উদ্গ্রীণ হন এবং অধৈতের সঙ্কল্প লইয়া 'সেবক' পরিচয় দিতে যান, তাঁহাকে অধৈত স্তম্ভকিণের ছায় বিদগ্ধ করেন। যে স্তাবকগণ বিষ্ণু-বৈষ্ণব-বিবেচ্য কবিতা থাকেন, অধৈত প্রভু বা মহাদেব কখনই তাগুণ স্তাবকবর্ণের পূজা গ্রহণ করেন না। আজও দাস্তিক-সম্প্রদায় ভক্তি-বিবেচ্য কবিবাব জগৎ দস্তবশে প্রতিযোগি-সম্মেলন ও প্রতিযোগি-কীৰ্ত্তন-প্রচারাদি সম্পাদন করিবার যত্ন কবে, কিন্তু কীৰ্ত্তনীয়-বিগ্রহ বিষ্ণু-বৈষ্ণব তাহা-দিগকে অপস্বার্থে নিয়োগ করিয়া বৈষ্ণব-সেবা-বুদ্ধি হইতে অনন্ত কালের জগৎ সংহার কবিতা থাকেন। তাহাবা নিজ আচরণ-স্বাবাই কাম-ক্লেবদাস হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করে, সুতরাং গুরুভক্তি চিরতরে তাহাদিগকে বিদায় দান করে ॥ ১৯৪ ॥

শ্রীগৌরস্বরূপকে অনেকে ভ্রাতৃ-বিচারে আশ্রয়-জাতীয় মাতৃ-বিগ্রহ, আশ্রয়-জাতীয় পিতৃ-বিগ্রহ, আশ্রয়জাতীয় বন্ধু-বিগ্রহ প্রভৃতি মনে করেন; কিন্তু অধৈত-প্রভু গৌরস্বরূপকে জাগতিক সকল পরিচয় হইতে পৃথক্ বুদ্ধি কবিতা দৌকাভীত পিতৃ, মাতৃ, ধন, প্রাণনাথকে স্থাপন

করিলেন। প্রাপঞ্চিক সঙ্কল্পগুলি অমুপাদেয় ভোগ-প্রতীতি-মাত্রে অবস্থিত, উহাতে সেবা-গন্ধ মাত্র নাই। প্রাকৃত-সহজিয়াব কান্ত্যাব, প্রাকৃত-সহজিয়া-ধনী বন, প্রাকৃত-সহজিয়া-পুঞ্জের পিতামাতা, বন্ধু—সকলগুলিই ভোগাকাশে আবদ্ধ। তাহাবা ভোগমুক্ত হইবার জগৎ ত্যাগাকাশ শূন্যেব আশ্রয় গ্রহণ কবিতা নির্ব্বিষেবাদী হয়, কিন্তু তাহারা জগতেব সকল প্রকাব আশ্রয়-জাতীয় প্রতীতিসমূহে বৈষ্ণব-বুদ্ধি করেন, তাহাবা ইন্দ্রিয়জ্ঞান বা ভোগবুদ্ধি হইতে নিত্যকালের জগৎ পৃথক্ হইতে পাবেন। বৈষ্ণব-দর্শনে নিজ প্রাপঞ্চিক ভোগবুদ্ধি নাই; দৃশ্য পদার্থে 'ভোগ্য' জ্ঞান নাই, পরন্তু ভোগের পরিবর্তে সেব্যবুদ্ধি প্রবল ॥ ১৯৫ ॥

বহুজীবসমূহ জিওগেব আবরণে কর্ণসমূহকে প্রাকৃত ভূমিকায় পাড়িয়া ফেলিয়া নিজে ভোক্তৃ ও কর্তৃক গ্রহণ-পূরক যে সেবা বা অহঙ্কার-পরিচ্যোগেব অভিনয় করে, উহা সেব্যের অপমান মাত্র। সেবা-রহিত দর্শন—ভোগোন্মুখ জীৱের হবিসেবা-বিমুখতা মাত্র। তজ্জন্ম যে ভক্তির তান জড়ীয় পিতা, মাতা, বন্ধু, কান্ত প্রভৃতিতে বিহিত হয়, সেইগুলি সেব্য বস্তুকে সেবকরূপে পবিগত কবিবাব ছুট আচরণ মাত্র। সেব্যোন্মুখ দর্শন ব্যতীত যে সেবকাভিনয়, উহা সেব্যের শিরশ্ছেদন মাত্র অর্থাৎ সেব্যেব উপর আধিপত্য-বিস্তার ॥ ১৯৬ ॥

সর্গেশ্ববেশ্বর কৃষ্ণ সেবা-বিমূখ ব্যক্তিব কৃষ্ণদাস দেবগণেব

পূজা-ফলে তত্তদেবতা কর্তৃক বিনাশ-প্রাপ্তি—

প্রভুরে লজ্জিয়া যে দাসেরে ভক্তি করে।

পূজা খাই' সেই দাস তাহারে সংহারে ॥২০৩॥

বিষ্ণুকে লজ্জন পূরক শিবাদিব পূজা বুকেব মূলোচ্ছেদ

পূরক পল্লবদির সেবনকার্যবৎ—

তোমারে লজ্জিয়া যে শিবাদি-দেব ভজে।

বৃক্ষমূল কাটি' যেন পল্লবেরে পূজে ॥২০৪॥

যজ্ঞাদি-সর্বমূল গোবত্মদেব উপেক্ষাকারী

পূজা অধৈতব অগ্রাঙ্ক—

বেদ, বিপ্র, যজ্ঞ, ধর্ম—সর্বমূল তুমি।

যে তোমা না ভজে, তা'র পূজ্য নহি আমি ॥২০৫॥

অধৈতব বাক্যে মহাপ্রভুব উক্তি—

মহাতত্ত্ব অধৈতের শুনিয়া বচন।

ছাড় করিয়া বলে ত্রীশচীনন্দন ॥২০৬॥

কৃষ্ণভক্তকে লজ্জন পূরক বিষ্ণু-পূজা—বিষ্ণু-অঙ্কে

আঘাত করা গাজ—

“মোর এই সত্য সবে শুন মন দিয়া।

যে আমারে পূজে মোর সেবক লজ্জিয়া ॥২০৭॥

সে অধম জনে মোরে খণ্ড খণ্ড করে।

ভার পূজা মোর গায়ে অগ্নি-হেন পোড়ে ॥২০৮॥

আধ্যাত্মিক জ্ঞানে ভক্তনিন্দা দ্বারা ভগবৎকর্তৃক সংহার-প্রাপ্তি—

যে আমার দাসের সক্রুৎ নিন্দা করে।

মোর নাম কলতরু সংহারে তাহারে ॥২০৯॥

হে বিখ্যাত চৈতন্যদেব, তুমি সকল দেবতাব মূল আকব।
তুমি সকল ঈশ্বরের পরমেশ্বর। তুমি প্রেমময় বিগ্রহ।
অবাক্ত ও ব্যাক্ত জগৎসকলই তোমাব বিভিন্ন আধিকারিক
সেবা লইয়া ভূত্যের কার্য্য কবে। তোমাব কতিপয় ভূত্য
হবিসেবা-বিমূখ জীবগণের ইন্দ্র-স্বরূপ হইয়া তাহাদিগেব
ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানের গোচরীভূত বস্তুরূপে পবিণত হয়। সেই
সকল লোক অনভিজ্ঞ জন পরমেশ্বরের প্রতি সেবাচেষ্টা প্রদর্শন
না কবিয়া হবিসেবা-বৈমুখ্যকেই সর্বতোভাবে সঙ্গত মনে
কবে। কিন্তু সেইসকল বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত দৃষ্টাদৃষ্ট সকল
বস্তুই যে তোমাব সেবায় নিযুক্ত, তুমি যে সেবাবস্তু,
সেই তোমাকে অনাদব করিতে শিখাইয়া বিপণ্যগামী কবে।
তাদৃশ আধিকারিক ভগবৎকিঙ্করগণ নিজ নিজ প্রতারণিত
স্বাবকগণের নিকট হইতে তাহাদেব ইন্দ্রিয়তর্পণ যোগাইয়া
তাহাদিগকে অধিকতর কৃষ্ণসেবাবিমূখ করান। সেই
লোভনীয় ইন্দ্রিয়জ জ্ঞানলব্ধ বাহ্যপ্রতীতি দর্শকদিগের কর্তৃত্ব
সম্বর্জন করিয়া তাহাদিগকে বিনাশ কবে ॥ ২০২-২০৩ ॥

শ্রীকর, শ্রীকঠ এবং উত্তরকালে অপায়দীক্ষিত প্রভৃতি
শৈবগণ, লিঙ্গায়েৎ সম্প্রদায়ের মাণিক্য-ভাস্কর, জ্ঞানেশ্বর,
কেবলাধৈতবাদী আচার্য্যগণ সকলেই দম্ভভরে বিশিষ্টাধৈত-
বিচাবে বিমূহতক্তি হইতে চ্যুত হইয়া যে শিবভক্তিব আবাহন
করেন, সেই মহাদেবই তাঁহার স্বরূপ-জ্ঞানের অভাব-হেতু
উহাদের পূজা গ্রহণ না করিয়া ন্যূনাধিক কেবলাধৈত-বাদে

নিযুক্ত করত তাহাদের স্বাধিক-ধর্ম নিবাস করেন। বিষ্ণুসেবা
পরিভাগ্য পূরক বিষ্ণুব আংশিক জড়জগতেব অনিত্যতা-
প্রতিপাদনকারী শক্তিগুণের বিচাণ কবিতে গিয়া বিষ্ণু
ব্যতীত যে বহিঃপ্রতীতি-সাধ্য প্রকৃতিসম্মত সমন্বিত শিবাদি
দেবতাব পূজা কবেন, তাঁহারা বুকেব মূল উচ্ছেদ করিয়া
পল্লবদিব সেবা করেন গাজ। “যথা তবোর্মূল নিষেচনেন”
শ্লোক এবং ব্রহ্মসংহিতাব পঞ্চদেবতাব স্বরূপ বর্ণনের সহিত
বিষ্ণুর স্বরূপদৈর্ঘ্য এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ২০৪ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব উপনিষ্ট সুহৃৎসং কৃষ্ণপ্রেমায়া ধীহাদের
কৃতি নাই এবং কৃষ্ণপ্রেমপ্রদাতা শ্রীচৈতন্যচরণে ধীহারা
সর্বতোভাবে আত্মসমর্পণ কবিতে পাবেন নাই, তাঁহারা
অধৈতপ্রভুর পূজা করিতে আসিলে অধৈতপ্রভু কখনই
তাঁহাদেব সেবা গ্রহণ কবেন না। কতিপয় অনভিজ্ঞ জন
বেদেব একদেশ কর্তৃক প্রতারণিত হইয়া যে বৈতানিক
যজ্ঞধর্মের আবাহন করেন, বেদের তাৎপর্য্য-বোধের অভাবে
চৈতন্যসেবা বঞ্চিত হইলে তাহাদের বাহ্যপ্রতীতি উহাদিগকে
ন্যূনাধিক বৌদ্ধদিগের প্রতিযোগী করিয়া তুলিবে—অনুর-
গণেব সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত করত নিজ নিজ যাজ্ঞিকা-
হুষ্ঠানের প্রশংসামাত্র কবিয়া মূলতাৎপর্য্য ভগবৎপ্রতীতি
বিস্মৃত করাইবে। দৃষ্টাদৃষ্ট জগতেব বৈষ্ণব-প্রতীতিকে
সাধ্য-জ্ঞান না কবিয়া নিজ নিজ অনর্থময় অবস্থার ত্রিগুণ-
তাড়িত হইয়া যে কর্তৃত্বাভিমান, তাচ্ছাতে সকল বস্তু মূল

মৎসব ব্যক্তিব ভক্ত-হিংসা-প্রবৃত্তি অমঙ্গলের
জনক ও আত্মবিনাশক—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত, সব মোর দাস।

এতেকে যে পর হিংসে সেই যায় নাশ ॥২১০॥

ভূমি ত' আমার নিজ দেহ হৈতে বড়।

তোমাতে লজ্জিলে দৈবে না সহয়ে দঢ় ॥২১১॥

ফলকামরহিত সন্ন্যাসীও নিন্দাবহিত বৈষ্ণব

নিশ্চাফলে অধঃপতন-লাভ—

সন্ন্যাসীও যদি অনিন্দক নিন্দা করে।

অধঃপাতে যায়, সর্ব্ব ধর্ম্ম ঘুচে তারে ॥ ২১২ ॥

অমনোদয়-দয়াকারী মহাপ্রভুর মায়াবাদী, কর্ম্ম ও অজ্ঞাভি-

লাষীকে বৈষ্ণবনিন্দাবহিত হওয়ার উপদেশ প্রদান—

বাছ তুলি' জগতেরে বলে গৌরধাম।

“অনিন্দক হই’ তবে বল কৃষ্ণনাম ॥২১৩॥

‘অনিন্দক হই’ যে সকল ‘কৃষ্ণ’ বলে।

সত্য সত্য মুঞি তারে উদ্ধারিব হেলে ॥ ২১৪ ॥

মহাপ্রভুর বাক্যে ভক্তগণের জয়ধ্বনি এবং

অষ্টমৈত্রেয় প্রেমকন্দন—

এই যদি মহাপ্রভু বলিলা বচন।

‘জয় জয় জয়’ বলে সর্ব্ব-ভক্তগণ ॥২১৫॥

আকর ও অধিষ্ঠান এবং সকল নম্বর বস্তু বহিঃপ্রতীতি লোকের কাবণ যে তুমি, তোমাকে বাদ দিয়া যে প্রকাব দাস্তিক্যচ্যুত ভগবদ্বিষ্ম-সমাজে প্রবল আছে, তাহাদিগকে আমি কখনই আনাব নিজ জন জানিব না, যেহেতু তাহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণব-অপসাহী। পৌরষ্মক অষ্টমৈত্রেয় অবিবদ-মান অদ্বয়জ্ঞান শ্রবণ কথিয়া শ্রুতী হইলেন, “বদন্তি তত্ত্ব-বিদঃ” শ্লোকের অদ্বয়জ্ঞান-তাৎপর্য্য অষ্টমৈত্রেয় মুখে শুনিয়া শ্রীচৈতন্যদেব অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্বের আচার্য্যরূপে মহাবিষ্ণু অষ্টমৈত্রেয়কে সমাদর করিলেন ॥ ২০৫ ॥

শ্রীগৌরমুন্দর অষ্টমৈত্রেয় অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব শুনিয়া তাঁহার সকল নিজজনকে উহা মনোযোগের সহিত আলোচনা করিতে বলিলেন। অষ্টমৈত্রেয় উক্তি সমর্থন পূর্ব্বক সেব্যের আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া গৌরমুন্দর বলিলেন,—“সেব্য-সেবকের মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বর্ত্তমান। জ্ঞতবাং ‘অর্চমিষা তু গোবিন্দং তদীযান্নার্চয়েত্’ যঃ। ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাস্তিকঃ স্মৃতঃ ॥” ভগবত্ত্বকে একটা প্রাকৃত জগতের খণ্ডিত অংশ জ্ঞান করিলে ভগবৎশ্রবীকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কর্ত্তন করা হয়। সেই সকল ধর্ম্মের নামে হিংসা-প্রবৃত্তি-মূলে খণ্ডিত বিচাবেদসমূহ নানাবিধ ধর্ম্মমূল করিয়া বাস্তবসত্য হইতে দূবে নিষ্কিপ্ত হইতেছে। আশ্রয়সম্বন্ধ, সেব্য-বিষয়-বিগ্রহ; আশ্রয়সম্বন্ধিত না হইলে, আমার বিচিত্র বিলাস না থাকিলে, আমাকে নির্দিষ্ট বিচারকারাগারে আবদ্ধ করিলে এবং আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহকে অঙ্গী হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে যে প্রকার ধার্ম্মিকতা-সাধন-সিদ্ধির

ও প্রজন্মের বিভ্রম জগতে দেখা যায়, ঐপ্রকাব পূজা ও ধর্ম্মানুশীলন পুরুষোত্তম আমার অঙ্গে অগ্নি নিক্ষেপ করিয়া পোড়াইবার প্রয়াস মাত্র।” বিষ্ণুভক্তি-রহিত জনগণের মৎসবতা ও হিংসা-প্রবৃত্তি—অদ্বয়জ্ঞান বিষ্ণুকে জড়জগতের হেয়তা আরোপ কথিয়া খণ্ডিত করিবার প্রয়াস মাত্র; অথবা নিত্য-বিলাস-বিচিত্রতাতে বাধা দিয়া জড় ভোগের সহিত সমজ্ঞান—সেই পূর্ণ বিলাসের হানি করা মাত্র। জাগতিক অমুভূতিতে যে দ্বাদশ প্রকাব নম্বর রস-বৈষম্য ‘রস’ নামে লক্ষিত হয়, অচিন্ত্যভেদাভেদ-বিচার সম্পন্ন আজ্ঞা ঐগুলিকে ব্যতিবেক বিচাবে কুণ্ঠিত কবেন না। মায়িক বিচাব-রহিত হইয়া বৈকুণ্ঠ-দর্শনই বিষ্ণুসেবার উত্তমতা ॥ ২০৭ ॥

প্রপঞ্চে বিষ্ণুমায়া অনভিজ্ঞ জনের কর্ত্তৃত্ব-ভোগ-ইচ্ছন প্রদান পূর্ব্বক ভগবদ্বিচ্ছাক্রমে তাহাদিগকে প্রোত্তারণা করিয়া থাকেন। লোভী জীব স্বীয় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার-ফলে কখনও আপনাকে ‘মায়াবাদী’, কখনও অহঙ্কার-বিমূঢ়-ভাবে ত্রিগুণতাড়িত আপনাকে ‘দেবতা’ মনে কবেন। কৃষ্ণের আকর্ষণ হইতে আকৃষ্টের বিচ্ছিন্ন হইবার প্রয়াসে নামই ‘ভোগ’, আর কৃষ্ণে সেবোন্মুগ্ধ হইবার যত্নের নামই ‘ভক্তি’। বাহারা এহেন আশ্রিতের ভেদাংশকে নিবাসিত জানে ত্রিগুণ-তাড়িত কর্ত্তৃত্বাভিমান মাত্র আরোপ করে, সেই অনভিজ্ঞ দ্বিপাদ পশু বহির্জগতে ভোগে নিরত হয় মাত্র এবং কৃষ্ণ ও তত্ত্বজ্ঞগণকে আদর করে না। যখন তাহারা পশুবৃত্তিরূপ কর্ত্তৃত্ব-সঙ্কোচ-মানসে ভগবানের

অর্ধেক কান্দয়ে দুই চরণে ধরিয়।

প্রভু কান্দে অর্ধেকতের কোলেতে করিয়। ॥২১৬॥

ঈশবান্নির অর্ধেকতের নিত্যানন্দ-সহ অচিন্ত্য-লীলা বৃষ্টিতে

সমর্থ ব্যক্তিই পরমানন্দের অধিকারী—

অর্ধেকতের প্রেমে ভাসে সকল মেদিনী।

এই মত মহাচিন্ত্য অর্ধেকত-কাহিনী ॥২১৭॥

অর্ধেকতের বাক্য বুদ্ধিবার শক্তি কার।

জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যার ॥২১৮॥

নিত্যানন্দ-অর্ধেকতের যে গালাগালি বাজে।

সেই সে পরমানন্দ যদি জনে বুঝে ॥২১৯॥

সেবা কবে এবং ভক্তের সেবা-লাভে বঞ্চিত হয়, তখন তাহাদের ভক্তবিশেষকেই ভগবদ্ভক্তি বনিয়া প্রকাশ কবিবার ইচ্ছা ঘটে। তদ্বজ্ঞ গোবিন্দব বলিতেছেন,— “আমাব প্রকাশের অবতারণা-সমূহের ও অন্তরঙ্গ ভক্তের এবং মদাপ্রিত ব্যক্তিশেষের আশ্রয়-নিগ্রহ শ্রীগুরুদেবের সহিত আমাব ভেদ কবিয়া যে ব্যক্তি আমাব পূজাব দ্বন্দ্বনা কবে, আমি তাহাদিগকে সংহাব কবিয়াই আমাব দ্বন্দ্বাব প্রদষ্ট পবিত্র দিয়া থাকি।” ভগবদ্ভক্তে নিখিল সমুদ্র বর্তমান। মুক্তি তাঁহার দাসী, ভুক্তি তাঁহার আজ্ঞাবহ। স্তবরাং আধ্যাত্মিক দর্শনে প্রাকৃত বিচারে প্রাত্যঙ্গবাদি যে ভক্তের গর্হণ কবেন—নিন্দা ও পবিত্রাদি কবেন সেরূপ দাস্তিকতা কবিলে ভগবান্ তাঁহাকে সংহাব করেন ॥ ২০৯ ॥

প্রাপকিক মানব হরিবিমুখতা-ক্রমে কাম-কোষাদি বিপ্লবগণে ভূতাবৃত্তিকেই একমাত্র অবলম্বন বলিয়া স্বীকান করেন। দৃষ্টাদৃষ্ট জগৎ সকলেই সেবা ভগবানের সম্বন্ধে সেবকরূপে অধিষ্ঠিত। যদি এক ব্যক্তি অপবব্যক্তি প্রাতি মৎসব-ভাব প্রদর্শন কবে, তাহা হইলে ঐ মৎসব ব্যক্তি ‘বৈষ্ণব’ নামে আত্ম-প্রতিষ্ঠানের ব্যাঘাত কবিয়া সেবোন্মুখ জনগণের বিশেষকারি-রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেইরূপ বিচারে যে-সকল হিংসা দেখা যায়, তাহাতে ন্যূনাধিক ভগবানের হিংসাই হইয়া থাকে। আবার ভক্তের পবোপকার-প্রবৃত্তি—সেবা-প্রবৃত্তি অত্যন্ত অধিক প্রবল বলিয়া তাঁহারা চৈতন্য-দাত্তে অনভিজ্ঞ জীবগণের ক্রোধোন্মুখতা-সমুদ্রি বজ্র যে সকল চেষ্টা করিয়া থাকেন, ঐ চেষ্টাকে মৎসব-সম্প্রদায় তাহাদের

ইজিষজ্ঞানাতীত বিষ্ণু-বৈষ্ণবের কর্ম—তাঁহাদের

রূপাই অধিগম্য—

ঈর্ষ্যভেদ বিষ্ণু-বৈষ্ণবের বাক্যকর্ম।

তান অনুগ্রহে সে বুদ্ধিয়ে তার মর্ম ॥২২০॥

নিত্যানন্দাধৈতাদির বাক্য অনন্তদেবত

বুদ্ধিতে সমর্থ—

এই মত যত আর হইল কখন।

নিত্যানন্দাধৈত প্রভু আর যত গণ ॥২২১॥

ইহা বুদ্ধিবার শক্তি প্রভু বলরাম।

সহস্র বদনে গায় এই গুণগ্রাম ॥২২২॥

হিংসাবৃত্তির বিচিত্র বিলাসের অচ্ছতম জ্ঞান করে, উহাতে তাহাদের অসঙ্গলতা শিদ্ধ হয়। অসম-জ্ঞানের সহিত সম্বন্ধ বহিত বস্তুর প্রতি মানব ভোগ-বৃত্তিতে হিংসা করে। শুদ্ধ-ভক্ত কোনদিনই ত্রিগুণভাঙিত হইয়া রক্ত-সম্ব-তমোগুণের গলিলে নিমগ্ন হন না। স্তবরাং নির্ম্মৎসব ভক্তদিগের চবণাশ্রয়-ব্যতীত মৎসবধর্ম-পরায়ণ নব্বর জগতের প্রাপকিক ভোক্ত-সম্প্রদায় নিজ-কর্মফলে মায়াবাদাদি আবাহন করিয়া অশ্রুবিধাব মধ্যে পতিত হন এবং আত্মবিনাশ করেন। অনাস্ত-প্রবৃত্তি-বশে কখনই আত্মাব সন্ধান পাওয়া যায় না। ভগবৎপ্রীতি ব্যতীত কখনই লুচ্চ মানবজাতির অচ্ছ কোন উপায় নাই। স্তবরাং গুরুদ্রোহী সম্প্রদায় কলিত-জ্ঞানে গুরুদ্রোহিতা, দাস্তিকতা, অশন-সমূহকে ধনরূপে গ্রহণ পূর্বক অনাস্ত তমিশ্র মায়ায় বিলীন হইয়া স্বগত-স্বজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদ-রহিত কেল্লাধৈতবাদের মর্যাদা স্থাপন করে। ইহাই তাহাদের সর্কনাশ। সচ্চিদানন্দ ভগবানের সর্কতোভাবে দাত্তই পরাপ্রকৃতিব আত্মহ হইবার সুযোগ, নতুবা সর্কনাশই প্রাপ্য হইয়া পড়ে ॥ ২১০ ॥

দোষের অবস্থানে দোষারোপ করাকে ‘নিন্দা’ বলে। ক্রুদ্ধনাম-গ্রহণ-কালে নিন্দারহিত হওয়া সর্কতোভাবে প্রয়োজন। নিন্দারহিত ব্যক্তিই—সর্কোত্তম। ফলকাম-রহিত ব্যক্তি—সন্ন্যাসী। তাদৃশ নিন্দারহিত সন্ন্যাসীও যদি বৈষ্ণব-নিন্দা করিয়া বসেন, তাহা হইলে তাঁহার ত্যাগধর্ম ও পরচর্চারহিত ধর্ম নষ্ট হইয়া অধঃপতন ঘটয়া থাকে ॥ ২১৩ ॥

দিশস্তবের অষ্টতকে নিরুলীলা-বিষয়ে প্রশ্ন ও

অষ্টতের উত্তর—

ক্ষণেকেই বাহ্যদৃষ্টি দিয়া বিশ্বস্তর ।

হাসিয়া অষ্টত প্রতি বলয়ে উত্তর ॥২২৩॥

“কিছুনি চাক্ষুশ্য মুদ্রি করিয়াছে” শিশু ?”

অষ্টত বলয়ে,—“উপাধিক নহে কিছু ॥” ২২৪॥

মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সমীপে কমা-ত্রিকা ও সকলের হাত—

প্রভু বলে,—“শুন নিত্যানন্দ মহাশয় ।

ক্ষমিবা চাক্ষুশ্য যদি মোর কিছু হয় ॥” ২২৫॥

নিত্যানন্দ, চৈতন্য, অষ্টত, হরিদাস ।

পরস্পর সবা চাহি সবে হৈল হাস ॥২২৬॥

মহাপ্রভু ভোজনেন্দ্রা ও অষ্টত-গৃহিণীকে বন্ধন

কবিত্তে আদেশ—

অষ্টতগৃহিণী মহাসতী পতিব্রতা ।

বিশ্বস্তর মহাপ্রভু যারে বলে ‘মাতা’ ॥২২৭॥

প্রভু বলে,—“শীঘ্র গিয়া করহ রক্ষণ ।

কৃষ্ণের নৈবেদ্য কর, করিব ভোজন ॥” ২২৮॥

গণ-সহ মহাপ্রভু গঙ্গারান্নে গমন—

নিত্যানন্দ, হরিদাস, অষ্টতাদি-সঙ্গে ।

গঙ্গারান্নে বিশ্বস্তর চলিলেন সঙ্গে ॥২২৯॥

গান হইতে প্রত্যাগত মহাপ্রভু পাদ-প্রক্ষালন

ও কৃষ্ণ-প্রণাম—

সে সব আনন্দ বেদে বর্ণিতে বিস্তর ।

জ্ঞান করি’ প্রভু সব আইলেন ঘর ॥২৩০॥

চরণ পাখালি’ মহাপ্রভু বিশ্বস্তর ।

কৃষ্ণের করয়ে দণ্ড-প্রণাম বিস্তর ॥২৩১॥

অষ্টতের মহাপ্রভু-চরণে এবং হরিদাসের অষ্টত-চরণে

প্রণাম, তদর্শনে নিত্যানন্দের হাত—

অষ্টত পড়িলা বিশ্বস্তর-পদতলে ।

হরিদাস পড়িলা অষ্টত-পদমূলে ॥২৩২॥

অপূর্ব কোতুক দেখি’ নিত্যানন্দ হাসে ।

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অষ্টত—“প্রথম-

জ্ঞানের ধর্ম-সেতু—

ধর্মসেতু যেন তিন বিগ্রহ প্রকাশে’ ॥২৩৩॥

উঠি’ দেখি’ ঠাকুর অষ্টতপদতলে ।

আথে ব্যথে উঠি’ প্রভু ‘বিষ্ণু বিষ্ণু’ বলে ॥২৩৪॥

তিন প্রভু ভোজনে গমন ও নিত্যানন্দের

চাক্ষুশ্য-প্রকাশ—

অষ্টতের হাতে ধরি’ নিত্যানন্দ-সঙ্গে ।

চলিলা ভোজনগৃহে বিশ্বস্তর-সঙ্গে ॥২৩৫॥

পবচর্চা কবিত্তে গিয়া মিথ্যা দোষাবোপ হইতে পৃথক
খাতিবা যিনি কৃষ্ণকে ডাকেন, তিনি এই সংসার-বন্ধন
হইতে মুক্ত হন । কৃষ্ণভক্তের নিন্দা কবা—জগতে ত্রিতাপ
ভোগ কবাব যোগ্যতা অর্জন কবা মাত্র । বৈষ্ণবনিন্দা-
রহিত হইলেই জীব মুক্তি লাভ করে । মায়াবাদী, কক্ষী
এবং অজ্ঞাভিলাষী—এই তিন শ্রেণীর প্রাপঞ্চিক বিচা-
রণায়ণ ব্যক্তি—বৈষ্ণব-নিন্দাকারী । তাহাদের মুখে
কৃষ্ণনাম-কীর্তন সম্ভবণ নহে ॥ ২১৪ ॥

জগতে যে সকল শব্দ প্রচলিত আছে, তাহা সকল
শব্দ—প্রাকৃতিক বস্তুর ভাবনির্দেশক । জাগতিক কর্মসমূহ
কর্তার ফলাফলরূপে নিবৃত্ত । বিষ্ণুবাক্য ও বৈষ্ণববাক্য
সেই প্রকার নহে । তাহাদের কর্ম অবিস্ত ও অবৈষ্ণবের
কর্মের সহিত সমান নহে । বিষ্ণুবৈষ্ণবের বাক্য ও কর্ম
এবং অজ্ঞের বাক্য ও কর্মের সহিত বৈশিষ্ট্য এই যে, একটা

ইন্দ্রিয়-জ্ঞানানীন, অপবটী ইন্দ্রিয়-জ্ঞানাতীত । বিষ্ণু-
বৈষ্ণবের রূপ হইলেই সেই দুবদগম্য বাজ্য প্রবেশাধিকার
লাভ হইতে পারে ॥ ২২০ ॥

বিশ্বস্তর অষ্টতকে বলিলেন,—“আমি বালচাপল্য করিয়া
তোমাকে দণ্ড দিতে অগ্রসর হইয়াছিলাম ।” তদুত্তরে
শ্রীঅষ্টত প্রভু বলিলেন,—“আপনাব ঐ প্রকাব ক্রিয়া
কখনই বাস্তবিক নহে । উহা বস্তুর নিকটে স্থিত নম্বর
ব্যাপাব মাত্র । সুতরাং উহা বাস্তবিকের পরিবর্তে ঔপাধিক
মাত্র । আত্মনিষ্ঠাব বাস্তবিক মনোনিষ্ঠা ও স্থলদেহ-নিষ্ঠা
ঔপাধিক নম্বর মাত্র অর্থাৎ নিত্য পূর্ণজ্ঞানময় ও নিরবচ্ছিন্ন
আনন্দময় নহে, তাৎকালিক প্রতীতি মাত্র ॥” ২২৪ ॥

বেদশাস্ত্র জীবের ঔপাধিক জ্ঞানের পরিবর্তে প্রকৃত
জ্ঞানের বিস্তারকারী । প্রকৃত শুদ্ধ বাস্তব ধারণা বেদের
বর্ণনা হইতেই জীবের মনে পরিপূর্ণ হয় ॥ ২৩০ ॥

ভোজনে বসিলা তিন প্রভু এক ঠাঞী ।
 বিশ্বস্তর, নিত্যানন্দ, আচার্য্য-গোসাঞী ॥২৩৬॥
 স্বভাব চঞ্চল তিন প্রভু নিজাবেশে ।
 উপাধিক নিত্যানন্দ অতি বাল্যরসে ॥২৩৭॥
 ঘাবে উপবেশন পূরুক ভোজন-রত হবিদাসেব
 তিনপ্রভুব লীলা দর্শন—
 হারে বসি' ভোজন করয়ে হরিদাস ।
 যা'র দেখিবার শক্তি সকল প্রকাশ ॥২৩৮॥
 অদ্বৈত-গৃহিণী পরবেশন-কার্য্য—
 অদ্বৈত গৃহিণী মহাসতী যোগেশ্বরী ।
 পরিবেশন করেন সঙরি 'হরি হরি' ॥২৩৯॥
 ভোজন করেন তিন ঠাকুর চঞ্চল ।
 দিব্য অন্ন, যুত, দুধ, পায়স সকল ॥২৪০॥
 অদ্বৈত ও নিত্যানন্দ-তত্ত্ব—অভিন্ন—
 অদ্বৈত দেখিয়া হাসে নিত্যানন্দ রায় ।
 এক বস্তু দুই ভাগ কৃষ্ণের লীলায় ॥২৪১॥
 ভোজনান্তে নিত্যানন্দের বাল্যাবেশে গৃহের সর্বত্র
 থর নিক্ষেপ এবং অদ্বৈতের ক্রোধ-ভঙ্গে
 নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-কথন—
 ভোজন হইল পূর্ণ, কিছু মাত্র শেষ ।
 নিত্যানন্দ হইলা পরম বাল্যাবেশ ॥২৪২॥
 সব ঘরে অন্ন ছড়াইয়া হৈল হাস ।
 প্রভু বলে 'হায় হায়', হাসে হরিদাস ॥২৪৩॥
 দেখিয়া অদ্বৈত ক্রোধে অগ্নি-হেন জ্বলে ।
 নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে ক্রোধাবেশ-ছলে ॥২৪৪॥
 “জাতি নাশ করিলেক এই নিত্যানন্দ ।
 কোথা হৈতে আসি' হৈল মত্তপের সজ ॥২৪৫॥

গুরু নাহি, বলয়ে 'সন্ন্যাসী' করি' নাম ।
 জুড়িয়া না জানিয়ে নিশ্চয় কোন্ গ্রাম ॥২৪৬॥
 কেহত না চিনে, নাহি জানি কোন্ জাতি ।
 ঢুলিয়া ঢুলিয়া বলে যেন মত্ত হাতী ॥২৪৭॥
 ঘরে ঘরে পশ্চিমার খাইয়াছে ভাত ।
 এখানে হইল আসি' ব্রাহ্মণের সাথ ॥২৪৮॥
 নিত্যানন্দ মত্তপে করিলা সর্বনাশ ।
 সত্য সত্য সত্য এই শুন হরিদাস ॥” ২৪৯॥
 ক্রোধাবেশে অদ্বৈত হইল দিগ্‌বাস ।
 হাতে তালি দিয়া নাচে অট্ট অট্ট হাস ॥২৫০॥
 অদ্বৈত-চরিত্র দর্শনে গোবিন্দের হস্ত—
 অদ্বৈত-চরিত্র দেখি' হাসে গৌর-রায় ।
 হাসি' নিত্যানন্দ দুই অঙ্গুলি দেখায় ॥২৫১॥
 অদ্বৈতের বিচিত্র ক্রোধাবেশ দর্শনে সকলের হস্ত—
 শুদ্ধ হস্তময় অদ্বৈতের ক্রোধাবেশে ।
 কিবা বৃদ্ধ কিবা শিশু হাসয়ে বিশেষে ॥২৫২॥
 অদ্বৈতের বাহু প্রাপ্তিতে নিত্যানন্দ-সহ কোলাকুলি—
 ক্ষণেকে পাইয়া বাহু কৈল আচমন ।
 পরস্পর আনন্দে করিলা আলিঙ্গন ॥২৫৩॥
 নিত্যানন্দ-অদ্বৈত হইল কোলাকুলী ।
 প্রেমরসে দুই প্রভু মহা-কুতূহলী ॥২৫৪॥
 নিত্যানন্দ ও অদ্বৈত—মহাপ্রভু উভয়হস্ত স্বরূপ; উভয়ে
 মধ্যে অঙ্গীতির অভাব; উভয়ের কলহ লীলামাত্র—
 প্রভু-বিগ্রহের দুই বাহু দুই জন ।
 শ্রীতি-বই অঙ্গীতি নাহিক কোন ক্ষণ ॥২৫৫॥
 তবে যে কলহ দেখ, সে কৃষ্ণের লীলা ।
 বালকের প্রায় বিষ্ণু-বৈষ্ণবের খেলা ॥২৫৬॥

ত্রিনিত্যানন্দ, ত্রিঅদ্বৈত এবং ত্রিমহাপ্রভু—এই তিন
 বিভিন্ন প্রকাশ—অদ্বৈত-জ্ঞানধর্মেরই সেতু । এই তিনের
 প্রচাবিত ধারণা অবলম্বনে জীব অনায়াসে ভবসমুদ্র পার
 হইতে পারে ॥ ২৩৩ ॥

সকড়ি নিসকড়ি বিচাণ অর্থাৎ ভোজনমাত্রব্য স্পৃহা-
 অস্পৃহা বিচার মাতাল ও অদ্বৈত ব্যক্তিগণ করেন না ।
 নিত্যানন্দ বালচাপল্য-ক্রমে ভোজনগৃহের সর্বত্র ভাত

ছড়াইয়া দেওয়া উহা আচার-বহির্ভূত জানিয়া ত্রিঅদ্বৈত
 প্রভু ত্রিনিত্যানন্দেব জাতি-বিচারের অভাব, স্পৃহা-অস্পৃহের
 বিচারাত্মক প্রকৃতি সমালোচনা আরম্ভ করিলেন ।
 ত্রিনিত্যানন্দ কোন্ গ্রামেব অধিবাসী, কাহার পুত্র, কোন্
 গুরুর শিষ্য তাহা কেহ জানে না; তিনি নানা স্থানে বিচরণ
 করায় বিবিধ শ্রেণীর লোকের অন্নাদি গ্রহণ করিয়াছেন ।
 সুতরাং এরূপ স্বাভাবিক মত্ত প্রকৃতির ব্যক্তি সর্বনাশ

মহাপ্রভু অষ্টৈতমন্দিরে কৃষ্ণকীৰ্ত্তন-লীলা-বুঝিতে
 শ্রীবলদেব প্রভুই সমর্থ—
 হেন মতে মহাপ্রভু অষ্টৈত-মন্দিরে ।
 ঝামুতাবানন্দে কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তনে বিহরে ॥২৫৭॥
 ইহা বুঝিবার শক্তি প্রভু বলরাম ।
 অন্বেষ্যে নাহি জানয়ে এসব গুণগ্রাম ॥২৫৮॥
 বিশুদ্ধ গুরুসেবারত জনের বলদেব-রূপায় কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে
 অধিকার প্রাপ্তি ; অপ্রাকৃত সরস্বতী তাদৃশ
 জনের জিহ্বায় নৃত্যকারিণী—
 সরস্বতী জানে বলরামের রূপায় ।
 সবার জিহ্বায় সেই ভগবতী গায় ॥২৫৯॥
 গ্রন্থকারের নিবেদন ও ভক্ত-প্রণাম—
 এসব কথাই নাহি জানি অনুগ্রহ ।
 যে-ভে-মতে গাই মাত্র কৃষ্ণের বিক্রম ॥২৬০॥
 চৈতন্যপ্রিয়ের পায়ে মৌর নমস্কার ।
 ইহাতে যে অপরাধ ক্ষমহ আমার ॥২৬১॥
 শ্রীগৌবসুন্দরের নবদীপে প্রত্যাগমন, তাহাতে
 সকলের আনন্দ ও মহাপ্রভু
 বৈষ্ণবগণকে প্রেমালিঙ্গন—
 অষ্টৈতের গৃহে প্রভু বধি' কভদিন ।
 নবদীপে আইলা সংহতি করি' তিন ॥২৬২॥
 নিত্যানন্দ, অষ্টৈত, তৃতীয় হরিদাস ।
 এই তিন সঙ্গে প্রভু আইলা নিজ বাস ॥২৬৩॥

করিতেছেন। শ্রীঅষ্টৈত প্রভু বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ-লীলাব
 অভিনয় করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্গের পশ্চিমভাগ যখন-
 গণের সহিত মিশ্রভাবে গৃহস্থ-ব্রাহ্মণ-লীলাব সংসর্গে
 নিত্যানন্দের জাতীয় ধর্ম বিপর্যয় হইয়াছে প্রভৃতি দোষা-
 রোপ করিতে লাগিলেন। প্রকৃত প্রস্তাবে নিত্যানন্দ
 আসবসেবাকারী তান্ত্রিক সন্ন্যাসী ছিলেন। ব্যাভিচার-
 রত জনগণ এই সকল প্রসঙ্গ হইতে নিত্যানন্দকে ভ্রম
 বশতঃ তাহাদিগের দ্বায় বিশ্বাস বলিয়া মনে কবে, কিন্তু
 প্রকৃত নিত্যানন্দ কোনদিন সেক্ষণ পাণেব প্রায় দিব্যবশিষ্ট
 প্রদান করেন নাই। “পরিসদকু জনো যথা তথা বা নহ
 মুখ্যো ন বয়ং বিচারায়ঃ। হরিরসমঙ্গিরামলাতিমস্তা

শুনিল বৈষ্ণব-সব ‘আইলা ঠাকুর’ ।
 ঝাইয়া আইল সবে আনন্দ প্রচুর ॥২৬৪॥
 দেখি' সর্ব তাপ হরে সে চন্দ্রবদন ।
 ধরিয়া চরণে সবে করয়ে রোদন ॥২৬৫॥
 গৌরচন্দ্র মহাপ্রভু সবার জীবন ।
 সবারে করিল প্রভু প্রেম আলিঙ্গন ॥২৬৬॥

ভক্তগণের তত্ত্ব—

সবেই প্রভুর নিজ বিগ্রহ-সমান ।
 সবেই উদার—ভাগবতের প্রধান ॥২৬৭॥
 ‘ভক্তগণেব অষ্টৈতকে প্রণাম ও প্রভুসঙ্গে কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তন—
 সবে করিলেন অষ্টৈতেরে নমস্কার ।
 যার ভক্তি-কারণে চৈতন্য-অবতার ॥২৬৮॥
 আনন্দে হইলা মত্ত বৈষ্ণব-সকল ।
 সবে করে প্রভু-সঙ্গে কৃষ্ণ-কোলাহল ॥২৬৯॥
 বধু-সঙ্গে শচীমাতার গৌবসুন্দরের দর্শনে আনন্দ—
 পুত্র দেখি' আই হৈল আনন্দে বিহ্বল ।
 বধু-সঙ্গে গৃহে করে গোবিন্দ-মঙ্গল ॥২৭০॥
 গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-নিষ্ঠা—
 ইহা বলিবার শক্তি সহস্রবদন ।
 যে প্রভু আমার জন্ম-জন্মের জীবন ॥২৭১॥
 নিত্যানন্দ-তত্ত্ব—
 ‘দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ’ যে হেন নাম ভেদ ।
 এই মত ভেদ নিত্যানন্দ-বলদেব ॥২৭২॥

ভবি বিলুপ্তাং নটাম নিরীশাম ॥” শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে
 আলোচ্য ॥ ২৪৫ ॥

প্রভু নিত্যানন্দ ও প্রভু অষ্টৈত, ইহারা গৌবসুন্দরের
 দক্ষিণ ও বামহস্ত বিশেষ। সুতরাং তাহাদের পরস্পরের মধ্যে
 প্রকৃত প্রস্তাবে কোন অপ্রীতির ভাব বা মনোমালিঙ্গ থাকার
 সম্ভাবনা নাই। উভয়েই ভগবৎপ্রেমে উন্মত্ত ॥ ২৪৬ ॥

শ্রীবলদেবের রূপায় কীৰ্ত্তনকারীর জিহ্বায় শ্রীচৈতন্যবাণী
 প্রতিষ্ঠিত হয়। বিশুদ্ধ গুরু-সেবা তাহাদিগের তত্ত্ব, তাহারা
 কলীলাকীৰ্ত্তনে সমর্থ। অপ্রাকৃত সরস্বতী—তাহাদিগের
 জিহ্বায় নৃত্য করিয়া কৃষ্ণগান-তরঙ্গ প্রবাহিত করিতে
 থাকেন ॥ ২৪৭ ॥

অধ্যায়ের ফল-শ্রুতি—

অধৈত-গৃহেতে প্রভু যত কৈল কেলি।

ইহা যেই শুনে, সেই পায় সেই মেলি ॥২৭৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জাম।

কুলাবনদাস তরু পদযুগে গান ॥২৭৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে অধৈতগৃহে বিলাস-

বর্ণনং নাম উনবিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীশচীদেবী শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅধৈত ও শ্রীহরিদাসের সহিত শ্রীগৌরমুন্দরকে প্রত্যাগত দেখিয়া এবং বৈষ্ণবগণকে আনন্দে মত্ত হইয়া কৃষ্ণকোলাহলে গৌর-গৃহ মুখরিত করিতে দেখিয়া পরমানন্দিতা হইলেন। জননী পুত্রবধূর সহিত শ্রীগৌরমুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণগীত দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিয়া সমধিক

আনন্দিতা হইলেন। সাধারণ শ্রদ্ধাগণ পুত্রবধূর সহিত পুত্রের মিলনে যেরূপ প্রাপ্তিকিক ভোগ বিচাৰ করেন, তৎপরিবর্তে সকলেরই কৃষ্ণপ্রেমানন্দে গৃহকে গোলোক জ্ঞান করিবার মাঙ্গল্য দেখিয়া শচীমাতা আনন্দ-বিহবলিতা হইলেন ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে উনবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

বিংশ অধ্যায়

বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভু কর্তৃক মুরারিগুপ্তকে স্বপ্নে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-জ্ঞাপন, নির্বিশেষ-বাদ খণ্ডন, সুবাবি স্বপ্নে মহাপ্রভুকে ভোগ প্রদান, মহাপ্রভুর তাহাতে অজীর্ণব্যামি এবং মুরারির জলপানে নিরাময়তা, মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ, সুবাবি পরড় ভাব ও মহাপ্রভুর মুরারিক্ষে আরোহণ, মুরারি দেহ-ত্যাগে সঙ্কল্প ও প্রভু তন্নিবারণ, গ্রহকার কর্তৃক নিম্নক সন্ন্যাসীর সহিত বাটোয়ারের তুলনা প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভুর শ্রীবাসগৃহে অবস্থান-কালে মুরারি গুপ্ত আসিয়া মহাপ্রভুকে প্রণাম পূর্বক নিত্যানন্দ-চরণে প্রণত হইলে মহাপ্রভু মুরারিকে বলিলেন যে, তাঁহার ব্যবহার-ব্যতিক্রম হইয়াছে। তখন মুরারি তদ্বিবয়ে নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে পরদিন সন্ধ্যাই জানিতে পারিবেন বলিয়া দিলেন। মুরারি গৃহে গমন পূর্বক রাত্রিতে স্বপ্নযোগে নিত্যানন্দকে সাক্ষাৎ হস্তদর্শন করিতে এবং তাঁহারই পশ্চাতে বাজনরত বিশ্বম্ভরকে দর্শন করিলেন। মুরারি স্বপ্নে চুই জনেব তত্ত্ব জ্ঞাত হইয়া পরদিন প্রভুস্থানে গমনপূর্বক প্রথমে নিত্যানন্দকে প্রণাম

করিয়া গৌরমুন্দরকে প্রণাম করিলে মহাপ্রভু তাহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। সুবাবি তদন্তরে জানাইলেন যে, মহাপ্রভুই তাঁহার চিত্তে ঐরূপ ভাব প্রদান করিয়াছেন, যেহেতু তিনিই সকল জীবের নিয়ন্তা। মহাপ্রভু মুরারিকে জানাইলেন যে, মুরারি তাঁহার প্রিয় বলিয়াই তিনি তাঁহাকে নিজতত্ত্ব জ্ঞাপন করিলেন; অতঃপব মহাপ্রভু তাঁহাকে নিজ চরিত্র তাৎপূল প্রদান করিলে মুরারি সসম্মানে তাহা ভক্ষণ করিলেন। তৎপবে মহাপ্রভু মুরারিকে হস্ত প্রক্ষালন করিতে বলিলে মুরারি নিজ হস্ত মস্তকে প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু তখন মুরারিকে স্মৃতিবিচারে তাঁহার জ্ঞাতিনাশের আশঙ্কা জ্ঞাপন করিয়া কাশীর নির্বিশেষবাদী প্রকাশানন্দের প্রতি উদ্দেশে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। সামান্যবাদী শ্রীভগবদ্ভিগ্ৰহে দেহ-দেহী-ভেদ আবাদ্য কপে এবং নিজকে সেবা প্রভু ভগবানের সহিত অভিন্ন জ্ঞান কবায় তাহার আত্মবিনাশের পথ প্রশস্ত হয় যাত্র।

অতঃপব মহাপ্রভু মুরারির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে গমন করিতে আদেশ করিলে মুরারি গৃহে গমনপূর্বক নিজ ভার্য্যার নিকট গোন্ধনৈব অভিপ্রায় জানাইলেন। তাঁহার পরী তাঁহার সমুপে অন্ন আনিয়া

উপস্থিত করিলে তিনি পাত্র হইতে গ্রাস গ্রাস অন্ন লইয়া কৃষ্ণোদ্দেশে অর্পণ করত ভূমিতে নিক্ষেপ কবিত্তে লাগিলেন। পরদিন প্রত্যবে গোবিন্দর আসিয়া মূলাবিকে বলিলেন যে, তাঁহাব অন্ন ভক্ষণ কবিয়া প্রভুৰ অজীর্ণ হইয়াছে এবং মূলাবির জলপাত্র হইতে জল পান কবিয়া তাহাতেই অজীর্ণোপশমের কথা জানাইলেন। মূলারি তাহা দেখিয়া মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন এবং মূলাবির আশ্রয় স্বজন সকলেই প্রেমে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

একদিন মহাপ্রভু শ্রীনাগগৃহে হৃদ্যব পূর্বক চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ করিয়া ‘গরুড়’ ‘গরুড়’ বলিয়া ডাকিতে থাকিলে মূলাবি গরুড়-ভাবে আবিষ্ট হইয়া প্রভুসমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নিজকে গরুড় বলিয়া পৰিচয় দিলেন। তিনি যে প্রভুর ষাপবয়ুগীৰ লীলায় গরুড় রূপে প্রভুৰ সেবা কবিয়াছেন,

শ্রীগোবিন্দরের জয় গান—

জয় জয় গৌরসিংহ শ্রীশচীকুমার।

জয় সর্বতাপহর চরণ তোমার ॥১॥

জয় গদাধর-প্রাণনাথ মহাশয়।

কৃপা কর প্রভু যেন তোহে মন রয় ॥২॥

ভক্তসঙ্গে গোবিন্দের বিবিধ কৌতুক—

হেন মতে ভক্ত-গোষ্ঠী ঠাকুর দেখিয়া।

মাচে, গায়, কান্দে, হাসে প্রেমপূর্ণ হৈয়া ॥৩॥

এই মতে প্রতিদিনে অশেষ কৌতুক।

ভক্ত-সঙ্গে গৌরচন্দ্র করে নানারূপ ॥৪॥

এক দিন মহাপ্রভু নিত্যানন্দ-সঙ্গে।

শ্রীনিবাসগৃহে বসি’ আছে নানা-রঙ্গে ॥৫॥

তাহাও জানাইয়া—নিজ স্বন্ধে আরোহণ করিতে প্রভুকে অনুরোধ করিলেন। মহাপ্রভু গুপ্তের স্বন্ধে আরোহণ করিলে তিনি প্রভুকে লইয়া অঙ্গনে পবিত্রমণ কবিত্তে লাগিলেন। তদর্শনে ভক্তগণ জয়ধ্বনি কবিলেন এবং মূলাবির প্রতি প্রভুৰ কৃপা দর্শনে তাঁহার সৌভাগ্যের প্রশংসা কবিত্তে লাগিলেন। আর একদিন মূলারি গুপ্ত গোবিন্দরের লীলা-সঙ্কোচনের পূর্বেই নিজ দেহরক্ষাব সঙ্কল্প কবিয়া একখানি শাণিত অস্ত্র নিজ গৃহে লুকাইয়া রাখিলেন। অন্তর্যামী মহাপ্রভু তাহা জানিতে পারিয়া মূলাবিগৃহে আগমন পূর্বক গুপ্তকে তাহা করিতে নিষেধ করিলেন।

অতঃপব গ্রহকাল চৈতন্য-দাসগণের প্রশংসা ও নিন্দক সম্যাসীব সাধুনিন্দা-জ্ঞাত অপবাদের শোচনীয় পবিণাম বর্ণন পূর্বক অধ্যায় সমাপ্ত করিয়াছেন।

মূলারি গুপ্তের প্রভুচরণে প্রণামানন্তর

নিত্যানন্দকে প্রণাম—

আইলা মূলারি গুপ্ত হেনই’ সময়।

প্রভুর চরণে দণ্ড-পরণাম হয় ॥৬॥

শেষে নিত্যানন্দে করেয়া পরণাম।

সম্মুখে রহিলা গুপ্ত মহাজ্যোতির্ধাম ॥৭॥

ভগদত্ত-পূজাব অগ্রে ভগবৎপূজাব প্রভুৰ

প্রতিবাদ ও মূলাবির উত্তর—

মূলারি গুপ্তেরে প্রভু বড় স্তম্ভী মনে।

অকপটে মূলাবিরে কহেন আপনে ॥৮॥

“যে করিলা মূলারি, না হয় ব্যবহার।

ব্যতিক্রম করিয়া করিলা নমস্কার ॥৯॥

গৌড়ীয়-কাণ্ড

শ্রীগৌরসুন্দরের চরণ আশ্রয় করিলে জীবের সকল প্রকার আধ্যাত্মিক তাপ বিনষ্ট হয়। শ্রীগৌরসুন্দর কোন ঔষধিক ব্যাপ্যাবের প্রয়োজনতা নহেন, তিনি জীবের স্বরূপোন্মোচন করাইয়া তাঁহাকে সর্বপ্রকার জাগতিক তাপ হইতে বিমুক্ত করেন ॥ ১ ॥

শ্রীগদাধরপণ্ডিতগোস্বামী মধুব রত্নের আশ্রয়ে সর্বতোভাবে কৃষ্ণসেবা করেন। অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধরের হৃদয় চেষ্টার প্রভু ॥ ২ ॥

শ্রীমূলারিগুপ্ত প্রথমে ভগবান্ গৌরসুন্দরকে নমস্কাব করিয়া পরে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে প্রণাম করিলেন। মহা-

কোথা তুমি শিখাইবা, যে না ইহা জানে।

ব্যবহারে হেন ধর্ম তুমি লজ্জ' কেনে?" ১০ ॥

মুরারি বলয়ে,—“প্রভু জানিব কেমনে ?

মোর চিত্ত তুমি লইয়াছ যেন-মনে ॥” ১১ ॥

প্রভু যুগ্মবিক্রেয়-কালে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—“ভাল ভাল আজি যাছ ঘরে।

সকল জানিবা কালি বলিব তোমায়ে ॥” ১২ ॥

সম্মুখে চলিলা গুপ্ত সন্তয় হরিষে।

শয়ন করিলা গিয়া আপনার বাসে ॥১৩॥

অপ্নে দেখে—মহাভাগবতের প্রধাম।

গল্পবেশে নিত্যানন্দ চলে আগুয়ান ॥১৪॥

নিত্যানন্দ-শিরে দেখে মহা-নাগ-ফণা।

করে দেখে শ্রীহল-মুখল তান বান ॥১৫॥

নিত্যানন্দ-মুণ্ডি দেখে যেন হলধর।

শিরে পাখা ধরি' পাছে যায় বিশ্বস্তর ॥১৬॥

অপ্নে প্রভু হাসি কহে,—“জানিলা মুরারি।

আমি যে কনিষ্ঠ, মনে বুঝি বিচারি ॥” ১৭ ॥

অপ্নে ছুই প্রভু হাসে মুরারি দেখিয়া।

ছুই ভাই মুরারিরে গেলা শিখাইয়া ॥১৮॥

মুবারিব চৈতন্য পাইয়া ক্রন্দন—

চৈতন্য পাইয়া গুপ্ত করয়ে ক্রন্দন।

‘নিত্যানন্দ’ বলি' খাস ছাড়ে যনে ঘন ॥১৯॥

মহা-সতী মুরারি গুপ্তের পতিভ্রতা।

‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বলে হই' সচকিতা ॥২০॥

‘বড় ভাই নিত্যানন্দ’ মুরারি জানিয়া।

চলিলা প্রভুর স্থানে আনন্দিত হইয়া ॥২১॥

মুবারিব অগ্রে জগদগুরু নিত্যানন্দকে প্রণামানন্তর

গৌবত্মন্যবকে প্রণাম ও প্রভুর জিজ্ঞাসা—

বসি' আছে মহাপ্রভু কমললোচন।

দক্ষিণে সে নিত্যানন্দ প্রসন্ন-বদন ॥২২॥

আগে নিত্যানন্দের চরণে নমস্করি'।

পাছে বন্দে বিশ্বস্তর-চরণ মুরারি ॥২৩॥

মুবারিব মৃদুস্ব উত্তর—

হাসি' বলে বিশ্বস্তর,—“মুরারি এ কেন" ?

মুরারি বলয়ে,—“প্রভু লওয়াইলে যেন ॥২৪॥

পবন-কারণে যেন শুষ্ক তৃণ চলে।

জীবের সকল ধর্ম তোর শক্তিবলে ॥” ২৫॥

প্রভু প্রেষ্ঠজন-সদীপে নিজ-বহু জ্ঞাপন—

প্রভু বলে—“মুরারি, আমার প্রিয় তুমি।

অতএব তোমায়ে ভাঙ্গিল মর্ম্ম আমি ॥” ২৬॥

গদাধরব প্রভুকে তাহুল প্রদান এবং প্রভু-কর্তৃক

মুবারিকে তদুচ্ছিষ্ট দান—

কহে প্রভু নিজ তত্ত্ব মুরারির স্থানে।

যোগার তদ্বুল প্রিয় গদাধর বামে ॥২৭॥

প্রভু বলে,—“মোর দাস মুরারি প্রধাম।

এত বলি' চর্কিত তাহুল কৈলা দান ॥২৮॥

সম্মুখে মুরারি যোড়হস্ত করি' লয়।

খাইয়া মুরারি মহানন্দে মত্ত হয় ॥২৯॥

মুবারিকে হস্ত-প্রফালনে প্রভুব আদেশ ও মুরারির

নিজ হস্ত মস্তকে স্থাপন—

প্রভু বলে,—“মুরারি সকালে ধোও হাত।”

মুরারি তুলিয়া হস্ত দিলেক মাথাতে ॥৩০॥

প্রভু-কর্তৃক আত্মবিচারেব দোহাই দিয়া মুবারিব

জাতি-নাশেব আশঙ্কা জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—“আরে বেটা জাতি গেল তোর।

তোর অঙ্গে উচ্ছিষ্ট লাগিল সব মোর ॥” ৩১॥

নির্কিংশেবদী সবিংশেবদকে আক্রমণ করায়

প্রভুর ক্রোধ—

বলিতে প্রভুর হইল ঈশ্বর আবেশ।

দন্ত কড়মড় করি' বলয়ে বিশেষ ॥৩২॥

প্রভু এই নমস্কারেব ক্রম-বিষয়ে আপত্তি উত্থাপন করিয়া কহিলেন,—“বলদেব প্রভুর জ্যেষ্ঠত্ব ও নিজের কনিষ্ঠত্ব বিষয়ে মুরারিগুপ্তের বিচার-ভ্রান্তি উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ মুরারি শ্রীবলরামের উপাসক। সুতরাং অগ্রে শ্রীধরপূজা ও

জগদগুরুপূজা না করিয়া ভগবৎপূজা করিলে ক্রমেব ব্যাধাত হয়।” চলিত ভাষায় বলে,—“ঘোড়া ডিঙ্গাইয়া ঘাস খাইতে নাই।” শ্রীধরকৃপা ব্যতীত ভগবৎসেবনের অধিকার কাহারও হয় না ॥ ৬-২ ॥

“সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ বসয়ে কাশীতে ।

মোরে খণ্ড খণ্ড বেটা করে ভাল মতে ॥৩৩॥

কেবলাদৈতবাদেব বিচারে ভগবদ্বিগ্রহ না মানায়

প্রকাশানন্দের কুষ্ঠ রোগ—

পড়ায় বেদান্ত, মোর বিগ্রহ না মানেন ।

কুষ্ঠ করাইলু অঙ্গে ডবু নাহি জানেন ॥৩৪॥

যেকপ শুদ্ধ ঘাস অপেক্ষাকৃত লঘু হওয়ায় বায়ু দ্বারা সহজেই বিচলিত হয়, সেইরূপ মূল্যধাবভগবৎশক্তি জীবের সকল ধর্মের নিয়মন কবিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

সকালে—কালবিলম্ব না কবিয়া, অতিশীঘ্র ॥ ৩০ ॥

মুত্তিশায়েব বিচাৰামুসাবেউচ্ছিষ্টভাজীসজ্জাতিনাশযটে ॥ ৩১

কাশীবাসী মায়াদানী সন্ন্যাসিগণ “জগৎ মিথ্যা, বৈকুণ্ঠে বৈচিত্র্য নাই, যাহা কিছু জাগতিক বিচিত্রতা, তাহা সকলই মিথ্যামাত্র, জীবের নিত্যস্বরূপ নাই, ত্রাস্তিবশে ব্রহ্মই আপনাকে জীবরূপে কল্পনা করেন । অজ্ঞান গিৰোহিত হইলে নির্কিংশে ব্রহ্মবই অবস্থিতি থাকে । শ্রীভগবানের চিহ্ন রূপ নাই, তাহার হেতু প্রদর্শনকরে রূপমাত্রই অচিহ্নরূপে অবস্থিত হওয়ায় ত্রাস্তিমাত্র । রূপবহিত অবস্থাই নির্কিংশে ব্রহ্মের নিত্য-স্থিতি । ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পনিকনৈবশিষ্ট্য ও লীলা প্রাপক্ষিক বিচারোপ (ইংরাজী ভাষায় যাহাকে anthropomorphism বলে) বিবর্তাশ্রিত বিচারেবত অস্তর্গত । ভগবদ্বিগ্রহ বলিয়া কোন সেবা পুরুষোত্তম নাই । সেবা-সেবনধর্ম পার্থিব বিচারে প্রতিষ্ঠিত নাত্র । সবিশেষ সচ্চিদানন্দ ভগবান্ নির্কিংশে ব্রহ্ম হইতে পৃথক্—বিবর্তোপ বিচার-নাত্র । উপাসনা—অনিত্য । পুরুষোত্তমবাদের নিবৈশিষ্ট্য বিচারই অজ্ঞান-রাহিত্য ।—প্রভৃতি কেবলাদৈতবাদিগণের বিচার । কাশী-বাসী সন্ন্যাসিগণ পনমার্থ-বঞ্চিত হইয়া ভগবানের চিহ্ন অঙ্গের অস্তিত্ব খণ্ড খণ্ড কবিয়া নষ্ট করিবার চেষ্টা করেন । এইরূপ সন্ন্যাসিগণের অগণী প্রকাশানন্দ নামক জনৈক মায়াদানী সন্ন্যাসী মহাপ্রভুব সমকালে সকল যতির মধ্যে প্রাধিক লাভ করিয়াছিলেন । ইহজগতে হিংসা-বৃত্তিবপ্রাবল্য-হেতু নিত্য-সবিশেষবাদকে আক্রমণ করা নির্কিংশেবাদের প্রধান প্রচেষ্টা । শ্রীগৌরসুন্দরের ইহা অভিপ্রেত নহে ॥৩৩॥

অমন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর যে অঙ্গেতে বৈসে ।

তাহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ॥৩৫॥

ব্রহ্মশিবাদি-বন্দ্য শ্রীবিগ্রহকে অস্বীকার করায়

সর্বনাশ লাভ—

সত্য কহৌ যুরারি আমার তুমি দাস ।

যে না মানেন মোর অঙ্গ, সেই যায় নাশ ॥৩৬॥

ঐতিহ্যকলের বিভিন্নার্ণ সম্ভবপব হওয়ায় বিভিন্ন ঋতি-বিশিষ্ট জনগণ নিজ নিজ সঙ্গীণ বিচার-দ্বারা বিভিন্ন ঐতিহ্য-মন্ত্ৰেব পদস্পব বিবাদ লক্ষ্য করেন । তন্মধ্যে তাঁহাদিগেব শাস্ত্র-বিবাদ প্রশমনার্থ শ্রীকৃষ্ণৈষায়ন ব্যাসদেব বাদবায়ণ-হৃত্তের অবতারণা করেন । উহাই ভাবতীয় পঞ্চ প্রকাব ইতর দর্শন হইতে পৃথক্ হইয়া বেদান্তদর্শন নামে প্রসিদ্ধি লাভ কবে । এই ব্রহ্মহৃত্তের অকৃত্রিম তায়—শ্রীমদ্ভাগবত । শ্রীমদ্ভাগবত বলেন,—অধ্বয়জ্ঞান ভগবদ্বস্তই ব্রহ্ম ও পনমাত্ম-নামে আব হই শ্রেণীর ব্যক্তিগণের উপযোগী শব্দ দ্বাবা সেই বস্ত-বিষয়ে পবিচয় লাভ করেন । কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এই তিন প্রকাব সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত বস্তট এক ও অদ্বিতীয় । যাহাবা শব্দেব বিদ্বৎ-ঋতিবৃত্তি অবজ্ঞা কবিয়া অঙ্গরূচিবৃত্তি আশ্রয় করেন, তাঁহাদেব নিকটই ভগবদ্বস্ত ব্রহ্ম, পনমাত্মা হইতে পৃথক্ৰূপে পরিলক্ষিত হন । এই শ্রেণীর ব্রহ্মহৃত্ত-ব্যাত্যাত্মগুণ ন্যান্যাদিক কেবলাদৈতমতবাদ-স্থাপনের জন্ত বেদান্তেব বৌদ্ধজনোচিত ব্যাত্য্য কবিয়া বৌদ্ধতর্ক-দ্বাবা হত হন মাত্র । প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বৈদান্তিকগণ আধ্যাত্মিক বিচার-প্রণালীতে অভ্যাসত হইয়া ভোগ্য জগতের কুহুস্তি-সমূহে আবদ্ধ হন, ফলে নিজ গুরুত্ব ও গুরুত্ব সংরক্ষণ মানসে অকৃত্রিম শ্রীমদ্ভাগবত হইতে মতবৈষম্য প্রচার করেন । শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত শুদ্ধাধৈত, ষেতাধৈত, বিশিষ্টাধৈত ও শুদ্ধাধৈতবিচার পরিত্যাগ পূর্বক কেবলা-দৈতকে বেদান্তের তাৎপর্য বলিয়া প্রমাণ কবিতে গিয়া যে অপরাধ সক্ষয় করেন, সেই অপরাধের নামান্তর—ভগবদ্বিষেব—ভগবদ্বিগ্রহের বিধাতন—ভগবদ্বদে খজাঘাত । চিহ্নর অঙ্গী চিহ্নর অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করিবার প্রয়াস—নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর । এইজন্ত প্রকাশানন্দ-নামক কাশীবাসী সর্বপ্রধান সন্ন্যাসীর নবর শরীরে কুষ্ঠরোগের উৎপত্তি ।

অজ ভবানন্ত প্রকুর বিগ্রহ সে সেবে ।

যে বিগ্রহ প্রাণ করি' পুজে সর্ব-দেবে ॥৩৭॥

পুণ্য পবিত্রতা পায় যে অজ পরশে ।

তাঁহা মিথ্যা বলে বেটা কেমন সাহসে ॥৩৮॥

ভগবান্ ও ভক্তের নিত্যত্ব—ভগবানের নাম, রূপ, গুণ,

লীলা, পবিত্রবৈশিষ্ট্যের নিত্যত্ব—

সত্য সত্য করোঁ। তোরে এই পরকাশ ।

সত্য মুই, সত্য মোর দাস, তার দাস ॥৩৯॥

ভগবদেব প্রতি আক্রমণ করিলে আধ্যাত্মিক জ্ঞানীর হুল ও
হৃদয় অঙ্গে কষ্টরোগ দেখা দেয়। কুর্ন্তবোগিগণ ভববদ্বিগ্রহ
না মানায় সেকপ অপবাদের ফল ভোগ করিতে থাকে। বিশ্ব
—সত্য,—এই বিচার পবিহাব করিয়া ও বিশ্বের অন্তর্গত
জীব-শরীরের নশ্বরতা বিচার না করিয়া যাঁহারা ভগবানের
বহিবঙ্গা শক্তি-পবিত্রত জগৎকে মিথ্যামাত্র বলিয়া বিশ্বের
অন্তর্গত জীব-শরীরও মিথ্যা নশ্বর, পবন নশ্বর সত্য
নহে প্রতীতি বলিতে থাকে, তাঁহাদের অসীমতা,
ধৃষ্টতা অপবাদের অন্তর্গত। অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ভগবানের
বহিবঙ্গা শক্তির পবিত্রতামাত্র। বহিবঙ্গা শক্তিতে ঐও
কালের ক্রিয়া আঁহিত থাকায় নির্লোভ জনগণ আধ্যাত্মিক
চেষ্টালব্ধ অজ্ঞানকে আশ্রয় কবে। সেই মায়াবাদী
প্রাণিক বিশ্ব-শরীরকে আশ্রয় বহিবঙ্গা শক্তি-পবিত্রত
শরীর মনে কবে না; পবন ভগবানের নিত্যবিগ্রহকে
তাঁহাদের ক্ষুদ্র চিন্তাশ্রোত-দ্বারা প্রকৃতি-প্রসূত সবিশিষ্ট
ভাব মাত্র মনে করিয়া বিচার দৌরল্য প্রদর্শন কবে।
ভগবানের অন্তরঙ্গশক্তি নিত্যকাল পূর্ণ চিন্ময়তা সংরক্ষণ-
পূর্বক নিত্যানন্দে বিচরণ করেন। জড়-বচিহ্নতা-লোপ-
কারী বুদ্ধি লইয়া চিদ্বৈচিত্র্য আক্রমণ—রাবণের মায়া-
সীতা হরণের ছায় মিথ্যা চেষ্টা মাত্র। মায়াবাদী
সর্বতোভাবে অপবাদী ও অভক্ত। তাঁহাব ভক্তি-পথে
বিচরণ কপটতা, অপরাধ মাত্রে পর্যাবসিত হয় ॥ ৩৫ ॥

শ্রীগৌরমুন্দের সুবাবিকে বলিলেন,—“আমি পুরুষোত্তম
বস্তু, তুমি আমার আশ্রিত দাস মাত্র। আমি আমার
অন্তর এবং বাহ্য অঙ্গসমূহের অঙ্গী। বাহ্য অঙ্গগুলিকে
যাঁহারা অন্তর-অঙ্গের সহিত সমপর্যায়ে গণনা করে,
তাঁহারা ইন্দ্ৰিয় আরম্ভ হইয়া আমার অন্তর-অঙ্গ ‘বৈকুণ্ঠ’
বৃত্তিতে পারেন না। মায়াবাদী আমার শ্রীবিগ্রহে দেহ-দেহী-
ভেদের আরোপ করে। মায়াবাদী যদিও বিচার-চাকুল্য
প্রকাশ করিয়া মায়া-প্রসূত জগৎকে মিথ্যা বলে, তথাপি

আয়ত্ত্ববিতাক্রমে নিজেব বহিঃপ্রজ্ঞা চালনা করিয়াই অন্তঃ-
প্রজ্ঞাকে সমশ্রেণীস্থ মনে কবে এবং নির্লোভ মুক্তির প্রয়াসী
হয়। সেইরূপ চেষ্টা আয়ত্ত্ববিশেষের লক্ষণ মাত্র। কিন্তু নিজ
দাস কখনও নিজ প্রভুর সঙ্কিত অভিন্ন হইতে চায় না।
অভিন্ন হইবার প্রয়াসই আয়ত্ত্ববিশেষ মাত্র ॥” ৩৬ ॥

সর্বজীব-বন্য ব্রহ্মা, শিব এবং অনন্তদেব শ্রীভগবানের
বিগ্রহ-সেবা করিয়া থাকেন। সকল দেবতা সেই বিগ্রহকে
প্রাণপণে পূজা করিয়া থাকেন। যাঁহারা পুরুষোত্তম
শ্রীবিগ্রহের সেবা না করিয়া অমর্ত্যের কল্পনা করেন, তাঁহারা
অজ-ভবানন্ত এবং অজ্ঞাত দেবতাকে লঙ্ঘন করেন। যে-
সকল লোক নিজ হুল বিগ্রহের অথবা স্বপ্ন বিগ্রহের নশ্বর
অভিমাণে প্রমত্ত, তাঁহারা মনে করেন যে, সকল বিগ্রহের
জনক বিগ্রহশূন্য হইয়া নির্লিঙ্গ (১); কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে
সেইরূপ কল্পনা প্রকৃতিবাদী বা মায়াবাদীই দান্তিকতা বা
অজ্ঞতা মাত্র ॥ ৩৭ ॥

মায়াবাদিসম্প্রদায় প্রাণক মিথ্যা বিচার পূর্বক পুণ্য,
পবিত্রতা, সত্ত্বগুণের অধিষ্ঠান প্রভৃতিকে পাপ, অপবিত্রতা,
বজ্র-সত্ত্ব-তমোমিশ্র প্রভৃতি বলিয়া মনে করায় তাঁহাদের
কাল্পনিক চিন্তাশ্রোত বাস্তবসত্যের অচ্যুত হইতে বঞ্চিত
হয়। কিন্তু সর্বশক্তিমান্ ভগবান্ সকল সত্ত্বাব একমাত্র
আধার। নিজ অঙ্গ ও অঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য বিদুলিত
করিয়াই তাঁহাব নিত্য অবস্থিতি—এ কথা যাঁহারা বৃত্তিতে
পারেন না, তাঁহারা প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব দর্শন করিয়া ভগবদেহ-
দেহিভেদের আবেশ পূর্বক সত্য হইতে দ্রষ্ট হন। অতি-
সাহস-বিশিষ্ট ব্যক্তিগণই নিত্য চিদানন্দময় অধিষ্ঠানের
বিগ্রহকে মিথ্যা বলিবার ধৃষ্টতা করিয়া থাকেন ॥ ৩৮ ॥

ভগবানের প্রকাশসমূহ—নিত্য এবং মিথ্যা হইতে
বিপবীতভাবে অবস্থিত। ভগবান্ সত্য, ভগবানের
দাস—সত্য, ভগবদাসাঙ্গগত দাসসমূহ—সকলেই সত্য।
ভগবান্ ও ভক্তে উপাধিগত নশ্বরতা আরোপ করিলে

সত্য মোর লীলা-কর্ষ, সত্য মোর স্থান ।
 ইহা মিথ্যা বলে, মোরে করে খান খান ॥৪০॥
 ভগবৎগুণ-নাম-কীর্তি-শ্রবণে আধ্যাত্মিক ভাব বিনাশ—
 যে যশঃ-শ্রবণে আদি-অবিজ্ঞা-বিনাশ ।
 পাপী অধ্যাপকে বলে 'মিথ্যা' সে বিলাস' ॥৪১॥
 ভগবত্তীলাদিতে অনাদবকারী ভগবদবতাব-
 বিষয়ে অজ্ঞতা—
 যে যশঃ-শ্রবণ-রসে শিব দিগম্বর ।
 যাহা গায় আপনে অনন্ত মহীধর ॥৪২॥
 যে যশঃশ্রবণে শুক নারদাদি গন্ত
 চারিবেদে বাঞ্ছানে যে যশের মহত্ব ॥৪৩॥
 হেন পুণ্যকীর্তি প্রতি অনাদর যার ।
 সে কছু না জানে গুপ্ত মোর অবতার ॥৪৪॥

প্রভুব মুরারিকে উপলক্ষ্য করিয়া নিজতত্ত্ব শিক্ষা-দান—
 গুপ্ত-লক্ষ্যে সবারে শিক্ষায় ভগবান্ ।
 “সত্য মোর বিগ্রহ, সেবক, লীলা, স্থান ॥” ৪৫॥
 আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে শিক্ষায় ।
 ইহা যে না মানে, সে আপনে নাশ যায় ॥৪৬॥
 কণ্ঠকে হইলা বাহুদৃষ্টি বিশ্বস্তর ।
 পুনঃ সে হইলা প্রভু অকিঞ্চনবর ॥৪৭॥
 প্রভুর বাহু-প্রাপ্তিতে তৃণাদপি শ্লোকের স্তম্ভ আচরণ ও
 মুরারিকে আলিঙ্গনপূর্বক উক্তি—
 ‘ভাই’ বলি’ মুরারিরে কৈলা আলিঙ্গন ।
 বড় স্নেহ করি’ বলে সদয় বচন ॥৪৮॥
 “সত্য তুমি মুরারি আমার শুদ্ধ দাস ।
 তুমি সে জানিলা নিত্যানন্দের প্রকাশ ॥৪৯॥

অবিকৃত আত্ম-পবনাত্ম্যেব বিচার বিপদগ্রস্ত হয় । সংসার—
 অনিত্য, বাস্তব সত্য তাহাতে স্থান না পাঠিলেও সংসার-
 অতীত ভগবান্ ও তত্ত্ব নিত্য সত্য,—এ বিষয়ে আব কিছু
 ভেদ নাই । তাহাদিগকে প্রপঞ্চের বস্তু-বিশেষ-জ্ঞানে যে
 বিচার উপস্থিত হয়, তাহা মিথ্যা-মূল-মূল-দেহে অর্থাৎ
 উপাধিতে বস্তুজ্ঞান বা অগ্নি-জ্ঞান বিবর্তে উদাহরণ মাত্র ।
 কিন্তু আত্মাকে কখনই অনাস্থ্য বলিয়া ভ্রম হইতে
 পারে না ॥ ৩২ ॥

যদি কেহ সচ্চিদানন্দ-বিগ্ৰহেব অধিষ্ঠান ‘কল্পিত’ জ্ঞান
 করেন, ভগবানের লীলা-সমূহ অনিত্য মনে করেন,
 বৈকুণ্ঠাদি কালমিত্য প্রচাব করেন, তাহা হইলে
 সেই ভগবৎস্বত্তে দেহদেহবিচার, তদ্রূপবৈভাবে প্রাপক্ষিক
 ঋণিত বিচারেব আবেপ কবা হয় মাত্র । এই প্রকার
 ভগবৎহিংসা যে সকল ব্রহ্মজ্ঞ-অভিমানী বা যোগিগণ করিয়া
 থাকেন, তাহার ভগবানের অথও বিচার হইতে—অয-
 জ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞাননেব সেবা হইতে চিত্ততত্ত্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া
 আংশিক অনিত্য বিচারে প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৩৩ ॥

ভগবানের গুণ-নাম-কীর্তি শ্রবণ করিলে মানবের
 আধ্যাত্মিক বিচারের প্রণালী বিনষ্ট হয় । যে সকল ব্যক্তি
 প্রাপক্ষিক বিচার লইয়া প্রত্যক্ষ প্রভৃতি অচিৎ সর্গের
 ব্যাপারের ফল উপলব্ধি করত হরি-সম্বন্ধিনী লীলাকেও

প্রাপক্ষিক নম্বর বস্তুব অকিঞ্চিকবতাব সহিত সমজ্ঞান
 করেন, সেই সকল অভিজ্ঞ-অভিমানী মায়াপাশবদ্ধ অধ্যাপক
 নামধারী জনগণ পাণ্ডে প্রবৃত্ত হইয়া অপবোধ করেন ॥৪১॥

যে ভাগবতশ্রবণবশে মহাদেব ভবানী-ভর্তৃষ্ণ প্রভৃতি
 অভিমান-বসন পরিত্যাগ করিয়া দিগ্বাং গ্রহণ করেন,
 যাহাব নিত্যকীর্তি-সমূহ অনন্ত-শক্তিমান মহীধব অনন্তদেব
 নিবস্তুব গান করেন, শুক, নারদ প্রভৃতি সংসার-মুক্ত
 মহাভাগবতগণ যাহাব গুণগান শ্রবণে প্রাপক্ষিক কঠিন
 বিধি প্রক্ষেপ করিয়া ভগবৎ-প্রণাম উন্নত, চতুর্দা বেদ যাহাব
 যশেব মহত্ব বর্ণনে সর্বদা বাস্ত, সেই সকল গুণবর্গেব ও গুহ
 জ্ঞানের যাহাব বিবোধী, তাহাবা কখনই প্রপঞ্চ ভগবদব-
 তবণেব বিষয় স্তম্ভরূপে বুঝিতে পারে না ॥ ৪২-৪৪ ॥

মুরারিগুপ্তকে উদ্দেশ্য করিয়া ভগবান্ যেশিক্ষাদানলীলাব
 অভিনয় করিলেন, তাহা গ্রহণ করিবার সৌভাগ্য যাহাব
 নাই, সে কখনই আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৬ ॥

যখনই শ্রীমদ্রহ্মপ্রভু প্রাপক্ষিক সংস্থানের প্রতি লক্ষ্য
 করিলেন, তখনই তিনি প্রপঞ্চের সকল ঐশ্বর্য, মহত্ব প্রভৃতি
 পরিহাব পূর্বক তৃণাদপি স্তনীচ, তরুর ছায় সছগুণ-সম্পন্ন
 এবং নিজে অমায়ী ধর্ম প্রদর্শন করিয়া সকলকেই সন্মান
 প্রদান করিলেন—সেব্যবিগ্রহের বিচারসমূহ পরিত্যাগপূর্বক
 সেবকের স্তম্ভ বিচারে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করিলেন ॥৪৭॥

জগদগুরু-নিত্যানন্দ-বিষেবী, প্রভুব কৃপা-

প্রাপ্তির অযোগ্য—

নিত্যানন্দে যাহার ভিলেক ঘেব রহে ।

দাস হইলেও সেই মোর প্রিয় নহে ॥৫০॥

নিত্যানন্দ-প্রীতি-হেতু মুরারির প্রভু-কৃপাপ্রাপ্তি এবং

মুরারি-বদ্বয়-পরিচয়—

যরে বাহ গুপ্ত, তুমি আমারে কিনিলা ।

নিত্যানন্দ-তব গুপ্ত তুমি সে জানিলা ॥৫১॥

হেন মতে মুরারি প্রভুর কৃপা পাত্র ।

এ কৃপার পাত্র সব হনুমান-মাত্র ॥৫২॥

মুরারি-ভাবাবেশে গৃহে গমন ও তদ্বন্দ্যে

গৌর-নিত্যানন্দ-বিশ্রাম—

আনন্দে মুরারি গুপ্ত ঘরেতে চলিলা ।

নিত্যানন্দ সঙ্গে প্রভু হৃদয়ে রহিলা ॥৫৩॥

অন্তরে বিহ্বল গুপ্ত চলে নিজ বাসে ।

এক বলে, আর করে, খলখলী হাসে ॥৫৪॥

পরম উল্লাসে বলে ‘করিব ভোজন’ ।

পতিব্রতা অন্ন আনি কৈল উপসন্ন ॥৫৫॥

মুরারি-পত্নীসঙ্গীতে অন্ন-প্রার্থনা ও ভূমিতে নিক্ষেপ

কবিত্তে কবিত্তে কৃষ্ণকে তাহা অর্পণ—

বিহ্বল মুরারি গুপ্ত চৈতন্তের রসে ।

‘খাও খাও’ বলি অন্ন ফেলে গ্রাসে গ্রাসে ॥৫৬॥

যত মাখি অন্ন সব পৃথিবীতে ফেলে ।

‘খাও খাও খাও কৃষ্ণ’ এই যোল বলে ॥৫৭॥

মুরারির ব্যবহারে তদীয় পত্নী-ব হস্ত ও মুরারিকে

সংকর্ষ করণ—

হাসি পতিব্রতা দেখি গুপ্তের ব্যাভার ।

পুনঃ পুনঃ অন্ন আনি দেয় বারে বার ॥৫৮॥

‘মহাভাগবত গুপ্ত’ পতিব্রতা জানে ।

‘কৃষ্ণ’ বলি গুপ্তেরে করায় সাবধানে ॥৫৯॥

ভক্তপ্রদত্ত অন্ন মহাপ্রভুর সাগ্রহে ভোজন—

মুরারি দিলে সে প্রভু করয়ে ভোজন ।

কছু না লজ্জয়ে প্রভু গুপ্তের বচন ॥৬০॥

যত অন্ন দেয় গুপ্ত, তাই প্রভু খায় ।

বিহানে আসিয়া প্রভু গুপ্তেরে জাগায় ॥৬১॥

অজীর্ণের প্রতিকার-দানায় মহাপ্রভুর মুরারি-গৃহে

আগমন ও আসন গ্রহণ—

বসিয়া আছেন গুপ্ত কৃষ্ণনামানন্দে ।

হেমকালে প্রভু আইলা, দেখি গুপ্ত বন্দে ॥৬২॥

পরম আদরে গুপ্ত দিলেন আসন ।

বসিলেন জগন্নাথ-মিশ্রের নন্দন ॥৬৩॥

গুপ্তের অজীর্ণ-কাবণ জিজ্ঞাসা ও প্রভুর উত্তর-প্রদান—

গুপ্ত বলে,—“প্রভু কেনে হৈল আগমন ?”

প্রভু বলে,—“আইলাম চিকিৎসা-কারণ ॥” ৬৪॥

গুপ্ত বলে,—“কহিবে কি অজীর্ণ কারণ ?

কোন্ কোন্ দ্রব্য কালি করিলা ভোজন ?” ৬৫॥

প্রভু বলে,—“আরে বেটা জানিবি কেমনে ?

‘খাও খাও’ বলি অন্ন ফেলিল যখনে ॥৬৬॥

যে ব্যক্তি জগদগুরু শ্রীনিত্যানন্দ-ব পাদপদ্মে গৌরববুদ্ধি
পরিচয় করিয়া সমবুদ্ধি পূর্বক সেবাবৈষম্যে অবস্থিত
হইলেন, তাহার সকল বিচার লুপ্ত হইল ॥ ৫০ ॥

শ্রীমহাপ্রভু মুরারিকে বিদায় দিবার কালে বলিলেন,—
“তুমি শ্রীনিত্যানন্দতত্ত্ব সমগ্ররূপে অবগত হইয়াছ ।
স্বয়ংক্রমে ভগবান্ তাঁহার প্রকাশরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুব
প্রতি মুরারিগুপ্তের দৃঢ় প্রণয় লক্ষ্য করিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তকে
হনুমান-রূপ বলিয়া জানিতে পারিলেন । দাস-রসে বিশেষ
অহরহাগেব সহিত ভক্তনশীল দেখিয়া শ্রীমুরারিগুপ্তের
রাম-লালার স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরের দৃষ্টিগোচর হইল ।

সুতরাং মুরারি নিত্যানন্দ-প্রীতি জগৎ মহাপ্রভুর কৃপা-পাত্র
হইলেন ॥ ৫১ ॥

মুরারিগুপ্ত মহাপ্রভুর কৃপা পাইয়া গৃহে গেলেন । তাঁহার
হৃদয়ে গৌর-নিত্যানন্দ বিরাজমান বহিলেন । “ভক্তের
হৃদয়ে কৃষ্ণের সত্য বিশ্রাম”—এই বাক্যের সার্থকতা
এখানে স্পষ্টকৃত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

গুপ্ত নিজ-গৃহে গিয়া পত্নী-পাতিত অন্ন মুষ্টি মুষ্টি করিয়া
গৃহে ছড়াইতে ছড়াইতে উহা কৃষ্ণকে নিবেদন করিলেন ।
প্রচুর পরিমাণে এই প্রকার অন্ন নিবেদিত হইল । মুরারি-
প্রদত্ত অন্ন মহাপ্রভু পরিচয় করিতে পারিলেন না । ভক্ত

তুই পাসরিলি' তোর পত্নী সব জানে ।
তুই দিলি, মুঞি বা মা-খাইব কেমনে ? ৬৭॥
কি লাগি' চিকিৎসা কর অশ্রু বা পাঁচন ।
অজীর্ণ মোহার তোর অন্নের কারণ ॥৬৮॥

জলপানে অজীর্ণ-বিনাশ—

জল-পানে অজীর্ণ, করিতে নারে বল ।
তোর অন্নে অজীর্ণ, ঔষধ—তোর জল ॥” ৬৯॥
প্রভু-কর্তৃক মুরারির জলপাত্রেব জলপান, তাহাতে
মুরারির চৈতন-বাহিত্য ও শুদ্ধগোষ্ঠীব ক্রন্দন—
এত বলি' ধরি' মুরারির জলপাত্র ।
জল পিয়ে' প্রভু ভক্তিরসে পূর্ণমাত্র ॥৭০॥
কৃপা দেখি' মুরারি হইলা অচেতন ।
মহা-প্রেমে গুপ্তগোষ্ঠী করয়ে ক্রন্দন ॥৭১॥
হেন প্রভু, হেন ভক্তিযোগ, হেন দাস ।
চৈতন্য-প্রসাদে হৈল ভক্তির প্রকাশ ॥৭২॥

নদীয়ার আধ্যাত্মিক পণ্ডিতগণাপেক্ষা মুরারি-

ভৃত্যগণেব সৌভাগ্য—

মুরারি গুপ্তের দাসে যে প্রসাদ পাইল ।
সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য না দেখিল ॥৭৩॥
বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠায় ভগবৎকৃপা-লাভে অযোগ্যতা,
কেবল ভক্তকৃপায় ভগবৎপ্রসাদ লাভ—
বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠায় কিছুই না করে ।
বৈষ্ণবের প্রসাদে সে ভক্তিফল ধরে ॥৭৪॥

আগ্রহ করিয়া সেবা কবিতোছেন, ভগবান্ সেবা-বাধ্য হইয়া
সেইগুলি গ্রহণ কবেন ॥ ৫৪-৬০ ॥

অতি প্রভুবে অজ্ঞানের প্রতিকার-বাসনায় শ্রীগোব-
স্বন্দর মুরারির গৃহে উপস্থিত হইলেন, তখন মুরারি প্রকাশ-
ভাবে অজীর্ণ হইবার কাবণ জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬১-৬৫ ॥

মুরারি গুপ্তের আত্মীয়-স্বজন শ্রীমহাপ্রভুকে জল পান
কবিত দেখিয়া শ্রোতবে ক্রন্দন কবিত লাগিলেন ॥৭১॥

শ্রীমুরারি গৃহের ভৃত্যগণ যে অগ্রহ লাভ করিল,
নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণও সে সৌভাগ্যেব অধিকারী
হইলেন না । গুপ্তগৃহের দাসগণের ভাগ্যে যে প্রসাদ-লাভ

যে সে কেনে নহে বৈষ্ণবের দাসী-দাস ।
'সর্বোত্তম সেই'—এই বেদের প্রকাশ ॥৭৫॥
এই মত মুরারিরে প্রতি-দিনে-দিনে ।
কৃপা করে মহাপ্রভু আপনা-আপনে ॥৭৬॥

শুন শুন মুরারির অকৃত আখ্যান ।
শুনিলে মুরারি-কথা পাই ভক্তিদান ॥৭৭॥
প্রভু শ্রীবাসগৃহে চতুর্ভুজ মূর্তি ধারণ ও গুরুড়কে আস্থান—
একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে ।
হুঙ্কার করিয়া প্রভু নিজ মূর্তি ধরে ॥৭৮॥
শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম শোভে চারি কর ।
'গুরুড় গুরুড়' বলি' ডাকে বিশ্বস্তর ॥৭৯॥
মুরারির শ্রীবাসমন্দিরে আগমন ও তদেহে গুরুড়-ভাব—
হেনই সময়ে গুপ্ত আবিষ্ট হইয়া ।
শ্রীবাস-মন্দিরে আইলা হুঙ্কার করিয়া ॥৮০॥
প্রভুর গুরুডাঘানে মুরারি গুরুড়োচিত কৈবর্যের উদয়—
গুপ্ত-দেহে হৈল মহা-বৈষ্ণবের ভাব ।
গুপ্ত বলে—“মুঞি সেই গুরুড় মহা-ভাব ॥” ৮১॥
গুরুড় গুরুড় বলি' ডাকে বিশ্বস্তর ।
গুপ্ত বলে,—“এই মুঞি তোমার কিঙ্কর ॥” ৮২॥
প্রভুর মুরারিকে বাহনরূপে অঙ্গীকার ও মুরারি
অহুমোদন—
প্রভু বলে,—“বেটা তুই আমার বাহন ।”
'হয় হয়' হেন গুপ্ত বলয়ে বচন ॥৮৩॥

ঘটিল, তাহার দর্শন-সৌভাগ্যও যোগ্যভিমানি ব্যক্তিগণ
পান নাই ॥ ৭৩ ॥

মানবেন বিজ্ঞা, ধন ও জ্ঞানাদি প্রতিষ্ঠায় বাহা লাভ
হয় না, মুরারিগুপ্তেব জ্ঞান ভক্তের বাড়ীর কিঙ্করগণেব
বৈষ্ণবের অহুগ্রহে সেই প্রসাদ-লাভ ঘটিল ॥ ৭৪ ॥

বৈষ্ণবগৃহেব দাস দাসী যত বড় বা যত ছোটই হউন না
কেন, বেদের তাৎপর্য্য বাহারা অবগতহইরাছেন, তাহারাই
জানেন যে, বৈষ্ণবদাসদাসী জগতে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥৭৫॥

শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভু নাবায়ণ-মূর্তি প্রকাশ করিয়া
গুরুড়কে আস্থান করিবারাত্র মুরারি তথায় উপস্থিত হইয়া
গুরুড়ের ভাবে বিভাবিত হইলেন এবং আপনাকে গুরুড় জ্ঞান

ককলীলার গুপ্তের প্রভু-কৈবর্ত্য—
 গুপ্ত বলে,—“পাসরিলা তোমারে লইয়া।
 স্বর্গ হৈতে পারিজাত আনিবুঁ বহিয়া ॥৮৪॥
 পাসরিলা তোমা’ লঞা গেবুঁ বাণপুরে।
 খণ্ড খণ্ড কৈলুঁ মুঞি স্বপ্নের ময়ূরে ॥৮৫॥
 এই মোর স্বপ্নে প্রভু আরোহণ কর’।
 আভা কর, নিব কোন্ ত্রজাণ্ড-ভিতর ?” ৮৬॥
 গুপ্তস্বপ্নে প্রভুর আবোহণ ও সকলের জয়ধ্বনি—
 গুপ্ত-স্বপ্নে চড়ে প্রভু মিশ্রের নন্দন।
 ‘জয় জয়’-ধ্বনি হৈল শ্রীবাস-ভবন ॥৮৭॥
 স্বপ্নে কমলার নাথ, গুপ্তের নন্দন।
 রড় দিয়া পাক ফিরে সকল-অঙ্গন ॥৮৮॥
 জয়-হুলাহুলি দেয় পতিভ্রতাগণ।
 মহাপ্রেমে ভক্ত-সব করয়ে ক্রন্দন ॥৮৯॥
 কেহ বলে,—“জয় জয়,” কেহ বলে—“হরি”।
 কেহ বলে,—“যেন এই রূপ না পাসরি ॥” ৯০॥
 কেহ মালসাট মাঝে পরম উল্লাসে।
 ‘ভালরে ঠাকুর’ বলি’ কেহ কেহ হাসে ॥৯১॥
 “জয় জয় মুরারি-বাহন বিখস্কর।”
 বাহু তুলি’ কেহ ডাকে করি’ উচ্চৈঃস্বর ॥৯২॥
 প্রভুকে স্বপ্নে লইয়া মুরারির গৃহে ভ্রমণ—
 মুরারির স্বপ্নে দোলে গৌরজস্বন্দর।
 উল্লাসে ভ্রময়ে গুপ্ত বাড়ীর ভিতর ॥৯৩॥
 ভাগ্যহীনের গৌর-লীলার অবিবাস—
 সেই নবদীপে হয় এ সব প্রকাশ।
 দুষ্কৃতি না দেখে গৌরচন্দ্রের বিলাস ॥৯৪॥
 ভক্তিবশতগবান্—
 ধন, কুল, প্রতিষ্ঠায় কৃষ্ণ নাহি পাই।
 কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞী ॥৯৫॥

করিতে লাগিলেন। প্রভুব গরুড়ারূপে মুরারির গরুড়োচিত
 কৈবর্ত্যের উদয় হইল ॥ ৭৮-৮১ ॥

প্রভু তাঁহাকে বাহনরূপে অঙ্গীকার করিলেন, মুরারি
 উহাতে অহুমোদন করেন ॥ ৮৩ ॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৫৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৮৪ ॥

জন্মে জন্মে যে-সব করিল আরাধন।
 সুপ্তে দেখে এবে তা’র দাস-দাসীগণ ॥৯৬॥
 ভগবতীলা-দর্শকের, দুষ্কৃতি-সমীপে তদীয় লীলা-দর্শনের
 কথা বর্ণনেও তাহার তাহাতে অবিবাস—
 যে বা দেখিলেক, সে বা রূপা করি’ কয়।
 তথাপিহ দুষ্কৃতির চিত্ত নাহি লয় ॥৯৭॥
 মধ্যখণ্ডে গুপ্ত-স্বপ্নে প্রভুর উত্থান।
 সব-অবতারে গুপ্ত—সেবক-প্রধান ॥৯৮॥
 এ’ সব লীলার কছু অবধি না হয়।
 ‘আবির্ভাব-তিরোভাব’—এই বেদে কয় ॥৯৯॥
 মহাপ্রভুব বাহু প্রাপ্তি ও মুরারি-স্বপ্ন হইতে
 অবতরণ—
 বাহু পাই’ নাছিল। গৌরজ মহাধীর।
 গুপ্তের গরুড়-ভাব হইল সুস্থির ॥১০০॥
 প্রভুব গুপ্তস্বপ্নে আরোহণ—নিগূঢ় লীলা—
 এ’ বড় নিগূঢ় কথা কেহ নাহি জানে।
 গুপ্ত-স্বপ্নে মহাপ্রভু কৈলা আরোহণে ॥১০১॥
 মুরারির প্রতি প্রভুর রূপাদর্শনে ভক্তগণের প্রশংসা—
 মুরারিরে রূপা দেখি’ বৈষ্ণব-মণ্ডল।
 ‘ধন্য ধন্য ধন্য’ বলি’ প্রশংসে’ সকল ॥১০২॥
 ধন্য ভক্ত মুরারি, সফল বিমুক্তক্তি।
 বিখস্কর-লীলার বহনে যা’র শক্তি ॥১০৩॥
 মুরারির আখ্যান—অনন্ত—
 এই মত মুরারি-গুপ্তের পুণ্য কথা।
 আর কত আছে, যে কৈলা যথা যথা ॥১০৪॥
 মুরারির ভগবদবতার-কথা আলোচনা ও ভগবৎ-
 প্রকটকালে আসঙ্গহাবেচ্ছার সঙ্গ-সংগ্রহ—
 একদিন মুরারি পরম-শুদ্ধ-মতি।
 নিজ মনে মনে গণে অবতার-স্থিতি ॥১০৫॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৬২-৬৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥ ৮৫ ॥

ধনের দ্বাৰা, অভিজাত্যের দ্বাৰা, নানাপ্রকার প্রতিষ্ঠা-
 সংগ্রহের দ্বাৰা কৃষ্ণ লভ্য হন না, কেবলমাত্র সেবাস্বরাই
 কৃষ্ণ বাধ্য হন। ভাগ্যহীন জনগণ শ্রীগৌরস্বন্দরের লীলা-
 বিলাস দর্শন করিতে পারে না ॥ ৯৫

“সাদ্বেপাঙ্গে আছে যাবৎ অবতার ।
 তাবৎ চিন্তিয়ে আমি নিজ-প্রতিকার ॥১০৬॥
 না বুঝি কৃষ্ণের লীলা, কখন কি করে ।
 তখনি স্জিলা লীলা, তখনি সংহারে’ ॥১০৭॥
 যে সীতা লাগিয়া মরে সবংশে রাবণ ।
 আনিয়া ছাড়িলা সীতা কেমন কারণ ? ১০৮॥
 যে যাদবগণ নিজ-প্রাণের সমান ।
 সাক্ষাতে দেখয়ে—তা’রা হারায় পরাণ ॥১০৯॥
 অতএব যাবৎ আছে অবতার ।
 তাবৎ আমার দেহ ত্যাগ প্রতিকার ॥১১০॥
 দেহ এড়িবার মোর এই সে সময় ।
 পৃথিবীতে যাবৎ আছে মহাশয় ॥” ১১১॥
 এতক নির্বেদ গুপ্ত চিন্তি’ মনে মনে ।
 ধরসান কাতি এক আনিল যতনে ॥১১২॥
 আনিয়া থুইল কাতি গৃহের ভিতরে ।
 “নিশায় এড়িব দেহ হরিষ-অন্তরে ॥” ১১৩॥
 সর্বভূতাত্ম্যমী প্রভু যুবাণির চিত্তবৃত্তি বুঝিয়া তৎ-
 প্রতিকারার্থ যুবাণির গৃহে গমন ও যুবাবিক
 অল্পত্যাগে অত্যাগ—
 সর্বভূত-সদয়—ঠাকুর বিশ্বস্তর ।
 মুরারির চিত্তবৃত্তি হইল গোচর ॥১১৪॥
 সত্বরে আইলা প্রভু মুরারি-ভবন ।
 সজ্জমে করিল গুপ্ত চরণ-বন্দন ॥১১৫॥
 আসনে বসিয়া প্রভু কৃষ্ণকথা কয় ।
 মুরারি গুপ্তেরে হই’ পরম সদয় ॥১১৬॥
 প্রভু বলে,—“গুপ্ত, বাক্য রাখিবা আমার ।”
 গুপ্ত বলে,—“প্রভু, মোর শরীর তোমার ॥” ১১৭॥

প্রভু বলে,—“এ-ত সত্য ?” গুপ্ত বলে,—“হয় ।”
 “কাতিখানি দেহ মোরে” প্রভু কাণে কয় ॥১১৮॥
 “যে কাতি থুইলা দেহ ছাড়িবার তরে ।
 তাহা আনি’ দেহ—আছে ঘরের ভিতরে ॥” ১১৯॥
 ‘হায় হায়’ করে গুপ্ত মহা-দুঃখ-মনে ।
 “মিথ্যাকথা कहিল তোমারে কোন্ জনে ?” ১২০॥
 প্রভু বলে,—“মুরারি, বড় ত’ দেখি তোলা ।
 ‘পরে कहিলে সে আমি জানি’—হেন বোল ? ১২১॥
 যে গড়িয়া দিল কাতি, তাহা জানি আমি ।
 তাহা জানি, যথা কাতি থুইয়াছ তুমি ॥” ১২২॥
 সর্ব-অন্তর্যামী প্রভু জানে সর্ব-স্থান ।
 ঘরে গিয়া কাটারি আনিল বিজ্ঞান ॥১২৩॥
 প্রভু বলে,—“গুপ্ত, এই তোমার ব্যবহার !
 কোন্ দোষে আমা ছাড়ি’ চাহ যাইবার ? ১২৪॥
 তুমি গেলে কাহারে লইয়া মোর খেলা ?
 হেন বুঝি তুমি কার হানে বা শিখিলা ? ১২৫॥
 এখনি মুরারি মোরে দেহ’ এই ভিক্ষা ।
 আর কতু হেন বুঝি না করিবা শিক্ষা ॥” ১২৬ ॥

প্রভু যুবাবিক জোড়ে ধারণ ও দেহত্যাগে

নিষেধ—

কোলে করি’ মুরারিরে প্রভু বিশ্বস্তর ।
 হস্ত তুলি’ দিল নিজ শিরের উপর ॥১২৭॥
 “মোর মাথা খাও গুপ্ত, মোর মাথা খাও ।
 যদি আর বার দেহ ছাড়িবারে চাও ॥” ১২৮ ॥
 ভক্ত-ভগবানের প্রেমাত্মবর্জন—
 আত্মব্যথ্যে মুরারি পড়িলা ভূমি-তলে ।
 পাখালিল প্রভুর চরণ প্রেমজলে ॥১২৯॥

ঐগৌরমুন্দের লীলা ধাহাবা প্রত্যক্ষ কবিয়াছেন,
 তাঁহারা অল্পএহ পূর্বক বর্ণন করিলেও তাহা জনগণ
 তাহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে সমর্থ হয় না। ভাগ্যহীনতাই
 লীলাদর্শনের বাধক ॥ ২৭ ॥

একদিন মুরারিগুপ্ত ভগবানের অবতাব-সমূহের কথা
 চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, ভগবদবতারসমূহ লীলা প্রকট
 করিয়া উহা সঙ্গোপন করেন, রাবণের বংশ ধ্বংস করিয়া

সীতা উদ্ধার করত পুনরায় তাঁহাকে পরিহার করেন, প্রাণ-
 প্রতিম যত্নবুল ধ্বংস করিবার ব্যবস্থা করেন; সুতরাং
 ভগবানের একটুকালে তিনি আত্মসংহার ইচ্ছা করিয়া একটি
 শাপিত অস্ত্র আত্মবিনাশের অস্ত্র সংগ্রহ করিলেন ॥১০৫-১১২॥

ঐগৌরমুন্দের মুরারির সহিত কৃষ্ণকথা বলিতে বলিতে
 রূপাধিত হইয়া বলিলেন,—‘মুরারি, আমার বাক্য পালন
 কর ।’ তদন্তরে মুরারি বলিলেন,—‘এই শরীর তোমার ।’

স্বকৃতি মুরারি কান্দে ধরিয়। চরণ।

গুপ্ত কোলে করি' কান্দে শ্রীশচীনন্দন ॥১৩০॥

মুরারি প্রতি চৈতন্যদেবের প্রসাদ অঙ্গ-ভবাদিব প্রার্থনীয়—

যে প্রসাদ মুরারি গুপ্তেরে প্রভু করে।

তাহা বাঞ্ছে রমা, অঙ্গ, অনন্ত, শঙ্করে ॥১৩১॥

সকল দেবতাই চৈতন্যদেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ—

এ' সব দেবতা—চৈতন্যের ভিন্ন নহে।

ইহার। 'অভিন্ন-কৃষ্ণ'—বেদে এই কহে ॥১৩২॥

সেই গৌরচন্দ্র 'শেষ'-রূপে মহী ধরে।

চতুর্মুখ-রূপে সেই প্রভু সৃষ্টি করে ॥১৩৩॥

সংহারে'ও গৌরচন্দ্র ত্রিলোচনরূপে।

আপনারে স্তুতি করে আপনার মুখে ॥১৩৪॥

ভিন্ন নাহি, ভেদ নাহি এ' সকল-দেবে।

এ' সকল-দেব চৈতন্যের পদ সেবে ॥১৩৫॥

চৈতন্য-নাম-কীর্তনে অক্ষুট-চেতন পক্ষীও

চিন্ময় ধাম প্রাপ্তি—

পক্ষি-মাত্র যদি লয় চৈতন্যের নাম।

সে-ও সত্য যাইবেক চৈতন্যের ধাম ॥১৩৬॥

তখন প্রভু তাঁহার কাণে কাণে বলিলেন, যদি তুমি সত্যকথা বলিয়া থাক, তাহা হইলে যে শাপিও কাটাষিখানি ঘবে আনিয়া রাখিয়াছ, তাহা আমাকে দাও ॥ ১১৬-১১৮ ॥

শ্রুতিব পদম্পব ভেদতাৎপর্যেব মীমাংসক বেদান্ত-দর্শন বলেন, সকল দেবতা চৈতন্য হইতে অভিন্ন। অচিন্ত্য-ভেদা-ভেদই বেদান্তের তাৎপর্য। সকল দেবতাই এক-তাৎপর্যপূর্ণ হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের সেবা কবিতা থাকেন বলিয়া তাঁহার। অভিন্ন। 'সকল দেবতা ভগবানের সেবক নছেন'—এই প্রতীতিই ভেদ-জ্ঞাপক। শ্রীচৈতন্য-সেবা ব্যতীত দেবগণের অল্প কোন কার্য না থাকায় তাঁহারা সকলেই শ্রীচৈতন্য-দেবের অচিন্ত্যভেদাভেদ-প্রকাশ। যেখানে শ্রীচৈতন্য-বিলাসের মধ্যে দেবগণের প্রতিকূল বিচার বলিয়া দেবগণের-সেবকগণের ধারণা, সেখানেই তত্ত্ববিবোধ এবং বেদান্তের প্রতিপাদ্য ভেদ-বিচারের সহিত সংঘর্ষ ॥ ১৩২ ॥

অক্ষুট-চেতন পক্ষীও যদি শ্রীচৈতন্যনাম কীর্তন করে, তাহা হইলে তাহারও চিকিৎসে অবস্থান-প্রযুক্ত পরম মঙ্গল-

চৈতন্যবিষয়ে চতুর্থাশ্রমীও সত্যবস্তু-দর্শনে অসামর্থ্য—

সন্ন্যাসীও যদি নাহি মানেন' গৌরচন্দ্র।

জাঁহি সে দুষ্টগণ জন্ম জন্ম অন্ধ ॥১৩৭॥

বাটোয়ারেব সহিত নিম্নক সন্ন্যাসীর তুলনা—

যেন তপস্বীর বেশে থাকে বাটোয়ার।

এই মত নিম্নক-সন্ন্যাসী ছুরাচার ॥১৩৮॥

নিম্নক-সন্ন্যাসী বাটোয়ারে নাহি ভেদ।

দুইতে নিম্নক বড়—'জোহী' কহে বেদ ॥১৩৯॥

তথহি শ্রীমদ্রাবদীয়ে—

প্রকটং পতিতঃ শ্রেয়ান্ য একো যাত্যধঃ স্বয়ম্।

বকবৃত্তিঃ স্বয়ং পাপঃ পাতয়তাপবানপি ॥ ১৪০ ॥

হবস্তি দত্তবোহকুট্যাং বিমোহাঃ কৈবল্যাং ধনম্।

চাবিক্রৈবতিতীক্কাগৈবদৈবেবং বকব্রতাঃ ॥ ১৪১ ॥

তপাহি শ্রীভাগবতে ১২।৩।৩৮—

শূদ্রাঃ প্রতিগ্রহীয়াস্তি তপোবেশোপজীবিনঃ।

ধর্মং বক্ষ্যন্ত্যধর্মজ্ঞা ঐদিক্কাহ্যোত্তমাসনম্ ॥ ১৪২ ॥

ভালরে আইসে লোক তপস্বী দেখিতে।

সাধুনিন্দা শুনি' মরি' যায় ভাল-মতে ॥১৪৩॥

লাভ ঘটে। বৈকুণ্ঠ-নাম সাধাবণ মায়িক শব্দের আয় ভগবদিতব বস্তুবাচক নছেন। স্তব্ধতাং সেই নিরপরাধে উচ্চাবিত শব্দ নামাভাস-জাতীয় হওয়ায় পক্ষিগণেবও মুক্তি অবশ্যজ্ঞাবিনী। মুক্ত আত্মা ভগবানের চিন্ময়ধাম লাভ কবেন। সেখানে কোন মিশ্র ধর্ম নাই ॥ ১৩৬ ॥

বর্ণাশ্রমধর্মের পথম উন্নত শিখরে তুর্থাশ্রম অবস্থিত। তাদৃশ আশ্রমী সন্ন্যাসীও যদি গোববিষয়ে হন, তাহা হইলে জন্ম জন্ম তিনি অন্ধ হইয়া সত্য-বস্তু দর্শনে অসমর্থ হন। গোববিষয়ে যতিগণ ছুরাচার-পরায়ণ। কপট বাটপাড় দুষ্টগণ তপস্বীর বেশেই শ্রীগৌরস্বকরের নিন্দা কবিতা থাকে। স্তব্ধতাং তাহাদের সাধুবশের বহমানন করিতে হইবে না। গোবনিম্নক সন্ন্যাসী—বাটপাড় দম্য অপেক্ষাও অধিক দুষ্ট ॥ ১৩৭ ॥

আশ্রমচতুষ্টয়ে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। ক্ষত্রিয়াদির বান-প্রাধিকার। সন্ন্যাস—নরোত্তম ও ধীরভেদে বিবিধ। বৈদিক বিধি পালন করিয়া যে সন্ন্যাস গৃহীত হয়, তাহাকে

সাধুনিম্মাশ্রমে তুষ্ণীভাব-ধারণকারী অধঃপাত—

সাধুনিম্মা শুনিলে স্মৃতি হয় ক্ষয়।

জন্ম জন্ম অধঃপাত—বেদে এই কয় ॥১৪৪॥

বাটোয়ারে সবে মাত্র এক জন্মে মারে।

জন্মে জন্মে ক্ষণে ক্ষণে নিম্মকে সংহরে' ॥১৪৫॥

সাধারণ দম্মা অপেক্ষা বৈষ্ণববিদ্যেয়ী অনন্ত গুণে

অধিক পাপিষ্ঠ—

অতএব নিম্মক-সন্ন্যাসী—বাটোয়ার।

বাটোয়ার হৈতেও অনন্ত দুরাচার ॥১৪৬॥

নিম্মক কৃষ্ণের অগ্নিয়—

আজ্ঞা-সুখাদি সব কৃষ্ণের বৈশ্যব।

‘নিম্মামাত্র কৃষ্ণ রুপ’ কহে শাজ্ঞ সব ॥১৪৭॥

অনিম্মকের একবাব কৃষ্ণনামোচ্চারণেই ভগবদুগ্রহ লাভ—

অনিম্মক হই’ যে সক্রুৎ ‘কৃষ্ণ’ বলে।

সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে উচ্চারিবে ছেলে ॥১৪৮॥

চতুর্দশদীপও বিষ্ণুবৈষ্ণব-নিম্মা-ফলে কুন্তীপাকে গমন—

চারি-বেদ পড়িয়াও যদি নিম্মা করে।

জন্ম জন্ম কুন্তীপাকে ডুবিয়া সে মরে ॥১৪৯॥

ত্রিদণ্ড-গ্রহণ বলে। বিধি অতীত পবনহংস-আশ্রমেব অহুকূলে একদণ্ড-সন্ন্যাসেব ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণাচার ধ্রুপ হইয়া পড়ে। শূদ্রাচাবে বৈদিক সংস্কার নাই। শূদ্রাচার-সম্পন্ন তপোবেশোপজীবী যদি প্রতিগ্রহ কবিবাব বাসনায় ধাবিত হয়, তাহা হইলে উহা পুনরায় শূদ্রাচাবে পরিণত হয়। ত্রিদণ্ড বাহাদেব উপজীবিকা, তাহা বা ‘ভণ্ড’ নামে শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। উচ্চা বা উত্তমাসন লাভ করিয়াও ধর্ম্মে তাৎপর্য জানিতে না পারায় অধর্ম্মকে ‘ধর্ম্ম’ বলিয়া প্রচার করে। মায়াবাদী একদণ্ডিগণ শূদ্রাচার-সম্পন্ন হওয়ায় পবনহংসধর্ম্ম হইতে বঞ্চিত হন। সেইকালে শূদ্রগণেব যে প্রকাব প্রতিগ্রহ নিমিষ্ট, সেই প্রকাব প্রতিগ্রহ-বাসনায় ধাবিত হইলে ‘তপোবেশোপজীবী-মাত্র’ বিচারে প্রতিষ্ঠিত হইতে হয়। ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাসিগণেব সংস্কার পূর্ণমাত্রায় অবস্থান করে। সেকালে তাঁহাদেব আশ্রমে অবস্থান সম্পূর্ণরূপে বৈদিক অনুষ্ঠান বলিয়া গৃহীত হয়। সংস্কার-বর্জিত শূদ্রাচাবে প্রতিগ্রহ করা অধর্ম্মানয়ন মাত্র। ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়াভিমান এবং ব্রহ্মচারী প্রভৃতি আশ্রম-চতুষ্টয়াভিমানে যে সকল তপস্তা, পবিত্র এবং জীবিকা বর্তমান, ত্রিদণ্ডিবিষ্ণুসেবকগণেব সেই প্রকাব কোন অভিমান নাই। তাঁহারা আপনাদিগকে ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্ব, বৈশ্যত্ব বা শূদ্রত্ব সংজ্ঞা প্রদান করিতেন না। তাঁহারা বর্ণাভীত। তাঁহারা ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু—এই আশ্রম-চতুষ্টয়ে প্রতিপাল্য সকল-বিধি ভগবৎসেবনোদ্দেশ্যে নিষ্পন্ন করার ভোগময় জগতেব তপস্তা, বেশ বা নিজ প্রাণধারণের উপজীবিকা প্রভৃতিতে

আবদ্ধ নহেন। তাঁহারা শ্রীনাথ-পঞ্চবাত্রকথিত “আবা-ধিতো যদি হরিঃ” শ্লোক পাঠ করিয়াছেন, স্তববাং তপস্তার প্রতি ‘নিয়মাগ্রহ’ প্রকাশ বা ‘নিয়ম-অগ্রহ’ প্রকাশ করিয়া হনি-আবাধনাতেই বৈমুখ্য প্রদর্শন করেন না। বাছ বেশেব প্রতি তাঁহাদেব কোন আদব নাই। গৃহস্থের বেশ তাঁহাদেব সম্মানেব লাঘব করে না। সন্ন্যাসীর বেশে তাঁহারা আপনাদিগকে উন্নত বলিয়া অভিমান করেন না। ব্রাহ্মণাদি বর্ণ-চতুষ্টয়েব জীবিকার চ্যায় তাঁহাদেব নিজ-জীবন-ধারণেব জন্ম কোন চেষ্টাই নাই। তাঁহারা বিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবাব জন্মই অর্জন করিয়া থাকেন। কিন্তু নিজ-সেবাব জন্ম ব্রাহ্মণাদি চ্যায় বৃত্তিজীবিত্র হন না। ব্রাহ্মণাচার-বর্জিত হইয়া অপবেব দান-গ্রহণ-দ্বারা নিজের জীবিকার্কজনকে অধোগমনেব হেতু জানিয়া কোন বিষ্ণুসেবক নিজ উদরেব জন্ম বা ভোগেব জন্ম কোন দ্রব্যেব প্রতিগ্রহ করেন না; কিন্তু বৃত্তিজীবিগণ ত্রিদণ্ডকে আশ্রয়করিয়ানিজব্যবহারেবোপযোগীসকল-বিষয়ভোগ করিতে করিতে বাবণাদির চ্যায় কপট তপোবেশোভিনিবেশ প্রদর্শন করেন। অতপন্থী অপেক্ষা তপন্থীব শ্রেষ্ঠতা বেদশাস্ত্র ও লোকাচাবে প্রসিদ্ধ আছে। কিন্তু তপস্তাব ছলনায় বেশাদি-গ্রহণে নিজেত্রিয়-তর্পণপবতা জীবকে বর্ণধর্ম্মে ও আশ্রম-ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত করাইয়া ভগবদ্বিমুখ করে। স্তবরাং ‘উত্তমাসনে আকুট’ অভিমানে অধর্ম্মজনগণ মায়াবাদ-প্রচারমুখে যে-সমস্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষের কথা বলিয়া থাকেন, উহা শূদ্রোচিত দানগ্রহণ-পিপাসা মাত্র এবং তপোবেশোপজীবীর গৃহীত কপটতা মাত্র। উহাই শূদ্রাচার এবং সেইরূপ শূদ্রাচারই

আশ্বেজিয়-তর্পণ-বাসনায় ভাগবত-কথক-পাঠকেব
জগৎগুরু নিত্যানন্দ-নিম্নাকালে সর্বনাশ—

ভাগবত পড়িয়াও কারো বুদ্ধিনাশ।

নিত্যানন্দ-নিম্না করে হইবে সর্বনাশ ॥১৫০॥

নিম্নকেব গৌরলীলা-বিলাসে অবিখ্যাস—

এই মবদীপে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ।

না মানে' নিম্নক-সব সে সত্য বিলাস ॥১৫১॥

কলিজনোচিত। ইহারাই গৌবহুন্দরের আশুগত্য পবিত্র্যাগ
করিয়া বাটপাড়ের ছায়া কার্য্য কবে এবং শুদ্ধ গৌবভক্ত-
গণকে আক্রমণ কবিয়া নবকাভিযানে প্রবৃত্ত হয়। বাট-
পাড়গণ এইপ্রকার মায়াবাদী সন্ন্যাসী শূদ্রগণ অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ। কলিযুগে বিবাদ-ধর্ম্ম আশ্রয় কবিয়া আপনাদিগকে
শূত্রতত্ত্ব-জ্ঞানে যে তপোবেশোপজীবিকাব আশ্রয়ে
'ধর্ম্মোপদেশক' বলিয়া কপটাত্মান, ঐগুলি কলির প্রচণ্ড-
নৃত্য মাত্র। তজ্জন্তু শ্রীমদ্ভাগবত অস্তিম স্বন্ধে এই ঘণ্য
আচার্য্যের উল্লেখ কবিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত-কথিত (৭ম
স্কন্ধ ১৩শ অঃ ৩২ শ্লোকের) বিচাণ উল্লেখন কবিয়া যে-সকল
বর্ণকথাভিমানিজন বিপণ্যগামী ছন, তাহাদিগের উদ্দেশ্যই
এই শ্লোকের অবতারণা ॥ ১৩৯ ॥

অর্থ্য। যঃ প্রকটঃ (দৃশ্যতঃ প্রত্যক্ষং যথা স্তাৎ
তথৈতর্য্যঃ) পতিতঃ (ধর্ম্মভ্রষ্টঃ ভবতি), স শ্রেয়ান্ (বরং,
তেন ন কিয়ান্ আয়াতি যাতি) (যতঃ সঃ) একঃ স্বয়ং
(একাকী) অধঃ (নবকং) যাতি (গচ্ছতি)। অপি
(পরন্তু) বকবৃতিঃ (বকস্ত ইব বৃতিঃ বর্জনং যন্ত সঃ
কপটচাতুরী) স্বয়ং (মুর্তিমান্) পাপঃ (পাপিষ্ঠঃ জনঃ) অপবান্
(অস্থান্ জনান্ নরকং) পাতয়তি (চালয়তি) ॥ ১৪০ ॥

অনুবাদ। প্রত্যক্ষ পতিত ব্যক্তি বদং ভাল, কাবণ
সে নিজে একাকী অধোগমন করে; কিন্তু বকধার্ম্মিক পাপিষ্ঠ
ব্যক্তি নিজেকে এবং অপবকেও নবকে পাতিত কবে ॥১৪০॥

অর্থ্য। দত্তবঃ (দহ্যজনাঃ) অকুট্যঃ (নির্জনপ্রদেশে)
অজ্ঞঃ বিমোহঃ (মোহয়িত্বা) নৃগাং (নবাগাং) ধনং হবন্তি
(লুপ্ত্বতি)। এবং (অনেন প্রকাষেণ) বকভ্রতাঃ (কপট-
চারিণঃ) চারিভৈঃ (চরিত্র-প্রদর্শন-ছদ্মভিঃ) অতিভীক্সাঃ
(মর্ম্মভেদিভিঃ) বানৈঃ (বানৈঃ চ নৃগাং ধনং হরতি) ॥১৪১॥

চৈতন্ত-বিমুখ বা কপট ভাগবত-পাঠকের মঙ্গ পরিবর্তন

পূর্বক শুদ্ধ চৈতন্তদাসগণের মঙ্গই বাঞ্ছনীয়—

চৈতন্ত-চরণে যার আছে মতি-গতি।

জন্ম জন্ম হয় যেন তাঁহার সংহতি ॥১৫২॥

চৈতন্ত-বিমুখ অষ্টাঙ্গ-যোগীর বদনও অদৃশ্য—

অষ্ট-সিদ্ধিযুক্ত—চৈতন্তেতে ভক্তিশূন্য।

কছু যেন না দেখে' সে পাশী ছীন-পুণ্য ॥১৫৩॥

অনুবাদ। দহ্যগণ নির্জনপ্রদেশে অজ্ঞাভিধায়া মোহ
বা ভয় উৎপাদন করিয়া লোকেব ধন অপহরণ কবে।
বকভ্রতগণ মর্ম্মভেদী বাক্যের দ্বারা লোকেব মোহ উৎপাদন
পূর্বক তাহাদের ধন হরণ করিয়া থাকে ॥ ১৪১ ॥

অর্থ্য। শূদ্রাঃ তপোবেশোপজীবিনঃ (তপোবেশেণ
তপোবেশ-ধারণেন উপজীবিত্বীতি সাধুবেশধারণেন জীবিকা-
নির্বাহিণঃ সন্তঃ) প্রতিগ্রাহীযন্তি (গ্রহণেভ্যঃ ধনং গ্রহীযন্তি),
অধর্ম্মজাঃ (ধর্ম্মজানহীনাঃ) উত্তমন্ আসনন্ অধিরহ
(আরহ) ধর্ম্মং বক্ষ্যন্তি (প্রচাবয়িষ্যন্তি) ॥ ১৪২ ॥

অনুবাদ। (কলিতে) শূদ্রগণ তপস্তাব দেখকে
উপজীবিকা কবিয়া দানাদি গ্রহণ কবিবে। ধর্ম্ম-বিষয়ে
অজ্ঞগণ আচার্য্যের আসনে অধিরোহণ করিয়া ধর্ম্ম উপদেশ
কবিবে ॥ ১৪২ ॥

অনেকে সমদ্বয়-বাদেব ছলনায় সাধু-গুরু বৈষ্ণবের নিম্না
শ্রবণ করিয়াও তৃষ্ণীজ্ঞাব অবলম্বন কবে। তাহারা বহুজন্ম
অধঃপাতে পতিত হয়। তাহাদের সকল সৌভাগ্য ক্ষীণ
হইয়া পড়ে। “নিম্নাং ভগবতঃ শূদ্রন্ তৎপদন্ত জনন্ত বা।
ততো নাপৈতি যঃ সোহপি যাত্যধঃ স্তুত্বাচ্যুতঃ” —
(ভক্তিসন্দর্ভ ২৬৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ॥ ১৪৪ ॥

সাধাবণ দহ্যগণ তাহাদের কৃতকর্ম্মের ফলে প্রায়শ্চিত্ত-
কালাবধি ক্লেশ ভোগ করে, কিন্তু নৈসর্গিক পাপিষ্ঠগণ
বৈষ্ণববিশেষ করিয়া—বিষুবিরোধ করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তেই
অনন্তকাল ক্লেশ পাইবার অধিকারী হয়। তাহাদের
দুঃখবৃদ্ধি অহুক্ষণ ভগবান্ ও ভক্তের নিম্না হেতু তাহাদিগকে
অশেষ যত্না ভোগ করায় ॥ ১৪৫ ॥

সাধুদিগের নিম্না পরিত্যাগ করিয়া যিনি একবার-
মাত্রও কৃকনাম উচ্চারণ করেন, তিনি অনায়াসে ভগবদন্তু-

মুরারি গুপ্তকে সাধনা পূরক প্রভুর স্বগৃহে গমন—

মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সাধনা করিয়া ।

চলিলা আপন-ঘরে হরষিত হৈয়া ॥১৫৪॥

মুরারি গুপ্তের প্রভাব-বর্ণনে গ্রন্থকাবের

অসামর্থ্য জ্ঞাপন—

হেনমতে মুরারি গুপ্তের অনুভাব ।

আমি কি বলিব, ব্যক্ত তাঁহার প্রভাব ॥১৫৫॥

গ্রন্থকাবের নিত্যানন্দ-প্রসাদে বৈষ্ণবের

মহিমা-জ্ঞান লাভ—

নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে বৈষ্ণবের তথ্য ।

কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য ॥১৫৬॥

গ্রন্থকাবের আশাবন্ধ—

জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ হউ মোর পতি ।

বাঁহার প্রসাদে হৈল চৈতন্যেতে রতি ॥১৫৭॥

জন্ম জন্ম জগন্নাথমিশ্রের নন্দন ।

তোর নিত্যানন্দ হউ মোর প্রাণধন ॥১৫৮॥

মোর প্রাণনাথের জীবন বিশ্বস্তর ।

এ বড় ভরসা চিন্তে ধরি নিরস্তর ॥১৫৯॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদ-মুগে গান ॥১৬০॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মুরারিগুপ্ত-প্রভাব-বর্ণনং

নাম বিংশতিতমোহধ্যায়ঃ ।

এহ লাভ কবেন । কিন্তু নামাপবাহী সাধু-নিন্দা কবিয়া
শ্রীগুরুপাদপদ্মে অপবাদ কবে এবং গুণনিন্দা কবিয়া ভগব-
চ্চরণে অপবাহী হয় । ক্রমে ভগবন্নিন্দা কবিয়া ভগবন্নায়েন
ফল প্রেমা লাভ কবা দুবে থাকুক, অষ্টপাশবদ্ধ হইয়া
নামাপবাহেব ফলে ধর্ম, অর্থ ও কাম পর্যাঙ্কও লাভ কবিতে
অসমর্থ হয় ॥ ১৫৮ ॥

পাপিষ্ঠজনগণ অপবাদক্রমে আপনাদিগকে চতুর্বেদী,
অগ্নিহোত্রী প্রভৃতি অভিধানে অভিহিত কবিয়াও বিষ্ণু-
বৈষ্ণব-নিন্দাক্রমে ত্রাত্যেক জন্মেব পবই কুন্তীপাক-নবকে
পতিত হইয়া বিষম ক্রেশ ভোগ কবে । তখন তাহাদেব
চতুর্বেদ-অধ্যয়ন নবক-যজ্ঞপাঠই কাণন হয় এবং বৈষ্ণব-
বিষেবই মুখ্য সামগানের উদ্গাতা হইয়া পড়ে ॥ ১৫৯ ॥

অনেক ভাগবত-কথক ও পাঠক ভগবান্ ও ভক্তেব নিন্দা
করিয়া নিজ উপার্জন ও ইন্দ্রিয়তর্পণ অবাধে চালাইবাব
জন্ত ভাগবতেব তাৎপর্য বিকৃত কবিয়া জগতে জঞ্জাল
উপস্থিত কবে এবং আত্মবিনাশ সাধন কবে । তাহাব
বৈষ্ণব-গুরুর পাদপদ্ম পবিত্যাগ পূরক শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে
অপবাহী মায়াবাদী, জ্ঞানী, কর্মী, অজ্ঞাভিলাষীকে স্বীয় গুরু-
পদে প্রতিষ্ঠিত করিষা নিজেবাও ভগবৎ-কৃপা-

লাভে চিববক্ষিত হয় এবং তৎসঙ্গে জগতেব বহু ব্যক্তিব
সঙ্কর্ষামুগমনে বাধ্য দিয়া তাহাদিগকে সংসাবেব ক্রেশ
ভোগ কবায় ॥ ১৬০ ॥

কপট ভাগবত-পাঠকেব বা কথকেব সঙ্গ পবিসর্জন
কবিয়া শ্রীচৈতন্যেব অকৃত্রিম দাসগণেব সঙ্গই জন্মে জন্মে
মহুয়েব প্রার্থনীয় । চৈতন্য-বিমুখ মায়াবাদীব সঙ্গ আদৌ
প্রয়োজনীয় নহে ॥ ১৬১ ॥

ক্ষীণ-পুণ্য পাপিষ্ঠ—চৈতন্য-সেবাবিমুখ । সাধারণ
বিচারে তিনি যদি অষ্টাঙ্গ যোগে সিদ্ধ বলিয়াও পবিচিত
হন, তথাপি সে পাপিষ্ঠেব মুখ দর্শন করিতে নাই ।
শ্রীচৈতন্যেব প্রিয়তম দাসই শ্রীগুরুপাদপদ্ম । শ্রীগুরুপাদ-
পদ্মেব অভিন্ন-হৃদয় বৈষ্ণব সাধুগণই অষ্টসিদ্ধি-ধিকারী ।
তাঁহাবাই শুদ্ধ বৈষ্ণবেব গুরুবর্গ । ইতব লঘু স্পন্দদায়ে
বাহু সন্মান প্রদর্শন কবিয়া তাহাদেব সঙ্গ হইতে দূরে
অবস্থানই প্রধান প্রয়োজনীয় ॥ ১৬৩ ॥

গ্রন্থকাব আশাবন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইয়া শ্রীগুরু-নিত্যানন্দেব
পাদপদ্ম চিন্তে দৃঢ়ভাবে ধাবন কবেন । তাঁহার সদোপাশ্র-
বিগ্রহ—শ্রীগৌরমুন্দব ॥ ১৬২ ॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্যে বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

একবিংশ অধ্যায়

একবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর বলদেব-ভাব, দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি মহাপ্রভুর বাক্য-দণ্ড এবং ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও ভক্তজনের ভগবদভিষ্ম বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ কবিত্তে করিতে মার্কণ্ডেয়-ভট্টাচার্যের পিতা মহেশ্বর বিশারদের গৃহ-সমীপে গমন করেন। তৎকালে সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাসস্থান ছিল। তিনি আকুমার ব্রহ্মচারী, মোক্ষকামী এবং ভাগবতে মহা-অধ্যাপক বলিয়া জগতে খ্যাত ছিলেন; কিন্তু ভাগবত পাঠ কবিত্তাও ভাগ্যদোষে ভক্তিহীন ছিলেন।

মহাপ্রভু নগর ভ্রমণ কবিত্তে কবিত্তে মন্তপের গৃহ-সমীপে গিয়া মন্তপের পাণ্ডায় তাঁহার বলদেব-ভাবের উদয় হইল। তখন তিনি মন্তপের গৃহে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন; কিন্তু তাদৃশ আচরণ শ্রীবাস পণ্ডিতের মনোনীত না হওয়ায় ভক্তের ইচ্ছা বিবোধাচরণ কবিত্তে অনিচ্ছুক মহাপ্রভু তাহা হইতে বিবৃত হইলেন।

শ্রীগৌরসুন্দর মন্তপ-গৃহে প্রবেশ না কবিত্তা মন্তপের জায় উন্নতভাবে হরি-কীর্তন কবিত্তে কবিত্তে বাজপথ দিয়া চলিতে থাকিলে মন্তপগণও ‘হরিবোল’ বলিতে বলিতে প্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কবিত্তে লাগিল।

শ্রীশ্রীগৌরচন্দ্র মন্তপগণকে শুভদৃষ্টি কবিত্তা কিছুদূর গমন-

সপার্বদ শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের জয়গান—

জয় জয় নিত্যানন্দ-প্রাণ বিশ্বস্তর।

জয় গদাধর-পতি, অধৈত ঈশ্বর ॥১॥

পূর্বক দেবানন্দ পণ্ডিতকে দর্শন কবিত্তা তাঁহার শ্রীবাসের কথা শ্রবণ হইল অর্থাৎ দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ কবিত্তে অভিলାষী হইয়া শ্রীবাস পণ্ডিত একদিন তৎ-সমীপে গমন কবিত্তা ভাগবত-ব্যাখ্যা শ্রবণ কবিত্তাছিলেন। ভাগবত অক্ষবে অক্ষরে প্রেমময় জানিয়া তখন তাঁহার হৃদয় দ্রব হওয়ায় অগ্র-কম্পাদি সাত্ত্বিক বিকাব উপস্থিত হইল। তদদর্শনে দেবানন্দ পণ্ডিতের ছাত্রগণ পাঠের ব্যাঘাত বিবেচনা কবিত্তা তাঁহাকে বহিস্কৃত কবিত্তা দিয়াছিল। দেবানন্দ পণ্ডিত তখন ছাত্রগণকে তাদৃশ ক্ল্যাগ হইতে নিষারণ না কবিত্তা তাঁহার বৈষ্ণবাগবোধ জন্মিয়াছিল। অনন্তর শ্রীবাস পণ্ডিত বাহু প্রোথ হইয়া দুঃখের সহিত গৃহে গমন কবিত্তাছিলেন।

দেবানন্দকে দর্শন কবিত্তা শ্রীগৌরসুন্দরের পূর্বোক্ত নিয়ম স্মৃতিপথে উদিত হইল। তখন শ্রীচৈতন্যদেব ভাগবত-অবমাননাকারী দেবানন্দ পণ্ডিতকে ভাগবত-পাঠের অনধিকারী জানাইয়া বিবিধ তিরস্কাব কবিত্তা ভাগবতের প্রকৃত তাৎপর্য ও মাহাত্ম্য এবং বৈষ্ণবের মাহাত্ম্য কীর্তন কবিলেন। দেবানন্দ তখন লজ্জা প্রাপ্ত হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন কবিলেন।

শ্রীচৈতন্যের বাক্যদণ্ড প্রাপ্ত ব্যক্তিও পবন স্মৃতিগম্পন্ন বলিয়া গ্রন্থকাব দেবানন্দেবও মহাসৌভাগ্যেব কথা বর্ণন কবিত্তাছেন।

জয় শ্রীনিবাস-হরিদাস-প্রিয়ঙ্কর।

জয় গঙ্গাদাস-বাসুদেবের ঈশ্বর ॥২॥

ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাজ জয় জয়।

শুনিলে চৈতন্য-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৩॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

বিশ্বস্তর—নিত্যানন্দের প্রাণ। তিনিই গদাধর-পতি। তিনিই ঈশ্বর অধৈতের ঈশ্বর ॥ ১ ॥

ভক্ত, ভজনীয় বস্তু ও ভজন—এই তিনের সম্মিলন না হইলে ভগবানের বিচিত্র-বিলাস সম্পাদিত হয় না। এই

তিনের অভাবে ভক্তি-বিরোধী নৈঋশিষ্ট বা প্রকাশের অভাব লীলাহীনতাই অবশিষ্ট থাকে। শ্রীচৈতন্যদেবের কথা বাহারা আলোচনা কবেন না, তাঁহারা ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি করিতে অসমর্থ। বাহাদের অজ্ঞান প্রবল, তাঁহারা

হেমমতে নববীপে প্রভু বিশ্বম্ভর ।

বিহরে সংহতি-নিভ্যানন্দ-গদাধর ॥৪॥

মহাপ্রভুর, দেবানন্দ পণ্ডিতের গৃহসমীপে গমন—

একদিন প্রভু করে নগরভ্রমণ ।

চারিদিকে যত আশু-ভাগবতগণ ॥৫॥

সার্বভৌম-পিতা—বিশারদ মহেশ্বর ।

তঁাহার আজ্ঞায়ে গেলা প্রভু বিশ্বম্ভর ॥৬॥

সেইখানে দেবানন্দ পণ্ডিতের বাস ।

পরম স্মৃশাস্ত বিপ্র মোক্ষ-অভিলাষ ॥৭॥

ভগবৎসেবারহিত তপস্শাস্ত্রসম্পন্ন হইয়া 'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক'

খ্যাতিব্রুত হইলেও ভক্তিহীনতা-দোষে দেবানন্দেব

ভাগবতের মর্ম্মার্থ-জদযজ্ঞমে অসামর্থ্য—

জ্ঞানবন্ত তপস্বী আজ্ঞায় উদাসীন ।

ভাগবত পড়ায়, তথাপি ভক্তিহীন ॥৮॥

'ভাগবতে মহা-অধ্যাপক' লোকে ঘোবে' ।

মর্ম্ম-অর্থ না জানেন ভক্তিহীন-দোষে ॥৯॥

জানিবার যোগ্যতা আছেয়ে কিছু তান ।

কোন্ অপরাধে নহে, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥১০॥

প্রভুর গন্তব্য-পথে দেবানন্দের ভাগবত-

ব্যাখ্যা শ্রবণ—

দৈবে প্রভু ভক্ত-সঙ্গে সেই পথে যায় ।

যেখানেতে তান ব্যাখ্যা শুনিবারে পায় ॥১১॥

ভক্তিযোগেব মহিমা ব্যাখ্যাত না হওয়ায় দেবানন্দেব

ব্যাখ্যায় প্রভুব অন্তমোদন—

সর্বভূত-হৃদয়—জ্ঞানয়ে সর্ব-তত্ত্ব ।

না শুনয়ে ব্যাখ্যা ভক্তিযোগের মহত্ব ॥১২॥

কোপে বলে প্রভু,—‘বেটা কি অর্থ বাখান’ ?

ভাগবত-অর্থ কোন্ জন্মেও না জানে ॥১৩॥

অভক্ত-শ্রেণিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ভগবৎসেবা-বিমুখ হন ।
তখন আশ্রয়বিভা তাঁহাদের উপব বল প্রকাশ করিয়া
তাঁহাদিগকে ভগবান্, ভক্ত ও ভক্তি হইতে দূবে অপসারিত
করে ॥ ৩ ॥

আজ্ঞা—বাধ । নববীপ-মণ্ডলেব গঙ্গাব পশ্চিমে
কুলিয়া গ্রাম । তৎপশ্চিমে কিছু নিম্নতরে ভূমি অবস্থিত ;
সুতরাং জলপ্লাবন হইতে বিজ্ঞানগরের মহেশ্বর বিশারদের
গৃহ-রক্ষার জন্ত বাধ ছিল ॥ ৬ ॥

মোক্ষাভিলাষ—বিষ্ণু-পাদপদ্ম-সেবা-লাভ ব্যতীত যে
কালনিক নিরৈশিষ্ট্য মুক্তির ধারণা, তাহা অনর্থ-যুক্ত
ব্যক্তির বাগনার অন্তর্গত । আগতিক অভিজ্ঞতায় ত্রিতাপ-
হীনতাকেই 'মুক্তি' বলিয়া ধারণা হয় । কিন্তু দেশ-কাল-
পাত্রের ছেয় ব্যবধান উপাদেয় দেশ-কাল-পাত্রের প্রাকট্য
ব্যতীত সম্ভবপর হয় না । যে-সকল ব্যক্তি জড়ভোগে
প্রীণীড়িত হন, তাঁহাদের শাস্তির ধারণায় ভগবৎসেবা
'মুক্তি' বলিয়া প্রকাশিত হয় না । প্রাণী-বুদ্ধি লাভ
করিয়া হ্রি-সদ্বন্ধি-বস্ত্রতে ঔদাসীন্ধ্য প্রদর্শন করিলেই ভগবৎ-
সেবা-রহিত তপস্শা এবং কঠা, দৃশ্য ও দর্শনের ত্রিবিধ
অধিষ্ঠান-গত ভোগপর নম্বর বিচার হইতে অতিক্রান্ত হইয়া
ভগবৎসেবা-বৈমুখ্য-লাভ খটে । অর্কীচীন মূঢ়গণ যে মুক্তির

কদর্থ করিয়া ভক্তিহীনতাকে মোক্ষাভিলাষ বলেন, তাহা
সমীচীন বিচার-পর ভগবদ্ভক্তগণের বিচারে দোষাবহ ॥৭॥

যদিও সাধাবণ লোকে দেবানন্দকে ভাগবতের মহা-
পণ্ডিত বলিয়া জানে, তথাপি ভগবৎসেবাবোধিতার অভাবে
ভাগবতের উদ্দেশ্য-বোধে তাঁহাব তৎকালে যোগ্যতা ছিল
না । জীবমাত্রেরই বৈষ্ণব-সুতবাং ভাগবতের মর্ম্ম-অর্থ জানিবার
যোগ্যতা জীবহুত্রে দেবানন্দের আছে ; কিন্তু তাহা স্পষ্ট
থাকায় ঐ প্রকার অজ্ঞান অপরাধ হইতে উদ্ধৃত । তজ্জন্তই
তাঁহার জানিবার অধিকার তৎকালে অপসারিত হইয়াছিল ।
কৃষ্ণ—অন্তর্গামী, কি প্রকাব অপরাধে ভাগবত-পঠনপাঠনাদি
সঙ্গেও তাঁহার অপবাধ হইয়াছিল, তাহা কৃষ্ণ ব্যতীত
অনুরদর্শী জীব-সকল বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই ॥ ৯-১০ ॥

শ্রীযামুনাচার্য লিখিয়াছেন,—ভগবান্ ও ভগবদ্ভক্তের
প্রতি অভক্তগণের স্বাভাবিক অপরাধ থাকে । নামাপরাধের
বিচারেও দেখা যায় যে, সাধু-বৈষ্ণবগণের নিকট অপরাধী
হইলে বহুজীব ভগবানের ও নিজের স্বরূপ বুঝিতে অসমর্থ
হয় । অপরাধ-বশে জীবের অজ্ঞান আসিয়া উপস্থিত হয়,
তজ্জন্ত জীব দারী না হইলেও তাহার অজ্ঞানই সে বিষয়ে
দারী হইয়া পড়ে । অনেক অর্কীচীন জন কৃষ্ণ ও তন্নীলাকে
প্রকাশ' না জানিয়া তাহাদের কালনিক নম্বর বুঝিকেই

প্রভু-কর্তৃক ভাগবতের স্বরূপ-বর্ণন—
এ বেটার ভাগবতে কোন্ অধিকার ?
এছরূপে ভাগবত কৃষ্ণ-অবতার ॥১৪॥

সবে পুরুষার্ধ 'ভক্তি' ভাগবতে হয় ।
'প্রেম-রূপ ভাগবত' চারিবেদে কয় ॥ ১৫ ॥
চারি বেদ—'দধি', ভাগবত—'নবনীত' ।
মথিলেন শুকে, খাইলেন পরীক্ষিত ॥ ১৬ ॥

'প্রায়াগিক' জ্ঞান করে । যখন তাহাবা অপবাদ-মুক্ত হয়, তখন কৃষ্ণকেই একমাত্র 'প্রেমাণ' জানিয়া জড়-জ্ঞানেব প্রত্যক্ষ ও অজ্ঞান হইতে পরিভ্রাণ লাভ কবে । "নৈবাং মতিস্তাব-দুরূপমভিঃ"—এই ভগবতোক্ত শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ।

ভগবান্ শ্রীগৌরহবি সর্বভূতের হৃদয়ে প্রবিষ্ট হইয়া সকল কথাই অবগত আছেন । কর্মযোগ, হঠযোগ, জ্ঞান-যোগ, রাজযোগ, প্রভৃতির সন্ধীর্ণতা ভগবান্ গৌরহরস্বরূপ সর্বভোক্তাবে জ্ঞাত আছেন এবং ভক্তিয়োগেব মহিমা ভগতে বিস্তার করিবার জন্তই জীবের চরম-কল্যাণের উদ্দেশ্যে সেই সকল কথা প্রকাশ করিয়াছেন । সুতরাং যেখানে ভক্তিয়োগেব মহিমা ব্যাখ্যাত না হয়, সেই কথার তিনি কখনই অজ্ঞানোদন করেন না ॥ ১২ ॥

মহাভাগবতের ২৬টি সপ্তক আছে । কৃষ্ণকশবগতাই তন্মধ্যে নিত্যমুখ্য সপ্তক । এই সপ্তক ভগবানে ও ভক্তে প্রকাশিত আছে । তজ্জন্তই ভক্তিবিশোধি বিচারে জীবের বাসনার প্রতিকূলে তৎপ্রতিকার-জন্ত 'ক্রোধ' নামক বাসনা-ভেদকবি উপদেশ অর্ধাঙ্গীনগণের নিকট 'ক্রোধ' শব্দ-বাচ্য হয় । অনর্থ-বৃদ্ধ জীব স্বীয় বাসনার পরিতৃপ্তির অভাবে যে বৃষ্টি প্রদর্শন কবে, তাহা নিতান্ত নিম্ন । কিন্তু ভগবৎ সেবা-বিরোধি জনগণের মঙ্গলের জন্ত ভগবদ্ভক্তগণের বাসনার প্রতিকূল ব্যাপারে যে বৃষ্টি প্রকাশিত হয়, তাহাতে কোন দোষ থাকিতে পারে না, ইহা দেখাইবার জন্তই শ্রীগৌরহরস্বরূপ ক্রোধলীলা প্রকাশিত করিলেন । বাহাবা 'পন্নবজ্রাহিতা' নীতি অবলম্বন করিয়া বহু-কলাভ্যাস করে, তাহারা শ্রীমদভাগবতগ্রন্থকে বহু শাস্ত্রের অন্ততম জ্ঞানে কেবল ধর্ম্মরহিত হইয়া শাস্ত্রান্তর জ্ঞান করে ; সুতরাং ভাগবতের তাৎপর্য্য শ্রীভগবানের লীলা কোন অবস্থাতেই বুঝিতে পারে না । তাহাদের জন্ম-জন্মান্তরীন বাসনা ভাগবতের তাৎপর্য্য বুঝিতে দেয় না । তাহারা ভাগবত

পাঠ করিয়াও কৃষ্ণের বাসনাক্রমে ভক্তিহীন দোষে দুষ্ট থাকে ॥ ১৩ ॥

'বেটা' শব্দে তুচ্ছতাজ্ঞাপক অনভিজ্ঞ জনকেই বুঝায় । শিশু বেক্লপ অজ্ঞানাপ্রিত হইয়া পিতার নিকট মুখতা প্রকাশ কবে এবং পিতা বা উপদেশক যেপ্রকার অনভিজ্ঞ জনগণকে 'নির্বোধ' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করেন, বেটা-শব্দ সেইরূপ তাহাবই সূচক প্রকাশকারী । ভাগবতের তাৎপর্য্যে প্রবিষ্ট না হইয়া কেবল শব্দোদ্ভিষ্ট ব্যাপাব-সমূহকে জড়বাসনায় আবদ্ধ বাহাবা বিচার কবেন, তাহাদের ভগবৎ-সম্বন্ধিনী কথায় কোনপ্রকার প্রবেশ-লাভ ঘটে না । শ্রীমদভাগবতগ্রন্থে কৃষ্ণকথার বর্ণন আছে । সেই কৃষ্ণকথা-কীর্তন কর্ণকূহবে প্রবিষ্ট হইলে সাক্ষাৎ কৃষ্ণের ক্ষুদ্রি হয়, তখন জড়কথারূপ আবর্জনা—কর্ণমূল-মধুকৈটভ নামক অস্বরস্বয় বিনষ্ট হয় । ইহাই 'কর্ণবেদ'-সংস্কার । চিন্ময় কর্ণ জড়াবৃত আছে বিচার কবিলে ভোগপর বাক্যসমূহ আমা-দিগেব হৃদয়কে চঞ্চল করায় । তখন কৃষ্ণের ব্যাপারই আমাদের লক্ষ্যেব বিষয় হয় । বৈকুণ্ঠ-নাম-গ্রহণ, বৈকুণ্ঠ-রূপ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-গুণ-শ্রবণ, বৈকুণ্ঠ-পবিত্র-কীর্তন-শ্রবণ বৈকুণ্ঠ-লীলাকথা-শ্রবণ শ্রীমদভাগবতের সূচকাবে শ্রবণ হইতেই শুদ্ধমত নির্মল জীবহৃদয়ে উদ্ভিত হয় । তখন হৃদয়কে বৃন্দাবনের সহিত অগ্নি জানিতে পারা যায় । সেখানে কৃষ্ণচন্দ্রের অবস্থিতি ॥ ১৪ ॥

সকল বেদশাস্ত্রই শ্রীমদভাগবতকে 'প্রেম' রূপ প্রয়োজনতত্ত্ব বলিয়া গান করেন । প্রয়োজন-বিচাবে সাধারণতঃ গোপী-সম্প্রদায় ধর্ম্মার্থ-কামকেই লক্ষ্য করেন, ত্যাগী-সম্প্রদায় মোক্ষকে পুরুষার্ধ বলিয়া ধারণা করেন ; কিন্তু ভোগী ও ত্যাগীসম্প্রদায়ের অতীত সুনির্মল আত্মা ভগবদ্ভজনে পারদ্রুত হইয়া চারিবেদ হইতে ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্ধর্গ-বিচার পরিহার করিয়া শ্রীমদভাগবতের কৃষ্ণপ্রয়োকেই তাৎপর্য্য জানেন । কর্ম, জ্ঞান, যোগ, সাধ্যায় প্রভৃতি

শুকদেব—ভাগবতবেত্তা এবং ভগবন্তস্বই

ভাগবতের প্রতিপাত্ত—

মোর প্রিয় শূক সে জানেন ভাগবত ।

ভাগবতে কহে মোর তত্ত্ব-অভিমত ॥ ১৭ ॥

ভক্ত, ভগবান্ ও ভাগবতে ভেদ-দর্শী নিজ অমঙ্গল

আবাহনকাব্যী—

মুঞ্জি, মোর দাস, আর গ্রন্থ-ভাগবতে ।

যার ভেদ আছে, তার নাশ ভালমতে ॥” ১৮ ॥

প্রভুর শ্রীমুখে ভাগবত-তত্ত্ব শ্রবণে

বৈষ্ণবগণের আনন্দ—

ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে ক্রোধাবেশে ।

শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥ ১৯ ॥

ভাগবতে ভগবদ্ভজনেতর বিনয়ের ব্যাখ্যা

অর্চাচীনতা মাত্র—

ভক্তি বিমু ভাগবত যে আর বাখানে ।

প্রভু বলে,—“সে অধম কিছুই না জানে ॥ ২০ ॥

অভিধেয়-সমূহ যথার্থ গুরুদ্বার-সংগ্রহে উৎকর্ষিত হইলে
ঐশ্বর্যের অধিষ্ঠানবিলুপ্ত হইয়া ভক্তিতেই পর্যাবসিত হয় ॥ ১৫

বেদশাস্ত্রকে দধিব সহিত উপমা দেওয়া হইয়াছে।
শুকদেব সেই দধিব ময়নকারী ; তাহা হইতে বেদ-তাৎপর্য
মবনীত শ্রীমদ্ভাগবতরূপে উদ্ভূত হইলেন। শ্রীপবীক্ষিৎ বিষয়
নিবৃত্ত হইয়া সকল বেদ-তাৎপর্য শ্রীশুকদেবের উপদেশ
হইতে লাভকবিলেন। মিরটিঙেলার প্রান্তভাগে হস্তিনাপুর
অবস্থিত। বর্তমান মজঃফরনগর জেলাব প্রান্তভাগে ভোপা
থানার অধীন ভূখণ্ডেই জনপদেব নিকটবর্তী শূকরতল
গ্রামেই গাঙ্গতটে শ্রীপবীক্ষিৎ মহাবাজ প্রায়োপবেশন কবিয়া
শ্রীশুকদেবের নিকট হইতে সমগ্র বেদ-তাৎপর্য সপ্তাহকাল
মধ্যে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দধিব ময়নে যেকপ সাবাংশ
মনী বাহিব হয়, সেইপ্রকার বেদের কর্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ড-
রূপ অসাব অংশেব অকিঞ্চিৎকবতা প্রদর্শন করিয়া প্রেম-
ভক্তির সাবস্ত নিদ্রিষ্ট হইয়াছিল। পবীক্ষিৎ অজ্ঞাত সকল
কথা পরিবর্জন কবিয়া সেই সাব গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া
ভাগবতগণ সকলেই “সাবগ্রাহী”। বিদ্বভাগবতগণ অসং-
সংসর্গে ফলভোগবাদ ও ফলভাগবাদের বিচার-সংশ্লিষ্ট হইয়া
ভারবাহি-রূপে আত্মজ্ঞান উপস্থিত করিয়াছেন। অসাব-
মিশ্রিত কিঞ্চিৎ সাব অপেক্ষা অসাব-রহিত বিশুদ্ধ সারই বা
নির্ধাস গ্রহণীয়, উহাই আত্মবিদগদের ভাজ্য ও পেম।
অসাবগ্রাহিগণ ফলভোগবাদে ফলভাবে ভারবাহী এবং ফল-
ভাগবাদে বাছে ‘ভারহীন’ হইবাস ভাণ করিলেও হৃদয়ভাবে
অধিকতর গুরুভারবাহী। উভয়েই সারগ্রহণে পবাস্থ ॥ ১৬ ॥

ভগবান্ ও ভক্তে যাহারা ভেদবুদ্ধি করিয়া বিমু-বৈষ্ণব-
তত্ত্ব অবগত হন না, তাহাবা সর্বভোভাবে নিজের অমঙ্গল

আবাহন কবেন। লীলাপ্রতিষ্ট না হইলে ভগবানেব সকল
কথা স্তূর্ভভাবে বলা যায় না। ভগবৎকথাময় ভাগবত
শুকদেবই জানেন। অজ্ঞে জানে না। একটা কিছদস্তী
আছে যে, শ্রীমহাদেব এক সময় বলিয়াছিলেন—আমি
ভাগবত জ্ঞানি, শূকদেব ভাগবত জানেন, লেখক শ্রীব্যাসদেব
গুরুপদাশ্রয় করিয়া বিশুদ্ধ গুরুসেবাব অভাবে কিছুদিন
ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষেব সেবকগণের উপকারার্থে শাস্ত্রগ্রন্থাদি
প্রণয়ন কবিয়াছিলেন ; কিন্তু সজ্ঞান-সমূহেব একমাত্র
তাৎপর্য শ্রীমদ্ভাগবত-বচনাকালে ধর্ম্মার্থ-কামমোক্ষ-ধিকারী
বুদ্ধি আশ্রয় কবিয়া ক্লমলীলা বর্জন করিয়াছেন, তাহাতেও
শ্রীবার্ধভানবীদেবীক কথাব প্রাধিক্ত না দেওয়ায় এবং
সাধাবণেব যোগ্যতাব অভাব-হেতু বর্জন-বিষয়ে যে সাবহিত-
চিন্ততা প্রকাশ কবিয়াছেন, তাহাতে তিনি কতক অবগত
এবং কিছু পবিমাণে অনবগত প্রভৃতিব পবিচয় দিয়াছেন ;
কিন্তু শ্রীনৃসিংহেব উপাসক ত্রিদণ্ডিষ্মানী শ্রীধর ভগবৎ-
রূপাক্রমে সেবোগ্রন্থ হওয়ায় ভাগবতের তাৎপর্য স্তূর্ভভাবে
জানিয়া গোপীজনবল্লভেব সেবাব কথা বুঝিতে পারিয়াছেন ;
ভক্ত্যেকরক্ষক শ্রীধর ও তৎসহোদর ভ্রাতা লক্ষ্মীধর নামভজন-
প্রভাবে ভগবদ্রূপ-গুণ-পরিববৈশিষ্ট্য ও লীলায় যে
অধিকার দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রীধর-বিবোধী শ্রীধর-টীকা-
পাঠকারী বুজুক ও মুমুকু-সম্প্রদায় অভক্ত হওয়ায় সেই
রূপা-লাভ হইতে চিরতরে বঞ্চিত আছে। কনিষ্ঠাধিকারগত
চেষ্টায় ভগবানেব কিছু পরিচয়েব কথা থাকিলেও ভক্তের
অমর্যাদা করিলে ভগবৎসেবায় কনিষ্ঠাধিকার হইতেও
বঞ্চিত হইতে হয়। স্তূর্যায় পরিববৈশিষ্ট্য ও বিষয়াশ্রয়-
বিচারে যাহাদের ভেদজ্ঞানজনিত অমঙ্গলপ্রবেশকরিয়াছে,

অভক্তিপব ব্যাখ্যাতাব ভাগবতে অনধিকাব—
নিরবধি ভক্তিশ্রী এ বেটা বাখানে ।
আজি পুঁথি চিরিব, দেখহ বিজ্ঞমানে ॥” ২১॥
পুঁথি চিরিবারে প্রভু ক্রোধাবেশে যায় ।
সকল বৈষ্ণবগণ ধরিয়৷ রহায় ॥২২॥
জড়বিজ্ঞা-তপঃ-প্রতিষ্ঠাশাস্ত্র ব্যক্তি ভাগবত-বোধে অসমর্থ—
মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্বশাস্ত্রে গায় ।
ইহা না বুঝিয়ে বিজ্ঞা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥২৩॥

‘ভাগবত বুঝি’ হেন যার আছে জ্ঞান ।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥২৪॥
শ্রীমদ্ভাগবতকে ভগবৎপ্রমাণ-জ্ঞানকারীই ভাগবত-
প্রতিপাদ্য ভগবৎপ্রমাণ বিগমবোধে সমর্থ—
ভাগবতে অচিন্ত্য-ঈশ্বরবুদ্ধি যার ।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥২৫॥
সর্বগুণে দেবানন্দপণ্ডিত-সমান ।
পাইতে বিরল বড় হেন জ্ঞানবান্ ॥২৬॥

তাহাবা প্রেমভক্তিকে সর্বতোভাবে প্রয়োজনোদ্গুপ বলিয়া
জানে না; অতএব তাহাবা মানবজীবন লাভ কবিয়াও
আত্মস্বাতী মাত্র ॥ ১৮ ॥

দেবানন্দ পণ্ডিত মুমুকু ছিলেন। তিনি মায়াবদ্ধ-বিচারে
যেদ্রুপ বুঝিয়াছিলেন, তাহাতে তপস্বী, জগতে ঐদামীত
প্রভৃতিতে বহুমানন কবিতেন। পদার্থ ‘বিষয়ে’ব কোনরূপ
ধাবণা তাঁহাব ছিল না। লৌকিক প্রয়োজন—জগৎ হইতে
মুক্ত হওয়া এবং সেই জ্ঞানে বিভোব থাকায় ভাগবতের
বিচার গ্রহণ কবিতেন তিনি অক্ষম হইয়াছিলেন। কর্ণ-
জ্ঞানাবৃত অবস্থায় কোনও ব্যক্তির স্বরূপের পনিচয় ঘটে না
সুতরাং ভগবদুপাসনাব নিত্যস্ব উপলব্ধি বিগম হয় না।
ভগবৎসেবা-বঞ্চিত জনগণ যে-কালে আত্মস্বরূপ বিস্মৃত
হইয়া ভগবৎ-সেবায় উদাসীন হন এবং তাহাই পুরুষার্থ
বলিয়া জ্ঞান কবেন, সেইকালে পবম দয়াময় গৌবন্দব
অভক্তের তাদৃশ কার্যে বিবক্তি প্রকাশ কবেন এবং তাহাব
মঙ্গলেব অল্প সেরূপ কার্য নিত্যস্ব গহণীয় ও অপ্রয়োজনীয়
জানাইতে গিয়া কর্ণফল-ভোগ বা ত্যাগ নিত্যস্ব অজ্ঞায়—
ইহাই জ্ঞান। এই ক্রোধ-দর্শনে বৈষ্ণবগণ পবমানন্দ
লাভ করেন ॥ ১৯ ॥

যে-স্থলে অপরজ্ঞান ব্রহ্মজ্ঞানীর জ্ঞেয়, সে-স্থলে জ্ঞান-
জ্ঞেয়-জ্ঞাতা—এই অবস্থাত্রেয়েয় নিকৈশিষ্ট্যই চবম আরাধ্য
ব্যাপার হয়। যোগিগণ গর্ভোদকশাস্ত্রী বিষ্ণু সহিত সংযুক্ত
হইবার প্রয়াস করিয়া কৈবল্য-লাভের যত্ন করেন।
ভগবৎস্বরূপ সেরূপ নহেন। শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থে ভগবানের
লীলা, পরিকরবৈশিষ্ট্য, অখিল সঙ্গুণ, ভগবদ্রূপ এবং
ভগবানের নামাদির উল্লেখ আছে। নিত্যমুক্ত ভগবৎস্ব

এবং শাসনসিদ্ধ ভক্তগণ তথা ভক্তিপবায়ণ সেবকগণ
ভগবানের নিত্যকাল সেবা ব্যতীত অল্প কিছুই প্রয়োজন
বোধ কবেন না। সুতরাং নিত্য সেবকের সেবা-বিচার
ব্যতীত অল্প কথা ভাগবতের মধ্যে নাই; ইহা প্রদর্শন
কবাই প্রভু উদ্দেশ্য। যাহাবা ভাগবতে ভগবানের নিত্য
সেবা ব্যতীত আর কিছু অমুগন্ধান কবে, তাহাবা নিত্যস্ব
অর্কচীন জানিতে হইবে ॥ ২০ ॥

অভক্তগণ সেবার্থ-বঞ্চিত হওয়ায় অজ্ঞাভিলাষ, কর্ণ-
ফল-লাভ, নির্ভেদব্রহ্মমুগন্ধান প্রভৃতি বর্ণন করিতে
যাইয়া উদ্দেশ্যমষ্ট হইয়া ভাগবতের উদ্দেশ্য-গ্রহণে বঞ্চিত।
শ্রীমদ্ব্যপ্রভু ভাগবতের অভক্তিপব ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া
বলিলেন,—যে ভাগবত অভক্তির কথা পাঠকের হৃদয়ে
উদ্দীপনা কবান, সেই বন্ধনাব ভাবযুক্ত ভাগবতের কোন
আবশ্যকতা নাই। সুতরাং সেই ভাগবত গ্রন্থকে ভগবৎপ্রমাণ
না জানিয়া উহা পার্থিব পদার্থ-বিশেষ-জ্ঞানে রক্তের
বিনাশ-দ্রব্য জানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিব। যাহাবা শ্রীমদ্-
ভাগবতকে ভোগ্য জ্ঞান করে, তাহাদের সেইরূপ দর্শন
মায়াবদ্ধ জীবের উত্তবোত্তব কামবুদ্ধি করায়। সুতরাং
বিষয়ীর যোবিন্দ বোধে ভাগবত-পাঠ হইতে বিবত করানই
ভগবানের উদ্দেশ্য ॥ ২১ ॥

সকল শাস্ত্রই প্রমাণিত করে যে, জড়জগতের ভোগ
ও ত্যাগ-বুদ্ধি থাকা-কালে শ্রীমদ্ভাগবতের বিচার কখনই
কাহারও গম্য হয় না। সুতরাং জড়বিজ্ঞা, জড় তপস্বী,
জড়বস্ত্রতে প্রতিষ্ঠাশা থাকা-কাল-পর্যন্ত চিন্তার অতীত
রাজ্যে অবস্থিত ভগবৎকথা বুঝিবাব কাহারও সম্ভাবনা
হয় না ॥ ২৩ ॥

শ্রীমদ্ভাগবতে ভ্রান্ত ব্যক্তির গোবব-বর্ধনে

প্রয়াসী ব্যক্তি যমদণ্ড—

সে-সব লোকের যথা ভাগবতে ভ্রম ।

ভাতে যে অন্নের গর্ভ, তার শাস্তা যম ॥২৭॥

ভাগবত-ব্যাখ্যাতা হইয়াও নিত্যানন্দে

শ্রদ্ধাশ্রু ব্যক্তি নির্দোষ—

ভাগবত পড়াইয়া কারো বুদ্ধিনাশ ।

নিম্নে অবধূতচাঁদে জগৎনিবাস ॥২৮॥

প্রভুর নগব ভ্রমণ করিতে কবিতো মত্তপ-গৃহ-সমীপে

বারুণী-গন্ধ-প্রাপ্তিতে বলবাম-ভাব—

এই মত্ত প্রতিদিন প্রভু বিশ্বস্তর ।

ভ্রময়ে নগর-সর্ব সঙ্গ অমুচর ॥২৯॥

একদিন ঠাকুর পণ্ডিত-সঙ্গে করি’ ।

নগর ভ্রময়ে বিশ্বস্তর গৌর-হরি ॥৩০॥

নগরের অন্ত্রে আছে মত্তপের ঘর ।

যাইতে পাইলা গন্ধ প্রভু বিশ্বস্তর ॥৩১॥

মত্ত-গন্ধে বারুণীর হইল স্মরণ ।

বলরাম-ভাব হৈল শচীর নন্দন ॥৩২॥

প্রভুর মত্তপ-গৃহ-গমনের ইচ্ছা-প্রকাশ ও

শ্রীবাসের তাহাতে নিবেদ—

বাছ পাসরিয়া প্রভু করয়ে ছকার ।

‘উঠো গিয়া’ শ্রীবাসেরে বলে বার বার ॥৩৩॥

প্রভু বলে,—“শ্রীনিবাস ! এই উঠো গিয়া ।”

মানা করে শ্রীনিবাস চরণে ধরিয়া ॥৩৪॥

প্রভুব বিস্তর-সঙ্গ-বিচার পরিহাব পূরক বাঙ্গল-তামস-

বিচারেব অহমোদনে ভক্তেব দেহত্যাগের সম্বল এবং

ভক্ত-বাঙ্গাপূর্ণকারী শ্রীগৌরবধিব তাদৃশ

প্রবাসে বাধা প্রদান—

প্রভু বলে, “মোরোও কি বিধি প্রতিবেদ ?”

তথাপিহ শ্রীনিবাস করয়ে নিবেদ ॥৩৫॥

শ্রীবাস বলয়ে,—তুমি জগতের পিতা ।

তুমি ক্ষয় করিলে বা কে আর রক্ষিতা ? ৩৬॥

না বুঝি’ তোমার লীলা নিম্নিবে যে জন ।

জন্মে জন্মে ছুঁখে তার হইবে মরণ ॥৩৭॥

নিত্য ধর্মময় তুমি প্রভু সনাতন ।

এ লীলা তোমার বুঝিবেক কোন্ জন ॥৩৮॥

যাহা বা জাগতিক ভোগ্যবস্তুব অসুতম জানিবা
ভাগবতে অধিকার লাভ কবিয়াছে বলিয়া মনে করে,
তাহারা ভাগবতের কোন অংশই বুঝিতে পারে না ।
শ্রীমদ্ভাগবত যাহা প্রমাণ করিতে বসিয়াছেন, সেই প্রময় বস্তু
কখনই জড়েন্দ্রিয়ের অধিকারের বস্তু হইতে পারে না ॥২৪॥

যিনি শ্রীমদ্ভাগবতের কীর্তনকে সাক্ষাৎ ভগবদ্বিগ্রহ
জ্ঞানেন, ভাগবত প্রাকৃত গ্রন্থকে-মাত্র জ্ঞান করেন না এবং
শ্রীমদ্ভাগবতের বিচারেব দ্বারা স্বীয় জড়প্রতি বুদ্ধিদোষকে
নিয়মিত করেন, তিনি সর্বসাব ভগবদ্ভক্তজনই শ্রীমদ্ভাগবতের
একমাত্র প্রয়োজন বুঝিতে পারেন ॥২৫॥

অতিশয় প্রতিভা-সম্পন্ন, সর্বগুণাশ্রিত জ্ঞানবান্ পণ্ডিত
হইয়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থগ্রহণে ভ্রান্ত হইতে পারেন,
একপ পণ্ডিতগণেব গৌরব-বর্ধনেব জন্ত যাহাদের প্রয়াস,
ভ্রায় ও অজ্ঞারের বিচারকর্তা বা পুরস্কার তিরস্কার-দাতা
যম তাঁহাদের দণ্ড-বিধান করেন ॥ ২৭ ॥

অবধূত পরমহংসচারে অবস্থিত এবং সমগ্র জগতের মূল
আকর অধিকারের আধার শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা-
শ্রু হইয়া যিনি বাহিরে শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করেন, তিনি
স্থিরবুদ্ধি-বহিত হইয়া বিচলিত হন । ভক্তিরহিত পণ্ডিতগণ
‘ভাগবতে অধিকার লাভ করিয়াছি’ মনে কবিলেও ভক্তির
মূল আশ্রয়বস্তুকে নিন্দা করিলে, তাঁহাদের কখনও
ভাগবতে অধিকার হয় নাই জানিতে হইবে ॥ ২৮ ॥

ভগবান্ শ্রীগৌরমুন্দর—স্বরূপ বস্তু, তাঁহাতে স্বয়ং-
প্রকাশের বিচিত্র বিলাস অনস্ব্যত আছে । সন্তোগরসাত্মক
শ্রীবলদেব-প্রভু বারুণী-পানে প্রমত্ত হন—ইহা স্মরণ
করিয়া শ্রীগৌরমুন্দর আশ্রয়জাতীয় বলদেব-ভাব-বিভাবিত
হইয়া বহির্জগতের লীলা বিস্তৃত হইয়াছিলেন ॥ ৩২ ॥

শ্রীবাস-পণ্ডিত মহাপ্রভুকে মত্তপের গৃহে প্রতিষ্ট হইতে
নিবেদ করিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিলেন—তিনি বিধি
ও নিবেদের অতীত বস্তু, সুতরাং তাঁহাকে নিবেদ করিবার
আদর্শ জগতে রক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই ॥ ৩৫ ॥

যদি ভুমি উঠ গিয়া মত্তপের ঘরে ।
 প্রবিষ্ট হইয়ু মুঞি গঙ্গার ভিতরে ॥” ৩৯॥
 ভক্তের সঙ্গ প্রভু না করে লজ্জন ।
 হাসে প্রভু শ্রীবাসের শুনিয়া বচন ॥৪০॥
 প্রভু বলে,—“তোমার নাহিক যাতে ইচ্ছা ।
 না উঠিব, তোর বাক্য না করিব মিছা ॥” ৪১॥
 শ্রীবাস-বচনে সঙ্গরিয়া রাম-ভাব ।
 ধীরে ধীরে রাজপথে চলে মহাভাগ ॥৪২॥
 প্রভু বলবান-ভাব সধবণ পূরক ধীরে ধীরে গমন ও
 মত্তপগণের প্রভুদর্শনে নৃত্যকীর্তন—
 মত্ত-পানে মত্ত সব ঠাকুরে দেখিয়া ।
 ‘হরি, হরি’ বলে সব ডাকিয়া ডাকিয়া ॥৪৩॥
 কেহ বলে,—“ভাল ভাল নিমিগ্ন-পণ্ডিত ।
 ভাল ভাব লাগে, ভাল গায় নাট গীত ॥” ৪৪॥
 ‘হরি’ বলি’ হাতে তালি দিয়া কেহ নাচে ।
 উল্লাসে মত্তপগণ যায় তান পাছে ॥৪৫॥
 ভগবান্ ও ভক্ত-সান্নিধ্যের ফলে মত্তপগণের ও
 হরিবস-মস্তভা—
 “হরিবোল হরিবোল জয় নারায়ণ ।”
 বলিয়া আনন্দে নাচে মত্তপের গণ ॥৪৬॥

শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমদ্রাধিকার মত্তপের গৃহে প্রবিষ্ট হইতে নানাপ্রকারে নিষেধ করিা সম্বন্ধে যখন তিনি ভক্তের কোন আবেদন শ্রবণ করিবেন না, বলিলেন, তখন শ্রীবাস গঙ্গাজলে আত্মনিমজ্জন কবিবাব আকাঙ্ক্ষা করিলেন । ইহা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তের ইচ্ছাব বিকল্পে স্বীয় সঙ্গ পরিভ্যাগ কবিলেন । ভগবান্ গৌরসুন্দর বিদ্বৎ সঙ্ঘ-বিচাব পরিহাব করিয়া মিশ্র তামসিক বা বাতসিক কোন কথাব অমুমোদন করেন নাই । কিন্তু এখানে ভক্তব শ্রীবাস যখন দেখিলেন, মিশ্র-সম্বন্ধে লীলা অভিনয় কবিবাব দুর্যোগ উপস্থিত হইতেছে, তখন শ্রীগৌরসুন্দরকে তাহা হইতে নিবৃত্ত কবিবাব সমুচিত বক্ত প্রকাশ কবিলেন । অনেকে মনে করেন,—শ্রীগৌরসুন্দর যখন সর্বশক্তিমান্, তখন যে-কোন রাজস বা তামস বিচারতিনি তাঁহাব লীলার মধ্যে প্রকট করাইতে সমর্থ; কিন্তু প্রকৃত শুদ্ধ-ভক্তগণ

মহা-হরিশ্রবণ করে মত্তপের গণে ।
 এই মত্ত হয় বিদ্যু-বৈষ্ণব-দর্শনে ॥৪৭॥
 মত্তপের নৃত্যকীর্তন-দর্শনে গৌরসুন্দরের হস্ত এবং
 ভগবৎপ্রভাব-দর্শনে শ্রীবাসের প্রেমজন্মন—
 মত্তপের চেষ্টা দেখি’ বিশ্বস্তর হাসে ।
 আনন্দে শ্রীবাস কান্দে দেখি’ পরকাশে ॥৪৮॥
 শ্রীচৈতন্যদেবের দর্শন-প্রভাবে মত্তপগণের ও আনন্দ ;
 কিন্তু পাপিগণ নিন্দাধর্ম্মে অবস্থিত বলিয়া
 তাহাতে বঞ্চিত—
 মত্তপেও সুখ পায় চৈতন্যে দেখিয়া ।
 একলে নিন্দয়ে পাপী সম্রাসী দেখিয়া ॥৪৯॥
 শ্রীচৈতন্যদেবের লীলা বা প্রতিষ্ঠাব অমুমোদনকারী
 দুর্ভাগ্যের আবাহনকারী—
 চৈতন্য-চন্দ্রের যশে যার মনে দুঃখ ।
 কোন জন্মে-আজন্মে নাহিক তার সুখ ॥৫০॥
 প্রেকা-ব-কর্তৃক শ্রীচৈতন্যদেবের সান্নিধ্যপ্রাপ্ত ও
 ভগবৎগুণাভুগানে সুযোগ-প্রাপ্ত মত্তপগণের ও
 গৌড়াগ্যের প্রশংসা—
 যে দেখিল চৈতন্য-চন্দ্রের অবতার ।
 হউক মত্তপ, তবু তারে নমস্কার ॥৫১॥

তাদৃশ বিদ্বৎ সঙ্ঘ-বিচাব ভ্যাগ কবিয়া ভগবান্কে বিকাব-লীলার অমুমোদনকারী বলিয়া স্থাপন করেন না ॥ ৪১ ॥

মত্তপ-গৃহে না উঠিয়া মত্তপোচিত উদ্ভাস্তা প্রদর্শন কবিয়া রাজপথে চলিবাব কালে কেহ কেহ নিমাই পণ্ডিতকে স্তুতি কবিতো লাগিলেন এবং তাঁহাব নৃত্য-গীত, লয়-মান, সুব-তান প্রভৃতি সঙ্গীত-পারদর্শিতাব প্রশংসা কবিতো লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

কোন মাতাল গৌরসুন্দর পশ্চাৎ পশ্চাৎ উল্লাসভবে হরিকীর্তন-মুখে করযোড়ে উচ্চস্রনি ও নৃত্য কবিতো করিতে চলিতে লাগিলেন । মাতালগণও ভগবান্ ও ভক্তের সান্নিধ্য লাভ করিয়া হরি-বসে প্রেমমত্ত হইয়া পড়িলেন ॥৪৫॥

মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া মাতালেরাও আনন্দ পাইলেন । কেবল পাপিগণ না বুকিতে পারিয়া ভ্যাগধর্ম্ম-বিপর্যায়কারী হইয়া নিন্দা করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

মস্তপেরে শুভ-দৃষ্টি করি' বিশ্বস্তর ।
 নিজাবেশে ভ্রমে প্রভু নগরে নগর ॥৫২॥
 প্রভু নগর ভ্রমণ করিতে করিতে দেবানন্দেব দর্শনে ক্রোধ—
 কত দূরে দেখিয়া পণ্ডিত-দেবানন্দ ।
 মহাক্রোধে কিছু তারে বলে গৌরচন্দ্র ॥৫৩॥
 প্রভু ক্রোধেব কাবণ—
 'দেবানন্দ পণ্ডিতের শ্রীবাসের স্থানে ।
 পূর্ব অপরাধ আছে', তাহা হৈল মনে ॥৫৪॥
 সে-সময়ে নাহি কিছু প্রভুর প্রকাশ ।
 প্রেমশূন্য জগতে দুঃখিত সব দাস ॥৫৫॥
 যদি বা পড়ায় কেহ গীতা-ভাগবত ।
 তথাপি না শুনে কেহ ভক্তি-অভিমত ॥৫৬॥
 সে-সময়ে দেবানন্দ পরম-মহাস্ত ।
 লোকে বড় অপেক্ষিত পরম-সুশাস্ত ॥৫৭॥
 ভাগবত অধ্যাপনা করে নিরন্তর ।
 আকুমাৱ সন্ন্যাসীর প্রায় ব্রতধর ॥৫৮॥

দৈবে একদিন তথা গেলা শ্রীনিবাস ।
 ভাগবত শুনিতে করিয়া অভিলাষ ॥৫৯॥
 অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত প্রেমময় ।
 শুনিয়া জ্বিল শ্রীনিবাসের হৃদয় ॥৬০॥
 ভাগবত শুনিয়া কান্দয়ে শ্রীনিবাস ।
 মহাভাগবত বিপ্র ছাড়ে ঘন শ্বাস ॥৬১॥
 পাণ্ডিত পড়ুয়া বলে,—“হইল জ্ঞানাল ।
 পড়িতে না পাই ভাই, ব্যর্থ যায় কাল ॥” ৬২॥
 সম্বরণ নহে শ্রীনিবাসের রোদন ।
 চৈতন্যের প্রিয়-দেহ জগত-পাবন ॥৬৩॥
 পাণ্ডিত পড়ুয়াসব যুক্তি করিয়া ।
 বাহিরে এড়িল লঞা শ্রীবাসে টানিয়া ॥৬৪॥
 দেবানন্দ পণ্ডিত না কৈল নিবারণ ।
 গুরু যথা ভক্তিশূন্য, তথা শিষ্যগণ ॥৬৫॥
 বাহ্য পাই' তুঃখেতে শ্রীবাস গেলা ঘর ।
 তাহা সব জানে অন্তর্যামী-বিশ্বস্তর ॥৬৬॥

শ্রীমহাপ্রভু প্রত্যেক ক্রিয়া ও প্রত্যেক প্রতিষ্ঠায়
 যাহাদেব দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাদেব কোন জগে বা
 আশ্রমে কোনপ্রকার সুখোদয় হইবাব সম্ভাবনা নাই ॥ ৫০

শ্রীমহাপ্রভু প্রকটকালে যে সকল আসব-সেবী
 সান্নিধ্য লাভ ঘটনাছিল, তাহাবা তাদৃশ পাপকর্মে নিবত
 থাকাম শ্রীচৈতন্যদেবের বিগুহ্ব সঙ্কমণী লীলাব প্রচারে
 সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে, কিন্তু উক্ত ভাগ্যবন্ত
 জনগণকে প্রকাবে এই ভাবিয়া নমস্কাব কবিতেন যে,
 প্রাক্তন দ্রুতিবশে মস্তপ পাণ্ডিগণেব পাঁপেব কিক্রিয়াত্র
 অবশেষ থাকিলেও প্রচুর স্মৃতিক্রমে ভগবদগুণাহুগানে
 সুযোগ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদেব দুর্লভ ভাগ্য সর্বতো-
 ভাবে প্রশংসনীয় ॥ ৫১ ॥

অধ্যাপকগণেব কেহ কেহ গীতা, কেহ কেহ শ্রীমদ্ভাগবত
 পড়াইতেন; কিন্তু স্ব-স্ব আচরণে তাহাদেব সেবোদ্ভুততার
 অভাব থাকায় ভক্তিব কোন সন্ধানই তাঁহাবা বাখেন নাই ॥৫৬॥

দেবানন্দ পণ্ডিত বহুগুণে গুণাবিত ও শাস্ত স্বভাব
 ছিলেন; সুতরাং লোকে তাঁহাকে বহমানন কবায় তাঁহাকে
 লক্ষ্যন কবিত না ॥৫৭॥

দেবানন্দ ভাগবত পাঠ কবিয়া সন্ন্যাসীবচ্ছায় ব্রতবিশিষ্ট
 হইয়া আকুমাৱ ব্রহ্মচর্য্য পালন কবিতেন । কিন্তু তন্ত্ৰহীন
 হওয়ায় তাঁহাব তাদৃশ ব্রহ্মচর্য্য ভক্ত্যেবাব-বিমুগ্ধতা প্রদর্শন
 কবিয়াছিল । এইজন্ত কৌমাৰ্য্য-ব্রত ধাবণ কবিয়াও বা
 ত্যাগেব পথে চলিয়াও তিনি সেই সকল সদ্গুণেব ফল
 লাভ কবিতে সমর্থ হন নাই ॥ ৫৮ ॥

যাহাবা শব্দসিদ্ধির জন্ত দেবানন্দেব নিকট ভাগবত
 পড়িতে গিয়াছিল এবং লৌকিক বিচাবে প্রতিষ্ঠা লাভ
 কবিবাব উদ্দেশ্যবিশিষ্ট ছিল, তাহাবা শ্রীবাস পণ্ডিতেব
 ভজনচেষ্টা ভাগবত-পাঠকালে বুঝিতে পারে নাই । শ্রীবাসেব
 শরীবে অশ, কম্প ও তহুমোটনাদি সাত্বিক ভাব-সমূহ
 দর্শন কবিয়া আধ্যাত্মিক বাজ্যে অবস্থিত বিজ্ঞাবিগণ
 তাহাদেব পাঠ শ্রবণে ব্যাঘাত বুঝিয়াছিল ॥ ৬২ ॥

শ্রীবাসেব রোক্তমান অবস্থার বিবামাভাব-দর্শনে বিজ্ঞাবি-
 গণেব পাঠেব ব্যাঘাত হওয়ায় তাহাবা শ্রীচৈতন্যের নিতাশ
 প্রিয়জনকে জগৎপাবন বলিয়া বুঝিতে পাবে নাই ।
 শ্রীবাসের চিগ্নয় কলেবরে যে-সকল সাত্বিক আগন্তুক ভাব-
 সমূহ দেখা গিয়াছিল, উহাই জগতে সকলপ্রকার পবিত্রতা

শ্রী-কর্তৃক ভক্তাবমানকারী দেবানন্দকে তিরস্কার—

দেবানন্দ-দরশনে হইল স্মরণ।

ক্রোধমুখে বলে শ্রী শচীর মন্দন ॥৬৭॥

“অয়ে অয়ে দেবানন্দ! বলি যে তোমারে।

তুমি এবে ভাগবত পড়াও সব্বারে ॥৬৮॥

যে শ্রীবাসে দেখিতে গঙ্গার মনোরথ।

হেন-জন গেলা শুনিবারে ভাগবত ॥৬৯॥

কোন্ অপরাধে তানে শিখা হাধাইয়া

বাড়ীর বাহিরে লঞা এড়িলা টানিয়া? ৭০॥

ভাগবত শুনিতে যে কাম্বে কৃষ্ণ-রসে।

টানিয়া ফেলিতে কি তাহার যোগ্য আইসে? ৭১॥

বুঝিলাম, তুমি সে পড়াও ভাগবত।

কোন জন্মে না জানহ গ্রন্থ-অভিমত ॥৭২॥

পরিপূর্ণ করিয়া যে-সব জনে খায়।

তবে বহির্দেশে গিয়া সে সন্তোষ পায় ॥৭৩॥

প্রেমময় ভাগবত পড়াইয়া তুমি।

তত স্মৃখ না পাইলা, কহিলাম আমি ॥” ৭৪॥

ভাগবতের তাৎপর্যানভিজ্ঞ দেবানন্দের ভক্তনির্যাতন—

হেতু ভগবদ্বিমুখতা, দেবানন্দেব তিরস্কারে লজ্জা—

শুনিয়া বচন দেবানন্দ বিজবর।

লজ্জায় রহিলা, কিছু না করে উত্তর ॥৭৫॥

ক্রোধাবেশে বলিয়া চলিলা বিশ্বস্তর।

দুঃখিতে চলিলা দেবানন্দ নিজ-ঘর ॥৭৬॥

চৈতন্য-বাক্যদণ্ড-লাভে দেবানন্দের স্মৃতিব উদয়—

তথাপিহ দেবানন্দ বড় পুণ্যবন্ত।

বচনেও শ্রী যারে করিলেন দণ্ড ॥৭৭॥

চৈতন্যের দণ্ড মহা-স্মৃতি সে পায়।

যাঁর দণ্ডে মরিলে বৈকুণ্ঠে লোক যায় ॥৭৮॥

চৈতন্যের দণ্ড প্রদানেব অমোদনকারী ব্যক্তিই সৌভাগ্য-

শালী, এবং তাহাতে অসংখ্য ব্যক্তি যমদণ্ড—

চৈতন্যের দণ্ড যে মন্তকে করি' লয়।

সেই দণ্ড তারে প্রেম-ভক্তি-যোগ হয় ॥৭৯॥

চৈতন্যের দণ্ডে যার চিত্তে নাহি ভয়।

জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ যমদণ্ড হয় ॥৮০॥

আনয়ন করে—ইহা বুঝিতে না পারায় পড়ুয়াগণ তাঁহাকে
জ্যোর কবিতা ধবিয়া পাঠাণ্যাবেব বাহিরে নিক্ষেপ কবায়
তাঁহাদের পাঠের অযোগ্য হইয়াছিল ॥ ৬৩-৬৪ ॥

দেবানন্দ পণ্ডিতের যদি কিছুমাত্র ভগবৎ সেবানুখতা
থাকিত, তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই অবোধ পড়ুয়াগণকে
ঐক্লপ ভক্তিহীন ক্রিয়ায়োগদান করিতে নিষেধ করিতেন।
সুতরাং দেবানন্দ পণ্ডিত ও বিদ্যার্থীগণ—সকলেই বিষয়
ভোগ-নিরত, তর্কহত পাঠকমাত্র ছিলেন। শ্রীবাস-পণ্ডিত
শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থান্বাদনে অযোগ্য না পাইয়া দুঃখের
নিজ-গৃহে গমন কবিয়াছিলেন। ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব
অন্তর্ধামিহুতে দেবানন্দের এই অপরাধের কথা জানিতেন ॥৬৫॥

শ্রীগৌরসুন্দর দেবানন্দকে দেখিয়াই ভক্তের নির্যাতন
স্মরণ করিয়া তাহাকে বলিতে লাগিলেন,—শ্রীমদ্ভাগবতের
কীর্তনে হৃদয় দ্রব হয়, কেবল বহির্জগতের ভোগপব্যয়ণ-
জনগণই কঠিন হৃদয় পোষণ কবিতো সমর্থ হয়। শ্রীবাস-
পণ্ডিতের সর্কতোমুখী চেষ্টা যে-কালে প্রবল হইয়াছিল,
তৎকালে তুমি ও তোমার ছাত্রগণ না বুঝিয়া তাঁহাকে

ভাগবত-শ্রবণ-কার্য্য হইতে বিতাড়িত কবিয়াছিলে। কিন্তু
শ্রীবাসের হায় ভক্তকে দেখিবাব জন্ম হবশীয়ে অব্যাহতা
গঙ্গাদেবীও নিম্নগা হইয়া নদীরূপে প্রকটিতা হন। সুতরাং
তুমি যে তোমার অন্তঃসাগিগণের দ্বারা বলপূর্ব্বক শ্রীবাসকে
তাড়াইয়া দিয়াছিলে, সেই অপব্যাপুঞ্জ তোমাকে সর্কতো-
ভাবে ভগবদ্বিমুখ কবিয়াছে। তুমি বা তোমার শিষ্যগণ
ভগবদ্ভক্তের আদর্শ শ্রীবাসের ব্যবহারে তাঁহাকে দণ্ডযোগ্য
বিচাব কবিয়াছিলে কেন? ৬৭-৭১ ॥

দেবানন্দ যদিও ভাগবতের ব্যাখ্যা তা ছিলেন, তথাপি
জন্ম জন্মান্তরে ভাগবতের তাৎপর্য্য গ্রহণের সক্ষমতা কখনও
লাভ করেন নাই ॥ ৭২ ॥

কেহ কেহ এ পণ্ডের এইরূপ ব্যাখ্যা করেন—পরিপূর্ণ
ভোজন করিয়া বহির্দেশ গমন করিলেও লোকে ক্রেশের পন
যে শক্তি পাইয়া থাকে, তোমার ভাগবত-পাঠে সেইরূপ
অক্লিষ্টকরী শক্তিরূপ পাওয়া যায় নাই। শ্রীমদ্ভাগবতপাঠের
ফল হরি-প্রেমের আশ্বাদনতা দুয়ের কথা সাধারণ হুঃখনিবৃত্তিও
তোমার ব্যাখ্যায় আনয়ন করিতে সমর্থ হয় নাই ॥৭৩-৭৪॥

শ্রীকৃষ্ণের প্রপঞ্চাবিত্ত চতুর্বিধ বিগ্রহ—
 ভাগবত, তুলসী, গঙ্গায়, ভক্ত-জনে।
 চতুর্কা বিগ্রহ কৃষ্ণ এই চারি সনে ॥৮১॥
 অর্কাবিগ্রহ ও উপরিউক্ত চতুর্বিধ বিগ্রহের তারতম্য—
 জীবন্তাস করিলে শ্রীমুর্তি পূজ্য হয়।
 ‘জন্ম মাত্র এ চারি ঈশ্বর’ বেদে কয় ॥৮২॥
 গ্রন্থকারের সপার্বদ চৈতন্যদেবের চরণে
 একনিষ্ঠতা-জ্ঞাপন—
 চৈতন্য-কথার আদি অন্ত নাহি জানি।
 যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥৮৩॥

শ্রীমহাপ্রভুবাক্য শ্রবণ কবিয়া দেবানন্দ লজ্জিত
 হইলেন। প্রভুর বাক্যদণ্ড লাভ কবিয়া দেবানন্দের অকৃতিব
 উদয় হইল। ভগবান্ বিষ্ণু যাহাদিগকে সংহাব কবেন,
 তাহারা মুক্তি লাভ করে। স্তববাং দেবানন্দের প্রতি
 ভগবানের এই বাক্যদণ্ড উত্তরকালে তাঁহার সৌভাগ্য-
 লাভেবই জনক হইয়াছিল ॥ ৭৫-৭৮ ॥

যিনি শ্রীচৈতন্যদেবের দণ্ড-প্রদানকে বহমানন কবেন
 না, তাঁহার প্রেমভক্তিব স্বরূপ-বোধে অভাব থাকে। যিনি
 ভগবানের দণ্ডকে নিজ-মঙ্গল-লাভের কারণ বলিয়া জানেন,
 তাঁহারই প্রেমভক্তি-লাভের সুযোগ ঘটে ॥ ৭৮ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের অসন্তোষে যাহার জন্ম উদ্বেলিত না
 হয়, তাদৃশ পাণচিণ্ড ব্যক্তিকে যম প্রতিজ্ঞেই দণ্ড-বিধান
 করে ॥ ৮০ ॥

চৈতন্য-দাসের পায়ে মোর নমস্কার।
 ইথে অপরাধ কিছু নহক আমার ॥৮৪॥
 মধ্যখণ্ড কথা যেন অমৃতের খণ্ড।
 যে কথা শুনিলে ঘুচে অন্তর-পাষণ্ড ॥৮৫॥
 চৈতন্যের প্রিয়-দেহ নিত্যানন্দ রায়।
 প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গে যেন না ছাড়ে আমায় ॥৮৬॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চাঁদ জান।
 বৃন্দাবন দাস তছু পদ-যুগে গান ॥৮৭॥
 ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে দেবানন্দবাক্যদণ্ড-
 বর্ণনং নাম একবিংশোহধ্যায়ঃ।

শ্রীকৃষ্ণ চাবিমূর্তিতে প্রপঞ্চে শ্রীয বিগ্রহ প্রকাশ করেন।
 যদিও এই চারিমূর্তি সহসা দর্শন কবিলে ভগবান বলিয়া
 জানা যায় না, তথাপি এই চাবিটি ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তু
 ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহরূপে পূজিত হন। বৈষ্ণব, তুলসী,
 গঙ্গা ও শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ—এই চাবিটিই কৃষ্ণের প্রকাশ-
 বিগ্রহ-চতুষ্টয় ॥৮১॥

বহির্বিচারে শ্রীঅর্চ্য-বিগ্রহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা কবিয়া
 পূজ্যবুদ্ধি কবিতে হয়। তাদৃশ প্রাণ-প্রতিষ্ঠা না কবিয়াও
 —শ্রীমদ্ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব, ইহা বা জগতের
 ভোগ্যবস্তুবিচারে পবিত্র হইলেও ইহারা ভোক্তৃভাব-
 সম্পন্ন অভিন্ন ঈশ্বরবস্তু ও প্রভুতত্ত্ব,—চিৎসজ্ঞান-প্রদাতা,
 বেদশাস্ত্র ইহাই বলিয়া থাকেন ॥৮১॥

ইতি গোড়ীয়-ভাষ্য একবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাবিংশ অধ্যায়

দ্বাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমন্নহাপ্রভুর জননীকে উপলক্ষ্য কবিয়া বৈষ্ণবাপবাদের গুরুত্ব প্রদর্শন পূর্বক সকলকে সতর্ক করা হইয়াছে।

শ্রীগৌরমুন্দর দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ড প্রদান কবিয়া সকলকে শিক্ষা দিলেন যে, বৈষ্ণবের স্থানে অপবাদ কবিয়া কৃষ্ণভক্তনের চেষ্টা প্রদর্শন করিলেও বৈষ্ণবের রূপানুভাবে তাহান কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয় না।

শ্রীগৌরচন্দ্র নিজ-জননী বৈষ্ণবাপবাদ-ক্ষমাপন-নীলা-ধাবা বৈষ্ণবাপবাদের আবণ্ড গুরুত্ব প্রদর্শন কবিয়াছেন।

একদিন শ্রীগৌরমুন্দর শ্রীবাস-মন্দিরে বিষ্ণুপটায় আবোহণ করিয়া নিজতত্ত্ব নিজ মুখে বর্ণন কবিত্তে লাগিলেন। শ্রীশ্রীমন্নিতানন্দ প্রভু ও শ্রীগদাধর-গোস্বামী অবসর-সমযোচিত সেবা কবিত্তে থাকিলেন এবং সকলের অসীমিত বণ প্রদান কবিলেন। তখন শ্রীবাসপণ্ডিত শচীদেবীকে প্রেম প্রদান কবিত্তে গৌরচন্দ্রের নিকট অহুবাধ কবিলেন। শ্রীগৌরমুন্দর তত্বত্ব বলিলেন, জননী বৈষ্ণবাপবাদ-হেতু প্রেমভক্তির অধিকাবিণী নহেন।

সর্বজগতেও প্রভু শ্রীভগবান্ গৌরচন্দ্রের জননীও প্রেমভক্তিতে অধিকার হইবে না উনিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত বিস্ময়চিন্তে দেখত্যাগেব সঙ্কল্প কবিলে শ্রীমন্নহাপ্রভু শচীদেবী বৈষ্ণবাপবাদের কাণ বর্ণন পূর্বক বলিলেন যে, বৈষ্ণবের নিকট অপবাদ হইলে বৈষ্ণব ব্যতীত স্বয়ং ভগবান্ ও তাহা থণন কবিত্তে পাবে না এবং তাহান জলন্ত দৃষ্টান্ত স্বরূপ তিনি অশ্ববীষ-স্থানে দুর্কাসাব অপবাদের কথা বর্ণন কবিলেন।

অধৈত প্রভু নিকট শচীদেবী অপবাদ (১) হইয়াছে,— সকলে ইহা জানিতে পারিয়া অধৈত প্রভুর নিকট গমন পূর্বক শচীদেবী অপবাদ (২) মার্জনার্থ সকলে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। শ্রীঅধৈতাচাৰ্য্য উনিয়া লঙ্ঘায়

বিষ্ণুস্বৰ্ণ পূর্বক শচীদেবী বহিমা কীৰ্ত্তন কবিত্তে করিতে আবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। তখন শচীমাতা স্নযোগ বুদ্ধিয়া অধৈতপ্রভুর পদবজঃ মন্তকে তুলিয়া লইয়া প্রেমাবিষ্টা হইয়া পড়িলেন। তদর্শনে গৌরহরি পদম প্রীতি সহকাৰে বলিলেন যে, জননী এক্ষণে প্রেমভক্তির অধিকাবিণী হইয়াছেন।

শচীদেবী অধৈত-স্থানে অপবাদের কাণ এই যে, একদিন শ্রীমন্নহাপ্রভুর অগ্ৰজ বিশ্বকপ পিতাব সঙ্গে ভট্টাচার্য্য সভায় গমন কবিলেন। তথায় জনৈক ভট্টাচার্য্য বিশ্বকপের পাঠ্য-বিসয়ে প্রশ্ন করিলে তিনি যে উত্তর প্রদান কবিলেন, তাহাতে পিতা-ভগবান্ বিশ্র দ্বন্দ্ব হইয়া বালককে চণেটাখাত পূর্বক নিজগৃহে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিশ্বকপ পিতৃসঙ্গে গৃহে গমন কবিত্তে কবিত্তে ফিবিয়া 'আমিমা পুনবায় সেই ভট্টাচার্য্যকে নিজ প্রহাবের দ্বিম জাপন কবিয়া পুনর্জিজ্ঞাসা কবিত্তে অহুবাধ কবিলেন এবং ভট্টাচার্য্যের অভিপ্রায় ক্রমে নিজ পাঠ্য স্মরণে বিভিন্ন অর্থ ব্যাখ্যা, থণন ও স্থাপন দ্বারা মতগণকে মুগ্ধ কবিয়া ফেলিলেন।

বিশ্বকপ সমগ্র ভগবৎ-ভক্তিশৃঙ্খল দেখিয়া চিন্তে বড়ই দুঃখ অহুত্ব করিতেন, কিন্তু শ্রীঅধৈতপ্রভু সর্দশালে ক্রমভক্তির কথা ব্যাখ্যা কবিত্তেন। তজ্জচ্ছ বিশ্বকপ সর্দদা অধৈত প্রভুর সঙ্গে অবস্থান কবিয়া স্থলান্ত কবিত্তেন।

একদিন বিশ্বকপ জননী-আদেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে আহাবার আহ্বান কবিত্তে অধৈতসভায় গমন করিলে শ্রীঅধৈত প্রভু তাঁহাকে দর্শন পূর্বক পদম মোহিত হইয়া তাঁহাকে চিনিত্তে পারিলেন এবং সকল বৈষ্ণবই শিশু বিশ্বস্তরের রূপে পদম আবৃত্তি হইলেন।

কালক্রমে বিশ্বকপ সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্বক সংসার ত্যাগ করিলেন; তাহাতে শচীমাতা গভীর শোক অহুত্ব করিলেও বৈষ্ণবাপবাদ-তয়ে কোন কিছু বলিত্তে পারিলেন

না। নিমাই এব মুখ দেখিয়া সকল শোক বিস্মৃত
হইলেন।

বিশ্বস্তরও ক্রমে ক্রমে নিজ স্বরূপ প্রকাশ পূর্বক
লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গও পবিত্যাগ করিয়া সর্বদা অঐত-সমীপে
অবস্থান কবিত্তে লাগিলেন; তাহাতে শচীমাতা দুঃখিত
হইয়া বলিয়াছিলেন যে, অঐত তাঁহার একটি পুত্রকে
সন্ন্যাসী করিয়াছেন এবং তিনি অপর পুত্রটিকেও তজ্জপ
শ্রীগোবিন্দদেবের জরগান—

জয় জয় গৌরচন্দ্র কৃপার সাগর।

জয় শচী-জগন্নাথ-নন্দন সুন্দর ॥১॥

জয় জয় শচী-সুত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

‘কৃষ্ণ’ নাম দিয়া প্রভু জগৎ কৈল ধন্য ॥২॥

দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ড প্রদান পূর্বক প্রভু

নিজাধাসে গমন—

হেন মতে নবদ্বীপে প্রভু বিশ্বস্তর।

বিহরে সংহতি-নিত্যানন্দ-গদাধর ॥৩॥

বাক্যদণ্ড দেবানন্দপণ্ডিতেরে করি’।

আইলা আপন-ঘরে গৌরানন্দ-শ্রীহরি ॥৪॥

বহির্দ্বার পড়ুয়াগণের সম্মুখে—দেবানন্দেব দুঃখ-প্রাপ্তিব

কাণ—

দেবানন্দ পণ্ডিত চলিল নিজ-বাসে।

দুঃখ পাইলেন দ্বিজ দুষ্ট-দলদোষে ॥৫॥

পরামর্শ প্রদান করিতেছেন। হুতরাং অঐতপ্রভু
মায়া-বিস্তার করিয়াছেন।

এই মাত্র অপরাধ-ফলে (৭) শচীমাতা ভগবৎসেবা-
বিমুখিনী হইয়াছেন বলিয়া গৌরমুন্দর জননীকে লক্ষ্য
করিয়া সকল ভগবৎকৈ বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সতর্ক হইবার
শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

দেবানন্দ-হেন সাধু চৈতন্যের ঠাঞি।

সম্মুখ হইতে যোগ্য নহিল তথাই ॥৬॥

ভগবৎসেবকের অমুগ্রহ ব্যতীত সেবোদ্ভূতভাষ্যের

অভিনয়ও বুঝা—

বৈষ্ণবের কৃপায় সে পাই বিশ্বস্তর।

‘ভক্তি’ বিনা অপ-তপ অকিঞ্চিৎকর ॥৭॥

বৈষ্ণবাপরাধীর নামসেবাব অভিনয়ে কৃষ্ণপ্রীতি অলভ্য—

হইহই শ্রীগৌরমুন্দর ও বেদেব বাণী—

বৈষ্ণবের ঠাঁই যা’র হয় অপরাধ।

কৃষ্ণকৃপা হইলেও তা’র প্রেম-বান্ধ ॥৮॥

আমি নাহি বলি;—এই বেদেব বচন।

সাক্ষাতেও কহিয়াছে শচীর নন্দন ॥৯॥

প্রভু নিজ-জননী পাদর্শে নামাপরাধ-বর্জন-শিক্ষা-প্রদান—

যে শচীর গর্ভে গৌরচন্দ্র-অবতার।

বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ব আছিল তাঁহার ॥১০॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

“রক্ষণং হিনাং রক্ষণং সাক্ষোপাঙ্গপার্যদম্।

যজ্ঞৈঃ সংকীর্ণনপ্রাথম্যজ্ঞৈঃ হি স্মর্যেধসঃ ॥”

—এই শ্লোকের বিচারমতে শ্রীগোবিন্দমুন্দর কৃষ্ণনাম
দিয়া জগৎকে ধন্য করিয়াছিলেন। লক্ষ্য-ভজনের প্রণালী
শ্রীঠাকুর হবিদাশের দ্বারা প্রচার করিয়া তাৎপশ্য ভজন-
দ্বাবাই যে কৃষ্ণপ্রেমা লভ্য হয়, তাহা জানাইয়াছিলেন ॥১॥

দেবানন্দ পণ্ডিত বহির্দ্বার পড়ুয়াগণের সম্মুখ
মহাপ্রভুর নিকট বাক্যদণ্ড লাভ করিয়া দুঃখিত হইলেন।
তিনি সাধারণের বিচারে শাস্তিনীতি লোক বলিয়া গৃহীত

হইলেও শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট ‘আদব পাইলেন না।

শ্রীমহাপ্রভু দেবানন্দকে ‘ভাগবত’ বলিয়া গ্রহণ না করায়
তিনি তাঁহার কৃপাপাত্র বলিয়া গৃহীত হইলেন না ॥৫॥

সেবোদ্ভূত না হইয়া ভগবান্নাম-জপাদি বা নানা প্রকার
তপস্তা বুঝা শ্রম। ভগবৎসেবকের অমুগ্রহ ব্যতীত
কাহারও সেবোদ্ভূততা ধর্ম আত্মায় উন্মোচিত হইতে
পারে না ॥৭॥

বৈষ্ণবাপরাধী নামাপরাধ-বলে কৃষ্ণভজন করিতে
সমর্থ হন না। যদিও নামসেবা করিবার অভিনয়

আপনে সে অপরাধ প্রভু ঘুচাইয়া ।
 মা'য়েরে দিলেন প্রেম সবা' শিখাইয়া ॥১১॥
 শচীমাতার বৈষ্ণবাপবাদের কাবণ—
 এ বড় অদ্ভুত কথা শুন সাবধানে ।
 বৈষ্ণবাপরাধ ঘুচে ইহার প্রবণে ॥১২॥
 একদিন মহাপ্রভু গৌরানন্দ-সুন্দর ।
 উঠিয়া বসিল বিষ্ণুখট্টার উপর ॥১৩॥
 নিজমূর্ত্তি-শিলাসব করি' নিজ কোলে ।
 আপনা 'প্রকাশে' গৌরচন্দ্র কুতুহলে ॥১৪॥
 "মুঞি কলি-যুগে কৃষ্ণ, মুঞি নারায়ণ ।
 মুঞি রাম-রূপে কৈলু সাগর বন্ধন ॥১৫॥
 শুভিয়া আছিলু' ক্ষীরসাগর-ভিতরে ।
 মোর নিজা ভাঙ্গিলেক নাড়ার ছন্দারে ॥১৬॥
 প্রেম-ভক্তি বিলাইতে আমার প্রকাশ ।
 মাগ' মাগ' আরে নাড়া, মাগ' শ্রীনিবাস" ॥১৭॥
 দেখি' মহাপরকাশ নিত্যানন্দ-রায় ।
 ততক্ষণে তুলি ছত্র ধরিল মাথায় ॥১৮॥
 বামদিকে গদাধর তাম্বুল যোগায় ।
 চারিদিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥১৯॥
 ভক্তি-যোগ বিলায় গৌরানন্দ-মহেশ্বর ।
 ষাঁহার যাহাতে প্রীতি, লয় সেই বর ॥২০॥
 কেহ বলে,—“মোর বাপ বড় দুষ্টমতি ।
 তাঁ'র চিন্তা ভাল হৈলে মোর অব্যাহতি” ॥২১॥

কেহ মাগে' গুরু প্রতি, কেহ শিষ্য প্রতি ।
 কেহ পুত্র, কেহ পত্নী,—যা'র যথা রতি ॥২২॥
 ভক্তি-বাক্য-সত্যকারী প্রভু বিশ্বম্ভর ।
 হাসিয়া সবাসে দিলা প্রেম-ভক্তি-বর ॥২৩॥
 মহাশয় শ্রীনিবাস বলেন,—“গোসাঞি ।
 আইরে দেয়াব প্রেম, এই সবে চাই” ॥২৪॥
 প্রভু বলে,—“ইহা না বলিবা শ্রীনিবাস ।
 তাঁ'রে নাছি দিমু প্রেম-ভক্তির বিলাস ॥২৫॥
 বৈষ্ণবের ঠাঞি তান আছে অপরাধ ।
 অতএব তান হৈল প্রেম-ভক্তি-নাশ” ॥২৬॥
 মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলে আর বার ।
 “এ কথায় প্রভু, দেহত্যাগ সে সবার ॥২৭॥
 তুমি হেন পুত্র যা'র গর্ভে অবতার ।
 তাঁ'র কি নহিব প্রেম-যোগে অধিকার ॥২৮॥
 সবার জীবন আই জগতের মাতা ।
 মায়া ছাড়ি' প্রভু, তানে হও ভক্তি-দাতা ॥২৯॥
 তুমি যা'র পুত্র প্রভু,—সে সর্বজননী ।
 পুত্রস্বানে মা'য়ের কি অপরাধ গণি ॥৩০॥
 যদি বা বৈষ্ণব-স্বানে থাকে অপরাধ ।
 তথাপিহ খণ্ডাইয়া করহ প্রসাদ” ॥৩১॥
 বৈষ্ণবাপবাদ খণ্ডনের উপায়—
 প্রভু বলে,—“উপদেশ কহিতে সে পারি ।
 বৈষ্ণবাপরাধ আনি খণ্ডাইতে নারি ॥৩২॥

দেখাইয়া ভগবৎরূপা লাভ কবিত্তেছেন—লোকদৃষ্টিতে
 এরূপ পরিদৃষ্ট হন, তথাপি ভগবান্ কখনও ভক্তবিরোধী
 প্রতি প্রীতিমান্ হন না । এই জন্তই নানাপ্রাধ-ত্যাগ-
 প্রসঙ্গে প্রথমেই সাধুনিন্দা বর্জনীয় ॥ ৮ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরের জননী শচীদেবী শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুর নিকট
 অপরাধিনী হইয়াছিলেন বলিয়া সেই অপবাদ বিনষ্ট না
 হওয়া পর্যন্ত ভগবানের প্রীতি অর্জন করিতে তিনি সন্মত
 হন নাই ॥ ১০ ॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রকাশ প্রদর্শন করিলে
 কোনও ব্যক্তি অপরাধী গুরুর প্রতি, অপরাধী পুত্রের
 প্রতি, অপরাধী শিষ্যের প্রতি, অপরাধিনী পত্নীর প্রতি—

অর্থাৎ যে যে ব্যক্তি তাহা'র প্রিয়-জ্ঞানে ভগবদ্ভক্তি
 প্রার্থনা কবিয়াছিলেন, সে সকল ব্যক্তিকেই তিনি
 যথা-যোগ্য বর প্রদান কবিয়াছিলেন ॥ ২২ ॥

সকলকে কৃষ্ণপ্রেমবস্ত্রায় প্লাবিত কবিত্তে দেখিয়া
 শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীগৌরদেবের জননীর প্রতি প্রেমভক্তি-
 বিতরণের প্রার্থনা জানাইলে মহাপ্রভু বলিলেন,—তিনি
 বৈষ্ণবাপরাধিনী, সুতরাং তাঁহা'র প্রেমভক্তি'র উদযেব
 সম্ভাবনা নাই ॥ ২৬ ॥

শ্রীবাস বলিলেন,—যে জননীর গর্ভে সাক্ষাৎ ভগবদ্ভিষ্ট
 আপনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার প্রেমযোগে অধিকার
 হইল না—ইহা প্রবণ করিলে ভক্তগণ আত্মবিনাশ কামনা

যে-বৈষ্ণব-স্থানে অপরাধ হয় যা'র ।
 পুনঃ সে-ই ক্ষমিলে সে ঘুচে, নহে আর ॥৩৩॥
 দুর্বাসার অপরাধ অশ্রবীষ-স্থানে ।
 তুমি জান, তা'র ক্ষম্য হইল কেমনে ॥৩৪॥
 নাড়ার স্থানেতে আছে তান অপরাধ ।
 নাড়া ক্ষমিলেই হয় প্রেমের প্রসাদ ॥৩৫॥
 অঈশ্বর-চরণ-ধূলি লইলে মাথায় ।
 হইবেক প্রেম-ভক্তি আমার আজায় ॥৩৬॥
 সকলের অঈশ্বর-সদীপে শচীমাতাব অপরাধ-মোচনার্প
 অমরবোধ এবং শ্রীঅঈশ্বর প্রভু শচী-মহিমা
 কর্তন কবিত্তে কবিত্তে প্রেমাবেশ—
 তখনে চলিলা সবে অঈশ্বরের স্থানে ।
 অঈশ্বরেরে কহিলেক সব বিবরণে ॥৩৭॥
 শুনিয়া অঈশ্বর করে শ্রীবিষ্ণুস্মরণ ।
 তোমরা লইতে চাহ আনার জীবন ॥৩৮॥
 যা'র গর্ভে মোহার প্রভুর অবতার ।
 সে মোর জননী, মুঞি পুত্র সে তাঁহার ॥৩৯॥

যে আইর চরণ-ধূলির আমি পাত্র ।
 সে আইর প্রভাব না জানি ভিল-মাত্র ॥৪০॥
 বিষ্ণু-ভক্তি-স্বরূপিনী আই জগন্নাভ ।
 তোমরা বা মুখে কেনে আন' হেন কথা ॥৪১॥
 প্রাকৃত-শব্দেও যেন বলিবেক 'আই' ।
 'আই'-শব্দ-প্রভাবে তাহার দুঃখ নাই ॥৪২॥
 যেই গঙ্গা, সেই আই, কিছু ভেদ নাই ।
 দেবকী-যশোদা যেই, সে-ই বস্তু আই ॥৪৩॥
 কহিতে আইর তব আচার্য্য-গোসাঞি ।
 পড়িলা আবিষ্ট হৈয়া, বাহু কিছু নাই ॥৪৪॥
 বুনিয়া সময় আই আইল বাহিরে ।
 আচার্য্য-চরণ-ধূলি লইলেন শিরে ॥৪৫॥
 শ্রীঅঈশ্বর প্রভু আবেশাবস্থায় শচীমাতাব
 তৎপদধূলি গ্রহণ ও আবিষ্ট ভাব—
 পরম-বৈষ্ণবী আই—মূর্ত্তিমতী ভক্তি ।
 বিশ্বস্তর গর্ভে ধরিলেন যা'র শক্তি ॥৪৬॥

কবেন । পৌবস্কন্দেব জননী—জগদ্বাসী সকলেবই
 জননী, স্তুতবাং তিনি যাহাতে ভগবৎসেবোপাধি হন,
 সেজ্ঞা অকৈতব কৃষ্ণপ্রেমা বাক্য কবিত্তে লাগিলেন ॥২৮॥
 আমি ভক্তি উপদেশ সকলকেই দিতে পানি সত্য,
 কিন্তু বৈষ্ণব-বিদ্বেষী অপবাদ কিছুতেই মোচন কবিত্তে
 সমর্থ নহি ॥ ৩২ ॥

যেই বৈষ্ণবেব নিকট যাহাব অপবাদ ঘটে, তিনি ক্ষমা
 করিলেই অপবাদী তাহা হইতে পবিত্রাণ লাভ হয়—
 যেক্রপ অশ্রবীষ বাতাব নিকট দুর্বাসাব অপবাদ ঘটয়াছিল ।
 অঈশ্বরের পদধূলি যদি জননী দেবী মস্তকে ধাবণ কবেন,
 তাহা হইলে অঈশ্বর প্রভু তাঁহাব অপবাদ ক্ষমা কবিবেন
 এবং আমিও জননীকে ভগবদ্ভক্তি উপদেশ দিতে সমর্থ
 হইব ॥ ৩৩ ॥

ভক্তগণ যখন শ্রীঅঈশ্বর প্রভু নিকট শচীমাতাব
 অপবাদ ক্ষমাপনের জ্ঞা সমুখ হইলেন, তৎকালে
 অঈশ্বর প্রভু বিষ্ণু স্মরণ করিয়া ঐ বাক্য শ্রবণে তাঁহার
 অপরাধ হইতেছে—ভক্তগণকে জানাইলেন । যিনি

সাক্ষাৎ ভগবান্কে গর্ভে ধাবণ কবিয়াছেন, আমবা তাঁহাব
 অধমপুত্র, স্তুতবাং আমবা কি আমাদের জননীকে
 অপবাদী মনে কবিত্তে পাবি ? কোথায়, আমি জননীব
 চবণধূলি শিরে ধাবণ কবিয়া আজ্ঞাপাবিত্র্য সাধন কবিব,
 আব আজ তদ্বিনিময়ে তোমবা আমাব ভক্তিপ্রাণতা
 নাশ কবিবাব ইচ্ছা কবিত্তেছ! ৩৮ ॥

পতিভ্রতা জননী ঠাকুবাণী—সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী ভক্তি,
 স্তুতবাং তোমাদের মুখে এই অসংযত বাক্য নিতান্ত
 অনাদবণীয় ॥ ৪১ ॥

শ্রীগৌরজননী শ্রীশচীদেবী যে 'আর্য্যা' শব্দে অভিহিত
 হইতেন, যদিও প্রাকৃত বুদ্ধিতে তাদৃশ শব্দ উচ্চাবিত হয়,
 তথাপি সেই শব্দোচ্চারণে জীব ত্রিবিধ তাপ হইতে মুক্ত
 হইতে পারেন ॥ ৪২ ॥

শচীদেবীব কথা বলিতে বলিতে অঈশ্বরপ্রভু বাহু-
 সংজাহীন হইলেন, আর বলিতে লাগিলেন—আর্য্যা শচী
 ও গঙ্গা—একই বস্তু ; দেবকী ও যশোদার সহিত তাঁহার
 ভেদ কল্পনা করিতে নাই ॥ ৪৪ ॥

আচার্য্য-চরণ-গুলি লইলা যথমে ।
বিহ্বলে পড়িলা আই, বাহু নাহি জানে ॥৪৭॥
বৈষ্ণবগণেব শ্রীহবিধনি—
“জয় জয় হরি” বলে বৈষ্ণব-সকল ।
অশ্রোহশ্রো করয়ে শ্রীচৈতন্ত্য-কোলাহল ॥৪৮॥
অধৈতের বাহু নাহি—আইর প্রভাবে ।
আইর নাহিক বাহু—অধৈতানুভাবে ॥৪৯॥
দৌহার প্রভাবে দৌহে হইলা বিহ্বল ।
‘হরি হরি’-ধ্বনি করে বৈষ্ণবমণ্ডল ॥৫০॥

প্রভু হস্ত ও জননীৰ অপবাদ থগুন

পূৰ্বক প্রেমদান—

হাসে’ প্রভু বিশ্বস্তর খট্টার উপরে ।
প্রসন্ন হইয়া প্রভু বলে জননীরে ॥৫১॥
“এখনে সে বিমুখস্তি হইল তোমার ।
অধৈতের স্থানে অপরাধ নাহি আর ॥” ৫২॥
শ্রীমুখের অনুগ্রহ শুনিয়া বচন ।
‘জয়-জয়-হরি’-ধ্বনি হইল তখন ॥৫৩॥

প্রভু জননীকে উপলক্ষ্য কবিতা সকলকে

বৈষ্ণবাপবাদ হইতে সতর্কীকরণ—

জননীৰ লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান্ ।
করায়েন বৈষ্ণবাপবাদ-সাবধান ॥৫৪॥

সৰ্বক্ষমতাবান্ ব্যক্তিও বৈষ্ণবাপবাদ-ক্রমে

দুৰ্ভাগ্যলাভ—ইহাই শাস্ত্র তাৎপর্য্য—

‘শূলপাণি-সম যদি বৈষ্ণবেনের নিন্দে ।’
তথাপিহ নাশ পায়,—কহে শাস্ত্রবৃন্দে ॥৫৫॥

শাস্ত্রবাক্য অবহেলাপূৰ্বক সাধুনিন্দায় দুৰ্গতি-প্রাপ্তি—

ইহা না মানিয়া যে স্তম্ভজন-নিন্দা করে ।
জন্মে জন্মে সে পাপিষ্ঠ দৈব-দোষে মরে ॥৫৬॥

গৌবল্লভবৈব জননীৰ দ্বাবা বৈষ্ণবাপবাদেব গুরুত্ব-

প্রদর্শন—

অশ্রুর কি দায়, গৌর-সিংহের জননী ।
তাঁহারেও ‘বৈষ্ণবাপবাদ’ করি’ গণি ॥৫৭॥

শচীদেবীৰ বৈষ্ণবাপবাদ (?) কি ?—

বস্ত্রবিচারেতে সেহ অপরাধ নহে ।
তথাপিহ ‘অপরাধ’ করি’ প্রভু কহে ॥৫৮॥
‘ইহারে ‘অধৈত’ নাম কেনে লোকে ঘোষে’ ?
‘ঐত’ বলিলেন আই কোন অসন্তোষে ॥৫৯॥
সেই কথা কহি, শুন হই’ সাবধান ।
প্রসঙ্গে কহিয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান ॥৬০॥

প্রভুর অগ্রজ—বিশ্বরূপ মহাশয় ।

ভুবন-ভূত-রূপ, মহা-ভেজোময় ॥৬১॥

সৰ্বশাস্ত্রে বিশারদ পরম সুধীর ।

নিত্যানন্দ-স্বরূপের অভেদ শরীর ॥৬২॥

তান ব্যাখ্যা বুকে, হেম নাহি মবদীপে ।

শিশুভাবে থাকে প্রভু বালক-সমীপে ॥৬৩॥

একদিন সভায় চলিলা মিশ্রবর ।

পাছে বিশ্বরূপ পুত্র পরম সুল্লর ॥৬৪॥

শচীদেবী—ভগবজ্জননী, স্ততবাং ভগবানকে গৰ্ভে
ধাবণ কবিবাব সেবা-শক্তি তাঁহাতেই আছে। তিনি
ভগবানের নিত্য ভক্তিমতী সেবিকা। সম্প্রতি অধৈতপ্রভু
বাহু-সংজ্ঞাহীন হওয়ায় সুযোগ বুঝিয়া জননী শচী তাঁহার
পদবন্ধ: স্বীয় শিবে গ্রহণ করিলেন ॥৪৬॥

আচার্য্য পদধূলী গ্রহণ কবিবামাত্র শচীদেবীৰ কৃষ্ণ-
প্রেমবিহ্বলতা সন্মুদ্র হইল। শচীদেবীও বাহুসংজ্ঞা
হারাইলেন ॥৪৭॥

শচীৰ অধৈতস্থানে অপবাদমোচন-শিক্ষা দিয়া

ভগবান্ গৌবল্লভ যে লীলা প্রকাশ করিলেন, তদ্বারা
সৰ্বক্ষমতাবান্ ব্যক্তিও বৈষ্ণবাপবাদক্রমে সৰ্ববিশ সৌভাগ্য
লাভে বঞ্চিত হন—ইহাই শাস্ত্র-তাৎপর্য্য জানাইলেন ॥৫৪॥

যে সকল অপরাধী মহাপাপিষ্ঠ বৈষ্ণবের নিন্দা কবিবার
অপসাহস প্রদর্শন কবে, দৈবদুর্কিপাকে সেই সকল
পাপিষ্ঠ সৰ্ব্বতোভাবে বিনষ্ট হয়। শ্রীগৌবল্লভের জননী
হইবার সৌভাগ্যবতী হওয়া-সন্দেহও যখন বৈষ্ণবাপবাদ
প্রবল বিক্রম প্রদর্শন করে, তখন সাধাবণ অশ্রুব পক্ষে
আর কি কথা ? ॥৫৭॥

ভট্টাচার্য্য-সভায় চলিল। জগন্নাথ ।
 বিশ্বরূপ দেখি বড় কৌতুক সভা'ত ॥৬৫॥
 নিত্যানন্দ-রূপ প্রভু পরম স্তম্ভর ।
 হরিলেন সর্ব-চিন্ত সর্বশক্তি-ধর ॥৬৬॥
 এক ভট্টাচার্য্য বলে “কি পড় ছাওয়ালা ?
 বিশ্বরূপ বলে,—“কিছু কিছু সবাকার” ॥৬৭॥
 শিশু-জ্ঞানে কেহ কিছু না বলিল আর ।
 মিশ্র পাইলেন দুঃখ শুনি' অহঙ্কার ॥৬৮॥
 নিজ কার্য্য করি' মিশ্র চলিলেন ঘর ।
 পথে বিশ্বরূপেরে মারিল এক চড় ॥৬৯॥
 “যে পুঁথি পড়িস্ বেটা, তাহা না বলিয়া ।
 কি বোল বলিলি তুই সভা-মাঝে গিয়া ॥৭০॥
 তোমাতে ত' সবার হইল মুখজ্ঞান ।
 আমায়েও দিলে লাজ করি' অপমান ॥” ৭১॥
 পরম উদার জগন্নাথ মহাভাগ ।
 ঘরে গেলা পুজেরে করিয়া বড় রাগ ॥৭২॥
 পুনঃ বিশ্বরূপ সেই সভামাঝে গিয়া ।
 ভট্টাচার্য্য-সব প্রতি বলেন হাসিয়া ॥৭৩॥
 “তোমরা ত' আমায়ে জিজ্ঞাসা না করিলা ।
 বাপের স্থানেতে আমা' শাস্তি করাইলা ॥৭৪॥

জিজ্ঞাসা করিতে বাহা কারো নয় মনে ।
 সবে মেলি' তাহা জিজ্ঞাসহ আমা' স্থানে ॥” ৭৫॥
 হাসি' বলে এক ভট্টাচার্য্য,—“শুন শিশু !
 আজি যে পড়িলে, তাহা বাখানহ কিছু ॥” ৭৬॥
 বাখানয়ে সূত্র বিশ্বরূপ-ভগবান্ ।
 সবার চিন্তেতে ব্যাখ্যা হইল প্রমাণ ॥৭৭॥
 সবেই বলেন,—“সূত্র ভাল বাখানিলা ।”
 প্রভু বলে,—“ভাণ্ডাইলু, কিছু না বুঝিলা ॥” ৭৮॥
 যত বাখানিল, সব করিল খণ্ডন ।
 বিষয় সবার চিন্তে হইল তখন ॥৭৯॥
 এই মতে তিন বার করিয়া খণ্ডন ।
 পুনঃ সেই তিনবার করিল স্থাপন ॥৮০॥
 ‘পরম স্তবুজি’ করি' সবে বাখানিল ।
 বিষ্ণুমায়া-মোহে কেহ তত্ব না জানিল ॥৮১॥
 হেম মতে নবদীপে বৈসে বিশ্বরূপ ।
 ভক্তিশূন্য লোক দেখি' না পায় কৌতুক ॥৮২॥
 ব্যবহারমদে মত্ত সকল সংসার ।
 না করে বৈষ্ণব-বশ-মঙ্গল-বিচার ॥৮৩॥
 পুত্রাদির মহোৎসবে করে ধন-ব্যয় ।
 কৃষ্ণ-পূজা, কৃষ্ণ-ধর্ম্ম কেহ না জানয় ॥৮৪॥

প্রভুব অগ্রজ বিশ্বরূপ সর্বশাস্ত্রে বিশারদ ছিলেন ।
 তিনি শ্রীনিত্যানন্দ-স্বরূপের অভিন্ন-বিগ্রহ ॥৬২॥

বিশ্বরূপের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া তদর্থবিজ্ঞানে কোন
 পণ্ডিতই সমর্থ ছিলেন না । বিশ্বরূপ সাধাবণ বালকেব
 ছায় শৈশবোচিত বিচারে অবস্থিত ছিলেন ॥৬৩॥

বিশ্বরূপকে একজন পণ্ডিত জিজ্ঞাসা কবিসাছিলেন—
 “হে বৎস ! তুমি পঠনবাজ্যে কতদূর অগ্রসব হইয়াছ ?”
 তদুত্তরে বিশ্বরূপ বলিলেন,—“আমি সকল শাস্ত্রে কিছু
 কিছু অধিকার লাভ কবিসাছি ।” তাহা শুনি পিতা জগন্নাথ
 ক্রুদ্ধ হইয়া বালক বিশ্বরূপকে তাড়না করিলেন ॥৬৭॥

পিতৃকর্তৃক তাড়িত হইয়া পুনরায় পণ্ডিত-সভায় গিয়া
 তাহাদের দ্বারা পুনরায় জিজ্ঞাসিত হইলে তিনি তখন
 বোদ্ধাশব্দের ব্যাখ্যা করিলেন । তাহাতে শ্রোতৃবর্গ
 পরম সন্তোষ লাভ করায় সেই ব্যাখ্যার বিরুদ্ধে তিনি

পুনরায় ব্যাখ্যা কবেন । এই দ্বিতীয় ব্যাখ্যায় প্রতিপক্ষে
 পুনরায় তৃতীয় ব্যাখ্যা কবিয়া পূর্বমত স্থাপন করেন ॥৮০॥

বিশ্বরূপ স্বয়ং ভগবদ্বাক্ত, স্তববাং পণ্ডিতকুল বিষ্ণুমায়ায়
 মুগ্ধ হইয়া তদ্বিষয় কিছুই বুঝিতে পারিলেন না ।
 তাহাদের আশ্রয় নিত্যবৃত্তি ভক্তি উন্মেষিত না হওয়ায়
 উক্ত ব্যাখ্যা-বোধে অধিকার হয় নাই । তাহাতে সর্ধ্বং-
 প্রভু বিম্বিত হন নাই ॥৮১॥

সাংসারিক-বিচারে প্রমত্ত হইয়া জীবের পরম মঙ্গলময়
 ক্ষিপ্রতন্ত্রির প্রতিষ্ঠা সাধারণে অনুমোদন করেন নাই ।
 বৈষ্ণবগণই যে সর্বোত্তম ও সর্বশ্রেষ্ঠ এবং কীর্তিসম্ভ, তাদৃশ
 বিচার ব্যবহার-রস-মুগ্ধ জনগণ বুঝিতে পারেন নাই ॥৮৩॥

সাংসারিক লোক কর্তৃকল-জন্ত দুঃখের অপসারণকেই
 ‘ধর্ম্ম’ বলিয়া মনে কবে । পিতৃবর্গ যে ধন উপার্জন করেন,
 তাহা তাহাদের পুত্রগণের সৌখ্যবিবর্ধনের অল্প বিবাহাদিতে

যত অধ্যাপক সব—তর্ক সে বাখানে' ।
 কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপূজা—কিছুই না জানে' ॥৮৫॥
 যদি বা পড়ায় কেহ ভাগবত-গীতা ।
 সেই না বাখানে' ভক্তি, করে শুদ্ধ-চিন্তা ॥৮৬॥
 সর্ব-জ্ঞানে বিশ্বরূপ ঠাকুর বেড়ায় ।
 ভক্তি-যোগ না শুনিয়া বড় দুঃখ পায় ॥৮৭॥
 সকলে অধৈর্য-সিংহ পূর্ণ-কৃষ্ণভক্তি ।
 পড়াইয়া 'বাশিষ্ঠ' বাখানে' কৃষ্ণভক্তি ॥৮৮॥
 অধৈর্যের ব্যাখ্যা বুকে, হেম কোম আছে ।
 বৈষ্ণবের অগ্রগণ্য নদীয়ার মাঝে ॥৮৯॥
 চতুর্দিকে বিশ্বরূপ পায় মনো-দুঃখ ।
 অধৈর্যের নামে সবে পায় প্রেম-সুখ ॥৯০॥
 নিরবধি থাকে প্রভু অধৈর্যের সঙ্গে ।
 বিশ্বরূপ-সহিত অধৈর্য রস-রঙ্গে ॥৯১॥
 পরম বালক প্রভু গৌরানন্দ-সুন্দর ।
 কুটিল কুসুল, বেশ অতি মনোহর ॥৯২॥
 মা'য়ে বলে,—“বিশ্বস্তর, যাহ রড় দিয়া ।
 তোমার ভাইয়ে ঝাট ডাকি' আন গিয়া ॥” ৯৩॥
 মায়ের আদেশে প্রভু ধায় বিশ্বস্তর ।
 সহরে আইলা—যথা অধৈর্যের ঘর ॥৯৪॥
 বসিয়াছে অধৈর্য বেড়িয়া ভক্তগণ ।
 শ্রীবাসাদি করিয়া যতেক মহাজন ॥৯৫॥

বিশ্বস্তর বলে,—“ভাই, ভাত খাও গিয়া ।
 বিলম্ব না কর,” বলে হাসিয়া হাসিয়া ॥৯৬॥
 হরিণ সবার চিত্ত প্রভু বিশ্বস্তর ।
 সবে দেখে শিশুরূপ পরম সুন্দর ॥৯৭॥
 মোহিত হইয়া চাহে অধৈর্য আচার্য ।
 সেই মুখ চাহে সব পরিহারি' কার্য ॥৯৮॥
 এই মত প্রতিদিন মা'য়ের আদেশে ।
 বিশ্বরূপে ডাকিবার ছলেতে আইসে ॥৯৯॥
 চিত্তয়ে অধৈর্য চিন্তে—দেখি' বিশ্বস্তর ।
 “মোর চিত্ত হরে' শিশু পরম সুন্দর ॥১০০॥
 মোর চিত্ত হরিতে কি পারে অশ্রু জন ।
 এই বা মোহার প্রভু মোহে, মোর মম ॥১০১॥
 সর্বভূত-সদয় ঠাকুর বিশ্বস্তর ।
 চিন্তিতে' অধৈর্য ঝাট চলি' যায় ঘর ॥১০২॥
 নিরবধি বিশ্বরূপ অধৈর্যের সঙ্গে ।
 ছাড়িয়া সংসার-সুখ গোড়ায়েন রঙ্গে ॥১০৩॥
 বিশ্বরূপ-কথা আদিখণ্ডেতে বিস্তার ।
 অনন্ত-চরিত্র নিত্যানন্দ-কলেবর ॥১০৪॥
 জৈশ্বের ইচ্ছা সব জৈশ্বের সে জানে ।
 বিশ্বরূপ সন্ন্যাস করিল কতদিনে ॥১০৫॥
 জগতে বিদিত নাম 'শ্রীশঙ্করারণ্য' ।
 চলিলা অনন্ত-পথে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥১০৬॥

ব্যয় কবা সম্ভব মনে করেন । সঞ্চিত অর্থের দ্বারা
 কৃষ্ণপূজা ও কৃষ্ণধর্মের অভিজ্ঞান লাভ কেহই অনুমোদন
 করেন নাই ; এমন কি অস্বাধি অবিরোধক ব্যক্তিগণ
 কর্মফলপীড়িতজনগণের সাহায্যার্থে আত্মনিয়োগকেই কৃষ্ণ-
 পূজা ও কৃষ্ণাভিজ্ঞান লাভ অপেক্ষা বহুমান করেন ॥৮৫॥

পণ্ডিত অধ্যাপক-সকল জড়েন্দ্রিয়ের বিচার-তর্কের
 প্রাধান্য স্থাপন করিতে গিয়া কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণার্চনাই যে
 সর্বোত্তম—ইহাও বুঝিয়া উঠিতে পারেন না ॥ ৮৬ ॥

ভাগবত ও গীতা প্রভৃতি সংশ্লিষ্ট গ্রন্থগণকে অধ্যাপন
 করাইয়াও অধ্যাপক মহাশয় নিজের মঙ্গল সাধন
 করাব পরিবর্তে কৃতর্ক ও শুদ্ধ চিন্তা দ্বারা বাহ্যবিচার
 প্রদর্শন করেন ॥ ৮৬ ॥

'যোগবাশিষ্ঠ'-ব্যাপ্য্য কবিত্তে গিয়া উহাতে অধৈর্য
 প্রভু 'কৃষ্ণভক্তি' ব্যাখ্যা করেন । তিনি সম্পূর্ণ কৃষ্ণভক্তি
 ধারণ করিয়া 'বৈষ্ণবাগ্রণী' নামের সার্বকতা সম্পাদন
 করেন । মহাপ্রভুর অগ্রজ বিশ্বরূপ জগতে কোথাও হরি-
 ভক্তির কথা শুনিতে না পাইয়া বিশেষ দুঃখিত হন ।
 তজ্জন্ত তিনি অধৈর্যপ্রভুর সর্বতোভাবে সম্বলভে
 পরমানন্দিত হইতেন ॥ ৮৮ ॥

শ্রীবিশ্বরূপ অধৈর্যপ্রভুর সম্বলভে পিতৃগৃহ পবিত্র্যাগ
 করিয়া অনন্তপথের যাত্রী হইলেন । তাঁহার সন্ন্যাস-নাম
 'শঙ্করারণ্য' হইল । তজ্জন্ত অধৈর্যপ্রভুর সম্বলভে বিশ্বরূপের
 গৃহ-পরিভ্যাগ দেখিয়া জননী শচীদেবী অধৈর্যপ্রভুর প্রতি
 অসন্তোষ হইলেন । প্রকাশ্যভাবে শচীদেবী অধৈর্যপ্রভুর

করি' দণ্ড গ্রহণ চলিলা বিধুপ।
 নিরবধি আইর বিদরে শোকে বুক ॥১০৭॥
 মনে মনে গণে, আই হইয়া স্তম্ভির।
 “অধৈত সে মোর পুত্র করিল বাহির ॥” ১০৮॥
 তথাপিহ আই বৈষ্ণবাপরাধ-ভরে।
 কিছু না বলয়ে, মনে মহা-দুঃখ পায়ে ॥১০৯॥
 বিশ্বস্তর দেখি' সব পাসরিলা দুঃখ।
 প্রভুও মায়ের বড় বাড়ি'য়েন স্তম্ভ ॥১১০॥
 দৈবে কভদিনে প্রভু করিলা প্রকাশ।
 নিরবধি অধৈতের সংহতি বিলাস ॥১১১॥
 ছাড়িয়া সংসার-সুখ প্রভু বিশ্বস্তর।
 লক্ষ্মী পরিহরি' থাকে অধৈতের ঘর ॥১১২॥
 না রহে গৃহেতে পুত্র—হেন দেখি' আই।
 “এহো পুত্র নিলা মোর আচার্য্য গোসাঁই ॥” ১১৩॥
 সেই দুঃখে সবে এই বলিলেন আই।
 “কে বলে ‘অধৈত’,—‘বৈত’ এ বড় গোসাঁই ॥১১৪॥
 চন্দ্রসম এক পুত্র করিয়া বাহির।
 এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির ॥১১৫॥
 অনাথিনী—মোরে ত' কাহারো মাছি দয়া।
 জগতে ‘অধৈত’, মোহে সে “বৈত-মায়া” ॥১১৬॥

সবে এই অপরাধ, আর কিছু নাই।
 ইহার লাগিয়া ভক্তি না দেন গোসাঁই ॥১১৭॥
 শ্রীঅধৈত ও শ্রীনিত্যানন্দে ভেদ-বুদ্ধিকারী যুগগণেব
 শিক্ষার্থ প্রভুর অধৈত ও নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-নিরূপণ—
 এ-কালে যে বৈষ্ণবের ‘বড়’ ‘ছোট’ বলে।
 নিশ্চিন্তে থাকুক, সে জানিবে কত কালে ॥১১৮॥
 জননীর লক্ষ্যে শিক্ষাগুরু ভগবান।
 বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন সাবধান ॥১১৯॥
 চৈতন্য-সিংহের আজ্ঞা করিয়া লজ্জন।
 না বুঝি' বৈষ্ণব-নিশ্চ' পাইবে বন্ধন ॥১২০॥
 এ কথার হেতু কিছু শুন মন দিয়া।
 যে-নিমিত্ত গৌরচন্দ্র বলিলেন ইহা ॥১২১॥
 ত্রিকাল জানেন প্রভু শ্রীশচীনন্দন।
 জানেন,—সেবিবে অধৈতেরে দুষ্টগণ ॥১২২॥
 অধৈতেরে গাইবেক ‘শ্রীকৃষ্ণ’ বলিয়া।
 যত কিছু বৈষ্ণবের বচন নিশ্চিয়া ॥১২৩॥
 যে বলিবে অধৈতেরে ‘পরম বৈষ্ণব’।
 তাহারে বেড়িয়া লজ্জিবে পাঙ্গী সব ॥১২৪॥
 সে-সব-গণের পক্ষ অধৈত ধরিতে।
 এত বড় শক্তি নাই—এ দণ্ড দেখিতে ॥১২৫॥

আচরণেব গর্হণ কবেন নাই, কিন্তু তৎসঙ্গেও তাঁহাব
 নিকট শচীদেবীর অপবাধেব অভিনয় ঘটয়াছিল ॥ ১০৬ ॥

শ্রীগোবহনি স্বীয় পত্নী লক্ষ্মীদেবীর সঙ্গে পবিত্রাণ
 কথিতা অধৈতপ্রভুর নিকট অবস্থান কবেন বলিয়া শচী-
 দেবীর অধৈতপ্রভুব প্রতি আরও অধিকতর বীতবাগ বুদ্ধি
 পাইতে লাগিল ॥ ১১২ ॥

শীচদেবী ক্রোধভরে বলিতে লাগিলেন,—“আমাব
 একটি মাত্র পুত্র সম্প্রতি সংসারে আছে; অপব পুত্রটিকে
 অধৈতপ্রভু পবামশ দিয়া যতিধর্ম্মে নিয়োগ কবায় আমি
 সেই পুত্রের সেবা হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আবার আমাব
 এই পুত্রটিকেও পরামর্শ দিতেছে—তরাং অধৈতপ্রভু
 জগতের নিকট ‘অধৈত’ বলিয়া পরিচিত হইলেও আমাব
 নিকট মায়াজাল বিস্তার করিতেছেন।” এই অপরাধফলে (?)
 শচীদেবী ভগবৎসেবাবিষয়িনী হইবার অভিনয় করিয়া-
 ছিলেন ॥ ১১৩-১১৭ ॥

কতিপয় ব্যক্তি শ্রীগোবহনন্দরের জননীব অধৈতচরণে
 অপবাধ (?) বিচার কথিয়া অধৈতপ্রভুকে ‘শ্রীকৃষ্ণ’ বলিয়া
 ভ্রান্ত হইবে এবং শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অধৈতপ্রভুর
 তাবতম্যবিচাবে নিত্যানন্দেব স্থান অপেক্ষাকৃত হীনতর
 মনে কবিবে। ইহার ‘ভগবান্ শ্রীগোবহনন্দেব সেবকস্বয়ং
 মধ্যে ‘কে বড়’ ও ‘কে ছোট’ মনোদর্শনে বিচার
 করিবাব গুরুতর ফল অচিরে জানিতে পারিবে। স্বীয়
 জননীব দ্বাৰা অধৈতপ্রভুকে বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ জানাইয়া দিলেও
 যুট ব্যক্তিগণ তাঁহাকে ‘স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ’ বলিয়া যেন মনে
 না কবে—এইজ্ঞা স্বীয় ভক্ত অধৈতকে ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া
 জ্ঞাপন ও প্রচার করাই শ্রীগৌরহরির উদ্দেশ্য ছিল।

শ্রীঅধৈতপ্রভুব কতিপয় দুষ্ট শ্রাবক তাঁহাকে পাছে
 ‘শ্রীকৃষ্ণ’ বলিয়া স্থিৎ করে এবং শ্রীগৌরহরিরকে ও
 শ্রীনিত্যানন্দকে তাঁহার অধুগত ব্যক্তি বলিয়া মনে করে—
 সেই অপরাধ হইতে রক্ষা করিবার জন্তই অধৈতপ্রভুকে

সকল-সর্বজ-চুড়ামণি বিশ্বস্তর ।
জানেন বিলম্বে হইবেক বহুতর ॥১২৬॥
অতএব দণ্ড দেখাইয়া জননীরে ।
সাক্ষী করিলেন অঈতাদি-বৈষ্ণবেরে ॥১২৭॥
বৈষ্ণবের নিন্দা করিবেক যা'র গণ ।
তার রক্ষা-সামর্থ্য নাহিক কোন জন ॥১২৮॥
বৈষ্ণব-নিন্দকগণ যাহার আশ্রয় ।
আপনেই এড়াইতে তাহার সংশয় ॥১২৯॥
বড় অধিকারী হয়, আপনে এড়ায় ।
ক্ষুদ্র হৈলে—গণ-সহ অধঃপাতে যায় ॥১৩০॥
চৈতন্যের দণ্ড বুঝিবারে শক্তি কা'র ?
জনমীর লক্ষ্যে দণ্ড করিল সবার ॥১৩১॥
যে বা জন অঈতেরে 'বৈষ্ণব' বলিতে ।
নিন্দা করে, দণ্ড করে, মরে ভাল-মতে ॥১৩২॥
সর্ব-প্রভু গৌরানন্দ-সুন্দর-মহেশ্বর ।
এই বড় স্তুতি যে তাহার অমুচর ॥১৩৩॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে নিরুপট হঞা ।
কহিলেন গৌরচন্দ্র 'ঈশ্বর' করিয়া ॥১৩৪॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে গৌরচন্দ্র জানি ।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বৈষ্ণবেরে চিনি ॥১৩৫॥
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে নিন্দা যায় ক্ষয় ।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে বিমুভক্তি হয় ॥১৩৬॥

নিন্দা নাহি নিত্যানন্দ-সেবকের মুখে ।
অহর্নিশ চৈতন্যের যশ গায় স্তুখে ॥১৩৭॥
নিত্যানন্দ-ভক্ত সবদিকে সাবধান ।
নিত্যানন্দ-ভূত্যের 'চৈতন্য'—ধন-প্রাণ ॥১৩৮॥
অল্প ভাগ্যে নাহি হয় নিত্যানন্দ দাস ।
যাহারা লওয়ায় গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥১৩৯॥
যে জন শুনয়ে বিশ্বরূপের আখ্যান ।
সে হয় অনন্ত-দাস নিত্যানন্দ-প্রাণ ॥১৪০॥

নিত্যানন্দ ও বিশ্বরূপ—অভিঃ

নিত্যানন্দ বিশ্বরূপ—অভেদ শরীর ।
আই ইহা জানে, জানে আর কোন ধীর ॥১৪১॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দেব জয়গান—

জয় নিত্যানন্দ—গৌরচন্দ্রের শরণ ।
জয় জয় নিত্যানন্দ সহস্র-বদন ॥১৪২॥
গৌড়দেশ ইন্দ্র জয় নিত্যানন্দ-রায় ।
কে পায় চৈতন্য বিনে তোমার কৃপায় ? ১৪৩॥

গ্রন্থকাবের নিত্যানন্দ-গোবিন্দ-চরণে পোলা—

নিত্যানন্দ-হেন প্রভু হারায় যাহার ।
কোথাও জীবনে স্মৃতি নাহিক তাহার ॥১৪৪॥
হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিভাই ।
দেখিব কি পারিষদ-সঙ্গে এক-ঠাঁই ॥১৪৫॥

বৈষ্ণবকে স্থাপনোদ্দেশ্যেই জননীৰ অপবাধ কমান
করাইলেন ॥১১৮ ১১৯॥

শ্রীঅঈতপ্রভু সাক্ষাৎ রক্ষনচেন, তিনি পবন-বৈষ্ণব—
এই কথাব প্রতিবাদ কবিবাব জ্ঞান পাণ্ডিত্য অপরাধিগণ
স্তাবকহুজে অঈতপ্রভুকে লঙ্ঘন করিবে ॥১২৫॥

বৈষ্ণবের শিষ্যভিমাণে অপব বৈষ্ণবকে নিন্দা কবিলে
কখনও বৈষ্ণবগুরু তাদৃশ শিষ্যকে বক্ষা কবেন না ।
শ্রীনিত্যানন্দের অবজ্ঞা করিয়া অঈতের স্তাবক-গণেব
গৌববপাত্র হইবার চেষ্টা কবিলে অঈতপ্রভু কখনও
সেই দুষ্ট মত সমর্থন করেন না । যাহারা গুরুর আসন
লাভ করিয়া বৈষ্ণবনিন্দা করেন ও বৈষ্ণবনিন্দক শিষ্যের
পক্ষ সমর্থন কবেন, তাহাদেব অধঃপাত অবশ্যস্বাবী ॥১২৮॥

শ্রীঅঈতপ্রভুকে যাহারা 'বৈষ্ণব' না বলিয়া তাহাকে
কৃষ্ণকে স্থাপন কবেন, তাহাদেব কলহ অঈতপ্রভুৰ নিন্দা-
রূপেই পবিণত হয় । এই সকল নিন্দকেব বিনাশ-লাভ
অবশ্যস্বাবী ॥১৩২॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অমুগত ভূত্য—শ্রীঅঈতপ্রভু ।
শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে 'দৈব' বলিয়া অভ্যাহিত
করিয়াছেন । যাহারা অঈত প্রভুকে 'রক্ষ' বলেন, তাহারা
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুৰ প্রতি বিবেচন কবিয়া থাকেন ॥১৩৪॥

শ্রীনিত্যানন্দের অমুগ্রেই শ্রীঅঈতাদি বৈষ্ণব-বর্গকে
চিনিতে পারা যায় এবং শ্রীনিত্যানন্দের রূপাতেই শ্রীগৌর-
সুন্দরকে 'কৃষ্ণ' বলিয়া জানা যায় ॥১৩৫॥

শ্রীনিত্যানন্দের কৃপায় দুষ্ট অঈতস্তাবকগণের বর্ণিত

আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ-সুন্দর ।
এ বড় ভরসা চিন্তে ধরিয়ে অন্তর ॥১৪৮॥
এছকারেব সত্বতা-অধৈত-প্রভুর চরণে নমস্কাব—
অধৈত-চরণে মোর এই নমস্কার ।
তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ॥১৪৭॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবন-দাস তছু পদযুগে গাম ॥১৪৮॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে শচ্যপবাধ-
মোচনং নাম তথা নিত্যানন্দ-গুণবর্ণনং নাম
দ্বাবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

নিন্দা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় । শ্রীনিত্যানন্দের অহুগ্ৰহেই ভগবানে
সেবোন্মুখতা বুদ্ধিলাভ কবে ॥১৪৬॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু ও বিশ্বরূপ—বস্তুতঃ গুণক্ তত্ত্ব
নহেন । শ্রীশচীদেবী ইহা সর্বতোভাবে অবগত ছিলেন ।
অধৈতের আহুগত্যে বিশ্বরূপেব সংশিক্ষা লাভ হইয়াছে
জানিয়া শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুও অধৈতের অহুগত—এরূপ
বিচাব সমীচীন নহে ॥১৪৯॥

গৌড়দেশেব দিকপাল—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু । তাঁহাব
অহুগ্ৰহ ব্যতীত শ্রীচৈতন্যপাদ-পদ্যে কাহাবও মতি প্রবেশ

লাভ কবিতে পাবে না । শ্রীনিত্যানন্দের অহুগ্ৰহে বন্ধি
হইলে জীবের কোনরূপ সুখোদয় হইতে পারে না ॥১৪৭॥

শ্রীনিত্যানন্দশ্রীগোবিন্দস্বন্দেবের সর্বতোভাবে সেবা করে
সুতরাং শ্রীনিত্যানন্দের নিত্যভূত্যগণ শ্রীনিত্যানন্দের ও
শ্রীগোবিন্দস্বন্দেবের অহুগ্ৰহ লাভ করিবেন—এরূপ আ-
পোষণ কবেন ॥১৪৬॥

শ্রীল অধৈতের প্রকৃত স্তাবগণের চরণে আয়া
মতি থাকুক । চুই শিষ্যগণের সহিত আয়াব কো
সম্বন্ধ নাই ॥১৪৭॥

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমদ্বৈতপ্রভুর প্রতি-নিশায় ভক্তগণসহ
সঙ্কীৰ্ত্তন-বিলাস, পয়ঃপানকারী জনৈক ব্রহ্মচারীর সঙ্কীৰ্ত্তন-
নৃত্য দর্শনার্থ শ্রীবাস-সমীপে অহুবোধ, শ্রীবাসেব তাঁহাকে
নিজগৃহে আনয়ন, প্রভুর ক্রোধ ও ফলু তপস্তাদির তুচ্ছ-
জ্ঞাপন, পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারীকে রূপা, প্রভুব নগবিয়া-
গণকে মহামদ্র-কীৰ্ত্তনের উপদেশ, কাজীকর্তৃক মদ্র-ভঞ্জন,
তাহাতে প্রভুব কোপ এবং কাজী-দলনে যাওয়া, নগরে
নগরে হবিকীৰ্ত্তন, প্রতিদ্বাবে মদ্রলাচাব ও দেবগণের
পুস্করুটি, নগব-বাসীর আনন্দে পাষাণী গাওয়া, প্রভুর
কাজী-নিগ্রহে আদেশ, ভক্তগণের আবেদনে
কাজীকে উপেক্ষা, প্রভুর শাসনিক ও তত্ত্বায়-পন্নীতে
গমন, প্রভুর শ্রীধর-গৃহে গমন ও দুটা লৌহপাত্রে জলপান,
ভক্ত-মাহাত্ম্য-কীৰ্ত্তন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীমদ্বৈতপ্রভু শ্রীবাস-গৃহে দ্বাব বন্ধ কবিয়া প্রতি নিশা-
সঙ্কীৰ্ত্তন-বিলাসে নিরত থাকিলে পাশ্চিগণ প্রবেশ কবিতো
না পাইয়া চাতুরী পূর্বক প্রবেশার্থ দুবে থাকিয়া নানা
প্রকার ছর্বচন প্রয়োগ কবিত । সজ্জনগণ কেহ কেহ
নিজ-অদৃষ্টের দ্বিষ্টাব প্রদান পূর্বক তাহাদিগকে সংকীৰ্ত্তন
দেখাইবার জন্ত ভক্তগণকে অহুরোধ কবিত । কিন্তু প্রভু
ভয়ে কেহই তাহাতে সাহসী হইতেন না ।

একদিন একজন পয়ঃপানকারী ব্রহ্মচারী গোপনে
প্রভুব কীৰ্ত্তন-বিলাস-দর্শনার্থ শ্রীবাসেব নিকট অহুরোধ
কবিলেন । শ্রীবাস তাঁহাকে ব্রহ্মচারী এবং শাস্তি
আহারী জানিয়া নিজগৃহে লইয়া গেলেন । ব্রাহ্মণ
শ্রীবাসের যুক্তিমত সংগোপনে তথায় অবস্থান করিতে
লাগিলেন । কিন্তু অন্তর্ধানী প্রভু কীৰ্ত্তন করিতে
করিতে বলিতে লাগিলেন,—“আজ কীৰ্ত্তনে আনন্দ

পাইতেছি না, বোধ হয় কোন বহির্গুহ লোক গৃহে প্রবেশ করিয়াছে।”

শ্রীবাস সতয়ে প্রভুকে জানাইলেন যে এক পয়ঃপান-কারী ব্রহ্মচারী কীৰ্ত্তন-দর্শনার্থ অত্যন্ত আর্তি-দর্শনে তাঁহাকে তিনি গৃহে নিভূতে স্থান দান কবিয়াছেন। প্রভু তাহা শুনিয়া ক্রোধভাবে বলিতে লাগিলেন যে, কৃষ্ণপ্রপত্তি ব্যতীত পয়ঃপান প্রভৃতি বহির্গুহ-তপস্যা দ্বাৰা কৃষ্ণভক্তি লভ্য হয় না এবং ব্রাহ্মণকে বাহিব হইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। ব্রাহ্মণ সতয়ে গৃহ হইতে বাহিব হইয়া নিজ আংশিক দর্শনের শোভাগেয় বিষয় আলোচনা কবিত্তে লাগিলেন, তখন পবনকরুণ গৌবজ্জন্মব তাঁহাকে আত্মান কবিয়া নিজ পাদপদ্ম তাঁহাব মস্তকে প্রদানপূর্বক তপস্শ্রাদ্ধ দাস্তিকতা জ্ঞাপনার্থ নিবেদন কবিলেন।

প্রভু দ্বাব বন্ধ কবিয়া সঙ্কীৰ্ত্তন কবায় নগববাসী সজ্জনগণ প্রভুব সংকীৰ্ত্তন-বিলাস-দর্শনে অসমর্থ হইয়া পামণ্ডগণকে ভংগনা পূর্বক বলিতে লাগিলেন যে, প্রভু পামণ্ডীগণেব নিমিত্ত দ্বাব-বোধ কবিয়া কীৰ্ত্তন কবেন; তাহাতে সজ্জনগণও প্রবেশ লাভ কবিত্তে পাবেন না। কেহ কেহ প্রভুব দর্শন লাভেব আকাঙ্ক্ষা লইয়া পণে দাঁড়াইয়া থাকিত।

নগববাসী সজ্জনগণ দিবাভাগে নানাপ্রকাব দ্রব্যসহ প্রভুব দর্শনার্থ গমন কবিলেন এবং প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডবৎ প্রণত হইলে শ্রীচৈতন্যদেব ‘সকলেব কৃষ্ণভক্তি হউক’ এইরূপ আশীর্বাদ প্রদানপূর্বক মহানন্দ কীৰ্ত্তন ও জপ কবিত্তে উপদেশ কবিলেন। নগববাসীগণ সন্ধ্যাকালে গৃহদ্বাবে বহিয়া কবতালি-সংযোগে সঙ্কীৰ্ত্তন কবিত্তে থাকিলেন। এইরূপে প্রভুব কৃপায় সকল নগবে সংকীৰ্ত্তন হইতে লাগিল। ‘অমানী মানদ’-লীল প্রভু দস্তে তৃণ ধাবণ পূর্বক সকলেব নিকট গমন ও সকলকে আলিঙ্গন পূর্বক আর্তি সহকাৰে কীৰ্ত্তন কবিত্তে অমুবোধ কবিলে সকলেই প্রভুব মৰ্ম্মস্পর্শী আবেদনে আর্তি-ক্রন্দন কবিত্তে কবিত্তে কীৰ্ত্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় কবিলেন। সকলে মৃদঙ্গশ্রাদ্ধ-সহযোগে সঙ্কীৰ্ত্তন কবিত্তে থাকিলে বিষয়িকনগণ উহাকে তাহাদিগেব তৌর্য্যজিকের সমান মনে কবিয়া উহাকে অকালে মহামায়ার পুন্ডর

আবাহন করনা পূর্বক নানাপ্রকাব কটুক্তি উচ্চারণ কবিত্তে লাগিল।

দৈবক্রমে একদিন বিধবী কাজী সেই পণে যাইতে যাইতে কীৰ্ত্তন শুনিয়া মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও কোন কোন ব্যক্তিকে প্রহাব পূর্বক পুনর্কীব কীৰ্ত্তন কবিলে আবণ্ড অধিক শাস্তিব ভয় দেখাইয়া কীৰ্ত্তন বন্ধ কবিয়া দিল। কাজী দুইগণ-সহ নগবে ভ্রমণ কবিয়া সৰ্ব্বত্রই কীৰ্ত্তন নিবেদন কবিত্তে থাকিলে পামণ্ডীগণেব আনন্দ হইল। তাহারা সানন্দে নানাপ্রকাব উপহাস কবিত্তে থাকিল।

নগববাসীগণ কীৰ্ত্তনানন্দে বাধা প্রাপ্ত হইয়া প্রভু-স্থানে সকল বিষয় জ্ঞাপন পূর্বক দুঃখে অজ্ঞাত চলিয়া যাইবার কথা জানাইলে প্রভু ক্রোধে ছড়াব কবিত্তে কবিত্তে কাজী দলনার্থ সকল নগববাসীকে এক এক দীপ লইয়া সঙ্গে গমন কবিবাব আদেশ প্রদান কবিলেন। সৰ্ব্বত্র ইহা ঘোষিত হইল। লক্ষ লক্ষ লোক অসংখ্য প্রদীপ জালিয়া লইয়া প্রভু-মণীপে আগিয়া উপস্থিত হইল। প্রভু গৃপক গৃপক মস্ত্রদামে কীৰ্ত্তনেব ব্যবস্থা কবিয়া স্বপবিকরে গঙ্গাতীরে কীৰ্ত্তন কবিত্তে কবিত্তে অগ্রসব হইতে লাগিলেন।

প্রভু যে নগবে প্রবেশ কবেন, তপায় স্ত্রী-গৃহ-বালকাদি সকলেই স্ব-স্ব গৃহকর্মাদি পবিত্যাগ কবিয়া প্রভুপাদপদ্মে দণ্ডবৎ পতিত হবেন এবং সকলে কৃষ্ণপ্রেমরঙ্গে উন্মত্ত হইয়ানগববাসীগণেব প্রোয়োগাদ-ভাব দর্শনে পামণ্ডীগণেব হৃদয়জালা উদিত হইল। তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিলেন, ‘ইত্যবসবে কাজী আগিলে ইচ্ছাদেব কীৰ্ত্তনানন্দ সব ছারখাব চইত।’

শ্রীগৌরচন্দ্র ক্রমে কাজীর গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিলেন। কাজী গীত-বাণ্ড শ্রবণ কবিয়া তাহাব অমুসন্ধানার্থ লোক প্রেবণ কবিলেন। অচ্যুতরণণ সকলেব মুখে ‘কাজী মার’ শব্দ শুনিয়া দ্রুতপদে কাজীর নিকট প্রত্যাবর্তনপূর্বক কাজীকে সমুদয় নিবেদন কবিল। তাহা শুনিয়া কাজী সগণে প্রেস্থান কবিল। কাজীর গৃহমণীপে আগমন পূর্বক কীৰ্ত্তনবিদেবীর নির্গাতনার্থ প্রভু আদেশ কবিলে সকলে কাজীর ঘর-দ্বাব ভাঙ্গিয়া ফেলিতে লাগিলেন এবং আত্ম, কদলী, পনসাদি-বনের ণাপাণজাদি সমস্ত ছিঁড়িয়া

ଓ ଭାସିଯା ଫେଲିଲେନ । କ୍ଷମେ ଶ୍ରୀ କାଜୀବ ଗୃହେ ଅଗ୍ନି-
ପ୍ରଦାନେବ ଆଦେଶ କରିଲେ ଭକ୍ତବନ୍ଦ ଗଲବଜ୍ଜେ କରସୋଡ଼େ
ଶ୍ରୀହର କ୍ରୋଧ-ଜୀଳା ସନ୍ଧ୍ୟା କବିବାବ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜ୍ଞାନାଲିଲେନ ।
ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତବାକ୍ୟେ ଶାନ୍ତ ହୁଅ ଶାନ୍ତବନିକ-ପଣ୍ଡିତ ଓ ତନ୍ତ୍ରବାୟ-ପଣ୍ଡିତ
ହୁଅ ଶ୍ରୀଧରବେବ ଗୃହେ ପଞ୍ଚନ କବିଲେନ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ କରିତେ

ସମ୍ପାଦକବ ଶୌରହରବେବ ଜୟଗାନ—

ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଚୈତନ୍ୟ ଗୁଣନିଧି ।

ଜୟ ବିଷ୍ଣୁର ଜୟ ଭବାଦିର ବିଧି ॥୧॥

ଜୟ ଜୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରିୟ ଦିବ୍ୟରାଜ ।

ଜୟ ଜୟ ଚୈତନ୍ୟର ଭକ୍ତ-ସମାଜ ॥୨॥

ଶ୍ରୀହର ଦାସବୋଧ କବିସା କୀର୍ତ୍ତନ-ବିନାୟ—

ହେନ ମତେ ନବଦ୍ବୀପେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁର ।

କ୍ରୀଡ଼ା କରେ, ନହେ ସର୍ବ-ନୟନ-ଗୋଚର ॥୩॥

ଦିନେ ଦିନେ ମହାନନ୍ଦ ନବଦ୍ବୀପ-ପୁରୀ ।

ବୈକୁଣ୍ଠନାୟକ ବିଷ୍ଣୁର ଅବତର ॥୪॥

କରିତେ ଶ୍ରୀଧରବେବ ଶତ-ତାଳିଯୁକ୍ତ ଲୋହପାତ୍ର ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ ଦର୍ଶନେ
ପାତ୍ରସ୍ଥ ଜଳପାନ କବିସା ଫେଲିଲେନ । ତଦର୍ଶନେ ଶ୍ରୀଧର
ହୃଦୟେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଧି ପାଇଁ ମୁଗ୍ଧିତ ହୁଅ ପଡ଼ିଲେ
ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତବେବ ଜଳପାନେବ ମହିମା ମକଲେବ ନିକଟ କୀର୍ତ୍ତନ
କବିଲେନ । (ଗୋ: ୩:)

ପ୍ରିୟତମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ-ସଙ୍ଗେ କୁହୁଲେ ।

ଭକ୍ତ-ସମାଜେ ନିଜ-ନାମ-ରସେ ଖେଳେ ॥୫॥

ଅତିଦିନ ନିଶାଭାଗେ କରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ।

ଭକ୍ତ-ବିଷ୍ଣୁ ଧାକିତେ ନା ପାୟ ଅନ୍ତ ଜନ ॥୬॥

ତୁରୀୟ ବନ୍ଧବ ବିଚାର ତ୍ରିଶୃଙ୍ଗାର୍ଗତ ଜୀବେବ ଅଗନ୍ୟା—

ଏତ ବଡ଼ ବିଷ୍ଣୁର-ଶକ୍ତିର ମହିମା ।

ଜିହ୍ବୁବେନ ଲଜିବତେ ନା ପାରେ କେହ ସୀମା ॥୭॥

ଶ୍ରୀଧର କୀର୍ତ୍ତନେ ଏବେଶାଧିକାର ନା ପାହିଁ ବିଜାତୀୟାନ୍ତର

ବ୍ୟକ୍ତିଗଣେବ ବିବିଧ ଔକ୍ତି—

ଅଗୋଚରେ ଦୂରେ ଧାକି' ମିଳି ନାହିଁ ମାତ୍ର ॥୮॥

ମନ୍ଦ ମାତ୍ର ବଳେ, ଯମ-ସ୍ବରେ ଯାୟ ପାଞ୍ଚେ ॥୯॥

ଗୋଡ଼ିୟ-ଭାଗ

ଭବାଦିବ ବିଧି—ଗୁଣାବତାର ରଜ୍ଜ ଓ ବିବିଧିବ ନିତ୍ୟ
ବିଧାନକର୍ତ୍ତା । ‘ଜୟ’ ଓ ‘ଭକ୍ତ’ ନିତ୍ୟେବ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ବମାତ୍ର ।
ଅପଞ୍ଚକାଳ ଭଗବାନ୍ ‘ସତ୍’ ଓ ‘ଅସତ୍’ ଏବଂ ନିୟାମକ ବାଲିଆଇ
ତିନି ଭବାଦିବ ବିଧି ॥୧॥

ଭଗବାନ୍ ବିଷ୍ଣୁବେବ ମକଳ କ୍ରିୟା ଦେଖିବାବ ଅନ୍ତ କେହଇ
ଅଧିକାରୀ ନହେନ । ଧାତାବ ସେ ଅଧିକାର, ତିନି ସେହିରୂପ
କ୍ରିୟା ମାତ୍ରା ଦର୍ଶନ କବିସା ଧାକେନ (ଗୋ: ୧:୧୭:୧୭)
“ମହାନାୟକନିର୍ମାଣ ନବବନ୍ଧୁ: ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବାନ୍ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବାନ୍
ସ୍ବଜନୋପାୟତାଂ କ୍ଷିତିଭୁକ୍ତାଂ ଶାନ୍ତାଂ ଶାନ୍ତାଂ ଶିଷ୍ଟାଂ ।
ମହାବୀରୋପାୟତାଂ ବିଦିତୋ ରଜ୍ଜ ଗତ: ସାଂଗ୍ରହ: ॥”

ଅର୍ଥାତ୍ ଏକହି ଅଷ୍ଟଜାତବନ୍ଧୁ ବିବିଧ ଦର୍ଶନେ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅଲେଓ
ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ତାହାକେ ମକଳ ଶ୍ରୀକାର ଦର୍ଶନେ ସ୍ବଗପଂ ଏକହି

କାଳେ ଦେଖିତେ ପାନ ନା । ଶାନ୍ତ-ଦର୍ଶନେ ଏକପାଦ-ବିଭୂତିତେ
ଅବତ୍ତାନ-କାଳେ ଜୀବେବ ଏକ-କାଳୀନ ସର୍ବଦକ୍ଷିଣ ଦର୍ଶନେବ
ସମ୍ଭାବନା ଧାକେ ନା । ଚକ୍ରଦ୍ବୟେବ ଏକଦିକେ ଅବତ୍ତାନ-ହେତୁ
ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟ ହୁଅ; ପଞ୍ଚାଦିଭାଗେ ତତ୍କାଳେ ଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ନହେ ।
ଆବାବ ଗୁଣମଣ୍ଡଳ ଦର୍ଶନକାଳେ ଅଧୋଗତେବ ଦର୍ଶନାଭାବ-
ହେତୁ ସମକାଳେ ସର୍ବଦର୍ଶନ ସମ୍ଭବ ନହେ; ଅତବାଂ ଗୋଲେବ ଏକ-
ପାଦ-ଦର୍ଶନେବ ଏକ-କାଳେ ସମ୍ଭବ ॥୩॥

ନିଜ-ନାମବନ୍ଧୁ—ଶ୍ରୀଭଗବାନ୍ ରମୟ । ଭଗବାନ୍ ଓ
ଭଗବାନ ଅଭିନ୍ନ । ଅତବାଂ ନାମଓ ବସନ୍ତ । ଭଗବାନେବ
ନାମ ବା ବୈକୁଣ୍ଠ ନାମ ଇତର ନାମ ବା ସଞ୍ଜା ହୁଅତେ ପୃଥକ୍ ।
ଭଗବାନେବ ନିଜ ଭକ୍ତଗଣେବ ମଧ୍ୟେ ସେ ନାମରସ-ଅବଳ, ତାହାତେ
ଭଗବାନ୍ ଶୌରହର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟବିଷୟ ହୁଅ । ଭକ୍ତବାଂସଲ୍ୟାହି
ତାହାବ ବିଷୟର କାରଣ ॥୫॥

কেহ বলে,—“কলিকালে কিসের বৈষ্ণব ?
যত দেখ-ছের পেট-পোষা-গুলি সব ॥” ৯॥
কেহ বলে,—“এগুলার বাকি’ হাত পা’য় ।
জলে ফেলি’ দিয়ে যদি, তবে দুঃখ যায় ॥” ১০॥
কেহ বলে,—“আরে তাই, জানিহ নিশ্চিত ।
গ্রাম-খান নষ্ট কৈল নিমাই পণ্ডিত ॥” ১১॥
দুর্ভাগ্যবশে কীৰ্ত্তন-গৃহে প্রবেশার্থ চাতুরী-বিশ্তাবের
নিষ্ফলতা—

ভয় দেখায়েন সবে দেখিবার তরে ।
অন্তরে নাহিক ভাগ্য, চাতুর্য্যে কি করে ॥১২॥
প্রভুর কীৰ্ত্তন জগতের চিত্ত-শোধক—
সংকীৰ্ত্তন করে প্রভু শচীর নন্দন ।
জগতের চিত্তবৃত্তি করয়ে শোধন ॥১৩॥
সাধাবণ জনগণের কীৰ্ত্তন-বিলাস-দর্শন অধিকার না পাইয়া
আক্ষেপ ও ভক্তগণ-সমীপে প্রবেশার্থ আবেদন ; প্রভু-
ভয়ে ভক্তগণের তাহাতে অধীকার—
দেখিতে মা পায় লোক, করে অমৃত্যুপ ।
সবেই ‘অভাগ্য’ বলি’ ছাড়িয়ে নিশ্বাস ॥১৪॥

বাক্রিকালে কীৰ্ত্তনমুখে ভক্তনশিকার সময়ে তিমোদ্দেশ্য
বিজাতীবাশয় লোকসমূহের তথায় প্রবেশাধিকার ছিল
না ॥ ৬ ॥

বিশ্বস্তবের শক্তি-মতিমা ‘অতুলনীয় । মানব জ্ঞান
ত্রিগুণাজক বলিয়া ইচ্ছা তুণীয় বা তদুর্দ্ধ নিচাব গ্রহণ
কবিত্তে অসমর্থ ॥ ৭ ॥

অধিকার না পাইয়া সাধাবণ (অপ্রতিষ্ঠ) জনগণ
ভগবদ্ভজন-প্রণালীর নিন্দা পূর্ব্বক জীবিতোত্তবকালে
যমকর্ত্তক দণ্ডিত হন ॥ ৮ ॥

নিম্নক-সম্প্রদায় বৈষ্ণবগণকে ‘উদব-ভবণ-পরাযণ’ বলিয়া
থাকে ; বিশেষতঃ বিবাদপ্রধান কলিযুগে বৈষ্ণবের অস্তিত্ব
বা-বিস্মৃ-ভক্তি-লাভের সম্ভাবনা নাই, ইহাই তাহাদের
বিচার ॥ ৯ ॥

তখন এই উদব-পরাযণ ভগবৎসেবাবিমুখ বৈষ্ণব-
গুলিকে হাতে পায়ে ধরিয়া তাহাদিগকে বিনাশ কবিবার

কেহ বা কাহারো ঠাঞি পরিহার করে ।
সংগোপে সক্রীড়ন গিয়া দেখিবার তরে ॥১৫॥
‘প্রভু সে সর্ব্বজ্ঞ’ ইহা সর্ব্ব-দাসে জানে ।
এই ভয়ে কেহ কারে না লয় সে-স্থানে ॥১৬॥
কৃষ্ণভক্তিবহিত পথঃপানকারী ব্রহ্মচারীর আখ্যান—
এক ব্রহ্মচারী সেই নবদ্বীপে বৈসে ।
তপস্বী পরম সাধু বসয়ে নির্দোষে ॥১৭॥
সর্ব্বকাল পয়ঃপান, অন্ন নাহি খায় ।
প্রভুর কীৰ্ত্তন বিপ্র দেখিবারে চায় ॥১৮॥
পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর কীৰ্ত্তন-শ্রবণে অনধিকার-হেতু
তদর্শনার্থ শ্রীবাস-সমীপে অমুবোধ ও শ্রীবাসের
ব্রহ্মচারীকে গোপনে স্বগৃহে বন্ধা—
প্রভু সে দুয়ার দিয়া করয়ে কীৰ্ত্তন ।
প্রবেশিতে নাারে ভক্ত বিনা অগ্ন্য জন ॥১৯॥
সেই বিপ্র প্রতিদিন শ্রীবাসের স্থানে ।
নৃত্য দেখিবার লাগি’ সাধয়ে আপনে ॥২০॥
“তুমি যদি একদিন কৃপা কর’ মোরে ।
আপনে লইয়া যাহ বাড়ীর ভিতরে ॥২১॥

উদ্দেশ্যে জলে ফেলিয়া দিতে পারিলে আমাদের সকল
দুঃখ দুব হয় ॥ ১০ ॥

নিমাই পণ্ডিত উদ্ধভক্তি প্রবর্ত্তন কবিয়া গ্রামের সকল
স্বথ বিনাশ কবিয়া সুতবাং নবদ্বীপ নষ্ট হইয়া গেল ॥ ১১ ॥

দুর্ভাগ্য ভক্তসমাজকে ভয় প্রদর্শন দ্বাৰা শ্রীচৈতন্যদেবের
পবনগোপ্য সংকীৰ্ত্তন-বিনাশদর্শনার্থ যে চাতুরী বিস্তার
করিত, ভাগ্যহীনতাদোষে সে চাতুর্য্য ভক্তসমাজে
কার্য্যকরী হইত না ॥ ১২ ॥

ভগবান শচীনন্দন কৃষ্ণের সম্যক কীৰ্ত্তন কবিয়া
ভগবদ্বিমুখ জগতের বিভিন্ন ভোগপ্রবণ ভাবসমূহ শোধন
করেন ॥ ১৩ ॥

পরিহার—প্রার্থনা ; আবেদন ।

কেহ বা কোন ভক্তসমীপে নিজ-দোষ খালন-পূর্ব্বক
সম্প্রাপনে কীৰ্ত্তন-লীলা প্রদর্শনার্থ অমুবোধ কবিত ॥ ১৪ ॥

অগ্নিপক্ দ্রব্যকে প্রাণবিনাশক-বিচারণকারী অপক
আময়ু-পান-ব্রত-জীবী ব্রহ্মচারী ভগবদ্দ্বিষা-শ্রবণে

তবে সে দেখিতে পাও পণ্ডিতের নৃত্য ।
 লোচন সফল করোঁ, হুঙ কৃতকৃত্য ॥” ২২॥
 এই মত প্রক্তি-দিন সাধয়ে ব্রাহ্মণ ।
 আর দিনে শ্রীনিবাস বলিলা বচন ॥২৩॥
 “তোমাতে ত’ জানি সর্বকাল বড় ভাল ।
 ব্রহ্মচর্য্যে ফলাহারে গোড়াইলা কাল ॥২৪॥
 কোন পাপ নাহি জানি তোমার শরীরে ।
 দেখিবার তোমার ত’ আছে অধিকারে ॥২৫॥
 প্রভুর সে আচ্ছা নাহি কেহ যাইবারে ।
 ‘সংগোপে থাকিবা’, এই বলিলুঁ তোমাতে ॥২৬॥
 এত বলি’ ব্রাহ্মণেরে নইয়া চলিলা ।
 এক দিকে আড় হই’ সংগোপে রহিলা ॥২৭॥
 ব্রহ্মচারীর অবস্থিতি সর্বজ্ঞ প্রভুব জগৎগোচর
 এবং তৎপ্রকাশার্থ ছিল—
 নৃত্য করে চতুর্দশ ভুবনের নাথ ।
 চতুর্দিকে মহা-ভাগ্যবন্ত-বর্গ-সাথ ॥২৮॥

“কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী ।”
 সবে মিলি’ গায় হই’ মহা-কুতূহলী ॥২৯॥
 নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায় ।
 আনন্দে অর্ধেত-লিংহ চারিদিকে ধায় ॥৩০॥
 পরানন্দ-মুখে কেহ বাহু নাহি জানে ।
 বৈকুণ্ঠ-নায়ক নৃত্য করয়ে আপনে ॥৩১॥
 ‘হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল ভাই ।’
 ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥৩২॥
 অশ্রু, কম্প, লোমহর্ষ, সঘন-ছন্দার ।
 কে কহিতে পারে বিশ্বস্তরের বিকার ॥৩৩॥
 সর্বজ্ঞের চূড়ামণি বিশ্বস্তর-রায় ।
 জানে ‘ভিজ লুকাইয়া আছয়ে এখায়’ ॥৩৪॥
 রহিয়া রহিয়া বলে প্রভু বিশ্বস্তর ।
 “আজি কেমন প্রেম-যোগ না পাউ নির্ভর ? ৩৫॥
 কেহ জানি আসিয়াছে বাড়ীর ভিতরে ।
 কিছু নাহি বুঝি, সত্য কহ দেখি মোরে ॥” ৩৬॥

অযোগ্য হওয়ায় তাহাব রুদ্ধদাব-গৃহে কীর্তন শুনিবাব
 অধিকার ছিল না । ভগবানের সাংসারিক সেবা কখনই ভোগ-
 পবিত্র্যাগ-মাত্র-ধর্ম্মে অবস্থিত নহে। বৈশাখ্যেব অপব্যবহার-
 কারী অর্ধাচীনগণ ভগবৎসেবোপকরণকেও আত্মগোপন
 বিষয় জ্ঞান কবেন ॥ ১৮ ॥

পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীর নিষ্পাপ শরীর-সংস্কেও মহাপ্রভুব
 আদেশে ভগবৎ-কীর্তন-শ্রবণে অধিকার না পাকায়
 শ্রীবাসেব নিকট অবস্থান ও দর্শনেব যাক্রা কবায় তিনি
 তাহাকে আয়োগোপন পূর্বক অবস্থান করিতে পবামর্শ
 দিলেন ॥ ২৬ ॥

ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-পবিকব-বৈশিষ্ট্য ও লীলাব
 বিরোধী জড়ক্রিয়াবিমুক্ত যোগি-সম্প্রদায় কৃষ্ণপ্রীতির
 অনুসন্ধান কবেন না । সে-জন্ত তাহাদেব সাংসারিক মহন্ত
 থাকিলেও চতুর্দর্শেব অতীত ভগবৎ-সেবাব বিবোধ-ভাবই
 তাহাদিগকে প্রাণ কবে। সেইরূপ বর্জ্জনীয় সঙ্গ লোকচক্ষে
 শ্রেষ্ঠ বিচারিত হইলেও তদ্বারা প্রেমলাভের সম্ভাবনা নাই ।
 শ্রীগৌরমুন্দের প্রেমবিরোধী জনসঙ্গে প্রেমাত্মাব জ্ঞাপন
 কবিলেন ॥ ৩৫ ॥

শ্রীগৌরমুন্দেরেব হবিকীর্তনে অধিক ক্ষুণ্ণি না হওয়ায়
 কোন হুঃসংস্কেব বহুমানন-কারী গৃহ-মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়াছে
 গন্দেহ কবিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলে
 তদুত্তরে শ্রীবাস পণ্ডিত বলিলেন,—“ভগবৎবিধেয়ী কোন
 অধ্যাত্মিক পাবিত্র গৃহে প্রবেশ কবে নাই ; তবে ব্রহ্মচর্যা-
 শ্রমে অবস্থিত পয়ঃপানব্রত নিষ্পাপ কন্মনিষ্ঠ জনৈক ব্রাহ্মণ
 আপনাব নৃত্য দেখিবাব জন্ত অশ্রদ্ধাযিত হওয়ায় গৃহমধ্যে
 নির্জ্জন প্রকোষ্ঠে অবস্থিত আছেন ।” তাহা শুনিয়
 মহাপ্রভু তাহাকে ‘অভক্ত’-জ্ঞানে বাহিব করিয়া দিবার জন্ত
 ক্রোধ প্রকাশ কবিলেন । কাঁচা দুধ পানেই যে অধিক
 ভগবৎভক্তি হয়, তাহার যখন স্থিরতা নাই, তখন অভক্ত
 ব্যক্তিব ভক্তের নৃত্য দেখিবার ক্রমে অধিকার হইবে ?
 কেবলা ভক্তিব অভাবক্রমেই তাহাব বহির্গত তপঃসাধন-
 প্রবৃত্তি উদিত হইয়াছে । সাধারণ বিচারে অহিংসার
 উদ্দেশ্যে যে সকল তপস্তা ধর্ম্মজীবনের অনুকূল বলিয়া
 ধারণা করা হয় ; তাদৃশী তপস্তা কখনও ভগবৎভক্তির
 সোপান হইতে পারে না । ভগবৎসেবোদ্ধতা ও
 জড়জগতে প্রাধান্ত-লোভচেষ্টা সমজাতীয় নহে ॥৩৬-৪১॥

ভর পাই' শ্রীনিবাস বলয়ে বচন ।
 “পাষাণের ইথে প্রভু, নাহি আগমন ॥৩৭॥
 সবে এক ব্রহ্মচারী বড় স্ত্রাক্ষর ।
 সর্বকাল পয়ঃপান, নিম্পাপ-জীবন ॥৩৮॥
 দেখিতে ভোমার নৃত্য শ্রদ্ধা তাঁ'র বড় ।
 নিম্ভুতে আছয়ে প্রভু, জানিয়াছ দৃঢ় ॥” ৩৯॥
 প্রভুর ক্রোধাবেশে কৃষ্ণবহির্গত অগতাদির নিফলতা-
 জ্ঞাপন—

শুনি' ক্রোধাবেশে তবে বলে বিশ্বস্তর ।
 ‘ঝাট ঝাট বাড়ির বাহির লঞা কর’ ॥৪০॥
 মোর নৃত্য দেখিতে উহার কোন্ শক্তি ।
 পয়ঃপান করিলে কি মোতে হয় ভক্তি ?” ৪১॥
 দুই ভুজ তুলি' প্রভু অঙ্গুলি দেখায় ।
 “পয়ঃপানে কতু মোরে কেহ নাহি পায় ॥৪২॥
 চণ্ডালেও মোহার শরণ যদি লয় ।
 সেহ মোর, শূণ্ডি তাঁ'র, জামিহ নিশ্চয় ॥৪৩॥

সন্ন্যাসীও মোর যদি না লয় শরণ ।
 সেহ মোর নহে, সত্য বলিঙ্গু' বচন ॥৪৪॥
 গজেন্দ্র-বানর-গোপে কি তপ করিল ।
 বল দেখি, তাঁ'রা মোরে কেমনে পাইল ॥৪৫॥
 অনুরেও তপ করে, কি হয় তাহার ।
 বিনে মোর শরণ লইলে নাহি পার ॥” ৪৬॥
 প্রভু বলে,—“পয়ঃমানে মোরে নাহি পায় ।
 সকল করিমু চূর্ণ দেখিবে এপাই ॥” ৪৭॥

প্রভুব শাসন-তাড়নে ব্রহ্মচারীব জ্ঞানোদয় ও
 বভাগ্য-প্রশংসা—

মহা-ভয়ে ব্রহ্মচারী হইলা বাহির ।
 মনে মনে চিন্তয়ে ব্রাক্ষণ মহাধীর ॥৪৮॥
 “এই বড় ভাগ্য শূণ্ডি যে কিছু দেখিলু' ।
 অপরাধ-অনুরূপ শাস্তিও পাইলু' ॥৪৯॥
 অঙ্কুত দেখিলু' নৃত্য, অঙ্কুত কীর্তন ।
 অপরাধ-অনুরূপ পাইলু' তর্জন ॥” ৫০॥

অহিংসনীতিব বশবর্তী হইয়া জাগতিক শ্রেষ্ঠতা বা
 সাধুতা-লাভ-চেষ্টা ভগবানের সেবামুখতার প্রমাণ নহে ।
 ইহা বিশেষভাবে শ্রীগৌরমুন্দর দেখাইয়া দিলেন ॥ ৪২ ॥

কর্ষকালে যদিও বর্তমান মানবজীবনে কেহ স্ত্রীচতা
 লাভ করেন, তথাপি তাহার ভগবৎসেবামুখতা প্রবল
 থাকিলে তিনিই আমান নিজ-জন । তিনিই ‘মামকী
 তত্ত্ব’ ব্রাক্ষণ, এবিষয় কোন সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রমী যতিও যদি ভগবৎসেবা-বিমুখ হয়,
 তাহা হইলে তাহাকে ভগবানের নিজ-জন বলিয়া স্বীকার
 করিতে হইবে না, ইহাই প্রব গতা ॥ ৪৪ ॥

তথ্য । উক্তের প্রতি শ্রীভগবদুক্তি (ভাঃ ১১:১২:১-২)—
 “ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম এব চ । ন স্বাধ্যায়-
 স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্ত্বং ন দক্ষিণা ॥ ব্রতানি যজ্ঞছন্দাংসি
 তীর্থানি নিয়মা যমাঃ । যথাক্রমে সংসারঃ সর্বসঙ্গাপহো
 হি মাম্ ॥ সংসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানা যুগাঃ খগাঃ ।
 গচ্ছন্তঃপর্যন্তো নাগাঃ সিদ্ধাচ্চারণশ্চক্কাঃ ॥ বিভাধরা-
 মহত্তেবু বৈশ্ণাঃ শূদ্রাঃ স্নিগ্ধৈহিত্যভাঃ ॥ রজন্তমঃপ্রকৃত-
 তমিঃশমিন্ যুগৈনয ॥ বহবো যৎপদং প্রাপ্তাঃস্বাষ্ট্র-

কায়াদবদয়ঃ । যমপর্কী বলির্বাণো ময়শ্চাপ বিভীষণঃ ॥
 স্ত্রীবাণো হস্তমান্ধকো গজো গুধো বণিক্পণঃ । ব্যাধঃ
 কুজা ঙ্গে গোপ্যো যজ্ঞগত্যাশুপাশবঃ ॥ তে নাদীত-
 প্রতিগণা নোপাসিতমহত্তমাঃ । অবতাতপ্ততপঃ সৎ-
 সঙ্গাম্যমুপাগতাঃ ॥ কেবলেন হি ভাবেন গোপ্যো গাবো
 নগা যুগাঃ । যেহজে মুচয়িতো নাগাঃ সিদ্ধা মাণীষব্রজা ॥
 “ব্যাদস্তাচরণং এবম্ চ বয়ো বিভা গজেন্দ্রস্ত কা, কুজায়াঃ
 কিমু নাম রূপমধিকং কিং তৎ সুদামো ধনম্ । বংশঃ কো
 বিদ্বন্ত যাদবপতেকুগ্ধ কিং পৌরুষং, ভক্ত্যা তুয়াতি
 কেবলং ন চ গুণৈর্ভক্তিপ্রিয়ো মাধবঃ ॥ (পদ্মাবলী-স্বত
 দাক্ষিণাত্য-কবি-বাক্যম্) ৪৫—৪৬ ॥

তাপস-ব্রহ্মচারী নির্বিশেষ-বিচারপদ ছিলেন; তাহাতে
 সেবা-প্রবৃত্তির অভাব থাকায় ভগবৎপ্রমোদিত দত্ত তাহার
 নিকট আদর্শে ছিল না । উহাই তাহার অপবাদের
 কাবণ । জড়-জগতে বিবদোক্ত জীবগণের নৃত্য বা
 অভাব-জনিত ক্রন্দনের সহিত যাহারা ভগবৎ-কথামোদে
 হান্ত-গীত ও ক্রন্দন-পরিচয় ভগবৎকৃষ্ণকে সমজ্ঞান করে,
 তাহার অপরাধী জীব । শ্রীগৌরমুন্দরের শাসন ও

সেবক হইলে এই মত বুদ্ধি হয় ।

সেবকে সে প্রভুর সকল দণ্ড সয় ॥৫১॥

প্রভু-কর্তৃক ব্রহ্মচারীব মস্তকে পাদপদ্ম-স্থাপন—

এই মত চিন্তিয়া চলিতে দ্বিজবর ।

জানিলেন অন্তর্যামী প্রভু বিশ্বম্ভর ॥৫২॥

ডাকিয়া আনিয়া পুনঃ করুণা-সাগর ।

পাদপদ্ম দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর ॥৫৩॥

প্রভু-কর্তৃক তপস্বাদি হইতে বিমুক্তক্ৰিয় শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন—

প্রভু বলে 'তপঃ' করি' না করহ বল ।

বিমুক্তক্ৰিয় সর্বশ্রেষ্ঠ জানহ কেবল ॥৫৪॥

পয়ঃপানব্রত ব্রহ্মচারীব প্রভু-ককণা-স্ববণ ও ক্রন্দন—

আনন্দে ক্রন্দন করে সেই বিপ্রবর ।

প্রভুর করুণা-গুণ স্মরে নিরন্তর ॥৫৫॥

ব্রহ্মচারীব কৃপাপ্রাপ্তিতে বৈষ্ণবগণের আনন্দ—

'হরি' বলি' সম্ভোষে সকল-ভক্তগণ ।

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িল ততক্ষণ ॥৫৬॥

ব্রহ্মচারীব উপাখ্যান-শ্রবণের ফল—

শ্রদ্ধা করি' যেই শুনে এ সব রহস্য ।

গৌরচন্দ্র প্রভু তাঁ'রে মিলিব অবশ্য ॥৫৭॥

তাড়ন-বাক্যে নির্দোষ-বিচাণ-পব ব্রহ্মচারীব দণ্ডভা-
ফলে জ্ঞানোদয় হইল ॥ ৪৯—৫০ ॥

নিবন্তব সেবাপদ চিত্ত আয়তনপে উপলব্ধি-ক্রমে
ভগবদ্বিহিত কোন কার্যে স্বীয় অসম্ভোগ প্রকাশ কবেন
না—আপনাকে দণ্ডাইজ্ঞানে ভগবানের বিধান শিবে ধারণ
করিয়া স্বীয় পূর্ণ অপবাদের যোগ্যতাই বিচাণ কবেন এবং
ধীবভাবে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি ফল-লাভের
উদ্দেশ্যে ভগবদ্বিধানের প্রতিকূল চেষ্টা-বিশিষ্ট হন না ।
এতৎপ্রক্ষে (ভাঃ ১০।১৪।৮) “তন্তেহমুকম্পাং” শ্লোক
এবং শ্রীগৌরমুন্দর কথিত “আলিঙ্গ্য বা পাদবতাং”
শ্লোকস্থ আলোচ্য ॥ ৫১ ॥

তথ্য । পূর্বলিখিত ভাঃ ১০।১২।১—২ শ্লোকসমূহ
দ্রষ্টব্য । (ভাঃ ১০।২৩।২—৪৩) “নাসাং দ্বিজাতি-
সংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি । ন তপো নাস্তমীমাংসা ন
শৌচং ন ক্রিয়াঃ শুভাঃ ॥ তথাপি হ্যন্তমঃশ্লোকে কৃষ্ণে

ব্রহ্মচারীকে কৃপা করিয়া প্রভুব আবেশে নৃত্য—

ব্রহ্মচারি-প্রতি কৃপা করিয়া ঠাকুর ।

আনন্দ-আবেশে নৃত্য করেন প্রচুর ॥৫৮॥

প্রভুব-কর্তৃক বিপ্রকে স্বগোষ্ঠীতে স্বীকার ও

সম্মান-দান—

সেই দ্বিজ-চরণে আমার নমস্কার ।

চৈতন্যের দণ্ডে হৈল হেন বুদ্ধি তাঁ'র ॥৫৯॥

প্রভুব নিশা-কীর্তন-বিলাস-দর্শনে অধিকার না পাওয়ায়

নদীয়াবাসীগণের দুঃখ ও পাষাণীগণের প্রতি

বিবিধ উক্তি—

এই মত প্রতি-নিশা করয়ে কীর্তন ।

দেখিবারে শক্তি নাহি ধরে অল্প জন ॥৬০॥

অন্তরে দুঃখিত সব লোক নদীয়ার ।

সবে পাষাণীরে মন্দ বলয়ে অপার ॥৬১॥

“পাপিষ্ঠ নিম্নক বুদ্ধিনাশের লাগিয়া ।

হেন মহোৎসব দেখিবারে নারে গিয়া ॥৬২॥

পাপিষ্ঠ-পাষাণী-সব, সবে নিন্দা জানে ।

বঞ্চিত হইয়া মরে এ-হেন কীর্তনে ॥৬৩॥

যোগেশ্বরেব। ভক্তিদূর্ভা ন চাম্মাকং সংস্কারাদি-
মতামপি ॥” পদ্মপুবাণে—“নহাকুলপ্রসূতোহপি সর্বযজ্ঞেষু
দীক্ষিতঃ । সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরু ত্রাদবৈষ্ণবঃ ॥”
নাবদপঞ্চবাত্রো—“আবাধিতো যদি হবিস্তপসা ততঃ কিম্ ।
নাবাধিতো যদি হবিস্তপসা ততঃ কিম্ ॥ অন্তর্বহিষদি
হবিস্তপসা ততঃ কিম্ । নাস্তবহিষদি হবিস্তপসা ততঃ
কিম্ ॥ (ভাঃ ১০।২০।৩১)—“ন জ্ঞানং ন চ বৈবাগ্যং
প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ।” (ভাঃ ১০।৮।১৯)—“সর্গা-
সামাপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চবর্জিতম্ ॥” পদ্মপুবাণে—
“আবাধনানাং সর্কেষাং বিষ্ণোবাবাধনং পরম্ । তস্মাৎ
পবতবং দেবী তদীয়ানাং সমর্চনম্ ॥” ৫৪ ॥

অশাধফলে দণ্ডিত বিপ্রকে শ্রীঠাকুর বৃন্দাবনের
সগোষ্ঠীতে স্বীকার ও সম্মান-দানের অভিলাষ বর্ণিত
হইতেছে ॥৬০॥

পাপিষ্ঠ-পাষাণী লাগি' নিমাত্তি পণ্ডিত ।
 ভালরেও হার নাহি দেন কদাচিত ॥৬৪॥
 তেঁহো সে কৃষ্ণের ভক্ত,—জানেন সকল ।
 তাঁহার হৃদয় পুনি পরম নির্মল ॥৬৫॥
 আমরা সবার যদি তাঁ'কে ভক্তি থাকে ।
 তবে মৃত্যু অবশ্য দেখিব কোম পাকে ॥” ৬৬॥
 কোম নগরিনা বলে,— “বসি থাক ভাই ।
 নয়ন ভরিয়া দেখিবাও এই ঠাঞি ॥৬৭॥
 সংসার-উদ্ধার লাগি' নিমাত্তি পণ্ডিত ।
 নদীয়ার মাঝে আসি' হইলা বিদিত ॥৬৮॥
 ঘরে ঘরে নগরে নগরে প্রতি-হারে ।
 করিবেন সংকীৰ্ত্তন, বলিল তোমারে ॥” ৬৯॥
 গ্রন্থকার-কর্তৃক ভাগ্যবন্ত নগরিয়াকগণের সৌভাগ্য-
 প্রশংসা ও বৈষ্ণব-নিম্মকগণের গর্হণ—
 ভাগ্যবন্ত নগরিনা সৰ্ব্ব-অবতারে ।
 পণ্ডিতের গণ সবে নিন্দা করি' মরে ॥৭০॥

নাগরিকগণের দিবাভাগে প্রভু-সমীপে উপায়ন-হস্তে
 গমন ও প্রণাম—
 দিবস হইলে সব নগরিনা-গণ ।
 প্রভু দেখিবারে তবে করেন গমন ॥৭১॥
 কেহ বা মূতন জব্য, কারো হাতে কলা ।
 কেহ যুত, কেহ দধি, কেহ দিব্য মালা ॥৭২॥
 লইয়া চলেন সবে প্রভু দেখিবারে ।
 প্রভু দেখি' সৰ্ব্ব-লোক দণ্ডবৎ করে ॥৭৩॥
 প্রভুর কৃষ্ণভক্তি-আশীর্বাদ ও কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র-কীর্তনের
 উপদেশ—
 প্রভু বলে,—“কৃষ্ণভক্তি হউক সবার ।
 কৃষ্ণ-নাম-গুণ বই না বলিহ আর ॥” ৭৪॥
 আপনে সবারে প্রভু করে উপদেশে ।
 “কৃষ্ণ-নাম মহা-মন্ত্র শুনহ হরিষে—॥৭৫॥
 মহামন্ত্র—
 ‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
 হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে’ ॥” ৭৬॥

সাধারণ-বিচারে পুজিত নিম্পাপ সজ্জনগণও ভগবৎ
 বিশেষী পাপবত জনগণ উভয়কেই ভগবান্ গ্রহণ কবেন
 না ॥ ৬৪ ॥

পাকে,—অবস্থায়, দশায় ॥ ৬৬ ॥

ভগবৎ-সেবা-বৈমুখ্যক্রমে জীবের বদ্ধভাব উপস্থিত
 হওয়ায় ইন্দ্রিয়-তর্পণই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য হইয়াছে ।
 এই ইন্দ্রিয়তর্পণের অল্প বদ্ধজীব সর্বতোভাবে চেষ্টা-
 বিশিষ্ট । বদ্ধজীবের বাক্যাবলী ইন্দ্রিয়-তোষণোপযোগি-
 জড়বস্তু নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়ায় আবদ্ধ । সুতরাং
 নাম-রূপ-গুণ-লীলায় কৃষ্ণকথা শুনিবার সুযোগ না
 হওয়ায় বদ্ধজীব ইতর-বিষয়তৎপর বাগ্‌বৈথরীতে আবদ্ধ
 হইয়া পড়ে । জীবের নিত্য মঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিয়া
 গৌরমুন্দর ‘জীবমাত্রেয়ই কৃষ্ণসেবা প্রবৃত্তি উদ্দেশিত হউক’
 এইরূপ আশীর্বাদ করিলেন । তাহাদিগকে কৃষ্ণোত্তর নাম,
 রূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির প্রজ্ঞ করিতে নিবেদন করিলেন
 অর্থাৎ সর্বদা হরি-সকীর্্তনেরই উপদেশ দিলেন । হরি-

কথাব কীর্তন থর হইলে জীবের বিষয়কথা-কীর্তনই
 প্রবল হয় । উচ্চাতে অমঙ্গলই ঘটে ॥ ৭৪ ॥

বদ্ধজীবসমূহ কৃষ্ণভক্তিহীন হইয়া নিজেস্বিয়তোষণ
 করিতে উদ্গ্রীব থাকে । শ্রীগৌরমুন্দর এই সকল জীবের
 মঙ্গলের জন্ত কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র কীর্তন করিয়া সহর্ষে শ্রবণ
 করিবার উপদেশ দিলেন । যে সকল ব্যক্তি বাধ্য
 হইয়া শ্রীনাম শ্রবণ কবেন, তাঁহাদের তত উৎসাহ লক্ষিত
 হয় না । তজ্জন্ত উৎসাহবিশিষ্ট হইয়া প্রসন্নচিত্তে প্রদত্ত বা
 কীর্তিত কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র গ্রহণ বা শ্রবণ কবিবার উপদেশ ।
 সেবাবিযুক্ত জীব সর্বদা অসংপদামর্শ ক্রমে অসংসঙ্গদোষে
 অজ্ঞরিত থাকায় ভগবৎকথা-শ্রবণে স্বভাবতঃ বিরত
 থাকে ।

জড়ভোগচিন্তা হইতে বিবর্ত হইবার প্রক্রিয়াকে
 ‘মন্ত্র’ বলে । শব্দমুখে উপদেশই ভোগ বা ত্যাগের চিন্তা
 হইতে রক্ষা পাইবার একমাত্র উপায় । উচ্চারিত শব্দ
 হৃদয়ে ধারণ করিয়া বিষয়াগস্ত মনকে নিগমিত করিলেই

প্রভু বলে,—“কহিলাও এই মহামন্ত্র ।
ইহা জপ’ গিয়া সবে করিয়া নির্বন্ধ ॥৭৭॥
ইহা হৈতে সর্ব-সিদ্ধি হইবে সবার ।
সর্বক্ষণ বল’ ইথে বিধি নাহি আর ॥৭৮॥

“দশ-পাঁচ মিলি’ নিজ ঘারেতে বসিয়া ।
কীৰ্ত্তন করহ সবে হাতে তালি দিয়া ॥৭৯॥
‘হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ বাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন’ ॥৮০॥

মন্ত্রসিদ্ধি হয়। ব্যক্তিবিশেষের মন অপরের মন হইতে পৃথক্; সেজ্জ্ঞ মনন-ক্রিয়া এক ব্যক্তিব্যাহারই সম্প্রাপ্ত। সূতবাং ব্যক্তিবিশেষ যে ‘হরি’ শব্দ কীৰ্ত্তন করেন, তাহাকে “মন্ত্র” বলে।

মহামন্ত্র-সাধনে বহুব্যক্তি একযোগে সাধন করিতে পাবেন। সাধনোপযোগী অঙ্কুল পরামর্শ-সমূহ অনেকেই দিতে পারেন; এজ্জ্ঞ শিক্ষা-গুরুব বহুত্ব স্বীকৃত ও মন্ত্রদীক্ষা-গুরুব একত্ব সিদ্ধ। মহামন্ত্র ও মন্ত্রের দ্বারা চিত্ত শুদ্ধ হয়। চিত্ত-শুদ্ধিফলে সকল ইন্দ্রিয় নশ্ব-বিষয়-প্রবৃত্তি হইতে বিমুক্ত হইয়া অজ্ঞানভাবে নিত্যত্বের উপলব্ধি কবে। তখন আব তাহাব হয় বা অভূপদেয় বিচাব প্রবল হইতে পাবে না। নিনি এই সকল কথা মানন্দে গ্রহণ করিতে অসমর্থ, তাঁহাব পক্ষে নিবানন্দে অবস্থান করাই যোগ্যতা ॥ ৭৫ ॥

‘মন্ত্র’ নামাত্মক হইলেও তাহাতে চতুর্থ্যস্ত পদ প্রযুক্ত থাকায় মন্ত্রান-সম্বন্ধে আত্মসমর্পণেবই কথা ব্যক্ত হয়। মহামন্ত্রে সকল পদই সম্বোধনের পদ; তাহাতে মন্ত্রের ছায় চতুর্থ্যস্ত পদ নাই।

স্মার্তগণ মহামন্ত্রকে ‘ভারক-ব্রহ্মনামে’ অভিহিত করেন। স্মার্তগণ সকলেই ন্যূনাত্মক নির্বিশেষবাদী; সূতবাং ভোগাবসানে নির্বিশিষ্ট ত্যাগেরই পক্ষপাতবৃত্তি ধর্মে অবস্থিত। কদা ও জ্ঞানীব কবল হইতে মুক্ত পুরুষগণ কামনা-বর্জিত। অপস্বার্থ কামেব বশবর্তী হইয়া কতিপয় ব্যক্তি ভোগী এবং কতিপয় ব্যক্তি ভোগ-পরিহারেচ্ছাবৃত্ত মুমুক্ হইয়া কদা অবস্থা মোচনেন্দ্র জ্ঞান মুক্তির প্রয়াসী। এইরূপ কামনার বশবর্তী হইয়া মহামন্ত্র গ্রহণ কবিলে তুচ্ছ ফলাকাম প্রবল হইয়া পড়ে।

‘হরি’ শব্দের সম্বোধনে ‘হরে’ এবং ‘হরা’ শব্দের সম্বোধনেও ঐ ‘হবে’ পদই নিষ্পদ হয়। স্বয়ংক্রম ‘কৃষ্ণ’ ও সর্বশক্তিমান স্বয়ংপ্রকাশ ‘রাম’ এবং ‘হরি’ শব্দ কামনা-

রহিত জিহ্বায় উচ্চাবিত হইলে চতুর্দশভুবন, বিরজা-নদী, ব্রহ্মলোক প্রভৃতিতে অবস্থান কবিয়া সেবা করা সম্ভব হয় না। পবব্যোমেই সেবার আরম্ভ সম্ভাবনা আছে। কৃষ্ণেব স্বয়ংপ্রকাশতত্ত্বে বা তাঁহাব আত্মবঙ্গিক অজ্ঞাত প্রকাশ-বিলাস-বিশেষে রসেব উৎকর্ষ বিচাব করিতে গেলে অধিলরসামৃত্তি কৃষ্ণেই সর্বরসের পূর্ণাভিব্যক্তি লক্ষিত হয়। সূতবাং বসের উৎকর্ষ বিচাব করিয়া আংশিক বসনিগ্রহের অধিষ্ঠান প্রকাশ-বিলাস-সমূহে সর্ব-বসান্তিব সম্ভাবনা নাই। তজ্জ্ঞ তাঁহারা ন্যূনাত্মক স্বয়ংক্রমেবই নিজ-নিজ অংশ প্রকাশদ্বারা সেবা কবিয়া থাকেন। কৃষ্ণভক্তি উপলব্ধি ঘটিলে সম্বোধনেব পদে ‘আত্মাবাম’-মাত্র উপলব্ধি কবিবার পবিবর্ত্তে “রাধারমণের” সেরা-প্রবৃত্তি ক্ষুণ্ণিত-প্রাপ্ত হয় ॥ ৭৬ ॥

মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরেই সর্বক্ষণ কীৰ্ত্তনীয়; উহা আদৌ জপ্য নহেন,—একপ বিচাব কাহাবও চিত্তে উদিত না হয়, তজ্জ্ঞ মহামন্ত্র ‘জপ’ করিবারও উপদেশ লিখিত হইয়াছে। ‘নির্বন্ধ’-শব্দে বিধিতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণকেই লক্ষ্য কবে। মহামন্ত্র কেবলমাত্র জপ্য নহেন, আবাব অজপ্যও নহেন। মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীৰ্ত্তন করিবার উপদেশ থাকায় মহামন্ত্র কেবল অনির্বন্ধ কীৰ্ত্তনীয় নহেন; আবাব নামমন্ত্রে সম্বোধনের সহিত চতুর্থ্যস্ত পদ প্রয়োগ কবিয়া কীৰ্ত্তন করিবার বিধিও উপেক্ষিত হয় নাই। “সর্বক্ষণ বল”—এই পদের দ্বারা কেবল মাত্র জপ্যতাব বিচাব নিরাশ করা হইয়াছে ॥ ৭৭ ॥

মন্ত্রাধিকার-নির্ণয়ে অনেকগুলি বিধি পালন করিতে হয়; কিন্তু মহামন্ত্রের সর্বক্ষণ উচ্চাবণ বা ‘উপাংস্ত’-জপে সেই সকল বিধি পালন না করিয়াও সকলেরই সর্বসিদ্ধি ঘটে; অর্থাৎ ধর্ম, অর্থ ও কামের লাভ-রূপ ভুক্তি-সিদ্ধি, নির্ভেদ-ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ মুক্তি-সিদ্ধি এবং উত্তরের ষিদ্ধারী ভগবৎপ্রেম-সিদ্ধি—সর্বসিদ্ধি লাভ করিবারই যোগ্যতা

সংকীৰ্ত্তন—

সংকীৰ্ত্তন কহিল এ তোমা' সবাকারে ।
দ্বী-পুঞ্জ-বাপে মিলি' কর' গিয়া ঘরে ॥” ৮১॥

প্রভু-স্থানে মজ পাইয়া নাগবিকগণেব উল্লাসে গৃহে
প্রত্যাগমন ও কৃষ্ণনাম-কীৰ্ত্তন—

প্রভু-মুখে মজ পাই' সবার উল্লাস ।
দণ্ডবৎ করি' সবে চলে নিজ-বাস ॥৮২॥
নিরবধি সবেই অপেন কৃষ্ণনাম ।
প্রভুর চরণ কায়-মনে করি' ধ্যান ॥৮৩॥
সন্ধ্যা হৈলে আপনার দ্বারে সবে মিলি' ।
কীৰ্ত্তন করেন সবে দিয়া করতালি ॥৮৪॥

প্রভু-বিনীতভাবে সকলকে কৃষ্ণভজনে অহুবাধ—

এই মত নগরে নগরে সংকীৰ্ত্তন ।
করাইতে লাগিলেন শচীর নন্দন ॥৮৫॥
সবারে উঠিয়া প্রভু আলিঙ্গন করে ।
আপন গলার মালা দেয় সবাকারে ॥৮৬॥
দস্তে তুণ করি' প্রভু পরিহার করে ।
“অহনিশ ভাই সব, ভজহ কৃষ্ণেরে ॥” ৮৭॥

হয়। মন্ত্রে কালাকালেব বিচাব আছে কিন্তু মহামন্ত্রে
কালাকালেব, যোগ্যযোগ্যের অথবা স্থানস্থানের বিচাব
নাই। তাই বলিয়া কামনিক মন্ত্র-নামাদির জপে
কোন প্রকাবে সিদ্ধি বস্তুবান নাই। যাহেতু তাদৃশ
শব্দগুলি অজ্ঞানচিত্তবৃত্তিভাজ ॥ ৭৮ ॥

বীজ-পুটিত চতুর্থ্যস্ত-পদ-প্রযুক্ত মন্ত্র বা প্রণব পুটিত
চতুর্থ্যস্ত মন্ত্র কীৰ্ত্তনীয় নহে; পবন্থ ‘নাম’ বা সঙ্ঘোজন-পদযুক্ত
নাম বা বীজ-প্রণব-রহিত চতুর্থ্যস্ত পদ-প্রযুক্ত-‘নমঃ’-শব্দযুক্ত
মন্ত্রও সঙ্কীৰ্ত্তনীয়; যথা “হবয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ”—
এই পদ সঙ্কীৰ্ত্তনীয় ॥ ৮১ ॥

সঙ্কীৰ্ত্তনের মধ্যে বোলনাম বজ্রিশ অক্ষর মহামন্ত্র ও
চতুর্থ্যস্ত পদযুক্ত ‘নমঃ’-শব্দযুক্ত সঙ্ঘোজনের সহিত মন্ত্রের
প্রাপ্তিতে সকলের উল্লাস হইল। বহির্গুণ স্মার্ত্তগণের
বিচারে—বাহা-প্রণব-সংযুক্ত মন্ত্রের আদান-প্রদানে
অন্যজনের কথা বিহিত আছে, কিন্তু মহামন্ত্র-যোগে বা

প্রভু-মন্ত্র-স্পর্শে আবেদনে সকলের নিরূপটে কৃষ্ণনামাশ্রয়—

প্রভুর দেখিয়া আৰ্ত্তি কান্দে সর্ব-জনে ।
কামো-বাক্যে লইলেন সংকীৰ্ত্তন ॥৮৮॥
পরম-আহ্লাদে সব নগরিয়া-গণ ।
হাতে তালি দিয়া বলে ‘রাম নারায়ণ’ ॥৮৯॥

দুর্গোৎসবার্থ ব্যবহৃত যুদ্ধাদি সঙ্কীৰ্ত্তনার্থ ব্যবহৃত—

যুদ্ধ-মন্দিরা শব্দ আছে সর্বঘরে ।
দুর্গোৎসব-কালে বাজ বাজা'বার তরে ॥৯০॥
সেই সব বাজ এবে কীৰ্ত্তন-সঙ্গে ।
গায়েন বা'য়েন সবে সন্তোষ-হৃদয়ে ॥৯১॥
‘হরি ও রাম রাম হরি ও রাম রাম ।’
এই মত নগরে উঠিল ব্রজ-নাম ॥৯২॥

শ্রীধর-কীৰ্ত্তন-শ্রবণে নৃত্য ও তাহাতে বহির্গুণগণের
হাস্ত ও উক্তি—

খোলা-বেচা শ্রীধর যায়েন সেই পথে ।
দীর্ঘ করি' হরিনাম বলিতে বলিতে ॥৯৩॥
শুনিয়া কীৰ্ত্তন আরম্ভিলা মহানৃত্য ।
আনন্দে বিহবল হৈলা চৈতন্তের ভৃত্য ॥৯৪॥

সঙ্ঘোজন-পদ-যোগে মন্ত্রের কীৰ্ত্তন সর্ববাদি-সম্মত; তিনি
প্রণব বা বীজপুটিত নহেন ॥ ৮২ ॥

যাহাদেব মন নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারা প্রভু নাম-
মন্ত্রোপদেশ লাভ করিয়া ব্যক্ত-অব্যক্তভাবে কৃষ্ণেব ধ্যান
কবিত্তে কবিত্তে উপাংশু জপাদি করিত্তে থাকেন।
(ভাঃ ২৮৮) “শ্রুতঃ শ্রদ্ধয়া নিত্যং গুণতশ্চ অচেষ্টিতম্
নাতিদীর্ঘেণ কালেন ভগবান্ বিশতে হৃদি ॥” শতশত জপ
মন্ত্রের দ্বারা অর্জন কবিবার ফলে মহামন্ত্র-কীৰ্ত্তনেব
যোগ্যতার উদয় হয়। সেরূপ যোগ্যতা লাভ করিলেই
ধ্যানাদির সম্ভাবনা; নতুবা কৃত্রিম-ধ্যানাদি নিষেধের
অস্তিত্ব কথিত শ্লোকের উপদেশ বিহিত হইয়াছে ॥ ৮৩ ॥

শ্রীগৌরমন্দের বিনীত-ভাবে সকল দাস্তিক লোকের
নিকট দৈন্ত প্রকাশ করিয়া ‘সর্বকণ্ঠ কৃষ্ণ-সেবায় সকলেই
আত্মনিয়োগ কর’ এবং “কৃষ্ণভজন ব্যতীত আর কোন

দেখিয়া তাহান সুখ নগরিয়া-গণ।
 বেড়িয়া চৌদিকে সব করেন কীর্তন ॥৯৫॥
 গড়াগড়ি যায়েন শ্রীধর প্রেম-রসে।
 বহিমুখ-সকল দূরেতে থাকি' হাশে' ॥৯৬॥
 কোন পাণী বলে,—“ছেলু-দেখ তাই সব!
 খোলা বেচা মিন্সাও হইল বৈষ্ণব! ৯৭॥
 পরিধান-বস্ত্র নাহি, পেটে নাহি ভাত।
 লোকেরে জানায়, ‘ভাব হইল আমা’ত’ ॥” ৯৮॥

প্রকাশে আত্মনিয়োগ কর্তব্য নহে—অনুন্ন-বিনয়-সহকায়ে
 এইরূপ প্রার্থনা জানাইলেন ॥ ৮৭ ॥

শ্রীমহাপ্রভুব মর্দঙ্গপাণী-আবেদন শ্রবণ কবিতা শ্রোতৃবর্গ
 সকলেই নিজ নিজ কুবিচারেব জন্ত ক্রন্দন কবিত্তে
 লাগিলেন এবং কায়মনোবাক্যে কীর্তনাত্মা ভক্তি আশ্রয়
 কবিলেন ॥ ৮৮ ॥

ধর্মপ্রাণ সকলেবই গৃহে মৃদঙ্গশ্রাবাদি বাজ্যস্ত ছিল।
 ঐগুলি শবৎকালে অথবা চৈতন্যমাসে মহামায়াব পূজোপলক্ষে
 বাজান হইত। ঐসকল পূজা সাময়িক ও জাগতিক
 বিষয়-সুখ-লাভেব উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষণে নিরন্তর
 হরিকীর্তন-কালে ঐসকল বাজ্যস্ত নিযুক্ত হইল ॥ ৯০ ॥

মুনিগা বা মিন্গে,—‘পুরুষ-মাতৃগা’ ‘মহুগু’ শব্দেব
 অপভ্রংশ ও নিন্দা-সূচক গায়া শব্দ। ব্যবসাদার বা সামান্য
 পণ্যদ্রব্যবিক্রেতা, সমাজেব নিম্নতবে অবস্থিত ব্যক্তি।
 বৈষ্ণব—সর্বোত্তম, উচ্চস্তন হইতে নিম্নস্তবেব সকল ব্যক্তিবই
 বিস্মৃতি লাভেব যোগ্যতা আছে, কিন্তু উচ্চ সমাজেব
 বা শিক্ষিত সমাজেব ব্যক্তিগণ নিম্ন বা অশিক্ষিত সমাজেব
 ব্যক্তিকে ‘বৈষ্ণব’ হইবাব যোগ্যতা দেন না। অত্রি বলেন,
 —“বৈদেবীহীনাম্ পঠন্তি শাস্ত্রং শাস্ত্রেণ হীনাঃ পুবাণ-পাঠাঃ
 পুবাণ-হীনাঃ কুনিগো ভবন্তি ভ্রষ্টাভূতো ভাগবতা ভবন্তি ॥”
 “যত ছিল নাড়াবুনো, সবাই হল কীর্তু-সু-স্তে ভেঙ্গে,
 গড়া’ল করতাল।” তথাকথিত উচ্চপদস্থ লোকেরা প্রায়ই
 প্রতি-সুগেই নিম্নপদস্থ লোকগণেব বৈষ্ণবতা-লাভে বা বৈষ্ণব
 সম্মান পাইবার অধিকাবে বাধা দিয়া থাকে; কিন্তু শাস্ত্র বলেন,
 —“শাস্ত্রতঃ শ্রুতে ভক্তৌ নৃমাত্রস্তাধিকারিতা”; আরও

নগরিয়া-গুলি বলে,—“নাগি খাই মরে
 অকালেতে দুর্গোৎসব আনিলেক ঘরে ॥” ৯৯॥
 এই মত পাশ্চাত্যীরা বল্গয়ে সদায়।
 প্রতিদিন নগরিয়া-গণে ‘কৃষ্ণ’ গায় ॥১০০॥
 কীর্তন-শ্রবণে কাজি কর্তৃক মৃদঙ্গ-ভঙ্গ ও নগরিয়াগণকে
 নিষ্যাতন—
 একদিন দৈবে কাজি সেইপথে যায়।
 মৃদঙ্গ, মন্দিরা, শব্দ শুনিবারে পায় ॥১০১॥

বলেন,—“অস্বজা অপি তদরাষ্ট্রে শব্দচক্রাধারিণঃ।
 নৈকানী-দীক্ষাং সংপ্রাপ্য দীক্ষিতা ইব সংবভূঃ ॥” ৯৭ ॥

সাধারণ লোকেব বিশ্বাস এই যে উত্তম বস্ত্র পরিধান
 কবিতা সভ্য হইতে পারিলেই ‘ভাল বৈষ্ণব’ হওয়া যায়
 এবং অধিক উপার্জন কবিতা সুভোজন করিতে পারিলেই
 ‘বৈষ্ণব’ হইতে পারা যায়। উত্তম বস্ত্র পরিধান ও
 সুস্বাদু ভোজ্য গ্রহণের বৃত্তি ছাড়িলে তবে উন্নত-চিন্তা-প্রভাবে
 ভগবৎসেবায় অধিকার হয়, ইহাই শাস্ত্র প্রসিদ্ধি; সুতবাং
 অতাবশ্য লোকসকল কৃত্রিম ভাব যোজনা কবিতা
 বাহিবেব লোকদিগকে দেখাইবার জন্ত এবং তাহাদের
 নিকট সম্মান লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নিজেদের অভাববিশিষ্ট
 অবস্থায় সুযোগ গ্রহণ কবিতা ভাবভক্তিতে অবস্থিত ভক্ত
 বলিয়া পরিচয় দেয়। যাহারা কৃত্রিমভাবে আপনাদের উন্নত
 জীবনেব পরিচয় দেয়, সেই ধর্মমজিগণেব সম্বন্ধে নিম্নার
 আবেগ ভগবৎস্বক্টের স্বক্কে চাপাইতে গেলে পাপ স্পর্শ
 কবে ॥ ৯৮ ॥

বিষয়-সুখে ব্যস্ত নগবাসী ব্যক্তিগণ বৈষ্ণবেব
 নৃত্যকীর্তন-বাদনাদিকে নিজ সুখভোগের তৌখ্যদিক-
 আশ্রয় বলিয়া গ্রহণ হওয়ায় কৃষ্ণসুখতাপর্গ্যপর হরি-
 কীর্তনাদিকেও মহামায়ার পূজার জড়ানন্দ উপভোগ
 করিবার উপকরণের ছায় মনে করিতেছিল। তাহার
 আরও বলে যে, নানাবৃত্তিজীবী কর্তৃক-সম্প্রদায়ের বিচার
 ছাড়িয়া উহাদের দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াও কীর্তনাদি-
 কার্যে আমোদ-উপভোগ করা হরিসুগণের আদৌ কর্তব্য
 নহে। সংগৃহীত সর্ব্বের দ্বারা আনন্দ-লাভের উদ্দেশ্যে

হরি-নাম-কোলাহল চতুর্দিকে মাজ।
 শুনিয়া সত্তরে কাজি আপনার শাস্ত্র ॥১০২॥
 কাজি বলে,—“ধর ধর আজি করে। কার্য।
 আজি বা কি করে তোর নিমাই-আচার্য্য ॥” ১০৩॥
 আথেব্যথে পলাইল নগরিয়া-গণ।
 মহাজ্ঞাসে কেশ কেহ না করে বন্ধন ॥১০৪॥
 যাহারে পাইল কাজি, মারিল তাহারে।
 ভাঙ্গিল মৃদঙ্গ, অনাচার কৈল ধারে ॥১০৫॥
 কাজি বলে,—“হিন্দুয়ানি হইল নদীয়া।
 করিমু ইহার শাস্তি নাগালি পাইয়া ॥১০৬॥
 কমা করি’ যাও আজি, দৈবে হৈল স্নাত্তি।
 আর দিন নাগালি পাইলে লৈব জাতি ॥” ১০৭॥

এইমত প্রতিদিন চুঠিগণ লৈয়া।
 নগর জময়ে কাজি কীর্তন চাহিয়া ॥১০৮॥
 কাজী ভয়ে নগবিয়াগণের কীর্তন-নিবৃত্তি—
 দুঃখে সব নগরিয়া থাকে লুকাইয়া।
 হিন্দুগণে কাজি-সব মারে কদখিয়া ॥১০৯॥
 কাজীব পক্ষ-সমর্থন-পূরক পায়তিগণের নির্জন-
 ভজন-বিধি-প্রবর্তন-চেষ্টায় বিবিধ উক্তি—
 কেহ বলে,—“হরিনাম লৈব মনে মনে।
 ছড়াছড়ি বলিয়াছে কোন্ বা পুরাণে ॥১১০॥
 লজ্জিলে বেদের বাক্য এই শাস্তি হয়।
 ‘জাতি’ করিয়াও এ গুলার নাহি ভয় ॥১১১॥

দুর্গোৎসবোপলক্ষে যে বাস্তব-নৃত্যানুষ্ঠানে কাল যাপিত হয় তাদৃশী অমুঠানাদি অল্প-সময়ে কবা বৃজিসঙ্গত নয় ॥১১২॥

ভাবতবাসিগণ শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ বা পঞ্চবাক্যের বিধি পালন কবিতে গিয়া অর্জন কবিয়া থাকেন। তাহাতে বাস্তাদি-ধর্মের বা শ্রোতপথের আবাহন আছে। বিধর্মিগণ ভগবানের মূর্তির সহিত জড়জগতের ভোগ্য-মূর্তিগণকে সমশ্রেণীস্থ জ্ঞান কবিয়া শব্দাদি-বাস্তবসমূহকে ভগবৎসেবায় অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান কবেন। প্রাপঞ্চিকবুদ্ধি হরিশঙ্কসি-বস্তুরে নিযুক্ত হইলে সেই প্রকাবের সঙ্গ পরিহারের বাসনা-ত্যাগের বিচারে হবিসেবনোপযোগী ক্রিয়া-কলাপগুলিকে ভগবৎসাধনের বিবোধী বলিয়া মনে হয়। তজ্জন্ম বৈরাগ্যের অপব্যবহার হওয়ায় ভগবৎসেবায় বাস্তবজ্ঞান উপযোগিতা অনেকের বিচারে স্বীকৃত হয় না; উহা ক্ষুদ্রবৈরাগ্যের অন্তর্ভুক্ত। যে সকল বাস্তব জীবকে ভোগে উন্নত করাইয়া পরমসত্য ভগবানের সেবা-বিষয় কবায়, সে সকল ভৌতিক অবস্থাই পরিহার কবা আবশ্যক। কিন্তু তাৎপর্য্যরহিত হইয়া যে বিচার উপস্থিত হয়, তাহা ভগবৎসেবার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না ॥১০২॥

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চবাক্য-বিহিত কার্যে অর্জন ও নাম-কীর্তনাদি-বিধির ব্যবস্থা থাকায় ঐগুলি ‘হিন্দুয়ানি’-পন্থায় বিধর্মিগণের বিচারে স্থিরীকৃত হইল। বিধর্মিগণের ঐকান্তিক অভিলাষ এই যে, বৈদিক ধর্ম উৎসাদিত

কবিয়া নবীন ধর্মের স্থাপন কবিলে তাহাদেব মর্যাদা বর্ধিত ও ধর্মপালিত হয়। তজ্জন্ম নবদীপ-নগরের নিষ্ঠা-বিশিষ্ট কীর্তনকারী অধিবাসি-গণকে ‘ধরপাকড়’ করিয়া বাস্তব কবিয়া তুলিয়াছিল—কাহাকেও বা প্রহার কবিয়াছিল এবং বাস্তব প্রভৃতি ভাসিয়া দিয়া শাস্ত্র সদাচার-বিরুদ্ধ কদাচাব প্রবর্তন কবিয়াছিল। বিধর্মিগণের বিচার-প্রণালী এই যে, বিভিন্ন বিচারপন্থায় ধার্মিকগণের সামাজিক, ব্যবহারিক ও পারমার্থিকগণের বিধি উৎসাদিত কবিয়া তাহাদেব নবীন-বিধি প্রবর্তন কর্তব্য। শ্রীগৌর-জন্মবেব আচরণে বেদ ও বেদাঙ্গ ধর্মের পুনঃপ্রবর্তন দেখিয়া তাহা বন্ধ কবিয়া দিবাব সুযোগ পাইয়াছিল। শাসক-স্বত্রে ধর্মের আবরণে উহাদেব প্রজা-পীড়নের সুযোগ উপস্থিত হইয়াছিল ॥১০৬॥

শ্রীগৌরজন্ম-প্রবর্তিত সঙ্কল্পের অমুঠানে কীর্তন ও বাস্তব বিধর্মিগণের আক্রমণে বড়ই সুযোগ করিয়া দিয়া-ছিল। কাজি বলিলেন যে পুনরায় এইরূপ সুযোগ পাইলে বলপূর্বক নদীয়ার অধিবাসিগণের সামাজিক বিচার বলপূর্বক পরিবর্তন কবিয়া দিয়া সকলকে তাহার নিজ-ধর্মভুক্ত কবিবেন ॥১০৭॥

কাজিব অত্যাচারে নবদীপের অধিবাসিগণ কীর্তন-বাস্তাদি বন্ধ করিতে বাধ্য হইলেন। কেবলমাত্র গোপনে সেই সকল কার্য চলিতে থাকিল। কিন্তু কাজি

নিম্নাঞ্জে পণ্ডিত যে করেন অহঙ্কারে ।
 সবে চূর্ণ হইবেক কাজির ছুয়ারে ॥১১২॥
 নগরে নগরে যে বুলেন মিত্যামন্দ ।
 দেখ তার কোন্ দিন বাহিরায় রঙ্গ ॥১১৩॥
 উচিত বলিতে হই আমরা 'পাষণ্ড' ।
 ধন্য নদীয়ায় এত উপজিল ভণ্ড ॥১১৪॥
 প্রভু-স্থানে সকলের কাজীর অত্যাচার জ্ঞাপন—
 ভয়ে কেহ কিছু নাহি করে প্রভুস্তর ।
 প্রভু-স্থানে গিয়া সবে করেন গোচর ॥১১৫॥
 “কাজির ভয়েতে আর না করি কীৰ্ত্তন ।
 প্রতিদিন বুলে নাই” সহস্রেক জন ॥১১৬॥
 নবদ্বীপ ছাড়িয়া যাইব অশ্রু স্থানে ।
 গোচরিল এই ছুই তোমার চরণে ॥” ১১৭॥

অসংখ্যরূপবিশিষ্ট বিদ্বৎস্বামী অধিবাসিগণের সহযোগে
 কীৰ্ত্তনকাব্যদিগকে শ্রুজিয়া বেড়াইতে লাগিল। শ্রুজিয়া
 পাইলে তাঁহাদিগকে গালাগালি ও প্রহাণ কবিত ॥
 ১০৮-১০৯ ॥

ভগবৎকথা-প্রচাবে বাধা দিবার উদ্দেশ্যে কাজিব পক্ষ
 সমর্থন করিয়া ‘পাশপণ্ডি হিন্দু’-নামধাবিগণ নির্দোষবাদ ও
 নির্জ্ঞান-ভজনেব নামে শাস্ত্রের দোহাই দিয়া মনে মনে
 হবিনাম গ্রহণ কবিবার বিধি প্রবর্তন করিতে লাগিল।
 উচ্চৈঃস্বরে হবিনাম-কীৰ্ত্তন বা নৃত্য-বাগাদিবি শোণে
 হবিনাম-সঙ্কীৰ্ত্তন-বিধিকোন শাস্ত্রে নাই—এরূপ অর্ধাচীনতা
 প্রকাশ কবিত লাগিল ॥১১০॥

অর্ধাচীনলোকেবা সামগানের কথা না জানায় বেদশাস্ত্র
 কীৰ্ত্তন করেন নাই এবং পবনস্বী-কালে কীৰ্ত্তন-বাগাদির
 কুপ্রথা সংযুক্ত হইয়াছে—এরূপ ধাবণায় তাহারা বেদ-
 উল্লঙ্ঘন-জনিত বিধর্ম্য হস্ত হইতে এই প্রকাব শাস্তি বা
 দণ্ড-বিধানের উপযোগিতা অর্থাৎ ঐহিক জিয়ার
 আবাহনকালে সামাজিক-বিচার-সংরক্ষণরূপ জাতি-নাশের
 আশঙ্কা নাই, স্থির করিতেছিল। সামাজিক-বিধি-সংরক্ষণ
 করিয়া যে আতিরক্ষা, তাহা বিশেষ মনোযোগী হওয়াই
 ‘পরমার্থ’—এরূপ বিচার অর্ধাচীনগণেরই ॥১১১॥

কীৰ্ত্তন-বাধা-প্রবণে প্রভুর ক্রোধোজ্জ্বল—
 কীৰ্ত্তনের বাধা শুনি’ প্রভু বিশ্বস্তর ।
 কোণে হইলেন প্রভু ক্রুদ্ধ-মুর্তিধর ॥১১৮॥
 হুঙ্কার করয়ে প্রভু শচীর নন্দন ।
 কর্ণ ধরি’ ‘হরি’ বলে নগরিয়া-গণ ॥১১৯॥
 প্রভু বলে,—“মিত্যামন্দ, হও সাবধান ।
 এই ক্ষণে চল সব বৈষ্ণবের স্থান ॥১২০॥
 সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীৰ্ত্তন ।
 দেখে’, মোরে কোন্ কর্ম করে কোন্ জন ॥১২১॥
 দেখে’, আজি কাজির পোড়াও ঘর-দ্বার ।
 কোন্ কর্ম করে দেখে’ রাজা বা তাহার ? ১২২॥
 প্রেম-ভক্তি-বৃষ্টি আজি করিব বিশাল ।
 পাষণ্ডীগণের সে হইব আজি ‘কাল’ ॥১২৩॥

‘নিমাই পণ্ডিতের প্রবর্তিত শাস্ত্রবিচার কাজি-কর্তৃক
 দণ্ডিত হইলে তাঁহাব দর্প চূর্ণ হইবে’ ॥১২২॥

‘শ্রীনিত্যানন্দের নগব-কীৰ্ত্তনেব আনন্দ-বঙ্গ একদিন
 যথোপযোগী দণ্ড লাভ করিলেই পামিয়া যাইবে’ ॥১২৩॥

‘গৌবিন্যানন্দের হরিনামকীৰ্ত্তন-প্রথা—বেদবিরোধিনী
 চেষ্টা,—একথা বলিতে গেলে আমাদিগকে সাধাবণ মূর্থ
 লোক ‘শাস্ত্রজ্ঞানহীন পাষণ্ডী’ বলিয়া ধারণা করে, স্তূতরাং
 ধর্ম-ধ্বংসিগণ যে নবীন পন্থা বাহিব করিয়াছে, উহা
 ‘ভণ্ডামি মাত্র।’ এই সকল অবিবেচক পাষণ্ডী
 অধিবাসিগণের কথান প্রত্যুত্তর না দিয়া উহাদেব অবৈধ
 অত্যাচার ও ধারণা মহাপ্রভুর নিকট ভক্তগণ জ্ঞাপন
 কবিত লাগিলেন ॥১১৪-১১৫॥

নবদ্বীপেব অধিবাসিগণ বলিতে লাগিলেন,—যেহেতু
 কাজির হাজার হাজার লোক কীৰ্ত্তনবিবোধী হইয়াছে এবং
 আমাদিগকে অমুসন্ধান করিয়া নির্দোষতন করিবে, সেজন্য
 আমরা নবদ্বীপ পরিত্যাগ করিয়া অস্ত্র বিদেশে চলিয়া
 যাইব। কাজিব অত্যাচারের ভয় ও উহার প্রতীকারের জন্য
 নবদ্বীপ-পরিত্যাগ—এই ছুইটি আশঙ্কার কথা নবদ্বীপের
 অধিবাসিরা মহাপ্রভুর নিকট আনাইলেন ॥১১৬-১১৭॥

শ্রীগৌরসুন্দর অসীম ধৈর্য-ধারণের উপদেশ দিয়াছেন।
 আবার তিনি নিজে কোণে ক্রুদ্ধমুর্তি হইয়া কীৰ্ত্তন-বিধেবীর

চল চল ভাই-সব মগরিয়া-গণ ।
সর্বত্র আমার আজ্ঞা করহ কখন ॥১২৪॥
কৃষ্ণের রহস্ত আজি দেখিবেক যে ।
এক মহা-দীপ লঞা আসিবেক সে ॥১২৫॥
ভাজিব কাজির ঘর, কাজির দুয়ারে ।
কীৰ্ত্তন করিষু, দেখেঁ কোন্ কৰ্ম্ম করে ॥১২৬॥
অনন্ত ত্রজ্ঞাণ্ড মৌর সেবকের দাস ।
মুণ্ডি বিভ্রমানেও কি ভয়ের প্রকাশ ! ১২৭॥
ভিলাকেঁকো ভয় কেহ না করিহ মনে ।
বিকালে আসিবে ঝাট করিয়া ভোজনে ॥” ১২৮॥

প্রভু-বাক্যে নগরিয়াগণের সানন্দে সংকীৰ্ত্তন-

শোভাযাত্রার ত্রয়াদি সংগ্রহ পূৰ্ব্বক

প্রভু-স্থানে গমন—

ততক্ষণে চলিলেন মগরিয়া-গণ ।
পুলকে পূর্ণিত সবে, কিসের ভোজন ? ১২৯॥
‘নিমাই পণ্ডিত আজি মগরে নগরে ।
নাচিবেন’—ধনি হৈল প্রতি ঘরে ঘরে ॥১৩০॥
যা’র নৃত্য না দেখিয়া নদীয়ার লোক ।
কত কোটি সহস্র করিয়া আছে শোক ॥১৩১॥
হেন জন নাচিবেন নগরে নগরে ।
আনন্দে দেউটি বাঁধে প্রতি ঘরে ঘরে ॥১৩২॥

বাপে বাজিলেও পুত্র বাকে আপনার ।
কেহু কারে হরিষে না পারে রাখিবার ॥১৩৩॥
ভার বড়, ভার বড়, সবেই বাজেন ।
বড় বড় ভাঙে তৈল করিয়া লয়েন ॥১৩৪॥
অনন্ত অৰ্দ্ধদ লক্ষ লোক নদীয়ার ।
দেউটির সংখ্যা করিবার শক্তি কা’র ? ১৩৫॥
ইধি-মধ্যে যে যে ব্যবহারে বড় হয় ।
সহস্রেক সাজাইয়া কোন জনে লয় ॥১৩৬॥
হইল দেউটি-ময় মন্বদীপ-পুর ।
স্ত্রী-বাল-বৃদ্ধের রজ বাড়িল প্রচুর ॥১৩৭॥
এহ শক্তি অস্ত্রের কি হয় কৃষ্ণবিনে ।
তবু পাণী লোক না জামিল এত দিনে ॥১৩৮॥
ঈষৎ আজায় মাত্র সর্ব মন্বদীপ ।
চলিলা দেউটি লই’ প্রভুর মদীপ ॥১৩৯॥

প্রভুব তত্ত্বগণকে বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া

কীৰ্ত্তনে আদেশ—

শুনি’ সর্ব বৈষ্ণব আইলা ততক্ষণ ।
সবারে করেন আজ্ঞা শচীর নন্দন ॥১৪০॥
আগে নৃত্য করিবেন আচার্য্য-গোসাঞী ।
এক সম্প্রদায় গাইবেম তাম ঠাঞি ॥১৪১॥

গৃহস্থার ধ্বংস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। সুতরাং এই পরম্পর বিবদমান ধর্ম্মের সামঞ্জস্য কি ?—অনেকের নিকট প্রশ্নের বিষয় হইতে পারে। কৃষ্ণসেবাব অমূলক সকল কার্য্য করাই শ্রীনাম-ভজনের প্রধান অঙ্গ। কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল বিষয়ে মুখ্য বা গৌণভাবে যোগদান করা বা সাহায্য-করাই ভগবৎ-সেবার প্রতিকূল। সুতরাং অমূলক অমূল্যলনের জন্তই ‘তৃণাদপি সুনীচ’ ও ‘তরু অপেক্ষা সহস্রগম্পন্ন’ হইবার উপদেশ। প্রতিকূলতার সাহায্যের জন্ত যে ধৈর্য্য ও নিরুপাধিকতা, তাহা নাম-ভজনের সম্পূর্ণ বিরোধিনী চেষ্টা। নামাপরাধের সাহায্য করিবার জন্ত যাহাদেব ঐকান্তিকী চেষ্টা, তাহারাই তৃণাদপি-সুনীচ ও তরুর অপেক্ষা সহস্রগম্পন্ন হইবার উপদেশের অপব্যবহার করে। এই অপব্যবহার যে প্রতিকূল অমূল্যলন-জাতীয়, তাহা বুঝাইবার

জন্ত, সর্বতোভাবে কৃষ্ণাংশীলনের জন্ত শ্রীগৌরহৃদয় ‘তৃণাদপি সুনীচ’ ও ‘তরু অপেক্ষা সহস্রগম্পন্ন’ হইবার উপদেশ দিয়াছেন। যদিও বাহিরে প্রতিকূল অমূল্যলনের প্রতি উদাসীন থাকিবার ব্যবস্থা অমূলক বলিয়া মনে হয়, তথাপি সেরূপ-কার্য্যে চেষ্টনের বৃত্তি আবৃত্ত করিবার চুট-বুদ্ধি বা অজ্ঞতাই জাপিত হয়। শ্রীমদ্ভাগবতের ৪র্থ স্কন্ধোন্মিষিত “কর্ণে পিধায় নিরীয়াৎ” শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে অস্থাবন করা আবশ্যক; নতুবা ভক্তিবর্জিত হইয়া অপবাদ সঞ্চয় করা হয় মাত্র। শ্রীগৌরহৃদয়ের ক্রোধ ও প্রতিশোধাকাঙ্ক্ষা-প্রদর্শনের সঙ্গে সঙ্গেই বলিতেছেন,— “অন্তই বিশালপ্রেমভক্তি-বৃষ্টি করাইব, উহাই পামতিগণের যমসদৃশ হইবে।” “মল্লানামশনির্গাং” ইত্যাদি শ্লোকোক্ত অসংখ্য-বিভিন্ন প্রতীতি-সমূহ একাধারে তাহাতেই সম্ভব ॥১২৩॥

মধ্যে নৃত্য করি' যাইবেম হরিদাস ।
এক সম্প্রদায় গাইবেম তাম পাশ ॥১৪২॥
তবে নৃত্য করিবেন শ্রীবাস পণ্ডিত ।
এক সম্প্রদায় গাইবেক তাম ভিত ॥১৪৩॥

নিত্যানন্দের স্বাভীষ্ট সেবাকাঙ্ক্ষা—

নিত্যানন্দ-দিকে মাত্র চাহিলেন প্রভু ।
নিত্যানন্দ বলে—“তোমা না ছাড়িব কভু ॥১৪৪॥
ধরিয়া বুলিব প্রভু এই কার্য্য মোর ।
ভিলেকো হৃদয়ে পদ না ছাড়িব ভোর ॥১৪৫॥
অতঃপাশ নাচিতে প্রভু মোর কোন্ শক্তি ।
যথা তুমি, তথা আমি, এই মোর ভক্তি ॥” ১৪৬॥
প্রেম্যানন্দ-ধারা দেখি' নিত্যানন্দ-অঙ্গে ।
আলিঙ্গন করি' রাখিলেন নিজ-সঙ্গে ॥১৪৭॥
এই মত যায় যেন চিত্তের উল্লাস ।
কেহ বা অতঃপাশ নাচে, কেহ প্রভু-পাশ ॥১৪৮॥

প্রভুর অঙ্গোপাঙ্গ সহ নগরকীর্তন—

মন দিয়া শুন ভাই, নগর-কীর্তন ।
যে কথা শুনিলে ঘুচে কর্ম্মের বন্ধন ॥১৪৯॥
গদাধর, বক্রেশ্বর, মুরারি, শ্রীবাস ।
গোপীনাথ, ভগদীশ, বিশ্ব-গঙ্গাদাস ॥১৫০॥
রামাই, গোবিন্দানন্দ, শ্রীচন্দ্রশেখর ।
বানুদেব, শ্রীগর্ভ, যুক্লন্দ, শ্রীধর ॥১৫১॥
গোবিন্দ, জগদানন্দ, নন্দন-আচার্য্য ।
শুক্লাধর-আদি যে যে জানে এই কার্য্য ॥১৫২॥
অনন্ত চৈতন্য-ভৃত্য কত জানি নাম ।
বেদব্যাস দ্বারে ব্যক্ত হইব পুরাণ ॥১৫৩॥
সান্দোপাঙ্গ অঙ্গ-পারিষদে প্রভু নাচে ।
ইহা বর্ণিবারে কি নরের শক্তি আছে ? ১৫৪॥

অবতার এমত কি আছে অদ্বুত ।
যাহা প্রকাশিলেন হইয়া শচীমুত ॥১৫৫॥
ভিলে ভিলে বাড়ি বিশ্বজ্বরের উল্লাস ।
অপরাক্ত আসিয়া হইল পরকাশ ॥১৫৬॥
ভকত-গণের চিত্তে কি হৈল আনন্দ ।
সুখসিদ্ধ-মাঝে ভাসে সব ভক্ত-বৃন্দ ॥১৫৭॥
নগরে নাচিব প্রভু কমলার কান্ত ।
দেখিয়া জীবের দুঃখ ঘুচিব নিভাস্ত ॥১৫৮॥
শ্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিবা শ্রাবর-জন্ম ।
সে নৃত্য দেখিলে সর্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥১৫৯॥
কাহারও নাহিক দাঙ্ক আনন্দ-আবেশে ।
গোধূলি-সময় আসি' হইল প্রবেশে ॥১৬০॥
কোটি কোটি লোক আসি' আছয়ে দ্বারারে ।
পরশিয়া ব্রহ্মাণ্ড শ্রীহরি-ধ্বনি করে ॥১৬১॥
ছন্দ করিলা প্রভু শচীর নন্দন ।
শব্দে পরিপূর্ণ হৈল সবার শ্রবণ ॥১৬২॥
ছন্দারের শব্দে সবে হইলা বিহ্বল ।
'হরি' বলি' সবে দীপ জালিল সকল ॥১৬৩॥
লক্ষ কোটি দীপ-সব চতুর্দিকে জলে ।
লক্ষ কোটি লোক চারিদিকে 'হরি' বলে ॥১৬৪॥
কি শোভা হইল সে বলিতে শক্তি কা'র ।
কি সুখের না জানি হইল অবতার ॥১৬৫॥
কিবা চন্দ্র শোভে, কিবা শোভে দিমমণি ।
কিবা তারাগণ জলে, কিছুই না জানি ॥১৬৬॥
সবে জ্যোতির্ময় দেখি, সকল আকাশ ।
জ্যোতি-রূপে কৃষ্ণ কিবা করিলা প্রকাশ ॥১৬৭॥
'হরি' বলি' ডাকিলেন গৌরাজ-সুন্দর ।
সকল বৈষ্ণবগণ হইলা সত্তর ॥১৬৮॥

শ্রীচৈতন্যদেবের অনন্ত কোটি অবতারীর বিভিন্ন “বেদব্যাসের দ্বার বর্ণন-শক্তির অভাব আছে।”

অবতার এই ভূতাসকল নানাপ্রকারে ভগবানের তন্ত-
লীলার সাহায্য করিয়াছেন। বেদব্যাস পুরাণরচনা কালে
তাহা ব্যক্ত করিয়াছেন ও করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবতে
“কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাংকুশং” শ্লোক বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার
নিজ দৈন্ত জ্ঞানহিতে গিয়া বলিতেছেন,—“মাদৃশ মানবের

শ্রীশচীনন্দনের অবতারে যে অদ্বুত লীলা প্রকাশিত
আছে, তাহা তাঁহার অসামান্য প্রকাশবিশেষে প্রকটিত হয়
নাই। অবতারসমূহের লীলা-বর্ণন—যাহা বেদব্যাস বর্ণন
করেন নাই, তদতিরিক্ত ঔদায্যলীলার পরাকাষ্ঠা এই
করুণাবতারীর লীলায় প্রকটিত হইয়াছে ॥১৬৯॥

করিতে লাগিলা প্রভু বেড়িয়া কীর্ত্তন ।
সবার অন্তরে মালা ত্রীশঙ্ক-চন্দন ॥১৬৯॥
করতাল মন্দিরা সবার শোভে করে ।
কোটি-সিংহ জিনিয়া সবেই শক্তি ধরে ॥১৭০॥
চতুর্দিকে আপন-বিগ্রহ ভক্তগণ ।
বাহির হইল প্রভু ত্রীশঙ্ক-চন্দন ॥১৭১॥
প্রভু মাত্র বাহির হইল নৃত্য-রসে ।
'হরি' বলি' সর্ব লোক মহানন্দে ভাসে ॥১৭২॥
সংসারের তাপ হরে' ত্রীমুখ দেখিয়া ।
সর্বলোক 'হরি' বলে আনন্দ হইয়া ॥১৭৩॥

প্রভু অপ্রাকৃত অসমোর্ধ্ব রূপ—

জিনিয়া কম্প-কোটি লাবণ্যের সীমা ।
হেন নাহি, যাহা দিয়া করিব উপমা ॥১৭৪॥
তথাপিহ বলি জ্ঞান কৃপা-অমুসারে ।
অন্যথা সে-রূপ কহিবারে কেবা পারে ॥১৭৫॥
জ্যোতির্ময় কনক-বিগ্রহ বেদ-সার ।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার ॥১৭৬॥
চাঁচর-চিকুরে শোভে মালতীর মালা ।
মধুর মধুর হাসে' জিনি সর্বকলা ॥১৭৭॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু-বিন্দু-সনে ।
বাহ তুলি' হরি' বলে ত্রীচন্দ্র-বদনে ॥১৭৮॥
আজামুলম্বিত মালা সর্ব-অঙ্গে দোলে ।
সর্ব-অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে ॥১৭৯॥
দুই মহা-ভুজ যেন কনকের স্তম্ভ ।
পুলকে শোভয়ে যেন কনক-কদম্ব ॥১৮০॥
সুরঙ্গ অধর অতি, স্তম্ভর দশন ।
শ্রুতিমূলে শোভা করে জয়গুপ্তদন ॥১৮১॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্বক, হৃদয় সুগীণ ।
তহি' শোভে শুক্ল-যজ্ঞ-সূত্র অতি ক্ষীণ ॥১৮২॥
চরণারবিন্দে রমা-তুলসীর স্থান ।
পরম-নির্মল-সুস্ম-বাস পরিধান ॥১৮৩॥

উন্নত সুসিকা, সিংহগ্রীব মনোহর ।
সবা' হৈতে সুগীত সুদীর্ঘ কলেবর ॥১৮৪॥
যে-সে-খানে থাকিয়া সকল লোক বলে ।
“দেখ, ঠাকুরের কেশ শোভে নানা ফুলে ॥” ১৮৫॥
এতেক লোকের সে হইল সমুচ্চয় ।
সরিশপ পড়িলেও তল নাহি হয় ॥১৮৬॥
তথাপিহ হেন কৃপা হইল তখন ।
সবেই দেখেন মুখে প্রভুর বদন ॥১৮৭॥

প্রভু ত্রীমুখ-দর্শনে নানীগণের উল্লসনি পূর্বক
হৃদয়নি এবং প্রতিঘবে মঙ্গলাচাব—

প্রভুর ত্রীমুখ দেখি' সব মারীগণ ।
হলাহলি দিয়া 'হরি' বলে অমুক্ষণ ॥১৮৮॥
কান্দিল সহিত কলা সকল দুয়ারে ।
পূর্ণঘট শোভে নারিকেল আভাসারে ॥১৮৯॥
ঘূতের প্রদীপ জলে পরম স্তম্ভর ।
দধি, দুর্বা, ধাত্য দিব্য-বাটার উপর ॥১৯০॥
এই মত নদীয়ার প্রতি ঘরে ঘরে ।
হেন নাহি জানি, ইহা কোন্ জনে করে ॥১৯১॥
জীপুরুষ সকলেব নগর কীর্ত্তনে ভ্রমণ ও 'জীপুত্রাদি-কথা'
জহবিসয়িনঃ' স্নোকেব যথার্থ-দর্শন—
বলে জী-পুরুষ সব-লোক প্রভু-সঙ্গে ।
কেহ কাহো না জানে পরমানন্দ-রঙ্গে ॥১৯২॥
চৌর্যাভিলাষী ব্যক্তিবও কীর্ত্তনে যোগদান—
চোরের আছিল চিন্ত—‘এই অবসরে ।
আজি চুরি করিবাও প্রতি ঘরে ঘরে ॥’ ১৯৩॥
শেষে চোর পাসরিল ভাব আপনার ।
'হরি' বই মুখে কারো না আইসে আর ॥১৯৪॥
ত্রীকৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি প্রভাব—
হইল সকল পথ খই-কড়ি-ময় ।
কেবা করে, কেবা ফেলে, হেন রজ হয় ॥১৯৫॥
'স্বতি-হেন' না মানিহ এ-সকল-কথা ।
এই মত হ'য়ে—কৃষ্ণ বিহরেন যথা ॥১৯৬॥

ত্রীশঙ্ক-চন্দন,—আবিব ও চন্দন, বসন্তকালেই
আবিব-চূর্ণ ও চন্দনে চর্চিত হইবার ব্যবহার আছে ।

তাহাতে জানা যায় যে, ত্রীগৌবন্দুকের কীর্ত্তনবিরোধ-
প্রথম-নীলা দোলের সময় হইয়াছিল ॥ ১৬৯ ॥

নব-লক্ষ প্রাসাদ দ্বারকা রত্নময় ।
 নিমেষে হইল, এই ভাগবতে কয় ॥১৯৭॥
 যে কালে যাদব-সঙ্গে সেই দ্বারকায় ।
 জলকেলি করিলেন এই দ্বিজরায় ॥১৯৮॥
 জগতে বিদিত হয় লবণ-সাগর ।
 ইচ্ছামাত্র হইল অমৃত-জলধর ॥১৯৯॥
 ‘হরিবংশে’ কহেন সে-সব গোপ্য-কথা ।
 এতেক সম্ভেদ কিছু না করিহ এথা ॥২০০॥
 সেই প্রভু নাচে নিজ-কীৰ্ত্তনে বিহবল ।
 আপনাই উপসন্ন সকল মঙ্গল ॥২০১॥

প্রভুব ভাগীরথী-তীরে নৃত্য ও কীর্ত্তনকারী ভক্তগণ-সহ
 গমন—

ভাগীরথী-তীরে প্রভু নৃত্য করি’ যায় ।
 আগে পাছে ‘হরি’ বলি’ সর্বলোকে ধায় ॥২০২॥
 আচার্য্য গোসাঞি আগে জন কত লঞা ।
 নৃত্য করি’ চলিলেন পরমানন্দ হঞা ॥২০৩॥
 তবে হরিদাস কৃষ্ণ-রসের সাগর ।
 আশ্রয় চলিলা নৃত্য করিয়া সুন্দর ॥২০৪॥
 তবে নৃত্য করিয়া চলিলা শ্রীনিবাস ।
 কৃষ্ণসুখে পরিপূর্ণ ষাঁহার বিলাস ॥২০৫॥
 এই মত ভক্তগণ আগে নাচি’ যায় ।
 সবারে বেড়িয়া এক সম্প্রদায় গায় ॥২০৬॥
 সকল-পশ্চাতে প্রভু গৌরানন্দসুন্দর ।
 যায়ন করিয়া নৃত্য অতি মনোহর ॥২০৭॥
 মধু-কণ্ঠ হইলেন সর্ব ভক্তগণ ।
 কভু নাহি গায়ে—সেহো হইল গায়ন ॥২০৮॥
 মুরারি, মুকুন্দ-দত্ত, রামাই, গোবিন্দ ।
 বক্রেশ্বর, বাসুদেব-আদি ভক্ত-বৃন্দ ॥২০৯॥

আপনবিগ্রহ,—নিজমূর্তি ; উপস্থানেব কলেবর

চতুর্দিকে ভক্তগণ বেঁটন করিয়াছিলেন ॥ ১৭১ ॥

লোকের ভিড় এত হইয়াছিল যে অতি ক্ষুদ্র সবিশ
 ফেলিয়া দিলেও উহা মাটিতে পড়িয়া যাইতে পাবিত
 না ॥ ১৮৬ ॥

সবেই নাচেন প্রভু বেড়িয়া গায়েন ।
 আনন্দে পূর্ণিত প্রভু-সংহতি যায়েন ॥২১০॥

প্রভুব দুই পার্শ্বে নিত্যানন্দ ও গদাধর—

নিত্যানন্দ গদাধর যায় দুই পাশে ।
 প্রেম-সুখা-সিন্ধু-মাঝে দুই জন ভাসে ॥২১১॥

প্রভুব নৃত্য-দর্শনার্থ অসংখ্য লোকের গমন—

চলিলেন মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ।
 লক্ষ কোটি লোক ধায় প্রভুরে দেখিতে ॥২১২॥

তৎকালীন শোভা—

কোটি কোটি মহা-তাপ জলিতে লাগিল ।
 চন্দ্রের কিরণ সর্ব শরীরে হইল ॥২১৩॥
 চতুর্দিকে কোটি কোটি মহা দীপ জ্বলে ।
 কোটি কোটি লোক চতুর্দিকে ‘হরি’ বলে ॥২১৪॥

প্রভুব নৃত্য-দর্শনে নদীয়াবাসিগণের আনন্দ-কোলাহল—

দেখিয়া প্রভুর নৃত্য অপূর্ব বিকার ।
 আনন্দে বিহবল সব লোক নদীয়ার ॥২১৫॥
 ক্ষণে হয় প্রভু-অঙ্গ সব ধুলাময় ।

নয়নের জলে ক্ষণে সব পাখালয় ॥২১৬॥
 সে কম্প, সে ঘর্ষ, সে বা পুলক দেখিতে ।
 পাষাণ্ডীর চিত্তবৃত্তি লাগয়ে নাচিতে ॥২১৭॥
 নগরে উঠিল মহা-কৃষ্ণ-কোলাহল ।
 ‘হরি’ বলি’ ঠাঞি ঠাঞি নাচয়ে সকল ॥২১৮॥
 ‘হরি ও রাম রাম, হরি ও রাম রাম’ ।

‘হরি’ বলি নাচয়ে সকল ভাগ্যবান ॥২১৯॥
 ঠাঞি ঠাঞি এই মতে মেলি’ দশ-পাঁচে ।
 কেহ গায়, কেহ বা’য়, কেহ মাঝে নাচে ॥২২০॥
 লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি হৈল সম্প্রদায় ।
 আনন্দে নাচিয়া সর্ব নববীপে যায় ॥২২১॥

হলাহলি—উলুউলু ; উলুধনি ॥ ১৮৮ ॥

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত (১১০ সংখ্যায়) “জীপুত্রাদিকথাঃ
 জহ্মিষ্যমিনঃ” শ্লোক এতৎপ্রসঙ্গে আলোচ্য ॥ ১৮৪ ॥

তথ্য । শ্রীভাঃ ১৭৭০৮৪২-৪৩ শ্লোক ব্রহ্মব্যা ॥ ১২৭
 তথ্য । হরিবংশ ১৪৫ অঃ ব্রহ্মব্যা ॥ ২০০ ॥

‘হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ ।
গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন’ ॥২২২॥
কেহ কেহ নাচয়ে হইয়া এক মেলি’ ।
দশে-পাঁচে নাচে কাঁহা দিয়া করতালি ॥২২৩॥
ছুই-হাত ঘোড়া দীপ তৈলের ভাজনে ।
এ বড় অছুত তালি দিলেন কেমনে ॥২২৪॥
হেন বুকি—বৈকুণ্ঠ আইলা নবদ্বীপে ।
বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-ধর্ম পাইলেক লোকে ॥২২৫॥
জীবমাত্র চতুর্ভুজ হইল সকল ।
না জানিল কেহ, কৃষ্ণ-আনন্দে বিহ্বল ॥২২৬॥
হস্ত যে হইল চারি, তাহে নাহি জানে ।
আপনার স্মৃতি গেল, তবে তালি কেনে ॥২২৭॥
হেন মতে বৈকুণ্ঠের স্মৃতে নবদ্বীপ ।
নাচিয়া যায়েন সবে গঙ্গার সমীপ ॥২২৮॥
বিজয় করিল। যেন নন্দ-ঘোষের বাদ্য ।
হাতেতে মোহন-বাঁশী, গলে বনমালা ॥২২৯॥
এই মত কীর্তন করিয়া সর্বলোক ।
পাসরিলা দেহ-ধর্ম, যত দুঃখ-শোক ॥২৩০॥
গড়াগড়ি যায় কেহ, মালমাটি পুরে ।
কাহারও জিহ্বায় নানা মত বাক্য স্ফুরে ॥২৩১॥
কেহ বলে,—“এবে কাজি বেটা গেল কোথা ।
লাগি পাঙ এখন ছিণ্ডিয়া ফেলি’ মাথা ॥” ২৩২॥
রড় দিয়া যায় কেহ পাষাণী ধরিতে ।
কেহ পাষাণীর নামে কিলায় মাটিতে ॥২৩৩॥
না জানি বা কত জনে মৃদঙ্গ বাজায় ।
না জানি বা মহানন্দে কত জনে গায় ॥২৩৪॥
হেন প্রেম-বৃষ্টি হৈল সর্ব নদীয়ায় ।
বৈকুণ্ঠসেবকে যাহা চাহে সর্বধায় ॥২৩৫॥
যে স্মৃতে বিহ্বল অজ, অনন্ত, শঙ্কর ।
হেন-রসে ভাসে সর্ব-নদীয়া-নগর ॥২৩৬॥

গঙ্গা-তীরে তীরে প্রভু বৈকুণ্ঠের রায় ।
সাক্ষীপাক-অঙ্গ-পারিষদে নাচি’ যায় ॥২৩৭॥

কীর্তন-প্রভাবে সকল স্থানেব পবিত্রতা—

পৃথিবীর আনন্দের নাহি সমুচ্চয় ।
আনন্দে হইলা সর্বদিগ্ পথ-ময় ॥২৩৮॥
তিল-মাত্র অনাচার হেন ভুগি নাই ।
পরম উত্তম হৈল সর্ব-ঠাঞি-ঠাঞি ॥২৩৯॥

ত্রিচৈতন্যেব অমদি-কীর্তনেব পদ—

নাচিয়া যায়েন প্রভু গৌরানন্দ-সুন্দর ।
বেড়িয়া গায়েন চতুর্দিকে অনুর ॥২৪০॥

অণু পদ—

“তুয়া চরণে মন লাগছ’রে ।
সারঙ্গ-ধর, তুয়া চরণে মন লাগছ’রে ॥৩৪॥” ২৪১॥
চৈতন্যচন্দ্রের এই আদি-সংকীর্তন ।
ভক্তগণ গায়, নাচে শ্রীশচীনন্দন ॥২৪২॥

কীর্তনাবশেষ সকলোব পণ্যদ্রাবি ও চতুর্দশকুবনেব

শব্দাদিষ্ট বিষয়-অতিক্রমণ—

কীর্তন করেন সবে ঠাকুরের সনে ।
‘কোন্ দিগে যাই’ ইহা কেহ নাহি জানে ॥২৪৩॥
লক্ষ কোটি লোকে যে করয়ে হরিশ্রবণ ।
ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে যেন হেনমত শুনি ॥২৪৪॥
ব্রহ্মলোক শিবলোক বৈকুণ্ঠ পর্য্যন্ত ।
কৃষ্ণ-স্মৃতে পূর্ণ হৈলা, নাহি তার অন্ত ॥২৪৫॥

দেবগণেব কীর্তন দর্শনে মুচ্ছা ও সন্নিব্রাণ্ডিতে

কীর্তনে যোগদান—

সপার্ষদে সর্ব দেব আইলা দেখিতে ।
দেখিয়া মুচ্ছিত হৈলা সবার সহিতে ॥২৪৬॥
চৈতন্য পাইয়া ক্রমে সর্ব দেবগণ ।
নর-রূপে মিশাইয়া করেন কীর্তন ॥২৪৭॥

মহাতাপ—মশাল ॥ ২১৩ ॥

বাঁয়—বাজায়, ॥ ২২০ ॥

হরিকীর্তন-প্রভাবে সকল ভূমি পবন পবিত্র হইল ।
সামান্য স্থানও কীর্তনবিবহিত বৈশ্বদিক মরুভূমি বহিল
না ॥ ২৩৯ ॥

শঙ্কর—ধর্মপাণি । শ্রীগোবিন্দকবেব আদি-সকীর্তনে
শ্রীবামচন্দ্রের চরণে মনঃসংযোগেব বিধান রহিয়াছে । ভক্ত-
গণের অধিকাব-ভেদে কেহ কেবল-বাসুদেবের উপাসক, কেহ
বা লক্ষ্মী-নাবায়ণের উপাসক, কেহ বা সীতারামের উপাসক ।

অজ, ভব, বরণ, কুবের, দেবরাজ ।
 যম, সোম-আদি যত দেবের সমাজ ॥২৪৮॥
 ব্রহ্মসুখ-অরূপ অপূর্ব দেখি' রজ ।
 সবে হৈলা নর-রূপে চৈতন্যের সঙ্গ ॥২৪৯॥
 দেবে নরে একত্র হইয়া 'হরি' বলে ।
 আকাশ পুরিয়া সব মহা-দীপ জ্বলে ॥২৫০॥
 কদলীর বৃক্ষ প্রতি ছুয়ায়ে ছুয়ায়ে ।
 পূর্ণ-ঘট, ধাতু, দূর্বা, দীপ, আত্মসারে ॥২৫১॥

নবদীপ-নগরের তৎকালীন বৈভব—

নদীয়ার সম্পত্তি বর্ণিতে শক্তি কা'র ?
 অসংখ্য নগর-ঘর-চত্বর-বাজার ॥২৫২॥
 এক জাতি লোক যা'তে অর্বুদ অর্বুদ ।
 ইহা সংখ্যা করিবেক কোন্ বা অবুধ ॥২৫৩॥
 অবতরিবেন প্রভু জানিয়া বিধাতা ।
 সকল একত্র করি' থুইলেন তথা ॥২৫৪॥
 জীয়ে যত জয়কার দিয়া বলে 'হরি' ।
 তাহা লক্ষ বৎসরেও বর্ণিতে না পারি ॥২৫৫॥

প্রভু নৃত্য-কীৰ্ত্তনাদি-দর্শনে সকলের ধৈর্যবিচ্যুতি—

যে সব দেখয়ে প্রভু নাচিয়া যাইতে ।
 তা'রা আর চিন্তবৃত্তি না পারে ধরিতে ॥২৫৬॥
 সে কারুণ্য দেখিতে, সে ক্রন্দন শুনিতে ।
 পরম-লম্পট পড়ে কান্দিয়া ভুগিতে ॥২৫৭॥

প্রভুর অপূর্ব রূপ—

'বোল বোল' বলি' নাচে গৌরানন্দ-সুন্দর ।
 সর্ব্ব-অঙ্গে শোভে মালা অতি-মনোহর ॥২৫৮॥
 যজ্ঞ-সূত্র, ত্রিকচ্ছ-বসন পরিধান ।
 ধূল্য ধূসর প্রভু কমলনয়ন ॥২৫৯॥

মন্দাকিনী-হেন প্রেম-ধারার গমন ।
 চান্দ্রেরে না লয় মন দেখি' সে বদন ॥২৬০॥
 সুন্দর নাসাতে বহে অবিরত ধার ।
 অতি ক্ষীণ দেখি যেন মুকুতার হার ॥২৬১॥
 সুন্দর চাঁচর কেশ—বিচিত্র বন্ধন ।
 তহি' মালতীর মালা অতি-সুশোভন ॥২৬২॥

সকলের প্রভু স্থানে বস প্রার্থনা—

“জনমে জনমে প্রভু, দেহ' এই দান ।
 হৃদয়ে রছক এই কেলি অবিরাম ॥” ২৬৩॥
 ভক্তমহিমা বর্দ্ধনার্থ প্রভুর প্রিয়গণের সাক্ষাতে নৃত্য—
 এই মত বর মাগে' সকল ভুবন ।
 নাচিয়া যায়েন প্রভু ত্রিশতীনন্দন ॥২৬৪॥
 প্রিয়তম সব আগে নাচি' নাচি' যায় ।
 আপনে নাচয়ে পাছে বৈকুণ্ঠের রায় ॥২৬৫॥
 চৈতন্য-প্রভু সে ভক্ত বাড়াইতে জানে ।
 যেন করে ভক্ত তেন করয়ে আপনে ॥২৬৬॥
 এই মত মহাপ্রভু নাচিতে নাচিতে ।
 সবার সহিতে আইসেন গঙ্গাপথে ॥২৬৭॥

প্রভু নৃত্য ও ভক্তগণের কীৰ্ত্তন—

বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বরে নাচে সর্ব্ব নদীয়ায় ।
 চতুর্দিকে ভক্তগণ পুণ্য-কীৰ্ত্তি গায় ॥২৬৮॥

ভক্তগণের কীৰ্ত্তন-পদ—

“‘হরি’ বল মুখ লোক, ‘হরি’ ‘হরি’ বল রে ।
 নামাভাসে নাহি রয় শমন-ভয় রে ॥” ক্রম ২৬৯॥
 —এই সব কীৰ্ত্তনে নাচয়ে গৌরচন্দ্র ।
 ব্রহ্মাদি সেবয়ে বাঁ'র পাদপদ্মবন্দ ॥২৭০॥

সাধকের উত্তরোত্তর শ্রেষ্ঠ আদর্শ সেবা-পর্যায়ের প্রকাশ-
 ভেদের প্রয়োজনীয়তা আছে। গবস্তকগণ চিবদ্বি-
 নীতিবিরুদ্ধ পাপে বিভ্রম; তাহারা সর্বদাই সকলের ও
 নিজের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্য-বিশিষ্ট। ইহ-জগতের অবরতা,
 অসম্পূর্ণতা, অসুপাদেয়তা, পবিচ্ছেদ, কালকোষ ধর্ম প্রভৃতি
 ভগবানে, ভগবদ্ধামে ও ভগবতীলায় আরোপ করিতে
 গেলে নিত্য ভক্তির স্বরূপ-বিপর্যয় করা হয় ॥ ২৪১-২৪২ ॥

‘হরি’ শব্দ উচ্চৈঃস্ববে উচ্চারিত হওয়ার চতুর্দশভুবনের
 শব্দোদ্বিষ্ট বিষয়গুলি অতিক্রান্ত হইল। ব্রহ্মলোক
 শিবলোক ও তদুপরি ঐশ্বর্যময় বৈকুণ্ঠলোক—যাহ
 গোলোকের নিম্নার্দ্ধ, তৎসমস্তই কৃষ্ণস্থখে পূর্ণতা-লাভ
 করিল ॥ ২৪৪-২৪৫ ॥

সকল দেবতা পূর্ণস্থখস্বরূপের অপূর্ণরূপ দেখিয়া নরক-
 ধারণপূর্বক শ্রীচৈতন্যদেবের অতিচূর্ণত সঙ্গ লাভ করিতে
 লাগিলেন ॥ ২৪৯ ॥

ত্রিাদি-দেব্যপদ গোবিন্দনবেব নৃত্যকালীন বেশ—

গাহিড়া বাগ

মাচে বিশ্বস্তর জগত-ঈশ্বর,
ভাগীরথী-তীরে-তীরে ।

বাঁ'র পদধূলি, হই' কুতূহলী,
সবে দরিল শিরে ॥২৭১॥

অপূর্ব বিকার, নয়নে সু-দার,
ছক্কার গর্জন শুনি ।

হাসিয়া হাসিয়া, শ্রীভুজ তুলিয়া,
বলে 'হরি হরি'-বাণী ॥২৭২॥

মদন-সুন্দর, গৌর-কলেশ্বর,
দিব্য বাস পরিধান ।

চাঁচর চিকুরে, মালা মনোহরে,
যেন দেখি পাঁচ বাগ ॥২৭৩॥

চন্দন-চর্চিত, শ্রীঅঙ্গ শোভিত,
গলে দোলে বনমালা ।

তুলিয়া পড়য়ে, প্রেমে থির নহে,
আনন্দে শচীর বালা ॥২৭৪॥

কাম-শরাসন, ভ্রমুগ-পত্নন,
ভালে মলয়জ-বিন্দু ।

মুকুতা-দশন, শ্রীযুত বদন,
প্রকৃতি করুণাসিদ্ধ ॥২৭৫॥

ক্ষণে শত শত, বিকার অদ্ভুত,
কত করিব নিশ্চয় ।

অশ্রু, কম্প, ঘর্ষ, পুলক নৈবর্ধ্য,
না জানি কতক হয় ॥২৭৬॥

ত্রিভঙ্গ হইয়া, কভু দাঁড়াইয়া,
অকূলে মুরলী বাঁয় ।

জিনি' মস্ত গজ, চলই সহজ,
দেখি' নয়ন জুড়ায় ॥২৭৭॥

অতি-মমোহর, যজ্ঞ-সূত্র-বর,
সদয় হৃদয়ে শোভে ।

ঐবুনি অনন্ত, হই' গুণবস্ত্র,
রহিলা পরশ-লোভে ॥২৭৮॥

নিভ্যানন্দ-চাঁদ, মাধব-নন্দন,
শোভা করে দুই-পাশে ।

যত প্রিয়-গণ, করয়ে কীর্তন,
সবা' চা'হি চা'হি হাশে' ॥২৭৯॥

বাঁহার কীর্তন, করি' অনুক্ষণ,
শিব 'দিগম্বর ভোলা' ।

সে প্রভু বিহরে, নগরে নগরে,
করিয়া কীর্তন-খেলা ॥২৮০॥

যে করয়ে বেশ, যে অঙ্গ, যে কেশ,
কমলা লালসা করে ।

সে প্রভু ধুলায়, গড়াগড়ি যায়,
প্রতি-নগরে নগরে ॥২৮১॥

লক্ষ কোটি দীপে, চাঁদের আলোকে,
না জানি কি ভেল স্থখে ।

সকল সংসার, 'হরি' বহি আর,
না বোলই কারো মুখে ॥২৮২॥

প্রভু নৃত্য-দর্শনে সকলেব আনন্দ ও কীর্তন—
অপূর্ব কৌতুক, দেখি' সর্ব লোক,

তানন্দে হইল ভোর ।

সবেই সবার, চা'হিয়া বদন,
বলে ভাই 'হরি বোল' ॥২৮৩॥

প্রভুর ভাবাবেশে পতনকালে নিভ্যানন্দের রক্ষা—
প্রভুর আনন্দ, জানে নিভ্যানন্দ,

যখন যেরূপ হয় ।

পড়িবার বেলে, দুই বাছ মেলে,
যেন অঙ্গে প্রভু রয় ॥২৮৪॥

স্বর্গজা মন্দাকিনী—প্রেমময়্যেব গতিব তুলনা-স্বরূপ
এবং সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট চন্দ্র ও শ্রীগোবিন্দনবেব বদনমণ্ডলেব
তুলনায় অতি-স্নেহ দ্রষ্টব্য ॥২৬০॥

অপরোধশ্রু ও অপরিবাক্য সম্বন্ধ-জ্ঞানবিশিষ্ট নাম-

উচ্চারণকেই 'নামান্তাস' বলে ; উচ্চাতে জীবের মুক্তিলাভ
ঘটে । যেরূপ নামাপনায়ে ক্লেশেব সম্ভাবনা থাকে, নামেব-
আভাসে তজ্রূপ যমদণ্ডে দণ্ডিত হইবাব ক্লেশেব কোন
সম্ভাবনা থাকে না ॥২৬২॥

সঙ্কীৰ্তন-কালে প্রভুব বিবিধ লীলা—
 নিত্যানন্দ ধরি', বীরাসন করি',
 ক্ষণে মহাপ্রভু বৈসে।
 বাম কক্ষে তালি, দিয়া কুতূহলী,
 'হরি হরি' বলি' হাসে' ॥২৮৫॥
 অকপটে ক্ষণে, কহয়ে আপনে,
 "মুঞি দেব নারায়ণ।
 কংসাসুর মারি', মুঞি সে কংসারি,
 বলি ছলিয়া বামন ॥২৮৬॥
 সেতু-বন্ধ করি', রাবণ সংহারি',
 মুঞি সে রাঘব-রায়।"
 করিয়া ছুকার, তত্ত্ব আপনার,
 'কহি' চারিদিকে চা'য় ॥২৮৭॥
 কে বুঝে সে তত্ত্ব, অচিন্ত্য মহত্ব,
 সেই ক্ষণে কহে আন।
 দস্তে তৃণ ধরি', 'প্রভু প্রভু' বলি',
 মাগয়ে ভকতি-দান ॥২৮৮॥
 যখন যে করে, গৌরানন্দ-সুন্দরে,
 সব মনোহর লীলা।
 আপন বদনে, আপন চরণে,
 অঙ্গুলি ধরিয়া খেলা ॥২৮৯॥

শ্রীনবদ্বীপেব শ্বেতদ্বীপেব ধাবণা জৈবজ্ঞানে প্রকাশেব
 কাল—
 বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, প্রভু বিশ্বম্ভর,
 সব নবদ্বীপে নাচে।
 শ্বেতদ্বীপ-নাম, নবদ্বীপ-গ্রাম,
 বেদে প্রকাশিব পাছে ॥২৯০॥
 নানাবাণ্যস্র সহযোগে কীর্তনকালে প্রভুব অবস্থিতি—
 মন্দিরা, যুদ্ধঙ্গ, করতাল, শঙ্খ,
 না জানি কতেক বাজে।
 মহা-হরিশবনি, চতুর্দিকে শুনি,
 মাঝে শোভে দ্বিজরাজে ॥২৯১॥
 গ্রন্থকাব-কর্তৃক সপনিকব শ্রীগৌরসুন্দবেব ও শ্রীনায়েব
 জয়গান—
 জয় জয় জয়, নগর-কীর্তন,
 জয় বিশ্বম্ভর-নৃত্য।
 বিংশ-পদ গীত, চৈতন্য-চরিত,
 জয় চৈতন্যের ভূত্য ॥২৯২॥
 যেই-দিকে চা'য়, বিশ্বম্ভর রায়,
 সেই দিক্ প্রেমে ভাসে।
 শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য, ঠাকুর নিত্যানন্দ,
 গায় বৃন্দাবন-দাসে ॥২৯৩॥

পাঁচবাণ—সম্মোহন, উদ্গাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন
 —এই পঞ্চ কন্দর্পবাণ।

তথ্য। "দ্রবণং শোষণং বাণং তাপনং মোহনাতিদম্।
 উদ্গাদনঞ্চ কামমু বাণাঃ পঞ্চ প্রাকীর্তিতাঃ ॥" অর্থাৎ
 দ্রবণ, শোষণ, তাপন, মোহন ও উদ্গাদন—এই
 পঞ্চবাণ ॥২৭২॥

সাধক-নন্দন—সাধক মিশ্রের পুত্র শ্রীপ্রদীপব পণ্ডিত ॥২৭৩॥
 বেলে—বেলায়, সময়ে ॥২৮৪॥

তথ্য। বী বাসন—"বী বানাং সাধকানাং বাসনম্।" সাধক-
 দিগের আসনবিশেষ। এই আসনে আসীন হইয়া সাধকগণ
 সাধনা করিয়া থাকেন। একপাদমণ্ডিকম্বিন্ বিজ্ঞানেশ্বর-
 সংস্থিতম্। ইতরস্মিন্ তথা পশ্চাদ্ বী বাসনমিদং বিদুঃ।

—(যেবগুসংস্থিত)। পুজাদিব সঙ্কল্প 'বী বাসনে' বসিয়া
 কবিত্তে হয়। বাম উরুব উপর দক্ষিণ জন্তা প্রতিষ্ঠাপিত
 কবিয়া অবস্থিতিব নাম—'বী বাসন' ॥২৮৫॥

সব নবদ্বীপে—নবদ্বীপেব সকল-স্থানে অর্থাৎ অন্তর্দ্বীপ,
 সীমন্তদ্বীপ, গোক্রমদ্বীপ, মধ্যদ্বীপ, কোলদ্বীপ, ঋতুদ্বীপ,
 জলুদ্বীপ, মোদক্রমদ্বীপ ও রুদ্রদ্বীপে।

শ্রীগৌরসুন্দর কেবল বিশ্বম্ভব নহেন। তিনি বৈকুণ্ঠেবও
 ঈশ্বর অর্থাৎ নাস্তিক বিশ্ব ও মায়াভীত বৈকুণ্ঠ, উভয়েবই
 প্রভু ॥

শ্বেতদ্বীপ—শ্রীগৌরবিচরণ-লীলা-ক্ষেত্রেই যে 'নবদ্বীপ'
 বা 'শ্বেতদ্বীপ' এই প্রতীতি আধ্যাত্মিক মানবজ্ঞানে নিরন্ত

বৈকুণ্ঠ শব্দ চতুর্দশ ভুবন, বিরজা, ব্রহ্মলোক ও ব্রহ্মাণ্ডের
কর্ণপটহ ভেদ-পূর্বক একায়ন-পদ্ধতিতে অবস্থানকাব্যী—

হেন-মহারাজে প্রতি-নগরে নগর।

কীর্তন করেন সর্ব লোকের ইন্দ্র ॥২৯৪॥

অবিচ্ছিন্ন হরিধ্বনি সর্বলোকে করে।

ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া ধ্বনি যায় বৈকুণ্ঠেরে ॥২৯৫॥

বৈকুণ্ঠধ্বনি-শ্রবণে বৈকুণ্ঠ-নাথের উল্লাস—

শুনিয়া বৈকুণ্ঠ-নাথ ত্রীগৌর-সুন্দর।

উল্লাসে উঠয়ে প্রভু আকাশ-উপর ॥২৯৬॥

গন্তসিংহ জিনি কত তরঙ্গ প্রভুর।

দেখিতে সবার হর্ষ বাড়য়ে প্রচুর ॥২৯৭॥

মহাপ্রভু বৃত্ত-কীর্তনের পথ—

গঙ্গা-তীরে তীরে পথ আছে নদীয়ায়।

আগে সেই পথে নাচি যায় গৌর-রায় ॥২৯৮॥

হইয়া বাস্তবজ্ঞানে উদিত হয়। আধ্যাত্মিকগণ ভোগময়ী
ধাবণাবশেষ ধামের স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পাবে না
কিন্তু যে-কালে তাঁহাদের ধামের স্বরূপ বোধ হয়, সে-কালে
তাঁহারা জানিতে পাবেন যে পশুপক্ষিমানবাদিবভোগ্যভূমি
‘ত্রীধাম’ নহেন।

‘বেদ’ শব্দের অর্থ চানি। শ্রীনবদীপ যে কেবল জড়
ভূমিকা নহেন, তাহা পাঞ্চবাট্রিক চতুর্থাংশ-বিচারে
প্রতিষ্ঠিত। একপাদবিভূতিতে যে দৃশ্য জগৎ, তাহা
ত্রিপাদবিভূতিবর্জিত হওয়ায় চতুষ্পাদবিভূতির সহিত
সমধারণা-বিশিষ্ট নহে। পঞ্চতত্ত্ববিচারে যে সকল ধর্ম,
উহারই চারিপ্রকার প্রকাশ বাহ্যতত্ত্বে অবস্থিত। আবাব,
পুরুষাবতাব্রজ্য ভূমীয় বস্তু হইতে বিভিন্ন সাগরে পবিত্র
হইলে চতুর্দিক প্রকাশের জ্ঞানলাভ হয়। এই পুরুষাবতাব-
তত্ত্বের অভিজ্ঞানেই বৈকুণ্ঠ-গোলক-খেতদ্বীপের ধাবণা লাভ
ঘটে। ভগবৎপ্রাকটোর ৪০০ বৎসব বা ৪০৪ বৎসর
অথবা ৪৪৪ বৎসব পবে শ্রীনবদীপ-ধামের খেতদ্বীপ
ধাবণা জৈবজ্ঞানে প্রকাশিত হইয়াছে ॥২৯০॥

বিংশতি পদগীত—“নাচে বিখণ্ডব” হইতে আদ্য
কবিশা “মাঝে শোভে দ্বিজদ্রাও” পর্যন্ত বিশটি গীত ॥২৯২॥

‘আপনার ঘাটে’ আগে বহু মৃত্যু করি’।

ভূমে ‘মাধায়ের ঘাটে’ গেলা গৌরহরি ॥২৯১॥

‘বারকোনা-ঘাটে’, ‘নগরিয়া-ঘাটে’ গিয়া।

‘গঙ্গার নগর’ দিয়া গেলা ‘সিমুলিয়া’ ॥৩০০॥

অসংখ্য দীপালোকে লোকেব দিবাবাত্রি-নির্ণয়ে ত্রি—

লক্ষ কোটি মহাদীপ চতুর্দিকে জলে।

লক্ষ কোটি লোক চতুর্দিকে ‘হরি’ বলে ॥৩০১॥

চন্দ্ৰের আলোকে অতি অপূর্ব দেখিতে।

দিবা নিশি একো কেহো নাহে নিশ্চয়িতে ॥৩০২॥

সর্বদ্বারে মঙ্গলাচাঁদ ও দেবগণের পুষ্পবৃষ্টি—

সকল ছয়ার শোভা করে সুমঙ্গলে।

রম্ভা, পূর্ণ-ঘট, আত্রাসার, দীপ জলে ॥৩০৩॥

অন্তরীক্ষে থাকি যত স্বর্গদেব-গণ।

চম্পক মল্লিকা পুষ্প করে বরিষণ ॥৩০৪॥

বদ্ধজীবের কর্ণপটহে যে সকল শব্দ ধ্বনিত হয়
‘তাঁহা’ বিচার চতুর্দশ ভুবনের অন্তর্গত রাজ্যে অবস্থিত।
বৈকুণ্ঠশব্দ এই চতুর্দশ ভুবন, বিরজা ও ব্রহ্মলোক ভেদ
করিয়া ব্রহ্মাণ্ডের কর্ণপটহ ভেদনপূর্বক একায়ন-পদ্ধতিতে
অবস্থান করে ॥ ২৯৫ ॥

ত্রীধাম নায়াপুত্র-যোগপীঠ কতিপয় ভক্তের অস্তবে
ত্রীগৌরসুন্দরের প্রেক্ষ-কালীয় গঙ্গাপাত অবস্থিত ছিল।
এক্ষেণে সেই খাতিয়ে গর্ভাবশেষে দেখিতে পাওয়া যায়।
সেই খাত ধরিয়া পশ্চিমোত্তরে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন।
সেই পথে মহাপ্রভু কীর্তন-বাণী লইয়া চলিতে লাগিলেন ॥
২৯৮ ॥

নিজগৃহ হইতে দক্ষিণাভিমুখে কিয়দূর গেলেই প্রভুর
‘বাড়ীর ঘাট’ পাওয়া যায়। সেখান হইতে কএক
নশি দূরে ‘মাধাইব ঘাট’ ছিল ॥ ২৯৯ ॥

‘মাধাইব ঘাট’ অতিক্রম করিয়া ‘বারকোনা-ঘাট’
অবস্থিত ছিল। তাঁহার পবেই নগর-বাসিগণের প্রশস্ত
ঘাট ছিল। তাঁহার পবেই ‘গঙ্গানগর-পল্লী’ কিছু-
দিন পূর্বে গঙ্গানগরের অধিষ্ঠান বসুমান ‘ভারুইডাঙ্গা’
পল্লীর সম্বন্ধিত স্থানে ছিল। গঙ্গানগর হইতে উত্তরপূর্ব

বসুমতীৰ জিহ্বা-সহ পুষ্পের তুলনা—

পুষ্পবৃষ্টি হৈল নবমীপ-বসুমতী ।

পুষ্প-রূপে জিহ্বার সে করিল উন্নতি ॥৩০৫॥

সুকুমার-পদাম্বুজ প্রভুর জানিয়া ।

জিহ্বা প্রকাশিলা দেবী পুষ্প-রূপ হঞা ॥৩০৬॥

সত্ত্ব গোবচস্বের নৃত্যে নগববাসীপ উন্ন্যাসে বিবিধ

ক্রিয়া ও উক্তি—

আগে নাচে ত্রীবাস, অধৈত, হরিদাস ।

পাছে নাচে গৌরচন্দ্র সকল-প্রকাশ ॥৩০৭॥

যে-নগরে প্রবেশ করয়ে গৌর-রায় ।

গৃহ-বৃষ্টি পরিহারি' সর্ব লোক-মায় ॥৩০৮॥

দেখিয়া সে চাঁদমুখ জগত-জীবন ।

দণ্ডবৎ হইয়া পড়য়ে সর্ব জন ॥৩০৯॥

নারীগণ ছলাছলি দিয়া বলে 'হরি' ।

আমী, পুত্র, গৃহ, বিন্ত, সকল পাসরি' ॥৩১০॥

অৰ্জুদ অৰ্জুদ নগরিয়া নদীয়ার ।

কৃষ্ণ-রসে-উন্মাদ হইল সবাকার ॥৩১১॥

কেহ নাচে, কেহ গায়, কেহ বলে 'হরি' ।

কেহ গড়াগড়ি যায় আপনা' পাসরি' ॥৩১২॥

কেহ কেহ নানামত বাস্ত বা'য় মুখে ।

কেহ কা'রো কান্ধে উঠে পরানন্দ-সুখে ॥৩১৩॥

কেহ কা'রো চরণ ধরিয়া পড়ি' কান্দে ।

কেহ কা'রো চরণ আপন কেশে বান্ধে ॥৩১৪॥

কেহ দণ্ডবৎ হয় কাহারো চরণে ।

কেহ কোলাকোলী বা করয়ে কারো সনে ॥৩১৫॥

কেহ বলে,—“মুঞি এই নিমাই পণ্ডিত ।

জগত-উদ্ধার লাগি' হইলু বিদিত ॥” ৩১৬॥

কেহ বলে,—“আমি শ্বেতদীপের বৈষ্ণব ।”

কেহ বলে,—“আমি বৈকুণ্ঠের পারিষদ ॥” ৩১৭॥

কেহ বলে,—“এবে কাজি বেটা গেল কোথা ।

লাগালি পাইলে আজি চূর্ণ করোঁ মাথা ॥” ৩১৮॥

পাষণ্ডী ধরিতে কেহ রড় দিয়া যায় ।

“ধর ধর এই পাপ পাষণ্ডী পলায় ॥” ৩১৯॥

বৃক্ষের উপরে গিয়া কেহ কেহ চড়ে ।

সুখে পুনঃ পুনঃ গিয়া লাফ দিয়া পড়ে ॥৩২০॥

পাষণ্ডীরে ক্রোধ করি' কেহ ভাজে ডাল ।

কেহ বলে,—“এই মুঞি পাষণ্ডীর কাল ॥” ৩২১॥

অলৌকিক শব্দ কেহ উচ্চ করি' বলে ।

যম রাজা বাজিয়া আনিতে কেহ চলে ॥৩২২॥

সেই খানে থাকি বলে,—“আরে যমদূত !

বল গিয়া যথা আছে তোর সূর্য্য-সুত ॥” ৩২৩॥

বৈকুণ্ঠ-নায়ক অবতারি' শচী-ঘরে ।

আপনি কীৰ্ত্তন করে নগরে নগরে ॥৩২৪॥

যে-নাম-প্রভাবে তোর ধর্ম্মরাজ-যম ।

যে-নামে তরিল অজামিল বিপ্রাধম ॥৩২৫॥

হেন নাম সর্ব মুখে প্রভু বোলাইলা ।

উচ্চারণে শক্তি নাহি সে তাহা শুনিলা ॥৩২৬॥

প্রাণী-মাত্র কারে যদি করে অধিকার ।

মোর দোষ নাহি তবে করিব সংহার ॥৩২৭॥

ঝাট কহ গিয়া যথা আছে চিত্তগুপ্ত ।

পাপীর লিখন সব ঝাট কর' লুপ্ত ॥৩২৮॥

কোণে অর্ক ক্রোশেব মধ্যেই প্রাচীন 'সিমুলিয়া'-গ্রাম ছিল । বর্তমান 'ছাড়ি গঙ্গাব' খাত, যাহাকে—‘গুড্ গুডে’ বলে, সে স্থানে গঙ্গা প্রবাহিত হওয়ায় ঐ 'সিমুলিয়া'-গ্রামেব ক্রিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যায়, এবং তাহা হইতে প্রতি 'কৃষ্ণনগর,' 'চরকাঠশালী,' 'তাবণবাস,' 'কড়িয়াটি' প্রভৃতি নামে লম্বা সম্বন্ধ কথিত হইত । এক্ষণে 'খালুসেপাড়া'-নামক-স্থানে একটি বটবৃক্ষেব তলে শিমুলিনী দেবীর স্থান হইয়াছে । প্রভু সময়ে 'সিমুলিয়া' এস্থান হইতে কএক সহস্র হস্ত দূরে অবস্থিত ছিল ॥ ৩০০ ॥

বসুমতীৰ জিহ্বা পুষ্পের সহিত তুলনা হইয়াছে । দেবী বসুমতী পুষ্পরূপিনী নিজ জিহ্বা প্রকাশ কবিলেন । তদুপরি অর্থাৎ পুষ্পান্তবর্ণে গোবসুমবেব স্বকোমল পাদ-পদ্ম বিচরণ কবিবার জন্ত পথগুলি পুষ্পশোভিত হইল ॥ ৩০৬ ॥

হরি-নাম প্রভাবেই যমের 'ধর্ম্মরাজ'-সংজ্ঞা । বিপ্রাপদ অজামিল নামাভাস-প্রভাবেই যমবাজের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন অর্থাৎ যমবাজ অজামিলের নামাভাস-গ্রহণ-হেতুই তাহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩২৫ ॥

যে-নাম প্রভাবে তীর্থ-রাজ বারাগসী ।
 যাহা গায় শুদ্ধ-সঙ্ক শ্বেতবীপ-বাসী ॥৩২৯॥
 সর্ব-বন্দ্য মহেশ্বর যে-নাম-প্রভাবে ।
 হেন নাম সর্বলোকে শুনে, বলে এবে ॥৩৩০॥
 “হেন নাম লও, ছাড়, সর্ব অপকার ।
 ভজ’ বিশ্বস্তর, নহে করিমু সংহার ॥” ৩৩১॥
 আর জন সব দিশে রড় দিয়া যায় ।
 “ধর ধর কোথা কাজি ভাগিয়া পলায় ॥৩৩২॥
 কৃষ্ণের কীর্তন যে যে পাপী নাহি মানে’ ।
 কোথা গেল সে-সকল পাম্ভী এখনে ॥” ৩৩৩॥
 মাটিতে কিলায় কেহ ‘পাম্ভী’ বলিয়া ।
 ‘হরি’ বলি’ বলে পুনঃ ছাড়ার করিয়া ॥৩৩৪॥
 এই মত কৃষ্ণের উদ্গাদে সর্বক্ষণ ।
 কিবা বলে, কিবা করে, নাহিক স্মরণ ॥৩৩৫॥
 নগরীগণের কৃষ্ণোদ্গাদ-দর্শনে পাশ্বে গগণেব গাত্রদাহ—
 নগরিয়া-সকলের উদ্গাদ দেখিয়া ।
 মরয়ে পাম্ভী সব জলিয়া-পুড়িয়া ॥৩৩৬॥
 সকল পাম্ভী মেলি’ গণে’ মনে মনে ।
 “গোসাঞি করেন কাজি আইসে এখনে ॥৩৩৭॥
 কোথা যায় রজ তজ, কোথা যায় ডাক ।
 কোথা যায় নাট গীত, কোথা যায় জাঁক ॥৩৩৮॥
 কোথা যায় কলা-পৌতা, ঘট আজসার ।
 এ সকল বচনের শোধি তবে ধার ॥৩৩৯॥
 যত দেখ মহাতাপ দেউটি সকল ।
 যত দেখ হের সব ভাবক-মণ্ডল ॥৩৪০॥

গণগোল শুনিয়া আইসে কাজি যবে ।
 সবার গলায় কাঁপ দেখিবাঙ তবে ॥” ৩৪১॥
 কেহ বলে,—“মুঞি তবে নিকটে থাকিয়া ।
 নগরিয়া-সব দেঙ গলায় বাজিয়া ॥” ৩৪২॥
 কেহ বলে,—“চল যাই কাজিরে কহিতে ।”
 কেহ বলে,—“যুক্তি নহে এমন করিতে ॥” ৩৪৩॥
 কেহ বলে,—“তাই সব, এক যুক্তি আছে ।
 সবে রড় দিয়া যাই ভাবকের কাছে ॥৩৪৪॥
 ‘আইসে করিয়া কাজি’ বচন তোলাই ।
 তবে এক জনাও না রহিব তা’র ঠাঞি ॥” ৩৪৫॥
 এই মত পাম্ভী আপনা’ খায় মনে ।
 চৈতন্তের গণ মন্ত শ্রীহরি কীর্তনে ॥৩৪৬॥

শ্রীচৈতন্তভক্তগণের অঙ্গশোভা—

সবার অঙ্গেতে শোভে শ্রীচন্দন-মালা ।
 আনন্দে গায়েন ‘কৃষ্ণ’ সবে হই’ তোলা ॥৩৪৭॥

তাৎকালিক সিমুলিয়াব অবস্থান—

নদীয়ার একান্তে নগর ‘সিমুলিয়া’ ।
 নাচিতে নাচিতে প্রভু উত্তরীলা গিয়া ॥৩৪৮॥
 ভক্তমুখে হরিকীর্তন-শ্রবণে প্রভুর সাত্বিক বিকার—
 অনন্ত অর্কবৃন্দ মুখে হরি-ধ্বনি শুনি’ ।
 ছাড়ার করিয়া নাচে দ্বিজ-কুল-মণি ॥৩৪৯॥
 সে কমল-নয়নে বা কত আছে জল ।
 কতক বা ধারা বহে পরম মির্জল ॥৩৫০॥
 কম্প-ভাবে উঠে পড়ে অন্তরীক্ষ হৈতে ।
 কান্দে নিত্যানন্দ প্রভু না পারে ধরিতে ॥৩৫১॥

যমের সংখ্যা—চতুর্দশ ; তন্মধ্যে চিত্রগুপ্ত অমৃতম ;
 তিনি মানবের পাপ-পুণ্যাদিৰ হিসাব লিখিয়া থাকেন ।
 কোন ব্যক্তি নাম-গ্রহণকালে উন্নত হইয়া বলিতেছেন যে,
 চিত্রগুপ্ত যঁ পাপ-পরায়ণ মানবগণেব সঙ্ক্ষে যাহা
 লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা সমস্তই সম্প্রতি নাম-গ্রহণ-
 প্রভাবে মুছিয়া ফেলুন ॥ ৩২৮ ॥

পঞ্চবদন-মহাদেব বারাগসীতে অবস্থান কবিয়া ভগবন্মাম
 গ্রহণ কবেন ; তজ্জন্মই বারাগসী প্রধান তীর্থরাজ অর্থাৎ

প্রধান সারস্বত-ক্ষেত্র । শ্বেতবীপবাসী শুদ্ধসঙ্ক-ভগবৎপার্বদ-
 নিচয় মিশ্রগুণ হইতে সূত্রে অবস্থানপূর্বক শ্রীনাম-প্রভাব
 গান করিয়া থাকেন ॥ ৩২৯ ॥

মহাদেব—সকলদেবতাব বন্দ্য ; তিনি যে নামগান
 করেন, তাহা তাঁহার নিকট হইতে শ্রবণ কবিয়াই দেব-
 মহুম্বাদি গান করিয়া থাকেন । বিষ্ণুধামি-সম্প্রদায় সেই
 আদিপুরুষ ঋত্ন হইতে খৃষ্টজন্মের ২০০ শত বৎসর পূর্বে
 বাজুরা প্রদেশে উদ্ভূত হইয়াছিলেন । তাঁহারই ধারায়

শেষে বা যে হয় মুর্খ। আমল-সহিত ।
প্রহরেকো ধাতু নাহি, সবে চমকিত ॥৩৫২॥

প্রভুর অপূর্ব ভাবাবেশ-দর্শনে বিবিধজনের বিবিধ উক্তি—

এই মত অপূর্ব দেখিয়া সর্ব জন ।
সবেই বলেন,—“এ পুরুষ—নারায়ণ ॥” ৩৫৩॥
কেহ বলে,—“নারদ প্রহ্লাদ শুক যেন ।”
কেহ বলে,—“যে-সে হউ, মনুষ্য নহেন ॥” ৩৫৪॥
এই মত বলে যেন যা’র অনুভব ।
অত্যন্ত ভাটিকি বলে,—“পরম বৈষ্ণব ॥” ৩৫৫॥
বাহু নাহি প্রভুর পরম-ভক্তি-রসে ।
বাহু তুলি ‘হরি-বোল হরি-বোল’ ঘোষে ॥৩৫৬॥
শ্রীমুখের বচন শুনিয়া একেবারে ।
সর্ব লোকে ‘হরি হরি’ বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥৩৫৭॥

প্রভুর কাজীব বাড়ীর দিকে অগ্রসর—

গৌরানন্দ-সুন্দর যায় যে-দিকে নাচিয়া ।
সেই দিকে সর্ব লোক চলয়ে ধাইয়া ॥৩৫৮॥
কাজির বাড়ীর পথ ধরিলা ঠাকুর ।
বাঘ কোলাহল কাজি শুনয়ে প্রচুর ॥৩৫৯॥

বাঘ-কোলাহল-শ্রবণে কাজীর তদ্বিষয়ের অহুসন্ধানার্থ
অনুচর-প্রেরণ—

কাজি বলে,—“শুন’ ভাই কি গীত-বাদন !
কিবা কা’র বিভা, কিবা ভুতের কীর্তন ॥৩৬০॥
মোর বোল লজিয়া কে করে হিন্দুয়ানি ।
ঝাট জামি’ আও, তবে চলিব আপনি ॥” ৩৬১॥
কাজির-আদেশে তবে অনুচর ধায় ।
সংঘট্ট দেখিয়া আপনার শাজ্জ গায় ॥৩৬২॥
অমল অর্কবুদ লোকে বলে,—“কাজি মার ।”
ওরে পলাইল তবে কাজির ॥৩৬৩॥ ৫

অনুচর-কর্তৃক কাজী-সমীপে প্রভুর আগমন-বার্তা জ্ঞাপন—

রড় দিয়া কাজিরে কহিল ঝাট গিয়া ।
“কি কর, চলহ ঝাট যাই পলাইয়া ॥৩৬৪॥
কোটি কোটি লোক সঙ্গে নিমাই-আচার্য ।
সাজিয়া আইসে আজি কিবা করে কার্য ॥৩৬৫॥
লাখে লাখে মহাতাপ দীপ সব জলে ।
লক্ষ কোটি লোক মেলি’ হিন্দুয়ানি বলে ॥৩৬৬॥
ছুয়ায়ে ছুয়ায়ে কলা ঘট আঁজসার ।
পুষ্পময় পথ সব দেখি নদীয়ার ॥৩৬৭॥
না জানি কতেক খই কড়ি ফুল পড়ে ।
বাজন শুনিতে দুই শ্রবণ উপাড়ে ॥৩৬৮॥
হেন মত নদীয়ার নগরে নগরে ।
রাজা আসিতেও কেহ এমন না করে ॥৩৬৯॥
সব ভাবকের বড় নিমাই পণ্ডিত ।
সবে চলে, সে নাচিয়া যায় যেই ভিত ॥৩৭০॥

যে সকল মগরিয়া মারিল আমরা ।
‘আজি কাজি মার’ বলি’ আইসে তাহার ॥৩৭১॥
একো যে ছল্লার করে নিমাই-আচার্য ।
সেই সে হিন্দুর ভুত, এ তাহার কার্য !!” ৩৭২॥
কেহ বলে,—“এ বামনা এত কামে কেন !
বামনের দুই চক্ষে নদী বহে যেন ॥” ৩৭৩॥
কেহ বলে,—“বামনের কে আছে কোথায়ে !
সেই দুঃখে কাঁদে হেন বুঝি যে সদায় ॥” ৩৭৪॥
কেহ বলে,—“বামন দেখিতে লাগে ভয় ।
গিলিতে আইসে যেম দেখি কম্প হয় ॥” ৩৭৫॥

বাঘ-কোলাহল-শ্রবণে কাজীব নিমাইএব বিবাহার্থ
যাত্রা বলিয়া ধারণা—

কাজি বলে,—“হেন বুঝি নিমাই পণ্ডিত ।
বিহা করিবারে বা চলিলা কোম ভিত ॥৩৭৬॥

‘নামকৌমুদী’-লেখক শ্রীলক্ষীধব ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীধব-
স্বামিপাদ শুদ্ধাষ্টম-বিচার-পর্য্য বচনার দ্বারা শ্রীমামের
প্রভাব বর্ণন কবিয়াছেন। শ্রীমাতন গোখামি-প্রভু
‘শ্রীমামকৌমুদী’ প্রভৃতি গ্রন্থে বহুমানন করিয়াছেন।

‘প্রেমাকব’ প্রভৃতির বংশধরগণ বসুভাচার্যের কুলগুরু-হুয়ে
শ্রীমামের অচিন্ত্য প্রভাব উপলব্ধি করেন নাই ॥ ৩৩০ ॥

সকলপ্রকার অপকার পরিহার-বাসনা করিলেই
নামগ্রহণে প্রবৃত্তি হয়। জগৎপালনহুয়ে বিশ্বস্তর

এবা নহে, মোরে লজ্জি' হিন্দুমানি করে।
তবে জাতি নিম্ন আজি সবার নগরে ॥ ৩৭৭॥
এইমত মুক্তি কাজী করে সর্ব-গণে।
মহাবাত্ত কোলাহল শুনি ভক্তগণে ॥ ৩৭৮॥

প্রভুর কাজীনগবে আগমন ও কোটাকর্থে হবিশ্বাসি-
শ্রবণে যবনগণেব ভীতি—

সর্ব লোকচূড়ামণি প্রভু বিশ্বস্তর।
আইলা নাচিয়া যথা কাজির নগর ॥ ৩৭৯॥
কোটি কোটি হরিশ্বাসি মহা-কোলাহল।
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতালাদি পুরিল সকল ॥ ৩৮০॥
শুনিয়া কম্পিত কাজি গণ-সহে ধায়।
সর্প-ভয়ে যেন ভেক ইন্দুর পলায় ॥ ৩৮১॥
পুরিল সকল স্থান বিশ্বস্তর-গণে।
ভয়ে পলাইতে কেহ দিগ্ নাহি জানে ॥ ৩৮২॥
মাথার ফেলিয়া পাগ কেহ সেই মেলে।
অলক্ষিতে নাচয়ে, অন্তরে প্রাণ হালে ॥ ৩৮৩॥
যা'র দাড়ি আছে সেই হঞা অধোমুখ।
লাজে মাথা নাহি তোলে, ডরে হালে বুক ॥ ৩৮৪॥
অনন্ত অর্কবুদ লোক কে বা কা'রে চিনে।
আপনার দেহ-মাত্র কেহ নাহি জানে ॥ ৩৮৫॥
সবেই নাচেন, সবে গায়েন কোতুকে।
ভজ্ঞাও পুরিয়া 'হরি' বলে সর্ব লোকে ॥ ৩৮৬॥

গৌবত্মনের নামদান করিয়া অগতঃ পালন করিয়াছেন।
যাহারা নামভজন-বিষেধী, তাহাদেব কুবিচার-প্রণালী
ত্রীগৌবত্মনের ও তদীয় সেবক ধর্মবাজ স্মৃতিভাবে বিনাশ-
করিতে অগ্রসর হন ॥ ৩৩১ ॥

ভাণ্ডিয়া—কাঁকি দিয়া ॥ ৩৩২ ॥

ভগবদ্বিমুখতা প্রবল হইলে কৃষ্ণকীর্তনরূপ ঐষ্য-গ্রহণে
পাপিগণেব পরাভুততা থাকে। কীর্তন-বিরোধী জনগণ
ভগবদিতর দেবগণকে সমপর্ধ্যায়ে গণনা কবে বলিয়া
উহাদের 'পাষণ্ডী'-সংজ্ঞা। কৃষ্ণ-কীর্তনের সহিত ইতর-
দেবগণের নামোচ্চারণ সমপর্ধ্যায়ে গণনা করাই পাষণ্ডীর
স্বভাব।

কাজীদ্বাবে প্রভুর আগমন ও কাজী-নির্ধ্যাতনার্থ
আদেশ—

অসিয়া কাজির দ্বারে প্রভু বিশ্বস্তর।
ক্রোধাবেশে হৃদয় করয়ে বহুতর ॥ ৩৮৭॥
ক্রোধে বলে প্রভু “আরে কাজি বেটা কোথা।
কাঁট আন' ধরিয়া কাটিয়া ফেল মাথা ॥ ৩৮৮॥
নির্ব্বন করে। আজি সকল ভুবন।
পূর্বে যেন বধ কৈলু' সে কাল যবন ॥ ৩৮৯॥
প্রাণ লঞা কোথা কাজি গেল দিয়া দ্বার।
ঘর ভাঙ্গ, ভাঙ্গ, প্রভু বলে বার বার ॥ ৩৯০॥
সর্ব-ভূত অন্তর্যামী ত্রিশটী-মন্দন।
আজ্ঞা লজ্জিবেক হেন আছে কোন্ জন ॥ ৩৯১॥

প্রভু-আদেশে সকলে কাজীব গৃহেব দ্বাবে নানারূপ
অত্যাচার—

মহামত্ত সর্ব লোক চৈতন্তের রসে।
ঘরে উঠিলেন সবে প্রভুর আদেশে ॥ ৩৯২॥
কেহ ঘর ভাঙ্গে, কেহ ভাঙেন দুয়ার।
কেহ লাথি মারে, কেহ করয়ে হৃদয় ॥ ৩৯৩॥
আজ পমসের ডাল ভাজি' কেহ ফেলে।
কেহ কদলীর বন ভাজি' 'হরি' বলে ॥ ৩৯৪॥
পুষ্পের উজানে লক্ষ লক্ষ লোক গিয়া।
উপাড়িয়া ফেলে সব হৃদয় করিয়া ॥ ৩৯৫॥

কৃষ্ণনাম—বৈকুণ্ঠনাম; অষ্টদেবগণ—মায়িক, তাহাদের
নাম—নামী দেবগণেব সহিত ভেদধর্মবৃদ্ধ; স্মৃতবাং 'কৃষ্ণ'
ও 'দেব-বাচক কৃষ্ণেতর নামের সামঞ্জস্য করিবাস প্রয়াস
দশবিধ নামাপবাদের অন্ততম ॥ ৩৩৩ ॥

নাম-ভজন-প্রণালী ও নাম-কীর্তনের বিরোধ-ভাব-
পোষক পাশণ্ডিগণ সর্বদা জলিয়া পুড়িয়া ক্রিষ্ট থাকে এবং
দশপ্রকার মতাব কোন না কোন প্রকার মতাব আবাহন
কবে। তাহারা ঈর্ষান্বিত হইয়া স্বীয় গাভ্রদাচ-নিবারণের
জন্ত ভগবত্তত্তের বিশেষ কবিয়া থাকে ॥ ৩৩৬ ॥

দেউটী—[হি-দিমট, ডিয়ট—দীপ-পাত্র] প্রদীপ ॥ ৩৩০॥
'গঙ্গানগর' হইতে উত্তর-পূর্বদিকে অর্ধকোশ আসিলে

পুষ্পের সহিত ভাল ছিড়িয়া ছিড়িয়া ।
 ‘হরি’ বলি নাচে সব শ্রুতি-মূলে দিয়া ॥৩৯৬॥
 একটি করিয়া পত্র সর্ব লোকে নিতে ।
 কিছু না রহিল আর কাজির বাড়ীতে ॥৩৯৭॥
 কাজীগৃহে অগ্নি-প্রদানার্থ প্রভুর আদেশ ও ভক্তগণের
 গলবন্ধে প্রভু ক্রোধশাস্তি নিমিত্ত প্রার্থনা—
 ভাঙ্গিলেন যত সব বাহিরের ঘর ।
 প্রভু বলে,—“অগ্নি দেহ বাড়ির ভিতর ॥৩৯৮॥
 পুড়িয়া মরুক সব-গণের সহিতে ।
 সর্ব বাড়ী বেড়ি’ অগ্নি দেহ’ চারি ভিতে ॥৩৯৯॥
 দেখোঁ মোরে কি করে উহার নর-পতি ।
 দেখোঁ আজি কোন্ জনে করে অব্যাহতি ॥৪০০॥
 যম, কাল, মৃত্যু—মোর সেবকের দাস ।
 মোর দৃষ্টি-পাতে হয় সবার প্রকাশ ॥৪০১॥
 সংকীর্ণন-আরম্ভে মোহোর অবতার ।
 কীর্ণন-বিরোধী পাপী করিমু সংহার ॥৪০২॥
 সর্ব পাতকীও যদি করয়ে কীর্ণন ।
 অবশ্য তাহারে মুণ্ডি করিমু স্মরণ ॥৪০৩॥
 তপস্বী, সম্রাসী, জ্ঞানী, যোগী যে-যে জন ।
 সংহারিমু যদি সব না করে কীর্ণন ॥৪০৪॥
 অগ্নি দেহ’ ঘরে সব না করিহ ভয় ।
 আজি সব যবনের করিমু প্রলয় ॥” ৪০৫॥
 দেখিয়া প্রভুর ক্রোধ সর্ব ভক্ত-গণ ।
 গলায় বাঁধিয়া বস্ত্র পড়িল তখন ॥৪০৬॥

উদ্ধবাহ করিয়া সকল ভক্তগণ ।
 প্রভুর চরণে ধরি’ করে নিবেদন ॥৪০৭॥
 “তোমার প্রধান অংশ প্রভু-সদ্বর্ষণ ।
 তাঁহার অকালে ক্রোধ না হয় কখন ॥৪০৮॥
 যে-কালে হইবে সর্ব সৃষ্টির সংহার ।
 সদ্বর্ষণ ক্রোধে হন রুদ্র-অবতার ॥৪০৯॥
 যে রুদ্র সকল সৃষ্টি ক্রণেকে সংহারে ।
 শেষে তিহোঁ আসি মিলে তোমার শরীরে ॥৪১০॥
 অংশাংশের ক্রোধে ধাঁ’র সকল সংহারে ।
 সে ভূমি করিলে ক্রোধ কোন্ জনে তরে ॥৪১১॥
 ‘অক্রোধ পরমানন্দ ভূমি’ বেদে গায় ।
 বেদ-বাক্য প্রভু ঘুচাইতে না মুয়ায় ॥৪১২॥
 ব্রহ্মাদিও তোমার ক্রোধের নহে পাত্র ।
 সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় তোমার লীলা-মাত্র ॥৪১৩॥
 করিলাতো কাজির অনেক অপমান ।
 আর যদি ঘটে’ তবে সংহারিহ প্রাণ ॥” ৪১৪॥
 “জয় বিশ্বস্তর মহারাজ রাজেশ্বর ।
 জয় সর্বলোক-নাথ শ্রীগৌর-সুন্দর ॥৪১৫॥
 জয় জয় অনন্ত-শয়ন রমা-কান্ত ॥”
 বাহু তুলি’ স্তুতি করে সকল মহান্ত ॥৪১৬॥
 ভক্তবাক্যে প্রভু কোপ-শাস্তি ও অজ্ঞত বিজ্ঞ—
 হাসে’ মহাপ্রভু সর্ব দাসের বচনে ।
 ‘হরি’ বলি নৃত্য-রসে চলিল তখন ॥৪১৭॥

যে ‘সিমুলিয়া’ নগর অবস্থিত ছিল, তাঙ্গা নদীয়া-নগরবৈ এক প্রান্তে ॥ ৩৪৮ ॥

‘সিমুলিয়া’ গ্রাম হইতে বর্তমান ‘বামনপুকুর’-গ্রামে আসিবার পথ : সেখানে প্রাচীন কাজীবাড়ী ছিল ; উহা এখনও আছে ॥ ৩৪৯ ॥

শ্রীগৌরসুন্দরবৈ কীর্ণন-বাঞ্ছিত শব্দ শুনিয়া কাজী তাহা অসম্বন্ধান কবিত্তে লোক পাঠাইলেন । তাঁহাব ননে হইয়াছিল,—ঐ প্রকার কোলাহল কোন বিবাহাদির বাজ বা কোন আশোদ-প্রমোদের গোলমাল । তিনি বলিলেন, “আমি হিন্দুগণের কীর্ণন বন্ধ করিবার আদেশ করিয়াছি ;

আমাব আদেশ লঙ্ঘন কবিতা যদি কোন ‘হিন্দুয়ানি’-কীর্ণন হইতে থাকে, তবে উহাব সংবাদ পাঠিবামাত্র আমি স্বয়ং গিয়া উহা বন্ধ কবিব ॥” ৩৬১ ॥

বিহা—বিবাহ ॥ ৩৭৬ ॥

সঙ্কীর্ণন-প্রবর্তক মহাপ্রভু কীর্ণনবিরোধী নির্জনতা-প্রিয় ধ্যানদিগকে ‘পাপী’ জ্ঞানিয়া সংহাব কবিলেন, বলিলেন । সকলপ্রকার পাপ-পবায়ণ জীব যদি কীর্ণন করে, তাহা হইলে তাহারাও ভগবৎস্তুতিপথে আসিবে । কীর্ণনবিরোধী তপস্বী-নিরত ভক্তভোগ যতি মুহূর্ত্ত জ্ঞানী, ভগবৎসান্নিধ্য লাভেজু যোগী—যদিও ‘জনসমাজে’ ‘ধাৰ্ম্মিক

কাজিরে করিয়া দণ্ড সর্ব-লোক-রায় ।
 সংকীৰ্ত্তন-রসে সর্ব-গণে নাচি' যায় ॥৪১৮॥
 মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে শব্দ করতাল ।
 'রাম কৃষ্ণ জয়-ধ্বনি গোবিন্দ গোপাল ॥' ৪১৯॥
 কাজির ভাজিয়া ঘর সর্ব-নগরিয়া ।
 মহানন্দে 'হরি' বলি' যায়ন নাচিয়া ॥৪২০॥
 পাষণ্ডীর হইল পরম চিন্তভঙ্গ ।
 পাষণ্ডী বিষাদ ভাবে, বৈষ্ণবের রঙ্গ ॥৪২১॥
 "জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ মুরারি বনমালী ।"
 গায় সব নগরিয়া দিয়া হাতে তালি ॥৪২২॥
 জয়-কোলাহল প্রতি-নগরে-নগরে ।
 ভাসয়ে সকল লোক আনন্দ-সাগরে ॥৪২৩॥
 কে বা কোন্ দিগে নাচে, কে বা গায়, বা'য় ।
 হেন নাহি জানি কে বা কোন্ দিগে ধায় ॥৪২৪॥
 আগে নৃত্য করিয়া চলয়ে শুভগণ ।
 শেষে চলে মহাপ্রভু ত্রিশচী-নন্দন ॥৪২৫॥
 কীৰ্ত্তনীয়া—ব্রজা, শিব, অনন্ত আপনি ।
 নৃত্য করে প্রভু বৈষ্ণবের চূড়ামণি ॥৪২৬॥
 ইহাতে সন্দেহ কিছু না করিহ মনে ।
 সেই প্রভু কহিয়াছে রূপায় আপনে ॥৪২৭॥

প্রভু শঙ্খবগিক-নগবে প্রবেশ ও ঘরে ঘরে
 আনন্দ-কোলাহল—

অনন্ত অর্কুদ লোক সঙ্গে বিশ্বস্তর ।
 প্রবেশ করিল শঙ্খ-বগিক-নগর ॥৪২৮॥

সাধু' বলিয়া খ্যাত,—কিন্তু তাহা বা যদি ভগবৎ-কীৰ্ত্তন
 উচ্চৈঃস্ববে না কবে, তাহা হইলে মহাপ্রভু তাহাদিগকেও
 বিনাশ কবিতো প্রস্তুত হইলেন । শ্রীজীব গোস্বামি-প্রভু
 সপ্তমস্কন্ধে (৫।২৩) প্রহ্লাদোক্তিব টীকায় লিখিয়াছেন,—
 "যন্তপাত্তা ভক্তিঃ কলৌ কণ্ঠব্য, তদা কীৰ্ত্তনাখ্যা ভক্তি-
 সংযোগেনৈব কণ্ঠব্য ।" কীৰ্ত্তন বাদ দিয়া অল্প কোন
 ভক্তি হইতে পারে না ॥৪০৪॥

বৰ্ত্তমান কালে আমরা যে বিশেষ বাস করি, তথায়
 হরিকথার কোন কীৰ্ত্তন নাই, তজ্জন্ত লোক-হিতৈষী

শঙ্খ-বগিকের পুরে উঠিল আনন্দ ।
 'হরি' বলি' বাজায় মৃদঙ্গ, ঘণ্টা, শঙ্খ ॥৪২৯॥
 পুষ্ক-ময় পথে নাচি' চলে বিশ্বস্তর ।
 চতুর্দিকে জলে দ্বীপ পরম সুন্দর ॥৪৩০॥
 সে চক্রে শোভা কিবা কহিবারে পারি ।
 যাহাতে কীৰ্ত্তন করে গৌরাজ-শ্রীহরি ॥৪৩১॥
 প্রতি ঘরে পূর্ণকুন্ত রত্না আভার ।
 নারী-গণে 'হরি' বলি দেয় জয়কার ॥৪৩২॥

প্রভু তদ্ব্যয়-পরীতে-প্রবেশ ও তথায় মঙ্গলধ্বনি—

এই মত সকল নগরে শোভা করে ।
 আইলা ঠাকুর তন্তুবায়ের নগরে ॥৪৩৩॥
 উঠিল মঙ্গল-ধ্বনি জয়-কোলাহল ।
 তন্তুবায়-সব হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥৪৩৪॥
 নাচে সব-নগরিয়া দিয়া কর-তালি ।
 "হরি বল মুকুন্দ গোপাল বনমালী ॥" ৪৩৫॥

প্রভু শ্রীধরগৃহে গমন ও জীর্ণ লৌহপাত্রে ভলপান—

সর্ব-মুখে 'হরি' নাম 'শুনি' প্রভু হাঙ্গে ।
 নাচিয়া চলিলা প্রভু শ্রীধরের বাসে ॥৪৩৬॥
 ভাজা এক ঘর মাত্র শ্রীধরের বাস ।
 উত্তরিলা গিয়া প্রভু তাঁহার আবাস ॥৪৩৭॥
 সবে এক লৌহ-পাত্র আছয়ে ছুয়ায়ে ।
 কত ঠাঁই তালি, তাহা চোরেও না হরে' ॥৪৩৮॥
 নৃত্য করে মহাপ্রভু শ্রীধর-অঙ্গনে ।
 জলপূর্ণ পাত্র প্রভু দেখিলা আপনে ॥৪৩৯॥

বিশ্বস্তর হরিকীৰ্ত্তন মুখেই সর্ববিধ ভগবৎ-সেবা-বিধানের
 উপদেশ দিয়াছেন । নামকীৰ্ত্তনের দ্বারা বৈকুণ্ঠনাম-সেবা
 ব্যতীত যে সকল অচুষ্ঠান দেখা যায়, তাহা ভগবদ্‌বৈমুখ্যেই
 পরিণতি মাত্র, উচ্চাতে ভক্তিদোষে সম্ভাবনা নাই ।
 অগ্নাভিলাষ, কন্দ ও জ্ঞানাদি উদ্দেশ্যে যাবতীয় অতিথেষ
 কখনও 'কেবলা-ভক্তি' শব্দ-বাচ্য নহে । কীৰ্ত্তনাখ্যা ভক্তির
 অবিবোধে যে সকল সাধনের কথা হইতে পারে, সে
 সমস্তই কীৰ্ত্তনের অচুগামী হওয়া উচিত ॥৪০২-৪০৪॥

কাজীর কঙ্কীৰ্ত্তন-বিবোধদমন কবিতা ভগবান্‌শ্রীগৌর-

ভক্তপ্রেম বুঝাইতে শ্রীশচী-মন্দন।
 লৌহ-পাত্র তুলি' লইলেন তত্ত-ক্ষণ ॥৪৪০॥
 জল পিয়ে মহা-প্রভু সুখে আপনার।
 কা'র শক্তি আছে তাহা 'নয়' করিবার ॥৪৪১॥
 দ্বিভ্রতানিবন্ধন প্রভুব যথাযোগ্য সেবায় অসমর্থ
 হওয়ায় শ্রীধরের মূর্ছা—
 'মরিবু' মরিবু' বলি' ডাকয়ে শ্রীধর।
 "মোরে সংহারিতে সে আইলা মোর ঘর ॥" ৪৪২॥
 বলিয়া মুচ্ছিত হৈলা স্নকৃতি শ্রীধর।
 প্রভু বলে,—“শুদ্ধ মোর আজি কলেবর ॥৪৪৩॥
 ভক্তগৃহে জলপানের ফল প্রভুব স্বমুখে কীর্তন—
 আজি মোর ভক্তি হৈল কৃষ্ণের চরণে।
 শ্রীধরের জল পান করিলে। যখনে ॥৪৪৪॥
 এখনে সে 'বিষ্ণু-ভক্তি' হইল আমার।”
 কহিতে কহিতে পড়ে নয়নের ধার ॥৪৪৫॥
 'বৈষ্ণবের জল-পানে বিষ্ণু-ভক্তি হয়।'
 সবারে বুঝায় প্রভু গৌরানন্দ সদয় ॥৪৪৬॥

তথা হি (পদ্মপূর্ণা আদি পৃষ্ঠ ৩১১২২)।

প্রার্থনাবৈষ্ণবভাষ্য প্রযত্নে বিচক্ষণঃ।

সর্ব-পাপবিশুদ্ধার্থং তদভাবে স্তলং পিবেৎ ॥৪৪৭॥

প্রভুব ভক্তবাৎসল্য-দর্শনে ভক্তগণেব আনন্দ ক্রন্দন—

ভক্ত-বাৎসল্য দেখি' সর্ব ভক্ত-গণ।

সবার উঠিল মহা-আনন্দ-ক্রন্দন ॥৪৪৮॥

সুন্দর কীর্তন-বাহিনী লইয়া নিকটস্থ 'শঙ্খবণিক-নগবে'
 উপস্থিত হইলেন ॥৪৪৮॥

'শঙ্খবণিক-নগব' হইতে নগবেব তদ্বায়-পল্লীতে আসিয়া
 উপস্থিত হইলেন। তদ্বায়-পল্লী এখনও বর্তমান ॥৪৪৯॥

তদ্বায়-পল্লী হইতে শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধবেব অঙ্গনে
 গেলেন ॥৪৫০॥

শ্রীধবেব জীর্ণ লৌহ-পাত্রে মহাপ্রভু পবমানন্দে জলপান
 করিলেন। দ্বিভ্রত শ্রীধর গৌর-সুন্দরেব অবাচিত সেবা গ্রহণ-
 দর্শনে স্বীয় দারিদ্র্যানিবন্ধন ভাগ্যেব দোষাবোপ করিতে
 করিতে বলিতে লাগিলেন,—“শ্রীগৌরসুন্দরেব যোগ্য

নিত্যামন্দ গদাধর পড়িলা কান্দিয়া।
 অদ্বৈত-শ্রীবাস কান্দে ভূমিতে পড়িয়া ॥৪৪৯॥
 কান্দে হরিদাস, গজাদাস, বক্রেশ্বর।
 মুরারি, মুকুন্দ কান্দে, শ্রীচন্দ্রশেখর ॥৪৫০॥
 গোবিন্দ, গোবিন্দামন্দ, শ্রীগর্ভ, শ্রীমান্দ।
 কান্দে কাশীশ্বর, শ্রীজগদানন্দ, রাম ॥৪৫১॥
 জগদীশ, গোপীনাথ কান্দেন নন্দন।
 শুক্লাশ্বর, গরুড়, কান্দয়ে সর্ব জন ॥৪৫২॥
 লক্ষ কোটি লোক কান্দে শিরে দিয়া হাত।
 “কৃষ্ণ রে ঠাকুর মোর অনাথের নাথ ॥” ৪৫৩॥
 কি হৈল বলিতে নারি শ্রীধরের বাসে।
 সর্ব-ভাবে প্রেমভক্তি হইল প্রকাশে ॥৪৫৪॥
 'কৃষ্ণ' বলি' কান্দে সর্বজগত হরিষে।
 সংকল্প হইল সিদ্ধি, গৌরচন্দ্রহাসে ॥৪৫৫॥
 জীর্ণ জলপাত্রে জলপান করিয়া প্রভু বৈষ্ণবকে অপ্রাকৃত
 বিচারে দর্শন করিতে শিক্ষাদান—
 দেখ সব ভাই, এই ভক্তের মহিমা।
 ভক্ত-বাৎসল্যের প্রভু করিলেন সীমা ॥৪৫৬॥
 লৌহ-জলপাত্র, তাতে বাহিরের জল।
 পরম-আদরে পান কৈলেন সকল ॥৪৫৭॥
 পরমার্থে পান-ইচ্ছা হইল যখনে।
 সুধামৃত ভক্ত-জল হইল তখনে ॥৪৫৮॥
 'ভক্তি' বুঝাইতে সে এমত পাত্রে জল।
 পরমার্থে বৈষ্ণবের সকল নির্মল ॥৪৫৯॥

সম্ভাষণ আমা-দ্বারে হইল না, স্ততরাং আমাকে মারিব
 জগাই—হৃদয়ে দুঃখ দিবার জগাই মহাপ্রভু বলপূর্বক স্ফুট
 লৌহ-পাত্রে জল পান করিলেন ॥” ৪৪০—৪৪২॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীধবেব বাক্য শ্রবণ কবিতা তাঁহাব র্ত
 জলপাত্রে জল পান করার কৃষ্ণসেবা-বৃত্তি উদ্বেষিত হই
 এতদ্বা বা কৃষ্ণবিশৃতি নাশ হইল এবং বহির্জগতের সুখ
 সন্ধান-বহিত হইয়া ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শব্দ
 শোধিত হইল, বলিলেন। জনার্দন—ভাবগ্রাহী, বি
 জড়জগতের ঐশ্বর্য্য দ্বারা সেবিত হইবার পরিবর্তে জী
 নিকপট হৃদয়ের সেবা গ্রহণ করেন ॥৪৪৪॥

দান্তিকের বহু মূল্যবান দ্রব্যে ভগবানের উপেক্ষা, আর
ভক্তের অতি নিকট দ্রব্য বলপূর্বক গ্রহণ,
তদ্বিষয়ের দৃষ্টান্ত—

দান্তিকের রত্নপাত্র, দিব্য জলাসনে।
আছুক পিবার কার্য, না দেখে নয়নে ॥৪৬০॥
যে-সে দ্রব্য সেবকের সর্বভাবে খায়।
নৈবেদ্যাদি বিধিরও অপেক্ষা নাহি চায় ॥৪৬১॥
অল্প দ্রব্য দাসেও না দিলে বলে খায়।
তা'র সাক্ষী ব্রাহ্মণের খুদ্ব দ্বারকার ॥৪৬২॥
অবশেষে সেবকেরে করে আত্মসাৎ।
তা'র সাক্ষী বনবাসে যুধিষ্ঠির-শাক ॥৪৬৩॥
সেবক কৃষ্ণের পিতা, মাতা, পত্নী, ভাই।
'দাস' বই কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥৪৬৪॥
যে রূপ চিন্তয়ে দাসে সে-ই রূপ হয়।
দাসে কৃষ্ণে করিবারে পারয়ে বিক্রয় ॥৪৬৫॥
'সেবকবৎসল প্রভু' চারি বেদে গায়।
সেবকের স্থানে কৃষ্ণ প্রকাশে সদায় ॥৪৬৬॥

কৃষ্ণদান্তেব সর্বশ্রেষ্ঠত্ব—

নয়ন ভরিয়া দেখ দাসের প্রভাব।
হেম দান্ত-ভাবে কৃষ্ণে কর' অনুরাগ ॥৪৬৭॥
অল্প হেম না মানিহ 'কৃষ্ণ-দাস'-নাম।
অল্প-ভাগ্যে 'দাস' নাহি করে ভগবান্ ॥৪৬৮॥
বহু কোটি ভদ্র'য়ে করিল নিজ ধর্ম।
অহিংসার অমায়্যায় করে সর্ব কর্ম ॥৪৬৯॥

“গুরীয়াদ্ বৈষ্ণবাজ্জলম্”—যে জল বৈষ্ণব গ্রহণ
করিয়া অবশেষ বাঞ্ছন, সেই জলপানে বিস্মৃত্তি
উন্মেষিত হয়। অকিঞ্চন বৈষ্ণবের অল্প সকল দ্রব্যে
সাধারণের ধন জ্ঞান হয় আব অকিঞ্চিংকর নীর মূল্যহীন-
জ্ঞানে অনাদরের বস্তু হয় ॥৪৭০॥

অর্থঃ। বিচক্ষণঃ (পণ্ডিতঃ জনঃ) প্রযত্নেন (প্রকৃষ্ট-
ক্রমেণ যত্নেন) সৰ্ব্বপাপবিশুদ্ধার্থঃ (সৰ্ব্বপাপবিশুদ্ধি-
নিমিত্তং) বৈষ্ণবভ্রাতৃঃ (বৈষ্ণবেন শ্রীভগবতে অর্পিতং যদ্বা
বৈষ্ণবভুক্তাবশেষং অন্নং) প্রার্থয়েৎ ; তদভাবে (তদপ্রাপ্তে

অহর্নিশ দান্তভাবে যে করে প্রার্থন।
গজা-সভ্য হয় কালে বলি 'নারায়ণ' ॥৪৭০॥
ভক্তে হয় মুক্ত—সর্ববন্ধের বিনাশ।
মুক্ত হইলে হয়, সেই গোবিন্দের দাস ॥৪৭১॥
এই ব্যাখ্যা করে ভাষ্যকারের সমাজে।
মুক্ত-সব লীলা-ভঙ্গ করি' কৃষ্ণ ভজে ॥৪৭২॥

তথা হি সৰ্বশ্রেষ্ঠভোগ্যকৃষ্ণঃ—

(ভাঃ ১০৮৭২১ স্নোকে শ্রীধন-বৃত্ত সূর্যজ-ভাষ্যকার-ব্যাখ্যা)
মুক্তা অপি নীলয়া বিগ্রহং কৃষ্ণা ভগবন্তং ভজন্তে ॥৪৭৩॥
অতএব ভক্ত হয় ঈশ্বর-সমান।
ভক্ত-স্থানে পরাতন মানেন' ভগবান্ ॥৪৭৪॥
অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে যত আছে স্ততিমালা।
'ভক্ত'-হেম স্ততির না ধরে কেহ কলা ॥৪৭৫॥
'দাস'-নামে ব্রহ্মা শিব হরিষ সবার।
ধরণী ধরেস্ত চাহে দাস-অধিকার ॥৪৭৬॥
এ সব ঈশ্বর-তুল্য স্বভাবেই ভক্ত।
তথাপিহ ভক্ত হইবারে অনুরক্ত ॥৪৭৭॥

অদ্বৈত প্রভু স্বরূপানন্তি ব্যক্তিগণেব তদ্বিষয়ে
বিভিন্ন ধাবণায় দুঃখ-প্রাপ্তি—

হেম ভক্ত অদ্বৈতেরে বলিতে-হরিষে।
পানী-সব দুঃখ পায় নিজ-কর্ণদোষে ॥৪৭৮॥
'ভক্ত'-নামে শ্রীকৃষ্ণের সন্তোষ—
কৃষ্ণের সন্তোষ বড় 'ভক্ত'-হেম নামে।
কৃষ্ণচন্দ্র বিনে ভক্ত আর কে বা জানে ॥৪৭৯॥

সতি) জলং (বৈষ্ণবপানাবশেষং তৎপাদদ্রষ্টং বা)
পিবৎ ॥৪৮০॥

অনুবাদ। পণ্ডিত ব্যক্তির সর্বপাপবিশুদ্ধার্থে
প্রকৃষ্টরূপে যত্নের সহিত বৈষ্ণবের নিকট ভগবৎপ্রসাদ
(বৈষ্ণবের দ্বারা নিবেদিত) বা বৈষ্ণবের ভুক্তাবশেষ অন্ন
প্রার্থনা করা কর্তব্য। তাহা না পাইলে অস্ত তঃ বৈষ্ণবের
উচ্ছিষ্ট জল অথবা তৎপাদদ্রব্য জল পান করিবেন ॥৪৮১॥

লৌহ সর্বাপেক্ষা কম মূল্যে ধাতু। প্রদৃশ লৌহময়
পাত্রটি বহু ব্যবহারে জীর্ণ হইয়াছিল, এবং উহা আবার

‘অহং ব্রহ্মসি’ অভিমानी পাষণ্ড ও দ্বরাট পুরুষোত্তম
 বয়ং ভগবানেব প্রভাবের তাবতম্য—
 উদয়-ভরণ লাগি’ এবে পাঙ্গী সব।
 লওয়ায় ‘ঈশ্বর আমি’,—মূলে জরদগব ॥৪৮০॥
 গর্দভ-শৃগাল-তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
 কেহ বলে,—‘আমি রঘুনাথ ভাব’ গিয়া ॥৪৮১॥
 কুকুরের ভক্ষ্য দেহ,—ইহায়ে লইয়া।
 বলয়ে ‘ঈশ্বর’ বিষ্ণু-মায়া-মুখ হইয়া ॥৪৮২॥
 সর্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র শ্রীশচী-নন্দন।
 দেখ তাঁর শক্তি এই ভরিয়া নয়ন ॥৪৮৩॥
 ইচ্ছা-মাত্র কোটি কোটি সমৃদ্ধ হইল।
 কত কোটি মহাদীপ জলিতে লাগিল ॥৪৮৪॥
 কে বা রোপিলেক কলা প্রতি-দ্বারে-দ্বারে।
 কে বা গায়, বা’য় কে বা, পুষ্পবৃষ্টি করে ॥৪৮৫॥
 শ্রীধরব জলপানে প্রভুব প্রেমভাবে সগোষ্ঠী নৃত্য-কীর্তন—
 করিলেন মাত্র শ্রীধরের জল-পান।
 কি হইল না জানি প্রেমের অধিষ্ঠান ॥৪৮৬॥

বাহিবেব ব্যবহারেব উপযোগী ছিল। পরমার্থবিচারে
 চিন্ময় দর্শনে অচিদ-দর্শন-জনিত দবিত্ততা বা অপকর্ষ যে
 ভগবদ্ভক্তি অস্তবায়—তাহা দেখাইবাব জন্ত দবিত্তরূপী
 শ্রীধরব নানাভাবে মেবামত করা ফুটা লৌহ-জলপাত্র
 হইতে জল পান করিরা ভক্তকে অপ্রাকৃত-দর্শনে তাঁহার
 মর্যাদা ও আদর কবিত্তে জগৎকে শিখাইলেন ॥৪৫৭॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৮১ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥৪৬২॥

তথ্য। মহাভাগ৩ বনপর্ক ২৬১—২৬২ অঃ দ্রষ্টব্য
 ॥৪৬৩॥

জড়জগতে বিবিধ উপাদান ও বহু দ্রব্যের স্বচ্ছলতায়
 অনেক সময় দাস্তিকতা উপস্থিত হয়। ‘আমি শ্রেষ্ঠ, আমি
 ধনী, আমি বহুসেবাপ্রকরণসম্পন্ন, আমি খুব ভক্তি-
 মান্, ‘শ্রীধরস্বামি-প্রভূতি বৈষ্ণবগণ মায়াবাদী-ইত্যাদি
 নানা কুবিচার দাস্তিককে আশ্রয় করে। ভগবান্ শ্রীগৌর-
 চন্দ্রব সে-সকল লোকের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন না বা
 তাহাদের দ্বারা কোন সেবা অভিলাষ করেন না।

ভকতবাৎসল্য দেখি’ ত্রিভুবন কান্দে।
 ভূমিতে লোটারি কেহ কেশ নাহি বাজে ॥৪৮৭॥
 শ্রীধর কান্দয়ে তৃণ ধরিয়া দশনে।
 উচ্চ করি ‘হরি’ বলে সজল নয়নে ॥৪৮৮॥
 “কি জল করিল পান ত্রিদশের রায়।”
 নাচয়ে শ্রীধর, কান্দে, করে ‘হায় হায়’ ॥৪৮৯॥
 ভক্ত-জল পান করি প্রভু বিশ্বস্তর।
 শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ॥৪৯০॥
 শ্রিয়-গণে চতুর্দিকে গায় মহা-রসে।
 নিত্যানন্দ গদাধর শোভে দুই পাশে ॥৪৯১॥

শ্রীধরব ভাগ্যদর্শনে ব্রহ্মাদিবও প্রশংসা—

খোলা-বেচা সেবকের দেখ ভাগ্য-সীমা।
 ব্রহ্মা শিব কান্দে ষাঁ’র দেখিয়া মহিমা ॥৪৯২॥

ভগবান্ শ্রীচৈতন্যদেব ভক্তিমাত্রে বাধ্য—

ধনে জনে পাণ্ডিত্যে কৃষ্ণেরে নাহি পাই।
 কেবল ভক্তির বশ চৈতন্য-গোসাঞি ॥৪৯৩॥

বিশ্রান্তস্থতা, বাৎসল্য ও মধুব-বসেব বিষয় ভগবান্
 জাগতিক বিচারেব ‘গৌরব’ বাধ্য কবিত্তে সমর্থ হয় ন
 দবিত্ত ভক্তের প্রদত্ত সামান্য বস্তুকেও ভগবৎ
 বলপূর্বক আদরের সহিত গ্রহণ করেন। আর প্রভু
 ধনবান্ দাস্তিক ব্যক্তির মর্যাদা-প্রদত্ত দ্রব্যকেও ভগবৎ
 প্রত্যাখ্যান করেন। দ্বাবকা (বর্তমান পোরবন্দর
 সুদামাপুত্রী-নিবাসী সুদামবিপ্রের প্রদত্ত অন্নকণ ভগবানে
 নিকট আদরের সহিত গৃহীত হইয়াছিল। বনবাস-কাল
 বৃষ্টিবিরের প্রদত্ত বনশাক ভগবান্ কৃষ্ণ রোচনাগা প্রবৃষি
 সহিত গ্রহণ কবিল্লিহিলেন। সেব্যকৃষ্ণের পত্নী, পিতা-মাতা
 সখা-দাস প্রভৃতি সকলেই সেবকমাত্র। দ্বাংহারা ভগবানে
 নিত্যানীলার পবিকর সেই সেবকগণের সম্পত্তির
 ভগবানের সেবা বিভিন্ন সেবকের দ্বারা বিভিন্ন রসে বিধি
 হয় ॥ ৪৬০—৬৫ ॥

জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ভগবৎসেবা-তৎপর
 মায়াবদ্ধ-জীব এই কপা বুঝিতে না পারিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষা

প্রভুর নিজ-নগরে আগমন ও নৃত্য—

জলপানে শ্রীধরেণে অনুগ্রহ করি' ।
নগরে আইলা পুনঃ গৌরাজ-শ্রীহরি ॥৪৯৪॥
নাচে গৌরচন্দ্র ভক্তি রসের ঠাকুর ।
চতুর্দিকে হরি-ধ্বনি শুনিয়ে প্রভুর ॥৪৯৫॥

নবধীপের তদানীন্তন অবস্থা—

সর্ব-লোক জিনি' নবধীপের শোভায় ।
হরি-বোল শুনি মাত্র সবার জিহ্বায় ॥৪৯৬॥
যে স্থখে বিহ্বল শুক, নারদ, শঙ্কর ।
সে স্থখে বিহ্বল সর্ব-নদীয়া-নগর ॥৪৯৭॥

প্রভুর সর্বনবধীপে নৃত্য ও নৃত্যের কাল—

সর্ব নবধীপে নাচে জিহুব-রায় ।
'গাদিগাছা,' 'পারভাঙ্গা,' 'মাজিলা' দিয়া যায় ॥৪৯৮॥
'এক নিশা' ছেন আন মা করিহ মনে ।
কত কল্প গেল সেই নিশার কীর্ণনে ॥৪৯৯॥

বশে তক্তিবজ্জিত নানা অস্থানকে 'সাধন' বলিয়া নির্ণয় করে এবং পবিশেষে তাহাদেব সে প্রকার সাধনফলে যে উন্নত আদর্শ লাভ ঘটে, সেগুলি ভগবৎসেবা-বৈমুখ্যের অস্বস্ত্য নিদর্শন। যে-কালে মানবেব সর্বতোভাবে ভগবৎ-সেবার প্রবৃত্তি জাগ্রত হয়, সে-কালে তিনি সর্বোপেক্ষা ধ্যস্ত হন। ভগবদ্ভক্তগণ সর্বদাই লোকেব মঙ্গলপরাকাষ্ঠা চিন্তা কবিত্তে গিয়া ক্লেশে অহুবাগ বৃদ্ধি হউক—এরূপ শুভেচ্ছা পোষণ করেন। সেবা-স্বাবাই সেব্য বস্তুর প্রীতি বিধান হয়। সেব্যের অতীষ্ট সাধনের যত্নেব নামই 'ভক্তি'। এই বোধ পরম সৌভাগ্যবত্বজন-গণের ক্ষম্যে প্রকাশিত আছে। যাহাবা ভাগ্যহীন, তাহাদেব ভগবৎ-সেবার উপাদেয়তা উপলব্ধির বিষয় না হওয়ায়, তাহারা বিনষ্ট-লপাটে। ভগবান্ সেই ভাগ্যহীন জনগণকে স্বীয় দাস্ত প্রদান করেন না ॥৪৯৮॥

ভগবানের নিকটে 'সেবা' প্রার্থনা করিলে অত্ৰকালে অত্ৰলিসময়ে 'নারায়ণ' শব্দ উচ্চারণের ও গঙ্গাজলে নিমজ্জনের সৌভাগ্যলাভ ঘটে ॥৪৯৭॥

সর্বজ্ঞ বিষ্ণুস্বামী ভাষ্যকারগণের মধ্যে আদি পুরুষ,

চৈতন্ত-চন্দ্রের কিছু অসম্ভব নয় ।

ক্র-ভঙ্গে বাহার হয় ব্রজাণ্ড-প্রলয় ॥৫০০॥

কর্মজ্ঞানাবরণমুক্ত ব্যক্তিই শ্রীচৈতন্তলীলা-দর্শনের অধিকারী
এবং ভোগপরা ও ত্যাগময়ী বুদ্ধিতে তথ্যমে জড়-

সাম্য-বিচার—

মহা-ভাগ্যবানে সে এসব ভব জানে ।
শুকতর্কবাদী পাগী কিছুই না মানে' ॥৫০১॥
যে নগরে নাচে বৈকুণ্ঠের অধিরাজ ।
ভাহারাও ভাসয়ে আনন্দ-সিদ্ধ-মাক ॥৫০২॥

মহাপ্রভুব নৃত্য-দর্শনে নদীয়াবাসিগণেব শচী-জগন্নাথের
প্রশংসা—

সে ছকার, সে গজ্জন, সে প্রেমের ধার ।
দেখিয়া কান্দয়ে শ্রী-পুরুষ নদীয়ার ॥৫০৩॥
কেহ বলে,—“শচীর চরণে নমস্কার ।
হেন মহাপুরুষ জন্মিল গর্ভে স্বীয়” ॥৫০৪॥

তিনি লিখিয়াছেন যে, জীবগণ মুক্ত হইয়া মায়া হইতে স্বাধীনভাবে লীলায়যবিগ্রহ ভগবানের নিত্য সেবা করিয়া থাকেন। লীলা-বিশেষ গ্রহণ ব্যতীত মানবেব নখর ক্রিয়ায় যে সেবা দেখা যায়, তাহা কণভঙ্গুর। শ্রীধরস্বামি-পাদ মূলভাষ্যকাবেব বাক্য শ্রীমদ্ভাগবতেব স্বীয় টীকায় উদ্ধাব করিয়াছেন। সকল ভাষ্যকারই বদ্ধ জড় জগতে নখব ক্রিয়াসমূহকে 'ভজন' বলিয়া স্বীকার করেন না; পবন্ত নিত্যলীলায়মের স্বরূপ বা বিগ্রহের আদর করেন ॥৪৭২॥

অস্বয়। মুক্তা (নিতামুক্ত জনাঃ) অপি লীলায় বিগ্রহঃ কৃষা (ভগবতাসহ লীলার্থ শ্রীমুক্তিমত্তঃ সত্ত্বঃ) ভগবন্তঃ ভজন্তে (সেব্যন্তে ইতি সর্বজ্ঞৈঃ ভাষ্যকৃষ্টিঃ ব্যাখ্যা'তম্) ॥৪৭৩॥

অনুবাদ। নিতামুক্ত জনগণও লীলাতমুদ্রকপি-ভগবানের উপাসনা কবিয়া থাকেন—সর্বজ্ঞ ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন ॥৪৭৩॥

নবধীপের বিভিন্ন পল্লীপ মধ্যে গাদিগাছা—বর্তমান স্বরূপগঙ্গ, টাংরা, মহেশগঙ্গ প্রভৃতি গ্রাম। পারভাঙ্গা,—

কেহ বলে,—“অগম্য মিত্র পুণ্যবন্ত ।”

কেহ বলে,—“নদীয়ার ভাগ্যের নাহি অন্ত ॥” ৫০৫॥

প্রভুর লীলার কাল—

—এই মত লীলা প্রভু কত কর কৈলা ।

সবে বলে আজি রাজি প্রভাত না হইলা ॥৫০৬॥

প্রভু-দর্শনে সকলের জয়ধ্বনি ও প্রণাম—

এই মত বলি’ সবে দেয় জয়কার ।

সর্বলোকে ‘হরি’ বিনে নাহি বলে আর ॥৫০৭॥

প্রভু দেখি’ সর্ব লোক দণ্ডবৎ হঞা ।

পড়য়ে পুরুষ-স্ত্রীয়ে বালক লইয়া ॥৫০৮॥

প্রভুর সকলের প্রতি শুভদৃষ্টিপূর্বক কীর্তন-বিহার—

শুভদৃষ্টি গৌরচন্দ্র করি’ সবারকারে ।

স্বামুভাবানন্দে প্রভু কীর্তনে বিহরে ॥৫০৯॥

এসব লীলার কভু নাহি পরিচ্ছেদ ।

‘আবির্ভাব’ ‘তিরোভাব’—এই কহে বেদ ॥৫১০॥

ভক্তের ধ্যানাহুযায়ী ভগবানের নিত্য স্বরূপ-প্রকাশ—

যেখানে যেরূপ ভক্ত-গণে করে ধ্যান ।

সে-ই রূপে সেইখানে প্রভু বিদ্যমান ॥৫১১॥

তথা হি (ভাঃ ৩৯১১)

যদ্যচ্ছিয়া ত উরুগায় । বিভাবয়ন্তি ।

স্বস্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদহুগ্রহায় ॥৫১২॥

চৈতন্য-লীলার নিত্য—

অজ্ঞাপিহ চৈতন্য এ সব লীলা করে ।

যাঁ’র ভাগ্যে থাকে, সে দেখয়ে নিরন্তরে ॥৫১৩॥

ভক্তের শ্রেষ্ঠত্ব ও ভক্তসেবার মহিমা—

ভক্ত লাগি’ প্রভুর সকল অবতার ।

ভক্ত বই কৃষ্ণকর্ণ না জানয়ে আর ॥৫১৪॥

কোটি জন্ম যদি যোগ যজ্ঞ তপ করে ।

‘ভক্তি’ বিনা কোন কৰ্ম্মে ফল নাহি ধরে ॥৫১৫॥

হেন ‘ভক্তি’ বিনে-ভক্ত সেবিলে না হয় ।

অতএব ভক্ত-সেবা সর্ব-শাস্ত্রে কয় ॥৫১৬॥

ঐহিকারের নিজাভীষ্টদেব নিত্যানন্দের মহিমা-কীর্তন—

আদি দেব জয় জয় নিত্যানন্দ-রায় ।

চৈতন্য-কীর্তন ক্ষুরে যাঁহার কৃপায় ॥৫১৭॥

কেহ বলে,—“নিত্যানন্দ বলরাম-সম ।”

কেহ বলে,—“চৈতন্যের বড় প্রিয়তম ॥” ৫১৮॥

বর্তমান ব্রহ্মনগরের নিকটবর্তী ক্ষেত্র । গাজিদি—মধ্যস্থীপ প্রভৃতি । বর্তমান কালে ‘পাবডালা’ গ্রামেব অবস্থিতি বিলুপ্ত হইয়াছে বা গ্রামেব নামান্তর খটিয়াছে ॥৪৯৮॥

অর্থঃ । হে উরুগায় (পুণ্যশ্লোক ! ভক্তাঃ) শ্রিয়া (একাগ্রেণ মনসা) তে (তব) যৎ যৎ বপুঃ (রূপং) বিভাবয়ন্তি (স্বচ্ছয়া ধ্যানস্তি) সদহুগ্রহায় (সত্যং ভক্তানাং অহুগ্রহায় অহুগ্রহার্থং) তৎ তৎ বপুঃ প্রণয়সে (তেষাং সমীপে প্রকটয়সীত্যর্থঃ) ॥৫১২॥

অমুবাদ । হে পুণ্যশ্লোক ! ভক্তবৃন্দ স্ব-স্ব (সিদ্ধ-দেহগত) ভাবনাহুযায়ী আপনার যে সকল নিত্য স্বরূপ বিভাবনা করেন, আপনি তাঁহাদের প্রতি অনুরাগ করিবার জন্ত সেই সেই নিত্যস্বরূপের নিকট প্রকট করিয়া থাকেন ॥৫১২॥

মধ্যবর্তী-দ্রব্যের দ্বারা দৃশ্যবস্তু সম্পূর্ণ দর্শন ঘটে না । পূর্ণচেতনের যে যে অংশ জীবের ভোগ-প্রবৃত্তির দ্বারা আচ্ছন্ন হয়, তত্তদংশের দর্শনাভাব-হেতু শ্রীচৈতন্যদেবের

সমগ্র নিত্যলীলা লোকচক্ষে আবৃত হয় মাত্র । যাঁহার ফলভোগেব আশায় বা ফল-ত্যাগ-বাদের আলেয়ার পন্থা দাবিত হন না, তাঁদুশ কৰ্ম্মজ্ঞানাবরণ হইতে উন্মুক্ত পুরুষই শ্রীচৈতন্যলীলা সর্বদা দেখিতে পান । মানবের ভোগময়ী বা ত্যাগময়ী বুদ্ধি জড়তা উৎপাদন করে । সেই জড়তার হস্ত হইতে মুক্ত হইলেই বদ্ধজীবের ভোগ ও ত্যাগ-ভূমিকা অতিক্রম করিবার শক্তিতে ঘটে । নতুবা কালকোভ্য ও পরিচ্ছিন্ন-বিচারে—অহুশাদেয় ইতর বস্তুর সহিত সম্বন্ধ-বিচাবে শ্রীচৈতন্যলীলাকেও কৰ্ম্মজ্ঞানাবৃত মানব-বিলাসের সহিত সমস্তরে পরিগণিত করিবার অসম্ভবপিতা উদিত হয় ॥৫১৩॥

ভগবানের নিত্য সেবকই ভগবানের নিত্য প্রাকট্য অমুভব করিবার যোগ্য পাত্র । তিনি সেবোন্মুখ জনগণের নিত্য-ভূমিকায় সর্বদা অবতীর্ণ । সেবা-চেষ্টা না থাকিলে ক্রকের কৰ্ম্ম অর্থাৎ নিত্যলীলা অপরের অহুভবের বিষয় হয় না ॥৫১৪॥

কেহ বলে,—“মহাতেজী অংশ অধিকারী।”
 কেহ বলে,—“কোমরুপ বুঝিতে না পারি ॥৫১৯॥
 কি বা জীব নিত্যানন্দ, কি বা ভক্ত জ্ঞানী।
 যা’র যেনমত ইচ্ছা না বোলয়ে কেনি ॥৫২০॥
 যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে।
 তবু সে চরণ-ধন রহুক জুড়য়ে ॥৫২১॥
 এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে।
 তবে লাধি মারোঁ তার শিরের উপরে ॥৫২২॥
 চৈতন্য-প্রিয়ের পায়ে মোর নমস্কার।
 অবধূত-চন্দ্র প্রভু হউক আমার ॥৫২৩॥
 চৈতন্যের কপায় সে নিত্যানন্দ চিনি।
 নিত্যানন্দ জানাইলে গৌরচন্দ্র জানি ॥৫২৪॥
 গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ—শ্রীরাম লক্ষ্মণ।
 গৌরচন্দ্র—‘কৃষ্ণ’, নিত্যানন্দ—‘সঙ্কর্ষণ’ ॥৫২৫॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে চৈতন্যের ভক্তি।
 সর্ব-ভাবে করিতে ধরয়ে প্রভু শক্তি ॥৫২৬॥
 চৈতন্যের যত প্রিয় সেবক-প্রধান।
 তাহানা সে জ্ঞাত নিত্যানন্দের আখ্যান ॥৫২৭॥
 তবে যে দেখে অটোহাটো ঘন্ব বাজে।
 রজ করে কৃষ্ণচন্দ্র কেহ নাহি বুঝে ॥৫২৮॥
 ইহাতে যে এক বৈষ্ণবের পক্ষ লয়।
 অল্প বৈষ্ণবেরে নিন্দে, সে-ই যায় ক্ষয় ॥৫২৯॥
 সর্ব-ভাবে ভজে কৃষ্ণ, করে না যে নিন্দে’।
 সেই সে গণনা পায় বৈষ্ণবের বৃন্দে ॥৫৩০॥

অষ্টম-পদে ঐশ্বক্যের প্রগতি—

অষ্টম-চরণে মোর এই নমস্কার।
 তান প্রিয় তাহে মতি রহুক আমার ॥৫৩১॥
 সর্বগোষ্ঠী-সহিত গৌরাজ জয়জয়।
 শুনিলেই মধ্যখণ্ড ভক্তি লভ্য হয় ॥৫৩২॥

যাগ, যজ্ঞ, তপস্যা প্রভৃতি সকলগুলিই কালক্ষেপণ ও জড়ভূমিকায় অবস্থিত বলিয়া কেবল চেতনের সহিত পৃথক্। যে-কাল পর্যন্ত বদ্ধজীবের ভোগ ও ত্যাগের প্রবৃত্তি শুদ্ধ না হয়, তৎকালাবধি জীব কর্মালানে আবদ্ধ হইয়া আত্মার নিত্য্য বৃত্তি উন্মোচিত হয়, সেই মুহূর্ত্তেই তিনি জানিতে পাবেন যে, তপস্যা ও যাগযজ্ঞাদি সকল-গুলিই হরি-সেবায় অমূল্যে বিহিত না হইলে যাবার প্রভুত্বই পর্য্যবসিত হয় ॥ ৫১৫ ॥

জীবের বদ্ধদশা হইতে উদ্ধৃত হইবার আর কোন উপায় নাই—কেবল সর্বতোভাবে ভক্তগুণের অমুগমন ও তাঁহাদের সেবা-বাস্তীভূত; ইহাই সকল পাণ্ডিত্যের শেষ কথা ॥৫১৬॥

তথ্য। “বহুগঠনং তপসা ন যাতি” ও “নৈবাং মতিস্তাবৎ”—শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত ৫।১২।১২ ও ৭।৫।৩২ শ্লোকদ্বয় আলোচ্য ॥ ৫১৬ ॥

শ্রীগৌর ও নিত্যানন্দ—শ্রীরাম ও লক্ষ্মণ। শ্রীগৌর-নিত্যানন্দ শ্রীকৃষ্ণ-নাট্যায়ণ ও শ্রীসঙ্কর্ষণ। বাস্তব সেব্যবস্তুর বিভিন্ন স্তরে শ্রীচৈতন্যলীলা দর্শন করিতে গেলে সেবা-

ভক্তের প্রকাশের সহিত শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের অভেদ-বোধ উদ্ভূত হয়। শ্রীচৈতন্যদেবকে বিভিন্ন প্রকাশের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুই সেবা কবিত্তে সমর্থ। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু হইতেই জীবশক্তি নিঃসৃত। স্তবতঃ সেবা-দর্শ্য প্রত্যেক জীবেরই নিত্য্যধর্ম ॥ ৫২৫ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ও শ্রীঅষ্টম প্রভুব সহিত যে প্রেম-কলহ, তাহা ক্রমের ইচ্ছায় সম্পন্ন হয়—একথা বহির্দৃষ্ট লোকে বুঝিতে পারে না। না বুঝিয়া একজনের পক্ষ অবলম্বন কবিলে অপব বৈষ্ণবের সহিত বিবোধ করা হয়; কিন্তু তাদৃশী ক্রিয়াকালে অপবাধই সঞ্চিত হয় ॥ ৫২৯ ॥

শ্রীভগবান্কে সর্বতোভাবে ভজন করিলে ভগবানের বহিবদ্ধা শক্তিতে যে সকল দেবতা পরিদৃষ্ট হন, তাঁহাদের নিন্দা করিবার অবকাশ হয় না। সেই অপরের নিন্দাশূন্য মহাভাগবত প্রকৃত প্রস্তাবে উত্তম ভগবৎসেবকের শ্রেণীতে পরিগণিত হন ॥ ৫৩০ ॥

অষ্টমোক্তার আনুগত্য-চলনায় যে সকল ব্যক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীচরণে অপবাণ করেন, তাহারা কখনও শ্রীঅষ্টমের নিজ-দাশ হইতে পারেন না; তাহারা

অধৈতপক্ষাবলম্বনেব অভিনয়ে পাণিষ্ঠ-গদাধব-নিম্নকের
অধৈত-ভৃত্য-নামের অযোগ্যতা—

অধৈতের পক্ষ লঞা নিম্নে গদাধর।

সে পাণিষ্ঠ কছু নহে অধৈত-কিঙ্কর ॥৫৩৩॥

সর্বজীব-হৃদয়ে চৈতন্যলীলা-স্ব-বর্ণে গ্রন্থকাবের আশীর্বাদ—

চৈতন্য-চন্দ্রের কথা অমৃত মধুর।

সকল জীবের মনে বাড়ুক প্রচুর ॥৫৩৪॥

চৈতন্যলীলা-শ্রবণে আনন্দিত ব্যক্তিরই চৈতন্য-দর্শনে
অধিকার—

শুনিলে চৈতন্য-কথা যা'র হয় সুখ।

সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-শ্রীমুখ ॥৫৩৫॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ-চান্দ্র জ্ঞান।

শ্রীবৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥৫৩৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে নবদ্বীপ-নগর-ভ্রমণং নাম

ত্রয়োবিংশতিতমোহধ্যায়ঃ।

কেবল মাত্র পাণিষ্ঠ। গদাধব-ভক্ত-প্রশংসাকাবী
অধৈত প্রভু প্রকৃত দাসগণেব চবণে গ্রন্থকাবের সর্বদা
মতি থাকুক। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রকৃত দর্শন-লাভ কে
ইতি 'গৌড়ীয়-ভাণ্ডে' ত্রয়োবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

কবিত্তে পাবেন,—ইহার নিদর্শন জ্ঞানিতে হইলে দেখিতে
হইবে যে, যিনি চৈতন্য-কথা শুনিত্তে সুখ বোধ করেন,
তিনিই শ্রীচৈতন্যের সেবায় যোগ্যতা লাভ কবেন ॥৫৩১॥

চতুর্বিংশ অধ্যায়

চতুর্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমগ্নপ্রভু কীর্তনে অমৃত প্রেমাবেশ,
শ্রীঅধৈত-প্রভু গৌপীভাবে নৃত্য, মহাপ্রভু অধৈতকে
বিশ্বরূপ-প্রদর্শন, নিত্যানন্দের আগমন ও বিশ্বরূপ-দর্শন
এবং শ্রীনিত্যানন্দ ও অধৈত প্রেমকলহ প্রভৃতি বর্ণিত
হইয়াছে।

সঙ্কীর্ণন-পিতা শ্রীমগ্নপ্রভু নবদ্বীপে বিবিধ কীর্তন-
বিলাসে নিরত থাকিলে একদিন শ্রী অধৈত প্রভু গৌপী-
ভাবে নৃত্য করিতে থাকেন; ভক্তগণ উল্লাস-ভাবে কীর্তন
করিতে থাকিলে দীর্ঘকাল যাবৎ নৃত্য উদ্ভব হইল না।
ভক্তগণ তাঁহাকে কোনরূপে কথঞ্চিৎ স্থির করাইয়া
চতুর্দিকে বেঁটন করিয়া বসিলেন। অতঃপব শ্রীবাস ও
রামাই প্রভৃতি দ্বানার্থ গমন করিলে শ্রীঅধৈত-প্রভু প্রেম-
ভরে শ্রীবাস-অঙ্গনে পুনঃ পুনঃ গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন।
শ্রীঅধৈতের আর্গি কাষ্ঠাক্ত-নিরত বিশ্বরূপের হৃৎ-গোচর

হইল। তিনি তথায় আগমনপূর্বক অধৈত প্রভুকে লইয়া
বিষ্ণু-মন্দিবেব দ্বাব বন্ধ করিলেন। অতঃপব অধৈতের
প্রার্থনা কি তাহা প্রভু জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীঅধৈত-
প্রভু বিশ্বরূপ দর্শন করিতে ইচ্ছা করিলে ভক্তবাছাকল্লতরু
শ্রীমগ্নপ্রভু তাঁহাকে নিজ বিশ্বরূপ প্রদর্শন কবিলেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নদীয়ায় পরিভ্রমণ করিতেছিলেন।
তিনি প্রভু বিশ্বরূপ প্রকাশের বিষয় অন্তর্ধ্যামি-সূত্রে
জ্ঞানিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বাবে আসিয়া গর্জন করিতে
লাগিলেন। শ্রীমগ্নপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দের আগমন বৃত্তিতে
পারিয়া দ্বাব উন্মুক্ত করিলে নিত্যানন্দ প্রভু অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ
দর্শন পূর্বক দণ্ডবৎপতিত হইলেন। দুই প্রভু মহাপ্রভু
প্রভাব দর্শন করিয়া আনন্দে নৃত্য ও প্রভুর স্তুতি করিতে
লাগিলেন।

কিয়ৎকাল পরে উভয়েই প্রেমকলহে মগ্ন হইলেন।
কণপরে শ্রীমগ্নপ্রভু সকল সঞ্চরণ করিয়া ভক্তগণসহ
স্বগৃহে বাত্মা করিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসিংহের জয়গান—

জয় জয় জয় গৌর-সিংহ মহাদীর ।
জয় জয় শিষ্ট-পাল জয় দুষ্ট-বীর ॥১॥
জয় জগন্নাথ-পুত্র শ্রীশচীনন্দন ।
জয় জয় জয় পুণ্য শ্রবণ-কীর্তন ॥২॥
জয় জয় শ্রীজগদানন্দের জীবন ।
জয় হরিদাস-কাশীশ্বর-প্রাণ-ধন ॥৩॥
জয় কৃপাসিদ্ধ দীনবন্ধু সর্ব-ভাত ।
যে বলে ‘তোমার’ প্রভু, তা’র হও নাথ ॥৪॥

প্রভুব বিবিধ কীর্তন-বিলাস—

হেনমতে নববীপে বিশ্বস্তর-রায় ।
বিবিধ কীর্তন প্রভু করয়ে সদায় ॥৫॥
হেন সে হইলা প্রভু হরি-সংকীর্তনে ।
কৃষ্ণনাম শ্রুতিমাত্র পড়ে যে সে স্থানে ॥৬॥
কি নগরে, কি চব্বরে, কি বা জলে বনে ।
নিরন্তর অশ্রুধারা বহে শ্রীনয়নে ॥৭॥
আশু-গগনে রক্ষিয়া বলেন নিরন্তর ।
ভক্তিরসময় হইলেন বিশ্বস্তর ॥৮॥
কেহ মাত্র কোন রূপে যদি বলে ‘হরি’ ।
শুনিলেই পড়ে প্রভু আপনা’ পাসরি ॥৯॥
মহা-কম্প, অশ্রু, হয় পুলক সর্বাত্মে ।
গড়া-গড়ি যাতেন নগরে মহা-রঙ্গে ॥১০॥

কৃষ্ণ-প্রেম-প্রদানকারী শ্রীগৌরসিংহ চঞ্চল জীবকুলকে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দিবার জন্ত কৃষ্ণসেবনের উপদেশ দিয়াছেন। যদ্বন্দ্বন বিশ্বব পালন করিয়া পরমৈশ্বর্য প্রকাশ করিয়াছেন ॥১॥

বৈকুণ্ঠ-নামেব কীর্তন-প্রভাবে মায়িক জীবগণের কিরূপ সৌভাগ্যের উদয় হয়, তাহার আদর্শ প্রদর্শন কবিবার জন্ত শ্রীগৌরসিংহের অবতারণা। জীবযখন ব্রাহ্মী, সান্বকী ও খরৌঙ্গী প্রভৃতি ভাষা-গত যাবতীয় শব্দের কৃষ্ণসেবা-বিমুখ ভোগময় অর্থের উপলব্ধি হইতে অবসর-লাভ করেন, সেই সময়েই জীবের বৈকুণ্ঠনাম-প্রভাবে আত্মার নিত্য্যাবৃত্তি উদিত হয়। তখন বাহিরের বস্তুসমূহের আকর্ষণে সম্বষ্ট না হইয়া অনির্কচনীয় চেষ্টাভুক্ত হন। সেই সময়েই জীবের নিত্য্য-স্বরূপের উপলব্ধি ঘটে। শ্রীগৌরসিংহেরও সকল সময়ে

যে আবেশ দেখিলে ত্র্যাদি দৃষ্ট হয় ।
তাহা দেখে মদীয়ার লোক-সমুচ্চয় ॥১১॥
শেষে অতি মূর্ছা দেখি ‘মিলি’ সর্ব দাসে ।
আলগ করিয়া নিয়া চলিল আবাসে ॥১২॥
তবে হার দিয়া যে করেন সংকীর্তন ।
সে স্থখে পূর্ণিত হয় অনন্ত জীবন ॥১৩॥
যত সব ভাব হয়—অকথ্য সকল ।
হেন নাহি বুঝি প্রভু কি রসে বিহ্বল ॥১৪॥

প্রভুব বৈষ্ণবাভিমান প্রদর্শন পূর্বক অহংপ্রহোপাসীনা-
নিবাস—

কণে বলে,—“মুঞি সেই মদন-গোপাল ।”
কণে বলে,—“মুঞি কৃষ্ণ-দাস সর্ব-কাল ॥” ১৫॥
প্রভু-কর্তৃক আত্মাব নিত্য্যার্থে শ্রীবার্হতানবীর আত্মগত্যে
গোপী-অভিমানের সর্বোৎকর্ষ-স্থাপন—
‘গোপী গোপী গোপী’ মাত্র কোন দিন অপে’ ।
শুনিলে কৃষ্ণের নাম জলে মহা-কোপে ॥১৬॥
কপট-কৃষ্ণনিন্দা-দ্বারা নির্কোষণগণকে দণ্ড দান ও ভক্তগণ-
সমীপে অর্কচীনগণের বুদ্ধি দানিহ্ম-জ্ঞাপন—
“কোথাকার কৃষ্ণ ভোর মহা-দস্যু সে ।
শঠ দুষ্ট কৈতব—ভজে বা তারে কে ? ১৭॥

ভগবানেব নিত্য্যসেবকের গন্ধবিধ অভিযুক্ত-ভাবে আপনাকে প্রকট করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন বলিয়া কোন কোন সময়ে আত্মগোপনে সমর্থ হন নাই। জীব যাহাতে ভগবৎস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে এবং শচীহুকে নন্দীশ্বর-পতিস্বত বলিয়া জানিতে পারে, তাহা হইতে বদ্ধ জীবগণের দৃষ্টিকে আবরণ করেন নাই; তাই বলিয়া নিত্য্য চৈতন্যদাস জীব স্বীয় স্বরূপগত চিহ্ন হারাইয়া আপনাকে অহংপ্রহোপাসক ‘মায়াবাদী বাউল’ বা ‘মদন-গোপাল’ মনে না করেন এবং ভক্তিপথ হইতে বিচ্যুত না হন, তজ্জন্ত সকল সময়ে তিনি স্বয়ং বৈষ্ণবাভিমান প্রদর্শন করিতেন ॥১৫॥

জীবের আত্মাব নিত্য্যার্থে শ্রীবার্হতানবীর আত্মগত্যে মধুর রসে গোপী-অভিমানই সর্বোত্তম, এবং মধুর রসের

জী-জিত হইয়া জীর কাটে নাক কাণ ।
 লুক্কের প্রায় লৈল বালির পরাণ ॥১৮॥
 কি কার্য্য আমার সে বা চোরের কথায় ।”
 যে ‘কৃষ্ণ’ বলয়ে তা’রে খেদাড়িয়া যায় ॥১৯॥
 নিরন্তর বাধাকুলীলা-স্মৃতি প্রদর্শনার্থ ‘গোকুল-মথুরা’দি-
 নানোচ্চাবণ—

‘গোকুল’ গোকুল’ মাত্র বলে ক্ষণে ক্ষণে ।
 ‘বৃন্দাবন’ ‘বৃন্দাবন’ বলে কোম দিনে ॥২০॥
 ‘মথুরা’ ‘মথুরা’ কোন দিন বলে স্মৃখে ।
 কোন দিন পৃথিবীতে নখে অঙ্ক লেখে ॥২১॥
 ক্ষণে পৃথিবীতে লেখে ত্রিভঙ্গ-আকৃতি ।
 চাহিয়া রোদন করে, ভাসে সব ক্ষিতি ॥২২॥
 ক্ষণে বলে,—“ভাই সব, বড় দেখি বন ।
 পালে পালে সিংহ ব্যাঘ্র ভল্লুকের গণ ॥” ২৩॥
 “বা নিশা সর্বভূতানাং” গীতোক্ত ষোড়শ-আদর্শ-প্রদর্শন—
 দিবসেই বলে রাত্রি, রাত্রিরে দিবস ।
 এই মত প্রভু হইলেন ভক্তি-বশ ॥২৪॥

প্রভু ব্রহ্মাদিব আকাজ্য আবেশ-দর্শনে ভক্তগণেব

বোদন—

প্রভুর আবেশ দেখি’ সর্ব-ভক্ত-গণ ।
 অশ্রোহন্তে গলা ধরি’ করেন ক্রন্দন ॥২৫॥

যে আবেশ দেখিতে ব্রজার অভিলাষ ।
 স্মৃখে তাহা দেখে যত বৈষ্ণবের দাস ॥২৬॥
 প্রভু স্বগৃহ-ভ্যাগপূর্বক ভক্তগৃহে বাস—
 ছাড়িয়া আপন বাস প্রভু-বিশ্বস্তর ।
 বৈষ্ণব-সবের ঘরে থাকে নিরন্তর ॥২৭॥

কদাচিত্ জননী-তোষণার্থ বাহু-চেঁটা-প্রদর্শন—
 বাহু-চেঁটা ঠাকুর করেন কোন ক্ষণে ।
 সে কেবল জননীর সন্তোষ-কারণে ॥২৮॥

সাক্ষোপাঙ্গ প্রভুর তাত্‌কালিক অবস্থিতি—
 সূখময় হইলেন সর্ব ভক্তগণ ।
 আনন্দে করেন সব কৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তন ॥২৯॥
 নিত্যানন্দ মত্ত-সিংহ সর্ব মদীয়ায় ।
 ঘরে ঘরে বুলে প্রভু অনন্ত-লীলায় ॥৩০॥
 প্রভু-সঙ্গে গদাধর থাকেন সর্বথা ।
 অধৈত লইয়া সর্ব-বৈষ্ণবের কথা ॥৩১॥

অধৈত প্রভু গোপীভাবে নৃত্য—

এক দিন অধৈত নাচেন গোপীভাবে ।
 কীৰ্ত্তন করেন সবে মহা-অমুরাগে ॥৩২॥
 আর্তি করি’ নাচয়ে অধৈত মহাশয় ।
 পুনঃ পুনঃ দশে ভূণ করিয়া পড়য় ॥৩৩॥

আশ্রয় জীবাত্মরূপ ‘গোপী’ বলিয়া ব্রজজ্ঞানন্দন স্বয়ং
 গোপী-অভিমাণে স্থিতি-লাভ কবিবাব জ্ঞান বহুবাব ‘গোপী’
 শব্দ রূপ কবিতেন । জীব যে আশ্রয়জাতীয় বিভিমাংশ ও
 ও বিষয়জাতীয় স্বয়ং-রূপ কৃষ্ণ নহেন,—এ কথা জানাইবাব
 জ্ঞান পঞ্চোপাসক মায়াবাদী বহুজীবের কৃষ্ণ হইতে
 অভিমাণিমান যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, তাহা
 জানাইতে গিয়া একগণ যেমন কৃষ্ণনামে বিতুষা প্রদর্শন
 কবিবার অভিনয় দেখাইয়াছেন, প্রভু পক্ষে সেরূপ
 জীব মাত্রেবই সর্বকণ কৃষ্ণেব অমুগম্য এবং
 অমুগম্যের সহিত কৃষ্ণসেবা করাই যে পরম ধর্ম, তাহা
 জানাইয়াছেন ; এই জন্মই শ্রীমহাপ্রভু ব্যতিরেক-ভাবে
 কৃষ্ণনামে বিতুষা প্রদর্শন করিয়াছিলেন আব স্বরূপের
 উপলব্ধিতে কৃষ্ণনাম-শ্রবণেব তৃপ্তাধিক্যে সমগ্রজগতের

নিকট হইতে বিপবীত আচরণ-মুখে তাঁহার বিরক্তি
 উৎপাদন কবাইবার চেষ্টাব ছলনায় অমুকণ কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-
 স্পৃহা বর্দ্ধন করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

“কৃষ্ণ—মহাদত্তা, কৃষ্ণ—শঠ, ষ্ট, ছলনাকারী ; তাঁহার
 ভজন কবা উচিত নহে ; তিনি নগণ্য ব্যক্তি”—প্রভৃতি
 উক্তি বার ভগবান গোবিন্দের নিকট জনগণকে সমুচিত
 দণ্ড নিধান ও কৃষ্ণভক্তগণকে অর্কটীনগণের বুদ্ধির
 ঘোরিত্র জ্ঞাপন কবিয়াছেন । এতদ্বারা শ্রদ্ধাবস্ত জীবগণকে
 কৃষ্ণভক্তনের স্তম্ভ অবস্থা-জ্ঞাপন ও বায়াস্যতাব-প্রকটন-
 লীলা অভিব্যক্ত করিয়াছেন ।

তথ্য । ভাঃ ১০ম বন্ধ ৯০ অঃ ১৫-১৭ শ্লোক
 দ্রষ্টব্য ॥৩৮॥

তথ্য । (গীঃ ২।৬২)—“বা নিশা সর্বভূতানাং তত্‌তাং

গড়াগড়ি যারেন অর্ধেত প্রেম-রসে ।

চতুর্দিকে ভক্তগণ গারেন উল্লাসে ॥৩৪॥

নৃত্য-সম্বরণ-চেষ্টায় ভক্তগণেব আশি—

তুই প্রহরেও নৃত্য নহে সম্বরণ ।

প্রান্ত হইলেন সব ভাগবত-গণ ॥৩৫॥

সকলের আচার্য্যকে বেড়িয়া উপবেশন—

সবে মেলি' আচার্য্যেরে স্থির করাইয়া ।

বসিলেন চতুর্দিকে আচার্য্য বেড়িয়া ॥৩৬॥

আচার্য্যকে স্থিতি-দর্শনে শ্রীবাসাদির স্নানার্থ গমন ও

আচার্য্যের পুনঃ আবেশ—

কিছু স্থির হঞা যদি আচার্য্য বসিলা ।

শ্রীবাস-রামাই-আদি তবে স্নানে গেলা ॥৩৭॥

আশি-যোগ অর্ধেতের পুনঃ পুনঃ বাড়ে ।

একেশ্বর শ্রীবাস-অঙ্গনে গড়ি পাড়ে ॥৩৮॥

অর্ধেতের আশি প্রভু বদগোচর—

কার্য্যান্তরে নিজ-গৃহে ছিল। বিশ্বস্তর ।

অর্ধেতের আশি চিন্তে হইল গোচর ॥৩৯॥

প্রভুর অর্ধেত-সমীপে আগমন ও বিষ্ণুমন্দিরে

প্রবেশপূর্বক দ্বাররোধ—

ভক্ত-আশি-পূর্ণকারী সদানন্দ রায় ।

আইলা অর্ধেত যথা গড়াগড়ি যায় ॥৪০॥

অর্ধেতের আশি দেখি' ধরি' তাঁ'র করে ।

দ্বার দিয়া বসিলেন গিয়া বিষ্ণু-ঘরে ॥৪১॥

অর্ধেতের অভিলাষ-জানিবার অস্ত প্রভুর প্রশ্ন—

হাসিয়া তাঁকুর বলে—“শুনহ আচার্য্য !

কি তোমার ইচ্ছা, বল কি বা চাহ কার্য্য ?” ৪২॥

অর্ধেতের মনোভিলাষ-জ্ঞাপন ও বিশ্বরূপ-দর্শন—

অর্ধেত বলয়ে,—“তুমি সর্ব-বেদ-সার ।

তোমারেই চাহেঁ প্রভু, কি চাহিব আর ॥” ৪৩॥

হাসি বলে প্রভু,—“আমি এই ত' সাক্ষাতে ।

আর কি আমারে চাহ বল ত' আমাতে ॥” ৪৪॥

অর্ধেত বলয়ে,—“প্রভু কহিলা স্ত-সত্য ।

এই তুমি সর্ব-বেদ-বেদান্তের তত্ত্ব ॥৪৫॥

তথাপিহ বৈভব দেখিতে কিছু চাই ।”

প্রভু বলে—“কি বা ইচ্ছা বল মোর তাঁই ॥” ৪৬॥

অর্ধেত বলয়ে—“প্রভু পূর্বে অর্জুনেরে ।

যাহা দেখাইলে তাহা ইচ্ছা বড় করে ॥” ৪৭॥

বলিতে অর্ধেত মাত্র দেখে এক রথ ।

চতুর্দিকে সৈন্ত-দলে মহা-যুদ্ধপথ ॥৪৮॥

রথের উপরে দেখে শ্যামল-সুন্দর ।

চতুর্ভুজ শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্ম-ধর ॥৪৯॥

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ দেখে সেই ক্ষণে ।

চন্দ্র, সূর্য্য, সিন্ধু, গিরি, নদী, উপবনে ॥৫০॥

কোটি চক্ষু, বাহু, মুখ দেখে পুনঃ পুনঃ ।

সম্মুখে দেখয়ে স্তুতি করয়ে অর্জুন ॥৫১॥

মহা অগ্নি যেন জলে সকল বদন ।

পোড়য়ে পাশও-পতঙ্গ-দুর্ভগণ ॥৫২॥

যে পাপিষ্ঠ পর নিন্দে', পর-জোহ করে ।

চৈতন্যের মুখায়িতে সেই পুড়ি' মরে ॥৫৩॥

জাগর্গি সংযমী । যস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্রতো
মুনে: ॥২৪ ॥

বিষ্ণুঘরে—তৎকালে প্রত্যেক হিন্দুর গৃহে, প্রত্যেক
ব্রাহ্মণের গৃহে ‘বিষ্ণুগৃহ’ ছিল। স্থানে স্থানে চণ্ডীমণ্ডপ
প্রভৃতি বৈতানিক ধর্ম্মমুষ্ঠানের স্থানও ছিল ॥ ৪১ ॥

জড়-জগতের যাবতীয় চিন্তা-স্রোতের প্রকাণ্ডমূর্তি
পুরুষোত্তমের তাৎকালিক বিশ্বরূপ; উহা নিত্য নহে বা
নৈমিত্তিক অবতারের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও

লীলাব সহিত সমান নহে। আধ্যাত্মিক জ্ঞানের পূর্ণবিকাশ-
ফলে বৃহদ্ভের তাৎকালিক পূর্ণপ্রকাশমূর্তি অপ্রাবল্য
দরিদ্রের নিকট প্রতিভাত হইলে ভগবানের তাৎকালিক
বিশ্বরূপ বাহা অনিত্য জগতে একটি হইবার যোগ্যতা
আছে, তাহাই প্রদর্শিত হয়। অগ্নি যেমন সকল বস্তু বা
বস্তুর মলকে দগ্ধ, ধ্বংস বা জ্বলিত করিতে সমর্থ, তদ্রূপ
ভগবৎসমুখ্যক্রমে যাহারা পাপ-পরায়াস হইয়া গ্রেষ্ঠ ভাগবত-
গণের নিন্দা বা বিদেহ করে, সেই পাপপ্রবণ চিত্তগণের

এই রূপ দেখিতে অশ্রুত শক্তি নাই ।
 প্রভুর রূপাতে দেখে আচার্য্য-গোসাঞি ॥৫৪॥
 প্রেমস্বখে অধৈর্য কান্দেন অনুরাগে ।
 দশে তৃণ করি পুনঃ পুনঃ দাস্ত্র মাগে' ॥৫৫॥

নগর-এমণবত নিত্যানন্দে মহাপ্রভুর লীলা-রুদ্গোচর
 ও শ্রীবাস-গৃহে গমন—

পরম আনন্দে প্রভু নিত্যানন্দ-রায় ।
 পর্যটনস্বখে ভ্রমে' সর্ব নদীয়ায় ॥৫৬॥
 প্রভুর প্রকাশ সব জানে নিত্যানন্দ ।
 জানিলেন হইয়াছেন প্রভু বিশ্ব-অঙ্গ ॥৫৭॥

নিত্যানন্দেব বিষ্ণু-গৃহধাবে গর্জন ও প্রভুব দাবোদধাটন—

সত্বরে আইলা যথা আছেন ঠাকুর ।
 বিষ্ণু-গৃহ দ্বারে গিয়া গর্জেন প্রভুর ॥৫৮॥
 নিত্যানন্দ আগমন জানি' বিশ্বস্তর ।
 দ্বার ঘুচাইয়া প্রভু আইলা সত্বর ॥৫৯॥

বিশ্বরূপ-দর্শনে নিত্যানন্দেব দণ্ডবৎপতন—

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ নিত্যানন্দ দেখি' ।
 দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা বুজি আঁখি ॥৬০॥

নিত্যানন্দ-প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি—

প্রভু বলে,—“উঠ নিত্যানন্দ, মোর প্রাণ ।
 তুমি সে জানহ মোর সকল আখ্যান ॥৬১॥
 যে তোমাতে প্রীতি করে, মুক্তি সত্য তাঁর ।
 তোমা' বই প্রিয়তম নাহিক আমার ॥৬২॥
 তুমি আর অধৈর্যে যে করে ভেদ-বুদ্ধি ।
 ভাল-মতে না জানে সে অবতার-শুদ্ধি ॥” ৬৩॥

অধৈর্য-নিত্যানন্দেব নৃত্য—

নিত্যানন্দ-অধৈর্যে দেখিয়া বিশ্বস্তর ।
 আনন্দে নাচয়ে বিষ্ণু-গৃহের ভিতর ॥৬৪॥

প্রভুব সহকার উক্তি—

ছন্ধার গর্জনে করে শ্রীশ্রী-নন্দন ।
 ‘দেখ দেখ’ করি' প্রভু ডাকে ঘন ঘন ॥৬৫॥

দুই প্রভুর মহাপ্রভু-স্মৃতি—

‘প্রভু প্রভু’ বলি' স্মৃতি করে দুই জন ।
 বিশ্বরূপ দেখিয়া আনন্দময় মন ॥৬৬॥
 মহাপ্রভুব এতাদৃশী লীলা সাধারণেব দর্শনে অসামর্থ্য—
 এ সব কোতুক হয় শ্রীবাস-মন্দিরে ।
 তথাপি দেখিতে শক্তি অশ্রু নাহি ধরে ॥৬৭॥

মানসিক দুর্বলতা ও কায়িক তাণ্ডব-নৃত্য-রূপ মলসমূহ
 শ্রীচৈতন্যদেবের অমুকম্পাদক প্রকৃত অভিজ্ঞতাসূচক
 চৈতন্যময় কীর্তনামিতে দৃষ্ট হইয়া যান ॥ ৫৩ ॥

বিশ্বের দ্রষ্টা ভগবৎস্বরূপ-দর্শনে অসমর্থ; কেননা,
 কষ্টভাষ্যমান প্রবল হওয়ায় পূর্ণ-বস্তু-দর্শনে জীবের অসামর্থ্য
 হয়। বিশ্বে প্রকাশিত অবতাবীকে ‘অঙ্গ’রূপে জানিলেন।
 এতদ্বারা বন্ধ-জীবের অমুভূতি মহাপ্রভুব পূর্ণতা উপলব্ধি
 করিতে অসমর্থ হইলেও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাকে
 পূর্ণতম প্রকাশ বলিয়া জানিলেন। সাক্ষীগোষ্ঠী জীবগণ
 তাঁহাকে বিশ্বে অশ্রুতম জানিলে, বিশ্ব তাঁহার অঙ্গ—
 একরূপ বিশিষ্টাধৈর্যদর্শনেব পূর্ণ শ্রীনিত্যানন্দেবই পূর্ণ-
 সেবাময়ী দৃষ্টিতে পবিত্র। শ্রীমজাগবত বিশ্বেব জন্ম-
 স্থিতি-ভঙ্গ-দর্শনকে ভগবন্তার গোণলক্ষণেরই প্রকাশ
 বলিয়াছেন ॥ ৫৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅধৈর্য-প্রভুদ্বয়কে যাহা বা বিস্মৃত
 হইতে গৃথক নহে কবিতা তাঁহাদেব দেখে-দেহি-ভেদ-স্থাপন
 কবে, তাহা বা অবতার-তত্ত্বে বিভ্র-ভাবে প্রবেশ করিতে
 পাবে না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু ভগবৎপ্রকাশ ও শ্রীঅধৈর্য-
 প্রভু উপাদান-কাবণ-বিষ্ণু। অধৈর্য-প্রভুতে উপাদান-কারণ-
 বিষ্ণু-বিচারে বৈকল্যের মূল আচার্য্য-গুরুত্ব-প্রভূতি
 বিচারের বিগ্রহ সংশ্লিষ্ট। নিমিত্ত-কারণ হইতে উপাদান-
 কারণেব যে ভেদ আছে, ঐ ভগবৎপ্রভু হইতে অবিকল্প
 বলিয়া ‘অধৈর্য’ আবার ‘অধৈর্য’-বিচারে নিমিত্ত-কারণেব
 বৈশিষ্ট্য তাঁহাতে সংযোগ করিলে প্রকাশ-বস্তু ও স্বয়ংরূপ
 প্রভূতির বৈশিষ্ট্য অনাদৃত হয় ॥ ৬৩ ॥

“আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরচন্দ্র” (আ: ১৭/১৫৩
 সংখ্যার) ভাষ্য দ্রষ্টব্য ॥৬৬ ॥

গৌরচন্দ্রকে 'সর্বমহেশ্বর' বলিয়া অনস্বীকারী ব্যক্তি
'অদৃশ্য'—

অঐষেতের ত্রিমুখের এ সকল কথা ।
ইহা যে না মানয়ে সে দুকৃতি সর্বথা ॥৬৮॥
'সর্ব মহেশ্বর গৌরচন্দ্র' যে না বলে ।
বৈষ্ণবের অদৃশ্য সে পাণী সর্ব-কালে ॥৬৯॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরানন্দন ।
এই সে ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥৭০॥

নবদ্বীপ-লীলা ভক্ত-ব্যতীত অস্তের অগম্য—

নবদ্বীপে হেম সব প্রকাশের স্থান ।
তথাপিহ ভক্ত বহি না জানয়ে আম ॥৭১॥
ত্রিবিধ 'ভক্তি'-শব্দ সম্বন্ধাতিথেয়-প্রয়োজন-উদ্দেশ্যক—
ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ, ভক্তি-যোগ-ধন ।
'ভক্তি' এই—কৃষ্ণ-নাম-স্মরণ-ক্রম ॥৭২॥

কৃষ্ণনাম-ক্ষুণ্ণি অবস্থা—

'কৃষ্ণ' বলি' কান্ধিলে সে কৃষ্ণ-নাম মিলে ।
ধনে কুলে কিছু নহে 'কৃষ্ণ' না ভজিলে ॥৭৩॥

বিষ্ণুরূপ-দর্শনের ফলশ্রুতি—

ছুই ঠাকুরের বিষ্ণুরূপ-দরশন ।
ইহা যে শুনয়ে তা'রে মিলে কৃষ্ণ-ধম ॥৭৪॥

ভক্তগণসহ প্রভুর নিজ-গৃহে গমন—

ক্ষণেকে সকল সম্বরিয়। গৌরচন্দ্র ।
চলিলেন নিজ-গৃহে লই ভক্ত-বৃন্দ ॥৭৫॥

বিষ্ণুরূপ-দর্শনে অঐষেত-নিত্যানন্দেব বাহ্যভাব—

বিষ্ণুরূপ দেখিয়া অঐষেত নিত্যানন্দ ।
কাহারো নাহিক বাহ্য,—পরম-আনন্দ ॥৭৬॥
বৈষ্ণব-দর্শন স্নেহে মত্ত দুই জন ।
শ্রীলয় যারেন গড়ি সকল অঙ্গন ॥৭৭॥
কেহ নাচে, কেহ গায় দিয়া করতালী ।
তুলিয়া তুলিয়া বুলে দুই মহাবলী ॥৭৮॥

নিত্যানন্দাঐষেতের প্রেমকলহ—

এই মতে দুই জনে মহা কুতূহলী ।
শেষে দুই জনেই বাজিল গালাগালি ॥৭৯॥
অঐষেত বলয়ে,—“অবধূত মাতালিয়া !
এখা কোন্ জন্ম তোকে আমিল ডাকিয়া ॥৮০॥
দুয়ার ভালিয়া আসি সান্তাইলি কেনে ?
'সন্ন্যাসী' করিয়া তো'রে বলে কোন্ জন্মে ? ৮১॥
হেম জাতি নাহি, না খাইলা যা'র খরে ।
'জাতি আছে', হেম কোন্ জন্মে বলে তো'রে ? ৮২॥
বৈষ্ণব-সভায় কেমনে মহা মাড়োয়াল ?
কাট নাহি পালাইলে মহিষেক ভাল ॥” ৮৩॥
নিত্যানন্দ বলে,—“আরে মাড়া, বসি' থাক ।
কিলাইয়া পাড়ো' আগে দেখাই প্রতাপ ॥৮৪॥
আরে বুড়া বামদা তোমার ভয় নাই ।
আমি অবধূত-মত্ত, ঠাকুরের ভাই ॥৮৫॥

ভক্তিযোগ—প্রথমোক্ত 'ভক্তি' শব্দটি 'সম্বন্ধ' উদ্দেশ্য
করিয়া লিখিত, দ্বিতীয়-বার 'ভক্তি' 'অভিধেয়' উদ্দেশ্য করিয়া
এবং তৃতীয়-বার 'ভক্তি' 'প্রয়োজন' উদ্দেশ্য করিয়া লিখিত ।
শ্রবণ, কীর্তন ও স্মরণ-মুখে মহৎ-চিন্তে ভক্তি প্রকাশিত
হন । কঠিন তর্কনিষ্ঠ-হৃদয়ে বা প্রভুত্বাকাঙ্ক্ষা থাকিলে
সেবামুখী বৃত্তি আত্মায় স্থান পায় না । অভক্তিযোগে
আত্মবিকৃত ধর্মই প্রকাশিত ॥ ৭২ ॥

কৃষ্ণসেবা ব্যতীত প্রাকৃত-মর্যাদা-সম্পন্ন বংশ ও নান
প্রকার ঐশ্বর্য্য, সমস্তই অকিঞ্চিৎকর । নিরহঙ্কার চিত্তে,
আর্দ্রহৃদয়ে 'কৃষ্ণ' বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে 'কৃষ্ণ-নাম' ও
'নামি-কৃষ্ণ'—অভিন্ন, ইহা উপলব্ধি হইলে নামের নিত্যসেবা

লাভ ঘটে । তর্কাহঙ্কার-পীড়িত জনগণেব দুঃখ-জনিত
ক্রন্দন দ্বারা ভক্তি লাভ হয় না, পরন্তু নিবহঙ্কার-জনগণের
আর্দ্রচিত্তেই ভগবৎসেবামুখতা প্রকাশিত হয় । উহার
সহিত অড় জগতের প্রভুতা বা প্রকৃষ-চ্যুত অবস্থার জন্ত যে
দুঃখের ক্রন্দন, তাহা এখানে অভিপ্রোক্ত নহে ; পরন্তু
নিত্যাঙ্কান-জনিত আনন্দোৎসবরূপ ক্রন্দন বৃত্তিতে
হইবে ॥ ৭৩ ॥

প্রণয়-কলহ-মুখে 'শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু' নিজাবস্থা-বর্ণনে
আপনাকে পরমহংস-পণ্ডের পথিক বলিয়া বহির্দর্শকের দৃষ্টির
অকর্ষণ্যতা বুঝাইবার জন্ত শ্রীঅঐষেতপ্রভুকে সংসারোন্নত
গৃহস্থ, শ্রী-পুত্রের পালক বলিতেছেন । শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু

শ্রীয়ে পুত্রে গৃহে তুমি পরম সংসারী ।
 পরমহংসের পথে আমি অধিকারী ॥৮৬॥
 আমি মারিলেও কিছু বলিতে না পার ।
 আমা' সনে তুমি অকারণে গৰ্ব্ব কর ॥" ৮৭॥
 শুনিয়া অধৈর্য ক্রোধে অগ্নি-হেম অলে ।
 দিগম্বর হইয়া অশেষ মন্দ বলে ॥৮৮॥
 "মৎস্ত খাও, মাংস খাও, কেমন সন্ন্যাসী !
 বস্ত্র এড়িলাম আমি, এই দিগ্‌বাসী ॥৮৯॥

কোথা মাতা-পিতা, কোন্ দেশে বা বসতি ?
 কে জানয়ে, আসিয়া বলুক দেখি' ইধি ॥৯০॥
 এক চোরা আসিয়া এতেক করে পাক ।
 খাইমু গিলিমু সংহারিমু সব থাক ॥৯১॥
 তারে বলি 'সন্ন্যাসী', যে কিছু মাছি চায় ।
 বোলায় 'সন্ন্যাসী', দিনে তিনবার খায় ॥৯২॥
 শ্রীনিবাস পণ্ডিতের মূলে জাতি নাই ।
 কোথাকার অবশুতে আনি' দিলা ঠাঞি ॥৯৩॥

আপনাকে 'পরমহংস-অবধূত' 'শ্রীগৌরস্বামীর অগ্রজ' প্রভৃতি অভিমান করিয়া অধৈর্য-প্রভুকে 'লুপ্তবুদ্ধি বৃদ্ধ', 'দরিদ্র ব্রাহ্মণ' ও 'অতি সাহসী' বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন এবং তাঁহাকে বলপূর্বক অধীন করিবার প্রবল শক্তি দেখাইবার প্রতারণা কবিলেন। এই গুলি শ্রীঅধৈর্যের শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে প্রণয়জ্ঞাপক রোষভরে বাক্য বলিবার ফলস্বরূপ। অধৈর্য-প্রভু নিত্যানন্দ-প্রভুকে 'মাতাল', 'অনধিকার-প্রবেশ-কারী', 'সন্ন্যাস-ধর্ম-বিগর্হিত', 'পংক্তিহীন', 'সকলের নিকট শুদ্ধাশুদ্ধি-বিচার-রহিত হইয়া উচ্ছিন্ন-ভোজন-কারী', 'বৈদিকধর্ম-বিচ্যুত' প্রভৃতি বলিয়া অধৈর্য-গৃহ পরিত্যাগ না কবিলে, তাঁহার বিশেষ শাস্তি-লাভ ঘটবে ইত্যাদি বাক্যের প্রতিবাদ-স্বরূপ নিত্যানন্দের অহঙ্কার-প্রতিম এই উক্তি-সমূহ ॥ ৮৫-৮৬ ॥

শ্রীঅধৈর্য বাদ-প্রতিবাদ-চ্ছলে অত্যন্ত জুহু হইয়া বলিলেন,—“মৎস্ত-মাংসভোজী দাবি-সন্ন্যাসী বেক্রপ গৃহস্থের বসন ত্যাগ কবিয়া দিগ্‌বসন হইয়াছেন বলিয়া অভিমান করেন, তোমারও সেই জাতীয় ব্যবহাব। বৈষ্ণববিষেবী তাস্ত্রিক বিষয়াসক্ত শাস্ত্রোক্ত-মতবাদি-সন্ন্যাসিগণ বেক্রপ পঞ্চ'ম'-কাবেব আবাহন কবিয়া আপনাদেব সন্ন্যাস-প্রসিদ্ধি-সংবক্ষণ কবিবার যত্ন কবে, তুমিও সেই জাতীয়। যথেষ্টাচারিতা কখনও বেদামুগ্ধতাভাবে সন্ন্যাসীর ধর্ম হইতে পারে না।”

এই সকল উক্তি পাঠ কবিয়া নির্কোষ পাঠকগণ শ্রীবলদেব-নিত্যানন্দ-প্রভুকে যেন আচার্য্য সন্ন্যাসচ্যুত জান না করেন। যিনি অধৈর্যের এই-প্রকার উক্তির মর্ম বুঝিতে না পারিলে সয়ল ভাবে নির্কুজিতা প্রকাশ

করিবেন, তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর স্বরূপ বুঝিতে অল্পযুক্ত জানিতে হইবে। শ্রীঅধৈর্য-প্রভুর এই সকল বিজ্ঞপোক্তি বা ব্যাঙ্গ-নিদা মৎস্ত-মাংস-ভোজিগণের দুশ্চরিত্র-বর্ধনাবৎ একটুকু কোশল মাত্র। যাহাদেব অদৃষ্ট অতীব মন্দ, তাহার। এই সকল বাক্যের উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া স্বীয় চাতুর্য্যের অভাবে জাগতিক পাপ আশ্রয় কবিয়া নবক পথের পথিক হয়। 'ভোগ-দেওয়া' কথায় যাহাবা তুলিয়া যায়, তাহার' কখনও চতুর কৃষ্ণভক্ত হইতে পারে না ॥ ৮৯ ॥

শ্রীঅধৈর্য বলিলেন,—“সন্ন্যাসীর ধর্ম—কাহারও নিকট হইতে কিছুই না লওয়া; কিন্তু নিত্যানন্দ-প্রভু আপনাকে 'সন্ন্যাসী' বলিয়া পবিত্র দিয়া দিবসে তিনবার ভোজনে ব্যস্ত।” যে-সকল ব্যক্তি কৰ্ম্মাগ্রহিতাব বশে যুক্তবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যেব পার্থক্য বুঝিতে পারে না, তাহার। এই সকল যুক্তির অকর্ম্মণ্যতা বুঝিতে না পারিয়া আপনাদিগকে 'তর্কিক' মনে কবে; কিন্তু তাহাদেব তর্কের ভিত্তি নিতান্ত দুর্বল বলিয়া প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাদিগকে 'নির্কোষ' জানেন। সেই নির্কুজিতার ফলে বহিঃপ্রজ্ঞা-চালিত হইয়া যে সকল কুতাব হৃদয়ে পুই হয়, ঐ গুলি ভগবত্তত্ত্ব-দর্শন ও ভগবদর্শনের অন্তরায়-স্বরূপ। যুক্তবৈরাগ্য ও যুক্তবৈরাগ্যের কথা যাহারা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের মুখে শ্রবণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভুব লেখনীতে আশ্রয় হইয়াছেন, তাহাদের ঐরূপ মুখতার আপদ হইতে বিমুক্ত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে ॥ ৯২ ॥

শ্রীনিবাস পণ্ডিত তাঁহার অহর্নিশ-ব্যবহারে প্রত্যেকের বৈষ্ণবতার আদর করেন, হুতরাং নির্কোষ স্বার্থগণের বৈদিক অল্পশাসন স্তূর্ত্তভাবে পালন না করায়, তাঁহার

অবশ্য করিল সকল জাতি নাশ ।
কোথা হৈতে মস্তপের হৈল পরকাশ ॥” ৯৪॥
কৃষ্ণ-প্রেম স্নান-রসে মত্ত দুই জন ।
অন্তোহন্তো কলহ করেন সর্ব-ক্ষণ ॥৯৫॥
বিষ্ণু-বৈষ্ণবের ক্রিয়ামুদ্রা না বুঝিয়া একপক্ষগ্রহণে
সর্বনাশ—
ইথে এক জনের হইয়া পক্ষ যেই ।
অন্ত জনে নিন্দা করে, কল যায় সেই ॥৯৬॥

হেম প্রেম-কলহের মর্ম না জানিয়া ।
একে নিন্দে, আর বন্দে, সে মরে পুড়িয়া ॥৯৭॥
অঐতের পক্ষ হঞা নিন্দে’ গদাধর ।
সে অধম কভু নহে অঐত-কিহর ॥৯৮॥
ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের কলহের পাত্র ।
কে বুঝিবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের লীলা মাত্র ॥৯৯॥
‘বিষ্ণু’ আর ‘বৈষ্ণব’ সমান দুই হয় ।
পাষণ্ডী নিন্দক ইহা বুঝে বিপর্যয় ॥১০০॥

সামাজিক অধিষ্ঠান সর্বতোভাবে নির্মূলিত হইয়াছে, তজ্জন্মই অজ্ঞাতকুলশীল শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে ‘অবশ্য’ বলিয়া গ্রহণপূর্বক সামাজিকগণের নিকট স্থাপিত কবিয়াছেন। সামাজিক জাতিগত অমুষ্ঠান পবিহার কবিয়া ভগবদ্ভক্তিতে অগ্রসব হওয়া সাংসারিক বিচারেব প্রতিফল ॥৯৩॥

শ্রীঅঐতের শিষ্য-সম্প্রদায় সকলেই আচার্যের অপ্রকটের পব শ্রীগদাধরের আশ্রয়ত্যাগীকর করেন, তাহাতে কতিপয়নির্কোষ ব্যক্তি অঐতের পবিচয় বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে বহুমানন কবিবার ছলে গদাধর পণ্ডিতের ভক্তিশ্রদ্ধ-প্রচাব-কার্যের গর্হণ করেন। কিন্তু প্রকৃত-প্রস্তাবে ঐরূপ অঐত কর্ণেব বাবা গদাধর-বিরোধী পাষণ্ডিগণকে অঐতপ্রভু নিত্য ভৃত্য বলিয়া গ্রহণ কবা বাইবে না। তাহারা অঐতপাদপদ্মে অপরাধী হওয়ায় কপটতা-মূলে অঐতপ্রভুর প্রশংসাব ছলে শ্রীগদাধরকে নিন্দা করেন, তাহা অঐতপ্রভু কখনও সঙ্ক করেন না, পরন্তু সেই সকল ভৃত্যভ্রাবগণকে নিজভৃত্য না বলিয়া তাড়াইয়া দেন ॥৯৮॥

বিষ্ণু বা তাঁহার নিত্য ভৃত্য বৈষ্ণবগণ, সকলেই ঈশ্বর বা প্রভু। দাসগণ তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। বিষ্ণুর প্রকাশ-বিশেষ পরম্পরের মধ্যে যে বৈষম্য উৎপাদন করিয়া ভেদ প্রতিপাদন করে, অথবা বৈষ্ণবগণের মধ্যে ভগবৎ-প্রেম-বর্ধনের নিমিত্ত যে বিবাদের ছলনা দেখা যায়, সেই সকল কথা সাধারণ কর্ণফল-বাধ্য ব্যক্তিগণের সমতা-বোধক নহে। বিষ্ণু ও বৈষ্ণব—কর্ণফল-বাধ্য জীবের ঈশ্বর বা প্রভু; সুতরাং প্রভুর সহিত অপর বৈষ্ণব প্রভুর,

শ্রীনিত্যানন্দের সহিত শ্রীঅঐতের যে সকল বিবাদ-প্রতিম কথায়, নির্কোষ সবলবুদ্ধি ব্যক্তিগণ অপর সাধারণ দৃষ্টান্তের সহিত সমজ্ঞান কবিয়া নিন্দা-প্রশংসাব মধ্যে প্রবেশ কবেন, উহা তাহাদের মূর্থতা মাত্র ॥৯৯॥

বিষ্ণু ও বৈষ্ণব বিষয়াশ্রয়-ভেদে বিশেষ-ধর্ম-যুক্ত। সুতরাং বিষ্ণুব তাৎপর্য ও বৈষ্ণবেব তাৎপর্যে ভেদ আছে জানিলে সমতাব পবিবর্তে বৈষম্য সেই স্থান অধিকার কবে। এইরূপ বৈষম্য পাষণ্ডী ও নিন্দকগণের মধ্যেই প্রবল; কেননা, তাহারা বিষ্ণুও বৈষ্ণবকে ভিন্নতাৎপর্যপূর্ণ জানিয়া নিজ বিচারাদীন কবে। ‘বিষ্ণুসেবা-বর্জিত অহংসাব তাহাদিগকে ‘প্রভু’ সাক্ষাইয়া বিষ্ণু-বৈষ্ণবের সমতা ও বৈষম্য বিচার করে। বিষয়াশ্রয়বোধাতাবই তাহাদের নিন্দা ও পাষণ্ড-প্রবৃত্তির জনক। তজ্জন্ম বৈষ্ণবমাত্রেয়ই শ্রীকৃষ্ণচরণ-ভঞ্জে কৃষ্ণের লীলায় প্রবেশাধিকারের অভেদ জানিলে জীবের ভজনেব সূচুতা হয়। পরিকর-বৈশিষ্ট্য-বিচার-বহিত হইয়া ভগবানের যে নাম, রূপ ও গুণ-গ্রহণ, তাহাতে পরিকরবৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা না থাকায় জীবের ভগবদ্-ভজনেব সম্ভাবনা হইতে পাবে না। তাই বলিয়া অবৈষ্ণবতাকে বা বিষ্ণুসেবা-রাহিত্য-ধর্মের যাজনকারীকে ‘অবৈষ্ণব’ না জানিয়া বৈষ্ণব-ব্রাহ্মিতে অভেদ জানিলে ভগবদ্ভক্তজনেব সম্ভাবনা হয় না।

বিষ্ণুভক্তি-রহিত যৈষ্ণবকেই ‘অবৈষ্ণব’ বলা হয়। উচ্ছতা-রহিত বস্তুকেই ‘শীতল’ বলা হয়। অতিশৈত্যের মধ্যেও উচ্ছতার অত্যঙ্গাংশ অবস্থিত। সুতরাং শীতোষ্ণ-বিচারে অভেদ-দর্শনে বৈচিত্র্যবিলাসাতাব। কিন্তু বৈচিত্র্য বা বিলাস স্বরূপের ধর্ম। বিরূপ-বিচারে স্বতাব ও অতাবের

সকল বৈষ্ণব-প্রতি অভেক দেখিয়া ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিত্যানন্দ-চান্দ-জাম ।

যে কৃষ্ণ-চরণ ভজে, সে যায় ভরিয়া ॥১০১॥

বৃন্দাবনদাস তছু পদ-মুগে গান ॥১০২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিশ্বরূপ-দর্শনাদি-বর্ণনং নাম চতুর্বিংশোহধ্যায়ঃ ॥

সাম্য বা বৈষম্য, উভয়ই দোষবৃত্ত । এই উভয় জড়ীয়- ভাবাভাব-সেবা-প্রবৃত্তি উদিত হয় না । সেবা-বৃত্তির অমুদয়ে বর্জিত চিগয় ভাবের উদয় না হওয়া পর্যন্ত জীবের শুদ্ধা ভগবদর্শন বা ভক্তিতে অবস্থান সম্ভব হয় না ॥১০০—১০১॥
ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' চতুর্বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চবিংশ অধ্যায়

পঞ্চবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে প্রভুব নিজ-নামকীর্তনে ঐশ্বর্য-প্রকাশ, 'দুঃখী'-দাসীর গঙ্গাজল-আনয়ন-দ্বাৰা প্রভুসেবা, 'দুঃখী'ব 'সুখী'-নামকরণ, শ্রীবাস-পুত্রের পবলোক-প্রাপ্তি, প্রভু কর্তৃক মৃত বালকেণ মুখে তত্ত্বকথা-কীর্তন-দ্বাৰা শ্রীবাস গোষ্ঠীৰ শোক-শাতন এবং গদাধরকে অর্চনভাস প্রদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ শ্রীবাস-গৃহে সংকীর্ণন-বিলাসে সর্বদা আবিষ্ট থাকিতেন এবং নিজ ঐশ্বর্য প্রকাশ কবিতেন । বাহ্য-প্রাপ্তিতে সগগ গঙ্গা-স্নান করিতেন, কখনও বা ভক্তগণ শ্রীবাস-অঙ্গনেই প্রভুকে স্নান কবাইয়া দিতেন ।

প্রভুর আনন্দ-নৃত্যকালে 'দুঃখী'-দাসী সজল-নয়নে নৃত্য দেখিত এবং কুন্ত সকল গঙ্গাজলে পূর্ণ করিয়া সারি, দিয়া রাখিত । শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ তাঁহা দেখিয়া পবম সন্তোষে শ্রীবাসের নিকট স্নান-আনয়ন-কারীৰ পরিচয় জিজ্ঞাসা পূর্বক তাদৃশ সেবা-গৌড়াগ্য-প্রাপ্ত ব্যক্তি কখনও 'দুঃখী' হইতে পারে না ইহা বিচার করিয়া তাহার 'সুখী' নাম রাখিলেন ।

একদিন শ্রীবাস-অঙ্গনে প্রভু কীর্তন-বিলাসে মত্ত থাকিলে শ্রীবাসপুত্রের পবলোক প্রাপ্তি ঘটিল । অকস্মাৎ নাবীগণেব ক্রন্দন-ধ্বনি শ্রবণ কবিয়া শ্রীবাস গৃহে প্রবেশ-পূর্বক ঠাকুবেব নৃত্যকালীন প্রেমানন্দ-ব্যাঘাত-কাবক মায়িক ব্যবহাব কিছুক্ষণেব জন্ত গুরু কবিতে বলিলেন; নতুবা গঙ্গাজলে নিজপ্রাণ বিসর্জনেব ভয় দেখাইলেন এবং প্রভুর কীর্তনে পরমোন্মাদে যোগদান কবিলেন । অন্তর্যামী প্রভু নিজ চিত্তে আনন্দেব অভাবেব ছল উঠাইয়া শ্রীবাস-গৃহে কোন দুর্ঘটনা ঘটয়াছে কিনা জিজ্ঞাসা কবিলে ভক্তগণ সমস্ত বিষয় প্রভু-স্থানে নিবেদন কবিলেন । প্রভু শ্রীবাসের প্রভু-প্রীতি-চেষ্টা-দর্শনে ক্রন্দন কবিতে লাগিলেন । অতঃপর মৃত বালকে সন্বেদন কবিয়া তাহাকে শ্রীবাস-গৃহ-ত্যাগেব কারণ জিজ্ঞাসা কবিলে মৃত শিশু উত্তর কবিল যে, তাহাব ঐদেহে যত দিন নির্বন্ধ ছিল, সে তাহা ভোগ কবিয়া অস্তর যাইতেছে, সকলেই আপনাপন কর্মফল ভোগ করে, পিতা মাতা-পুত্রাদি-সব্ব বৃথা ।

মৃতের মুখে তত্ত্ব-কথা শ্রবণ কবিয়া শ্রীবাস-গোষ্ঠীর শোক দূর হইল । সকলেই প্রভুর চরণ ধরিয়া বিনয়-

সহকারে বিবিধ বাক্যে স্তব করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ
প্রেমানন্দে কীৰ্ত্তন করিতে লাগিলেন। শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভু শ্রীবাসকে
সংসারের রীতির কথা জানাইয়া তাঁহাবা দুই ভ্রাতা
শ্রীবাসের পুত্ররূপে অবস্থান করিতে অঙ্গীকার করিলেন।

সগোষ্ঠী চৈতন্তদেবের জয়গান—

জয় জয় সৰ্বলোকনাথ গৌরচন্দ্র ।
জয় বিপ্র-বেদ-ধর্ম-শাস্ত্রীসীর মহেঞ্জ ।১।
জয় শচী-গর্ভ-রত্ন-কারুণ্য-সাগর ।
জয় জয় নিত্যানন্দ, জয় বিশ্বম্ভর ॥২॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরাজ জয় জয় ।
শুনিলে চৈতন্ত-কথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৩॥

মধ্যখণ্ডের কথাব মাহাত্ম্য—

মধ্যখণ্ড-কথা ভক্তিরসের নিধান ।
নবদ্বীপে যে ক্রীড়া করিলা সর্বপ্রাণ ॥৪॥

প্রভুর নিবস্তব ইবিকীৰ্ত্তন ও বিবিধ ঐশ্বর্য-প্রকাশ—
নিরবধি করে প্রভু হরি-সংকীৰ্ত্তন ।
আপন ঐশ্বর্য প্রকাশয়ে সর্বক্ষণ ॥৫॥

প্রভু নিজনামাবেশে নৃত্য ও প্রেমবিকাব—

নৃত্য করে মহাপ্রভু নিজ-নামাবেশে ।
হকার করিয়া মহা অট্ট অট্ট হাসে ॥৬॥

সর্বলোকনাথ—পুরুষোত্তম শ্রীগোবিন্দনন্দ চতুর্দশ
লোকেব নাথসমূহের একমাত্র পূজ্যবিগ্রহ এবং তিনিই
সকল জগতেব একমাত্র নাথ বা পতি।

বিপ্র-মহেঞ্জ—ভগবানের জীবশক্তিতে প্রাধিক্ত দৃষ্ট
হইলে তাহাকে 'ইজ' বলে; যাবতীয় বর্ণের গুরু 'বিপ্র'।
বিপ্রসজ্জায় যিনি 'ইজ' বলিয়া পবিচিত, তন্মধ্যে যিনি
সর্বশ্রেষ্ঠ।

বেদ-মহেঞ্জ—বেদপুঙ্খ ইজগণেব মধ্যে যিনি
সর্বশ্রেষ্ঠ। ধর্ম-মহেঞ্জ—ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ, এই
চতুর্ধর্গগণ—ইজসদৃশ। তদতিরিক্ত পবধর্মমূর্ত্তি অধোক্ষ-
সেবা-ধর্মের প্রবর্ত্তক।

শ্রীগোবিন্দনন্দ পাঞ্চরাত্রিক-বিধান-মতে বিষ্ণুপূজার
আয়োজন করিতেন, কিন্তু প্রেমোন্মত্ত হইয়া অর্চন-কার্য
কবিত্তে অসমর্থ হওয়ায় অর্চন-ভাব শ্রীগদাধর পণ্ডিতকে
সমর্পণ কবিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

প্রেমরসে নিরবধি গড়াগড়ি যায় ।
ব্রজার বন্দিত অঙ্গ পুর্ণিত ধূলায় ॥৭॥
প্রভুর আনন্দ-আবেশের নাহি অন্ত ।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভাগ্যবন্ত ॥৮॥

প্রভুব বাহু-প্রাপ্তিতে রূতা—

বাহু হৈলে বৈসে প্রভু সর্বগণ লঞা ।
কোনদিন গজাজলে বিহরয়ে গিয়া ॥৯॥
কোনদিন নৃত্য করি' বসেন অঙ্গনে ।
ঘরে স্নান করায়েন সর্ব ভক্তগণে ॥১০॥

শ্রীবাস-দাসী 'দুঃখী'র সেবা—

যতক্ষণ প্রভুর আনন্দ-নৃত্য হয়ে ।
ভতক্ষণ 'দুঃখী' পুণ্যবতী জল বহে ॥১১॥
ক্ষণেক দেখয়ে নৃত্য সজল-নয়নে ।
পুনঃ পুনঃ গজাজল বহি' বহি' আনে ॥১২॥
'দুঃখী'ব সেবায় প্রভুব সন্তোষ ও 'স্বখী' নাম-কবণ—
সারি করি' চতুর্দিকে এড়ে কুস্তগণ ।
দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীশচী-নন্দন ॥১৩॥

ছাগি-মহেঞ্জ—কশ্মি-সন্ন্যাসী, জ্ঞানি-সন্ন্যাসী ও যোগি-
সন্ন্যাসী প্রভৃতি ইজতুল্য শ্রেষ্ঠ; শ্রীগোবিন্দনন্দ যন্তবৈরাগ্যের
অকর্মজতা ও যুক্তবৈরাগ্যেব তাবতম্য-প্রদর্শক বলিয়া
তিনি 'ছাগি-মহেঞ্জ'।

নিজনামাবেশে—ভগবান্ শ্রীগোবিন্দনন্দ অস্তিত্ব-ব্রজেন্দ্র-
নন্দন। কৃষ্ণনামে বিভোব থাকায় তাঁহাকে নিজ নাম-
কীৰ্ত্তন-প্রেমাবেশে অবস্থিত বলা হয় ॥৬॥

শ্রীচতুর্গুণ ব্রহ্ম ভগবানের সেবক-স্বত্রে ভগবত্তত্ত্বর বন্দনা
কবিত্তা থাকেন। স্বরূপে কৃষ্ণপ্রীতিরসে পূর্ণ থাকিলেও
বহির্ভূতগুণের নির্বলতার প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া তিনি
রজোমণ্ডিত ॥৭॥

শ্রীবাসের স্থানে প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে ।
 “প্রতিদিন গঙ্গা-জল কোন্ জনে আনে’ ?” ১৪॥
 শ্রীবাস বলয়ে,—“প্রভু, ‘দুঃখী’ বহি’ আনে’ ।”
 প্রভু বলে,—“সুখী’ করি’ বল’ সর্ব-জনে ॥১৫॥
 এ জনের ‘দুঃখী’ নাম কছু যোগ্য নয় ।
 সর্বকাল ‘সুখী’-হেন মোর চিন্তে লয় ॥” ১৬॥
 ‘দুঃখী’ব প্রতি প্রভুর কৃপায় ভক্তগণের আনন্দ ও ‘দুঃখী’কে
 ‘সুখী’ সম্বোধন—
 এতেক কারুণ্য শুনি’ প্রভুর শ্রীমুখে ।
 কান্দিতে লাগিলা ভক্তগণ প্রেমসুখে ॥১৭॥
 সবে ‘সুখী’ বলিলেন প্রভুর আজ্ঞায় ।
 ‘দাসী’-বুদ্ধি শ্রীবাস না করে সর্বথায়ে ॥১৮॥
 কৃষ্ণসেবা-চেষ্টা হীন সম্যাস বা প্রায়শ্চিত্তাদি যম-যাতনা-
 নিবারণে অসমর্থ—
 প্রেমযোগে সেবা করিলেই কৃষ্ণ পাই ।
 মাথা মুড়াইলে যমদণ্ড না এড়াই ॥১৯॥
 প্রেমনিষ্ঠা ব্যতীত জন্মৈখ্যাদির নিফলতা—
 কুলে, রূপে, ধনে বা বিভার কিছু নয় ।
 প্রেম-যোগে ভজিলে সে কৃষ্ণ তুষ্ট হয় ॥২০॥

বাহিরের দিকে সম্যাস গ্রহণ করিলে অথবা নিজকৃত
 পাপেব প্রায়শ্চিত্ত কবিলে যমদণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাওয়া
 যায় না । কৃষ্ণেব শ্রীতি অর্জন করিবাব উদ্দেশ্যে সেবা
 করিলেই কৃষ্ণপ্রাপ্তি ঘটে ॥১৯॥

উচ্চবংশ, সুন্দর রূপ, প্রচুর ধন বা বিদ্যাব প্রতিভা
 প্রভৃতি অবলম্বন কবিলে ভগবৎশ্রীতি উৎপন্ন হয় না ;
 পরন্তু তাঁহাব অমূল্য অমূল্যলীনে প্রেমনিষ্ঠ হইলেই ভগবান্
 সন্তুষ্ট হন । কর্ম্ম হইতে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানী হইতে জ্ঞানবিমুক্ত
 ভক্ত শ্রেষ্ঠ, তাঁহা হইতে প্রেমনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ এবং উত্তরোত্তর
 কৃষ্ণশ্রীতির পাত্র বলিয়া বিবেচিত ॥২০॥

শ্রীবাস-গৃহের পবিত্রাবিকা হইয়া দুঃখী শ্রীগৌরসুন্দরের
 জন্ম গঙ্গোদক আনিয়া দিয়া ভগবানের শ্রীতি উৎপাদন
 করিয়াছিলেন । তদন্তর্ধান-ফলে ভগবান্ তাঁহাব প্রতি প্রেম
 হইয়া পুণ্যবতী ‘দুঃখী’কে ‘সুখী’ নামে অভিহিত করেন ।
 এই সকল অমুঠান ‘বেদশাস্ত্র’ ও ‘ভাগবত’ প্রভৃতিতে বর্ণিত

গৌরসুন্দর-কর্তৃক বেদ-ভাগবত-তত্ত্বের আদর্শ-প্রদর্শন—
 যত্নেক কহেন তত্ব বেদে ভাগবতে ।
 সব দেখায়েন গৌরসুন্দর সাক্ষাতে ॥২১॥
 কৃষ্ণভক্তকে নিম্নাবস্থানে অবস্থিত বিবেচনাকারী
 বৃথা অভিমानी অপেক্ষা ভক্তগৃহের দাসীব
 সৌভাগ্যাধিক্য—

দাসী হই’ যে প্রসাদ ‘দুঃখী’রে হইল ।
 বৃথা-অভিমानी সব তাহা না দেখিল ॥২২॥
 কি কহি দ্রাবাসের ভাগ্যের মহিমা ।
 ষাঁ’র দাস-দাসীর ভাগ্যের নাহি সীমা ॥২৩॥
 শ্রীবাসপুত্রের পবলোক-প্রাপ্তিতে শ্রীবাসেব আচরণ —
 একদিন নাচে প্রভু শ্রীবাস-মন্দিরে ।
 সুখে শ্রীনিবাস-আদি সংকীর্ণন করে ॥২৪॥
 দৈবে ব্যাধিযোগে গৃহে শ্রীবাস-নন্দন ।
 পরলোক হইলেন দেখে নারীগণ ॥২৫॥
 আমল্যে করেন নৃত্য শ্রীশচী-মন্দন ।
 আচম্বিতে শ্রীবাস-গৃহে উঠিল ক্রন্দন ॥২৬॥
 সত্বরে আইলা গৃহে পণ্ডিত শ্রীবাস ।
 দেখে, পুত্র হইয়াছে পরলোক-বাস ॥২৭॥

তদ্বস্তুহেই উদাহরণ । পরিদর্শক সম্প্রদায় দূর হইতে বিচাৰ
 করিতে গিয়া ভগবানের প্রেমনিষ্ঠ ভক্তগণের নিম্নাবস্থানে
 বিবেচনা করিলে তাহাদের বৃথা অভিমান-মাত্র হয় ॥২২॥

তথ্য । “শোকশাস্ত্রম”—প্রদোষ-সময়ে, শ্রীবাস-
 অঙ্গনে সঙ্গোপনে গৌরামণি । শ্রীহরি-কীর্তনে নাচে নানারঙ্গে
 উঠিল মঙ্গলধনি ॥২৩॥ মদঙ্গ, মাদল, বাজে কবতাল, মাঝে
 মাঝে জয়তুব । প্রভুর নটন, দেখি’ সকলেব, হইল সন্তাপ
 দূর ॥২৪॥ অথও প্রেমোতে, মাতল তখন, সকল ভকতগণ ।
 আপনা পাসরি’, গোরচাঁদে ঘেরি’, নাচে গায় অল্পক্ষণ ॥২৫॥
 এমনত সময়ে, দৈব ব্যাধিযোগে, শ্রীবাসের অন্তঃপুরে । তনয়
 বিয়োগে,—নারীগণ শোকে, প্রকাশল উচ্চৈঃস্বরে ॥২৬॥ ক্রন্দন
 উঠিলে, হ’বে বসভঙ্গ, ভকতিবিনোদ ডবে । শ্রীবাস অমনি
 বুঝিল কারণ, পশিল আপন ঘরে ॥২৭॥ প্রবেশিয়া অন্তঃপুরে
 নারীগণ শাস্ত করে, শ্রীবাস অমির উপদেশে । শু
 পাগলিনীগণ, শোক কর অকারণ, কিবা দুঃখ থাকে

পরম গম্ভীর ভক্ত মহা-ভক্ত-জ্ঞানী।

জী-গণেরে প্রবেশিতে লাগিলা আপনি ॥২৮॥

কৃষ্ণাবেশে ॥৬॥ কৃষ্ণ নিত্য স্নাত যার, শোক কহু নাহি তার, অনিত্য আসক্তি সর্বনাশ। আসিয়াছ এ সংসারে, 'কৃষ্ণ' ভজিবাব তবে, নিত্য-তপ্তে করহ বিলাস ॥৭॥ এ দেহে যাবৎ স্থিতি, কর' কৃষ্ণচক্রে রতি, কৃষ্ণে জ্ঞান, ধন, জন, প্রাণ। এ-দেহ অমুগ যত, তাই-বন্ধু-পতি-স্নাত, অনিত্য-সম্বন্ধ বলি' গান' ॥৮॥ কে বা কাব পতি-স্নাত, অনিত্য-সম্বন্ধ-কৃত, চাহিলে রাখিতে নাবে তা'রে। কবম-বিপাক-ফলে, স্নাত হ'য়ে বসে কোলে, কৰ্ম্মক্ষেয়ে আব বৈতে নারে ॥৯॥ ইথে স্নখ দুঃখ মানি' অধোগতি লভে প্রাণী, কৃষ্ণপদ হৈতে পড়ে দুবে। শোক সধবিয়া এবে, নামানন্দে মজ' সবে' ভকতি-বিনোদ-বাঞ্ছা পূবে ॥১০॥ ধন, জন, দেহ, গেহ কৃষ্ণে সমর্পণ। করিয়াছ শুদ্ধচিত্তে কবহ স্মরণ ॥১১॥ তবে কেন মম স্নাত বলি' কব দুঃখ। কৃষ্ণ নিল নিজ-জন তাহে তাঁ'র স্নখ ॥১২॥ কৃষ্ণ-ইচ্ছা-মতে সব ঘটয় ঘটনা। তাহে স্নখ-দুঃখ-জ্ঞান অবিজ্ঞা-কল্পনা ॥১৩॥ যাহা ইচ্ছা করে কৃষ্ণ তাই জ্ঞান ভাল। তাজিয়া আপন ইচ্ছা ঘৃণাও জ্ঞান ॥১৪॥ দেয় কৃষ্ণ, নেয় কৃষ্ণ, পালে কৃষ্ণ-সবে। বাখে কৃষ্ণ, নাবে কৃষ্ণ, ইচ্ছা কবে যবে ॥১৫॥ কৃষ্ণ-ইচ্ছা-বিপরীত যে কবে বাসনা। তা'ব ইচ্ছা নাহি ফলে সে পায় যাতনা ॥১৬॥ তাজিয়া সকল শোক গুন, 'কৃষ্ণ'-নাম। পবন অনন্দ পাবে পূর্ণ হবে কাম ॥১৭॥ ভকতি-বিনোদ মাগে শ্রীবাস-চরণে। আত্মনিবেদন-শক্তি জীবনে মরণে ॥১৮॥ সবু মেলি' বালক-ভাগ বিচারি'। ছোডবি মোহ শোক চিত্তবিকারী ॥১৯॥ চৌদ্দভুবন-পতি নন্দকুমার। শচী-নন্দন ভেল নদীয়া-অবতাবা ॥২০॥ মোহি গোবুলচাঁদ অঙ্গনে যোব। নাচই ভক্ত-সহ আনন্দ-বিভোর ॥২১॥ গুনত নাম-গান বালক মোর। ছোড়ল দেহ, হবি-প্রীতি বিভোর ॥২২॥ ঐছন ভাগ যব ভই হামারা। তবহুঁ ইউ ভব-সাগর-পারা ॥২৩॥ তুঁহ সবু বিছরি এহি বিচার। কাঁহে করবি শোক চিত্তবিকার ॥২৪॥ স্থির নহি হওবি যদি উপদেশে। বঞ্চিত হওবি বসে অবশেষে ॥২৫॥ পশিবুঁ হাম স্নর তটিনী মাহে। ভক্তিবিনোদ প্রমাদ দেখে তাহে ॥২৬॥

'তোমরা তো সব জান' কৃষ্ণের মহিমা।

সম্বর' রোদন সবে, চিত্তে দেহ' কমা ॥২৯॥

শ্রীবাস-বচন, শ্রবণ করিয়া, সাধী পতিব্রতাগণ। শোক পরিহবি', যুত শিশু বাধি', হবি-রসে দিল মন ॥২৭॥ শ্রীবাস তখন, আনন্দে মাতিয়া, অঙ্গনে আইল পুনঃ। নাচে গোরা সনে, সকল পাসবি' গায় নন্দস্নাত-গুণ ॥২৮॥ চারি দণ্ড রাত্রে, মরিল কুমার, অঙ্গনে কেহ না জানে। শ্রীনাম-মঙ্গলে, তৃতীয় প্রহর, রজনী অতীত গানে ॥২৯॥ কীর্জন ভাঙ্গিলে, কহে গোবহরি, আজি কেন পাই দুঃখ। বুকি,এই গৃহে, কিছু অমঙ্গল, ঘটয়া হরিল স্নখ ॥৩০॥ তবে ভক্তগণ, নিবেদন করে শ্রীবাস-শিশুর কথা। গুনি' গোবা-বায়,বলে হাসহায়, মবয়ে পাইছু ব্যথা ॥৩১॥ কেন না কহিলে, আমাবে তখন, বিপদ-সংবাদ সবে। ভকতিবিনোদ, ভকত-বৎসল, স্নেহেতে মজিল তবে ॥৩২॥ প্রভু বচন, তখন গুনিয়া, শ্রীবাস লোটাঞ ভূমি। বলে, গুন নাথ! তব রসভঙ্গ, সহিতে না পাবি আমি ॥৩৩॥ একটি তনয়, মরিয়াছে নাথ, তাহে মোর কিবা দুঃখ। যদি সব মনে, তোমাবে হেরিয়া, তবু ত পাইব স্নখ ॥৩৪॥ তব নৃত্যভঙ্গ, হইলে আমাব, মরণ হইত হবি। তাই কুসংবাদ, না দিল তোমাবে, বিপদ আশঙ্কা কবি ॥৩৫॥ এবে আজ্ঞা দেহ, যুত স্নাত লয়ে, সৎকাব করুন সবে। এতেক গুনিয়া, গোবাধিভ্রমনি, কাঁদিতে লাগিল তবে ॥৩৬॥ কেমনে এ সবে, ছাড়িলা যাইব, পবাণ বিকল হয়। সে কথা গুনিয়া, ভকতিবিনোদ, মনেতে পাইল ভয় ॥৩৭॥ গোবাচাঁদের আজ্ঞা পেয়ে গৃহবাসিগণ। যুত স্নাতে অঙ্গনেতে আনে ততক্ষণ ॥৩৮॥ কলিমলহারী গোরা জিজ্ঞাসে তখন। শ্রীবাসে ছাড়িয়া, শিশু, যাও কি কারণ? ৩৯॥ যুত শিশুগৃহে জীব করে নিবেদন। 'লোক-শিক্ষা লাগি' প্রভু তব আচরণ ॥৪০॥ ভূমি ত' পরম ভক্ত অনন্ত অক্ষয়। পবাশক্তি তোমাব অভিন্ন-ভক্ত হয় ॥৪১॥ সেই' পরা শক্তি ত্রিধা হইয়া প্রকাশ। তব ইচ্ছামত-করায় তোমাব বিলাস ॥৪২॥ চিচ্ছক্তি-স্বরূপে নিত্যলীলা প্রকাশিয়া। তোমাবে আনন্দ দেন জ্ঞানীনি হইয়া ॥৪৩॥ জীবশক্তি হঞা তব চিত্তকিরণচয়ে।

অন্তকালে সফল শুমিলে বাঁ'র নাম ।

অতি মহা-পাতকীও যায় কৃষ্ণদাম ॥৩০॥

হেন প্রভু আপনে সাক্ষাতে করে মৃত্যু ।

গুণ গায় যত তাঁ'র ব্রজাদিক ভৃত্য ॥৩১॥

তটস্থ-স্বভাবে জীবগণে প্রকটয়ে ॥৪৪॥ মায়াশক্তি হ'য়ে
করে প্রপঞ্চ-সৃজন। বহির্মুখ জীবে তাহে করয়
বন্ধন ॥৪৫॥ ভকতিবিনোদ বলে অপবাধফলে। বহির্মুখ
হ'য়ে আছি প্রপঞ্চ-কবলে ॥৪৬॥ “পূর্ণচিদানন্দ তুমি,
তোমার চিৎকণ আমি, স্বভাবতঃ আমি তুমি দাস। পরম
স্বতন্ত্র তুমি, তুমি পরতন্ত্র আমি, তুমি পদছাড়ি' সর্বনাশ ॥৪৭॥
স্বতন্ত্র হ'য়ে যখন, মায়া-প্রতি কৈহু মন, স্ব-স্বভাব ছাড়িল
আমায়। প্রপঞ্চে মায়াব বন্ধে, পড়িহু কর্ণেবধন্ধে, কর্ণচক্রে
আমারে ফেলায় ॥৪৮॥ মায়া তব ইচ্ছামতে, বাঁধে মোরে
এজগতে, অদৃষ্ট নির্বন্ধ লোহ-কবে। সেই'ত নির্বন্ধ মোরে,
আনে শ্রীবাসেব ঘরে, পুঙ্খরূপে মালিনী-জঠরে ॥৪৯॥ সে
নির্বন্ধ পুনরায়, মোবে এবে ল'য়ে যায়, আমি'ত থাকিতে
নাবি আর। তব ইচ্ছা সুপ্রবল, মোব ইচ্ছা সুতরল,
আমি জীব অকিঞ্চন ছাব ॥৫০॥ যথায় পাঠাও তুমি, অবশ্য
যাইব আমি, কাব কে বা পুত্র পতি পিতা। জড়ের সখক
সব, তাহা নাহি সত্য লব, তুমি জীবের নিত্য পালয়িতা
॥৫১॥ সংযোগ-বিয়োগে যিনি, স্নেহ-দুঃখ মনে গণি,
তব পদে ছাড়েন আশ্রয়। মায়াব গর্দভ হ'য়ে, মজেন
সংসার ল'য়ে ভক্তিবিনোদের সেই ভয় ॥৫২॥ বাঁধিল মায়া,
যেদিন হ'তে, অবিগা-মোহ-ডোবে। অনেক জন্ম, লভিহু
আমি, ফিবিহু মায়াধোবে ॥৫৩॥ দেবদানব মনব-পশু,
পতঙ্গ-কীট হ'য়ে। স্বর্গে-নবকে, ভূতলে ফিবি, অনিত্য
আশা ল'য়ে ॥৫৪॥ না জানি কি বা, স্মৃতি-বলে, শ্রীবাসস্মৃত
হৈহু। নদীয়া-ধামে, চরণ তব, দরশ পরশ কৈহু ॥৫৫॥
সকল বারে, মরণ-কালে, অনেক দুঃখ পাই। তুমি প্রসঙ্গে
পরম স্নেহে, এবার চ'লে যাই ॥৫৬॥ ইচ্ছায় তোব' জনম
যদি, আবার হয়, হরি! চরণে তব প্রেম-ভকতি, থাকে
মিনতি করি ॥৫৭॥ যখন শিশু, উল্লসিত, দেখিয়া প্রকৃত
নীলা। শ্রীবাস-গোষ্ঠি ত্যজিয়া শোক, আনন্দ-মগন
ভেলা ॥৫৮॥ গৌর-চরিত, অমৃতধারা, করিতে করিতে
পান। ভক্তিবিনোদ শ্রীবাসে মাগে', যায়
যেন মোর প্রাণ ॥৫৯॥ শ্রীবাসে কহেন প্রভু,

তুঁহ মোর দাস। তুমি শ্রীতে বাঁধা আমি জগতে
প্রকাশ ॥৬০॥ ভক্তগণ-সেনাপতি শ্রীবাস পণ্ডিত। জগতে
যুবক আজি তোমার চরিত ॥৬১॥ প্রপঞ্চ-কারা-রক্ষিণী
মায়াব বন্ধন। তোমার নাহিক কত, দেখুক জগজ্জন ॥৬২॥
ধন, জন, দেহ, গেহ আমারে অপিয়া। আমার সেবার
স্নেহে আছ সুখী হঞা ॥৬৩॥ মম লীলাপুষ্টি লাগি' তোমার
সংসাব। শিশুকু গৃহস্থ জন তোমাব আচাব ॥৬৪॥ তব
প্রেমে বদ্ধ আছি আমি, নিত্যানন্দ। আমা হুঁহে স্ত'ত জানি'
ভুঞ্জহ আনন্দ ॥৬৫॥ নিত্যতত্ত্ব স্ত'ত বাঁব অনিত্য তনয়ে।
আসক্তি না করে সেই সৃজনে প্রলয়ে ॥৬৬॥ ভক্তিতে তোমাব
ঋণী আমি চিরদিন। তব সাধুভাবে তুমি ক্ষম মোর
ঋণ ॥৬৭॥ শ্রীবাসেব পায় ভক্তিবিনোদ কুজন। কাকুতি
কবিতা মাগে গোবাক্স-চরণ ॥৬৮॥ শ্রীবাসেব প্রতি, চৈতন্য-
প্রসাদ, দেখিয়া সকল জন। জয় শ্রীচৈতন্য, জয় নিত্যানন্দ,
বলি' নাচে ধন ধন ॥৬৯॥ শ্রীবাস-মন্দিবে, কি ভাব উঠিল
তাহা কি বর্ণন হয়। ভাববুদ্ধ সনে, আনন্দ-ক্রন্দন
উঠে কৃষ্ণপ্রেমময় ॥৭০॥ চারি ভাই পড়ি' প্রভুব চরণে প্রেম
গদগদ হবে। কাদিয়া কাদিয়া, কাকুতি কবিতা, গডি'
যায় প্রেমভাবে ॥৭১॥ ওহে প্রাণেশ্বর, এ ছেন বিপদ,
প্রতিদিন যেন হয়। যাহাতে তোমার, চরণ-সুগলে
আসক্তি বাড়িতে রয় ॥৭২॥ বিপদ-সম্পদ, সেই দিন ভাল,
যে দিন তোমারে স্মরি। তোমার স্ববণ-বহিত যে দিন,
সেদিন বিপদ হরি ॥৭৩॥ শ্রীবাস-গোষ্ঠীর, চরণে পড়িয়া,
ভকতিবিনোদ ভনে। তোমাদের গোরা, রূপা বিতরিয়া,
দেখাও দুর্গত জনে ॥৭৪॥ মৃত শিশু ল'য়ে তবে
ভকত-বৎসল। ভকত-সঙ্গেতে গায় শ্রীনাম-মঙ্গল ॥৭৫॥
গাইতে গাইতে গেলা জাহ্নবীতীরে। বালকে সংকার
কৈল জাহ্নবীর নীরে ॥৭৬॥ জাহ্নবী বলেন, মম সৌভাগ্য
অপাব। সফল হইল ব্রত ছিল যে আমার ॥৭৭॥ মৃত শিশু
দেন গোরা জাহ্নবীর জলে ॥ উল্লি জাহ্নবী দেবী শিশু
লয় কোলে ॥৭৮॥ উল্লিয়া স্পর্শে গোরা-চরণকমল।
শিশু কোলে প্রেমে দেবী হয় টলমল ॥৭৯॥ জাহ্নবীর

এ সময়ে বাহার হইল পরলোক ।
ইহাতে কি যুয়ায় করিতে আর শোক ? ৩২॥
কোন কালে এ শিশুর ভাগ্য পাই যবে ।
‘কৃতার্থ’ করিয়া আপনারে মানি তবে ॥৩৩॥
যদি বা সংসার-ধৰ্মে নার’ সম্মতিতে ।
বিলম্বে কান্দিহ, যা’র যেই লয় চিন্তে ॥৩৪॥
অন্ত যেম কেহ এ আখ্যান না শুনয়ে ।
পাছে ঠাকুরের নৃত্য-সুখভঙ্গ হয়ে ॥৩৫॥
কলরব শুনি’ যদি প্রভু বাহু পায় ।
তবে আজি গঙ্গা প্রবেশি সুস্বৰ্ণধায় ॥৩৬॥
সবে স্থির হইলেন শ্রীবাস-বচনে ।
চলিলেন শ্রীবাস প্রভুর সংকীৰ্তনে ॥৩৭॥
পরানন্দে সংকীৰ্তন করয়ে শ্রীবাস ।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো বিশেষ উল্লাস ॥৩৮॥
শ্রীবাস পণ্ডিতের এমন মহিমা ।
চৈতন্যের পার্শ্বদেব এই গুণ-সীমা ॥৩৯॥

প্রভুর স্বাস্থ্যভাবানন্দে নৃত্য—

স্বাস্থ্যভাবানন্দে নৃত্য করে গৌরচন্দ্র ।
কতক্ষণে রহিলেম লই’ ভক্তবৃন্দ ॥৪০॥

ভক্তগণেব শ্রীবাস-পুত্রের পবলোক-প্রাপ্তি-সংবাদ-শ্রবণে

আচরণ—

পরম্পরা শুনিলেন সৰ্ব্ব-ভক্তগণ ।
পণ্ডিতের পুত্রের হৈল বৈকুণ্ঠ-গমন ॥৪১॥

তথাপিও কেহ কিছু ব্যক্ত নাহি করে ।
দুঃখ বড় পাইলেন সবেই অন্তরে ॥৪২॥

সৰ্বজ্ঞ প্রভু জিজ্ঞাসা ও ভক্তগণেব উত্তর—

সৰ্বজ্ঞের চূড়ামণি শ্রীগৌরসুন্দর ।
জিজ্ঞাসেন প্রভু সৰ্ব জন্মের অন্তর ॥৪৩॥
প্রভু বলে,—“আজি মোর চিত্ত কেমন করে
কোন দুঃখ হইয়াছে পণ্ডিতের ঘরে ॥”৪৪॥
পণ্ডিত বলেন,—“প্রভু মোর কোন্ দুঃখ ।
যা’র ঘরে সুপ্রসন্ন তোমার শ্রীমুখ ॥”৪৫॥
শেষে আছিলেন যত সকল মহান্ত ।
কহিলেন পণ্ডিতের পুত্রের বৃত্তান্ত ॥৪৬॥
সন্নমে বলয়ে প্রভু,—“কহ কতক্ষণ ?”
শুনিলেন চারি দণ্ড রজনী যখন ॥৪৭॥
“তোমার আনন্দ-ভঙ্গ-ভয়ে শ্রীনিবাস ।
কাহারেও ইহা নাহি করেন প্রকাশ ॥৪৮॥
পরলোক হইয়াছে আড়াই প্রহর ।
এবে আজ্ঞা দেহ’ কার্য্য করিতে সত্বর ॥”৪৯॥
শুনি’ শ্রীবাসের অতি অদ্ভুত কথন ।
‘গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ প্রভু করেন স্মরণ ॥৫০॥

শ্রীবাসেব দ্বায় ভক্তগণ-ত্যাগে প্রভু অনিচ্ছা—

প্রভু বলে,—“হেন সঙ্গ ছাড়িব কেমনে ?”
এত বলি’ মহাপ্রভু লাগিলা কান্দিতে ॥৫১॥

ভাব দেখি’ যত ভক্তগণ । শ্রীনাথ-মঙ্গল-ধ্বনি কবে
অশ্রুক্ষণ ॥৮০॥ স্বর্গ হৈতে দেবে কবে পুষ্প-বিসরণ । বিমান
সম্বল তবে ছাইল গগন ॥৮১॥ এইরূপে নানা ভাবে চইয়া
নগন । সংক্ৰাম করিয়া স্নান কৈল সৰ্বজন ॥৮২॥ পবন
আনন্দে সবে গেল নিজ ঘবে । ভক্তবিনোদ মঞ্চে
গোরা-ভাবভরে ॥৮৩॥ (প্রোত্ৰগণের প্রতি নিবেদন)—
নদীয়া-নগরে গোরা-চরিত-অমৃত । পিয়া, শোক ভয়
ছাড় স্থির কর চিত ॥৮৪॥ অনিত্য সংসার ভাই, কৃষ্ণ মাত্র
সার । গোরা-শিক্ষা-মতে কৃষ্ণ ‘ভক্ত’ অনিবাব ॥৮৫॥
গোবার চরণ ধরি’ যেই ভাগ্যান্ব । ত্রৈলোক্য বাধাক্ষ তজে

সেই মোর প্রাণ ॥৮৬॥ বাধাক্ষ—গোবাটাদ, ন’দে—
বৃন্দাবন । এই মাত্র কব সাব, পা’বে নিত্য ধন ॥৮৭॥
বিজ্ঞাবুদ্ধি হীন দীন অকিঞ্চন ছাব । কৰ্মজ্ঞানশূন্য আমি
শূন্য-সদাচাব ॥৮৮॥ শ্রীধরবৈষ্ণব মোবে দিলেন উপাধি ।
ভক্তিহীনে উপাধি হইল এবে ব্যাধি ॥৮৯॥ যতন কদিয়া
সেই ব্যাধি নিবাবণে । শরণ লইহু আমি বৈষ্ণব চরণে ॥৯০॥
বৈষ্ণবেব পদবজ মস্তকে ধরিয়া । এ শোকশাতন গায়
ভক্তবিনোদিয়া ॥৯১॥—(শ্রীগীতমালা) ॥ ২৪-৩৪॥

মান্যবদ্ধ জীব সাংসারিক বিচারে পুত্রের মৃত্যুসংবাদে
দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করে । শ্রীবাস এই প্রকাবে মায়িক

“পুত্র-শোক না জানিল যে মোহার প্রেমে ।
হেন সব সঙ্গ মুঞি ছাড়িব কেমনে ॥” ৫২॥

প্রভু বাক্যশ্রবণে ভক্তগণের চিন্তা ও ক্রন্দন—

এত বলি’ মহাপ্রভু কান্দেন নির্ভর ।
ভ্যাগ-বাক্য শুনি’ সবে চিস্তেন অন্তর ॥৫৩॥
নহি জানি কি পরমাদ পড়য়ে কখন ।
অন্যোহন্তে চিন্তয়ে সকল ভক্তগণ ॥৫৪॥
গারিহস্থ ছাড়িয়া প্রভু করিবে সন্ন্যাস ।
তবে ধনি করি’ কান্দে ছাড়িয়া নিশ্বাস ॥৫৫॥

মৃতের সৎকারার্থ সকলেব চেষ্টা—

শ্মির হইলেন যদি ঠাকুর দেখিয়া ।
সৎকার করিতে শিশু যায়েন লইয়া ॥৫৬॥

মৃত শিশু প্রতি প্রভু প্রশ্ন ও মৃতের উত্তর—

মৃত-শিশু-প্রতি প্রভু বলেন বচন ।
“শ্রীবাসের ঘর ছাড়ি’ যাও কি কারণ?” ৫৭॥

ব্যবহার-সমূহ শ্রীগৌরমুন্দরের কীৰ্ত্তন-মুখে নৃত্যাদির সময়
প্রভু প্রেমামন্দেব ব্যাখ্যাত হইবে বিবেচনা কবিয়া
এতাদৃশ মাগিক ব্যবহাব কিছুক্ষণেব অল্প স্তব্ধ কবিত্তে
বলিলেন ॥৩৪॥

স্বামুভাবানন্দ—জ্যেষ্ঠবস্ত কৃষ্ণপ্রেমেব অহুতী চেতনময়
রাজ্যে অগ্ৰভবকানী, অহুতবনীয় ব্যাপাব ও অহুতী—এই
ত্রিবিধ বিচিত্র বিলাসে অর্বাং সচ্চিদানন্দাহুতীতে দৃষ্ট
হয় ॥ ৪০ ॥

গৃহস্থগণ সংসাবে অমঙ্গল উপস্থিত হইলে শোকে অধীর
হন, বিশেষতঃ গৃহস্থেব প্রাণাধিক পুত্রের বিরহে যে অভাব-
অল্প শোক উপস্থিত হয়, ভগবানেব সান্নিধ্য-বিচারে
তাহাতে শ্রীবাস মুগ্ধ হন নাই ৷ ৩৪ ৷ ভগবদ্ভক্তকে
প্রাকৃত ব্যক্তি-জ্ঞানে সমশ্রেণীতে গণনা কবা যায় না । যিনি
সর্বতোভাবে কৃষ্ণপ্রেমে উন্নত, তাঁহার কৃষ্ণেতব বস্ত্তে
শ্রীতির সম্ভাবনা নাই । শ্রীগৌরমুন্দর শ্রীনবদীপ-নগবেব
বহুবর্ণের প্রধান শ্রীবাস পণ্ডিতেব প্রেমনিষ্ঠাব পরাকাষ্ঠা-

শিশু বলে,—“প্রভু, যেন নির্বন্ধ তোমার ।
অগ্ৰথা করয়ে শক্তি আছয়ে কাহার?” ৫৮॥
মৃত-শিশু উত্তর করয়ে প্রভু-সনে ।
পরম অমৃত শুনে সর্ব-ভক্তগণে ॥৫৯॥
শিশু বলে,—“এ দেহেতে যতক দিবস ।
নির্বন্ধ আছিল ভুঞ্জিলাও সেই রস ॥৬০॥
নির্বন্ধ ঘুচিল, আর রহিতে না পারি ।
এবে চলিলাও অগ্নি নির্বন্ধিত-পুরি ॥৬১॥
এ দেহের নির্বন্ধ গেল রহিতে না পারি ।
হেন কৃপা কর যেন তোমা’ না পাসরি ॥৬২॥
কে কাহার বাপ, প্রভু কে কার মন্দন ।
সবে আপনার কৰ্ম করয়ে ভুঞ্জন ॥৬৩॥
যত দিন ভাগ্য ছিল শ্রীবাসের ঘরে ।
আছিলিও, এবে চলিলাম অগ্নি পুরে ॥৬৪॥
সপার্ষদে তোমার চরণে নমস্কার ।
অপরাধ না লইহ, বিদায় আমার ॥” ৬৫॥
এত বলি’ নীরব হইলা শিশু-কায় ।
এমত কৌতুক করে শ্রীগৌরাজ-রায় ॥৬৬॥

দর্শনে তাঁহাব সঙ্গ ছাড়িয়া অগ্ৰত যাইতে ইচ্ছা করেন
নাই ॥ ৫২ ॥

ভগবান্ যাহাব প্রতি যেকণ বিধান কবেন, সেরূপ
বিচাবেব অহুগমন কবাই পবম প্রয়োজন; নতুবা
স্বেচ্ছাচারিতা-বশে ভগবদ্ব্যতিক্রমে অসম্মান কবিয়া স্বীয়
যথেষ্টাচারিতাব পবিচয় দিলে কি স্থবিধা হইবে? এবং
অগ্নি কাহাবও সাধ্যও নাই যে, ভগবদ্বিচ্ছার বিরুদ্ধে
কার্য্য কবিত্তে পাবেন ॥৫৮॥

যে কাল পণ্যত ভগবানেব ইচ্ছায আমি শ্রীবাসেব
পুত্ররূপে থাকিতে পাবিয়াছি, তদধিক-কাল একপে থাকিতে
পাবিব না আমাকে যেখানে যাইবাব ব্যবস্থা করিয়াছেন.
তদ্রূপ শরীবই অতঃপব ধারণ করিব ।

শ্রীগৌরমুন্দর ইহাব মুখে জন্মান্তর-বাদের বিচার
জগজ্জীবকে জানাইলেন । হুল শরীর ও হৃদয় আধার নিত্য-
কাল স্থিতিবান্ নহে । জীবাত্মা এই হুল হৃদয়-শরীরদ্বয়ে
আবরণরূপে গ্রহণ করে এবং এই আবরণদ্বয়ে প্রয়োজন-

মৃতপুত্র-মুখে তদ্ব্যকথা-শ্রবণে শ্রীবাস-গোষ্ঠীব শোক-শাতন

ও প্রভুব চবণে বিজ্ঞপ্তি—

মৃত-পুত্র-মুখে শুনি' অপূর্ব কথন।

আনন্দ-সাগরে ভাসে সর্ব-ভক্ত-গণ ॥৬৭॥

পুত্র-শোক-দুঃখ গেল শ্রীবাসগোষ্ঠীর।

কৃষ্ণপ্রেমানন্দ-সুখে হইলা অধির ॥৬৮॥

কৃষ্ণপ্রেমে শ্রীনিবাস গোষ্ঠীর সহিতে।

প্রভুর চরণ ধরি' লাগিলা কান্দিতে ॥৬৯॥

“জন্ম জন্ম তুমি পিতা, মাতা, পুত্র, প্রভু।

তোমার চরণ যেন না পাসরি কভু ॥৭০॥

যেখানে সেখানে প্রভু, কেনে জন্ম নহে।

তোমার চরণে যেন প্রেম-ভক্তি রহে ॥” ৭১॥

ভক্তগণের প্রেমজনন—

চারি ভাই প্রভুর চরণে কাকু করে।

চতুর্দিকে ভক্ত-গণ কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥৭২॥

কৃষ্ণ-প্রেমে চতুর্দিকে উঠিল ক্রন্দন।

কৃষ্ণ-প্রেম-ময় হৈল শ্রীবাস-ভবন ॥৭৩॥

প্রভু-কর্তৃক শ্রীবাস-মহিমা-কীর্তন—

প্রভু বলে,—“শুন শুন শ্রীবাস পণ্ডিত!

তুমি ত' সকল জান' সংসারের রীতি ॥৭৪॥

এ সব সংসার-দুঃখ তোমার কি দায়।

যে তোমারে দেখে সেই কভু নাহি পায় ॥৭৫॥

আমি নিত্যানন্দ—তুই নন্দন তোমার।

চিন্তে তুমি বাধা কিছু না ভাবিহ আর ॥” ৭৬॥

প্রভু-বাক্যে ভক্তগণের জয়ধ্বনি—

শ্রীমুখের পরম কারুণ্য-বাক্য শুনি'।

চতুর্দিকে ভক্তগণ করে জয়-ধ্বনি ॥৭৭॥

সগণ প্রভু-কর্তৃক মৃত্যু-মৎকাব—

সর্বগণ-সহ প্রভু বালক লইয়া।

চলিলেন গঙ্গা-তীরে কীর্তন করিয়া ॥৭৮॥

যথোচিত ক্রিয়া করি' কৈলা গঙ্গা-স্নান।

‘কৃষ্ণ’ বলি' সবে গৃহে করিলা পয়ান ॥৭৯॥

প্রভু, ভক্ত-গণ সবে গেলা নিজঘর।

শ্রীবাসের গোষ্ঠী সব হইলা বিহ্বল ॥৮০॥

গুঢ় চৈতন্যলীলার ফলপ্রতি—

এ সব নিগূঢ় কথা যে করে শ্রবণ।

অবশ্য মিলিব তা'রে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥৮১॥

গৌরনিতাইব পুত্ররূপে শ্রীবাসের সেবা-গ্রহণ—

শ্রীবাসের চরণে রছক নমস্কার।

‘গৌরচন্দ্র’-নিত্যানন্দ’—নন্দন ষাঁহার ॥৮২॥

যত পুনরায় পরিত্যাগ কবিতো বাধা হয়। কর্মফলে কর্তৃকর্ত্তিমানবশে জীবের হুল-স্থল-আবরণ গ্রহণ এবং হুল ও স্থলভূমিকায় বিচরণ সংঘটিত হয়। কর্ম-জানভূমিকায় আত্মা কখনও বিচরণ করেন না। ভুক্তি ও মুক্তির আধাব্যয় কখনও আত্মাব অবস্থিতিব যোগ্য স্থান নহে। শ্রীগৌরমুন্দের ও তাঁহার পার্শ্বদবর্গের সঙ্গ যে সকলেই সর্বদা লাভ করিবেন—এইরূপ স্তুতি সকলের নাই, তদ্ব্যজ্ঞই মানব-জ্ঞানের মধ্যে ভুক্তি-মুক্তি-পিপাসা ও ভগবৎ-সেবাবিশুদ্ধতা বর্ত্তমান ॥ ৬১ ॥

শ্রীগৌরমুন্দের শ্রীবাসপণ্ডিতকে বলিলেন যে, ভগবদ্ভক্তের সংসারে কোন সঙ্কট কোনদিনই থাকে না। অনভিজ্ঞ জনগণের দর্শনে শ্রীবাসপণ্ডিত গৃহস্থ ও সংসারী; কিন্তু ভগবদ্ভক্তগণ শ্রীবাসপণ্ডিতকে অমকমেও সেইরূপ অমূল্যের

বিষয় বলিয়া দেখেন না। যাঁহাবা ভগবদ্ভক্ত দর্শন করিতে অগত্য হইয়াছেন, তাঁহাদের কোন সংসার বন্ধন নাই। স্বামি-স্ত্রী-পুত্রাদি সংসারবৈষম্য পবন প্রমোজনীয় বস্তুর অভাবের মোচনকল্পে ভগবানকে তত্তৎস্থলে জানিতে পারিলেই নিত্যবস্তুর সামিধ্য লাভ হয়। সকল বস্তুতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিলেই জীবের বদ্ধদশা হইতে বিমুক্তি ঘটে ॥৭৫-৭৬॥ শ্রীগৌরনিত্যানন্দ পুত্ররূপে শ্রীবাসের সেবা গ্রহণ করিলেন ॥৮২॥

শ্রীগৌরমুন্দের পাঞ্চরাত্রিক বিধান-মতে যতবার বিষ্ণু-পূজার আয়োজন কবিতেন, প্রত্যেক বারেই তিনি প্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাদৃশ অর্চন-কার্যে যোগ্যতা দেখাইতে পারিতেন না। পুনঃ পুনঃ অর্চনে অকৃতকার্য হইয়া অবশেষে শ্রীগোবিন্দপণ্ডিতকে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ অর্চন করিবার

এ সব অদ্ভুত সেই নবদ্বীপে হয় ।
 ভক্তের প্রভীত হয়, অভক্তের নয় ॥৮৩॥
 মধ্যখণ্ডে পরম অপূর্ব সব কথা ।
 মৃত-শিশু তত্ত্ব-জ্ঞান कहিলেন যথা ॥৮৪॥
 হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌর-সুন্দর ।
 বিহরয়ে সংকীৰ্ত্তন-সুখে নিরন্তর ॥৮৫॥

প্রেমোন্মত্ততা-প্রদর্শনে প্রভুব পাঞ্চবাজিক বিধি মত

অর্চন-অসামর্থ্য-হেতু গদাধরকে

অর্চন-ভাব-প্রদান—

প্রেমরসে প্রভুর সংসার নাহি ক্ষুরে ।
 অস্তুর কি দায়, বিষ্ণু-পূজিতে না পারে ॥৮৬॥
 স্নান করি' বসে প্রভু শ্রীবিষ্ণু পূজিতে ।
 প্রেম-জলে সকল শ্রীঅঙ্গ-বস্ত্র তিতে ॥৮৭॥

ভার প্রদান কবিলেন । তিনি বলিতে লাগিলেন,—“আমি ভাগ্যহীন, মর্যাদাব গহিত বিষ্ণুপূজা কবিতে আমি অসমর্থ ।”

এই লীলাব দ্বারা শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীগদাধরপণ্ডিতকে শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রদান কবায়, শ্রীপুরুষোত্তম-ক্ষেত্রে টোটা মধ্যো বা বাননা ভাস্তবে শ্রীগদাধর প্রভু তাঁহার অর্চন ইতি ‘গৌড়ীয়-ভাষ্যে’ পঞ্চবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

বাহির হইয়া প্রভু সে বস্ত্র ছাড়িয়া ।
 পুনঃ অঙ্গ বস্ত্র পরি' বিষ্ণু পূজে গিয়া ॥৮৮॥
 পুনঃ প্রেমানন্দ-জলে তিতে সে বসন ।
 পুনঃ বাহিরাই অঙ্গ করে প্রক্ষালন ॥৮৯॥
 এই মত বস্ত্র-পরিবর্ত্ত করে মাত্র ।
 প্রেমে বিষ্ণু পূজিতে না পারে তিল মাত্র ॥৯০॥
 শেষে গদাধর-প্রতি বলিলেন বাক্য ।
 তুমি বিষ্ণু পূজ', মোর নাহিক সে ভাগ্য ॥৯১॥
 এই মত বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিরসে ।
 বিহরয়ে নবদ্বীপে রাত্রিয়ে দিবসে ॥৯২॥
 শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিভ্যানন্দচাঁদ জান ।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৯৩॥
 ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে মৃতশিশু-তত্ত্বজ্ঞান-
 বর্ণনং নাম পঞ্চবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

কবিতেন এবং মর্যাদাপথে শিষ্যাদি স্বীকার কবিষাছিলেন । শত শত জন্ম অর্চনের ফলে ভগবদ্ভায়-ভজনে স্ত্রীবেব প্রীতি উৎপন্ন হয় । শ্রীগদাধরকে সেই শ্রেণীর কর্মফল-বাধ্য জীব জ্ঞান না কবিয়া মহাপ্রভুব পবন প্রিয়তম বলিষা জানা আবশ্যক । শ্রীগৌরসুন্দরের ‘শিক্ষাষ্টকে’ অর্চন-বিধানের চব্বম ফল শ্রীনাম-ভজনেরই উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে ॥ ৯১ ॥

ষড়্বিংশ অধ্যায়

ষড়্বিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ-কর্তৃক গুরুদেব ব্রহ্মচারীর অন্ন-গ্রহণ, আঁখিবিষা বিজয় দাসের অন্ন-প্রদানপূর্বক নিজ বৈভব-প্রদর্শন, অপ্রাকৃত-মংগল কুর্খাদি-অবতাবলীলা ভাব-প্রদর্শন, গোপীভাবে ‘গোপী গোপী’ উচ্চারণ-কালে জনৈক পড়ুয়াব সমালোচনা; পড়ুয়াকে ষষ্টি-প্রহারোচ্ছোগ, হৈমালিচ্ছলে নিষ্কণ-সমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা-জ্ঞাপন,

শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ-সহ নিতৃত পবামর্শ, মুকুন্দ ও গদাধর-সমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণেচ্ছা-জ্ঞাপন, ভক্তগণের দুঃখ প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।

একদিন শ্রীমদ্ব্যগ্রভূ গুরুদেব ব্রহ্মচারীর নিকট অন্ন গ্রহণ কবিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলে গুরুদেব উহা মহাপ্রভুব ছলনা মার জ্ঞান পূর্বক প্রভু-সমীপে অনেক কাকুতি করেন ; কিন্তু প্রভুব পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা-দর্শনে গুরুদেব ভক্তগণ-সমীপে বিধান জিজ্ঞাসা করেন । তাঁহারা গুরুদেবের

ভাগ্যেব প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে আলগোড়ে বন্ধন করিয়া দিবাব জন্ত যুক্তি প্রদান কবেন। গুহাধব স্নান সমাধান কবেন এবং জল উত্তপ্ত করিয়া তাহাতে তড়ুল ও খোড় প্রভৃতি অসংস্পৃষ্ট ভাবে প্রদান পূরক শ্রীহবিনাম কীৰ্ত্তন কবিত্তে থাকেন। তখন লক্ষ্মীদেবী ভক্ত-অঙ্গে রূপাট্টি প্রদান কবিলেন। প্রভু আপ্তগণ-সঙ্গে গুহাধব-গৃহে আগমন-পূরক নিজহস্তে অন্ন গ্রহণ কবিয়া বিষুকে নিবেদন করিলেন; তৎপরে স্বয়ং ভোজন কবিত্তে কবিত্তে অন্নব স্বাহুতাব প্রশংসা কবিত্তে লাগিলেন। গুহাধবের প্রতি রূপা-দর্শনে ভক্তগণ প্রেমাত্ম বর্ণন কবিত্তে লাগিলেন। প্রভুর ভোজন সমাপ্ত হইলে সকলে প্রসাদ পাত্র তুলিয়া লইলেন। শ্রীগৌবন্দব ক্রিয়াক্ষণ ইষ্টগোষ্ঠী কবিয়া তথায়ই শয়ন কবিলেন। ভক্তগণও প্রভুর অমুসরণ কবিলেন। সকলে শয়ন কবিয়া থাকিলে মহাপ্রভু আঁখবিয়া বিজয় দাসের পাত্রে হস্ত প্রদান কবিলেন। বিজয়, মহাপ্রভুর বিচিত্র অদ্ভুত ঐশ্বর্য্য দর্শন কবিয়া চীৎকার কবিত্তে উজ্জ্বল হইলে প্রভু তাঁহাকে অঙ্গুলি-সঙ্কেতে নিষেধ কবেন। বিজয় চক্কাব পূরক মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন। ভক্তগণ গৃচ মগ্ন বুদ্ধিতে পাবিলেন। প্রভু ভক্তগণের নিকট উহা গঙ্গা গ্রথনা বিষুব প্রভাব বলিয়া জানাইলেন। বিজয় মাত দিন পর্যাণ্ত জড়প্রায় অবস্থান কবিয়াছিলেন।

মহাপ্রভু নবদ্বীপে লীলাকালে ভাবছলে মৎস্ত-কুম্ভাদি-অবতাবগণের অপ্রাকৃত নিত্য রূপ প্রকাশ কবিত্তেন; আবাব তাহা সঙ্গোপন কবিত্তেন। কিন্তু প্রভুব বলবাম-ভাব অনেকদিন দবিয়া ছিল। শ্রীগৌবন্দব বলবামভাবে মহামত্ত হইয়া বারুণী প্রার্থনা কবিলে অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুব হৃদয় বুদ্ধিয়া তাঁহাব সম্মুখে ঘটপূর্ণ গঙ্গাজল ধবিত্তেন। প্রভুর চক্কাব-গর্জ্জন শুনিয়া ত্রিভুবন কম্পিত হইত—তাণ্ডবনৃত্যে গুণিবী টলমল কবিত। ভক্তগণ ভয়ে বলদেব-স্তুতি গান কবিলে প্রভু সন্তুষ্ট হইয়া মুচ্ছিত হইতেন।

একদিন মহাপ্রভু গোপীভাবে বিভাদিত হইয়া ‘গোপী’ ‘গোপী’ উচ্চারণ কবিলে জনৈক পড়ুয়া তাঁহার হৃদগত ভাবনা বুদ্ধিয়া তাদৃশ আচরণের নিন্দা কবিলে প্রভু যট্টহস্তে

তাহাকে প্রহাবার্ষ উজ্জত হইলেন। পড়ুয়া প্রাণভয়ে পলাইয়া গিয়া নিজ মঙ্গিগণের নিকট প্রভুব বিষয় বর্ণন কবিলে তাহাবা অক্ষজ-জ্ঞানে প্রভুকে নির্যাতন কবিত্তে ইচ্ছা কবিয়া মহাপ্রভুর চরণে অপবাদ সঙ্ঘ করিয়া বসিল। প্রভু তাহা অন্তর্গামি-স্থত্রে জানিতে পারিয়া সকল পার্শ্বদগণ-সমীপে হৈয়ালি-চ্ছলে নিজ-গম্ভ্যাগ-গ্রহণের বিষয় উল্লেখ কবিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু ব্যতীত অপর কেহ তাহা বুঝিলেন না। তিনি প্রভুর যুদ্ধব কেশের অন্তর্দান ভাবিয়া হুংপিত হইলেন।

শ্রীমদ্ব্যগ্রভু নিত্যানন্দকে নিতৃত্তে ডাকিয়া লইয়া নিজ গম্ভ্যাগ-গ্রহণের কাবণ বর্ণন কবিলেন। তিনি জগদুদ্ধাবার্থ অবতরণ কবিয়াটেন; কিন্তু তাঁহাব দর্শনে লোকের উদ্ধাব না হইয়া তাঁহাব চরণে অপবাদ কবিয়া বসিল। তিনি গম্ভ্যাগ কবিয়া তাহাদেব গৃহে ভিখাবী হইলে তাহাবা গম্ভ্যাগ দর্শনে চরণস্পর্শ কবিয়া দণ্ডবৎ-প্রণাম কবিলে, তাহা হইলেই তাহাদেব অপবাদ দূর হইয়া শ্রীগৌবান্দ-চরণে ভক্তিলাভ হইবে। শ্রীল নিত্যানন্দ-প্রভু মহাপ্রভুর উদ্দেশেব বিরাজিত না কবিয়া ভক্তগণ-সমীপে উক্ত অভিপ্রায় বর্ণন কবিত্তে বলিলেন এবং প্রভু-বিরহে শচীমাতাব হুংখচিত্তা কবিয়া নিত্যানন্দ নিশ্পন্ন হইলেন।

শ্রীগৌরহরি যুবুন্দেব গৃহে গমন করিয়া ‘বুদ্ধমঙ্গল’ গান কবিত্তে ‘আদেশ কবিলে যুবুন্দ কীৰ্ত্তন আবস্ত করিলেন প্রভুও বিহ্বলভাবে কীৰ্ত্তন এবং-পূরক ভাবসম্বরণ কবিয়া যুবুন্দেব নিকট নিজ অভিপ্রায় বলিলেন। যুবুন্দ তাহা শুনিবা-মাত্র হুংখিত-চিস্তে প্রভুকে আবণ্ড কিছুদিন অপেক্ষা কবিত্তে অম্ববোধ কবিলেন।

অতঃপব শ্রীগৌবন্দব গদাধব-গৃহে গমনপূরক নিজ উদ্দেশ্য ব্যক্ত কবিলে তাহা শুনিয়া যেন গদাধবের বজ্রপাত হইল। তিনি অভিযানেব সহিত কত কথা বলিয়া তাঁহাকে গম্ভ্যাগ-গ্রহণ-নিবাবণের চেষ্টা করিলেন। প্রভু অচ্ছা ভক্তগণের নিকট নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সকলেই প্রভুর শ্রীশবাব অন্তর্দান-চিন্তায় হুংখসাগরে নিমগ্ন হইলেন। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগৌরসুন্দরবেব জয়-গান—

জয় জয় জগত-মঙ্গল গৌরচন্দ্র ।

দান দেহ' হৃদয়ে তোমার পদধ্বন্দ্ব ॥৩৥

প্রভুব শুক্লাধবেব অন্ন-ভোজনে ইচ্ছা ও তৎস্থানে অন্ন-খাড়া—

এক দিন শুক্লাধর-ব্রহ্মচারি-স্থানে ।

রূপায় তাহানে অন্ন মাগিলা আপনে ॥১॥

“তোম' অন্ন খাইতে-আমার ইচ্ছা বড় ।

কিছু ভয় না করিহ, বলিলাও দঢ় ॥” ২॥

শুক্লাধরবেব দৈদ্য ও প্রভুব প্রার্থনাকে 'বহুত্ব' বলিয়া জ্ঞান---

এই মত মহাপ্রভু বলে বার বার ।

শুনি' শুক্লাধর কাকু করেন অপার ॥৩॥

“ভিক্ষুক অধ্যয় যুগ্ম পাপিষ্ঠ গর্হিত ।

তুমি ধর্ম সমাভন, যুগ্ম সে পতিত ॥৪॥

মোরে কোথা দিবে প্রভু, চরণের ছায়া ।

কীটতুল্য নহৌ মোরে এত বড় ময়া ॥” ৫॥

প্রভুব পুনঃ-প্রার্থনায় শুক্লাধরবেব ভক্তগণ-সমীপে

যুক্তি-গ্রহণ—

প্রভু বলে,—“মায়া হেন না বাসিহ মনে ।

বড় ইচ্ছা বাসে মোর তোমার রক্ষনে ॥৬॥

সত্বরে নৈবেদ্য গিয়া করহ বাসায় ।

আজি আমি মধ্যাহ্নে যাইব সর্ব্বথায় ॥” ৭॥

তথাপিহ শুক্লাধর ভয় পাই' মনে ।

যুক্তি জিজ্ঞাসিলেন সকল ভক্ত-স্থানে ॥৮॥

ভক্তগণেব যুক্তি-প্রদান ও শুক্লাধরবেব ভাগ্য-প্রশংসা—

সবে বলিলেন,—“তুমি কেনে কর' ভয় ।

পরমার্থে ঈশ্বরের কেহ ভিন্ন নয় ॥৯॥

বিশেষে যে জন তানে সর্ব্ব-ভাবে ভজে ।

সর্ব্বকাল তান অন্ন আপনেই খোঁজে ॥১০॥

আপনে শূদ্ধার পুত্র বিদুরের স্থানে ।

অন্ন মাগি' খাইলেন ভক্তির কারণে ॥১১॥

ভক্তস্থানে মাগি' খায় প্রভুর স্বভাব ।

দেহ' গিয়া তুমি বড় করি' অনুরাগ ॥১২॥

তথাপিহ তুমি যদি ভয় বাস' মনে ।

আলগোছে তুমি গিয়া করহ রক্ষনে ॥১৩॥

বড় ভাগ্য তোমার, এমত রূপা যা'রে ।”

শুনি' দ্বিজ হরিষে আইলা নিজ-ঘরে ॥১৪॥

শুক্লাধরবেব কীর্ত্তন করিতে কবিত্তে রক্ষন এবং

লক্ষ্মীদেবী ব তাহাতে দৃষ্টিপাত—

স্মান করি' শুক্লাধর অতি সাবধানে ।

সুবাগিত জল তপ্ত করিলা আপনে ॥১৫॥

তগুল সহিত তবে দিব্য গর্ভ-খোড় ।

আলগোছে দিয়া বিপ্র কৈলা করযোড় ॥১৬॥

“জয় কৃষ্ণ গোবিন্দ গোপাল বনমালী ।”

বলিতে লাগিলা শুক্লাধর কুতূহলী ॥১৭॥

সেই ক্ষণে ভক্ত-অঙ্গে রমা জগন্নাতা ।

দৃষ্টিপাত করিলেন মহা-পতিব্রতা ॥১৮॥

প্রভুব শুক্লাধর-গৃহে আগমন ও অন্ন-ভোজন

কবিত্তে কবিত্তে স্বাহুতাব প্রশংসা—

তত্তক্ষণে সর্ব্বায়ুত হইল সে অন্ন ।

স্মান করি' প্রভু আসি হৈলা উপসন্ন ॥১৯॥

সঙ্গে নিত্যানন্দ-আদি আপ্ত কত জন ।

তিতা-বস্ত্র এড়িলেন শ্রীশ্রীচৈতন্য ॥২০॥

আপনে লইলা অন্ন তান ইচ্ছা পালি' ।

শুক্লাধর দেখিয়া হাসেন কুতূহলী ॥২১॥

গজ্ঞার অগ্রেতে ঘর গজ্ঞার সমীপে ।

বিষ্ণু-নিবেদন করিলেন বড় স্নেহে ॥২২॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

তথ্য । বিদুব-গৃহে ভগবানেব অন্ন-ভিক্ষা—মহা ভাবত
উভোগ-পর্ক ৯০ অধ্যায় ঐষ্টব্য ॥ ১১ ॥

আলগোছে [কা-অল্গুং (স = ছ) শব্দজ]—অসংস্পৃষ্ট
ভাবে, না ছুঁইয়া, তফাৎ হইতে ॥ ১৩ ॥

হাসি' বসিলেন প্রভু আনন্দে ভোজনে ।
নয়ন ভরিয়া দেখে সব ভৃত্য-গণে ॥২৩॥
ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা ত্রীগৌরসুন্দর ।
গুরুদ্বার-অন্ন খায়—এ বড় দুষ্কর ॥২৪॥
হেন প্রভু বলে,—“জন্ম যাবৎ আমার ।
এমত অন্নের স্বাদু নাহি পাই আর ॥২৫॥
কি গর্ভ-খোড়ের স্বাদু না পারি কহিতে ।
আলগোছে এমত বা রাঞ্জিল কোন্মতে ॥২৬॥
তুমি হেন জন সে আমার বন্ধু-কুল ।
ভোগা' সব লাগি' সে আমার আদি মূল ॥২৭॥

গুরুদ্বারের প্রতি প্রভু-রূপদর্শনে ভক্তগণের
প্রেমাক্ষ বর্ষণ—

গুরুদ্বার-প্রতি দেখি' রূপার বৈভব ।
কান্দিতে লাগিলা অচোহুতো ভক্ত সব ॥২৮॥
এই মত প্রভু পুনঃ পুনঃ আশ্বাসিয়া ।
করিলেন ভোজন আনন্দযুক্ত হৈয়া ॥২৯॥

ভক্তিহীন কোটীশ্ববও চৈতন্য-রূপায় বঞ্চিত ;
ভগবান্ ভক্তিবশ—

যে প্রসাদ পায়েন ভিক্ষুক গুরুদ্বার ।
দেখুক অভক্ত যত পাপী কোটীশ্বর ॥৩০॥
ধন জনে পাণ্ডিত্যে চৈতন্য নাহি পাই ।
'ভক্তিরসে বশ প্রভু' সর্বশাস্ত্রে গাই ॥৩১॥
বসিলেন প্রভু প্রেমে ভোজন করিয়া ।
তাঁহুল খায়েন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥৩২॥

তিতা—[‘সিদ্ধ’ হইতে অথবা সং, ‘তিপু’ (ক্ষবণ) দাতৃ
হইতে] সিদ্ধ, আদ্র, ভিক্ষা ॥ ২০ ॥

যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণু ব্রহ্মাব পবিত্র যজ্ঞ ভোজন করিয়া
পাকেন। গুরুদ্বার ব্রহ্মচারী নানা স্থান হইতে ভিক্ষা
সংগ্ৰহ কবিতেন। বাহু দর্শনে সেই তথুলে স্পর্শ-দোষাদি
বিজড়িত ছিল। ভিক্ষাধারা অনেক সময় অক্ষত তথুল
সংগৃহীত হয় না বলিয়া গৃহস্থগণ ভিক্ষকের স্পৃষ্ট দ্রব্য
গ্রহণ করেন না। অক্ষত তথুল স্পর্শদোষহীন তথুল
অপেক্ষা পবিত্র বটে কিন্তু ভিক্ষালব্ধ তথুল হৃদপেক্ষা আরও

ব্রহ্মাদির বন্য প্রভুর প্রসাদ-পাত্র ভক্তগণের

শিবে ধারণ—

পাত্র লই' ভৃত্যগণ ভুলিলা আনন্দে ।
ব্রহ্মা শিব অনন্ত যে পাত্র শিরে বন্দে ॥৩৩॥
কি আনন্দ হইল সে ভিক্ষকের ঘরে ।
এমত কোতুক করে প্রভু বিশ্বম্বরে ॥৩৪॥
প্রভুব কৃষ্ণ-কথাপ্রসঙ্গ ও গুরুদ্বার-গৃহে বিশ্রাম—
কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গ কহিয়া কত ক্ষণ ।
সেই খানে মহাপ্রভু করিলা শয়ন ॥৩৫॥

বিজয়েব সঙ্গে প্রভুব হস্তস্পর্শ বিজয়েব
বৈভব-দর্শন—

ভক্তগণ করিলেন তথাই শয়ন ।
তথি মধ্যে অদ্ভুত দেখয়ে এক জন ॥৩৬॥
ঠাকুরের এক শিষ্য ত্রীবিজয়-দাস ।
সে মহাপুরুষে কিছু দেখিলা প্রকাশ ॥৩৭॥
নবদ্বীপে তাঁ'র মত নাহি আঁখরিয়া ।
প্রভুরে অনেক পুণি দিয়াছে লিখিয়া ॥৩৮॥
'আঁখরিয়া-বিজয়' করিয়া সবে ঘোষে ।
মর্গ নাহি জানে লোক ভক্তি-হীন-দোষে ॥৩৯॥
শয়নে ঠাকুর তান অঙ্গে দিলা হস্ত ।
বিজয় দেখেন অতি অপূর্ব সমস্ত ॥৪০॥
হেম-সুন্দর-প্রায় হস্ত দীর্ঘ সুবলন ।
পরিপূর্ণ দেখে তথি রক্ত-আভরণ ॥৪১॥
শ্রীরক্ত-মুদ্রিকা যত অঙ্গুলীর মূলে ।
না জানি কি কোটি সূর্য-চন্দ্র-মণি জলে ॥৪২॥

পবিত্র ; যে হেতু উচ্চ ভগবৎরূপা-লব্ধ দান যাত্র। আপাত-
দর্শনে তাহাতে স্পর্শ-দোষাদি বা মর্যাদা-পথের লজ্জন
দৃষ্ট হয় বটে ; কিন্তু ত্রীগৌরসুন্দরের প্রবর্তিত বিচারে মহা-
প্রসাদে হৃদয়েব পবিত্রতাই প্রধান প্রয়োজনীয় বিষয় ॥২৪॥
শত লক্ষ মুক্তার অধীশ্বর হইলেই যে ভগবান্কে
ভোজন কবান যাইতে পারে, এরূপ নহে। নির্দন গুরুদ্বার
ভিক্ষা-বস্তির সঞ্চিত তথুলের দ্বারা ত্রীগৌরসুন্দরকে
তৃপ্ত করিয়াছিলেন। ভক্তিহীন পাপি-সম্প্রদায় এসকল
কথা কিছুই বুঝিতে পারেন না ॥৩০॥

আত্মক পর্যন্ত সব দেখে জ্যোতির্ময় ।

হস্ত দেখি' পরানন্দ হইলা বিজয় ॥৪৩॥

বিজয়েব চীৎকারোপক্রম ও প্রভুর নিষেধ—

বিজয় উদ্যোগ মাত্র করিলা ডাকিতে ।

শ্রীহস্ত দিলেন প্রভু তাঁহার মুখেতে ॥৪৪॥

প্রভু বলে,—“যত দিন মুঞি থাকিঁ এথা ।

তাবৎ কাহারে পাছে কহ এই কথা ॥” ৪৫॥

বিজয়েব হুঙ্কার ও মূর্ছা—

এত বলি' হাসে' প্রভু বিজয় চাহিয়া ।

বিজয় উঠিলা মহা হুঙ্কার করিয়া ॥৪৬॥

বিজয়ের হুঙ্কারে জাগিলা ভক্তগণ ।

ধরেন বিজয় তবু না যায় ধরণ ॥৪৭॥

কতক্ষণ উদ্ভাদ করিয়া মহাশয় ।

শেষে হৈলা পরানন্দ মুচ্ছিত ভয় ॥৪৮॥

বিজয়েব অবস্থা দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন—

ভক্ত সব বুঝিলেন—বৈশ্ব-দর্শন ।

সর্ব-গণ লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥৪৯॥

প্রভু ভক্তগণ-স্থানে বিজয়েব বিষয়-বিবৃতি ও

বিজয়েব গাত্রস্পর্শ-দ্বারা চেতনতা-বিধান—

সবারে জিজ্ঞাসে' প্রভু,—“কি বল ইহার ?

আচক্ষিতে বিজয়ের বড় ত' হুঙ্কার ॥” ৫০॥

প্রভু বলে,—“জানিলাও গজার প্রভাব ।

বিজয়ের বিশেষে গজায় অমুরাগ ॥৫১॥

নহে শুক্রাশ্বর-গৃহে দেব-অধিষ্ঠান ।

কিবা দেখিলেন ইহা কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥” ৫২॥

এত বলি' বিজয়ের অঙ্গে দিয়া হস্ত ।

চেতন করিল হাসে' বৈষ্ণব-সমস্ত ॥৫৩॥

বিজয়েব সপ্তাহকাল জড়প্রাণতাব—

উঠিয়াও বিজয় হইলা জড়-প্রাণ ।

সপ্ত দিন ভ্রমিলেন সর্ব নদীয়ায় ॥৫৪॥

না আহার, না নিদ্রা, রহিত-দেহ-ধর্ম ।

ভ্রমেণ বিজয়, কেহ নাহি জানে মর্ম ॥৫৫॥

কত দিনে বাহু-চেষ্ঠা জানিলা বিজয় ।

শুক্লাশ্বর-গৃহে হেন সব রঙ্গ হয় ॥৫৬॥

শুক্লাশ্ববেব ভাগ্য-প্রশংসা ও উপাখ্যানের ফলশ্রুতি—

শুক্লাশ্বর-ভাগ্য বলিবারে শক্তি কার ।

গৌরচন্দ্র অন্ন-পরিগ্রহ কৈলা যা'র ॥৫৭॥

এই মত ভাগ্যবন্ত শুক্রাশ্বর-ঘরে ।

গোষ্ঠীর সহিত গৌরসুন্দর বিহরে ॥৫৮॥

বিজয়েরে কৃপা,—শুক্লাশ্বরান্ন-ভোজন ।

ইহার শ্রবণে মাত্র মিলে ভক্তিধন ॥৫৯॥

হেন মতে নবদ্বীপে শ্রীগৌরসুন্দর ।

সর্ব-বেদ-বন্দ্য লীলা করে নিরন্তর ॥৬০॥

এই মত প্রতি বৈষ্ণবের ঘরে ঘরে ।

প্রতিদিন নিত্যানন্দ-সংহতি বিহরে ॥৬১॥

মহাপ্রভু নিজ-অবতাবাদি ভাব-প্রকাশ ও

দীর্ঘকাল-স্থায়ী বলবাম-ভাব—

নিরবধি প্রেমরসে শরীর বিহবল ।

‘ভাব-ধর্ম’ যত, তাহা প্রকাশে' সকল ॥৬২॥

মৎস্য কুর্ম নরসিংহ বরাহ বামন ।

রঘু-সিংহ বৌদ্ধ কঙ্কি শ্রীনন্দ-নন্দন ॥৬৩॥

এই মত যত অবতার সে-সকল ।

সব রূপ হয় প্রভু করি' ভাব-হল ॥৬৪॥

এই সকল ভাব হই' লুকায় তখনে ।

সবে না ঘুচিল রাম-ভাব চির দিনে ॥৬৫॥

প্রভু বামভাবে মত্ত-যাচ-এবং নিত্যানন্দেব

গুণাবলি-প্রদান—

মহা-মুগ্ধ হৈলা প্রভু হৃদয়-ভাবে ।

‘মদ আন’ ‘মদ আন’ ‘ডাকে উচ্চরবে ॥’ ৬৬॥

পাত্র—শ্রীমহাপ্রভু অবশেষ-পাত্র ॥ ৩৩ ॥

ঔষধিয়া—লিপিকা ; ‘আক্ষরিক’ শব্দজ । যখন

এতদেশে মুদ্রা-যন্ত্র ছিল না, তখন গ্রন্থাদি লিপিবদ্ধ করিয়া

এক শ্রেণীর ব্যক্তি জীবিকা অর্জন ও নিরুদ্ভাহ কবিতেন ।

লোকে ঔষধাদিগকে ‘ঔষধিয়া’ বলিত ॥ ৩৮ ॥

মুদ্রিকা অঙ্কিত অঙ্গুরী, মণি-প্রবালাদি-খচিত অঙ্গুরী ॥৪২॥

মিত্যনন্দ জামেন প্রভুর সমীহিত ।

যট ভরি' গজাজল দেন সাবহিত ॥৬৭॥

প্রভুর হৃদ্য-তাণ্ডবে পৃথিবীর কম্প এবং ভক্তগণের

সন্তবে বলবাম-গীত-গান—

হেন সে ছকার করে, হেন সে গর্জ্জন ।

নবদীপ-আদি করি কাঁপে ত্রিভুবন ॥৬৮॥

হেন সে করেন মহা তাণ্ডব প্রচণ্ড ।

পৃথিবীতে পড়িলে পৃথিবী হয় খণ্ড ॥৬৯॥

টলমল করে ভূমি ত্রিমাণ্ড-সঙ্ঘিতে ।

ভয় পায় ভূত-সব সে নৃত্য দেখিতে ॥৭০॥

বলরাম-বর্ণনা গায়েন সব গীত ।

শুনিয়া হয়েন প্রভু আনন্দে মুচ্ছিত ॥৭১॥

প্রভুর আবিষ্ট ভাব্রে ভ্রমণ ও নিত্যানন্দকে আহ্বান—

আর্য্য্য তর্জ্জা পড়েন পরম-মন্ত-প্রায় ।

তুলিয়া তুলিয়া সব-অঙ্গনে বেড়ায় ॥৭২॥

কি সৌন্দর্য্য প্রকাশ হৈল রাম-ভাবে ।

দেখিতে দেখিতে কারো আর্তি নাহি ভাগে ॥৭৩॥

অতি অনির্বচনীয় দেখি' মুখচন্দ্র ।

ঘন ঘন ডাকে 'নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ' ॥৭৪॥

কদাচিত্ কখনও প্রভুর বাহু হয় ।

'প্রাণ যায় মোর' সবে এই কথা কয় ॥৭৫॥

প্রভুর প্রহ্লাদভাবে উক্তি—

প্রভু বলে,—“বাপ কৃষ্ণ রাখিলেন প্রাণ ।

মারিলেন দেখি হেন জ্যেষ্ঠা বলরাম ॥” ৭৬॥

এতেক বলিয়া প্রভু হেন মুচ্ছা যায় ।

দেখি' ত্রাসে ভক্তগণ কান্দে উচ্চ-রা'য় ॥৭৭॥

যে ক্রীড়া করেন প্রভু, সেই মহাভূত ।

নানা ভাবে নৃত্য করে জগন্নাথ-সুত ॥৭৮॥

প্রভুর গোপীভাবে বিপ্রলভ চেষ্টা-প্রদর্শন—

কখনো বা বিরহ প্রকাশ হেন হয় ।

অকথ্য অদ্ভুত প্রেম-সিদ্ধ যেন বয় ॥৭৯॥

হেন সে ডাকিয়া প্রভু করেন রোদন ।

শুনিলে বিদীর্ণ হয় অনন্ত-ভুবন ॥৮০॥

আপনার রসে প্রভু আপনে বিহ্বল ।

আপনা' পাসরি' যেন করয়ে সকল ॥৮১॥

পূর্বে যেন গোপী-সব কৃষ্ণের বিরহে ।

পায়েন মরণ-ভয় চন্দ্রের উদয়ে ॥৮২॥

সেই সব ভাব প্রভু করিয়া স্বীকার ।

কান্দেন সবার গলা ধরিয়া অপার ॥৮৩॥

ভাবাবেশে প্রভুর দেখিয়া বিহ্বলতা ।

রোদন করেন গৃহে শচী জগন্নাতা ॥৮৪॥

এই মত প্রভুর অপূর্ণ প্রেম-ভক্তি ।

মমুষ্য কি তাহা বর্ণিবারে ধরে শক্তি ॥৮৫॥

নানা রূপে নাট্য প্রভু করে দিনে দিনে ।

যে ভাব প্রকাশ প্রভু করেন যখনে ॥৮৬॥

প্রভুর 'গোপী'-নামোচ্চারণে পড়ুয়াব হর্ষ-দ্বিবশে প্রভুকে

উপদেশ-দান চেষ্টা ও প্রভুর পড়ুয়া নির্ঘাতনোচ্ছোব—

এক দিন গোপী-ভাবে জগত-ঐশ্বর ।

'বৃন্দাবন', 'গোপী গোপী' বলে নিরন্তর ॥৮৭॥

কোন যোগে তহি' এক পড়ুয়া আইল ।

ভাব-মর্ষ না জানিয়া সে উত্তর দিল ॥৮৮॥

“গোপী গোপী” কেন বল নিম্নাশ্রি পণ্ডিত !

'গোপী গোপী' ছাড়ি' 'কৃষ্ণ' বলহ স্মরিত ॥৮৯॥

ভূত্যা । গীতগোবিন্দে—“বেদামুদ্রবতে জগন্তি বহতে ভূগোলমুদ্রবতে দৈত্যং দাবয়তে বলিং চলয়তে ক্ষত্রক্ষয়ং কুর্তে । পৌলস্ত্যং জঘতে হলং কলমতে কারণ্যমাতঘতে রেজ্ঞান্ মুচ্ছয়তে দশারুতিবৃতে কৃষ্ণায় ভূত্যাং নমঃ ॥” ৬৪॥

অবতাব-সমূহেব, দশ প্রকার ভাব মধ্যে মধ্যে প্রদর্শন করিয়া সকলগুলিই মহাপ্রভু সন্মোহন করিতেন ; তন্মধ্যে 'হলধর ভাবটি'কেই অনেক সময় প্রদর্শন করিতেন ॥ ৬৫ ॥

প্রভুর মুদ্রবতে উচ্চৈঃস্বরে “মদ্র আনয়ন কন” প্রভৃতি সম্যক্ চেষ্টাসমূহ নিত্যানন্দপ্রভু অবগত হইয়া ঘটপূর্ণ গজা-জল আনয়ন করিতেন । গঙ্গোদক যমুত-সদৃশ ও ভক্তি-ভাবের উদীপক ॥ ৬৭ ॥

মহাপ্রভু কখনও প্রহ্লাদের ভাবে বলরামকে 'জ্যেষ্ঠ তাত' বলিয়া সম্বোধন পূর্বক তাঁহাকে 'শাসন-কর্তা' এবং কৃষ্ণকে পিতৃজ্ঞানে 'রক্ষাকর্তা' বলিতেন ॥ ৭৬ ॥

কি পুণ্য জন্মিবে 'গোপী গোপী' নাম লৈলে ।
 'কৃষ্ণনাম' লইলে সে পুণ্য, বেদে বলে ॥” ১০৥
 ভিন্নভাবে প্রভুর সে, অঙ্গে নাহি বুঝে ।
 প্রভু বলে,—“দস্যু কৃষ্ণ, কোন্ জনে ভজে ? ১১৥
 কৃত্য হইয়া 'বলি' মায়ে দোষ বিনে ।
 স্ত্রী-জিত হইয়া কাটে স্ত্রীর নাক-কাণে ॥১২৥
 সর্বশ্রম লইয়া 'বলি' পাঠায় পাতালে ।
 কি হইবে আমার তাহার নাম লৈলে ?” ১৩৥
 এত বলি' মহাপ্রভু স্তম্ভ হাতে লৈয়া ।
 পড়ুয়া মারিতে যায় ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥১৪৥
 আধে ব্যধে পড়ুয়া উঠিয়া দিল রড় ।
 পাছে ধায় মহাপ্রভু, বলে 'ধর ধর' ॥১৫৥
 দেখিয়া প্রভুর কোণে ঠেলা হাতে ধায় ।
 সত্বরে সংশয় মানি' পড়ুয়া পলায় ॥১৬৥
 ভিন্ন-ভাবে যায় প্রভু, না জানে পড়ুয়া ।
 প্রাণ লইয়া মহা-ক্রোধে যায় পলাইয়া ॥১৭৥

ভক্তগণ-কর্তৃক প্রভুকে নিবারণ—

আধেব্যধে ধাইয়া প্রভুর ভক্তগণ ।
 আনিলেন ধরিয়া প্রভুরে ততক্ষণ ॥১৮৥
 সবে মেলি' স্থির করাইলেন প্রভুরে ।
 মহাভয়ে পড়ুয়া পলাঞা গেল দূরে ॥১৯৥

ব্রজবাসিনী গোপীগণের ভাবে বিভোব হইয়া মহাপ্রভু
 বিপ্রলম্ব-চেষ্টা দেখাইলেন ॥ ১৯ ॥

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের বদন-শশধবেব অপ্রাপ্তি-হেতু বিরহ-
 কাতবা গোপীগণ যখন কৃষ্ণ-বদনচন্দ্রের সদৃশ গগনেব
 চন্দ্রোদয় দেখিতেন, তখন তাঁহাদের যেক্রপ কৃষ্ণ-বিরহ-
 জনিত যত্ন প্রভৃতি দশবিধ-দশা উপর হইত, তক্রপ
 অপ্রাকৃত-ভাবশাবল্য-সমূহ গোবিন্দর দৃষ্ট হইত ॥৮২৥

শ্রীগৌর-সুন্দর আপনাকে বৃন্দাবন-বাসিনী পতনযা-
 জানে বাঁধানবীকে উদ্দেশ করিয়া সোধোদন কবিতোছেন
 শুনিয়া কোন পাঠার্থী ব্রাহ্মণবটু গৌর-ভগবানের স্বদগত
 মর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাঁহাকে বলিল কৃষ্ণ-নামই
 সংসার হইতে উদ্ধার-লাভের তারক যন্ত্র, তাহা পবিত্রাণ

পড়ুয়ার পলায়ন ও নিজ-সদ্বিগের নিকট সম্যক বর্ণন—
 সত্বরে চলিলা যথা পড়ুয়ার গণ ।
 সর্ব-অঙ্গে ঘর্ষ, শ্বাস বহে ঘনে ঘন ॥১০০৥
 সত্বমে জিজ্ঞাসে' সবে ভয়ের কারণ ।
 “কি জিজ্ঞাস আজি ভাগ্যে রছিল জীবন ॥১০১৥
 সবে বলে 'বড় সাধু নিমাত্ত-পণ্ডিত ।'
 দেখিতে গেলাও আমি তাহার বাড়ীত ॥১০২৥
 দেখিলাও বসিয়া অপেন এই নাম ।
 অহর্নিশ 'গোপী গোপী' না বলয়ে আন ॥১০৩৥
 তাহে আমি বলিলাও—‘কি কর' পণ্ডিত ।
 ‘কৃষ্ণ কৃষ্ণ’ বল—যেন শাস্ত্রের বিহিত ॥’ ১০৪৥
 এই বাক্য শুনি' মহা-ক্রোধে অগ্নি হৈয়া ।
 ঠেলা হাতে আমারে আইল খেদাড়িয়া ॥১০৫৥
 কৃষ্ণেরেও হইল যতেক গালা-গালি ।
 তাহা আর মুখে আমি আনিতে না পারি ॥১০৬৥
 রক্ষা পাইলাও আজি পরমায়ু-শুণে ।
 কহিলাও এই আজিকার বিবরণে ॥” ১০৭৥
 মূর্খ পড়ুয়াগণেব অন্ধজ-বিচাবে চৈতন্য-নিম্না
 শুনিয়া হাসয়ে সব মহা-মূর্খ গণে ।
 বলিতে লাগিলা যার যেন লয় মনে ॥১০৮৥
 কেহ বলে,—“ভাল ত 'বৈষ্ণব' বলে লোকে ।
 ব্রাহ্মণ লজ্জিতে আইসেন মহা কোপে ॥” ১০৯৥

করিয়া ছুমি কেন 'গোপী-নাম' উচ্চারণ পূর্বক বিপথগামী
 হইতেছ ? বালক পড়ুয়া জানিত না যে, কৃষ্ণেব আশ্রয়-
 বিগ্রহ গোপীব আশ্রয়-বহিত হইয়া কৃষ্ণ পাদপদ্ম পাওয়া
 যায় না ; বিশেষতঃ ঐ নির্কোণ পড়ুয়া শ্রীমদ্ভাগবতের
 “আহুচ তে নলিননাভ” শ্লোকের আলোচনা না করায়
 প্রায়শ্চিত্তার্থ স্মার্ত ব্যবস্থাপকেব ছায় যে বিচার-মুখে
 গৌরসুন্দরকে কৃষ্ণ বলাইবাব যন্ত্র করিয়াছিল, তাহাতে
 গোবিন্দবেব রসবিপর্যয় ঘটায় শ্রীমাদ্বেঙ্গপুত্রী যেক্রপ
 রামচন্দ্রপুত্রী নামক বিপথগামী শিশুকে বিভাড়িত করিয়া-
 ছিলেন, তক্রপ মহাপ্রভু উক্ত পড়ুয়ার-প্রতি ব্যবহার
 দেখাইতে প্রবৃত্ত হইলেন । যে কৃষ্ণ 'দস্যু' অভিলাষী
 হরণধার কণ-নাসিকা ছেদনকারী, বালীর হস্তা ও সর্বশ্রম-

কেহ বলে,—“‘বৈষ্ণব’ বা বলিব কেমনে ।
‘কৃষ্ণ’-হেন নাম যদি না বলে বদনে ॥” ১১০॥
কেহ বলে,—“শুনিলাও অদ্ভুত আখ্যান ।
বৈষ্ণবে অপরে মাত্র ‘গোপী গোপী’-নাম ॥” ১১১॥
কেহ বলে,—“এত বা সন্মম কেনে করি ।
আমরা কি ব্রাহ্মণের তেজ নাহি ধরি ॥১১২॥
তৈঁহো সে ব্রাহ্মণ, আমরা কি বিপ্র নহি ।
তৈঁহো মারিবেন আমরা কেনেই বা সহি ॥১১৩॥
রাজা ত নহেন তৈঁহো মারিবেন কেনে ।
আমরাও সমবায় হও সর্ব জনে ॥১১৪॥
যদি তৈঁহো মারিতে ধায়েন পুনর্বার ।
আমরা সকলে তবে না সহিব আর ॥১১৫॥
তিঁহো নবদীপে জগন্নাথ-মিশ্র-পুত্র ।
আমরাও নহি অন্ন-মাণ্ডুয়ের স্তূত ॥১১৬॥
হের সবে পড়িলাও কালি তার সনে ।
আজি তিঁহো ‘গোসাঞি’ বা হইল কেমনে!!” ১১৭॥
এই মত মুক্তি করিলেন পাণ্ডিগণ ।
জানিলেন অন্তর্যামী ত্রিশচী-নন্দন ॥১১৮॥
একদিন মহাপ্রভু আছেন বসিয়া ।
চতুর্দিকে সকল পার্শ্বদগণ লৈয়া ॥১১৯॥
মহাপ্রভু বৈষ্ণবী-চ্ছলে সরাসগ্রহণ-বার্তা-প্রকাশ—
এক বাক্য অদ্ভুত বলিলা আচম্বিত ।
কেহ না বুঝিল অর্থ, সবে চমকিত ॥১২০॥

“করিল পিঙ্গলিখণ্ড কক নিবাসিতে ।
উলটিয়া আরো কফ বাড়িল দেহেতে ॥” ১২১॥
বলি’ অষ্ট অষ্ট হাসে’ সর্ব-লোক-নাথ ।
কারণ না বুঝি’ ভয় জন্মিল সবাত ॥১২২॥

প্রভুবাক্য-শ্রবণে নিত্যানন্দেব বিশাদ—

নিত্যানন্দ বুঝিলেন প্রভুর অন্তর ।
জানিলেন—‘প্রভু শীঘ্র ছাড়িবেন ঘর ॥১২৩॥
বিষাদে হইলা মগ্ন নিত্যানন্দ-রায় ।
হইব সন্ন্যাসি-রূপ প্রভু সর্বধায় ॥১২৪॥
এ স্তম্ভর কেশের হইব অন্তর্দান ।’
দুঃখে নিত্যানন্দের বিকল হৈল শ্রোণ ॥১২৫॥

প্রভু নিত্যানন্দ-সহ নিভৃতে কথোপকথন—

ক্ষণেকে ঠাকুর নিত্যানন্দ-হস্তে ধরি ।
নিভৃতে বসিলা গিয়া গৌরান্দ-ত্রীহরি ॥১২৬॥
প্রভু বলে,—“শুন নিত্যানন্দ মহাশয় !
তোমারে কহিয়ে নিজ হৃদয় নিশ্চয় ॥১২৭॥
ভাল সে আইলাও আমি জগত ভারিতে ।
তারণ নহিল, আমি আইলু সংহারিতে ॥১২৮॥
আমা দেখি কোথা পাইবেক বন্ধনাশ ।
এক গুণ বন্ধ ছিল—হৈল কোটি-পাশ ॥১২৯॥
আমারে মারিতে যবে করিলেক মনে ।
তখনেই পড়ি’ গেল অশেষ-বন্ধনে ॥১৩০॥

গ্রহণ পূর্বক বলিলে পাতালে প্রেরক—সেই কৃষ্ণের আশ্রয়
গ্রহণ করিলে আমার কি লাভ ঘটিবে ?—এরূপ প্রশ্ন-
কলহ-হৃৎক বাক্যাদি প্রয়োগ করিতে কবিতে মহাপ্রভু
পড়মাকে তাড়ন করিয়াছিলেন ॥৮৯-৯৪॥

শ্রীমন্ গোবিন্দবাবু উদ্দেশ্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাব
উক্ত লঙ্কাবাস হইতে বন্ধ পাইবাব জন্ত অতীব
ভীত ও শঙ্কিত হইয়া উক্ত পড়ুয়া পলায়ন করিয়া-
ছিল ॥৯৫-৯৬॥

এত পড়ুয়া তাহার ছায় অন্নমুখি পতিতাভিমাত্রী
জনগণের নিকট আসিয়া শ্রীগৌরমুন্দের আচরণ বলিলেন ।
তাহাতে তাঁহার সহানুভূতিগণের কেহ কেহ বলিলেন,—

“বিশম্ভব যখন আমাদের সহিত একত্র পাঠ করিয়াছিলেন,
তখন তিনি ‘মুক্ত পুরুষ মহাভাগবত’ হইবেন কিরূপে ?
তিনি জগন্নাথমিশ্রের পুত্র-মাত্র ; আমরাও পণ্ডিত জগন্নাথ
মিশ্রের ছাত্র ব্যক্তিগণেব সন্তান ! তিনি ত’ কিছু রাক্ষ-
স নহেন—যে দণ্ডবিধানকর্তা ! তিনি দণ্ড দিতে আসিলে
আমরাও দণ্ড দিব । আমরাও তাঁহাব ছাত্র ব্রাহ্মণ-
সন্তান । ব্রাহ্মণকে মারিতে আসিলে আমরাই বা কেন সঙ্ক-
করিব ? যদি তাঁহাকে কেহ ‘বৈষ্ণব’ বলিয়া ব্রাহ্মণাপেক্ষা
উচ্চাসন দেন, তবে বৈষ্ণবোচিত ‘কৃষ্ণনামই’ তাঁহার যুগে
শোনা যাইত বা যাইবে । তাঁহাব এই অদ্ভুত, ‘গোপী’
নামোচ্চারণ-শ্রবণে কেহ তাঁহাকে ‘বৈষ্ণব’ বলিবে না ।

ভাল লোক ভারিতে করিলুঁ অবতার ।
 আপনে করিলুঁ সব জীবের সংহার ॥১৩১॥
 দেখে কালি লিখা-সূত্র সব মুড়াইয়া ।
 ভিক্ষা করি' বেড়াইমু সন্ন্যাস করিয়া ॥১৩২॥
 যে যে জনে চাহিয়াছে মোরে মারিবারে ।
 ভিক্ষুক হইমু কালি তাহার দুয়ারে ॥১৩৩॥
 তবে মোরে দেখি' সে-ই ধরিবে চরণ ।
 এই মতে উদ্ধারিব সকল জ্বন ॥১৩৪॥

সন্ন্যাসীরাে সৰ্ব লোক করে নশ্কার ।
 সন্ন্যাসীরাে কেহ আর না করে প্রহার ॥১৩৫॥
 সন্ন্যাসী হইয়া কালি প্রতি-ঘরে-ঘরে ।
 ভিক্ষা করি বুলে—দেখোঁ কেবা মোরে মারে ॥১৩৬॥
 তোমারে কহিলুঁ এই আপন হৃদয় ।
 গারিহস্ত-বাস মুঞি ছাড়িব নিশ্চয় ॥১৩৭॥
 ইথে কিছু দুঃখ তুমি না ভাবিহ মনে ।
 বিধি দেহ' তুমি মোরে সন্ন্যাস-কারণে ॥১৩৮॥

বৈষ্ণবের ধর্ম—ব্রাহ্মণ্যভগতা (।) ; সূত্রবাং ব্রাহ্মণলজ্বনাথ
 যখন তাঁহান ক্রোধোদ্ভেক হয়, তখন, তাঁহাকে ব্রাহ্মণ-
 বিদ্বেষী বলিয়াই জানিব। পাপচিত্ত জনগণ পাপভাবপূর্ণ
 হইয়া যেকদ চিত্তবৃত্তিভিষ্ট হয়, তাহা যুগযুগান্তর
 ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। অত্যাগি সেকদ নির্ভবতাব
 পবিচয় দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১০৮—১১৭ ॥

আমি ভগবতের বাহ্যদর্শনে প্রসীড়িত জীবগণের জ্ঞ
 অমূল্যটিত মাতাপ্রচাব কবিতাব বাসনা মুখে চেষ্টা
 দেবাইলাম। কিন্তু তাহান ফল উহান প্রচণ কবা দুবে
 থাকুক, বং ভাবগতব অপবাদেব বোনা অধিক পনিমাণে
 নিজস্বদে চাপাইয়া লইল। নদীযাবাসী জীবগণেব
 নিতামঙ্গলেব কথা প্রচাব কবিতাে গেলান, তাহান
 না বুঝিয়া আপা ভদর্শনে নিমু হইয়া 'শুদ্ধভক্তি' প্রচাবেব
 বিবোধী হইয়া দাড়াইল। বৈষ্ণব-শাস্ত্রে কফপীড়িত-ধাতু
 ব্যক্তিকে স্বাস্থ্য-লাভ কবাইবান জ্ঞ পিপ্ললিখণ্ড নামক
 ঔষধেব ব্যবস্থা প্রদান কবা হয়। উক্ত ঔষধ-দ্বারা কফপীড়িত
 বা আর্ন্ত জনগণেব স্বাস্থ্যলাভ কবা দুবে থাকুক, তাহাতে
 কফব্যাদিই বৃদ্ধি পাইল। সামসারিক ভোগি-মঙ্গদায়
 ভোগবিবর্জনেব জ্ঞই কপ্তিত ভগবানেব উপাসনা কবে ;
 ভগবানেব প্রীতিব জ্ঞ তাহান কোন অমুষ্ঠান না কবিয়া
 আত্মশ্রিয়-তর্পণ-সাধনেই বাস্তব হয়। শ্রীমুখ্যগকেই
 তাহান প্রয়োজন জ্ঞান কবে,—সুদৃঢ় কৃষ্ণ-প্রেম-মোহান
 কোন সন্ধানই পায় না ॥১২২॥

শ্রীগৌবন্দেব, শ্রীনিত্যানন্দকে বলিলেন,—“আমি নবদ্বীপ-
 বাসি-গণের মঙ্গলবিধানের জ্ঞ হরিব ও হবিজনেব কীর্তন
 আবাস্ত কবিলাম। কিন্তু তাহাতে বিপরীত ফল হইল—

তাহান উত্তবোত্তব অধিকতব অপবাদে নিময় হইল।
 শুদ্ধভক্তিব অমুষ্ঠান বুঝিতে না পাবিয়া ভগবন্ত্যক্তিকে
 বিপরীত ব্যাপার জানিয়া তাহান আত্মবিনাশ কবিল,—
 জড়জগতেব বদ্বন-বজ্জকে আবণ্ড দৃঢ়তব কবিল। ভগবদ্-
 বিদ্বেষ-ফলে ও ভগবদ্ভক্তেব সেবা-বোধেব অভাব-হেতুই
 তাহাদেব একপ দুর্গতি ঘটিল।” শ্রীগৌবন্দেবের অভিপ্রায়
 মত শ্রীবিষ্মবৈষ্ণব-বাজ-মতাব অমুষ্ঠান-নিপুণ ভক্তগণ যে
 ক'লে শুদ্ধ-ভক্তিপ্রচাবে বাস্তব হইলেন, তখন কালনাবাসী
 জনৈক উদ্ধত কণ্ঠেব যোগে তথাকথিত প্রাকৃত-সাহজিক-
 মঙ্গদায় কত না দোষায়া করিয়াছিল। তথাকথিত নিমু
 ভক্তি-প্রচাবক সামসিক পতাদিতেও নান। তীত্রকটুব্যাক্যেব
 আশ্রয়ে শুদ্ধভক্তিব বিবোধ-কল্পে কতই না যত্ন করিয়াছিল।
 দুবাচাব-ব্যক্তিচাবাদি, কৃষ্ণ ও তদ্বক্ত বিদ্বেষকপ অভক্তি এবং
 যোবিসংসাদিকেই শ্রীগৌবন্দেবের প্রচাবিত শুদ্ধভক্তিব
 আদর্শ জানিয়া কত প্রকাবই না তাহান আত্মগংহারার্থ
 কল্যায়কূপে নিময় হইয়াছিল। কেহ বা বর্ণাশ্রমধর্মপালনেব
 চলনায় দৈববর্ণাশ্রমেব বিরুদ্ধে কটাক্ষপাত, কেহ বা ভক্তিব
 ধান বুঝিতে না পাবিয়া ভোগপ্রযুক্তিকে সংবক্ষণ-পূরক
 গুণবক্ষাব নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইয়াছিল। নির্দোষ প্রাকৃত-
 সহজিবাগণ ভগবন্ত্যক্তেব উদ্দেশ্য কিছুই বুঝিতে পারে না।
 সূত্রবাং গৌবন্দেবের অলৌকিক চেষ্টা ও মুজা কল্পপে
 বুঝিবে ? পবমপবিত্র গৌবলীলাব চরম উদ্দেশ্য—কৃষ্ণ
 প্রেমপ্রদানকেও তাহান নীতিবিবোধী জনগণেব চিত্ত-
 বিকৃতি বলিয়া নব্যসাহিত্য উদ্ভাবন করিতে সক্ষম
 করে নাই। যুগে যুগে “কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং
 বেদসংজিতা” বাক্যেব যথার্থ্য দৃষ্ট হয়। তথাপি ধর্মের

যে রূপ করাহ তুমি, সেই হইব আমি।

এতেক বিধান দেহ' অবতার জানি' ॥১৩৯॥

জগৎ উদ্ধার যদি চাহ করিবারে।

ইহাতে নিবেদন নাহি করিবে আলারে ॥১৪০॥

মানি-নিবাকবণ-কল্পে ভগবান্ ও তদীয় জনগণ চিরদিনই যত্ন কবিয়া থাকেন। অমুদ্বাটিত রহত গ্রহণ কবিবাব যোগ্যতা পাপচিন্ত জনগণের পক্ষে সম্ভব নহে ॥ ১২৯ ॥

ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ—এই ত্রিবিধ আশ্রমস্থিত ব্যক্তিগণ নিজ নিজ উদ্দেশ্য সাধনে পবম্পর বিরোধ-ধর্ম পোষণ কবে। সম্যকরূপে সকল ত্যাগ করাব নাম—সন্ন্যাস। কর্মফল ত্যাগ কবিলে 'কর্মসন্ন্যাস', যাবতীয় জাগতিক জ্ঞান পবিহাব করিলে 'জ্ঞানসন্ন্যাস' এবং যাবতীয় বস্তুব সেবা-গ্রহণ-প্রবৃত্তি ত্যাগ কবিয়া ভগবৎসেবামুখ হইলেই ভক্তিপথে সন্ন্যাস সিদ্ধ হয়। ধর্ম, অর্থ ও কাম কর্মসন্ন্যাসীবি প্রাপ্য, মোক্ষ—জ্ঞানসন্ন্যাসীবি এবং কৃষ্ণপ্রেম। ভক্তসন্ন্যাসীবি প্রাপ্য। সন্ন্যাস গ্রহণ কবিলে কাহাবও কিছু ব্যাধাত হয় না; যেহেতু সন্ন্যাসীবি প্রার্থনীয় কোন বস্তু অপবের লোভনীয় নহে। সন্ন্যাসীকে কেহ আক্রমণ কবে না। সন্ন্যাসীকে 'ভিক্ষুক' জানিয়া সকলে দয়াস প্রাপ্ত জ্ঞান কবে।

কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ যে সময়ে ব্রহ্মমণ্ডলে বহুব্যক্তিব বিরাগের পাত্র হইয়াছিলেন এবং বহু মামলা-মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছিলেন, সে সময়ে তিনি অচুরাগ-পথে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাহাতে ব্রহ্ম-বাসি-সকল ঔহাব প্রতি আক্রমণ পরিত্যাগ কবিয়াছিল। কিন্তু ত্রিবিধবৈষ্ণব-রাজ-সভাব ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসিগণের বিরুদ্ধে অনেক অনভিজ্ঞ ব্যক্তি ভক্তিপথে সন্ন্যাসের তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না পারিয়া আক্রমণ করিয়াছে। যাহারা আক্রমণ করে, তাহাদিগকে দোষ দিবায কিছুই নাই, পরন্তু তাহাদেব মূর্ততা ও অর্কচীনতাই উক্ত দোষের বিষয়।

শ্রীগৌরমুন্দের প্রকট-কালে কলিধর্ম অত্যন্ত প্রবল না হওয়ায় অনেকই সন্ন্যাসীর প্রতি আক্রমণ করে নাই। কিন্তু চরিত্রহীন, নীতিবর্জিত, মৎসরস্বভাব জনগণ ত্রিদণ্ডিসন্ন্যাসিগণের বিরুদ্ধে সর্বদাই দৌরাত্ম্য করিয়াছে; এমন কি, বিগত হরিভজন, হরিধাম, বিগত বর্ণাশ্রম-ধর্মে অমূল্য ভাবে জীবন যাপন সকল ব্যাপারেই

তাহারা অতি মৎসরতা দেখাইয়া যতিদিগকে আক্রমণ কবিয়াছে। যাত্রক-জব্য-সেবন ধর্মের অঙ্গ নহে বলায় কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হন, চুস্তবিত্রতা ধর্মোঙ্গ হইতে পাবে না বলিলে ক্ষুব্ধ হন, জাল-জুয়াচুবি কবিয়া অর্থোপার্জন অপেক্ষা কেবল মৎসরণেও নিজেব জন্ত অর্থোপার্জন কবা উচিত নয় বলিলে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হন, কপটতা ধর্মের অঙ্গ নহে বলিলেও কাহাবও অসন্তোষেব কারণ হয়। জাগতিক উন্নতি-সাধন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় বিষয় নহে, মৎসর হওয়া কর্তব্য নহে, নিবপেক্ষভাবে ধর্মের আলোচনা কর্তব্য—এই সকল কথাই মৎসরস্বভাব, 'ধার্মিক' নামে পবিচর্যাকাজী জনগণের দ্বর্ষা বৃদ্ধি হয়। তাহারাও ধার্মিক সজ্জায় ধার্মিকগণকে তাহাদেব ছায় অধার্মিক মনে কবিয়া বিবাদ কবে এবং অপবকে অধৈর্যভাবে কলহেব জন্ত উত্তেজিত কবে। যাহারা আত্মসংযম কবিত্তে পারে নাই, এরূপ ব্যক্তি ধার্মিক খ্যাতিব প্রলোভনে প্রলুব্ধ হইয়া ভণ্ডামি করিবায জন্ত উক্ত সজ্জায় ভগবান্, ঔহার ধাম, ভগবন্তুষ্টির যাবতীয় অমুষ্ঠানকে ধ্বংসেব চেষ্টা করিয়া বহু দেবতা-বাদের ছলনায় নানা দুর্নীতিকে ধর্ম বলিয়া চালাইতে গিয়া বিরোধিতা-ভাব প্রচার-সমূহকেই 'ধর্মপ্রচার' প্রভৃতি বলিয়া থাকে। ত্রিদণ্ডিগণ উহাদেব কোন কথায় ক্রকপ না করিয়া অপবামুখ হইয়া শ্রীধাম-সেবা, বিষয়বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীধাম-সেবা এবং ইচ্ছিয়-তর্পণ পবিত্র্যাগ কবিয়া কামদেব-সেবায় কৃষ্ণপ্রেমাদেশী হন। ধর্মধরজিগণ ধর্ম-যাজনের নামে 'অর্থসংগ্রহ', সভা-সমিতিতে ধর্মের বক্তৃতার নামে গলাবাজি, শাস্ত্রব্যাখ্যা ও পাঠাদিবি নামে জীবিকা-অর্জনাদি অমুষ্ঠানের ভোগা দিয়া সাধারণের সহায়তুতি-লাভেব যত্ন করে। এই সকল মৎসরস্বভাব জনগণ যেদিন প্রকৃতপ্রস্তাবে হরি-বৈষ্ণবরূপ আকর্ষিততা হইতে পৃথক হইতে পারিবে, সেই-দিন তাহারা ভক্তিপথেব যতিগণকে আদর করিতে শিখিবে এবং দেখিবে যে, তাহাদের ছায় নিজেচ্ছিয়-তৎপরতা ও সন্তোষবৃদ্ধি ত্রিবিধ-বৈষ্ণব-রাজসভার কোন সভ্যই আবাহন করে না। তাহারা বিগতভাবে চৈতন্যচক্রেব অঙ্গুগমন

ইথে তুমি দুঃখ না ভাবিহ কোন কণ ।
 তুমি ত জানহ অবতারের কারণ ॥ ১৪১ ॥
 শুনি' নিত্যানন্দ শ্রীশিখার অন্তর্ধান ।
 অন্তরে বিদীর্ণ হৈল মন দেহ প্রাণ ॥ ১৪২ ॥
 কোন্‌ বিধি দিব ছেন না আইসে বদনে ।
 'অবশ্য করিবে প্রভু' জানিলেন মনে ॥ ১৪৩ ॥
 নিত্যানন্দ বলে,—“প্রভু, তুমি ইচ্ছাময় ।
 যে তোমার ইচ্ছা প্রভু সেই সে নিশ্চয় ॥ ১৪৪ ॥
 বিধি বা নিষেধ কে তোমারে দিতে পারে ।
 সেই সভ্য, যে তোমার আছয়ে অন্তরে ॥ ১৪৫ ॥
 সর্ব-লোকপাল তুমি সর্ব-লোক-নাথ ।
 ভাল হয় যে মতে সে বিদিত তোমা'ত ॥ ১৪৬ ॥
 যেক্ষেপে করিবা প্রভু জগত উদ্ধার ।
 তুমি সে জানয়ে তাহা কে জানয়ে আর ॥ ১৪৭ ॥
 স্বতন্ত্র পরমানন্দ তোমার চরিত ।
 তুমি যে করিবে, সে-ই হইবে নিশ্চিত ॥ ১৪৮ ॥
 তথাপিহ কহ সব সেবকের স্থানে ।
 কেবা কি বলয়ে তাহা শুনহ আপনি ॥ ১৪৯ ॥
 তবে যে তোমার ইচ্ছা করিবে তাহারে ।
 কে তোমার ইচ্ছা প্রভু, বিরোধিতে পারে ॥ ১৫০ ॥
 নিত্যানন্দ-বাক্যে প্রভু সন্তোষ হইলা ।
 পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করিতে লাগিলা ॥ ১৫১ ॥

এই মত নিত্যানন্দ-সঙ্গে যুক্তি করি' ।
 চলিলেন বৈষ্ণব-সমাজে গৌরাজ-শ্রীহরি ॥ ১৫২ ॥
 'গৃহ ছাড়িবেন প্রভু' জানি' নিত্যানন্দ ।
 বাহ্য নাহি ক্ষুরে, দেহ হইল নিষ্পন্দ ॥ ১৫৩ ॥
 স্থির হই' নিত্যানন্দ মনে মনে গণে' ।
 “প্রভু গেলে আই প্রাণ ধরিব কেমনে ॥ ১৫৪ ॥
 কেমনে বন্ধিব আই কাল—দিবা-রাতি ।”
 এতেক চিন্তিতে মুর্ছা পায় মহামতি ॥ ১৫৫ ॥
 ভাবিয়া আইর দুঃখ নিত্যানন্দ-রায় ।
 নিভৃতে বসিয়া প্রভু কান্দয়ে সদায় ॥ ১৫৬ ॥
 প্রভুব মুকুন্দ-গৃহে গমন ও কীর্তনান্তে মুকুন্দ-সমীপে
 নিজাভিলাষ-জ্ঞাপন—
 মুকুন্দের বাসায় আইলা গৌরচন্দ্র ।
 দেখিয়া মুকুন্দ হৈলা পরম-আনন্দ ॥ ১৫৭ ॥
 প্রভু বলে,—“গাও কিছু কক্ষের মঙ্গল ।”
 মুকুন্দ গায়েন, প্রভু শুনিয়া বিহ্বল ॥ ১৫৮ ॥
 ‘বোল বোল’ ছন্দার করয়ে দ্বিজ-মণি ।
 পুণ্যবস্ত মুকুন্দের শুনি' দিব্য-ধ্বনি ॥ ১৫৯ ॥
 ক্ষণেকে করিলা প্রভু ভাব-সম্ভরণ ।
 মুকুন্দের সঙ্গে তবে কহেন কথন ॥ ১৬০ ॥
 প্রভু বলে,—“মুকুন্দ শুনহ কিছু কথা ।
 বাহির হইব আমি, না রহিব হেথা ॥ ১৬১ ॥

করিয়া থাকে। জীবহাত্রেবই ভগবদ্ধক্তিতে মঙ্গল হইবে। তজ্জগুই তাঁহাদের যাবতীয় বিবশেব ভোগোন্মুখী প্রবৃত্তিকে সেবোন্মুখী প্রবৃত্তিতে পরিণত কবাই স্বভাব। শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণব-বাল্লভ্যব প্রচাবকগণ অর্থসংগ্রহ বা জন-সংগ্রহ-বারা উহা নিজেব কার্যে লাগান না, কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তের সেবায়ই সমস্ত নিয়োগ করেন। বিষ্ণুভক্তিতে দীক্ষিত না হইলে এই সকল কথা বুঝা যায় না ॥ ১৬৩ ॥

কর্মা ও জ্ঞানী সম্যাসিগণ ভোগ পবিত্র করিয়া ত্যাগের আশায় শিখা-স্বত্র বর্জন করেন। শ্রীচৈতন্যদেবের শ্রীশিখা-পরিত্যাগ মায়াবাদি-জ্ঞানিগণকে দেখাইবার অঙ্গ। ত্রিদণ্ডিগণ শিখা-স্বত্র ভগবানের সেবায় নিয়োগ করেন। তজ্জগু তাঁহারা শিখা-স্বত্র রাখিয়া মাধবগৌড়ীয়-বিচারে

‘ত্রিদণ্ড সম্যাস’ গ্রহণ করেন। মাধবগৌড়ীয়-বিচার অবলম্বন করিয়া শ্রীসম্প্রদায়ের ত্রিদণ্ডিভিক্ত শ্রীপ্রবোধানন্দ সবস্বতী শিখা-স্বত্র রাখিয়াছিলেন। শ্রীগদাধর শাখায় বঙ্গভাচার্য ত্রিদণ্ড-গ্রহণকালে শিখা-স্বত্র রাখিয়াছিলেন। শ্রীবিষ্ণুস্বামী, শ্রীবামানুজ ও শ্রীনিম্বাদিত্য সকলেরই শিখা-স্বত্রযুক্ত সম্যাস। কেবল মাধব-সম্প্রদায়ে তীর্থগণের মধ্যে শিখা-স্বত্র-ত্যাগেব ব্যবস্থা ন্যূন ও প্রচলিত আছে। মাধবগৌড়ীয়-বিচারে ব্রজবাসী ষড়্‌গোঁস্বামী শ্রীউপদেশামৃতের বিচারে ত্রিদণ্ড সম্যাস গ্রহণ করেন এবং পাবমহংস বিচারে কাষায় বস্ত্রও কেহ কেহ গ্রহণ করেন নাই, স্তবরাং তাঁহাদের পরমহংসা-বহা জানিতে হইবে। তাই বলিয়া বিবিসা-সম্যাসে ত্রিদণ্ডিগণ কাষায় বসন পরিত্যাগ করিবেন না। তাঁহাদের

গারিহন্ত আমি ছাড়িবাঙ তুমিন্ধিত।
শিখা-সূত্র ছাড়িয়া চলিব যে-তে তিত ॥” ১৬২ ॥

প্রভুর সন্ন্যাসবার্তা-শ্রবণে মুকুন্দের দুঃখ—

শ্রীশিখার অন্তর্দ্বান শুনিয়া মুকুন্দ।
পড়িল বিরহে, সব ঘুচিল আনন্দ ॥১৬৩॥
কাকুতি করিয়া বলে’ মুকুন্দ মহাশয়।
“যদি প্রভু, এমনত সে করিবা নিশ্চয় ॥১৬৪॥
দিন-কণ্ঠে এইরূপে করহ কীর্তনে।
তবে প্রভু, করিবা সে যে তোমার মনে ॥” ১৬৫ ॥

গদাধর-সমীপে প্রভুর গমন ও সন্ন্যাসবার্তা-কথন
ভরুত্তবে গদাধরের অভিমানোক্তি—

মুকুন্দের বাক্য শুনি’ শ্রীগৌর-সুন্দর।
চলিলেন যথায় আছেন গদাধর ॥১৬৬॥
সজ্জমে চরণ বন্দিলেন গদাধর।
প্রভু বলে,—“শুন কিছু আমার উত্তর ॥১৬৭॥
না রহিব গদাধর, আমি গৃহ-বাসে।
যে-তে দিকে চলিবাঙ কৃষ্ণের উদ্দেশে ॥১৬৮॥
শিখা-সূত্র সর্বথায় আমি না রাখিব।
মাথা মুড়াইয়া যে-তে দিকে চলি’ যাব ॥” ১৬৯ ॥

শ্রীশিখার অন্তর্দ্বান শুনি’ গদাধর।
বজ্রপাত যেন হৈল শিরের উপর ॥১৭০॥
অন্তরে দুঃখিত হই’ বলে গদাধর।
“যতেক অর্জুত প্রভু, তোমার উত্তর ॥১৭১॥
শিখা-সূত্র ঘুচাইলেই সে কৃষ্ণ পাই।
গৃহস্থ তোমার মতে বৈষ্ণব কি নাই ? ১৭২ ॥
মাথা মুড়াইলে প্রভু, কিবা কর্ম হয়।
তোমার সে মত, এ বেদের মত নয় ॥১৭৩॥
অনাধিনী, মায়েরে বা কেমতে ছাড়িবে।
প্রথমেই জননী-বধের ভাগী হবে ॥১৭৪॥
তুমি গেলে সর্বথা জীবন নাহি তান।
সবে অবশিষ্ট আছ তুমি তাঁ’র প্রাণ ॥১৭৫॥
ঘরেতে থাকিলে কি ঈশ্বরের শ্রীত নয়।
গৃহস্থ সে সবার শ্রীতের শ্রীত হয় ॥১৭৬॥
তথাপিও মাথা মুড়াইলে স্বাস্থ্য পাও।
যে তোমার ইচ্ছা তাই করি’ চলি’ যাও ॥” ১৭৭ ॥

সন্ন্যাস-বার্তা-শ্রবণে ভক্তগণের ক্রন্দন—

এই মত আশু-বৈষ্ণবের হানে হানে।
‘শিখা-সূত্র ঘুচাইমু’ বলিলা আপনে ॥১৭৮॥
সবেই শুনিয়া শ্রীশিখার অন্তর্দ্বান।
মূর্চ্ছিতে পড়য়ে কারু নাহি দেহে জ্ঞান ॥১৭৯॥

গুরুবর্গ কাষায়-বজ্র-ধারণের অন্তর্গত নহেন। কাষায়-বজ্র সংবন্ধগণেও পরমহংসাচাৰ্যের ব্যাঘাত ঘটে না। শিখা-সূত্রসহ পরমহংসগণই শ্রীগৌরচন্দ্রের আশ্রিত পরমহংস-পথের পথিক হইয়া শিখা-সূত্র বর্জন কবেন না—ইহাই ‘শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা’ বলিয়া কথিত ॥১৬২॥

শ্রীগদাধর বলিলেন,—“গৃহস্থ হইলে কি বিমুক্তি হয় না? ইহাই কি বেদের উদ্দেশ্য? স্তব্ধবাং হবিভক্তি আদর্শ দেখাইতে গিয়া কেবলাষ্টেতীর ভ্রাম্যে শিখা-সূত্র ত্যাগ করিলেই কি অধিকতর প্রোষ্ট হয়? গৃহস্থধর্ম থাকিয়া হরিভজন করিলে জননী সন্তুষ্ট হন। বহুবান্ধব সকলেই আনন্দিত হন।” প্রতিকূল সংসার অবশ্য ত্যাগ্য—ইহা শিক্ষা দিবার অর্জুই শ্রীগৌরসুন্দরনবরীপের দ্বীপারায়ণ

বজ্র-বান্ধবেব মঙ্গ বর্জন কবিলেন। আর একটি উদ্দেশ্য এই যে অদৈব গৃহস্থধর্ম ধর্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া যে প্রাকৃত-সহজিয়া-ধর্ম আজকাল ভাবতবর্ষকে আচ্ছন্ন করিয়াছে, উহা হইতে উগ্ৰু হওয়াব পদাৰ্শ দেওয়াও শ্রীগৌর-সুন্দরবেব উদ্দেশ্য ছিল। সর্গকণ সকল আশ্রমে থাকিয়া হবিভজন করাই প্রত্যেক মানবেব কর্তব্য। অমুকুল সংসার নহে কবিয়া প্রকৃত প্রতিকূল স্বার্থধর্মের আশ্রুগতো প্রাচ্যতর্পণাদি অদৈব বা সমাজেব অমুকুলে ভগবৎবিরোধী জনগণের সন্ন্যাসাদি দিতে গেলে ভগবদ্ভক্তের মর্যাদা অনভিজ্ঞের চক্ষে ক্লদ্ব হয়—এই সকল দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রীগৌরসুন্দর বিধিমতে সন্ন্যাস গ্রহণের অভিনয় করিয়া-ছিলেন ॥১৭৩॥

রামকিরি-রাগ

করিবেন মহাপ্রভু শিখার মুণ্ডন ।

শ্রীশিখা সঙরিয়া কন্দে সর্বভক্ত-গণ ॥১৮০॥

কেহ বলে,—“সে স্তম্ভর চাঁচর চিকুরে ।

আর মালা গাঁথিয়া কি দিব তা’ উপরে ॥” ১৮১॥

কেহ বলে,—“মা দেখিয়া সে কেশ-বন্ধন ।

কেমতে রহিবে এই পাণিষ্ঠ জীবন ॥” ১৮২॥

“সে কেশের দিব্য গন্ধ মা লইব আর ।”

এত বলি’ নিরে কর হানরে অপার ॥১৮৩॥

কেহ বলে,—“সে স্তম্ভর কেশে আর বার ৮
আমলক দিয়া কি বা করিব সংস্কার ॥” ১৮৪॥

‘হরি হরি’ বলি’ কেহ কান্দে উঠেঃখরে ।

ভুবিলেন ভক্তগণ দুঃখের সাগরে ॥১৮৫॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-মিত্যানন্দচাঁদ জান ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥১৮৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে গুক্রাশ্ব-বিজয়-প্রসাদ-
বর্ণনং তথা বিভার্ণিশোধনরূপযতিধর্ম-গ্রহণেচ্ছাবর্ণনং চ

নাম ষড়্বিংশোধ্যায়ঃ সমাপ্ত ॥

সপ্তবিংশ অধ্যায়

সপ্তবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে ভক্তগণের বিরহে প্রভু-কর্ষক সাধনা,
শচীমাতার বিলাপ ও প্রভুর প্রবোধ-দান প্রভৃতি বর্ণিত
হইয়াছে ।

প্রভু বসন্ত-গ্রহণ-বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর সঙ্গ-
বিচ্যুতিব আশঙ্কায় ভক্তগণ নিবন্ধর চিন্তামুক্ত থাকায়
অনজল-গ্রহণেও কাহারও রুচি নাই । ভক্তবৎসল ভগবান্
সেবকের দুঃখ সন্তু কবিত্তে না পাবিয়া তাঁহাদিগের নিকট
নিজ-রহস্ত-কথা প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, তাঁহাবা
প্রভুর নিত্য-পরিকর ; তাঁহাদিগকে বাদ দিয়া প্রভুর
কোন লীলাই হয় না ; তাঁহাবা জন্ম জন্ম প্রভুর সঙ্গে

শ্রীমগ্ধাপ্রভু জয়-গান—

জয় জয় বিশ্বস্তর শ্রীশর্চী-নন্দন ।

জয় জয় গৌর-সিংহ পতিতপা ॥১॥

প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-বার্তায় ভক্তগণের দুঃখ ও প্রভু

প্রবোধ-দান-হলে নিজ-বহস্ত-কথন—

এই মত অন্তোহন্তে সর্বভক্তগণ ।

প্রভুর বিরহে সবে করেন ক্রন্দন ॥২॥

লীলা-সহচর-রূপে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন । প্রভু-বাক্যে
ভক্তগণ সাধনা লাভ করিয়া নিজ নিজ গৃহে গমন
কবিলেন ।

পরম্পরা প্রভুর সন্ন্যাস-বার্তা প্রচাব হইতে হইতে তাহা
শচীমাতার কর্ণগোচর হইলে তিনি দুঃখভরে ক্রমে ক্রমে
মুচ্ছিত হইতে লাগিলেন । অবশেষে মহাপ্রভুকে স্থিরভাবে
অবস্থিত দেখিয়া শচীমাতা তাঁহাব নিকট আগমন পূর্বক
বিবিধ বিলাপ-বাক্যে নিজ দুঃখজ্ঞাপন কবিত্তে লাগিলেন ।
মহাপ্রভু শচীমাতার নিকট নিজ-রহস্ত-কথা ও শচীদেবীর
স্বরূপ বর্ণন দ্বারা তাঁহাকে সাধনা প্রদান করিলে শচীমাতা
কিয়ৎপরিমাণে স্থিরচিত্ত হইলেন । (গৌঃ ভাঃ)

“কোথা বাইবেন প্রভু সন্ন্যাস করিয়া ।

কোথা বা আমরা সব দেখিবাও গিয়া ॥৩॥

সন্ন্যাস করিলে গ্রামে মা আসিবে আর ।

কোন্ দিকে যাবেন বা করিয়া বিচার ॥” ৪॥

এই মত ভক্তগণ ভাবে’ নিরন্তরে ।

অন্য পানি কারো নাহি রোচয়ে শরীরে ॥৫॥

সেবকের দুঃখ প্রভু সহিত্তে না পারে ।

প্রসন্ন হইয়া প্রভু প্রবোধে’ সত্তারে ॥৬॥

প্রভু বলে,—“তোমরা চিন্তা কি কারণ ।
তুমি সব যথা, তথা আমি সর্ব-ক্ষণ ॥৭॥
তোমরা বা ভাব ‘আমি সন্ন্যাস করিয়া ।
চলিবাঙ আমি তোমা’ সবারে ছাড়িয়া ॥’ ৮॥
সর্বথা তোমরা ইহা না ভাবিহ মনে ।
তোমা’ সবা’ আমি না ছাড়িব কোন ক্ষণে ॥৯॥
সর্বকাল তোমরা-সকল মোর সঙ্গ ।
এই জন্ম হেন না জানিবা—জন্ম জন্ম ॥১০॥
এই জন্মে তুমি সব যেন আমা’ সঙ্গে ।
নিরবধি আছ সংকীর্ণ-সুখ-রঞ্জে ॥১১॥
যুগে যুগে অনেক আমার অবতার ।
সে সকলে সঙ্গী সবে হ’য়েছ আমার ॥১২॥
এই মত আরো আছে দুই অবতার ।
‘কীৰ্ত্তন’-‘আনন্দ’-রূপ হইবে আমার ॥১৩॥
তাহাতেও তুমি-সব এই মত রঞ্জে ।
কীৰ্ত্তন করিবা মহা-সুখে আমা’ সঙ্গে ॥১৪॥
লোক-শিক্ষা-নিমিত্ত সে আমার সন্ন্যাস ।
এতেকে তোমরা সব চিন্তা কর’ নাশ ॥’ ১৫॥
এতেক বলিয়া প্রভু ধরিয়া সবারে ।
প্রেম-আলিঙ্গন সুখে পুনঃ পুনঃ করে ॥১৬॥
প্রভু-বাক্যে ভক্ত-সব কিছু স্থির হৈলা ।
সবা’ প্রবোধিয়া প্রভু নিজ বাসে গেলা ॥১৭॥
শচীমাতার সন্ন্যাস-বার্ত্তা শ্রবণ ও প্রভু নিকট বিলাপ—
পরম্পরা এ সকল বতেক আখ্যান ।
শুনিয়া শচীর দেহে নাহি রহে শ্রোণ ॥১৮॥

প্রভুর সন্ন্যাস শুনি’ শচী-জগন্নাথ ।
হেন দুঃখ জন্মিল না জানে আছে কোথা ॥১৯॥
মূৰ্ছিত হইয়া কণে পড়ে পৃথিবীতে ।
নিরবধি ধারা বহে, না পারে রাখিতে ॥২০॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন ।
কহিতে লাগিলা শচী করিয়া ক্রন্দন ॥২১॥

ভাটিয়ারি বাণ

“না যাইয় না যাইয় বাপ, মায়েরে ছাড়িয়া ।
পাপ জীউ আছে তোর শ্রীমুখ চাহিয়া ॥২২॥
(গৌরাজ হে! ঈ ॥)

কমল-নয়ন তোর শ্রীচন্দ্র-বদন ।
অধর সুরজ, কুল-মুকুতা-দশন ॥২৩॥
অমিয়া বরিখে যেন স্নানর বচন ।
না দেখি বাঁচিব কি সে গজেন্দ্র-গমন ॥২৪॥
অধৈর্য-শ্রীবাস-আদি তোর অনুচর ।
মিত্যানন্দ আছে তোর প্রাণের দোসর ॥২৫॥
পরম বাক্সব গদাধর-আদি-সঙ্গে ।
গৃহে রহি’ সংকীৰ্ত্তন কর’ তুমি রঞ্জে ॥২৬॥
ধর্ম বুঝাইতে বাপ, তোর অবতার ।
জমলী ছাড়িবা এ কোন্ ধর্মের বিচার ? ২৭॥
তুমি ধর্ম-ময় যদি জননী ছাড়িবা ।
কেমতে জগতে তুমি ধর্ম বুঝাইবা ? ২৮॥
প্রেম-শোকে কহে শচী, শুনে বিশ্বস্তর ।
প্রেমেতে রোদিত কণ্ঠ, না করে উত্তর ॥২৯॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—“আমাব এই প্রকার আরও দুইটি অবতাব হইবে । ভগবদ্ভাস-কীৰ্ত্তনের সহিত আমি অবতীর্ণ হই; আর আমাব সক্তিদানন্দ-রূপ প্রদর্শন করিবার জন্ত আমি অর্চনকারীর নিকট আনন্দরূপ অর্চ্য আবিভূত হই ।” পাবণী মৎসবস্বতাব-জনগণ শ্রীগৌর-সুন্দরের আবও দুই অবতারের হলনায় শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চ্য পরিবর্তে কদর্য্যশীল মানবগণকে ভগবান্ শ্রীগৌর-সুন্দরের অবতার-রূপে স্থাপন করে ! শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগৌরবান্

শ্রীগৌরসুন্দর দুই অবতারের বিচারকে ‘আবেশাষতায়’-বিচারে প্রতিষ্ঠিত করায় অসদ্ব্যক্তিসকল কর্মফল-বাধ্য, ‘দ্বিবেসে তিন প্রকার অবস্থা লাভকারী’ জীবের মধ্যে apotheosis চালাইবার চেষ্টা করে ! (চৈঃ ভাঃ আদি ১৪শ অঃ ৮৫ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) “‘অর্চ্য’ ও ‘নাম’ এই দুইরূপ” বাক্যটি তাহাদেব আদরের বিবয় হয় না । এইরূপ নবগৌরান্দ-বাদ স্থানে স্থানে উৎপন্ন হওয়ার পরমার্থের পথ বহুপরিমাণে রুদ্ধ ও ব্যাহত হইয়াছে ॥১৩॥

“তোমার অগ্রজ আমা’ ছাড়িয়া চলিলা ।
বৈকুণ্ঠে তোমার বাপ গমন করিলা ॥৩০॥
তোমা’ দেখি’ সকল সন্তাপ পাসরিবু’ ।
ভুমি গেলে প্রাণ মুঞি সর্বথা ছাড়িমু ॥৩১॥

করণ ভাটিয়ারি (বাগ)

প্রাণের গৌরান্ন হের বাপ,
অনাথিনী ছাড়িতে না যুয়ায় ॥৩২॥
সবা’ লঞা কর’ নিজ-অঙ্গনে কীৰ্ত্তন,
নিভ্যানন্দ আছয়ে সহায় ॥৩৩॥
প্রেম-ময় দুই আঁখি, দীর্ঘ দুই ভুজ দেখি,
বচনেতে অগিয়া বরিষে ।
বিনা-দীপে যর মোর, ভোর অন্ধেতে উজোর,
রান্না পা’য়ে কত মধু বরিষে ॥৩৪॥
প্রেম-শোকে কহে শচী, বিশ্বস্তর শুনে বসি’,
(যেন) রঘুনাথে কোশল্যা বুঝায় ।
শ্রীচৈতন্য নিভ্যানন্দ, স্নেহদাতা সদানন্দ,
বৃন্দাবন দাস রস গায় ॥৩৫॥
এই মত বিলাপ করয়ে শচী-মাতা ।
মুখ তুলি’ ঠাকুর না কহে কোন কথা ॥৩৬॥
বিবর্ণ হইলা শচী—অশ্রুচর্চ্চসার ।
শোকাকুলা দেবী কিছু না করে আহ্বার ॥৩৭॥

প্রভু দেখি’ জননীর জীবন না রহে ।
নিভুতে বসিয়া কিছু গোপ্য কথা কহে ॥৩৮॥
প্রভুর জননীকে প্রবোধ-দান-হলে তৎস্বরূপ-প্রকাশ—
প্রভু বলে,—“মাতা, তুমি স্থির কর মন ।
শুন যত জন্ম আমি তোমার নন্দন ॥৩৯॥
চিন্ত দিয়া শুমহ আপন গুণ-গ্রাম ।
কোন কালে আছিল তোমার ‘পুষ্টি’-নাম ॥৪০॥
তথায় আছিল তুমি আমার জননী ।
তবে তুমি স্বর্গে হৈলে ‘অদ্বিতি’ আপনি ॥৪১॥
তবে আমি হইলু’ বামন-অবতার ।
তথাও আছিল তুমি জননী আমার ॥৪২॥
তবে তুমি ‘দেবহুতি’ হৈলা আর বার ।
তথাও কপিল আমি নন্দন তোমার ॥৪৩॥
তবে ত ‘কোশল্যা’ হৈলা আর বার তুমি ।
তথাও তোমার পুত্র রামচন্দ্র আমি ॥৪৪॥
তবে তুমি মথুরায় ‘দেবকী’ হইলা ।
কংসাসুর-অস্তঃপুরে বন্ধনে আছিল ॥৪৫॥
তথাও আমার তুমি আছিল জননী ।
তুমি সেই দেবকী, তোমার পুত্র আমি ॥৪৬॥
আরো দুই জন্ম এই সংকীৰ্ত্তনারন্তে ।
হইব তোমার পুত্র আমি অবিলম্বে ॥৪৭॥

লোক-শিক্ষাব জটাই শ্রীগৌরানন্দর সম্যাস কবিতা-
ছিলেন, সেই সম্যাসের ফলে তিনি ভারতবর্ষে বহুস্থানে
বহু ব্যক্তির মধ্যে ‘কৃষ্ণ কোথায় কিরূপভাবে লীলা
করিতেছেন,—ইহা দেখিবার সুযোগেব অভিনয় কবিতা-
ছিলেন । বহুজ্ঞতার অভাবে ‘গৌড়ীয়-বৈষ্ণব’-নামধারিগণের
মধ্যে যে বিষম অপবোধময় চিন্তা-স্রোত প্রবাহিত হইয়াছে,
তাহা হইতে উহারা সম্যাস গ্রহণ না করিয়া উহাদের
কোন মঙ্গলই হইবে না । ভক্তির প্রতিকূলবিষয়-ভ্যাগই
প্রধান লোকশিক্ষা । ভোগ-প্রতীতিতে জগদ্বশনে কখনও
ভক্তির স্বরূপ উপলব্ধি হয় না । সম্ভোগবাদেব বিচারটি
এই কৃষ্ঠাযুক্ত রাগ্যে প্রাকৃত-সহজিয়াবাদে পরিণত হয় ॥১৫॥

চন্দের সহিত শ্রীগৌরহরির বদন, কন্দপুল্প ও মুক্তার

সহিত তাঁহাব বাক্যাবলীৰ এবং গজেন্দ্র-গমনের সহিত
তাঁহাব প্রতি-পদক্ষেপ উপমিত হইয়াছে ॥২৩-২৪॥

শ্রীগৌরানন্দর ধর্মের উপদেশক ও ধর্মময়, সুতরাং
জননী-দেবা পরিহাব কবিতা ধর্মের অবস্থান কিরূপে হইবে,
শচীদেবী তাহা জানিতে চাহিলেন । “স বৈ পুংসাং
পবো ধর্মো” (ভাঃ ১২২৬) এই বিচার শিক্ষা দিবার
জন্ত শচী-মাতার মুখে এই প্রশ্নের উদয় । ভগবানের
সেবা জাগতিক তাৎকালিক ধর্ম অপেক্ষা অধিকতর
প্রয়োজনীয় ॥২৮॥

অর্চা-মুষ্টি যুগ্মীয় প্রভৃতি হইয়া থাকে আর
ভগবান্নাম-শঙ্কায়ুক, সুতরাং শচীনন্দনের দুই অবতার—
অর্চাবতার ও নামাবতার । “কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ-

‘মোর অর্চা মুক্তি’ মাতা তুমি সে পরণী ।
‘জিহ্বারূপা’ তুমি মাতা নামের জননী ॥৪৮॥
এই মত তুমি আমার মাতা জন্মে জন্মে ।
তোমার আমার কতু ত্যাগ নাহি মর্মে ॥৪৯॥
অমায়্য এই সব কহিলঙ কথা ।
‘আর তুমি মনোভুখ না কর’ সর্বথা ॥” ৫০॥

জননী বৈষ্ণব—

কহিলেন প্রভু অতি রহস্য-কথন ।
শুনিয়া শচীর কিছু স্থির হৈল মন ॥৫১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ চান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-মুগে গাম ॥৫২॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে বিবহপ্রবোধ-
বর্ণনং নাম সপ্তবিংশোহধ্যায়ঃ ॥

অবতাব” (১৫: ৫: আদি ১৭২২) ইহাই গোবিন্দদেব
বাণী । অর্চা-বিগ্রহ শ্রীধর ও শ্রীনাথের সহিত অভিন্ন—

“নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ । তিনে ভেদ নাহি,—
তিন চিদানন্দ-রূপ ॥” (১৫: ৫: মধ্য ১৭ অঃ) ॥৪৭॥

ইতি ‘গৌড়ীয়-ভাষ্যে’ সপ্তবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত ।

অষ্টাবিংশ অধ্যায়

অষ্টাবিংশ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমহাপ্রভু শ্রীকেশব ভাবগী ব নিকট
সন্ন্যাস-গ্রহণাভিলাষ নিত্যানন্দ-সমীপে জ্ঞাপন ও শচীমাতা
প্রভৃতি পঞ্চজন-সমীপে জ্ঞাপনার্থ আদেশ, সন্ন্যাস-গ্রহণের
পূর্বদিবস ভক্তগণ সঙ্গে কীর্তনানন্দে যাপন এবং সকলকে
কৃষ্ণভজন কবিত্তে আদেশ, শ্রীধর প্রদত্ত লাউ ও জনৈক
সুভক্তিমাত্রেব প্রদত্ত দুগ্ধ-দ্বারা মাতাকে লাউ বন্ধনার্থ
আদেশ ও তাহা ভক্ষণ, প্রভুবৃহৎভাগেবপূর্বে শচীমাতার
দ্বাবে অবস্থান, প্রভু-কর্তৃক শচীমাতাকে প্রবোধ-দান ও
ভুগুপদধূলি গ্রহণপূর্বক প্রস্থান, শচীমাতার জড়প্রাণ
অবস্থান, ভক্তগণেব প্রভু-গমন-বার্তা-শ্রবণে জন্মন, নিন্দক-
পাণ্ডব ও শোক, প্রভু-কর্তৃক কেশব ভাবগী ব কর্ণে
সন্ন্যাস-মন্ত্র-বর্ণন, কেশবভারতী-কর্তৃক প্রভুব সন্ন্যাস-নাম
প্রদান প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীশ্রীগৌরহরি সন্ন্যাস-লীলা আদিকারের পূর্বে
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিভুতে ডাকিয়া লইয়া কেশব ভারতীর
নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের কথা ব্যক্ত করিলেন এবং শচীমাতা-
প্রভৃতি পঞ্চজন-সমীপে তাহা প্রকাশ করিতে আদেশ
করিলেন । প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণের পূর্বদিন সকলের সঙ্গে
পরমানন্দ সংকীর্তন-রঙ্গে অতিবাহিত করিলেন এবং

সকলকে আপনাব প্রসাদী মালা প্রদানপূর্বক নিবস্তব
কৃষ্ণ-কীর্তন ও কৃষ্ণ-ভজন কবিত্তে উপদেশ কবিলেন;
তাহাতেই তাঁহাব প্রীতি জন্মিলে ।

প্রভু সকলকে ঐরূপ উপদেশ দান পূর্বক গৃহে গমন
কবিলে শ্রীধর একটা লাউ হাতে কবিয়া প্রভু-সমীপে
আগমন কবিলেন । প্রভু ভক্তেব ভ্রব্য ভোজন কবিত্তে
অভিলাষী হইয়া জননীকে পার্কার্থ আদেশ করিলেন ।
ইত্যবসাবে জনৈক ভাগ্যবান ব্যক্তি দুগ্ধ-ভেট প্রদান
কবিলে প্রভু ‘দুগ্ধলাউ’ পাক কবিত্তে জননীকে আদেশ
কবিলেন । শচীমাতা পবন সন্তোষে তাহা পাক কবিলেন ।
প্রভু সকলকে বিদায় দিয়া ভোজনপূর্বক কিয়ৎকাল
যোগনিদ্রা-প্রতি দৃষ্টিপাত কবিলেন । গদাধর ও হরিদাস
তাঁহাব সমীপে শয়ন করিয়া থাকিলেন । কিন্তু শচীমাতার
চক্ষে নিদ্রা নাই । তিনি অল্পক্ষণ জন্মন করিতেছেন ।

বাক্সি চাবিদও অবশিষ্ট আছে জানিয়া মহাপ্রভু
যাত্রা করিবাব উজ্জাগ কবিলে গদাধর তাঁহার অঙ্গগমনে
ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন । প্রভু একাকী গমনের কথা
জানাইলেন । শচীদেবী প্রভুব গমন-সংবাদ বুঝিয়া দ্বারে
গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । শ্রীশ্রীগৌরহরির
জননীকে বিবিধ প্রবোধ দান করিয়া এবং জননীর পদধূলি
শিরে লইয়া যাত্রা করিলেন । শচীমাতা জড়প্রাণ অবস্থান

কবিতা লাগিলেন। ভক্তগণ প্রাতে প্রভু-প্রণামার্থ আগমন কবিয়া শচীমাতাকে বহির্ভাবে দর্শন করিলেন। শ্রীবাস তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলে শচীমাতা কোন উত্তর প্রদান করিতে পারিলেন না; কেবল নম্রনে অশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। অবশেষে নির্বেদ-সহকারে বলিলেন যে, বিষ্ণু ব্রহ্মের অধিকারী—ভক্তগণ; স্তুতবাং তাঁহা বা যাহা কিছু দ্রব্য লইয়া যাউন; তিনি যথা ইচ্ছা চলিয়া যাইবেন। ভক্তগণ তাহা শুনিয়া প্রভুর গমন বুঝিতে পারিয়া অচেতন হইয়া ভূমিতে পড়িলেন। ভক্তগণ কিয়ৎক্ষণ ক্রন্দন করিয়া শচীমাতাকে বেটন-পূর্বক উপবেশন করিলেন। সমগ্র নদীয়ায় প্রভুর প্রস্থান-বার্তা প্রচারিত হইল। তাহা শুনিয়া পূর্ব নিম্নক পাণ্ডীগণও ক্রন্দন কবিতা লাগিল এবং প্রভুকে পূর্বে চিনিতে না পাবার পরিভাপ কবিতা লাগিল।

শ্রীময়প্রভু গঙ্গা পার হইয়া কটক নগরে উপস্থিত হইলেন, যাহাদিগকে তাঁহাব সঙ্গে গমনার্থ আদেশ কবিয়াছিলেন, তাঁহাবও ক্রমে ক্রমে প্রভু-সঙ্গে মিলিত হইলেন। প্রভু কেশব ভাবতীকে নিকট গমন কবিলে তাঁহাব শ্রীঅঙ্গের জ্যোতিঃ দর্শনে কেশব ভারতী উঠিয়া দাঁড়াইলেন। প্রভু কেশব ভাবতীকে স্ততিপূর্বক তাঁহাকে রূপা কবিতা অতীবোধ করিলেন। মুকুন্দাদি ভক্তগণ

কীৰ্ত্তন করিতে থাকিলেন ও প্রভু আবেশে নৃত্য করিতে লাগিলেন। বহু লোক আসিয়া প্রভুর রূপ-দর্শনে চমৎকৃত হইতে লাগিল। প্রভুর ভক্তি-দর্শনে কেশব ভারতী তাঁহাকে জগদগুরু শ্রীভগবান্ লোক-শিক্ষার্থ আগমন কবিয়াছেন বলিয়া বলিলেন। চন্দ্রশেখবাচার্য্য বিধিযোগ্য কার্য্য কবিতা লাগিলেন। নাপিত প্রভুর শিখা মুণ্ডন করিতে বসিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণও কাদিতে লাগিলেন। অস্থরাণে থাকিয়া দেবতা-গণও অশ্রু বিসর্জন কবিতা লাগিলেন। অবশেষে দিব্যবসানে কোন প্রকারে ক্ষৌরকার্য্য সমাধা হইলে সর্বশিক্ষাগুরু গোবিন্দচন্দ্র ডলপূর্বক ভাবতীর কর্ণে সন্ন্যাস-মন্ত্রটা বলিয়া ‘তাহাই সন্ন্যাসমন্ত্র কি না’ জিজ্ঞাসা কবিলেন। ভাবতী প্রভুর আজ্ঞায় সেই মন্ত্র প্রভুর কর্ণে শুনাইলেন। অৰণ্য পদন পরিধান কবিলে প্রভু শ্রীঅঙ্গের অপূর্ণ শোভা হইল। কেশব ভাবতী প্রভুর সন্ন্যাস-নাম প্রদান কবিতা ইচ্ছা কবিলে শুদ্ধা সবস্তু ভাবতীর জিহ্বায় অবস্থিত হইয়া বলিলেন যে তিনি কৃষ্ণ-কীৰ্ত্তন প্রচার কবিয়া জগতের চৈতন্য বিধান কবিতাছেন বলিয়া তাঁহাব নাম ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’। তাহা শুনিয়া চতুর্দিকে ‘জয় জয়’-ধ্বনি উঠিল এবং আকাশ হইতে পুষ্পরাশি হইতে লাগিল। (গৌঃ ভাঃ)

শ্রীগোবিন্দেব জয়-গান-প্রসঙ্গে জীবের

হিত-কামনা—

জয় জয় শ্রীগোবিন্দ বিষ্ণুপ্রিয়া-নাথ।

জীবগণ প্রতি কর’ শুভ দৃষ্টি-পাত ॥১॥

প্রভুর সংকীৰ্ত্তন-বঙ্গে ভক্তগণের

প্রভুর সন্ন্যাস-বার্তা-বিস্তৃতি—

এই মতে আছেন ঠাকুর বিশ্বকর্ম্ম।

সংকীৰ্ত্তন-আনন্দ করেন নিরন্তর ॥২॥

‘স্বচ্ছানন্দ মনোহর কখনে কি করে।

ঈশ্বরের মর্ম্ম কেহ বুঝিতে না পারে ॥৩॥

নিরবধি পরানন্দ সংকীৰ্ত্তন-রঙ্গে।

হরিষে থাকেন সর্ব-বৈক্যের সঙ্গে ॥৪॥

পরানন্দে বিহবল সকল ভক্তগণ।

পাসরি’ রহিলা সবে প্রভুর গমন ॥৫॥

সর্ব বেদে ভাবেন যে প্রভুর দেখিতে।

কীড়া করে ভক্তগণ সে-প্রভু-সহিতে ॥৬॥

প্রভুর নিতাই-সমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণের দিবস ও

সন্ন্যাস-প্রদাতার নামোল্লেখ—

৭ যেদিন চলিব প্রভু সন্ন্যাস করিতে।

নিত্যানন্দ-স্থানে তাহা কহিলা নিফুটে ॥৭॥

“শুন শুন নিত্যানন্দ-স্বরূপ গোসাঞি!

এ কথা ভাবিবে সবে পঞ্চ-জন ঠাঞি ॥৮॥

এই সংক্রমণ-উত্তরায়ণ-দিবসে।

নিশ্চয় চলিব আমি করিতে সন্ন্যাসে ॥৯॥

‘ইজ্রাণী’ মিকটে কাটোঞা-নামে গ্রাম
তথা আছে কেশব ভারতী শুদ্ধ নাম ॥১০॥
জান হান আমার সন্ন্যাস স্থনিশ্চিত ।
এই পাঁচ জনে মাত্র করিবা বিদিত ॥১১॥

মাত্র পঞ্চজন-স্থানে বহু-প্রকাশ—

“আমার জননী, গদাধর, ব্রহ্মানন্দ ।
শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, অপর মুকুন্দ ॥” ১২॥
এই কথা নিত্যানন্দ-স্বরূপের স্থানে ।
কহিলেন প্রভু, ইহা কেহ নাহি জানে ॥১৩॥
পঞ্চ-জন-স্থানে মাত্র এ সব কথন ।
কহিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর গমন ॥১৪॥

প্রভু কীর্তন-বিলাস ও ভোজন—

সেই দিন প্রভু সর্ব-বৈষ্ণবের সঙ্গে ।
সর্ব দিন গোড়াইলা সংকীৰ্তন-রঙ্গে ॥১৫॥

পরম-আনন্দে প্রভু করিয়া ভোজন ।
সঙ্কায় করিলা গঙ্গা দেখিতে গমন ॥১৬॥
গঙ্গা নমস্করিয়া বসিলা গঙ্গা-তীরে ।
কণেক থাকিয়া পুনঃ আইলেন ঘরে ॥১৭॥

প্রভু অমুচব-সহ অবস্থান, বহু লোভন

মালাচন্দন-হস্তে প্রভু দর্শনার্থ আগমন

ও প্রভুপদে প্রণাম—

আসিয়া বসিলা গৃহে শ্রীগৌর-সুন্দর ।
চতুর্দিকে বসিলেন সব অমুচর ॥১৮॥
সে-দিনে চলিব প্রভু কেহ নাহি জানে ।
কৌতুকে আছেন সব ঠাকুরের সনে ॥১৯॥
বসিয়া আছেন প্রভু কমল-লোচন ।
সর্বদা শোভিত মালা সুগন্ধি চন্দন ॥২০॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

মুষ্টিমন্ত্ৰ বেদবিগ্রহগণ তাঁহাদের প্রতিপাত্ত ভগবানের
মুষ্টি চিত্তা করেন মাত্র; কিন্তু ভগবন্তগণ সাক্ষাৎ
সেই শ্রীমুষ্টি সহিত একত্র জীড়া করেন ॥৬॥

জ্যোতিষচক্রে গ্রহগণের ভ্রমণ লক্ষিত হয়। সেই
জ্যোতিষচক্র ষাটশ সমভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগে
বৃন্তের ষাটশাংশ; তাহাই ত্রিশ অংশে বিভক্ত। সেই
ষাটশাংশ মেঘ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা,
বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন নামে পবিচিত। পৃথিবীস্থ
দর্শক স্বর্ঘ্যকে জ্যোতিষচক্রে ভ্রমণ করিতে দেখেন। স্বর্ঘ্যের
রাশি-প্রাবল্লে গমনকে ‘ববিসংক্রমণ’ বলে। কর্কট-রাশিতে
প্রবেশের নাম—দক্ষিণায়ন; আব মকর-রাশিতে ববি-
প্রবেশের নাম—উত্তরায়ণ। প্রতি সৌরবর্ষেই একদিন
দক্ষিণায়ন-সংক্রমণ ও অপর দিন উত্তরায়ণ-সংক্রমণ হইয়া
যাকে ‘মকর-সংক্রমণ’ অর্থাৎ ধনু-রাশি হইতে মকর-রাশিতে
সংক্রমণ-দিবসকেই ‘উত্তরায়ণ-সংক্রমণ’ বলে। স্থির-রাশিচক্র
নক্ষত্র হইতে গণিত হয়। চলরাশিচক্রের সংক্রমণ-দিবস ও

স্থির-রাশি-চক্রে ববি-সংক্রমণ—ঊষনাংশ পণিমিত দিবস-
সংখ্যায় ব্যবহৃত। বাচীয শ্রীনিবাসের গণনপ্রথাব পূর্বে
ভগবান্ গোবিন্দদেব আদির্ভাবকাল। ১৪৫৫ শকাস্তে
তাঁহার অপ্রকটের কথা লিখিত আছে। আর শ্রীনিবাস ১৪৮৯
শকাব্দ হইতে গণনপ্রথা প্রচলিত করেন; উহা বঙ্গদেশীয়
স্মার্ত শ্রীবিশ্বানন্দ তাঁহার পববর্ত্তি-সময়ে ‘গণনা-বিধি’
বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। পববর্ত্তি-সময়ে ১৫১৩ ও ১৫২১
শকাব্দ হইতে শ্রীনাথবানন্দ ‘সিদ্ধান্তবহু’ ও ‘দিনচক্রিকা’
গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ‘দিনচক্রিকা’ ও পববর্ত্তিকালে ‘দিন-
কৌমুদী’ প্রভৃতি সারিগী হইতে বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে
পঞ্জিকা গণিত হয়। নিরয়নপপ-গণিত-বিচারই শ্রীমন্-
মহাপ্রভু সময়ে বঙ্গদেশের প্রচলিত পণ্ডা ছিল। তৎকাল
‘নিরয়ন-মকর-সংক্রান্তি’ই এখন লক্ষিত হইয়াছে ॥৯॥

ইজ্রাণী—তৎকালপ্রচলিত প্রসিদ্ধ স্থান। বর্ত্তমান
কাটোয়ার সমীপে ‘ইজ্রাণী-পবগণা’ব অবস্থিতি ॥১০॥

কাটোঞা (কাটোয়া)—এই স্থানে বর্ত্তমানকালে বর্দ্ধমান

যতেক বৈষ্ণব আইসেন দেখিবারে ।
সবেই চন্দন মালা লই' তুই করে ॥২১॥
হেন আকর্ষণ প্রভু করিলা আপনি ।
কেবা কোন্দিগ হইতে আইসে, নাহি জানি ॥২২॥
কতেক বা নগরিয়া আইসে দেখিতে ।
ব্রহ্মাদির শক্তি ইহা নাহিক লিখিতে ॥২৩॥
দণ্ড-পরগাম হঞা পড়ে সর্বজন ।
এক দৃষ্টে সবেই চ'হেন শ্রীবদন ॥২৪॥

প্রভু প্রসাদী মালা প্রদানপূর্বক সকলকে
কৃষ্ণ-ভজনে উপদেশ—

আপন গলার মালা সবাকারে দিয়া ।
আজ্ঞা করে প্রভু সবে,—“কৃষ্ণ গাঁও গিয়া ॥২৫॥
বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, গাঁও কৃষ্ণ-নাম ।
কৃষ্ণ বিমু কেহ কিছু না ভাবিহ আন ॥২৬॥
কৃষ্ণ-কীর্তনেই শ্রীচৈতন্যদেবের প্রীতি—

যদি আনা' প্রতি স্নেহ থাকে সবাকার ।
তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত না গাইবে আর ॥২৭॥

নিবস্তুর কৃষ্ণকীর্তনে উপদেশ—

কি শয়নে কি ভোজনে, কিবা জাগরণে ।
অহর্নিশ চিন্ত কৃষ্ণ, বলহ বদনে ॥” ২৮॥
এই মত শুভদৃষ্টি করি' সবাকারে ।
উপদেশ কহি' সবে বলে,—“যাও যরে ॥” ২৯॥
এই মত কত যায়, কত বা আইসে ।
কেহ কারে নাহি চিনে, আনন্দেতে ভাসে ॥৩০॥
পূর্ণ হৈল শ্রীবিগ্রহ চন্দন-মালায় ।
চন্দ্রে বা কতেক শোভা কহনে না যায় ॥৩১॥

সকলেব প্রসাদ-প্রাপ্তিতে

সানন্দে গমন—

প্রসাদ পাইয়া সবে হরষিত হঞা ।
উচ্চ হরি-ধ্বনি সবে যায়েন করিয়া ॥৩২॥
শ্রীধর লাউ-ভেট ও জনৈক স্মৃতিমানের
হৃৎভেট, তাহা পার্কার জনীকে
আদেশ—

এক লাউ হাতে করি' স্মৃতি শ্রীধর ।
হেনই সময়ে আসি' হইলা গোচর ॥৩৩॥

জেলার তন্নামক একটি মহকুমা কেন্দ্র অবস্থিত। 'ব্যাণ্ডেল-
বাবহাবওয়া' লাইনে এই নামে একটি বেলডমে স্টেশন
আছে। এই স্থানটি এখন গঙ্গা তটে অবস্থিত ॥১০॥

কেশব ভাবতী—জনৈক সন্ন্যাসী; তিনি সন্ন্যাসগুরু
কার্য্য কবিতেন। বিষ্ণুস্বামীব অভাব প্রাচীন সম্প্রদায়ের
অষ্টোত্তর-শত সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাস-নামের এখা প্রবর্তিত
ছিল। পববর্তিকালে কেবলানৈববাদী শ্রীশঙ্করাচার্য্য তন্মধ্য
হইতে দশনামি-সন্ন্যাসি-সম্প্রদায়ের প্রবর্তক হইয়াছিলেন।
তন্মধ্যে 'ভাবতী'—একটি সাম্প্রদায়িক সন্ন্যাস-নাম।
কথিত আছে যে, দাক্ষিণাত্য শূন্য মঠ হইতে দশনামী
তিনপ্রকার সন্ন্যাসী—সবস্বতী, ভাবতী ও পুণ্ড্রী-নামধারী
যতিগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। সবস্বতী-সম্প্রদায় শ্রেষ্ঠ,
ভারতী-সম্প্রদায় মধ্যম ও পুণ্ড্রী-সম্প্রদায় সাধারণ। ব্যক্তিগত
নাম—কেশব, শ্রেণীগত পরিচয় ভারতী। বর্তমান-কালেও
'কেশব ভারতীর বংশ' বলিয়া অনেকেই পরিচয় দিয়া

পাঠকন। 'বৈষ্ণবমঞ্জুলা-সমাহৃতি' মধ্যে এই সকল কথা
বিস্তৃত-ভাবে বর্ণিত আছে ॥১০॥

নদীয়া-নগরের 'শ্রীমাদ্বাপু' গল্পী সকল অধিবাসীকে
স্বীয় বদণীয় প্রথারূপ মালিকা প্রদান কবিলেন। সঙ্গে সঙ্গে
একটি ভাব বা 'কমিশন' দিলেন।

সবাকারে,—শ্রীপুরুষ-নির্কিশেষে, বর্ণাশ্রম-নির্কিশেষে,
ধর্ম্মার্থ-নির্কিশেষে। যিনি প্রভু আজ্ঞা পালন কবিলেন,
ঐহিকেই কৃষ্ণগানের অধিকারী করিলেন। কপটতা-বশে
যিনি ভগবদাজ্ঞা পালন না কবিয়া যোনিংসঙ্গ করিলেন ও
কৃষ্ণসেবা কবিলেন না, তিনি মহাপ্রভুর আজ্ঞা-বাহক ভূত্যা
হইতে পারিলেন না। কেবল ঐহাব গলদেশেই শ্রীগৌর-
সুন্দরের মালিকা থাকিতে পারিলে না। বর্তমানকালে
শ্রীভাগবত-জ্ঞানানন্দ ব্রহ্মচারী মহাশয় ঐহার নির্ধাণ-
কালের পক্ষকালপূর্বে ও মাগধিক কাল পূর্বে স্মৃতিশরীরে
অবস্থানকালে যে ভবিষ্যদ্বাণী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,

লাউ-ভেট দেখি' হাসে শ্রীগৌরস্বন্দরে ।
 “কোথায় পাইলা?” “প্রভু জিজ্ঞাসে” তাহারে ॥৩৪॥
 নিজ-মনে জানে প্রভু “কালি চলিবাঙ ।
 এই লাউ ভোজন করিতে নারিলাঙ ॥৩৫॥
 শ্রীধরের পদার্থ কি হইবে অশুধা ।
 এ লাউ ভোজন আজি করিব সর্ব্বথা ॥” ৩৬॥
 এতেক চিন্তিয়া ভক্ত-বাৎসল্য রাখিতে ।
 জননীয়ে বলিলেন রন্ধন করিতে ॥৩৭॥
 হেনই সময়ে আর কোন ভাগ্যবান্ ।
 দুধ-ভেট আনিয়া দিলেন বিজ্ঞান ॥৩৮॥
 হাসিয়া ঠাকুর বলে,—“বড় ভাল ভাল ।
 দুধ-লাউ পাক গিয়া করহ সকাল ॥” ৩৯॥
 সম্বোধে চলিলা শচী করিতে রন্ধন ।
 হেন ভক্তবৎসল শ্রীশচীর নন্দন ॥৪০॥
 এই মতে মহানন্দে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
 কোতুকে আছেন রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর ॥৪১॥
 প্রভু ভোজন ও বিশ্রামান্তে যাত্রা—
 সবারে বিদায় দিয়া প্রভু বিম্বস্তর ।
 ভোজনে বসিলা ‘আসি’ ত্রিদশ-ঈশ্বর ॥৪২॥

ভোজন করিয়া প্রভু মুখশুদ্ধি করি' ।
 চলিলা শয়ন-ঘরে গৌরাজ-শ্রীহরি ॥৪৩॥
 যোগনিদ্রা প্রতি দৃষ্টি করিলা ঈশ্বর ।
 নিকটে শুইলা হরিদাস গদাধর ॥৪৪॥
 আই জানে আজি প্রভু করিবে গমন ।
 আইর নাহিক নিদ্রা, কান্দে অমুক্ষণ ॥৪৫॥
 ‘দণ্ড চারি রাত্রি আছে’ ঠাকুর জানিয়া ।
 উঠিলেন চলিবারে নাসাশ্রাণ লইয়া ॥৪৬॥
 গদাধরের প্রভু সঙ্গে গমনেচ্ছা ও প্রভুর প্রত্যাখ্যান—
 গদাধর হরিদাস উঠিলেন জানি' ।
 গদাধর বলেন,—“চলিব সঙ্গে আমি ॥” ৪৭॥
 প্রভু বলে,—“আমার নাহিক কারু সঙ্গ ।
 এক অধিতীয় সে আমার সর্ব্ব রঙ্গ ॥” ৪৮॥
 আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন ।
 ছয়ারে বসিয়া রহিলেন ততক্ষণ ॥৪৯॥

প্রভুর জননীকে প্রবোধ-দান—

জননীয়ে দেখি' প্রভু ধরি' তান কর ।
 বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ-উত্তর ॥৫০॥

তাহা ‘গৌড়ীয়’ নামক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল ।
 শ্রীচৈতন্যদাসগণই কৃষ্ণগান কবিত্তে পাবেন; যেহেতু
 তাঁহারা শ্রীগৌরস্বন্দরের শিক্ষা ও আজ্ঞা গাননকরেন এবং
 ‘শ্রীশিক্ষাষ্টকে’ই তাঁহারা দীক্ষিত ও শ্রীকৃষ্ণ-পাদেব উপ-
 দেশান্তেই তাঁহারা গালিত । পবিত্রাঙ্গীঠে গোবিন্দচিত
 কৃষ্ণসঙ্কীৰ্ত্তন হইয়া থাকে । শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভে শ্রীকৃষ্ণচরণ
 শ্রীজীবগোস্বামিপ্রভু বিস্তৃতভাবে কৃষ্ণকথা নিরূপণ
 করিয়াছেন, আর শ্রীকৃষ্ণসংহিতাব চীকায তিনি কৃষ্ণকথা
 পুনরায় আলোচনা করিয়াছেন ।

শ্রীমদ্ভাগবতে কৃষ্ণের পুরুষাবতাবসমূহ অংশ-কলা-শ্রেণীতে
 নির্দিষ্ট হইয়াছেন । কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্ ; মৎস্য, কুর্মা, ববাহ,
 নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথি ও বৌহিণ্য বায়,
 বৃদ্ধ ও কন্ধি প্রভৃতি নৈমিত্তিক অবতাব-সমূহ কারণার্ঘ-
 শায়ী, গর্ভোদকশায়ী ও ক্ষীবোদকশায়ী প্রভৃতি পুংষাবতাব-
 সমূহ চতুর্ভূহ প্রকাশ ও পরব্যোমহ প্রকাশসমূহ

স্বয়ংরূপ কৃষ্ণেবই অংশ-কলা বৈতন্যবতাব, মনস্তবাবতার
 ও যুগাবতাবসমূহ কালধারায় নিমিত্ত এবং ব্রহ্মাণ্ডের
 সৃষ্টাদিব নিমিত্ত গুণাবতাবসমূহ । আবেশাবতাব-
 সমূহ—তদেকান্নবিচাপে ভগবানের বিভিন্ন অবতাব ;
 জীবকোটিতে ও গুণকোটিতে আংশিক বিভিন্ন চিদচিৎ-
 শক্তিব পরিণতিক্রমে যত প্রকার বৈকুণ্ঠ হইতে ব্রহ্মাণ্ডে
 অবতরণ, সকল অবতাবেরই আদি মূল পুরুষ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণ ।

শ্রীকৃষ্ণ—অখিলরসামৃতমূর্তি ; কৃষ্ণ—সচ্চিদানন্দবিগ্রহ,
 কৃষ্ণ—কালের জনক, বক্ষক ও বিনাশক । ব্রহ্মের
 প্রকাশ-বিগ্রহেব অংশ—পুরুষাবতার ; তাঁহাব উপাদানংশ
 —মায়ী ; সেই উপাদানংশেব অংশ—গুণত্রয় ; সেই
 গুণত্রয়েব কৃত্রাণ হইতেই বিখ্যাপত্তি প্রভৃতি ;
 নারায়ণাদি পবতত্বেব বিচাণ—তাঁহাবই অঙ্গবিশেষের
 পরিচায়ক বস্তু । তিনি আনন্দ-সত্য ও পূর্ণজ্ঞানময় । তিনি
 যামুনচাঁদী, গোষ্ঠে অবস্থিত, গোপালক ও গোপ-পালক,

‘বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন ।
 পড়িলাও, শুনিলাও তোমার কারণ ॥৫১॥
 আপনার ভিলাকে কো না লৈলা স্মৃতি ।
 আজন্ম আমার তুমি বাড়াইলা ভোগ ॥৫২॥
 দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলা আমারে ।
 আমি কোটী-কয়েও নারিব শোধিবারে ॥৫৩॥
 তোমার প্রসাদে সে তাহার প্রতিকার ।
 আমি পুনঃ জন্ম জন্ম স্মৃতি সে তোমার ॥৫৪॥
 শুন মাতা, ঈশ্বরের অদীন সংসার ।
 স্বত্ত্ব হইতে শক্তি নাহিক কাহার ॥৫৫॥
 সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ ।
 তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত ॥৫৬॥
 দশ দিনান্তরে বা কি এখনেই আমি ।
 চলিলেও কোন চিন্তা না করিহ তুমি ॥৫৭॥
 ব্যবহার পরমার্থ যতক তোমার ।
 সকল আমাতে লাগে, সব মোর ভার ॥৫৮॥
 বুকে হাত দিয়া প্রভু বলে বার বার ।
 “তোমার সকল ভার আমার আমার ॥৫৯॥
 যত কিছু বলে প্রভু, শচী সব শুনে ।
 উত্তর না করে, কান্দে অঝোর নয়নে ॥৬০॥

শচীর ধৈর্য—

পৃথিবীস্বরূপা হৈলা শচী জগন্মাতা ।
 কে বুঝবে কৃষ্ণের অচিন্ত্য-লীলা-কথা ॥৬১॥
 জননী পদধূলি-গ্রহণ ও প্রদক্ষিণাস্তে প্রভুর যাত্রা
 ও শচীর জড়-প্রায় ভাব—
 জননীর পদ-ধূলী লই’ প্রভু শিরে ।
 প্রদক্ষিণ করি’ তানে চলিলা সম্বরে ॥৬২॥
 চলিলেন বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহ হইতে ।
 সন্ন্যাস করিয়া সর্ব জীব উদ্ধারিতে ॥৬৩॥
 শুন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস ।
 যে কথা শুনিলে সর্ব-বন্ধ হয় নাশ ॥৬৪॥
 প্রভু চলিলেন মাত্র শচী জগন্মাতা ।
 জড়প্রায় রহিলেন, নাহি ক্ষুরে কথা ॥৬৫॥
 ওক্তগণের মহাপ্রভু-প্রণামার্থ আগমন ও শচীমাতাকে
 বহির্দ্বারে দর্শনে উহার কারণ-জিজ্ঞাসা—
 ভক্ত-সব না জানেন এ সব বৃত্তান্ত ।
 উষঃ-কালে স্নান করি’ যতক মহাস্ত ॥৬৬॥
 প্রভু নমস্করিতে আইলা প্রভু-ঘরে ।
 আসি’ সবে দেখে আই বাহির-দুয়ারে ॥৬৭॥

মুখা তাঁহাকে ভয় করে । তিনি প্রকাশ ও পবপ্রকাশক,
 তিনি পবম প্রেমাস্পদ । তাঁহার দেহ-দেহি-ভেদ নাই ।
 তিনি ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টাব নিকট ভিন্ন ভিন্ন অধিষ্ঠানযুক্ত ।
 তিনি মহেশ্বর । গোলোকের ‘গো’ হইতে যজ্ঞসমূহের প্রবৃত্তি,
 ‘গো’ হইতে দেবগণের প্রাকট্য, ‘গো’ হইতেই সমস্ত পদক্রম-
 বেদসমূহ উদ্ভূত । তিনি সেই গোলোকপতি গোবিন্দ ।
 তিনি সকল কাবণের কাবণরূপ পরমেশ্বর, কার্য-কারণের
 অধিপতি, নিত্যমুক্ত গোপীগণের বসত । তিনি স্বয়ংরূপ ;
 তাঁহার নাম ও তিনি পৃথক নহেন ॥২৪॥

‘কৃষ্ণ’-শব্দ বলিলে ইতর শব্দ বোধ্যাতা থাকে
 না । ‘কৃষ্ণনাম’ গান করিলে নিজের ও অপব সকলের
 নিত্যানন্দ বুদ্ধিলাভ করে । কৃষ্ণনাম-ভজনে নামি-কৃষ্ণের
 ভজন হয় । ‘কৃষ্ণ’ ব্যতীত অধিক বস্তু (৭) আবৃত-কৃষ্ণদর্শনে
 ‘কৃষ্ণ’ হইতে পৃথক স্তরায় ‘কৃষ্ণ’-শব্দই বলিতে হইবে, ‘কৃষ্ণ’

শব্দই বর্ণন কবিত হইবে এবং ‘কৃষ্ণ’ শব্দই ভজন করিতে
 হইবে । ‘কৃষ্ণ’ ব্যতীত অল্প কোন শব্দ বা নাম স্ববর্ণ করিতে
 হইবে না ; যেহেতু উহা ‘কৃষ্ণ’ হইতে ন্যূনাধিক-ইতর-রূপ
 লক্ষিত হওয়ায় কৃষ্ণভাবের অভাবে জীবের পূর্ণমঙ্গল-লাভের
 সম্ভাবনা নাই । কৃষ্ণের অধিক বিচার—কৃষ্ণের আবৃত
 দর্শন এবং কৃষ্ণকে কৃষ্ণের অখিল-বস হইতে বঞ্চিত করা
 মাত্র । কৃষ্ণভব-রসের সংযোগ-হীনায় কৃষ্ণের অখিল
 রসের পূর্ণতা বৃদ্ধি কবিত গেল রস-মিশ্রভাবে বিপর্যস্ত
 হয় । ভগবৎপ্রকাশ-সমূহের পূর্ণ স্বয়ংরূপ অবতারা কৃষ্ণ ;
 স্তরায় কৃষ্ণ-স্ববর্ণ ব্যতীত অপূর্ণতা, অসুদৃশ্যতা, অনিত্যতা,
 শূন্যবদ্ধতা প্রভৃতি কোন না কোন একটি দোষ হইয়া
 পড়ে । সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইতে পৃথক করিয়া তাঁহার
 অনাদিভ ও আদিভ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতে গেলে
 তাঁহার অভাবে ভোগ-বিচার আক্রমণ করে । ‘কৃষ্ণ’ শব্দ

প্রথমেই বলিলেন শ্রীবাস-উদার।
 “আই কেন রহিয়াছে বাহির-দুয়ার ॥” ৬৮॥
 শচীমাতার নির্বেদনচক উত্তর —
 জড়প্রায় আই, কিছু না ক্ষুরে উত্তর।
 নয়নের ধারা মাত্র বহে নিরন্তর ॥৬৯॥
 ক্ষণেকে বলিল। আই,—“শুন, বাপ-সব!
 বিকুর জবেয়র ভাগী সকল বৈষ্ণব ॥৭০॥
 এতেকে যে কিছু জব্য আছেয়ে তাহার।
 তোমা' সবাকার হয় শাস্ত্রপরিচার ॥৭১॥
 এতেকে তোমরা সবে আপনে মিলিয়া।
 যেন ইচ্ছা তেন কর', মো যাও চলিয়া ॥” ৭২॥
 ভক্তগণের প্রকৃ-বিবাহে বিষাদ—
 শুনি' মাত্র ভক্তগণ প্রভুর গমন।
 ভূমিতে পড়িলা সবে হই' অচেতন ॥৭৩॥
 কি হইল সে বৈষ্ণবগণের বিষাদ।
 কান্দিতে লাগিলা সবে করি' আর্তনাদ ॥৭৪॥
 অশ্রোহৃষ্টে সবেই সবার ধরি' গলা।
 বিবিধ বিলাপ সবে করিতে লাগিলা ॥৭৫॥
 “কি দারুণ নিশি পোহাইল গোপী-নাথ।”
 বলিয়া কান্দেন সবে শিরে দিয়া হাত ॥৭৬॥
 “না দেখি' সে চাঁদ-মুখ বকিব কেমনে।
 কিবা কার্য্য এ বা আর পাপিষ্ঠ জীবনে ॥৭৭॥
 আচম্বিতে কেনে হেন হৈল বজ্রপাত।”
 গড়া-গড়ি যায় কেহ করে আশ্রয়াত ॥৭৮॥
 সঙ্ঘরণ নহে ভক্তগণের ক্রন্দন।
 হইল ক্রন্দনময় প্রভুর ভবন ॥৭৯॥

যে ভক্ত আইসে প্রভু দেখিবার তরে।
 সে-ই আসি' ডুবে মহা-বিরহ-সাগরে ॥৮০॥
 কান্দে সব ভক্তগণ ভূমিতে পড়িয়া।
 “সন্ন্যাস করিতে প্রভু গেলেন চলিয়া ॥৮১॥
 অনাথের নাথ প্রভু গেলেন চলিয়া।
 আমা-সবে বিরহ-সমুদ্রে ফেলাইয়া ॥” ৮২॥
 কাঁদে সব ভক্তগণ, হইয়া অচেতন,
 ‘হরি হরি’ বলি' উঠেঃস্বরে।
 কি বা মোর ধন-জন, কি বা মোর জীবন,
 প্রভু ছাড়ি' গেল। সবাকারে ॥৮৩॥
 মাথায় দিয়া হাত, বুকে মারে নির্ঘাত,
 ‘হরি হরি’ প্রভু বিশ্বস্তর।
 সন্ন্যাস করিতে গেল। আমা-সবা না বলিলা,
 কান্দে ভক্ত ধূলান ধূসর ॥৮৪॥
 প্রভুর অঙ্গনে পড়ি' কান্দে মুকুন্দ-মুরারি,
 শ্রীধর গদাধর গঙ্গাদাস।
 শ্রীবাসের গণ যত, তাঁ'রা কান্দে অবিরত,
 শ্রীআচার্য্য কান্দে হরিদাস ॥৮৫॥
 শুনিয়া ক্রন্দন-রব নদীয়ার লোক-সব,
 দেখিতে আইসে সব শাঞা।
 না দেখি' প্রভুর মুখ, সবে পায় মহা-শোক
 কান্দে সবে মাথে হাত দিয়া ॥৮৬॥
 নাগরিয়া যত ভক্ত, তারা কান্দে অবিরত,
 বাল-বৃদ্ধ নাহিক বিচার।
 কাঁদে সব স্ত্রী-পুরুষে, পায়ত্তীগণ হাসে
 ‘নিমাইরে না দেখিমু আর ॥’ ৮৭॥

‘ভূবাচক’ অর্থে পূর্ণ নিত্যসভা বা পূর্ণ নিত্যজ্ঞানময় সভা বুঝায় এবং ‘গ’ দ্বারা আনন্দ বুঝায়। ইতর বস্তুব সমানাদিকরণে হেতু ও হেতুমত্বের ভেদ সম্ভব কিন্তু ‘কৃষ্ণ’ ও ‘গ’—এই উভয়ের আকর্ষণ ও আকৃষ্টি-বশতঃ সমানাদিকরণে যুগপৎ হেতু ও হেতুমত্বের অসম্ভাবনা-হেতু ব্যাপার ও প্রতিপাতের সহিত অভেদ-রূপই বৈশিষ্ট্য। নির্দিষ্ট বিচার জড়ভূতের আপেক্ষিকধর্মে সংশ্লিষ্ট। অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় অধোক্ষ্য বস্তুর অসামান্য বিচার ‘কৃষ্ণ’ শব্দের

যোগকৃতি বৃত্তিতে অবস্থিত। রুচিবৃত্তিতে তাঁহান স্বয়ং-নামিষ, স্বয়ংরূপতা, স্বয়ংগুণিত্ব, স্বয়ংলীলত্ব বাধাপ্রাপ্ত হয় না ॥২৬॥

শব্দের রুচিবৃত্তি বিষদ্ ও অবিষদ্-ভেদে বিপরীত ধর্ম প্রকাশ করে। এক শব্দ অপরের সহিত যে পার্থক্য স্থাপন করে, তাহাতে ত্রিমাংশ অবস্থিত। শব্দের যে বৃত্তিতে ত্রিমাংশ-প্রতিম-নানাধ একায়নবিশিষ্ট, উহাই শব্দের বিষদ্-রুচি-বল। অতরাং ‘কৃষ্ণ’ শব্দের বিষদ্-রুচি

ভক্তগণের খৈর্য ও শটীকে বেড়িয়া উপবেশন—

কতক্ষণে ভক্তগণ হই' কিছু শাস্ত ।

শটীদেবী বেড়ি' সব বসিলা মহাস্ত ॥৮৮॥

সর্বনবদীপে প্রভুর গৃহত্যাগ-সংবাদ-প্রচার ও

সকলের শোক—

কতক্ষণে সর্ব-নবদীপে হৈল ধ্বনি ।

সন্ন্যাস করিতে চলিলেন বিজয়গি ॥৮৯॥

শুনি' সর্ব লোকের লাগিল চমৎকার ।

ধাইয়া আইলা সর্ব-লোক নদীয়ার ॥৯০॥

আসি' সর্ব-লোক দেখে প্রভুর বাড়ীতে ।

শুভ্র বাড়ী সবে লাগিয়াছেন কান্দিতে ॥৯১॥

প্রভু-বিরহে পায়ত্তী নিম্নকেরও খেদোক্তি—

তখনে সে 'হায় হায়' করে সর্ব-লোক ।

পরম নিম্নক পায়ত্তীও পায় শোক ॥৯২॥

“পাপিষ্ঠ আমরা না চিনিলা হেন জন ।”

অনুতাপ করি' সবে করেন রোদন ॥৯৩॥

ভূমিতে পড়িয়া কান্দে নগরিয়ীগণ ।

“আর না দেখিব তাঁ'র সে চন্দ্র-বদন ॥” ৯৪॥

কেহ বলে,—“চল যরে ঘারে অগ্নি দিয়া ।

কাণে পরি' কুণ্ডল চলিব যৌগী হঞা ॥৯৫॥

হেন প্রভু নবদীপ ছাড়িল যখন ।

আর কেনে আছে আমা' সবার জীবন ॥” ৯৬॥

কি স্ত্রী পুরুষ যে শুনিলা নদীয়ার ।

সবেই বিষাদ বই না ভাবয়ে আর ॥৯৭॥

সর্ব-জীবোদ্ধাবাভিলাষেই প্রভুর লীলা—

প্রভু সে জানয়ে যা'রে তারি'ব যে মতে ।

সর্বজীব উদ্ধার করিব হেন মতে ॥৯৮॥

নিম্মা-ষেব-আদি যা'র মনেতে আছিল ।

প্রভুর বিরহ-সর্প পাষণ্ডে দংশিল ॥৯৯॥


সর্বজীব-নাথ গৌর-চন্দ্র জয় জয় ।

ভাল রঙ্গে সবে উদ্ধারিলে দয়াময় ॥১০০॥

প্রভুর সন্ন্যাস-কথা শ্রবণের ফল—

শুন শুন আরে ভাই, প্রভুর সন্ন্যাস ।

যে কথা শুনিলে কর্মবন্ধ যায় নাশ ॥১০১॥

কৃষ্ণব্যতীত অথ কোন ভোগ্য-ভাব আবোপ করিতে হইবে না। আরোপ করিলেই জানা যাইবে যে, বহুত্ব আসিয়া অরয়-জ্ঞানের ব্যাঘাত কবিয়াছে; উহাই যান্নাধীনতা। যান্না-মুক্ত পুরুষের শব্দের বিশ্বকৃষ্টিবৃত্তিতে উচ্চারিত কৃষ্ণনাম অব্যবসায়ী অনৈকায়ন-বহুশাখা-পদ্ধতিতে অবস্থিত বলিয়া বিচাব যে ভেদ উৎপাদন কবে, তাহা ভ্রমসঙ্কুল। তজ্জন্মই শ্রীগোবিন্দ্রের গঙ্গাদাসপণ্ডিত ও নবদীপের অপরা বিজ্ঞার আশ্রিত পাঠার্থী ও পাঠাধ্যাপকগণকে পরবিজ্ঞার কথা জানাইতে গিয়া শিক্ষার্থকের প্রথম শ্লোক রচনা করিয়াছেন। দ্বিতীয় শ্লোকে  হাবই বিবৃতি, তৃতীয় শ্লোকে উহারই স্বর্গ সেবাব প্রাণালী জগৎকে জানাইয়াছেন। জগৎ যে প্রাণালীতে কৃষ্ণের বস্ত্র বাসনা কবে, তাহার পবিত্র্যাগের বিধান চতুর্থ শ্লোকে; পঞ্চম শ্লোকে ভগবদৈশ্বর্যোপলব্ধি পরিত্যাগ করিয়া সর্বোত্তমানন্দ অরয়-জ্ঞানের উপাসনা-মন্ত্রে নিজের নিত্য সেবকাভিমানে

সহিত শ্রীনামভজনেব কথা; নামভজনে উন্নতি-ক্রমে কায়মনোবাক্যেব চেষ্টা বর্জ শ্লোকে এবং সপ্তম শ্লোকে নাম-নামীর অভেদ-বিচারে আপনদশা-লাভে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা-লাভ হয় এবং শিক্ষার্থী সম্ভোগ-বিচাব পরিত্যাগ-পূর্বক নাম-ভজন কবিত্তে কবিত্তে হরিবৈমুখ্যলাভেব দুঃসঙ্গ হইতে অশ্রোদ্ধাব সাধন করিয়া সম্পূর্ণভাবে শরণাগতির সর্বলক্ষণে লক্ষিত হইয়া বাহাতে কৃষ্ণপ্রেম সঞ্চয় করিতে পারেন, সেই অষ্ট শ্লোক দ্বারা যে শিক্ষকে কার্য করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত কৃষ্ণের আংশিক পরিচয়ে কোন কথাতেই নিযুক্ত থাকিতে স্বীয় প্রেমোপলব্ধগণে নিবারণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রবেদেব জীবগণই কঠিন শুক হৃদয় হইয়া রসময় ভগবতাকে স্বকা জান করেন না। এই উপদেশ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণব্যতীত অপা কেহই দিতে সাহস করেন না ॥ ২৭ ॥

যিনি গৌরবিহিত কীর্তন শ্রবণ করিয়াছেন, তিনি

প্রভুর কেশবভারতী-সমীপে গমন ও রূপা-

যাক্ষাভিনয়—

৷ৱা পার হইয়া শ্রীগৌরানন্দ-সুন্দর ।

সই দিনে আইলেন কণ্টক-নগর ॥১০২॥

যারে যারে আভা প্রভু পূর্বে করিছিল ।

হাহারাও অঙ্গে অঙ্গে আসিয়া মিলিলা ॥১০৩॥

শ্রীঅবধূতচন্দ্র, গঙ্গাধর, মুকুন্দ ।

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য, আর ব্রজানন্দ ॥১০৪॥

আইলেন প্রভু যথা কেশব-ভারতী ।

দত্ত-সিংহ-প্রায় প্রিয়বর্গের সংহতি ॥১০৫॥

অদ্বুত দেহের জ্যোতিঃ দেখিয়া তাহান ।

উঠিলেন কেশব-ভারতী পুণ্যবান্ ॥১০৬॥

দণ্ডবৎপ্রণাম করিয়া প্রভু তানে ।

করযোড় করি' স্তুতি করেন আপনে ॥১০৭॥

“অদ্বুত প্রভু তুমি মোরে কর' মহাশয় !

পতিতপাবন তুমি মহা-রূপাময় ॥১০৮॥

তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণ প্রাণনাথ ।

নিরবধি কৃষ্ণচন্দ্র বসয়ে তোমা'ত ॥১০৯॥

কৃষ্ণদাস্ত বিনু মোর নহে কিছু আম ।

হেন উপদেশ তুমি মোরে দেহ' দাম ॥” ১১০॥

প্রভুব প্রেমবিকার ও মুকুন্দাদিব কীর্তন—

প্রেম-জলে অঙ্গ ভাসে প্রভুর কহিতে ।

ছন্দ্য করিয়া শেষে লাগিলা নাচিতে ॥১১১॥

গাইতে লাগিলা মুকুন্দাদি ভক্তগণ ।

নিভাবেশে মত্ত নাচে শ্রীশচী-নন্দন ॥১১২॥

বহুলোকের প্রভু-দর্শনে আগমন ও নির্নিমেষ-নয়নে

প্রভু-দর্শন—

অর্কুদ অর্কুদ লোক শুনি' সেই-ক্ষণে ।

আসিয়া মিলিলা নাহি জানি কোথা-হনে ॥১১৩॥

দেখিয়া প্রভুর রূপ পরম সুন্দর ।

এক দৃষ্টে পান সবে করে নিরন্তর ॥১১৪॥

তাহা ষষ্টিদণ্ডকাল তাঁহাব শয়ন-ভোজন-জাগরণাদি
পাশ্বে সংশ্লিষ্ট থাকি-কালেও কৃষ্ণনামবর্জন ও কৃষ্ণ-কথা-
বর্ণ শুদ্ধ করিব উপদেশ নাই ॥২৮॥

শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণকলেববে তদন্তগত জন-গণের দ্বাবা
দন ও কুসুম মালিকা প্রদত্ত হওয়ায় তাঁহাব পরম শোভা
। পূর্ণতা প্রকটিত হইল । শ্রীগৌরচন্দ্রে এই সকল
শোভিত হওয়ায় যে কিরূপ অলৌকিক শোভা হইয়াছিল,
তাহা জ্যোৎস্না-বিকাসী চন্দ্রেব সহিতও তুলনা হয় না ॥৩১॥

শ্রীধবেব শেষভিক্ষা লাউ ও অপব ভাগ্যবানের দ্বন্দ্ব
দ্বালাউ রক্ষন শ্রীশচীদেবী কবিলেন । উহা গ্রহণ করিয়া
ইতীয় প্রহর ব্যতীতে গৌরসুন্দর স্বীয় শয়ন-গৃহে গমন
করিলেন । তাঁহাব নিদ্রাকালে গৃহেব সন্নিহিত-স্থানে
দাধর পণ্ডিতও শয়ন করিলেন । যোগ-নিদ্রায় সকলেই
শান্ত হইয়া বিশ্রাম কবিত্তে লাগিলেন ॥৪৪॥

ব্রাহ্ম-মুহূর্ত্তে ব্রহ্মরাজের গতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অর্থাৎ
সারস্বতের বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ব্যাভাব শুভক
বিচার করিলেন ॥৪৬॥

শ্রীগৌরসুন্দর বিদায়কালে জননীকে বলিলেন,—“তুমি
আমাব সেবা-ব্যতীত নিজ-স্বপ্নের জন্ত কিছুই কর নাই,
সুতরাং আমি কোটি কল্পেও তোমার ঋণ পরিশোধ করিতে
পারিব না ।” নিত্য জননীকে নিত্যবিগ্রহ শ্রীগৌরসুন্দর
কখনও পবিত্র্যাগ কবেন না । অপ্রাকৃত বাৎসল্য-বসেব
আশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশচীদেবী এজছই অত্রকট নিত্য লীলায়
শ্রীগৌরসুন্দরের বাৎসল্য-রসেব আশ্রয়-বিগ্রহ । তাঁহাব
সঙ্গ তিনি এক মুহূর্ত্তেব জন্তও পবিত্র্যাগ কবেন না ॥৫৩॥

জড়জগতে জয়, স্থিতি ও ভঙ্গরূপ ত্রিবিধ বিচাব অবস্থিত
বলিয়া বিয়োগে দুঃখের কথা, সংযোগে বিয়োগাতাব-জনিত
ভোগের ব্যাপার নিহিত আছে । ভগবদ্বিচ্ছায় ভগবৎ-
সেবা-বিমুখ ঐহিক জগৎ ভগবদ্ব্যর্থ্য । এখানে যাহারা
ভগবদ্বিমুখতায় প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া ভগবদ্বিচ্ছাশক্তি
বিপরীত ইচ্ছা পোষণ করিবেন, তাঁহাবা নিজ নিজ দুর্লভতা
ক্রমশঃ বুঝিতে পারিয়া ভগবানেই শরণাগত হইবেন । সেবা-
বিমুখ জনগণ কৃষ্ণের শক্তিব পরিচয় বুঝিতে অসমর্থ ॥৫৬॥

নিত্য বাৎসল্যাশ্রয়-বিগ্রহ শ্রীশচীদেবীকে শ্রীগৌরসুন্দর

প্রভুব অদ্ভুত প্রেমভাব-দর্শনে ও সন্ন্যাস-বার্তা-শ্রবণে

সকলের ক্রন্দন—

অকথ্য অদ্ভুত ধারা প্রভুর নয়নে ।
তাহা না কহিতে পারে ‘অনন্ত’ বদনে ॥১১৫॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে যে ছুটে জল ।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল ॥১১৬॥
সর্ব লোক তিতিল প্রভুর প্রেম-জলে ।
শ্রী-পুরুষে বাল-বৃদ্ধে ‘হরি হরি’ বলে ॥১১৭॥
কণে কন্প, কণে শ্বেদ, কণে মুচ্ছা যায় ।
আছাড় দেখিতে সর্ব লোকে পায় ভয় ॥১১৮॥
অনন্ত-ব্রজাশু-নাথ নিজ-দাস্ত-ভাবে ।
দন্তে তৃণ করি’ সব-দ্বাদশে দাস্ত মাগে ॥১১৯॥
সে কারুণ্য দেখিয়া কান্দয়ে সর্বলোক ।
সন্ন্যাস শুনিয়া সবে ভাবে মহা-শোক ॥১২০॥
“কেমনে ধরিব প্রাণ ইহার জননী ।
অজি তানে পোহাইল কি কাল-রজনী ॥১২১॥
কোন পুণ্যবতী হেন পাইলেক নিমি ।
কোন বা দারুণ দোষে হরিলেক বিধি ॥১২২॥
আমা’ সবাকার প্রাণ বিদরে শুনিতে ।
ভাৰ্য্যা বা জননী প্রাণ ধরিব কেমনে ॥ ১২৩॥
এই মত নারীগণ দুঃখ ভাবি’ কান্দে ।
পড়ি’ কান্দে সর্ব জীব চৈতন্যের ফান্দে ॥১২৪॥
কণেক সম্বরি’ নৃত্য বৈসে বিখন্ডর ।
বসিলেন চতুর্দিকে সব-অশুচর ॥১২৫॥

বসিলেন,—“তোমার ব্যবহারিক ও পাবমার্গিক সর্ববসেই আমি তোমার পুত্র ও বিষয়বিগ্রহ, স্তবরাং সকল ভাব আমার”—এই কথা পুনঃ পুনঃ বলিলেন ॥ ৫৯ ॥

শ্রীশ্রীদেবী ধবলীধরুণা হইয়া শ্রীগৌরমুন্দবের অর্চা-বিগ্রহের উপাদান-কাষণ হইলেন। শান্ত দাস্ত, শয্যা ও বাৎসল্য প্রভৃতি রসের আশ্রয়-বিগ্রহ-সকল বিষয়বিগ্রহ হইতে দূরে অবস্থান করেন; মধুর-রসের আশ্রয়বিগ্রহ বিষয়-বিগ্রহের সহিত একাসনে উপবিষ্ট থাকেন ॥ ৬১ ॥

শ্রীশ্রীদেবী ভক্তগণকে বলিলেন,—“ভগবানের সকল ক্রিয়ের উত্তরাধিকারী—ভক্তগণ; স্তবরাং গৌরহরির সকল

ত্রিকেশব-ভারতী প্রভু-প্রশংসা ও প্রভুকে

‘জগদগুরু’ বলিয়া জান—

দেখিয়া প্রভুর ভক্তি কেশব-ভারতী ।
আনন্দ-সাগরে মগ্ন হই’ করে স্তুতি ॥১২৬॥
“যে ভক্তি তোমার আমি দেখিল নয়নে ।
এ শক্তি অশ্রুর মনে দেখরের বিনে ॥১২৭॥
তুমি সে জগদগুরু জানিল নিশ্চয় ।
তোমার গুরুর যোগ্য কেহ কভু নয় ॥১২৮॥
তবে তুমি লোকশিক্ষা-নিমিত্ত-কারণে ।
করিবা আমারে গুরু হেন লয় মনে ॥” ১২৯॥

সর্বোপান্ত প্রভুব লোকশিক্ষার্থ অভিনয়—

প্রভু বলে,—“মায়া মোরে না কর’ প্রকাশ ।
হেন দীক্ষা দেহ’ যেন হও কৃষ্ণ-দাস ॥” ১৩০॥
গৌবন্দুরের কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে বজনি-যাপন—
এই মত কৃষ্ণকথা-আনন্দ-প্রসঙ্গে ।
বসিলেন সে নিশা ঠাকুর সব’ সঙ্গে ॥১৩১॥
চন্দ্রশেখরের প্রতি বিধিযোগ্য অহুষ্ঠানব আদেশ—
প্রভাতে উঠিয়া সর্ব ভুবনের পতি ।
আজ্ঞা করিলেন চন্দ্রশেখরের প্রতি ॥১৩২॥
“বিধিযোগ্য যত কর্ম সব কর’ তুমি ।
তোমারেই প্রতিনিধি করিলাঙ আমি ॥” ১৩৩॥
প্রভুর আজ্ঞায় চন্দ্রশেখর-আচার্য্য ।
করিতে লাগিলা সর্ব-বিধি-যোগ্য কার্য্য ॥১৩৪॥

দ্রব্যে তোমাদেবই অধিকার হইয়াছে—ইহাই শাস্ত্রে প্রচাবিত। অতএব তোমরা এই সকল গ্রহণ কর, আমি অচ্ছত্র চলিয়া যাই ॥” ৭১—৭২ ॥

শ্রীগৌরমুন্দবকে সন্ন্যাসগ্রহণ কবিত্তে দেখিয়া কেহ কেহ পরদ্বন্দ্ব করিলেন যে, তাঁহারা নিজগৃহদ্বাবাদিতে অগ্নি সংলোপ করিয়া দিয়া ‘কান্ফট’ যোগী হইয়া দেশত্যাগী হইবেন। কান্ফটযোগিগণ বাহিবব কোন শব্দ তাঁহাদের কর্ণে প্রবিষ্ট না হয়, এজন্ত কর্ণধর ছিন্ন করিয়া তাহাতে দুইটা কীলক প্রবেশ করাইয়া কর্ণের রক্তবস অবরুদ্ধ রাখিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

নানা স্থান হইতে উপঢৌকন—

নানা গ্রাম হইতে সে নানা উপায়ন ।
আসিতে লাগিল অতি অকথ্য-কথন ॥১৩৫॥
মধি, তুফ, ঘৃত, মৃদগ, ভাঙ্গুল, চন্দন ।
পুষ্প, যজ্ঞ-সূত্র, বস্ত্র, আনে' সর্বজন ॥১৩৬॥
নানাবিধ ভক্ষ্য দ্রব্য লাগিল আসিতে ।
হেম নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥১৩৭॥

সকলের মুখে হবিশ্বনি—

‘পরম’-আনন্দে সবে করে হরি-ধ্বনি ।
‘হরি’ বিনা লোকমুখে আর নাহি শুনি ॥১৩৮॥

প্রভু বর্ষপদ্ধতিব বিচারে শিখামুণ্ডনে

উপবেশন—

তবে মহাপ্রভু সর্ব জগতের প্রাণ ।
বসিলা করিতে শ্রীনিখার অন্তর্দান ॥১৩৯॥

নাপিতের মুণ্ডনার্থ উপক্রম-দর্শনে সকলেব ক্রন্দন

এবং নাপিতেরও অশ্রুবিগর্জন—

নাপিত বসিলা আসি সম্মুখে যখনে ।
ক্রন্দনের কলরব উঠিল তখনে ॥১৪০॥
ক্ষুর দিতে নাপিত সে চাঁচর-চিকুরে ।
মাথে হাত না দেয়, ক্রন্দনমাত্র করে ॥১৪১॥
মিত্যানন্দ-আদি করি' যত ভক্তগণ ।
ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥১৪২॥
ভক্তের কি দায়, যত ব্যবহারি-লোক ।
তাহারাও কান্দিতে লাগিলা করি' শোক ॥১৪৩॥
কেহ বলে,—“কোন্ বিধি স্মৃতি সন্ন্যাস ?”
এত বলি' নারীগণ ছাড়ে মহা-শ্বাস ॥১৪৪॥

অগোচরে থাকি' সব কান্দে দেবগণ ।

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় হইল ক্রন্দন ॥১৪৫॥

হেন সে কারুণ্য-রস গৌরচন্দ্র করে ।

শুদ্ধ-কার্ত্ত-পাষণাদি দ্রব্যে অন্তরে ॥১৪৬॥

এ সকল লীলা জীব-উদ্ধার-কারণ ।

এই তা'র সাক্ষী দেখ কান্দে সর্বজন ॥১৪৭॥

প্রভু প্রেমবিহ্বল-ভাব ও ক্ষৌব-কাণ্ডে

নাপিতের অসামর্থ্য—

প্রেম-রসে পরম চঞ্চল গৌরচন্দ্র ।

স্থির নহে নিরবধি ভাব অশ্রু কম্প ॥১৪৮॥

‘বোল বোল’ করি' প্রভু উঠে বিশ্বস্তর ।

গায়েন যুকুল, প্রভু নাচে নিরন্তর ॥১৪৯॥

বসিলেও প্রভু স্থির হইতে না পারে ।

প্রেম-রসে মহা কম্প, বহে অশ্রুধারে ॥১৫০॥

‘বোল বোল’ করি' প্রভু করয়ে ছন্দার ।

ক্ষৌরকর্ম নাপিত না পারে করিবার ॥১৫১॥

দিবাবসানে ক্ষৌব-কর্ম সমাপন ও স্নানান্তে ভাবতী-

সদীপে উপবেশন—

কথং-কথমপি সর্বদিন-অবশেষে ।

ক্ষৌর-কর্ম নির্বাহ হইল প্রেম-রসে ॥১৫২॥

তবে সর্ব লোক-নাথ করি' গজা-স্নান ।

আসিয়া বসিলা যথা সন্ন্যাসের স্থান ॥১৫৩॥

প্রভু হনপূর্বক ভাবতী কণে মস্ত-প্রদান ও লোকশিক্ষার্থ

তাহা হইতে মস্ত-গ্রহণাভিনয়—

‘সর্বশিক্ষা-গুরু গৌরচন্দ্র’ বেদে বলে ।

কেশবভারতী-স্থানে তাহা কহে ছলে ॥১৫৪॥

শ্রীচন্দ্রশেখরাচার্য্য-গৃহে শ্রীগোবিন্দর সন্ন্যাস গ্রহণ
করিবার পরামর্শ করেন । তথায় শ্রীনিত্যানন্দ, গদাধর,
যুক্ত ও ব্রহ্মানন্দ ভারতী, সেই পরামর্শ অবগত ছিলেন ।
সম্মতি ঐ স্থানে শ্রীচৈতন্যমঠ স্থাপিত হইয়াছে ॥১০৪॥

শ্রীকেশবভারতীকে কেহ কেহ শ্রীল মাধবেজগুরীষ শিষ্য
জান করেন । শ্রীগৌরমুন্দের কেশব ভাবতীকে বলিলেন,
—“তুমি কৃষ্ণচন্দ্রকে নিজ প্রভু বলিয়া তোমার দশয়ে

বসাইয়াছ । আমি অল্প কোন চেষ্টা চাই না, কৃষ্ণ আমার
কেবল দেবা গ্রহণ করন—ইহাই চাই ; তুমি আমাকে
এই কৃপাচুগ্রহ দান কর ॥”১০৫॥

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্র-নন্দন চতুর্দশ ব্রহ্মাণ্ডে পতি ও স্বয়ংরূপ
কৃষ্ণ হইয়াও লোকশিক্ষার জন্ত অত্যন্ত বিনয়-নম্রবিচাবে
কৃষ্ণের দাস্য ও ভক্ত-সেবা প্রার্থনা করিতেছেন ॥ ১০৬ ॥

শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াকে লক্ষ্য করিয়া বিচারকগণ বলিতে

প্রভু কহে,—“অপ্নে মোরে কোন মহাজন ।

কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র করিল কখন ॥১৫৫॥

বুঝ দেখি তাহা তুমি কিবা হয় নহে ।”

এত বলি, প্রভু তাঁ’র কর্ণে মন্ত্র কহে ॥১৫৬॥

হলে প্রভু কৃপা করি’ তাঁ’রে শিষ্য কৈল ।

ভারতীর চিত্তে মহা-বিস্ময় জন্মিল ॥১৫৭॥

ভারতী বলেন,—“এই মহা-মন্ত্রবর ।

কৃষ্ণের প্রসাদে কি ভোমার অগোচর ॥” ১৫৮॥

প্রভুর আজ্ঞায় তবে কেশব-ভারতী ।

সেই মন্ত্র প্রভুরে কহিলা মহামতি ॥১৫৯॥

চতুর্দিকে हरिनाम স্তমজল-ধ্বনি ।

সন্ন্যাস করিলা বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি ॥১৬০॥

প্রভুব সন্ন্যাস-বেশে মহাভারতের প্রোক্তের

যাধারণ্য-স্থাপন—

পরিলেন অরুণ বসন মনোহর ।

তাহাতে হইলা কোটি-কন্দর্প-সুন্দর ॥১৬১॥

সর্ব অঙ্গ শ্রীমন্তক চন্দনে লেপিত ।

মালায় পূর্ণিত শ্রীবিগ্রহ সুশোভিত ॥১৬২॥

দণ্ড-কমণ্ডলু দুই শ্রীহস্তে উজ্জ্বল ।

নিরবধি নিজ-প্রেমে আনন্দে বিহ্বল ॥১৬৩॥

কোটি কোটি চন্দ্র জিনি’ শোভে শ্রীবদন ।

প্রেমধারে পূর্ণ দুই কমল-নয়ন ॥১৬৪॥

কিবা সে সন্ন্যাসি-রূপ হইল প্রকাশ ।

পূর্ণ করি’ তাহা বর্ণিবেন বেদব্যাস ॥১৬৫॥

লাগিলেন শ্রীগৌরসুন্দরকে পতিরূপে লাভে করায় তাঁহাব
পরম সৌভাগ্য লাভ ঘটয়াছিল। আবার গৌরসুন্দর
সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন জানিয়া বলিলেন যে,—বিষ্ণুপ্রিয়া
দেবী এমন কি অপবোধ কবিয়াছেন যে, বিধি তাঁহাব
প্রাপ্তধন হরণ কবিলেন ॥ ১২২ ॥

* কতিপয় সংখ্যক শিষ্যের গুরু বা একব্যক্তির গুরু
স্ব-স্ব অমুরূপ যোগ্যতা দেখিয়া শিষ্যকে স্বীকার করেন
এবং আমাদের ছাত্র সর্বতোভাবে পতিতদিগকে বাদ
দেন। কিন্তু যিনি সর্বপ্রাণিতে ভগবদ্ভাব দর্শন করিয়া
আপনাকে সকলেব শিষ্য জ্ঞান কবেন, তিনি জগদগুরু
হইতে পারেন। শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় ভজন-প্রণালীর
মধ্যে তৃণাদপি সূনীচ, তরুব ছায় সহিষ্ণু, আমনী ও মানদ
হইয়া সর্বক্ষণ কৃষ্ণ-ভজন কবিত্তে হইবে—এই বাহ্যভাস্তব
নিকপট ভজন শিক্ষা দেওয়ায় তিনিই সর্বোপাশ্রয় জ্ঞেয়-
নন্দন ও প্রকৃত জগদগুরু। যাঁহাবা শ্রীচৈতন্যের সেবক,
তাঁহারও জগদগুরু; কেন না, আমাব ছাত্র সর্বাধম
পতিত পাষাণীকেও তিনি দাসরূপে গ্রহণ কবিয়া
স্বীয় সেবায় অধিকার দান কবিত্তে পারেন—জগতের
বাহিবে নহি। বৈষ্ণবোচিত প্রকৃত দৈন্ত্য না থাকিলে
কখনও কেহ গুরুর কার্য্য করিতে পারেন না। কেশব-
ভারতী বৈষ্ণবোচিতগুণে বিভূষিত ছিলেন ॥১২৮॥

কেশবভারতী মহাপ্রভুকে বলিলেন,—“লোকশিক্ষার

জন্ত তুমি গুরুকরণ-প্রথাব আদর কবিত্তেছ—ইহাই
আমি বুঝিলাম।” তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন,—“মোহিনী
মায়াব দ্বারা আমাকে প্রতারিত কবিবেন না। যে প্রকারে
কৃষ্ণসেবক হইতে পাবি, সে প্রকারে দিব্য জ্ঞান দান
কবিয়া সকল পাপ-পুণ্য হরণ করন ॥” ১২৯॥

শ্রীগৌরসুন্দর চন্দ্রশেখবাচার্য্যের প্রতি সন্ন্যাসের
আনুষ্ঠানিক সকল ক্রিয়াসূচন কবিবাব জন্ত আদেশ
দিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রতিভু নিযুক্ত করিলেন। মহাপ্রভু
স্বয়ং কোন যত্নাচিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কবিলেন না ॥১৩৪॥

বিজ্ঞা-প্রতিভা অর্জন কবিবাব জন্ত অগ্নি সাক্ষ্য
কবিয়া চোর-সংস্কার হয়। শিখা ব্যতীত শিক্ষা, কল,
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ভ্রমঃ ও জ্যোতিষাদি বেদাঙ্গশাস্ত্রসমূহে
ও বেদাঙ্গাদি শাস্ত্রে অধিকারদেওয়া হয় না। যখন ভোগময়ী
অপবা বিজ্ঞা-সমূহের প্রতিভা অর্জন করিবার স্পৃহা
ধ্বংশ হয়, তৎকালে শিখা ফেলিয়া দিবাব ব্যবস্থা আছে।
লোকাচার-বিচারে আনুষ্ঠানিক কৰ্ম্মপবিত্যাগ—শিক্ষা-
ত্যাগের লক্ষণ; কিন্তু ভগবদ্ভক্ত ত্রিদণ্ডিগণ ভগবৎসেবাব
জন্তই শিখা-সূত্র প্রাণকিকতা-বুদ্ধি অবলম্বনপূর্বক
পরিত্যাগ করেন না পবন্ত হরিসঙ্কল্প বস্ত্র-জ্ঞানে শিখা-
সূত্র-রক্ষা-সম্বন্ধে পরম-হংস-ধর্মে অবস্থিত থাকিতে পারেন।
শ্রীগৌরসুন্দরের প্রকট-কালে ভারতের উত্তরাংশে কর্ণ-
প্রভৃতির প্রবল প্রচার থাকায়, শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ড-

‘সহস্রনামে’তে যে কহিলা বেদব্যাস ।
‘কোন অবতারে প্রভু করেন সন্ন্যাস ॥’ ১৬৬।
এই তাহা সত্য করিলেন বিজরাজ ।
এ মর্শ্ব জানয়ে সব-বৈষ্ণব-সমাজ ॥১৬৭॥

(মহাভাবতে দানধর্মে ১৪৯ অঃ, সহস্রনাম-স্তোত্রে ৭৫ সংখ্যা)

সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ শান্তো নিষ্ঠা-শান্তিঃ-পরায়ণঃ ॥১৬৮॥

প্রভুর নামকরণার্থ ভারতীর চিন্তা ও শুদ্ধা সরস্বতীর
ভারতী-জিহ্বায় প্রভুর সন্ন্যাস-নাম-বর্ণন—

তবে নাম খুঁইবারে কেশব ভারতী ।
মনে মনে চিন্তিতে লাগিলা মহামতি ॥১৬৯॥
“চতুর্দশ-ভুবনেতে এমত বৈষ্ণব ।
আমার নয়নে নাহি হয় অনুভব ॥১৭০॥
অতএব কোথাও না থাকে যেই নাম ।
হেন নাম খুঁইলে মোর পূর্ণ হয় কাম ॥১৭১॥
মূলে ভারতীর শিশু ‘ভারতী’ সে হয়ে ।
ইহানে ত’ তাহা খুঁইবারে যোগ্য নহে ॥১৭২॥
ভাগ্যবান্‌ জ্যাসিবর এতেক চিন্তিতে ।
শুদ্ধা সরস্বতী তান আইলা জিহ্বাতে ॥১৭৩॥

বিধি-বলে শিখাস্ত্র ত্যাগ কবিয়াছিলেন। কিন্তু তদীয়
দাসগণ পবনহংসবেষ গ্রহণ কবিয়া জিদগুগ্রহণ-বিধি
অনুসরণে শিখা-স্ত্র সংরক্ষণ কবিয়াছিলেন ॥ ১৩৯ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর অপরূপ কেশাদি-বিহীন কবিত্তে গিয়া
নরসুন্দরের হস্ত চলে নাই; নানা প্রকাব চিন্তায় কোব-
কার্য বিলম্ব কবিত্তে কবিত্তে সমস্ত দিন ব্যাপিত হইল।
অতঃপর সন্ন্যাসোচিত ক্ষৌরকার্য সম্পন্ন হইল ॥১৪২॥

ভগবান্‌ শ্রীগৌরসুন্দর—ছন্ন অবতারা; সাধারণকে তিনি
নিজের কোন কথা জানাইয়া বুঝিতে দেন না। ভারতীকে
প্রথমে সন্ন্যাস-মন্ত্রে দীক্ষিত কবিয়া সেই মন্ত্র শিখাভিনয়ে
লোকশিক্ষার অজ্ঞ তাহা হইতে গ্রহণ করিলেন ॥১৫৭॥

শ্রীবিষ্ণুসহস্রনামের অষ্টম ভগবান্‌—‘সন্ন্যাসকৃৎ’;
শম-শান্ত বা ভগবদ্রিষ্ট। শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল শ্রী
নামের সার্থকতা সম্পাদন বা প্রকট করিলেন ॥১৬৮॥

অর্থঃ। সন্ন্যাসকৃৎ (যতিধর্মপরঃ) শমঃ (নির্বিকল্পঃ)
শান্তঃ (ক্লেশকনিষ্ঠচিত্তঃ) নিষ্ঠাশান্তিপারায়ণঃ (নিষ্ঠা
চিন্তৈকাগ্রঃ শান্তি চ নিষ্ঠাশান্তী পবন অনুমন্‌ আশ্রয়ো
যন্ত সঃ) ॥১৬৮॥

ভারতী-কর্তৃক প্রভুর নামকরণ ও তদর্থ-প্রকাশ—
পাইয়া উচিত নাম কেশব-ভারতী।

প্রভু-বক্ষে হস্ত দিয়া বলে শুদ্ধ-মতি ॥১৭৪॥

“যত জগতে তুমি ‘কৃষ্ণ’ বোলাইয়া।

করাইলা চৈতন্য—কীর্ত্তন প্রকাশিয়া ॥১৭৫॥

এতেকে তোমার নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

সর্বলোক তোমা’ হইতে যাতে হইল ধন্য ॥” ১৭৬।

প্রভুর নাম-প্রবণে চতুর্দিকে জয়ধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি—

এক যদি জ্যাসিবর বলিলা বচন।

জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি হইল তখন ॥১৭৭॥

চতুর্দিকে মহা হরি-ধ্বনি-কোলাহল।

করিয়া আনন্দে ভাসে বৈষ্ণব-সকল ॥১৭৮॥

ভক্তগণের ভারতীকে প্রণাম ও প্রভুর নিজ নাম

পাইয়া সন্তোষ—

ভারতীয়ে সর্ব শুভ করিলা প্রণাম।

প্রভুও হইলা তুষ্ট মতি’ নিজ নাম ॥১৭৯॥

অনুবাদ। [সেই শ্রীবিষ্ণু] যতিধর্মগ্রহণকারী,
নির্বিকল্প, ক্লেশকনিষ্ঠ, হরিকীর্ণরূপ মহাযজ্ঞে দৃঢ়নিষ্ঠ,
কেবলাধৈত্যাদি-অভ্যন্তর নিবৃত্তিকারিণী-শান্তিলব্ধ-মহাভাব-
পারায়ণ ॥ ১৬৮ ॥

সাম্প্রদায়িক শ্রেণীবিশেষের নাম—সম্প্রদায়স্থিত
বিশেষ নামের সহিত গ্রহণ করেন; কিন্তু এস্থলে শ্রীগৌর-
সুন্দর কেশবভারতীর নিকট হইতে ‘ভারতী’ নাম গ্রহণ
করিলেন না। মহাপ্রভুর নামকরণ-কালে ভারতীর জিহ্বায়
শুদ্ধতন্ত্র-প্রভাবে পরবিজ্ঞাবাণী উপস্থিত হইলেন ॥১৭৩॥

অপরা বিজ্ঞা-বাণীকে ‘দৃষ্টা সরস্বতী’ বলে। যে সময়
সেবোদ্ধৃতি বাস্তব আবির্ভূত হন, তৎকালে বাণী ভগবৎ-
সেবাতেই নিবৃত্ত থাকে ॥১৭৪॥

জড়ভোগোন্মত্ত জগৎকে কৃষ্ণের সহিত পরিচয়
করাইয়া দিতে গিয়া কৃষ্ণনাম-কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করার
কেশবভারতী ভগবান্‌কে ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নামে অভিহিত
করিলেন। সমগ্র ভোগপব জগতের চেতন উন্মোচিত
হইল। ভগবদ্বিশয়ে তাহার একাল পর্যন্ত উদাসীন
ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণই যে একমাত্র শ্রীচৈতন্য-বিগ্রহ,—একথা

‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নাম হইল প্রকাশ ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সব দাস ॥১৮০॥
হেন মতে সন্ন্যাস করিয়া প্রভু ধন্য ।
প্রকাশিলা আত্মনাম ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ ॥১৮১॥

চৈতন্যলীলাব নিত্যতা—

সর্বকাল চৈতন্য সকল লীলা করে ।
কোরে যখন কৃপা, দেখায়েন তাঁরে ॥১৮২॥

নিত্যানন্দই চৈতন্যের সম্যক জ্ঞাতা, তাঁহার আদেশে

গ্রন্থকাবের চৈতন্যচরিত-বচনা—

সুখ কত লীলা-রস হইল সেই স্থানে ।
নিত্যানন্দ-স্বরূপে সে সব ভব জানে ॥১৮৩॥
তাঁহার আজ্ঞায় আমি কৃপা-অনুরূপে ।
কিছু মাত্র সূত্র আমি লিখিল পুস্তকে ॥১৮৪॥

গ্রন্থকাবের সর্ববৈষ্ণব-চরণে প্রণামপূর্বক স্বদৈন্ত-

প্রকাশ-মুখে মধ্যলীলাব উপসংহার—

সর্ববৈষ্ণবের পা’য়ে মোর নমস্কার ।
ইথে অপরাধ কিছু না লবে আমার ॥১৮৫॥
যেদে ইহা কোটি কোটি মুনি বেদব্যাसे ।
বর্ণিবেন নামা মতে অশেষ-বিশেষে ॥১৮৬॥

এই মত মধ্য-খণ্ডে প্রভুর সন্ন্যাস ।

শ্রে কথ্য শুনিলে হয় চৈতন্যের দাস ॥১৮৭॥

মধ্য-খণ্ডে ঈশ্বরের সন্ন্যাস-গ্রহণ ।

ইহার প্রবণে মিলে কৃষ্ণপ্রেম-ধন ॥১৮৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দ দুই প্রভু ।

এই বাহ্য ইহা যেন না পাসরি কছু ॥১৮৯॥

হেন দিন হইবে কি চৈতন্য-নিত্যানন্দ ।

দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্ত-বৃন্দ ॥১৯০॥

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।

এ বড় ভরসা চিন্তে ধরি নিরন্তর ॥১৯১॥

মুখেহ যে জন বলে ‘নিত্যানন্দ-দাস’ ।

সে অবশ্য দেখিবেক চৈতন্য-প্রকাশ ॥১৯২॥

চৈতন্যের প্রিয়তম নিত্যানন্দ-রায় ।

প্রভু-ভৃত্য-সঙ্গ যেন না ছাড়ে আমার ॥১৯৩॥

অগতের প্রেমদাতা হেন নিত্যানন্দ ।

তান হঞা যেম ভজে’ প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥১৯৪॥

সংসারের পার হই’ ভক্তির সাগরে ।

যে ডুবিল সে ভক্তুক নিতাই-চান্দরে ॥১৯৫॥

কাষ্ঠের পুতলী যেম কুহকে নাচায় ।

এই মত গৌরচন্দ্র মোরে যে বোলায় ॥১৯৬॥

পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায় ।

যত শক্তি থাকে, তত দূর উড়ি’ যায় ॥১৯৭॥

এই মত চৈতন্য-কথার অন্ত নাই ।

যা’র যতদূর শক্তি সবে তত গাই ॥১৯৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচন্দ্র জান ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদ যুগে গান ॥১৯৯॥

আনন্দলীলা-রসবিগ্রহায় হেমাভিবাচ্ছবিস্মরণায় ।

তমৈ মহাপ্রেমবদপ্রদায় চৈতন্যচন্দ্রায় নমো নমস্তে ॥ ২০০ ॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে মধ্যখণ্ডে সন্ন্যাসগ্রহণ

নাম অষ্টাবিংশোহধ্যায়ঃ

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই জীবজগৎকে সর্ব প্রথমে স্পর্শভাবে প্রবণ
করিবার অধিকার দিলেন ॥ ১৭৫ ॥

আদিমূল শ্রীগুরু-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দেব ভৃত্যবুদ্ধি
লাভ না করিয়াও বাহিরে গুরুদাস বলি কবিলে
তাঁহার শ্রীচৈতন্য-প্রকাশ-মূর্তি অবশ্য দর্শনলাভ ঘটবে ॥১৯২॥

ইতি ‘গৌড়ীয়-ভাষ্যে’ অষ্টাবিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

ইতি মধ্যখণ্ড সমাপ্ত

আমি যেন কোন দিন আমার গুরুদেব শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভুব সেবাব্যতীত অস্ত কোন কার্যে নিযুক্ত না হই ॥১৯৩॥

হে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ।
তুমি কৃষ্ণানন্দ-লীলা-রস-বিগ্রহ; তুমি স্বর্ণচ্ছটা-যণ্ডিত
লৌকাভীত স্নান-মূর্তি, তুমি কৃষ্ণের উজ্জলরস প্রেম জগৎকে
প্রদান করিয়াছ ॥ ২০০ ॥

শ্রীগৌরনিভ্যানন্দো ভবতঃ

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত

অষ্টাংশ—মূল

শ্রীমদ্ব্যাসাবতার আদি মহাকবি পুণ্যপাদ

শ্রীশ্রীমদ্বন্দ্বনাথকন্যাস-ঠাকুর

বিরচিত

কলিযুগপাবন-অভয়নবিতজনপ্রয়োজনাবতারি-শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদাস-নবমাধন্যদাসবর পরমহংস-
পরিভ্রাজকাচার্য-শ্রীকৃষ্ণানুগবর্ষা শ্রীভক্তমাধবগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ৈক-সংরক্ষক

ও বিষ্ণুপাদ শ্রীশ্রীমন্তস্তিসিদ্ধাস্তসরস্বতী-গোস্বামিঠাকুর-কৃত

শ্রীঅরূপ-রূপ-বিরোধি-সকল-কুসিদ্ধাস্ত মিরাসগর

শ্রীগৌড়ীয়ভাষ্য-সমেত

—:~:—

দ্বিতীয়-সংস্করণ

—:~:—

শ্রীঅনন্তবাপুদেব ত্রাণচারী বিভাভূষণ দি, এ-কর্তৃক কলিকাতা ২৪০২ নং আগার সার্কিউগার

রোডস্থিত গৌড়ীয়-শ্রীশ্রী ওয়ার্ক'স্ বয়ে মুদ্রিত ও কলিকাতা ১৬নং কালী প্রসাদ

চক্রবর্তী ষ্ট্রট, বাগ্‌বালায় শ্রীগৌড়ীয়মঠ হইতে প্রকাশিত

শ্রীধর, ৪৪৮ গৌরাধ

অমৃত্যুখণ্ডের অধ্যায়-সূচী

| অধ্যায় | বর্ণিত বিষয় | পত্রাঙ্ক |
|----------|--|-----------|
| প্রথম | সন্ন্যাসগ্রহণান্তে প্রভুর অষ্টবৈতাচাৰ্য্য-গৃহে পুনঃসন্মেলন | ৮৫৭—৮৭৭ |
| দ্বিতীয় | ছাত্রভোগপথে প্রভুর নীলাচলাগমন | ৮৭৭—৯২৪ |
| তৃতীয় | প্রভুর সার্বভৌমোদ্ভাৱ, বঙ্কুজ-প্রদর্শন ও গৌড়-বিজয় | ৯২৪—৯৫৬ |
| চতুর্থ | অচ্যুতানন্দ-চরিত্র ও মাধবৈক্যতিথি-পূজা-বর্ণন | ৯৫৬—৯৮৬ |
| পঞ্চম | প্রভুর গৌড় হইয়া পুনঃ নীলাচল-বিজয়, প্রভাগ-কয়োদ্ভাৱ ও নিত্যানন্দ-চরিত্র বর্ণন | ৯৮৬—১০২৫ |
| ষষ্ঠ | নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য বর্ণন | ১০২৬—১০৩৬ |
| সপ্তম | শ্রীগদাধর-কামন-বিলাস | ১০৩৬—১০৪৬ |
| অষ্টম | প্রভুর নরেন্দ্রসরোবরে অলকেলি-লীলা | ১০৪৬—১০৪৭ |
| নবম | শ্রীঅম্বৈত মহিমা | ১০৪৮—১০৮২ |
| দশম | শ্রীপুণ্ডরীকবিজ্ঞানিধি-প্রভাব | ১০৮৩—১০৯৫ |

— — — — —

শ্রীশ্রীগৌর-নিত্যানন্দো জয়তঃ

শ্রীশ্রী চৈতন্যভাগবত

অষ্ট্যখণ্ড

প্রথম অধ্যায়

প্রথম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায় হইতে ভগবান্ শ্রীগৌরহবিব সন্ন্যাসিক্রমে দিব্যোন্মাদময় শ্রীনাথপ্রচার-প্রধান, অষ্ট্যখণ্ড আরম্ভ হইয়াছে।

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুব শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণান্তর কাটোয়ায় সেই বাজি-খাপন, মুকুন্দকে কীর্তিনামে আজ্ঞাপ্রদান, ভাবতীকে প্রেমদান ও তৎসহ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা, নবদ্বীপ-বাসী বিন্ন ও আকাশ-বাণী, রাঢ়দেশে প্রবেশ, পশ্চিমাভিমুখ হইতে পূর্বাভিমুখে হঠাৎ পতি-পরিবর্তন, নিত্যানন্দকে শচীমাতা ও ভক্তবৃন্দেব আশ্বনা প্রদানার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ, প্রভুর ফুলিয়া-নগরে আগমন-বার্তা ও নিম্না নবদ্বীপবাসী বিন্দু আগমন, শান্তিপুরে অষ্টোতাচার্য-মন্দিরে গমন, শিশু অচ্যুতানন্দের মুখে তত্ত্বকথা-শ্রবণ, নিত্যানন্দ-সহ নবদ্বীপবাসী ভক্তগণের শান্তিপুরে আগমন, প্রভুব অষ্টোত মন্দিরে অঙ্কিত কীর্তন-নৃত্য-বিলাস ও বিষ্ণুখটায় উপবেশনপূর্বক স্বমুখে নিজতত্ত্ব প্রকাশাদি ঘটনা-সমূহ মুখ্য-রূপে বিবৃত হইয়াছে।

শ্রীগৌরহরর কাটোয়ায় শ্রীকেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা প্রদর্শন করিবার পর সেই রাত্রি কাটোয়ার অবস্থান করেন এবং মুকুন্দকে কীর্তন করিতে আজ্ঞা প্রদানপূর্বক স্বয়ং অঙ্কিত ভাবাবেশ ও নৃত্যলীলা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। নৃত্যকালে শ্রীমহাপ্রভু

কেশবভাবতীকে অমৃতগ্রহ-আলিঙ্গন প্রদান করিলেন কেশব-ভাবতীর অঙ্গে সত্ত্ব সত্ত্ব প্রেম-ভক্তি বৈরাগ্য বিকারসমূহ প্রকটিত হইল। পব দিবস প্রভাত হইয়া-মাত্রই শ্রীগৌরহর শ্রীকেশবভাবতীর নিকট বিদায় প্রার্থনা করিলে ভারতীও শ্রীমহাপ্রভুব সহিত সংকীর্ণনবঙ্গে কৃষ্ণানুসন্ধানের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। গুরুদেবকে অগ্রীকরিয়া মহাপ্রভুব কৃষ্ণানু-সন্ধান-লীলা প্রকাশার্থ বনের দিকে যাত্রা করেন এবং চন্দ্র-শেখর আচার্যকে শ্রীধাম-মায়াপুবে প্রত্যাবর্তনপূর্বক সকলের নিকট প্রভুব কৃষ্ণানুসন্ধান ও গমনের বার্তা জ্ঞাপনার্থ আদেশ প্রদান করেন। শ্রীচন্দ্রশেখরের মুখে শ্রীশচীদেবী, শ্রীঅষ্টোত-প্রমুখ নবদ্বীপবাসি-ভক্তগণ প্রভুর সন্ন্যাস-লীলা বা বনগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া প্রভুর বিরহে অধিকতর মুহমান হইয়া পড়িলেন। সকলেই মনেকরিলেন যে, প্রভুর বিরহে তাঁহারা শবীৰ ত্যাগ করিবেন, এমন সময় এক আকাশ-বাণী হইল যে, মহাপ্রভু দুই চারিদিনের মধ্যেই তাঁহাদের (নবদ্বীপ-বাসী) সহিত সম্মিলিত হইয়া পূর্ববৎ বিহারাদি করিবেন। এদিকে সন্ন্যাসি-রূপী গৌরহরর নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ ও কেশবভারতী প্রভৃতির সহিত পশ্চিমাভিমুখে চলিতে লাগিলেন এবং অমুগামিগণ-মণ্ডলীকে অমায় কৃষ্ণভক্তি-রস-দানরূপ রূপা বিতরণ করিলেন। প্রভু রাঢ়দেশে আসিয়া প্রবিষ্ট হইলেন এবং রাঢ়দেশের প্রাকৃতিক শোভা ও গাভীগণকে মাঠে বিচরণ করিতে

দেখিয়া পূর্ব লীলার স্মৃতি উদ্দীপ্ত হওয়ায় 'হরিনাম' উচ্চারণপূর্বক নৃত্য-কীর্তন-ছন্দ-গর্জন আরম্ভ করিলেন। বক্রেশ্বর শিব যে নির্জন বনে বাস করেন, মহাপ্রভু তথায় * নির্জন ভজন-লীলা করিবাব অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। কোন এক রাত্রিতে ভক্তগণ-সহ জনৈক স্মৃতিমান্ ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা করিয়া বিশ্রাম-লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন, একপ্রহর কাল রাত্রি থাকিতে গৌরমন্দের ভক্তগণকে * ছাঁড়িয়াই গোপনে চলিয়া গেলেন এবং এক প্রাস্তর ভূমিতে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহে উচ্চ ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। ভক্তগণ প্রভুর ক্রন্দনধ্বনি অমুসরণ কবিতা প্রভুকে আবিষ্কার কবিলেন। মহাপ্রভু যুক্ণদেব কীর্তন শ্রবণে প্রেমাবেশে নৃত্য কবিতা পশ্চিমাভিমুখে যাইতে যাইতে হঠাৎ পূর্বাভিমুখে গতি পবিবর্তন কবিলেন। প্রভু গঙ্গা-ভিমুখে চলিতে লাগিলেন। ঐ সকল দেশ ভক্তিশৃঙ্খ ও তথায় কৃষ্ণকীর্তনেব একান্ত দুর্ভিক্ষ দেখিয়া বড়ই ব্যথিত হইলেন এবং প্রাণ-পবিত্র্যাগেব সঙ্কল্প কবিলেন, এমন সময় হঠাৎ এক স্মৃতিমান্ বাখাল বালকেব মুখে হরিনাম শ্রবণ করিয়া বিষ্ণু-পাদোদ্ভাব বৈষ্ণবী গঙ্গাব মহিমাতেই সে স্থানে হবিনাম প্রচলিত বহিয়াছে বিচাৰ কবিলেন। শ্রীনিত্যানন্দেব সঙ্গে মহাপ্রভু গঙ্গান্নান ও গঙ্গাব বহু স্তব-লীলা প্রদর্শন করিলেন। কোন স্মৃতিমানের গৃহে শ্রীনিত্যানন্দেব সহিত সেই নিশা যাপন কবিলেন। অল্প দিবসে ভক্তগণ আসিয়া প্রভুব দর্শন পাইলেন। প্রভু ভক্তগণসহ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা কবিলেন।

নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু নবদ্বীপবাসী ভক্তগণেব সাঙ্ঘনা-প্রদানার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ কবিলেন এবং সকলেব নিকট প্রভুর নীলাচলোদ্গম দর্শনার্থ সঙ্কল্প ও শাস্তিপু্রে অধৈত-মন্দিবে

প্রভু ভক্তগণের অল্প অপেক্ষা করিবেন, এই সংবাদ ভক্তগণের নিকট জ্ঞাপনার্থ নিত্যানন্দকে বলিয়া দিলেন। নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে লইয়া নিত্যানন্দের শাস্তিপু্রে আসিবার কথা বলিয়া, মহাপ্রভু ঠাকুর শ্রীহরিদাসের ফুলিয়া নগরে যাত্রা করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীধাম-মায়াপু্রে শ্রীমিশ্র-গৃহে আগমন করিয়া দ্বাদশ দিবস উপবাসিনী, বিরহকাতরা, অভিন্নযশোমতি শ্রীশচীমাতাকে সকল কথা জানাইলেন এবং নানাভাবে প্রবোধ দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখাৎ শ্রীগোবত্মদেবের কথা শুনিয়া নবদ্বীপ-বাসী আবাল-বৃদ্ধবনিতা, সমর্থ-অসমর্থ সকলেই মহাপ্রভুব দর্শনে ব্যাকুল হইয়া ফুলিয়া-নগরে যাত্রা কবিলেন। পূর্ব পাণ্ডুগণেবও শ্রীমহাপ্রভুব চরণে পূর্ণাপবাদের কথা স্বপ্ন কবিতা অমুতাপ উপস্থিত হইল। ফুলিয়া লোকে লোকাবণ্য হইল। সকলে মহাপ্রভুকে দর্শন করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। মহাপ্রভু ফুলিয়া হইতে শাস্তিপু্রে অধৈতচাৰ্য্য-ভবনে গমন কবিলে, অধৈতচাৰ্য্যপ্রভু আনন্দমুখা গেলেন। অধৈত-তনয় শিশু অচ্যুতানন্দ গোবপদতলে লুপ্তিত হইলে প্রভু ক্রোড়ে স্থাপন কবিলেন, শিশু অচ্যুত অদ্বুত সিদ্ধান্ত-কথা বলিতে লাগিলেন। এদিকে নিত্যানন্দেব সহিত শ্রীবাগাদি-ভক্তবৃন্দ নদীয়া হইতে শাস্তিপু্রে প্রভু-সমীপে আগমন কবিলেন। আচাৰ্য্য-ভবনে প্রভুব মহানৃত্য-কীর্তন-উৎসবে নবনবায়মান দিব্য প্রেমোন্মাদ প্রকটিত হইল। মহাপ্রভু বিষ্ণুখটায় আবোহণ করিয়া স্বমুখে নিজতত্ত্বসমূহ প্রকাশ কবিতো লাগিলেন। প্রভু ভক্তগণের পূর্ব দুঃখ-সমূহ মোচন কবিলেন এবং ঐশ্বর্য্য-সম্বরণ ও রাহ প্রকাশ করিয়া ভক্তগণসহ জ্ঞানভোজনাди-লীলার দ্বারা বৃন্দাবনীয় লীলার পুনরাবৃত্তি কবিলেন। (গৌঃ ভাঃ)

বন্দনমুখে মঙ্গলাচরণ—

(শ্রীমুরারিগুপ্ত-কৃত শ্লোক)

অবতীর্ণো সকারুণ্যো পবিচ্ছিন্নো সদীশ্বরো।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দো যৌ ভ্রাতবৌ ভজে ॥ ১ ॥

লক্ষ্মিকাল-সত্যায় জগন্নাথ-সুভায় চ।

স-ভূতায় স-পুত্রায় স-কলত্রায় তে নমঃ ॥২॥

জয়কীর্তন ও প্রার্থনা—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য লক্ষ্মীকান্ত।

জয় জয় নিত্যানন্দ-বল্লভ-একান্ত ॥৩॥

জয় জয় বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর শ্রাসিরাজ ।

জয় জয় জয় ভকত-সমাজ ॥৪॥

জয় জয় পতিত-পাবন গৌরচন্দ্র ।

‘দান দেহ’ হৃদয়ে তোমার পদ-বন্দন ॥৫॥

শেষখণ্ড-কথা ভাই, শুন এক-চিহ্নে ।

নীলাচলে গৌরচন্দ্র আইলা যেমতে ॥৬॥

করিয়া সন্ন্যাস বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ।

সে রাজি আছিল প্রভু কণ্টক-নগর ॥৭॥

কাটোয়ায় সন্ন্যাস-গ্রহণ-লীলা অব্যবহিত পবেই

দিব্যবিবছান্নাদ-লীলা প্রকাশ ; মুকুন্দকে

কীর্তনাবস্তে আদেশ প্রদান—

করিলেন মাত্র প্রভু সন্ন্যাস-গ্রহণ ।

মুকুন্দেরে আজ্ঞা হৈল করিতে কীর্তন ॥৮॥

‘বোল’ ‘বোল’ বলি’ প্রভু আরস্তিলা নৃত্য ।

চতুর্দিকে গাইতে লাগিলা সব ভৃত্য ॥৯॥

খাস, হাস, খেদ, কল্প, পুলক, হুঙ্কার ।

না জানি কতক হয় অনন্ত বিকার ॥১০॥

কোটি-সিংহ-প্রায় যেন বিশাল গর্জন ।

আছাড় দেখিতে ভয় পায় সর্বজন ॥১১॥

কোন্ দিগে দণ্ড কমণ্ডলু বা পড়িলা ।

নিজপ্রেমে বৈকুণ্ঠের পতি মত্ত হৈলা ॥১২॥

ভগবান্ শ্রীগৌরহৃদবেব কেশভারতীকে আলিঙ্গন—

নাচিতে নাচিতে প্রভু গুরুরে ধরিয়া ।

আলিঙ্গন করিলেন বড় তুষ্ট হঞা ॥১৩॥

প্রভুব আলিঙ্গনে ভাবতীর প্রেম—

পাইয়া প্রভুর অনুগ্রহ-আলিঙ্গন ।

ভারতীর প্রেমভক্তি হইল তখন ॥১৪॥

পাক দিয়া দণ্ড-কমণ্ডলু দূরে ফেলি’ ।

সুকৃতি ভারতী নাচে ‘হরি হরি’ বলি’ ॥১৫॥

বাহু দূরে গেল ভারতীর প্রেমরসে ।

গড়াগড়ি যায় বস্ত্র না সম্বরে শেষে ॥১৬॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

আদি খণ্ড ১ম অধ্যায়ের ৩য় সংখ্যায় অম্বয় অম্ববাদ ও বিরূতি দ্রষ্টব্য (নষ্ট পৃষ্ঠা) ॥১॥

আদি ১ম অধ্যায় ২য় সংখ্যায় অম্বয়, অম্ববাদ ও বিরূতি দ্রষ্টব্য (৫ম পৃষ্ঠা) ॥২॥

লক্ষীকান্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—স্বরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বিষ্ণুপবতর, স্তববাং লক্ষ্মীপও আরাধ্য । শ্রীকৃষ্ণ-বস্ত্র-সঙ্কে সকলকে চৈতন্যবিশিষ্ট কবেন বলিয়া স্বরূপতর ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নামে প্রসিদ্ধ । তাঁহারই তদেকান্ত প্রকাশসমূহ ‘নাট্যায়ণ’ ‘বিষ্ণু’ প্রভৃতি পণ্যায় গণিত হন । ঐ সকল প্রকাশ স্বরূপেরই অন্তর্নিহিত তত্ত্ববিশেষ । স্তববাং ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের তুর্ধ্যাবস্থান-লীলায় লক্ষীকান্তের অসংযোগ নাই ॥৩॥

৫ম সংখ্যায় পরে কোন কোন পুঁথিতে এই চরণ দুইটা পাওয়া যায়—

জয় জয় শেষ রমা-অজ-ভব-নাথ । জীবপ্রতি কব প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—মহাবদান্ত ও পূর্ণতম-দয়াময়, স্তববাং

গ্রন্থকাব তাঁহাব নিকট তাঁহাব পাদপদ্ম-সেবাভিক্ষা কবিয়া সর্বতোভাবে হৃদয় উপাসনা কবিবাব প্রার্থনা রাখেন ॥ ৫ ॥

তথ্য । কণ্টকনগর—মধ্যখণ্ড ২৮শ অধ্যায় ১০ম সংখ্যায় ভাণ্ড দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

যতিধর্ম নৃত্য, গীত, বাজ—এই তৌর্যাত্মিক আবাহন কবিবাব যোগ্যতা নাই, কিন্তু ভগবদ্ভজনোদ্দেশে দুঃসঙ্গ-পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাস গ্রহণে ভোগপব তৌর্যাত্মিক বিচার কেবল বিপর্যস্ত হয় না ; পরন্তু সেইগুলি ভগবৎসেবাব উপায়ন-স্বরূপই হইয়া থাকে । যতি-ধর্ম-গ্রহণের পর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব মায়িক কীর্তন গুরু করাইবার জন্ত কীর্তনকারী মুকুন্দকে হরিকীর্তন কবিবার আজ্ঞা দিলেন ॥৮॥

‘খেদ’ স্থানে ‘প্রেম’ ও ‘অস্তব’ স্থানে ‘প্রেমের’ পাঠান্তর ॥ ১০ ॥

স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিজ কৃষ্ণপ্রেমে উদ্বৃত্ত হইয়া দণ্ড-কমণ্ডলু প্রভৃতি যতিধর্মের সম্বল-সমূহে ওদাসীত প্রকাশ করিলেন ॥ ১২ ॥

ভারতীরে কৃপা হৈল প্রভুর দেখিয়া ।
 সর্ব-গণ 'হরি' বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥১৭॥
 সন্তোষে গুরুর সঙ্গে প্রভু করে নৃত্য ।
 দেখিয়া পরম সুখে গায় সব ভৃত্য ॥১৮॥
 চারি-বেদে ধ্যানে যাঁ'রে দেখিতে দ্বন্দ্ব ।
 তাঁ'র সঙ্গে সাক্ষাতে নাচয়ে শ্যামিবর ॥১৯॥
 কেশব-ভারতী-পদে বহু নমস্কার ।
 অনন্ত-ব্রজাণ্ড-নাথ শিষ্য-রূপে যাঁ'র ॥২০॥
 এই মত সর্ব-রাত্রি গুরুর সংহতি ।
 নৃত্য করিলেন বৈকুণ্ঠের অধিপতি ॥২১॥

প্রভু ব কেশব ভাবতীব নিকট বিদায় প্রার্থনা, বিপ্রলঙ্ঘে
 অবগ্যে প্রবেশেচ্ছা, ভাবতীব প্রভু ব সঙ্গে গমন—

প্রভাত হইলে প্রভু বাহু প্রকাশিয়া ।
 চলিলেন গুরু-স্থানে বিদায় লইয়া ॥২২॥
 “অরণ্যে অবিষ্ট মুণ্ডি হইমু সর্বথা ।
 প্রাণ-নাথ মোর কৃষ্ণ-চন্দ্র পাণ্ড যথা ॥” ২৩॥
 গুরু বলে,—“আমিহ চলিব তোমা' সঙ্গে ।
 থাকিব তোমার সাথে সংকীৰ্ত্তন-রঙ্গে ॥” ২৪॥

পাক দিয়া—স্বাহীয়া ॥ ১৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব কৃষ্ণপ্রণমে উদ্যত হইয়া স্বীয়
 শ্রাসিগুরু ভাবতীকে আলিঙ্গন কবায় ভাবতীও সেই
 প্রসাদ লাভ কবিয়া প্রেমভক্তিতে অবস্থিত হওয়ার
 দণ্ড, কমণ্ডলু, বস্ত্র প্রভৃতি সকলই দূবে বিসর্জন কবিলেন ।
 ভাবতী কেবল মায়াবাদী সন্ন্যাসী ছিলেন না ; তিনি
 গৌরভক্ত হইয়াছেন জানিয়া ভক্তগণের আব আনন্দ ধবে
 নাই ॥ ১৫ ॥

সম্বরে—সম্বরণ কবে ॥ ১৬ ॥

‘সর্বগণ হবি বলে ডাকিয়া’ স্থলে পুঁথি বৈ—‘নিবস্তব
 (নিরবধি) হবি বোলে সবে ত’ ॥ ১৭ ॥

তথ্য । স্ববস্তি বেদাং শখং নাস্তং জানন্তি যস্ত বৈ । তং
 জৌমি পরমানন্দং সানন্দং নন্দনন্দনম্ ॥ (নারদ পঃ ১।১।৭)
 যদি ‘বেদা ন জানন্তি মাহাশাস্ত্রং পরমাস্তনঃ । ন জানিম

কৃপা করি’ প্রভু সঙ্গে লইলেন তামে ।
 অগ্রে গুরু করিয়া চলিলা প্রভু বনে ॥২৫॥

চন্দ্রশেখরকে গৃহে প্রত্যাগমনের আদেশ—

তবে চন্দ্রশেখর আচার্য্য কোলে করি ।
 উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে লাগিলা গৌরহরি ॥২৬॥
 “গৃহে চল তুমি সর্ব-বৈকুণ্ঠের স্থানে ।
 কহিও সবারে আমি চলিলাও বনে ॥২৭॥
 গৃহে চল তুমি দুঃখ না ভাবিহ মনে ।
 তোমার হৃদয়ে আমি রক্ষী সর্ব-ক্ষেপে ॥২৮॥
 তুমি মোর পিতা—মুণ্ডি নন্দন তোমার ।
 জন্ম জন্ম তুমি প্রেম-সংহতি আমার ॥” ২৯॥

চন্দ্রশেখরকে বিবহ-মুর্ছা—

এতক বলিয়া তামে ঠাকুর চলিলা ।
 মুর্ছাগত হই’ চন্দ্রশেখর পড়িলা ॥৩০॥
 কৃষ্ণের অচিন্ত্য শক্তি বুঝেন না যায় ।
 অতএব সে বিরহে প্রাণ রক্ষা পায় ॥৩১॥
 ক্ষণেক চৈতন্য পাই’ শ্রীচন্দ্রশেখর ।
 নবদ্বীপ-প্রতি ভিহঁও গেলেন সত্ত্বর ॥৩২॥

তস্ত গুণ্যং বেদাঙ্গসারিণো বয়ম্ ॥ (নাবদ পঃ ১।১২।৫১)
 কেনোপনিষৎ (২।১) দ্বৈতম্ ॥ ১২ ॥

‘বহ’ স্থানে পাঠান্তবে ‘বহ’ ॥ ২০ ॥

তথ্য । এতাবানন্ত মহিমাতে জ্যোত্যাংষ্ট পুরুষঃ ।
 পাদোহন্ত বিখ্যাত্যতি-ত্রিপাদস্তাহুতান্দিবি ॥ (খেঃ ৪।৪
 —পুরুষসূক্ত) মহাবিকোশ্চ লোমাং চ বিববেষু পৃথক্ ।
 পৃথক্ । ব্রহ্মাণানি চ প্রত্যেকমসংখ্যানি চ নাবদ । স ।
 এব চ মহাবিষ্ণুঃ কৃষ্ণস্ত পবমান্ননঃ । ষোড়শাংশো ভগবতঃ
 পরস্ত প্রকৃতেঃ পরঃ (নারদ পঃ ২।২।৩৯ ও ২৯) একো-
 হপ্যস্তো বচয়িতুং অগদওকোটিং যচ্ছক্তিরস্তি অগদওচয় ।
 যঃ ১ । অণ্ডান্তবহুপরমাণু-চরাস্তরহং গোবিন্দমাদিপুরুষং
 তমহং ভজামি ॥ (ব্রহ্মসংহিতা ৩৫) ॥ ২০ ॥

শ্রীচৈতন্যদেব শিষ্যছলনায় শ্রীকৃষ্ণ-গ্রহণ-লীলা স্বীকার
 কবিয়া বাঁহাকে ধ্বং করিয়াছিলেন, সেই কেশব-
 ভারতী মহা-সৌভাগ্যবান পুরুষ ॥ ২০ ॥

চন্দ্রশেখর-কর্তৃক নবদীপে প্রভুব বার্তা-জ্ঞাপন—

তবে নবদীপে চন্দ্রশেখর আইলা ।

সবা' স্থানে কহিলেন,—“প্রভু বনে গেলা ॥” ৩৩॥

প্রভুব বার্তা শ্রবণে নবদীপস্থ ভক্তবৃন্দেব অবস্থা—

শ্রীচন্দ্রশেখর-মুখে শুনি' ভক্তগণ ।

আর্জুনাদ করি' সবে করেন ক্রন্দন ॥৩৪॥

কোটি মুখ হইলোও সে সব বিলাপ ।

বর্ণিতে না পারি সে সবার অনুভূতাপ ॥৩৫॥

অধৈত বলয়ে,—“মোর না রহে জীবন।”

বিদরে পাষণ কাঠ শুনি' সে ক্রন্দন ॥৩৬॥

অধৈত শুনিবামাত্র হইলা মুচ্ছিত ।

প্রাণ নাহি দেহে, প্রভু পড়িলা ভূমিত ॥৩৭॥

শচীদেবী শোকে রহিলেন জড় হৈয়া ।

কৃত্রিম-পুতলী যেন আছে দাণ্ডাইয়া ॥৩৮॥

ভক্ত-পত্নী আর যত পতিব্রতাগণ ।

ভূমিতে পড়িয়া সবে করেন ক্রন্দন ॥৩৯॥

অধৈত বলয়ে,—“আর কি কার্য্য জীবনে ।

সে-হেন ঠাকুর মোর ছাড়িল যখন ॥৪০॥

প্রবিলম্ব হইমু আজি সর্ব্বথা গলায় ।

দিনে লোকে ধরিবেক, চলিমু নিশায় ॥” ৪১॥

এই মত বিরহে সকল ভক্তগণ ।

সবার হইল বড় চিত্ত উচাটন ॥৪২॥

কোন মতে চিন্তে কেহ আশ্রয় নাহি পায় ।

দেহ এড়িবারে সবে চাহেন সদায় ॥৪৩॥

যত্নপিহ সবেই পরম-মহা-ধীর ।

তবু কেহ কাহারে করিতে নারে স্থির ॥৪৪॥

আশাসময়ী আকাশ-বাণী—

ভক্তগণ দেহ-ত্যাগ ভাবিলা নিশ্চয় ।

জানি সবা' প্রবোধি, আকাশ-বাণী হয় ॥৪৫॥

“দুঃখ না ভাবিহ অধৈতাদি-ভক্তগণ !

সবে সুখে কর' কৃষ্ণ-চন্দ্র-আরাধন ॥৪৬॥

সেই প্রভু এই দিন-দুই-চারি ব্যাজে ।

আসিয়া মিলিব তোমা' সবার মাঝে ॥৪৭॥

‘লইয়া স্থানে’ পাঠান্তবে ‘কবিতা’ বা ‘হইয়া’ ॥২২॥

‘সংকীর্ণন’ স্থানে পাঠান্তবে ‘কৃষ্ণকথা’ ॥ ২৪ ॥

‘চল ভূমি’ স্থানে পাঠান্তবে ‘যাহা কিছু’ ॥ ২৮ ॥

প্রেম-সংহতি—সংহতি অর্থে সহচর সমূহ; প্রেম-সংহতি—প্রেমসহচর বা প্রেমপুঞ্জ ॥ ২৯ ॥

শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্য শ্রীগোবিন্দদেব মাতৃস্বপ্নপতি বলিয়া বিদিত । তজ্জন্ম মহাপ্রভু তাঁহাকে পিতৃ-সম্বোধন-পূর্ব্বক স্বয়ং বাৎসল্যবশেব বিষয়-বিগ্রহ হইলেন । ভগবানের প্রত্যেক অবতারেই চন্দ্রশেখর আচার্য্যেব প্রীতি-সঙ্গতি আছে, জানাইলেন । তাঁহার হৃদয়ে শ্রীগোবিন্দদেব সর্ব্বদাই আবদ্ধ আছেন, সুতরাং তাঁহাকে শ্রীমাদ্ভগবৎ ফিবিয়া গিয়া সকলেব নিকট স্বীয় বনগমনের কথা জানাইতে বলিলেন এবং কেশব ভারতীকে তাঁহার প্রার্থনামুসাবে সঙ্কীর্ণন করিতে করিতে অগ্রে লইয়া চলিলেন । শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের চিন্তে প্রগাঢ় কৃষ্ণবিরহ দেখা দিল । কৃষ্ণাঙ্গসন্ধান কৃষ্ণকে ডাকিতে ডাকিতে তিনি চলিতে লাগিলেন ॥২৯॥

‘তানে’ স্থানে পাঠান্তবে ‘তবে’ ॥ ৩০ ॥

চৈতন্য—বাহুদশা ॥ ৩২ ॥

সে স্থানে ‘তাঁ’ পাঠান্তব ॥ ৩৫ ॥

‘অধৈত শুনিবামাত্র হইলা’ স্থানে ‘শুনিঞা হইলা মাত্র অধৈত’ পাঠান্তব ॥ ৩৭ ॥

দাণ্ডাইয়া—দাঁড়াইয়া ॥ ৩৮ ॥

‘শোকে’ স্থানে ‘বোল’ পাঠান্তব ॥ ৩৮ ॥

‘আব’ স্থানে ‘সব’ পাঠান্তব ॥ ৩৯ ॥

‘আজি’ স্থানে ‘মুজি’ পাঠান্তব ॥ ৪১ ॥

এড়িবারে—ত্যাগ করিবারে ॥ ৪৩ ॥

‘চাহেন সদায়’ স্থানে পাঠান্তবে ‘নিববধি চায়’ ॥ ৪৩ ॥

‘কাহারে’ স্থানে পাঠান্তবে ‘কারো’ ॥ ৪৪ ॥

‘ভাবিলা’ স্থানে ‘জানিয়া’ বা ‘ভাবিয়া’, ‘জানি’ স্থানে ‘তবে’ পাঠান্তব ॥ ৪৫ ॥

শ্রীঅধৈতাদি ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণে অতীব দুঃখিত হওয়ায় সকলেই প্রাণ পরিত্যাগ করিবার সঙ্কল্প করিলেন; তখন তাঁহার্য্য দৈববাণীতে বুঝিতে

দেহ-ত্যাগ কেহো কিছু না ভাবিহ মনে ।
পূর্ববৎ সবে বিহরিবা প্রভু-সনে ॥ ৪৮ ॥
শুনিয়া আকাশ-বাণী সর্ব-ভক্তগণ ।
দেহত্যাগ প্রতি সবে ছাড়িলেন মন ॥ ৪৯ ॥
করি' অবলম্বন প্রভুর গুণ নাম ।
শচী বেড়ি' ভক্তগণ থাকে অবিরাম ॥ ৫০ ॥

প্রভু পশ্চিমাভিমুখে গমন—

তবে গৌরচন্দ্র সন্ন্যাসীর চূড়ামণি ।
চলিলা পশ্চিম-মুখে করি' হরিশ্রবণি ॥ ৫১ ॥
নিত্যানন্দ-গদাধর-মুকুন্দ-সংহতি ।
গোবিন্দ পশ্চাতে, অগ্রে কেশবভারতী ॥ ৫২ ॥
অনুগামী গণকোটিকে প্রভু কৃষ্ণভক্তি-বদান—
চলিলেন মাত্র প্রভু মন্ত-সিংহ-প্রায় ।
লক্ষ কোটি লোক কান্দি' পাছে পাছে ধায় ॥ ৫৩ ॥
চতুর্দিকে লোক কান্দি' বন ভাজি' যায় ।
সবারে করেন প্রভু কৃপা অমায়ায় ॥ ৫৪ ॥
“সবে গৃহে যাহ গিয়া লহ কৃষ্ণ-নাম ।
সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র ধন প্রাণ ॥ ৫৫ ॥

পারিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর বাহু তরুণবিত্যাগাভিনয়
অতি অল্প দিনেব জন্ম মাত্র; অতঃসঙ্গ-পবিত্র্যাপাই
তাহাব সন্ন্যাস-লীলা ॥ ৪৭ ॥

‘দিন-দুই চাবি’ স্থানে ‘দুই তিন চাবি’ ও ‘মাসে’ স্থানে
‘সমাজে’ পাঠাস্থব ॥ ৪৭ ॥

‘বিহবিয়ে প্রভু-সনে’ স্থানে ‘বিহবিয়া এক স্থানে’
পাঠাস্থব ॥ ৪৮ ॥

‘সন্ন্যাসী’ স্থানে ‘সন্ন-ছাসি’ পাঠাস্থব ॥ ৫১ ॥

‘পাছে’ স্থানে ‘প্রভু’ পাঠাস্থব ॥ ৫৩ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর অগমনে বহুভক্ত চলিতে লাগিলেন ।
তখন সকলকে তিনি বলিলেন যে, তোমরা নিজে নিজে
গৃহে গমন কবিয়া কৃষ্ণনাম ভজন কব; তাহা হইলেই কৃষ্ণ-
চন্দ্রে তোমাদের ধনপ্রাণ বোধ হইবে । দেবগণ যে
কৃষ্ণরসে বঞ্চিত, সেই রসই তোমাদের ছায় দেবধর্মবহিত
মর্ত্যজীবের শরীরে প্রবেশ করুক ॥ ৫৫ ॥

ব্রহ্মা-শিব-শুকাদি যে রস বাঞ্ছা করে ।
হেন রস হউক তোমা' সবার শরীরে ॥ ৫৬ ॥
বর শুনি' সর্ব লোক কান্দে উল্লসে স্বরে ।
পরবশ প্রায় সবে আইলেন ঘরে ॥ ৫৭ ॥

প্রভুর বাটদেশে প্রবেশ—

রাঢ়ে আসি' গৌরচন্দ্র হইলা প্রবেশ ।
অজ্ঞাপিহ সেই ভাগ্যে ধন্য রাঢ়-দেশ ॥ ৫৮ ॥

নৈসর্গিক-শোভাদর্শনে—

রাঢ়-দেশ ভূমি যত দেখিতে স্মর ।
চতুর্দিকে অশ্বখ-মণ্ডলী মনোহর ॥ ৫৯ ॥
অশ্বখ-স্মর স্থান শোভে গাভী-গণে ।
দেখিয়া আবিষ্ট প্রভু হয় সেই ক্ষণে ॥ ৬০ ॥
‘হরি’ ‘হরি’ বলি' প্রভু আরম্ভিলা নৃত্য ।
চতুর্দিকে সংকীর্ণ করে সব ভৃত্য ॥ ৬১ ॥
হৃদয় গর্জন করে বৈকুণ্ঠের রায় ।
জগতের চিত্তবৃত্তি শুনি' শোধ পায় ॥ ৬২ ॥
এইমত প্রভু ধন্য করি' রাঢ় দেশ ।
সর্বপথে চলিলেন করি' নৃত্যাবেশ ॥ ৬৩ ॥

তথ্য । অপাণিপাদোহমচিহ্নাশক্তিঃ পঞ্চায়াচক্ষুঃ স
শৃণোমাকর্ণঃ ॥ (কৈবল্যোপনিষৎ ১২২) অচিহ্নাশক্তিতত্ত্বচ
যুক্ত্যতে পবমেশিতুম ॥ (মধ্ব ভাঃ ৬।১৬।১)

তদন্ত মে নাথ স কুবিভাগো ভবেহত্র বাচ্যত তু বা
তিবশ্চাম্ । যেনাহমেকোহপি ভবজ্ঞানানং ভূত্বা নিমেষে
তব পাদপন্নবম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।৩০) ॥ ৫৬ ॥

বাটদেশে—রাষ্ট্র-প্রদেশ, রাজধানী হইতে সূত্রে
অবস্থিত শাসনাস্তরিত প্রদেশ । পূর্বাংশ পশ্চিম তটে অবস্থিত
বাট-দেশকে বঙ্গদেশেব রাজধানী গোড়পুবে বাষ্ট্রপ্রদেশ
বলা হইত ॥ ৫৮ ॥

‘শোধ পায়’—[সং-গুণ (শুদ্ধি) ধাতুজ] শুদ্ধ হয়,
পবিত্রতা লাভ করে ॥ ৬২ ॥

‘শোধ’ পাঠান্তরে ‘শোদ্য’ বা ‘সাধ’ ॥ ৬২ ॥

‘সর্বপথে চলিলেন কবি নৃত্যাবেশ’ পাঠান্তরে ‘পথে
চলিলেন করি প্রেম-নৃত্যাবেশ’ ॥ ৬৩ ॥

প্রভুর বক্রেখরের নির্জন বনে

নির্জন-ভজন-লীলা করিবার অভিলাষ—

প্রভু বলে,—“বক্রেখর আছেন যে বনে ।
তথাই যাইমু মুঞি থাকিমু নির্জনে ॥” ৬৪॥
এতেক বলিয়া প্রেমাবেশে চলি' যায় ।
নিত্যানন্দ-আদি সব পাছে পাছে ধায় ॥৬৫॥
অদ্বুত প্রভুর নৃত্য, অদ্বুত কীর্তন ।
শুনি' মাত্র ধাইয়া আইসে সর্বজন ॥৬৬॥
যত্বেপিহ কোন দেশে নাহি সংকীর্ণন ।
কেহ নাহি দেখে কৃষ্ণ-প্রেমের ক্রন্দন ॥৬৭॥
তথাপি প্রভুর দেখি অদ্বুত ক্রন্দন ।
দণ্ডবত হইয়া পড়য়ে সর্বজন ॥৬৮॥
তখি-মধ্যে কেহ কেহ অত্যন্ত পামর ।
তা'রা বলে,—“এত কেনে কান্দেন বিস্তর ॥” ৬৯॥
সেহো সব জন এবে প্রভুর কৃপায় ।
সেই প্রেম সঙরিয়া কান্দে গড়ি যায় ॥৭০॥
সকল ভুবন এবে গায় গৌরচন্দ্র ।
তথাপিহ সবে নাহি গায় ভূত-বন্দ ॥৭১॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম-বিমুখ পাপী ভূতপ্রেতগদৃশ—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নামে বিমুখ যে জন ।
নিশ্চয় জানিহ সেই পাপী ভূত-গণ ॥৭২॥

ভক্তগণসহ নৃত্য করিতে করিতে গমন—

হেন মতে নৃত্য-রসে বৈকুণ্ঠের নাথ ।
নাচিয়া যানেন সব-ভক্ত-গণ-সাথ ॥৭৩॥
প্রভুব জনৈক সৌভাগ্যবান বৈষ্ণব-ব্রাহ্মণ-গৃহে ভিক্ষা—
দিন-অবশেষে প্রভুর এক ধন্য গ্রামে ।
রহিলেন পুণ্যবস্ত-ব্রাহ্মণ-আশ্রমে ॥৭৪॥
নিশায় প্রভুব গোপনে আপ্তবর্গের নিকট
হইতে প্রাস্তব-ভূমিতে গমন—
ভিক্ষা করি' মহাপ্রভু করিলা শয়ন ।
চতুর্দিকে বেড়িয়া শুইলা ভক্তগণ ॥৭৫॥
প্রহর-খানেক নিশা থাকিতে ঠাকুর ।
সবা' ছাড়ি' পলাইয়া গেল কথোদুর ॥৭৬॥
শেষে সবে উঠিয়া চাহেন ভক্তগণ ।
না দেখিয়া প্রভু সবে করেন ক্রন্দন ॥৭৭॥
সর্ব গ্রাম বিচার করিয়া ভক্তগণ ।
প্রাস্তব-ভূমিতে তবে করিলা গমন ॥৭৮॥
নির্জন প্রাস্তবে কৃষ্ণোদ্দেশে উচ্চ-ক্রন্দন-লীলা
বা বিপ্লবস্ত প্রেমোদাদ—
নিজ প্রেম-রসে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ।
প্রাস্তরে রোদন করে করি' উচ্চৈঃস্বর ॥৭৯॥

‘বক্রেখব’ নামক স্থানে বক্রেখব-নামক মহাদেব
আছেন ; উহা রাঢ়ের অন্তর্গত ॥ ৬৪ ॥

তথ্য। বক্রেখব—বীরভূম জেলায় আমাদপুৰ ষ্টেশন হইতে
প্রায় ১৬ মাইল পশ্চিমদিকে বক্রেখব অবস্থিত। কলিকাতা
হইতে আমাদপুৰ ১১১ মাইল। বক্রেখব—শিবমুর্তি।
এখানে প্রতি বৎসর শিব-বাক্রব সময় খুব বড় মেলা হইয়া
পাকে। এখানে কয়েকটি উষ্ণ ও কয়েকটি শীতল জলপূর্ণ
কুণ্ড বিরাজিত। ইহা একটি পীঠস্থান নামে কথিত ॥৬৪॥

‘অত্বেপিহ’ পাঠান্তরে ‘যত্বেপিহ’ ॥৬৭॥

‘হইয়া পড়য়ে’ পাঠান্তরে ‘হইয়া পথে পড়ে’ ॥৬৮॥

তখি মধ্যে—তাহার মধ্যে ॥৬৯॥

তথ্য। পামরঃ শল-নীচরোঃ। মেদিনী ॥৬৯॥

‘কান্দি’ পাঠান্তরে ‘কান্দে’ ॥৭০॥

মানবের মধ্যে মৎসরতা-বশে যাহাবা শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
সেবায় উদ্ভুততা প্রদর্শন করে না, সেই ভাগ্যহীন
গৌববিমুখ জনগণ পাপিষ্ঠ ও ভূতপ্রেত গদৃশ ; এ বিষয়ে
কোন সন্দেহ নাই। কৃষ্ণপ্রেম-সংগ্ৰহে প্রীতির অভাব
থাকিলে জীবের পাপ-প্রবৃত্তির উদয় হয় এবং সে ইঞ্জিয়-
পবায়ণ হইয়া ইতর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয় ॥ ৭২ ॥

তথ্য। শ্রীচৈতন্যচক্রাবর্ত ৩১ ও ৩২ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥৭২॥

‘নাচিয়া যানেন সব ভক্তগণ-সাথ’ পাঠান্তরে ‘চলিয়া
যানেন সর্ব-ভক্তবর্গ সাথ’ ॥ ৭৩ ॥

গড়ি—গড়াগড়ি, লুপ্তিত হইয়া ॥ ৭৪ ॥

তথ্য। অনপেক্ষা শুণৈঃ পূর্ণো ধন্য ইত্যুচ্যতে বৃথৈঃ ॥

(শব্দনির্ণয়ে) ॥ ৭৪ ॥

প্রাস্তবভূমি—ময়দান, মাঠ ॥ ৭৮ ॥

“কৃষ্ণে প্রভুরে আরে কৃষ্ণ মোর বাপ !”
বলিয়া রোদন করে সৰ্ব-জীব-নাথ ॥৮০॥
হেন সে ডাকিয়া কান্দে জ্বাসিচুড়ামণি।
ক্ৰোশেকের পথ যায় রোদনের ধ্বনি ॥৮১॥
কখো-দূরে থাকিয়া সকল ভক্তগণ।
শুনেন প্রভুর অতি অকুত রোদন ॥৮২॥

ভক্তগণের প্রভু আবিষ্কার—

চলিলেন সবে রোদনের অমুসারে।
দেখিলেন সবে প্রভু কান্দে উচ্চৈঃস্বরে ॥৮৩॥

মুহূর্তের কীর্তন—

প্রভুর রোদনে কান্দে সৰ্ব ভক্তগণ।
মুকুন্দ লাগিলা তবে করিতে কীর্তন ॥৮৪॥
শুনিয়া কীর্তন প্রভু লাগিলা নাচিতে।
আনন্দে গায়েন সবে বেড়ি' চারি ভিতে ॥৮৫॥
এই মতে সৰ্ব-পথে নাচিয়া নাচিয়া।
যায়েন পশ্চিম-মুখে আনন্দিত হঞা ॥৮৬॥

বক্রেখর পৌছিবাব মাত্র চারি ক্রোশ

থাকিতে প্রভুর গতি পরিবর্তন—

ক্রোশ-চারি সকলে আছেন বক্রেখর।
সেই-স্থানে ফিরিলেন গৌরানন্দ-সুন্দর ॥৮৭॥

শ্রীগৌবন্দ্যর বাটদেশেব এক সৌভাগ্যপূর্ণ গ্রামে বাস করিয়া বাট্যন্তে গ্রামেব প্রান্তভাগে গমনপূর্বক কৃষ্ণবিরহ-কাতরতা প্রদর্শন কবিত্তে লগিলেন। কৃষ্ণই অখিল রসামৃতসিদ্ধি; স্তববাং সকল বসের একমাত্র বিষয়। শ্রীগৌবন্দ্যর স্বরূপ কৃষ্ণচক্রে হওয়ায় সৰ্বপ্রকাব বসেব আশ্রয়-লীলাব অভিনয় কবিত্তে পারেন; তজ্জন্ত দাস্ত-লীলাপ্রকটনে কৃষ্ণকে ‘প্রভু’ বলিয়া তাঁহাব সোধোদন, বৎসল-রসে কৃষ্ণকে ‘বালগোপাল’ বলিয়া তাঁহার সোধোদন এবং স্বীয় সেবা-চেষ্টা-জ্ঞাপক বোদন-বিধি ইতি জীব-কুলের শিক্ষার বিভিন্ন স্তর ॥ ৮০ ॥

‘আরে’ স্থানে ‘ওরে’, ‘মোর’ স্থানে ‘ওরে’, ‘বলিয়া রোদন করে সৰ্বজীব-নাথ’ পাঠান্তবে ‘বলি সৰ্বজীব-নাথ করেন প্রলাপ’ ॥ ৮০ ॥

নাচিয়া যায়েন প্রভু পশ্চিমাভিমুখে।
পূর্ব-মুখ পুন হইলেন নিজ-সুখে ॥৮৮॥
পশ্চিমাভিমুখ হইতে পূর্বাভিমুখে গতি পরিবর্তন—
পূর্ব মুখে চলিয়া যায়েন নৃত্য-রসে।
অনন্ত আনন্দে প্রভু অট্ট অট্ট হাসে ॥৮৯॥
বাছ প্রকাশিয়া প্রভু নিজ-কুতূহলে।
বলিলেন,—“আমি চলিলাঙ নীলাচলে ॥৯০॥
জগন্নাথ প্রভুর হইল আজ্ঞা মোরে।
“নীলাচলে তুমি ঝাট আইস সহরে ॥” ৯১॥
এত বলি’ চলিলেন হই পূর্ব-মুখ।
ভক্ত সব পাইলেন পরানন্দ-সুখ ॥৯২॥
তান ইচ্ছা ভিহৌ সে জানেন সবে মাত্র।
তান অমুগ্ৰহে জানে তান কৃপা-পাত্র ॥৯৩॥
কি ইচ্ছায় চলিলেন বক্রেখর-প্রতি।
কেনে বা না গেলা, বুঝে কাহার শক্তি ॥৯৪॥

বক্রেখর গমনেব ছলে বাটদেশ কৃতার্থকরণ—

হেন বুঝি করি’ প্রভু বক্রেখর-ব্যাজ।
ধন্য করিলেন সৰ্ব বাটের সমাজ ॥৯৫॥

গঙ্গাভিমুখে—

গঙ্গা-মুখ হইয়া চলিলা গৌরচন্দ্র।
নিরবধি দেহে নিজ প্রেমের আনন্দ ॥৯৬॥

‘ক্ৰোশেকের’ পাঠান্তবে ‘ক্রোশ এক’ ॥ ৮১ ॥

‘প্রভু’ পাঠান্তবে ‘পুন’ ॥ ৮৮ ॥

‘অনন্ত’ পাঠান্তবে ‘অন্তব’ ॥ ৮৯ ॥

বক্রেখরেব চাবি ক্রোশ ব্যবধান থাকিতে মহাপ্রভু তাঁহাব বক্রেখর যাইবাব চিত্তবৃত্তি পরিবর্তন কবিয়া শ্রীনীলাচলপতিব নিকট যাইবার অভিপ্রায় করিলেন। তজ্জন্ত কাটোয়া হইতে পশ্চিমদিকে যাইবার পরিবর্তে পূর্বমুখ হইয়া চলিতে লগিলেন ॥ ৯০ ॥

প্রেমভক্তিবহিত কঠিনহৃদয় বাটদেশবাসিগণের চিত্তে প্রেম-বর্ষণের অভিপ্রায়ে মহাপ্রভু বাটদেশে ভ্রমণ-ছলনা করিয়াছিলেন। শুদ্ধহৃদয় মায়াবাদিগণ নির্কিশেষ বিচার অবলম্বন কবাব বক্রেখরের আশুগতা-ছলনা করেন। শ্রীগৌর-সুন্দর সেই নির্কিশেষবাদী সন্ন্যাসিগণের স্ফিটচরের অহমোদন

হরি-কীৰ্ত্তন-শুভ দেশে প্রভুর হুঃখাহুতব—
ভক্তিশুভ সৰ্ব দেশ, না জায়ে কীৰ্ত্তন।
কারো মুখে নাহি কৃষ্ণনাম-উচ্চারণ ॥১৭॥
প্রভু বলে,—“হেম দেশে আইলাও কেনে।
'কৃক' হেম নাম কারো না শুনি বদনে ॥১৮॥
কেনে হেম দেশে মুক্তি করিলু' পন্নাম।
না রাখিলু দেহ মুক্তি ছাড়োঁ এই প্রাণ ॥” ১৯॥
রাখাল শিশুর মুখে হরিশ্রবণ—
হেমই সময়ে খেচু রাখে শিশুগণ।
তা'র মধ্যে স্নকৃতি আহুয়ে একজন ॥১০০॥
হরিশ্রবণ করিতে লাগিল। আচম্বিত।
শুনিয়া হইলা প্রভু অতি হরষিত ॥১০১॥
'হরিবোল'-বাক্য প্রভু শুনি' শিশুগণে।
বিচার করিতে লাগিলেন মহানুগে ॥১০২॥
“দিন-দুই-চারি যত দেখিলাও গ্রাম।
কাহারো মুখেতে না শুনিলু' হরিনাম ॥১০৩॥

আচম্বিতে শিশু-মুখে শুনি হরিশ্রবণ।
কি হেতু ইহার সবে কহ দেখি শুনি ?” ১০৪॥

গঙ্গার মহিমায় হরিনাম-প্রচার—

প্রভু বলে,—“গঙ্গা কত দূর এথা হইতে ?”
সবে বলিলেন,—“এক-প্রহরের পথে ॥” ১০৫॥
প্রভু বলে,—“এ মহিমা কেবল গঙ্গার।
অতএব এথা হরিনামের প্রচার ॥” ১০৬॥
গঙ্গার বাতাস আসিয়া লাগে এথা।
অতএব শুনিলো হরি-গুণ-গাথা ॥” ১০৭॥

বিষ্ণুপাদবাহিনী গঙ্গাব মহিমা-ব্যাখ্যা ও

গঙ্গাদর্শনাবেশে প্রভুব ধাবন—

গঙ্গার মহিমা ব্যাখ্যা করিতে ঠাকুর।
গঙ্গা প্রতি অঙ্গুরাগ বাড়িল প্রচুর ॥১০৮॥
প্রভু বলে,—“আজি অঙ্গি সর্বথা গঙ্গায়।
মজ্জন করিব” এত বলি চলি' যায় ॥১০৯॥

ছলনা করিয়া বজ্রেশ্বর-গমনের অভিনয় করেন; পবে
শ্রীজগন্নাথের সমীপে পন্ন করিয়া সবিশেষ বেদান্তের
উত্তমতা প্রচাব করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তম-বিচাব-রহিত
হইয়া যে সকল মায়াবাদী ভগবন্তার নির্বিশেষ করনা
কবে, তাহারা ভগবান্ বিষ্ণুর নখর জগৎসংহার-মূর্ত্তি রুদ্রের
উপাসনাব ছলনা করে। বাহিবে সবিশেষ ভগবন্তার
আশ্রয়-ছলনা ও অন্তরে মুমুক্ষা তাহাদিগকে বিপথে চালনা
করে। মহাপ্রভু-কর্ত্তক রাঢ়দেশবাসীর কঠিন হৃদয়ের
নির্বিশেষ-বিচারেব অমুমোদন-ছলনা ও উহার পরিত্যাগ-
বাগনা ভক্তি-দৃষ্টিতে সর্বতোভাবে ঐষ্টব্য ॥১১০॥

কৃষ্ণবিমুখ জীবগণ বহুভাবাপন্ন হইয়া কৃষ্ণসেবা সম্পূর্ণ-
ভাবে বিমুখ হইয়াছে; তজ্জন্তই তাহারা কৃষ্ণকীৰ্ত্তনের
পরিবর্ত্তে ইতর বস্তুর কথা দিন যাপন করে। সুতরাং
হরিকীৰ্ত্তন পরিত্যাগ করায় তাহারা কেবল ভোগপন্ন হইয়া
কৃষ্ণনামোচ্চারণে বিরত হয়। কৃষ্ণকথার হৃৎক ভক্তিশুভ
যকপ্রদেশে প্রেমবস্তুর হৃৎক করায় ॥১১১॥

পন্নাম—প্রমাণ, যাত্রা ॥১১২॥

যে দেশে কৃষ্ণকথা নাই, সেই প্রায়শ্চিত্তার্থ সে দেশে যখন

শ্রীগৌরহৃদয় আসিয়াছেন, তখন তিনি প্রাণ-পরিত্যাগের
সঙ্কল্প করিলেন ॥১১৩॥

খেচু রাখে—গরু রক্ষা করে, গো-পালন করে,
গোপালক ॥১০০॥

‘খেচু’ পাঠান্তর ‘গরু’ ॥১০০॥

‘দিন দুই চারি’ স্থানে ‘দিন তিন চারি’ ও ‘তিন দিন
ধরি’ পাঠান্তর ॥১০৩॥

হঠাৎ রাখাল বালকগণের মুখে হরিশ্রবণ শ্রবণ করিয়া
'ঐ শিশুগণ—কাহার', তাহা জানিবাশ জন্ত ভগবান্
শ্রীগৌরহৃদয়ের উৎকর্ষা হইল। যেখানে গঙ্গা, সেখানেই
হরিভক্তির প্রচার; সুতরাং ইহা গঙ্গার মহিমা-মাত্র ॥১০৪॥

‘প্রচার’ পাঠান্তরে ‘সংকার’ ॥১০৬॥

“আসিয়া লাগে’ পাঠান্তর ‘কিবা লাগিয়াছে’ ॥১০৭॥

গঙ্গোদক—সাক্ষাৎ হরিচরণামৃত। সেই গঙ্গার উপর
দিয়া যে সমীরণ প্রবাহিত হয়, তাহা বাহারই গায়ে
সংস্পৃষ্ট হয়, তিনিই হরিকীৰ্ত্তন করিতে যোগ্যতা লাভ
করেন। কৃষ্ণসম্বন্ধে নির্বাক না হওয়া কাল পর্যন্ত জীবের
ভোগ-পিণাসা বিদূরিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণকীৰ্ত্তনে রুচি
হয় না ॥১০৭॥

মন্ত-সিংহ-প্রায় চলিলেন গৌর-সিংহ ।
 পাছে ধাইলেন সব চরণের ভুজ ॥১১০॥
 গঙ্গা-দরশনাবেশে প্রভুর গমন ।
 নাগালি না পায় কেহ যত ভক্তগণ ॥১১১॥
 সবে এক নিত্যানন্দ-সিংহ করি' সঙ্গে ।
 সজ্জাকালে গঙ্গার তীরে আইলেন রঙ্গে ॥১১২॥
 নিত্যানন্দের সঙ্গে প্রভুর গঙ্গা-স্নান ও শুভ—
 নিত্যানন্দ-সঙ্গে করি গঙ্গায় মজ্জন ।
 'গঙ্গা গঙ্গা' বলি' বহু করিলা শ্রবণ ॥১১৩॥
 পূর্ণ করি' করিলেন গঙ্গাজল পান ।
 পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি' করেম প্রণাম ॥১১৪॥
 "প্রেম রসস্বরূপ তোমার দিব্য জল ।
 শিব সে তোমার তত্ত্ব জানেন সকল ॥১১৫॥
 সক্রুৎ তোমার নাম করিলে শ্রবণ ।
 তাঁর বিষ্ণু-ভক্তি হয়, কি পুনঃ ভঞ্জন ॥১১৬॥
 তোমার প্রসাদে সে 'শ্রীকৃষ্ণ' হেন নাম ।
 ক্ষুরয়ে জীবের মুখে, ইথে নাহি আন ॥১১৭॥
 কীট, পক্ষী, কুকুর, শৃগাল যদি হয় ।
 তথাপি তোমার যদি নিকটে বসয় ॥১১৮॥
 তথাপি তাহার যত ভাগ্যের মহিমা ।
 অশ্রুতের কোটীখর নহে তার সমা ॥১১৯॥

পতিত তারিতে সে তোমার অবতার ।
 তোমার সমান ভূমি বই নাহি আর ॥১২০॥
 এই মত স্তুতি করে শ্রীগৌরসুন্দর ।
 শুনিয়া জাহ্নবী-দেবী লজ্জিত অন্তর ॥১২১॥
 যে প্রভুর পাদপদ্মে বসতি গঙ্গার ।
 সে প্রভু করয়ে স্তুতি,—হেন অবতার ॥১২২॥

গৌরান্দের গঙ্গাস্তুতি-লীলা-শ্রবণেব ফল—

যে শুনয়ে গৌরান্দের গঙ্গা-প্রতি স্তুতি ।
 তাঁর হয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি ॥১২৩॥

কোন স্মৃতিমানের ভবনে নিত্যানন্দ-সঙ্গে

সেই গ্রামে প্রভু সেই নিশা-যাপন—

নিত্যানন্দ-সংহতি সে নিশা সেই-গ্রামে ।
 আছিলেন কোন পুণ্যবস্তুর আশ্রমে ॥১২৪॥
 তৎপর অশ্রুদিন ভক্তগণেব প্রভু বর্শনার্থ আগমন—
 তবে আর দিনে কথোক্ষণে ভক্তগণ ।
 আসিয়া পাইল সবে প্রভুর দর্শন ॥১২৫॥

ভক্তগণ-সহ লীলাচলাভিমুখে—

তবে প্রভু সর্ব ভক্তগণ করি' সঙ্গে ।
 লীলাচল-প্রতি শুভ করিলেন রঙ্গে ॥১২৬॥

সূর্যপা—নিশ্চয় ॥১০৯॥

'মন্ত-সিংহ' পাঠান্তরে 'মন্ত-গজ' ॥১১০॥

নাগালি—নৈকট্য, স্পর্শ ॥১১১॥

'বহ' স্থানে 'প্রভু' ও 'শ্রবণ' স্থানে 'ক্রন্দন'
 পাঠান্তর ॥১১৩॥

গঙ্গোদক—কৃষ্ণসদৃশযুক্ত, তরল বলিয়া কৃষ্ণপ্রেমরস-
 স্বরূপ; ভগবৎসেবক রক্ত সেই প্রেমরস স্বীয় শিরে ধারণ
 করেন ॥১১৫॥

গঙ্গোদক পান করিলে যে পরম-মজ্জা, তাহাতে
 আর সন্দেহ নাই । একবার মাত্র 'গঙ্গা' এই শব্দ শুনিলেই
 জীবের ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির উদয় হয় । গঙ্গার রূপায়
 জীবের শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণ ক্ষুণ্ণ পায় ॥১১৬॥

গঙ্গাতীরবাসী হিংস্র পশু-পক্ষী-কীট-পতঙ্গগুলিও ভাগ্যবন্ত ।

গঙ্গাহীন দেশের অধিবাসী নানা সম্পদশালী ব্যক্তিগণেরও
 সেই সৌভাগ্য নাই ॥১১৯॥

'মহিমা' স্থানে 'উপমা' ও 'সমা' স্থানে 'সীমা'
 পাঠান্তর ॥১১১॥

তথ্য । যোহসৌনিবজ্জনে দেবশিচৎস্বরূপী জনার্দনঃ ।

স এব ত্রুবরূপেণ গঙ্গাস্তো নাত্রে সংশয়ঃ ॥ (কৃষ্ণসন্দর্ভ ৬৮
 সংখ্যা) আনন্দ-নিষ্করময়ীমরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দ-মকবন্দময়-
 প্রবাহাম্ । তাং কৃষ্ণভক্তিবিব মুক্তিমতিং শ্রবন্তীঃ বন্দে
 মহেশ্বর-শিরোকৃষ্ণকুন্দমালাম্ ॥ (শ্রীহরিভক্তিকল্পলতিকা—
 ২১৩) আকৃষ্টা হরমূর্ত্তানং যৎপাদস্পর্শগোববাং । ত্রৈলোক্য-
 কাপুনাংগঙ্গা কিস্তু মহিমোচ্যতে ॥ (ঐ ১১৪) তথেষ্টি
 রাজাভিহিতং সর্বলোকহিতং শিবঃ । দধারাবহিতো গঙ্গাং
 পাদপূতজলাং হরেঃ ॥ (ভাঃ ৯।৯৯)

নিত্যানন্দকে ভক্তগণের সাক্ষ্যনার্থ নবদ্বীপে প্রেরণ—

প্রভু বলে,—“শুন নিত্যানন্দ মহামতি !

সত্বরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥১২৭॥

শ্রীবাসাদি করি' যত সব ভক্তগণ ।

সবার করহ গিয়া দুঃখ-বিমোচন ॥১২৮॥

প্রভুব নীলাচল-দর্শনেব ইচ্ছা ও ভক্তগণের অল্প শাস্তিপুবে

অধৈত-মন্দিরে অপেক্ষার কথা ভক্তগণকে

জ্ঞাপনার্থ নিত্যানন্দকে অনুবোধ—

এই সব কথা তুমি কহিও সবারে ।

আমি যাব নীলাচল-চন্দ্র দেখিবারে ॥১২৯॥

সবার অপেক্ষা আমি করি শাস্তিপুরে ।

রহিবাতু শ্রীঅধৈত-আচার্যের ঘরে ॥১৩০॥

প্রভুব ফুলিবা-নগরে যাত্রা—

তাঁ' সবা' লইয়া তুমি আসিবা সত্বরে ।

আমি যাই হরিদাসের ফুলিয়া নগরে ॥” ১৩১॥

নিত্যানন্দে পাঠাইয়া শ্রীগৌরসুন্দর ।

চলিলেন মহাপ্রভু ফুলিয়া-নগর ॥১৩২॥

অবধূত নিত্যানন্দ—

প্রভুর আজ্ঞায় মহা-মল্ল নিত্যানন্দ ।

নবদ্বীপে চলিলেন পরম আনন্দ ॥১৩৩॥

প্রেম-রসে মহামত্ত নিত্যানন্দ-রায় ।

হুকার গর্জম প্রভু করয়ে সদায় ॥১৩৪॥

মত্ত-সিংহ-প্রায় প্রভু আনন্দে বিহবল ।

বিধি-নিষেধের পার বিহার সকল ॥১৩৫॥

কণেকে কদম্ববৃক্ষে করি' আরোহণ ।

বাজায় মোহন বেণু ত্রিভঙ্গ-মোহন ॥১৩৬॥

কণেকে দেখিয়া গোষ্ঠে গড়াগড়ি যায় ।

বৎস-প্রায় হইয়া গাভীর দুধ খায় ॥১৩৭॥

আপনাআপনি সর্ব-পথে নৃত্য করে ।

বাছ নাহি জানে ডুবি' আনন্দ-সাগরে ॥১৩৮॥

কখন বা পথে বসি' করেন রোদন ।

হৃদয় বিদরে ভাছা করিতে শ্রবণ ॥১৩৯॥

কখনো হাসেন অতি মহা অট্টহাস ।

কখনো বা শিরে বজ্র বাকি দিগ-বাস ॥১৪০॥

কখন বা ঘামুতাবে অনন্ত-আবেশে ।

সর্প-প্রায় হইয়া গজার স্রোতে ভাসে ॥১৪১॥

অনন্তের ভাবে প্রভু গজার ভিতরে ।

ভাসিয়া যায়েন অতি দৈশি মনোহরে ॥১৪২॥

অচিন্ত্য অগম্য নিত্যানন্দের মহিমা ।

ত্রিভুবনে অধিতীয় কারুণ্যের সীমা ॥১৪৩॥

প্রভু-নিত্যানন্দেব শ্রীধাম মায়াপুবে আগমন—

এই মত গজা-মধ্যে ভাসিয়া ভাসিয়া ।

নবদ্বীপে প্রভু-ঘাটে উঠিল আসিয়া ॥১৪৪॥

আপনা' সবারি নিত্যানন্দ-মহাশয় ।

প্রথমে উঠিলা আসি' প্রভুর আলয় ॥১৪৫॥

সন্নিবেশ্য মনো যশিন্ শ্রদ্ধয়া মুনয়োহমলাঃ ।

ত্রৈলোক্যং হস্ত্যকং হিঙ্গা সন্তোষাতাশুদাশ্বতাম্ ॥—(ভাঃ

৯৯১৫) সর্কং কুতে বৃগে পুণ্যং ত্রেতায়াং পুরুষঃ

শ্বতম্ । ষাপবে তু কুবক্ষেত্রং গঙ্গা কলিষুগে শ্বতা ॥

(ভাবত বনপর্ক ৮৫৯০) ন গঙ্গা সদৃশং তীর্থং ন দেবঃ

কেশবাং পবঃ ॥ (ভাবত বনপর্ক ৮৬৯৬)

যশামলং দিব যশঃ প্রপিতং বসমাংস কুমো চ তে ভুবন-

মঙ্গল দিযিতানম্ । মন্দাকিনীতি দিবি ভোগবতীতি চাধো

গন্ধেতি চেহ চবণাধু পুন্যতি বিশ্বম্ । (ভাঃ ১০৭০৮৪)

এবং ভাঃ ১০৮১১৩-১৬ ব্রহ্মব্য ॥

ততঃ সপ্তর্ষয়ন্তং প্রভাবাভিজ্ঞা ইয়ং নম্র তপস আতাকিকী

সিদ্ধিরেতাবতীতি ভগবতি সর্কাস্থানি বাসুদেবেহুপবত-

ভক্তিযোগলাভেননৈবোপেক্ষিতাচ্চার্থাধ্যাত্ম্যো মুক্তি-

মিবাগতাং মুমুক্শ ইব সবহমানমজ্ঞাপি জটাজুটেরহৃদ্বি

(ভাঃ ৫১৭১৩) ষাতুঃ কমণ্ডলুজলং তদ্রুক্ষ্মমস্ত পাদাবনেজন-

পবিত্রতয়া নরেক্ষ । অধুঃস্বপ্নভঙ্গি সা পতন্তী নিঘাষ্টি'লোক-

ত্রয়ং ভগবতে বিশদেব কীর্তিঃ ॥ (ভাঃ ৮১২১৪) যজ্ঞলক্ষ্মণ-

মাত্রেণ ব্রহ্মদেহতা অপি । সগরাজ্ঞা দিবং ভগ্নঃ কেবলং

দেহভক্ষণঃ ॥ তস্মীত্তুতাক্সসেনে স্বর্গাভাঃ সগবাস্তাভাঃ ।

কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া দেবীং সেবন্তে যে ধৃতব্রতাঃ ॥ নহেতং

পরমার্চ্যং স্বধূজ্ঞা যদিহোদিতম্ । অনন্তচরণান্তোজ-

প্রহৃত্য ভবচ্ছিন্নঃ ॥ (ভাঃ ৯৯১২-১৪) স্বর্গীরে

অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের বিরহে অভিন্ন-
 যশোমতি শচীদেবীর কৃষ্ণ-বিরহোদ্দীপন—
 আসিয়া দেখয়ে আই বাদশ-উপবাস ।
 সবে কৃষ্ণ-ভক্তি-বলে দেহে আছে খাস ॥১৪৬॥
 যশোদার ভাবে আই পরম-বিহ্বল ।
 নিরবধি নয়নে বহরে প্রেম-জল ॥১৪৭॥
 যা'রে দেখে আই তাহারেই বার্তা কর ।
 “মধুরার লোক কি তোমরা সব হয় ? ১৪৮॥
 কহ কহ রামকৃষ্ণ আছয়ে কেমনে ?”
 বলিয়া মুর্ছিত হঞা পড়িয়া তখমে ॥১৪৯॥
 কণে বলে আই “ওই বেণু শিলা বাজে ।
 অকুর আইলা কিবা পুসঃ গোষ্ঠ মাঝে ?” ১৫০॥
 এই মত আই কৃষ্ণ-বিরহ-সাগরে ।
 ডুবিয়া আছেন বাহু নাহিক শরীরে ॥১৫১॥

শচীদেবী-সমীপে নিত্যানন্দব আগমন—
 নিত্যানন্দ প্রভুবর হেনই সময় ।
 আইর চরণে আসি' দণ্ডবৎ হয় ॥১৫২॥
 নিত্যানন্দে দেখি' সব ভাগবত-গণ ।
 উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে কন্দম ॥১৫৩॥
 “বাপ বাপ,” বলি' আই হইলা মুর্ছিত ।
 না জানিয়ে কে বা পড়য়ে কোন্ ভিত ॥১৫৪॥

তরুকেটিবাস্তবগতো গন্ধে ! বিহঙ্গে ববং স্বরীবে নবকাস্ত-
 কাবিনি ! ববং মংগোহৎবা কচ্চপঃ । নৈবাচ্চত্র মদাঙ্ক-
 সিংহব-ঘটা-সজ্জবট ঘণ্টা-বণৎকাব-ত্রৈল-সমস্ত-বৈবিনিতা-লঙ্ক
 জতির্ভূপুষ্টিঃ ॥ উচ্চা পক্ষী তুরগ উরগঃ কোহপি
 বা বারগৌ বাহবারীণঃ স্তাং জনন-মরণ-কেশদুঃখাসহিষ্ণু ।
 ন স্বচ্ছত্র প্রবিবল-বণৎ-কচ্চপ-কাণমিশ্রং বাবজীভিষ্চ-
 মবমরুতা বীজিতো ভূমিপালঃ । অভিনব বিববলী
 পাদপদ্মস্ত বিকো-রদনমণন-মৌলেয়ালতী পুষ্প-মালা ।
 জয়তি জয়পতাকা কাপ্যসৌ মোক্ষ-পানিত কলি-
 কলঙ্কা আকর্ষী নঃ পুনাতু ॥ বস্ত্র-তাল-তমাল শাল-
 সুরল-ব্যালোল-বলী লতাক্ষরং সূর্য্যকর প্রতাপ রহিতং
 শব্দেন্দু-সুগোচ্ছলম্ । গন্ধর্কামর-লিঙ্গ কিরর বধু কুলভনা-
 দলিতং স্নানার প্রতিবাসরং ভবতু মে গাঙ্গং জলং

নিত্যানন্দ প্রভুবর সবা' করি কোলে ।
 সিকিলেন সবার শরীর প্রেম-জলে ॥১৫৫॥

শ্রীনিত্যানন্দ কর্তৃক মহাপ্রভুর শান্তিপুবে
 আগমন-বার্তা-জ্ঞাপন—

শুভ-বাণী নিত্যানন্দ কহেন সবারে ।
 “সহরে চলহ সবে প্রভু দেখিবারে ॥১৫৬॥
 শান্তিপুুর গেলা প্রভু আচার্য্যের ঘরে ।
 আমি আইলাও তোমা' সবা লইবারে ॥” ১৫৭॥
 চৈতন্য-বিরহে জীর্ণ সর্ব ভক্তগণ ।
 পূর্ণ হইলা শুনি' নিত্যানন্দের বচন ॥১৫৮॥
 সবেই হইলা অতি আনন্দে বিহ্বল ।
 উঠিল পরমানন্দ কৃষ্ণ-কোলাহল ॥১৫৯॥

উপবাসিনী শচীদেবী—

যে দিবস গেলা প্রভু করিতে সন্ন্যাস ।
 সে দিবস হইতে আইর উপবাস ॥১৬০॥
 বাদশ-উপাস তাম—নাহিক ভোজন ।
 চৈতন্য-প্রভাবে মাত্র আছয়ে জীবন ॥১৬১॥

নিত্যানন্দের শচীমাতাকে প্রবোধ-দান—
 দেখি' নিত্যানন্দ বড় দুঃখিত-অন্তর ।
 আইয়ে প্রবোধি' কহে মধুর উত্তর ॥১৬২॥

নির্মলম্ ॥ গাঙ্গং বাবি মনোহাবি স্রাবাবি চবণচ্যুতম্
 ত্রিপুরাবি শিরশ্চারি পাপহাবি পুনাতু মাম্ ॥ পাপাপহাবি
 ছবিতারি তরঙ্গধারি দুব প্রচাবি গিরিরাঙ্গ গুহাবিদাবি ।
 বাক্যরকারি হরিপাদরজো-বিহাবি গাঙ্গং পুনাতু সততং
 শুভকারি বাবি ॥ (বাঙ্গীকিঃ) বরমিহনীবেকমঠো মীনঃ
 কিম্বা তীরে সবটঃ ক্ষীণঃ । অথবা গব্যাতো স্বপচে দীন শুব
 দূরে ন নৃপতিকুলীনঃ ॥ (শ্রীশঙ্করাচার্য্য ॥ ১১৩-১১২ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—অবরদেশের অধিবাসিগণকে উদ্ধার করিবার
 জন্যই এই দেশে অবতীর্ণ হইয়া প্রবাহিত হইয়াছেন,
 স্নাতরাং, গঙ্গার সমান বস্ত্র আর কোথায়ও নাই। অরুণ
 ভগবান হইয়া শ্রীগৌরসুন্দর স্বীয় দাসদাসীর মহিমা বৃদ্ধি
 করিয়াছেন ॥ ১২১ ॥

‘ঐবাসাদি করি যত সব ভক্তগণ’ পাঠান্তরে ‘ঐবাসাদি
 যত আছে ভাগবতগণ’ ॥ ১২৮ ॥

“কৃষ্ণের রহস্য কোন্ মা জাম বা ভূমি ।
তোমারে বা কিবা কহিবারে জানি আমি ॥১৬৩॥
ভিলাঙ্কেকো চিন্তে নাহি করিহ বিষাদ ।
বেদেও কি পাইবেন তোমার প্রসাদ ॥১৬৪॥
বেদে যাঁ’রে মিরবদি করে অঘেষণ ।
সে প্রভু তোমার পুত্র—সবার জীবন ॥১৬৫॥
হেম প্রভু বুকে হাত দিয়া আপনার ।
আপনে সকল ভার লইল তোমার ॥১৬৬॥
ব্যবহার পরমার্থ যতক তোমার ।
মোর দায় প্রভু বলিয়াছে বার বার ॥১৬৭॥
ভাল হয় যেমতে, প্রভু সে ভাল জানে ।
স্বখে থাক ভূমি দেহ সমর্পিয়া জানে ॥১৬৮॥
উপবাসিনী শরীকে কৃষ্ণার্থে বন্ধন-কার্যে প্রবোচনা—
শীঘ্র গিয়া কর মাতা, কৃষ্ণের রক্ষন ।
সন্তোষ হউক এবে সর্ব্ব ভক্ত-গণ ॥১৬৯॥
তোমার হস্তের অঙ্গে সবাকার আশ ।
তোমার উপবাসে সে কৃষ্ণের উপবাস ॥১৭০॥
ভূমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রক্ষন ।
মোহোর একান্ত তাহা খাইবার মন ॥১৭১॥
তবে আই শুনি’ নিত্যানন্দের বচন ।
পাসরি’ বিরহ গেলা করিতে রক্ষন ॥১৭২॥

কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি’ আই পুণ্যবতী ।
অগ্রে দিয়া নিত্যানন্দ-অরুণের প্রতি ॥১৭৩॥
তবে আই সর্ব্ব-বৈষ্ণবেরে অগ্রে দিয়া ।
করিলেন ভোজন সবারে সন্তোষিয়া ॥১৭৪॥
পরম-সন্তোষ হইলেন ভক্তগণ ।
ষাদশ-উপবাসে আই করিলা ভোজন ॥১৭৫॥

নবদ্বীপবাসী মহাপ্রভু-দর্শনার্থ ফুলিয়ায় যাত্রা—

তবে সর্ব্ব ভক্তগণ নিত্যানন্দ-সঙ্গে ।
প্রভু দেখিবারে সজ্জ করিলেন রঙ্গে ॥১৭৬॥
এ সব আখ্যান যত নবদ্বীপবাসী ।
শুনিলেন “গৌরচন্দ্র হইলা সন্ন্যাসী ॥” ১৭৭॥
শুনিয়া অদ্বুত নাম ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ ।
সর্ব্বলোক ‘হরি’ বলি’ বলে ‘ধন্য ধন্য’ ॥১৭৮॥
ফুলিয়া নগরে প্রভু আছেন শুনিয়া ।
দেখিতে চলিলা সব লোক হর্ষ হঞা ॥১৭৯॥
কিবা বৃদ্ধ, কিবা শিশু, কি পুরুষ, নারী ।
আনন্দে চলিলা সবে বলি’ ‘হরি হরি’ ॥১৮০॥

পূর্ব পাণ্ডিগণের অহুশোচনা ও নির্বেদ—

পূর্বের যে পাণ্ডী সব করিল নিন্দন ।
তা’রাও সপরি করে করিল গমন ॥১৮১॥

ফুলিয়া-নগর—বাণাঘাট ও শান্তিপুত্রের মধ্যে ফুলিয়া গ্রাম । নবদ্বীপ হইতে ভক্তগণ নৌকায় আসিয়া তথায় যোগদান করিলেন ॥১৩১॥

‘মহামন্ত’ পাঠান্তরে ‘মহামল’ ॥১৩৩॥

‘পাব’ পাঠান্তরে ‘পব’ ॥১৩৫॥

তথ্য । এবংরতঃ স্বপ্রিয়নারকীর্ত্তা, জাতাহুবাগো দ্রুতচিন্ত উচ্চৈঃ । হসত্যথো বোদিতি বৌতি গায়ত্ৰ্যাদ-বসৃত্যতি লোকবাহু ॥ (ভাঃ ১১২১৪০) সলিঙ্গানাশ্রমাং স্যাক্ষা চবেদবিধিগোচরঃ । বুধো বালকবৎ ক্রীড়েৎ কুশলো জড়বচ্চবেৎ । বদেদ্রমন্তবদ্বিহান্ গোচর্যাং নৈগমশ্চবেৎ ॥ (ভাঃ ১১১৮১২১২১) ॥১৩৫॥

‘বৎস’ পাঠান্তরে ‘বচ্ছ’ ॥১৩৭॥

‘ভুবি’ পাঠান্তরে ‘ভুবে’ ॥১৩৮॥

‘স্বাহুভাবে অনন্ত’ পাঠান্তরে ‘স্বাহুভাবেবেশন’ ॥১৪২॥

‘শ্রোতে’ পাঠান্তরে ‘মান্বে’ ॥১৪৩॥

‘ভিতব’ পাঠান্তরে ‘উপবে’ ॥১৪২॥

‘অগম্য’ পাঠান্তরে ‘অগণ্য’ ॥

গঙ্গাব পশ্চিম পাৰে ফুলিয়ায় অপরূপত হইতে

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভাসিয়া ভাসিয়া গঙ্গাব পূর্বতটে মচা
প্রভু ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥১৪৪॥

‘উঠিল’ পাঠান্তরে ‘মিলিলা’ ॥১৪৪॥

ষাদশ উপবাস—শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমাদ্ভাগবত হইতে সন্ন্যাস গ্রহণের জন্ত কাটোয়ায় যাওয়া ও তথা হইতে বাচদেশস্রমণ প্রভৃতি ব্যাপাবে ষাদশ দিন লাগিয়াছিল ॥ এই ষাদশদিন শচীদেবী সর্বপ্রকাব ভোজ্য পানীয় হইতে বিনতা ছিলেন ॥১৪৬॥

গুচরূপে নবদীপে লভিলেন জন্ম ।
 “না বুঝিয়া নিন্দা করিলাও তান ধর্ম ॥১৮২॥
 এবে লই গিয়া তান চরণে শরণ ।
 তবে সব অপরাধ হইবে খণ্ডন ॥”১৮৩॥
 এই মতে বলি’ লোক মহানন্দে যায় ।
 হেন নাহি জানি লোক কত পথে যায় ॥১৮৪॥

‘শ্রীচৈতন্য’-নাম-শ্রবণে শ্রীচৈতন্য-দর্শনার্থ

গণসমষ্টিব ফুলিয়া-যাত্রা—

অনন্ত অর্কবুদ লোক হৈল খেয়াঘাটে ।
 খেয়ারি করিতে পার পড়িল সঙ্কটে ॥১৮৫॥
 কেহ বাঞ্চে ভেলা কেহ ঘট বুকে করে ।
 কেহ বা কলার গাছ ধরিয়া সাতারে ॥১৮৬॥
 কত বা হইল লোক নাহি সমুদ্রয় ।
 যে যেমতে পারে, সেইমতে পার হয় ॥১৮৭॥
 গর্ভবতী নারী চলে ঘন খাস বয় ।
 চৈতন্যের নাম করি সেহ পার হয় ॥১৮৮॥

অন্ধ, খোঁড়া লোক সব চলে সাথে সাথে ।
 চৈতন্যের নামেতে প্রশস্ত পথ দেখে ॥১৮৯॥
 সহস্র সহস্র লোক এক মায়ে চড়ে ।
 কত দূর গিয়া মাত্র নৌকা ডুবি পড়ে ॥১৯০॥
 তথাপিহ চিন্তে কেহ বিবাদ না করে ।
 ভাসে সর্ব লোক ‘হরি’ বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৯১॥
 হেন সে আনন্দ জন্মি আছরে অনুরে ।
 সর্ব-লোক ভাসে মহা আনন্দসাগরে ॥১৯২॥
 যে না জানে সাতারিতে, সেও ভাসে স্নেহে ।
 ঈশ্বর-প্রভাবে কুল পায় বিনা দুঃখে ॥১৯৩॥
 কত দিকে লোক পার লয় নাহি জানি ।
 সবে মাত্র চতুর্দিকে শুনি হরি-ধ্বনি ॥১৯৪॥
 এই মত আনন্দে চলিলা সব লোক ।
 পাসরিয়া ক্ষুধা-তৃষ্ণা গৃহ-ধর্ম-শোক ॥১৯৫॥
 আইল সকল লোক ফুলিয়া-নগরে ।
 ব্রজাণ্ড ম্পর্শিয়া ‘হরি’ বলে উচ্চৈঃস্বরে ॥১৯৬॥

‘বহুয়ে’ পাঠান্তবে ‘বহুই’ ॥১৪৭॥

আখ্যা শচীদেবী শ্রীগৌবন্দবাব অর্থাৎ সকলকে
 জিজ্ঞাসা কবিলেন—‘তোমরা কি মণুবাব লোক? বাম-
 কৃষ্ণেব সংবাদ কি?’ অকুবাব আগমন প্রভৃতিব আশঙ্কা
 ও বামকৃষ্ণেব বেগুশিলা প্রভৃতিব ধনি উপলব্ধি কবিতো-
 ছিলেন ॥১৪৮॥

‘বেণু’ পাঠান্তবে ‘তুনি’ ॥১৫০॥

তথ্য। অপি স্মৃতি নঃ কৃষ্ণো মাতবঃ সূদনঃ সখীন্ ।
 গোপান্ ব্রজকান্ননাথং গাবো বৃন্দাবনং পিবিম্ ॥অপ্যায়ান্ততি
 গোবিন্দঃ স্বজনান্ সন্তদীক্ষিতুম্ । তর্হি ব্রজ্যাম তবজুং
 সুনসং স্তম্বিতেক্ষণম্ ॥ (ভাঃ ১০।৪৬।১৮-১৯) ॥১৪৭-১৫০॥

তথ্য। ভাঃ ১০।৩৮-৩৯ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥১৫০॥

‘এই মত আই কৃষ্ণ’ পাঠান্তবে ‘এইমত শচী আই’ ॥১৫১॥

‘জীব সর্ব’ পাঠান্তবে ‘সব দয়’ ॥১৫৮॥

তথ্য। প্রবয়াঃ স্থবিবো বৃদ্ধোজনোজ্যোজবরপি ।
 (অমবকোষ) সমগ্রং সকলং পূর্ণমখণ্ডং শ্রাদদনকে ॥ পূর্ণস্ত
 পুরিতে । (অমরকোষ) ॥১৫৮॥

‘কহে মধুর’ পাঠান্তবে ‘কিছু কহেন’ ॥১৬২॥

বেদশাস্ত্র স্বাধায়-নিবৃত্ত অনগণকে অগ্রহণ করেন ।
 ঐ বেদ শচীদেবীব অগ্রহণ পাইবাব প্রার্থী। যেহেতু স্বয়ং-
 কপ ভগবান্—শ্রীশচী-পুত্ররূপে নিত্য বিবাহমান । শচী-
 নন্দনেব আবাধনা কবিবার জন্তই বেদশাস্ত্র সর্কদা উদ্গীত
 ও উদ্গৃহ ॥১৬৪॥

‘নাহি কবিহ বিবাদ’ পাঠান্তবে ‘না কবিহ অবসাদ’ ॥১৬৪॥

তথ্য। নিভৃতমক্সনোহক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যমুনয়
 উপাসতে তদরমোহপি যযুঃ স্ববণাৎ । স্মিয় উবগেন্দ্রভোগ-
 ভুজদণ্ডবিগতধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদুশোহস্তি সুরোজ-
 স্রধাঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮৭।২৩) ॥১৬৫॥

শ্রীনিত্যানন্দ শচীদেবীকে বলিলেন যে, যখন তাঁহার পুত্র
 তাঁহাব সকল ভাব গ্রহণ কবিয়াছেন, তখন তোমার আর
 চিন্তার কারণ নাই। ব্যবহারিক ও পারমার্থিক, উভয়
 জগতেই তিনি একমাত্র পালক। বাৎসল্য-রসের আশ্রয়-
 বিগ্রহ ভগবানের পিতৃমাতৃবর্গ ‘সকলেই সর্বতোভাবে
 ভগবানে সমর্পিত। হুতরাং এই সকল বিষয় বুঝিয়া যাহা
 স্থিতি হয়, তদ্রূপ শচীদেবী অর্চন করিতে পারেন ॥১৬৮॥

গণ-মুখে উচ্চ হরিশ্বনি সংকীৰ্ত্তন-পিতা

গৌরহৃদরকে আকর্ষণ—

শুনিয়া অপূৰ্ব অতি উচ্চ হরিশ্বনি ।

বাহির হইলা তবে ত্র্যাসি-শিরোমণি ॥১৯৭॥

নাম-কীৰ্ত্তনপর গৌরহৃদরের সকলকে দর্শনদান—

কি অপূৰ্ব শোভা সে কহিলে কিছু নয় ।

কোটিচন্দ্র হেন আসি' করিল উদয় ॥১৯৮॥

সর্বদা শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ হরে হরে' ।

বলিতে আনন্দ-ধারা মিরবধি যারে ॥১৯৯॥

লোকের আর্তি—

চতুর্দিকে সর্ব লোক দণ্ডবত হয় ।

কে কা'র উপরে পড়ে নাহি সমুচ্চয় ॥২০০॥

কণ্টক ভূমিতে লোক নাহি করে ভয় ।

আনন্দিত সর্ব লোক দণ্ডবত হয় ॥২০১॥

সর্ব লোক 'ত্রাহি ত্রাহি' বলে হাত তুলি' ।

এমত করয়ে গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥২০২॥

অনন্ত অর্কবদ লোক একত্র হইল ।

কি প্রসন্ন কিবা গ্রাম সকল পুরিল ॥২০৩॥

নানা গ্রাম হইতে লোক লাগিল আসিতে ।

কেহো নাহি যায় ঘর সে মুখে দেখিতে ॥২০৪॥

ফুলিয়ায় লোকারণ্য ও গৌরচন্দ্রমুখ দর্শন—

হইতে লাগিল বড় লোকের গহন ।

'ফুলিয়া' পুরিল সব নগর কানন ॥২০৫॥

দেখি' গৌরচন্দ্রের শ্রীমুখ মনোহর ।

সর্ব লোক পূর্ণ হৈল বাহির অন্তর ॥২০৬॥

প্রভু ফুলিয়া হইতে শান্তিপুরে অর্ঘ্য-ভবনে গমন—

তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টি করিয়া সবারে ।

চলিলেন শান্তিপুৰ-আচার্য্যের ঘরে ॥২০৭॥

অর্ঘ্যতাচার্য্যের গৌরভক্তি—

সন্ন্যাসে অর্ঘ্যত দেখি' নিজ প্রাণনাথ ।

পাদপদ্মে পড়িলেন হই' দণ্ডপাত ॥২০৮॥

আর্জনদে লাগিলেন ক্রমশ করিতে ।

না ছাড়েন পাদপদ্ম দুই বাহু হৈতে ॥২০৯॥

শ্রীচরণ অভিষেক করি' প্রেমজলে ।

দুই হস্তে তুলি প্রভু লইলেন কোলে ॥২১০॥

আচার্য্য ভাসিলা ঠাকুরের প্রেমজলে ।

আনন্দে মুচ্ছিত হই' পড়ে পদতলে ॥২১১॥

দ্বির হই' ঠাকুর বসিলা কতক্ষণে ।

উঠিল পরমানন্দ অর্ঘ্যত-ভবনে ॥২১২॥

শিশু অচ্যুতানন্দ—

দিগম্বর শিশুরূপ অর্ঘ্যত-ভবনে ।

নাম 'শ্রীঅচ্যুতানন্দ' মহাজ্যোতির্ময় ॥২১৩॥

পরম সর্বজ্ঞ ভিহঁ অচিন্ত্যপ্রভাব ।

যোগ্য অর্ঘ্যতের পুত্র সেই মহাভাগ ॥২১৪॥

ধূল্যময় সর্ব অঙ্গ, হাসিতে হাসিতে ।

জানিয়া আইলা প্রভু-চরণ দেখিতে ॥২১৫॥

পাসরি—ভুলিয়া ॥১৭২॥

সজ্জ—সজ্জা, আয়োজন ॥১৭৬॥

গৌরবিবোধী পাশ্চাত্যগণ যাহারা শ্রীমহাপ্রভুর শ্রীধাম-
য়ায়্যাপুরে অবস্থান-কালে নিন্দা করিয়াছিল, তাহারাও
সুকলেই অপরোধ-খণ্ডন-মানসে 'ফুলিয়া' নগরে শ্রীমহাপ্রভু
আছেন জানিয়া যাত্রা করিল ॥ ১৮২ ॥

তথ্য । যদি বিপ্রতিপক্ষ তমেব শবণং মম । তুমৌ
খলিতপালানাং ভূমিরবাল্লবনম্ ॥ (স্বাম্বে মহেশ্বরপুত্রে
কুমারিকাখণ্ডে ৭।১০১) ॥১৮২-১৮৩॥

খেয়াসি—খেয়াঘাটের মাঝি ॥১৮৫॥

নৃসিংহদেব-পত্নীর নিকট যে বর্তমান বাগুদেবীর খাল

গঙ্গায় পড়িয়াছে, সেই স্থানে মহাপ্রভুর প্রকটকালে
সরস্বতী বা খড়িয়া-নদী মিলিত হইয়াছিল । শ্রীমায়্যাপুর
হইতে আবন্ত কবির্য্য স্তব্ধবিহাব, গোয়াম ও মধ্যবীপ
প্রভৃতি পার হইয়া খড়িয়ার 'খেয়া ঘাট' অবস্থিত ছিল ।
সে-স্থানে নদী পার হইয়া নববীপ হইতে শান্তিপুৰ ও
ফুলিয়ায় যাইতে হইত । সে-সময়ে নববীপ-নগর বেশ
বিস্তৃত ছিল ॥১৮৫॥

সমুচ্চয়—সংখ্যা ॥১৮৭॥

খোঁড়া—খজ শব্দজ, পদ্ম ॥১৮৯॥

গহন—তিড় ॥২০৫॥

তথ্য । যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ যত্র জ্ঞানময়ং তপঃ ।

শিশু-অচ্যুতানন্দের গৌরপদতলে লুণ্ঠন ও
 প্রভুব অচ্যুতকে ক্রোড়ে স্থাপন—
 আসিয়া পড়িলা গৌরচন্দ্র-পদতলে ।
 মূলার সহিত প্রভু লইলেন কোলে ॥২১৬॥
 প্রভু বলে—“অচ্যুত, আচার্য্য মোর পিতা ।
 সে সম্বন্ধে তোমায় আমার দুই-জাতি ॥” ২১৭॥

বালক অচ্যুতের মুখে সিদ্ধান্ত-কথা—
 অচ্যুত বলেন,—“তুমি মৈবে জীব-সখা ।
 সবার কার বাপ তুমি এই বেদে লেখা ॥” ২১৮॥
 ‘হাসে’ প্রভু ভক্তগণ অচ্যুত-বচনে ।
 বিস্ময় সবার বড় উপজিল মনে ॥২১৯॥
 “এ সকল কথা ত শিশুর কভু নয় ।
 না জানি বা জন্মিয়াছে কোন্ মহাশয় !” ২২০॥
 ঐনিত্যানন্দেব ভক্তগণ-সঙ্গে নদীয়া হইতে আগমন—
 হেনই সময়ে শ্রীঅনন্ত-নিত্যানন্দ ।
 আইলা নদীয়া হৈতে সঙ্গে ভক্তবৃন্দ ॥২২১॥
 শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ দেখিয়া ঠাকুর ।
 লাগিলেন হরিশ্রবণ করিতে প্রচুর ॥২২২॥
 দণ্ডবত হইয়া সকল ভক্তগণ ।
 ক্রন্দন করেন সবে ধরি’ শ্রীচরণ ॥২২৩॥

প্রভুব মেহ-রূপা ও ভক্তগণের জীব-বন্ধন-
 বিনাশন আনন্দ-ক্রন্দন—
 সবারে করিলা প্রভু আলিঙ্গন-দান ।
 সবেই প্রভুর নিজ-প্রাণের সমান ॥২২৪॥

আর্জুনাদে রোদন করয়ে ভক্তগণ ।
 শুনিয়া পবিত্র হয় সকল ভুবন ॥২২৫॥
 কৃষ্ণ-প্রেমানন্দে কান্দে সে সুকৃতি জন ।
 সে ধনি-শ্রবণে সর্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥২২৬॥
 চৈতন্য-প্রসাদে ব্যক্ত হৈল হেন-ধন ।
 ব্রহ্মাদি-দুর্লভ রস ভুঞ্জে যে তে জন ॥২২৭॥

মহাপ্রভুব নৃত্যারম্ভ—
 ভক্তগণ দেখি’ প্রভু পরম-হরিষে ।
 নৃত্য আরম্ভিলা প্রভু নিজ-প্রেম-রসে ॥২২৮॥
 সত্বরে গাইতে লাগিলেন ভক্তগণ ।
 ‘বোল বোল’ বলি প্রভু গজ্জেন ঘনে ঘন ২২৯॥
 নিত্যানন্দ ও অষ্টদেব ব্যবহার—
 ধরিয়া বলেন নিত্যানন্দ মহাবলী ।
 অলক্ষিতে অষ্টদেব লয়েন পদ-ধূলী ॥২৩০॥

মহাপ্রভুব অতিমর্ত্য কৃষ্ণ-ধেম-লাভ—
 অশ্রু, কম্প, পুলক, ছন্দার, অট্টহাস ।
 কিবা সে অদ্ভুত অজভঙ্গীর প্রকাশ ॥২৩১॥
 কিবা সে মধুর পদ-চালন-ভঙ্গিমা ।
 কিবা সে শ্রীহস্ত-চালনাদির মহিমা ॥২৩২॥
 কি কহিব সে বা প্রেম-রসের মাদুরী ।
 আনন্দে তুলিয়া বাহ বলে ‘হরি হরি’ ॥২৩৩॥
 রসময় নৃত্য অতি অদ্ভুত-কথন ।
 দেখিয়া পরমানন্দে ডুবে ভক্তগণ ॥২৩৪॥

(মুণ্ডক ১।১০২) সর্বজঃ সর্ববিজ্ঞানাং সর্ব সর্বমযো যতঃ ॥
 (কৌর্মে) ॥ ২।২৪ ॥

১৪৩১ শকাব্দ যখন শ্রীগৌরহৃদয় শান্তিপুবে শ্রীঅষ্টদেব-
 গৃহে গিয়াছিলেন, সেই-কালে অচ্যুতানন্দ পাঁচ-বৎসরের
 শিশুমান ছিলেন । শ্রীঅচ্যুতানন্দ সম্ভবতঃ ১৪২৬ শকাব্দে
 জন্মগ্রহণ করেন । সেই শিশু মহাপ্রভুকে লইলেন—“তুমি
 জীবমাত্রেয়ই সখা, প্রতিশাস্ত তোমাকেই ‘আকব-বস্ত’
 বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন ।” ‘হা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া’
 এবং “যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে” প্রভৃতি ঐতি-
 বচন-সমূহের উক্তি বস্ত বলিয়া শ্রীচৈতন্যকে নির্ণয়
 করিলেন ॥২২৮॥

তথ্য । হা সুপর্ণা সমুজ্জা সখায়া সমানং বৃকং পবিশ্বজ্ঞাতে ।
 তয়োরম্ভঃ পিপ্লবঃ স্বাষন্তানম্নম্ভোহভিচাক্ষীতি ॥ (মুণ্ডক
 ৩।১।১, খেঃ ৪।৬-৭) যৌ সুপর্ণৌ ভবতো, ব্রহ্মণোহংশভূত
 শুভেতরো ভোক্তা ভবতি, অষ্টৌ হি সাক্ষীভবতীতি ॥
 (গোপালোক্তব্যতাপনি ১।১৮) সুপর্ণাবেতৌ সদৃশৌ সখায়ৌ
 যদুচ্ছয়ৈতৌ কৃতনীড়ৌ চ বৃকে । একস্তয়োঃ খাদতি
 পিপ্লবাম্ভো নিরয়োহপি বলেন ভূমান্ ॥ (ভাঃ ১।১।১।৬)
 ন যত্র সখ্যং পুরুষোহবৈতি সখ্যঃ সখা বসন্ সংবসতঃ
 পুবেহি ॥ গুণো যথা গুণিনো ব্যক্তদৃষ্টে তস্মৈ মহেশায়
 নমস্করোমি ॥ (ভাঃ ৬।৪।২৪-২৫ ॥ ১৮) .

হারাইয়াছিল। প্রভু সর্বভক্তগণ।
হেন প্রভু পুনর্ব্যায় দিলা দরশন ॥২৩৫॥
আনন্দে নাহিক বাহু কাহারো শরীরে।
প্রভু বেঢ়ি যভেই উল্লাসে নৃত্য করে ॥২৩৬॥
কেবা কা'র গা'য়ে পড়ে কেবা কা'রে ধরে।
কেবা কা'র চরণ ধরিয়া বক্ষে করে ॥২৩৭॥
কে বা কা'রে ধরি' কান্দে, কে বা কিবা বোলে।
কেহো কিছু না জানে প্রেমের কুতূহলে ॥২৩৮॥
সপার্ষদে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-ঐশ্বর।
এমত অপূর্ব হয় পৃথিবী-ভিতর ॥২৩৯॥

কেবল 'হবিবোল'-ধ্বনি—

“হরি বোল হরি বোল হরি বোল ভাই!”
ইহা বই আর কিছু শুনিতে না পাই ॥২৪০॥
কি আনন্দ ইহল সে অদ্বৈত-ভবনে।
সে মর্ম্ম জানেন সবে সহস্রবদনে ॥২৪১॥
আপনে ঠাকুর তবে ধরি' জনে জনে।
সর্ব-বৈষ্ণবেরে করে প্রেম-আলিঙ্গনে ॥২৪২॥
পাইয়া বৈকুণ্ঠ-নায়কের আলিঙ্গন।
বিশেষ আনন্দে মত্ত হয় ভক্তগণ ॥২৪৩॥
হবি-নাম-হৃদ্যাবে নব-নবায়মান প্রেমোন্মাদ-প্রকাশ—
‘হরি’ বলি সর্ব-গণে করে সিংহনাদ।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আরো সবার উন্মাদ ॥২৪৪॥

সান্নোপালে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের পতি।
পদভরে টলমল করে বসুমতী ॥২৪৫॥
নিভ্যামন্দ প্রভুবর পরম-উদ্দাম।
চৈতন্য বেঢ়িয়া নাচে মহাজ্যোতির্ধাম ॥২৪৬॥
আনন্দে অদ্বৈত নাচে—করয়ে ছন্দার।
সবেই চরণ ধরে—যে পায় যাহার ॥২৪৭॥
নবদীপে যেন হৈল আনন্দ-প্রকাশ।
সেইমত নৃত্য, গীত, সকল বিলাস ॥২৪৮॥

* মহাপ্রভুর বিষ্ণু-খটায় উপবেশন—

কথোক্ষণে মহাপ্রভু ত্রীগৌরজসুন্দর।
স্বামুভাবে বৈসে বিষ্ণুখটায় উপর ॥২৪৯॥
জোড়হাতে সবে রহিলেন চারি-ভিতে।
প্রভু লাগিলেন নিজ-তত্ত্ব প্রকাশিতে ॥২৫০॥

সমুখে নিজতত্ত্ব-প্রকাশ—

“মুণ্ডি কৃষ্ণ, মুণ্ডি রাম, মুণ্ডি নারায়ণ।
মুণ্ডি মৎস্ত, মুণ্ডি কুর্ম, বরাহ, বামন ॥২৫১॥
মুণ্ডি বুদ্ধ, কচ্ছি, হংস, মুণ্ডি হলধর।
মুণ্ডি পুষ্টিগর্ভ, হয়গ্রীব, মহেশ্বর ॥২৫২॥
মুণ্ডি নীলাচলচন্দ্র, কপিল, নৃসিংহ।
দৃশ্যাদৃশ্য সব মোর চরণের ভূজ ॥২৫৩॥
মোর যশ, গুণগ্রাম বোলে সর্ববৈদে।
মোহারে সে অনন্ত-ব্রজাণ্ড-কোটি সেবে ॥২৫৪॥

সহস্রবদন—শ্রীনিভ্যামন্দপ্রভু ॥ ২৪১ ॥

তথ্য। অনাখনন্তং মহতঃ পবং জ্বলং নিচায্য তং মৃত্যুমুখং
প্রমুচ্যতে ॥ (কঠ ১।৩।১৫) সহস্রশিরসং সাক্ষাদ্ব্যমনস্তং
প্রচক্ষতে। সঙ্কর্ষণাখ্যং পুরুষং ভূতেজিয়মনোময়ম্ ॥ (ভাঃ
৩।২৬।২৫) ভাঃ ১০।৬৮।৪৬ দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণবর্ণং ত্রিষাং-
কৃষ্ণং সান্নোপাঙ্গাদ্রপার্ষদম্। যজ্ঞঃ সন্ধীর্জনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি
হৃদৈঃসঃ ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২) ॥২৪৫॥

তথ্য। ভাঃ ১ম স্কন্ধ ৩য় অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৪২॥

নীলাচলচন্দ্র—ত্রীজগদ্রাথ পুরুদোস্তম ॥২৫৩॥

তথ্য। বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রহ্লাদোহনিকরোহং মৎস্তঃ
কুর্মঃ বরাহো নৃসিংহো বামনো রামঃ বামঃ কৃষ্ণো বুদ্ধঃ
কচ্ছিরহং শতধাং সহস্রধাহমমিতোহহমনস্তো নৈবৈতে

জায়ন্তে নৈতেষামজ্ঞানবন্ধো ন মুক্তিঃ সর্ব এষ ছেতে পূর্ণা
অজবা অমৃতাঃ পবমাপরমানন্দঃ ॥ (ইতি চতুর্কেদশিখায়াঃ)।
নমঃ কাবণমংস্তায় প্রলয়াক্টিচরায় চ। হয়গ্রীবে
নমস্তভাং মধুকৈটভমৃত্যবে। অকুপারায় বৃহতে নমো
মন্দরধারিণে। কিত্তাদ্ভারবিহারায় নমঃ শুবমূর্তয়ে ॥
নমস্তেহকুত-সিংহায় সাধুলোকভরাপহ। বামনায় নমস্তভাং
ক্রান্তজিভুবনায় চ। নমো ভৃগুণাং পত্যে দৃষ্টকজবনচ্চিদে।
নমস্তে বসুধারায় রাবণাকুরায় চ। নমস্তে বাসুদেবায়
নমঃ সঙ্কর্ষণায় চ। প্রহ্লাদানিকরায় সাবিত্যং পত্যে নমঃ ॥
নমো বুদ্ধায় শুদ্ধায় দৈত্যাদানবমোহিনে। য়েকপ্রায়-
কজহস্তে নমস্তে কচ্ছিরপিণে ॥—(ভাঃ ১০।৪০।১৭—
২২) মৎস্তাখকচ্ছপনৃসিংহ-বরাহংসবাজন্তবিপ্রবিবুধেষ্ণু

বিপদবারণ মধুসূদন—

মুণ্ডি সৰ্ব-কালরূপী ভক্তগণ বিম্বে ।

সকল আপদ খণ্ডে মোহার স্মরণে ॥২৫৫॥

পাণ্ডব-বান্ধব পরমেশ্বর—

জ্যোপদীরে লজ্জা হৈতে মুণ্ডি উদ্ধারিলুঁ ।

জট-গৃহে মুণ্ডি পঞ্চ-পাণ্ডবে রাখিলুঁ ॥২৫৬॥

আৰ্হবন্ধু—

বৃকাসুর বধি' মুণ্ডি রাখিলুঁ শঙ্কর ।

মুণ্ডি উদ্ধারিলুঁ মোর গজেন্দ্র কিঙ্কর ॥২৫৭॥

ভক্ত-রক্ষক—

মুণ্ডি সে করিলুঁ প্রহ্লাদেদে বিমোচন ।

মুণ্ডি সে করিলুঁ গোপবৃন্দের রক্ষণ ॥২৫৮॥

কৃতাবতারঃ । স্বং পাসি নস্তিত্ববনঞ্চ যথাধুনেশ, ভারং ভূবো
হর যদুস্তম বননং তে ॥ (ভাঃ ১০।২।৪০) ইথং নৃতিৰ্য্য-
গৃহ্মদেবক্যাবতারৈরলোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎ-
প্রতীপান্ । ধৰ্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগান্মবুস্তং ছন্নঃ কলৌ
যদভবস্তিযুগোহথ স স্বম্ ॥ (ভাঃ ৭।২।৩৮-৩৯) আসন্
বর্ণান্সরো হস্ত গুরুতোহহুযুগং তমুঃ । শুক্লো রক্তস্তথা পীত
ইদানীং কৃষ্ণতাং গতঃ । (ভাঃ ১০।৮।১৩) ॥ ২৫১-২৫৩ ॥

তথ্য । দাসভূতমিদং তত্ত্ব ব্রহ্মসকলং জগৎ ।
দাসভূতমিদং তত্ত্ব জগৎ স্বাবরজ্জন্মম্ ॥ (পাদ্মোত্তরে)
স্বামীষং তু হরেরেব মুখ্যমজ্ঞাতৃত্যতা ॥ (মধ্ব ভাগবত-
ভাঃপৰ্য্য ৫।১০।১১) এবং ভাঃ ১০।৬৮।৩৭ দ্রষ্টব্য ॥২৫৩॥

তথ্য । বেদৈশ্চ সৰ্বৈরহমেব বেত্তঃ (গীঃ ১৫।১৫)
দেবোহুসুরো যদুশ্চো বা যক্ষো গন্ধৰ্ব্ব এব বা । ভজয়ুৰ্জুন-
চরণং স্তম্ভিমান্ জাদ্যথা বয়ম্ ॥ (ভাঃ ৭।৭।৫০) এযা
চোপনিবস্তিচ সাংখ্যাযাগৈশ্চ সাষঠৈঃ । উপগীয়মান-
মাহাভ্যাস হরিং সাম্যজ্ঞাত্বজন্ম ॥ (ভাঃ ১০।৮।৪৫) ॥২৫৪॥

তথ্য । ন কৰ্হিচিৎপরাঃ শাস্ত্রাণাং নজ্জন্মন্তি নো
মেহিনিবিষো লেটি হেতিঃ । যেবামহং ত্রিবিদ্যাস্ততশ্চ সখা
জ্ঞঃ সূক্ষ্মদোদৈবমিষ্টম্ ॥ (ভাঃ ৩২।৫।৩৮) অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণ-
পদারবিন্দয়োঃ কিণ্ডত্যভ্রাণি চ শং তনোতি (ভাঃ ১২।১২।
৫৫) এবং ভাঃ ১২।৩।৪৫ ও ৬।২।১২ দ্রষ্টব্য । একজন্মো ন
দ্বিতীয় ইতি সৰ্বাদিসর্গতঃ । ন হি নশ্চিৎ ভক্ততাঃ প্রকৃতি-
প্রাকৃত-জগে ॥ তত্ত্ব ভক্তোক্তমানং চ সত্যং স্মরণেন চ ।

মুণ্ডি সে করিলুঁ পূৰ্ব্ব অন্তমহন ।

বক্ষিয়া অনুর, রক্ষা কৈলুঁ দেবগণ ॥২৫৯॥

ভক্তদ্রোহী-বিনাশক—

মুণ্ডি সে বধিলুঁ মোর ভক্তদ্রোহী কংস ।

মুণ্ডি সে করিলুঁ দুষ্ট রাবণ নিকৰ্শণ ॥২৬০॥

দর্পহারী ভগবান্—

মুণ্ডি সে ধরিলুঁ বাম-হাতে গোবর্দ্ধন ।

মুণ্ডি সে করিলুঁ কালি-নাগের দমন ॥২৬১॥

সনাতনধর্মবন্ধা যুগাবতারা—

মুণ্ডি করে। সত্যযুগে উপস্তা-প্রচার ।

ত্রৈতায়ুগে যজ্ঞ লাগি' করে। অবতার ॥২৬২॥

আয়ুর্বয়ো ন হি ভবেৎ কথং মৃত্যুর্ভবিষ্যতি ॥ ন বাস্তদেব-
ভক্তানামন্ততং বিজ্ঞতে কচিৎ । তেষাং ভক্তোক্তমানঞ্চ
সত্যং স্মরণেন চ ॥ (ন্যাস-পঞ্চরাত্র ১।১৪।২৪-২৬) ॥২৫৫॥

জটগৃহে—জটু-গৃহে (গালার ঘরে) ॥২৫৬॥

তথ্য । জ্যোপদীর লজ্জা-নিবারণ—মহাভারত সভাপর্ক
৬৬ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৫৬॥

তথ্য । জটগৃহ হইতে কৃষ্ণকর্ষক পঞ্চপাণ্ডবেব রক্ষা
—মহাভারত আদিপর্ক ১৪১-১৪২ অধ্যায় ॥২৫৭॥

তথ্য । 'বৃকাসুর বধি' মুণ্ডি রাখিলুঁ 'শঙ্কর'—ভাঃ
১০।৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৫৭॥

তথ্য । ত্রীমঙ্গাবত চম স্বল্প ২।৩ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৫৭॥

তথ্য । প্রহ্লাদ-বিমোচন ভাঃ ৭।৮ দ্রষ্টব্য ॥২৫৮॥

তথ্য । গোপবৃন্দের রক্ষণ—ভাঃ ১০।১৫, ১০।১২,
১০।২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৫৮॥

তথ্য । বিবজ্জলাপ্যায়াম্বালবাক্ষ্যার্থযাকৃতবৈদ্যা-
তানলাং । বৃষ-মন্মাস্থক্যাদিষতো 'ভয়াদ্' ধ্বংস
বয়ংরক্ষিতা যুঃ । (ভাঃ ১০।৩।১৩) ॥২৫৮॥

তথ্য । অন্তমহন—ভাঃ ৮।৭-১০ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৫৯॥

তথ্য । কংসবধ—ভাঃ ১০।৪৪ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৬০॥

তথ্য । রাবণ-নিকৰ্শণ—রামায়ণ লঙ্কাকাণ্ড ১০২-১১১
সর্গ ॥২৬০॥

তথ্য । গোবর্দ্ধন-ধারণ—ভাঃ ১০।২৫ অধ্যায় দ্রষ্টব্য ॥

তথ্য । কালীনাগের দমন—ভাঃ ১০।১৬ অধ্যায়
দ্রষ্টব্য ॥২৬১॥

এই মুক্তি অবতীর্ণ হইয়া যাপরে ।

পূজার্থ বৃক্কাইলু সকল লোকেরে ॥২৬৩॥

অবতার-তত্ত্ব—বেদগুহ—

কত মোর অবতার বেদেও না জানে ।

সম্প্রতি আইলু মুক্তি কীর্তন-কারণে ॥২৬৪॥

কীর্তন আরম্ভে শ্রেমভক্তির বিলাস ।

অতএব কলিয়ুগে আমার প্রকাশ ॥২৬৫॥

সর্ব বেদে পুরাণে আশ্রয় মোর চায় ।

ভক্তের আশ্রমে মুক্তি থাকে। সর্বদায় ॥২৬৬॥

ভক্তপ্রাণ ভগবান্—

ভক্ত বই আমার বিত্তীয় আর নাই ।

ভক্ত মোর পিতা, মাতা, বন্ধু, পুত্র, ভাই ॥২৬৭॥

সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র হইয়াও ভক্তবশ ভগবান্—

যতপি স্বতন্ত্র আমি স্বতন্ত্র-বিহার ।

তথাপিহ ভক্তবশ-স্বভাব আমার ॥২৬৮॥

পরিকর-বৈশিষ্ট্যেব নিত্য প্রতীপাদন—

তোমরা সে জগজ্জন্ম সংহতি আমার ।

‘তোমা’ সব’ লাগি মোর সর্ব অবতার ॥২৬৯॥

ভিলাষেকো আমি তোমা’ সবারে ছাড়িয়া ।

কোথাও না থাকি সবে সত্য জান ইহা ॥২৭০॥

ভক্তগণেব আনন্দ-ক্ৰন্দন—

এইমত প্রকৃ তত্ত্ব কহে করুণায় ।

শুনি’ সব ভক্তগণ কান্দে উর্দ্ধ-রায় ॥২৭১॥

পুনঃ পুনঃ সবে দণ্ডপ্রণাম করিয়া ।

উঠেন পড়েন কাকু করেন কান্দিয়া ॥২৭২॥

কি আনন্দ হইল সে অধৈর্যের ঘরে ।

যে রস হইল পূর্বে নদীয়া নগরে ॥২৭৩॥

পূর্বদুঃখ বিদূষণ—

পূর্ণমোহরূপ হইলেন ভক্তগণ ।

যতেক পূর্বের দুঃখ হইল খণ্ডন ॥২৭৪॥

ভক্তদুঃখহাবী ভগবানেব ভজন জীবের অবশ্য কর্তব্য—

প্রকৃ সে জানেন ভক্ত-দুঃখ খণ্ডাইতে ।

হেন প্রকৃ দুঃখী জীব না ভজে কেমনে ॥২৭৫॥

অদোষদর্শী, দয়ার সাগর গৌরচন্দ্র—

করুণাসাগর গৌরচন্দ্র মহাশয় ।

দোষ নাহি দেখে প্রকৃ, গুণমাত্র লয় ॥২৭৬॥

তথ্য । কৃতে যদ্ব্যয়তে বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজ্ঞভোমৈঃ ।
 ষাপবে পবিত্র্যায়ানং কলৌ তদ্বিকীর্তনং ॥ (ভাঃ ১২।৩।৫২)
 কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবিধকৃষ্ণং সান্দ্রোপাদ্রপার্শ্বদম্ । যজ্ঞৈঃ সংকীর্তন
 প্রারৈর্গজজি হি স্মরণং ॥ (ভাঃ ১১।৫।৩২) ইত্যোহং
 কৃতসন্ন্যাসোহবতবিদ্যামি কলৌ চতুঃসহস্রাব্দোপরি পঞ্চ-
 সহস্রাতন্ত্রয়ে গৌরবর্ণে দীর্ঘাঙ্গঃ সর্বলক্ষণযুক্ত ঈশ্বরপ্রার্থিতো
 নিজরসান্বানো মিশ্রাখ্যো বিদিতযোগোহস্তম্ ॥ (অথর্ববেদ
 তৃতীয়কাণ্ড-দ্বত বিষ্ণুসহস্রনাম ।) ॥ ২৬২-২৬৫ ॥

তথ্য । সর্বের বেদাযংপদমামনন্তি (কঠ ১।২।১৭) মার্গন্তি
 মন্তে মুখপদ্মনীড়ৈশ্চন্দ্রঃ স্থপঠৈশ্চ বয়ো বিবিক্তে ॥ (ভাঃ
 ৫।৩।৪১) যদবিশ্রুতিঃ শ্রুতিমুতেদমলং পূনাতি পাদাবনেজন-
 পরশ্চবচশ্চ শাস্ত্রম্ ॥ (ভাঃ ১০।৮।২২) অহং ভক্তপরাধীনো
 হবতন্ত্র ইব বিধ । সাধুভির্গ্ৰন্থদ্বয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
 (ভাঃ ৯।৪।৬৩) নাহমান্নানমীশাসে মন্তকৈঃ সাধুভির্বিদ্যা ।

শ্রিধক্ষাত্যস্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পবা । (ভাঃ ৯।৪
 ৬৪) ন হি ভক্তাং পরশ্চান্না প্রাণাশ্চাবয়বাদয়ঃ । ন লক্ষী-
 রাধিকা-বাণী-স্বয়ম্-শঙ্করেব চ । ভক্তপ্রাণো হি কৃষ্ণস্ত কৃষ্ণ-
 প্রাণা হি বৈকুণ্ঠাঃ । ধ্যায়ন্তে বৈকুণ্ঠাঃ কৃষ্ণং কৃষ্ণচ বৈকুণ্ঠাং
 স্তথা ॥ (নারদ পঃ ১২।৩।৫-৩৬) যথা শ্রিয়াহিভিহুতোহহং
 তথা ভক্তো মম প্রিয়ঃ ॥ (গোপালতাপনি উত্তর
 ভাঃ ৫৩) ॥ ২৬৭ ॥

তথ্য । যসি নির্বন্ধদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।
 বশে কুর্ত্তি মাং ভক্ত্যা সংপ্রিয়ঃ সংপতিং যথা ॥
 (ভাঃ ৯।৪।৬৬) ॥ ২৬৮ ॥

তথ্য । ভাঃ ৯।৪।৬৩-৬৮ দ্রষ্টব্য ॥ ২৬৮ ॥

তথ্য । যঃ ভক্তিয়োগপরিভাবিতদ্বংসরোজ আস্বে
 প্রভেক্তিপথোনন্ত নাথ পুংসাম্ । যদ্যচ্ছিয়া ত উরুগায়
 বিভাবয়ন্তি তত্ত্বগুঃ প্রণয়সে সদহগ্রহায় ॥ (ভাঃ ৩।২।১১)
 নমন্তে দেবদেবেশ শম্ভুচক্রগদাধর । ভক্তোচ্ছোপাভূতপায়

ঐশ্বর্য-সম্বরণ ও বাহু-প্রকাশ—

ক্ষণেকে ঐশ্বর্য সম্বরিয়া মহাবীর ।
বাহু প্রকাশিয়া প্রভু হইলেন শির ॥২৭৭॥

ভক্তগণসহ স্নান-ভোজনাদি লীলা—

সবারে লইয়া প্রভু গঙ্গাস্নানে গেলা ।
জাহ্নবীতে বহুবিধ জলক্রীড়া কৈলা ॥২৭৮॥
সবার সহিত আইলেন করি' স্নান ।
তুলসীয়ে প্রদক্ষিণ করি' জলদান ॥২৭৯॥
বিষ্ণুগৃহে প্রদক্ষিণ নমস্কার করি' ।
সবা' লই' ভোজনে বসিলা গৌরহরি ॥২৮০॥

বৃন্দাবনীয় লীলাব পুনরাবৃত্তি—

মধ্যে বসিলেন প্রভু মিত্যানন্দ-সঙ্গে ।
চতুর্দিকে সর্ব-গণ বসিলেন রঙ্গে ॥২৮১॥

সর্বান্তে চন্দন—প্রভু প্রফুল্ল-বদন ।

ভোজন করেন চতুর্দিকে ভক্তগণ ॥২৮২॥
বৃন্দাবন-মধ্যে যেন গোপগণ-সঙ্গে ।
রামকৃষ্ণ ভোজন করেন সেই রঙ্গে ॥২৮৩॥
সেই সব কথা প্রভু সবারে কহিয়া ।
ভোজন করেন প্রভু হাসিয়া হাসিয়া ॥২৮৪॥
কার শক্তি আছে ইহা সব বর্ণিবারে ।
তাহার কৃপায় যেই বোলান যাহারে ॥২৮৫॥

ভক্তগণের প্রভু অবশেষ—

পাত্র-মুঠন—

ভোজন করিয়া প্রভু চলিলেন মাত্র ।
ভক্তগণ লুটি' খাইলেন শেষ-পাত্র ॥২৮৬॥

পবমান্বন নগোহস্ত তে ॥ (ভাঃ ১০।৫৯।২৫) ॥ ১০।২৭।১১
দ্রষ্টব্য ॥২৬৯॥

উর্দ্ধ্বায়—উচ্চৈঃস্ববে ॥ ২৭১ ॥

কাকু—কাকুতি-গিনতি ॥ ২৭২ ॥

ভগবান্ জীবের দুঃখে কাতব হইয়া সেই দুঃখের
বিমোচন-কল্পে কতই না দয়া কবিয়া থাকেন । কিন্তু জীব
অকৃতজ্ঞতাবশে তাঁহাকে ভজন কবে না । প্রতাপকাব-
বুদ্ধিতেও যদি দুঃখী জীবগণ তাঁহাকে তাহাদের দুঃখের
অবসানকাণী জানিয়া ভজন কবে, তাহা হইলেও
ভগবদ্বৈমুখ্য হইতে পবিত্রাণ পায় ॥২৭৫॥

তথ্য । নাহং বসামি বৈকুণ্ঠে যোগিনাং হৃদয়ে ন চ ।
মন্তুজা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নাবদ ॥ (পাদ্মোত্তরে
৭১ অধ্যায়) —২৭০ ॥ তরতি শোকং তবতি পাপ্যানং
(মুণ্ডক ৩।২।৯) নাশং ততঃ পদ্মপাশলোচনাদৃঃখচ্ছিদং
তে মুগয়ামি কঞ্চন । যো মুগ্যতে হস্তগৃহীতপদ্ময়া,
শ্রিযেতরৈরঙ্গ বিমুগ্যমাণয়া ॥ (ভাঃ ৪।৮।২৩) স বৈ পতিঃ
শ্রাদকুতোভয়ঃ স্বয়ং, সমস্ততঃ পাতিঃ ॥ ২৭১ ॥ স
এক এবৈতবধা মিথো ভয়ং নৈবাস্ত্রাভাদধি মন্ততে পবম্ ॥
(ভাঃ ৫।১৮।২০) তাপত্রয়েণাভিহতস্ত বোরে সন্তপ্যমানস্ত
ভবান্ধনীশ । পশ্যামি নাশজ্বরং তবাক্ষিষ্মদাত-
পত্রাদমুতাভিবর্ষাং ॥ (ভাঃ ১১।১৯।১) ॥২৭৫॥

ভগবান্ দোষপূর্ণ জীবের গুণ গ্রহণ করেন বলিয়া তিনি
গুণগ্রাহী ; তিনি অদোষদর্শী । পতিত জীব তাঁহার নিকট
হইতে উৎসাহ না পাইলে কোন মতেই আপনাকে উদ্ধাব
কবিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৭৬ ॥

তথ্য । অহো বকী যং স্তনকালকটং জিঘাংসয়াপায়ম-
দপ্যাসাধী । লেভে গতি বাক্যচিতাং ততোহুচ্চং কং বা
দয়ালুং শরণং ব্রজম্ ॥ (ভাঃ ৩।২।২৩) ॥ ২৭৬ ॥

প্রত্যেক ব্রাহ্মণের গৃহে, প্রত্যেক বৈষ্ণবের গৃহে একটি
করিয়া বিষ্ণুমন্দির ছিল, যেখানে শালগ্রাম-শিলা পূজিত
হইতেন । অবৈষ্ণবের গৃহে হইত দেবস্থানকে 'চণ্ডীমণ্ডপ'
বলে ; আব বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের দেবস্থানকে 'বিষ্ণুগৃহ' ও
'তুলসীমণ্ডপ' বলে ॥ ২৮০ ॥

তথ্য । ভাঃ ১০।১৩।৫-১১ ॥ ২৮৩-২৮৪ ॥

তথ্য । প্রসাদান্নিজনিন্মালা-দানে শোষামুকীর্ষিতা
(বিশ্বঃ) ॥ ২৮৬ ॥

তথ্য । অয়োপভুক্তসঙ্গ-গন্ধবাসোহলঙ্কারচচ্চিতাঃ ।
উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসান্তব মায়ং জয়েম হি ॥
(ভাঃ ১।১৬।৪৬)

প্রভু কহে,—“ভাল কৈলে, শাস্ত্র-আজ্ঞা হয় ।
কৃষ্ণের সকল শেষ ভৃত্য আশ্বাদয় ॥”

(চৈঃ চঃ মধ্য ১৫।২৩৬) ॥ ২৮৬ ॥

ভব্যভব্য বৃদ্ধ সব হৈলা শিশুমতি ।
এই মত হয় বিমুক্তস্তির শক্তি ॥২৮৭॥

অপ্রাকৃত ফলশ্রুতি—

যে স্মৃতি জন শুনে এ সব আখ্যান ।
তাহারে মিলয়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্ ॥২৮৮॥
পুনঃ প্রভু-সঙ্গে ভক্তগণ দয়শন ।
পুনর্ব্বার ঐশ্বর্য্য-আবেশে সঙ্কীৰ্ত্তন ॥২৮৯॥

সর্ববৈষ্ণবের প্রভু-সংহতি ভোজন ।
ইহা যে শুনয়ে তাঁ'রে মিলে প্রেমধন ॥২৯০॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥২৯১॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅষ্টোতাচাৰ্য্য-গৃহে
পুনঃসম্মেলনং নাম প্রথমোহধ্যায়ঃ ॥

ভব্য—গম্ভীর শাস্তিশিষ্ট ॥ ২৮৭ ॥

গম্ভীর প্রকৃতি বিচাবকগণ স্ব-স্ব পবিত্রতবয়োধর্মে
অবস্থিত হইয়াও বালকেব ছায় ব্যবহাব কবিয়াছিলেন ।
বিমুক্ত-স্তির-বলে তাঁহাদেব বালচাপল্যেব ছায় ব্যবহাব
দৃষ্ট হইয়াছিল ॥ ২৮৭ ॥

তথ্য । ভব্যং শুভেচ, সত্যেচ, যোগ্যে ভাবিনি চ
ত্রিষ—(মেদিনী) ॥ ২৮৭ ॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত ।

অনেক অর্কাচীন মনে কবেন যে, নগরভ্রমণাদি,
শোভা-যাত্রা-মুখে হবিসংকীৰ্ত্তনে ঐশ্বর্য্যেব প্রকাশ পায় ।
শ্রীগৌরসুন্দর উহাদেব বিবর্তেব অপনোদন কয়ে
ঐশ্বর্য্যাবেশে সঙ্কীৰ্ত্তন কবিলেন এবং সকল বৈষ্ণবেব
সহিত একত্র বসিয়া পংক্তি-ভোজন-লীলা প্রদর্শন
কবিলেন ॥ ২৯০ ॥

দ্বিতীয় অধ্যায়

দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুব নিত্যানন্দ গদাধরাদি-সহ
নীলাচল-যাত্রা, আটহাটা ও ছত্রভোগ গ্রাম দ্বন্দ্ব কবিয়া
স্মৃতিমান বামচন্দ্র ণানৈব নিকট হইতে নৌযান গ্রহণাদি-
সেবা-স্বীকারপূর্ব্বক ওড়দেশ, স্তবর্ণবেথা, জলেশ্বর, বেমুণা,
যাজপুৰ, বৈতলী, কটক, সাক্ষীগোপাল, ভুবনেশ্বর,
কমলপুৰ, আঠাবনালা প্রভৃতি স্থান হইয়া পুরীতে প্রবেশ;
স্তবর্ণবেথার নিকট নিত্যানন্দ প্রভুব দণ্ডভঙ্গলীলা;
শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদর্শন-কালে প্রভু জগন্নাথকে
আলিঙ্গনার্থ উদ্ধত হইলে প্রভুর আনন্দমূৰ্ছা ও সার্কভৌম
ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রভুকে তৎগৃহে আনয়ন, প্রভুব বাহ
প্রকাশেব পবে সার্কভৌমগৃহে মহাপ্রসাদ-ভোজন-লীলাদি
বর্ণিত হইয়াছে ।

শাস্তিপুবে অষ্টৈতগৃহে ভক্তগণ-সহ বিলাসানন্তর
শ্রীমহাপ্রভু একদিন প্রাতঃকালে ভক্তগণের নিকট নীলাচলে
গমনেব ইচ্ছা প্রকাশ করিলে ভক্তগণ প্রভুকে পথে নানা
প্রকাব বিপদেব আশঙ্কা জ্ঞাপন কবিলেন । কিন্তু স্বভাব
ভগবানের প্রবল ইচ্ছায় শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু প্রমুখ ভক্তবৃন্দ
নিরস্ত হইলেন । নীলাচলাভিমুখে যাত্রাকালে শ্রীগৌরসুন্দর
বিরহকাতর ভক্তগণকে কৃষ্ণভক্তনেব উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক
সাস্তনা প্রদান করিলেন । কৃষ্ণ মথুরাভিমুখে গমনকালে
ব্রজবাসিগণের যেরূপ বিরহ-দুঃখ উপস্থিত হইয়াছিল,
অভিন্ন-ব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরসুন্দরের ভক্তবৃন্দেরও (অভিন্ন
ব্রজবাসী) তদ্রূপ দুঃখ উপস্থিত হইল । মহাপ্রভুর সঙ্গে
শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, গদাধর, যুগ্মল, গোবিন্দ, জগদানন্দ ও
ব্রজানন্দ চলিলেন । পথে প্রভু ভক্তগণের নিকট সঙ্কিত
কোন বস্তু আছে কি না, অহসন্ধান করিয়া ভক্তগণের

নিষ্কলঙ্কতা ও নিবপেক্ষতা পরীক্ষা করিলেন। কাহারও সঙ্গে কোন সঙ্কিত দ্রব্য নাই দেখিয়া মহাপ্রভুব অত্যন্ত আনন্দ হইল। প্রভু সকলকে ভগবদ্-নির্ভরতা বিষয়ে উপদেশ প্রদান কবিত্তে করিতে আঠিসাবা গ্রামে অনন্ত পণ্ডিতের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথায় আতিথ্য-লীলা স্বীকার কবিলেন। ক্রমে মহাপ্রভু ছত্রভোগ তীর্থে আসিয়া ‘অম্লিঙ্গ-ঘাট’ দর্শন কবিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার অম্লিঙ্গ শিবের উপাখ্যান বর্ণন কবিয়াছেন। মহাপ্রভু ‘শতমুখী গঙ্গাব’ দর্শন ও স্নান কবিয়া অশ্রুদর্শায় মগ্ন হইলেন। ছত্রভোগ গ্রামের অধিকারী রামচন্দ্রখাঁন দৈবাৎ তথায় উপস্থিত হইয়া প্রভুব চরণে প্রণত হইলেন এবং প্রভুব জগন্নাথ দর্শন লাভের জন্য অদ্ভুত আর্তি দেখিয়া মহাবিস্মিত হইলেন। প্রভু রামচন্দ্রখাঁনের পবিচয় পাইয়া তাঁহাকে প্রভুব নীলাচল যাইবার পথেব বন্দোবস্ত করিয়া দিবার জন্য রূপাদেশ প্রদান কবিলেন। রামচন্দ্র খাঁন স্বীয় গৃহে সপার্বদ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করিবার অমুবোধ কবিলে মহাপ্রভু রামচন্দ্র খাঁন প্রতি রূপাদৃষ্টি কবিলেন। ছত্রভোগবাসিনী লোকসকল প্রভুব অদ্ভুত দিব্যোন্মাদ দর্শনের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। বাক্সি তৃতীয় প্রহরের পবে মহাপ্রভু বাহু-দশা পাইলে রামচন্দ্র খাঁন মহাপ্রভুব জন্ম নৌকা আনয়ন কবিলেন। গৌবন্দনব নৌকোপবি অদ্ভুত প্রেম প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রভুর আজায় মুকুন্দ নৌকোপরি কীর্তন আরম্ভ কবিলেন। প্রভুব নৃত্যে নৌকা টলমল করিতে লাগিল। জলদস্যু ও কুস্তীবাদি হিংস্রজন্তুর আশঙ্কা জাপনপূর্বক ভীত নাবিক কীর্তন করিতে নিবেশ কবিলে মহাপ্রভু ভক্তগণকে ভক্তবক্ষ্যাকাবী অব্যর্থ সুদর্শন-চক্রের কথা বলিয়া অভয় প্রদান কবিলেন।

উৎকল দেশে এষিষ্ট হইয়া ‘গঙ্গা-ঘাট’ নামক স্থানে মহাপ্রভু স্নান করিলেন এবং তথায় যুগ্মিষ্টবের স্থাপিত বৈষ্ণবরাজ মহেশের প্রতি নমস্কার করিয়া প্রদর্শন করিলেন। ভক্তগণকে কোনও দেবস্থানে রাখিয়া প্রভু একাকী গৃহস্থের ঘারে গমনপূর্বক অকল পাতিয়া ভিক্ষা-লীলা প্রকাশ করিলেন। প্রভুর ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্য পণ্ডিত জগদানন্দ পাক করিলেন। মহাপ্রভু ভক্তগণকে লইয়া

স্তোজন কবিলেন এবং সেই গ্রামে সারারাত্র সংকীর্ণনে যাপনপূর্বক পবদিবস উষঃকালে পুনরায় পুরী-অভিমুখে যাত্রা কবিলেন। পথে এক দানী (পথকর আদায়কারী) প্রভুব নিকট হইতে মাগুল চাহিয়া প্রভুর পথ রোধ করিল, পবে প্রভুর অনৌকিক তেজ দেখিয়া দানী প্রভুকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু ভক্তগণের মাগুল চাহিল। পবে ভক্তগণের জন্ত মহাপ্রভুব দুগপৎ নিরপেক্ষ লীলা ও স্নেহপূর্ণ ক্রন্দন দেখিয়া দানীব চিত্ত মুগ্ধ হইল; দানী প্রভুর চরণে নিজ দোষের ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। প্রভু দানীকে রূপা করিয়া ক্রমে সুবর্ণরেখায় আগমন পূর্বক ভক্তগণসহ তথায় স্নান করিলেন। মহাপ্রভু ক্রমে অগ্রসর হইতে থাকিলে অবধূত নিত্যানন্দ ও জগদানন্দাদি ভক্তগণ পর্যটন-কালে মহাপ্রভুর বহু পশ্চাতে পড়িলেন। জগদানন্দ মহাপ্রভুব দণ্ডবহন করিয়া চলিয়াছিলেন। জগদানন্দ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নিকট উক্ত দণ্ড রাখিয়া ভিক্ষা-অধেষণে গমন করিলে নিত্যানন্দ প্রভু হস্তে দণ্ড লইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে, সে প্রভুকে তিনি হৃদয়ে নিত্য বহন করেন, সেই প্রভু দণ্ড বহন করিবেন, ইহা কখনও সমীচীন হইতে পাবে না। ইহা ভাবিয়া শ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভুর দণ্ডটাকে তিন খণ্ড কবিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলেন। শ্রীনিত্যানন্দেব এই দণ্ডভঙ্গ-লীলা সামান্য জীব-বুদ্ধির অগম্য; একমাত্র শ্রীনিত্যানন্দই ইহার মর্ম জানেন। পবে যখন মহাপ্রভুব নিকট পণ্ডিত জগদানন্দ ভগ্ন দণ্ডগুলি লইয়া গেলেন, তখন তাহা দেখিয়া গৌরসুন্দর নিত্যানন্দের প্রতি বাহুতঃ ক্রোধলীলা প্রকাশ করিলেন এবং সকলেব সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া একাকী গমনপূর্বক জলেশ্বর শিব-স্থানে আসিয়া পৌছিলেন। লোক-শিক্ষক শ্রীগৌরসুন্দর বৈষ্ণবাগ্ৰগণ্য শিবস্থানে আনন্দ-নৃত্য-লীলা প্রকাশ করিলেন। পশ্চাদবর্তি-ভক্তগণও ইত্যবসরে মহাপ্রভুর নিকট আসিয়া পৌছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণকে মহাপ্রভু প্রেমালিঙ্গনপূর্বক অনেক মর্ম কথা ও নিত্যানন্দ-মহিমা কীর্তন করিলেন।

বাক্সিতে জলেশ্বরে থাকিয়া পরদিন ভোরে মহাপ্রভু বাশদহ পথে এক তাত্ত্বিক শাস্ত্র সম্যাসীর সহিত সন্ধ্যাণ্ণ

লীলা করিলেন। 'রেমুণা' গ্রামে গোপীনাথের নিকটে আগমন করিয়া নৃত্যকীর্তনাদি করিলেন, তৎপরে যাজপুরে আসিয়া বৈতরণীতে ভক্তগণসহ দান-লীলা প্রকাশপূর্বক হঠাৎ সকলকে ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গেলেন এবং পুনরায় দর্শন দান করিলেন। এইরূপে ক্রমে প্রভু কটক নগরে সাক্ষীগোপাল দর্শন করিয়া শ্রীভুবনেশ্বরে আগমন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার বিবৃত-ভাবে স্বল্পপুণ্যগোস্ত্র ভুবনেশ্বর শিবের উপাখ্যান বর্ণনপূর্বক 'একাত্মক'-নামক স্থানেব মাহাত্ম্য ও 'ভুবনেশ্বর' নাম হইবাব কাবণ, পূর্বী মাহাত্ম্য, শিবের ক্ষেত্রপালত্ব প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন। গোপালিনীশক্তি ভুবনেশ্বর শিবের নিকট আগমনপূর্বক মহাপ্রভু মহানৃত্য করিতে লাগিলেন। তথা হইতে ক্রমে কমলপুরে আসিয়া মন্দিরের ধ্বজ-দর্শনে মহাপ্রভু ভাবাবেশ হইল। "আঠারনালায়" উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু একাকী শ্রীজগন্নাথ-দর্শনে গমনার্থ ইচ্ছা

জয়-কীর্তনমুখে মঙ্গলাচরণ ও প্রার্থনা—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় সর্ব-প্রাণ।

জয়-চুট-ভয়ঙ্কর জয় শিষ্ট-জ্ঞাণ ॥১॥

জয় শেষ রমা অজ ভবের ঈশ্বর।

জয় কৃপাসিদ্ধ দীনবন্ধু জ্যাসিবর ॥২॥

করিলেন এবং একাকী পরম আবেগভরে জগন্নাথমন্দিরে প্রবেশপূর্বক জগন্নাথ দর্শন করিয়া দীর্ঘ বিরহের পরে মহামিলন অস্ত্র ভাবাবেশে জগন্নাথকে আলিঙ্গন প্রদানে উচ্চত হইলে মহাপ্রভু মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। তৎকালে শ্রীমন্দির মধ্যে সার্কভৌম ভট্টাচার্য্য জগন্নাথ দর্শন করিতেছিলেন। তিনি একজন নবীন সন্ন্যাসীর ঐক্লম অবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহাকে শাস্ত্রীয় লক্ষণানুসারে মহাপুরুষ বলিয়া ধাবণা করিলেন। পড়িহারিগণ মহাপ্রভুকে প্রহার কবিত্তে উচ্চত হইলে সার্কভৌম উহারিগকে বাধণ করিয়া প্রভুকে নিজ-গৃহে লইয়া আসিলেন। ক্রমে ক্রমে নিত্যানন্দাদি ভক্তগণ আসিয়া পড়িলেন। বাহ্যাবস্থা লাভেব পব মহাপ্রভু এখন হইতে গরুড় স্তম্ভের পশ্চাৎ হইতে জগন্নাথ দর্শন করিবেন—প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং সন্ন্যাসীর পর সার্কভৌমগৃহে ভক্তগণসহ মহাপ্রসাদ সন্ধান-লীলা প্রকট করিলেন। (গৌ: ভা:)

ভক্ত-গোষ্ঠি-সহিত গৌরাজ জয় জয়।

কৃপা কর প্রভু, যেম তৌহে মম রয় ॥৩॥

শান্তিপুরে ভক্তগণসহ কৃষ্ণকথা-রসে নিশি-যাপন—

হেম মতে শ্রীগৌরসুন্দর শান্তিপুরে।

করিলা অশেষ রস অধৈতের ঘরে ॥৪॥

গৌড়ীয়-ভাগ

শ্রীচৈতন্য স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া সকল প্রাণীর একমাত্র প্রাণ। তিনি হরিগুরু-বৈষ্ণব-বিষেবী চুটজনের যম্যদূষণ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি; আর প্রহ্লাদাদি শিষ্ট-ভক্তগণের সেবা-বিমুখতা হইতে উদ্ধারকারী। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব চতুর্থাশ্রম গ্রহণ করিয়া জীব-ব্রহ্মৈক্যবাদ বা জগন্নিখ্যাৎসবাদ গ্রহণ করেন নাই। গুণজাত জগতের উৎসাহদাতৃহুয়ে মায়াবাদি-সম্প্রদায় অথবা ভেদবাদী কর্ম্মসম্প্রদায় বেরূপ চুট-শিষ্টের বিচার যথাক্রমে করেন না বা করেন, শ্রীগৌরসুন্দর অজ্ঞাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও যোগীদিগের তরুণ বিচার অংশমোদন না করায় শুভতত্ত্বই প্রচারকের ও কৃষ্ণশ্রেয়-

* প্রদাতাব লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন ॥১॥

বহুবীষববাদী বা পঞ্চোপাসক সম্প্রদায় যেক্রপ ভব-বিরিঞ্চাদি গুণাবতারের সহিত অথবা ভগবচ্ছক্তি রমা বা ভগবদ্ভূত্য শেষ অনন্তদেবেব সহিত স্বয়ংরূপ কৃষ্ণের সর্কভৌমভাবে অভেদ কামনা করেন, তাহা চুট সিদ্ধান্ত হওয়ায় শিষ্ট সিদ্ধান্তের বিচাবানুসারে ব্রহ্মভেদ কৃষ্ণদাস-গণের বা আধিকারিক দেবগণের তিনিই ঈশ্বর। তাঁহাকে কর্ম্মফলবাধ্য কর্ম্ম-জ্ঞানী বা জ্ঞানি-জ্ঞানী বিচার করিয়া মহাভাগবতের লীলা-প্রচারক হইতে যাহাতে পৃথগুদ্ভি না ঘটে, তজ্জন্ত মহাপ্রভু কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অজ্ঞাভিলাষী দীনজনের একমাত্র বন্ধু এবং ভক্তবান্ধব পরমদয়াময় ভগবান্ স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণ সর্কেশ্বর বস্তু। তিনি অজ্ঞাভিলাষী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও

বহুবিধ আপম-রহস্য কথা রলে ।
সুখে রাজি গোড়াইলা ভক্তগণ-সঙ্গে ॥৫॥
পোহাইল নিশা প্রভু করি' নিজ কৃত্য ।
বসিলেন চতুর্দিকে বেড়ি' সব ভৃত্য ॥৬॥

নীলাচল-যাত্রার প্রস্তাব—

প্রভু বলে,—“আমি চলিলাঙ নীলাচলে ।
কিছু দুঃখ না ভাবিহ তোমরা-সকলে ॥৭॥
নীলাচল-চন্দ্র দেখি আমি পুনর্বার ।
আসিয়া হইব সঙ্গী তোমা' সবার ॥৮॥

সকলকে হবিভজনময় গৃহে প্রত্যাবর্তনপূর্বক

কীর্তনাখ্য-ভক্তিয়াক্ষনার্থ আদেশ—

লবে গিয়া সুখে গৃহে করহ কীর্তন ।
জন্ম জন্ম তুমি সব আমার জীবন ॥” ৯॥

ভক্তগণের প্রভুকে পথের বিপৎসঙ্কলতা-জ্ঞাপন—

ভক্তগণে বলে,—“প্রভু, যে তোমার ইচ্ছা ।
কা'র শক্তি তাহা করিবারে পারে মিছা ॥১০॥
তথাপিহ হইয়াছে চূর্ণট সময় ।
সে রাজ্যে এখন কেহ পথ নাহি বয় ॥১১॥

সুই রাজ্যে হইয়াছে অত্যন্ত বিবাদ ।
মহা-দস্যু শ্রানে শ্রানে পরম প্রমাদ ॥১২॥
যাবৎ উৎপাত নাহি উপশম হয় ।
তাবৎ বিশ্রাম কর' যদি চিন্তে লয় ॥” ১৩॥

প্রভুব নীলাচলগমনে দৃঢ়সঙ্কল্প—

প্রভু বলে,—“যে সে কেনে উৎপাত না হয় ।
অবশ্য চলিব যুগ্মি কহিনু নিশ্চয় ॥” ১৪॥

অধৈতের উক্তি—

বুঝিলেন অধৈত প্রভুর চিন্তবৃত্ত ।
চলিলেন নীলাচলে, না হৈলা নিবৃত্ত ॥১৫॥
যোড়হস্তে সত্য কথা লাগিলা কহিতে ।
কে পারে তোমার পথ-বিরোধ করিতে ? ১৬॥
যত বিঘ্ন আছে সর্ব কিঙ্কর তোমার ।
তোমারে করিতে বিঘ্ন শক্তি আছে কার ॥১৭॥
যখনে করিয়া আছ চিন্তা নীলাচলে ।
তখনে চলিবা প্রভু, মহা কুতূহলে ॥” ১৮॥
শুনিয়া অধৈত-বাক্য প্রভু সুখী হৈলা ।
পরম সন্তোষে ‘হরি’ বলিতে লাগিলা ॥১৯॥

মিছাভক্ত প্রভূতির বিচাব হইতে পৃথক থাকিয়া ঐ সকল পবিত্র্যগ করিবার লীলা অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া তিনি পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংরূপ । সকল প্রাকটাই অচিন্ত্য-ভেদাভেদেব প্রকাশ ভেদ—ইহা জানাইবাব জ্ঞ পবমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ মহাভাগবতমুক্তি যতিবাজেব বেশ গ্রহণ কবিয়া-ছিলেন । মানবে দেবারোপবাদ অথবা মানবীয় ভোগপব বিলাসবৈচিত্র্য ভগবানে আবোপ করিবার পবিবর্তে স্বয়ং ভগবান্ অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিবাব জ্ঞ জগতে, ভাবতে, বঙ্গ, নদীয়াব স্বীয় প্রাকট্য বিধান করিয়া ঐ সকল জড়দেশকালপাত্রেব বিচাব হইতে পৃথক্ হইবার উপদেশকস্বত্রে জৈবজ্ঞানের চরম প্রয়োজন প্রদান-লীলাময়ের অভিনয় করিয়াছিলেন ॥২॥

অখিলরসায়তমুক্তি শ্রীকৃষ্ণের সকল রহস্য কথা ভক্তগণের সঙ্গে আশ্বাদন করিতে করিতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ বিধান করিয়া রজনী যাপন করিয়াছিলেন ॥৫॥

তথ্য । সত্যসঙ্কল্পঃ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।২) বেদানির্কচনীয়ঃ

চ স্বেচ্ছাময়মধীশ্ববম্ । নিত্যং সত্যং নিগুণঞ্চ জ্যোতিরূপং সনাতনম্ ॥ (নাঃ পঞ্চরাত্র ১।২১।২৬) ॥১০॥

বঙ্গের যবন-নৃপতি উৎকলবাজ্য আক্রমণ কবিবাব জ্ঞ বহু আয়োজন করায় বঙ্গদেশ হইতে নীলাচলের যাত্রিগণ অত্যন্ত শঙ্কিত হইয়াছিলেন । বিধর্মী গোড়নৃপতি বহুদিন হইতে নিজ অহুচববর্গকে উৎকলদেশ আক্রমণ কবিবাব জ্ঞ প্রবোচনা কবিতেছিলেন ; এমন কি, ইহাব কয়েক বৎসব পবেই সনাতন গোস্থামীর সহিত স্বয়ং যাত্রা কবিষা উৎকল ধ্বংস কবিবাব জ্ঞ গমন কবিবার প্রস্তাবও দেখিতে পাওয়া যায় । বিশেষতঃ যে বৎসব শ্রীগৌরসুন্দর বৃন্দাবন যাইবাব জ্ঞ কানাইনাটশালা হইতে ঐভ্যাবর্তন কবেন, সেই বৎসবও ভক্তগণ গৌর-সুন্দবেব বৃন্দাবন-বিজয়েব পথেব বিশেষ শঙ্কাব কথা বলিয়াছিলেন ॥১১॥

তথ্য । যৎপাদপল্লবযুগং বিনিধায় কুন্ত-বন্দে প্রণামসময়ে স গণাধিবাজঃ । বিদ্যান্ বিহন্তমলমস্ত জগদ্রয়স্ত গোবিন্দ- ,

প্রভুর নীলাচল-যাত্রা—

সেই কণে মহাপ্রভু মন্ত-সিংহ-গতি ।

চলিলেন শুভ করি' নীলাচল-প্রতি ॥২০॥

অমুগামী ভক্তগণকে প্রভুর হরিভজনাঙ্কুল-গৃহে

প্রত্যাগমনপূর্বক কৃষ্ণ-ভজনে উপদেশ—

ধাইয়া চলিলা পাছে সব ভক্তগণ ।

কেহ নাহি পারে সছরিবারে ক্রন্দন ॥২১॥

কত দূর গিয়া প্রভু শ্রীগৌর-সুন্দর ।

সবা' প্রবোধেন বলি' মধুর উত্তর ॥২২॥

“চিন্তে কেহ-কোন কিছু না ভাবিহ ব্যথা ।

তোমা' সবা' আমি নাহি ছাড়িব সর্বথা ॥২৩॥

কৃষ্ণ-নাম লহ সবে বসি' গিয়া ঘরে ।

আমিহ আসিব দিম-কতক-ভিতরে ॥” ২৪॥

প্রভুব স্বেহালিঙ্গন ও ভক্তগণের বিরহ ক্রন্দন—

এত বলি' মহাপ্রভু সর্ব বৈষ্ণবেরে ।

প্রত্যেকে প্রত্যেকে ধরি' আলিঙ্গন করে ॥২৫॥

প্রভুর নয়ন-জলে সর্ব ভক্তগণ ।

সিক্ত হইয়া অঙ্গ করেম ক্রন্দন ॥২৬॥

এই মত নামাক্রমে সবা' প্রবোধিয়া ।

চলিলেন প্রভু দক্ষিণাভিমুখ হঞা ॥২৭॥

কান্দিয়া কান্দিয়া প্রেম-সব ভক্তগণ ।

উঠেন পড়েন পৃথিবীতে অনুকণ ॥২৮॥

কৃষ্ণের মধুরা-গমন-কালীন গোপীবিরহের ছায়

ভক্তগণের বিরহ-দুঃখ—

যেম গোপীগণ কৃষ্ণ মধুরা চলিলে ।

ডুবিলেন মহা-শোক-সমুদ্রের জলে ॥২৯॥

যেদ্রুপে রহিল তাঁহা সবার জীবন ।

সেই মত বিরহে রহিলা ভক্তগণ ॥৩০॥

দৈবে গৌরগণ ও কৃষ্ণগণের অভিন্নতা—

দৈবে সে-ই প্রভু, ভক্তগণো সেই সব ।

উপমাও সে-ই সে, সে-ই সে অনুভব ॥৩১॥

জীবন-মরণ কৃষ্ণ-ইচ্ছায় সে হয় ।

বিষ বা অমৃত ভক্ষিলেও কিছু নয় ॥৩২॥

যেমনে বাহারে কৃষ্ণচন্দ্র রাখে মারে ।

তাঁহা বই আর কেহ করিতে না পারে ॥৩৩॥

নিত্যানন্দ-গদাধরাদি-সহ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা—

হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে ।

আইসেন চলিয়া আপন-কুতূহলে ॥৩৪॥

নিত্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ ।

সংহতি জগদানন্দ, আর ব্রজানন্দ ॥৩৫॥

নাদিপুরুষঃ তমহং ভজামি ॥ (ত্রঃ সং ৫০ সংখ্যা) ঙাং
সেবতাং স্তমকৃত্য বহবোহস্তরায়ঃ শ্যোকো বিলম্ব্য পরমং
ব্রজতাং পদং তে । নাস্ত্য বর্হিষি বলীন্ দদতঃ স্বভাগান্
থন্তে পদং স্বমবিতা যদি বিষমুদ্বি ॥ (ভাঃ ১১।৪।১০) ॥১৭॥

তথ্য । ভাঃ ১।১।১০ ; ভাঃ ১০।২।৩৩ দ্রষ্টব্য ॥১৭॥

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তগণকে বিদায় দিবার কালে এইরূপ
সাক্ষ্যপূর্বক বলিতে লাগিলেন,—“তোমরা গৃহে গিয়া
কৃষ্ণনাম কর, আমি গৃহে হইতে বহির্গত হইয়া স্থানে স্থানে
কীর্তন করিবার মানসে নীলাচলে যাইতেছি এবং ভ্রমণের
জলে পুনরায় তোমাদের সহিত মিলিত হইব । শুদ্ধকৃষ্ণ-
নাম-বলে তোমাদের গৃহে থাকিয়াও গৃহের কোন অসুবিধা
ঘটিবে না । তোমরা সকলেই মুক্ত পুরুষ—সুতরাং ‘কৃষ্ণ-
নাম’-গ্রহণে তোমাদের একমাত্র প্রয়োজ্যতা আছে । কৃষ্ণ-
নাম-ভজনের সিদ্ধি-ফলে তোমরাও কৃষ্ণের রূপ, গুণ,

পরিকববৈশিষ্ট্য ও নীলায় আকৃষ্ট হইবে ; তখন আমি
তোমাদের সহিত সর্বতোভাবে মিলিত হইয়া অশোক,
অভয় ও অমৃত কিরূপ ব্যাপার, তাহা তোমাদিগকে
জানাইব ॥” ২৪॥

তথ্য । ভাঃ ১০।৩৯।১০-৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥২৯॥

জড়জগতে বিবেক ক্রিয়ায় জীবের মৃত্যু ঘটে ; আর
অমৃত সেবনে জীবের নিত্যজীবনপ্রাপ্তি ঘটে । কৃষ্ণেচ্ছা-
ক্রমে জড়বস্তু ও চিদ্বস্তুসমূহ স্ব-স্ব ফল প্রদান করিতে
সমর্থ হয় । কৃষ্ণেচ্ছা সেই সকল বস্তুতে তত্তদধর্ম ও বৃত্তি
তুলিয়া লইলে তাহারা আব উহা প্রদর্শন করিতে সমর্থ
হয় না । উমা-মহেশ্বর-সংবাদই ইহার সাক্ষ্য ও প্রমাণ ॥৩২॥

সেবোপকৃষ্ট হইয়াও অনেক বৈষ্ণবাপবাক্রমে ভগবদ্ভজন-
গণকে ভগবদ্ভক্ত হইতে পুণক্ দর্শনে দেখিতে গিয়া
মর্ত্যবুদ্ধি করে । হরিগুরুবৈষ্ণবে মর্ত্যবুদ্ধি হইলে তাহাদিগের

পথে ভক্তগণের নিষ্কিন্তা-পরীক্ষা—

পথে প্রভু পরীক্ষা করেন সব' প্রতি ।
 “কি সম্বল আছে বল কাহার সংহতি ॥৩৬॥
 কে বা কি দিয়াছে কা'রে পথের সম্বল ।
 নিষ্কপটে মোর স্থানে কহত সকল ॥” ৩৭॥
 সবে বলে,—“প্রভু, বিনা আজ্ঞায় তোমার ।
 কা'র-দ্রব্য লইতে বা শক্তি আছে কা'র ॥” ৩৮॥
 শুনিয়া ঠাকুর বড় সন্তোষ হইলা ।
 শেষে সেই লক্ষ্যে তত্ত্ব কহিতে লাগিলা ॥৩৯॥

ভক্তগণের নিবপেক্ষতায় প্রভু সন্তোষ—

প্রভু বলে,—“কাহারো যে কিছু না লইলা ।
 ইহাতে আমার বড় সন্তোষ করিলা ॥৪০॥

শরণাগতি-শিক্ষা-দান—‘বাথে কৃষ্ণ মাঝে কে ?

মাঝে কৃষ্ণ মাঝে কে ?’—

ভোক্তব্য অদৃষ্টে থাকে যে-দিনে লিখন ।
 অরণ্যেও আসি' মিলে অবশ্য তখন ॥৪১॥
 প্রভু যা'রে যে-দিবস না লিখে আহার ।
 রাজ-পুত্র হউ তবু উপবাস তা'র ॥৪২॥
 থাকিলেও খাইতে না পারে আজ্ঞা-বিনে ।
 অকস্মাৎ কলহ করয়ে কারো সনে ॥৪৩॥

ক্রোধ করি' বলে—‘মুঞি না খাইমু ভাত ।’
 দিব্য করি' রহে নিজ শিরে দিয়ে হাত ॥৪৪॥
 অথবা সকল দ্রব্য হৈলে বিস্তমান ।
 আচম্বিতে দেহে জ্বর হৈল অধিষ্ঠান ॥৪৫॥
 জ্বর-বেদনায় কোথা থাকিল ভক্ষণ ।
 অতএব ঈশ্বরের ইচ্ছা সে কারণ ॥৪৬॥
 ত্রিভুবনে কৃষ্ণ দিয়াছেন অন্ন-ছত্র ।
 ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে মিলিব সর্বত্র ॥” ৪৭॥
 আপনে ঈশ্বর সর্বজ্ঞমেনে শিক্ষায় ।
 ইহাতে বিশ্বাস যা'র সে-ই সুখ পায় ॥৪৮॥
 যে-তে-মতে কেনে কোটি প্রযত্ন না করে ।
 ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে ফল ধরে ॥৪৯॥
 হেন-মতে প্রভু-তত্ত্ব কহিতে কহিতে ।
 উত্তরিল। আসি' আটসারা-নগরেতে ॥৫০॥

আটসারা-গ্রামে অনন্তপণ্ডিত-গৃহে—

সেই আটসারা-গ্রামে মহা ভাগ্যবান্ ।
 আছেন পরম সাধু—শ্রীঅনন্ত নাম ॥৫১॥
 রহিলেন আসি' প্রভু তাঁহার আলয় ।
 কি কহিব আর তাঁ'র ভাগ্য-সমুচ্চয় ॥৫২॥
 অনন্ত পণ্ডিত অতি পরম উদার ।
 পাইয়া পরমানন্দ বাহু নাহি আর ॥৫৩॥

শচিদানন্দ-প্রতীতি জড়ভোগোন্মত্ত জীবের দর্শনে লক্ষিত হয় না। তৎফলে তাহা বা হবিগুরু-বিশেষ জ্ঞাতসাবে ও অজ্ঞাতসাবে উভয় প্রকারে কবিতা ফেলে। কেহ বা ভেদবুদ্ধি করিয়া কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ কবে, কেহ অজ্ঞাভিলাষী হইয়া বুদ্ধি ও মুমুক্ষুকেই নিজপ্রয়োজন মনে করে। কিন্তু তাহা বা বুঝিতে পাবে না যে, কৃষ্ণচক্রে ইচ্ছার অহুকূলে গুরুবৈষ্ণবগণ তাহাদেব ক্ষীণবুদ্ধি ধ্বংস করিতে সমর্থ। গুরুবৈষ্ণব—কৃষ্ণশক্তি-সম্পন্ন। শক্তি হইতে শক্তিমান্ অভেদ; আবার শক্তি কখনও শক্তিমান্ বলিয়া পরিচিতি হইতে পাবেন না—ইহাই কেবলাবৈতীভ্য সহিত ভগবদ্ভক্তের পার্থক্য। অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বিচাবের কিয়দংশ গ্রহণ কবিতাই বিশিষ্টাষ্টভৈত-বিচাব, গুরুবৈষ্ণব-বিচার ও গুরুবৈষ্ণববিচার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছে। পূর্ণতা-

বিচাবে পবন পূজ্য শ্রীকৃপাভূষণ শ্রীশ্রীলক্ষ্মণদাস কবিবাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন কবিত্তে গিয়া “বন্দে গুরুনীশ”-শ্লোকের বিচারে ও পঞ্চতত্ত্বের বর্ণনে সকল কথা স্পষ্টভাবে সেবামুখ জনগণকে জানাইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণদাসের নিকট অপরাধিগণ ভাগবত-ভাণ্ডার্য্য বুঝিতে না পাবিয়া কেহ বা জড়ভেদবাদী, কেহ বা মায়াবাদী। মায়াবাদিগণ অভেদ-বিচাবে শক্তি-বৈচিত্র্যের নিত্যত্ব বুঝিতে পাবেন না; আবার ভেদবাদী কল্পী বহুদেবের উপাসনা করিতে গিয়া নরকযন্ত্রণায় পতিত হইয়া গুরুবৈষ্ণবকে কৃষ্ণ হইতে ভেদ-জ্ঞানে বিরোধ স্থাপন কবেন ॥৩৩॥

তথ্য। রক্ষিতা যন্ত ভগবান্ কল্যাণং তন্ত সত্ত্বজ্ঞান।
 স যন্ত বিয়কর্তা চ কৃষ্ণকৃতং তং চ কঃ কঃ ॥ নৈঃ
 পঞ্চবাত্র ১১১৪৪ ॥ ৩২-৩৩ ॥

বৈকুণ্ঠের পতি আসি' অভিধি হইলা।

সন্তোষে ভিকার সম্ভ করিতে লাগিলা ॥৫৪॥

সর্ব-গণ-সহ প্রভু করিলেন ভিক্ষা।

সন্ন্যাসীয়ে ভিক্ষা-ধর্ম করায়েন শিক্ষা ॥৫৫॥

সর্বরাত্রি কৃষ্ণ-কথা-কীর্তন-প্রসঙ্গে।

আছিলেন অনন্তপণ্ডিত-গৃহে রঞ্জে ॥৫৬॥

পরদিবস প্রাতে আটসার-ভ্যাগ—

শুভ-দৃষ্টি অনন্তপণ্ডিত প্রতি করি।

প্রভাতে চলিলা প্রভু বলি 'হরি হরি' ॥৫৭॥

দেখি' সর্ব-ভাপহর শ্রীচন্দ্রবদন।

'হরি' বলি সর্ব-লোকে ডাকে অনুক্ষণ ॥৫৮॥

যোগীন্দ্র-জন্মে অতি দুর্লভ চরণ।

হেম প্রভু চলি' যায় দেখে সর্বজন ॥৫৯॥

'ছত্রভাগ'-তীর্থে—

এইমত প্রভু জাহ্নবীর কূলে কূলে।

আইলেন ছত্রভাগ মহা কুতূহলে ॥৬০॥

সেই ছত্রভাগে গঙ্গা হই' শতযুধী।

বহিতে আছেন সর্বজনে করি' স্তুতী ॥৬১॥

জলময় শিবলিঙ্গ আছে সেই স্থানে।

'অমূল্য ঘাট' করি' বলে সর্বজনে ॥৬২॥

'অমূল্য' শিবের উপাখ্যান—

অমূল্য শঙ্কর হইলা যে নিমিত্ত।

সেই কথা কহি শুন হইল এক চিত্ত ॥৬৩॥

পূর্বে ভগীরথ করি' গঙ্গা-আরাধন।

গঙ্গা আনিলেন বংশ-উদ্ধার-কারণ ॥৬৪॥

গঙ্গার বিরহে শিব বিহ্বল হইয়া।

শিব আইলেন শেষে গঙ্গা স্মরণিয়া ॥৬৫॥

গঙ্গারে দেখিয়া শিব সেই ছত্রভাগে।

বিহ্বল হইলা অতি গঙ্গা-অমুরাগে ॥৬৬॥

গঙ্গা দেখি' মাত্র শিব গঙ্গায় পড়িলা।

জল-রূপে শিব জাহ্নবীতে মিশাইলা ॥৬৭॥

জগন্নাথ জাহ্নবীও দেখিয়া শঙ্কর।

পূজা করিলেন ভক্তি করিয়া বিস্তর ॥৬৮॥

শিব সে জানেন গঙ্গা-ভক্তির মহিমা।

গঙ্গাও জানেন শিব-ভক্তির যে সীমা ॥৬৯॥

গঙ্গাজল-স্পর্শে শিব হৈল জলময়।

গঙ্গাও পূজিলা অতি করিয়া বিনয় ॥৭০॥

অমূল্য-ঘাট—

জলরূপে শিব রহিলেন সেই স্থানে!

'অমূল্য ঘাট' করি' যোবে' সর্বজনে ॥৭১॥

নিভ্যানন্দ, গদাধর, মুকুন্দ, গোবিন্দ ও ব্রহ্মানন্দ, ইহাদিগকে গৌরহৃদয় জিজ্ঞাসা কবিলেন,—“তোমাদের কাহাব সহিত কি কি পাথেয় আছে?” তাঁহারা তদুত্তরে বলিলেন,—“আমাদের কাহাবও আপনি ব্যতীত কোন সম্বল নাই।” ইহা শ্রবণ করিয়া তাঁহাদের ঐকান্তিকতা জানিয়া গৌরহৃদয়ের পরম সন্তোষ প্রকাশ কবিলেন। ব্যভিচারী মিছাভক্তগণ ঐ সকল কথা বুঝিতে না পারিয়া গুরুবৈষ্ণব ও ভগবানের মধ্যে বিবেচ-ভাবের কল্পনা কবিয়া অভেদ বিচার বুঝিতে পাবে না। অচিন্ত্যভেদাভেদ-রসপুঞ্জের একমাত্র কারণ; চিন্ত্যে যে ভেদ বা বৈচিত্র্য উপলব্ধ হয়, তাহা নিত্য হইলেও সমগ্র-লীলার সহিত অভিন্ন,—“একমেবাদ্বিতীয়ম্” বাক্যের বিরোধী নহে। “একমেবাদ্বিতীয়ম্” বিচারে শিচিত্রতা ও বৈশিষ্ট্য-জনিত ভেদ নাই—এ কথা ঐহারা বলিয়া থাকেন, তাঁহারা

‘মায়াবাদী,’ বিষয়াশ্রয়ে বৈশিষ্ট্য লোপ করিতে গেলে ‘মায়াবাদ’ আসিয়া পড়ে এবং বিষয়াশ্রয়ে পার্থক্য-বিচাবে তত্ত্বজ্ঞানাভাবে অত্যধিক ও জড়বস্তু পতিত হইয়া বোদ্ধ সাহজিক বিচারই অবলম্বনের বিষয় হয় ॥ ৪০ ॥

তথ্য। অপ্রার্থিতানি দুঃখানি যথৈবানুভূতি দেহিনাম্। সুখামপি তথা মছে দৈবমজ্ঞাতিরিত্যতে ॥ (বৃহস্পতীর ৭।৭৪) ॥৪১॥

তথ্য। ভোজনান্ধাদনে চিন্তাং বৃথা কুরুন্তি বৈষ্ণবাঃ। যোহসৌ বিশ্বন্তরে দেবঃ স কিং ভক্ত্যহুপেক্ষতে ॥৪২॥

শ্রীগৌরহৃদয়ের ভক্তগণের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া ভগবানে আত্মনিবেদন করিবার নিমিত্ত শিক্ষা দিলেন। তিনি বলিলেন—প্রচুর পবিত্রাণ পাখ্য অনায়াসলভ্য হইলেও কৃষ্ণের নাম থাকিলে বাজপুত্রের ভাগ্যও উপবাস-দুঃখ যাহা ভগবান্ বিধান করেন, সেই বিধান-ক্রমে

শ্রীচৈতন্য-চরণাক্রিত হওয়ার ছত্রভোগের

বিশেষ মহিমা—

গঙ্গা-শিব-প্রভাবে সে ছত্রভোগ-গ্রাম।

হইল পরম ধন্য মহা-ভীর্ণ নাম ॥৭২॥

তথি মধ্যে বিশেষ মহিমা হৈল আর।

পাইয়ে চৈতন্যচন্দ্র-চরণ-বিহার ॥৭৩॥

প্রভু শতমুখী-গঙ্গাদর্শন ও স্থান—

ছত্রভোগ গেলা প্রভু অমূল্য-ঘাটে।

শতমুখী গঙ্গা প্রভু দেখিলা নিকটে ॥৭৪॥

দেখিয়া হইলা প্রভু আনন্দে বিহবল।

‘হরি’ বলি’ ছদ্ধার করেন কোলাহল ॥৭৫॥

আছাড় খায়েন সিতানন্দ কোলে করি’।

সর্ব-গণে ‘জয়’ দিয়া বলে ‘হরি হরি’ ॥৭৬॥

আনন্দ-আবেশে প্রভু সর্ব-গণে লৈয়া।

সেই ঘাটে স্থান করিলেন সুখী হঞা ॥৭৭॥

অনেক কোতুকে প্রভু করিলেন স্থানে।

বেদব্যাস তাহা সব লিখিলে পুরাণে ॥৭৮॥

প্রভু প্রেমাক্ষ-প্রসবণ—

স্থান করি’ মহাপ্রভু উঠিলেন কূলে।

যেই বস্ত্র পরে সেই ভিতে প্রেমজলে ॥৭৯॥

পৃথিবীতে বহে এক শতমুখী ধার।

প্রভুর নয়নে বহে শতমুখী আর ॥৮০॥

অপূর্ব দেখিয়া সবে হাসে ভক্তগণ।

হেন মহাপ্রভু গৌরচন্দ্রের ক্রন্দন ॥৮১॥

আটগা বা বস্ত্র ও অবণ্যে অবশ্য আসিয়া জুটে। প্রভু খাড়া-দ্রব্য সমুখে থাকিলেও কৃষ্ণেচ্ছায় গ্রাহকের অরোগ উপস্থিত হইলে তাহার আর উহার গ্রহণ কবিরার যোগ্যতা থাকে না। আবার, আঙ্গ-লভ্য ব্যাপারসমূহ ভুগবদ্বিচ্ছায় আপনা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়। অহঙ্কার-স্বীকৃতি এ সকল কথা বুঝিতে পারে না ॥৮২॥

তথ্য। আটগা বা নগবু—বাকুইপুত্র নিকটবর্তী বর্তমানকালের “আটগা গ্রাম” অথবা মতান্তরে “কটকী ঘাট” ॥৮০॥

তথ্য। আটগা—২৪ পুরগণার বাকুইপুত্র নিকট

গ্রামাধিকারী ভাগ্যবান রামচন্দ্র ঋণ—

সেই গ্রামে অধিকারী রামচন্দ্র ঋণ।

যতপি বিষয়ী তবু মহা ভাগ্যবান ॥৮২॥

অন্যথা প্রভুর সঙ্গে তান দেখা কেনে।

দৈবগতি আসিয়া মিলিল। সেই স্থানে ॥৮৩॥

দেখিয়া প্রভুর ভেজ ভয় হৈল মনে।

দোলা হৈতে সত্তরে নামিল সেই কণে ॥৮৪॥

দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পদতলে।

প্রভুর নাহিক বাহু প্রেমানন্দ-জলে ॥৮৫॥

জগন্নাথ-দর্শনার্থ প্রভুর অকৃত আর্তি বা

বিপ্রদম্ভপ্রোমোদ —

“হা হা জগন্নাথ”, প্রভু বলে যেন ঘন।

পৃথিবীতে পড়ি’ ঘন করয়ে ক্রন্দন ॥৮৬॥

দেখিয়া প্রভুর আর্তি রামচন্দ্র ঋণ।

অন্তরে বিদীর্ণ হৈল সম্মনের প্রাণ ॥৮৭॥

“কোন মতে এ আর্তির নহে সম্মরণ।”

কান্দে, আর এই মত চিন্তে, মনে মন ॥৮৮॥

ত্রিভুবনে হেন আছে দেখি সে ক্রন্দন।

বিদীর্ণ না হয় কার্ত-পাষণের মন ॥৮৯॥

রামচন্দ্রঋণের পবিত্র-জিজ্ঞাসা—

কিছু শির হই’ বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি।

জিজ্ঞাসিল রামচন্দ্র ঋণের “কে তুমি?” ৯০॥

সম্মমে করিয়া দণ্ডবত করষোড়।

বলে,—“প্রভু, দাস-অনুদাস মুঞি ভোর ॥” ৯১॥

নিকট “আটগা” বা “আটগা” নামক স্থানই ‘আটগা’ বলিয়া মনে হয়। পূর্বে এই স্থানে গঙ্গা প্রবাহিতা ছিলেন। এই স্থান হইতেই শ্রীমদ্রামচন্দ্র ছত্রভোগে গমন করেন। ছত্রভোগ আটগা গ্রামের নিকট ॥৮২॥

তথ্য। অতিথিদেবো ভব। (ভৈঃ ১২২) গোদোহ-নাত্রকলং বৈ প্রতীক্ষ্যতিথি স্বয়ং। অত্যাগতান-বহা শক্তিঃ পূজয়েদতিথি তথা ॥ (গারুড়ে) ॥৮৪॥

তথ্য। অথ পরিভ্রাড বিবর্ণবাসা মুণ্ডোহপরিগ্রহঃ তদ্বির-মোহী “উৎকারণো” ব্রহ্মকৃত্য ভবতীতি। (আবালগতি) ৯০ তিকাং চতুর্বর্ণে বিগহান বর্জয়ন্তরেৎ। সত্যগারীন-

তবে শেষে সর্ব লোক লাগিলা কহিতে ।

“এই অধিকারী প্রভু, দক্ষিণ-রাষ্ট্রেতে ॥” ৯২॥

গ্রামাধিকারী বামচন্দ্র খাঁনকে শীঘ্র প্রভুর জন্ত নীলাচল-

গমনেব পথেব বন্দোবস্ত করিবার আদেশ-প্রদান-

হলে প্রভুব অধিকারীকে কৃপা—

প্রভু বলে,—“তুমি অধিকারী বড় জাল ।

নীলাচলে আমি যাই কেমতে সকাল ॥” ৯৩॥

বহুমে আনন্দধারা কহিতে কহিতে ।

‘নীলাচল-চন্দ্র’, বলি’ পড়িলা ভূমিতে ॥৯৪॥

রামচন্দ্র খাঁন বলে,—“শুন মহাশয় !

যে আজ্ঞা তোমার সে-ই কর্তব্য নিশ্চয় ॥৯৫॥

বামচন্দ্র খাঁনের তৎকালিক বাজনৈতিক অবস্থান—

বর্ণনামুখে নীলাচল-পথেব অবস্থা-জ্ঞাপন—

সবে প্রভু, হইয়াছে বিষম সময় ।

সে দেশে এ দেশে কেহ পথ নাহি বয় ॥৯৬॥

রাজার ত্রিশূল পুঁতিয়াছে স্থানে স্থানে ।

পথিক পাইলে ‘জাস্ত’ বসি’ লয় প্রাণে ॥৯৭॥

কোন দিগ দিয়া বা পাঠাও লুকাইয়া ।

তাহাতে ডরাও প্রভু, শুন মন দিয়া ॥৯৮॥

যুগ্মে সে নক্ষর, এখাকার মোর ভার ।

নাগালি পাইলে, আগে সংশয় আমার ॥৯৯॥

তথাপিও যে-তে কেনে প্রভু মোর নয় ।

যে তোমার আজ্ঞা তাহা করিমু নিশ্চয় ॥১০০॥

বগুহে প্রভুকে ভিকা করাইবার অস্ত

বামচন্দ্র খাঁন অহুবোধ—

যদি মোরে ‘ভূতা’ হেন জ্ঞান থাকে মনে ।

তবে এখা ভিকা আজি কর সর্বগণে ॥১০১॥

জাতি প্রাণ ধন কেনে মোহোর না যায় ।

আজি রাষ্ট্রে তোমা’ পাঠাইমু সর্বধায় ॥” ১০২

শুনিয়া হইলা সুখী বৈকুণ্ঠের নাথ ।

হাসি’ তানে করিলেন শুভ-দৃষ্টিপাত ॥১০৩॥

সেবাবরণকারী বামচন্দ্র খাঁনের গৃহে ভক্তগণ-মহ

প্রভুব ভিকা-স্বীকার—

দৃষ্টি-মাত্র তাঁ’র সর্ব-বন্ধ-ক্ষয় করি’ ।

ব্রাহ্মণ-আশ্রমে রহিলেন গৌরহরি ॥১০৪॥

ব্রাহ্মণ-মন্দিরে হৈল পরম মঙ্গল ।

প্রত্যক্ষ পাইল সর্ব স্মৃতিস্বরূপ কল ॥১০৫॥

নানা যত্নে দৃঢ়-ভক্তিযোগ-চিন্ত হঞা ।

প্রভুর রক্ষন বিপ্র করিলেন গিয়া ॥১০৬॥

নামে সে ঠাকুর মাত্র করেন ভোজন ।

নিজাবেশে অবকাশ নাহি এক ক্ষণ ॥১০৭॥

পরমার্থই প্রভুব একমাত্র অহুক্ষণ ভোজ্য—

ভিকা করে প্রভু প্রিয়-বর্গ-সন্তোষার্থ ।

নিরবধি প্রভুর ভোজন—পরমার্থ ॥১০৮॥

বিশেষে চলিল যে অবধি জগন্নাথে ।

নামে সে ভোজন প্রভু করে সেই হৈতে ॥১০৯॥

মংকঃপ্রাংগ্লেগেনকেন তাবতা ॥ (ভাঃ ১১:১৮১৮) সর্বকৃত-
হিতশাস্ত্রদ্বিতী সাক্ষ্যঃ । সর্বানামং পবিত্রজ্য ভিকারী
গ্রামমাশ্রয়েৎ ॥ (গারুড়) ভৈক্ষং প্রত্যক্ষ মৌনিঃ
তপোধ্যানবিশেষতঃ । সম্যক্ চ জ্ঞানবৈরাগ্যং ধর্মোহয়ং
ভিক্ষুকে মতঃ ॥ (গারুড়) ॥৫৫॥

তথ্য । ছত্রভোগ—২৪ পরগণাব ৪১নং মৌজা
‘ছত্রভোগ-মথুরাপুর থানার অন্তর্গত—ই, বি, রেলওয়ের
মথুরাপুর রোড ষ্টেশন হইতে প্রায় ৪০ মাইল । এখানে
ত্রিপুরাঅন্দরী মহামায়ার মন্দির আছে । ত্রিপুরাঅন্দরীর
স্থান হইতে অম্বুলিঙ্গের স্থান প্রায় ১০ মাইল । অম্বুলিঙ্গ-
স্থানের বর্তমান নাম ‘বড়াসী’ গ্রাম । ইহা ৪৩ নং বাহা

বড়াসী মৌজা, মথুরাপুর থানার অন্তর্গত । বড়াসী
গ্রামের পূর্বদিকে শ্রীমদ্রাহাপ্রভুর আগমন-কালেক পূর্ণ
শতমুখী হইয়া প্রবাহিতা ছিলেন ॥ এখন শতমুখী গঙ্গা
প্রকটিত না থাকিলেও তাহাব অবশেষ-চিহ্ন খাতাদি
দৃষ্ট হইয়া থাকে । এই স্থানে অম্বুলিঙ্গের মন্দির বর্তমান
রহিয়াছে । স্থানীয় ব্যক্তিগণের নিকট অহুক্ষণে ‘জানা
গেল, পূর্বে তাবকেখরেব মহাস্ত্র ত্রিযুক্ত সত্যীশ শিরির
অধীনে এই মন্দির ও দেবোত্তব ভমিদারী ছিল, বর্তমানে
নানা নামলা-মোকদ্দমার পর তাহা কান্দীপরের ভমিদার
ত্রিযুক্ত বরদা প্রসাদ রায় চৌধুরীর ভমিদারীতে পরিণত

নীলাচল-পথে প্রভুব বিপ্রলম্বোন্মাদ—

নিরবধি জগন্নাথ-প্রতি আর্পিত করি।

‘আইসেন সব পথ আপনা’ পাসরি’ ॥১১০॥

কা’রে বলি রাজি দিন পথের সঞ্চার।

‘কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা পারাপার ॥১১১॥

কিছু নাহি জানে প্রভু ডুবি’ প্রেম-রসে।

প্রিয়বর্গ রাখে নিরবধি রহি’ পাশে ॥১১২॥

যে আবেশ মহাপ্রভু করেন প্রকাশ।

তাঁহা কে কহিতে পারে বিনে বেদব্যাস ॥১১৩॥

ঈশ্বরের চরিত্র বুঝিতে শক্তি কা’র।

কখন কিরূপে কৃষ্ণ করেন বিহার ॥১১৪॥

একমাত্র নিত্যানন্দই ইহাব মর্থজ—

কা’রে বা করেন আর্পিত, কান্দেন বা করে।

এ মর্থ জানিতে নিত্যানন্দ শক্তি ধরে ॥১১৫॥

নিজ-ভক্তি-রসে ডুবি’ বৈকুণ্ঠের রায়।

আপনা’ না জানে প্রভু আপন-লীলায় ॥১১৬॥

আপনেই জগন্নাথ ভাবেন আপনে।

আপনে করিয়া আর্পিত লওয়ায়েন জনে ॥১১৭॥

প্রভুর কৃপায় অপরের নিকট মর্থ-প্রকাশ—

যদি কৃপা-দৃষ্টি না করেন জীব-প্রতি।

তবে কার আছে তানে জানিতে শক্তি ॥১১৮॥

নিত্যানন্দাদি-প্রিয়বর্গ-সহ ভোজন—ভোজন-কালেও

কৃষ্ণাঙ্গগদান-লীলাতন্ময়তা—

নিত্যানন্দ-আদি সব প্রিয়বর্গ লৈয়া।

ভোজন করিতে প্রভু বসিলেন গিয়া ॥১১৯॥

কিছুমাত্র অন্ন প্রভু পরিগ্রহ করি’।

উঠিলেন হস্তার করিয়া গৌরহরি ॥১২০॥

কতদূর জগন্নাথ ?

আবিষ্ট হইলা প্রভু করি’ আচমন।

“কত দূর জগন্নাথ ?” বলে যনে ঘন ॥১২১॥

মুকুন্দেব কীর্তন, প্রভুব অদ্ভুত নৃত্য,

ছত্রভোগবাসী বসোভাগ্য—

মুকুন্দ লাগিলা মাত্র কীর্তন করিতে।

আরজিলা বৈকুণ্ঠের ঈশ্বর নাচিতে ॥১২২॥

পুণ্যবস্ত্র যত যত ছত্রভোগ-বাসী।

সবে দেখে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠ-বিলাসী ॥১২৩॥

১ মন্দিরের মধ্যে অমূল্য শিব বিবাজিত বহিষাছেন।

গৌবপট্টাকাব একটি পাষণময় খাতেব মধ্যে জল

রহিয়াছে; তমধ্যেই অমূল্য বিরাজ করিতেছেন। নিম্ন-

ললাট-মধ্যে বৌদ্যময় অর্ধচন্দ্র শোভা পাইতেছে। উপবি-

ভাগে শ্রীলক্ষ্মীনাথায় ও শ্রীগোপাল-বিগ্রহ আছেন। এই

অমূল্য স্থান হইতে প্রায় দশ বর্ষ পূর্বদক্ষিণ-দিকে

‘চৈতন্য’ নামক স্থান। এই স্থানেই প্রাচীন গঙ্গা প্রবাহিতা

ছিল বলিয়া স্থানীয় জনশ্রুতি। এখন গঙ্গার অবশেষরূপে

একটি পুষ্করী দৃষ্ট হয়। এখানে ‘মাধব’ বিষ্ণু-মূর্তি

আছেন। যেলার সময় লোকে ঐ পুষ্করে গঙ্গাস্নান করিয়া

থাকে এবং চক্রতীর্থে পূজা দি। গত (১১ই জ্যৈষ্ঠ

১৩৩৭), ইংরেজ মে (১৯৩০) বহু বৈষ্ণব-সংগ্ৰহে

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিত্র স্থাপনের স্থান নির্দেশের উদ্দেশ্যে

আমরা ছত্রভোগ দর্শন করি। বিবৃত বিবরণ ‘গৌড়ীয়’

১৯ বর্ষ ঠিক-সংখ্যায় উল্লেখ ৬১-৬২

অনুনা তথায় শ্রীশ্রীচৈতন্য-অষ্টকান শ্রীধাম-পুর্বে

শ্রীচৈতন্যমঠেব অধ্যক্ষেব ও সেবকগণেব প্রচেষ্টায়

শ্রীগৌরপাদপীঠেব মন্দির নির্মিত হইয়াছে।

অমূল্য—অনুনা এই স্থানটি ভূম্যধিকারী শ্রীমুত

ববদাকান্ত বায় চৌধুরী মহাশয়ের অধিকাবে বর্তমান।

এই স্থানে অত্য়পি শৈবালারত গজাজল অন্তর্নিহিত

আছে ৬২৥

যেদ্রুপ জলপথে “উর্পেডো-বোই” দ্বারা বিবোধি-পক্ষের

সংহার হয়, তদ্রুপ পথেব ভূমির নিম্নলোকদৃষ্টির অগোচবে

ত্রিশূল সমূহ প্রোথিত কবিবার গ্রন্থা ছিল। বিরোধিগণ

পরস্পরেব দেশে যাহাতে আসিতে না পারে, তৎকর্তৃক হ্যচ্য-

শানিত ত্রিশূলসমূহ পথেব মধ্যে স্থানে স্থানে প্রোথিত

কবা হইত। অজ্ঞাত স্থান দিয়া যে-কালে বলপূর্বক

বিপক্ষ পক্ষের পদাতিকসমূহ গমন করিবে, তৎকালে ঐ

ত্রিশূলসমূহে পদবিদ্ধ হইয়া যাইবে,—আশা করিত ৬৩৥

জাণ্ড—[আ—জাহস্ সং—জাহস্ = গোয়েন্দা] ৬৩

গোয়েন্দা, চর ৬৩৥

সাধিক-বিকার-সমূহের যুগপৎ প্রকাশ—
অশ্রু, কন্প, হৃদয়, পুলক, স্তম্ভ, ঘর্ষ।
কত হয়, কে জানে সে বিকারের মর্ম ॥১২৪॥
কিবা সে অকৃত নয়নের প্রেম-ধার।
ভাজ্যমাসে যে-হেন গজার অবতার ॥১২৫॥
পাক দিয়া নৃত্য করিতে নয়নে ছুটে জল।
তাহাতেই লোক স্নান করিল সকল ॥১২৬॥

প্রেমময় অবতার গৌরসুন্দর—
ইহায়ে সে কহি প্রেমময়-অবতার।
এ শক্তি চৈতন্যচন্দ্র বিনে নাহি আর ॥১২৭॥
তৃতীয় প্রহর বাত্রি পর্যন্ত প্রভুর ভাবাবেশে যাপন—
এই মতে গেল রাত্রি তৃতীয় প্রহর।
শ্রীর হইলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥১২৮॥
সকল লোকের চিত্তে ‘যেন ক্ষণপ্রায়’।
সবার নিস্তার হৈল চৈতন্য-রূপায় ॥১২৯॥

বামচন্দ্রখান-কর্তৃক প্রভুর গমনেব জ্ঞাপন—
নৌকা-আনয়ন—
হেমই সময়ে কহে রামচন্দ্র খান।
“নৌকা আসি” ঘাটে প্রভু, হৈল বিভূষিত ॥১৩০॥
প্রভুর নৌকায় আবোহণ ও নীলাচলাভিমুখে
যাত্রা—
ততক্ষণে ‘হরি বলি’ শ্রীগৌরসুন্দর।
উঠিলেন গিয়া প্রভু নৌকার উপর ॥১৩১॥

সুতদৃষ্টে লোকেতে বিদায় দিয়া যারে।
চলিলেন প্রভু নীলাচল—নিজপুরে ॥১৩২॥
নৌকোপরি যুদ্ধের কীর্তন—
প্রভুর আশ্রয় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয় ॥১৩৩॥
নাবিকের ভয়—

অবোধ নাবিক বলে,—“হইল সংশয়।
বুঝিলাও আজি আর প্রাণ নাহি রয় ॥১৩৪॥
কূলেতে উঠিলে বাঘে লইয়া পুলায়।
জলেতে পড়িলে কুস্তীরেতে ধরি’ খায় ॥১৩৫॥
নিরস্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধন-প্রাণ দুই নাশ করে ॥১৩৬॥
এতেকে যাবত উড়িয়ায় দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি!” ১৩৭॥
নাবিকের বাক্যে সকলে সন্তুষ্ট হইলেও

প্রভুর প্রেমোন্মাদ ও হৃদয়—
সঙ্কোচ হইল সবে নাবিকের বোলে।
প্রভু সে ভাসেন নিরবধি প্রেম-জলে ॥১৩৮॥
ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু করিয়া হৃদয়।
সবারে বলেন,—“কেনে ভয় কর কা’র ॥১৩৯॥
প্রভুর অভয়-বাণী—বৈষ্ণব-রক্ষক ‘সুদর্শন’
সর্বত্র বিরাজমান—
এই না সম্মুখে সুদর্শনচক্র ফিরে।
বৈষ্ণবজন্মের নিরবধি বিশ্ব হরে ॥১৪০॥

রামচন্দ্র খানের বাড়ীতে বহু উপায়ন-সহ গৌরসুন্দরের
ভোজ্য আনীত হইলে শ্রীমহাপ্রভু তাহা নাশ-নাত্র স্বীকার
করিলেন। কৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল গৌরসুন্দর রামচন্দ্র খানের
প্রদত্ত ভোজ্যত্রয়সমূহ লৌকিকভাবে গ্রহণ করিলেন ॥১০৭॥

বিবৃতি। বাহিরের দিকে ভিক্ষা-গ্রহণ-চলনায়
ভোজ্যগ্রহণ বহির্কক্ষেত্রে লোকবন্ধনার্থ স্বীকার মাত্র,
কিন্তু সর্বক্ষণ পরমার্থ-বিচারে ভগবৎপ্রসাদ-গ্রহণই
ঐহ্যার এমমাত্র ভোজ্যস্বীকার বলিয়া লীলা-প্রদর্শন।
ভক্তিবিরোধী কর্ম্মিগণ মনে করেন যে, শৌক্যব্রাহ্মণ-পরিচয়ে
কীন্ত ব্রাহ্মণব্রতের গৃহে শ্রীগৌরসুন্দর ভোজ্য গ্রহণ

করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহা মৌকিক
জড়বুদ্ধিনিরাস মাত্র। যে সকল লোক প্রতারিত হইবার
যোগ্য ও পরমার্থে নিত্য বঞ্চিত, সেই সকল কর্ম্মকাণ্ডনিরত
বিপ্রক্রেবগণকে বঞ্চনা করিবার জন্ত প্রকাশ্যভাবে ঐ
প্রকার মূঢ়াচারের গোণ অহুমোদন মাত্র। এই প্রকার গোণ
অহুমোদনে কর্ম্মকাণ্ডীয় জনগণের ভাবিমদল-লাভ ঘটিবে
বলিয়া প্রভুর সেই প্রকার পরমার্থ-বিরোধী কর্ম্মিগণের
সঙ্কোচ-বিধানার্থ চেষ্টা-মাত্র। ভাবিকালে ঐহ্যার বৈষ্ণব
হইলে নিজ মদল লাভ করিয়া প্রভুর হইতে শ্রীমহাপ্রভু
কিন্তু রামচন্দ্র খান ব্যতীত মহাপ্রভু কখনই অন্য কোন বস্তু

প্রভুর সকলকে নিশ্চিন্তে কৃষ্ণ-সংকীৰ্ত্তনার্থ

আদেশ—

কিছু চিন্তা নাহি, কর কৃষ্ণসংকীৰ্ত্তন ।

তোরা কি না দেখ-ছের ফিরে স্তূদর্শন ॥” ১৪১॥

* শুনিয়া প্রভুর বাক্য সর্ব ভক্তগণ ।

আনন্দে লাগিলা সবে করিতে কীৰ্ত্তন ॥১৪২॥

ভক্তরক্ষক স্তূদর্শন নিত্য বিবাহমান থাকায়

কাহারও ভক্তলব্ধন-সামর্থ্য নাই—

ব্যপদেশে মহাপ্রভু কহেন সবারে ।

“নিরবধি স্তূদর্শন ভক্তরক্ষা করে ॥১৪৩॥

যে পাণ্ডিত্য বৈষ্ণবের পক্ষ হিংসা করে ।

স্তূদর্শন-অগ্নিতে সে পাপী পুড়ি’ মরে ॥১৪৪॥

বিষ্ণু-চক্র স্তূদর্শন রক্ষক থাকিতে ।

কা’র শক্তি আছে ভক্তজনেরে লজ্জিতে ॥” ১৪৫॥

এই মত শ্রীগৌরচন্দ্রের গোপ্যকথা ।

তান কৃপা যা’রে সেই বুঝয়ে সর্বথা ॥১৪৬॥

সংকীৰ্ত্তন করিতে কবিত্তে প্রভু উৎকল-দেশে

প্রবেশ ও প্রয়াগ-ঘাটে অবতরণ—

হেনমতে মহাপ্রভু সঙ্কীৰ্ত্তন-রসে ।

প্রবেশ হইলা আসি’ শ্রীউৎকল-দেশে ॥১৪৭॥

উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ-ঘাটে ।

নৌকা হৈতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে ॥১৪৮॥

ওড়দেশে প্রবেশ—

প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড়দেশে ।

ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে খেম-রসে ॥১৪৯॥

আনন্দে ঠাকুর ওড়দেশে হই’ পার ।

সর্ব-গণ-সহিত হইলা নগস্ফার ॥১৫০॥

গঙ্গাঘাটে প্রভুর স্নান—

সেই স্থানে আছে তা’র ‘গঙ্গা-ঘাট’ নাম ।

তাহি’ গৌরচন্দ্র প্রভু করিলেন স্নান ॥১৫১॥

মুখিত্তির-স্থাপিত ‘মহেশ’ তথি আছে ।

স্নান করি তাঁরে নমস্করিলেন পাছে ॥১৫২॥

গ্রহণের লীলা প্রদর্শন করেন নাই । তিনি স্বয়ং সর্বক্ষণ লক্ষ্যধিক কৃষ্ণনাম গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন কবিত্তে কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বিপ্রক্রব-পাতিত অন্ন-সমূহ সমর্পণ করিয়া গ্রহণ কবিতেন, পাছে বিপ্রক্রবসম্প্রদায় তাঁহাকে বিপ্রক্রবেব অনা-ধরকারী বলিয়া চিবনরকে পতিত হয়, এই অপবাদ হইতে বক্ষা করিবার জন্মই তিনি তাৎকালিক অবৈষ্ণবোচিত স্মার্ত্তাচার-স্বীকার-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । বস্তুতঃ লক্ষ্যের নৈবেদ্য ব্যতীত কৃষ্ণ কখনও অল্প কিছু গ্রহণ করেন না—এই পাবমার্গিক বিচাবই মহাপ্রভু প্রদর্শন করিয়াছেন । মহাভাগবতগণ প্রত্যহই লক্ষ্যনাম গ্রহণ করেন এবং হরি গুরু-বৈষ্ণব-প্রসাদ-ব্যতীত আর কিছুই গ্রহণ করেন না ; স্তব-ভক্ত্যুপে আস্বাদিত মহাপ্রসাদাংশেই পারমার্থিক ভোজ্য । ইতর ভোজ্য বস্তু মলমূত্রের স্রাব্য ত্যাগ্য ॥ ১০৮ ॥

শিবুতি । বিষ্ণু-বিষ্ণুসেবা-নিবৃত্ত ব্রাহ্মগণই তাঁহাব প্রিয় । তাঁহাদের সম্বোধ-বিধানার্থ তদাশ্রিত বিপ্রক্রব-বর্গেব দেবাব অধিকার প্রদান তাঁহার লীলায় একটি অপূর্ণ প্রকার ভেদ । কিন্তু তাই বলিয়া মূঢ়গণের ভ্রান্ত্যুপেক্ষা

ভোজন পবিত্র্যাগপূর্বক অস্পৃশ্য অনিবেদিত দ্রব্যগ্রহণ বা অস্বাদ-জনেব নিবেদনাত্মকে ‘নৈবেদ্য’ বলিয়া গ্রহণকে কখনও অস্বাভাব্য করিতে হইবে না ॥ ১০৯ ॥

বিবৃতি । অর্ধাচীন জনগণ রাঢ় দেশেব শৃগাল-বাসু-দেবকে ও বর্তমান সময়ের বঙ্গদেশস্থ নানা কৰ্ম্মফলবাধ্য জীবগুলিকে ‘ঈশ্বর’, ‘বিশ্বগুরু’, ‘সমগ্ররাচার্য’, ‘বৃগাচার্য’ প্রভৃতি নামে আবেশিত কবিত্তা যে মূঢ়তা দেখায়, উহা তাহাদের দুর্বল শক্তিরই পরিচয় । পক্ষোপাসনা-মূলে যে নির্নিশেষবিচাব, তৎফলেই কলিকালে মানবে দেবারোপ-বাদ ক্রমশঃ গজিয়া উঠিয়াছে । কিন্তু স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় শ্রীচৈতন্যলীলা জীবের কৃষ্ণপ্রেম-বিতরণেব জগৎ প্রকট কবিত্তাছিলেন । তাঁহার অমুকরণে মানবে দেবারোপ-চেতা নির্মুক্তিতার পরিচয় মাত্র । স্বয়ংরূপ কৃষ্ণচন্দ্র কল্পিতচিত্ত জনগণকে তাঁহাব উপদেশক-লীলামণী গৌরলীলার উপলব্ধি করিবার শক্তি দেন না । শ্রীনিত্যানন্দের অমুগ্রহ-ব্যতীত কাহাবও শ্রীগৌরসুন্দরকে সেবা কবিবার অধিকার নাই, বুঝিবার অধিকার নাই এবং কৃষ্ণপ্রেম পাইবারও অধিকার নাই ॥ ১১৪ ॥

ওড়দেশে প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ।

গণ-সহ হইলেন পরম-আনন্দ ॥১৫৩॥

ভক্তগণকে দেবস্থানে বাধিয়া সন্ন্যাসিরূপী

প্রভুব প্রতি-ধাবে ভিক্ষা-লীলা—

এক দেব-স্থানে প্রভু থুইয়া সবারে ।

আপনে চলিলা প্রভু ভিক্ষা করিবারে ॥১৫৪॥

যা'র ঘরে গিয়া প্রভু উপসন্ন হয় ।

সে বিগ্রহ দেখিতে কাহার মোহ নয় ॥১৫৫॥

আঁচল পাতেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।

সবেই ততুল আনি দেয়েন সত্তর ॥১৫৬॥

ভক্ষ্য দ্রব্য উৎকৃষ্ট যে থাকে যা'র ঘরে ।

সবেই সন্তোষে আনি' দেয়েন প্রভুরে ॥১৫৭॥

‘জগতের অন্নপূর্ণা’ যে লক্ষ্মীর নাম ।

সে লক্ষ্মী মাগয়ে যা'র পাদপদ্মে স্থান ॥১৫৮॥

হেন প্রভু আপনে সকল ঘরে ঘরে ।

শ্রাসিরূপে ভিক্ষা-ছলে জীব মচ্য করে ॥১৫৯॥

ভক্তগণ-সমীপে ভিক্ষালব্ধব্যাসহ প্রভুব

প্রত্যাবর্তন—

ভিক্ষা করি' প্রভু হই' হরষিত মন ।

আইলেন যথা বসি আছে ভক্তগণ ॥১৬০॥

ভিক্ষা-দ্রব্য দেখি' সবে লাগিলা হাসিতে ।

সবেই বলেন “প্রভু, পারিবা পোষিতে ॥” ১৬১॥

জগদানন্দেব বন্ধন ও সকলেব সহিত

প্রভুব ভোজন—

সন্তোষে জগদানন্দ করিলা রন্ধন ।

সবার সংহতি প্রভু করিলা ভোজন ॥১৬২॥

সর্বরাত্রি সেই গ্রামে করি' সংকীৰ্ত্তন ।

উষঃকালে মহাপ্রভু করিলা গমন ॥১৬৩॥

দানী ও প্রভুর লীলা—

কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার ।

রাখিলেক, দান চাহে, না দেয় যাইবার ॥১৬৪॥

দেখিয়া প্রভুর তেজ পাইল বিষয় ।

জিজ্ঞাসিল—“তোমার কতেক লোক হয় ?” ১৬৫॥

প্রভু কহে—“জগতে আমার কেহ নয় ।

আমিহ কাহার নহি—কহিল নিশ্চয় ॥১৬৬॥

এক আমি, দুই নহি সকল আমার ।”

কহিতে নয়নে বহে অবিরত ধার ॥১৬৭॥

দানী বলে—“গোসাঞি, করহ শুভ ভূমি ।

এ-সবার দান পাইলে ছাড়ি' দিব আমি ॥” ১৬৮॥

তথ্য। স্বং বৈ সমস্তপুরুষার্থময়ঃ ফলস্বা স্বাষ্ণয়া স্মৃতমো
বিশ্বভক্তি কৃৎসন্ম। (ভাঃ ১০।৬০।৩৮) সত্যশিমে হি
ভগবৎস্তব পাদপদ্মগাশীস্তথাহুভক্ততঃ পুরুষার্থমূর্তেঃ । (ভাঃ
৪।৯।১৭) ববং বরয় ভদ্রং তে ববেশং মাতিবাক্তিতম্ ।
ব্রহ্মন্থেয়ঃ পবিশ্রামঃ পুংসাং যদ্বর্শনাবধিঃ ॥ (ভাঃ ২।৯।২০)
কো বেক্তি ভূমন্ ভগবন্ পরাশ্রয়ন্ যোগেশ্বরোত্তীৰ্ভবতজ্জি-
লোক্যাম্ । ক বা কথং বা কতি বা কদেতি, বিস্তাবয়ন্
ক্রীড়সি যোগমায়াম্ ॥ (ভাঃ ১০।১৪।২১) ॥১১৪॥

বিস্তৃতি। যদি বহুজীবের প্রতি শ্রীগৌরহরি কৃপাদৃষ্টি
না করেন, তবে কখনও বহুজীব মুক্ত হইয়া ‘বৈষ্ণব’ হইতে
পারে না। তজ্জন্ত মহাপ্রভু স্বয়ংই আর্জি প্রদর্শন করিয়া
ভক্তনীর বস্ত্র বহুরূপ নির্গম করিতেন। শ্রীগৌরসুন্দর
স্বয়ংই জগদ্রাধদেব—এ কথা তিনি বিশ্বত হইয়া সর্বজন
গৎস্বস্তি থাকিলেও অনধিকারিজনগণকে তাহা বুঝিতে দেন

নাই, কেননা তাহা হইলে অনধিকারী অভক্তগণ তাঁহাকে
‘মায়াবাদী’ মাত্র জানিয়া নিজেরাও মায়াবাদ-পথে নিমগ্ন
হইবে। এজন্ত ভক্ত-ভাবান্বিত-বাস্তবীত অপর প্রকাশ-
সমূহও যে, স্বয়ং তাঁহাই অন্তর্ভুক্ত—এ কথা জানিতে
দেন নাহি ॥ ১২১ ॥

বিস্তৃতি। বামচন্দ্র গানেব নৌকায় শ্রীগৌরসুন্দর
আবোহন কবিলে যুদ্ধ রক্ষকীৰ্ত্তন কবিত লাগিলেন।
তখন মুচ নৌকা-চালক নিজেব বিনাশ অবশ্যস্তাবী
জানিয়া মহাজ্ঞাসাবিত হইল। দুর্গম সুন্দরবনেব
ভিতর দিয়া যাইতে গেলে স্থলপথে ব্যাঘ ও জলে বহু
কুস্তীরেব সমাবেশ দেখা যাইত। এতদ্ব্যতীত ঐ
স্থলপথে বহু জলদস্য লুট ও বাহাজানি করিয়া বেড়াইত।
তজ্জন্ত নাবিক সকলকে রক্ষকীৰ্ত্তন কবিতে নিষেধ
করিসাঙ্কিত। নাবিকেব জ্ঞাসের অল্প কাণ্য এই যে,

শুভ করিলেন প্রভু 'গোবিন্দ' বলিয়া ।
কতদূরে সবা ছাড়ি' বসিলেন গিয়া ॥১৬৯॥
সবা পরিহরি' প্রভু করিলা গমন ।
হরিশে-বিষাদ হইলেন ভক্তগণ ॥১৭০॥

প্রভুব নিরপেক্ষতা-লীলা—

দেখিয়া প্রভুর অতি নিরপেক্ষ খেলা ।
অন্তোহন্তে সর্ব-গণে হাসিতে লাগিলা ॥১৭১॥

ভক্তগণের বিষাদেব কাবণ ও নিত্যানন্দ-

কর্তৃক প্রবেশ-দান—

পাছে প্রভু সবা ছাড়ি' করেন গমন ।
এতেকে বিষাদ আসি' ধরিলেক মন ॥১৭২॥
মিত্যামন্দ সবা প্রবোধেন—“চিন্তা নাই ।
আমা সবা ছাড়িয়া না যাবেন গোসাঞি ॥” ১৭৩॥

বামচন্দ্র খানের আদেশ প্রতিপালন না কবিলে অর্থাৎ মহাপ্রভুকে উৎকলদেশে পৌছাইয়া না দিলে বামচন্দ্রখান নাবিকের প্রাণ বিনাশ কবিলেন; আবার উৎকলদেশে যাইবার পথে বিবোধিপক্ষের দৃষ্টিপথে পতিত হইবার আশঙ্কাও প্রচুর। কীর্তন কবিত্তে কবিত্তে নৌকায় গেলে বিরোধিদল কীর্তনধ্বনিব অহসরণে আক্রমণ কবিলে। জলে নৌকায় ভিতরে থাকিলেও ভয়, স্থলে উঠিলেও ভয় এবং ভুবিতেও ভয়। বামচন্দ্র খানের ভয় ও বিবোধী রাজার ভয় এবং এতদ্ব্যতীত বামচন্দ্রের অহুগত জনগণের বিচাৰ-ভয়। ইহাদেব কীর্তন-কোলাহল শুনিয়া বিরোধী দল ও দস্যুসম্প্রদায় ইহাদেব উপব আক্রমণ করিলে ॥১৩৫-৩৬

তথ্য। তমা অদাভবিশ্চক্রে প্রত্যানীকভয়াবহম্ ।
একান্তভক্তিভাবেন প্রীতো ভক্তাভিবক্ষম্ ॥ (ভাঃ ৯৪২৮)
॥ ১৪০ ॥

তথ্য। প্রাগৃদ্বিঃ ভূত্যবক্ষ্যাম্যঃ প্রথম মহাত্মনা ।

দদাহ রুত্যাং তাং চক্রে তুচ্ছাহিমিব পাবকঃ ॥

—(ভাঃ ৯৪৪৮);

পৃথক্ চকাব তন্ত্বেজশ্চক্রে বিকোবকরয়ৎ । ত্রিশূলচাপি
রুজ্জ বজ্রমিজ্জ চাধিকম্ ॥ দৈত্যদানব সংহর্জুঃ
সহস্রকিরণাস্কম্ ॥ (ইতি মাংস্তে ১২-অধ্যায়ঃ ।)

দানী বলে—“তোমরা ত' সন্ন্যাসী নহ ।
এতেকে আমারে সে উচিত দান দেহ ॥” ১৭৪॥

মহাপ্রভুর কন্দন-লীলা—

কতদূরে প্রভু সব পার্শ্ব ছাড়িয়া ।
হেট মাথা করি' মাত্র কান্দেন বসিয়া ॥১৭৫॥
কাষ্ঠ-পাষাণাদি জবে শুনি' সে কন্দন ।
অকুত দেখিয়া দানী ভাবে মনে মন ॥১৭৬॥

দানীর বিষয় ও প্রভুর পবিচয়-জিজ্ঞাসা—

দানী বলে—“এ পুরুষ নর কতু নহে ।
মনুষ্যের নয়নে কি এত ধারা বহে ॥” ১৭৭॥
সবারে জিজ্ঞাসে দানী প্রণতি করিয়া ।
“কে তোমরা, কার লোক, কহত' ভাঙ্গিয়া?” ১৭৮॥

ববায়ুদোহয়ং দেবেশ সর্কায়ুধনিবর্হণঃ । সূদর্শনো দ্বাদশারো
যো মনঃসদৃশো জবী ॥ আবাং স্থিতা অমী চাত্র দেবা
মাসাশ্চ বাশয়ঃ । শিষ্টানাম্ বক্ষণার্থায় সংস্থিতা ধৃতবস্ত
যট ॥ অগ্নিঃ সোমস্তথা মিত্রো বরুণশ্চ প্রজাপতিঃ ।
ইন্দ্রায়ী চাপ্যথো বিষ্ণে প্রজাপত্য এব চ । হনুমাংচাপ
বলবান্ দেবো ধ্বস্তবিস্তথা । তপাংস্ত্রেব তাপসশ্চ দ্বাদশৈশ্চে
প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ চৈত্রাঃ কাক্সনাশ্চ মাসাস্ত্র প্রতী-
ষ্ঠিতাঃ ॥ স্বমেবমাদায় বিভো ববায়ুধং শক্রে সুবাণাং জহি
মা বিশদ্বিধাঃ । আমোব এবোহমরবাজপুষ্টিতো ধৃতো ময়া
দেহগতস্তপোবলাৎ ॥ (ইতি বামনে ৭৯ অধ্যায়ঃ) ॥১৪৩॥

শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল আশঙ্কা না কবিয়াবলিলেন—
“সূদর্শন-চক্রে সর্কক্ষণই ভক্তগণকে রক্ষা কবেন। বৈষ্ণব-
হিংসা করিলে সূদর্শনের অগ্নিতে পাণিষ্ঠ জনগণ পুড়িয়া
মরিবে ॥” ১৪৪ ॥

তথ্য। দত্তা চক্রে চ রক্ষার্থং ন নিশ্চিন্তো জনাৰ্দনঃ ।

স্বয়ং তদ্বিকটং যাতি তং ত্রুইং রক্ষণায় চ ॥ (নাঃ পঞ্চরাত্র
১২৮৩৪) এবং ভূত্যভরক্ষার্থং বক্ষো দত্তা সূদর্শনম্ ।

তথাপি স্নেহো ন প্রীত্যন্ত্যাক্ষমক্ষমঃ ॥ ১৪৫ ॥

তথ্য। “ব্রহ্মদেহো বহুভিধং যদপাঙ্গমোক্ষকামান্তপঃ
সমচবন্ ভগবৎপ্রপন্নাঃ । সা শ্রীঃ স্বাসময়বিনিবং বিহার ।

ভক্তগণ-কর্তৃক পবিত্র-প্রদান—

সবে বলিলেম—“অই ঠাকুর সবার ।
‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নাম শুনিয়াছ যাঁ’র ॥১৭৯॥
সবেই উহার ভৃত্য আমরা-সকল ।
কহিতে সবার আঁখি বাহি পড়ে জল ॥১৮০॥

দানীর নয়নে প্রেমাক্ষ—

দেখিয়া সবার প্রেম মুখ হইল দানী ।
দানীর নয়ন দুই বহি’ পড়ে পানী ॥১৮১॥

প্রভু নিকট শরণাগত দানী—

আথেব্যাথে দানী গিয়া প্রভুর চরণে ।
দণ্ডবৎ হই’ বলে বিময় বচনে ॥১৮২॥
“কোটি কোটি জন্মে যত আছিল মলল ।
তোমা’ দেখি’ আজি পূর্ণ হইল সকল ॥১৮৩॥
অপরাধ ক্ষমা কর করুণা-সাগর !
চল নীলাচল গিয়া দেখহ সত্ত্বর ॥” ১৮৪॥

দানীর প্রতি প্রভুর কৃপা ও স্থান ত্যাগ—

দানী প্রতি করি’ প্রভু শুভ দৃষ্টিপাত ।
‘হরি’ বলি’ চলিলেন সর্বজীব-নাথ ॥১৮৫॥
সবার করিবে গৌরসুন্দর উদ্ধার ।
বিনা পাণী বৈষ্ণব-নিম্নক ছুরাচার ॥১৮৬॥
অসুর জবিল চৈতন্যের গুণ-নামে ।
অত্যন্ত দুঃখিত পাণী সে-ই নাহি মানে ॥১৮৭॥

অহর্নিশ প্রেমবিহ্বল গোবহরি—

হেনমতে নীলাচলে বৈকুণ্ঠের নাথ ।
আইসেন সবারে করিয়া দৃষ্টিপাত ॥১৮৮॥

নিজ প্রেমানন্দে প্রভু পথ নাহি জামে ।

অহর্নিশ সুবিহ্বল প্রেমরস-পানে ॥১৮৯॥

স্বর্ণরেখায় আগমন ও তথায় স্থান-লীলা—

এই মতে মহাপ্রভু চলিয়া আসিতে ।
কত-দিনে উত্তরিল। স্বর্ণরেখাতে ॥১৯০॥
স্বর্ণরেখার জল পরম-নির্মল ।
স্নান করিলেন প্রভু বৈষ্ণব-লকল ॥১৯১॥
স্নান করি’ স্বর্ণরেখা-মদী ধুয় করি’ ।
চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ॥১৯২॥

জগদানন্দের সহিত বহু পশ্চাতে

ত্রিনিত্যানন্দের অবস্থান—

রহিল। অনেক পাছে মিত্যানন্দচন্দ্র ।
সংহিত তাঁহার সবে শ্রীজগদানন্দ ॥১৯৩॥
মিত্যানন্দের অল্প গৌরুচন্দ্রের কিছু দূবে অপেক্ষা—
কতদূরে গৌরচন্দ্র বলিলেন গিয়া ।
মিত্যানন্দস্বরূপের অপেক্ষা করিয়া ॥১৯৪॥
শ্রীচৈতন্যের আবেশে মিত্যানন্দের অবস্থা—
চৈতন্য-আবেশে মত্ত মিত্যানন্দ-রায় ।
বিহ্বলের মত ব্যবসায় সর্বধায় ॥১৯৫॥
কখন ছাড়ার করে, কখন রোদন ।
কণে মহা অট্টহাস্য, কণে বা গর্জন ॥১৯৬॥
কণে বা মদীর মাঝে এড়েন সঁতার ।
কণে সর্ব-অঙ্গে ধূলা মাখেন অপার ॥১৯৭॥
কণে বা যে আছাড় খায়েন প্রেম-রসে ।
চূর্ণ হয় অঙ্গ হেন সর্বলোক বাসে ॥১৯৮॥

১৭৭৭দশোত্তমমলং ভক্তভেদরূপা ॥” (ভাঃ ১।১৬।৩৩)
।রদপঞ্চরাত্রেষ্টিবিভা-সংবাদে—ভক্তিভজনসম্পত্তিভক্তভেদ
পদ্ধতিঃ শ্রিয়ম্ । জ্ঞাতভেদভক্তভূতেন সেয়ং প্রকৃতিবাস্তবঃ
গৌতি গীয়েতে সত্ত্ববৎসরসমভা ॥ ১৫৮ ॥

তথ্য । অহো অস্ত বয়ং ব্রহ্মণ্যং সংসেব্যঃ কত্রংকবঃ ।
।শ্রমতিথিকপেণ ভবন্তিভীর্কাঃ কৃত্যঃ ॥ যেবাং সংস্রগাৎ
।স্যাৎ সন্তঃ শুভ্যতি বৈ গৃহাঃ । কিং পুনর্দর্শনস্পর্শ-পাদ-
।নীচাসনাদিভিঃ ॥ (ভাঃ ১।১৯।৩২-৩৩) ॥ ১৫৯ ॥

শ্রীচৈতন্যদেবের মাধুকরী ভিক্ষা-লীলা ॥ ১৫৯ ॥
তথ্য । একোবশী সর্বভূতান্তরাত্মা (কঠ ২।২।১২) ;
একো দেবঃ সর্বভূতেশু গৃঢ়ঃ—(খেঃ উঃ ১১ ও গোঃ
তাঃ উঃ ১।১২) ॥ ১৬৬-১৬৭ ॥

বিস্তৃতি । অধুনা শ্রীচৈতন্যমঠ ও তাঁহার বিভিন্ন শাখা-
মঠসমূহ নানা ব্যক্তির নিকট হইতে ভিক্ষার জন্য সংগ্রহ
করিয়া বৈষ্ণবসেবা করিয়া থাকেন । শ্রীগৌরসুন্দর নিজ-
।গণের দ্বারা ভিক্ষা সংগ্রহ করাইয়া এবং বয়ং ভিক্ষা করিয়া

আপনা-আপনি নৃত্য করেন কখন ।
টলমল করয়ে পৃথিবী ততক্ষণ ॥১৯৯॥
এ সকল কথা ভানে কিছু চিত্র নয় ।
অবতীর্ণ আপনে অনন্ত মহাশয় ॥২০০॥
নিত্যানন্দ-রূপায় এ সব শক্তি হয় ।
নিরবধি গৌরচন্দ্র যাঁহার হৃদয় ॥২০১॥

নিত্যানন্দের নিকট প্রভুব দণ্ডবাহী জগদানন্দের
দণ্ড বাখিয়া ভিক্ষার্থ গমন—

নিত্যানন্দ-স্বরূপে থুইয়া এক-স্থানে ।
চলিলা জগদানন্দ ভিক্ষা-অশেষণে ॥২০২॥
ঠাকুরের দণ্ড শ্রীজগদানন্দ বহে ।
দণ্ড থুই নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে কহে ॥২০৩॥

“ঠাকুরের দণ্ডে মন দিও সাবধানে ।
ভিক্ষা করি’ আমিহ আসিব এইক্ষণে” ২০৪॥

দণ্ডেব প্রতি নিত্যানন্দের উক্তি—

আথেব্যথে নিত্যানন্দ দণ্ড ধরি’ করে ।
বসিলেন সেই স্থানে বিহ্বল-অস্তরে ॥২০৫॥
দণ্ড হাতে করি হাসে নিত্যানন্দ-রায় ।
দণ্ডের সহিত কথা কহেন লীলায় ॥২০৬॥
“অহে দণ্ড, আমি যাঁ’রে বহিয়ে হৃদয়ে ।
সে তোমা’রে বহিবেক এ’ত যুক্ত নহে ॥” ২০৭॥

নিত্যানন্দ-কর্তৃক তিন খণ্ডে মহাপ্রভুব দণ্ডভঙ্গ—

এত বলি’ বলরাম পরম প্রচণ্ড ।
ফেলিলেন দণ্ড ভাঙ্গি’ করি তিন খণ্ড ॥২০৮॥

নিজগণেব পোষণ বা বৈষ্ণব সেবন-লীলা প্রদর্শন কবিতা-
ছিলেন। শ্রীগৌড়ীয়মঠেব ভিক্ষুকগণকে অনেকেই ভিক্ষা
দেন দেখিয়া মৎস্যব চর্যাস্থিত সম্প্রদায় তাঁহাদের প্রতি
দোষাত্মক কবিতাও “গৌড়ীয়মঠেব দ্বাবাই যে শ্রীগৌবল্লভবের
প্রচলিত প্রেমধর্মের সংরক্ষণ কার্য্য সর্জন্য সাধিত হইতে
পাবে”—এ কথা বলিতে পশ্চাৎপদ হয় না। এক নিন্দক
পাষাণী ইহাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার কবিতাছে যে,—“গৌড়ীয়
মঠেব বিভিন্ন দেশে প্রচার-প্রণালীই গৌবল্লভবের প্রবর্তিত
পথ। গৌড়ীয়মঠই প্রকৃত প্রস্তাবে গৌবল্লভবের স্তম্ভ
প্রচার-কার্য্যে সাফল্য লাভ কবিতাছেন।” পাষাণী
নিন্দক সহজিয়াগণেব মুখেও এই সকল কথা অস্বীকৃত
হইতে পাবে না। প্রাকৃত-সহজিয়াব কৃত্রিম বৈষ্ণবাচার ও
প্রণালী যদিও গৌড়ীয়মঠেব সেবকগণ অহুমোদন কবেন না
এবং তাঁহাদের বিরোধ-কার্য্যে সহজিয়াগণেব চেষ্টা থাকিলেও
উহার গৌড়ীয় মঠেব প্রচারকগণকে সমগ্রজীবের মঙ্গল-
কামনা-বিচাবে মহাপ্রভুব একমাত্র অমুগত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে
স্বীকার কবেন। শ্রীগৌবল্লভব যে প্রকৃত ভক্তগণ-পালক
হইয়া তাঁহাদের পবমার্গ-পোষণ করিয়া বিনাশন-কার্য্যে
নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহাব ভৃত্যগণও তাঁহাবই সেবার অল্প
বর্তমানে সেই কাণ্ডেই নিযুক্ত—এ কথা প্রাকৃত-সাহজিক-
মিছাভক্ত-বৈষ্ণবব্রত-সম্প্রদায় বুঝিয়া উঠিতে পাবে না ॥১৬১॥

বিবৃতি। পুৰাকালে জমিদারের মহালের মধ্যে পথে

চলিতে হইলে দানী-সকল খাট-সমাধান-কাবীর নিকট
হইতে শুদ্ধ আদায় কবিত। শ্রীগৌবল্লভব যখন ছদ্মজন
ভক্তগণ যাঁহাতেছেন, তখন তাঁহাব কোন মূল ছিল না।
খাট-সমাধানেরও অর্থ কাহাবও মহিত না থাকায় সকলেই
আপনাদিগকে শ্রীগৌবল্লভবের আশ্রিত-জ্ঞানে চলিতে-
ছিলেন। এক দানী হৃদয়ভেদে পুত্রের দৃত্যতে শ্মশান-
শুদ্ধ আদায় কবিতাব বিচাবেব ছায় গৌবল্লভবের নিকটও
পথ শুদ্ধ চাহিয়া বসিল। পথ-শুদ্ধ না দেওয়া পর্য্যন্ত
কাহাকেও জগদানন্দেব পথে চলিতে দিবে না বলিয়া দৃঢ়-
প্রতিজ্ঞ হইল। মহাপ্রভুব অলৌকিক শ্রীবিগ্রহদর্শনে
তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কবিল—“আপনার সঙ্গে আপনি ব্যতীত
আব কমজন আছেন?” প্রভু তদন্তবে বলিলেন,—“আমি
জাগতিক লোকগুলিব সম্বন্ধ হইতে সন্মাস গ্রহণ কবিতাছি।
সুতবাং বিশ্বাসী কেহই আমার লোক নহে, বা আমিও
বিশ্বাসী লোকেব অল্পতম নহি; আমি ‘একমেবা-
দ্বিতীয়ম্’ বস্তু; সকল বিশ্বই আমাব।” দানী তদন্তবে
তাঁহার অবিলম্ব অশ্রুধারা-পাত দর্শন কবিতা বলিল—
“কেবল আপনাই শুদ্ধ দিতে হইবে না, বাকী সকলেবই
দিতে হইবে ॥” ১৬৫-১৬৮ ॥

বিবৃতি। অবৈষ্ণবগণ কেহ কেহ মনে করেন যে,
বৈষ্ণবগণ তাহাদের ছায়ই পাপে লিপ্ত হইবার যোগ্য।
পাপিগণকে যখন গৌবল্লভব কোল দিতাছেন, তখন

দণ্ডভঙ্গ-লীলা জীববুদ্ধিব অগম্য—

ঈশ্বরের ইচ্ছা-মাত্র ঈশ্বর সে জানেন।

কেন ভাবিলেন দণ্ড, জানিব কেমনে ॥২০৯॥

নিত্যানন্দ জ্ঞাতা গৌরচন্দ্রের অন্তর।

নিত্যানন্দেও জানে শ্রীগৌরসুন্দর ॥২১০॥

নিত্যানন্দই একমাত্র মৰ্যজ্ঞ—

যুগে যুগে ছুই ভাই শ্রীরাম-লক্ষ্মণ।

দৌহার অন্তর দৌহে জানে অনুক্ষণ ॥২১১॥

এক বস্তু ছুই ভাগ, ভক্তি বুঝাইতে।

গৌরচন্দ্র জানি সবে নিত্যানন্দ হৈতে ॥২১২॥

বলরাম বিনা অশ্রু চৈতন্যের দণ্ড।

ভাবিবারে পারে হেন কে আছে প্রচণ্ড ? ২১৩॥

সকল বুঝায় ছলে শ্রীগৌরসুন্দরে।

যে জানয়ে মৰ্ম, সেই জন স্নেহে তরে ॥২১৪॥

জগদানন্দের প্রত্যাগমন ও ভঙ্গদণ্ড দর্শনে

বিশ্বয়, চিন্তা ও জিজ্ঞাসা—

দণ্ড ভাবি' নিত্যানন্দ আছেন বসিয়া।

ক্ষণেকে জগদানন্দ মিলিলা আসিয়া ॥২১৫॥

ভগ্ন দণ্ড দেখি' মহা হইলা বিস্মিত।

অন্তরে জগদানন্দ হইলা চিন্তিত ॥২১৬॥

নিত্যানন্দের উত্তর—

বার্তা জিজ্ঞাসিলেন—“দণ্ড ভাবিলেক কে ?”

নিত্যানন্দ বলে—“দণ্ড খরিলেক যে ॥২১৭॥

আপনার দণ্ড প্রভু ভাবিলা আপনে।

তাঁর দণ্ড ভাবিতে কি পারে অশ্রু জনে ॥২১৮॥

তাঁহারা সেই পাপ সমর্থন করিবেন না কেন ? এবং যাবতীয় পাপসমর্থন-কারী ব্যক্তিই বৈষ্ণব-গুণের কার্য্য করিবেন। এখানে গুরুকাব বলিতেছেন যে, গৌরসুন্দর সকলেরই উদ্ধার করিবেন, কিন্তু বৈষ্ণবের নিন্দাকারী ও নামবলে পাপাচারী আচার-নষ্ট জনগণের উদ্ধার কখনও করিবেন না। পাপের অমুমোদনকারী পাণ্ডিগণ যতই কেন না আপনাদিগকে ‘বৈষ্ণব’, ‘গুরু’ প্রভৃতি বলিয়া মিছাভক্ত সাজুক, দুবাচার বৈষ্ণবনিন্দক পাণ্ডিগণের আত্মবঞ্চনা ব্যতীত অশ্রু কোন সিদ্ধিলাভের সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্য-দেবের রূপায় ভগবদ্বিদ্বেষী অস্বপণও অসুগ্রহ পাইয়াছে, কিন্তু ভক্তদ্বৈষী পাণ্ডী দুরূহ পাপী কখনও গোবিন্দসুন্দরের রূপাব উপল নির্ভব করিবেন না, আশ্রয়ন্তরী হইয়া আপনাকে গৌরভক্তরূপ বলিয়া গণিচয় দিবে এবং নবকেব পথের পথিক হইবে ॥ ১৮৬ ॥

সুবর্ণবেশ-নদী-তীরে—গ্রাম বিশেষে। জগন্নাথক্ষেত্র যাত্রী পথিকগণ যে স্থলে সুবর্ণবেশা নদীর তীরে উপস্থিত হন, সেই প্রাচীনপথের পার্শ্বেই গোবিন্দসুন্দর উপস্থিত হইয়া ছিলেন ॥ ১৯০ ॥

বিবৃতি। শ্রীগৌরসুন্দর দণ্ডগ্রহণ করা অবশি স্বীয় শ্রীমূর্ত্তির সহিত দণ্ড বাসিতেন। সময়ে সময়ে জগদানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর দণ্ড বহন করিয়া ডিঙ্কা সংগ্রহ করিতেন।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু জগদানন্দের নিবট হইতে দণ্ড সাবধানে বক্ষা করিবার ভাব গ্রহণ পূর্বক দণ্ডকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন,—“চতুর্দশ-ভুবনপতি শ্রীকৃষ্ণকে আমবা সর্কদা হৃদয়ে বহন কবি; আমবা তাঁহার নিত্য ভূতা; তুমি আমাদের সেই নিত্য প্রভুকে বাহকরূপে সাজাইয়া অপবাদ করিতেছ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া যে সকল দিশি-গ্রহণ বা নিষেধ-ত্যাগেব চিহ্ন স্বীয়-হস্তে ও স্বদেহে স্থাপন করিয়াছেন, সেই বহন-কার্য্য আমাদেরই শোভা পায়। হে দণ্ড, তুমি আমবা প্রভুর প্রভু হইও না, তুমি আব তোমাকে মহাপ্রভুর দ্বারা বহন করাইও না।” প্রাকৃত-সহজিয়া ভক্তবর্ণগণ রক্ষের নিকট হইতে মৰ্ম্ম, অৰ্ঘ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি বাঞ্ছা করিয়া তাঁহার দ্বারা সেবা করাইয়া আত্মজিয়-তর্পণ কবে। ভক্তগণের ঐরূপ মনের তাব নহে ॥ ২০৭ ॥

বিবৃতি। কেবলাদ্বৈতী পবনহংসরূপ একদণ্ডিগণ ত্রিদণ্ডিগণের চিরদিনই অবজ্ঞা কবে। শ্রীগৌরসুন্দর একদণ্ড গ্রহণ-ছলনা-লীলা প্রদর্শন কবায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সেই দণ্ডকে ত্রিভাগে বিভক্ত করিয়া উহাকে ত্রিদণ্ডরূপে পবিত্র করিলেন এবং ঐ দণ্ডবহন-ভাব ভগবৎসেবকগণের নিকট ছদ্ম করিলেন। তজ্জন্মই অতি প্রাচীনকালে মহাভারতে যে হংস-গীতি আছে, তদ্বৎ “বাচো বেগম” শ্লোকটি

জগদানন্দ-কৰ্ণক প্রভুবনিকট ঔষদগু আনয়ন—

শুনি' বিপ্র আর না করিলা প্রত্যাশুর।

ভাঙ্গা দণ্ড লই' মাত্র চলিলা সঙ্ঘর ॥২১৯॥

সৰ্গজ প্রভুব দণ্ডভঙ্গের কাবণ-জিজ্ঞাসা-লীলা—

বসিয়া আছেন যথা শ্রীগৌরসুন্দর।

ভাঙ্গা দণ্ড ফেলি' দিল প্রভুর গোচর ॥২২০॥

প্রভু বলে,—“কহ দণ্ড ভাঙ্গিল কেমনে।

পথে কিবা কল্লল করিলা কারো সনে?” ২২১॥

জগদানন্দের নিত্যানন্দ প্রভুব নামোল্লেখ—

কহিলা জগদানন্দ পণ্ডিত সকল।

“ভাঙ্গিলেন দণ্ড নিত্যানন্দ সুবিহ্বল ॥” ২২২॥

গৌর-নিতাইব কোন্দল-লীলা—

নিত্যানন্দ-প্রতি প্রভু জিজ্ঞাসে আপনি।

কি লাগি ভাঙ্গিলা দণ্ড কহ দেখি শুনি ॥” ২২৩॥

নিত্যানন্দ বলে—“ভাঙ্গিয়াছি বাঁশ-খান।

না পার ক্ষমিত কর যে শাস্তি প্রমাণ ॥২২৪॥

প্রভু বলে,—“যাহে সৰ্ব-দেব-অধিষ্ঠান।

সে তোমার মতে কি হইল বাঁশ-খান!” ২২৫॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অচিন্ত্য অগম্য লীলা—

কে বুঝিতে পারে গৌরসুন্দরের লীলা।

মনে করে এক, মুখে করে আর খেলা ॥২২৬॥

এতেকে যে বলে বুঝি কৃষ্ণের ক্ষদ্র।

সেই সে অবোধ ইহা জনিহ নিশ্চয় ॥২২৭॥

মারিবেন হেন যা'রে আছয়ে অন্তরে।

তাহারেও দেখি যেন মহা শ্রীতি করে ॥২২৮॥

প্রাণ-সম অধিক যে সব ভক্তগণ।

তাহারেও দেখি যেন নিরপেক্ষ-মন ॥২২৯॥

ত্রিদণ্ডগ্রহণের নিদর্শন ও যোগ্যতা হুচনা কবে এবং ত্রিদণ্ডগ্রহণেই যে শ্রীকৃপাহুগত, ইহা শ্রীকৃপাগোষ্ঠী প্রভু “উপদেশানুতে” লিপিবদ্ধ কবিয়াছেন। অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি প্রকল্প নৌদ্ধমতাবলম্বী মায়াবাদিগণ ত্রিদণ্ডের বিকল্পে ‘পবিত্র’ নামক টীকায় প্রভুব গালিগালাজ কবিয়াছে। ভাদিকালে মায়াবাদী অপ্যয়দীক্ষিত ‘জায়বক্ষামণি,’ ‘শিবর্ক মণিদীপিকা’ প্রভৃতি গ্রন্থের অভ্যন্তরে যে সকল ভক্তি-বিবোধী মতবাদ লিখিবেন তাহাব অযোগ্যতা-প্রদর্শন-কল্পে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পবিত্রত কবিলেন। অভেদবাদী যেকপ মায়াবাদ-চিহ্ন একদণ্ড গ্রহণ কবেন এবং শুদ্ধদৈতমতাবলম্বি-গণের শিষ্ট-পাবম্পর্গে যে একদণ্ডগ্রহণপ্রথা প্রচলিত ছিল ও আছে, তাহা শ্রীমাধ্বগোষ্ঠীয় সম্প্রদায়েব অনুমোদিত নহে—ইহা জানাইবাব অন্তই শ্রীবলদেব প্রভু সন্ন্যাসবেদী শ্রীচৈতন্যদেবের একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পবিত্রত কবিয়াছেন; ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের সম্মত ও গোষ্ঠীয় প্রথাগণের একমাত্র বিচার। ‘ত্রিদণ্ড’ না হইলে কেহই আত্মসংযম কবিত্তে সমর্থ হন না। কর্ণকাণ্ডীয় ত্রিদণ্ডে ইস্রদণ্ড, বজ্রদণ্ড ও ব্রহ্মদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সমাবেশ আছে। শ্রীকৃপ-গোষ্ঠী প্রভু ত্রিদণ্ড বাধ্যায় কায়মনোবাক্যে দণ্ডের কথা

পাবমার্গিক ত্রিদণ্ডিগণকে জানাইয়াছেন। ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ডের সংযোগে ত্রিদণ্ডের বহিঃপ্রজ্ঞা চালিত বিচারে পাবমহঃসুখার্থে একদণ্ডই পবিত্রত হয। কিন্তু যে একদণ্ডে জড়গুণত্রয়েব মায়ালনে গুণবিদ্যোত অবস্থা নামক একদণ্ড, উহা একায়ন পদ্ধতিতে কলঙ্ক আবোপ কবে বলিয়া ত্রিদণ্ড মায়ালনে একদণ্ডই একায়ন পদ্ধতিতে স্বীকৃত হইয়াছে। ব্রহ্মসম্প্রদায়ে, ব্রহ্ম মাধ্ব সম্প্রদায়ে ও ব্রহ্ম মাধ্ব-গোষ্ঠীয় সার্বজনীন বৈষ্ণব সমাজে সেই প্রথা চিবদিনই ব্যক্ত ও অব্যক্তভাবে অবস্থিত।

সুতরাং শ্রীগৌরনিত্যানন্দের আশ্রয়-বিচাবে শ্রীব্রহ্ম-মাধ্ব-গোষ্ঠীয় বিচাব হইতে পার্শ্বক্য স্থাপিত হইতে পারে না। এই সময় হইতে শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত জনগণ “গোষ্ঠীয়-ত্রিদণ্ডিগামী” বলিয়া কথিত শ্রীপ্রবোধানন্দ সনাতীপাদেব বৈধ বিচাবে মর্যাদাপথে সন্ন্যাসগ্রহণ—শ্রীকৃপাহুগ-গণেব পাবমহঃসুখবিচারে পবম্পব বৈষম্য উৎপাদন কবে নাই। ‘গোষ্ঠীয়গণ মর্যাদা পথে ত্রিদণ্ড গ্রহণ কবিলেও তাহাবা শ্রীকৃপাহুগ বা শ্রীসনাতনাহুগ পাবমহঃসুখার্থেব বিবোধী নহেন। পাবমহঃসুখার্থে বৈধ চিহ্নসমূহেব বৈষম্য বহিষ্কৃত রূপে গৃহীত হইলেও বহিষ্কৃতধারণে পাবমহঃসুখার্থেব যাজন তদতিরিক্ত নহে। শ্রীসনাতনের অনুগমনে অপর

এই মত অচিন্ত্য অগম্য লীলা মাত্র ।
তান অনুগ্রহে বুকে তান কৃপা-পাত্র ॥২৩০॥
মহাপ্রভু ক্রোধ-লীলা—
দণ্ড ভাঙ্গিলেন আপনাই ইচ্ছা করি' ।
ক্রোধ ব্যঞ্জিবারে লাগিলেন গৌর-হরি ॥২৩১॥
প্রভু বলে,—“সবে দণ্ড মাত্র ছিল সজ ।
তাহো আজি ক্রোধের ইচ্ছাতে হৈল ভঙ্গ ॥২৩২॥
প্রভুর নিবপেক্ষতা-লীলা-প্রদর্শন—
এতেকে আমার সঙ্গে কারো সঙ্গ নাই ।
তোমরা বা আগে চল, কিবা আমি যাই ॥” ২৩৩॥
দ্বিক্রান্তি করিতে আজ্ঞা শক্তি আছে কার ।
সবেই হইলা শুনি' চিন্তিত অপার ॥২৩৪॥
মুকুন্দ বলেন, তবে “তুগি চল আগে ।
আমরা-সবার কিছু পাছে কৃত্য আছে ॥” ২৩৫॥
গৌরচন্দ্রের একাকী অগ্রগমন—
'ভাল', বলি' চলিলেন শ্রীগৌরসুন্দর ।
মন্ত-সিংহ-প্রায় গতি লখিতে দুষ্কর ॥২৩৬॥
জলেখব-শিব-স্থানে—
মুহূর্ত্তেকে গেলা প্রভু জলেখর-গ্রামে ।
বরাবর গেলা জলেখর-দেব-স্থানে ॥২৩৭॥

জলেখর পুজিতে আছেন বিপ্র-গণে ।
গন্ধ-পুষ্প-রূপ-দীপ-মাল্য-বিক্রমণে ॥২৩৮॥
বহুবিধ বাজ উঠিয়াছে কোলাহল ।
চতুর্দিকে নৃত্য-গীত পরম মঙ্গল ॥২৩৯॥
দেখি প্রভু ক্রোধে পাসরিলেন সন্তোষে ।
সেই বাজে প্রভু মিশাইলা প্রেম-রসে ॥২৪০॥
নিজ প্রিয় শঙ্করের বিস্তর দেখিয়া ।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র পরামনন্দ হঞা ॥২৪১॥
কৃষ্ণ-প্রিয়তম শত্ৰুকে লজ্বল শ্রীচৈতন্যপথাসুসংগকাব্য
বৈষ্ণবের কৃত্য নহে—
শিবের গৌরব বুঝায়েন গৌরচন্দ্র ।
এতেকে শঙ্কর প্রিয় সর্বভক্ত-বৃন্দ ॥২৪২॥
না মানে চৈতন্য-পথ বোলায় 'বৈষ্ণব' ।
শিবেরে অমাত্য করে ব্যর্থ তার সব ॥২৪৩॥
করিতে আছেন নৃত্য জগৎ-জীবন ।
পর্বত বিদরে হেন ছঙ্কার গর্জন ॥২৪৪॥
শৈবগণের বিষয়—
দেখি' শিবদাস সব হইলা বিস্মিত ।
সবেই বলেন—“শিব হইলা বিদিত ॥” ২৪৫॥

পাঁচজন ব্রহ্মবাসী গোস্বামী পরমহংসদেব গ্রহণ করিলেও
শ্রীপ্রবোধানন্দ সবস্বতী গোস্বামী মর্যাদাপথে ত্রিদণ্ড
সংবক্ষণপূর্বক শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত নামক গ্রন্থে গোড়ীয়-বিচাব
মুহূর্ত্তাবে সংরক্ষণ করিয়াছেন । অধুনা আচাৰ্যব্রহ্মপরমহংস-
ক্রম পতিতজন-গণের আচরণ সংশোধন-কল্পে এবং
শিষ্টাচার ও সদাচার-সংবক্ষণ-মানসে অমুরাগ-পথের পথিক-
গণের অসদ্বিচাব আজ্ঞাস্ত হইবার দুর্যোগ-পরিহারার্থ
মর্যাদা-পথের প্রবর্তনাবরণে শ্রীকৃপাপুগ বিমলভজন-চেষ্টা
অর্ধাচীনগণের নিকট অনাদেব ও বিরোধের বিষয় হইয়া
পড়িয়াছে । যুগে যুগে ভগবৎ প্রকাশের মর্যাদা অতিক্রম
করিয়া আকব-বস্তুর উপাসনাব ও তদমুষ্ঠানে নানা
প্রকার বিপত্তি উপস্থাপিত হইয়াছে । মর্যাদাপথের
তাৎপর্য না বুঝিয়া লজ্বল-জনিত অমঙ্গলকেই মর্যাদা-পথের
উন্নত উদ্দেশ্য বলিয়া বিচারিত হয় । আবার, মর্যাদাপথের

কেবল আবাহনে উন্নত পথ রুদ্ধ হয় । শ্রীল প্রবোধানন্দ
ত্রিদণ্ডিপাদ বৃন্দাবনবাসী গোস্বামী গটকের বিরোধী ছিলেন
না । কিন্তু গোস্বামিগণের অহুগত প্রবাসরদৃষ্টিসম্পন্ন জনগণ
শ্রীপ্রবোধানন্দেব বিচাবকে প্রতিদ্বন্দ্বি-বিচাব জানিয়াছিল ;
তাহাতে তাদৃশ আশঙ্কনিকগণের দ্বারা সাম্প্রদায়িক বিপত্তি
উপস্থিত হইয়াছে ॥২৩৮॥

বিস্তৃতি । স্বয়ংক্রপ ও স্বয়ংপ্রকাশ—একই বস্তু ; যেরূপ
চতুর্দুহ প্রত্যেকেই একই বস্তু, তদ্রূপ । ভজনীয় শ্রীগৌর-
সুন্দর স্বয়ংক্রপ, ভক্তবস্তু শ্রীনিত্যানন্দ—স্বয়ংপ্রকাশ । কেবল
মর্যাদাপথে শ্রীগৌরসুন্দরের ভজনের ব্যাঘাত হয় ; আবার
শ্রীনিত্যানন্দ লজ্বনেও শ্রীগৌরসুন্দরের সেবার ব্যাঘাত
ঘটে । দশরূপে শ্রীনিত্যানন্দ—শ্রীগৌরসুন্দরের প্রেমভক্তি-
প্রচারের পূর্ণ আদর্শ । শ্রীচৈতন্যের লৌকিক একদণ্ড গ্রহণ
ও নির্দগ্ধাবস্থায় ত্রিদণ্ড গ্রহণ-ব্যাপার শ্রীনিত্যানন্দই

আনন্দে অধিক সবে করে গীত বাজ।
 প্রভুও নাচেন তিলাঙ্কে নাহি বাজ ॥২৪৬॥
 পশ্চাদ্বর্তি-ভক্তগণ-সহ মিলন ও মুক্তদের কীৰ্ত্তনে প্রভু
 অধিকতর আনন্দ-মৃত্যু ও প্রেমাত্ম প্রবাহ—
 কত-ক্ষণে ভক্তগণ আসিয়া মিলিলা।
 আসিয়াই মুকুন্দাদি গাইতে লাগিলা ॥২৪৭॥
 প্রিয়-গণ দেখি' প্রভু অধিক আনন্দে।
 নাচিতে লাগিলা, বেড়ি' গায় ভক্তবৃন্দে ॥২৪৮॥
 সে বিকার কহিতে বা শক্তি আছে কা'র।
 নয়নে বহয়ে সুরধুনি-শত-ধার ॥২৪৯॥

এত দিনে গৌবপদ-ধূলিতে শিবপুত্র সার্থকতা—
 এবে সে শিবের পুর হইল সফল।
 যাহে নৃত্য করে বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর ॥২৫০॥
 কতক্ষণে প্রভু পরানন্দ প্রকাশিয়া।
 স্থির হইলেন তবে প্রিয়-গোষ্ঠী লঞা ॥২৫১॥
 সব' প্রতি করিলেন প্রেম-আলিঙ্গন।
 সবে হৈলা নির্ভর পরমানন্দ-মন ॥২৫২॥
 নিত্যানন্দের প্রতি গৌবহবি—
 নিত্যানন্দ দেখি' প্রভু লইলেন কোলে।
 বলিতে লাগিলা তাঁ'রে কিছু কুতূহলে ॥২৫৩॥

জগৎকে জানাইতে সমর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত শাস্ত্র বিষ্ণু-
 ভক্তগণের জ্ঞান ত্রিদণ্ডের বিধান লিখিয়াছেন। ত্রিদণ্ডি-
 গণই স্বরূপতঃ পারমহংসাবস্থাপ্রাপ্ত কবিতো পাবেন; আব
 একদণ্ডিগণ লৌকিক বিচারে নির্বিশেষবাদ প্রচার কবিতো
 গিয়া নিজেব ওজন বুঝিতে পাবেন না। সনাতন বৈদিক
 ধর্মে ত্রিদণ্ডের সহিত জীবদণ্ড সংযোগে যে ত্রদণ্ড
 তদন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য বা ভেদ ও সংযোগত একত্বের সহিত
 বহুত্বের সমাবেশ প্রভৃতি অনেকগুলি পারমার্থিক বিচারের
 অঙ্গুল বিষয় বুঝাইতে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুই সমর্থ ॥২২২॥

নিবৃত্তি। পারমহংসাবস্থার প্রাপ্তিগে দণ্ডের অবস্থান;
 তদ্বারা সকলেই জানিতে পাবেন যে, ভূগ্যাশ্রমস্থিত ব্যক্তি
 পরমার্থের শেষ সোপানে আরোহণ করিয়াছেন। লৌকিক
 অর্থ তাঁহাকে অশাস্ত কবিতো পাবে না। কিন্তু নির্দিষ্টাবস্থার
 সহিত সম্যাসচিহ্ন বহির্ভাগে সংস্থিত না হওয়ায়
 সাধারণ লোক উহা বুঝিতে পাবে না। তজ্জন্মই
 সর্বোত্তম পরমহংস বৈষ্ণবগণকে অস্বাভাবিক তাহাদের
 নিজেদের অপেক্ষা নিম্নস্তরে অবস্থিত বলিয়া জ্ঞান
 করেন। বংশদণ্ড চিহ্নাত্মককে আশ্রমাতীত
 সর্বোত্তম পরমহংসের নিম্নস্তরে অবস্থিত বলিয়া লোকের
 ভ্রান্তি হইবে, বিচার কবিয়া শ্রীনিত্যানন্দ
 ব্রজেন্দ্রনন্দনের শ্রীচৈতন্য-লীলায় বংশ-দণ্ড-চিহ্ন বিলুপ্ত
 কবিলেন। তাঁহাকে চিহ্নহীন বা চিহ্ন-ধারীত্বে বলিয়া
 লোকের তাঁহাকে পরমেশ্বর জানিতে বাধা হইবে এবং
 তজ্জনিত অপবাদের জীবের অমঙ্গল ঘটবে জানিয়া সেই

একদণ্ডকে ত্রিদণ্ডে পরিণত কবিলেন। কাষ-মনো-
 বাক্যের দণ্ড—এই ত্রিদণ্ডের কথা অসংযত জনগণের
 বহুমাননীয় এবং ত্রিদণ্ডের একসমাবেশে যে একদণ্ড, উহা
 সহিত সম্যাস গ্রহণ করা পরমহংসের একমাত্র কৃত্য—ইহা
 বুঝাইবার জন্মই শ্রীনিত্যানন্দের চেষ্টা। ত্রিদণ্ডিগণের
 চিত্তবৃত্তি এই যে, তাঁহারা কাহাবও আশীর্বাদ প্রার্থনা
 করেন না, বা কাহাকেও লৌকিক আশীর্বাদ দিবার জন্ম
 প্রস্তুত নহেন। যাঁহারা জাগতিক বিচারে আবদ্ধ,
 তাহাদের পরমার্থের সন্ধান নিত্যন্ত অল্প, বিশেষতঃ “দণ্ডেন
 দণ্ডী” প্রভৃতি আপেক্ষিকতা শ্রীগৌবন্দনের দৃষ্ট হইলে
 লোকের অমঙ্গল ঘটবে ॥২২৪॥

গুণাবতারত্বের অর্চ্চা-মুর্চ্ছিকণে পরম পবিত্র ত্রিদণ্ডকে
 ‘চিহ্নবিচারে পূজ্যবুদ্ধি’ কবিতো হয়; কিন্তু লোকদৃষ্টিতে
 ‘অর্চ্চ্যে বিষ্ণো শিলাধীঃ’ নবকপ্রাপক বলিয়া শ্রীনিত্যানন্দ
 জীবকুলকে ভাবী অপবাদ হইতে বিমুক্ত কবিলেন ॥২২৫॥

শ্রীগৌবন্দনের ভক্তগণ তাঁহাব প্রাণ-সদৃশ। গৌব-
 হরির বিচারাচরণ ব্যতীত তাঁহাদের কিস্কিমাত্র-বিপথ-
 গামী হইবার স্পৃহা নাই। গৌবন্দনের স্বীয় নিবপেক্ষতা
 মধ্যে মধ্যে জানাইবার জন্ম ভক্তগণের অত্যন্ত বাধ্য
 নহেন,—ইহা দেখাইয়া থাকেন; নতুবা মৎস্য মানবজাতি
 ভগবানকে তোষামোদ-প্রিয় বলিয়া গর্হণ কবিতো। ঐকপ
 নিকোদজনগণের মঙ্গলের জন্ম শ্রীচৈতন্য ভক্ত ও অভক্ত,
 উভয়ের প্রতি সমতার দেখাইয়া নিবপেক্ষতার ছলনা
 কবিয়াছিলেন। তাঁহাব অমুগ্রহ ব্যতীত সকল কথা
 বুঝিবার সামর্থ্য অযোগ্য জনগণের নাই ॥২২৬॥

“কোথা তুমি আমারে করিবা সম্বরণ।
যেমতে আমার হয় সম্মাস-রক্ষণ ॥২৫৪॥

আরো আমা' পাগল করিতে তুমি চাও।
আর যদি কর, তবে মোর মাথা খাও ॥২৫৫॥

লৌকিক বিচাবে সম্মাসীর্ণ সম্বল—দণ্ডমাত্র; দণ্ডের
গ্রাহক ভিক্ষা করিয়া আত্মপোষণ করেন এবং দণ্ডক
বহির্ভূতের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্ত দণ্ডগ্রহণ
কবেন। সর্কশক্তিমান শ্রীগৌরমুন্দর লৌকিক বিচাবে
লোক-প্রীতি আকর্ষণ করিবার জন্ত আপনাকে “দণ্ডমাত্র-
সম্বল” বলিয়া দৈন্ত প্রকাশ করিলেন ॥২৩২॥

তথ্য। জলেখব—বর্তমান জলেখব-গ্রাম—বালেখবের
উত্তরাংশে অবস্থিত। কিন্তু দণ্ড-ভাঙ্গা-নদী পূর্বীর নিকট;
উভয়ের মধ্যে কটক জেলা। পূর্বী জেলা হইতে পুনরায়
বালেখব জেলায় ফিরিবার কোন উল্লেখ দেখা যায় না,
তজ্জন্ত জলেখবের উত্তরে কোন স্থানটিতে প্রভু বণ্ড ভগ্ন
হইয়াছিল, তাহা বিচার্য। আর যদি ‘দণ্ডভাঙ্গা’ বা
‘ভাগী’-নদীর তটে প্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা হইয়া থাকে, তাহা
হইলে পূর্বী যাইবার পথে জলেখব-নামক শিবস্থান আছে
বা পাওয়া আবশ্যক ॥২৩৭॥

তথ্য। একো দেব: সর্কভূতেষু গুচ: (ধে: ১১১ ও গো:
তা: উ: ১১২) একমেবাস্বিতীয়ম্ (ছান্দোগ্য ৬২।১)—অমেক:
সর্কভূতানাং দেহান্বায়েজ্জিয়েশ্বর:। (ভা: ১০।১০।৩০)
একমাত্রা পুরুষ: পুবাণ: সত্য: স্বয়ংজ্যোতিবনন্ত আত্ম:
নিত্যোহঙ্করোহজ্ঞস্বপ্নো নিরঞ্জন:। পূর্ণাঙ্গয়ো মুক্ত
উপাধিতোহমৃত: ॥ (ভা: ১০।১৪।২৩) কৃষ্ণমেনমবেহি
স্বমাস্তানমখিলাস্বনাম্। জগদ্ধিতায় সোহপ্যত্র দেহীবাভাতি
মায়য়া ॥ বস্ততো জ্ঞানতামাত্র কৃষ্ণং স্বানুচরিষু চ।
ভগবজ্জগদখিলং নাত্তদ্বদ্বিহ কিঞ্চন ॥ সর্কেষামপি বস্তুনাম্
ভাবামর্থো ভবতি স্থিত:। তস্তাপি ভগবান্ কৃষ্ণ: কিমত-
বস্ত্রপ্যতাম্ ॥ (ভা: ১০।১৪।৫৫-৫৭) অথাপি তে দেব
পদাশুজগদ্রাসাদলেশানুগৃহীত এব হি। জ্ঞানাতি তদ্বৎ
ভগবদ্রহিণো ন চাত্ত একোহপি চির: বিচিহ্ন (ভা: ১০।
১৪।২২) ॥২২২-২৩৩॥

প্রকৃতিভ্যো পরং যন্তু তদচিন্ত্যন্ত লক্ষণম্ ॥ (ভারত ভীষ্ম প:
৫।১২) নিম্নগানং যথা গঙ্গা দেবানামচ্যুতো যথা। বৈষ্ণবানাম্
যথা শঙ্কু: পুরাণামিদং তথা ॥ (ভা: ১২।১৩।১৬) ॥২৪২॥

বিবৃতি। গুণাবতার মহাদেবকে যাহা বা অসম্মান করে,
তাহারা শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত প্রস্তাবে, অমুসরণ করে না।
শ্রীচৈতন্যের একটুকালের প্রায় চতুঃশতাব্দি পূর্বে
শ্রীরাধামুখ্য ঐকান্তিক বৈষ্ণবধর্মের প্রচার করিয়াছিলেন।
চিচ্ছূড়সম্বয়বাদিগণ গুণাবতাবের সহিত বাসুদেব-বিষ্ণুব
সম্বন্ধ-স্থাপনের যথেষ্ট যত্ন করেন। তৎফলে তাহারা
ভগবচ্চরণে অপবাহী হওয়ায় সেই অপরাধ হইতে
তাহাদিগকে মুক্ত করিবার বাসনায় শ্রীলক্ষ্মণদেবিক
একলা-বিষ্ণুভক্তির কথা প্রবলভাবে স্থাপন করেন।
শ্রীআনন্দভীষ্ম-বৃদ্ধ বৈষ্ণবগণ বিরিকি-শিবাদি গুণাবতার-
গণকে ভগবত্ত্ব-বিচাবে পূজা কবেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য
ভক্তাবতার শিবের আলয়ে গিয়া কৃষ্ণভক্তি প্রার্থনা
করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীচৈতন্যশ্রিত জনগণ যদি শ্রীরাধামুখ্য
ঐকান্তিক বিচারে ভক্তরাজ মহাদেবের অনাদর
কবেন, তাহা হইলে ভক্তবিশেষ-জন্ত গ্রন্থকাল-প্রমুখ
সকল শুদ্ধভক্তগণের ভক্তদেহীবা প্রতি ক্রোধের উদয় হয়।
“শিব-বিরিকিমুত: শরণ্যম্,” “দাসস্তে হননাবদ প্রভৃতয়:,”
“বৈষ্ণবানাম্ যথা শঙ্কু:” স্বয়মুবাদি দ্বাদশ বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ
এবং ‘বিষ্ণুস্বামী’ নামক বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আদিগুরু
শ্রীশিবের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব-বিচাবেব অনাদর ঘটে। শৈব বা
লিঙ্গায়েংগণ বৈষ্ণবদিগকে অযথা আক্রমণ করায়
তাঁহারা শৈবগণপূজিত শিবমন্দিরে গমন করিয়া শিব-দর্শনে
‘সজাতীয়াশয় বিন্দু’ সাধুর সঙ্গবর্জিত হইয়াছেন বলিয়া
মনে কবিতেন। শ্রীচৈতন্যের অমুগত জনগণ তাহা
করেন না ॥২৪৩॥

তথ্য। য: পরং বহস: সাক্ষাৎ ত্রিগুণাক্ষীরসংজিতাৎ।
ভগবন্তং বাসুদেবং প্রপন্ন: স প্রিয়ো হি মে ॥ (ভা: ৪।২৪।২৮)
নাশ্চর্য্যমেতদ্যদসংস্র সর্কদা মহাবিনন্দা। কৃণপাশ্ববাদিষু।
সেধ্যং মহাপুরুষপাদপাংগুভি নিরন্ততেজ:সু তদেব
শোভনম্ ॥ যদ্যাক্ষরং নাম গিবেবিতং নুনাং সন্তং প্রসঙ্গা-
দযমান্ত হস্তি তৎ ॥ পবিত্রকীর্ত্তিঃ তমলজ্যশাসনং ভবানহো
ষেষ্টিশিব: শিবতর: ॥ (ভা: ৪।৪।১৩-১৪) ॥২৪৩॥

যেন কর তুমি আমি ভেন আমি হই।
 সত্য সত্য এই আমি সবা নামে কই ॥২৫৬॥
 শ্রীগৌরচন্দ্রের সকলকে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি
 সতর্ক হইবার অল্প শিক্ষা-দান লীলা—
 সবারে শিক্ষায় গৌরচন্দ্র ভগবান্।
 “নিত্যানন্দ প্রতি সবে হও সাবধান ॥২৫৭॥
 মোর দেহ হৈতে নিত্যানন্দ দেহ বড়।
 সত্য সত্য সবারে কহিষু এই দৃঢ় ॥২৫৮॥
 নিত্যানন্দ-স্থানে যা’র হয় অপরাধ।
 মোর দেব নাহি তার প্রেম-ভক্তি বাধ ॥২৫৯॥
 নিত্যানন্দে যাহার ভিলেক ঘেব রহে।
 ভক্ত হইলেও সে আমার প্রিয় নহে ॥২৬০॥
 আত্ম-স্তুতি শুনি নিত্যানন্দ মহাশয়।
 লজ্জায় রহিল প্রভু মাথা না তোলয় ॥২৬১॥
 পরম-আনন্দ হইলা সর্বভক্তগণ।
 হেন লীলা করে প্রভু শ্রীশচীনন্দন ॥২৬২॥
 জলেশ্বরে রাজি-যাপন ও উৎকালে স্থানত্যাগ—
 এই মতে জলেশ্বরে সে রাজি রহিয়া।
 উৎকালে চলিল সকল ভক্ত লঞা ॥২৬৩॥
 বাঁশদহপথে জনৈক শাক্ত চাণীস সহিত
 আলাপন-লীলা—
 বাঁশদহ-পথে এক শাক্ত আসি-বেশ।
 আসিয়া প্রভুরে পথে করিল আদেশ ॥২৬৪॥

শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগৌরমুখকে যেরূপ বেবে সাজাইতে
 চাহেন, শ্রীগৌরমুখ তাহাই স্বীকার করেন। শ্রীগৌর-
 মুখের শ্রীনিত্যানন্দের সহিত অভিন্ন-হৃদয়। উভয়েই
 ভক্তবেষ ধারণপূর্বক কৃষ্ণপ্রেমাব আবাদক ও
 প্রচাবক ॥২৬৪॥

তথ্য। বাঁশদহ—নামান্তর ‘বাঁশদা’ বা ‘বাঁশধা’—
 জলেশ্বরের নিকটবর্তী ॥২৬৪॥

পাপী শাক্ত—যে সকল শক্তিউপাসক আসব-পানে
 জড় স্মৃতে মত্ত হয়, তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি প্রবল হওয়ায়
 পরমার্থ হইতে বঞ্চিত হওয়াই তাহাদের গতি। পঞ্চ
 ‘ম’-কার তাহাদের জড়শরীরের আনন্দ বিধান করে ॥২৭০॥

‘শাক্ত’ হেন প্রভু জানিলেন নিজ মনে।
 সজ্জাবিতে লাগিলেন মধুর বচনে ॥২৬৫॥
 প্রভু বলে,—“কহ কহ কোথা তুমি সব!
 চির-দিনে আজি সবে দেখিণু বাঙ্কব ॥২৬৬॥
 প্রভুর মায়ায় মোহিত শাক্ত-চাণী—
 প্রভুর মায়ায় শাক্ত মোহিত হইলা।
 আপনার তত্ত্ব যত কহিতে লাগিলা ॥২৬৭॥
 যত যত শাক্ত বৈসে যত যত দেশে।
 সবে কহে একে একে, শুনি প্রভু হাসে ॥২৬৮॥
 শাক্তচাণীব স্বীয় তামস মঠে প্রভুকে
 ‘আনন্দ’-পানার্থ-নিমন্ত্রণ—
 শাক্ত বলে,—“চল ঝাট মঠেতে আমার।
 সবেই ‘আনন্দ’ আজি করিব অপার ॥২৬৯॥
 পাপী শাক্ত মদিরারে বলয়ে ‘আনন্দ’।
 বুকিয়া হাসেন গৌরচন্দ্র নিত্যানন্দ ॥২৭০॥
 প্রভুর বঞ্চনা—
 প্রভু বলে,—“আসি আমি ‘আনন্দ’ করিতে।
 আগে গিয়া তুমি সজ্জ করহ স্থরিতে ॥২৭১॥
 শুনিয়া চলিলা শাক্ত হই’ হরষিত।
 এই মত ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥২৭২॥
 পতিত-পাবন শ্রীগৌরবহি—
 ‘পতিত-পাবন কৃষ্ণ’ সর্ব-বেদে কহে।
 অতএব শাক্ত-সনে প্রভু কথা কহে ॥২৭৩॥

বিস্তৃতি। অনেক মূঢ় ব্যক্তি তত্ত্বজ্ঞানে অসমর্থ হওয়ায়
 তাহাদের অজ্ঞানোখইজ্জিয়-তর্পণকে ‘পরমার্থ’ জ্ঞান করে।
 শাক্তস্বভাবসম্পন্ন জনগণ নিজেজ্জিয়-তর্পণকেই বহমান
 করিয়া নিকাম অধোক্ষসেবা বুদ্ধিতে পারে না। প্রাকৃত-
 সহজিয়াগণই ‘পাপী শাক্ত’-শব্দ-বাচ্য। জড় সজ্জাগই
 উহাদের একমাত্র প্রয়োজন। এই প্রকার প্রাকৃত
 সহজিয়াদিগের সঙ্গ উপস্থিত হইলে শ্রীগৌরমুখের যেরূপ
 উহাদিগের অহমোদন করিয়া উহাদিগকে বঞ্চনা করিতেন,
 সেরূপ অধুনা এই পতিতের পাবন-বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্ম
 শ্রীচৈতন্যনীতি-অবলম্বনে বহুজ্ঞানান্ধিগকে বঞ্চনা
 করিতেন। জড়ানন্ধিগণ জানে যে, বৈষ্ণবগণও তাহাদের

লোকে বলে,—“এ শাক্তের হইল উদ্ধার।

এ-শাক্ত-পরশে অস্ত্র শাক্তের নিস্তার ॥” ২৭৪॥

এই মত শ্রীগৌরসুন্দর ভগবান্।

নামা মতে করিলেন সর্ব-জীব-জ্ঞান ॥২৭৫॥

রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ-সমীপে প্রভু

দিব্যোন্মাদ-লীলা—

হেম মতে শাক্তের সহিত রস করি’।

আইলা রেমুণা-গ্রামে গৌরাজ শ্রীহরি ॥২৭৬॥

রেমুণায় দেখি’ নিজ-মূর্তি গোপীনাথ।

বিস্তর করিলা নৃত্য ভক্ত-বর্গ-সাথ ॥২৭৭॥

আপনার প্রেমে প্রভু পাসরি’ আপনা।

রোদন করেন অতি করিয়া করুণা ॥২৭৮॥

জ্ঞান প্রতিষ্ঠাশা-ভিক্ষু এবং আবও জানে যে, গৃহাদিব
সৌখ্য প্রদান কবিবাব লোভ দেখাইয়া বৈষ্ণবদিগকে গৃহ-
ব্রত কবিবাব দুর্ভিক্ষি পোষণ করিবাব জাল বিস্তার
কবিত্তে গেলে সর্বতন্ত্রতন্ত্র বৈষ্ণব প্রাকৃতসহজিয়া বা
পাপী শাক্তকে ক্রোধবাক্যে ভোগা দিয়া থাকেন। প্রাকৃত
সহজিয়াদিগেব গৃহে তাঁহাবা কোনদিন গমন কবেন না।
প্রাকৃতসহজিয়া-সম্মেলনে সর্বতন্ত্রতন্ত্র শুদ্ধ বৈষ্ণবগণ
কখনও যোগদান কবেন না। নির্দোষজনগণ মনে কবে
যে, পরমযুক্ত মচাভাগবত বুঝি তাহাদেব দুবাচারেবই
পোষণকারী। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে উহাদিগকে বঞ্চনা
কবিয়া তাহাদের দুঃসঙ্গ হইতে পৃথক্ থাকাই শ্রীগৌরসুন্দর
ও তদীয় ভক্তগণের উদ্দেশ্য ॥২৭৯॥

তথ্য। অহং ব্রহ্ম চ শরীচ্চ জগতঃ কারণং পরম। আত্মেব
উপজষ্টা স্বয়ংদৃগবিশেষণঃ ॥ আত্মমায়াং সমাবিশ্ত সোহহং
গুণময়ীং বিজ্ঞ। স্বজন্ রক্ষন্ হরন্ বিখং দধে সংজ্ঞাং
ক্রিয়োচিতাম্ ॥ তস্মিন্ ব্রহ্মগাথিতীয়ে কেবলে পরমাশ্রমি।
ব্রহ্মকর্ত্রো চ ভূতানি ভেদেনাজ্ঞোহমুপশ্রুতি ॥ যথা পুমান্
ন স্বাক্ষেব শিরঃপাণ্যাদিষু কটিং। পারক্যবুদ্ধিং বুদ্ধত
এবং কুতেমু-মংপরঃ ॥ (ভাঃ ৪।৭।৫০-৫৩) ক্রিয়াতত্বনাঙ্ক-
পুলিন্দপুঙ্কনা, আতীরশুকা যবনাঃ খশাদয়ঃ। যেহেতু চ
পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যঙ্কি তদৈ প্রভবিকবে নমঃ ॥

সে করুণা শুনিতে পাষণ কাষ্ঠ জবে।

এবে না জবিল ধর্মধ্বজিগণ সবে ॥২৭৯॥

যাজপুরে—

কত দিনে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।

আইলেন ‘যাজপুর’—ব্রাহ্মণনগর ॥২৮০॥

যহি আদিবরাহের অঙ্কুত প্রকাশ।

ঈ’র দরশনে হয় সর্ব-বন্ধ-নাশ ॥২৮১॥

মহাভীর্ষ—বহে যথা নদী বৈতরণী।

ঈ’র দরশনে পাপ পলায় আপনি ॥২৮২॥

বৈতরণী মহাভীর্ষে—ভীর্ষ-মহিমা—

জন্মমাত্র যে নদীর হইলেই পার।

দেবগণে দেখে চতুর্ভুজের আকার ॥২৮৩॥

(ভাঃ ২।৪।১৮) তে বৈ বিদ্যত্যতিতবস্তি চ দেবমায়াং
ক্লীশুদুঃশব্দা অপি পাপভীবাঃ। যত্নহুতক্রমপরায়ণশীল-
শিক্ষাভিগ্যগ্জনা অপি কিমু শ্রুতধারণা যে ॥ (ভাঃ (২।৭।৪৬)
শ্রবণাং কীর্তনাভ্যানাং পুস্তন্তেহন্তেবসায়িনঃ। তব ব্রহ্মময়-
শ্রেণ কিমুতেক্ষাভির্শর্শিনঃ ॥ (ভাঃ ১।৭।৪৩) ॥২৭৬॥
বস—বহু ॥২৭৬॥

তথ্য। বেমুণা—বালেশ্বরের ৫ মাইল পশ্চিমে বেমুণা
গ্রাম। তথায় ক্ষীবচোবা গোপীনাথ বর্তমান ॥২৭৬॥

ভক্তবর্গকে ভজনশিক্ষা দিবার জন্য গোপীনাথ
ত্রিবিগ্রহেব সমুপে মহাপ্রভু বিস্তর নৃত্য করিলেন। কিন্তু
শ্রীগৌরসুন্দরের অর্চা-বিগ্রহ—শ্রীগোপীনাথ, তজ্জ্ঞ “নিজ
মূর্তি গোপীনাথ” শব্দের উল্লেখ। শ্রীচৈতন্যদেব সাক্ষাৎ
ব্রহ্মজ্ঞানন্দন গোপীনাথ। গোড়ীয়া-নাথ ও গোপীনাথ,
উভয়েই একই তত্ত্ব, উভয়েই স্বয়ংরূপ—ঐদার্য ও মাধুর্য-
লীলার মূর্তিহয় হইলেও একতাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীগৌরমূর্তিকে
শ্রীগোপীনাথ-মূর্তি ব ‘প্রকাশভেদ’ বলা হইবে না ॥২৭৭॥

যাজপুর ব্রাহ্মণনগরে ‘আদিবরাহ-মন্দিরে’ শ্রীগৌর-
সুন্দরের পাদপীঠ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। বালিয়াটি-গ্রামের
জমিদার শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন রায় চৌধুরী মহাশয়ের
মাতৃদেবীর সৌভাজে উহা স্থাপিত হইয়াছেন ॥২৮০॥

তথ্য। বৈতরণী—বৈতরণী নদীর তীরে বিরজাক্ষেত্রে
নাভিগয়ারূপ যাজপুর অবস্থিত ॥২৮২॥

নাভীগয়া—বিরজাদেবীর যথা স্থান ।
যথা হৈতে ক্ষেত্র—দশ-যোজন-প্রমাণ ॥২৮৪॥
যাজপুরে যতেক আছেয়ে দেব-স্থান ।
লক্ষ বৎসরেও নারি লৈতে সব নাম ॥২৮৫॥

তীর্থবহল যাজপুর—

দেবালয় নাহি হেন নাহি তথি স্থান ।
কেবল দেবের বাস—যাজপুরগ্রাম ॥২৮৬॥
প্রথমে দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নানমগি ।
স্নান করিলেন ভক্তসংহতি আপনি ॥২৮৭॥

ভক্তগণ-সহ দশাশ্বমেধ-ঘাটে স্নান—

তবে প্রভু গেলা আদিবরাহ-সন্তোষে ।
বিস্তর করিলা নৃত্য গীত প্রেম-রসে ॥২৮৮॥

আদি-ববাহ—

বড় সুখী হৈলা প্রভু দেখি যাজপুর ।
পুনঃ পুনঃ বাড়ে আনন্দাবেশ প্রচুর ॥২৮৯॥

কে জানে কি ইচ্ছা তান ধরিলেক মনে ।
সবা ছাড়ি একা পলাইলেন আপনে ॥২৯০॥

প্রভুর অদর্শন-লীলা—

প্রভু না দেখিয়া সবে হইলা বিকল ।
দেবালয় চাহি চাহি বুলেন সকল ॥২৯১॥
না পাইয়া কোথাও প্রভু অধেষণ ।
পরম চিন্তিত হইলেন ভক্তগণ ॥২৯২॥
নিভ্যানন্দ বলে,—“সবে শ্রির কর চিন্ত ।
জামিলাও প্রভু গিয়াছেন যে নিমিত্ত ॥২৯৩॥

শ্রীনিভ্যানন্দ-কর্তৃক সকলকে ইহার মর্ম্ম-কথন—

নিভূতে ঠাকুর সব যাজপুর-গ্রাম ।
দেখিবেন দেবালয় যত পুণ্য স্থান ॥২৯৪॥
আমরাও সবে শিক্ষা করি’ এই তাঁঞি ।
আজি থাকি, কালি প্রভু পাইব এথাই ॥” ২৯৫॥

তথ্য । নাভীগয়া—নামাস্তব “বিরজাক্ষেত্র,” যাজপুরের অন্তর্গত । এই স্থান হইতে নীলাচল ৮০ মাইল অন্তর ॥২৮৫॥

তথ্য । যাজপুর—কথিত আছে, উড়িষ্যাব শৈবরাজ যযাতি কেশবীর নামানুসারে ‘যযাতিপুর’ নামক স্থান অপভ্রংশ হইয়া ক্রমশঃ ‘যাজপুর’-নামে সাধাবণ্যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে । মতান্তরে, ‘যজ্ঞাশ্রুতান’ বা ‘যাজন’ শব্দ হইতে ‘যাজপুর’ শব্দ উদ্ভূত হইয়াছে । ১৫১১খৃষ্টাব্দে শ্রীমন্নহাপ্রভু ভ্রমণ কবিত্তে কবিত্তে এই যাজপুর-গ্রামে শুভ-পদার্পণ করিয়াছিলেন । যাজপুরে শ্রীববাহদেবের শ্রীমন্দির বিরাজিত । শ্রীমন্নহাপ্রভু শ্রীববাহদেবের সম্মুখে প্রণাম-নৃত্য-গীতাদি-লীলা প্রদর্শন করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের ভাষায় এইরূপ বর্ণনা বহিয়াছে,—“চলিতে চলিতে আইলা যাজপুর-গ্রাম । বরাহ-ঠাকুর দেখি’ করিলা প্রণাম ॥ নৃত্য-গীত কৈল প্রেমে বহত ॥ যাজপুরে সে রাত্রি করিলা যাপন ॥” (শ্রীচৈঃ ৫ঃ মধ্য ৫ম) ।

আর একবার মহাপ্রভু এই যাজপুরে পদার্পণ করিয়াছিলেন, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপ আভাস পাওয়া যায় । যে-বার শ্রীমন্নহাপ্রভুর সহিত শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী প্রভুর ‘ক্ষেত্রসন্ন্যাস’ পরিত্যাগ-সম্বন্ধে কোন্দল

উপস্থিত হইয়াছিল, সে-বার শ্রীল বায় বামানন্দ এবং মহাপাত্র মঙ্গলাজ ও হবিচন্দ্রনব সহিত শ্রীগোবিন্দনব যাজপুরে আগমন করিয়াছিলেন । মহাপ্রভু মহাপাত্রদ্বয়কে যাজপুর হইতে বিদায় দিলেন । (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৬।১৫০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য) ।

শ্রীববাহদেবের দুইটি শৈলী শ্রীমূর্ত্তি পবনসংলগ্না । বড় শ্রীবিগ্রহটির বামপার্শ্বে শৈলী শ্রীলক্ষ্মীমূর্ত্তি, তদীয় বামপার্শ্বে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীমূর্ত্তি । তাঁহাদের সম্মুখে তাঁহাদের বিজয়-বিগ্রহ অপেক্ষাকৃত ছোট ষাটুময়ী লক্ষী-ববাহ-মূর্ত্তি । যাজপুর বোডেষ্টেশন হইতে ববাহদেবের মন্দির প্রায় ১৭ মাইল, তিনবার মোটর বদল ও মধ্যে দুইটি নদী পাব হইতে হয় । নদী দুইটির দুই ধাবেই অন্তর্গামী মোটর বাস প্রস্তুত থাকে । মোটর বাসে প্রথম ৯ মাইল অতিক্রম করিয়া ‘যমুনা ধাঁহ’ নদী পাব হইয়া পরবর্ত্তী ৬ মাইল বাস্তা পদব্রজে অতিক্রম পূর্বক তৎপরে ‘বুড়া’ নদী পাওয়া যায় । নদী পার হইয়া পুনরায় মোটর বাস পাওয়া যায় । এখানে ‘রাধাবাহী ধর্ম্মশালা’ বা ‘জগন্নাথ ধর্ম্মশালা’ নামে ধর্ম্মশালা আছে । ইহা প্রাচীন জগন্নাথ-মন্দিরের নিকটবর্ত্তী । গত ২৫শে ডিসেম্বর (১৯৩০ খৃষ্টাব্দ)

সেই মত করিলেন সর্বভক্তগণ।

ভিক্ষা করি' আমি সব করিল ভোজন ॥২৯৬॥

প্রভুও বলিয়া সব যাজপুর-গ্রাম।

দেখিয়া যতেক যাজপুর-পুণ্যস্থান ॥২৯৭॥

পুনরায় ভক্তগণকে দর্শন-দান—

সর্বভক্তগণ যথা আছেন বসিয়া।

আর দিনে সেই স্থানে মিলিয়া আসিয়া ॥২৯৮॥

আথে-ব্যাথে ভক্তগণ 'হরি হরি' বলি'।

উঠিলেন সবেই হইয়া কুতূহলী ॥২৯৯॥

সবা সহ প্রভু যাজপুর ধন্য করি'।

চলিলেন 'হরি' বলি' গৌরাজ শ্রীহরি ॥৩০০॥

হেনমতে মহানন্দে শ্রীগৌরসুন্দর।

আইলেন কত দিনে কটক-নগর ॥৩০১॥

কটকনগরে—

ভাগ্যবতী-মহানদী জলে করি' স্নান।

আইলেন প্রভু সাক্ষিগোপালের স্থান ॥৩০২॥

মহানদীতে স্নান-লীলা—

দেখি' সাক্ষিগোপালের লাভ্য মোহন।

আনন্দে করেন প্রভু জঙ্ঘার গর্জন ॥৩০৩॥

সাক্ষিগোপাল-স্থানে—

'প্রভু', বলি নমস্কার করেন স্তবন।

অনুভব করেন প্রেম-আনন্দ-ক্রন্দন ॥৩০৪॥

যাঁর মস্তে সকল মূর্তিতে বৈসে প্রাণ।

সেই প্রভু—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র নাম ॥৩০৫॥

লোকশিক্ষক-শ্রীগৌরহরি—

তথাপিহ নিরবধি করে দাস্য-লীলা।

অবতার হৈলে হয় এই মত খেলা ॥৩০৬॥

এই স্থানে শ্রীচৈতন্যপাদপীঠ সংস্থাপিত হইয়াছেন। বিস্তৃত বিবরণ 'গৌড়ীয়' ১০ম বর্ষ ২য় সংখ্যায় দ্রষ্টব্য ॥২৮৯॥

কটক নগর—কাটজুড়ী ও মহানদীর মধ্যবর্তী উড়িয়ায় প্রধান নগর ও রাজকীয় প্রধান সদর। এখানে শ্রীচৈতন্যমঠের অন্ততম শাখামঠ শ্রীমচ্চিদানন্দমঠ প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় শ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীবিনোদব্রজজীউর নিত্য সেবা আছে এবং উড়িয়া ভাষায় বিবিধ ভক্তগ্রন্থাবলী প্রচার, পাবনার্থিক পত্রাদি প্রকাশিত হইতেছে ॥৩০২॥

কটক-সহবেদ উত্তরাংশে মহানদী প্রবাহিত। শ্রীসাক্ষিগোপাল-দেব শ্রীমহাপ্রভুর একট-কালে কটকেই ছিলেন। এই শ্রীসাক্ষিগোপাল বর্তমান সময়ে সাক্ষি-গোপাল-নামক গ্রামে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। কটক হইতে শ্রীমহাপ্রভুর একট-কালের পনবর্তি-সময়ে সাক্ষি-গোপাল জগন্নাথ-মন্দিরে নীত হন, পনে স্বতন্ত্র গ্রামে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন।

এই শ্রীমূর্তি—চতুর্ভুজ ও বৃহদাকৃতি। শ্রীচবিতামতে (মধ্য ৫ম পঃ) সাক্ষিগোপালের পূর্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে ॥৩০৩॥

তথ্য। সাক্ষিগোপাল—পূর্বে মহানদী তীরস্থ কটক-নগরে সাক্ষিগোপাল বিরাজমান ছিলেন। সাক্ষিগোপাল

দক্ষিণ দেশ হইতে আনীত হইলে প্রথমে কিছুদিন কটকে থাকিয়া শ্রীপুরুষোত্তমে - শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরে কিছুদিন বহিলেন। তথায় কোন প্রকাব প্রেম-কলহ উপস্থিত হওয়ায় উৎকলপতি মহাবাজ পুণ্যোত্তম হইতে তিন কোশ দূরে 'সত্যাবাদী' নামে একটা গ্রাম স্থাপন পূর্বক তথায় গোপালকে রাখেন। এখন সেই গ্রামে একটা পাকা মন্দিরে শ্রীসাক্ষিগোপাল বিরাজমান। সাক্ষিগোপালের আখ্যায়িকা শ্রীচৈতন্যচবিতামতে মধ্য পঞ্চম পনিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য ॥৩০৪॥

বিবৃতি। শ্রীগৌরবিহিত মহামন্ত্র উচ্চারণ কনিয়াই শ্রীবিগ্রহেব প্রাণপ্রতিষ্ঠা শ্রীগৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে প্রচলিত। শ্রীনাথভজন ব্যক্তিবকে অর্চ্য-বিগ্রহের দর্শনে শিলা বুদ্ধি অপসারিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব "কৃষ্ণবর্ণং স্বিষাইকৃষ্ণং"-শ্লোকের বিচালালম্বনে স্নেহ পূজা বিধান করিয়াছেন, তাহাতে মহামন্ত্রের উচ্চারণ-দ্বাবাই সূর্য্যভাবে শ্রীবিগ্রহের সজীব পূজা বিহিত হইয়া থাকে। যেখানে পূজকের নিজচেটায় ভগবৎসেবা হয় না, অর্থাৎ বা কর্ম্মমুগ্ধান-বোধে পূজা বিহিত হয়, তথায় সেই পূজা প্রাণহীনের পূজা এবং শ্রীমূর্তির প্রাণহীন-দর্শন মাত্র। যাজকস্বত্রে, পূজক-স্বত্রে শ্রীগৌরসুন্দরকে কীৰ্ত্তিত "হরে কৃষ্ণ" মহামন্ত্রই সপ্রাণ পূজা ॥৩০৫॥

তবে প্রভু আইলেন শ্রীভুবনেশ্বর।

শুণ্ডকাশী বাস যথা করেন শঙ্কর ॥৩০৭॥

শ্রীভুবনেশ্বরে—

সর্ব্বতীর্থ-জল যথা বিষ্ণু বিষ্ণু আনি'।

'বিষ্ণু-সরোবর' শিব স্বজিলা আপনি ॥৩০৮॥

বিষ্ণু-সরোবরে—

'শিব-প্রিয় সরোবর' জানি শ্রীচৈতন্য।

স্নান করি' বিশেষে করিলা অতি ধন্য ॥৩০৯॥

দেখিলেন গিয়া প্রভু একট শঙ্কর।

চতুর্দিকে শিব-ধ্বনি করে অনুচর ॥৩১০॥

তথা। শ্রীভুবনেশ্বর—'স্বর্গাঙ্গিমহোদয়', 'একাম্র-পুবাণ', 'হৃদপুবাণ' প্রভৃতি সংস্কৃত পুবাণগ্রন্থে শ্রীভুবনেশ্বর তীর্থেব বিবিধ বিবরণ পাওয়া যায় ঐ সকল গ্রন্থে এই স্থানকে 'ভুবনেশ্বর', 'একাম্রকক্ষেত্র', 'হোমাল', 'স্বর্গাঙ্গিক্ষেত্র' প্রভৃতি নামে অভিহিত করা হইয়াছে।

ঋগিগণেব ধায়া অমূল্য হইয়া ভগবান্ ব্যাস সমগ্র জগতে হুর্লভ একাম্রকক্ষেত্রেব বিবরণ প্রচার করেন। অতি প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে একটা বিস্তৃতশাখ আম্রবৃক্ষ বিবাজিত ছিল বলিয়া এই স্থানেব নাম 'একাম্রক-ক্ষেত্র' হইয়াছে। এই স্থানে কোটা লিঙ্গমূর্ত্তি ও অষ্টতীর্থ বিবাজমান। এই স্থান বাবাগঙ্গী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং বৈষ্ণববাজ শম্ভু অধিকতর প্রিয়।

দক্ষিণসমুদ্রেব তীবে উৎকল প্রদেশে 'গঙ্গবতী' নামী এক পূর্ব্ববাহিনী নদী আছে। সেই নদী সাফাং জাহ্নবী-সঙ্গম। সেই পবন পবিত্র নদীব তটদেশেই এই এক্ষক্ষেত্র একাম্রকতীর্থ বিবাজিত। এই স্থান কৈলাস অপেক্ষাও বমণীয়।

এই স্থান ত্রিযোজন-বিস্তৃত। তন্মধ্যে এক যোজন স্থান দেবপূজিত এবং ক্রোশপরিমাণ আম্রডায়ায় পবিব্যপ্ত। ধর্ম্মাজ্যাক্তিগণ প্রাচীনকাল হইতে এই স্থানে স্নান, জপ, হোম, তর্পণ, অভিষেক, পূজা, শুভ, নির্ঝাল্যাসেবন, পুবাণ-প্রবণ, ভগবত্তুক্তের চরণাশ্রয় এবং নববিধা ভক্তি যাজন করিয়া থাকেন।

'স্বর্গাঙ্গিমহোদয়' বলেন,—শ্রীভগবান্ পুরুষোত্তম এই ক্ষেত্রেব পালক। সনাতন পরব্রহ্ম লিঙ্গরূপে 'শ্রীভুবনেশ্বর' নামে প্রসিদ্ধ হইয়া এই স্থানে নিত্য বিরাজমান। 'লিঙ্গতে জ্ঞানতে যদ্ব্যং'—এই ব্যুৎপত্তিক্রমে পরব্রহ্মই লিঙ্গরূপে উৎকল-প্রদেশে সর্ব্বতীর্থময় স্বর্গকূটগিরিতে দেবগণেব ধায়া পরিবৃত হইয়া বাস করিতেছেন। স্বয়ং নারায়ণ চক্র ও

গদা হস্তে ধাবণপূর্ব্বক এই ক্ষেত্র পালন করেন বলিয়া তিনিই 'ক্ষেত্রপাল'।

'স্বর্গাঙ্গিমহোদয়' আবও বলেন,—এই ক্ষেত্রে ভগবান্ শ্রীঅনন্তবাসুদেব চক্র ও গদা হস্তে ধাবণ পূর্ব্বক ক্ষেত্র বন্ধা করেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব দর্শনের পূর্ব্বে অচ্ছাচ্ছ পুণ্যকর্ম্ম-সমূহ নিফল হয়। ঐহাদেব শ্রীঅনন্তবাসুদেব ভগবানে বিস্তৃতা ভক্তি বিবাজমান, তাহাবাই বাসুদেবপ্রিয় শ্রীভুবনেশ্বরেব রূপা লাভ করিতে পাবেন।

ভুবনেশ্বরী ভগবতী শম্ভু শ্রীমুখে বাবাগঙ্গী হইতেও শ্রেষ্ঠ একাম্রকতীর্থেব কথা শ্রবণ কবিয়া সেই স্থান দর্শনেব অভিলাষ প্রকাশ কবিলে শম্ভু ভুবনেশ্বরীকে বলিলেন,—'তুমি অগ্রে একাকিনী সেই স্থানে গমন কব, পশ্চাৎ আমি তোমাব সহিত মিলিত হইব।' পতির অচুমতি প্রাপ্ত হইয়া সিংহবাহিনী অবিলম্বে স্বর্গাঙ্গিতে আসিয়া পৌছিলেন। তথায় আসিয়া দেখিলেন, সেই স্থান সত্যসত্যই কৈলাস হইতেও মনোবহ। আরও দেখিতে পাইলেন, সেখানে সিতাসিতবর্ণপ্রভ এক মহালিঙ্গ বিরাজমান। ভুবনেশ্বরী মহোপচাবে সেই মহালিঙ্গেব পূজা করিতে লাগিলেন। ভগবতী পুষ্পচয়নের অঙ্ক একদিন বনান্তবে গমন করিয়াছেন, এমন সময় দেখিতে পাইলেন, এক হৃদমধ্য হইতে কুল-কুসুম-শুভ্র সহস্র গাভী নির্গত হইয়া সেই মহালিঙ্গের মন্তকোপরি অঙ্কুর ক্ষীরধায়া বর্ষণ করিয়া লিঙ্গ প্রদক্ষিণানন্তর যথাস্থানে চলিয়া গেল। আরও একদিন ঐ প্রকার দর্শন করিয়া ভগবতী গোপালিনীবেশে সেই গাভীগণের অহসরণ করিতে লাগিলেন। এইরূপে পঞ্চদশ-বর্ষ অভিযাহিত হইয়া গেল।

একদিন 'কৃষ্ণি' ও 'বাস' নামক তরুণবয়স্ক অম্বর ভ্রাতৃদ্বয় সেই বনে পর্যটন করিতে করিতে গোপালিনীর অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়া আশ্চর্যবিনাশের হচনাস্বরূপ গোপালিনীর নিকট তাহাদের দৃষ্ট অভিসন্ধি ব্যক্ত করিল।

চতুর্দিকে সারি সারি দ্বন্দ্ব-দীপ জলে ।

নিরবধি অভিষেক হইতেছে জলে ॥৩১১॥

তৎক্ষণাৎ সতী অম্বরধরের সম্মুখ হইতে অন্তর্হিতা হইয়া শঙ্কর পাদপদ্ম স্মরণ করিলেন। মহাদেব ভগবতীর স্মরণমাত্রেই গোপালবেশে গোপালিনী-বেশধারিণী সতীর সম্মুখীন হইলেন ॥ গোপালিনী-বেশধারিণী সতী গোপাল-বেশী শঙ্কর পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। মহাদেব বলিলেন,—“সতি, আমি তোমার স্মরণেব কারণ অবগত আছি। তোমার ব্যস্ত হইবাব কোন কারণ নাই। ভগবদ্ভিচ্ছায় অম্বর-বস্ত্র উদ্ভাদের বধ বরণ করিবাব জন্তই তোমার নিকট দৃষ্ট প্রস্তাব করিয়াছে। তোমাকে ঐ অম্বরবস্ত্রের আশু-পূর্বক ইতিহাস বলিতেছি। ‘দ্রুমিল’ নামে এক নবপতি বহু মহাযজ্ঞের অকুষ্ঠান কবিত্তা দেবতাগণের প্রসন্নতা বিধান পূর্বক এক বব লাভ করেন যে, তাহাব ‘কৃষ্ণি, ও ‘বাস’ নামক পুত্রদ্বয় শস্ত্রের অবধ্য হইবে। অতএব ভগবদ্ভিচ্ছায়ে তোমাকেই সেই দুর্লভ অম্বরবস্ত্রকে বধ কবিত্তে হইবে।”

সতী পতিব এইরূপ আদেশ লইয়া গোপালিনীবেশেই বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন এবং অল্পকাল-মধ্যেই সেই দুর্লভ অম্বরবস্ত্রকে দেখিতে পাইলেন। সতী উক্ত অম্বরবস্ত্রদ্বয়কে বন্ধনা পূর্বক বলিলেন,—“আমি তোমাদেব মনস্কাম পূর্ণ কবিত্তে পারি; কিন্তু আমাব একটা প্রতিজ্ঞা আছে। যে আমাকে স্বন্ধে বা মণ্ডকে বহন কবিত্তে পাবিবে, আমি তাহারই পত্নী হইব।”

সতীব এই কথা শুনিয়া বিমুগ্ধ অম্বরবস্ত্রদ্বয় পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া পড়িল। তখন গোপালিনী-বেশধারিণী সতী উভয় ভ্রাতারই স্বন্ধে পদ স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মানা হইলেন এবং বিমুগ্ধরূপ ধারণ করিলেন। বিমুগ্ধরূপ গুরুতাব বহন করে কাহার সাধ্য? অম্বরবস্ত্র সতীর গুরুতবে দলিত হইয়া বিনষ্ট হইল। পৌরাণিক আখ্যায়িকা এই যে, তদবধি সতী ও সতীনাথ শঙ্কর কামীর স্তবধর্ম্মের পরিত্যাগ করিয়া একাত্মক-কাননে বাস করিতেছেন ॥ ৩০৭ ॥

তথ্য। ভুবনেশ্বরী গোপালিনী-মূর্তিতে ‘কৃষ্ণি, ও ‘বাস’ নামক অম্বরবস্ত্রকে পদ-দলনে বিনষ্ট করিয়া অতীব তুচ্ছ-ভাবে নিস্রাজ হইলেন। ভুবনেশ্বরীর পিপাসা-নিবৃত্তির

নিজ-প্রিয়-শঙ্করের দেখিয়া বিতব।

তুষ্ট হইলেন প্রভু, সকল বৈষ্ণব ॥৩১২॥

জগ্ন মহাদেব ত্রিশূলাগ্রধারা শৈল বিদারণপূর্বক একটা বাপী প্রকাশ করিলেন। ইহাই “শঙ্কর-বাপী” নামে প্রসিদ্ধ হইল। কিন্তু ভুবনেশ্বরী তথায় একটা নিত্যপ্রতিষ্ঠিত জলাশয় হইতে জল পান কবিত্তে ইচ্ছা করিলেন। শঙ্কর চরাচবেব নিখিল তীর্থকে আনয়ন এবং জলাশয়-প্রতিষ্ঠার যজ্ঞসমাধানার্থ ব্রহ্মাকে আহ্বান কবিত্তার জগ্ন নিজ বৃষকে প্রেরণ করিলেন। ব্রহ্মা বৃষ দ্বারা আহৃত হইয়া দেবতাগণ-সহ এই ক্ষেত্রে আগমনপূর্বক ভুবনেশবে পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। অনন্তর বৃষ স্বর্গলোক হইতে মন্দাকিনী প্রভৃতি, পৃথিবী হইতে প্রয়াগ, পুষ্কর, গঙ্গা, গঙ্গাধার, নৈমিষ, প্রভাস, পিতৃতীর্থ, গঙ্গাসাগর-সন্ধ্যা, পয়োক্ষি, বিপাশা, পতঙ্গ, কাবেবী, গোমতী, কৃষ্ণা, যমুনা, সরস্বতী, গণ্ডকী, ঋষিকুল্যা, মহানদী-প্রভৃতি ও পাতাল হইতে ক্ষীরোদাদি সমুদ্রকে আহ্বান করিয়া আনিলেন। ঐ তীর্থ-সমূহকে সমাগত দেখিয়া ভুবনেশ ত্রিশূলাঘাতে পাষাণ বিদারণপূর্বক বলিলেন,—“আমি এই স্থানে বদ নির্মাণ কবিত্তে ইচ্ছা কবিত্তাছি; তোমাব সকলে বিন্দু বিন্দু করিয়া এই স্থানে গলিত হও।” তীর্থসমূহ শঙ্কর আদেশ পালন কবিলে ভগবান্ জনার্দন ও ব্রহ্মা-প্রমুখ দেবগণ তাহাতে স্নান কবিলেন। ভুবনেশ্বরও প্রমথগণের সহিত সানন্দে অবগাহন করিলেন এবং বলিলেন,—“এই স্থানে ‘শঙ্কর-বাপী’ ও ‘বিন্দুগরোবর’ নামে দুইটা পবিত্র জলাশয় প্রকাশিত হইল। শঙ্করবাপীতে স্নান কবিলে মৎস্বাক্ষর্য এবং বিন্দুগরোবর স্নান করিলে মৎসালোক্য লাভ হইবে।”

অনন্তর বৈষ্ণবপ্রবণ শঙ্কর জনার্দনকে মনস্কাম বিধান-পূর্বক বলিলেন,—“হে পুরুষোত্তম, আপনি রূপা পূর্বক অনন্তর সহিত এই বিন্দু-ব্রহ্মের পূর্বতরে মূর্ত্তিধয়ে অবস্থান করিয়া আমার নিয়ামকত্ব ও ক্ষেত্রপালকত্ব করুন। তদবধি ভগবান্ অনন্তবাহুদেব নিজপ্রিয় শঙ্করকে উচ্ছিষ্টাদি-দানে রূপা এবং শঙ্কর নিয়ামক ও ক্ষেত্রপালকরূপে বিন্দুগরোবরের পূর্ব-তটে বাস কবিত্তেছেন। শ্রীশ্রীঅনন্তবাহুদেবের প্রসাদ-নির্মাণে ভুবনেশ্বর শঙ্কর অর্চিত হইয়া থাকেন।

শ্রীকৃষ্ণচরণ-বসোন্মস্ত শিবের অগ্রে নৃত্য—
যে চরণ-রসে শিব বসন না জানে।
হেন প্রভু নৃত্য করে শিব-বিভ্রমানে ॥৩১৩॥

তৎপুরীতে রাজি যাপন—
নৃত্য গীত শিব-অগ্রে করিয়া আনন্দ।
সে রাজি রহিলা সেই গ্রামে গৌরচন্দ্র ॥৩১৪॥

স্বর্ণাশ্রমহোদয় বলেন,—এই বিন্দুহৃদ মণিকর্ণী নাগেও খ্যাত এবং ইহা সর্বতীর্থেব সাব। এই তীর্থগার মণিকর্ণীতে স্নানান্তব শ্রীঅনন্তবাসুদেবকে দর্শন কবিলে মহাশয় নিশ্চিত বৈকুণ্ঠলোকে গমন করেন। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবকে ধনাদি-দানে অচ্ছতীর্থ অপেক্ষা শতগুণ ফললাভ এবং শ্রীঅনন্তবাসুদেবের প্রসাদ-নির্দ্বালা-দ্বাৰা পিতৃপুরুষগণকে পিও দান কবিলে পিতৃলোকেব আত্মাব অক্ষয়তৃপ্তি হইয়া থাকে। এই বিন্দুবোবাবের স্নান—সর্বতীর্থে স্নানের তুল্য। স্নানান্তে শ্রীঅনন্তবাসুদেব-দর্শনে অনন্ত ফল লাভ হয়।

এই বিন্দুহৃদে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনের চন্দনযাত্রা এবং নৌকাবিহাবাদি হইয়া থাকে।

বিন্দুবোবাবের পূর্ব-তটে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের স্প্রাচীন মন্দির আজও বিরাজমান বহিষাছে। এই মন্দির বিবিধ-শিল্পকলা-ধৰ্মিত। সিদ্ধলগ্রাম-নিবাসী শ্রীভবদেব ভট্ট এই শিল্পকলা-বিভূষিত বৃহৎ মন্দিরে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব-বিষ্ণুব-প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। সাবর্ণগোত্রীয় শ্রোত্রিয়গণের রাজ-দস্ত বহুসংখ্যক গ্রাম ছিল। উহাদের মধ্যে সিদ্ধলগ্রাম সর্বপ্রধান। তথায় মহাদেব, ভবদেব (১ম) ও অট্টহাস নামক মহাস্বত্রয় জন্ম পবিগ্রহ কবেন। এই তিন জনেব মধ্যে ভবদেবই প্রধান ও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি গোড়েখরের নিকট হইতে ‘হস্তিনী’ গ্রাম প্রাপ্ত হন। তাঁহাব ‘বখাঙ্গ’ প্রমুখ অষ্ট পুত্র ছিল। রথাস্তেব পুত্র অভ্যঙ্গ, অভ্যঙ্গের পুত্র বুধ, বুধের পুত্র আদিদেব গোড়েখরের প্রধান মন্ত্রী পদে সমাসীন হইয়াছিলেন। আদিদেবের পুত্র গোবর্দ্ধন বন্যঘটায় কুলোৎপন্ন এক কচ্ছাকে বিবাহ কবেন। তাঁহারই গর্ভে দ্বিতীয় জন্মগ্রহণ করেন। ভবদেব তন্ত্র, গণিত, নবীন জ্যোতিষ ও আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রে পরম পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রচিত জ্যোতিষশাস্ত্র, জ্যায়গ্রহ ও যীমাংসাগ্রহ পণ্ডিত-সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ কবিয়াছিল। এই ভবদেবের মন্ত্রণাবলে হবিষদেব ও তৎপুত্র দীর্ঘকাল সাম্রাজ্য-সিংহাসন ভোগ কবিয়াছিলেন।

এই ভবদেব ভট্টই রাঢ়দেশেব বিভিন্ন জলহীন স্থানে বহু জলাশয় প্রতিষ্ঠা কবিয়াছিলেন। ইনিই নবনির্মিত মন্দিরে শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণুব শ্রীমূর্তি-সংস্থাপন এবং বিন্দুহৃদের পঙ্কোদ্ধাব কবাইয়াছিলেন। ইনি “বালবল্লভী-কৃষ্ণ” আখ্যায় বিভূষিত হইয়াছিলেন। শ্রীঅনন্তবাসুদেব-শিলালিপি-মধ্যে ভবদেবভট্টেব যে কুল-প্রশস্তি-গাথা বহিয়াছে, তাহা হইতে ঐ সকল কথা জানা যায়। ভবদেবের প্রিয়মুহুং শ্রীবাচস্পতি নামক কবি এই প্রশস্তি রচনা কবেন। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত শ্রীমন্দিরের অভ্যন্তরে সংরক্ষিত হইতেছিল। কর্ণেল কিটো সাহেব মেঘেশ্বরলিপিব সহিত ঐ শিলালিপি শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দিরের প্রাচীরগাত্রে সংলগ্ন করিয়া দেন। এই শিলাফলকেব আয়তন—দৈর্ঘ্যে দুই হস্ত চারি অঙ্গুলি এবং প্রস্থে এক হস্ত দুই অঙ্গুলি। ইহাব মধ্যে ২৫টা পংক্তি উৎকীর্ণ আছে। অক্ষবসমূহ প্রায় এক অঙ্গুলি পরিমিত। ॥ ৩০৮ ॥

‘স্বর্ণাশ্রমহোদয়ে’ বর্ষ ৩ সপ্তম অধ্যায়ে মহাদেব বলিতেছেন ;—“হে ব্রহ্মন্, একাত্মক-কাননে দেবতাগণের সহিত উপস্থিত হইয়া দিব্যবস্ত্রসমূহেব দ্বারা সযত্নে সেই পুরাণ লিঙ্গেব অর্চন করিবে এবং অর্চনান্তে শ্রদ্ধাব সহিত সেই প্রসাদ-নির্দ্বালা ভোজন করিবে।”

মহাদেবের এই আদেশ শ্রবণ কবিয়া ব্রহ্মা জিজ্ঞাসা কবিলেন,—“হে মহেশ্বর, আমরা তোমার মাহাত্ম্য জানি না। মুনিগণ কিন্তু লিঙ্গ-নির্দ্বালা ‘অতক’ বলিয়া থাকেন, অতএব সেই নৈবেদ্য কিরূপে গ্রাহ্য হইতে পাবে ?”

ব্রহ্মা বলিলেন,—“লিঙ্গ-নির্দ্বালা অতক বটে ; কিন্তু শ্রীভুবনেশ্বর লিঙ্গ নহেন ; ইনি সনাতন ব্রহ্ম। শিব-নির্দ্বালা-দূষণ বাক্যগুলি ভুবনেশ্বরে প্রযোজ্য নহে। দেবগণ ভবসাগর উত্তীর্ণ হইবাব জন্ত এই ভুবনেশ্বর-নৈবেদ্য গ্রহণ করেন। ভুবনেশ্বরে অর্পিত অন্ন ব্রহ্মবৃত্তিতে সেবন করিবে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র এবং অধম

সেই স্থান শিব পাইলেন যেমনতে ।

সেই কথা কহি স্বল্পপুরাণের মতে ॥৩১৫॥

স্বল্পপুরাণোক্ত ভুবনেশ্বর শিবের কথা—

কাশীমধ্যে পূর্বে শিব পার্শ্বভী-সহিতে ।

আছিল অনেক কাল পরম-নিভৃতে ॥৩১৬॥

তবে গৌরী-সহ শিব গেলেন কৈলাস ।

নর-রাজ-গণে কাশী করয়ে বিলাস ॥৩১৭॥

তবে কাশীরাজ-নামে হৈলা এক রাজা ।

কাশীপুর ভোগ করে করি' শিবপূজা ॥৩১৮॥

কাশীরাজেব কক্ষকে বৃদ্ধে পরাজয় করিবার

কামনায় শিব-পূজা—

দৈবে আসি কালপাশ লাগিল তাহারে ।

উগ্র-তপে শিব পূজে কক্ষে জিনিবারে ॥৩১৯॥

জাতি ও ভুবনেশ্বরের প্রসাদে পংক্তিভেদ কবিবে না, অত্যাশা নিশ্চয়ই নরকে যাইবে। ভুবনেশ্বরের প্রসাদ প্রাপ্তিমাঝেই ভোজন কবিবে; ইহাতে কোনও স্পর্শদোষ হয় না। দেবতা, পিতৃগণ ও ব্রাহ্মণগণকে এই প্রসাদ দান কবিবে। কুরুক্ষেত্রে চন্দ্রহর্যোপরাগে মহাদানে যে ফল লাভ হয়, ভুবনেশ্বরের উচ্ছিষ্ট অন্নদানে সেই ফলপ্রাপ্তি ঘটে। শুক, পর্ষ্যসিত দ্বন্দ্বোদ্যত ভুবনেশ্বর-প্রসাদ-সেবনেও অনর্থমুক্তি ঘটে। ভুবনেশ্বর-প্রসাদ সেবনে বিষ্ণু-দর্শন, পুজন, ধ্যান, শ্রবণাদি ফল উৎপন্ন হয়। অমৃতভক্ষণে বৎ পূনর্জন্ম সম্ভব, কিন্তু ভুবনেশ্বর-নির্মাল্য সেবনে পুনর্জন্ম হয় না। ভুবনেশ্বরের নির্মাল্য-দর্শনে কামদ, শিরে ধাবণে পাণ্ড, ভক্ষণে অমেধ্য ভোজনদোষের নিবারণ, আত্মাণে মানসপাপনিবেদক, দর্শনে দৃষ্টিজ পাপনাশক, গাত্রালেপে শাবীরপাপনিবারণ, আকর্ষণ-ভোজনে নিবন্ধ-একাদশীত্রতপালনের ফলদায়ক এবং সর্কতোভাবে সেবায় বিষ্ণুভক্তিপ্রদায়ক।

পুনর্কীব অবিগণেব দ্বাৰা জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্যাস বলিলেন,—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্রহ্মা নাবদকে বলিয়াছিলেন,—মাহুসেব কথা কি, ব্রহ্মাদি-দেবতাগণ নরদেহ ধারণপূর্বক ভিক্ষুরূপে ভুবনেশ-নির্মাল্য যাচ্ছা করেন। ভুবনেশ-নির্মাল্য-ভক্ষণে শৌচাশৌচবিধান, কালনিয়মাদি বিচার কিছুই নাই। অত্যন্ত নীচ ব্যক্তির দ্বারাও ভুবনেশেব প্রসাদ স্পৃষ্ট হইলে সেই প্রসাদগ্রহণে বিষ্ণুলোক-প্রাপ্তি ঘটে। যাহারা ভুবনেশ্বরের প্রসাদনির্মাল্যকে লিঙ্গনির্মাল্য-সামাঙ্গে বিচার করিয়া তাহার নিন্দা করে, তাহারা নরকগামী হয়। ভুবনেশ্বরের নৈবেদ্যের পাচিকা—স্বয়ং বৈষ্ণবীশ্রেষ্ঠা গৌরী এবং ভোক্তা—মনাতন ব্রহ্ম; স্মৃতরাং

ইহাতে স্পর্শদোষের বিচার নাই। ইহাকে সাক্ষাৎ ব্রহ্মবৎ জানিবে। শ্রীঅনন্তবাসুদেবের উচ্ছিষ্ট—ভুবনেশ-মহামহা-প্রসাদ-নির্মাল্য কুরুরেব মুখভট এবং অমেধ্যস্থানগত হইলেও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণেবও ভোজনীয়। বৈকুণ্ঠ-লিঙ্গরাজ্য-ভোজনে ব্রহ্মেন্দ্রাদির অপ্রাপ্য শ্রীবিষ্ণু-অনাময়পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সেই অন্নভোজনকাবীকে যাহাবা নিন্দা করে, তাহারা যতকাল চন্দ্রহর্য থাকিবে, ততকাল নরকবাস করিবে। স্নাত বা অস্নাত অবস্থায় প্রাপ্তিমাঝে ভুবনেশ্বরের মহাপ্রসাদ-সেবনে বাহ্যভ্যন্তর পবিত্র হয়। শ্রীঅনন্ত-বাসুদেবের উচ্ছিষ্টেব উচ্ছিষ্টরূপ এই মহামহাপ্রসাদের মাহাত্ম্য অনন্তদেবও সহস্রবদনে বর্ণন করিতে পারেন না। এই প্রসাদ-মাহাত্ম্য-শ্রবণে ভুবনেশ প্রসন্ন হন; ভুবনেশ প্রসন্ন হইলে গোবিন্দও প্রসন্ন হইয়া থাকেন।

প্রত্যহ শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেবের পূজা ও ভোগ সমাপ্ত হইলে শ্রীভুবনেশ্বর স্বীয় পূজা ও ভোগাদি গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই বিধি এখনও শ্রীভুবনেশ্বরে প্রচলিত রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত তিনি নিজের রথাদিতে আরোহণ না করিয়া এবং চন্দনযাত্রা, নৌকাবিলাস প্রভৃতিতে বহির্গত না হইয়া ঠাহাব নিত্যপ্রভু শ্রীশ্রীঅনন্তবাসুদেব ও শ্রীশ্রীমদনমোহনকে ঐ সকল যান ও নানাবিধ বিলাস-পবিচর্যাগি প্রদান করিয়া স্বীয় আচরণেব দ্বারা কুরুক্ৰীতে ভোগত্যাগের আদর্শ প্রদর্শনপূর্বক জগদ্বাসীকে বিষ্ণুভক্তি শিক্ষা প্রদান করেন। পূর্বে যে যে স্থানে শ্রীভুবনেশ্বরের বিমান ও রথাদিতে আরোহণ প্রভৃতির বিষয় উল্লেখ করা হইয়াছে, তদুৎস্থানেও শ্রীশ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়বিলাসই বর্ণিত হইবে।

ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ শ্রীশ্রীমদনমোহনকে 'ভুবনেশ্বরের

প্রত্যক্ষ হইলা শিব ভণের প্রভাবে।

‘বর মাগ’ বলিলে, সে রাজা বর মাগে ॥৩২০॥

“এক বর মার্গো প্রভু, তোমার চরণে।

যেন মুক্তি কৃষ্ণ জিনিবারে পারোঁ রণে ॥”৩২১॥

‘প্রতিনিধি’ বলিয়া থাকেন। এখানে ‘প্রতিনিধি’ শব্দের অর্থ অধীন পুরুষ নহে; যেমন সাধারণতঃ ‘বাজা’ ও ‘রাজপ্রতিনিধি’ প্রভৃতি শব্দে অর্থপ্রতীতি হয়। শ্রীভুবনেশ্বর ভূত্য বা শক্তিতত্ত্ব বিচারে যাবতীয় গোগ-বিলাস নিজে গ্রহণ না করিয়া একমাত্র প্রভু, শক্তিমন্ত্ত্ব, সকল ভোগের মালিক, স্বর্বাট পুরুষ মদনমোহনকেই ভোগ কবাইয়া থাকেন অর্থাৎ নিজে ভোগ না করিয়া প্রভুকে ভোগ কবান বলিয়া ‘প্রতিনিধি’ অর্থাৎ ‘বদলী’ বলা হইয়াছে। ভুবনেশ্বর নিজ পূজার পরিবর্তে তৎপ্রভু শ্রীমদনমোহন ও শ্রীঅনন্তবাসুদেবের পূজাই বরণ করেন। তিনি যখন নিজেও কোন পূজা গ্রহণ কবেন, তাহাও শ্রীমদনমোহন বা শ্রীঅনন্তবাসুদেবের ভূত্য-বিচাবে; স্বতন্ত্রবুদ্ধিতে তিনি কখনও কোন সেবা গ্রহণ কবেন না।

শ্রীমদনমোহন-মূর্তি—যাহা শ্রীভুবনেশ্বরে বিরাজিত রহিয়াছেন, তাহা দ্বিভূজ নহেন, পবন চতুভূজ। শ্রীমদনমোহনের বামহস্তের উপবিভাগে ‘মৃগ’, দক্ষিণ হস্তের উপবিভাগে ‘পবন’, বামহস্তের নিম্নভাগে ‘অভয়’ এবং দক্ষিণ হস্তের নিম্নভাগে ‘বন’ হৃদক চিহ্ন শোভিত রহিয়াছে। ভুবনেশ্বরের মূল মন্দিরের দক্ষিণে একটা মন্দিরে শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ, পঞ্চবক্ত, মহাদেব, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়মূর্তি, চতুভূজ হবিহরমূর্তি, শ্রীশালগ্রাম প্রভৃতি বিরাজিত রহিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সেবাদি পবিচালনায় তদ্বাবধায়ক-স্বরূপ কমিটির সভ্যমধ্যে কটকেব উকীল শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ চট্টোপাধ্যায়, পুরী-জেলায় চেঙ্গাব জমিদার শ্রীযুক্ত গঙ্গাধর চৌধুরী এবং কটকেব উকীল শ্রীযুক্ত গোপাল প্রহরবাজ আছেন। কমিটি একজন ম্যানেজার করিয়াছেন। বর্তমান ম্যানেজারের নাম—শ্রীযুক্ত লছমন রামাচন্দ্রদাস। ম্যানেজার পাণ্ডাগণের তরফের নিম্নলিখিত চারিজন পাণ্ডাব নিকট হইতে ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন সেবাব খরচাদি এবং আন্ন-ব্যয় প্রভৃতি বুঝা-পড়া করিয়া থাকেন। এই চারি

জনের নাম—(১) জগন্নাথ মহাপাত্র, (২) নারায়ণ মকদম, (৩) দামোদব সান্তরা এবং (৪) সদয় মহাপাত্র। শ্রীজগন্নাথদেবের সিংহদরজার অভ্যন্তরে যেরূপ বর্ণীশ্রম-বহির্ভূত পতিত ব্যক্তিগণের দর্শনার্থ পতিতপাবন-মূর্তি বিরাজমান রহিয়াছেন, সেইরূপ ভুবনেশ্বরের মন্দিরের সিংহদরজার অভ্যন্তরেও পতিতপাবন মূর্তি বিরাজমান। সিংহদরজার মধ্যেই আনন্দবাজাব; পুরীবা আনন্দবাজাবেব মত এখানেও প্রসাদাদি ক্রয়-বিক্রয় হইয়া থাকে, জগন্নাথের প্রসাদেব মত এখানেও প্রসাদে স্পর্শদোষ ও উচ্ছিষ্টাদি বিচার নাই। সিংহদরজা অতিক্রম কবিবাব পব মন্দিরের সম্মুখে যে গরুড়স্তম্ভ আছে, সেই স্তম্ভের উপরে বৃন্দ ও গরুড় বিরাজিত আছেন এবং জগন্নাথের মন্দিরের ছায়া এখানেও প্রবেশপথে মুসিংহ-মূর্তি বিবাজমান। তিনি চতুর্ভূজ শাস্ত্রমূর্তি, উপরিভাগের দক্ষিণ হস্তে চক্র, উপবিভাগেব বামহস্তে শঙ্খ, নিম্নেব দুই হস্তে বেদপুস্তক এবং অঙ্কে শ্রীলক্ষ্মীদেবী। মূল মন্দিরের দক্ষিণ দিকে ভুবনেশ্বরের ভোগশালা, এখানে চক্র-স্বর্গের কিরণ পতিত হইতে পাবিবে না—এইরূপ আদেশ আছে। এখানে ৩৬০ ঘরের ব্রাহ্মণপাণ্ডাগণ বসন করেন। মূল মন্দিরের অভ্যন্তরে হবিহর মিলিত-ভক্ত শ্রীভুবনেশ্বর। পাণ্ডাগণ কৃষ্ণ ও শ্বেত-অঙ্গ মিলিত শ্রীভুবনেশ্বর দেখাইয়া থাকেন। শ্রীভুবনেশ্বরের অঙ্গ—চক্রাকারে, তাহাতে গঙ্গা-যমুনা সবস্বতীর চিহ্ন এবং মৎস্ত-কুম্ভাদি দশাবতার রহিয়াছেন।

ভুবনেশ্বরের মন্দিরের অপূর্ণ শিল্পনৈপুণ্য সাধারণ দর্শকগণেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া থাকে। ভুবনেশ্বরের মন্দির, শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির এবং ভুবনেশ্বরের আবও বহু বহু মন্দিরের ভাস্কর্য্য নৈপুণ্য দর্শন কবিলে একদিন তীরতীর শিল্পের কিরূপ অভূতায় হইয়াছিল, তাহা হৃদয়ঙ্গম করা যায়। ভুবনেশ্বরের মন্দির উচ্চে প্রায় ১৬৫ ফুট। বিন্দুগারের দক্ষিণে প্রায় ৩০০ গজ দূরে উচ্চ প্রাকার পরিবেষ্টিত স্তূপহং পাণ্ডাগণের চম্বব মধ্যে এই মন্দির অবস্থিত। মন্দির-ভূমি দৈর্ঘ্যে ৫২০ এবং প্রস্থে ৪৬৫ ফুট।

ভোলানাথ শঙ্করের চরিত্র অগাধ।

কে বুকে কিল্পে কারে' করেন স্রাসাদ ॥৩২২॥

আম্ববন্ধনাকারী রাজার আত্মিক তপস্তাব

কলরূপে শিবের বন্ধনায় বর দান—

তা'রে বলিলেম,—“রাজা, চল যুদ্ধে ভূমি।

ভোর পাছে সর্ব-গণ-সহ আছি আমি ॥৩২৩॥

ভোরে জিনিবেকু হেন কার শক্তি আছে।

পাশুপত-অস্ত্র লই' মুক্তি ভোর পাছে ॥” ৩২৪॥

মৃত বাজাব কৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযান—

পাইয়া শিবের বল সেই মৃত মতি।

চলিলা হরিষে যুদ্ধে কৃষ্ণের সংহতি ॥৩২৫॥

তদ্ব্যতীত উত্তরমুখে ২৮ ফুট বাহিরাশালা রহিয়াছে। মুখশালীব পরিমাণ ২৩৫ ফুট। প্রাকাবেব স্থলতা ৭ ফুট ৫ ইঞ্চি। প্রাকাবেব চতুর্দিকে বৃহৎ প্রবেশদ্বার আছে। পূর্বে দ্বারই সর্বাঙ্গপেক্ষা বৃহৎ, ইহা ‘সিংহদ্বার’ নামে কথিত। দ্বারের দুই পার্শ্বে দুইটি বৃহৎ সিংহমূর্তি বিবাজিত আছে। প্রাকাবেব ভিত্তব বনাব ২০ ফুট বিস্তৃত ও ৪ ফুট উচ্চ পাথবেব গাঁথুনি আছে। বহিঃশত্রুগণেব হস্ত হইতে মন্দির-বন্ধন নিমিত্ত এই দুর্ভেদ্য প্রস্তবায়তন নির্মিত হইয়াছিল। ইহাবই এক পার্শ্বে শ্রীসিংহ-মূর্তি বিবাজমান আছেন। পশ্চিমদিকে চত্ববেব মধ্যে আবও অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিবালয় বহিয়াছে, তন্মধ্যে একটি ২০ ফুট উচ্চ মন্দির আছে। উহা মূল মন্দির অপেক্ষাও অধিকতর প্রাচীন। ইহাব গর্ভগৃহ চত্ববেব সমতল চইতে প্রায় ৫০ ফুট নিম্নে। কথিত হয়, এই স্থানেই আদিলক্ষ্মীমূর্তি বিবাজিত। মূল মন্দির নির্মিত হইবাব পথও এস্থান হইতে আদিলক্ষ্মী স্থানচ্যুত করা হয় নাই। পশ্চিমদিকেব এক কোণে ভুবনেশ্বরী মন্দির আছে। সিংহদ্বার-পথে প্রবেশ করিয়া যে সুবিস্তৃত পায়াণ চত্ব দৃষ্ট হয়, সেই চত্ববেব একপার্শ্বে সমতল ছাদবিশিষ্ট গোপালিনীর মন্দির। গোপালিনীব মন্দিবেব ভূমি মূল মন্দিবেব চত্ব অপেক্ষা নিম্ন হইলেও উপবি-উক্ত আদিলক্ষ্মীমূর্তির সহিত সমতলে অবস্থিত। গোপালিনী মন্দিরের পশ্চিমে ছয়টি প্রস্তর সোপান আছে। ঐ প্রস্তর-সোপানের উপরে ও ভুবনেশ্ববেব ভোগমণ্ডপেব তলদেশে মধ্যস্থলে প্রবেশদ্বারের দক্ষিণভাগে বৃহত্তমূর্তি উপবিষ্ট।

শ্রীভুবনেশ্ববেব মন্দিরেব সম্মুখভাগে ভোগমণ্ডপ; তৎপশ্চাতে নাট্যমন্দির, তৎপরে জগমোহন এবং জগমোহনের পশ্চাতে মূলমন্দির ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত। রাজা

বাজেন্দ্রলাল মিত্রের সিদ্ধান্তানুসারে উক্ত ভোগমণ্ডপ কমলকেশরীব রাজত্বকালে ৭২২ হইতে ৮১১ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে নির্মিত হয়। কিন্তু আবাব অপবাপব প্রত্নতত্ত্ব-বিদগণ বলেন যে, যিনি কোণার্কের সূর্যমন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবংশীয় নবপতি নবসিংহদেব তাঁহাব রাজ্যে ২৪ অঙ্কে উক্ত ভোগমণ্ডপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। নাট্যমন্দিবেব কপাটে যে উৎকীর্ণ লিপি আছে, তৎপাঠে অবগত হওয়া যায় যে, কর্ণাটবিজেতা মহাবাজ কপিলেন্দ্রদেব ভুবনেশ্ববেব সেবাব অস্ত্র বহু জমিজমার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদেব মতে এই নাট্যমন্দির কপিলেন্দ্রদেবেব বহু পূর্বে নির্মিত হইয়াছিল। রাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্র বলেন,— ১০৯৯ হইতে ১১০৪ খ্রীষ্টাব্দেব মধ্যে শালিনীকেশরীর বাণী এই নাট্যমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন; কিন্তু অনেক প্রত্নতত্ত্ববিদ এই উক্তির ভ্রম প্রদর্শন করেন। দেউলেব অভ্যস্তরস্থ প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণ পার্শ্বে যে উৎকীর্ণ শিলালিপি আছে, তাহা হইতে জানা যায়, রাজা নবসিংহদেব কোণার্কের সূর্যমন্দিরও তাহাব দ্বারা প্রস্তুত করাইয়াছিলেন। ভুবনেশ্ববেব নাট্যমন্দির ও উহাব দ্বার সেই বীৰ গঙ্গ-রাজেরই কীর্তি। ঐ শিলালিপির উপবে ‘রাজরাজ-তনুজা’র নাম থাকায় অনেকে মনে করেন, সেই গঙ্গরাজ-কন্যাই উহার স্ত্রীপাত করিয়া যান। কেহ কেহ অনুমান করেন, উক্ত রাজকন্যাই মাদলাপঞ্জিতে শালিনীকেশরীর মহিষী বলিয়া উক্ত হইয়াছেন।

জগমোহনের নির্মাণকৌশল, ভাস্কর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য অতীব অপূর্ণ। জগমোহনের ছাদ ভোগমণ্ডপের ছাদেরই দ্বারা চূড়াকার। ৩০ ফুট করিয়া উচ্চ চারিটি স্তম্ভ বহু পায়াণস্তম্ভ ছাদের অবলম্বনবন্ধন বিবাজিত রহিয়াছে।

অমৃত-সহ শিবের রাজ্যের পক্ষপালন—

শিব চলিলেন তাঁ'র পাছে সৰ্ক-গণে ।

তা'র পক্ষ হই' যুদ্ধ করিবার মনে ॥৩২৬॥

ইহাব দক্ষিণ প্রবেশ-দ্বারের নিকট বামভাগে একটা চতুৰ্ভুজ গৃহ রহিয়াছে, তাহা যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য-বিভূষিত; কিন্তু নির্মাতা উহার কারুকার্য শেষ করিয়া যাইতে পাবেন নাই। এই ঘবে কয়েকটা পিত্তলময়ী অৰ্কা বিবাজিত রহিয়াছে। ইহার ভূবনেশ্বরের উৎসবকালীন বিজয়মূর্তি। ভূবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত ১৬০ ফুট; কিন্তু মন্দিরের গৰ্ভগৃহ চত্বর হইতে ২ ফুট নিম্ন হওয়ায় পূর্বের চত্বর গৃহ-ভূমিকা হইতে আরও ২১৩ ফুট নিম্নে অবস্থিত ছিল। কাজেই সেই সময়েব দেউলের উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফুট হইবে।

ভূবনেশ্বরে লিঙ্গবাক্ত শ্রীভূবনেশ্বরের মন্দির, শ্রীঅনন্ত-বাক্তসেবের মন্দির ব্যতীত চতুর্দিকে আবও বহু মন্দির বিস্তৃত বহিয়াছে। পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ভূবনেশ্বরের মন্দিরের উচ্চতা বর্তমানে চত্বর হইতে কলস পর্য্যন্ত ১৬০ ফুট। অনন্তবাক্তসেবের মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফুট। এতদ্ব্য-তীত বামেশ্বরের মন্দির উচ্চে ৭৮ ফুট, যমেশ্বর ৬৭ ফুট, রাজাবাণী দেউল ৬৩ ফুট, ভগবতীব মন্দির ৫৪ ফুট, সারী-দেউল ৫৩ ফুট, নাগেশ্বর ৫২ ফুট, সিদ্ধেশ্বর ৪৭ ফুট, কপিলেশ্বর ৬৪ ফুট, কেশবেশ্বর ৪৬ ফুট, পরশুরামেশ্বর ৩৮ ফুট, মুক্তেশ্বর ৩৫ ফুট এবং কোপাবি ৩৫ ফুট।

অনেকে মনে করেন, পূর্বী মন্দির অপেক্ষা ভূবনেশ্বরের মন্দির অধিকতর প্রাচীন এবং পূর্বী মন্দিরের শিল্প ভূবনেশ্বরেরই অমুকরণ।

রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র বলিয়াছেন, রাজা যযাতি কেশরী মগধ হইতে আগমন করিয়া যবনদিগকে বিতাড়িত করেন এবং বৌদ্ধধর্মের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনরায় হিন্দু-ধর্ম সংস্থাপন করিয়াছিলেন। যযাতি কেশরীর রাজত্বকাল ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে। যযাতি কেশরীর রাজ্যাবসান-কালে ভূবনেশ্বরের মন্দির ও জগন্মোহনের নির্মাণকার্য আরম্ভ হয়। যযাতি কেশরী নির্মাণ-কার্য শেষ করিয়া যাইতে পাবেন নাই। তাঁহার বংশধর সূর্য্যকেশরী বহুকাল

বিষ্ণুর স্বদর্শন-নিক্ষেপ—

সর্বভূত-অন্তর্যামী দেবকী-নন্দন।

সকল ব্রহ্মান্ত জানিলেন সেইক্ষণ ॥৩২৭॥

বাজস্ব করিলেও মন্দিরের জন্ত কোন চেষ্টা করেন নাই; কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী অনন্তকেশরী মন্দিরের নির্মাণ-কার্য পুনরায় আরম্ভ করেন। অবশেষে ললাটেশ্বরবীর বাজস্বকালে ৫৮৮ শকে (৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) ভূবনেশ্বরমন্দিরের নির্মাণকার্য সম্পন্ন হয়। এ সম্বন্ধে রাজা বাজেন্দ্রলাল মিত্র নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন,—

“গজাষ্ট্রেযু মিতে জাতে শকাধে কীর্তিবাসসঃ ।

প্রাসাদমকবোদ্রাজা ললাটেশ্বর কেশরী ॥”

কিন্তু কোন কোন প্রাক্ততত্ত্ববিৎ মিত্র মহাশয়ের এই মতের অমুমোদন করেন না। তাঁহারা বলেন, জগন্নাথের মন্দির-নির্মাণ সম্বন্ধে যেরূপ হাতগড়া শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে, এটাও সেইরূপ কল্পিত শ্লোক, ইহাব মূলে কোনরূপ ঐতিহাসিক সত্য নাই। তাঁহারা আবও বলেন, জগন্নাথের মাদলাপঞ্জি হইতে রাজা বাজেন্দ্র লাল মিত্র যে বিবরণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা ইতিহাসানভিজ্ঞ পাণ্ডা-গণের দ্বারা তীর্থের প্রাচীনতা-প্রদর্শনের কাল্পনিক চেষ্টা মাত্র। ভূবনেশ্বরের মন্দির ও জগন্মোহন হইতে মন্দির-নির্মাণ-কালের সমসাময়িক যে শিলালিপি বহির্গত হইয়াছে, তাহার সাহায্যেই ভূবনেশ্বরের মন্দির-নির্মাণকাল জানা যায়। যে অনন্তভীম পুরুষোত্তমের শ্রীমন্দির-নির্মাণা বলিয়া বিখ্যাত, সেই অনিয়ন্তভীমই শিলালিপিতে ভূবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শিলা-লিপিতে অনিয়ন্তভীমের ৩৪ অঙ্ক ও প্রবহতি সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে। চাটেশ্বরের শিলালিপি ও দ্বিতীয় নরসিংহদেবের তাম্রশাসনে অনন্তভীম বা অনিয়ন্তভীম বলিয়া দুই ক্রুনের নাম পাওয়া যায়। প্রথম অনন্তভীম চোড়গঙ্গের চতুর্থ পুত্র। ইনি ১০ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ইনি উৎকলবিজয় করিয়া পুরুষোত্তমের মন্দির নির্মাণ করিয়া-ছিলেন। দ্বিতীয় অনন্তভীম প্রথম অনন্তভীমের পৌত্র ও রাজরাজের পুত্র। ইনি প্রায় ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসরকাল রাজত্ব করেন। ভূবনেশ্বরের শিলালিপিতে

জানিয়া বৃত্তান্ত নিজচক্রে-সুদর্শন ।

এড়িলেন কৃষ্ণচন্দ্র সবার দলন ॥৩২৮॥

সুদর্শন-চক্রে কানীবাঞ্ছের মুণ্ডপাত ও কানীদধ—

কারো অব্যাহতি নাহি সুদর্শন-স্থানে ।

কানীরাজ-মুণ্ড গিয়া কাটিল প্রথমে ॥৩২৯॥

শেষে তাঁ'র সম্বন্ধে সকল বারাগসী ।

পোড়াইয়া সকল করিল ভস্ম-রাশি ॥৩৩০॥

শিবের ক্রোধ ও পাশুপত-অস্ত্রনিক্ষেপ—

বারাগসী দাহ দেখি' জুজ্বল মহেশ্বর ।

পাশুপত-অস্ত্র এড়িলেন ভয়ঙ্কর ॥৩৩১॥

‘রাজরাজতম্বুজ’ ও অনিয়ত্বতীমেব ৩৪ বাজ্যাক থাকায় কোন কোন প্রকৃতদ্বিৎ দ্বিতীয় অনিয়ত্ব বা অনঙ্গতীমকেই ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্মাণকাৰী বলিয়া নির্দেশ করেন। এই দ্বিতীয় অনিয়ত্বতীম কটক, পুৰী ও গঞ্জাম জেলার বহু স্থানে সুরহৎ শিবমন্দির-সমূহ প্রতিষ্ঠা কবিয়াছেন।

আমরা বিন্দুসবোবের পূর্বতটে মধ্যযুগের সমুখে অনন্তবাসুদেবের মন্দির কণা পূর্বে উল্লেখ কবিয়াছি। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফুট ও প্রস্থে ১১৭ ফুট। ইহাব মুখশালী দৈর্ঘ্য ৯৬ ফুট ও বিস্তৃতি ২৫ ফুট। মূল মন্দির সঙ্গ প্রথমে জগমোহন, তৎপরে নাট্যমন্দির ও তৎপশ্চাতে ভোগমণ্ডপ। কলস পর্য্যন্ত মন্দির উচ্চতা ৬০ ফুট। নাট্যমন্দির অভ্যন্তর প্রদেশে রুক্মপ্ৰসন্নবরময়ী একটি গকড়মূর্তি বিবাজিত বহিয়াছেন। মূলমন্দিরে শ্রীঅনন্তবাসুদেব বিষ্ণু বিবাজমান। এই অনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দিরই ভুবনেশ্বরের মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন মন্দির; ইহা প্রকৃতবিন্দুগণও একবাক্যে স্বীকার কবিয়া থাকেন। সর্বাগ্রে সর্কেশ্বরের অনন্তবাসুদেব বিষ্ণুর শ্রীমূর্তি দর্শন না করিয়া তীর্থযাত্রিগণ শ্রীবাসুদেব-বস্ত্র অথবা কোন দেবতার দর্শনে গমন করিতে পারেন না। এখনও এই বিধি ভুবনেশ্বর তীর্থে প্রচলিত রহিয়াছে। ইতঃপূর্বে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের শ্রীমন্দিরের প্রাচীর গায়ে শিলাফলকোদ্ধৃত ভবদেবমিত্র কবি-বাচস্পতিমিশ্র-রচিত শ্লোকাবলী হইতে জানা গিয়াছে, অনন্তবাসুদেবের মন্দির ও তৎসমুখস্থ বিন্দুসবোবের ভবদেব ভট্ট নির্মাণ করাইয়াছেন। বাচস্পতি-মিশ্র ৮৯৮ শকে অর্থাৎ ১৭৬ খৃষ্টাব্দে ছায়স্থচীনিবন্ধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রিয় মিত্র ভবদেব ভট্টের অভ্যুদয়কালে তৎসমসাময়িক বিচার করা অনুচিত নহে; কাজেই কোন কোন প্রকৃতদ্বিৎ শ্রীঅনন্তবাসুদেবের মন্দির খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীতে নির্মিত বলিয়া বিচার করেন।

বিন্দুসবোব দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফুট, প্রস্থে ৭০০ ফুট এবং গভীরতায় ১৬ ফুট। এই সুরহৎ সরোবরের চতুর্দিকই পাথর দিয়া বাধান। বিন্দুসবোবের মধ্যস্থলে পাথরের আলি দ্বারা গাথা একটি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপের পরিমাণ ১০০ × ১০০ ফুট। উক্ত দ্বীপের উত্তরপূর্বকোণে একটি ক্ষুদ্র মন্দির বিরাজিত। স্নানযাত্রার সময় এখানে শ্রীঅনন্তবাসুদেবের বিজয়মূর্তি আগমন করেন। মন্দির পার্শ্বস্থ ফোয়ারা হইতে নির্গত জল দ্বারা ভগবানের অভিসেকোৎসব হয়। এই বিন্দুসবোব স্নানযাত্রার সময়ে অর্থাৎ বর্ষাকালে বড় বড় কুস্তীবের বাসভূমি হয়।

ষ্টার্লিং হাটাব কনিংহাম প্রকৃতি পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক এবং বাজা বাজেন্স লাল মিত্র প্রকৃতি প্রাচ্য প্রকৃতদ্বিৎগণ ভুবনেশ্বরকে বৌদ্ধগণের একটি প্রধান স্থান বলিয়া উল্লেখ কবিয়াছেন। কিন্তু অজ্ঞান প্রাচ্য প্রকৃতদ্বিৎগণ নানাপ্রকার যুক্তি, প্রমাণ ভুবনেশ্বরের নানা স্থানে উৎকীর্ণ শিলালিপি এবং মহাত্ম্যতাদি প্রাচীন পুরাণ গ্রন্থের প্রমাণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের সময়ে এই ভুবনেশ্বর যে বৌদ্ধদিগের প্রধান স্থান ছিল বলিয়া অসম্ভব, তাহা কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খণ্ডগিবি ও উদয়গিবিতে বৌদ্ধ-কীর্ত্তি যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহা বুদ্ধদেবের অনেক পূর্ববর্তী। যে সকল পুরাবিদগণ হাথিগোফাকে বৌদ্ধ কীর্ত্তি বলিয়া প্রচাৰ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের সেই উক্তি বিপর্য্যস্ত হইয়াছে। কাবণ এখন উহা জৈন-কীর্ত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। হাথিগোফার উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জৈনধর্মাবলম্বী কলিঙ্গরাজ ধারবেল জুগতিব প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু এই জৈনরাজ ধারবেল কোন সময়ে ভুবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন কবিয়াছিলেন, তাহা কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। মহাত্ম্যরত বনপর্ক ১১৪ অধ্যায়ে যে

পাশ্চপত-অস্ত্র কি করিব চক্র-স্থানে ।

চক্রভেজ দেখি' পলাইল সেইক্ষেণে ॥৩৩২॥

শেষে মহেশ্বর প্রতি যারেন হাইয়া ।

চক্র-ভয়ে শঙ্কর যারেন পলাইয়া ॥৩৩৩॥

বিবরণ আছে, তাহাতে জানা যায়, গঙ্গাসাগর-সঙ্গমেব পরে কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত বৈতবণী তীর্থ এবং তাহাব তীরে ব্রহ্মার যজ্ঞস্থান যাজপুর, তৎপর স্বয়ম্ভু বন, তৎপবে লবণসমুদ্রের সমীপস্থ মহাবেদী—যাহা 'পুরুষোত্তমক্ষেত্র' বলিয়া প্রসিদ্ধ । তৎপবে মহেশ্রাচল ; এই পর্বত গঙ্গাম-প্রদেশে অবস্থিত এবং পরন্তুরামেব স্থান বলিয়া খ্যাত । উপবে যে স্বয়ম্ভু-বনেব কথা উক্ত হইয়াছে, সে স্বয়ম্ভু শব্দেব অর্থ—শম্ভু বা মহাদেব ইহাই 'দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী' প্রভৃতি প্রাচীন মহাভাবতেব চীকাব অভিমত । বহু পূর্ব-কাল হইতে এই স্বয়ম্ভু-বনতপশ্বিগণেব তগতাবস্থান ছিল। উৎকলখণ্ডে (১৩শ অঃ) বর্ণিত আছে—

ইখমেতৎ পুবা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্মিতম্ ।

তত্র সাঞ্চাভ্যাকাশঃ স্থাপিতঃ পরমেশ্টিনা ।

যদেতচ্ছান্তবৎ ক্ষেত্রং তমসো নাশনং পবম্ ॥

প্রাচীনকালে মহাদেবেব দ্বাৰা এই ক্ষেত্র নির্মিত হইয়াছিল । তপাম ব্রহ্মা সাঞ্চাং পার্শ্বতী-পতিকে স্থাপন কবিয়াছেন । সেই সময় হইতেই এই স্থান তমোবিনাশক শ্রেষ্ঠ শান্তবক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইয়াছে । এই শান্তবক্ষেত্র 'একান্তবন' 'একান্তক্ষেত্র' বলিয়াও পরিচিত ।

স্বল্পপুবাণেব উৎকলখণ্ডে বর্ণিত আছে—

স বর্ততে নীলগিবিধোজনেহত্র তৃতীয়কে ।

ইদংকোত্রকবনং ক্ষেত্রং গৌরীপতেৰ্বিহঃ ॥

চতুর্দেহস্থিতোহহং বৈ যত্র নীলমণিময়ঃ ।

ভগ্নোত্তবগ্ৰাং বিখ্যাং বনমেকান্তকাঙ্ক্ষয়ম্ ॥

উৎকল দেশে নীলাচলেব হুই যোজন উত্তবে পার্শ্বতী-পতিব ক্ষেত্র একান্তকানন বিবাজিত । মহাভারত বনপর্বে কথিত স্বয়ম্ভু বনই একান্তক্ষেত্র এবং উহা বৌদ্ধযুগেব বহু পূর্ববর্তী বলিয়া অনেক মনীষী বিচার করিয়াছেন ।

কপিলসংহিতায় শ্রীভুবনেশ্বরদেবেব একটি বিবরণ পাওযা যায় । প্রাচীনকালে কাশীধামস্থ বিশেষর দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন যে, তিনি আর কাশীতে থাকিবেন

না, এই কাশী শীত্ৰই বিনষ্ট হইবে, যেহেতু এই স্থানে অতিজ্ঞানবিহ্বল নাস্তিকগণ উপদ্রব কবিতেছে ; যথার্থ ধর্ম আব এখানে থাকিবে না, সকলেই অধর্মাচারী হইয়া পড়িবে। আর এই স্থান ক্রমশঃই জনাকীর্ণ ও ভপোবিয়কর হইয়া উঠিতেছে । মহাদেব পার্শ্বতীব জন্ত যত্নসহকারে এই পুণী স্থাপন করিয়াছিলেন, বটে কিন্তু জ্ঞানবিহ্বল নাস্তিক-গণেব উপদ্রবে তাঁহাব কিছুতেই এই স্থানে থাকিবাব অভিলাষ হইতেছে না। এমন পবমস্থানকোপায়—যেখানে অবস্থিত হইয়া ভগবান্ পুরুষোত্তমেব নিত্য আবাসনা কবা যায় ? বৈষ্ণবরাজ শম্ভুব এই উক্তি শ্রবণ কবিয়া দেবর্ষি নারদ তদুত্তবে বলিয়াছিলেন যে, লবণজলধিব তীরে নীলশৈল নামে একটা প্রসিদ্ধ পর্বত আছে ; তাহাবই উত্তবে পরমরম্য একান্তকানন । সেই বিজন বনে অনন্তেব সহিত সর্বেশ্ববেশ্বব বমানাথ 'বাহুদেব' নামে বিদ্যোষিত হইয়া বিবাজিত বহিষাছেন । সেই স্থান পবম গুহ্য । মহাদেব নারদেব বাক্য শ্রবণ কবিয়া কাশী পবিত্যাগ পূর্বক পার্শ্বতীব সহিত একান্তকাননে গমন কবিলেন এবং সেই পুণ্যক্ষেত্রে আগমন কবিয়া শ্রীহবিকে সন্মোদন পূর্বক কহিলেন,—'আমি তোমাব আশ্রয়ে আসিয়াছি, তোমাব এই শ্রিয় স্থানে তোমাব এই পাদপদ্ম সন্নিধানে আগায় বাস প্রদান কর ।' শ্রীবাহুদেব বৈষ্ণবরাজ শম্ভুর এই আর্জি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—'হে শম্ভো, আমি সানন্দচিত্তে তোমাকে এই স্থানে থাকিতে দিব, কিন্তু তুমি শপথ করিয়া বল যে, আর কখনও কাশী যাইবে না ।' তখন শঙ্কর বলিলেন,—'আমি কিরূপে কাশীধাম একেবারে পরিত্যাগকরিতে পারি? সেখানে যে আমার শ্রিয় জাহ্নবী ও সর্গতীর্থময়ী মণিকর্ণিকা বহিয়াছে।' বাহুদেব কহিলেন,—'হে শম্ভো, আমার সম্মুখে এই স্থানে 'পাপনাসিনী' নামে মণিকর্ণিকা বর্তমান আছে ; আমার অগ্নিকোণে আমাবই পদনিঃস্থতা গঙ্গা-যমুনা নারী জাহ্নবী নদী প্রবাহিতা হইতেছে । এখানে আরও অনেক গুপ্ত তীর্থ রহিয়াছে ।' শম্ভব শঙ্কর বলিলেন,—'আমি ত্রিসত্য

সুদর্শন-চক্রস্থানে শান্তপত-অঙ্কের তেজ নিরন্তর ও

ভয়ে শঙ্করের পলায়ন—

চক্র-তেজে ব্যাপিলেক সকল ভুবন।

পলাইতে দিক না পায়েন ত্রিলোচন ॥৩৩৪॥

দুর্কাসার ছায় শঙ্করের গতি—

পূর্বে যেন চক্র-তেজে দুর্কাসা পীড়িত।

শিবের হইল এবে, সেই সব রীত ॥৩৩৫॥

গোবিন্দ-শরণাগর শিব—

শেষে শিব বুঝিলেন,—“সুদর্শন-স্থানে।

রক্ষা করিবেক হেন নাহি কৃষ্ণ বিনে ॥” ৩৩৬॥

এতেক চিন্তিয়া বৈষ্ণবাগ্রে ত্রিলোচন।

ভয়ে ত্রস্ত হই’ গেল গোবিন্দ-শরণ ॥৩৩৭॥

শরণাগত শিবের কুরুভক্তি ও অপরাধ—

কমা-প্রার্থনা—

“জয় জয় মহাপ্রভু দেবকীন্দন।

জয় সর্বব্যাপী সর্ব জীবের শরণ ॥৩৩৮॥

জয় জয় স্ত-বুদ্ধি কু-বুদ্ধি সর্বদাতা।

জয় জয় স্রষ্টা, হর্তা, সবার রক্ষিতা ॥৩৩৯॥

জয় জয় অদোষ-দরশি কৃপা-সিদ্ধ।

জয় জয় সমুদ্র-জনের এক বন্ধু ॥৩৪০॥

করিয়া বলিতেছি, আমি আপনাব পাদপদ্ম পবিত্র্যাগ করিয়া বাবাংশী অথবা অজ কোন কেজ্রেই যাইব না।” ইহা বলিয়া শঙ্কু বিষ্ণুর দক্ষিণ পার্শ্বে লিপ্সরূপে অবস্থান করিলেন। এই লিপ্স কটকসম্মান যাগিক্যাত মহানীল-মূর্তি ‘ত্রিভুবনেশ্বর’ বা ‘ভুবনেশ্বর’ নামে প্রসিদ্ধ।

কার্তিক মাসে পঞ্চকোশী ভুবনেশ্বর পবিত্র্যমা হয়। ববাহদেবী হইতে ধবলগিরি ধবিয়া খণ্ডগিবি, উদয়গিরি ও ভুবনেশ্বর বেলঙয়ে চৈশনের পশ্চাত্তাগ দিয়া পুনরায় বরাহ-দেবীতে পবিত্র্যমাকাবিগণ উপস্থিত হন।

হাওড়া হইতে বেঙ্গল নাগপুর বেলঙয়ে লাইনে ভুবনেশ্বর ২৭২ মাইল। ভুবনেশ্বর ষ্টেশন হইতে ভুবনেশ্বরের মন্দির এক ক্রোশ। রাস্তা অতি সুন্দর, দুই ধারে পার্কৃত্য ভূমি জাত বৃক্ষ, বিশেষতঃ কুচিলা ফলের গাছ অত্যধিক পবিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। গো-খান ব্যতীত অজ কোনরূপ যানের ব্যবস্থা সর্বদা থাকে না, তবে মোটরবাস বা মোটরগাড়ী চলিতে পাবে। ভুবনেশ্বরে দুইটা ধর্মশালা আছে। বিন্দুসরোবরের তীরে কলিকাতার মাজোরারী হাজারিমলের একটা নূতন বৃহৎ ধর্মশালা নির্মিত হইয়াছে। পূর্বের ধর্মশালাটা রায়বাহাদুর হরগোবিন্দ বিষ্ণেশ্বর লালের ধর্মশালা। ধর্মশালাতে যাত্রিগণ তিন দিন থাকিতে পারেন। এখানে একটা দাতব্য চিকিৎসালয় এবং টেলিগ্রাফ ও পোষ্টাকিস আছে। প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবারে হাট হয়। জগন্নাথের প্রসাদের মত এই স্থানেও শ্রীঅনন্তবাসুদেব এবং ভুবনেশ্বরের প্রসাদ বিক্রয় হইয়া থাকে ॥ ৩০৮ ॥

তথ্য। শ্রীমদ্ভাগবত (১০।৬৬ অধ্যায়ে) কাশীবাজ সুদক্ষিণের উপাখ্যান এইরূপ—

ভগবান্ বলদেব নন্দব্রজে গমন করিলে অজব্যক্তিগণের প্ররোচনায় কুরুবাধিপতি পৌণ্ড্রক নিজেকে ‘বাসুদেব’ বলিয়া নির্ণয়পূর্বক স্বয়ং ভগবান্ বাসুদেবের নিকট জানাইয়াছিল যে, সে নিজেই ‘বাসুদেব’, তন্নিমিত্ত অজ কেহই নহে, অতএব শ্রীকৃষ্ণ যেন ‘বাসুদেব’ নাম এবং বাসুদেব-চিহ্ন সকল পবিত্র্যাগপূর্বক পৌণ্ড্রকেব শরণ গ্রহণ করেন, নতুবা তাহার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। উগ্রসেন প্রভৃতি সন্ত্যগণ পৌণ্ড্রকেব এই আত্মপ্রাধাচক ব্যাক্রমবণে উচ্ছাস্ত করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণ পৌণ্ড্রক-দূতকে বলিয়াছিলেন যে, সেই মূর্খ নৃপতি মূঢ়তা বশতঃ সুদর্শন প্রভৃতি যে সকল কৃত্রিম চিহ্ন ধারণ করিতেছে, তিনি অচিরেই তাহাকে তৎসমস্ত পরিত্যাগ করাইবেন এবং যখন সে বণক্ষেত্রে শয়ন করিবে, তখন কুরুবণের ভক্ষ্য হইবে। তৎপরে তিনি কাশীর সমীপে উপস্থিত হইলে তাহার বৃদ্ধোত্তম দর্শন করিয়া পৌণ্ড্রকও সৈন্তসঙ্গে স্বয়ং নির্গত হইল এবং তন্নিমিত্ত কাশীবাজ তদীয় পৃষ্ঠপোষকরূপে অহুগমন করিল। প্রায়কালীন অগ্নি যেরূপ চতুর্দিক ভূতগ্রাম বিনষ্ট কবে, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণও অজ দ্বারা পৌণ্ড্রক ও কাশীবাজের চতুরঙ্গ-সৈন্ত-মণ্ডলীকে বিধ্বস্ত করিতে লাগিলেন। তৎপরে পৌণ্ড্রককে বলিলেন, সে যে মিথ্যা ‘বাসুদেব’-নাম ধারণ করিতেছে, তাহা তিনি পরিত্যাগ করাইবেন, নতুবা সংগ্রামেচ্ছা না করিলে

জয় জয় অপরাধ-ভঞ্জন-শরণ।

দোষ ক্ষম প্রভু, তোর লইলু শরণ ॥ ৩৪১ ॥

শঙ্করের স্তবে হরির প্রসন্নতা, চক্রতেজ-

সংবরণ ও দর্শন-দান—

শুনি' শঙ্করের স্তব সর্বজীব-নাথ।

চক্রতেজ নিবারিয়া হইলা সাক্ষাৎ ॥ ৩৪২ ॥

চতুর্দিকে শোভা করে গোপগোপীগণ।

কিছু ক্রোধ-হাস্য-মুখে বলেন বচন ॥ ৩৪৩ ॥

শঙ্করের প্রতি হরির অহুযোগ ও উপদেশ—

“কেনে শিব, তুমি ত' জানহ মোর শুদ্ধি।

এতকালে তোমার এমত কেনে বুদ্ধি ॥ ৩৪৪ ॥

কোন্ কীট কাশীরাজ অধম নৃপতি।

তার লাগি' যুদ্ধ কর আমার সংহতি ॥ ৩৪৫ ॥

এই যে দেখহ মোর চক্র স্মদর্শন।

তোমাতেও না সহ্যে বাহার পরাক্রম ॥ ৩৪৬ ॥

ব্রহ্ম-অল্প পাশুপত-অস্ত্র-আদি যত।

পরম অব্যর্থ মহা-অস্ত্র আর কত ॥ ৩৪৭ ॥

স্মদর্শন-স্বামে কারো নাহি প্রতিকার।

যা'র অস্ত্র তা'রে চাহে করিতে সংহার ॥ ৩৪৮ ॥

হেন ত' না দেখি আমি সংসার-ভিতর।

তোমা' বই যে আমারে করে অনাদর ॥ ৩৪৯ ॥

শুনিয়া প্রভুর কিছু সক্রোধ-উত্তর।

অন্তরে কম্পিত বড় হইলা শঙ্কর ॥ ৩৫০ ॥

শিবের আশ্র-নিবেদন ও নিজ

অস্বতন্ত্রতা-জ্ঞাপন—

তবে শেষে ধরিয়া প্রভুর শ্রীচরণ।

করিতে লাগিল শিব আশ্রনিবেদন ॥ ৩৫১ ॥

“তোমার অধীন প্রভু, সকল সংসার।

স্বতন্ত্র হইতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥ ৩৫২ ॥

পবনে চালায় যেন সূক্ষ্ম তৃণ-গণ।

এই মত অ-স্বতন্ত্র সকল ভুবন ॥ ৩৫৩ ॥

পৌণ্ড্রকেশব শবণাগত হইবেন,—এই বলিয়া তীক্ষ্ণ শর
দ্বারা তদীয় বথ বিনষ্ট কবিতা স্মদর্শনচক্র-ধাবা পৌণ্ড্রকের
মস্তকচ্ছেদন কবিলেন এবং কাশীবাজেব মস্তক দেহচ্যুত
কবিতা কাশীপুত্রী মধ্যে নিক্ষেপপূর্বক দ্বারকায় প্রবেশ
কবিলেন। সর্বদা শ্রীহরির অমুরূপ বেশ ধারণ এবং কৃষ্ণ-
চিন্তা-হেতু পৌণ্ড্রকেশব যোদ্ধা প্রাপ্তি হইয়াছিল।

কাশীবাজেব ছিন্ন মস্তক দেখিয়া তাহার মহিষী, পুত্র
এবং বান্ধবাদি সকলে রোদন কবিতো লাগিল। অতঃপর
তৎপুত্র স্মদক্ষিণ পিতৃঘাতিব বিনাশ কামনায় কঠোবভাবে
মহাদেবের আরাধনা কবিতো লাগিল। মহাদেব সন্তুষ্ট
হইয়া তাহাকে বর দিতে ইচ্ছা কবিলে সে পিতৃঘাতিব
বধোপায় প্রার্থনা করিল। মহাদেব তাহাকে অভিচাব
বিধানামুসারে দক্ষিণায় পবিত্র কবিতো আদেশ
করিলেন। তৎকার্য সমাপনান্তে অতি ভয়ঙ্কর অগ্নি-
মূর্ত্তি প্রদীপ্তশূলহস্তে যজ্ঞকুণ্ড হইতে উথিত হইয়া
দ্বারকাভিমুখে গমন করিতে থাকিলে দ্বারকাবাসিগণ ভীত
হইয়া অক্ষত্রীড়ারত শ্রীকৃষ্ণসমীপে উপস্থিত হইলেন।

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে অগ্ন্য প্রদান পূর্বক মাহেশ্বরী
কৃত্যাকে বিনাশ কবিতো স্মদর্শনচক্রকে আদেশ করিলেন।
স্মদর্শন-প্রভাবে আভিচারিক কৃত্যায়ি প্রতিহত হইয়া
বাবাণসী প্রত্যাগমন পূর্বক পুৰোহিতগণেব সহিত
স্মদক্ষিণকে দক্ষ কবিলে তৎপশ্চাৎ স্মদর্শনও বাবাণসীপুত্রী-
প্রবিষ্ট হইয়া সমগ্র পুত্রী দক্ষ কবিতা পুনরার শ্রীকৃষ্ণসমীপে
প্রত্যাগমন করিল ॥ ৩১৯ ॥

তথ্য। দক্ষা বাবাণসীং সর্বং বিকোশচক্রং স্মদর্শনম্।
ভূমঃ পার্থমুপাতিষ্ঠৎ কৃষ্ণাক্রিষ্ট কর্ণগঃ ॥ (ভাঃ ১০।৬৬।৪২) ॥
৩৩০-৩৩ ॥

তথ্য। পূর্বে যেন চক্রতেজে—ভাঃ ৯।৪ অঃ দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩৫ ॥

তথ্য। তং বা জগৎস্থিতাদয়ান্তহেতুং সমং প্রশান্তং
সুহৃদাশ্রদৈবম্। অনন্তমেকং জগদাত্মকেতং ভবাপবর্গায়
ভজ্যম দেবম্ ॥ (ভাঃ ১০।৬৩।৪৪, ভাবত, শাস্তি ৪৩।১৬,
অনুশাসন পর্ব ১৪৭-১৪৮ অধ্যায় দ্রষ্টব্য) তর্ষিমৌকাঃ
শ্রিতাঃ সর্বো তদহুতোতিবশ্চন ॥ কঠ ২।২।৮ ঐ ২।৩।১

যে করাহ প্রভু, তুমি লে-ই জীব কর।
 ছেন কে বা আছে যে তোমার মায়া তরে ॥৩৫৪॥
 বিশেষে দিয়াছ প্রভু, মোরে অহঙ্কার।
 আপনারে বড় বই নাহি দেখো আর ॥৩৫৫॥
 তোমার মায়ায় মোরে করায় দুর্গতি।
 কি করিমু প্রভু, মুঞি অ-অন্তর মতি ॥৩৫৬॥
 তোর পাদপদ্ম মোর একান্ত জীবন।
 অরণ্যে থাকিব চিস্তি তোমার চরণ ॥৩৫৭॥
 তথাপিহ মোরে সে লওয়াও অহঙ্কার।
 মুঞি কি করিব প্রভু, যে ইচ্ছা তোমার ॥৩৫৮॥

কমা ভিক্ষা—

তথাপিহ প্রভু, মুঞি কৈলু অপরাধ।
 সকল ক্ষমিয়া মোরে করহ প্রসাদ ॥৩৫৯॥
 এমত কু-বুদ্ধি মোর যেন আর নহে।
 এই বর দেহ’ প্রভু হইয়া সদয়ে ॥৩৬০॥
 যেন অপরাধ কৈলু করি’ অহঙ্কার।
 হইল তাহার শাস্তি, শেষ নাহি আর ॥৩৬১॥

নিবেদিতাম্মা শিবের প্রভুব আজ্ঞাসাবী

বসতি-প্রার্থনা—

এনে আত্মা কর প্রভু, থাকিমু কোথায়।
 তোমা’ বই আর বা বলিব কারু পায় ॥৩৬২॥

শুনি’ শঙ্করের বাক্য ঈষৎ হাসিয়া।
 বলিতে লাগিলা প্রভু কৃপায়ুক্ত হৈয়া ॥৩৬৩॥

ত্রীকণ-কণ্ঠক ‘একাত্মক’ নামক

স্থান প্রদান—

“শুন শিব, তোমাতে দিলাও দিব্যস্থান।
 সর্বগোষ্ঠি সহ তথা করহ পয়ান ॥৩৬৪॥

কোটিলিঙ্গেশ্বর—

একাত্মকবন-নাম—স্থান মনোহর।
 তথায় হইবা তুমি কোটিলিঙ্গেশ্বর ॥৩৬৫॥

শুণ্ড বাবাংশী—

সেহ বারাণসী-প্রায় সুরম্য নগরী।
 সেইস্থানে আমার পরম গোপ্যপুরী ॥৩৬৬॥
 সেই স্থান শিব, আজি কহি তোমা’ স্থানে।
 সে পুরীর মর্ম্ম মোর কেহ নাহি জানে ॥৩৬৭॥

পুরীর মাহাত্ম্য—

সিদ্ধ-ভীরে বট-মূলে ‘নীলাচল’-নাম।
 ক্ষেত্র-ত্রীপুরুষোত্তম—অতি রম্যস্থান ॥৩৬৮॥
 অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কালে যখন সংহারে।
 তবু সে স্থানের কিছু করিতে না পারে ॥৩৬৯॥
 সর্ব-কাল সেই স্থানে আমার বসতি।
 প্রতিদিন আমার ভোজন হয় তথি ॥৩৭০॥

বিবৃতি। তমোগুণ হইতেই অহঙ্কারের সৃষ্টি।

ভগবদ্বিচ্ছা যুগাবতাব মহাদেবে সর্বসংহার-শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে। সূতবাং নিষ্কিংশেব-বিচার-পরায়ণ কাশীবাজ অথবা শৈববিশিষ্টাধৈত ভাণ্ড্যকাব ত্রীকণ ও তদনুগ অপ্যয়দীক্ষিত প্রভৃতি নিষ্কিংশেবাদী শৈবগণের কুমত ও অপমতসমূহ ত্রীরামাঙ্কুরে ভৃত্য ত্রীদর্শনাচাৰ্য্য প্রভৃতির ঋতি প্রকাশিকা নারী ত্রীভাণ্ড্য চীকায় সর্বতোভাবে বিমর্দিত হইয়াছে। তথাপি শৈববিশিষ্টাধৈতবাদ পরবর্তিকালে যন্তক উত্তোলন করিতে গিয়া নিজ নিজ চুর্দৈব-বশে সূদর্শনাস্ত্র কর্তৃক গুহ্যবিশিষ্টাধৈত-বিচারে খণ্ডিত ও চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছে। “মায়াবাদমসচ্ছাত্তং প্রচ্ছন্নং বৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতা দেবি কলৌ ব্রাহ্মণ-মুণ্ডিনা।”—প্রভৃতি ব্যাপার উক্ত অহঙ্কারাবিশিষ্টাভারই ক্রিয়া-কলাপ-বিশেষ। কিন্তু ভগবদ্বাক্ত-

নিবত ত্রীবিষ্ণুস্বামী যে গুরুপাদপদ্ম-ত্রীকণ্ডের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে চিন্ময় অহঙ্কার সর্বজড়সংহারের পরিবর্তে নিত্যাবিষ্টানেবই সহায় ॥৩৭১॥

“মায়াধীশ-মায়াবশ—ঈষবে-জীবে ভেদ”—তচ্ছত্বই ত্রীশিব ভগবান্ নামে অভিহিত হইয়াও নিত্য ভগবদ্বিষ্ণুর অধীন তদীয় ভক্ত ॥৩৭২॥

ত্রব্যং কর্ণ চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ। যদহুগ্রহতঃ সন্তি ন সন্তি যদুপেক্ষয়া ॥ (ভাঃ ২।১০।১২) শিবঃ শক্তিযুতঃ শখং ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃত্তঃ। বৈকারিকশৈল্পজশ্চ তামসশ্চেত্যহং ত্রিধা ॥ (ভাঃ ১।০।৮।১০) ॥৩৭৩-৩৭৪॥

তথ্য। পুরুষোত্তম-মাহাত্ম্য—লবণাঙ্কোনিধেশ্বীবে পুরুষোত্তম-সংজ্ঞকম্। পূরং তদব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ স্বর্গাদপি সুহৃৎতম্ ॥ স্বয়মস্তি পূবে তমিন্ যতঃ ত্রীপুরুষোত্তমঃ।

সে স্থানের প্রভাবে যোজন দশ ভূমি ।
 তাহাতে বসয়ে যত জন্তু, কীট, কৃমি ॥৩৭১॥
 সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ দেবগণে ।
 ‘ভুবনমঙ্গল’ করি কহিয়ে যে স্থানে ॥৩৭২॥
 নিজাতেও যে-স্থানে সমাধিকল হয় ।
 শর্যনে প্রণাম-ফল যথা বেদে কয় ॥৩৭৩॥
 প্রদক্ষিণ-ফল পায় করিলে জমণ ।
 কথা মাত্র যথা হয় আমার স্তবন ॥৩৭৪॥
 হেন সে ক্ষেত্রের অতি প্রভাব নির্মল ।
 মংগু খাইলেও পায় হবিষ্যের ফল ॥৩৭৫॥
 নিজ-নামে স্থান মোর হেন প্রিয়তম ।
 তাহাতে যতেক বৈসে, সে আমার সম ॥৩৭৬॥
 সে স্থানে নাহিক যম-দণ্ড-অধিকার ।
 আমি করি ভালমন্দ বিচার সবার ॥৩৭৭॥

পুরুষোত্তমমিত্যুক্তং তস্মাস্তদ্যাকোবিদৈঃ ॥ ক্ষেত্রং তদুর্লভং
 বিপ্র সমস্তাদশযোজনম্ । তত্রহা দেহিনো দেবৈর্দৃশ্যন্তে চ
 চতুর্ভুজাঃ ॥ প্রবিশন্তস্ত তৎক্ষেত্রং সর্বে স্যাবিকুর্মস্তয়ঃ ।
 তস্মাবিচাবণা তত্র ন কৰ্ত্তব্য বিচক্ষণৈঃ ॥ চণ্ডালেনাপি
 সংস্পৃষ্টং গ্রাহং তত্রারমণ্যজৈঃ । সাক্ষাৎসিদ্ধগতন্তত্র চণ্ডা-
 লোপি বিজোস্তমঃ ॥ তত্রারমণ্যচিকা লক্ষ্মীঃ স্বয়ং ভোক্তা
 জ্ঞানদীনঃ । তস্মাস্তদরং বিপ্রর্ষে দৈবতৈরপি দুর্লভম্ ॥
 হবিকৃত্যবশিষ্টং তৎ পবিত্রং ভূমি দুর্লভম্ । অন্নং যে ভুক্ততে
 মর্ত্যাস্তেষাং মুক্তির্নদুর্লভা ॥ ব্রহ্মাণ্ডাঙ্গিদশাঃ সর্বে তদন্নমতি-
 দুর্লভম্ । ভুক্ততে নিত্যমাদত্য মহুগাণাঞ্চ কা কথা ॥ ন
 যন্ত বমতে চিন্তং তস্মিন্মনে সুদুর্লভে । তমেব বিষ্ণুদেহাৎ
 প্রোহঃ সর্বে মহর্ষয়ঃ ॥ পবিত্রং ভূমি সর্কজ যথা গজাঞ্জলং
 বিজ্ঞ । তথা পবিত্রং সর্কজ তদন্নং পাপনাশনম্ । তদন্নং
 কোমলং দিব্যং যতপি বিজ্ঞসত্তম । ততাপি বজ্রতুল্যং
 স্ত্রাৎ পাপপার্কতদারণে । পূর্জাজিতানি পাপানি ক্লয়ং
 যান্তস্তি যন্ত বৈ । ভক্তিঃ প্রবর্ততে তস্মিন্মনে তন্ত সুদুর্লভে ॥
 বহু জ্যোতিঃ পুণ্যং যন্ত যান্ততি সংকল্পম্ । তস্মিন্মনে
 বিজ্ঞশ্রেষ্ঠ তন্ত ভক্তিঃ প্রবর্ততে ॥ (পদ্মপুবাণ,
 ক্রিয়য়াগপাশর, ১১শ অঃ) ॥৩৬৮॥
 বিবৃতি। “মংগুদঃ সর্কমাংসাদন্তস্মাগন্তান্ বিবজ্জয়েৎ ॥”

পুরীর উত্তরে শ্রীভুবনেশ্বর—
 হেন সে আমার পুরী, তাহার উত্তরে ।
 তোমায়ে দিলাঙ স্থান রহিবার তরে ॥৩৭৮॥
 ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ সেই স্থান মনোহর ।
 তথা তুমি খ্যাত হৈবা ‘শ্রীভুবনেশ্বর’ ॥৩৭৯॥
 শিবের শ্রীকৃষ্ণ-চরণ-সমীপে ক্ষেত্র-বাস-প্রার্থনা—
 শুনিয়া অতুত পুরী-মহিমা শঙ্কর ।
 পুনঃ শ্রীচরণ ধরি’ করিলা উত্তর ॥ ৩৮০॥
 “শুন প্রাণ-নাথ, মোর এক নিবেদন ।
 মুক্তি সে পরম অহঙ্কৃত সর্বক্ষণ ॥৩৮১॥
 এতেকে তোমায়ে ছাড়ি’ আমি অশ্রু স্থানে ।
 থাকিলে কুশল মোর নাহিক কখনে ॥৩৮২॥
 তোমার নিকটে থাকি সবে মোর মন ।
 ছুটসক-দোষে ভাল নাহিক কখন ॥৩৮৩॥

এই স্মৃতিবাক্য বিচাব কবিলে মংগুভোজনে সর্ববিধ
 জীবজন্তু ভোজনেব পাপ-স্পর্শ হয় । স্তবরাং মংগু
 সর্কাপেক্ষা অপবিত্র বলিয়া কখনও ভোজ্য হইতে পাবে না ।
 হবিষ্যন্ন—পবন পবিত্র, তাহা কোন প্রকারে নিন্দনীয়
 খাদ্য নহে । নিত্যস্ত অপবিত্র খাদ্যগ্রহণ করিলেও
 শ্রীক্ষেত্রবাসে সর্কদা মুকুন্দ-চিন্তা প্রবল থাকে, তখন আর
 জীবের মংগুদি ভোজনেব ছুভিসন্ধি থাকে না বলিয়া
 বিষ্ণুনৈবেদ্য হবিষ্যন্ন অপেক্ষা পরম উপাদেয় ও পবিত্র
 বোধ হয় । পুবাণ বাক্যেব তাৎপর্য গ্রহণ করিতে না
 পাবিয়া দশযোজনানিষ্ঠিত তগবৎক্ষেত্রেব বিপথগামী
 অধিবাসিগণ গুরুমংগুদি-ভোজ্য-ব্যবহার-প্রথা অবাদে
 চালাইয়াছে । মংগুদিব গ্রহণ হইতে সন্ন্যাস গ্রহণ
 কবিলে তাহাদের যুখে হরিনাম উচ্চারিত হইতে
 পাবিবে । হবিষ্যন্ন সাধিক গুণযুক্ত হইলেও নিষ্ঠূর্ণ
 মহাপ্রসাদের সমান নহে । নিষ্ঠূর্ণ মহাপ্রসাদ ও মহাপ্রসাদ
 যেনে অমলা কৃষ্ণভক্তি হয় ॥৩৭৫॥

নীলাচলেব উত্তরাংশে দশযোজনান্তর্গত ক্ষেত্রই—
 ভুবনেশ্বর ॥৩৭৮॥

ভুক্তি-মুক্তি-প্রদ—ভুক্তি ও মুক্তি প্রদত্ত হইলে লক্ষভোগ
 ও প্রাপ্তনোক জনগণ ভজনে অধিকার লাভ করেন ॥

এতেকে আমারে বাকি থাকে ভৃত্য-জ্ঞান ।
তবে নিজ-ক্ষেত্রে মোরে দেহ এক স্থান ॥৩৮৪॥
ক্ষেত্রের মহিমা শুনি' শ্রীমুখে তোমার ।
বড় ইচ্ছা হৈল তথা থাকিতে আমার ॥৩৮৫॥
নিকট হইয়া প্রভু, সেবিষ্য তোমায়ে ।
তথায় ভিলেক স্থান দেহ প্রভু, মোরে ॥৩৮৬॥
ক্ষেত্রবাস প্রতি মোর বড় লয় মম ।"
এত বলি' মহেশ্বর করেন ক্রন্দন ॥৩৮৭॥

প্রিয়তম শিবের প্রতি হবিষ প্রত্যাশব—
শিব-বাক্যে ভূষ্ট হই' শ্রীচন্দ্রবদন ।
বলিতে লাগিয়া তাঁ'রে করি' আলিঙ্গন ॥৩৮৮॥
“শুন শিব, তুমি মোর নিজ-দেহ সম ।
যে তোমার প্রিয়, সে মোহার প্রিয়তম ॥৩৮৯॥
যথা তুমি, তথা আমি, ইথে নাহি আন ।
সর্বক্ষেত্রে তোমায়ে দিলাঙ আমি স্থান ॥৩৯০॥

ক্ষেত্র-পাল শিব—

ক্ষেত্রের পালক তুমি সর্বথা আমার ।
সর্বক্ষেত্রে তোমায়ে দিলাম অধিকার ॥৩৯১॥
একাত্মক-বন যেন তোমায়ে দিল আমি ।
তাঁহাতেও পরিপূর্ণ রূপে থাক তুমি ॥৩৯২॥

পাঠান্তবে—ভক্তিযুক্তিপদ; তাহা হইলে ভক্তিই জীবের
প্রকৃত মুক্তি—এই কর্মধারয় বিচাব গ্রহণ কবিত্তে
হইবে ॥৩৭৯॥

ভূত্যা। মোহাব প্রিয়তম—সুদৃষ্টতাঃ শ্রীশুরোঃ
শ্রীশিবস্ত চ ভগবতা সহ অঃদ-দৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমম্বেনৈব
মম্বকে ॥ (শ্রীশ্রীজীব গোস্বামী প্রভু, ভক্তিসন্দর্ভে ২১৬
সংখ্যা) ॥৩৮৯॥

মহাদেব একাত্মক্ষেত্রে স্থান লাভ কবিয়া ভগবৎসমীপে
সর্বত্র থাকিবার প্রার্থনা করায় সকল বিষ্ণুক্ষেত্রে ক্ষেত্র-
পালরূপে মহাদেবের স্থান নিরূপিত হইয়াছে ॥৩৯১॥

ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রে মহাদেব পরিপূর্ণরূপে থাকিবার
আদেশ পাইলেন। বিষ্ণুভক্ত-মাত্রেই তাঁহাকে অনাদর
করিবেন না এবং যিনি তাঁহাকে অনাদর করিবেন, তিনিই
ভগবৎভক্তিবিখ্যাত হইবেন—এরূপ বর দিলেন ॥৩৯৪॥

সেই ক্ষেত্র আমার পরম প্রিয় স্থান।
মোর প্রীতে তথায় থাকিবেন সর্বক্ষণ ॥৩৯৩॥
কৃষ্ণ-ভক্ত-নাম-গ্রহণ-পূর্বক কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের
অনাদর বিড়ম্বনা-মাত্র—
যে আমার ভক্ত হই তোমা' অনাদরে ।
সে আমারে মাত্র যেন বিড়ম্বনা করে ॥” ৩৯৪॥

‘ভুবনেশ্বর’ নামের কাবণ—

হেন মতে শিব পাইলেন সেই স্থান ।
অন্তাপিহ বিখ্যাত—ভুবনেশ্বর-নাম ॥৩৯৫॥

কৃষ্ণ প্রিয়-শিব-স্থানে মহাপ্রভু নৃত্য—
শিব-প্রিয় বড় কৃষ্ণ তাহা বুঝাইতে ।
নৃত্য করে গৌরচন্দ্র শিবের সাক্ষাতে ॥৩৯৬॥
যত কিছু কৃষ্ণ কহিয়াছেন পূর্ণাবে ।
এবে তাহা দেখায়েন সাক্ষাতে আপনে ॥৩৯৭॥
‘শিব রাম গোবিন্দ’ বলিয়া গৌর-রায় ।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করেন সদায় ॥৩৯৮॥

প্রভু ব ভক্তগণ-সহ নিজভক্ত বৈষ্ণবাগ্রগণ্য

শিবের পূজা-দীনা—

আপনে ভুবনেশ্বর গিয়া গৌরচন্দ্র ।
শিবপূজা করিলেন লই ভক্তবৃন্দ ॥৩৯৯॥

শ্রীগুরুদেব ও মহাদেব, উভয়েই ভগবানের অত্যন্ত-
প্রিয়। শিবভক্তগণ অষ্টভূজ ভগবানের সেবা লাভ করিয়া
ছিলেন। কিন্তু যে-সকল ব্যক্তি শিবাদি দেবতাকে স্বতন্ত্র
জ্ঞান কবে, তাহাদেব ভগবদ্রূপে অপরাধ ঘটে ॥৩৯৬॥

ভূত্যা। শ্রীবিখ্যাত চক্রবর্তীঠাকুর “সঙ্গরকল্পম্”-গ্রন্থে
লিখিয়াছেন—“বৃন্দাবনাবনীপতে জয় সোম সোমমৌলে
সনন্দন-সনাতন-নাবদেভ্য। গোপেশ্বর-ব্রজবিলাসি যুগান্ত্রি
পক্ষে প্রীতিং প্রযচ্ছ নিতরাং নিরূপাদিকং যে ॥”

অতঃপুস্তক ব্যক্তিসকল মহাদেবের কৃষ্ণসেবাময় মাহাত্ম্য
এবং কোন কোন পৌরাণিক আখ্যায়িকাব প্রকৃত মর্ম
বুঝিতে না পারিয়া মনে করেন, শিব—বামাদি বিষ্ণুতত্ত্ব এবং
সীতাদি লক্ষ্মীতত্ত্ব পূজিত দেখিব। সুতরাং রুদ্রই স্বতন্ত্র
পরমেশ্বর, বিষ্ণুদেবতা পরমেশ্বর রুদ্রের অধীন। কেহ কেহ
বা বিষ্ণুকে রুদ্রের সহিত সমান বা রুদ্রেরই নামান্তর

লোকশিক্ষক-লীল-মহাপ্রভুর শিক্ষা-স্বীকার-

বিমুখ ব্যক্তির অশেষ দুঃখ—

শিক্ষা-গুরু ভৈরবের শিক্ষা যে না মার্নে।

নিজ-দোষে-দুঃখ পায় সেই সব জনে ॥৪০০॥

প্রভুব ভুবনেশ্বরের বিভিন্ন স্থানে শিবলিঙ্গ দর্শন-

পূর্বক ভ্রমণ—

সেই শিব-গ্রামে প্রভু ভক্ত-বৃন্দ সঙ্গে।

শিব-লিঙ্গ দেখি দেখি ভ্রমিলেন রঙ্গে ॥৪০১॥

বিবেচনা কবিয়া অতাত্ত্বিক সমন্বয়বাদের আবাহন কবেন।

কিন্তু নিখিল শ্রোতশাস্ত্র ও যুক্তি তাহা নিবাস কবিয়াছেন।

যন্ত নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরূপাদিদৈবতৈঃ।

সমন্বেনাভিজানাতি স পাশ্চাত্তী ভবেদ্বৈবম্ ॥ পদ্মপুবাণ।

যে ব্যক্তি শ্রীনারায়ণকে ব্রহ্মা-রূপে প্রভৃতি দেবতাব
সহিত সমান মনে কবে, সে নিশ্চয়ই পাশ্চাত্তী।

মহাভাবতেব অন্তর্গত ঔপমন্ত্যব্যাখ্যানের যে লিখিত
আছে,—শ্রীকৃষ্ণ জাহ্নবতীর পুত্রের জন্ত তপস্তাধায়া রুদ্রের
আবাহনা করিয়াছিলেন এবং রুদ্রের অঙ্গ হইতেই বিষ্ণুব
সহিত সকল দেবতাব উৎপত্তি হইয়াছে—এইরূপ সিদ্ধান্তের
সঙ্গতি কোথায় ?

যাহাবা শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য বুঝিতে না পারিয়া
এইরূপ সিদ্ধান্ত কবেন, তাঁহাদের বিচার অতীব দূর।
কেন না, শাস্ত্রে বর্ণিত আছে, রুদ্র বাণবাক্যাব বৃদ্ধেভগবান্
বিষ্ণু কর্তৃক পবাত্ত হইয়াই তাঁহাকে মূলদেবতা ও
পবমেশ্বর বলিয়া শুব কবিয়াছিলেন এবং মোহিনীমূর্ত্তি
দর্শনে মোহিত, বৃকাস্ত্রবেব হস্ত হইতে রক্ষিত ও ব্রহ্মহত্যাব
পাতক হইতে মুক্ত হইয়াছিলেন। তবে যে বিষ্ণু কোন
কোন স্থলে রুদ্রের পূজাদি-লীলা প্রদর্শন কবিয়াছেন,
শাস্ত্রে তাহাব তাৎপর্য্য লিখিত আছে—

তস্মাৎ শ্বেতবেষু সর্কেষু সকামেষু রুদ্রোপাসনাস্থেয়ে
স্বকীয়স্ত তস্ত তথাবাদনথাপরংসুদন্তর্ধামিনমাস্ত্রানমসৌ
সংকরোতীতি মন্তব্যম্। ‘অহমাত্মা হি লোকানাং বিশেষাং
পাণ্ডুনন্দন। তস্মাদাস্ত্রানমেবাগ্রে রুদ্রং সংপূজয়াম্যহম্ ॥
ময়া কৃতং প্রমাণং হি লোকঃ সমন্ববর্ত্ততে। প্রমাণানি হি
পূজ্যানি ততস্তং পূজয়াম্যহম্ ॥ ন বিষ্ণুঃ প্রণমতি
কশ্চৈচিষিবুধায় চ। অত আস্ত্রানমেবেতি ততো রুদ্রং
ভজাম্যহম্ ॥ ইতি নারায়ণীয়ৈ ভগবৎকাদেব। অত্র বিশেষা-
মন্তব্যাম্যহমতন্তুপ্রায়ঃ পিণ্ডবদবিবিক্তং রুদ্রাবেশিনং
মদংশমহং পূজয়ামি। ‘রুদ্রাদয়ৌ দেবাঃ পূজ্যাঃ’ ইতি প্রমাণং

ময়া কৃতং, তদন্তথা ব্যাকুপ্যোক্তদর্শনং তান্ পূজয়ামি,
স্বোংকষ্টভাবাদেব তদ্বুদ্ধ্যাং ন কিঞ্চিদ্ভজামি, কিন্তু
তাদৃশং মদংশমহং ভজামীতি বিস্মৃটম্। ব্রহ্মরূপাদি-
সর্গাস্তর্ধামী বিষ্ণুরিতি তত্রৈব রুদ্রং প্রভৃক্তং ব্রহ্মণা—

“তবাস্তবাত্মা মম চ যে চাচ্ছে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।

সর্কেষাং সাক্ষিত্বতোহসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥”

ঔপমন্ত্যব্যাখ্যানে তু বিশেষ্যেণৈব প্রলোভনরোঃ সত্ত্বাস্ত্র
তাৎপর্য্যাস্তবং কল্পনীয়ম্। তচ্চ দর্শিতমেব। ইতবথা
সমুদ্রস্তাপীশ্ববতাপত্তিঃ। শ্রীরামেন তৎপূজয়া বিধানাং।
এবং কচিদ্ভগবৎপার্ষদানাং দৈবতাস্তবাবাধনমপি তদাব্যাহতা-
ব্যাব্যাপনার্থং লীলারূপমেব, ন হি তৎসিদ্ধাস্তবকামাবো-
ক্ষ্যতি। সর্কেষরোঃ বিষ্ণুশ্চৌবেষু মিলিতৌ বাজ্বেব জগৎ-
কার্য্যাদেবেষু প্রকৃষ্টস্ত স্বেচ্ছাভিব্যক্তির্জগতোত্তীর্ণীয়তে।
(সিদ্ধান্তরত্নম্, ৩য় পাদ ২২, ২৩, ২৬, ২৭)

নিজ নিষ্কপট ভক্ত ব্যতীত ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষকামী
কৈতবযুক্ত জীবসকলের পক্ষে রুদ্রোপাসনা-প্রচারার্থ ভগবান্
বিষ্ণু স্বকীয় রুদ্রের তরুণ আবাহনাব অভিনয় প্রদর্শন
কবেন। নাবাসগীয়ে অর্জুনের প্রতি শ্রীভগবানেব উক্তি
এই বিষয়টি পরিষ্কৃট বহিয়াছে—হে অর্জুন, আমি বিশ্বের
আত্মা। আমি যে রুদ্রের পূজা কবি, তাহা আত্মারই পূজা।
আমি যাহার অমুষ্ঠান কবি, লোকসমূহ তাহাব অমুর্ন্তন
করে। প্রমাণই—পূজ্য। এই উদ্দেশ্যেই আমি রুদ্রের পূজা
কবিয়া থাকি। বিষ্ণু কোন দেবতাকেই প্রণাম করেন না।
আমি আত্মাকেই রুদ্র বলিয়া পূজা করি। আমি বিশেষ
অন্তর্ধ্যামী। তন্তু লোহপিণ্ডেব ছায় অবিবিক্ত রুদ্ররূপী
আমাব অংশকেই পূজা কবি। “রুদ্রাদি-দেবতাসমূহ
পূজ্য”—এই প্রমাণ আমিই করিয়াছি। আমি যদি রুদ্র-
পূজার আদর্শ প্রদর্শন না করি, তাহা হইলে ঐ প্রমাণ
লোকে গ্রহণ করিবে না ; এই জন্তই আমি নিজে আচরণ
করিয়া আমার ভৃত্যের পূজা আমিই শিক্ষা দিয়া থাকি।
আমার সমান বা আমা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কেহই নাই।

পবন নিভৃত এক শিব-স্থান-দর্শনে প্রভুব সন্তোষ ও

যাবতীয় দেবালয়-দর্শন—

পরম নিভৃত এক দেখি' শিব-স্থান।

সুখী-হৈলা ত্রীগৌরসুন্দর ভগবান ॥৪০২॥

সেই গ্রামে যতেক আছেয়ে দেবালয়।

সব দেখিলেন ত্রীগৌরাজ মহাশয় ॥৪০৩॥

কমলপুবে—

এই মতে সর্ব-পথে সন্তোষে আসিতে।

উত্তরীলা আসি' প্রভু কমলপুরেতে ॥৪০৪॥

মন্দির-চূড়া-দর্শনে ভাবাবেশ ও শ্লোকোচ্চারণ—

দেউলের ধ্বজ-মাত্র দেখিলেন দূরে।

প্রবেশিলা প্রভু নিজ-আনন্দ-সাগরে ॥৪০৫॥

অকথ্য অদ্ভুত প্রভু করেন হুকার।

বিশাল গর্জন কম্প সর্ব-দেহ-ভার ॥৪০৬॥

প্রাসাদের দিকে মাত্র চাহিতে চাহিতে।

চলিলেন প্রভু শ্লোক পড়িতে পড়িতে ॥৪০৭॥

শ্রীমুখের অর্ধ শ্লোক শুন সাবধানে।

যে লীলা করিলা গৌরচন্দ্র ভগবানে ॥৪০৮॥

সুতরাং 'শ্রেষ্ঠ' বুদ্ধিতে আশি কাহারও পূজা কবি না।
আমার 'অংশ' বলিয়াই লোকশিক্ষার্থ আমি রুদ্রাদি-
দেবতার পূজার আদর্শ প্রদর্শন কবি। ব্রহ্মা এই স্থলেই
রুদ্রকে বলিয়াছিলেন,—বিষ্ণুই ব্রহ্মা ও রুদ্র—সকলের
অন্তর্ধ্যামী। যথা;—“বিষ্ণু তোমাব, আমাব ও অপব
দেহিসমূহেব অন্তর্ধ্যামী। তাঁহাকে কেহই কোনরূপে
অক্ষজ্ঞ জানেব বিষয়ীভূত কবিতো পাবে না।”

শ্রীবামচন্দ্র জগতে বৈষ্ণববব শিবের পূজা-প্রচারার্থ
শিবপূজাব অভিনয় প্রদর্শন কবিয়াছেন বলিয়া যদি
শিবই পরমেশ্বর হন, আর শ্রীবামচন্দ্র তদধীন হন, তাহা
হইলে শ্রীবামচন্দ্র সমুদ্রের পূজা কবিয়াছিলেন বলিয়া
সমুদ্রকেও 'পরমেশ্বর' বলিতে হয়। এইরূপ কোথাও
কোথাও ভগবৎপার্বদগণ যে দেবতাস্তরের পূজাষ অভিনয়
কবিয়াছেন, তত্তৎস্থলেও বিষ্ণুধীন তত্তদ দেবতাব পূজা-
প্রচারার্থ জানিতে হইবে। ইহা শ্রীভগবৎপার্বদবর্ণন
“বিষ্ণুব অধীন সমস্ত দেবতা”—ইহা প্রচারার্থ লীলাযাত্র।
উহা কখনই সিদ্ধান্তকক্ষায় আরুঢ় হইতে পারে না।
ভগবান্ বিষ্ণুই—সর্বেশ্বর। তিনি যে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা,
প্রলয়কর্তা রুদ্রের স্ভার জগতের স্থিতি বিধান কবেন তাহা
চৌবমধ্যে প্রতিষ্ট রাজ্যবস্ত্র জগতের কার্য্যেব জ্ঞাতা হাব
দেবতাগণের মধ্যে প্রবেশ যাত্র। প্রকৃতপক্ষে ব্রহ্মা ও রুদ্র
বিষ্ণুই শক্তিতে সৃষ্টি ও প্রলয়কার্য্যে সামর্থ্য লাভ
করেন। সুতরাং বিষ্ণুই ব্রহ্ম-রুদ্রাদি-দেবতাব নিত্য
আরাধ্য।

নারায়ণাদীনি নামানি বিনাশ্তানি স্বনামানি ক্রু-
গাদিত্যো দদাবিতি চোক্তং স্বান্দে;—

“স্বতে নারায়ণাদীনি নামানি পুরুষোত্তমঃ।

প্রাদাদচ্ছত্ৰ ভগবান্ বাজেবার্হ স্বকং পুংস্”

কপালিনস্ত শিবস্ত যোবরূপতা মুমুকুহেয়তা চ স্মৃতা—

“মুমুকুবো যোবরূপান্ হিহা ভূতপতীনথ।

নারায়ণকলাঃ শাস্তা ভক্তস্তি হনন্যবঃ”

(সিদ্ধান্তবন্ধু, ৩য় পাদ ১৩১৪)

স্বল্পপুবাণে উক্ত হইয়াছে যে, ভগবান্ বিষ্ণু 'নারায়ণ'
প্রভৃতি কয়েকটা নাম ভিন্ন স্বকীয় নামসমূহ ব্রহ্মরুদ্রাদি
দেবগণকে প্রদান কবিয়াছেন। যেমন, বাজা নিজ বাজধানী
ব্যতীত অচ্ছাত্র নগরসমূহ অমাত্য-ভৃত্য-প্রভৃতিকে বাসার্থ
প্রদান করেন, তদ্রূপ স্ববাট পুরুষোত্তম ভগবান্ বিষ্ণুও
স্বকীয় বিশেষ কয়েকটা নাম ভিন্ন অপরাপব নামগুলি
অচ্ছাত্র দেবতাকে ব্যবহারার্থ প্রদান কবিয়াছেন।

রুদ্রের যোবরূপত্ব ও মুমুকুহেয়ত্বই প্রসিদ্ধ আছে।
এজন্ত শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে,—অস্বহারহিত মুমুকুগণ
অর্থাৎ নিম্নবংসর সাধুগণ যোবরূপ ভূতপতিসকলকে পরিত্যাগ
পূর্বক শ্রীনারায়ণের শাস্তকলাসমূহেব ভজন করিয়া থাকেন।

পূর্বেই ব্যাসদেবের বাক্য উদ্ধার কবিয়া প্রদর্শিত
হইয়াছে এবং শ্রীচৈতন্যভাগবততত্ত পৌরাণিক আখ্যায়িকা
হইতে প্রমাণিত হইয়াছে যে, শ্রীভুবনেশ্বর যোবরূপ
রুদ্রমূর্তি বা লিঙ্গসামান্তে দ্রষ্টব্য নহেন। শ্রীভুবনেশ্বর শুদ্ধ
বৈষ্ণবগণের বিচারে 'শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়তম ও শ্রীকৃষ্ণ' হইতে
অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণগণ বৈষ্ণবগণ শ্রীভুবনেশ্বরকে শ্রীগোপালিনী
শক্তিরূপে বিচার করিয়া তাঁহাব নিকট শ্রীরাধাগোবিন্দেব
সুগলসেবা প্রার্থনা করেন ॥৩৯৯॥

তথা হি—

“প্রাসাদাগ্রে নিবসতি পুরঃ শ্বেতবস্ত্রারবিন্দো

নানালোক্য শ্রিতসুবদনো বালগোপালমূর্তিঃ ॥৪০৯॥

প্রভু বলে,—“দেখ প্রাসাদের অগ্রমূলে।

হাসেন আমারে দেখি শ্রীবাল-গোপালে ॥”৪১০॥

এই শ্লোক পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পড়িয়া।

আছাড় খায়েন প্রভু বিবশ হইয়া ॥৪১১॥

সে দিনের যে আছাড়, যে আশ্তি-ক্রন্দন।

অনন্তের জিহ্বায় সে না যায় বর্ণন ॥৪১২॥

দণ্ডবতেব সহিত পথ-অতিক্রম—

চক্র প্রতি দৃষ্টিমাত্র করেন সকলে।

সেই শ্লোক পড়িয়া পড়েন ভূমি-তলে ॥৪১৩॥

এই মত দণ্ডবৎ হইতে হইতে।

সর্বপথ আইলেন প্রেম প্রকাশিতে ॥৪১৪॥

ইহায়ে সে বলি প্রেমময় অরতার।

এ শক্তি চৈতন্য বহি অগ্রে নাহি আর ॥৪১৫॥

পথে যত দেখয়ে স্নকৃতি মরগণ।

তা'রা বলে,—“এই ত সাক্ষাৎ নারায়ণ ॥” ৪১৬॥

তথ্য। প্রকাষান্তর্গত দেবগণ—আম্রমূলস্থ পশ্চিমা-
তিমুখে ‘একাম্রক’-নামক শিব বিবাজমান। উত্তরদিকে
একাদশলক্ষলিঙ্গাধিপ ‘উগ্রেশ্বর’ শিবলিঙ্গ, তৎপরে অগ্র-
ভাগে ‘বিশ্বেশ্বর’ লিঙ্গ। গণনাপের পশ্চিমে নন্দী ও
মহাকাল। ইহা বা দুইজন চিত্রগুপ্ত কর্তৃক পূজিত
হইয়াছিলেন; এইজন্য ‘চিত্রগুপ্তেশ্বর’ নামে বিখ্যাত।
তদ্বিকটে ‘শবদেব’ লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। নৈঋত কোণে
নবলক্ষাধিপ ‘লঙ্কাকেশ্বর’ শিব, তৎসমীপেই ‘শক্রেশ্বর’
শিব বিবাজিত।

অষ্টায়তন প্রথমায়তনে বিষ্ণুবোবাব, শ্রীঅনন্তবাসুদেব,
পুরুষোত্তম, পদহাবা, তীর্থেশ্বর ও অষ্টমূর্তিসূক্ত ভুবনেশ্বর।
দ্বিতীয় আয়তনে কপিলকুণ্ড, পাপনাশন-কুণ্ড, যৈত্রেয় ও
বারুণেশ। তদনন্তর পাপনাশন তীর্থ।

ঐ পাপনাশন কুণ্ডের দক্ষিণভাগে ঈশানেশ্বর নামক
শিব বিবাজিত। তাহার বায়ুকোণে ‘যমেশ্বর’ লিঙ্গ
অবস্থিত। তৃতীয় আয়তনে ‘গঙ্গেশ্বর’ লিঙ্গ বিবাজমান।
পূর্বদিকে কিঞ্চিৎ ঈশান কোণে শতধনু দূবে গঙ্গা-যমুনা
প্রবাহিত। সত্যযুগে গঙ্গা ও যমুনা ভুবনেশ্বরকে দেখিতে
অভিলাষ কবিতা ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হন এবং
চতুর্দেব-মন্ত্র দ্বারা ভুবনেশ্বরের স্তব করিয়া থাকেন।
ভুবনেশ্বর তাঁহাদের স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদের আকাঙ্ক্ষার
বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা একাম্রক ক্লেবে নিত্য
বাসেব অভিলাষ জ্ঞাপন করেন। শ্রীভুবনেশ্বর গঙ্গা ও
যমুনাকে অগ্নিকোণে পৃষ্ঠভাগে স্থান প্রদান করিলেন। ঐ
দুই তীর্থে স্থান দ্বারা গঙ্গা ও যমুনা-মানের ফলস্বরূপ

বিশুভক্তি লাভ হয়। এই তৃতীয় আয়তনে ‘দেবীপদতীর্থ’ও
বিরাজিত। দেবীপদ-তীর্থ সম্বন্ধে পৌরাণিক আখ্যানিকা
পুর্বেই উক্ত হইয়াছে। পার্বতীদেবী ‘কৃষ্টি’ ও ‘বান’
নামক অশ্রবধরকে বধ কবিতা যে উত্তম হ্রদ নির্মাণ করেন,
তাহাই ‘দেবীপদ’-তীর্থ নামে বিখ্যাত হয়। ফলস্বরের
শুরাষ্টমীতে ঐ দেবীপদতীর্থে স্থান কবিতা গোপালিনীর
অর্চনা কবিলে অভীষ্ট লাভ হয়। ঐ তীর্থেব অগ্নিকোণে
বিশ্বকর্মা-নির্মিত মন্দিরে শ্রীলক্ষ্মীদেবী যে লিঙ্গ স্থাপন
কবিতাছেন, তাহা ‘লক্ষ্মীশ্বর’ নামে বিখ্যাত। চতুর্দশায়তনে
‘কোটিতীর্থ’ ও ‘কোটিশ্বর’ বিরাজিত। দেবতাগণ
ভুবনেশ্বরে আসিয়া মন্দির নির্মাণ করিতে উদ্যোগ করিলে
শ্রীভুবনেশ্বর আকাশবাণী মধ্যে তাঁহাদিগকে ঈশান কোণে
যজ্ঞ করিতে আদেশ দিলেন। দেবতাগণ তদনুসারে সেই
স্থানে মন্দির নির্মাণ করাইয়া যথাবিধি প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞ, হোম,
স্তব প্রভৃতি কবিলে ভুবনেশ্বর প্রসন্ন হইয়া বরদানে উদ্বৃত্ত
হইলেন। তখন দেবগণ ‘যজ্ঞকুণ্ড তীর্থে পরিণত হউক’—
এইরূপ প্রার্থনা করিয়া অভীষ্ট লাভ কবিলেন। ইহাই
‘কোটিতীর্থ’ নামে প্রসিদ্ধ হইল। এই কোটিতীর্থে
স্থানাদি করিলে পরমা গতি লাভ হয়। চতুর্দশায়তনে
‘স্বর্ণজলেশ্বর’ নামক শিবলিঙ্গ বিরাজিত। বিষ্ণুতীর্থে
ঈশানকোণে ৭০ ধনু অন্তরে স্বর্ণজলেশ্বরলিঙ্গ। সেই
লিঙ্গের নিকটে মহেশ্বরের স্তানার্ধ অলাভাব কুণ্ড প্রকাশিত
হইয়াছে। সেই কুণ্ডে ‘স্বর্ণেশ্বর’ বিরাজিত।

ভুবনেশ্বরের ঈশানকোণে শতধনু দূরে পঞ্চাশৎ ধনু
বিস্তৃত স্বর্ণেশ্বর তীর্থ। তথায় ‘স্বর্ণেশ্বর’ মহাদেব বিরাজ-

চতুর্দিকে বেড়িয়া আইসে ভক্তগণ।
আমল ধারায় পূর্ণ সবার নয়ন ॥৪১৭॥
সবে চারিদিক পথ প্রেমের আবেশে।
প্রহর-তিমের্তে আসি হইল প্রবেশে ॥৪১৮॥

আঠারনালায় আগমনমাত্র ভাবসম্বরণ—
আইলেন মাত্র প্রভু আঠার নালায়।
সর্ব ভাব সম্বরণ কৈলা গোর-রায় ॥৪১৯॥
শির হই' বসিলেন প্রভু সবা' ল'য়া।
সবারে বলেন অতি বিনয় করিয়া ॥৪২০॥

ভক্তগণেব প্রতি কৃতজ্ঞতা-জ্ঞাপন-লীলা—
‘ভোমরা ত’ আমার করিলা বন্ধু-কাজ।
‘দেখাইলা আনি অগ্নিগ্নাথ মহারাজ ॥৪২১॥
প্রভুর একাকী পূবী-প্রবেশে অভিলাস—
এবে আগে ভোমরা চলহ দেখিবারে।
আমি বা যাইব আগে, তাহা বল মোরে ॥’ ৪২২॥

মান। ইহাব নিকটেই ‘সিদ্ধেশ্বর’, ‘মুক্তেশ্বর’, ‘স্বর্ণজলেশ্বর’,
‘পূর্ণমেশ্বর’, ‘আশ্রিতকেশ্বর’, ‘ব্রহ্মেশ্বর’, ‘মেঘেশ্বর’,
‘কৈদারেশ্বর’, ‘চক্রেস্বর’, ‘বিশ্বেশ্বর’ ও ‘কপিলেশ্বর’।
ইহাদের অর্চন কবিলে বিফল লাভ হয়। সিদ্ধেশ্বরের
অগ্নিকোণে দক্ষিণমুখ শিব ‘কৈদারেশ্বর’ নামে প্রসিদ্ধ।
সিদ্ধেশ্বরের পূর্বদিকে ‘চক্রেস্বর’ নামক শিব, তদনন্তর
‘যজ্ঞেশ্বর’ বা ‘ইন্দ্রেস্বর’ শিব।

দেবতাগণ বিফলক্লিসহকারে লিঙ্গপূজা করিয়া
বিশ্বকর্মার দ্বারা প্রাসাদ নির্মাণ করাইগেন। তাহাতে
ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া ঐ লিঙ্গে বিফলপ্রিয়তম শিবের সান্নিধ্য
ও বিফলসেবায় সিদ্ধিদান-হেতু লিঙ্গের নাম ‘সিদ্ধেশ্বর’ হইবে,
এই বর প্রদান করেন। এই ‘সিদ্ধেশ্বর’ লিঙ্গের ২০০ ধনু
দূরে সিদ্ধিদায়ক ‘সিদ্ধাশ্রম’ রহিয়াছে। তদ্রিক্তে ‘মুক্তেশ্বর’
শিব প্রতিষ্ঠিত। মুক্তেশ্বরের সমীপে ‘সিদ্ধকুণ্ড’ দক্ষিণে
‘পূর্ণকুণ্ড’। সিদ্ধেশ্বরের দক্ষিণে কৈদারেশ্বর। তৎপার্শ্বে
গৌরী দেবী। নিকটে ‘গৌরীকুণ্ড’ বিরাজিত। হিমালয়
ঐ লিঙ্গের পূজা করায় উহার নাম ‘হেমকৈদার’ হইয়াছে।
ঐ লিঙ্গের পশ্চিমে, দক্ষিণে ও উত্তরে তেজোময় জলধারা
নিগত হইয়া থাকে। উক্ত ষড়লিঙ্গের সমুদ্রে ভবগীর্থা—

মুকুল বলেন, তবে “ভুমি আগে যাও।”
‘ভাল’, বলি চলিলেন শ্রীগোরাঙ্গ-রাও ॥৪২৩॥

পূরীর ভিতরে—
মন্তসিংহ গতি জিনি চলিলা সখর।
প্রবিষ্ট হইল আসি পূরীর ভিতর ॥৪২৪॥
প্রবেশ হইলা গোরচন্দ্র নীলাচলে।
ইহা যে শুনয়ে সেই ভাসে প্রেম-জলে ॥৪২৫॥

সার্বভৌম ভট্টাচার্যের অগ্নিগ্নাথ-দর্শন—
ঐশ্বর-ইচ্ছায় সার্বভৌম সেইকালে।
অগ্নিগ্নাথ দেখিতে আছেন কুতূহলে ॥৪২৬॥

মন্দিরের অগ্নিগ্নাথ-দর্শনে—
হেনকালে গোরচন্দ্র অগ্নি-জীবন।
দেখিলেন অগ্নিগ্নাথ, স্তম্ভজা, সর্বধন ॥৪২৭॥
দেখি মাত্র প্রভু করে পরম হৃদ্যারে।
ইচ্ছা হৈলা অগ্নিগ্নাথ কোলে করিবারে ॥৪২৮॥

ইহাব নিকটে ‘শান্তিশিব’, ‘শান্তেশ্বর’ এবং ‘দৈত্যেশ্বর’
নামে তিনটি রুদ্রলিঙ্গ মন্দিরগণের দ্বারা পূজিত হন। হিরণ্য-
কশিপু নিকটে আকাশবাণী হইয়াছিল,—‘সিদ্ধেশ্বরের
নিকটে পশ্চিম ভাগে দৈত্যপূজিত ‘দৈত্যেশ্বর’ শিবের পূজা
কবা।’ সিদ্ধেশ্বরের পূর্বভাগে ইন্দ্র-পূজিত ইন্দ্রেস্বর।
পঞ্চমায়তনে ব্রহ্মযজ্ঞ হইতে আবিস্কৃত ‘ব্রহ্মেশ্বর’ লিঙ্গ ও
‘ব্রহ্মকুণ্ড’। কুন্তিবাসের ১১০ ধনু অন্তরে ঈশানকোণে
(কিছু অগ্নিকোণে) ‘গোকর্ণেশ্বর’। ‘সুগেণ’ ও
‘গোকর্ণেশ্বর’ এই লিঙ্গের পূজা করিতেন। তৎসমীপেই
‘উৎপলেশ্বর’ ও ‘আশ্রিতকেশ্বর’ লিঙ্গ। যষ্ঠায়তনে ‘মেঘেশ্বর’
লিঙ্গ বিরাজিত। কলরুদ্রের ঈশানভাগে ১৭০০ ধনু দূরে
লিঙ্গ স্থাপনপূর্বক মেঘগণ শিবপূজা করিয়াছিল বলিয়া এই
লিঙ্গ ‘মেঘেশ্বর’ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ইহাব পশ্চিমে
কিছু দূরকোণে ভাস্করপূজিত ‘ভাস্করেশ্বর’ লিঙ্গ। ১৫০০
ধনু দূরে মহাদেব ও সূর্য্য নিত্য সম্মিহিত আছেন। ইহার
পশ্চিমে ৮০০ ধনু অন্তরে ‘কপালমোচন’ শিব। সপ্তমায়তনে
অলাবতীর্থা। ইন্দ্রের সম্মুখ ঈশানকোণে সপ্তম দৈববর্ষব্যাপী
তপস্ভাচরণ করিলে ভুবনেশ প্রসন্ন হইয়া ‘উক্ত বিশ্রাম
ভিক্ষাপাত্র ও জলাধার (অলাবু) তীর্থে পরিণত হউক’,—

লক্ষ দেন বিশ্বস্তর আনন্দে বিহ্বল ।

চতুর্দিকে ছুটে সব নয়নের জল ॥৪২৯॥

প্রভুর আনন্দ-মূর্ত্তা—

ক্ষণেকে পড়িলা হই' আনন্দে মূচ্ছিত ।

কে বুঝে এ ঈশ্বরের অগাধ চরিত ॥৪৩০॥

অজ পড়িহারী প্রভুকে মারিতে উত্তত হইলে

সার্কভোমেব নিবাবণ—

অজ পড়িহারী সব উঠিল মারিতে ।

আথে-বাথে সার্কভোম পড়িলা পৃষ্ঠেতে ॥৪৩১॥

সার্কভোমেব বিষয় ও বিচার—

হৃদয়ে চিন্তেন সার্কভোম মহাশয় ।

“এত শক্তি মানুষের কোন কালে নয় ॥৪৩২॥

এ হুকার এ গর্জন এ প্রেমের ধার ।

যত কিছু অলৌকিক শক্তির প্রচার ॥৪৩৩॥

এই জন হেন বুঝি—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।”

এই মত চিন্তে' সার্কভোম অতি ধৃঢ় ॥৪৩৪॥

সার্কভোম-নিবারণে সর্ব পড়িহারী ।

রহিলেন দূরে সবে মহা ভয় করি ॥৪৩৫॥

প্রভু সে হইয়া আছেন অচেতন-প্রায় ।

দেখি' মাত্র জগন্নাথ-নিজপ্রিয়-কায় ॥৪৩৬॥

কি আনন্দে মগ্ন হৈলা বৈকুণ্ঠ ঈশ্বর ।

বেদেও এ সব তব জানিতে দুষ্কর ॥৪৩৭॥

শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীগৌরচন্দ্র অভিন্ন-স্বরূপ—

সেই প্রভু গৌরচন্দ্র চতুর্ক্যূহ-রূপে ।

আপনে বসিয়া আছে সিংহাসনে সুখে ॥৪৩৮॥

ঈশ্বরের অচিন্ত্যলীলা—

আপনেই উপাসক হই' করে ভক্তি ।

অতএব কে বুঝে ঈশ্বরের শক্তি ॥৪৩৯॥

প্রভুই নিজতত্ত্বের মর্মজ্ঞ—

আপনার তত্ত্ব প্রভু আপনে সে জানে ।

বেদে, ভাগবতে এই মত সে বাখানে ॥৪৪০॥

জীবের উদ্ধারার্থ বেদেব লীলা-গান—

তথাপি যে লীলা প্রভু করেন যখনে ।

তাঁহা কহে বেদে জীব-উদ্ধার কারণে ॥৪৪১॥

প্রভু বৈষ্ণবাবেশ-লীলা—

মগ্ন হইলেন প্রভু বৈষ্ণব-আবেশে ।

বাছ দূরে গেল প্রেমসিদ্ধু-মাকৈ তাঁসে ॥৪৪২॥

এইরূপ বব প্রদান করিলেন। অলাব হস্তদ্বাৰা স্পর্শ কবায় তাঁহা দিব্য হৃদে পবিত্র হইল। তাহাব দক্ষিণ ভাগে ‘ঐত্তবেশ’। কেদাবেব পশ্চিমে ঐত্তবেশব—ভাস্বব মূর্ত্তি, কপালে চন্দ্রলেখা, ত্রিলোচন, গ্রহনক্ষত্রমালাযুক্ত, চিত্তাভাস-ভূষণ, সর্পশোভিত গাত্র, বিকট বদন, দিগ্‌দমন। সন্নিকটে মাংসশোণিতপ্রিয়া মদোন্মত্তা কোটবাঙ্কা, বিরূপলোচনা, তুণ্ডগীতপ্রদায়কা তিনটা যোগিনী অবস্থিত। বশিষ্ঠ ও বামদেব এই স্থানে বাস করেন, এইরূপ শ্রুত হয়। ইহাব নিকটে ‘ভীমেশ’ নামক লিঙ্গ বিবাজিত আছেন, তিনি সকলের ভয় হবণ কবেন। ঐ মতনে “অশোক ‘ঈব’ নামক রামকুণ্ড অশ্বমেধ যজ্ঞ হইতে উদ্ধৃত। ‘বামেশব’, ‘সীতেশব’, ‘হুম্মদীশব’, ‘লক্ষণেশব’, ‘ভবতেশব’, ‘শত্রুঘ্নেশব’, লবেশব, ‘গৌসহস্রেশব’ প্রভৃতি লিঙ্গ বিবাজিত ॥ ৪০১ ॥

কমলপুর—(চৈঃ চঃ মধ্য ৫।১৪১ সংখ্যা) “কমলপুরে আসি’ ভার্গী নদী ঘান কৈল।” এই গ্রাম হইতে শ্রীজগন্নাথ-

দেবের শ্রীমন্দিরের ধ্বজা দর্শন হয়। পুখী জিলাব অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম ॥ ৪০৪ ॥

অম্বয়। প্রাসাদাগ্রে (প্রাসাদদ্বাগ্রভাগে উপরীত্যর্থঃ)

পুরঃ (মম সম্মুখে) মাম্ আলোক্য (দৃষ্ট্বে) স্মিতসুবদনঃ (স্মিতেন মন্দহাসেন সুবদনঃ স্মদরবদনঃ) শ্বেববজ্রাববিন্দঃ (শ্বেবং বিকসিতং বজ্রাববিন্দং মুখকমলং যন্ত তাদৃশঃ) বালগোপালমূর্ত্তিঃ (বালগোপালরূপঃ শ্রীকৃষ্ণঃ) নিবসতি (তিষ্ঠতি) ॥ ৪০২ ॥

অম্ববাদ। ঐ দেখ, প্রাসাদেব উপরিভাগে বিকসিত

কমলবদন বালগোপালরূপী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আমাকে দেখিয়া মন্দমধুব হাস্তদ্বারা শ্রীমুখের শোভা বিস্তার করিতে করিতে অবস্থান করিতেছেন ॥ ৪০২ ॥

* প্রাসাদের অগ্রমূলে—হঃ ভঃ বিঃ ১২-২০ বিলাস ভ্রষ্টব্য) ॥ ৪১০ ॥

কমলপুর হইতে জগন্নাথ মন্দির চারিদিকাকালের ভ্রমণ-

সার্কভৌম-কর্তৃক পাণ্ডুবিজয়ের দৃত্যগণের সাহায্যে
মুচ্ছিত প্রভুকে হরিধ্বনি-মুখে নিজগৃহে আনয়ন—
আবরিয়া সার্কভৌম আছেন আপনে ।
প্রভুর আনন্দমূর্ত্তি না হয় খণ্ডনে ॥৪৪৩॥
শেষে সার্কভৌম মুক্তি করিলেন মনে ।
প্রভু লই’ যাইবারে আপন ভবনে ॥৪৪৪॥
সার্কভৌম বলে,—“ভাই পড়িহারিগণ !
সবে তুলি লহ এই পুরুষ-রতন ॥” ৪৪৫॥
পাণ্ডু-বিজয়ের যত নিজ দৃত্যগণ ।
সবে প্রভু কোলে করি’ করিলা গমন ॥৪৪৬॥
কে বুঝিবে ঈশ্বরের চরিত্র গহন ।
হেমরূপে সার্কভৌম-মন্দিরে গমন ॥৪৪৭॥

নিত্যানন্দাদি ভক্তগণের সিংহদ্বারে আগমন এবং

প্রভু ব পশ্চাতে গমন—

চতুর্দিকে হরি-ধ্বনি করিয়া করিয়া ।
বহিয়া আনেন সবে হরিষ হইয়া ॥৪৪৮॥
হেনই সময়ে সর্ব ভক্ত সিংহ-দ্বারে ।
আসিয়া মিলিলা সবে হরিষ-অস্তরে ॥৪৪৯॥

পথ গাত্র । কিন্তু প্রভু প্রেয়াবশে দণ্ডবৎ করিতে করিতে
তথায় আসিয়া পৌছিতে তিনপ্রহর অর্থাৎ ২২।০ দণ্ডকাল
যাপন করিলেন ॥৪৮৮॥

তথ্য । আঠাব নালা—পুরী নগরের প্রবেশের যে
সেতু আছে, তাহাব নাম আঠার নালা । পুরীতে প্রবাহিত
কুজ নদী বা বিলের উপর সাকটাব আঠারটি খিলান আছে
বলিয়া উহাব ঐরূপ নাম হইয়াছে ॥৪৮৯॥

পড়িহারিগণ—শ্রীমন্দিরের যাত্রিগণের সেবাপরাধের
শালনকর্তা । নিতান্ত মূঢ় পড়িহারিগণ মন্দিরের অভ্যন্তরে
শ্রীগৌবন্মন্দিরের আনন্দমূর্ত্তিবেশগমনকে অপরাধ বিচার
করিয়া তাঁহাকে প্রহার করিতে উদ্রত হইলে সার্কভৌম
উহাদিগকে নিবেদন করিলেন ॥৪৯০॥

পড়িহারী—[সং প্রতীহারীর অপভ্রংশ] প্রতীহারী
অস্ত্র-পুরুষ ॥৪৯০॥

বাসুদেবঃ সৰ্বধনঃ প্রহ্লাদঃ পুরুষঃ শ্রমঃ অনিষ্টক ইতি
ব্রহ্মন মূর্ত্তিব্যুহোহভিধীয়তে ॥ (ভাঃ ১২।১১২১) ॥৪৯১॥

পরম অভূত সবে দেখেন আসিয়া ।
পিপীলিকা-গণ যেন অন্ন খায় ল’য়া ॥৪৯০॥
এই মত প্রভুরে অনেক লোক ধরি’ ।
লইয়া যানেন সবে মহানন্দ করি’ ॥৪৯১॥
সিংহদ্বারে নমস্করি’ সর্বভক্তগণ ।
হরিষে প্রভুর পাছে করিলা গমন ॥৪৯২॥
লোকগণ-নিবারণার্থ সার্কভৌম-গৃহের দ্বারবন্ধ—
সর্ব-লোকে ধরি’ সার্কভৌমের মন্দিরে ।
আনিলেন, কপাট পড়িল তাঁ’র দ্বারে ॥৪৯৩॥
ভক্তগণের সার্কভৌম-গৃহে প্রভু-সহ-মিলন—
প্রভুরে আসিয়া যে মিলিলা ভক্তগণ ।
দেখি’ হইলা সার্কভৌম হরষিত-মন ॥৪৯৪॥
যথায়োগ্য সম্ভাষা করিয়া সব’ সনে ।
বসিলেন, সন্দেহ ভাঙ্গিল ভক্তগণে ॥৪৯৫॥
বড় সুখী হইলা সার্কভৌম মহাশয় ।
আর তাঁর কিবা ভাগ্যফলের উদয় ॥৪৯৬॥
যা’র কীর্ত্তি-মাত্র সর্ব বেদে ব্যাখ্যা করে ।
অন্যায়সে সে ঈশ্বর আইলা মন্দিরে ॥৪৯৭॥

তিনটা শ্রীবিগ্রহের সহিত শ্রীগৌরমন্দির লক্ষ দিয়া যত্ন-
বেদীতে উঠিয়া পণ্ডায় চতুর্বাহু বিচাব উপস্থিত হইল ।
এহলে শ্রীগৌবন্মন্দির আপনাকে উপাসক বিচার করিয়া-
ছিলেন, পবনু মায়াবাদীর ছায় আপনাকে উপাস্ত বিচার
করেন নাই ॥৪৯৯-৪৯০॥

দ্যুপত্য এব তে ন যযুরন্তমনস্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাস্ত-
নিচয়া নহু সাবরণাঃ । (ভাঃ ১০।৮৭।৪১) ॥৪৯০॥

জগন্নাথদেবের রথারোহণ-কালে যেরূপ পাণ্ডু-বিজয়
হইয়া থাকে, তদ্রূপ মুচ্ছিত শ্রীগৌবন্মন্দিরকে জগন্নাথ-
সেবকগণ তোলাতুলি করিয়া সার্কভৌমের আবাসে
রাখিয়া আসিলেন ॥৪৯১॥

সর্বং পুমান্ বেদ গুণাংস্ তজ্জ্ঞো ন বেদ সর্বজ্ঞম-
নস্তমীড়ে ॥ (ভাঃ ৬।৪২৫) বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে
ভারতে তথা । আদ্যন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সর্বত্র গীযতে ॥
মহাভারত স্বর্গারোহণ পর্ক ৬।৯৩ (হরিবংশ ভবিষ্যৎপর্ক
১৩২।২৫) ॥৪৯৭॥

সার্কভোমের নিত্যানন্দ-পদধূলি-গ্রহণ—
‘নিত্যানন্দ দেখি’ সার্কভোম মহাশয়।
লইলা চরণ-ধূলি করিয়া বিনয় ॥৪৫৮॥

সার্কভোমের লোকের সহিত ভক্তগণের
জগন্নাথ-দর্শনে গমন—

‘মমুয়া দিলেন সার্কভোম সবা’ সনে।
চলিলেন সবে জগন্নাথ-দরশনে ॥৪৫৯॥

প্রদর্শকের উক্তি—

যে মমুয়া যায় দেখাইতে জগন্নাথ।
নিবেদন করে সে করিয়া ঘোড়-হাত ॥৪৬০॥
‘স্থির হই’ জগন্নাথ সবেই দেখিবা।
পূর্ব-গোসাঞির মত কেহ না করিবা ॥৪৬১॥
কিরূপ তোমরা, কিছু না পারি বুঝিতে।
‘স্থির হই’ দেখ, তবে যাই দেখাইতে ॥৪৬২॥
যেরূপ তোমার করিলেন এক জমে।
জগন্নাথ দৈবে রহিলেন সিংহাসনে ॥৪৬৩॥
বিশেষে বা কি কহিব যে দেখিল তান।
সে আছাড়ে অন্নের কি দেহে রহে প্রাণ ॥৪৬৪॥
এতেকে তোমরা সব—অচিন্ত্যকথন।
সম্মরিয়া দেখিবা, করিহু নিবেদন ॥৪৬৫॥

ভক্তগণের প্রত্যুত্তর—

‘শুনি’ সবে হাসিতে লাগিলা ভক্তগণ।
‘চিন্তা নাহি’ বলি, সবে করিলা গমন ॥৪৬৬॥
ভক্তগণের চতুর্কূহ জগন্নাথ-দর্শন, বন্দন, প্রদক্ষিণাদি—
আসি’ দেখিলেন চতুর্কূহ জগন্নাথ।
প্রকট-পরমানন্দ ভক্ত-বর্গ-সাথ ॥৪৬৭॥
দেখি, সবে লাগিলেন কনিষ্ঠে ক্রন্দন।
দণ্ডবৎ প্রদক্ষিণ করেন ॥৪৬৮॥

পুত্রারী ব্রাহ্মণ-কর্তৃক ভক্তগণের কণ্ঠে

প্রসাদ-মালা-প্রদান—

প্রভুর গলার মালা ব্রাহ্মণ আনিয়া।
দিলেন সবার গলে সন্তোষিত হইয়া ॥৪৬৯॥

ভক্তগণের সার্কভোম-গৃহে প্রত্যাবর্তন—

আজ্ঞা-মালা পাইয়া সবে সন্তোষিত-মনে।
আইলা সবারে সার্কভোমের ভবনে ॥৪৭০॥

প্রভু তখনও অন্তর্দর্শায় নিমগ্ন—

প্রভুর আনন্দ-মূর্ছা হইল যেমতে।
বাছ নাহি তিলেক, আছেন সেই মতে ॥৪৭১॥

প্রভুপদতলে উপবিষ্ট সার্কভোম ও

ভক্তগণ-কর্তৃক নাম-কীর্তন—

বসিয়া আছেন সার্কভোম পদ-তলে।
চতুর্দিকে ভক্তগণ ‘রামকৃষ্ণ’ বলে ॥৪৭২॥

তিন প্রহরেও প্রভুর বাহদশা প্রকাশিত নহে—
অচিন্ত্য অগম্য গৌরচন্দ্রের চরিত।
তিন-প্রহরেও বাছ নহে কদাচিত ॥৪৭৩॥

প্রভুর বাছপ্রকাশ—

কণ্ঠকে উঠিলা সার্ক-জগত-জীবন।
হরি-ধনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ ॥৪৭৪॥

প্রভুর নিজ-বৃত্তান্ত ভক্তগণকে জিজ্ঞাসা—
‘স্থির হই’ প্রভু জিজ্ঞাসেন সবা’ স্বামে।
“কহ দেখি আজি মোর কোন্ বিবরণে” ॥৪৭৫॥

নিত্যানন্দের আত্মপূর্বিক সকল কথা বর্ণন—
শেষে নিত্যানন্দ প্রভু কহিতে লাগিলা।
“জগন্নাথ দেখি মাত্র তুমি মূর্ছ। গোলা ॥৪৭৬॥
দৈবে সার্কভোম আছিলেন সেই স্থানে।

‘হরি’ তোমা’ আনিলেন আপন-ভবনে ॥৪৭৭॥
আনন্দ-আবেশে তুমি হই’ পরবশ।
বাছ না ভানিলা তিন-প্রহর দিবস ॥৪৭৮॥

প্রভুর নিকট সার্কভোমের পরিচয়-দান—
এই সার্কভোম নমস্করেন তোমায়ে।”
আথেব্যথে প্রভু সার্কভোমে কোলে করে ॥৪৭৯॥

সার্কভোমের প্রতি প্রভুর উক্তি—

প্রভু বলে,—“জগন্নাথ বড় কৃপাময়।
আনিলেন মোরে সার্কভোমের আলয় ॥৪৮০॥
পরম সন্দেহ চিন্তে আছিল আমার।
কিন্নপে পাইব আমি সংহতি তোমার ॥৪৮১॥

কৃষ্ণ তাহা পূর্ণ করিলেন অনায়াসে ।
এত বলি সার্বভৌমে চাহি প্রভু হাশে ॥৪৮২॥

অন্তর্দশার উপনীত হইবার পূর্ব-পর্যন্ত সার্বভৌমেব
নিকট নিজ আশ্রয়-কথন—

প্রভু বলে,—“শুন আজি আমার আশ্রয়ান ।
জগন্নাথ আসি’ দেখিলাও বিদ্যমান ॥৪৮৩॥
জগন্নাথ দেখি’ চিত্তে হইল আমার ।
ধরি’ আনি’ বক্ষ-মাকে খুই আপনার ॥৪৮৪॥
ধনিত্তে গেলাম যাত্র জগন্নাথ আমি ।
তবে কি হইল শেষে আর নাহি জানি ॥৪৮৫॥
দৈবে সার্বভৌম আজি আছিল। নিকটে ।
অতএব রক্ষা হৈল এ মহাসঙ্কটে ॥৪৮৬॥

প্রভু বরুড়ন্তস্তেব পশ্চাতে থাকিয়া

জগন্নাথ দর্শনে প্রতিজ্ঞা—

আজি হৈতে আমি এই বলি মড়াইয়া ।
জগন্নাথ দেখিবাও বাহিরে থাকিয়া ॥৪৮৭॥
অভ্যন্তরে আর আমি প্রবেশ নহিব ।
গরুড়ের পাছে রহি’ ঈশ্বর দেখিব ॥৪৮৮॥
ভাগ্যে আমি আজি না ধরিলু’ জগন্নাথ ।
তবে ত সঙ্কট আজি হইত আমাত ॥” ৪৮৯॥

নিত্যানন্দের প্রভুকে সানার্য অতুরোধ—

নিত্যানন্দ বলে,—“বড় এড়াইলে ভাল ।
বেলা নাহি এবে, স্নান করহ সকাল ॥” ৪৯০॥

নিত্যানন্দ-প্রাণ গোবচন—

প্রভু বলে,—“নিত্যানন্দ, সম্মুখিবা মোরে ।
এই আমি দেহ সমর্পিলাও তোমারে ॥” ৪৯১॥

মানান্তে প্রভুর সকলের সহিত উপবেশন—
তবে কত-ক্ষেপে স্নান করি’ প্রেমস্বখে ।

বসিলেন সবার সহিত হাত-মুখে ॥৪৯২॥

সার্বভৌম-কর্তৃক প্রভু বর নিকট বিচিত্র

মহাপ্রসাদ আনয়ন—

বহুবিধ মহাপ্রসাদ আনিয়া সত্বরে ।
সার্বভৌম খুইলেন প্রভুর গোচরে ॥৪৯৩॥
মহাপ্রসাদ নমস্কাব ও ভক্তগণসহ প্রভু প্রসাদ-সেবন—
মহাপ্রসাদে প্রভু করি’ নমস্কার ।
বসিলা ভুক্তিতে লই’ সর্ব পরিবার ॥৪৯৪॥

লোকশিক্ষক মহাপ্রভু বৈষ্ণবগণকে চর্য্যচর্যা

মহাপ্রসাদ-দানে অমুখ্য এবং স্বয়ং

সাধাবণ প্রসাদ-স্বীকার—

প্রভু বলে,—“বিস্তর লাফরা মোরে দেহ ।
পীঠাপানা ছেনাবড়া তোমরা সবে লহ ॥” ৪৯৫॥
এই মত বলি’ প্রভু মহা-প্রেম-রসে ।
লাফরা খায়েন প্রভু, ভক্ত-গণ হাশে ॥৪৯৬॥
জন্ম জন্ম সার্বভৌম প্রভুর পার্শ্ব ।
অমুখ্য অমুখ্য নাহি হয় এ সম্পদ ॥৪৯৭॥
সার্বভৌম কর্তৃক স্বর্ণ খালিতে প্রভুকে প্রসাদ-দান—
স্বর্ণ-খালিতে অন্ন আনিয়া আপনে ।
সার্বভৌম দেন, প্রভু করেন ভোজনে ॥৪৯৮॥

প্রভু ভোজন-বিলাস—

সে ভোজনে যতক হইল প্রেম-রস ।
বেদব্যাস বর্ণিবেন সে সব প্রসঙ্গ ॥৪৯৯॥
অশেষ কৌতুকে করি’ ভোজন-বিলাস ।
বসিলেন প্রভু, ভক্ত-বর্গ চারিপাশ ॥৫০০॥

মাধবভাষ্য (৩: ৫:) ১১১১০ ঈষৎ; এবমেব
মহাবাহ: কেশব সত্যবিক্রম:। অচিন্ত্যপুণ্ডরীকাক্ষো নৈব
কেবলমাদুৰ্ব্ব: ॥ ভারত শা: ২০৭।৪৯৯৪৭৩॥

চতুর্ক্য—ঐজগন্নাথ চতুর্ক্য-হাসক বাহুদেব তন্তু;
প্রহ্ম ও অনিরুদ্ধ তাঁহাতেই সংগৃহ ॥ ৪৬৭॥

তথ্য। প্রভু কহে,—“মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে
পীঠাপানা দেহ তুমি ইহা সবাকাবে ॥” (১: ৫: মধ্য
৬।৪০-৪৪) প্রভু কহে,—“মোরে দেহ লাফরা ব্যঞ্জনে ।
পীঠাপানা অমৃতগুটিকা দেহ ভক্তগণে ॥” (১: ৫: মধ্য
১২।১৬৭) ॥৪৯৫॥

বিবৃতি। সার্বভৌম স্বর্ণপাণ্ডে মহাপ্রভুকে ভোজন

নীলাচলে প্রভুর ভোজন মহারাজ ।
ইহার প্রবণে হয় চৈতন্যের সঙ্গ ॥৫০১॥
শেষখণ্ডে চৈতন্য আইলা নীলাচলে ।
এ আখ্যান শুনিলে ভাসয়ে প্রেম-জলে ॥৫০২॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নির্ভায়ামন্দ্যাদম জাম ।
বৃন্দাবনদাস তছু পদ-যুগে গান ॥৫০৩॥
ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে ভুবনেশ্বর-পুরুষোত্তমাত্মা-
গমনবর্ণনং নাম দ্বিতীয়োহধ্যায়ঃ ॥২॥

করাইলেন । অর্কটীন ব্যক্তিগণ মনে করিবে যে, সন্ন্যাসী
হইয়া ধাতুপাত্র তিনি কেন গ্রহণ করিলেন ? মুঢ় ভনগণ
ইতি “গোড়ীয়-ভাষ্যে” দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ।

সেব্যবস্তুকে নিজের গুণে সমান জ্ঞান কবে বলিয়া তাহা-
দের বিচার তাহাদিগকে নরকে গমন কবায় ॥৪৯৮॥

তৃতীয় অধ্যায়

তৃতীয় অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের মহাপ্রভু মায়ায়
বিনোদিত হইয়া মহাপ্রভুকে প্রথমে উপদেশদান, পবে
মহাপ্রভু রূপাপূরক সার্কভৌমের নিকট ষড়-ভুজ-
মূর্তিতে প্রকাশ ও সার্কভৌমের শব্দ এবং মহাপ্রভুকে মাংস-
পুবাণ পুরুষোত্তমরূপে অবধাবণ, প্রভু শ্রীপবমানন্দপুত্রী
সহিত মিলন, ভক্তবৃন্দেব সমাগম, শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীবলবাম
আলিঙ্গন-চেষ্টা, প্রভু শ্রীপবমানন্দপুত্রী-রূপে ভোগবতী
গন্ধা-আনয়ন, প্রভুর গোড়দেশে বিজয়পূরক বিজানগবে
বিজ্ঞাপ্যচম্পতি-গৃহে অবস্থান, কুলিয়া-গমন ও তথায়
অপরোধিগণের অপরাধ-ভঞ্জন, দেবানন্দ পণ্ডিতের ভাগবত-
ব্যাক্য প্রণালী-বিষয়ে প্রশ্নের উত্তরে মহাপ্রভু ভাগবত-
পাঠের প্রণালী ও ভাগবত-মহিমা-কীর্তন প্রভৃতি বিষয়
বর্ণিত হইয়াছে ।

একদিন নীলাচলে মহাপ্রভু সার্কভৌম ভট্টাচার্য্যের
নিকট আশ্রয়গোপন করিয়া দীনতা-জ্বলে স্বীয় কর্তব্য
জিজ্ঞাসা করিলে সার্কভৌম প্রভু মায়ায় বিনোদিত হইয়া
মহাপ্রভুকে জীব ও সন্ন্যাসী মাত্র মনে করিয়া নানা উপদেশ
প্রদান ও বৈষ্ণবধর্মে মায়াবাদ-সন্ন্যাস গ্রহণেব নিষেধ-
জনীয়তা প্রতিপাদন করিলেন । এতৎপ্রসঙ্গে জীব ও
ঈশ্বরে এক্যবাদ আচার্য্য শব্দের অন্তরের উদ্ভিষ্ট বিষয়
নাহে, তাহাও শ্রীশঙ্করবাক্য হইতে প্রমাণিত করিলেন ।

মহাপ্রভু দৈহজ্বলে কৃষ্ণাম্বুসন্ধান-নীলা-প্রদর্শনই তাঁহাব
সন্ন্যাস-গ্রহণের তাৎপর্য্য, তাহা জানাইলেন । সার্কভৌম
মহাপ্রভুকে আশ্রমে শ্রেষ্ঠমাত্র মনে কবিলেন । মহাপ্রভু
সার্কভৌম-সমিধান শ্রীমদ্ভাগবতের ‘আত্মাবাম’ শ্লোকের
অর্থ জিজ্ঞাসা কবিলে, সার্কভৌম তাহাব ত্রয়োদশ প্রকার
অর্থ কবিলেন । মহাপ্রভু সেই অর্থ স্পর্শ না কবিয়া
বহুপ্রকাব অভিনব অর্থ কবিয়া সার্কভৌমের
বিশ্বযোৎপাদনপূরক সার্কভৌমের নিকট নিজ ষড়ভুজমূর্তি
প্রকট কবিলেন । মহাপ্রভু সার্কভৌমের গাত্রে শ্রীহস্তপ্রদান
কবিলে সার্কভৌম চৈতন্য লাভ হইল এবং মহাপ্রভু
রূপাপূরক সার্কভৌমকে পাদপদ্ম স্থাপন করিলে প্রভুর
রূপাষ উদ্ভাসিত হইয়া সার্কভৌম ইতঃপূর্বে মহাপ্রভুকে
উপদেশ প্রদানের হৃষ্টতার জন্ত অহুশোচনা করিয়া প্রভু
চরণে প্রেমভক্তি প্রার্থনা এবং শত শ্লোক রচনা কবিয়া
শুব করিতে লাগিলেন ; মহাপ্রভু সার্কভৌমকে বলিলেন
যে, যাহারা এই সার্কভৌম-শতক-পাঠ করিবেন,
তাঁহাদের নিশ্চয়ই মহাপ্রভুতে ভক্তি হইবে এবং
তৎসঙ্গে আরও বলিলেন যে প্রভু প্রকটকালে প্রভু-কর্তৃক
ষড়ভুজমূর্তি প্রকাশের কথা যেন কোনও প্রকাবে সাধারণে
প্রকাশিত না হয় । সার্কভৌমকে উদ্ধার করিয়া প্রভু
নীলাচলবাসীকে নাম-রস-বিতরণের দ্বাবা কৃতকৃতার্থ
করিলেন । কিছুকাল-মধ্যে শ্রীপবমানন্দপুত্রী, শ্রীল বরুণ-
দামোদর, প্রহ্লাদমিশ্র, রায় রামানন্দ প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ প্রভু-

সমীপে আসিয়া সমাগত হইলেন এবং প্রভুর সহিত কীৰ্ত্তন-বিলাস আরম্ভ কবিলেন। শ্রীচৈতন্যসোমস্তু অবধূত শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীজগন্নাথ-দর্শন-কালে কখনও শ্রীজগন্নাথকে ধরিতে উদ্ভত হইতেন। একদিন স্বর্ণসিংহাসনে উঠিয়া শ্রীবলবামকে ধরিয়া আলিঙ্গন কবিলেন এবং বলবামের গলার মালা নিজ গলদেশে ধারণ করিলেন। মহাপ্রভু তন্তুগণসহ সমুদ্রতীরে বাস করিয়া সাবাবাত্রি সমুদ্রতটে কীৰ্ত্তনবিলাস ও প্রেমোন্মাদ প্রকট করিলেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিতের শ্রীমুখে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ কবিয়া প্রভুব অত্যন্তুত প্রেমোন্মাদ হইত। একদিন মহাপ্রভু শ্রীল পূবী গোস্থামীব মঠে আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার কূপেব জল অব্যবহার্য্য। প্রভুর ববে তৎপব দিবসই কূপে ভোগবতী গঙ্গা প্রবিষ্ট হইলেন এবং কূপ স্থনির্মল জলে পবিপূর্ণ হইল। মহাপ্রভু কূপেব জল দর্শন কবিত্তে আসিয়া তন্তুগণকে শ্রবণ কবাইয়া বলিলেন যে, এই কূপের জলে স্নানকাবীব্যক্তিব গঙ্গাস্নানের ফল বিশুদ্ধ ক্লষ্ণভক্তি লাভ হইবে। মহাপ্রভু এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল পুরীগোস্থামীব অশেষ মাহাত্ম্য কীৰ্ত্তন কবিলেন। মহাপ্রভু যে সময়ে নীলাচলে বিজয় কবিয়াছিলেন, সেই সময় উৎকলাদিপতি প্রতাপরুদ্র মুষ্ণাতিয়ান উপলক্ষে অছাত্র থাকার প্রভুর দর্শন পান নাই। নীলাচলে কিছুকাল বাসেব পব মহাপ্রভু গোড়দেশে বিজয়পূরক বিজ্ঞানগবে সার্বভৌম-জাতা বিজ্ঞা-বাচস্পতিব ভবনে নিভূতে অবস্থান কবিবার চেষ্টা কবিলেও প্রভুর আগমন-বার্ত্তা প্রকাশিত হইয়া পড়িল এবং বাচস্পতি-স্থান লোকে লোকাবণ্য হইয়া পড়িল। লোকমুখে উচ্চ হরিধ্বনি শ্রবণ কবিয়া মহাপ্রভু সকলকে দর্শন প্রদান কবিলেন। প্রভু সকলকে “কৃষ্ণে মতিবস্তু” বলিয়া আশীর্বাদ প্রদান করিলেন ও ক্লষ্ণভজনেব উপদেশ দিলেন। লোকসম্মত এড়াইবার জন্ত মহাপ্রভু বাচস্পতিকে না বলিয়াই গোপনে কুলিয়া গমন করিলেন।

এদিকে বাচস্পতি প্রভুর বিরহে ব্যথিত হইলেন, অপরাধিকে লোকসম্মত বাচস্পতিই মহাপ্রভুকে নিজ গৃহে লুকাইয়া বাখিয়াছেন বলিয়া বাচস্পতির প্রতি নানা অহুযোগ দিতে লাগিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণেব মুখে প্রভুর কুলিয়া গমনেব সংবাদ পাইয়া বাচস্পতি তাহা লোকসম্মতকে জানাইলেন এবং তাহাদিগকে লইয়া কুলিয়া যাত্রা করিলেন। বাচস্পতির প্রতি লোকেব অযথা দোষ খালনের জন্ত বাচস্পতির অহুবোধে মহাপ্রভু লোকসম্মতকে দর্শনদান এবং ব্রহ্মাদির চূর্ণত ও যোগীজ-মুনীজ-বাহিত সংকীৰ্ত্তনরসে সকলকে ক্লুতার্ণ কবিলেন। এক ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবাপবাদের প্রায়শ্চিত্ত জিজ্ঞাসা কবায় তদুত্তরে মহাপ্রভু বলিলেন যে, যে মুখে বিষপান করা যায়, সেই মুখেই অমৃতপান যেরূপ বিষেব প্রতিষেধক, তদ্রূপ বৈষ্ণব-ষণকীৰ্ত্তনই বৈষ্ণবনিন্দাব প্রায়শ্চিত্ত। বক্তেব পণ্ডিতের সঙ্গপ্রভাবে পণ্ডিত দেবানন্দেব শ্রদ্ধাব উদয় ও মহাপ্রভু কৃপা লাভ হইল; মহাপ্রভু দেবানন্দ পণ্ডিতেব নিকট বক্তেব পণ্ডিতেব মহিমা কীৰ্ত্তন কবিলেন। অপরাধ খালনেব পব দেবানন্দ পণ্ডিতেব দৈছ্যোজ্ঞেব হইলে পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগ-প্রভু নিকট শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যাপ্রণালীব উপদেশ জিজ্ঞাসা কবিলে মহাপ্রভু ভাগবতেব প্রতিপাত্ত একমাত্র শুদ্ধভক্তি ভাগবতেব নিত্যত্ব, ভাগবতেব অসমোদ্ধ বিষয়ই ভাগবতব্যাখ্যামুখে আচাব করিতে বলিলেন। ভাগবতকে যাহাবা অছাত্র গ্রহের সহিত সমন্বয় কবে বা ভাগবতেব প্রতিপাত্ত শুদ্ধ ভক্তিকে অছাত্র মত, পণ বা মনোধর্মেব সহিত সমান করিবাব প্রয়াস কবে, তাহারা ভাগবতেব কোন মর্ম্মই জানে না। গ্রহভাগবতকে শুদ্ধভাগবতেব সহিত অভিন্ন জানিয়া কীৰ্ত্তনমুখে তাঁহার নিত্য-সুবাই মঙ্গলজনক। শ্রীনিত্যানন্দ সাক্ষাৎ মূর্ত্ত ভাগবতরস। অধোক্ষজ ভাগবত অক্ষজ ধাবণাব অন্তর্গত নহে। (গো: ভাঃ)

জয়-কীৰ্ত্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ—

পাঠ্যকাক্ষণ—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য গুণধাম।

জয় জয় নিত্যানন্দ-অরুণের ঐশ ॥১॥

জয় জয় বৈকুণ্ঠ-নায়ক কৃপাসিদ্ধ।

জয় জয় শ্রাসী-চুড়ামণি দীনবন্ধু ॥২॥

শেষখণ্ড কথা ভাই-শুন এক চিতে ।
 শ্রীগৌরানন্দ-বিহরিল যেন মতে ॥৩॥
 অমৃতের অমৃত শ্রীগৌরাজের কথা ।
 ব্রজা, শিব যে অমৃত বাঞ্ছেন সর্বথা ॥৪॥
 স্নাতক-এব শ্রীচৈতন্য-কথার শ্রবণে ।
 সবার সন্তোষ হয়, চুপ-গগন বিনে ॥৫॥
 শুন শেষখণ্ড কথা চৈতন্যরহস্য ।
 ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাইবা অবশ্য ॥৬॥
 হেন মতে শ্রীগৌরানন্দের নীলাচলে ।
 আস-সংগোপন করি' আছে কুতূহলে ॥৭॥
 যদি ভি'হো ব্যক্ত না করেন আপনারে ।
 তবে কার শক্তি আছে তাঁরে জানিবারে ॥৮॥
 নিভূতে সার্কভোমের সহিত প্রভুর দৈন্তময়
 আলাপছলে সার্কভোমকে রূপা—
 দৈবে এক দিন সার্কভোমের সহিতে ।
 বসিলেন প্রভু তানে লইয়া নিভূতে ॥৯॥
 প্রভু বলে,—“শুন সার্কভোম মহাশয় !
 তোমারে কহি যে আমি আপন-হৃদয় ॥১০॥
 জগন্নাথ দেখিতে যে আইলাম আমি ।
 উদ্দেশ্য আমার মূল—এখা আছ তুমি ॥১১॥
 জগন্নাথ আমারে কি কহিবেন কথা ?
 তুমি সে আমার বন্ধ ছিওবে সর্বথা ॥১২॥

তোমাতে সে বৈসে শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণ শক্তি ।
 তুমি সে দিবারে পার' কৃষ্ণ-প্রেম-ভক্তি ॥১৩॥
 এতেকে তোমার আমি লইলু আশ্রয় ।
 তাহা কর' যেরূপে আমার ভাল হয় ॥১৪॥
 কি বিধি করিব মুঞি, থাকিব কিরূপে ?
 যেমতে না পড়ো' মুঞি এ সংসাররূপে ॥১৫॥
 সব উপদেশ মোরে কহ অমায়্য ।
 “আমি সে তোমার হই জান সর্বথা ॥” ১৬॥
 এই মতে অনেক-প্রকারে মায়ী করি ।
 সার্কভোম-প্রতি কহিলেন গৌরহরি ॥১৭॥
 প্রভুর মায়ায় বিমোহিত সার্কভোমের
 প্রভু প্রতি উপদেশ—
 না জানিয়া সার্কভোম ঈশ্বরের মর্দ ।
 কহিতে লাগিলা যে জীবের যত ধর্ম ॥১৮॥
 সার্কভোম বলেন,—“কহিলা যত তুমি ।
 সকল তোমার ভাল বাসিলাম আমি ॥১৯॥
 যে তোমার হইয়াছে ভক্তির উদয় ।
 অত্যন্ত অপূর্ব সে কহিলে কছু নয় ॥২০॥
 কৃষ্ণ-রূপা হইয়াছে তোমার উপরে ।
 সবে এক করিয়াছ নহে ব্যবহারে ॥২১॥
 পরম সুবুদ্ধি তুমি হইয়া আপনে ।
 তবে তুমি সন্ন্যাস করিলা কি কারণে ॥২২॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীগৌরকথা অমৃতবও অমৃত । জন্মবর্ণাদি কাল-
 ভেদে ব্যাপারে আবদ্ধ না থাকায় সেই নিত্যকথা ব্রহ্ম-
 শিবাদিরও সেব্য ও গ্রাহনীয় ॥৪॥
 ভাষ্য । তবৈবেকং অমৃতমিত্যনমস্ত বাচো বিমুক্ত
 অমৃতস্তব সেতুঃ ॥ মৃগক ২২।৫ ; ভাঃ ১০।৩।৯ ॥৪॥
 শ্রীচৈতন্যকথা ভাগ্যহীন দুই জনগণ ব্যতীত অল্প
 সকলেরই সন্মুখ বিধান করে ; যেহেতু শ্রীচৈতন্য-কথার
 দ্বারা জীবের কৃষ্ণজ্ঞান, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রেমার প্রাপ্তি
 ঘটে ॥৫॥

ভাষ্য । (ভাঃ ১০।৬।৪৪) ; (ভাঃ ৩।৩।৫০) ;
 ভাঃ ১০।১।৪) দ্রষ্টব্য ॥৫॥
 পাঠান্তর ‘বন্ধ ছিড়িবা’ বা ‘বন্ধু আছ’ ॥১২॥
 ভাষ্য । ভাঃ ৫।১৮।১২ ॥১৩॥
 শ্রীগৌরানন্দের সার্কভোমের চতুর্কণাভিলাষ প্রভৃতিকে
 কপট জানিয়া তাঁহাকেও কপটভাবে বলিলেন যে
 তাঁহার উপদেশের অর্থাৎ তিনি নীলাচলে আসিয়াছেন এবং
 তিনি কৃষ্ণপ্রেমভক্তি দিবার পূর্ণশক্তি ধারণ করে ॥১২-১৩॥
 পাঠান্তর—‘তোমারি’ সে আমি ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥১৬॥

সার্কভৌমকর্কুক বৈষ্ণবের সন্ন্যাসগ্রহণের
নিশ্চয়োত্তরীয়া-প্রতিপাদন—
বুঝ দেখি বিচারিয়া কি আছে সন্ন্যাসে ।
প্রথমেই বন্ধ হয় অহঙ্কার-পাশে ॥২৩॥
দণ্ড ধরি' মহা জ্ঞান হয় আপনায়ে ।
কাহারেও বল যোড় হস্ত নাহি করে ॥২৪॥
যার পদধূলি লৈতে বেদের বিহিত ।
হেন জন্মে নমস্করে, তবু নহে ভীত ॥২৫॥
অহঙ্কার ধর্ম এই কতু ভাল নহে ।
বুঝ এই ভাগবতে যেম মত কহে ॥২৬॥

বৈষ্ণবধর্ম কি ?—

তথাহি ভাঃ ১১২৯১৬

“প্রণমেদগুবজ্জুমাখচাণ্ডালগোধর্ম ।

প্রবিষ্টো জীবকলয়া তত্রৈব ভগবানিতি ॥” ২৭ ॥

সার্কভৌম বলিলেন,—“কৃষ্ণচৈতন্ত, তোমাতে কৃষ্ণকৃপা
হইয়াছে। তুমি পরম বুদ্ধিমান—এরূপ বুদ্ধিবিশিষ্ট হইয়া
তুমি কি অজ্ঞ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ? সন্ন্যাসগ্রহণে তোমার
কি অধিকার আছে ?—যেহেতু তোমার বয়স অল্প ;
মাধবেন্দ্রপুত্রী প্রভৃতি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা
তঁাহারা প্রবীণ হইয়া সংসারভোগান্তে তজ্জপ বিচার
করিয়াছেন। বিশেষতঃ তোমার সন্ন্যাসগ্রহণের পূর্বে
ব্রিৎচনা করা উচিত ছিল যে, সন্ন্যাসীকে সকলেই
চতুর্থাশ্রমী বলিয়া সম্মান কবে। তুমি যখন তৃণাদপি
প্লনীচভাবময় বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করিয়াছ, তখন তোমার
মর্যাদা-পথে সর্কশ্রেষ্ঠ ও সকলের সম্মানভাজন হইবার
প্রয়োজন কি ? শিখা-সূত্রভাগ্য অতি দান্তিকতার পরিচয়।
প্রতিষ্ঠাশারউন্নতসোপানে আরোহণাভিলাষমাত্র। বৈষ্ণব-
ধর্মযাজী ব্যক্তি কুকুর, চণ্ডাল, গো ও গর্দভ সকলকেই
দণ্ডবৎ প্রণাম করিবেন, কাহারও প্রণাম লইবেন না।
বিশেষতঃ মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণ নৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কারী
জনগণ বাহার দাস, তাঁহার সহিত আপনাদিগকে সমান
জ্ঞান করেন। তাঁহার পিতার কুগুত্র ও নিকোঁষ ॥” ২২ ॥

নমস্করে—নমস্কার করে ॥২৫ ॥

বেনমত—যেদ্রুপ, যে প্রকোঁষ ॥ ২৬ ॥

‘ত্রাঙ্গপীক্ষিকুকুর চণ্ডাল অন্ত করি ।
দণ্ডবৎ করিবেক বহু মাগু করি ॥২৮॥
এই সে বৈষ্ণবধর্ম—সবারে প্রণতি ।
সেই ধর্ম ধনজী, যার ইথে নাহি রতি ॥২৯॥

মায়াবাদসন্ন্যাসে দান্তিকতা মাত্র লাভ—

শিখা-সূত্র ঘুচাইয়া সবে এই লাভ ।
নমস্কার করে আসি মহা মহা ভাগ ॥৩০॥
প্রথমে শুনিয়া এই এক অপচয় ।
এবে আর শুন সর্বনাশ বুদ্ধিকর ॥৩১॥

জীবের স্বভাবধর্মই নিত্য কৃষ্ণদান্ত, তদ্ব্যতীত অপব
ধর্ম অপবোধবহুল—

জীবের-স্বভাব-ধর্ম ঈশ্বরভাজন ।

তাহা ছাড়ি আপনায়ে বলে ‘নারায়ণ’ ॥৩২॥

অর্থ্য। ভগবান্ এবং জীবকলয়া (জীবরূপয়া কলয়া
নিজাংশেন) তত্র (তস্মিন্ সর্কেষু দেহেবিত্যর্থঃ)
প্রবিষ্টঃ (প্রবেশং কৃতবান্) ইতি (এবং বুদ্ধ্যা) আশচাণ্ডাল
গোধরং (শচাণ্ডাল গোধরান্ যাবৎ সর্কান্ জীবান্) ত্রয়ো
দণ্ডবৎ প্রণমেৎ (দণ্ডবদ্ ভ্রমো পতিতঃ সন্ নমগুণ্য-
দিত্যর্থঃ) ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ। ভগবান্ অর্থাৎ জীবরূপ অংশদ্বারা সকল
দেহে অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা চিন্তা করিয়া কুকুর,
চণ্ডাল, গো, গর্দভ পর্যন্ত যাবতীয় জীবকে দণ্ডবৎ
ভূপতিত হইয়া প্রণাম করিবে ॥ ২৭ ॥

তথ্য। মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেৎসম্মানয়ম্ ।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি ॥ (ভাঃ ৩২৯৩৪)
উক্তম হ্রো বৈষ্ণব হবে নিরভিমান। জীবৈ সম্মান দিবে
জানি ‘কৃষ্ণ’ অধিষ্ঠান ॥ (চৈঃ চৈঃ অন্ত্য ২০২৫) ॥ ২৮ ॥

‘করি’ পাঠান্তবে ‘ধরি’ ॥ ২৮ ॥

ধর্মধনজী—হল-ধর্মী, তণ্ড ॥ ২৯ ॥

তথ্য। স্বধর্মমারাদনমচ্যুতস্ত যদীহমানো বিজহাত্য-
যৌঘম্ ॥ (ভাঃ ৫১০১২৩) যথেকুতস্তিত্ত্বমচ্যুতস্ত
পাদাধ্বকোপাসনমত্র নিত্যম্ । উষিষমুচ্চৈরসদাভ্যাস-
দিশাস্ত্রনা যত্র নিবর্ততে তীঃ ॥ (ভাঃ ১১১২৩৩) ॥ ৩২ ॥

গর্ভ-বাসে যে ঈশ্বর করিলেন রক্ষা ।

যাহার ঐসাদে হৈল বুদ্ধিমানশিক্ষা ॥৩৩॥

যার দ্যুত লাগি' শেষ-অজ-ভব-রমা ।

পাইয়াও নিরবধি করেন কামনা ॥৩৪॥

সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় যাহার দাসে করে ।

লজ্জা নাহি হেন 'প্রভু' বলে আপনায়ে ॥৩৫॥

নিজা হৈলে 'আপনে কে' ইহাও না জানে ।

আপনায়ে 'নারায়ণ' বলে হেন জনে ॥৩৬॥

কৃষ্ণই জগৎ-পিতা—

'জগতের পিতা কৃষ্ণ' সর্ব বেদে কয় ।

পিতায়ে সে ভক্তি করে যে সু-পুত্র হয় ॥৩৭॥

তথ্য । ভাঃ ৩০১।১২-২১ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৩ ॥

তথ্য । ভাঃ ১০।৫৮।৩৭ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ৩৪ ॥

তথ্য । সর্বজ্ঞঃ সর্বদর্শী ত্রিভুবনমখিলং হস্ত যন্তেদৃশং
তৎ সর্বেষাং সৃষ্টিরক্ষালয়মপি কুরুতে জ্বিভঞ্জন সত্ত্বঃ ।
অজ্ঞঃ সাপেক্ষদর্শী হ্মসি স ভগবান্ সর্বলোকৈকসাক্ষী
নানা স্বং বৈ স একো জড়মলিনতব স্বং হি নৈবংবিধঃ সঃ ॥
(মায়াবাদ-শতদৃশী, ৭ম শ্লোক) । সাক্ষীকান্তঃ প্রকটপবমানল-
পূর্ণামৃতাক্তিঃ সেব্যো রত্নপ্রভৃতিবিবৃধৈর্যজ্ঞ পাদাঙ্ক গঙ্গা ।
সৃষ্টেঃ পূর্নং সৃজতি নিখিলং জ্বিভঞ্জন সত্ত্বঃ সোহহং
বাক্যং বদসি বত বে জীব বক্ষ্যো ন বাজা ॥ (মায়াবাদ-
শতদৃশী, ৬৭ শ্লোক) ॥ ৩৪-৩৫ ॥

তথ্য । বয়মাত্ত্ব দাতাবঃ পিতা স্বং মাতৃবিশ্ব নঃ ॥
(প্রলোপনিষৎ ২।১১) ; (ভাঃ ১।১১) ; (ভাঃ ১।১।
২-৩) ; সোহহং মা বদ সেব্যসেবকতয়া নিত্যং ভজ
শ্রীহরিং তেন শ্রাৎ তব সদগতির্ধর্মমঃপাতোভবেদম্বা ।
নানায়োনির্গুর্ভবাসবিষয়ে দুঃখং মহৎ প্রাপ্যতে স্বর্গে বা-
নরকে পুনঃ পুনরহো জীব ভবায়তে ॥ (মায়াম্বদ-
শতদৃশী ৬৯ শ্লোক) ; যন্তেব চৈতন্যলবেন জীব জাতোহসি
চৈতন্ত্ববতে বরণোঃ । মা জ্রহি সোহহং শঠকঃ কৃত্য-
দম্বঃ পদং বাহুতি হস্ত ভট্টুঃ । শ্রুতঃ শ্রীপবমেশ্বরেণ রূপরা-
চৈতন্ত্বলেশ্বর্য স্বং তস্মাৎ পরমেশ্বরঃ স্বয়মহং নায়তি বক্তং
শঠ । লক্ণু কশ্চন দুর্জনঃ ধনু যথা হস্ত্যখপাদাতকঃ

সন্ন্যাসী ও যোগী কে ?—

তথা হি শ্রীগীতায়াম্ ৯।১৭

“পিতামহস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ ॥” ৩৮ ॥

“গীতা শাস্ত্রে অর্জুনের সন্ন্যাস-করণ ।

শুন এই বাহা কহিয়াছে নারায়ণ ॥” ৩৯ ॥

তথাহি গীতা ৬।১

“অনাপ্রিতঃ কৰ্মফলং কাৰ্য্যং কৰ্ম করোতি যঃ ।

স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিবর্গিনচাক্রিয়ঃ ॥” ৪০ ॥

“নিষ্কাম হইয়া করে যে কৃষ্ণ-ভজন ।

তাহারে সে বলি 'যোগী' 'সন্ন্যাসী' লক্ষণ ॥৪১॥

বিষ্ণুক্রিয়া না করিলে পরায় খাইলে ।

কিছু নহে, সাক্ষাতেই এই বেদে বলে ॥” ৪২ ॥

ভূপাদেব তদীয় বাজপদবীং চক্রে গ্রহীতুং মনঃ ॥ (মায়াবাদ
শতদৃশী ৭৩-৭৪ শ্লোক) ॥ ৩৪-৩৭ ॥

অর্থ্য । অহম্ অস্ত্র (পবিত্রমানস) জগতঃ (সৃষ্টি-
প্রপঞ্চ) পিতা মাতা ধাতা (ধারণকর্তা পোষণকর্তা চ)
পিতামহঃ (চ ভবামীতি শেষঃ) ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ । হে অর্জুন । আমিই এই জগতের পিতা,
মাতা, ধাতা, পালক এবং পিতামহস্বরূপ ॥ ৩৮ ॥

অর্থ্য । যঃ কৰ্মফলম্ অনাপ্রিতঃ (অনাকাঙ্ক্ষ-
মানঃ সন্) কাৰ্য্যং (ভগবৎ শ্রীতীর্থং যৎ কৰ্তব্যং তৎ) কৰ্ম
করোতি সঃ (এব) সন্ন্যাসী চ (যথার্থেণ সন্ন্যাস ধর্মযুক্তঃ)
যোগী চ (যথার্থেণ যোগ-ধর্ম-যুক্তঃ) ভবতি পরন্ত
নিরগ্নিঃ ন (অগ্নিহোত্রাদিনিয়তকর্মত্যাগী পুমান্ সন্ন্যাসী ন
ভবতি) অক্রিয়ঃ ন চ (শারীরকর্মত্যাগী চ যোগী ন
ভবতি) ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ । যিনি কর্মজনিত ফলেব আকাঙ্ক্ষা না
করিয়া ভগবৎ-শ্রীতির জন্ত শাস্ত্র বিহিত কর্তব্য কর্মেব
আচরণ করেন, তিনিই বস্ত্তঃ সন্ন্যাসী এবং তিনিই বস্ত্ততঃ
যোগী । অত্থা যিনি অগ্নিহোত্রাদি বৈধকর্ম পরিত্যাগ
করিয়াছেন, তিনি সন্ন্যাসী নহেন এবং যিনি শারীর
কর্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি যোগী নহেন ॥ ৪০ ॥

যিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ প্রভৃতি চতুর্কর্মে

প্রকৃত ধর্ম, কর্ম, বিজ্ঞা, সদাচার কি ?—

তথাহি (ভাঃ ৪।২২।৪২-৫০)

“তৎ কর্ম হরিতোষণং যৎ সা বিজ্ঞা তদ্ব্যভিযয়া।

হরির্দেহতৃতামায়া স্বয়ং প্রকৃতিরীকরণং ॥” ৪৩।

“তাহারে সে বলি ধর্ম, কর্ম সদাচার।

ঈশ্বরে সে প্রীতি জন্মে সন্তত সবার ॥৪৪॥

তাহারে সে বলি বিজ্ঞা, মন্ত্র, অধ্যয়ন।

কৃষ্ণপাদ-পঙ্খে যে করয়ে দ্বির মন ॥৪৫॥

কৃষ্ণই সর্বমূল সর্ব-প্রাণ—

সবার জীবন কৃষ্ণ, জনক সবার।

হেন কৃষ্ণ যে না ভজে, সর্ব বার্থ তার ॥৪৬॥

শঙ্করাচার্যের হৃদগত উদ্দেশ্য কৃষ্ণদান্ত, অপদ

উক্তি অনুরমোহনপরা—

যদি বল শঙ্করের মত সেহ নহে।

তাঁর অভিপ্রায় দান্ত, তাঁরি মুখে কহে ॥” ৪৭॥

প্রার্থী না হইয়া অহৈতুকী ভক্তি খাজন করেন, তিনিই ‘যোগী’ বা ‘সন্ন্যাসী’ ॥৪১॥

বিষ্ণুক্রিয়া—হরিতজন ॥৪২॥

বিষ্ণুভক্তি রহিত হইয়া যে সন্ন্যাস, তাহা পবানভোজন মাত্র; উহা নিফল। ভগবৎপ্রীতিই—কর্মেণ সাফলা, “নেহ যৎ কর্ম ধর্মীয় ন বিরোগায় কল্পতে। ন তীর্থপাদ-সেবারে জীবনপি মৃতো হি সঃ” ॥৪২॥

অব্যয়। হরিতোষণং (হবিং তোষণতীতি হবিতোষণং তদ্ধেতুকং) যৎ তদেব কর্ম (করণীয়ং তন্ত্বেব কর্তব্যাদ্ব্যাদিতি ভাবঃ); যয়া তদ্রূপিতঃ (তন্মিন্ হরৌ মতির্জবতি) সা এব বিজ্ঞা (হরিভক্তিপ্রদায়িনীতি ভাবঃ)। কৃতঃ ইত্যপেক্ষায়াং শ্রীহবেঃ পরমসেবায়াং দর্শনম্ হরিঃ (অখিলানামাত্মনামাত্মৈতি) দেহতৃতাম্ (দেহধাবিণ্যাম্ প্রাণিনান্) সাত্বা (অন্তর্যামী পরমাত্মৈতি) স্বয়ং (এব) প্রকৃতিঃ (সর্বেষাম্ কারণম্) ঈশ্বরঃ (নিয়ন্তা) চ ॥৪৩॥

অনুবাদ। যাহাচার্য্য শ্রীহরির সত্ত্বাবিধান হয়, তাহাই জীবের একমাত্র কর্তব্য কর্ম এবং যাহা দ্বারা শ্রীহরিবিশিষ্ট মতি হয়, তাহাই বিজ্ঞা। কেননা শ্রীহরি

তথাহি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবাক্যম্

“সত্যপি ভেদাপগমে

নাথ! তথাহং ন মামকীয়ন্তম্।

সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ

কচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ ॥” ৪৮॥

“যতাপিহ জগতে ঈশ্বরে ভেদ নাই।

সর্বময় পরিপূর্ণ আছে সর্ব ঠাঞি ॥৪৯॥

ঈশ্বর হইতে জীব, জীব হইতে ঈশ্বর নহেন—

ভুবু ভোমা’ হৈতে সে হইয়াছি আমি।

আমা’ হৈতে নাহি কতু হইয়াছ তুমি ॥৫০॥

যেন ‘সমুদ্রের সে তরঙ্গ’ লোকে বলে।

‘তরঙ্গের সমুদ্র’ না হয় কোন-কালে ॥৫১॥

কৃষ্ণই মূল জগৎকারণ, কৃষ্ণ-বিমুখ জীব

হৃৎসঙ্গ-জ্ঞানে বর্জনীয়—

অতএব জগত ভোমার, তুমি পিতা।

ইহলোকে পরলোকে তুমি সে রক্ষিতা ॥৫২॥

দেহধারী জীবগণের অন্তর্যামী পরমাত্মা; একমাত্র তিনিই সকলের কারণ ও নিয়ন্তা ॥৪৩॥

‘মন্ত্র’ পাঠান্তরে ‘অন্ত’ বা ‘মন্ত’ ॥৪৫॥

শঙ্করাচার্য্য সর্বতোভাবে কৃষ্ণভজনই যে জীবের নিত্য ধর্ম—এইরূপ কথা বলেন নাই, তথাপি তিনি আপনাকে সমুদ্রের তরঙ্গ বিচাব করিয়াছেন; তরঙ্গ সমুদ্র নহে, ইহাই তাঁহার মত। মর জগতের ভেদ বা মায়াবদ্ধতা শুদ্ধ হইলেই মুক্তি হয় না—অজ্ঞানতার পরিহারই স্বরূপে অবস্থান বা মোক্ষ। সুতরাং কোন কোন স্থলে শঙ্করের মতেও ভক্তিবিরোধ দেখা যায় না। শঙ্করের অঙ্গুগত জনগণ তাহার নিজ অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া বাহিরেব বেন লইয়াই আপনাকে মুক্ত অভিমান করেন। সন্ন্যাসের একমাত্র তাৎপর্য্য তাহাই। প্রকৃতপক্ষে বাহিরের শিখা-হুত্রের ত্যাগও ভক্তির কারণ নহে। একদণ্ড-গ্রহণপূর্ব্বক্, শিখা-হুত্র ত্যাগ ভক্তির কারণ নহে। একদণ্ড-গ্রহণপূর্ব্বক্ ত্যাগ অপেক্ষা ত্রিদণ্ডভক্তের বিচার গ্রহণ করিলে কৃষ্ণভক্তি উচ্ছল হয়। শ্রীগৌরহৃদয় সার্কভোমের এই সকল কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন ॥৪৭॥

যাহা হৈতে হয় জন্ম, যে করে পালন।
তারে যে না ভজে, বর্জ্য হয় সেই জন্ম ॥৫৩॥

শঙ্করের হৃদয়ত উদ্দেশ্য উপলব্ধি না করিয়া সন্ন্যাসীর
বেশ-গ্রহণ দুঃখসেতু-মাত্র—

এই শঙ্করের বাক্য—এই অভিশ্রায়।
ইহা না জানিয়া মাথা কি কার্যে মুড়ায় ? ৫৪॥
সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি ‘নারায়ণ’।
বলিবেক প্রেম-ভক্তিযোগে অনুক্ষণ ॥৫৫॥
না বুঝিয়া শঙ্করাচার্যের অভিশ্রায়।
ভক্তি ছাড়ি’ মাথা মুড়াইয়া দুঃখ পায় ॥৫৬॥
অতএব তোমারে সে কহি এই আমি।
হেম পথে প্রবিষ্ট হইলা কেমনে তুমি ॥৫৭॥
যদি কৃষ্ণভক্তি যোগে করিব উদ্ধার।
তবে শিখা-সূত্র-ভ্যাগে কোন্ লভ্য আর ॥৫৮॥
যদি বল মাধবেন্দ্র-আদি মহাভাগ।
উঁহারাও করিয়াছে শিখা-সূত্র-ভ্যাগ ॥৫৯॥

সার্বভৌমের মহাপ্রভুকে বাছ বেদ দর্শনে
নায়াবাদি-সন্ন্যাসী মাত্র জ্ঞান বিচারের
অবতারণা—

তথাপিহ তোমার সন্ন্যাস করিবার।
এ সময়ে কেমনে হইবে অধিকার ? ৬০॥
সে সব মহান্ত শেষ জিহাগ-বয়সে।
গ্রাম্য-রস ভুঞ্জিয়া সে করিলা সন্ন্যাসে ॥৬১॥
মৌবদ-প্রবেশ মাত্র সকলে তোমার।
কেমনে বা হইবে সন্ন্যাসে অধিকার ॥৬২॥

অম্বয়। হে নাথ! ভেদাপগমে সতি অপি (জীব
ব্রহ্মপোরভেদেপি) অহং (অহং) তব (কদীয়ো ভংগীম,
কন্তো যে পৃথক্‌সত্তা নাতীত্যর্থঃ পরন্তু) অং (ব্রহ্মব্রহ্মণো
ভবাম্) মামকীয়ঃ ন (মদধীনো ন তবসি, কিন্তু
পৃথক্‌সত্তা-বিশিষ্টো ভবগীত্যর্থঃ এতদেব দৃষ্টান্তেন
সমর্থ্যতি) তরঙ্গঃ হি সায়ুজঃ (সমুদ্রসত্তয়া সত্তাবিশিষ্টো
ভবতি, পরন্তু) সমুদ্রঃ ক্লেদন (কদাচিদপি) তারঙ্গঃ
ন (তরঙ্গসত্তয়া সত্তাবিশিষ্টো ন ভবতি) ॥৬৮॥

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্বিক বিকার লক্ষ্য করার

সন্ন্যাসের নিশ্চর্যোজনীয়তা প্রতিপাদন—

পরামার্থে সন্ন্যাসে কি করিব তোমারে।
যেই ভক্তি হইয়াছে তোমার শরীরে ॥৬৩॥
যোগীন্দ্রাদি-সবের যে দুর্লভ প্রসাদ।
তবে কেনে করিয়াছে এমত প্রমাদ ॥৬৪॥
শুনি ভক্তিযোগ সার্বভৌমের বচন।
বড় সুখী হৈলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥৬৫॥

আত্মদৈন্ত্বচ্ছলে সন্ন্যাস-লীলার তাৎপর্যকথন, কৃষ্ণাঙ্ক-

সন্ধান-শিক্ষা-প্রচারার্থেই প্রভুব সন্ন্যাস-

লীলা—সন্ন্যাস নহে, বিপ্রলম্ব-

দিব্যোদ্যাদ—

প্রভু বলে,—“শুম সার্বভৌম মহাশয়।
‘সন্ন্যাসী’ আমারে নাহি জানিহ নিশ্চয় ॥৬৬॥
কৃষ্ণের বিরহে মুক্তি বিকিণ্ড হইয়া।
বাহির হইলু’ শিখা-সূত্র মুড়াইয়া ॥৬৭॥
‘সন্ন্যাসী’ করিয়া জ্ঞান ছাড় মোর প্রতি।
কৃপা কর যেন মোর কৃষ্ণে হয় মতি ॥৬৮॥

প্রভুর মায়ায় বশিত ব্যক্তি প্রভুকে

জানিতে অসমর্থ—

প্রভু হই নিজ-দাসে মোহে হেন মতে।
এ মায়ায় দাসে প্রভু জানিবে কেমনে ॥৬৯॥
যদি তিঁহো নাহি জানায়েন আপনারে।
তবে কার শক্তি আছে জানিতে তাঁহারে ॥৭০॥
না জানিয়া সেবকে যতেক কথা কয়।
তাছাতেও ঈশ্বরের মহাপ্রীত হয় ॥৭১॥

অনুবাদ। হে নাথ! যদিও জীব এবং ব্রহ্ম (বস্তুগত)

অভেদ বর্তমান রহিয়াছে, তথাপি আমি জীব আপনাই
অধীন অর্থাৎ আপনায় সত্তার সত্তাবিশিষ্ট, পরন্তু আপনি
কখনও আমার সত্তার সত্তাবিশিষ্ট নহেন। সমুদ্র এবং
তরঙ্গের মধ্য (বস্তুগত) অভেদ থাকিলেও তরঙ্গ সমুদ্রেরই
সত্তার সত্তাশালী, সমুদ্র কখনও তরঙ্গের সত্তার সত্তাশালী
নহে ॥৬৮॥

সর্বকাল তৃত্য সঙ্গে প্রভু জীড়া করে।
সেবকের নিমিত্তে আপনে অবতরে ॥৭২॥
“যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে তাং তথৈব ভজ্যমাহম্”—
যেমনে সেবকে ভজে কৃষ্ণের চরণে।
কৃষ্ণ সেই মত দাসে ভজেন আপনে ॥৭৩॥
এই ভান স্বভাব যে—শ্রীভক্ত-বৎসল।
ইহা ভানে নিবাসিতে কান্ধ আছে বল ॥৭৪॥

প্রভুর মায়ায় মুগ্ধ সার্কভোম—

হাসে প্রভু সার্কভোমে চাহিয়া চাহিয়া।
না বুঝেন সার্কভোম মায়া-মুগ্ধ হৈয়া ॥৭৫॥
সার্কভোম বলেন,—“আশ্রমে বড় তুমি।
শাস্ত্রমতে তুমি বন্দ্য, উপাসক আমি ॥৭৬॥
তুমি যে আমায়ে স্তব কর, যুক্তি নয়।
তাহাতে আমার পাছে অপরাধ হয় ॥” ৭৭॥
প্রভু বলে,—“ছাড় মোরে এ সকল মায়া।
সর্বভাবে তোমার লইলু মুই ছায়া ॥” ৭৮॥
হেন মতে প্রভু তৃত্যসঙ্গে করে খেলা।
কে বুঝিতে পারে গৌরচন্দ্রের লীলা ॥৭৯॥

প্রভুর সার্কভোম-সমিধানে ভাগবত-অবগেব

অভিলাষলীলা—

প্রভু বলে,—“মোর এক আছে মনোরথ।
তোমার মুখেতে শুনিবাত ভাগবত ॥৮০॥
যতক সংশয় চিন্তে আছেয়ে আমার।
তোমা বই ঘুচাইতে হেন নাহি আর ॥” ৮১॥

সার্কভোমের উক্তি—

সার্কভোম বলে,—“তুমি সকল বিভায়া।
পরম প্রবীণ, আমি জানি সর্বধায়া ॥৮২॥

কোন্ ভাগবত-অর্থ না জান’ বা তুমি।
তোমায়ে বা কোন্ রূপে প্রবোধিব আমি ॥৮৩॥
তথাপিহ অচোহন্তে ভক্তির বিচার।
করিবেক,—সুজনের স্বভাব ব্যাভার ॥৮৪॥
বল দেখি সন্দেহ তোমার কোন্ স্বামে।
আছে? তাহা যথা-শক্তি করিব বাখামে ॥” ৮৫॥

‘আত্মাবাম’ শ্লোক দ্বন্দ্ব প্রভুর প্রশ্ন—

তবে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ কৈষং হাসিয়া।
বলিলেন এক শ্লোক অষ্ট-আখরিয়া ॥৮৬॥

তথাহি ভাঃ ১।৭।১০

“আত্মাবামাশ্চ মুনয়ো নিগ্রহা অপ্যক্ষম্বে।
কুর্কৃত্যহৈতুকীং ভক্তিমিথস্তুতগুণা হরিঃ ॥” ৮৭॥
সবস্বতীপতির সমিধানে সার্কভোমের ব্যাখ্যা—
সরস্বতী-পতি গৌরচন্দ্রের অগ্রেতে।
কৃপায় লাগিল সার্কভোম বাখানিতে ॥৮৮॥
সার্কভোম বলেন,—“শ্লোকার্থ এই সত্য।
কৃষ্ণ-পদে ভক্তি সে সবার মূলতত্ত্ব ॥৮৯॥
সর্বকাল পরিপূর্ণ হয় যে যে জন।
অন্তরে বাহিরে যার নাহিক বন্ধন ॥৯০॥
এবম্বিধ মুক্ত সব করে কৃষ্ণ ভক্তি।
হেন কৃষ্ণগুণের স্বভাব মহা-শক্তি ॥৯১॥
হেন কৃষ্ণ-গুণ-নাম মুক্ত সবে গায়।
ইথে অনাদর বার, সেই নাশ যায় ॥” ৯২॥
এই মত নানা মত পক্ষ তোলাইয়া।
ব্যাখ্যা করে সার্কভোম আবিষ্ট হইয়া ॥৯৩॥

সার্কভোমের ত্রয়োদশ প্রকার অর্থ—

ত্রয়োদশ-প্রকার শ্লোকার্থ বাখানিয়া।
রহিলেন “আর শক্তি নাহিক” বলিয়া ॥৯৪॥

তথ্য। অবতারাবতারিবারীণোহপি বিবিধঃ শ্রুতঃ।
ভক্তভক্তবিভেদেন জীবোহপি ভবতি বিধাঃ। যথা
সমুদ্রে বহবন্তরীকৃত্য বয়ঃ ব্রহ্মণি স্মরিতীবাঃ। তবেৎ
ভ্রমরো ন কদাচিদ্বিধঃ ব্রহ্ম কস্মাৎবিভাসি জীবঃ?

সার্কভোম-কর্তৃক ১৮১০ (প্রাঃ ১) ১৮১০
রক্তি—ব্রহ্মপকর্তা ॥৫০॥

‘বাক্য’ পাঠান্তরে ‘শ্লোক’ ॥৫৫॥

‘আব’ পাঠান্তরে ‘তাব’ ॥৫৬॥

গ্রাম্য-রস কুঞ্জিয়া—বিষয়ভোগ-করণান্তর ॥৬১॥

শ্রীগৌরচন্দ্র বলিলেন,—“আমাকে মায়াবাদিসন্ন্যাসি-
ভানে গ্রহীত্বের জানিবেন না। কৃষ্ণের অপ্রাপ্তিতে হৃদিত
হইয়াই আমি ব্রাহ্মণের শিষ্য-স্বয়ং গণ্য হাড়িয়া দিয়াছি।

ঈশ্বর হাসিয়া গৌরচন্দ্র প্রভু কর।

“বড় বাখানিলা তুমি, সব সত্য হয় ॥৯৫॥

প্রভুর উক্ত শ্লোকের অসংখ্য প্রকার গুঢ় ব্যাখ্যা—

এবে শুন আমি কিছু করিয়ে ব্যাখ্যাম।

বুঝ দেখি বিচারিয়া—হয় কি প্রমাণ ॥” ৯৬॥

তখনে বিস্মিত সার্কভৌম মহাশয়।

“আরো অর্থ মরের শক্তিতে কত হয়!” ৯৭॥

আপনার অর্থ প্রভু আপনে বাখামে।

যাহা কেহ কোন কমে উদ্দেশ না জানে ॥৯৮॥

সার্কভৌমের বিষয়—

ব্যাখ্যা শুনি সার্কভৌম পরম বিস্মিত।

মনে ভাবে এই কিবা প্রভুর বিদিত ॥৯৯॥

সার্কভৌমের নিকট প্রভুর বড়-ভুজ-মুষ্টি প্রকাশ ও

প্রভুর সন্ন্যাসের গুঢ়-উদ্দেশ-কথন-লীলা—

শ্লোক ব্যাখ্যা করে প্রভু করিয়া হকার।

আত্ম-ভাবে হইলা বড়-ভুজ-অবতার ॥১০০॥

প্রভু বলে,—“সার্কভৌম, কি ভোর বিচার।

সন্ন্যাসে আমার নাহি হয় অমিকার ? ১০১॥

‘সন্ন্যাসী’ কি আমি হেন ভোর চিন্তে লয় ?

ভোর লাগি’ এখা আমি হইলু’ উদয় ॥১০২॥

বহু জন্ম মোর প্রেমে ভাজিলি জীবন।

অতএব ভোরে আমি দিলু’ দরশন ॥১০৩॥

সংকীর্ণন আরম্ভে মোহার অবতার।

অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ডে মুগ্ধি বহি নাহি আর ॥১০৪॥

জন্ম জন্ম তুমি মোর শুদ্ধ-প্রেম-দাস।

অতএব ভোরে মুগ্ধি হইলু’ প্রকাশ ॥১০৫॥

সাব্ উদ্ধারিহু, চুষ্টে বিনাশিহু সব।

চিন্তা কিছু নাহি ভোর, পড় মোর স্তব ॥” ১০৬॥

সার্কভৌমের আর—

অপূর্ব বড়-ভুজ-মুষ্টি—কোটি সূর্যময়।

দেখি মুচ্ছা গেল। সার্কভৌম মহাশয় ॥১০৭॥

বিশাল করেন প্রভু হকার গর্ভম।

আমলে বড়-ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥১০৮॥

সার্কভৌম-গাত্রে প্রভুর শ্রীহস্তপ্রদান ও

সার্কভৌমের চৈতন্যলাভ—

বড় সুখী প্রভু সার্কভৌমেরে অন্তরে।

উঠ বলি’ শ্রীহস্ত দিলেম ডান শিরে ॥১০৯॥

শ্রীহস্ত পরশে বিপ্র পাইল চেতন।

তথাপি আমলে জড়, না ক্ষুরে বচন ॥১১০॥

মহাপ্রভুর সার্কভৌমকে পাদপদ্মস্থাপন—

করণা-সমুদ্রে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।

পাদ-পদ্ম দিলা তাঁর হৃদয়-উপর ॥১১১॥

ভট্টাচার্য্যের প্রেমানন্দে প্রভুপাদপদ্ম দৃঢ়ভাবে

দদযে ধারণ, আনন্দক্রন্দন ও স্তুতি—

পাই শ্রীচরণ সার্কভৌম মহাশয়।

হইলা কেবল পরামন্দপ্রেমময় ॥১১২॥

দৃঢ় করি পাদপদ্ম ধরি’ প্রেমানন্দে।

“আজি সে পাইলু চিন্তা চোর” বলি’ কান্দে ॥১১৩॥

আর্তনাদে সার্কভৌম করেন রোদন।

ধরিয়। অপূর্ব পাদপদ্ম রমা-ধন ॥১১৪॥

প্রভুর কৃপোদ্ভাসিত সার্কভৌমের বিজ্ঞপ্তি ও স্বয়ং

ভগবান্ মহাপ্রভুকে উপদেশ প্রদানের

ঋতা প্রকাশের জ্ঞান অংশোচনা—

“প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণ-মাথ।

মুগ্ধি অধমেরে প্রভু, কর দৃষ্টিপাত ॥১১৫॥

তোমারে সে মুগ্ধি পাপী লিখাইলু ধর্ম।

না জানিয়া তোমার অচিন্ত্য শুদ্ধ মর্ম ॥১১৬॥

হেন কে বা আছে প্রভু, তোমার মায়ায়।

মহামোহেশ্বর-আদি মোহ নাহি পায় ॥১১৭॥

সে তুমি যে আমারে মোহিবে কোন্ শক্তি।

এবে দেহ তোমার চরণে প্রেম-ভক্তি ॥১১৮॥

আপনি আমাকে ‘সান্ন্যাসী সন্ন্যাসী’ মনে করিবেন না।

সর্বদাই অগ্রহ করিবেন—যাহাতে ক্রোধ সেবা-বৃদ্ধি

উদ্ধারের বৃদ্ধি পাইয়। আমার কৃকপ্রেমা লাভ হয় ॥” ৬৮॥

শ্রীগৌরসুন্দর মায়ারীশ হইয়াও মায়ারীশ সার্কভৌমকে

ছলনা কবিতা তাঁহাব নিকট উপদেশ লইতে লাগিলেন ॥৬৮॥

শ্রীচৈতন্য—তিনি ॥৭০॥

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রাণনাথ ।
জয় জয় শচী পুণ্যবতী-গর্ভজাত ॥১১৯॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সর্ব-প্রাণ ।
জয় জয় বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম-প্রাণ ॥১২০॥
জয় জয় বৈকুণ্ঠাদি লোকের ইশ্বর ।
জয় জয় শুদ্ধ সঙ্ক-রূপ শ্যামিবর ॥ ১২১॥

সার্কভৌমের গৌরবন—

পরম সুবুদ্ধি সার্কভৌম মহামতি ।
শ্লোক পড়ি পড়ি পুনঃ পুনঃ করে স্তুতি ॥১২২॥

তথাহি—

“কালারষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ
প্রাচুর্যং কৃষ্ণচৈতন্যনাথ ।
আবিভূতন্তু পাদাবলিন্দে
গাঢ়ং গাঢ়ং লীযতাং চিত্ত-ভ্রমঃ ॥ ১২৩॥

কাল-বশে ভক্তি লুকাইয়া দিনে দিনে ।
পুনর্বীর নিজ ভক্তি-প্রকাশ-কারণে ॥১২৪॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নাম প্রভু অবতার ।
তাঁর পাদপদ্মে চিত্ত রহক আমার ॥১২৫॥

তথাহি—

“নৈবাগ্যবিজ্ঞানিভক্তিযোগ-
শিকার্ষমেকঃ পুণ্যঃ পূবাণঃ ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যবীরধারী
কপাশ্বির্গমহং প্রপত্তে ॥ ১২৬॥

তথ্য । নাথমাত্রা প্রবচনেন লভ্যে, ন মেধয়া ন
বহন্য ক্রতেন । যমেবৈষ বৃণতে তেন লভ্য শুভৈশ্চ আত্মা-
বিরূপতে তনুং স্বাম্ ॥ (কঠ ১২।২৩) ; (ভা : ১০।৬৩২৭ ;
ভা : ১০।৩৮।১৩ শ্লোক অষ্টব্য) ॥১২২॥

শ্রীকৃষ্ণকে নিত্য আশ্রয়বিগ্রহ ও তাঁহাদেব বিভিন্নাংশগণ
পাঁচ প্রকার রত্নের কোন এক প্রকারেব সহিত ভজন
করেন । যে যেরূপ সেবা কবেন, তাঁহার সেরূপ সেবাই
তিনি স্বীকার করেন, আর রসহীন মায়াবাদী অথবা
ভোগিকর্মী প্রকৃতি তাঁহাকে বুঝিতে না পাবার তাঁহাদিগকে
যস্মাচ্চ বস্তুর দ্বায় বিপথে ভ্রমণ করাইয়া থাকেন ॥১২৩॥

“বৈরাগ্য সহিত নিজ-ভক্তি বুঝাইতে ।
যে প্রভু কৃপায় অবতীর্ণ পৃথিবীতে ॥১২৭॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তনু—পুরুষ পুরাণ ।
ত্রিভুবনে নাহি যার অধিক সমান ॥১২৮॥
হেন কৃপা-সিদ্ধুর চরণ-গুণ-নাম ।
ক্ষুরক আমার জন্মযেতে অবিরাম ॥ ১২৯॥
এই মত সার্কভৌম নত শ্লোক করি’ ।
স্তুতি করে চৈতন্যের পাদ-পদ্ম ধরি ॥১৩০॥
“পতিত ভারিতে সে তোমার অবতার ।
মুগ্ধ-পতিতেরে প্রভু, করহ উদ্ধার ॥১৩১॥
বন্দী করিয়াছ মোরে অশেষ বন্ধনে ।
বিজ্ঞা, ধনে, কুলে ;—তোমা’ জানিমু কেমনে ॥১৩২॥
এবে এই কৃপা কর, সর্বজীব-নাথ ।
অহর্নিশ চিত্ত মোর রহক তোমা’ত ॥১৩৩॥
অচিন্ত্য অগম্য প্রভু, তোমার বিহার ।
তুমি না জানা’লে জানিবারে শক্তি কার্ ॥১৩৪॥
আপনেই দারু-রক্তরূপে নীলাচলে ।
বসিয়া আছ ভোজনের কুতূহলে ॥১৩৫॥
আপন প্রসাদ কর, আপনে ভোজন ।
আপনে আপনা দেখি করহ ক্রন্দন ॥১৩৬॥
আপনে আপনা দেখি হও মহা-মত্ত ।
এতেকে কে বুঝে প্রভু, তোমার মহত্ত্ব ॥১৩৭॥
আপনে সে আপনারে জান তুমি মাত্র ।
আর জানে যে জন তোমার কৃপা-পাত্র ॥১৩৮॥

তথ্য । যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজ্যামাহম্ ।
মম বর্জ্যহুবর্তন্তে মহায়াঃ পার্শ্ব সর্বশঃ ॥ (গীতা ৪।১১)
ন তন্তু কশ্চিদয়িতঃ স্নহতমো, ন চাপ্রিয়ো দ্বৈধ্য উপেক্ষ্য
এব বা । তথাপি ভক্তান্ ভজতে যথা তথা, সুরত্বেনো
যদ্বদ্বাপ্রিতোহর্থদঃ ॥ (ভা : ১০।৩৮।২২) ॥১২৩-১২৪॥

তথ্য । ছায়াসু বৃত্ত্যং হসিতে চ মায়াং, ‘তনুহেত্বো-
বধিকাত্মক ॥ (ভা : ৮।২০।২৮) ; হাসো জনোন্মাদকবী
চ মায়া, দুঃস্বপ্নমর্গো যদপানযোগঃ ॥ (ভা : ২।১০।৩১)
॥১২৫॥

সার্কভৌম বলিলেন,—“আমি বয়োবৃদ্ধ পতিত হইলেও

মুঞি ছার তোমারে বা জানিমু কেমনে ।
যাতে মোহ মানে অজ-স্বব-দেবগণে ॥১৩৯॥
এই মত অনেক করিয়া কাকুর্ষাদ ।
স্ততি করে সার্বভৌম পাইয়া প্রসাদ ॥১৪০॥
স্তব শ্রবণে যড়ভুজ গৌর-নাভায়ণেব সার্বভৌমেব

প্রতি উপদেশ-উক্তি—

শুনিয়া যড়ভুজ গৌরচন্দ্র নারায়ণ ।
হাসি' সার্বভৌম প্রতি বলিলা বচন ॥১৪১॥
“শুন সার্বভৌম, তুমি আমার পার্শ্বদ ।
এতেকে দেখিলা তুমি এ সব সম্পদ ॥১৪২॥
তোমার নিমিত্তে মোর এথা আগমন ।
অনেক করিয়া আছ মোর আরাধন ॥১৪৩॥
ভক্তির মহিমা তুমি যতেক কহিলা ।
ইহাতে আমারে বড় সন্তোষ করিলা ॥১৪৪॥
যতেক কহিলা তুমি—সব সত্য কথা ।
তোমার মুখেতে কেনে আসিবে অজ্ঞাথা ॥১৪৫॥

সার্বভৌম শতক—

শত শ্লোক করি তুমি যে কৈলে স্তবন ।
যে জন করিব ইহা শ্রবণ পঠন ॥১৪৬॥
আমাতে তাহার ভক্তি হইবে নিশ্চয় ।
‘সার্বভৌমশতক’ যে হেন কীর্তি রয় ॥১৪৭॥

প্রভু প্রকট-লীলায় যড়ভুজ-মূর্তির কথা

জগতে প্রকাশ করিতে নিবেশ—

যে কিছু দেখিলা তুমি প্রকাশ আমার ।
সংগোপ করিবা পাছে জানে কেহ আর ॥১৪৮॥
যতেক দিবস মুঞি থাকেঁ পৃথিবীতে ।
তাবৎ নিবেশ কৈলু কাহারে কহিতে ॥১৪৯॥

নিভানন্দেব প্রতি ভক্তি আচরণেব উপদেশ—

আমার দ্বিতীয় দেহ—নিভানন্দ-চন্দ্র ।
ভক্তি করি সেবিহ তাঁহার পদ-বন্দ ॥১৫০॥

পরম নিগূঢ় তিহো আমার বচনে ।
আমি যারে জানাই সেই সে জানেন জানে ॥” ১৫১॥

নিজ ঐশ্বর্যসম্বরণ—

এই সব তব সার্বভৌমে কহিয়া ।
রহিলেন আপনে ঐশ্বর্য সম্বরিয়া ॥১৫২॥

পরানন্দময় সার্বভৌম—

চিনি নিজ প্রভু সার্বভৌম মহাশয় ।
বাছ আর নাহি, হৈল পরানন্দময় ॥১৫৩॥

শ্রীচৈতন্যগুণলীলা-শ্রবণের ফল—

যে শুনয়ে এ সব চৈতন্য-গুণ-গ্রাম ।
সে যায় সংসার তরি' শ্রীচৈতন্যধাম ॥১৫৪॥
পরম নিগূঢ় এ সকল কৃষ্ণ-কথা ।
ইহার শ্রবণে কৃষ্ণ পাই যে সর্বথা ॥১৫৫॥

প্রভুর অহর্নিশ কীর্তন-বিহার ও

লীলাময়গণনালীলা—

হেন মতে করি সার্বভৌমে উদ্ধার ।
লীলাচলে করে প্রভু কীর্তন-বিহার ॥১৫৬॥
নিরবধি মৃত্যু-গীত-আনন্দ-আবেশে ।
রাত্রি-দিন না জানেন কৃষ্ণ-প্রেম-রসে ॥১৫৭॥
লীলাচল-বাসী যত অপূর্ব দেখিয়া ।
সর্ব লোক ‘হরি’ বলে ডাকিয়া ডাকিয়া ॥১৫৮॥

“সচল জগন্নাথ”—

এই ত ‘সচল জগন্নাথ’ লোকে বলে ।
হেন নাহি যে প্রভুরে দেখিয়া না ভোলে ॥১৫৯॥
যে পথে যাতেন চলি শ্রীগৌরসুন্দর ।
সেই দিকে হরিধ্বনি শুনি নিরন্তর ॥১৬০॥

প্রভুর পদধূলিগুণন—

যেখানে পড়য়ে প্রভুর চরণ-মুগল ।
সে স্থানের মূলি লুট করয়ে সকল ॥১৬১॥

তুমি আশ্রমে শ্রেষ্ঠ হও, তুমি আমার পূজ্য ; শাস্ত্রমতে
আমি তোমার সেবক । সুতরাং তোমার দৈত্ব বিনয়
দ্বারা আমি অপরাধী হইতেছি ॥” ১৬১

স্মারক—চলনা ১৬৮

শ্রীগৌরহরি বলিলেন,—“ঐ সকল কথা-দ্বারা আপনাব
আশ্রিত আমাকে বঞ্চনা করিবেন না ।” মহাপ্রভু ভৃত্য
সার্বভৌমেব সহিত এই প্রকাব ক্রীড়া করিয়া তাঁহাকে
নিজ স্বরূপ জানিতে দিলেন না, পরন্তু তাঁহার নিকট হইতে

হুকতিশালীর গৌরবদ্বিগুণি প্রাপ্তি—
মূলি লুপ্তি পায় মাত্র যে হুকতিজন।
তাহার আমল অতি অকথ্য কথন ॥১৬২॥
শ্রীগৌর-বিগ্রহ-সৌন্দর্য-মাধুরী—
কিবা সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য অনুপাম।
দেখিতেই সর্ব চিত্ত হরে অবিরাম ॥১৬৩॥
নিরবধি শ্রীআমল-ধারা শ্রীময়নে।
'হরে কৃষ্ণ' নাম-মাত্র শুনি শ্রীবদনে ॥১৬৪॥
চন্দনমালায় পরিপূর্ণ কলবর।
মন্তসিংহজিনি গতি মন্তর স্তব ॥১৬৫॥

পথে বিচরণকালেও প্রভুর বাহাদশালোপ—
পথে চলিতেও ঈশ্বরের বাহু মাই।
ভক্তি-রসে বিহরেন চৈতন্ত-গোপাঙ্গি ॥১৬৬॥
তীর্থপর্যটনান্তে পরমানন্দপুরী-ব আগমন—
কথো দিম বিলম্বে পরমানন্দ পুরী।
আসিয়া মিলিলা তীর্থ-পর্যটন করি ॥১৬৭॥

লোকশিক্ষক প্রভুর শ্রদ্ধা-জ্ঞাপন—
দূরে প্রভু—দেখিয়া পরমানন্দপুরী।
সম্মুখে উঠিলা প্রভু গৌরাজ শ্রীহরি ॥১৬৮॥
আনন্দ-মৃত্যু-স্তব-প্রেমোদয়—
প্রিয় ভক্ত দেখি প্রভু পরম-হরিষে।
স্ততি করি মৃত্যু করে মহা প্রেম-রসে ॥১৬৯॥
বাহু ফুলি বলিতে লাগিলা “হরি হরি।
দেখিলাম নয়নে পরমানন্দপুরী ॥১৭০॥

আজি ধন্য লোচন, সফল ধন্য অক্ষ।
সফল আমার আজি হৈল সর্ব ধর্ম ॥” ১৭১॥

শুব-প্রকাশ-মূর্তি সজাতিয়াশয় বৈষ্ণবেব
দর্শন লাভই সম্যাসেব সফলতা—

প্রভু বলে,—“আজি মোর সফল সম্যাস।
আজি মাধবেন্দ্র মোরে হইলা প্রকাশ ॥” ১৭২॥
এত বলি’ প্রিয়ভক্ত লই’ প্রভু কোলে।
সিকিলেন অজ তান পশ্চন্নভজলে ॥১৭৩॥

পরম্পর নতি-প্রণতি—

পুরীও প্রভুর চন্দ্র শ্রীমুখ দেখিয়া।
আনন্দে আছেন আশ্র-বিশ্রুত হইয়া ॥১৭৪॥
কতক্ষেণে অচোহে প্রেরণ করেন পরণাম।
পরমানন্দপুরী—চৈতন্তের প্রেম-ধাম ॥১৭৫॥

প্রভু পার্শ্বদ্রুপে পুরীর অবস্থান—
পরম-সন্তোষ প্রভু তাঁহারে পাইয়া।
রাখিলেন নিজ সঙ্গে পার্শ্ব করিয়া ॥১৭৬॥
নিজ প্রভু পাইয়া পরমানন্দপুরী।
রহিলা আমলে পাদপদ্ম সেবা করি ॥১৭৭॥
মাধব-পুরীর প্রিয় শিষ্য মহাশয়।
শ্রীপরমানন্দপুরী—প্রেম-রসময় ॥১৭৮॥
কিছুকাল মধ্যে দামোদর-স্বরূপ আগমন—
দামোদর-স্বরূপ মিলিলা কত দিমে।
রাজি দিমে যাহার বিহার প্রভু-সনে ॥১৭৯॥

শ্রীমত্তাগবতের “আত্মারামাশ” শ্লোকের ব্যাখ্যা শুনিবাব
ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন ॥৭৮॥

শুনিলাও—শুনিব ॥৮০॥
‘মনোরথ’ পাঠান্তরে ‘নিবেদন’ ॥৮০॥
‘শুনিবও ভাগবত’ পাঠান্তরে ‘ভাগবতের শ্রবণ’ ॥৮০॥
অচোহে—পবম্পর ॥৮৪॥

তথ্য। মজ্জিতা মঙ্গলপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পবম্পরম্।
কথয়ন্তঃ মাং নিত্যং তুষ্ণান্তি চ রমন্তি চ ॥ (গীতা
১০।২) পরম্পরাত্মকথনং পাবনং ভগবদ্যুগলং। যিথো
রতিমিথ্যস্তি নিবৃদ্ধি আশ্রয়ঃ ॥ (ভাঃ ১।১।৩০) ॥৮৪॥

অর্থ। আত্মারামাঃ (আনন্দময়ে আত্মনি রমণশীলাঃ)
মুনয়ঃ চ নির্গ্রহাঃ (নির্গতা গ্রিহিণ্য ইতি নির্গ্রহাঃ,
বিধিনিষেধশাস্ত্রানধীনাঃ) অপি উরক্রমে (ভগবতি)
অহৈতুকীম্ (অজ্ঞাভিলাষশূন্যং) ভক্তিং কুর্কন্তি (আচরন্তি,
যতঃ) হরিঃ ইথংকৃতগুণঃ (ইথংকৃত্য আত্মারামানামপি
চিৎকার্ষকরূপা গুণাঃ যত তাদৃশো ভবতি) ॥৮৭॥

অনুবাদ। যাহারা নিরন্তর আনন্দময়স্বরূপ আত্মায়
রমণশীল, তাদৃশ মুনীগণ বিধিনিষেধশাস্ত্রের অধীন না
হইলেও ভগবান্ শ্রীহরির প্রতি ভক্তির অচেষ্টান কবিয়া
থাকেন, যেহেতু শ্রীহরির গুণসমূহ যতাবতঃই এরূপ যে,

সঙ্গীত-সম্রাট দামোদর—

দামোদরস্বরূপ সঙ্গীত রসময় ।

বাঁহর ধ্বনি শুনিলে প্রভুর নৃত্য হয় ॥১৮০॥

স্বরূপদামোদর ও পরমানন্দপুত্রী প্রভুব

অন্তালীলার সহচর—

দামোদরস্বরূপ পরমানন্দপুত্রী ।

শেষখণ্ডে এই দুই সঙ্গে অধিকারী ॥১৮১॥

ভক্তবৃন্দেব প্রভুর পাদপদ্মে সমাগম—

এই মতে লীলাচলে যে যে ভক্তগণ ।

অঙ্গে অঙ্গে আসি হইলা সবার মিলন ॥১৮২॥

যে যে পার্শ্বদেব জন্ম উৎকলে হইলা ।

ঠাঁহারাও অঙ্গে অঙ্গে আসিয়া মিলিলা ॥১৮৩॥

মিলিলা প্রচ্যুত মিশ্র—প্রেমের শরীর ।

পরমানন্দ, রামানন্দ—দুই মহাবীর ॥১৮৪॥

দামোদর পণ্ডিত, শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত ।

কত দিবসে আসিয়া হইলা উপনীত ॥১৮৫॥

শ্রীপ্রচ্যুত ব্রজচারী—নৃসিংহের দাস ।

বাঁহর শরীরে নৃসিংহের পরকাশ ॥১৮৬॥

‘কীৰ্ত্তনে বিহরে নরসিংহ শ্যাসীরূপে’ ।

জানিয়া রহিলা আসি’ প্রভুর সমীপে ॥১৮৭॥

ভগবান্ আচার্য আইলা মহাশয় ।

অবগেও যারে নাহি পরশে বিষয় ॥১৮৮॥

এইমত যতেক সেবক যথা ছিল ।

সবেই প্রভুর পার্শ্বে আসিয়া মিলিলা ॥১৮৯॥

প্রভুব সঙ্গে ভক্তবৃন্দের কীৰ্ত্তন-বিলাস—

প্রভু দেখি সবার হইল চুঃখ নাশ ।

সবে করে প্রভু সঙ্গে কীৰ্ত্তনবিলাস ॥১৯০॥

সন্ন্যাসীর রূপে বৈকুণ্ঠের অধিপতি ।

কীৰ্ত্তন করেন সর্ব ভক্তের সংহতি ॥১৯১॥

শ্রীচৈতন্য-রসোন্মত্ত শ্রীনিত্যানন্দের

জগন্নাথ-আলিঙ্গনের চেষ্টা—

চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ মহাবীর ।

পরম উদ্ভাস—এক ‘হামে নহে স্থির ॥১৯২॥

জগন্নাথ দেখিয়া যারেন ধরিবারে ।

পড়িহারিগণে কেহ রাখিতে না পারে ॥১৯৩॥

সুবর্ণ-সিংহাসনে আবোহণ পূর্বক বলরাম-আলিঙ্গন—

একদিন উঠিয়া সুবর্ণ সিংহাসনে ।

বলরাম ধরিয়া করিলা আলিঙ্গনে ॥১৯৪॥

উঠিতেই পড়িহারী ধরিলেক হাতে ।

ধরিতে পড়িলা গিয়া হাত পাঁচ সাতে ॥১৯৫॥

বলরামের গলার মালা গ্রহণ-পূর্বক

নিজ গলদেশে ধারণ—

নিত্যানন্দ প্রভু বলরামের গলার ।

মালা লই’ পরিলেন গলে আপনার ॥১৯৬॥

মালা পরি’ চলিলেন গজেন্দ্রগমনে ।

পড়িহারী উঠিয়া চিস্তয়ে মনে মনে ॥১৯৭॥

“এই অবস্থতের মনুষ্যশক্তি নহে ।

বলরাম-স্পর্শে কি অন্তের দেহ রহে ॥১৯৮॥

মস্তহস্তী ধরি’ মুঞি পারোঁ রাখিবারে ।

মুঞি ধরিলেও কি মনুষ্য বাইতে পারে ॥১৯৯॥

হেন মুঞি হস্ত দৃঢ় করিয়া ধরিমু’ ।

তৃণপ্রায় হই’ গিয়া কোথা বা পড়িমু’ ॥২০০॥

এই মত চিন্তে পড়িহারী মহাশয় ।

নিত্যানন্দ দেখিলেই করেন বিনয় ॥২০১॥

তাঁহারা তাদৃশ পুরুষগণকেও আকর্ষণ করিতে সমর্থ ॥৮৭॥

তথ্য। “শ্রীচৈতন্যে পদো” ইতি বাঙ্গালনেয় সংহিতা শ্রীবাগ্‌দেবী গোবিন্দভাগ্য তাতা৪০ ত্রৈব্য। সবস্তুতী ভারতী চ যোগেন সিদ্ধযোগিনী। ভারতী ব্রহ্মপত্নীচ বিষ্ণুপত্নী সবস্তুতী। নাঃ পঞ্চবাত্র (২৩৬৪) ॥৮৮॥

“আত্মারামাণ্ড” শ্লোকের প্রকৃতার্থ এই যে, ভজনীয় বস্তু কৃষ্ণই সকলের মূলতত্ত্ব। যে সকল ব্যক্তি সকল সময়ে

সর্বতোভাবে মায়িক বন্ধন হইতে ভিতরে বাহিরে মুক্ত, তাঁহাদেরই কৃষ্ণভক্তি লাভের সম্ভাবনা। কৃষ্ণগুণ মহাশক্তি-সম্পন্ন। যে সকল ব্যক্তি কৃষ্ণের বস্তুর ভোগ কামনা করেন, তাঁহারা বদ্ধজীব ও কৃষ্ণভজনে বিষুথ ॥৮৯॥

শ্রীগৌরহৃদয়ের সাক্ষাৎ কৃষ্ণচক্রে; হৃদরাজ কৃষ্ণকথিত শ্লোকের ব্যাখ্যা তিনি ব্যতীত অপবেজানেন না। সার্বভৌম বর্ণিত ১৩ প্রকার অর্থ ব্যতীত শ্রীগৌরহৃদয়ের স্বয়ং অল্প বহু

নিভানন্দ-স্বরূপ স্বভাব বাল্য-ভাবে।

আলিঙ্গন করেন পরম অনুরাগে ॥২০২॥

তবে কতদিনে গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীপতি।

সমুদ্র-কূলেতে আসি' করিলা বসতি ॥২০৩॥

সিদ্ধুতীরে স্থান অতি রম্য মনোহর।

দেখিয়া সন্তোষ বড় শ্রীগৌরসুন্দর ॥২০৪॥

চন্দ্রবতী রাজি, বহে দক্ষিণ-পবন।

বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন ॥২০৫॥

প্রকার ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। সেই সকল ব্যাখ্যাব
সন্ধান ক্রমেকতর কোন ব্যক্তি অনন্তকালেও পায় না ॥২০৮॥

মোহান—আমার ॥২০৮॥

সার্বভৌম বলিয়াছিলেন যে, বয়সেব অল্পতা-নিবন্ধন
গৌরসুন্দরের সন্ন্যাসে অধিকার নাই। তাঁহার প্রতিবাদ-
হুত্রে শ্রীগৌরসুন্দর নিজ ষড়্ভূজমূর্তি প্রদর্শন পূর্বক বলিলেন
যে, তাঁহারই অধিকার আছে। তুমি বহু বহুজ্ঞান কল্পসামান
করিয়া আমাব দর্শনার্থ ব্যগ্র হইয়াছিলে বলিয়াই আমি
নীলাচলে তোমার জ্ঞান আসিয়াছি। অনন্ত ব্রহ্মাও
আমারই অন্তর্গত। তুমি জন্মে জন্মে আমাব প্রীতিব
অনুসন্ধানকারী ॥২০০-২০৫॥

১০৯ সংখ্যার পর অভিব্যক্তি পাঠ :—

“শচীকরণাপন্ন শ্রীহলমুখল।

বহুমনি পরিপূর্ণ শ্রীঅঙ্গ উজ্জ্বল ॥

শ্রীবৎসকৌন্তুভাব বন্ধে শোভা কবে।

বাম-কক্ষে শিখাবেজ মূলী জঠরে।” ॥২০৯॥

ভগবানের মহালোকময় ষড়্ভূজমূর্তি দর্শন করিয়া
সার্বভৌম মুগ্ধ হইলেন। সার্বভৌমের রূপদেশে ষড়্ভূজ-
মূর্তিও শ্রীগৌরহরি স্বীয় পাদপদ্ম স্থাপন করিলেন ॥
১০৭-১১২॥

ভাষ্য। যখনসাঁ ন মনুতে যেনাহর্যনো মতন্। তদেব
ব্রহ্ম যং বিদ্ধি নেনং যদিদমুপাসতে ॥ (কেন উঃ ১।৫) ;
মুহুতি যং হ্রয়ঃ। (ভাঃ ১।১১) ; ভাঃ ১।৩৩৭ ,
৬।৩।৪-১৫ ; ভাঃ ৭।৫।১৩ ; ১০।১৪।২১ ; ২।৪।৫৬ ;
১।৭।১৭ এবং ১।১২।৪০ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥১১৭-১৮॥

অর্থ। যঃ (শ্রীভগবান্) কালান্ (কালপ্রভাবান্)
নষ্টং (লোকগোচরতাং প্রাপ্তং) নিজং (স্বকীয়ং) ভক্তি-
যোগং প্রাপ্তবুৎ (পুনরলোকগোচরতাং প্রাপয়িতুং) কৃষ্ণ-
চৈতন্যনামা (কৃষ্ণচৈতন্য ইতি নাম যন্ত তাদৃশঃ সন্)
আবিভূতঃ (জগতি প্রকাশং গতঃ) চিত্তহৃদঃ (মন

চিত্তরূপো ভ্রমবঃ) তন্ত (ভগবতঃ) পাদারবিন্দে (শ্রীপদ-
কমলে) গাঢ়ং গাঢ়ং (অতিশয়েন) লীলতাং (নিবিটো
ভবতু) ॥১২৩॥

অনুবাদ। যে ভগবান্ কালপ্রভাবে বিরোহিত
স্বকীয় ভক্তিয়োগ পুনরায় প্রকাশিত কবিশাব জ্ঞান
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে প্রাপ্তবুৎ হইয়াছেন, আমার চিত্তভ্রম
তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে গাঢ়রূপে আসক্ত হউক ॥১২৩॥

ভাষ্য। “কালেন নষ্টা প্রলয়েবাগ্নীং বেদসংজ্ঞিতা।
ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্মো যন্তাং মদাত্মকঃ ॥” (ভাঃ
১।১।৪।৩)

কৃষ্ণমুখ জগতে ভাগ্যের অনুপাতানুসারে ভক্তি
উদ্দীপ্ত থাকে। দুর্ভাগ্যক্রমে তর্কাদি প্রবল হইলে ভগবানে
সেবা-প্রবৃত্তি মিশ্রভাবাপন্ন হয় এবং কখনও কখনও ক্ষেত্র-
বিশেষে বিলুপ্ত হয়। সেই শুদ্ধভক্তির প্রকাশের জ্ঞান
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ইহজগতে অবতরণ ॥১২৪-১২৫॥

অর্থ। একঃ (অবিতীয্যরূপঃ) পূরণঃ (সর্বাদিতুতঃ)
রূপাধিঃ (দয়াসাগরঃ) যঃ পুরুষঃ (ভগবান্ শ্রীহরিঃ)
বৈরাগ্যবিজ্ঞানিজ ভক্তিয়োগশিক্ষার্থং (কৃষ্ণভাব-বস্তুরি-
পদেশাহুত্ব-নিজানামরূপ-গুণলীলা-সেবনযোগোপদেশার্থং)
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপেনাবিভূতঃ) অং-
তং প্রপঞ্চে (শবণং গচ্ছামি) ॥ ১২৬ ॥

অনুবাদ। অবিতীয্য সর্বাদিয্যরূপ পরম দয়ালু যে
পরমপুরুষ লোকমধ্যে বৈরাগ্য, জ্ঞান এবং স্বীয় ভক্তিয়োগ
প্রচার করিবার জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে আবিভূত হইয়াছেন
আমি তাঁহার শরণাপন্ন হইতেছি ॥ ১২৬ ॥

ফলবৈরাগ্যের অপকর্ষ ও বৃত্তবৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা,
ভোগপরবিজ্ঞার নিরর্থকতা, ত্যাগপরবিজ্ঞার অকর্ষণীয়তা
ও সেবাপরবিজ্ঞার প্রয়োজনীয়তা স্থাপন করিবার জ্ঞান
নাম পুরুষোত্তম বস্তুর দয়াপ্রতিষ্ঠা হইয়া ইহজগতে অবতীর্ণ
হইয়াছেন। এই প্রকারে সার্বভৌম “কালারষ্টং” শ্লোক-
বয় প্রমুখ শতশ্লোক রচনা করিলেন ॥ ১২৭ ॥

সর্ব অঙ্গ শ্রীমন্তক শোভিত চন্দ্রে ।
নিরবধি 'হরেকৃষ্ণ' বোলে শ্রীবন্দনে ॥২০৬॥
মালায় পূর্ণিত বক্ষ—অতি মনোহর ।
চতুর্দিকে বেড়িয়া আছয়ে অমুচর ॥২০৭॥

‘গুণনাম’ পাঠান্তরে ‘গুণধাম’ ॥ ১২৯ ॥

শোণজর্জর জাগতিক বিদ্যা, নম্বর ধনসমূহ ও সংকুলে
জন্ম-প্রভৃতি বিবিধ বন্ধের কাবণ; উহাতেই মানবগণ
আবদ্ধ থাকে এবং নিত্য সত্যের উপলব্ধি করিতে পারে
না। শ্রীগোবিন্দকৃষ্ণের দর্শনে বঞ্চিত হইয়া মিছাভক্ত সম্প্রদায়
বা ভক্তিবিবোধী সম্প্রদায় ভগবৎসেবায় কোন উপলব্ধি পায়
না, তজ্জন্মই “জন্মৈশ্বর্যশ্রুতশ্রীভিঃ” শ্লোকের বিচার মতে
ভগবন্মায়গ্রহণের পবিত্রতাই শ্রীহবিগুরুবৈষ্ণবের বিদ্রোহিতা
আচরণ করে। অসত্যকে সত্য বলিয়া ভ্রান্ত হওয়ায়
তাহাদের এই দুর্গতি অনিবার্য ॥ ১০২ ॥

অর্চা-বিগ্রহরূপে নীলাচলে সেই পবিত্রবস্তু ভোজন-
হলনাম আশ্রিত জনগণকে প্রসাদ দিবার জন্ত বসিয়া
আছেন ॥ ১০৫ ॥

শ্রীহবিগুরুবৈষ্ণবই শ্রীহবিগুরুবৈষ্ণবকে জানিতে
পায়েন। ইতব জনগণ ইহাদেব সন্ধান পান না, যেহেতু
উহারা কিছু হবিগুরুবৈষ্ণব নহেন। দেবগণ পর্যন্ত ভগবত-
স্বরূপনির্ণয়ে বিমূঢ় হইয়া পড়েন ॥ ১০৮ ॥

“কাদুর্দ্ধাদ—কাণ্ডব প্রার্থনা, দৈত্যোক্তি ॥ ১৪০ ॥

‘যে হেন কীর্তি য’ পাঠান্তরে ‘বলি লোক যেন
কয়’ ॥ ১৪৭ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—“আমি যে কাল পর্যন্ত
পৃথিবীতে একটু আছি, ততকাল পর্যন্ত তুমি এই সকল কথা
কাহারও নিকট প্রকাশ কবিও না।” মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভুকে ভগবৎস্বরূপ বলিয়া জানিবার জন্ত সার্বভৌমকে
উপদেশ দিলেন ॥ ১৪২-১৪৩ ॥

তানে—তাহাকে ॥ ১৪১ ॥

‘আমার বচনে’ পাঠান্তরে ‘কেহো নাহি জানে’ ॥ ১৪২ ॥

দাক্ষক্য শ্রীজগন্নাথ—অচল, শ্রীগৌরসুন্দর—জন্ম
জগন্নাথ। ভগবানকে শাস্ত্র দর্শন করিয়া সকলেই যর
জগতের ভোগসমূহ বিস্তৃত হয় ॥ ১৪২ ॥

সমুজের তরঙ্গ নিশায় শোভে অতি ।
হাসি দৃষ্টি করে প্রভু তরঙ্গের প্রতি ॥২০৮॥
গঙ্গা-সমূহায় যত ভাগ্যেয় উদয় ।
এবে তাহা পাইলেন সিকু মহাশয় ॥২০৯॥

‘লুট’ পাঠান্তরে ‘ভুটি’ বা ‘লুটি’ ॥ ১৬২ ॥

অমুপাম—আর্থ, ‘অমুপম’, তুলনা রহিত ॥ ১৬৩ ॥

‘কিবা সে বিগ্রহেব সৌন্দর্য্য অমুপম’, পাঠান্তরে ‘কি
শোভা শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য্যামুপাম’ ॥ ১৬৩ ॥

তথ্য। হরেকৃষ্ণেচ্ছাঠে: দ্রুতিত-রসনো নামগণনা-
কৃতগ্রন্থিপ্রণীতভগবতাত্মজ্ঞানকর: ॥ (শ্রীপাদরূপ-
গোষামিকৃত শ্রীচৈতন্যচরিত ৫) ॥ ১৬৪ ॥

তথ্য। স্বর্ণবর্ণে হোমোক্তোবরাঙ্গচন্দ্রনাঙ্গদী। ভাবত—
দানধর্ম ১৪৯ অঃ ॥ ১৬৫ ॥

তথ্য। (ভাঃ ১০।৮৪।১০), (ভাঃ ১০।৮৪।২১;
অক্লোঃ ফলং ত্বাদৃশ দর্শনং হি তনোঃ ফলং ত্বাদৃশ-গাজসঙ্গঃ।
জিহ্বা ফলং ত্বাদৃশ-কীর্ণনং হি সুদূরভা ভাগবতা হি
লোকে ॥ (চবিত্তিসুধোদয় ১৩ অঃ ২ শ্লোক)। তোমা
দেখি, তোমা স্পর্শি, গাই তোমার গুণ। সর্কোজিয়-ফল,—
এই শাস্ত্রের নিরূপণ ॥ (চৈঃ চঃ মধ্য ২০।৬০) ॥ ১৭১ ॥

শ্রীমাধবেজগুরীর অন্তরঙ্গশিষ্য শ্রীপরমানন্দপুরীকে দর্শন
করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরের শ্রীমাধবেজগুরীর স্থিতি উদ্দীপ্ত
হইল ॥ ১৭২ ॥

সিঞ্চিলেন—অতিষিক্ত করিলেন ॥ ১৭৩ ॥

শ্রীপুরুষোত্তম ভট্টাচার্য—যিনি পবনগুণে দামোদর-
স্বরূপ বলিয়া অভিহিত এবং শ্রীমাধবেজগুরীর শিষ্য
শ্রীপরমানন্দপুরী—উভয়েই শ্রীগৌরসুন্দরের সঙ্গলাভে
অধিকারী। শ্রীপরমানন্দপুরী ও শ্রীস্বরূপের সহিত মহা-
প্রভুর দিবারাজি অবস্থান ও শ্রীস্বরূপের মুখে শ্রীমাধা-
গোবিন্দের গানরূপ সঙ্গদানই তাহাদিগকে ‘অধিকারী’
করিয়াছিল ॥ ১৮১ ॥

শ্রীভগবান্ আচার্য্য কোন দিনই ইচ্ছিততর্পণমূলে বিষয়-
কথা শ্রবণ কবেন নাই। শ্রীকৃষ্ণের নামরূপগুণাদিই
তাহার প্রবলীষ বিষয় ছিল ॥ ১৮৮ ॥

উদ্ধাঃ—বেচ্ছাময় ॥ ১৯২ ॥

হেম মতে সিদ্ধুতীরে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
বসতি করেন লই' সর্ব্ব অশুচর ॥২১০॥
সর্ব্ব-রাজি সিদ্ধু-তীরে পরম-বিরলে ।
কীৰ্ত্তন করেন প্রভু মহা কুতূহলে ॥২১১॥
তাণ্ডব-পণ্ডিত প্রভু নিজ-প্রেম-রসে ।
করেন তাণ্ডব ভক্তগণ সুখে ভাসে ॥২১২॥
রোমহর্ষ, অশ্রু, কম্প, হৃদয়, গর্জম ।
শ্বেদ, বহুবিধ-বর্ণ হয় কণে কণে ॥২১৩॥
যত ভক্তি-বিকার—সকল একেবারে ।
পরিপূর্ণ হয় আসি প্রভুর শরীরে ॥২১৪॥
যত ভক্তি-বিকার—সবেই মুর্ত্তিমন্ত ।
সবেই ঈশ্বর-কলা—মহাঙ্গানবন্ত ॥২১৫॥
আপনে ঈশ্বর মাচে বৈষ্ণব-আবেশে ।
জানি সবে নিরবধি থাকে প্রভু-পাশে ॥২১৬॥
অতএব ভিলাক্স বিচ্ছেদ প্রেম-সনে ।
মাহিক শ্রীগৌরসুন্দরের কোন কণে ॥২১৭॥

যত শক্তি ঈশ্বর লীলায় করে প্রভু ।
সেই আর অগ্রে সম্ভাবনা নহে কছু ॥২১৮॥
ইহাতে সে তান শক্তি অসম্ভাব্য নয় ।
সর্ব্ব বেদে ঈশ্বরের এই তত্ত্ব কয় ॥২১৯॥
যে প্রেমপ্রকাশে প্রভু চৈতন্য গোসাঞি ।
তাঁহা বই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে আর নাই ॥২২০॥
এতেকে যে শ্রীচৈতন্য প্রভুর উপমা ।
তাঁহা বই আর দিতে নাহি কছু সীমা ॥২২১॥
সবে যারে শুভ-দৃষ্টি করেন আপনে ।
সে তাহান শক্তি ধরে, তাঁর তত্ত্ব জানে ॥২২২॥
অতএব সর্ব্বভাবে ঈশ্বর-শরণ ।
লইলে সে ভক্তি হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ॥২২৩॥
যে প্রভুরে অজ-ভব-আদি ঈশ-গণে ।
পূর্ণ হইয়াও নিরবধি ভাবে মনে ॥২২৪॥
হেম প্রভু আপনে সকল-ভক্ত সঙ্গে ।
নৃত্য করে আপনার প্রেম-যোগ-রঙ্গে ॥২২৫॥

পড়িহাবিশেষ (পড়িহাবী, সংস্কৃত প্রতিহাবীর
অপভ্রংশ) দাববন্ধকগণ, শ্রীজগদগদাধর সেবাপ্রাধি-
গণেব দণ্ডবিধাতৃগণ ॥২২৩॥

অবধূত—সন্ন্যাসী ॥২২৪॥

চন্দ্রবতী—জ্যোৎস্নাময়ী, চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিতা ॥২০৫॥

শ্রীনবদ্বীপ-লীলায় গঙ্গাদেবী ভাগ্যবতী হইয়াছিলেন ।
বন্দাবন-লীলাকালে যমুনাদেবী সেই সৌভাগ্য লাভ
করেন । রত্নাকর স্বীয় তটে শ্রীগৌরসুন্দরের বাসকালে
দেবীরেব সেই সৌভাগ্য লাভ করিলেন ॥২০৯॥

তাণ্ডব—নৃত্য, উদ্‌গুনৃত্য ॥২১২॥

তথ্য । তন্মূৰ্ত্তবরনিকবন্দ্যবশতিতাস্র পাদাধুজোহিল
কলাদিগুরুনর্নর্ন । (ভাঃ ১০।১৬।২৬) ॥২১২॥

সেবাবৈচিত্র্য মুর্ত্তিমান্ হইয়া সাক্ষাৎ চৈতন্যময় প্রাকট্যে
ভগবানের সেবাবিকাশের পরিচয় দিতে লাগিল । বিকার
শব্দেব যে অমুপদেশতা বা হেয়তা প্রপঞ্চদেবিত্তে পাওরা
যায়, ভগবন্তক্তির বিচারে ঐ ভক্তিবিকার অনাদরণীয় নহে ।
অভক্তি-বিকার-বাদ বা বিবর্ত্তবাদ বেদান্তবিচাবে গৃহীত ।
ভক্তিবিকার পরম চমৎকার ও প্রপঞ্চাতীত ॥২১৫॥

ভগবানে সর্ব্ববিধ বিরুদ্ধশক্তি নিত্য অবস্থিত ; সূতবাং
কোন শক্তিবই তাঁহাতে অসম্ভাবনা নাই ; সকল বেদশাস্ত্রই
পরতত্ত্বসম্বন্ধে এইরূপ বলিয়া থাকেন ॥২১৯॥

তথ্য । পবাস্ত শক্তিরিবিধৈব প্রায়শ্চৈতন্যাবিকী
জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥ (ষেঃ উঃ ৬।৮)

তে ধ্যানযোগাভ্যুগতা অপশ্রুত দেবাত্মশক্তিঃ স্বপ্নপৈ-
নিগুঢ়াম্ । (ষেঃ উঃ ১।৩) । শ্রীয়া পুট্যা গিবা কাস্ত্যা
কীৰ্ত্ত্যা তুটোলযোজিয়া । বিজয়াইবিজয়া শক্ত্যা মায়য়া চ
নিষেবিতম্ ॥ (ভাঃ ১০।৩৯।৫৫) ॥২১৯॥

শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমপ্রাকট্য ব্যতীত অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে
আর কোন ভাংপর্য্য নাই । ব্রহ্মাণ্ডেব সকল বস্তুই সেই
প্রেমপ্রকাশভাংপর্য্যপর ॥২২০॥

ভগবানের শবণ গ্রহণ করিলে জীব সর্ব্বপ্রকারে
ভোগবন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥২২৩॥

তথ্য । সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মানেকং শবণং ব্রজ ।

অহং স্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িত্যগি মা শুচঃ ॥

(গীতা ১৮।৬৬) ; (ভাঃ ২।৭।৪১) ॥২২৩॥

কতি—কিয়ৎ পরিমাণে, কদাপি ॥২২৮॥

সে সব ভক্তের পায়ে মোর মমকার ।
 গৌরচন্দ্র সঙ্গে বাঁর কীর্তন-বিহার ॥২২৬॥
 হেন মতে সিদ্ধ-ভীরে শ্রীগৌরমুন্দর ।
 সর্বরাজি নৃত্য করে অতি মনোহর ॥২২৭॥
 নিরবধি গদাধর থাকেন সংহতি ।
 প্রভু-গদাধরের বিচ্ছেদ নাহি কতি ॥২২৮॥
 কি ভোজন, কি শয়নে, কিবা পর্যটনে ।
 গদাধর প্রভুরে সেবেন অনুক্ষেপে ॥২২৯॥
 গদাধর সম্মুখে পড়েন ভাগবত ।
 শুনি' প্রভু হন প্রেম-রসে মহামত্ত ॥২৩০॥
 গদাধর-বাক্যে মজি প্রভু সুখী হয় ।
 ভ্রমে গদাধর সঙ্গে বৈষ্ণব আলয় ॥২৩১॥
 একদিন প্রভু পুরী গোসাঞির মঠে ।
 বসিলেন গিয়া তান পরম নিকটে ॥২৩২॥
 পরমানন্দ পুরীয়ে প্রভুর বড় অীত ।
 পূর্বে যেন শ্রীকৃষ্ণ-অর্জুন দুই মিত ॥২৩৩॥
 কৃষ্ণ-কথা পরম্পর রহস্ত-প্রসঙ্গে ।
 নিরবধি পুরী-সঙ্গে থাকে প্রভু রঙ্গে ॥২৩৪॥
 পুরী গোসাঞির কূপে ভাল নহে জল ।
 অত্যাচারী প্রভু তাহা জানি সকল ॥২৩৫॥
 পুরী গোসাঞিরে প্রভু পুছিয়া আপনি ।
 কূপে জল কেমন হইল কহ শুনি ॥২৩৬॥
 পুরী বলে,—“সেহ বড় অভাগিয়া কূপ ।
 জল হৈল যেন ঘোর কর্দমের রূপ ॥২৩৭॥
 পুরী গোসাঞী বৃক্ষসেবাব কূপে কর্দমাক্ত জলেব কথা
 শ্রবণে মহাপ্রভুব খেদ ও জলেব মলিনতার
 কারণ ব্যাখ্যা—
 শুনি' প্রভু হায় হায় করিতে লাগিল ।
 প্রভু বলে,—“জগন্নাথ-কূপে হইল ॥২৩৮॥”

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোসাঞী নিরন্তর মহাপ্রভুব নিকট
 অবস্থান কবিয়া সকল রাজি সিদ্ধতটে নৃত্যগীতাদি বাবা
 শ্রীগৌরমুন্দরের চিত্তবিনোদন করিতেন। কোন সময়েই
 শ্রীল গদাধর পণ্ডিত প্রভু শ্রীগৌরমুন্দরের নিকট হইতে অল্প
 অবস্থান করিতেন না। ভোজনকালে, শয়নকালে, ভ্রমণ-

পুরীর কূপের জল পরশিবে যে ।
 সর্ব পাপ থাকিলেও তরিবেক সে ॥২৩৯॥
 অতএব জগন্নাথ দেবের মায়ায় ।
 নষ্ট জল হৈল—যেন কেহ নাহি খায় ॥২৪০॥

প্রভুব ববপ্রদান—“কূপে ভোগবতী গঙ্গা
 প্রবিষ্ট হউন”—

এত বলি' মহাপ্রভু আগনে উঠিল ।
 তুলিয়া শ্রীভুজ দুই কহিতে লাগিল ॥২৪১॥
 “জগন্নাথ মহাপ্রভু, এই মোর বর ।
 গঙ্গা প্রবেশুক এই কূপের ভিতর ॥২৪২॥
 ভোগবতী গঙ্গা যে আছেন পাতালেতে ।
 তাঁরে আজ্ঞা কর এই কূপে প্রবেশিতে ॥২৪৩॥
 সর্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি' ।
 উচ্চ করি বলিতে লাগিল হরি-ধ্বনি ॥২৪৪॥
 তবে কতক্ষণে প্রভু বাসায় চলিল ।
 ভক্তগণ সবে গিয়া শয়ন করিল ॥২৪৫॥

গঙ্গাব প্রভুব আজ্ঞা-পালন—

সেইক্ষণে গঙ্গা-দেবী আজ্ঞা করি শিরে ।
 পূর্ণ হই' প্রবেশিলা কূপের ভিতরে ॥২৪৬॥

প্রভাতেই কূপ নির্মল-জলে পবিপূর্ণ—

প্রভাতে উঠিয়া সবে দেখেন অক্লুত ।
 পরম-নির্মল-জলে পরিপূর্ণ কূপ ॥২৪৭॥

পুরীগোসাঞী ও ভক্তগণের আনন্দ—

আশ্চর্য্য দেখিয়া ‘হরি’ বলে ভক্তগণ ।
 পুরী গোসাঞি হইলা আনন্দে অচেতন ॥২৪৮॥

সকলের কূপ প্রদক্ষিণ—

গঙ্গার বিজয় সবে বুঝিয়া কূপেতে ।
 কূপ প্রদক্ষিণ সবে লাগিলা করিতে ॥২৪৯॥

কালে শ্রীগদাধর পণ্ডিতপ্রভুই ভগবানের সর্বক্ষণ সেবা
 করিতেন। গদাধর পণ্ডিতই সর্বক্ষণ ভাগবত-শ্লোকসমূহ
 মহাপ্রভুর নিকট কীর্তন কবিতেন। গদাধর পণ্ডিত
 প্রভুব সঙ্গে বৈষ্ণবগণের গৃহে শ্রীগৌরমুন্দর উপস্থিত
 হইতেন ॥২৪৮-২৪৯॥

মহাপ্রভুর আগমন—

মহাপ্রভু শুনিয়া আইলা সেই ক্ষণে ।

জল দেখি' পরম-আনন্দ-যুক্ত মনে ॥২৫০॥

প্রভুকর্তৃক পুৰীগোস্বামীর কৃপেব নাচাত্ম্য-প্রচাব,

কৃপজলে স্নান-ফলে গঙ্গা-স্নানের ফল,

কৃষ্ণভক্তিব লাভ—

প্রভু বলে,—“শুন্মহ সকল ভক্তগণ ।

এ কৃপের জলে যে করিবে স্নান পান ॥২৫১॥

সত্য সত্য হৈব তার গঙ্গা-স্নান ফল ।

কৃষ্ণ-ভক্তি হৈব তার পরম নির্মল ॥” ২৫২॥

প্রভুব বাক্যে ভক্তগণেব হৃদিশ্রুতি—

সর্ব ভক্তগণ শ্রীমুখের বাক্য শুনি' ।

উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরি শ্রবণি ॥২৫৩॥

পুরী গোসাঞির কৃপে সেই দিব্য জলে ।

স্নান পান করে প্রভু মহা কুড়ুলে ॥২৫৪॥

প্রভু বলে,—“আমি যে আহিয়ে পৃথিবীতে ।

জানিহ কেবল পুরী গোসাঞির শ্রীতে ॥২৫৫॥

পুরী গোসাঞির আমি—নাহিক অমুখা ।

পুরী বেচিলেও আমি বিকাই সর্বথা ॥২৫৬॥

সকল যে দেখে পুরী গোসাঞিরে মাত্র ।

সেহ হইবেক শ্রীকৃষ্ণের প্রেম-পাত্র ॥” ২৫৭॥

পুরীর মহিমা তবে কহিয়া সবারে ।

কৃপ ধন্য করি' প্রভু চলিলা বাসারে ॥২৫৮॥

প্রভুব পুরীগোসাঞি নাচাত্ম্য-বর্ণন—

কৃত্য কে ?—

ঈশ্বর সে জানে ভক্ত-মহিমা বাড়ী'তে ।

হেন প্রভু না ভজে কৃত্য কোন মতে ॥২৫৯॥

ভগবানেব ভক্ত-বাৎসল্য—

ভক্তরক্ষা লাগি' প্রভু করে অবতার ।

নিরবধি ভক্ত-সঙ্গে করেন বিহার ॥২৬০॥

প্রাকৃত-নীতি-বিগর্হিত-কাণ্ড কথিবাও

ভক্ত-প্রীতি-নীতিব শ্রেষ্ঠত।

প্রচাবক ভগবান্—

অকর্তব্য করে নিজ সেবক রাখিতে ।

তার সাক্ষী বালি বধে সুগ্রীব-মিস্ত্রিতে ॥২৬১॥

সেবকের দাস্য প্রভু করে নিজামনে ।

অজয় চৈতন্যসিংহ জিনে ভক্ত-বুলে ॥২৬২॥

সপার্বদ প্রভুব সমুদ্রতীরে কীর্তন-বিহাব

সমুদ্রেব সৌভাগ্য-জনক—

ভক্তগণ সঙ্গে প্রভু সমুদ্রের তীরে ।

সর্ব বৈকুণ্ঠাদি-নাথ কীর্তনে বিহারে ॥২৬৩॥

বাসা করিলেন প্রভু সমুদ্রের তীরে ।

বিহারেন প্রভু ভক্তি আমল-সাগরে ॥২৬৪॥

এই অবতারে সিদ্ধ কৃত্য হইতে ।

অতএব লক্ষ্মী জন্মিলেন ভাষা হৈতে ॥২৬৫॥

সিদ্ধমানে নীলাচলবাসীভূত ভোদয়—

নীলাচলবাসীর যে কিছু পাপ হয় ।

অতএব সিদ্ধমানে সব যায় ক্ষয় ॥২৬৬॥

গঙ্গাদেবীর সিদ্ধসহ মিলন—

অতএব গঙ্গাদেবী বেগবতী হইয়া ।

সেই ভাগ্যে সিদ্ধ মাঝে মিলিলা আসিয়া ॥২৬৭॥

হেন মতে সিদ্ধতীরে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।

বৈসেন সকল মতে সিদ্ধ করি' ধন্য ॥২৬৮॥

পুরী গোসাঞিব কৃপ—শ্রীজগদ্বাসিনীর পশ্চিমের বাস্তার কিয়দূরে অবস্থিত কৃপট। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এই কৃপট নির্দেশ কথিয়া দিয়াছেন। উদ্ধাব নিকটেই পুলিশস্টেশন ॥২৭০॥

বিজয়—আগমন ॥২৪৯॥ সক্র—একবার ॥২৫৭॥

তথ্য। (ভা: ৩৪।১৭) ; (ভা: ১০।৪৮।২৬) ॥২৫৯॥

তথ্য। (ভা: ১০।১৪।২০) ; (ভা: ৩২।১৫-১৬) ॥২৬০॥

অকর্তব্য—যাহা প্রাকৃত জগতে অকর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হয় ॥২৬১॥ এই পর্যায়ে পাঠ্যভবে—

ভক্তবাৎসল্য প্রভুব কে পাবে কহিতে ।

অকর্তব্য কবে প্রভু সেবক রাখিতে ॥

তথ্য। (ভা: ১০।৮৬।৫২) ; (ভা: ১০।৯।১৯) ॥২৬২॥

শ্রীমদ্রূপপ্রভু সিদ্ধতীরে নীলাচলে ভাবীকালে আসিবেন, বলিয়াই বলাকরেন তনয়রূপে লক্ষ্মীদেবীর জন্ম ॥২৬৫॥

প্রভুব নীলাদ্রিগমনকালে উৎকলাধিপতি প্রতাপকন্দেব
যুদ্ধাভিমানোপলক্ষে অস্ত্রত্ব অবস্থানহেতু

নীলাচলে অমুপস্থিত—

যে সময়ে ঈশ্বর আইলা নীলাচলে।
তখনে প্রতাপরুজ নাহিক উৎকলে ॥২৬৯॥
যুদ্ধরসে গিয়াছেন বিজয়নগরে।
অতএব প্রভু না দেখিলা সেইবারে ॥২৭০॥

প্রভুব নীলাচলে কিছুকাল বাসেব পব

পুনঃ গোড়দেশে বিজয়—

ঠাকুর থাকিয়া কতদিন নীলাচলে।
পুনঃ গোড়দেশে আইলেন কুতুহলে ॥২৭১॥

গঙ্গাব প্রতি রূপা কবিরাব জ্ঞান গোড়দেশে

আগমন—

গঙ্গা প্রতি মহা অনুরাগ বাড়াইয়া।
অতি শীঘ্র গোড়দেশে আইলা চলিয়া ॥২৭২॥

সার্কঃ ভোগ-ভাতা বিজ্ঞাবাচম্পতিব গৃহে

আগমন—

সার্কভোগভাতা বিজ্ঞা-বাচম্পতি নাম।
শাস্ত-দাস্ত-ধর্মশীল মহাভাগ্যবান্ ॥২৭৩॥
সর্ব-পারিষদ-সঙ্গে শ্রীগৌরসুন্দর।
আচম্বিতে আসি' উত্তরীলা তাঁর ঘর ॥২৭৪॥

বাচম্পতিব প্রভু-অভ্যর্থনা—

বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহে অতিথি পাইয়া।
পড়িলেন বাচম্পতি দণ্ডবৎ হৈয়া ॥২৭৫॥
হেন সে আনন্দ হৈল বিপ্রের শরীরে।
কি বিধি করিব তাহা কিছুই না ক্ষুরে ॥২৭৬॥
প্রভুও তাঁহারে করিলেন আলিঙ্গন।
প্রভু বলে,—“শুন কিছু আমার বচন ॥২৭৭॥
চিন্ত মোর হইয়াছে মথুরা যাইতে।
কথো দিন গঙ্গান্নান করি' অধাতে ॥২৭৮॥

প্রভুব কিছুদিন গঙ্গা-স্নানান্তে মথুরা গমনের অভিলাষ
ব্যক্ত করিয়া বাচম্পতিব নিকট হইতে নির্জন

স্থান যাক্কা লীলা—

নিভৃতে আমারে একখানি দিবা স্থান।
যেন কথো দিন মুক্তি করো' গঙ্গান্নান ॥২৭৯॥
তবে শেষে মোরে মথুরায় চলাইবা।
যদি মোরে চাহ ইহা অবশ্য করিবা ॥২৮০॥

বাচম্পতিব আনন্দ-প্রকাশ

শুনিয়া প্রভুর বাক্য বিজ্ঞা-বাচম্পতি।
লাগিলেন কহিতে হইয়া নম্র-মতি ॥২৮১॥
বিপ্র বলে,—“ভাগ্য সব বংশের আমার।
যথায় চরণ-ধূলি আইল তোমার ॥২৮২॥
মোর ঘর ঘর যত—সকল তোমার।
সুখে থাক তুমি কেহ না জানিব আর ॥২৮৩॥
শুনি তাঁর বাক্য প্রভু সন্তোষ হইলা।
তান ভাগ্যে কতদিন তথাই রহিলা ॥২৮৪॥

স্বর্গোদয় গোপন করা অসম্ভব, বাচম্পতিব গৃহে

প্রভুব আগমন-বার্তা-বিস্তার—

সূর্য্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয়।
সর্বলোক শুনিলেক প্রভুর-বিজয় ॥২৮৫॥
নবদ্বীপ-আদি সর্বদিকে হৈল ধনি।
“বাচম্পতি ঘরে আইলা আসি চুড়াগণি ॥২৮৬॥
শুনিয়া লোকের হইল চিন্তের উল্লাস।
শরীরে যেন হৈল বৈকুণ্ঠেতে বাস ॥২৮৭॥

লোকবৃন্দেব অপার আনন্দ ও প্রভুকে

দর্শনেব জ্ঞান প্রবল উৎকর্ষা—

আনন্দে সকল লোক বলে ‘হরি হরি’।
স্ত্রী-পুত্র-দেহ-গেহ সকল পাসরি ॥২৮৮॥
অন্তোহন্তে সর্ব লোকে করে কোলাহল।
“চল দেখি গিয়া তান চরণ-যুগল ॥২৮৯॥

যেকালে মহাপ্রভু নীলাচলে আসিয়া পৌঁছিলেন, সেই
সময়ে বাজা প্রতাপরুজ নীলাচলে ছিলেন না। তিনি দক্ষিণে
বিজয়নগর বাজ্যে যুদ্ধ কবিত্তে গিয়াছিলেন ॥২৭০॥

বিত্ত-বাচম্পতি—বিজ্ঞানগরবাসী পণ্ডিত বিশারদের

পুত্র ও স্ত্রীস্বয়ংদেব সার্কভোগেব ভাতা। ইহাবই গৃহে
বিজ্ঞানগরে মহাপ্রভু কয়েক দিবস বাস কবিয়াছিলেন
॥২৭৩॥

গেহ—গৃহ ॥২৮৮॥

এত বলি' সর্ব লোক পরম-উন্মাদে ।

আগু পাছু গুরুলোক নাহিক সন্ধ্যাবে ॥২৯০॥

গৌরানন্দর্শনে বাচস্পতি-গৃহাভিমুখে লোকসত্ত্বের

যাত্রা ও তাহাদের উৎকর্ষাব নিদর্শন—

অনন্ত অর্কবুদ লোক বলি 'হরি হরি' ।

চলিলেন দেখিবারে গৌরাজ শ্রীহরি ॥২৯১॥

পথ নাহি পায় কেহ লোকের গহনে ।

বন ডাল ভাজি যায় প্রভু দর্শনে ॥২৯২॥

শুন শুন আরে ভাই, চৈতন্য-আখ্যান ।

যে রূপে করিলা প্রভু সর্ব-জীবজাণ ॥২৯৩॥

বন ডাল কণ্টক ভাজিয়া লোক ধায় ।

তথাপি আনন্দে কেহ দুঃখ নাহি পায় ॥২৯৪॥

লোকের গহনে যত অরণ্য আছিল ।

কণেকে সকল দিব্য পথময় হৈল ॥২৯৫॥

সবদিকে লোক সব 'হরি' বলি যায় ।

হেন রঙ্গ করে প্রভু শ্রীগৌরানন্দ রায় ॥২৯৬॥

কেহ বলে,—“মুঞি তান ধরিয়া চরণ ।

মাগিমু—যে মতে মোর খণ্ডয়ে বন্ধন ॥” ২৯৭॥

কেহ বলে,—“মুঞি তানে দেখিলে ময়নে ।

তবেই সকল পাও, মাগিমু বা কেনে ॥” ২৯৮॥

কেহ বলে,—“মুঞি তান না জানেঁ মহিমা ।

যত নিন্দা করিয়াছেঁ, তার নাহি সীমা ॥২৯৯॥

এবে তান পাদপদ্ম ধরিয়া হৃদয়ে ।

মাগিমু কিরূপে মোর সে পাপ ঘুচয়ে ॥” ৩০০॥

কেহ বলে,—“মোর পুত্র পরম জুয়ার ।

মোরে এই বর যেন না খেলায় আর ॥” ৩০১॥

কেহ বলে,—“এই মোর বর কায়মনে ।

তঁার পাদপদ্ম যেন না ছাড়োঁ কখনে ॥” ৩০২॥

কেহ বলে,—“ধন্য ধন্য মোর এই বর ।

কছু যেন না পাসরোঁ গৌরানন্দম্বর ॥” ৩০৩॥

এই মত বলিয়া আনন্দে সর্বজন ।

চলিয়া যানেন তবে, পরানন্দ মম ॥৩০৪॥

খেয়াঘাটে বিপুল লোকসত্ত্ব—

কণেকে আইল সব লোক খেয়া-ঘাটে ।

খেয়ারি করিতে পার পড়িল সন্ধটে ॥৩০৫॥

সহস্র সহস্র লোক এক-না'য়ে চড়ে ।

বড় বড় নৌকা সেই কণে ভাজি পড়ে ॥৩০৬॥

নানাদিকে লোক খেয়ারিরে বজ্র দিয়া ।

পার হই যায় তবে আনন্দিত হৈয়া ॥৩০৭॥

নৌকা যে না পায়, তারা নানা বুদ্ধি করে ।

ঘট বুকে দিয়া কেহ গজায় সাঁতারে ॥৩০৮॥

কেহ বা কলার গাছ বাজি' করে তেলা ।

কেহ কেহ সাঁতারিয়া যায় করি' খেলা ॥৩০৯॥

চতুর্দিকে ব্রহ্মাও তেদী হবিধ্বনি—

চতুর্দিকে সর্বলোক করে হরিশ্বনি ।

ব্রহ্মাও ভেদয়ে যেন হেন মত শুনি ॥৩১০॥

বাচস্পতির নৌকা সংগ্রহ—

সহরে আসিলা বাচস্পতি মহাশয় ।

করিলেন অনেক নৌকার সমুচ্চয় ॥৩১১॥

নৌকাব অপেক্ষা না করিয়াই বহু লোকে নদী-উত্তরণ—

নৌকার অপেক্ষা আর কেহ নাহি করে ।

নানা মতে পার হয় যে যেমতে পারে ॥৩১২॥

হেন আকর্ষণ মন শ্রীচৈতন্যদেবে ।

এহো কি ঈশ্বর-বিনে অস্ত্রেরি সমুদ্রে ? ৩১৩॥

সকলের বাচস্পতির সৌভাগ্য-প্রশংসা ও বিজ্ঞপ্তি—

হেন মতে গজা পার হই' সর্বজন ।

সবেই ধরেন বাচস্পতির চরণ ॥৩১৪॥

“পরম স্নহৃতি তুমি মহা ভাগ্যবান্ ।

যার ঘরে আইলা চৈতন্য ভগবান্ ॥৩১৫॥

এতেকে তোমার ভাগ্য কে বলিতে পারে ।

এখনে নিস্তার কর আশা সবাকারে ॥৩১৬॥

ভবকূপে পতিত পাপিষ্ঠ আমি সব ।

এক গ্রামে—না জানিল তান অনুভব ॥৩১৭॥

এখনে দেখাও তান চরণযুগল ।

তবে আমি পাপী সব হইব সফল ॥” ৩১৮॥

লোকের আর্তিদর্শনে বাচস্পতির

আনন্দ-ক্রন্দন—

দেখিয়া লোকের আর্তি বিজ্ঞা-বাচস্পতি ।

সম্বোধে রোদন করে বিপ্র মহামতি ॥৩১৯॥

লোকগণসহ বাচস্পতির নিজভবনে প্রবেশ—

সবা' লই আইলেন আপন মন্দিরে ।

লক্ষ কোটি লোক মহা হরিশ্রবণি করে ॥৩২০॥

সর্বত্র কেবল হরিবোল রব—

হরিশ্রবণি মাত্র শুনি সবার বদনে ।

আর বাক্য কেহ নাহি বোলে নাহি শুনে ॥৩২১॥

হরিশ্রবণি শ্রবণে মহাপ্রভুর বাহিবে

প্রাগমন—

করুণা সাগর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।

সবা উদ্ধারিতে হইয়াছেন গোচর ॥ ৩২২॥

হরিশ্রবণি শুনি' প্রভু পরম সম্বোধে ।

হইলেন বাহির লোকের ভাগ্যবশে ॥৩২৩॥

শ্রীগৌররূপমাধুর্য—

কি সে শ্রীবিগ্রহের সৌন্দর্য মনোহর ।

সে রূপের উপমা—সেই সে কলেবর ॥৩২৪॥

সর্বদায় প্রসন্ন শ্রীমুখ বিলক্ষণ ।

আনন্দ ধারায় পূর্ণ ছুই শ্রীময়ন ॥৩২৫॥

ভক্তগণে লেশিয়াছে শ্রীঅঙ্গে চন্দন ।

মালায় পূর্ণিত বক্ষ, গজেন্দ্রাগমন ॥৩২৬॥

আজানু-লবিত ছুই শ্রীভূজ তুলিয়া ।

'হরি' বলি' সিংহনাদ করেন গর্জিয়া ॥৩২৭॥

সকলের হরিনামে, দণ্ডবৎ, স্তব—

দেখিয়া প্রভুরে চতুর্দিকে সর্বলোকে ।

'হরি' বলি মৃত্যু সবে করেন কোড়ুকে ॥৩২৮॥

দণ্ডবৎ হই সবে পড়ে ভূমিউলে ।

আনন্দে হইয়া মগ্ন 'হরি হরি' বলে ॥৩২৯॥

ছুই বাহ তুলি' সর্বলোক স্তুতি করে ।

"উদ্ধারহ প্রভু, আমা সব পাপিষ্ঠেরে ॥" ৩৩০॥

প্রভু "কৃষ্ণ মতিরস্ত"—এই আশীর্বাদ ও

কৃষ্ণভজনে আদেশ—

ঈষৎ হাসিয়া প্রভু সর্ব লোক প্রতি ।

আশীর্বাদ করেন "কৃষ্ণেতে হউ মতি ॥৩৩১॥

বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ নাম ।

কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ ॥" ৩৩২॥

আশীর্বাদ-শ্রবণে লোকবৃন্দেব স্তুতিবাদ—

সর্বলোকে 'হরি' বলে শুনি আশীর্বাদ ।

পুনঃ পুনঃ সবেই করেন কাকুর্বাদ ॥৩৩৩॥

"জগৎ-উদ্ধার লাগি' তুমি গৃঢ়রূপে ।

অবতীর্ণ হৈলা শচী-গর্ভে নবদীপে ॥৩৩৪॥

আমি সব পাপিষ্ঠ তোমায়ে না চিনিয়া ।

অন্ধরূপে পড়িলাও আপনা' খাইয়া ॥৩৩৫॥

করুণা সাগর তুমি পরহিতকারী ।

কৃপা কর আর যেন তোমা' না পাসরি ॥" ৩৩৬॥

এইমতে সর্বদিকে লোকে স্তুতি করে ।

হেন রঙ্গ করায়েন গৌরানন্দসুন্দরে ॥৩৩৭॥

লোকে লোকাবল্য ও লোকেব আর্তি—

মনুষ্যে হইল পরিপূর্ণ সর্বগ্রাম ।

নগর চত্বর প্রান্তরেও নাহি স্থান ॥৩৩৮॥

দেখিতে সবার পুনঃ পুনঃ আর্তি বাড়ে ।

সহস্র সহস্র লোক একে-বৃক্ষে চড়ে ॥৩৩৯॥

গৃহের উপরে বা কত লোক চড়ে ।

ঈশ্বর-ইচ্ছায় ঘর ভাঙ্গিয়া না পড়ে ॥৩৪০॥

দেখি মাত্র সর্ব লোক শ্রীচন্দ্রবদন ।

'হরি' বলি সিংহনাদ করে যখন যন ॥৩৪১॥

নানাদিক থাকি লোক আইসে সদায় ।

শ্রীমুখ দেখিয়া কেহ ঘরে নাহি যায় ॥৩৪২॥

লোকসংঘ এড়াইবার জন্য প্রভুর বাচস্পতির
 অগোচরেই গোপনে কুলিয়ায় গমন—
 নানা রজ জানে প্রভু গৌরাজসুন্দর ।
 লুকাইয়া গেলা প্রভু কুলিয়া নগর ॥৩৪৩॥
 নিত্যানন্দ আদি জন কত সঙ্গে লৈয়া ।
 চলিলেন বাচস্পতিরেও না কহিয়া ॥৩৪৪॥
 কুলিয়ায় আইলেন বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
 তথা সর্বলোক হইল পরম কাতর ॥৩৪৫॥
 প্রভুর অদর্শনে বাচস্পতির ক্রন্দন—
 চতুর্দিকে বাচস্পতি লাগিলা চাহিতে ।
 কোথা গেলা প্রভু, নাহি পায়েন দেখিতে ॥৩৪৬॥
 বিচার করিয়া বিপ্র প্রভু না দেখিয়া ।
 কান্দিতে লাগিলা উর্দ্ধ-বদন করিয়া ॥৩৪৭॥
 প্রভুর বাহিরে আগমনের অপেক্ষায় ও অহুমাণে
 লোকসংঘের হরিধ্বনি—
 ‘বিরলে আছেন প্রভু বাড়ীর ভিতরে ।’
 এই জ্ঞান হইয়াছে সবার অন্তরে ॥৩৪৮॥
 বাহির হয়েন প্রভু হরিনাম শুনি ।
 অতএব সবে বোলে মহা-হরি-ধ্বনি ॥৩৪৯॥
 কোটি কোটি লোকে হেন হরিধ্বনি করে ।
 স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালাদি সর্বলোক পুরে ॥৩৫০॥
 প্রভুর গোপনে স্থানত্যাগের বার্তা লোকসংঘকে
 বাচস্পতির বিজ্ঞাপন—
 কতক্ষণে বাচস্পতি হইয়া বাহিরে ।
 প্রভুর বৃন্তান্ত আসি’ কহিলা সবারে ॥৩৫১॥
 “কত রাত্রি কোন্ দিকে হেম নাহি জানি ।
 আমা-পাপিষ্ঠেরে বঞ্চিত গেলো জ্বাসি-মণি ॥৩৫২॥
 সত্য কহি ভাই সব, তোমা সব’ স্থানে ।
 না জানি চৈতন্য গিয়াছেন কোন্ গ্রামে ॥” ৩৫৩॥
 বাচস্পতির বাক্যে লোকের প্রত্যয়াভাব—
 যত মতে বাচস্পতি কহেন লোকেরে ।
 প্রতীত কাহারো নাহি জন্ময়ে অন্তরে ॥৩৫৪॥

‘লোকের গহন দেখি আছেন বিরলে ।’
 এই জ্ঞানে সবাই আছেন কুতূহলে ॥৩৫৫॥
 কাহারও কাহারও বিরলে বাচস্পতিকে প্রভুপ্রদর্শনার্থ
 অচ্যুত—
 কেহ কেহ সাথে বাচস্পতিরে বিরলে ।
 “আমারে দেখাও আমি কেবল একলে ॥” ৩৫৬॥
 সর্বলোক ধরে বাচস্পতির চরণে ।
 “একবার মাত্র তাঁরে দেখিমু নয়নে ॥৩৫৭॥
 তবে সবে ঘরে যাই আনন্দিত হইয়া ।
 এই বাক্য প্রভু স্থানে জানাইবা গিয়া ॥৩৫৮॥
 কভু নাহি লজিবেন তোমার বচন ।
 যেমতে আমরা পাপী পাই দরশন ॥” ৩৫৯॥
 যত মতে বাচস্পতি প্রবোধিয়া কয় ।
 কাহার চিন্তিতে আর প্রত্যয় না হয় ॥৩৬০॥
 কথোক্ষণে সর্ব লোক দেখা না পাইয়া ।
 বাচস্পতিরেও বোলে মুখর হইয়া ॥৩৬১॥
 “ঘরে লুকাইয়া বাচস্পতি জ্বাসি-মণি ।
 আমা’ সব’ ভাণ্ডেন কহিয়া মিথ্যা বাণী ॥৩৬২॥
 বাচস্পতির প্রতি অহুযোগমুখে লোকসংঘের
 স্রজনের ধর্ম কথন—
 আমরা তরিলে বা উহার কোন্ দুঃখ ।
 আপনাই তরি’ মাত্র এই কোন্ সুখ ॥” ৩৬৩॥
 কেহ বলে,—“স্র-জনের এই ধর্ম হয় ।
 সবার উদ্ধার করে হইয়া সদয় ॥৩৬৪॥
 ‘আপনার ভাল হউ’ যে তে জন দেখে ।
 স্রজন আপনা’ ছাড়িয়াও পর রাখে ॥” ৩৬৫॥
 কেহ বলে,—“ব্যভায়েও মিষ্টজবা আনি ।
 একা উপভোগ কৈলে অপরাধ গণি ॥৩৬৬॥
 এত মিষ্ট ত্রিভুবনে অতি অনুপাম ।
 একেশ্বর ইহা কি করিতে আছে পাম ॥” ৩৬৭॥
 কেহ বলে,—“বিপ্র কিছু কপট-হৃদয় ।
 পর উপকারে তত নহেন সদয় ॥” ৩৬৮॥

বিজ্ঞাবাচস্পতির গৃহ হইতে প্রভু গোপনে কিয়দূরে
 অবস্থিত বর্তমান কুলিয়া নগরে নবদ্বীপের অপর পাশে

চলিয়া গেলেন ; কিন্তু লোকেরা মহাপ্রভুর দর্শনার্থী হইয়া
 বাচস্পতির গৃহে একটুকু না পাইয়া ও বাচস্পতির কথা

প্রভুর বিরহদুঃখের উপর আবার লোকের
অহুযোগ-বাক্যে বাচম্পতি ব্যথিত—
একে বাচম্পতি দুঃখী প্রভুর বিরহে ।
আরো সর্ব লোকেও দুঃখ-বাণী কহে ॥৩৬৯॥
তুই মতে দুঃখী বিশ্র পরম উদার ।
না জানেন কোন্ মতে হয় প্রতীকার ॥৩৭০॥
অনেক ব্রাহ্মণের বাচম্পতির নিকট প্রভুর কুলিয়া
বিজয়ের কথা গোপনে নিবেদন—

হেনই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ ।
বাচম্পতি-কর্ণমূলে কহিলা বচন ॥৩৭১॥
“চৈতন্যগোসাঞি গেলা কুলিয়া নগর ।
এবে যে জুয়ার তাহা করহ সত্তর ॥” ৩৭২॥
বাচম্পতির আনন্দ ও ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন—
শুনি মাত্র বাচম্পতি পরম-সন্তোষে ।
ব্রাহ্মণেরে আলিঙ্গন দিলেন হরিষে ॥৩৭৩॥

সকলের নিকট এই গুপ্ত সংবাদ প্রচার ও
সকলকে কুলিয়ার গমনার্থ উপদেশ—
ভক্তকণ্ঠে আইলেন সর্বলোক যথা ।
সবারেই আসি কহিলেন গোপ্য-কথা ॥৩৭৪॥
“তোমরা সকল লোক ত্বর না জানিয়া
দোষ আরা ‘আমি থুইয়াছি লুকাইয়া’ ॥৩৭৫॥
এবে শুনিলাও প্রভু কুলিয়া নগরে ।
আছেন ; আসিয়া কহিলেন বিজ-বরে ॥৩৭৬॥
সবে চল, যদি সত্য হয় এ বচন ।
তবে সে আমারে সবে বলিহ ব্রাহ্মণ ॥” ৩৭৭॥

বিবাস না করিয়া বাচম্পতিকে সঙ্গীতরস বলিয়া মনে
করিল ॥৩৬২॥

তথ্য । (ভাঃ ৩৪) ৩৬৪

দুঃখ-বাণী—দুঃসহ কথা ॥৩৬৯॥

যে জুয়ার—বাছা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হর ॥৩৭২॥

প্রাচীন নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে কেবলমাত্র গঙ্গা
যাযধান ছিল । শ্রীমাদ্রাপুর হইতে কুলিয়ার ঘাইতে হইলে
একবার গঙ্গা পার হইতে হয় ; পুনরায় কুলিয়া হইতে

বাচম্পতির সহিত লোকসজ্জের প্রভু

দর্শনার্থে কুলিয়ার যাত্রা—

সর্ব লোক ‘হরি’ বলি বাচম্পতি-সঙ্গে ।
সেই ক্ষণে সবে চলিলেন মহারজে ॥৩৭৮॥
“কুলিয়া নগরে আইলেন শ্রীম-গণি ।”
সেই ক্ষণে সর্ব দিকে হৈল মহা ধ্বনি ॥৩৭৯॥
শ্রীধাম মাদ্রাপুর নবদ্বীপ ও কুলিয়ার মধ্যে
সবে মাত্র গঙ্গা-যাযধান—

সবে গঙ্গা মধ্যে মদীয় কুলিয়ার ।
শুনি মাত্র সর্ব লোকে মহানন্দে ধায় ॥৩৮০॥
বাচম্পতির গ্রাম অপেক্ষা কুলিয়ার অধিকতর লোকসজ্জ—
বাচম্পতি-গ্রামেতে যত্নে লোক ছিল ।
তার কোটি কোটি গুণে সকল বাড়িল ॥৩৮১॥
কুলিয়ার মহাপ্রভুর দর্শনার্থ লোকসজ্জের বর্ণন
কেবল অনন্তদেবই করিতে সমর্থ—
কুলিয়ার আকর্ষণ না যায় কখন ।
তাহা বর্ণিবারে শক্ত সহস্রবদন ॥৩৮২॥
উৎকর্ষ লোক-সজ্জের বর্ণন—

লক্ষ লক্ষ লোক বা আইলা কোথা হৈতে ।
না জানি কতক পার হয় কত মতে ॥৩৮৩॥
কত বা ডুবয়ে নৌকা গঙ্গার তিতরে ।
তথাপি সবেই তরে, অনেক না মরে ॥৩৮৪॥
নৌকা ডুবিলেই মাত্র গঙ্গা হয় স্থল ।
হেন চৈতন্যের অনুগ্রহ ইচ্ছা-বল ॥৩৮৫॥
যে প্রভুর নাম-গুণ সঙ্কৎ যে গায় ।
সে সংসার-অন্ধি তরে বৎস-পদ-প্রায় ॥৩৮৬॥

বাচম্পতির গৃহে ঘাইতে হইলে পুনরায় গঙ্গা পার হইতে
হয় । তৎকালে শ্রীমাদ্রাপুর হইতে বিদ্যানগর ঘাইতে বন-
জল ভাঙ্গিয়া ঘাইবার একটা পথ ছিল । দুইবার গঙ্গা
পার হইবার পরিবর্তে অল্প যাত্রার বিশারদের আশ্রয়ের
ধার দিয়া বাচম্পতির গৃহে পৌঁছিতে হইত ॥৩৮০॥

তথ্য । গঙ্গার ওপার কতু বাদেন কুলিয়া । চৈঃ ভাঃ
অধ্য ৫ম ১০২ শ্লোক ॥৩৮০॥

বৎস-পদ—গে-বৎসের পরকৃত কৃত্র খাত ॥৩৮৬॥

হেম প্রভু সাক্ষাতে দেখিতে যে আইসে ।
 তাঁরা গঙ্গা তরিরেক বিচিত্র বা কিসে ॥৩৮৭॥
 লক্ষ লক্ষ লোক ভাসে জাহ্নবীর জলে ।
 সবে পার হয়েন পরম-কুতূহলে ॥৩৮৮॥
 গঙ্গায় হইয়া পার আপনা' আপনি ।
 কোলা-কুলি করিয়া করেন হরিশ্রবণি ॥৩৮৯॥
 খেয়ারির কত বা হইল উপার্জন ।
 কত হাট বাজার বসায় কত জন ॥৩৯০॥
 চতুর্দিকে যার যেই ইচ্ছা সেই কিনে ।
 হেম নাহি জানি ইহা করে কোন্ জনে ॥৩৯১॥
 ক্ষণেকের মধ্যে গ্রাম নগর প্রাপ্ত ।
 পরিপূর্ণ হৈল, শ্রম নাহি অবসর ॥৩৯২॥

প্রভুর গুণভাবে অবস্থান—

অনন্ত অর্কবুদ লোক করে হরি-ধ্বনি ।
 বাহির না হয়, গুপ্তে আছে শ্রাসি-মণি ॥৩৯৩॥
 ক্ষণেকে আইলা মহাশয় বাচস্পতি ।
 তিঁহো নাহি পায়েন প্রভুর কোথা স্থিতি ॥৩৯৪॥
 কতক্ষণে তথি বাচস্পতি একেশ্বর ।
 ডাকি আনাইলা প্রভু গৌরানন্দ ॥৩৯৫॥
 বাচস্পতি মহাশয়ের সহিত প্রভুর গোপনে সাক্ষাৎ
 ও প্রণতির সহিত বাচস্পতির চৈতন্যবতার
 বর্ণনাম্বচক শ্লোক পুনঃ পুনঃ পাঠ—

দেখি মাত্র প্রভু—বিশারদের নন্দন ।
 দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেই ক্ষণ ॥৩৯৬॥
 চৈতন্যের অবতার বর্ণিয়া বর্ণিয়া ।
 শ্লোক পড়ে পুনঃ পুনঃ প্রণত হইয়া ॥৩৯৭॥
 “সংসার-উদ্ধার-লাগি যে চৈতন্য-রূপে ।
 ভারিলেন যতেক পতিত ভব-রূপে ॥৩৯৮॥

সে গৌরানন্দ-রূপা সমুজের প্রায় ।
 জন্ম জন্ম চিন্তে মোর বসুক সদায় ॥৩৯৯॥
 সংসার-সাগরে মগ্ন জগৎ দেখিয়া ।
 নিরবধি বর্ষে প্রেম রূপা যুক্ত হইয়া ॥৪০০॥
 হেম যে অতুল রূপাময় গৌরধাম ।
 ক্ষুরক আমার হৃদয়েতে অবিরাম ॥৪০১॥
 এই মতে শ্লোক পড়ি' করে বিশ্রান্তি ।
 পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎ হয় বাচস্পতি ॥৪০২॥
 বিশারদ-চরণে আমার নমস্কার ।
 সার্বভৌম বাচস্পতি নন্দন বাঁহার ॥৪০৩॥
 বাচস্পতি দেখি প্রভু শ্রীগৌরানন্দ ।
 রূপা দৃষ্টি করিবারে বলিলা উত্তর ॥৪০৪॥

লোকসম্মুখে একবার দর্শনদানপূর্বক বাচস্পতির প্রতি

লোকের বুঝা অহুযোগ মোচনের অন্ত বাচস্পতি-

কর্তৃক প্রভুকে অহুরোধ—

দাণ্ডাইয়া করজুড়ি বলে বাচস্পতি ।
 “মোর এক নিবেদন শুন মহামতি ॥৪০৫॥
 স্বচ্ছন্দ পরমানন্দ তুমি মহাশয় ।
 সব কর্ম তোমার আপন ইচ্ছাময় ॥৪০৬॥
 আপন ইচ্ছায় থাক, চলহ আপনে ।
 আপনে জানাহ, তেঞি লোকে তোমা'
 জানে ॥৪০৭॥

এতেকে তোমার কর্ম তুমি সে প্রমাণ ।
 বিশ্ব বা নিবেদন কে তোমারে দিব আন ॥৪০৮॥
 সবে তোমা সর্ব লোক ভব না জানিয়া ।
 দোষেন অন্তরে মোরে ‘ক্ষুর’ যে বলিয়া ॥৪০৯॥
 তোমারে আপন ঘরে মুঞি লুকাইয়া ।
 খুইয়াছে লোকে বলে তব না জানিয়া ॥৪১০॥

তথ্য। (ভাঃ ১।৮।৩৬) ; (ভাঃ ৪।২২।৪০) ; (ভাঃ ১০।২।৩০) ; (ভাঃ ১০।১৪।৫৮) ॥৩৮৮॥

অন্ধি—সমুদ্র, সাগর ॥৩৮৯॥

তথি—তথ্য, সেইখানে ॥৩৯৫॥

বচ্ছন্দ—বসন্ত, বেচ্ছাময় ॥৪০৬॥

তথ্য। অন্তাপি দেব বপুসো মহমুগ্ধব্রত বেচ্ছাময়ত
 ন তু কৃতময়ত কোহপি (ভাঃ ১০।১৪।২), অহো ভাগ্যমহো
 ভাগ্যং নন্দগোপব্রজকসাম্ । বসিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং
 ব্রহ্ম সনাতনম্ । (ভাঃ ১০।১৪।৩২) ॥৪০৬॥

তেঞি—সেই কারণে ॥৪০৭॥ আন—অন্ত, অপর ॥৪০৮॥

ভুমি প্রভু, ভিলার্কেক বাহির হইলে ।
তবে মোরে 'ব্রাহ্মণ' করিয়া লোকে বলে ॥ ৪১১ ॥
বাচস্পতির বাক্যে প্রভুর লোকসমূহকে দর্শনদান এবং
নাম-বসে প্রমত্তকরণ—

হাসিতে লাগিল প্রভু ব্রাহ্মণ-বচনে ।
তঁার ইচ্ছা পালিয়া চলিল সেই ক্ষণে ॥ ৪১২ ॥
যেইমাত্র মহাপ্রভু বাহির হইল ।
দেখি সবে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইল ॥ ৪১৩ ॥
চতুর্দিকে লোক দণ্ডবৎ হই' পড়ে ।
যার যেন মত ক্ষুরে, সেই স্থতি পড়ে ॥ ৪১৪ ॥
অনন্ত অর্কবুদ লোক হরি-ধ্বনি করে ।
ভাসিল সকল লোক আনন্দ-সাগরে ॥ ৪১৫ ॥
সহস্র সহস্র কীর্তনীয়া-সম্প্রদায় ।
স্থানে স্থানে সবেই পরমানন্দে গায় ॥ ৪১৬ ॥
অহর্নিশ পরানন্দ কৃষ্ণনাম-ধ্বনি ।
সকল ভুবন পূর্ণ কৈলা শ্রীসি-মণি ॥ ৪১৭ ॥
ব্রহ্ম-শিবা দি লোকের স্তূপের অখণ্ড কৃষ্ণচৈতন্য-

কর্তৃক অগতে প্রকাশিত—

ব্রহ্মলোক-শিবলোক-আদি যত লোক ।
যে স্তূপের কণা লেশে সবেই অশোক ॥ ৪১৮ ॥
যোগীশ্র মুনীশ্র মন্ত যে স্তূপের লেশে ।
পৃথিবীতে কৃষ্ণ প্রকাশিলা শ্রীসিবেশে ॥ ৪১৯ ॥
গৌরসুন্দরের এইরূপ ঐশ্বর্য দেখিয়াও যাহারা তাঁহার
ভগবত্তা-স্বীকারে বিমূখ, তাহাদের সকলই বৃথা—
হেন সর্বশক্তি-সমম্বিত ভগবান্ ।
যে পাপিষ্ঠ মায়া-বশে বলে অপ্রমাণ ॥ ৪২০ ॥

ব্রাহ্মণগণ সত্যবাদী । দর্শকগণ বাচস্পতির গৃহে
মহাপ্রভুকে না দেখিয়া তাঁহাকে অসত্যবাদী বলিয়া সন্দেহ
করিয়াছিল । সুতরাং গিয়া তাহার মহাপ্রভুকে
ছকড়ি চটোপাধ্যায়ের গৃহের বাহিরে আসিতে অনুরোধ
করিয়াছিল । তাহা হইলেই বাচস্পতিক সত্যবাদী
বলিয়া লোকের বিশ্বাস হইবে এবং বিত্তা বাচস্পতির গৃহে
তিনি নাই বলিয়া প্রমাণিত হইবে ॥ ৪১১ ॥

শ্রাসী—সন্ন্যাসী ॥ ৪১২ ॥

তার জন্ম-কর্ম-বিত্তা-ব্রহ্মণ্য-আচার ।
সব মিথ্যা সেই পাপী শোচ্য সবাকার ॥ ৪২১ ॥
ভজ ভজ আরে ভাই, চৈতন্য-চরণে ।
অবিত্তা-বন্ধন খণ্ডে' যাহার শ্রবণে ॥ ৪২২ ॥
চৈতন্যচরণভঞ্জে বিশ্ববাসীকে আস্থান—
যাহার স্মরণে সর্বতাপবিমোচন ।
ভজ ভজ হেন শ্রীসি-মণির চরণে ॥ ৪২৩ ॥
চতুর্দিকে সংকীর্তন-শ্রবণে প্রভুর মহানন্দ—
এই মত চতুর্দিকে দেখি' সংকীর্তন ।
আনন্দে ভাসেন প্রভু লই' ভক্তগণ ॥ ৪২৪ ॥
আনন্দধারায় পূর্ণ শ্রীগৌরসুন্দর ।
যেন চতুর্দিকে বহে জাহ্নবীর জল ॥ ৪২৫ ॥

প্রভুর সকল সংকীর্তন-সম্প্রদায়ে নৃত্য—

বাছ নাহি পরানন্দ-সুখে আপনার ।
সংকীর্তন-আনন্দ-বিহ্বল-অবতার ॥ ৪২৬ ॥
যেই সম্প্রদায় প্রভু দেখেন সম্মুখে ।
তাহাতেই নৃত্য করে পরানন্দ-সুখে ॥ ৪২৭ ॥
তাহারা কৃতার্থ হেন মানে' আপনারে ।
হেন মতে রজ করে শ্রীগৌরসুন্দরে ॥ ৪২৮ ॥

অবধূতাগ্রগণ্য ত্রিনিত্যানন্দ—

বিহ্বলের অগ্রগণ্য নিত্যানন্দ-রায় ।
কখনো ধরিয়া তাঁরে আপনে নাচায় ॥ ৪২৯ ॥
আপনে কখন নৃত্য করে তাঁর সঙ্গে ।
আপনে বিহ্বল আপনার প্রেম-রঞ্জে ॥ ৪৩০ ॥

যে ব্যক্তি গৌরসুন্দরকে 'সর্বশক্তিমান্ ভগবান্'
বলিয়া না জানে, সে পাপিষ্ঠ এবং মায়া তাহাকে অষ্টপাশে
বদ্ধ করিয়া গৌরসুন্দরের ভগবত্তা জানিতে দেয় না;
মহাপ্রভুকে ভগবান্ বলিয়া না জানিলে ব্রাহ্মণের জন্ম,
কর্ম, বিত্তা ও আচার, সমস্তই ব্যর্থ হইয়া পড়ে এবং
তাহার শোচ্য, মিথ্যাচারী ও পাপিষ্ঠ সংজ্ঞা হয় ॥ ৪২০-২১ ॥
উৎকলদেশে উন্নত ব্যক্তিকে 'বিহ্বলিয়া' বলে ।
নিত্যানন্দ প্রভু কৃষ্ণপ্রেমে উন্নত ও বিহ্বলগণের অগ্রগণ্য
॥ ৪২২ ॥

মহাপ্রভুর প্রেমহকার ও নৃত্য—
নৃত্য করে মহাপ্রভু করি' সিংহনাদ ।
সে নাদ শ্রবণে খণ্ডে' সকল বিষাদ ॥৪৩১॥
যাঁর রসে মত্ত—বস্ত্র না জানে শঙ্কর ।
হেন প্রভু নাচে সর্ব লোকের ভিতর ॥৪৩২॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় যাঁর শক্তিবশে ।
সে প্রভু নাচয়ে পৃথিবীতে প্রেম-রসে ॥৪৩৩॥
যে প্রভু দেখিতে সর্ব দেবে কাম্য করে ।
সে প্রভু নাচয়ে সর্বগণের গোচরে ॥৪৩৪॥
এই মত সর্বলোক মহানন্দে ভাসে ।
সংসার তরিল চৈতন্তের পরকাশে ॥৪৩৫॥
যতেক আইসে লোক দশ দিক্ হৈতে ।
সবেই আসিয়া দেখে প্রভুরে নাচিতে ॥৪৩৬॥
বাছ নাহি প্রভুর—বিহ্বল প্রেম-রসে ।
দেখি' সর্বলোক সুখ-সিদ্ধি-মাঝে ভাসে ॥৪৩৭॥

কুলিয়ায় পাপিকুলের উদ্ধার—
কুলিয়ার প্রকাশে যতেক পাপী ছিল ।
উত্তম মধ্যম নীচ—সবে পার হৈল ॥৪৩৮॥
কুলিয়া গ্রামেতে চৈতন্তের পরকাশ ।
ইহার শ্রবণে সর্ব-কর্ম-বন্ধ-নাশ ॥৪৩৯॥
সকল জীবেরে প্রভু দরশন দিয়া ।
সুখময়-চিন্তাবৃত্তি সবার করিয়া ॥৪৪০॥
তবে সব আপন পার্শ্বদগণ লৈয়া ।
বসিলেন মহাপ্রভু বাছ প্রকাশিয়া ॥৪৪১॥
বৈষ্ণব-নিম্নকের অপরাধ-খণ্ডনের একমাত্র উপায়
বৈষ্ণব-বন্দন ও হরিনাম কীর্তন—
হেমই সময়ে এক আসিয়া ব্রাহ্মণ ।
দৃঢ় করি ধরিলেন প্রভুর চরণ ॥৪৪২॥

শ্রীমাদ্রূপের অপর পারে কুলিয়া গ্রামে বহুশ্রেণীর
পাপিষ্ঠ বাস করিত । উত্তম, মধ্যম ও নীচভেদে ত্রিবিধ
পাপিষ্ঠই প্রভুর রূপায় অপরাধ হইতে মুক্ত হইয়াছিল
॥৪৩৮॥

কলিযুগে উর্দ্ধত ব্যক্তিগণ 'বৈষ্ণব' হইতে পারে না,
যেহেতু তাহাদের ভগবৎকীর্তনের সম্ভাবনা নাই, সুতরাং

বিজ্ঞ বলে,—“প্রভু, মোর এক নিবেদন ।
আছে, তাহা কহি যদি কণে দেহ' মন ॥৪৪৩॥
ভক্তির প্রভাব মুক্তি পাপী না জানিয়া ।
বৈষ্ণব করিলু নিন্দা আপনা' খাইয়া ॥৪৪৪॥
'কলিযুগে কিসের বৈষ্ণব, কি কীর্তন ।'
এই মত অনেক নিম্নলিখিত অশুভ ॥৪৪৫॥
এবে প্রভু, সেই পাপকর্ম সত্ত্বিতে ।
অশুভ চিত্ত মোর দহে' সর্বমতে ॥৪৪৬॥
সংসার-উদ্ধার-সিংহ তোমার প্রতাপ ।
বল মোর কিরূপে খণ্ডয়ে সেই পাপ ॥” ৪৪৭॥
শুনি প্রভু অকৈতব বিপ্লব বচন ।
হাসিয়া উপায় কহে শ্রীশচীনন্দন ॥৪৪৮॥

যে মুখে বিষপান, সেই মুখেই অমৃতসেবন-

প্রভাবে অমরত্ব লাভ—

“শুন বিজ্ঞ, বিষ করি যে মুখে ভক্ষণ ।
সেই মুখে করি যবে অমৃত-গ্রহণ ॥৪৪৯॥
বিষ হয় জীর্ণ, দেহ হয়ত অমর ।
অমৃত-প্রভাবে, এবে শুন সে উত্তর ॥৪৫০॥

অজ্ঞতাক্রমে বৈষ্ণবনিন্দা বিষপান তুল্য—

না জানিয়া তুমি যত করিলা নিন্দন ।
সে কেবল বিষ তুমি করিলা ভোজন ॥৪৫১॥

জানোদরে অমৃতপানতুল্য বৈষ্ণব-বন্দন-

ক্রমে বিবক্ষিত্যর বিনাশ—

পরম-অমৃত এবে কৃষ্ণ-গুণ-নাম ।
মিরবধি সেই মুখে কর' তুমি পান ॥৪৫২॥
যে মুখে করিলা তুমি বৈষ্ণব-নিন্দন ।
সেই মুখে কর' তুমি বৈষ্ণব-বন্দন ॥৪৫৩॥

বৈষ্ণবতা ও কীর্তন কলিযুগে সম্ভব নহে—এই প্রকার
নিন্দা পাপিষ্ঠগণ সর্জন্য করিত ॥৪৪৫॥

সত্ত্বিতে—স্মরণ করিতে, মনে পড়িলে ॥৪৪৬॥

অকৈতব—কণ্ঠবিহীন, সরল ॥৪৪৭॥

তথ্য। যৎকীর্তনং যৎস্মরণং বদীকরণং যৎবন্দনং
যজ্ঞবর্ণনং বদর্শনং । লোকত্র সম্ভো বিধুনোতি কল্মষং তদৈব

সবা' হৈতে ভক্তের মহিমা বাড়াইয়া ।

সঙ্গীত কবিত্ত বিপ্র কর' তুমি গিয়া ॥৪৫৪॥

ভক্তের মহিমার অসমোছিত স্থাপনপূর্বক সঙ্গীত,

কাব্যাদি রচনা বা কীৰ্ত্তন-প্রভাবে

নিম্মাবিষের সংহার—

কৃষ্ণ-যশ-পরানন্দ-অমৃত ভোমার ।

নিম্মা-বিষ যত সব করিব সংহার ॥৪৫৫॥

এই সত্য কহি, ভোমা সবারে কেবল ।

না জানিয়া নিম্মা যেবা করিল সকল ॥৪৫৬॥

নির্কৃষ্ণিতাক্রমে বৈষ্ণবনিম্মার প্রায়শ্চিত্ত—

সর্বতোভাবে চিরদিনের অম্ল বৈষ্ণবনিম্মা

পরিত্যাগ পূর্বক বিষ্ণুবৈষ্ণবের

নিরন্তর গুণকীৰ্ত্তন—

আর যদি নিম্ম্য-কর্ম করু না আচরে ।

নিরন্তর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের স্তুতি করে ॥৪৫৭॥

এ সকল পাপ ঘূচে এই সে উপায় ।

কোটি প্রায়শ্চিত্তেও অজ্ঞা নাহি যায় ॥৪৫৮॥

প্রভুর দ্বিজকে ভক্তমহিমা বর্ণনার্থ আদেশ, তৎকালেই

তাঁহার অপরাধ ধ্বংস সম্ভব—

চল দ্বিজ, কর' গিয়া ভক্তের বর্ণন ।

তবে সে ভোমার সব-পাপ-বিমোচন ॥” ৪৫৯॥

বৈষ্ণবগণের অয়ধনি—

সকল বৈষ্ণব শ্রীমুখের বাক্য শুনি ।

আনন্দে করয়ে জয় জয় হরি-ধ্বনি ॥৪৬০॥

শ্রীগৌরস্বন্দরকর্তৃক নিম্মাপরাধের ব্যবস্থা—

নিম্মা পাতকের এই প্রায়শ্চিত্ত সার ।

কহিলেন শ্রীগৌরস্বন্দর অবতার ॥৪৬১॥

উক্ত আজ্ঞা লক্ষনকারীর দুঃখের অবধি নাই—

এই আজ্ঞা যে না মানেন, নিম্মে' সাধুজম ।

দুঃখ-সিদ্ধ-মাত্র ভাসে সেই পাপিগণ ॥৪৬২॥

বেদসার শ্রীচৈতন্যজ্ঞাপনে সুখে ভবসিদ্ধ

উত্তরণ

চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে বেদসার ।

সুখে সেই জন হয় ভবসিদ্ধ-পার ॥৪৬৩॥

পণ্ডিত—দেবানন্দ—

বিপ্রেরে করিতে প্রভু তত্ত্ব-উপদেশ ।

কণ্ঠকে পণ্ডিত দেবানন্দের প্রবেশ ॥৪৬৪॥

গৃহবাসে যখন আছিল গৌরচন্দ্র ।

তখনে যতেক করিলেন পরানন্দ ॥৪৬৫॥

প্রেমময় দেবানন্দ পণ্ডিতের মনে ।

নহিল বিশ্বাস, না দেখিল তে কারণে ॥৪৬৬॥

দেখিবার যোগ্যতা আছেয়ে পুনঃ তান ।

তবে কেনে না দেখিলা, কৃষ্ণ সে প্রমাণ ॥৪৬৭॥

সম্মাস করিয়া যদি ঠাকুর চলিলা ।

তান ভাগ্যে বক্রেশ্বর আসিয়া মিলিলা ॥৪৬৮॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের গুণ—

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—চৈতন্য-প্রিয়-পাত্র ।

ব্রজাণ্ড পবিত্র বীর স্মরণেই মাত্র ॥৪৬৯॥

সুভক্তব্রহ্মসে নমো নমঃ ॥ (ভাঃ ২।৪।১৫) নোক্তমল্লোক-

বার্ত্তানাং জুবতাং তৎকথ্যমৃতম্ । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-

কালেহপি শ্রবতাং তৎপদাশ্রয়ম্ । (ভাঃ ১।১৮।৪) ।

একান্তলাভঃ বচসো হু পুংস্যঃ স্তম্বোক্তমল্লোকগুণবান্ধবঃ ।

শ্রুতেন্দ্র বিদ্বত্ত্বিকপাক্তব্রহ্মসে নমো নমঃ ॥ (ভাঃ ৩।৩৭।৩৬) ॥৪৬২॥

অপরাধী ব্যক্তি যে মুখে বৈষ্ণব-নিম্মা করে, সেই মুখে

অল্পতপ্ত হইয়া নিম্মাপরাধ স্বীকারপূর্বক বৈষ্ণব-বন্দনা

করিলে তবে তাঁহার মঙ্গল লাভ ঘটে । বৈষ্ণব বিবতক্ষণ

করিলে বিবেক ক্রিয়ার শরীর জরাজর হয়, আবার বিবনাশক

অমৃত পান করিলে ঐ বিষ নষ্ট হইয়া শরীর পুনরায় সবল

হয়, তজ্জপ । বৈষ্ণবনিম্মা পুনরায় না করিলে কোটি

প্রায়শ্চিত্তেও বৈষ্ণবনিম্মা-জনিত যে পাপ দূর হয় না, সেই

পাপ বৈষ্ণবের স্তুতির দ্বারাও দূরীভূত হয় ॥৪৬৩॥

তথ্য । তৎ কথ্যতাং মহাভাগ যদি বিষ্ণুকথাশ্রয়ম্ ।

অথবাশ্র পদাশ্রোজমকরমলিহং সত্যম্ ॥ (ভাঃ ১।১৩।৬) ।

মাহাত্ম্যং বিষ্ণুভক্তানাং শ্রদ্ধা বদ্ধাবিমুচ্যতে ॥

(ভাঃ ৬।১৭।৪০) ॥৪৬৪॥

যে সকল পাপী শ্রীচৈতন্যভগবতের আদেশ পালন করে

এবং তাঁহাকেই অবগত্য জানিয়া বৈষ্ণবচরণে স্বীয় অপরাধ

নিরবধি-কৃষ্ণ-শ্রেয়-বিগ্রহ বিহ্বল ।

ঈশ্বর নৃত্যে দেবাস্তর—মোহিত সকল ॥৪৭০॥

বক্রেশ্বরের কৃষ্ণপ্রয়োজ্য—

অশ্রু, কম্প, শ্বেদ, হাস্য, পুলক, হৃদয় ।

বৈবর্ণ্য আদম্মমূর্ছা-আদি যে বিকার ॥৪৭১॥

চৈতন্যরূপায় মাত্র নৃত্যে প্রবেশিলে ।

সকলে আসিয়া বক্রেশ্বর-দেহে মিলে ॥৪৭২॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের উদ্দাম বিকার ।

সকল কহিতে শক্তি আছয়ে কাহার ॥৪৭৩॥

দেবানন্দ পণ্ডিতের আশ্রমে বক্রেশ্বর

পণ্ডিতের অবস্থান—

দৈবে দেবানন্দ পণ্ডিতের ভক্তি-বশে ।

রহিলেন তাঁহার আশ্রমে শ্রেয়-রসে ॥৪৭৪॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সেবাপ্রভাবে দেবানন্দের

শ্রীচৈতন্যপাদপদ্মে বিশ্বাস—

দেখিয়া তাঁহার তেজঃপুঞ্জ কলেবর ।

ত্রিভুবনে অভুলিত বিষ্ণু-ভক্তি-ধর ॥৪৭৫॥

দেবানন্দ পণ্ডিত পরম সুখী মনে ।

অকৈতবে শ্রেয়-ভাবে করেন সেবনে ॥৪৭৬॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত নাচেন যতক্ষণ ।

বেত্রহস্তে আপনে বলেন ততক্ষণ ॥৪৭৭॥

আপনে করেন সব লোক এক ভিতে ।

পড়িলে আপনে ধরি রাখেন কোলেতে ॥৪৭৮॥

তাঁহার অঙ্গের ধূলা বড় ভক্তি মনে ।

আপনার সর্ব্ব অঙ্গে করেন লেপনে ॥৪৭৯॥

তাঁর সঙ্গে থাকি, তান দেখিয়া প্রকাশ ।

তখনে জন্মিল শ্রেষ্ঠ চৈতন্যে বিশ্বাস ॥৪৮০॥

কমা করাইয়া লয়, সেই সকল ব্যক্তিই ভবসিদ্ধি পায় হইয়া
শ্রীচৈতন্যের বাক্যে আশা স্থাপন এবং নিজমঙ্গল লাভ
করে ॥৪৮০॥

বলেন—ভ্রমণ করেন ॥৪৭৭॥

বৈষ্ণবসেবার কলে কুলিয়ার দেবানন্দ পণ্ডিত মহাপ্রভুর
চরণে বিশ্বাসী হইয়াছিলেন । শ্রীবক্রেশ্বর পণ্ডিত দেবা-
নন্দের গৃহে অবস্থান করায় তাঁহার মঙ্গলের কারণ

বৈষ্ণবসেবার ফল কহে যে পুরাণে ।

তার সাক্ষী এই সবে দেখ বিভ্রমানে ॥৪৮১॥

আজ্ঞা ধার্মিক উদাসীন জ্ঞানবান্ ।

ভাগবত-অধ্যাপনা বিনা নাহি আন ॥৪৮২॥

আজ্ঞা ধার্মিক, উদাসীন, জ্ঞানবান্, শাস্ত্র, দাস্ত্র ও

জিতেন্দ্রিয় ভাগবত অধ্যাপকেরও বৈষ্ণবসেবা

ব্যতীত শ্রীভগবৎ-পাদপদ্মে বিশ্বাস

অসম্ভব—

শাস্ত্র, দাস্ত্র, জিতেন্দ্রিয়, নিরোঁত বিষয় ।

শ্রীময় আর কতেক বা গুণ তানে হয় ॥৪৮৩॥

ভক্তভাগবত বক্রেশ্বরের রূপায় পণ্ডিতের

হুবুদ্বি বিনাশ—

তথাপিহ গৌরচন্দ্রে নহিল বিশ্বাস ।

বক্রেশ্বর-প্রসাদে সে কু-বুদ্বি-বিনাশ ॥৪৮৪॥

কৃষ্ণসেবা হইতেও বৈষ্ণবের সেবা শ্রেষ্ঠ, ইহাই

ভাগবতের সিদ্ধান্ত—

কৃষ্ণ-সেবা হৈতেও বৈষ্ণবসেবা বড় ।'

ভাগবত-আদি সব শাস্ত্রে কৈল দৃঢ় ॥৪৮৫॥

তথাহি—

"সিদ্ধির্ভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুতসেবিনাম্

নিঃসংশয়োস্তত্তত্তপরিচর্যারতাস্তানাম্" ॥৪৮৬॥

বৈষ্ণবসেবাই কৃষ্ণলাভের একমাত্র পরম উপায়—

এতেকে বৈষ্ণবসেবা পরম উপায় ।

ভক্ত-সেবা হৈতে সে সবাই কৃষ্ণ পায় ॥৪৮৭॥

হইয়াছিলেন । এই দেবানন্দ পণ্ডিত স্মার্তধর্মে প্রবর্ত
হইলেও মহা-জ্ঞানী ও সংযত ছিলেন । শ্রীমদ্ভাগবত ব্যতীত
অন্য কোন গ্রন্থ তাঁহার পাঠ্য ছিল না । তিনি ঈশ্বরনিষ্ঠ,
ইন্দ্রিয়াদির অবশীভূত ছিলেন । কিন্তু শ্রীগৌরমুন্দের প্রতি
বিশ্বাসের অভাব ছিল । শ্রীবক্রেশ্বরের অগ্রগৃহে তাঁহার
সেই দুর্ভুদ্বি দূর হইয়া তিনি ভগবানে লিপ্সু হইলেন ॥৪৮১॥
কৃষ্ণভক্তি অপেক্ষা কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তি

বক্রেশ্বর সঙ্গপ্রভাবে দেবানন্দের গৌরদর্শনে অমুরাগ—

বক্রেশ্বর পণ্ডিতের সঙ্গে প্রভাবে ।

গৌরচন্দ্র দেখিতে চলিলা অমুরাগে ॥৪৮৮॥

দেবানন্দের মহাপ্রভুর সমীপে গমন—

বসিয়া আছেন গৌরচন্দ্র ভগবান্ ।

দেবানন্দ পণ্ডিত হইলা বিস্তমান ॥৪৮৯॥

দণ্ডবৎ দেবানন্দ পণ্ডিত করিয়া ।

রহিলেন এক ভিতে সঙ্কোচিত হৈয়া ॥৪৯০॥

মহাপ্রভুকর্তৃক কুলিয়ার দেবানন্দের যাবতীয়

অপরাধ খণ্ডন—

প্রভুও তাহানে দেখি সন্তোষিত হৈলা ।

বিরল হইয়া তানে লইয়া বসিলা ॥৪৯১॥

পূর্বে তান যত কিছু ছিল অপরাধ ।

সকল ক্ষমিয়া প্রভু করিলা প্রসাদ ॥৪৯২॥

দেবানন্দ পণ্ডিতের নিকট মহাপ্রভুর বক্রেশ্বরের

মাহাত্ম্য বর্ণন—

প্রভু বলে,—“তুমি যে সেবিলা বক্রেশ্বর ।

অতএব হৈলা তুমি আমার গোচর ॥৪৯৩॥

বক্রেশ্বর পণ্ডিত—প্রভুর পূর্ণশক্তি ।

সেই কৃষ্ণ পায় যে তাঁহারে করে ভক্তি ॥৪৯৪॥

বক্রেশ্বর হৃদয়ে কৃষ্ণের নিজ-ঘর ।

কৃষ্ণ নৃত্য করেন নাচিতে বক্রেশ্বর ॥৪৯৫॥

যে তে স্থানে যদি বক্রেশ্বর-সঙ্গ হয় ।

সেই স্থান সর্বতীর্থ শ্রীবৈকুণ্ঠময় ॥” ৪৯৬॥

মহাপ্রভুর বাক্য শ্রবণে দেবানন্দের করযোড়ে

স্তব ও দৈন্তোক্তি—

শুনি বিপ্র-দেবানন্দ প্রভুর বচন ।

যোড় হস্তে লাগিলেন করিতে স্তবন ॥৪৯৭॥

“জগৎ উদ্ধার লাগি” ভূমিকুপাময় ।

নবদ্বীপ-মাঝে আসি হইলা উদয় ॥৪৯৮॥

যুক্তি পাপী দৈবদোষে তোমা’ না জানিহুঁ ।

তোমার পরমানন্দে বঞ্চিত হইহুঁ ॥৪৯৯॥

সর্ব-ভূত-কৃপালুতা তোমার স্বভাব ।

এই মাগোঁ ‘তোমাতে হউক অমুরাগ’ ॥৫০০॥

এক নিবেদন প্রভু তোমার চরণে ।

কি করি উপায় প্রভু, বলহ আপনে ॥৫০১॥

ভাগবত সর্বজ্ঞের গ্রন্থ অসর্বজ্ঞের ভাগবত

অধ্যাপনার অযোগ্যতা—

যুক্তি অ-সর্বজ্ঞ-সর্বজ্ঞের গ্রন্থ লৈয়া ।

ভাগবত পড়া আপনে অজ্ঞ হৈয়া ॥৫০২॥

তারতম্য-বিচারে শ্রেষ্ঠ—শ্রীমন্তাগবত এই কথাই দৃঢ়রূপে
স্থাপন করিয়াছেন ॥৪৮৫॥

অর্থ্য । অচ্যুতসেবিনাং (ভগবৎসেবাপরাধগণানাং)

সিদ্ধিঃ (যথোচিতফলপ্রাপ্তিঃ) ভবতি ন বা ইতি (এবংরূপঃ)

সংশয়ঃ (সন্দেহো বর্ততে যতপাতিশেষঃ) তদুভক্তপরি

চর্যারিত্যুনাং (তস্ত ভক্তানাং পরিচর্যায়াং সেবায়াং রতঃ

আসক্ত আত্মা যেষাং তেষাং) তু নিঃসংশয়ঃ (সিদ্ধিবিষয়ে

সন্দেহো নাস্তীত্যর্থঃ) ॥৪৮৬॥

অমুরাগ । ভগবৎসেবা-প্রণেয় সিদ্ধিলাভ হর্যকি না

হয়, এইরূপ সন্দেহ থাকিতে পারে ; কিন্তু বাহ্যার তদীয়

ভক্তগণের পরিচর্যার আসক্ত, তাঁহাদের সিদ্ধিবিষয়ে

কোন সন্দেহ নাই ॥৪৮৬॥

তথ্য । (ভাঃ ১১।২।৫) ; (ভাঃ ১১।১।৪৭-৪৮) ও

(ভাঃ ১১।১২।২) শ্লোক দ্রষ্টব্য । আরাধনানাং সর্বেষাং

বিষ্ণোরারাদনং পরম্ । তস্মাৎ পরতরং দেবিতদীয়ানাং

সমর্চনম্ ॥ পদ্মপুংগব ॥ সর্বত্র বৈষ্ণবাঃ পূজ্যাঃ স্বর্গে যন্ত্যে

রসাতলে । দেবতানাং মহুচ্চাণাং তথৈব যক্ষরক্ষসাম্ ॥৪৮৬॥

তথ্য । ইতিহাস সমুচ্চয় গোবিন্দভাষ্য অ।৩।৫১

৮২০ পৃঃ দ্রষ্টব্য ॥৪৮৬॥

এতেকে—এই নিমিত্তে, এই হেতু ॥৪৮৭॥

কৃষ্ণসেবা করিয়া অনেকে ফল লাভ করেন না, কিন্তু

কৃষ্ণ-ভক্তের সেবা করিলে কৃষ্ণপ্রাপ্তি অনিবার্য । শ্রীবক্রেশ্বর

পণ্ডিতের সেবা যিনিই কখন না কেন, তাঁহার চরণে ভক্তি

থাকিলে সেই ভক্তের ভক্ত নিশ্চয়ই কৃষ্ণপ্রেমা-লাভে

অধিকারী হইবেন । বক্রেশ্বরের দোহে কৃষ্ণ অবস্থান করায়

বক্রেশ্বরের নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণেরও সোপানসে নৃত্য হইতে

থাকে । বক্রেশ্বর যেখানে থাকেন, তাহাই সর্বতীর্থার্থিক

ও বৈকুণ্ঠ ॥৪৮৭॥

দেবানন্দ্রের মহাপ্রভুর নিকট হইতে ভাগবত
অধ্যাপনার উপদেশ গ্রহণ—
কিবা বাখানিমু, পড়াইমু বা কেমনে ।
ইহা মোরে আজ্ঞা প্রভু, করহ আপনে ॥৫০৩॥
শুনিয়া তান বাক্য গৌরচন্দ্র ভগবান্ ।
কহিতে লাগিলা ভাগবতের প্রমাণ ॥৫০৪॥
মহাপ্রভুর উত্তর—শুধা ভক্তিই ভাগবতের
সার্বদৈশিক সিদ্ধান্ত—
“শুন্ বিপ্র, ভাগবতে এই বাখানিবা ।
‘ভক্তি’ বিনা আর কিছু মুখে না আনিবা ॥৫০৫॥
আদি-মধ্য-অন্তে ভাগবতে এই কয় ।
বিষ্ণু-ভক্তি নিত্য-লিঙ্গ অক্ষয় অব্যয় ॥৫০৬॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে সত্য বিষ্ণু-ভক্তি ।
মহাপ্রলয়েও যার থাকে পূর্ণ শক্তি ॥৫০৭॥
ভগবান্ মোক্ষপ্রদানপূরক জীবকে বধনা করিয়া
ভক্তিকে শুণ্ড রাখেন—
মোক্ষ দিয়া ভক্তি গোপ্য করে নারায়ণে ।
হেন ভক্তি না জামি কৃষ্ণের রূপা বিনে ॥৫০৮॥

একমাত্র ভাগবতশাস্ত্রেই ভক্তির অঙ্গমোক্ষ স্থাপিত
হওয়ায় ভাগবতের ভায় শাস্ত্র আর নাই—
ভাগবতশাস্ত্রে সে ভক্তির ওষু কহে ।
তেঞি ভাগবত সম কোন শাস্ত্র নহে ॥৫০৯॥
ভাগবত অপৌরুষেয়, ভগবদবতার প্রকটাপ্রকট
লীলাময় মাত্র—
যেন রূপ মৎস্ত-কুর্ম-আদি অবতার ।
আবির্ভাব-তিরোভাব যেন তা’ সবার ॥৫১০॥
এই মত ভাগবত কারো কৃত নয় ।
আবির্ভাব তিরোভাব আপনেই হয় ॥৫১১॥
কৃষ্ণরূপায় ভক্তিযোগে ব্যাসের জিহ্বায়
ভাগবতের অবতরণ—
ভক্তি-যোগে ভাগবত ব্যাসের জিহ্বায় ।
ক্ষুণ্ণি সে হইল মাত্র কৃষ্ণের রূপায় ॥৫১২॥
পরমেশ্বরের তত্ত্বের ভায় ভাগবত-তত্ত্ব অচিন্ত্য—
ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন বুঝনে না যায় ।
এই মত ভাগবত—সর্ব শাস্ত্রে গায় ॥৫১৩॥

সর্বজন বিষ্ণুবাদী শ্রীমদ্ভাগবতকেই বেদান্তভাস্কর বলিয়া
গ্রহণ করিয়াছেন। দেবানন্দ পণ্ডিত বলিলেন, আমি
সর্বজ্ঞের গ্রন্থ লইয়া ভাগবত পড়াইবার অভিমান করি বটে,
কিন্তু আমি অজ্ঞ বা অসর্বজ্ঞ; সুতরাং কি প্রকারে ভাগ-
বত পাঠ করিব, তাহা আপনি বলিয়া দিউন ॥৫০২॥

তথ্য। ভাঃ ২।৭।৫১-৫২ ॥৫০৫

তথ্য। ভাঃ ১২।১৩।১১ ॥৫০৬॥

তথ্য। ভাঃ ২।২।৪-১৮ ও ৩।২।৫৩৮। শুঁ তবিশেষঃ
পরমং পদং সৰ্বা পশুন্তি সুবয়ঃ ॥ (১।২২।২০) ঋক্। ন
চ্যবন্তি যতো ভক্তা মহতি প্রসরে সতি ॥৫০৭॥ বিষ্ণুপুৰাণ ।

শ্রীমদ্ভাগবত তত্ত্বের বলিলেন,—“শ্রীমদ্ভাগবতের প্রতি-
পাদ বিষয়ই ভক্তি; সেই ভক্তি নিত্যসিদ্ধ ও ক্ষয়ধর্মরহিত,
তাহার ক্ষয় নাই,—মহাপ্রলয়েও বিষ্ণুভক্তি নষ্ট হয় না ।
ভগবান্ ভুক্তি মুক্তি প্রভৃতি প্রাপ্য ফল দিয়া জীবকে ‘ভক্তি’
বুঝিতে দেন না । ভগবৎরূপা ব্যতীত কাহারও ভক্তি-
লাভের সম্ভাবনা নাই ॥” ৫০৮

তথ্য। ভাঃ ৫।৬।১৮ ॥৫০৮॥

তেঞি—সেই কারণে ॥৫০৯॥

যেহেতু শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তিতত্ত্ব বর্ণন করেন, তজ্জন্ত
শ্রীমদ্ভাগবতের সমান অন্য কোন শাস্ত্রই অগতে নাই ॥৫০৯॥

তথ্য। ভাঃ ১২।১৩।১৪-১৫ ও ১।৭।৭ অষ্টব্য ॥৫০৯॥

তথ্য। ভাঃ ১।১।৪।৩ ও ১।৩।৪৫ শ্লোক অষ্টব্য ।

অরেহন্ত মহতো কৃতন্ত নিঃস্রুতিমেতদ্ বদুখেদো বজ্রবৈঃ
সামবেদোহধ্বান্নিরস ইতিহাসপুৰাণং বিজ্ঞা উপনিষদঃ-
শ্লোকাঃ সূত্রাণামুপাখ্যানানি বাখ্যানান্তত্বৈবৈতানি সর্বাণি
নিঃস্রুতানি ॥ বৃঃ আঃ উঃ ২।৪।১০ ॥৫১০-৫১১॥

শ্রীমদ্ভাগবত নিত্যকাল অবস্থিত গ্রন্থ; কালে কালে
লুপ্ত হইলেও শ্রীব্যাসের জিহ্বায় ও লেখনীতে ভগবৎ-রূপা-
বলে তিনি অবতীর্ণ হন। ঈশ্বর বসনভূষা মর্ত্য নরবিচারের
বোধগম্য নহেন ॥৫১২॥

তথ্য। ভাঃ ১।৭।২-৭ শ্লোক অষ্টব্য ॥৫১২॥

তথ্য। ভাঃ ৩।৩।২১ শ্লোক অষ্টব্য ॥৫১৩॥

শান্তিকের নিকট ভাগবত আশ্রয় প্রকাশ করেন না,

শরণাগতই ভাগবতের অর্থ দর্শনে সমর্থ—

‘ভাগবত বুঝি’ হেন যার আছে জ্ঞান।

সেই না জানয়ে ভাগবতের প্রমাণ ॥৫১৪॥

অজ্ঞ হই’ ভাগবতে যে লয় শরণ।

ভাগবত-অর্থ তার হয় দরশন ॥৫১৫॥

ভাগবত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহ—

প্রেমময় ভাগবত—শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গ।

তাহাতে কহেন যত গোপ্য কৃষ্ণ-রঙ্গ ॥৫১৬॥

সমগ্র বেদশাস্ত্র ও পুরাণকীর্তনের পরও ব্যাসের

চিত্ত অশান্ত—ভাগবত কীর্তনেই ব্যাসের

চিত্ত শান্তি লাভ করে—

বেদ-শাস্ত্র পুরাণ কহিয়া বেদব্যাস।

তথাপি চিত্তের নাহি পায়েন প্রকাশ ॥৫১৭॥

যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় ক্ষুণ্ণিল।

ততক্ষণে চিত্তবৃত্তি প্রসন্ন হইল ॥৫১৮॥

একপদ অসমোদ্ধ গ্রন্থ পাঠ করিয়াও কোন কোন

ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত—

হেন গ্রন্থ পড়ি’ কেহ সঙ্কটে পড়িল।

শুন অকপটে দ্বিজ, তোমারে কহিল ॥৫১৯॥

মহাপ্রভুর দেবানন্দ পণ্ডিতের প্রতি ভাগবতে

ভক্তিযোগ-মাত্র ব্যাখ্যা করিতে উপদেশ—

“আদি-মধ্য-অবসানে তুমি ভাগবতে।

ভক্তি-যোগমাত্র বাখানিও সর্বমতে ॥৫২০॥

তবে আর তোমার নহিব অপরাধ।

সেইক্ষণে চিত্তবৃত্তো পাইবা প্রসাদ ॥৫২১॥

সকল শাস্ত্রই কৃষ্ণ-ভক্তির কথা কীর্তন করেন,

ভাগবতে তাহা বিশেষরূপে পরিষ্কৃত—

সকল শাস্ত্রেই মাত্র কৃষ্ণ-ভক্তি কয়।

বিশেষে শ্রীভাগবত—কৃষ্ণ-রসময় ॥৫২২॥

পণ্ডিতের প্রতি প্রভুর আজ্ঞা—

চল তুমি বাহ অধ্যাপনা কর গিয়া।

কৃষ্ণ-ভক্তি-অমৃত সবারে বুঝাইয়া ॥” ৫২৩॥

দেবানন্দের দণ্ডবৎ প্রণাম ও বহ্যানে গমন—

দেবানন্দ পণ্ডিত প্রভুর বাক্য শুনি।

দণ্ডবৎ হইলেন ভাগ্য হেন মানি ॥৫২৪॥

প্রভুর চরণ কায়মনে করি ধ্যান।

চলিলেন বিপ্র করি বিস্তর প্রণাম ॥৫২৫॥

প্রভুর সকলকেই ভাগবত-সম্বন্ধে এরূপ বিচার কখন—

সবারেই এই ভাগবতের আখ্যান।

কহিলেন শ্রীগৌরসুন্দর তগবান্ ॥৫২৬॥

ভক্তিযোগই ভাগবতের একমাত্র সিদ্ধান্ত—

ভক্তি-যোগ-মাত্র ভাগবতের ব্যাখ্যান।

আদি-মধ্য অন্ত্যে কল্প না বুঝিয়ে আন ॥৫২৭॥

শুদ্ধভক্তি স্বীকার না করিয়া ভাগবতের অধ্যাপনা

বুধা বাক্যব্যয় ও অপরাধ—

না বাখানে ভক্তি, ভাগবত যে পড়ায়।

ব্যর্থ বাক্য ব্যয় করে, অপরাধ পায় ॥৫২৮॥

ভাগবতে বাহার প্রবেশাধিকার আছে, তিনিই জানেন
যে, শ্রীমদ্ভাগবতই সকল প্রমাণ-শিরোমণি, এমন কি, মূর্খ
জনও শ্রীমদ্ভাগবতের শরণ গ্রহণ করিলে তাঁহার চিত্তে
ভাগবতের ক্ষুণ্ণি হয় ॥৫১৪॥

প্রেমময় ভাগবত শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহরূপে অভিহিত ॥৫১৬॥

প্রকাশ—প্রফুল্ল ১৭॥

“ভক্তিযোগেন মনসি সম্যক প্রণিহিতেন্নমো । অপশুং
পুরুষং পূর্ণং মায়াক তদপাশ্রয়াম্ । যদা-সম্মোহিতো জীব
আজ্ঞানং ত্রিগুণায়কম্ । পরোহপি মমুতেহনর্থং তৎ-
কৃতক্ৰান্তিপত্ততে । অনর্থোপশমং সাক্ষাৎভক্তিযোগমধোক্ষজে ।

লোকস্রাজ্ঞানতো বিদ্বাংস্ক্রে সাত্তত সংহিতাম্ । যস্তাং বৈ
শ্রয়মাণায়াম্ কৃষ্ণে পরমপুরুষে । ভক্তিকংপত্ততে পুংসাং
শোকমোহভয়াপহা । (ভাঃ ১।৭।৪-৭) শ্রীমদ্ভাগবত
মায়াবাদী বা কৰ্ম্মীর সেবাগ্রন্থ নহেন । ভক্তিযোগ ব্যতীত
সেই গ্রন্থে অত্ৰ কোন ব্যাপার নাই । ইহা বুঝিলেই চিত্তে
শান্তি লাভ হইতে ॥৫১৮॥

তথ্য । ভাঃ ১।৭।১১ ; ২।৪।১৪ শ্লোক ত্রষ্টব্য ॥৫১৭-১৮॥

প্রসাদ—প্রসন্নতা, আনন্দ ॥৫২১॥

তথ্য । বেদে রামায়ণে চৈব পুরাণে ভারতে তথা ।
আদ্যবন্তে চ মধ্যে চ হরিঃ সৰ্বত্র গীযতে ॥ হরিবংশ,
ভবিষ্যৎপর্ক ১৩২৯৫ ; ভাঃ ১।১।৩ শ্লোক ত্রষ্টব্য ॥৫২২॥

ভাগবত ভক্তিরসবিগ্রহ—

মূর্ত্তিমন্ত ভাগবত—ভক্তিরস মাত্র।

ইহা বুকে যে হয় কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ॥৫২৯॥

গৃহস্থের ঘরে ভাগবতের অবস্থানে সর্ব

অমঙ্গল বিনাশ—

ভাগবত-পুস্তকো থাকয়ে যা'র ঘরে।

কোন অমঙ্গল নাহি যায় তথাকারে ॥৫৩০॥

ভাগবতের পূজার কৃষ্ণপূজা—

ভাগবত পুজিলে কৃষ্ণের পূজা হয়।

ভাগবত-পঠন-শ্রবণ ভক্তিময় ॥৩৩১॥

ভক্ত ভাগবত ও গ্রন্থ ভাগবত—

দুই স্থানে ভাগবত নাম শুনি মাত্র।

গ্রন্থ ভাগবত, আর কৃষ্ণ কুপা-পাত্র ॥৫৩২॥

নিত্য ভাগবত শ্রবণ, পঠন ও পূজার ফলে ভক্ত

ভাগবত লাভ অবশ্যজারী—

নিত্য পুজে পড়ে শুনে চাহে ভাগবত।

সত্য সত্য সেহ হইবেক সেই মত ॥৫৩৩॥

দুষ্কৃতিগণ ভাগবত পাঠের অভিনয় করিয়া

অগন্তুক নিত্যানন্দের নিম্নক—

হেন ভাগবত কোন দুষ্কৃতি পড়িয়া।

নিত্যানন্দ নিম্না করে তত্ব না জানিয়া ॥৫৩৪॥

ভাগ্যান্ সমীপে নিত্যানন্দ মূর্ত্ত ভাগবতরস—

ভাগবত রস—নিত্যানন্দ মূর্ত্তিমন্ত।

ইহা জানে যে হয় পরম ভাগ্যবন্ত ॥৫৩৫॥

নিত্যানন্দ অনন্তরূপে অনন্তমুখে অনন্তকাল

অবিরাম ভাগবত কীৰ্ত্তনকারী হইয়াও

ভাগবতের অন্ত পান না—

নিরবধি নিত্যানন্দ সহস্রবদনে।

ভাগবত অর্থ সে গায়েন অমুক্তগে ॥৫৩৬॥

আপনেই নিত্যানন্দ অনন্ত যত্নপি।

তথাপিও পার নাহি পায়েন অত্মাপি ॥৫৩৭॥

সান্ত ধারণায় অনন্তাতীত বস্তু সম্পূর্ণ অগ্রাহ—

হেন ভাগবত যেন অনন্তেরো পার।

ইহাতে কহিল সব ভক্তিরস সার ॥৫৩৮॥

দেবানন্দ পণ্ডিতকে লক্ষ্য করিয়া প্রহর সকলকে

ভাগবতের তাৎপর্য শিক্ষাদান—

দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে সবাকারে।

ভাগবত-অর্থ বুঝাইলেন ঈশ্বরে ॥৫৩৯॥

এই মত যে যত আইসে জিজ্ঞাসিতে।

সবারেই প্রতিকার কহেন স্ন-রীতে ॥৫৪০॥

অভক্ত লোক ভাগবত পড়িলে তাহার বুণা বাক্য
ব্যয়িত হয়। অধিকন্তু অপরাধ আসিয়া তাহাকে ডুবাইয়া
দেয়। ভক্তির অনাদরক্রমেই এইরূপ অমঙ্গল লাভ
ঘটে ॥৫২৮॥

তথ্য। ভাঃ ১২।১২।৫১ ও ভাঃ ১২।১২।৪২ শ্লোক
দ্রষ্টব্য ॥৫২৮॥

ঈহারা আদর করিয়া ভক্তপূজ্য ভাগবতকে গৃহে
রাখেন, তাঁহাদের কোন অমঙ্গল হয় না। শ্রীমদ্ভাগবতকে
পূজা করিলেই কৃষ্ণপূজা হয়। ভাগবতের শ্রবণ ও পঠন
কবিলেই ভক্তি-লাভ ঘটে ও তদ্বারা কৃষ্ণপূজা বিহিত
হয় ॥৫৩০॥

তথ্য। যত্র যত্র ভবেদ্বিপ্র শাস্ত্রং ভাগবতং কলৌ।
তত্র তত্র হরিধাতি ত্রিধৈশঃ সহ নারদঃ। তত্র সর্কানি

তীর্থানি নদীনদসরাংসি চ। যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং তিষ্ঠতে
মুনিসত্তমঃ। তত্র সর্কানি তীর্থানি সর্কৈ যজ্ঞানুদক্ষিণাঃ।
যত্র ভাগবতং শাস্ত্রং পুজিতং তিষ্ঠতে গৃহে। স্বান্দে
কৃষ্ণার্জুনসংবাদে ॥৫৩০-৩১॥

ভাগবত—বিবিধ; (১) এক প্রকার—গ্রন্থ-ভাগবত;
অপর প্রকার—ভক্ত ভাগবত। যিনি শ্রদ্ধায় সহিত ভাগবত
পাঠ করেন, নিশ্চয়ই তিনি ভক্ত-ভাগবত ॥৫৩২॥

তথ্য। এক ভাগবত বড় ভাগবত শাস্ত্র। আর
ভাগবত ভক্ত ভক্তিরসপাত্র ॥ চৈঃ চঃ আঃ ১।২৯ ॥৫৩২॥

ভাগবত-পাঠক ভাগ্যদোষে যদি শ্রীনিত্যানন্দেয় নিম্না
করে, তবে তাহার দুষ্কৃতি হয়, ভাগবত পাঠ হয় না।
শ্রীনিত্যানন্দই সর্ককণ ভাগবতের অর্থ সহস্র জিজ্ঞাস্য ও
বহনে গান করেন ॥৫৩৪॥

কুলিয়া গ্রামে সকলকেই কৃতার্ণ করিলেন—
কুলিয়া গ্রামেতে আসি' শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
হেন নাহি, যারে প্রভু না করিলা ধন্য ॥৫৪১॥
প্রভুর দর্শনে সকলের সন্তোষ ও অতৃপ্ত দর্শনাকাজী—
সর্ব লোক স্নখী হৈলা প্রভুরে দেখিয়া।
পুনঃ পুনঃ দেখে সবে নয়ন ভরিয়া ॥৫৪২॥
মমোরথ পূর্ণ করি দেখে সর্ব লোক।
আনন্দে ভাসয়ে পাসরিয়া দুঃখ শোক ॥৫৪৩॥

নিখংসর হইয়া শ্রীচৈতন্যবিনাস প্রবণের কল—
এ সব বিলাস যে শুনয়ে হর্ষ-মনে।
শ্রীচৈতন্য-সঙ্গ পায় সেই সব জনে ॥৫৪৪॥
যথা তথা জঙ্ক—সবার শ্রেষ্ঠ হয়।
কৃষ্ণ-যশ শুনিলে কখনো মন্দ নয় ॥৫৪৫॥
উপসংহার—
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জ্ঞান।
বৃন্দাবন দাস তছু পদযুগে গান ॥৫৪৬॥

শ্রীচৈতন্যদেব কুলিয়া-গ্রামের সকল অধিবাসীর অপরাধ
দূর করিয়া সকলকে ধন্য করিলেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমায়াপুত্রের
অপর পারে বর্তমান নবদ্বীপসহর অপরাধ-ভঞ্জনর পাট
বলিয়া অপরাধিগণের নিত্যমঙ্গলের আকর স্থান। কিন্তু
যাহারা প্রাচীন মায়াপুত্রের বিরুদ্ধে দোষাত্ম্য আচরণ
করিয়া শুদ্ধভক্তগণের চরণে অপরাধ করত কুলিয়া সহরে

বাস করিতে থাকে, তাহাদের কোনদিনই মঙ্গল লাভ
হয় না ॥৫৪১॥

যে কোন বর্ণে বা স্থানে অন্নগ্রহণ করিয়া যদি
কৃষ্ণের প্রতি আস্থা স্থাপন পূর্বক কেহ তাঁহার কীৰ্ত্তি বা
যশ গান করেন, তবে তাঁহার কোনদিনই অমঙ্গল
ঘটে না ॥৫৪৫॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুর্থ অধ্যায়

চতুর্থ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে মহাপ্রভুর সগোষ্ঠী মথুরাভিমুখে যাত্রা ও
পথে রামকেলিতে কয়েকদিবস অবস্থান, গোড়েশ্বর বিধর্মী
হোসেন সাহেবও মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য-শ্রবণে মহাপ্রভুকে দৈব
বলিয়া প্রতীতি, প্রভুর মথুরাভিমুখে অগ্রসর না হইয়া
রামকেলি হইতেই দক্ষিণ মুখে প্রত্যাবর্তন এবং নীলা-
চলাভিমুখে গমনকালে শান্তিপুর শ্রীঅশ্বৈত-ভবনে আগমন,
বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দে শ্রীচৈতন্য-নিষ্ঠা, অশ্বৈত-ভবনে
শ্রীশচীমাতার আগমন ও মনের সাথে মহাপ্রভুকে ভোগ-
প্রদান, মহাপ্রভুর সমীপে মুরারিভণ্ডের শ্রীরামচন্দ্রের
স্বোজপাঠ, শ্রীবাস-চরণে অপরাধী জনৈক কুষ্ঠ-রোগীকে
তাঁহার কুষ্ঠ-রোগের কারণ নির্দেশপূর্বক তৎপ্রতি ক্রোধ
ও শ্রীবাসের চরণে ক্ষমা ভিক্ষা করাইয়া তাঁহার অপরাধ
মোচন, সপার্বদ মহাপ্রভুকে লইয়া শ্রীঅশ্বৈতাচার্যের

শ্রীমাদবেঙ্গপুত্রী তিথি-পূজাসকীর্্তন-মহামহোৎসব প্রভৃতি
বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

অপরাধভঞ্জনপাট কুলিয়ার অপরাধিগণের অপরাধ-
মোচন ও জীবোদ্ধার করিয়া মহাপ্রভু ভক্তগোষ্ঠীসহ গজা-
তীরে তীরে মথুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথে গোড়েশ্বর
নিকটে গজাতীরস্থ রামকেলি গ্রামে চারি পাঁচ দিবস
নিভুতে অবস্থান করিবেন ইচ্ছা করিয়া তথায় আগমন
করিলেন। কিন্তু মহাপ্রভুর রামকেলিতে আগমনবার্তা
সর্বত্র প্রচারিত হইয়া পড়িল; প্রভুর অহঙ্কণ হ্রাস, কীর্্তন,
জন্মন ও সকলকে হরিনামোচ্চারণে আহ্বান বিধর্মিগণকেও
আকর্ষণ করিল। কোতোয়াল বাহসাহেব নিকট গিয়া এই
অপূর্ব সন্ধ্যাসিলল প্রভুর কথা নিবেদন করিলে বিধর্মী
বাহসা হোসেন সাহেবও মহাপ্রভুকে 'দৈব' বলিয়া ধারণা
করিলেন, তথাপি বিধর্মিরাণের ভুলোকের মন্ত্রণায় চিত্ত

পরিবর্তন আশ্চর্য্য নহে আশঙ্কা করিয়া। সম্মানগণ প্রভুকে রামকেলি পরিত্যাগের অন্ত গোপনে লোক প্রেরণ করিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ প্রভুর পার্শ্বদগণের নিকট এ কথা জানাইলে ভক্তগণের স্বয়ং চিন্তার উদয় হইল। অকৃত্য্যামী প্রভু সকলকে অভয়প্রদানপূর্ব্বক সম্মুখে নিজ-সর্ব্বশক্তিমানতা ও বৈষ্ণবপ্রকাশ করিলেন এবং বৈষ্ণবা-পরায়ী ব্যতীত এ যুগে সকলকেই দুর্ভাগ্য হরিনাম বিতরণের প্রতিজ্ঞা জানাইলেন। মহাপ্রভু ভবিষ্যৎবাণী করিয়া আরও বলিলেন যে, পৃথিবীতে যত দেশগ্রাম আছে, সর্ব্বত্র তাঁহার নাম প্রচারিত হইবে। মহাপ্রভু মথুরায় গমন না করিয়া রামকেলি হইতেই দক্ষিণমুখে গেলেন এবং শাস্তিপুত্রের অষ্টৈত-ভবনে আসিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীঅষ্টৈতনন্দন বালক শ্রীঅচ্যুতানন্দের অদ্বুত শ্রীচৈতন্যনিষ্ঠা ও অপরাপর চৈতন্যবিমুখ অষ্টৈত-পুত্র-ক্রবণের আচরণের পার্থক্য প্রদর্শনকল্পে একটি ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। একদিন কোনও উত্তম সন্ন্যাসী শ্রীঅষ্টৈত-ভবনে আসিয়া “কেশব-ভারতী শ্রীচৈতন্যের কি হন?”—এই প্রশ্নের উত্তরের জন্য বিশেষ অত্যাশঙ্কিত হইয়া শ্রীঅষ্টৈতচার্য্য ব্যবহারিক বিচারে উত্তরপ্রদানমুখে বলিলেন যে, কেশব-ভারতী শ্রীচৈতন্যের গুরু। পঞ্চবর্ষ-বয়স্ক দিগম্বর অচ্যুতানন্দ পিতার এই কথা শ্রবণ করিয়া কোথাবিশেষ হাসিতে হাসিতে পিতাকে বলিলেন যে, সর্ব্ব জগৎগুরুগণের গুরু স্বয়ং ভগবান্ শ্রীচৈতন্যের আবাস গুরু আছে, ইহা কিরূপ সিদ্ধান্ত? শ্রীঅষ্টৈতচার্য্য পঞ্চম বর্ষীয় পুত্রের মুখে এই সিদ্ধান্তবাণী শ্রবণ করিয়া বলিলেন যে, অচ্যুতই বসার্ব পিতা এবং অষ্টৈতই পুত্র। অচ্যুতানন্দ সত্য সিদ্ধান্ত শিক্ষা দিবার জন্য পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন। ইহা বলিয়া আচার্য্য পুত্রের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে অচ্যুতানন্দ লজ্জায় অধোবদন হইলেন। সন্ন্যাসীও এরূপ যোগ্যতম পিতাপুত্রের ব্যবহার ও সিদ্ধান্তে মুগ্ধ হইয়া হরিনাম কীর্ত্তন করিতে করিতে স্থান ত্যাগ করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে তাঁরূর বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য-চরণনিষ্ঠ শ্রীঅচ্যুতানন্দের মহত্ব ও অস্বাভাবিক অষ্টৈত-পুত্রক্রবণের সমন্বয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। যখন শ্রীঅষ্টৈতচার্য্য শ্রীঅচ্যুতান-

ন্দ্রের এইরূপ আচরণে মুগ্ধ ছিলেন, তখন সপার্বদ শ্রীগৌর-সুন্দর শ্রীঅষ্টৈত-ভবনে শুভবিজয় করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু অচ্যুতানন্দ্রের প্রতি বিশেষ রূপা করিলেন এবং সংকীর্ণ-লীলায় অষ্টৈতগৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। অষ্টৈত-চার্য্য বিরহবিধুরা অভিন্না যশোমতী শ্রীশচীমাতাকে শাস্তিপুত্রের আনিবার জন্য দোলা দিয়া লোক পাঠাইলেন। প্রভুর আগমনবার্ত্তা শ্রবণমাত্র গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তগুরুগণের সহিত শ্রীশচীমাতা শাস্তিপুত্রের আগমন করিলে মহাপ্রভু মাতাকে ‘দেবকী’, ‘শশোদা’, ‘দেবহুতি’, ‘পুল্লি’, ‘কৌশল্যা’, ‘অধিতি’ প্রভৃতি বলিয়া শ্রবণ করিতে করিতে প্রদক্ষিণ করিলেন। ভক্তগণ শ্রীশচীমাতার অপূর্ব্ব ভক্তিসীমা ও ‘আই’ নামের মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। শচীমাতা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাই-বেন, এইজন্য মহাপ্রভুর নিকট শ্রীঅষ্টৈতচার্য্য অত্যাশঙ্কিত গ্রহণ করিলেন। শ্রীশচীমাতা প্রভুর জন্য বহুপ্রকার ব্যঞ্জন এবং বিংশতিপ্রকার প্রভুপ্রিয় শাক রন্ধনপূর্ব্বক প্রভুকে ভোগদান করিলে মহাপ্রভু শচীমাতার রন্ধন প্রশংসা ও বিভিন্ন কৃষ্ণপ্রিয় শাকের বিভিন্ন সেবা-উদ্দীপনী মহিমা কীর্ত্তনপূর্ব্বক পরমানন্দে ভোজন করিলেন।

মহাপ্রভুর অধবাস্ত ভক্তগণ লুপ্তন করিলেন। সপার্বদ মহাপ্রভুর সম্মুখে শ্রীমুরারিগুপ্ত শ্রীরামচন্দ্রের ত্রয়োষ্টক পাঠ করিলেন। মহাপ্রভু মুরারিগুপ্তের মন্তকে পাদপদ্ম স্থাপনপূর্ব্বক মুরারিকে নিত্য রামদাসদেব বর প্রদান করিলেন। জনৈক কুষ্ঠরোগী মহাপ্রভুর সম্মুখে আসিয়া নিজ দুর্দশার কথা বলিলে মহাপ্রভু কুষ্ঠরোগীর প্রতি অত্যন্ত কোথ প্রকাশ-পূর্ব্বক তাহাকে ‘অম্পৃশ্য’ ও ‘অসম্পৃশ্য’ বলিয়া স্থানত্যাগের কথা বলিলেন এবং আরও জানাইলেন যে, বর্ত্তমান জন্মে কুষ্ঠরোগের বয়না সহ করিতে পাবিতেছেন না, অসংখ্য ভবিষ্যৎ জন্মে কিরূপে কুষ্ঠীপাক নরকের বয়না সহ করিবে? বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ শ্রীদাসের চরণে অপরাধহেতু তাহার ঐ দুর্দশা হইয়াছে। এতৎপ্রসঙ্গে প্রভু কৃষ্ণপূজা হইতে বৈষ্ণব-পূজার শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃষ্ণ-চরণে অপরাধ হইতে বৈষ্ণবা-পরায়ের গুরু বর্গন পূর্ব্বক বৈষ্ণবের অসংখ্য মহিমা কীর্ত্তন করিলেন। কুষ্ঠরোগগ্রস্ত অপরাধী নিজকৃত

অপরাধের অল্পশোচনা করিয়া প্রভুর শ্রীচরণে শরণ গ্রহণ করিলে প্রভু যে বৈষ্ণবের চরণে অপরাধ, সেই বৈষ্ণবের চরণে নিকপটে ক্ষমা ভিক্ষাই বৈষ্ণবাপরাধ খণ্ডনের একমাত্র উপায় জানাইলেন। কৃষ্ণরোগী শ্রীবাসের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিলে শ্রীবাস-প্রসাদে অপরাধ মুক্ত হইল। গ্রন্থকার শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর তিথি-পূজা প্রসঙ্গের উপক্রমে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীপাদের সংক্ষিপ্ত চরিত্র ও শ্রীঅষ্টৈত প্রভুর সহিত মিশন-প্রসঙ্গ প্রভৃতি কীর্তন করিয়াছেন। সপার্বদ শ্রীমদ্ব্যগ্রভূত অষ্টৈত-ভবনে অবস্থান কালে শ্রীল পুরীপাদের তিথিপূজাকাল উপস্থিত হইলে শ্রীঅষ্টৈতাচার্য্যপ্রভু সগণ

জয়কীর্তনমুখে যতলাচরণ—

জয় জয় কৃপাসিদ্ধ জয় গৌরচন্দ্র ।
জয় জয় সকল-মঙ্গল-পদবন্দ্য ॥১॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শ্যামসি-রাজ ।
জয় চৈতন্যের ভকত-সমাজ ॥২॥
হেন মতে প্রভু সর্ব জীব উদ্ধারিয়া ।
মধুরায় চলিলেন ভক্তগোষ্ঠি লৈয়া ॥৩॥
গঙ্গাভীরে-ভীরে প্রভু লইলেন পথ ।
স্নান-পানে পুরান গঙ্গার মনোরথ ॥৪॥
রামকেলিতে ৪৫ দিবস গুপ্তভাবে স্থিতি—
গৌড়ের নিকটে গঙ্গা-ভীরে এক গ্রাম ।
ব্রাহ্মণ-সমাজ—ভার ‘রামকেলি’ নাম ॥৫॥
দিন-চারি-পাঁচ প্রভু সেই পুণ্যস্থানে ।
আসিয়া রহিলা যেন কেহ নাহি জানে ॥৬॥
প্রভুর আশ্রয়পান চোটা সত্ত্বও সর্বত্র প্রকাশ—
সূর্যের উদয় কি কখন গোপ্য হয় ?
সর্ব লোক শুনিলেন চৈতন্য-বিজয় ॥৭॥

শ্রীমদ্ব্যগ্রভূতকে লইয়া মাধব-তিথি আরাধনা ও সঙ্কীৰ্তন মহামহোৎসব করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীল অষ্টৈতাচার্য্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীমদ্ব্যগ্রভূত এবং যাবতীয় ভক্তের উৎসবে পরমানন্দ, উৎসাহ, সেবাব প্রবার এবং শ্রীশ্রীমাতার আচরণে বৈষ্ণবশক্তিবর্গের রত্ন-সেবাকার্য্য, মহাপ্রভুর সংকীৰ্তনানন্দ ও শ্রীঅষ্টৈত-তত্ত্ব কথন এবং তৎপ্রসঙ্গে কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের আরাধনা-প্রণালী, মহাপ্রভুর ভক্তগণ-সহ শ্রীমাধবেন্দ্র পুজাতিথির মহিমা-কীর্তন করিতে করিতে ভোজনলীলা ও প্রভুর শ্রীহৃদে শ্রীনিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্তগণকে চন্দনমালা প্রদান প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। (গৌঃ ভাঃ)

সর্বলোকের প্রভু দর্শনার্থ আগমন—

সর্ব লোক দেখিতে আইসে হর্ষ-মনে ।
শ্রী-বালক-বৃদ্ধ-আদি সজ্জন-দুর্জনে ॥৮॥

প্রভুর প্রেমোদ্যম—

নিরবধি প্রভুর আবেশময় অঙ্গ ।
প্রেম-ভক্তি বিমা আর নাহি কোন রঙ্গ ॥৯॥
ছন্দার, গর্জ্জন, কম্প, পুলক, ক্রন্দন ।
নিরন্তর আছাড় পড়য়ে ঘনে ঘন ॥১০॥
কীর্তন ব্যতীত ভক্তগণের অগ্র কৃত্য নাই—
নিরবধি ভক্তগণ করেন কীর্তন ।
ভিলাইলেকো অগ্র কর্ম নাহি কোন ক্ষণ ॥১১॥

প্রভুর উচ্চ ক্রন্দন—

হেন সে ক্রন্দন প্রভু করেন ডাকিয়া ।
লোকে শুনে ক্রোশেকের পথেতে থাকিয়া ॥১২॥
ভক্তিরসে অঙ্গ হইলেও প্রভুর দর্শনে

সকলের আনন্দ—

যত্নপিছ ভক্তি-রসে অঙ্গ সর্ব-লোক ।
তথাপিছ প্রভু দেখি’ সবার সন্তোষ ॥১৩॥

গৌড়ীয়-ভাগ্য

ভক্তগোষ্ঠী—ভক্তগণ ॥ ৩ ॥

তথ্য । রামকেলি—শ্রীরামকেলি বর্তমান মালদহ সহরের ইংরেজবাজার হইতে প্রায় ৮৭০ মাইল দক্ষিণে

অবস্থিত। এই স্থানে একটা পাকা বাধান উচ্চ ভিত্তির উপর মধ্যদেশে একটা বিস্তৃত তমাল বৃক্ষ ও দুই পাখি দুইটা দুইটা করিয়া একত্রে চারিটা কেলিকদম বৃক্ষ শোভা

সকলের দূর হইতে দণ্ডবৎ ও হরিহরনি—
দূরে থাকি সৰ্ব্বলোক দণ্ডবৎ করি'।
সবে মেলি' উচ্চ করি' বলে 'হরি হরি' ॥১৪॥
প্রভুর লোকমুখে হরিনাম শ্রবণে অধিকতর
উল্লাস বৃদ্ধি—

শুনি মাত্র প্রভু 'হরিনাম' লোকমুখে।
বিশেষে উল্লাস বাড়ে প্রেমানন্দ স্রুখে ॥১৫॥

'বোল বোল বোল' প্রভু বলে বাছ তুলি'।
বিশেষে বোলেন সব হয়ে কুতূহলী ॥১৬॥
মহাপ্রভুর রূপায় বিশ্বাসীরা মুখেও হরিনাম ও
তাহাদের মহাপ্রভুকে দূর
হইতে প্রণতি—
হেন সে আনন্দ প্রকাশেন গৌর-রায়।
যবনেও বলে 'হরি' অন্তরে কি দায় ॥১৭॥

পাইতেছে। দক্ষিণের কেলিকদম্ব বৃক্ষদ্বয় শ্রীঅষ্টৈত
প্রভু, মধ্যদেশের তমাল বৃক্ষটী শ্রীগৌরানন্দ্রসুন্দর ও বাম
প্রদেশের কদম্ব বৃক্ষদ্বয় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুরূপে বিরাজিত
বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ, এই বৃক্ষের তলদেশে
শ্রীমদ্ব্যহপ্রভুর সহিত নিশিথে শ্রীল রূপ ও শ্রীল সনাতন
গোবামিপ্রভুর প্রথম মিলন হয়। এই স্থানে বসিয়াই
শ্রীমদ্ব্যহপ্রভু শ্রীসনাতনকে তাঁহার নিকট গমন করিবার
উপদেশ প্রদান করেন। শ্রীকেলিকদম্বের অতি সম্মুখিতে
শ্রীমদনমোহনদেব একটা ক্ষুদ্র শ্রীমন্দিরে বিরাজিত আছেন।
শ্রীশ্রীমদনমোহনশ্রীশ্রীরূপসনাতন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীবিগ্রহ।
শ্রীমন্দির মধ্যে চারিটী যুগল বিগ্রহ বিরাজিত, তন্মধ্যে
একটিতে শ্রীবলদেব রেবতীর সহিত বিরাজিত। শ্রীবিগ্রহ-
গণের নাম (বামদিক হইতে), (১) ব্রজমোহন (শ্রীমতী
সহিত), (২) রেবতীরমণ (রেবতীর সহিত), (৩) মদন-
মোহন ও (৪) গোপীনাথ (উভয়েই শ্রীমতীর সহিত)।
শ্রীশালগ্রামও বিরাজিত আছেন। শ্রীযুগলবিগ্রহের মধ্য-
দেশে শ্রীগৌরানন্দ্রসুন্দরের দুইটী শ্রীমূর্তি, একটা শ্রীঅষ্টৈত প্রভুর
ও একটা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শ্রীমূর্তি অবস্থিত। সেবার
জন্ম ১২৫/ বিধা জমির বন্দোবস্ত আছে। প্রজার নিকট
হইতে ১২২ টাকা খাজানা পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ৮০
টাকা সরকারে জমা দিতে হয়।

শ্রীমদনমোহনের শ্রীমন্দিরের নিকট হইতে এক রাস্তার
ভিতরে উত্তরদিকে শ্রীসনাতন-কুণ্ড। নিকটবর্তী স্থানে
রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড, বিশাখাকুণ্ড প্রভৃতি
অষ্টকুণ্ড। ঐ স্থান হইতে কিঞ্চিৎ দূরে শ্রীরূপসাগর,
শ্রীল রূপগোবামী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত একটা বৃহৎ সরোবর।
শ্রীমদনমোহনের মন্দির ছাড়িয়াই হোসেন সা'র কাছারী

দিকে যাইবার মধ্যরাস্তায় এই রূপসাগরটী দেখিতে পাওয়া
যায়। রূপসাগরের ঘাটে প্রস্তর দ্বারা বাধান। একটা
প্রস্তরের গায়ে এই কথাগুলি খোদিত রহিয়াছে :—“সন
১২৬৮ সাল, জেলা মালদহ বঙ্গবেসিব (বানিয়া) সমূহ
বাইসি (দণ্ডের টাকা) হইতে শ্রীরামকেলির রূপসাগরঘাট
কৃত হইল, তাং ৩২ জ্যৈষ্ঠ।” জল ১ বিঘা, পাড়সহ
কুড়ি বিঘা।

শ্রীরামকেলি হইতে প্রায় তিন রশি দক্ষিণে প্রস্তর
নির্মিত বারটী দ্বার বিশিষ্ট 'বার দুয়ারী' নামে একটা বিরাট
দরবার গৃহ। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ফ্রেস্ট সাহেবের সময় ইহার
গম্বুজগুলি সোনার পাত দ্বারা মণ্ডিত ছিল। ইহা হোসেন
সাহেবের কাছারী বাড়ী বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। প্রবাদ,
এই স্থানেই নাকি শ্রীদ্বীপ থাস কাছারী করিতেন। এই
কাছারী বাড়ীর চারিদিকে চারিটী তোরণদ্বার। প্রবাদ
এই যে, 'হাওয়াসখানার' ঘাটে বাদসাহ 'হাওরা' অর্থাৎ বায়ু
সেবন করিতেন। কিংবদন্তী, শ্রীসনাতন যখন 'ববন
রক্ষক' সাতহাজার মুদ্রা প্রদান করিয়া কারাগার হইতে
নির্মুক্ত হইলেন এবং রায়ে গঙ্গা পার হইলেন, তখন
সনাতন এই স্থানে আসিয়া “শ্রীগৌরান্দ্র, শ্রীগৌরান্দ্র” বলিয়া
ডাকিতে থাকেন, সেই সময়ে একটা কুস্তীর আসিয়া
শ্রীসনাতনকে সাতবার প্রদক্ষিণ করে। শ্রীসনাতন ঐ
কুস্তীরের পৃষ্ঠে আবেহণ করিয়া গঙ্গা পার হন। শ্রীমদন-
মোহনের মন্দির হইতে অর্দ্ধ মাইলের মধ্যে শ্রীগঙ্গাদেবী
বর্ষমানে প্রবাহিত। ইহা ব্যতীত হোসেন সা'র বাদসাহের
অনেক কীর্্তি এই স্থানে বর্তমান রহিয়াছে। দখল
দরওয়াজা, পরিখা, কিবোজ খা (উচ্চ মস্তমণ্ট, ইহার উপর
চড়িলে প্রাচীন গোড় সহরটী দেখিতে পাওয়া যায়।

যবনেও দূরে থাকি করে নমস্কার ।
হেন গৌরচন্দ্রের কারুণ্য-অবতার ॥১৮॥

সকীর্তন প্রচার ব্যতীত প্রভুর অঙ্গ
কোনও রূপে নাই—

ভিলাল্লেকে প্রভুর নাহিক অঙ্গ কর্ম ।
নিরন্তর লওয়ায়েন সংকীর্তন-ধর্ম ॥১৯॥

চতুর্দিকাগত লোকের প্রভুর দর্শনোৎকর্ষ ও সমত্যাগে
অনিচ্ছা এবং সকলের মুখে হরিধ্বনি—

চতুর্দিক হৈতে লোক আইসে দেখিতে ।
দেখিয়া কাহারো চিত্ত না লয় বাহিতে ॥২০॥
সবে মেলি' আনন্দে বরেন হরিধ্বনি ।
নিরন্তর চতুর্দিকে আর নাহি শুনি ॥২১॥

বিধর্মী রাজার জন্তও হৃদয়ে ভয় নাই—
নিকটে যবনরাজ—পরম দুর্ব্বার ।
তথাপিহ চিত্তে ভয় না জন্মে কাহার ॥২২॥
নির্ভয় হইয়া সর্বলোকে বলে 'হরি' ।
হৃৎ-শোক-গৃহ-কর্ম সকল পাসদি' ॥২৩॥

কোতোয়াল-কর্তৃক রাজার স্থানে প্রভুর মহিমা বর্ণন—
কোতোয়াল গিয়া কহিলেক রাজস্থানে ।
এক ছাঙ্গী আসিয়াছে রামকেলি-গ্রামে ॥২৪॥

নিরবধি করয়ে ভূতের সংকীর্তন ।
না জানি তাঁহার স্থানে মিলে কত জন ॥২৫॥
রাজাকর্তৃক সন্ন্যাসী গৃহে বিদ্যুত জিজ্ঞাসা—
রাজা বলে,—“কহ কহ সন্ন্যাসী কেমন ।
কি খায়, কি নাম, কৈছে দেহের গঠন ॥” ২৬॥

কোতোয়াল-কর্তৃক প্রভুর সৌন্দর্য বর্ণন—
কোতোয়াল বলে,—“শুন শুনহ গোসাঞি ।
এমত অদ্বুত কতু দেখি শুনি নাই ॥২৭॥
সন্ন্যাসীর শরীরের সৌন্দর্য দেখিতে ।
কামদেব-সম হেন না পারি বলিতে ॥২৮॥
জিনিয়া কনক-কাস্তি, প্রকাণ্ড শরীর ।
আজামূলমিত্ত জুজ, নাভি স্নগভীর ॥২৯॥
সিংহ-গ্রীব, গজ-শৃঙ্গ, কমল নয়ান ।
কোটিচন্দ্র সে মুখের না করি সমান ॥৩০॥
সুরজ অধর, মুস্তা জিনিয়া দশন ।
কাম-শরাসন যেন প্রসঙ্গ-পশুন ॥৩১॥
সুন্দর সূপীন বক্ষে লেপিত-চন্দন ।
মহা কটি-তটে শোভে অরুণ-বসন ॥৩২॥
অরুণ কমল যেন চরণযুগল ।
দশ নখ যেন দশ দর্পণ নির্মল ॥৩৩॥
কোন বা রাজ্যের কোন রাজার নন্দন ।
জান পাই ছাঙ্গী হই করয়ে ভ্রমণ ॥৩৪॥

ইহা সর্কাপেক্ষা প্রাচীন ভগ্নাবশেষ), টাকশাল, পাঠাগার,
লোটন মসজিদ (একটি শ্রেষ্ঠ ভাস্কর কার্যের নিদর্শন)
প্রভৃতির ভগ্নাবশেষ বর্তমান রহিয়াছে। এই স্থানে
লক্ষণসেনের রাজধানী লক্ষণাবতী মুসলমান অধিকারে
পূর্বে অবস্থিত ছিল, উহার ভগ্নাবশেষ এখনও নির্দিষ্ট
হইয়া থাকে।

সেনবংশীয়গণের জেলাস্থিত রাজধানীকে
গৌড়ের রাজধানী বলিত। বর্তমানকালে এখানে গঙ্গা দূরে
সরিয়া গিয়াছেন। এই গৌড়ের রাজধানী হইতে যত্র
ব্যবধান মধ্যে 'রামকেলি' নামক গ্রাম। তথায় ব্রীসনাতন
ও ব্রীকপ গোখামী ওড়ুয়া বাস করিতেন ॥২৫॥

অজ্ঞাতলাব, কর্ণ, জ্ঞান, ধোগ, ব্রত ও তপস্বী

প্রভৃতিতে অনেকই অগ্রসর হওয়ার ভগবৎক্লিরসে তাহার
অর্কাচীন ছিলেন। শ্রীমহাপ্রভুকে দেখিয়া তাদৃশ অজ-
জনগণও সন্তুষ্ট হইতেন ॥৩৬॥

রামকেলির নিকটেই যবনরাজগণের 'বারহুয়ারী' স্থান
এবং পরবর্ত্তিকালে যবনরাজগণই সেনবংশীয়গণের
উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাহার বৈদিক ধর্মের
প্রতি স্বভাবতঃই আক্রমণ করিবে জানিয়া সাধারণ
লোকেবা অতিশয় আশঙ্কা করিত। কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের
রূপার তনীর ভক্তগণ উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম করিয়াও ভীত
হইতেন না ॥২২॥

সুরজ—হিজল, সুলোহিত ॥৩১॥

জড়দ্বিপশুন—'ভক্তি' শব্দের অর্থ চিত্র। জড়-দ্বয়

নবনীত হৈতেও কোমল সর্ব্ব অঙ্গ ।

তাহাতে অক্লুত শুন আছাড়ের রঙ্গ ॥৩৫॥

প্রভুর প্রেমোদ্যাবর্ণন—

একদণ্ডে পড়েন আছাড় শত শত ।

পাষণ্ড ভাঙ্গয়ে তবু অঙ্গ নহে ক্ষত ॥৩৬॥

নিরন্তর সন্ন্যাসীর উর্দ্ধ রোমাবলী ।

শমসের প্রায় অঙ্গে পুলকমণ্ডলী ॥৩৭॥

ক্ষণে ক্ষণে সন্ন্যাসীর হেন কম্প হয় ।

সহস্র জনেও ধরিবারে শক্তি নয় ॥৩৮॥

গুই লোচনের জল অক্লুত দেখিতে ।

কত নদী বহে হেন না পারি কহিতে ॥৩৯॥

কখন বা সন্ন্যাসীর হেন হাস্ত হয় ।

অট্ট অট্ট গুই প্রহরেও ক্রমা নয় ॥৪০॥

কখন মুচ্ছিত হয় শুনিয়া কীর্তন ।

সবে ভয় পায়, কিছু না থাকে চেতন ॥৪১॥

বাছ তুলি' নিরন্তর বলে হরিনাম ।

ভোজন, শয়ন আর নাহি কিছু কাম ॥৪২॥

প্রভুর দর্শনার্থ লোকের আর্তি-বর্ণন—

চতুর্দিকে থাকি' লোক আইসে দেখিতে ।

কাহার না লয় চিত্ত ঘরেতে যাইতে ॥৪৩॥

অদৃষ্টপূর্ব্ব, অশ্রুতপূর্ব্ব মহাপুরুষ—

কত দেখিয়াছি আমি স্ন্যাসী যোগী জ্ঞানী ।

এমত অক্লুত কছু নাহি দেখি শুনি ॥৪৪॥

কহিলাও এই মহারাজ, তোমা' স্থানে ।

দেশ ধন্য হইল এ পুরুষ-আগমনে ॥৪৫॥

অমুকণ কীৰ্ত্তনকরত—

না খায়, না লয় কারো, না করে সম্ভাব ।

সবে নিরবধি এক কীর্ত্তন-বিলাস ॥” ৪৬॥

প্রভুর বর্ণন শ্রবণে বিধর্ম্মী রাজার চিত্তেও

চমৎকারিতার উদয়—

যতপি যবন-রাজা পরম দুর্ব্বার ।

কথা শুনি' চিত্তে বড় হৈল চমৎকার ॥৪৭॥

কেশব খানকে প্রভুর বিষয়ে রাজার প্রশ্ন—

কেশব-খানমেরে রাজা ডাকিয়া আনিয়া ।

জিজ্ঞাসয়ে রাজা বড় বিস্মিত হইয়া ॥৪৮॥

“কহত কেশব-খান, কি মত তোমার ।

‘ত্রীকুঞ্চচৈতন্য’ বলি’ নাম বল যা'র ॥৪৯॥

কেমত তাঁহার কথা, কেমত মনুষ্য ।

কেমত গোসাঞি তি'হো, কহিবা অবশ্য ॥৫০॥

চতুর্দিকে থাকি' লোক তাঁহারে দেখিতে ।

কি নিমিত্তে আইসে—কহিবা ভালমতে ॥” ৫১॥

বাসাসাহেব নিকট কেশব হজীর প্রভুর

মহিমা গোপন—

শুনিয়া কেশব খান—পরম সজ্জন ।

ভয় পাই' লুকাইয়া কহেন কখন ॥৫২॥

“কে বলে ‘গোসাঞি’?—এক ভিক্ষুক সন্ন্যাসী ।”

দেশান্তরী গরীব—বৃক্ষের তলবাসী ॥” ৫৩॥

মহাপ্রভুর ঐশ্বর্য্যোন্মেষ পূর্ব্বক রাজার প্রভুকে

‘ঈশ্বর’ বলিয়া প্রীতি—

রাজা বলে,—“গরীব না বল কছু তানে ।

মহাদোষ ইহা শুনিলে শ্রবণে ॥৫৪॥

হিন্দু যা'রে বলে ‘কৃষ্ণ’, ‘খোদায়’ যবনে ।

সে-ই তি'হো, নিশ্চয় জানিহ সর্ব্বজনে ॥৫৫॥

আপনার রাজ্যে সে আমার আত্মা রহে ।

তা'র আত্মা শিরে করি' সর্ব্বদেশে বহে ॥৫৬॥

এই নিজ রাজ্যেই আমারে কত জনে ।

মন্দ করিবারে লাগিয়াছে মনে মনে ॥৫৭॥

তাঁহারে সকল দেশে কায়-বাক্য-মনে ।

ঈশ্বর নহিলে বিদ্যা-অর্থের ভঞ্জে কেমে ? ৫৮॥

প্রভুর সহিত বাসাকর্ত্তক আত্মতুলনামূলে প্রভুর

পরমেশ্বরত্ব স্বাপন—

হয় মাল আজি আমি জীবিকা না দিলে ।

নানা মুক্তি করিবেক সেবক-সকলে ॥৫৯॥

আকারের দ্বার এবং নাসা তাহাতে শব্দ-সংযোগের দ্বার ।

এরূপভাবে প্রভুর দ্বা-চিত্ত অধিষ্ঠিত ছিল ॥৩১॥

পনস—কাঠাল ॥৩৭॥

ক্ষমা নব—অট্টহাস্তের নিবৃত্তি নাই ॥৪০॥

আপনার খাই' লোক তাহানে সেবিতে ।
চাহে, তাহা কেহ নাহি পায় ভাল মতে ॥৬০॥
অতএব তি'হো সত্য জানিহ 'ঈশ্বর' ।
'গরীব' করিয়া তানে না বল উত্তর ॥৬১॥
শ্রীমহাপ্রভুর যথেষ্ট বিহার ও সঙ্গীর্জনাদিতে কোনও
প্রকার বাধা প্রদত্ত না হয়, তৎক্ষণ বাধসাধের

সর্বত্র আদেশ প্রদান—

রাজা বলে,—“এই মুঞি বলিলুঁ সবারে ।
কেহ যদি উপজব করয়ে তাঁহারে ॥৬২॥
যেখানে তাহান ইচ্ছা, থাকুন সেখানে ।
আপনার শাস্ত্রমত করুন বিধান ॥৬৩॥
সর্বলোক লই' সুখে করুন কীৰ্ত্তন ।
বিরলে থাকুন, কিবা যেন লয় মন ॥৬৪॥
কাজি বা কোটাল কিবা হউ কোন জন ।
কিছু বলিলেই তা'র লইমু জীবন ॥৬৫॥
এই আজ্ঞা করি' রাজা গেলা অভ্যন্তর ।
হেন রজ করে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ॥৬৬॥

বিধর্মী শ্রীমুর্তি-বিষেবী যবনরাজেরও

গৌরচন্দ্রের প্রতি প্রজ্ঞা—

যে ছসেন সাহ সর্ব উড়িয়ার দেশে ।
দেবমুর্তি ভাজিলেক দেউল-বিশেষে ॥৬৭॥

তথাপি মায়াবাদী ও উলূক-সম্প্রদায়ের

চৈতন্যগুণ-শ্রবণে মৎসরতা—

হেন যবনেও মানিলেক গৌরচন্দ্র ।
তথাপিহ এবে না মানয়ে যত অন্ধ ॥৬৮॥
মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসীর বেশ ধরে ।
চৈতন্যের গুণ শুনি' পোড়য়ে অন্তরে ॥৬৯॥
শ্রীচৈতন্যবশে মৎসর ব্যক্তি সর্বগুণ-গরিমা

সদেও সর্বদোষাকর—

যাঁ'র যশে অনন্ত-ব্রজাণ্ড পরিপূর্ণ ।
যাঁ'র যশে অবিজ্ঞা-সমূহ করে চূর্ণ ॥৭০॥
যাঁ'র যশে শেষ-রমা-অজ-ভব-মন্ত ।
যাঁ'র যশ গায় চারি বেদে করি' তত্ত্ব ॥৭১॥
হেম শ্রীচৈতন্য-যশে যা'র অসন্তোষ ।
সর্বগুণ থাকিলে তা'র সর্বদোষ ॥৭২॥
সর্ব-গুণ-হীন যদি চৈতন্য-চরণে ।
স্মরণ করিলে যায় বৈকুণ্ঠ-ভুবনে ॥৭৩॥
শুন আরে ভাই, শুন শেষখণ্ডলীল ।
যেক্রূপে খেলিলা কৃষ্ণ সংকীৰ্ত্তন-খেলা ॥৭৪॥

সম্মন্যগণের বাধসাধের বাক্যে সন্তোষ—

শুনিয়া রাজার মুখে স্তম্ভস্য বচন ।
তুষ্ট হইলেন যত স্তম্ভজনগণ ॥৭৫॥

তিহ—তিনি ॥৫০॥

মহাপ্রভু দর্শনে সম্মেহ উপস্থিত হওয়ার যবনরাজ
কেশব-খাঁ নামক জনৈক কর্ণচারীকে প্রভুর বিষয় জিজ্ঞাসা
করিলেন । তদুত্তরে কেশব বলিলেন,—“মহাপ্রভু একজন
বিদেশবাসী ও গরীব ।” তদুত্তরে হোসেন সা বলিলেন,—
“আমি যদি কর্ণচারীগণকে ছয়মাস বেতন বন্ধ করিয়া
দিই, তাহা হইলে তাহারা আমার প্রতি অমুযোগী
থাকিবে না । কিন্তু এ ক্ষেত্রে বিধিতেছি যে, মহাপ্রভুর
আজ্ঞার তাঁহার সেবকগণ বিনা বেতনে নিজেদের ভোজনা-
চ্ছাদন সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সেবা ও আজ্ঞা পালন করিতে
ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে । আমাদের রাজ্যের মধ্যেই
আমাদের হুমু পালিত হয় ; কিন্তু তিনি বৈদেশিক
হইলেও আমার রাজ্যেই তাঁহার আজ্ঞা সকলে পালন
করিতেছে ॥” ৫০-৬০ ॥

দেউল—মন্দির ॥৬৭॥

সমস্ত সংসার ত্যাগ করিয়াও মায়াবাদী সন্ন্যাসী বেধ
গ্রহণ করিয়াই মৎসরতা হইতে মুক্ত হয় না ; বেহেতু
উহাদের স্বদয় শ্রীচৈতন্যদেবের গুণ-শ্রবণে হিংসার আশ্রয়
লয় । মায়াবাদী সন্ন্যাসী আপনাকে হিন্দুসমাজের গুরু
বলিয়া অভিমান করিলেও ভিতরে ভিতরে তাহারা
মহাপ্রভুর বিষেবী । কিন্তু বিধর্মী যবনরাজ মহাপ্রভুর
গুণগ্রাহী হইয়া তাঁহাকে অন্তঃসম্প্রদায়ী আনিয়াও তাঁহার
প্রতি স্বীয় সম্প্রদায়ভুক্ত কোন ব্যক্তি মাৎসর্য ও বিবোধ্য-
চরণ না করে, এরূপ বিধি দিয়াছিলেন । সুতরাং ‘হিন্দু’
নামধারী মৎসর মায়াবাদী অপেক্ষা অন্তঃসম্প্রদায়ী রাজার
উদারতা ও প্রভুর প্রতি প্রজ্ঞা যেধিরাও মৎসর-স্বভাব
ধার্মিক-ক্রবণ বিকল্প আচরণ করে ॥৬০॥

দুইলোকের মজার বিশ্বাসী রাজার চিত্তপরিবর্তন কিছু
অসম্ভব নহে বিচার করিয়া প্রত্যেক অতিথিই
রামকেলি-ত্যাগের অত্মরোধ-আপনার্থ
সম্মনগণের নিভৃত আলোচনা
ও লোকপ্রেরণ—

সবে মেলি' এক স্থানে বসিয়া নিভৃতৈ ।
লাগিলেন যুক্তিবাদ-মন্তণা করিতে ॥৭৬॥
“স্বস্তাবেই রাজা মহা-কাল-যবন ।
মহাভয়-শুণ বুদ্ধি হয় যমে যন ॥৭৭॥
ওড়দেশে কোটি কোটি প্রতিমা, প্রাসাদ ।
ভাজিলেক, কত কত করিল প্রমাদ ॥৭৮॥
দৈবে আসি' সত্ত-শুণ উপজিল মনে ।
ভেঙ্কি ভাল কহিলেক আমা' সব স্থানে ॥৭৯॥
আর কোন পাত্র আসি' কুমন্তণা দিলে ।
আর বার কুবুদ্ধি আসিয়া পাছে মিলে ॥৮০॥
জানি কদাচিৎ বলে ‘কেমন গোসাঞি ।
আন' গিয়া দেখিবারে চাহি এই ঠাঞি ॥’ ৮১॥
অতএব গোসাঞিরে পাঠাই কহিয়া ।
‘রাজার নিকট-প্রাণে কি কার্য্য রহিয়া ॥’ ৮২॥
এই মুক্তি করি' সবে এক স্ত্র-ব্রাহ্মণ ।
পাঠাইয়া সজোপে দিলেন তত্ত্বকণ ॥৮৩॥
অহর্নিশ কখনামরসে প্রমত্ত মহাপ্রভু—
নিজানন্দে মহাপ্রভু মত্ত সর্ব্বক্ষণ ।
প্রেমরসে নিরবধি হৃদয় গর্জ্জন ॥৮৪॥
লক্ষকোটি লোক মিলি' করে হরি-হরমি ।
আনন্দে নাচয়ে মাঝে প্রভু শ্যামিমণি ॥৮৫॥
অন্ত কথা অস্ত কার্য্য নাহি কোল ক্ষণ ।
অহর্নিশ বোলেন বোলায়েন সংকীর্ত্তন ॥৮৬॥

ওড়দেশে—উড়িষ্ঠা-অঞ্চলে ॥৭৮॥

মহাপ্রভুর নিজের অন্তর্য্য ব্যক্তি পর্য্যন্ত অনেকেই তাঁহার
সহিত আলাপ করিবার সময় পাইতেন না । ত্রিগৌরমুন্দর
সর্ব্বক্ষণ বরং কীর্ত্তনে ও অপরকে কীর্ত্তনে উৎসাহদানে
দ্বিবারাত্র বাপন করিতেন । স্তবরাগ বাহিরে কোন
ব্যক্তি তাঁহাকে পরামর্শ দিবার সময় পাইতেন না ॥৮৮॥

দেখিয়া বিস্মিত বড় হইল ব্রাহ্মণ ।
কথা কহিবারে অবসর নাহি ক্ষণ ॥৮৭॥
অন্ত-জন-সহিত কথার কোন্ দায় ?
নিজ পারিষদেই সম্ভাষা নাহি পায় ॥৮৮॥
কিবা দিবা, কিবা রাত্রি, কিবা নিজ পর ।
কিবা জল, কিবা স্থল, কি গ্রাম প্রান্তর ॥৮৯॥
কিছু নাহি জানে প্রভু নিজ-ভক্তি-রসে ।
অহর্নিশ নিজ-প্রেম-সিদ্ধ-মার্কে ভাসে ॥৯০॥
প্রভুর অগরের কোনও কথা প্রবণের বিন্দুমাত্রও অবসর
নাই দেখিয়া ব্রাহ্মণের প্রভুর গণ-সমীপে

সম্মনগণের পরামর্শ আপন—

প্রভু-সঙ্গে কথা কহিবারে নাহি ক্ষণ ।
ভক্তবর্গ-স্থানে কথা কহিল ব্রাহ্মণ ॥৯১॥
দ্বিজ বলে,—“তুমি-সব গোসাঞির গণ !
সময় পাইলে এই কহিও কথন ॥৯২॥
‘রাজার নিকট-প্রাণে কি কার্য্য রহিয়া ।’
এই কথা সবে পাঠাইলেন কহিয়া ॥’ ৯৩॥
কহি' এই কথা দ্বিজ গেল নিজ-স্থানে ।
প্রভুরে করিয়া কোটি-দণ্ডপরগামে ॥৯৪॥
প্রভুর পার্শ্বগণের সহজে চিন্তার উজ্জেক—
কথা শুনি' ঈশ্বরের পারিষদগণে ।
সবে চিন্তাযুক্ত হইলেন মনে মনে ॥৯৫॥
অন্তর্দশায় অত্মক্ষণ নিময় প্রভুর সমীপে ভক্তগণের
উক্ত কথা বলিবার অবসরভাব—
ঈশ্বরের স্থানে সে কহিতে নাহি ক্ষণ ।
বাছ নাহি প্রকাশেন ত্রীশচীনন্দন ॥৯৬॥
‘বোল বোল হরিবোল হরিবোল’ বলি' ।
এই মাত্র বলে প্রভু দুই বাছ তুলি' ॥৯৭॥

রাজধানীতে সন্ন্যাসী বহু লোকের দ্বারা আদৃত হইয়া
বাস করিলে, মনোধর্ম্মবশে অপর লোকের পরামর্শমতে
রাজার চিত্ত বিকৃত-বিচার-সম্পন্ন হইয়া কোন সময়ে তাঁহার
প্রতি দোষাত্ম্য করিতে পারে । একান্ত ত্রিগৌরমুন্দরের
অন্তর্য্য চলিয়া যাওয়াই বাহ্যীর বলিয়া সকলে বিবেচনা
করিলেন ॥১০৭॥

চতুর্দিকে মহানন্দে কোটি কোটি লোক ।
 তালি দিয়া 'হরি' বলে পরম-কৌতুক ॥৯৮॥
 হাঁহার সেবকের নাম অরণ্যমাত্রই সর্ববিশ্ব বিনাশ হয়,
 সেই প্রভুর আবার ভয় কোথায় ?—
 ষাঁ'র সেবকের নাম করিলে অরণ্য ।
 সর্ববিশ্ব দূর হয়, খণ্ডয়ে বন্ধন ॥৯৯॥
 হাঁহার শক্তিতে জীব বল করি চলে ।
 'পরংব্রজ নিত্য-ভক্ত' ষাঁ'রে বেদে বলে ॥১০০॥
 হাঁহার মায়ায় জীব পাসরি' আপনা' ।
 বন্ধ হই' পাইয়াছে সংসার-বাসনা ॥১০১॥
 সে-প্রভু আপনে সর্বজীব উদ্ধারিতে ।
 অবতরিয়্যাছে ভক্তি-রসে পৃথিবীতে ॥১০২॥
 ভয়মুক্তি যমকালদি সকলেই শ্রীচৈতন্য-

আজ্ঞাবাহক—

কোন্ বা তাহানে রাজা, কা'রে তাঁ'র ভয় ?
 'যম-কাল-আদি ষাঁ'র ভৃত্য বেদে কর' ॥১০৩॥
 স্বচ্ছন্দে করেন সব লই' সংকীৰ্ত্তন ।
 সর্বলোক-চুড়ামণি শ্রীশ্রীচৈতন্য ॥১০৪॥

চতুর্দিক হইতে আগন্তুক ব্যক্তিগণের পর্য্যন্ত

প্রভুর রূপায় নির্ভরতা—

আছুক তাহান ভয়, তাহানে দেখিতে ।
 যতেক আইসে লোক চতুর্দিক হৈতে ॥১০৫॥
 তাহারাই কেহো ভয় না করে রাজাবে ।
 হেন সে আনন্দ দিয়াছেন সবাকারে ॥১০৬॥
 যন্তপিহ সর্বলোক পরম-অজ্ঞান ।
 তথাপিহ দেখিয়া চৈতন্য ভগবান্ ॥১০৭॥

হেন সে আনন্দ জন্মে লোকের শরীরে ।
 'যম' করি' ভয় নাহি, কি দায় রাজারে ? ॥১০৮॥
 নিরন্তর সর্বলোক করে হরি-ধ্বনি ।
 কা'র মুখে আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥১০৯॥
 হেমমতে মহাপ্রভু বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর ।
 সংকীৰ্ত্তন করে সর্ব-লোকের ভিতর ॥১১০॥

অন্তর্যামী প্রভুর উক্তি—

মনে কিছু চিন্তা পাইলেন অন্তঃগণ ।
 জানিলেন অন্তর্যামী শ্রীশ্রীচৈতন্য ॥১১১॥
 ঈশ্বর হাসিয়া কিছু বাহু প্রকাশিয়া ।
 লাগিলা কহিতে প্রভু মায়ী ঘুচাইয়া ॥১১২॥
 যথেষ্ট প্রভুর সর্বশক্তিমত্তা ও বৈষ্ণবপ্রকাশ—
 প্রভু বলে,—“তুমি-সব ভয় পাও মনে ।
 রাজা আমা' দেখিবারে নিবে কি কারণে ? ॥১১৩॥
 আমা' চাহে হেন জন আমিও তা' চাও ।
 সবা আমা' চাহে হেন কোথাও না পাও ॥১১৪॥
 ভোমরা ইহাতে কেনে ভয় পাও মনে ?
 রাজা আমা' চাহে আমি যাইব আপনে ॥১১৫॥
 রাজা বা আমারে কেনে বলিব চাহিতে ?
 কি শক্তি রাজার এ-বা বোল উচ্চারিতে ? ॥১১৬॥
 আমি যদি বলাই সে রাজার মুখেতে ।
 তবে সে বলিবে রাজা আমারে চাহিতে ॥১১৭॥
 আমা' দেখিবারে শক্তি কোন্ বা তাহার ?
 বেদে অশেষিয়া দেখা না পায় আমার ॥১১৮॥
 দেবর্ষি রাজর্ষি সিদ্ধ পুরাণ ভারতে ।
 আমা' অশেষয়ে, কেহ না পায় দেখিতে ॥১১৯॥

তথ্য । স বৈ বলং বলিনাঞ্চ পরেষাম্ । (ভাঃ ৭।
 ৮।৭) ॥১০০॥

তথ্য । 'কৃষ্ণ তুলি' সে অর্থাৎ অনাদি বহির্গত । অতএব
 মায়ী তা'রে দেয় সংসার-দুঃখ ।—(টোঃ চঃ মধ্য ২০শ) ॥১০১॥

তথ্য । যন্তরাযান্তি বাতেহি যং স্বর্গাত্তপতি যন্তরাং ।
 দ্ব্যত্যরির্ধত্তীজো বৃত্ত্যশ্চয়তি পঞ্চমঃ ॥ (ঋতি) ॥ সর্কে
 বয়ং বস্মিষম্ প্রপন্নঃ (ভাঃ ৯।৪।৫৪), ব্রহ্মাদয়ো যেন
 বলং প্রাপীতাঃ (ভাঃ ৭।৮।৭) ॥১০৩॥

মায়ী—সন্দেহ, সংশয়, আশঙ্কা ॥১১২॥

বিবৃতি । বেদশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য বস্তু—ভগবান্ ।
 বেদশাস্ত্র অশেষণ করিয়াও আমার দর্শন পায় না । স্মৃতরাং
 আমি যৎ শক্তি না দিলে কাহারও এরূপ শক্তি নাই যে,
 আমাকে বলপূর্বক দর্শন করে । ভগবৎস্ব অথোক্ত
 অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জানাভিত । কোন কারণে রাজা শঙ্কিত
 হইয়া পড়িলে আমাকে তাহার সমীপে উপস্থিত হইবার
 অল্প আদেশ করিতে পারে । তৎকর্তৃ কাহারও ভয় পাইবার

বৈকুণ্ঠবাবী ব্যতীত এযুগে সকলকেই হুর্দ
 হরিনাম বিতরণের প্রতিজ্ঞা—
 সংকীৰ্ত্তন-আরম্ভে মোহার অবতারণ।
 উদ্ধার করিমু সর্ব পতিত সংসার ॥১২০॥
 যে দৈত্য যবনে মোরে কছু নাহি মানে।
 এ-যুগে তাহার কান্ধিবেক মোর নামে ॥১২১॥
 যতক অস্পৃষ্ট দুষ্ট যবন চণ্ডাল।
 জী-শূত্র-আদি যত অধম রাখাল ॥১২২॥
 হেন ভক্তি-যোগ দিমু এ-যুগে সবারে।
 স্মর মুনি সিদ্ধ যে নিমিত্ত কাম্য করে ॥১২৩॥
 বিজ্ঞান-ধন-কুল জ্ঞান তপস্কার মদে।
 যে মোর ভক্তের স্বামে করে অপরাধে ॥১২৪॥
 সেই-সব জন হ'বে এ-যুগে বশিত।
 সবে তা'রা না মানিবে আমার চরিত ॥ ১২৫॥
 চৈতন্যমুখোদগীর্ণ ভবিষ্যৎবাণী—পৃথিবীর সর্বদেশ-
 গ্রামে গৌরনাম প্রচার—
 পৃথিবী-পর্যন্ত যত আছে দেশ গ্রাম।
 সর্বত্র সঞ্চার হইবেক গৌর নাম ॥১২৬॥
 পৃথিবীতে আসিয়া আমিহ ইহা চাও।
 কোঁজে হেন জন মোরে কোথাও না পাও ॥১২৭॥
 রাজা মোরে কোথা চাহিবেক দেখিবারে ?
 এ কথা সকল মিথ্যা—কহিল সবারে ॥১২৮॥

বাহু প্রকাশিলা প্রভু এতক কহিয়া।
 ভক্ত সব সন্তোষিত হইলা শুনিয়া ॥১২৯॥
 এই মত প্রভু কতদিন সেই গ্রামে।
 নির্ভয়ে আছেন নিজ কীৰ্ত্তন-বিধানে ॥১৩০॥
 মথুরার গমন না করিয়া রামকেলি হইতেই
 দক্ষিণাভিমুখে প্রত্যাবর্তন—
 ঈশ্বরের ইচ্ছা বৃন্দাবন শক্তি কা'র ?
 না গেলেন মথুরা, ফিরিলা আর বার ॥১৩১॥
 ভক্ত-সব-স্থানে কহিলেন এই কথা।
 “আমি চলিবাও নীলাচল-চন্দ্র যথা ॥” ১৩২॥
 এত বলি' স্বতন্ত্র পরমানন্দ-রায়।
 চলিলা দক্ষিণ-মুখে কীৰ্ত্তন-লীলায় ॥১৩৩॥
 প্রভু অদ্বৈত-মন্দিরে আগমন—
 নিজানন্দে রহিয়া রহিয়া গঙ্গা-তীরে।
 কতদিনে আইলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥১৩৪॥
 পুত্র-অচ্যুতানন্দ-মহিমায় মুগ্ধ অদ্বৈতাচার্য—
 পুত্রের মহিমা দেখি' অদ্বৈত আচার্য।
 আবিষ্ট হইয়া আছে ছাড়ি' সর্ব কার্য ॥১৩৫॥
 হেনই সময়ে গৌরচন্দ্র ভগবান্।
 অদ্বৈতের গৃহে আসি' হইলা অধিষ্ঠান ॥১৩৬॥
 যে নিমিত্ত অদ্বৈত আবিষ্ট পুত্র সঙ্গে।
 সে বড় অদ্ভুত কথা, কহি শুন রঙ্গে ॥১৩৭॥

প্রয়োজন নাই। আমি যাঁহাকে চাই, সেই আমাকে
 আবাহন বা প্রার্থনা করে। হরিভজনে যাঁহার প্রয়োজন
 আছে, সে-ই আমাকে প্রার্থনা করিতে পারে, অন্ত নহে
 ॥১১৮॥

পাপমতি জনগণ নিরুপকূলে উদ্ভূত হইয়া ভগবৎবিষয়
 করে, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদেবের অবতরণে সমস্ত পতিত সংসার
 উদ্ধার লাভ করে। শ্রীচৈতন্যদর্শনের অন্ত তাহার আশি
 প্রকাশ করে ॥১২১॥

স্মর ও সিদ্ধ মুনিগণ অনেকেই পবিত্র চরিত্র বলিয়া
 বিখ্যাত হইলেও ভক্তিহীন, কিন্তু নিজ মঙ্গলপ্রার্থী হইয়া
 তাঁহারা আমার অঙ্গগ্রহ আকাজ্ঞা করেন। যাঁহাদের
 বিজ্ঞা, ধন, কুল, জ্ঞান ও তপস্কারের পূর্ণ আছে, যাঁহারা

নিজকন ভক্তের চরণে অপরাধ করে, তাঁহাদিগকেই আমি
 বঞ্চনা করি; তাঁহারা কখনও আমার পরিচয় জানিতে
 পারে না ॥১২৫॥

পৃথিবীতে বাবতীয় দেশ ও গ্রামে আমার নাম
 প্রচারিত হইবে। ভগবদ্-বিমুখ ব্যক্তিগণের নিকট
 ভগবদ্‌রূপ, গুণ ও ক্রিয়া প্রভৃতির প্রচার না থাকিলেও
 ভগবানের নাম পৃথিবীর সকল গ্রামে প্রচারিত হইবে
 ॥১২৬॥

আমার ইচ্ছা—আমাকে লোকে অঙ্গসন্ধান করুক;
 কিন্তু কেহই আমার অঙ্গসন্ধান করে না, অতরাং যবনরাজ
 আমাকে তাঁহার নিকট বলপূর্বক লইয়া বাইবে—এ কথা
 বিখ্যাত নহে ॥১২৭॥

একদা শান্তিপুত্রের অধৈত-তবনে জনৈক সন্ন্যাসীর
 আগমন ও কেশবভারতীর সহিত
 মহাপ্রভুর সাক্ষ-জিজ্ঞাসা—
 যোগ্য পুত্র অধৈতের—সেই সে উচিত ।
 ‘শ্রীঅচ্যুতানন্দ’ নাম—জগত-বিদিত ॥১৩৮॥
 দৈবে একদিন এক উত্তম সন্ন্যাসী ।
 অধৈত-আচার্য্য-স্থানে মিলিলেন আসি ॥১৩৯॥
 অধৈত দেখিয়া সন্ন্যাসী সঙ্কোচে রহিল ।
 অধৈত-সন্ন্যাসীরে নমস্কারি’ বসাইল ॥১৪০॥
 অধৈত বলেন,—“ভিক্ষা করহ গোসাঞি !”
 সন্ন্যাসী বলেন,—“ভিক্ষা দেহ’ বাহা চাই ॥” ১৪১॥
 কিছু মোর জিজ্ঞাসা আছেয়ে তোমা’ স্থানে ।
 মোর সেই ভিক্ষা—তাহা কহিবা আপনে ॥১৪২॥
 আচার্য্য বলেন,—“আগে করহ স্তোজন ।
 শেষে জিজ্ঞাসার তবে হইবে কথন ॥” ১৪৩॥
 সন্ন্যাসী বলে,—“আগে আছে জিজ্ঞাস্ত আমার ।”
 আচার্য্য বলেন,—“বল যে ইচ্ছা তোমার ॥” ১৪৪॥
 সন্ন্যাসী বলেন,—“এই কেশব ভারতী ।
 চৈতন্যের কে হয়েন, কহ মোর প্রীতি ॥” ১৪৫॥
 মনে মনে চিন্তেন অধৈত মহাশয় ।
 ব্যবহার, পরমার্থ—দুই পক্ষ হয় ॥১৪৬॥
 যতপিহ লেশরের পিতা-মাতা নাই ।
 তথাপিহ ‘দেবকীন্দ্র’ করি’ গাই ॥১৪৭॥
 পরমার্থে—গুরু সে তাঁহার কেহ নাই ।
 তথাপি যে করে প্রভু, তাহা লবে গাই ॥১৪৮॥
 প্রথমেই পরমার্থ কি কার্য্য কহিয়া ?
 ব্যবহার কহিয়াই যাই প্রবেধিয়া ॥” ১৪৯॥

অধৈত প্রভু সন্ন্যাসীর প্রশ্নে জানিলেন যে, তিনি চৈতন্য-
 দেবের সন্ন্যাসভবন কথা শুনিয়া চাহেন; তদুত্তরে তিনি
 কি বলিলেন, এই চিন্তা করি। ব্যবহারিক রাজ্যে বৈষ্ণব
 বলিবার প্রচলন আছে, তদ্বৎসাবে কেশব ভারতীকেই
 শ্রীচৈতন্যের ‘সন্ন্যাস-ভবন’ বলিয়া জানাইলেন ॥১৪৯॥

শ্রীঅধৈতপ্রভুকে ‘শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু—কেশব-
 ভারতী’ এই কথা বলিতে শুনিয়া পুঁচ বয়সের শিশু

‘ভারতী লোকশিক্ষা-সীলার মহাপ্রভুর গুরু’
 অধৈতচার্য্যের এই উত্তর—
 এত ভাবি’ বলিলা অধৈত মহাশয় ।
 “কেশবভারতী চৈতন্যের গুরু হয় ॥১৫০॥
 দেখিতেছ—গুরু তান কেশব ভারতী ।
 আর কেমনে তবে জিজ্ঞাসহ আমা’ প্রীতি ?” ১৫১॥
 এই মাত্র অধৈত বলিতে সেইক্ষণে ।
 ধাইয়া অচ্যুতানন্দ আইলা সেই স্থানে ॥১৫২॥
 পঞ্চমবর্ষ-বয়স্ক বালক অচ্যুতানন্দের আগমন ও
 অধৈত-বাক্যে ক্রোধ-প্রকাশ—
 পঞ্চ-বর্ষ বয়স—মধুর দিগম্বর ।
 খেলা খেলি’ সর্ব্ব অঙ্গ ধুলার ধুলার ॥১৫৩॥
 অভিন্ন কার্তিক যেন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ।
 সর্ব্বজ্ঞ পরম ভক্ত সর্ব্ব-শক্তিধর ॥১৫৪॥
 ‘চৈতন্যের গুরু আছে’ বচন শুনিয়া ।
 ক্রোধাবেশে কহে কিছু হাসিয়া হাসিয়া ॥১৫৫॥
 আচার্য্যবাক্যের প্রতিবাদ—জগৎগুরুগণের গুরু
 বরাই পুরুষোত্তম শ্রীচৈতন্য—
 কি বলিলা বাপ ! বল দেখি আর বার ।
 ‘চৈতন্যের গুরু আছে’ বিচার তোমার ॥১৫৬॥
 কোন্ বা সাহসে তুমি এমন বচন ।
 জিহ্বায় আনিলা, ইহা না বুঝি কারণ ॥১৫৭॥
 শ্রীচৈতন্যের মায়াব ব্রহ্মলক্ষ্যাদিও মুখ—
 তোমার জিহ্বায় যদি এমন আইল ।
 হেন বুঝি—এখনে সে কলি-কাল হৈল ॥ ৫৮॥
 অথবা চৈতন্য-মায়া পরম দুস্তর ।
 বাহাতে পায়েন মোহ ব্রহ্মাদি শঙ্কর ॥১৫৯॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,—“সাক্ষাৎ
 কলিকাল; তাহা না হইলে শ্রীচৈতন্যদেবের গুরু কখনে
 কেশবভারতীর নামোচ্চারণ হয় কি প্রকারে ? কলিজনো-
 চিত জিহ্বায় শ্রীভগবান্কে এইরূপে অবনত করিবার
 প্রয়াস—অধৈতপ্রভুর দুঃসাহসজ্ঞাপক। ব্রহ্মশিবাদি বে-
 ভগবন্নারায়ণ জ্ঞাত, সেই মায়াব বশ হইয়াই কি অধৈতপ্রভু
 এরূপ উক্তি করিলেন ? মায়াব জীবই এইরূপ প্রলপিত
 বাক্য বলিয়া থাকে” ॥১৫৭॥

মুকিলাম—বিক্রমায় হইল ভোমারে ।
কোথা চৈতন্তের মায়ী তরিবারে পারে ? ১৬০॥
‘চৈতন্তের গুরু আছে’ বলিলা যখনে ।
মায়ীবণ বিনা ইহা কহিলা কেমনে ? ১৬১ ॥

শ্রীচৈতন্তের মহাব-কীর্তন—

অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই চৈতন্ত-ইচ্ছায় ।
সব চৈতন্তের লোম-কূপেতে মিশায় ॥১৬২॥
জলজীড়া-পরায়ণ চৈতন্ত-গোসাঞি ।
বিহরেন আশ্রয়ীড়—আর হুই নাই ॥১৬৩॥
যত দেখে মহামুনি—মহা অভিমান ।
উদ্দেশ না থাকে কারো, কোথা কার নাম ॥১৬৪॥
পুণঃ সেই চৈতন্তের অচিন্ত্য-ইচ্ছায় ।
নাতিপন্ন হইতে ব্রহ্মা হয়েন লীলায় ॥১৬৫॥
হইয়াও না থাকে দেখিতে কিছু শক্তি ।
অবশেষে করেন একান্তভাব ভক্তি ॥১৬৬॥
তবে ভক্তিবশে তুষ্ট হইয়া তাহামে ।
তব-উপদেশ কহু কহেন আপনে ॥১৬৭॥
তবে সেই ব্রহ্মা প্রভু আজ্ঞা করি’ শিরে ।
স্বষ্টি করি’ সেই জ্ঞান কহেন সবারে ॥১৬৮॥
সেই জ্ঞান সনকাদি পাই’ ব্রহ্মা হইতে ।
প্রচার করেন তবে কুপায় জগতে ॥১৬৯॥
যাহা হইতে হয় আসি জ্ঞানের প্রচার ।
তান গুরু কেমনে বোলহ আছে আর ॥১৭০॥

অচ্যুতানন্দের পিতার প্রতি অহবোধ—

বাপ তুমি,—তোমা’ হৈতে শিখিবাও কোথা ।
শিক্ষাগুরু হই’ কেন বোলহ অগুণা ”১৭১॥

বিশ্বাস্তি । শ্রীগৌরুশ্রীর সর্ব জীবের ঈশ্বর কারণাকি-
।।রি-পুরুষরূপে, সমষ্টি জীবের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভের আত্মা
।।র্ভোদশারি-পুরুষরূপে এবং বাষ্টি জীবের অন্তর্ধ্যামি-আত্মা
দীর্ঘোদশারি-পুরুষরূপে বধাজন্মে কারণার্ণব, গর্ভোদক এবং
দীর্ঘাক্ষরে বহ্নঃশ্রীড়া-বিহার করেন ॥১৬৩॥

ভাঃ ২।২ অঃ ৩৪৮ ১৬৫ ৬৬।

শ্রীঅচ্যুতানন্দ বলিলেন,—“তুমি পিতা,—আমার

শ্রীচৈতন্তদেবপরিণিষ্ট বালক-পুত্রের গুণে

পিতার আনন্দ ও মেহ—

এত বলি’ শ্রীঅচ্যুতানন্দ মোম হৈলা ।
শুনিয়া অধৈত পরানন্দে প্রবেশিলা ॥১৭২॥
‘বাপ’ ‘বাপ’ বলি’ ধরি’ করিলেন কোলে ।
সিকিলেন অচ্যুতের অঙ্গ প্রেমজলে ॥১৭৩॥
পুত্রকে শিক্ষাগুরু বিচার ও কমা-প্রার্থনা—
“তুমি সে অমক বাপ, মূই সে তময় ।
শিখাইতে পুত্ররূপে হইলে উদয় ॥১৭৪॥
অপরাধ করিলু’ কহহ বাপ, মোরে ।
আর না বলিযু, এই কহিলু’ ভোমারে ॥”১৭৫॥

আশ্রয়ভক্তি-প্রবণে শ্রীঅচ্যুতের লজ্জা—

আশ্রয়ভক্তি শুনি’ শ্রীঅচ্যুত মহাশয় ।
লজ্জায় রহিলা প্রভু মাথা মা তোলয় ॥১৭৬॥
শুনিয়া সন্ন্যাসী শ্রীঅচ্যুত-বচন ।
দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা সেইক্ষণ ॥১৭৭॥
সন্ন্যাসীর মুখে পিতা ও পুত্রের প্রশংসা এবং
আপনাকে কৃতার্থ-জ্ঞান
সন্ন্যাসী বলিলেন,—“যোগ্য অধৈত-মন্দম ।
যেন পিতা, তেম পুত্র—অচিন্ত্য-কথন ॥১৭৮॥
এই ত ঈশ্বর-শক্তি বহি অগ্না নয় ।
বালকের মুখে কি এমন কথা হয় ? ১৭৯॥
শুভ লগ্নে আইলাও অধৈত দেখিতে ।
অক্লুত মহিমা দেখিলাও নয়নেতে ॥”১৮০॥
পুত্রের সহিত অধৈতেরে মমত্বরি’ ।
পূর্ণ হই’ শ্রাসী চলে বলি’ ‘হরি হরি’ ॥১৮১॥

শিক্ষাগুরু; কোথায় তোমার নিকট হইতে সত্যকথা
শিখিব, অথচ তাহা না করিয়া সর্বভুবননাথ ও সর্বোদার
শ্রীচৈতন্তদেবের অপর গুরু আছে—এ কথা কি প্রকারে
নিজমুখে আনিলে ? ভগবান্দুই সকলের গুরু—তাহার
কেহ গুরু নাই ॥” ১৭১।

সন্ন্যাসী বলিলেন,—“শ্রীঅধৈতপ্রভু যে প্রকার মহৎ,
তাহার পুত্রও তদ্রূপ মহা জ্ঞানী । পুত্রের বাক্যে পিতাও

ইহারে সে বলি যোগ্য অধৈত-নন্দন ।
 যে চৈতন্য-পাদপদ্মে একান্ত-শরণ ॥১৮২॥
 গৌরচন্দ্রবিমুখ অধৈতাত্মগজবর্ণের নিধন অনিবার্য—
 অধৈতেরে ভজে, গৌরচন্দ্র করে হেলা ।
 পুত্র হউ অধৈতের তবু ভিঃ গেলা ॥১৮৩॥
 শ্রীঅধৈত-আচার্য্য-কর্তৃক শ্রীচৈতন্য-পার্বদ বীর
 শিত পুত্রের প্রতি আদর—
 পুত্রের মহিমা দেখি' অধৈত-আচার্য্য ।
 পুত্র কোলে করি' কান্দে ছাড়ি' সর্ব কার্য্য ॥১৮৪॥
 পুত্রের অঙ্গের ধূলা আপনার অঙ্গে ।
 লেপেন অধৈত অতি পরানন্দ-রঙ্গে ॥১৮৫॥
 চৈতন্যের পার্শ্ব জন্মিলা মোর ঘরে ।
 এত বলি' মাচে প্রভু তালি দিয়া করে ॥১৮৬॥
 পুত্র কোলে করি' মাচে অধৈত গোসাঞি ।
 ত্রিভুবনে যাহার ভক্তির সীমা নাই ॥১৮৭॥
 অধৈত-গৃহে প্রভুর সপার্বদে উপস্থিতি—
 পুত্রের মহিমা দেখি' অধৈত বিহ্বল ।
 হেম কালে উপসন্ন সর্ব সুমঙ্গল ॥১৮৮॥
 সপার্বদে শ্রীগৌরসুন্দর সেইক্ষণে ।
 আসি' আবির্ভাব হৈলা অধৈত-ভবনে ॥১৮৯॥
 প্রাণনাথ ইষ্টদেবে অধৈত দেখিয়া ।
 পড়িলেন পৃথিবীতে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥১৯০॥
 'হরি' বলি' শ্রীঅধৈত করেন হুকার ।
 প্রেমানন্দে দেহ পাসরিলা আপনার ॥১৯১॥
 জয়-জয়কার ধ্বনি করে নারীগণে ।
 উঠিল পরমানন্দ অধৈত-ভবনে ॥১৯২॥
 আচার্য্য ও মহাপ্রভুর পদস্পর্শ প্রেমক্রন্দন—
 প্রভুও করিলা অধৈতেরে নিজ কোলে ।
 সিকিলেন অঙ্গ তাঁ'র পরমানন্দ-জলে ॥১৯৩॥

নিজকথা শোধান করিয়া লইলেন । জগতে এইপ্রকার
 পিতা-পুত্র সচরাচর দেখা যায় না । ভগবচ্ছক্তি-লাভকারী
 শিশুই এত বড় উচ্চ কথা বলিতে পারিয়াছেন ॥১৭৮॥
 জগতের দুর্ভাগ্যক্রমে অধৈতপ্রভুর কতিপয় অসৎপুত্র
 নিত্যকেই সমান (?) করিতেন—শ্রীগৌরসুন্দরের মধ্যাধা

পাদপদ্ম বন্ধে করি' আচার্য্য গোসাঞি ।
 রোদন করেন অতি বাহু কিছু নাই ॥১৯৪॥
 ভক্তগণের প্রেম ক্রন্দন—
 চতুর্দিকে ভক্তগণ করেন ক্রন্দন ।
 কি অদ্ভুত প্রেম, স্নেহ,—না যায় বর্ণন ॥১৯৫॥
 অধৈত কর্তৃক প্রভুকে আসন প্রদান—
 দ্বির হই' ক্ষণেকে অধৈত মহাশয় ।
 বসিতে আসন দিলা করিয়া বিনয় ॥১৯৬॥
 সপার্বদ মহাপ্রভুর উপবেশন—
 বসিলেন মহাপ্রভু উত্তম আসনে ।
 চতুর্দিকে শোভা করে পারিষদগণে ॥১৯৭॥
 নিত্যানন্দে ও অধৈতে কোলাকুলি—
 নিত্যানন্দে অধৈতে হইল কোলাকুলি ।
 দুই' দেখি অন্তরেতে দৌছে কুতূহলী ॥১৯৮॥
 ভক্তগণের আচার্য্য-নমস্কার ও আচার্য্যের প্রেমালিঙ্গন—
 আচার্য্যেরে নমস্করিলেন ভক্তগণ ।
 আচার্য্য সবারে কৈলা প্রেম-আলিঙ্গন ॥১৯৯॥
 অধৈত-গৃহের আনন্দ বেদব্যাসই বর্ণনে সমর্থ—
 যে আনন্দ উপজিল অধৈতের ঘরে ।
 বেদব্যাস বিনা তাহা বর্ণিতে কে পারে ? ২০০॥
 অচ্যুতের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা—
 ক্ষণেকে অচ্যুতানন্দ—অধৈত-কুমার ।
 প্রভুর চরণে আসি' হৈলা নমস্কার ॥২০১॥
 অচ্যুতেরে কোলে করি' শ্রীগৌরসুন্দর ।
 প্রেমজলে ধুইলেন তাঁ'র কলেবর ॥২০২॥
 অচ্যুতেরে প্রভু না ছাড়েন বন্ধ হৈতে ।
 অচ্যুত প্রতিষ্ট হইলা প্রভুর দেহেতে ॥২০৩॥
 অচ্যুতেরে কৃপা দেখি' সর্ব-ভক্তগণ ।
 প্রেমে সবে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥২০৪॥

লক্ষন করা ব্যতীত উহাদের অল্প কোন কার্য্য ছিল না ।
 অর্কাটন যুগ ব্যক্তিগণই তাদৃশ অসৎপুত্রদিগকে অধৈতের
 পুত্রজ্ঞানে সম্মান করিয়া থাকে । সেই হরিসেবা-বিমুখ
 অধৈতপুত্রগণ প্রকৃষ্টে অধৈততনয়রূপে আপনাদের
 পরিচয় দিয়া আত্মবিনাশ সাধন করিয়াছিলেন ॥১৮৩॥

অচ্যুতের মহিমা—

যত চৈতন্তের প্রিয় পারিষদগণ ।
অচ্যুতের প্রিয় নহে, হেন নাহি জন ॥২০৫॥
মিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণের সমান ।
গদাধরপণ্ডিতের শিষ্যের প্রধান ॥২০৬॥
যোগ্যতম পিতার যোগ্যতম পুত্র—
ইহায়ে সে বলি যোগ্য অর্ধেত-নন্দন ।
যেন পিতা, তেন পুত্র, উচিত মিলন ॥২০৭॥
এইমত শ্রীঅর্ধেত গোষ্ঠীর সহিতে ।
আনন্দে ডুবিল প্রভু পাইয়া সাক্ষাতে ॥২০৮॥
কীৰ্তন-লীলায় মহাপ্রভু কিছুদিন অর্ধেত-

গৃহে অবস্থান—

শ্রীচৈতন্ত কতদিন অর্ধেত-ইচ্ছায় ।
রহিল অর্ধেত-ঘরে কীৰ্তন-লীলায় ॥২০৯॥
প্রাণনাথ গৃহে পাই' আচার্য্য-গোলাগ্রি ।
না জানে আনন্দে আছেন কোন্ ঠাঞি ॥২১০॥
আচার্য্য-কর্তৃক শচীমাতার স্থানে দোলাসহ

লোকপ্রবেশ—

কিছু স্থির হইয়া অর্ধেত মহামতি ।
আই-স্থানে লোক পাঠাইলা শীঘ্রগতি ॥২১১॥
অভিন্ন-বশেমতি শ্রীশচীমাতার বৃন্দাবন-লীলায়

যমাবস্থা—

দোলা লই' নবদ্বীপে আইলা সত্বরে ।
আইরে বৃন্দান্ত কহে চলিবার তরে ॥২১২॥
প্রেম-রস-সমুদ্রে ডুবিল আছে আই ।
কি বলেন, কি শুমনে, বাহু কিছু নাই ॥২১৩॥
সম্মুখে যাহারে আই দেখেন, তাহারে ।
জিজ্ঞাসেন,—“মথুরার কথা কহ মোরে ॥২১৪॥
রামকৃষ্ণ কেমন আছেন মথুরায় ।
পাপী কংস কেমন বা করে ব্যবসায় ॥২১৫॥
চোর অকুরের কথা কহ জান' কে ।
রামকৃষ্ণ মোর চুরি করি' মিল সে ॥২১৬॥

শুনিলাত পাপী কংস মরি' গেল হেন ।
মথুরার রাজা কি হইল উগ্রসেন ॥২১৭॥
“রাম কৃষ্ণ,” বলিয়া কখন ডাকে আই ।
“ঝাট গাভী দোহ' দুধ বেচিবারে যাই ॥২১৮॥
হাতে বাড়ি করিয়া কখন আই ধায় ।
“ধর ধর সবে, এই ননী-চোরা যায় ॥২১৯॥
কোথা পালাইবা আজি এড়িমু বাকিয়া ।”
এত বলি' ধায় আই আবিষ্ট হইয়া ॥২২০॥
কখন কাহারে কহে সম্মুখে দেখিয়া ।
“চল যাই যমুনায় স্নান করি' গিয়া ॥২২১॥
কখন যে উচ্চ করি' করেন ক্রন্দন ।
হৃদয় জ্বয়ে তাহা করিতে শ্রবণ ॥২২২॥
অবিচ্ছিন্ন ধারা দুই নয়নেতে ঝরে ।
সে কাকু শুনিয়া কাষ্ঠ পাষণ বিদরে ॥২২৩॥
কখন বা ধ্যানেন্ কৃষ্ণ সাক্ষাৎ যে করি ।
অটু অটু হাসে আই আপনা' পাসরি ॥২২৪॥
হেন সে অদ্ভুত হান্ত আনন্দ পরম ।
দুই-প্রহরেও কছু নহে উপশম ॥২২৫॥
কখন বা আই হয় আনন্দে মুচ্ছিত ।
প্রহরেও ধাতু নাহি থাকে কদাচিত ॥২২৬॥
কখন বা হেন কম্প উপজে আসিয়া ।
পৃথিবীতে কেহো যেন তোলে আছাড়িয়া ॥২২৭॥
আইর যে কৃষ্ণাবেশ কি তা'র উপমা
আই বই অগ্রে আর নাহি তা'র সীমা ॥২২৮॥
গৌরচন্দ্র শ্রীবিগ্ৰহে যত কৃষ্ণভক্তি ।
আইরেও প্রভু দিয়াছেন সেই শক্তি ॥২২৯॥
অতএব আইর যে ভক্তির বিকার ।
তাহা বর্ণিবেক সব—হেন শক্তি কা'র ॥২৩০॥
হেনমতে প্রেমানন্দ-সমুদ্র-তরঙ্গে ।
ভাসেন দিবস নিশি আই মহারঙ্গে ॥২৩১॥
কদাচিত আইর যে কিছু বাহু হয় ।
সেই বিষ্ণুপূজা লাগি'—জানিহ নিশ্চয় ॥২৩২॥

প্রভু পাইয়া—মহাপ্রভুকে প্রাপ্ত হইয়া ॥২০৮॥

আই—আর্য্য, মাতা । এখানে শ্রীশচীমাতা ॥২১১॥

ঝাট—ঝাটি, শত্রু, অবিলম্বে ॥২১৮॥

বাড়ি—ঘটি, লাঠী ॥২১৯॥

কৃষ্ণের প্রসঙ্গে আই আছেন বসিয়া।
হেনই সময়ে শুভবার্তা হৈল গিয়া ॥২৩৩॥
প্রভুর শাস্তিপুরে আগমন-বার্তা-শ্রবণে শচীমাতা ও
ভক্তগণের উৎকর্ষা—

“শাস্তিপুরে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর।
চল আই, ঝাট গিয়া দেখহ সত্ত্বর ॥” ২৩৪॥
বার্তা শুনি’ সন্তোষিত হইলেন আই।
তাহার অবশি আর কহিবারে নাই ॥২৩৫॥
বার্তা শুনি’ প্রভুর যতক ভক্তগণ।
সবেই হইলা অতি প্রেমানন্দ মন ॥২৩৬॥
গঙ্গাদাস পণ্ডিত, মুরারিগুপ্ত প্রভৃতি ভক্তস্বরের
সহিত শ্রীশচীমাতার শাস্তিপুরে যাত্রা—
গঙ্গাদাস পণ্ডিত প্রভুর প্রিয়পাত্র।
আই লই’ চলিলেন সেই ক্ষণ মাত্র ॥২৩৭॥
শ্রীমুরারি গুপ্ত-আদি যত ভক্তগণ।
সবেই আইর সঙ্গে করিলা গমন ॥২৩৮॥

শ্রীশচীমাতার শাস্তিপুরে আগমন—
সত্ত্বরে আইলা শচী-আই শাস্তিপুরে।
বার্তা শুনিলেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দরে ॥২৩৯॥
প্রভুর অপূর্ণ মাতৃভক্তি-সীলা ও স্তুতি—
শ্রীগৌরসুন্দর প্রভু আইরে দেখিয়া।
সত্ত্বরে পড়িলা দূরে দণ্ডবত হৈয়া ॥২৪০॥
পুনঃ পুনঃ প্রদক্ষিণ হইয়া হইয়া।
দণ্ডবত হয় শ্লোক পড়িয়া পড়িয়া ॥২৪১॥
“তুমি বিশ্বজননী কেবল ভক্তিময়ী।
তোমাতে সে গুণাভীত সত্ত্বরূপা কহি ॥২৪২॥
তুমি যদি শুভদৃষ্টি কর’ জীব-প্রতি।
তবে সে জীবের হয় কৃষ্ণে রতি-মতি ॥২৪৩॥

তুমি সে কেবল মূর্তিমতী বিষ্ণু-ভক্তি।
যাহা হইতে সব হয়, তুমি সেই শক্তি ॥২৪৪॥
তুমি গঙ্গা দেবকী যশোদা দেবহুতি।
তুমি পুষ্টি, অনসূয়া, কৌশল্যা, অদिति ॥২৪৫॥
যত দেখি সব তোমা’ হৈতে সে উদয়।
পালয়িতা তুমি সে, তোমাতে লীন হয় ॥২৪৬॥
তোমার প্রভাব বলিবার শক্তি কা’র।
সবার হৃদয়ে পূর্ণ বসতি তোমার ॥” ২৪৭॥
শ্লোকবন্ধে এই মত করিয়া স্তবন।
দণ্ডবৎ হয় প্রভু ধর্ম-সনাতন ॥২৪৮॥

কৃষ্ণ-ব্যতীত এরূপ বাৎসল্যরসসৌন্দর্য-প্রকাশের
শক্তি অপরের দ্বারা সম্ভব নহে—
কৃষ্ণ বই একি পিতৃ-মাতৃ-গুরু-ভক্তি।
করিবারে ধরয়ে এমন কা’র শক্তি ॥২৪৯॥
অনিন্দ্যপ্র ধারা নহে সকল অঙ্গেতে।
শ্লোক পড়ি’ নমস্কার হয় বহুমতে ॥২৫০॥
শ্রীগৌরচন্দ্র-মুখচন্দ্র-দর্শনে পরানন্দে জড় শচীমাতা—
আই দেখি’ মাত্র শ্রীগৌরানন্দ-বদন।
পরানন্দে জড় হইলেন সেই ক্ষণ ॥২৫১॥

প্রভুর মূখ্য শ্রীশচীমাতার স্তুতি—
রহিয়াছে আই যেন কৃত্রিম-পুতলি।
স্তুতি করে বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর কুতুহলী ॥২৫২॥
প্রভু বলে,—“কৃষ্ণভক্তি যে কিছু আমার।
কেবল একান্ত সব প্রসাদে তোমার ॥২৫৩॥
কোটি দাস-দাসেরো যে সম্বন্ধে তোমার।
সেই জন প্রাণ হৈতে বল্লভ আমার ॥২৫৪॥
বারেক যে জন তোমা করিবে স্মরণ।
তা’র কভু নহিনেক সংসার-বন্ধন ॥২৫৫॥

কাহু—কাতরোক্তি, অপরূপ কঠোরনি ॥২২৩॥
ধাতু—চৈতন্য, জান, চেতনা ॥২২৬॥

শ্রীশচীমাতা সর্বক্ষণ শ্রীগৌরের বিরহে কৃষ্ণলীলায়
প্রবিষ্ট-বিচারে দিন বাপন কবিতেন। শ্রীযশোদার
বাবতীয় অপ্রাকৃত চেষ্টা শ্রীশচীর হৃদয়দেশ অধিকার
করিয়াছিল। যদি কোন সময় বহির্জগতের প্রতীতি হইত,
তাহা ভগবানের মর্য়াদা-পথে পূজার অন্ত ॥২৩২॥

শ্রীগৌরসুন্দর শচীদেবীকে যশোদা, দেবকী, গঙ্গা,
কপিসজ্জননী দেবহুতি, পুষ্টি, দন্তোজ্জয়-জননী অনসূয়া,
কৌশল্যা ও অদिति প্রভৃতি বলিয়া স্তব করিলেন ॥২৪৫॥

ভগবানের অনন্ত কোটি দাসদাসীগণের সহিত
ভগবজ্জননীর যে সম্বন্ধ, তাহা বিচার করিয়া শ্রীগৌরসুন্দর
বলিতেছেন—“সেই সম্বন্ধ-অন্ত তাহারাও আমার অত্যন্ত
প্রিয় ॥” ২৫৪॥

সকল পবিত্র করে যে গঙ্গা ভুলসী ।
তানিও হয়েন দণ্ড তোমায়ে পরশি ॥২৫৬॥
তুমি যত করিয়াছ আগার পালন ।
আমার শক্তিয়ে তাহা নহিব শোধন ॥২৫৭॥
দণ্ডে দণ্ডে যত স্নেহ করিলে আগারে ।
তোমার সাদৃশ্য সে তাহার প্রতিকারে ॥২৫৮॥

বৈষ্ণবগণের আনন্দ—

এই মত স্তুতি প্রভু করেন সন্তোষে ।
শুনিয়া বৈষ্ণবগণ মহানন্দে ভাসে ॥২৫৯॥

‘আই’র কৃষ্ণপ্রপত্তি—

আই জানে অবতীর্ণ প্রভু নারায়ণ ।
যখনে যে ইচ্ছা তান কহেন তেমন ॥২৬০॥
কতোক্ষণে আই বলিলেন এই মাত্র ।
“তোমার বচন বুঝে কেবা আছে পাত্র ॥২৬১॥
প্রাণহীনজন যেন সিন্ধুগানে ভাসে ।
শ্রোতে যহি লয়ে, তহি চলয়ে অবশে ॥২৬২॥
এই মত সর্বজীব সংসারনাগবে ।
তোমার মায়ায় যে করায় তহি করে ॥২৬৩॥
সবে বাপ বলি এই তোমায়ে উত্তর ।
ভাল হয় যেমতে সে তোমার গোচর ॥২৬৪॥
স্তুতি, প্রদক্ষিণ কিবা কর নমস্কার ।
মুগ্ধ ত বা বুনি কিছু যে ইচ্ছা তোমার ॥২৬৫॥

ভাগবতগণের অঙ্গধনি—

শুনিয়া আইর বাক্য সর্ব ভাগবতে ।
মহা জয় জয় ধনি লাগিলা করিতে ॥২৬৬॥

‘আই’র অপূর্ণ ভক্তিসীমা—

আইর ভক্তির সীমা কে বলিতে পারে ।
গৌরচন্দ্র অবতীর্ণ স্বীহার উদরে ॥২৬৭॥

‘আই’-নামের মহিমা—

প্রাকৃত-শব্দেও যে বা বলিবেক ‘আই’ ।
‘আই’-নন্দ-প্রভাবে তাহার ছুঃখ নাই ॥২৬৮॥

‘আই’র সন্তোষে সকলের সন্তোষ—

প্রভু দেখি’ সন্তোষে পূর্ণিত হইলা আই ।
ভক্তগণ আনন্দে’ কাহারও বাছ নাই ॥২৬৯॥
এখানে যে হইল আনন্দ-সমুচ্চয় ।
মনুষ্যের শক্তিতে কি তাহা কহা হয় ॥২৭০॥

‘আই’র সন্তোষে নিত্যানন্দের আনন্দ—

নিত্যানন্দ মহামন্ত আইর সন্তোষে ।
পরানন্দ-সিন্ধু-গানে ভাসেন হরিশে ॥২৭১॥

‘আই’র প্রতি অদ্বৈতাচার্যের দেবকী স্তুতি—

দেবকীর স্তুতি পড়ি’ আচার্য গোসাঞি ।
আইরে করেন দণ্ডবৎ—অন্ত নাঞি ॥২৭২॥
হরিদাস, মুরারি, শ্রীগর্ভ, নারায়ণ ।
জগদীশ-গোপীনাথ-আদি ভক্তগণ ॥২৭৩॥
আইর সন্তোষে সবে হেন সে হইলা ।
পরানন্দে যেহেন সবেই মিশাইলা ॥২৭৪॥

এই পরানন্দ প্রসঙ্গ পাঠ ও শ্রবণকালে

কৃষ্ণপ্রেম-লাভ অবশ্যসাধী—

এ সব আনন্দ পড়ে, শুনে যেই জন ।
অবশ্য মিলয়ে তা’রে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥২৭৫॥

‘আই’র হস্তে প্রভুকে ভিক্ষা করাইবার অঙ্ক

আচার্যের প্রভু-সমীপে অনুমতি গ্রহণ—

‘প্রভুরে দিবেন ভিক্ষা আই ভাগ্যবতী’ ।
প্রভু-স্থানে অদ্বৈত লইলা অনুমতি ॥২৭৬॥
অসংখ্য অপূর্ণ উপচারে আইর বন্দনের উত্তোগ—
সন্তোষে চলিলা আই করিতে রক্ষন ।
প্রেমযোগে চিন্তি’ ‘গৌরচন্দ্র নারায়ণ’ ॥২৭৭॥
কতক প্রকারে আই করিলা রক্ষন ।
নাম নাহি জানি হেন রাঙ্গিলা বাঞ্জন ॥২৭৮॥

বিংশতি প্রকার প্রভু-প্রিয়-শাক-রন্ধন—

আই জানে—প্রভুর সন্তোষ বড় শাকে ।
বিংশতি প্রকার শাক রাঙ্গিলা এতেকে ॥২৭৯॥

বহুপ্রকার ব্যঞ্জন-রন্ধন—

একেক ব্যঞ্জন—প্রকার দশ-বিশে।

রাঙ্গিলেন আই অতি চিত্তের সম্ভাবে ॥২৮০॥

অশেষ প্রকারে তবে রন্ধন করিয়া।

ভোজনের স্থানে পরে খুইলেন লৈয়া ॥২৮১॥

ভোগ-পরিবেশন ও তত্পরি তুলসী-মঞ্জরী-স্থাপন—

শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জন সব উপকার করি'।

সবার উপরে দিল তুলসী-মঞ্জরী ॥২৮২॥

উত্তম আসন প্রদান—

চতুর্দিকে সারি করি' শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জন।

মধ্যে পাতিলেন অতি উত্তম আসন ॥২৮৩॥

পার্বদ-সহ প্রভুর ভোজনার্থ আগমন—

আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।

সংহতি লইয়া সব পারিষদগণ ॥২৮৪॥

প্রভুর শীতলব্যাঞ্জনের সজ্জাদর্শনে দণ্ডবৎ প্রণাম—

দেখি' প্রভু শ্রীঅন্ন-ব্যঞ্জনের উপকার।

দণ্ডবৎ হইয়া করিল নমস্কার ॥২৮৫॥

প্রভুর মহাপ্রসাদ-মাতায়া-বর্ণনাস্তে

সপার্বদে প্রসাদ-সেবন—

প্রভু বলে—“এ অম্মের থাকুক ভোজন।

এ অন্ন দেখিলে হয় বক্ষ-বিমোচন ॥২৮৬॥

শচীমাতার পাতিত অম্মের গক্ষেও কৃষ্ণে

ভক্তিব উদয় হয়—

কি রন্ধন—ইহা ত' কহিলে কিছু নয়।

এ অম্মের গক্ষেও কৃষ্ণেতে ভক্তি হয় ॥২৮৭॥

বুনিলাগ কৃষ্ণ লই' সব পরিবার।

এ অন্ন করিয়াছেন আপনে স্বীকার ॥” ২৮৮॥

উপস্কার করি'—(পার্বদ-সহ) সুসজ্জিত করিয়া ॥২৮২॥

শ্রীশচীদেবী বিংশতিপ্রকার শাক ও প্রত্যেক দ্রব্যের দ্বারা দশ-বিশ প্রকার ব্যঞ্জন প্রভৃতি রন্ধন করিয়া তুলসী-মঞ্জরীর সহিত বিষ্ণুকে ভোগ দিলে, শ্রীগৌরহৃদয়ের ঐ নৈবেদ্যকে দণ্ডবৎপ্রণতি করিলেন, আর বলিলেন—এই ভোজ্য গ্রহণ করা দূরে থাকুক, যিনি দেখিবেন, সংসারে

প্রভুব অন্ন-প্রদক্ষিণ ও ভোজনে উপবেশন—

এত বলি' প্রভু অন্ন-প্রদক্ষিণ করি'।

ভোজনে বসিলা শ্রীগৌরানন্দ-নরহরি ॥২৮৯॥

পার্বদগণের ভোজন-দর্শনার্থ চতুর্দিকে উপবেশন—

প্রভুর আজ্ঞায় সব পারিষদগণ।

বসিলেন চতুর্দিকে দেখিতে ভোজন ॥২৯০॥

প্রভুর ভোজন-দর্শনে শচীমাতার নয়ন-পরিভূষি—

ভোজন করেন বৈকুণ্ঠের অমিপতি।

নয়ন ভরিয়া দেখে আই ভাগ্যবতী ॥২৯১॥

আনন্দভরে ও পরিভূষি-সহকারে প্রভুর

প্রত্যেক দ্রব্য-ভোজন—

প্রত্যেকে প্রত্যেকে প্রভু সকল ব্যঞ্জন।

মহা আমোদিয়া নাথ করেন ভোজন ॥২৯২॥

শ্রীশাক-ব্যঞ্জনের ভাগ্য—পুনঃ পুনঃ

মহাপ্রভুর গ্রহণ—

সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত—শ্রীশাক ব্যঞ্জন।

পুনঃ পুনঃ যাহা প্রভু করেন গ্রহণ ॥২৯৩॥

শাকে শ্রীতি-দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ—

শাকেতে দেখিয়া বড় প্রভুর আদর।

হাসেন প্রভুর যত সব অনুচর ॥২৯৪॥

ভক্তগণের নিকট প্রভুর বিভিন্ন শাকের মহিমা কথন—

শাকের মহিমা প্রভু সব্বারে কহিয়া।

ভোজন করেন প্রভু ঐষৎ হাসিয়া ॥২৯৫॥

প্রভু বলে,—“এই যে ‘অচ্যুতা’-নামে শাক।

ইহার ভোজনে হয় কৃষ্ণে অমুরাগ ॥২৯৬॥

‘পটল’-‘বাস্তক’-‘কাল’-শাকের ভোজনে।

জন্ম জন্ম বিহরয়ে বৈষ্ণবের সনে ॥২৯৭॥

ভোগ-প্রভুক্তিপ বন্ধন হইতে তাঁহার বিমুক্তি ঘটিবে। এই অম্মের অপ্ৰাকৃত সুগন্ধ ঘাঁহারই নাসায় প্রবিষ্ট হইবে, তিনিই কৃষ্ণ-সেবার উন্মুখ হইবেন ॥২৮৬॥

অচ্যুতা—শাকের প্রকারবিশেষ। প্রভু ভোজনকালে বিভিন্ন শাকের বিভিন্ন গুণাবলীর সহিত কৃষ্ণ-সম্বন্ধের মহিমা জ্ঞাপন করিলেন ॥২৯৬॥

‘সালিকা’-‘হেলাকা’-শাক ভক্ষণ করিলে ।
আরোগ্য থাকয়ে তাঁ’রে কৃষ্ণভক্তি গিলে ॥”২৯৮॥
এই মত শাকের মহিমা কহি’ কহি’ ।
ভোজন করেন প্রভু পুলকিত হই’ ॥২৯৯॥

প্রভুর প্রসাদ-সেবনের পরমানন্দ অনন্ত-

দেবের কীৰ্ত্তনীয় ব্যাপার—

যতেক আনন্দ হৈল এ দিন ভোজনে ।
সবে ইহা জানে প্রভু সহস্রবদনে ॥৩০০॥
এই যশ সহস্র-জিহ্বায় নিরন্তর ।
গায়েন অনন্ত আদিত্যের মহীধর ॥৩০১॥

অনন্তদেবের মূল অংশীদেবে কলিযুগে ত্রীনিত্যানন্দ

প্রকটিত, তাঁহার আজায় গ্রন্থকারের

স্বত্বাকারে গৌরগীতা-বর্ণন—

সেই প্রভু কলিযুগে—অবধূত রায় ।
সূত্র মাত্র লিখি আমি তাহান আজায় ॥৩০২॥
বেদব্যাস-আদি করি’ যত মুনীগণ ।
এই সব যশ সবে করেন বর্ণন ॥৩০৩॥
মহাপ্রভুর কীৰ্ত্তি শ্রবণে ও পাঠে ‘অবিষ্ঠা-দ্বন্দ্ব’—
এ যশের যদি করে শ্রবণ-পঠন ।
তবে সে জীবের খণ্ডে অবিষ্ঠা-বন্ধন ॥৩০৪॥

প্রভুর ভোজন-সমাপ্তি—

হেন-রঙ্গে মহাপ্রভু করিয়া ভোজন ।
বসিলেন গিয়া প্রভু করি’ আচমন ॥৩০৫॥
প্রভুর অধরায়ুতের জন্ত ভক্তগণের আগ্রহ—
আচমন করি’ মাত্র ঈশ্বর বসিলা ।
ভক্তগণ অবশেষ লুটিতে লাগিলা ॥৩০৬॥
কেহ বলে,—“ব্রাহ্মণের ইহাতে কি দায় ।
শূত্র আমি, আমাদের সে উচ্ছিষ্ট যুয়ায় ॥”৩০৭॥

আর কেহ বলে,—“আমি নহি রে ব্রাহ্মণ ।”
আড়ে থাকি’ লই’ কেহ করে পলায়ন ॥”৩০৮॥
কেহ বলে,—“শূত্রের উচ্ছিষ্ট যোগ্য নহে ।
‘হয়’ ‘নয়’ বিচারিয়া বুঝ—শাস্ত্রে কহে ॥”৩০৯॥
কেহ বলে,—“আমি অবশেষ নাহি চাই ।
শুধু পাতখানা মাত্র আমি লই’ যাই ॥”৩১০॥
কেহ বলে,—“আমি পাত ফেলিব সর্ব কাল ।
তোমরা যে লও সে কেবল ঠাকুরাল ॥” ৩১১॥
এইমত কোতুকে চপল ভক্তগণ ।
ঈশ্বর-অধরায়ুত করেন ভোজন ॥৩১২॥

আইর রক্ষন—ঈশ্বরের অবশেষ ।

কা’র বা ইহাতে মোড় না জন্মে বিশেষ ॥৩১৩॥
পরানন্দে ভোজন করিয়া ভক্তগণ ।

প্রভুর সম্মুখে সবে করিলা গমন ॥৩১৪॥

সপার্বদ প্রভুর সম্মুখে প্রভুর আদেশে মুরারিগুপ্তের

শ্রীরামচন্দ্রের স্তোত্র-পাঠ—

বসিয়া আছেন প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
চতুর্দিকে বসিলেন সর্ব-অনুচর ॥৩১৫॥
মুরারি গুপ্তেরে প্রভু সম্মুখে দেখিয়া ।
বলিলেন তাঁরে কিছু ঈষৎ হাসিয়া ॥৩১৬॥

মুরারির অষ্টশ্লোক—

“পড় গুপ্ত, রাঘবেন্দ্র বর্ণিয়াছ তুমি ।
অষ্ট-শ্লোক করিয়াছ, শুনিয়াছি আমি ॥”৩১৭॥
ঈশ্বরের আজ্ঞা গুপ্ত-মুরারি শুনিয়া ।
পড়িতে লাগিলা শ্লোক ভাবাবিষ্ট হৈয়া ॥৩১৮॥

(শ্রীচৈতন্যচরিতে, ২য় প্রক্ৰমে, ৭ম সর্গে)

অগ্রে ধর্ম্মবরঃ কনকোজ্জলশ্বে।

জ্যোষ্ঠাসুসবনরতো বরভূষণাঢ্যঃ

শেখাপাখ্যামবরলক্ষণনাম যত

রামং জগজ্জগৎ সততং ভজামি ॥ ৩১৯ ॥

সকল জেগীর ভক্তগণই প্রভুর অবশিষ্ট সম্মান করিলেন ।
যাহারা শূত্র অভিমান করেন, তাহারা বলেন—‘উচ্ছিষ্টেই
তাঁহাদের অধিকার ।’ কেহ কেহ বা গোপনে ভগবচ্ছিষ্ট
লইয়া পলাইয়া গেলেন । কেহ বা বলিলেন,—‘শূত্র কখনও

ভগবচ্ছিষ্ট পাইতে পারে না—ইহাতে ব্রাহ্মণেরই একমাত্র
অধিকার ।’ কেহ বা বলিলেন,—‘যে পায়ে ভগবচ্ছিষ্ট
আছে, তাহাতে আমারই অধিকার, আমিই প্রসাদের
আধার-পাত্র ফেলিয়া দিবার অধিকারী ॥’৩১২॥

হস্তা খরত্রিশিবসৌ সগণৌ কবন্ধম্
 শ্রীদণ্ডকাননমদূষণমেব কৃতা ।
 সূগ্রীবৈমন্ত্রমকরোদ্ধিনিহত্য শত্রুম্
 রামং জগদ্রয়গুণং সততং ভজামি ॥৩২০॥

প্রভুয় আজ্ঞায় শ্রোকের ব্যাখ্যা—

এই মত অষ্ট শ্লোক মুরারি পড়িলা ।
 প্রভুর আজ্ঞায় ব্যাখ্যা করিতে লাগিলা ॥৩২১॥
 “ভূর্বাদলশ্যামল—কোদণ্ডদীক্ষা-গুরু ।
 ভক্তগণ-প্রতি বাঞ্ছাভীত কল্পতরু ॥৩২২॥
 হাস্তমুখে রত্নময়-রাজ-সিংহাসনে ।
 বসিয়া আছেন শ্রীজানকীদেবী বামে ॥৩২৩॥

অগ্রে মহা ধনুর্ধর অনুজ লক্ষ্মণ ।
 কনকের প্রায় জ্যোতি কনক-ভূষণ ॥৩২৪॥
 আপনে অনুজ হই’ শ্রীঅনন্তদাম ।
 জ্যেষ্ঠের সেবায় রত ‘শ্রীলক্ষ্মণ’-নাম ॥৩২৫॥
 সর্ব-মহা-গুরু ছেন শ্রীরঘু-নন্দন ।
 জন্ম জন্ম ভজে’ মুণ্ডি তাঁহার চরণ ॥৩২৬॥
 ভরত শত্রুঘ্ন দুই চামর দুলায় ।
 সম্মুখে কপীলঙ্গণ পুণ্যকীর্্তি গায় ॥৩২৭॥
 যে প্রভু করিলা গুহ-চণ্ডালেরে মিত ।
 জন্ম জন্ম গাঙ যেন তাঁহার চরিত ॥৩২৮॥
 গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি’ ছাড়ি নিজ-রাজ্য ।
 বন ভ্রমিলেন করিবারে সুরকার্য্য ॥৩২৯॥

অন্বয় । যন্ত অগ্রে (সম্মুখভাগে) ধনুর্ধরবরঃ
 (ধনুর্ধারিশ্রেষ্ঠঃ) কনকোজ্জ্বলাদঃ (তপ্তকাঞ্চনকান্তিঃ)
 জ্যেষ্ঠাসেবনরতঃ (জ্যেষ্ঠস্ত নিত্যসেবায়ামাসক্তঃ)
 বরভূষণাঢ্যঃ (উত্তমভূষণভূষিতঃ) শেখাখ্যামবরলক্ষ্মণনাম্
 (শেখাখ্যং তৎসংজ্ঞকং ধাম স্বকপং যন্ত তাদৃশঃ, কিঞ্চ বরং
 শ্রেষ্ঠং লক্ষ্মণ ইতি নাম যন্ত তাদৃশঃ পুরুষো বর্ততে ইতি
 শেষঃ, তাদৃশং) জগদ্রয়গুণং (ত্রিজগদধীশ্বরং) রামং
 সততং ভজামি (সেবে) ॥৩২০॥

অনুবাদ । গাহার সম্মুখভাগে ধনুর্ধরশ্রেষ্ঠ তপ্তকাঞ্চন-
 কান্তি জ্যেষ্ঠসেবানরিত উত্তমভূষণশালী শেখরূপী শ্রীলক্ষ্মণ
 বর্তমান রহিয়াছেন, সেই ত্রিজগদগুরু শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর
 সেবা করি ॥৩২০॥

অন্বয় । (যঃ) সগণৌ (সপরিবারৌ) খরত্রিশিবসৌ
 (খরত্রিশিবসক, তথা) কবন্ধঃ (তরামানং রাক্ষসক)
 হস্তা (বিনাশ, তথা) শ্রীদণ্ডকাননং (দণ্ডকাং বনম্)
 অদূষণং (দূষণনামকর, অদূষনম্) এব কৃতা (তং
 বিনাশোক্তার্থঃ, কিঞ্চ) শত্রুম্ (বালিনামানং) বিনিহত্য
 (বিনাশ) সূগ্রীবৈমন্ত্রঃ (সূগ্রীবেন সহ মিত্রতাম্) অকরোং
 (কৃতবান্ তাদৃশং) জগদ্রয়গুণং (ত্রিজগদধীশ্বরং) রামং
 সততং ভজামি ॥৩২০॥

অনুবাদ । যিনি সপরিবারে খর, ত্রিশিবা এবং

কবন্ধকে বিনাশপূর্ব্বক দণ্ডকবন দূষণনামক রাক্ষসশৃঙ্খ
 করিয়া বালিকে বধ ও সূগ্রীবের সহিত মিত্রতা করিয়া-
 ছিলেন, সেই ত্রিজগদগুরু শ্রীরামচন্দ্রকে নিরন্তর সেবা
 করি ॥৩২০॥

তথ্য । শ্রীচৈতন্যচরিত মহাকাব্যের ২য় প্রক্ৰমে ৭ম
 সর্গে শ্রীরামাষ্টকের অবশিষ্ট শ্লোক ছয়টি যথা—রাজং
 ক্রীটমণিদীপিতদীপিতাশমুজ্জ্বলম্পতিকবিপ্রতিদেব হস্তম্ ।
 যে কুণ্ডলেকবহিতেন্দুসমানবকুং রামং জগদ্রয়গুণং
 সততং ভজামি ॥ উক্তদ্বিভাকরমরীচিববোধিতাজনেন্দ্রং
 সুবিশদনচ্ছদচাকনাগম্ । শুভ্রাংগুশ্মপরিমিঞ্জিতচাক-
 হাসং রামং জগদ্রয়গুণং সততং ভজামি ॥ তং কণ্ঠবর্ধমজ-
 মদুজ্জ্বল্যকপং মুক্তাবলীকনকহারধৃতং বিভাস্তম্ । বিভা-
 দলাকগণসংযুতমদুদং বা রামং জগদ্রয়গুণং সততং
 ভজামি ॥ উত্তানহস্ততলসংহতহস্তপত্রং পঞ্চচ্ছাদাধিকশতং
 প্রবরাঙ্গুলীভিঃ । কুর্য্যতালীতকনকদ্যুতি যন্ত সীতা পার্শ্বেস্থি
 তং রঘুবরং সততং ভজামি ॥ যো বাধবেদ্রকুলসিদ্ধুস্বাংগ-
 রূপো মারীচরাক্ষসস্বাহমুগাহিত্য । যজ্ঞং রতক্ষ কুশি-
 কাশ্বয়পুণ্যরানিঃ রামং জগদ্রয়গুণং সততং ভজামি ॥ ভংকু
 পিনাকমরোজ্জনকাত্মজায়া বৈবাহিকোৎসববিধিং পথি
 ভার্গবেজম্ । জিহ্বা পিতৃমুদম্বাহ ককুৎস্থবধ্যং রামং
 জগদ্রয়গুণং সততং ভজামি ॥৩২১॥

কোদণ্ডদীক্ষা-গুরু—ধনুর্ধরী-শিক্ষক ॥৩২২॥

বালি মারি' স্ত্রীবেরে রাজ্য ভার দিয়া ।
মিত্র-পদ দিলা তাঁ'রে করুণা করিয়া ॥৩৩০॥
যে প্রভু করিলা অহল্যার বিমোচন ।
ভজোঁ হেন ত্রিভুবন-গুরু চরণে ॥৩৩১॥
দুস্তর-তরঙ্গ-সিন্ধু—ঐষৎ লীলায় ।
কপি-দ্বারে যে বাঞ্ছিল লক্ষ্মণসহায় ॥৩৩২॥
ইন্দ্রাদির অজয় রাবণ-বংশ-গণে ।
যে প্রভু মারিল ভজোঁ তাঁহার চরণে ॥৩৩৩॥
যাহার কৃপায় বিভীষণ ধর্ম-পর ।
ইচ্ছা নাহি তথাপি হইলা লক্ষ্মণের ॥৩৩৪॥
যবনেও যাঁ'র কীর্তি শ্রদ্ধা করি' শুনে ।
ভজোঁ হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে ॥৩৩৫॥
দুষ্ট ক্ষয় লাগি' নিরন্তর ধনুর্ধর ।
পুত্রের সমান প্রজা-পালনে তৎপর ॥৩৩৬॥
যাঁহার কৃপায় সব অযোধ্যা-নিবাসী ।
স-শরীরে হইলেন ত্রিবেকুণ্ঠবাসী ॥৩৩৭॥
যাঁ'র নান-রসে মহেশ্বর দিগম্বর ।
রমা যাঁ'র পাদপদ্ম সেবে নিরন্তর ॥৩৩৮॥
'পরব্রহ্ম জগন্নাথ' বেদে যাঁ'রে গায় ।
ভজোঁ হেন সর্ব-গুরু-রাঘবেন্দ্র-পায় ॥ ৩৩৯॥
এই মত অষ্ট শ্লোক আপনার কৃত ।
পড়িলা মুরারি রাম-মহিমা-অমৃত ॥৩৪০॥

শুভের মন্তকোপরি প্রভুর পাদপদ্ম-স্থাপন,

আলীকাদ এবং বর-প্রদান—

শুনি' তুষ্ট হই' তবে ত্রীগৌরসুন্দর ।
পাদপদ্ম দিলা তাঁ'র মস্তক-উপর ॥৩৪১॥
“শুন শুভ, এই তুমি আমার প্রসাদে ।
জন্ম জন্ম রামদাস হও নির্ধররোদে ॥৩৪২॥
ক্ষণেকো যে করিবেক তোমার আশ্রয় ।
সেহ রাম-পদাঙ্ক পাঠিবে নিশ্চয় ॥” ৩৪৩॥

তথ্য । ইংঃ নিশম্য রঘুনন্দনবাক্যসিংহঃ, শ্লোকাষ্টকঃ
স ভগবান্ চরণং মুরারেঃ । বৈষ্ণবমুর্ধ্বং বিনিধায় লিগেথ
ভালে, ত্বং ‘রামদাস’ ইতি ভো ভব মংপ্রসাদাং ॥

বর-প্রদানে ভক্তগণের অযক্ষ্মনি—

মুরারি শুভেরে চৈতন্যের বর শুনি' ।
সবেই করেন মহা-জয়জয়ধ্বনি ॥৩৪৪॥
এই মত কৌতুকে আছেন গৌরসিংহ ।
চতুর্দিকে শোভে সব চরণের ভূজ ॥৩৪৫॥

কুষ্ঠ-রোগীর আগমন ও প্রভুর নিকট

নিজ হৃদশা-জ্ঞাপন—

হেনই সময়ে কুষ্ঠ-রোগী একজন ।
প্রভুর সম্মুখে আসি' দিল দরশন ॥৩৪৬॥
দণ্ডবত হইয়া পড়িল আর্জনাতে ।
তুই বাছ তুলি' মহা-আশ্রি করি' কাম্বে ॥৩৪৭॥
সংসার-উদ্ধার লাগি' তুমি কৃপাময় ।
পৃথিবীর মাঝে আসি' হইলা উদয় ॥৩৪৮॥
পর-দুঃখ দেখি' তুমি স্বভাবে কাতর ।
এতেকে আইলু' মুঞি তোমার গোচর ॥৩৪৯॥
কুষ্ঠ-রোগে শীড়িত, জালায় মুঞি মরি ।
বলহ উপায় মোরে কোন মতে তরি ॥৩৫০॥

প্রভুর ক্রোধ—বৈষ্ণবাপরাধ-হেতু কুষ্ঠরোগ ; ইহা

অপেক্ষাকৃত বৈষ্ণবাপরাধের অধিকতর যন্ত্রণা

ব্যক্তিগতের অল্প সঞ্চিত—

শুনি' মহাপ্রভু কুষ্ঠ-রোগীর বচন ।
বলিতে লাগিলা ক্রোধে করিয়া তর্জ্জন ॥৩৫১॥
“যুচ যুচ মহা-পাপি, বিচ্যমান হৈতে ।
তোরে দেখিলেও পাপ জন্ময়ে লোকেতে ॥৩৫২॥
পরম-ধার্মিক যদি দেখে তোর মুখ ।
সে দিবসে তাহার অবশ্য হয় দুঃখ ॥৩৫৩॥
বৈষ্ণব-নিম্নক তুই পাপী দুরাচার ।
ইহা হৈতে দুঃখ তোর কত আছে আর ॥৩৫৪॥
এই জালা সহিতে না পার' তুষ্ট-মতি ।
কেমতে করিবা কুন্তীপাকেতে বসতি ॥৩৫৫॥

—(চৈতন্যচরিত ২য় প্রক্ৰম, ৭ম সর্গ ৬ ভক্তিযস্যাকর
২২শ তরঙ্গ) ॥৩৫২॥

যুচ যুচ—দূর হও, দূর হও ॥৩৫২॥

অসমোহ-বৈষ্ণব-মহিমা—

যে 'বৈষ্ণব' নামে হয় সংসার পবিত্র ।
ব্রহ্মাদি গায়েন যে বৈষ্ণব-চরিত্র ॥৩৫৬॥
যে বৈষ্ণব ভজিলে অচিন্ত্য কৃষ্ণ পাই ।
সে বৈষ্ণব-পূজা হৈতে বড় আর নাই ॥৩৫৭॥
'শেষ রমা অজ ভব নিজ-দেহ হৈতে ।
বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয়' কহে ভাগবতে ॥৩৫৮॥

তথা হি—(ভাঃ ১১:৪১:৫)

ন তথা যে প্রিয়তম আত্মযোনিঃ শঙ্করঃ ।

ন চ সৰ্ব্বণো ন শ্রীমৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥৩৫৯॥

সেই বৈষ্ণবের নিন্দাকারীর চিরদুঃখ—

“হেন বৈষ্ণবের নিন্দা করে যেই জন ।
সে-ই পায় দুঃখ—জন্ম জীবন মরণ ॥৩৬০॥
বিষ্টা-কুল-তপ সব বিফল তাহার ।
বৈষ্ণব নিন্দয়ে যে যে পাপী দুরাচার ॥৩৬১॥
পূজাও তাহার কৃষ্ণ না করে গ্রহণ ।
বৈষ্ণবের নিন্দা করে যে পাপিষ্ঠ জন ॥৩৬২॥

যে বৈষ্ণব নাচিতে পৃথিবী ধন্য হয় ।

যাঁ'র দৃষ্টিমাত্র দশদিকে পাপ ক্ষয় ॥৩৬৩॥

মহাভাগবতের উর্দ্ধবাহু নৃত্য-প্রভাবে স্বর্গেরও

সকল বিঘ্ন-বিনাশ—

যে বৈষ্ণব-জন বাহু তুলিয়া নাচিতে ।

স্বর্গেরো সকল বিঘ্ন ঘুচে ভালমতে ॥৩৬৪॥

মহাভাগবত শ্রীবাস-চরণে অপরাধের ফল—

হেন মহাভাগবত শ্রীবাস-পণ্ডিত ।

তুই পাপী নিন্দা কৈলি তাহার চরিত ॥৩৬৫॥

এতেকে তোহার কুষ্ঠজালা কোন্ কাজ ।

মূল শাস্তা পশ্চাতে আছেন ধর্মরাজ ॥৩৬৬॥

এতেকে আমার দৃশ্য-যোগ্য নহ তুমি ।

তোমার নিকৃতি করিবারে নারি আমি ॥” ৩৬৭॥

অপরাধীর অনুশোচনা ও প্রভুর শরণ-গ্রহণ—

সেই কুষ্ঠ রোগী শুনি' প্রভুর উত্তর ।

দস্তে তৃণ করি' বলে হইয়া কাতর ॥৩৬৮॥

“কিছু না জানিলুঁ মৃগে আপনা' খাইয়া ।

বৈষ্ণবের নিন্দা কৈলু প্রমত্ত হইয়া ॥৩৬৯॥

অর্থঃ । ভবান্ (উদ্ভবো ভক্ত ইত্যর্থঃ) যথা (যম
যন্ত প্রিয়তমঃ) আত্মযোনিঃ (ব্রহ্মা পুত্রোহপি) মে (যম)
তথা (তৎ) প্রিয়তমঃ ন (ন ভবতি) শঙ্করঃ (মৎসরপ-
ভূতোহপি) ন (তথা প্রিয়তমো ন ভবতি) সৰ্ব্বণঃ
(ভ্রাতাপি) ন চ (তথা প্রিয়তমো ন ভবতি) শ্রীঃ
(লক্ষ্মীভাগ্যাপি) ন (তথা প্রিয়তমো ন ভবতি, কিমধিকেন)
আত্মা চ (স্বীয়শ্রীমুর্তিরপি) ন এব (তথা প্রিয়তমো নৈব
ভবতি) ॥৩৫৯॥

অনুবাদ । হে উদ্ভব । তুমি অর্থাৎ ভক্ত আমার
যে রূপ প্রিয়তম, ব্রহ্মা পুত্র হইয়াও, শঙ্কর স্বরূপভূত হইয়াও,
সর্বর্ণ ভ্রাতা হইয়াও ও লক্ষ্মী ভাৰ্য্যা হইয়াও সেরূপ
প্রিয়তম নহেন। অধিক কি, মদীয় শ্রীবিগ্রহও সেরূপ
প্রিয়তম নহে ॥৩৫৯॥

আদি ২য় অঃ ১৮২-৮৪ সংখ্যা শুদ্ধি ৥ ৩৬৩-৬৬৪ ॥

বৈষ্ণব—সর্কদেব-পূজা, সর্কনর-পূজা, সর্কতোষাবে
সকলের পূজা। সেই বৈষ্ণবের নিন্দা-কলে নিন্দকের

কুষ্ঠব্যাপি হয়। শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—“কুষ্ঠরোগের জ্বালা-
যন্ত্রণা ও অনুবিধা বৈষ্ণবনিন্দকের অল্প শাস্তি যাত্রা;
যমরাজ তাহাকে আবণ্ড অমিকতর দণ্ড বিধান করেন।
তাদৃশ পাপী কখন কাহারও দর্শনীয় হইতে পারে না।
ভগবান্ সেই বৈষ্ণবনিন্দক পাবণ্ডীকে দণ্ডভোগ হইতে
কখনও মুক্ত করেন না ॥” ৩৬৭॥

কুষ্ঠরোগী বলিল,—“আমি না বুঝিতে পারিয়া উন্নত
হইয়া বৈষ্ণবের নিন্দা করিয়াছি। আমার কৃতাপরাধের
জ্ঞা যে শাস্তি বিহিত হইয়াছে, তাহা আমি ভোগ
করিলাম। আমার অপরাধের প্রারচিত্ত তুমিই একমাত্র
অবগত।” প্রভু তদুত্তরে বলিলেন,—“এই সামান্য শাস্তি
প্রথমমুখে হইয়াছে, কিন্তু বৈষ্ণবনিন্দকের যমকর্তৃক অশেষ-
যাতনা লাভ এখনও বাকী আছে। যম-যাতনার সংখ্যা—
চৌরাশি সহস্র শ্রেণীর। যাহার নিকট সে অপরাধ করে,
তিনি ক্ষমা করিলেই সেই অপরাধ প্রশমিত হয়—যে রূপ
কাটা ফুটিলে অপর কাটা দিয়া উহা বাহির করিয়া ফেলিতে
হয়, তদ্রূপ ॥” ৩৬৯॥

অতএব তা'র শাস্তি পাইলু' উচিত।
 এখনে ঐশ্বর তুমি—চিন্তা মোর হিত ॥৩৭০॥
 সাধুর স্বভাবধর্ম—দুঃখীরে উদ্ধারে।
 কৃত-অপরাধীরেও সাধু কৃপা করে ॥৩৭১॥
 এতেকে তোমার মুণ্ডে লইলু' শরণ।
 তুমি উপেক্ষিলে উদ্ধারিবে কোন্ জন? ৩৭২॥
 যাহার যে প্রায়শ্চিত্ত—সব তুমি জ্ঞাত।
 প্রায়শ্চিত্ত বল' গোরে—তুমি সর্ব্বপিতা ॥৩৭৩॥
 বৈষ্ণব-জনের যেন নিন্দন করিলু'।
 উচিত তাহার এই শাস্তি যে পাইলু' ॥৩৭৪॥
 প্রভু কর্তৃক বৈষ্ণব-নিন্দকের শাস্তির গুরুত্ব-কথন—
 প্রভু বলে,—“বৈষ্ণব নিন্দয়ে যেই জন।
 কুষ্ঠ-রোগি কোন্ তা'র শাস্তিয়ে লিখন ॥৩৭৫॥
 আপাততঃ শাস্তি কিছু হইয়াছে মাত্র।
 আর কত আছে যম-যাতনার পাত্র ॥৩৭৬॥
 চৌরাশী-সহস্র যম-যাতনা প্রত্যক্ষে।
 পুনঃ পুনঃ করি' ভুঞ্জে বৈষ্ণব-নিন্দকে ॥৩৭৭॥
 প্রভুর বৈষ্ণবাপরাধ-মোচনের একমাত্র উপায় কথন—
 চল কুষ্ঠরোগি, তুমি শ্রীবাসের স্থানে।
 সহরে পড়ই গিয়া তাঁহার চরণে ॥৩৭৮॥
 তাঁ'র ঠাঞি তুমি করিয়াছ অপরাধ।
 নিষ্কৃতি তোমার তি'হো করিলে প্রসাদ ॥৩৭৯॥
 কাঁটা ফুটে যেই মুখে, সেই মুখে যায়।
 পা'য়ে কাঁটা ফুটিলে কি ক্ষণে বাহিরায়? ৩৮০॥
 এই কহিলাও তাঁ'র নিস্তার-উপায়।
 শ্রীবাস-পণ্ডিত ক্ষমিলে সে দুঃখ যায় ॥৩৮১॥
 মহা-শুদ্ধবুদ্ধি তি'হো তাঁ'র ঠাঞি গেলে।
 ক্ষমিবেন সব তোরে, নিস্তারিবে হেলে ॥৩৮২॥”

মৃত ব্যক্তি বৈষ্ণবগণের মধ্যে পরস্পর কলহ দেখিয়া তাহাকে অবৈষ্ণবের কলহের দ্বারা মনে করে, কিন্তু তাহা তজ্জপ নহে; পরন্তু তাহাতে কৃষ্ণপ্রীতিই সঞ্চিত হয়। কৃষ্ণপ্রীতি ও সত্যভামা প্রভৃতি প্রতিযোগিতা-মূলে একে অপরের গর্হণপূর্ব্বক যে কৃষ্ণপ্রীতিসংগ্রহ করেন, সেই কলহে ও প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণপ্রেমার উদয় হয়। সুতরাং

শুনিয়া প্রভুর অতি সুসত্য বচন।
 মহা জয় জয় ধনি কৈলা ভক্তগণ ॥৩৮৩॥
 শ্রীবাসের নিকট কৃত-অপরাধের ক্ষমা-ভিক্ষা ও শ্রীবাসের
 প্রসাদ-কালে অপরাধীর নিষ্কৃতি
 সেই কুষ্ঠ-রোগী শুনি' প্রভুর বচন।
 দণ্ডবত হইয়া চলিলা ততক্ষণ ॥৩৮৪॥
 সেই কুষ্ঠ-রোগী পাই' শ্রীবাস-প্রসাদ।
 মুক্ত হৈল—খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥৩৮৫॥
 মহাপ্রভুর স্বয়ং বৈষ্ণব-নিন্দার অনর্থ-কথন—
 যতেক অনর্থ হয় বৈষ্ণব-নিন্দায়।
 আপনে কহিলা এই শ্রীবৈকুণ্ঠীয় ॥৩৮৬॥
 তথাপিহ বৈষ্ণবেরে নিন্দে' যেই জন।
 তাঁ'র শাস্তা আছে শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ ॥৩৮৭॥
 বৈষ্ণবের পরস্পর কোন্মল ও আপাতমতানৈকা-
 দর্শনে একপক্ষ গ্রহণপূর্ব্বক 'অপর পক্ষের
 নিন্দা বিনাশের হেতু—
 বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে দেখাই গালাগালি।
 পরমার্থে নহে; ইথে কৃষ্ণ কুতূহলী ॥৩৮৮॥
 সত্যভামা-কৃষ্ণপ্রীতিয়ে গালাগালি যেন।
 পরমার্থে এক তানা, দেখি ভিন্ন হেন ॥৩৮৯॥
 এই মত বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে ভিন্ন নাই।
 ভিন্ন করায়েন রজ চৈতন্যগোসাঞি ॥৩৯০॥
 ইথে যেই এক বৈষ্ণবের পক্ষ হয়।
 অম্ব বৈষ্ণবেরে নিন্দে', সেই যায় ক্ষয় ॥৩৯১॥
 বৈষ্ণবগণ সকলেই কৃষ্ণের বিভিন্ন অঙ্গ ও
 পরস্পর অভিন্ন—
 এক হস্তে ঐশ্বরের সেবয়ে কেবল।
 আর হস্তে দুঃখ দিলে তা'র কি কুশল? ৩৯২॥

বৈষ্ণবের মধ্যে কলহ ও মতভেদ উৎপাদন করায় শ্রীচৈতন্যদেব অগতে বিবদমান ব্যাপার-সংগ্রহের সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন ॥৩৮৮॥

এক হস্তে ভগবানের সেবা করিয়া অপর হস্ত দ্বারা ভগবানকে বহু দিলে কাহারও মঙ্গল হয় না। ভগবদ্ভক্তিগণ কৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, সুতরাং তাঁহার কথনও

এই মত সর্ব ভক্ত—কৃষ্ণের শরীর ।
 ইহা বুঝে, যে হয় পরম-মহা-দীর ॥৩৯৩॥
 অভেদ-দৃষ্টিতে কৃষ্ণ-বৈষ্ণব ভজিয়া ।
 যে কৃষ্ণ-চরণে সেবে, সে যায় তরিয়া ॥৩৯৪॥
 যে গায়, যে শুনে, এ সকল পুণ্য-কথা ।
 বৈষ্ণবাপরাধ তা'র না জন্মে সর্বথা ॥৩৯৫॥
 শ্রীগোবহুর শাস্তিপুরে অবস্থানকালে শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর
 আরাধনা-তিথি উপস্থিত—
 হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর শাস্তিপুরে ।
 আছেন পরমানন্দে অদ্বৈত-গন্ধিরে ॥৩৯৬॥
 মাধব-পুরীর আরাধনা পুণ্যতিথি ।
 দৈব-যোগে উপসন্ন হৈল আসি' তথি ॥৩৯৭॥
 অষ্টোৎসাহ ও মাধবেন্দ্র অভিন্ন হইলেও শ্রীঅদ্বৈত
 মাধবেন্দ্রের শিষ্য-লীলা-স্বাকারকারী—
 মাধবেন্দ্র-অদ্বৈতে যতপি ভেদ নাই ।
 তথাপি তাহান শিষ্য—আচার্য্য-গোসাঞি ॥৩৯৮॥
 মাধবেন্দ্রদেহে মহাপ্রভুর বিহার—
 মাধবেন্দ্র-পুরীর দেহে শ্রীগৌরসুন্দর ।
 সত্য সত্য সত্য বিহরয়ে নিরন্তর ॥৩৯৯॥
 মাধবেন্দ্রপুরীর অকথ্য বিম্ব-ভক্তি ।
 কৃষ্ণের প্রসাদে সর্ব-কাল পূর্ণশক্তি ॥৪০০॥
 শ্রীচৈতন্যের প্রকট-লীলার পূর্বেও মাধবেন্দ্রের
 চৈতন্য-রূপায় কৃষ্ণ-প্রেমোদ্ভাষ-প্রকাশ—
 যেমতে অদ্বৈত-শিষ্য হইলেন তান ।
 চিত্ত দিয়া শুন সেই মঙ্গল-আখ্যান ॥৪০১॥

ভগবানের সেবা-বিমুখ হন না । গীহার সর্বভূতে ভক্তদর্শন
 ঘটে, তাদৃশ ব্যক্তির অভেদদৃষ্টি শ্রীহরিগুণবৈষ্ণবেরই
 অভেদ-দর্শনে নিযুক্ত হয় । ইহারই কেবল সংসার হইতে
 মুক্তিলাভ-সম্ভাবনা ॥৩৯২॥

ভগবন্তরূপের মধ্যে পরস্পর ভেদ দর্শন করিলে অথবা
 ভক্তকর্তৃক ভগবৎসেবা হয় না—এরূপ বিচার করিলে
 বৈষ্ণবাপরাধ ঘটে । কিন্তু হরিগুণবৈষ্ণবের একতাং-

যে সময়ে না ছিল চৈতন্য-অবতার ।
 বিম্ব ভক্তিযুগ্য সব আছিল সংসার ॥৪০২॥
 তখনেও মাধবেন্দ্র চৈতন্যরূপায় ।
 প্রেম-সুখসিদ্ধি-যাত্রে ভাসেন সদায় ॥৪০৩॥
 নিরবদি দেহে রোম-হর্ষ, অশ্রু, কম্প ।
 ছন্দার, গজ্জন, মহা-হাস্ত, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম ॥৪০৪॥
 নিরবদি গোবিন্দের ধ্যানে নাহি বাছ ।
 আপনেও না জানেন—কি করেন কার্য্য ॥৪০৫॥
 পথে চলি' যাইতেও আপনা' আপনি ।
 নাচেন পরমরঙ্গে করি' হরিশ্রবণ ॥৪০৬॥
 কখনো বা হেন সে আনন্দ-মূর্ছা হয় ।
 দুই-তিন-প্রহরেও দেহে বাছ নয় ॥৪০৭॥
 কখনো বা বিরহে যে করেন বোদন ।
 গঙ্গা-ধারা বহে যেন—অদ্ভুত-কথন ॥৪০৮॥
 কখন হাসেন অতি অটু অটু হাস ।
 পরানন্দ-রসে ফণে হয় দিগ্-বাস ॥৪০৯॥
 শ্রীমদ্ভগবতের প্রকট-লীলার পূর্বে দেশে কৃষ্ণবাহুগুণতার
 ভয়াবহ অবস্থা-দর্শনে শ্রীল মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণাবতারণের
 জগৎ প্রবল ইচ্ছা—
 এই মত কৃষ্ণ-সুখে মাধবেন্দ্র সুখী ।
 সবে ভক্তিযুগ্য লোক দেখি' বড় দুঃখী ॥৪১০॥
 তা'র হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি ।
 কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁ'র মতি ॥৪১১॥
 মহাপ্রভুর প্রকটের পূর্বে দেশের অবস্থা-বর্ণন—
 কৃষ্ণ-যাত্রা, অহোরাত্রি কৃষ্ণ-সংকীর্তন ।
 ইহার উদ্দেশ্য নাহি জানে কোন জন ॥৪১২॥

পর্যাপ্ততার উপলব্ধি থাকিলে অপরাধের সম্ভাবনা নাই ।
 এরূপ ব্যক্তি কোন দিনই বৈষ্ণবাপরাধ করিতে পারেন না
 ॥৩৯৫॥

শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর তিথি—পরবর্তী ৪৪১ সংখ্যা ত্রৈলোক্য
 ॥৩৯৭॥

শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্যস্বত্রে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু লীলাপ্রকট
 করিলেও আশ্রয়-বিচারে তাঁহাদের কোন ভেদ-কল্পনা
 করিতে হইবে না ॥৩৯৮॥

‘ধর্ম কর্ম’ লোক সব এই মাত্র জানে ।
মঙ্গল-চণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥৪১৩॥
দেবতা জানেন সবে ‘ষষ্ঠী’ ‘বিশহরি’ ।
তাহারে সেবেন সবে মহা-দস্ত করি ॥৪১৪॥
‘ধন-বংশ বাড়ুক’ করিয়া কাম্য মনে ।
মজ্ঞ-মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥৪১৫॥
যোগীপাল, ভোগীপাল, মহীপালের গীত ।
ইহা শুনিবারে সর্বলোক আনন্দিত ॥৪১৬॥
অতি বড় স্মৃতি যে স্নানের সময় ।
‘গোবিন্দ-পুণ্ডরীকাক্ষ’-নাম উচ্চারণ ॥৪১৭॥
কা’রে বা ‘বৈষ্ণব’ বলি, কিবা সংকীর্্তন ।
কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য, কেনে বা ক্রন্দন ॥৪১৮॥
বিষ্ণু-মায়া-বশে লোক কিছুই না জানে ।
সকল জগৎ বদ্ধ মহা তমো-গুণে ॥৪১৯॥

পৃথিবীতে সম্ভাষণ-যোগ্য লোকের অভাব—

লোক দেখি’ দুঃখ ভাবে শ্রীমাধবপুরী ।
হেন নাহি, তিলার্দ্ধ সম্ভাষা যা’রে করি ॥৪২০॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর জগতে ভগবৎকথা প্রচার
করিবার বাসনায় শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতে আবির্ভূত হইয়া
শুদ্ধভক্তির প্রচার-কায করিয়াছিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীতে
সর্বকাল ভগবানের পূর্ণ শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন।
তাহার অতুলনীয় ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তি মানবের ভাব্য
অবর্ণনীয় ॥৩৯৯॥

সংসারপ্রমত্ত জনগণ সংসার-দর্শনে উন্মত্ত হইয়া মঙ্গল-
চণ্ডীর পূজা-দ্বারা ও তাহার গীতে আগ্রহিত থাকিয়া ধর্ম-
কর্মের চরম সীমায় উঠিয়াছে—বিচার করিত। ‘বিশহরি’,
ষষ্ঠী প্রভৃতির সেবায় অত্যন্ত দস্ত করিত অর্থাৎ ভগবৎসেবার
সহিত সমজ্ঞানে উহার আপনাদের পাণ্ডিত্য বিস্তার করিত।
কেহ কেহ ধনবৃদ্ধি, বংশবিস্তার, কামনা-সিদ্ধির জন্ত
মত্তমাংসদ্বারা দৈত্য-দানবের পূজা করিত। কেহ বা
যোগীপাল, মহীপাল ও ভোগীপাল প্রভৃতি রাজগণের
ক্রিয়াকলাপের গান গাহিয়া নৈমিত্তিক-কাম্য ধর্মকর্মের
অনুষ্ঠানকেই বহমান করিত। অতিশুদ্ধতিশালী জনগণ

সম্মাসিগবৎ আপনাদিগকে নারায়ণ অভিমান
করায মাধবেন্দ্রের অসম্ভাষণ—

সম্মাসীর সনে বা করেন সম্ভাষণ ।
সেহ আপনারে মাত্র বলে ‘নারায়ণ’ ॥৪২১॥
এ দুঃখে সম্মাসী সঙ্গে না কহেন কথা ।
হেন স্থান নাহি, কৃষ্ণ-ভক্তি শুনি যথা ॥৪২২॥

জ্ঞানী, ‘যোগী’, ‘তপস্বী’, ‘সম্মাসী’-নামে বিখ্যাত
ব্যক্তিগণেরও কৃষ্ণদাস্ত-মহিমা ও কৃষ্ণের
অপ্রাকৃত শ্রীবিগ্ৰহে আস্থাহীন—

‘জ্ঞানী যোগী তপস্বী সম্মাসী’ খ্যাতি যা’র ।
কা’র মুখে নাহি দাস্ত মহিমা প্রচার ॥৪২৩॥
যত অধ্যাপক সব তর্ক সে বাখানে ।
তা’রা সব কৃষ্ণের বিগ্রহ নাহি মানে ॥৪২৪॥

এই দুঃখে পুরীপাদের বনবাগে ইচ্ছা—

দেখিতে শুনিতে তুঃখী শ্রীমাধবপুরী ।
মনে মনে চিন্তে বনে বাস গিয়া করি ॥৪২৫॥

স্বানকালেই মাত্র ‘গোবিন্দ’, ‘পুণ্ডরীকাক্ষ’ নাম উচ্চারণ
করিত। কাহাকে ‘ব্রহ্মসংকীর্্তন’ বলে, কাহাকে ‘বৈষ্ণব’
বলে, কৃষ্ণলীলা বৈচিত্র্যের উদ্দেশ্য কি, ভুবনমত্ত জনগণ
তাহা আদৌ আলোচনা করিত না। শ্রীমাধবেন্দ্র জড়বুদ্ধি
লোকের এই প্রকার কথ্যাচরণ দেখিয়া বিশেষ দুঃখিত
হইয়াছিলেন। যে সকল ব্যক্তি আপনাকে ‘নারায়ণ’ বলিয়া
অভিমানপূর্বক যতিরাজ হইয়া বসিয়া থাকিতেন,
তাহাদের সহিত বাক্যালাপে ও মাধবেন্দ্রপুরীর কোন চেষ্টা
ছিল না। জগতের সকল লোক ভক্তিশূন্য বলিয়া তিনি
দুঃখসাগরে মগ্ন ছিলেন। উহাদিগকে উত্তোলন করিবার
মানসে কৃষ্ণলীলা-সংকীর্্তনের অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলেও
তাহার উদ্দেশ্য কেহই বুঝিতে পালে নাই। ভগবদ্ভক্তির
মহিমা জ্ঞানী, যোগী, তপস্বী ও সম্মাসিগবৎ প্রভৃতি ব্যক্তি
কেহই বুঝিতে পারিত না ॥৪২২-৪২৩॥

বাহারা সংস্কৃত শাস্ত্রের অধ্যাপক, তাহাদের মধ্যে
সর্বশ্রেষ্ঠগণ তাকিক-চূড়ামণি ছিলেন। তাহারা শ্রীকৃষ্ণ-

প্রবৃত্ত বৈষ্ণবের একান্ত দুর্লভত্ব—

“লোক-মধ্যে ভ্রমি’ কেনে বৈষ্ণব দেখিতে ।
কোথাও ‘বৈষ্ণব’ নাম না শুনি জগতে ॥৪২৬॥

পুরীপাদ-কঙ্কর অসন্তোষ-লোকালয় হইতে পান্ডুজনহীন-
বনে গমনের শ্রেষ্ঠতা-বিচার—

অতএব এ সকল লোক মধ্য হৈতে ।
বনে যাই, যথা লোক না পাই দেখিতে ॥৪২৭॥
এতেকে সে বন ভাল এ সব হইতে ।
বনে কথা নহে অর্ধেকের সহিতে ॥” ৪২৮॥

এইরূপ দুঃখ-চিন্তা-নিমগ্ন পুরীপাদের অর্ধেক-
প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ—

এই মত মনোভুজ্ঞা ভাবিতে চিন্তিতে ।
ঈশ্বর-ইচ্ছায় দেখা অর্ধেক-সহিতে ॥৪২৯॥
বিষ্ণু-ভক্তিশূন্য দেখি’ সকল-সংসার ।
অর্ধেক আচার্য্য ভুজ্ঞা ভাবেন অপার ॥৪৩০॥

হরিভক্তিহীন সংসারের দুর্দশা-দর্শনে অর্ধেকাচার্য্যের
হৃদয়েও বিষম দুঃখ ; নিরন্তর গীতা-ভাগবতের
পাঠ ও ভক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা—

তথাপি অর্ধেকসিংহ কৃষ্ণের কুপায় ।
দৃঢ় বরি’ বিষ্ণু-ভক্তি বাখানেন’ সদায় ॥৪৩১॥

বিগ্রহকে জাগতিক বস্তুর অচ্ছতম জানিয়া সেবাবিশুপ
হইতেন এবং তাঁর দ্বারা ভগবদ্ভক্তির অপ্ৰয়োজনীয়তা
বিচার করিতেন ॥৪২৪॥

যখন সংসারে ভগবানের সেবার কথাই কোন প্রচার
নাই, কাহার সহিত আলাপ করিলে সে ভগবদ্ভক্তির
কথাই আলাপ করে, তখন যেখানে মহুস্তের বাস নাই বা
লোকালয় নাই, সেই স্থানেই বৈষ্ণব না থাকায় সেই বনেই
আমাদের বাস করা কর্তব্য—শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর এই বিচার
প্রবল হইতে লাগিল ॥৪২৪॥

শ্রীমাধবেন্দ্রের কৃষ্ণভক্তসঙ্গাভাবদুঃখের মধ্যে ভগবৎ-
কৃপাক্রমে অর্ধেক প্রভু অতি প্রবল-ভাবে বিষ্ণুভক্তি
প্রচার করিতে লাগিলেন ॥৪৩১॥

নিরন্তর পড়ায়েন গীতা-ভাগবত ।
ভক্তি বাখানেন মাত্র—গ্রন্থের যে মত ॥৪৩২॥

এরূপ সময়ে অর্ধেকাচার্য্যের গৃহে মাধবেন্দ্রের
আগমন—

হেনই সময়ে মাধবেন্দ্র মহাশয় ।
অর্ধেকের গৃহে আসি’ হইলা উদয় ॥৪৩৩॥

মাধবেন্দ্রপুরীর প্রতি অর্ধেক-প্রভুর প্রণতি ও
পুরীপাদের আলিঙ্গন—

দেখিয়া অর্ধেক তান বৈষ্ণব-লক্ষণ ।
প্রণাম হইয়া পড়িলেন সেইক্ষণ ॥৪৩৪॥
মাধবেন্দ্রপুরীও অর্ধেক করি’ কোলে ।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥৪৩৫॥

পরস্পর কৃষ্ণ-কথায় তন্ময়—

অটোহটো কৃষ্ণ-কথা-রসে দুইজন ।
আপনার দেহ কারো না হয় স্মরণ ॥৪৩৬॥

মেঘ-দর্শনে মাধবেন্দ্রের কৃষ্ণকৌপনা ও মুচ্ছা—
মাধবপুরীর প্রেম—অকথ্য কথন ।
মেঘ-দরশনে মুচ্ছা হয় সেইক্ষণ ॥৪৩৭॥

কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-মাত্র ভাবাবেশ ও হ্রাস—
‘কৃষ্ণ’-নাম শুনিলেই করেন ছন্দার ।
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার ॥৪৩৮॥

ভগবৎসেবাবিশুপ মায়াবাদী শ্রীমদ্ভাগবত আলোচনা
করেন না, বা গীতার তাৎপর্য্য বুঝিতে পারেন না ।
সুতরাং শ্রীঅর্ধেক প্রভু কণ্ঠ্য, যোগী ও মায়াবাদিগণের
গীতা, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থের ভক্তিব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার
সুযোগ করিয়া দিলেন । গীতা ও ভাগবত ভক্তি-ব্যতীত
অত্র কোন পথের প্রশংসা দেন নাই ; ভক্তিরসবিশুপ ভাগ্য-
হীন ব্যক্তিগণ ইহা বুঝিতে না পারিয়াই গীতা ভাগবতকে
ভক্তিবিকল্প গ্রন্থ বলিয়া মনে করে । প্রকৃত প্রস্তাবে গীতা ও
ভাগবতের একমাত্র তাৎপর্য্য জীবকে কৃষ্ণোন্মুগ করা ॥৪৩২॥

মাধবেন্দ্রপুরী অর্ধেক প্রভুর এই প্রচারোৎসাহ-
প্রদর্শন-কালে তাঁহার গৃহে শান্তিপুত্র আসিয়া উপস্থিত
হইলেন ॥৪৩৩॥

পুরোপাধের অবস্থা-দর্শনে অধৈতের সন্তোষ—
 দেখিয়া তাঁহার বিষু-ভক্তির উদয় ।
 বড় সুখী হইলা অধৈত মহাশয় ॥৪৩৯॥
 শ্রীঅধৈতাচার্যের মাধবেন্দ্রপুরীর উপদেশ-গ্রহণ-লীলা—
 তাঁ'র ঠাঞি উপদেশ করিলা গ্রহণ ।
 হেনমতে মাধবেন্দ্র-অধৈত-মিলন ॥৪৪০॥
 মাধবেন্দ্র-স্মারাদনা-তিথিতে অধৈতের সানন্দে
 সর্গস্ব-নিষ্কেপ—
 মাধব-পুরীর আরাধনার দিবসে ।
 সর্বস্ব নিষ্কেপ করে অধৈত হরিষে ॥৪৪১॥
 অধৈতের পূজোপকরণ-সংগ্রহ—
 দৈবে সেই পুণ্য-তিথি আসিয়া মিলিলা ।
 সন্তোষে অধৈত সজ্জ করিতে লাগিলা ॥৪৪২॥
 সেই পুণ্যতিথি-দিবসে সপার্বদ শ্রীগৌরসুন্দরের স্তব—
 শ্রীগৌরসুন্দর সব-পারিষদ-সনে ।
 বড় সুখী হইলেন সেই পুণ্য দিনে ॥৪৪৩॥

আচার্যের পূজোপকরণ-সংগ্রহ এবং চতুর্দিক হইতে
 ভক্তগণের উপায়নসহ আগমন ও এক এক জনেব
 এক এক প্রকার সেবার ভার-গ্রহণ—
 সেই তিথি পূজিবারে আচার্য গোসাঞি ।
 যত সজ্জ করিলেন, তা'র অন্ত নাই ॥৪৪৪॥
 নানা দিক্ হৈতে সজ্জ লাগিল আসিতে ।
 হেন নাহি জানি কে আনয়ে কোন্ ভিতে ॥৪৪৫॥
 মাধবেন্দ্রপুরী-প্রতি প্রীতি সনাকার ।
 সবেই লইলেন যথাযোগ্য অধিকার ॥৪৪৬॥
 শচীমাতাকে মূল করিয়া বৈষ্ণব-গৃহিণীগণের
 রন্ধন-সেবার ভার-গ্রহণ—
 আই লইলেন যত রন্ধনের ভার ।
 আই বেড়ি' সর্ব-বৈষ্ণবের পরিবার ॥৪৪৭॥
 নিত্যানন্দের বৈষ্ণব-পুঞ্জের ভার-গ্রহণ—
 নিত্যানন্দ-প্রভু'র সন্তোষ অপার ।
 বৈষ্ণব পূজিতে লইলেন অধিকার ॥৪৪৮॥

শ্রীমাধবেন্দ্র ও শ্রীঅধৈত, দুইজনে পরস্পর রক্ষক-সা-
 রসে একপ উন্নত হইয়া উঠিলেন যে, তাঁহাদের দেহস্থতি
 রছিল না। সাংসারিক বন্ধজীবনগত সর্বদাই ইহাব বিপরীত
 ভাবাপন্ন হইয়া থাকে, দেহ-সর্বস্ববাদে প্রমত্ত বলিয়া
 তাহাদের কৃষ্ণস্থিতি আশে থাকে না ॥৭৩৬॥

শ্রীমাধবেন্দ্রের প্রেম—অলৌকিক। সাধারণ লোক
 মেঘ দেখিলে বৃষ্টি-পতন-জ্ঞাত শব্দের উৎপত্তি ও ধরা স্নিগ্ধ
 হইবে প্রভৃতি ফলভোগের বিচার করেন। কিন্তু মাধবেন্দ্র-
 পুরী মেঘমালায় কৃষ্ণের কাস্তি সন্দর্শন করিয়া কৃষ্ণস্থিতি জ্ঞাত
 বহির্জগতের ভোগপ্রাপ্তি হইতে শাস্ত হইয়া মুচ্ছিত
 হইলেন ॥৪৩৭॥

ঠাঞি—নিকট, নিকট হইতে ॥৪৪০॥

ভক্তির পূর্ণমাত্রা প্রকটিত দেখিয়া শ্রীমাধবেন্দ্রপুরীর
 নিকট শ্রীঅধৈত প্রভু মন্ত ও ভজনোপদেশসমূহ গ্রহণ
 করিলেন। অধৈত-হৃদয়ে যে আশা মুকুলিত হইয়া
 চেষ্টা দেখা যাইতেছিল, তাহাই এবার বিকশিত হইবার
 সুযোগ হইল। অনেকে মনে করেন,—মন্ত্রের উপদেশ
 কৌলিক গুরু হইতেই লওয়া উচিত, তাহার কৃষ্ণভক্তি

আছে কিনা সে বিচার করা নিষ্পয়োজন 'অথবা যাহারা
 আত্মপরিষ্ঠা লাভের জন্ত কৃতপ্রযত্ন হইয়া করতালি বাজের
 সঙ্গে সঙ্গে 'অষ্টসারিক বিকারের' ছলনা-দ্বারা লোক
 প্রভাবনা করে, তাহাদিগকে ভক্তবাক্য জানিয়া ক্রটিম-
 ভক্তি শিক্ষা করিলে তাহাদের মঙ্গল-লাভ ঘটবে।
 কিছুদিন পূর্বে রত্নন কর্ণদেশে রাখিয়া শরীরকে উষ্ণ
 করিবার প্রক্রিয়াকে বা হস্তে লব্ধা মাখিয়া চক্ষে দৃশ্যের
 প্রক্রিয়া দ্বারা অশ্রমোচনকে ভক্তির অঙ্গ এবং তাদৃশ
 উপদেশ দ্বারা নিরন্তর কপটতা করিয়া পান্বে চক্ হইতে
 অশ্র-নিঃসরণ-পূর্বক জড়ভাবে বিভাবিত কপট ব্যক্তিকে
 মাধবেন্দ্রপুরীর সমজাতীয় জ্ঞানে যে অপ-উপদেশ-প্রদা
 ভাগ্যহীন লোকের হৃদয়দেশ অধিকার করিয়াছে, তাহা
 হইতে উহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্তই অধৈতচর্যাপ্রতি
 জনগণ মাধবেন্দ্রের কনক-কামিনী-প্রতিষ্ঠা-বজ্রিত সাংখ্যিক
 ভাবসমূহের যথার্থ অহুসন্ধান ও অহুসরণ করিয়া থাকেন।
 শ্রীগৌড়ীয়গঠ কোন প্রকার কপটতার প্রদর্শন না।
 সুতরাং তাহার নিকট সেবকগণ শ্রীল মাধবেন্দ্রপুরীর
 অহুগত ও প্রত্যক্ষ-নিবারণকারী উপদেশক ॥৪৪০॥

বিভিন্ন ভক্তের বিভিন্ন সেবা-প্রাপ্তির অভিলাষ—
 কেহ বলে,—“আগি-সব ঘষিব চন্দন ॥”
 কেহ বলে,—“মালা আমি করিব গ্রন্থন ॥” ৪৪৯॥
 কেহ বলে,—“জল আনিবারে মোর ভার ॥”
 কেহ বলে,—“মোর দায় স্থান-উপস্কার ॥” ৪৫০॥
 কেহ বলে,—“মুগ্ধ যত বৈষ্ণবচরণ ॥
 মোর ভার সকল করিব প্রক্ষালন ॥” ৪৫১॥
 কেহ বাক্সে পতাকা, চান্দোয়া কেহ টানে ॥
 কেহ ভাণ্ডারের দ্রব্য দেয়, কেহ আনে ॥৪৫২॥
 কত জনে লাগিলা করিতে সংকীৰ্ত্তন ॥
 আনন্দে করেন নৃত্য আর কত জন ॥৪৫৩॥
 আর কত জন ‘হরি’ বলয়ে কীৰ্ত্তনে ॥
 শঙ্খ-ঘণ্টা বাজায়েন আরো কত জনে ॥৪৫৪॥
 কত জন করে তিথি পূজিবার কার্য্য ॥
 কেহ বা হইলা তিথি-পূজার আচার্য্য ॥৪৫৫॥
 এই মত পরানন্দ-রসে ভক্তগণ ॥
 সবাই করেন কার্য্য যার যেন মন ॥৪৫৬॥
 চতুর্দিকে মহাহোৎসবের হরিধ্বনিময় কোলাহল—
 খাণ্ড পিও লেহ দেহ’ আর হরি-ধ্বনি ॥
 ইহা বই চতুর্দিকে আর নাহি শুনি ॥৪৫৭॥

সজ্জা—উজোগ, আয়োজন ॥৪৫৮॥

উপস্থায়—পরিষ্কার করা, মার্জনা ॥৪৫৯॥

বিভিন্ন ভক্তগণ অধৈত-গৌরমিলন-মহোৎসবে শ্রীল মাধ-
 বেন্দ্রের আবাহন তিথি পূজায় নিজ নিজ কৃত্য প্রদর্শন
 করিতে লাগিলেন। অধুনাতন কৃত্রিম মহোৎসব-কালে
 যাহারা ভগবৎসেবায় আগ্রহ করিয়া সেবারগ্রহণের
 পরিবর্তে ভোজনরসাস্বাদনে দিনপাত করেন, তাহারা
 শ্রীচৈতন্যভাগবতের এই অংশ পাঠ করিলেই জানিতে
 পারিবেন যে, গৌরভূমির, নিঃসঙ্গ ও অধৈত প্রভুর মহোৎ-
 সব কর্ম্মের যাত্রা উৎসবের স্মায় আত্মস্মিতত্বপূর্ণ মাত্র নহে।
 শ্রীগৌড়ীয়মঠ অবৈষ্ণবোচিত মহোৎসবের আদৌ প্রদর্শন
 না। গৌড়ীয়মঠ প্রাণযুক্ত সজীব ভক্তগণের দ্বারাই সর্ব্বতো-
 ভাবে মহোৎসব সম্পাদন করেন। কিন্তু অর্কাটীন সম্প্রদায়
 বলে যে, মহোৎসবকারী সজীব প্রাণ বিগত আশঙ্কা করিয়া

শঙ্খ, ঘণ্টা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, করতাল।
 সংকীৰ্ত্তন-সঙ্গে ধ্বনি বাজয়ে বিশাল ॥৪৫৮॥
 পরানন্দে কাহারো নাহিক বাহুজ্ঞান ॥
 অধৈত-ভবন হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠধাম ॥৪৫৯॥

শ্রীগৌরচন্দ্রের উৎসবদ্রব্যসজ্জারের সজ্জাদর্শনপূর্ব্বক

পরমসম্বোধে সর্ব্বত্র বিচরণ—

আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র পরম সম্বোধে ॥
 সম্ভারের সজ্জ দেখি’ বুলেন হরিশে ॥৪৬০॥
 তথুল দেখয়ে প্রভু ঘর-তুই-চারি ॥
 পর্ব্বতপ্রমাণ দেখে কাষ্ঠ সারি সারি ॥৪৬১॥
 ঘর পাঁচ দেখে ঘট রন্ধনের স্বামী ॥
 ঘর-তুই-চারি দেখে মৃদেগর বিয়লি ॥৪৬২॥
 নানাবিধ বস্ত্র দেখে ঘর-পাঁচ-সাত ॥
 ঘর-দশ-বার প্রভু দেখে খোলাপাত ॥৪৬৩॥
 ঘর-তুই-চারি প্রভু দেখে চিপটক ॥
 সহস্র সহস্র কান্দি দেখে কদলক ॥৪৬৪॥
 না জানি কতক নারিকেল গুয়া পান ॥
 কোথা হৈতে আসিয়া হইল বিজ্ঞান ॥৪৬৫॥
 পটোল বার্তাকু খোড় আলু শাক মান ॥
 কত ঘর ভরিয়াছে—নাহিক প্রমাণ ॥৪৬৬॥

ভাবীকালে প্রাণহীন যজ্ঞের জন্ত অর্থ সঞ্চিত রাখা সর্ব্বতো-
 ভাবে কঠব্য। যে কালে গৌড়ীয়মঠের প্রচারক-
 নামধারিগণ সঞ্চিত অর্থ ভোগ করিবার চেষ্টায় অভ্যুভোগ-
 পরায়ণ কর্ম্মীয় হ্রাস চেষ্টাবিশিষ্ট হইবেন, তাহাদের
 সেইকালের জন্ত সঞ্চিত অর্থ এখন হইতে সংরক্ষণ করা
 আবশ্যক। গৌড়ীয়মঠের সজীবপ্রাণযুক্ত জনগণ এইরূপ
 প্রাণহীন অর্থের সঞ্চয়কারী নহেন। তাহারা বলেন, যে
 কালে প্রচারকসম্প্রদায় প্রাণহীন হইয়া উহার ভার
 ভাড়াটিয়াগণকে দিবেন, সে কালে ভাড়াটিয়াগণের অর্থের
 প্রাচুর্য্য থাকিলে তাহারা সেবা করিবার পরিবর্তে ভোগী
 হইয়া যাইবেন। সুতরাং নরকে যাইবার জন্ত কর্ম্ম ও
 জ্ঞানীর তাৎপর্য্য উহারা গ্রহণ করিতে প্রস্তুত নহেন ॥৪৬৬॥

সম্ভারের সজ্জা—সামগ্রীসমূহের আয়োজন ॥৪৬০॥

মৃদেগর বিয়লি—খোসা ছাড়ানু মৃগের দাল ॥৪৬২॥

সহস্র সহস্র ঘড়া দেখে দমি দুধ।
 ক্ষীর ইক্ষুদণ্ড অঙ্কুরের সনে মুদগা ॥৪৬৭॥
 তৈল-লবণ-ঘৃত-কলস দেখে প্রভু যত।
 সকল অনন্ত—লিখিবারে পারি কত ॥৪৬৮॥
 অধৈত প্রভুর অগৌরব-আয়োজন-দর্শনে প্রভুর
 আনন্দ ও শ্রীমুখে অধৈত-তত্ত্ব কথন—
 অতি-অমানুষী দেখি' সকল সম্ভার।
 চিন্তে যেন প্রভু হইল চমৎকার ॥৪৬৯॥
 প্রভু বলে,—“এ সম্পত্তি মনুষ্যের নয়।
 আচার্য্য ‘মহেশ’ হেন মোর চিন্তে লয় ॥৪৭০॥
 মনুষ্যেরো এতেক কি সম্পত্তি সম্ভবে!
 এ সম্পত্তি সকলে সম্ভবে’ মহাদেবে ॥৪৭১॥
 বুঝিলাঙ—আচার্য্য মহেশ-অবতার।”
 এই মত হাসি' প্রভু বলে বার বার ॥৪৭২॥
 পরম স্মৃতিমান ব্যক্তিরই মহাপ্রভুর মুখোদগীর্ণ
 অধৈত-তত্ত্ব সানন্দে গ্রহণ—
 ছলে অধৈতের তত্ত্ব মহাপ্রভু কয়।
 যে হয় স্মৃতি সে পরমানন্দে লয় ॥৪৭৩॥
 অধৈত পাদপদ্ম কোটিচন্দ্রসুশীতল হইলে ও চৈতন্যে অবিদ্যাসী
 বা চৈতন্যবিমূখ ব্যক্তির নিকট অগ্নি-অবতার—
 তাম বাক্যে অনাদরে অনাস্থা যাহার।
 তা'রে শ্রীঅধৈত হয় অগ্নি-অবতার ॥৪৭৪॥

শ্রীঅধৈত-গৃহে বহু ঐশ্বর্য্য ও খাজনবোয় সমাবেশ
 দেখিয়া শ্রীগৌরসুন্দর অত্যন্ত প্রীত হইলেন এবং অধৈত
 প্রভুকে ও তদনুগ আচার্য্য-সম্প্রদায়কে একপভাবে
 পরমৈশ্বর্য্যের সহিত মহোৎসব করিতে উৎসাহ দিলেন।
 কিন্তু মৎস্যর প্রকৃতির জনগণ এইরূপ আড়ম্বরের সহিত
 সেবা করিতে গিয়া তাঁহাকে ঐশ্বর্য্যপ্রদান বিচারে
 নিজের নরকবাহা করেন। আচার্য্যের মর্গাদা-লজ্বন
 পূর্বক তাঁহার নিজ মাধুর্য্যাদেশে যে বাহু ঐশ্বর্য্য
 প্রদর্শন, তাহা নির্বিশেষবাদীর বিচারে পুষ্ট হইতে
 পারে—উহা গৌরসুন্দরের ও ভক্তগণের বিচারসম্মত
 নহে। ভগবদ্ভক্তগণ—সাক্ষাৎ ভগবদ্বিধেয়ী ও ভক্তবিধেয়ী
 জনগণের অগ্নি ও ধুম সন্দূহ।

যতাপি অধৈত কোটি-চন্দ্র-সুশীতল।
 তথাপি চৈতন্য-বিমূখের কালানল ॥৪৭৫॥
 এক ‘শিব’ নাম সত্ত্ব সর্বত্র অমঙ্গলহারী—
 সক্রূৎ যে জন বলে ‘শিব’ হেন নাম।
 সেই কোন প্রসঙ্গে না জানে তত্ত্ব তান ॥৪৭৬॥
 সেইক্ষণে সর্ব পাপ হৈতে শুদ্ধ হয়।
 বেদে শাস্ত্রে ভাগবতে এই তত্ত্ব কয় ॥৪৭৭॥
 হেন ‘শিব’-নাম শুনি' যা'র চুঃখ হয়।
 সেই জন অমঙ্গল-সমুদ্রে ভাসয় ॥৪৭৮॥

তথা হি (ভাঃ পাঃ ১৪)

যদ্যক্ষরং নাম গিরিরিতঃ স্তবঃ,
 সক্রূৎ প্রসঙ্গাদদম্যাত্ত হস্তি তৎ।
 পবিত্রকীর্তিঃ তমলজ্যোতিঃসনঃ,
 ভবানহো দ্বেষ্টা শিবঃ শিবৈবতরঃ ॥৪৭৯॥
 কৃষ্ণপ্রিয়তম শিবের পূজা-বিমূখের কৃষ্ণপূজা-ছলনা
 দাঙিকতা যাত্র—

শ্রীবদনে কৃষ্ণচন্দ্র বোলেন আপনে।
 শিব যে না পূজে, সে বা মোরে পূজে কেনে ॥৪৮০॥
 মোর প্রিয় শিব প্রতি অনাদর যা'র।
 কেমনে বা মোরে ভক্তি হইবে তাহার ॥৪৮১॥

যে কালে গোড়ীয়মঠের উৎসব, শোভাযাত্রা ও নানা
 প্রকার আড়ম্বর জীবের একমাত্র কল্যাণের জন্য অচ্যুত
 হইয়াছিল, সেকালে পাণিষ্ট সহজিয়া-সম্প্রদায় কুলিয়াবাসীর
 অপসম্প্রদায়ের মৎস্যরদ্বারা দোষিত হইয়া গোড়ীয় মঠের
 সেবকগণের কাষে বৈষম্যপূর্ণসমালোচনা করিতে গিয়া
 নিজ নিজ অমঙ্গল সাধন করিয়াছেন। এই চৈতন্যবিমূখ
 জনগণ আচার্য্যের ক্রিয়াকে সাক্ষাৎ পাপদহনকারী অগ্নি
 জানিয়া ‘বাবারে মারে’ ডাক ছাড়িয়া ছিলেন ॥৪৭২ ৪৭৫॥
 শিবতত্ত্ব অবগত না হইয়াও যে ব্যক্তি একবার শিব
 নাম করেন, তিনি সেই নাম-প্রভাবে সকল পাপ হইতে
 শুদ্ধ হন—এই কথা বেদশাস্ত্রে ও ভাগবতে কথিত আছে।
 শ্রীচরিত, গুরু ও বৈষ্ণব—সে কোন একের অস্ত্রগ্রহেই জীব

সর্বাঙ্গে শ্রীকৃষ্ণপূজা ও তৎপরে কৃষ্ণপ্রসাদ-নির্মাল্যে
কৃষ্ণপ্রিয় শিবের পূজা তদনন্তর সর্বদেব-পূজা,
ইহাই বিধিপূর্বক পূজাক্রম;

প্রমাণ—

তথা হি—

কথং বা ময়ি ভক্তিং স লভতাং পাপপুরুষং ।

যো মদীয়ং পরং ভক্তং শিবং সম্পূজয়েন্ন হি ॥৪৮২॥

“অতএব সর্বাত্তে শ্রীকৃষ্ণ পূজি’ তবে।

শ্রীতে শিব পূজি’ পূজিবেক সর্ব-দেবে ॥৪৮৩॥

অদ্বৈতাচার্য্য সেই শিবতত্ত্ব—কলিকালের

অপর্য্যাপ্তিগণ তাহা না বুঝিয়া শিবকে

স্বতন্ত্র পরমেশ্বর-রূপে স্থাপনপূর্বক

পাষণ্ড-মধ্যে গণিত হয়—

তথা হি স্বল্পপুরাণে—

প্রথমং কেশবং পূজ্যং কৃত্বা দেবমহেশ্বরম্ ।

পূজনীয়া মহাভক্ত্যা যে চাচ্ছে সক্তি দেবতাঃ ॥৪৮৪॥

হেন ‘শিব’ অদ্বৈতেরে বলে সাধুজনে ।

সেহ শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইজিত-কারণে ॥৪৮৫॥

ভোগপ্রবণ সাংসারিক পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে ।
যাহারা শ্রীকৃষ্ণদেব ও শ্রীশিবকে ভগবান্ হইতে স্বতন্ত্র মনে
করে, তাঁহাদের অপরাধ আসিয়া পড়ে । হরিবৈমুখ্য
ঘটিলেই পাপ আসিয়া জীবকে গ্রাস করে । ভগবানের
পূজাপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণবৈষ্ণবের পূজা—অধিক প্রয়োজনীয় ।
এ সকল কথা ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ংই বলিয়াছেন
॥৪৭৬॥

অন্বয় । যদিতি—দক্ষঃ প্রতি শ্রীদেব্যা বাক্যং
যং (যস্ত)—দাক্ষর্যং (অক্ষরদ্বয়াক্ষরং) তং (প্রসিদ্ধং)
নাম (শিব ইতি) সত্ত্বং (বারমেকং অপি) প্রসঙ্গাৎ
(কথাচ্ছলেন সঙ্কেতাৎ অপি) কেবলং (সুত্বং) গির্য
(বাক্যেন ন তু গনসা) এব ঈরিতং (উচ্চারিতং) নৃণাম্
(মহুগাণাং সর্বেষাং পাপিনাং চ) অধং (পাপং) আন্ত
(সম্বরণং) হস্তি (বিনাশং প্রাপয়তি) ভগবান্ তং পরিত্রকীর্তিঃ
(পূতবশসম্) অলজ্বাশাসনং (অপ্রতিহতাজং) শিবঃ
(পরমমঙ্গলস্বরূপং শব্দং) ষ্ঠে (বিদেয়ং কয়োতি) অহো
শিবেরতঃ (সাফ্যং অমঙ্গলস্বরূপং ভবানিতি) ॥৪৭৯॥

অনুবাদ । যাহার শিব এই দাক্ষর্য্যাক্ত নাম কেবল
কথাচ্ছলেও বাগিঙ্গিরের দ্বারা একবার মাত্র উচ্চারিত হইলে
মহুগোব সর্ববিধ পাপ আত্মকীর্তি হয়, যাহার শাসন অলজ্বা
ও যাহার বশঃ পরমপবিত্র, আপনি সেই মঙ্গলস্বরূপ শিবের দ্বেষ
করিতেছেন । অহো ! আপনি সাফ্যং অমঙ্গলস্বরূপ ॥৪৭৯॥

অন্বয় । যঃ (জনঃ) মদীয়ং পরম ভক্তং (মম ভক্তানাং
অগ্রগণ্যং) শিবং (মন্ত্তিক্তরূপ পরমমঙ্গলপ্রদং শব্দং)
ন সম্পূজয়েৎ (বিধিপূর্বকং মৎপ্রসাদনির্মাল্যাদিনা ন

সমর্চয়েৎ) হি সঃ পাপপুরুষঃ (শিবাবজ্ঞাকারী পাপাত্মা)
কথং বা (কেন প্রকারেণ বা) ময়ি ভক্তিং (মৎসম্বন্ধিনীং
ভক্তিং) লভতাং প্রাপুয্যং শিববিধেবিজনঃ মন্ত্তজনে
নাধিকাবধানিতি ভাবঃ) ॥৪৮২॥

অনুবাদ । যে আমার প্রিয়ভক্ত শিবকে যথাবিধি
পূজা না করে, সেই বৈষ্ণব-ঘেযী পাপাত্মা কি প্রকারে
আমাতে ভক্তি লাভ করিবে ? ৪৮২॥

অন্বয় । প্রথমং (সর্বাদৌ) কেশবং (সর্কাকরণ-
কারণম্ স্বয়ং ভগবন্তঃ শ্রীকৃষ্ণং) পূজ্যং কৃত্বা (সম্পূজ্য)
দেবং মহেশ্বরং (দেবশ্রেষ্ঠং শিবং পূজয়েদিতি) ততঃ
তদনন্তরং যে চ অচ্ছে দেবতাঃ (ইচ্ছাদয়ঃ) সক্তি তেহপি দেবাঃ
মহাভক্ত্যা (পরমাদরেণ শ্রীবিষ্ণোঃ প্রসাদনির্মাল্যাদিনা)
পূজনীয়া (সমর্চনীয়াঃ) ॥৪৮৪॥

অনুবাদ । সর্বপ্রথমে সর্কাকরণকারণ স্বয়ং ভগবান্
শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিয়া দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের পূজা করিবে ।
তদনন্তর অগ্নাৎ যে সকল দেবতা আছেন, পরমভক্তির
সহিত তাঁহাদের পূজা করা কর্তব্য ॥৪৮৪॥

শ্রীচৈতন্যদেব শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে উপাসনকারণ বিমুত্ব
বা শুদ্ধমহেশতত্ত্ব বলিয়া ইজিত করিয়াছেন । তজ্জগাই
ভক্তগণ শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুকে ভবগৎপথ্যায়ে গণনা করিয়া
ধাকেন । ঐকান্তিক বৈষ্ণবগণ রত্নের যে দর্শনসজ্জাবর্ণাদি
করেন না, তাহার উদ্দেশ্য এই যে, ভগবান্কে বাদ দিয়া
কৃত্তকে যে ভগবদ্বোধ, উহাই নামাপরাধ । শিবকে কেবল
শূণ্যবতার জানিয়া ভগবন্তু না জানিলে বিধম অপরাধ
ঘটে ॥৪৮৫॥

ইহাতে অবুধগণ মহা কলি করে।

অঐতের মায়া না বুঝিয়া ভালে মরে ॥৪৮৬॥

মহোৎসবের উপায়ন দর্শনে সন্তুষ্টিত

প্রভুর সংকীৰ্ত্তন-স্থলীতে

প্রত্যাবর্তন—

নব নব বস্ত্র সব দেখে প্রভু যত।

সকল অনন্ত—লেখিবারে গারি কত ॥৪৮৭॥

সম্ভার দেখিয়া প্রভু মহা-হর্ষ মন।

আচার্য্যের প্রশংসা করেন অমুক্ষণ ॥৪৮৮॥

একে একে দেখি' প্রভু সকল সম্ভার।

সংকীৰ্ত্তন-স্থানেতে আইলা পুনর্বার ॥৪৮৯॥

প্রভু মাত্র আইলেন সংকীৰ্ত্তন-স্থানে।

পরানন্দ পাইলেন সর্বভক্তগণে ॥৪৯০॥

ভক্তগণ-সঙ্গে মহানন্দে কীৰ্ত্তন ও

নর্তন—

না জানি কে কোন্ দিকে নাচে গায় বা'য়।

না জানি কে কোন্ দিকে মহানন্দে ধায় ॥৪৯১॥

সবে করে জয় জয় মহা-হরিধ্বনি।

‘বল বল হরি-বল’ আর নাহি শুনি ॥৪৯২॥

সর্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ চন্দনে ভূষিত।

সবার স্তম্ভর বন্ধ—মালায় পুঁথিত ॥৪৯৩॥

সবেই প্রভুর পারিষদের প্রধান।

সবে নৃত্য-গীত করে প্রভু-বিদ্যমান ॥৪৯৪॥

মহানন্দে উঠিল ত্রিহরি-সঙ্কীৰ্ত্তন।

যে ধ্বনি পবিত্র করে অনন্ত-ভুবন ॥৪৯৫॥

নিত্যানন্দের বাল্যভাবে নৃত্য—

নিত্যানন্দ মহা-মল্ল প্রেম-সুখময়।

বাল্য-ভানে নৃত্য করিলেন অতিশয় ॥৪৯৬॥

অঐতাচার্য্যের প্রেমবিহ্বলতা ও নৃত্য—

বিহ্বল হইয়া অতি আচার্য্যগোপাঞ্জি।

যত নৃত্য করিলেন—তার অন্ত নাই ॥৪৯৭॥

ঠাকুর হরিদাসের নৃত্য—

নাচিলেন অনেক ঠাকুর হরিদাস।

সবেই নাচেন অতি পাইয়া উল্লাস ॥৪৯৮॥

পার্বদবর্গকে পূর্বে নৃত্য কপাইয়া সর্বশেষে

সপার্বদ প্রভুর একযোগে নৃত্য—

মহাপ্রভু ত্রীগৌরস্বম্ভর সর্বশেষে।

নৃত্য করিলেন অতি অশেষ বিশেষে ॥৪৯৯॥

সর্বপারিষদ প্রভু আগে নাচাইয়া।

শেষে নৃত্য করেন আপনে সব' লৈয়া ॥৫০০॥

প্রভুকে মধ্যে রাখিয়া ভক্তগণের নৃত্য—

মণ্ডলী করিয়া নাচে সর্ব ভক্তগণ।

মধ্যে নাচে মহাপ্রভু ত্রিশীতীনন্দন ॥৫০১॥

এই মত সর্বদিন নাচিয়া গাইয়া।

বসিলেন মহাপ্রভু সব্বারে লইয়া ॥৫০২॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞাগ্রহণপূর্বক আচার্য্যের মহাপ্রসাদ

বিতরণ-কাণ্ডে যোগদান—

তবে শেষে আজ্ঞা মাগি' অঐত-আচার্য্য।

ভোজন করিতে লাগিল সর্বকার্য্য ॥৫০৩॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণ-সঙ্গে পরমানন্দে মাধবেন্দ্র-

মহিমা কীৰ্ত্তনমুখে ভোজন—

বসিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন।

মধ্যে প্রভু—চতুর্দিকে সর্ব-ভক্ত-গণ ॥৫০৪॥

চতুর্দিকে ভক্তগণ যেন তারাচয়।

মধ্যে কোটিচন্দ্র যেন প্রভুর উদয় ॥৫০৫॥

দিব্য অন্ন বহুবিধ পিষ্টক ব্যঞ্জন।

মাধবেন্দ্র-আরাধনা আইর রন্ধন ॥৫০৬॥

মাধবপুরীর কথা কহিয়া কহিয়া।

ভোজন করেন প্রভু সর্বভক্ত লৈয়া ॥৫০৭॥

প্রভুর উক্তি—গুরু-বৈষ্ণবের আরাধনা-তিথিতে

মহাপ্রসাদ-সম্মান-প্রভাবে গোবিন্দে

ভক্তিলাভ—

প্রভু বলে,—“মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি।

ভক্তি হয় গোবিন্দে, ভোজন কৈলে ইথি ॥” ৫০৮॥

এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন ।

বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন ॥৫০৯॥

মহাপ্রভুর সম্মুখে আচার্য্য কর্তৃক চন্দনমালা-স্থাপন—

তবে দিব্য সুগন্ধি চন্দন দিব্য-মালা ।

প্রভুর সম্মুখে আনি' অধৈত থুইলা ॥৫১০॥

প্রভু-কর্তৃক নিজ শ্রীহস্তে ভক্তগণকে

চন্দন-মালা প্রদান—

তবে প্রভু নিত্যানন্দ-স্বরূপের আগে ।

দিলেন চন্দন-মালা মহা-অনুরাগে ॥৫১১॥

তবে প্রভু সর্ব-বৈষ্ণবেরে জনে জনে ।

শ্রীহস্তে চন্দন-মালা দিলেন আপনে ॥৫১২॥

শ্রীহস্তের প্রসাদ পাইয়া ভক্তগণ ।

সবার হইল পরানন্দময় মন ॥৫১৩॥

ভক্তগণের উচ্চ হরিশ্রবণ—

উচ্চ করি' সবেই করেন হরিশ্রবণ ।

কিবা সে আনন্দ হইল কহিতে না জানি ॥৫১৪॥

আচার্য্যের আনন্দ—

অধৈতের যে আনন্দ—অন্ত নাহি তা'র ।

আপনে বৈকুণ্ঠ-নাথ গৃহ-মধ্যে যা'র ॥৫১৫॥

মহাপ্রভুর লীলার অগাধ—

এ সকল রঙ্গ প্রভু করিলেন যত ।

মনুষ্যের শক্তি ইহা বর্ণিবেক কত ॥৫১৬॥

একেদিবসের যত চৈতন্যবিহার ।

কোটি বৎসরেও কেহ নাহি বর্ণিবার ॥৫১৭॥

পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি পায় ।

যতদূর শক্তি ততদূর উড়ি' যায় ॥৫১৮॥

এইমত চৈতন্য-যশের অন্ত নাহি ।

ভিহো যত দেন শক্তি তত মাত্র গাই ॥৫১৯॥

কাষ্ঠের পুত্তলী যেন কুহকে নাচায় ।

এইমত গৌরচন্দ্র মোরে যে বলায় ॥৫২০॥

এসব কথার অনুক্রম নাহি জানি ।

যে-তে-মতে চৈতন্যের যশ সে বাখানি ॥৫২১॥

সর্ব-বৈষ্ণবের পায়ে মোর নমস্কার ।

ইথে অপরাধ কিছু নহক আমার ॥৫২২॥

এ সকল পুণ্য-কথা যে করে শ্রবণ ।

অবশ্য মিলয়ে তা'রে কৃষ্ণ-প্রেমধন ॥৫২৩॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচাঁদ জান ।

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৫২৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীঅচ্যুতানন্দ-চরিত্র-

ত্রিমাধবেন্দ্র-তিথি-পূজাবর্ণনঃ নাম চতুর্থোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য । নভঃ পতন্ত্যাত্মসং পতিজ্ঞপত্তয়া সমং
বিষ্ণুগতিং বিপশ্চিতঃ ॥ (ভাঃ ১।১৮।২৩) ॥৫১৭॥

শ্রীগৌরসুন্দরের লীলা-অনুক্রম বর্ণনে গ্রন্থকারের
অধিকার নাই । আরাধনা-তিথিটা কোন্ মাসে কোন্

তিথি হইল, তাহার অনুক্রম বর্ণিত হয় নাই । তিনি
শ্রীচৈতন্যের কীর্ত্তন ও ব্যাখ্যা নিজ হৃদয়ের উজ্জ্বলবশে
কবিবাঞ্ছন মাত্র ॥৫১৯॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাণ্ডে চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায়

পঞ্চম অধ্যায়ের কথাসার

শান্তিপুত্র হইতে মহাপ্রভুর কুয়ারহাটে শ্রীবাগ-ভবনে
আগমন, শ্রীশিবানন্দ সেন ও শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের সহিত
মিলন, শ্রীবাসের প্রতি বর, পানিহাটিতে শ্রীরাঘবপণ্ডিত-

গৃহে বিজয়, তথায় ভক্তগণের মিলন, বরাহনগর গমন-
পূর্বক জনৈক ভাগবতপাঠক বৈষ্ণব বিপ্রকে 'ভাগবত-
আচার্য্য'-পদবী প্রদান, পুনরায় লীলাচলে বিজয়, প্রতাপ-
কহের মহাপ্রভুর দর্শনার্থ আর্তি, রাজার স্বপ্নবাণে

শ্রীজগন্নাথের সহিত শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্নদর্শন ও পুষ্পাতানে সপার্বদ মহাপ্রভুর শ্রীচরণে রাজার প্রণতি ও কাকুবাধ; সগণ-নিত্যানন্দকে লীলাচল হইতে গোড়দেশে প্রচারার্থ প্রেরণ, নিত্যানন্দের গোড়দেশে প্রেম-প্রচারণ ও পতিতপাবন-লীলা এবং শ্রীনিত্যানন্দ-পার্বদগণের তপা গ্রহণের আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দের শ্বেভূতাক্রূপে পবিত্র-প্রদানমুখে এই অধ্যায় সমাপ্ত হইয়াছে।

শান্তিপুৰ অধিবাস হইতে শ্রীগৌরসুন্দর কুমারহাট শ্রীবাস মন্দিরে আগমন করিলেন, শ্রীবাস-ভবনে প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জ্ঞান শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীল বাসুদেব-দত্ত ঠাকুর প্রভৃতি ভক্তবৃন্দ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীল বাসুদেব ঠাকুরের সহিত মহাপ্রভুর মিলনকালে, শ্রীগৌরহরি বাসুদেবের মহাব্যকীৰ্ত্তন করিলেন। শ্রীবাস ও তদীয় ভ্রাতা 'রামাই' সংকীৰ্ত্তন, ভাগবতপাঠ, বিদ্বৎ-লীলাভিনয় এবং অশেষ প্রকারে মহাপ্রভুর পরম শ্রীতিভাঞ্জন ছিলেন। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসকে বলিলেন যে, তিনি তাঁহার নিপুল পরিবারের ভরণপোষণের জ্ঞান কেনও চেষ্টা করেন না কেন? তাঁহার সংসার-নির্দাহ কিরূপে হইবে? শুভ্রস্তরে শ্রীবাস বলিলেন, তাঁহার অর্থের জ্ঞান কোথায়ও যাইতে ইচ্ছা হয় না, শুভ্রস্তা যাহা পাকে, তাহাই হইবে। মহাপ্রভু তখন বলিলেন,—“শ্রীবাস, তুমি সন্ন্যাস গ্রহণ কর।” শ্রীবাস বলিলেন,—“আমি তাহা পারিব না।” শ্রীমহাপ্রভু বলিলেন,—“তবে তোমার কিরূপে পরিবার-বর্গের পোষণ হইবে?” শ্রীবাস হাতে তিন তালি দিয়া ‘এক’, ‘দুই’, ‘তিন’ বলিলেন। প্রভু ইহার অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন। শ্রীবাস বলিলেন,—“যদি তিন উপবাসেও আহার না মিলে, তবে গলায় ঘট বান্ধিয়া গঙ্গায় প্রবেশ করিব।” শ্রীবাসের বাক্য শ্রবণমাত্র মহাপ্রভু হস্তার করিয়া উঠিলেন এবং বলিলেন, “যদি কখনও লক্ষ্যকিও ভিক্ষা করিতে হয়, তথাপি তোমার ঘরে দারিদ্র্য হইবে না। তুমি কি আমার গীতার বাক্যজ্ঞান না যে, যিনি আমাকে ‘অনন্তাশ্চিন্ত’ হইয়া ভজনা করেন, আমি তাঁহার ‘যোগ’ ও ‘ক্ষেম’ বহন করিয়া থাকি। বিশ্বস্তর স্বয়ং বাহ্য ভরণ-কর্তা, তাহার আবার প্রাসাদাদনের চিন্তা কি? আমি তোমাকে বর দিলাম যে,

তুমি ঘরে বসিয়া থাকিলেও তোমার দ্বারে কৃষ্ণসেবার সকল সম্ভার আসিয়া উপস্থিত হইবে।” রামাইর আৰ্হভ্রাতা বৈষ্ণব-ভেদে শ্রীবাসকে নিত্যকাল সেবা করিবার জ্ঞান মহাপ্রভু রামাইকে আদেশ করিলেন। শ্রীবাস-ভবন হইতে মহাপ্রভু পানিহাটি বাধবপতিভূক্তর গৃহে গমন করেন, তথায় প্রভুকে দর্শনার্থ বহু ভক্তের সমাগম হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে নিজের (শ্রীগৌরসুন্দরের) সহিত অভিন্নদৃষ্টিতে দর্শনার্থ বাধব-পতিভূক্তের প্রতি গোপনে উপদেশ এবং শ্রীমকরধ্বজ-করকে শ্রীরাঘবানন্দের সেবা করিবার আদেশ প্রদান করিলেন। মহাপ্রভু পানিহাটি হইতে বরাহনগরে গমন করিয়া ভাগবতনিপুণ বৈষ্ণব-ভ্রাতৃগণের গৃহে আগমনপুৰ্ব্বক তাঁহার ভাগবত পাঠ শ্রবণে বিশেষ আনন্দিত হইয়া ভ্রাতৃগণকে ‘ভাগবতচর্চা’ পদবী প্রদান করিলেন। এইরূপ গোড়দেশের গঙ্গাতীরস্থ প্রতি গায়ে গায়ে ভক্ত মন্দিরে অবস্থান, কীৰ্ত্তন-নৃত্য ও সকলের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে আগমনপুৰ্ব্বক কানীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করিলেন। মহাপ্রভু নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন শুনিয়া মহারাষ্ট্র প্রতাপরত্ন রাজধানী কটক হইতে পুরীতে আগিলেন এবং প্রভুকে দর্শন করিবার জ্ঞান বিশেষ আদি প্রকাশ ও প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করাইয়া দিবার জ্ঞান সার্কীভৌম ভট্টাচার্য প্রভৃতিতে বিশেষ অমুরোধ করিতে লাগিলেন। রাজার আন্তরিক দর্শনে রাজাকে অন্তরাল হইতে মহাপ্রভুর নৃত্যদর্শনার্থ ভক্তগণগুচ্ছ প্রদান করিলেন। মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদে নৃত্যকালে প্রভুর শ্রীমুখে লীলা ও শ্রীঅঙ্গে পূর্ণা প্রভৃতি দর্শনে রাজা মহাপ্রভুর শুদ্ধসাত্বিক বিকারসমূহ বুঝিতে না পারিয়া সন্দেহচিত্তে শয়ন করিলে স্বপ্নযোগে দেখিলেন যে, শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গ ও লীলাপূর্ণায় ব্যাপ্ত। স্বপ্নে রাজা শ্রীজগন্নাথকে স্পর্শ করিতে উচ্চ হইলে জগন্নাথ রাজাকে অমুরোধ প্রদান করিয়া বলিলেন—“কর্পূর-কস্তুরী-চন্দন-লেপিত তোমার ‘অঙ্গ’ কখনও আমার পূর্ণালালময় শরীর স্পর্শের যোগ্য নহে।” সেষ্ট সময় সেই জগন্নাথের সিংহাসনেই শ্রীচৈতন্যদেবকে সেইরূপ পূর্ণাঙ্গস্বরিত অঙ্গ দেখিয়া রাজা স্পর্শ করিতে উচ্চ হইলে শ্রীগৌরহরি প্রতাপরত্নকে বলিলেন,—“তুমি যখন আমাকে

মনে মনে ঘৃণা করিয়াছ, তখন আমাকে কি জ্ঞান স্পর্শ করিবে?" নিজা হইতে উদ্ধৃত হইলে রাজার মনে যৎপরোনাস্তি অহুতাপ হইল, রাজার শ্রীগৌরসুন্দরে শ্রীজগন্নাথ হইতে অভিন্ন-বৃদ্ধির উদ্ভেক হইল। একদিন সপার্বদ মহাপ্রভু পুষ্পোত্তানে বসিয়াছিলেন, এমন সময় প্রতাপরুদ্র সাষ্টাঙ্গে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ছিন্ন কদলীর ছায পতিত হইলেন, রাজার অঙ্গে সাত্বিক বিকারসমূহ প্রকটিত হইল। রাজা মহাপ্রভুর প্রতি কাকুবাদ করিতে লাগিলেন। প্রভুও প্রতাপরুদ্রের প্রতি কৃপাশীর্ষাদ বর্ণণ ও উপদেশ প্রদান করিয়া বলিলেন যে—প্রভু, বাঘ রামানন্দ, সার্বভৌম ও প্রতাপরুদ্রের জন্তই নীলাচলে আগমন করিয়াছেন। রাজাকে মহাপ্রভু আরও বলিলেন যে, প্রচ্ছন্নবাতারলীল প্রভুকে যেন রাজা প্রভুর প্রকট-লীলা-কালে কোথায়ও প্রচার না করেন। প্রভু নিজ-গলাব মালা রাজাকে প্রদানপূর্বক বিদায় দিলেন। একদিন শ্রীময়প্রভু নীলাচলে নিত্যানন্দকে নিভৃত ডাকিয়া গোড়দেশে শুদ্ধভক্তি-প্রচারের কথা আলাপ করিলেন এবং নিজ-মনোহীড়-পরিপূর্ণার্থ সগণ-শ্রীনিত্যানন্দকে গোড়দেশে প্রেরণ করিলেন। গোড়দেশে-যাত্রাকালে পথেনিত্যাসিদ্ধ ব্রজপরিকর শ্রীলদেব-শ্রীনিত্যানন্দ-পার্বদবর্ণের স্বতঃসিদ্ধ ব্রজভাবের ক্ষতি হইতে লাগিল। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু পানি-হাটিতে রাঘবপণ্ডিতের গৃহে আসিলেন, তথায় কীর্তন-বিশারদ মাধব ঘোষের কীর্তন-শ্রবণে নিত্যানন্দের অদ্বুত ভাবাবেশ হইল। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বিফুখটার উপরে উপবেশন করিলে রাঘবপণ্ডিত প্রভুতি ভক্তগণ শ্রীনিত্যানন্দের অভিষেকোৎসব সম্পন্ন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ অবিলম্বে কদম্বের মালা আনয়নার্থ রাঘবপণ্ডিতকে আদেশ প্রদান করিলে রাঘবপণ্ডিত দেখিলেন যে, তাহার বাড়ীর অভ্যন্তরে নিত্যানন্দেচ্ছায় **সুঘৃণে** জাধীরের বৃক্ষে কদম্বফুল ফুটিয়াছে। পণ্ডিত রাঘব সেই কদম্বের মালা রচনা করিয়া নিত্যানন্দকে পরাইলেন। কিছুক্ষণ পরে দমনক পুষ্পের গন্ধে দশদিক্ আমোদিত হইলে নিত্যানন্দ বলিলেন যে, শ্রীগৌরসুন্দর দমনক-পুষ্পের মালা পরিধান করিয়া কীর্তন-শ্রবণার্থ নীলাচল হইতে আগমন করিয়াছেন। নিত্যানন্দ

পার্বদগণেরও বিজ্ঞ প্রেমবিকার প্রকটিত হইল। শ্রীনিত্যানন্দ পানিহাটিগ্রামে তিন মাস অবস্থানপূর্বক ভক্তির বিবিধ বিলাস প্রকাশ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভু বিবিধ অলঙ্কারে শ্রীঅঙ্গ ভূষিত করিলেন। সপার্বদ শ্রীনিত্যানন্দ গঙ্গার উভয় পার্শ্ববর্তী গ্রামে গ্রামে ভক্তগৃহে পর্যটন করিতে লাগিলেন। শিশুগণের প্রতি কৃপাবর্ণণ করিলেন। একদিন শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীগদাধরদাসের মন্দিরে আগমন করিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে নিত্যাসিদ্ধ ব্রজপরিকর শ্রীগদাধরদাসের নিত্য গোপীভাবমুগ্ধি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীদাসগদাধর প্রভুর দেবালয়ের শ্রীবাগগোপাল মূর্তি বক্ষে ধারণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীমাধবানন্দের দান-খণ্ড-লীলা-গান শ্রবণে প্রেমবিকার প্রকটিত হইল। গদাধরদাসের গ্রামে দুর্দান্ত ও কীর্তন-বিরোধী কাজীর বাস ছিল। একদিন প্রেম্যানন্দ মত্ত দাসগদাধর প্রভু হরিশ্রবণ করিতে করিতে নিশাযোগে নির্ভয়ে কাজীগৃহে আসিয়া বলিলেন,—‘কাজি বেটা কোথায়?’ লীড় ‘কৃষ্ণ’ বলুক, নতুবা তাহার মাথা ভাঙ্গব।’ কাজী গদাধরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাহার দুর্দান্ত বিধর্মীর গৃহে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে দাস গদাধর প্রভু বলিলেন,—‘শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দাবতারে জগতের সকল লোক হরিনাম কীর্তন করিল, কেবল তুমি মাত্র বঞ্চিত রহিলে। আমি তোমার মুখে ‘হরিনাম’ বলাইতে আসিয়াছি।’ কাজি বলিলেন,—‘গদাধর, আপনি আজ বাড়ী যান, আমি আগামী কল্য ‘হরি’ বলিব। কাজীর মুখে ‘হরি’ শব্দ শুনিয়া গদাধর বলিলেন, আর কা’ল কেন? এই ত’ তুমি এখনই ‘হরি’ বলিলে।’ এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিত্যানন্দ-পার্বদগণের বিভিন্ন অদ্বুত কৃষ্ণভাবের পরিচয় কীর্তন করিয়াছেন। সপার্বদ নিত্যানন্দ শচীমাতার দর্শনার্থ নবদ্বীপ-যাত্রা করিলেন এবং খড্গহগ্রামে পুরন্দর পণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে আসিলেন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীচৈতন্যদাস স্মারি-পণ্ডিতের অত্যন্ত প্রেমভক্তির বিকারসমূহ কীর্তন করিয়া শ্রীচৈতন্যদাসক্রম স্বতন্ত্র অষ্টৈতানুগাভিমাত্রী অসক্কেটা নিরাস করিয়াছেন। কিছুকাল খড্গহগ্রামে থাকিয়া সপার্বদ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সপ্তগ্রামে ত্রিবেণীঘাটে আসিয়া স্থান

করিলেন এবং ত্রিবেণীর তীরে ঠাকুর উদ্ধারণের ভবনে বাস করিয়া সপ্তগ্রামে বণিকের ঘরে ঘরে কৌর্ভন-প্রচার-পূর্বক সকলকে কৃষ্ণভঞ্জন দীক্ষিত করিলেন। বিম্বজ্রোহী স্ববনও পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কিছুকাল পরে শ্রীনিত্যানন্দ শাস্তিপুর শ্রীঅষ্টৈত-ভবনে আগমন করিলেন, শ্রীঅষ্টৈতাচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দের স্তব করিলেন এবং উভয়ে কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে মহানন্দে দিবস যাপন করিলেন। শাস্তিপুর হইতে শ্রীনিত্যানন্দ শ্রীনবদ্বীপে আসিয়া সর্বাগ্র্যে শ্রীধাম-মায়াপুরে শচীমাতার নিকট গমন করিলেন এবং সপার্বদে নবদ্বীপে কৌর্ভন-বিহার ও জীবোদ্ধার-লীলা করিতে লাগিলেন। নবদ্বীপে পতিতপাবন শ্রীনিত্যানন্দের পতিতজীবোদ্ধার-লীলা-প্রসঙ্গে গ্রন্থকার নবদ্বীপবাসী দস্যুর আখ্যায়িকার উল্লেখ করিয়াছেন। নবদ্বীপবাসী জনৈক ব্রাহ্মণকুমার দস্যুদলের মহাসেনাপতি ছিল। ঐ দস্যুদলপতি নিত্যানন্দের শ্রীঅষ্টৈত মণিযুক্তায়ুক্ত বহু অলঙ্কার দেখিয়া তাহা হরণ করিতে ইচ্ছা করিল এবং নিত্যানন্দের সঙ্গে সঙ্গে ধনাগহরণ-আশায় ভ্রমণ করিতে লাগিল; শ্রীনিত্যানন্দ হিংস্রা পণ্ডিতের গৃহে একাকী বাস করিতেছেন অল্পসন্ধান পাইয়া উক্ত দস্যু-সেনাপতি অত্যাচার দস্যুগণের সহিত নিশাভাগে হিরণ্যপণ্ডিতের গৃহের নিকট অস্ত্র-শস্ত্র লইয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅষ্টৈত কোন অলঙ্কারটা কে গ্রহণ করিবে তদ্বিবয়ে পূর্বেই সম্বন্ধবিকল্প করিতে লাগিল। কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দের ইচ্ছায় অচিরে দস্যুগণ নিদ্রায় অচেতন হইয়া পড়িল, রাত্রি প্রভাত হইলে কাকববে আগরিত হইয়া আশ্চে-ব্যস্তে কোনও রূপে অস্ত্রশস্ত্র কোথায়ও লুকাইয়া রাখিয়া নিজনিজ স্থানে চলিয়া গেল ও পরস্পর দোষারোপ করিতে লাগিল। দ্বিতীয় দিন দস্যুগণ মত্তমাংসদ্বারা

মহা-আড়ম্বরে চণ্ডীপূজা করিয়া নানাবিধ অস্ত্র-শস্ত্র সহিত কবচ পরিধানপূর্বক মহানিশায় নিত্যানন্দ প্রভুর বাসস্থানের চতুর্দিক ঘেরিয়া ফেলিল। কিন্তু তাহার নিত্যানন্দ-বাস-স্থানের চতুর্দিকে অক্ষয় হরিনাম-গ্রন্থকারী অসংখ্য অস্ত্রধারী প্রচণ্ডমুগ্ধি পদাতিকের অবস্থান দেখিয়া মহা আশ্চর্য্যায়িত হইল ও পরস্পর নানাপ্রকার বিতর্ক করিতে করিতে সেই দিবস তাহাদের কার্য্য সাফল্যের আশা নাই মনে করিয়া স্থান পরিভাগ করিল। উক্ত দস্যুগণ তৃতীয় দিবস মহাঘোর নিশাভাগে শ্রীনিত্যানন্দের বাসস্থানে প্রবিষ্ট হইয়া মাত্র সকলেই অন্ধতাপ্রাপ্ত হইয়া পরস্পর ভড়াঝড়ি করিতে করিতে গর্ভে ও বন্টকপূর্ণস্থানে পতিত হইল। এমন সময় ইন্দ্রদেব মহা বাজবৃষ্টি আরম্ভ করিলে দস্যুগণের আর জুড়োপের সীমা রহিল না। এই ঘটনার পর হঠাৎ দস্যুসেনাপতি ব্রাহ্মণের মনে নিকের উপস্থিত হইল এবং সে নিত্যানন্দ-চরণে শরণগ্রহণপূর্বক নিত্যানন্দ-স্তব করিতে করিতে নিজ উদ্ধার প্রার্থনা করিল। দস্যুসেনাপতিকে সন্তুষ্টতার অপবাবহার দ্বারা পুনরায় অসংকাথে গিগ্ধ হইতে নিষেধ করিয়া শ্রীনিত্যানন্দ দস্যুসেনাপতিকে রূপা করিলেন এবং তাহার দ্বারা আবার অত্যাচার দস্যুগণের উদ্ধার হইল। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার নিত্যানন্দরূপার মহত্ত্ব, সপার্বদে নিত্যানন্দের নবদ্বীপের প্রতি গ্রামে গ্রামে কৌর্ভন সহিত ভ্রমণ, কখনও শ্রীধাম-মায়াপুর হইতে গঙ্গার পবপারে কুলিয়ায় গমন, নিত্যানন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্বদগণের চরিত্র, কতিপয় নিত্যানন্দ-পার্বদের নামোন্মেষপূর্বক তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় এবং নিজেকে শ্রীচৈতন্য রূপা প্রাপ্ত নারায়ণী দেবীর নন্দন ও শ্রীনিত্যানন্দের শেষ ভৃত্য-রূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। (গৌঃ ৩ঃ)

গৌর-জয়মুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীগৌরসুন্দর সর্ব-গুরু।

জয় জয় ভক্তজনবাঞ্ছা-কল্পতরু ॥১॥

জয় জয় শ্রীসিমাগি শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ।

জীব প্রতি কর' প্রভু শুভদৃষ্টি-পাত ॥২॥

সপার্বদ গৌরহরির জয় ও পাঠবার্ণবর্ণণ—

ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিতে গৌরাজ জয় জয়।

জয় জয় শ্রীকরুণা-সিদ্ধু দয়াময় ॥৩॥

শেষখণ্ড কথা ভাই, শুন এক মনে।

শ্রীগৌরসুন্দর বিহারিলেন যেমনে ॥৪॥

শাস্তিপুত্রে অধৈত-গৃহ হইতে কুমারহট্ট শ্রীবাস-

ভবনে মহাপ্রভুর আগমন—

কত দিন থাকি' প্রভু অধৈতের ঘরে ।

আইলা কুমারহট্ট—শ্রীবাস-মন্দিরে ৷৫৥

রক্ষণানামন্দে উপবিষ্ট শ্রীবাসের সম্মুখে ধ্যানের

কল অকস্মাৎ প্রকটিত—

কৃষ্ণ-ধ্যানানন্দে বসি' আছেন শ্রীবাস ।

আচম্বিতে ধ্যানফল সম্মুখে প্রকাশ ৷৬৥

নিজ প্রাণ-নাথ দেখি' শ্রীবাস পণ্ডিত ।

দণ্ডবৎ হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ৷৭৥

মহাপ্রভুর পদযুগল বক্ষে ধারণপূর্বক

শ্রীবাসের প্রেমকন্দন—

শ্রীচরণ বক্ষে করি' পণ্ডিত ঠাকুর ।

উচ্চৈঃস্বরে দীর্ঘশ্বাসে কান্দেন প্রচুর ৷৮৥

গৌরহরির শ্রীবাসের প্রতি দেহ—

গৌরঙ্গসুন্দর শ্রীবাসের করি' কোলে ।

সিকিলেন অঙ্গ ভান প্রেমানন্দ-জলে ৷৯৥

স্মৃতি শ্রীবাস-গোষ্ঠী—

স্মৃতি শ্রীবাস-গোষ্ঠী চৈতন্য-প্রসাদে ।

সবে প্রভু দেখি' উর্দ্ধ বাহু করি' কান্দে ৷১০৥

শ্রীবাসের আনন্দ ও প্রহ-সখদ্বন্দ্বনা—

বৈকুণ্ঠ-নায়ক গৃহে পাইয়া শ্রীবাস ।

হেন নাহি জানেন কি জন্মিল উল্লাস ৷১১৥

আপনে মাথায় করি' উত্তম আসন ।

দিলেন, বসিলা তথি কমলোচন ৷১২৥

চতুর্দিকে বসিলেন পারিষদগণ ।

সবেই গায়েন কৃষ্ণনাগ অনুক্ষণ ৷১৩৥

পতিভ্রতাগণের জয়ধ্বনি—

জয় জয় করে গৃহে পতিভ্রতাগণ ।

হইল আনন্দময় শ্রীবাস-ভবন ৷১৪৥

আচার্য্য পুরন্দরের আগমন—

প্রভু আইলেন মাত্র পণ্ডিতের ঘর ।

বার্তা পাই' আইলা আচার্য্য-পুরন্দর ৷১৫৥

তাহানে দেখিয়া প্রভু 'পিতা' করি' বলে ।

প্রেমাবেশে মত্ত তানে করিলেন কোলে ৷১৬৥

পরম স্মৃতি সে আচার্য্য-পুরন্দর ।

প্রভু দেখি' কান্দে অতি হই' অসম্বর ৷১৭৥

শ্রীশিবানন্দের সহিত শ্রী বাসুদেব দত্ত

ঠাকুরের আগমন—

বাসুদেব দত্ত আইলেন সেইক্ষণে ।

শিবানন্দসেন-আদি আপ্ত বর্গ-সনে ৷১৮৥

শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের মহিমা—

প্রভুর পরম প্রিয়—বাসুদেব দত্ত ।

তঁাহার কৃপায় সে জানেন সর্ব তত্ত্ব ৷১৯৥

জগতের হিতকারী—বাসুদেব দত্ত ।

সর্ব-ভূতে কৃপালু—চৈতন্যরসে মত্ত ৷২০৥

গুণগ্রাহী অদোষদরশী সব' প্রতি ।

ঈশ্বরে-বৈষ্ণবে যথাযোগ্য রতি-মতি ৷২১৥

বাসুদেব দত্ত দেখি' শ্রীগৌরসুন্দর ।

কোলে করি' কান্দিতে লাগিলা বহুতর ৷২২৥



গৌড়ীয়-ভাষ্য

সর্বজনক—চিদ্রিৎ জগদ্ব্যয়ের যাবতীয় বস্তুর একমাত্র
স্রষ্টা। তিনি স্বয়ংরূপ ও রূপস্বরূপ। মায়িক ব্রহ্মাণ্ডের
পতিগণের সহিত ত্রিগুণের সংযোগ বর্তমান, কিন্তু তিনি
বৈকুণ্ঠপতি ৷১৥

কুমারহট্ট—বর্তমান নাম হালিসহর। ই, বি, আর
লাইনে 'কৈচরাপাড়া' টেশনের নিকটবর্তী। এখানে
সপরিবারে শ্রীবাস পণ্ডিত, শ্রীশিবানন্দ সেন, শ্রীবাসুদেব
ঠাকুর প্রভৃতি গৌরভক্তগণ বাস করিতেন ৷৫৥

বাসুদেব দত্ত ধরি' প্রভুর চরণ।
উচ্চৈঃস্বরে লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥২৩॥
বাসুদেব কান্ধিতে কে আছে হেন জন।
শুষ্ক কাষ্ঠ-পাষাণাদি করয়ে ক্রন্দন ॥২৪॥
বাসুদেব দত্তের যতেক গুণ-সীমা।
বাসুদেব দত্ত বহি নাহিক উপমা ॥২৫॥

শ্রীবাসুদেব ঠাকুর-সম্বন্ধে মহাপ্রভু—
হেন সে প্রভুর শ্রীতি দত্তের বিষয়।
প্রভু বলে,—“আমি বাসুদেবের নিশ্চয় ॥” ২৬॥
আপনে শ্রীগৌরচন্দ্র বলে বার বার।
“এ শরীর বাসুদেব দত্তের আগার ॥২৭॥
দত্ত আমি যথা বেচে, তথায় বিকাই।
সত্য সত্য ইহাতে অশ্রুতা কিছু নাই ॥২৮॥
বাসুদেব দত্তের বাতাস যা'র গা'য়।
লাগিয়াছে, তাঁ'রে কৃষ্ণ রক্ষিবে সদায় ॥২৯॥
সত্য আমি কহি—শুন বৈষ্ণব-মণ্ডল!
এ দেহ আমার—বাসুদেবের কেবল ॥” ৩০॥
বাসুদেব দত্তেরে প্রভু কৃপা শুনি'।
আনন্দে বৈষ্ণবগণ করে হরি-ধ্বনি ॥৩১॥
ভক্ত বাড়াইতে গৌরসুন্দর সে জানে।
যেন করে ভক্ত, তেন করেন আপনে ॥৩২॥
এই মত রঙ্গে প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
কত দিন রহিলেন শ্রীবাসের ঘর ॥৩৩॥
শ্রীবাস, রামাই—দুই ভাই গুণ গায়।
বিহ্বল হইয়া নাচে বৈকুণ্ঠের রায় ॥৩৪॥

চৈতন্যের অতি প্রিয়—শ্রীবাস, রামাই।
দুই চৈতন্যের দেহ, দ্বিধা কিছু নাই ॥৩৫॥
সংকীৰ্ত্তন-ভাগবতপাঠ-ব্যবহারে।
বিদূষক-লীলায় অশেষ প্রকারে ॥৩৬॥
জন্মায়েন প্রভুর সম্ভাষ শ্রীনিবাস।
যাঁর গৃহে প্রভুর সৰ্ব্বাণ্ড পরকাশ ॥৩৭॥

নিভূতে প্রভু ও শ্রীবাসের ব্যবহার-কথোপকথন-
হলে শরণাগতলক্ষণ বৈষ্ণবগৃহস্থের
স্বনির্বাহ-শিক্ষা—

একদিন প্রভু শ্রীনিবাসের সহিত।
ব্যবহার-কথা কিছু কহেন নিভূত ॥৩৮॥
প্রভু বলে,—“তুমি দেখি কোথাও না যাও।
কেমতে বা কুলাইবা, কেমতে কুলাও ॥” ৩৯॥
শ্রীবাস বলেন,—“প্রভু কোথাও যাইতে।
না লয় আমার চিন্ত কহিমু তোমাতে ॥” ৪০॥
প্রভু বলে,—“পরিবার অনেক তোমার।
নির্বাহ কেমতে তবে হইবে সবার?” ৪১॥
শ্রীবাস বলেন,—“যা'র অদৃষ্টে যা' থাকে।
সে-ই হইবেক, মিলিবেক যে-তে-পাকে ॥” ৪২॥
প্রভু বলে,—“তবে তুমি করহ সম্মাস।”
“তাহা না পারিব মুঞি”—বলেন শ্রীবাস ॥৪৩॥
প্রভু বলে,—“সম্মাস গ্রহণ না করিবা।
ভিক্ষা করিতেও কারো দ্বারে না যাইবা ॥৪৪॥
কেমতে করিবা পরিবারের পোষণ।
কিছুই না বুনি মুঞি তোমার বচন ॥৪৫॥

অসম্বদ—অধৈর্ষ্য, অসামান্য ॥১৭॥

তথ্য। শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর—চৈঃ চঃ আঃ ১০, ৪১-
৪২, ১২৫৭; মঃ ১০, ৮১, মঃ ১১ ৮৭, মঃ ১১১৩৭-১৩৮,
মঃ ১১১৪১-২, মঃ ১৩, ৪০, ১৪, ৯৮, ১৫৯৩, মঃ ১৫১৫৮-
১৭৮, মঃ ১৬১০৬; অঃ ৩৭৩, অঃ ৪ ১০৮; ৬, ১৬১,
৭, ৪৭, অঃ ১০১৮, ১২১, ১৪০, অঃ ১২১৮ দ্রষ্টব্য ॥১৮॥

শ্রীবাসুদেব দত্ত ঠাকুর—জগতের প্রত্যেকেরই হিতকারী,
সর্বভূতে কৃপালু, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-কথিত পঞ্চবস মথো
সর্গশ্রেষ্ঠরসে প্রমত্ত। মহাভাগবত বলিয়া সকলের

অদোষদর্শী ও সকলের মঙ্গল বিধানে অতি ব্যগ্র এবং
শ্রীহরিকৃষ্ণবৈষ্ণবে তাঁহার অত্যন্ত শ্রীতি—ইংরেজী ভাষায়
যাহাকে “Greater Altruist” বলা যায় ॥২০॥

অচেতন পদার্থব্যব অতি কঠিনহৃদয় ব্যক্তিও বাসুদেবের
আদ্র্ভতা লক্ষ্য করিয়া ধৈর্য ধারণ করিতে অসমর্থ
হইত ॥২৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর আপনাকে শ্রীবাসুদেব ঠাকুরের নিকট
বিক্রীত বলিয়া জ্ঞান করিতেন অর্থাৎ আপনাকে
বাসুদেবের সম্পত্তি বলিয়া বিবেচনা করিতেন ॥২৭॥

একালেতে কোথাও না গেলে না আইলে ।
 বট মাত্র কাহারেও আসিয়া না মিলে ॥৪৬॥
 না মিলিল যদি আসি' তোমার দুয়ারে ।
 তবে তুমি কি করিবা ? বলহ আমারে ॥” ৪৭॥
 শ্রীবাস বলেন হাতে তিন তালি দিয়া ।
 “এক, দুই, তিন এই কহিলুঁ ভাঙ্গিয়া ॥” ৪৮॥
 প্রভু বলে,—“এক, দুই, তিন যে করিল।
 কি অর্থ ইহার বল কেন তালি দিল। ?” ৪৯॥
 শ্রীবাস বলেন,—“এই দটান আমার ।
 তিন উপবাসে যদি না মিলে আহার ॥৫০॥
 তবে সত্য কর্হো—ঘট বাঙ্কিয়া গলায় ।
 প্রবেশ করিমু মুণ্ডিও সর্বথা গঙ্গায় ॥” ৫১॥
 এই মাত্র শ্রীবাসের শুনিয়া বচন ।
 ছল্লস করিয়া উঠে শচীর নন্দন ॥৫২॥
 প্রভু বলে,—“কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস !
 তোর কি অশ্লের হইবে উপাস ॥ ৫৩॥

কদাচিৎ লক্ষ্মীর ভিক্ষা সম্ভব হইলেও একান্ত শরণাগত

শ্রীবাসের অর্থাভাব সম্ভব নহে—

যদি কদাচিৎ লক্ষ্মীও ভিক্ষা করে ।
 তথাপিহ দারিদ্র্য নহিব তোর ঘরে ॥৫৪॥
 আপনে যে গীতাশাস্ত্রে বলিয়াছোঁ মুণ্ডি ।
 তাহো কি শ্রীবাস, এবে পাসরিলে তুণ্ডি ॥৫৫॥

শ্রীগীতায় শ্রীগৌরহরির বাণী—

তথা হি—(গীতা ৯।২২)

অন্যাস্তিস্তস্যস্তো মাং যে জনাঃ পথ্যুপাসতে ।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহুমাহমু ॥৫৬॥

যে-যে-জন চিন্তে' মোরে অনন্ত ছইয়া ।

তা'রে ভিক্ষা দেও মুণ্ডি মাথায় বহিয়া ॥৫৭॥

শ্রীবাস সঙ্কীর্ণন করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত ৯ষ্ঠ ও
 বাবহারিক সম্বান প্রদর্শনপূর্বক পরম বিশুদ্ধময় রহস্যপূর্ণ
 প্রেমধারা নানাভাবে শ্রীগৌরসুন্দরের সন্তোষ বিধান
 করিয়াছিলেন ॥৩৬॥

বটমাত্র—কিঞ্চিৎ এক বড়ার অংশ বিশেষ ॥৪৬॥

দটান—দুটো ॥৫০॥

অনন্তশক্তি সর্বসমৃদ্ধিমূল্যশ্রয় লক্ষ্যদেবীও যদি কোন

শরণাগতসেবকে অর্পের জন্ত অস্ত্রের মূখ্যপেকী

হইতে হয় না—

যেই মোরে চিন্তে', নাহি যায় কারো দ্বারে ।
 আপনে আসিয়া সর্বসিদ্ধি মিলে তা'রে ॥৫৮॥
 দর্শন-অর্থ-কাম-মোক্ষ—আপনে আইসে ।
 তথাপিহ না চায় না লয় মোর দাসে ॥৫৯॥
 মোর স্তবদর্শন-চক্রে রাখি মোর দাস ।
 মহাপ্রলয়েও যা'র নাহিক বিনাশ ॥৬০॥

শ্রীচৈতন্যের দাসের শ্রবণকারি-ব্যক্তিকেও শ্রীচৈতন্য

পোষণ ও পালন করেন—

যে মোহার দাসেরেও করয়ে শ্রবণ ।
 তাহারেও করোঁ মুণ্ডি পোষণ-পালন ॥৬১॥
 শ্রীচৈতন্য-সেবকের দাস শ্রীচৈতন্যপ্রভুর অধিক প্রিয়—
 সেবকের দাস সে মোহার প্রিয় বড় ।
 অনায়াসে সে-ই সে মোহারে পায় দঢ় ॥৬২॥

বিশুদ্ধর প্রয়ং যাহার ভরণকর্তা, সেই শরণাগত সেবকের

ভক্ষ্য আচ্ছাদনের চিন্তা কি ?—

কোন চিন্তা মোর সেবকের ভক্ষ্য করি' ।
 মুণ্ডি যা'র পোষ্টা আছে'। সবার উপরি ॥৬৩॥

বরে বসিয়া থাকিলেও শরণাগত-দ্বারে সকল

সন্তোষের স্বতঃই আগমন—

স্বখে শ্রীনিবাস, তুমি বসি' থাক ঘরে ।
 আপনি আসিবে সব তোমার দুয়ারে ॥৬৪॥

শ্রীঅষ্টম ও শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর বর—

অষ্টমতেরে তোমারে আমার এই বর ।
 ‘জরাগ্রস্ত নহিবে দৌহার কলবর’ ॥” ৬৫॥

দিন অভাব ঘটে, তথাপি একান্ত ভক্তশ্রেষ্ঠ শ্রীবাসপণ্ডিতের
 কোন দিন দারিদ্র্য-দোষ ঘটবে না ॥৫৪॥

তথ্য । ভাঃ (৩২৯।৩)—সালোক্যসাধি'সামীপ্য-
 সারপ্যাক্ষমপ্যুত । দীপমানং ন গৃহস্থি বিনা মৎসেবনং
 জনাঃ ॥—জ্ঞোক আলোচ্য ॥৫৯॥

আমাকে যিনি শ্রবণ করেন, আমি তাঁহার যত্ন

রামপণ্ডিতে ডাকি' শ্রীগৌরমুন্দর ।
প্রভু বলে,—“শুন রাম, আমার উত্তর ॥৬৬॥
জ্যেষ্ঠভাই শ্রীবাসেরে তুমি সর্বধায় ।
সেবিলে ঈশ্বর-বুদ্ধে আমার আজায় ॥৬৭॥
প্রাণসম তুমি মোর, শ্রীরাম পণ্ডিত ।
শ্রীবাসের সেবা না ছাড়িবা কদাচিত ॥” ৬৮॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য শ্রীবাস শ্রীরাম ।
অন্ত নাহি আনন্দে, হইল। পূর্বকাম ॥৬৯॥
অজ্ঞাপিহ শ্রীবাসের চৈতন্য-রূপায় ।
ঘরে সব উপসন্ন হইতেছে লীলায় ॥৭০॥

শ্রীবাসের উদারচরিত্র অনির্কচনীয়—
কি কহিব শ্রীবাসের উদার চরিত্র !
ত্রিভুবন হয় ষাঁ'র স্মরণে পবিত্র ॥৭১॥
সত্য সেবিলেন চৈতন্যেরে শ্রীনিবাস ।
ষাঁ'র ঘরে চৈতন্যের সকল বিলাস ॥৭২॥

কয়েকদিন প্রভুর শ্রীবাস-ভবনে অবস্থান—
হেন রঙ্গে শ্রীবাস-মন্দিরে গৌর-রায় ।
রহিলেন কত দিন শ্রীবাস-ইচ্ছায় ॥৭৩॥
ঠাকুর পণ্ডিত সর্ব গোষ্ঠীর সহিতে ।
আনন্দে ভাসেন প্রভু দেখিতে দেখিতে ॥৭৪॥
শ্রীবাস-গৃহ হইতে প্রভুর পানিহাটি রাঘবপণ্ডিতেব
গৃহে পদার্পণ ও প্রভু-ভৃত্যের মিলন-প্রসঙ্গ—
কতদিন থাকি' প্রভু শ্রীবাসের ঘরে ।
তবে গেলা পানিহাটি—রাঘব-মন্দিরে ॥৭৫॥
কৃষ্ণ-কার্য্যে আছেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত ।
সম্মুখে শ্রীগৌরচন্দ্র হইলা বিদিত ॥৭৬॥

বিধান করি ; আমার দাসকেও যিনি স্মরণ করেন,
ঐহাকেও আমি পোষণ ও পালন করি । আমার ভক্তের
ভক্তই আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥৭৭॥

শ্রীবাস ও শ্রীঅধৈত প্রভুর অগ্রারত শরীর মধ্যে
শারীরিক জরা কোনদিনই প্রবেশ করিবে না—শ্রীমহাপ্রভু
ঐহাদিগকে এইরূপ বর দিলেন ॥৭৮॥

অনেক কর্ম্ম মনে করেন যে, ঐহাদের কলাধেবগুণক

প্রাণনাথ দেখিয়া শ্রীরাঘবপণ্ডিত ।
দণ্ডবত হইয়া পড়িলা পৃথিবীত ॥৭৭॥
দূঢ় করি' ধরি' রমা-বল্লভ-চরণ ।
আনন্দে রাঘবানন্দ করেন ক্রন্দন ॥৭৮॥
প্রভুও রাঘবপণ্ডিতে করি' কোলে ।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥৭৯॥
হেন সে আনন্দ হৈল রাঘব-শরীরে ।
কোন্ নিদি করিবেন, কিছুই না ক্ষুরে ॥৮০॥
রাঘবের ভক্তি দেখি' শ্রীদৈকুঠনাথ ।
রাঘবেরে করিলেন শুভদৃষ্টিপাত ॥৮১॥
প্রভু বলে,—“রাঘবের আলয়ে আসিয়া ।
পাসরিখুঁ সব চুঃখ রাঘব দেখিয়া ॥৮২॥

গদ্যায় অবগাহনের দ্বায় রাঘব-আলয়ে প্রভুর স্থোত্র—

গজায় মজ্জন কৈলে যে সন্তোষ হয় ।
সেই সুখ পাইলাও রাঘব-আলয় ॥” ৮৩॥

প্রভুর বয়ঃ রাঘবপণ্ডিতকে বন্ধনার্থ আদেশ—
হাসি' বলে প্রভু,—“শুন রাঘব পণ্ডিত !
কৃষ্ণের বন্ধন গিয়া করহ ত্রিভুত ॥” ৮৪॥

প্রভুর আজায় রাঘবের সহস্তুে বিচিত্র বন্ধন—
আজ্ঞা পাই' শ্রীরাঘব পরমসন্তোষে ।
চলিলেন বন্ধন করিতে প্রেম-রসে ॥৮৫॥
চিন্তুরন্তি যতেক মানস আপনার ।
সেই মত পাক বিপ্র করিলা অপার ॥৮৬॥
আইলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন ।
নিত্যানন্দ-সঙ্গে আর যত আশু-গণ ॥৮৭॥

কাণ্ডে ব্যাপ্ত থাকার দ্বায় শুদ্ধ ভগবন্তগুণও ফলভোগ-
কামী । কিন্তু ভগবন্তের কৃষ্ণকাণ্ডে ব্যাপ্তি অত কোন
দ্রব্য নাই । কৃষ্ণকাণ্ডকেই ‘ভক্তি’ বলে । কর্ত্তা কর্ত্তব্যভি-
মানে যে কাণ্ড করেন, তিনিই উহার ফল ভোগ করেন ।
পরন্তু বৈষ্ণব কৃষ্ণ-সেবনোদ্দেশে যে কাণ্ড করেন, সেই কৃষ্ণ-
কাণ্ডই ‘ভক্তি’ । কর্ম্ম ও ভক্তি—পরস্পর বিভিন্ন ও
পরস্পর বত্ব দ্বারা ‘অবস্থিত’ ॥৮৮॥

ভোজন করেন গৌরচন্দ্র লক্ষ্মীকান্ত ।

সকল ব্যঞ্জন প্রভু প্রশংসে' একান্ত ॥৮৮॥

প্রভু-কণ্ঠক রাঘবপণ্ডিতের বন্ধনের প্রশংসা—

প্রভু বলে,—“রাঘবের কি সুন্দর পাক ।

এমত কোথাও আমি নাহি খাই শাক ॥৮৯॥

শাকেরে প্রভুর শ্রীত রাঘব জানিয়া ।

রাঙ্গিয়া আছেন শাক বিবিধ আনিয়া ॥৯০॥

এই মত রঙ্গে প্রভু করিয়া ভোজন ।

বসিলেন গিয়া প্রভু করি' আচমন ॥৯১॥

দাসগদাধরের আগমন—

রাঘব-গন্ধিরে শুনি' শ্রীগৌরসুন্দর ।

গদাধরদাস ধাই' আইলা সত্বর ॥৯২॥

দাসগদাধরের প্রতি প্রভুর রূপা—

প্রভুর পরম প্রিয়—গদাধর দাস ।

ভক্তিসুখে পূর্ণ য়া'র বিগ্রহপ্রকাশ ॥৯৩॥

প্রভুও দেখিয়া গদাধর স্নকৃতিরে ।

শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন তান শিরে ॥৯৪॥

পরমেশ্বরীদাস—

পূরন্দরপণ্ডিত পরমেশ্বরীদাস ।

যাঁহার বিগ্রহে গৌরচন্দ্রের প্রকাশ ॥৯৫॥

সত্বরে ধাইয়া আইলেন সেইক্ষণে ।

প্রভু দেখি' প্রেমযোগে কান্দে দুই জনে ॥৯৬॥

রঘুনাথবৈজ্ঞ—

রঘুনাথ বৈজ্ঞ আইলেন ততক্ষণে ।

পরম বৈষ্ণব, অন্ত নাহি য়া'র গুণে ॥৯৭॥

বৈষ্ণবগণের প্রভুর সম্মুখানে আগমন—

এই মত যথা যত বৈষ্ণব আছিল ।

সবেই প্রভুর স্থানে আ'নিয়া মিলিলা ॥৯৮॥

পানিহাটী-গ্রামে হৈল পূর্ণ-আনন্দ ।

আপনে সাক্ষাৎ যথা প্রভু গৌরচন্দ্র ॥৯৯॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুকে শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত অভিন্ন-দৃষ্টিতে

দর্শনার্থ মহাপ্রভুর রাঘবপণ্ডিতের প্রতি

গোপনে গুহ উপদেশ—

রাঘব পণ্ডিত প্রতি শ্রীগৌরসুন্দর ।

নিভৃতে করিল কিছু রহস্য-উত্তর ॥১০০॥

“রাঘব, তোমারে আমি নিজ গোপ্য কই ।

আমার দ্বিতীয় নাহি নিত্যানন্দ বই ॥১০১॥

এই নিত্যানন্দ যেই করায় আমারে ।

সে-ই করি আমি এই বলিল তোমারে ॥১০২॥

আমার সকল কর্ম—নিত্যানন্দ-দ্বারে ।

অকপটে এই আমি কহিল তোমারে ॥১০৩॥

যেই আমি, সে-ই নিত্যানন্দ—ভেদ নাই ।

তোমার ঘরেই সব জানিবা এখাই ॥১০৪॥

নিত্যানন্দ-সেবার্থ আদেশ—

মহাযোগেশ্বরে যাহা পাইতে তুল্লভ ।

নিত্যানন্দ হৈতে তাহা পাইবা সুলভ ॥১০৫॥

এতেকে হইয়া তুমি মহা সাবধান ।

নিত্যানন্দ সেবিহ—যেহেন ভগবান ॥” ১০৬॥

মকবন্দজের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ—

মকবন্দজের প্রতি শ্রীগৌরানন্দ ।

বলিলেন,—“সেবিহ তুমি শ্রীরাঘবানন্দ ॥১০৭॥

রাঘবপণ্ডিত প্রতি যে শ্রীতি তোমার ।

সে কেবল সুশিষ্য জানিহ আমার ॥” ১০৮॥

হেনমতে পানিহাটী-গ্রাম ধন্য করি' ।

আছিলেন কতদিন শ্রীগৌরানন্দহরি ॥১০৯॥

প্রভুর বরাহনগবে জৈনৈক আক্ষণ-গৃহে আগমন—

তবে প্রভু আইলেন বরাহ-নগরে ।

মহাভাগ্যবন্ত এক ব্রাহ্মণের ঘরে ॥১১০॥

ভাগবতে সুশিক্ষিত বিপ্রের প্রভু-দর্শনে ভাগবত-পাঠ—

সেই বিপ্র বড় সুশিক্ষিত ভাগবতে ।

প্রভু দেখি' ভাগবত লাগিলা পড়িতে ॥১১১॥

গদাধর অবগাহন স্নান করিলে যে স্নিগ্ধতা ও তৃপ্তিলাভ ঘটে, শ্রীগৌরসুন্দর রাঘবালয়ে গিয়া তদ্রূপ সম্ভাষণ লাভ করিলেন ॥৮৭॥

তড়া-জাঁটপুর গ্রামে পরমেশ্বরীদাসের সেবিত শ্রীগৌর-বিগ্রহে শ্রীমদ্রহস্যপ্রভু প্রকাশিত হইয়াছেন । তিনি শ্রীগৌর-সুন্দরের শ্রীমুণ্ডি-পূজা আরম্ভ করিয়াছিলেন ॥৯৫॥

শুনিয়া তাহান ভক্তিয়োগের পঠন ।
 আবিষ্ট হইলা গৌরচন্দ্র নারায়ণ ॥১১২॥
 শ্রীগৌরহরির ভাবাবেশে নৃত্য, পুনঃ পুনঃ ভূতলে পতন—
 ‘বল বল’ বলে প্রভু শ্রীগৌরানন্দরায় ।
 ছাড়ার গর্জন প্রভু করয়ে সদায় ॥১১৩॥
 সেই বিপ্র পড়ে পরানন্দে মগ্ন হৈয়া ।
 প্রভুও করেন নৃত্য বাহু পাসরিয়া ॥১১৪॥
 ভক্তির মহিমা-শ্লোক শুনিতে শুনিতে ।
 পুনঃ পুনঃ আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥১১৫॥
 হেন সে করেন প্রভু প্রেমের প্রকাশ ।
 আছাড় দেখিতে সর্বলোকে পায় ত্রাস ॥১১৬॥
 রাত্রি তিন প্রহর পথান্ত ভাগবত-শ্রবণে নৃত্য—
 এই মত রাত্রি তিনপ্রহর অবধি ।
 ভাগবত শুনিয়া নাচিলা গুণ-নিধি ॥১১৭॥
 বাহু পাইয়া বিপ্রকে আলিঙ্গন ও প্রশংসা—
 বাহু পাই’ বসিলেন শ্রীশচীনন্দন ।
 সমস্তোষে দ্বিজেরে করিলেন আলিঙ্গন ॥১১৮॥
 প্রভু বলে,—“ভাগবত এমত পড়িতে ।
 কছু নাহি শুনি আর কাহারো মুখেতে ॥১১৯॥
 প্রভুর বিপ্রকে ‘ভাগবতচার্য্য’ পদবী-প্রদান—
 এতেকে তোমার নাম ‘ভাগবতচার্য্য’ ।
 ইহা দিনা আর কোন না করিহ কার্য্য ॥” ১২০॥
 বিপ্র প্রতি প্রভুর পদবী যোগ্য শুনি’ ।
 সবে করিলেন মহা-হরি-হরি-ধ্বনি ॥১২১॥
 এই মত প্রতি-গ্রামে গ্রামে গজাভীরে ।
 রহিয়া রহিয়া প্রভু ভক্তের মন্দিরে ॥১২২॥
 পুনর্বার নীলাচলে আগমন—
 সবার করিয়া মনোরথ পূর্ণ কাম ।
 পুনঃ আইলেন প্রভু নীলাচল-দ্বাগ ॥১২৩॥
 গোড়দেশে পুনর্বার প্রভুর বিহার ।
 ইহা যে শুনয়ে তা’র চুখ নহে আর ॥১২৪॥

সর্ব নীলাচল-দেশ উপজিল ধ্বনি’ ।
 ‘পুনঃ আইলেন প্রভু ন্যাসি চূড়ামণি ॥’ ১২৫॥
 মহানন্দে সর্বলোকে ‘জয় জয়’ বলে ।
 “আইলা সচল-জগন্নাথ নীলাচলে ॥” ১২৬॥
 প্রভুর আগমনবার্তা-শ্রবণে সাধুভোমাদির
 প্রভুর সহিত সাক্ষাৎ—
 শুনি’ সব উৎকলের পারিষদগণ ।
 সার্বভৌম-আদি আইলেন সেই ক্ষণ ॥১২৭॥
 প্রভু ও ভক্ত সম্মেলন—
 চিরদিন প্রভুর বিরহে ভুজগণ ।
 আনন্দে প্রভুরে দেখি’ করেন কৌতুহ ॥১২৮॥
 প্রভুও সবারে মহা-প্রেমে করি’ কোলে ।
 সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে ॥১২৯॥
 প্রভুর কাশীমিশ্র গৃহে অবস্থান—
 হেনমতে শ্রীগৌরসুন্দর নীলাচলে ।
 রহিলেন কাশীগির্শ-গৃহে কুতুহলে ॥১৩০॥
 প্রভুর নীলাচল-লীলা—
 নিরন্তর নৃত্য-গীত আনন্দ-আবেশ ।
 প্রকাশেন গৌরচন্দ্র, দেখে সর্বদেশ ॥১৩১॥
 কখনো নাচেন জগন্নাথের সম্মুখে ।
 তিলাক্ষেপে বাহু নাহি প্রেমানন্দসুখে ॥১৩২॥
 কখন নাচেন কাশীগির্শের মন্দিরে ।
 কখন নাচেন মহাপ্রভু সিন্ধুতীরে ॥১৩৩॥
 এইমত নিরন্তর প্রেমের বিলাস ।
 তিলাক্ষেপে তন্ময় কৰ্ম্ম নাহিক প্রকাশ ॥১৩৪॥
 পানীশঙ্ক বাজিলে উঠেন সেইক্ষণ ।
 কপাট খুলিলে জগন্নাথ দরশন ॥১৩৫॥
 জগন্নাথ দেখিতে যে প্রকাশেন প্রেম ।
 অকথ্য অদ্ভুত !—গজাধারা বহে যেন ॥১৩৬॥
 দেখিয়া অদ্ভুত সব উৎকলের লোক ।
 কারো দেহে আর নাহি রহে চুখ-শোক ॥১৩৭॥

তথ্য । মকরদ্বার কর—চৈঃ চৈঃ আঃ ১০২৪ ঐষ্টব্য
 গোঃ গঃ ১৪১ শ্লোক—“মটচন্দ্রমুখঃ প্রাণ যঃ স করে
 মকরদ্বারঃ ॥” ১০৭

এক ব্রাহ্মণের ঘরে—এই ব্রাহ্মণের নাম শ্রীরঘুনাথ
 ভাগবতচার্য্য । বিদ্যুৎ বিবরণ ত্রিচৈতন্যচরিতামৃত আদি
 ১০১১৩ সংখ্যার অন্তর্ভুক্ত ঐষ্টব্য ॥১১০॥

যে দিকে চৈতন্য মহাপ্রভু চলি' যায় ।
সেই দিকে সর্বলোক 'হরি হরি' গায় ॥১৩৮॥

প্রভু-সন্দর্শনার্থ স্বীয় রাজধানী কটক হইতে
প্রতাপরুদ্রের আগমন—

প্রতাপরুদ্রের স্থানে হইল গোচর ।
“নীলাচলে আইলেন শ্রীগৌরসুন্দর ॥১৩৯॥
সেইক্ষণে শুনি' মাত্র নৃপতি প্রতাপ ।
কটক ছাড়িয়া আইলেন জগন্নাথ ॥১৪০॥

রাজার প্রভু দর্শনে আর্তি, বিস্ময় প্রভুর গুণামৃত—
প্রভুরে দেখিতে সে রাজার বড় প্রীত ।
প্রভু সে না দেন দরশন কদাচিত ॥১৪১॥

প্রভুর সহিত সাফাং করাইবার নিমিত্ত রাজার
সার্বভৌমাদির নিকট অনুরোধ—
সার্বভৌম আদি সবা' স্থানে রাজা কহে ।
তথাপি প্রভুরে কেহ না জানায় ভয়ে ॥১৪২॥
রাজা বলে,—“তুগি সব, যদি কর ভয় ।
অগোচরে আমারে দেখাহ মহাশয় ॥” ১৪৩॥

রাজার আর্তি ও ভক্তগণের যুক্তিদান—
দেখিয়া রাজার আর্তি সর্ব-ভক্তগণে ।
সবে মেলি' এই যুক্তি করিলেন মনে ॥১৪৪॥
“যে-সময়ে প্রভু নৃত্য করেন কীর্তনে ।
বাহুজ্ঞান দৈবে নাহি থাকয়ে তখনে ॥১৪৫॥
রাজাও পরম ভক্ত—সেই অবসরে ।
দেখিবেন প্রভুরে, থাকিয়া অগোচরে ॥” ১৪৬॥

গঙ্গাবংশীয় সম্রাট শ্রীপ্রতাপরুদ্র শ্রীমহাপ্রভুর প্রকট-
কালে স্বীয় রাজধানী কটকে বাস করিতেন । শ্রীগৌর-
সুন্দরের কথা শুনিয়া ‘শুনি কটক হইতে পুরীতে
আসিলেন ॥১৪০॥

সম্রাটের পক্ষে রাজদর্শন, শ্রীদর্শন ও তাহাদের সহিত
সম্ভাষণ নিষিদ্ধ । রাজাহুগ্রহপ্রার্থী স্বীয় ইচ্ছিতপূর্ণ-
বাসনায় রাজার সহিত মিলন আকাঙ্ক্ষা করেন ।
শ্রীমহাপ্রভু বৈধবিচার জগতে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত

এই যুক্তি সবে কহিলেন রাজা-স্থানে ।
রাজা বলে, “যে-তে-মতে দেখোঁ মাত্র ভানে ॥” ১৪৭॥
দৈবে একদিন নৃত্য করেন ঐশ্বর ।
শুনি' রাজা একেশ্বর আইলেন সত্ত্বর ॥১৪৮॥

অন্তরাল হইতে রাজার প্রভুর নৃত্য ও অদ্ভুত
প্রেমোন্মাদ-দর্শন—

আড়ি থাকি' দেখে রাজা নৃত্য করে প্রভু ।
পরম অদ্ভুত!—যাহা নাহি দেখি কভু ॥১৪৯॥
অনিচ্ছিন্ন কত ধারা বহে শ্রীনয়নে ।
কম্প স্নেহ পুলক বৈবর্ণ্য ক্ষণে ক্ষণে ॥১৫০॥
হেন সে আছাড় প্রভু পড়েন ভূমিতে ।
হেন নাহি যে বা জ্ঞান না পায় দেখিতে ॥১৫১॥
হেন সে করেন প্রভু হৃদয় গর্জনে ।
শুনিয়া প্রতাপরুদ্র ধরণে শ্রবণ ॥১৫২॥
কখন করেন হেন রোদন বিরহে ।
রাজা দেখে শ্রীনয়নে যেন নদী বহে ॥১৫৩॥
এই মত কত হয় অনন্ত বিকার ।
কত হয় কত যায় লেখা নাহি তা'র ॥১৫৪॥
নিরবধি দুই মহা-বাহু-দণ্ড তুলি' ।
‘হরি বল’ বলিয়া নাচেন কুতূহলী ॥১৫৫॥
এই মত নৃত্য প্রভু করি' কতক্ষণে ।
বাহু প্রকাশিয়া বসিলেন সর্বগণে ॥১৫৬॥
রাজাও চলিলা অলক্ষিতে সেইক্ষণে ।
দেখিয়া প্রভুর নৃত্য পরানন্দমনে ॥১৫৭॥
দেখিয়া অদ্ভুত নৃত্য অদ্ভুত বিকার ।
রাজার মনেতে হৈল সন্তোষ অপার ॥১৫৮॥

ভোগযোগ্য শ্রীর দর্শন ও রাজাহুগ্রহপ্রার্থনা-মূলে রাজার
দর্শন বা তাহাদের সহিত আলাপ-পরিচয়াদি করিতেন না ।
তজ্জন্ম কোন ভক্তই উৎকল-সম্রাটকে শ্রীমহাপ্রভুর নিকট
লইয়া যাইতে সাহস করিতেন না, বড়ই আশঙ্কা
করিতেন ॥১৪০॥

আড়ালে থাকিয়া আত্মগোপনপূর্বক প্রভুর নিকট
উপস্থিত না হইয়া নর্তনশীল গোবিন্দসুন্দরকে দর্শন
করিলেন ॥১৪৯॥

লালাপুলাবাপ্ত অঙ্গদর্শনে রাজার সন্দেহ—
সবে একখানি মাত্র ধরিলেন মনে।
সেই তান অমুগ্ধ হইবার কারণে ॥১৫৯॥
প্রভুর নয়নে যত দিব্য ধারা বয়।
নিরবধি নাচিতে শ্রীমুখে লাল্য হয় ॥১৬০॥
ধূলায় লালায় নাসিকার প্রেম ধারে।
সকল শ্রীঅঙ্গ ব্যাপ্ত কীর্তন-বিকারে ॥১৬১॥
এ সকল কৃষ্ণভাব না বুঝি' নৃপতি।
ঐষৎ সন্দেহ তান ধরিলেক মতি ॥১৬২॥
কারো স্থানে ইহা রাজা না করি' প্রকাশ।
পরম সম্বন্ধে রাজা গেলা নিজ-বাস ॥১৬৩॥
প্রভুরে দেখিয়া রাজা মহাসুখী হৈয়া।
থাকিলেন গৃহে গিয়া শয়ন করিয়া ॥১৬৪॥
'আপনে শ্রীজগন্নাথ স্মারক রূপ ধরি'।
নিজে সংকীৰ্তন-কীড়া করে অবতরি ॥১৬৫॥
ঐশ্বর-মায়ায় রাজা মগ্ন নাহি জানে।
সেই প্রভু জানাইতে লাগিল আপনে ॥১৬৬॥

রাজার অঙ্গদর্শন—স্বপ্নযোগে শ্রীঅঙ্গমুখকে

লালপুলাবাপ্তরূপে দর্শন—

সুকৃতি প্রতাপরুদ্র রাতে স্বপ্ন দেখে।
স্বপ্নে গিয়াছেন জগন্নাথের সম্মুখে ॥১৬৭॥
রাজা দেখে—জগন্নাথ-অঙ্গ ধূলায়।
তুই শ্রীনয়নে যেন গঙ্গা-ধারা বয় ॥১৬৮॥
তুই শ্রীনাথ জল পড়ে নিরন্তর।
শ্রীমুখের লাল্য পড়ে, তিতে কলবর ॥১৬৯॥
স্বপ্নে রাজা মনে চিন্তে—“এ কিরূপ লীলা!
বুঝিতে না পারি জগন্নাথের কি খেলা!” ১৭০॥

স্বপ্নে রাজার অঙ্গমুখের শ্রীঅঙ্গ-স্পর্শনার্থ উত্তম,

অঙ্গমুখের অমুযোগপূর্ণ উক্তি—

অঙ্গমুখের চরণ স্পর্শিতে রাজা যায়।

অঙ্গমুখ বলে,—“রাজা, এত না বুঝায় ॥১৭১॥

কপূর, কস্তুরী, গন্ধ, চন্দন, কুঙ্কমে।

লেপিত তোমার অঙ্গ সকল উত্তমে ॥১৭২॥

আমার শরীর দেখ—ধূলা-লালা-ময়।

আমা' পরশিতে কি তোমার যোগ্য হয় ॥১৭৩॥

আমি যে নাচিতে আজি তুনি গিয়াছিল।

ঘণা কৈলে মোর অঙ্গে দেখি' ধূলা লাল্য ॥১৭৪॥

সেই ধূলা-লালা দেখ সর্বদা আমার।

তুনি মহারাজা—মহারাজার কুমার ॥১৭৫॥

আমারে স্পর্শিতে কি তোমার যোগ্য হয়?”

এত বলি' ভৃত্য চাহি' হাটে দয়াময় ॥১৭৬॥

তুমুহুই রাজ্য শ্রীঅঙ্গমুখের সিংহাসনে সমভাবে

শ্রীচৈতন্যের অবস্থান দর্শন—

সেইক্ষণে দেখে রাজা সেই সিংহাসনে।

চৈতন্যগোস্বামিও বসি' আছেন আপনে ॥১৭৭॥

সেই মত সকল শ্রীঅঙ্গ ধূলায়।

রাজার বলেন হাসি—“এ ত' যোগ্য নয় ॥১৭৮॥

স্বপ্নে রাজার প্রতি দ্বিষ্টচৈতন্যের উক্তি—

তুনি যে আমারে ঘণা করি' গেলা মনে।

তবে তুনি আমারে স্পর্শিলে কি কারণে ॥” ১৭৯॥

এই মতে প্রতাপরুদ্রের কৃপা করি'।

সিংহাসনে বসি' হাটে গৌরাজ-শ্রীহরি ॥১৮০॥

রাজার আশ্রয় ও ক্রন্দন—

রাজার হইল কন্তক্ষেণে আগরণ।

চৈতন্য পাইয়া রাজা করেন ক্রন্দন ॥১৮১॥

রাজার অন্ততাপ—

“মহা-অপবাদী মুণ্ড পাপী ছুবাচার।

না জানিলু' চৈতন্য—ঐশ্বর-অবতার ॥১৮২॥

জীবের বা কোন্ নক্তি তাহানে জানিতে।

ব্রহ্মাদির মোহ হয় যাঁহার মায়াতে ॥১৮৩॥

এতেকৈ ক্ষমহ প্রভু, মোর অপরাধ।

নিজ দাস করি' মোরে করহ প্রসাদ ॥” ১৮৪॥

প্রতাপরুদ্রের প্রাক্তন কৃষ্ণবৈমূঢ়্যকমে যে সকল অপরাধ ছিল, তাহা ভগবদর্শনকালে বিদ্রিষ্ট হইলেও স্বীয় ইন্দ্রিয়জ্ঞানের উপর তিনি অধিক নির্ভর করায় তিনি

নিজ বিচারে শ্রীগৌরসুন্দরকে দর্শন করিয়া ‘কৃষ্ণ’ বলিয়া বুঝিতে পারেন না, —‘চৈতন্য’র জ্ঞান করিয়া শ্রীচৈতন্যের প্রতি সন্নিহান হইয়াছিলেন। কৃষ্ণমায়ায় তাঁহার বিচার

রাজার শ্রীচৈতন্য ও শ্রীজগন্নাথ অভেদ-জ্ঞান—

আপনে শ্রীজগন্নাথ—চৈতন্যগোসাঞী।

রাজা জানিলেন, ইথে কিছু ভেদ নাই ॥১৮৫॥

প্রভু-দর্শনে রাজার প্রবল উৎকর্ষা—

বিশেষ উৎকর্ষা হৈল প্রভুরে দেখিতে।

তথাপি না পারে কেহ দেখা করাইতে ॥১৮৬॥

দৈবে একদিন প্রভু পুষ্পের উঠানে।

বসিয়া আছেন কত পারিষদ-সনে ॥১৮৭॥

একদিন পুষ্পোত্তানে উপবিষ্ট মপার্ষদ প্রভুর চরণে

রাজার সাষ্টাঙ্গ-প্রণতি ও সাংখ্যিক বিকার-

সহ আনন্দ-মূর্ত্তা—

একাকী প্রতাপরুদ্র গিয়া সেই স্থানে।

দীর্ঘ হই' পড়িলেন প্রভুর চরণে ॥১৮৮॥

অশ্রু-কম্প-পুলকে রাজার অন্ত নাঞি।

আনন্দে মুচ্ছিত হইলেন সেই-ঠাই ॥১৮৯॥

প্রেমভক্তির লক্ষণ-দর্শনে প্রভুর রাজার অঙ্গে শ্রীচৈতন্য-

প্রদান ও উপান্যাস আদেশ—

বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন প্রভু দেখিয়া রাজার।

‘উঠ’ বলি শ্রীহস্ত দিলেন অঙ্গে তাঁ’র ॥১৯০॥

রাজার প্রভুর শ্রীচরণ-ধাবণপূর্ব্বক ক্রন্দন ও কাকুবাদ—

শ্রীহস্ত-পরশে রাজা পাইল চেতন।

প্রভুর চরণ ধরি' করেন ক্রন্দন ॥১৯১॥

“তাহি তাহি কৃপাসিন্ধু সর্ব্বজীব-নাথ!

মুঞি-পাতকীয়ে কর' শুভদৃষ্টিপাত ॥১৯২॥

তাহি তাহি স্বতন্ত্রবিহারি কৃপাসিন্ধু!

তাহি তাহি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দীনবন্ধু! ১৯৩॥

তাহি তাহি সর্ব্বদেব বন্দ্য রমাকান্ত!

তাহি তাহি ভক্তজন-বল্লভ একান্ত! ১৯৪॥

তাহি তাহি মহাশুদ্ধসত্ত্ব-রূপধারি!

তাহি তাহি সংকীর্্তন-লম্পট মুরারি! ১৯৫॥

তাহি তাহি অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব-গুণ-নাম!

তাহি তাহি পরমকোমল গুণধাম! ১৯৬॥

তাহি তাহি অজ-ভব-বন্দ্য-শ্রীচরণ!

তাহি তাহি সন্ন্যাস-মর্শ্বের বিভূষণ! ১৯৭॥

তাহি তাহি শ্রীগৌরসুন্দর মহাপ্রভু!

এই কৃপা কর' নাথ, না ছাড়িবা কভু ॥” ১৯৮॥

প্রভুর কৃপাশীর্ষদ-বর্ষণ ও উপদেশ—

শুনি' প্রভু প্রতাপরুদ্রের কাকুবাদ।

তুষ্ট হই' প্রভু তানে করিলা প্রসাদ ॥১৯৯॥

প্রভু বলে,—“কৃষ্ণভক্তি হউক তোমার।

কৃষ্ণকার্য্য বিনা তুমি না করিবা আর ॥২০০॥

নিরন্তর কর' গিয়া কৃষ্ণ সংকীর্্তন।

তোমার রক্ষিতা—বিষ্ণু-চক্র-সুদর্শন ॥২০১॥

প্রভুর উক্তি—রাঘরামানন্দ, সার্কর্ষভোগ ও প্রতাপরুদ্রের

জগুই প্রভুর নীলালে আগমন—

তুমি, সার্কর্ষভোগ, আর রামানন্দরায়।

তিনের নিমিত্ত মুঞি আইবু' এখায় ॥২০২॥

রাজার প্রতি আদেশ—প্রজ্ঞাপ্রবর্ত্তাবী আমাকে আমার

প্রকটকালে প্রচার করিবে না—

সবে এক বাক্য মাত্র পাগিলা আমার।

মোরে না করিবা তুমি কোথাও প্রচার ২০৩॥

এবে যদি আমারে প্রচার কর' তুমি।

তবে এখা ছাড়ি' সত্য চলিবাও আমি ॥” ২০৪॥

বিবর্ত্তগ্রস্ত হইয়াছিল। তাঁহাকে কৃপা করিবার জগু
শ্রীজগন্নাথ তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলেন।
তাহাতে রাজা বিশেষ অনুরক্ত হইয়া স্বীয় অপরাধ ক্ষমাণ
করাইয়া লন ॥ ১৬৬ ॥

রাজা প্রতাপরুদ্রের প্রশ্রবনতি ও শুবাদি শ্রবণ করিয়া
শ্রীগৌরসুন্দর রাজাকে ‘কৃষ্ণভক্তি হউক’ বলিয়া আশীর্ষদ
করিলেন। কৃষ্ণসেবা ব্যতীত জীবের যখন অন্য কোন

কৃত্য নাই, তখন সকল কার্য্যের মূখ্য উদ্দেশ্যই কৃষ্ণসেবা
এবং কৃষ্ণসেবার উদ্দেশ্যেই যাবতীয় কার্য্য করিবার জগু
মহাপ্রভু রাজাকে আশীর্ষদ করিলেন ॥ ২০০ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর রাজা প্রতাপরুদ্রকে বলিলেন,—‘আমার’
প্রতি তোমার যে বর্ত্তমান উপলক্তি, উহা কাহাকেও
প্রকাশ করিও না; যদি তুমি প্রকাশ কর, তাহা হইলে
আমি এ স্থান হইতে চলিয়া যাইব ॥’ ২০৩ ॥

প্রভুর আপন গলায় মালা রাজাকে প্রদান ও
বিদায়-দান—

এত বলি' আপন গলায় মালা দিয়া ।
বিদায় দিলেন তানে সন্তোষ হইয়া ॥২০৫॥
চলিলা প্রতাপরুদ্র আজ্ঞা করি' শিরে ।
পুনঃ পুনঃ দণ্ডবত করিয়া প্রভুরে ॥২০৬॥
প্রভু দেখি' নৃপতি হইলা পূর্ণকাম ।
নিরবধি করেন চৈতন্যপদ ধ্যান ॥২০৭॥
প্রতাপরুদ্রের প্রভু-সহিত দর্শন ।
ইহা যে শুনয়ে তা'র মিলে প্রেম-ধন ॥২০৮॥
হেনমতে শ্রীগৌর-সুন্দর নীলাচলে ।
রহিলেন কীর্ত্তন-বিহার-কুতুহলে ॥২০৯॥
নীলাচলে জন্মিল যতেক অনুচর ।
সবে চিনিলেন নিজ আশ্রয়ের ঐশ্বর ॥২১০॥

নীলাচলের ভক্তগণ—

শ্রীপ্রত্ন্যম্মিশ্র—কৃষ্ণ-প্রেমের সাগর ।
আত্ম-পদ যাঁ'রে দিলা শ্রীগৌরসুন্দর ॥২১১॥
পরমানন্দ-মহাপাত্র মহাশয় ।
যাঁ'র তনু শ্রীচৈতন্যভক্তিরস ময় ॥২১২॥
কাশীমিশ্র পরম-বিহবল কৃষ্ণ-রসে ।
আপনে রহিলা প্রভু যাঁহার আপাসে ॥২১৩॥
এই মত প্রভু সর্ব ভৃত্য করি' সঙ্গে ।
নিরবধি গোঙায়েন সংকীৰ্ত্তন-রঙ্গে ॥২১৪॥

উদাসীন শ্রীচৈতন্যদাসগণের প্রভুর সঙ্গ

অন্ত ক্ষেত্রবাস—

যত যত উদাসীন শ্রীচৈতন্য-দাস ।
সবে করিলেন আসি' নীলাচলে বাস ॥২১৫॥

নীলাচলে নিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দ-প্রভুবর—পরম উদ্দাম ।
সর্বনীলাচলে ভ্রমে' মহাজ্যোতির্ময় ॥২১৬॥
নিরবধি পরানন্দ-রসে উনমত্ত ।
লখিতে না পারে কেহ--অবিজ্ঞাত-তত্ত্ব ॥২১৭॥
সদাই জপেন নাম—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
স্বপ্নেও নাহিক নিত্যানন্দ-মুখে অম্ম ॥২১৮॥
যেন রামচন্দ্রে লক্ষ্মণের রক্তি মতি ।
সেই মত নিত্যানন্দের শ্রীচৈতন্যে শ্রীতি ॥২১৯॥

নিত্যানন্দ-রূপায়ই সমগ্র বিশ্বে অতাপি

শ্রীচৈতন্য-বাণী-প্রচার—

নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে সকল সংসার ।
অতাপিহ গায় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥২২০॥
হেনমতে মহাপ্রভু চৈতন্য-নিতাই ।
নীলাচলে বসতি করেন দুই ভাই ॥২২১॥

মহাপ্রভুর নিভৃতে নিত্যানন্দ সহ আলাপ ও নিত্যানন্দকে

গোড়দেশে শুদ্ধ-জি-প্রচারার্থ গমনে আদেশ—

একদিন শ্রীগৌরসুন্দর নরহরি ।
নিভৃতে বসিলা নিত্যানন্দ সঙ্গে করি' ॥২২২॥
প্রভু বলে,—“শুন নিত্যানন্দ মহামতি !
নহরে চলহ তুমি নবদ্বীপ-প্রতি ॥২২৩॥
প্রতিজ্ঞা করিয়া আছি আমি নিজমুখে ।
‘মূৰ্খ নীচ দরিদ্র ভাগ্যব প্রেম-সুখে ॥’ ২২৪॥
তুমিও থাকিলা যদি মুনিধর্ম্য করি' ।
আপন-উদ্দাম-ভাব সব পরিহারি' ॥২২৫॥
তবে মূৰ্খ নীচ যত পতিত সংসার ।
বল দেখি আর কে বা করিলে উদ্ধার ? ২২৬॥

যাহারা গৃহে থাকিয়া শ্রীমহাপ্রভুর সেবা করিতেন,
তাহারা প্রভুর গৃহস্থ ভক্ত ছিলেন, আর গৃহ-সম্বন্ধ-বিচ্যুত
হইয়া নিরন্তর ভগবৎকথায় ভগবদ্ভ্যাসে বাস করিবার
যাহাদের অভিলাষ হইয়াছিল, তাহারা গৃহ ও আত্মীয়-স্বজন
হইতে উদাসীন হইয়া শ্রীচৈতন্যদেবের নিকট নীলাচলে
বাস করিয়াছিলেন। একান্ত বর্তমান কালে যাহাদের

সংসার হইতে অবসর হইয়াছে, তাহারা সম্পূর্ণ শ্রীচৈতন্য-
দেবের সেবা করিবার অঙ্গ মর্মে বাসী হ'ন ॥ ২২৭ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্বক্ষণ ‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য’ নাম জপ
করিতেন। শ্রীকৃষ্ণই শ্রীচৈতন্য এবং শ্রীচৈতন্যবিগ্রহ
শ্রীকৃষ্ণের বিমূঢ়জনগণের চেতনোৎপাদিকা শ্রীমুর্খি ও
শ্রীদুঃখবাণী-প্রচারক। নিত্যানন্দ প্রভু আশ্রয় ও

ভক্তি-রস-দাতা তুমি, তুমি সম্বরিলে।
 তবে অবতার বা কি নিমিত্তে করিলে ? ২২৭॥
 এতেকে আমার বাক্য যদি সত্য চাও।
 তবে অবিলম্বে তুমি গোড়-দেশে যাও ॥২২৮॥
 মূৰ্খ-নীচ-পতিত দুঃখিত যত জন।
 ভক্তি দিয়া কর' গিয়া সবারে মোচন ॥" ২২৯॥
 সগণ-নিত্যানন্দের গোড়দেশ যাত্রা—
 আজ্ঞা পাই' নিত্যানন্দচন্দ্র ততক্ষণে।
 চলিলেন গোড়-দেশে লই' নিজগণে ॥২৩০॥
 রামদাস, গদাধরদাস মহাশয়।
 রঘুনাথ বৈষ্ণ-ওঝা—ভক্তিরসময় ॥২৩১॥
 কৃষ্ণদাস পণ্ডিত, পরমেশ্বরী দাস।
 পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উল্লাস ॥২৩২॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের যত আগুগণ।
 নিত্যানন্দসঙ্গে সবে করিলা গমন ॥২৩৩॥
 নিত্যানন্দ পার্শ্বগণের পথে ভাবাবেশ—
 পথে চলিতেই নিত্যানন্দ মহাশয়।
 সর্ব-পারিষদ আগে কৈলা প্রেম-ময় ॥২৩৪॥

সবার হইল আশ্র-বিশ্রুতি অত্যন্ত।
 'কা'র দেহে কত ভাব নাহি তা'র অন্ত ॥২৩৫॥
 নিত্যাসিদ্ধ ব্রজ-জন রামদাসের দেহে অপ্রাকৃত
 গোপালভাব-প্রকাশ—
 প্রথমেই বৈষ্ণবাগুগণ্য রামদাস।
 তান দেহে হইলেন গোপাল-প্রকাশ ॥২৩৬॥
 মধ্যপথে রামদাস ত্রিভঙ্গ হইয়া।
 আছিল প্রহর-তিন বাহু পাসরিয়া ॥২৩৭॥
 নিত্যাসিদ্ধ অভিন্ন ব্রজ-জন গদাধরদাসের অপ্রাকৃত
 রাধিকাভাব-প্রকটন—
 হইলা রাধিকাভাব—গদাধরদাসে।
 'দধি কে কিনিবে ?' বলি' অটু অটু হাসে ॥২৩৮॥
 শ্রীরঘুনাথবৈষ্ণের রেবতী-ভাব—
 রঘুনাথ-বৈষ্ণ-উপাধায় মহামতি।
 হইলেন মূৰ্দ্ধিগতী যে-হেন রেবতী ॥২৩৯॥
 কৃষ্ণদাস ও পরমেশ্বরী-দাসের গোপালভাব—
 কৃষ্ণদাস পরমেশ্বরীদাস দুইজন।
 গোপালভাবে 'হৈ হৈ' করে অকুক্ষণ ॥২৪০॥

নিজাকালে 'শ্রীচৈতন্য' ব্যাচীত অল্প শব্দ উচ্চারণ
 করিতেন না ॥ ২১৮ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে গোড়দেশে যাইবার
 আদেশ প্রদান করিলেন। সেই গোড়দেশে সকল বুদ্ধিমন্ত
 আভিজাত্যসম্পন্ন পণ্ডিত ও শ্রেষ্ঠব্যক্তি গৌরসুন্দরবের
 প্রচারিত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু মূৰ্খ নীচ ও
 গাণাসক্ত জনগণ গৌরসুন্দরের কথিত রক্ষভক্তির কথা
 বুঝিতে পারে নাই। সেই মূৰ্খ পতিত নীচ দীন ব্যক্তিগণের
 মঙ্গল বিধান করিবার জন্ত—তাহাদের অভক্তি ছাড়াইবার
 জন্ত শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে গোড়দেশে প্রেরণ
 করিলেন। শ্রীমহাপ্রভু ইচ্ছা করিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া-
 ছিলেন যে, তিনি যাবতীয় অনীতি, আপাত-দর্শনে অনিপুণ
 দীনজন সকলকেই উদ্ধার করিবেন। কিন্তু মিছাভক্ত
 কর্ণফলভোগী ইন্দ্রিয়াসক্ত জনগণ অথবা মূঢ় জ্ঞানী
 মায়াবাদি-সম্প্রদায় সকলেই মূৰ্খতা, নীচতা ও দৈত্বের মধ্যে
 অবস্থিত হওয়ায় ইহাদিগকে উদ্ধৃত বিচারে আনয়ন করিবার

জন্ত করণকল্পন করিবান্ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীনিত্যানন্দকে
 প্রেরণ করিলেন। মায়াবাদিগণের অত্যন্ত অহঙ্কার,
 কর্ণনিপুণ স্মার্তগণের নিজ পটুতার অভিমান প্রভৃতি
 তাহাদের ভগবন্তুক্তিলাভের বাধা হওয়ায় শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু
 পরদুঃখদুর্গী হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর মতটি সিদ্ধি করিবার জন্ত
 গোড়দেশে যাত্রা করিলেন। এখনও গোড়দেশবাসী
 গোড়চিত্তবাদি-দোষে নানাকারে কলুষিত হইলেও রাজ-
 পুতানা ও গুজরদেশবাসিগণ সকলেই গোড়দেশবাসীর
 প্রশংসা করেন ॥ ২২২ ॥

শ্রীগদাধরদাস গোপীভাবে প্রেমন্ত হইয়া "কে দধি
 কিনিবে ?" বলিয়া অটুঅটু হাসিতে লাগিলেন। অর্ধাচীন
 মূঢ় লোকেরা 'ভাব' শব্দের অর্থ স্তম্ভভাবে না জানিয়া
 শারীরিক বেবড়্যাকে লক্ষ্য করিয়া সখীভেকী হইয়া পড়ে।
 বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া জীবের এই প্রকার দুর্গতি
 ভগবন্তুক্তির অন্তরায় ॥ ২২৮ ॥

রেবতীর ভাবে বিভাবিত হইয়া শ্রীমদ্রঘুনাথবৈষ্ণ চেষ্টা

পুৰন্দরপণ্ডিতের অঙ্গভাব—

পুৰন্দরপণ্ডিত গাছেতে গিয়া চড়ে।

‘মুঞারে অঙ্গদ’ বলি’ লক্ষ দিয়া পড়ে ॥২৪১॥

নিত্যানন্দ-রূপায় সকলের পূর্ব ভ্রমভাব—

উদীপন ও বাহুল্য—

এই মত নিত্যানন্দ—শ্রীঅনন্তধাম।

সবারে দিলেন ভাব পরম-উদ্দাম ॥২৪২॥

দণ্ডে পথ চলে সব ক্রোশ ছুই চারি।

যায়েন দক্ষিণ-বামে আপনা’ পাসরি’ ॥২৪৩॥

গঙ্গাতীরের পথ জিজ্ঞাসা—

কতক্ষণে পথ জিজ্ঞাসেন লোকস্বামে।

“বল ভাই, গঙ্গা-তীরে যাইব কেমনে ॥” ২৪৪॥

পথপ্রম, সকলেই জড়ে উদাসীন—

লোক বলে,—“হায় হায় পথ পাসরিলা।

ছুই-প্রহরের পথ ফিরিয়া আইলা ॥” ২৪৫॥

লোকবাক্যে ফিরিয়া যায়েন যথা পথ।

পুনঃ পথ ছাড়িয়া যায়েন সেইমত ॥২৪৬॥

পুনঃ পথ জিজ্ঞাসা করয়ে লোকস্বামে।

লোক বলে,—“পথ রহে দশ ক্রোশ বামে ॥” ২৪৭॥

পুনঃ হাসি’ সবেই চলেন পথ যথা।

নিজ দেহ না জানেন, পথের কা কথা ॥২৪৮॥

সকলেই দেহধর্মবিশ্বস্ত ও পরানন্দস্থপে মগ্ন—

যত দেহ-ধর্ম—ক্ষুদ্রা তৃষ্ণা ভয় দুঃখ।

কাহারো নাহিক—পাই পরানন্দস্থ ॥২৪৯॥

নিত্যানন্দের লীলা একমাত্র অনন্তদেবের অধিগম্য—

পথে যত লীলা করিলেন নিত্যানন্দ।

কে বর্ণিবে—কে বা জানে—সকলি অনন্ত ॥২৫০॥

পাণিহাটী বাঘব-গৃহে শ্রীনিত্যানন্দ—

হেনমতে নিত্যানন্দ শ্রীঅনন্তধাম।

আইলেন গঙ্গা-তীরে পাণিহাটী-গ্রাম ॥২৫১॥

রাঘবপণ্ডিত-গৃহে সর্বাত্মে আসিয়া।

রহিলেন সকল পার্শ্বদ-গণ লৈয়া ॥২৫২॥

সগোষ্ঠী মকরধ্বজকর ও রাঘবপণ্ডিতের পরমানন্দ—

পরম আনন্দ হৈলা রাঘবপণ্ডিত।

শ্রীমকরধ্বজকর গোষ্ঠীর সহিত ॥২৫৩॥

হেনমতে নিত্যানন্দ পাণিহাটী-গ্রামে।

রহিলেন সকল-পার্শ্বদগণ-সনে ॥২৫৪॥

প্রেমবিহ্বল অবপূত নিত্যানন্দ—

নিরন্তর পরানন্দে করেন হৃদ্যার।

বিহ্বলতা বিনা দেহে বাহ্য নাহি আর ॥২৫৫॥

নৃত্য করিবারে ইচ্ছা হইল অন্তরে।

গায়ক সকল আসি’ মিলিল সত্তরে ॥২৫৬॥

পূণ্ডরীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ-কীৰ্ত্তনীয়া মাধবঘোষ—

সুকৃতি মাধবঘোষ—কীৰ্ত্তনে তৎপর।

হেন কীৰ্ত্তনীয়া নাহি পুণ্ডরী-ভিতর ॥২৫৭॥

যাহারে কহেন—বৃন্দাবনের গায়ন।

নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাপ্রিয়তম ॥২৫৮॥

প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বাহারা শ্রীলজীবগোস্বামীর
তুর্গমসঙ্গমনী অলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে,
আশ্রয়বিগ্রহের সহিত আভিন্ন-বিচার সাধক বা সিদ্ধের
করিবার সম্ভাবনা নাই। পরন্তু অপরের দৃষ্টিতে তাঁহারা
ভগবদাশ্রয়বিগ্রহরূপে পরিদৃষ্ট হন। শ্রীমদাসের গোপালের
ভাব লইয়া ত্রিভঙ্গ হওয়া প্রভৃতি বিবয়বিগ্রহোচিত বিচার
অনেকস্থলে অর্কচীনগণকে বিপণ্যগামী করায়। তজ্জন্মই
শ্রীমদাসে বিশেষণস্বত্রে ‘বৈষ্ণবাগ্রগণ্য’ বলিয়া গ্রন্থকার
অভিহিত করিয়াছেন, ‘বিষ্ণু’ বলিয়া লোকের ভ্রান্তি
উৎপাদন করান নাই ॥২৩০॥

শ্রীপরমেশ্বরদাস ও শ্রীরুদ্ৰদাস—উঃয়েই শ্রীনিত্যানন্দ-
প্রভুর সেবক। সুতরাং তাঁহাদের যে গোপালভাব, তাহা
এজের স্বাধীন-গোপালের ভাব জানিতে হইবে, রক্ষাগোপাল-
ভাব নহে। হৃদগত আত্মীয়-প্রতীতি—ভাব, বহিঃসঙ্ঘা
‘ভাব’-লক্ষ-বাচ্য নহে; সুতরাং সগোষ্ঠী, গোপাল-ভেকী
প্রভৃতি অঙ্গজনের ক্রিয়াকলাপগুলিকে কেহ যেন তত্ত্বজ্ঞ
বলিয়া মনে না করে। আবার, শ্রীমদদেবের চেষ্টাকে
সাধারণ মন্ত্য-চেষ্টা জানিয়া অববেচনার হাতেও যেন না
পড়েন ॥২৪০॥

শ্রীমাধব, বাসুদেব ও গোবিন্দ-মোহেরা সকলেই কীৰ্ত্তন-

মাধব, গোবিন্দ ও বাসুদেব স্নাত্ত্বের গান ও

নিত্যানন্দের নৃত্য—

মাধব, গোবিন্দ, বাসুদেব—তিন ভাই।

গাইতে লাগিলা, নাচে কেশব-নিতাই ॥২৫৯॥

হেন সে নাচেন অবধূত মহাবল।

পদভরে পৃথিবী করয়ে টল-মল ॥২৬০॥

নিরবধি 'হরি' বলি' করয়ে ছন্দার।

আছাড় দেখিতে লোক পায় চমৎকার ॥২৬১॥

যাহারে করেন দৃষ্টি নাচিতে নাচিতে।

সেই প্রেমে ঢলিয়া পড়েন পৃথিবীতে ॥২৬২॥

পরিপূর্ণ প্রেমরসময় নিত্যানন্দ।

সংসার ভারিতে করিলেন শুভারম্ভ ॥২৬৩॥

যতেক আছিল প্রেম-ভক্তির বিকার।

সব প্রকাশিয়া নৃত্য করেন অপার ॥২৬৪॥

নিত্যানন্দের খটায় উপরে উপবেশন—

কতক্ষণে বসিলেন খটায় উপরে।

আজ্ঞা হইল অভিষেক করিবার ভরে ॥২৬৫॥

রাঘবপণ্ডিত-প্রমুখ পার্শ্বগণের নিত্যানন্দ-অভিষেক—

রাঘবপণ্ডিত-আদি পার্শ্বদ-গণে।

অভিষেক করিতে লাগিলা সেইক্ষণে ॥২৬৬॥

সহস্রসহস্র ঘট আনি' গন্ধাজল।

নানা-গন্ধে স্ন-বাসিত করিয়া সকল ॥২৬৭॥

সন্তোষে সবেই দেন শ্রীমন্তকোপরি।

চতুর্দিকে সবেই বলেন 'হরি হরি' ॥২৬৮॥

অভিষেকমন্ত্র-পাঠ ও গীত—

সবেই পড়েন অভিষেক-মন্ত্র-গীত।

পরম সন্তোষে সবে হৈল পুলকিত ॥২৬৯॥

অভিষেক করাইয়া, মূর্তন বসন।

পরাইয়া, লেপিলেন শ্রীঅঙ্গে চন্দন ॥২৭০॥

দিব্য বন-মালা ভায় তুলনী সহিতে।

পীনবন্ধ পূর্ণ করিলেন নানামতে ॥২৭১॥

তবে দিব্য-খটায় স্বর্ণে করিয়া ভূষিত।

সম্মুখে আনিয়া করিলেন উপনীত ॥২৭২॥

শ্রীরাঘবানন্দের ছত্রধারণ—

খটায় বসিলা প্রভুবর নিত্যানন্দ।

ছত্র ধরিলেন শিরে শ্রীরাঘবানন্দ ॥২৭৩॥

ভক্তগণের জয়ধ্বনি ও মহোৎসব—

জয়ধ্বনি করিতে লাগিলা ভক্তগণ।

চতুর্দিকে হৈল মহা-আনন্দ-বাদন ॥২৭৪॥

'ত্রাহি ত্রাহি' সবেই বলেন বাছ তুলি'।

কারো বাছ নাহি, সবে মহাকুতূহলী ॥২৭৫॥

নিত্যানন্দের প্রেমদৃষ্টি-বৃষ্টি—

আনুভাবানন্দে প্রভু নিত্যানন্দরায়।

প্রেম-দৃষ্টি-বৃষ্টি করি' চারি দিকে চায় ॥২৭৬॥

নিত্যানন্দের অবিলম্বে কদম্বের মালা আনয়নার্থ

রাঘবপণ্ডিতকে আদেশ—

আজ্ঞা করিলেন,—“শুন রাঘবপণ্ডিত!

কদম্বের মালা কাটি আনহ ত্বরিত ॥২৭৭॥

বড় প্রীত আমার কদম্বপুষ্প-প্রতি।

কদম্বের বনে নিত্য আমার বসতি ॥২৭৮॥

কর-যোড় করিয়া রাঘবানন্দ কহে।

“কদম্বপুষ্পের যোগ এ সময়ে নহে ॥২৭৯॥

নিত্যানন্দের ইচ্ছায় অশীরের বৃক্ষে

কদম্বফল—

প্রভু বলে,—“বাড়ী গিয়া চাহ ভাল-মনে।

কদাচিত ফুটিয়া বা থাকে কোনস্থানে ॥২৮০॥

বাড়ীর ভিতরে গিয়া চাহেন রাঘব।

বিস্মিত হইলা দেখি' মহা-অনুভব ॥২৮১॥

তৎপর ছিলেন। পার্শ্ব কীৰ্ত্তনীগণ যেরূপ জড়বিচার-
পর হন, ইহাদের তদ্রূপ বিচার ছিল না। তন্মধ্যে ইহারা
“বৃন্দাবনের গায়ক” বলিয়া অভিহিত হইতেন। প্রাকৃত
বিচার সম্পূর্ণ নষ্ট হইলে হরিসেবা-প্রবৃত্তি বৃদ্ধিলাভ করে।
বিশেষতঃ মাধব, বাসুদেব ও গোবিন্দ—ইহারা ব্রজের
মধুরসের আশ্রয়-বিগ্রহর কায়বাহ ॥২৫৭॥

শ্রীনিত্যানন্দ আগতিক গণের উদ্ধারের জন্য প্রেম-
প্রচাররূপ শুভ আরম্ভে প্রবৃত্ত হইলেন। কি প্রকারে ভগবানের
সেবার আত্মনিয়োগ করিলে সেবকের ভক্তির সূর্য্যতা হয়,
সেই সকল অভিনয় করিবার যোগ্যতা দেখাইলেন ॥২৬৩॥

জম্বীর—জামির লেবু বা গোঁড়ালেবু ॥২৮২॥

জম্বীরের বৃক্ষে সব কদম্বের ফুল।
ফুটিয়া আছে যে অতি-পরম-অতুল ॥২৮২॥
কি অপূর্ব বর্ণ সে বা কি অপূর্ব গন্ধ।
সে পুষ্প দেখিলে ক্ষয় যায় সর্ববন্ধ ॥২৮৩॥
দেখিয়া কদম্বপুষ্প রাঘবপণ্ডিত।
বাহু দূর গেল, হৈলা মহা-হরষিত ॥২৮৪॥
রাঘবের কদম্বের ফুলে মালা-বচনা ও নিত্যানন্দ-

গলে প্রদান—

‘আপনা’ সম্বরি’ মালা গাঁথিয়া সম্বরে।
আনিলেন নিত্যানন্দপ্রভুর গোচরে ॥২৮৫॥
কদম্বের মালা দেখি’ নিত্যানন্দরায়।
পরম সম্ভোষে মালা দিলেন গলায় ॥২৮৬॥
কদম্বমালার গন্ধে সকল বৈষ্ণব।
বিহ্বল হইলা দেখি’ মহা-অমুভব ॥২৮৭॥
আর একটা ঐবধ্য প্রকাশ—দশদিক্ দমনকপুষ্পের
গন্ধে আয়োদিত—

আর মহা আশ্চর্য্য হইল কতক্ষণে।
অপূর্ব দনার গন্ধ পায় সর্বজনে ॥২৮৮॥
দমনকপুষ্পের সুগন্ধে মন হরে’।
দশদিক্ ব্যাপ্ত হইল সকল মন্দিরে ॥২৮৯॥
হাসি’ নিত্যানন্দ বলে,—“আরে ভাই সব!
বল দেখি কি গন্ধের পাও অমুভব?” ২৯০॥
করযোড় করি’ সবে লাগিলা কহিতে।
“অপূর্ব দনার গন্ধ পাই চারিভিতে ॥” ২৯১॥

নিত্যানন্দের রহস্তোক্তি—

সবার বচন শুনি’ নিত্যানন্দরায়।
কহিতে লাগিলা গোপ্য পরমকুপায় ॥২৯২॥

প্রভু বলে,—“শুন সবে পরম রহস্ত।
তোমরা সকলে হৈা জানিবা অবশ্য ॥২৯৩॥

দমনকমালা পরিধানপূর্বক নৃত্যকীর্তন-দর্শনার্থ
ত্রিচৈতন্যের নীলাচল হইতে

আগমন—

চৈতন্যগোসাঞী আজি শুনিতে কীর্তন।
নীলাচল হইতে করিলেন আগমন ॥২৯৪॥
সর্কাজে পরিয়া দিব্য দমনক-মালা।
এক বৃক্ষে অবলম্বন করিয়া রহিলা ॥২৯৫॥
সেই শ্রীঅঙ্গের দিব্য-দমনক-গন্ধে।
চতুর্দিকে পূর্ণ হই’ আছে আনন্দে ॥২৯৬॥
তোমা’ সবার নৃত্য-কীর্তন দেখিতে।
আপনে আইলা প্রভু নীলাচল হইতে ॥২৯৭॥

সকল কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া নিত্যানন্দের সকলকে
কৃষ্ণ-কীর্তনে আদেশ ও প্রেমদৃষ্টি—

এতেকে তোমরা সর্ব কার্য্য পরিত্যজি’।
নিরবধি ‘কৃষ্ণ’ গাও আপনা’ পাসরি’ ॥’ ২৯৮॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র-যশে।
সবার শরীর পূর্ণ হউ প্রেম-রসে ॥’ ২৯৯॥
এত কহি’ ‘হরি’ বলি’ করয়ে হৃদয়।
সর্বদিকে প্রেম-দৃষ্টি করিলা বিস্তার ॥’ ৩০০॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-দৃষ্টি-পাতে।
সবার হইল আশ্চ-বিশ্মৃতি দেহেতে ॥’ ৩০১॥

নিত্যানন্দের কৃপা-মহিমা ও প্রেমবর্ষণ—

শুন শুন আরে ভাই, নিত্যানন্দ-শক্তি।
যে রূপে দিলেন সর্বজগতের ভক্তি ॥’ ৩০২॥

শ্রীনিত্যানন্দের আজ্ঞায় নেবু-গাছে কদম্ব ফুল পাইয়া
তদ্বারা মালা গাঁথিয়া নিত্যানন্দপ্রভুকে দিলেন। তৎকালে
কদম্বফুলের উদগম সম্ভাবনা ছিল না। বর্ষার প্রারম্ভে
আষাঢ় মাসে কদম্বফুল ফুটিতে দেখা যায়। কিন্তু উহা সেই
সময় নহে। বিশেষতঃ নেবু-গাছে কদম্বের ফুল বাহুদর্শনে
অসম্ভব হইলেও প্রকৃতির অতীত লীলার তাহা কোনমতেই
অসম্ভব নহে। অপ্রাকৃত রাজ্যে ঐহাদের অলুকৃতি, তাহার।

বহির্জগতের কৃতকর্মে মধ্যে প্রবেশ করেন না। সেবোমু
চিত্তই জীবকে ভোগময় অড়রাজ্যের ভোক-অভিমান দ্বা
করিয়া ভক্তিরাজ্যে প্রবেশ করায়। তখন ‘অম্বিতা
কেবল আগতিক গন্ধে আবদ্ধ থাকে না ॥২৮৫॥

দনা বা দোনা—দমনকপুষ্প *artimisea indica*. ॥২৮৮
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর প্রেমদর্শনে সকলে বহির্জগা
বিশ্মৃত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নীলাচল হইতে আগমন ৭
দোনার গন্ধে দিক্‌সমূহ আয়োদিত হইয়াছে, উপলবি

ভাগবত-বর্ণিত গোপিকাগণের প্রেম নিত্যানন্দের

রূপায় অগতের ভাগ্যে লভ্য—

যে শুক্লি গোপিকা-গণের কহে ভাগবতে ।

নিত্যানন্দ হইতে তাহা পাইল জগতে ॥৩০৩॥

নিত্যানন্দপার্শ্ব নিত্যাসিদ্ধ সখ্যাসিক ত্রজপবিকরগণের

প্রেম-প্রকাশ—

নিত্যানন্দ বসিয়া আছেন সিংহাসনে ।

সম্মুখে করয়ে নৃত্য পারিষদগণে ॥৩০৪॥

কেহ গিয়া বৃক্ষের উপর-ডালে চড়ে ।

পাতে পাতে বেড়ায়, তথাপি নাহি পড়ে ॥৩০৫॥

কেহ কেহ প্রেম-সুখে ছন্দার করিয়া ।

বৃক্ষের উপরে থাকি' পড়ে লক্ষ দিয়া ॥৩০৬॥

কেহ বা ছন্দার করে বৃক্ষমূল ধরি' ।

উপাড়িয়া ফেলে বৃক্ষ বলি' 'হরি হরি' ॥৩০৭॥

কেহ বা গুবাক-বনে যায় রড় দিয়া ।

গাছ-পাঁচ-সাত-গুয়া একত্র করিয়া ॥৩০৮॥

হেন সে দেহেতে জন্মিয়াছে প্রেম-বল ।

তৃণপ্রায় উপাড়িয়া ফেলায় সকল ॥৩০৯॥

অশ্রু, কম্প, স্তম্ভ, ঘর্ম্ম, পুলক, ছন্দার ।

স্বর-ভঙ্গ, বৈবর্ণ্য, গর্জ্জন, সিংহসার ॥৩১০॥

শ্রীআনন্দমূর্ছা-আদি যত প্রেমভাব ।

ভাগবতে কহে যত কৃষ্ণ-অমুরাগ ॥৩১১॥

সবার শরীরে পূর্ণ হইল সকল ।

হেন নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রেম-বল ॥৩১২॥

যেদিকে দেখেন নিত্যানন্দ মহাশয় ।

সেই দিকে মহা-প্রেমভক্তিবৃষ্টি হয় ॥৩১৩॥

যাহারে চাহেন, সে-ই প্রেমে মূর্ছা পায় ।

বজ্র না সম্বরে', ভূমে পন্ডি' গড়ি' যায় ॥৩১৪॥ ,

করিলেন । দক্ষিণদেশে দমনক-পুষ্প প্রচুর পরিমাণে
সুগন্ধ-লাভের অশ্রু ব্যবহৃত হয় । উহা দেখিতে ঝাউ-
পাতার দ্যায়, কিন্তু অত্যন্ত কোমল । জাগতিক বিন্দুতি না
হইলে অলৌকিক সেবা-সৌন্দর্য উগনীত হওয়ার সম্ভাবনা
নাই ॥৩০১॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ধরিবারে ধায় ।

হাসে' নিত্যানন্দপ্রভু বসিয়া খট্টায় ॥৩১৫॥

সকলের দেহে সর্বশক্তির অধিষ্ঠান—

যত পারিষদ নিত্যানন্দের প্রধান ।

সবারে হইল সর্ব-শক্তি-অধিষ্ঠান ॥৩১৬॥

সকলের সর্বজ্ঞতা ও বাকুসিদ্ধি—

সর্বজ্ঞতা বাকু-সিদ্ধি হইল সবার ।

সবে হইলেন যেন কন্দর্প-আকার ॥৩১৭॥

সবে যা'রে পরশ করেন হস্ত দিয়া ।

সে-ই হয় বিহ্বল সকল পাসনিয়া ॥৩১৮॥

পাণিহাটি-গ্রামে তিনমাস নিত্যানন্দের

ভক্তিবিকাশ—

এইরূপে পাণিহাটিগ্রামে তিন মাস ।

নিত্যানন্দপ্রভু করে ভক্তির বিলাস ॥৩১৯॥

তিন-মাস কারো বাহু নাহিক শরীরে ।

দেহ-ধর্ম্ম তিলার্দ্ধেকো কা'রে নাহি ক্ষুরে ॥৩২০॥

তিন-মাস কেহ নাহি করিল আহার ।

সবে প্রেমসুখে নৃত্য বই নাহি আর ॥৩২১॥

পানীহাটি-গ্রামে নিত্যানন্দের প্রেমবর্ণণ চারিবেদের

বর্ণনীয় ব্যাপার—

পাণিহাটিগ্রামে যত হৈল প্রেমসুখ ।

চারি বেদে বর্ণিবেক সে সব কৌতুক ॥৩২২॥

একোদণ্ডে নিত্যানন্দ করিলেন যত ।

তাহা বর্ণিবার শক্তি আছে কা'রু কত ॥৩২৩॥

ক্ষণে ক্ষণে আপনে করেন নৃত্যরঙ্গ ।

চতুর্দিকে লই' সব পারিষদসঙ্গ ॥৩২৪॥

সপার্বদ নিত্যানন্দের বিবিধ প্রেমবিলাস—

কখন বা আপনে বসিয়া বীরাসনে ।

নাচয়েন সকল ভক্ত জনে জনে ॥৩২৫॥

শ্রীনিত্যানন্দের প্রধান ভক্তগণ নানাপ্রকার বিভিন্ন
শক্তিতে অধিষ্ঠিত হইয়া নানাপ্রকার লোকাতীত ব্যাপার-
সমূহ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । তাঁহাদের লোক-বিরল
সর্বজ্ঞতা, বাক্যের সিদ্ধি এবং শারীরিক সৌন্দর্য প্রকাশ
পাইল ॥৩১৬-১৭॥

একো সেবকের নৃত্যে হেন রজ হয়।
চতুর্দিকে দেখি যেন প্রেম-বন্ত্যাময় ॥৩২৬॥
মহাবড়ে পড়ে যেন কদলক-বন।
এইমত প্রেম-সুখে পড়ে সর্বজন ॥৩২৭॥
আপনে যে কহে মহাপ্রভু নিত্যানন্দ।
সেইমত করিলেন সর্বভক্তবৃন্দ ॥৩২৮॥
নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সংকীৰ্ত্তন।
করায়েন, করেন লইয়া ভক্তগণ ॥৩২৯॥
হেন সে লাগিলা প্রেম প্রকাশ করিতে।
সে-ই হয় বিহবল, যে আইসে দেখিতে ॥৩৩০॥
যে সেবক যখন যে ইচ্ছা করে মনে।
সে-ই আসি' উপসন্ন হয় ততক্ষণে ॥৩৩১॥
এইমত পরানন্দ প্রেম-সুখ-রসে।
ক্ষণ হেন কেহ না জানিল তিন-মাসে ॥৩৩২॥

নিত্যানন্দের অলঙ্কার-পরিধান—

তবে নিত্যানন্দ প্রভুর কত দিনে।
অলঙ্কার পরিতে হইল ইচ্ছা মনে ॥৩৩৩॥
ইচ্ছামাত্র সর্ব-অলঙ্কার সেই ক্ষণে।
উপসন্ন আসিয়া হৈল বিহ্বামনে ॥৩৩৪॥
সুবর্ণ রজত মরকত মনোহর।
নানাবিধ বহুমূল্য কতেক প্রসূর ॥৩৩৫॥
মণি সু-প্রবাল পটুবাঁস মুক্তা-হার।
সুকৃতি সকলে দিয়া করে নমস্কার ॥৩৩৬॥
কত বা নির্মিত কত করিয়া নির্মাণ।
পরিলেন অলঙ্কার—যেন ইচ্ছা তান ॥৩৩৭॥
তুই হস্তে সুবর্ণের অঙ্গদ বলয়।
পুষ্ট করি' পরিলেন আত্ম-ইচ্ছাময় ॥৩৩৮॥
সুবর্ণ মুক্তিকা রত্নে করিয়া খিচন।
দশ-শ্রীঅঙ্গুলে শোভা করে বিভূষণ ॥৩৩৯॥
কণ্ঠ শোভা করে বহুবিধ দিব্য-হার।
মণি-মুক্তা-প্রবালাদি—যত সর্বসার ॥৩৪০॥

রুজাক, বিড়ালাক দুই সুবর্ণ রজতে।
বাঙ্কিয়া পরিলা কণ্ঠে মহেশ্বর শ্রীতে ॥৩৪১॥
মুক্তা-কসা-সুবর্ণ করিয়া সুরচন।
তুই প্রতিমূলে শোভে পরম শোভন ॥৩৪২॥
পাদ-পদ্মে রজত-নৃপুর সুশোভন।
ততুপরি মল শোভে জগত-মোহন ॥৩৪৩॥
শুরু-পটু-নীল-পীত—বহুবিধ বাস।
অপূর্ব শোভয়ে পরিধানের বিলাস ॥৩৪৪॥
মালতী, মল্লিকা, যুথী, চম্পকের মালা।
শ্রীবক্ষে করয়ে শোভা আন্দোলন-খেলা ॥৩৪৫॥
গোরচনা-সহিত চন্দন দিব্যগন্ধে।
বিচিত্র করিয়া লেপিয়াছেন শ্রীঅঙ্গে ॥৩৪৬॥
শ্রীমস্তকে শোভিত বিবিধ পটুবাঁস।
ততুপরি নানাবর্ণ-মালোর বিলাস ॥৩৪৭॥
প্রসন্ন শ্রীমুখ—কেটি শশধর জিনি'।
হাসিয়া করেন নিরবধি হরিশ্রবণি ॥৩৪৮॥
যে-দিকে চাহেন তুই-কমলনয়নে।
সেই-দিকে প্রেম বর্ষে, ভাসে সর্বজনে ॥৩৪৯॥
রজতের প্রায় লৌহদণ্ড সুশোভন।
তুই-দিকে করি তথি সুবর্ণ বন্ধন ॥৩৫০॥
বলদেবভিন্নবিগ্রহ নিত্যানন্দের পার্শ্ব গোপালগণের

শিখা-বেত্রাদি ধারণ—

নিরবধি সেই লৌহদণ্ড শোভে করে।
মুঘল ধরিল যেন প্রভু হলধরে ॥৩৫১॥
পারিষদ সব ধরিলেন অলঙ্কার।
অঙ্গদ, বলয়, মল্ল, নৃপুর, সু-হার ॥৩৫২॥
শিখা, বেত্র, বংশী, ছাঁদ-দড়ি, গুঞ্জামালা।
সবে ধরিলেন গোপালের অংশ-কলা ॥৩৫৩॥
সপার্ষদ নিত্যানন্দে গঙ্গার উভয় পাশ্বে বর্তা যামে
গ্রামে ভক্তগৃহে পর্যটন-লীলা—
এই মত নিত্যানন্দ স্বাস্থ্যভাব-রঙ্গে।
বিহরেন সকল পার্শ্বদ করি' সঙ্গে ॥৩৫৪॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু সর্বক্ষণ শ্রীচৈতন্যবিহিত হরিসঙ্কীৰ্ত্তনে
ভক্তগণকে নিযুক্ত রাখিতেন, ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর যে

অভিন্ন-ব্রজেনন্দন, এই কথা তিনি গীতিমুখে প্রকাশ
করিতেন ॥৩২৯॥

তবে প্রভু সর্বপারিষদগণ মেলি' ।
 ভক্ত গৃহে-গৃহে করে পর্যটন-কেলি ॥৩৫৫॥
 জাহ্নবীর দুই কূলে যত আছে গ্রাম ।
 সর্বত্র ভ্রমণে নিত্যানন্দ জ্যোতির্দাম ॥৩৫৬॥
 দরশন মাত্র সর্বজীব মুক্ত হয় ।
 নামতত্ত্ব দুই—নিত্যানন্দ-রসময় ॥৩৫৭॥
 পাষণ্ডীও দেখিলেই মাত্র করে স্তুতি ।
 সর্বদ্ব দ্বিবারে সেই ক্ষণে হয় মতি ॥৩৫৮॥
 নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরীর মধুর ।
 সবারেই কৃপা-দৃষ্টি করেন প্রচুর ॥৩৫৯॥
 অহঙ্কণ সংকীর্তন-প্রচাবে প্রমত্ত নিত্যানন্দ—
 কি ভোজনে, কি শয়নে, কিবা পর্যটনে ।
 ক্ষণেক না যায় ব্যর্থ সংকীর্তন বিনে ॥৩৬০॥
 যেখানে করেন নৃত্য কৃষ্ণ-সংকীর্তন ।
 তথায় বিহ্বল হয় কত কত জন ॥৩৬১॥

বালকজীবন নিত্যানন্দের শিশুগণের প্রতি
 কৃপাবর্ণন-লীলা—

গৃহস্থের শিশু কোন কিছুই না জানে ।
 তাহারাও মহা-মহা বৃক্ষ ধরি' টানে ॥৩৬২॥

মুক্তি—মোহর, টাকা, পয়সা প্রভৃতি স্বর্ণাদি-ধাতু-
 নিখিত মুদ্রা ।

খিচন বা খেঁচন, জড়িত অর্থে ব্যবহৃত ॥৩৬৩॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বহু মূল্যবান্ বিচিত্র ভূষণ ও বেশভূষা
 পরিধান করায় মূঢ় ব্যক্তি তাঁহাকে অপ্রাকৃত ব্রজভাবে
 বিভাবিত না দেখিয়া কেবল ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বলিয়া জানিত ।
 সাধারণ দরিত্রজনগণ—যাহারা দরিত্রতা-বশে আপনা-
 দিগকে বাহ্য-অভাবজনিত কাল কাল অভ্যস্ত করে,
 তাহারা অবদূত শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর আচারে অহঙ্কারাদি
 ধারণরূপ ঐশ্বর্য্যময় প্রকাশ দেখিয়া তাঁহার পাদপদ্মে
 অপরাধী হয় নাই, পরন্তু হইয়া সেই সকল ঐশ্বর্য্যময়-
 গণের নয়নাকর্ষণের অস্ত্র দ্বত হওয়ার উচ্চাতে মাধুর্য্য-দর্শন
 ও কৃষ্ণসেবার কথা লক্ষ্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিল ।

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—সাক্ষাৎ স্বয়ংপ্রকাশ তত্ত্ব ।

ছদ্মকার করিয়া বৃক্ষ কেলি উপাড়িয়া ।
 “মুক্তিরে গোপাল” বলি' বেড়ায় ধাইয়া ॥৩৬৩॥
 হেন সে সামর্থ্য্য এক শিশুর শরীরে ।
 শতজনে মিলিয়াও ধরিতে না পারে ॥৩৬৪॥
 “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় নিত্যানন্দ” বলি' ।
 সিংহনাদ করে শিশু হই কুতুহলী ॥৩৬৫॥
 এইমত নিত্যানন্দ—বালক-জীবন ।
 বিহ্বল করিতে লাগিলেন শিশুগণ ॥৩৬৬॥
 মাসেকের এক শিশু না করে আহার ।
 দেখিতে লোকের চিত্তে লাগে চমৎকার ॥৩৬৭॥
 হইলেন বিহ্বল সকল ভক্তবৃন্দ ।
 সবার রক্ষক হইলেন নিত্যানন্দ ॥৩৬৮॥
 পুত্রপ্রায় করি' প্রভু সবারে ধরিয়া ।
 করায়েন ভোজন আপনে হস্ত দিয়া ॥৩৬৯॥
 কারেও বা বাঙ্কিয়া রাখেন নিজ-পাশে ।
 মাতেরন বান্ধেন—তবু অটু অটু হামে ॥৩৭০॥

শ্রীগদাধরদাসের মন্দিরে—

একদিন গদাধরদাসের মন্দিরে ।
 আইলেন তানে শ্রীতি করিবার তরে ॥৩৭১॥

ভগবানের নাম ও ভগবদ্বস্ত—এই উভয় ব্যাপার মিলিত
 হইয়া রসময় নিত্যানন্দের স্বয়ংপ্রকাশ প্রদর্শন করিয়াছিল ।
 শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু শ্রীনিত্যানন্দ-নাম—এই দুই অপ্রাকৃত
 আনন্দময় রসময় বস্তু, ইহা নিত্যানন্দকৃপায় জীবের
 জানিবার ব্যাঘাত হয় নাই ॥ ৩৭২ ॥

যাহারা অপ্রাকৃত বিষ্ণু-বৈষ্ণবকে প্রাকৃত বস্তু ও ব্যক্তি-
 গণের সহিত সমজ্ঞান করে, উহারা ‘পাষণ্ডী’ শব্দ-বাচ্য ।
 এইরূপ হরিসেবা বিষ্ণু জনগণও নিত্যানন্দ-প্রভুর দর্শনে
 স্তব করিত । ভগবদর্শনে তাহাদের জড়ভোগময় সংসার-
 দর্শন নিবৃত্ত হয়, স্মৃতরাং আত্মনিবেদনই তাঁহাদের একমাত্র
 কৃত্য হইয়া পড়ে । যাহাদের আত্মনিবেদন হয়, তাহারা
 পার্থিব দৃষ্টজগতে স্বীয় ভোগপরতা লক্ষ্য করে না অর্থাৎ
 মুক্ত পুরুষ হন ॥ ৩৭৩ ॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ভোজন কালে, শয়নকালে, ভ্রমণ-কালে,

নিত্যসিদ্ধ ব্রজ-জন গদাধরদাসের অকৃত্রিম গোপীভাষ
অবৈধ আত্মকরণিক কৃত্রিম সখীভেকীর
পাশওতা নহে—
গোপীভাবে গদাধরদাস মহাশয় ।
হইয়া আছেন অতি পরমানন্দময় ॥৩৭২॥
মস্তকে করিয়া গজা-জলের কলস ।
নিরবধি ডাকে,—“কে কিনিবে গো-রস ?” ৩৭৩॥
শ্রীগদাধর-মন্দিরের শ্রীবালগোপাল-মূর্তিকে
শ্রীনিত্যানন্দের বক্ষে স্থাপন—
শ্রীবাল-গোপাল-মূর্তি তান দেবালয় ।
আছেন পরমলাবণ্যের সমুচ্চয় ॥৩৭৪॥
দেখি’ বাল-গোপালের মূর্তি মনোহর ।
প্ৰীতে নিত্যানন্দ লৈলা বক্ষের উপর ॥৩৭৫॥
অনন্তরূপে দেখি’ শ্রীবাল-গোপাল ।
সর্বগণে হরিশ্রবণ করেন বিশাল ॥৩৭৬॥
ছন্দার করিয়া নিত্যানন্দ-মগ্ন-রায় ।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাল-লীলায় ॥৩৭৭॥
শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীমাধবানন্দের দানখণ্ড গান-
শ্রবণ ও ভাবাবেশ—
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দঘোষ ।
শুনি’ অবধূত-সিংহ পরম সন্তোষ ॥৩৭৮॥
ভাগ্যবন্ত মাধবের হেন কণ্ঠধনি ।
শুনিতে আবিষ্ট হয় অবধূত-মণি ॥৩৭৯॥

সকল সময়েই শ্রীগৌরহরির কথা কীৰ্ত্তন করিতেন ।
তাঁহার বাক্যাবলীতে কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন কথার
অধিষ্ঠান ছিল না । প্রত্যেক আত্মনিক রুচ্যে হরিকীৰ্ত্তন
সংগঠিত ছিল । তচ্ছব্দই শ্রীজীবগোষামী প্রভু শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্যদেবের শিক্ষাপ্রচার বর্ণন করিতে গিয়া নিত্যানন্দের
কথা শ্রীমদ্ভাগবতের ৭ম স্কন্ধ টীকায় ও ভক্তি-সম্মতে
লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—‘ষষ্ঠপাঠা ভক্তি: কলৌ কণ্ঠযা তদা
কীৰ্ত্তনাখ্যাক্তিসংযোগেনৈব কণ্ঠযা ॥’ ৩৬০॥

বালকগণের সহিত অবাধভাবে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু
নিজস্বৈর বিতরণ করিতেন । কখনও তাঁহাদিগকে
ভোজন করাইতেন, কখনও বা তাঁহাদিগকে চাপল্য হইতে

এইরূপ লীলা তান নিজ-প্রেম-রঙ্গে ।
স্বকৃতি শ্রীগদাধর দাস করি’ সঙ্গে ॥৩৮০॥
শ্রীগদাধরদাসের অকৃত্রিম নিত্যসিদ্ধ গোপীভাষ—
গোপীভাবে বাহু নাহি গদাধরদাসে ।
নিরবধি আপনাকে ‘গোপী’ হেন বাসে’ ॥৩৮১॥
দানখণ্ডগোলা-শ্রবণে শ্রীনিত্যানন্দের নৃত্য ও
প্রেমভক্তির বিকার—
দানখণ্ডলীলা শুনি’ নিত্যানন্দরায় ।
যে নৃত্য করেন, তাহা বর্ণন না যায় ॥৩৮২॥
প্রেমভক্তি-বিকারের যত আছে নাম ।
সব প্রকাশিয়া নৃত্য করে অমুপাম ॥৩৮৩॥
বিদ্যাতের প্রায় নৃত্য গতির ভঙ্গিমা ।
কিবা সে অদ্ভুত ভুজ-চালন-মহিমা ॥৩৮৪॥
কি বা সে নয়নভঙ্গী, কি স্মন্দর হাস ।
কিবা সে অদ্ভুত শির-কম্পন-বিলাস ॥৩৮৫॥
একত্র করিয়া ছুই চরণ স্মন্দর ।
কিবা যোড়ে যোড়ে লক্ষ দেন মনোহর ॥৩৮৬॥
যে-দিকে চাহেন নিত্যানন্দ প্রেমরসে ।
সে-ই-দিকে স্ত্রী-পুরুষে কৃষ্ণরসে ভাসে ॥৩৮৭॥
হেন সে করেন রূপাদৃষ্টি অভিযা ।
পরানন্দে দেহ-স্মৃতি কা’র না থাকয় ॥৩৮৮॥
যে ভক্তি বাঞ্ছেন যোগীশ্রাদি-মুনিগণে ।
নিত্যানন্দ-প্রসাদে সে ভুঞ্জে যে-তে-জনে ॥৩৮৯॥

নিবৃত্ত করিবার অল্প বন্ধন করিবার লীলা প্রদর্শন করিতেন ।
তাঁহাদের ব্যবহারে সকলেই সম্মত ছিলেন । বালকগণ
তাঁহাকে ‘বলদেব’ জানিয়া আপনাদিগকে শ্রীরাখাদির
অনুগত গোপ-বালক বলিয়া বিচার করিতেন ॥৩৯০॥

দানখণ্ড গান—কৃষ্ণের দানলীলা ; ‘দানকলৌ-কৌমুদী’
বর্ণিত ব্যাপার-বিষয়ক গান ॥৩৯১॥

শ্রীগদাধর দাস আপনার স্বরূপসিদ্ধিতে নিরন্তর বাস
করিয়া বাহুসঙ্গীর বেশ গ্রহণ করেন নাই । তিনিই সর্বদা
গোপীর ভাবে মগ্ন ছিলেন, গোপীর বেশে কপটতা দেখান
নাই ॥৩৮১॥

অষ্টবিধ ‘সাদ্বিক’ ও তেত্রিশ প্রকার ‘সকারী’ ভাব ॥৩৮৩॥

হস্তিসম জন না খাইলে তিন দিন ।
 চলিতে না পারে, দেহ হয় অতি ক্ষীণ ॥৩৯০॥
 একমাস এক শিশু না করে আহার ।
 তথাপিহ সিংহপ্রায় সব ব্যবহার ॥৩৯১॥
 হেন শক্তি প্রকাশেন নিত্যানন্দরায় ।
 তথাপি না বুঝে কেহ চৈতন্য-মায়ায় ॥৩৯২॥
 এইমত কতদিন প্রেমানন্দ-রসে ।
 গদাধরদাসের মন্দিরে প্রভু বৈসে ॥৩৯৩॥
 বাহু নাহি গদাধরদাসের শরীরে ।
 নিরবধি 'হরিবল' বলায় সবারে ॥৩৯৪॥
 গদাধরদাসের গ্রামে দুর্দান্ত ও কীর্তন-বিদ্যে
 কাজীর বাস—
 সেই গ্রামে কাজি আছে পরম দুর্ব্বার ।
 কীর্তনের প্রতি ঘৃণা করয়ে অপার ॥৩৯৫॥
 প্রেমানন্দে মত্ত গদাধরের নির্ভয়ে নিশাভাগে
 কাজী-গৃহে গমন—
 পরানন্দে মত্ত গদাধর মহাশয় ।
 নিশাভাগে গেলা সেই কাজির আলয় ॥৩৯৬॥
 যে কাজীর ভয়ে লোক পলায় অন্তরে ।
 নির্ভয়ে চলিলা নিশাভাগে তা'র ঘরে ॥৩৯৭॥
 নিরবধি হরি-ধ্বনি করিতে করিতে ।
 প্রবিষ্ট হইলা গিয়া কাজির বাড়ীতে ॥৩৯৮॥
 সগণ কাজীকে দেখিয়া গদাধরের অবিলম্বে ক্রোধ-
 নামোচ্চারণের অণু আদেশ—
 দেখে মাত্র বসিয়া কাজির সর্ব্বগণে ।
 বলিবারে কারো কিছু না আইসে বদনে ॥৩৯৯॥
 গদাধর বলে,—“আরে, কাজি বেটা কোথা ।
 ঝাট 'কৃষ্ণ' বল, নহে ছিণ্ডোঁ তোর মাথা ॥৪০০॥

হস্তিদূশ বলশালী মাংস তিনদিন উপবাস করিলে
 চলচ্ছত্রবিহিত হয় এবং তাহার দেহও ক্ষীণ হইয়া
 পড়ে ॥৩৯০॥

এঁড়িয়াদহ-গ্রামে ধর্ম্মের অত্যন্ত বিরোধী প্রবল
 পরাক্রান্ত জৈনিক কাজী সর্ব্বদা হরিসঙ্কীর্ণের বিদ্বেষ
 করিতেন ॥৩৯৫॥

জুড় কাজীর গদাধরের ভাব-গতি দর্শনে বিস্ময় ও
 গদাধরের আগমনের কারণ-জিজ্ঞাসা—
 অগ্নি-হেন ক্রোধে কাজি হইলা বাহির ।
 গদাধরদাস দেখি' মাত্র হৈলা স্থির ॥৪০১॥
 কাজি বলে,—“গদাধর, তুমি কেনে এথা ?”
 গদাধর বলেন,—“আছয়ে কিছু কথা ॥৪০২॥
 গদাধরের উক্তি—শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দাবতারাে একমাত্র
 কাজীই হরিনামে বঞ্চিত ; কাজীর মুখে হরিনাম-
 কীর্তন করাইবার অল্প গদাধরের কাজী-
 গৃহে আগমন—
 'শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ প্রভু অবতরি' ।
 জগতের মুখে বলাইলা 'হরি হরি' ॥৪০৩॥
 সবে তুমি মাত্র নাহি বল হরিনাম ।
 তাহা বলাইতে আইলাও তোমা' স্থান ॥৪০৪॥
 পরম-মজল হরি-নাম বল তুমি ।
 তোমার সকল পাপ উদ্ধারিব আমি ॥” ৪০৫॥
 হিংসকচরিত কাজীর বিস্ময়—
 যতপিহ কাজি মহা হিংসক-চরিত ।
 তথাপি না বলে কিছু, হইলা স্তম্ভিত ॥৪০৬॥
 পরদিবস কাজীর 'হরি' বলিবার প্রতিশ্রুতি—
 হাসি বলে কাজি,—“শুন দাস গদাধর !
 কালি বলিবাও 'হরি', আজি যাহ ঘর ॥” ৪০৭॥
 কাজীর মুখে হরিনাম শুনিয়া গদাধরের মনোহীড়-
 পরিপূরণ ও আনন্দে নৃত্য—
 হরিনাম-মাত্র শুনিলেন তা'র মুখে ।
 গদাধরদাস পূর্ণ হৈলা প্রেমসুখে ॥৪০৮॥
 গদাধরদাস বলে,—“আর কালি কেনে ।
 এই ত' বলিলা 'হরি' আপন বদনে ॥৪০৯॥

ঝাট—ঝাটতি, অবিলম্বে, শীঘ্র ॥৪০০॥

যদিও ধর্ম্মবিরোধী কাজী মহা-হিংস্রক ছিলেন, তথাপি
 গদাধরের সরলতা দেখিয়া তাঁহার হাশ্বের উদয় হইল ।
 তিনি রহস্যমুখে বলিলেন,—“আগামী কল্য আমি তোমার
 কথামত 'হরি' বলিব, অত তুমি যগৃহে গমন কর ।”
 ইহাতে গদাধরদাসের কাজীমুখে হরিনাম শুনিয়া বিশেষ
 আনন্দ হইল ॥৪০৭॥

আর তোর অমঙ্গল নাহি কোন ক্ষণ ।
যখন করিল। হরিনামের গ্রহণ ॥৪১০॥
এত বলি' পরম-উন্মাদে গদাধর ।
হাতে তালি দিয়া নৃত্য করে বজ্রতর ॥৪১১॥
গ্রহকার-কর্তৃক গদাধরদাসের মহিমা-কথন—
কতক্ষণে আইলেন আপন মন্দিরে ।
নিত্যানন্দ-অধিষ্ঠান ষাঁহার শরীরে ॥৪১২॥
হেনমতে গদাধরদাসের মহিমা ।
চৈতন্য-পার্বদ-মধ্যে ষাঁহার গণনা ॥৪১৩॥
যে কাজির বাতাস না লয় সামুজনে ।
পাইলেই মাত্র জাতি লয় সেইক্ষণে ॥৪১৪॥
হেন কাজি দুর্ব্বার দেখিলে জাতি লয় ।
হেন জনে কৃপাদৃষ্টি কৈলা মহাশয় ॥৪১৫॥
হেন জন পাসরিল সব হিংসামর্শ ।
ইহায়ে সে বলি—‘কৃষ্ণ’-আবেশের কর্ম ॥৪১৬॥
নিত্যানন্দ-পার্বদগণের নিত্যানন্দ-কৃপায়
অকৃত্রিম কৃষ্ণভাবের পরিচয়—
সত্য কৃষ্ণ-ভাব হয় ষাঁহার শরীরে ।
অগ্নি-সর্প-ব্যাঘ্র তা'রে লজ্জিতে না পারে ॥৪১৭॥
ব্রহ্মাদির অশীষ্ট যে সব কৃষ্ণভাব ।
গোপীগণে ব্যক্ত যে-সকল অমুরাগ ॥৪১৮॥
ইজিতে সে-সব ভাব নিত্যানন্দ-রায় ।
দিলেন সকল বিপ্রগণেরে কৃপায় ॥৪১৯॥
ভজ ভাই, হেন নিত্যানন্দের চরণ ।
ষাঁহার প্রসাদে পাই চৈতন্য-শরণ ॥৪২০॥
সপার্বদ নিত্যানন্দের নবদ্বীপ-যাত্রা—
তবে নিত্যানন্দ প্রভুবর কতদিনে ।
শচী-আই দেখিবারে ইচ্ছা হৈল মনে ॥৪২১॥

এড়িয়াহের কাজী বড়ই দুর্দান্ত ছিলেন। যে সকল ব্যক্তি তাঁহার সম্মান বা সন্ধান না রাখিতেন, কাজী সুবিধা পাইলেই তাঁহাদের জাতিনাশ করিতেন। এইরূপ শ্রেণীর লোকের হিংসামর্শও ব্রীহদাধর দাস দূরীকৃত করাইয়াছিলেন। সুতরাং তিনি কৃষ্ণাবেশ-লীলাই প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥৪১৪-১৬॥

শুভযাত্রা করিলেন নবদ্বীপ-প্রতি ।
পারিষদগণ সব করিয়া সংহতি ॥৪২২॥
খড়দহগ্রামে পুরন্দরপণ্ডিত-দেবালয়ে—
তবে আইলেন প্রভু খড়দহগ্রামে ॥
পুরন্দরপণ্ডিতের দেবালয়-স্থানে ॥৪২৩॥
খড়দহগ্রামে আসি' নিত্যানন্দ-রায় ।
যত নৃত্য করিলেন—কহেন না যায় ॥৪২৪॥
পুরন্দরপণ্ডিতের পরম উন্মাদ ।
বৃক্ষের উপরে চড়ি' করে সিংহনাদ ॥৪২৫॥
চৈতন্যদাসের অঙ্গে প্রেম-ভক্তি অভিযাতি—
বাহু নাহি শ্রীচৈতন্যদাসের শরীরে ।
ব্যাঘ্র তাড়াইয়া যায় বনের ভিতরে ॥৪২৬॥
কভু লক্ষ দিয়া উঠে ব্যাঘ্রের উপরে ।
কৃষ্ণের প্রসাদে ব্যাঘ্র লজ্জিতে না পারে ॥৪২৭॥
মহা অজগরসর্প লই' নিজ কোলে ।
নির্ভয়ে চৈতন্যদাস থাকে কুতূহলে ॥৪২৮॥
ব্যাঘ্রের সহিত খেলা খেলেন নির্ভয় ।
হেন কৃপা করে অবধূত মহাশয় ॥৪২৯॥
সেবক-বৎসল প্রভু নিত্যানন্দ-রায় ।
ব্রহ্মার দুর্লভ রস ইজিতে ভুজায় ॥৪৩০॥
চৈতন্যদাসের আত্মনিম্মতি সর্বথা ।
নিরন্তর কহেন আনন্দ-মনঃকথা ॥৪৩১॥
তুই তিন দিন মজ্জি জলের ভিতরে ।
থাকেন, কখনো তুংখ না হয় শরীরে ॥৪৩২॥
জড়-প্রায় অলক্ষিত-সর্ব-ব্যবহার ।
পরম উদ্ধাম সিংহ-নিক্রম অপার ॥৪৩৩॥
চৈতন্যদাসের যত ভক্তির বিকার ।
কত বা কহিতে পারি—সকল অপার ॥৪৩৪॥

সর্প, ব্যাঘ্র প্রভৃতি কৃষ্ণপ্রেমোন্মত্ত জনগণকে আক্রমণ করে না, অগ্নি তাঁহাদিগকে দহন করে না ॥৪১৭॥

ব্রহ্মাদি আধিকারিকদেরগণ গোপীগণের কৃষ্ণাভুশীলন বুঝিয়া উঠিতে পারে না। নিত্যানন্দপ্রভু ইজিত-মাত্র নিজ ভৃত্যগণকে অমুরগ্রহপূর্বক ব্রহ্মাদি-দুর্লভ গোপীর অমুরাগ প্রদান করিলেন ॥৪১৮॥

স্বযোগ্য চৈতন্যদাসের মুরারিপণ্ডিত মহিমা—

যোগ্য শ্রীচৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত।

যাঁ'র বাতাসেও কৃষ্ণ পাই যে নিশ্চিত ॥৪৩৫॥

অদ্বৈতের শ্রীচৈতন্যভাগবতবিচারের বিরোধিগণের

‘চৈতন্যদাস’ আখ্যায় কল্প—

এবে কেহ বলায় ‘চৈতন্যদাস’ নাম।

স্বপ্নেহ না বলে শ্রীচৈতন্য-গুণ-গ্রাম ॥৪৩৬॥

অদ্বৈতের প্রাণনাথ—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।

যাঁ'র ভক্তি-প্রসাদে অদ্বৈত সত্য ধন্য ॥৪৩৭॥

জয় জয় অদ্বৈতের যে চৈতন্য-ভক্তি।

যাঁহার প্রসাদে অদ্বৈতের সর্বশক্তি ॥৪৩৮॥

সাধুলোকে অদ্বৈতের এ মহিমা ঘোষে’।

কেহ ইহা অদ্বৈতের নিন্দা হেন বাসে ॥৪৩৯॥

সেহ ছার বলায় ‘চৈতন্যদাস’ নাম।

পাপী কেমনে যায় অদ্বৈতের স্থান ॥৪৪০॥

এ পাপীরে ‘অদ্বৈতের লোক’ বলে যে।

অদ্বৈত-রূপ কভু নাহি জানে সে ॥৪৪১॥

রাক্ষসের নাম যেন কহে ‘পুণ্যজন’।

এই মত এ সব চৈতন্য-দাসগণ ॥৪৪২॥

সপ্তগ্রামে সপার্বদ নিত্যানন্দ—

কতদিনে থাকি’ নিত্যানন্দ খড়দহে।

সপ্তগ্রাম আইলেন সর্বগণ-সহে ॥৪৪৩॥

সপ্তগ্রামে সপার্বদ স্থান ত্রিবেণীঘাট—

সেই সপ্তগ্রামে আছে সপ্ত-ঋষি-স্থান।

জগতে বিদিত সে ‘ত্রিবেণীঘাট’ নাম ॥৪৪৪॥

সেই গঙ্গাঘাটে পূর্বে সপ্ত ঋষিগণ।

তপ করি’ পাইলেন গোবিন্দচরণ ॥৪৪৫॥

তিন দেবী সেই স্থানে একত্র মিলন।

জাহ্নবী-যমুনা-সরস্বতীর সঙ্গম ॥৪৪৬॥

প্রসিদ্ধ ‘ত্রিবেণীঘাট’ সকল ভুবনে।

সর্ব পাপ ক্ষয় হয় যাঁ'র দরশনে ॥৪৪৭॥

ত্রিবেণীঘাটে শ্রীনিত্যানন্দের স্থান—

নিত্যানন্দ প্রভুবর পরম-আনন্দে।

সেই ঘাটে স্থান করিলেন সর্ববৃন্দে ॥৪৪৮॥

জলচর অক্ষুণ্ণ জলে থাকে, হুলচর জীব তথায
অধিকক্ষণ থাকিতে অসমর্থ, কিন্তু শ্রীচৈতন্যদাস জলে
প্রস্তরাদির ছায় অনেক দিন থাকিয়াও কোন অশ্রুবিদ্যা
বোধ করিতেন না। তিনি চৈতনের বৈলক্ষণ্য প্রকাশ
করিতেন না ॥৪৩২॥

অদ্বৈত প্রভুর একজন কণ্টক আপনাকে চৈতন্যদাস
নামে অভিহিত করিতেন। তাঁহার বিচার ছিল যে,
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—রাধিকা, আর অদ্বৈত প্রভু—কৃষ্ণ, কিন্তু
প্রকৃত-প্রস্তাবে শ্রীচৈতন্যই শ্রীরাধাগোবিন্দমিলিত-তত্ত্ব,
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্যভক্ত, তাই চৈতন্যদাসকে শ্রীচৈতন্য-
বিরোধীই ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের অগ্রগৃহেই শ্রীঅদ্বৈত
সর্বশক্তিসম্পন্ন হইয়াছিলেন। এই কথা বিচার না করিয়া
ঐ অতিবাড়ী অদ্বৈতভক্তাভিমাত্রী ঐ প্রকার উক্তি
শ্রীঅদ্বৈতের নিন্দা হয় বলিয়া বলিত। এই পাপিষ্ঠকে যে
অদ্বৈতভাগ বলিয়া মনে করে, সে অদ্বৈতের চিন্তাস্রোত
বৃত্তিতে পারে না বা পারে নাই ॥৪৪০॥

সংস্কৃত-ভাষায় রাক্ষসের পৃথায় পুণ্যজন শব্দ কথিত
হয়। সুতরাং আপনাকে আপনি চৈতন্যদাস বলিলে
লোকপ্রভারণামাত্র হয়। যাঁহারা পুণ্যজন শব্দের কটু অর্থ
বুঝেন না, তাঁহারা উহাকে ভাল অর্থেই বিচার করেন,
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা যেকপ বিকল্প অর্থে প্রযুক্ত, তদ্রূপ
চৈতন্যদাস প্রভূতি নাম প্রকৃত অর্থে সংজ্ঞিত না হইয়া
শ্রীচৈতন্যের প্রানিকারকের নাম ব্যবহৃত হইলে উক্ত নাম-
ধারী কখনও প্রকৃত চৈতন্যদাস হইতে পারেন না ॥৪৪২॥

সপ্তগ্রাম—বিস্তৃত বিবরণ (চৈঃ চৈঃ আ (১১৫১)
অনুভাষ্যে দ্রষ্টব্য ॥৪৪॥

অতাপি গঙ্গা, সরস্বতী ও যমুনার সম্মিলনের স্থানটি
ত্রিবেণী বলিয়া পরিচিত। কাঁচড়াপাড়ার নিকট এখনও
যমুনা নদীর প্রাচীন খাত বর্তমান। উহা কিছুদিন পূর্বে
ত্রিবেণী-সঙ্গমে পতিত হইয়াছিল। গোবরডাঙ্গার নীচে
যমুনা খাতের অবস্থিতির প্রবাদ অতাপি বর্তমান
৮৪৪॥

ত্রিবেণীতীরে উদ্ধারণ-গৃহে ত্রিনিত্যানন্দ—
উদ্ধারণদত্ত ভাগ্যবস্তুর মন্দিরে ।
রহিলেন তথা প্রভু ত্রিবেণীর তীরে ॥৪৫৯॥
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দের চরণ ।
ভজিলেন অকৈতবে দত্ত-উদ্ধারণ ॥৪৬০॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের সেবা-অধিকার ।
পাইলেন উদ্ধারণ, কিবা ভাগ্য তাঁ'র ॥৪৬১॥
জন্ম জন্ম নিত্যানন্দ-স্বরূপ ঈশ্বর ।
জন্ম জন্ম উদ্ধারণো তাঁহার কিঙ্কর ॥৪৬২॥

নিত্যসিদ্ধ নিত্যানন্দ-ভৃত্য উদ্ধারণের রূপায়
বণিককুলের উদ্ধার—

যতেক বণিক-কুল উদ্ধারণ হৈতে ।
পবিত্র হইল, দ্বিধা নাহিক ইহাতে ॥৪৬৩॥
বণিক তারিতে নিত্যানন্দ-অবতার ।
বণিকেরে দিল। প্রেমভক্তি-অধিকার ॥৪৬৪॥

সপ্তগামস্থ তদানীন্তন বণিককুলের প্রতি পণ্ডিতপাবন
নিত্যানন্দের অহৈতুক রূপা—

সপ্তগ্রামে সব বণিকের ঘরে ঘরে ।
আপনে নিতাইচাঁদ কীৰ্ত্তনে বিহরে ॥৪৬৫॥
বণিক-সকল নিত্যানন্দের চরণ ।
সর্বভাবে ভজিলেন লইয়া শরণ ॥৪৬৬॥
বণিক-সবার কৃষ্ণভজন দেখিতে ।
মনে চমৎকার পায় সকল জগতে ॥৪৬৭॥

নিত্যানন্দ-প্রভুবর-মহিমা অপার ।
বণিক অধম মূৰ্খ যে নৈল নিস্তার ॥৪৬৮॥
সপ্তগ্রামে প্রভুবর নিত্যানন্দ-রায় ।
গণ-সহ সংকীৰ্ত্তন করেন লীলায় ॥৪৬৯॥

সপ্তগ্রামে নিত্যানন্দের নিশিদিন সংকীৰ্ত্তন-বিহার—

সপ্তগ্রামে যত হৈল কীৰ্ত্তন-বিহার ।
শতবৎসরেও তাহা নারি বর্ণিবার ॥৪৭০॥
পূৰ্বে যেন সুখ হৈল নদীয়া-নগরে ।
সেইমত সুখ হৈল সপ্তগ্রাম পুরে ॥৪৭১॥
রাত্রিদিনে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নাহি নিদ্রা-ভয় ।
সর্বদিকে হৈল হরিসংকীৰ্ত্তনময় ॥৪৭২॥
প্রতি ঘরে-ঘরে প্রতি নগরে-চত্বরে ।
নিত্যানন্দ প্রভুবর কীৰ্ত্তনে বিহরে ॥৪৭৩॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের আবেশ দেখিতে ।
হেন নাহি যে বিহ্বল না হয় জগতে ॥৪৭৪॥

বিষ্ণুদ্রোহী যবনেরও পণ্ডিতপাবন-নিত্যানন্দ-

চরণে শরণ গ্রহণ—

অন্তর কি দায়, বিষ্ণুদ্রোহী যে যবন ।
তাহারাও পাদপদ্মে লইল শরণ ॥৪৭৫॥
যবনের নয়নে দেখিয়া। প্রেমদার ।
ব্রাহ্মণেও আপনাকে করেন দিক্কার ॥৪৭৬॥
জয় জয় অবধূত-চন্দ্র মহাশয় ।
যাঁহার রূপায় হেন সব রজ্জ হয় ॥৪৭৭॥

ত্রিনিত্যানন্দপ্রভু—সাক্ষাৎ বলদেব; তাঁহার সেবাদিকার
লাভ করা ব্রহ্মাদি দেবগণেরও দুর্লভ, কিন্তু তাঁহার প্রিয়
সেবক শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর সেই সৌভাগ্য লাভ করিলেন
॥৪৫৯॥

শ্রীউদ্ধারণ ঠাকুর স্নবর্ণবণিককূলে প্রকটিত হইয়াছিলেন ।
সামাজিক বিচারমতে ঐ কুল অবর-কুল নামে প্রসিদ্ধ ।
অবর-কূলে আবির্ভূত হইয়া তিনি ত্রিনিত্যানন্দের
রূপাপাত্র ছিলেন । তাঁহার আদর্শে যাবতীয় অবর-
কুলোদ্ভূত জনগণ স্বয়ং-বর্ণাভিমানের অধমতা পরিত্যাগ
করিতে সমর্থ হইয়াছেন—ইহাতে আর কোন সন্দেহ

নাই । কালেঘোর ভাঙ্গারী প্রভৃতি বৈষ্ণবজাতিগুলিও
হরিভজন-পরায়ণ হইয়াছিলেন ॥৪৬৩॥

স্নবর্ণবণিককুল স্বভাবতঃ অশিক্ষিত মূৰ্খ ও সর্বদা
জড়ীয় কনকচিত্ত-রত থাকায় কলুষিতচিত্ত ছিলেন ।
ত্রিনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার প্রকটকালের যাবতীয় বণিক-
কুলের উদ্ধার করিয়াছিলেন । পরবর্ত্তি-সময়ে নিত্যানন্দ-
বিরোধী ঐ বণিককূলেই উদ্ভূত কোন কোন ব্রহ্মত্ব
হরিবিমুগ হইয়া পড়িয়াছেন ও পড়িতেছেন ॥৪৬৮॥

চত্বর—প্রাঙ্গণ, আবাস ॥৪৭৩॥

যবনস্বভাব জনগণ—ভগবৎবিরোধী অবৈষ্ণব ॥৪৭৫॥

এই মতে সপ্তগ্রামে, আঙ্গুরা-মুগুকে ।
বিহরেন নিত্যানন্দ-স্বরূপ কৌতুকে ॥৪৬৮॥

শান্তিপুত্র অধৈতগৃহে শ্রীনিত্যানন্দ ও প্রহুৎসবের
কৃষ্ণ-প্রেমোন্মাদ—

তবে কতদিনে আইলেন শান্তিপুত্রে ।
আচার্য্যগোসাঞী প্রিয়বিগ্রহের ঘরে ॥৪৬৯॥
দেখিয়া অধৈত নিত্যানন্দের শ্রীমুখ ।
হেন নাহি জানেন জগিল কোন মুখ ॥৪৭০॥
'হরি' বলি' লাগিলেন করিতে ছন্দার ।
প্রদক্ষিণ দণ্ডবত করেন অপার ॥৪৭১॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপ অধৈত করি' কোলে ।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ-জলে ॥৪৭২॥
দৌহে দৌহা দেখি' বড় হইলা বিবশ ।
জগিল অনন্ত অনির্বচনীয় রস ॥৪৭৩॥
দৌহে দৌহা ধরি' গড়ি' যায়েন অঙ্গনে ।
দৌহে চাহে ধরিবারে দৌহার চরণে ॥৪৭৪॥
কোটি সিংহ জিনি' দৌহে করে সিংহনাদ ।
সম্বরণ নহে দুই-প্রভুর উন্মাদ ॥৪৭৫॥
তবে কতক্ষণে দুই-প্রভু হইলা মির ।
বসিলেন একস্থানে দুই মহাধীর ॥৪৭৬॥

অধৈতকৃত্তক নিত্যানন্দের স্তুতি—

করযোড় করিয়া অধৈত মহামতি ।
সন্তোষে করেন নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি ॥৪৭৭॥
“তুমি নিত্যানন্দ-মুগু নিত্যানন্দ-নাম ।
মুগুসমুত্ত তুমি চৈতন্যের গুণধাম ॥৪৭৮॥
সর্ব-জীব-পরিভ্রাণ তুমি মহাহেতু ।
মহা-প্রলয়েতে তুমি সত্য ধর্মসেতু ॥৪৭৯॥
তুমি সে বুঝাও চৈতন্যের প্রেমভক্তি ।
তুমি সে চৈতন্যবর্ণের পূর্ণশক্তি ॥৪৮০॥

ব্রাহ্মণ—সর্কৌস্তম এবং যবন—সর্কসংস্কারবর্জিত
অধম ॥৪৭৬॥

শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীঅধৈতপ্রভু স্তব করিবার মুখে
বসিলেন,—“তুমি পতিতপাবন—দীন অগতের দোষ দর্শন

ব্রহ্মা-শিব-নারদাদি ‘ভক্ত’ নাম যাঁর ।
তুমি সে পরম উপদেষ্টা সবার্কার ॥৪৮১॥
বিমুগ্ধভক্তি সবেই পায়েন তোমা’ হইতে ।
তথাপিহ অভিমান না স্পর্শে’ তোমাতে ॥৪৮২॥
পতিতপাবন তুমি দোষ-দৃষ্টিশূণ্য ।
তোমাতে সে জানে যাঁর আছে বহু পুণ্য ॥৪৮৩॥
সর্বযজ্ঞময় এই বিগ্রহ তোমার ।
অবিষ্টা-বন্ধন খণ্ডে’ স্মরণে যাঁহার ॥৪৮৪॥
যদি তুমি প্রকাশ না কর’ আপনারে ।
তবে কাঁর শক্তি আছে জানিতে তোমাতে ॥৪৮৫॥
অক্রোধ পরমানন্দ তুমি মহেশ্বর ।
সহস্র-বদন-আদি দেব মহীধর ॥৪৮৬॥
রক্ষকুল-হস্তা তুমি শ্রীলক্ষ্মণচন্দ্র ।
তুমি গোপ-পুত্র হলধর মূর্তিসমু ॥৪৮৭॥
মূর্খ নীচ অধম পতিত উদ্ধারিতে ।
তুমি অবতীর্ণ হইয়াছ পৃথিবীতে ॥৪৮৮॥
যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে যোগেশ্বর মুনিগণে ।
তোমা’ হৈতে তাহা পাইবেক যে-তে-জনে ॥৪৮৯॥
কহিতে অধৈত নিত্যানন্দের মহিমা ।
আনন্দ-আবেশে পাসরিলেন আপন ॥৪৯০॥

নিত্যানন্দ-প্রভাব ও অধৈত—

অধৈত সে জ্ঞাতা নিত্যানন্দের প্রভাব ।
এ গম্য জানয়ে কোন কোন মহাভাগ ॥৪৯১॥

উভয়ের কৌন্দল পরানন্দতাপগম্য—

তবে যে কলহ হের অগোহাগো বাজে ।
সে কেবল পরানন্দ, যদি জনে বুঝে ॥৪৯২॥
অধৈতের বাক্য বুঝিবার শক্তি কাঁর ?
জানিহ ঈশ্বর-সনে ভেদ নাহি যাঁর ॥৪৯৩॥

কর না । অতাস্ত পুণ্যবান ব্যক্তি ব্যতীত অজ্ঞ কেহ
তোমাকে বুঝিতে পারে না । তুমি—সর্বযজ্ঞ-কলেবর ,
তোমার স্মরণে অবিষ্টা-বন্ধন খণ্ডিত হয় ॥৪৮৩-৮৪॥
তথ্য । ‘অধৈতঃ হরিণাধৈতঃ’ (শ্রীধরপঞ্চড়চা) ॥৪৯৩॥

উভয়ে কৃষ্ণ-কথা-গল্প-প্রসঙ্গে দিবস-যাপন —
 হেন মতে ছুই প্রভুর মহারঙ্গে ।
 বিহরেন কৃষ্ণকথা-গল্প-প্রসঙ্গে ॥৪৯৪॥
 অনেক রহস্য করি' অদ্বৈত-সহিত ।
 অশেষ প্রকারে তান জন্মাইলা প্রীত ॥৪৯৫॥
 তবে অদ্বৈতের স্থানে লই' অমুগতি ।
 নিত্যানন্দ আইলেন নবদ্বীপ-প্রতি ॥৪৯৬॥

শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপে শচীমাতার সমীপে

আগমন ও প্রণতি—

সেইমতে সৰ্ব্বাঙ্গে আইলা আই-স্থানে ।
 আসি' নমস্করিলেন আইর চরণে ॥৪৯৭॥

'আই'র আনন্দ ও উক্তি—

নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেবি' শচী-আই ।
 কি আনন্দ পাইলেন—তা'র অন্ত নাই ॥৪৯৮॥
 আই বলে,—“বাপ, তুমি সত্য অন্তর্যামী ।
 তোমারে দেখিতে ইচ্ছা করিলাঙ আমি ॥৪৯৯॥
 মোর চিত্ত জানি' তুমি আইলা সত্তর ।
 কে তোমা' চিন্তিতে পারে সংসার শিতর ॥৫০০॥
 কতদিন থাক বাপ, নবদ্বীপ-বাসে ।
 যেন তোমা' দেখি' মুঞি দশে পঞ্চমাগে ॥৫০১॥
 মুঞি চুখিনীর ইচ্ছা তোমারে দেখিতে ।
 দৈবে তুমি আসিয়াছ চুখিতা তারিতে ॥” ৫০২॥
 শুনিয়া আইর বাক্য হাসে' নিত্যানন্দ ।
 যে জানে আইর প্রভাবের আদি-অন্ত ॥৫০৩॥

নিত্যানন্দের প্রত্যুত্তর—

নিত্যানন্দ বলে,—“শুন আই, সৰ্ব্বমাতা ।
 তোমারে দেখিতে মুঞি আসিয়াছি' হেথা ॥৫০৪॥
 মোর বড় ইচ্ছা তোমা' দেখিতে হেথায় ।
 রহিলাঙ নবদ্বীপে তোমার আজ্ঞায় ॥” ৫০৫॥
 নবদ্বীপে সপার্বদ নিত্যানন্দের কীৰ্ত্তন-বিহার—
 হেনমতে নিত্যানন্দ আই সম্ভাবিয়া ।
 নবদ্বীপে ভ্রমেণ আনন্দ-মুক্ত হইয়া ॥৫০৬॥

দশে পঞ্চ মাগে—দশদিন অন্তর, পনেরদিন অন্তর বা
 একমাস অন্তর ॥৫০১॥

নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রতি-ঘরে-ঘরে ।
 সব-পারিষদ-সঙ্গে কীৰ্ত্তন বিহরে ॥৫০৭॥
 নবদ্বীপে আসি' প্রভুর নিত্যানন্দ ।
 হইলেন কীৰ্ত্তনে আনন্দ মূর্ত্তিমন্ত ॥৫০৮॥
 প্রতি ঘরেঘরে সব পারিষদ সঙ্গে ।
 নিরবধি বিহরেন সংকীৰ্ত্তন-রঙ্গে ॥৫০৯॥

শ্রীনিত্যানন্দের সংকীৰ্ত্তন-মন্তবশ—

পরম মোহন সংকীৰ্ত্তন-মন্ত বৈশ ।
 দেখিতে স্কৃতি পায় আনন্দ বিশেষ ॥৫১০॥
 শ্রীমন্তকে শোভে বহুবিধ পটু বাস ।
 ততুপরি বহুবিধ মাল্যের বিলাস ॥৫১১॥
 কণ্ঠে বহুবিধ গণি-মুক্তা-স্বর্গহার ।
 শ্রুতিমূলে শোভে মুক্তা কাঞ্চন অপার ॥৫১২॥
 স্তবধের অঙ্গদ নলয় শোভে করে ।
 না জানি কতক মালা শোভে কলেবরে ॥৫১৩॥
 গোঁরোচনা-চন্দনে লেপিত সৰ্ব্ব-অঙ্গ ।
 নিরবধি বাল-গোপালের প্রায় রঙ্গ ॥৫১৪॥
 কি অপূৰ্ণ লৌহ-দণ্ড ধরেন লীলায় ।
 পূর্ণ দশ-অঙ্গুলি স্তবধমুদ্রিকায় ॥৫১৫॥
 শুক্ল, নীল, পীত—বহুবিধ পটু বাস ।
 পরম বিচিত্র পরিধানের বিলাস ॥৫১৬॥
 বেক্র, বংশী, পাচনী জঠরপটে শোভে ।
 যা'র দরশন ধ্যান জগ মনোলোভে' ॥৫১৭॥
 রজত-নুপুর-মন্ত শোভে শ্রীচরণে ।
 পরম মধুরধনি, গজেন্দ্রগমনে ॥৫১৮॥
 যে-দিকে চাহেন প্রভুর নিত্যানন্দ ।
 সেই-দিকে হয় কৃষ্ণ-রস মূর্ত্তিমন্ত ॥৫১৯॥

শ্রীধাম-মাথাপুরে শ্রীনিত্যানন্দের বিলাস—

হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে ।
 আছেন চৈতন্য-জন্মভূমি নবদ্বীপে ॥৫২০॥

স্কৃতিসম্পন্ন জনগণ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে সঙ্কীৰ্ত্তনে
 প্রধান উদ্যোগী দেখিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করেন ॥৫১০॥

মথুরা-রাজধানীর ছায় শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপ—

নবদ্বীপ—যেহেন মথুরা-রাজধানী ।

কত-মত লোক আছে, অস্ত নাহি জানি ॥৫২১॥

তথায় স্তম্ভনের বাসের ছায় অসংখ্য দুর্জনেরও বাস—

হেন সব স্তম্ভন আছেন, যাহা দেখি' ।

সর্বমহাপাপ হৈতে মুক্ত হয় পাপী ॥৫২২॥

তথি-মধ্যে দুর্জন যে কত কত বৈসে :

সর্ব-ধর্ম্ম ঘুচে তা'র ছায়ার পরশে ॥৫২৩॥

দুর্জনেরও নিত্যানন্দ-রূপায় কৃষ্ণ রতিমতি লাভ—

তাহারাও নিত্যানন্দ-প্রভুর কৃপায় ।

কৃষ্ণ-পথে রত হৈল অতি অমায়ায় ॥৫২৪॥

চৈতন্যের যয়ং এবং তাঁহার যয়ং প্রকাশ নিত্যানন্দের

ধারা ত্রিভুবন-উদ্ধার—

আপনে চৈতন্য কত করিলা মোচন ।

নিত্যানন্দ-দ্বারে উদ্ধারিলা ত্রিভুবন ॥৫২৫॥

পতিভোক্তারে পতিতপাবন নিত্যানন্দ—

চোর-দস্যু-অধম-পতিত-নাম যা'র ।

নানামতে নিত্যানন্দ কৈলেন উদ্ধার ॥৫২৬॥

শুন শুন নিত্যানন্দ-প্রভুর আখ্যান ।

চোর দস্যু যেমতে করিলা পরিত্রাণ ॥৫২৭॥

নবদ্বীপস্থ জনৈক দস্যুদলপতির ব্রাহ্মণপুত্রের আখ্যান—

নবদ্বীপে বৈসে এক ব্রাহ্মণ-কুমার ।

তাহার সমান চোর দস্যু নাহি আর ॥৫২৮॥

যত চোর দস্যু—তা'র মহা সেনাপতি ।

নাগে সে ব্রাহ্মণ, অতি পরম কুমতি ॥৫২৯॥

পর-বধে দয়ামাত্র নাহিক শরীরে ।

নিরস্তর দস্যুগণ-সঙ্গে বিহরে ॥৫৩০॥

নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের অলঙ্কার-হরণার্থ উক্ত দস্যু

দলপতির নিত্যানন্দ-সঙ্গে অক্ষয় ভ্রমণ—

নিত্যানন্দ-স্বরূপের দেখি' অলঙ্কার ।

সুবর্ণ প্রবালমণি মুক্তা দিব্যহার ॥৫৩১॥

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে দেখি' বহুবিধ ধন ।

হরিতে' হইল দস্যু-ব্রাহ্মণের মন ॥৫৩২॥

মায়। করি' নিরবধি নিত্যানন্দ-সঙ্গে ।

ভ্রময়ে তাহান ধন হরিবার রঙ্গে ॥৫৩৩॥

অস্থধ্যামি-নিত্যানন্দের হিরণ্যপণ্ডিত নামক জনৈক

ব্রাহ্মণ-গৃহে নিভূতে অবস্থান—

অস্তুরে পরম দুষ্ট দ্বিজ ভাল নয় ।

জানিলেন নিত্যানন্দ অস্তুর-হৃদয় ॥৫৩৪॥

হিরণ্যপণ্ডিত-নামে এক সুব্রাহ্মণ ।

সেই নবদ্বীপে বৈসে—মহা-অকিঞ্চন ॥৫৩৫॥

সেই ভাগ্যবশুর সন্নিধি নিত্যানন্দ ।

থাকিলা বিরলে প্রভু হইয়া অদঙ্গ ॥৫৩৬॥

দস্যুদলপতির দস্যুগণসহ যুক্তি—

সেই দুষ্ট ব্রাহ্মণ—পরমদুষ্টমতি ।

লইয়া সকল দস্যু করয়ে যুক্তি ॥৫৩৭॥

“আরে ভাই, সবে আর কেনে দুঃখ পাই ।

চণ্ডী-মায়ে নিধি মিলাইলা এক ঠাগ্রি ॥৫৩৮॥

এই অবধূতের অঙ্গেতে অলঙ্কার ।

সোণা মুক্তা হীর। কসা বই নাহি আর ॥৫৩৯॥

কত লক্ষ টাকার পদার্থ নাহি জানি ।

চণ্ডী-মায়ে এক ঠাগ্রি মিলাইলা আনি' ॥৫৪০॥

শূন্য বাড়ী-মাঝে থাকে হিরণ্যের ঘরে ।

কাড়িয়া আনিব এক দণ্ডের ভিতরে ॥৫৪১॥

ঢাল খাড়া লই' সবে হও সমবায় ।

আজি গিয়া হানা দিব কতক নিশায় ॥৫৪২॥

শ্রীচৈতন্যদেবের জন্মভূমি—নবদ্বীপ ; নবদ্বীপের ঐ

অংশটি শ্রীধাম-মায়াপুর-নামে খ্যাত ॥৫২০॥

নামে সে ব্রাহ্মণ—ব্রাহ্মণকৃত ; পদপূরণ ও মহা ৭, ৮৫

শ্লোকে ব্রাহ্মণকৃতের লক্ষণ ও সংজ্ঞা প্রদত্ত ॥৫২৯॥

সুব্রাহ্মণের লক্ষণ—মহা-অকিঞ্চনতা ॥৫৩৫॥

আমাদের ভোগবাসনা পরিত্যক্ত করিতে শ্রীচণ্ডীমাতাই

একমাত্র আশ্রয় । তিনি দয়া করিয়া আমাদের দস্যুত্বের

উপাদান সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন ॥৫৩৮॥

এই মত্ত মুক্তি করি' সব দস্যুগণ।
সবে নিশাভাগ জানি' করিল গমন ॥৫৪৩॥
নিশাভাগে দস্যুগণের অন্তঃস্রবহ নিত্যানন্দের
অবস্থিতি-স্থান-বেষ্টন—
খাঁড়া ছুরি ত্রিশূল লইয়া জনে জনে।
আসিয়া বেড়িলা নিত্যানন্দ যেই স্থানে ॥৫৪৪॥
এক স্থানে রহিয়া সকল দস্যুগণ।
আগে চর পাঠাইয়া দিল এক জন ॥৫৪৫॥
নিত্যানন্দের ভোজন ও ভক্তগণের চতুর্দিকে হরিনাম-
কীর্তন, নিশাশেষেও কৃষ্ণানন্দে সকলেই

সম্বিৎপ্রসূত —

নিত্যানন্দ প্রভুবর করেন ভোজন।
চতুর্দিকে হরিনাম লয় ভক্তগণ ॥৫৪৬॥
কৃষ্ণানন্দে মত্ত নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ।
কেহ করে সিংহনাদ, কেহ বা গর্জজন ॥৫৪৭॥
রোদন করয়ে কেহ পরমানন্দ-রসে।
কেহ করতালি দিয়া অটু অটু হাঙ্গে ॥৫৪৮॥
'হৈ হৈ হায় হায়' করে কোন জন।
কৃষ্ণানন্দে নিজা নাহি সবাই চেতন ॥৫৪৯॥
চর আসি' কহিলেক দস্যুগণ-স্থানে।
“ভাত খায় অবধূত, আগুে সর্বজন ॥” ৫৫০॥

দস্যুগণের ‘আকাশকুসুম’ রচনা—
দস্যুগণ বলে,—“সবে শুউক খাইয়া।
আমরাও বসি' সবে হানা দিন গিয়া ॥” ৫৫১॥
বসিলা সকল দস্যু এক বৃক্ষতলে।
পর ধন লইবেক—এই কুতূহলে ॥৫৫২॥
কেহ বলে,—“মোহার সোণার তাড়-বালা।”
কেহ বলে,—“মুঞি নিমু মুকুতার মালা ॥” ৫৫৩॥
কেহ বলে,—“মুঞি নিমু কর্ণ-আভরণ।”
“স্বর্ণহার নিমু মুঞি” বলে—কোন জন ॥৫৫৪॥
কেহ বলে,—“মুঞি নিমু রজত-মৃপূর।”
সবে এই মনকলা খায়েন প্রচুর ॥৫৫৫॥

নিত্যানন্দেব ইচ্ছায় দস্যুগণের চক্ষে নিত্যাবির্ভাব—
হেনই সময়ে নিত্যানন্দের ইচ্ছায়।
নিজা ভগবতী আসি' চাপিলা সবায় ॥৫৫৬॥
সেই খানে ঘুমাইলা সব দস্যুগণ।
নিজায় হইলা সবে মহা অচেতন ॥৫৫৭॥
প্রভুর মায়ায় হেন হইল মোহিত।
রাত্রি পোহাইল, তবু নাহিক সম্বিত ॥৫৫৮॥
কাকরবে প্রাতঃকালে দস্যুগণের আগরণ—
কাক-রবে জাগিলা সকল দস্যুগণ।
রাত্রি নাহি দেখি' সবে হৈল দুঃখ মন ॥৫৫৯॥

সম্বন্ধে অন্তঃস্রব উপস্থানে বর্ণিত।

গজাননে গমন —

আস্তে ব্যস্তে ঢাল খাঁড়া ফেলাইয়া বনে।
সত্বরে চলিলা সব দস্যু গজা-স্থানে ॥৫৬০॥
পরস্পর দোষারোপ ও চণ্ডীর দোহাই—
শেষে সব দস্যুগণ নিজ-স্থানে গেলা।
সবেই সবারে গালি পাড়িতে লাগিলা ॥৫৬১॥
কেহ বলে,—“তুই আগে ঘুমায়ে পড়িলা।”
কেহ বলে,—“তুই বড় জাগিয়া আছিলি ॥” ৫৬২॥
কেহ বলে,—“কলহ করহ বেনে আর।
লজ্জা-ধর্ম চণ্ডী আজি রাখিল সবায় ॥” ৫৬৩॥
দস্যু-সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ তুরাচার।
সে বলয়ে,—“কলহ কর বেনে আর? ৫৬৪॥
যে হইল সে হইল চণ্ডীর ইচ্ছায়।
এক দিন গেলে কি সকল দিন যায় ॥৫৬৫॥
বুঝিলাম চণ্ডী আজি মোহিলা আপনে।
বিনি-চণ্ডী-পূজিয়া গেলাও তে-কারণে ॥৫৬৬॥
ভাল করি' আজি সবে মত্ত-মাংস দিয়া।
চল সবে এক ঠাঞি চণ্ডী পূজি গিয়া ॥” ৫৬৭॥
দস্যুগণের মত্তমাংসাদি দ্বারা চণ্ডীপূজা—
এতেক করিয়া মুক্তি সব দস্যুগণ।
মত্ত-মাংস দিয়া সবে করিলা পূজন ॥৫৬৮॥

হানা—ভর্জন-গর্জন করিয়া আক্রমণ ॥৫৫১॥

মনকলা—কল্পনায় বান্ধিত ভোগ্য বস্তু ॥৫৫৫॥

‘আজি’ স্থানে পাঠান্তর ‘আসি’ ॥৫৬৭॥

চণ্ডীপূজার উপকরণ—মত্ত ও মাংস ॥৫৬৭॥

অজ্ঞানদিনে দস্যুগণের নানা অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাক-পরিচ্ছদ

ধারণপূর্বক নিত্যানন্দের বাসস্থান বেটন—

আর দিন দস্যুগণ কাচি' নানা-অস্ত্র ।

আইলেন বীর ছাঁদে পরি' নীল-বস্ত্র ॥৫৬৯॥

মহা-নিশা—সর্বলোক আছয়ে শয়নে ।

হেনই সময়ে বেড়িলেক দস্যুগণে ॥৫৭০॥

নিত্যানন্দ-বাসস্থানের চতুর্দিকে অভূতপূর্ব

হরিনামকীর্তনকারী দর্শন—

বাড়ীর নিকটে থাকি' দস্যুগণ দেখে ।

চতুর্দিকে অনেক পাইকে বাড়ী রাখে ॥৫৭১॥

বহু অস্ত্রধারী পদাতিক-দর্শনে দস্যুগণের বিশ্বাস ও

পরস্পর নানাপ্রকার অল্পমান-উক্তি, তথা

নিত্যানন্দ-প্রভাব কীর্তন—

চতুর্দিকে অস্ত্রধারী পদাতিকগণ ।

নিরবধি হরিনাম করেন গ্রহণ ॥৫৭২॥

পরম প্রকাণ্ডমূর্ত্তি—সবেই উদ্ভূত ।

নানা-অস্ত্রধারী সবে—পরম প্রচণ্ড ॥৫৭৩॥

সর্বদস্যুগণ দেখে তা'র একোজনে ।

শতজনে মারিতে পারয়ে সেইক্ষণে ॥৫৭৪॥

সবার গলায় মালা, সর্ব্বাঙ্গে চন্দন ।

নিরবধি করিতেছে নামসংকীর্তন ॥৫৭৫॥

নিত্যানন্দ-প্রভুবর আছেন শয়নে ।

চতুর্দিকে 'কৃষ্ণ' গায় সেই-সব-গণে ॥৫৭৬॥

দস্যুগণ দেখি' বড় হইলা বিস্মিত ।

বাড়ী ছাড়ি' সনে বসিলেন এক ভিত্ত ॥৫৭৭॥

সর্বদস্যুগণে যুক্তি লাগিলা করিতে ।

“কোথাকার পদাতিক আইল এখাতে ॥” ৫৭৮ ॥

কেহ বলে,—“অবধূত কেমনে জানিয়া ।

কাহার পাইক আঁহি' হয়ে মাগিয়া ॥” ৫৭৯ ॥

কেহ বলে,—“ভাই, অবধূত বড় 'জানী' ।

মান্নে মারো অনেক লোকের মুখে শুনি ॥৫৮০॥

জ্ঞানবান্ বড় অবধূত মহাশয় ।

আপনার রক্ষা কিবা তাপনে করয় ॥৫৮১॥

অনুথা যে সব দেখি পদাতিকগণ ।

মস্যুগের মত নাহি দেখি এক জন ॥৫৮২॥

হেন বুঝি—এই সব শক্তির প্রভাবে ।

‘গোসাঞী’ করিয়া তানে কহে সবে ॥” ৫৮৩ ॥

আর কেহ বলে,—“তুমি অবুধ যে ভাই !

যে খায় যে পরে সে বা কেমন গোসাঞী ॥” ৫৮৪ ॥

সকল দস্যুর সেনাপতি যে ব্রাহ্মণ ।

সে বলয়ে,—“জানিলাও সকল কারণ ॥৫৮৫॥

যত বড় বড় লোক চারিদিক্ হৈতে ।

সবেই আইসেন অবধূতের দেখিতে ॥৫৮৬॥

কোন দিক্ হইতে কোন রাজার লক্ষর ।

আসিয়াছে, তা'র পদাতিক বহুতর ॥৫৮৭॥

অতএব পদাতিক সকল ভাবক ।

এই সে কারণে ‘হরি হরি’ করে জপ ॥৫৮৮॥

পদাতিকগণকে এড়াইবার উদ্দেশ্যে অস্বতঃ ১০ দিন ঘরের

বাহির না হইবার জন্ম দস্যুদলপতির যুক্তি—

এবা নহে, কোন পদাতিক আনি থাকে ।

তবে কত দিন এড়াইল এই পাকে ॥৫৮৯॥

অতএব চল সনে আজি ঘরে যাই ।

চুপে চাপে দিন দশ বসি' থাকি ভাই ॥” ৫৯০ ॥

এত বলি' দস্যুগণ গেল নিজ ঘরে ।

অবধূতচন্দ্র প্রভু সচ্ছন্দে বিহরে ॥৫৯১॥

নিত্যানন্দচরণ-ভজনকারীরই যখন অনাগ্রাসে সর্গবিশ্বের

খণ্ডন হয়, তখন নিত্যানন্দ প্রভু বিঘ্নকারীর

অস্তিত্ব কোথায় ?—

নিত্যানন্দ-চরণ ভজয়ে যে-যে-জনে ।

সর্ববিশ্ব খণ্ডে' তাহা সবার স্মরণে ॥৫৯২॥

হেন নিত্যানন্দ প্রভু বিহরে আপনে ।

তাহানে করিতে বিঘ্ন পাঠে কোন জনে ॥৫৯৩॥

পাইক—পদাতিকগণ ; রাখে—রক্ষা করে ॥৫৭১॥

যিনি ভোজন করেন এবং যিনি অলঙ্কারবস্ত্রাদি পরিধান করেন, তিনি কি প্রকার সংযত ব্যক্তি ? ॥৫৮৫॥

ভাবক—ভাবুক ॥৫৮৮॥

মৎস্যরসভাব জনগণ সাধুগণের সহৃদয়তার ব্যাঘাত করে । তাহারা দুঃস্বভাববশে জগতের সকল প্রকার

নিত্যানন্দদাসের শ্রবণে অবিজ্ঞা-খণ্ডন—
অবিজ্ঞা খণ্ডয়ে ষাঁ'র দাসের শ্রবণে।
সে প্রভুরে বিষ করিবেক কোন্ জনে ॥৫৯৪॥
সর্বগণসহ বিঘ্ননাথ নিত্যানন্দদাস নিত্যানন্দে
অংশাংশরুজ্জ অগং-বিনাশক—
সর্বগণ-সহ বিঘ্ননাথ ষাঁ'র দাস।
ষাঁ'র অংশ রুজ্জ করে জগতবিনাশ ॥৫৯৫॥
নিত্যানন্দ-অংশাংশ শেবেব আলোড়নে ভূমিকম্প—
ষাঁ'র অংশ নড়িতে ভুবন কম্প হয়।
হেন প্রভু নিত্যানন্দ ; কা'রে তান ভয় ॥৫৯৬॥
সর্ব নবদীপে করে অচ্ছন্দে কীর্তন।
অচ্ছন্দে করেন ক্রীড়া ভোজন শয়ন ॥৫৯৭॥
সর্ব-অঙ্গে সকল অমূল্য অলঙ্কার।
যেন দেখি বলদেব—রোহিণী-কুমার ॥৫৯৮॥
কপূর, তাম্বুল প্রভু করেন চর্কণ।
ঈষৎ হাসিয়া মোহে' জগজন-মন ॥৫৯৯॥

অভয়-পরমানন্দ বুলে সর্বস্থানে।
অভয়-পরমানন্দ ভক্ত-গোষ্ঠিসনে ॥৬০০॥
তৃতীয়বার দস্যাগণের নিত্যানন্দ বাসস্থানেব
সমীপে আগমন—
আরবার মুক্তি করি' পাণ্ডী দস্যাগণে।
আইলেন নিত্যানন্দচন্দ্রের শবনে ॥৬০১॥
দৈবে সেই দিনে মহা-মেঘে অন্ধকার।
মহা ঘোর-নিশা—নাহি লোকের সঞ্চার ॥৬০২॥
মহা ভয়ঙ্কর নিশা চোর-দস্যাগণ।
দশ-পাঁচ অস্ত্র একো জনের কাচন ॥৬০৩॥
সকলের অদ্ভুতা-প্রাপ্তি ও গঠে পতন—
প্রবিষ্ট হইল মাত্র বাড়ীর ভিতরে।
সবে হৈল অন্ধ, কেহ চাহিতে না পারে ॥৬০৪॥
কিছু নাহি দেখে, অন্ধ হৈল দস্যাগণ।
সবেই হইল হত-প্রাণ-বুদ্ধি-মন ॥৬০৫॥

উপকারের বাধা দেয়। ত্রিনিত্যানন্দ কৃষ্ণসেবা-কামী হইয়া
যে-সকল চেষ্টা করেন, তাহাতে কোন মৎসরবৃত্তাব ব্যক্তি
বিঘ্ন উৎপাদন করিতে সমর্থ হইবে না ॥৫৯৩॥

যে ত্রিনিত্যানন্দের অমুগত ভূতের কথা কোন ব্যক্তি ব
স্মৃতিপথে উন্নীত হইলে তাহার কোনপ্রকার ভগবদ্-
বৈমুখ্যরূপ অবিজ্ঞার কাণ্ড সংশ্লিষ্ট হইতে পারে না,
সকল দুর্কৃত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই ভগবদ্ভূতগণেব প্রভু
ত্রিনিত্যানন্দের বিঘ্ন-সাধনে কেহই সমর্থ হয় না ॥৫৯৪॥

বিশ্বজগৎ ধ্বংস করিতে যে নিত্যানন্দ প্রভুর অংশ-কলা
গুণাবতাররূপি-রুজ্জই সমর্থ হন, সকলগণ-সহ গণপতি
ঐহার কৈরুধ্য করিতে সর্বদা বাস্তব, ঐহার অংশ
পৃথিবীর ধারক ত্রিঅনন্ত একটু চঞ্চল হইলেই চতুর্দশ
ভুবন কম্পিত হয়, সেই নিত্যানন্দ প্রভু অপরের নিকট
হইতে কিরূপে ভীত হইবেন?

তথ্য। যন্তাংশাংশাংশভাগেন বিখ্যোপস্তিলয়োদয়াঃ।
ভবন্তি বিল বিখ্যোদন্তঃ দ্ব্যাত্মাং গতিং গতঃ ॥
(ভাঃ ১০, ৮৫।৩১) মন্ত্যাত্মাতি বাতোহয়ং সূর্যাস্তপতি
মন্ত্যাত্মা। বর্ষতীক্ষ্ণো দহত্যগ্নিস্তু তুষ্ণয়তি মন্ত্যাত্মা (ভাঃ-

৩২৫।৪২) যোহয়ঃ প্রবিষ্ট ভূতানি ভূতৈঃ স্ত্যাপিতাঃ। স
বিস্মৃণোহুদ্যিযজ্ঞোহসৌ কালঃ কলয়তাং প্রভুঃ ॥ ন চাত্ম
কশ্চিদয়িতো ন ধোহ্যো ন চ বাক্যবঃ। আবিষ্টতা-
প্রমত্তোহসৌ প্রমত্তঃ জনমন্ত্যাত্মা ॥ যদ্ভগাদ্ বাতি
বাতোহয়ং সূর্যাস্তপতি যদ্ভগাদ্। যদ্যাত্মাভবতি দেবো
ভগবো ভাতি যদ্ভগাদ্। যদ্বনস্পত্যয়ো ভীতানতাশ্চৌষধিভিঃ
সহ। য়ে য়ে কলেহভিগুহুস্তি পুষ্পানি চ ফলানি চ ॥
অবন্তি সরিতো ভীতানোৎসর্পত্যুদযিযতঃ। অগ্নিরিচ্ছে
সগিরিভিত্ত্বান মন্ত্যাত্মা যদ্ভগাদ্। অদো দদাতি ধসত্যং
পদং যদ্বয়মাম্রভঃ। লোকং স্বদেহং তমুতে মহান্
সপ্তভিরাবৃত্তম্ ॥ গুণাভিমানিনো দেবাসঃ সর্গাদিস্তু যদ্ভগাদ্।
বর্ষতেহমন্ত্যাত্মা যোহয়ং বশ এতচ্চরাচরম্ ॥ সোহনন্তোহমন্ত্যাত্মাঃ
কালোহনাদিরাদিকৃদব্যয়ঃ। জনং জনেন জনয়ম্মারয়ন্
মৃত্তানাস্তবম্ ॥ (ভাঃ ৩২২, ৩৮-৪৫) যৎপাদ-পন্নবয়ুগং
বিনিধায় কুন্তলেন্দ্রে প্রণামসময়ে স গণাদিরাভঃ। বিদ্বান্
বিহস্তলমন্ত্যাত্মা জগজ্জয়ন্ত গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥
(ব্রহ্মসংহিতা-৫ অধ্যায় ৫০ শ্লোক) ॥৫৯৫॥

কাচন—সঙ্কল ॥৬০৩॥

কেহ গিয়া পড়ে গড়-খাইর ভিতরে ।
 জোঁকে পোকে ডাঁসে তা'রে কামড়াই' মারে ॥৬০৬॥
 উচ্ছিষ্টগর্ভেতে কেহ কেহ গিয়া পড়ে ।
 তথায় মরয়ে বিছা-পোকের কামড়ে ॥৬০৭॥
 কেহ কেহ পড়ে গিয়া কাঁটার উপরে ।
 সর্ব-অঙ্গে ফুটে কাঁটা, নড়িতে না পারে ॥৬০৮॥
 খালের ভিতরে গিয়া পড়ে কোন জন ।
 হস্ত-পদ ভাঙ্গি' কেহ করয়ে ক্রন্দন ॥৬০৯॥
 সেইখানে কারো কারো গা'য়ে আইল অর ।
 সর্ব দস্যুগণ চিন্তা পাইল অন্তর ॥৬১০॥
 ইন্দের মহাবড়ুটিপ্রকাশপূর্বক নিত্যানন্দ সেবা—
 হেনই সময়ে ইন্দ্র পরম-কৌতুকী ।
 করিতে লাগিল। মহা ঝড়-বৃষ্টি তথি ॥৬১১॥
 একে মরে দস্যু পোক-জোঁকের কামড়ে ।
 বিশেষে মরয়ে আরো মহাবৃষ্টি-ঝড়ে ॥৬১২॥
 শিলাবৃষ্টি পড়ে সব অঙ্গের উপরে ।
 প্রাণ নাহি যায়, ভাসে ছুঃখের সাগরে ॥৬১৩॥
 হেন সে পড়য়ে একো মহাবননানা ।
 জাসে মুচ্ছা যায় সবে পাসরি' 'আপনা' ॥৬১৪॥
 মহাবৃষ্টি দস্যুগণ ভিজে নিরন্তর ।
 মহাশীতে সভার কল্মষ কলেবর ॥৬১৫॥
 অন্ধ হইয়াছে—কিছু না পায় দেখিতে ।
 মরে দস্যুগণ মহা-ঝড়বৃষ্টি-নীতে ॥৬১৬॥
 নিত্যানন্দ-ক্রোধে আসিয়াছে এ জানিয়া ।
 ক্রোধে ইন্দ্র বিশেষে মারেন ছুঃখ দিয়া ॥৬১৭॥
 দস্যুসেনাপতির নিত্যানন্দ-ঐশ্বর্য-স্বরণে জ্ঞানোদয়—
 কতোক্ষণে দস্যু-সেনাপতি যে লক্ষণ ।
 অকস্মাৎ ভাগ্যে তুমি হইল স্বরণ ॥৬১৮॥

মনে ভাবে' বিপ্র "নিত্যানন্দ নর নহে ।
 সত্য এহো ঈশ্বর,—মনুষ্য কছু কহে ॥৬১৯॥
 একদিন মোহিলেন সবারে নিদ্রায় ।
 তথাপিহ না বুঝিলু' ঈশ্বর-মায়ায় ॥৬২০॥
 আরদিন মহা-অদ্ভুত পদাতিকগণ ।
 দেখাইল, তবু মোর নহিল চেতন ॥৬২১॥
 যোগ্য মুণ্ডি-পাপিষ্ঠের এ সব দুর্গতি ।
 হরিতে প্রভুর ধন যেন কৈলু' মতি ॥৬২২॥
 এ মহাসঙ্কটে মোরে কে করিবে পার ।
 নিত্যানন্দ বই মোর গতি নাহি আর ॥" ৬২৩॥
 দস্যুসেনাপতির নিত্যানন্দ-চরণে শরণগ্রহণ, অশোক-
 অভয়-অমৃতের আধার নিতাই-পাদপদ্ম—
 এত ভাবি' দ্বিজ নিত্যানন্দের চরণ ।
 চিন্তিয়া একান্তভাবে লইল শরণ ॥৬২৪॥
 সে চরণ চিন্তিলে আপদ নাহি আর ।
 সেইক্ষণে কোটি অপরাধীরও নিস্তার ॥৬২৫॥
 দস্যুসেনাপতির নিত্যানন্দ-স্বরণ—
 রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ শ্রীবাল-গোপাল !
 রক্ষা কর' প্রভু, তুমি সর্বজীব-পাল ॥৬২৬॥
 যে জন আছাড় প্রভু, পৃথিবীতে খায় ।
 পুনশ্চ পৃথিবী তা'রে হইল সহায় ॥৬২৭॥
 এইমত যে তোমাতে অপরাধ করে ।
 শেষে সেহো তোমার স্বরণে ছুঃখ তরে ॥৬২৮॥
 তুমি সে জীবের ক্ষম সর্ব অপরাধ ।
 পতিতজনেরো তুমি করহ প্রসাদ ॥৬২৯॥
 তথাপি যতপি আমি ব্রহ্মগোবধী ।
 মোর বাড়ি আর প্রভু নাহি অপরাধী ॥৬৩০॥
 সর্ব মহাপাতকীও তোমার শরণ ।
 লইলে, খণ্ডয়ে তা'র সংসার-বন্ধন ॥৬৩১॥

গড়খাই—রাঙ্গা বা ভূম্যধিকারী প্রভৃতির প্রাসাদ বা
 অট্টালিকার চতুঃপাশ্বে পরিখা ॥৬০৬॥
 মহাবননানা—মহাবজ্র ॥৬১৪॥
 মাটিতে পতিত ব্যক্তিকে পৃথিবী অধিক নীচে পড়িতে

দেন না, সহায় হইয়া রক্ষা করেন ॥৬২৭॥
 তথ্য । ভূমৌ অগ্নিতপাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্ ।
 তস্মি জাতাপবধানানাং স্বমেব শরণং প্রভো ॥৬২৭॥
 আপাতদুঃখ বা অপ্রাব দেখিয়া ভগবানের প্রতি ক্ষুদ্র বা

জন্মাবধি তুমি সে জীবের রাখ প্রাণ ।
অন্তেও তুমি সে প্রভু, কর পরিত্রাণ ॥৬৩২॥
এ সঙ্কট হৈতে প্রভু, কর আজি রক্ষা ।
যদি জীও প্রভু, তবে কৈলু এই শিক্ষা ॥৬৩৩॥
জন্ম জন্ম প্রভু তুমি, মুঞি তোর দাস ।
কিবা জীও মরোঁ এই হউ মোর আশ ॥ ৬৩৪॥

পতিতপাবন নিত্যানন্দের দস্যুদল-উদ্ধার—
রুপায় নিত্যানন্দ-চন্দ্র অবতারণ ।
শুনি করিলেন দস্যুগণের উদ্ধার ॥৬৩৫॥
দস্যুগণের যাবতীয় দণ্ড ও উৎপাত-মোচন,

গৃহে গমন ও গঙ্গাস্নান—
এই মত চিন্তিতে সকল দস্যুগণ ।
সবার হইল ত্রহি চক্ষু-বিমোচন ॥৬৩৬॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের শরণ-প্রভাবে ।
ঝড়-বৃষ্টি আর কা'র দেহে নাহি লাগে ॥৬৩৭॥
কতক্ষণে পথ দেখি' সব দস্যুগণ ।
মৃতপ্রায় হ'য়ে সবে করিল গমন ॥৬৩৮॥
সবে ঘরে গিয়া সেই মতে দস্যুগণ ।
গঙ্গাস্নান করিলেন গিয়া সেইক্ষণ ॥৬৩৯॥
দস্যুসেনাপতি-ব্রজের নিত্যানন্দ-চরণে উদ্ধারার্থ
প্রার্থনা ও নিত্যানন্দ-রূপায় প্রেমভক্তি-লাভ—
দস্যু-সেনাপতি দ্বিজ কান্দিতে কান্দিতে ।
নিত্যানন্দচরণে আইলা সেই মতে ॥৬৪০॥
বসিয়া আছেন নিত্যানন্দ বিশ্বনাথ ।
পতিতজনেই করি' শুভ দৃষ্টিপাত ॥৬৪১॥
চতুর্দিকে ভক্তগণ করে হরিধ্বনি ।
আনন্দে ছন্দার করে অবধূত-মণি ॥৬৪২॥
সেই মহাদাস্য দ্বিজ হেনই সময় ।
'ত্রাহি' বলি বাছ তুলি' দণ্ডবৎ হয় ॥৬৪৩॥
আপাদমন্তক পুলকিত সব অঙ্গ ।
নিরবধি অশ্রুধারা বহে, মহাকম্প ॥৬৪৪॥

ছন্দার গর্জনে নিরবধি করে প্রেমে ।
বাছ নাহি জানে বিপ্র করয়ে ক্রন্দনে ॥৬৪৫॥
নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রভাব দেখিয়া ।
আপনা' আপনি নাচে হরষিত হৈয়া ॥৬৪৬॥
“ত্রাহি বাপ নিত্যানন্দ পতিতপাবন !”
বাছ তুলি' এইমত বলে ঘনে ঘন ॥৬৪৭॥
দেখি' হইলেন সবে পরম বিস্মিত ।
“এমত দস্যুর কেন এমত চরিত ॥”৬৪৮॥
কেহ বলে,—“মায়া বা করিয়া আসিয়াছে ।
কোন পাক করিয়া বা হানা দেয় পাছে ॥”৬৪৯॥
কেহ বলে,—“নিত্যানন্দ পতিতপাবন ।
রুপায় ইহার বা হইল ভাল মন ॥৬৫০॥
পূর্ণ দস্যুবিপ্লবের প্রেমবিকার-দর্শনে নিত্যানন্দের বিপ্রকে
আমূল্যবৃত্ত-জিজ্ঞাসা—
বিপ্রের অভ্যস্ত প্রেম-বিকার দেখিয়া ।
জিজ্ঞাসিল নিত্যানন্দ ঈষৎ হাসিয়া ॥৬৫১॥
প্রভু বলে,—“কহ দ্বিজ, কি তোমার রীতি ।
বড় ত তোমার দেখি অদ্ভুত-চরিত ॥৬৫২॥
কি দেখিলা, কি শুনিলা কৃষ্ণ-অমুভব ।
কিছু চিন্তা নাহি, অকপটে কহ সব ॥”৬৫৩॥
শুনিয়া প্রভুর বাক্য সুকৃতি ব্রাহ্মণ ।
কহিতে না পারে কিছু, করয়ে ক্রন্দন ॥৬৫৪॥
গড়াগড়ি যায় পড়ি' সকল অঙ্গনে ।
হাসে, কান্দে, নাচে, গায় আপনা-আপনে ॥৬৫৫॥
বিপ্লব নিত্যানন্দপ্রভুর নিকট আমূল ঘটনা বর্ণন—
সুস্থির হইয়া দ্বিজ তবে কতক্ষণে ।
কহিতে লাগিল সব প্রভু-বিজ্ঞমানে ॥৬৫৬॥
“এই নদীয়ায় প্রভু বসতি আশ্রয় ।
নাম সে ‘ব্রাহ্মণ’—ব্যাম-চণ্ডাল-আচার ॥৬৫৭॥
নিরন্তর তৃপ্তমগ্নে করি ডাকচুরি ।
পরহিংসা বহি জন্মে আর নাহি করি ॥৬৫৮॥

ক্রুদ্ধ হইলে ক্ষুদ্র বা ক্রুদ্ধব্যক্তিগণের অপরাধই সঞ্চিত হয় ।
কোন প্রকার কষ্ট বা অভাবের হস্তে পতিত হইবার পর
তাহারা বুঝিতে পারে যে, তুমিই একমাত্র জাগকর্তা ॥৬২৮॥

কপট ব্যক্তিগণের স্বভাব এই যে, বাহ্যে সারল্য ও
আমূল্য দেখাইয়া সুযোগ পাইলেই তাহারা অবৈধ
কার্যে প্রবৃত্ত হয় ॥৬৪২॥

মোরে দেখি' সর্ব নবদীপ কাঁপে ডরে ।
 কিবা পাপ নাহি হয় আমার শরীরে ॥৬৫৯॥
 দেখিয়া তোমার অঙ্গে দিব্য অলঙ্কার ।
 তাহা হরিবারে চিত্ত হইল আমার ॥৬৬০॥
 এক দিন সাজি' বহু লই দস্তাগণ ।
 হরিতে' আইলু গুণিও শ্রীঅঙ্গের ধন ॥৬৬১॥
 সেদিন নিজায় প্রভু, মোহিলা সবারে ।
 তোমার মায়ার নাহি জানিলু তোমারে ॥৬৬২॥
 আরদিন নানামতে চণ্ডিকা পূজিয়া ।
 আইলাও খাঁড়া-চুরি-ত্রিশূল কাচিয়া ॥৬৬৩॥
 অদ্ভুত মহিমা দেখিলাও সেইদিনে ।
 সর্ব বাড়ী আছে বেড়ি' পদাভিকগণে ॥৬৬৪॥
 একেক পদাতিক যেন মন্তহস্তিপ্রায় ।
 আজানুলম্বিত মালা সবার গলায় ॥৬৬৫॥
 নিরবধি হরিধ্বনি সবার বদনে ।
 তুমি আছ গৃহ-মানে আনন্দে শয়নে ॥৬৬৬॥
 হেন সে পাপিষ্ঠচিত্ত আমা' সবাকার ।
 তবু নাহি বুঝিলাও মহিমা তোমার ॥৬৬৭॥
 'কার পদাতিক আসিয়াছে কোথা হৈতে ।'
 এত ভাবি' সেদিন গেলাও সেইমতে ॥৬৬৮॥
 তবে কত দিন ব্যাজে কালি আইলাও ।
 আসিয়াই নাত্র ছুই চক্ষু খাইলাও ॥৬৬৯॥
 বাড়িতে প্রবিষ্ট হই' সব দস্তাগণে ।
 অঙ্ক হই সবে পড়িলাও নানাস্থানে ॥৬৭০॥
 কাঁটা জোঁক পোক ঝড় বৃষ্টি শিলাঘাতে ।
 সবে মরি, কারো শক্তি নাহিক যাইতে ॥৬৭১॥
 মহা-যমযাতনা হইল যদি রোগ ।
 তবে শেষে সবার হইল ভক্তিযোগ ॥৬৭২॥
 তোমার কৃপায় সবে তোমার চরণ ।
 করিলু একা ~~ক~~ সবেই স্মরণ ॥৬৭৩॥

হইল সবার তবে চক্ষু-বিমোচন ।
 হেন মহাপ্রভু তুমি পতিতপাবন ॥৬৭৪॥
 আমি সব এড়াইলু' এ সব যাতনা ।
 এ তোমার স্মরণের কোন্ বা মহিমা ॥৬৭৫॥
 যাহার স্মরণে খণ্ডে অবিজ্ঞা-বন্ধন ।
 অনায়াসে চলি' যায় বৈকুণ্ঠভূবন ॥৬৭৬॥
 কহিয়া কহিয়া দ্বিজ কান্দে উর্দ্ধরায় ।
 হেন লীলা করে প্রভু অবধূতরায় ॥৬৭৭॥
 সকলের বিশ্বয় ও ভক্ত ব্রাহ্মণকে প্রণাম—
 শুনিঞা সবার হৈল মহাশ্রী-স্মরণ ।
 ব্রাহ্মণের প্রতি মনে করেন প্রণাম ॥৬৭৮॥
 ব্রাহ্মণের গলায় দেহত্যাগরূপ প্রায়শ্চিত্তে সঞ্চল—
 দ্বিজ বলে,—“প্রভু, এবে আমার বিদায় ।
 এ দেহ রাখিতে আর মোরে নাহি ভায় ॥৬৭৯॥
 যেন মোর চিত্ত হৈল তোমার হিংসায় ।
 সেই মোর প্রায়শ্চিত্ত—মরিমু গঙ্গায় ॥”৬৮০॥
 শুনি' অতি অকৈতব দ্বিজের বচন ।
 তুষ্ট হইলেন প্রভু, সর্বশুভগণ ॥৬৮১॥
 প্রভু বলেন,—“দ্বিজ, তুমি ভাগ্যবন্ত বড় ।
 জন্মজন্ম কৃষ্ণের সেবক তুমি দঢ় ॥৬৮২॥
 নহিলে এমত কৃপা করিবেন কেনে ।
 এ প্রকাশ অণ্ডে কি দেখয়ে ভৃত্য বিনে ॥৬৮৩॥
 পতিত-তারণ-হেতু চৈতন্যগোসাঞি ।
 অবতরি আছেন, ইহাতে অম্ম নাঞি ॥৬৮৪॥
 জীব পুনরায় স্বতন্ত্রতার অপব্যবহার না করিলে
 পতিতপাবন-নিত্যানন্দের ক্ষমা—
 শুন দ্বিজ, যতেক পাতক কৈলি তুই ।
 আর যদি না করিস সব নিম্ন মুণ্ডি ॥৬৮৫॥
 পরহিংসা, ডাকা-চুরি, সব অনাচার ।
 ছাড় গিয়া ইহা তুমি, না করিহ আর ॥৬৮৬॥

অহঙ্কিত পাপের বিষয় যোগ্যগুরুর নিকট নিবেদন করিলে পাপিষ্ঠীবেদ পাপ হইতে মুক্তিলাভ হয়; তখন আর সে পুনরায় পাপ করিতে প্রবৃত্ত হয় না। প্রায়শ্চিত্ত-বিধানের যে দণ্ডের ব্যবস্থা, তাদৃশ দণ্ড অঙ্গীকার করিলে মানবের ভাবি শিক্ষা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে দণ্ডিত জন

দণ্ড সহ করিয়া পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হয়। যেখানে আর পাপ করিবার প্রবৃত্তি থাকে না, সেরূপ স্থানে নিজা হৃষ্টি পাপের ফল হইতে পরিত্রাণ আকাজ্ঞা করা হয়। উহা নিষ্কণ্টভাবে বিহিত হইলে পুনরায় পাপপ্রবৃত্তির উদযোগ সম্ভাবনা থাকে না। পাপ হইতে মুক্ত না হইলে পাপিষ্ঠী

পাপবৃত্তি পরিত্যাগপূৰ্ণক হরিনামে উপদেশ ; পাপবৃত্তি
সংবৰ্দ্ধনপূৰ্ণক হরিনাম-গ্রহণের অভিনয়

নামাপবোধমাত্র—

ধৰ্ম্মপথে গিয়া তুমি লহ হরিন-নাম ।
তবে তুমি অচোরে করিবা পরিত্রাণ ॥৬৮৭॥
যত সব দস্যু-চোর ডাকিয়া আনিয়া ।
ধৰ্ম্মপথে সবারে লওয়াও তুমি গিয়া ॥” ৬৮৮॥

আপন-গলার মালা-প্রদান—

এত বলি’ আপন-গলার মালা আনি ।
তুষ্ট হই’ ব্রাহ্মণেরে দিলেন আপনি ॥৬৮৯॥
মহা-জয়জয়-ধ্বনি হইল তখন ।
দ্বিজের হইল সৰ্ব্ববন্ধবিমোচন ॥৬৯০॥

বিপ্রেয় ক্রন্দন ও কাকূর্ষাদ—

কাকু করে দ্বিজ প্রভুচরণে ধরিয়া ।
ক্রন্দন করয়ে বহু ডাকিয়া ডাকিয়া ॥৬৯১॥
“অহে প্রভু নিত্যানন্দ পাতকী-পাবন !
মুণ্ডিত-পাতকীকে দেহ’ চরণে শরণ ॥৬৯২॥
তোমার হিংসায় সে হইল মোর মতি ।
মুণ্ডিত পাপিষ্ঠের কোন্ লোকে হৈবে গতি ॥” ৬৯৩

বিপ্রেয় মন্তকে নিত্যানন্দের পদতাপন—

নিত্যানন্দ প্রভুবর—করুণা-সাগর ।
পাদপদ্ম দিলা তা’র মন্তক-উপর ॥৬৯৪॥
চরণারবিন্দ পাই’ মন্তকে প্রসাদ ।
ব্রাহ্মণের খণ্ডিল সকল অপরাধ ॥৬৯৫॥

নিজ তাত্‌কালিক স্বভাবক্রমে পুনরায় পাপে প্রবৃত্ত হয় ।
দেউলিয়াদিগের ঋণ পরিশোধের ক্ষমতা না থাকিলে
ধার্ম্মাদিকরণের সাহায্যে যেরূপ নূতনভাবে অৰ্জ্জুনের শক্তি
দেওয়া হয়, তদ্রূপ পরের অনিষ্টচরণ প্রভৃতি পাপবাসনা
বিন্দুরিত হইয়া সংপথে জীবন যাপন করিবার প্রবৃত্তি
থাকিলে পাপে মন আর ধাবিত হয় না । শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভু ঐ পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পূর্ণবৃত্তিমূহ ক্ষমা করিয়া তাঁহার
নবজীবন সঞ্চার করিলেন ॥ ৬৮৫ ॥

অ-বিষুভক্তি ও বিষুভক্তির মধ্যে পার্থক্য আছে ।
বিষুভক্তিতে নিষেধিতওপর্ণপরতা নাই ; আর বিষু-

সেই দ্বিজের চোরাই চোরদস্যুগণের পাপবৃত্তি পরিত্যাগ
এবং চৈতন্তপদাশ্রয়—

সেই দ্বিজ-দ্বারে যত চোর-দস্যুগণ ॥
ধৰ্ম্মপথে আসি’ লইল চৈতন্তশরণ ॥৬৯৬॥

পাপবৃত্তি ও অনাচার পরিত্যাগপূৰ্ণক দস্যুগণের
হরিনাম-গ্রহণ—

ডাকা চুরি পরহিংসা ছাড়ি’ অনাচার ।
সবে লইলেন অতি সাধু ব্যবহার ॥৬৯৭॥
সবেই লয়েন হরিনাম লক্ষ লক্ষ ।
সবে হইলেন বিষ্ণুভক্তিযোগে দক্ষ ॥৬৯৮॥
কৃষ্ণপ্রেমে মত্ত, কৃষ্ণগীণ নিরন্তর ।
নিত্যানন্দ প্রভু হেন করুণা-সাগর ॥৬৯৯॥

অভূতপূৰ্ণ মহাবদাচ্যাবতার শ্রীনিত্যানন্দ—

অন্য অবতারে কেহ ঝাট নাহি পায় ।
নিরবদি নিত্যানন্দ ‘চৈতন্ত’ লওয়ায় ॥৭০০॥
যে ব্রাহ্মণ নিত্যানন্দস্বরূপ না মানে’ ।
তাহারে লওয়ায় সেই চোর-দস্যুগণে ॥৭০১॥

নিত্যানন্দ-কৃপাব মহাব—

যোগেশ্বর-সবে বাঞ্ছে যে প্রেমবিকার ।
যে অশ্রু, যে কম্প, যে বা পুলক ছল্লার ॥৭০২॥
চোর ডাকাইতে হইল হেন ভক্তি ।
হেন প্রভু-নিত্যানন্দস্বরূপের শক্তি ॥৭০৩॥

ব্যতীত অন্তদেবের প্রতি ভক্তিতে নিজকামনার চরিতার্থতা
আছে । বিষ্ণুভক্তিযোগের মধ্যেও ক্ষীণ, মধ্যমও নিপুণ
ভেদে তারতম্য আছে । হরিনাম-গ্রহণ ফলকৃষ্ণপ্রেমার উদয়
হয় এবং সর্বোত্তম রসে পর্য্যন্ত অধিকার-লাভ ঘটে ॥৭০৮॥

বিজ্ঞাবিনয়সম্পন্ন সর্বোত্তম ব্রাহ্মণও যদি শ্রীনিত্যানন্দ-
স্বরূপের আনুগত্য না করেন, তাহা হইলে চোর-দস্যুগণ
সেই নিরোধ ব্রাহ্মণকে তাহাদের শ্রেণীভুক্ত করায় ; অথবা
শ্রীনিত্যানন্দ চোরদস্যুগণের শ্রেণীতে উহাকে স্থানিত
করান ॥ ৭০১ ॥

ডাকাইত—(হিন্দি) দস্যু, লুণ্ঠনকারী ॥৭০২॥

ভজ ভজ, ভাই, হেন প্রভু-নিত্যানন্দ ।
 ষাঁহার প্রসাদে পাই প্রভু-গৌরচন্দ্র ॥৭০৪॥
 যে শুনয়ে নিত্যানন্দ-প্রভুর আখ্যান ।
 তাহারে মিলিব গৌরচন্দ্র ভগবান ॥৭০৫॥
 দম্মগণমোচন যে চিত্ত দিয়া শুনে ।
 নিত্যানন্দ-চৈতন্য দেখিবে সেই জনে ॥৭০৬॥
 হেনমতে নিত্যানন্দ পরম-কৌতুকে ।
 বিহরেন অভয়-পরমানন্দ-সুখে ॥৭০৭॥

সপার্বদ-নিত্যানন্দের নবদ্বীপের প্রতি গ্রামে-গ্রামে

কীর্তন-সহিত ভ্রমণ—

তবে নিত্যানন্দ সর্ব পারিষদ-সঙ্গে ।
 প্রতি গ্রামে-গ্রামে ভ্রমে' কীর্তনের সঙ্গে ॥৭০৮॥

কখনও গঙ্গার পরপার-কুলিয়ায় গমন—

খানচোড়া বড়গাছি আর দোগাছিয়া ।
 গঙ্গার ওপার কভু যায়েন কুলিয়া ॥৭০৯॥
 বিশেষে স্মৃতি অতি বড়গাছিগ্রাম ।
 নিত্যানন্দস্বরূপের বিহারের স্থান ॥৭১০॥
 বড়গাছিগ্রামের যতেক ভাগ্যোদয় ।
 তাহার করিতে নাহি পারি সমুচ্চয় ॥৭১১॥

নিত্যানন্দের নিত্যসিদ্ধ পার্বদগণের চরিত্র—

নিত্যানন্দস্বরূপের পারিষদগণ ।
 নিরবধি সবেই পরমানন্দ-মন ॥৭১২॥

কারো কোন কর্ম নাই সংকীর্ণ-মিনে ।
 সবার গোপালভাব বাড়ে ক্রমে ক্রমে ॥৭১৩॥
 বেত্র বংশী সিন্ধা ছাঁদ-দড়ি গুজ্জাহার ।
 তাড় খাড়ু হাতে, পায়ে নুপুর সবার ॥৭১৪॥
 নিরবধি সবার শরীরে কৃষ্ণভাব ।
 অশ্রু-কম্প-পুলক—যতেক অমুরাগ ॥৭১৫॥
 সবার সৌন্দর্য যেন অভিন্ন মদন ।
 নিরবধি সবেই করেন সংকীর্ণন ॥৭১৬॥
 পাইয়া অভয় স্বামী প্রভু নিত্যানন্দ ।
 নিরবধি কৌতুকে থাকেন ভক্তবৃন্দ ॥৭১৭॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের দাসের মহিমা ।
 শত বৎসরেও করিবারে নাহি সীমা ॥৭১৮॥
 তথাপিহ নাম কহি—জানি যাঁ'র যাঁ'র ।
 নাম মাত্র স্মরণেও তরিয়ে সংসার ॥৭১৯॥
 যাঁ'র যাঁ'র সঙ্গে নিত্যানন্দের বিহার ।
 সবে নন্দ-গোষ্ঠী গোপ-গোপী-অবতার ॥৭২০॥
 নিত্যানন্দস্বরূপের নিষেধ লাগিয়া ।
 পূর্ব-নাম না লিখিল বিদিত করিয়া ॥৭২১॥

কতিপয় নিত্যানন্দপার্বদের নাম ও চরিত্র,

রামদাস—

পরম পার্বদ—রামদাস মহাশয় ।
 নিরবধি ঈশ্বরভাবে সে কথা কয় ॥৭২২॥

খানচোড়া—পাঠান্তরে, “খালাছাড়া”, কেহ কেহ বলেন, খানাছোড়া, খানাচোতা, একডালাই ‘খানাচোড়া’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। ‘খালাছাড়া’ বলিতে প্রাচীন নদীর খাদ, ছাড়ি-খাদ ও বুঝান গঙ্গা বা খাল প্রভৃতি বঝায়। বড়গাছি—এই গ্রাম অতাপি বর্তমান এবং ‘কালশির খাল’ দক্ষিণপূর্ব প্রভৃতি গ্রামের নিকটবর্তী। এই গ্রামে শ্রীনিত্যানন্দের খণ্ডস্থল অবস্থিত ছিল।

দোগাছিয়া—কৃষ্ণনগরের নিকট দোগাছিয়া গ্রাম। সেখানে শ্রীনিত্যানন্দের জনৈক সেবকের বাস ছিল।

শ্রীনবদ্বীপ—শ্রীগঙ্গার পূর্বপারে শ্রীমায়াপুরকে বুঝায়। কোলদ্বীপ বা কুলিয়া—গঙ্গার পশ্চিমপারে অবস্থিত। সকল বিজ্ঞগণের মতেই বর্তমান সহর নবদ্বীপ মহাপ্রভুর সময়ে

‘কুলিয়া’ নামে অভিহিত হইত। কুলিয়া-গ্রামের পূর্বতটে শ্রীমায়াপুর নবদ্বীপ। “সবে মাত্র গঙ্গা নদীয়ায় কুলিয়ায়”—এই শ্রীচৈতন্যভাগবতোক্ত বাক্য হইতে নিজ শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুর—গঙ্গার পূর্বপারে চিরকালই বর্তমান এবং কুলিয়ার সংস্থান—পশ্চিমপারে চিরদিনই অবস্থিত ছিল ও আছে। এখনও প্রাচীন কুলিয়ার নিদর্শন স্বরূপ ‘কুলিয়ার গঙ্গ’, ‘আমাদকোল’, ‘ভেঘরির কোল’, ‘কুলিয়ার দহ’ প্রভৃতি সংজ্ঞা ন্যূনাধিক বর্তমান ॥ ৭০২ ॥

সমুচ্চয়—ইয়ত্তা, গণনা, পরিমাণ ॥ ৭১১ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের সঙ্গিগণ—কৃষ্ণলীলায় গোপগোপী এবং নন্দের পরিবারবর্গ ॥ ৭২০ ॥

শ্রীনিত্যানন্দের পার্বদ-সঙ্গিগণ কৃষ্ণলীলা-কালে যে সকল

যাঁ'র বাক্য কেহ ঝাট না পারে বুঝিতে ।
নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁ'র হৃদয়েতে ॥৭২৩॥
সবার অধিক ভাবগন্ত রামদাস ।
যাঁ'র দেহে কৃষ্ণ আছিলেন তিন মাস ॥৭২৪॥

মুরারিপণ্ডিত—

প্রসিদ্ধ চৈতন্যদাস মুরারি পণ্ডিত ।
যাঁ'র খেলা মহাসর্প-ব্যাত্তের সহিত ॥৭২৫॥
রঘুনাথ উপাধায়—
রঘুনাথ-বৈষ্ণব উপাধায় মহামতি ।
যাঁ'র দৃষ্টিপাতে কৃষ্ণ হয় রতি মতি ॥৭২৬॥

গদাধরদাস—

প্রেমভক্তি-রসময় গদাধরদাস ।
যাঁ'র দরশন-মাত্র সর্ব-পাপ-নাশ ॥৭২৭॥

সুন্দরানন্দ—

প্রেমরসসমুদ্রে—সুন্দরানন্দ নাম ।
নিত্যানন্দস্বরূপের পার্শ্বপ্রদান ॥৭২৮॥

পণ্ডিত কমলাকান্ত—

পণ্ডিত-কমলাকান্ত—পরম-উদ্দাম ।
যাঁহা'রে দিলেন নিত্যানন্দ সন্তগ্রাম ॥৭২৯॥

গৌরীদাসপণ্ডিত—

গৌরীদাসপণ্ডিত—পরমভাগ্যবান্ ।
কায়মনোবাক্যে নিত্যানন্দ যাঁ'র প্রাণ ॥৭৩০॥

পুরন্দরপণ্ডিত—

পুরন্দর-পণ্ডিত—পরম শাস্ত-দাস্ত ।
নিত্যানন্দস্বরূপের বল্লভ একান্ত ॥৭৩১॥

পরমেশ্বরীদাস—

নিত্যানন্দ-জীবন পরমেশ্বরীদাস ।
যাঁহার বিগ্রহে নিত্যানন্দের বিলাস ॥৭৩২॥

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—

ধনঞ্জয়পণ্ডিত—মহান্ত বিলক্ষণ ।
যাঁহার হৃদয়ে নিত্যানন্দ সর্বক্ষণ ॥৭৩৩॥

নামে পরিচিত, শ্রীনিত্যানন্দ স্বীয় ভক্তগণকে বহুমান-
কালে তাহা সর্বসাধারণে আলোচনা করিতে নিষেধ
করিয়াছিলেন। কিন্তু ভক্তগোষ্ঠীতে গৌরলীলায় শ্রীনিত্যানন্দ
পাণ্ডগণ কৃষ্ণলীলায় যে যে অভিধানে অভিহিত হইতেন,
তাহা শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিত 'গৌরগণোদ্দেশদীপিকা'
নামক গ্রন্থে ভক্তগোষ্ঠীর জন্ত উল্লিখিত আছে ॥৭২৯॥

শ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদশ্রেষ্ঠ রামদাস সকল সময়েই স্বীয়
বিষয়বিগ্রহোচিত ভাষায় আলাপ করিতেন, তথাপি
তিনি শব্দর-মতাবলম্বী মায়াবাদী ছিলেন না। অনেকে
বুঝিতে না পারিয়া তাঁহাকে "অহংগ্রহোপাসক" বলিয়া
ভ্রম করিতেন। প্রকৃতপ্রস্তাবে রামদাস ভগবৎকাম-পরি-
তর্পণের জন্ত সর্বক্ষণ সেবোন্মুখ ছিলেন। মূঢ় মায়াবাদিগণ
জীব-ত্র্যম্বক-বিচারে ভক্তের চেষ্টা বুঝিতে পারে না।
শ্রীরামদাস কোন সময়ে তিনমাসকাল স্বীয়-দাস্তভাব
গোপন করিয়া অবস্থান করায় কৃষ্ণ রামদাসের শরীরে
আবিষ্ট হইয়া তিনমাসকাল বাস করিয়াছিলেন। এই
ধটনার ছলনায় যদি কেহ কৃষ্ণের জায় স্বতন্ত্রতা অবলম্বন
করে, তবে তাহার নরকলাভ অবশ্যজ্ঞাবী। রামানন্দ-

সম্প্রদায়ের অনেকেই অহংগ্রহোপাসনার অমুগমন করেন।
তাঁহাদের রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে ন্যূনাধিক মায়াবাদ স্থান
লাভ করায় চারি-সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবগণ তাঁহাদের সহিত
সকল বিষয়ে সম্মত স্থাপন করেন না ॥৭২৬॥

তথ্য। রামদাস—১৮: ৮: আদি ১১:১৩ সংখ্যা ও
'অমুভা' জটব্য ॥৭২৭॥

মুরারি পণ্ডিত—১৮: ৮: আদি ১১:২০ সংখ্যা ও
'অমুভা' জটব্য ॥৭২৮॥

রঘুনাথ বৈষ্ণব উপাধায়—১৮: ৮: আদি ১১:২২ সংখ্যা
ও 'অমুভা' জটব্য ॥৭২৯॥

গদাধর দাস—১৮: ৮: আদি ১০:৫৩ সংখ্যা ও
'অমুভা' জটব্য ॥৭৩০॥

সুন্দরানন্দ—১৮: ৮: আদি ১১:১৩ সংখ্যা ও 'অমুভা'
জটব্য ॥৭৩১॥

গৌরীদাস পণ্ডিত—১৮: ৮: আদি ১১:২৬ সংখ্যা
ও 'অমুভা' জটব্য ॥৭৩০॥

পুরন্দর পণ্ডিত—১৮: ৮: আদি ১১:২৮ সংখ্যা ও
'অমুভা' জটব্য ॥৭৩১॥

বলরামদাস—

শ্রেয়সরসে মহামন্ত—বলরামদাস ।

যাঁহার বাতাসে সব পাপ যায় নাশ ॥৭৩৪॥

যদুনাথ কবিচন্দ্র—

যদুনাথ কবিচন্দ্র—শ্রেয়সরসয় ।

নিরবধি নিত্যানন্দ যাঁহারে সদয় ॥৭৩৫॥

জগদীশ পণ্ডিত—

জগদীশপণ্ডিত—পরমজ্যোতিধাম ।

স-পার্বদে নিত্যানন্দ যাঁ'র ধন প্রাণ ॥৭৩৬॥

পণ্ডিত পুরুষোত্তম—

পণ্ডিত পুরুষোত্তম—নবদ্বীপে জন্ম ।

নিত্যানন্দ-স্বরূপের মহাভূত্য মর্ষ ॥৭৩৭॥

পূর্বে যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দের বসতি ।

যাঁহার প্রসাদে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥৭৩৮॥

দ্বিজ কৃষ্ণদাস—

রাঢ়ে জন্ম মহাশয় দ্বিজ-কৃষ্ণদাস ।

নিত্যানন্দ-পারিষদে যাঁহার বিলাস ॥৭৩৯॥

কালিয়া-কৃষ্ণদাস—

প্রসিদ্ধ কালিয়া-কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে ।

গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে ॥৭৪০॥

সদাশিব-কবিরাজ—

সদাশিব-কবিরাজ—মহা-ভাগ্যবান্ ।

যাঁ'র পুত্র—পুরুষোত্তমদাস-নাম ॥৭৪১॥

পুরুষোত্তমদাস—

বাহু নাহি পুরুষোত্তমদাসের শরীরে ।

নিত্যানন্দচন্দ্র যাঁ'র হৃদয়ে বিহরে ॥৭৪২॥

উদ্ধারণদত্ত—

উদ্ধারণদত্ত—মহা-বৈষ্ণব উদার ।

নিত্যানন্দ-সেবায় যাঁহার অধিকার ॥৭৪৩॥

মহেশপণ্ডিত ও পরমানন্দ উপাধ্যায়—

মহেশপণ্ডিত—অতি-পরম মহাস্ত ।

পরমানন্দ-উপাধ্যায়—বৈষ্ণব একান্ত ॥৭৪৪॥

গঙ্গাদাস—

চতুর্ভূজপণ্ডিত নন্দন গঙ্গাদাস ।

পূর্বে যাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥৭৪৫॥

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ—

আচার্য্য বৈষ্ণবানন্দ—পরম-উদার ।

পূর্বে রঘুনাথপুরী নাম খ্যাতি যাঁ'র ॥৭৪৬॥

পরমেশ্বরী দাস—চৈঃ চঃ আদি ১১২৯ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৩২॥

ধনঞ্জয় পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১৩১ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৩৩॥

বলরাম দাস—চৈঃ চঃ আদি ১১৭৪ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৩৪॥

যদুনাথ কবিচন্দ্র—চৈঃ চঃ আদি ১১৩৫ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৩৫॥

জগদীশ পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১৩০ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৩৬॥

পুরুষোত্তম পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১৩৩ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৩৭॥

দ্বিজ কৃষ্ণদাস—চৈঃ চঃ আদি ১১৩৬ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৩৮॥

(কালিয়া কৃষ্ণদাস) কালী-কৃষ্ণ—চৈঃ চঃ আদি ১১৩৭

সংখ্যা ও ‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৪০॥

সদাশিব কবিরাজ—চৈঃ চঃ আদি ১১৩৮ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৪১॥

পুরুষোত্তম দাস—চৈঃ চঃ আদি ১১৩৮ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৪২॥

উদ্ধারণ দত্ত—চৈঃ চঃ আদি ১১৪১ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৪৩॥

মহেশ পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১১২ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৪৪॥

পরমানন্দ উপাধ্যায়—চৈঃ চঃ আদি ১১৪৪ সংখ্যা ও

‘অমৃতভাষ্য’ অষ্টব্য ॥৭৪৫॥

গঙ্গাদাস—চৈঃ চঃ আদি ১১৪৩ সংখ্যা ও ‘অমৃতভাষ্য’

অষ্টব্য ॥৭৪৬॥

পরমানন্দ গুপ্ত—

প্রসিদ্ধ পরমানন্দগুপ্ত মহাশয় ।

পূর্বের ষাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দের আলয় ॥৭৪৭॥

বড়গাছির কৃষ্ণদাস—

বড়গাছি-নিবাসী স্মৃতি কৃষ্ণদাস ।

ষাঁহার মন্দিরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥৭৪৮॥

কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ ও আচার্যচন্দ্র—

কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—তুই শুদ্ধমতি ।

মহাশয় আচার্যচন্দ্র—নিত্যানন্দগতি ॥৭৪৯॥

মাধবানন্দঘোষ—

গায়ন মাধবানন্দঘোষ মহাশয় ।

বাসুদেবঘোষ—অতি প্রেম-রসময় ॥৭৫০॥

শ্রীজীবপণ্ডিত—

মহাভাগ্যবন্ত জীব-পণ্ডিত উদার ।

ষাঁ'র ঘরে নিত্যানন্দচন্দ্রের বিহার ॥৭৫১॥

শ্রীমনোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস ও দেবানন্দ—

নিত্যানন্দ-প্রিয়—মনোহর, নারায়ণ ।

কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—এই চারিজন ॥৭৫২॥

যত ভৃত্য নিত্যানন্দচন্দ্রের সহিতে ।

শত-বৎসরেও তাহা না পারি লিখিতে ॥৭৫৩॥

সহস্রসহস্র একো সেবকের গণ ।

সবার চৈতন্য-নিত্যানন্দ ধন-প্রাণ ৭৫৪॥

নিত্যানন্দরূপায় সকলেই আচার্য—

নিত্যানন্দ-প্রসাদে তাঁহার। গুরু-সম ।

শ্রীচৈতন্য-রসে সবে পরম উন্মাদ ॥৭৫৫॥

কিছুমাত্র আমি লিখিলাও জানি' ষাঁ'রে ।

সকল বিদিত হৈব বেদব্যাস দ্বারে ॥৭৫৬॥

গ্রন্থকার ঠাকুর বৃন্দাবনের আপনাকে শ্রীনিত্যানন্দের

শেষভূতরূপে পরিচয় প্রদান—

সর্বশেষভূত তান—বৃন্দাবনদাস ।

অবশেষপাত্র-নারায়ণী-গর্ভজাত ॥৭৫৭॥

অজ্ঞাপিহ বৈষ্ণব-মণ্ডলে ষাঁ'র ধনি ।

‘চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী’ ॥৭৫৮॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দটান জান ।

বৃন্দাবনদাস তুচ্ছ পদযুগে গান ॥৭৫৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্য গগনতে শেষপঙে নিত্যানন্দ-চরিতবর্ণনং

নাম পঞ্চমোহধ্যায়ঃ ।

আচার্য বৈষ্ণবানন্দ—চৈঃ চঃ আদি ১১৭২ সংখ্যা ও
'অমৃত্যু' শ্রষ্টব্য ॥ ৭৪৬ ॥

পরমানন্দ গুপ্ত—চৈঃ চঃ আদি ১১৮৫ সংখ্যা ও
'অমৃত্যু' শ্রষ্টব্য ॥ ৭৪৭ ॥

কৃষ্ণদাস (বড়গাছি নিবাসী)—চৈঃ চঃ আদি ১১৮৭
সংখ্যা ও 'অমৃত্যু' শ্রষ্টব্য ॥ ৭৪৮ ॥

কৃষ্ণদাস—চৈঃ চঃ আদি ১১৮৬ সংখ্যা ও 'অমৃত্যু'
শ্রষ্টব্য ॥ ৭৪৯ ॥

মাধব ঘোষ—চৈঃ চঃ আদি ১১৮৫ সংখ্যা ও 'অমৃত্যু'
শ্রষ্টব্য ॥ ৭৫০ ॥

বাসুদেব ঘোষ—চৈঃ চঃ আদি ১১৮৫ সংখ্যা ও
'অমৃত্যু' শ্রষ্টব্য ॥ ৭৫১ ॥

জীব-পণ্ডিত—চৈঃ চঃ আদি ১১৭৭ সংখ্যা ও 'অমৃত্যু'
শ্রষ্টব্য ॥ ৭৫২ ॥

মনোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—চৈঃ চঃ আদি
১১৮৬ সংখ্যা ও 'অমৃত্যু' শ্রষ্টব্য ॥ ৭৫৩ ॥

গ্রন্থকার শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর গিতকুলের পরিচয়ে
ভক্তিমানের বংশে উদ্ভূত বলিয়া পরিচিত নহেন, পরন্তু
পরম গৌরবজন্ম মাতামহের পরিচয়েই প্রসিদ্ধ লাভ
করিয়াছেন । তাহার জননী শ্রীনারায়ণী দেবী শ্রীচৈতন্য-
দেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন ।
এই নারায়ণী-নন্দন শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ-
প্রভুর সর্বশেষ ভৃত্য ॥ ৭৫৭ ॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাণ্ডে' পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায়

ষষ্ঠ অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীমদ্ভাগবতের সহাধ্যায়ী অনৈক বিপ্রেয় শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর বেষভূষা ও আচরণাদি-দর্শনে সন্দেহযুক্ত হইয়া শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট নিত্যানন্দ সঙ্কে প্রস্ন এবং শ্রীগৌরহরি-কর্তৃক শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা নিত্যানন্দের প্রতি ব্রাহ্মণের সন্দেহ-নিরাস ও বিধিনিষেধাতীত শ্রীনিত্যানন্দ ও অপ্রাকৃত বৈষ্ণব-মহাব্য বিবৃত হইয়াছে।

যখন শ্রীধাম-নবদ্বীপে অভিন্নবলদেব শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু নানাপ্রকার লীলাবিলাস প্রকটন ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য চরণে লোকাকর্ষণপূর্বক নানাবিধ অলঙ্কার, বিবিধ বেষভূষা এবং তাবুল, কর্ণ, চন্দনমালাদি বিলাসদ্রব্য গ্রহণ করিয়া বিচরণ করিতেছিলেন, তখন শ্রীগৌরসুন্দরের সহাধ্যায়ী নবদ্বীপস্থ অনৈক বিপ্রেয় নিত্যানন্দের ঐরূপ শাস্ত্রাতীত আচরণ ও বিলাসাদি দর্শনে সন্দেহ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মণের শ্রীচৈতন্যচরণে দৃঢ় ভক্তি থাকিলেও উক্ত বিপ্র নিত্যানন্দপ্রভুর বিধিনিষেধাতীত আচরণে সন্দেহযুক্ত হইলেন। কোন সময় ব্রাহ্মণ নীলাচলে গমন করিলে শ্রীমদ্ভাগবতের নিকটে নিভৃতে শ্রীনিত্যানন্দের প্রতি নিজ সন্দেহের কথা ব্যক্ত করিয়া কহিলেন যে, নিত্যানন্দকে সকলে 'সন্ন্যাসী' বলেন, সন্ন্যাসীর ধাতুদ্রব্য স্পর্শ নিষিদ্ধ, কিন্তু নিত্যানন্দ সর্বদা দেহে সোণা-রূপা মণিমুক্তা জড়িত করিয়া থাকেন, কাষায় কৌপীন ছাড়িয়া দিব্যপট্টবাস পরিধান করেন, দণ্ড ছাড়িয়া লৌহদণ্ড ধারণ করেন, সর্বদা শূন্যের গৃহে অবস্থান ও ভোজনাদি করেন, তাঁহার আচারের কোনটাই শাস্ত্রের বিধিমালা বালিয়া দৃষ্ট হয় না। ঐহাকে সকল লোকে 'বড় লোক' বলিয়া বলেন, তাঁহাতে আশ্রম-বিরুদ্ধাচার কেনই বা লক্ষিত হইবে ?

মহাপ্রভু বিপ্রেয় সন্দেহ নিরাস করিবার জন্ত ভাগবতপ্রমাণ উল্লেখপূর্বক বলিলেন যে, যিনি উত্তম

অধিকারী, তাঁহাতে প্রাকৃত দৃষ্টিতে যে-সকল দোষ বলিয়া মনে হয়, তাহা দোষ নহে। কৃষ্ণচন্দ্র স্বরাট বস্ত্র, উত্তমাদিকারীর দেহে সেই স্বরাট বস্ত্র অলঙ্কণ অবস্থিত থাকিয়া বিহার করেন। সুতরাং উত্তমাদিকারীর সকল আচরণই বুদ্ধমুখতাংপথ্যময়। ইহা একমাত্র অকৃত্রিম উত্তমাদিকারীতেই সম্ভব। রুদ্রই কালকূটপান করিয়া 'নীল-কণ্ঠ' নাম ধারণ করিতে পারেন, অপরের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। উত্তমাদিকারীর অমুকরণ করিলে বিনাশ অনিবার্য। শ্রীগৌরসুন্দর ভাগবতীয় দশম স্কন্ধের দুইটা শ্লোক প্রমাণ-স্বরূপ উল্লেখ করিলেন এবং অকৃত্রিম মহতের বাহ্য দুরাচার-দর্শনে আধ্যাত্মিক-বিচারে কোনও প্রকাণ্ড কটাক্ষ মাত্র করিলেও কিরূপ ক্লেষ ভোগ ও পাপযোনি ভ্রমণ করিতে হয়, তাহার উদাহরণস্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের ১০।৮৫ অধ্যায়ের একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলেন। যখন সিদ্ধ ব্যক্তিগণও অপ্রাকৃত মহাভাগবত বৈষ্ণবের ব্যবহারের প্রতি পরিহাস করিয়া অশেষ ক্লেশে ও কর্ণপাকে পতিত হন, তখন আর অসিদ্ধ ব্যক্তিগণের সঙ্কে কা কথা ? যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজা করেন, হরিনাম (?) গ্রহণ করেন, কিন্তু হরিভক্তকে নিন্দা করেন, তাঁহার সমস্ত পূজা ও নাম-গ্রহণাদির ছলনা নিরর্থক। আর যে ব্যক্তি ভগবানের ভক্তের প্রতি প্রীতিময়ী সেবায় নিযুক্ত, সেই ব্যক্তিই নিঃসংশয়িতরূপে কৃষ্ণসেবা লাভ করিতে পারেন। যে ব্যক্তি কেবল বিষ্ণুপূজার ছলনা দেখায়, কিন্তু বৈষ্ণবপূজায় অনাদর করে, সে ব্যক্তি 'দান্তিক'। স্বরাট অভিন্ন-বলদেব শ্রীনিত্যানন্দচরিত্র জীববুদ্ধির অগম্য, অচিন্ত্য এবং সর্ববিধি-নিষেধাতীত। অজ্ঞতাক্রমেও যদি কেহ সেই নিত্যানন্দের নিন্দা করে, সে ব্যক্তি বিষ্ণুভক্তির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াও তাহা হইতে চিরতরে ভ্রষ্ট হয়।

শ্রীগৌরসুন্দর এই সকল উপদেশ সকলের নিকট

প্রচার করিবার অল্প বিপ্রকে সম্বরে নবদ্বীপে গমন করিতে বলিলেন।

শ্রীগোবিন্দসুন্দর বলিলেন, নিত্যানন্দের প্রতি যে ব্যক্তি অকৈতব-প্রীতি করে, সে ব্যক্তি সত্য সত্য আমার প্রতিও প্রীতি করিয়া থাকে। অভিন্ন বলদেব শ্রীনিত্যানন্দ—স্বয়ং পুরুষ, তিনি কখনও লোক-লোচনে যদি মদিরা পান এবং যবনীগ্ৰহণ করেন বলিয়াও প্রতিভাত হয়, তথাপি তিনি ব্রহ্মার নিত্য বন্দ্য।

শ্রীমন্নহাপ্রভুর বাঁকা-শ্রবণে বিপ্রের সংশয়-মোচন হইল এবং শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে বিশ্বাস অগ্নিগ। বিপ্র নবদ্বীপে গমনপূর্বক সর্বাগ্রে শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর শ্রীচরণে অপরাধের কণা ব্যক্ত করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিলেন এবং শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুর প্রসন্নতা লাভ করিলেন।

অয়কীর্তনমুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।

জয় জয় প্রভুর যতেক ভক্তবৃন্দ ॥ ১ ॥

হেনমতে মহাপ্রভু নিত্যানন্দচন্দ্র।

সর্ব-দাস-সহ করে কীর্তন-আনন্দ ॥ ২ ॥

অভিন্ন যোহিগীনন্দন নিত্যানন্দের লীলাবিলাস ও

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণে লোকাকর্ষণ—

বৃন্দাবনমধ্যে যেন করিলেন লীলা।

সেইমত নিত্যানন্দস্বরূপের খেলা ॥ ৩ ॥

অকৈতবরূপে সর্বজগতের প্রতি।

লওয়ায়েন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে রতি-মতি ॥ ৪ ॥

সঙ্গে পারিষদগণ—পরম উদ্দাম।

সর্ব নবদ্বীপে ভ্রমে মহাজ্যোতির্ধাম ॥ ৫ ॥

উপসংহারে ঠাকুর শ্রীবৃন্দাবন বলিতেছেন যে, বিভিন্ন ভূমিকা হইতে বিভিন্ন প্রকার লোক শ্রীনিত্যানন্দ-সম্বন্ধে যাহাই উক্তি করুক না কেন, যে কোনও প্রকারে জীব যদি নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের আশ্রিত হয়, তাহা হইলে সেই ব্যক্তিই গুরু-গৌরচন্দ্রের আদরকারিস্বত্বে ঠাকুরের বন্দ্য। ‘নিত্যানন্দই আমার একমাত্র নিত্যপ্রভু, আমি জন্মজন্ম তাহার নিত্য কিঙ্কর। এই নিত্যানন্দবৈষ্ণবগাই আমি সকলের নিকট প্রার্থনা করি। শ্রীনিত্যানন্দের এরূপ মহিমা-সম্বন্ধেও যে পাপী নিত্যানন্দের নিন্দা করে, সেই পাপীয় মঙ্গল নিত্যানন্দ-ভক্তের পদাঘাত ব্যতীত অল্প কোনও প্রকারেই সম্ভব নহে।’ পরিকরবৈশিষ্ট্যের সহিত শ্রীনিতাই-গৌরের সেবাভিলাষ করিয়া গ্রন্থকার অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন। (গোঃ ভাঃ)

অববৃত্ত-নিত্যানন্দের আচার-প্রচারে কাহারো সুখ,

কাহারো অবিখাস—

অলঙ্কার-মালায় পূর্ণিত কলমবর।

কপূর-তাম্বল শোভে সুরঙ্গ অধর ॥ ৬ ॥

দেখি’ রাম-নিত্যানন্দ প্রভুর বিলাস।

কেহো সুখ পায়, কারো না জন্মে বিখাস ॥ ৭ ॥

শ্রীমন্নহাপ্রভুর সহাধারী ও প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত জনৈক

লাক্ষণের অক্ষজ নেত্রে শ্রীনিত্যানন্দ-আচরণ—

দর্শনে সন্দেহ—

সেই নবদ্বীপে এক আছেন লাক্ষণ।

চৈতন্যের সঙ্গে তান পূর্ব অধ্যয়ন ॥ ৮ ॥

নিত্যানন্দস্বরূপের দেখিয়া বিলাস।

চিন্তে কিছু তান জন্মিয়াছে অবিখাস ॥ ৯ ॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

অগতের অধিকাংশ লোক ভুক্তি-মুক্তির ছলনায় আকৃষ্ট। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু জীবগণকে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্ণের ছলনা প্রদর্শন করাইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-

প্রচারিত শুদ্ধ ভক্তিতে অতৃপাণী ও মণ্ডিয়ান্ করাইয়া-
ছিলেন ॥ ৪ ॥

সুরঙ্গ—হিঙ্গুলবর্ণ, উদ্ভম বক্তবর্ণ ॥ ৬ ॥

চৈতন্যচন্দ্রেতে তা'র দৃঢ় ভক্তি ।

নিত্যানন্দস্বরূপের না জানেন শক্তি ॥১০॥

দৈবে সেই ব্রাহ্মণ গেলেন নীলাচলে ।

তথাই আছেন কতদিন কুতুহলে ॥১১॥

প্রতিদিন যায় বিপ্র শ্রীচৈতন্যের স্থানে ।

পরম বিশ্বাস তান প্রভুর চরণে ॥১২॥

বিধিনিষেধাতীত অপ্রাকৃত পরমহংসলীল অভিন্ন-বলদেব

শ্রীমন্ নিত্যানন্দের আশ্রমবিরোধী আচার-দর্শনে

মহাপ্রভুর নিকট ব্রাহ্মণের প্রশ্ন—

দৈবে এক দিন সেই ব্রাহ্মণ নিভুতে ।

চিন্তে ইচ্ছা করিলেন কিছু জিজ্ঞাসিতে ॥১৩॥

বিপ্র বলে,—“প্রভু, মোর এক নিবেদন ।

করিমু তোমার স্থানে, যদি দেহ' মন ॥১৪॥

মোরে যদি 'ভৃত্য' হেন জ্ঞান থাকে মনে ।

ইহার কারণ প্রভু কহ শ্রীবদনে ॥১৫॥

নবদ্বীপে গিয়া নিত্যানন্দ-অবধূত ।

কিছু ত না বুঝে' গুণি করেন কিরূপ ॥১৬॥

সন্ন্যাস আশ্রম তান বলে সর্বজন ।

কর্পূর-তাম্বুল সে ভোজন সর্বক্ষণ ॥১৭॥

ধাতুদ্রব্য পরশিতে নাহি সন্ন্যাসীয়ে ।

সোণা, রূপা, মুক্তা সে তাঁহার কলেবরে ॥১৮॥

কাষায় কোপীন ছাড়ি' দিব্য পটুবাশ ।

ধরেন চন্দন-মালা সদাই বিলাস ॥১৯॥

দণ্ড ছাড়ি' লৌহদণ্ড ধরেন বা কেনে ।

শূজের আশ্রমে সে থাকেন সর্বক্ষণে ॥২০॥

শাস্ত্রমত মুণ্ডি তান না দেখে' আচার ।

এতেকে মোহার চিন্তে সন্দেহ অপার ॥২১॥

শ্রীনির্ত্যানন্দপ্রভু জগদ্বাসীকে স্নগ্, গন্ধ, বাস ও অলঙ্কারসমূহ রক্ষণসাদবুদ্ধিতে গ্রহণ করিবার শিক্ষা প্রদান করায় তাঁহাকে মূঢ়জনগণ—“বিলাসপর” বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছিল। তাহাতে তাঁহার প্রতি অনেকের শ্রদ্ধা ছিল না। আবার ঐহারা বুদ্ধিমান, তাঁহারা হরি-সহস্রবস্তুর পরিত্যাগকে ‘মুক্ত-বৈরাগ্য’ জানিয়া শ্রীনির্ত্যানন্দ প্রভুর প্রচার্য্য-বিশয়ে ‘আনন্দ লাভ’ করিতেন ॥

বিধিশাস্ত্রমতে চতুর্থাশ্রমী অগগন্ধতাম্বুলাদি বিলাস-সহচর বস্তু গ্রহণ করিতে পারেন না। কিন্তু বর্তমানকালে অকালপক অহঙ্কারী প্রাকৃতসহজিয়াগণ নিকির্বাদে প্রসাদ-গ্রহণের ছলনায় প্রচুর তাম্বুল ব্যবহার করে। এই প্রকার অনধিকারী পরমহংসচার গ্রহণ সর্বদা গর্হণীয় বলিয়া সাধারণ মূঢ় লোক পরমহংসপ্রার্থের মূল আশ্রয় শ্রীনির্ত্যানন্দকেও ‘বিবিড়’ ও ‘দৌরসন্ন্যাসী’-জ্ঞানে ভ্রমে পড়িয়াছিলেন ॥ ১৭ ॥

প্রাকৃত-সহজিয়াগণ বলেন,—বর্তমানকালে শ্রীরাম-রক্ষদাস ধাতুদ্রব্য গ্রহণ না করিয়া তুর্থাশ্রমী সম্মান রক্ষা করিয়াছেন। ভক্ত-সন্ন্যাসীর শ্রীনির্ত্যানন্দের দ্বায় স্বর্ণ-রৌপ্য-ব্যবহার কর্তব্য নহে। বৈধ বিবিড় সন্ন্যাসীর আদর্শ উহাতে দোষযুক্ত হয়—ইহাতে সন্দেহ নাই সত্য,

কিন্তু অস্তরে পরমহংসভিমান রাখিয়া বাহিরে যদি ধাতু-দ্রব্যাদি গৃহীত না হয়, তাহা হইলে অস্তরে প্রতিষ্ঠাশা বিবাজ করে এবং লোক প্রতারণাকল্পে তাদৃশ আচার হীনাধিকার-জ্ঞাপক মাত্র।

গোকে নিন্দা করিবে বলিয়া যাত্রা-মহোৎসব প্রভৃতিতে ধাতুদ্রব্য-গঠিত শোভাযাত্রা প্রভৃতি উঠাইয়া দিয়া ভগবানের সেবা-বিষয়ে দবিত্রতা দেখাইলে আধ্যাত্মিক পরোপকার-সম্প্রদায় বিপণ্যগামী হইয়া “আরাধনান্নং সর্বেষাং” শ্লোকের অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবে না। আধুনিক-কালে কাষায়-কোপীন পরিত্যাগপূর্বক রেশমী-বস্ত্র-ব্যবহার ও চন্দন-মালাদি-গ্রহণ যদি কোন ব্যক্তিকে বিপণ্যগামী করিয়া তুলে, তাহা হইলে পরহংসচারের কপটতায় তাঁহার সর্বনাশ ঘটবে। আর যদি স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠাশা-বাহিত্য-ক্রমে প্রীগুণ্যকবিত্যানিধি, শ্রীরামানন্দরায় ও শ্রীমদ্বিনিত্যানন্দ-প্রভুর আদর্শের কোন অংশ পরমহংসচারে অবস্থিত ভক্তবরের দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাহা প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তি বুঝিয়া লইতে পারেন। ভাগ্যহীন ব্যক্তি বৈষ্ণবে প্রাকৃত দর্শনে অপরাধ সঞ্চয় করিয়া ফেলে ॥ ১৮ ॥

কৌতুহলাক্রান্ত আপাতদৃষ্টি-সম্পন্ন বিপ্র শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীনির্ত্যানন্দের ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া

‘বড়লোক’ বলি তাঁ’রে বলে সর্বজননে ।
তথাপি আশ্রমচার না করেন কেনে ॥২২॥
যদি মোরে ‘ভৃত্য’ হেন জ্ঞান থাকে মনে ।
কি মৰ্ম্ম ইহার ? প্রভু, কহ শ্রীবদনে ॥২৩॥
স্বকৃতি ব্রাহ্মণ প্রসন্ন কৈল শুভক্ষণে ।
অমায়ায় প্রভু তব কহিলেন তানে ॥২৪॥

মহাপ্রভুর উত্তর—উত্তমাদিকারিজনের আচারণ অক্ষ-
জ্ঞানে বিচার্য্য নহে বা অস্ত্রের অক্ষরগীষ্য নহে—

শ্রীনিগ্রো বিপ্রের বাক্য শ্রীগৌরসুন্দর ।
হাসিয়া বিপ্রের প্রতি করিল। উত্তর ॥২৫॥
“শুন বিপ্র, মহা-অধিকারী যেবা হয় ।
তবে তান দোষ-গুণ কিছু না জন্মায় ॥২৬॥

শ্রীমদ্ভাগবত-প্রমাণ—

(ভাঃ ১১।২০।৩৬)

ন মযোকাস্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ ।
সাধুনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেষুণাম্ ॥২৭॥

বলিতে লাগিলেন যে, ‘সন্ন্যাসীর কর্তব্য দণ্ডধারণ, উহা না
করিয়া শ্রীমত্যানন্দ প্রভু লৌহদণ্ড ধারণ করিয়াছেন এবং
অদমনীয় অস্পৃশ্যস্ত্রের সঙ্গ পরিভাগ না করিয়া তাহাদের
সহিত অনেক সময় যাপন করিয়া থাকেন ।’ এই সকল
শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচার তাহাতে পরিদৃষ্ট হওয়ায় শ্রীমত্যানন্দের
প্রতি তাহার প্রকার অভাব আছে, তজ্জগতিনি সন্দেহযুক্ত
হইয়াছেন ॥২০॥

তথ্য । তাহুলং বিধবা-স্ত্রীণাং যতীনাং ব্রহ্মচারিণাম্ ।
সন্ন্যাসিনাঞ্চ গোমাংসস্নাতুগ্যাং শ্রুতৌ শ্রুতম্ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত-
পুরাণ ত্রীক্ষণজয়পু ৮৩ অধ্যায়) অনিকেতস্থিতিরব
স ভিক্ষুর্হটকাদীনাং নৈব পরিগ্রহেৎ ॥ (পরম-
হংসোপনিষৎ) গ্রামাশ্বে বৃক্ষমূলে বা বাসং দেবালয়েহপি
বা । ধৌতকাষায়বসনো ভক্ষয়ন্তনুহঃ ॥ (বৃক্ষপুরাণ,
উপবিভাগ, ২৭ অধ্যায়) বিভ্রাদ্যজসৌ বাসঃ
কৌপীনাচ্ছাদনঃ পরম্ ॥ (ভাঃ ৭।১৩২) হিরণ্যানি
পাত্রাণি কৃষ্ণায়সময়ানি চ । যতীনাং তাত্তপাত্রাণি বর্জ্যেৎ
জানিভিক্ষুকঃ ॥ যন্মাং ভিক্ষুহিরণ্যং রসেন দৃষ্টক স

পদ্মপত্রে যেন কভু নাহি লাগে জল ।
এইমত নিত্যানন্দম্বরূপ নির্মল ॥২৮॥
পরমার্থে কৃষ্ণচন্দ্র তাহান শরীরে ।
নিশ্চয় জানিহ বিপ্র, সর্বদা বিহরে ॥২৯॥
অধিকারী বই করে তাহান আচার ।
দুঃখ পায় সেইজন, পাপ জন্মে তাঁ’র ॥৩০॥
রুজ বিনে অশ্মে যদি করে বিষ-পান ।
সর্বসাধ্য মরে, সর্বপুরাণ প্রমাণ ॥৩১॥

(ভাঃ ১০।১৩২২-৩০)

নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হনৌশ্বরঃ ।
বিনশ্যত্যাচরম্মৌঢ্যাদ্ যথাক্রোহক্লিষং বিষম্ ॥৩২॥
দম্বব্যতিক্রমো দৃষ্ট ইশ্ববাণক সাহসম্ ।
তেজোয়সার ন দোষায় বরুঃ সর্ঘভুজো যথা ॥৩৩॥
অক্রত্ৰিম মহতের বাহু-দুবাচার-দর্শনে আশঙ্কিক-
বিচারে কটাক্ষ বিনাশের সেতু—

এতেকে যে না জানিগ্রো নিম্বে তান কর্ম্ম ।
নিজ-দোষে সে-ই দুঃখ পায় জন্ম জন্ম ॥৩৪॥

ব্রহ্মহা ভবেৎ । যন্মাং ভিক্ষুহিরণ্যং রসেন স্পৃষ্টক স পৌষশো
ভবেৎ । যন্মাং ভিক্ষুহিরণ্যং রসেন গ্রাহক স আশ্রম
ভবেৎ ॥ (পরমহংসোপনিষৎ-টীকা) দণ্ডমাচ্ছাদনক
কৌপীনক পরিগ্রহেৎ শেষঃ বিসৃজেৎ শেষঃ বিসৃজেৎ ।
(আকর্ণোপনিষৎ) দণ্ডং কমণ্ডলুং রক্তপদ্মমাত্রক ধারয়েৎ ।
নিতাং প্রবাসী নৈকত্র স সম্রাসৌতি কীর্ত্তিতঃ ॥ শুদ্ধাচার-
দ্বিজাঙ্গক ভূক্ষে লোভাদিবর্জিতঃ ॥ (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ,
প্রকৃতিপু ৩০ অধ্যায়) ॥২১॥

এই প্রকার আপাতদর্শনে আচার ভ্রষ্টে জ্ঞান করিয়া
ব্রাহ্মণের শ্রীমত্যানন্দপ্রভুর সম্বন্ধে যে সন্দেহ উপস্থিত
হইয়াছিল, উহা তাহার সৌভাগ্যের পরিচায়ক মাত্র ॥২৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর সেই সুরূপিসম্পন্ন সঙ্কীর্ণচিত্ত ব্রাহ্মণকে
বলিলেন—আধ্যাত্মিক অধিকার অর্থাৎ আপাতদর্শন
এক প্রকার, আর তাৎপর্য্যযুক্ত স্ত্রীতত্ত্বদৃষ্টিতে প্রবেশ
অন্য প্রকার । ইহার অগ্রাভিলাষ, কর্ম্মজ্ঞানাদির আবরণ
পরিভাগ করিয়া অহংকুলভাবে সর্বক্ষণ কক্ষের অহংশীলন
করেন, তাহাদের অধিকার ও তদিতর অপর পক্ষের

গর্হিতো করয়ে যদি মহা-অধিকারী ।
নিন্দার কি দায়, তাঁ'রে হাসিলেই মরি ॥৩৫॥

ভাগবতোক সেই সকল সিদ্ধান্ত বৈষ্ণব-গুরু
কীর্তন করেন—

ভাগবত হইতে এ সব তত্ত্ব জানি ।
তাহো যদি বৈষ্ণব-গুরুগ মুখে শুনি ॥৩৬॥

ভাগবতের দশম-স্কন্ধোক্ত দেবকীর গর্তজাত ষট্-পুত্রের
বিনাশ ও দণ্ডপ্রাপ্তি, তদ্ব্যবহাচর-দর্শনে
তৎপ্রতি কটাক্ষের দৃষ্টান্তই প্রমাণ—

মহাস্তের আচরণে হাসিলে যে হয় ।
চিন্তা দিয়া শুন ভাগবতে যেই কয় ॥৩৭॥

এককালে রাম-কৃষ্ণ গেলেন পড়িতে ।
বিজ্ঞা পূর্ণ করি' চিন্তা করিলা আসিতে ॥৩৮॥
'কি দক্ষিণা দিব' ? বলিলেন গুরু-প্রতি ।
তবে পরীসঙ্গে গুরু করিলা যুক্তি ॥৩৯॥
মৃত পুত্র মাগিলেন রাম-কৃষ্ণ-স্থানে ।
তবে রাম-কৃষ্ণ গেলা যম-বিজ্ঞমানে ॥৪০॥
আজ্ঞায় শিশুর সর্ব কর্ম ঘুচাইয়া ।
যনালয় হৈতে পুত্র দিলেন আনিয়া ॥৪১॥
পরম অদ্ভুত শ্রুতি' এ সব আখ্যান ।
দেবকীও মাগিলেন মৃত-পুত্র-দান ॥৪২॥
দৈবে এক দিন রাম-কৃষ্ণে সম্বোধিয়া ।
কহেন দেবকী অতি কাতর হইয়া ॥৪৩॥

অধিকারের মধ্যে পরস্পর ভেদ আছে । প্রাকৃত জনগণ
মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কারের অধীন । অপ্রাকৃত প্রতীতিতে
মায়িক দোষ ও গুণ প্রবেশ করিতে পারে না । পদ্মপত্র
যে রূপ পারদ ও জলাদিকে আবদ্ধ করে না তদ্রূপ
কৃষ্ণভোগতাৎপর্য্যাপর চিন্তা কখনই স্বভোগপর অমঙ্গলের
পাবাহন করে না ॥২৬॥

অশ্বয় । সাধ্বনাং (নিরন্তরাগাধীনাং) সমচিন্তানাং
(সমদর্শিনাং) বুদ্ধেঃ (প্রকৃতেঃ) পরম্ (ঈশ্বরম্) উপেনুবাং
(প্রাপ্তানাং) যমি (ভগবতি) একান্তভক্তানাং (অতি-
অহরক্তানাং) গুণদোষাত্মনাং (বিহিতনিষিদ্ধকর্ম্মভ্যাঃ উদ্ভবঃ
উৎপত্তির্দোষাঃ তে) গুণাঃ (পুণ্যপাপাদয়ঃ) ন (ভবন্তি) ।

অনুবাদ । ঐহাদিগের কৃষ্ণতর বস্তুতে আসক্তি
প্রভৃতি অনর্থ বিদূরিত হইয়াছে, ঐহারা স্থূল-লিঙ্গ-দেহদর্শন
হইতে অতিক্রান্ত হইয়া প্রত্যেক জীবের আত্মদর্শন করায়
সমদৃষ্টি-সম্পন্ন হইয়াছেন, ঐহারা প্রকৃতির অতীত অধোক্ষ-
পরমেশ্বরকে প্রাপ্ত হইয়াছেন, আঘাতে সেই একান্ত আগন্তু-
ভক্তগণের বিধিনিষেধজনিত পাপপুণ্যের কল হোগ
করিতে হয় না ॥২৭॥

ত্রিনিত্যানন্দপ্রভু সর্বক্ষণ অমুকুল-কৃপাহীনলেন
সংবৃত ; স্মৃতবাং কৃষ্ণ তাঁহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে সকল
ক্রিয়াকলাপ করেন, তাহা কর্ম্মফলবাহ্য জীবের আচরণের
জ্ঞায় বিচার্য্যাদীন করা কর্তব্য নহে ॥২৮॥

মৃত্যুঞ্জয় অনায়াসেই বিষভক্ষণ করিয়া নীলকণ্ঠ হইতে
পারেন, কিন্তু অযোগ্য অনধিকারী জীবগণ উহা দেখিতে
গিয়া তাঁহাকে আত্মতুলা জ্ঞান করিলে অমঙ্গল-মধ্যে
পতিত হইয়া আত্মবিনাশ সাধন করে । অগ্নি যে কোন
বস্তু গ্রহণ করিয়া উহাকে যেকোন ভস্মসাৎ করে, তদ্রূপ
অপ্রাকৃতবুদ্ধিসম্পন্ন জনগণ প্রাকৃত ধনাদি ব্যাপারসমূহ
স্ব-ভোগে নিযুক্ত না করিয়া তদ্বিষয়ে উদাসীন থাকিতে
পারেন ॥৩১॥

অশ্বয় । (তর্হি 'যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠ' ইতি হ্যয়েন
অজ্ঞোহপি কুর্ধ্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ) অনীশ্বর (দেহাদিপারতন্ত্রঃ)
জাতু (কদাচিদপি) এতৎ (শাস্ত্রবিরুদ্ধং) মনসাপি ন
সমাচরেৎ (আচরেৎ) হি যতঃ যোচ্যাত্ (অজ্ঞান্যং ঈশ্বরাত্তি-
মান্যং শাস্ত্রবিরুদ্ধং) আচরন্ বিনশতি যথা অকৃত্রমঃ
(কৃত্রম্যতিরিক্তঃ অনীশ্বরঃ) অক্রিৎসং বিসং (ভক্ষয়ন্
বিনশতি) ॥৩২॥

অনুবাদ । ঈশ্বর ব্যতীত এইরূপ আচরণ কেহ
কখন মনের দ্বারাও করিবেন না । কৃত্রিম ভিন্ন অজ্ঞ কেহ
সমুজ্ঞোথ বিষ পান করিলে যেমন বিনাশ প্রাপ্ত হ'ন মৃত্যু-
প্রযুক্ত যদি কেহ ঈশ্বরলীলার অমুকরণ করে, সেও তদ্রূপ
বিনষ্ট হইবে ॥৩২॥

অশ্বয় । (পরমেশ্বরং কৈমূতিকহ্যয়েন পরিহর্ন্তুঃ
সাম্যচ্ছতো মহত্যাং বৃত্তমাহ) (হে নৃপ) ঈশ্বর্য্যাপাং (কর্ম্মপার-
তন্ত্র্য-রহিতানাং) সমর্থানাং) ধর্ম্মব্যতিক্রমঃ (ধর্ম্মমধ্যমো-

‘শুন শুন রামকৃষ্ণ যোগেশ্বরের !
তুমি দুই আদি নিত্য শুদ্ধ কলেবর ॥৪৪॥
সর্বজগতের পিতা—তুমি দুই-জন ।
মুঞি জানো তুমি-দুই-পরম-কারণ ॥৪৫॥
জগতের উৎপত্তি স্থিতি বা প্রলয় ।
তোমার অংশের অংশ হৈতে সব হয় ॥৪৬॥
তথাপি পৃথিবীর খণ্ড হৈতে তার ।
হইয়াছে মোর পুত্ররূপে অবতার ॥৪৭॥
যম-ঘর হৈতে যেন গুরুর নন্দন ।
আনিয়া দক্ষিণা দিলে তুমি দুই জন ॥৪৮॥
মোর ছয়পুত্র যে মরিল কংস হৈতে ।
বড় চিন্ত হয় তাহা’ সবারে দেখিতে ॥৪৯॥
কত কাল গুরু-পুত্র আছিল মরিয়া ।
তাহা যেন আনি দিলা শক্তি প্রকাশিয়া ॥৫০॥
এইমত আমারেও কর পূর্ণকাম ।
আনি দেহ মোরে মৃত ছয় পুত্র দান ॥’ ৫১॥
শুনি’ জননীর বাক্য কৃষ্ণ-সঙ্কর্ষণ ।
সেই ক্ষণে চলি’ গেলি বলির ভবন ॥৫২॥
নিজ ইষ্ট-দেব দেখি’ বলি মহারাজ ।
মগ্ন হইলেন প্রেমানন্দ-সিঙ্খ-মান ॥৫৩॥
গৃহ পুত্র দেহ বিস্ত সকল বান্ধব ।
সেইক্ষণে পাদপদ্মে আনি দিলা সব ॥৫৪॥
লোমহর্ষ অশ্রুপাত পুলক আনন্দে ।
স্তুতি করে পাদ-পদ্ম ধরি’ বলি কান্দে ॥৫৫॥

‘জয় জয় অনন্ত প্রকট সঙ্কর্ষণ ।
জয় জয় কৃষ্ণচন্দ্র গোপীকুল-ভূষণ ॥৫৬॥
জয় সখা গোপীচাঁচা হলধর রাম ।
জয় জয় কৃষ্ণ-ভক্ত-মন-মন-প্রাণ ॥৫৭॥
যত্নপিহ শুদ্ধসহ দেব-ঋষিগণ ।
তা’ সবারো দুর্লভ তোমার দরশন ॥৫৮॥
তথাপি হেন সে প্রভু, কারণ্য তোমার ।
তমোগুণ অমুরেও হও সাক্ষাৎকার ॥৫৯॥
অতএব শত্রু-মিত্র নাহিক তোমাতে ।
বেদেও কহেন, ইহা দেখিও সাক্ষাতে ॥৬০॥
মারিতে যে আইল লইয়া নিমন্তন ।
তাহারেও পাঠাইলা বৈকুণ্ঠভুবন ॥৬১॥
ভগবান্ ও ভক্তের মহাব অক্ষয়-জ্ঞানের অগম্য—
‘অতএব তোমার হৃদয় বুনিদারে ।
বেদে-শাস্ত্রে যোগেশ্বর-সবেও না পারে ॥৬২॥
যোগেশ্বর-সব যা’র মায়া নাহি জানে ।
মুঞি পাণী অমুর বা জানিব কেমনে ॥৬৩॥
এই কৃপা কর মোরে সর্বলোকনাথ !
গৃহ-অন্ধ-কূপে মোরে না করিহ পাত ॥৬৪॥
তোর দুই পাদপদ্ম হৃদয়ে ধরিয়া ।
শান্ত হই বৃক্ষমূলে পড়ি থাকেঁ গিয়া ॥৬৫॥
তোমার দাসের সঙ্গে মোরে কর দাস ।
আর যেন চিন্তে মোর না থাকয়ে আশ ॥’ ৬৬॥

জন্মনং) সাহসং দৃষ্টং (যং দৃষ্টং) তং তেজস্বিনাং
(প্রজাপত্যোক্তসোমবিদ্যামিত্রাদিনাং ওক্ত তেষাং তেজস্বিনাং)
সর্বভূজঃ বহুঃ যথা (তথ) দোষায় ন (ভবতি) ॥৩৩॥

অনুবাদ । হে রাজন্, অগ্নি সর্বভূক হইয়াও যেকপ
দোষভাক হ’ন না, সমর্থবান তেজস্বী পুরুষদিগেরও সেইরূপ
ধর্ম মর্যাদা জন্মন ও ত্রী সন্দর্ভাদি দৃষ্ট হইলেও উহা
দোষবীৰ্য নহে ॥৩০॥

মহাভাগবত অধিকারী নিম্নাধিকারীর গর্ভযোগ্য নহেন ।
যে ব্যক্তি মহাভাগবতের কাণ্ডো উপহাসাদি করে, তাহার
সর্বনাশ অবশ্যস্তাবী । বৈষ্ণবগুরু নিকট শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ
করিলে এই সকল কথা স্মৃতিভাবে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ॥৩২॥

তথ্য । সাধুনাং সমচিত্তানামুপহাসং করোতি যঃ ।
দেবোবাধ্যাত্বা মর্ত্তাঃ স বিজ্ঞেয়াহমাদ্যমঃ ॥ (স্বান্দে
মহেশ্বরখণ্ডে ১১, ১০৬) ॥৩৫॥

তথ্য । ভাঃ ১০৭৫১০—৪১ ত্রৈব্যা ॥ ৩৮—৪১ ॥

তথ্য । ভাঃ ১০৮৫১০—২৮ ত্রৈব্যা ॥ ৪২—৪৩ ॥

তথ্য । ভাঃ ১০৮৫১০—৩৩ ত্রৈব্যা ॥ ৪৪—৫১ ॥

তথ্য । ভাঃ ১০৮৫১০—২৮ ত্রৈব্যা ॥ ৫২—৫৫ ॥

ভগবদ্ভক্তগণের নিকট বাস ও প্রকৃত ভক্তগণের সেবা-
বাসীত মুক্তপুরুষগণের অত্ৰ কোন ‘আশা-ভরসা’ নাই ।
সম্প্রতি শ্রীগৌড়ীয়মঠের সেবকগণ এই কথা স্মৃতিভাবে
বুঝিতে পারিয়াছেন বলিয়া তাহারাই মঠ-মান্দ্যাদিতে হ্রি-
গুরু-বৈষ্ণবের সহিত বাস করিতেছেন ॥৬৬॥

রাম-কৃষ্ণ-পাদপদ্ম ধরিয়। হৃদয়ে ।
 এই মত স্তুতি করে বলি-মহাশয়ে ॥৬৭॥
 ব্রহ্ম-লোক, শিব-লোক যে চরণোদকে ।
 পবিত্র করিতেছেন ভাগীরথীরূপে ॥৬৮॥
 হেন পুণ্য-জল বলি গোষ্ঠীর সহিতে ।
 পান করে শিরে ধরে ভাগ্যোদয় হৈতে ॥৬৯॥
 গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার ।
 পাদ-পদ্মে দিয়া বলি করে ননস্কার ॥৭০॥
 আজ্ঞা কর 'প্রভু' মোরে শিখাও আপনে ।
 যদি মোরে ভৃত্য হেন জ্ঞান থাকে মনে ॥৭১॥
 ভগবদ্বাক্স-পালনকারীই বিধিনিষেধের পরপারে
 গমনে সমর্থ—

যে করয়ে প্রভু, আজ্ঞা-পালন তোমার ।
 সেই জন হয় বিধি-নিষেধের পার ॥৭২॥
 শুনিয়া বলির বাক্য প্রভু তুষ্ট হৈলা ।
 যে নিমিত্ত আগমন কহিতে লাগিলা ॥৭৩॥
 প্রভু বলে,—“শুন শুন বলি-মহাশয় !
 যে নিমিত্তে আইলাও তোমার আলয় ॥৭৪॥
 আমার মা'য়ের ছয় পুত্র পাপী কংসে ।
 মারিলেক, সেই পাপে সেহ মৈল শেষে ॥৭৫॥
 নিরবশি সেই পুত্র-শোক সঙরিয়া ।
 কাম্ধেন দেবকী-মাতা দুঃখিতা হইয়া ॥৭৬॥
 তোমার নিকটে আছে সেই ছয় জন ।
 তাহা নিব জননীর সন্তোষকারণ ॥৭৭॥

এক্সার পৌত্রমটকের শাপভ্রষ্ট হইয়া অম্বর-

যোনিতে জন্মগ্রহণ—

সে সব ব্রহ্মার পৌত্র সিদ্ধ দেবগণ ।
 তা'সবার এত দুঃখ শুন যে-কারণ ॥৭৮॥
 প্রজাপতি মরীচি—ব্রহ্মার নন্দন ।
 পূর্বে তান পুত্র ছিল এই ছয়জন ॥৭৯॥
 ব্রহ্মার আচরণের প্রতি হাতই উহার কারণ—
 দৈবে ব্রহ্মা কামশরে হইলা মোহিত ।
 লজ্জা ছাড়ি' কল্যাণ প্রীতি করিলেন চিত ॥৮০॥

তাহা দেখি হাসিলেন এই ছয় জন ।
 সেই দোষে অধঃপাত হৈল সেইক্ষণ ॥৮১॥
 মহাস্তের কন্ঠেতে করিল উপহাস ।
 অম্বরযোনিতে পাইলেন গন্তব্যবাস ॥৮২॥

হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ-নিমিত্ত অম্বর-
 যোনিতে জন্মপাত—

হিরণ্যকশিপু জগতের দ্রোহ করে ।
 দেব-দেহ ছাড়ি' জন্মিলেন তা'র ঘরে ॥৮৩॥
 ইন্দ্র-বজ্রাঘাতে উক্ত ছয়জনের বিবিধ দুঃখ—
 তথায় ইন্দের বজ্রাঘাতে ছয়জন ।
 নানা দুঃখ যাতনায় পাইল মরণ ॥৮৪॥

তাহাদিগকে যোগমায়াবর্তক দেবকী-গর্ভে স্থাপন—
 তবে যোগমায়া ধরি' আনি আরবার ।
 দেবকীর গর্ভে লৈঞা কৈলেন সঞ্চার ॥৮৫॥

জন্মাবধি উক্ত ছয়জনের অশেষ দুঃখ ও যাতুল

কংসের হস্তে নিধন-প্রাপ্তি—

ব্রহ্মারে যে হাসিলেন সেই পাপ হৈতে ।
 সেই দেহে দুঃখ পাইলেন নানামতে ॥৮৬॥
 জন্ম হইতে অশেষপ্রকার যাতনায় ।
 ভাগিনা—তথাপি মারিলেন কংস-রায় ॥৮৭॥
 দেবকী এসব গুপ্ত-রহস্য না জানে ।
 আপনার পুত্র বলি তা-সবারে গণে ॥৮৮॥
 সেই ছয় পুত্র জননীরে দিব দান ।
 সেই কার্য লাগি' আইলাও তোমা'-স্থান ॥৮৯॥
 দেবকীর স্তনপানে সেই ছয়জন ।
 শাপ হৈতে মুক্ত হইবেন সেইক্ষণ ॥৯০॥

বৈষ্ণবের ব্যবহারে সিদ্ধব্যক্তিরও পরিহাসে ভীষণ

ফল, অসিদ্ধ ব্যক্তির আর বা কথা ?—

প্রভু বলে,—“শুন শুন বলি মহাশয় !
 বৈষ্ণবের কন্ঠেতে হাসিলে হেন হয় ॥৯১॥
 সিদ্ধ-সবো পাইলেন এতেক যাতনা ।
 অসিদ্ধ-জনের দুঃখ কি কহিব সীমা ॥৯২॥

যে দুষ্কৃতি জন বৈষ্ণবের নিন্দা করে ।
জন্ম জন্ম নিরবধি সে-ই দুঃখে মরে ॥৯৩॥
শুন বলি, এই শিক্ষা করাই তোমারে ।
কছু পাছে নিন্দা-হাস্য কর বৈষ্ণবেরে ॥৯৪॥
বৈষ্ণব-আরাধনা-ব্যতীত বিষ্ণুপূজার ছলনা নিফল—
মোর পূজা, মোর নামগ্রহণ যে করে ।
মোর ভক্ত নিম্নে যদি তারো বিদ্রি ধরে ॥৯৫॥
ভক্ত-সেবায়ই নিশ্চিতরূপে ভগৎসেবা-প্রাপ্তি—
মোর ভক্তপ্রীতি প্রেমভক্তির করে যে ।
নিঃসংশয় বলিলাঙ মোরে পায় সে ॥৯৬॥

প্রমাণ—

তথা হি বরাহপুরাণে—

সিদ্ধিৰ্ভবতি বা নেতি সংশয়োহচ্যুতসেবিনাম্ ।

নিঃসংশয়স্ত তদ্বক্তৃপরিচয়ারতায়নাম্ ॥২৭॥

বৈষ্ণবপূজায় অনাদরকারী ও কেবল-বিষ্ণুপূজার

চলনাকারী দাস্তিক মাত্র—

‘মোর ভক্ত না পূজে, আমারে পূজে মাত্র ।
সে দাস্তিক, নহে মোর প্রসাদের পাত্র ॥’ ৯৮॥

প্রমাণ—

তথা হি—(হরিভক্তিহ্রদোদয়ে ১৩.৭৬)

অভ্যর্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্‌র্চয়ন্তি যৈ ।

ন তে বিষ্ণুপ্রসাদস্ত ভাজনং দাস্তিকা জনাঃ ॥৯৯॥

‘তুমি বলি মোর প্রিয় সেবক সর্বথা ।
অতএব তোমারে কহিলু গোপ্য-কথা ॥’ ১০০॥
‘শুনিঞা প্রভুর শিক্ষা বলি-মহাশয় ।
অত্যন্ত আনন্দযুক্ত হইলা হৃদয় ॥’ ১০১॥

সেই ক্ষণে ছয় পুত্র আজ্ঞা শিরে ধরি’ ।
সম্মুখে দিলেন আনি’ পুরস্কার করি’ ॥১০২॥
তবে রাম-কৃষ্ণ প্রভু লই ছয়জন ।
জননীয়ে আনিঞা দিলেন ততক্ষণ ॥১০৩॥
মৃতপুত্র দেখিয়া দেবকী সেইক্ষণে ।
স্নেহে স্তন সবারে দিলেন হর্ষমনে ॥১০৪॥

বিষ্ণুর উচ্চিষ্ট স্তন-পানে উক্ত ছয়পুত্রের

দিব্য-জ্ঞানোদয়—

ঈশ্বরের অবশেষ-স্তন করি’ পান ।
সেইক্ষণে সবার হইল দিব্যজ্ঞান ॥১০৫॥

বিষ্ণুর চরণে প্রণতি—

দণ্ডবত হই সবে ঈশ্বর চরণে ।
পড়িলেন সাক্ষাতে দেখয়ে সর্বজন ॥১০৬॥

বিষ্ণুর রূপা দৃষ্টি ও উপদেশ—

তবে প্রভু কৃপাদৃষ্টে সবারে চাহিয়া ।
বলিতে লাগিলা প্রভু সদয় হইয়া ॥১০৭॥
‘চল চল দেবগণ, বাহ নিজ-বাস ।
মহান্তরে আর নাহি কর উপহাস ॥১০৮॥
ঈশ্বরের শক্তি ব্রজা—ঈশ্বর-সমান ।
মন্দ কর্ম্ম করিলেও মন্দ নহে তান ॥১০৯॥
তাহানে হাসিয়া এত পাইলে বাতনা ।
হেন বুদ্ধি নাহি আর করিহ কামনা ॥১১০॥
ব্রজাস্থানে গিয়া মাগি’ লহ অপরাধ ।
তবে সবে চিতে পুণঃ পাইবা প্রসাদ ॥’ ১১১॥
ঈশ্বরের ‘আজ্ঞা শুনি’ সেই ছয় জন ।
পরম-আদরে আজ্ঞা করিয়া গ্রহণ ॥১১২॥

কামকোষাদির দাস হইয়া হরিগুরুবৈষ্ণব-সেবা-রহিত
জনগণ বৈষ্ণবের নিন্দা করে, উহারা প্রতিজ্ঞেই বৈষ্ণবের
বিষেধ-ফলে সোঃাগ্যচ্যুত হইয়া পড়ে ॥৯৩॥

অন্য ৩য় অধ্যায়ের ৪৮৬ সংখ্যার অর্থ ও অচ্যুত
প্রবৃত্তি ২৭॥

অর্থ । যে গোবিন্দং অভ্যর্চয়িত্বা (অর্থাৎ অভ্যর্চ্য
পূজয়িত্বা) তদীয়ান্‌ (গোবিন্দভক্তান্‌) নর্চয়ন্তি তে দাস্তিকাঃ

(অহকারিণো জনাঃ ছলিনঃ বা) বিষ্ণোঃ (বৈষ্ণব) প্রসাদস্ত
(অচ্যুতঃ) ভাজনং (পাত্রং) ন ভবত্য-না

অনুবাদ । যাহারা শ্রীগোবিন্দের পূজা করিয়া সেই
গোবিন্দের ভক্তগণের পূজা না করে, গাহারা দাস্তিক—
কখনই বিষ্ণুর রূপার পাত্র নহে ॥৯৯॥

যদিও বৃদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে দেবকীর স্তনপানে
অধিকার লাভে বঞ্চিত হইয়াছিলেন, তথাপি এমনে কৃষ্ণ

পিতা-মাতা-রাম-কৃষ্ণ-পদে নমস্করি।'

চলিলেন সর্বদেবগণ নিজ-পুরী ॥১১৩॥

বিশ্বের প্রতি যহা প্রভুর ভাগবত-ব্যা-কীর্তন-দ্বারা

নিত্যানন্দ-প্রতি সন্দেহ-পরিত্যাগে উপদেশ—

“কহিলাও এই বিপ্র, ভাগবত-কথা।

নিত্যানন্দ-প্রতি দ্বিধা ছাড়হ সর্বথা ॥১১৪॥

নিত্যানন্দস্বরূপ—পরম অধিকারী।

অন্য ভাণ্ডে তাহানে জানিতে নাহি পারি ॥১১৫॥

অলৌকিক-চেষ্টা যে বা কিছু দেখা তান।

তাহাতেও আদর করিলে পাই ত্রাণ ॥১১৬॥

পতিভের ত্রাণ লাগি' তাঁ'র অবতার।

যাঁহা হৈতে সর্বজীব হইবে উদ্ধার ॥১১৭॥

বিধিনিষেধা গীত অচিন্তা চরিত্র নিত্যানন্দের নিন্দা

অজ্ঞতক্রমে হইলেও বিষ্ণু-ভক্তিতে অধিকার-প্রাপ্ত

ব্যক্তির পথান্ত তাহা হইতে চিরবঞ্চিত হইতে হয়—

তাঁহার আচার—বিধি-নিষেধের পার।

তাঁহারে জানিতে শক্তি আছেয়ে কাহার ॥১১৮॥

যে স্তনপান করিয়াছেন, সেই স্তনপানহেতু ক্রোধোচ্ছিন্ন-সেবন-ফলে ব্রহ্মার তনয়গণ দিব্যজ্ঞান লাভ করিলেন। তখনই তাঁহারা ভগবৎপ্রপন্ন হইলেন। বৈষ্ণবগুণকে উপহাস করায় তাঁহাদের যে দুর্গতি লাভ হইয়াছিল, ভগবদুচ্ছিন্নপান-ফলে তাঁহারা সেই দুর্গতি হইতে মুক্ত হইলেন। আপাত-দর্শনে যে দুর্ভাগ্য দৃষ্ট হয়, উহার তাৎপর্য্য অবগত না হইলে ভগবদ্ভক্তের চরণে অপরাধী হইতে হয়। আপাত দর্শনের ‘যমঙ্গলসমূহের কি উদ্দেশ্য, তাহা জানিলে একগণ অপরাধের যোগ্যতা অপসারিত হইয়া জীব বৈষ্ণব-সেবায় অধিকার লাভ করেন ॥১০২॥

তথ্য—ভাঃ ১০।৮৫।১৩—৫৮ ইষ্টব্য ॥৭৪-১৪॥

মুচ জনগণ আকর বিষ্ণুস্ত শ্রীনিত্যানন্দকে বৃত্তিতে না পারিয়া তাহাদের ত্রায় বন্দ্যকলবাধা জীব-জ্ঞানে বিভার করিতে গিয়া নরকের পথে অগ্রসর হয়। “আচ্ছা বিক্ষো-শিলাদাঃ” প্রভৃতি শ্লোক-কথিত অপরাদসমূহের ফলে বিষ্ণুবস্তুকে অপর সমজাতীয় বস্তুর সহিত সম-দর্শনে প্রতীত

না বুঝিয়া নিন্দে' তাঁ'র চরিত্র অগাধ।

পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি হয় তা'র বাধ ॥১১৯॥

বিগ্রহে নবদীপে গমনপূর্ব্বক এই সকল উপদেশ সকলের

নিকট কীর্তনার্থ আদেশ-দ্বারা প্রভুর লোকসমূহকে

নিত্যানন্দ-চরণে মহা-অপরাধ হইতে রক্ষা—

চল বিপ্র, তুমি শীঘ্র নবদীপে যাও।

এই কথা কহি' তুমি সবারে বুঝাও ॥১২০॥

পাছে তাঁ'রে কেহ কোনরূপে নিন্দা করে।

তবে আর রক্ষা তাঁ'র নাহি যম-ঘরে ॥১২১॥

নিত্যানন্দ-প্রীতিতেই গৌরপ্রীতি—

যে তাঁহারে প্রীতি করে, সে করে আনারে।

সত্য সত্য সত্য বিপ্র, কহিল তোমায়ে ॥১২২॥

সর্বতন্ত্র-স্বতন্ত্র বলদেব-নিত্যানন্দ—

মদিরা যবনী যদি নিত্যানন্দ ধরে।

তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য কহিল তোমায়ে ॥১২৩॥

তথা হি শ্রীমুগ্ধ-শিক্ষাগোচর—

গৃহীয়াৎ যবনোপাধিং বিশেষ বা শৌণ্ডিকালয়ম্।

তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যঃ নিত্যানন্দপদাসুজম্ ॥১২৪॥

হইলে ব্রহ্মার নরক গমন অবশ্যজ্ঞাবী। অহঙ্কারবিমূঢ় ব্যক্তি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে প্রচারিত হইয়া আপাত সমদর্শনাবলম্বনে নিষ্ণের সর্বনাশ করিয়া থাকে। তৎফলে গোপীনাথের পাদপদ্ম বিচ্যুত হইয়া আলোয়ারনাথের পাদপদ্ম-সেবা পর্য্যন্ত হারাইয়া ফেলে। আলোয়ারনাথের সেবা-সৌভাগ্য নষ্ট হইলে জীবের পঞ্চোপাসকের জগন্নাথোপাসনা আরম্ভ হইবে এবং জগন্নাথের উপাসনা করিতে করিতে ভুবনেশ্বরের উপাসনায় মনোনিবেশ করে, পরে ভক্তাধিরাজ ভুবনেশ্বরের শ্রীচরণে অপরাধী হইয়া জীবের পূণ্যকর্মে প্রবৃত্তি লাভ ঘটে। তৎফলে যাজপুর বৈতরণী নানে কর্মকাণ্ডাভ্যস্তান-স্পৃহা সঞ্চিত হয়। পূণ্যকর্মচ্যুত হইয়া কুর্কর্মকারী হইলেই জীব অহঙ্কারবিমূঢ়া হয় এবং বহুভাভিমান তাহাকে পরমার্থ হইতে বিচ্যুত করায়। অপরাধ ক্রমে ক্রমে বুদ্ধি পাইয়া শ্রীগোপীনাথের পাদপদ্ম-শোভার দর্শনে বৈমুগ্য জন্মে। স্মৃতরাং “নায়মায়া বলহীনেন লভাঃ” এই শ্রুতির ব্যাখ্যা যাহারা আলোচনা করেন নাই,

বিপ্রেয় সংশয়-মোচন ও নিত্যানন্দ-চরণে
বিশ্বাস—

শুনিঞা প্রভুর বাক্য স্মৃতি ত্রাঙ্গণ ।
পরম আনন্দযুক্ত হইল তখন ॥ ১২৫ ॥
নিত্যানন্দ-প্রতি বড় জগিল বিশ্বাস ।
তবে আইলেন বিপ্র নবদ্বীপ-বাস ॥ ১২৬ ॥

বিপ্রেয় নবদ্বীপে আগমন ও নিত্যানন্দ চরণে
ক্ষমা-ভিক্ষা ও নিত্যানন্দের
প্রসন্নতা—

সেই ভাগ্যবন্ত বিপ্র আসি নবদ্বীপে ।
সর্বদা আইলা নিত্যানন্দের সঙ্গীপে ॥ ১২৭ ॥
অকৈতবে কহিলেন নিজ অপরাধ ।
প্রভুও শুনিঞা তাঁ'রে করিলা প্রসাদ ॥ ১২৮ ॥
বেদগুহ ও লোকবাহু অভিন্ন বলদেব-নিত্যানন্দের
চরিত্র চৈতন্যরূপা-ব্যগীত
দ্রবগাহ—

হেন নিত্যানন্দস্বরূপের ব্যবহার ।
বেদ-গুহ লোকবাহু যাহার আচার ॥ ১২৯ ॥
পরমার্থে নিত্যানন্দ—পরম যোগেশ্বর ।
যাঁ'রে কহি—আদিদেব ধরণীধরেন্দ্র ॥ ১৩০ ॥

তাহাদিগেরই দুর্গতি অবশুস্তারী । নিত্যানন্দপ্রভুর কৃপা
ব্যতীত জীবের কোন মঙ্গলই হইতে পারে না । নিজ
চেষ্টা দ্বারা আধ্যাত্মিক-জ্ঞানে বলী হইয়া বলদেবের সেবা-
বহিত হইলে জীব রক্ষা সেবা-সৌভাগ্য লাভ কবিত্তে পারে
না ॥ ১১৮ ॥

শ্রীগুরুবৈষ্ণব চরণে যাহার প্রেমাদিক্য, তিনিই
ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র । শ্রীগুরুবৈষ্ণবের চরণে
শ্রীতিরহিত ব্যক্তির কৃষ্ণপ্রসাদ লাভ করা সম্ভবপর নহে ।
মানবপ্রেম ও বন্ধজীব-সেবা কখনও ভগবানের প্রেম
আকর্ষণ করিতে সমর্থ নহে । শ্রীগুরুবৈষ্ণবের সেবা-
প্রভাবেই জীবের বন্ধজ্ঞান অপসারিত হয় । শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম
মস্ত্র দিয়া যে কৃষ্ণসদৃশ-জ্ঞান বন্ধজীবগণের কর্ণে প্রদান
করেন, তদ্বারা তাঁহারা শ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবে শ্রীতিসম্পন্ন হইয়া
নিত্য সেবা বিধান করেন । জড়ের ভোগময় আপেক্ষিকতা

সহস্র বদন নিত্য-শুদ্ধ কলেবর ।

চৈতন্যের কৃপা বিনা জানিতে তুফর ॥ ১৩১ ॥

বিভিন্ন ভূমিকা হইতে নিত্যানন্দ-সদৃশ
বিভিন্ন উক্তি—

কেহ বলে,—“নিত্যানন্দ যেন বলরাম ।”
কেহ বলে,—“চৈতন্যের বড় প্রিয়দাম ॥” ১৩২ ॥
কেহ বলে,—“মহাতেজী অংশ অধিকারী ।”
কেহ বলে,—“কোনরূপ বুঝিতে না পারি ॥” ১৩৩ ॥
কিবা জীব নিত্যানন্দ, কিবা ভক্তজ্ঞানী ।
যাঁ'র যেন মত ইচ্ছা না বলয়ে কেনি ॥ ১৩৪ ॥

কিন্তু নিত্যানন্দই নিত্য অগদগুরু—

যে সে কেনে চৈতন্যের নিত্যানন্দ নহে ।
তান পাদপদ্ম মোর রহুক ক্ষদয়ে ॥ ১৩৫ ॥
‘সে আমার প্রভু, আমি জগ্ন জগ্ন দাস ।’
সবার চরণে মোর এই অভিলাস ॥ ১৩৬ ॥

নিত্যানন্দ-নিন্দকের প্রতি নিত্যানন্দ-‘হু’ গায়

অহৈতুক-কৃপা—

এত পরিহারেও যে পাপী নিন্দা করে ।
তবে লাগি মারোঁ তাঁ'র শিরের উপরে ॥ ১৩৭ ॥

তাঁহাদিগকে ‘অক্রমণ করিতে পারে না । গুরুত্বের সম্বন্ধে
বা ভগবানের সম্বন্ধে ভ্রান্তধারণাকে মূল আশ্রয় জ্ঞান করিয়া
দুর্জতিসম্পন্ন যে ক্রটি উৎপন্ন হয়, সেই ক্রটি নিত্য সত্য
হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও বিবর্তমাত্র । এজ্জাই শ্রীগৌরসুন্দরের
ত্রিসত্য বাক্য । কপট গুরুত্ব যদি ভগবানের এই শিক্ষা
বিকৃতভাবে গ্রহণ করিয়া নিজেদ্রিয়-তর্পণের উপান
নির্দ্দারণ কবে, তাহা হইলে সেই গুরুত্ব শিষ্যগণ-মত
অনন্ত নরকে পতিত হয় এবং উহা হইতে উত্তরেই ‘পার
ফিরিয়া আসে না ॥ ১২২-২৩ ॥

অন্যথা । নিত্যানন্দ: যবনোপাধি (যবনোপধঃ) যদি
গৃহীতঃ (যদি যবনোম্ উদ্ভবঃ) চৌপ্তিকালঃ (যজ্ঞবিজ্ঞানঃ
গৃহঃ) যদি বা বিশেষঃ (প্রবিশেষঃ) তথাপি নিত্যানন্দপদ্যস্বক্
(নিত্যানন্দস্ত পদ-কমলং) ব্রজগঃ (জগৎসমুদ্রঃ) বন্দ্যম্
(সেব্যম্) ॥ ১২৪ ॥

অনুবাদ । শ্রীনিত্যানন্দ যবনীর পাণিই গ্রহণ করুন,

গুরু-সেবকের ভরসা ও অভিশাপ—
 আমার প্রভুর প্রভু শ্রীগৌরসুন্দর।
 এ বড় ভরসা আমি ধরিয়ে অন্তর ॥১৩৮॥
 হেন দিন হইবে কি চৈতন্য নিত্যানন্দ।
 দেখিব বেষ্টিত চতুর্দিকে ভক্তবৃন্দ ॥১৩৯॥
 জয় জয় জয় মহাপ্রভু গৌরচন্দ্র।
 দিলাও মিলাও তুমি প্রভু নিত্যানন্দ ॥১৪০॥
 তথাপিহ এই কৃপা কর গৌরহরি।
 নিত্যানন্দসঙ্গে যেন তোমা' না পাসরি ॥১৪১॥

নিত্যসেবা বা দাত্ত প্রার্থনা—
 যথা যথা তুমি দুই কর' অবতার।
 তথা তথা দাত্তে মোর হউ অধিকার ॥১৪২॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দটান্ডান।
 বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৪৩॥
 ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে নিত্যানন্দ মাহাত্ম্যাবর্ণনং
 নাম দ্ব্যষ্টোহধ্যায়ঃ।

অথবা শৌণ্ডিকালয়েই প্রবেশ করুন, তথাপি তাঁহার
 শ্রীচরণকমল প্রক্ষার বন্দনীয় ॥১২৪॥

তথ্য। ন সহস্রে সতাং নিন্দামপি সর্বসহিবঃ।
 কাম্যন্তে ন কিমপি সদা দাস্তাভিলাষিণঃ। (হরিভক্তি-
 বল্লগীতিকা ২।৪১) ভবদ্যস্তো বামঃ ক্রুপাণি তব
 নিন্দাকৃতিজনেহুচ্ছিষ্টো ভোভো যদি ভবতি মোহো ভবতি
 চ। ত্রদীযন্তে মনস্তব চরণপাণোজমধুনা মদশ্চেদম্মাভি-
 নিয়তবড়মিত্রৈরপি জিতম্। (হরিভক্তিবল্লগীতিকা ৩।১৫)
 ॥১৩৭॥

শ্রীগুরুত্ব—নিত্যানন্দ, সেই ব্রহ্মভিন্নবিগ্রহকে যে
 পাষণ্ডী বিদেহবুদ্ধিতে গ্রহণ করে, সেই পাষণ্ডীর সঙ্গিগণের
 সহিত কোন প্রকার সম্বন্ধ রাখা ওগবদ্ধকের কর্তব্য নহে।
 অসংসঙ্গ-প্রভাবে শ্রীগুরুপাদপদ্মে সেবাদিকার ল্পথ হইয়া
 পড়ে, সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দরের ঐকান্তিক নিত্যসেবক ও
 শ্রীগৌরসুন্দরের অভিন্ন কলেশ্বর শ্রীগুরুদেবের স্থিতি যাহাতে

বিপর্যস্ত না হয়, তদ্রূপ বিচারে ইহকালে ও পরকালে
 অবস্থিত হওয়া আবশ্যক। যাহারা পরমার্থকে প্রাকৃত
 প্রয়োজনে পরিণত করে, তাহারা ভোগের দাস, ভক্ত নহে।
 ভক্তক্রম ও ভক্ত-সম্পূর্ণ বিপরীত-ধর্মবিশিষ্ট। তজ্জ্ঞান
 অসংসঙ্গিগণকে পরমার্থ সন্মিলনের সদস্য জ্ঞান করা—
 ভাগ্য-বিপর্যয়ের কথা। সর্বনাশ উপস্থিত হইলে জীব
 পরমার্থ বঞ্চিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রকাশবিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দকে
 ও তদভিন্নপ্রকাশ শ্রীগুরুদেবকে পূণক জ্ঞান করে।
 তাহাদের গৌরসুন্দরের সেবা লাভ কখনও হয় না, তাহারা
 নিত্যকাল গুরুদ্রোহী হইয়া দুর্ভোগী হইয়া পড়ে।

অধুনাতন শ্রীগৌড়ীয় মঠের বিরোধী কৈতবপূর্ণ
 ভক্তক্রমসম্প্রদায় যে পথে চলিতেছেন, তদ্বারা তাহারা
 অমঙ্গল আবাদ করিবেন। তজ্জ্ঞান ভক্তগণ তাহাদের
 ভাবী অমঙ্গল দেখিয়া নিত্যস্থ দুঃখিত ॥১৪১॥

ইতি 'গৌড়ীয় ভাষ্যে' ঐষ্ট অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তম অধ্যায়

সপ্তম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দের নবদ্বীপ হইতে পুনঃ
 নীলাচলে আগমন, শ্রীগৌরসুন্দরের নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গের
 অলঙ্কারকে নবধাতুজঙ্করণে বর্ণন, শ্রীনিত্যানন্দের

শ্রীঅঙ্গদ্বন্দ্ব-দর্শন-লীলা, টোটাগোপীনাথ-মন্দিরে শ্রীগৌরসুন্দর
 ও শ্রীনিত্যানন্দের আনন্দ-ভোজন প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বিত্যানন্দ প্রভু শ্রীধাম-মায়াপুর নবদ্বীপে শচীমাতার
 নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া সপার্বদে নীলাচলে

আগমনপূর্বক একটি পুষ্পোচ্চানে অবস্থান করিলেন, তথায় শ্রীগৌরসুন্দর একাকী শ্রীনিত্যানন্দের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া “গৃহীয়াৎ যবনীপাণিং” শ্লোকের দ্বারা শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণাদি করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরমুখচ্ছন্দ-দর্শনে প্রেমানন্দ প্রকটিত করিলেন। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণে মহা-আনন্দ-প্রসবণ উচ্ছলিত হইল। শ্রীমহাপ্রভু নিত্যানন্দের স্তুতি করিয়া বলিলেন যে, নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে যে সকল স্বর্ণ, মুক্তা, হীরক, রৌপ্য, রুদ্রাক্ষাদি বিরাজিত, তাহা নবদা ভক্তিরূপ। শ্রীনিত্যানন্দ অপর-কুলকেও মুনিসোপাখ্যাদিবাঞ্ছিত সুদূরত্ব প্রেমভক্তি দান করিয়াছেন, নিত্যানন্দ সর্বত্র যত্র তত্র কৃষ্ণকে ও বিক্রয় করিতে সমর্থ। নিত্যানন্দ মুষ্টিমান্ কৃষ্ণসম্মতায়, নিত্যানন্দ-বিগ্রহ—কৃষ্ণবিলাস-সধন। শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরসুন্দরের প্রতি নিজ-প্রপত্তি জানাইলেন। মহাপ্রভু বলিলেন—নবদা ভক্তিই শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে অশঙ্ক্য-রূপে বিদ্যমান। যেমন সাধারণ লোকসমূহ শ্রীশঙ্করের নিজ-মস্তক সর্পভূষণ ধারণ করিবার কারণ না জানিয়া তাঁহাকে অতৃপ্ত বন্দনা বা ধারণা করে, তদ্রূপ শ্রীনিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্গে অলঙ্কারাদি-ধারণ দেখিয়াও অক্ষজ-জ্ঞানদৃষ্ট ব্যক্তিসকল নিত্যানন্দ-চরণে অপরায়ী হয়। ‘শ্রীশঙ্কর—শ্রীসঙ্করণ বা শ্রীঅনন্তের ভৃত্য; নিজাভীষ্টের প্রতি ক্রীতিনিবন্ধন সেই শ্রীঅনন্ত-দেবকে শঙ্কর সর্গদা মন্তকে ধারণ করেন, শ্রীনিত্যানন্দও শ্রীগৌরসুন্দরের ক্রীতির অম্ব নবদা ভক্তিকে অলঙ্কাররূপে শ্রীঅঙ্গে ধারণ করিয়া থাকেন। সুকৃতি ব্যক্তি এই সকল মর্ম্মবৃত্তিতে পারিয়া আনন্দ প্রাপ্ত হন এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে সেবা-বৃত্তি লাভ করেন, দুষ্কৃতি ব্যক্তি অক্ষজ-জ্ঞানে প্রতারণিত হইয়া বিনষ্ট হয়। শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীনিত্যানন্দগোষ্ঠী—শ্রীরঞ্জন শ্রীবলদেব ও বলদেবসংসারম্। শ্রীনিত্যানন্দের সর্গক্ষে নন্দগোষ্ঠী-ভক্তি অলঙ্কারাদিরূপে বিরাজিত। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দের নিভৃতেপুষ্পোচ্চানে উপবেশন করিয়া পরস্পর বহু-কথা-আলাপ এবং শ্রীউক্সাদিবাঞ্ছিত-গোকুলভাবের সুদূরভব কথন। এতৎপ্রসঙ্গে গ্রন্থকার শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগৌরচন্দ্রের আনন্দ-দম্পলের মর্ম্ম না বুঝিয়া এক ঈশ্বরের

পক্ষ গ্রহণপূর্বক অপর ঈশ্বরের নিন্দায় ভীষণ অপরাধ এবং শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যেরই সর্গেশ্বরের স্বরূপ কীর্তন করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর নিত্যানন্দের নিকট বিদায় গ্রহণপূর্বক নিজ-স্থানে আগমন করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ জগদ্বাণদর্শনে গমন-পূর্বক মহাপ্রবলীলা প্রকট করিলেন এবং তথা হইতে টোটাং শ্রীগদাধর-পণ্ডিত-ভবনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। গদাধরভবনে গোপীনাথবিগ্রহ বিরাজিত রহিয়াছেন। তাঁহার এমন মোহনমুর্ধি যে, তাহা দেখিয়া পাণ্ডুর হৃদয়ও বিগলিত হয়। শ্রীচৈতন্যদেব স্বয়ং সেই বিগ্রহকে ক্রোড়ে ধারণ করিয়াছিলেন। স্বভবনে শ্রীনিত্যানন্দের আগমন-বার্তা শ্রবণ করিয়া শ্রীগদাধর শ্রীমহাপ্রভু পাঠ পারিত্যাগ-পূর্বক শ্রীনিত্যানন্দসমীপে গমন করিলেন। উভয়ের সাক্ষাতে পরস্পর সম্ভাষণ ও পরস্পরের প্রশস্তি-প্রবাহ উদ্বেলিত হইল। পরস্পরই পরস্পরের অপ্রিয়কে সম্ভাষণ করেন না। গদাধরের মঙ্গল এই যে, তিনি নিত্যানন্দ-নিন্দকের মুখ কখনও দর্শন করেন না। শ্রীনিত্যানন্দ-প্রভুকে শ্রীগদাধরপণ্ডিত নিজগৃহ ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ গোড়দেহ হঠাৎ দেবভোগ্য যে স্নান তত্ত্ব আনিয়াছেন, তাহা গোপীনাথের ভোগার্থ গদাধরপণ্ডিতের সম্মুখে প্রদান করিলেন এবং তৎসঙ্গে গোপীনাথের অম্ব একখানি সুন্দর রত্নী বস্ত্রও প্রদান করিলেন। গদাধর শ্রীগোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে সেই রত্নী বস্ত্র পরাইয়া দিলেন, নিত্যানন্দ-প্রভুদত্ত তত্ত্বের দ্বারা অন্ন এবং টোটা হইতে শাকাদি চয়নপুষ্ট শাক-বাজ্ঞাদি প্রস্তুত করিয়া গোপীনাথকে ভোগ লাগাইলেন। এমন সময় শ্রীগৌরসুন্দরও গদাধর-ভবনে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং গদাধরকে বলিলেন যে, নিত্যানন্দের দ্রব্য, গদাধরের রন্ধন ও গোপীনাথের প্রসাদে মহাপ্রভুর ‘স্ববশুই ভাগ’ আছে। মহাপ্রভুর কৃপাশাক্য-শ্রবণে গদাধর অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন এবং গোপীনাথের প্রসাদ-পাত্র মহাপ্রভুর অঙ্গে দিলেন। মহাপ্রভু নিত্যানন্দের প্রদত্ত তত্ত্বলৈ ক্রীতিতে ভোজন করিতে বসিয়া গদাধরের পাকের প্রশংসা করিতে করিতে গোপীনাথের প্রসাদ-ভোজন শীলা প্রকাশ করিলেন, মানাপ্রকার হস্ত পরিহাস করিতে করিতে

শ্রীগৌরসুন্দর, নিত্যানন্দ ও গদাধর প্রসাদ-সেবন-লীলা
সমাপন করিলেন। ভক্তগণ প্রভুত্বের অবশেষপাত্র লুপ্তন
করিলেন। উপসংহারে ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাবন গদাধরগন্ধিরে

মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র।
জয় জয় শ্রীসেবা-বিগ্রহ নিত্যানন্দ ॥১॥
জয় জয় অদ্বৈত-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম।
জয় গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ ॥২॥
জয় শ্রীপরমানন্দপুরীর জীবন।
জয় শ্রীদামোদরস্বরূপের প্রাণধন ॥৩॥
জয় বক্রেশ্বরপণ্ডিতের প্রিয়কারী।
জয় পুণ্ডরীকবিজ্ঞানিধি-গনোহারী ॥৪॥
জয় জয় দ্বারপাল গোবিন্দের নাথ।
জীব প্রতি কর প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত ॥৫॥

নিত্যানন্দ-সঙ্গিগণের কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত ইত্যদ্বৈত -

হেনমতে নিত্যানন্দ নবদ্বীপ-পুরে।
বিহরেন প্রেমভক্তি-আনন্দমাগরে ॥৬॥
নিরবধি ভক্তসঙ্গে করেন কীৰ্ত্তন।
কৃষ্ণ-নৃত্য-গীত হৈল সবার ভজন ॥৭॥
গোপশিশুগণ-সঙ্গে প্রতি-ঘরে ঘরে।
যেন ক্রোড়া করিলেন গোকুলনগরে ॥৮॥
সেইমত গোকুলের আনন্দ প্রকাশি'।
কীৰ্ত্তন করেন নিত্যানন্দ সুবিলাসী ॥৯॥
ইচ্ছাময় নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান্।
গৌরচন্দ্র দেখিতে হইল ইচ্ছা তান ॥১০॥

শচীমাতার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ—

আই-স্থানে হইলেন সন্তোষে বিদায়।
নীলাচলে চলিলেন চৈতন্য-ভাগ্য ॥১১॥

শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের ভোজনলীলা শ্রবণ ও পাঠের ফলে
ভক্তিলাভ এবং নীলাচলে গোব, গদাধর ও নিত্যানন্দের
একত্র অবস্থানের বিষয় কীৰ্ত্তন করিয়াছেন। (গোঃ ভাঃ)

পরম-বিহবল পারিষদ-সব-সঙ্গে।

আইলেন শ্রীচৈতন্য-নাম-গুণ রঙ্গে ॥১২॥

ছন্দার, গর্জন, নৃত্য, আনন্দ-ক্রন্দন।

নিরবধি করে সব পারিষদগণ ॥১৩॥

সপার্ষদ নিত্যানন্দের নীলাচলে আগমন, 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য'-

নামে ছন্দার, ভাবাবেশ এবং পুষ্পোচ্ছানে

অবস্থিতি—

এইমত সর্বপণ প্রেমানন্দ-রসে।

আইলেন নীলাচলে কতক দিবসে ॥১৪॥

কমলপুরেতে আসি' প্রসাদ দেখিয়া।

পড়িলেন নিত্যানন্দ মূর্ছিত হইয়া ॥১৫॥

নিরবধি নয়নে বহয়ে প্রেমদার।

'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি' করেন ছন্দার ॥১৬॥

আসিয়া রহিলা এক পুষ্পের উচ্ছানে।

কে বুঝে তাঁহার ইচ্ছা শ্রীচৈতন্য বিনে ॥১৭॥

একেশ্বর গৌরচন্দ্রের নিত্যানন্দ সমীপে আগমন—

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিয়া গৌরচন্দ্র।

একেশ্বর আইলেন ছাড়ি' ভক্তবৃন্দ ॥১৮॥

ধ্যানানন্দে যেখানে আছেন নিত্যানন্দ।

সেই স্থানে বিজয় করিলা গৌরচন্দ্র ॥১৯॥

প্রভুর নিত্যানন্দ-প্রদক্ষিণ ও নিজকৃত শ্লোকে স্তুতি—

প্রভু আসি' দেখে—নিত্যানন্দ ধ্যানপর।

প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলা বহুতর ॥২০॥

শ্লোকবক্ষে নিত্যানন্দ-মহিমা বর্ণিয়া।

প্রদক্ষিণ করে প্রভু প্রেমপূর্ণ হইয়া ॥২১॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীসেবা বিগ্রহ—শ্রীবলদেবপ্রভু দশপ্রকার বিগ্রহধারণ-
পূর্বক সেবা করিয়া থাকেন। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু সর্বতো-

ভাবে ভগবান্ গৌরসুন্দরের প্রেমপ্রচার-লীলার সেবা
করেন; তন্মত্ৰ তিনি—শ্রীগৌরসেবাবিগ্রহ ॥১॥

শ্রীমুখের শ্লোক শুন—নিত্যানন্দ-স্তুতি ।

যে শ্লোক শুনিলে হয় নিত্যানন্দে মতি ॥২২॥

তথা হি—

গুহ্যায় যবনীপাণিং বিশেদ বা শৌণ্ডিকায়ম্ ।

তথাপি ব্রহ্মণো বন্দ্যং নিত্যানন্দদাদৃজম্ ॥২৩॥

“মদিরা যবনী যদি ধরে নিত্যানন্দ ।

তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য,”—বলে গৌরচন্দ্র ॥২৪॥

এই শ্লোক পড়ি’ প্রভু প্রেমবৃষ্টি করি’ ।

নিত্যানন্দ প্রদক্ষিণ করে গৌরহরি ॥২৫॥

মহাপ্রভুর সন্দর্শনে নিত্যানন্দের প্রেমানন্দ ও

ভাবাবেশ—

নিত্যানন্দস্বরূপো জানিঞা সেইক্ষণে ।

উঠিলেন ‘হরি’ বলি’ পরম সম্মুখে ॥২৬॥

দেখি’ নিত্যানন্দ গৌরচন্দ্রের বদন ।

কি আনন্দ হৈল, তাহা না যায় বর্ণন ॥২৭॥

‘হরি’ বলি’ সিংহনাদ লাগিলা করিতে ।

প্রেমানন্দে আছাড় পড়েন পৃথিবীতে ॥২৮॥

চৈতন্য ও নিত্যানন্দের পরস্পর প্রেম সন্তান—

তুইজন প্রদক্ষিণ করে তুইঁকারে ।

তুইঁ দণ্ডবৎ হই পড়েন তুইঁরে ॥২৯॥

ক্ষণে তুই প্রভু করে প্রেম-আলিঙ্গন ।

ক্ষণে গলা ধরি’ করে আনন্দ-ফ্রম্পন ॥৩০॥

ক্ষণে পরানন্দে গড়ি’ যায় তুই জন ।

মহামত্ত সিংহ জিনি তুইঁর গর্জনে ॥৩১॥

কি অদ্ভুত প্রীতি সে করেন তুইঁজনে ।

পূর্বের যেন শুনিয়াছি শ্রীরাম-লক্ষ্মণে ॥৩২॥

তুইঁ জনে শ্লোক পড়ি’ বর্ণেন তুইঁরে ।

তুইঁরেই তুইঁঁ যোড়হন্তে নমস্করে ॥৩৩॥

অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূর্ছা, পুলক, বৈবৰ্ণ্য ।

কৃষ্ণভক্তি-বিকারের যত আছে মর্ম্ম ॥৩৪॥

ইহা বই তুইঁ ত্রিবিগ্রহে আর নাই ।

সব করে করায়েন চৈতন্যগোস্বামি ॥৩৫॥

কি অদ্ভুত প্রেমভক্তি হইল প্রকাশ ।

নয়ন ভরিয়া দেবে যে একাণ্ডাস ॥৩৬॥

গৌরহরির নিত্যানন্দ স্ততি—

তবে কতক্ষণে প্রভু যোড়হন্ত করি’ ।

নিত্যানন্দ-প্রতি স্তুতি করে গৌরহরি ॥৩৭॥

“নাম-রূপে তুমি নিত্যানন্দ যুগ্মময় ।

ত্রিবেদ্যবধাগ তুমি - ঈশ্বর অনন্ত ॥৩৮॥

গোবিন্দ—ভগবান্ গৌরহরির বহুপাণ্ডিত্য-সেবা করিতেন । তচ্ছ্রুত্ব তিনি ধারণা ॥৭॥

অথবা ‘অনুবাদ’ অষ্টাধ্যায় ১০৪ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৩৯ ॥

মুগ্ধপান করিলে মানবের হিতাহিত-বুদ্ধি লোপ পায় ।

পাপপ্রসক্ত জনগণ মাদকদ্রব্য সেবা করিয়া আত্মরানি আনয়ন করে । আচার-রহিত যবনীর মত সর্পিগোলা

পাপজনক । ব্রহ্মা সকল দেবতার আদি পুরুষ ও পুত্র ।

অত্যন্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি যেমন একদিকে অত্যন্ত অধোগত,

অপরদিকে বিরিকিও তদ্রূপ সঙ্গপুত্র । ত্রিনিত্যানন্দ প্রভু

ও ত্রিনিত্যানন্দাভিন্ন ত্রিগুণ-বৈষ্ণব এতাদৃশ সঙ্গজনপুত্র ।

যে, তাঁহার মায়া-প্রচারিত লৌকিক-বাহুদর্শনে অত্যন্ত

প্রায়শ্চিত্তার্থ কাণ্ডে রত দৃষ্ট হইলেও তাঁহাদের সর্বপ্রেষ্ট্র ও

সর্বলোকমাত্ত্ব নিত্য বর্তমান । আপাত-লোকদর্শনে

তাঁহাদিগকে পাপ-কলুষিত জ্ঞান করা মহাপরাধজনক ॥২৯॥

একান্তদাস—তাঁহাদের ‘অন্য’ বুদ্ধি নাই এবং কণনও হয়ও না, তাঁহারা ই একান্তদাস । আংশিক-দর্শনে বিবিধ-বৃত্তির ‘অশ্রয়ে’ অনেকে নিত্য-প্রভুদাস মন্বন্তরের বিরোধ

‘আচরণ’ করে ; তাঁহাদের একান্তিকদাস্ত্র অজট । ঐ

তাত্কালিক দাসত্ব হলনা বাপটোর লক্ষণ, কেবলা ভক্তির

লক্ষণ নহে । সেবা বিমুগ্ধ জীবের নিজ কামনা থেকে

পয়াস্ত থাকে, সেকাল পয়াস্ত ‘অনৈকান্তিকদর্শনের’ নিত্য

দাস্ত্রভাবের নমুনা দেখা যায় । কিন্তু যে মুহুর্তে তাঁহাদের

ইন্দ্রিয়-তর্পণের ব্যাঘাত হয়, তাঁহারা তৎক্ষণাত দাসত্ব

পরিত্যাগ করিয়া প্রভু মাঝিয়া প্রায় প্রভুদ প্রীতি ‘অত্যাচার

‘অবিচার’ করে ॥৩৬॥

ত্রিনিত্যানন্দপ্রভু—অনন্ত, ঈশ্বর “সর্ব-বৈষ্ণবের

আকর । তাঁহার নাম, রূপ—সাক্ষ্যে দুর্ভিমান । ‘গল্প-

কালস্বায়ী’ মায়িক নাম, রূপ বস্তু বস্তুতে অবস্থিত ॥৩৮॥

নিত্যানন্দের শ্রীঅন্দের অলঙ্কার ভক্তি-যোগাবতার-
স্বরূপ—

যত কিছু তোমার শ্রীঅন্দের অলঙ্কার ।
সত্য সত্য ভক্তিযোগ-অবতার ॥৩৯॥

নিত্যানন্দের শ্রীঅন্দের স্বর্ণ মুক্তাদি নববিধা সামগ্রী
নবধাভক্তি-স্বরূপ—

স্বর্ণ-মুক্তা-হীরা-কসা-রুদ্রাক্ষাদি রূপে ।
নববিধা ভক্তি ধরিয়াছ নিজ-সুখে ॥৪০॥
নীচজাতি পতিত অধম যত জন ।
তোমা' হৈতে হৈল এবে সবার মোচন ॥৪১॥

অবরকুলেও নিত্যানন্দ-কর্তৃক মূনিযোগেশ্বরাদি
বাহিত ভক্তি-বিতরণ—

যে ভক্তি দিয়াছ তুমি বণিক-সবারে ।
তাহা বাঞ্ছে সুর-সিক্ক-মুনি-যোগেশ্বরে ॥৪২॥

নিত্যানন্দ স্বতন্ত্র কৃষ্ণকেও বিক্রয় করিতে সমর্থ—
'স্বতন্ত্র' করিয়া বেদে যে কৃষ্ণেরে কয় ।
হেন কৃষ্ণ পার তুমি করিতে বিক্রয় ॥৪৩॥

মুর্তিমন্ত কৃষ্ণসাবতার নিত্যানন্দ—

তোমার মহিমা জানিবারে শক্তি কার ।
মুর্তিমন্ত তুমি কৃষ্ণরস-অবতার ॥৪৪॥
বাছ নাহি জান তুমি সংকীর্তন-সুখে ।
অহর্নিশ কৃষ্ণগুণ তোমার শ্রীমুখে ॥৪৫॥

নিত্যানন্দবিগ্রহ কৃষ্ণবিলাস-সদন—

কৃষ্ণচন্দ্র তোমার হৃদয়ে নিরন্তর ।
তোমার বিগ্রহ কৃষ্ণ-বিলাসের ঘর ॥৪৬॥
অতএব তোমা'রে যে জনে প্রীতি করে ।
সত্য সত্য কৃষ্ণ কভু না ছাড়িবে তারে ॥৪৭॥

তবে কতক্ষণে নিত্যানন্দ মহাশয় ।
বলিতে লাগিলা অতি করিয়া বিনয় ॥৪৮॥

নিত্যানন্দের গৌর-প্রপত্তি, মহাপ্রভুর প্রতি নিত্যানন্দ—

“প্রভু হই” তুমি যে আমারে কর' স্তুতি ।
এ তোমার বাৎসল্য ভক্তের প্রতি অতি ॥৪৯॥
প্রদক্ষিণ কর, কিবা কর নমস্কার ।
কিবা মার, কিবা রাখ, যে ইচ্ছা তোমার ॥৫০॥

তথ্য । (১) পরম ব্রহ্ম কৃষ্ণস্বরূপে নিত্যানন্দকরূপে ॥
(গোপাল তাঃ উঃ ১।৬৪) । (২) নিত্যানন্দমথৈকরসঃ
অদ্বিতীয় ॥ নিরালম্ব (শ্রুতি) ॥ ১ ॥ (৩) স বেদৈতৎ
পরমং ব্রহ্মধাম যত্র বিশ্বং নিহিতং ভাতি শুভ্রম্ । (মুণ্ডক
৩.২।১) (অন্বাঃ) 'স'—বেদজ্ঞপুরুষঃ, 'এতৎ'—অনন্তদেবঃ,
পরমং ব্রহ্মধাম—শ্রীগোলোকপরব্যোমাদিনাম্ আশ্রয়ভূতং,
সচ্ছিন্দীশক্তিমন্তস্তবিশ্রুতং; 'বেদ' জানাতি । 'যত্র'—অনন্তে
'বিশ্বঃ'—চিদ্রূপব্রহ্মাণ্ডনিচয়ঃ 'নিহিতং' সুপ্রতিষ্ঠিতম্ ।
কিঞ্চ যঃ 'শুভ্রং'—বিশুদ্ধসত্ত্বাত্মকং, 'ভাতি'—শোভতে ।
(৪) সহস্রপত্র-কমলং গোকুলাপ্যং মহৎপদম্ । তৎকণিকারং-
তদ্ব্যং তদনন্তাংশসম্ভবম্ ॥ ভঃ সং ৫।২ ॥৩৮॥

কসা—কসিত বা খচিত ।

শ্রীগুরুদেব শিষ্যের বর্ষফলবাস নীচযোনির কলঙ্ক
বিদূরিত করেন । তাহার কুপাণ্ডিত্য ও অধমত্ব হইতে মুক্ত
করেন ; তাহাকে পতিত, অধম ও নীচজাতি রাখিয়া
নিজে পবিত্র ও উত্তম শ্রেষ্ঠ জাতি হইয়া বসিয়া থাকেন না ।

নিত্যানন্দপ্রভু জীবকুলকে জাতিগত উচ্চাভাষ ও পাপপুণ্য
হইতে আত্মজানদানপূর্বক মুক্ত করেন ॥৪১॥

সামাজিক-দৃষ্টিতে হীন বলিয়া পরিগণিত অবব-বৈশ্য
সৌভাগ্যবন্ত সুবর্ণবণিককুলে উৎপন্ন ব্যক্তিকে যে সেবা-
প্রবৃত্তি দিয়াছ, তাহা বহির্জগতের ভোগমুক্ত দেবতা, সিক্ক
ও ধ্বংসকলও প্রার্থনা করেন । কিন্তু যাহারা উক্ত বণিক-
কুলে উৎপন্ন হইয়া ভগবদ্ভক্ত ও ভগবদ্ভক্তির বিষয়পূর্বক
শ্রীনিত্যানন্দ-চরণে অপরাধ করিয়া তাহাদের ভক্তি হইল
বলিয়া মনে করে, তাহাদের ভক্তির অভাব জানিতে
হইবে । তাহারা নিত্যানন্দাভিন্ন গুরুদেবের রূপা-লাভে
অনধিকারী ॥৪২॥

পরমেশ্বর বস্ত্র পরতন্ত্র নহেন ; কিন্তু শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু
কৃষ্ণসেবা করিয়া তাঁহার অধিকার লাভ করিয়াছেন ।
শ্রীকৃষ্ণ শ্রীনিত্যানন্দেরই সম্পত্তি বিশেষ ॥৪৩॥

শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু—মুর্তিমান কৃষ্ণরসের অবতার । আশ্রয়-
বিগ্রহরূপে তিনি পাঁচপ্রকার কৃষ্ণরস সঞ্চর্জন করেন ॥৪৪॥

শ্রীনিত্যানন্দের কলেবর কৃষ্ণবিলাসের আধার ॥৪৫॥

কোন বা বস্তুব্য প্রভু, আছে তোমা-স্থানে ।
কিবা নাহি দেখে তুমি দিব্য-দরশনে ॥৫১॥
মন-প্রাণ সবার জৈশ্বর প্রভু, তুমি ।
তুমি যে করাহ, সেইরূপ করি আমি ॥৫২॥
আপনেই মোরে তুমি দণ্ড ধরাইলা ।
আপনেই ঘুচাইয়া একরূপ করিলা ॥৫৩॥
তাড়, খাড়ু, বেত্র, বংশী, শিলা, ছান্দ-দড়ি ।
ইহা ধরিলাও আমি মুনিধর্ম ছাড়ি ॥৫৪॥
আচার্য্যাদি তোমার যতেক প্রিয়গণ ।
সবারেই দিলা তপ-ভক্তি-আচরণ ॥৫৫॥
মুনিধর্ম ছাড়াইয়া যে কৈলে আমারে ।
ব্যবহারি-জনে সে সকলে হাস্য করে ॥৫৬॥
তোমার নর্তক আমি, নাচাও যেক্রমে ।
সেইরূপ নাচি আমি তোমার কৌতুকে ॥৫৭॥
নিগ্রহ কি অনুরোধ—তুমি সে প্রমাণ ।
বৃক্ষদ্বারে কর তুমি তোমার সে নাম ॥৫৮॥
নবধা ভক্তিই নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্ক অলঙ্কার-স্বরূপ—
প্রভু বলে,—“তোমার যে দেহে অলঙ্কার ।
নববিধা ভক্তি বই কিছু নহে আর ॥৫৯॥
শ্রবণ-কীর্জন-স্মরণাদি নমস্কার ।
এই সে তোমার সর্বকাল অলঙ্কার ॥৬০॥
শ্রীসর্বগ-ভূত্য শ্রীশঙ্করের মন্তকে সর্পভূষণ ধারণ করিবার
কারণ যেরূপ ব্যবহারিক লোকের অগম্য, তদ্রূপ
নিত্যানন্দের শ্রীঅঙ্ক অলঙ্কারধারণের মর্ম্মও
অক্ষজ-জ্ঞানমূল লোকের দুর্বিগম্য—
নাগ-বিভূষণ যেন ধরেন শঙ্করে ।
তাহা নাহি সর্বজনে বুঝিবারে পারে ॥৬১॥

ভগবানের লীলা-বৈচিত্র্যের সেবা করিতে শ্রীনিত্যানন্দ-
প্রভু দণ্ডধারণ করিয়াছিলেন । শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহাকে
সেই দণ্ড পরিত্যাগ করাইয়াছিলেন । কৃষ্ণসেবা করিতে
গিয়া যে সকল উপকরণ আবশ্যক, তাহা গ্রহণ করিয়া
তাপসের ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ॥৫৪॥

নিত্যানন্দ বলিলেন—তুমিই কেবল নিগ্রহ-অনুরোধ
করিবার অধিকারী । কেবল মহন্ত নহে, উদ্ধিত প্রভৃতি

পরমার্থে মহাদেব—অনন্ত-জীবন ।
নাগ-ছলে অনন্ত ধরেন সর্বকণ ॥৬২॥
না বুঝিয়া নিম্নে তান চরিত্র অগাধ ।
যতেক নিম্নে তা'র হয় কার্য্য-বাধ ॥৬৩॥
মুদ্রিত তোমার অঙ্গে ভক্তি-রস বিনে ।
অন্য নাহি দেখে কভু কায়-বাক্য-মনে ॥৬৪॥
নন্দগোষ্ঠী-রসে তুমি বৃন্দাবন সুখে ।
ধরিয়াছ অলঙ্কার আপন কৌতুকে ॥৬৫॥

স্মৃতি-বাক্তির দর্শন ও লাভ —

ইহা দেখি' যে স্মৃতি চিত্তে পায় স্থখ ।
সে অবশ্য দেখিবে কৃষ্ণের শ্রীমুখ ॥৬৬॥

নিত্যানন্দ ও নিত্যানন্দ-ভূত্যগণ শ্রবণের নিত্যসিদ্ধ
পরিচয়—

বেত্র, বংশী, শিলা, গুঞ্জাহার, মালা, গন্ধ ।
সর্বকাল এইরূপ তোমার শ্রীঅঙ্ক ॥৬৭॥
যতেক বালক দেখি তোমার সংহতি ।
শ্রীদাম-সুদাম-প্রায় লয় মোর মতি ॥৬৮॥
বৃন্দাবন জীড়ার যতেক শিশুগণ ।
সকল তোমার সঙ্গে—লয় মোর মন ॥৬৯॥

নিত্যানন্দের সঙ্গীতে নন্দগোষ্ঠী-ভক্তি—

সেই ভাব, সেই কান্তি, সেই সব শক্তি ।
সর্ব দেহে দেখি সেই নন্দ-গোষ্ঠী-ভক্তি ॥৭০॥
এতেকে যে তোমারে, তোমার সেবকেরে ।
প্রীতি করে, সত্য সত্য সে করে আমারে ॥৭১॥
আনুভাবানন্দে দুই—মুকুন্দ, অনন্ত ।
কিরূপে কি কহে কে জানিব তা'র অন্ত ॥৭২॥

অবর-সর্গসমূহও ভগবৎসেবা-লাভে তোমার কৃপায়
যোগ্যতা লাভ করে । কৃষ্ণনাম কীর্তিত হইলে সঙ্গতিতেও
আধারসমূহও ফললাভ করে ॥৭৮॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন—তিনি নিত্যানন্দের অঙ্গে ভক্তিরস
ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পান না । নববিধা ভক্তিই
তাঁহার অলঙ্কারস্বরূপ । শ্রীনিত্যানন্দের কায়মনোবাক্য
সর্বকণ কৃষ্ণসেবায় নিযুক্ত । তদ্ব্যতীত অন্য কিছুই
গৌরসুন্দরের দৃষ্টিতে পরিদৃষ্ট হয় না ॥ ৬৪ ॥

পুষ্পোপবনে উপবেশন, পরস্পর গুহালাপ—
কতক্ষণে তুই প্রভু বাহু প্রকাশিয়া ।
বসিলেন নিম্ভতে পুষ্পের বনে গিয়া ॥৭৩॥
ঈশ্বরে-পরমেশ্বরে হইল কি কথা ।
বেদে সে ইহার তত্ত্ব জানেন সর্বথা ॥৭৪॥
নিত্যানন্দে-চৈতন্যে যখনে দেখা হয় ।
প্রায় আর কেহ নাহি থাকে সে সময় ॥৭৫॥
কি করেন আনন্দ-বিগ্রহ তুইজন ।
চৈতন্য-ইচ্ছায় কেহ না থাকে তখন ॥৭৬॥
নিত্যানন্দস্বরূপও প্রভু-ইচ্ছা জানি' ।
একান্তে সে আসিয়া দেখেন গ্যাসিমণি ॥৭৭॥
আপনারে যেন প্রভু না করেন ব্যস্ত ।
এইমত লুকায়েন নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ॥৭৮॥
স্বকোমল দুর্কিজ্যেয় ঈশ্বর-হৃদয় ।
বেদশাস্ত্রে ব্রহ্মা, শিব সব এই কয় ॥৭৯॥
না বুঝি', না জানি' মাত্র সবে গায় গাথা ।
লক্ষ্মীরো এই সে বাক্য, অশ্রুর কি কথা ॥৮০॥
এই মত ভাবয়ে চৈতন্যগোসাঁঞ ।
এই কথা না কহেন একজন-ঠাঞি ॥৮১॥
হেন সে তাঁহার রজ-সনেই মানেন ।
“আমার অধিক শ্রীত কারো না বাসেন ॥৮২॥
আমারে সে কহেন সকল গোপ্য কথা ।
'মুনিধর্ম করি' কৃষ্ণ ভজিবে সর্বথা ॥৮৩॥

বেত্র, বংশী, বর্ষা, গুঞ্জামালা, ছাদ-দড়ি ।
ইহা বা ধরেন কেনে মুনিধর্ম ছাড়ি' ॥”৮৪॥
কেহ বলে,—“ভক্তনাম যতেক প্রকার ।
বৃন্দাবনে গোপ-জীড়া—অধিক সবার ॥৮৫॥
গোপ-গোপী-ভক্তি—সব তপস্রার ফল ।
যাহা বাঞ্ছে ব্রহ্মা, শিব ঈশ্বর-সকল ॥৮৬॥
শ্রীউদ্ধবাদি-বাহিত গোপুল-ভাবের অদ্বৈত—
অতি কৃপা-পাত্র সে গোপুলভাব পায় ।
যে ভক্তি বাঞ্ছেন প্রভু শ্রীউদ্ধবরায় ॥৮৭॥

তথা হি (ভাঃ ১০।৪৭।৬৩)

বন্দে নন্দব্রজস্রীণাং পাদরেণুমভীক্ಷণঃ ।
যাসাং হরিকথোদ্যোতং পুনতি ভুবনত্রয়ম্ ॥৮৮॥
এইমত যে বৈষ্ণব করেন বিচার ।
সর্বত্র শ্রীগৌরচন্দ্র করেন স্বীকার ॥৮৯॥
অশ্রোহশ্রো বাজায়েন ঈশ্বর-ইচ্ছায় ।
হেন রঙ্গী মহাপ্রভু শ্রীগৌরানন্দ-রায় ॥৯০॥
নিত্যানন্দ ও গৌরচন্দ্রের আনন্দ-কন্দলের মর্ম না
বুঝিয়া কাহারও পক্ষ গ্রহণপূর্বক অপর-
ঈশ্বরের নিন্দায় ভীষণ অপরাধ—
কৃষ্ণের কৃপায় সবে আনন্দে বিহ্বল ।
কখনো কখনো বাঞ্ছে আনন্দ-কন্দল ॥৯১॥
ইহাতে যে এক ঈশ্বরের পক্ষ হৈয়া ।
অন্য ঈশ্বরেরে নিন্দে, সে-ই অভাগিয়া ॥৯২॥

শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের আত্মীয়বন্ধন সূত্রে যে রস বৃন্দাবনে
নিত্য বিরাজমান, নিত্যানন্দ সেই সকল রস অলঙ্কার-
স্বরূপে ধারণ করিয়াছেন । ‘নন্দগোষ্ঠী-শব্দে—বিভিন্নরসের
ব্রজবাসিগণ ॥ ৬৫ ॥

তথ্য । বজ্রাদপি কঠোরপি মৃদুনি কুশুমাদপি ।
লোকোত্তরাণাং চেতাংসি কো কবিজাতুমোখরঃ ॥ (উত্তর-
রামচরিত ৩:২৩) ॥ ৭২ ॥

বর্ষা—মণ্ডপুচ্ছ ।

ছাদ-দড়ি—বা ছাদন দড়ি, ছদ্ম ধোহনকালে গাভীর
পদবন্ধন-রজ্জ্ব ॥ ৮৪ ॥

যতপ্রকার ভক্ত ও ভক্তির সম্ভাবনা আছে, অপ্রাকৃত

বৃন্দাবনের অপ্রাকৃত অধিবাসিগণের কাঁচা-কলাপে সেই
সকল বিষয়ের পরাকাষ্ঠা লক্ষিত হই ॥৮৫॥

তথ্য । ইথাং সতাং ব্রহ্মশ্রবাহুভূত্যা দাস্তঃ গতাঃ
পরদৈবতেন । মায়াশ্রিতানাং নবদারকেণ সাকং বিজহুঃ
কৃতপুণাপুণাঃ ॥ (ভাঃ ১০।১২।১১) হঃ ভঃ কল্পলতিকা
২।১৬-১৮ ত্রষ্টব্য ॥ ৮৬ ॥

তথ্য । ভাঃ ১০।৪৭।৬১ ॥ ৮৭ ॥

অশ্রয় । (অহং) নন্দব্রজ-স্রীণাং (নন্দব্রজস্থানাং
গোপীনাং) পদরেণুং (চরণরজঃ) অভীক্ক্ষণঃ (নিরন্তরং) বন্দে
(প্রণমামি) যাসাং (নন্দব্রজস্রীণাং) হরিকথোদ্যোতং (শ্রীকৃষ্ণ-
বিষয়ক-গানং) ভুবনত্রয়ং পুনতি (পবিত্রীকরোতি) ॥৮৮॥

ভক্তগণ ঈশ্বরের অভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ—
ঈশ্বরের অভিন্ন—সকল ভক্তগণ।
দেহের যে-হেন বাহু, অঙ্গুলি, চরণ ॥৯৩॥

তথা হি (ভাঃ ৪।৭।৫৩)

যথা পূমান্ ন স্বাদেশু শিরঃপাণ্যাদিষু কচিৎ ।
পারক্যবুদ্ধিং কুরুতে এবং ভূতেষু মংপরঃ ॥৯৪॥

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যই সর্বৈশ্বরেশ্বর—

তথাপিহ সর্ব-বৈষ্ণবের এই কথা।
সবার ঈশ্বর—কৃষ্ণচৈতন্য সর্বথা ॥৯৫॥
নিয়ন্তা, পালক, প্রপিতা তুর্বিভজ্যেয় তব।
সবে মিলি' এই মাত্র গায়েন মহত্ব ॥৯৬॥
আবির্ভাব হইতেছে যে-সব শরীরে।
তাঁ'-সবার অনুগ্রহে ভক্তি-ফল ধরে ॥৯৭॥
সর্বভক্ততা সর্বশক্তি দিয়া'ও আপনে।
অপরামে শাস্তিও করেন ভাল-মনে ॥৯৮॥
ইতিমধ্যে বিশেষ আছয়ে দুই প্রীতি।
নিত্যানন্দ-অধৈতেতের না ছাড়েন স্তুতি ॥৯৯॥
কোটি অলৌকিকো যদি এ দুই করেন।
তথাপিহ গৌরচন্দ্র কিছু না বলেন ॥১০০॥
এইমত কতক্ষণ পরানন্দ করি'।
অবধূতচন্দ্র-সঙ্গে গৌরাজ শ্রীহরি ॥১০১॥

শ্রীগৌরদেব নিজবাস-স্থানে প্রত্যাবর্তন—
তবে নিত্যানন্দ-স্থানে হইয়া বিদায়।
বাসায় আইলা প্রভু শ্রীগৌরাজরায় ॥১০২॥
নিত্যানন্দের জগন্নাথ-দর্শন ও মহাভাব-লীলা—
নিত্যানন্দস্বরূপো পরম-হর্ষ-মনে।
আনন্দে চলিলা জগন্নাথ-দরশনে ॥১০৩॥
নিত্যানন্দ-চৈতন্যে যে হৈল দরশন।
ইহার প্রবণে সর্ব-বন্ধ-বিমোচন ॥১০৪॥
জগন্নাথ দেখি' মাত্র নিত্যানন্দরায়।
আনন্দে বিহবল হই' গড়াগড়ি যায় ॥১০৫॥
আছাড় পড়েন প্রভু প্রস্তর-উপরে।
শত জনে ধরিলেও ধরিতে না পারে ॥১০৬॥
জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা, সুদর্শন।
সবা' দেখি' নিত্যানন্দ করেন ক্রন্দন ॥১০৭॥
সবার গলার মালা ব্রাহ্মণে আনিঞা।
পুনঃ পুনঃ দেন সবে প্রভাব আনিঞা ॥১০৮॥
নিত্যানন্দ দেখি', যত জগন্নাথ-দাস।
সবার জন্মিল অতি-পরম-উল্লাস ॥১০৯॥
যে জন না চিনে, সে জিজ্ঞাসে কারো ঠাঞি।
সবে কহে,—“এই কৃষ্ণচৈতন্যের ভাই ॥” ১১০॥
নিত্যানন্দস্বরূপো সবারে করি' কোলে।
সিঞ্চিলা সবার অঙ্গ নয়নের জলে ॥১১১॥

অনুবাদ। আমি নন্দব্রজস্থিত তাদৃশ গোপীগণের
চরণবধূর নিরন্তর বন্দনা করি, তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক
গানধারা ত্রিভুবন পবিত্র হইয়া থাকে ॥ ৮৮ ॥

ভগবানের একত্বনিবন্ধন অপর ভক্তগ্রন্থ অধিষ্ঠানসমূহ
সকলেই তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গবিশেষ; কেহই স্বতন্ত্র নহেন।
পরন্তু ভগবানের মায়াক্রান্তিপ্রভাবে-বিক্ষিপ্ত ও আবৃত
হইয়া যে পূণ্যবুদ্ধি, তাহা স্তম্ভদর্শনে অপসারিত হয়। অঙ্গ-
প্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্য অঙ্গের সহিত একত্বাপর্য্যাপর হইলেই
পূণ্যবুদ্ধি থাকে না—কিন্তু বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যগ্রন্থত
বিভিন্ন কার্য-কলাপ একই বস্তুর সম্পাদিত হয়।
ভগবন্তকৃষ্ণ ভগবৎসেবামুখ। তাঁহাদের ভগবদিতর
প্রতীতির অভাববশতঃ ভোগপ্রবৃত্তি নাই ॥ ৯৩ ॥

অন্বয়। যথা (কচিৎ অপি) পূমান্ শিরঃপাণ্যাদিষু
স্বাদেশু কচিৎ পারক্যবুদ্ধিং (স্বভেদবুদ্ধিং) ন কুরুতে, এবং
মংপরঃ (বিধান্) ভূতেষু (সর্বভূতেষু) (ভেদবুদ্ধিং ন
কুরুতে) ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদ। যেসকল কোনও পুরুষ মন্তক ও হস্তাদি
নিজ অঙ্গসকলকে কখনও পরকীয় বলিয়া বুদ্ধি করে না,
তদ্রূপ আমার অমরকৃত ব্যক্তিও ব্রহ্মকৃতাদি দেবতা ও
জীবনিচয়কে আমি হইতে স্বতন্ত্র মনে করেন না অর্থাৎ
অঙ্গবজ্ঞানস্বরূপ আমাতেই ভেদাভেদ সম্বন্ধযুক্ত হইয়া সকল
দেবতা ও জীবনিচয় অবস্থান করিতেছেন ॥ ৯৪ ॥

তথ্য। উৎপত্তিস্থিতি সংহার নিয়তিজ্ঞানমাক্রান্তিঃ।

তবে জগন্নাথ হেরি' হর্ষ সর্ব-গণে ।

আনন্দে চলিলা গদাধর-দরশনে ॥১১২॥

গদাধর-গৃহে নিত্যানন্দ—

নিত্যানন্দ-গদাধরে যে প্রীতি অন্তরে ।

তাহা কহিবারে শক্তি ঈশ্বরে সে ধরে ॥১১৩॥

গদাধর-ভবনস্থ পরম মোহন শ্রীগোপীনাথবিগ্রহকে

শ্রীচৈতন্যদেবের ক্রোড়ে ধারণ—

গদাধর-ভবনে মোহন গোপীনাথ ।

আছেন, যে হেন নন্দ-কুমার সাক্ষাত ॥১১৪॥

আপনে চৈতন্য ভানে করিয়াছেন কোলে ।

অতি পায়ত্তীও সে বিগ্রহ দেখি' ভুলে ॥১১৫॥

দেখি' শ্রীগুরুলী-মুখ অঙ্গের ভঙ্গিমা ।

নিত্যানন্দ-আনন্দ-অশ্রুর নাহি সীমা ॥১১৬॥

স্বীয় ভবনে নিত্যানন্দের বিজয়-শ্রবণে গদাধরের ভাগবত-

পাঠ-পরিচয় করিয়া নিত্যানন্দ-সমীপে আগমন—

নিত্যানন্দ-বিজয় জানিঞা গদাধর ।

ভাগবত-পাঠ ছাড়ি' আইলা সত্তর ॥১১৭॥

তুই মাত্র দেখিয়া তুই'র শ্রীবদন ।

গঙ্গা ধরি' লাগিলেন করিতে ক্রন্দন ॥১১৮॥

সাক্ষাতে পরস্পর সন্তোষণ—

অচ্যোহন্তে তুই প্রভু করে নমস্কার ।

অচ্যোহন্তে দৌহে বলে গহিমা তুই'র ॥১১৯॥

দৌহে বলে,—“আজি হৈল লোচন নির্মল” ।

দৌহে বলে,—“আজি হইল জীবন সফল” ॥১২০॥

বাহু জ্ঞান নাহি তুই প্রভুর শরীরে ।

তুই প্রভু ভাসে ভক্তি-আনন্দ-সাগরে ॥১২১॥

হেন সে হইল প্রেম-ভঙ্গির প্রকাশ ।

দেখি' চতুর্দিকে পড়ি' সর্ব দাস ॥১২২॥

কি অদ্ভুত প্রীতি নিত্যানন্দ-গদাধরে ।

একের অপ্রিয় আরে সম্ভাষা না করে ॥১২৩॥

গদাধরের সঙ্গ—নিত্যানন্দ-নিম্নকের যুগ অদৃশ—

গদাধরদেবের সংকল্প এইরূপ ।

নিত্যানন্দ-নিম্নকের না দেখেন মুখ ॥১২৪॥

নিত্যানন্দস্বরূপেরে প্রীতি যা'র নাঞি ।

দেখাও না দেন তা'রে পণ্ডিতগোসাঞি ॥১২৫॥

তবে দুই-প্রভু স্থির হই' একস্থানে ।

বসিলেন চৈতন্যমঙ্গল-সংকীৰ্তনে ॥১২৬॥

গদাধরগৃহে শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের আনন্দ-ভোজন—

তবে গদাধরদেব নিত্যানন্দ-প্রতি ।

নিমন্ত্রণ করিলেন—“আজি ভিক্ষা ইথি ॥” ১২৭॥

নিত্যানন্দের গোড়দেশ হইতে আনিত তণ্ডুল গোপী-

নাথের ভোগার্থে প্রদান—

নিত্যানন্দ গদাধর-ভিক্ষার কারণে ।

এক মান চাউল আনিঞাছেন যতনে ॥১২৮॥

অতি সূক্ষ্ম শুক্ল দেবযোগ্য সর্বমতে ।

গোপীনাথ লাগি' আনিঞাছে গোড় হৈতে ॥১২৯॥

আর একখানি বস্ত্র—রজিম সূন্দর ।

তুই আমি' দিলা গদাধরের গোচর ॥১৩০॥

“গদাধর, এ তণ্ডুল করিয়া রন্ধন ।

শ্রীগোপীনাথেরে দিয়া করিবা ভোজন ॥” ১৩১॥

তণ্ডুল দেখিয়া হাসে' পণ্ডিতগোসাঞি ।

“নয়নে ত এমত তণ্ডুল দেখি' নাঞি ॥১৩২॥

এ তণ্ডুল গোসাঞি, কি বৈকুণ্ঠে থাকিয়া ।

যত্নে আনিঞাছেন গোপীনাথের লাগিয়া ॥১৩৩॥

লক্ষ্মীমাত্র এ তণ্ডুল করেন রন্ধন ।

কৃষ্ণ সে ইহার ভোজ্য, তবে ভক্তগণ ॥১৩৪॥

আনন্দে তণ্ডুল প্রণয়নে গদাধর ।

বস্ত্র লই' গেলা গোপীনাথের গোচর ॥১৩৫॥

দিব্য-রজ-বস্ত্র গোপীনাথের শ্রীঅঙ্গে ।

দিলেন, দেখিয়া শোভা ভাসেন আনন্দে ॥১৩৬॥

গদাধরের রন্ধন-কার্য ও টোটা হইতে

শাক-চয়ন—

তবে রন্ধনের কার্য্য করিতে লাগিলা ।
আপনে টোটার শাক তুলিতে লাগিলা ॥১৩৭॥
কেহ বোনে নাহি—দৈবে হইয়াছে শাক ।
তাহা তুলি' আনিয়া করিলা এক পাক ॥১৩৮॥
ঠেঁতুল বৃক্ষের যত পত্র স্নকোমল ।
তাহা আনি' বাটি ভায় দিলা লোণজল ॥১৩৯॥
তা'র এক ব্যঞ্জন করিলা অন্ন-নাগ ।
রন্ধন করিলা গদাধর ভাগ্যবান্ ॥১৪০॥

গদাধর-কৰ্ত্তক গোপীনাথের অগ্রে ভোগ-

প্রদান—

গোপীনাথ-অগ্রে নিঞা ভোগ লাগাইলা ।
হেনকালে গৌরচন্দ্র আসিয়া মিলিলা ॥১৪১॥

গৌরচন্দ্রের আগমন ও ভক্তের নিমন্ত্রণে

প্রীতি-জ্ঞাপন—

প্রসন্ন শ্রীমুখে 'হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' ।
বিজয় হইলা গৌরচন্দ্র কুতূহলী ॥১৪২॥
'গদাধর, গদাধর', ডাকে গৌরচন্দ্র ।
সজ্জমে গদাধর বস্মে পদদ্বন্দ্ব ॥১৪৩॥
হাসিয়া বলেন প্রভু,—“কেন গদাধর !
আমি কি না হই নিমন্ত্রণের ভিতর ? ১৪৪॥
আমি ত তোমরা দুই হৈতে ভিন্ন নই ।
না দিলেও তোমরা, বলেতে আমি লই ॥১৪৫॥
নিত্যানন্দ-জন্ম, গোপীনাথের প্রসাদ ।
তোমার রন্ধন—মোর ইথে আছে ভাগ ॥” ১৪৬॥
কৃপা-বাক্য শুনি' নিত্যানন্দ, গদাধর ।
মগ্ন হইলেন সুখ-সাগর-ভিতর ॥১৪৭॥

গৌরচন্দ্রের অগ্রে প্রসাদ-স্থাপন—

সন্তোষে প্রসাদ আনি' দেব-গদাধর ।
থুইলেন গৌরচন্দ্রপ্রভুর গোচর ॥১৪৮॥

মহাপ্রভুর প্রসাদান্ন-বন্দনা—

সৰ্ব্বটোটা ব্যাপিলেক অন্নের সৌগন্ধে ।
ভক্তি করি প্রভু পুনঃ পুনঃ অন্ন বস্মে ॥১৪৯॥
প্রভু বলে,—“তিন ভাগ সমান করিয়া ।
ভুঞ্জিব প্রসাদ-অন্ন একত্র বসিয়া ॥” ১৫০॥
নিত্যানন্দস্বরূপের তত্ত্বের প্রীতে ।
বসিলেন মহাপ্রভু ভোজন করিতে ॥১৫১॥
দুই প্রভু ভোজন করেন দুই পাশে ।
সন্তোষে ঈশ্বর অন্ন-ব্যঞ্জন প্রশংসে ॥১৫২॥
প্রভু বলে,—“এ অন্নের গন্ধেও সৰ্ব্বথা ।
কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে নাহিক অন্যথা ॥১৫৩॥

গদাধরের পাক-প্রশংসা—

গদাধর, কি তোমার মনোহর পাক ।
আমি ত এমত কভু নাহি খাই শাক ॥১৫৪॥
গদাধর, কি তোমার বিচিত্র রন্ধন ।
ঠেঁতুলপত্রের কর এমত ব্যঞ্জন ॥১৫৫॥
বুনিলাও বৈকুণ্ঠে রন্ধন কর তুমি ।
তবে আর আপনাকে লুকাও বা কেনি ॥” ১৫৬॥
এই মত সন্তোষেতে হাস্ত-পরিহাসে ।
ভোজন করেন তিন প্রভু প্রেমরসে ॥১৫৭॥
এ-তিন জনের প্রীতি এ-তিনে সে জানে ।
গৌরচন্দ্র ঝাট না কহেন কারো স্থানে ॥১৫৮॥

ভক্তগণের অবশেষ-পাত্র লুণ্ঠন—

কতক্ষণে প্রভু সব করিয়া ভোজন ।
চলিলেন, পাত্র লুট কৈল ভক্তগণ ॥১৫৯॥
গদাধরভবনে শ্রীগৌর-নিত্যানন্দের আনন্দ-ভোজন-সংবাদ
শ্রবণ ও পাঠের ফলে কৃষ্ণ-ভক্তিলাভ—
এ আনন্দ-ভোজন যে পড়ে বা শুনে ।
কৃষ্ণভক্তি হয়, কৃষ্ণ পায় সেই জনে ॥১৬০॥
গদাধর শুভদৃষ্টি করেন বাহারে ।
সে-জানিতে পারে নিত্যানন্দ-স্বরূপেরে ॥১৬১॥

শ্রীগদাধরপণ্ডিতের সেবিত শ্রীগোপীনাথবিগ্রহ আজও
শ্রীক্ষেত্রে টোটার বর্ধমান । পুরুষোত্তম শ্রীমন্দিরের
দক্ষিণপশ্চিম কোণে সমুদ্র বালুকোপরি যমেশ্বরটোটা বা

বাগান । শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ১৫শ পঃ ১৮৩ সংখ্যা
অষ্টব্য ॥ ১১৪ ॥

টোটা—উদ্ভান, উপবন ॥ ১৩৭ ॥

নিত্যানন্দ-স্বরূপো যাহারে শ্রীত মনে ।

লওয়ায়েন গদাধর জানে সে-ই জনে ॥১৬২॥

হেনমতে নিত্যানন্দপ্রভু নীলাচলে ।

বিহরেন গৌরচন্দ্র-সঙ্গে কুতুহলে ॥১৬৩॥

নীলাচলে গৌরগদাধর ও নিত্যানন্দের একত্র বসতি—

তিনজন একত্র থাকেন নিরন্তর ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, নিত্যানন্দ, গদাধর ॥১৬৪॥

জগন্নাথো একত্র দেখেন তিন জনে ।

আনন্দে বিহবল সবে মাত্র সংকীর্ণনে ॥১৬৫॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান ।

বন্দাবনদাস তুচ্ছ পদযুগে গান ॥১৬৬॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অষ্টাধ্যায়ে গদাধর-কাননবিলাস-

বর্ণনং নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ ।

লোণজল—লবণাক্তজল ॥ ১৩২ ॥

শ্রীবার্ধনাবী কৃষ্ণের অঙ্ক পাক করিয়া থাকেন ।

শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোবামী শ্রীগোপীনাথের নৈবেদ্যপাকে

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নৈপুণ্য প্রদর্শন করায় শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার স্বরূপ

বুঝিয়া বৈকুণ্ঠের রক্ষনকারী বলিয়া তাঁহাকে স্থিরনির্ণয়

করিলেন ॥ ১৫৬ ॥

অষ্টম অধ্যায়

অষ্টম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে রথযাত্রার পূর্বে নীলাচলে গোড়দেশ হইতে বিভিন্ন ভক্তগণের আগমনবর্ণনামুখে গ্রন্থকারের বিভিন্ন ভক্তের পরিচয়-প্রদান ও গুণবর্ণনা, শ্রীঅধৈতাচার্যের পত্নী-পুত্র-দাসদাসী-সহ নীলাচলে আগমন, আঠারনালায় অগ্রসর হইয়া শ্রীমহাপ্রভুর অধৈতাচার্যের সহিত সাক্ষাৎকার, নরেন্দ্র-সরোবরে রামকৃষ্ণ-গোবিন্দের শ্রীচন্দন-যাত্রা-উপলক্ষে আগমন, গোড়দেশাগত ভক্তগণকে লইয়া মহাপ্রভুর চন্দন-যাত্রা-দর্শন ও নরেন্দ্র সরোবরে জলকেলি-লীলা-তৎপরে শ্রীজগন্নাথ-দর্শন, মহাপ্রভুর তুলসী-সেবা-লীলার আদর্শ, শ্রীঅধৈতাচার্যকর্তৃক মহাপ্রভুর-পার্বদ বৈষ্ণবগণের সুহৃৎস্বভব-কীর্তন এবং তৎপ্রসঙ্গে বৈষ্ণবের অপ্রাকৃত্য প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে ।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা-মৌল নিকটবর্তী হইলে শ্রীমহাপ্রভুর আজ্ঞামুসারে রথযাত্রা-দর্শনার্থ গোড়দেশ হইতে ভক্তগণ নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন । পণ্ডিত শ্রীবাস, শ্রীচন্দ্রশেখর, পণ্ডিত গদাধরদাস, পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি, পণ্ডিত বজ্রেশ্বর, প্রহ্লাদ ব্রহ্মচারী, ঠাকুর হরিদাস, বাসুদেবদত্ত ঠাকুর শ্রীমুকুন্দদত্ত ঠাকুর, শিবানন্দ

সেন, গোবিন্দানন্দ, জাঁপরিষা বিজয়দাস, সদাশিব পণ্ডিত, পুষ্করোত্তমসঞ্জয়, নন্দন-আচার্য, শুক্লেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীধর, ভগবান্ পণ্ডিত, গোপীনাথ পণ্ডিত, শ্রীগর্ভ পণ্ডিত, বনমালি পণ্ডিত, জগদীশ ও হিরণ্য পণ্ডিত, বুদ্ধিমন্তধান, আচার্যপুস্কর, মুরারিগুপ্ত, গরুড় পণ্ডিত, গোপীনাথ সিংহ, শ্রীরাম পণ্ডিত, নারায়ণ পণ্ডিত, শচীদেবীর দর্শনার্থ গোড়দেশ হইতে আগত পণ্ডিত দামোদর এবং শ্রীঅধৈত-প্রভু মহাপ্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত প্রভুপ্রিয় বিভিন্ন সামগ্রী এবং পত্নী, পুত্র, দাস-দাসী ও পরিজনগণের সহিত সর্বপথে কৃষ্ণসংকীর্ণন করিতে করিতে নীলাচলাভিমুখে যাত্রা করিলেন । কমলপুরে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দেখিয়া ভক্তগণ সকলেই প্রণত হইলেন । এদিকে শ্রীঅধৈত-প্রমুখ গোড়দেশের ভক্তগোষ্ঠীর বিজয়জানিতে পারিয়া মহাপ্রভু তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিবার অঙ্ক কটক পর্যন্ত মহা-প্রসাদ পাঠাইয়া দিলেন এবং স্বয়ং নীলাচলস্থিত ভক্তবৃন্দের সহিত আঠারনালা পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া গোড়ীয়-বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর অভ্যর্থনা করিলেন । আঠারনালায় শ্রীঅধৈত-প্রমুখ গোড়ীয়গোষ্ঠীর এবং শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত আগত নীলাচল-গোষ্ঠীর পরস্পর মিলনে মহানন্দ-গঙ্গা সাগর-সঙ্গমপ্রাবন উচ্ছলিত হইয়া উঠিল । নৃত্যগীতসংকীর্ণন-সহকারে

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবগোষ্ঠী শ্রীমদ্ভাগবতকে অগ্রণী করিয়া নরেন্দ্রের কুলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। দৈবক্রমে সেইদিন নরেন্দ্রসরোবরে শ্রীমদ্ভাগবত-গোবিন্দের চন্দনযাত্রা বা নৌকা-বিহার-লীলা উপস্থিত হওয়ায় শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠী ও শ্রীজগন্নাথ-গোষ্ঠী একত্রে মিলিত হইয়া সঙ্কীৰ্ত্তন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত-গোবিন্দের নৌকাবিহার-দর্শনে মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ নরেন্দ্র-সরোবরের জলে ঝম্পপ্রদান ও নানাপ্রকার জলকেলি-লীলা সংঘটিত হইল। শ্রীগোবিন্দ ও শ্রীমদ্ভাগবতের নৌকা-বিহার-কালে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সর্বপ্রকারের লোক নরেন্দ্রের জলে সন্তরণাদিক্রীড়া করিলেও শ্রীচৈতন্য-মায়ায় শ্রীচৈতন্য ও শ্রীচৈতন্যভক্তগণের সীমায় আসিতে পারিল না। একমাত্র অষ্টভূক্তী সেবাশ্রুতি দ্বারাই শ্রীচৈতন্যকৃপা লাভ—বিজ্ঞা, ধন, তপস্বাদির দ্বারা শ্রীচৈতন্য ও ভক্তগণের সঙ্গে বিহার বা তাঁহাদের লীলাদর্শন অসম্ভব। মায়াবাদি দার্শনিক সন্ন্যাসিগণ অধিকাংশ সময় অপ্রাকৃত অকৃত্রিম হরিকীৰ্ত্তন মহিমা বুঝিতে না পৰিয়া শ্রীচৈতন্যদেবকে বেদান্তপাঠ, প্রাণায়ামাদি যতিধর্ম পরিত্যাগের জ্ঞানিন্দা করিয়া অধঃপতিত হয়। একমাত্র উত্তম শ্রাসিগণ শ্রীচৈতন্যদেবকে ‘মহাজন’ বলিয়া কীৰ্ত্তন করেন, কেহ তাঁহাকে মহাজ্ঞানী, মহাজন, কেহ বা মহাভক্ত বলিয়া প্রশংসা করিলেও শ্রীচৈতন্যের প্রকৃত-স্বরূপ বুঝিতে পারে না। অভিন্ন-শ্রীজগন্নাথনন্দন শ্রীগৌরচন্দ্র ও অভিন্ন-ব্রজপরিকর গৌরভক্তগণের জলকেলিতে নরেন্দ্রসরোবর যমুনী ও গঙ্গার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিল। ‘নরেন্দ্রে’ জলকেলি-লীলা করিবার পর শ্রীমদ্ভাগবত ভক্তগণ সহ শ্রীজগন্নাথদর্শনে শ্রীমন্দিরে গমন করিলেন। সচল ও নিশ্চল জগন্নাথকে যুগপৎ দর্শন করিয়া ভক্তগণ পুনঃ পুনঃ দণ্ডবৎপ্রণত হইলেন। বাণীশ্রী জগন্নাথের গলার মালা আনিয়া সকলের অঙ্গ ভূষিত করিলেন। শিক্ষাগুরুলীল ভগবান্ মহাভক্তিসহকারে প্রসাদমালা-বরণলীলা প্রদর্শন করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতই তদীয় সেবক বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা ও প্রসাদের ভক্তি অবগত আছেন। বৈষ্ণবে ভক্তি-শিক্ষা দিবার জ্ঞান মহাপ্রভু পরমহংস বৈষ্ণবের প্রতি দণ্ডবৎপ্রণাম লীলা প্রদর্শন করেন। সন্ন্যাস আশ্রম

যাবতীয় আশ্রমের মধ্যে সর্বোপরি অবস্থিত। পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে ব্যবহারতঃ পূজা পিতাও আসিয়া পূজাশ্রমের পুত্রকেও প্রণাম করিয়া থাকেন, সেইরূপ সর্বনমস্কৃত স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভু সন্ন্যাসীলীল হইয়াও পরমহংস বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠ জ্ঞাপনাত বৈষ্ণবের প্রতি নমস্কার-লীলা প্রদর্শন করিতেন।

মহাপ্রভুর তুলসীভক্তি-লীলাও অপূর্ণ। প্রভু একটা ক্ষুদ্রভাণ্ডে দিব্য যন্তিকা পূর্ণ করিয়া তাহাতে তুলসী রোপণ করিতেন এবং যখন প্রভু সংখ্যা-নাম করিতে করিতে পাণে চলিতেন, তখন একজন সেই তুলসীভাণ্ডটিকে লইয়া প্রভুর অগ্রে অগ্রে যাইতেন। প্রভু শ্রীতুলসীদর্শন ও তুলসীর অমুগমন করিতে করিতে শ্রীনামকীৰ্ত্তন করিতেন। যখন শ্রীমদ্ভাগবত উপবেশন করিতেন, তখনও নিজ পাশ্বে শ্রীতুলসীকে স্থাপন করিয়া তুলসীদর্শন করিতে করিতে সংখ্যা-নাম জপ করিতেন। পুনরায় সেই সংখ্যানাম সম্পূর্ণ করিয়া শ্রীতুলসীকে লইয়া চলিতেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেন, যেরূপ জলবাতীত মৎস্য জীবন ধারণ করিতে পারে না, সেদ্রুপ তুলসীদর্শন না করিলেও তিনি বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না। শিক্ষাগুরু নারায়ণের শিক্ষা যাহারা আত্মকরণিক না হইয়া অকৃত্রিমভাবে শ্রীশুকবৈষ্ণবের আহুগতো অনুসরণ করেন, তাঁহারাই অমঙ্গলের হস্ত হইতে রক্ষা পান।

শ্রীমদ্ভাগবত জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভক্তগোষ্ঠীর সহিত নিজ-বাসস্থানে চলিলেন। যে ভক্তের যেরূপ বাসনা, ভক্তবাঞ্ছাকল্পক ভগবান্ সেইরূপ তাহাই পূর্ণ করিতেন। ভক্তগণকে মহাপ্রভু নিজ-পুত্রের মত দেখিয়া সর্বদা নিজ সন্নিধানে রাখিতেন, ভক্তগণও নিরন্তর প্রভুর সঙ্গেই সেবানন্দে মগ্ন থাকিতেন। গোড়দেশ ও নীচালবাসি-বৈষ্ণবসকল কোনপ্রকার জাতীয়তা বা প্রাদেশিকতার বিচার না করিয়া দ্রব্যকীৰ্ত্তন-তৎপর হইয়া একত্র বাস করিতেন। শ্রীচৈতন্যদেবের প্রসাদে সকল লোকই শ্বেতদ্বীপ-নিবাসী বৈষ্ণবগণকেও দেখিবার সৌভাগ্য লাভ করিলেন। শ্রীঅষ্টোতাচাধ্যায় যুগপৎ পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,— যে সকল বৈষ্ণবকে দেবতাগণও দেখিতে সমর্থ নহে,

একমাত্র শ্রীচৈতন্যদেবের রূপায় তিনিও (অধৈতাচার্য্যও) সেইরূপ প্রকৃত বৈষ্ণবগণের দর্শন পাইয়াছেন। বৈষ্ণবগণ বস্তুতঃ ভগবৎপার্বদ; ইহাদিগকে লইয়া ভগবান্ অগতে অবতীর্ণ হন। যেরূপ প্রহ্লাদ, অনিরুদ্ধ, সত্বর্ধ্ব এবং যেরূপ লক্ষ্মণ, ভরত ও শত্রুঘ্নকে সঙ্গে করিয়া শ্রীবাসুদেব ও শ্রীরামচন্দ্র অবতীর্ণ হন, সেইরূপ মহাপ্রভুর আজ্ঞায় এই

মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ।
জয় জয় নিত্যানন্দ ত্রিভুবনধন্য ॥১॥
ভক্তগোষ্ঠী-সহিত গৌরানন্দ জয় জয় ।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥২॥

নীলাচলে বৈষ্ণবগণের আগমন—

এবে শুন বৈষ্ণব-সবার আগমন ।
আচার্য্যগোসাঞি আদি যত ভক্তগণ ॥৩॥
রথ-যাত্রা-দর্শনার্থ নীলাচলে ভক্তগোষ্ঠীর বিজয় ;

এহকার-কর্তৃক ভক্তগণের পরিচয়—

শ্রীরথযাত্রার আসি' হইল সময় ।
নীলাচলে ভক্ত-গোষ্ঠী হইল বিজয় ॥৪॥
ঈশ্বর-আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে ।
সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে ॥৫॥
আচার্য্য গোসাঞি অগ্রে করি' ভক্তগণ ।
সবে নীলাচল-প্রতি করিলা গমন ॥৬॥
চলিলেন ঠাকুরপণ্ডিত শ্রীনিবাস ।
বঁাহার মন্দিরে হৈল চৈতন্য-বিলাস ॥৭॥
চলিল আচার্য্যরত্ন শ্রীচন্দ্রশেখর ।
দেবীভাবে বঁাহার গৃহে নাচিলা ঈশ্বর ॥৮॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত-গজাদাস ।
বঁাহার স্মরণে হয় কন্দ্ববক্কনাশ ॥৯॥

সকল বৈষ্ণবগণও প্রভুর লীলাসহায়ক-রূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।

সুতরাং বৈষ্ণবের জন্মাদিলীলা কর্ণকলভোগ নহে। বৈষ্ণবগণ ভগবানের ইচ্ছায় ভগবানের লীলার সহায়তার জন্য আবির্ভূত হন এবং ভগবানেবই ইচ্ছায় ইহজগৎ হইতে লীলা-সংগোপন করেন। (গোঁ: ভাঃ)

পুণ্ডরীকবিজ্ঞানিধি চলিলা আনন্দে ।
উচ্চৈঃস্বরে বঁাহার স্মরি' গৌরচন্দ্র কান্দে ॥১০॥
চলিলেন হরিষে পণ্ডিত বক্রেশ্বর ।
যে নাচিতে কীর্তনীয়া শ্রীগৌরসুন্দর ॥১১॥
চলিল প্রহ্লাদ ব্রজচারী মহাশয় ।
সাক্ষাৎ নৃসিংহ বঁাহার সঙ্গে কথা কয় ॥১২॥
চলিলেন উল্লাসে ঠাকুর হরিদাস ।
আর হরিদাস বা'র সিন্ধুকূলে বাস ॥১৩॥
চলিলেন বাসুদেবদত্ত মহাশয় ।
বা'র স্থানে কৃষ্ণ হয় আপনে বিক্রয় ॥১৪॥
চলিলা মুকুন্দদত্ত কৃষ্ণের গায়ন ।
শিবানন্দসেন-আদি লৈয়া আগুগণ ॥১৫॥
চলিলা গোবিন্দানন্দ প্রেমভেদে বিহবল ।
দশদিক্ হয় বা'র স্মরণে নির্মল ॥১৬॥
চলিল গোবিন্দদত্ত মহাহর্ষ মনে ।
মূল হৈয়া যে কীর্তন করে প্রভুসনে ॥১৭॥
চলিলেন আঁখরিয়া—শ্রীবিজয়দাস ।
'রত্নবাহ' বা'রে প্রভু করিল প্রকাশ ॥১৮॥
সদাশিবপণ্ডিত চলিল শুদ্ধমতি ।
বা'র ঘরে পূর্বক নিত্যানন্দের বসতি ॥১৯॥
পুরুষোত্তমসজ্জয় চলিলা হর্ষমনে ।
যে প্রভুর মুখ্য শিষ্য পূর্বক অধ্যয়নে ॥২০॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

তথ্য । চৈ: ভা: মধ্য ২৫শ অ: দ্রষ্টব্য ॥ ৭ ॥

চৈ: ভা: মধ্য ১৮শ অ: ৩১শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য ॥ ৮ ॥

চৈ: চ: আদি ১০ম প: ও চৈ: ভা: আদি ২১২ ॥ ৯ ॥

চৈ: ভা: মধ্য ৭।১১-১৩, ১৫ সংখ্যা ॥ ১০ ॥

চৈ: ভা: অন্ত্য ৩, ৪৬২-৭৩ ॥ ১১ ॥

চৈ: ভা: অন্ত্য ৩।১৮৬-১৮৭ ॥ ১২ ॥

চৈ: ভা: অন্ত্য ৫।২৬-২৮ ॥ ১৪ ॥

চৈ: ভা: ম: ২৬।১৫৮-১৫৯; অ: ১।৮৪-৮৫, ২।১২২ ॥ ১৫ ॥

‘হরি’ বলি’ চলিলেন পণ্ডিত শ্রীমান ।
 প্রভু-নৃত্যে যে দেউটী ধরেন সাবধান ॥২১॥
 নন্দন-আচার্য চলিলেন শ্রীতমনে ।
 নিত্যানন্দ ষাঁ’র গৃহে আইলা প্রথমে ॥২২॥
 হরিষে চলিলা শুক্লাধর ব্রজচারী ।
 ষাঁ’র অন্ন মাগি’ খাইলেন গৌরহরি ॥২৩॥
 অকিঞ্চন কৃষ্ণদাস চলিলা শ্রীধর ।
 ষাঁ’র জল পান কৈলা প্রভু বিশ্বস্তর ॥২৪॥
 চলিলেন লেখক—পণ্ডিত ভগবান্ ।
 ষাঁ’র দেহে কৃষ্ণ হৈয়াছিল অধিষ্ঠান ॥২৫॥
 গোপীনাথ পণ্ডিত আর শ্রীগর্ভপণ্ডিত ।
 চলিল দুই কৃষ্ণ-বিগ্রহ নিশ্চিত ॥২৬॥
 চলিলেন বনমালী পণ্ডিত মঙ্গল ।
 যে দেখিল স্তবর্ণের শ্রীহল-মুখল ॥২৭॥
 জগদীশপণ্ডিত হিরণ্যভাগবত ।
 হরিষে চলিলা দুই কৃষ্ণরসে মত্ত ॥২৮॥
 পূর্বের নিশুরূপে প্রভু যে দুইর ঘরে ।
 মৈবেষ্ঠ খাইলা আনি’ শ্রীহরিবাসরে ॥২৯॥
 চলিলেন বুদ্ধিমন্ত খান মহাশয় ।
 আজন্ম চৈতন্য-আজ্ঞা ষাঁ’হার বিষয় ॥৩০॥
 হরিষে চলিলা শ্রীআচার্য পুরন্দর ।
 ‘বাপ’ বলি’ ষাঁ’রে ডাকে শ্রীগৌরমুন্দর ॥৩১॥
 চলিলেন শ্রীরাঘবপণ্ডিত উদার ।
 শুশ্রূষে ষাঁ’র ঘরে হৈল চৈতন্যবিহার ॥৩২॥
 ভবরোগ-বৈজ্ঞসিংহ চলিলা মুরারি ।
 শুশ্রূষে ষাঁ’র দেহে বৈসে গৌরাজ-শ্রীহরি ॥৩৩॥

চলিলেন শ্রীগুরু-পণ্ডিত হরিষে ।
 নাম-বলে ষাঁ’রে না লাড়িঘল সর্প-বিষে ॥৩৪॥
 চলিলেন গোপীনাথসিংহ মহাশয় ।
 অক্রুর করিয়া ষাঁ’রে গৌরচন্দ্র কয় ॥৩৫॥
 প্রভুর পরমপ্রিয় শ্রীরামপণ্ডিত ।
 চলিলেন নারায়ণপণ্ডিত-সহিত ॥৩৬॥

পণ্ডিতদামোদরেন শচীমাতাকে দর্শন করিয়া

পুনঃ নীলাচলে গমন—

আই-দরশনে শ্রীপণ্ডিত-দামোদর ।
 আসিছিলা আই দেখি’ চলিলা সত্তর ॥৩৭॥
 অনন্ত চৈতন্যভক্ত—কত জানি নাম ।
 চলিলেন সবে আনন্দের ধাম ॥৩৮॥

শ্রী অদ্বৈতাচার্যের প্রভুপ্রিয়-অব্যাদি ও পত্নী-পুত্র-

দাস-দাসী-সহ শ্রীচৈতন্য-চরণ-দর্শনার্থ

শ্রীক্ষেত্রে আগমন—

আই-স্থানে ভক্তি করি’ বিদায় হইয়া ।
 চলিল অদ্বৈতসিংহ ভক্তগোষ্ঠি লৈয়া ॥৩৯॥
 যে যে জনে জানেন প্রভুর পূর্ব শ্রীত ।
 সব লৈলা সনে প্রভুর শিক্ষার নিমিত্ত ॥৪০॥
 সর্বপথে সংকীর্তন করিতে করিতে ।
 আইলেন পবিত্র করিয়া সর্বপথে ॥৪১॥
 উল্লাসে যে হরিনামনি করে ভক্তগণ ।
 শুনিয়া পবিত্র হইল জিহ্বাবন-জন ॥৪২॥
 পত্নী-পুত্র দাস-দাসীগণের সহিতে ।
 আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে ॥৪৩॥

তথ্য । চৈঃ ভাঃ মধ্য ৮।১১৩, ১৩।৩৩৭ দ্রষ্টব্য ॥১৬॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।২০ ॥১৭॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৬।৩৭-৫৫ ॥১৮॥

চৈঃ চঃ আদি ১০।৩৪ ॥১৯॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১।১২২ ॥২০॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮।১৫৭ ॥২১॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ৩।১২৩ ॥২২॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৩।১০৮-১৪৮ ॥২৩॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ২৩।৪৩২-৪৩০ ॥২৪॥

চৈঃ চঃ আদি ১০।৬২ ॥২৫॥

চৈঃ ভাঃ আদি ৬।২০-৩২ ॥২৬-২৭॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১৮।৭-১০, ১৮।১৩-১৭ ॥৩০॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।১৫-১৭ ॥৩১॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৭৫-১০৮ ॥৩২॥

চৈঃ ভাঃ মধ্য ১০।৭-৩৪ ॥৩৩॥

চৈঃ চঃ আদি ১০।৮৫ ॥৩৪॥

চৈঃ চঃ আদি ১০।৭৬ ॥৩৫॥

চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৫।৩৪-৩৫ ॥৩৬॥

যে-স্থানে রহেন আসি' সবে বাসা করি' ।
সেই স্থান হয় যেন শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥৪৪॥
শুন শুন আরে ভাই, মঙ্গল-আখ্যান ।
যাহা গায় আদিদেব শেষ ভগবান্ ॥৪৫॥
এই মত রঙ্গে মহাপুরুষ-সকল ।
সকল-মঙ্গলে আইলেন নীলাচল ॥৪৬॥

কমলপুরে ধ্বজ-প্রাসাদ-দর্শন—

কমলপুরেতে ধ্বজ-প্রাসাদ দেখিয়া ।
পড়িলেন কান্দি' সবে দণ্ডবৎ হৈয়া ॥৪৭॥
প্রভুও জানিয়া ভক্তগোষ্ঠীর বিজয় ।
আশু বাড়িবারে চিত্ত কৈলা ইচ্ছাগয় ॥৪৮॥

মহাপ্রভু-কর্তৃক অগ্রে কটকে অষ্টৈতের প্রতি

মহাপ্রসাদ-প্রেরণ—

অষ্টৈতের প্রতি অতি প্রীতিযুক্ত হৈয়া ।
অগ্রে মহাপ্রসাদ দিলেন পাঠাইয়া ॥৪৯॥
কি অদ্ভুত প্রীতি সে তাহার নাহি অন্ত ।
প্রসাদ পাঠায়ৈ যী'রে কটক পর্য্যন্ত ॥৫০॥

শ্রীঅষ্টৈতের প্রতি মহাপ্রভু—

“শয়নে আছিলা ফীরসাগর-ভিতরে ।
নিজাভঙ্গ হৈল মোর নাড়ার ছন্দারে ॥৫১॥
অষ্টৈত নিমিত্ত মোর এই অবতার ।”
এই মত মহাপ্রভু বলে বারবার ॥৫২॥
এতেকে ঈশ্বরতুল্য যতক মহামুখ ।
অষ্টৈতসিংহেরে ভক্তি করেন একান্ত ॥৫৩॥

নীলাচলে সগোষ্ঠী অষ্টৈতের আগমনবাঙা-প্রবণে

শ্রীমহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ-গদাধরাদির

শ্রীঅষ্টৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্র-গমন—

“আইলা অষ্টৈত” শুনি' শ্রীবৈকুণ্ঠপতি ।
আশু বাড়িলেন প্রিয়গোষ্ঠীর সংহতি ॥৫৪॥
নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপুণ্ড্র-প্রাসাদিগ ।
চলিলেন হরিষে কাহারো বাহু নাই ॥৫৫॥

সার্বভৌম, জগদানন্দ, কানীশপ্রবর ।
দামোদরস্বরূপ, শ্রীপণ্ডিত-শঙ্কর ॥৫৬॥
কানীশ্বর-পণ্ডিত, আচার্য্য-ভগবান্ ।
শ্রীপ্রত্যাশ্মিন্দ্র—প্রেমভক্তির প্রধান ॥৫৭॥
পাত্র শ্রীপরমানন্দ, রায়-রামানন্দ ।
চৈতন্যের দ্বারপাল—স্বকৃতি গোবিন্দ ॥৫৮॥
ব্রজানন্দভারতী, শ্রীরূপ-সনাতন ।
রঘুনাথবৈষ্ণব, শিবানন্দ, নারায়ণ ॥৫৯॥
অষ্টৈতের জ্যেষ্ঠপুত্র—শ্রীঅচ্যুতানন্দ ।
বাণীনাথ, শিখিমাহাতি আদি ভক্তবৃন্দ ॥৬০॥
অনন্ত চৈতন্যভূত্য কত জানি নাম ।
কি ছোট, কি বড় সবে করিলা পয়ান ॥৬১॥
পরমানন্দে সবে চলিলেন প্রভু-সঙ্গে ।
বাহু-দৃষ্টি, বাহু-জ্ঞান নাহি কারো অঙ্গে ॥৬২॥
আঠারনালাতে অষ্টৈত-প্রমুখ বৈষ্ণব-গোষ্ঠীর মহাপ্রভুর
গোষ্ঠীর সহিত মিলন ও পরস্পর

প্রেম-সম্ভাষণ—

শ্রীঅষ্টৈতসিংহ সর্ব-বৈষ্ণব-সহিতে ।
আসিয়া মিলিলা প্রভু আঠারনালাতে ॥৬৩॥
প্রভুও আইলা নরেন্দ্রেরে আশ্রয়ান ।
তুই গোষ্ঠী দেখাদেখি হৈল বিজ্ঞান ॥৬৪॥
দূরে দেখি' তুই গোষ্ঠী অচোহাচো সব ।
দণ্ডবত হই' সব পড়িলা বৈষ্ণব ॥৬৫॥
দূরে অষ্টৈতেরে দেখি' শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ ।
অশ্রুমুখে করিতে লাগিলা দণ্ডপাত ॥৬৬॥
শ্রীঅষ্টৈত দূরে দেখি' নিজ প্রাণনাথ ।
পুনঃ পুনঃ হইতে লাগিলা প্রণিপাত ॥৬৭॥
অশ্রু, কম্প, শ্বেদ, মুচ্ছা, পুলক, ছন্দার ।
দণ্ডবত বই কিছু নাহি দেখি আর ॥৬৮॥
তুই গোষ্ঠী দণ্ডবত কে বা কা'রে করে ।
সবেই চৈতন্যরসে বিহ্বল অন্তরে ॥৬৯॥

চৈ: তা: অঙ্ক ৯৯১-১১১, চৈ: চ: অঙ্ক ৩২১-৬৫

ঐষ্টব্য ৩৭।

তথ্য। ভা: ৩৮।২-৭ ঐষ্টব্য ৪৫।

কমলপুর—আঠারনালা হইতে কিঞ্চিদূরবর্তী গ্রাম ।

তথা হইতে শ্রীজগন্নাথ-মন্দিরের ধ্বজা দৃষ্ট হয় ॥৪৭॥

শ্রীঅচ্যুতানন্দ বিষ্ণুভক্তিতে শ্রীঅষ্টৈতের অষ্টাঙ্গ পুত্র-

কিবা ছোট, কিবা বড় জ্ঞানী বা অজ্ঞানী।
দণ্ডবত করি' সবে করে হরিধ্বনি ॥৭০॥
ঈশ্বরো করেন ভক্তসঙ্গে দণ্ডবত।
অঈতাদি-প্রভুও করেন সেইমত ॥৭১॥
এইমত দণ্ডবত করিতে করিতে।
তুই গোষ্ঠী একত্র মিলিলা ভালমতে ॥৭২॥
এখানে যে হইল আনন্দ-দরশন।
উচ্চ হরিধ্বনি, উচ্চ আনন্দ-ক্রন্দন ॥৭৩॥

এই মিলনানন্দ একমাত্র বেদব্যাস ও অনন্তদেব
বর্ণনে সমর্থ—

মনুষ্যে কি পারে ইহা করিতে বর্ণন।
সবে বেদব্যাস, আর সহস্রবদন ॥৭৪॥

শ্রীঅঈত ও শ্রীগৌরসুন্দরের পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণ—

অঈত দেখিয়া প্রভু লইলেন কোলে।
সিঞ্চিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দজলে ॥৭৫॥
শ্লোক পড়ি' অঈত করেন নমস্কার।
হইলেন অঈত আনন্দ-অবতার ॥৭৬॥
যত সজ্জ আনিছিল প্রভু পূজিবারে।
সব জব্য পাসরিলা কিছু নাহি ক্ষুরে ॥৭৭॥
আনন্দে অঈতসিংহ করেন চঞ্চার।
“আনিলু আনিলু” বলি' ডাকে বারবার ॥৭৮॥
হেন সে হইল অতি-উচ্চ হরিধ্বনি।
লোকালোক পূর্ণ হৈল হেন অমুমানি ॥৭৯॥
বৈষ্ণবের কি দায়, অজ্ঞান যত জন।
তাহারাও ‘হরি’ বলে’ করয়ে ক্রন্দন ॥৮০॥

অপেক্ষা জ্যেষ্ঠ। অষ্টম পুত্রগণের ভক্তিবিষয়ে জ্যেষ্ঠতা ছিল না ॥৬০॥

মহাপ্রভু, নিত্যানন্দ ও অঈতপ্রভু, সকলেই পরস্পর ভক্তগণের সঙ্গে তাঁহাদের দণ্ডবৎপ্রণামের প্রতিদণ্ডবৎ দিতেছেন। অঈতবৈষ্ণব স্মার্তসমাজে এইরূপ সংশাস্ত্রোচিত নির্মল ব্যবহার দৃষ্ট হয় না ॥৭১॥

বৈষ্ণব ও অজ্ঞান—এই দুই শ্রেণীর লোক পৃথিবীতে বর্তমান। বাহ্যাহা হরিভক্তিতে বিমুখ, তাহারা ‘অজ্ঞান’,

সর্বভক্তগোষ্ঠীর পরস্পরের কণ্ঠদেশধারণপূর্বক

আনন্দ-ক্রন্দন—

সর্বভক্তগোষ্ঠী অছোহুগো গলা ধরি'।
আনন্দে রোদন করে বলে ‘হরি হরি’ ॥৮১॥

সকলের অঈত-চরণে নমস্কার—

অঈতেরে সবে করিলেন নমস্কার।
যাহার নিমিত্ত শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥৮২॥

তুই গোষ্ঠীর মহা উচ্চধ্বনি, মহাসকীর্জন ও
প্রেম-বিকার—

মহা উচ্চধ্বনি মহা করি' সংকীর্জন।
তুই গোষ্ঠী করিতে লাগিলা শুভক্ষণ ॥৮৩॥
কোথা কে বা নাচে কে বা কোন্ দিকে গায়।
কে বা কোন্ দিকে পড়ি' গড়াগড়ি যায় ॥৮৪॥
প্রভু দেখি' সবে হৈলা আনন্দে বিহ্বল।
প্রভুও নাচেন মাঝে পরম-মঙ্গল ॥৮৫॥

নিত্যানন্দ ও অঈতের পরস্পর কোলাকোলি ও
মহানৃত্য—

নিত্যানন্দ-অঈতে করিয়া কোলাকোলি।
নাচে তুই মন্তসিংহ হই' কুতুহলী ॥৮৬॥
প্রতি বৈষ্ণবকে ধরিয়া ধরিয়া মহাপ্রভুর নৃত্য—
সর্ব-বৈষ্ণবেরে প্রভু ধরি' জনে জনে।
আলিঙ্গন করেন পরম-শ্রীতি-মনে ॥৮৭॥

ভক্তের গলা ধরিয়া ক্রন্দন—

ভক্তনাথ, ভক্তবংশ, ভক্তের জীবন।
ভক্ত-গলা ধরি' প্রভু করেন রোদন ॥৮৮॥

আর বিষয়ভোগবিমুখ হরিসেবককেই ‘বৈষ্ণব’ বলা হয়। জীবমাত্রেরই স্বরূপতঃ ‘বৈষ্ণব’ হইলেও তাঁহাদের মধ্যে ভগবানে উন্মুখ ও বিমুখভেদে আচরণ ভেদ আছে ॥৮০॥

তথ্য। প্রপন্নপালায় দুয়ক্ষণকয়ে কদিস্রিয়াগামনবাধ্য-বর্ণনে (ভাঃ ৮।৩২৮) এবং সম্প্রতি হুহু হরিণা ভূত্যবস্ততা। অবশেনাপি কৃফেন বস্ত্রদং সেবরং বশে। (ভাঃ ১০।৩১২) ॥৮৮॥

জগন্নাথের প্রসাদমালাচন্দ্রনাথি আগমন, মহাপ্রভু-কর্তৃক
সর্বাগ্রে অবৈত-গলে মালাদান—

জগন্নাথদেবের আজ্ঞায় সেইক্ষণ ।
সহস্র সহস্র মালা আইল চন্দন ॥৮৯॥
আজ্ঞামালা দেখি' হর্ষে শ্রীগৌরানন্দরায় ।
অগ্রে দিলা শ্রীঅবৈতসিংহের গলায় ॥৯০॥
বহুস্তে মহাপ্রভুর সর্ববৈষ্ণবের অঙ্গে মালা-চন্দন
প্রদান—

সর্ব-বৈষ্ণবের অঙ্গ শ্রীহস্তে আপনে ।
পরিপূর্ণ করিলেন মালায়-চন্দনে ॥৯১॥
দেখিয়া প্রভুর কৃপা সর্বভক্তগণ ।
বাছ তুলি' উচ্চৈঃস্বরে করেন ক্রন্দন ॥৯২॥

ভক্তগণের শ্রীগৌরচরণ ধারণপূর্বক নিত্য
শ্রীগৌরসেবা-বর-প্রার্থনা—
সবেই মাগেন বর শ্রীচরণ ধরি' ।
“জন্ম জন্ম যেন প্রভু, তোমা না পাসরি ॥৯৩॥
কি মনুষ্য, পশু, পক্ষী হই' যথা তথা ।
তোমার চরণ যেন দেখিয়ে সর্বথা ॥৯৪॥
এই বর দেহ প্রভু করুণাসাগর !”
পাদপদ্ম ধরি' কাম্বে সব অনুচর ॥৯৫॥
পতিরতা বৈষ্ণবগৃহিণীগণের দূর হইতে মহাপ্রভুকে
দর্শন করিয়া ক্রন্দন—
বৈষ্ণব-গৃহিণী যত পতিভ্রতাগণ ।
দূরে থাকি' প্রভু দেখি' করয়ে ক্রন্দন ॥৯৬॥

বৈষ্ণবগৃহিণীগণের অকৃত্রিম প্রেম—সকলেই
বৈষ্ণবী-শক্তি-ধরুণিনী—
তাঁ' সবার প্রেমাধারে অস্ত নাহি পাই ।
সবেই বৈষ্ণবী-শক্তি ভেদ কিছু নাই ॥৯৭॥
বৈষ্ণবসহধর্ম্মিণীগণ জ্ঞানভক্তিযোগে সকলেই পতির
সদৃশ ; ইহা প্রভুর স্বমুখের উক্তি—
‘জ্ঞান-ভক্তিযোগে সবে পতির সমান ।’
কহিয়া আছেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্ ॥৯৮॥
বাগ্মী তনুতা-সংকীর্ণন-সহ সকলের মহাপ্রভুর
সহিত শ্রীক্ষেত্রে প্রবেশ—

এইমত বাগ্ম-গীত-নৃত্য-সংকীর্ণনে ।
আইলেন সবাই চলিয়া প্রভুর সনে ॥৯৯॥
হেন সে হইল প্রেমভক্তির প্রকাশ ।
হেন নাহি দেখি যা'র না হয় উল্লাস ॥১০০॥
আঠারনালা হইতে নরেন্দ্রসরোবরকূলে আগমন—
আঠারনালা হইতে দশদণ্ড হইলে ।
মহাপ্রভু আইলেন নরেন্দ্রের কূলে ॥১০১॥
সেই সময় শ্রীজগন্নাথ ও শ্রীবলরামের চন্দন-যাত্রা-উপলক্ষে
নরেন্দ্রে বিহারার্থ আগমন—
হেনকালে রামকৃষ্ণ শ্রীযাত্রা গোবিন্দ ।
জলকলি করিবারে আইলা নরেন্দ্র ॥১০২॥
হরিশ্চন্দ্র ও বাগ্মধনির সম্মেলন—
হরিশ্চন্দ্র কোলাহল মৃদঙ্গ-কাহাল ।
শঙ্খ, ভেরী, জয়ঢাক বাজয়ে বিশাল ॥১০৩॥

শ্রীজগন্নাথ চৈত্যান্তরূপে নীলাচলবাসী স্বীয়-সেবক-
গণকে অভ্যাগত-ভক্তগণের সম্মানের জ্ঞান মালা দিতে
আজ্ঞা দিলেন । ইহাই ভগবদাজ্ঞা-মালা ॥৮৯॥

“অবিদ্বতিঃ কৃপণদারঃ ক্ষিপণোত্যহংরাণি চ শং
তনোতি । সবস্তু শুদ্ধিং পরমাত্মভক্তিং জ্ঞানঞ্চ বিজ্ঞানবিরাগ-
যুক্তম্ ॥” (ভাঃ ১২।১২।৫৫)—শ্লোক আলোচ্য ॥৮৮॥

বৈশাখ শুক্ল পক্ষে তৃতীয়াক্ষয়সংজ্ঞিকা, তত্র মাং
লেখয়েৎ গল্পলেন্নয়তিভোদনম্ ॥ (স্কন্দ পুঃ উৎকলখণ্ড
২২শ অঃ) অর্থাৎ বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষে অক্ষয় তৃতীয়া

নারী তিথিতে সুগন্ধী চন্দ্রনের দ্বারা আমার অঙ্গ লেপন
করিলে । শ্রীকৃষ্ণোত্তমদেব তৎসেবক বৈষ্ণবরাজ শ্রীজগন্নাথ
দেবকে বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের অক্ষয় তৃতীয়া নারী
তিথিতে নিজ শ্রীঅঙ্গে সুগন্ধি চন্দ্রনলেপনের আজ্ঞা প্রদান
করিয়াছিলেন ; আজও তদনুসারে অক্ষয় তৃতীয়া হইতে
আরম্ভ করিয়া জ্যৈষ্ঠমাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি পর্যন্ত প্রত্যহ
শ্রীজগন্নাথ দেবের বিজয়বিগ্রহস্বরূপ শ্রীমদনমোহনকে
শ্রীমন্দির হইতে বিমানে আরোহণ করাইয়া শ্রীনরেন্দ্র-
সরোবরকূলে আনয়ন করা হয় । শ্রীমদনমোহনদেব স্বীয়

ছত্রপতাকা-চামরাদির শোভা—

সহস্র সহস্র ছত্র পতাকা চামর ।

চতুর্দিকে শোভা করে পরম সুন্দর ॥১০৪॥

কেবল মহা অয়জয় শব্দ ও মহা হরিধ্বনি—

মহা অয়জয়শব্দ, মহা হরিধ্বনি ।

ইহা বই আর কোন শব্দ নাহি শুনি ॥১০৫॥

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ মহা-কুতূহলে ।

উত্তরিলি আনি' সবে নরেন্দ্রের কূলে ॥১০৬॥

শ্রীগঙ্গাধরগোষ্ঠী ও শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীর একত্র সম্মেলন—

জগন্নাথ-গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী-সনে ।

মিশাইলা তানাও ভুলিলা-সংকীর্ণনে ॥১০৭॥

দুই গোষ্ঠীর মিলনে মুর্ত্তিমান বৈকুণ্ঠানন্দ—

দুই গোষ্ঠী এক হই' কি হৈল আনন্দ ।

কি বৈকুণ্ঠ-সুখ আসি' হৈল মুর্ত্তিমন্ত ॥১০৮॥

চতুর্দিকে লোকের আনন্দ-অন্ত নাই ।

সব করেন করায়েন চৈতন্যগোসাঞি ॥১০৯॥

রামকৃষ্ণ-শ্রীগোবিন্দের জলবিহারার্থ নৌকায়

বিজয় ও ভক্তগণের চামরব্যঞ্জন—

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ উঠিলা নৌকায় ।

চতুর্দিকে ভক্তগণ চামর ঢুলায় ॥১১০॥

রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ নৌকায় বিজয় ।

দেখিয়া সন্তোষ শ্রীগৌরান্ন মহাশয় ॥১১১॥

মহাপ্রভুর ভক্তগণসহ 'নরেন্দ্র'-জলে ঝাম্পপ্রদান—

প্রভুও সকল ভক্ত লই' কুতূহলে ।

কাঁপ দিয়া পড়িলেন নরেন্দ্রের জলে ॥১১২॥

মহাপ্রভু ও ভক্তগণের 'নরেন্দ্র'-জলে বিভিন্ন

জলকেলি—

শুন ভাই, শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-অবতার ।

যেকূপে নরেন্দ্রজলে করিলা বিহার ॥১১৩॥

পূর্ব্বে যমুনায় যেন শিশুগণ মেলি' ।

মণ্ডলী হইয়া করিলেন জলকেলি ॥১১৪॥

সেইরূপে সকল বৈষ্ণবগণ মেলি' ।

পরস্পর করে মরি' হইলা মণ্ডলী ॥১১৫॥

গৌড়দেশে জলকেলি আছে 'কয়া' নামে ।

সেই জলক্রীড়া আরম্ভিলেন প্রথমে ॥১১৬॥

'কয়া কয়া' বলি' করতালি দেন জলে ।

জলে বাণ বাজায়েন বৈষ্ণব সকলে ॥১১৭॥

সকলের গোকুলশিশুর ভাবোদয়—

গোকুলের শিশুভাব হইল সবার ।

প্রভুও হইলা গোকুলেন্দ্র-অবতার ॥১১৮॥

বাহ নাহি কারো, সবে আনন্দে বিহবল ।

নির্ভয়ে ঈশ্বর-দেহে সবে দেন জল ॥১১৯॥

অদ্বৈত, চৈতন্য দু'হে জল-ফেলাফেলি ।

প্রথমে লাগিলা দু'হে মহা কুতূহলী ॥১২০॥

অদ্বৈত হারেন ক্ষণে, ক্ষণে বা ঈশ্বর ।

নির্ঘাত নয়নে জল দেন পরস্পর ॥১২১॥

নিত্যানন্দ, গদাধর ও পুরীগোষাখ্য জলযুদ্ধ—

নিত্যানন্দ, গদাধর, শ্রীপুরীগোসাঞি ।

তিনজনে জলযুদ্ধ কারো হারি নাই ॥১২২॥

মুহূদন্ত ও মুরারিশুপের পুনঃ পুনঃ জলযুদ্ধ—

দস্তে গুপ্তে জলযুদ্ধ লাগে বার বার ।

পরানন্দে দুই জনে করেন ছন্দার ॥১২৩॥

বিজ্ঞানিধি ও স্বরূপদামোদনের পরস্পর

জলক্ষেপন—

দুই সখা—বিজ্ঞানিধি, স্বরূপদামোদর ।

হাসিয়া আনন্দে জল দেন পরস্পর ॥১২৪॥

শ্রীবাস, শ্রীরাম ও হরিদাসাদির

জলক্রীড়া—

শ্রীবাস, শ্রীরাম, হরিদাস, বক্রেশ্বর ।

গঙ্গাদাস, গোপীনাথ, শ্রীচন্দ্রশেখর ॥১২৫॥

এই মত অশ্রোহশ্রো দেন সবে জল ।

চৈতন্য-উল্লাসে সবে হইলা বিহবল ॥১২৬॥

মন্ত্রী লোকনাথমহাদেবদির সহিত সরোবরে নৌকাবিলাস

করেন । শ্রীমদনমোহনের শ্রীচন্দনধাত্রী অস্থিষ্ঠিত হয় বলিয়া

শ্রীনরেন্দ্রসরোবরকে 'চন্দনপুকুর'ও বলা হয় ॥১০২॥

শ্রীধাত্রী—চন্দনধাত্রী ॥১০২॥

নরেন্দ্র—শ্রীনরেন্দ্রসরোবর ॥১০৩॥

নির্ঘাত—প্রবল, প্রচণ্ড ॥১২১॥

শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণের নৌকাবিহার ও লক্ষ লক্ষ
লোকের জলক্রীড়া—

শ্রীগোবিন্দ-রামকৃষ্ণ-বিজয় নৌকায় ।
লক্ষ লক্ষ লোক জলে হরিশে বেড়ায় ॥১২৭॥
বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী সকলেরই জল-
ক্রীড়া ও আনন্দ—

সেই জলে বিষয়ী, সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ।
সবেই আনন্দে ভাসে জলক্রীড়া করি ॥১২৮॥
চৈতন্যমায়া কাহারও সেশানে আগমন-শক্তি নাই—
হেন সে চৈতন্য-মায়া সে-স্থানে আসিতে ।
কারো শক্তি নাহি, কেহ না পায় দেখিতে ॥১২৯॥
অন্নভাগ্যে শ্রীচৈতন্য-গোষ্ঠী নাহি পাই ।
কেবল ভক্তির বশ চৈতন্যগোসাঞি ॥১৩০॥
ভক্তিই সায়াংসাব তত্ত্ব—
ভক্তি বিনা কেবল বিজ্ঞায়, তপস্তায় ।
কিছু নাহি হয়, সবে তুঃখমাত্র পায় ॥১৩১॥

সাক্ষাতে দেখহ এই সেই নীলাচলে ।
এতেক চৈতন্য-সংকীর্্তন-কুতুহলে ॥১৩২॥
সন্ন্যাসিগণেরও ভক্তি-অভাবে দর্শন-বাধ—
যত ‘মহাজন’,—নাম সন্ন্যাসিসকল ।
দেখিতেও ভাগ্য কারো নাহিল বিরল ॥ ১৩৩॥
মায়াবাদি ফলসন্ন্যাসিগণের উক্তি—
আরো বলে,—‘চৈতন্য বেদান্ত পাঠ ছাড়ি’ ।
কি কার্য্যে বা করেন কীর্্তন-ছড়াছড়ি ॥১৩৪॥
সর্বদাই প্রাণায়াম—এই সে যতিধর্ম ।
নাচিবে, কাঁদিবে একি সন্ন্যাসীর কর্ম ॥ ১৩৫॥
তাহাতেই যে-সব উত্তম শ্রাসিগণ ।
তাঁরা বলে,—‘শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাজন ॥’ ১৩৬॥
কেহ বলে,—‘জানী’, কেহ, বলে,—‘বড় ভক্ত’ ।
প্রশংসেন সবে, কেহ না জানেন তত্ত্ব ॥১৩৭॥
এইমত জলক্রীড়া-রঙ্গ কুতুহলে ।
করেন ঈশ্বর-সঙ্গে বৈষ্ণবসকলে ॥১৩৮॥

‘বিষয়ী’ শব্দে গৃহস্থশ্রমে দ্বিত বিষয়বৃত্তিসম্পন্ন ॥১২৮॥
সাধারণ স্মৃতি থাকিলে বা সমুদ্র নৈতিক জীবন
হইলেই শ্রীচৈতন্যগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্যতা জীবের
হয় না। অস্বাভিলাষ, কর্ম, জ্ঞান ও যোগাদির লাভ—
অন্নভাগ্যেরই পরিচায়ক। কেবলা ভক্তিই ঐ সকল
কর্মাদি অহুষ্ঠানকে ক্ষীণপ্রভ করিতে সমর্থ। তপন
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দেবের দয়া লাভ হয় ॥১৩০॥

তথ্য। ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষো
ভক্তিরেব ভূয়সীতি । (মাঠরশ্রুতৌ ব্রহ্মসূত্রমধ্বভাষ্য ৩৩.৫০)
ভক্তিস্থঃ পরমো বিস্তুত্বৈবৈনং বশে নয়ৎ । তথৈব দর্শনং
যাতঃ প্রদত্তাভুক্তিমেষ্য ॥ (মায়াবৈভবে ঐ ৩৩.৫৪) ॥১৩০॥

ভগবৎসেবা-বিমুখী বিঃ ৩৩৭ তপস্তার বাহাদুরী দুঃখেই
পর্যাবসিত হয়। ভগবন্তুঃসেবায় নই প্রকৃত বিজ্ঞা ও
তপস্তার অধিকারী ॥১৩১॥

তথ্য। যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রততপোহ-
ক্ষয়ঃ । ব্যাখ্যাখাখ্য-সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্ত্যাদ্বৈতবানপি ॥
(ভাঃ ১১।১২৯) ন সাধ্যতি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম

উদ্ধব। ন স্বাধায়ন্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তিরমোজ্জিতা ।
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহঃ শ্রদ্ধায়া প্রিয়ঃ সত্যম্ । ভক্তিঃ
পুনতি মমিষ্টা খপাকানপি সন্তব্যং ॥ (ভাঃ ১১।১৪২০০-
২১) ॥১৩১॥

কেবলাবৈতবাদী বৈদান্তিকব্রহ্মবগণ বেদান্তের তাৎপর্য
বৃত্তিতে না পারিয়া কৃষ্ণপ্রিয়োন্নত হইবার পরিবর্তে অহঙ্কার-
পুষ্ট বিজ্ঞা-গর্বে ক্ষীত হন। তাঁহারা—তাত্ত্বিক, পণ্ডিতা-
ভিমাত্রী, সেবা-বিমুখ, অহঙ্কারবিমূঢ়া জীব-বিশেষ ॥১৩৪॥

তথ্য। ঋগেদো হি যজুর্কেনঃ সামবেদোহিপ্যর্ধর্কণঃ ।
অধীতান্তেন যেনোক্তং হরিরিত্যক্ষরধর্মঃ ॥ মা ঋচো য
যজুস্তাত মা সাম পঠি কিকন । গোবিন্দেতি হরেনাম গেয়ঃ
গায়ত্রী নিত্যশঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮১-৮২ পুত স্বন্দ-বাক্য)
বিষ্ণোরেকৈকনামপি সর্গবেদাধিকং মতম্ । তাদৃকনাম-
সহস্রৈব রামনাম সমং শ্রুতম্ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১১।১৮০
সংখ্যাপুত পান্ডুরাক্য) ভাঃ ৩৩৩৭ শ্লোক উষ্টব্য। বেদান্তা-
ভ্যাস-নিরতঃ শাস্ত্রদান্ত-জিতেন্দ্রিয়ঃ । নিবন্দো নিবহকারো
নির্মমঃ সর্গদা ভবেৎ ॥ বৃহদ্রসদীয়ে ২৫।৫৪ ॥১৩৪॥

নরেন্দ্রসেবাবরের জাহ্নবী-যমুনার সৌভাগ্য-প্রাপ্তি—
পূর্বে যেমন জলজীড়া হৈল যমুনায়ে ।
সেই সব ভক্ত লই' শ্রীচৈতন্যরায় ॥১৩৯॥
যে প্রসাদ পাইলেন জাহ্নবী-যমুনা ।
নরেন্দ্রজলেয়ো হৈল সেই ভাগ্যসীমা ॥১৪০॥
এ সকল লীলা, জীব উদ্ধার-কারণে ।
কর্মবন্ধ ছিণ্ডে ইহা শ্রবণে-পঠনে ॥১৪১॥

ভক্তগণকে লইয়া শ্রীজগন্নাথগন্দর্ভনাথ
মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে গমন—

তবে প্রভু জলজীড়া সম্পন্ন করিয়া ।
জগন্নাথ দেখিতে চলিলা সব' নৈয়া ॥১৪২॥
জগন্নাথ-দর্শনে প্রভু ও ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন—
জগন্নাথ দেখি' প্রভু সর্বভক্তগণ ।
লাগিলা করিতে সবে আনন্দে রোদন ॥১৪৩॥
জগন্নাথ দেখি' প্রভু হইল বিহবল ।
আনন্দ-ধারায় অঙ্গ তিতিল সকল ॥১৪৪॥
অধৈর্য্য-ভক্তগোষ্ঠী দেখেন সন্তোষে ।
কেবল আনন্দসিঁদু-মধ্যে সবে ভাসে ॥১৪৫॥
ভক্তগোষ্ঠীর সচল ও নিশ্চল-জগন্নাথ-দর্শনে প্রবর্তি—
তুইদিকে সচল নিশ্চল জগন্নাথ ।
দেখি' দেখি' ভক্তগোষ্ঠী হয় দণ্ডপাত ॥১৪৬॥

পূরক, কুস্তক ও বেচক-ক্রিয়া অবলম্বন করিয়া সর্বদা
অবস্থান করা অবৈষ্ণব সন্ন্যাসিক্রমণের ধর্ম, কিন্তু ত্রিবেণ-
দমনই ত্রিভূতী সন্ন্যাসীর বিচার। কৃষ্ণসেবামুখ হইয়া
মোনের পরিবর্তে কীর্তন, ভক্তবিদ্যেবীর প্রতি ক্রোধ ও
ভক্তের প্রতি মৈত্রী, আর কায়মনোবাক্যে ইন্দ্রিয়তর্পণপর
না হইয়া কৃষ্ণসেবা-পর হওয়াই প্রকৃত ত্রিভূতী যতির ধর্ম।
কিন্তু মূঢ় অহঙ্কারী জনগণ কৃষ্ণপ্রেমবশে নৃত্যগীতাদিকে
ভোগপর বৈষয়িক নৃত্যগীতাদির সমপাঠ্যে জ্ঞান করেন।
উহাই চিন্ময়মধবাবাদীর মূর্ত্তা-মাত্র ॥১০৫॥

যতিধর্ম বিলাস-সহচর শৃংগ, গন্ধাদির ধারণ-বিধি নাই।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের “প্রাপ্তিকতয়া বুদ্ধা হরিসম্বন্ধিবস্তনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যঃ কৃত্ত্ব কথ্যতে ॥”—এই

কাশীমিশ্র-কর্তৃক জগন্নাথের গলাব মালা-ধারা
সকলের অঙ্গভূষা-সাধন—
কাশীমিশ্র আনি' জগন্নাথের গলাব ।
মালা আনি' অঙ্গভূষা কৈলেন সবার ॥১৪৭॥
শিক্ষাক্ষ মহাপ্রভুর মহা ভক্তি সহকারে প্রসাদ-
নির্দোষ-গ্রহণ-লীলা-ধারা লোকশিক্ষা—
মালা লয় প্রভু মহাভয়-ভক্তি করি ।
শিক্ষাগুরু নারায়ণ শ্রীসিবেশধারী ॥১৪৮॥
বৈষ্ণব-ভুলসী-গঙ্গা-প্রসাদের ভক্তিশিক্ষাদান—
বৈষ্ণব, ভুলসী, গঙ্গা, প্রসাদের ভক্তি ।
তিহৌ সে জানেন, অণ্ডে না ধরে সে শক্তি ॥১৪৯॥
বৈষ্ণবে ভক্তিপ্রদর্শন-লীলা ধারা লোকশিক্ষা—
বৈষ্ণবের ভক্তি এই দেখান সাক্ষাত ।
মহাশ্রমী বৈষ্ণবের করে দণ্ডপাত ॥১৫০॥
সন্ন্যাসীর সম্মান—পিতারও সন্ন্যাসাশ্রমী পুত্রকে
নমস্কার—
সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে হেন ধর্ম তাঁ'র ।
পিতা আসি' পুত্রেরে করেন নমস্কার ॥১৫১॥
সন্ন্যাসী সকলেরই পুজিত, বন্দিত ও নমস্কৃত—
অতএব সন্ন্যাসাশ্রম সবার বন্দিত ।
সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার সে বিহিত ॥১৫২॥

বিচার জগতে প্রচার করিবার জন্ত প্রাজগন্নাথের মালাকা
পরম সত্ব ও সেবা-বুদ্ধি-প্রদর্শনকরে গ্রহণ করিলেন ॥১৪৮॥
শ্রীমহাপ্রভুই দ্বীয় ভক্তবৈষ্ণবরূপ ভুলসী, গঙ্গা ও
ভগবৎপ্রসাদের কিরূপ সম্মান করিতে হয়, তাহা জানেন।
মহাপ্রভু ব্যতীত অপরে ঐ সকল বস্তুর সাধারণ অপর
বস্তুর সহিত সমজ্ঞান করে ॥১৪৯॥

আশ্রমচতুষ্টয়ের মধ্যে সন্ন্যাসাশ্রমের সর্গশ্রেষ্ঠত্ব, শ্রীগৌর-
মুন্দের যতিধর্ম অবস্থিত হইয়া অপর প্রকার আশ্রমস্থিত
বৈষ্ণবদিগকে দণ্ডবৎলীলা প্রদর্শন করিতেন। যতিধর্ম
অবস্থিত বালকও স্বীয় পিতামাতার নিকট হইতে নমস্কার
পাইয়া থাকেন। পিতা পুত্রের নিত্যনমস্কৃত হইলেও পুত্রের
সন্ন্যাসের পর যতিপুত্রের সম্মান করিবেন ॥১৫০॥

সর্বমনস্কৃত সন্ন্যাস-আশ্রমের ব্যবহার উল্লঙ্ঘন করিয়াও

শিক্ষাগুরু ভগবানের বৈষ্ণবের প্রতি

প্রণতি-লীলা—

তথাপি আশ্রমধর্ম ছাড়ি বৈষ্ণবেরে ।

শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ আপনে নমস্করে ॥১৫৩॥

শ্রীগৌরসুন্দরের অকৃত্রিম তুলসী-সেবন-লীলা—

তুলসীর ভক্তি এবে শুন মন দিয়া ।

যেক্রপে কৈলেন লীলা তুলসী লইয়া ॥১৫৪॥

এক ক্ষুদ্র-ভাণ্ডে দিব্য মৃত্তিকা পুরিয়া ।

তুলসী দেখেন সেই ঘটে আরোপিয়া ॥১৫৫॥

প্রভু বলে,—“আমি তুলসীরে না দেখিলে ।

ভাল নাহি বাসো যেন মৎস্ত বিনে জলে ॥”১৫৬॥

পথে চলিতে চলিতে সংখ্যা-নাম-গ্রহণ-কালে তুলসী-

দর্শন ও তুলসীর অহুগমন—

যবে চলে সংখ্যা-নাম করিয়া গ্রহণ ।

তুলসী লইয়া অগ্রে চলে একজন ॥১৫৭॥

পশ্চাতে চলেন প্রভু তুলসী দেখিয়া ।

পড়য়ে আনন্দধারা শ্রীঅঙ্গ বহিয়া ॥১৫৮॥

সংখ্যা-নাম-কালে তুলসীর পার্শ্বে বসিয়া নাম-গ্রহণ—

সংখ্যা-নাম লইতে যে-স্থানে প্রভু বৈসে ।

তথাই রাখেন তুলসীরে প্রভু-পাশে ॥১৫৯॥

তুলসীরে দেখেন, অপেন সংখ্যা-নাম ।

এ ভক্তিমোহের তত্ত্ব কে বুঝিবে জান ॥১৬০॥

পুনঃ সেই সংখ্যা-নাম সম্পূর্ণ করিয়া ।

চলেন ঈশ্বর সঙ্গে তুলসী লইয়া ॥১৬১॥

শিক্ষাগুরুর শিক্ষা অকৃত্রিমভাবে অঙ্গসরণকারী

ব্যক্তিরই মঙ্গল—

শিক্ষাগুরু নারায়ণ যে করায়েন শিক্ষা ।

তাহা যে মানয়ে, সে-ই জন পায় রক্ষা ॥১৬২॥

জগন্নাথ-দর্শনপূর্বক নিজবাসস্থানে গমন—

জগন্নাথ দেখি, জগন্নাথ নমস্করি' ।

বাসায় চলিল। গোষ্ঠী সঙ্গে গৌরহরি ॥১৬৩॥

ভক্ত-বাহ্যকল্পিত গৌরহরি—

যে ভক্তের যেন-রূপ চিত্তের বাসনা ।

সেইরূপ সিদ্ধ করে সবার কামনা ॥১৬৪॥

ভক্তবৎসল ও ভক্তসঙ্গী মহাপ্রভু—

পুত্রপ্রায় করি' সবে রাখিলেন কাছে ।

নিরবধি ভক্ত-সব থাকে প্রভু-পাছে ॥১৬৫॥

যতেক বৈষ্ণব—গৌড়দেশে নীলাচলে ।

একত্রে থাকেন সবে কৃষ্ণ-কুতুহলে ॥১৬৬॥

শ্বেতদ্বীপনিবাসীও যতেক বৈষ্ণব ।

চৈতন্য-প্রসাদে দেখিলেক লোক সব ॥১৬৭॥

যিনি সন্ন্যাসীকে নমস্কার করেন না, স্থতিশাস্ত্র তাঁহার
প্রাশস্তিত্ত বিধান করিয়াছেন, “দেবতাং প্রতিমাং দৃষ্ট্বা
যতীকৈব ত্রিদিগুনন্ । নমস্কারং ন কুখ্যাচেতুপবাসেন
তুধ্যতি ॥” ১৫২॥

তথ্য । সন্ন্যাসস্ত তুরীয়ো যো নিক্রিয়াপাঃ সধর্মকঃ ।
ন তস্মাহুস্তমো ধর্মো লোকে কশ্চন বিজ্ঞতে ॥ নারদীয়ে
মধ্বগীতা ৫১/১৫২॥

শ্রেষ্ঠ আশ্রমে অশ্রম-নিগণ নিম্নাশ্রমস্থিত ব্যক্তিকে
আদর করিয়া থাকেন, নমস্কার করেন না । কিন্তু বৈষ্ণবকে
শিক্ষাগুরু শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নমস্কার করিয়া থাকেন ॥১৫৩॥

সংখ্যা-নাম—নির্দিষ্ট সংখ্যক নামগ্রহণ তুলসী-মালিকা
অবলম্বনপূর্বক বিধেয় । এফলে তুলসীকৃষ্ণের নিকট
বসিয়া নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম-গ্রহণ বুঝাইতেছে । যাহারা

বৃক্ষমাত্র-জ্ঞানে কৃষ্ণপ্রিয়া তুলসীকে ভক্তির অহুকুল সঙ্গ জ্ঞান
করে না, তাহাদের শিক্ষার জন্তই শ্রীগৌরসুন্দর কেশবপ্রিয়া
তুলসীর সঙ্গ করিবার লীলাভিনয় করিয়াছিলেন ।
তুলসী—তদীয় বস্তু ; কৃষ্ণপ্রিয় সেবককে লঙ্ঘন করিয়া
যাহারা কৃষ্ণসেবার অঙ্গ উদ্গ্রীব, তাহাদের চেষ্টা বিফল
হয় । “অভ্যর্চয়িত্বা গোবিন্দং তদীয়ান্যর্চয়ন্তি যে । ন তে
বিষ্ণুপ্রসাদস্ত ভাজনং দান্তিকা জনাঃ ॥”—শ্লোকটি
বিচার্য ॥১৫২॥

গৌরসুন্দর ভক্তগণকে পুত্রবৎসল্যে নিকটে রাখিয়া
সঙ্গস্থ প্রদান করেন । “যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে, তাংতথৈব
ভজামাহম্”—শ্লোকের তাৎপর্য্যাহুসারে সকল শ্রেণীর
ভক্তগণই প্রভুকে নিজ নিজ চিত্তবৃত্তির দ্বারা সেবা করিবার
সুযোগ পাইয়াছিলেন ॥১৬৫॥

অষ্টৈতাচাখ্যে উক্তি—মহাপ্রভু রূপায় এরূপ

গোলোকাবতীর অকৃত্রিম কৃষ্ণপার্শ্ব

বৈষ্ণব-দর্শন—

ত্রীমুখে অষ্টৈত-চন্দ্র বার বার কহে।

“এ সব বৈষ্ণব—দেবতারো দৃশ্য নহে ॥” ১৬৮॥

রোদন করিয়া কহে চৈতন্য-চরণে।

“বৈষ্ণব দেখিল প্রভু,—তোমার কারণে ॥১৬৯॥

এ সব-বৈষ্ণব-অবতারে অবতারি।

প্রভু অবতরে ইহা-সবে অণে করি’ ॥১৭০॥

কৃষ্ণের আজায় পার্শ্বভক্তগণের অবতার—

যে রূপে প্রভুশ্রম, অনিরুদ্ধ, সঙ্কর্ষণ।

সেইরূপ লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘন ॥১৭১॥

তাহারা যেকরূপ প্রভু-সঙ্গে অবতরে।

বৈষ্ণবেরে সেইরূপ প্রভু আজ্ঞা করে ॥১৭২॥

বৈষ্ণবের কর্ণবন্ধন-জনিত জন্ম-মৃত্যু নাই, বিষ্ণুর

সঙ্গে তাহাদের প্রকট ও অপ্রকট-লীলা—

অতএব বৈষ্ণবের জন্ম-মৃত্যু নাই।

সঙ্গে আইসেন, সঙ্গে যাতেন তথাই ॥১৭৩॥

ধর্ম-কর্ম-জন্ম বৈষ্ণবের কভু নহে।

পদ্ম-পুরাণেতে ইহা বাস্তব করি’ কহে ॥১৭৪॥

প্রমাণ—

তথা হি (পাদোত্তরখণ্ডে ২৫৭।৫৭, ৫৮)

যথা সৌমিত্রি-ভরতো যথা সঙ্কর্ষণদয়ঃ ।

তথা তেনৈব জায়ন্তে মর্ত্যালোকং যদুচ্ছয়া ॥১৭৫॥

পুনর্ভেনৈব যাস্তিস্তি তদ্বিষেধঃ শাস্তং পদম্ ।

ন কর্ণবন্ধনং জন্ম বৈষ্ণবানাঞ্চ বিজ্ঞতে ॥১৭৬॥

হেনমতে ঈশ্বরের সঙ্গে ভক্তগণ।

প্রমে পূর্ণ হইয়া থাকেন সর্বক্ষণ ॥১৭৭॥

কলশ্রুতি—

ভক্তি করি’ যে শুনয়ে এ-সব আখ্যান।

ভক্ত-সঙ্গে তা’র মিলে গৌর-ভগবান্ ॥১৭৮॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।

বন্দাবনদাস তছু পদমুগে গান ॥১৭৯॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে জলজ্জিহাদি-বর্ণনং

নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ ।

তথ্য। তত্র য়ে পুরুষাঃ খেতাঃ পক্ষেশ্রিয়বিবজ্জিতাঃ ।
প্রতিবৃদ্ধাশ্চ তে সর্বে ভক্তাশ্চ পুরুষোত্তমৈঃ ॥ (মহাভারত
৩৪৪।৫৩) অনিশ্রিয়াঃ নিরাহারাঃ অনিপ্পলাঃ সুগন্ধিনঃ ।
একান্তিনে প্তেপুরুষাঃ খেতবীপনিবাসিনঃ ॥ (মহাভারত
শান্তিঃ ৩৩৬।৩০) ॥ ১৬৭ ॥

পুণ্যপ্রভাবে জীবগণ দেবত্ব লাভ করে এবং পাপফলে
অনুবোধোন্নিতে জন্মগ্রহণ করিয়া দুষ্কর্যাসক্ত হয়। পুণ্য-
প্রভাবে যাহারা দেবতা হইয়াছেন, ভগবন্তুক্তগণ তাহাদেরও
বরণীয় দর্শনের পাত্র—শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু বারংবার এই কথা
বলিতেছেন ॥ ১৬৮ ॥

অর্থ্য। যথা সৌমিত্রি-ভরতো (ভরত-লক্ষ্মণো),
যথা চ সঙ্কর্ষণদয়ঃ (মহাসঙ্কর্ষণস্ত অংশকলাত্বতয়া ইত্যর্থঃ)
যদুচ্ছয়া (স্নাতশ্রোণ) মর্ত্যালোকং জায়ন্তে (লীলাবিশেষ-
সম্পাদনার্থং আবির্ভবন্তি—তেষাং শৌকজন্মনোহভাবাৎ
আবির্ভাব এব জন্ম ইত্যর্থঃ), তথা বৈষ্ণবাঃ (নিত্যমুক্তা

ভগবৎপায়দাঃ) তেনৈব (ভগবতা সইহব) আবির্ভবন্তি ।
পুনশ্চ তেনৈব (ভগবতা সইহব) বিক্ষোঃ তদ্
শাস্তং (নিত্যং) পদং (দাম, বদাম ইত্যর্থঃ) যাস্তিস্তি
(তিরোভবিষ্টি, তেষাং প্রাকৃতবৎ দেহত্যাগাভাবাৎ)
বৈষ্ণবানাঞ্চ (বিষ্ণুভক্তানাংপি) কর্ণবন্ধনং (কর্ণফলেহতুং)
জন্ম (প্রাকৃতশরীর গ্রহণং) ন বিজ্ঞতে । যথা বৈষ্ণবানাং
কর্ণবন্ধনং (কর্ণফলেন সাংসারবন্ধনং) জন্ম চ ন বিজ্ঞতে ॥
১৭৫—১৭৬ ॥

অনুবাদ। যেকরূপ স্মিত্রা-নন্দন ভরত ও লক্ষ্মণ, আর
যেকরূপ সঙ্কর্ষণাদি ভগবদ্বিগ্রহসকল স্বতন্ত্রেচ্ছাবশতঃ প্রপঞ্চে
প্রাকৃতভূত হন তদ্রূপ ভগবৎপার্শ্ব বৈষ্ণবগণও ভগবানেরই
সহিত আবির্ভূত হন এবং পুনরায় সেই ভগবানের সঙ্গেই
বিষ্ণুর সেই নিত্যধামে গমন করেন। বৈষ্ণবগণেরও
বিষ্ণুর দ্বারা কর্ণবন্ধনজনিত জন্ম নাই ॥ ১৭৫—১৭৬ ॥

ইতি ‘গৌড়ীয়-ভাষ্যে’ অষ্টম অধ্যায় সমাপ্ত ।

নবম অধ্যায়

নবম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে নীলাচলে অধৈতাচার্যের বাসভবনে একেশ্বর মহাপ্রভুর ভিক্ষা, নবদ্বীপাগত পণ্ডিত দামোদরের নিকট মহাপ্রভুর শচীমাতার বিষ্ণুভক্তি-সম্বন্ধে প্রশ্ন, লক্ষেশ্বর অর্থাৎ লক্ষনামগ্রহণকারী ব্যতীত মহাপ্রভুর অপরের গৃহে ভিক্ষাত্যাগ, ত্রীকেশবভারতীর নিকট জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ের প্রশ্নমুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বের বিচার-শ্রবণে আনন্দ; অধৈতাচার্যের আজ্ঞায় নিখিল ভক্তের চৈতন্যাবতার-সম্বন্ধে সংকীর্ণন, ত্রীরূপ-সনাতন-মিলন ত্রীময়মহাপ্রভু-কর্তৃক শাকরমল্লিককে তৃতীয় সংস্কারস্বরূপ 'সনাতন'-নাম-প্রদান, মহাপ্রভুর ত্রীবাসের নিকট অধৈত-তত্ত্ব-প্রশ্নমুখে অধৈতের উপাদান-কারণাস্তর্য্যামিত্ব-পতিপাদন, ভাগবতীয় ভৃগুর উপাখ্যান-দ্বারা কৃষ্ণের পরাংপরত্ব ও মহাভাগবত বৈষ্ণবের আচরণের অচিন্ত্য ও চূরবগাহিত্ব-নির্ণয় প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহাপ্রভু বাল্যকালে যে-সকল দ্রব্য ভোজন করিতে ভালবাসিতেন, সেই সকল দ্রব্যসম্ভার লইয়া বৈষ্ণববৃন্দ নীলাচলে আসিয়াছেন এবং পাক-নিপুণা বৈষ্ণবগৃহিণীগণ এই সকল দ্রব্য-সহযোগে নানাবিধ বাজনাদি রন্ধন করিলে ভক্তবৎসল প্রভু ভক্তবৃন্দের ভিক্ষা স্বীকার করিতেছেন। একদিন অধৈতপ্রভু মহাপ্রভুকে ভিক্ষার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া বহুশ্রেণী প্রভুর অন্ন রন্ধন করিলেন এবং অধৈত-গৃহিণী পাক-কার্যের দ্রব্যাদির সজ্জা করিয়া আচার্যের সাহায্য করিলেন। ত্রীঅধৈতাচার্যের অভিলাষ, তিনি মহাপ্রভুকে একাকী মনের সাথে খাওয়াই, হঠাৎ দৈবদুর্ঘ্যোগ উপস্থিত হওয়ায় যে সকল সম্মাসী সচরাচর মহাপ্রভুর সহিত ভিক্ষা করেন, তাঁহারা মহাপ্রভুর সঙ্গবিচ্যুত হইলেন এবং মহাপ্রভু একাকীই অধৈতের বাসার ভিক্ষার্থ আগমন করিয়া অধৈতের অভিলাষ পূর্ণ করিলেন। ইহু ঋতুষ্টি প্রদান করিয়া আচার্যের কৃষ্ণসেবার আশুক্ল্যা বিধান করিয়াছেন

বলিয়া অধৈতাচার্য ইহুকে কৃষ্ণসেবকরূপে গ্ৰহণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুও অধৈতাচার্যের হৃদয় আনিয়া অধৈতের মহিমা কীর্তনমুখে বলিলেন যে, যাঁহার সঙ্গর স্বয়ং কৃষ্ণ পরিপূর্ণ করিতে বাধ্য, ইহু তাঁহার আজ্ঞা পালন করিবেন, ইহাতে আর আশ্চর্য্যের কথা কি? যে সকল অধৈতামুগ্ধকব ত্রীঅধৈতাচার্যের শ্রীচৈতন্যমুগ্ধতা স্বীকারের পরিবর্তে অন্ন বিচার আবাহন করেন, তাহারা আচার্যের অদৃশ। নবদ্বীপ হইতে প্রত্যাগত পণ্ডিত দামোদরকে মহাপ্রভু শচীমাতার বিষ্ণুভক্তিবিশেষ প্রশ্ন করিলে নিরপেক্ষ দামোদর শচীমাতাকে 'মুণ্ডিতী বিষ্ণুভক্তি' বলিয়া কীর্তন করেন এবং 'আই' শব্দের মাহাত্ম্য প্রকাশ করেন। লোক-শিক্ষার্থই লোকশিক্ষক-লীল মহাপ্রভু ত্রৈলোক্য প্রশংসী করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ সেবা-প্রবৃত্তির বিষয় জিজ্ঞাসাই প্রকৃত কুণ্ডল-জিজ্ঞাসা; বিষ্ণুভক্তই প্রকৃত সম্পত্তিশালী। মহাপ্রভু একমাত্র লক্ষনামগ্রহণকারী লক্ষেশ্বরের গৃহ ব্যতীত অপর কাহারও গৃহে ভিক্ষা স্বীকার করেন না, ইহাই তিনি নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণকে জানাইতেন। একজন মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবার অহুবাধে অনেকেই লক্ষ নাম গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। একদিন ত্রীময়মহাপ্রভু ত্রীকেশব-ভারতীর নিকট 'জ্ঞান' ও 'ভক্তির' মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ এই প্রশ্ন করিলে শ্রীভারতীপাদ বলিলেন—'ভক্তি'ই—সর্বশ্রেষ্ঠ; যেহেতু, ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাস, সনকাদি, যুধিষ্ঠিরাদি, শ্রীশ্রী, পৃথু, ধ্রুব, অক্রুর, উদ্ধবাদি যাবতীয় শ্রেষ্ঠ মহাজনই পরমেশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তিপ্রার্থনা করিয়াছেন, ইহাদের বেহ পূর পূর জ্ঞানামুদাগ-স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়াও ভক্তি যাজ্ঞা করিয়াছেন, স্তুতবাং তর্কপথ পরিত্যাগ করিয়া মহাজনামুদোদিত ভক্তিপথই সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বজীবের একমাত্র বরগীয় বস্তু। মহাপ্রভু ভারতীর বাক্যানুনিয়া আনন্দপ্রকাশ ও নৃত্যকীর্তন করিলেন। একদিন ত্রীঅধৈতাচার্যের আজ্ঞায় যাবতীয় ভক্ত মিলিয়া ত্রীচৈতন্যাবতারের নাম-স্তব-লীলাদি কীর্তন আরম্ভ করিলে

আচার্য্য নৃত্য ও হুকার করিতে লাগিলেন। আচার্য্য নিজের শ্রীচৈতন্যাবতারের গান রচনা করিয়া তাহা ভক্তগণ-সহ কীর্ত্তন করিতে করিতে নৃত্য করিলেন। কীর্ত্তন-ধ্বনি শ্রবণ করিয়া মহাপ্রভু কীর্ত্তনস্থানে আগমন করিলে অষ্টৈতাচার্য্যের নেতৃত্বে ভক্তগণ আরও অধিকতর উল্লাসের সহিত শ্রীচৈতন্যাবতারের নাম-গুণ-লীলা-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন। লোকশিক্ষক মহাপ্রভু নিজ ভক্তভাব স্বীকারকারী প্রচ্ছন্ন অবতারের তাৎপর্য্য-সংরক্ষণার্থ স্থানত্যাগ করিলেন এবং বাসায় গমনপূর্ব্বক কোপলীলায় শয়ন করিলেন। শ্রীমদ-প্রমুখ ভক্তবৃন্দ প্রভুর বাসায় উপস্থিত হইলে মহাপ্রভু তাঁহার প্রচ্ছন্ন অবতারে আত্মগোপনের কথা ইহিতে জানাইলে শ্রীমদ 'হস্তে ধরা স্বর্গ্যাচ্ছাদনে'র সঙ্কেত করিয়া জানাইলেন যে, স্বপ্রকাশ বস্তুকে কখনও আচ্ছাদন করিয়া লুকাইয়া রাখা যায় না। বরং হস্তে ধরা স্বর্গ্যাচ্ছাদন সম্ভব, তথাপি যে শ্রীচৈতন্যাবতারের জয়-বোধ্যাঙ্গসমূহ হিমাচলপরিব্যাপ্ত হইয়াছে, তাহাকে গোপন করা অসম্ভব; এমন সময় অকস্মাৎ শ্রীচৈতন্যাবতারের নাম রূপ গুণ-লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে বিভিন্ন দেশবাসী অসংখ্য ভক্তবৃন্দ তথায় উপস্থিত হইলে শ্রীমদ সঙ্কটক বৈষ্ণবগণের আচরণ সমর্জন করিবার আরও সুযোগ হইল। তাহাতে মহাপ্রভু নিজ পরাজয় স্বীকার-পূর্ব্বক ভক্তমহিমা বাড়াইলেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের অবতারিত্ব প্রোক্তপ্রণালীতে গ্রাহ্য। শ্রীঅষ্টৈত-নিত্যানন্দাদি ষাঁহাকে পরতত্ত্ব অবতারী বলিয়া স্বীকার করেন, ষাঁহাতে শ্রীকৃষ্ণের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত, তাঁহাকে পরতত্ত্ব না বলিয়া অত

বিচারের আবাহন পাষণ্ডতামাত্র। শ্রীমদমহাপ্রভুর সন্নিধানে শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন আগমন করিয়া আত্মদৈন্ত প্রকাশ করিলে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের বৈবাগ্যের প্রশংসা করিলেন এবং প্রেমভক্তিলভের অত্র শ্রীঅষ্টৈতাচার্য্য প্রভুর চরণে প্রণত হইতে বলিলেন। মহাপ্রভু অষ্টৈতাচার্য্যকে 'ভক্তির ভাণ্ডারী' বলিলে আচার্য্য মহাপ্রভুকে ভাণ্ডারের মালিক এবং মালিকের আদেশেই ভাণ্ডারীর ভাণ্ডারের দ্রব্য-প্রদানের ক্ষমতা বা মহাপ্রভুর অধীনত্ব জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনকে মথুরামণ্ডলে গমনপূর্ব্বক পশ্চিমদেশীয় ব্যক্তিগণকে অনাচার ও দুরাচারের হস্ত হইতে উদ্ধার পূর্ব্বক তথায় শুদ্ধভক্তি প্রচারার্থ আদেশ করিলেন। মহাপ্রভু শাকরমল্লিককে তৃতীয় সংস্কারসূচক 'সনাতন'-নাম প্রদান করিলেন। শ্রীমদের নিকট মহাপ্রভু অষ্টৈতের বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীমদ শ্রীঅষ্টৈতাচার্য্যকে শুক-প্রহ্লাদাদির সমান বৈষ্ণব বলিলে মহাপ্রভু ক্রোধলীলা প্রকাশ পূর্ব্বক শ্রীবাসকে ছিপযষ্টি লইয়া মারিতে গেলেন এবং পুণ্যপুণ্য উপাদানকারণ-অনুধ্যায়ী মহাবিশু-অবতার শ্রীঅষ্টৈতের নিকট শুকপ্রহ্লাদাদি বালকমাত্র জানাইলেন। মহাপ্রভুর সিদ্ধবৈষ্ণবের বিষম ব্যবহারের অচিন্ত্য ও অসম্ভবের কথা ভাগবতের দশমস্কন্ধীয় তৃতীয় উপাখ্যানের দ্বারা সমাধান এবং কেবলমাত্র কৃষ্ণকৃপা ও কৃষ্ণচরণে শরণ-গ্রহণ ফলেই দুঃখব্যাধি চরিত্র উপলব্ধির বিষয় হয়, ইহা জানাইয়া অধ্যায়ের উপসংহার করিয়াছেন। (গী: ভা:)

জয়-কীর্ত্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য রম্যাকাশ ।

জয় সর্ব্ব-বৈষ্ণবের বদন্ত একান্ত ॥১॥

গৌরনারায়ণ-চরণে কৃপা প্রার্থনা—

জয় জয় কৃপাময় শ্রীবৈকুণ্ঠ-নাথ ।

জীব প্রীতি কর প্রভু, শুভদৃষ্টিপাত ॥২॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব—অবতারী কৃষ্ণ, হুতরাং রমেশ বিষ্ণুর মূল আকর; তন্মত্ব তিনি রম্যাকাশ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাক, উদ্যত কৃষ্ণচয় ॥ ১ ॥

হাত, লম্বা, বাৎসল্য ও মধুর—এই সর্ব্ববশীলিত ভক্তেরই উপাত্ত কৃষ্ণচয় ॥ ১ ॥

ভক্তগোষ্ঠীর প্রভুর সঙ্গে কীৰ্ত্তনানন্দে অবস্থিতি—
হেনমতে ভক্তগোষ্ঠী ঈশ্বরের সঙ্গে ।

খাকিলা পরমানন্দে সংকীৰ্ত্তন-রঙ্গে ॥৩॥

প্রভুপ্রেমবন্ধ ভক্তগণের প্রভুর জন্ম প্রভুর শিশুকালের

প্রিয়-সামগ্রী সঙ্গে আনয়ন—

যে-জ্যেব্যে প্রভুর প্রীত পূৰ্বে শিশুকালে ।

সকল জানেন তাহা বৈষ্ণবমণ্ডলে ॥৪॥

সেই সব জ্যেব্য সবে প্রেমযুক্ত হৈয়া ।

আনিয়াছে যত সব প্রভুর লাগিয়া ॥৫॥

প্রভুপ্রিয়জ্যেব্য-রক্ষন ও প্রভুকে নিমন্ত্রণ—

সেই সব জ্যেব্য প্রীতে করিয়া রক্ষন ।

ঈশ্বরেরে আসিয়া করেন নিমন্ত্রণ ॥৬॥

ভক্তজ্যেব্য-গ্রহণে প্রভুর প্রীতি—

যে দিনে যে ভক্তগৃহে হয় নিমন্ত্রণ ।

তাহাই পরম প্রীতে করেন ভোজন ॥৭॥

বৈষ্ণবগৃহিণীগণ লক্ষীর অংশ ; রক্ষন-সেবায় পরম-নিপুণা—

শ্রীলক্ষ্মীর অংশ—যত বৈষ্ণব-গৃহিণী ।

কি বিচিত্র রক্ষন করেন নাহি জানি ॥৮॥

তাহাদের মুখে অমূল্য কৃষ্ণনাম—

নিরবধি সবার নয়নে প্রেমধার ।

কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ বদন সবার ॥৯॥

প্রভুর পূরপ্রিয় ব্যাঞ্জনাদি-রক্ষন-দ্বারা বৈষ্ণবীগণের

মহাপ্রভুর সেবা—

পূৰ্বে ঈশ্বরের প্রীতি যে-সব ব্যাঞ্জে ।

নবদ্বীপে শ্রীবৈষ্ণবী সবে তাহা জানে ॥১০॥

প্রেমযোগে সেইমত করেন রক্ষন ।

প্রভুও পরম-প্রেমে করেন ভোজন ॥১১॥

ভিকার জন্ম অধৈতের প্রভুকে অমুরোধ—

একদিন শ্রীঅধৈতসিংহ মহামতি ।

প্রভুরে বলিলা,—“আমি কক্ষ কর ইথি ॥১২॥

মুঠোক তগুল প্রভু, রাখিব আপনে ।

হস্ত মোর ধস্ত হউ তোমার ভক্ষণে ॥” ১৩॥

বৈষ্ণবগৃহিণীগণ—শ্রীলক্ষ্মীরই অংশ । ভগবানের দাস-
দাসী জীবগণ—ভগবদ্ধক্তির বিভিন্নাংশ হইলেও স্বরূপতঃ
তটহা-শক্তির পরিণতি, সুতরাং শক্ত্যংশ । স্বরূপ-বোধের

প্রভুর উক্তি :—আচার্য্যপ্রাপ্ত অন্ন কৃষ্ণভক্তি-সাধক

ও প্রভুর পরমপ্রিয় বস্তু—

প্রভু বলে,—“যে জন তোমার অন্ন খায় ।

‘কৃষ্ণ-ভক্তি’, ‘কৃষ্ণ’ সেই পায় সর্ব্বথায় ॥১৪॥

আচার্য্য, তোমার অন্ন আমার জীবন

তুমি খাওয়াইলে হয় কৃষ্ণের ভোজন ॥১৫॥

তুমি যে নৈবেদ্য কর করিয়া রক্ষন ।

মাগিয়াও খাইতে আমার তথি মন ॥১৬॥

অধৈত-আচার্য্যের আনন্দ—

শুনিলে প্রভুর ভক্তবৎসলতা-বাণী ।

কি আনন্দে অধৈত ভাসেন নাহি জানি ॥১৭॥

অধৈতের বাসায় প্রত্যাবর্তন ; মহাপ্রভুর ভিক্ষার সজ্জা

অধৈতগৃহিণীর রক্ষনাদি-কার্য্য—

পরম সন্তোষে তবে বাসায় আইলা ।

প্রভুর ভিক্ষার সজ্জ করিতে লাগিলা ॥১৮॥

লক্ষ্মী-অংশে জন্ম—অধৈতের পতিব্রতা ।

লাগিলা করিতে কার্য্য হই’ হরষিতা ॥১৯॥

অধৈতপত্নী-কর্তৃক গোড়দেশানীত প্রভুপ্রিয়-

জ্যেব্যাদি-প্রদান—

প্রভুর প্রীতের জ্যেব্য গোড়দেশে হৈতে ।

যত আনিয়াছেন সব লাগিলেন দিতে ॥২০॥

অধৈতের স্বহস্তে রক্ষন—

রক্ষনে বসিলা শ্রীঅধৈত মহাশয় ।

চৈতন্যচন্দ্রেরে করি’ হৃদয়ে বিজয় ॥২১॥

পতিব্রতা ব্যাঞ্জনের পরিপাটি করে ।

যতেক প্রকার করে যেন চিত্তে ক্ষুরে ॥২২॥

বিবিধ প্রভুপ্রিয়-শাক-রক্ষন—

‘শাকে ঈশ্বরের বড় প্রীতি’ ইহা জানি ।

নানা শাক দিলেন—প্রকার দশ আনি’ ॥২৩॥

আচার্য্য রাখেন, পতিব্রতা কার্য্য করে ।

তুই জনা ভাসে যেন আনন্দমাগরে ॥২৪॥

অভাবে তাহাদের অন্তর্থা-রূপে স্বরূপভ্রান্তি, কিন্তু বৈষ্ণব-
গৃহিণীগণ নিজ অন্তর্থা-রূপের পরিবর্তে সূক্ষ্মবাহ্য হরি-
সেবা-পর্য্যাপ্ত ॥ ৮ ॥

অধৈতের চিন্তা :—সন্ন্যাসীগোষ্ঠীসহ প্রভুর আগমনে

প্রভুর ভিক্ষা-সঙ্কোচ-সম্ভাবনা—

অধৈত বলেন,—“শুন কৃষ্ণদাসের মাতা !
তোমারে কহি যে আমি এক মনঃকথা ॥২৫॥
যত কিছু এই মোরা করিলু’ সম্ভার ।
কোনরূপে প্রভু সব করেন স্বীকার ॥২৬॥
যদি আসিবেন সন্ন্যাসীর গোষ্ঠী লৈয়া ।
কিছু না খাইব তবে, জানি আমি ইহা ॥২৭॥
অপেক্ষিত যত যত মহাস্ত সন্ন্যাসী ।
সবেই প্রভুর সঙ্গে ভিক্ষা করেন আসি’ ॥২৮॥
সবেই প্রভুরে করেন পরম অপেক্ষা ।
প্রভু-সঙ্গে সবে আসি’ শ্রীতে করেন ভিক্ষা ॥২৯॥
অন্তরে প্রভুর একাকী ভিক্ষার্থ আগমন-কামনা—
অধৈত চিন্তেন মনে, “হেন পাক হয় ।
একেশ্বর প্রভু আসি’ করেন বিজয় ॥৩০॥
তবে আমি ইহা সব পারি খাওয়াইতে ।
এ কামনা মোর সিদ্ধ হয় কোন্ মতে ॥” ৩১॥
এইমত মনে চিন্তে অধৈত-আচার্য্য ।
রন্ধন করেন মনে ভাবি’ সেই কার্য্য ॥৩২॥

প্রভু ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়ার সঙ্কল্প

করিয়া বহির্গমন—

ঈশ্বরও করিয়া সংখ্যা-নামের গ্রহণ ।
মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়া করিবারে হৈল মন ॥৩৩॥
যে-সব সন্ন্যাসী প্রভুসঙ্গে ভিক্ষা করে ।
তাঁ’রা-সব চলিলা মধ্যাহ্ন করিবারে ॥৩৪॥

অধৈতের অভিলাষাত্মক দৈব-দুর্যোগ—

হেনকালে মহা ঝড়-বৃষ্টি আচম্বিতে ।
আরম্ভিলা দেবরাজ অধৈতের হিতে ॥৩৫॥
শিলাবৃষ্টি চতুর্দিকে বাজে ঝন্ঝন ।
অসম্ভব বাতাস, বৃষ্টির নাহি সীমা ॥৩৬॥
সর্বদিগ অন্ধকার হইল ধুলায় ।
বাসায় যাইতে কেহ পথ নাহি পায় ॥৩৭॥

হেন ঝড় বহে, কেহ স্থির হৈতে নারে ।

কেহ নাহি জানে কোথা লৈয়া যায় কারে ॥৩৮॥

অধৈতের রন্ধন-কাণ্ডের স্থানে ঝড়বর্ষার বহু প্রকাশ—

সবে যথা শ্রীঅধৈত করেন রন্ধন ।

তথা মাত্র হয় অল্প ঝড় বরিষণ ॥৩৯॥

দুর্যোগে প্রভুর ভিক্ষার সদা সন্ন্যাসিগণের

পরস্পর সঙ্গ-বিচ্ছেদ—

যত শ্রাস্তী ভিক্ষা করে প্রভুর সংহতি ।

নাহিক উদ্দেশ্য কারো কেবা গেলা কতি ॥৪০॥

অধৈতের ভোগসঙ্কা—

এথা শ্রীঅধৈতসিংহ করিয়া রন্ধন ।

উপস্করি’ থুইলেন শ্রীঅন্নব্যঞ্জন ॥৪১॥

ঘৃত, দধি, দুগ্ধ, সর, নবনী, পিষ্টক ।

নানাবিধ শর্করা, সন্দেশ, কদলক ॥৪২॥

একেশ্বর মহাপ্রভুর আগমনের অল্প অধৈতের ধ্যান—

সবার উপরে দিয়া তুলসী-মঞ্জরী ।

ধ্যানে বসিলেন আনিবারে গৌরহরি ॥৪৩॥

একেশ্বর প্রভু আইসেন যেন-মতে ।

এইমত মনে ধ্যান করেন অধৈতে ॥৪৪॥

একেশ্বর মহাপ্রভুর অধৈত-গৃহে আগমন—

সত্য গৌরচন্দ্র অধৈতের ইচ্ছাময় ।

একেশ্বর মহাপ্রভু করিলা বিজয় ॥৪৫॥

“হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ” বলি’ প্রেমসুখে ।

প্রত্যক্ষ হইলা আসি’ অধৈত-সন্মুখে ॥৪৬॥

অধৈতের প্রভুকে নমস্কার ও আসন-প্রদান—

সম্মুখে অধৈত পাদপদ্মে নমস্করি’ ।

আসন দিলেন, বসিলেন গৌরহরি ॥৪৭॥

সপত্নীক অধৈতের মনের সাধে সেবা—

ভিন্ন সঙ্গ কেহ নাহি, ঈশ্বর কেবল ।

দেখিয়া অধৈত হৈলা আনন্দে বিহ্বল ॥৪৮॥

হরিশ্বে করেন পত্নীসহিতে সেবন ।

পাদপ্রক্ষালিয়া দেন চন্দন-ব্যঞ্জন ॥৪৯॥

কৃষ্ণদাস—অধৈতপ্রভুর পুত্র কৃষ্ণমিশ্র ॥২৫॥

সংখ্যা-নাম—নির্ভঙ্ক করিয়া নিরূপিত সংখ্যার শ্রীভগ-

ব্রহ্মমোক্ষারণ, ইহার বিপরীত অসংখ্যাত নামগ্রহণ ।

‘গ্রহণ’—শব্দে ‘কীর্জন’ বুঝায় ॥৩৩॥

বসিলেন গৌরচন্দ্র আনন্দ-ভোজনে ।
অধৈত করেন পরিবেশন আপনে ॥৫০॥
যতেক ব্যঞ্জন দেন অধৈত হরিষে ।
প্রভুও করেন পরিগ্রহ প্রেমরসে ॥৫১॥
যতেক ব্যঞ্জন প্রভু ভোজন করেন ।
সকলের কিছু কিছু অবশ্য এড়েন ॥৫২॥
অধৈতেরে গৌরচন্দ্র বলেন হাসিয়া ।
“কেনে এড়ি ব্যঞ্জন, জানহ তুমি ইহা ? ৫৩॥
যতেক ব্যঞ্জন খাই, চাহি জানিবার ।
অতএব কিছু কিছু এড়িয়ে সবার ॥” ৫৪॥

মহাপ্রভুর অধৈতের রন্ধন-প্রশংসা—

হাসিয়া বলেন প্রভু,—“শুনহ আচার্য্য !
কোথায় শিখিলি এত রন্ধনের কার্য্য ? ৫৫॥
আমি ত এমত কছু নাহি খাই শাক ।
সকলি বিচিত্র—যত করিয়াছ পাক ॥” ৫৬॥

ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগোবিন্দ—

যত দেন শ্রীঅধৈত, প্রভু সব খায় ।
ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীগৌরানন্দায় ॥৫৭॥
দধি, দুধ, ঘৃত, সর, সন্দেশ অপার ।
যত দেন, প্রভু সব করেন স্বীকার ॥৫৮॥
ভোজন করেন শ্রীচৈতন্য-ভগবান্ ।
অধৈতসিংহের করি’ পূর্ণ মনস্কাম ॥৫৯॥

অধৈতের ইন্দ্রস্তব—

পরিপূর্ণ হৈল যদি প্রভুর ভোজন ।
তখনে অধৈত করে ইন্দ্রের স্তবন ॥৬০॥
কৃষ্ণসেবার আনন্দকর্য্য ইন্দ্রের বৈষ্ণব ও পূজ্যহ—
“আজি ইন্দ্র, জানিহু তোমার অনুভব ।
আজি জানিলাও তুমি নিশ্চয় ‘বৈষ্ণব’ ॥৬১॥
আজি হৈতে তোমারে দিবাও পুষ্পজল ।
আজি ইন্দ্র, তুমি মোরে কিনিলা কেবল ॥” ৬২॥

এড়েন—অবশিষ্ট রাখেন, পরিত্যাগ করেন ॥ ৫২ ॥

প্রভু-কর্তৃক অধৈতের ইন্দ্রস্তবের কারণ—

জিজ্ঞাসা—

প্রভু বলে,—“আজি যে ইন্দ্রের বড় স্তুতি ।
কি হেতু ইহা ? কহ দেখি মোর প্রতি ॥” ৬৩॥

অধৈতাচার্য্যের গোপন করিবার চেষ্টা—

অধৈত বলেন,—“তুমি করহ ভোজন ।
কি কার্য্য তোমার ইহা করিয়া শ্রবণ ॥” ৬৪॥

অদ্বৈতামী গৌরমুন্দরের উক্তি—দৈব-দুর্যোগ

অধৈতাচার্য্যের ইচ্ছায়ই সজ্বলিত—

প্রভু বলে,—“আর কেনে লুকাও আচার্য্য !
যত বড়-বৃষ্টি—সব তোমারি সে কার্য্য ॥৬৫॥
ঝড়ের সময় নহে, তবে অকস্মাত ।
মহাঝড়, মহাবৃষ্টি, মহাশীলাপাত ॥৬৬॥
তুমি ইচ্ছা করিয়া সে এ সব উৎপাত ।
করাইয়া আছ, তাহা বুঝিল সাক্ষাত ॥৬৭॥
যে লাগি’ ইন্দ্রের দ্বারা করাইলা ইহা ।
তাহা কহি এই আমি বিদিত করিয়া ॥৬৮॥
‘সন্ন্যাসীর সঙ্গে আমি করিলে ভোজন ।
কিছু না খাইব আমি এই তোমার মন ॥৬৯॥
একেশ্বর আইলে সে আমারে সকল ।
খাওয়াইয়া নিজ ইচ্ছা করিবা সফল ॥৭০॥
অতএব এ সকল উৎপাত সৃজিয়া ।
নিষেধিলে ন্যাসিগণ মনে আজ্ঞা দিয়া ॥’ ৭১॥

অধৈতাচার্য্যের সেবা করায় ইন্দ্রের সৌভাগ্য—

ইন্দ্র আজ্ঞাকারী এ তোমার কোন্ শক্তি ।
ভাগ্য সে ইন্দ্রের, যে তোমারে করে ভক্তি ॥৭২॥

যথং কৃষ্ণ বাহার বাক্যপালনকারী, তাঁহার আজ্ঞার

বড়বর্ধার আবির্ভাব নগণ্য—

কৃষ্ণ না করেন বা’র সঙ্কল্প অশুভা ।
যে করিতে পারে কৃষ্ণ-সাক্ষাৎ সর্ব্বথা ॥৭৩॥

অনুভব—প্রভাব, মহিমা ॥ ৬১ ॥

কৃষ্ণচক্ষুর্বাঁ'র বাক্য করেন পালন ।
 কি অদ্ভুত তা'রে এই ঝড় বরিষণ ॥৭৪॥
 যম, কাল, মৃত্যু বাঁ'র আচ্ছাদি শিরে ধরে ।
 বাঁ'র পদ বাঞ্ছে যোগেশ্বর মূলীশ্বরে ॥৭৫॥
 যে-তোমা'-স্মরণে সর্ববন্ধবিমোচন ।
 কি বিচিত্র তা'রে এই ঝড় বরিষণ ॥৭৬॥
 তোমা' জানে হেন জন কে আছে সংসারে ।
 তুমি কৃপা করিলে সে ভুক্তিফল ধরে ॥ ৭৭॥
 অষ্টৈতাচার্যের বৈষ্ণবী-প্রতিষ্ঠা-বরণ, প্রভু'র সেবক-
 স্ত্রে এইরূপ বল নিত্যকাম্য—
 অষ্টৈত বলেন,—“তুমি সেবকবৎসল ।
 কাম্যমনোবাক্যে আমি ধরি এই বল ॥৭৮॥
 সর্বকাল-সিংহ আমি তোর ভুক্তিবলে ।
 এই বর—‘মোরে না ছাড়িবা কোন কালে’ ॥” ৭৯॥
 এইরূপ পরস্পরের কথ্য-প্রসঙ্গে প্রভুর
 ভোজন-সমাপ্তি—
 এইমত দুই প্রভু বাক্যবাক্য-রসে ।
 ভোজন সম্পূর্ণ হৈল আনন্দবিশেষে ॥৮০॥
 অষ্টৈতাচার্যের শ্রীমুখের কথা-অবিধাসকারী অষ্টৈতাচার্য
 নামের কলঙ্ক ও অষ্টৈতের অদৃশ্য—
 অষ্টৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা
 সত্য সত্য সত্য ইথে নাহিক অশ্রুত ॥৮১॥
 শুনিতে এ সব কথা যা'র প্রীতি নয় ।
 সে অধম অষ্টৈতের অদৃশ্য নিশ্চয় ॥৮২॥
 হরি-শঙ্করের যেন প্রীতি সত্য কথা ।
 অবুধ প্রাকৃত জনে না বুঝে সর্বথা ॥৮৩॥
 একের অপ্রীতি হয় দোহার অপ্রীতি ।
 হরি-হরে যেন তেন—চৈতন্য-অষ্টৈত ॥৮৪॥

শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু কেবলমাত্র শ্রীমহাপ্রভুকে ভোজন
 করাইয়া প্রীতিলাভ করিবেন, বাসনা করায়, দেবরাজ ইন্দ্র
 দৈবদ্রুক্ষিপাক ঘটাইয়া তাঁহার সহিত অপর যতিগণের
 আসিবার সুযোগ দেন নাই, তৎকালে মহাপ্রভু একাকী
 আসায়, অষ্টৈতপ্রভু সর্বাঙ্গব্যবহারে তাঁহাকে ভোজন
 করাইয়া পরিতুষ্ট করাইয়াছিলেন । এই কথা শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু

নিরবধি অষ্টৈত এ সব কথা কয় ।
 জগতের জ্ঞান লাগি' কৃপালু হৃদয় ॥৮৫॥
 অষ্টৈতের বাক্য বৃন্নিবার শক্তি বাঁ'র ।
 জানিহ ঈশ্বর সঙ্গে ভেদ নাহি তাঁ'র ॥৮৬॥
 শ্রীচৈতন্য-অষ্টৈত-সীলপ্রসঙ্গ-শ্রবণে কল্যাণ-ফল-লাভ—
 ভুক্তি করি' যে শুনয়ে এ-সব আখ্যান ।
 কৃষ্ণে ভক্তি হয় তাঁ'র সর্বত্র কল্যাণ ॥৮৭॥
 শ্রীমহাপ্রভু'র বাসায় প্রত্যাবর্তন—
 অষ্টৈতসিংহের করি' পূর্ণ মনস্কাম ।
 বাসায় চলিলা শ্রীচৈতন্য-ভগবান্ ॥৮৮॥
 ভক্তবাহু-পূর্বকারী—ভগবান্ গৌরহরি—
 এই মত শ্রীবাসাদি-ভক্তগণ-ঘরে ।
 ভিক্ষা করি' সবাইরেই পূর্ণ কাম করে ॥৮৯॥
 অমুক্ষণ ভক্তগোষ্ঠীসহ সংকীর্ণন-নৃত্য—
 সর্বগোষ্ঠী লই' নিরবধি সঙ্কীর্ণন ।
 নাচায়েন নাচেন আপনে অমুক্ষণ ॥৯০॥
 নবদ্বীপাগত দামোদরপণ্ডিতের নিকট শটীমাতার
 বিমুগ্ধভক্তি-সম্বন্ধে প্রভুর প্রশ্ন—
 দামোদর পণ্ডিত আইরে দেখিবারে ।
 গিয়াছিল। আই দেখি' আইলা সঙ্ঘরে ॥৯১॥
 দামোদর দেখি' প্রভু আনিয়া নিভৃত্তে ।
 আইর বৃত্তান্ত লাগিলেন জিজ্ঞাসিতে ॥৯২॥
 প্রভু বলে,—“তুমি যে আছিল। তান কাছে ।
 সত্য কহ, আইর কি বিমুগ্ধভক্তি আছে ?” ৯৩॥
 নিরপেক্ষ দামোদরের উত্তর—
 পরম উপাস্ত্রী নিরপেক্ষ দামোদর ।
 শুনি' ক্রোধে লাগিলেন করিতে উত্তর ॥৯৪॥
 “কি বলিলা গোসাঞি, আইর ভক্তি আছে ?
 ইহাও জিজ্ঞাস প্রভু, তুমি কোন্ কাজে ॥৯৫॥

যায় দাসগণের নিকট প্রকাশ করেন । কিন্তু কতিপয়
 ব্যক্তি অষ্টৈতপ্রভুকে মহাপ্রভুর ঐকান্তিক সত্য বিবেচনা
 না করিয়া ঐ সকল সত্যঘটনার অমুদোদন করে না,—
 শ্রীগৌরমুখকে অষ্টৈতের অমুগত বিবেচনা করিয়া
 অষ্টৈতপ্রভুর সেবা-বিচার পরিবর্তন করিতে প্রয়াস পায় ।
 সেই সকল নির্লব্ধি প্রাকৃতবিচারপর ব্যক্তি আপনাদিগকে

আইর প্রসাদে সে তোমার বিষ্ণুভক্তি ।
যত কিছু তোমার, সকল তাঁ'র শক্তি ॥৯৬॥
যতেক তোমার, বিষ্ণুভক্তির উদয় ।
আইর প্রসাদে সব জানিহ নিশ্চয় ॥৯৭॥

শচীমাতার মুখে অমুক্ষণ কৃষ্ণনাম ও অঙ্গে অষ্ট-

সাবিক বিকার—

অশ্রু, কম্প, স্বেদ, মূর্ছা, পুলক, হৃদ্ধার ।
যতেক আছে বিষ্ণুভক্তির বিকার ॥৯৮॥
ক্ষণেক আইর দেহে নাহিক বিরাম ।
নিরবধি শ্রীবদনে ক্ষুরে কৃষ্ণনাম ॥৯৯॥

শচীমাতা—মুষ্টিমতী বিষ্ণুভক্তি—

আইর ভক্তির কথা জিজ্ঞাস গোমাঞী ।
'বিষ্ণুভক্তি' যাঁ'রে বলে, সে-ই দেখ আই ॥১০০॥
দামোদরের পরীক্ষার জ্ঞাত প্রভুর এইরূপ প্রশ্ন-লীলা—
মুষ্টিমতী ভক্তি আই—কহিল তোমারে ।
জানিয়াও মায়া করি' জিজ্ঞাস আমারে ॥১০১॥

'আই' শব্দের মাহাত্ম্য—

প্রাকৃত শব্দেও যে বা বলিবেক 'আই' ।
'আই'-শব্দপ্রভাবে তাহার চুঃখ নাই ॥ ১০২ ॥

প্রভুর আনন্দ—

দামোদর-মুখে শুনি' আইর মহিমা ।
গৌরচন্দ্রপ্রভুর আনন্দের নাহি সীমা ॥১০৩॥

অষ্টৈতাদ্ব্যুগত বলিয়া পরিচয় দিলেও উহার অদর্শনীয়-
অর্থাৎ উহাদের মুখদর্শন করিলে দুঃসঙ্গ-জ্ঞ গঙ্গানানাদি-
দ্বারা পাপ-মুক্ত হইতে হইবে ॥ ৮২ ॥

তথ্য । অষ্টৈতৎ হরিণাষ্টৈতাদ্যাচাং ভক্তিশংসনং ।

ভক্তাবতারমীশং তমষ্টৈতাদ্যাচাংমাশ্রয়ে ॥ ৮৬ ॥

পুত্র-সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া ভগবানের অনন্য-
কৃষ্ণভক্তি কিরূপ আছে, জিজ্ঞাসার উত্তরে দামোদরপণ্ডিত
শচীদেবীর ভক্ত্যবলম্বনসমূহ কর্তন করায় তচ্ছবণে
মহাপ্রভুর অত্যন্ত আনন্দ হইল ॥ ১০৩ ॥

মহাপ্রভুর দামোদরের নিকট শচীদেবীর কৃষ্ণভক্তির
কথা জিজ্ঞাসা-লীলা লোকশিক্ষার জন্ত জানিতে হইবে ।

দামোদরকে আলিঙ্গন ও প্রশংসা—

দামোদর পণ্ডিতেই ধরি' প্রেমরসে ।
পুনঃ পুনঃ আলিঙ্গন করেন সন্তোষে ॥১০৪॥
“আজি দামোদর, তুমি আমারে কিনিলা ।
মনের বৃত্তান্ত যত আমারে কহিলা ॥১০৫॥
ভক্তবৎসল ভগবান্—অপ্রাকৃত-বাৎসল্য-রস-মহিমা—
যত কিছু বিষ্ণুভক্তিসম্পত্তি আমার ।
আইর প্রসাদে সব—দ্বিধা নাহি তা'র ॥১০৬॥
তাহান ইচ্ছায় আমি আছি পৃথিবীতে ।
তান ঋণ আমি কভু নারিব শুদিতে ॥১০৭॥
আই-স্থানে বদ্ধ আমি, শুন দামোদর !
আইরে দেখিতে আমি আছি নিরন্তর ॥” ১০৮ ॥
দামোদরপণ্ডিতেই প্রভু রূপা করি'
ভক্তগোষ্ঠীসঙ্গে বসিলেন গৌরহরি ॥১০৯॥

লোকশিক্ষার প্রভুর ঐক্য প্রশ্ন-ভদী—

আইর যে ভক্তি আছে জিজ্ঞাসে ঐশ্বরে ।
সে কেবল শিক্ষা করায়েন জগতেরে ॥১১০॥
বাক্যবের বার্তা যেন জিজ্ঞাসে বাক্যে ।
'কহ বন্ধুসব, কি কুশলে আছে সবে ?' ১১১ ॥

বন্ধুবর্গের কিরূপ কুশল জিজ্ঞাসা কর্তব্য—

'কুশল' শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ?—

'কুশল'-শব্দের অর্থ ব্যক্ত করিবারে ।
'ভক্তি আছে' করি' বার্তা লয়েন সবারে ॥১১২॥

ভগবৎসেবকগণ বাৎসল্য রসে কি প্রকার ঐকান্তিকতার
সহিত ভগবৎসেবা করেন, এবং উহাতে ভগবান্ তাঁহাদের
কিরূপ প্রেম-বাধ্য হন, তাহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই ঐ
শিক্ষা-লীলা ॥ ১১০ ॥

তথ্য । ভবন্তু কুশলপ্রশ্ন আত্মারামেষ্ণু নেঘ্যতে ।

কুশলাকুশলা যত্র ন সস্তি যতিবৃত্তয়ঃ ॥ (ভাঃ ৪।২২।১৪)
অত্যাশ্রয়ানাং কুশলপ্রশ্নো লোকমুখেষু ॥ নিত্যদাপ্ত-
স্বপদ্যত্ব ন তেবাং যুজ্যতে কচিৎ ॥ (নারদীর, ভাগবত
তাৎপর্য ১।১৪।৩৪) লোকানাং সুখকর্তৃমপেক্ষ্য কুশলং
বিভোঃ । পৃচ্ছাতে সত্যতানন্দ্যং বধঃ তন্ত্বেব পৃচ্ছাতে ।
(পাণ্ডে ভাগবততাৎপর্য ২।১২৬) নবদ্বা যসি বুদ্ধি

ভক্তিব্যোগ থাকে, তবে সকল কুশল ।

ভক্তি বিনা রাজা হইলেও অমঙ্গল ॥১১৩॥

ধন-যশ ভোর যা'র আছয়ে সকল ।

ভক্তি যা'র নাই, তার সব অমঙ্গল ॥১১৪॥

বিষ্ণুভক্তই ধনবান্—

অজ্ঞ-খাণ্ড নাহি যা'র—দরিদ্রের অস্ত ।

বিষ্ণুভক্তি থাকিলে, সে-ই সে ধনবন্ত ॥১১৫॥

প্রভুর ভিক্ষার্থ-নিমন্ত্রণকারী ব্যক্তিগণকে প্রভুর

লক্ষ্যের হইবার জন্য আদেশ—

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ-ছলে প্রভু সবা' স্থানে ।

ব্যক্ত করি' ইহা কহিয়াছেন আপনে ॥১১৬॥

ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে প্রভু বলেন হাসিয়া ।

“চল তুমি আগে লক্ষ্যের হও গিয়া ॥১১৭॥

একমাত্র লক্ষ্যেরই গৃহেই প্রভুর ভিক্ষা—

তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষ্যের ।”

শুনিয়া ব্রাহ্মণ সব চিন্তিত-অন্তর ॥১১৮॥

বিগ্রগণের উক্তি—

বিগ্রগণ স্তুতি করি' বলেন, “গোসাঞি !

লক্ষ্যের কি দায়, সহস্রেকো কারো নাই ॥১১৯॥

যে-গৃহে প্রভু ভিক্ষা শ্রীকার করেন না, সেই গৃহ

এখনই দগ্ধ হউক—

ভূমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার ।

এখনেই পুড়িয়া হউক্ ছারখার ॥” ১২০॥

প্রতিদিন লক্ষ্য-গ্রহণকারী লক্ষ্যের—

প্রভু বলেন,—“জান, ‘লক্ষ্যের’ বলি কারে ?

প্রতিদিন লক্ষ্য-নাম যে গ্রহণ করে ॥১২১॥

কুশলাঃ স্বার্থদর্শনাঃ । অহৈতুক্যব্যবহিতাং ভক্তিমাত্মপ্রিয়ে
যথা ॥ (ভাঃ ১০২৩২৬) যশ্চাশ্চি ভক্তির্ভগবতাকিঞ্চনা,
সর্বেণ্ডৈবগুণ সমাস্তে নুনাঃ । হরাবভক্তস্ত কুতো মহৎগুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥ (ভাঃ ৫১৮১২) ॥১১২॥

মানবের যতপ্রকার মঙ্গল হইতে পারে, সকলমঙ্গল
অপেক্ষা হ্রসবে ভগবৎসেবা প্রবল থাকিলেই সর্বাপেক্ষা
অধিক মঙ্গল লাভ হয় । পার্শ্বিক বাবর্তীয় মঙ্গলে বিভূষিত
নরনাথগণও ভক্তের হ্রাস মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না ।
পার্শ্বিক শ্রেষ্ঠত্ব—ভগবৎসেবার তারতম্য-বিচারে অতি
ক্লেশ ॥১১৩॥

তথ্য । অবিস্মৃতিঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োঃ, ক্ষিপোত্যভ্রাণি
শয়ং তনোতি চ । সত্ত্বস্ত শুদ্ধিঃ পরমাত্মভক্তিঃ জ্ঞানঞ্চ
বিজ্ঞান-বিরাগ-যুক্তম্ ॥ (ভাঃ ১২১২৫) যন্তু তুমঃশ্লোক-
গুণমুবাচঃ, সংগীয়েতহীকুমমঙ্গলম্ । তমেব নিত্যং
শুশ্রূষাতীক্ৰমঃ, কৃষ্ণেহমলাং ভক্তিগভীপমানঃ ॥ (ভাঃ ১২৩৫)
কুতোহলিখং অক্ষরগামুজাসবং, মহম্মনস্তো মূখনিঃসৃতং কচিৎ ।
পিবন্তি যে কর্ণপুটৈরলং প্রোভো, দেহং ভূতাং দেহকুদ-
ন্বতিচ্ছিন্নম্ ॥ (ভাঃ ১০৮৩০) একঃ প্রপথতে ধ্রুতঃ
হিবেহ স্বং কলবরম্ । কুশলেতরপাথেষো কৃতজ্ঞোহেণ
বদ্যতম্ ॥ (ভাঃ ৩০১৩১) রাষ্ট্রাশ্রয়মদোরকো নশ্রেয়ো

বিন্দতে নৃপঃ । তস্মাদ্যমোহিতোহনিত্যা মগ্নতে সম্পদোহচলাঃ
(ভাঃ ১০৭৩১০) ; ভাঃ ১০৭১১১-২৩) অষ্টম্য ॥১১৩॥

ধন, কীর্তি, ভোগ প্রভৃতি লৌভনীয় পদবী দ্বারা
বিশ্ববিস্তৃতি ঘটে । তদ্বারা অভ্র ও অকলাপ উপস্থিত
হয় । ভক্তিই সকল-মঙ্গলের আকর ॥১১৪॥

তথ্য । সুখায় কর্মাণি কয়োতি লোকো, ন তৈঃ
সুখং যাক্ষুপারমং বা । বিন্দে ত ভূয়ন্তত এব দুঃখং, যদ্র
যুক্তং ভগবান্ বদেদগঃ ॥ (ভাঃ ৩৫২) সর্বে বেদাশ্চ যজাশ্চ
তপো দানানি চানব । জীবাত্মপ্রদানস্ত ন কুর্য্যন
কলামপি ॥ (ভাঃ ৩৭৪১), (ভাঃ ৩৮৭-১০), (ভাঃ ১০৫১
৪৫-৫৭), (ভাঃ ৪১৩২-১৩) অষ্টম্য । যথৈহিকামুখিককাম-
লম্পটঃ, স্ততেষু দায়েষু ধনেষু চিন্তয়ন্ । শক্যেত বিদান্
কুকেলবরাভায়াৎ-যন্তস্ত যত্নঃ শ্রম এব কেবলম্ ॥ (ভাঃ
৫১৩১৬) ॥১১৪॥

ভোজ্যভ্রবা-সংগ্রহে অসমর্থ দরিদ্র ব্যক্তিও ভগবৎ-
সেবাপর-চিন্ত হইলে সমগ্র ঐশ্বর্য্যের অধিপতি ভগবান্
তাঁহার নিজপ্রভু হওয়ায় ঐরূপ ব্যক্তির তুল্য ধনৈশ্বর্য্যবান্
আর কেহ হইতে পারে না ॥১১৫॥

তথ্য । নমোহকিঞ্চনবিত্তায় নিবৃত্তগুণবৃত্তয়ে । আত্মা-
রামায় শাস্তায় কৈবলাপতয়ে নমঃ ॥ (ভাঃ ১৮২৭) ॥১১৬॥

সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষ্মণ'।

তথা শিক্ষা আমার, না যাই অল্প ঘর ॥" ১২২॥

বিপ্রগণের লক্ষ্যনাম-গ্রহণে স্বীকারোক্তি—

শুনিয়া প্রভুর কৃপাবাক্য বিপ্রগণে।

চিন্তা ছাড়ি' মহানন্দ হৈলা মনে মনে ॥১২৩॥

প্রভুকে শিক্ষা করাইবার অমুরোধে বিপ্রগণের

লক্ষ্যনাম-গ্রহণ—

“লক্ষ্য নাম লইব প্রভু, তুমি কর শিক্ষা।

মহাভাগ্য,—এমত করাও তুমি শিক্ষা ॥” ১২৪॥

প্রতিদিন লক্ষ্য নাম সর্বদ্বিজগণে।

লয়েন চৈতন্যচন্দ্র শিক্ষার কারণে ॥১২৫॥

হেনমতে ভক্তিযোগ লওয়ায় ঈশ্বরে।

বৈকুণ্ঠনায়ক ভক্তিসাগরে বিহরে ॥১২৬॥

ভক্তি-শিক্ষাদানের জগুই শ্রীচৈতন্যবতার—

ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য অবতার।

ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর ॥১২৭॥

ভক্তি-ব্যতীত মহাপ্রভুর অল্প-জিজ্ঞাসা নাই—

প্রভু বলে,—“যে-জনের কৃষ্ণ-ভক্তি আছে।

কুশল মঙ্গল তা'র নিত্য থাকে পাছে ॥” ১২৮॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—যিনি প্রতিদিন লক্ষ্যনাম গ্রহণ করেন, তাঁহারই গৃহে ভগবান্ সেবিত হন। ভগবান্ তাঁহারই নিকট ভোজ্যভব্যাদি গ্রহণ করেন। যিনি লক্ষ্যনাম গ্রহণ করেন না, তাঁহার নিকট হইতে ভগবান্ নৈবেদ্য স্বীকার-স্বারা সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন না। ভগবন্তজ্ঞানার্থেই প্রত্যহ লক্ষ্যনাম গ্রহণ করিবেন; নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন। তজ্জগুই শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত সকলেই নুনকরে লক্ষ্যনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। নতুবা গৌর-সুন্দরের উদ্দেশ্যে প্রাপ্ত নৈবেদ্য তিনি গ্রহণ করিবেন না ॥১২১॥

শ্রীচৈতন্যভক্তগণ অভক্তের সহিত সম্ভাষণ করেন না। যিনি ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণ, জ্ঞান ও অজ্ঞাভিলাষের কথাই প্রমত্ত, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে নাই। প্রত্যহ লক্ষ্যনাম গ্রহণ না করিলে পতিত ব্যক্তিগণের বিষয়ভোগ-

ভক্তির অসমোর্দ্ধ কীর্তনকারী-ব্যতীত অস্ত্রের

মুখ গৌরচন্দ্রের অদৃশ্য—

যা'র মুখে ভক্তির মহত্ত্ব নাহি কথা।

তা'র মুখ গৌরচন্দ্র না দেখে সর্বথা ॥১২৯॥

শ্রীকেশবভারতীর নিকট প্রভুর জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে

কোনটা শ্রেষ্ঠ তদ্বিষয়ে প্রশ্ন-জিজ্ঞাসা—

নিজ-গুরু শ্রীকেশবভারতীর স্থানে।

‘ভক্তি, জ্ঞান’ দুই জিজ্ঞাসিলা এক দিনে ॥১৩০॥

প্রভু বলে,—“জ্ঞান, ভক্তি দুইতে কে বড়।

বিচারিয়া গোসাঞি, কহ ত করি দঢ় ॥” ১৩১॥

বিচারের পর ভারতীকৃত্ত ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব কখন—

কতক্ষেণে ভারতী বিচার করি' মনে।

কহিতে লাগিল, গৌরসুন্দরের স্থানে ॥১৩২॥

ভারতী বলেন,—“মনে বিচারিল তব।

সবা' হৈতে দেখি বড় ভক্তির মহত্ত্ব ॥” ১৩৩॥

শ্রাসিগণ যখন জ্ঞানকেই শ্রেষ্ঠ বলেন, তখন জ্ঞান

হইতে ভক্তি বড় কেন?—

প্রভু বলে,—“জ্ঞান হইতে ভক্তি বড় কেনে?

‘জ্ঞান বড়’ করিয়া সে কহে শ্রাসিগণে ॥” ১৩৪॥

প্রবৃত্তিবুদ্ধি পায়; তখন আর তাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতে পারে না। লক্ষ্মণের ব্যতীত গৌরভক্তির আদর্শ গোড়ায়গণ দেখেই স্বীকার করেন না। অধঃপতিত বা ‘অধঃ-পেতে’ গণ একমাত্র ভজ্ঞন-শব্দ-বাচ্য শ্রীনাম-ভজ্ঞনে বিমুখতা-বশতঃ লক্ষ্যনাম গ্রহণ করিবার পরিবর্তে অন্তঃভজ্ঞনের ছলনা করেন, তদ্বারা উহাদের কোন মঙ্গল হয় না ॥১২৭॥

তথ্য। সর্বমঙ্গলমূর্ত্ত্তা পূর্ণানন্দময়ী সদা। দ্বিজেন্দ্র তব ময়াস্ত ভক্তিরব্যভিচারিণী। (ভঃ রঃ সিকু ১৩৩০) ভক্তিসুখি স্থিরতর ভগবন্ বদিশ্রাদ্ধেবন নঃ ফলতি দিব্য-কিশোরমূর্ত্তিঃ। মূর্ত্তিঃ স্বয়ং মুহুর্লিতাঞ্জলি সেবতেহস্মান্ ধর্মার্থকামগতয়ঃ সময় প্রতীক্ষাঃ ॥ (শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ১০৭ শ্লোক) ॥১২৮॥

অভিধেয়-বিচারে ‘ভক্তি’ই যে একমাত্র অবলম্বনীয়, ইহা যিনি স্বীকার করেন না, তাঁহাকে শ্রীগৌরসুন্দর ‘গোড়ায়’ বলিয়া স্বীকার করেন না। স্বীকার করা পূর্বে থাকুক, উহার মুখ-দর্শনকেও ভক্ত্যমূল বলিয়া বিবেচনা করেন না ॥১২৯॥

ভারতীর উত্তর—

ভারতী বলেন,—“তারা না বুঝে বিচার।
মহাজন-পথে সে গমন সবাকার ॥” ১৩৫।
বেদশাস্ত্রে মহাজন-পথ সে লওয়ায়।
তাহা ছাড়ি’ অবোধে সে অগ্র পথে যায় ॥১৩৬।
শ্রেষ্ঠমহাজনগণ সকলেই ভক্তির উপদেশক—
ব্রহ্মা, শিব, নারদ, প্রহ্লাদ, শুক, ব্যাস।
সনকাদি করি, মুখস্তির পঞ্চদাস ॥১৩৭।
শ্রিয়ব্রত, পৃথু, ধ্রুব, অক্রুর, উদ্ধব।
‘মহাজন’ হেন নাম যত আছে সব ॥১৩৮।
‘ভক্তি’ সে মাগেন সবে ঈশ্বর-চরণে।
‘জ্ঞান’ বড় হৈলে ‘ভক্তি’ মাগে কি কারণে? ১৩৯।

বিনি বিচারিয়া কি সে সব মহাজন।
মুক্তি ছাড়ি’ ভক্তি কেনে মাগে অনুরাগ ॥১৪০।
ব্রহ্মার বিষ্ণুর নিকট ভক্তিবর-প্রার্থনা—
সবার বচন এই পুরাণে প্রমাণ।
কি বর মাগিলা ব্রহ্মা ঈশ্বরের স্থান ॥১৪১।
তথা হি (ভাঃ ১০।১৪।৩০)
তবস্ত মে নাথ স ত্বরিভাগো,
ভবেহত্ৰ বাহুত্ব তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোহপি ভবজ্ঞানানং,
ত্বয়া নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥১৪২।
“কিবা ব্রহ্মজ্ঞান, কিবা হউ যথা তথা।
দাস হই’ যেন তোমা সেবিয়ে সর্বথা ॥১৪৩।

তথ্য। জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তিরূপিত্বাদিপুণ্যতঃ। সেয়াং
সাধনসাহিত্যৈরিভক্তিঃ সুদুর্লভা ॥ (তত্ত্ববচন,—চৈঃ চঃ
আঃ ৮।১৭) স বৈ পুংসং পরো ধর্মো যতো ভক্তিরধোক্ষজে।
(ভাঃ ১।২।৬) অতো বৈ কবয়ো নিতাং ভক্তিং পরময়া মুখা।
বাসুদেবে ভগবতি কুর্যন্ত্যাত্ম-প্রসাদনাম্ ॥ (ভাঃ ১।২।২২)
নায়ং সুখোপো ভগবান্ দেহিনাং গোপীকামুতঃ। জ্ঞানিনাঞ্চ-
অভূতানাং যথা ভক্তিমতামিহ ॥ (ভাঃ ১০।২।২১) ॥১৩৩।

তথ্য। তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্ন্য নাসাবুর্নিবৃত্ত
মতং ন ভিন্নম্। ধর্মস্ত তত্ত্বং নিহিতং গুহ্যায়ং মহাজনো
যেন গতঃ স পদ্মঃ ॥ (মহাভারত বনপর্ব ৩১।১।১১৭)
ভাঃ ১।১।২৩।৫৭ অষ্টব্য ॥১৩৫।

তথ্য। স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং পুমান্বাহিতাদ্যশ্রেয়া
হরিত্বজ্ঞেং ॥ (ছন্দোগপরিশিষ্টে শাতাতপী শ্রুতিঃ
হঃ ভঃ বিঃ ১৫।৩২) ন হতোহত্ৰঃ শিবঃ পদ্ম্য বিশতঃ
সংসৃত্যবিহ। বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগো যতো ভবেৎ ॥
ভগবান্ ব্রহ্ম কাংক্ষ্যোন্ন ত্রিরবীক্ষ্য মনীষয়া। তদধ্যবশ্তং
কুটস্থো রতিরাশ্বান্ যতো ভবেৎ ॥ (ভাঃ ২।২।৩৩-৩৪)
তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্যদশিতান্। অবরঃ
প্রকরোপেত উপেয়ান্ বিদ্যতেহজ্ঞা ॥ তাননাদৃত্য যোহ-
বিদ্বানর্থানারঙতে স্বয়ম্। তস্ত ব্যভিচরন্ত্যর্থা আব্রাহ্মণ-
পুনঃ পুনঃ ॥ (ভাঃ ৪।১।৮৪-৫) ॥১৩৬।

তথ্য। সমগ্র ভাগবত অষ্টব্য। ঐহরিত্তিককর-

লতিকা ২।৪ অষ্টব্য। লগুনাগবতামৃত—ভক্তামৃত ২য়
সংখ্যা অষ্টব্য ॥১৩৭-৩৮।

মহাজনের পথ ও বেদশাস্ত্রের তাৎপর্য—কেবলা
ভক্তি। যে সকল ভাগ্যহীন জন তাহা বৃত্তিতে পাবে না,
তাহারা পথভ্রষ্ট হইয়া অবৈদিক হইয়া পড়ে। ব্রহ্মা ও
শিবাদি সকলেই ভগবানের ভক্ত। যদি ভক্তি অপেক্ষা
জ্ঞানের উৎকর্ষ বিচার থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল
মহাজন কখনও ভক্তিপথ আশ্রয় করিতেন না, তাহারা
জ্ঞানিমাত্র থাকিতেন। কেশব-ভারতী বিচার-দ্বারা প্রদর্শন
করিলেন যে, মহাজনের বিচারে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্বই লক্ষিত
হয়। জ্ঞানিগণের প্রাপ্য মুক্তি পরিহার করিয়া সকল
মহাজনই ভক্তিপথ গ্রহণ করিয়াছেন ॥১৪০॥

অনুয়। (হে) নাথ, তৎ (তস্মাৎ) ভবে (অত্র ব্রহ্ম-
জ্ঞানি) অগ্রত্ৰ তিরশ্চাং বা (পশুপক্ষ্যাধীনামপি মধ্যে বা
যজ্ঞায় তস্মিন্ বা) যেন (ভাগ্যেন) অহং ভবজ্ঞানানং
(ভক্তানং মধ্যে) একঃ (অগ্রতমঃ) অপি ত্বয়া তব পাদ-
পল্লবং নিষেবে (আরাধয়িষ্যামি) সঃ ত্বরিভাগঃ (মহদ-
ভাগ্যং অস্ত) ॥১৪২।

অনুবাদ। হে নাথ, অতএব এই ব্রহ্মজ্ঞানেই হউক,
কিবা পশুপক্ষী প্রভৃতি জন্মেই হউক, যাহাতে আমি
ভবদীর ভক্তগণের অগ্রতমরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া আপনাব
পাদপল্লব-সেবা করিতে পারি, আমার তাদৃশ মহাভাগ্য
লাভ হউক ॥১৪২।

মহাজনসম্প্রদায় সর্বত্যাগ করিয়া ভক্তিরই প্রার্থী—
এইমত যত মহাজন-সম্প্রদায় ।
সবেই সকল ছাড়ি' ভক্তিমাত্র চায় ॥১৪৪॥

তথা হি (বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।১৮)

প্রমাণ-বাক্য—

নাথ, যোনিসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্ ।
তেষু তেষুচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্ত সদা ত্বয়ি ॥১৪৫॥
অকর্মকলনির্দিষ্টাঃ যাং যাং যোনিং ব্রজাম্যহম্ ।
তস্তাং তস্তাং হৃদীকেশ, ত্বয়ি ভক্তিদৃঢ়াস্ত মে ॥১৪৬॥
তথা হি (ভাঃ ১০।৪৭।৬৭)

কর্মভির্ভ্রাম্যমানানাং যত্র কাপীষরেচ্ছয়া ।
মঙ্গলাচরিতৈর্দানৈ রতিনঃ কৃষ্ণ দৈবয়ে ॥১৪৭॥

“অতএব সর্বমতে ভক্তি সে প্রধান ।

মহাজন-পথ সর্বশাঙ্করে প্রমাণ ॥” ১৪৮॥

তথা হি (মহাভারত বনপর্ব ৩১৩.১।১৫)

তর্কোহপ্রতিষ্ঠঃ ক্রতয়ো বিভিন্না
নাসাবিধিস্ত মতং ন ভিন্নম্ ;
ধর্মস্ত তবঃ নিহিতং গুহায়াং
মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ ॥১৪৯॥

দেব ব্রাহ্মণাদি উন্নত জন্ম হউক বা না হউক, যেন
ভগবানের দাস্ত কোন দিনই বিশ্বস্ত না হই ॥১৪৩॥

অর্থঃ । হে নাথ (প্রভো) অচ্যুত ! যেষু যেষু (বিবিধেষু
ভাবিষু) যোনিসহস্রেষু (অসংখ্যাসু যোনিষু) ব্রজামি
(জনিষ্টে ইত্যর্থঃ) তেষু তেষু (সর্কেষু বিবিধেষু জন্মসু)
ত্বয়ি [মম] সদা (নিত্যকালং) অচ্যুতা (অখলিতা
অবিচ্ছিন্নেত্যর্থঃ) ভক্তিঃ অন্ত ॥১৪৫॥

অনুবাদ । হে প্রভো অচ্যুত, আমি সহস্র সহস্র
যোনির মধ্যে যেখানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সেই সেই
যোনিতেই যেন তোমাতে আমার নিরন্তর অখলিতা ভক্তি
বিবাজিত থাকে ॥১৪৫॥

অর্থঃ । অকর্মকলনির্দিষ্টাঃ (দ্বীকর্মকলনিরূপিতাঃ)
যাং যাং যোনিং (জন্মস্থানং ক্ষেত্রমিত্যর্থঃ) অহং ব্রজামি
(প্রাপ্নোমি) হে হৃদীকেশ তস্তাং তস্তাং ত্বয়ি (ভগবতি)
মে (মম) দৃঢ়াঃ (অচলাঃ) ভক্তিরন্ত (অবচ্ছ) ॥১৪৬॥

ভারতীর মুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রবণে প্রভুর আনন্দ-
হকারগর্জন ও প্রপঞ্চে একটলীলা-
সংরক্ষণের কারণ নির্দেশ—

‘ভক্তি বড়’ শুনি’ প্রভু ভারতীর মুখে ।
‘হরি’ বলি’ গর্জিতে লাগিলা প্রেমস্বখে ॥১৫০॥
প্রভু বলে,—“আমি কতদিন পৃথিবীতে ।
থাকিলাঙ, এই সভ্য কহিল তোমাতে ॥১৫১॥
যদি তুমি ‘জ্ঞান বড়’ বলিতে আমারে ।
প্রবেশিতাম আজি তবে সমুদ্রভিতরে ॥” ১৫২॥

গুরু ও শিষ্য পরস্পর-নতিপ্রিয়—

সন্তোষে ধরেন প্রভু গুরুর চরণে ।

গুরুও প্রভুরে নমস্করে শ্রীতমনে ॥১৫৩॥

ভক্তিকথাবিশুখ ব্যক্তির তপস্তা, শিষ্যসূত্র-ত্যাগ

সকলই পণ্ড পরিশ্রম—

প্রভু বলে,—“যা’র মুখে নাহি ভক্তিকথা ।

তপ, শিষ্য-সূত্র-ত্যাগ তা’র সব বুঝা ॥” ১৫৪॥

প্রভুর ভক্তি-ব্যাভীত অগ্রশিক্ষা-প্রচার নাই—

ভক্তি বিনা প্রভুর জিজ্ঞাসা নাহি আর ।

ভক্তিরসময় শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥১৫৫॥

অনুবাদ । আমি নিজকর্মফলাঙ্গুসারে যে যে
যোনিতেই গমন করি না কেন, হে হৃদীকেশ, সেই সেই
যোনিতেই আমার তোমাতে অচলা ভক্তি হউক ॥১৪৬॥

অর্থঃ । দৈবরেচ্ছয়া (শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাবশাৎ) কর্মভিঃ
(বোপাক্ষিতৈঃ পুণ্যাপুণৈঃ) হেতুভিঃ) যত্র ক অপি
(উক্ত যোনিষু নিম্ন যোনিষু বা যত্র কুত্রাপি) ভ্রাম্যমানানাং
(ভ্রমণশীলানাং) নঃ (অত্মকং ইত্যর্থঃ) মঙ্গলাচরিতৈঃ
(মঙ্গলাচরিতৈঃ) দানৈঃ (চ) দৈবয়ে কৃষ্ণে রতিঃ (আসক্তিঃ
প্রেম) স্তাং ॥১৪৭॥

অনুবাদ । আমরা তদীয় ইচ্ছাক্রমে কর্মবশতঃ যে
স্থানেই জন্মগ্রহণ করি না কেন, সর্বদাই যেন মঙ্গলাচরিত-
দ্বারা শ্রীকৃষ্ণবিরয়িতী আসক্তি লাভ হয় ॥১৪৭॥

অর্থঃ । (বেদা বিভিন্নাঃ স্ততয়ো বিভিন্নাঃ ইতি
পাঠান্তরঞ্চ দৃষ্টতে) । তর্কঃ অপ্রতিষ্ঠ (অস্থিরঃ নাচলঃ)
ক্রতয়ঃ অপি (বিভিন্নাঃ অধিকারভেদেন বিরোধ-

রাত্রি দিন একো না জানেন ভক্তগণ।

সর্বদা করেন নৃত্য কীর্তন-গর্জন ॥১৫৬॥

একদিন অষ্টমের অহরোধে ভক্তগণের চৈতন্য-

নাম-গুণ-লীলাগান—

একদিন অষ্টম সকল ভক্ত-প্রতি।

বলিয়া পরমানন্দে মত্ত হই' অতি ॥১৫৭॥

“শুন ভাই-সব, এক কর সমবায়।

মুখ ভরি' গাই' আজি শ্রীচৈতন্যরায় ॥১৫৮॥

সর্বাভারী শ্রীচৈতন্য—

আজি আর কোন অবতার গাওয়া নাই।

সর্ব-অবতারময়—চৈতন্যগোসাঞি ॥১৫৯॥

যে প্রভু করিল সর্বজগত-উদ্ধার।

আমা' সব' লাগি' যে গৌরান্দ্র-অবতার ॥১৬০॥

সর্বত্র আমরা যা'র প্রসাদে পুজিত।

সংকীৰ্তন হেন ধন যে কৈল বিদিত ॥১৬১॥

অষ্টমের নৃত্যবাসনা ও অপর ভক্তগণকে সর্বাভারী

শ্রীচৈতন্যের যশঃকীর্তনে অহরোধ—

নাচি আমি, তোমরা চৈতন্যযশ গাও।

সিংহ হই' গাহি, পাছে মনে ভয় পাও ॥” ১৬২॥

মহাপ্রভুর ক্রোধাশঙ্কাসম্বোধেও অষ্টমাদেশে অলঙ্ঘ্য-

বিচারে সকলের শ্রীচৈতন্যবক্তার-সংকীৰ্তন ও

অষ্টমের হর্ষ—

প্রভু সে আপনা' লুকায়েন নিরন্তর।

‘ক্লুপ পাছে হয়েন' সবার এই ডর ॥১৬৩॥

প্রদর্শনপরাঃ); অসৌ ঋষিঃ ন (বাচ্যঃ), যন্ত মতং (সিদ্ধান্তঃ) ভিন্নং ন (আসীৎ); (এবমিথে তর্কপ্রধান-যুগে) ধর্মন্ত (সনাতন জৈন-ধর্মন্ত) তন্তঃ গুহ্যরাঃ (সাধারণ-লোকলোচনাগোচর-গুহ্যসম্বন্ধনসম্প্রদায়িক-ব্ধগুহ্যরে) নিহিতঃ (পিহিতঃ লুপ্তায়িতম্; অতঃ) যেন (সংপথা) মহাজনঃ (পূর্বতমঃ অথোচ্ছ্বাসাত-সেবকঃ সম্বন্ধনঃ) গতঃ (প্রাপ্তঃ), স (এব) পহাঃ (তত্ত্বমার্গঃ) ॥১৬৩॥

অনুবাদ। তর্ক মহজেই প্রতিষ্ঠাশূন্য, প্রতিসকলও ভিন্ন ভিন্ন, বাহার মত ভিন্ন নয়, তিনি ‘ঋষি’ই হইতে

অথাপি অষ্টম-বাক্য অলঙ্ঘ্য সবার।

গাইতে লাগিল শ্রীচৈতন্য-অবতার ॥১৬৪॥

নাচেন অষ্টমতসিংহ পরম বিহবল।

চতুর্দিকে গায় সবে চৈতন্যমঙ্গল ॥১৬৫॥

নিত্য পুরাতন নব-অবতারের যশোগানে সকল

বৈষ্ণবের আনন্দ—

নব-অবতারের শুনিয়া নাম যশ।

সকল বৈষ্ণব হৈল আনন্দে বিবল ॥১৬৬॥

অষ্টমের চৈতন্যগীত ও সঙ্কীৰ্তন-মুখে নৃত্য—

আপনে অষ্টম চৈতন্যের গীত করি'।

বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি' ॥১৬৭॥

অষ্টমের শ্রীমুখের পদ—

“শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ করুণা-সাগর!

দুঃখিতের বন্ধু প্রভু, মোরে দয়া কর ॥” ১৬৮॥

অষ্টমতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।

ইহার কীর্তনে বাড়ে সকল সম্পদ ॥১৬৯॥

বিভিন্ন ভক্তগণের বিভিন্ন গৌরনাম-কীর্তন—

কেহ বলে,—“জয় জয় শ্রীশচীনন্দন ॥”

কেহ বলে,—“জয় গৌরচন্দ্র-নারায়ণ ॥১৭০॥

জয় সংকীৰ্তনপ্রিয় শ্রীগৌরগোপাল।

জয় ভক্তজনপ্রিয় পাষণ্ডীর কাল ॥” ১৭১॥

অষ্টমের নৃত্য ও সকলের চৈতন্যের গুণলীলা ও

নামকীর্তন—

নাচেন অষ্টমতসিংহ—পরম উদ্ধার।

গায় সবে চৈতন্যের গুণ-কর্ম-নাম ॥১৭২॥

পারেন না; এতদ্বিবন্ধন ধর্মতত্ত্ব গুঢ়রূপে আচ্ছাদিত আছে অর্থাৎ শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া ধর্মতত্ত্ব পাওয়া কঠিন। সুতরাং বাহ্যকে মহাজন বলিয়া সাধুগণ স্থির করিয়াছেন, তিনি যে পথকে শাস্ত্রপথ বলিয়াছেন, সেই পথেই অপর সকল ব্যক্তির গমন করা উচিত ॥১৭৩॥

শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন,—গুঢ় ভক্তির শ্রেষ্ঠতা-স্থাপন করিবার জন্যই আমি জগতে এতদিন বাস করিলাম। গুঢ়রূপ আসন গ্রহণ করিয়া যদি কেশবদায়িত্বী ভক্তির অবমাননা করিতেন, তাহা হইলে শ্রীগৌরসুন্দর সমুদ্র প্রবিষ্ট হইয়া লীলাসম্বরণ করিতেন ॥১৭৪॥

শ্রীরাগ

“পুলকে চরিত গা’ম, সুখে গড়াগড়ি যায়,
দেখরে চৈতন্য-অবতারা।

বৈকুণ্ঠ-নায়ক হরি, দ্বিজরূপে অবতরি,
সংকীৰ্ত্তনে করেন বিহার। ॥১৭৩॥

কনক জিনিয়া কান্তি, শ্রীবিগ্রহ শোভে অতি,
আজামূলদ্বিতভুজ সাজে রে।

শ্রাসিবর-রূপ-ধর, আপনা রসে বিহবল,
না জানি কেমন সুখে নাচে রে ॥ ১৭৪ ॥

অধৈত-রচিত-চৈতন্য-গীত—

জয় শ্রীগৌরসুন্দর, ককুণাসিদ্ধ,
জয় জয় বৃন্দাবনরায়।

জয় জয় সম্প্রতি জয়, নবদ্বীপ-পুরন্দর,
চরণকমল দেহ’ ছায়া ॥১৭৫॥”

ভক্তগণের উপরি-উক্ত পদাবলী-কীৰ্ত্তন ও

অধৈতের নৃত্য—

এই সব কীৰ্ত্তন করেন ভক্তগণ।

নাচেন অধৈত ভাবি’ শ্রীগৌর-চরণ ॥১৭৬॥

নব-অবতারের নূতন পদ শুনি’।

উল্লাসে বৈষ্ণব সব করে হরিনামনি ॥১৭৭॥

কি অঙ্কুত হইল সে কীৰ্ত্তন-আনন্দ।

সবে তাহা বর্ণিতে পারেন নিত্যানন্দ ॥১৭৮॥

উচ্চকীৰ্ত্তনধ্বনি-শ্রবণে মহাপ্রভুর আগমন—

পরম-উদ্দাম শুনি’ কীৰ্ত্তনের ধ্বনি।

শ্রীবিজয় আসিয়া হইল। শ্রাসিমণি ॥১৭৯॥

প্রভুর দর্শনে ভক্তগণের অধিকতর উল্লাসে প্রভুর নাম-

গুণ-কীৰ্ত্তন ও অধৈতের নৃত্যোল্লাস—

প্রভু দেখি’ ভক্ত সব অধিক হরিষে।

গায়েন, অধৈত নৃত্য করেন উল্লাসে ॥১৮০॥

আনন্দে প্রভুরে কেহ নাহি করে ভয়।

সাক্ষাতে গায়েন সবে চৈতন্য-বিজয় ॥১৮১॥

লোক-শিক্ষক মহাপ্রভুর নিরন্তর কৃষ্ণদাসাভিমান—

নিরবধি দাস্যভাবে প্রভুর বিহার।

‘মুঞি কৃষ্ণদাস’ বই না বলয়ে আর ॥১৮২॥

হেন কারো শক্তি নাহি সম্মুখে তাহানে।

‘ঐশ্বর’ করিয়া বলিবেক ‘দাস’-বিনে ॥১৮৩॥

তথাপিহ সবে অধৈতের বল ধরি’।

গায়েন নির্ভয় হৈয়া চৈতন্য শ্রীহরি ॥১৮৪॥

ক্ষণেক থাকিয়া প্রভু আশ্রয়িত শুনি’।

লজ্জা যেন পাইতে লাগিল। শ্রাসিমণি ॥১৮৫॥

শিক্ষাগুরুগণ ভগবানের আশ্রয়িতশ্রবণে

স্থান-পরিত্যাগ—

সবা’ শিক্ষাইতে শিক্ষাগুরু ভগবান।

বাসায় চলিলা শুনি’ আপন কীৰ্ত্তন ॥১৮৬॥

সকলেই বাস্তবসত্য-প্রচারে নির্ভয়—

তথাপি কাহারো চিন্তে না জন্মিল ভয়।

বিশেষে গায়েন আরো চৈতন্য-বিজয় ॥১৮৭॥

আনন্দে কাহারো বাহু নাহিক শরীরে।

সবে দেখে—প্রভু আছে কীৰ্ত্তন-ভিতরে ॥১৮৮॥

মন্তপ্রায় সবেই চৈতন্য-যশ গায়।

সুখে শুনে সুকৃতি, দুকৃতি দুঃখ পায় ॥১৮৯॥

শ্রীচৈতন্যমণ্ডলের প্রতি মৎস্যর ব্যক্তির সকলই নিশ্ফল—

শ্রীচৈতন্য-যশে শ্রীত না হয় যাহার।

ব্রহ্মচর্য্য-সন্ন্যাসে বা কি কার্য্য তাহার ॥১৯০॥

ভক্তগণের পরানন্দ-সুখ ও তৎসঙ্গ-প্রভাব—

এই মত পরানন্দ-সুখে ভক্তগণ।

সর্বকাল করেন শ্রীহরি-সংকীৰ্ত্তন ॥১৯১॥

এ সব আনন্দকীড়া পড়িলে শুনিলে।

এ সব গোষ্ঠীতে আসিয়াও সেহ মিলে ॥১৯২॥

যদি কৃষ্ণহুগলনয়ত জনগণের মুখে ভক্তিকথা শুনিতে
না পাওয়া যায়, তবে যাবতীয় কৃচ্ছ্রসাধ্য ব্রত, তপস্বী,
শিখা-মুদ্র-ভাগ্যপূৰ্ণক একদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণাদি সমস্তই
অকৰ্ণণ্য হইয়া পড়ে ॥১৫৪॥

শ্রীগৌরসুন্দর ভক্তি-ব্যতীত অন্য কোনপ্রকার অবাস্তব
অহুষ্ঠান কখনও স্বীকার করেন না ॥১৫৬॥

সমবায়—একজ সম্মেলন ॥১৫৮॥

শ্রীগৌরসুন্দর সঙ্কীৰ্ত্তনপ্রাধিকার স্থাপন করিয়াছেন—

নৃত্য গীত করি' সবে মহা-ভক্তগণ।

আইলেন প্রভুরে করিতে দর্শন ॥১৯৩॥

কোণলীলা প্রকাশপূর্বক প্রহর শয়ন—

শ্রীচৈতন্যপ্রভু নিজ-কীৰ্ত্তন শুনিয়া।

সবারে দেখাই ভয় আছেন শুইয়া ॥১৯৪॥

প্রহর নিকট ভক্তগণের আগমন-বার্তা

গোবিন্দ-কর্তৃক জ্ঞাপন—

সুকৃতি গোবিন্দ জানাইলেন প্রভুরে।

“বৈষ্ণব সকল আসিয়াছেন ঘুরারে ॥” ১৯৫॥

সকলের প্রহুসমীপে গমন—

গোবিন্দেরে আজ্ঞা হইল সবারে আনিতে।

শয়নে আছেন, না চাহেন কারো ভিতে ॥১৯৬॥

ভয়-যুক্ত হইয়া সকল ভক্তগণ।

চিস্তিতে লাগিল। গৌরচন্দ্রের চরণ ॥১৯৭॥

স্বয়ং পরতত্ত্ব লোকশিক্ষকলীল মহাপ্রহু-কর্তৃক জীবের

অবতার সাক্ষিবার আশুকরণিক পাবণতা-

নিরাসের আদর্শ স্থাপনার্থ ভক্তগণের

কাণ্যেয় যুক্তিযুক্ত আর প্রহু—

ক্ষণেকে উঠিলা প্রভু শ্রীভক্তবৎসল।

বলিতে লাগিল,—“অয়ে বৈষ্ণব-সকল ॥১৯৮॥

অহে অহে শ্রীনিবাসপণ্ডিত উদার!

আজি তুমি সব কি কবিল। অন্তর ॥১৯৯॥

ছাড়িয়া কৃষ্ণের নাগ, কৃষ্ণের কীৰ্ত্তন।

কি গাইলা আমারে তা' বুঝাহ এখন ॥” ২০০॥

মহাবক্তা শ্রীবাসের উত্তর—

মহাবক্তা শ্রীনিবাস বলেন,—“গোসাঞি!

জীবের অন্তঃস্থ শক্তি মূলে কিছু নাই ॥২০১॥

যেন করায়েন যেন, বলায়েন ঈশ্বরে।

সে-ই আজি বলিলাও কছিল তোমারে ॥” ২০২॥

প্রভু বলে,—“তুমি সব হইয়া পণ্ডিত।

লুকায় যে, কেনে তা'রে করহ বিদিত ॥” ২০৩॥

শ্রীবাসের হস্তদ্বারা সূর্য-আচ্ছাদন ও প্রহর দ্বিজাসায়

তৎসঙ্কেতের ব্যাখ্যা—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য পণ্ডিত-শ্রীবাসে।

হস্তে সূর্য আচ্ছাদিয়া মনে মনে হাসে ॥২০৪॥

প্রভু বলে,—“কি সঙ্কেত কৈল হস্ত দিয়া।

তোমার সঙ্কেত তুমি কহত ভাঙ্গিয়া ॥” ২০৫॥

শ্রীবাস বলেন,—“হস্তে সূর্য ঢাকিলাও।

তোমারে বিদিত করি' এই কহিলাও ॥২০৬॥

হস্তে কি কখন পারি সূর্য আচ্ছাদিতে।

সেই মত অসম্ভব তোমা' লুকাইতে ॥২০৭॥

সূর্য যদি হস্তে বা হয়েন আচ্ছাদিত।

তবু তুমি লুকাইতে নার' কদাচিত ॥২০৮॥

হস্তদ্বারা সূর্য-আচ্ছাদন সম্ভব হইলেও আসমুদ্রাহমাচলে

পরিব্যাপ্ত গৌরহৃদয়ের অপ্রাকৃত যশ:

গোপন অসম্ভব—

যে নারিল লুকাইতে ক্ষীরোদসাগরে।

লোকালয়ে আচ্ছাদন কিসে করি' তাঁ'রে ॥২০৯॥

হেমগিরি সেতুদক্ষ পৃথিবী পর্য্যন্ত।

তোমার নির্মল যশে পুরিল দিগন্ত ॥২১০॥

গৌরকীৰ্ত্তনে আত্মগোপন পরিপূর্ণ—

আ-প্রজ্ঞাও পূর্ণ হইল তোমার কীৰ্ত্তনে।

কত জন দণ্ড তুমি করিবা কেমনে ॥” ২১১॥

সর্বকাল ভক্তজয় বাডান ঈশ্বরে।

হেনকালে অদ্বুত হইল আসি' ঘরে ॥২১২॥

এ কথা জগতে প্রসিদ্ধ। “সর্বোত্তমপনং পরং বিজয়তে
ত্রিক্ষণসকীৰ্ত্তনম্”—শ্রীগৌরহৃদয়ের শ্রীমুখবাণী ॥১৬১॥

ব্রহ্মচর্য ও তুষ্ণ্যশ্রম—গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ আশ্রম অপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ। তত্ত্ব আশ্রমস্থ হইয়াও শ্রীচৈতন্যের বিজয়ে বাহ্যদেয়
শ্রীতি নাই, তাহাদের আশ্রম ধর্মপালন ব্যর্থ হয় ॥২০৮॥

শ্রীগৌরহৃদয়ের শ্রীবাসাদি ভক্তগণকে বলিলেন—তোমরা
পণ্ডিত হইয়া কৃষ্ণনাম গানের পরিবর্তে গৌরকীৰ্ত্তন আরম্ভ
করিলে। কিন্তু ত্রিক্ষণ যখন আশ্রম-পরিচয় গোপন করিয়া
আপনাকে লুকাইতে ইচ্ছা করিতেছেন, তখন সেই কথা
উল্লেখ করিয়া তোমাদের কি ফল লাভ হইবে? ॥২০৯॥

বিভিন্ন দেশের অসংখ্য লোকের চৈতন্য-নাম-গুণ-লীলা
সংকীৰ্তন করিতে করিতে অকস্মাৎ আগমন—

সহস্র সহস্র জন না জানি কোথার ।
জগন্নাথ দেখি' আইল প্রভু দেখিবার ॥২১৩॥
কেহ বা ত্রিপুরা, কেহ চাটিগ্রামবাসী ।
শ্রীহা টিয়া লোক কেহ কেহ বঙ্গদেশী ॥২১৪॥
সহস্র সহস্র লোক করেন কীর্তন ।
শ্রীচৈতন্য-অবতার করিয়া বর্ণন ॥২১৫॥
“জয় জয় শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বনগালী ।
জয় জয় নিজ-ভক্তি-রসকুতুহলী ॥২১৬॥
জয় জয় পরগনাস্যা সিরূপধারী ।
জয় জয় সংকীৰ্তন-লম্পট-মুরারি ॥২১৭॥
জয় জয় দ্বিজরাজ বৈকুণ্ঠ-বিহারী ।
জয় জয় সৰ্বজগতের উপকারী ॥২১৮॥
জয় কৃষ্ণচৈতন্য শ্রীশচীর নন্দন ।
এইমত গাই নাচে শত-সংখ্য জন ॥২১৯॥

এই সুযোগে শ্রীবাসের উক্তি—

শ্রীবাস বলেন,—“প্রভু, এবে কি করিবা ।
সকল সংসার গায়, কোথা লুকাইবা ॥২২০॥

ভগবৎপ্রেরণায়ই লোকের হৃদয়ে ভগবন্নাম-গুণ-
গীলা-কীর্তন ক্ষুণ্টি—

মুঞি কি লিখাই প্রভু এ সব লোকে।
এইমত গায় প্রভু, সকল সংসারে ॥২২১॥
অদৃশ্য অব্যক্ত তুমি হইয়াও নাথ ।
কল্পণায় হইয়াছ জীবের সাক্ষাত ॥২২২॥

সকীৰ্তন-লম্পট—সকলপ্রকার সাধনভজনাদি অপেক্ষা
কৃষ্ণসকীৰ্তনে অত্যাগ্রহবিশিষ্ট ॥২১৭॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর—সাক্ষাৎ অবতারী কৃষ্ণ; বিস্ত
শ্রীগৌরমুণ্ডিতে ভক্তবেশ প্রকাশ করিয়া আপনাকে আবৃত
করিয়াছিলেন। আর সাক্ষাৎ সকীৰ্তন-মুণ্ডি শ্রীগৌরসুন্দর
ভাগবত কথিত ‘কৃষ্ণবর্ণং ত্রিবাংকৃষ্ণং সাক্ষোপাদ্যন্তপার্শ্বম্।
বটৈঃ সকীৰ্তনপ্রায়েৰ্ধজন্তি হি সুমেধসঃ’—এই লোকের
প্রতিপাত উপাত্তরূপে প্রকাশিত। যিনি কৃষ্ণসকীৰ্তন

লুকাও আপনে তুমি, প্রকাশ আপনে ।
যা'রে অনুগ্রহ কর' জানে সে-ই জনে ॥২২৩॥

শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর উক্তি—

প্রভু বলে,—“তুমি নিজশক্তি প্রকাশিয়া ।
বলাও লোকের মুখে জানিলাও ইহা ॥২২৪॥
তোমা'রে হারিল মুঞি শুনহ পণ্ডিত !
জানিলাও—তুমি সৰ্বশক্তি সমন্বিত ॥” ২২৫॥

ভক্তজয়বৃদ্ধিকারী ভগবান্—

সৰ্বকাল প্রভু বাড়ায়েন ভক্তজয় ।
এ তা'ন স্বভাব—বেদে ভাগবতে কয় ॥২২৬॥

ভক্তগণকে বিদায় দান—

হাস্তমুখে সৰ্ব বৈষ্ণবেরে গৌররায় ।
বিদায় দিলেন, সব চলিলা বাসায় ॥২২৭॥
হেন সে চৈতন্যদেব শ্রীভক্তবৎসল ।
ইহানে সে ‘কৃষ্ণ’ করি' গায়েন সকল ॥২২৮॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের ভগবন্তাব শ্রৌতপ্রণালীতে গ্রাহ; শ্রৌত-
বাক্য লভনপূৰ্বক অশ্রৌত অহুকরণিকগণের

ক্ষুদ্র জীবকে অবতার সাক্ষাইবার

চেষ্টা পাষণ্ডতা—

নিত্যানন্দ-অদ্বৈতাদি যতক প্রধান ।
সবে বলে “শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য ভগবান্ ॥” ২২৯॥

এ সকল ঈশ্বরের বচন লজ্জিয়া ।
অন্তরে বলয়ে ‘কৃষ্ণ’ সে-ই অভাগিয়া ॥২৩০॥

ভগবন্তার বিশেষ চিহ্ন ও লক্ষণ—

শেষশায়ী লক্ষ্মীকান্ত শ্রীবৎস-লাঞ্ছন ।
কৌস্তভ-ভূষণ আর গরুড়-বাহন ॥২৩১॥

করেন, তিনিই গৌরসুন্দরকে জানিতে পারেন। কীর্তন-
ব্যতীত অন্তপ্রকার অহুতানরত জনগণ গৌরসুন্দরকে
অহুতাবে জানিতে পারেন না ॥২২৩॥

তথ্য। যন্তব্রহ্মশ্রমগ্রাহমগোত্রমবর্ণমচক্ষুঃশ্রোত্রঃ তদ-
পানিপাশং নিত্যং, বিহুং সৰ্বগতং সুহৃৎ তদব্যয়ং যদ-
ভূতধোনিং পরিপশুতি ধীরাঃ। (মুণ্ডক ১।১।৬) বদেবক-
বাক্তমনস্তরুণঃ বিশ্বঃ পূরণং তমসঃ পরতাং। তদেবতঃ
তদুপাত্যমাহ তদেব ব্রহ্মপদং কবীনাম্ ॥ (নারায়ণোপনিষৎ)

এ সব কৃষ্ণের চিহ্ন জানিহ নিশ্চয় ।
গঙ্গা আর কারো পাদপদ্মে না অশ্রয় ॥২৩২॥
শ্রীচৈতন্য বিনা ইহা অন্তো না সম্ভবে' ।
এই কহে বেদে, শাস্ত্রে, সকল-বৈষ্ণবে ॥২৩৩॥

সর্ব বৈষ্ণবের শ্রীতবাক্যের আদরে বরণই
সর্বত্র বিজয়লাভের সেতু—

সর্ব-বৈষ্ণবের বাক্য যে আদরে লয় ।
সেই সব জন পায় সর্বত্র বিজয় ॥২৩৪॥
ভক্তগণ-বেষ্টিত শ্রীগৌরসুন্দরের অমূল্য হরিকীর্তন—
হেনমতে মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দর ।
ভক্তগোষ্ঠী-সঙ্গে বিহরেন নিরন্তর ॥২৩৫॥

প্রভু বেড়ি' ভক্তগণ বসেন সকল ।
চৌদিগে শোভয়ে যেন চন্দ্রের মণ্ডল ॥২৩৬॥
মধ্যে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ শ্যাম-চূড়ামণি ।
নিরবধি কৃষ্ণ-কথা করি' হরিশ্রবণি ॥২৩৭॥

দুই মহাভাগ্যবান্ পুরুষের প্রভু সন্নিধানে
আগমন—

হেনই সময়ে দুই মহাভাগ্যবান্ ।
হইলেন আসিয়া প্রভুর বিত্তমান্ ॥২৩৮॥
রূপ-সনাতনের প্রভুপদে নতি ও কাকূর্ষাদ—
শাকর-মল্লিক, আর রূপ—দুই ভাই ।
দুই-প্রতি কৃপাদৃষ্টে চাহিলা গোসাঞি ॥২৩৯॥

এতৎ স্মৃতি ন বিজ্ঞেয়ং রূপবান্ভিত দৃশ্যতে । ইচ্ছন্ মুহুর্ভাং
নশ্বেয়ম্ ঈশোহং জগতাং গুরুঃ ॥ মায়াহেমা ময়া সৃষ্টা
যদ্যং পশুসি নারদ । সর্বভূতগুণৈর্গুণং নৈবং ত্বং জ্ঞাতু-
মর্হসি । (মহাভারত শাস্তি ৩৪।১৪৩-৪৫ লঘুভাগবতামৃত
১৪৫ সংখ্যাপৃষ্ঠ) । ন শকাঃ স ত্বয়া ত্রষ্টুমর্হতি ॥
(মহাভারত শাস্তি ৩৩৮।২০ লঘুভাগবতামৃত ১৪২ স প্যাপৃষ্ঠ)
সক্টিদানন্দরূপত্বাং স্তাং কৃষ্ণোহুখোক্ষোহুপাসৌ । নিজশক্তেঃ
প্রভাবেন স্বং ভক্তান্ দর্শয়েৎ প্রভুঃ ॥ (পদ্মে লঘুভাগবতামৃত
১৫০ সংখ্যাপৃষ্ঠ) ॥ ২২২-২৩ ॥

শ্রীনিয়ানন্দ ও শ্রীঅধৈত—বিষ্ণুতত্ত্ব ও অগ্ন্যস্ত গৌর-
ভক্তগণ—অতিপ্রধান ব্যক্তি সকলেই শ্রীচৈতন্যদেবকে
স্বয়ং ভগবান্ বলিয়া জানিতেন । কিন্তু ভাগ্যহীন জনগণ
নিজবুদ্ধিভাবে ত্রিবিধ দুর্দশাপন্ন জীবকে কৃষ্ণ বলিয়া
স্থাপন করে । শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব জীবগণকে সর্বাপেক্ষা
সৌভাগ্যকর কৃষ্ণপ্রেমলাভ শিক্ষা দিয়াছেন । আর যহুন্তে
দেবদারোপবাদী জনগণ অস্ত্রাভিলাষ, বর্ষ ও জ্ঞানের
প্রচারকগণকে বর্ষকলবাধ্য ও উপাশ্রিত জ্ঞান না করিয়া
তাহাদের প্রতি ভগবত্তার আরোপ করে, উহা তাহাদের
বিষয় দুর্ভাগ্যেরই লক্ষণ ॥২৩০॥

সর্বভাগ্যকারণ সক্তিদানন্দবিগ্রহ পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের
পাদপদ্ম হইতে গঙ্গার উদ্ভব । শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অগ্ন্যস্ত

দেবতা সেই গঙ্গার উদক শিরে ধারণ করেন । অগ্ন্য
দেবতার পদ হইতে গঙ্গা উদ্ভূত হইতে পারেন না ।
শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্মলাভের অগ্ন্য গঙ্গাদেবী রামানুজীয়
শ্রীভৈষ্ণবগণের বিচারপদ্ধতি পরিত্যাগ করাইয়া সাধারণকে
গঙ্গায় নিমজ্জিত হইবার ধারণা করাইয়াছেন, কেননা,
শ্রীগৌরসুন্দর এতদ্দেশীয় প্রবাসীগণের স্বীয় পাদোদ্ভব জাহ্নবী
দেবীকে স্বীয় পাদপদ্মে স্থান দিয়াছিলেন ॥২৩২॥

তথ্য । ভাঃ ৯।৬৩-৬৮, ভাঃ ১।৩৩৭ ঔষ্টব্য । ন
তথা মে প্রিয়তম আয়যোনির্ন শব্দঃ । ন চ সঙ্কর্ণণো ন
শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্ ॥ (ভাঃ ১।১।১৪।১৫) দেবক্যাং
দেবরূপিণ্যাং বিষ্ণুঃ সর্বগুহাশয়ঃ । আনিবাসীদযথা প্রাচ্যাং
দিশীন্দ্রিবি পুঙ্কলঃ ॥ তমদুঃখং বালকমদুঃখকণং, চতুর্ভুজং
শঙ্খগদাঘূর্দায়ুধম্ । শ্রীবৎসলক্ষং গলশোভিকৌন্তভং, পীতাঙ্করং
সাক্ষপয়োদসৌভগম্ ॥ (ভাঃ ১০।৩৮-৩৯) বিদিতোহসি
ভবান্ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতে পরঃ (ভাঃ ১০।৩৯।৩৯)
শঙ্খাঙ্গাসিগদাশাঙ্গ-শ্রীবৎসাত্মপলক্ষিতম্ । বিভ্রাণং কৌন্ত-
মণিং বনমালাবিভূষিতম্ ॥ কৌশল্যবাসী পীত বসানং
গরুড়কম্ । অমূল্যমৌল্যভরণং ক্ষরক্ষরকুণ্ডলম্ ॥ (ভাঃ
১০।৬৩।১৩, ১৪) অধাপি যৎপাদনবাবসংগং জগদ্বিবিধকোপ-
হতাহংগভঃ । সেশং পুণ্যতাত্তমো দৃষ্টুমানং, কো নাম
লোকে ভগবৎপদার্থঃ ॥ (ভাঃ ১।১৮।২১) যস্তামলং দ্বিবি
বশঃ প্রধিতং বসায়ং কুমৌ চ তে ভুবনমল দ্বিভিতানম্ ।

দূরে থাকি' দুই ভাই দণ্ডবত করি'।
 কাকুর্বাদ করেন দশনে তৃণ ধরি' ॥২৪০॥
 “জয় জয় মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য।
 যাহার কৃপায় হৈল সর্বলোক ধন্য ॥২৪১॥
 জয় দীন-বৎসল জগত-হিতকারী।
 জয় জয় পরম-সম্ম্যাসি-রূপধারী ॥২৪২॥
 জয় জয় সংকীৰ্তন-বিনোদ অনন্ত।
 জয় জয় জয় সর্ব-আদি-মশ্য-অন্ত ॥২৪৩॥
 আপনে হইয়া শ্রীভৈরব অবতার।
 ভক্তি দিয়া উদ্ধারিল সকল সংসার ॥২৪৪॥
 তবে প্রভু, মোরে না উদ্ধার কোন্ কাজে।
 মুঞি কি না হও প্রভু, সংসারের মানে ॥২৪৫॥
 আজন্ম বিষয়ভোগে হইয়া মোহিত।
 না ভজিঁ তুমার চরণ—নিজ-হিত ॥২৪৬॥
 তোমার ভক্তের সঙ্গে গোষ্ঠী না করিঁ।
 তোমার কীৰ্তন না করিঁ না শুনিঁ ॥২৪৭॥
 রাজপাত্র করি' মোরে বধনা করিলা।
 তবে মোরে মনুষ্য জনম কেনে দিলা ॥২৪৮॥
 যে মনুষ্যজন্ম লাগি' দেবে কাম্য করে।
 হেন জন্ম দিয়াও বঞ্চিলা প্রভু, মোরে ॥২৪৯॥
 এবে এই কৃপা কর অমায়্য হইয়া।
 বৃক্ষমূলে পড়ি' থাকেঁ। তোর নাম লৈয়া ॥২৫০॥
 যে তোমার প্রিয়পাত্র লওয়ার তোমারে।
 অবশেষপাত্র যেন হও তাঁর দ্বারে ॥” ২৫১॥
 এইমত রূপ-সনাতন—দুই ভাই।
 স্তুতি করে, শুনে প্রভু চৈতন্যগোসাঞি ॥২৫২॥

প্রব্রু উত্তর—

কৃপাদৃষ্টো প্রভু দুই-ভাইরে চাহিয়া।
 বলিতে লাগিলা অতি সদয় হইয়া ॥২৫৩॥

প্রভু বলে,—“ভাগ্যবন্ত তুমি দুই জন।
 বাহির হইলা ছিণ্ডি' সংসার-বন্ধন ॥২৫৪॥
 সমগ্র সংসারই বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ, তাহা হইতে উদ্ধার-
 লাভের দ্বার সৌভাগ্য আর নাই; অদ্বৈতাচার্য্য
 প্রেম-ভক্তিদ্বানে সমর্থ—

বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ সকল সংসার।
 সে বন্ধন হৈতে তুমি দুই হৈলা পার ॥২৫৫॥
 প্রেম-ভক্তি-বাহু যদি করহ এখনে।
 তবে ধরি' পড় এই অদ্বৈত-চরণে ॥২৫৬॥
 ভক্তির ভাণ্ডারী—শ্রীঅদ্বৈত মহাশয়।
 অদ্বৈতের কৃপায় সে কৃষ্ণভক্তি হয় ॥” ২৫৭॥

মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শ্রীরূপ-সনাতনের শ্রীঅদ্বৈতচরণে
 ভক্তি-প্রার্থনা—

শুনিঞা প্রভুর আজ্ঞা দুই মহাজনে।
 দণ্ডবত পড়িলেন অদ্বৈত-চরণে ॥২৫৮॥
 “জয় জয় শ্রীঅদ্বৈত পতিতপাবন।
 মুই-দুই-পতিতের করহ মোচন ॥২৫৯॥

অদ্বৈতাচার্য্যসমীপে মহাপ্রভু-কঙ্ক শ্রীরূপ-সনাতনের
 অদ্ভুত বৈরাগ্য-বধন ও শ্রীরূপ-সনাতনকে অমায়্যায়
 কৃপা করিবার জন্য অমুরোধ—

প্রভু বলে,—“শুন শুন আচার্য্য-গোসাঞি।
 কলিযুগে এমন বিরক্ত ঝাট নাই ॥২৬০॥
 রাজ্যসুখ ছাড়ি', কাঁথা, করজ লইয়া।
 মথুরায় থাকেন কৃষ্ণের নাম লইয়া ॥২৬১॥
 অমায়্যায় কৃষ্ণভক্তি দেহ' এ-দৌহেয়ে।
 জন্মজন্ম আর যেন কৃষ্ণ না পাসরে ॥২৬২॥
 ভক্তির ভাণ্ডারী তুমি, বিনে ভক্তি দিলে।
 কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ ক'রে মিলে?” ২৬৩॥

মন্দাকিনীতি দ্বিবি ভোগবতীতি চাখো গঙ্গেতি চেহ
 চরণাধু পুনতি বিশ্বম্ ॥ (ভাঃ ১০৭০১৪৪) ॥২৩২-২৩৩॥

শ্রীভগবন্তক্তগণের উপদেশ ও বিচার দ্বিবি আদরের
 সহিত গ্রহণ করেন, তাদৃশ সিদ্ধান্তপর্যায় জনগণই সর্বত্র
 বিজয় লাভ করেন ॥২৩৪॥

শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনপ্রব্রু মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরকে
 বলিলেন,—“তুমি শ্রীকৃষ্ণপ্রেমদাতা ও মহাবাহু,—জগতের
 সকলের মঙ্গলের জন্য ভক্তবধ ধারণপূর্বক তুমি জীবের
 একমাত্র উপাত্ত স্বরূপ কৃষ্ণ। তোমার ভক্তগণই তোমার
 পাদপদ্ম লাভ করাইবার জন্য সমগ্র জগৎকে নিয়োগ

শ্রীঅৰ্ঘ্যতাচার্যের উক্তি—

অৰ্ঘ্যত বলেন,—“প্রভু, সর্বদাতা তুমি।
তুমি আজ্ঞা দিলে সে দিবারে পারি আমি ॥২৬৪॥
ভাণ্ডারের মালিকের আজ্ঞায় ভাণ্ডারীর দানের ক্ষমতা—
প্রভু আজ্ঞা দিলে সে ভাণ্ডারী দিতে পারে।
এই মত যা'রে কৃপা কর' যা'র দ্বারে ॥২৬৫॥

আচার্যের আশীর্বাদ—

কায়মনোবচনে মোহার এই কথা।
এ-দুই'র প্রেমভক্তি হউক সর্বদা ॥” ২৬৬॥

প্রভুর উচ্চ হরিশ্রবণ—

শুনি' প্রভু অৰ্ঘ্যতের কৃপায়ুক্ত-বাণী।
উচ্চ করি' বলিতে লাগিলা হরিশ্রবণি ॥২৬৭॥

শ্রীরূপের প্রতি প্রভুর উক্তি—

দবিরখাসেরে প্রভু বলিতে লাগিলা।
“এখনে তোমার কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তি হৈলা ॥২৬৮॥
অৰ্ঘ্যতের প্রসাদে যে হয় কৃষ্ণভক্তি।
জানিহ অৰ্ঘ্যতে কৃষ্ণের পূর্ণশক্তি ॥২৬৯॥

শ্রীরূপ-সনাতনকে প্রভুর মথুরায় গমনপূর্বক মৃত ও

অনাচারী পশ্চিমাঙ্গিকে ভক্তিরস-প্রদান ও

প্রভুর অগ্নি মথুরায়গুণে নির্জনস্থান

সংগ্রহার্থ আদেশ—

কতদিন জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া।
তবে দুই ভাই মথুরায় থাক গিয়া ॥২৭০॥
তোমা' সব' হৈতে যত রাজস-ভামস।
পশ্চিমা সব্বারে গিয়া দেহ ভক্তিরস ॥২৭১॥
আমিহ দেখিব গিয়া মথুরা-মণ্ডল।
আমা থাকিবারে স্থল করিহ বিরল ॥” ২৭২॥

শাকরমল্লিককে মহাপ্রভু-কর্তৃক তৃতীয় সংস্কার-স্বরূপ

‘সনাতন’ নাম প্রদান—

শাকরমল্লিক নাম ঘূচাইয়া তান।
সনাতন অবস্থত ধুইলেন নাম ॥২৭৩॥

শ্রীরূপ-সনাতন-নামে প্রসিদ্ধি—

অতাপিহ দুই ভাই—রূপ-সনাতন।
চৈতন্যকৃপায় হৈলা বিখ্যাত-ভুবন ॥২৭৪॥
মহাপ্রভু ভক্তের কীৰ্ত্তি ও মহিমা-প্রকাশক—
যা'র যত কীৰ্ত্তি ভক্তি-মহিমা উদার।
শ্রীচৈতন্যচন্দ্র সে সব করয়ে প্রচার ॥২৭৫॥

নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কিবা অৰ্ঘ্যতের তত্ত্ব।
যত মহাপ্রিয়-ভক্তগোষ্ঠীর মহত্ব ॥২৭৬॥
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলা প্রকাশে।
সেই প্রভু সব ইহা কহেন সন্তোষে ॥২৭৭॥
যে ভক্ত যে বস্তু—যাঁ'র যেন অবতার।
বৈষ্ণব, বৈষ্ণবী যাঁ'র অংশে জন্ম যাঁ'র ॥২৭৮॥
যাঁ'র যেন-মত পূজা যাঁ'র যে মহত্ব।
চৈতন্যপ্রভু সে সব করিলেন ব্যক্ত ॥২৭৯॥

শ্রীবাস-সমীপে প্রভুর অৰ্ঘ্যতের বৈষ্ণবতা-সম্বন্ধে প্রশ্ন—

একদিন প্রভু বসিয়াছে সুপ্রকাশে।
অৰ্ঘ্যত-শ্রীবাস-আদি-ভক্ত চারি-পাশে ॥২৮০॥
শ্রীবাসপণ্ডিতে তবে ঐশ্বর্য আপনে।
আচার্যের বার্তা জিজ্ঞাসেন তান স্থানে ॥২৮১॥
প্রভু বলে,—“শ্রীনিবাস, কহ ত আমারে।
কিরূপ বৈষ্ণব তুমি বাস' অৰ্ঘ্যতেরে ॥” ২৮২॥
মনে ভাবি' বলিলা শ্রীবাস মহাশয়।
“শুক বা প্রহ্লাদ যেন মোর মনে লয় ॥” ২৮৩॥

শুক বা প্রহ্লাদের সমান অৰ্ঘ্যত-মহত্ব, এই উত্তর

প্রবণে প্রভুর শ্রীবাসের প্রতি মেহকোপ ও

প্রহার—

অৰ্ঘ্যতের উপমা প্রহ্লাদ, শুক যেন।
শুনি' প্রভু ক্রোধে শ্রীবাসেরে মারিলেন ॥২৮৪॥
পিতা যেন পুত্রে শিখাইতে স্নেহে মারে।
এই মত এক চড় হৈল শ্রীবাসেরে ॥২৮৫॥
“কি বলিলি কি বলিলি পণ্ডিত-শ্রীবাস।
মোহার নাড়ারে কহ শুক বা প্রহ্লাদ ॥২৮৬॥

করেন। তাহাদের উচ্চৈঃশ্রবণী কুরূর হইয়া আমি পড়িয়া
ধাকিব। মহুত্তরায়ের সার্থকতাই—গৌরভক্তের তৃত্য

হওয়া। রাজার বিশিষ্ট-কর্মচারী হওয়ার বৈষ্ণবের দাপ্ত
আমরা বঞ্চিত ছিলাম। মহুত্তরায়ের একমাত্র প্রয়োজনই—

যে শুকেরে 'মুক্ত' তুমি বল সর্বমতে ।
কালিকার বালক শুক নাড়ার আগেতে ॥২৮৭॥
এতবড় বাক্য মোর নাড়ারে বলিলি ।
আজি বড় শ্রীবাসিয়া মোরে দুঃখ দিলি ॥২৮৮॥
এত বলি' ক্রোধে হাতে ছিপযষ্টি লৈয়া ।
শ্রীবাসেরে মারিবারে যান খেদাড়িয়া ॥২৮৯॥

অধৈতের নিবারণ—

সন্ত্রমে উঠিয়া শ্রীঅধৈত মহাশয় ।
ধরিল। প্রভুর হস্ত করিয়া বিনয় ॥২৯০॥
“বালকেরে বাপ, শিখাইবা কুপা-মনে ।
কে আছে তোমার ক্রোধপাত্র ত্রিভুবনে ॥” ২৯১॥

আচার্যের বাক্যে প্রভুর ক্রোধগীলা-সংগোপন ও

আবেশে অধৈত-মহিমা কীর্তন—

আচার্যের বাক্যে প্রভু ক্রোধ করি' দূর ।
আবেশে কহেন তান মহিমা প্রচুর ॥২৯২॥
প্রভু বলে,—“তোহার। বালক শিশু মোর ।
এতেকে সকল ক্রোধ দূর গেল মোর ॥২৯৩॥

মহাপ্রভুর অধৈত-তত্ত্ব-বর্ণন ও তৎসহ

আত্মতত্ত্ব-প্রকাশ—

মোর নাড়া জানিবারে আছে হেন জন ।
যে মোহারে আনিলেক ভাঙ্গিয়া শয়ন ॥” ২৯৪॥
প্রভু বলে,—“অহে শ্রীনিবাস মহাশয় !
মোহার নাড়ারে এই তোমার বিনয় ॥২৯৫॥
শুক-আদি করি' সব বালক উহার ।
নাড়ার পাছে সে অশ্রু জানিহ সবার ॥২৯৬॥
অধৈতের লাগি' মোর এই অবতার ।
মোর কর্ণে বাজে আলি' নাড়ার ছকার ॥২৯৭॥
শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে ।
আগাই' আনিল মোরে নাড়ার ছকারে ॥” ২৯৮॥

গৌরাঙ্গভ্যো কৃষ্ণসেবা । যাহারা ইহা বুঝিতে পারে না,
তাহারাই কৃষ্ণবিমুখ হইয়া নিজ অমঙ্গল আনয়ন করে ॥২৯৯॥

শ্রীগৌরহরি শ্রীঅধৈতপ্রভুকে বলিলেন,—“তুমিই ভক্তি-
ভাণ্ডারের অধিকারী, তোমার অঙ্গগ্রহ-ব্যতীত কৃষ্ণসেবক

শ্রীবাসের কমা-ভিকা—

শ্রীবাসের অধৈতের প্রতি বড় শ্রীত ।
প্রভু-বাক্য শুনি' হৈল অতি হরষিত ॥২৯৯॥
মহাভয়ে কম্প হই' বলেন শ্রীবাস ।
“অপরাধ করিলু' ক্ষমহ মোরে নাথ ॥৩০০॥
প্রভু বাক্যে শ্রীবাসের অধৈত-পদে দৃঢ়তয়া নিষ্ঠা—
তোমার অধৈত-তত্ত্ব জানহ তুমি সে ।
তুমি জানাইলে সে জানিয়ে অশ্রু দাসে ॥৩০১॥
আজি মোর মহাভাগ্য সকল মঙ্গল ।
শিখাইয়া আমারে আপনে কৈলা ফল ॥৩০২॥
এখনে সে ঠাকুরালী বলিয়ে যে তোমার ।
আজি বড় মনে বল বাড়িল আমার ॥৩০৩॥
এই মোর মনের সঙ্গী আজি হৈতে ।
মদিরা যবনী যদি ধরেন অধৈতে ॥৩০৪॥
তথাপি করিব ভক্তি অধৈতের প্রতি ।
কহিলু' তোমাতে প্রভু সত্য করি' অতি ॥” ৩০৫॥

প্রভুর সন্তোষ—

তুষ্ট হইলেন প্রভু শ্রীবাস-বচনে ।
পূর্বপ্রায় আনন্দে বসিল তিন জনে ॥৩০৬॥

এ সকল কথা পরমরহস্যময়ী—

পরম-রহস্য এ সকল পুণ্যকথা ।
ইহার প্রবণে কৃষ্ণ পাইয়ে সর্বথা ॥৩০৭॥
যা'র যেন প্রভাব, যা'হার যেন ভক্তি ।
যে বা আগে, যে বা পাছে যা'র যেন শক্তি ॥৩০৮॥
সবার সর্বজ্ঞ এক প্রভু গৌর-রায় ।
আর জানে—যে তাহানে ভজে অমায়ায় ॥৩০৯॥

বৈষ্ণব-তত্ত্ব জীবের অগম্য—

বিষ্ণুতত্ত্ব যেন অভিজাত বেদবাণী ।
এই মত বৈষ্ণবেয়ো তত্ত্ব নাহি জানি ॥৩১০॥

হইয়াও কাহারও কৃষ্ণসেবা লাভ ঘট না।” তদন্তরে
শ্রীঅধৈত বলিলেন,—“ভক্তিভাণ্ডার তোমারই, তুমিই মালিক,
তোমার আজ্ঞাক্রমে আমি ভক্তিরন্ধক হইলেও তোমার
অঙ্গমতি ব্যতীত উহা কাহাকেও দিতে পারি না।” ২৬৭।

অক্ষজ্ঞানে সিদ্ধ বৈষ্ণবের বিষম ব্যবহারের

নিম্না মৃত্যুর সেতু—

সিদ্ধবৈষ্ণবের অতি বিষম ব্যবহার।
না বুঝি' নিম্নিয়া মরে সকল সংসার ॥৩১১॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষম ব্যবহার।
সাক্ষাতে দেখেই ভাগবত-কথা-সার ॥৩১২॥

ভাগবতীয় ভৃগুর উদাহরণ—

বৈষ্ণবপ্রধান ভৃগু—ব্রজার নন্দন।
অহনিশ মনে ভাবে যাঁহার চরণ ॥৩১৩॥
সে প্রভুর বক্ষে করিলেন পদাঘাত।
তথাপি বৈষ্ণব-শ্রেষ্ঠ দেখেই সাক্ষাত ॥৩১৪॥

ভৃগু-উপাখ্যান—

প্রমত্তে শুভহ ভাগবতের আখ্যান।
যে নিমিত্ত ভৃগু করিলেন হেন কাম ॥৩১৫॥
সরস্বতী-তীরে মহাযজ্ঞ ও পুরাণ-শ্রবণ—
পূর্বে সরস্বতী-তীরে মহাঋষিগণ।
আরম্ভিলা মহাযজ্ঞ পুরাণ-শ্রবণ ॥৩১৬॥

ঋষিগণের পরস্পর শাস্ত্র-বিচার—

সবে শাস্ত্র-কর্ত্তা সবে মহাতপোধান।
অন্তোহন্তো লাগিল ব্রজ-বিচার-কথন ॥৩১৭॥

ব্রজা, বিষ্ণু ও শিবের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ—

ব্রজা, বিষ্ণু, মহেশ্বর—তিনজন-নান্দে।
কে প্রধান? বিচারেন মূনির সমাজে ॥৩১৮॥

মতভেদ—

কেহ বলে,—‘ব্রজা বড়’, কেহ, ‘মহেশ্বর’।
কেহ বলে,—‘বিষ্ণু বড় সবার উপর’ ॥৩১৯॥
পুরাণেই নানা মত করেন কথন।
‘শিব বড়’ কোথাও, কোথাও ‘নারায়ণ’ ॥৩২০॥
ব্রজার মানসপুত্র ভৃগুকে ঋষিগণ-কর্ত্তক সন্দেহ—

ভজনার্থ ভাব-প্রদান—

তবে সব ঋষিগণ মিলিয়া ভৃগুরে।
আদেশিলা এ প্রমাণ তব্ব জানিবারে ॥৩২১॥
ব্রজার মানস-পুত্র তুমি মহাশয়!
সর্বমতে তুমি জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তব্বময় ॥৩২২॥
তুমি ইহা জান গিয়া করিয়া বিচার।
সন্দেহ ভজ্জহ আসি’ তামা’ সবারে ॥৩২৩॥
তুমি যে কহিবা’ সে-ই সবার প্রমাণ।
শুনি’ ভৃগু চলিলেন আগে ব্রজা-স্থান ॥৩২৪॥

ভৃগুর ব্রজার সভায় গমন—

ব্রজার সভায় গিয়া ভৃগু মূনিবর।
দস্ত করি’ রহিলেন ব্রজার গোচর ॥৩২৫॥
পুত্র দেখি’ ব্রজা বড় সন্তোষ হইলা।
সকল কুশল জিজ্ঞাসিবারে লাগিলা ॥৩২৬॥
ভৃগুর ব্রজার প্রতি ব্রজার অভাব-প্রদর্শন—
সত্য পরীক্ষিতে ভৃগু ব্রজার নন্দন।
শ্রদ্ধা করি’ না শুনেন বাপের বচন ॥৩২৭॥
স্তুতি কি বা বিনয় গৌরব নমস্কার।
কিছু না করেন পিতা-পুত্র-ব্যবহার ॥৩২৮॥

শ্রীমথুবা-মণ্ডলে বিরোধিগণের প্রচুর পরিমাণে অত্যাচার বর্ধমান। গোকুল ও নন্দালয় প্রভৃতি উহার নিদর্শন। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিগণের অনেকেই গুণজাত প্রবৃত্তি-ক্রমে ভক্তবিশেষী ও তমোভাবাপন্ন। শ্রীগৌর-সেনাপতি শ্রীকৃষ্ণসনাতন ভক্তিরসের প্রাবল্য আনিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় জনগণের কঠিনহৃদয় ভক্তিরসে আর্দ্র করিয়া শক্তিসংকার করেন ॥২৭১॥

মালদহে বিধর্মিগণের সেবা-স্বত্রে কর্ণাটরাজ্যকুলোদ্ভব শ্রীকৃষ্ণের ‘দবিরধাস’ ও ‘শাকর-মল্লিক’-নামে পরিচিত ছিলেন। শ্রীগৌরস্বয়্যর ‘ভূতীয়’ নাম-সংস্কার দিতে গিয়া

শাকর-মল্লিকের নাম অবধূত ‘সনাতন’ ও দবিরধাসের নাম ‘শ্রীকৃষ্ণ’ দিয়াছিলেন। ‘শ্রীকৃষ্ণ’ ও ‘শ্রীসনাতন’-নামদ্বয়ের পরিবর্তে তাঁহার ষষ্ঠোষ্ঠিভাষার আর পরিচিত ছিলেন না।

শ্রীমদ্ব্যগ্রহ প্রভৃ বৃন্দাবনে গিয়া নির্জনস্থানে বাস করিবার অভিপ্রায় করিলেন। তিনি শ্রবণ প্রচার করিবার যত্ন করিবেন না; পরন্তু শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের দ্বারাই প্রচার করাইবেন—ইহাই স্থির করিলেন ॥২৭২-২৭৩॥

শ্রীবাস-পতিতকে শ্রীগৌরস্বয়্যর শ্রীঅধৈতের স্বরূপ জিজ্ঞাসা করায় তিনি তাঁহাকে ভক্তকোটির অঙ্গগত বলিলেন,

ব্রহ্মার ভূত্ব প্রতি ভীষণ ক্রোধ—

দেখিয়া পুত্রের অনাদর-ব্যবহার।

ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন অগ্নি-অবতার ॥৩২৯॥

ভূত্ব পলায়ন—

ভস্ম করিবেন হেন ক্রোধে মন হৈলা।

দেখিয়া পিতার মূর্তি ভূত্ব পলাইলা ॥৩৩০॥

সকলের বাক্যে ব্রহ্মার ক্রোধ-নিবৃত্তি—

সবে বুঝাইলেন ব্রহ্মার পা'য়ে ধরি'।

“পুত্রেরে কি গোসাঞি, এমন ক্রোধ করি ?” ৩৩১॥

তবে পুত্রস্নেহে ব্রহ্মা ক্রোধ পাসরিলা।

জল পাই' যেন অগ্নি স্নান্য হৈলা ॥৩৩২॥

ভূত্ব কৈলাসে শিবস্থানে গমন ও শিব-পরীক্ষা—

তবে ভূত্ব ব্রহ্মারে বুনিয়া ভালমতে।

কৈলাসে আইলা মহেশ্বর পরীক্ষিতে' ॥৩৩৩॥

ভূত্ব দেখি' মহেশ্বর আনন্দিত হৈয়া।

উঠিলা পার্শ্বভী-সঙ্গে আদর করিয়া ॥৩৩৪॥

জ্যেষ্ঠ-ভাই-গৌরবে আপনে ত্রিলোচন।

প্রেম-যোগে উঠিলা করিতে আলিঙ্গন ॥৩৩৫॥

ভূত্ব কোতুকমুখে শিব-পরীক্ষা—

ভূত্ব বলে,—“মহেশ, পরশ নাহি কর।

যতেক পাঁচপুবেশ সব ভূমি ধর ॥৩৩৬॥

ভূত, প্রেত, পিশাচ—অস্পৃশ্য যত আছে।

হেন সব পাঁচপু রাখহ ভূমি কাছে ॥৩৩৭॥

যতেক উৎপথ সে তোমার ব্যবহার।

ভস্মাঙ্ঘ্রি ধারণ কোন্ শাস্ত্রের আচার ॥৩৩৮॥

তোমার পরশে স্নান করিতে জুয়ায়।

দূরে থাক দূরে থাক অয়ে ভূতরায় ! ৩৩৯॥

পরীক্ষা-নিমিত্তে ভূত্ব বলেন কোতুকে।

কভু শিবনিম্না নাহি ভূত্বের শ্রীমুখে ॥৩৪০॥

অদ্বৈতপ্রভু শ্রীশুক-প্রহ্লাদের দ্বায়—শ্রীবাসের এই ধারণা জানিয়া গৌরসুন্দর ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন—অদ্বৈতপ্রভুই তাঁহার অবতারের মূল কারণ; তাঁহা হইতেই ভক্তগণ উদ্ভূত হইয়াছেন। তিনিই ভগবান্ বিষ্ণুর উপাদান-কারণ-প্রকাশ; সূতরাং বিষ্ণুর সহিত অদ্বৈতজ্ঞানে অবস্থিত, ভক্তপরিণামের কেহ নহেন। বহির্ভূতগতের বিচারে অদ্বৈত-প্রভুকে ভক্তকোটিতে গণনা করিতে হইবে না—ইহা শ্রীবাস শ্রীগৌরসুন্দরের বাক্যে বুঝিয়া বলিলেন—আজ হইতে আমি অদ্বৈতপ্রভুকে বিষ্ণুতত্ত্ব মনে করিব। সূতরাং মাদকদ্রব্য ও ইন্দ্রিয়তর্পণাদিতে আসক্ত জনগণের সম-দৃষ্টিতে অদ্বৈতপ্রভুকে কখনও জীবপরিণামে গণনা করিব না। “ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্ত পশ্যৎ”—এই বিচারে বিষ্ণুতত্ত্বে বিচারের সম্ভাবনা নাই, জানিব ॥৩০৪॥

ভগবন্তত্ব—সাধারণের নিকট অবিজ্ঞাত। বেদশাস্ত্র—

‘ওঁ তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরয়ঃ দিবীং চন্দ্রাততম্’ প্রভৃতি মন্ত্রের দ্বারা তাঁহাকে প্রকাশ করেন। গৌরসুন্দরের নিকট ভক্তজন-প্রভাবে বিষ্ণুতত্ত্বের ধারণা হয়; গৌরসুন্দরের কথাই বেদবাক্য; স্বতন্ত্র বেদবাক্যের বিবর্ত

সসীম মানবজ্ঞানকে বিচলিত ও বিপর্যস্ত করে। যেরূপ ভগবানের তত্ত্ব অবিজ্ঞাত, তদ্রূপ বৈষ্ণবের তত্ত্বও সাধারণের বোধগম্য নহে ॥৩০৫॥

তথ্য। বৃহচ্চ তদ্ব্যমচিন্ত্যকরণং সূক্ষ্মাচ্চ তৎ তৎ-সূক্ষ্মতরং বিভাতি। দূর্যং সুদূরে তদ্বিস্তৃতি চ পশ্যন্তিহৈবনিহিতং শুভায়াম্। (মুক্ত ৩:১৭) তদেতদ্বিত্তি মন্তস্তেহনির্দেশং পরমং সুখম্। (কঠ ২:২১:১৪) নাহং ন যুগং যদৃতাং গতিং বিদূর্ন বামদেবঃ; কিমুতাপয়ে সুরাঃ। তন্মায়য়া মোহিতবুদ্ধয়স্থিৎ, বিনির্মিতকাত্মসমং বিচক্ষহে ॥ (ভাঃ ২:৩৩:৩৭) নাহং বিরিকো ন কুমারনারদো, ন ব্রহ্মপুত্রো মুনয়ঃ সুরেশাঃ। বিদায় যন্তেহিতমৎশকাংশকা, ন তৎস্বরূপং পৃথগীশমানিনঃ ॥ তন্মায় বিশ্বয়ঃ কার্যঃ পুরুষেব মহাত্মহু। মহাপুরুষভক্তেষু শাস্তেষু সমদর্শিনু ॥ (ভাঃ ৬:১৭:৩২ ও ৩৫) ॥৩০৬॥

ভগবৎসেবাপর ভক্ত ভগবানের বিশ্রদ্ধ সেবক। সাধারণ লোক বহিঃপ্রজ্ঞাচালিত হইয়া তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারে না। শ্রীমদ্ভাগবতের ভূতচরিত্র বর্ণনে (ভাঃ ১০ম স্কন্ধ ৮০ অঃ) ব্রহ্মভক্তের লোকাভীত মধ্যাধা-লভ্যনের

ভৃগুর প্রতি শিবের মহাক্রোধ ও

ত্রিশূল-উত্তোলন—

ভৃগুবাক্যে মহাক্রোধে দেব ত্রিলোচন।

ত্রিশূল তুলিয়া লইলেন সেইক্ষণ ॥৩৪১॥

জ্যেষ্ঠ-ভাই-ধর্ম্ম পাসরিলেন শঙ্কর।

হইলেন যেহেন সংহারমুর্তিধর ॥৩৪২॥

পার্বতীর নিবারণ—

শূল তুলিলেন শিব ভৃগুর মারিতে।

আথেব্যাথে দেবী আগি' ধরিলেন হাতে ॥৩৪৩॥

চরণে ধরিয়া বুঝায়েন মহেশ্বরী।

“জ্যেষ্ঠ ভাইরে কি প্রভু, এত ক্রোধ করি?” ৩৪৪॥

ভৃগুর বৈকুণ্ঠে বিষ্ণু নিকট গমন—

দেবীবাক্যে লজ্জা পাই' রহিলা শঙ্কর।

ভৃগুও চলিলা ত্রিবৈকুণ্ঠ—কৃষ্ণঘর ॥৩৪৫॥

শ্রীরত্নখটায় প্রভু আছেন শয়নে।

লক্ষ্মী সেবা করিতে আছেন শ্রীচরণে ॥৩৪৬॥

ভৃগুর বিষ্ণুবক্ষে পদাঘাত—

হেনই সময়ে ভৃগু আসি' অলক্ষিতে।

পদাঘাত করিলেন প্রভুর বক্ষেতে ॥৩৪৭॥

বিষ্ণুকর্তৃক লক্ষ্মীসহ নিজভক্তরাজ ভৃগুর সেবা ও

ক্ষমা প্রার্থনা—

ভৃগু দেখি' মহাপ্রভু সম্মুখে উঠিয়া।

নমস্করিলেন প্রভু মহা শ্রীত হৈয়া ॥৩৪৮॥

লক্ষ্মীর নহিতে প্রভু ভৃগুর চরণ।

সম্মুখে করিতে লাগিলেন প্রক্ষালন ॥৩৪৯॥

বসিতে দিলেন আনি' উত্তম আসন।

শ্রীহস্তে তাহান অঙ্গে লেপেন চন্দন ॥৩৫০॥

অপরাধিপ্রায় যেন হইয়া আপনে।

অপরাধ মাগিয়া লয়েন তাঁ'র স্থানে ॥৩৫১॥

“তোমার শুভ-বিজয় আগি না জানিঞা।

অপরাধ করিয়াছি, ক্ষম মোরে হই ॥৩৫২॥

কথা বর্ণিত হইয়াছে। ভৃগু ভগবানের বক্ষে পদনিবিষ্ট করিতে শঙ্কিত হন নাই। ভক্তবৎসল ভগবান্ সাধারণ বিচারে ভৃগুকর্তৃক অবজ্ঞাত হইলেও তদ্বারা ভৃগুর ভগবৎ-সেবার অতি বিশুদ্ধ-ভাব ও অত্যাসক্ত প্রকটিত হইয়াছে। নূত জনগণ তাৎপর্য না বুঝিয়া বিপরীত বুঝিয়া ভৃগুর অহঙ্করণে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের মর্যাদা-লজ্জন করিতে ব্যস্ত হয় ॥৩১১॥

ভৃগু—ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠ তনয় হইয়া বিরিক্তির স্তব, গৌরব-বাক্য বা পাদসম্বাহনাদি কিছুই করিলেন না। পুত্র হইয়া পিতার গৌরব হানি করা কোনক্রমেই কর্তব্য নহে, তথাপি ব্রহ্মার সর্বজ্ঞত্ব পরীক্ষা করিবার জন্য ভৃগু ঐরূপ অসৌজন্য প্রকাশ করিলেন। উহাতে ব্রহ্মা অসন্তুষ্ট হইয়া ভৃগুকে ভয়সং করিতে গেলেন। এতদ্বারা প্রমাণিত হইলে যে, পরম স্বজন ভক্ত ভৃগুর মহিমা বুঝিতে পারিলেন না। সুতরাং গুণাবতারের মধ্যে ব্রহ্মার প্রাধান্য স্বীকৃত হইল না। ভৃগু হয়ই বুঝিতে পারিলেন—ব্রহ্মা সর্বকারণকাষণ নহেন, ব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা মাত্র। পরে স্ববিগণের অজ্ঞান বিনয়ে ব্রহ্মার ক্রোধ উপশান্ত হইল।

অতঃপর ভৃগু ব্রহ্মের নিকট গমন করিলে ব্রহ্ম আপনাকে শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে ভৃগুকে কনিষ্ঠ জানিয়া ভৃগুকে প্রেমাসিক্তন দিতে গেলেন। ভৃগু ব্রহ্মকে ভৎসনা করিলেন। কনিষ্ঠ ভৃগু জ্যেষ্ঠ ত্রিলোচনকে ঐ দুর্বিনীত বাবহার দেখাইতে গিয়া ব্রহ্মের ক্রোধ উদ্বেক করাষ্টলেন। ব্রহ্ম সংহার-মুর্তিতে ভৃগুকে যদ্রবান্ হওয়ায় কতকহ বুঝিতে ভৃগুর বিলম্ব হইল না। তদনন্তর ভৃগু ক্ষীরসাগরে গিয়া লক্ষ্মী-সেবিত চরণ শ্রীবিষ্ণুর দর্শন পাওয়া মাত্রই ভগবান্ বিষ্ণুক পদাঘাত করিলেন। ভগবান্ ভৎসনাং উঠিয়া ব্রহ্মার ও ব্রহ্মের বিচারের দ্বায় ক্রুদ্ধ হইলেনই না বরং তৎপরিবর্তে অত্যন্ত প্রসন্নভাবে ভৃগুকে সম্মুখে নমস্কার করিলেন এবং আয়ুদ্যোষফালন করাইবার প্রার্থনা জানাইলেন। ভগবান্ ভৃগুকে আরও বলিলেন—তাহার সেবিকা লক্ষ্মী যে বক্ষে স্থান পাইয়াছেন, সেই বক্ষেই তিনি ভক্তবরের পদ ধারণ করিলেন। বিশুদ্ধ-বিচারে অহঙ্করণের নৈপুণ্য প্রদর্শন লীলা মূঢ়সমাজে বিভিন্নভাবে চিত্রিত হয়। কিন্তু সূচক ভক্তগণ আত্মবৈষ্ণব জ্ঞাপন করিয়া ভগবৎশ্রীতি ও ভক্তগণের পরম চাচুর্ধ্য

ভক্তের পাদোদক মলিনতীর্থের তীর্থতা-

সম্পাদক—

এই যে তোমার পাদোদক পুণ্যজল।
তীর্থেরে করয়ে তীর্থ হেন স্নানির্মল ॥৩৫৩॥
যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে আমার দেহেতে।
যত লোকপাল সব আমার সহিতে ॥৩৫৪॥
পাদোদক দিয়া আজি করিলা পবিত্র।
অক্ষয় হইয়া রছ তোমার চরিত্র ॥৩৫৫॥

বৈষ্ণব-মহিমা-প্রচারার্থ ভগবানের নিজবক্ষে

বৈষ্ণব-চরণ-চিহ্নধারণ—

এই যে তোমার শ্রীচরণ-চিহ্নধূলি।
বক্ষে রাখিলাঙ আমি হই কুতূহলী ॥৩৫৬॥
লক্ষ্মী-সঙ্গে নিজ-বক্ষে দিল আমি স্থান ॥
বেদে যেন ‘শ্রীবৎস-লাঞ্ছন’ বলে নাম ॥” ৩৫৭॥

ভৃগুর বিষয়—

শুনিয়া প্রভুর বাক্য, বিনয়-ব্যবহার।
কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ—সকলের পার ॥৩৫৮॥
দেখি’ মহা-ঋষি পাইলেন চমৎকার।
লজ্জিত হইয়া মাথা না তোলেন আর ॥৩৫৯॥

প্রকাশ করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীমাধবেশ্বরপূরীপাদ—যিনি ভক্তি-
কল্পবৃক্ষের প্রেমাসুর বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাঁহার রচিত শ্লোকে
জানিতে পারি, কামক্রোধাদির বশ থাকে-কালে সেবা-
বিমুখতা বর্তমান থাকে। কৃষ্ণসেবা লাভ করিলেই মানব-
গণের কামক্রোধাদির হস্ত হইতে পরিভ্রাণ ঘটে ॥৩৬০॥

ব্রহ্মার নন্দন ভৃগু স্ত্রী জীব হইয়াও লোকচক্ষে যে
সরূপেপক্ষা গহিত কার্য্য করিলেন, উহা ভক্তকল্যাণচিহ্ন
নহে; পরস্বাধারা আগতিক মুঢ়তা বশে হরি-হর-বিরিক্টির
মধ্যে বিষ্ময় পরমপদের উত্তমস্থ বসিতে পারে না, তাহাদের
মঙ্গলের জগুই আবেশাবতার-স্বত্রে ঐক্য অস্থান করিয়া-
ছিলেন। মায়াবাধাচাঞ্চল্য শ্রীশঙ্করও আবেশাবতারের অভি-
নয় করিয়া যীর নিত্য দাস্তভাব গোপন করিয়াছিলেন।
শ্রীশঙ্করাচার্য্য—কৃষ্ণের আবেশাবতার; শ্রীভৃগু-শ্রীমাদেবও

ভৃগু কৃষ্ণপ্রেরণায়ই এই কার্য্য করিতে

সমর্থ হইয়াছিলেন—

যাহা’ করিলেন সে তাহান কর্ম্ম নয়।
আবেশের কর্ম্ম ইহা জানিহ নিশ্চয় ॥৩৬০॥
বাক্য পাই’ শ্রীতি ব্রহ্মা দেখিতে দেখিতে।
ভক্তিরসে পূর্ণ হই’ লাগিলা নাচিতে ॥৩৬১॥

ভৃগুর সঙ্গে সাদৃশ্যবিকার প্রকাশ—

হাস্য, কল্প, ঘর্ষ, মূর্ছা, পুলক, হৃদ্বার।
ভক্তিরসে মগ্ন হইলা ব্রহ্মার কুমার ॥৩৬২॥

কৃষ্ণই পরমেশ্বর ও সর্বকারণ-কারণ—

“সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ, সবার জীবন।”
এই সত্য বলি’ নাচে ব্রহ্মার নন্দন ॥৩৬৩॥
দেখিয়া কৃষ্ণের শান্ত-বিনয়-ব্যবহার।
প্রেমভক্তি যে কোথাও না সম্ভবে’ আর ॥৩৬৪॥
ভক্তিভূত হৈলা, বাক্য না আইসে বদনে।
আনন্দাশ্রুধারা মাত্র বহে শ্রীনয়নে ॥৩৬৫॥

ভৃগুর ঋষি-সভায় প্রত্যাগমন ও

সর্ববৃত্তান্ত বর্ণন—

সর্বভাবে ঈশ্বরেরে দেহ সমর্পিয়া।
পুন মুন সভামধ্যে মিলিলা আসিয়া ॥৩৬৬॥

বিষ্ময় আবেশাবতার। অদন্তন ঋষিগণও ব্রহ্মার আবেশা-
বতার। স্মৃত্যং ভগবান্ই আবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন লীলা-
প্রদর্শনকল্পে প্রয়োজক-কর্ত্তরূপে জীব-হৃদয়ে প্রবিষ্ট আছেন।
স্বপ্নজীব কর্ম্মী আর্জ-ব্রাহ্মণ ভ্রবণ ভৃগুকে যেরূপ শ্রেষ্ঠ
আশ্রয় দান করেন, ভক্তগণ তাঁহাকে সেরূপ দর্শন করেন না।
অচ্যুতগণের তদনুসরণকারী ব্রহ্মভীর-সম্প্রদায়ের অস্থিতি
মধুর-রসে ভগবানের বিশেষ-সেবা যাহারা আলোচনা
করিয়াছেন, তাহারাও ভৃগুরিত্র বৃত্তিতে পাবেন ॥৩৬৭॥

ভৃগুমূনির সাধিক বিকারই ভক্তিরসের জাপক।
“ঈশ্বর: পরম: কৃষ্ণ: সচ্ছিত্তানন্দবিগ্রহ:। অনাদিরাহি-
গোবিন্দ: সর্বকারণবার্ণবম্” —এই পরমসত্যবাণী গান
করিতে করিতে ভৃগু ঋষিগণের প্রতি অল্পকল্পা প্রদর্শন
করিলেন ॥৩৬২-৬৩॥

ভৃগু দেখি' সবে হৈলা আনন্দ অপার ।
“কহ ভৃগু কা'র কোন্ দেখিলে ব্যবহার ॥৩৬৭॥
তুমি যে-ই কহ, সে-ই সবার প্রমাণ ।”
তবে সব কহিলেন ভৃগু ভগবান ॥৩৬৮॥
ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর তিনের ব্যবহার ।
সকল কহিয়া এই কহিলেন সার ॥৩৬৯॥

ত্রিসত্য করিয়া ভৃগুর ব্রহ্মশিবাদির কৃষ্ণের

নিত্য অধীনস্থ স্থাপন—

“সর্বশ্রেষ্ঠ—শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ নারায়ণ ।
সত্য সত্য সত্য এই বলিল বচন ॥৩৭০॥
সবার ঈশ্বর কৃষ্ণ—জনক সবার ।
ব্রহ্মা, শিব করেন বাঁহার অধিকার ॥৩৭১॥
সর্বকাংক্ষণ-কারণ কৃষ্ণের ভজনই নিঃসংশয়িত শ্রীও

সিদ্ধান্ত—

কর্তা-হর্তা-রক্ষিতা সবার নারায়ণ ।
নিঃসংশয় ভজ গিয়া তাঁহার চরণ ॥৩৭২॥
ধর্ম, জ্ঞান, পুণ্যকীর্তি, ঐশ্বর্য্য, বিরক্তি ।
আত্ম-শ্রেষ্ঠ-মধ্যম যাহার যত শক্তি ॥৩৭৩॥
সকল কৃষ্ণের, ইহা জানিহ নিশ্চয় ।
অতএব গাও ভজ কৃষ্ণের বিজয় ॥” ৩৭৪॥

সেই কৃষ্ণই সাক্ষাৎ চৈতন্য ভগবান্

সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ—চৈতন্য ভগবান্ ।
কীর্তনবিহারে হইয়াছেন বিজয়মান ॥৩৭৫॥

ভৃগুর বাক্যে ঋষিগণের সংশয়-ছেদন—

ভৃগুর বচন শুনি' সব ঋষিগণ ।
নিঃসংশয় হৈলা, ‘সর্বশ্রেষ্ঠ নারায়ণ’ ॥৩৭৬॥
ভৃগুরে পূজিয়া বলে সব ঋষিগণ ।
“সংশয় ছিণ্ডিলা তুমি ভাল কৈলা মন ॥” ৩৭৭॥

যত্ন পরমেশ্বর কৃষ্ণের ভজন ও ব্রহ্ম-শিবাদি

দেবকে সম্মান-দান—

কৃষ্ণভক্তি সবে লইলেন দৃঢ়-মনে ।
ভক্ত-রূপে ব্রহ্মা-শিব পূজেন যতনে ॥৩৭৮॥
সিদ্ধ বৈষ্ণবের বিষয় ব্যবহার অবোধ ও

অগম্য—

সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন বিষয় ব্যবহার ।
কহিলাও, ইহা বুঝিবারে শক্তি কা'র ॥৩৭৯॥
পরীক্ষিতে' কর্ম কি না ছিল কিছু আর ।
তা'র লাগি করিলেন চরণ-প্রহার ॥৩৮০॥
সৃষ্টিকর্তা ভৃগুদেব যা'র অমুগ্রহে ।
কি সাহসে চরণ দিলেন সে ক্ষদয়ে ॥৩৮১॥
‘অবোধ অগম্য অধিকারীর ব্যবহার ।’
ইহা বই সিদ্ধান্ত না দেখি কিছু আর ॥৩৮২॥

কৃষ্ণ নিজ-মহিমা ও ভক্ত-মহিমা প্রকাশার্থে ভৃগুর

ক্ষদয়ে প্রেরণাধারা নিজবক্ষে পদাঘাত

করাইয়াছেন—

মূলে কৃষ্ণ অবেশিয়া ভৃগুর দেহেতে ।
করাইলা, ভক্তির মহিমা প্রকাশিতে ॥৩৮৩॥
জ্ঞানপূর্ব্ব ভৃগুর এ কর্ম কভু নয় ।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন অধিকারি-ভক্ত-জয় ॥৩৮৪॥

ব্রহ্মা ও শিবের স্ব-স্ব প্রভূ পরমেশ্বর কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠত্ব

অবগার্থে ভৃগুর প্রতি কোথ-লীলা—

বিরিঞ্চি-শঙ্কর বাড়াইতে কৃষ্ণজয় ।
ভৃগুরে হইলা ক্রুদ্ধ দেখাইয়া ভয় ॥৩৮৫॥
কৃষ্ণের ভক্ত-জয়বর্দ্ধন-লীলা—
ভক্ত সব যেন গায় নিত্য কৃষ্ণজয় ।
কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্তজয় অতিশয় ॥৩৮৬॥

তথ্য । ভাঃ ১০।৮২ অধ্যায় স্তোত্র্য । ॥ ৩৭৩-৩৭৭ ॥

তথ্য । ইথং সারস্বতা বিপ্রা নৃণাং সংশয়হন্তরে ।

পুরুষস্ত পদাঙ্কোজ-সেবয়া তৎকতিং গতঃ ॥ (ভাঃ ১০।৮২।১৮) ॥

যদ্যপি তং ব্রহ্মভবাদিভিঃ সুরৈঃ, শ্রিয়া চ দেব্যা মুনিভিঃ

সঙ্গাৎ তৈঃ । গোচারণায়ামুচৈবৈশ্বরধনে, যদুগোপিকানাং কুচ-

কৃষ্ণমাক্ষিতম্ । (ভাঃ ১০।৩৮।৮) ॥ ৩৭৮ ॥

ভৃগুর শরীরে ভগবান্ প্রবেশ করিয়া ভক্তিমহিমা প্রকাশ
করিবার জন্ত ঐরূপ অচুষ্ঠান করিয়াছিলেন । ভৃগুর
মধ্যমা-জ্ঞান থাকাকালে কখনও ঐরূপ অচুষ্ঠান করিতে
সাহস হইত না । ভক্তগণের জয় বিদ্যোষিত করিবার
জন্তই ভগবান্ ঐরূপ লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ৩৮৩ ॥

মহাভাগবত বৈষ্ণবের দুয়াচারের দ্বায় আচরণ ও
বিবম ব্যবহার দর্শনে অক্ষয় বিচারে নিম্না
অমার্জনীয় অপরাধ—
অধিকারি-বৈষ্ণবের না বুঝি' ব্যবহার।
যে-জন নিম্নয়ে, তা'র নাহিক নিস্তার ॥৩৮৭॥
অধমজনের যে আচার, যেন ধর্ম।
অধিকারি-বৈষ্ণবেও করে সেই কর্ম ॥৩৮৮॥
কেবল কৃষ্ণকৃপায় মহাভাগবতের আচরণের
মর্ম অধিগম্য হয়—
কৃষ্ণ কৃপায় সে ইহা জানিবারে পারে।
এ সব সম্বন্ধে কেহ মরে, কেহ তরে ॥৩৮৯॥
ইহা হইতে আশ্রয়কার উপায় কি ?
সবে ইথে দেখি এক মহাপ্রতিকার।
সবারে করিব স্তুতি বিনয়-ব্যবহার ॥৩৯০॥

তথ্য। অপি চেৎ সূত্রাচারো ভজতে মামনগ্ৰভাক্।
সাধুরেব স সম্ভব্যঃ সমাখ্যাসিতো হি সঃ ॥ (গীতা ৯।৩০)
দুইট: স্বভাবজনিতৈবগুণশ্চ দোষৈঃ ন প্রাকৃতত্বমিহ ভক্তজনস্ত
পশ্যেৎ। গঙ্গাজলং ন খলু বৃদ্ধবৃদ্ধেনপটৈর্জজ্ঞবত্মমপ-
গচ্ছতি নীরদধর্মৈঃ ॥ (শ্রীউপদেশামৃত ৩ সংখ্যা) ॥৩৮৭॥
মর্ম অনধিকারী ব্যক্তি বৈষ্ণবের সহিত অটবৈষ্ণবের
সমদৃষ্টিফলে নরকে গমন করে। তাহার বৈষ্ণবের মধ্যেও
অসতের দুয়াচারী দর্শন করে, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে বৈষ্ণব
কখনও দুয়াচারী নহেন। বর্তমানকালে কোলকাতায় শ্রীবাংলী-
দাস বাবাজীর আলৌকিক চরিত্র অনেকেরই বুঝিতে পারে
না ॥ ৩৮৮ ॥
উগবৎকৃপা না হইলে ভক্তচরিত্রের আপাতদর্শনে কাহারও
সম্মান হইবে এবং কেহ বা অপরাধ না করিয়া অপরাধ
হইতে দূরে থাকেন ॥ ৩৮৯ ॥

তথ্য। সাধবো হৃদয়ঃ মন্তঃ সাধুনাং হৃদয়ত্বম্। মদন্তস্তে
ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনোগপি ॥ (ভাঃ ৯।৪৬৮) ॥৩৮৯॥

ইতি 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' নবম অধ্যায় সমাপ্ত।

অজ্ঞ হই' লইবেক কৃষ্ণের শরণ।
সাবধানে স্তম্ভিবেক মহাস্ত-বচন ॥৩৯১॥
তবে কৃষ্ণ তা'রে দেন ছেন-দ্বিব্যমতি।
সর্বত্র নিস্তার পায়, না ঠেকয়ে কতি ॥৩৯২॥

শ্রদ্ধায় চৈতন্যচরিত্র শ্রবণই নিস্তারের
উপায়—

ভক্তি করি' যে শুনে চৈতন্য-অবতার।
সেই সব জন সুখে পাইবে নিস্তার ॥৩৯৩॥

উপসংহার—

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নিত্যানন্দচান্দ জান।
বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥৩৯৪॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অষ্টমোহো অষ্টমমহিমা-বর্ণনং
নাম নবমোহধ্যায়ঃ।

তথ্য। বিষ্ণুভক্তমথ্যাতং যো দৃষ্টো স্মৃৎ প্রিয়ঃ।
প্রণামাদি করোত্যেব বাসুদেবে যথা তথা। স বৈ ভক্ত
ইতি জ্ঞেয়ঃ স পুন্যতি জগদ্রম্যম্। কৃষ্ণাক্ষর্য গিরঃ শৃণু
তথা ভাগবতেরিতাঃ। প্রণাম পূর্বকং ক্ষান্ত্বা যো বদেৎকৈবো
হি সঃ ॥ (হঃ ভঃ বিঃ ১০।৩৪—৫৫) ॥৩৯০॥

যাহারা সাবধানে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে না ও
ভক্তগণের আলৌকিক চরিত্র বুঝিতে পারে না, তাহাদের
অমঙ্গল লাভ ঘটে। কিন্তু প্রকৃত ভগবদ্ভক্তকে ভগবান্
দ্বিব্যবৃদ্ধি প্রদান করেন, তাহাদের কোন অমঙ্গল লাভ
ঘটে না। বিপৎপ্রতিম ব্যাপারসমূহ উপস্থিত হইলেও
তাহাদের অমঙ্গল-লাভ ঘটে না।

নুনাদিক যষ্ঠ বৎসর পূর্বে শ্রীধরপদাস বাবাজী
মহাশয়ের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণ এরূপ কৃপা-পরীক্ষা-লীলা প্রকাশ
করিয়াছিলেন ॥ ৩৯২ ॥

দশম অধ্যায়

দশম অধ্যায়ের কথাসার

এই অধ্যায়ে শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীপরমানন্দপুরীর মহিমা, গদাধর পণ্ডিতের পুনর্জন্ম পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির নিকট মন্ত্রগ্রহণ, মহাপ্রভুর গদাধরের নিকট ভাগবতশ্রবণ এবং ওড়নবধীতে শ্রীজগন্নাথের সেবকগণ জগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত বস্ত্র পরিধান করান বলিয়া বিজ্ঞানিধি-কর্তৃক জগন্নাথ-সেবকগণের আচারনিন্দা ও স্বপ্নে জগন্নাথ-বলরামের বিজ্ঞানিধির গণ্ডে চপেটাঘাত প্রভৃতি প্রসঙ্গ বর্ণিত হইয়াছে।

একদিন শ্রীঅষ্টভাচার্য্য শ্রীমন্দির হইতে শ্রীজগন্নাথ দর্শন করিয়া মহাপ্রভুর নিকট উপস্থিত হইলে শ্রীমহাপ্রভু অষ্টভাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে, তিনি শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখদর্শন করিবার পর পাঁচ সাত বার প্রদক্ষিণ করিয়াছেন। ইহাতে শ্রীমহাপ্রভু রহস্য করিয়া বলিলেন যে, অষ্টভাচার্য্য এখানে পরাজিত; কারণ, প্রদক্ষিণকালে বতক্ষণ ভগবানের পৃষ্ঠদেশের দিকে যাওয়া যায়, ততক্ষণ শ্রীমুখদর্শনে বাধা হয়, কিন্তু শ্রীমহাপ্রভু বতক্ষণ ধরিয়া জগন্নাথ দর্শন করেন, ততক্ষণ তাঁহার চক্ষু নিমেষকালের জছও আর কোন দিকে পতিত হয় না, সর্বত্র শ্রীজগন্নাথের শ্রীমুখচক্ষু দর্শন করেন। মহাপ্রভুর নিকট অষ্টভাচার্য্য পরাজয় স্বীকার করিলেন এবং বলিলেন যে, একমাত্র শ্রীমহাপ্রভুই একরূপ কথার মর্য্যদা। একদিন পুণ্ডরীক-শিষ্য গদাধরপণ্ডিত দীক্ষামন্ত্র বিস্মৃত হইয়াছেন বলিয়া মহাপ্রভুর নিকট জানাইলেন এবং প্রভুর নিকট দীক্ষামন্ত্র শ্রবণ করিতে চাহিলেন। মহাপ্রভু পণ্ডিতকে শ্রীপুণ্ডরীকবিজ্ঞা-

নিধির নীলাচলাগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে বলিলেন। মহাপ্রভু গদাধর পণ্ডিতের নিকট শ্রীমহাগবত শ্রবণ করিতে লাগিলেন এবং গ্রন্থাদিচরিত্র ও ধ্রুবচরিত্র শতাবৃত্তি করিয়া শ্রবণ করিলেন। এদিকে গদাধরের ভাগবতপাঠ ও স্বরূপদামোদরের কীর্তনশ্রবণে প্রভুর যুগপৎ অষ্টসাত্ত্বিক বিকার উদ্ভিত হইতে লাগিল। সম্রাসী পার্শ্বদগণের মধ্যে শ্রীস্বরূপদামোদর ও শ্রীপরমানন্দপুরীই প্রধান ও প্রভুর নিত্যসঙ্গী। একদিন মহাপ্রভু প্রেমাবেশে কূপমধ্যে পতিত হইলে অষ্টভাচার্য্যাদি ভক্তগণ প্রভুকে উত্তোলন করিলেন। নীলাচলে পুণ্ডরীকের আগমন হইলে মহাপ্রভুর প্রেমজন্মন উদ্ভিত হইল, গদাধর পুনরায় বিজ্ঞানিধির নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিলেন। ওড়নবধী-যাত্রা-উপলক্ষে জগন্নাথের সেবকগণ শ্রীজগন্নাথ-বলরামকে মাড়যুক্ত কাপড় পরিধান করাইতেন; পুণ্ডরীক জগন্নাথের সেবকগণের ঐরূপ আচারের নিন্দা করিলে স্বরূপদামোদর ঈশ্বরের আচার লৌকিক স্মৃতির শাসনাতীত জানাইলেন, তথাপি বিজ্ঞানিধির তাহাতে সন্তোষ না হওয়ার জগন্নাথ-বলরাম স্বপ্নে বিজ্ঞানিধির গণ্ডে চপেটাঘাত প্রদান-লীলার দ্বারা কর্ণজড়স্বাস্ত্ববাদিগণকর্তৃক হরিসেবকগণের আচার-নিন্দার দুর্ভুক্তি নিরাস করিলেন। ভগবান্ তাঁহার চিহ্নিত প্রিয়বর্গকেই স্বপ্নে প্রসাদ বিতরণ করেন। বিজ্ঞানিধি দামোদরের নিকট স্বপ্নযুক্তান্ত প্রকাশ করিলে উভয়ের মধ্যে রহস্য হইল। বিজ্ঞানিধিকে মহাপ্রভু ‘বাপ’ বলিয়া সম্বোধন করিতেন, বিজ্ঞানিধির গদাভক্তি অকৃত্রিম ও অভুলনীয়। (গাঁ: ভাঃ)

অরকীর্তন-মুখে মঙ্গলাচরণ—

জয় জয় গৌরচন্দ্র শ্রীবৎসলাহন।

জয় শচীগুর্ভরত্ব ধর্ম্মসনাতন ॥১॥

শিষ্টজনপ্রিয় ও দুষ্টজনকাল গৌরগোপাল

জয় সংকীর্তনপ্রিয় গৌরাজগোপাল।

জয় শিষ্টজনপ্রিয় জয় দুষ্টকাল ॥২॥

গৌড়ীয়-ভাষ্য

শ্রীবৎসলাহন,—শ্রীনারায়ণ শ্রীগৌরভির তনু; তিনি নিত্যধর্ম্মের একমাত্র ভোক্তা বলিয়া মূর্ত্ত সনাতন ॥১॥

শ্রীগৌরহৃদয়ই কৃষ্ণচন্দ্র বলিয়া তাঁহাকে ‘গৌরাজগোপাল’ বলা হয়। কৃষ্ণকথা কীর্তন করাই শ্রীগৌরহৃদয়ের

ভক্তগোষ্ঠীসহিত গৌরাজ জয় জয় ।
শুনিলে চৈতন্যকথা ভক্তি লভ্য হয় ॥৩॥
জ্যাসিরূপে বৈকুণ্ঠনায়ক বিলাস—
হেনমতে বৈকুণ্ঠনায়ক জ্যাসিরূপে ।
বিহরেন ভক্তগোষ্ঠী লইয়া কোঁতুকে ॥৪॥

জগন্নাথ-প্রদক্ষিণ-প্রসঙ্গে শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীগৌরসুন্দরের রহস্য-
লীলা-মুখে অহঙ্কণ কৃষ্ণসুন্দান-চেষ্টা-শিক্ষাদান—
একদিন বসিয়া আছেন প্রভু স্থখে ।
হেনকালে শ্রীঅদ্বৈত আইল সম্মুখে ॥৫॥

লীলা-বৈশিষ্ট্য । অর্চন ও ধ্যানাদি ক্রিয়া ভগবত্বকে পূর্ণ-
ভাবে প্রকাশ করিতে অসমর্থ বলিয়া সাকীর্্তনের শ্রেষ্ঠতা ।
সেই সাকীর্্তনই অভিধেয়-পর্ধ্যায়ে সর্বশ্রেষ্ঠ ; এজন্য শ্রীকৃষ্ণ-
চন্দ্র তাঁহার শ্রীগৌরলীলায় “সাকীর্্তন-প্রিয়” বলিয়া সংজ্ঞিত ।
তিনি স্বাভাবিক শিষ্টজনের পরমারাধ্য । তাঁহাকে যাহাদের
প্রিয় বোধ নাই, তাহারাই অশিষ্ট । ছুই ভোগী ও দুর্বুদ্ধি
তাগী, উভয়েরই তিনি যমসদৃশ ॥ ২ ॥

তথ্য । অথ প্রদক্ষিণা—ততঃ প্রদক্ষিণাং কুর্ধ্যাদ্ভক্ত্যা
ভগবতো হরেঃ । নামানি কীর্্তয়ন্ শক্তৌ তাক্ষ সাষ্টাঙ্গবন্দনাম্ ॥
প্রদক্ষিণাসংখ্যা—নারসিংহে—একাং চণ্ডাং রবৌ সপ্ত তিস্রো
দ্ব্যাব্দিনায়কে । চতস্রঃ কেশবে দত্তাং শিবে তুর্দ্ধ-প্রদক্ষিণাম্ ॥
অথ প্রদক্ষিণমাছাখ্যাম্—বারাহে—প্রদক্ষিণাং যে কুর্ন্ততি
ভক্তিযুক্তেন চেতসা । ন তে যমপুরং যান্তি যান্তি পুণ্যকৃতাং
গতিম্ ॥ তত্রৈব চাতুর্দশমাছাখ্যো—চতুর্দারং ত্রয়োভিঙ্গ
জগৎ সর্বং চরাচরম্ । জাংস্তং ভবতি বিপ্রাগ্রা তত্তীর্থ-
গমনাধিকম্ ॥ তত্রৈবাশ্রয়—প্রদক্ষিণন্ত যঃ কুর্ধ্যাং
হরিং ভক্ত্যা সমন্বিতঃ । হংসযুক্তবিমানেন বিষ্ণুলোকং
স গচ্ছতি ॥ নারসিংহে—প্রদক্ষিণেন চৈকেন দেবদেবস্ত
মন্দিরে । কুতেন যং ফলং নৃণাং তচ্ছূব নৃণাং ॥ পৃথ্বী-
প্রদক্ষিণফলং যন্তং প্রাপ্য হরিং ত্রয়েং ॥ অশ্রয় চ—এবং
কৃৎস্তু কৃৎস্তু যঃ কুর্ধ্যাদ্ধিঃ প্রদক্ষিণম্ । সপ্তদ্বীপবতীপুণ্যং
লভতে তু পদে পদে । পঠন্নামসহস্রন্ত নামান্তেবাধ কেবলম্ ।
হরিভক্তি-সুখাদয়ে—বিষ্ণুঃ প্রদক্ষিণীকুর্ন্ত যন্ত্রাবর্ততে
পুনঃ । তদেবাবর্তনং তন্ত পুনর্নাবর্ততে ভবে ॥ বৃহন্নারদীয়ে

বসিলেন অদ্বৈত প্রভুরে ঋক্ষরি' ।
হাসি অদ্বৈতেরে জিজ্ঞাসেন গৌরহরি ॥৬॥
সন্তোষে বলেন প্রভু কহত আচার্য্য ।
কোথা হৈতে আইলা, করিয়া কোন্ কার্য্য ? ৭॥
অদ্বৈত বলেন,—“দেখিলাঙ জগন্নাথ ।
তবে আইলাঙ এই তোমার সাক্ষাত ॥” ৮॥
প্রভু বলে,—“জগন্নাথ-শ্রীমুখ দেখিয়া ।
তবে আর কি করিলা, কহ দেখি তাহা ॥” ৯॥
অদ্বৈত বলেন,—“আগে দেখি' জগন্নাথ ।
তবে করিলাঙ প্রদক্ষিণ পাঁচ সাত ॥” ১০॥

যমভগীর্থসম্বাদে—প্রদক্ষিণদ্বয়ং কুর্ধ্যাদ্ভ্যো বিষ্ণোর্মহুঃজম্বর ।
সর্বপাপ বিনিমুক্তো দেবেশ্বরং সমশ্রুতে ॥ তত্রৈব
প্রদক্ষিণমাছাখ্যো সুধর্মোপাখ্যানারম্ভে—ভক্ত্যা কুর্ন্ততি
যে বিষ্ণোঃ প্রদক্ষিণচতুষ্টয়ম্ ॥ তেহপি যান্তি পরং স্থানং
সর্বলোকোক্তমোত্তমিতি ॥ তং পাতং যং সুধর্মন্ত
পূর্নস্মিন্ গৃহ্ণন্নানি কৃষ্ণপ্রদক্ষিণাভাসান্নহাসিদ্ধিরভূদিত্তি ॥
অথ প্রদক্ষিণায়াং নিবিষ্টং—বিষ্ণুভূতৌ—একহস্তপ্রণামশ্চ
একা চৈব প্রদক্ষিণা । অকালে দর্শনং বিষ্ণোহস্তি পুণ্যং
পুরাকৃতম্ ॥ কিঞ্চ—কৃষ্ণস্ত পুরতো নৈব সুধাশ্রয়ে
প্রদক্ষিণাম্ । কুর্ধ্যাদ্ভ্যো মরিকারপাং বৈমুখ্যাপাদনৌ প্রভৌ ॥
তথ্যাচোক্তং—প্রদক্ষিণং ন কর্তব্যং বিমুখহস্ত কারণাং ॥
(হঃ ভঃ বিঃ ৮।৩৩০-৩৩৫, ৩৩৮-৪০৮) ১৮২॥

বঙ্গানুবাদ—অনন্তর প্রদক্ষিণ-বিধি-সম্বন্ধে আলোচ্য—
ভক্তিসহকারে ভগবান্ শ্রীহরিকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে
তাঁহার নামকীর্্তন ও সামর্থ্যানুযায়ী সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবদ্বিত
করিবে । নৃসিংহপুরাণোক্ত প্রদক্ষিণ-সংখ্যায় কথিত
হইয়াছে, চতীকে একবার মাত্র, প্রভাকরকে সপ্তবার,
গজাননকে বারত্ৰয়, কেশবকে বারচতুষ্টয় ও মহেশকে
অষ্টবার প্রদক্ষিণ করিবে । বরাহপুরাণে প্রদক্ষিণ-মাছাখ্যো
উক্ত আছে, ভক্তিপূত-চিত্তে শ্রীবিষ্ণুমন্দিরে-প্রদক্ষিণকারী
ব্যক্তিগণের গতি শ্রীবিষ্ণুভক্তোচিত, তাঁহাদের গতি যমালয়ে
হয় না । ঐ স্থানে চাতুর্দশমাছাখ্যো বর্ণিত হইয়াছে,—
হে বিপ্রাগ্রণ্য ! চারিবার শ্রীবিষ্ণুমন্দির-প্রদক্ষিণ দ্বারা
বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই প্রদক্ষিণ হইয়া থাকে । সুতরাং

‘প্রদক্ষিণ’ শব্দে প্রভু গুরুহস্ত-লীলা ও অবৈতের
পরাজয়-বর্ণন—

‘প্রদক্ষিণ’ শুনি’ প্রভু হাসিতে লাগিল।
হাসি’ বলেন প্রভু “তুমি হারিলা হারিলা ॥” ১১॥

আচার্যের কৌতুহল-লীলা—

আচার্য বলেন,—“কি সামগ্রী হারিবারে।
লক্ষণ দেখাও, তবে জিনিহ আমারে ॥” ১২॥

প্রভু-কর্তৃক আচার্যের পরাজয়ের কারণ-ব্যাখ্যা—

প্রভু বলে,—“সামগ্রী শুনহ হারিবার।
তুমি যে করিল। প্রদক্ষিণ-ব্যবহার ॥১৩॥

প্রদক্ষিণকালে ভগবানের পৃষ্ঠদেশের দিকে

চলার ভগবদর্শনে বাধা—

যত-ক্ষণ তুমি পৃষ্ঠদিকেগে চলিলা।

তত-ক্ষণ তোমার যে দর্শন নহিলা ॥১৪॥

মহাভাগবত-লীলা প্রভুর অবিরাম অবিক্রিয়ভাবে

সর্বত্র কৃষ্ণ-দর্শন—

আমি যত-ক্ষণ ধরি’ দেখি জগন্নাথ।

আমার লোচন আর না যায় কোথাও ॥১৫॥

কি দক্ষিণে, কিবা বামে, কিবা প্রদক্ষিণে।

আর নাছি দেখি জগন্নাথ-মুখ বিনে ॥” ১৬॥

এইরূপ বিষ্ণুমন্দির-প্রদক্ষিণ কল তীর্থগমনাপেক্ষা সর্বতো-
ভাবে শ্রেষ্ঠ। এই গ্রন্থের অপর স্থানের উক্তিতে আছে,
ভক্তিভারাক্ষত-হৃদয়ে শ্রীহরিমন্দির-প্রদক্ষিণদ্বারা মানবগণ
হংস-বাহিত রথারোহণে বৈকুণ্ঠলোক গমনে সমর্থ হন।
নৃসিংহপুরাণোক্ত শ্লোকে লিখিত আছে, হে নৃপাত্মজ!
দেবদেব শ্রীবিষ্ণুমন্দির বারমাত্র প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্য শ্রবণদ্বারা
অবগত হউন, মানবগণ অনায়াসে পৃথ্বী-প্রদক্ষিণ-কল লাভ
করিয়া শ্রীহরি-পাদপদ্মে অবস্থান করেন। এবিষয়ে আরও
বর্ণিত হইয়াছে,—এবদ্বিভাবে শ্রীকৃষ্ণের সহস্রনাম
অপাং নামঘাট-কীর্তন-সহকারে শ্রীহরিমন্দির-পরিক্রমা-
কাৰী সপ্তদ্বীপবতী পৃথিবী-প্রদক্ষিণ বা দানের কল প্রাপ্তি-
মুহুর্তে লাভ করেন। এ সম্বন্ধে হরিতত্ত্বশ্রবণে উক্ত
আছে,—প্রথমবার প্রদক্ষিণের পর শ্রীহরিমন্দির দ্বিতীয়বার
প্রদক্ষিণ করিলে মানব পুনঃ পুনঃ স সাধারণমন হইতে
পরিব্রাজ্য পান। বৃহদ্রথদীপ্যপুর্বাণেব যম ও ভগীরথের
প্রসঙ্গ-বর্ণনায় আছে,—বারমাত্র শ্রীহরিমন্দির-প্রদক্ষিণদ্বারা
পুরুষ সর্বপাপ-মুক্তাবস্থায় অনায়াসে দেবেন্দ্রাদি-পদ লাভ
করিয়া থাকেন। প্রদক্ষিণ-মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে উক্ত পুরাণের
স্বধর্ষোপাখ্যানের প্রারম্ভেই বর্ণিত হইয়াছে,—শ্রীবিষ্ণুমন্দির
ভক্তিভরে চারিবারমাত্র প্রদক্ষিণদ্বারা মানবসকল সর্ব-
লোকোত্তমোত্তম-গতি প্রাপ্ত হইয়া পরম-স্থান লাভ করেন।
স্বধর্ষার পূর্বতন গৃধ্রকয়ে শ্রীকৃষ্ণমন্দির প্রদক্ষিণাভাসদ্বারা
মহাসিদ্ধি-লাভের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হইয়াছে। আবার
প্রদক্ষিণের নিষিদ্ধ বিধিতে বিষ্ণুস্বত্বাক্ত বাক্যে আছে,—

এক হস্তদ্বারা শ্রীবিষ্ণু-প্রণাম, একবারমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-মন্দির-
প্রদক্ষিণ এবং নিষিদ্ধকালে শ্রীকৃষ্ণ-দর্শনে প্রাপ্তন শ্রুতি
সম্পূর্ণ ধ্বংস হইয়া যায়। আরও বলা যায়, শ্রীহরি-মন্দিরের
সম্মুখে ভ্রমরিকার পরিভ্রমণের দ্বারা মণ্ডলাকারে প্রাক্করকে
প্রদক্ষিণ করিবে ন’; কারণ, তাহাতে শ্রীভগবানকে পশ্চাত্তাপ
পরিদর্শন করান হয়। বৈষ্ণবকারণ-হেতু এইরূপভাবে
শ্রীহরিমন্দির প্রদক্ষিণ নিষিদ্ধ হইয়াছে ॥ ১০ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীজগন্নাথের অচলীগন-কালে ভগবানের
বদন নিরীক্ষণ করিতেন। শ্রীবিষ্ণুসকল কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রহণ
মাধুর্য-বর্ণনে বদন-শোভার মধুরিমা কীর্তন করিয়াছেন।
সমগ্র বিগ্রহ-মাধুরী অপেক্ষা সমগ্র বদন-মাধুরী অধিকতর
এবং সমগ্র বদন মাধুরী অপেক্ষা তাঁহার মুহূর্ত্ত অধিকতর
মধুর।

শ্রীগৌরসুন্দর ভগবানের অচল অঙ্গাদি দর্শনাপেক্ষা
পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়-সমাবিষ্ট মুখমণ্ডলের আকর্ষকত্ব বলিয়াছেন
এবং ভগবৎপ্রসন্নতা-জ্ঞাপক তাঁহার মন্দহাস্ত প্রবলতম
সেবার বিজ্ঞাপক ও উদ্দীপক।

শ্রীঅষ্টৈতপ্রভু শ্রীজগন্নাথেরের চতুঃপার্শ্বে পাঁচ সাতবার
প্রদক্ষিণ করিলেন। তাঁহার লক্ষ্য বস্তু—শ্রীভগবৎ-
কলেবর, কিন্তু শ্রীগৌরসুন্দরের অচলীগনীয় বস্তু—শ্রীজগ-
ন্নাথ-দেবের মুখমণ্ডল। সুতরাং শ্রীগৌরসুন্দর অষ্টৈতপ্রভুকে
প্রতিযোগিতায় হারাওয়া দিলেন। জগন্নাথের পশ্চাদ্ভাগে
পরিক্রমা কালীন অর্দ্ধাংশ দর্শন—পৃষ্ঠদর্শন মাত্র; কিন্তু
সম্মুখ-দর্শনে পরম্পর দর্শন-বিনিময় ॥ ১৫ ॥

আচার্যের পরাজয় স্বীকার-লীলা-মুখে-অর্চন ও কীর্তনের

(ভক্তনের) গুটুম্ব শিক্ষাদান—

করঘোড় করি' বলে আচার্য গোসাঞি ।

“এ-রূপে সকল হারি তোমার সে ঠাঞি ॥১৭॥

গৌরসুন্দরই ইহার একমাত্র মর্মজ্ঞ—

এ কথার অধিকারী আর জিহুবনে ।

সত্য কহিলাও এই নাহি তোমা' বিনে ॥১৮॥

তুমি সে ইহার প্রভু, এক অধিকারী ।

এ কথায় তোমারে সে মাত্র আমি হারি ॥” ১৯॥

বৈষ্ণব-বর্ণের সম্বোধ ও মঙ্গল কোলাহল—

শুনিঞা হাসেন সর্ব বৈষ্ণবমণ্ডল ।

‘হরি’ বলি’ উঠিল মঙ্গল-কোলাহল ॥২০॥

এইমত প্রভুর বিচিত্র সর্বকথা ।

অষ্টভেতরে অতি শ্রীত করেন সর্বথা ॥২১॥

প্রভুর নিকট পণ্ডিত গদাধরের পুনর্দীক্ষা-গ্রহণ-প্রসঙ্গ—

একদিন গদাধরদেব প্রভুস্থানে ।

কহিলেন পূর্ব-মন্ত্রদীক্ষার কারণে ॥২২॥

“ইষ্টমন্ত্র আমি যে কহিলুঁ কারো প্রতি ।

সেই হৈতে আমার না ক্ষুরে ভাল মতি ॥২৩॥

সেই মন্ত্র তুমি মোরে কহ পুনর্ব্যার ।

তবে মন-প্রসন্নতা হইবে আমার ॥” ২৪॥

প্রভু বলে,—“তোমার যে উপদেষ্টা আছে ।

সাবধান—তথা অপরাধী হও পাছে ॥২৫॥

মন্ত্রের কি দায়, প্রাণে আমার তোমার ।

উপদেষ্টা থাকিতে না হয় ব্যবহার ॥” ২৬॥

গদাধর বলে,—“তিঁহো না আছেন এথা ।

তান পরিবর্তে তুমি করাহ সর্বথা ॥” ২৭॥

গদাধর-গুরু বিজ্ঞানিধির অচিরেই নীলচাগমন-বার্তা

অকৃত্যামি-প্রভু-কর্তৃক গদাধরের নিকট জ্ঞাপন—

প্রভু বলে,—“তোমার যে গুরু বিজ্ঞানিধি ।

অন্যাসে তোমারে মিলিয়া দিবে বিধি ॥” ২৮॥

সর্বজ্ঞচূড়ামণি—জ্ঞানেন সকল ।

“বিজ্ঞানিধি শীঘ্রগতি আসিবে উৎকল ॥২৯॥

এথাই দেখিবা দিন-দশের ভিতরে ।

আইসেন কেবল আমারে দেখিবারে ॥৩০॥

নিরবধি বিজ্ঞানিধি হয় মোর মনে ।

বুঝিলাও তুমি আকর্ষিয়া আন তানে ॥” ৩১॥

প্রভু-সমীপে গদাধরের ভাগবত পাঠ ও

প্রভুর প্রেমভাব—

এইমত প্রভু প্রিয় গদাধর-সঙ্গে ।

তান মুখে ভাগবত শুনি' থাকে রঙ্গে ॥৩২॥

গদাধর পড়েন সন্মুখে ভাগবত ।

শুনিঞা প্রকাশে প্রভু প্রেমভাব যত ॥৩৩॥

প্রহ্লাদচরিত্র, ধ্রুবে চরিত্র পুনঃ পুনঃ

সমন্বয়োগে শ্রবণ—

প্রহ্লাদ-চরিত্র, আর ধ্রুবে চরিত্র ।

শতাবুত্তি করিয়া শুনে সাবহিত ॥৩৪॥

আর কার্যে প্রভুর নাহিক অবসর ।

নাম-গুণ বলেন শুনে নিরন্তর ॥৩৫॥

ভোগময়ী চিন্তা পরিহার করিবার অস্ত্র যে শঙ্করদেবের
প্রাপ্তি ঘটে, উহাই ‘মন্ত্র’। অশ্রদ্ধাধান ব্যক্তিকে সেই
মন্ত্রের উপদেশ করিলে উপদেশকের চিন্তে মালিন্য প্রবেশ
করে। দিব্যজ্ঞান সঙ্গদোষে নষ্ট হইলে পুনরায় দিব্যজ্ঞান
সংগ্রহ করা আবশ্যক—ইহা জানিয়া শ্রীগদাধরপণ্ডিত-
গোস্বামী শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট তাঁহাকে পুনরায় দীক্ষা
দিবার অস্ত্র অনুরোধ করিলেন, কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার
পূর্বগুরু নিকট হইতে পুনরায় মন্ত্রোপদেশ শুনিবার
বিচার বলিলেন।

শ্রীগদাধর পণ্ডিতের গুরু—শ্রীল পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি ॥২৪॥

শ্রীমদ্ভাগবত-গ্রন্থের ৭ম স্ব. ৬ প্রহ্লাদ-চরিত্র ও ৪র্থ

স্ব. ৬ ধ্রুবে শাস্ত্রাখ্যান বর্ণিত আছে। শ্রীগদাধরপণ্ডিত-

গোস্বামী— শ্রীমদ্ভাগবতের পাঠক এবং শ্রীগৌরসুন্দর—

সেই পাঠের প্রোতা। তিনি শ্রীগদাধরের মুখে প্রহ্লাদ ও

ধ্রুবে ভক্তাহুশীলন-কথা বিশেষ সাবধানে শত শতবার

আবুত্তি করিতে করিতে শুনিলেন ॥ ৩৪ ॥

শ্রীগৌরসুন্দর অস্ত্র কথা বলিবার পরিবর্তে সর্বদা

ভগবানের নাম, রূপ, ভূষ ও লীলা প্রভৃতির প্রসঙ্গ শতমুখে

বরুপ-দামোদরের উচ্চ-কীৰ্ত্তন-শ্রবণে মুৰ্ত্তিমন্ত সাত্বিক

বিকারের সহিত প্রভূর নৃত্য ও ভাবাবেশ—

ভাগবত-পাঠে গদাধর মহাশয় ।

দামোদরস্বরূপের কীৰ্ত্তন বিষয় ॥৩৬॥

একেশ্বর দামোদরস্বরূপ গুণ গায় ।

বিহ্বল হইয়া নাচে শ্রীগোবিন্দরায় ॥৩৭॥

অশ্রু, কম্প, হাস্য, মূৰ্ছা, পুলক হৃদয় ।

যত কিছু আছে প্রেমভক্তির বিকার ॥৩৮॥

মুৰ্ত্তিমন্ত সবে থাকে ঈশ্বরের স্থানে ।

নাচেন চৈতন্যচন্দ্র ইহা-সবা'-সনে ॥৩৯॥

দামোদরস্বরূপের উচ্চ সংকীৰ্ত্তন ।

শুনিলে না থাকে বাহু, পড়ে সেইক্ষণ ॥৪০॥

সন্ন্যাসি-পার্বদাশ্রয় দামোদরস্বরূপ ও পরমানন্দপুরী—

সন্ন্যাসি-পার্বদ যত ঈশ্বরের হয় ।

দামোদরস্বরূপ-সমান কেহো নয় ॥৪১॥

যত শ্রীতি ঈশ্বরের পুরীগোলাক্রেত্রে ।

দামোদরস্বরূপে তত শ্রীতি করে ॥৪২॥

কৃষ্ণসঙ্গীত-সম্রাট বরুপদামোদর—

দামোদরস্বরূপ—সঙ্গীত-রসময় ।

ঈশ্বর ধ্বনি শ্রবণে প্রভুর নৃত্য হয় ॥৪৩॥

বরুপের আত্মগোপন ও বহির্দৃষ্ণ-বন্ধনা—

অলক্ষিতরূপ—কেহো চিনিতে না পারে ।

কপটির রূপে যেন বলেন নগরে ॥৪৪॥

কীৰ্ত্তন করিতে যেন তুচ্ছ নারদ ।

একা প্রভু নাচায়েন—কি আর সম্পদ ॥৪৫॥

সন্ন্যাসীর মধ্যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র ।

আর নাহি, এক পুরীগোলাক্রেত্রে সে মাত্র ॥৪৬॥

দামোদরস্বরূপ, পরমানন্দপুরী ।

সন্ন্যাসি-পার্বদে এই দুই অধিকারী ॥৪৭॥

বলিতে প্রবৃত্ত ছিলেন । কৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-বৈশিষ্ট্য ও লীলার সৰ্বদা কথোপকথন বাতীত অল্প দিবসে তাঁহার মনোযোগ দিবার অবকাশ ছিল না ॥৩৫॥

শ্রীগদাধর পণ্ডিত শ্রীমদ্ভাগবত-ব্যাখ্যানে পরম নিপুণ ছিলেন । যে সকল ব্যক্তি অবাস্তব উদ্দেশ্যের বশবর্তী হইয়া ভোজ্যাক্ষাদন, গৃহ-পালন প্রভৃতি কার্যের উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবত পঠন-পাঠন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ—এই চতুর্কর্মে প্রয়োজন-লাভ-মুখেই সকল চেষ্টা । কিন্তু শ্রীগদাধরপণ্ডিতের শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠ বা শ্রীমদ্ব্যাসপ্রভুর শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীৰ্ত্তন—চতুর্কর্ম লাভের প্রয়াসমূলক ছিল না ।

শ্রীদামোদরস্বরূপ সর্বক্ষণ হরিকথা কীৰ্ত্তন করিতেন । হরিশ্রবণ-কীৰ্ত্তন বাতীত তাঁহার আর কোন প্রকার চেষ্টা ছিল না । ভক্তিসিদ্ধান্তের একমাত্র মালিক শ্রীদামোদর স্বরূপ কাহারও অমুরোধ উপরোধ বা কোন মিশ্র বিচারের প্রায় না দিয়া শুদ্ধ কৃষ্ণকীৰ্ত্তন করিতেন । মায়াবাদিগণের যুক্তি বা গৃহতত্ত্বগণের বুদ্ধি শ্রীদামোদরস্বরূপকে ইতর জনসঙ্গে প্রবৃত্ত করায় নাই । তিনি একাই শ্রীগৌরস্বমীর চিত্ত বিশোধন করিতেন ॥৩৬॥

শ্রীদামোদরস্বরূপের উচ্চ কীৰ্ত্তন শ্রবণে শ্রীগৌরস্বমীর বহির্দৃষ্ণ-প্রতীতি বিলুপ্ত হইয়া কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণ-লীলনই অভিযুক্ত হইত ॥৪০॥

অনেকে মনে করেন,—তুখাশ্রমি-যতিগণ কৃষ্ণ প্রেমনিষ্ঠ ব্রহ্মচারী অপেক্ষা মধ্যাধা-মার্গে গুরুত্বপূর্ণ শ্রীগৌরস্বমীর প্রিয়তর । পরমানন্দপুরী প্রমুখ সন্ন্যাসিগণের কেহই দামোদরস্বরূপের স্তায় ভগবৎপ্রিয় ছিলেন না ॥৪১॥

শ্রীদামোদরস্বরূপ ভগবান্ শ্রীগৌরস্বমীর “দ্বিতীয়-স্বরূপ” বলিয়া প্রসিদ্ধ । শ্রীপরমানন্দপুরীর প্রতি ভগবান্ গৌরস্বমীর যেরূপ মধ্যাধাভাব, দামোদরস্বরূপের প্রতিও তাহা কোন প্রকারে নূন নহে ॥৪২॥

স্বরূপের রসময় সঙ্গীতে মহাপ্রভুর নৃত্যের উদয় হইত । বিভিন্ন সঙ্ঘা পরিধান করিয়া ভ্রমণ করিলে যেরূপ সঙ্ঘাধারীর প্রকৃত স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায় না, তজ্জন্ম মহাপ্রভু স্বীয় ভগবত্তা গোপনার্থ তক্তের কপটবেশে নগরে ভ্রমণ করিয়া আত্ম-পরিচয় গোপন করিয়াছিলেন ॥৪৪॥

তথ্য । চৈঃ ভাঃ আদি ১ম ১২ সংখ্যায় গোড়ীর-ভাঙা উঠে ॥৪৫॥

দামোদরস্বরূপ—সন্ন্যাসি-পার্বদবর্ণেরই অন্ততম ॥৪৭॥

প্রভুর অন্তরঙ্গ ও প্রভুর পদাঙ্কাস্বরূপকারী

বিপ্রলভ চেষ্টাময় স্বরূপদামোদর ও

পরমানন্দপুরী—

নিরবধি নিকটে থাকেন দুই জন।

প্রভুর সন্ন্যাসে করে দণ্ডের গ্রহণ ॥৪৮॥

পুরী ধ্যানপর, দামোদরের কীর্তন।

শ্রাসি-রূপে শ্রাসি-দেহে বাছ দুই জন ॥৪৯॥

অহর্নিশ গৌরচন্দ্র সংকীর্তনরঙ্গে।

বিহরেন দামোদরস্বরূপের সঙ্গে ॥৫০॥

কি শয়নে, কি ভোজনে, কিবা পর্যটনে।

দামোদরে প্রভু না ছাড়েন কোনক্ষণে ॥৫১॥

পূর্বাশ্রমের নাম পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য—

পূর্বাশ্রমে পুরুষোত্তমাচার্য নাম তান।

প্রিয়সখা পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-নাম ॥৫২॥

পথে বিচরণ-কালেও দামোদরের সঙ্গপ্রার্থী

শ্রীগৌরসুন্দর—

পথে চলিতেও প্রভু দামোদর-গানে।

নাচেন বিহ্বল হৈয়া, পথ নাহি জানে ॥৫৩॥

একেশ্বর দামোদরস্বরূপ-সংহতি।

প্রভু সে আনন্দে পড়ে, না জানেন কতি ॥৫৪॥

কিবা জল, কিবা স্থল, কিবা বন, ডাল।

কিছু না জানেন প্রভু, গর্জেন বিশাল ॥৫৫॥

একেশ্বর দামোদর কীর্তন করেন।

প্রভুরেও বনে ডালে পড়িতে ধরেন ॥৫৬॥

দামোদরস্বরূপের ভাগ্যের যে সীমা।

দামোদরস্বরূপ সে তাহার উপমা ॥৫৭॥

প্রভুর প্রেমাবেশে কৃপমধ্যে পতন—

একদিন মহাপ্রভু আবিষ্ট হইয়া।

পড়িলা কূপের মাঝে আছাড় খাইয়া ॥৫৮॥

দেখিয়া অধৈত-আদি সম্মোহ পাইয়া।

ক্রন্দন করেন সবে শিরে হাত দিয়া ॥৫৯॥

কিছু না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।

বালকের প্রায় যেন কূপে পড়ি' ভাসে ॥৬০॥

প্রভু-স্পর্শে কৃপ বনোত্তম—

সেই ক্ষণে কৃপ হৈল নবনোত্তম।

প্রভুর শ্রীঅঙ্গে কিছু ক্ষত নাহি হয় ॥৬১॥

এ কোন্ অদ্ভুত, যাঁ'র ভক্তির প্রভাবে।

বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে কণ্টক না লাগে ॥৬২॥

অধৈতাদি-ভক্তগণের প্রভুকে কৃপ হইতে উত্তোলন—

তবে অধৈতাদি মিলি' সর্বভক্তগণে।

তুলিলেন প্রভুরে ধরিয়া কতক্ষণে ॥৬৩॥

পড়িলা কূপেতে প্রভু তাহা নাহি জানে।

“কি বল, কি কথা” প্রভু জিজ্ঞাসে' আপনে ॥৬৪॥

অর্দ্ধবাহুদ্বয় প্রভুর অসর্কজের হায় ভক্তগণকে

নানা কথা জিজ্ঞাসা—

বাছ না জানেন প্রভু প্রেমভক্তিরসে।

অসর্কজপ্রায় প্রভু সবারে জিজ্ঞাসে' ॥৬৫॥

শ্রীমুখের শুনি' অতি-অমৃত-বচন।

আনন্দে ভাসেন অধৈতাদি ভক্তগণ ॥৬৬॥

বিদ্যানিধির আগমন—

এই মতে ভক্তিরসে ঈশ্বর বিহরে।

বিদ্যানিধি আইলেন জানিঞা অন্তরে ॥৬৭॥

দামোদরস্বরূপ—কীর্তনানন্দী, পরমানন্দপুরী—বিবিক্ত
ধ্যানপর ভজনাচরিত। ভগবান গৌরসুন্দরের যত্নকলেবরে
ইহার দুইজন দুইটা বাহু সদৃশ ॥৪৯॥

শরনে, ভোজনে, জমণে সর্বসময়ে শ্রীদামোদর
ভগবানের সহায় ছিলেন, কোন সময়েই শ্রীস্বরূপ মহাপ্রভুর
সঙ্গচ্যুত হইয়া থাকেন না ॥৫১॥

শ্রীনবদীপ-লীলায় যিনি পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য, তিনিই
নীলাচলে মহাপ্রভুর অবস্থানকালে শ্রীদামোদরস্বরূপ বলিয়া

প্রসিদ্ধ। তাহারই প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন—বর্ষাচান্দ
শ্রীপুণ্ডরীক বিদ্যানিধি ॥৫২॥

শ্রীগৌরসুন্দরের সর্কজ সঙ্গিরূপে শ্রীদামোদরস্বরূপ অগ্রাঙ্গ
গৌরভক্তের সৌভাগ্য অতিক্রম করিয়াছিলেন। অনেক
সময়ে বনে, বৃক্ষের শাখায় মহাপ্রভু প্রেমাবেশে পড়িয়া
গেলেন বাহাতে উহা হইতে মহাপ্রভুর চিন্ময় কলেবর কোনরূপে
আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, তৎকালে শ্রীদামোদরস্বরূপ সর্কতো-
ভাবে যত্ন করিয়া তাহার অঙ্গুণী সেবা-প্রদর্শিত প্রভু

চিস্তে মাত্র করিতে ঈশ্বর সেই ক্ষণে।

বিজ্ঞানিধি আসিয়া দিলেন দরশনে ॥৬৮॥

বিজ্ঞানিধি-দর্শনে ‘বাপ’, ‘বাপ’ বলিয়া সোধোন—

বিজ্ঞানিধি দেখি’ প্রভু হাসিতে লাগিলা।

“বাপ আইলা, বাপ আইলা” বলিতে লাগিলা ॥৬৯॥

বিজ্ঞানিধিই প্রেমবিহ্বল প্রেমনিধি—

প্রেমনিধি প্রেমানন্দে হৈলা বিহ্বল।

পূর্ণ হৈল হৃদয়ের সকল মজল ॥৭০॥

ভক্তবৎসল গৌরান্বিত প্রেমনিধিকে

বক্ষে ধরিয়া ক্রন্দন—

শ্রীভক্তবৎসল গৌরচন্দ্র নারায়ণ।

প্রেমনিধি বক্ষে করি’ করেন ক্রন্দন ॥৭১॥

বৈষ্ণববৃন্দের ক্রন্দন—বৈকুণ্ঠ-ক্রন্দনে সুখোদয়—

সকল বৈষ্ণববৃন্দ কান্দে চারিভিতে।

বৈকুণ্ঠস্বরূপ সুখ মিলিলা সাক্ষাতে ॥৭২॥

ঈশ্বর-সহিত যত আছে ভক্তগণ।

প্রেমনিধি শ্রীতে প্রেম বাড়ে অনুরূপ ॥৭৩॥

বিজ্ঞানিধির পূর্বসখা দামোদরস্বরূপ—পরস্পর মিলন ও

পরস্পর বৈষ্ণবোচিত সম্ভাষণ—

দামোদরস্বরূপ তাহান পূর্বসখা।

চৈতন্যের আগে দুইজনে হৈল দেখা ॥৭৪॥

দুইজনে চাহেন ছাঁহার পদধূলি।

ছাঁহে ধরাধরি, ঠেলাঠেলি, ফেলাফেলি ॥৭৫॥

কেহো কারে না পারেন, ছাঁহে মহাবলী।

করায়েন, হাসেন, গৌরান্বিত কুতূহলী ॥৭৬॥

বাহুবল্য-প্রাপ্তির পর প্রভু বিজ্ঞানিধিকে নীলাচলে

অবস্থানার্থ অমরোদয়—

তবে বাহু পাই প্রভু বিজ্ঞানিধি-প্রতি।

“কতোদিন নীলাচলে তুমি কর স্থিতি ॥” ৭৭॥

মহাপ্রভু নিকট বিজ্ঞানিধির অবস্থান—

শুনি’ প্রেমনিধি মহা সন্তোষ হইলা।

ভাগ্য হেন মানি’ প্রভু-নিকটে রহিলা ॥৭৮॥

গদাধরের বিজ্ঞানিধির নিকট পুনর্মুখ-গ্রহণ—

গদাধরদেবো ইষ্টগজ পুনর্ব্বার।

প্রেমনিধিস্থানে প্রেমে কৈলেন স্বীকার ॥৭৯॥

বিজ্ঞানিধির মহিমা—

আর কি কহিব প্রেমনিধির মহিমা।

ঈশ্বর শিশু গদাধর এই প্রেম-সীমা ॥৮০॥

ঈশ্বর কীর্্তি বাখানে অদ্বৈত, ত্রিনিবাস।

ঈশ্বর কীর্্তি বলেন মুরারি, হরিদাস ॥৮১॥

হেন নাহি বৈষ্ণব যে তানে না বাখানে।

পুণ্ডরীকো সর্ব্বভক্ত কায়-বাক্য-মনে ॥৮২॥

‘অমানো’ ‘মানদের’ আদর্শ বিজ্ঞানিধি—

অহঙ্কার তান দেহে নাহি তিলমাত্র।

না বুঝি কি অদ্ভুত চৈতন্য-রূপা-পাত্র ॥৮৩॥

যে রূপ কৃষ্ণের প্রিয়পাত্র বিজ্ঞানিধি।

গদাধর-শ্রীমুখের কথা কিছু লিখি ॥৮৪॥

সমুদ্রতীরে যমেশ্বরে বিজ্ঞানিধিকে বাসা-প্রদান—

বিজ্ঞানিধি রাখি’ প্রভু আপন নিকটে।

বাসা দিলা যমেশ্বরে—সমুদ্রের তটে ॥৮৫॥

বিজ্ঞানিধির সঙ্গে একত্র জগন্নাথ দর্শন—

নীলাচলে রহিয়া দেখেন জগন্নাথ।

দামোদরস্বরূপের বড় প্রেমপাত্র ॥৮৬॥

দুইজনে জগন্নাথ দেখে একসঙ্গে।

অত্যাশ্চর্য্য থাকেন শ্রীকৃষ্ণরসকথারজে ॥৮৭॥

ওড়নবস্ত্র-যাত্রায় শ্রীজগন্নাথের যাত্ৰাবসন-পরিধান—

যাত্রা আসি’ বাজিল ‘ওড়ন-বস্ত্রী’ নাম।

নয়া-বস্ত্র পরে জগন্নাথ ভগবান্ ॥৮৮॥

করিতেন। মহাপ্রভু সর্ব্বক্ষণ প্রেমোন্মাদে উন্নত থাকার, প্রাপ্তিকাজনমাত্রে থাকিতেন না। তৎকালে দামোদর সর্ব্বতোভাবে তাঁহার পরিচর্যা বিধান করিতেন ॥৭৭॥

ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর প্রেমভক্তিবর্গে এরূপ পবিত্র হইলেন যে, কোন বহির্জগতের স্তুতি আসিয়া তাঁহার

কৃষ্ণাঙ্গশীলনের বাধা দেয় নাই। আবার, সময়ে সময়ে তিনি বাহ্যজ্ঞান লাভ করিয়া যেন কিছুই বুঝেন না,—এরূপ অভিনয় করিয়া বীর ভগবত্তা ও সর্ব্বজ্ঞতা আবরণ করিতেন ॥৭৫॥

বিজ্ঞানিধির অপর সংজ্ঞা ‘প্রেমনিধি’ ছিল ॥৭০॥

সে দিন মাগুয়া-বস্ত্র পরেন ঈশ্বরে ।
তান যেই ইচ্ছা সেই মত দাসে করে ॥৮৯॥
ভক্তগণসহ গৌরসুন্দরের ওড়নধ্বজী-যাত্রা-দর্শন—
শ্রীগৌরসুন্দরো লই' সর্বভক্তগণ ।
আইলা দেখিতে যাত্রা শ্রীবস্ত্র-ওড়ন ॥৯০॥

ষষ্ঠী হইতে মকর পর্য্যন্ত উৎসব—
মুদল, মুহুরী, শঙ্খ, চুন্দুভি, কাহাল ।
ঢাক, দগড়, কাড়া বাজায়ে বিশাল ॥৯১॥
সেই দিনে নানা বস্ত্র পরেন অনন্ত ।
ষষ্ঠী হইতে 'লাগি' রহে মকর-পর্য্যন্ত ॥৯২॥

স্বয়ং উপাস্ত হইয়াও উপাসনা শিক্ষা দিবার জ্ঞান
প্রভুর উপাসক-লীলা—
'বস্ত্র-লাগি' হইতে লাগিল রাত্রিশেষে ।
ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু দেখি' প্রেমে ভাসে ॥৯৩॥
আপনেই উপাসক, উপাস্ত আপনে ।
কে বুঝে তাহান মন, তা'ন রূপা বিনে ॥৯৪॥
এই প্রভু দারুণরূপে বৈসে যোগাসনে ।
জ্ঞানিরূপে ভক্তিব্যোগ করেন আপনে ॥৯৫॥

ওড়নধ্বজী যাত্রার বর্ণনা—
গট্ট-নেত—শুরু, পীত, নীল নানা বর্ণে ।
দিব্য বস্ত্র দেন, মুক্তা রচিত সূবর্ণে ॥৯৬॥
বস্ত্র লাগি হৈলে দেন পুষ্প-অলঙ্কার ।
পুষ্পের কঙ্কণ, শ্রীকিরীট পুষ্পহার ॥৯৭॥
গন্ধ-পুষ্প-মুগ-দীপ ঘোড়শোপচারে ।
পূজা করি' ভোগ দিলা বিবিধপ্রকারে ॥৯৮॥

প্রভুর ভক্তগোষ্ঠীসহ বাসায় প্রত্যাবর্তন—
তবে প্রভু যাত্রা দেখি' সর্বগোষ্ঠীসঙ্গে ।
আইলা বাসায় প্রেমানন্দ সুখ-রঙ্গে ॥৯৯॥ ৫

গদাধর-শ্রীমুখের কথা—গদাধরের শ্রীমুখ হইতে বাহা
প্রবণ করিয়াছি, তাহা ॥৮৪॥

স্বয়ং-টোটা-বাগানে পুণ্ডরীক বিদ্যানিধির থাকিবার
স্থান নিরূপিত হইল । সেখানে থাকিয়া তিনি অনেক
সময় শ্রীগৌরসুন্দরের নিকট অবস্থান করিতেন ॥৮৫॥

বৈষ্ণবগণকে বিদায় দিয়া বিরহে অবস্থান—
বাসায় বিদায় কৈলা বৈষ্ণব-সবারে ।
বিরলে রহিলা নিজানন্দে একেশ্বরে ॥১০০॥
বিদ্যানিধি ও স্বরূপদামোদরের একত্র অবস্থান ও
পরস্পর মনোভাব বিনিময়—

যাঁর যে বাসায় সবে করিলা গমন ।
বিদ্যানিধি দামোদরসঙ্গে অক্ষুণ্ণ ॥১০১॥
অগ্নোহন্তে দুহাঁর যতেক মনঃকথা ।
নিষ্কপটে দুহাঁহে কহে দুহাঁরে সর্বথা ॥১০২॥

জগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে 'মাড়যুক্তবস্ত্র'-দর্শনে
বিদ্যানিধির সন্দেহ—
মাগুয়া-বসন যে ধরিলা জগন্নাথে ।
সন্দেহ জন্মিল বিদ্যানিধির ইহাতে ॥১০৩॥
জিজ্ঞাসিলা দামোদরস্বরূপের স্থানে ।
“মাগুয়া বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে ॥১০৪॥
এ দেশে ত অতি-স্মৃতি সকল প্রচুরে ।
তবে কেনে বিনা ধোতে মণ্ডবস্ত্র পরে ?” ১০৫॥

দামোদরের উত্তর—
দামোদরস্বরূপ কহেন,—“শুন কথা ।
দেশাচারে ইথে দোষ না লয়েন এথা ॥১০৬॥
অতি-স্মৃতি যে জানে, সে না করে সর্বথা ।
এ যাত্রার এইমত সর্বকাল এথা ॥১০৭॥
ঈশ্বরের ইচ্ছা যদি না থাকে অন্তরে ।
তবে দেখ রাজা কেনে নিষেধ না করে ॥” ১০৮॥

বিদ্যানিধির পুনঃ প্রশ্ন—
বিদ্যানিধি বলে,—“ভাল, করুক ঈশ্বরে ।
ঈশ্বরের যে কৰ্ম্ম, সেবকে কেনে করে ॥১০৯॥
পূজা-পাণ্ডা, পশুপাল, পড়িছা, বেহারী ।
অপবিত্র-বস্ত্র কেনে ধরে বা ইহারী ॥১১০॥

ওড়ন ধ্বজী—দ্বিতীয়বার শুণ্ডিচা-যাত্রার চতুর্থ দিবসে
হইয়া থাকে ॥৮৮॥

মাগুয়া বস্ত্র—মাড় সংযুক্ত অর্ধোত 'কোরা' বস্ত্র ॥৮৯॥
মকর পর্য্যন্ত—মাঘমাসের শেষ পর্য্যন্ত ॥৯২॥
লাগি হইতে লাগিল—শ্রীজগন্নাথের শ্রীঅঙ্গে বস্ত্রাদি

জগন্নাথ—ঈশ্বর ; সম্ভবে সব জানে ।

তান আচরণ কি করিব সর্বজনে ॥১১১॥

মণ্ডবজ্ঞ-স্পর্শে হস্ত ধুইলে সে শুদ্ধি ।

ইহা বা না করে কেনে হইয়া সুবুদ্ধি ॥১১২॥

রাজপাত্র অবুধ যে ইহা না বিচারে ।

রাজাও মাণ্ডুয়া-বজ্র দেন নিজ শিরে ॥ ১১৩॥

দামোদরের পুনঃস্মরণ—

দামোদরস্বরূপ বলেন,—“শুন ভাই !

হেন বুকি, ওড়ন-যাত্রায় দোষ নাই ॥১১৪॥

পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথরূপ-অবতার ।

বিধি বা নিষেধ এথা না করে বিচার ॥ ১১৫॥

বিদ্যানিধির পুনঃপ্রতিবাদ-নীলা—

বিদ্যানিধি বলে,—“ভাই, শুন এক কথা ।

পরং ব্রহ্ম—জগন্নাথবিগ্রহ সর্বথা ॥১১৬॥

তানে দোষ নাহি বিধি-নিষেধ লজ্জিলে ।

এ-গুলিও ব্রহ্ম হৈল থাকি’ নীলাচলে ॥১১৭॥

ইহারাও ছাড়িলেক লোকব্যবহার ।

সবেই হইল ব্রহ্মরূপ-অবতার ॥ ১১৮॥

এত বলি’ সর্বপথে হাসিয়া হাসিয়া ।

যায়েন যেহেন হান্ত্যাবেশমুক্ত হৈয়া ॥১১৯॥

তুই সখা হাতাছাতি করিয়া হাসেন ।

জগন্নাথদাসেরেও আচার দোষেন ॥১২০॥

সবে না জানেন সর্বদাসের প্রভাব ।

কৃষ্ণ সে জানেন যাঁ’র যত অনুরাগ ॥১২১॥

বহির্গুণ কর্মজড়স্বাভাব-নিরাসের কৌশল-বিস্তারণ

কৃষ্ণের নিজদাসের হৃদয়ে ভ্রমোৎপাদন ও

পশ্চাতে ভ্রমচ্ছেদনের আদর্শ—

ভ্রমো করায়েন কৃষ্ণ আপন-দাসেরে ।

ভ্রমচ্ছেদো করে পাছে সদয়-অন্তরে ॥১২২॥

নিরে ভ্রমচ্ছেদ-প্রসঙ্গ বর্ণন—

ভ্রম করাইলা বিদ্যানিধিরে আপনে ।

ভ্রমচ্ছেদ-কৃপাও শুনিবা এইক্ষণে ॥১২৩॥

স্বরূপ ও বিদ্যানিধির স্ব-স্বস্থানে গমন—

এইমত রঙ্গে-টঙ্গে তুই প্রিয়সখা ।

চলিলেন কৃষ্ণকার্য্যে যাঁ’র যথা বাসা ॥১২৪॥

ভিক্ষা করি’ আইলেন গৌরাঙ্গের স্থানে ।

প্রভুস্থানে আসি’ সবে থাকিলা শয়নে ॥১২৫॥

বিদ্যানিধির স্বপ্নদর্শন—

সকল জানেন প্রভু চৈতন্যগোসাঞি ।

জগন্নাথরূপে স্বপ্নে গেলা তান ঠাঞি ॥১২৬॥

স্বপ্নে দেখেন বিদ্যানিধি মহাশয় ।

জগন্নাথ-বলাই আসি’ হৈলা বিজয় ॥১২৭॥

স্বপ্নে জগন্নাথ কষ্টক চপেটাঘাত—

ক্রোধরূপ জগন্নাথ—বিদ্যানিধি দেখে ।

আপনে ধরিয়া তাঁ’রে চড়ায়েন মুখে ॥১২৮॥

তুই ভাই মিলি’ চড় মারে তুই গালে ।

হেন দঢ় চড় যে অঙ্গুলি গালে ফুলে ॥১২৯॥

বিদ্যানিধির ক্ষমা-ভিক্ষা-নীলা ও অপরাধের কারণ-

জিজ্ঞাসা—

তুঃখ পাই বিদ্যানিধি ‘কৃষ্ণ রক্ষ’ বলে ।

‘অপরাধ ক্ষম’ বলি’ পড়ে পদতলে ॥১৩০॥

“কোন্ অপরাধে মোরে মারহ গোসাঞি !”

প্রভু বলে,—“তোম্র অপরাধের অন্ত নাঞি ॥১৩১॥

বিদ্যানিধিকে শাসন-ছলে কর্মজড়গণের দুর্বুদ্ধি-

নিরাস—

মোর জাতি, মোর সেবকের জাতি নাঞি ।

সকল জানিলা তুমি রহি’ এই ঠাঞি ॥১৩২॥

সংলগ্ন হইতে লাগিল । নীলাচলে ‘লাগি হওয়া’ কথাটি

প্রচলিত আছে । ‘চন্দনের লাগি হওয়া’, ‘পুষ্পের লাগি

হওয়া’—‘পুষ্প চন্দন’ চন্দন লাগান অর্থে ব্যবহৃত ॥২৩॥

ঈগৌরবন্দ্য অর্জা-বৃত্তিতে ঈজগন্নাথরূপে অবস্থান

করেন, আবার সন্ন্যাসি মূর্তিতে ভক্ত্যাব অঙ্গীকার করিয়া

লোকশিক্ষা প্রদান করেন ॥২৪॥

পট্টনেত—স্বস্ত্র বেশমী বস্ত্র, (পট্ট—পাট, বেশমাদি ;

নেত—স্বস্ত্র-বিশেষ) ॥২৫॥

তবে কেনে রহিয়াছ জাতিনাশা-স্থানে ।
জাতি রাখি' চল তুমি আপন-ভবনে ॥১৩৩॥
পরমেশ্বরের স্বতন্ত্রতা লৌকিক স্মৃতি-শাসনের
অধীন নহে—

আমি যে করিয়া আছি যাত্রার নিরবধি ।
তাহাতেও ভাব অনাচারের সম্বন্ধ ॥১৩৪॥
আমারে করিয়া ব্রহ্ম, সেবক নিম্নিয়া ।
মাগুয়া-কাপড়-স্থানে দোষদৃষ্টি দিয়া ॥” ১৩৫॥

বিজ্ঞানিধির-ভয়লীলা ও ক্ষমা-ভিক্ষা—
অপ্নে বিজ্ঞানিধি মহাভয় পাই মনে ।
ক্রন্দন করেন মাথা ধরি' শ্রীচরণে ॥১৩৬॥
‘সব অপরাধ প্রভু, ক্ষম’ পাপিষ্ঠেরে ।
ঘাটিলু' ঘাটিলু', প্রভু বলিলু' তোমারে ॥১৩৭॥

বিজ্ঞানিধি-কর্তৃক অগরাধ ও বলরাগের শাসন
অমুগ্রহ-রূপে বরণ—
যে মুখে হাসিলু' প্রভু, তোর সেবকেরে ।
সে মুখের শাস্তি প্রভু, ভাল কৈলা মোরে ॥১৩৮॥
ভালদিন হৈল মোর আজি সুপ্রভাত ।
মুখ-কপোলের ভাগ্যে বাজিল শ্রীহাত ॥” ১৩৯॥

ভক্তের প্রতি প্রভুর প্রেমদৃষ্টি—
প্রভু বলে,—“তোরে অমুগ্রহের লাগিয়া ।
তোমারে করিলু' শাস্তি সেবক দেখিয়া ॥” ১৪০॥
অপ্নে প্রেমনিধি-প্রতি প্রেমদৃষ্টি করি' ।
দেউলে আইলা দুই ভাই—রাম-হরি ॥১৪১॥
বিজ্ঞানিধির আগবণ ও গুণদেশে চপেটাঘাতের চিহ্ন—
অপ্ন দেখি' বিজ্ঞানিধি জাগিয়া উঠিল ।
গালে চড় দেখি' সব হাসিতে লাগিল ॥১৪২॥

পূজা-পাণ্ডা—পূজারী পাণ্ডা ।

পণ্ডপাল—শ্রীজগন্নাথদেবের শৃঙ্গার-বিধানকারী পাণ্ডা-
বিশেষ, (শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক ৮ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য) ॥১১০॥
দেশাচারের বিচারে রাজা শিরোবস্ত্র অর্ধোত মণ্ডযুক্ত
অবস্থায় পরিধান করিতেন । মণ্ডযুক্ত বস্ত্র—অণ্ডক,
ইহাই স্মৃতিবিচার । ভগবানের সম্বন্ধে ইহা সিদ্ধ হইলেও

বিজ্ঞানিধির গুণকীৰ্ত্তি—

শ্রীহস্তের চড়ে সব ফুলিয়াছে গাল ।
দেখি' প্রেমনিধি বলে, “বড় ভাল ভাল ॥১৪৩॥
যেন কৈলু' অপরাধ, তা'র শাস্তি পাইলু' ।
ভালই কৈলেন প্রভু, অল্পে এড়াইলু' ॥” ১৪৪॥

বিজ্ঞানিধির মহিমা—

দেখ দেখ এই বিজ্ঞানিধির মহিমা ।
সেবকেরে দয়া যত, তার এই সীমা ॥১৪৫॥
প্রহ্মা, জ্ঞানকী, কল্পিণীদি আপ্তবর্গের প্রতিও প্রভুর
এতদৃশ করণার নিদর্শন প্রকাশিত হয় নাই—
পুত্র যে প্রহ্মা—তাহানেও হেনমতে ।
চড় না মারেন প্রভু শিক্ষার নিমিত্তে ॥১৪৬॥
জ্ঞানকী-কল্পিণী-সত্যভামা-আদি যত ।
ঈশ্বর-ঈশ্বরী আর আছে কত কত ॥১৪৭॥

স্বপ্নপ্রদায় দ্বন্দ্ব—

সাক্ষাতেই মারে যা'র অপরাধ হয় ।
অপ্নের প্রসাদ-শাস্তি দৃশ্য কভু নয় ॥১৪৮॥
অপ্নে দণ্ড পায়, কিনা অর্থলাভ হয় ।
জাগিলে পুরুষ সে সকল কিছু নয় ॥১৪৯॥
শাস্তি বা প্রসাদ প্রভু অপ্নে যার করে ।
সে যদি সাক্ষাত লোকে দেখে ফল ধরে ॥১৫০॥
তা'রে বড় ভাগ্যবান্ নাহিক সংসারে ।
অপ্নেহো না কহে কিছু অভক্তজনে ॥১৫১॥
সাক্ষাতে সে এই সব বুঝ বিচারে ।
এই যে যবনগণে নিন্দা-হিংসা করে ॥১৫২॥
তাহারাও অপ্নে অনুভব মাত্র চাহে ।
নিন্দা-হিংসা করে দেখি' অপ্ন নাহি পায় ॥১৫৩॥

ভগবদ্বাসগণের শুদ্ধাচারে থাকাই সম্ভব । ব্রহ্ম নিম্নিশেষ
বস্তু, সেখানে গুণসমূহের পরিচয় নাই । ত্রিবিগ্রহ নিৰ্গুণ—
সেখানে না হয় ঐ বিচার হইল, কিন্তু সেবকগণ ত'
আর নিৰ্গুণ ব্রহ্ম নহেন, সুতরাং তা'হাদের গুণদোষ-বিচার
আবশ্যক । সেবকগণ কিছু অর্জবতার নহেন । শ্রীজগন্নাথের
সেবকগণের আচার-দোষযুক্ত—ইহাই বিচার করিলেন ॥১১৭॥

যবনের কি দাস, যে ব্রাহ্মণ সজ্জন ।
তা'রা যত অপরাধ করে অমুক্ণ ॥১৫৪॥
অপরাধ হৈলে দুই লোকে দুঃখ পায় ।
স্বপ্নেহো অভক্ত পাপিষ্ঠেরে না শিখায় ॥১৫৫॥
স্বপ্নে প্রত্যাশে প্রভু করেন যাহারে ।
সে-ই মহাভাগ্য হেন মানে আপনারে ॥১৫৬॥
সাক্ষাতে আপনে স্বপ্নে মারিল তাহারে ।
এ প্রসাদ সবে দেখে শ্রীশ্রমনিধিরে ॥১৫৭॥
তবে পুণ্ডরীকদেব উঠিল প্রভাতে ।
চড়ে গাল ফুলিয়াছে দেখে দুই-হাতে ॥১৫৮॥

প্রত্যহ দামোদর ও বিজ্ঞানিধির একসঙ্গে জগন্নাথ
দর্শনার্থ গমন—

প্রতিদিন দামোদরস্বরূপ আসিয়া ।
জগন্নাথ দেখে দৌড়ে একসজ্জ হৈয়া ॥১৫৯॥
স্বরূপদামোদরের বিজ্ঞানিধির গওদেশে চপেটাঘাত-
চিহ্ন-দর্শন—

প্রত্যহ আইসে স্বরূপ সে দিন আইলা ।
আসিয়া তাঁহাকে কিছু কহিতে লাগিলা ॥১৬০॥
“সকালে আইস জগন্নাথ-দরশনে ।
আজি শয্যা হৈতে নাহি উঠ কি কারণে ?” ১৬১॥
বিজ্ঞানিধি বলে,—“ভাই, হেথায় আইস ।
সব কথা কব মোর এথা আসি বৈস ॥” ১৬২॥
দামোদর আসি' দেখে—তান দুই গাল ।
ফুলিয়াছে, চড়চিহ্ন দেখেন বিশাল ॥১৬৩॥
দামোদর-সকাশে পুণ্ডরীকের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত কখন—
দামোদরস্বরূপ জিজ্ঞাসে,—“একি কথা ।
কেনে গাল ফুলিয়াছে, কিবা পাইলে ব্যথা ॥” ১৬৪
হাসিয়া বলেন বিজ্ঞানিধি মহাশয় ।
“শুন ভাই, কালি গেল যতক সংশয় ॥১৬৫॥

মাগুয়া বজ্রে যে করিলু অবজ্ঞান ।
তা'র শাস্তি গালে এই দেখ বিজ্ঞান ॥১৬৬॥
আজি স্বপ্নে আসি' জগন্নাথ-বলরাম ।
দুই-দণ্ড চড়ায়েন নাহিক বিশ্রাম ॥১৬৭॥
‘মোর পরিধানবস্ত্র করিলি নিম্নন ।’
এত বলি' গালে চড়ায়েন দুই জন ॥১৬৮॥
গালে বাজিয়াছে বত অঙ্গুলের অঙ্গুরী ।
ভালমতে উত্তরো করিতে নাহি পারি ॥১৬৯॥

বিজ্ঞানিধির লজ্জা-লীলা—

এ লজ্জায় কাহারে সম্ভাষা নাহি করি ।
গাল ভাল হৈলে সে বাহির হইতে পারি ॥১৭০॥
এত কথা অগ্রত কহিতে যোগ্য নহে ।
বড় ভাগ্য হেন ভাই, মানিল হৃদয়ে ॥১৭১॥

অপরাধ-অমুক্ণ-শাস্তিবরণ-লীলা—

ভাল শাস্তি পাইলু অপরাধ-অমুক্ণে ।
এ নহিলে পড়িতাম মহা-অক্ষকূপে ॥” ১৭২॥

স্বরূপের বিজ্ঞানিধি-সহ সখ্যরস—

বিজ্ঞানিধিপ্রতি দেখি' স্নেহের উদয় ।
আনন্দে ভাসেন দামোদর মহাশয় ॥১৭৩॥
সখ্য সম্পদে হয় সখ্য উল্লাস ।
দুই জনে হাসেন পরমানন্দহাস ॥১৭৪॥
দামোদরস্বরূপ বলেন,—“শুন ভাই !
এমত অদ্ভুত দণ্ড দেখি শুনি নাই ॥১৭৫॥

দামোদরের বিশ্বাস, উত্তরের কৃষ্ণপ্রসঙ্গ—

স্বপ্নে আসি' শাস্তি করে আপনে সাক্ষাতে ।
আর শুনি নাই, সবে দেখিলু তোমাতে ॥” ১৭৬॥

পুণ্ডরীকবিজ্ঞানিধি পরমভক্ত হইলেও তাঁহার শ্রীজগন্নাথ-
দেবের ভক্তগণের আচরণ দোষ-দর্শনাভিনয় হওয়ার
তাঁহার অভিনীত স্রষ্টার নিবাস-কল্পে ভক্তবৎসল ভগবানের
লীলা ॥১২২॥

মাগুয়া কাপড় ব্যবহারে বিজ্ঞানিধি যে দোষ কীর্জন

করিলেন, তৎফলে বিজ্ঞানিধিকে স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথ ও
শ্রীবলরাম আসিয়া দুই গালে প্রচুর চপেটাঘাত করিতে
লাগিলেন । বিজ্ঞানিধি কানাই-বলাইকে জিজ্ঞাসা করিলেন—
তাঁহারা বিজ্ঞানিধিকে অনর্থক দণ্ডবিধান করিতেছেন কেন ?
তাঁহারা কি অপরাধ ? যখন অপরাধ সাব্যস্ত হইল তখন
তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ॥১৩০॥

হেনমতে দুই সখা ভাসেন সন্তোষে ।

রাত্রি-দিন না জানেন কৃষ্ণকথারসে ॥১৭৭॥

বিজ্ঞানিধির প্রভাব—গৌরচন্দ্রের বিজ্ঞানিধিকে

“বাপ” সম্বোধন—

হেন পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধির প্রভাব ।

ইহামে সে গৌরচন্দ্র প্রভু বলে ‘বাপ’ ॥১৭৮॥

বিজ্ঞানিধির গঙ্গাতত্ত্ব—

পাদস্পর্শভয়ে না করেন গঙ্গাস্নান ।

সবে গঙ্গা দেখেন, করেন জলপান ॥১৭৯॥

প্রভু ভক্তের অঙ্গ ক্রন্দন—

এ ভক্তের নাম লৈঞা গৌরাজ জৈশ্বর ।

‘পুণ্ডরীক বাপ’ বলি’ কান্দেন বিস্তর ॥১৮০॥

তাহার অপরাধ কি, এই জিজ্ঞাসার উত্তরে অগম্য ধূলিলেন—তাহাকে ও তাহার সেবকগণের মাড়যুক্ত কাপড় পরিধান করার সমালোচনায় তাহার যে দোষদর্শন হইয়াছে, তাহাই অপরাধ । যদি তিনি ধর্মাচরণ ও জাতীয় আচরণ রক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন, তবে তাহার শ্রীক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্বক নিজগৃহে থাকিয়া ঐরূপ আচরণ করাই ভাল । এই সকল আপাতদর্শনে দোষ হয় ॥১৩৫॥

ঘাটিলু—ঘাট মানিলাম, হার মানিলাম ॥১৩৭॥

শ্রীপুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি নিজের শারীরিক ক্রেশ স্মরণ করিয়া বুঝিলেন যে, শ্রীভগবানের শ্রীহস্তসংস্পর্শে তাহার সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে । ভগবান্ তাহাকে শাসন করিয়াছেন—ইহাতেই তাহার পরমানন্দ;—ইহাই সেবকের প্রতি প্রভুর প্রকৃত দয়া ॥১৩৬॥

ভগবান্ অভক্তের প্রতি সর্বদা পুরস্কার ও দণ্ডবিধান হইতে পুণ্য থাকেন । তিনি ভক্তের শুভাকাজী হওবার শ্রিয়ভরূপে স্বপ্নাদি ব্যাপার-মধ্যে দণ্ডদ্বারা শোধন করিয়া থাকেন ॥১৩৫॥

তথ্য । বয়স্ক ন বিভূষ্যাম উত্তমঃশ্লোকবিক্রমে ।
বক্ষ্যতাং রসজ্ঞানাং স্বাহু স্বাহু পদে পদে ॥—(ভাঃ ১।১।১২)
নিগমকল্পতরোগলিতঃ ফলং, শুকমুখাদমৃত-স্রবসংযুতম্ । পিবত
ভাগবতং রসমালয়ং, মুহুরহো রসিকা ভূবি ভাবুকাঃ ॥—(ভাঃ
১।১।৩); কো নাম তুণ্যেত্রসবিন্ধ কথায়ং, মহত্ভৈরুকাস্ত
পরায়ণত্ । নাস্তং গুণানামগুণত্ অগু-নর্ধোগেশ্বরা যে
ভবপানমুখ্যাঃ ॥—(ভাঃ ১।১৮।১৪); ত্রক্ষন্ কৃষ্ণকথাঃ পুণ্যা
মাক্ষীর্লোকমলাপহাঃ । কো হু তুণ্যোত শূনঃ ক্রতজ্ঞো
নিত্যনুতনাঃ ॥—(ভাঃ ১।৫২।২০); ন কামরে নাথ তদপ্যহং
কচিৎ যত্র মুখচরণশূভাসবঃ । মহত্তমাত্তদ্বদায়ুচ্যুতো
বিধং কণ্ঠবৃত্তমেব মে বরঃ ॥—(ভাঃ ৪।২০।২৪); বশঃ

শিবং সূত্রব আর্ঘ্যসম্মে, বদুচ্ছয়া চোপশূণোতি তে সঙ্কং ।
কথং গুণজ্ঞো বিরমেঘিনা পশুং, শ্রীর্ধং প্রবত্রে গুণসং-
গ্রহেচ্ছয়া ॥—(ভাঃ ৪।২০।২৬); নিবৃন্ততর্ধৈরুপগীয়মানা,
স্তবৌষধাচ্ছোত্রমনোহিভিরাযং । ক উত্তমঃশ্লোকগুণাহুবাধাৎ,
পূমান্ বিরজ্যোত বিনা পশুয়াৎ ॥—(ভাঃ ১।১।১৪);
সত্যময়ং সারভূতাং নিসর্গো, যদ্বর্থাবলীকৃতিচেতসামপি ।
প্রতিকৃণং নব্যবচ্যুতাত্ত যৎ, দ্বিরা বিটানামিব সাধুবর্তী ॥
—(ভাঃ ১।১।৩২); তুল্যাক্রততপঃশীলান্তল্যাব্যায়িরম্যমাঃ ।
অপি চক্ৰঃ প্রবচনমেকং শুশ্রববোহপরে ॥—(ভাঃ ১।৮।১১)
তথা বৈষ্ণবধর্ম্যাংস্ত ক্রিয়মাণানপি স্বদম্ । সংপুচ্ছেত্ত্বিধিঃ
সাধুনন্তোন্ত্রীতিবুদ্ধয়ে ॥ তব কথামৃতং তপ্তজীবনং,
কবিভিরীড়িতং কল্যাপহম্ । শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং, ভূবি
গুণস্তি তে তুরিমা জনাঃ ॥—(ভাঃ ১।৩।১২) ॥১৭৭॥

অর্থাৎ ঐহাংর লীলা শ্রবণ করিতে রসিকগণের আশ্বাদন
প্রতিপদে উত্তরোত্তর স্বাহু হইতেও স্বাহু হয়, সেই
উৎকৃষ্ট শ্রীকৃষ্ণের গুণ-লীলা-কথাদিতে অধিক আশ্বাদন
পাইবার আশায় আমরা বিশেষভাবে তৃপ্ত হইতেছি না,
অর্থাৎ হরিকথা শুনিয়া যথেষ্ট বা পর্যাপ্ত বোধ করিতেছি
না, বরং উত্তরোত্তর আমাদের কোঁতুল ও আগ্রহ বৃদ্ধি
পাইতেছে । হে ভগবৎশ্রীতিরসজ্ঞ অপ্রাকৃত রসবিশেষ-
ভাবনা-চতুর ভক্তবৃন্দ ! শ্রীকৃষ্ণ হইতে নিঃসৃত হইয়া
শিত্তপ্রশিষ্টাদি-পরম্পরাক্রমে খেছার পৃথিবীতে অধঃক্রমে
অবতীর্ণ, পরমানন্দরসময়, তৎ-অণি প্রভৃতি কঠিন হেমাংশ-
রহিত তরলপানযোগ্য এই শ্রীমদাগবত নামক বৈদ্যক-
তত্ত্ব প্রপঞ্চ কল আপনারা মুক্ত অবস্থায়ও পুনঃ পুনঃ পান
করিতে থাকুন । পরমমুক্ত পুরুষগণও স্বর্গীয় সুখের স্ভাব
ইহাকে উপেক্ষা না করিয়া নিত্যকাল সেবা করিয়া থাকেন ।
পরম-শ্রেষ্ঠ মহাদ্বৈতগণের একমাত্র আশ্রয়স্থান প্রাকৃতগুণ-

বিজ্ঞানিধি-চরিত্র-শ্রবণের কল—

উপসংহার—

পুণ্ডরীকবিজ্ঞানিধি-চরিত্র শুনিলে ।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দচান্দ জান ।

অবশ্য তাঁহারে কৃষ্ণপাদপদ্ম মিলে ॥১৮-১॥

বৃন্দাবনদাস তছু পদযুগে গান ॥১৮-২॥

ইতি শ্রীচৈতন্যভাগবতে অন্ত্যখণ্ডে শ্রীপুণ্ডরীকবিজ্ঞানিধি-লীলাবর্ণনং নাম দশমোহধ্যায়ঃ ।

ইতি অন্ত্যখণ্ড সমাপ্ত ।

ইতি শ্রীশ্রীমদ্বৃন্দাবনদাস-ঠাকুর-বিরচিতং শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতং সম্পূর্ণম্ ॥

রহিত । যে ভগবানের গুণসমূহের শিব-ব্রহ্মাদি যোগেশ্বর-
গণও ইহুতা করিতে পারেন নাই, সেই ভগবানের কথায়
কোন রসজ্ঞ ব্যক্তি তৃপ্তির শেষ লাভ করিতে পারেন !
হে ব্রহ্মন্ ! কৃষ্ণকথা মহাকল্যাণিনী, শ্রুতিসুধাকরী, লোক-
দিগের অনর্থনাশিনী এবং নিত্যানুতন নূতনরূপে প্রতীয়মানা ;
অতএব কোন শ্রুতসারসজ্ঞ ব্যক্তি উহা শ্রবণপূর্বক তৃপ্তির
শেষ করিতে পারেন ? হে নাথ, যে মোক্ষপথে মহত্তম
ভাগবতগণের অঙ্কুরদ্বয় হইতে মুখমার্গদ্বারা বিনিঃসৃত
ভবদ্বীপ পাদপদ্ম-সুখার যশোগান শ্রবণ করিবার সম্ভাবনা
না থাকে, আমি সেই মোক্ষপদও প্রার্থনা করি না । আমার
প্রার্থনা এই যে, আপনায় গুণ কীর্তন ও শ্রবণ করিবার
জন্ত আমাকে অমৃত কর্ণ প্রদান করুন,—ইহাই আমার
একমাত্র প্রার্থনীর বর, আমি অস্ত্র কিছুই চাই না । হে
মঙ্গলকর্ত্তে, যে ব্যক্তি মহাজনগণের সাহচর্য্যে আপনার
মঙ্গলপ্রদ যশ একবারও কোনপ্রকারে শ্রবণ করেন, তিনি
বহি একেবারে পণ্ড না হইয়া একটুও সারগ্রাহী হন, তাহা
হইলে তিনি আর তাহা হইতে বিরত হইতে পারেন না ;
কারণ, লক্ষ্মীদেবীও নিখিলগুণ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছায়
আপনার যশোশ্রবণকেই প্রকৃষ্টরূপে আশ্রয় করিয়াছেন ।
উত্তমঃশ্লোক শ্রীহরির গুণাক্ষকীর্তন শ্রীতপারম্পর্য্যে সাধিত
হয় অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণমুখ হইতে শ্রুত হইয়া পশ্চাতে কীৰ্ত্তিত
হইয়া থাকে, সেই শ্রীহরির গুণকীর্তন কৃষ্ণকথ-বিবরণ-

ত্বেকারহিত মুক্তকুলের দ্বারা সূচ্যেবে কীৰ্ত্তিত হয় । এই
সকীর্তন (মুমুক্ষুগণের) ভববোগের ভবধরূপ, ইহা (কচিপদ
ভক্তের) হৃৎকর্ণ-রসায়ন । পশুঘাতী ব্যাধ অথবা আত্মঘাতী
অপরাদী ব্যতীত আর কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই বা এই
হরিকীর্তন হইতে বিরত হন ? একমাত্র হরিকথাই
সারগ্রাহী সঙ্কলনগণের বাক্যের, শ্রবণেন্দ্রিয়ের ও মনের
বিষয় । জ্ঞেয় ব্যক্তির যেমন রমণীবার্ত্তায় নব নব জানে
আনন্দবোধ করে, তদ্রূপ দেবদেব হরির কথাই সারগ্রাহি-
গণের নিকট মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে নূতন বলিয়া জান হয় । তত্ত্বাত্মা
মুনিগণ তুলা-শাস্ত্রজ্ঞান, তপশ্চা ও সংযতাবসম্পন্ন এবং
শক্ত-মিত্রে উদাসীন—সকলের প্রতি সমভাবযুক্ত বলিয়া
প্রত্যেকেই প্রবচন-সমর্থ হইলেও এক সমন্বয়কেই প্রবক্তা
অর্থাৎ ব্যাখ্যাকর্ত্তরূপে নির্ণয় করিয়া অপর সকলে শ্রবণাভি-
লাষী হইলেন । স্বয়ং বৈষ্ণবধর্ম্মের অহুষ্ঠান করিলেও পরস্পর
শ্রীতিবর্দ্ধনার্থ তদ্ব্যবস্থাসাধুদিগের নিকট প্রশ্ন করিবে ।
তোমার কথায় তদীয় বিবহকাতর জনগণের জীবন-
ধরূপ, প্রেমোদ্যমি ভক্তগণও তাঁহার শ্রবণ করেন । উহা
প্রারব্ধ ও অপ্রারব্ধ পাপবিনাশক, শ্রবণমাত্রে মঙ্গলপ্রদ,
প্রেমসম্পত্তিদায়ক এবং কীর্তনকারিগণ-কর্ত্তক বিদ্যুত ।
সুতরাং হরিকথাকীর্তনকারীই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ দাতা ॥১৭॥

মধ্যাহ্ন-পথে শ্রীকৃষ্ণচরণায়ত-বোধে কতিপয় ভক্তগণার
অবগাহন করেন না, গঙ্গাজলে পদবিক্ষেপ না করিয়া
গঙ্গাজল পান ও দর্শন করেন মাত্র ॥১৭২॥

শ্রীগৌরসুন্দর-বর লীলা তাঁ'র মনোহর

পতিতপাবন শ্রেষ্ঠ শ্রীগৌরকিশোরশ্রেষ্ঠ

নিত্যানন্দরূপ প্রকাশ ।

পতিতজনের তাঁ'রা গতি ।

আচার্য্য অষ্টমত আর গদাধর শক্তি তাঁ'র

শ্রীবাসের আত্মসুতা নারায়ণী-নামে মাতা

পকতস্থ ভক্ত শ্রিনিবাস ।

বিশ্বস্তরপদে তাঁ'র মতি ।

বৃন্দাবন স্তত তাঁ'র করুণার পারাবার
 'শ্রীচৈতন্যভাগবত' ধাঁ'র ।
 নিত্যানন্দ-শ্বেষভৃত্য হরিজনসেবা-কৃত্য
 বুঝা'ল যে সৰ্বসার-সার ॥
 বৈষ্ণব-মহিমা যত বর্ণিলেন সুসঙ্গত
 তাহার তুলনা কোথা' নাই ।
 বৈষ্ণব-বিরোধি-জন সতত তাপিত মন
 মূল্যহীন সেই ভঙ্গ ছাই ॥
 নিতাই-বিমুগ্ধজনে দয়া-পাত্র তা'রে গণে'
 পদাঘাত করে তা'র শিরে ।
 এহেন দয়াল বীর নাহি জিহুবনে ধীর
 লয়ে যায় বিরজার তীরে ॥
 মৃৎজন না বুঝিয়া অহঙ্কারে মত্ত হিয়া
 'ক্রোধী' বলি' করয়ে স্থাপন ।
 বৈষ্ণবের দয়া-দণ্ড কভু না বুঝয়ে ভণ্ড
 নীচচিন্ত করিয়া গোপন ॥
 'শ্রীগৌড়ীয়-ভাষ্য' নাম ভক্তজন-সেবা-কাম
 লিখি, ছাড়ি' কপটাদি ছল ।
 ভাগবত-বাখ্যা-কালে প্রভু মোরে সদা পালে'
 চিন্তে দেয় যথোচিত বল ॥
 শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ শুদ্ধভক্তিমত
 কহে সদা শ্রীভক্তিবিনোদ ।
 নিরস্তর পাঠফলে কুবুদ্ধি যাইবে চ'লে
 কৃষ্ণপ্রণমে লভিবে প্রমোদ ॥

শ্রীগোবিন্দভক্তগণ

তাঁ'দের চরণে মোর গতি ।

ভাঙ্কলিখনের ব্যাঞ্জে

রহ যেন নিষ্ঠাসেবা-মতি ॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতগ্রন্থের "গৌড়ীয়-ভাষ্য" সম্পূর্ণ ।

নিজেন্দ্রিয়-প্রীতিকাম নহে কভু ভক্তিকাম
 বৈষ্ণব-সেবার নাহি ভোগ ।
 ভক্তসেবা-ফলে প্রেম সেই মূল্যবান ক্ষেম
 বিগত হইবে সৰ্বরোগ ॥
 গীন হইবার আশা চালিলে কপটপাশা,
 দূরে যা'বে সকল মল্ল ।
 স্থূল পুন্ম দেহদ্বয় ভক্তি-বলে হয় ক্ষয়
 ভাগবত-ভজন-কৌশল ॥
 শ্রীবার্ধভানবী আশ তাঁহার দয়িতদাস
 ভাঙ্ক-লেখকের পরিচয় ।
 ভক্তিবিমুগ্ধ জন বিষয়েতে ক্লিষ্টমন
 তবু যাচে প্রভু পদাশ্রয় ॥
 শ্রীগৌড়মণ্ডল-মাব নবদীপ তীর্থরাজ
 মায়াপুর গৌরজয়স্থল ।
 তথায় চৈতন্যমঠ নাহি বসে যথা শঠ
 গৌরজনে করিয়া সঞ্চল ॥
 ভক্তিবিনোদ-দাস সঙ্গে মোর সদা বাস
 তাঁ'দের অহুজা শিরে ধরি' ॥
 চারিশত-ছ'চল্লিশে সমাপিহু জ্যৈষ্ঠশেষে
 উটকামণ্ডেব শৈলোপরি ॥
 ভাঙ্করচনার কালে ভক্তগণ মোরে পালে
 গৌরব-সম্মানে মোরে ছলে ।
 অবকাশ সদা দিয়া ভক্তিপথে চালাইয়া
 স্নেহের ডোরিকা দিয়া গলে ॥

শ্রীভক্তিবিনোদ-জন

ত্রিদণ্ডসেবক সাজে

ਸ਼ੁੱਧੀ ਪਾਤ੍ਰ

[প্রথম অঙ্কଟী 'খণ্ড', দ্বিতীয় সংখ্যাটি 'অধ୍ୟায়' এবং তৃতীয় সংখ্যাটি 'শ্লোক-সংখ্যা' নির্দেশ করিতেছে]

[illegible]

| খ | | পূর্ণচন্দ্রকলায়ুটে | | য | |
|-----------------------|------------------|------------------------|-------------|-----------------------------|------------|
| ধর্মব্যতিক্রমো দৃষ্ট | অ ৬৩০ | প্রচোদিতা বেন | আ ১২৬ | বটঃ গকীর্জনপ্রাটৈঃ | আ ২২৫ |
| ধর্মসংস্থাপনার্থায় | আ ২১৮, ১৪১৩৫ | প্রণমেন্দ্রবজ্রমো | অ ৩২৭ | বতঃ খ্যাতিং | ম ১৩৩২০ |
| ধর্মতত্ত্বং | অ ২১৪২ | প্রণমং কেশবং | অ ৪৪৮৪ | যথা জ্ঞানামৃতং | ম ১০১৪২ |
| অ | | প্রবিষ্ট জীবকলয়া | | অ | |
| ন কর্ণবন্ধনঃ | অ ৮১১৭৬ | প্রার্থয়েঐক্ষমস্তাং | অ ৩২৭ | যথা পুমান্ | অ ৭১২৪ |
| ন চ সর্ঘ্বণো | অ ৪৩৫২ | প্রাসাদাগ্রে নিবসতি | ম ২০৪৪৭ | যথা সৌমিত্র-ভরতো | অ ৮১১৭৫ |
| ন তথা মে | অ ৪৩৫২ | | অ ২৪০২ | যদ্ব্যঙ্গুরং নাম | অ ৪৪৭১২ |
| ন তত্তজ্জন্ম | ম ৫১৪২ | | | যদ্ব্যঙ্গুরা ত | ম ২৩৫১২ |
| ন তে বিষ্ণুপ্রসাদজ | অ ৬১২২ | | | যদ্য যদা তি | আ ২১১৭ |
| নতঃ পতন্ত্যাস্তমং | আ ১৭১৫০ | বদতি তদমুকরণং | ম ৮১৫১ | যজ্ঞপং প্রবমকৃতং | আ ১৫৫৬ |
| ন তত্ত্বজি কুমুনীষণাং | ম ১৬১৪২ | বন্দে নন্দবজ্রজীবাং | অ ৭৮৮ | যজ্ঞসক্তিঃ পথি | ম ১২৫৬ |
| ন ময্যেকান্তভক্তানাং | অ ৬২৭ | বজ্রসজ্জ কবল-বেত্র | ম ২২৭১ | যন্নাম গুরুন্ | আ ১৬২৭২ |
| নমজ্জিকাল-সত্যায় | আ ১২, ম ১২, অ ১২ | বরজাম্বিলম্বি-বড়-ভুজঃ | আ ১৪ | যন্নাম প্রং | আ ১৫৫ |
| নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় | ম ২১৩৭, ম ৬১১২ | বর্হীপীড়ং নটবরবপুঃ | ম ৪৮ | যমুনোপবনে | আ ১২৬ |
| ন যত্র বৈকুণ্ঠকথাঃ | ম ১২২২ | বহুধোঃসাত্তে | আ ২১৮৪ | যন্নীলাং মৃগপতিঃ | আ ১৫৫ |
| ন যত্র বজ্রেশমথাঃ | ম ১২২২ | বিজহুর্জুর্জনে | আ ১৩৪ | যন্নিশ্ শাস্ত্রে | ম ১১২৬ |
| ন যত্র শ্রবণাদীনি | আ ৮৮৮ | বিনশ্যাত্যাচরমৌঢ্যাদ্ | অ ৬৩২ | যাসাং হরিকণ্ঠোল্লীতং | অ ৭৮৮ |
| নাথ । যোনিসহশ্রেবু | অ ২১৪৫ | বিহত্বহস্তং | ম ১২২২ | যেনাহমেকোহপি | অ ২১৪২ |
| নানাতন্ত্র-বিধানেন | আ ২২৪ | বিমোহিতা বিকণ্ঠে | আ ১৩১৩১ | যে যথা মাং | আ ১৭২৪ |
| নাঙ্কং বিদ্যাম্যহমমী | আ ১৭২ | বিলজ্জমানয়া যন্ত | আ ১৩১৩১ | যো মদীয়েং | অ ৪৪৮২ |
| নিঃসংশয় | অ ৩৪৮৬, ৬২৭ | বিশুদ্ধবৌ বিজবরো | আ ১১, ম ১১, | | |
| নিবাসশয্যাসন | আ ১৪৬ | | ম ১৩১ | রক্তানু বেণোঃ | ম ৪৮ |
| নিশামুখং মানসভো | আ ১৫৬ | বৈরাগ্যবিজ্ঞা | অ ৩২৬ | রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য | আ ১৬৩০১ |
| নেদ্রহ্মন্তরো | আ ১২৮ | বৈষ্ণবো বর্ণবাহুঃ | আ ১৬৩০৪ | রাসঃ ক্ষপাহু | আ ১২৫ |
| নৈতং সমাচরেং | অ ৬৩২ | | | রূপং দৃশ্যং | ম ১৮৭৫ |
| নৌমীড্য তেহভবপুবে | ম ২২৭১ | মঙ্গলাচরিতৈর্দর্শনৈ | অ ২১৪৭ | রেমে কবেণু যুথেশো | আ ১২৭ |
| প | | ম | | ল | |
| পত্যাং ভূমেদিশো | আ ২১৮৩ | মহাকপুর্ভাত্যাদিকা | আ ১২ | শেতে গতিং | ম ৭৭৬ |
| পবিত্রকীর্তিং | অ ৪৪৭২ | মম বজ্রাঙ্গবর্ত্তন্তে | আ ১৭২৪ | | |
| পরিজ্ঞাপ্য সাধুনং | আ ২১৮, ১৪১৩৫ | মল্লিকাগন্ধ-মস্তালি | আ ১৫৬ | শরীরভেদৈস্তব | আ ১৪৬ |
| পারক্যবুদ্ধিঃ | অ ৭১২৪ | মহর্ষিনানাং | ম ১৩৩৮২ | তক্রো রক্তঃ | আ ১৪১৩৬ |
| পিতাহমন্ত অগতো | ম ১৮২০৬, অ ৩০৮ | মামালোক্য শ্রিতম্ববদনো | অ ২৪০২ | শেবাখ্যাম | অ ৪৩১২ |
| পুনন্তেনৈব | অ ৮১১৭৬ | মুক্তা অপি লীলয়া | ম ২৩৪৭৩ | শ্যামং হিরণ্যপরিবিং | ম ১২২২ |
| পৃথনীয়া মহাকল্যা | অ ৪৪৮৪ | মুখো বদতি | আ ১১১০৮ | শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দো | আ ১৩, অ ১১ |
| পুতনা লোকবালয়ী | ম ৭৭৭ | মুখিঃ নঃ | আ ১৫৪ | শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী | অ ৩২২৬ |
| | | মুচ্ছতিতমগুবং | আ ১৫৬ | অতথনকুলকর্ণণাং | |
| | | মূলে রসায়াঃ | আ ১৫৭ | | |

| | | | | | |
|--------------------|----------|---------------------|---------------------|------------------|---------|
| শ্রোতবান্ নৈব | ম ১১২৬ | সন্ন্যাসকৃৎ সমঃ | ম ২৮১৬৮ | শ্রীমৈত্রঃ | অ ৪১৩২০ |
| শ্রদ্ধা শুগান্ | ম ১৮১৭৫ | সত্ত্ভ্যার | অ ১১২, ম ১১২, অ ১১২ | বকর্ষকনিদিষ্টাং | অ ২১২৪৬ |
| শ্রপাকমিব নেক্তে | অ ১৬১৩০৪ | সরতঃ পানিপাদকৃৎ | ম ১০১১৩১ | বনামসংখ্যা | ম ৪১১ |
| স | | সরতঃ ক্রতিমৎ | ম ১০১১৩১ | বলকণা প্রোক্তরুৎ | অ ২১৮ |
| সকর্ষণাত্মকে ক্রোঃ | ম ১৪৪০ | সরপাণবিত্ত্যার্থং | ম ২৩৪৪৭ | বলকৃতাশ্লিষ্টানো | অ ১১৩৫ |
| স জরতি | অ ১১৪ | স সন্ন্যাসী চ যোগী | অ ৩৪০ | হ | |
| সহাং নিল্ | ম ১৩১৩২৩ | সাধুনাং সমচিন্তানা* | অ ৩২৭ | হতা ধর-ক্রিশিরসো | অ ৪১৩২০ |
| সত্যপি ভেদাপগমে | অ ৩৪৮ | গামুজো হি তরুঃ | অ ৩৪৮ | হস্তাংহঃ সপদি | অ ১১৪৫ |
| সত্যঃ পুন্যতি | অ ১৩১২৭২ | সিদ্ধির্ভবতি বা | অ ৩৪৮৬, ৩২৭ | হরির্দেহভুতানাম্ | অ ৩৪৪৩ |

প্রয়োজনীয় অংশের পত্র-সূচী

| অ | অঙ্গ কেহ দেয় | অ ৪১৭৩ | অতএব কলিযুগে | অ ১৪১৩২ |
|----------------------------------|---------------|----------------------------------|-----------------------|----------|
| অই বেটা সেই হয় | ম ১০১১৮৪ | অচিন্তা অগমা অ ১১৪৩, অ১১৩, ৪৭৩ ; | অতএব কে বুঝয়ে | অ ২১৪৩২ |
| অংশাংশের জোখে | ম ২৩৪১১ | অ ৩১৩৪ | অতএব গাও তজ' | অ ২১৩৭৪ |
| অকথ্য অকৃত | ম ২৮১১১৫ | অচিন্তা গৌরাক্ষত্ব | অতএব গৃহে তুমি | অ ১৪১৪২ |
| অকথ্য অকৃত প্রভু | অ ২১৪০৬ | অজ, ভব, অনন্ত, কমলা | অতএব অগং তোমার | অ ৩৪২ |
| অকর্তব্য করে নিজ-দেবক | অ ২১২৬১ | অজ ভব আদি গায় | অতএব জীবনের | অ ২১২২২ |
| অকস্মাৎ কলহ করয়ে | অ ২১৪৩ | অজ-ভব-আদি, সব | অতএব তান হৈল | ম ২২১২৬ |
| অকস্মাৎ ভাগ্যে | অ ২১৬১৮ | অজ ভব আদিবেক | অতএব তার যজ্ঞে | ম ১২১১২৩ |
| অকাণ্ডেতে দুর্গোৎসব | ম ২৩১২২ | অজ, ভব, শেষ, রমা | অতএব তারে সবে | অ ১৪৮৭ |
| অবিকল-প্রাণরক্ষ | ম ১৬১১৫০ | অজ ভবানন্ত | অতএব তিঁহো সত্য | অ ৪১৬১ |
| অকৈতবে হটলে সে | অ ১৬১২২২ | অজয় চৈতন্তসিংহ জিনে | অতএব তীর্থ নত | অ ১৭১৫৩ |
| অকৈতবে চিত্তস্থলে | অ ১৪১২৬ | অজয় চৈতন্ত সে | অতএব তোমারে | অ ৭১৪৭ |
| অক্রোধ পরমানন্দ ম ২৩৪১২, অ ২১৪৮৬ | | অজ, রমা, শিব করে | অতএব দশু দেখাইয়া | ম ২২১১২৭ |
| অক্ষর অবৈতদেবা | ম ১০১১৪৭ | অজীর্ণ মোহর তোর | অতএব নিদ্রক সন্ন্যাসী | ম ২০১১৪৬ |
| অক্ষরে অক্ষরে ভাগবত | ম ২১১৬০ | অজ পড়িহারী সব | অতএব পড়ুয়ার | অ ২১৬১ |
| অগোচরে থাকি' | ম ২৮১১৪৫ | অজ হই' ভাগবতে | অতএব, পরমাশ্র | অ ৭১৫৫ |
| অগোচরে ঘুরে থাকি' | ম ২৩১৮ | অজ হই' লইবেক | অতএব পরমাত্মা-বতাব | অ ৭১৫৬ |
| অগ্নি-সর্প-বায় | অ ২১৪১৭ | অতএব অবৈত | অতএব পাছে সে | অ ১৩১০৪ |
| অগ্নি-হেন জোখে | অ ২১৪০১ | অতএব ইহার পড়িয়া | অতএব বিজা-আদি | অ ৭১৩৫ |
| অগ্নে মহাধর্ম | অ ৪১৩২৪ | অতএব জীব-ভজন | অতএব বৈকবের | অ ৮১১৭৩ |
| অগ্নি-সর্প-বায় | ম ১১৩৬১ | অতএব এণা হিন্মানের | অতএব তত-সেবা | ম ২৩৪১৩ |

| | | | | | |
|-----------------------|-------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|
| তএব ভক্ত হই | ম ২০৪৭৪ | অষ্টেত-নিমিত্ত মোর | অ ৮৫২ | অধিকারী বই করে | অ ৬৩০ |
| তএব যত মহামহিম | আ ১৫১০ | অষ্টেত বলরে ম ৩১৬৭, ১০১৬২, ২৪৪৩ | | অধ্যায়ন এই সে | ম ১৩৭১ |
| তএব যশোময় | আ ১৮২ | অষ্টেত সে জাতা | অ ৫৪৯১ | অনন্ত অর্কুণ্ড মুখে | ম ২৩৩৪২ |
| তএব যাবৎ | ম ২০১১০ | অষ্টেত সে মোর | ম ২২১০৮ | অনন্ত অর্কুণ্ড শোক | ম ২৩৪২৮ |
| তএব যে চইল | আ ১৪১৮৬ | অষ্টেতের কারণে | আ ২১২৫ | অনন্ত চৈতন্য | ম ২৩১৫৩ |
| তএব শক্র-মিত্র | অ ৬৬০ | অষ্টেতের রূপায় | অ ২২৫৭ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড | ম ২৩১২৭ |
| তএব গুণিলাভ | অ ১,১০৭ | অষ্টেতের পক্ষ লক্ষ্য | ম ২৩৫৩৩ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড কাণে | অ ২৩৬২ |
| তএব সংসার অনিত্য | আ ১৪১৮৪ | অষ্টেতের পক্ষ লক্ষ্য | ম ২৪১২৮ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধনে | ম ১৭১১৪ |
| তএব সকল-বিধির | ম ১৬১৪৩ | অষ্টেতের প্রতি দণ্ড | ম ১৭১৬৬ | অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-নাথ | আ ৬১৩৭, ১৪৮৯, |
| তএব সন্ন্যাসাশ্রম | অ ৮১৫২ | অষ্টেতের প্রভু | ম ১০১৫৫ | | ম ১১০, ম ২৮১১২, অ ১২০ |
| নতএব সর্কদেবে | অ ২৫২ | অষ্টেতের প্রসাদে | অ ১২২৬২ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডময় | ম ২৮১৪৫ |
| নতএব সর্কভাবে | অ ৩২২৩ | অষ্টেতের প্রাণনাথ | অ ৫৪৩৭ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মারে | ম ১৩৩২৪ |
| নতএব সর্কমতে ভক্তি | অ ১১৫৮ | অষ্টেতের প্রেমে ভাসে | ম ১১২১৭ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোর | ম ২০৩৫ |
| নতএব সর্কমিষ্ট | আ ৭৬০ | অষ্টেতের বাক্য | অ ১৮৬ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড মোহে | আ ১৩১০৩ |
| নতএব সর্কান্তে | অ ৪১৭৮৩ | অষ্টেতের বাক্য বুঝিবার | ম ১১২১৮, | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ধীর | আ ৬৩৫ |
| মতি রূপা-পাএ সে | অ ৭৮৭ | | অ ৫৪৪২৩ | অনন্ত-ব্রহ্মাণ্ড-রূপ | ম ২৪৫০, ৬০ |
| মতিধির সেবা | আ ১৪২১ | অষ্টেতের ব্যাপ্য | ম ২২১৮২ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড স্থিতি | ম ১৮১২২ |
| মতি পরমার্থশূন্য | আ ১৬৭ | অষ্টেতের সেই | ম ১০১৬৩ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সেই | অ ৪১৬২ |
| মতি বড় স্মৃতি | অ ৪১৪১৭ | অষ্টেতের সেবা করে | ম ১০১৪৫ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড হয় | অ ৩৪৩৩ |
| মতি বড় স্মৃতি সে | আ ২৭১ | অষ্টেতের স্থানে | ম ২৩৫২, ২০ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে মুক্তি | অ ৩১০৪ |
| মতি মহা-পাতকী ও | ম ২৫১০ | অষ্টেতের হৃদয় কড় | অ ৫৪৪১ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত | আ ২১২৬, ম ১৪৬২, |
| অত্যন্ত দুষ্কৃতি পাপী | অ ২১৮৭ | অষ্টেতের গাইবেক | ম ২২১২৩ | | ম ১৮১৪৬, ম ১১২১০, ম ২৩৪৭৫ |
| অথবা চৈতন্য-মাগ | অ ৪১৫২ | অষ্টেতেরে ভজে | অ ৩১৮৩ | অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে সবে | অ ৩৫০৭ |
| অদৃশ্য অবাক্ত ভূমি | অ ১২২২ | অষ্টেতেরে মারিয়া | ম ১১১৬৭ | অনন্ত মুকুন্দ যেন | ম ১১১২৩ |
| অন্ত খাণ্ড নাহি | অ ১১১৫ | অন্ত গোপিকা | ম ১৮১২৬ | অনন্ত হইয়া | ম ৬১৭৬ |
| অন্তাপিহ চিলু আছে | ম ১৫১৪ | অন্ত দেখিলু | ম ২৩৫০ | অনন্তের অংশ | আ ১৪৭ |
| অন্তাপিহ চৈতন্য | ম ১০১২৮৪, ম ২৩৫১৩ | অন্ত দেহের ভোতি: | ম ২৮১০৬ | অনাধিনী মাগেরে | ম ২৬১৭৪ |
| অন্তাপিহ বৈকব | ম ২৩২২ | অধঃপাতফল তাল | ম ১২৩৬ | অনাধিনী—মোরে | ম ২২১১৬ |
| অন্তাপিহ বৈকব-মণ্ডলে | ম ১০১২২৭, | অধঃপাত হয় তার | ম ১০১৩৭ | অনাধের নাথ | ম ২৮১২ |
| | অ ৫৭৫৮ | অধঃপাতে যায়, সর্ক | ম ১১২১২ | অনায়াসে মরণ | আ ৭১৩৭, ম ১২৩৮ |
| | অ ৫৭০ | অধম কুলেতে যদি | আ ১৬২৩৮ | অনায়াসে সেট সে | অ ৫৬২ |
| অষ্টেত আচার্য্য দ্বঃ | অ ৪১৪৩০ | অধম জনের যে | অ ১৩৮৮ | অনিত্য সংসার হৈতে | আ ৭১২৪ |
| অষ্টেত-চরণ-ধূলি | ম ২২৩৬ | অধম সত্যায় | ম ৮১২১১ | অনিম্মক হই' যে | ম ১১২১৪, ম ২০১৪৮ |
| অষ্টেত-চরণ প্রভু ঘসে | ম ১৬৭৫ | অধর্মের প্রবলতা | আ ২১১২ | অনিম্মক হই' সবে | ম ১১২১৩ |
| অষ্টেত-চরণে মোর | ম ২২১৪৭ | অধিকারি-বৈকবেও | অ ১৩৮৮ | অনিম্মক হই' যে | ম ১১২৪৬ |
| অষ্টেত ডাহারে | ম ১৩১৪৪ | অধিকারি-বৈকবের | অ ১৩৮৭ | অন্তপ্রহ ভূমি | ম ২৮১৪৮ |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------|--------|
| অন্তর্ভুক্ত সত্ত্ব | ম ২৫১০ | অপবিত্র স্থানে কতু | আ ৭১১৭ | অমায়ার কৃষ্ণভক্তি | অ ২১২৬ |
| অন্তরে ছাড়িল | ম ১০১৪৯ | অপবিত্রতার প্রভা | আ ৪১১২ | অমায়ার প্রভু তত্ত্ব | অ ২১২৮ |
| অন্তরে প্রবেশিত সব | ম ২০১৬ | অপবিত্র কইয়া প্রভু | ম ১৭১১ | অমৃত ছাড়িয়া | ম ৮১২০ |
| অন্তরে নানিক ভাগা | ম ২০১২ | অপবিত্র-অমৃত | ম ২০১৮২, ৫০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তরে বাকস | আ ১৪১৮৬ | অপবিত্র অমৃত পাব | আ ১৬১২০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তর্ভুক্ত নিত্যানন্দ | আ ১৮০ | অপবিত্র কম | অ ১০১২০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তর্ভুক্ত লোক | অ ১১০৯ | অপবিত্র কমিয়া প্রভু | ম ১৭১২০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্ত, বজ, কড়ি-পাতি | আ ১৪১২ | অপবিত্র দেখি' কৃষ্ণ | ম ১৭১২৭ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্ত-বস্ত্রে প্রবেশ পাও | আ ১২১৮৪ | অপবিত্র-ভক্তন | ম ১৫১৭৮ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্ত ভাসিতে কাবো | আ ২১২৬ | অপবিত্র-শব্দ | ম ১০১২৬ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্ত মাগি' খাইলেন | ম ২১১১ | অপবিত্র ইচ্ছাও কৃষ্ণ | ম ১৭১০৮ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্ত প্রবেশের নিম্নে | অ ৭১২২ | অপবিত্র সবাহাতে | ম ১৭১২০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্ত কথা অস্ত্র কার্য | অ ৪৮৬ | অপবিত্র শ্রুতি | ম ১০১২০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্ত গুণে নিম্না | ম ২৪১২৬ | অপবিত্র যত্ন-ভক্তন | অ ৭১২০৭ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তর্ভুক্তে নিম্না করে | আ ২২২৮ | অপবিত্রের প্রভু | আ ২১৫৬, ম ২০১২৪ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তর্ভুক্ত করয়ে শ্রুতি | ম ২৫১৫৮ | অপবিত্রের ভক্তি-রস | অ ৪১২০২ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তর্ভুক্ত গোবিন্দ-চেন | আ ১৬১৪০ | অপবিত্রের প্রভু | ম ২০১৫৫ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তর্ভুক্ত অগতে কেনে | আ ৭১৫৭ | অপবিত্র-চন্দ্র প্রভু | ম ২০১৫৫ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তর্ভুক্ত না ভজ | ম ১১২০৫ | অপবিত্র বৈশদবি | আ ২১১০৪ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তর্ভুক্ত যবনে | ম ৮১২২ | অপবিত্র-পাত্র নারায়ণী | অ ৫১৭৫৭ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তর্ভুক্ত যবনে গ্রাম | আ ২১১১৫ | অপবিত্র পাত্র যেন | অ ২২৫১ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তর্ভুক্ত হইলে শাস্ত্র | ম ১১১০৫ | অপবিত্র সেবকেবে | ম ২০৪৬০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্ত বৈষ্ণবের | ম ২০৪৫২ | অপবিত্র চলি ব্রহ্ম | অ ২১০৪ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্ত বৈষ্ণবের নিম্নে | ম ১০১১৬০, অ ৪১০৯১ | অপবিত্র তাহাণে | ম ২০৪০০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্ত সম্প্রদায়ে গিয়া | ম ১০১১২০ | অপবিত্র হরিধ্বনি | ম ২০১২৫ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তে নাহি জানয়ে | ম ১১১২৫৮ | অপবিত্র তত্ত্ব দুই | আ ২১৬ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তের কি দায় | আ ৭১২০, ম ২১১৫৭, ম ২০৪৬৮, অ ৫১৪৬৫ | অপবিত্র খণ্ডের বার | অ ৫১৫২৪ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তের বসয়ে কৃষ্ণ | অ ২১২০ | অপবিত্র-বন্ধন খণ্ডে | অ ৭১৪৮৪ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তোন্তে করেন | আ ৭১০৬ | অপবিত্র অগম্য অধিকারী | অ ২১০৮২ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তোন্তে কলহ | ম ২৪১২৫ | অপবিত্র আমায় বাক্য | ম ১০১২১০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তোন্তে কৃষ্ণকথা | অ ৪১০৬ | অপবিত্র অমৃত | ম ১৬১২৭ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তোন্তে থাকেন | অ ১০৮৭ | অপবিত্র পাণ্ডিত্য-মতি | ম ১৮১৫০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অন্তোন্তে মিলি | আ ১১১২১ | অপবিত্র নারদ যেন | ম ১৮১৬২ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| অপবিত্র বস্ত্র কেনে | অ ১০১১০ | অপবিত্র করিতে লাগিল | অ ৫১২৬৬ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| | | অপবিত্র-ভুক্তিতে কৃষ্ণ | অ ৪১০২৪ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |
| | | অপবিত্র এই সব | ম ২০৪০ | অমৃতের অমৃত | অ ২১২৮ |

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|------------------------|-----------------|
| বহুকার দিয়া যোরে | ম ১৭৮৩ | আগে নৃত্য করিয়া | ম ২৩৪২৫ | আজ্ঞা হইল অভিষেক | অ ৫১২৬৫ |
| বহুকার-দ্রোহ-মাত্র | ম ২১২০৬ | আগে পাঁচে 'চরিত্র' | ম ২৩২০২ | আজ্ঞাভাবে হইল | অ ৩১০০ |
| বহুকার ধর্ম এই | অ ৩২৬ | আগে প্রেমভক্তি | ম ১০২৫৮ | আজ্ঞাশ্রেষ্ঠ মধ্যম | অ ২১৩৭৩ |
| বহুকার বাড়ি' সব | ম ২১২০৪ | আগে সব ভাঞ্জনেন | আ ৮১১৩২ | আজ্ঞানন্দে পূর্ণ হই' | আ ৫৮৮ |
| বহুনিশ চিত্ত কৃষ্ণ | ম ২৮১২৮ | আগে সেট পপে | ম ২৩২২৮ | আজ্ঞা বিনে পুত্র | আ ৭৫৪ |
| বহুনিশ চৈতন্যের | ম ২২১১৩৭ | আগে চর মুক্তি, তবে | ম ১৭১১০৬ | আথে-ব্যাথে দেবী | অ ২১৩৪৩ |
| বহুনিশ দাস্তাতাবে | ম ২৩৪৭০ | আচণ্ডাল নাচুক | ম ৬১৬২ | আথে-ব্যাথে নিত্যানন্দ | ম ১৭১৩৫ |
| বহুনিশ নিজ-প্রেম | অ ৪২০ | আচমন করি' প্রভু | ম ১২১২৩ | আথে-ব্যাথে গজুয়া | ম ২৬১২৫ |
| বহুনিশ প্রভুসাক্ষ | ম ৩৭ | আচমিতে কেনে | ম ২৮৭৮ | আথে-ব্যাথে পলাইল | ম ২৩১০৪ |
| বহুনিশ বোলেন | অ ৪৮৬ | আচমিতে শ্রীবাস-গৃহে | ম ২৫২৬ | আথে-ব্যাথে সার্কভোম | অ ২১৩৩১ |
| বহুনিশ ভাই | ম ৩৮৭ | আচার্য্য-চরণ-ধূলি | ম ২২১৪৫, ৪৭ | আদিদেব জয় | ম ২৩৫১৭ |
| বহুনিশ মন্তপের | ম ১৩৪০ | আচার্য্য তোমাব অন্ন | অ ২১৫ | আদিদেব মতাধোদ্বি | আ ১৫০, ম ৪৬৮, |
| বহুনিশ শ্রীকৃষ্ণচরণ | ম ১৩৩৬ | আচার্য্য 'মহেশ' চেন | অ ৪৪৭০ | | ম ১০৩১২ |
| বহুসৌর অমায় | ম ২৩৫৬২ | আছয়ে সকল নিকি | ম ২১৩৮ | আদি-মধ্য-অন্তো | ম ১২৫৫ |
| বহু দণ্ড, আমি ধারে | অ ২১২০৭ | আছিল যে ভক্তি | ম ৭৭০ | আদি-মধ্য-অন্তো ভাগবতে | অ ৩৫০৬ |
| বহু। মাধা বলবতী | ম ১০১৫৪ | আছুক দাসের কার্য্য | ম ৩৬ | আজ্ঞাশক্তি-বেষে | ম ১৮১৫৪ |
| আ | | আছুক পিবার | ম ২৩৪৬০ | আন্তে শ্রীচৈতন্যপ্রিয় | আ ১৬ |
| বাই জানে | অ ৪১২৬০ | আজ্ঞা আমাব | ম ২৮৫২ | 'অনন্দ আনিব' জ্ঞানী | ম ১২৮২ |
| বাই জানে প্রভুর | অ ৪১২৭২ | আজ্ঞায় কানীতে বাস | ম ১২১১০২ | অনন্দ-ধারায় অঙ্গ | অ ৮১৪৪ |
| বাই বলে "বাপ" | অ ৫১৪২২ | আজ্ঞায় চৈতন্য-আজ্ঞা | অ ৮৩০ | অনন্দে ক্রন্দন করে | ম ২৩৫৫ |
| বাইর প্রসাদে সব | অ ২১২৭, ১০৬ | আজ্ঞায় বিশ্ব-ভোগে | অ ২১২৪৬ | অনন্দে নাচিয়া সর্ক | ম ২৩২২১ |
| বাইর প্রসাদে সে | অ ২১২৬ | আজ্ঞায় লগ্নিত ভূজ | অ ৪১২২ | অনন্দে বিহ্বল | ম ২৩২৪ |
| বাইর ভক্তির সীমা | অ ৪১২৬৭ | আজি কেনে নচে | ম ১৭১১৮ | অনন্দে বৈষ্ণব-সব | ম ১৮১২০৭ |
| বাইর যে ভক্তি | অ ২১১০ | আজি চুনি করিবাঙ | ম ২৩১২৩ | অনিয়া ছাড়িলা নীতা | ম ২০১০৮ |
| বাইরে দেয়াব প্রেম | ম ২২১২৪ | আজি তোরে সত্য | ম ১০১১৩০ | আপন গলার মালা | ম ২৩৮৬, ম ২৮১২৫ |
| বাইলা ঠাকুর | ম ২৩৪৩৩ | আজি নৃত্য দরশনে | ম ১৮১২২ | আপন-দাসের হয় | ম ২১৪৭ |
| বাইলা নাচিয়া যথা | ম ২৩৩৭২ | আজি পুঁথি চিরিব | ম ২১১২১ | আপন বদনে | ম ২৩২৮২ |
| বাইলা সচল জগন্নাথ | অ ৫১২৬ | আজি বা কি করে | ম ২৩১০৩ | আপনা-আপনি মেলি | আ ১৬১২ |
| বাইলেন মহা প্রভু | ম ১৭১১৫ | আজি ভাই তোমার | আ ১৫১১৩ | আপনা-আপনি সব | আ ১৬১২৫৪ |
| 'বাই'-দণ্ড-প্রত্যয়ে | ম ২২১৪২, অ ৪১২৬৮, অ ২১০২ | আজি মোব ভক্তি | ম ২৩৪৪৪ | আপনা 'প্রকাশে' | ম ২২১১৪ |
| বাই দণ্ড-প্রত্যয়েও | ম ১৩১৩৭৪ | আজি সে পাঠে | অ ৩১১৩ | আপনার ঘাটে | ম ২৩২২২ |
| বাইসেন অগ্রগেরে | আ ৭৩৫ | আজি হুগে আমি' | অ ১০১৬৭ | আপনার তত্ত্ব প্রভু | ম ২০৪৬, অ ২১৪০ |
| আকাশে উড়িয়া যায় | আ ৬১০ | আজ্ঞা করে প্রভু | ম ২৮১২৫ | আপনার দণ্ড প্রভু | অ ২১২১৮ |
| আগম বেদান্ত আদি | ম ১১১৫১ | আজ্ঞা দিয়া চুলে ধরি' | ম ১৬১৭ | আপনার দাসে | ম ১০১১৮১ |
| আগে নিত্যানন্দের | ম ২০১২৩ | আজ্ঞা পাই' হইজনে | ম ১৩১১৬ | আপনার শ্রুতি | ম ২৩২২৭ |
| | | আজ্ঞা বেন | আ ৮১২৩ | আপনারে গাণ্ডার | আ ১৪৮৪ |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------|----------------------------|-----------------------|----------|
| আপনারে প্রকটাই | আ ১৬২২৮ | আমরা সবার যদি | ম ২৩১৬৬ | আমি ধীর পানপথে | আ ১৬২২৮ |
| আপনারে স্তুতি করে | ম ২০১০৪ | আমি দেখি কোথা | ম ২৬১২২ | আমি বারে জানাই | অ ৩১৫১ |
| আপনি আসিবে সব | অ ৫১৬৪ | আমি দেখিবারে শক্তি | অ ৪১১৮ | আমি যে করিয়া | অ ১০১৩৪ |
| আপনেই উপদয় | ম ২০১২০১ | আমি না দেখিলা | ম ১৭১৪৫ | আমি সে অভিতেজির | ম ১৮১২৩ |
| আপনেই উপাসক | অ ১০১২৪ | আমার আশ্রয় এই | ম ১৭১৪৫ | আমিহ কাহার নতি | অ ২১১৬৬ |
| আপনেই এড়াইতে | ম ২২১১২২ | আমার দ্বিতীয় দেহ | অ ৩১৫০ | আমিহ তোমার দ্রব্য | ম ১৬১২২৩ |
| আপনেই স্বাক্ষররূপে | অ ৩১৩৫ | আমার প্রভুর তুমি | ম ১৫১৬৭ | আব কত আছে | অ ৪১৩৭৬ |
| আপনে ঈশ্বর সর্গজনে | অ ২১৪৮ | আমার প্রভব প্রভু | আ ১৭১৫০, | আর কোন ধর্ম কৈলে | আ ১৪১৩২ |
| আপনে করিলু সব | ম ২৬১৩১ | | ম ১০১৩০৫, ম ১৩১৩২২, | আর জানে যে | অ ২১৩০২ |
| আপনে কীর্জন করে | ম ১১৪০৮ | | ম ১৭১১১৭, ম ২২১১৪৬, | আর জানে যে জন | অ ৩১৩৮ |
| আপনে চৈতন্ত কত | অ ৫১৫২৫ | | ম ২৪১৭০, ম ২৮১১২১, অ ৬১১৩৮ | আর তাঁর কিবা ভাণ্ডা | অ ২১৪৫৬ |
| আপনে চৈতন্ত বলিয়াছে | ম ১৮১১৬ | আমার ভক্তের পূজা | আ ১১৮ | আর তোমা দেখিবারে | ম ১০১২৪১ |
| আপনে চৈতন্ত বলে | ম ১০১৩১১ | আমার লোচন আর | অ ১০১১৫ | আর দিন মহা | অ ৫১৬২১ |
| আপনে ধরি তা'রে | অ ১০১২৮ | আমার সে কামনিক | আ ৭১১৭৫ | আব দিন লাগালি | ম ২৩১০৭ |
| আপনে নিতাইটাদ | অ ৫১৪৫৫ | আমারে করাও তুমি | আ ১৭১৫৫ | আর মাগা মাধিয়া | ম ২৬১১৮১ |
| আপনে শ্রুতার | ম ২৬১১১ | আমারে দিয়াও প্রভু | ম ১৭১৮৪ | আর যদি কর তবে | অ ২১২৫৫ |
| আপনে শ্রীকৃষ্ণাথ | অ ৫১১৬৫, ১৮৫ | আমাবে ভাণ্ডাও | ম ১৩১৭২ | আর যদি না করিল | অ ৫১৬৮৫ |
| আপনে সবারে | ম ২৩১৭৫ | আমারে মারিতে হবে | ম ২৬১১৩০ | আর যদি নিম্নাকর্ষ | অ ৩১৪৫৭ |
| আপনে সে অপরায় | ম ২২১১১ | আমারে সকল দিয়া | ম ১৬১১২২ | আব হতে হুৎ দিলে | অ ৪১৩২২ |
| আপনে হইয়া শ্রীকৃষ্ণ | অ ২১২৪৪ | আমি-সব পানল | ম ১৩১২৪ | আর হুৎ টেলা | ম ৫১১৪৩ |
| আপনে হইয়া প্রভু | ম ১৮১২০৭ | আমি-সবার কৃষ্ণ | অ ৭১১৪৪ | আরে আবে কংস বে | ম ১২১২৪৫ |
| আপাততঃ শান্তি কিছু | অ ৪১৩৭৭ | আমি সব লাগি | অ ২১১৬০ | আরে নাড়া নিজা-ভঙ্গ | ম ১২১১৪০ |
| আবার গিবা বিষয়ে | আ ১৬১৫৮ | আমি-সবে বিদ্য | ম ২৮১৮২ | আরে নাড়া সকল জানিসু | ম ১২১১৪৫ |
| ‘আবির্ভাব’ ‘তিরোভাব’ | অ ৩১৫২, | আমি অবধূতমত | ম ২৪১৮৫ | আরে অর্থ নরের শক্তিতে | অ ৩১২৭ |
| ম ১১৪০২, ম ১০১২১৩, ম ১০১৫২, | | আমি করি ভাঙ্গমল | অ ২১৩৭৭ | আরে হই অম | ম ২৭১৪৭ |
| ম ১৮১২০২, ম ২০১২২, ম ২০১৫১০ | | আমি কোটি-কলেও | ম ২৮১৫৩ | আরে বলে, চৈতন্ত | অ ৮১৩৩৪ |
| আবির্ভাব-তিরোভাব আপনেই | ম ৩১৫১১ | আমি এমত কত | অ ৭১১৫৪ | আর্যা-তরঙ্গা পড়ে | আ ৭১১৮ |
| আবির্ভাব-তিরোভাব যেন | অ ৩১৫১০ | আমি তোমা সবারে | অ ১৬১৫৩ | আর্যা-তরঙ্গা পড়েন | ম ২৬৭৭২ |
| আবিষ্ট হইয়া আছে | অ ৪১৩৩৫ | আমি তোর দাস, প্রভু | অ ৮১৮২ | আলাপের স্থান নাহি | অ ২১১০৬ |
| আবেশের কর্ম হই | অ ২১৩৬০ | আমি নিত্যানন্দ | ম ২৫৭৭৬ | আলিঙ্গন করেন | অ ৮১৮৭ |
| আব্রহ্ম পর্যন্ত সব | ম ২৬১৪৩ | আমি পরশিলেও | অ ৭১১৭৬ | আমে-পাশে বাড়ি | অ ১৬১২১৭ |
| আব্রহ্ম-ভাষা সব | ম ২০১১৪৭ | আমি পিতা, পিতামহ | ম ১৮১২০৫ | আমি দেখিলেন | অ ২১৪৬৭ |
| আব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ | অ ২১২১১ | আমি পুনঃ জন্ম | ম ২৮১৫৪ | আমি দেখিলেন প্রভু | অ ৭১৩৬ |
| আমরাও না রহিব | অ ৭১২৭ | আমি-ব্রহ্ম আমাতেই | অ ১৬১১১ | | |
| আমরাও ভাগ্যবত | ম ১৬১২৪ | আমি বতকণ ধরি | অ ১০১১৫ | ইচ্ছার নিত্যানন্দ | অ ৭১১০ |
| আমরাও মুক্তনয় | ম ১০১১৮৭ | আমি যদি বলাই | অ ৪১১১৭ | ইচ্ছার মহেশ্বর | ম ১৮১২১৩ |

| | | | | | |
|-----------------------|------------------|------------------------|---------|---------------------------|---------|
| সম্মান হইল | ম ২৩১২২ | ইহা যে না মানে | ম ২০৪৬ | ঈশ্বরের স্বভাব | ম ৫১২৫ |
| হাস্য করয়ে স্থিতি | ম ১৮২১২ | ইহার লাগিয়া | ম ২২১১৭ | ঈশ্বরেরে আসিয়া | অ ২৩৬ |
| য অনাদ্য বার | অ ৩২২ | ইহার অভিন্ন-রূপ | ম ২০১৩২ | ঈশ্বরে সে ঈশ্বরের | ম ২৪১২০ |
| য অপরাধ | ম ২৮১৮৫ | ইহার কি কার্যে | অ ১৬১০ | ঈশ্বরে সে কবে | অ ১৬১৩ |
| য অপরাধ কিছু | অ ১৮৭, অ ৩৫৪ | ইহারে 'অবৈত' | ম ২২১৫২ | ঈশ্বরে সে প্রীতি অয়ে | অ ৩৪৪ |
| য এক জনের | অ ২২২৮, ম ২৪২৬ | ইহারে সে বলিল | অ ৫৪১৬ | ঈশ্বৰ আশ্রয় | ম ২৩১৩২ |
| য বার সন্দেহ, | ম ১৩২৪৫ | ইহা শুনি' যাব হুংখ | ম ১৫১৭ | উ | |
| য যেই এক | অ ৪৩২১ | ইহা সংখ্যা করিবেক | ম ২৩২৫৩ | | |
| য আত্মাকারী | অ ২১৭২ | ইহা সবাই হৈতে হবে | অ ১৬২৫৬ | উগ্র-তপে শিব পূজে | অ ২৩১২ |
| য লোক হইলেও | ম ১২২১ | ইহা হইতে হুংখ তোর | অ ৪৩৫৪ | উচিত তাহার শাস্তি | ম ১৩২৫ |
| ঈশ্বরে বন্দোঁ মোর | অ ১১১ | ইহা হৈতে সর্ব | ম ২৩৭৮ | উচিত বলিতে হই | ম ২৩১১৪ |
| হলোকে পরলোকে | অ ৩৫২ | ঈ | অ ৪৩১২ | উচ্চ কবি কবিলে | অ ১৬২৮৬ |
| হা অপ'গিয়া | ম ২৩৭৭ | | | উচ্চ করি লৈলে | অ ১৬২৭৩ |
| হা জানে ভাগ্যবন্ত | ম ৮৩৮০ | ঈশ্বর-অপরামৃত | অ ৮৫ | উচ্চস্বকীর্ণনে পর-উপকার | অ ১৬২৮২ |
| হা ভাঙ্গাইয়া ব্যয় | অ ৮১৭৬ | ঈশ্বর-আশ্রয় | অ ২৩৩ | উচ্চৈঃস্বনে ধারে | অ ৮১০ |
| হাতে 'অন্নতা' নাহি | অ ২১৩ | ঈশ্বরও করিয়া সভ্যা | অ ৪৫৮ | উচ্চ হইবে সর্ব | অ ১৬১০৪ |
| হাতে আমার বড় | অ ২৪০ | ঈশ্বর নহিলে বিনা-অর্থে | অ ১৪১৩৩ | উচ্চৈঃপ্রভাবে নাতি | ম ১২১৬১ |
| হাতে কি জুয়ায় | অ ১৬২৫৮ | ঈশ্বর-ভজন অতি | অ ৫১৬৬ | উষ্ণি বসিল বিষ্ণু-খট্টায় | ম ২২১৩ |
| হাতে দ্বিবেক কোন্ | অ ১৪১১০ | ঈশ্বর-মাচার রাজা | অ ৭৭৪ | উষ্ণি মঙ্গল ধরনি | ম ২৩৪৩৪ |
| হাতে প্রমাণ | ম ১০১৪৪ | ঈশ্বরে পবনেশ্বরে | অ ৫২১ | উত্তম কুলেতে জনি | অ ১৬২৩২ |
| ইচ্ছাতে বিশ্বাস যার | অ ২৪৮, ম ১৩২৪৫ | ঈশ্বরে নৈকাবে | অ ১৩১৭৩ | উদর-ভরণ লাগি' ম ২৩৪৮০ | অ ১৪৮৩ |
| ইচ্ছাতে বাহার হুংখ | ম ১৬১৪৪ | ঈশ্বরে তজিলে, সেট | অ ১৪১৮৫ | উদার চরিত্র তেঁহো | অ ২১৩৭ |
| ইচ্ছাতে যে অপরাধ | ম ১২২৬১ | ঈশ্বরের অধীন সে | অ ৬১০৫ | উদেশ্য না জানে | অ ১৬২৫২ |
| ইচ্ছাতে যে এক | ম ২৩৫২২, অ ৭১২ | ঈশ্বরের অবশেষ | অ ৭১৩ | উদ্ধৃত দেখিয়া তারে | ম ২১৮০ |
| ইচ্ছাতে যে দোষ দেখে | অ ১১১০৫, অ ১১১০২ | ঈশ্বরের অভিন্ন | অ ২৪৭ | উদ্ধৃতের প্রায় নৃত্য | অ ১৪৫৫ |
| ইচ্ছাতে সন্দেহ যার | ম ১১৫৬ | ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকে | অ ৪১৩১ | উদ্ধৃত করিমু সর্ব | অ ৪১২০ |
| ইহান বাস্তব | ম ১২৪৮ | ঈশ্বরের ইচ্ছা বুঝিবার | অ ২৪২ | উপদেষ্টা থাকিতে | অ ১০২৬ |
| ইহা না বুঝিয়া | ম ১৮২১৫ | ঈশ্বরের ইচ্ছা হইলে সে | অ ২১২৮ | উপবাস করি'গিয়া | ম ১৭৫১ |
| ইহা না বুঝিয়ে বিত্তা | ম ২১২৩ | ঈশ্বরের কর্ম বুঝিবার | অ ১১৭২ | উমাগতি চাহে, চাহে | ম ১৮২৪ |
| ইহা না মানিয়া | ম ২২৫৬ | ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি | অ ৩৪৮ | উলটিয়া আরো কথ | ম ২৩১২১ |
| ইহা হই আর না | ম ১৩১০ | ঈশ্বরের অস্বাভিধি | অ ৩৫১৩ | উলটিয়া আরো সে | অ ৭১০০ |
| ইহা বলিতেই আইসে | ম ১০১৫৪ | ঈশ্বরের তত্ত্ব যেন | ম ২৮৩ | উ | |
| ইহা বলিবার শক্তি | ম ১২২৭১ | ঈশ্বরের মর্ম কেহ | অ ১০১০২ | | |
| ইহা বুঝিবার শক্তি | ম ১২২৫৮ | ঈশ্বরের যে কর্ম | অ ৩১০২ | এ অদের গন্ধেও | অ ৪১৮৭ |
| ইহা দিয়া বলে | ম ২০৪০ | ঈশ্বরের শক্তি ত্রকা | অ ১৩১২৬ | এই অবস্থতের মনুষ্যশক্তি | অ ৩১২৮ |
| | | ঈশ্বরের সত্ত্ব ত্রা | অ ১৭১৪৩ | এই অতিপ্রায়ণ | অ ১৭২২০ |

| | | | | | |
|-----------------------|--------------------------|-----------------------|------------------|----------------------|-----------------|
| এই আঞ্জা যে না মানে | অ ৩৪৬২ | এই মত নিন্দক-সদাসী | ম ২০১৩৮ | এই সত্য কহিলাম | ম ১৬৩ |
| এই আমি দেহ | আ ১৭৫৪ | এই মত পাণ্ডা | ম ২৩৩৪৬ | এই সব বেদবাক্যের | আ ১৬২৪ |
| এই কহে ভাগবতে | আ ২২৩ | এই মত পাণ্ডুরা | ম ২৩১০০ | এই সব লোক যম-যাতনার | আ ১৬২২ |
| এই কৃপা কর, | ম ১২২১২ | এই মত প্রতিদিন | ম ২২১২২, ম ২৩১০৮ | এই সে তোমার | অ ৭১৬ |
| এই গৌরচন্দ্র হবে | আ ৭৪৭ | এই মত ফল হয় | ম ২৬২ | এই সে বৈষ্ণবধর্ম | অ ৩২ |
| এই জন কেন বৃষ্টি | অ ২৪৩৪ | এই মত বন যাগে | ম ১০১৭২ | এই সে ভগবান | ম ২৪১৭ |
| এই জন্ম হেন | ম ২৭১০ | এই মত বিধরণ | আ ৭১২৩ | এই শ্রীশ্রী শ্রীশ্রী | ম ৮৩০ |
| এই জন্মে তুমি | ম ২৭১১ | এই মত বিষ্ণুমায়া | আ ২১৭৩ | এই অদ্বিতীয় সে | ম ২৮১৪ |
| এই আলা সহিতে | অ ৪৩৫৫ | এই মত বেদ | ম ৩৩৬ | এই সবতাব ভজ্ঞে | ম ৫১১৪ |
| এই তুমি সর্ব-বেদ | ম ২৪৪৫ | এই মত বৈষ্ণবে | অ ৪৩২০ | এই কালো রামকৃষ্ণ | অ ৬৭ |
| এই ছুট, আরো ছুট | আ ১৬৮৮ | এই মত বৈষ্ণবে | অ ৯৩১০ | এই ক্ষুদ্র ভাণ্ডে | অ ৮১৪ |
| এই নবদীপে | ম ২৬৬ | এই মত ভাগবত | অ ৩৫১১, ৫১৩ | এই জ্ঞানী গোক | ম ২৩২৪ |
| এই নবদীপে গৌরচন্দ্র | ম ২০১৫১ | এই মত ভেদ | ম ১২২৭২ | এই জীব, ছুট দেহ | ম ১৩২০ |
| এই না গল্পে স্মরণ | অ ২১৪০ | এই মত যে তোমার | অ ৫৬২৮ | এই ঠাই ছুট ভাই | আ ১৩ |
| এই প্রভু দাক্ষিণ্যে | অ ১০২৫ | এই মত শাস্ত্র কহে | ম ৮২১১ | এই যে থাকেন সব | অ ৮১৬ |
| এই বড় ভাগ্য মুখি | ম ২৩৪২ | এই মত সকল-শাস্ত্র | ম ১১৫৬ | এই কথা বৃষ্টিতে অজ | আ ৭৪ |
| এই বড় স্তুতি | ম ২২১৩৩ | এই মত সর্ব ভক্ত | অ ৪৩২০ | এই কথা ভাসিবে | ম ২৮১ |
| এই বা কারণে নহে | ম ১৭১২ | এই মত হয় বিষ্ণু | ম ২১৪৭ | এই দিন গোপীভাণ্ডে | ম ২৬৮ |
| এই বৃদ্ধি কহু না | আ ১৬৬৭ | এই মত হয় বিষ্ণুভক্তি | অ ১২৮৭ | এই দিন দৈবে কাশি | ম ২৩১০ |
| এই বেদ-অভিপ্রায় | ম ১২৬৬ | এই মত হয় যদি | ম ১৩৫৮ | এই দিন মোহিলেন | অ ৫৬২ |
| এই ব্যাখ্যা করে | ম ১৭১০৭, ম ২৩৪৭২ | এই মত হইবে | ম ২৩১২৬ | এই দোষে সকল গুণের | ম ১২১৩ |
| এই মত অচিন্ত্য | ম ৮২৮০ | এই মত হরিদাস | আ ১৬২৪১, ম ১০১১১ | এই নিশা হেন | ম ২৩৪৩ |
| এই মত অষ্টোত্তর | ম ১০১৪৩, ম ১২২৬ | এই মতে অনেক প্রকারে | অ ৩১৭ | এই পুণ্য, এই পাপ | ম ১৩২০ |
| এই মত আরো | ম ২৭১৩ | এই মতে উদ্ধারিব | ম ২৬১৩৪ | এই বস্ত্র ছুট ভাগ | ম ১২২৪১, অ ২২৪১ |
| এই মত এক চক্রে | অ ২২৮৫ | এই মতে কৃষ্ণ | ম ১৭২৪ | এই বৈষ্ণবে যত | ম ১৮১৫ |
| এই মত কাণগতি | আ ১৪১৮৪ | এই যুক্তি করে যব | আ ১৬১৩ | এই মতা-দীপ | ম ২৩১২০ |
| এই মত কৃষ্ণকথা | ম ২৮১৩১ | এই মোর দেহ | ম ১০৩৬ | এই মুক্তি, ছুট ভাগ | ম ৬১৪৩ |
| এই মত গৌরচন্দ্র | আ ১৭১৪৬, ম ২৮১২৬, অ ৪৫২০ | এই যশ সন্ত-প্রিয় | অ ৪৩০১ | এই লাউ হাতে | ম ২৮৩৩ |
| এই ক্ষুদ্র চাপলা করেন | আ ১৫২৮ | এই যে ভোমার | অ ২৩৫৩ | এই লো নিন্দয়ে পাপী | ম ২১৪২ |
| এই মত চৈতন্য-বিশেষ | অ ৪৫২২ | এই যে দেখে | অ ২৩৪৬ | এই কষ্টে প্রিয়ের | অ ৪৩২২ |
| এই মত চৈতন্যের | ম ১০৩১৭ | এই যে যবনগণে | অ ১০১৫২ | এই কষ্টে যেন | ম ৪১৪৫ |
| এই মত জগতের | আ ২১৬৬ | এই রঙ্গ করিলেন | ম ১৮২১০ | এই কালে যে বৈষ্ণবে | ম ২২১১৮ |
| এই মত তুমি | ম ২৭৪২ | এই রূপে আপনারে | আ ১৬২২৪ | এই কৃপার জলে | অ ৩২৫১ |
| এই মত দেখে হবে | আ ১১১১ | এই রূপে বলে যত | আ ১৬২৬২ | এই কৃপার পাত্র | ম ২০৫২ |
| এই মত নগরে | ম ২৩২২ | এই লোক নাম বলি | আ ১৪১৪৬ | এই-এই প্রভু সব | আ ১১১১ |
| | | এই সঙ্কল্প | ম ২৮২ | এই নিজে, আর | ম ২৪১৭ |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------------|----------|
| একেবর বাড়ীর | আ ৪১২৪ | এতেকে আমার বাস | আ ৭১১২ | এবধি মৃত্যুব | অ ৩২১ |
| একো গঙ্গাঘাটে | আ ২১৫৭ | এতেকে আমারে যদি | অ ২১৩৮ | এ বামনগুলা সব | আ ১৬২৫৭ |
| একো দিবসের যত | অ ৪১৫১৭ | এতেকে জীশ্বরতুল্য | অ ৮১৫৩ | এ বাঘুনগুলা রাজ্য | আ ১৬২৫৬ |
| এ কোন অক্লুত | অ ১০১৬২ | এতেকে উপার হৈল | ম ১০১১২ | এ বাঘনে বুচাইলে | আ ২১১৫ |
| এখনই তাহা দেখি | আ ১৬২২০ | এতেকে এ হই তিথি | আ ৩১৪৭ | এ বালক কহু নহে | আ ৭১১০ |
| এখন যেমন মত | ম ১০১৫৮ | এতেকে কে বৃদ্ধ প্রভু | অ ৩১৩৭ | এবে হই রূপা কর | অ ১২৫০ |
| এখন সে ঠাকুরাণী | অ ১০১০০ | এতেকে ছাড়িয়া বিপ্র | আ ১০১৭৬ | এবে কৃষ্ণপ্রতি তোমা | আ ১৬৫৫ |
| এখন সে 'বিকৃত্তি' ম ২২১৫২, ২৩৪৪৫ | | এতেকে আনিহ | আ ৭১১৪১ | এবে কেহ কেহ | আ ১১৪০ |
| এখানে হইল আদি' | ম ১০১২৪৮ | এতেকে তোমরা | অ ৫১২৮ | এ'ব কেহ বলায় | অ ৫১৪৩৬ |
| এ 'জলা ও ব্রহ্মা হৈল | অ ১০১১৭ | এতেকে তোমরা সব | অ ২১৪৬৫ | এবে চলিলাঙ | ম ২৫১৩১ |
| এ 'জলার ঘর-দ্বার | আ ১৬১১৩ | এতেকে তোমার | ম ২৮১৭৬ | এ বেটাব ভাগবতে | ম ২১১১৪ |
| এ 'জলার সর্কনাশ | ম ২১২২৭ | এতেকে তোহার | অ ৪১৩৬৬ | এবে না দ্রুপ | অ ২১২৭৯ |
| এ 'জলা সকলে | ম ৮১১২০ | এতেকে দুয়ার দিয়া | ম ৮১২৪৪ | এবে 'খানিস জ্ঞান | ম ১০১১৪১ |
| এ জনের 'হু'বী' | ম ২৫১১৬ | এতেকে না কবে | ম ১০১৩১২ | এ ভক্তের নাম | অ ১০১৮০ |
| এড়িলেন বৃক্ষচক্রে | অ ২১০২৮ | এতেকে না করে নিন্দা | ম ১০২৪৫ | এ ভক্তের পদধূলি | ম ১৬১২৪ |
| এতকালে তোমার | অ ২১০৪৪ | এতেকে ববিণ হোর | ম ১৮১৮২ | এমত অঙ্গের স্বাহি | ম ২৬১২৫ |
| এ তপ্তুলে খুদ-কণ | ম ১৬১১২৬ | এতেকে বৈষ্ণব-সেবা | অ ৩১৪৮৭ | এমত পাতকী কোথা | ম ১৩১৫৪ |
| এত দিনে সঙ্গদোষে | ম ৮১২৩০ | এতেকে ভজহ | ম ১১২৩০ | এমত বৈষ্ণব মুই | আ ১৪১৪৭ |
| এত পরিহারেও যে পাণী | আ ১১২২৫, ১৭১৫৮, ম ১১১৬৩, ১৮১২৩, ২৩৫২২ | এতেকে মহাস্ত সব | আ ১০১৭৫ | এমন প্রকাশে | ম ১০১৮২ |
| এত বড় বিধজব | ম ২৩৭ | এতেকে 'মুরারিগুপ্ত' | ম ১০১৩১ | এ মর্শ জানয়ে | ম ২৮১৬৭ |
| এত বড় ভরসা আমি | অ ৬১৩৮ | এতেকে যে তোমারে | অ ৭১৭১ | এ মর্শ না জানে | ম ১০১৬৩ |
| এত বড় শক্তি নাহি | ম ২২১১২৫ | এতেকে যে না আনিঞা | অ ৬১৩৪ | এ মহা সঙ্কটে মোরে | অ ৫১২২০ |
| এত বলি' অধৈতরে | ম ১৬৭৭৩ | এতেকে যে পর-হিংসে | ম ১০১২১০ | এ মুক্তিকা আমার জীবন | আ ১৭১১০২ |
| এত বলি' গালে | অ ১০১৬৮ | এতেকে সর্কদা বার্থ | আ ১০১২৫২ | এ যুগে তাহার | অ ৪১২২১ |
| এত বলি' চর্কিত তাহা | ম ২০১৮ | এথাই দেখিবা কৃষ্ণে | আ ৭১১০৫ | এ রসের মর্শ জানে | ম ১৬১১৩০ |
| এত বলি' ধরি | ম ২০১৭০ | এ হই জনেরে | ম ১০১৩২৬ | এ রহস্ত বিদিত | আ ৭১৪৫ |
| এত বলি' প্রভু | ম ২৮১১৫৬ | এ দুইয়েরে প্রভু যদি | ম ১০১৫৬ | এ রূপে সকলে হারি | অ ১০১১৭ |
| এত বলি' মড়াপ্রভু | ম ২৬১২৪ | এ দুইয়ের অপরাধে | ম ১০১৫২৬ | এ লীলা তোমার | ম ২১১৬৮ |
| এত বলি' হস্ত দিয়া | ম ১৬১২৫ | এ দুইয়ের বট মাত্র | ম ১০১২২৫ | এ শক্তি কল্পের | ম ২৮১১২৭ |
| এত যে গোসাঞি | আ ৭১২০ | এ দেহের নির্মল | ম ২৫১৬২ | এ শক্তি চৈতন্ত বহি | ম ২৪১১৫ |
| এত শক্তি মাগুয়ের | অ ২১৬৩২ | এ পাণিষ্ট-লোক-মুখ | আ ৭১১৭ | এ শাক-পুশ্পে অস্ত | অ ২১২৭৪ |
| এতেক নির্মল শুশ্রু | ম ২০১১২২ | এ পাণীবে অধৈতের | অ ৫১৫৪১ | এ শিষ্ট কামিলে মাত্র | আ ৪১৪৭ |
| এতেক লোকের সে | ম ২০১১৮৬ | এ বড় অক্লুত তালি | ম ২৩১২৪ | এ সবল কথা | ম ১০১১০৪ |
| এতেক সন্দেহ | ম ২০১২০০ | এ বড় ভরসা ম ১০১৩০৫, ২২১১৪৬, ২৮১১২১ | | এ সকল দান্তিকের | আ ১৬১২২০ |
| এতেকে অধৈত-দুঃখ | ম ১৬১৪১ | এ বড় ভরসা চিত্তে | আ ১৭১১৫৩, ম ১৭১১১৭, ম ২০১১৫০ | এ সকল দেব | ম ২০১১৫৫ |
| | | | | এ সকল শাকস | আ ১৬১২২০ |

| | | | | | |
|-----------------------------------|----------------|-------------------------|----------|---------------------------------------|---------|
| এ সকল লীলা | ম ৩১০৫, ২৮১৪৭, | কংসাহব মারি' | ম ২৩২৮৬ | করাইলা চৈতন্য | ম ২৮১৭৫ |
| | অ ৮১৪১ | কখনও বলয়ে দ্বিজ | ম ১৮১৪০ | কবাটলা ভক্তির মহিমা | অ ২১৮৬৩ |
| এ সব আনন্দ-ক্রীড়া | অ ২১২২২ | কখনো কখনো বাহে | অ ৭২১ | করায়েন বৈষ্ণবাপরাধ | ম ২২১৫৪ |
| এ সব ঈশ্বর-ভূলা | ম ২০৪৭৭ | কঠে বাগগোপাল | অ ২২০ | কবিত্তে থাকয়ে চুরি | ম ১৬১৭৭ |
| এ সব উত্তমবুদ্ধি | অ ৬১১০৮ | কত কল্প গেল | ম ২০৪২২ | কবিত্তে শাগিলা শিব | অ ২১৫৫১ |
| এ সব কথায় যার | ম ১০১৩৭ | কতক ল গিয়া আব | অ ৮১২০২ | করি' দণ্ডগ্রহণ | ম ২২১০৭ |
| এ সব কথার নাহি | ম ১২১২৬০ | কত জন করে তিথি | অ ৪১৪৫৫ | 'করিণ, করিব'— | ম ১০২২০ |
| এ সব কোতুক হয় | ম ২৪৬৭ | কত দিন থাকি তুমি | অ ৫১.৫০ | করিবে গোবিন্দনাম | অ ১৬২৬১ |
| এ সব গোষ্ঠিতে | অ ২১২২২ | কতদিনে এসব দুঃখের | অ ১১১০ | করিবেন সংকীর্তন | ম ২০৪২২ |
| এ-সব জীববে বৃক্ষ | অ ১৬১১০ | কত বা ভুয়ে নৌকা | অ ৩০৮৪ | করিমু ইহার | ম ২০১০৬ |
| এ'সব দেবতা | ম ২০১৩৩ | কথা কহি সবেই | অ ৫১১৬৩ | করিণ শিঙ্গলিখণ্ড | ম ২৬১২১ |
| এ সব পরমানন্দ | ম ১৭১১০৩ | কথামাত্র যথা হয় | অ ২১৩৭৪ | করিণা ত' শান্তি | ম ১২১৬১ |
| এ সব বিপ্রেব স্পর্শ | অ ১৬১০২ | কদম্বপুষ্পেব যোগ | অ ৫১২৭২ | করিণেন হৃদযাখা | অ ৮১৮ |
| এ সব বৈষ্ণব | অ ৮১১৬৮ | কদম্বের বনে নিত্য | অ ৫১২৮ | কক্যায় হইয়াহ | অ ২১২২২ |
| এ সব বৈষ্ণব-অবতারে | অ ৮১১৭০ | কদম্বের মালা ঝাট | অ ৫১২৭৭ | কক্যাসমুদ্র প্রভু | অ ৩১১১ |
| এ' সব লীলার কভু অ ৩১৫২, ম ১০১২৮৩, | | কদম্বেন সেইমত | অ ১৫১৮ | কক্যাসাগর কৃষ্ণ | ম ১১১৫০ |
| ১২১৫২, ১৮১২০২, ২০১২২, ম ২০.৫১০ | | কদলীর বৃক্ষ প্রতি | ম ২০১২৫১ | কক্যাসাগর তুমি | অ ৩০৩৬ |
| এ সব সংসার-দুঃখ | ম ২৫১৭৫ | কদাচিত এ প্রসাদ | ম ১৬১২৩ | করেন ঈশ্বর-দেবা | অ ১০১৭ |
| এ সব সঙ্কটে কেহ | অ ৩০৮২ | কনক জিনিয়া কান্তি | অ ২১৭৪ | করেন গোবিন্দ-চর্চা | অ ১১১২১ |
| এ সব হাঁড়ীতে মৃগে | অ ৭১১৭৭ | কনক গুড়গি যেন | অ ৭১৬৫ | কর্ণে সন্ন্যাসের মন্ত্র | ম ২৮১৫৫ |
| এ সম্পত্তি 'মল্ল'-হেন | ম ১৭১১০৪ | কক্যামাত্র দিব | অ ১০১৭৬ | কর্ণে হস্ত দেই | ম ২১১৮০ |
| এ স্বপ্নের কেশের | ম ২৬১২৫ | কক্য গিগিয়াছে কৃষ্ণ | অ ৭১৩১ | কর্তা-হর্ষা ব্রহ্ম-শিব | ম ১৭১২৪ |
| এহ শক্তি অস্ত্রের | ম ২০১৩৮ | কপটির রূপে যেন | অ ১০১৪৪ | কর্তা হর্ষা-রক্ষিতা | অ ২১৩৭২ |
| একো কথা ভক্তি-প্রতি | অ ৭১৫৭ | কবে হইবেক মোর | অ ৮১৬২ | কপূর তাড়ুল আনি' | ম ১৭১৫৭ |
| একো পুত্র না রহিবে | অ ৭১২২২ | কভু নহে যমের | ম ১০৩৩৭ | কপূর তাড়ুল প্রভু | অ ৫১৫২২ |
| একো পুত্র নিলা | ম ২২১১১৩ | কভু না লজ্জয়ে প্রভু | ম ২০৬০ | কপূর তাড়ুল শোভে | অ ৬১৬ |
| একো পুত্রো না | ম ২২১১১৫ | কভু বিয় না আইসে | অ ৮১৮৬ | কর্ণবদ্ধ ছিণ্ডে ইহা | অ ৮১১৪১ |
| একো যদি সর্বস্বাস্ত্রে | অ ৭১২২৫ | কভু যেন না দেখো | ম ২০১৫৩ | কলবর শুনি' যদি | ম ২৫১৫৬ |
| ও | | কভু শিব-নিম্বা নাহি | অ ২১৩৪০ | কলা, মৃগা, বেচিয়া | ম ২১২০৫ |
| ও ৭৬১১৮৫ | ম ১০১১৮৫ | কম্প, যেন, পুলক | ম ১৮১১৫৫ | কলিযুগ-ধর্ম হয় | অ ১৪১৩৭ |
| ও দেশে কোটি কোটি | অ ৪১৭৮ | কমলা, পার্শ্বতী | ম ১৮১২০৪ | কলিযুগে তার সাক্ষী | অ ১০১২২ |
| ও বেটার লাগি' | ম ১০১১৮৩ | কমলানামের স্তুতি | ম ১৬১৩০২ | কলিযুগে ধর্ম হয় | অ ২১২২ |
| ও ব্রাহ্মণ ঘূতাইগে | ম ৮১২৭৭ | 'কয়া কয়া' বলি' করতালি | অ ৮১১১৭ | কলিযুগে 'নারায়ণ' | অ ৬১৮ |
| ক | | করয়ে অষ্টমত-সেবা | ম ১০১১৪ | কলিযুগে 'ভট্টাচার্য' অ ১০১৩০, ম ১২১৮৮ | |
| কলিযুগে আশা কৃষ্ণে | অ ৭১৫৮ | করবোড় করি' | ম ২৮১১০৭ | কলিযুগে রাক্ষস সকল | অ ১৬৩০০ |
| কলিযুগ-অন্তঃপুরে | ম ২৭১৫৫ | করাইমু সর্বদেশে | অ ৫১৫১ | কলিযুগে সঙ্কীর্তন | অ ২১৫৭ |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|------------------------|-----------------|---------------------------|---------------|
| কলিযুগে সর্ষধর্ম | আ ২২৬ | কাশীতে যে পর-নিশে | ম ১৯১১২ | কি বা জীব নিত্যানন্দ | ম ২৩৫২০, |
| কহিতে কহিতে পড়ে | ম ২৩৪৫৫ | কাশীমধ্যে পূর্বে শিব | অ ২১৩১৬ | | অ ৬১৩৪ |
| কহিয়া ভারক | ম ১৪৪০ | কাশীরাজমুণ্ড গিয়া | অ ২১৩২৯ | কি বা ধার করে | আ ৮১৮০ |
| কহিলেন গৌরচন্দ্র | ম ২২১৩৪ | কাষায় কোপীন ছাড়ি | অ ৬১১২ | কি বা বৃন্দাবনের সম্পত্তি | ম ১৮১২৭ |
| কাঁকালে বান্ধিয়া | ম ৮২৪৫ | কাঠেব পুতলী ঘেন | আ ১৮৬, ১৭১৪৬, | কি বা ব্রহ্মজন্ম | অ ৯১৪০ |
| কাঁটা ফুটে যেই মুখে | অ ৪১৩৮০ | | ম ২৮১১৬, অ ৪৫২০ | কি বা মার' কি বা রাধ | অ ৭৫০ |
| কাঁদে সব ভক্তগণ | ম ২৮৮৩ | কাহাবে না কবে | ম ১০১৩১৩ | কি বা মূর্খ, কি পণ্ডিত | আ ৭১৩১ |
| কাঁদে সব জী-পুরুষে | ম ২৮৮৭ | কি অদ্বুত প্রীতি | অ ৭১৩২ | কি বা মোর ধন-জন | ম ২৮৮৩ |
| কাঁক-স্থানে বাটী | ম ১১১৫৪ | কি তদ্বুত প্রেমভক্তি | অ ৭১৩৬ | কি বা যতি নিত্যানন্দ | আ ৯২২৩, ১৭১৫৬ |
| কাজি বলে, | ম ২৩১০৬ | কি অপূর্ণ লৌহদণ্ড | অ ৫১৫১৫ | কি বা যোগী নিত্যানন্দ | ম ১১৬৩, ১৮১২১ |
| কাজি বলে—ধর ধর | ম ২১১০৩ | কি আনন্দে মগ্ন হৈলা | অ ২১৪৩৭ | কি বা শিশু, বৃদ্ধ, নারী | আ ২১০৫ |
| কাজির বাড়ীর পথ | ম ২৩৩৫৯ | কি আরে, রাম-গোপালে | আ ১৭০ | কি বা সে সন্ন্যাসী | ম ২৮১৬৫ |
| কাজির ভয়েতে | ম ২৩১১৬ | কি করিতে পারে তারে | আ ৬১০৫ | কি বা মানে, কি ভোজনে | আ ৮১১৬ |
| কাজিরে করিয়া | ম ২৩৪১৮ | কি করবে বিছা | ম ৯২৩৪ | কি ব্রহ্মা, কি শিব | আ ১৪৮ |
| কাটিমু আপন পুত্র | ম ৩৫০ | কি কহিব শ্রীবাসের | ম ২৪১২৩ | কি ময়ূর, পশু | অ ৮১২৪ |
| কান্দির সহিত | ম ২৩১৮৯ | কি কাষে রাপিবে | ম ১৭১৩৭ | কি মাধুরী করি' প্রভু | আ ৬৮ |
| কান্দে সব ভক্তগণ | ম ২৮৮১ | কি কাঁধে গোষ্ঠাও | আ ১২৪৭ | কি লাগি' চিকিৎসা | ম ২০৬৮ |
| কান্দেব-সম হেন | অ ৪১২৮ | কি কার্যে বা করেন | অ ৮১৩৪ | কি শক্তি রাজার | অ ৪১১৬ |
| কাম-লীলা করিতে | আ ১২১২৭ | কিছু কিছু শুনিলাম | ম ২০১৫৬ | কি শয়নে কি | ম ২৮১২৮ |
| কা'র শক্তি আছে | আ ১৬১.৪০, | কিছু চিন্তা নাহি | অ ২১৪১ | কি সে জুড়াইবে প্রাণ | আ ১৪১৩১ |
| | ম ২৩৪৪১, অ ২১৪৫ | কিছু না জানেন | অ ১০৬০ | কি সে বা তোমরা | ম ১৭১৩৭ |
| কার শক্তি বৃদ্ধিতে | ম ১৩২৪৩ | কিছু না বলয়ে | ম ২২১০৯ | কাঁট, পক্ষী, কুকুর | অ ১১১৮ |
| কার শিক্ষা হরিনাম | আ ১৬২৭০ | কিছু নাহি জানে | অ ৪১২০ | কাঁট হই'না মানিলু' | ম ১০১৪১ |
| কারে বা বৈষ্ণব বলি | আ ২১০২৯, | কিছু নাহি জানে লোক | আ ২১১১০ | 'কীর্তন'-'আনন্দ'-রূপ | ম ২৭১১৩ |
| | অ ৪৪১৮ | কিছু নাহি হৃদয়িত্র | আ ৩৫০ | কীর্তন করিব মহা | ম ২৭১১৪ |
| কারো অব্যাহাত নাহি | অ ২১৩২২ | কিছু বিলসিতে নায়ে | আ ৭১৪০ | কীর্তন করিমু | ম ২৩১২৬ |
| কারো কোন কর্ম | অ ৫৭১৩ | কিছু শেষে শুনিবে | আ ৮১৬ | কীর্তন করেন সবে | ম ২৩৮৪ |
| কারো জন্ম নবদীপে | আ ২১৩১ | কি থাকুক, না থাকুক | আ ৮১২৪ | কীর্তন-নিমিত্ত | আ ২১৩৫ |
| কাল গাই' তোমার | ম ১৮১৭২ | কি দারুণ নিশি | ম ২৮১৭৬ | কীর্তন-বিরোধী | ম ২৩৪০২ |
| কাল পুনঃ সবার | আ ১২১১০ | কি নগরে কি বা ঘরে | আ ৩৪১ | কীর্তনীয়া—ব্রহ্মা, শিব | ম ২৩৪২৬ |
| কালবর্ষে তন্ত্রি লুকাইয়া | অ ৩১২৪ | কি না বলে, কি না করে | ম ১০১৪৭ | কীর্তনে বিহরে নরসিংহ | অ ৩১৮৭ |
| কালিকার বালক শুক | অ ৯২৮৭ | কি পুঁধি পড়াও, পড় | আ ১১১২০ | কীর্তনের প্রতি ঘেঘ | অ ৫১৩২৫ |
| কালি বলিবাণ্ড | অ ৫৪০৭ | কি বলিব আমরা | আ ৮১২০৫ | কীর্তনের বাধ শুনি' | ম ২৩১১৮ |
| কালি বা কি করে' | ম ৮১২৪৮ | কি বলিলা বাপ | অ ৪১২৫৬ | কীর্তনের শুভারম্ভ | ম ১৮১৩৬ |
| কালে কালে বেদপথ | আ ১৬২২২ | কি বা কার্য এ | ম ২৮১৭৭ | কুকুরের ভক্ষ্য | ম ২৩৪৮২ |
| কাশীতে পড়ার বেটা | ম ৩৩৭ | কি বা চিন্তা, ভূমি বার | আ ৭১৪৪ | ফুটনাটি পরিহারি | আ ১৪১৪২ |

| | | | | | |
|---------------------|----------|--------------------------|------------------|--------------------------|----------------|
| কৃতকৃষ্ণবিয়া সব | আ ৭১২৬ | কৃষ্ণচন্দ্র বীর বাক্য | অ ২১৭৪ | কৃষ্ণ বিষ্ণু আর বাক্য | ম ১৩৭৯ |
| কৃত্তিকা হর | আ ১৬১৬৮ | কৃষ্ণ জাগাইয়া আমি | ম ১৮৪৫ | কৃষ্ণ বিষ্ণু কেহ | ম ২৮১৬ |
| কৃত্তিকাকে যায় | ম ২১২৩৭ | কৃষ্ণদাস্ত বহি আর | ম ১৬,৩৬ | কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণপূজা | ম ২১৮৫ |
| কুল, জন্ম, জাতি | ম ১৩৩৫৩ | কৃষ্ণ-দাস্ত বিষ্ণু | ম ২৮১১০ | কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণভক্ত | অ ২১২৩ |
| কুলদীপ কোষ্টিতেও | আ ৪৪৪৯ | কৃষ্ণ না করেন যার | অ ২১৭৩ | কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণ দেই | অ ২১১৪ |
| কুল-বিজ্ঞা-আদি | আ ৭১১৩২ | কৃষ্ণ না ভজিয়া কাল | আ ১১২৫০ | কৃষ্ণভক্তি ছাড়িয়া | ম ১২১৬৮ |
| কুলে তার কি করিয়ে | আ ১৬,২৩৯ | কৃষ্ণ না ভজিলে | ম ১২০৩, ২৩৩; ২৩৭ | কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে | আ ২১৭২, ম ২১৬৬ |
| কুলে-রূপে-ধনে | ম ২৫১২০ | কৃষ্ণ-নাম-গুণ | ম ২৩,৭৪ | কৃষ্ণভক্তি বিকারের | অ ৭১৩৪ |
| কুল গঙ্গামুক্তিকা | ম ২১৪৫ | কৃষ্ণ-নাম দিয়া | ম ২২১২ | কৃষ্ণভক্তি বিনে আর | আ ৭১৩১ |
| কুল মঙ্গল তার | অ ২১২৮ | কৃষ্ণ নাম মহ-মন্ত্র | ম ২৩১৭৫ | কৃষ্ণভক্তি ব্যতিরিক্ত | ম ১২১৫২ |
| কুল শব্দের অর্থ | অ ২১১২২ | কৃষ্ণনাম লইলে | ম ২৬২০ | কৃষ্ণভক্তি-বাখা | আ ৭১২৫ |
| কুঠ করাইনু অঙ্গে | ম ২০১৩৪ | কৃষ্ণনামে পরিপূর্ণ | অ ২২ | কৃষ্ণভক্তি গণে | অ ২১৩৮ |
| কুঠরোগ কোন্ তার | অ ৪১৩৭৫ | কৃষ্ণনামে মত্ত | ম ২১২৭ | কৃষ্ণভক্তি গিফি হয় | আ ৭১৬৩ |
| কুঠরোগে পোড়িত | অ ৪১৩৫০ | কৃষ্ণ নৃত্য করেন | অ ৩৪২৫ | কৃষ্ণভক্তি হয়, ইথে | অ ৭১৫৩ |
| কুলেতে উঠিলে বাঘে | অ ২১৩৫৫ | কৃষ্ণনৃত্য-গীত | অ ৭১৭ | কৃষ্ণভক্তি হয় ইহা | ম ১৮১১৬ |
| কৃত-অপরাদীয়েও | অ ৪১৩৭১ | কৃষ্ণ-পথে রত হইল | অ ৫১৫২৪ | কৃষ্ণভক্তি হয়, পণ্ডে | আ ৩৪৪৭ |
| কৃতার্থ করিয়া | ম ২৫১৩৩ | কৃষ্ণপথে ভক্তি | অ ৩৮২ | কৃষ্ণ ভজ, কৃষ্ণ গেব | ম ১৮৪৩ |
| কৃপা কর প্রভু যেন | অ ২১৩ | কৃষ্ণ পরিপূর্ণ দেবে | ম ১২১৪ | কৃষ্ণভক্তি গোমার | আ ৭১১০১ |
| কৃপা কর যেন | অ ৩৬৮ | কৃষ্ণপাদপদ্মে যে করয়ে | অ ৩৪৫ | কৃষ্ণ ভজিবার | ম ২১৫৫ |
| কৃপা করি'মারে | ম ১৮৮৪ | কৃষ্ণপাদপদ্মেব | আ ১৭১৫৫ | কৃষ্ণ ভজিলে সে | ম ২১৩৭ |
| কৃপা-জগনিধি প্রভু | ম ১৮১৩৫ | কৃষ্ণ পুষিবেন পুত্র | আ ৭১৩৪২ | কৃষ্ণ ভজিলে সে হয় | ম ১১২৮ |
| কৃপা পৌষি' মুরারি | ম ২০১৭১ | কৃষ্ণ-পূজা, কৃষ্ণ-ধর্ম | ম ২২১৮৪ | কৃষ্ণ-মহামহোৎসবে | ম ১১৫২ |
| কৃষ্ণময় নিত্যানন্দ | অ ৫১৬৩৫ | কৃষ্ণ-পূজা, কৃষ্ণ-ভক্তি | আ ২১৮৬ | কৃষ্ণ মাংস, কৃষ্ণ পিতা | ম ১১৩৪৩, ১৩৮৩ |
| কৃপাসিদ্ধ ভক্তিদাতা | আ ২১৪০ | কৃষ্ণপূজা, গঙ্গানান | আ ২১৭৬ | কৃষ্ণ মোর প্রাণধন | ম ১৬৩৫ |
| কৃষ্ণ-অমৃতগ্রহ যারে | ম ১৮১২২০ | কৃষ্ণপ্রাণ, কৃষ্ণধন | ম ১৩১৭ | কৃষ্ণ-বশ-পরানন্দ | অ ৩৪৫৫ |
| কৃষ্ণ-অজ্ঞা হইলে সে | আ ৫১১০৪ | কৃষ্ণ-প্রেম-ময় | ম ২৫১৭৩ | কৃষ্ণ-বশ শুনিতে সে | আ ১৭১৪৩ |
| কৃষ্ণ-ইচ্ছা নাহি | আ ৫১১০৩ | কৃষ্ণ-প্রেম-সুধা-রসে | ম ২৪১২৫ | কৃষ্ণ-বশ শুনিলে | অ ৩৪৫৫ |
| কৃষ্ণকথা কৃষ্ণভক্তি | আ ৭১১৬ | কৃষ্ণপ্রেমনিদ্র-স্থখে | ম ২৫১৬৮ | কৃষ্ণ-যাত্রা, অহোরাত্রি | অ ৪১৫২ |
| কৃষ্ণকার্য বিনা | অ ৫১২০০ | কৃষ্ণপ্রমে শ্রীনিবাস | ম ২৫১৬২ | কৃষ্ণযাত্রা-মহোৎসব | আ ৮১২০৪ |
| কৃষ্ণকার্যে আছেন | অ ৫১৭৬ | কৃষ্ণ বই আর | ম ২১৬১ | কৃষ্ণ রঘুনাথে | ম ৫১১৪৭ |
| কৃষ্ণকর্ণা বিনে নহে | আ ৭১১৩৮ | কৃষ্ণ বই একি | অ ৪১২৪২ | কৃষ্ণ-ব্রাহ্ম-ভক্তিশূত্র | আ ২১৬৩ |
| কৃষ্ণকর্ণা সে | অ ২১৩৮২ | কৃষ্ণ বলি কান্দিলে | ম ২৪১৭৩ | কৃষ্ণরে প্রভুরে আরে | অ ১৮০ |
| কৃষ্ণকর্ণা হইলে | আ ৬১৩৪ | কৃষ্ণ বলি' ডাক | ম ২১২৩০ | কৃষ্ণরে! বাপরে! | আ ১৭১১৬ |
| কৃষ্ণকর্ণা হইলেও | ম ২২১৮ | কৃষ্ণ বলি' সবে | ম ২৫১৭২ | কৃষ্ণরে! বাপরে মোর! | আ ১৭১২৮ |
| কৃষ্ণচন্দ্র তোমার | অ ৭১৪৬ | কৃষ্ণ বাড়ায়েন অবিকারি- | অ ২১৩৮৪ | কৃষ্ণশূত্র মঙ্গলে | আ ২১৮২ |
| কৃষ্ণচন্দ্র বিনে | ম ২৩৪৭২ | কৃষ্ণ বাড়ায়েন ভক্ত | অ ২১৩৮৬ | কৃষ্ণ-স্থখে পূর্ণ | ম ২৫১২৪৫ |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------|---------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------------|
| কৃষ্ণ সেই মত দাঁসে | অ ৩৭৩ | কে চিনিবে এ সকল | ম ২১২৩৩ | কেহ গিন্না বুকের | অ ৪১০০৫ |
| কৃষ্ণ সে ইহার | অ ৭১৩৪ | কে তোমা' চিনিতে | অ ৪১৫০০ | কেহ ত' না চিনে | ম ১২১২৪৭ |
| কৃষ্ণ সে জগৎপিতা | ম ২১৩৮ | কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য | অ ২১২০২ | কেহ তিত্ত বাসে | অ ৭১৫২ |
| কৃষ্ণ সে জানেন | অ ১০১২১ | কেনা ঘরে খায় পরে | অ ১২১৮৭ | কেহ হুণ্ডে চাহে | অ ২১২২৫ |
| কৃষ্ণ সেবা হৈতে ও | অ ৩৪৮৫ | কেনে গাল ফুলিয়াছে | অ ১০১৬৪ | কেহ না বাখানে | ম ২১৬৮ |
| কৃষ্ণ সেবিলে সে হয় | অ ৭১৩৭ | কেনে বা কৃষ্ণের নৃত্য | অ ৪১৪১৮ | কেহ পড়ে লক্ষ্মী-স্তব | ম ১৮১১৬৬ |
| কৃষ্ণ সে সবার করে | অ ৭১৩৫ | কেনে শিব ভূমি ত' | অ ২১৩৪৪ | কেহ বলে, আমার | ম ১০১১৭২ |
| কৃষ্ণ হউ তোমা' | ম ১১৩২২ | কে পায় চৈতন্ত | ম ২২১১৪৩ | কেহ বলে, আমি | ম ১৭১১১২, ২০৪৮১, ২০৪৮২ |
| কৃষ্ণ হউ সবার | ম ২১৫২, অ ৩০৩২ | কে পারে তোমার পথ | অ ২১১৬ | কেহ বলে, আরে | ম ৮১২০৬, ২৪১, ১৮১২০০, ২০১১১ |
| 'কৃষ্ণ' হেন নাম নাহি | অ ৭১২২ | কে প্রধান ? বিচারেন' | অ ২০১৮ | কেহ বলে, একাদশী | অ ১৬২৬১ |
| কৃষ্ণানন্দ-প্রসাদে | ম ১৬১১১৫ | কে বল আনন্দসিদ্ধ | অ ৮১১৪৫ | কেহ বলে, এগুণা | ম ৮১২০৪ |
| কৃষ্ণানন্দে নিদ্রা নাহি | অ ৫১৫৪২ | কে বল ভক্তির বশ | ম ১০১২৭২, ম ২০১২৫ | কেহ বলে, এ-গুণার | ম ২১২২৬ |
| কৃষ্ণানন্দে মত্ত | অ ৫১৫৪৭ | | ম ২০৪২৩, অ ৮১১০০ | কেহ বলে, এগুলায়ে | ম ২৩, ১০ |
| কৃষ্ণাবেশে মহা-মত্ত | ম ১৬১১৬ | কে বলে 'অষ্টমত' | ম ২২১১১৪ | কেহ বলে, এ দু'জন | ম ১৩২৭ |
| কৃষ্ণতে অধিক গ্নেহ | অ ৭১৫৬ | কে বলে 'গোসাক্রি' | অ ৪১৫০ | কেহ বলে, কলিকালে | ম ২৩২ |
| কৃষ্ণে দৃঢ়ভক্তি হউক | অ ১৬১১৫ | কেবা করে, কেবা | ম ২০১২৫ | কেহ বলে, কালি | ম ৮১২৪৫ |
| কৃষ্ণে ভক্তি হয় | অ ২৮৭ | কেবা চৈতন্তের মায়া | অ ৪১৬০ | কেহ বলে, কোনরূপ | অ ১৭ ১৫৫, ২০৫১২ |
| কৃষ্ণের অচিন্ত্যশক্তি | অ ১০১ | কে বুঝিতে পারে তান | ম ১৭১২২ | কেহ বলে, গোসাক্রি | ম ২১২৭ |
| কৃষ্ণের উদ্দেশ্য করে | অ ৫১১৭ | কে বুঝিবে ইহা, যা'র | ম ১৮১২১২ | কেহ বলে চৈতন্তের | ম ২১৫১৮ |
| কৃষ্ণের কখন কার | অ ৭১৪২ | কে বুঝিবে ঈশ্বরের | অ ২১৪৪৭ | কেহ বলে, জর | অ ২১৪১০ |
| কৃষ্ণের কীর্তন কর' | ম ১১৪০৫ | কে বুঝিবে কৃষ্ণের | ম ২৮১৬১ | কেহ বলে, জল | অ ৪১৪৫০ |
| কৃষ্ণের চরণ ছাড়ি' | ম ১১৫০ | কে বুঝিবে বিষ্ণু-বৈষ্ণবের | ম ২৪১২২ | কেহ বলে, দুইজন | ম ২০২০৩ |
| কৃষ্ণের দয়িত | ম ১১৪৭ | কে বুঝে এ ঈশ্বরের | অ ২১৪৩০ | কেহ বলে, নদীয়ার | ম ২০৫১২, ২০৫১৩ |
| কৃষ্ণের নৈবেদ্য করি' | ম ১৬১১১৪ | কে বুঝে কিরূপে কা'রে | অ ২১৩২২ | কেহ বলে, নিত্যানন্দ | ম ২০৫১২, অ ১০১২২ |
| কৃষ্ণের প্রসাদে আই | অ ৪১২৩৩ | কে বুঝে তাঁহার | অ ৭১১৭ | কেহ বলে, বিষ্ণু | অ ২০১২২ |
| কৃষ্ণের প্রসাদে কি | ম ২৮১১৫৮ | কে বুঝে তাহান | অ ১০১২৪ | কেহ বলে, ব্রহ্মা বড় | অ ২০১২২ |
| কৃষ্ণের প্রসাদে বাস | অ ৫১৪২৭ | কেমতে জগতে | ম ২৭১২৮ | কেহ বলে, ভাল | ম ২০৫১২, অ ১০১০০ |
| কৃষ্ণের বিরহে মুক্তি | অ ৩৬৭ | কেমনে এই জীবন | অ ২৭১৪ | কেহ বলে, মালা আমি | অ ৪১৪৫২ |
| কৃষ্ণের ভজন ছাড়ি' | ম ১১১৫৭ | কে রাখিবে প্রভু | ম ১৬৭৭২ | কেহ বলে, মুক্তি | অ ৪১৪৫১ |
| কৃষ্ণের রহস্য আজি | ম ২০১২২৫ | কেশবতারতী চৈতন্তের | অ ৪১৫০ | কেহ বলে, মুক্তি নিম্ন | অ ৫১৪৫৩ |
| কৃষ্ণের সন্তোষ | ম ২০৪৭২ | কেহ আপনারে মাত্র | অ ১৬২৮২ | কেহ বলে, যার | ম ১০১১৭, অ ৪১৪৫০ |
| কৃষ্ণের সেবক জীব | ম ১১২৩৩ | কেহ কাহো না | ম ২০১২২ | কেহ বলে, যদি থাকে | অ ২০৫১২ |
| কৃষ্ণের সেবক, মাতা | ম ১১২০১ | কেহ কিছু না করে | অ ২১২১০ | | |
| কৃষ্ণের সেবক-সব | ম ১৭১১০৮ | কেহ কেহ পরিশ্রম | ম ১০১২৭৫ | | |
| কৃষ্ণে যেচিতে পারে | ম ২১৫২ | কেহ কেহ বঞ্চিত | ম ১৭১১০০ | | |
| কে কাহার বাপ | ম ২৩৬০০ | কেহ গিন্না পড়ে | অ ৫১৬০৬ | | |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|----------------------|-----------|------------------------|----------|
| কেহ বলে, রায়ে | ম ২১২২৬ | কোটি জন্ম যদি | ম ২৩৫১৫ | কোন কালে এ | ম ২৫১৩৩ |
| কেহ বলে, শিষ্ট-প্রতি | ম ১০১১৭১ | কোটি জন্মে পাইখা' | ম ১০১২০২ | কোন জন্মে আশ্রমে | ম ২৫১৫০ |
| কেহ বলে, সঙ্গ-দোষ | ম ৮১২৩৮ | কোটি পুত্রশোকের | ম ১৮১১২২ | কোন জন্মে না | ম ২৫১৭২ |
| কেহ বলে, সত্য | ম ৮১২৩৫ | কোটি বৎসরেও কেহ | অ ৪১৫১৭ | কোন দুঃখ হইরাছে | ম ২৫১৪৪ |
| কেহ বলে, হরিনাম | ম ২৩১১০ | কোটি ব্রহ্মা যদি | ম ১৩১২৬১ | কোন নগরিতা বলে | ম ২৩১৬৭ |
| কেহ বলে, হেন | ম ৮১২৩৮ | কোটি ভক্তাস্রব্য যদি | অ ৫১১০৪ | কোন পাকে যদি | ম ১০১৩১১ |
| কেহ বলে পতাকা | অ ৪১৪৫২ | কোটি মোক্ষতুল্য | ম ১৩১২২ | কোন পানীপণ ছাড়ি' | অ ১৪১৮৪ |
| কেহ বা পড়ায় | ম ১০১২৭৪ | কোটি যত্ন কলক | অ ৫১১০৫ | কোন পানী বলে | ম ২৩১৩৭ |
| কেহ বা পোষণ করে | অ ১৩১২৮২ | কোটিরূপে কোটিমুখে | অ ৩১৩৩৬ | কোন পানী শাস্ত নেখিলেহ | অ ১৪১৩১ |
| কেহ বা হস্তার করে | অ ৫১০০৭ | কোথাও জীবনে | ম ২২১১৪৪ | কোন মহাপুরুষ বা | অ ৪১৮৪ |
| কেহ বোলে এ ভ্রান্তি | অ ২১১১৪ | কোথাও না শুনে কেহ | অ ৭১২০ | কোন মহাপ্রিয় দাসের | অ ২১৩০ |
| কেহ বোলে কতক | অ ১১১৫৫ | কোথাও নাহিক বিষ | অ ১৩১২৫০ | কোনরূপে কার | অ ৮১৮০ |
| কেহ বোলে চৈতন্যের | অ ১১২২২ | কোথাও 'বৈষ্ণব' নাম | অ ৪১৪২৬ | কোপে বলে প্রভু, বেটা | ম ২১১৩০ |
| কেহ বোলে চৈতন্যের মহাপ্রিয় | অ ১১১৫৫ | কোথাওকার অবধূত | ম ১৩১৩৪৫, | ক্রোধ করে ভক্তগণ | ম ২৮১৩০ |
| কেহ বোলে জ্ঞানসর্প | অ ৪১৭৪ | | ম ২৪১২০ | ক্রোধ হয় গোপাঙ্গি | অ ৭১২১ |
| কেহ বোলে জ্ঞানযোগ | অ ১১১৫৫ | কোথাওকার ক্রোধ | ম ২৪১১৭ | ক্রোধ করি' বলে মুক্তি | অ ২৪৪৪ |
| কেহ বোলে নিত্যানন্দ | অ ১১২২২ | কোথাও ক্রোধ আছেন | ম ২১২০০ | ক্রোধরূপ জগদ্রাধ | অ ১০১২৮ |
| কেহ বোলে প্রভু নিত্যানন্দ | অ ১১১৫৫ | কোথাও গেলা বাপকৃষ্ণ | অ ১১১১১২ | ক্রোধে উল্ল বিদেশে | অ ৪১৬১৭ |
| কেহ বোলে বালকের | অ ৪১৭৪ | কোথাও ভূমি শিখাইবা | ম ২০১১০ | ক্রোধে বাহু পাশরিল | ম ১১১১৩৩ |
| কেহ বোলে বৈষ্ণব মৌর | অ ৪১৬৭ | কোথাও মাতা-পিতা | ম ২৪১২০ | ক্রোধে ব্রহ্মা হইলেন | অ ১১০২২ |
| কেহ বোলে মহাতেজস্বিন | অ ১১১৫৫ | কোথাও লুকাইবা ভূমি | ম ১১১৬০ | ক্রোধে হইলেন | ম ২৩১১৮ |
| কেহ বোলে, মৌর শিব | অ ৪১৫২ | কোথাও হইতে আসি' হৈল | ম ১১১২৪৫ | কণপ্রায় গেল নিশা | ম ১১১৬৫ |
| কেহ বোলে মৌর চাহে | অ ৪১৭৮ | কোন অপরাধে নহে | ম ২১১১০ | কণেক না যায় বার্ষ | অ ৫১০৬০ |
| কেহ বোলে সব পেট | অ ১১১৫৩ | কোন কোট কাশীরাজ | অ ২১৩৪৫ | কণেকে উঠিলা | অ ২৪১৭৪ |
| কেহ ভাণ্ডারের স্রব্য | অ ৪১৪২২ | কোন কুলবতী ধীরা | ম ১৮১৭২ | কণেকে ঠাকুর গোপীনাথ | ম ১৮১১৩৩ |
| কেহ ভাণ্ডার, কেহ ভৃত্য | ম ১০১১৭১ | কোন চিত্তা মৌর | অ ৫১৬০ | কণে কণে হয় | ম ৮১১৫৬ |
| কেহ ভাণ্ডার, কেহ ভৃত্য | ম ১০১১৭১ | কোন ছার তর | ম ২১৭৮ | কণে চাহে আকাশের | অ ৪১১১ |
| কেহ ভাণ্ডার, কেহ ভৃত্য | ম ১০১১৭১ | কোন দিকে গেলা মৌর | অ ১১১১১৬ | কণে দস্তে তুল লয় | ম ১০১১৮৫ |
| কেহ ভাণ্ডার, কেহ ভৃত্য | ম ১০১১৭১ | কোন বা হাঠানে রাজা | অ ৪১১০০ | কণে বলে, চল বড়াই | ম ১৮১১৪৪ |
| কেহ ভাণ্ডার, কেহ ভৃত্য | অ ৪১৭০ | কোন বা সাহসে ভূমি | অ ৪১১৫৭ | কণে বলে মুক্তি | ম ২৪১১৪ |
| কোটি অপরাধ যদি | অ ৩১০০৭ | কোন মহাপুরুষ সে | ম ১১১২০ | কণে হয় তুল্য হৈতে | ম ৮১১৪৪ |
| কোটি করে কোটিখর | ম ১১২৩৫ | কোন লাগে আপনারে | অ ১৪১৮৫ | কমা করি' বাঙ | ম ২৩১০৭ |
| কোটি কোটি চন্দ্র | ম ২৮১১৬৪ | কোন মুখে ছাড়ে | ম ১১১৬১ | কুম হৈলে | ম ২২১১৪০ |
| কোটি কোটি জন্ম | ম ২৮১২০৭ | কোন অপরাধে | অ ১০১২০১ | কুমার ব্যাকুল হঞা | ম ১১১৪৮ |
| কোটি গদাধানে | ম ১০১০০ | কোন অমঙ্গল নাহি | অ ৩১০০ | কুমার-প্রতি মৌর | অ ২১১৪৭ |
| কোটি চন্দ্র সে মুখের | অ ৩১০০ | কোন কালে আছিল | ম ২১১৪০ | কুমারকর্ম নির্বাহ | ম ২১১৪৫২ |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------------|---------------|
| খট্টার বসিলা প্রভুবর | অ ৪১২৭৩ | গদাধর মোর বৈকুণ্ঠের | ম ১৮১১৬ | গৃহ, ছত্র, বস্ত্র | আ ১৪৪ |
| খণ্ড খণ্ড হই' দেহ | আ ১৩১০৪ | গদাধর হৈলা যেন | ম ১৮১১৫ | গৃহ ছাড়িবেন প্রভু | ম ২৬১৫০ |
| খণ্ডিতে তাঁহার ব্যাখ্যা | তা ৭১০ | 'গুরুড়, 'গুরুড়' বনি' আ ৪.৭০, ম ২০৭৯ | | গৃহস্থ তোয়ার | ম ২৬১৭২ |
| খণ্ডিলে স্নান-ভাব | ম ১৭৩৩ | গুরুড়ের পাছে রহি | অ ২৪৮৮ | গৃহস্থ হইয়া | আ ১৪১২ |
| খণ্ডক আমার ব্যাখ্যা | ম ১১১৮ | গুরুড়-শৃগাল-তুল্য ম ১৭১১২ ম ২২৪৮১ | | গৃহস্থ হইয়া ঘরে | আ ৮১০৪ |
| খড় লহ, জাঠি লহ | ম ১০১৮৪ | গুরুড়ের প্রায় | ম ৮১২১০ | গৃহস্থের মহাপ্রভু | আ ১৪১২১ |
| খরসান কাতি এক | ম ২০১১২ | গুরুড়ের প্রায় যেন | ম ১১১৫৮ | গৃহ হৈতে বাহিব | আ ৭১৫৪ |
| খাইমু গিলিমু | ম ২৪১০১ | গুরুবতী নারী চলে | অ ১১৮৮ | গৃহে আইলেন | ম ২১১৭ |
| খাইয়া তা' সবা | ম ৮১২৪৩ | গুরুবাস-দ্রুত প্রভু | ম ১১২২০ | গৃহে আইলেন গৃহ | আ ৭১৬২ |
| খাইয়া সুরারি মহানন্দে | ম ২০১২২ | গুরুবাসে যত দ্রুত | ম ১১২২১ | গৃহে রহি' | ম ২৭১২৬ |
| খাইয়া সবার | ম ৮১৮ | গুরুবাসে যে স্নান | অ ৩০৩ | গোফা হৈল তাঁব যেন | আ ১৬১৭৩ |
| খাও পিও লেহ | অ ৪৪৫৭ | গহি'তো করয়ে যদি | অ ৬৩৫ | 'গোকুল' 'গোকুল' | ম ২৪১২০ |
| খানি থাক, স্রীবাসের | ম ৮১২৪৮ | গহি'তে লাগিল শ্রীচৈতন্য | অ ৮১৬৪ | গোকুল-স্বন্দরী-ভাব | ম ১৮১৪৪ |
| খায়, পরে সকল | ম ১৩০৫৪ | গায়ন বা'য়ন | ম ২০১১ | 'গোকুলের শিশুভাব | অ ৮১১৮ |
| ঝোঁকে ছেন জন মোরে | অ ৪১২৭ | গায়ন শ্রীকৃষ্ণনাম | আ ১৬২৫৪ | গোত্র বাড়াউন কৃষ্ণ | ম ১৭১৩ |
| ঝোলা-বেচা মিন্দাও | ম ২৩১৭ | গালে চড় দেখি' | অ ১০১৪২ | গোপ-গোপী-ভক্তি | অ ৭৮৬ |
| ঝোলা-বেচা স্রীমদ | ম ৮১২৩৯, ২৩১৩ | গালে বাজিয়াছে | অ ১০১৬২ | গোপাল গোবিন্দ ম ১৪০৭, ২৩৮০, ২২২ | |
| ঝোলা-বেচা সেবকের | ম ২৩৪২২ | গীতা ভাগবত বা | আ ১৬৮ | গোপাল-নৈবেদ্য বিনা | অ ৪১৮ |
| গ | | গীতা, ভাগবত-বেদ | আ ৪১১ | গোপিকার বেশে নাচে | ম ১৮১১২ |
| গঙ্গা আদি সর্গভীর্ষ | আ ৭১১৭৪ | গীতা-ভাগবত যে | আ ৭১২৫ | গোপী গোপী | ম ২৪১১৬, ২৬৮৯ |
| গঙ্গাও জানে শিব-ভক্তির | অ ২৬৯ | গীতা ভাগবত যে যে | আ ২৭২ | 'গোপী' 'গোপী' ছাড়ি' | ম ২৬৮৯ |
| গঙ্গাও বাহেন | আ ১৬১৪২, ম ১০১০২ | গুণ গায় যত | ম ২৫১০১ | গোপীভাবে বাহ নাহি | অ ৫০৮১ |
| গঙ্গাতীর পুণ্যস্থান | আ ২৪৪ | গুপ্ত আশীর্বাদ করি' | আ ১৬৫০ | গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ | আ ২১৭১ |
| গঙ্গা-তীরে-তীরে | ম ২৩১৩৭, ম ২০১২৮ | গুপ্ত দেহে হৈল | ম ২০৮১ | গোষ্ঠিতে পুরুষ বা'র | আ ৭৮২ |
| গঙ্গাধাস-পণ্ডিত | আ ৮১২৬ | গুপ্ত বলে,—মুক্তি | ম ২০৮১ | গোষ্ঠীর সহিতে | আ ১৪১২ |
| গঙ্গা প্রবেশক এই | অ ৩১২৪২ | গুপ্ত-লক্ষ্যে সবাং | ম ২০৪৫ | গোপাশ্রয় শয়ন | আ ১৬১২৮ |
| গঙ্গা-বনুয়ার যত | অ ৩১২০২ | গুরু-আজ্ঞা শিরে ধরি' | অ ৪১৩০৯ | গোপাশ্রয় কথিয়া তানে | অ ৪১৫৮৩ |
| 'গঙ্গার মগর' দিয়া | ম ২০৩০০ | গুরুও প্রভুরে নমস্করে | অ ৮১৫০ | গোড়দেশ-ইন্দ্র | ম ২২১৪৩ |
| গঙ্গার বাতাস আসিয়া | অ ১১০৭ | গুরু নাহি, বলয়ে 'গঙ্গা'নী | ম ১৮১২৪৬ | গোড়দেশে অলকেলি | অ ৮১১১৬ |
| গঙ্গা লভ্য হয় | ম ২০৪৭০ | 'গুরু'-বৃদ্ধি অবৈতেরে | ম ১৭৪১ | গোরচন্দ্র—'কৃষ্ণ' | ম ২৩৪২৫ |
| গঙ্গাসান ছেন মানে | ম ১০৬১ | গুরু যথা অজ্ঞ | ম ৮১২৫ | গোরচন্দ্র আনি | অ ২১২১২ |
| গঙ্গা-ছরি-নামে | ম ১০৬০ | গুরু যথা ভক্তিশ্রুত | ম ২১৬৫ | গোরচন্দ্র নিত্যানন্দ | ম ২০৪২৫ |
| গঙ্গা-বানর-গোপে | ম ২০৪৫ | গুরু বতক ব্যাখ্যা | আ ৮১৩৪ | গোরচন্দ্র প্রকাশ | আ ৭৪৫ |
| গঙ্গা-কৃষ্ণপুষ্টি | ম ১৮১৪০ | গুরুপে থাকে | ম ১৭৭ | গোরচন্দ্র মহাপ্রভু | ম ১৮১২৬ |
| গঙ্গার সহিত নাচে | ম ১০৩১৩ | গুরুপে সংকীর্ণন | ম ১৭৩ | গোরচন্দ্র-চরণ-ধন | ম ১৭৪২ |
| | | গৃহ-অঙ্কুরে | অ ৬৬৪ | 'গোরচন্দ্র নাগর' ছেন | আ ১৬৪০ |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|
| গৌরীদেব অবশেষ | ম ১০২২৭ | চন্দ্রলম্ব একপুত্র | ম ২২১১৫ | চিন্তা বুঝি কহে বেধ | ম ১৯৬৫ |
| গ্রহ পড়ি' মুণ্ড মুড়ি | ম ৬১১৭৩ | চন্দ্রে আচ্ছাদিল রাহ | আ ২১২৮ | চিনিতে না পারে | ম ১৬১১১ |
| গ্রহতাপবত, আর | অ ৩৫৩২ | চন্দ্রে বা কতেক | ম ২৮১৩১ | চিনিয়া ঈশবে | আ ৫১৩৫ |
| গ্রহরূপে তাগবত | ম ২১১৪ | চন্দ্রকে লাগিল যেন | আ ৬১১৩ | চিনিলে পাংবে | ম ৮২৩৪ |
| গ্রামধানি নষ্ট কৈল | ম ২৩১১ | চরণ অর্পণ সর্ব | ম ১৬১২৭ | চিহ্নিয়া একান্তভাবে | অ ৫৩২৪ |
| অ | | | | | |
| ঘট ভরি' পলাল | ম ২৬১৬৭ | চরণ চাপিয়া ধরে | ম ১৭১৩৫ | চিহ্নিয়া পড়িয়া প্রভু | ম ১৭১৩৩ |
| মন ঘন হরি হরি | আ ৭১২১ | চরণ ধরিয়া বন্ধে | ম ১৬১৭৬ | চিবাড় তুলন, কে করিবে | ম ১৬১২৮ |
| ঘর তালি' কালি | ম ৮১২৭১ | চরণে ধরিয়া বলি | ম ১১৩৪৫ | চিরকালী হও | ম ২১৭৩ |
| ঘর তালি বুটাইয়া | আ ২১১৪ | চরণে রাখহ | ম ১২২২৭ | চিরকালী হও করি | আ ৪৭২২ |
| ঘরে ঘরে করিমু | ম ৫১৫৩, ৬১৩৫ | চরণের বেণু লয় | ম ১৬১৩২ | চূর্ণ করোঁ মায়া যবে | ম ১২১১০ |
| ঘরে ঘরে নগরে | ম ২৩৬২ | চরণে রাখহ দাসী | ম ১৭১৮৭ | চৈতন্য-অবৈতে | ম ৬১১৭৫ |
| ঘরে ঘরে পশ্চিমার | ম ১২২৪৮ | চল কুষ্ঠরোগী | অ ৪১৩৭৮ | চৈতন্য-উল্লাসে সবে | অ ৮১২৬ |
| ঘরে ঘরে ভাল ভোগ | আ ১৬১২৪ | চল তুমি আগে | অ ২১১১৭ | চৈতন্য-কথার আদি | ম ২১১৮০ |
| ঘরে বোল, দেখিতেছি | আ ১২১৮৬ | চল ছিন্ন কর গিয়া | অ ৩৪৫২ | আ ৩৫৩, ১৭১৪৭ | |
| ঘরে মাত্র হর | আ ৮১২২৩ | চলিবাও বনে মাত্র | আ ৭১১ | চৈতন্য-কীর্তন সুরে | ম ১৭১১৫, ২৩৫১৭ |
| হৃদের প্রদীপ | ম ২৩১২০ | চলিলা অনন্তপথে | আ ৭১২, ম ২২১০৬ | চৈতন্যচন্দ্রের এই | ম ২৩২৪২ |
| ঘোষে মাত্র চারি বেদে | ম ৬১১০২ | চলিলা, উলটি | ম ৩১০২ | চৈতন্যচন্দ্রের কথা | ম ২৩৫০৪ |
| চ | | | | | |
| চক্রভেদ দেখি' পলাইল | অ ২১৩০২ | চলিলা কপিল | ম ৩১০১ | চৈতন্যচন্দ্রের কিছু | ম ২৩৫০০ |
| চক্রভেদে ব্যাপিলেক | অ ২১৩০৪ | চলিলেন কৃষ্ণকাণ্ডে | অ ১০১২৪ | চৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় | আ ১১৪২ |
| চক্রভেদে শব্দর বায়েন | অ ২১৩০৩ | চলিলেন নিরপেক্ষ | ম ৩১০০ | চৈতন্যচন্দ্রের যশে | ম ২১৫০ |
| চক্ৰ না মারেন প্রভু | অ ১০১৪৬ | চারিদিকে ভক্তগণ | ম ২২১২২ | চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত | আ ১১৬ |
| চক্রে গাল কুলিয়াছে | অ ১০১৫৮ | চারি প্রহর নিশা | ম ৮১২২১ | চৈতন্যচন্দ্রসেবা | ম ১০১৪৪ |
| চণ্ডাল, চণ্ডাল নহে | ম ১১২২৭ | চারি বৎসরের | ম ২১৩২৪ | চৈতন্য-চরণে বার | ম ২০১৫২ |
| চণ্ডালদি নাচরে | ম ৬১৭২ | চারি-বেদ গুপ্তধন | ম ১৫১২৮ | চৈতন্যচরিত্র আদি | আ ১৮৫ |
| চণ্ডালেও মোহার | ম ২৩৪৩ | চারি বেদ—'দ্বি' | ম ২১১১৬ | চৈতন্যচরিত্র সুরে | আ ১৮১ |
| চণ্ডী-ম'রে এক ঠাকুর | অ ৫১৪০ | চারি-বেদ পড়িয়াও | ম ২০১৪২ | চৈতন্যদাসের বট | ম ১৭১১৩ |
| চতুর্দশ-ভূবন | ম ১১১৪৪ | চারি-বেদ শির-মুকুট | আ ২১২১৬ | চৈতন্যদাসের আত্মবিশ্বাস | অ ৫১৩০১ |
| চতুর্দশ-ভূবনসে | ম ২৮১১৭ | চারিবেদে গুপ্ত | আ ১১০১ | চৈতন্যদাসের বস | অ ৫১৩০৪ |
| চতুর্দিকে গায় সবে | অ ২১১৫ | চারিবেদে বর্ণিবেক | অ ৫১৩২২ | চৈতন্যদাসিক তার | ম ৮১২১৩ |
| চতুর্দিকে পাণ্ড | আ ১৭১৫ | চারিবেদে বাখানে | ম ২০১৪৩ | চৈতন্য প্রভু সে | ম ২৩২৬৬ |
| চতুর্দিকে বিশ্বরূপ | ম ২২১২০ | চারিবেদে ধীরে | ম ২১৩০১ | চৈতন্য-প্রভু সে-সব | অ ২১২৭২ |
| চতুর্দিকে মহা-তাপা | ম ২৩২৮ | চারি বৃগে চারিধর্ম | আ ১৪১৩৭ | চৈতন্য-প্রসাদে | অ ৮১১৬৭ |
| চতুর্দা বিগ্রহ | ম ২১৩৮১ | চাল-কলা-হুঙ্ক-বধি | ম ৮১২৬২ | চৈতন্য-প্রসাদে কেহ | ম ১৮১১৭ |
| চতুর্দশ-রূপে | ম ২৩১৩৩ | চাহিলেই না পাইলে | আ ৮১২২৪ | চৈতন্য-প্রসাদে হৈল | ম ২০৭২ |
| | | চিত্ত বিরা জন, মাতা | ম ১১২০০ | চৈতন্য-প্রিয়ের পারে | ম ১২১২৬, ২৩৫২৩ |
| | | চিত্ত দিয়া জনহ | ম ২১১৪০ | চৈতন্য-নীলার | ম ১৪০২ |

| | | | | | |
|--------------------------|-----------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------|-----------------|
| চৈতন্যসিংহের | ম ২২।২০ | চোর ডাকাইতে | অ ৫।৭০৩ | অগ্নাথ-ঈশ্বর | অ ১০।১১ |
| চৈতন্যভেদে 'মহামহেশ্বর' | ম ১০।১৫৬ | চোর-দহ্য-অধম | অ ৫।৫২৬ | অগ্নাথ গোষ্ঠী শ্রীচৈতন্য | অ ৮।১০৭ |
| চৈতন্যের অবশেষ | ম ২।৩২২ | চোর দহ্য যেমতে | অ ৫।৫২৭ | অগ্নাথ দেখি' প্রভু | অ ৮।১৪৪ |
| চৈতন্যের অবশেষপাত্র | অ ৫।৭৫৮ | চোরের আছিল | ম ২০।১২৩ | অগ্নাথ দেখিবাউ | অ ২।৪৮৭ |
| চৈতন্যের আজ্ঞা যে মানয়ে | অ ৩।৪৬৩ | চোরের উপরে | ম ২।১৫০ | অগ্নাথরূপে স্বপ্নে | অ ১০।১২৬ |
| চৈতন্যের আদিত্য | অ ২।২১৭ | চৌকিকে শুনিরে কৃষ্ণ | ম ১৮।১১২ | অড়প্রায় তাঁর | ম ২৮।৬২ |
| চৈতন্যের কীর্তিস্থূরে | অ ১।১১ | চৌরাশী সহস্র ধম-যাতনা | অ ৪।৩৭৭ | অননী-আবেশ বুলিয়েন | ম ১৮।১৬৫ |
| চৈতন্যের কৃপা-পাত্র | ম ১৬।১১৬ | ছ | | অননী ছাড়িবা | ম ২৭।২৭ |
| চৈতন্যের কৃপা বিনা | অ ৬।১৩১ | ছল করি' চর্চিয়া | ম ১০।২৭ | অননীর পদমূলি | ম ২৮।৬২ |
| চৈতন্যের কৃপায় সে | ম ২৩।৫২৪ | ছলে প্রভু কৃপা | ম ২৮।১৫৭ | অননীর লক্ষ্যে | ম ২২।৫৪, ১১।১৩১ |
| চৈতন্যের গণ মন্ত | ম ২৩।৩৪৬ | ছলে বোলায়েন প্রভু | অ ৪।৬২ | অন্তমাত্র শুনিঞাই | অ ১৬।২৮৬ |
| চৈতন্যের গণ-সব | ম ৮।২৭৫ | ছাড় গিয়া ইহা | অ ৫।৬৮৬ | অন্য অন্য অধঃপাত | ম ২০।১৪৪ |
| চৈতন্যের গুণ গুনি' | অ ৪।৬২ | ছাড়ি' ধন, পুত্র, | ম ৩।৭ | অন্য অন্য অধম | ম ১০।১০২ |
| চৈতন্যের গুরু আছে | অ ৪।১৫৫, ১৫৬ | ছাড়িব সংসার | অ ৭।৭১ | অন্য অন্য আর যেন | অ ২।২৬২ |
| চৈতন্যের জন্মবাড়া | অ ৩।৪৩ | ছাড়িয়া আগন বাস | ম ২৪।২৭ | অন্য অন্য কুস্তীপাকে | ম ২০।১৫২ |
| চৈতন্যের দণ্ড | ম ২২।১৩১ | ছাড়িয়া কৃষ্ণের ভক্তি | ম ১।১৫২ | অন্য অন্য গাউ | অ ৪।৭২৮ |
| চৈতন্যের দণ্ড মহা | ম ২।৭৮ | ছাড়িয়া সংসার-সুখ আ ৭।১২৫, ম ২০।১০৩ | | অন্য অন্য জানি | ম ১৮।১২২ |
| চৈতন্যের দণ্ড যে | ম ২।৭২ | ছাড়িয়েন উক্তগণ | অ ২।২৭ | অন্য অন্য ভূমি | ম ১৬।১৩৬, ২৫।৭০ |
| চৈতন্যের দণ্ডে বার | ম ১১।১১৫, ২।১৮০ | ছিন্তে সর্ব-জীবের আ ১৬।২৪৩, ম ১০।১১০ | | অন্য অন্য ভূমি যৌব | অ ৩।১০৫ |
| চৈতন্যের দণ্ডে হৈল | ম ২৩।৫২ | ছোট হউক, বড় হউক | অ ১২।১৮৫ | অন্য অন্য তোমার | ম ১০।২২ |
| চৈতন্যের দাত্ত | ম ১০।৩০৮ | জ | | অন্য অন্য নিত্যানন্দ | ম ২০।১৫৭ |
| চৈতন্যের দাত্ত বই | ম ১০।০০৮, ১৬।২৬ | অগ্ন উদ্ধার যদি | ম ২৬।১৪০ | অন্য অন্য প্রভু ভূমি | অ ৫।৬৪৪ |
| চৈতন্যের নাম করি' | অ ১।১৮৮ | অগ্ন উদ্ধার লাগি' | অ ৩।৪২৮ | অন্য অন্য যেন | অ ৮।২৩ |
| চৈতন্যের নামেতে | অ ১।১৮২ | অগ্ন প্রমত্ত | অ ৭।১৭ | অন্য অন্য রামদাস | অ ৪।৩৪২ |
| চৈতন্যের প্রিয়তম | ম ২৮।১২৩ | অগ্ন শোধিতে সে | অ ৫।৮৮ | অন্য অন্য কয় যেন | ম ২০।১৫২ |
| চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য | ম ১৪।৪৫ | অগ্ন হইল সুহ | অ ৪।৪৮ | অন্য অন্য এ চাবি | ম ২।১৮২ |
| চৈতন্যের প্রেমপাত্র | ম ১৭।১০৪ | অগ্ন-জননী ভাবে | ম ১৮।১৩৮ | অন্য অন্য মোহাবসব | অ ৩।৪২ |
| চৈতন্যের বচন | ম ৫।৬৪ | অগ্ন পোষণ করে | অ ৭।১০০ | অন্য হৈতে প্রভুরে | অ ৭।৪৮ |
| চৈতন্যের বাক্য | ম ৮।২১৩ | অগ্নে অদৈত | ম ২২।১১৬ | অন্য হৈতে বিশ্বরূপের | অ ২।২৪২ |
| চৈতন্যের ভক্ত | ম ১০।৩০২ | অগ্নে বিদিত | ম ২০।১২২ | অন্য হৈয়া বৈকবে | অ ২।৪৩ |
| চৈতন্যের মহাভক্ত | ম ১১।৭ | অগ্নে বিদিত নাম আ ৭।৭৩, ম ২২।১০৬ | | অন্য বৈক মুক্তনের | অ ৩।৩০০ |
| চৈতন্যের সুখারিতে | ম ২৪।৫৩ | অগ্নের চিত্তবৃত্তি | ম ২৩।১৩ | অন্য গাঈশ্বর | অ ১।২৬ |
| চৈতন্যের বণ বৈসে | অ ২।২১৭ | অগ্নের পিতা কৃষ্ণ | ম ১২।০২, অ ৩।৩৭ | অন্য না জানি | ম ১২।২৪৬ |
| চৈতন্যের রসে নিত্যানন্দ | অ ৩।১২২ | অগ্নের প্রভু ভূমি | অ ২।১৮৮ | অন্য নৈচকুলে | অ ১০।২০৭ |
| চৈতন্যের শীলা কেবা | ম ১৬।২২ | অগ্নের প্রেমদাতা | ম ২৮।১২৪ | অন্য হরিদাস | অ ১৬।২৪০ |
| চৈতন্যের সর্ব ব্যাখ্যা | ম ১০।১০৩ | অগ্নের ব্যবহার | অ ২।২২৬ | অন্য অগ্ন কৃষ্ণভক্ত | অ ২।১০৮ |

| | | | | | |
|---------------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|------------|
| জন্মে জন্মে কণে কণে | ম ২০১৪৫ | জলজীড়া-পরায়ণ | অ ৪১১৬১ | জীব তারিবার লাগি | ম ১৮১৫২ |
| জন্মে জন্মে চৈতন্তের | অ ৩৫০ | জল-পানে অজীর্ণ | ম ২০১৬২ | জীবভাগ করিলে | ম ২১৮২ |
| জন্মে জন্মে ভোমাব | ম ১২১১৬০ | জল-পানে শ্রীধরেরে | ম ২০৪২৪ | জীব প্রতি কর | ম ৩৬, অ ৩২ |
| জন্মে জন্মে দাস সেট | ম ১৭১৩৭ | জল পিরে প্রভু | ম ২০১৭০ | জীবমাজ চতুর্ভুজ | ম ২৩১২৬ |
| জন্মে জন্মে দুঃখে তার | ম ২১০৩৭ | জল পিয়ে মহাপ্রভু | ম ২০৪৪১ | জীবের কুমতি দেখি | অ ৭২৭ |
| জন্মে জন্মে পড়িবাও | অ ২২০২ | জলেতে পড়িলে কুস্তীরেতে | অ ২১০৫ | জীবের বা কোন্ শক্তি | অ ৪১৮৫ |
| জন্মে জন্মে যেন ভোমা | অ ১৭১১৬০ | জলে ফেলি' দিয়ে | ম ২০১০ | জীবের সকল ধর্ম | ম ২০২৫ |
| জন্মে জন্মে যে-সব | ম ২০২৬ | জলে বাত বাজারেন | অ ৮১১৭ | জীবের বতর শক্তি | অ ২০২০ |
| জন্মে জন্মে দে | ম ২০১৮০, ২২১৫৬ | জল বিনা যেন হয় | অ ৪১১২ | জীবের বভাব ধর্ম | অ ৩৩২ |
| জন্মে জন্মে সেই জীব | ম ১২১১৫ | জাগাই' আনিল | অ ২২২৮ | জীব্য লই' দিলে রহে | ম ১৭২১ |
| জপি, আপনারে সবে | অ ১৬২৮৫ | জাতি কবিরাজ | ম ২০১১১ | 'জ্ঞান—বড়' অষ্টমতের | ম ১২১০৩ |
| জপিলে ঐক্যনাম | অ ১৬২৮১ | জাতি, কুল, ক্রিয়া | ম ১০২২ | জ্ঞানবস্ত তপস্বী আদম | ম ২১৮ |
| জম্বীরে বৃক্ষে | অ ৪১২৮২ | জাতি, কুল, সব | অ ১৬২০৭ | জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের | অ ২১৭২ |
| জয় কৃষ্ণ মুকুন্দ | ম ২০৪২২ | জাতি নাশ করি' | ম ৮২৬২ | জ্ঞান-ভক্তি-যোগে | অ ৮১৮ |
| জয় জয় কৃষ্ণভক্ত | অ ৬৫৭ | জাতি নাশ করিলেক | ম ১২২৪৫ | জ্ঞানী, যোগী তপস্বী | অ ৪৪২৫ |
| জয় জয় গোবিন্দ | ম ২৭১২ | জাতি-প্রাণ-ধন | ম ৮১৫ | জ্ঞানে বা অজ্ঞানে | ম ১৫৮৩ |
| জয় জয় লগত-মঙ্গল | ম ২৬৫ | জানিও অষ্টমতে | অ ২২৬২ | জ্ঞানের লাগিয়া কেহ | ম ১২৩২ |
| জয় জয় লগনাপ | ম ২০১৫৮ | জানিবার যোগ্যতা আছে | ম ২১১০ | জগদ্বন্দ্বনল প্রভু | ম ১০৪৮ |
| জয় জয় নিজনাম | ম ১০২৫১ | জানিয়াও না করেন | ম ১৬৮ | জ্যোতি-জ্যোতি-গৌরবে | অ ২০০৫ |
| জয় জয় বেদ-বিপ্র | অ ৩১২০ | জানিলা, সংসার | অ ৭১২০ | | |
| জয় জয় মুণি-বাহন | ম ২০২২ | জানিহ ঈশ্বর-সঙ্গে | অ ২৮৮ | ঝড়হুটি আর | অ ৪১৩৭ |
| জয় জয় শ্রীমদেবা-বিগ্রহ | অ ৭১১ | জানিহ ঈশ্বর-মনে | ম ১২২১৮, অ ৪৪২০ | ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন | অ ৮১১২ |
| জয় জয় সকল | অ ৪১১ | জানিহ সে বগ | ম ১০৩১৮ | ঝাট ঝাট বাড়ীর | ম ২০৪০ |
| জয় জয় সুবুদ্ধি কুবুদ্ধি | অ ২০৩০২ | জানিহ সে গুণগণ | ম ২০১৩৭ | | |
| জয় জয় হলধর | ম ১৭১১৫ | জানে জনকপো | ম ১২৭ | টপমল করে তুমি | ম ২৩৭০ |
| জয় দীনবৎসল | অ ২২৪২ | জানে বিজ লুকাইয়া | ম ২০১০৪ | টানিয়া ফেলিতে কি | ম ২১৭১ |
| জয়ধ্বনি পুষ্পবৃষ্টি | ম ২৮১৭৭ | জানেন বিলম্বে | ম ২২১২৬ | | |
| জয় ভক্তজন-প্রিয় | অ ২১৭১ | জানেন, সেবিবে | ম ২২১২২ | ঠাকুর বিবাদে না পাটরা | ম ১৭৭০ |
| জয় রাজপণ্ডিত | ম ১৩২৫৪ | জানিবার মজনে বুটিল | ম ১২১৮৪ | ঠেঙ্গা হাতে | ম ২৩১০৫ |
| জয় শচীগর্ভ-রত্ন | ম ২৫২, অ ১০১ | জিনিয়া রবিকর | অ ২২১২ | | |
| জয় শিষ্টজনপ্রিয় | অ ১০১২ | জিনিয়া কলক-কান্তি | অ ৪১২২ | ডাকা-চুরি, পরগুহ | ম ১৩৩৫ |
| জয় শ্রীগোবিন্দ | অ ১০১২ | জিহ্বা পাইয়াও নর | অ ১৬২৮৭ | ডাকা-চুরি, পরহিংসা | অ ৪৬৯১ |
| জয় সংকীর্ণন-প্রিয় | অ ২১৭১ | জিহ্বা প্রকাশিলা | ম ২০৩০৬ | ডাকিয়া আনিয়া | ম ২৩৪৫ |
| জয় গর্ভ বৈকবের | অ ২১১ | জিহ্বার 'ফুরে' তাঁর | অ ১১২২ | ডাকিয়া বলরে 'হরি' | অ ১৬১১ |
| জয়প্রভু মহিবে | অ ৪১৬৫ | জিহ্বার সে বোধ | অ ৭১৬১ | ডাকিয়া যে নাম লহ | অ ১৬২৫ |
| জয়কলি করিলেন | ম ২০১২৮ | জিহ্বার 'ফুরে' তুমি | ম ২১২৮৮ | ডাকিয়া লৈতে নাম | অ ১৬২৬ |

| | | | | | |
|----------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| ভূবিলা বৈষ্ণব-সব | ম ১৬।১০৮ | তথাপি না বুঝে | অ ৫।৩২২ | তবু সে চরণ | ম ১১।৩২ |
| চ | | তথাপি বদনে না | আ ১৬।১০২ | তবু সে চরণ-ধন | ম ১১।২৭, ২০।৫২১ |
| চলিয়া চলিয়া প্রভু | ম ১৮।১৪০ | তথাপি ব্রহ্মার বন্দ্য | অ ৬।১২০, ৭।২৪ | তবু সে স্থানের কিছু | অ ২।৩৬২ |
| চুলিয়া চুলিয়া বুণে | ম ১৯।২৪৭ | তথাপি মোহার | ম ৮।১৬ | তবে আজি গঙ্গা | ম ২।৫৩৬ |
| ত | | তথাপি সবার কাল | আ ১২।১৮৮ | তবে আমি চক্রেহন্তে | ম ১৩।১১ |
| তখন বুঝিয়ে যেন | ম ৮।১৪০ | তথাপি দেই সে পূজা | আ ১৬।২৩৮ | তবে আমি হইলু | ম ২৭।৪২ |
| তখনি স্মৃতিয়া নীলা | ম ১০।১০৭ | তথাপি সে পাদপদ্ম | ম ১৮।২২২ | তবে এতলারে ধরি' | আ ১৬।২৬০ |
| তখনেই পড়ি' গেল | ম ২৬।১৩০ | তথাপিহ অস্ত্রোহন্তে | অ ৩।৮৪ | তবে কার শক্তি | অ ৫।৪৮৫ |
| ততুল দেধয়ে প্রভু | অ ৪।৪'৬১ | তথাপিহ 'অপরোধ' | ম ২২।৫৮ | তবে কার শক্তি নাহে | অ ৩।৮ |
| ততক্ষণ 'হুঃখী' | ম ২৫।১১ | তথাপিহ আই | ম ২২।১০০ | তবে কৃষ্ণ তারে | অ ২।৩২২ |
| ততক্ষণে তুলি' ছত্র | ম ২২।৮ | তথাপিহ কারেও না | আ ২।২১১ | তবে কৃষ্ণ প্রভু মোর | আ ২।২২১ |
| ততক্ষণে সর্কামুণ্ড | ম ২৬।১২ | তথাপিহ দুষ্কৃতিগ | ম ২০।২৭ | তবে কৃষ্ণ-ব্যতিরিক্ত | ম ২৮ ২৭ |
| কত স্থখ না পাইলা | ম ২১।৭৪ | তথাপিহ দেবানন্দ | ম ২১।৭৭ | তবে কেন অর আদি' | ম ১৯।৬২ |
| কতোধিক চৈতন্তের | আ ১।১৭ | তথাপিহ না চায় | অ ৫।৫২ | তবে গদাগ্রজ মোর | ম ১৮।৮৬ |
| তব-উপদেশ প্রভু | অ ৪।১৬৭ | তথাপিহ না বুঝি' | অ ৫।৬২০ | তবে জানি 'ভট্ট' মিশ্র | আ ১০।৪৫ |
| তথাই তথাই দাঁস | ম ১০।২৪ | তথাপিহ নাশ পায় | ম ২২।৫৫ | তবে ত 'কৌশল্যা' | ম ২৭।৪৪ |
| তথাই তথাই যেন | ম ১০।২১ | তথাপিহ ভক্তবশ | অ ১।২৬৮ | তবে তাঁন দোষ | অ ৬।২৬ |
| তথাই রাখেন তুলসীয়ে | অ ৮।৫২ | তথাপিহ ভক্ত বহি | ম ২৪।৭১ | তবে তাঁর আলাপেহ | আ ১৬।৩০৫ |
| তথাও আছিল। তুমি | ম ২৭।৪২ | তথাপিহ ভক্ত হইবারে | ম ২০।৪৭৭ | তবে তুমি অস্ত্রে | অ ৫।৬৮৭ |
| তথাও কপিল আমি | ম ২৭।৪৩ | তথাপিহ যমুনার | আ ৮।৭০ | তবে তুমি 'দেবহুতি' | ম ২৭।৪৩ |
| তথাও তোমার পুত্র | ম ২৭।৪৪ | তথাপিহ শ্রীনিবাস | ম ২১।৩৫ | তবে তুমি যথুরায় | ম ২৭।৪৫ |
| তথা তথা দ্বাদশ্য মোর | অ ৬।১৪২ | তথাপিহ সর্বোত্তম | ম ১০।১০০ | তবে তুমি লোকশিকা | ম ২৮।১২২ |
| তথাপি আতিথ্য শূত্র | আ ১৪.২৫ | তথাপিহ স্বভাব সে | আ ১৫।৩১ | তবে তুমি বর্গে | ম ২৭।৪১ |
| তথাপি আশ্রম-বর্ধ | অ ৮।১৫০ | তথাপিহ হইয়াছে | অ ২।১১ | তবে তাঁর নাক কাণ | আ ১৬।২০৫ |
| তথাপিও এবে না মানয়ে | অ ৪।৬৮ | তথায় আছিল। তুমি | ম ২৭।৪১ | তবে তাঁর দিয়া | ম ২৮।১৩ |
| তথাপি করিব ভক্তি | অ ২।৩০৫ | তথায় ডাকিনী ভূত | আ ৮।৮৭ | তবে নাম থুইবারে | ম ২৮।১৬৩ |
| তথাপি কৃপায় তব | আ ২।৬ | তথায় হইবা তুমি | অ ২।৩৬৫ | তবে নৃত্য অবশ | ম ২০।৬৬ |
| তথাপি চিত্তের নাহি | অ ৩।৫১৭ | তত্ত্বাব-সব হৈলা | ম ২৩।৪৩৪ | তবে প্রভু যুগধর্ম | আ ২।২১ |
| তথাপি চৈতন্ত-বিমুখের | অ ৪।৪৭৫ | তপ, লিখা-স্মরণ-ত্যাগ | অ ২।১৪৪ | তবে বন্দ্যো শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত | আ ১।৭ |
| তথাপি ঠাকুর গেলা | ম ১৯।২৬ | তপস্বী, সন্ন্যাসী | ম ১০।২৭০, ২৩।৪০৪ | তবে বহির্দর্শনে গিয়া | ম ২১।৭০ |
| তথাপি ততুল প্রভু | ম ১৬।১৪৬ | তবু আমি বদনে না | আ ১৬।২৪ | তবে ভক্তিবশে তুই | অ ৪।১৬৭ |
| তথাপি তাঁহার কাচ | ম ১৮।২১৪ | তবু এ-দোহার | আ ৬।১৩৬ | তবে 'মাধারের ঘাটে' | ম ২৩।২২২ |
| তথাপি তাহারে মুঞি | ম ১৯।১৬২ | তবু ত' দারিদ্র্যদুঃখ | আ ৭।২০ | তবে মোর প্রকাশ | ম ১৯।১৪২ |
| তথাপি তোমার যদি | অ ১।১১৮ | তবু তারে ধুইবাঙ | আ ৬।১০৭ | তবে মোরে দ্বঃখ দাঁও | ম ১৭।৮৬ |
| তথাপি দারিদ্র্য | ম ৮।২০ | তবু পানী লোক | ম ২৩।১০৮ | তবে মোরে দেখি' | ম ২৬।১০৪ |
| তথাপি দেখিতে | ম ২৪।৬৭ | তবু সেই পাদপদ্ম | আ ২।২২৪ | তবে মোরে বহু | অ ২।২৪৮ |

| | | | | |
|---------------------------------|----------------------------------|---------|-------------------------|---------|
| তবে বে কলহ দেখে আ ৯২২৭, ম ১৯২৫৬ | তাতে বে অস্ত্রের পর্ক | ম ২১২৭ | তার শান্তি আছে | আ ১৩৯ |
| তবে বে কলহ হের | তান অসুগ্রহে সে | ম ১৯২২০ | তার শান্তি করিলেন | আ ১৬১৩৬ |
| তবে বে দেখে | তান ইচ্ছা নাহি | ম ১৮২১৩ | তার শান্তি গালে | অ ১০১৩৬ |
| তবে বে নহিল মোহ | তান ইচ্ছা বিনা | আ ৪১৬৩ | তার সাক্ষী বনবাসে | ম ২৩৪৬৩ |
| তবে বে না গই | তান ইচ্ছা বুঝিবারে | ম ২৮৫৬ | তার সাক্ষী ব্রাহ্মণের | ম ২৩৪৬২ |
| তবে লাগি মায়ে আ ৯২২৫ ; ১৭১৫৮ ; | তান কৃপা বিনে | আ ২১২ | তার সাক্ষী যতেক | ম ১৯১৯৯ |
| ম ১১৬৩, ১৮২২৩, ২৩৫২২, অ ৬১৩৭ | তান শ্রিয় তাহে | ম ২২১৪৭ | তার সে কৃষ্ণের মুখে | ম ১৩১২৫ |
| তবে শেষে ধরিয়া | তান যেই ইচ্ছা | অ ১০৮২ | তার ও না বলে | আ ১৬৮ |
| তবে সিদ্ধ হউ | তান সে আজায় | আ ৯১১২ | তার সর্ব কৃষ্ণের বিগ্রহ | অ ৪৪২৪ |
| তবে সে 'অষ্টমত-সিংহ' | তান হঞা বেন | ম ২৮১২৪ | তারে কৃষ্ণ দিয়াছেন | আ ৭১৩৯ |
| তবে সে প্রজাব | তান দেখিলেও খণ্ডে আ ১২২৮৩, ১৬২৪৪ | ম ২০১১০ | তারে বলি 'মুক্তি' | আ ৭১৩ |
| তবে সে হইতে পারে | তাবৎ আমার দেহ | ম ১৩৪২ | তারে তিকা দেও | অ ৫৫৭ |
| তবে হয় মুক্ত | তাবৎ ক হ | আ ৫১৫০ | তারে যে না ভাঙে | অ ৩৫০ |
| তমোত্তম অমুরেও | তাবৎ কহিলে কারে | ম ২০১০৬ | তা-সবার সঙ্গে | ম ১০১২ |
| তরলের সমুদ্র না হয় | তাবৎ চিন্তিতে আমি | আ ৭১৪৩ | তাঁহাট পরম শ্রীতে | অ ৯৭ |
| তান ঋণ আমি | তাবৎ তিলেক ক্রোধ | ম ১৮১২৬ | তাঁহা করিলেই বলি | আ ১৪২৬ |
| তার দণ্ড ভাবিতে | তাবৎ মরিব, শুন | আ ১৩১২৪ | তাঁহা কহে বেদে | অ ২৪৪১ |
| তার পাশপদ মোর | তাবৎ সেবহ কৃষ্ণ | আ ১৩১১৭ | তাঁহা কৃষ্ণ হরিলেন | আ ৭১৬ |
| তার মুখ গৌরচন্দ্র | তা' বাহে সুর-সিদ্ধ | অ ৭৪২ | তাঁহা ছাড়ি' নৃত্য-গীতে | ম ১১৬৩ |
| তার হইরা ভজি | তাঁহুল থাকেন প্রভু | ম ২৬০২ | তাঁহা জানি, বখা কাতি | ম ২০১২২ |
| তার ও রামের রাসে | তার অবশেষ | আ ১৬৫০ | তাঁহা তুমি লুকাইয়া | আ ১২১২১ |
| তা'রে নাহি দিমু | তার অর্থ না বুঝিয়া | ম ৮২৩৭ | তাঁহাতেই লোক | ম ২৮১১৬ |
| তারে বড় ভাগ্যান | তার চিত্ত ভাল হউক | ম ১০১৭০ | তাঁহাতেও উপহাস | আ ১৬১০ |
| তা-সবার প্রভাবেই | তার নহিল, আমি | ম ২৬১২৮ | তাঁহাতেও তুমি সব | ম ২৭১৪৪ |
| তা-সবার প্রেমধারে | তার দৈব—শরীর | ম ১০১০৬ | তাঁহাতেও দুঃগণ | আ ১৬২৫৫ |
| তা-সবার মুখে | তার পূজা-বিভব কত | ম ১৬১৪৮ | তাঁহাতে না লয় | ম ১৩৭২ |
| তাহান ইচ্ছার আমি | তার পূজা মোর গারে | ম ১৯২০৮ | তাঁহাতে যে দেব মোহে' | ম ১৯৩৬ |
| তাহান কৃপায় বে | তার বড় আর কেবা | আ ১৪১৮৭ | তাঁহা দেখে নদীয়ার | ম ২৪১১ |
| তাহার অকালে | তার বাড়ী গেলে | ম ১৩২৬ | তাঁহা দেখে শ্রীবাসের | ম ২৩৩১ |
| তাহার আচার | তার বিহু তক্তি হয় | অ ১১১৬ | তাহান কৃপায় এই | আ ১৩১২১ |
| তাহার আকার | তার তক্তি শুদ্ধ নহে | ম ১৭১১১ | তাহানে করিতে বিয় | অ ৫৫২৫ |
| তাহার চরিত্র বেবা | তার মধ্যে অতিশয় | ম ১৩৭৫ | তাহানে হাসিয়া এত | অ ৭১১০ |
| তাহার প্রভাবে লক | তার রক্ষা-সামর্থ্য | ম ২২১২৮ | তাঁহা বই আর কেহ | আ ১৬১২ |
| তাহার প্রসাদে হয় | তার শতকণ হয় | ম ৫১৪৫ | তাঁহা বাহে রমা | ম ২০১৩১ |
| তাহার মহিমা বেদে | | | তাঁহা বিলাইব সর্ব | আ ৫১৫২ |
| তাহার 'বৈকুণ্ঠনাথ' | | | তাঁহা ব্যর্থ ব্যয় | আ ৮১২০৫ |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|------------------------|----------|-----------------------|-------------------|
| ভাষা মিথ্যা বলে | ম ৩৮০, ২০৩৫, ৩৮ | তুমি আর অধৈতে | ম ২৪৬৩ | তুমি সে জনক বাপ | অ ৪১৭৪ |
| ভাষা মুঠ বিদিত | অ ১০১২২ | তুমি উপবাস করি' | অ ৫১২০ | তুমি সে জীবের কম | অ ৪১৬২২ |
| ভাষা যে মানয়ে | অ ৮১১২ | তুমি রূপা করিলে | অ ২০৭৭ | তুমি সে দিবারে | ম ২৮১০২ |
| ভাষার আলাপে | ম ১০১৬১ | তুমি ক্ষয় করিলে | ম ২১০৩৬ | তুমি সে পাটলা সিদ্ধি | অ ১৬১৫১ |
| ভাষার গ স্বপ্নে | অ ১০১৫৩ | তুমি ঋণগ্রাহিণে হয় | অ ২১১৫ | তুমি সে বুঝাও | অ ৪১৪৮০ |
| ভাষার পায়ের মোহ | অ ১০১০৪ | তুমি গঙ্গা দেবকী | অ ৪১২৪৫ | তুমি হেন অভিনি | অ ৫১৮৭ |
| ভাষার না জানে | অ ২১৬৭ | তুমি গেলে প্রাণ | ম ২৭১৩১ | তুমি-হেন কল্পতরু | ম ১১২১৭ |
| ভাষারও করোঁ | অ ৫১৬১ | তুমি পে চৈতন্যরূপে | অ ৫১৪৮০ | তুমি হেন জন | ম ২৬১২৭ |
| ভাষারও রূপ | ম ১২১৫৮ | তুমি জান, তা'র | ম ২২১৩৪ | তুয়া চরণে মন | ম ২৩১২৪১ |
| ভাষাবে বেড়িয়া লজ্জাবে | ম ২২১২৪ | তুমি জানাইলে | অ ২১৩০১ | তুলসী দেখেন সেট | অ ৮১১৫৫ |
| ভাষারে স্তোজন-শ্রম | ম ১০১২২২ | তুমি ত' আমার নিজ | ম ১১১২১১ | তুলসীমঞ্জরী সহিত | অ ২১৮১ |
| ভাষারে মিলিব | অ ৫১৭০৫ | তুমি ধর্ম-ময় | ম ২৭১২৮ | তুলসীয়ে কল দিয়া | অ ১২১১০১, ম ১১১৮৭ |
| ভাষারে সে বলি ধর্ম | অ ৩১২৪ | তুমি ধর্ম সনাতন | ম ২৬১৪ | তুলসীয়ে দেখেন | অ ৮১১৬০ |
| ভাষারে সে বলি বিদ্যা | অ ৩১৪৫ | তুমি না জানালে | অ ৩১৩০৪ | তুলসী লটয়া অগ্রে | অ ৮১১৫৭ |
| ভাষা গুরুরিতে | ম ১০১০৭ | তুমি না দিলেও | ম ১৬১২২৩ | তুম্ব রস-বিষয়ে | অ ১৬১৭ |
| তিঁচো বত দেন | অ ৪১৫১২ | তুমি পুত্রি অনহুয়া | অ ৪১২৪৫ | তৃণ-জ্ঞান কেহ | ম ২১৬২ |
| তিঁচো সে জানেন | অ ৮১১৪২ | তুমি প্রভু, মুক্তি দাস | ম ১০১২৩ | তৃণ-জ্ঞান পাষাণীয়ে | ম ১৭১১৫ |
| তিন উপবাসেও যদি | অ ৫১৫০ | তুমি বিশ্বজননী | অ ৪১২৪২ | তৌহো মারিবেন | ম ২৬১১১৩ |
| তিন মাস কেহ নাহি | অ ৫১৩২১ | তুমি বিষ্ণু পুত্র | ম ২৫১২১ | তৌহো সে ব্রাহ্মণ | ম ২৬১১১০ |
| তিন-লক্ষ নাম দিনে | অ ১৬১৭৩ | তুমি ভিক্ষার চলিলে | ম ১৬১১১৫ | তেজি বুঝি, আমার | ম ২১৪২ |
| তিলার্কে চিত্তে | ম ১০১২৩৮ | তুমি মোর পিতা মাতা | ম ১২১১২৫ | তেজি ভাগবত সম | অ ৩৫০২ |
| তিলার্কে-হেন সব | ম ৮১২৭২ | তুমি মোর প্রাণনাথ | ম ১২১১২৫ | তেজি সে বলিলু' প্রভু | ম ১২১১২৪ |
| তিলার্কে সব | ম ১০১২০২ | তুমি মোবে বিভূষনা | ম ১২১১৪৩ | তেন কৃষ্ণ ভজি | ম ২১৬৩ |
| তিলার্কে অস্ত | অ ৪১১১ | তুমি মোবে যেই দেহ | ম ১০১১২০ | তৈল-লবণ-দ্রুত-কলস | অ ৪১৪৬৮ |
| তিলার্কে ভয় | ম ২৩১২২৮ | তুমি যদি শুভদৃষ্টি | অ ৪১২৪০ | তোমরা করিলে ভিক্ষা | ম ১০১১১ |
| তিলার্কে যে তোমার | ম ১২১১৬৮ | তুবি যাতে বিষ্ণু-লাগি' | অ ৭১১৭৭ | তোমরা ত' আমার করিলা | অ ২১৪২১ |
| তিলি-মালি সনে কর | ম ১৭১২২ | তুমি যে অগর্ভ প্রভু | অ ১৩১১৫৭ | তোমরা না গেলে নৃত্য | ম ১৮১২৪ |
| তিলেক না থাকে যদি | অ ১৫১১২ | তুমি যে নৈবেদ্য কর | অ ২১১৬ | তোমরা পাগল হৈলা | ম ১০১২৪ |
| তিলেকো জদরে | ম ২৩১১৪৫ | তুমি শান্তি করিলে | ম ১৬১৮০ | তোমরা বাণানিলে | ম ২১৭৭ |
| তীর্থে পিণ্ড দিলে সে | অ ১৭১৫১ | তুমি সব বধা | ম ২৭১৭ | তোমরা মোহার ভাই-বন্ধু | ম ১৬১৩৫ |
| তীর্থে করে তীর্থ | অ ২০৩৫৩ | তুমি সব বার কর | অ ১২১৫১ | তোমরা যে আমারে | ম ২১৪২ |
| তীর্থেরো পরম তুমি | অ ১৭১৫৩ | তুমি সেই দেবকী | ম ২৭১৪৬ | তোমরা সে পার | ম ২১৪১ |
| হুই পাণ্ডি নিছা কৈলি | অ ৪১৩৫৫ | তুমি সে ইহার | অ ১০১১২ | তোমরা যে বল | ম ২১৭৬ |
| হুমি আঞ্জা দিগে | অ ২১২৬৪ | তুমি সে করিলা চুরি | ম ১৬১৭০ | তোমরা শিখাও নোরে | অ ১২১৫০ |
| হুমি আদ্য বধা বেচ | ম ১৬১২০ | তুমি সে কেবল | অ ৪১২৪৪ | তোমা' জানে হেন জন | অ ২১৭৭ |
| হুমি আদ্য সর্বকাল | ম ১০১২০০ | তুমি সে লগলগ | ম ২৬১১২৮ | তোমা' কেবিলেই নাহ | অ ১৭১৪২ |

| | | | | | |
|---------------------|-----------------|------------------------------|----------|-------------------------|------------------------------|
| তোমা বই জীব | ম ৬১০৩ | তোমায়ে করিলু | অ ১০১৪০ | ত্রিভুবনে অধিতীয় | অ ১১৪৩ |
| তোমা' বই প্রিয়তম | ম ২৪৬২ | তোমায়ে দিলাম আমি | ম ১৬১৩৭ | ত্রিভুবনে আছে বস | অ ২১৮০ |
| তোমার অগ্রজ | ম ২৭১০০ | তোমায়ে যে করে শ্রদ্ধা | ম ১০১৪৫ | ত্রিভুবনে কক্ষ দিয়াছেন | অ ২১৪৭ |
| তোমার অধীন প্রভু | অ ২১৩৫২ | তোমায়ে লজিয়া পায় | ম ১১১১২২ | ত্রিভুবনে নাহি ধীর | অ ৩১২৮ |
| তোমার আনন্দ-ভুজ | ম ২৫১৪৮ | তোমায়ে লজিয়া প্রভু | ম ১১১১২৩ | ত্রিভুবনে লজিতে | ম ২৩১৭ |
| তোমার উপবাসে | অ ১১১৭০ | তোমায়ে লজিয়া যদি | ম ১১১১৭৬ | ত্রিশূল তুলিয়া লষ্টলেন | অ ২৩৪১ |
| তোমার এ প্রেমজলে | ম ২১১২৫ | তোমায়ে লজিয়া যে | ম ১১১২০৪ | ত্রৈত্যুগে হইয়া যে | অ ৫১১৭০ |
| তোমার কারণ্য সবে | অ ২১১৮৮ | তোমায়ে লজিলে নৈবে | ম ১১১২১১ | থ | |
| তোমার কীর্তন | অ ২১২৪৭ | তোমা-লজি পাইলেক | ম ১১১২০১ | থাক থাক, এখন | অ ১৬৫০ |
| তোমার গুরু যোগ্য | ম ২৮১২৮ | তোমা' সব লাগি' | ম ২৬২৭ | থাকিল বা বিভা, কুল | অ ৭১৩৮ |
| তোমার চরণধূলি | ম ১৬৮৮ | তোমা' সবা' আমি | ম ২৭১২ | থাকিলেও খাটতে না পারে | অ ২১৪৩ |
| তোমার চরণ ভঞ্জে | ম ১০৮৬ | তোমা-সবা লাগিয়া | ম ১০৮৮ | দ | |
| তোমার চরণ যেন | ম ২৫১৭০, অ ৮১২৪ | তোমা সবা সেবিলে | ম ২১৪৩ | দগ্ধ দেবে সকল | অ ২১০৬, ৭১২০ |
| তোমার চরণে যেন | ম ২৫১৭১ | তোমা'-সবা স্থানে | ম ১৭১২০ | দগ্ধ-কমণ্ডলু ছই | ম ২৮১৬০ |
| তোমার দ্বিহারা | ম ১০১২১০ | তোমা হৈতে তাহা | অ ৫১৪৮২ | দগ্ধ ছাড়ি' ধৌর-দগ্ধ | অ ৬১২০ |
| তোমার দ্বিহারা যদি | অ ৪১৫৮ | তোমা' হৈতে তাহাবা | ম ২১৬২ | দগ্ধবৎ করি' | ম ২০৮২ |
| তোমার দাসের অঙ্গে | অ ৬১৬৬ | তোমা হৈতে ব্যক্ত | ম ২১৭৩ | দগ্ধবৎ করিবেক | অ ৩১২৮ |
| তোমার নর্তক আমি | অ ৭১৫৭ | তোব অঙ্গে উচ্ছিষ্ট | ম ২০১৩১ | দগ্ধবৎ হয় প্রভু | অ ৪১২৪৮ |
| তোমার প্রধান অংশ | ম ২০৪০৮ | তোব অঙ্গ খাইতে | ম ২৬১২ | দগ্ধে দগ্ধে বস | ম ২৮১৫০ |
| তোমার প্রগাণে সে | অ ১১১১৭ | তোব অঙ্গে অজীর্ণ | ম ২০১৬২ | দগ্ধ আমি যথা বেচে | অ ৫১২৮ |
| তোমার বনিতা শিশুপাল | ম ১৮১২০ | তোব ছই পাদপদ্ম | অ ৬১৬৫ | দস্তাবেজ-স্তাব প্রভু | অ ৭১১৭১ |
| তোমার ভক্তের সঙ্গে | অ ২১২৪৭ | তোব নিত্যানন্দ ছই | ম ২০১৫৮ | দাম্য কে কিনিবে | অ ৫১২৩৮ |
| তোমার ভোজনে হয় | ম ১৬১১০৫ | তোব পাদপদ্ম মোর | অ ২০৫৭ | দামি, দূরী, ধাত্ত | ম ২০১২০০ |
| তোমার মায়ার মোরে | অ ২০৫৬ | তোব পাদপদ্মের | ম ১১২২৪ | দস্ত কড়মড় করি' | ম ২০১০২ |
| তোমার যে জাতি | ম ১০১৩৬ | তোব ভক্ত, তোব | ম ৬১৬৮ | দস্তে তৃণ করি' | ম ১০৪১১, ২০৮৭, ২০১৫৫, ২৮১১২০ |
| তোমার যেমত বাট | ম ২১১১০ | তোরা কি না দেখ-হেব | অ ২১৪৪১ | দস্তে তৃণ ধরি' | ম ২০২৮৮ |
| তোমার সকল | ম ২৮১৫২ | তোরে না মানিগে কভু | ম ১১১১৭০ | দস্ত করি' বিবহরি | অ ২১৬৫ |
| তোমার সংকল্প মুগ্ধি | ম ১১১১৪০ | ত্রয়োদশ প্রকার প্রোকার্ণ | অ ৩১২৪ | দস্ত করি' হরিদাস | ম ১৮১৪৩ |
| তোমার সে আমি | ম ১৬৮২ | ত্রাহি ত্রাহি অঙ্গ ভব | অ ৫১২৭ | দস্ত করি' হরিদাস | ম ১৮১৪৩ |
| তোমার সে জীব | অ ৮১২০৫ | ত্রাহি ত্রাহি রূপাসিদ্ধ | অ ১১২২২ | দরশন-কর্তা এবে | অ ১৬১২২ |
| তোমার সুরণ-হীন | অ ৮১৮৭ | ত্রাহি ত্রাহি সংকীর্ণ | অ ৫১২২৫ | দরশন-মাজ সর্গ জীব | অ ৫১৩৫৭ |
| তোমার হইয়া যেন | অ ১৭১১৬০ | ত্রাহি ত্রাহি সর্গদেব-বন্দ্য | অ ৫১২২৪ | দরশন-মাজে সর্গ | অ ৫১১০৬ |
| তোমার স্বরে আমি | ম ১৬১১৩৪ | ত্রাহি বাণ নিত্যানন্দ | অ ৫১৩৪৭ | দরিত্র অধমে যদি | ম ১১১৫৫ |
| তোমারি উপাসে মুগ্ধি | ম ১০১১২০ | ত্রিবাণ জানেন প্রভু | ম ২২১২২ | দরিত্র সেবক মোর | ম ১৬১২২ |
| তোমায়ে ও না সচে | অ ২০৪৬ | ত্রিকোটি-কুণের হয় | অ ৭১৮২ | দরিত্রের অধমি | ম ১৬১১০০ |
| তোমায়ে করিতে বিশ্ব | অ ২১১৭ | ত্রিবিধ বরণে এক | অ ২১৪৮০ | দর্শন, উদ্ভিগা | ম ৮১২০৮ |

| | | | | | |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|----------|--------------------------|------------------|
| দর্শ-প্রকাশের প্রভু | ম ১৮১০ | হইতে কে বড় | আ ১৮২০ | হৃতিক হইল | ম ৮১২০ |
| দশ ঘরে মাগিয়া | ম ১৮১০ | হইতে নিম্নক বড় | ম ২০১৩২ | হৃত্তি না দেখে | ম ২০১৩ |
| দশ-দিক হর বার | অ ৮১৩৬ | হই নও চড়ায়েন | অ ১০১৩৭ | হৃত্তির সর্বোবরে | ম ১০১২৮২ |
| দশ-পাঁচ মিলি' | ম ২০১৭২ | হই দহ্য করে | ম ১০১২৪০ | হুইকর লাগি' | অ ৪১০৩৬ |
| দশ-বিশ জন বার | আ ৭১১২ | হই দহ্য হই | ম ১০১৩১০ | হুইগণে দেখে | আ ১২১৫২ |
| দহ্যগণ-মোচন | অ ৫১৭০৬ | হই দিকে সচল | অ ৮১১৪৬ | হুইদলদোষে | অ ২১০৮০ |
| দহ্য-সেনাপতি দ্বিজ | অ ৫০৪০ | হই প্রভু ভাসি' বার | ম ১২১২২০ | হুইর তরঙ্গ-সিদ্ধ | অ ৪০৩০২ |
| দহ্য-সেনাপতি ঘে | অ ৫০৫৪৪ | হই প্রভু ভাসে | অ ৭১১২১ | দূর ভেল অজ্ঞাপ | ম ১৮১৭৬ |
| দান দেহ' জনয়ে | আ ৮১২২, ২১১১, ম ৬২, ২৬.৫ | হই বাক্য পরিগ্রহ | আ ১১১০৭ | দূর হউ শিতপাল | ম ১৮১৮৬ |
| দাস-প্রভু ভেদ বা | আ ১৬১১১ | হই বাহ তুলি' এট | আ ১৪১৮২ | দূর থাকি প্রভু | অ ৮১২৬ |
| দাষ্টিকের রত্নপাত্র | ম ২০১৪৬০ | হুই বাহ তুলি' সর্বলোকে | অ ৩০৩০ | দূর করি' বিকৃত্তি | অ ৪১৪৩১ |
| 'দাস'-নামে ব্রহ্মা | ম ২০১৪৭৬ | হুই ভাই মারা বার | ম ১২১১২৮ | দূর করি' ভজ | ম ২১০৮ |
| 'দাস' বই কৃষ্ণের | ম ২০১৪৬৪ | হুই ভাই মিলি' | অ ১০১২২০ | দৃশ্যদৃশ্য বত-সব | ম ১২১২০২ |
| দাপ বিহু অস্ত্রের | আ ৬০৩৪ | হুই ভূম তুলি' | ম ২০১৪২ | দৃষ্টপাত করিয়াও | ম ১১১০৭ |
| দাস হই' যেন | অ ২১১৪০ | হুইমাল বসন্ত | আ ১১২০ | দৃষ্টমাত্র দশদিক্ | আ ২১০৮২ |
| দাস হইলেও সৈট | ম ২০১৫০ | হুই রাজ্যে হইয়াছে | অ ২১১২ | দেখ, এই চণ্ডী-বিবহরি | আ ১২১০৮৭ |
| 'দাসী' বুদ্ধি শ্রীবাস | ম ২৫১৮ | হুই হাত যোড়া | ম ২০১২৪ | দেখ তাঁর শক্তি | ম ২০১৪৩০ |
| দাসী হই' যে প্রসাদ | ম ২৫১২২ | হুই পার সেইজন | অ ৬০৩০ | দেখ তার কোন্ | ম ২০১১১৩ |
| দাসে কৃষ্ণে করিবারে | ম ২০১৪৬৫ | হুইনিজ্জমায়ে ভাসে | অ ৩৪৬২ | দেখ মাতা, কৃষ্ণ এই | আ ৮১১৭৬ |
| দাসেরে সেবিলে | ম ২১৪১ | হুইভেতের বজ্র প্রভু | অ ২১১৬৮ | দেখা নাহি পার বত | ম ১২১২২ |
| দাত লাগি' রমা | ম ৮১২২২ | হুইভেতেরে নিরবধি | আ ১৪১১১ | দেখি,—কার শক্তি | ম ১১১৬৮ |
| দিপদ্বর হইরা অশেষ | ম ২৪১৮৮ | হুইবীরে দেখিলে প্রভু | আ ১৪১১২ | দেখিতেও ভাগ্য | অ ৮১১৩৩ |
| 'দিখিলর করিব' | আ ১০১১৭৩ | হুইথে 'কৃষ্ণ কৃষ্ণ' বলি' | আ ১৬১০৮ | দেখিতেছি দিনে তিন-অবস্থা | আ ১৪১৮৫ |
| দিখিলরী বর বা | আ ১০১২৩ | হুইথে সব নগরিয়া | ম ২০১০২ | দেখিতেছি তোমার | ম ২০১০২ |
| দ্বিম অবসানে | ম ১০১১০ | হুই, আশ্র, পনসাদি | ম ১২৮৫ | দেখিতে যে জিতেন্দ্রিয় | ম ১৮১০৮ |
| দ্বিসেকো আমি | ম ১০১৩০ | হুই-স্টেট আনিয়া | ম ২৮১০৮ | দেখি' দেখি' | অ ৮১১৪৬ |
| দ্বিসেকো বারে | আ ১২১৬০ | হুই-লাউ পাক গিয়া | ম ২৮১৩২ | দেখি কি পারিষদ-সঙ্গে | ম ২২১১৪৫ |
| দ্বিসেকেরে বলে | ম ২৪১২৪ | হুই-ভি ডিওম | আ ২১২২২ | দেখি বেষ্টিত | ম ২৮১১০ আ ২১২০০ |
| দ্বিয করি' রহে | আ ২১৪৪ | হুই-ভি বাজে | আ ২১২১১ | দেখি' ততসব হুই | আ ২১৭৩ |
| দ্বিয ভোগ, দ্বিয বাস | ম ৭১৬২ | হুইগোঁসব-কালে | ম ২০১২০ | দেখি' মহাপরকাশ | ম ২২১১৮ |
| দ্বিয স্বর্ণ তোলা হুই | আ ৮১১৭৫ | হুইগোঁসবে যেন | ম ৮১১৬৮ | দেখি' মূর্খ দরিদ্র | ম ১১২৩৭ ম ১০১১৪৮ |
| দিলেন কৃষ্ণ সে পুত্র | আ ৭১২০ | হুইদা না হও মুক্তি | ম ১২১১৫৮ | দেখিরা আমারে কেহ | ম ১৮১২৬ |
| দিশা দেখাইয়া প্রভু | ম ১১১০৮ | হুইদার অপরাধ | ম ২২১৩৪ | দেখিরাও সবংশে | ম ১০১২১৭ |
| দীর্ঘ-করি' হরিমাম | ম ২১১২৩ | হুইজের বিক্-বৈকবের | ম ১২২২০ | দেখিরা চৈতন্য | আ ২১২১৫ |
| হুই গোষ্ঠি দেখাদেখি | অ ৮১৬৪ | হুইক করিবে দেখে | আ ১০১২৫২ | দেখিরা তোমার অঙ্গে | অ ৫০৩০০ |
| | | হুইক্ খুচিল | আ ৪১৩৭ | দেখিরা শিতার নৃষ্টি | অ ২১০৩০ |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|------------------------------|----------|-------------------------|-----------|
| দেখিয়া প্রভুর | ম ২৮।১১৭, ১২৬ | ‘দার দিয়া নিশাভাগে | ম ১৬।৩ | ‘দর্শ-কর্ম’ লোকসব | অ ৪।৪১৩ |
| ‘দেখিয়া রাজার আঁঠি | অ ৪।১৪৪ | ‘দারি-প্রহরী’ সব | ম ১৭।২০ | দর্শ-কর্ম লোক-সবো | অ ২।৬৪ |
| দেখিল নরেন্দ্র | ম ১০ ২১৯ | ‘দারে সব উপদ্রব | অ ৪।৭০ | দর্শ-জ্ঞান গুণা | অ ২।৩৭৩ |
| দেখিলে কি চৈব | ম ১০।২১৮ | ‘দ্বিজপত্নী’ দর্শ | অ ৮।১২ | দর্শ তিব্বতী চৈব | অ ২।১৩৪ |
| দেখোঁ আজি | ম ২৩।১২২ | ‘দ্বিজ’, ‘বিপ্র’, ‘ব্রাহ্মণ’ | অ ১।৭২ | দর্শপথে আসি | অ ৪।৬২৬ |
| দেবকী ও মাগিনেন | অ ৬।৪২ | ‘দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ যে | ম ১২।২৭২ | দর্শপথে গিয়া | অ ৪।৬৮৭ |
| দেবকী-বশোদা যেই | ম ২২।৪৩ | ‘দ্বৈত বলিলেন আই | ম ২২।৪৯ | দর্শপথে সবাবৈ | অ ৪।৬৮৮ |
| দেবকীর স্তন-পানে | অ ৬।২০ | ‘দ্রব্যেব প্রভাবে ‘ভক্তি’ | ম ১২।৬৭ | দর্শপথে ভা হয | অ ২।১২ |
| দেবকীর স্তুতি পড়ি’ | অ ৪।২৭২ | দ | | দর্শ বুঝাইতে বাপ | ম ২।৭২৭ |
| দেবকী জানেন সব | অ ৪।৪১৪ | ধন, কুল, প্রতিষ্ঠায় | ম ২০।২২ | দর্শপথে দক্ষিণা | অ ১।৬।৩০২ |
| দেব-দ্বিজ-গুরু | অ ৩।২২ | ধন-কুল-বিজ্ঞা-মদে | ম ১।১৬৪ | দর্শসংগাথক প্রভু | অ ৮।১৪৩ |
| ‘দেব-জ্যোহ করিলে | ম ১৮।১৪৯ | ধন-ভনে-পাণ্ডিত্যে | ম ২৬।৩১ | দর্শসেই বেন তিন | ম ১২।২৩৩ |
| দেবমুর্তি ভাঙ্গিলেক | অ ৪।৬৭ | ধন নষ্ট কবে পুত্র | অ ২।৬৬ | দাত্তদ্রব্য পরশিতে | অ ৬।১৮ |
| দেবানন্দ পণ্ডিত না চৈল | ম ২।১৬৫ | ধন নাহি, জন নাহি | ম ২।২৩৩ | দাত্ত-গংগা | ম ১।৩৬৪ |
| দেবানন্দ পণ্ডিতের লক্ষ্যে | অ ৩।৫০৯ | ধন পুত্র পাট গজা-স্নান | ম ১২।৬৬ | দাত্ত, পুণ্ড, পৈ, কডি | অ ৪।৫৩ |
| দেবানন্দ-হেন সাধু | ম ২২।৬ | ধন-বংশ-নিমিত্ত সংসার | ম ১২।৬১ | দাত্ত মরি’ গেল | ম ৮।২৪৭ |
| দেবী-ভাবে ধীর গৃহে | অ ৮।৮ | ধন, বংশ, সুবিনাহ | ম ১২।৪৮ | দীরে দীরে ‘দক্ষ’ বাল্যে | অ ১।১৪৭ |
| দেবে জানে ভেদ নাহি | অ ১।৩০ | ধন বা পৌরুষ মাত্র | অ ১৩।১৭৪ | দুর্ভিক্ষে ‘তুণি’ | ম ২।৪৪ |
| ‘দেবে নরে একজ | ম ২৩।২৫০ | ধন বলসিতে সে | অ ১২।৩৩৮ | ধূল লুটি পায় | অ ৩।১৬২ |
| দেবের দুর্ভে কোলে | অ ৪।৫৯ | ধনে কুলে বিছু | ম ২৪।৭৩ | ন | |
| দেবে হরিলেক ব্রটি | ম ৮।২৪৭ | ধনে, কুলে, পাণ্ডিত্যে | ম ১০।২৭২ | নগর পদ্য কণে | ম ১৭।৭ |
| দেশ ধজ হটল | অ ৪।৪৫ | ধনে, জনে, পাণ্ডিত্যে | ম ২৩.৪২৩ | নগর ভ্রমে কাকি | ম ২৩।১০৮ |
| দেশ এড়িবার মোর | ম ২০।১১১ | ধন ধন এই যে | ম ১০।২২৪ | নগরীয়া গুণা | ম ২৩।২২ |
| দেশ-গেচ ব্যতিরিক্ত | অ ৮।১২২ | ধন নদীয়ায় এত | ম ১৩।১১৪ | নগরীয়া প্রতি | ম ৪।৫৫ |
| দেশ প্রভু গোরচন্দ্র | ম ১০।৩০৬ | ধন পিতা মাতা যা’র | অ ৪।৮৫ | নগরে আটলা পুনঃ | ম ২৩।৪২৪ |
| দেশ-মন-নিবিশেষে | ম ১০।২৭২ | ধন ভক্ত সুবারি | ম ২০।১০৩ | নগরে উঠিল মছা | ম ২৩।২১৮ |
| দেহেন্দ্রিয়, কৃষ্ণ | অ ৭।২১ | ধনগীর্ষোজ | ম ১০।৩০৬ | নগরে নগরে যে | ম ২৩।১১৩ |
| দেহের যে হেন | অ ৭।২৩ | ধনগী-ধরেন্দ্র চাহে | ম ২৩।৭৭৬ | নগরে নাচিব | ম ২৩।১৫৮ |
| দৈবে আসি’ কালপাশ | অ ২।৩১২ | ধরিতে সমর্থ কেচ | ম ৮।১৫৩ | নগরে হটল কিসা | ম ১৭।১২ |
| দৈবে কোন ভাগ্যবান্ | অ ১।৬৬১ | ধরিতার নিমিত্ত সব | অ ৪।৫৩ | নদীয়ায় একান্তে | ম ২৩।৩৮৮ |
| দৈবে ব্যাধিযোগে | ম ২৫।২৫ | ধরিতা অপূর্ণ পাদপদ্ম | অ ৩।১১৪ | নদীয়ায় মাঝে আসি’ | ম ২৩।৬৮ |
| দৈবে ব্রহ্মা কামশরে | অ ৬।৮০ | ধরিতা বুলিব | ম ২৩।১৪৫ | নদীয়ায় লোক | অ ২।২১০ |
| দোহ ত’ না কহে শাস্ত্রে | অ ১।৬২৭৩ | ধরিলেন সর্পে প্রভু | অ ৪।৬৭ | নদীয়ার সম্পত্তি | ম ২৩।২৫২ |
| দোহ বিনা গুণ কারো | অ ২।৬২ | ধরেন চন্দন-মালা | অ ৬।১২ | নদীয়ার সম্পত্তি বা | অ ৬।৪২ |
| দারকার মাঝে খুব কাড়ি’ | ম ১৬।১২৪ | দর্শ-দর্শ-কাম-মোক | অ ৪।৫২ | দর্শ-পোজী রসে | অ ৭।৬৫ |
| দার-দারী কীর্তনের | ম ৮।২৪১ | দর্শ-দর্শ-অম | অ ৮।১৭৪ | দর্শন বলয়ে প্রভু | ম ১৭।৬০ |

| | | | | | |
|---------------------|---------|------------------------|---------|---------------------|---------|
| নব অবতারের | অ ২১৬৬ | নাচিয়া চলিলা প্রভু | ম ২০৪৩৬ | না বুঝেন সাক্ষ্যভৌম | অ ৩৭৫ |
| নবদীপ ছাড়া | ম ২০১১৭ | নাচিয়া যায়েন | ম ২০২২৮ | না ভজিলু তোমার | অ ২২৪৬ |
| নবদীপ প্রতিও | অ ২১৯৩ | নাচিল জননী-ভাবে | ম ১৮২২৫ | না ভজিলু তোব | ম ১২১৩ |
| নবদীপ-সম্পত্তিকে | অ ২১৫৭ | নাচিলে, গাইলে | অ ১১৫৭ | না ভজিলে কৃষ্ণ | অ ১২৩৫ |
| নবদীপ কেনগ্রাম | অ ২১৫৫ | নাচে বিশ্বস্তব | ম ২০২৭১ | না ভজৈ চৈতন্ত | ম ১৫৬৯ |
| নবদীপে অবতার | অ ১৭৭ | নাচে সব নগবিধা | ম ২০৪৩৫ | না ভায় সংসার-মুখ | অ ৭৭৮ |
| নবদীপে আছে | অ ১৯২ | না জানিয়া তুমি যত | অ ৩৪৫১ | নাভিপদ হইতে রক্ষা | অ ৪১৬৫ |
| নবদীপে 'তামি' | অ ২১৫৩ | না জানিয়া নিন্দে | ম ৪১৬৯ | নাম-গুণ বলেন | অ ১০৩৫ |
| নবদীপে ঘরে ঘবে | ম ১৬১১২ | না জানিলু চৈতন্ত | অ ৫১৮২ | নামত্ব হই | অ ৫০৫৭ |
| নবদীপে নিত্যানন্দ | অ ৫১০৭ | না জানিল কেহ | ম ২০২২৬ | নাম-বলে যাবে | অ ৮১৩৪ |
| নবদীপে গড়িয়ে সে | অ ২১৬০ | নাড়া কমিলেই | ম ২২৩৫ | নাম-মাত্র অরণেও | অ ৫৭১৯ |
| নবদীপে বৈদ্য এক | অ ৫১৫২৮ | নাড়াব জানেতে | ম ২২৩৫ | নাম-কপে তুমি | অ ৭১৩৮ |
| নবদীপে যারা যত | অ ১৪১০ | না দেখি' প্রভুর | ম ২৮৮৬ | নামানন্দে দেহ-ভ্রম | অ ১৬১০২ |
| নবদীপে যে ক্রীড়া | ম ২৫৪৪ | 'না দেখিব গোব-মুখ' | অ ৭২৮ | না মানয়ে রঘুনাথ | ম ১০১৫৮ |
| নবদীপে ঐবৈষ্ণবী | অ ২১০ | না দেখি' সে | ম ২৮৭৭ | না মানে চৈতন্ত-পথ | অ ২২৪৩ |
| নবদীপে হটন | অ ২১৫৪ | নানা জনে নানা কথা | ম ১৩২২ | না মানে নিন্দক-সব | ম ২০১৫১ |
| নবদীপে হটতেও | অ ৪৩৫ | নানা দেশ হৈতে লোক | অ ২১৬০ | না মানে ঠেক-বাক্য | ম ১৬২৬ |
| নবদীপে ভক্তি বই | অ ৭৪০ | নানাবিধ দ্রব্য | ম ৮২৪২ | নামান্তরে নাহি রয় | ম ২০২৬৯ |
| নবদীপে ভক্তি বই | অ ৭৪০ | নানামত লীলা করি' | অ ২১৭০ | নামিয়া করেন | অ ১৪৮ |
| নবদীপে প্রাসাদ | ম ২০১৯৭ | নানা মতে করিনে | অ ৫১৭১ | নামে সে ব্রাহ্মণ | অ ৫৫২৯ |
| 'নবদীপ' সে তাম্রাব | অ ১৩৪৫ | নানামতে নিত্যানন্দ | অ ৫৫২৬ | না বাইয় না বাইয় | ম ২৭২২ |
| নয়ন ভরিয়া দেখ | ম ২০৪৬৭ | নানারূপে পুত্রাদির | অ ৮১১৯ | নারায়ণী পূণ্যাবতী | ম ১০২২১ |
| নয়ন ভরিয়া দেখিলাও | ম ২০৬৭ | নানাকপে ভক্ত | ম ১৭২৯ | নারীগণ দেখি' বোল | অ ১২৫৭ |
| নয়ন ভরিয়া দেখে | ম ২৫৮ | নানাস্থানে অবতীর্ণ | অ ২১১০ | নারীগণ ললাহলি | ম ২৩৩১০ |
| নয়ন-বস্ত্র পরে | অ ১০৮৮ | না পাইল মুখ | ম ১০২১৭ | নারী-গণে 'হবি' বলি' | ম ২২৪৩২ |
| নয়ন-রূপে মশাওয়া | ম ২১২৪৭ | না পারি' বাথিতে চিত্ত | ম ৮১১ | না লজ্জন জনক-বাক্য | অ ৭১৫০ |
| 'নয়নসিংহ নয়নসিংহ' | অ ৪১২ | না পারে বলিতে কৃষ্ণ | অ ১৬২৮৭ | না শুনে ব্যাখ্যা | ম ২১১২ |
| নয়ন-জলেবো হইল | অ ৮১৪০ | না পারো' মতিতে মুক্তি | ম ১৯১৭৪ | না শুনে কৃষ্ণের নাম | অ ২৮৮ |
| নহিল বৈষ্ণব-নিদা | ম ১৩৪০ | না বলে গুণিত | ম ১১৬২ | না হয় এ অয়ে গল | ম ১৯২৮ |
| নহিলে কেমনে ডাকে | ম ৮২৩৫ | না বাথানে ভক্তি | অ ৩৫২৮ | নাহিক প্রভুর আর | অ ৮১২৬ |
| না করে বৈষ্ণব | ম ২২৮৩ | না বাথানে মুগ্ধ | অ ২১৬৯ | নাহি দেখে শুনে | ম ২২২৫ |
| নাগরীয়া যত ভক্ত | ম ২৮৮৭ | না বুঝি কৃষ্ণের লীলা | ম ২০১০৭ | নাহি মানে ভক্তি | ম ১০১২০ |
| নাচি আমি তোমরা | অ ২১৬২ | না বুঝি তোমার লীলা | ম ২১৩৭ | নিঃসংশয় বলিলাও | অ ৩২৬ |
| নাচিতে নাচিতে প্রভু | ম ২০৩৪৮ | না বুঝি' নিন্দিয়া | অ ২১০১ | নিঃসংশয়ে তজ গিয়া | অ ৩৭২ |
| নাচিব কাদিব | অ ১১৫৫ | না বুঝি' বৈষ্ণব-নিন্দে | ম ২২১২০ | নিকট হইয়া প্রভু | অ ২৩৮৬ |
| নাচিবে কাদিবে একি | অ ৮১৬৫ | না বুঝিয়া নিন্দে | অ ৩১১৯ | নিখিল ব্রহ্মাণ্ডে | ম ১৮২১১ |

| | | | | | |
|----------------------------|------------------|--------------------------|------------------|--------------------------|---------|
| নিজাঙ্কুরে বহু | ম ২১৪৪ | নিত্যানন্দ বই মোর | অ ৫৬২৩ | নিমাই পণ্ডিত নষ্ট | ম ১৩২৫ |
| নিজ-ইষ্টদেব দেখি' | অ ৬৫৩ | নিত্যানন্দ বলচে,—যদিরা | ম ১৯৯২ | নিমাই যে বলিগেন | অ ৪৪০ |
| নিজ-কর্ণে যে আছে | ম ১৯৯০ | নিত্যানন্দ বলে | ম ২৩১৪৪ | নিমাই পণ্ডিত যে | ম ২৩১১২ |
| নিজ-দাস কবি' | অ ৫১৮৪ | নিত্যানন্দ বিখরুপ | ম ২২১৪১ | নিমিষে হইল | ম ২৩১৪৭ |
| নিজ-দোষে ছাখ পাথ | অ ২৪০০ | নিত্যানন্দ-ভক্ত | ম ২২১১০৮ | নিয়ন্তা, পালক, অষ্টা | অ ৭৯৬ |
| নিজ-দোষে সে-ই | অ ৬৩৪ | নিত্যানন্দ ভজিলে | ম ১০১০৪ | নিয়ামক বাপ নাহি | ম ৮২৩৯ |
| নিজ-পুত্র হইতেও | অ ৪১০৬, ৭৪৮ | নিত্যানন্দ-জুতোর | ম ২২১১০৮ | নিবস্তুর অসংগে | অ ৭৯৮ |
| নিজ-প্রতিকৃতি-দেহ | অ ১৪১০৪ | নিত্যানন্দ-সঙ্গে যেন | অ ৬২৪১ | নিবস্তুর আনন্দ | ম ২১১৭ |
| নিজ-প্রাণনাথ দেখি' | অ ৫৭ | নিত্যানন্দ স্বরূপে | ম ২২১১০৪, | নিবস্তুর এ পানীতে ডাকাইত | অ ২১১০৬ |
| নিজ-ভক্তে বাড়াইতে | ম ২১৪৯ | | ২৩৫২৬, ২৮১৮৩ | নিবস্তুর কর গিলা | অ ৫২০১ |
| নিজ-মুর্তি-শিলাসব | ম ২২১৪ | নিত্যানন্দ-স্বরূপের | অ ৯২৩২, ম ২২৬২, | নিবস্তুর জাতি মোবে | ম ১০১৯১ |
| নিজানন্দে মহাপ্রভু | অ ৪৮৪ | | অ ৫১৩১, ৬৩৭, ৭১৮ | নিবস্তুর থাকি আমি | ম ১০১৫ |
| নিত্যধর্মময় তুমি | ম ২১৩৮ | নিত্যানন্দ-হেন | ম ২২১৪৪ | নিবস্তুর দায়িতাবে | ম ১৬৩৯ |
| নিত্যধর্ম সনাতন | অ ৭১৫০ | নিত্যানন্দে কেহ | অ ৯১২ | নিবস্তুর বিষ্ণু-বৈষ্ণবের | অ ৩৪৫৭ |
| নিত্য পূজ পড়ে শুনে | অ ৩৫৩৩ | নিত্যানন্দে যাতার | ম ২০৫১ | নিবস্তুর গুণায়ন | অ ৪১৯ |
| নিত্যশুদ্ধ জ্ঞানবস্ত | অ ৯২২৭ | নিজাভেও যে-স্থানে | অ ২৩৭৩ | নিবস্তুর অতিথি | অ ১৪১৩ |
| নিত্যানন্দ-অষ্টেতে যে | ম ১৯২১৯ | নিজা নাহি যাই, ভাই | অ ১১৫৬ | নিবস্তুর আপনাকে | অ ৫৩৮১ |
| নিত্যানন্দ আছে | ম ২৭২৫ | নিজাভগবতী আসি' | অ ৫৫৫৬ | নিবস্তুর কৃষ্ণ গাও | অ ৫২২৮ |
| নিত্যানন্দ-কৃপায় | ম ১০১০৯ | নিজা ভক্ত হইল | অ ৮৫১ | নিবস্তুর কৃষ্ণচন্দ্র | ম ২৮১০৯ |
| নিত্যানন্দ-গৌবর্চন | ম ১৩৩৫৯ | নিজাভক্ত হইলে | অ ১৬২৫৯ | নিবস্তুর গঙ্গা দেখি' | ম ৫১৯৩ |
| নিত্যানন্দ-চরণ ভজয়ে | অ ৫৫৯২ | নিমক বেদান্তী না | ম ১৯১১৪ | নিবস্তুর গুণভাবে | অ ৭২০১ |
| নিত্যানন্দ-চৈতন্য | অ ৫৭০৬ | নিমক বেদান্তী যদি | ম ১৯৯৫ | নিবস্তুর থাকে | অ ৫৩৭৩ |
| নিত্যানন্দ-জগৎ মাধী শুক্লা | অ ৩৪৫ | নিমক-সন্ন্যাসী বাটোয়ারে | ম ২০১৩৯ | নিবস্তুর থাকে কৃষ্ণ | অ ৭৭৬৮ |
| নিত্যানন্দ জানাইলে | ম ২৩৫২৪ | নিমকের পূজা শিব | ম ১৯১১১ | নিবস্তুর থাকে প্রভু | ম ২২৯১ |
| নিত্যানন্দ-তত্ত্ব কহে | ম ১৯২৪৪ | নিমকা করি' বলে | অ ১৭৮ | নিবস্তুর থাকে দিগু | অ ৭৭৯ |
| নিত্যানন্দ-ধারে | অ ৫৫২৫ | নিমকা করে, দণ্ড করে | ম ২২১৩২ | নিবস্তুর থাকে সপ | অ ৭১৬ |
| নিত্যানন্দ-জোহে | অ ৫৬১৭ | নিমকা নাহি | ম ২২১৩৭ | নিবস্তুর দায়িতাবে | অ ৯১৮২ |
| নিত্যানন্দ-নিমকের | অ ৭১২৪ | নিমকা-বিষ যত সব | অ ৩৪৫৫ | নিবস্তুর নাচিতে শ্রীমুখে | অ ৫১৬০ |
| নিত্যানন্দ-নিমকা | ম ৬১৭৩, অ ১৩৪৪ | নিমকা-কৃষ্ণ কষ্ট | ম ২০১৪৭ | নিবস্তুর নিমকেমে | ম ২৮১৩৩ |
| নিত্যানন্দ-নিমকা কবে | ম ৯২৪২, ২০১৫০ | নিমকার না বাড়ি | ম ১৩১৩২ | নিবস্তুর নিত্যানন্দ | অ ৩৫৩৬ |
| নিত্যানন্দ-প্রতি তাহা | ম ১৯৮৬ | নিমকার নাহিক কার্য | ম ৯২৪৫ | নিবস্তুর নৃত্য, গীত | অ ২৮৮ |
| নিত্যানন্দ প্রভুর | অ ৫৪৫৮, ৫৬৩, ৬৯৪ | নিমকার নাহিক লতা | ম ১০১৩৪ | নিবস্তুর প্রভুর ভোজন | অ ২১০৮ |
| নিত্যানন্দ-প্রভু-মুখে | ম ২০১৫৬ | নিমকার কি দায় | অ ৬৩৫ | নিবস্তুর বর্ষে প্রেম | অ ৩৪০০ |
| নিত্যানন্দ-প্রসাদে | ম ১০১০৯, | নিমকে অবস্থতিদে | ম ২১২৮ | নিবস্তুর বিজ্ঞান | অ ২৭৫ |
| | ২০১৩৫, ১৩৬ | নিমকে আছে প্রভু | ম ২৩৩৯ | নিবস্তুর বিধরণ | ম ২২১০৫ |
| | অ ৫২২০, ৩৮৯, ৭৫৫ | নিমকে বসিয়া | ম ২৭৩৮ | নিবস্তুর বিধরণ | অ ৫৫০৯ |

| | | | | | |
|------------------------------|----------|-----------------------------|------------------|------------------------|-----------------|
| নিরবধি বৈষ্ণব | আ ১৭৮ | নৃত্য করে চতুর্দশ | ম ২৩২৮ | পতিত তাবিত্তে | অ ১১৩১ |
| নিরবধি ভক্তগণ | অ ৪১১ | নৃত্য করে মহাপ্রভু | ম ২৩৪৩৯, অ ৩৪৪৩১ | পতিতপাবন তুমি | ম ২৮১০৮, অ ৪৪৮৩ |
| নিরবধি ভক্তহীন | ম ২১২১ | ‘নৃসিংহ’ ‘নৃসিংহ’ | আ ৪১৫ | পতিতের ত্রাণ লাগি’ | অ ৬১১৭ |
| নিরবধি ভাবাবেশে | ম ১২৫ | নৈবেদ্য খাইয়া বিষ্ণুপুজয়ে | আ ৬৬৭ | পত্নীপদ দিয়া মোবে | ম ১৮৮৩ |
| নিরবধি শ্রবণে | ম ১১৩২ | নৈবেদ্য খাইলা আনি | অ ৮২৯ | পথিক পাইলে ‘জ্ঞাত’ | অ ২১৯৭ |
| নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য | অ ৫১৩২ | নৈবেদ্যাদি বিধিরও | ম ২৩৪৬১ | পথের সমীপে ঘর | ম ১৯৪৩ |
| নিরবধি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র | অ ৫১৩২ | নৌকা ডুবিলেত মাত্র | অ ৩৩৮৫ | পদতালে খণ্ডে | আ ২১৮২ |
| নিরবধি সবার | ৩১ ৪১২ | জাপিকপে ভক্তিযোগ | অ ১০১৫ | পদভরে পুণ্ডরী | অ ৫১২৬০ |
| নিরবধি সবৈঠ | ম ২৩৮৩ | জ্ঞানী হৈয়া মত্ত পিয়ে | ম ১৯৯৬ | পদাঘাত করিলেন | অ ৯৩৪৭ |
| নিরবধি স্তম্ভন | অ ২১৫০ | প | | পদপথে যেন কতু | অ ৬২৮ |
| নিরবধি সেই মূপে | অ ১৪৫২ | পক্ষিগণ থাকে, দেখে, | আ ১২১৮৯ | পবন-কারণে যেন | ম ২০২৫ |
| নিরবধি সেই নৌহদও | অ ৫১৩৫১ | পক্ষি-মাত্র যদি | ম ১০১৩১৯ | পবিত্র হইল, বিধা | অ ৫৪৫৩ |
| নিরবধি সেবে ক্লেশে | আ ২৮১ | পক্ষি-মাত্র যদি নয় | ম ২০১৩৬ | পবঃপান করিলে | ম ২৩৪১ |
| নিরবধি হরিশ্রবণ | অ ৫১৩৮ | পক্ষী যেন আকাশের | আ ১৭১৪৮ | পরঃপানে কতু | ম ২৩৪২ |
| নিরবধি ‘হরি’ বদি’ | অ ৫১৩৬১ | ম ২৮১১৯৭, অ ৪৪৫১৮ | | পরঃক্রম জগন্নাথ | অ ৪১৩১৯, ১০১১৫ |
| নিরবধি ‘হরেকৃষ্ণ’ | অ ৩২০৬ | পক্ষ-জন-স্থানে | ম ২৮১৪ | পরঃক্রম জগন্নাথ-বিগ্রহ | অ ১০১১৬ |
| নিষ্ঠুর অধম | ম ১০৫৯ | পক্ষম স্বক্বেব এত | আ ১১২১ | পরঃক্রম নিত্যশুদ্ধ | অ ৪১০০ |
| নিষ্ঠাত মারয়ে ডর | অ ১৬ ২১৭ | পড়িয়া ‘বাশিষ্ঠ’ | ম ২২৮৮ | পরঃক্রমের গতি | ম ১৩৪৩ |
| নিষ্ঠাক আছিল | ম ২৫১০ | পড়ায় বেদান্ত না বাগানে | ম ১৯১০৩ | পরনিম্নে পাণী-জীব | ম ১৯৭১ |
| নিষ্ঠাক ঘুচিল | ম ২৫৬১ | পড়ায় বেদান্ত, মোর | ম ২০১৩৪ | পরম অমৃত এবে | অ ৩৪৫২ |
| নিষ্ঠয়ে ঈশবন্দেহে | অ ১১১৯ | পড়িয়াও আমার হবে | অ ৭১৩৩ | পরম-আদরে পান | ম ২৩৪৫৭ |
| নিষ্ঠয়ে চলিলা নিশাভাগে | অ ৫১৩৯৭ | পড়িয়াও সঙ্গীত | ম ১১৫৪ | পরম কঠোর তপ | ম ১৫১২ |
| নিষ্ঠয়ে চৈতন্যদাস | অ ৫১৪৮ | পড়িয়া নাহিক কার্য | অ ৭১৪৫ | পরম গভীর ভক্ত | ম ২৫১৮ |
| নিষ্ঠবন করে | ম ২৩৩৮৯ | পড়িয়া শুনিয়া লোক | ম ১১৫৯ | পরম নিগূঢ় এ সকল | অ ৩১৫৫ |
| নিষ্ঠাক হইয়া চিত্ত | ম ১৮৭৮ | পড়িয়া কুপেব মাঝে | অ ১০৫৮ | পরম নিগূঢ় তিহে | অ ৩১৫১ |
| নিশাভাগে গেলা সেই | অ ৫১৩৯১ | পড়িলা শুনিলা শু | ম ১৪০৫ | পরম নিম্নক | ম ২৮১২ |
| নিশায় এগুলি | ম ৮১১৯ | পড়িলা ত’ এবে | আ ১২১২২ | পরম পবিত্র তিথি | আ ৩৪৪ |
| নিশায় চলিবে আঁম | ম ২৮৯ | পড়িয়া মাঝে যায় | ম ২৬১৪ | পরম-বৈষ্ণবী আই | ম ২২৪৬ |
| নিশায় জানিহ | ম ৯২৪০ | পড়িয়া-সকলে বৃণ | ম ১৩২৫ | পরম-ব্রহ্মণ্য-ভেজ | আ ৫২০ |
| নিশায় জানিহ প্রেমভক্তি | ম ১৩১৩৭ | পড়ে কেনে লোক | আ ১২১৪৯, ২৫১ | পরম-মঙ্গল হরিনাম | অ ৫৪০৫ |
| নিশায় জানিহ সেই | অ ১৭২ | পতিত-সকল দেখে | আ ১১১১ | পরম স্মৃতি এক | আ ৫১৭ |
| নিশিষ্টে থাকুক | ম ২২১১৮ | পতিতে দেখয়ে | আ ১২১৮ | পরম স্বপ্নরত | ম ১৩১১১ |
| নিষ্ঠাম হইয়া করে | অ ৩৪১ | পতিতের গণ সবে | ম ২৩৭০ | পরমহংসের পথে | ম ২৪৮৬ |
| নীলাচলে করে প্রভু | অ ৩১৫৬ | পতিতের পুত্রের হৈল | ম ২৫৪১ | পরমাত্মা সর্বদেহে | আ ৭৫৩ |
| নৃত্য করে আপনার | অ ৩২২৫ | পতিত জনেরো তুমি | অ ৫৬২৯ | পরমার্থে ঈশ্বরের | ম ২৬৯ |
| নৃত্য করে গলাধর | ম ১৮১১১ | পতিত-তারণ-হেত | অ ৫৬৮৪ | পরমার্থে এই ভাগ | ম ৩১০৪ |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|-------------------------|---------|-----------------------|--------------|
| পরমার্থে এক তান | অ ৪৩৮৯ | পাছে মোব শক্তি কোন | ম ১৮১৪৭ | পাষণ্ডীর হইল | ম ২৩৪২১ |
| পরমার্থে কৃষ্ণভ্র | অ ৬২৯ | পাণ্ডিত্যে পোষয়ে | অ ৭১৩০ | পাষণ্ডীরে আর | ম ৩৪৬ |
| পরমার্থে গুরু সে | অ ৪১৪৮ | পাতকী-উদ্ধার | ম ১৪২০ | পাষণ্ডীবে কাটিয়া | অ ২১২১ |
| পরমার্থে দুই চোব | অ ৪১৩২ | পাতকী তাবিত্তে প্রু | ম ১৩৫৪ | পাষণ্ডেব ইথে প্রু | ম ২৩৩৭ |
| পরমার্থে নহে | অ ৪৩৮৮ | পাদপদ্ম দিলা | অ ৫১৬৯৫ | পাষণ্ড ভাঙ্গয়ে তপু | অ ৪৩৬ |
| পরমার্থে নিত্যানন্দ | অ ৬১৩০ | পাদপদ্ম দিলা তাঁ'র | অ ৪৩৮১ | পাসবিলা ? কমলা ধরিল | ম ১৬১২৪ |
| পরমার্থে পান-ইচ্ছা | ম ২৩৪৫৮ | পাদপদ্ম দিলা তাঁ'র | ম ২৩৫৩ | পিড়া হইতে অষ্টভেতেবে | ম ১২১৩৪ |
| পরমার্থে বৈষ্ণবেব | ম ২৩৪৫৯ | পাদপদ্ম বক্ষে করি' | অ ৪১২৪ | পিতা আমি' পুন্দেরে | অ ৮১৫১ |
| পরমার্থে সম্যাসে | অ ৫১৬৩ | পাদপদ্মে বজ্র-নুপু | অ ৫১৩৪৩ | পিতামাতা কাহাবে না | অ ৭৮ |
| পরমার্থে সবা | অ ৭৮৬ | পাদম্পর্শ-ভয়ে | অ ১০১৭২ | পিতা যেন পুন্দেরে | অ ৯২৮৫ |
| পবহিংসা ডাকা চুবি | অ ৫১৬৬ | পাদদাক দিয়া আজি | অ ৯৩৫৫ | পিতারে মে ভক্তি করে | অ ৩৩৭ |
| পেরানন্দে শিখল | ম ২৮৫ | পাপ জীউ আছে | ম ২৭২২ | পিতৃদ্রোহী পাতকীর | ম ১২০২ |
| পরিধান-বস্ত্র নাহি | ম ২৩২৮ | পাপিষ্ঠ আমবা | ম ২৮২৩ | পীঠা পান্না ছোলাবড়া | অ ২৪২৫ |
| পরিপূর্ণ কবিতা | ম ২১৭৩ | পাপিষ্ঠ নিন্দক | ম ২৩৬২ | পুঁথি চিনিবারে প্রু | ম ২১২২ |
| পরিপূর্ণ করিলেন | অ ৮২১ | পাপিষ্ঠ পড়িয়া সব | ম ২১৬৪ | পুঁথি-বাক্য' আজি | ম ১১৭৫ |
| পরিপূর্ণ প্রেমরসময় | অ ৫১৬৩ | পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডী-নাগি' | ম ২৩৬৪ | 'পুণ্ডরিক বাপ' বলি' | অ ১০১৮০ |
| পরিপূর্ণ অংকা | অ ৫১৩৭ | পাপিষ্ঠ-পাষণ্ডী-সব | ম ২৩৬৩ | পুণ্ডরিকতা পায় | ম ৫১০০, ২০৩৮ |
| পরিপূর্ণ শাস্ত্র-সঙ্গ | ম ১০২১১ | পাপিষ্ঠ যবনে | ম ১০৩৭ | পুস্তকি কবয়ে কেহো | অ ২৬৫ |
| পরাক্ষা-নিমিত্তে ভুগু | অ ২৩৪০ | পাপিষ্ঠ-সব দুঃখ পায় | ম ৬২৫ | পুল কাটো' আপনার | ম ৩৪৫ |
| পরে কহিলে সে | ম ২০১১১ | পাপী অধ্যাপকে | ম ২০৪১ | পুল কোণে করি' | অ ৪১৮৪ |
| পশু-পক্ষী-কীট-আদি | অ ১৬২৮০ | পাপী কেমনে যায় | অ ৫১৪৪০ | পুল যদি হয় | ম ৩৪৪ |
| পশু, পক্ষী, কীট যায় | অ ১৬২৭৮ | পাপী-সব দুঃখ | ম ২৩৪৭৮ | পুল যে প্রচ্যন্ন | অ ১০১৪৬ |
| পশু-পক্ষী হইতে | অ ১৪২২ | পায়ে কাটা কুটিলে | অ ৪৩৮০ | পুল হউ অষ্টভেতেবে | অ ৪১৮৩ |
| পশ্চিমার ঘরে ঘরে | ম ১৩৫৫০ | পাষণ্ডী প্রভৃতি নবাকৃদ | অ ১২০০ | পুলেব অঙ্গের ধূলা | অ ৪১৮৫ |
| পহ' ভেল পরকাশ | অ ২২০২ | পালন-নিমিত্ত হেন | ম ১৫৪৪ | পুলেব সহিত | অ ৪১৮১ |
| পাইতে বিরল বড় | ম ২১২৬ | পালয়িতা তুমি সে | অ ১১৭৩ | পুল-শোক-দুঃখ | ম ২৫৬৮ |
| পাইলু স্তম্ভর মোর | অ ১৭১১৭ | পালয়িতা তুমি সে | অ ৪২৪৬ | পুল-শোক না জানিল | ম ২৫৫২ |
| পাইয়া উচিত নাম | ম ২৮১৭৪ | পালয়িতা অস্ত্র কি কবিব | অ ২৩৩২ | পুল্লদির মহোৎসবে | ম ২২৮৪ |
| পাইয়াও কৃষ্ণদাস | অ ১৩১২৩ | পাষণ্ডীগণের সে | ম ২৩২২৩ | পুল্লদির মতিমা দেখি' | অ ৪১৩৫ |
| পাইয়াও বিষ্ণুভক্তি | ম ৪১৬৯, অ ৬১১৯ | পাষণ্ডী দেখায় যেন | অ ১১১০ | পুল্লদির সেই ব্যাখ্যা | ম ১৮২৫ |
| পাইয়া শিবের বল | অ ২১৩২৫ | পাষণ্ডী নিন্দক ইহা | ম ২৪১১০ | পুল্লদির সেই ব্যাখ্যা | অ ৪৩৭৭ |
| পাইলেই ধন-প্রাণ | অ ২১৩৩৬ | পাষণ্ডী পাষণ্ডী মেল | অ ১৬২৫৫ | পুল্লদির সেই ব্যাখ্যা | ম ২২৩৩ |
| পাক দিয়া নৃত্য | ম ২৮১১৬ | পাষণ্ডী বিষাদ | ম ২৩৪২১ | পুল্লদির সেই ব্যাখ্যা | ম ১২৩৫ |
| পাছে ঠাকুরের নৃত্য | ম ২৫১৩৩ | পাষণ্ডীর চিত্তবৃত্তি | ম ২৩২১৭ | পুল্লদির সেই ব্যাখ্যা | অ ৮৩৪ |
| পাছ ধার মহাপ্রভু | ম ২৬২৫ | পাষণ্ডীর বাক্যজালা | অ ৭২৮ | পুল্লদির সেই ব্যাখ্যা | অ ৫৩২৭ |
| পাছ বন্দে বিশ্বকর্ম | ম ২০২৩ | পাষণ্ডীর বাক্য | ম ২১২৫ | পুল্লদির সেই ব্যাখ্যা | অ ৪২৩৯ |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|------------------|---------------------------|-------------|
| পুন্ময় পথে | ম ২৩৪৩০ | প্রতিদিন নগরিয় | ম ২৩১০০ | প্রভু বলে,—ও বেটা | ম ১০১৮৮ |
| পূজাও তাহার কক্ষ | অ ৪৩৬২ | প্রতিদিন নিশাভাগে | ম ২৩৬ | প্রভু বলে,—কাহারো যে | অ ২৪০ |
| পূজাও নিফলে যার | ম ৫১৪১ | প্রতিদিন লক্ষ নাম | অ ৯১২১, ১২৫ | প্রভু বলে,—কি জানল | ম ১৯৯২ |
| পূজা ধাই' সেই দাস | ম ১৯২০৩ | প্রথম কলিতে হৈল | অ ২৬৩, ১৪৩ | প্রভু বলে, কুমারহট্টের | অ ১৭৯৯ |
| পূজা ছাড়ি' বিশ্বরূপে | অ ৭১০১ | প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল | অ ৭১২০ | প্রভু বলে,—কৃষ্ণভক্তি | অ ৫১২০০ |
| পূতনারে যেই প্রভু | ম ১১৬০ | প্রদক্ষিণ দণ্ডবত | অ ৫৪৭১ | প্রভু বলে, গয়া যাত্রা | অ ১৭৫০ |
| পূর্ণ করি' তাহা | ম ২৮১৬৫ | প্রদক্ষিণ ফল পায় | অ ২৩৭৪ | প্রভু বলে,—গোসাঁঞি | ম ১৯৪৯ |
| পূর্ণ-ঘট, ধাত | ম ২৩২৫১ | প্রবেশ করিল | ম ১৮১২০, ২০.৪২৮ | প্রভু বলে,—জগন্নাথ | অ ২৪৮০ |
| পূর্ণ ঘট-শোভে | ম ২৩১৮৯ | প্রবেশিতাম আজি তবে | অ ৯১৫২ | প্রভু বলে,—জান | অ ৯১২১ |
| পূর্ণ অমুগ্ধ আছে | ম ১৮১৩৪ | প্রবেশিতে নারে | ম ২৩১৯ | প্রভু বলে, তপ: | ম ২৩৫৪ |
| পূর্ণ অপরাধ আছে | অ ৭৫৮ | প্রবেশিতে নারে কোন | ম ১৬৩ | প্রভু বলে, তুমি যে সেবিলা | অ ৩৪৯৩ |
| পূর্ণে জ্বরের | অ ৯১০ | প্রভাতে উঠিয়া | ম ২৮১৩২ | প্রভু বলে,—তোমার | অ ৭৫৯ |
| পূর্ণে বসুন্ময় যেন | অ ৮১১৪ | প্রভাব না দেখে | ম ১৩৫৫ | প্রভু বলে,—তোর | ম ১৬১২৭ |
| পূর্ণে যেন আছিল | ম ১৬১১৭ | প্রভু অবতরে ইহা | অ ৮১৭০ | প্রভু বলে,—তোবে | অ ১০১৪০ |
| পূর্ণে যেন চক্রেতে | অ ২৩৩৫ | প্রভু আজ্ঞা দিলে | অ ৯২৬৫ | প্রভু বলে,—দহা | ম ২৬৯১ |
| পূর্ণে যেন জলক্রীড়া | অ ৮১৩৯ | প্রভুও সে আগন | অ ৭৪৪ | প্রভু বলে,—দেখ প্রাণীদের | অ ২৪১০ |
| পূর্ণে যেন পৃথিবী | অ ৪৪৮ | প্রভুও হইল | অ ৮১১৮ | প্রভু বলে,—পয়ঃপানে | ম ২৩৫৭ |
| পূর্ণে যেন বধ | ম ২৩৩৮৯ | প্রভুও হইল তুই | ম ২৮১৭৯ | প্রভু বলে,—বিস্তার লাফুরা | অ ২৪৯৫ |
| পূর্ণে যেন শুনিয়াছি | অ ৭৩২ | প্রভু-কহে—জগতে | অ ২১৬৬ | প্রভু বলে,—মাতা | ম ২৭৩৯ |
| পৃথিবীতে যাবৎ | ম ২০১১১ | প্রভু কহে—তুমি | ম ২৭৬ | প্রভু বলে, মাধবের | অ ৪৫০৮ |
| পৃথিবী পর্যন্ত যত | অ ৪১২২৬ | প্রভু কহে, সন্ধিকার্য | অ ১০৪৩ | প্রভু বলে,—মুরারি | ম ২০১০, ১২১ |
| পৃথিবী-স্বরূপা হৈলা | ম ২৮৬১ | প্রভু কহে, যশে | ম ২৮১৫৫ | প্রভু বলে,—মোর দাস | ম ২০১৮ |
| পোক্তরে পাষণ্ড | ম ২৪৫২ | প্রভু দেখি' ভক্ত মোহ | অ ৭৪৩ | প্রভু বলে, মোরেও কি | ম ২১৩৫ |
| পোড়াইয়া সকল করিল | অ ২৩৩০ | প্রভু দেখে—দিবস | ম ১৭৬৫ | প্রভু বলে,—যার মুখে | অ ৯১৫৪ |
| পোড়াইল নিশি | ম ১৮১৯০ | প্রভু-নিশা আমি যে | অ ১৬১৬৬ | প্রভু বলে,—যে জন | অ ৯১৪ |
| প্রকাশিলা আশ্বিনাম | ম ২৮১৮১ | প্রভু বলে, | ম ২৩৭৪, ৭৭, ১২০, | প্রভু বলে,—যে জনের | অ ৯১২৮ |
| প্রকাশে আপন তব | ম ১৯১৪৪ | | অ ৪২৫৩, ৩৭৫ | প্রভু বলে—যে সে কেনে | অ ২১৪ |
| প্রকৃতি-স্বরূপা নৃত্য | ম ১৮১৮ | প্রভু বলে,—আজি | ম ২৫৪৪ | প্রভু বলে শুদ্ধ | ম ২৩৪৪৩ |
| প্রকাশিত মরীচি | অ ৬৭৯ | প্রভু বলে,—আমার | ম ২৮৪৮ | প্রভু বলে,—শুন | ম ১৬১৩৪ |
| প্রকারে ধরেতে হয় | অ ১২২৩৮ | প্রভু বলে,—আরে বেটা | ম ২০৩১ | প্রভু বলে,—ত্রিকের | ম ১৩২৫ |
| প্রতি-গ্রামে-গ্রামে | অ ৫৭০৮ | প্রভু বলে,—ইহা | ম ২২২৫ | প্রভু বলে,—শ্রীনিবাস | ম ২১৩৪ |
| প্রতি ধরে ধরে | ম ১৩৯, অ ৫৫০৯ | প্রভু বলে, জ্বরপূরীর | অ ১৭১০২ | প্রভু বলে,—সন্ধিকার্য | ম ১২৮৮ |
| প্রতিষ্ঠা করিয়া আছি | অ ৫১২২৪ | প্রভু বলে,—উঠ | ম ২৪৬১ | প্রভু বলে, সর্বকাল | ম ১১৪৮ |
| প্রতিদিন আমার ভোজন | অ ২৩৭০ | প্রভু বলে,—উপদেশ | ম ২২৩২ | প্রভু বলে,—'অধী' | ম ২৫১৫ |
| প্রতিদিন উচ্চারণ | অ ১৩২৬২ | প্রভু বলে,—এ আমার | অ ৭১৫৩ | প্রভু বলে,—সে অধম | ম ২২২০ |
| প্রতিদিন গঙ্গাশয় | ম ২৫১১৪ | প্রভু বলে—এ মহিমা | অ ১১০৬ | প্রভু বলে, যেন | ম ২৪৫১ |

| | | | | | |
|---------------------------|----------|--------------------------|------------------|----------------------------|----------|
| প্রভু বলে,—হৈল আঁজি | ম ১১১৬ | প্রদীপ হইয়া | ম ২২৫১ | প্রেমরসে প্রভুর | ম ২৫৮৬ |
| প্রভু-বিগ্রহেব হই | ম ১২২৫৫ | প্রদীপ পাঠারে বীরে | অ ৮৫০ | প্রেমরসে সবে মত্ত | ম ১৮২০৮ |
| প্রভু বলে, কক্ষ পাঠা | অ ৮১৭১ | প্রদীপ-চরিত্র আর | অ ১০১০৪ | ‘প্রেমরূপ ভাগবত’ | ম ২১১৫ |
| প্রভু বলে, তোমার বিস্তব | অ ১২১২১ | প্রদীপ যে-হেন দৈত্য | অ ১৬২৪১, ম ১০১১১ | প্রেমশূন্য শরীব খুঁইয়া | ম ১৭১৩৩ |
| প্রভু বলে, তোরা মোরে | অ ৭১৬৯ | প্রাকৃত বাণক কত | অ ৭২০০ | প্রেম-শোকে কচে | ম ২৭২২৯ |
| প্রভু বলে, দেখিলাও | অ ১২১৮৬ | প্রাকৃত লোকের প্রায় | অ ১৭১৭ | প্রেম-সুখে অধৈর্য | ম ২৫১৫৫ |
| প্রভু বলে, ভক্তবাক্য | অ ১১১০৫ | প্রাকৃত শব্দেও যে বা | ম ১০১৩৭৪, ২২১০৬ | প্রেমেতে রোদিত | ম ২৭২২৯ |
| প্রভু বলে, শ্রীধর তুমি | অ ১২১৮৩ | | অ ৪২৫৮, ৯১০২ | প্রেমে বিষ্ণু-পূজিতে | ম ২৫১৯০ |
| প্রভু-ভূতা সঙ্গ | ম ২৮১২৩ | প্রাণ, দন, দেহ, মন | ম ১৭১৮৬ | কলবস্ত্র বৃক্ষ আব | অ ১০১৪৫ |
| প্রভু-মুখে মন্ত্র | ম ২০১৮২ | প্রাণনাথ মোব কৃষ্ণচন্দ্র | অ ১২২৩ | ফেলিলেন দণ্ড ভাস্কি’ | অ ২২১৮ |
| প্রভু মোর শান্তি | ম ১২১১৭ | প্রাণ, বুদ্ধি, মন, দেহ | ম ১৬৭৯২ | ব | |
| প্রভু মোর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য | অ ৩১১৫ | প্রাণের গৌরাঙ্গ দেব | ম ২৭১৩২ | বক্রেশ্বর পণ্ডিতব | অ ৩৪৪৮ |
| প্রভু যা’বে যে দিবস | অ ২১৪২ | প্রীতি-বই অপ্রীতি | ম ১২২৫৫ | বক্রেশ্বর-প্রসাদে | অ ৩৪৮৪ |
| প্রভু যেই কান্দে | অ ৪১৬০ | প্রীতি শিব পূজি’ | অ ৪৪৮৩ | বন্ধে দিয়া শ্রীবৎস | ম ১২১১৫৯ |
| প্রভুর অগ্রজ | ম ২২১৮১ | প্রেম-আলিঙ্গন-স্থপে | ম ২৭১১৬ | বঙ্গদেশী বাক্য | অ ১০১১৬৭ |
| প্রভুব আঁকার ব্যাখ্যা | অ ৪১৩২১ | প্রেম-জলে সঞ্চল | ম ২৫৮৭ | বচনেও প্রভু যারে | ম ২১১৭৭ |
| প্রভুর জানন্দে পূর্ণ | ম ১২১৪ | প্রেম-মৃষ্টি-বৃষ্টি | অ ৫২৭৬ | বক্তিত হইয়া গবে | ম ২২১৩৩ |
| প্রভুব করুণা-গুণ | ম ২০১৫৫ | প্রেমধন আর্পিত | ম ১০১২৯ | বড় অধিকারী হয় | ম ২২১৩৩০ |
| প্রভুর কাকগ্য দেখি’ | ম ১৬১২২ | প্রেমধারে পূর্ণ | ম ২৮১৬৪ | বড় করি’ ডাকিলে | ম ২২১৩১ |
| প্রভুব চরণ কায় | ম ২০১৮৩ | প্রেমভক্তি বালা | অ ৯২৫৬ | বড় কীর্তি হৈলে | ম ১০১২০ |
| প্রভুর বিরহ-সর্প | ম ২৮১২২ | প্রেমভক্তি বিনা | অ ৪১২ | বড় বড় বিষয়ী সঞ্চল | অ ১০১৮ |
| প্রভুব মায়ার হেন | অ ৫১৫৫৮ | প্রেমভক্তি বিলাইতে | ম ১৬১১১৬, ২২১১৭ | বড় ভাগ্য তোমার | ম ২৭১১৪ |
| প্রভুর শ্রীঅঙ্গে | অ ৫১৫৩২ | প্রেমভক্তি-বৃষ্টি | ম ২০১২৩ | বড় ভাগ্য হেন | অ ১০১১৭১ |
| প্রভুর শ্রীমুখ | ম ২০১৮৮ | প্রেমময় হই আঁজি | ম ২৭১৩৪ | বড়লোক করি’ লোক | অ ১০১২৮ |
| প্রভুর শ্রীহস্তে | অ ১৫১৮৮ | প্রেমময় নিত্যানন্দ | ম ১৭১৪৩ | বড়লোক বলি’ তারে | অ ৩২২ |
| প্রভুর সন্ন্যাস তুনি’ | ম ২৭১১২ | প্রেমময় ভাগবত | ম ২১১৭৪, অ ৫১৫১৬ | বর্ণিক তারিতে নিত্যানন্দ | অ ৫১৫৫৪ |
| প্রভুরে বলয়ে ‘গোপী’ | ম ১৮১২১৫ | প্রেম-যোগে উঠিল | অ ৯১৩৫ | বর্ণিক সবার কৃষ্ণভজন | অ ৫১৫৫৭ |
| প্রভুরে জন্মিয়া যে | ম ১২১২০৩ | প্রেম-যোগে ভজিলে | ম ২৫১২০ | বর্ণিকেরে দিয়া প্রেমভক্তি | অ ৫১৫৫৪ |
| প্রভু সে আগনা | অ ৯১৬৩ | প্রেমযোগে মেইমত | অ ৯১১১ | বন ভাগ ভাস্কি’ বার | অ ৫১৫৯২ |
| প্রভু সে হয়ার | ম ২০১১২ | প্রেমযোগে সেবা | ম ২৫১১২ | বনে চলি যাও বলি’ | অ ৭১৩৩২ |
| প্রভু সে পরম-ব্যয়ী | অ ১০১১১ | প্রেমরস-সমুদ্র | অ ৫১৭২৮ | বনে যাঁহি, বধা লোক | অ ৫১৫২৭ |
| প্রভু সেবকের দোষ | ম ১৭১২৬ | প্রেমরস-সমুদ্রে | অ ৪২১৩ | বন্ধি-প্রায় হয় যেন | অ ১২১৩০ |
| প্রভু-হানে গিয়া | ম ২০১১৫ | প্রেমরস-স্বরূপ | অ ১১১১৫ | ‘বন্দীবাণ’ হেন | অ ১০১৩৩ |
| প্রভু হই’ তুমি | অ ৭১৪২ | প্রেমরসে নিরবধি | অ ৪১৮৪ | বর্জ্য-বান্ধী ইহা সব | অ ৭১৩৬৮ |
| প্রভু হইলেন গোপী | ম ১৮১২১২ | প্রেমরসে পরম | ম ২৮১৩৮ | বর্জ্য-বান্ধীগণ সব | অ ৭১৩৬৮ |
| প্রদীপ | অ ১০১৪৮ | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|----------|--------------------------|---------------|
| বর্ণিষেন নানা মতে | ম ২৮।১৮৬ | বাণ বাণ বলি | ম ৪।১৭৩ | বিজ্ঞা-কুল-তপ | অ ৪।৩৬১ |
| বলগিহা মরয়ে | ম ৮।১২২ | ‘বাণ বাণ’ বনি শেষে | অ ১৬।২১৮ | বিজ্ঞা, কুল, নীল, ধন | ম ১৮।৮০ |
| বল, কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ | ম ১৩।১৬ | বামদিকে গদাধর | ম ২২।১২ | বিজ্ঞা-ধন-কুল | ম ৫।৫৪, ৬।১৬৮ |
| বল কৃষ্ণ, ভজ কৃষ্ণ, | ম ১৩৩৬, ১৩৯, | বামপাশ-সন্ন্যাসী যদিরা | ম ১৯।৮৬ | বিজ্ঞা, ধন, কুল, জ্ঞান | অ ৪।১২৪ |
| ২০, ৮৩; ২৮।২৬, অ ৩৩৩২ | | বায়ু-জ্ঞান কবি’ | ম ২।৯৫ | বিজ্ঞা-ধন-প্রতিষ্ঠায় | ম ২০।৭৪ |
| বল তার ধন বংশ | ম ১৯।৬১ | বারকোনা-ঘাটে | ম ২৩।৩০০ | বিদ্যা-ধন-কুল | অ ৩।১৩২ |
| বল দেখি. তা’বা | ম ১৩৪৫ | বাণগঙ্গা দাত দেপি’ | অ ২।৩৩১ | বিদ্যা-বল দেখি’ পাষণ্ডীও | ম ১৭।৫ |
| বলদেব-শিষ্য পাঠিয়া | ম ১৯।১৯৯ | বারেক যে জন | অ ৪।২৫৫ | বিদ্যামদে, ধনমদে | ম ৯।২৪১ |
| বলয়ে ঈশ্বর | ম ২৩।৪৮২ | বারেকে গৃহস্থ-সব | ম ১৬।৭৭ | বিদ্যায় কি লাভ | অ ২।১৪৮ |
| বলরাম-তাব ঠৈল | ম ২।১৩২ | বাগকে ও ভট্টাচার্য্য-মনে | অ ২।৫৯ | বিধি-নিষেধের পাব | অ ১।১৩৫ |
| বলরাম-রামকড়া | অ ১।৩২ | বালকের প্রায় বিষ্ণু | ম ১৯।২৫৬ | বিধি বা নিষেধ | অ ১।১১৫ |
| বলরাম-শিব | ম ৫।১৪৮ | বালকের শ্রীতো যবে | অ ৬।১৫ | বিধি বা নিষেধ কে তোমা’বে | ম ২৬।১৪৫ |
| বলহ বলহ কৃষ্ণ | ম ২।৬০ | বাগিকা-স্বভাবে | ম ১০।২৯৪ | বিধিযোগ্য যত | ম ২৮।১৩৩ |
| বলিতে প্রভুর হইল | ম ২০।৩২ | বাগি মা’বি’ | অ ৪।৩৩০ | বিনা অশ্রুভবেও | অ ৭।৪৩ |
| বলিবার ভাব-মাত্র | ম ১৩।৭৬ | বাগিষ্ঠ পড়য়ে যবে | ম ১০।১৮৯ | বিনা অপরাধে ভক্তি | ম ১০।৯৭ |
| বলিয়া বেড়ায় ‘কৃষ্ণ’ | ম ১৬।১১৫ | বাগুগী পূজয়ে কেহ | অ ২।৮৭ | বিনা তুমি দিলে ভক্তি | ম ১৬।৮৯ |
| বলিলেও কেহ নাতি | অ ২।৭৫ | বাহুদেব দত্তের বাতাস | অ ৫।২৯ | বিনা-দোষে ঘব | ম ২৭।৩০ |
| বলিলে না লয় যবে | ম ১৩।৭৬ | বাহির এড়ি লঞা | ম ২।১৬৪ | বিনা পাপী বৈষ্ণব-নিষক | অ ২।১৮৬ |
| বমন করয়ে চুরি | অ ৬।৭৪ | বাহিরে থাকিয়া | ম ৮।২৩১ | বিনে মোব শরণ | ম ২৭।৪৬ |
| বহুদেব-প্রায় তেঁহো | অ ১।৯২ | বাহ তুলি’ কেহ ডাকে | ম ২০।৯২ | বিনে সেই বি’দ | ম ১৬।১৪২ |
| বহু-বিচারে ত’ সেহ | ম ২২।৫৮ | বাহ তুলি’ অগতেবে | ম ১৯।২১৩ | বিপথ ছাড়িয়া ভক্ত | অ ১৪।৯১ |
| বহুর সহিত গঙ্গাস্নান | ম ১৩।৬০ | বাহ তুলি’ নাচিতে | অ ২।৮৩ | ‘বিপ্র’ বিপ্র নহে | ম ১।১৯৭ |
| বহুস্থি-বাক্য | ম ৮।২৭৫ | বাহ তুলি’ নিরন্তর | অ ৪।৪২ | বিবর্ণ হইলা শরী | ম ২৭।৩৭ |
| বহু কোটা জন্ম | ম ২৩।৪৬৯ | বাহ তুলি’ ‘হবি’ | ম ২৩।১৭৮ | বিবাহ’দ কর্মে সে | অ ৮।২০৪ |
| বহু জন্ম মোর প্রেমে | অ ৩।১০৩ | বাহ থাকিলে কি | অ ৯।১৯২ | বিবাহের উদ্যোগ | অ ৭।৭০ |
| বাক্যদণ্ড দেবানন্দ | ম ২২।৪ | বাহুদৃষ্টি বাহুজ্ঞান | অ ৮।৬২ | বিবিধ বিধাপ সবে | ম ২৮।৭৫ |
| বাক্যাবাক্য কৈলা প্রভু | ম ১৯।৯৭ | বাহ না জানেন | অ ১০.৬৫ | বিশাষ্টম ভক্তিরূপ | ম ৩।১২ |
| বাধানয়ে বেদ | ম ৩।৩৮ | বাহ নাহি কাবো | অ ৮।১১৯ | বিশাল গর্জন কম্প | অ ২।৪০৬ |
| বাধানে বাগিষ্ঠ শাস | ম ১৯।২০ | বাহ নাহি শ্রীচৈতন্যদাসেব | অ ৫।৪২৬ | বিশেষ চালেন প্রভু | অ ১৫।১৮ |
| বাঙ্গালারে কদর্ধন | অ ১৪।১৬৭ | বাহ হইলেও | ম ১।৪২০ | বিশেষে প্রভুর বাক্যে | ম ১৬।১৭ |
| বাজিল সবার বুকে | ম ১৮।১৯০ | বাহ হৈলে বিশ্বভব | ম ১২.৮ | বিশেষে যে-জন | ম ২৬।১০ |
| বাটোয়ার হৈতেও অনন্ত | ম ২০।১৪৬ | বিশংকি প্রকাব শাক | অ ৪.২৭৯ | বিশেষে শ্রীভাগবত | অ ৩।৫২২ |
| বাটোয়ারে সবে মাত্র | ম ২০।১৪৫ | বিশং-পদ গীত | ম ২৩।২৯২ | বিশেষে সকল-নারী | অ ৪।৬১ |
| ‘বাদিসিংহ’ বলি’ | অ ১৩।২০০ | বিজয় করিলা | ম ২৩।২২৯ | বিশ্বক্সেনের তবে | ম ১।১৯০ |
| বাড়-কোলাহল | ম ২৩।৩৫৯ | বিড়াল-কুকুর-আদি | ম ৮।২১ | বিশ্বস্তর গর্তে ধরিলেন | ম ২২।৪৬ |
| ‘বাণ’ বলি বায়ে | অ ৮।৩১ | বিদিত করিল তোমা | ম ১৭।৬১ | বিশ্বস্তর-নীলার বহনে | ম ২০।১০০ |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| বিশ্বরূপ অগ্রজ | আ ৭৮ | বিশ্বভক্তি নিত্যসিদ্ধ | অ ৩৫০৬ | বৃথা অভিমাত্রী | ম ১০১৬৬ |
| বিশ্বরূপ কোরের দিবস | ম ১০১০৬ | ‘বিশ্বভক্তি’ ধারে | অ ২১০০ | বৃথা-অভিমাত্রী সব | ম ২৫১২২ |
| বিশ্বরূপ তোমার | ম ১০১২১৬ | বিশ্বভক্তি শূন্য দেখি আ ২১০০৩, অ ৪৪০০ | | বৃথা আকুয়ার ধর্ম | ম ১০১২৭৫ |
| বিশ্বরূপ দেখিয়া | ম ২৪৭৭৬ | বিশ্বভক্তি শূন্য হৈল | আ ২১৪০ | বৃথাজন্ম দ্বার তার | ম ১১৫০ |
| বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস | আ ৭৭২, ম ২২১০৫ | বিশ্বভক্তি সবাই পায়েন | অ ৫৪৮২ | বৃদ্ধ আদি পাদপদ্মে | আ ১২১৫৮ |
| বিশ্বরূপ-সহিত | ম ২২১২১ | বিশ্বভক্তি সর্বশ্রেষ্ঠ | ম ২০৫৪ | বৃন্দাবন-ক্রীড়ার | অ ৭৮২ |
| বিশ্বরূপে ডাকিবার | ম ২২১২২ | বিশ্বভক্তি-স্বকপিলী আ ১০১২১, ম ২২৪১ | | বৃন্দাবন, গোপী | ম ২৫৮৭ |
| বিশ্রাম করিয়া কৈলা | ম ১০১২৭ | বিশ্বমায়া-বশে | অ ৪৪১২ | ‘বৃন্দাবন’ ‘বৃন্দাবন’ | ম ২৪১২০ |
| বিষয় থাকিতে কৃষ্ণ | আ ১৬৫২ | বিশ্বমায়া-মোহে | আ ১২৮১, ম ২২৮১ | বৃন্দাবন-মধ্যে যেন | অ ৬০ |
| বিষয় পায় | আ ১৬৬০ | বিশ্বরূপ পড়ে কৈল | আ ৪৭ | বেড়িয়া অন্ধার পানে | ম ১৪৪০ |
| বিষয়-বন্ধনে বদ্ধ | অ ২১৫৫ | বিশ্বরূপে ভোগী | ম ২৮৭০ | বেজ, বংশী, শিলা | অ ৫৭১৪ |
| বিষয়-মদ্যাক্ত সব | ম ২১২৪১, ১৬১৪৭ | বিশ্বরূপ রজন-স্থানী | আ ৭১৭৮ | বেজের প্রভাবে বিজ | আ ১৬১২৮ |
| বিষয়-স্থিতে বদ্ধ | ম ১০১৬৫ | বিশ্বস্থানে অপরাধ | ম ৫১২১ | বেদকর্তা শেষে | আ ১০১০৫ |
| বিষয়-স্থিতে সব | আ ২৭৪ | বিশ্বরূপ কবিলা | ম ২৮৫১ | বেদগুহ চৈতন্য-চরিত | আ ১৮৪ |
| বিষয়াদি স্থখ মোর | আ ১৪১০১ | বিশ্বক্রিয়া না করিলে | অ ৩৪২ | বেদগুহ লোক | অ ৬১২২ |
| বিষয়ীর দুবে কৃষ্ণ | আ ১৬৫২ | বিহরয়ে সংকীর্ণ | ম ২৪৮৫ | বেদ-ধারে ব্যক্ত | আ ৮৬ |
| বিষয়ে আবিষ্ট মন | আ ১৬৬০ | বিহরেন আত্মকোড় | অ ৪১৬০ | বেদধর্মযোগে | ম ১০১২৩৮ |
| বিষয়ে আবেশ ছাড়ি | আ ১৬৬১ | বিহরেন কৃষ্ণকথা | অ ৫৪২৪ | বেদ, বিদ্যা, যজ্ঞ, ধর্ম | ম ১০১২০৫ |
| বিষয়েতে থাক কিবা | আ ১৬৬৭ | বিহরেন পড়িমা | ম ২২৪৭ | বেদব্যাস-ধারে | ম ২০১৫৩ |
| বিষয়েতে মগ্ন জগৎ | আ ১৬০৮ | বিহরেন অগ্রগণ্য | অ ৩৪২২ | বেদব্যাস বিনা তাঁহা | অ ৪১২০০ |
| বিষয়ের ধর্ম এই | আ ১৬৬২ | বীরগনে কপে প্রভু | ম ১৮১৪৫ | বেদরূপে আপনে বলেন | ম ১৬১৪১ |
| বিষয় জীর্ণ | অ ৩৪৫০ | বৃক হাত দিয়া | ম ২৮৫২ | বেদমাত্র পূরণ করিয়া | অ ৩৫১৭ |
| ‘বিশ্ব’ আর ‘বৈষ্ণব’ | ম ২৪১০০ | বৃথাইলে কেহ কৃষ্ণ | আ ৭১০০ | বেদশাস্ত্রে মহামন | অ ২১০৬ |
| বিশ্বকোষে স্মরণ | অ ২১৪৫ | বৃথা, মোহার পাছে | ম ১৬০৬ | বেদ সত্য স্থাপিতে | ম ১০১২৬৫ |
| বিশ্বভূত যেন | অ ২০১০ | বৃষ্টিতে না পারি | অ ৫১৭০ | বেদে অধৈর্য দোষ | অ ৪১১৮ |
| বিশ্ব-নিবেদন করিলেন | ম ২৬১২ | বৃষ্টিয়া সময় আই | ম ২২৪৫ | বেদে ইহা কোটি | ম ২৮১৮৬ |
| বিশ্ব নৈবেদ্যের বস | আ ৭১৬২ | বৃষ্টিলাভ আচার্য | অ ৪৪৭২ | বেদে এসব তথ্য | অ ২৪০৭ |
| বিশ্ব-পূজা করে | ম ৫১৪২ | বৃষ্টিলাভ, আজি ভূমি | আ ১৫১৩ | বেদেও কহেন | অ ৬৬০ |
| বিশ্ব-পূজিয়াও | ম ৫১৪১ | বৃষ্টিলাভ নাটিলেই | আ ১৬১২৪ | বেদেও পায়েন মোহ | আ ১০১০০ |
| বিশ্বশ্রীতি কাম্য করি | আ ১৫১৮৮ | বৃষ্টিলাভ বৈকুণ্ঠ রজন | অ ৭১৫৬ | বেদেও বৃষ্টির ‘ধর্ম’ | ম ১০১৪৪ |
| ‘বিশ্ব’ ‘বিশ্ব’ স্মরণ করয়ে | ম ১০১২০ | বৃষ্টিলাভ, ভূমি দে | ম ২১৭২ | বেদে নারে নিষ্ঠাইতে | ম ১০১০৮ |
| বিশ্ব-বৈষ্ণবের | ম ৩১০০ | বৃষ্টিলাভ বিশ্বমায়া | অ ৪১৬০ | বেদে ভাগবতে কহে | ম ৮১২১২ |
| বিশ্ব-বৈষ্ণবের পথে | আ ১০৮ | বৃষ্টিলাভে দয়াধর্ম | আ ২১৭৪ | বেদে যে শ্রীবৎস | অ ৩০৫৭ |
| বিশ্বভক্তি আশীর্বাদ | ম ১০১৫ | বৃষ্টিলাভ-পুরুষ | ম ২০১২২ | বেদে শাস্ত্রে যোগেশ্বর | অ ৬৬২ |
| বিশ্বভক্তি-চিহ্ন | অ ৫১২০ | বৃষ্টিলাভ-কাটি’ যেন | ম ১০১২০৪ | বেদে সে ইহার তথ্য | অ ৭৭৪ |
| বিশ্বভক্তি থাকিলে | অ ২১২০ | বৃষ্টিলাভে পড়ি’ থাকে | অ ২১২০ | বৈষ্ণব-ধর্ম | ম ২০১২০ |

| | | | | | |
|------------------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------------------------|----------|
| বৈষ্ণব-নায়ক গৃহে | অ ৩২৭৫, ৫১১১ | বৈষ্ণবের অদ্বৈত | ম ৪৪৬২ | ব্যাখ্যরণ-শাস্ত্রে সপ্ত | ম ১৭৭৩ |
| বৈষ্ণব-নায়ক ভক্তি | অ ৯১২৬ | বৈষ্ণবের কণ্ঠে হাঙ্গিনেন | অ ৬৯১ | ব্যাখ্য ভাড়াইয়া ব্যা | অ ৫৪২৬ |
| বৈষ্ণব-নায়ক হরি | অ ৯১৭৩ | বৈষ্ণবের কৃপায় সে | ম ২২৭ | ব্যাখ্যের সহিত খেলা | অ ৫৪২৯ |
| বৈষ্ণব-সত্য-ধর্ম | ম ২৩২২৫ | বৈষ্ণবের অল-পানে | ম ২৩৪৪৬ | ব্যাগ, পুঙ্ক, নারদাদি | অ ১৪৮ |
| বৈষ্ণবে তোমার | ম ২৭১৩০ | বৈষ্ণবের ঠাই বা'র | ম ২২৮ | ব্যাগ-হেন বৈষ্ণব | ম ৩১০২ |
| বৈষ্ণব-দর্শন-মুখে | ম ২৪৭৭ | বৈষ্ণবের ঠাঞি তান | ম ২২১২৬ | ব্রত, দান, গুরু-বিজ | ম ১৮৮৫ |
| বৈষ্ণবা-সহিত নিজ ভক্তি | অ ৩১২৭ | বৈষ্ণবের তেজ | অ ১১৭৪ | ব্রহ্মচর্যা সন্ন্যাসে বা | অ ৯১২০ |
| বৈষ্ণব কৃষ্ণের প্রিয় | অ ৪৩৫৮ | বৈষ্ণবের দাস-দাসীগণে | ম ৯৬২ | ব্রহ্মচারি-প্রতি কৃপা | ম ২৩৫৮ |
| বৈষ্ণব-গুণিণী যত | অ ৮১২৬ | বৈষ্ণবের নিন্দা | ম ২২১১২৮ | 'ব্রহ্মচারী' হেন খ্যাতি | ম ১৫৯২ |
| বৈষ্ণব-চরণে মোর | অ ১৭৭৮ | বৈষ্ণবের নিন্দা করে | অ ৪৩৬২ | ব্রহ্মদৈত্য তারণ | ম ১৩৩৯৫ |
| বৈষ্ণব চিনিতে পারে | ম ৯২৫৮ | বৈষ্ণবের নিন্দা-পাপ | ম ১৩৩৯ | ব্রহ্মলোক শিবলোক ম ২৩২৪৫, অ ৬৮৮ | |
| বৈষ্ণব-জনের নিরবধি | অ ২১৪০ | বৈষ্ণবের পায়ে | ম ৯২৪৭, ১১২৮ | ব্রহ্মস্থ-স্বরূপ | ম ২৩২৪৯, |
| বৈষ্ণব জন্মে কেনে | অ ২১৪৪ | বৈষ্ণবের প্রসাদে | ম ২০৭৪ | ব্রহ্মা আদি এ তিথির | অ ৩৪৩ |
| বৈষ্ণব, তুলসী, গঙ্গা | অ ৮১৪৯ | বৈষ্ণবের ভক্তি এই | অ ৮১৫০ | ব্রহ্মাণ্ড ভেদয়ে | ম ২৩২৪৪ |
| বৈষ্ণব দেখিল প্রভু | অ ৮১৬৯ | বৈষ্ণবের সেইমত | অ ৩৪৮ | ব্রহ্মাণ্ড ভেদিয়া | ম ২৩২২৫ |
| বৈষ্ণব দেখিলে মাত্র | অ ৭১৭ | বৈষ্ণবের সেবা | ম ২১৫৬ | ব্রহ্মাণ্ড তোমাব | ম ২৩৪১৩ |
| বৈষ্ণব নাচিতে অঙ্গে | অ ১০৭৬২ | বৈষ্ণবেরে সবেই | অ ১৬২৫৩ | ব্রহ্মাদি গায়েন | অ ৪৩৫৬ |
| বৈষ্ণব-নিন্দকগণ | ম ২২১২২ | বোল বোল বোল | অ ৪১৬ | ব্রহ্মাদি প্রভুর পায় | অ ২২০ |
| বৈষ্ণব-নিন্দক তুই | অ ৪৩৫৪ | বোল বোল হরিবোল | অ ৪১৭ | ব্রহ্মাদি যে প্রেমভক্তি | অ ৫১৫২ |
| বৈষ্ণব-নিন্দকে | ম ১৩৩১১ | 'বোল বোল' হুঙ্কার | ম ৮১২১ | ব্রহ্মাদির অভীষ্ট | অ ৫৪১৮ |
| বৈষ্ণব-নিন্দয়ে যে | অ ৪৩৬১ | বোলেন ঈশ্বরপুরী | অ ১১৭৬ | ব্রহ্মাদির মোহ হয় | অ ৫১৫৩ |
| বৈষ্ণব-পুঞ্জিতে | অ ৪৪৪৮ | বোলে বলরাম-রাস | অ ১৪০ | ব্রহ্মাদির যজ্ঞভোক্তা | ম ২৬২৪ |
| বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী বা'র | অ ৯২০৮ | বাতি ক্রম করিয়া করিয়া | ম ২০১২ | ব্রহ্মাদির শক্তি ইহা | ম ২৮২৩ |
| বৈষ্ণব-সবের ঘরে | ম ২৪২৭ | বাতিরিক্ত বৈষ্ণব-নিন্দক | ম ১৩৩৮৭, ১৯১১৩ | ব্রহ্মা দর ক্ষুধি হয় | অ ২৭ |
| বৈষ্ণব-সভায় কেনে | ম ২৪৮৩ | বাপদেশে মহাপ্রভু | ম ১৮১৪৭, ১৯৫২ | ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর | অ ৯১৩৮ |
| বৈষ্ণব হইল মুই | অ ১১৪৮ | ব্যবহার দৃষ্টান্ত দেখহ | ম ১৭৮৯ | ব্রহ্মা দুর্ভাগ রস | অ ৫৪৩০ |
| বৈষ্ণব-হিংসার | ম ৫১৪০ | ব্যবহার, পরমার্থ | ম ২৮৫৮, অ ৪১৪৬ | ব্রহ্মা বন্দিত অঙ্গ | ম ২৫৭ |
| বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-বুদ্ধো | ম ১০১৬২ | ব্যবহারমতে মন্ত | ম ২২৮২ | ব্রহ্মা সত্য গিয়া | অ ১৭৪ |
| বৈষ্ণবাগরাধ আমি | ম ২২১৩২ | ব্যবহারে অর্থ-বৃত্তি | অ ১৪১৫৭ | ব্রহ্মা যে হাঙ্গিনেন | অ ৬৮৬ |
| বৈষ্ণবাপরাধ করায়েন | ম ২২১১৯ | ব্যবহারে দেখি প্রভু | ম ১৭৭৫ | ব্রহ্মা শিব অনন্ত | ম ২৬৩৩ |
| বৈষ্ণবাপরাধ পূর্ণ | ম ২২১১০ | ব্যবহারে হেন ধর্ম | ম ২০১০ | ব্রহ্মা শিব কাঁদে | ম ২৩৪৯২ |
| 'বৈষ্ণবাপরাধী' মুখে | ম ১৯১৭৫ | ব্যর্থ কাল যায় | অ ২৬২ | ব্রহ্মা শিব বাহার | অ ৫১৬২ |
| বৈষ্ণবাপরাধে সেহ | ম ১৩৩৯১ | ব্যর্থজন্ম ইহার | অ ১৬২৮৮ | ব্রহ্মা শিব যে অমৃত | অ ৩৪ |
| বৈষ্ণবী মায়ার | অ ৪১২১ | ব্যর্থ তা'র সন্ন্যাস | ম ১৯১১৭ | ব্রহ্মাণ্ড জন্মিতে | ম ২৩১০৯ |
| বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে যে | অ ৪৩৬৮ | ব্যর্থ ব্যাক্য ব্যর করে | অ ৩৫২৮ | ব্রহ্মাণ্ড ইহা মন্ত | ম ১৩৩৫ |
| বৈষ্ণবের অঙ্গগণ্য | ম ১৪৪০, ২২৮৯ | | | ব্রহ্মাণ্ড ইহা যদি | অ ১৩৩৫ |

| | | | | | |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| কপালি কুঙ্গর চণ্ডাল | অ ২৮৮ | ভক্ত-স্বয়ং বেন গায় | অ ২৩৮৬ | ভক্তি বিহু ভাগবত | ম ২১৩০ |
| ভক্তগণের অন্ন আমি | অ ৫৫৭ | ভক্তসেবা বৈভেত | অ ৩৪৮৭ | ভক্তি বুঝাইতে সে | ম ১৯১৬, ২৩৪৫৯ |
| ভক্তগণের অন্ন কি | অ ৫৫৮ | ভক্ত-হানে পরাক্রম | ম ২৩৪৭৪ | ভক্তিময় ভোমার শরীর | ম ১০১২৩ |
| ভ | | ভক্তহানে মাগি' | ম ২৩১২ | ভক্তিমান নিল | ম ৯২৩৯ |
| ভক্তগণের চিত্তে | ম ২৩১৫৭ | 'ভক্ত'-হেন জ্ঞতির | ম ২৩৪৭৫ | ভক্তি ধীর নাই | অ ৯১১৪ |
| ভক্তবৎসল্য দেখি' | ম ২৩৪৪৮ | 'ভক্তাধম' শাস্ত্রে কহে | ম ৫১১৪৮ | ভক্তিযোগ কহে বেদ | ম ১৯১৭০ |
| ভক্ত-আশীর্বাদে সে | অ ১২৪৬ | 'ভক্তি আছে' করি | অ ৯১১২ | ভক্তিযোগ থাকে | অ ৯১১৬ |
| ভক্তগণ গায় | ম ২৩২৪২ | 'ভক্তি' এই—কৃষ্ণনাম | ম ২৪১৭২ | ভক্তিযোগ নাম হৈল | অ ১৭১৫ |
| ভক্তগণ-প্রতি | অ ৪৩২২ | ভক্তি করি' যে শুনে | অ ৮১১৭৮, ৯৮৭ | ভক্তিযোগ না শুনিয়া | ম ২২৮৭ |
| ভক্তগণে বধা বেচে | ম ১৭১২৭ | ভক্তি করি' যে শুনে | অ ৯১২০ | ভক্তিযোগ বিলায় | ম ২২২০ |
| ভক্ত-গলা ধরি | অ ৮৮৮ | ভক্তি করি' সেবিহ | অ ৭১৫০ | ভক্তিযোগ, ভক্তিযোগ | ম ২৪১৭২ |
| ভক্ত-গৃহে গুচে করে | অ ৫১৩৫৫ | ভক্তি ছাড়ি' মাথা মুড়াইয়া | অ ৩৫৬ | ভক্তিযোগ মাত্র বাখানিও | অ ৩৫২০ |
| ভক্ত-গোষ্ঠি-সহিত | অ ২৩৩, ম ২৫১৩, অ ২১৩ | ভক্তি দিয়া উদ্ধারিলা | অ ৯২৪৪ | ভক্তিযোগ মাত্র ভাগবতের | অ ৩৫২৭ |
| ভক্তগোষ্ঠি-সহিত গৌরাক্ষ | ম ২১৩ | ভক্তি দিয়া কর গিরা | অ ৫২২২ | ভক্তিযোগে গৌরীপতি | ম ১০২৩৭ |
| ভক্তগোষ্ঠি সহিতে | ম ১৮৩ | ভক্তি না মানিলে ক্রোধে | ম ১৯১৭ | ভক্তিযোগে নাচে | ম ১০১৮৯ |
| ভক্ত-অলপান | ম ২৩৪২০ | ভক্তিগরায়ণ সর্বদিকে | ম ১০১৮০ | ভক্তিযোগে নারদ | ম ১০২৩৭ |
| ভক্তদুঃখ প্রভু | ম ২১৭২ | ভক্তি পাইল কাগি | অ ১১৩১ | ভক্তিযোগে ভাগবত | অ ৩৫১২ |
| ভক্ত-নাথ ভক্তবশ | অ ৮৮৮ | ভক্তি প্রকাশিগি তুই | ম ১৯১৪০ | ভক্তির অভাবে | ম ১০২৫৬ |
| ভক্তপ্রেম বুঝাইতে | ম ২৩৪৪০ | ভক্তিবল সবে মোর | ম ১৯১২ | ভক্তির প্রভাব নাহি | ম ৮২২২ |
| ভক্ত বই আমার | অ ১২৬৭ | ভক্তিবশ সবে প্রভু | ম ১০২৮০ | ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি | অ ২১৭২ |
| ভক্ত বই কৃষ্ণ আর | ম ১০৪২ | ভক্তিবশে আপনে | অ ২৮৩ | ভক্তির ভাণ্ডারী | অ ৯২৫৭ |
| ভক্ত বই কৃষ্ণকর্ণ | ম ২৩৫১৪ | ভক্তিবশে যুগ্ম তান | ম ১৯১২৭ | ভক্তির ভাণ্ডারী তুনি | অ ৯২৫৩ |
| ভক্ত-বাক্য সত্যকারী | ম ১০১৭৩, ২২১২৩ | ভক্তি বাখানেন মাত্র | অ ৪৪৩২ | ভক্তির-দাতা তুমি | অ ৫২২৭ |
| ভক্তবাহ্যিকল্পতরু | অ ৯৫৭ | ভক্তি—বিধি-মূল | ম ১৬১৪৫ | ভক্তিবসময় প্রীতিচতু | অ ৯১৫৫ |
| ভক্ত বাড়াইতে | ম ১০১৪৭, অ ৫৩২ | ভক্তি বিনা আশা' | ম ১০১২৪৬ | ভক্তিরসে বশ | ম ২৫১০১ |
| ভক্তবাসল্যের প্রভু | ম ২৩৪৫৬ | ভক্তি বিনা আর কিছু | অ ৩৫০৫ | ভক্তিরসে বিহরেন | অ ৩১৬৬ |
| ভক্ত-বিহু থাকিতে | ম ২৩৬ | ভক্তি বিনা কখন | ম ৫১১৮ | ভক্তিরসে মগ্ন | অ ৯৩৬২ |
| ভক্ত মোর পিতা | অ ১২৬৭ | ভক্তি বিনা কেবল | অ ৮১৩১ | ভক্তি লগ্নাইতে | অ ৯১২৭ |
| 'ভক্ত-রক্ষালাগি' প্রভু | অ ৩২৬০ | ভক্তি বিনা কেহ বেন | ম ১৯৫২ | ভক্তিশূন্য জনে | ম ১০২৫৫ |
| ভক্তরাজ অলঙ্কার | ম ১০১৫৫ | ভক্তি বিনা কোন | ম ২৩৫১৫ | ভক্তি শূন্য লোক | ম ২২৮২ |
| ভক্তরূপে প্রভা-শিব | অ ৯৩৭৮ | ভক্তি বিনা চৈতন্য | অ ৬০৫ | ভক্তিশূন্য মহিমা | অ ১০১৯৪ |
| ভক্ত লাগি' প্রভুর | ম ২৩৫১৪ | ভক্তি বিনা অপ-তপ | ম ২২৭ | ভক্তিশূন্যে পূর্ণ ধীর | অ ৪৩০ |
| ভক্ত লাগি' সর্বজ | ম ২১৭৯ | ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা | অ ৯১২৭ | ভক্তি সে মাগেন | অ ৯১৩৯ |
| ভক্ত-সঙ্গে তা'রে | অ ৮১৭৮ | ভক্তি বিনা প্রভুর | অ ৯১৫৫ | ভক্তিস্থানে অপরাধ | ম ১০২৫৬ |
| ভক্ত-সহ ধ্যে বহু | অ ১৭১৬ | ভক্তি বিনা বিশ্বতরে | ম ১৯১২ | ভক্তিস্থানে ইহার | ম ১০১৯২ |
| | | ভক্তি বিনা দাখা | অ ৯১১০ | ভক্তিবস্তুপিত্ত | ম ৮১১০৮ |

| | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------------------|------------------|------------------------|----------|
| ভক্তি হইতে বড় আছে | ম ১০।১২১ | ভাগবত-অর্থ সে গায়ন | অ ৩।৫৩৬ | ভাল-যতে না জানে | ম ২৪।৩৩ |
| ভক্তি হয় গোবিন্দে | অ ৪।৫০৮ | ভাগবত-তত্ত্ব প্রভু কহে | ম ২।১১২ | ভালমতে বর্ণ উচ্চারিতে | অ ৭।১৫৪ |
| ভক্তিহীন-কর্মে | ম ১।২৪০ | ভাগবত, তুলসী | ম ২।১৮১ | ভাল-মঙ্গ বিচারিয়া | ম ১২।৬২ |
| ভক্তিহীন হইলে এমত | ম ১২।১১১ | ভাগবত ধরিয়া | অ ৪।৪৫ | ভাল-মঙ্গ শিব কিছু | ম ১০।১৫০ |
| ‘ভক্তি’ হেন নাম নাহি | অ ৭।২৬ | ভাগবত ধর্মময় | অ ৩।২২ | ভাল রহে সবে | ম ২৮।১০০ |
| ভক্তের কবিত্ব যে-তে | অ ১।১।১০৬ | ভাগবত-পঠন-শ্রবণ | অ ৩।৫৩১ | ভালরে আইসে লোক | ম ২০।১৪৩ |
| ভক্তের কিঙ্কর হয় | ম ১০।৪৮ | ভাগবত পড়িয়া কারো | ম ২।১২৮ | ভালরেও ষার নাহি | ম ২৩।৬৪ |
| ভক্তের পরার্থ প্রভু | ম ২।৮৮, ১৭।৫৭ | ভাগবত পড়ায়, তথাপি | ম ২।১৮ | ভাল লোক তারিতে | ম ২৬।১৩১ |
| ভক্তের প্রীতীত হয় | ম ২।৫৮৩ | ভাগবত পড়িয়াও | ম ২।২৪২, ২০।১৫০ | ভাল শাস্তি পাইলু | অ ১০।১৭২ |
| ভক্তের বর্ণন-মাত্র | অ ১।১।১০২ | ভাগবত পুস্তকো থাকয়ে | অ ৩।৫৩০ | ভাল সে আইলাও | ম ২৬।১২৮ |
| ভক্তের মহিমা ভাই | ম ১০।৫১ | ভাগবত পুঞ্জিলে | অ ৩।৫৩১ | ভাসরে পুরুষ কৃষ্ণপ্রেম | ম ১৬।৮৮ |
| ভক্তের সঙ্কল্প প্রভু | ম ২।১৪০ | ভাগবত-প্রমাণ | ম ১৩।৩৮ | ভিক্ষা করি’ অহর্নিশ | ম ১৬।১১২ |
| ভক্তের সমান নাহি | ম ১০।৪২ | ভাগবত বুঝি’ হেন | ম ২।১২৪, অ ৩।৫১৪ | ভিক্ষা করি’ দিবসে | ম ১৬।১১৪ |
| ভক্ত্য, ভোজ্য, গন্ধ | ম ৮।২৪৩ | ভাগবত যে না মানে | অ ১।৩২ | ভিক্ষা করি’ বেড়াইমু | ম ২৬।১৩২ |
| ভজ কৃষ্ণ, ময় কৃষ্ণ | ম ২।৫২ | ভাগবতরস—নিত্যানন্দ | অ ৩।৫৩৫ | ভিক্ষা-নিমন্ত্রণে | অ ২।১১৭ |
| ভজ ভজ আরে ভাই | অ ৩।৪২২ | ভাগবত-শাস্ত্রে সে ভক্তির | অ ৩।৫০২ | ভিক্ষুক অধম মুণ্ডি | ম ২৬।৪ |
| ভজ ভজ ভাই | অ ৫।৭০৪ | ভাগবত শুনিতে যে | ম ২।১৭১ | ভিক্ষুক হইমু কালি | ম ২৬।১৩৩ |
| ভজ ভজ হেন | অ ৩।৪২৩ | ভাগবত শুনি’ যাব | অ ১।৩৮ | ভিখারী করিয়া জ্ঞান | ম ১৬।১১৩ |
| ভজ ভাই, হেন | অ ৫।৪২০ | ভাগবতে অচিন্ত্য | ম ২।১২৫ | ভিন্ন করায়ন রঙ্গ | অ ৪।৩২০ |
| ভজহ অমূল্য কৃষ্ণপাদপদ্ম | ম ১।১৬৫ | ভাগবতে কহে মোর | ম ২।১১৭ | ভিন্ন নাহি, ভেদ নাহি | ম ২০।১৩৫ |
| ভজোঁ হেন ত্রিভুবন | অ ৪।৩৩১ | ভাগবতে মহা-অধ্যাপক | ম ২।১২ | ভিন্নভাবে যায় প্রভু | ম ২৬।২৭ |
| ভজোঁ হেন রাঘবেন্দ্র | অ ৪।৩৩৫ | ভাগবত-তীরে | ম ২।৩২০২ | ভিন্ন লোক দেখিলে | ম ৮।২৪৪ |
| ভজোঁ হেন সর্ব-গুরু | অ ৪।৩৩২ | ভাগ্য-অনুরূপ রূপা | ম ১৬।১০৮ | ভুক্তি-মুক্তিপ্রদ সেই | অ ২।৩৭২ |
| ভক্তি বেন জন্মে জন্মে | অ ১।৭৮ | ভাগ্যবন্ত নগরিয়া | ম ২।৩৭০ | ভূন-চর্লক-রূপ | ম ২৭।৬১ |
| ভক্তি-মিশ্র-চক্রবর্তী | ম ৬।১৭২ | ভাগ্য সে ইন্দ্রের | অ ২।৭২ | ভুলিলাও অসংপথে | ম ১২২।৭ |
| ভক্তিচাৰ্য্য প্রতিও নাহিক | ম ১।৭৬ | ভাগ্য-হেন মানি | অ ১০।৭৮ | ভূত-প্রেত পিশাচ | অ ২।৩৩৭ |
| ভক্ত্যভ্যর্থ মূৰ্খ-বিপ্রো | অ ৭।১৬২ | ভাগ্যভাগ্য বুঝি | ম ১৭।১৪৩ | ভূমিতে পড়িলা সবে | ম ২৮।৭৫ |
| ভবিতব্য যে আছে | অ ১৪।১৮৩ | ভাগ্য এক ঘর | ম ২।৩৪৩৭ | ভৃগুবাচ্যে মহাক্রোধে | অ ২।৩৪১ |
| ভব্য ভব্য বৃদ্ধ-সব | অ ১।২৮৭ | ভাগ্যব কাঞ্জির ঘর | ম ২।৩১২৬ | ভৃগুমুনি নহ’ মুণ্ডি | ম ১২।১৫২ |
| ভব্য-নব্য লোক-সব | ম ১।৩২৫ | ভাগ্যব মুদঙ্গ | ম ২।৩১০৫ | ভৃগুরে জিনিয়া আপ | ম ১২।১৫ |
| ভয় দেখায়ন সবে | ম ২।৩১২ | ভাবাবেশে বধন | ম ১৮।১৪২ | ভৃগু হেন শত শত | ম ১২।১৫ |
| ভয় পাই’ শ্রীনিবাস | ম ২।৩৩৭ | ভাবক-কীর্তন করি | অ ১৬।২৫৭ | ভোক্য অদৃষ্টে থাকে | অ ২।৪১ |
| ভয় করিবেন হেন | অ ২।৩৩০ | ভারতীয় চিত্তে | ম ২৮।১৫৭ | ভোজনে বলিলা | ম ২৮।৪২ |
| অস্বাধি ধারণ কোন | অ ২।৩৩৮ | ভালই কৈলেন প্রভু | অ ১০।১৪৪ | ভোজনের অবশেষ | ম ১০।২৪১ |
| ‘ভাই’ বলি’ সুবারিরে | ম ২০।৪৮ | ভালন্ত বৈকব | ম ৭।৬২ | ভোজ্য-বস্ত্র অবস্ত | অ ১৪।১০ |
| ভাগবত-অর্থ কোন অন্তঃ | ম ২।১১৩ | ভাল দিল হৈল | অ ১০।১৩২ | ভোজ্য-বস্ত্র শরীরে | অ ২।৪১ |

| | | | | | |
|--|----------|------------------------|----------------|-----------------------|--------------|
| নারিতে বে আটল | অ ৬৬১ | মুক্তি সে হিরণ্য যারি' | ম ১২১৫০ | মৃত পুত্র মার্গিলেন | অ ৬৪০ |
| মালেকত এক শিত্ত | অ ৬৩৬৭ | মুক্তা নাহি করে বিপ্র | ম ১৬১৪৬ | মৃত-পুত্র মুখে | ম ২৬৬৭ |
| মিথ্যাধন-পুত্র রসে | ম ১২১০ | মুক্তার সহিত নৈবেদ্যের | ম ১৬১৪১ | মৃত-শিত্ত উত্তর | ম ২৬৬৯ |
| মিথ্যা-রসে দেখি' | অ ১৭১৬ | মুনিধর্ম করি কৃষ্ণ | অ ৭৮০ | মৃত-শিত্ত-প্রতি | ম ২৬৬৭ |
| মিথ্যা হয় বেদ | ম ১০২৬৫ | মুরারিগুণের দাপে | ম ১০২৭৮, ২০১৭৩ | মুদ্র মন্দিরা | ম ২০১০১, ৪১২ |
| মিশ্র পুনঃ চিত্তে বড় | অ ৭১২২ | মুরারী তুলিয়া হস্ত | ম ২০১০ | মুদ্র-মন্দিরা-শব্দ | ম ২০১০ |
| মালার পূর্ণিত | ম ২৮১৬২ | মুরারী দিলে সে প্রভু | ম ২০১৬০ | মেঘ-দরশনে মুর্ছা | অ ৪৪৬৭ |
| মালা লয় প্রভু | অ ৮১৪৮ | মুরারী বলয়ে | ম ১০২০ | মোক দিয়া ভক্তি গোপ্য | অ ৩৫০৮ |
| 'মুহুৎ' 'অনন্ত' ধারে | অ ৬১৭২ | মুরারী বৈশয়ে | ম ১০১৩১ | মোক-সুখো ভক্ত্যমানে | অ ১০১২৫ |
| মুক্তসব লীলাভব | ম ১৭১০৭ | মুরারী চিত্তবৃত্তি | ম ২০১১৪ | 'মোর অর্চা-মূর্তি' | ম ২৭১৪৮ |
| মুক্ত-সব লীলা-ভব | ম ২০১৪৭২ | মূলে বস্তু কিছু কর্ম | অ ১০১০৭ | মোর এই সত্য সবে | ম ১২২০৭ |
| মুক্ত ঠৈল—খণ্ডিল | অ ৪১৮৫ | মুক্তের কাছে সে | ম ১২১৪২ | মোর কর্ণে বাজে | অ ২২২৭ |
| মুক্ত হৈলে হয় | ম ২০১৪৭১ | মুষ্টি মুষ্টি তুল | ম ১৬১২৫ | মোর কিছু শক্তি | ম ৬১০৩ |
| মুক্তি ছাড়ি' তক্তি | অ ২১৪০ | মূর্খ আমি, না জানিয়ে | অ ৭১১৭০ | মোর চক্রে কাটিল | ম ২১১৪৮ |
| মুক্তি দিয়া যে তক্তি | অ ২১৮৭ | মূর্খদোষে কেহ কেহ | অ ১০২ | মোর চক্রে নরকের | ম ২১১৪৮ |
| মূখ কপোলের | অ ১০১০২ | মূর্খ, নীচ, অধম | অ ৬৪৮৮ | মোর চক্রে বারাগসী | ম ১০১৪৭ |
| মূখ তরি' গাই | অ ২১৪৮ | মূর্খ, নীচ, দরিদ্র | অ ৬২২৪ | মোর চক্রে মরিল | ম ১০১৪৬ |
| মূখে এক বল তুমি | ম ১৭১৮৫ | মূর্খ, নীচ, পতিভেদে | ম ৬১৪৬, ১০১৬৯ | মোর চিত্তে হেন লয় | অ ১২১৫১ |
| মূখেই যে জন | ম ২৮১২২ | মূর্খ-প্রতি কেবল সে | ম ১২১৬৪ | মোর ছয় পুত্র | অ ৬৪২ |
| মূখসব অধ্যাপক | ম ১৫২ | মূর্খ বোলে 'বিফায়' | অ ১১১০৭ | মোর জাতি, মোর | অ ১০১৩২ |
| মুক্তি কলিযুগে | ম ২২১৫ | মূর্খ হই' পুত্র মোর | অ ৭১৪৫ | মোর দরশন-মুখ | ম ১০১৫৫ |
| মুক্তি কৃষ্ণদাস বই | অ ২১৮২ | মূর্খ হঞা ঘরে মোর | অ ৭১২৭ | মোর মূর্তিপাতে | ম ২০৪০১ |
| মুক্তি ত' তোমার অঙ্গে | অ ৭১৪৪ | মূর্খেরে ত' কন্যাও | অ ৭১২৮ | মোর দেহ হৈতে | অ ২২৫৮ |
| মুক্তি চঃখিনীর ইচ্ছা | অ ৬৫০২ | মূর্তিমন্ত সব থাকে | অ ১০১৩৯ | মোর জোহে নহ | অ ১৬১১৩ |
| মুক্তি দেব নারায়ণ | ম ২০২৮৬ | মূর্তিভেদে আপনে | অ ১৪৩ | মোর ধার্ট্য কমা কর | ম ১৮৮১ |
| মুক্তি নাহি বলে এই | ম ১২১৭৭ | মূর্তিভেদে অশ্লীলা | অ ৬৮১ | মোর নাম অষ্টভেদ | ম ১২১৬০ |
| মুক্তি পাতকীরে | অ ৬৬২২ | মূর্তিভেদে রমা | অ ১০২১ | মোর নাম কল্পতরু | ম ১২২০২ |
| মুক্তি বিভ্রমানেও | ম ২০১২৭ | মূর্তিমতী বিকৃত্তি | অ ২১৩৯ | মোর নিজা তাজিলেক | ম ২২১৬ |
| মুক্তি, মোর দাস, আর | ম ২১১৮ | মূর্তিমতী তক্তি আই | অ ২১০১ | মোর মৃত্যু দেখিতে | ম ২০৪১ |
| মুক্তি বার পোষ্টা | অ ৬৬৩ | মূর্তিমতী তক্তি হৈলা | ম ১৮১৫৫ | মোর পরিধানবস্ত্র | অ ১০১৬৮ |
| মুক্তিরে গোপাল বলি' | অ ৬৩৬৩ | মূর্তিমন্ত তুমি | অ ৭৪৪ | মোর পুত্র মোর | অ ৬২৫ |
| মুক্তিরে মহেশ বলি' | অ ৬৬৬ | মূর্তিমন্ত ভাগবত | অ ৩৫২২ | মোর প্রভু নিত্যানন্দ | ম ১১২৮ |
| মুক্তি সে আনিপু' | ম ১২১৪২ | মূলে কৃষ্ণ প্রবেশিয়া | অ ২০৮৩ | মোর প্রাণনাথের জীবন | ম ২০১৫২ |
| 'মুক্তি সেট, মুক্তি সেই' ম ২১৮৬, ১২১১১ | | মূলে যে বাধান | ম ১০৭২ | মোর প্রিয় শিব-প্রতি | অ ৪৪৮১ |
| মুক্তি সে ছলিপু' বলি | ম ১২১৫০ | মূল ধরিয়া বেন | অ ৬৩৫১ | মোর প্রিয় শুক সে | ম ২১১৭ |
| মুক্তি সে ধরিপু' গিরি | ম ১২১৪৪ | মৃত পুত্র দেখিয়া | অ ৬১০৪ | মোর বাণে বরিল | ম ১২১৪৭ |

| | | | | | |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|----------|
| মোর তরু না পুড়ে | অ ৩৯৮ | যতক্ষণে দেখিলাও | আ ১৭৫০ | যথা নাহি বৈকব | ম ১১২৬ |
| মোর তরু নিলে | অ ৩৯৫ | যত জগতেরে তুমি | ম ২৮১৭৫ | যথা 'বিধি পূজি' সব | আ ৪১৬০ |
| মোর তরুপ্রতি | অ ৩৯৬ | যত জন্মে পাও তোয় | ম ১৮১৬ | যথা বৈসে তথা যেন | ম ১৩৩২৯ |
| মোর তরুস্থানে | ম ৫৫৪ | যতদিন ভাগ্য | ম ২৫৬৪ | যথা মোর স্থিতি, | আ ৭১৭৪ |
| মোর তরু বিনা | ম ১০১২০ | যতদূর শক্তি, ততদূর | আ ১৭১৪৮ | যদি অপরাধ থাকে | ম ১০১৮১ |
| মোর ভাগে শিশুপাল | ম ১৮১৮৩ | যত দেখে বৈষ্ণবের | ম ২১২৪০ | যদি আমা' প্রতি | ম ২৮১২৭ |
| মোর ভায় সকল | অ ৪১৪৫১ | যত দেখে-হের | ম ২৩১২ | যদি কদাচিত্ বা | অ ৫৫৫ |
| মোর মন্ত্র জপি | আ ৫১২২৪ | যত নারায়ণী-শক্তি | ম ১৮১২৯৬ | যদি তিহো ব্যক্ত | অ ৩৮ |
| মোর যশে নাচে | ম ৬১১৬৫ | যত পতিব্রতা মূনি | আ ৮১১২ | যদি তুমি 'জান বড়' | অ ২১৫২ |
| মোর স্বদর্শনচক্রে | অ ৫৬০ | যত পাপ হয় | ম ৫১১৪৫ | যদি তুমি প্রকাশ | অ ৫৪৮৫ |
| মোর সেবা করে তারে | ম ১২১১২৪ | যত বিঘ্ন আছে | অ ২১১৭ | যদি তোর স্মৃতি | ম ১১২২৩ |
| মোর স্তব পড়' বলে | ম ১৮১১৬৪ | যত বিধি-নিবেধ | ম ১৬১১৪৪ | যদি তোর স্মৃতি থাকে | ম ১১২১৬ |
| মোর স্থানে, মোর | ম ১০১২৭ | যত ভট্টাচার্য্য | ম ১০১২৮১ | যদি তোয়ে না মানিয়া | ম ১২১১৭২ |
| মোরে খণ্ড খণ্ড | ম ২০১৩৩ | যত মহাজন,—নাম | অ ৮১১৩৩ | যদি বা পড়ায় | ম ২২১৮৬ |
| মোরে তুমি নিরন্তর | ম ১৭১৮৩ | যত লোকপাল-সব | অ ২১৩৫৪ | যদি মোর পুণ্য হয় | ম ১২১১৭৫ |
| মোরে সংহারিতে | ম ২০৪৪২ | যত শক্তি ঈশ্বর লীলায় | অ ৩১২১৮ | যদি মোর স্থানে করে | ম ১২১১৬৯ |
| মোহার নাড়ারে | অ ২১৮৮৬ | যত শক্তি থাকে | ম ২৮১১২৭ | যদি লক্ষ্মী ভিক্ষা করে | ম ৮১২০ |
| মোহারে আনিলা নাড়া | অ ১২১২০ | যত সব দক্ষ্য | অ ৫১৬৮৮ | যদি লুকাইবি তক্তি | ম ১২১১৪২ |
| য | | যত সব ভাব হয় | ম ২৪১১৪ | যদি সেব্যবস্ত | ম ১০১৩০২ |
| যদি অবতীর্ণ | আ ৩৪৪ | যতি, সতী, তপস্বীও | আ ৭১১৮ | যতপি ঈশ্বর-বুড়ো | আ ৭১৪২ |
| যখন করয়ে প্রভু | ম ১৭১৪ | যতেক অনর্থ হয় | অ ৪১৩৮৬ | যতপি সকল স্তব | আ ১৫১৩১ |
| যখন খট্টায় উঠে | ম ১৬১২৭ | যতেক অস্পষ্ট হুই | অ ৪১১২২ | যতপি বৃত্তর আমি | অ ১১২৬৮ |
| যখন চৈতন্য অহুগ্রহ | ম ১৬১১৬ | যতেক আছিল | আ ৮১১৩২ | যতপিহ ঈশ্বরের | অ ৪১৪৭ |
| যখন বে করে | ম ২০১২৮২ | যতেক তোমার | অ ২১২৭ | যতপিহ গঙ্গা অজ | আ ৮১৭০ |
| যখন বেঙ্গলে গৌরচন্দ্র | ম ১৮১২১৮ | যতেক পাণিষ্ঠ শ্রোতা | ম ২১৬২ | যতপিহ নিত্যানন্দ | আ ২১২১১ |
| যখনে চলিলা | ম ১০১২১২ | যতেক পাষাণ বেশ | অ ২১৩৩৬ | যতপিহ তক্তি-রসে | অ ৪১৩ |
| যখনে বাহারে | ম ১০১২৮৪ | যতেক পাষাণী বলে | ম ২১১৪৭ | যতপি বিবর্তী তবু | অ ২১৮২ |
| যখনে শ্রীভাগবত জিহ্বায় | অ ৩৫১৮ | যতেক পাষাণী সব | ম ৮১২৩৩ | যবন-কুলেতে | আ ১৬৮৮ |
| যজ্ঞ-স্বত্র, ত্রিকল-বসন | ম ২০১২৫২ | যতেক প্রকৃতি | আ ১১১১০ | যবন হইয়া করে | আ ১৬৩৭ |
| যত অধ্যাপক-সব | ম ২২১৮৫, অ ৪১৪২৪ | যতেক বণিক-কুল | অ ৫১৪৫৩ | যবনেও বা'র কর্তি | অ ৪১৩৫ |
| যত অন্ন দেয় শুণ্ড | ম ২০১৬১ | যতেক বৈকব | ম ২৮১২১, অ ৮১১৬৬ | যবনেও দূরে থাকি' | অ ৪১১৮ |
| যত কিছু অগৌরব | অ ২১৪৩৩ | যতেক ব্রহ্মাণ্ড বৈসে | অ ২১০৫৪ | যবনেও প্রভু দেখি' | আ ১২১৬২ |
| যত কিছু তোমার | অ ৭১৩২, ২১২৬ | যথা গাও তুমি | ম ১০১২৪৫ | যবনেও বলে হরি | অ ৪১১৭ |
| যত কিছু বলি, সব | ম ১৭১১১৬ | যথা তথা অশুক | অ ৩৫৫৫ | যবনের সরনে | অ ৫৪৬৬ |
| যত কিছু বিহু-ভক্তি | অ ২১১০৬ | যথা তুমি, তথা আমি | ম ২০১১৪৬, অ ২১০২০ | যবে গৌরচন্দ্র প্রভু | আ ২১২১৫ |
| যত কিছু বৈকবের | ম ২২১১২৬ | | | যবে গলে সংখ্যা-দান | অ ৮১৪৭ |

| | | | | | |
|----------------------|-------------------|--------------------------|----------|----------------------|------------------|
| ধবে নাহি পারে। | আ ২।১২০ | বাহার প্রসাদে হৈল | ম ২০।১৫৭ | বারি বেন মত | অ ৩।১৩৪ |
| যম-কাল-আদি-বার | অ ৪।১০০ | বাহার মারার জীব | অ ৪।১০১ | বারি বেন মত ইচ্ছা | আ ৯।২২০, ১৭।১৫৬, |
| যম-কাল-মৃত্যু | ম ২৩।৪০১ ; অ ৯।৭৫ | বাহার বাহাতে | ম ২২।২০ | | ম ১৮।২২১ |
| যম-ঘর হৈতে | অ ৬।৪৮ | বাহার শক্তিতে যাব | অ ৪।১০০ | বারি বেন যোগ্য | আ ১৪।১৩ |
| যশের সিদ্ধ না দেয় | আ ১।৭১ | বাহার সহস্র-মুখে | আ ১।১২ | বারে অমুগ্রহ কর | অ ৯.২২০ |
| যশোর-ভাণ্ডার | আ ১।১৩ | বাহার স্মরণে | অ ৩।৪২৩ | বারে অমুগ্রহ করেন | আ ১।৪৫ |
| যহি অবতীর্ণ হেলা | আ ২।৫৫ | বাহার স্মরণে থণ্ডে | অ ৫।৬৭৬ | বারে কহি আদিদেব | অ ৬।১০০ |
| বারি অংশ রুজ | অ ৫।৫২৫ | বাহার স্মরণে হয় | অ ৮।৯ | বারে যত শক্তি রূপা | আ ১৭।১৪৯ |
| বারি অন্ন মাগি' | অ ৮।২৩ | বাহারে যখন রূপা | ম ২৮।১৮২ | বারে বেন রুক্ষ-আজ্ঞা | আ ৭।১৪১ |
| বারি কীর্তি-মাত্র | অ ২।৪৫৭ | বাহা হইতে সর্বজীব | অ ৬।১১৭ | বাহা করে অধৈতরে | ম ১৮।৯৩ |
| বারি জল পান | অ ৮।২৪ | বাহাতে মোহ মানে | অ ৩।১৩৯ | বাহা গায় আপনে | ম ২০।৪২ |
| বারি দণ্ডে মরিলে | ম ২।১৭৮ | বাহাতে সক্ষ-বৈষ্ণবের | ম ১৭।১১০ | বাহাতে পায়নে মোহ | অ ৪।১৫৯ |
| বারি দাস-দাসীর | ম ২৫।২৩ | বাহা আসি' বাজিল | অ ১০।৮৮ | বাহা দেখিবারে বেদে | ম ১০।২১৬ |
| বারি দাস-স্মরণেও | আ ১।৪৯০ | বাবৎ আছয়ে প্রাণ | ম ১।৩৪২ | বাহা প্রকাশিলেন | ম ২৩।১৫৫ |
| বারি দৃষ্টিপাত-মাজে | আ ১৩।২৩ | বাবৎ কাল গীতা | ম ১০।২৭৪ | বাহার রূপায় | অ ৪।৩৩৪ |
| বারি দৃষ্টি-মাত্র | অ ৪।৩৬৩ | বাবৎ থাকয়ে মোর | আ ৫।১৫০ | বাহার চরণ-ধূলি | ম ১৮।৯৪ |
| বারি দেখে কৃষ্ণ | অ ৫।৭২৪, ৮।২৫ | বাবৎ মরণ নাহি | আ ১৩।১৭৭ | বাহার যেমত ইচ্ছা | ম ১।১৬১ |
| বারি নাম-রসে | অ ৪।৩৩৮ | বাবৎ শরীরে প্রাণ | আ ৭।১৪৩ | বাহার লগরায় | ম ২২।১৩৯ |
| বারি নাম-স্মরণেই | আ ১।৪৯০ | বারি অংশ নড়িতে | অ ৫।৫২৬ | বাহারে করেন দৃষ্টি | অ ৫।২৬২ |
| বারি নৃত্যে দেবান্ধর | অ ৩।৪৭০ | বারি অঙ্গ পরশিতে | ম ১৩।৩১০ | বাহারে চাহেন | অ ৫।৩১৪ |
| বারি পদ বাজে | অ ৯।৭৫ | বারি অবশেষ-অঙ্গ | ম ১৯।১৫৮ | বাহারে পাটল | ম ২৩।১০৫ |
| বারি ভক্তি-প্রসাদে | অ ৫।৪৩৭ | বারি অস্ত্র তারে চাহে | অ ২।৩৪৮ | বাহা হৈতে হয় জন্ম | অ ৩।৫৩ |
| বারি ভাগ্যে থাকে | ম ২৩।৫১৩ | বারি গৃহে আছয়ে | আ ৭।১৩৯ | যুগশেষে শূন্য বেদ | আ ১৬।২২০ |
| বারি বশ গায় | অ ৪।৭১ | বারি ঘরে প্রভু প্রকাশিলা | ম ১৮।৩১ | যুগে যুগে অনেক | ম ২৭।১২ |
| বারি বশে অনন্ত | অ ৪।৭০ | বারি ঘরে স্প্রসন্ন | ম ২৫।৪৫ | যুগ-লীলা-প্রতি | আ ১২।২৩৬ |
| বারি বশে অবিতা | অ ৪।৭০ | বারি দাড়ি আছে | ম ২৩।৩৮৪ | যে অঙ্গ পূজয়ে | ম ১।৪৪৪ |
| বারি বশে শেষ-রমা | অ ৪।৭১ | বারি দান্ত লাগি' | অ ৩।৩৪ | যে অধম বলে, সেই | আ ১৪।৮৮ |
| বারি বীর সঙ্গে | অ ৫।৭২০ | বারি নাহি, তাহা হৈতে | আ ৭।১৫০ | যে আবেশ দেখিতে | ম ২৪।২৬ |
| বারি বেন মত | অ ৯।২৭৯ | বারি প্রাণ, ধন, বস্তু | ম ১৭।৪০ | যে আবেশ দেখিলে | ম ২৪।১১ |
| বারি রসে মত | অ ৩।৪০২ | বারি বা না থাকে | আ ১৪।২৩ | যে আমার দাসের সত্ত্ব | ম ১৯।২০৭ |
| বারি রাসে দেবে আসি' | আ ১।৩০ | বারি বাহু নাহি | ম ১৬।১৬ | যে আমার ভক্ত হই' | অ ২।৩৯৪ |
| বারি সেবকের নাম | অ ৪।৯৯ | বারি বুদ্ধি থাকে | ম ১০।১৫০ | যে আমারে পূজ়ে মোর | ম ১৯।২০৭ |
| বারি হানে কৃষ্ণ | অ ৮।১৪ | বারি ভক্তি-কারণে | ম ১৯।২৬৮ | যেই গলা, সেই | ম ২২।৪৩ |
| বাহার চরণে | ম ১।৩৩৭ | বারি তেল আছে, তার | ম ২।১১৮ | যেই জন ইন্দিয় ধরিতে | ম ১৮।১৯৯ |
| বাহার তরল শিখি | আ ১।৬১ | বারি মুখে ভক্তির | অ ৯।১৬৩ | যেই দেখে যেই ফলে | আ ২।৫০ |
| বাহার প্রসাদে পাই | অ ৫।৪২০, ৭।৪৫ | বারি বস্তুধুর শক্তি | ম ২৮।১৯৮ | যেই ভক্তি-হইয়াছে | অ ৩।৬৩ |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|
| যেই মহাপাত্র-হানে | ম ১৭১২২ | যে জন নিম্নরে | অ ২৩৮৭ | যে ধনি ব্রহ্মাণ্ড তেদি' | আ ২১৮২ |
| যেই মাত্র সখল | আ ৮১৭৭ | যে ডুবিয়ে, সে ভজুক | আ ১৭৭৭, ২১২২ | যেন আছে এই মত | আ ১৬৫৫ |
| যেই মোবে চিত্তে | অ ৫৫৮ | ১৭১৫২ ; ম ৪৭৭৩, ২৮১২৫ | | যেন করায়েন যেন | অ ৯২০২ |
| যে কথা শুনিলে | ম ২৮১০১ | যে তাঁহারে প্রীতি করে | অ ৬১২২ | যেন করে ভক্ত | ম ২১৫৪, ২৩২৬৬, অ ৫১৩২ |
| যে করান ঈশ্বরে | আ ১৬১২২ | যে-তে কুলে বৈষ্ণবের | ম ১১১০০ | যেন কৈলু অপরাধ | অ ১০১৪৫ |
| যে করাহ প্রভু তুমি | অ ২৩৫৪ | যে-তে কেনে | ম ১১১৭ | যেন তপসীর বেশে | ম ২০১৩৮ |
| যে করিতে পারে | অ ২৭৭৩ | যে-তে ঠাই প্রভু | ম ১০২১ | যেন তুমি শাস্ত্রে | ম ২১৬৩ |
| যে করিলা মুরারি | ম ২০১২ | যে-তে-মতে কেনে | অ ২৪২ | যেন দেখি বলদেব | অ ৫৫২৮ |
| যে কাজীর বাতাস | অ ৫৪৪১৪ | যে তে-মতে গঙ্গাস্নান | ম ১২১৮৭ | যেন শিতা, তেন পুত্র | অ ৪১৭৮ |
| যে কাজীর ভরে লোক | অ ৫৩২৭ | যে-তে-মতে গাই মাত্র | ম ১২১৬০ | যেন মহা-বাদ-জীড়া | ম ৮২৭৯ |
| যে-কালে করিমু | ম ৩৪৬ | যে-তে-মতে চৈতন্তের | আ ১১৮১, | যেন মুখি কৃষ্ণজিনিবাসে | অ ২৩২১ |
| যে-কালে ঘাদব | ম ২৩১২৮ | ১৭১৪৭ ; ম ২১৮৩ ; অ ৪৫২১ | | যে নর-শরীর লাগি' | আ ৮২০৩ |
| যে-কালে হইবে | ম ২৩৪০২ | যে তোমা না ভঞ্জে | ম ১২১০৫ | যেন রামচন্দ্রে | অ ৫২১৯ |
| যে কৃষ্ণচন্দ্রেব ইচ্ছা | আ ৭১০ | যে তোমার ইচ্ছা | ম ২৬১৪৪ | যেন রূপ মৎস্ত-কুর্শ | অ ৩৫১০ |
| যে কৃষ্ণ-চরণ ভঞ্জে | ম ২৪১০১ | যে তোমার চরণ | আ ৮৮৬ | যেন শব্দের সে তরঙ্গ | অ ৩৫১ |
| যে কৃষ্ণ-চরণ সেবে | অ ৪৩২৪ | যে তোমার নামে প্রভু | আ ২১৮২ | যেন সিংহ-ভাগ নচে | ম ১৮৮৪ |
| যে কৃষ্ণের নামে | ম ১১৬২ | যে তোমার পাদপদ্ম | আ ২১৮১, | যে না ছিল রাজ্যদেশে | ম ৮২৪৬ |
| যে কৃষ্ণের মহোৎসবে | ম ১১৬৩ | ম ১২১৭৩ | | যে না মানে | ম ২০৩৬ |
| যে কেহ চৈতন্তচন্দ্র | ম ১২৭১ | যে তোমার প্রিয় | অ ২৩৮২ | যে নারিল লুকাইতে | অ ২২০৯ |
| যে জীড়া করেন | ম ২৬৭৮ | যে তোমার প্রিয়পাত্র | অ ২১২৫১ | যে নারিলা লুকাইতে | ম ১৭৬২ |
| যেখানে তোমার নাহি | ম ১১২০ | যে তোমারে দেখে | ম ২৫৭৫ | যে পড়িলা, সে-ই ভাগ | ম ১৩২৩ |
| যেখানে তোমার যাত্রা | ম ১১২১ | যে তোমারে প্রীতি করে | ম ২৪৬২ | যে পাণ্ডি এক বৈষ্ণবের | ম ১৩১৬০ |
| যেখানে যেরূপ ভক্ত | ম ২৩৫১১ | যে তোমারে ভঞ্জে | ম ১২১৭৪ | যে পাণ্ডি পরিনন্দে | ম ২৪৫৩ |
| যেখানে-সেখানে কেনে | ম ১১২১২ | যে তোমা স্মরণে | অ ২৭৬ | যে পাণ্ডি বৈষ্ণবের | ম ১০১০২, অ ২১৪৪ |
| যেখানে-সেখানে প্রভু | ম ২৫৭১ | যে তোরে লজিয়া করে | ম ১২১২৬ | যে পুত্র পোষণ | ম ১১২১৪ |
| যে গঙ্গা পুঞ্জহ | ম ২৭৭২ | যে-দিকে চাহেন | অ ৫৩৮৭, ৫১২ | যে প্রভু আমার | ম ১২২৭১ |
| যে গড়িয়া দিল ক্রান্তি | ম ২০১২২ | যে দিকে দেখেন | অ ৫৩১৩ | যে প্রভু করিলা | অ ৪৩৩১, ২১৬০ |
| যে গায়, যে দেখে | ম ১৮১১৭ | যে দিন চলিব | ম ২৮৭ | যে প্রভু দেখিতে | অ ৩৪৩৪ |
| যে-গুণা চৈতন্তনৃত্যে | ম ১৩২৬ | যে-দিনে কৃষ্ণের যারে | আ ৫১০৫ | যে প্রভু পতিত-জনে | আ ২১৩৪ |
| যে চরণ পূজিবারে | ম ২৬৮ | যে-দিনে যে ভক্ত | অ ২৭ | যে প্রভুর ধারে ব্যক্ত | আ ২১০৪ |
| যে চরণ-রসে শিব | অ ২৩১৩ | যে চক্ষু জন্মিল | ম ১৮১২২ | যে প্রভুর নাম-শ্রবণ | অ ৩৬৬৬ |
| যে-চরণ সেবিত | ম ১১৬৬ | যে চক্ষু চন | অ ৬১৩ | যে প্রভুরে অজ-ভব | অ ৩২২৪ |
| যে-চরণ সেবিয়া | ম ১১৬৬ | যে দেখিল চৈতন্তচন্দ্রের | ম ২১৫১ | যে প্রভুরে নিন্দে | আ ২১৫২ |
| যে-চরণ হইতে | ম ১১৬৭ | যে দেখে পাণ্ডব নাহি | আ ২৪৬ | যে প্রভুরে সর্ব বেদে | আ ৬৪১ |
| যে জন আছাড় | অ ৫৩২৭ | যে দৈন্ত্যে যবনে মোরে | অ ৪১২১ | যে প্রসাদ পাইলেন | অ ৮১৪০ |
| যে জন চৈতন্ত | ম ১৫৬৮ | যে দ্রব্যে প্রভুর প্রীতি | অ ২৪ | | |

| | | | | | |
|-------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|----------------------------|----------|
| যে প্রসাদে সুরারি | ম ২০।১৩১ | যে বশঃ-শ্রবণে | ম ২০।৪১ | যোগ্য মহে এ সব | আ ৭।১০২ |
| যে প্রেমের হৃদয় | অ ২।৮০ | যে বশঃ-শ্রবণে শুক | ম ২০।৪৩ | যোগ্য-পুত্র অষ্টোত্তর | অ ৪।১৩৮ |
| যে বলিবে অষ্টোত্তরে | ম ২২।১২৪ | যে যাদবগণ | ম ২০।১০২ | যোগ্য মুক্তি পাপিষ্ঠের | অ ৫।৬২২ |
| যে বলিলা গোলাগ্রি | ম ১৯।৫০ | যে যে জন এ ছ'য়ের | ম ১৩।৬০ | র | |
| যেবা ছিল স্থান | আ ৭।৯৬ | যে যে জন চিন্তে | অ ৫।৫৭ | রক্ষকুল-হস্তা তুমি | অ ৫।৪৮৭ |
| যেবা জন অষ্টোত্তরে | ম ২২।১৩২ | যে যে জনে | ম ২৬।১৩৩ | রক্ষ রক্ষ নিত্যানন্দ | অ ৫।৬২৬ |
| যেবা দেখিলেক | ম ২০।৯৭ | যে যে দেশে গলা | আ ২।৪৬ | রক্ষা কর প্রভু | অ ৫।৬২৬ |
| যেবা ভট্টাচার্য | আ ২।৬৭ | যে রুদ্র সকল | ম ২০।৪১০ | রক্ষা করিলেক চেন নাতি | অ ২।৩৩৬ |
| যেবা সব বিরক্ত | আ ২।৭০ | যে রূপ করাহ তুমি | ম ২৬।১৩২ | রঘুনাথ করি' আপনারে | আ ১৪।৮৩ |
| যে বিগ্রহ প্রাণ করি' | ম ২০।৩৭ | যে রূপ চিন্তয়ে দাসে | ম ২৩।৪৬৫ | রক্ষ কবে কৃষ্ণচন্দ্র | ম ২।৫২৮ |
| যে বিভব-নিমিত্ত | আ ১৩।১২৩ | যে শচীর গর্ভে | ম ২২।১০ | রত্নঘরে থাকে | আ ১২।১৮৯ |
| যে বৈষ্ণব-জন | অ ৪।৩৬৪ | যে শিক্ষা কৃষ্ণচন্দ্র | ম ১৮।১৫০ | রত্নের উপরে দেখে | ম ২৪।৪২ |
| যে বৈষ্ণব নাচিতে | ম ৪।৩৬৩ | যে শুনয়ে নিত্যানন্দ | অ ৫।৭০৫ | রমা-প্রাদি, ভবাদিও | ম ১৭।৯৬ |
| যে 'বৈষ্ণব'-নামে | অ ৪।৩৫৬ | যে-সকল দ্রোগণে | আ ৪।৯১ | রমা-দৃষ্টিপাতে | আ ২।৬২ |
| যে বৈষ্ণব ভজিলে | অ ৪।৩৫৭ | যে-সব অধম | ম ২।৬২ | রমাবেশে গদাধর | ম ১৮।১১২ |
| যে বৈষ্ণব-স্থানে | ম ২২।৩৩ | যে সভায় বৈষ্ণবের | ম ১৩।৪১ | রমা ধীর পাদপদ্ম | অ ৪।৩৫৮ |
| যে ব্যাখ্যা করিল তুই | আ ১৬।২২৫ | যে সীতা লাগিয়া মরে | ম ২০।১০৮ | রম্ভা, পূর্ণ-ঘট | ম ২৩।৩০৩ |
| যে ভক্ত আইসে | ম ২৮।৮০ | যে সুখের কণালেশে | অ ৩।৪১৮ | রহিয়া রহিয়া বলে | ম ১৭।১৮ |
| যে ভক্ত যে বস্তু | অ ৯।২৭৮ | যে সে কেনে চৈতন্তের | আ ৯।২২৪, | রাক্ষসের নাম যেন | অ ৫।৪৪২ |
| যে ভক্তি গোপিকাগণের | অ ৫।৩০৩ | | ১৭।১৫৭ ; ম ১৮।২২২ | রাখিয়া আপনে তুমি | আ ৮।৮৯ |
| যে ভক্তি ভোগার | ম ২৮।১২৭ | যে-সে কেনে নহে | ম ২০।৭৫ | রাজ-আজ্ঞা হৈলে | ম ১৭।৯২ |
| যে ভক্তি দিয়াছ | অ ৭।৪২ | যে-সে কেনে নিত্যানন্দ | ম ১১।৬২, অ ১।৩৫ | রাজপাত্র করি' | অ ৯।২৪৮ |
| যে ভক্তি-প্রভাবে কৃষ্ণে | ম ১৭।২৮ | যে-সে জগৎ সেবকের | ম ২।৩৪৬১ | রাজপাত্র রাজস্থানে | ম ১৭।৯০ |
| যে ভক্তি বাঞ্ছয়ে | অ ৫।৪৮৯ | যে সীসঙ্গ মুনিগণে | আ ১।২২ | রাজ-পুত্র হউ তবু | অ ২।৪২ |
| যে ভক্তি বাঞ্ছন | অ ৫।৩৮৯, ৭।৮৭ | যে স্থানে বৈষ্ণবগণ | আ ২।৫১ | রাজা ত' নহেন | ম ২৬।১১৪ |
| যে ভক্তের যেন রূপ | অ ৮।১৬৭ | যে হয় স্তম্ভন | ম ১৩।২১ | রাজা দেখে জগদ্রাথ | অ ৫।১৬৮ |
| যে মতে না পড়ে' মুক্তি | অ ৩।১৫ | যে হুসেনসাহ | অ ৪।৬৭ | রাজা বলে গরিব | অ ৪।৫৪ |
| যে মতে সেবকে ভজে | অ ৩।৭৩ | যোগনিদ্রা-প্রতি | ম ২৮।৪৪ | রাজা বলে যে-তে-মতে | অ ৫।১৪৭ |
| যে মহাত্ম-জন্ম-লাগি' | অ ৯.২১৯ | যোগায় তাইলু' প্রায় | ম ২০।২৭ | রাজারাজ ত্রিশূল পুঁতিয়াছে | অ ২।৯৭ |
| যে মন্ত্রেতে যে | ম ১০।২৮৬ | যোগীগণে দেখে | আ ১২।৫২ | রাজ্যপদ ছাড়ি' করে | আ ১৩।১২১ |
| যে মুখে করিলা তুমি | অ ৩।৪৫৩ | যোগী জ্ঞানী যত সব | আ ১৬।১৫১ | রাজ্যপদ ছাড়ি' ধীর | আ ১৩।১২২ |
| যে মুখে 'দাদিলু' | অ ১০।১৩৮ | যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র মত | অ ৩।৪১৯ | রাজ্যহুত ছাড়ি' | অ ৯।২৬১ |
| যে মোর ভক্তের স্থানে | অ ৪।১২৪ | যোগীন্দ্রাদি সবার যে চন্দ্র | অ ৩।৬৪ | রাজ্যাদি সুখের কথা | আ ১৩।১২৫ |
| যে মোহার দাসেরেও | অ ৫।৬১ | যোগীপাল ভোগীপাল | অ ৪।৪১৬ | রাঢ়ে আর এক মহা | আ ১৪।৮৬ |
| যে মোহারে আনিলেক | অ ৯।২২৪ | যোগেশ্বর-সব ধীর | অ ৬।৬৩ | রাঢ়ে থাকি' হকার | আ ৩।৮ |
| যে বশঃ-শ্রবণ-রূপে | ম ২০।৪২ | যোগেশ্বর সব | অ ৫।৭০২ | রাজদীন না জানেন | অ ১০।১৭৭ |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|----------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| রাতি করি' মন্ত্র পি | ম ৮১২০ | লক্ষী শুক্ল গৃহস্থ করিতে | আ ৭১৫৭ | শতঙ্গ পুণ্যকল | আ ১৬২৭৫ |
| রাতি করি' মন্ত্র পড়ি' | ম ৮২৪২ | লক্ষ্মী তোমার আঞ্জা | ম ১২১২৮ | শতঙ্গ ফল চয় | আ ১৬২৮২ |
| রাতিদিন না জানেন | অ ৩১৫৭ | লক্ষ্মী কোমারে গেল | ম ১২২০০ | শত বৎসরেও | অ ৫৭১৮ |
| রাতিদিন নাম লয় | আ ১৪১৪০ | লক্ষ্মী বেদেব বাক্য | ম ২৩১১১ | শত-মাত্রে কৃষ্ণভক্তি | ম ১৩২৪ |
| রাতিদিন নিরবধি | আ ১২২৫০ | লক্ষ্মী ছাড়ি' কল্যা-প্রতি | অ ৬৮০ | শয়নে আছিল মুক্তি | অ ২২২৮ |
| রাতে নিজা নাহি বাই | ম ২১৪৭ | লক্ষ্মী নাহি তেন প্রভু | অ ৩৩৫ | শয়নে আছিল | অ ৮৫১ |
| রাম-কৃষ্ণ-অরুণ | ম ২৩৪১২ | লাগ বলি' চলি' যায় | আ ১৭১ | শরনে প্রণাম-ফল | অ ২৩৭৩ |
| রামকৃষ্ণ বল হরি | ম ১৮১৮ | লাগে মাথা নাহি | ম ২৩১৮৪ | শরণাগতের দোষ | ম ১৫১৬১ |
| রামকৃষ্ণ শ্রীগোবিন্দ | অ ৮১১১ | লিখন-কালি বিন্দু | আ ৬১১১৩ | শরতেব মেঘ যেন | ম ১০১৪১ |
| রাহ-কবলে ইন্দু | আ ২২০২ | লিখিতে কায়-সব | ম ১৪১৪ | শাকে ঈশ্বরের বড় | অ ২২৩ |
| রাজগীর ভাবে ময় | ম ১৮৭০ | লীলায় বলরে রম্যে | আ ১৪৭ | শাকেতে দেখিয়া | অ ৪২২৪ |
| রক্ত-বিনে অঞ্জ | অ ৬১১ | লুকাইয়া কবে প্রভু | ম ১৩৫৫ | শাকেতে প্রভু প্রীত | অ ৫২০ |
| রূপে, আচরণে | আ ৭১৩ | লুকাইয়া চলিলা, দেখয়ে | ম ১২১০৬ | শক্তি কবিলেও কেহ | ম ১৭১২৫ |
| | | লুকাইলে কি হয় | ম ১৬৬ | শক্তি পাঠে' অর্থেত | ম ১২১৫২ |
| ল | | লুকাও আপনে তুমি | অ ২২২৩ | শক্তি বা প্রসাদ | অ ১০১৫০ |
| লইলে খণ্ডে তাঁব | অ ৫৬৩১ | লোক নষ্ট করে | আ ১৪৮২ | শক্তি পড়িয়াও সবে | আ ২৬৮ |
| লইলে বহির্বাসে | আ ১৭১০১ | লোক-বেদ-মতে যদি | আ ৭১৭৬ | শক্তি পড়িয়াও কারো | ম ১০২৭৭ |
| লগ্নাও আপনে দণ্ড | ম ১৭৮৫ | লোক-শিক্ষা দেখাইতে | আ ১৭১৭ | শক্তি পড়িয়াও মুক্তি | অ ৬২১ |
| লগ্নায় 'ঈশ্বর আমি' | ম ২৩৪৮০ | লোক-শিক্ষা-নিমিত্ত | ম ২৭১৫ | শক্তিব না জানি | ম ৮২১০ |
| লক্ষকোট অমাপক | আ ২৬১ | লোকান্তকরণ হুং | আ ১৪১৮১ | শক্তিব না জানে মর্গ | ম ১১৫৮ |
| লক্ষকোট দীপ | ম ২৩১৬৪ | লোকালয়ে আচ্ছাদন | অ ২২০২ | শিক্ষাশ্রম ঈশ্বরের শিক্ষা | অ ২৪০০ |
| লক্ষকোট লোক মিলি' | অ ৪৮৫ | লোককে জানায় | ম ২৩২৮ | শিক্ষাশ্রম নারায়ণ | অ ৮১৪৮, ১৬২ |
| লক্ষকোট লোকে | ম ২৩২৪৪ | লোটে চরণ ধূলি | ম ১৬৭৪ | শিক্ষাশ্রম শ্রীকৃষ্ণ | অ ৮১৫০ |
| লক্ষনাম গইব | অ ২১২৪ | লৌকিক বৈদিক যত | ম ১৮১৪৮ | শিক্ষাশ্রম হই' কেন | অ ৪১৭১ |
| লক্ষ লক্ষ কোটি | ম ২৩২২১ | লৌক-অলপাত্র | ম ২৩৪৫৭ | শিখাটেতে পুত্ররূপে | অ ৪১৭৪ |
| লক্ষার্দ বনিতা | আ ১২২৩৭ | লৌহ-পাত্র তুলি' | ম ২৩৪৪০ | শিখা-সুত্র সর্বধার | ম ২৬১৬২ |
| লক্ষী-অংশে জন্ম | অ ২১২ | | | শিক্ষা, বেদ, বংশী | অ ৫৩৫০ |
| লক্ষীকান্ত, সীতাকান্ত | আ ৫১৬২ | | | শিব-অপরূপে বিষ্ণু | ম ১২১১২ |
| লক্ষীকান্তে দেবন করিয়া | আ ১২১৮৪ | শঙ্কর-নারদ-আদি | ম ৮২০৬ | শিবপূজা করিলেন | অ ২৩২২ |
| লক্ষীপতি গোরচন্দ্র | ম ১৬১৪০ | শঙ্ক-বন্টা বাজায়েন | অ ৪৪৫৪ | শিব-প্রিয় বড় কৃষ্ণ | অ ২৩২৬ |
| লক্ষীমাত্র এ তপুস | অ ৭১৩৪ | শঙ্ক, বন্টা, মুদঙ্গ | অ ৪৪৫৮ | শিব বড় কোণাও | অ ২৩২০ |
| লক্ষীর সন্তিতে প্রভু | অ ২৩৪২ | শঙ্ক, চক্র, গদা, পদ্ম | ম ২০৭২ | শিব সে না পূজ,ে | অ ৪৪৮০ |
| লক্ষীরে আনিয়া | ম ১১৩৭ | শঙ্ক-বণিকের পুরে | ম ২৩৪২২ | শিব, রাম, গোবিন্দ বলিয়া | অ ২৩৪৮ |
| লক্ষীরে দেখিয়া | ম ২৮৭ | শচী-গৃহে হঠল | আ ৮১১ | শিবলিঙ্গ দেখি' দেখি' | অ ২৪০১ |
| লক্ষী-সঙ্গে নিজবন্ধে | অ ২৩৫৭ | শচী-অগস্ত্য-পারে | আ ৬১৩৭ | শিব সে জানেন পদা-তজির | অ ২৩৬২ |
| লক্ষী-সরস্বতী-আদি | আ ১০১০০ | শচী-হেন জননী | ম ৩১০৩ | | |
| লক্ষী সেবা করিতে | অ ২৩৪৬ | শঠ, দুট, কৈতব | ম ২৪১৭ | | |

| | | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------------------|--|---------------------------------------|----------|
| শিব সে তেঁয়ার তব | অ ১১১৫ | শুনিতো না পায় | ম ১০১০৭ | শোভিল শ্রীমদে | আ ৮১৪ |
| শিবেরে অমাগ্ন করে | অ ২২৪৩ | শুনি' বিশ্বরূপ বড় | আ ৭৭০ | শ্বেতবীণ-নাম | ম ২৩২২০ |
| শিখশ্ছেদি' ভক্তি | ম ১০১৪৮ | শুনি' মহা কৃষ্ণ পায় | আ ৭২২ | শ্বেতবীণ-নিবাসীও | অ ৮১৬৭ |
| শিরশ্ছেদি' শিব | ম ১২১২০১ | শুনি' বহুসিংহ তোর | ম ১৮১৭৮ | শ্রদ্ধা করি' মূর্তি | ম ৫১১৪৬ |
| শিরে হাত দিয়া | ম ১৬১২২ | শুনিয়া কীর্তন | ম ২৩১২৪ | শ্রবণ-কীর্তন-স্বরগাদি | অ ৭১৬০ |
| শিশু বলে এ দেহেতে | ম ২৫১৬০ | শুনিয়া চলয়ে লোক | ম ১২১৬৬ | শ্রবণে, বদনে, মনে | আ ৭১১১ |
| শিশু বলে প্রভু | ম ২৫১৫৮ | শুনিয়া ত' ভাল | ম ৭৭০ | শ্রবণে না করিলা | আ ১৫১২২ |
| শিশু-শাঙ্গ ব্যাকরণ | আ ১৩১২১ | শুনিয়া তোমার গুণ | ম ১৮১৭৬ | শ্রান্তি নাহি কারো | ম ৮১২৭৭ |
| শিশু-সঙ্গে গৃহে গৃহে | আ ৭১৪৭ | শুনিয়া দ্রবিল | ম ২১১৬১ | শ্রীঅনন্দ-মূর্ছা আদি | অ ৫০১১১ |
| শিশু হৈতে সংসারে | আ ১১১২২ | শুনিয়া নাচেন প্রভু | আ ৪১৬১ | শ্রীঈশ্বরপুত্রীর ধ্যে-গ্রামে | আ ১৭১২২ |
| শুকদেব করে নৃত্য | ম ১৪১৩৫ | শুনিয়া পাখণ্ডী-সব | ম ৮১১২২ | শ্রীকৃষ্ণ-চরণ গিয়া | আ ১৩১৭৬ |
| শুক্লাধর-অন্ন খায় | ম ২৬১২৪ | শুনিয়া বৈষ্ণবগণ | ম ২১১২২ | শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য জয় | অ ৫১২৬৫ |
| শুক্লাধর-তুলা তাহার | ম ১৬১১৪৩ | শুনিয়া সত্তরে কাজি | ম ২৩১১০২ | শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যতত্ত্ব | অ ৩১২২৮ |
| শুক্লাধর-তুলা ভোজন | ম ১৬১১৫১ | শুনিলেই কীর্তন করয়ে | আ ১১১৫৩ | শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে | আ ১১২৮ |
| শুক্লাধর বলে,—প্রভু | ম ১৬১২২৬ | শুনিলেই পড়ে প্রভু | ম ২৪১২ | 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' নাম আ ১১২৪, ম ২৮১৮০ | |
| শুক্লাধর-ভাগ্য | ম ২৬১৫৭ | শুনিলেই হবিনাম | আ ১৬১২৮০ | শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনাম প্রভু | অ ৩১২২৫ |
| শুভিরা আছিলু' কীরসাগর | ম ১২১১৪০, ২২১১৬ | শুনিলে কৃষ্ণেব নাম | ম ২৪১১৬ | শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নামে | অ ১৭২ |
| শুক্লবর্ম্ম প্রভু | আ ১১৬০ | শুনিগে চৈতন্য-বখা | আ ৩৫০, ১৫১২ ; ম ১৮১২, ২১১৩, ২৩১৫০৫, ২৫১৩ | শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-নিত্যানন্দ | আ ১১২৮৫ |
| শুদ্ধা সরস্বতী তান | ম ২৮১১৭০ | শুনি' শঙ্করের শুভ | অ ২৩৪২ | 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য' বলি | অ ৭১১৬ |
| শূদ্রের আশ্রমে দে | অ ৬২০ | শুভদিন তার মহা | আ ৫১৮৭ | শ্রীকৃষ্ণের অমুগ্রহ | ম ২১২৭ |
| শুন বিজ্ঞ, বিধি করি | অ ৩৪৪২ | শুক কাঠ-পাখাণাদি | ম ৩৬, ২৮১৪৬ | শ্রীচৈতন্যের-ভাগ্য | ম ১৮১৩১ |
| শুন বিজ্ঞ যতেক পাতক | অ ৫১৬৮৫ | শুকতর্কবাদী পাণ্ডা | ম ২৩১৫০১ | শ্রীচরণ তুলিয়া দিলেন | অ ৫১২৪ |
| শুন প্রাণনাথ মোর | অ ২১৫৮১ | শুভ দেখি' ভক্তগণ | আ ১৬১১৫ | শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিনে | আ ১৪১৮৮ |
| শুন বিপ্র ভাগবতে | অ ৩৫০৫ | শূল তুলিলেন শিব | অ ২১৩৪৩ | শ্রীচৈতন্য-ঠাকুর | আ ২১২১১ |
| শুন বিপ্র মহা অধিকারী | অ ৬২৬ | শূলপাণি-সম যদি | ম ১৩৩৮৮, ২২১৫৫ | শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ | অ ২১১৬৮ |
| শুন, বিপ্র, সূত্র | আ ১৬১২৭৮ | শেষ বই সংসারের | আ ১১৬৪ | শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ | ম ২১২৪৭ |
| শুন মাতা, ঈশ্বরের | ম ২৮১৫৫ | শেষে অমুগ্রহ মনে | ম ১৭১৬৬ | শ্রীচৈতন্য দিনা ইহা | অ ২১২৩৩ |
| শুন বত জগদ্রাশি | ম ২৭১৩২ | শেষে খার হুই প্রভু | ম ১২১৮৫ | শ্রীচৈতন্য-বশে শ্রীত | অ ২১২২০ |
| শুন শিব, তুমি মোর | অ ২১৫৮২ | শেষে চলে মহাপ্রভু | ম ২৩১৪২৫ | শ্রীধর-অঙ্গনে নাচে | ম ২৩১৪২০ |
| শুন শুন গোলাঞ্চি | ম ১২১৬৩ | শেষে চোব পাশরিল | ম ২৩১২২৪ | শ্রীধরের দ. -পান | ম ২৩১৪৪৪ |
| শুন শুন নিত্যানন্দ | ম ১০১৮ | শেষে তিহোঁ আদি | ম ২৩১৪১০ | শ্রীধরের পদার্থ কি | ম ২৮১৩৬ |
| শুন শুন রামকৃষ্ণ | অ ৬১৪৪ | শেষে শিব বুঝিলেন | অ ২১৩৩৬ | শ্রীনারদ গোলাঞ্চি | আ ১৫২ |
| শুক শুন সরাস্বতী গোলাঞ্চি | ম ১২১৬০ | শেষে সেহ তোমার | অ ৫১৩২৮ | শ্রীনিবাস-পণ্ডিতেরে | ম ১৩১৩৪৫ |
| শুনি' ক্রোধান্বনে | ম ২৩১৪০ | শোকাবুলা দেবী | ম ২৭১৩৭ | শ্রীনিবাস-পণ্ডিত কহে | ম ১৮১২০ |
| শুনিকা পুত্রের গুণ | আ ৭১২২১ | শোচামেশে শোচাকুলে | আ ২১৪৩ | শ্রীনিবাস-পণ্ডিত চারিভাই | আ ১১১৫৬ |
| | | | | শ্রীনিবাস বলয়ে,—তুমি | ম ২১১৩৬ |

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|---------------|
| শ্রীবাস বলেন হাতে | অ ৫১৪৮ | সংসার-সমুদ্র হৈতে | আ ১৭৫৪ | সকল সংসার ডুবি' | আ ৭১৯৯ |
| শ্রীবাস-বামনারে | ম ৮১২৭১ | সংসারী সকল বলে | আ ১৬১২ | সকল সংসার মত্ত | আ ২৮৬ |
| শ্রীবাসের ঘব ছাড়ি' | ম ২৫১৭ | সংসারের পার হই' | আ ১৭৭ | সকল-সকল-চূড়ামণি | ম ২২১২৬ |
| শ্রীবাসের দাস-দাসী | ম ১০১২৭৭ | সংসারের পার হইয়া | আ ১২২১ | সকল সুদৃশ্য কৃষ্ণ | ম ২৪৯ |
| শ্রীবাসের নারদ | ম ১৮১৬১ | | ২৮১২৫ | সকলে অষ্টদেব-সিংহ | ম ২২৮৮ |
| শ্রীবাসের ভ্রাতৃহৃতা | ম ১০১২২২ | সংসারের পার হইয়া | আ ১৭১৫২ | সকল সুবাহি-নিদ্রা | ম ১০১২৯ |
| শ্রীবাসের মারিবারে | অ ১২৮৮৯ | সংসারিমু যদি | ম ২০৪০৪ | সকল যে বালবেক | আ ১৬২৪৭ |
| শ্রীমদ্ভাবন আদি | আ ১১১১ | সংসারিমু সব | ম ২৮৬ | সকল তোমার নাম | অ ১১১৬ |
| শ্রীমুখের পরম | ম ২৫১৭৭ | সংসারের গৌরচন্দ্র | ম ২০১৩৪ | সকল যে জন বলে | অ ৪৪৭৬ |
| শ্রীমুখের লাল পাড়ে | অ ৫১৬৯ | সকল আমাতে | ম ২৮৫৮ | সখা, ভাই, বাক্যন | আ ১৪৪ |
| শ্রীমুখ-খট্টার প্রভু | অ ১০৪৪৬ | সকল একত্র করি' | ম ২০১৫৪ | সকল ক্রোধে হন | ম ২০৪০৯ |
| শ্রীমুখের অংশ | অ ১৮ | সকল করিম চূর্ণ | ম ২০৪৭ | সকল পুঞ্জ শিব | আ ১২০ |
| শ্রীশিখার অন্তর্ধান | ম ২৬১৬৩ | সকল কৃষ্ণের স্বার্থ | আ ৬১৩ | সকল সন্ত | আ ২১২৭ |
| শ্রীহস্ত দিগেন প্রভু | ম ২৬৪৪ | সকল কমিয়া মোরে | ম ১৫৮৩ | সকল আইসেন | অ ৮১৭৩ |
| শ্রীহস্তের চড়ে সব | অ ১০১৬৩ | সকল খণ্ডিয়া শেষে | আ ১২১২৭২ | সকল পার্শ্বে কেনে | আ ২৪৫ |
| শ্রীতার সন্তে যম-পাশে | আ ২৮৮ | সকল ছাড়িয়া প্রভু | আ ৪৫৫ | সকল পড়ি গিয়া | অ ৪৩৭৮ |
| য | | সকল অগ্নি বন্ধ | অ ৪৪১২ | সত্য আমি কতিলাউ | ম ১৩৭৯ |
| যড়কর গোপাল-মায়র | আ ৫১৮ | সকল জানেন | ম ৬১৭৫ | সত্য এহো বিশ্ব | অ ৫৬১৯ |
| যোল-নাম বত্রিশ-অক্ষর | আ ১৪১৪৬ | সকল তোমার সম | আ ১৬১৫৩ | সত্য কবিলেন প্রভু | ম ১৮১২০৫ |
| স | | সকল তোমারে কৃষ্ণ | ম ১৬৬৯ | সত্য কঠো মুরারি | ম ২০৩৬ |
| সংকীর্ণন-আরম্ভে | আ ৫১৫১, ম ৩৪৩, | সকল ছয়ার শোভা করে | ম ২০৩০৩ | সত্য কৃষ্ণ-চরণ-কমল | ম ১১২৩ |
| ৫১৫৩, ২০৪০২, অ ৩১০৪, ৪১২০ | | সকল নদীয়া মত্ত | আ ১১৫২ | সত্য কৃষ্ণ-নাম শুণ | ম ১১২৪ |
| সংকীর্ণন কর সবে | ম ১৭১৬ | সকল পবিত্র করে | অ ৪২৫৬ | সত্য কৃষ্ণ-ভাব হয় | অ ৫৪১৭ |
| সংকীর্ণন করে প্রভু | ম ২০১৩ | সকল—পশ্চাতে প্রভু | ম ২০২০৭ | সত্য কৃষ্ণচন্দ্রের | ম ১১২৪ |
| সংকীর্ণন কহিল | ম ২০৮১ | সকল পার্শ্বী মেলি' | আ ২১১১ | সত্য গৌরচন্দ্র | অ ২৪৫ |
| সংকীর্ণন বিনা আর | ম ১২৫ | সকল প্রকাশে প্রভু | ম ১৮১৪৬ | সত্য তুমি মুরারি | ম ২০৪৯ |
| সংকীর্ণন-রসে | ম ২০৪১৮ | সকল প্রতিজ্ঞা চূর্ণ | ম ১৬১৪২ | সত্য বাক্য কতিবেক | আ ১৪১৫ |
| সংকীর্ণন-সঙ্গে ধ্বনি | অ ৪৪৪৫ | সকল বিদিত হৈব | অ ৫৭৫৬ | সত্য মুঠ, সত্য | ম ২০৩৯ |
| সংকীর্ণন হেন ধন | ম ২১৬১ | সকল বিফল হয় | ম ১৮৮০ | সত্য মোর লীলা-কর্ম | ম ২০৪০ |
| সংকীর্ণন-নাম লইতে | ম ৮১৫২ | সকল বৈষ্ণব শ্রীতি | ম ৭৫৪ | সত্য মোর বিগ্রহ | ম ২০৪৫ |
| সংকীর্ণন-বিরোগ কে | আ ১৪১৮৫ | সকল বৈষ্ণবগণ | ম ২১২২ | সত্য যদি তুমি | ম ১০২১২ |
| সংকীর্ণন-বিরোগ হত | ম ২৮৫৬ | সকল বৈষ্ণব-প্রতি | ম ২৪১০১ | সত্য যদি সেবিয়াটো | ম ১৮৮৫ |
| সংসার-উদ্ধার লাগি' ম ২০৪৮, অ ৩৩৮ | | সকল ভুবনে দেখ | আ ১৪১২১ | সত্য সত্য করে' | ম ২০৩৯ |
| সংসার তরিল | অ ৩৪০৫ | সকল শান্তিই মাত্র | অ ৩৫২২ | সত্য সত্য কৃষ্ণ | অ ৭৪৭ |
| সংসার ভারিতে | আ ২৪৮, অ ৫২৬৩ | সকল শ্রীমদ ব্যাধ | অ ৫১৬১ | সত্য সত্য কৃষ্ণ তারে | ম ২২৪৬, ২০১৪৮ |
| সংসার-কুসল ভারে | আ ৪৭৬ | সকল সংসার পার | অ ২২২০ | সত্য সত্য পদধর | ম ১৮১১৫ |

| | | | | | |
|------------------------------|------------------|------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| সত্য সত্য তোমারে | ম ৮।১৬, ৯।১৭৯ | সন্তগ্রামে সব বণিকের | অ ৫।৪৫৫ | সবার সর্গজ এক | অ ৯।৩৯২ |
| সত্য সত্য মুক্তি তারে | ম ১৯।২১৪ | সফল হইল বিভা | অ ৭।৮৩ | সবার হইল আশ্বিনুতি | অ ৫।৩০১ |
| সত্য সত্য সত্য | অ ৭।৩৯ | সব অপরাধ প্রভু | অ ১০।১৩৭ | সবার হউক কৃষ্ণচন্দ্র | অ ১।৫৫ |
| সত্য সত্য সেহ | অ ১৬।২৪৭ | সব উপদেশ যোরে কহ | অ ৩।১৬ | সবারে উঠিয়া প্রভু | ম ২।৩৮৬ |
| সত্য সত্য সেহ হইবেক | অ ৩।৫৩৩ | সব করেন করায়েন | অ ৮।১০৯ | সবারে করিল প্রভু | ম ১৯।২৬৬ |
| সত্য সেবিলেন প্রভু | ম ১৬।৯২ | সব ঘরে অন্ন | ম ১৯।২৪৩ | সবারে দেখয়ে চতুর্ভুজ | অ ২।৩৭২ |
| সদাই অপেন নাম | অ ৫।২১৮ | সব চৈতন্যের রূপ | ম ১৮।২১১ | সবারে পোষয়ে কৃষ্ণ | অ ৭।১৩২ |
| সন্ত মোক্ষ-পদ | ম ১৩।২৬৩ | সব চৈতন্তের লোমকূপে | অ ৪।১৬২ | সবারে বুঝায় প্রভু | ম ২।৩৪৪৬ |
| সন্তোষে আপনে দেন | ম ১৯।১৬৭ | সব-পারিষদ-সঙ্গে | অ ৫।৫০৭ | সবারে ভজিতে কৃষ্ণ | ম ১।৩।৭৫ |
| সন্তোষে ধরেন প্রভু | অ ৯।১৫৩ | সব প্রকাশিলেন | তা ২।২৬ | সবারে শিখায় | ম ২।৫৬ |
| সন্তোষে সন্ন্যাসী করে | ম ১৯।৪৮ | সব রাজাভার দেই | ম ১৭।২০ | সবা' শিক্ষাইতে | অ ৯।১৮৬ |
| সন্ধ্যা হৈলে আপনার ছায়ে | ম ২।৩৮৪ | সব রূপ হয় | ম ২৬।৬৪ | সবা' হৈতে দেখি | অ ৯।১৩৩ |
| সন্ন্যাস-আশ্রম তান | অ ৬।১৭ | সবা'কার বাপ তুমি | অ ১২।১৮ | সবা' হৈতে ভাগ্যবন্ত | অ ৪।২৯৩ |
| সন্ন্যাস করিতে গেলা | ম ২৮।৮৪ | সবা'কায়ে উত্তম দিহাছ | ম ১৭।৮৪ | সবে আইসেন রথযাত্রা | অ ৮।৫ |
| সন্ন্যাস করিয়া সর্গজীব | ম ২৮।৬৩ | সবাব অঙ্গেতে মালা | ম ২৩।১৬৯ | সবে আপনার কর্ম | ম ২।৫।৩৩ |
| সন্ন্যাস করিগা | ম ২৮।১৬০ | সবার আশাতে ভক্তি | ম ৮।২১ | সবেট উদার-ভাগবতের | ম ১৯।২৬৭ |
| সন্ন্যাস গ্রহণ কৈলে | অ ৮।১৫১ | সবার দৈব কৃষ্ণ | অ ৯।৩৬৩, ৩৭১ | সবেই চন্দন-মালা | ম ২৮।২১ |
| সন্ন্যাস শুনিয়া | ম ২৮।১২০ | সবার দৈব কৃষ্ণচৈতন্ত | অ ৭।৯৫ | সবেই চলিলা ঘরে | ম ১৭।৫২ |
| সন্ন্যাসি-সভায় | ম ১৩।৪২ | সবার উপর যেন | ম ১৭।৫০ | সবেট প্রভুর নিজ | ম ১৯।২৬৭ |
| সন্ন্যাসী আশারে নাহি | অ ৩।৬৬ | সবার উপরে দিয়া | অ ৯।৪৩ | সবেই বেদান্তী-জ্ঞানী | ম ১৯।১০২ |
| সন্ন্যাসীও যোর যদি | ম ২৩।৪৪ | সবার উপরে দিল | অ ৪।২৮২ | সবেই বৈষ্ণবী শক্তি | অ ৮।৯৭ |
| সন্ন্যাসীও যদি | ম ১০।৩১৮, ২০।১৩৭ | সবার করিব গৌরচন্দ্র | ম ১৩।৩৮৭ | সবেই লয়েন হরিনাম | অ ৫।৬৯৮ |
| সন্ন্যাসীও যদি অনিলক | ম ১৯।২১২ | সবার করিব গৌরচন্দ্র | ম ১৯।১১৩ | সবেই সকল ছাড়ি | অ ৯।১৪৪ |
| সন্ন্যাসী করিয়া জ্ঞান | অ ৩।৬৮ | সবার করিব গৌরচন্দ্র | অ ২।১৮৬ | সবেই হইল হত | অ ৫।৬০৫ |
| সন্ন্যাসী করিয়া তোরে | ম ২৪।৮১ | সবার গোপালভাব | অ ৫।৭১১ | সবে ইহা পাসরিবে | অ ১৬।৪৮ |
| সন্ন্যাসী প্রকাশানন্দ | ম ২০।৩৩ | সবার চৈতন্ত-নিত্যানন্দ | অ ৫।৭৫৪ | সবে এই অপরাধ | ম ২২।১১৭ |
| সন্ন্যাসী বলেন | অ ৪।১৫৫ | সবার জননী-ভাব | ম ১৮।১৩৫ | সবে এট মনকলা | অ ৫।৫৫৫ |
| সন্ন্যাসীর লক্ষ্য শিক্ষাশ্রু | ম ১৯।৭০ | সবার জিহ্বায় সেই | ম ১৯।২৫৯ | সবে এক ব্রহ্মচারী | ম ২।৩।৩৮ |
| সন্ন্যাসীরে ডিঙ্কা ধর্ম | অ ২।৫৫ | সবার জীবন কৃষ্ণ | অ ৩।৪৬ | সবে একমাত্র আছে | অ ৬।১৩ |
| সন্ন্যাসীরে সর্গলোক | ম ২৬।১০৫ | সবার পুরিল আশা | ম ১৮।২২৫ | সবে এক লোহ-পাত্র | ম ২।৩।৪৩৮ |
| সন্ন্যাসী সন্ন্যাসী নমস্কার | অ ৮।১৫২ | সবার শরীর পূর্ণ | অ ৫।২৯৯ | সবে করিলেন অষ্টভেদে | ম ১৯।২৬৮ |
| সন্ন্যাসী-হইয়া কালি | ম ২৬।১৩৬ | সবার শুদ্ধতা মোর | অ ৭।১৭৯ | সবে গঙ্গা যেনেন | অ ১০।১৭৯ |
| সন্ন্যাসী হইয়া নিরবধি | অ ৩।৫৫ | সবার শ্রীমুখে নিরন্তর | ম ১৯।১১৬ | সবে গঙ্গাযো নদীরায় | অ ৩।৩৮০ |
| সপার্বদে তুমি যথা | ম ১০।২৪ | সবার সন্তোষ হয় | অ ৩।৫ | সবে গৃহে বাহ | অ ১।৫৫ |
| সপার্বদে সর্গদেব | ম ২৩।২৪৬ | সবার সন্ধান ভাগবতধর্ম | ম ১০।৩১৪ | সবে চূর্ণ হইবেক | ম ২৩।১১২ |
| সন্তগ্রামে বস হইল | অ ৫।৪৬০ | সবার সন্ধান হয় কৃষ্ণ | ম ১৮।১৪৮ | সবে তুমি' লহ | অ ২।৪৪৫ |

| | | | | | |
|-------------------------|---------|---------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| সবে দেখে যেন মহা | ম ১৮১৪৫ | সর্বের সহিত বাস | আ ১৬১৮১ | সর্বত্র সঞ্চার হইবেক | অ ৪১২৬ |
| সবে নন্দগোষ্ঠী | অ ৫১৭২০ | সর্ব অঙ্গ শ্রীমন্তক | ম ২৮১৬২ | সর্বথা ক্রোধের শ্রীতি | আ ১১১০৬ |
| সবে নিজ-কর্ণ ভুজ | আ ১২১২০ | সর্ব-অঙ্গে হয় | ম ১২০৪ | সর্বথা তাহার অমঙ্গল | আ ৫১২০ |
| সবে নিত্যানন্দ-স্থানে | ম ১০১৩০ | সর্ব-অঙ্গে হৈল | ম ৩০৮ | সর্বথায় মরে | অ ৬৩১ |
| সবে নিম্বকেরে নাহি | ম ১২১২৮ | সর্ব-অন্তরীমী প্রভু | ম ২০১২৩ | সর্ব-দাস-সহ | অ ৬২ |
| সবে পরস্রীর প্রতি | আ ১৫১১৭ | সর্ব অবতারময় | অ ২১৫২২ | সর্বদিকে বিমুক্তকি | আ ১৬২৫২ |
| সবে পাখীতীর মন্দ | ম ২০৬১ | সর্ব-কাল চৈতন্ত | ম ২৮১৮২ | সর্বদুঃখ খণ্ডে বিশ্র | আ ১৭২০ |
| সবে পুরুষার্থ ভক্তি | ম ২১১৫ | সর্বকাল তান অন্ন | ম ২৬১০ | সর্ব-দেবমূল ভূমি | ম ১২২০২ |
| সবে প্রভু, হটয়াছে | অ ২১২৬ | সর্বকাল তোমরা | ম ২৭১০ | সর্ব দেহে দেবি | অ ৭৭০ |
| সবে গেম-সুখে | অ ৫৩২১ | সর্বকাল পরঃপান | ম ২৩৩৮ | সর্বদেহে ধাতুকপে | ম ১৩৩০ |
| সবে বলে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত | অ ২১২২২ | সর্বকাল প্রভু বাড়ায়েন | আ ১১১২১, ২১২২৬ | সর্ব দোষ থাকিলেও | ম ১১৫৫ |
| সবে বোলে মিথ্যা | আ ৪১৩০ | সর্বকাল তত্ত্বজয় | অ ২১২২ | সর্ব-ধর্ম থাকিলেও | ম ১৩৪১ |
| সবে ভক্তিশূন্য লোক | অ ৪১৪১০ | সর্বকাল ভূতাস্ত্রে | অ ৩৭২ | সর্ব নবদীপে আজি | ম ২৩১২১ |
| সবে মহা অধ্যাপক | আ ২১৫২ | সর্বকাল হুখী | ম ২৫১৬ | সর্ব নবদীপে নাচে | ম ২৩৪২৮ |
| সবে মহাভাগবত | ম ১৪৪৩ | সর্বকাল সেট স্থানে | অ ২৩৭০ | সর্বনিধি-লাভ তোর | ম ১৮৭৭ |
| সবে মেলি' আনন্দ | অ ৪২১ | সর্বক্ষণ বল, ইথে | ম ২৭৭৮ | সর্বপথে সংকীর্তন | অ ২১৪১৪ |
| সবে মেলি কৃষ্ণ | ম ১৩০৩ | সর্বক্ষেত্রে তোমারে দিলাঙ | অ ২১০২ | সর্বপথে সংকীর্তন | অ ৮৭৪১ |
| সবে মেলি জগতেরে | আ ২১৭৭ | সর্ব শূণ্য-হীন | অ ৪৭৩ | সর্ব পাতকীও | ম ২৩৪০৩ |
| সবে রাজি করি' | ম ৮২৩৬ | সর্বগুণে দেবানন্দ পণ্ডিত | ম ২১২৬ | সর্ব পাণ সেই ছইয় | ম ১৩৩০২ |
| সবে স্ততি পড়ে | ম ১৮১৬৬ | সর্ব জগতের পিতা | অ ৬৪৫ | সর্বপ্রভু গৌরচন্দ্র | ম ১০১৪৭, ১৭১১১, ২৩৪৮৩ |
| সবে স্ত্রী-মাত্র | আ ১৫১২৮ | সর্বজগতের শ্রীত | আ ৩১২ | সর্ব-প্রভু গৌরচন্দ্র | ম ২২১৩৩ |
| সবে হৈল অঙ্ক | অ ৫৩০৪ | সর্বজীব উদ্ধার | ম ২৮১৮ | সর্ব বিয় খণ্ডে | অ ৫৫২২ |
| সবে চৈলা নররূপে | ম ২৩২৪২ | সর্বজীব নাগ গৌরচন্দ্র | ম ২৮১০০ | সর্ববেদে ঈশবের | অ ৩২১২ |
| ময়-উচিত গীত | ম ১৮১১২ | সর্ব-জীব-পরিচরণ | অ ৫৪৭২ | সর্ববেদে ভাবেন | ম ২৮৬ |
| মায়ির প্রায় | আ ৭৪২ | সর্বজীব-প্রতি দয়া | আ ১৬৬৫ | সর্ব বৈকুণ্ঠাদি-নাথ | অ ৩২৬৩ |
| মন্ত্রদার-অচুরোধে | ম ১০১২২ | সর্বজ্ঞ চূড়ামণি জানেন | অ ১০১২২ | সর্ব-বৈষ্ণবের | ম ২৮১৮৫ |
| মন্ত্রারের সঙ্ক দেখি' | অ ৪১৪৬০ | সর্বজ্ঞতা বাক-সিদ্ধি | অ ৫৩১৭ | সর্ব বৈষ্ণবের অঙ্গ | অ ৮২১ |
| মন্ত্রমে বৈষ্ণবগণ | ম ২১৫৭ | সর্বজ্ঞের চূড়ামণি | ম ২৩৩৪, ২৫৪৩ | সর্ব বৈষ্ণবের পায়ে | আ ১৮৭ অ ৪৫২২ |
| মন্ত্রমে মুগরি ঘোড়হস্ত | ম ২০১২২ | সর্বজীব-জগ বখা | অ ২১০৮ | সর্ব বৈষ্ণবের প্রিয় | ম ১০৩১০ |
| মন্ত্র হইতে আপনারে | আ ১০১৩০ | সর্বত্র আমার ধার | অ ২১৬১ | সর্ব বৈষ্ণবের বন্দ্য | আ ১২১ |
| মন্ত্র হইতে বোগ্য | ম ২২১৬ | সর্বত্র আমার আশা | ম ১৩৮ | সর্ব বৈষ্ণবের বাক্য | অ ২২০৪ |
| মন্ত্রে রহিল সবে | ম ১৮১৬৪ | সর্বত্র আমার 'এক' | আ ৭১৭০ | সর্ব বৈষ্ণবের | অ ৮৮৭ |
| মন্ত্রবতী জানে | ম ১২১৫২ | সর্বত্র না করে | ম ১০১৪১ | সর্ব-ভাগবতের | ম ১০১৪৫ |
| মন্ত্রবতী-প্রসাদে | আ ২১৫৮ | 'সর্বত্র পারিপাশ্রব' | ম ১০১০০ | সর্বভাবে ঈশ্বরেরে | অ ২৩৩৬ |
| মন্ত্রিগণ পড়িলেও | ম ২০১৮৬ | সর্বত্র বাধানে | আ ২১৮০ | সর্ব-ভাবে করিতে | ম ২০৫২৬ |
| সর্ব-অঙ্গের মন | ম ২০৩৮১ | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|---------------------------|-------------|
| সর্বভাবে ভজিলেন | অ ৫৪৫৬ | সর্ব শুভক্ষণ | আ ৪৫১ | সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু | আ ১৪১৪৩ |
| সর্বভাবে ভজে | ম ২৩৫৩০ | সর্ব শুভলগ্ন | আ ৩৪৬ | সাধুজ্য বা কোন | আ ৮৭৯ |
| সর্বভাবে স্বামী যেন | আ ৯২৩১ | সর্ব-স্থানে বিশ্বরূপ | ম ২২৮৭ | সাধুজ্যাদি সুখ-মিষ্ট | আ ৮৭৯ |
| সর্বভূত-অন্তর্যামী | ম ১৬৮, অ ২৩২৭ | সর্বোত্তম ভূমিতে অঙ্ক | ম ১৮২২ | সারঙ্গ-ধর, তুড়া | ম ২৩২৪১ |
| সর্বভূত-কৃণালুতা | অ ৩৫০০ | সর্বৈশ্বর্য তিরস্করি | ম ৮২০৬ | 'সার্কভোমশতক' যে হেন | অ ৩১৪৭ |
| সর্বভূত-দয়ালু | আ ৩১২ | সর্বোত্তম সেট | ম ২০৭৫ | 'সাগিকা-হেলাকা' শাক | অ ৪২৯৮ |
| সর্বভূত-হৃদয় জানয়ে | ম ২১১২ | সশরীরে সাধুজ্য | অ ৮৭৮ | সিংহ-গ্রীব, গজ-স্কন্ধ | অ ৪৩০ |
| সর্বভূত-হৃদয়—ঠাকুর | ম ২০১১৪ | সশরীরে হইলেন | অ ৪৩৩৭ | সিংহ হই' গাহি | অ ৯১৬২ |
| সর্বভূত-হৃদয়ে | আ ১২১২২ | সহজ জীবনের | ম ৫১৪০ | সিদ্ধ বর্ণসমায়াত্র ? | ম ১২৫২ |
| সর্বভূতে আছেন | ম ৫১৪২ | সহজেই বৈষ্ণবের | ম ১৮১২৯ | সিদ্ধ বৈষ্ণবের অতি | অ ৯৩১১ |
| সর্ব-মতে কৃষ্ণভক্ত | ম ১৭২৭ | সহজে শর্করা মিষ্ট | আ ৭৫২ | সিদ্ধ বৈষ্ণবের যেন | অ ৯৩১২, ৩৭৯ |
| সর্ব-মহা-গুরু হেন | অ ৪৩২৬ | সহস্র ফণার এক ফণে | আ ১৬৬ | সিদ্ধ-গবো পাঠলেন | অ ৬৯২ |
| সর্ব মহাপাতকীও | অ ৫৬৩১ | সহস্র জনেও | অ ৪৩৮ | সিদ্ধ-তীরে বটমূলে | অ ২৫৬৮ |
| সর্ব-মহা-প্রায়শ্চিত্ত | ম ১৩৩৯১ | সহস্র পণ্ডিত গিয়া | আ ৭১৩৪ | সুকুমার-পদাঙ্ক | ম ২৩৩০৬ |
| সর্ব মহেশ্বর | ম ২৪৬৯ | সহস্রবদন বলে | আ ১১২ | সুকৃতি প্রতাপকর | অ ৫১৬৭ |
| সর্ববজ্রময় এই | অ ৫৪৮৪ | সহস্র সহস্র ঘট | অ ৫২৬৭ | সুকৃতির ভাল | ম ১৩২৬ |
| সর্ব বজ্রময় মোর | ম ৩৩৯ | সাক্ষাৎ নৃসিংহ বাঁ'র | অ ৮১২ | সুকৃতি-শ্রীবাণ-গোষ্ঠী | অ ৫১০ |
| সর্ব-বাক্য মঙ্গল | আ ৩৪৬ | সাক্ষাৎ রেবতী যেন | ম ১৮১৪৩ | সুকৃতি-সকল সুখ | আ ৭১৮৯ |
| সর্বরঙ্গ-চুড়ামণি | ম ১৮২৫ | সাক্ষাতেই এই কেনে | আ ৭১৩০ | সুকোমল ছবিংজের | অ ৭৭৯ |
| সর্বলীলা লাবণ্য | আ ২১৭৭ | সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ এই | ম ১৬১৫০ | সুখ-সিদ্ধি মাঝে | ম ২৩১৫৭ |
| সর্বলোক-চুড়ামণি | আ ৫১৬৯, ম ২৩৩৭৯, অ ৪১২৪ | সাক্ষাতে গৌরাঙ্গ তাহা | ম ১৬১৪৫ | সুখে তাহা দেখে | ম ২৪২৬ |
| সর্ব-লোক জিনি' | ম ২৩৪৯৬ | সাক্ষাতে দেখয়ে | ম ২০১০৯ | সুখে দেখে এবে | ম ২০৯৬ |
| সর্ব লোক তিতিল | ম ২৮১১৭ | সাক্ষী করিলেন | ম ২২১২৭ | সুখে দেখে, বিধি বাবে | ম ১৮১৭৭ |
| সর্বলোক তোমা' | ম ২৮১৭৬ | সাক্ষোপাঙ্গে অবতীর্ণ | আ ২২১ | সুখে দেখেন হয় | অ ৩৪৬৩ |
| সর্বলোক দেখে যেন | ম ১৭১৪ | সাক্ষোপাঙ্গে আছয়ে | ম ২০১০৬ | সুজন 'আপনা' ছাড়িয়াও | অ ৩৩৬৫ |
| সর্ব-লোকপাল | ম ২৬১৪৬ | সাজি বহি কোন দিন | ম ২৪৫ | সুত-ধন-কুল-মদে | ম ১৬১৪৭ |
| সর্বশক্তিসমধিত | আ ৮৫৮ | সাজি বহে, ধূতি বহে | ম ২৫৭ | সুদক্ষিণ-মরণ তাহার | ম ১৩১৭৭ |
| সর্বশাস্ত্র মর্ম-জানি' | আ ৭১২৪ | সাতগ্রহরিয়া ভাব | আ ১১২৭ | সুদর্শন-অগ্নিতে সে | অ ২১৪৪ |
| সর্বশাস্ত্রে কহে কৃষ্ণ | ম ১১৫১ | সাধিতে সাধিতে যবে | আ ১৪১৪৭ | সুদর্শন-স্থানে কারো | অ ২৩৪৮ |
| সর্ব শাস্ত্রে 'কৃষ্ণ' বই | ম ১১৪৮ | সাধু উদ্ধারিসু | অ ৩১০৬ | সুধামৃত ভক্ত-জল | ম ২৩৪৫৮ |
| সর্বশাস্ত্রে বিশারদ | ম ২২৬২ | সাধুজন-রক্ষা | আ ২২০ | সুবর্ণ খালিতে অন্ন | অ ২৪৯৮ |
| সর্বশাস্ত্রে বেদে | আ ২১৭ | সাধুনিন্দা 'তনি' মরি' | ম ২০১৪৩ | সুন্দরপে 'শেব' বা | আ ৮১৪ |
| সর্বশাস্ত্রে সবে | আ ৭১০ | সাধুনিন্দা তনিলে সুকৃতি | ম ২০১৪৪ | সুহৃৎ-বৃত্তি-টীকার | ম ১১৩৭ |
| সর্বশিক্ষা-গুরু | ম ২৮১৫৪ | সাধুর স্বভাব ধর্ম | অ ৪৩৭১ | সুধোর উদয় কি | অ ৪৭ |
| সর্ব শেব ভূতা তান | অ ৫৭৫৭ | সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব | ম ১৪১৩০ | সুধোর সাক্ষাৎ করি' | ম ১৩১২৭ |
| | | সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আনিবা | আ ১৪১৪৭ | সুখী আদি করিতেও | ম ১৭১৩৫ |

| | | | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------|----------|-----------------------|----------|
| সেই-হিতি-প্রণয় | ম ১৭১১৩, | সেই দেব ভাষারে | ম ১৯১৭৬ | সেই শাজ সত্য | ম ১১১৯৫ |
| সেই অধম কভু নহে | ২০৪১৩, অ ৩৩৫ | সেই দোবে অধঃপাত | অ ৬৮১ | সেই শ্রীমন্দের | অ ৫১২৯৬ |
| সেই অধম কভু শাস্ত্র-মর্থ | ম ২৪১৮ | সেই বিজ-চরণে | ম ২৩৫২ | সেই সত্য, যে তোমার | ম ২৬১৪৫ |
| সেই অধম-জনে মোরে | ম ১১১৫৭ | সেই বিজ-দ্বারে | অ ৫৬২৬ | সেই সব অপরাধ | অ ১৬৬২ |
| সেই অধম সবারে | ম ৫'৫৫ | সেই ধর্মধ্বজী, যা'র ইথে | অ ৩১২ | সেই সব জন পায় | অ ২১২৩৪ |
| সেই অবশ্রু দেখিবেক | ম ২০৫৩৫, ২৮১২২ | সেই নদীয়ায় ভট্টাচার্য্য | ম ২০১৭০ | সেই সব জন যদি | ম ১৩৬১ |
| সেই আছাড় অস্ত্রের | অ ২১৪৬৪ | সেই নবদীপে আর | ম ১০১২৭০ | সেই সব জব্য প্রীতে | অ ২৬ |
| সেই আনন্দ দেখিলেক | অ ১২২৮৩ | সেই নবদীপে হয় | ম ২০১২৪ | সেই সব জব্য সুবে | অ ২৫ |
| সেই আমার প্রভু | অ ৬১৩৬ | সেই নবদীপে চেন প্রকাশ | ম ১০১২৮১ | সেই সব পাণ্ডুরে | ম ১০৫০ |
| সেই আমাবে মাত্র | অ ২১৩২৪ | সেই না জানয়ে | অ ৩৫১৪ | সেই সব বাঘ | ম ২৩১১ |
| সেই অমরুপ রূপ | ম ১৮১২১৮ | সেই নাম দ্বিতীয় | অ ৪৫০ | সেই সব হইয়াছে | ম ১৮১২৬ |
| সেই অবশেষ মোব | ম ১০৮৭ | সেই পবমাত্মা এট | অ ৭৫৫ | সেই সে অষ্টমত-ভক্ত | ম ১০১৪৬ |
| সেই অবশ্রু দেখিব | ম ৮১৩০৮ | সেই পায় চুপ | অ ৪১৩৬০ | সেই সে দেখিতে | ম ১০১২৭২ |
| সেই আসি ডুবে | ম ২৮৮০ | সেই প্রভু কলিযুগে | অ ৪১৩০২ | সেই সে পরমানন্দ | ম ১২১২১২ |
| সেই কর্ম ভক্তিহীন | ম ১১২৪০ | সেই প্রভু গৌরচন্দ্র | অ ২৪৩৮ | সেই সে বৈষ্ণব | ম ১০১৬২ |
| সেই কুঠ-রোগী পাই | অ ৪১৩৮৫ | সেই প্রভু নাচে | ম ২৩২০১ | সেই সে বৈষ্ণব-বাক্য | ম ১০১৩৫২ |
| সেই কৃষ্ণ সাক্ষাৎ | অ ২১৩৭৫ | সেই প্রভু বেদে-ভাগবতে | অ ১৮ | সেই সে ভগ্নন | ম ১০৮৭ |
| সেইকণে কূপ | অ ১০৬১ | সেই প্রেমভক্তি পায় | ম ১৬১৫১ | সেই সে যাইব আজি | ম ১৮১১২ |
| সেইকণে কোটি অপরাধীরও | অ ৫৬২৫ | সেই বেটা কবে মোব | ম ৩২৭ | সেই স্থান হয় অতি | অ ২১৫১ |
| সেইকণে গঙ্গাদেবী | অ ৩২৪৬ | সেই ভগবতী সর্বজননের | ম ৬১৭৬ | সেই স্থানে আমার | অ ২৩৬৬ |
| সেইকণে দেখে রাজা | অ ৫১১৭৭ | সে ভাগ্যবস্তুর | অ ৫৫৩৬ | সে-ও সত্য বাইবেক | ম ২০১৩৬ |
| সেইকণে ধরে সর্ব | ম ১৬১০০ | সেই ভাব, সেই কান্তি | অ ৭৭০ | সে কপাল গুণান-মদণ | অ ১৫১২ |
| সেইকণে ভক্ত-অরে | ম ২৬১৮ | সেই মত অদম্য | অ ২১২০৭ | সে কভু না জানে | ম ২০১৪৪ |
| সেইকণে সর্ব-বন্ধ | অ ১৭৫২ | সেই মত কথ্য কহি' | ম ১০১৮৮ | সে করুণা শুনিতে | অ ২২৭২ |
| সেই গৌরচন্দ্র শেখরুপে | ম ২০১৩৩ | সেই মত দেখরে | ম ১০১৮৬ | সে-কণে যে হৈল কথা | ম ১৬১২৬ |
| সেই গ্রামে কাজি আছে | অ ৫১৩২৫ | সেই মত নিত্যের | অ ৫১১২ | সে বেনে পতঙ্গ, কীট | ম ১২১৬৮ |
| সেই গ্রামে গৃহস্থ-সন্ন্যাসী | ম ১২১৪৩ | সেই মত শুদ্ধাব | ম ১৬১১৭ | সে কেবল পরানন্দ | অ ৫১৪২২ |
| সেই তিথি পূজিবারে | অ ৪১৪৪৪ | সেই মত সোণা আনে | অ ৮১১৭২ | সে কেবল বিয় ভূমি | অ ৩৪৫১ |
| সেই ভূগ, জল, ভূমি | অ ১৪১২৩ | সেই মহাভাগ্য | অ ১০১৫৬ | সে কেবল শিক্কা | অ ২১১০ |
| সেই দণ্ড তারে | ম ২১১৭২ | সেই মুখে কর ভূমি | অ ৩৪৫৩ | সে কেমনে লুকাইব | ম ১৭৬২ |
| সেই দিকে মহা | অ ৫১৩১৩ | সেই মুখে করি যবে | অ ৩৪৪২ | সে কেমনে দিয়া | ম ২৬১৮৩ |
| সেই দিকে শ্রী-পুরুষে | অ ৫১৩৮৭ | সেই মোর ভক্তি তবে | ম ১২১৭২ | সে চরণ চিত্তিলে | অ ৫১৬২৫ |
| সেই দিকে হয় | অ ৫১৫১১ | সেই মোর সর্বতীর্থ | অ ২১৮২ | সে চরণ-ধন মোর | অ ১৭১৫৭ |
| সেই দিকে যবে | ম ২১১১৪ | সেই যেন মহা বজা | ম ১৮১৫০ | সে জন কাটিয়া শির | ম ১২১২৬ |
| সেই দিকে, যাবে প্রভু | ম ২০১২২ | সেই রূপ দিহ করে | অ ৮১১৬৪ | সে জানিয়ে ভাগবত-অর্থ | ম ২১১২৫ |
| | | সেই রূপ, সেই বাক্য | ম ১৮১৬২ | সে কুব্ধ করি' রাবণ | ম ২৩১৮৭ |
| | | সেই রূপে পড়ে ভক্তি | ম ১৮১৬৫ | | |

| | | | | | |
|----------------------|-----------------|----------------------|-------------|-------------------------|------------------|
| সে ভূমি করিলে | ম ২৬৪১১ | সে মুখের শাস্তি | অ ১০১৩৮ | জী-জিত হইয়া | ম ২৬৪২ |
| সে তোমারে বহিবেক | অ ২১২০৭ | সে যদি নহিল, তবে | আ ১২৪২, ২৫১ | জী-দেখি' ধূরে গুরু | আ ১৫১৭ |
| সে থাকুক এখানে | আ ১২১২৬ | সে যদি সাক্ষাৎ | অ ১০১৫০ | জী-পুত্র-মায়াজাল | আ ১৬৬০ |
| সে দান্তিক, নহে | অ ৬৯৮ | সে যে বাক্য বলিবেক | ম ১৭১২৮ | জী-পুত্রে বাপে | ম ২৩৮১ |
| সে দিন মাগুরা-বজ | অ ১০৮৯ | সে রাজো এখন কেহ | অ ২১১১ | জী-পুরুষ-বাণ-বৃদ্ধ | ম ২৮১১৭ |
| সে ছাং-বিপদ | ম ১১২২৬ | সে রূপ দেখিয়া মুগ্ধ | আ ১২১২২ | জী-বাণ-বৃদ্ধ | অ ৪৮ |
| সে দেশে এ দেশে | অ ২১২৬ | সে লীলায় হেন | ম ১৮১২৭ | জী-বাসে পুরুষ-বাসে | আ ৬৬২ |
| সে না জানে কতু | ম ২১২২৪ | সে সংসার-অন্ধি তবে | অ ৩৩৮৬ | জীয়ে পুত্রে গৃহে | ম ২৪৮৬ |
| সে-নিমিত্তে সৃজনেরে | আ ১৬১০৪ | সে-সকল মিথ্যা | ম ১০১২২ | জীলোক পাউক | আ ১২৫৭ |
| সে পাপিষ্ঠ আপনারে | আ ১৪৮৭ | সে সকলে সঙ্গী | ম ২৭১২২ | জী-শূত্র-আদি | ম ৬১৬৭, অ ৪১২২২ |
| সে পাপিষ্ঠ কতু | ম ২৩৫৩৩ | সে সত্য যাইবেক | ম ১০৩১২ | ‘জী’-হেন নাম প্রভু | আ ১৫২২ |
| সে পাপিষ্ঠ সব | ম ৬১৬২ | সে-সব অনন্দ বেদে | ম ১০১২৩ | জৈগ-মদ্যপেরে প্রভু | ম ১০১২৫ |
| সে পুরীর মর্ম মোর | অ ২১৩৬৭ | সে-সব গণের পক্ষ | ম ২২১২৫ | স্থির হট' জগন্নাথ | অ ২৪৬ |
| সে পুষ্প দেখিলে | অ ৫১২৮৩ | সে-সব জীবেরে কৃষ্ণ | আ ২৪৭ | অন করি' বাস | ম ২৫৮ |
| সে প্রভু আপনে | অ ৪১০২ | সে-সব দ্রুতি অতি | ম ১৭১১০ | অন-পানে পূরান | অ ৪৪ |
| সে প্রভুর অঙ্গ-সঙ্গ | ম ১৩৩১০ | সে-সব ব্রহ্মার পৌত্র | অ ৬৭৮ | অর্পণের কি দায় | আ ১৬২৪৩, ম ১০১১০ |
| সে প্রভুরে লোক-সব | আ ৫১৬৩ | সে-সব ভক্তের পায়ে | অ ৩২২৬ | ক্ষুরের জীবের মুখে | অ ১১১৭ |
| সেবক কৃষ্ণের পিতা | ম ২৩৪৬৪ | সে-সব লোকের যথা | ম ২১২৭ | ক্ষুতি সে হইল মাত্র | অ ৩৫১২ |
| সেবক-বৎসল নন্দগোপের | ম ১১৫৩ | সে-স্থানে নাহিক | অ ২৩৭৭ | অকাঙ্ক্ষা করেন সব | আ ৭৭৬ |
| সেবক-বৎসল প্রভু | ম ২৩৪৬৬, অ ৫৪৩০ | সে স্থানের প্রভাবে | অ ২৩৭১ | অতঃ করিয়া বেদে | অ ৭৪৫ |
| সেবক হইলে | ম ২৩৫১ | সে স্থানের মুক্তিকা | আ ১৭১০১ | অতঃ জীবব | আ ৭২১ |
| সেবকের দাস সে | অ ৫৬২ | সেহ ছার বলয়ে | অ ৫৪৪০ | অতঃ নাচিত | ম ২৩১৪৭ |
| সেবকের দান্ত প্রভু | অ ৩২৬২ | সেহ না বাথানে | ম ২২৮৬ | অতঃ পরমানন্দ | ম ১৬১২৮, ২৬১৫ |
| সেবকের দ্রঃ প্রভু | ম ২৭৬ | সেহ প্রভুরাশ্য করে | ম ১৭১১৪ | অতঃ হইতে শক্তি | ম ২৮৫৫, অ ২৩৫ |
| সেবকের দ্রোহ | ম ৩৪৪ | সেহ মোর নহে | ম ২৩৪৪ | অপ্রদেহি' নিরানিধি | অ ১০১১ |
| সেবকের নিমিত্তে | অ ৩৭২ | সেহ মোর, মুক্তি | ম ২৩৪৩ | অপ্রদেহি' শাস্তি | অ ১০১১৬ |
| সেবকের লাগি' | ম ২৪৮ | সে হয় কৃষ্ণের মুখে | ম ১৩৩২৪ | অপ্রদেহ রাগা মনে চিন্তে | অ ৫১৭ |
| সেবকের স্থানে কৃষ্ণ | ম ২৩৪৬৬ | সেহ যারে পিণ্ড দেয় | আ ১৭৫১ | অপ্রদেহ প্রত্যাদেশ | অ ১০১৫ |
| সেবকের হিংসা | ম ৫১৫ | সে হাঁড়ী পরণে | আ ৭১৭৮ | অপ্রদেহ প্রেমনিধি-প্রতি | অ ১০১৪ |
| সেবকে সে প্রভুর | ম ২৩৫১ | সে হেব নন্দন বা'ব | আ ৬১০৫ | অপ্রদেহ প্রদায় শাস্তি | অ ১০১৪৮ |
| সে বা কেনে | ম ৮১২০৯ | দোণা-রূপা-মুক্তা | অ ৬১৮ | অপ্রদেহ না বলে | অ ৫৪৪৫ |
| সেবাবিগ্রহের প্রতি | ম ৫১২২১ | অন্ধে যজ্ঞত্ব | আ ৫৮১ | অপ্রদেহো অভক্ত | অ ১০১৪ |
| সেবা বার্থ হৈল | ম ১০১৪২ | স্তন পান করায় | ম ১৮১২০৩ | অপ্রদেহো না কহে | অ ১০১৭ |
| সে বিরজি-ভক্তি-কণা | আ ১২১২৪০ | স্তনপানে সবার | ম ১৮১২০৮ | অপ্রদেহেই পুত্র হৈতে | আ ৭৭ |
| সে বৈকুণ্ঠ-পূজা হইতে | অ ৪৩৫৭ | ভক্তি করে সার্বভৌম | অ ৩১৪০ | অপ্রদেহে চৈতন্য-ভক্ত | ম ১৬৭ |
| সে তত্ত্ব কৃষ্ণের | ম ২১৫৫ | ‘ভক্তি-কেন’ না মানিহ | ম ২৩১২৬ | অপ্রদেহ, মুক্তা, বীরা | অ ৭৭ |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|-------------------------|------------------------|--------------------------|----------------|
| অর্পণের নিম্ন মুক্তি | অ ৫১৫৪ | হরিধ্বনি করিতে লাগিল | অ ২৪৭৪ | হাতেতে মোহন বাণী | ম ২০২২৯ |
| দ্বিহস্তে আপনে যেন | ম ১০১৫ | হরিনাম-কোলাহল | ম ২৩১০২ | হাসিয়া কহেন প্রভু | অ ৫৪৭ |
| অহস্তে কিলার প্রভু | ম ১০১৩৪ | হরিনাম শুনিলে | অ ৬১৩ | হাসিয়া সবারে দিল | ম ২২২৩ |
| অহস্তে কোণালি লক্ষ্য | ম ১৫১৩৩ | হরিনাম-সঙ্গীতনে | অ ১৪১৪৩ | হাসিয়া হাসিয়া | ম ১০১৭৩ |
| বাহুভাবানন্দে কৃষ্ণ | ম ১০২৫৭ | 'হরিবংশ' কহেন | ম ২৩২০০ | হাসেন আমারে দেখি' | অ ২৪১০ |
| বাহুভাবানন্দে নৃত্য | ম ২৫১৪০ | 'হরি' বই মুখে | ম ২৩১২৪ | হিন্দুগণে কান্দি-সব | ম ২৩১০৯ |
| বামিহীনা দেবহুতি | ম ৩১০১১ | হরিবল মুকুন্দ | ম ২৩৪৩৫ | হিন্দু ঘাঁরে বলে 'কৃষ্ণ' | অ ৪৫৫ |
| 'বানী' করি' শব্দে | ম ৫১১৮ | হরি বল মুক্ত লোক | ম ২৩২৬৯ | হিরণ্যকশিপু বর পাইয়া | ম ১০২০০ |
| বানীর অগ্রেতে গঙ্গা | অ ১৪১৮৭ | 'হরি' বলি' বাজায় | ম ২৩৪২২ | হুকার করয়ে | অ ২৮২ |
| স্বচ্ছামর মণ্ডপ | ম ২৮১৩ | 'হরি' বলি' সবে | ম ২৩১৬৩ | হুকার করিয়া প্রভু | ম ২০৭৮ |
| অঙ্গ করিলে মাত্র | ম ১০৬৬ | হবি বলি' সিংহনাদ | অ ৩৩২৭ | হুড়াহুড়ি বলিয়াছে | ম ২৩১১০ |
| প্রচার কি দোষ আছে | অ ৭১৭৫ | 'হরি' বিনা লোক-মুখে | ম ২৮১৩৮ | হুলাহুলি দিয়া | ম ২৩১৮৮ |
| হ | | চরিত্তক্লিশূন্য হৈল | অ ৮১২৮ | হৃদয়ে থাকিয়া না পারিলা | ম ১৭৬১ |
| হইব তোমার পুত্র | ম ২৭৪৭ | হরিষে করিয়া | ম ৮১৫৪ | হেন আকর্ষণ প্রভু | ম ২৮২২ |
| হইবেক প্রেমভক্তি | ম ২২১৩৬ | হরিষে থাকেন সর্ব | ম ২৮৪ | হেনই সময়ে আর | ম ২৮১৩৮ |
| হইল জন্মনয় | ম ২৮১৭৯ | চরিত্রের দাতা তুমি | ম ১৬৮০ | হেনই সময়ে সর্ব-প্রভু | ম ১৮১২০ |
| হইল ক্ষিত্তির গর্ভ | ম ৩৪৬ | 'চরি হরি' বোল, তনে | অ ১২১৮৩ | হেন কথা কহে যেই | অ ৬২৪ |
| হইল পাণিষ্ঠ জন্ম | অ ১২২৮৪, ম ৮১২৮ | 'হরেকৃষ্ণ' নাম মাত্র | অ ৩১৬৪ | হেন কব, কৃষ্ণ। | ম ১২২৭ |
| হইল সকল পথ | ম ২৩১২৫ | হরেকৃষ্ণ হরেকৃষ্ণ | অ ১৪১৪৫, ম ২৩৭৬, অ ১৪৬ | হেন কর প্রভু মোরে | ম ১৭৮৭ |
| হইল সে-কাণ্ড, আর | অ ১৪১৮৬ | হরে রাম হরে রাম | অ ১৪১৪৫, ম ২৩৭৬ | হেন কর প্রভু যেন | ম ১০২০ |
| হইলাঙ বঞ্চিত | ম ১৩২৯ | (হরি) হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ | ম ১৪০৭ | হেন রূপা কর | ম ১২২৪ |
| হইলাঙ বঞ্চিত নে | অ ১২২৮৪ | হর্তা কর্তা পাণ্ডিত্য | ম ১১৪২ | হেন রূপাঙ্গুর | অ ৩১২৯ |
| হইলা ঝাপর-মুগে | অ ৫১৭১ | হর্তা কর্তা ভর্তা কৃষ্ণ | অ ৭১২৯ | হেন কৃষ্ণগুণ-নাম | অ ৩২২ |
| হইলা বড়াই বুড়ী | ম ১৮২১৭ | হৃদয় মহাপ্রভু | অ ১১৬ | হেন কৃষ্ণ ছাড়ি' লোকে | ম ১১৬০ |
| হইলা বামন-রূপ | অ ৮১৫ | হৃদয় রাসকীড়া | অ ১২৩ | হেন কৃষ্ণনামে ধার | ম ১১৫৪ |
| হইলা রাধিকা-ভাব | অ ৫২৩৮ | হস্ত, পদ, মুখ | ম ৩৩৬ | হেন কৃষ্ণ পার তুমি | অ ৭৪৩ |
| হইলু পাণিষ্ঠ জন্ম | ম ১৩২৯ | হস্ত মোর ধন্য হউ | অ ১১৩ | হেন কৃষ্ণ বল ভাই | ম ১৩১৭ |
| 'হই হই, হায় হায়' | ম ৮২৬৯ | হস্ত যে হইল | ম ২৩২২৭ | হেন কৃষ্ণভক্ত-নামে | ম ১০১৫০, ১৭১০৯ |
| হউক মন্তপ, তবু | ম ২১৫১ | হস্তে কি কখন পারি | অ ১২০৭ | হেন কৃষ্ণ ভক্ত, সব | ম ১৩৮৪ |
| 'হর' 'নয়' করে | অ ১৩৬৭ | হস্তে সূর্য আচ্ছাদিয়া | অ ১২০৪ | হেন কৃষ্ণ যে না ভজে | অ ৩৪৬ |
| হর বাণী 'নয়' করে | অ ১২২৭২ | 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া হংস | অ ১৬১৫ | হেন কেবা আছে | অ ২৩৫৪ |
| হরয়ে নুমঃ কৃষ্ণ | ম ২৩৮০, ২২২ | হাটে ঘাটে সবে | ম ৩৫৬ | হেন জ্যোতিষ-বশে | ম ১০১৫ |
| হরি.ও রাম রাম | ম ২৩১২২, ২১২ | হাতে তালি দিয়া করে | অ ৪৬০, ১৩২, অ ২৩২৮ | হেন গৌর-বশে | ম ১০১১৭ |
| হরিনাম-আশ্রয় | অ ১৬২৪৪ | হাতে তালি দিয়া করে | অ ৪৬০, ১৩২, অ ২৩২৮ | হেন জন দেখি' কাকি | অ ১০১৫ |
| হরিনাম বলে,—আমি | ম ১৮৪৫ | হাতে তালি দিয়া নাচে | ম ১৭১০০, ১০১৫২ | হেন অঙ্গ দিয়াও | অ ১২৪২ |
| হরিনাম-স্পর্শ-বাঁহা | অ ১৬২৪২, ম ১০১০৯ | | | হেন চানাইতলা | ম ৮২৭০ |

| | | | | | |
|-------------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------------------|----------|
| হেন তুমি মোর | ম ৬।১০২ | হেন বল—তোরে হউ | ম ১৯।৪৯ | হেন মহাপুরুষ জন্মিল | ম ২৩।৫০ |
| হেন দৃঢ় চড় | অ ১০।১২৯ | হেন বৃষ্টি—বৈকুণ্ঠ | ম ২৩।২২৫ | হেন মহাপ্রভু | অ ৫।৬৭৪ |
| হেন দাস্য-ভাবে কৃন্দে | ম ২৩।৪৬৭ | হেন বৈষ্ণবের নিন্দা | অ ৪।৩৬০ | হেন মহা-মহোৎসব | ম ৮।১২৮ |
| হেন দাস্যযোগ | ম ৮।২০৮ | হেন ভক্ত অধৈতরে | ম ১৬।২৫, | হেন মহোৎসব | ম ২৩।৬২ |
| হেন দিন হইবে কি | ম ২২।১৪৫, | | ২৩।৪৭৮ | হেন স্ববনেও | অ ৪।৬৮ |
| | ২৮।১৯০, অ ৬।১৩৯ | হেন ভক্তবৎসল | ম ২৮।৪০ | হেন যশ, হেন নৃত্য | আ ২।১৮৩ |
| হেন দিন হৈব কি | আ ৯।২৩০ | হেন ভক্তি না জানি | অ ৩।৫০৮ | হেন রসে কেন | ম ১৮।২০০ |
| হেন দীক্ষা দেহ' | ম ২৮।১৩০ | হেন ভক্তি না মানিমু | ম ১৯।১৬ | হেন শিব-নাম শুনি' | অ ৪।৪৭৮ |
| হেন দেহ পাইয়া | আ ৮।২০২ | হেন ভক্তি না মানিল | ম ১০।২১৮ | হেন সত্য কর প্রভু | ম ১০।২৩ |
| হেন ধূলি প্রসাদ না কর | ম ১৮।৯৫ | হেন ভক্তি বিনে ভক্ত | ম ২৩।৫১৬ | হেন সব সঙ্গ | ম ২৫।৫২ |
| হেন নাহি বুঝি | ম ২৪।১৪ | হেন ভক্তিযোগ দিমু | অ ৪।১২৩ | হেন সর্বশক্তি-সময়িত | অ ২।৪২০ |
| হেন গুণ্য কীর্তি | ম ২০।৪৪ | হেনমতে নবদীপে | ম ১৭।৩, ২২।৮২ | হেন সে কারুণ্য-রস | ম ২৮।১৪৬ |
| হেন প্রভু অবতরি' | আ ৫।১৬২ | হেনমতে প্রভু | অ ৪।৩ | হেন সে ক্রন্দন | অ ৪।১২ |
| হেন প্রভু পেলে | আ ৬।৪১ | হেনমতে বৈকুণ্ঠের | ম ২৩।২২৮ | হেন সে ক্ষেত্রের অতি | অ ২।৩৭৫ |
| হেন প্রভু না ভঞ্জে | অ ৩।২৫৯ | হেনমতে ভক্তিযোগ | অ ৯।১২৬ | হেন সে চৈতন্য-মায়া | অ ৮।১২৯ |
| হেন প্রভু বলে | ম ২৬।২৫ | হেনমতে মহাপ্রভু | ম ১৯।২৫৭ | হেন স্থান নাহি | অ ৪।৪২২ |
| হেন প্রভু, হেন ভক্তিযোগ | ম ২০।৭২ | হেনমতে মুরারি | ম ২০।৫২ | হের, দেখ, চোর | ম ১৬।৭৬ |
| হেন প্রেম-কলহের | ম ২৪।৯৭ | হেন মহা চোর শিশু | আ ৫।৭০ | হের, দেখ, চোরের | ম ১৬।৭৩ |

শব্দ-সূচী

| | | |
|---|---|--|
| অ | অক্রোধ ম ১৫।৬১; অ ৫।৪৮৬। | অগোচর আ ২।২২৯; ম ১৬।৫২; অ ৫।১৪৬। |
| অংশ আ ২।৩০, ১৪।৭৫; অ ৫।৫২৫, ৬।১০৩; অংশ-অবতার ম ২।১৬৯; অংশ-কলা অ ৫।৩৫৩। | অক্ষয় ম ১।৫৪; অ ৩।৫০৬; অক্ষয়-অধৈত-সেবা ম ১০।১৪৭। | অগ্নি ম ১।৩৩৩; অ ৪।৪৭৪; ৯।৩২৯, অগ্নিপুঞ্জশিখা আ ১৪।৪৬; অগ্নিশিখা আ ১০।১২৩। |
| অকথ্য আ ১৬।২২৩, ম ১।৩৭৪; অকথ্য-কথন আ ১।১৫৬, ১৫।২১৫, ২২০; অকথ্যচরিত আ ৮।১৪৬। | অখণ্ড আ ১৩।১৩৫; ১৬।৭৮; ম ৫।৬৮; ১০।৭৮। | অগ্রগণ্য ম ১৪।৪০। |
| অকণ্টে অ ৫।১০৩, ম ২৩।২৮৬। | অখিল-ভুবন-অধিকারী ম ৯।১। | অগ্রজ আ ৭।৮, ৩৪, ৬৩; ম ২।২২, ১৫।২২৯; অগ্রজ-প্রতি আ ৭।৩৯; অগ্রজ-বসন আ ৭।৪০। |
| অকিঞ্চন-প্রাণ ম ১৬।১৫০; অকিঞ্চনময় ম ২০।৪৭, অকিঞ্চন-মলে ম ১।১। | অগম্য আ ১।১৩; ম ৪।৩৮; ৭।১৪৯; ১২।২৮; অ ১।২৪৩; ৩।১৩৪। | অগ্রগণ্য আ ১৬।২৩; ম ১৬।৪৯; অ ৩।৪২৯। |
| অকৈতব আ ১৪।২৬; ১৫।৪১; ১৬।২২৯; ম ২।৫৮; অ ৩।৪৪৮; ৫।৪৫০, ৬৮১; ৩।২৮; অকৈতবরূপে অ ৩।৪। | অগরু আ ১৩।১৫৭। | অদৃশ আ ১।২৮; ৫।২৮। |
| | অগস্ত্য-আলর আ ৯।১৩৯। | অধৈত-বিধান ম ১৮।৬। |
| | অগাধ ম ৩।১৭২; ৪।৬৯; ৬।২৭; ১১।২৪; অ ৬।১১৯। | |
| | অগেয়ান ম ১২।৩১। | |

অঙ্গ আ ২২২০; ৬৫৪, ১১৫, ১৩১;
১২২৪৩; ১৩১৬৬; ১৪১০৫, ম ১১৬৫,
১২৮; ৩৩৭, ১৫৬; ৭১২৬, ১০২;
৮১৫৩, ১৫২, ১৮১, ২২০; ২৪২,
১৩২; ১০৪৪; ১২২৬; অঙ্গতাপ
ম ১৮৭৬; অঙ্গভঙ্গী আ ৪১২১;
অঙ্গসঙ্গে ম ১৩৩১০।
অঙ্গন আ ১১৩৩; ২২২৬; ৬৪১;
৮১৪৫; ১৫১১২; ম ১১৪৪; ৮১৫১;
১০৫৬; ১১২২; ১৩৩৮০; অ
৫৪৭৪; ৫৬৫৫।
অঙ্গীকার আ ২৪৮; ম ৬১৭০।
অচিন্ত্য আ ২১৩; ম ৪৩৮; ৮১২৫,
২৮০; ১১৫৮; ১২১০; ১৬৩০;
১৮১৩২; অ ১১৪৩, ৩১৩৪,
অচিন্ত্য-অগম্য-অদিত্য ম ২৫৮;
অচিন্ত্য ইচ্ছা অ ৪১৬৫; অচিন্ত্য
দৈববুদ্ধি ম ২১২৫; অচিন্ত্য কথন
অ ৪১৭৮; অচিন্ত্য-চৈতন্য-রঙ্গ ম
৮৩১৩; অচিন্ত্য-প্রভাব ম ৩১০০;
৬১৪৫; অ১২১৪; অচিন্ত্য-রঙ্গ
ম ৬১৫৩; অচিন্ত্য-লীলা ম ১৫২;
অচিন্ত্য-লীলা-কথা ম ২৮৬৩; অচিন্ত্য-
শক্তি ম ১১১২; ১৩২৮২।
অচ্যুত-নামে শাক অ ৪২২৬।
অচেষ্টন আ ১৬২; ম ১৪১০।
অচেষ্ট আ ২২৮; ১৬১২৩; ম ৪২২;
অচেষ্ট-নিজ আ ৫১২১।
অজগর সর্প অ ৫৪২৮।
অজ্ঞানবাদি-বন্ধিতা আ ৮৭০; অজ-ভব-
বন্দ্য-ঐচরণ অ ৫১২৭।
অজয় ম ১০৩১৩; অ ৩২৬২; ৪৩৩৩।
অজামিল-উদ্ধার ম ১৩৬২, ২৬১; অজামিল-
পতিতপাবন ম ২৬০; অজামিল-
স্বরণ ম ১০৭২।
অজ ম ২১২৫।

অজ্ঞান ম ১০২২২; ১৫৮৩।
অজরে ম ১২২২; অজোর ম ১০১২৭,
১১৩৬; ২৮৬০।
অটু অ ৪৪০; অটু অটু আ ২১৭৭;
১৬২৬; ম ২১৬৪; অ ১৮২, অটু
হাঙ্গ অ ১১৪০।
অতি অনির্বচনীয় আ ১২২৬; অতি
অমূল্য আ ১০১১৫; অতি অমাহুযী
অ ৪৪৬২; অতি অমৃত বচন আ
৭১০৮; অতি অলঙ্কিত আ ১৭১২৩।
অতি-দয়াময় আ ১১৭১; অতি-দ্বি-
আ ১২২২৮; অতি নয় কলবব ম
২১২০; অতি-পরম-পুণ্ডরীক আ ১৭১২০;
অতি-পরানন্দ-মন আ ১৫৬৮; অতি-
পাতকী ম ১২০৮; অতি-পাণ্ডী আ
১৬৩১; অতি-প্রিয় আ ১৭৪১,
অতি-বাণক আ ৬৬৫; অতি বিলক্ষণ
আ ৭১২; ১২২৬৭, অতি ভাগ্যোদয়
আ ১৪৭১; অতি-ভাগ্যবানে আ
৭১২২, অতি মনোহর আ ১০২০৮;
১৪৬২; ১৬৬২; ম ২১৮২; অতি-
সারগ্রাহী আ ১৪১১৬।
অতিথি আ ৫৮৭, ১৪৬; ২১৩৩;
১৪১৩, ২০, ২৬; অতিথি-বাস্তার-
ধর্ম আ ৫২৩; অতিথি-দেবন আ
১৫৪১; অতিথি-সেবা আ ১৪২১, ২২।
অতিরিক্ত ম ১৩৪।
অতিশয় ম ২২০১; অতিশয় পাপী ম
১৩৭৫।
অতুল আ ৪১২১; অতুলিত অ ৩৪৭৫।
অত্যন্ত প্রেম আ ১০৮২।
অদৃশ্য অ ২২২২।
অদোষ-দরশি ম ২৬১; অ ২৩৪০,
৫২১।
অদ্যাপি আ ১৬২, ১৪৬৬, ৮১; ম
১৪০১।

অধিতীর আ ১৫২, ১২৩১; ম ২২৪৫;
৩২২৬; অধিতীর-জ্ঞান আ ৭১৭০।
অধৈত-চরিত্র ম ৬২৬, ২৭, অধৈত-জীবন
ম ১৩২৫৭; অধৈত-ভঙ্ক ম ২৬;
অধৈত-নয়নে ম ১৩৮৪২; অধৈত-
নাম আ ১১৬৪; অধৈত-প্রতিভা ম
১৩৩০১; অধৈত-ভুক্ত ম ১০১৪৬,
১৫০; ১৬৫৮; অধৈত-মদ্রি আ
৭৬৭; ১১৭২; অ ৪১৩৪; অধৈত-
মহাপ্রভু ম ৬৫৫; অধৈত মতাম্ব
আ ৭৬৪, ১০৩; অধৈত-মহিমা
ম ১৬৬১; অধৈত-শ্রীবাগ-প্রাণধন ম
২১৩; অধৈত-সঙ্গ ম ৬৫৮; অধৈত-
সভা আ ৭২২, ৩৫; ১১২৩;
অধৈত-সিংহ ম ১৬৫০; ২২৮৮,
অধৈত-সেবা ম ১৩১৪; অধৈতাদি
ভুক্ত ম ৩২; ৫১৩; অধৈতাহুতবে
ম ২২৪২।
অদ্বুত আ ১৬১৬২; ম ২১১০, ২২৪;
৪১৮; ৭২১; ১৩৩৮৪; অদ্বুত-
কথা আ ২১৭৫; অদ্বুতশক্তি আ
১৬১৪৬।
অধঃপাত ম ২১৫৮; ১০১৩৭, ২২২;
১৩২৪৫, ৩২০; ২০১৪৪; ২২১৩৩;
অ ৬৮১; অধঃপাতক ম ২২৩৬।
অধম আ ১৪২২, ৮৮; ম ১১৫৫; ২৬২,
২৪১; ৩১৩৪; ৫৫৫, ১৪০; ৮১১১,
১০১০২, ১৬৩; অধমকুল আ ১৬২৩৮।
অধর আ ৪৮০; ১১৪; ১৩৬২; ম
২১২৮; ৩১২৮; ৭৬১; ২১৭২;
২৭২৬; অ ৪৩১।
অধর্ম আ ২১২; ম ১৩৪২।
অধিকার ম ৩৩৬; ৪৬৭; ৮৩০১;
১০৮০; ১৩৩৮২; ১৬২২; অ
২৩৭১; অধিকার-পাত্র আ ১৭০৮;
ম ১৩০৭; অধিকারি-বৈকবেত অ

অমৃতকণ আ ২২০৭ , ৩১৮ ; ৭২৩, ৯৫ ;
 ১৪৪৫; ম ১২২৯ ; ৫১০৯ ; ১৫৬ ।
 অমৃতগ্রহ আ ১২১৪২ ; ম ১৩৬ ; ২২৭,
 ১৪৬, ১৬৬, ৮১৬৮ ; ১০১৬৯ ;
 ১৩২০১ ; অ ৭৮ ; অমৃতগ্রহ-আলিফন
 অ ১১৪ ; অমৃতগ্রহ-দ্বিতীয় ম ১৭১২৯ ;
 অমৃতগ্রহ-পাণ্ড ম ১৫১৭ ।
 অমৃতচর আ ৯৩ ; ১৩২০৮ ; ম ৬৪২ ;
 ৭১১৫ ; ৮১৩৩ ; ১৩৩০১, ৩৯৯ ;
 ১৮১১২ ।
 অমৃতজ আ ৭১২ ; ম ৫১১৫ ; অ ৪১২২৪ ।
 অমৃতপা ম ১২১০ ; ৭৮৭ ; ১৪৪৬ ।
 অমৃতপম আ ৫২০ ; ৭৪৬ ; ৮৮২ ; ১৬৪৭ ।
 অমৃতপা ম অ ৩১৬৩ ; ৫৩৮৩ ।
 অমৃতপাণ্ড ম ২১২৪ ।
 অমৃতভব আ ২৩০ , ৪৫৭ ; ৭৪৩ ;
 ১৬২৪৯ , ম ২১৭ , ৮৮ ; ১০২৩০ ;
 ১৩২৯৭ ।
 অমৃতভব ম ২০১৫৫ ।
 অমৃতমতি আ ১৭৬৪ ।
 অমৃতদ্বাণ্ড আ ১৭৬ ; ম ১১২৯ ; ২১০৭ ;
 ৫১১৩ ; ১৪৩৯ ; অ ৩২০২, ২৭২ ।
 অমৃতরূপ আ ৩১২ ; ম ৯৪৭ ।
 অমৃতরোধ ম ৮২৬৬ ।
 অমৃত আ ১৫০ , ১২২২৪ ; ১৫৮৫ ;
 ১৭১৪৮ ; ম ২১১৭৭ ; ৩২৯ ; ৮২১৮ ;
 ১০৩২২ , ১৪৩৮ ; অমৃতপট আ
 ১৫১৭২ ; ম ১০১৭৪ ।
 অমৃতর আ ৭৮৯ ; ১৪৯৯ ; ১৬২১৩ ;
 ম ২১৪৪ ; ৩১৯ ; ম ৭১২২ ;
 ১৩২৬৭ ; ১৬৬ ; অ অ১০৮ ;
 অমৃত-কথা আ ১১৩৫ ; অমৃত-দুঃখিতা
 ম ২১২৪ ; অমৃত-পাণ্ড ম ১৮ ;
 ২১৮৫ ; অমৃত-ভর ম ২১৬৭ ;
 অমৃত-রীক্ষা আ ১৪৮৬ ।

অন্তরীক্ষ আ ১৬১৩৪; ম ৪১৩৩; ৬৮২,
৯১; ৯৯০১; ২৫০০৪।

অন্তর্ধান আ ৮১০২; ১০১৪৯; ১৪১২৫।
অন্তর্ধানী আ ১৮০; ৫১২০; ১২১৪৫,
১৭১৪৪; ম ১০১০৪, ১৬৫৭; ২১১৬৬;
২০৫২; অন্তর্ধানী-রূপে ম ২১০৪২।
অক্ষ ম ১০১০৮।

অন্ন আ ২১২৬; ১৪১২; ম ১১৮৯;
অন্ন-পরিগ্রহ ম ২৬৫৭; অন্ন-পানি-
নিদ্রা ম ৫১১৬; অন্নবৃষ্টি ম ১১১৫;
অন্নময় ম ৮৬৮।

অন্তোহন্তো আ ২২৩১; ৭১৩৬, ৮৪২,
৯১৬২; ১১২৩, ১২১৪১; ১৫২০১;
ম ৫৪৫; ৮১৮৬; ৯২২৭; ২২৪৮;
অন্তোহন্তো উচিত আ ১৫৫২।

অন্ত-জন ম ২১২১।
অন্ত্র ম ২১০৭৪।
অন্ত্রা আ ৭১৫৭; ১৪১৩৩; ম ১১২৫,
৩৯১; ৫১০৮; ৮১৬, ২৭২।

অন্ত-ব্যবহার আ ১৬৭০।

অন্ত-মতি আ ১৭১৯১।

অন্ত-মন আ ১২১৪০।

অন্তাশ্রয় আ ১৬১৮০।

অশেষ ম ৮১৮২; ১০১২৬, ২২৪।

অপকীর্ণি ম ১১১৭।

অপচয় আ ৪১৩৮; ৭১৫২, ১৮৮; ৮১২২৫,
১৬০, ১৬৮; অ ৩৩১।

অপভ্রায় আ ৬৫৬।

অপমান ম ১০১৮০; ১৫৫১।

অপমৃত্যে ম ১০২৪।

অপরাধিতা আ ৪১২।

অপরাধ আ ৬১১০; ১৬৬২; ১৭১৫১;
ম ৫৫৪; ৬১৭৭; ৭১০২; ১০১২২;
১০২০৮, ৪০১; ১৫৪; ১৬১৪;
অপরাধ-অমূল্য আ ১৬১২০; অপরাধ-
ভজন-কারণ অ ২১০৪১; অপরাধ-

ভজনী ম ১৫৭৮ অপরাধ মার্গিয়া
অ ৯৩৫১; অপরাধ-প্রায় অ ৯৩৫১;
অপরাধী শরীর ম ১০১২৬।

অপরাধ আ ১৫১২৮; অপরাধকাল আ
১৫৭৯; অপরাধবেলা আ ১৫১২৬।
অপরাধ আ ৫১৯; ম ৬৭৪, ৮১২৭,
১১৮৬; ১৩২২; ১১৮; অপরাধ জ্ঞান
ম ১০১১।

অপহার আ ৬১২২; ম ১১১০৪।

অপার আ ১১০০; ৬৩২; ২৯, ৯০১৬৭,
১০১২৪; ১৪১৩২; ১৫১১২;
১৬১৫; ম ৭৮৫; ৮১২৭; ১০১৬,
১১৬; ১২১৪৪।

অপূর্ণ আ ৮১৬, ১২১২৬; ম ১০৩,
৩৬২; ২১৬৮, ২২০, ২২৩; ৭৭৯;
৮৬৮, ১০২২৫; ১১৮৮; ১২১,
১০১২৯; ১৫৮২; অপূর্ণ-দরশন
ম ৩২৫।

অপেক্ষা আ ৬১২৯; ২২৫৪; অ ৯২৯,
অপেক্ষিত ম ২১৫৭, অ ৯২৮।

অপ্রতীত ম ১০১১০।

অপ্রত্যয় ম ২০২০।

অবকাশ ম ৬১৯১।

অবজ্ঞা ম ৭১২৫, ১০৫; অবজ্ঞান ম ৭১
১৪২; অ ১০১৬৬।

অবতির অ ৫৬৮৪; অবতিরবেন আ ২১৫৬;
অবতিরহাছে ম ২১৫; অবতিরহা আ
২১৩৫; ১৫১৭৫; অবতির আ
২১৫০; ৩৫০।

অবতার আ ১৭; ২১২, ১৫, ৩৫, ১৬৮;
৫১৫১; ১৩১৩৯, ১৪৪; ১৪১০৪;
১৫১২৯; ১৭৬২, ৯২; ম ১১৩৪,
২২০; ২৫৪, ৭২, ৮১, ৩৩৪; ৩৫৩;
৫৫১, ২২, ১৪৭; ৬২৪, ১২৬;
৭৭৯, ৮৭; ৮৭২, ২৮৮; ১০১২৪,
১১৬, ২৬১; ১১১০৫; ১০৫৪,

২২৮; ১৪৫১; ১৫৩৫; অ ৬১৪২;
৯১২৯; অবতার-অমূল্য ম ৫১০৫;
অবতার-অমূল্য-বেলা ম ৫১৩৩;
অবতার-দীনা আ ৯৪২; অবতারী
আ ১৬১৩০।

অবতীর্ণ আ ১২৪, ১৮৪; ২১৫২, ৫৩,
১২৮; ৫১৪৫; ১৩১৪২; ১৪১৩২;
১৬১৮; ১৭১৩১, ১০৪; ম ২১৪২,
২৪৪, ৪৪৭; ৬১৪৪; ৭১০; ৮১৩১৭।

অবধান আ ৪১২২।

অবধি আ ১১৫২; ৭১১৩; ১০১২২;
১৫৮৬; ম ১১২৩।

অবধূত ম ৮১০; ১০১৭৫, ৩৪৫, ৩৫৪;
১৭২৪, অ ৬১২৮; ৫১২৬০; অবধূত-
চক্ষু ম ২১৩৪৫; ২০৫২৩; অ ৭১০১;
অবধূতচাঁদ ম ২১২৮; অবধূতবয়
ম ১০২৫৬; অবধূতবেশ আ ২১৩৪;
ম ৩১২৫, ১৪৭; অবধূতরায় অ
৪১০১; অবধূতরূপ আ ৯১০১;
অবধূতসংহতি ম ১০৩৪৬; অবধূত-
সিংহ অ ৫১৩৭৮।

অবনীমণ্ডল আ ২১২১০।

অবস্খী আ ৯১২৬।

অবশ আ ৯১৫৩; ১১২৪; অ ৪১২৬২।
অবশিষ্ট ম ১১৩০; ২১০।

অবশেষ ম ৫১৬২; ৮৭৩, ২৮১; ১০১৭৫,
২২১; ম ১৬৬৩; অ ৪১৩১৩;
অবশেষ-পাত্র আ ১১৫০; ম ২১৩২২;
১০১২৭; অ ৯২৫১, অবশেষপাত্র
নারায়ণী-গর্ভজাত অ ৫১৭৭; অব-
শেষ-স্তন অ ৬১০৫।

অবস্খ ম ৭১০০।

অবসর আ ১০৬, ১০৮২; ১৫১২২;
ম ১১২৪৪; ৪১৪০।

অবস্থা আ ১৪৮৫; ম ১০২৮।

অবস্থান আ ১০১২১।

অভিজিৎ ১০১৬৬, ৩৯০; ২৪৫, ৩৩১ ;
 ৫১৩, ১০১২২১ ।
 অভিষেক ম ৯২৫, ৩২, ৩৬, ১০১২২০ ;
 অ ১২১০; ৫১২৬৫; অভিষেক-গীত ম
 ৯২৩; অভিষেক-মন্ত্র ম ৯২৮;
 অভিষেক-মন্ত্র-গীত অ ৫১২৬৯ ।
 মন্ত্ৰী আ ৭১২৪; ম ১০১১২; ৫১৮৫; ৬১৬১;
 ১০১১২২; ১০১১৭৯ ।
 অভ্যেদ-জীবন আ ৬২৬; অভ্যেদ-দৃষ্টি অ
 ৪৩৯৪; অভ্যেদ-দৃষ্টি ম ১০১০২২;
 অভ্যেদ-শরীর আ ৭১৯৩ ।
 অমঙ্গল আ ১৪১১৭৭; ম ৮১১৮৯, ১৪৫৩;
 অমঙ্গল-ফল আ ৫১২০ ।
 অমর অ ৩৪৫০ ।
 অমাত্যী আ ৭১১৪; ১২১৩৮, ১৭৫ ।
 অমায়ী অ ৯২৫০; অমায়ী-উত্তর ম ১২১৪৪;
 অমায়ায় আ ১১২৮; ৪১২; ম
 ৯২৪, ৫২, ৭৮; ২৭৫০; অ ১৩৬;
 ৫১৫২৪; ৬১২৪; ৯২৬২ ।
 অমিয়া ম ২৭১২৪ ।
 অমুক ম ৯১০৭ ।
 অমূল্য ম ১১৯৯, ১৬৫; ১০১১৮, ২১৪ ।
 অমৃত আ ১১৭৫; ১১৮৯, ১৬৪; ম ১১৮;
 ৮৭৬, ২০৮; ১০১২৪৫; ১৪১২৬; অমৃত
 গ্রহণ অ ৩৪৪৯; অমৃত-প্রোভাব অ
 ৩৪৫০; অমৃত-বচন আ ১৪১৮৯;
 অমৃত-বাক্য ম ১০৩৯৫; অমৃত-মহন অ
 ১২৫২; অমৃত-রস আ ১৭১৫৫; অমৃত
 শ্রবণ আ ৫১৩৮; ৭৭৭; অমৃত-সিদ্ধি
 আ ১১১১১ । অমৃত-ধার আ ৫১৮৬ ।
 অযশ-কাহিনী ম ৮১২৬৯ ।
 অযাচিত আ ৯২০৬; ম ১০১১২ ।
 অর অর আ ১৫১১৯ ।
 অরে আ ৫১৪২ ।
 অরণ্য আ ১০১১২২; ম ১০১৭৩ ।
 অরুণ আ ৪১১০, ৫১৩৪; ম ৩১১৮৫; অরুণ

অর্থস্ব আ ৫১৩০ ; ম ২১২৪৬ ; অর্থস্ব
নয়ন ম ৩১৫৬ ; অর্থস্ব-লোচন ম
১৩৮৫ ।
অর্থস্ব আ ১৫১৬৬ ; ম ২১৩০৫ ; ৩১০৭ ;
২১৪৭ ।
অর্থস্ব আ ১৭১২২ ; ম ২১২২৫ ।
অর্থস্ব আ ২৭১৪৮ ;
অর্থস্ব ম ১৩০৮ ; অর্থস্ব আ ১৪১৭২, ১৫৭,
১৫৮ ।
অর্থস্ব আ ১৫১১৪৩ ; অর্থস্ব আ
১৫১২৮ ।
অর্থস্ব ম ৩১৩০ ; ৮১৮৫ ।
অর্থস্ব ম ১৩২৭ ।
অর্থস্ব আ ১১৬৪ ; ৪১১৩ ।
অর্থস্ব-আবেশ ম ৩১৭৮ ; অর্থস্ব-
বেশ আ ১১৭০ , অর্থস্ব-রূপ অ
১০১৪৪ ; অর্থস্ব-রূপে আ ১৫১১৭২ ;
ম ৭১২৩ ; অর্থস্ব ম ১১৮৪ ;
অর্থস্ব আ ৫২ ; ৬৭৭ ; ২২৩ ;
১০৭০ ; ১৪১০৪ ; ম ২১০০৩ ; ৪১৩ ।
অর্থস্ব আ ৪১১০২ ; ৪১২২ ; ১০১১০ ;
১২১২ ; ১৫১৬৬ , ১৭০৪ ; ম
৬৮১ ; ১০১৫৫ , অর্থস্ব-দরশনে আ
৪১১৩ ।
অর্থস্ব আ ৭১২৮ ; ৮১৮৩ ; ১২৬৮ ;
১৩২৮ ; ম ১১৪২ , ১২৩ ; অর্থস্ব
অর্থস্ব চেষ্টা অ ৩১১৬ ।
অর্থস্ব ম ২১০১ ।
অর্থস্ব আ ২১২৩ ।
অর্থস্ব ম ১৩২৬০ ।
অর্থস্ব আ ১০১১৩ ; ম ১২৭২ ;
১০৮৫ ; ১৩০১ ।
অর্থস্ব আ ৭১১৭৬ ।
অর্থস্ব ম ৭১২৫ ।
অর্থস্ব আ ১১৪২ ; ম ১২১৪ , ৩৮৮ ; ৩৫৩ ,
১০৫ ; ১০৫৫ ; অর্থস্ব ম ১০০ ;

অশ্বিন প্রকাব আ ১৬, ১৭৩৪,
অশ্বিন-কপ আ ১২৬৩; অশ্বিন লীলা
আ ১৩১৪২।

মণিক আ ১২১৮১, অ ১৪১৮।

মণ-গজ-মুক্ত আ ১৩২৮

মণ আ ১১৬১, ১১১৬২, ম ১১৩৫৬,
৪১৩৫; ৭৮০; অক্ষকঠ; ম ১১৪০৫,
অক্ষ-কম্প-পুলক-বেষ্টিত ম ৭৮৪;
অক্ষ-কম্প-পুলক-সকল ম ১১৩০৫;
অক্ষকল ম ১১৪৪, অক্ষবর্ণ ম ১১৩০৮;
অক্ষদ্বারা আ ১৭১৪৩, অক্ষপাতি আ
১৬২২, ম ১১১৮৭; অক্ষযুক্ত ম ১১৩০০।

মণ প্রহর ম ৮১০৫

মণ্ডল রূপ আ ১১২২৭

মণ্ডলোক অ ৪১৩১৭

মণ্ডলিকি ম ১১৮৮, ২২০, ২৩২; অষ্টমণ্ডিকি-
মুক্ত ম ২০১৫০।

মণ্ডিতরূপত ম ১১৩৫

মসংখ্যাত আ ১৭২, ১১১৮।

মসঙ্গ আ ১৩১২০, অ ১১৩৩৬।

মসংগ আ ৭৮৬, ৮১২৮, ম ১১২৯৭;
২১৭।

মসংসঙ্গ আ ৮১২৮

মসংস্থার ম ১৬৬০

মসংসর ম ১১৩০, অ ১১১৭।

মসংস্থার অ ১২২২

মসংসর-প্রায় আ ১০৬৫, অসংসর-ভেন
ম ১৬৩৩।

মসংস্থার ম ৭১১

মসংস্থার ম ১৩২০৭, অসংস্থার-প্রায় আ
১৬১০২; অসংস্থার ম ১৩২৮১।

মসংস্থার আ ১১২০৪, ম ১৩২৬২; অসং-
স্থার-প্রায় ম ২০১৫৪; অসংস্থার-প্রায়
আ ১২২৩৭।

মসংস্থার ম ৮১২২১

মসংস্থার আ ১১৩০, ১০১৮, ১২২৭৫,

১৩৪৪; ম ১২২২, ১২৩৪, অসংস্থার-
প্রায় ম ১২৩৬।

অসংস্থার আ ১১৭৪, ৪২, ৬৬, ১৬৬৩,
ম ১২৬৮, ৩৩৬, ৫২২, ৮১৭৬,
১১১৬, ১৩৪০, ১১১৭।

অসংস্থার-প্রায় ম ১২২০

অসংস্থার-প্রায় আ ১৪১২৬

অসংস্থার-প্রায় অ ৪৪২২

আ

আদিয়া ম ২৬৩৮; আ ৮১৮; আদিয়া
বিজয় ম ২৬৩২।

আদিয়া আ ২২২২, ম ৮১২২৫, ১৮২।

আদি (পাতিয়া) জড়িয়া)।

আদি-মসংস্থার-প্রায় ম ১৩৩৭৪; ২০৪২,
অ ৮২৬৮; আদি-স্থানে আ ১০৭৮,
অ ৭১২, ৮৩২।

আদিয়া আ ৮১২১, আদিয়া ম ৭৩৩।

আদিয়া ম ১১১৬

আদিয়া-প্রায় আ ১৭১১৮, অ ১১৪৫।

আদিয়া-প্রায় ম ২১৪৮, অ ১১৪৫, অ ১১৪৫।

আদিয়া আ ১০৪০; ১৩৮।

আদিয়া আ ২১১৩; ১২৩, ৪১৪২;
১১৫৩; ১৮০, ১৬১২৮, ম

১৩০, ৭১৪৪; ১০৬০, ১২১৩০;
২২৬০; অ ১১০৫।

আদিয়া-প্রায়-আদি ম ১১২১

আদিয়া-প্রায় অ ১৩২০

আদিয়া-প্রায় ম ১১৩০

আদিয়া-প্রায় আ ১১৩০; ম ১১২২; অ ৮৬৪।

আদিয়া-প্রায় ম ১১৬২

আদিয়া-প্রায় আ ১১২২; ৮১৬৭; ম ৮৬২;
১১২০; অ ২১২২; ৪৩০৫।

আদিয়া-প্রায় ম ১১৪৭

আদিয়া-প্রায় আ ১১১৬৬; ম ২১৩২।

আদিয়া-প্রায় আ ৮১২৫; ১১৬৮; ম ১১২৪৪;

১২৮; ৮৭০; ১৩৭; ২১২৬;
অ ১১০১; ১৩৫।

আদিয়া আ ৭১৩০

আদিয়া আ ১১২২

আদিয়া আ ১১৩৭; অ ১১২১

আদিয়া আ ১০৬৪, ১৩৬; ম ২১০,
৩২, ১১৫, ৮০; ৬১৮, ৫৬, ৮৫;

১০৩, ১১৫, ১১৩১; অ ৪৪৫৫;
আদিয়া-প্রায় আ ১৬২০, ৩১১;

ম ২১৩৫, ১১৩৫৬, ১১২৬; অ
৪২৭২; ৮৬, আদিয়া-প্রায় অ ১১৪২;

আদিয়া-প্রায় ম ১৮২৮; আদিয়া-
প্রায় অ ১১৫; ৮৩১; আদিয়া-প্রায়

প্রায় আ ১১২৭; আদিয়া-প্রায়
ম ৮৮৪; অ ৮৮।

আদিয়া-প্রায় ম ৪১২১

আদিয়া আ ১২০১, ম ৪১৩; ৮৮৮;
৮১২৪, ১৬১৬৩, ২১৫; অ ৪৩৫,

আদিয়া-প্রায় আ ১১১; আদিয়া-
প্রায় ম ১১১১।

আদিয়া অ ১১০৭

আদিয়া আ ৭১২; ম ১৩১৩০, ২১৮;
আদিয়া-প্রায় ম ৭৬৭।

আদিয়া-প্রায় ম ১৬৮৭, আদিয়া-প্রায় আ
১২১৪; আদিয়া-প্রায় আ ৪৮০;

১১৪; ১৩৬৫; ম ১১৩০, ২০১৭২;
অ ১৩৩৭, ১১৬৫, আদিয়া-প্রায়-
প্রায় আ ১৬৪৭।

আদিয়া ম ২২৬২, ২২৮, ১১৮, ৪০;
১১৩০, আদিয়া-প্রায় আ ১১৬৪;

আদিয়া-প্রায় অ ১১৭০, ৮১০।

আদিয়া-প্রায় আ ১০১২

আদিয়া ম ২১২৭, আদিয়া-প্রায় আ ৮৮৪; ১১৩৮;
১১২৭; অ ৪১০৮; ১১৪২।

আদিয়া আ ১১৪৩; আদিয়া-প্রায় আ
১১২৫।

শাস্ত্র ম ৮২৫৫; আশ্ব-ইচ্ছাময় অ ৫১৩৮;
আশ্বকীড় অ ৪১৬৩, আশ্ববাত
ম ১৫১৫; আশ্বহস্ত অ ১৫১; আশ্ব-
নিবেদন অ ২৩৫১; আশ্বনেপদী
অ ১১১১৫; আশ্বপদ অ ৫২১১;
আশ্বপ্রকাশ অ ১৭১২, ১১৩; আশ্ব-
বিস্মৃত অ ৩১৭৪, আশ্ববিস্মৃতি
অ ৫২৩৫; আশ্বভাবে অ ১০০; আশ্ব-
শ্রেষ্ঠ ম ১০৭৩; আশ্বসমোপন
অ ৩৭; আশ্বসমর্পণ অ ১০১৮,
১৫১৭৬; আশ্বসং ম ১২১১; আশ্ব-
জ্ঞতি অ ৪১৭৬।

আশ্বা অ ৭৫৪, ৫৮; আশ্বানন্দ অ ৫৮৮।
আত্মস্তিক অ ২২২৪

আথে-ব্যথে অ ৪৬২, ১১২, ৫৭৫, ১১২;
ম ২১৮৮, ২০৭; ৮৬২, ২৮৩;
১২১৫; ১৩৮৭, ১৮৩; ১৪২৪;
অ ২৩৪৩।

গাদর ম ১২২৮, ৩৪০; ৫১৪৬; ১২৩১।

গাদান অ ১১৮; ১২৪; ম ১৭৬।

গাদি-অবিত্তা-বিনাশ ম ২০৪১

গাদিদেব অ ১৫০, ৬৭; ২২১২; ম ৪১
৬৮; ১০৩১২; ১০৫০; ১৫২২;
অ ৪৩০১; ৬১৩০; ৮৪৫; গাদি-
বরাহ অ ২২৮১; গাদিভক্ত অ
২২১৭; গাদি মধ্য-অন্তে ম ১২৫৫;
গাদিমূল ম ৫৬২; গাদি-সুত্রধর অ
২১৬০; গাদিহেতু ম ২৫৪।

গাদেশ ম ২২৩৪; ৩১৬১; ১৩৭৫।

গাদা ম ৮১৭৪; গাদাশক্তি-বেধধর
ম ১৮১২০।

গাদো অ ১৬

গাদা-গাদি ম ৮৪৮

গাদার অ ২১৬২

গান অ ১৫৪৩, ৬৩; ম ১১৪৮, ৩২৪,

৩৪২; ২৪০; ৩১১৬; ৭৭; ১২১৩;
১৩২০৪; গানহানে ম ১৩৮২।

গানন্দ অ ১৫৮২; ম ৫৭, ১৫৬; ১২৮৭;

গানন্দ-অবতার অ ৮১১; ১৫১৩২;

গানন্দ-আবেশ ম ২১৬২; ১৩৩৩২;

অ ৩১৫৭, ৫১৩১, ৪২০; গানন্দ-

আবেশ-আবির্ভাব ম ২১২৭; গানন্দ-

কন্দল ম ১৩১০৮; অ ৭১২; গানন্দ-

কীর্তন ম ১৪২৮, গানন্দ-কোলাহল

ম ৮৩২৩, গানন্দ-ক্রন্দন অ ৭১০;

গানন্দ-ক্রন্দন-মাত্র ম ২১২২; গানন্দ-

চিত্ত অ ১৫১০১; গানন্দ-ছলে ম

৫১৩২; গানন্দ-ধারা অ ১৬৩১, ম ১১

২৫, ২১২৮; ৫৬; ১২১২; গানন্দ-

বাজন অ ১৫১৫২; গানন্দ-বারিধারা

ম ৪৫৮; গানন্দ-বিগ্রহ অ ৭৭৬;

গানন্দ-বিবাদ অ ১৫১৮০; গানন্দ-

বিরহ ম ৪২৫; গানন্দ-বিলাস ম ৮১

১৪২, গানন্দ-বিশেষ অ ৭২০২;

১৪৩২, ১৬২১১; গানন্দ-ভোজন

অ ৭১৬০; গানন্দ-মগনে অ ১২১

২১৭, গানন্দ-মনঃকথা অ ৫৪৩১,

গানন্দময় ম ৫১০৩; গানন্দময়ী ম

১১৮; গানন্দ-মুচ্ছা ম ৫২৬; ৮৪

৪০৭; গানন্দ-সমুচ্চয় অ ৪২৭০;

গানন্দ সাগবে অ ১০২২; ম ২২২৪;

৭২৩; ২১০৩; ১৩৩০৮; গানন্দ-

সাগর-মাঝে ম ৫১৩৩; গানন্দ স্বরূপ

ম ৮৭২; ২৩৩; গানন্দ-হরিশ্বনি

অ ১২৮১।

গানন্দাশ্রয়ী অ ৪২৫০; ২৩৬৫।

গানন্দিত ম ৫১৮

গান্ধপূর্ণ ম ৩২২; গান্ধপূর্ণিক ম ১১১০

গান্ধ অ ২২২১; ২২২০; ম ২১১০

১০৮১, ৩০৪১

গাপন-ঈশ্বর ম ২১৬০; গাপন-উজ্জ্বল-ভাব

অ ৫২২৫; গাপন-ঈশ্বর্য অ ২২০৮;
গাপন-কীর্তন অ ৫২৪; ৬৩২;
গাপন-গান ম ২৪৭; গাপন-প্রকাশ
ম ১৪২৩; গাপন-প্রভাব অ ৭১৩৭;
গাপন-ভক্তের অ ৭৪৪; গাপন-
গন্ধির অ ৭১৩৩; ম ১৩২০; গাপন-
মহিমা ম ১৩৪৪; গাপন-রক্ত অ
২১৫; গাপন-লীলায় অ ৪২৩; গাপন-
শাস্ত্র অ ১৬৮২।

গাপন-মন্তক ম ১৩৬১; ৮২১৬; অ
৫৬৪৪।

গাপ্ত অ ১০৭২; ১৪৫২, ম ২৬১
২০; গাপ্তগণ অ ২১২; ৩৮;
৪১১৭; ১৪১৬৮; ১৫১০৭; ম ১৩১৫;
১৩২৩৬; অ ৫৮৭; গাপ্ততা ম ৭১৩৫;
গাপ্তবর্গ অ ৪৬ ১৪.১৬৫; ১৫১০৩;
ম ১১১; অ ৫১৮; গাপ্তবর্গদহ অ
১৫৬০; গাপ্তবিপ্রগণ অ ১০৮২;
গাপ্ত-বৈষ্ণব ম ২৬১৭৮; গাপ্ত-
ভাগবতগণ ম ২১৫, গাপ্ত-মুখে ম
১২৪৩।

গাবরিয় অ ৫১১৩; অ ২৪৪৩।

গাবরে অ ৪৬

গাবনে অ ৫২১৩

গাবান অ ১৪৪

গা-বিপ্র অ ৩২১

গাবির্ভাব অ ৩৫২; ১৫২২১; ১৭৩৭;
ম ১৪০২; ২২৮; ১০২২৩, ২৮৩;
ম ১২৫২, ১৩৬৭; ২৩৫১০;
গাবির্ভাব-তিরোভাব ম ২০২২; অ
৩৫১০।

গাবিত্ত ম ১০৬৮

গাবিহ অ ২৬৬০, ১২২; ১৭৭, ৪২;
ম ১১৪৭, ৪১০; ১২১৭, ১২২, ৩৩০;
৪৪৬; গাবিত্ত; অ ৩২৩; ৪১৩৫।
গাবেশ অ ২১৬৩; ১৫১০, ১৬৬১, ১১০;
গাবেশ

১৭১২৭, ম ১৮৬, ২২৪; ২১৪৩;
৫৬০; ৬৯, ৮৯৫, ২১৮; ১৪৪২;
আবেশ-পর্যাপ্ত ম ১৬১০৬; আবেশিত
ম ৬৯১; ৮৮৬; ৯১৪; আবেশেব
কর্ম অ ৯৩৬০, আবেশময় ম ২১৪৩।

আব্রহ্ম আ ২২১৩; ম ২৬৪৩, আব্রহ্ম স্তম্ব
ম ৯৫৫; ২০১৪৭।

আব্রহ্মাণ্ড অ ২২১১

আব্রহ্মাদি আ ১৩১৩৮

আভরণ ম ৩১৮৮; ৬৭৭।

আমলক ম ২৬১৮৪

আমলকি আ ৮১২৭; ম ৭৬৪

আমোদিয়া অ ৪২২২

আম্রায় ম ১২৫৫

আম্রাশাখা আ ১৫১১৩

আম্রাসার আ ১৫৭৫, ১১২; ম ২৩১৮৯।

আয়ত ম ৩১২২, ১৮৬; আয়তলৌচন
আ ২২.২।

আর অয়ে আ ৫১৭৪

আরতি আ ১৫১৩৮

আরাধন ম ১১৩; ৬১১, ৯১৫৭; আরাধনা
আ ৩৪৩; ম ৬৯৪৪; অ ৪৩২৭।

আরোহণ আ ১১৩৩; ১৫২০২; ম ৮১০২,
১৭৩, আরোহণ-স্বধ ম ৮২০২।

আর্জুনাদ আ ১৩৪, ২০২; অ ৩১১৪,
৪৩৪৭।

আর্জি আ ৫১৪১, ৯১০৮; ম ১১০৪;
২১০৪; ১০৯২; ২৩৮৮; ২৬৭৩;
অ ২৮৭; ৩৩১২; ৫১৪৪; আর্জি-
ক্রন্দন অ ২৪১২।

আর্ঘ্য আ ৫৩২

আর্ঘ্যা-তজ্জা আ ৭১১৮; ম ৩১৫৬; ২৬৭২।

আলমোহে ম ২৬১৬

আলবাটি ম ৭৬১

আলপেহ আ ১৬৩০৪

আলিনন আ ২২৩১, ৪০০, ৬৬১২,

১২৭, ৮৬৬; ১৩১৮০; ১৪১৫১;
১৫২২০; ১৭১১০; ম ১৩০৮;
৪৩; ১৩৭৩, ২২২; ১৫৭০, ২৩৮৬,
অ ৩১০২, আলিসিয়া ম ২১৮৫;
আলিসিয়া ম ১৩১২০।

আলিপনাময় আ ১৫৭৬

আশ ম ১১৬৭

আশংসিলা ম ২১১৬

আশংসে আ ৯৭২

আশিষিয়া আ ৪২২

আশীর্বাদ আ ২৭৭, ১২৪২; ১৫৪৮,
১২৫, ২০০; ১৬৬৪; ম ১১৪, ২৭১,
৩৮৯; ম ২২৩, ৮৩; ১০২২৩, অ
১৩২২৪।

আশে-পাশে আ ১৬২১৭

আশ্রম আ ৯৭৩, ১৪১; অ ৩৭৬।

আশ্বাস আ ১৪৬০; ম ২১২৬, ২৬৭;
১০২১৪; ১৩৩৮; ১৫১১; আশ্বাস-
উত্তর আ ৮১১৬।

আসন আ ১৪৪, ১০২; ৫২৪; ৭১৬২;
১০৯৩; ১২১১৬, ১৩৬; ১৫১৭০;
ম ১২১৭।

আস্তে-বাস্তে আ ১১৮০, ম ২২৭

আফালন আ ১২৭৫; আফালিয়া
ম ২৩২৭।

আহার আ ৯২৫৬; ম ৮২৮৮

আহ্বান আ ৫১২৬; ম ১২৩৭

ই

ইক্ষু ম ৯৮৩

ইদিত আ ৮২৮; ১০৬৫; ম ৪৩; ৫১০;
৬৬৪; ৮১৬৩; ১১৫।

ইচ্ছা-কটি ম ১১২১৩, ইচ্ছাময় আ ২১
১৫৩; ৮১৩৪; ১২১৫৩; ১৪৪২;
১৭১০; অ ৩৪৬৮।

ইতোহা আ ১৪৩০; ১৫৮; অ ৭১২১

ইথি আ ৩৪৬, ১০২২; ১৬২২৮;
ম ৭১১২; অ ৭১২২৭; ৯১২।

ইথি আ ১৮৭, ৩৫৪; ৯২২৭; ১৫২১;
১৬২৫২; ১৭১৫১; ম ১২৩৪;
১২৩৩; ১৫১৫; অ ৪৩৮৮;
৭১৪৬।

ইন্দু আ ২২০২

ইন্দুকিৎ-বৎ-লোনা আ ৯৫৬; ইন্দুনীলমণি
আ ৭১২০; ইন্দুপুর আ ২২৩০;
ইন্দুলোক ম ১২২১; ইন্দুশী আ ১০।
১১৪; ১৫২০৭।

ইন্দ্রাণী ম ২৮১০

ইষ্ট আ ১০৮৭; ম ১০২৬২, ২৮৬; ইষ্টদেব
আ ১১১; ইষ্টবজ্জগণ আ ৫৪৬; ইষ্ট-
মন্ত্র-দীক্ষা ম ৭১১৬।

ইহা আ ১৫০; ৭৮৬।

ইহান আ ৩১২, ২১; ১০৩৪; ম ২৯৮;
১২৫৬, অ ৯২২৮।

ঈ

ঈশ্বর আ ১৫০; ৫১৬১; ৬৯০; ৭৭২;
১০৩৭; ১২৭৬; ১৩৪৩, ৬০, ১৯৬;
১৪৭৩; ১৬৮১; ১৭৯৮; ম ১৪৪২;
২১৪২; ৩১; ৪১১, ৬৮; ৫২; ৬৯;
৭১১৫; ৮১০৫; ১১৯৬; ১৫৮৯;
অ ৭০৮, ঈশ্বর-অংশ আ ১৭৭৫৬;
ঈশ্বর-অধরামৃত অ ৪৩১২; ঈশ্বর-
অবতার অ ৫১৮২; ঈশ্বর-আজ্ঞা
আ ২৯৮, ঈশ্বর-আবেশে ম ১৬১২০;
ঈশ্বর-ইচ্ছা আ ৪১৮৬; ১৬১৪৩;
১৭৪৬; ঈশ্বর-ইচ্ছায় আ ১০৫৩;
১২১২০; ১৪১৮৬, ঈশ্বর-কণা অ ৩।
২১৫; ঈশ্বর-তথ আ ১২১৭২; ঈশ্বর
নিতাই অ ৫২৫৩; ঈশ্বরপুরী-সনে
আ ১১৮৮; ঈশ্বরপুরী-হান আ ১৭।
১০৫, ঈশ্বর-পূজা আ ১৪৪২; ঈশ্বর-
প্রভাব আ ১৫১১৮, ঈশ্বর-বিজ্ঞেয়

আ ১৪১০১, ১০৩; ঈশ্বর-বুদ্ধি আ ৭৪৯; অ ৫৬৭; ঈশ্বর-ব্যভার আ ১৪১১; ম ৬১৫০; ঈশ্বর-ভজন আ ১০১২৬, ১৪১০২, ১০৩; ঈশ্বর-ভাব ম ৮১৩৫; ১৬৩৩; ঈশ্বর-মায়ায় অ ৫১৬৬; ঈশ্বর-লীলা আ ১৫২২৪, ঈশ্বর-শক্তি আ ১০১৫৯; ম ৪৩৫, ১৫৮৯; ঈশ্বর-শরণ অ ৩২২৩; ঈশ্বর-সঙ্গে ম ১০১১৪০, ঈশ্বর-সম্মান অ ৬১০৯, ঈশ্বর-সমীপে আ ৫১৬৮, ঈশ্বর-সেবা আ ১০১৭৫; ম ৫১৩৩; ঈশ্বর-স্বভাব-শক্তি আ ১০১৭৫, ঈশ্বরের অংশ আ ১৪১৭৫, ঈশ্বরের চিত্তবৃত্তি আ ৭১৭২; ঈশ্বরের শক্তি অ ৬১০৯।
ঈশ্ব আ ২১২২২, ১০১৭৩, ১৫১৭৭, ১৬২২৬; ম ৬১৭৪, ৮১৩।

উ

উ-হি আ ১৬২৩৪
উচাটন অ ১৪২
উচিত আ ১৪১১৪, ম ২১২৫; ১৫১২০।
উচ্চাধনি ম ৮১৫২
উচ্চরব আ ৫১৪০
উচ্চ সংকীর্ণন আ ১৬২৮১; ম ২১২৪৪;
উচ্চ-সংকীর্ণনকারী আ ১৬২৮৪।
উচ্চর আ ৪১১৮; ১৬১০; ম ৩৫৬।
উচ্চ-হরিসংকীর্ণন আ ১৬২৬৬
উচ্চায় আ ১৬১৭৪
উচ্চায় আ ২১৭১
উচ্চৈশ্বরে আ ২১১১; ৯৭০; ম ৭৩৪,
৮৭, ১৪২; ৯৫৮
উচ্ছ্র আ ১৬১০৪, ১৭১১।
উচ্ছ্রি অ ৪৩০৭, ৩০৯; উচ্ছ্রি-গর্ভেতে
অ ৫৬০৭।
উচ্ছ্র ম ২৭১৩৪
উচ্ছ্র আ ২১২১৪
উৎকর্ষ আ ৫১৮৬

উৎপত্তি আ ৮৬৬; ম ৩৯১; উৎপত্তি-
প্রায় ম ১১০৮।
উৎপত্ত অ ৯৩৮
উৎপন্ন ম ৮২৪৬; ১০৪৭।
উৎপাত আ ৯১০; ম ১৪১৪; অ ২১৩।
উৎসাদ ম ২১১২, ২৩২।
উত্তম আ ৭১৮; ম ২৪২; ১০২৩২;
উত্তমকূল আ ১৬২৩৯; উত্তমবুদ্ধি
আ ৬১০৮।
উত্তম ৮১৭৩৯; ম ১১৭২, ৩৬৮; ৩৫৫;
৫১৭; উত্তমবাহিনী আ ৯১৩৭।
উত্তরিণা আ ১৪১৫৭
উত্তরী আ ৬৫৯
উত্থান আ ৪১৩২
উদয় আ ১২২১৫, ১৭১৪০, ম ২১২৮২;
৭১০১।
উদয় ম ৮২২৮; ১০১৭৬; উদয়ভরণ
আ ১৪৮৩।
উদ্যাব আ ১২২; ২১০১; ৫১২; ৭১২৪;
৮১০৮, ১৮১; ২২২৪৮; ১৫৪১;
ম ১১৭৬, ২২৪২, ৩৩২; ৫৫৮৮;
৮১১; ১৫১৭; উদ্যাব-চক্র আ ২১৩৭।
উদ্যাসীন আ ৫২৬; ম ২১১৮; অ ৩৪৮২;
৫২১৫, উদ্যাসীন-পথ ম ১৪২২।
উদ্যুত ম ৩১৪৭; ৮১৬৬; অ ৫৫৭৩।
উদ্যম আ ১১৫; ম ১১৬০; অ ৩১২২,
৪৭৩; ৫২১৬।
উদ্যেগ আ ১৪১৭৮; ম ১০৫০; ৩১৬৩।
উদ্যুত আ ১২১২৮; ম ৯১৮০; উদ্যুত
হেন ম ৯১৬০; উদ্যুতের প্রায় আ
১২১৮২।
উদ্যার আ ১১৪৪, ১৭০; ২১৭৪; ম ১২১৫;
২১২০; ৪১৪১; ৮১০২; ১০১৭৮;
১০১৪০, ৬৬, ১৩৫, ১০৪, ২৬৫, ৭৭,
১৩২৪; ১৪৫০; ১৫১২; উদ্যার-
কারণ আ ১১৫০; ৪১৩৭; উদ্যার

ম ৩২; ৫৩; উদ্যারিবে অ ৪৩৭২;
উদ্যারিষু ম ২১৭৬৬; উদ্যারিণা ম
১০৩১১; অ ৯২৪৪।
উদ্যোগ আ ২১২৭; ৭১৭৩; ৮১৫৯;
১৫৬৭।
উদ্যুতি ম ১০৬১
উদ্যুত-চরিত ম ২১২৪
উদ্যাদ ম ৪১২২; উদ্যাদ-বায়ু ম ২১০০।
উদ্যকারী আ ১৬২৩৩
উদ্যচাব ম ৬১০৮; ৯৭২।
উদ্যয় ম ২১২৩
উদ্যজিল আ ১৬২২; ম ১২৬৭; ২০১১৪;
অ ৫১২৫।
উদ্যেগ আ ১২২৩৬; অ ৪১২৭।
উদ্যেগ ম ১৫১৭৫
উদ্যেগী ম ৭১০৩
উদ্যব আ ৬৮৪
উদ্যনীত আ ৪১৫৩; ১৭৮৪, ১৬৩; ম
৮২১৫; অ ৩১৮৫।
উদ্যবাস আ ২১০৮; ১২১৮৫; ১৫৫৯;
ম ২১৩৩; ৬১২; ১০১৬৯।
উদ্যবীত আ ৮১৬৬; ম ২১০৪৭
উদ্যভোগ আ ২১২৭; ৭১৩৯।
উদ্যমা আ ২১৩৭, ২১২; ৭৩৮; ১২১৪,
২৫৬, ২৫৮, ম ৪২৬, ১০২৮১;
অ ৩২২১; ৪২২৮।
উদ্যোগ ম ১৬৬৯
উদ্যলক্ষণ আ ৭১৩২
উদ্যম ম ১৪১০; অ ২১৩।
উদ্যম আ ৫২৪; ১০১৭৭; ম ১১৮২;
১০২২৮; ১০১৮৬; ২০২০১; অ
৪১৮৮।
উদ্যমি আ ৫৩০; অ ৯৪১; উপদ্যমিলেন
আ ৫৪৮।
উদ্যার আ ৫১১১; ৮১৫৯; ম ৮১৭৩;
৯৪৫; অ ৪২৮২।

উপস্থান আ ৪৪২, ৭২২; ১৫১৩৭, ১৫১৪২; ৪৫৫; ১৫১৩৪।

উপহার আ ২৮৭; ৫২২; ৫২২, ৩৭, ৫২৫; ৮৩৪, ২৮২, ২২৮।

উপহার আ ৭১৭, ১০০, ১১৩৪; ১৫১০; ১৫১৪।

উপাধিয়া অ ৫১০৭

উপাধিক ম ১১৫৫; ৫৫৭; ১৫৩৪, ১৫২২৪।

উপাধ্যায় অ ৫৭২৬, উপাধ্যায়-শিরোমণি ম ১৫৬৭।

উপায়ে আ ৮১৪২

উপায়ন ম ২৮১৩৫; উপায়ন-হস্তে আ ১৪৬৯।

উপাস আ ৫৮২, ম ২২২; ১০১২৩; অ ৫৫৭।

উপাসক আ ১২০, ১৩২০, অ ৩৭৬।

উপাসন আ ৫১৮, উপাসনা আ ১০১৩৪।

উপেক্ষিত অ ৪৩৭২

উভয়কূল ম ১২৭৪

উভয়ার আ ৭৭৫; ম ৭১২; ১৮১২১।

উমাগতি ম ১৮২৪।

উলটি ম ১০০২; উলটিয়া আ ৭১০০; ম ৩৭৩; ১০২২।

উল্লসিত ম ১৪৭২; ১৫১৮।

উল্লাস আ ২২০৩, ২১৩, ৭১০৪; ১৫১২৮, ১২১, ১৮২, ম ১১২, ১৮২; ২৩০৫; ৩১৭৫; ৫২৩, ৩৬, ৮১১০; ১৫৭, ১২, ২৪, ২২, ৫৪।

উহান আ ১২৩৬; ১৫২৩২; ম ৭১০০, ১৪২।

উ

উক্ক ম ২২৪৪; উক্ক-তিলক আ ৮১৮৫; ১০১৩; ম ১০৮৮; উক্ক-তিলক ম ৭১৩৩; উক্ক-তিলক ম ২২২২; ৩৮৮,

২২; উক্ক-তিলক আ ১২৭১; উক্ক-তিলক আ ১০৮৫।

উষাকাল আ ৪৮৮; ৭২২; ১০৭; ১০১৫০; ১৪৪০; ১৫১৪, ৩৫; ম ১৫২, ১৪১, ২৫০; ৮১৪০; ১৫১৫; উষাকাল ম ৩৮০।

অ

অক্কি ম ২২০৫

অক্কি ম ১০৭৬; অক্কি-গণ আ ২২২, ম ১৪১০; ১৫৪৮।

এ

এককণ আ ৮১৮৪

একচিত্তে আ ১১৮৪, একচিত্ত ম ১২২; ২১৪৬।

একচাতি আ ২৫৮

এক স্তান আ ১৫১৪২

একটাই আ ১৩৩, ৪১০৭; ম ১২৫২, ৩২৩; ২১১২।

এক দৃষ্টি আ ১০৭০; ১৫৪৪; ম ৪২; ৪২

এক দৃষ্টে আ ৫৮৩; ৮১৮৮।

এক পক্ষ আ ১২২৫২

এক পাশ আ ১৫১৭, ১৫২০২; ম ৮১৬০

এক বাটা আ ১৫৮৫

এক মনে ম ১১৭০, ৩৪৫

এক সম ম ২২৮৩

এক সম আ ১২১৮৮

একাকার ম ১০১৫৬

একাকিনী ম ১০০

একাদশী-উপবাস আ ৫২২

একাত্ত আ ১৪১৪২; ম ১০২৪৩, ২৬০, ২৮০; ১৫১০; অ ৭৭৭; একাত্ত-

দাস অ ৭০৬; একাত্ত দাস অ ৪১৮৫; একাত্ত হইয়া আ ১৪১৪২।

একলা ম ৭১২৮

একমুর আ ৪১৪৪; ২১০৬; ১৪০৮,

১০২; ম ১৭৭৭, অ ৩০২৫; ৫১৪৮; ৭১৮, ২৩০; একেশ্বর-মাত্র ম ৭১২৪।

এড় আ ৫৭২; এড়াইতে ম ১৫২৭৬;

এড়াইম ম ৭১২২; এড়াইম অ ৫৫৮২;

এড়াইবা ম ১০২৮; এড়াইবে আ .

১১৪৫, এড়াইলা আ ৫১২৮; এড়াইলি

আ ৪১৬; এড়াইলু অ ১০১৪৪;

এড়ি অ ২৫৩, এড়িতে আ ২১২৫;

৪৫২; এড়িবার আ ২২৩; এড়িম

ম ৮১৬; অ ৪২২০; এড়িয়া আ

১১৪৪; ম ২২২৮, ২৬৫; ১০১৩৭,

২০২; এড়িয়ে অ ২৫৪, এড়িল ম

২২৬; এড়েন আ ২৬৫; ম ১০২২;

অ ২১২।

এতদর্থে আ ২২২

এতক ম ২১২৩; এতকে আ ১১০;

৩৪৭; ৫১৪৮; ৭১৪১; ম ১২৩২;

৫১৭০; ৭২৭; ১০১০২।

এহো আ ৭৫৭, ১১২, ২২৩; ম ১৫৪৮।

ঈজন আ ২২৩২

ঈশ্বরা আ ৫১৩৫; ম ৫৪৭; ৮৩০৮;

২১৪; ১৫১৮; অ ১০২০; ঈশ্বর্য-

আবেশে অ ১২৮২; ঈশ্বর্য-বিলাস

আ ১১২৭।

ও

ওকড়ার বিচি আ ৫৭৮।

ওকা আ ৪১৬; ম ১২৬৮; ৩৭১; ৭১০।

ওড়ন বটী অ ১০৮৮

ও

ওড়তা আ ১২২৩৪; ১৫১৬; ম ১৬২, ৪১৭।

ওপাধিক আ ৮৭২; ১৭২০।

ওষা আ ১৭২০।

ক

কংসবধ আ ২৪১; কংস-দাসে আ ২৪

কংসাদিহ আ ৭৫৮; কংসারি ম
২০২৮৬; কংসাস্ত্র ম ২০২৮৬।
কক্ষা আ ৫৫২; ১০১৫০; কক্ষামাত্র
১০২৮।
কক্ষে ম ৫৫২; ২০২৮৫
কক্ষগ আ ১০১৫০; ১০১৫০।
কটাক আ ১২৫৭১; কটাক-বদ্যাব ম
১৮১৫৬।
কটি আ ৪৬৫; ১২১৫০।
কঠোর ম ১৫১২২
কড়মড়ি ম ২২২৪
কড়ি আ ৪৫৩; ১২১১১, ১০২; ১৫১৬২;
১৮২৪৬; ১০১৭৫; কড়িপাতি আ
১২১০২, ২০১; ১০১১২।
কঠরুক্ষ আ ১১৬৮; কঠরু ম ১০২৫৮।
কতক্ষণ ম ১০২০; অ ৭০৭।
কতি আ ৬৫৮; ১০২০; ১২১২৪২;
১০২; ১৭১২৬; ম ২১০২, ২০২;
৮৮৫, ২০৫৬ অ ১০২২৮; আ ১০৪০;
অ ১০২২।
কথকি ম ১১২৩০; ২১২২১।
কথন আ ২১৬২, ১২৪; ১১০৫; ১০১৬৮,
১৭৬; ৫৫১০১; ৮১৬৬; ১২১০।
কথাসারি আ ১৬১৬২।
কথন ম ১৭৪; অ ৫৫১৭৭; কথনবৃক্ষ আ
৫১৫৩।
কথর্ব আ ১২১৭৫
কথরিয়া ম ২০১০৯
কথর্ধন আ ১০১২; ১০১৬৭।
কথলক ম ৮১২৪৪, ১৭৭; অ ৪১৬৪;
১০২; কথলক বন অ ৫০৩২৭; কথলী
আ ১৫৫৪, ১১৩।
কথলিঙ্গ আ ৫০৪, ৭১৫৭; ১৫৮।
কনক ম ৬৭৭; কনক-কনক ম ২০১৮৮;
কনকদ্ব্যতি অ ৫১৮৩; কনক-পনস
ম ২১০৪; কনকপুতলি আ ৭১০৫৫

কনক-বিগ্রহ ম ২০১৭৬; কনকভূষণ
৪১০২৪; কনক-ভূষিত ম ১০২৭;
কনক-জলময় ম ৬৭৫।
কন্দর্প ম ২০১৭৪; কন্দর্প-আকার অ
৫১০৭; কন্দর্প-কোটি আ ৪৭৭;
১১১৩; ম ৬৭৫।
কন্দল আ ১২১১৭, ২০২; ম ১১২২;
১১৮১; ১০৩৪৭; অ ২১২২১।
কন্যা-দান আ ১৫৫৩; কন্যা-মাত্র আ
১০৭৬; কন্যা-সম্প্রদান আ ১৫১৮৬।
কপট ম ১১০, ১০১০০; ১০২১২,
কপটি অ ১০৪৪।
কপটি ম ৫১২১; ১০১৬৬; ১০২০৬;
অ ২৪৫৩।
কপাল আ ১৫৮; ম ৫১৪৩; ৭৬৩।
কপি আ ১৬২৪১; ম ১০১১১; কপি-
ধারে অ ৪১০৩২; কপীজগণ অ ৪১০২৭।
কপিল-শ্রুত ম ১০১০১, কপিলের স্থান
আ ১১১৭।
কফ-পিত্ত-অজীর্ণ-বাবস্থা অ ১০১২২।
কবল আ ২১১৫, ২০২।
কবিত্ব আ ১১১১৪; ১০৮১; কবিত্ব-
প্রচাব আ ১২১৩৬।
কমণ্ডলু আ ২১৬২, ম ১০১৪৪; ৫৬২।
কমল ম ১০১৮৬, ৫১৫২; কমল-নয়ন
আ ৪১, ৭২; ৮১৮৭; ১১৪;
১৬৪৭; ম ১০২০, ২১৮৪, ২৪৬;
২০২৫২।
কমল-পুষ্প আ ১০১২৪, কমল-লোচন
আ ৪৮; ১০৪; ম ১০১১৪; ২৭১২১।
কমলা আ ১৫১২০৬; ম ২১৮৩, ৫১২২;
১১২২; ১৬১২৪; ১৮১২৬; কমলা-
গৌরী আ ১০৭৩; কমলানাথ ম
১৬১০২; কমলা-পার্বতী আ ১৫১২০৫।
কমলী আ ১১৬৫, ২০১; ১২৭৫; ১৬১৬২;
ম ১০৫৬, ৩৬০; ২১৬০, ২৬২;

৪১০৫; ৫১২৬; ৭১৮০, ৮২;
৮৭২ ৮১০২৪২; কম্পভরে ম ১০২;
কম্প-শ্রুদ-পুলক আ ৫১০২; কম্পিত
ম ১০২৭, ১৫৪; ৮১৬৬, ১২১৫০;
১৬১৭।
করা অ ৮১১৬
করঙ্গ অ ১২৬১
করতাল আ ১৫৮০, ১৪৮, ২০১;
করতালি আ ৪১২৭, ৮২; ১৬২৪৪,
ম ১০৩০৬।
করমোড় ম ১৪৬; ৪৪৭; ৬৩২; ৮২২৭;
১০৮৫; ১০৩৮২; অ ৫১৭২, ৪৭৭।
করামু আ ৫১৩
করিবাঙ আ ১০৫৭
করিমু আ ২১২২১; ৫১৩২।
করিলাঙ আ ১১৬৬ ইত্যাদি।
কবিলু আ ১১০ ইত্যাদি।
করণা ম ৬১০০; করুণা-সমুদ্র আ ৫১০৬,
১১০০; করুণাসাগর ম ১১৫৩;
৬১১৪; ১০৩০৫; অ ৫১৬৪;
করুণাসিন্ধু আ ৫১৮; ম ১০৩০৬।
কর্বী আ ৪১০৪
কর্কটিকা ম ১৮৮
কর্ণ-আভরণ অ ৫৫৫৪; কর্ণবেশ আ ৬০;
কর্ণমূল ম ৮১৫৬; ১৪১০২; কর্ণ-স্রঙ্গা
ম ৮১৬৮।
কর্তী আ ৭১২২; ১২১৪; ম ১১৪২;
কর্তী-কর্তী-রক্ষিতা অ ১০৭২।
কর্দম ম ১৪৪২
কর্ণুর ম ৬৫৪, ৬৫; ৮১০০; কর্ণুরাদি
আ ১২১৪১।
কর্ষ আ ২১৬৪ ইত্যাদি; কর্ণদোষে ম
১২০৭; কর্ণধান ম ৮১৬১; কর্ণ-
পাশ আ ১৬২৪৩; কর্ণকায় আ ৭১৪;
কর্ষক ম ১০৩১।
কল্যাণ আ ১৬৭৪

কলত্র আ ৭৫৪
কলরব আ ১৪১৩; ম ৮২৩২।
কলহ আ ৯২২৭, ম ৫১৩৭; ৮৪১;
কলহ-নীলা ম ৬১৫৩; কলহ-স্বরূপ
আ ১১৩৮।
কলা আ ১২১২৭, ২৫৮; কলাবন আ
৭১৫৫।
কলি আ ২২১৫; অ ৪৪৮৬; কলিকাল
অ ৪১৫৮; কলিমর্দন আ ২২০২,
কলিযুগ আ ২২২, ১৬৭; ৬৫৮;
১০৪৩; ১০১৫৫, ১২২; ১৪১৩০,
১৫১; ১৬০০০; ম ১২৮৮; ৮১২৫,
১২৯, ২৮৬; কলিযুগ-দর্শন আ
১৪১৩৬৭।
কলেশ্বর আ ২১৫৩; ৬২৭, ৮১৪;
১০১০৫; ১৫১২২; ম ৪১৫৫; ৬৭৫,
৭১৩৪; ১৩২৫৫, অ ৩৪৭৫।
কলৌ আ ২১৭৪
কল্ল অ ৩৯৮; কল্লতক ম ১৫৩; কল্লতক
ঠাকুর ম ১২১৭।
কল্যাণ ম ১৫৭৭
কলা অ ৫৫৩০
কলুরী ম ৯৭৩; অ ৫১৭২।
কলিষু আ ৪১১৫০
কলিগাউ আ ১৭৬ ইত্যাদি।
কলিষু আ ৬৭০ ইত্যাদি।
কাকাল ম ৮২৪৫
কাধে ম ১৮১০৩
কাচুলী ম ১৮৮
কাধা অ ৯২৬১
কাকহানে ম ১১৪৭
কাহু আ ১০১৭১; ম ২৩০১; ৮১২৭;
৯১২৯ ইত্যাদি; কাকুপ্রেম ম ১৫৬৩;
কাকুদা আ ১০১৭০; ১৬৫৭;
কাকুদা অ ১০৪০; ৫১২২; ৯২৪০।

কাঁচ আ ১৫৮৭; ম ১৮১৭; কাঁচ কাচি
আ ৯৬৬।
কাঁচন অ ৫৬০০
কাঁচয়ে আ ৯৩৪
কাঁচি অ ৫৫৬০
কাঁচিয়া অ ৫৬৬৩
কাঁচে আ ৯৮১
কাজি আ ১১২৯; ১৬৩৬, ৮৭, ম ২৩১২;
২৩১০১, ৩৫২; অ ৪৬৫; ৫১৩৫।
কাটাৰি ম ২০১২৩
কাড়া অ ১০৯১
কাড়াকাড়ি ম ৮৫১; ৯১৬৫।
কাণাকানি আ ৪৮৪, ১২২৬৭।
কাত ম ৫৩৬; ১০২১২।
কাতব স্বভাব আ ৫৯৮
কতি ম ২০১১২
কাথিয়ার চান্দোয়া ম ১৮১৫
কাদম্বরী ম ৫৪৭; কাদম্বরী পানে
ম ১৮১৪৩।
কান্তি ম ১৫৩৮; অ ৭৭০।
কান্নয় ম ১৪২০, কান্নায় আ ৪১০২;
কান্নিতে লাগিলা আ ১৪১২৫;
কান্নিয়া আ ৬১০; কান্নিলা আ ৮১১০,
কান্নে আ ২১১৬, ২৭০; ১৪১৭৬, ম
১১০৩, ২০২, ম ২২৭; ১৩৩২৭,
কান্নেন ম ১৩৮৭।
কান্দি (কদলীর) ম ২০১৮২, কান্দি-
কলা ম ৯৮৫, অ ৪৪৬৪।
কান্ধে আ ৬৬৬, ৮১৭, ১০২।
কাম আ ১২৭৯, ম ৫৬০, ১০১২০,
অ ৯৩০৫, কামদেব আ ৮৮২;
কামদেব উপমা আ ১২২৬১, কামদেব
রতি আ ১৫২০৭, কামদেব সম
অ ৪২৮; কাম-লীলা আ ১২১০৭;
কাম-শরাসন ম ২০২৭৫; অ ৪৩১;
কামশরে অ ৬৮০।

কামড়াই ম ২১৪০
কামনা ম ৯৬৮
কামিনী ম ১২৪৫
কামা আ ৫১৬২; ৮২০৩; ১০১২৩;
১৫১৮৮; ম ৭১৫৫; ১২৬১; অ
৩৪৩৪; ৪১২৩; ৯২৪৯।
কাম-বাক্য-মন ম ২১০৪
কাম্ব ম ১৪১২২; কাম্ব-সব ম ১৪১৪।
কাম্ব আ ১৬৮; ৭৪২।
কাম্বা আ ২১৮৮, ম ১০২৮৫, ১৪৬,
৯২৮, ৪১; অ ৬৫২। কাম্ব-অবতার
অ ৪১৬, কাম্বা উচ্চর আ ১৬২০৩;
কাম্বা-বিলাস আ ১১৪১, কাম্বা-বস
ম ২৮১৪৬।
কারো আ ৭৯৯
কার্পাস আ ৮১৫৫
কার্য ম ১৩০২; কার্য-গৌরবে আ ২৭৪;
ম ১৯৮১; কার্যবাস ম ৬২৭; ১১২৪;
অ ৭৬৩; কার্যসিদ্ধি আ ১১০;
১৫৬৭।
কাল আ ২১১৮৮, ১২০; ১৫১৮৮;
১৬৬০, ম ২৭৭, অ ৯৭৫।
কালকূট ম ৭৭৫
কালগতি আ ১৪১৮৪; কালচক্র ম
১২০০, কালপানি অ ২৩১২,
কালবণ আ ১১১৩৭, ম ১২০৪;
অ ১২২৪।
কাল-যবন ম ১০১০২
কাল-রজনী ম ২৮১২১
কালরূপাকৃতি ম ১৮১৭৭; কালরূপী
ম ২০২৮৮
কাল ম ১০৩০২; কালানল অ ৪৪৭৫।
কালি আ ৮১৭০; ক ১০৫৭; ৮৭৪৫,
২৪৮।
কালি-নাগ অ ১২৬৮
কালিকা কল্লনকারী ম ১৫২৬।

কালিয়দহ আ ১৬২০০
 কালিয়া-আকার ম ১৩২২২
 কাল্লনিক আ ৭১৭৫
 কাষার-কোদীন আ ৬১২
 কাঠ আ ১৬১০৬; ম ৮১৪৮, ১০১৮;
 কাঠ-পাষণ সমান ম ৭৮।
 কাহাল আ ১৫১৪৮, অ ৮১০৩, ১০১১।
 কাহিনী আ ৬২৮
 কাহো ম ৩১৬৪
 কিকর আ ৫১৪২; ৬১৬, ১১৬৪,
 ম ১১৪২, ২১৪৭, ম ৬১৩, ১০১৪৮,
 ১৬৩।
 কিকিণী আ ৬১৬, ১২১৬০।
 কিলিটা ম ১৪১৭
 কিলাকিলি আ ২৮৫; ম ১৩১৫।
 কিলায় আ ১২১২৮, ম ১৩৩৫,
 ২৩২৩০।
 কীট ম ১০২৪১; কীটতুল্য ম ১০৬২।
 কীর্জন আ ১১২২; ২১২৩, ১৭৮; ১১৫৩;
 ১৬২, ২২৭; ১৭১৩২; ম ১১১৮,
 ১৬১, ৪০৬, ৪১৩, ৪১৫; ২১৫,
 ৬২; ৫১২২, ২৩, ৩১, ১৫৩, ৬১৬৫;
 ৭১৩২; ৮১৪২, ২৩০, ২৮৫,
 ২১৫; ১০১৭৬; ১২১৪৩; ১৩১৬৮,
 ২৩১; ১৪১২৫, ৩২; ১৫১৮৭; ১৬১৩,
 কীর্জন-আনন্দ ম ১৩৩০০; কীর্জন-
 আনন্দ-রূপ ম ২৭১৩৩; কীর্জন-
 আবেশে ম ৮১২৩২; কীর্জন-
 কোলাহল ম ১৬২০; কীর্জন-ধনি
 ম ৫১২২; ৬১৪১, ১৮১৩২, ২১৪;
 কীর্জন-নাথ ম ১৪৪০২; কীর্জন-
 পরকাশ ম ১৩৩০০; কীর্জন-প্রকাশ
 আ ১১৭০; ১৬১১৮, ম ২১২২০;
 কীর্জন-প্রচার আ ৫১৫১; কীর্জন-
 প্রেম আ ২১৮৫; কীর্জন-বিকারে
 অ ৫১৬১; কীর্জন-বিধান, অ

৪১১০; কীর্জন-বিলাস ম ৮১১০;
 অ ৩১২৪; ৪৪৬, কীর্জন-বিহাব
 আ ১৬২, অ ৩১৫৬; ৫১৪৬০;
 ৬১৭৫; কীর্জন-বিহার-কুতূহলে
 অ ৫১২০২, কীর্জন-মঙ্গল ম ৮১১৭;
 কীর্জন-রূপ ম ২১৩০; কীর্জন-রোগ
 ম ১১২৪, কীর্জন-ছড়াছড়ি অ ৮১৩৪,
 কীর্জনিয়া অ ৫১২৫৭, কীর্জনিয়া-
 সম্প্রদায় অ ৪১১৬।
 কীর্তি আ ১১১১, ৩১২১; ১৫১৭২; ম
 ১০১২৮০; ১৫১২৫, ৪১৩৫।
 কু-কখন আ ১১৫৮
 কুকুর আ ২১৪৪; ম ২১৭৩; ১০১২১।
 কুম্ব ম ২১৭৩, অ ৫১৭২।
 কুটিনাটি আ ১৪১৪২
 কুটিল ম: ২১৭০
 কুণ্ডল ম ৩১৪৫, ৬১৭৮; ২১১২৫, কুণ্ডলী
 আ ৪১৬৮।
 কুতর্ক আ ৭১২৬
 কুতূহল আ ৫১৪৫; ৬১৪৪, ২১২০২,
 ২২৭; ২১২৩৩, ১৫১০৮, ১২৩;
 ম ৫১৩৩৭, ১৬৮; কুতূহলী আ ১৪৭,
 ৬১৪৮, ১১১; ১১২৫৪; ২১১০;
 ১২১২৩১; ১৩১৪৩; ১৪৪১; ম ৮১
 ২৭৬; ২১২২, ৭৩, ১৩২; ১০১২৩২,
 ২৭০; ১২১৪২; ১৩৩০৬, ১৪১৪২;
 ১৫১২৫; অ ১১৪২; কুতূহলে ম ৫১৭;
 ১৩৫; অ ৩২৫৪।
 কুন্তল ম ২১১৮০, ২১১৭০; ২২১২২।
 কুন্দ ম ২১৭৪, কুন্দগাঁছ ম ১১৫৩, কুন্দ-
 মুকুতা-দশন ম ২৭১২৩; কুন্দরূপে
 ম ১১৫৩।
 কুপিয়া ম ১৩১৭৮
 কুবচন ম ১৩৩৫৭
 কুবলয় আ ২১৪০
 কুবের ম ১৪১৪৮

কুজা ম ১০১২২২; কুজা-বেশ আ ২১৩২।
 কুমতি আ ৭১২৭
 কুমার আ ১৪৮; ২১২৪; ম ২১২৫০।
 কুমারিকা আ ৬১২২
 কুমারী ম ১৩১৪২
 কুম্ভোপাক আ ১৬১১৬৮; ম ২১২৩৭,
 ১৩১৩১১; ২০১৪২; কুম্ভোপাকেতে
 অ ৪৩৫৫।
 কুম্ভীর আ ২১৮১, ম ৫১৫৫; ১২১৬।
 কুল আ ১৬১২৩৭; ম ৮১১১; কুলদীপ
 আ ৪১৪২; কুলনন্দন-উচিত ম
 ৭১১৪; কুল-বিভা-আদি আ ৭১৩২;
 কুল-ব্যবহার আ ১০১১০৭; কুল-
 ভূষণ আ ৭৮৫, কুলে-শীলে-সদাচারে
 আ ১০১৫৫, কুলোজ আ ৬৫৪, ৭৭;
 ম ৭১২৬।
 কুল ম ২১৪৫
 কুলল আ ১৪১১৭৪; ম ৫১৪৪ ৮১৭২,
 ১০৪০, ১৩১৩৩; অ ২১১২;
 কুলল-মঙ্গল অ ২১২৮।
 কুষ্ঠ ম ৩৩৬; কুষ্ঠালা অ ৪৩৬৬।
 কুহক আ ১৮৬, ১৭১৪৬, ম ২৭১২৬,
 অ ৪১২০।
 কুর্ষ ম ৬১১২, ৮৮৭; কুর্ষকপ
 আ ২১৬২।
 কুল আ ১৭১, ৮১৭৩, ম ১৩১৩৩।
 কৃত-অপবোধী অ ৪১৭১; কৃতকৃত্য ম
 ১৩১৪, ২১১৬, ৪১৫৬, ২৩২২।
 কুঞ্জ ম ১৫১৬২, অ ৩২৫২।
 কুতর্ক আ ৭১১৮; ম ৮১০৪, ২১৫৩।
 কৃত্রিম-পুত্রি অ ১৩৮, ৪১২২২।
 কৃপণ অ ৩২৩৮।
 কৃপা আ ১১১, ১১৬; ম ১৩৭৩; ২১৪৭;
 ৫১৩৬; ৬১৭১, ৮১২৮; ১০১০৪;
 কৃপা করি আ ১৪১৩০, কৃপা জল-
 নিধি ম ১৮১৩৫; কৃপাভূতি আ

১৩১৫২; ১৪১১৩; ১৬৪৫; ম ২১
২৪; কৃপা-দৃষ্টো আ ৭১২; ১৩১৬৭;
১৬১৩, ২৬, ১২২; ১৭১২; অ ২১২০২;
কৃপা-পাত্র ম ৩৩০; অ ৭৮৭; কৃপা-
বাক্য অ ৭১৪৭, কৃপা-মনে অ ২১
২২১; কৃপাময় আ ১৪১২০, ম ১৩১
২৫৪; কৃপাবৃক্ষ আ ১৬৫২; ম ১০১
২৬; কৃপাসিদ্ধি আ ২৪০, ১৩১;
৮১; ১০৪; অ ৫১২২, ১২৩; কৃপা-
হাস আ ১৬৪২, ১৪৮।

কৃমিকুলে ম ১২০৬

কৃমিকর্ম ম ৩৭২

কৃষ্ণ (পাশ্চাত্যী জটব্য)

কৃষ্ণ-অমুগ্ধ ম ১৬১২, কৃষ্ণ-অমুচর আ
১৩১২৫; কৃষ্ণ-অমুভব আ ১১৬৫;
অ ৫১৬৫; কৃষ্ণ-অবতার ম ২৩০,
৩৩০; কৃষ্ণ-অবতার-লীলা আ ২১১৩,
কৃষ্ণ-আজ্ঞা আ ৫১০৪, ৭১৪১;
কৃষ্ণ-আনন্দ-কীর্তনে আ ৭১৮; কৃষ্ণ-
আবেশ অ ৫৪১৬, কৃষ্ণ-ইচ্ছা আ ৫১
১০৩; কৃষ্ণ-উদ্ভাস-আনন্দ ম ৪১৮;
কৃষ্ণ-উপদেশ ম ১৩১৫, কৃষ্ণ-কখন-
মঙ্গল আ ৭১৩৬; কৃষ্ণকথা আ ৭১৬,
২৬; ১১৩৬; ম ২১৫২, ৮৫৭;
১৩১১৫; অ ৩১৫৫; কৃষ্ণকথা-কখন-
প্রসঙ্গ ম ৩৭২, কৃষ্ণকথা-মঙ্গল-কীর্তন
আ ১৬১৮২, কৃষ্ণকথারস ম ১৫৬;
৫৪; অ ৪৪০৩; কৃষ্ণ-কার্যে অ
৫৭৬; ১০১২৪; কৃষ্ণ-কীর্তন ম
২৭০; ১৫৩; ১২১৫৭; কৃষ্ণ-কৃপা আ
৬৩৪; ৭১৩৮; অ ৩১২১; কৃষ্ণ কৃষ্ণ
আ ৫১২১; কৃষ্ণ-কোলাহল আ ১১৬৬,
ম ৭১৬; ৮৫; অ ১১৫২; কৃষ্ণ-
কোলে ম ৪৬১; কৃষ্ণ-গীতা আ ১৬১
১৮; কৃষ্ণীত আ ১১২৪; কৃষ্ণভণ
আ ৮১০; ম ৮১৬৫; ১৫১২৬; অ

৩১১; কৃষ্ণশ্রীম ম ২১৭৩; কৃষ্ণ-
শ্রীম-নাম অ ৩১২, ৪৫২; কৃষ্ণচন্দ্র আ
৭১০, ১২৫, ২১৮০, ১২১৬৫, ১৭১
১২৪; ম ১১৩৫, ১২৪, ২৪৮, ২৭৮,
৮০, ২৪১, কৃষ্ণচন্দ্রের আখ্যান আ
৭১২৪; কৃষ্ণচন্দ্রের বিহার আ ৮৬৬;
কৃষ্ণচন্দ্রের মঙ্গল আ ৮১২৬; কৃষ্ণ-
চরণ ম ৮১৩০২, কৃষ্ণ-চরণ-কমল ম
১১২০, কৃষ্ণচৈতন্য ম ৭১৫৫; কৃষ্ণ-
চৈতন্যচন্দ্র ম ৬১, কৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের
আ ১৫, কৃষ্ণচৈতন্যের তাই অ ৭১
১১০, কৃষ্ণ ছাড়া আ ১৭১২১, কৃষ্ণ-
জন্ম আ ২১২১, কৃষ্ণ-দরশন-স্থ আ
১৭১৬১, কৃষ্ণদাস আ ১৩১২৩, ম
১১২০০, ৩২০, ২৬০, ৩৪১, ১২১৩২;
অ ৫১৭৪৮, 'কৃষ্ণদাস'-নাম ম ২০১
৪৬৮, কৃষ্ণদাসের মাতা অ ২১২৫,
কৃষ্ণদাস্ত ম ১৬৩৬, কৃষ্ণ-দৃষ্টিপাত ম
১১৫৩, কৃষ্ণদর্শ ম ২২১৮৪, কৃষ্ণ-দাম
আ ১৬১২৪৭, ম ১১৫৫, কৃষ্ণদর্শনি ম
৫১৫৪, কৃষ্ণদাম ম ৪৭৭; কৃষ্ণ-
দ্যানানন্দ অ ৫৬, কৃষ্ণ-নাম আ ১৬১
৫৬, ১৪৫, ম ১১৫৮, ১৫৫, ১২৩,
২৪৮, ৩৩৬, ৩৬৬, ৩৭৬, ৩৯১, ৩১২,
২১৭, ৫২, ৭৩, ১৪৭; ৩১২৬, ৮১
১০২, ২১৪৮, ১৩১১২; ১৫৫,
কৃষ্ণনাম-শ্রবণ-কীর্তন ম ১১২৪৪,
কৃষ্ণ নৃত্য-গীত অ ৭৭; কৃষ্ণ-পথ আ
৭১০০, কৃষ্ণ-পদ্মকরন ম ১১২২৭,
কৃষ্ণ-পাদপদ্ম আ ১১১২৪, ১৩১৭৮,
১৭১৫৫; ম ১১৩৪৩; কৃষ্ণপাদপদ্ম-ধন
ম ১১৬৫; কৃষ্ণ-পাদ-পদ্মাস্র আ ১৬১
২৩৫; কৃষ্ণ-পায় ম ১১৩৪১; কৃষ্ণ-পূজা-
রত্ন আ ৭১৬; কৃষ্ণ-প্রকাশ ম ১১১৫;
কৃষ্ণ-প্রতি আ ১৬৫৫; কৃষ্ণ-প্রসঙ্গ ম
১১৩১২, কৃষ্ণপ্রেম আ ২১৭৬, ১৬৫২;

১৭১০২; ম ১১৩০; কৃষ্ণপ্রেম-আদর্শ
ম ১৮২; কৃষ্ণপ্রেমধন আ ২১২০৩;
১৭১২৫, ম ৪৪২; ১০১০৩; অ ৪১
২৭৫, ৫২৩; কৃষ্ণপ্রেম-বিগ্রহ অ ৮১
৪৭০, কৃষ্ণপ্রেমভক্তি ম ১১২২৬;
অ ২১২৬৮; কৃষ্ণপ্রেম-ভক্তিধন ম
৪১৩২; কৃষ্ণপ্রেমময় ম ৬১৪৩; কৃষ্ণ-
প্রেমরস অ ৩১৫৭; কৃষ্ণপ্রেমরস-
জলে ম ১৬৮৮, কৃষ্ণপ্রেমসিদ্ধি-মাঝে
ম ১৮১৩৭; কৃষ্ণপ্রোমা আ ৩১১১;
কৃষ্ণবর্ণ ম ১৩৭৫; কৃষ্ণ-বিশ্ব ম ১১
২৪২, ২৫১, ৩৭২, কৃষ্ণবিশ্বাসের ধর
অ ৭১৪৬, কৃষ্ণবীর আ ১১১০৭; কৃষ্ণ-
ব্যতিরিক্ত ম ২৮১২৭, কৃষ্ণ-বাত্তিক
ম ১৩২৪, ২১৬৫; কৃষ্ণ-বাণী আ
১১৩০; ম ১১২৬৫, কৃষ্ণ-ভক্ত আ
৬১০৮, ১১২০, অ ২১২৬৩; কৃষ্ণ-
ভক্তি আ ৭১১, ১৬, ৩০, ২৪,
১৬৩; ১২১২১, ৪২, ২৫১; ১৬১৩৫,
২২২; ম ১১২৫, ৩২৪, ৩৬৬; ২৪৩,
৬৬, ১২১; ৪১৩৭, ৮১০৫; ১৩১৫৪,
২৪২, অ ২১২৬৩; কৃষ্ণভক্তি-বিকার
আ ১৬১২২, অ ৭১৩৪; কৃষ্ণভক্তি-
বাণী আ ৭১২৫, কৃষ্ণভক্তিময় ম
৩৮; কৃষ্ণভক্তিপুত্র আ ৭১২২; কৃষ্ণ-
ভক্তিসিদ্ধি-মাঝে ম ৭১২৪; কৃষ্ণভক্ত
আ ১৪১৪২; কৃষ্ণভজন ম ১১২৫৫;
কৃষ্ণভজি আ ৭১০১; কৃষ্ণভজিবারে
আ ১৪১৩২; কৃষ্ণভাব অ ৫১৬২,
৪১৭, ৭১৫; কৃষ্ণময় ম ১১২৪৭;
কৃষ্ণমহাযোৎসব ম ১১১৫২; কৃষ্ণ-
বন আ ১৬৭; ১৭১৪৩; কৃষ্ণ-বশঃ
সুন্দর ম ১৪৫৩; কৃষ্ণ-বশ-পরানন্দ-
অমৃত অ ৫৪৫৫; কৃষ্ণবাজা অ
৪১৪২; কৃষ্ণবাজা-মহোৎসব-পূর্ণ আ
৮১০০; কৃষ্ণ-স্বপ্নাশ্র ম ৪১৪৭;

কৃষ্ণ-রঙ্গ অ ৩৫১৬; কৃষ্ণরঙ্গ অ
১১২৫৬; ১১১৩, ৭১; ম ১১২০;
২৬২; ৩১১৮; ৮১৮৭; ১৪১৪০,
৪৭; কৃষ্ণরঙ্গ-মহত্মার অ ৭৪৪; কৃষ্ণ-
রঙ্গময় ম ১২২২; অ ৩৫২২; কৃষ্ণ-
রঙ্গ ম ৮২৭৫; অ ৪২১০; কৃষ্ণ-
রাধি অ ১১২৬; ম ৪৬০; ৭৮৬;
কৃষ্ণরে ম ৭৮৬; কৃষ্ণ-লীলা অ
১২৬, ২৫, ২৮; কৃষ্ণলীলামৃত অ
১১১০০; কৃষ্ণশক্তি ম ১০০০, ৩০৪;
কৃষ্ণশিখা ম ১০৯; কৃষ্ণ-ভক্ত-বর্ষ ম
৮৬৪; কৃষ্ণ-সংকলন ম ১৭৫; কৃষ্ণ-
সংকলন অ ৪১৭১; অ ৬৫২; কৃষ্ণ-
সঙ্কীর্্তন অ ১৪৮০, ৮৪; ১৬৮;
অ ৪৪১২; কৃষ্ণসঙ্গ অ ১৭১৪০;
কৃষ্ণ-সমীহিত ম ১২৬২; কৃষ্ণসং ম
১২৮৫; কৃষ্ণ-স্বথ ম ১০০৪; কৃষ্ণ-
স্বথ অ ৪৪১০; কৃষ্ণ-হানে অ ৮৮৪;
কৃষ্ণ-স্থতি ম ১২২২।
কৃষ্ণা ম ১০৬৫; কৃষ্ণালিন অ ২১৬২;
কৃষ্ণানন্দ অ ৮৩৮; ম ১২২৭;
৪২০; ১২১০; ১০৩০৮; কৃষ্ণানন্দ-
প্রসাদে ম ১৬১১৫; কৃষ্ণানন্দ-স্বথ
অ ১৬২৭৭; কৃষ্ণানন্দে অ ৭৩২;
কৃষ্ণাবেশ অ ১১২১; ম ১৪২;
৮২২৭; ১০৩০২; ১৪২২, ৩২, ৪০,
৫৫; ১৬১৬; অ ৪২২৮; কৃষ্ণার্জুন
ম ৪৬২; কৃষ্ণ অ ৭৫৮; ম ১৪৩২;
কৃষ্ণের কথন অ ৭৪২; কৃষ্ণের কীর্তন
অ ৭২০; কৃষ্ণের চরিত ম ৮২;
কৃষ্ণের নাম ম ১০৩২১; কৃষ্ণের বিলাস
অ ৭১০৬; কৃষ্ণের বিহার ম ২১৬২;
কৃষ্ণের সেবক ম ১২৩০; কৃষ্ণের বার্ষ
অ ৬০০; কৃষ্ণ-কবিত্তিতে অ ১৫৫২;
কৃষ্ণের অ ৭৫২।
কেনা-বেটা-হলে ম ১১৬০

কেনি অ ১২২৩; অ ৬১০৪।
কেনে অ ১৬২; ১২২৪; অ ১১০৪।
কেলে অ ১১১
কেমত ম ১২৫৭; কেমতে অ ৬২২,
৭১; ৭১৬২।
কেমমে অ ২৭৪
কেলি অ ২২২৫; ৪২২; ৬২১; ম
১১৭৭; ১০৩০৫; ১৬৩২, ১২২৭৫;
২০২৬০।
কেশ অ ৬৭৮, ১৩১; ম ৭৬২; ৮১৪৭;
কেশবদ্বন্দ ম ১০৮৫; কেশবতার ম
৭৬৪; কেশ-সংস্কার ম ৭২৬।
কৈতব ম ২৪১৭
কৈলা অ ১৮, ৮৮; ২৫২, ১৪১৫৮।
কৈলু অ ১৬৫০
কৈলেন অ ২৪১
কৌচা অ ১৪২৫
কোই অ ২২২৫
কোত্তর অ ৬৪২
কোটাল ম ১০৩৪; অ ৪৬৫।
কোট-কল্প-সুন্দর ম ২৮১৬১; কোটি-
কল্প ম ১২৩৫; কোটি-গঙ্গাশ্রম ম
১০৩০; কোটিচন্দ্র অ ১২২৪৪;
ম ২২৭৫; ৬৭৬; কোটিচন্দ্র-শ্রাদ্ধ-
মুখ ম ১০২২০; কোটিচন্দ্র-স্মৃতি
অ ৪৪০৫; কোটিপুত্র অ ৭৮৬;
কোটিমদন অ ২২১৮; কোটি-মুখে
অ ৬১৩৬; ১২২৫৬; কোটি-রূপ
অ ৬১৩৬; কোটি-সিংহের অ
২১৩৬৫; কোটি-সিংহ ম ৮১৬৮;
কোটিসিংহজিনি অ ৪৪৭৫; কোটি-
স্বর্ধাসম ম ১০১৭৭; কোটিশ্বর ম
১২৩৫।
কোপে ম ১৩৫
কোতোরাণ ম ১৮১০; অ ৪২৪।
কোথিত ম ১৬৫৫৩; অ ১০১৫।

কোদণ্ড-দীক্ষিত অ ৪১০২২
কোদালি ম ১৫১৩
কোদন্তিত অ ১১৪০
কোদলাজে অ ১৪৮৫
কোদল অ ৬৪৪, ৮১; ৮৪৬।
কোপ-মনে অ ৬৭২; কোপে অ ১৪৪৭।
কোমল অ ১০১১২; ম ৩১০০; ১০৭০;
১৫৪২; কোমল-শরীর ম ৮১২৫।
কোরণ অ ১৬৭৭
কোল অ ১২০, ম ১০৩৩, ৩৮৭;
১০২২১, কোলাকুলি অ ৪১০১;
৬১১১, ম ৪২৭; ১২৪২; ১০১১০,
৩৬০, ২০৩১৫; অ ৮৮৬।
কোলাহল অ ২৮৮; ম ৮২৭০।
কোলে অ ৪৪২; ৭৩১; ম ১১২৮;
৭১০০; ৮২৮২।
কোণী অ ৩২৬, কোণীতে অ ৪৪৪।
কোতুক অ ৪১০০; ৬৮৭, ১৫১, ৮৬;
১০৫২, ১৪১২০; ১৫১৭২; ১৭১
১৪৪; ম ১২৬০, ২১৫২, ২৪৮;
৫১০৫, ১৭০; ম ৮৭৫; ১২৩৬;
১০৩৪২; ১৬৫৩; অ ৭৫৭; কোতুক-
কারণে ম ৩১৭০; কোতুক-সঙ্গ
অ ১৭৬০।
কোণীন ম ১২২২
কৌন্ত অ ৪১২২; কৌন্ত-ভূষণ অ
১২৩১; কৌন্ত-মহামনি ম ৬৭৮।
কেন্দন অ ২১০৬; ১০৬; ম ১০৫২;
২১৭৩, ২০১; ৩৫; ৪২৫, ১৬০;
৬১১; ৭৮, ১২২; ৮১৪৮; ১৫৬;
কেন্দনময় অ ৭৭৬।
কিরী-কুলধর্ম ম ১০৮৭
কীড়া অ ২১২১; ৬১০৮; ম ৮২৫;
১০২৮৫; কীড়াময় অ ৮১৬৫।
কুজ অ ১৬২৫২; ম ২২২৫; ৮৩০।
কুজ অ ৪৪০২

ক্রোধ আ ২১১৭; ম ২৮৫; ক্রোধবশ
আ ৮১৩২; ক্রোধমেন আ ১৩১০৫;
ক্রোধাবেশ ম ১৩১৫৩; ক্রোধাবেশ-
ছলে ম ১৯২৪৪।

কণ আ ৯১৭২; ম ১২৬৪; ২৮৭;
৩১১; ৫১৪৪; ১০১৮৫; ১২১২;
কণপ্রায় ম ১১০৬; কণেক আ
৬১১৮; ম ৭১২৬; ৯১৬; ১৪।
১৮১; ম ১৩১৩০; ১২৪৪; কণেক-
অস্তর ম ১৩০২; কণেক-কণে ম ২।
১৬৪, ১৬৭।

কজ্রি ম ১৩২৭৫

কয় আ ৯২২৮; ম ২১৭২, ১০১৫৬,
১৩৪১।

কিত্তি আ ১১২৩; ম ৬৯১; কিত্তিতল
আ ১৪১৩৪; কিত্তি-স্থাপিত্তা আ
১৩১৪০।

কীর্ণ ম ৩১৮৭; ৮২২২

খ

খই আ ৪২১; খই-কড়িমা ম ২৩১২৫।
খট্টা আ ৮৯৯; ম ৫৩৭; ৬৬২; ৮।
২৮২; ১০১১৩; ১৫৩৪; ১৬২৭।
খড় ম ১০১৮৪; খড়গাছি আ ১২১৮৬;
খড়লাঠিয়া ম ১০১৮৫।

খণ্ড ম ১৮; ১৫২৬; খণ্ড-খণ্ড আ
১২১৪; ১৬২৪; ম ৩৩৭; ৮১২৪।

খণ্ডন আ ৫১৭১; ৭২০; ৮৫৯; ম
১২৮৭, ১১২০; ১৩২৬৯, খণ্ডিতে
আ ৭।০; খণ্ডিবে আ ১৪১৮৩;
খণ্ডিয়া আ ১২২৭২; খণ্ডিল ম
২১৭০; ১৬৩৩; খণ্ডুক আ ১০১৬;
ম ১১৬৮।

খরসান ম ২০১১২

খল ম ৮১৭৫; ১০৩১৮; ১৫১৭।

খলখল আ ১২৮০; খলখলী ম ২০৫৪।

খাঁড়া আ ৫৫৪২, ৬৬০।

খাইতে শুইতে আ ১৪১৪০

খাড়ু আ ৫৭১৪; ৭৫৪।

খান্ খান্ আ ৮১৩৭

খানি ম ৮২৪৮; ১২২৮।

খিচন আ ৫৩৩২, খিচনি ম ৬৭৭।

খুদ ম ২৪১৪৬২; খুদকণ ম ১৬১২৬।

খুর ম ৩২৪

খেদ আ ৬২৪; ম ১০২৪৪।

খেদাবিয়া আ ১৫২৪; ম ১৩১১৯, ১৩৯;
২৬১০৫; অ ৯২৮৯।

খেয়াঘাটে ম ৯১১০; অ ১১৮৫, ৩।
৩০৫; খেয়ারি আ ১১৫৫; ৩৩০৫।

খোলা (কদলীর) আ. ১২১২৫; ম ৯১৩৯,
১৬১, ১৭২; খোলাগাছি ম ৯১৪০;

খোলাপাত আ ৪৪৬৩, খোলাবেচা
ম ৯১৪৫, ২৩৯; ২৩২৩, ৪২২;
খোলাবেচা-অর্থ ম ৯১৭৪।

খ্যাতি ম ৯৯; ১৫৯২।

গ

গঙ্গা আ ২১২১; ৮৭০; ৯১০৭; ১২।
২১০; ১৩৫০, ৭২, ১৪১৬১, ১৭৮,
১৮৭; ১৭৪৫; ম ১২৭, ৩৪, ৩৩৬,
৩৫৯; ২১২৮, ২৫২, ২৭৯, ৫৭৩;
৭২৫; ৮১০৮, ১৫৮; ৯১১২, ২০৮,
১৫৯৩ ইত্যাদি; গঙ্গা-অবতীর ম ৬।

১৩১; গঙ্গা-আগমন ম ৩৯; গঙ্গা-ঘাট
আ ২৫৭; ৬২৬; ম ১৫৭৬, ৯৩;
অ ২১৫১; গঙ্গাজলমূমি আ ৯১২৮;
গঙ্গাজল আ ৬৯১; ১২১০০; ১৩।
৫০, ম ১১৭৭, ৩১৭; ৫৪৬; ৭২৮;
৯২৬; গঙ্গাজীর আ ২৪৪; ৪১৩৭;
১২৩০, ৩৩, ৫৫, ২৫৪; ১৩১২, ৫২,
৬০; ১৪১০৫; ১৬১৫৪; ম ১৭৮,
৩১৭, ৩১৯; গঙ্গাজীর-ভীরে আ ১৬।
২২; গঙ্গামেরী ম ১৩৭; ৭৭২; অ
৫২৪৬; গঙ্গাবারা আ ৪৪০৮; গঙ্গা-

বিহু ম ১১৩৪; গঙ্গা-বন্দন আ ১৪।
১৫৯; গঙ্গা-মুখ আ ১২৬; গঙ্গা-মুখিকা
ম ২৪৫; গঙ্গাসমা ম ৬৮০; গঙ্গা-
সমীপে আ ১২২৭১; গঙ্গাসানর আ
১০১২২; গঙ্গাসান আ ২৩৭; ৪১২;
৬৭৪, ৫৭, ৮৮, ৭২২; ৮৭১২৭, ১৩৫;
১০১৩৬; ১১৩৩৮, ১২১২; ১৫৪৬,
১০২; ১৬৩৫; ম ১১৪১, ২১৪৪;
৭২৫; ৮৯৩; ১৩২৩৩; ১৫৫;
গঙ্গাসান-মহোৎসব ম ১৩৩৩২;
গঙ্গাসান-হেন ম ১৩১১; গঙ্গা-হরি-
নাথে ম ১০৩০।

গজরাজ ম ১৩২৮০; গজরাজ আ ১৬৩৬;
অ ৪৩০; গজ-হৃদ-অর্থ ম ৬৮২;
গজেন্দ্র ম ২৩১৮২; অ ১২৫৭; গজেন্দ্র-
গমন ম ২৭২৪; অ ৩১২৭, ৩২৬,
৫৫১৮; গজেন্দ্র-বানর-গোপ ম ২৫৪৫।

গজয়ে আ ১০১৩

গড়খাইর আ ৫৩০৬

গড়া ম ১৪১৭, ১২; গড়িলেন ম ৭১৪০

গড়াগড়ি আ ৪৩৩, ৯০; ৮১৩৫;
১১২৫; ১২১৮, ম ১০০৩, ৪১০;
২১২৪; ৪১৫; ৮১৬৫; ৯১০১;
অ ৫৩৫৫, গড়ি বার আ ৯১২৫;
অ ৭৩১।

গণ আ ১০১০; ম ১৩২২, ২১৭৮, ৬৮১;
১৪৩৯; গণে আ ৪১৩০; ৩১১৬,
১২২, ৭১২, ২৮; ৮১৭৭; গণ-কল
ম ৮২৭৫; গণ-সহ আ ১৪৬০; ম
১৩৩৫৫; অ ৫৪৫২।

গণনা ম ১০২৪৩; গণয়ে ম ১৪১৪৪

গণি আ ৬৩৫; গণিলার ১৩১৮৭;

গণিলাত্ আ ৬২৬।

গণগোল আ ৪১২৯; ম ১৪১২।

গতি ম ১২০৩

গদা আ ১২১৪৭, ম ৫৩৩; ৮৬৫।

গদ্যগ্রন্থ ম ১৮৮৬
 গদ্যধর-প্রাণনাথ ম ২০১১
 গদ্যকাম ম ৩৮০
 গদ্য আ ২০২০; ১০১১০; ১২১২০;
 ১৪৪২; ১৫৮৪; ১৭১০৩; ম ৬৫০,
 ২৪৭; ১২১২৬; গদ্য-চন্দন ম ১০২৭;
 গদ্য-পুষ্প ম ২৭১; গদ্য-বণিক আ
 ১২১২২; গদ্যমাদন আ ২৭৬, ৮৬;
 ম ১০১৫; গদ্যমালা আ ১০৮২;
 গদ্যমার্গ আ ১৫১০৩।
 গদ্যকর্ম আ ২৮৭
 গভীরতা ম ৩১২৫
 গদ্যলি-প্রাণনাথ আ ১৭৭২
 গদ্য-শির আ ১৭৭৭
 গদ্য-বাহন অ ২২১২, ২৩১।
 গদ্যকর্ম আ ১২৬২; ১৩৮১, ম ২২১২;
 ৪০৫; ৫২৫, ২৬; ৮২৮৫, গদ্যকর্ম ম
 ২২৫৫; ৩১৫১; গদ্যকর্মে ম ২২১৮;
 গদ্যকর্ম আ ১১৫২, ১৫২৪; ম ৩১৮।
 গদ্য আ ১৬১২১
 গদ্যকর্ম ম ৮২১০
 গদ্য আ ২৪২২; ১৩৪৭, ৫৭, ২০১,
 ৪২২, গদ্যকর্ম ম ১৬১৬।
 গদ্য আ ১২৪৪; ২১২২; ম ১২০২,
 ২০০; ৩৪৬; গদ্যকর্ম ম ২৬১৬;
 গদ্যবাস ম ১২০১, ২০৪, ২২২; অ
 ৩৩৩; গদ্যবাস-কর্ম ম ১২২০।
 গদ্যকর্ম আ ৬৩৫
 গদ্য ম ১৪২০; গদ্যলি ম ৮২৬৫।
 গদ্য ম ৬২০; অ ১২০৫, ৩২২২, ৩১৫।
 গদ্য আ ১৫৮৮
 গদ্য আ ১২১৮৬
 গদ্য আ ১৭৫; ১৭১৪২, ম ২৪৪; অ
 ২১৫৮; গদ্যকর্ম আ ১১৮১; গদ্যকর্ম
 আ ১৮২।
 গদ্যকর্ম আ ১৪৮৪, ৮৫।

গদ্য আ ১৬১২৭
 গদ্যকর্ম আ ২২১১
 গদ্যকর্ম ম ৬১৬২
 গদ্যকর্ম ম ৩২০
 গদ্যকর্ম ম ৭৮০
 গদ্যকর্ম ম ১৪২৪; ৪৭৬; ৫১৭২, ১৫২২
 গদ্যকর্ম ম ২২৫০
 গদ্যকর্ম-পঠন আ ১০৮১
 গদ্যকর্ম আ ১১৮, ম ২২২০; গদ্যকর্ম আ
 ২২১১।
 গদ্যকর্ম ম ৭৭০, ৮২৬, ১৪০; ১০১৬১
 ২১১; ২৩১০৮, অ ৫২৫৮, ৭৫০।
 গদ্যকর্ম আ ৮৮৫; ম ১৩০৫০।
 গদ্যকর্ম আ ১৬৫; গদ্যকর্ম আ ১৭৬৫।
 গদ্যকর্ম আ ২২৪, ৮৮; ম ৮২১, ১০২,
 গদ্যকর্ম ম ১৮৭৪।
 গদ্যকর্ম আ ২১৬, ৭২; ৪৫১; ৭২৫,
 ১৬৮; ম ২২১, ১০১৬৬, গদ্যকর্ম
 পুঁথি আ ৬৬৪; গদ্যকর্ম-ভাণ্ডার ম
 ১০২৭৪, গদ্যকর্ম ম ১০১১৭।
 গদ্যকর্ম আ ৫০৫০; ৭৮৪; গদ্যকর্ম
 অ ৫৭০৪; ৭৬৭।
 গদ্যকর্ম আ ১৬২৭০, ম ৭১৪১; ৮২৮;
 ১৮২, ১২৬; গদ্যকর্ম ম ১৪২৬;
 গদ্যকর্ম-নাম অ ২১৭২; গদ্যকর্ম ম
 ১৪৫৭; গদ্যকর্ম ম ১৩২৭২; গদ্যকর্ম
 গ্রাহী অ ৫২১; গদ্যকর্ম ম ১৮
 ১৭০; গদ্যকর্ম-দুই-তিন ম ৮২২২;
 গদ্যকর্ম ম ১১২০; অ ৫১২৬; গদ্যকর্ম
 গদ্যকর্ম আ ৮১৫২; গদ্যকর্ম আ
 ১৫০৫; ম ৭১; অ ৫১১৭, গদ্যকর্ম
 আ ৪৮৫; ১৩৪৫, ৪২; গদ্যকর্ম আ
 ২৬; গদ্যকর্ম ম ১৩০২৬; গদ্যকর্ম
 ম ২৪৫; গদ্যকর্ম অ ৪২৪২।
 গদ্যকর্ম আ ১০১; ২১২৪; ১০২৮; ১৪
 ১২০; ম ৩২০, ৩৪; ৬৫৭; ২০৬;

১০১৭, ১০২; ১৩০৭৬; ২০২৮; গদ্যকর্ম-
 আদর্শ আ ১৬৫০; গদ্যকর্ম ম
 ১৩০৮৪; গদ্যকর্ম আ ২৩৭; গদ্যকর্ম-
 বাস আ ১২৭; গদ্যকর্ম আ ৪২২;
 ৫১৬৫; ৭২০১; ৮১৮০; ২২০৭;
 ১১২; গদ্যকর্ম অ ৬৮৮; গদ্যকর্ম-
 লক্ষ্য ম ২০৪৫।
 গদ্যকর্ম আ ১৫৮৮, গদ্যকর্ম-বন অ ৫০০৮।
 গদ্যকর্ম আ ৪২১, ১২১০২; ম ৫১৪; ৭৮০
 গদ্যকর্ম আ ২৭২, ৩২২; ৮১২; ম ১
 ১২১, ১২৫, ২৭১, ৩৮০, ৭১৫০;
 ২২৫, গদ্যকর্ম-উপবোধ ম ১৩১২৪;
 গদ্যকর্ম আ ১৭৫; গদ্যকর্ম আ
 ২১৮৮; ম ১৬৪১; গদ্যকর্ম ম
 ১০১৭২, গদ্যকর্ম অ ৩২২০;
 গদ্যকর্ম-শিখা ম ৭১৫৫, গদ্যকর্ম-শিখা
 ম ৭১১৫।
 গদ্যকর্ম আ ৭১৫৭
 গদ্যকর্ম-চণ্ডাল-রাজ্য আ ২২০
 গদ্যকর্ম-বরদা আ ৬১২১
 গদ্যকর্ম ম ৪৩৬৬
 গদ্যকর্ম আ ১৬৮; ৪৩৮; গদ্যকর্ম আ ১২২০২;
 ১৪৪৮; ১৫০; ম ২৫০; ৭১৮;
 ২১৬১, ২০০; ১৭০; অ ১১৮২।
 গদ্যকর্ম-অক্ষুপে অ ৬৬৪; গদ্যকর্ম আ
 ১৪৪০; গদ্যকর্ম ম ২৩০০৮; গদ্যকর্ম-
 ব্যাভার আ ৭৬২; গদ্যকর্ম আ
 ৬১০৫।
 গদ্যকর্ম আ ৬৫০; ৭১৫৭; ১৪২১, ২২;
 ১৬৫; গদ্যকর্ম-মলা ১৬৬; গদ্যকর্ম
 আ ১৪২১।
 গদ্যকর্ম আ ৮১২, ম ২১৭১; ৬৪০।
 গদ্যকর্ম ম ৩১৮৫; ১৩০১৫; ১৫৮২।
 গদ্যকর্ম আ ২১৪২
 গদ্যকর্ম-কর্ম ম ৫১২; গদ্যকর্ম-নগর আ ৮
 ১৬১; ম ২২১০; গদ্যকর্ম-বিহার আ ১

১০০; গোকুলভাব অ ৭৮৭; গোকুল-
ভূষণ অ ৬৫৬; গোকুল-হৃদরৌ-ভাব
ম ১৮১ ১৪৪; গোকুলেশ্বর-অবতার অ
৮১১৮।
গোখর ম ১৫৬২
গোড়াইলা ম ১৭৬৪; গোড়াইলু ম
১২১৩; গোড়াইলু অ ১১১৫, ১২
২৫০; গোড়াইলু অ ১২১৪।
গোচর অ ২১১৮; ৬১০০; ১৩১৩৪;
১৪১৭১; ১৫৬৬; ম ১৩৬৮; ২১০২;
৩৪১; ৬৫৭, ৬৬, ১৪১, ১৬৪; ২১
২২০; অ ৩৪০৪; ৪২৬৪; ৭১৩০।
গোত্র ম ১৭৭৩
গোমূলি অ ১৫১৩৬, ম ২৩১৬০, গোমূলি
সময় অ ১০৯১; ১৫১৬১।
গোপ অ ১২১২০, গোপক্লোড়া অ ৭৮৫;
গোপ-গোপী অ ৫১৩৭; গোপ গোপী
অবতার অ ৫৭২০, গোপ-গোপী-
ভক্তি অ ৭৮৬; গোপ-পুত্র অ ৫৪৮৭,
গোপ-বংশ অ ১২১২৭; গোপবাসী
ম ২১৫০, গোপবন অ ১২১১৬;
গোপবন-মধ্যে অ ১২১২৬, গোপ-
রামা ম ২১২৩।
গোপনে বসিয়া অ ১৪১৫০
গোপাচার্য্য অ ৬৫৭
গোপাল-মহিষ্ঠান অ ৬০০; গোপাল-
নৈবেদ্য অ ৫১৮; গোপাল প্রকাশ
অ ৫২০৬; গোপালভাব অ ৫৭১৩,
গোপাল-মন্ত্র অ ৫১৮; ১২১৫৬;
ম ২১৫০; গোপাল-নীলার অ ৫০৭৭;
গোপালের প্রায় অ ৪২২; গোপালের
বেশ অ ৪৭২।
গোপিকা ম ৮২৭২; গোপিকাণ অ
৫০০০; গোপিকা-সমাজ অ ১০৩০।
গোপী অ ১১২২; ম ২৪১২৬; গোপীগণ
অ ৭৪৮; ৫৬; ১২১৬২; ম ১০৩৮;
গোপীভাব অ ২১০৬; ম ৮৮৮; অ

৫০৭২; গোপীর বদন ছরণ অ ২০৩০।
গোপ্য অ ২১৫০; ম ৮১২০, ২১২৫;
১৩২৭০; ২৭০৬; অ ৩২৮৫;
গোপ্য-কথা অ ৫১৪২, ম ২০২০০;
অ ৬১০০; ৭৮৩, গোপ্যপুরী অ
২০৩৬।
গোফা অ ১৬১৭২
গোবধী অ ৫০৩০
গোবর্দ্ধন অ ১২৬০
গোবর্দ্ধন-ধর-নীলা অ ২০১, গোবর্দ্ধন-
পর্কিতে অ ২১১০।
গোবিন্দ (পাত্রহুচী শ্রবণ), গোবিন্দচরণ অ
৫৪৪৫, গোবিন্দ-চর্চা অ ১১২১;
গোবিন্দধর্ম ম ৮১৪৬; গোবিন্দনাম
অ ১৬২৪, গোবিন্দপুণ্ডরীকানাম
অ ৪৪১৭, গোবিন্দ-পুঙ্কন ম ১১৮৮,
গোবিন্দ মঙ্গল ম ১২১৭০, গোবিন্দ-
রস-সমুদ্র-তরঙ্গ অ ১৬১১; গোবিন্দ-
রসে অ ৫২১; গোবিন্দশরণ অ
৪১২০; ম ১৪৬, ২১০৪; গোবিন্দ-
সঙ্কীর্তন অ ১৬২৮৬, গোবিন্দানন্দ
ম ৮১১৪, ১৩৩০৮, অ ৮১৬।
গোমাংস-ভক্ষণ ম ১৩৩০
গোয়াল অ ৫৫৭; ১২১০৮, গোয়ালী
অ ১২১১৩, গোয়ালীকুল অ ১২১
১২২, গোয়ালার ঘরে অ ২১৩।
গোরচনা-সহিত অ ৫০৪৬; গোরস অ
৫০৭৩।
গোরচাঁদের বাজার অ ৩১
গোল অ ১৫২১
গোষ্ঠী অ ৫১০১; ৮১৮৪; ১০৪০;
১৫২, ১২৪; ম ১৩১৭; ২০৩০;
১০৩২১; গোষ্ঠী-মাকৈ ৮২৫; ম ১৩১
১৫২; গোষ্ঠীসদ ম ১১২৭; ১১৬;
গোষ্ঠীসদে অ ১০১১; গোষ্ঠীসহ অ
৭৭৫; ১২৬৫, ৭২; ১৫১২৬।

গোষ্ঠে অ ২০৩০; অ ১১৩৩।
গোসাঞি অ ১৫২; ৭১২০, ৫১; ৮১০৬;
১২১১১; ম ২১২২৭; ৩১৫০; ৫০।
গোহারি ম ১৭০
গোড়-ক্ষিত্তি অ ১১২১; গোড়েশ-ইজ
ম ২২১৪৩।
গোড়েশ্বর অ ২১৫; গোড়েশ্বর গোসাঞি
অ ২১১।
গৌর ম ১০৪৫
গৌর (পাত্রহুচী শ্রবণ), গৌর-অঙ্গ
অ ৬১১৩; গৌরচন্দ্র-অমৃতর ম ৭৪৮;
৮৩; গৌরচন্দ্র-অবতার অ ২১২৩;
১২১৪; ম ১৩৩২৪; গৌরচন্দ্র-
আর্তিভাব অ ৩৪২; গৌরচন্দ্র-নারায়ণ
অ ২১৭০; গৌরচন্দ্র-মুখ্যে ম ৮১৪২;
গৌরচন্দ্র-পরকাশ ম ২১২৩; গৌর-
চন্দ্র-ভগবান্ ম ২১৫৬; গৌরচন্দ্ররসে ম
১৩৩৬১; গৌরচন্দ্র-সঙ্গে অ ১০৬০;
গৌরচন্দ্র-সনে অ ১৫২২৪; গৌর-
ধাম অ ৩৪০১; গৌরনিধি ম ৭১৪;
২১১; গৌরমণি অ ১৩৪১; গৌরমুর্তি
ম ১৩৩১; গৌর-রস অ ২১২৩২;
গৌর-রায় অ ১১৬০; ৭৭৫; ১২১৬,
১৪২; ১৭৭০, ম ১৩১৩; ৪৫;
৭১২, ১২১; ২১৪; ১২৩৬; ১৬৫৩;
গৌরসিংহ অ ১১১২; ম ২১৩২;
১৬২১; ২২৫৭; অ ১১১০।
গৌরব অ ১৩১৫১; ম ৭৫৬।
গৌরবর্ণ ম ৮১৮২
গৌরঙ্গ (পাত্রহুচী শ্রবণ); গৌরঙ্গ-
গোপাল অ ৬১, অ ১০১২; গৌরঙ্গ-
চন্দ্র অ ২১২০; গৌরঙ্গভাব ম
১৬০০; গৌরঙ্গনারায়ণ অ ১৫০০;
গৌরঙ্গ-প্রহরী অ ১২১৩৫; ১৪৮২,
১১৩, ১৫৬; ১৭৭৪; ম ১৩৩১৩;
অ ৫১৮০; ৭১০১; গৌরঙ্গদ্বন্দ্ব

চরণ আ ১১৭৬; ৩২০; ৪১০; ৮১২২; -
১৭১৫২; য ১২১৫, ২৮২, ২৮৬; ,
২১৮২; ৮১২৭, ৬০১; চরণ-উপক-
প্রত্যয় ন ১২৮; চরণ-উপস্নে ন ২১
১৩৬; ৪১০৪; চরণ-কমল আ ৮৮৬;
ন ৬১২৭; চরণ-চিক-প্রতি আ ৯১

৩৫৬; চরণ-দর্শন আ ১৭৪০; চরণ-
ধন ম ১০১২৮; চরণ-পূলা ম ১৬৮
৫২; চরণ-মূলি আ ৬৮৫; ১০৬৭;
ম ১২৭১; ২৮০, ৮১৬০; চরণ-
মূল ম ২৩০২; চরণ-পরাগ ম ১৬৮
৪৪; চরণ-প্রভাব আ ১৭৪২; চরণ-
বন্ধন ম ৩২০, চরণ-বৈজয় ম ১৬৮
৬৬; চরণ-মহিমা-সুগ ম ১৩৪১,
চরণ-মলিলা ম ১২০৮; চরণ-সেবন ম
৮১৭৮, চরণ-সেবা-খেলা ম ৫১২২;
চরণ-স্বরণে ম ১০৬; চরণ-স্ববিল
আ ৫১৩২; ম ২৩১৮৩, অ ৬৬২৫,
চরণোদক ম ২২৭২; অ ৬৬৮।
চরিত্র আ ১০১; ১৪১৫৪; ম ১২৬৬,
৮১২; ১৩৪, অ ৪৩৬৫, ১১৭৩।
চরিত্র আ ১১৮; ১৪১২০; ১৭৫৭; ম
২৩০২; ৩৩০, ১৪৫, ৪৬২, ৫১
৫৮; ৬২০, ৭২১; চরিত্র-আখ্যান
আ ১৪১২০।

চরে ম ২১৫০
চরিত্রা ম ৮২৫৭; ১০২৭।
চরণ আ ৮১৬৭, ১২১০০, ১৪১৭০।
চরিত্র ম ১০২৮২
চলি ম ১২৫২
চলি পদ ম ৮১৪৫
চলি আ ৪.৭২; ১০৬০; ম ৫১২,
চলি-চলি ম ২২৪৭; ২৩১৭৭।
চলি ম ১২২৮; চলি ম ২৩০৮।
চলি আ ১১০০; ৬১৪; ম ১০১৪,
৫৫৭, ১১১২; ১৩০৪; চলি-রস
আ ৬৪২।
চলি-নিবাসী আ ১১১২; চলি-
বাসী ম ১২১৪।
চলি আ ৬২৭
চলি আ ২৪০০; ম ৬১৮০; চলি-
দ্বন্দ্ব ম ১৭৭।

চলি আ ৪৪৫২
চলি ম ৮২৫২
চলি আ ৬৮৬; ৭১৬০; ৮১৬০;
১২২২২; ১৫২৮।
চলি আ ২২২৭; ম ২৪৫; অ ৪৩২৭।
চলি-অমূলি-প্রমাণ ম ১৩০১৫; চলি-
ম ১২২৪; চলি-প্রমাণ আ ১৪১৬৭; চলি-
পদ-মূল ম ৪৮২; চলি-পাঁচ-মূল-
ম ১০৩৬০; চলি-বেদ আ
১৩১, ৮১৫০, ম ২২৭৭; ৩০১;
৬১২৪; ১০২৮০, চলি-বেদ-মূল-
ধন ম ১৫২৮; চলি-বেদ-মূল ম ৪৩৪,
চলি-বেদ আ ৪৩১, ৫৬, ১২২২০,
২৪২; ১৪১৬৫; ম ২১৭৮, ২৫২;
১২৮; ১৬২৪; অ ১০৭২; চলি-
আ ২১২০; চলি-মূল আ ১৪১০৪,
১০৭।

চলি আ ১০২৫; চলি-কলা-দ্বন্দ্ব-মূলি ম
৮২৬২।
চলি ম ৬৬৮
চলি আ ৪৩৪
চলি আ ১২২০৫; চলি-আ ১০১১,
২০; ১৫১৮।
চলি-কলা-করণ ম ২০৬৪
চলি ম ২৩২৭০
চলি ম ৫১২৮; চলি ম ১২২৬২;
১৪১০২, ১১৮; ১৫৬০; ১৭১২৬,
১৫০; ম ১২০০, ৩৬৫, ৩৭২; ৩৫৫,
৬৫৮, ৬১; ৭১০০; ৮১২; ১৩০;
১৬১২; চলি-চোর আ ১১১০;
চলি-দোষ ম ৭১১২; চলি-বিদ্য আ
১০১৭৮; ১৪১৭৬; চলি-বিদ্য আ
৭১২, ১০২; ১২০৪; ম ১২৪৫;
২২০; ২৩১০; অ ৬৮৬; চলি-
ম ২০৪২১; চলি-মূল আ ১৪১২৬;

চলি-কলা-করণ আ ৫১৬০; চলি-
বিদ্য আ ৫২৬।

চলি আ ১২২০০; ম ১০৭১; ১০৮১;
১০১৪২, ২৬৪, চলি-মূল-মূল
ম ১৪১০।
চলি আ ১১৩৭; চলি-মূল ম ২৫৪।
চলি ম ১০২২; চলি-মূল আ ৫১৬১।
চলি-মূল আ ১০১০
চলি-মূল ম ৭১১
চলি-মূল ম ১০৩৭
চলি-মূল আ ১৪৬; চলি-মূল আ ১০১০৪;
চলি-মূল আ ১০১৫।
চলি-মূল ম ৮২২৪
চলি আ ১১২১; চলি-কলা আ ১৬১২৭;
চলি-কলা আ ১২২৪৮; ম ১৩৬;
২৭০; চলি-মূল ম ৫১০০; চলি-মূল ম
৮২৪৬; চলি-মূল-মূল ম ১৬৩৭।
চলি-মূল আ ৩০৫
চলি আ ৮১৩৭; চলি-মূল ম ২১২১;
চলি-মূল ম ১২২০; চলি-মূল ম ২২০৬;
৭৮৪।
চলি ম ১৪০১; ১০৪৪; ১৫২৪; চলি-
মূল ম ২২৭৮।
চলি ম ৮১৮৪, চলি-মূল আ ১৮৫।
চলি-মূল আ ১২২৮০; ম ৮১০২২; ১৭৫,
২৫৪০।
চলি আ ১২২৭৫; ১০৪৭, ম ১২২২;
৪১৩, ২২; ৭৮৮।
চলি আ ৫১৩৭; ১৪১২৬; ম ৪১২;
৮৪৪; ১২১২।
চলি ম ১৮৮২
চলি (পাঠ্য-পুস্তক)।
চলি-মূল ম ১০৭৫; চলি-মূল-মূল
আ ২৪৫, ২২০; ম ১০৫৭; অ
৪১০২; চলি-মূল-মূল আ ১০৭০;
চলি-মূল-মূল ম ১০২৪০; চলি-মূল-

আজা আ ২২১০; চৈতন্য-আজার
আ ২৪; ম ৮২৮৫; চৈতন্য-আনন্দ
ম ৮২৭৮; চৈতন্য-আবেশে ম ১১১৭;
চৈতন্য-কথা আ ২১০; ৩৫০; ৮১০;
১৫২; ১৬০; ম ২২২; ২৬৩;
১০২৬৫; ১০৪০০; চৈতন্য-কীর্তন
আ ১১১৪; চৈতন্য-কৃপা আ ২২২০;
ম ১৫১০, ২৪; চৈতন্য-কৃপায় ম
১৫৪; চৈতন্য-কৃপা-গ্রাম অ ৩১৫৪;
চৈতন্য-গোচর আ ২১০১; চৈতন্য-
গোষ্ঠী ম ১০১০৭; অ ৮১০৭; চৈতন্য
গোষ্ঠী আ ২৫৫; ৬০৫; ২১৬৫;
ম ৭১০৫; ১০২৭২; ১০৩১১;
চৈতন্যচক্র আ ১৬১৪২; ম ৮২৮২;
চৈতন্যচক্র-চরণে আ ৮২০; চৈতন্য-
চরণে আ ৪১৪২; ম ২১০৫; চৈতন্য-
চরিত্র ম ৫১৬১; ১০৩০৭; চৈতন্য-
চরিত্র আ ১৮০; ১৭১৪৪; চৈতন্য-
জীবন আ ১৭১৫২; চৈতন্য-নারায়ণ
আ ২২৬; চৈতন্য-নিতাই ম ৫২৪;
চৈতন্য-নিত্যানন্দ আ ২২০০; চৈতন্য-
নৃত্য ম ১৬২৬; চৈতন্য-প্রভাব ম
৩২২; চৈতন্য-প্রভু ম ৫১৫৮;
চৈতন্য-প্রসাদে ম ১৫১৫; অ ১২২৭;
চৈতন্য-প্রিয় ম ১০২৪০; চৈতন্য-
ব্রজ আ ২১০৬; চৈতন্য-বিজয় অ
২১১১; চৈতন্য-বিলাস আ ২২৬;
চৈতন্য-বিহার অ ৪১৫১; চৈতন্যব্রজে
অ ৫১৪০; চৈতন্য-ভক্ত ম ১০২৬;
চৈতন্য-ভক্তি আ ২২১৮; চৈতন্য-
ভগবান্ অ ২০৭৫; চৈতন্য-ভূত ম ৮
১১৬; চৈতন্য-মঙ্গল অ ২১৬৫; চৈতন্য-
মঙ্গল-সকীর্তনে অ ৭১২৬; চৈতন্য-
মহা আ ২১০৪; চৈতন্য-মহিমা আ
২২১২; চৈতন্য-মারা ম ১৮২০১;
অ ৪১৫২; ৮১২২; অ ৫১০২;

চৈতন্য-বশ আ ১৭১৪২; অ ৪১৫২;
২১৬২; চৈতন্য-বস অ ৫২০; ৮১২;
চৈতন্য-ব্রহ্ম অ ৩৬; চৈতন্য-দীপা
ম ১৪০২; চৈতন্য-শরণ ম ১০২৫২;
অ ৫৪২০, ৬২৬; চৈতন্য-শ্রীমুখ ম
৮০৮; চৈতন্য-শ্রীমুরি অ ২১৮৪;
চৈতন্য-সম্পদ ম ১৫২৭; চৈতন্যের
ধারণা অ ৮৫৮।
চোর আ ৪১০৮-১০২; ম ১০১০৫;
চোরচর ম ১০২৭; চোরী ম ৮১৬৪।
১০৩৪৬; চোরাই ম ২১০৩;
চোরায় আ ৬৬৪।
চৌদিক আ ২২১০, ২০২; ম ১৪০২;
ম ৫১৫৪; ৮১৪৬; ১০২, চৌদিগ
ম ৮১৮২; ২১৪; অ ২২৩৬।
ছ
ছড়ি অ ৩৪০৫
ছত্র ম ৪১৬৬; ৬৬৪, ৭২; ২৪৫, ১২০;
১০১১০; ১৫১০৪; ছত্রভাগ অ
২৬০; ছত্রশাখা ম ৬১৫১।
ছন্দ ম ৮১৭৭
ছন্দ আ ২৭০
ছল আ ১১১১; ১২১৬৭; ১৬৬৪, ২৫৭;
ছলা ম ১০২৭; ছলায় আ ৭১০৫;
ছলিতে আ ১২১৬৮; ছলিলা ম
২২৮১; ছলে আ ৩১৬২; ২৪০;
১২১৭৪; ম ১০১৬৮; ৮২২৬।
ছাঁকিলেন ম ২২৬
ছাঁদ-দড়ি অ ৫১৭১৪; ৭১৮৪
ছাঁদরাণ আ ৬৮২; ৭১৩; ২৬০, ৬৬;
ম ৮১০, ১৭৪।
ছাতি আ ২২২৭
ছান্দ আ ১১০৪; ছান্দ-দড়ি অ ৭১৫৪।
ছায়ী ম ১০৬০, ২৭৮; অ ৩৭৮।
ছায় আ ১৪৮৫, ৮৮; ম ২১৭৮; ১০
২২৫; অ ১১০২; ৫১৪০।

ছায়ে-খায়ে ম ১১৫২
ছিড়ি অ ২২৫৪; ছিড়িয়া আ ৮১০৬;
ম ৮২০১; ম ২০৩২৬।
ছিঙে আ ১৬৩; ৭২৪; ১৬১১, ২৪০;
ম ১০১১০; অ ৮১১৪১।
ছিঙো ম ২২২; ছিঙো অ ৫১৪০০।
ছিপষটি অ ২২৮২
ছিলাঙ আ ১২১৫৫
ছোঁয় আ ৬৫৪
জ
জউ-গৃহে অ ১২৫৬
জগজন-মন অ ৫১৫২২
জগৎ আ ৫১৮৮; ৭১০০; ১০১০৪;
১৬০০৮; ম ১১৬২, ২৪৭; জগৎ-
ঈশ্বর আ ১৬১৪২; ম ১০১৮;
জগৎ-উদ্ধার ম ২১৮১; জগৎ-কারণ
আ ১৪১২৩; জগৎ-জীব ম ১২১১;
জগৎ-জীবন আ ১২২০; ম ১১৫৩;
২২৮২; ৪১৬; ৮২১৮; জগৎনিবাস
ম ২১২৮; জগৎপিতা ম ২১০৮;
জগৎপ্রমত্ত আ ৭১৭; জগৎমঙ্গল ম
৬৩; জগত আ ২১০৪; ১৬৫৪;
ম ১৪১৬; ৪১৭৫; ৮১০২, ১২০;
১৪৪০; জগত-উদ্ধার ম ১০৩০৫;
জগত-জননী ম ১৮১০৮; জগত-জীবন
ম ১০২৮; ৬২; ৮১৪৫; জগত-
পিতা ম ১৫৫০; জগতকিন্দ্র অ
৫১৫২৫; জগতমঙ্গল ম ১৪৫৬;
জগতের নাথ আ ৭১০০; জগৎক
ম ২৮১২৮।
জগদাধ-গৃহ আ ৬১৫; জগদাধ-গোষ্ঠী অ
৮১০৭; জগদাধ-বরে আ ৫২; ৮৪;
ম ২১০৪; জগদাধ-দাসেরে অ
১০১২০; জগদাধ-পুত্র আ ২১১;
১০১০; জগদাধ-পুত্র-পারে ম ২২৭৫;
জগদাধপুত্রী আ ৭১৭৬; জগদাধবিহার

অ ১০১১৬ ; জগন্নাথ-মিশ্র-পুরন্দর
ম ১২৭৩ ; জগন্নাথমিশ্রবর আ
৬১১৮ ; ৭১২২ , জগন্নাথ-মূর্তি আ
১২১৭১ ; জগন্নাথরূপ-অবতার অ
১০১১৫ , জগন্নাথ-শচী আ ৭৭৯ ,
জগন্নাথ-শচীপুত্র আ ৭১২ ; ৯৩ ;
জগন্নাথ-শ্রীমুখ অ ১০১৯ ; জগন্নাথ-স্বত
আ ৫১৬ ; ম ৮১৮০ , জগন্নাথ-স্থানে
আ ৭১১৮ ।
গম্মঙ্গল ম ২১০
গম্ময় ম ৫১১০
গম্মাতা আ ১১৩ , ২১৩৯ ; ৮১৬২ ;
১০২১ ; ১৫৪৪ , ১৭৬ ; ম ৩৬৪ ,
৯৩ ; ৬৪০ , ১৭৫ , ৮৫০ ; ৯১৯৯ ;
২২৪১ ।
গ-মন আ ২১২০
গ-মাথা ম ১০১৮
গঞ্জাল আ ১০১৭৬ , ১৬৬০ , ম ২১৬২ ।
গুটী আ ২১৬৩ ; ম ৮১১০০ ; ১৪৪১ ।
গুঠর-পটে অ ৫৫১৭
গুড় আ ৫১৩৭ ; অ ১১১০ , ৪২৫১ ।
গুড়প্রায় ম ৩৯৮
জনক আ ২১৫১ ; ৩৯ , ১০২ ; ৬৫৫ ;
১০৪৮ ; ১৫১৯৫ ; ম ৯৫৪ ; ১৫১৮ ;
জনক-কুল ম ১১২৯ ।
জনক-বাক্য আ ৭১৫০
জননী আ ১৭১২ ; ম ৩১০০ ; ৮৪৩ ;
জননী-আবেশ ম ১৮১৬৫ ; জননী-
চরণে আ ১৪১৫৮ , জননীয়ে আ
১৪১৭২ , ১৮৮ , জননী-সম্মুখে আ
১৪১৭২ ।
জনী ম ৬১০০ ; জনীয়ে ম ৫১৪৮ ; জন-
কনে আ ১১৪০ ।
জন্মাত্র আ ১৬২৮৬
জন্ম আ ২১০ ; ৫১১ ; ম ১২২৬ ;
২২৮৫ ; জন্ম-কর্ম ম ৩৬০ ; ৬১০০ ;

৭১১৯ , ম ৯৮৮ ; জন্ম-জন্ম ম ১২০২ ,
৩৯৪ ; জন্ম-জন্মাত্রে আ ১৪১২৪ ;
জন্ম-ভাগো ম ৭১১৮ ; জন্ম অ
৯২০২ ; জন্মাত্রা আ ৩৪২ ; জন্ম-
স্থান আ ১৭১৯৮ ; জন্মিবাড় আ
৯১৭ ; জন্মিলা আ ১১৬ ; জন্মুক অ
৩৫৪৫ ; জন্মে জন্মে আ ৫১৪৮ ,
৬১০৮ ।
জপ ম ৮২৬১ ; অ ৫৫৮৮ , জপকর্তা আ
১৬২৮৪ , জপি আ ৫১২৫ , ম ৮১
১২০ ; জপিলে আ ১৬২৮১ ; জপে
আ ১৪১১৮ ।
জব্বীরের বৃক্ষে অ ৫২৮২
জব্ব ম ১৮২
জব্বদীপ আ ১০৩২
জয় আ ২১১ ; জয়কার আ ১৫১৪২ ,
১৯৯ ; ম ১১২৯ , জয়-জয় ম ২২ ;
জয় জয়কার আ ১৫১১১ , ১০৫ , ম
২১২৯ , ৯৩৩ ; জয়ঢাক আ ১৫৮০
১৪৮ , অ ৮১০০ ; জয়ধ্বনি আ
২১২২৯ ; ১৫১৭৫ , ১৯৯ , ২০৩ ; ম
৪২৭ ; ৯১২২ ; ১০১২৫ ; জয়ধ্বনি-
ময় আ ১৫১২৪ ; জয়পত্র আ ১০৩০ ;
জয়ভঙ্গ আ ১৬৮ ; জয়-হলাচলি ম
২০৮৯ ।
জয়দগব ম ২০৪৮০
জবাগ্রন্থ অ ৫৬৫
জর্জর আ ১৬২১৮
জলকেলি আ ১১০৭ , ১৪২ ; ৬১২২ ;
৯১১০ ; ম ১০৩৪০ , ৩৪১ , ৩৬২ ;
অ ৮১০২ ; জলক্রীড়া আ ৬৫২ ;
৮৬৭ ; ১৪৬৫ ।
জলধোলা আ ১৪১৬২ ; জল-কুলসী ম
২১২৭ , জল-পাত্র আ ১৪১১১ ;
জলপনি আ ১১৪১ ; ম ৭৮৩ ; জল-
কোলাকেলি আ ৬৪৮ ; জলবিন্দু ম

৯৩৭ ; জলভাষন ম ৩২২ ; জলমুখ
ম ১০৩৩৪ , ৩৪৯ ; অ ৮১২২ ।
জলমুখ ম ১১৮৪
জাগরণ আ ২৬৩ ; ম ১২৪২ ; ২২২৪ ।
জাগাই অ ৯২৯৮ ; জাগায় আ ৯৬০ ।
জাআগে ম ২১৬
জাতি ম ১০১৮৪
জাতি আ ১৬২৩৭ ; ম ৮১১ , ২৬২ ;
১০১৩৬ ; জাতিকুল ম ৮১২ ; জাতি-
ধর্ম আ ১৬৭৩ , জাতিনাশ ম ১৩১
৩৮ ; জাতিনাশ-স্থানে অ ১০১৩৩ ;
জাতিবুদ্ধি ম ১০১০২ ; জাতিসর্প
আ ৪৭৪ ।
জানকী-জীবন ম ২১৮০ , ৬১২১ ;
জানকী-লক্ষণ ম ১০১৯ ।
জানিঞা অ ৬৩৪
জানিনু আ ৯১৮৩
জানু গতি আ ৪৬৫ ; ম ৮১৭৫ ।
জামাতা আ ১০৭৪ , ১৫১৬৪ ।
জাম্বুদ্বীপ আ ১৫১২৫
জাত অ ২১৭
জাহ্নবী (নদ ও নদী-সুচী দ্রষ্টব্য)
জাহ্নবী-জল ম ১০১৩৭ , ৩২৯ ; জাহ্নবী-
তরঙ্গে ম ১৯১১৮ , জাহ্নবীতে আ
১৪১৬২ ; জাহ্নবীদেবী ম ১৮৯ ;
অ ১১২১ ; জাহ্নবী-পরকাশ ম ১১
১৬৭ ; জাহ্নবীর জল আ ৮৭২ ;
১৩৬৪ ; জাহ্নবীর বাঁধা আ ৮৭১ ।
জিতেন্দ্রিয় আ ১৫৪২ ; ম ১৮১৮ ; অ
৩৪৮৩ ।
জিনি' আ ১০৩০ , ৬২ ; ম ২১৮৩ , ২৭৫ ;
জিনিয়া আ ২১২২ , ২১৮ ; ৭১১৯ ,
৯৮৬ , ১০১২৫ , ১০১ , ১০৩০ ;
জিনিবার আ ১০১২৯ ; জিনিবেক ম
১০৩০ ; জিনিমু আ ১২৮ ; জিনিয়া
আ ৩১৫ ; ৮৮২ , ৯৮১ , ১১০ ;

১৭১৪; ম ৩১২৮, ৬৭৫, ২৩১৭৪;
অ ৪৩১; কিনিলা ম ২৬৩;
জিনিলু ম ৮১৫০, জিনে আ ৬৪৫;
১৫১৮১।
জিহ্বাদোষ আ ৭১৫২, জিহ্বারূপা
ম ২৭১৪৮।
জীউ আ ১২৮৬, জীউক আ ১০৫৮,
জীউ অ ৫৬৬৪।
জীব ম ১৭৭, ১৬২, ২০৩, ২৩৩, ২২৭,
২১০৬; ৪৩৭, ৫১৪০, ৬৬, ৯৬,
৭৭৫, ১০২৮২, ১৩২০০; জীব-
উদ্ধার ম ৩১০৫, জীবতত্ত্ব আ
১১৪৭; ম ১২০০২, ২৩১।
জীবন আ ২২; ১৭৮৬, ম ১২২৬,
২১৩৮, ৫২, ৭৭, ৭১২; ৬৪, ৩৪,
৯৩, ১২৩৮, জীবন বানাই ম
২১৭৭।
জীবহাস ম ২১৮২, জীবসংসা অ ১২৮,
জীব-হংসা ম ১৫৭২।
জীবিকা অ ৪৫২
জীব্য ম ১৭১১
জীয়াইলে ম ১০১৫, জীয়াইল আ ৯৮৩,
জীয়ে আ ১৬১৭, ম ৩৮৯, জীয়ে আ
১৬১২১।
জীর্ণ অ ৩৪৫০
জুগায় অ ৩৩৭২
জুয়ার অ ৩০১
জুকে অ ৫৬০৬
জুড় ম ৯১১৬
জাতব্য ম ১৩৭২
জাতা ম ৪৩০; অ ৪৩৭৩।
জান আ ২৭২, ১৩১৩৬; ম ২১০২,
২২২, ৭১০০; ৯২০৪; জানপূর্ণ অ
৯৩৮৪; জানবস্ত্র আ ৯২২৭; ম
৫১৩৭; ২১৮, জানবান আ
৭১২৫; জানযোগে আ ৭১২;

১১৫৪; ম ২১২২৮, জানানন্দ-রঙ্গে
ম ১২১২৭, জানে ম ১০২৩২;
১৫৮৩।
জানি-খ্যাতি ম ১৬৬৪, জানী আ ৯২২৩;
১৬১৫১; ১৭১৫৬; ম ২৬৭,
১০২৭৩; জানী সব আ ১৬৯৭।
জোঁ ম ৩৬৬; ৫১১৭; জোঁভাট-গোঁবে
অ ৯৩৩৫, জোঁভাট-দক্ষ ম ৯৩৪১।
জোঁতি: আ ১০১৩, ১২৬; ম ৩১২২;
অ ৪৩২৪, জোঁতিবাস অ ৫০৫৬;
জোঁতিবাস আ ১০২০৭, ২২২;
১৪৪৬; ম ৬৭৫, ৮১; ২১১৬৭;
জোঁতিবাস-ধাম ম ১০২২০; ১১৬০।
জব আ ১৭১৬; ম ৯১০৮।
জন্তু ম ৮১৫২; ১০৪৮; জন্তু মনল
ম ২১২৫২; জন্তু আ ২১১৭, ১৫১.৮৩।
জালা আ ১৬১৭৪, ম ১২০৬, জালাব
আ ১৬১৫৫।
ঝ
ঝনঝনা অ ৯১৬
ঝংয়ে ম ১২২, ঝং ম ৪৩২, ১১১৭;
অ ৪২২৩।
ঝলঝল ম ২১৮১
ঝাট আ ৬৮৯; ঝাট আ ৬২০, ৮২;
৭.১৮২; ৯৪৮; ১২১৬, ১৪১৫;
ম ২১০; ৫১১৩; ৫১৩৯, ৭৭,
৬১৩, ১৫, ৪৫, ৫২; ৭৩১; ৮১২,
২৩১; ৯১৩৫, ২২৯৩, অ ৫৪০০,
৭২৩; ৭১৫৮; ৯২৬০; ঝাট
করিবারে আ ১৪১৫।
ঝরি ম ৭৬০, ৮৩, ৯০।
ঝাল আ ১২২০৫
ঝুলি আ ৮.১৭, ১৭১০১, ম ৮১০৩;
১৬১২০।
ট
টলমল ম ৫৩৫; অ ১২৪৫; ৫২৬০।

টাকাইয়া আ ১৫.৭৪
টপ্পনী আ ৮৭৫, ১৪৭৮।
টাকা আ ১০২৬, ম ১২৭৪।
টোটাখ শাক অ ৭১৩৭
ঠ
ঠাই ম ২১৪৩, ১৫২, ১৩২২২।
ঠাকুর আ ৪৬৮, ১০২৫, ১২৫৪; ম
১১৩, ১৪৩, ২৬১, ৩২৩, ৩৭৩, ৪২১;
২৩, ৩৫, ১৪২, ১৭৩, ২০০; ৩৫৪;
১৭৪; ৪৬, ৫১২, ৮২, ৬৭৬;
৭৮৬, ৯৪০, ১০৯২, ১৮০, ১৪১;
১৬৫; ঠাকুর-আবিহম ১১১২, ঠাকুর-
পণ্ডিত ম ১৬১৫, ঠাকুর পণ্ডিত-
ব্যবহার ম ১১৩৪, ঠাকুর-বিদ্যাস
আ ১৬২০৭; অ ৮১৩।
ঠাকুরাণী আ ৬৭৩
ঠাকুরাণী আ ১৫২, ৬৬৩, ১০১৬, ১৪
৪৮, ৫৪, অ ৪৩১১, ঠাকুরাণী ম
১৬৮৫, অ ৯৩০৩।
ঠাকুরের স্থান ম ৫৭০, ঠাকুরের সেবক
আ ১০৩৬।
ঠাকুরি আ ৪১৩৬; ৮২৭, ১০১৮, ১৩।
২০০, ম ৩১৫২, ৫৮, অ ৪৩৮২।
ঠারে ঠোঁবে ম ৪৪৪, ৬০, ১৯৮৬।
ঠেকে অ ৯৩২২
ঠেকাইমু আ ১২৯
ঠেকিল ম ৮২৩২
ঠেসা আ ৮.১৩৩, ১৩৯, ম ১৩৪০,
১৯৫২, ২৬২৬।
ঠেলাঠেলি ম ১৩৩০৭, ১১৪৯।
ড
ডগমগিয়া ম ১৪১
ডক আ ১৬১২২, ২০২; ডক নৃত্য আ
১৬২০১।
ডমক ম ৮১০০
ডমুর ম ৮১৩৬

৩০০; ৯১০৩; ১১৬৬; তাহুলী
আ ১২১৩৬, ১৩৭, তাহুলী-বর আ
১২১৩২।
তারক-রাম-নাম ম ১৪৪০
তারক-কর-বুদ্ধি আ ১২২৫৭
তারকা-বেষ্টিত ম ১২৮৫
তারিতে আ ২৪৮, ১৪১৪; ম ১৩৫৪;
তারিয়া ম ১০৮৮; ১৩১৩১; তারিলা
ম ১০২৪০।
তার্কিক আ ১২২৫
তাল আ ৯২৯; ম ৮২০০, তালদ্বয় ম
১৯১৮৩; তালদ্বয় ম ১৩৪২; তাল-
বনে আ ৯২৯।
তালি আ ৪৬০, ৯৮, ১৬৯, ম ১৪০৮;
২২৬১; ১৯৬; ১২১৫৪; ২৩২২৪;
অ ৪৯৮।
তাহান আ ১৮২; ৮৮৬, ৯৪৩, ৫৭;
ম ১৩০৭, ৩০০; অ ৯, ১০৭।
তিহ আ ৪১৮৩; তিহো ম ৭২২; অ ৪।
৩৮২, ৮১৪৯।
তিতা-বজ্র ম ১৭১৫৫; ২৬২০।
তিতি ম ৯১০০; তিতিল ম ৭১০৯; ৮।
৬৭; অ ৮১৪৪; তিতে আ ১৬৩১,
অ ১০৬৯।
তিথি-পূজা অ ৪৪৫৫
তিন অবস্থা আ ১৪৮৫
তিমির আ ৫১৩২
তিরোজাব আ ২১৪০; ৩৫২; ১৫২২১,
ম ১৪০২; ১০২৮৩, ১২৫২, ১৩।
৩৬৭; ২৫১০।
তিলক আ ১৫৮, ১২৮; ম ৯১৬৯, তিলক-
উর্দ্ধ আ ১২২৪৫।
তিল-মাড় আ ৭১২৩; ম ৭৭০; ৭৯৩;
১৫৬৭।
তিলার্দ্ধ আ ১৬২৩৫; ম ৪৪০; ১০১২১;
অ ৪৪২০; তিলার্দ্ধক আ ৭৯১,

১১৫, ১৮৭; ১৬৬৪; ম ১৬২; ৩।
১৬৩; ৫১০২; ৮২২০; ১০৫৩,
২৩৮; ১২৮, ৫৭; তিলার্দ্ধকো আ ১৭৩৮।
তিলি-মাণি-সনে ম ১৭২২।
তিলেক আ ৭১৪৩; ৯১৮৬; ম ২১২৩,
তিলেকো আ ১২১৯।
তীর আ ১৬১৪৪, ম ১৩১৮।
তীর্থ আ ১১০২; ৫১৯, ১৪৫; ৯১০০,
১৬৬, ১৭৫১; ম ৩৮২, ১০৭, ১১৪;
৪৪৯; তীর্থকথা ম ১১৩; তীর্থখানি
ম ১২৫; তীর্থ-পর্যটন আ ৫১৭;
৯১৩২, ২৩৭; তীর্থবর ম ২২৭৯;
তীর্থমণ্ডলী আ ৯১০৫; তীর্থযাত্রা আ
৯১০১, ২০৩; তীর্থ শ্রদ্ধি আ ১৭৬৪।
তুচ্ছ-বিষয় আ ১৬৭।
তুচ্ছ আ ১৫২, ৭৪; অ ১০৪৫।
তুলসী আ ৮৭৩, ১৬৬; ১২১০১; ১৪।
৪৩; ম ১১৮৯; ২১০৮; ৯৭০;
তুলসী-কমলে ম ৯৬৪, তুলসী-মঞ্জরী
আ ২৮১; ম ৬১০৭; ৯৪৯; অ
৪২৮২।
তুষিলেন আ ১৫২৮
তুষ্ট আ ১২১৫০, ১৪১৯, ম ১৩০৭,
৩৭৩; ২২০৯; ৩০৫; ৫৮৫; ৬৫১।
তুষ্টী আ ১৪১৮০
তুলা ম ৮১৫৪
তুণ আ ১৩১৮৮; ১৪২৩; ম ১৩৪১,
৬১৪২, ৮১৭৮; ১০১৮৫, ৩০২; ১৫।
২১ ১৬৩১; তুণ-করে ম ৮২১৫;
তুণ-জ্ঞান আ ১২৪; ম ২৬৯, তুণ-
প্রায় অ ৩২০০।
তৌহো আ ১২২; ২১৩৬; ৫১৪; ১২।
২৫৯, ১৪১২২, ১২৩।
তেজ আ ২৮২; ৫২২; ১২১৭৫; ১৬।
৬৯; ম ৬৭৯; তেজ-পূজা অ ৩৪৭৫;

তেজ-ভঙ্গ আ ১৩১১৫; তেজো-নাশ
ম ১০৭২।
তেজি আ ৪৭৪; ৫১০৩; ১২২৫৮; অ
৩৪০৭, ৫০৯।
তেন-মত আ ১৮৫
তৈথিক আ ৯১১৪, তৈথিক ব্রাহ্মণ আ
৫১৭, ৭৫।
তৈলঙ্গ আ ১৩১৬১
তৈলঙ্গোণ আ ১২৮৩
তোহার ম ১০৪৪; অ ৪৩৬৬; তোহার
অ ৯২৯৩।
ত্যাগ ম ৩১০৪; ত্যাগ-বাক্য ম ২৫৫৩;
ত্রাণ আ ২৪৯; ৭২; ১৯৩; ১৭২;
ম ৪১৫৪; ১৩৬২, ২০৫, ৩৯১;
১৫৩৬, ৫৮।
ত্রাস ম ২২১৯; ৮২৯৬; ১৩১০০।
ত্রাহি আ ৯১১৫
ত্রিকক্ষ আ ১৫১৩০; ম ৯১৭০; ত্রিকক্ষ-
বসন ম ২৩২৫২।
ত্রিকাল আ ২২৭
ত্রিকোটি-কুল আ ৭৮২
ত্রিগুণ আ ৯১৪৯
ত্রিগুণ-রায় ম ১২৫১; ত্রিগুণত আ
১২২৫৬; ত্রিগুণত-হেতু ম ১৮১৭৩।
ত্রিশ আ ১০৭; ম ৬৬২; ১৮৮১;
ত্রিশ-ঈশ্বর ম ২৮৪২; ত্রিশের রায়
আ ৬৪০; ৭১৫৯।
ত্রিবিধ আ ১৮৯; ম ১৮৭৬; ত্রিবিধ-বয়স
আ ২১৮।
ত্রিভঙ্গ ম ৬৮০; ত্রিভঙ্গ-মোহন অ ১।
১৩৬; ত্রিভঙ্গ-সুন্দর ম ৮১৭৬;
ত্রিভঙ্গি ম আ ১২১৬২।
ত্রিভাগ ম ৮৬২; ত্রিভাগ-বয়স অ ৩৬১
ত্রিভুবন আ ১১০৮; ২৫৫, ৮০; ৬১০৪;
৭৫১, ১১৯; ৯২১৬; ১২১১, ২৪০;
১৬১৫৩; ম ২২৪৫; ৩১২৬; ৫।

৩১; ৭৯৮; ১০১২৭; ১০৩৮২;
অ ৫৭৪০; ত্রিভুবন-গুরু অ ৪৩৩১;
ত্রিভুবন-দিগ্বিজয়ী অ ১০১২২;
ত্রিভুবন-পতি অ ১১১৬; ত্রিভুবন-
মোহন অ ১২১২৭।

ত্রিযন্ত্র অ ১১১২৭; ম ৩১১২।

ত্রিলোক ম ৭৯৮

ত্রিলোচন অ ২৩৩৪; ত্রিলোচনরূপ ম
২০১৩৩।

ত্রিশির-রূপ ম ১১১৮২।

ত্রিশূল অ ২১২৭

ত্রৈলোক্য অ ২১৬৩, ত্রৈলোক্য-যুগ অ ৫১৭০

ত্রৈলোক্য অ ২৩৪

ব্রহ্ম ম ১১১৩৮; স্ববিত অ ১২১৪৮; ম
২১২৮৮; ৪৭; ৬২১, ৬৪।

থ

থরথর ম ১৩২

থাকো অ ১২২০

থানা ম ১০১৬২

থুইবাও অ ৬১০৭

থোড় অ ১২১১২; থোড়-কলা ম ১১১৭৬

দ

দক্ষ ম ৩১৩০; ১৪৪২; অ ৫৬৯৮।

দক্ষিণ-পবন অ ৩২০৫, দক্ষিণ-মানস অ
১৭১৬৭; দক্ষিণ-সাগর অ ১১১৪৭।

দক্ষিণা অ ১৭১৬৬

দগড় অ ১৫১৪৮; অ ১০১২১।

দগ্ধ অ ২১০৬; ৭২৩, ৭৪; ম ২১২২৫।

দড় অ ১০১২১; ১২১২৮; ১০১০৬;
ম ৮৪৭।

দঢ় অ ১৮; ৮১২১; ১০৩৬; ম ১০
১৮১, ২০২, ২৭২; ২০৩০২; অ ৫৬২;
১০৩১; ১০১২২; দঢ়াইতে ম ১৮
১০২; দঢ়াইলু অ ১৫৬৫; দঢ়ান
অ ৫৫০।

দঙ (বঙি) অ ১১৫৭; ২১৬২; ৮১৭;

ম ৩১৩৩; ৫৬২; ২২১০৭; অ
৩২৪; দঙ-কমণ্ডলু ম ৫৬৯, দঙ-
পরণাম অ ১৬; মঙাচ, ৮৭;
১৫১; ১৪৪৫, দঙগাত অ ৮১৪৬;
দঙ-প্রণত অ ১১৪৩; দঙ-প্রণাম
অ ১০১৮২; দঙবৎ অ ১৫৫,
১২৪২, ১০১৫১; ১৪১৫৭, ১৬১;
ম ৩১৪; ৬৭৩; ৭১২২৫; ১০১২০২।

দঙ (শক্তি) ম ১০১৭৬

দণ্ডক অ ৮১১৫, ১৫১২২, দণ্ড-দণ্ড
অ ১৫১৩১।

দন্তাশ্রয়-ভাব অ ৭১৭১, ১২১।

দধি অ ১৫৭৫; ম ৬৫৪, ৮৩৪, ৩৫;
১৭৭; দধি-গদন ম ২১২৭৪।

দনা অ ৫১৮৮

দন্ত ম ১০৪১; ২১২৪, ৮১৫৭; দন্তপাবন
ম ৭১৬।

দমনক-পুষ্প অ ৫১৮৮; দমনক-মালা অ
৫১২২৫।

দন্ত অ ১১০৬; ২৬৫, ১০১৮২; ম
৩১১; দন্তময় ম ১৭৫।

দয়া অ ১০১৮৫, ম ৫১৪৬, ১৮১২৮;
দয়া-দর্শন অ ১৬৬৫; দয়াময় অ
১৪১০১; ১৫১২৭, দয়ালু অ ১০
১৬৮; দয়ালু চণ্ডিত ম ৩৬৫, দয়ালে
ম ৭৭৫; দয়ালীল-স্বভাব অ ১৫১৪০।

দয়িত ম ২১৭৬; ১৫৭।

দরশন অ ৩১২; ৬১১২; ম ১১৫১;
২১০, ৩৪, ২১২; ৩১৫২; ৬৮;
৭১৫; দরশন-কর্তা অ ১৬১২২,
দরশন-বোধ ম ১০১২২; দরশন-মায়ে
অ ৪১০৬; দরশন-শক্তি ম ১০১২৫;
দরশন-স্থ ম ১০১২৫।

দরিত্রের অস্ত্র অ ১১১৫

দর্দ্রী ম ৮১৬৮

দর্শন অ ১৫১৩১; ম ১০১২০; অ ৪৩০।

দলন অ ২৩২৮

দশদিক অ ২১৮২, ২১৭, ২২৫; ৩৫;
৪১৩।

দশন ম ৩২৩, ৬১৪২; ১৬৩১।

দশবৎ-বিজয়ে অ ৮১১০; দশবৎ-ভাবে
অ ১৬৫।

দশাক্ষর ম ১৫০, দশাক্ষর-গল্প অ
১৭১০৭।

দস্মা ম ১০৮৭, ২৪৩, ৩১৩, ১৫১২৫;

দস্তাগণ-মোচন অ ৫৭০৬।

দহয় অ ২১০৩

দহিলু ম ১০৩১৭

দাড়ি অ ১০৪, ম ১৬১২১।

দাণ্ডাইয়া ম ২১৬৮, দাণ্ডাইলা অ
১৪১১৮।

দান অ ১১৭৭; ৮২২, ১৫১১, ৫৭,
১২৪, ম ২১১, ৬২, ১০১২৫;

দানবৎ অ ৫৩৭৮।

দানব অ ৪৩৭, ৮৮৩, ১০১৭২, অ
৪১৫৫।

দানী অ ২১৬৪

দান্ত অ ৬৫০, অ ৩২৭৭, ৪৮৩।

দান্তিক অ ৬৯৮

দায় অ ৩২০, ৮১৬২, ১২১৩৩, ১৪২,
২০১; ১৬১৫৫, ২৪৩, ম ২০৫৮;
৪১৪; ১১৮৪; ১০১১০; ১২১২৫;
১০১২০, ১৫১৫১, অ ৪৩০৭, ৪৫০,
৬৩৫।

দারিদ্র্য ম ৮১২০; দারিদ্র্য-গুণ অ ৭১২০।

দারুণ ম ১৫৪৭, ৫৬, ৬২।

দারুণ্য অ ৩১৩৫, দারুণ্যে অ ১০১২৫।

দাস অ ১১২১, ১৮৩; ৫১৪৮; ম
২১৫৬; ৮১০৫; ২৮০; ১০১৭২;
১০১২৫; দাসদাসীগণ ম ৫১৬২;
দাস-প্রভু-ভেদ অ ১৬১১; দাসী অ
১০১৩০; দাসী-নন্দন ম ১৭৮৭;

দানের চিত্র আ ৭৪৩, দানোচ্ছিষ্ট
ম ১০৮৮।
দান্ত ম ৫১১০, ১১৫; চান্ত-পদ
আ ১৭২৫; দান্তভাব ম ১, ৩৬৪;
৩৯; ৫১০৮, ৬১৪৪; ম ৮১৫০,
১৭৮, ২০৩, ২১৪; ম ৯১৬, ১৬৩২;
অ ৯১৮২, দান্ত-মহিমা-প্রচার অ
৪৪২৩, দান্ত-যোগ ম ১২২৭, ৫১
১১৭, ৮২০৭; দান্ত-স্বথ ম ৮২০৪
দিগ্‌লাস ম ১১২৩; ১৯২৫০, অ ১১৪০,
৪৪০৯, দিগ্‌বাসী ম ২৪৮৯।
দিগ্‌ধর আ ২১১৭; ৭৩৯, ১২১৬০, ম
১০৪০, ৪৬১, ৮১৬৪, ১২১২১, ৭০,
১২১২, ১৩১৫০, ১৪৪০, ২১
২৮০; অ ১২১৩, ৪১৫৩।
দিগ্‌জয় অ ১৩১৭৩; দিগ্‌জয়ী আ ১৩২৬,
২৮, ৩৭, ৫৮, ৬৯, ৭০, ৭৪, ৮৮, ৯৬,
১০৫, ১৭০, ১৯৭, দিগ্‌জয়ী জয় আ
১১১৪; ১৩৫৭, ২৭; দিগ্‌জয়ী-
দন্ত আ ১৩১৮৮; দিগ্‌জয়ী পদ-ফল
আ ১৩১৪৫; দিগ্‌জয়ী-বর আ ১৩২৩
দিবস প্রকাশ ম ১২৩৯, দিবস-বৃদ্ধান্ত ম
১৩১১৭, দিবসেকো ম ১৩২০।
দিবাঙ আ ১২৯৪
দিবা-রাতি আ ৯১৮৯
দিব্য আ ২১২৫; ৪১০৯, ৫২২,
৮১৮৬; ১১৪; ১২১৪১, ১৮৯;
১৫১০০, ১৩৭, ১৮৯, ম ১১৮৯,
৩১৮২; ৬৭৭, ১০৭; ৭৮৩, ৯২৬,
৬৪, ৭৭; ১২২৬, ১৩৪৭, ২৩২৭৩;
অ ৩২২৫, ৫১৬০; দিব্যকেশ ম ৭৮৫,
দব্যকোষ্ঠী আ ৩৩২; দিব্য খট্টা ম ৭৫৮;
অ ৫২৭২; দিব্যখেলা আ ৯২৬; দিব্য-
গতি ম ১০২৪৮; ১৩২৮২, দিব্যগুরু আ
১২১২৪; ১৭৯৬; ম ৫৮৩; ৭৬৪,
৬৯; দিব্য চক্রোত্তপ ম ৭৫৮; দিব্য-

জটায়ব ম ৮৯৮; দিব্য-জ্ঞান ম ১৫১
২৮; অ ৬১০৫; দিব্য-দমনক-গন্ধে
অ ৫২২৬; দিব্য-দরশন ম ৬১৬৩;
অ ৭৫১; দিব্য-দশন আ ১০১৩, দিব্য
দিব্য কলেবর ম ১৩২৭, দিব্যদৃষ্টি আ
১৩৬১; দিব্য-ধ্বনি ম ২২.৭; দিব্য-
পতি আ ১৫৫৮; দিব্য পরিধান আ
১১১৩, দিব্য-পিতল ম ৭৬০; দিব্য-
বজ্র ম ২২৪৮, ৭৮৪, দিব্য-বাণী আ
১৭১২২; দিব্যবাস ম ৭৬৯, দিব্যভোগ
ম ৭৬৯; দিব্যমতি অ ৯০২২; দিব্য-
ময়ব ম ৭৬২, দিব্যমালা আ ৮১২৮,
১০৯৮; ১৫৮৪, দিব্যরসবজ্র অ
৭১৩৬; দিব্য রণ ম ৬৮৯; দিব্যরূপ
আ ১৭৩৫; দিব্যশত্রু আ ১২১৪৮;
দিব্য-শরীর আ ১১১৩; দিব্য-স্বথ
আ ১১১৩; দিব্য-স্থান অ ২৩৬৪;
দিব্য-স্বর্ণ আ ৮১৭৫; দিব্যহাব অ
৫৫৩১; দিব্যাপন আ ১৪১১১।
দিগু আ ৮১১৮; দিলাঙ আ ৫১২৬।
দিলু আ ৫১৪৪, ৮৩০
দিশা ম ১৪০৮
দীক্ষা ম ৭১১৬
দীঘল ম ৬১৩৩
দীন ম ৩২, ৫৩; ১০৬৩; দীন-দোষ
আ ৮১২৭, ১১২৫; দীন-নাথ আ
১৫২১৭; দীনবৎসল অ ৯২৪২;
দীন-বন্ধু আ ১৬১১, ম ৯৫৬; অ
৩২, ৫১২৩, দীনহীন আ ১৪১২২।
দীপ আ ১৪৪২; ১৫৭৫, ১৭৩৪; ম
২৯৩৬।
দীপ্তা আ ৪৪৩
দীর্ঘল ম ৯১৪৬
দীর্ঘবাস আ ২১০৮; ম ৮৭২; ১৪৪৩;
অ ৫৮।
দুঁহা অ ৪১২৮; দুঁহাকারে অ ৭২২;

দুঁহারে অ ৭২২; দুঁহে ম ৩১৬৩;
অ ৭২২।
দুঃখ ম ২২২৩, দুঃখ-বিপদ ম ১২২৬;
দুঃখরস আ ১৪১০৭, ১৬৮।
দুঃখিত বদন আ ১৪১৭৫, দুঃখিত বদনা
আ ১৪১৭২।
দুঃখিতা আ ১৪১৭৩; দুঃখিতে আ ১৪৩৪,
দুঃখিতের বন্ধু অ ৯১৬৮; দুঃখিতের
আ ১৪১১। দুঃখী ম ৩৫৮; ৯৪০;
২৫১১; দুঃখীনাম ম ৯৪১।
দুইচরণ প্রসাদ ম ১২৭৯
দুঃখ ম ৮৩৪
দুঃখিত আ ২২০৭, ২১১; অ ১০৯১;
দুঃখিত-উত্তম আ ২২২৯।
দুঃখার আ ৫১১৫; ৭১৫৮, ১১৪৭;
১২৬৩, ১০৮, ১৩৭ ইত্যাদি।
দুঃখ ম ১০৬৬
দুঃখার ম ১৩৩৮
দুঃখিত আ ৮২০২, ১৬১৩৯; ম ১১৫৪;
২০৩; ৯২৩৮; ১৩৬৩।
দুঃখ ম আ ১৪১৩২, ১৩৩।
দুঃখোৎসব ম ৮২৬৮
দুঃখিত অ ২১১
দুঃখিত আ ২২০৫, ৯১৭২; ১৬২৬৭;
ম ১৩৫০, ১৭২; ১৫৮৭।
দুঃখিতবাণী অ ৩৩৬৯।
দুঃখিত আ ২১২, ২২৬; ১৬৫১; ম
১০১৩৯; ১১৫৯।
দুঃখিতাব আ ৮১১১
দুঃখিত অ ৪২২
দুঃখিতনা আ ১৩১৬৯
দুঃখিতের ম ১২২২০; অ ৭৭৯।
দুঃখিত আ ১৬২৫৯; ম ৮২৪৬; দুঃখিত-
দারিদ্র্য-দোষ আ ৯৭।
দুঃখোৎসব-বৎস ম ২৫০
দুঃখিত আ ৮১১৮, ১২২; ১২১০৭;

১৭৩২; ম ১৪১৬; ২১৬; ৪৭৫, ১০১০২; ১৩২৩২।
 ক্ষর আ ১৭৫; ম ১৪১৭, ১৮৭৬।
 ক্ষতি আ ১৮২৬৬; ম ৬২৭; ১০২৮২, ১১২৪; অ ৬২৩।
 ষ্ট্রি আ ৭১৭৮; ৯১০২; ১০১৪২, ম ২২৬৬; ৩৪৯, ১০৭০, ১০৬৪; অ ৪১৩৬; ছষ্টকাল অ ১০২; ছষ্ট-গণ আ ১২৫২; ১৬২৫৫, ১৭৮; ছষ্টবিনাশ আ ২২০, ছষ্টবীণ ম ২৪১; ছষ্টভয়ঙ্কর অ ২১১, ছষ্টমেশে আ ১৬৪৮; ছষ্টমঙ্গ ম ১২৩৫; ছষ্টমঙ্গ-দোষে ম ১০২৪।
 ছন্তর তরঙ্গসিদ্ধি অ ৪০৩২
 ছতিতা আ ১৫৫৭, ১৮৮।
 দূত ম ১৪১৫, দূতভয় ম ১৮০; দূতে ম ১৪১৪।
 দূবদেশ আ ১৪১৭৪
 দূর্গা আ ৬৬০; ম ৯৭০, দূর্গা-জল ম ১৩৩৭।
 দূর্গাদলশামি আ ১২১৬৫, ম ১০৮; অ ৪৩২২।
 দূষণ আ ৭১৭৭, ৮৩৫।
 দূষক ম ১২৮১, ৩৩৪।
 দৃঢ় আ ১৬১১৫, ম ২৩৮; ৮২২২; ১২১৩; দৃঢ়চিত্ত আ ১০১৭৫; দৃঢ়-ভক্তি আ ৪১৪২; ১৬৬২; ম ১৩৩৫; দৃঢ়মতি ম ১২৮।
 দৃশ্যযোগ্য অ ৪৩৬৭
 দৃশ্যাদৃশ্য আ ১২১৩৬
 দৃষ্টান্ত আ ১২২৬০
 দৃষ্টি ম ১৩৩২; দৃষ্টি-অধিকার ম ১০২৮৪; দৃষ্টিকোণ আ ১৫২৮; দৃষ্টিপাত আ ২৬২; ১২২৩১; ম ১১৩০, ১৩৭, ৩২১; ৬৬; ৯৫৩; ১৪৫৬; দৃষ্টি-পাত-মাত্র আ ১৩২৩।

দৃষ্টো আ ১৩১০১
 দেউটি ম ১৮১৫৭; ২৩১৩২, ৩৪০; দেউটিয়া ম ১৮১১।
 দেউল-প্রমাণ আ ১৭৩৩, দেউল-বিশেষ অ ৪৬৭, দেউলে অ ১০১৪১।
 দেওয়ান আ ১৫২৫; ম ২২৩৩।
 দেখাইলু আ ৫১৪৭; ৯১৮২; দেখাঙ্ক আ ২১২, দেখিলু আ ৮১৬, দেখিলাঙি আ ৪১৩৪, দেঙ আ ৫১৪৪।
 দেব আ ১৩০; ২৮৯; ৩২২; ৪১৪, ৫২; ১২১০৭; ১৪৫৭, ১২০, ১২৫; ম ৬৬২; ৬৮৫, ৮৬; ১০২২৪, ১৪৫১, দেবগণ আ ২২০৭, ৪১০; ১০৮৯; ১২২২৯; ম ৬৮৪, ১০১০৯, ১৩৩৭৬; ১৪২, দেবগৃহ আ ১৪৪৮; দেবতা আ ২১৩২; ৯২১৪, ১২১৭৪; ১৫১৭৯; দেবতা-সকল ম ৯৩৬ দেবদ্রোহ ম ১৮১৪২; দেব-বিক্র-গুণভক্ত ম ৪৪৮; দেব-পিতৃকার্য আ ১০৯০; দেবমাতা আ ৩৩৫; দেবযোগ্য অ ৭১২২, দেব-সঙ্কীর্তন ম ১৪৩৪; দেবমতা আ ৯১৫
 দেবকীন্দন ম ৮২৮৬; অ ২১২৭, ৪১৪৭; দেবকী যশোদ ম ২২৪৩।
 দেবর্ষি ম ১৪৪৪; অ ৪১১২।
 দে-ছতী-জননী ম ৩১০১
 দেবানন্দ স্থানে ম ৯৯০
 দেবার্চন-পূর্বে ম ৭১৮
 দেবালয় অ ২৪০৩; দেবালয় স্থানে অ ৫৪২৩, দেবাসুর অ ৩৪৭০।
 দেবী আ ১৩১৬৪; ১৪৯৯, ১০৫; ম ১১৮২, দেবীগণ আ ৩৩৮; দেবী-রক্ষা আ ৪৭; দেবীস্থানে আ ১৩১২৩।
 দেবের তুল্য আ ৪৫২
 দেয়ানে ম ৮২৪৫; ১৩১৮

দেশাচারে অ ১০১০৬; দেশান্তরী আ ৫২৬; ম ১৩১৮১; অ ৪৫৩।
 দেহ আ ৬১৩০, ৭১২৫, ম ১৩৪২; ৬৩৪, ৭৬২; ৮১৮২; দেহ-গেহ আ ৮১২৯, দেহ-দুঃখ আ ১৬১০২; দেহধর্ম অ ৫২৪৯, দেহপাত ম ১৩৩১৮, দেহ-মনে ম ১০২৭২; দেহ-স্বতি অ ৫১৮৮, দেহস্বতিমাত্র আ ৮১১২।
 দেহোজ্জয় আ ৭১২
 দৈত্য আ ২১৭০, ১৬২৪২, ম ১০১১১, দৈত্যগণ ম ১০২৭৩।
 দৈত্ব আ ৭১৩৭, ১১২।
 দৈব আ ৪৪০, ১৩৯, ৫১২, ১৪৬; ১২৬, ১৫৫১, ম ১২২৫, ৫২১, ১০৩৩৬, ১২১১১, ১৩১৮৮; দৈব-গতি আ ১৬২০১; অ ২১৮৩; দৈব-দোষে ম ১১২৯, ৩৪৯, ১০৫০; ২২৫৬, দৈব-বশ ম ১০৩১৭, দৈব-ভাগ্য আ ১৩১৬৭; দৈবযোগে আ ৪১০৩, ১৭৪৬, ম ১৩১৪৬; ১৫৫৪, অ ৪৩২৭।
 দৌহা ম ৫১৩২, ১৫১৫, অ ৪১২৮; দৌহাকাব আ ১৭৪৯, ম ৮৩৪; আ ১৫১০৮, দৌহে আ ১৬৮; ৬১০৪, ৯৬৩, ম ৪৩২, ৫২৪, ১৩২; ১৩২৪২, ৩৬১।
 দৌগাডিয়া অ ৫৭০৯
 দৌলয় আ ২২১৪
 দৌলা আ ৭১২৯, ১৩৪০; ১৪৮; ১৫১৩৭, ১৬৩, ম ৭৬৬, অ ৪২১২।
 দৌলাইয়া আ ১২২৪৬
 দৌলার আ ১০১০৯; ১৫২০২; ম ৬৪৪৪; ৮২২৩।
 দৌলে আ ৫১৩১; ১৫১৩২; ম ৮২৮৪
 দৌলোপরি আ ১০১১৫

দোষ আ ১৬২৭৩; দোষদৃষ্টিশূন্য আ ৫১
৪৮৩; দোষভাগী ম ১৩১০৭।

দোষর ম ২৭২৫

দোহন ম ১৩১০৯

দোহাই আ ৪১১০৪; ম ৮১৩৯

দোহান্তিয়া আ ৮১৩৩৯, ১৪০।

দোহিত্র ম ২২৪

দ্বন্দ্ব আ ১৮২; ৬৭৪; ১১২২৯; ১২১২০
দ্বাদশ-উপবাস অ ১১৪৬; দ্বাদশবন আ
৯১১১।

দ্বাদশী ম ৭১১৯

দ্বাপর আ ১১৬৫; দ্বাপর যুগ আ ৫১৭৭১।

দ্বাবকা-নিবাস ম ২৫২; দ্বারপাল অ
৭৫; দ্বারপাল-গোবিন্দ আ ১৩২;
ম ৬৬।

দ্বিজ আ ১৭৯২; ৩২২; ২২১৬৪;
১৪১১২, ১২১; ম ১২৭৭, ৩০৯;
দ্বিজকুলদীপ আ ১৩১; দ্বিজকুলমণি
আ ১৫২০৩; দ্বিজকুলসিংহ ম ১১১১;
দ্বিজকৃষ্ণদাস অ ৫৭৩৯; দ্বিজদ্বারে অ
৫৬৯৬; দ্বিজ-পদ্মীকরণ আ ৮১২;
দ্বিজবর আ ১০৫৪; ১৩১৭২,
ম ১২২৮; দ্বিজমণি আ ৩৫, ৪৪;
৬১৩৩; ১০৮১; ১৪৭৮; ১৭১২২;
ম ১১৪৬, ৩৮৭; ২২২৭, দ্বিজরায়
আ ১০২০, ৪১; ১১২; ম ১৩,
৮২; ৬১২৩; ৯২০২, অ ৯২১৮;
দ্বিজরূপে আ ১২২৬৫; ১৬৫;
দ্বিজেন্দ্রকুলমণি আ ১৫৮২।

দ্বিতীয় দেবকী আ ১২৩; দ্বিতীয় রহিতা
ম ১৮১৭৫।

দ্বিধা আ ১৬২৫৯; ম ১০১২৫; অ
৫৪৫৩; ৬১১৪; ৯১০৬।

দ্বিবিদ ম ১৫৪৯

দ্বিভুজ আ ১২১৬০

দ্বিক্রি আ ১৩৯; ম ১৩৪৫।

দ্বেষ আ ৯১৮৬; ম ৫১০২; ১২৫৭;
দ্বেষোপেক্ষ্য ম ২৪২।

দ্বৈত ম ২২৫৯; দ্বৈত-মায়া ম ২২১১৬।

দ্বৈশায়নী আখ্যা আ ৯১৫০

দ্রব্যে ম ১০২৫২; দ্রবিল ম ৯৯১, দ্রবে
আ ১৪১০৬; ম ১০১৮।

দ্রব্য ম ৫১৬৭; ৮১৪২; ১০২২০

দ্রোহ ম ৩৪৪, ১৩২৬৬, ২৭৩; দ্রোহপাপ
ম ১৩২৭৬।

দ্রোহী ম ২০১৩৯

ধ

ধটী ম ১৮৪০

ধন আ ২১৮৮; ১২১২৬, ম ২৫২
৮২৫৬; ৯২৩৩; ১০২৫৯; ১৩
২১৪; ধনকুল-বিজ্ঞানমদ ম ১১৬৪;
ধনপুত্র-বিজ্ঞানসে আ ৭১৭; ধন-পুত্র
বলে আ ১১৫২, ম ১২২৩; ধনপ্রাণ
আ ১৪১৩; ম ৪৭৫; ৮১০৯;
ধনমদ ম ৯১৪১।

ধনু আ ৯৪৭;

ধনুর্ধর আ ১২১৬৫; অ ৪৩৩৬;
ধনুর্ধর ম ৩১৬।

ধনু আ ৪৩৯

ধনু আ ২১৭৮; ১০১১১; ১৫৯৮, ম
২১৭৭, ১৪৭, ১২২, ২২০, ৬১৩০,
৯২; ১২১৩৮, ১৪৪০; অ ৩২৫৮;
ধনু করি আ ১৪১৫৬; ধনু ধনু আ
২১২১৫; ১৫২০৪; ধনুবানী ম
১৪৩৭; ৫৭।

ধনুজরি আ ২১৭৫

ধরনী-উপর ম ১৩০৩; ধরনী-ধরেন্দ্র আ
১১৮২; ম ১০৬, ৩০৬; ২৩৪৭৬;
অ ৬১৩০।

ধরিলু ম ১৩৯২

ধরো আ ১৭৭৬

ধর্ম আ ২২২, ৬৪, ১৫২; ১৩১২১; ১৪১

২১; ১৫৯; ১৬৮৪; ম ৩৪৭; ৭১
২৯; ৮২৫১; ৯২০২, ১৩, ৪৯, ১৪১
১১; ১৬৩৫; ধর্মকথা আ ১৩৫২;
১৭১৪; ধর্মকর্ম আ ১৪১১০; ১৬
২২৮, ধর্মধ্বজি অ ৩২২৯; ধর্মধ্বজি-
গণ অ ২২৭৯; ধর্মপর অ ৪৩৩৪;
ধর্মপরাত্ম্য আ ২১৯; ধর্মরাজ ম
১৪১২, ৩৭; অ ৪৩৬৬; ধর্মশাস্ত্র আ
১৬৩০২, ধর্মসংস্থাপক আ ৮১৪৩;
ধর্ম-সঙ্কট ম ৩৯০; ধর্ম-সনাতন আ
৮১৪৩; অ ৪২৪৮; অ ১০১; ধর্ম-
সেতু ম ১৪; ১৯২৩৩।

ধাই আ ৯৬২; ধাইয়া ম ৫৮৯; ৮৩০,
২৩০, ধাইলেন ম ১১১।

ধাক্রা আ ৫৪; ম ২২৫৬।

ধাতু আ ৯৬১; ১১১১৪; ম ১৬৬, ৩৩২,
৩৩৩; ৭৯৩; ১৪২৩; অ ৪২২৬;
ধাতুপাত্র ম ৯৬৭; ধাতুবিনে ম ১
৩২৮; ধাতুশাস্ত্র ম ৫৯৪; ৮৩১৯;
ধাতুরূপে ম ১৩৩০; ধাতুসংজ্ঞা ম ১
৩২৫, ৩৩৪; ধাতুসূত্র আ ৮৫৭; ম
১২৬৫, ৩২৬, ৩৪৮।

ধাত্তি আ ১৫৭৫; ম ৮২৪৬; ৯৭০;
ধাত্তদুর্গা আ ১৫১৬৮

ধাম আ ১৮৯; ২১৩; ৪৫; ৯৬; ম ১
৩৭৬; ৩১১৫, ১২৬; ১০৩১৯।

ধায় আ ২২২৫; ৪৯৩; ম ২২৫৪; ৮
২০৮; ১৩৮৭, ১০০; ১৪৩৯।

ধার আ ১৬৪; ম ১৪৪৬।

ধারা আ ৯১০৭; ১১৩৫; ম ২২১৩,
৩২৫; ৭১০৯; ২৭২০; অ ৪২২৩;
৫১৫০, ১৬০।

ধারে ম ১৩১৮৪

ধার্মিকরূপে ম ১৫৪; ধার্মিকে ম
১৩১২৯।

ধার্ট ম ১৮৮১

ধিকার ম ৭২২৬, ১০২১৪; ১৫১৬; অ
৫৪৬৬।
ধীর আ ৩২২; ধীরচিত্র আ ১৪১৮১;
ধীরে ধীরে আ ৮১৬৮, ১৪৫৮।
ধুইলেন ম ১৩৩৬৮।
ধুতি আ ৬৬৪, ম ২৫৭; ধুতিবস্ত্র ম ২৪৪
ধূপ অ ১৪৪২; ১৭১৩৪; ম ২১৩৩৬; ৬।
৫০; ৯৪৭, ধূপ-দীপ ম ১১২৫।
ধূপ আ ১৭১১৮, ম ৭৮৫; ১৯৮৮;
১৩৩১৫; ধূপা-খেলা ম ১১১৬;
ধূপা-লালাময় অ ৫১৭৩; ধূলি আ
১৬২১২; ম ২১১৮৮; ৮২০০।
ধূসর আ ৪১০; ৬৪৬; ৭১৩৯; ১৭১১৮,
ম ২০২৫০; অ ৪১৫৩।
ধেমুক আ ৯২৯
ধেয়ান ম ১৫১
ধৈর্য আ ৭৮৮
ধোয়াইয়া আ ১৪১২৬
ধ্যান আ ২১৮১; ৬৫৭, ১২১৬৩, ১৪১
১০৫, ১৬১২২২; ১৭১৮, ১৪৪, ম
১১৬০, ৩৩৬, ৩৮৪; ২২৫৮; ৫২৪;
৬৮৬, ৮১৭৭; ১০২৮৬; ধ্যানিগর
অ ৭২০; ধ্যানফল অ ৫৬, ধ্যানস্থ
ম ৩১৭৮, ধ্যানানন্দ আ ১৬১০০,
১৭১১৫, অ ৭১৯, ধ্যানে আ ৫১৩;
১৪১০৫; ম ৯৩৭, অ ৪২২৪।
ধ্বংস ম ১১৪৯
ধ্বজ আ ১১৮; ২২২০; ৫১৯; ৯১৯৮;
অ ২৪০৫; ধ্বজ-প্রাসাদ অ ৮৪৭;
ধ্বজবজ্রাঙ্কন আ ৫১।
ধ্বনি আ ২৮২, ১৪৬; ৫১৫; ১৪৬৮;
১৬২৫, ২৮৭; ম ১১০, ৩৮৭; ২।
৩২২; ৮১৮৯; ১০২৯৭; ১০১৬৭;
অ ৪৪৮৯।
অ
নথ ম ২২০৬; ৩১৮৯; ৬৮০; নথমণি-

কিরণ আ ৫১৩২; নথের উপমা
আ ৭১৩৮।
নগর আ ৪১০৮; ১২১৫; ম ১২৮১,
৩৫৭; ২২৩৯; ৮২০; ১০১৩৮;
১০১৭৩; ১৫১১৯, নগরিনা আ ১২।
১৫১; ১২১৮৭, ম ১২৮৬, ৩১১;
৫১৫৫; নগরিনা-ঘাট ম ২৩৩০০;
নগরবিদ্যাগণ আ ১২৫৬; নগরে নগরে
আ ১৪১৬; ১৬১১৪।
নট আ ১০১১৯; ১৫১২৮; নটগণে আ
৮১০; ১০৮০; নটবর আ ৯৬৫;
ম ৮১৬৭।
নতি-অমুরূপ ম ১৯১০।
নদী আ ৯১৩৬; নদীতীরে আ ৯১৭।
নদীয়ার ভিতর আ ১১৬৩; নদীয়ার
সম্পত্তি আ ৬৪৯।
ননী ম ৩৭৪, ৬৫৪; ননীচোরা অ ৪২১৯।
নন্দকুমার অ ৭১১৪, নন্দ-গৃহে আ ৫।
১৪৪, নন্দগোপ ম ১১৫৩, নন্দ-
গোপেন্দ্রনন্দন ম ১১০৫; নন্দগোষ্ঠী
অ ৫১৭২০; নন্দগোষ্ঠীভক্তি অ ৭১৭০;
নন্দগোষ্ঠী রসে অ ৭১৬৫; নন্দ-ঘবে
আ ৫১৪৬; নন্দদোষ ম ২০২২৯;
নন্দ-নন্দনচরণ ম ১৩৩৮।
নন্দন আ ৩২৫; ৫১৮৫; ৬১০৫; ৭।
৮২, ১১৮, ১১১৯; ম ১১২২, ১৫৪,
৩১৮; ৫১৯৬; ৮১৪৬, ১৬৭, ১৯২;
১১৭৮; ১৩২৫২, (স্থায়ী) নন্দন
ম ১৪১৩৪; ১৫১৬০, অ ৩১৩৯৬;
নন্দন-পারি ম ২২২৭৩।
নন্দুর কুমার ম ২২২৭৭; নন্দুর ঘর আ
৯১১২।
নপুংসক-বেশ আ ১১৪০।
নব-অবতার অ ৯১৬৬, ১৭৭।
নবগুণা ম ২২২৭৩; নবগুণা-বেড়া আ
৫১৩০; নবগুণা-সহিত ম ২১৮০।

নবধন ম ২২২৭২
নবদীপচন্দ্র আ ৩২৭; নবদীপ-পুস্তক ম
৯২০০, অ ৯১৭৫; নবদীপ-বাস অ
৬১২৬; নবদীপ-মাঝে ম ৮১৭৭;
নবদীপ-সম্পত্তি আ ২১৫৭।
নবনী ম ৮১৩৫; ৯১৭; নবনীত আ ৫।
১২৮; ১২১৬০; নবনীতময় ম ২।
১৬৭, ৮১২২১, অ ১০১৬১।
নববিধা ভক্তি অ ৭১৪০।
নবাক্ষর আ ১২০।
নমস্করি ম ১৩৩২; নমস্করিশ্রী ম ১১২৫;
নমস্করে অ ৭১৩৩; ৮১৫৩, নমস্কর
আ ২১৪; ৬১৩৭; ৯১১৫; ১২।
৪৫, ১৩১; ১৪৮; ১৬১৪৭, ৩০২;
১৭১৫১; ম ৮১৮৮, ৩৮১; ২১০৬,
২৭২; ৩১৩৪; ৭১৪৫; ৯৬৫, ২৪৭;
১০১৩২১; ১৫১৭৯।
নম আ ৭১৮; ১৫১৪৭; ম ৪১৪৭।
নয়ন ম ১৪১৬; ৫১৫২; নয়ন-কমল
আ ৫১৩১; নয়নগোচর ম ৭১৩১;
নয়ন-জল ম ৪১৩৩, নয়নভঙ্গী অ ৫।
৩৮৫; নয়ন-তাগ্য ম ২২৯১।
নয়নবস্ত্র অ ১০৮৮
নর আ ৪১২২, ১৬২৮৭; ম ২২২১৩;
নর-জ্ঞান আ ৮১৬৬; ম ১৩৫৪; ২।
১৬৮; নর-নারায়ণ আ ৯১৪১; ১৪।
১২৩; নর-নারায়ণ-অগ্রিম ম ৩১০৮;
নরপতি আ ২১১৩; নররূপ আ
২২২৪; ১০৮৯; ১১১২৩; নর-শরীর
আ ৮১২০৩;
নরক আ ১৩৪৬; ১৬২৩৯; ম ৩৪৭।
নরেন্দ্রে অ ৮১৬৪;
নরক আ ১৫১৪৭; অ ৭১৫৭।
নরপতি আ ৯২২
নরক অ ২১২২
নরক আ ১১৮৭, ৩৫৪।

নাগ-গুণ আ ২২৭; নাগছলে আ ৭৬২;
নাগবধু ম ৬৯০; নাগ-বিভূষণ আ ৭।
৬১; নাগরাজ আ ১৬১৯৮, ২০২,
২৪৮; ম ১৮১৫২।
নাগরিক আ ১২১৫২
নাগাল ম ১৩৭৮; নাগালি আ ৬.৫৫;
ম ৬১৪৭; ২৩১০৬; অ ১১১১।
নাচত আ ২২১৫; নাচি ম ২৬৪।
নাচি আ ৭১৩২
নাটশালা-নামে ম ২১৭৯
নাট্য আ ১৬২০৩; ম ২৬৮৬।
নাড়া ম ২২৬৪, ২৬৫; ৩১২; ৫৪৮;
৬৬৩, ৬৭, ১৩৯; ১০১২; ১৬২৯;
নাড়ারে আ ২২৮৬।
নাথ আ ২৮৩; ১০১৭; ১৩২; ম ১৩২১;
৫৩৬; ৬৬; ৮২৮৭; ২৫৩;
১৩২২২।
নাথ আ ২২১৫; ৫১৩৩; ম ৮২২২,
অ ৩৪৩১।
নান-কাচে আ ১৫১৪৬, নানা-ক্রীড়া আ
২৩০; ম ১৩১৮; নানা-ছলে আ
১২১৭৯; নানা-বর্ণ ম ৮১৮২; নানা-
ভিত্তে আ ১০১০; নানা-মত আ ৫।
১৭০, ১৭১; ম ২২০৭; ৮২২৬,
১০১৩৯, নানা-মন্ত্র আ ৪১১৩; নানা-
মুক্তি আ ১৬২৪; নানা-বতন-হার আ
১৫১৩২, নানা-শাস্ত্ররাজ আ ১৩৫,
নানা-হাস্ত-পরিহাস আ ১৪১৭০।
নান্দ্রিয-কর্ণাদি আ ১৫১১০
নাবিক আ ২১৩৪
নাভিপদ আ ৪১৬৫
নাম ম ১২১৮; ১৩৩৯১; নামকরণ আ
৪৪১; নাম-গুণ আ ১৬৮০; ম ৬১৬৯;
নাম-বলে ম ২৩২৯; নামভেদ
ম ২৩৪৪; নাম-মাত্র আ ৭৬৭, ১৬
৭৭; নাম-মালা আ ৩৫; নামযজ্ঞ

আ ১৪১৩৯; নামকপে আ ৭৩৮;
নাম-প্রবণে ম ৭২১; নাম-সঙ্কীর্তন
আ ১৪১৩৭; নামসিদ্ধি আ ৭২০৯;
নামানন্দ আ ১৬১০২; ম ৮১৮০, ১২৩।
নামক আ ১২২৮; ম ২১২৪; ৮৩২৪।
নাম' আ ২২০৮
নামদ-কাচ ম ১৮৫০; নামদ-নিষ্ঠাবাক্য ম
১৮৬১।
নামায়ণ-তৈল আ ১২৭০
নামায়ণ-নাম ম ১৩২৬৮; নামায়ণ-রূপ ম
১০৮০; নামায়ণী শক্তি-জগত-জননী
ম ১৮১৯৬।
নামি আ ৩১৩; ২২১৯৯।
নামিকেল-জল ম ৮২২৩
নামিবি আ ২১০৭
নামিলি আ ৪৩৭
নামী আ ১২০; নামীগণ আ ২৪২; ১৫।
১৯৯, ম ১১২৯।
নাম আ ২১২১; ম ১২০০; ২১৪৮;
২২৩, ২৮৮, ৩১৩১; ৬১৭৩; ৮।
১৫, ১২০, ২৬২; ২১০৮; ১৫৪২।
নামল আ ২২১০
নামায়ণ ম ২৮৪৬
নামক্সিমা আ ২১৭২
নামখাস আ ১৬৩০৮
নামসন্দেহ ম ১০১২২
নামকপে আ ৪৪৪১
নামিলি ম ২১৮৪, ৬৭৪, নিখিল-রক্ষাওগণ
ম ১৮১৭২।
নিগূঢ় আ ২২৮; ৭১৬৩, ৮৪, ২৪; ম ৫।
৪৩; ১০২৬৫; নিগূঢ় রূপে আ ৮১১৩৩।
নিগ্রহ আ ৭৫৮
নিষ্ঠাভয়ে ম ২৪৪
নিষ্ক্রিয়া ম ৮২১৬
নিজ-অজ্ঞানে আ ৭২০১; নিজ-ইষ্টদেব আ
২১৩১; অ ৬৫০; নিজ-ইষ্টমন্ত্র আ

১৪১১৮; ১৭১১৪; নিজ-ইষ্টমুক্তি
আ ১২১৬১; নিজ-কর্ণ আ ১২।
১২০; নিজ-কর্ণ-দোষ ম ১৩৭২,
৮২৫৮; নিজ-কৃত্য আ ১৪১৮৮;
নিজ-ক্ষেত্র আ ২৩৮৪, নিজ-গুরু আ
১৩৩৮; নিজ-গৃহবাসে আ ১৪।
১০৯; নিজ-ক্ষেত্র স্বদর্শন অ২৩২৮;
নিজ-চিহ্ন আ ২১৬৬; নিজ-অব ম
৫১০১; নিজ-তত্ত্ব আ ১৩৩৫;
নিজ-দণ্ড-কমণ্ডলু ম ৫১৬৭; নিজ-
দর্শ ম ২৪৮; নিজ-দর্শনপত্রায়ণ আ
১৫১৫; নিজ-দাম-বিনোদ ম ১৩।
২৫১; নিজ-নামরসে ম ১৪১০; ২৩।
৫; নিজ-নামাবেশে ম ২৫১৬; নিজ-
পাশ ম ২১৫৬; নিজ-পুরে আ ২১৩১;
নিজ-প্রতিভা-ব্রহ্ম আ ১৪১০২,
১০৩; নিজ-প্রভু আ ২২২০৯; নিজ-
প্রেমবন্ধ ম ১২৩, নিজ-প্রেম-রসে অ
৩২২২; নিজ-প্রমে অ ১১২, নিজ-
বহু আ ৮৪০; নিজ-বাস ম ১২১;
২১৫৪, ১২৬; নিজ-ভক্তগণ আ ২।
৫২; নিজ-ভক্তে ম ২১৪২; নিজ-
ভক্তি-গ্রহণ-বিলাস ম ৬১১৭; নিজ-
ভক্তি-বিরহ-সাগর আ ১৭১২১, নিজ-
ভক্তি-রস অ ৪৯০; নিজ-ভক্তি-রস-
কুতূহলী অ ২২১৬, নিজ-ভাগ্য-বশে
আ ১৪১১২; নিজ-মনে আ ১৫৫০;
নিজ-মন্ত্রস্থানে আ ১৭১১৫, নিজ-
মুক্তি-শিলাসব ম ২২১৪; নিজ-রস
আ ১৫৩৪; ম ১১১২; নিজ-সাক্ষী
আ ১০৫১; নিজ-শক্তি আ ১১৩০;
নিজ-শাস্ত্রমতে আ ১৬৮০; নিজ-সজ্জ
আ ১৫১০২; নিজ-অশেষ অ ৭৪০;
নিজ-সেবক আ ৬১০৯; ১১৩১;
নিজ-স্থানে আ ৪৩৮; ১৪১৩৪।
নিজ আ ৭১২৪১

নিজানন্দ ম ৩১২৭; ৮২০০; নিজাবেশে
ম ৮২২১।

নিজাইচরণ ম ১৩২১৮; নিজাই-ঠাকুর আ
২২২৬।

নিতি ম ১৩৩৮৫; ১৪১২; নিতি-নিতি
আ ৮৭৭।

নিত্য আ ১৩১৭, ১৩৫; ১৬৫৬; নিত্য-
কর্ম আ ১৪১৬৩, নিত্যকলেবর আ
১০১১; ১৪১১; ১৭১১; নিত্যধর্ম
সনাতন আ ৭১১৫০; নিত্যবস্ত্র আ
১৬৭৮; নিত্যভুক্ত আ ৯২২৭; ম
৫১৩৭; অ ৪১১০০, নিত্যভুক্ত কণেবর
আ ৮১০২, অ ৬১৩১, নিত্যঙ্গ
আ ১৪৩৫, নিত্যসিদ্ধ অ ৩৫০৬।

নিত্যানন্দ-অঙ্গে ম ৮১৬২; নিত্যানন্দ-
অধিষ্ঠান অ ৫৪১২; নিত্যানন্দ-অশ্রুভব
ম ১১৩০, নিত্যানন্দ-অবধূত ম ৮২৪৯,
অ ৬১৬; নিত্যানন্দ-আগমন ম ৬১৪;
নিত্যানন্দ-ইচ্ছা ম ১৩২৩৪, নিত্যানন্দ-
কলেবর ম ২২১০৪; নিত্যানন্দ-রূপা
ম ১০৩০২; নিত্যানন্দ-গতি অ ৫১
৭৪৯, নিত্যানন্দচক্র-আগমন ম ৩
১৩৫; নিত্যানন্দ-চরিত্র ম ১১৯৪;
নিত্যানন্দ-জনক ম ৩৭৭, নিত্যানন্দ-
জীবন অ ৫৭৩২; নিত্যানন্দ-তত্ত্ব ম
১৩৭০; ১৯২৪৪, নিত্যানন্দ-তীর্থ-
যাত্রা আ ৯১০২, নিত্যানন্দ-দ্রোহী
অ ৫৬১৭; নিত্যানন্দ-দ্বারে আ ৯
২১৬; অ ৫১০৩; নিত্যানন্দ-নাম ম
৩১৬৯; ১৩৪৪; নিত্যানন্দ-পদতলে
ম ৫৩৫; ১২৫০; নিত্যানন্দ-পদাঙ্ক
অ ৬১২৪; নিত্যানন্দ-পাদোদক ম
১২৩২ নিত্যানন্দ-প্রতিজ্ঞা ম ১৩
২৩৪; নিত্যানন্দ-প্রভাব ম ৪৩০;
নিত্যানন্দ-প্রভু আ ৯১০৫; নিত্যান-

ন্দ-প্রভুবর অ ৫২১৬; নিত্যানন্দ-
প্রসাদ ম ১০৩০২; ১২২৬; ১৩
২২৭; নিত্যানন্দ-প্রাণ ম ২২১১;
নিত্যানন্দ-প্রিয় আ ১০১১; ১৪১১;
১৭১১; নিত্যানন্দবল্লভ-একান্ত অ ১
৩; নিত্যানন্দ-বিজয় অ ৭১৮, ১১৭;
নিত্যানন্দ-ব্যাপসা আ ১১৩০.
নিত্যানন্দ-মত্তপ ম ১৩৩৪৪; নিত্য-
ানন্দ-ময় ম ৪৩১; নিত্যানন্দমল্লরায় অ
৫৩৭৭; নিত্যানন্দ-মহিমা ম ১১৯১;
নিত্যানন্দ-শক্তি অ ৫৩০২; নিত্য-
ানন্দ-শিক্ষা আ ৯৭৮; নিত্যানন্দ-
শিবে ম ২০১৫; নিত্যানন্দ-সংহতি
আ ৯২৩, ৯৬, ১৮১, নিত্যানন্দ-সঙ্গে
আ ৯৩৭, ১৮৪; ম ৬৭; অ ৬১৪১;
নিত্যানন্দ-সমুপে ম ৪১; নিত্যানন্দ-
স্বতি অ ৭২২; নিত্যানন্দ-স্থানে
ম ৫৪৪; ১০১০০; নিত্যানন্দ
হরিদাস-প্রতি ম ১৩৭৭; নিত্যানন্দ-
হরিদাস-সঙ্গ ম ১৩৩৬।

নিদান ম ১৯৫১

নিদেশে আ ৯৩৫

নিজা ম ২২২৬; ৭১৪৩; নিজাদেবী আ
৫১২১; নিজাভক্ত আ ১৬২৫৯; ম
৬৯৫; নিজামুখ-ভক্ত ম ২২২৫।

নিধান আ ৩১৪; ৭৯; ৮২; ৯২; ম
২৫৪।

নিধি আ ১২২৩৮; ১৪৭৩; ম ১৯৯;
১১১৬; ২৮১২২।

নিম্বক আ ১১৭৩; নিম্বকে ম ১৩০০২।

নিম্বন আ ১২৯

নিম্বা আ ১৭৮; ম ১০৩১৩; নিম্বাকর্ম
ম ১৩৪২; নিম্বা-পাপ ম ১৩৩৯;
নিম্বা-বিষ অ ৩৪৫৫; নিম্বা-মাত্রা
ম ৪৪১।

নিম্বো আ ৯১০২; ম ৫১৩৮; ১৩৩৫৮।

নিম্বাকর্ম অ ৩৪৫৭

নিপুণ আ ১৩১১৯

নির্গর্ভ আ ১৭১৩৮

নিবারণ আ ৫১৬৪; ১৩১০২; ম ৯২৫।

নিবারিণ ম ১৩১৫

নিবৃত্ত ম ৮২৬৬

নিবেদন আ ৫১১৯; ৬১০১; ৯১৫;
১৪৭৭; ম ১৩৩৯, ১২০; ২১৬৫,
১০৫, ১৭৬; ১৩১৮৭।

নিবেদয় ম ২১৪৫

নিবেদিয়ে ম ১২১১

নিবেদিল ম ৩১৬৫

নিবৃত্তে আ ৮১৭৫; ৯৩৪; ১১২১;
১৭১০৫; ম ১৩৩৯; ৫১৫৮; ৮২৮৮
১৫২০।

নিময়ণ আ ১৫৭৮; ম ৮৫৩; নিময়ণের
ভিত্তর অ ৭১৪৪।

নিময়ন আ ১৪১৪

নিমিষে ম ৮২২৫

নিমেষ ম ২৩১২৭

নিম-স্বাহা ম ১০৩১৬

নিম্বাকর্ম ম ৮২৩৯

নিরঞ্জন আ ১৬১১; ম ৮২৫৬
নিরঞ্জন আ ১৬৭; ৭৩, ৯৮; ১২২;
১৩২৫; ম ১২৫, ২৪৭; ২১৫২,
১২৭; ৩৫২; ৭৭; ৮১০; ১০১৫;
১৫১১, ১৭১৫৩।

নিরপেক্ষ ম ৩১০১, ১০৩।

নিরপরাধ আ ১৬২৩৪; ম ৮১০২;
১৩২২৪।

নিরবধি আ ১১৭; ২১২৩; ৬৮৭; ৭১
১৪; ৯২০৫; ১৪১১১; ১৬১৩৬;
১৭৩৬; ম ১৩৩২; ২১৭৫ ইত্যাদি।

নিরর্থক আ ১৬২৩৭

নিরাপত্তা আ ৫১০০

নিরাশ্রয় ম ৫১১০; ১০২৩৫।

নিরীকণ আ ৭১৪১
 নিরুপণ আ ৫৮০ ; ৭৩৮ ; ১১৩১
 নিরুণ ম ১০৫৯
 নির্যাত আ ১৬২১৭ ; ম ১৩৩৪২, ৩৫১ ;
 ২৮৮৪ ; অ ৮১২১ ।
 নির্জন আ ৪৮৪ ; ৮৭৪ ; ম ৬১৪ ; ১৫১
 ৫ ; নির্জন-গোফা আ ১৫১৫৪ ;
 নির্জন বনে ম ৩১১০ ।
 নির্জীব আ ১৬১০১
 নির্দয় ম ১৩১৮১ ; নির্দয়া ম ৭৭৪ ।
 নির্দোষে আ ১০৫৬
 নির্ধন আ ১৪৮৩
 নির্দ্বন্দ্ব ম ২৩৭৭ ; ২৫৫৮ ।
 নির্দ্বন্দ্বিত ম ৮১০৭ ; নির্দ্বন্দ্বিতপুত্রী ম
 ২৫৬১ ।
 নির্দ্বিগ্নে আ ৫১৬০
 নির্দ্বিগ্না আ ৯১৫০
 নির্দ্বিগ্নোথে আ ৫১৪৪ ; ম ১১৪৪ ।
 নির্দ্বিগ্নে ম ১০২৭২
 নির্দ্বিগ্ন আ ৩১২৯
 নির্দ্বিগ্ন আ ৭১২৫ ; ম ১৩৩৭৮, ২১২৪৫ ;
 ৫১৭৬ ; নির্দ্বিগ্ন-পদ ম ৬৭৪ ।
 নির্দ্বিগ্ন আ ১৩৫২
 নির্দ্বিগ্নে ম ৯২৩৪
 নির্দ্বিগ্ন ম ২৩৩৮৯
 নির্দ্বিগ্ন ম ১৩২৮৫ ; নির্দ্বিগ্ন-উদ্ধার ম
 ১৩২৭২ ।
 নির্দ্বিগ্ন অ ৩৪৮৩
 নিশা আ ৫১০৬ ; ৭১৫৩ ; ১৩৫২ ; ম
 ১৩২২ ; ৭২৫ ; ৮১০৭ ; নিশাভাগে
 আ ৯১৮ ; ১২১৫৮, ২২৫ ; ম ৯১
 ১০৯ ; ১০১১৫ ; ১৬৩ ; নিশায় আ
 ১৩৫৮ ; নিশা-হরিধ্বনি ম ৮১১৮ ।
 নিশি ম ২১৮ ; ৮২৮১ ; নিশি-অবশেষ ম
 ৮২৯ ; নিশিধ্বনি ম ২১২২ ।
 নিশ্চর ম ২৭২ ; নিশ্চর আশ্রি ম ১০২০০ ।

নিশ্চল আ ১৬১২৯ ; ম ৭১৩৭ ; নিশ্চল
 অগ্নিধ্বনি আ ৮১৪৬ ।
 নিষ্কৃতি ম ১৩৪৩
 নিষেধ আ ৬৫৩ ; ম ১৩৮৯ ; নিষেধিলা
 আ ১৪১৫৫ ।
 নিষ্কপট আ ১০১১২, ম ১১৬ ।
 নিষ্কলঙ্ক আ ১২১২৮
 নিষ্কৃতি ম ১৩২১০ ; অ ৪১৩৬৭ ।
 নিষ্ঠুর ভাব ম ৮৩২১
 নিশ্চল আ ১৫৮ ; ম ৪১২১, ২৬১৫৩ ।
 নিষ্কল ম ৫১৪১
 নিষ্ঠুরে আ ২৫০ ; ১৬২৮৮ ; ১৭৫১ ;
 ম ২১০১ ।
 নিষ্ঠুর আ ২১৩৪ ; ১৬৭৩ ; ম ১০৩০ ;
 ১৩৬৪ ; অ ৫৪৫৮ ; নিষ্ঠুর-উপায়
 অ ৪৩৮১ ; নিষ্ঠুরিহ আ ৫১১ ;
 নিষ্ঠুরিলা ম ১১৬৪
 নীচ ম ৫১৪৬, ১০১৬৯ ; নীচকর্ষ আ
 ১৬১২৬ ; নীচকুল আ ১৬২০৭,
 নীচজাতি আ ১৬২৪১ ; ম ১০১১১ ;
 অ ৭৪১১ ।
 নীল আ ৬৫২
 নীলব ম ৬৬১
 নীল ম ৯৬৬ ; নীলবজ্র ম ৩১৪৪ ; অ
 ৫৫৬৯ ; নীলবস্ত্র ম ২১৮৩ ।
 নীলচল-চন্দ্র আ ৯১২৭ ; ম ২১২৮২ ;
 অ ১১২২ ।
 নীলধর আ ৩২ ; ম ১২৭৩ ।
 নূপুর আ ১১৭৬ ; ৫৪, ৬ ; ম ২১৮২ ;
 নূপুরের ধ্বনি আ ৫১৮১ ।
 নৃত্য আ ১১৬৮ ; ২৮৮, ১৮০, ১৮৩ ;
 ১২২২৬ ; ম ১১৮৩ ; ৪১৭ ; ৫৩৪ ;
 ৬১৩৯ ; ৭১২, ৮২৭, ১৩৩, ১৩৮,
 ১২০, ২২৭, ২৫১ ; ১৪৪৫ ; ১৬৬,
 ২১, নৃত্য-গীত ম ১১৬৩ ; নৃত্য-গীত-
 কোলাহল ম ১৪৫৩ ; নৃত্য-গীত-

বাজ আ ১০৮৬ ; নৃত্যরস অ ১৭৩ ;
 নৃত্যরস ম ১৪৪৯ ; নৃত্য-স্থান আ
 ১৬২১৬ ; নৃত্যবেশ ম ১৩৩১৪ ; অ
 ১৬৩৩ ।
 নৃপাসনে ম ২৩১০
 নৃসিংহ-অবতার আ ১২১৬৭ ; নৃসিংহরূপ
 আ ১৩১৪০ ; ম ১০২২৭ ।
 নেত্র ম ১৮১০৩
 নৈবেদ্য আ ১১০০ ; ৫১৯৬, ১০০ ; ৬২৩,
 ২২, ৬০, ১১৯৩ ; ম ৫১৬৫ ;
 ৮৪৮, ৯৪৭, ১৪১ ; ১৬১১৪ ; ১৯১
 ২২৮ ; নৈবেদ্য ম ১৩৩৬৯ ।
 নৈষ্ঠিক ম ১৩১৫০
 নোঙাইতে ম ৮২২০
 নৌকা ম ৯১১০
 নায় আ ১২২১ ; ১৩১১২, ২০২ ।
 নাসি-চূড়ামণি আ ১৮১ ; অ ৫১২৫ ;
 নাসিদেহে অ ১০৪৯ ; নাসিবর ম
 ৩৮০, ২৫ ; ২৮১৭৩ ; অ ৩১২১,
 নাসিবররূপধর অ ৯১৭৪ ; নাসি-
 বেশে অ ৩৪১২ ; নাসিমণি ম
 ৩১০৩ ; অ ৩৩২৩, ৪২৩ ; ৫১২ ;
 ৯১৭২ ; নাসিরাজ আ ১৪ ; ৪১২ ;
 নাসিরূপে অ ১০৪২, ২৫ ; নাসী ম
 ৩৮১ ; নাসী-চূড়ামণি অ ৩২ ।
 পু
 পক্ষ আ ৯২২৮ ; অ ৩২৩ ; ৪১৪৬ ; পক্ষ-
 প্রাপ্তিপক্ষ আ ১০৮ ; ১১৩০ ; ১২১৬৪ ।
 পক্ষি-মাত্র ম ১০৩১২ ; পক্ষী ম ২৩৩৩ ।
 পক্ষ-অঙ্গরা আ ৯১৪৮ ; পক্ষকল্পা ম ৮১
 ২৪২ ; পক্ষগব্য আ ৫১৩ ; পক্ষদাস
 অ ৯১৩৭ ; পক্ষ-বানর আ ৯৫২ ;
 পক্ষধ্বনি আ ৮১০০ ; ম ৯১১২২ ; ১৩১
 ৩৭৭ ; ১৪১২ ; পক্ষদ্বী-বাজ আ ১৫১
 ১৪২ ; পক্ষধ্বনি ম ৬১১০২ ; পক্ষম
 আ ১২১ ; পক্ষ-হরিতকী আ ১০৭৬ ।

পটল-বাস্কক-কাণ শাক অ ৪২২৬।

পটল-বিধান ম ৬১১১

পটহ আ ১৫১৪৮, ২০১।

পট্টনেত ম ৯৬৬; অ ১০৯৬; পট্টনেত-
বালিশ ম ৭৫২।

পট্টবাস অ ৫৫৩৬, ৫৫১১।

পঠন ম ১০০৭

পড়িছা অ ১০১১০

পড়িবাড়ি আ ১৪৯৭, পড়িলুঙ্ ম ১১২৩,
৫৮২; পড়িলু আ ১১৫৫।

পড়িহাবিগণ অ ৩১২৩

পড়িহারী অ ২৪৩১

পড়ুয়া আ ১১০৭; ২৬১; ৮৪১, ৫৩,
৬৭, ১২০, ১০৪০, ১১৫, ১২১৪২,
২৪৬, ১৩৩৮; ১৪১১৫, ম ১১২৩,
১৭৩, ২৫০, ৩৫৫, ৩৭৩, ম ৯৯৩,
২১.৬২; পড়ুয়াবর্গ আ ১২১১৪; ম
১১৩০২; পড়ুয়াবৈষ্টি ম ১১২২৫,
পড়ুয়া-সকল ম ১১৭৩, ৩১৪, ৩৪৮,
৩৭০, ৪২২; পড়ুয়া-সঙ্গে ম ১২৮৫;
পড়ুয়াসব ম ১৩৪৫।

পঢ় আ ১০২১; পঢ়িয়া আ ৬৯৫;
পঢ়িলা আ ৫৭; পঢ়ে আ ৭১৮।

পণ্ডিত আ ২১২৬, ৪৫৬, ১২১৯৩, ২৭৩,
১৩২০০; ১৪১৭৮; ১৭৫৬; ম ১

২৫৪, ২১১১, ২৬২, ৫৭০, ৮২; ৭১

২৩; ১৬৫, পণ্ডিত-কমলাকান্ত অ
৫৭২৯; পণ্ডিত গদাধর ম ৭৪৪;

পণ্ডিত-গোসাঁঞী অ ৭১২৫; পণ্ডিত-
নিমাত্রি আ ১২১১১; পণ্ডিত-মঙ্গল

অ ৮২৭, পণ্ডিত শ্রীবাস ম ২১২২,
৩৩০; অ ৫৫৩; পণ্ডিত-সভা আ

১৬২৭০; পণ্ডিত-সভায় আ ১৩২৯;
পণ্ডিত-সমাধি আ ১০৫, ২৭।

পতাকা আ ১৯৮; ৫৯; ১৫১১৩, ১৪৪;
অ ৪৪৫২।

পতি আ ১২১০২

পতিত আ ২১৩৪; ম ৪৫৪, ৫১৪৬;
১০১৬৯; ১৭৬৫; ১৫৩৬, ৫৮, অ

৩১৩১, ৩.৭; পতিত জন ম ১১৫৭,
পতিত-তারগহেতু অ ৫৬৮৪; পতিত-

পাবন ম ৯৫৬; ১৪৩৭, ৫৭; ১৫১
৯; অ ২২৭৩, ৫৪৮৩।

পতি-পত্নী ম ৬৯২; পতিব্রতা আ ৪৪৪৩;
৭১৪৪; ৮১৯, ম ১১২১; ৩৬৪,

৯৩, ৬৪০, ৫৩, ৮৮; ১১৩০;
পতিব্রতাগণ আ ৪৫৬; ১০.৮৭; ১৫১

৮১, ১০৫, ১১৪।

পতিমুখ ম ১১৯

পত্নী আ ২১৩৩৯; ম ৬৬৪, ৬৫২;
পত্নীপদ ম ১৮৮৩।

পদচিহ্ন আ ৫৯৯

পদছায়া ম ১৫৩২

পদতল আ ১৪৪৫, ম ২১৩৯; ৯৭১।

পদতাল আ ২১৪২; ১২১২২৬।

পদবন্ধ আ ১৫১১; ম ২১১; ম ৪৫৭; ৬২;
অ ৭১৪৩।

পদধূলি আ ৯৫৪; ম ২১৪৫; ৮১৪৩;
১৬৫৬।

পদবী আ ১৩২০৩; ১৪৯৭; ১৫৪২, ম
৭১৪০; অ ৫১২১।

পদযুগে আ ৫১৭৩, ৬১৩৯, ১৪১৯১;
ম ১৪২৪; ৩১৩০; ৪৭৬; ৫১৭২;

ম ১৫৯৯; পদযুগ-সেবী ম ১১৮৩;
পদম্পর্শতয় ম ৭২৫।

পদাঘাত ম ৭৮৪, ৯০।

পদাতিক আ ১৫১৪৫; অ ৫৬৬৫,
পদাতিকগণ অ ৫৫১২।

পদ্ধতি পুস্তক ম ৫১৫

পদ্ম আ ১২১৫৭; ম ৫৯৩; ৮৬৫; পদ্ম-
গন্ধ আ ১০২৬; ১৪৪৭; পদ্মনেত্র

আ ১২১৪৫; পদ্মপত্র অ ৭২৮;

পদ্মপুবাণ ম ১৩৩৯২; অ ৮১৭৪;

পদ্মপুষ্প আ ৯৫৯; পদ্ম-বিকৃষণ আ
১২১২২৮; পদ্মহস্ত আ ১০১৩১।

পদ্মাবতীতীর্থ আ ১৪৫৮, ৬৭।

পনস ম ১৯৮৫; ২৩৩৯৪, অ ৪৩৭।

পবন ম ১৫৪৮; অ ২৩৫৩; পবন-কারণে
ম ২০২৫।

পবিত্র আ ৭১৭২ ১৪৬১; ম ১১৬২,
৩৩৫; ২৩৩২, ৩৩৯, ১৩৪; ৪৩৮;

৭২১, ৯৮, ৮১৯০, পবিত্রতা
ম ৩৪০, পবিত্রতাগণ ম ৯৩৩, পবিত্রা

ম ৬১।

পয়ঃপান ম ২৩১৮

পয়ান আ ৭১২৫; ৯১৩৭, ১২৭; ১১১
৭৯, ১২১৫৩; ম ২৫৭৯; অ ১৯৯;

২৩৬৪; অ ৮৬১।

পরব্রহ্ম অ ৪১০০, ৩৩৯, ১০১১৫, ১১৬।

পদ-উপকার আ ১৫৪১, ১৬২৮১; পর-
উপকার-বর্ষ আ ১৩১৬৮।

পরকাশ আ ১৬১১০; ম ২২৮৮; ৮২৮০।

পরচর্চক ম ১৩৪৩

পরচাঁর আ ১৪১৩৩; ম ৫৫৫৩, ৬১৬৫;
পরচাঁরি আ ২১৭৮।

পরশাম ম ২১২১১, ১৪৪৫, ১৫৮২; ১৩৩২৭

পরতেকে আ ৫১৩৪; ম ৬১০২; ৮৬৩;
১১৮৬; পরতেথ আ ৬৫৮।

পর-বধে অ ৫৫৩০

পরবশ আ ২১২৩২; ম ১৪৪৭, পরবশ-প্রায়
অ ১৫৭।

পরব্রহ্ম আ ১৩১৩৫

পরভাগো ম ১০১৪১

পরম ম ৬৪১; ৭১৮; ৯৫৬; ১৩৩৯২,
৩৯৫; পরম-অকৃত আ ৫১৬; ৭৫১;
১২১৩১, ১২২; ১৭৪৫; ম ১৬০;
পরম-অধিকারী অ ১১১৫; পরম
অপূর্ণ ম ১০১৪১; পরম অকৃত অ ৫

৪৫২; পরম অস্থির আ ১৭১২০, পরম অহঙ্কারযুক্ত আ ১৩১২; পরম আদর আ ১৩৪; ১৪২৭; পরম-আনন্দ আ ৭১০৮, ৯১৪০; ম ১৮৩, ১২৯, ৩০৬; পরম-আনন্দময় ম ১৩২৫; পরম আনন্দযুক্ত আ ১৪৩৮; ম ৩৭৮; পরম-আবিষ্ট ম ২৭; পবম আবেশ ম ২১৬১, পরম-উদার ম ২১০৩, ৩৬৫; পরম উদ্যম আ ৫২৪২, ৭২৯; পরম উদ্ধত হেন ম ২২২৮, পবম উদ্ভাদ আ ৫১১১; পরম উপায় ম ২৩৩৭, পরম উল্লাস আ ১৫১৪৭, পরম কারণ আ ৬৪৫; পরম কুতূহলে আ ১৪৬৪; পরম কোমল আ ৫১২৬; পরম কৌতুক আ ১০৯৩, পরম-বরতর আ ১০২৪; পরম গম্ভীর আ ১১৮৯; পরম গৌরব আ ১৫৫৫, ১৬৬৯; পরম চঞ্চল আ ৮৫০; পরম জ্যোতির্ধাম আ ১০১২১; আ ৫৭৩৬; পরম হৃকর আ ৬৯; পরম নন্দ্র আ ১৫১২৩, পরম নিঃশব্দ আ ১৩৭৪; পরম নির্জন আ ৯১৪১; পরম-নির্ভয় ম ৩১১০; পরম-নির্ঘল আ ১২২৬২; পরম-পণ্ডিত আ ১০৩০, ৭০; ১১১০৩, ১২২৯; ম ২২৫; পবম প্রেকটরূপ ম ৯৬২; পরম প্রকাশ ম ৯৭৫, পরম প্রচণ্ড আ ১১৪৪; পবম-প্রীতি আ ১৬২৫০; পবম-বাক্য আ ৬৫৬, ৭০; পরম-বিরক্ত-প্রায় ম ১১৩৩; পরম বিরক্তরূপ ম ১৬৬২, পরম-বিষয় আলা আ ১৬১৭৬; পরম-বিক্ষুব্ধ আ ১৫৪১; পরম বিস্ত্রিত আ ৮১৭৭; পরম-বিহ্বল আ ১১৭১; ম ৪৪৬; পরম-বৈষ্ণব আ ৬২৬; ১৬৪৩; পরম বৈষ্ণবী ম ২২৪৬;

পরম বায়ী আ ১৪১১, পরম-ব্রহ্মণী ম ৯১৬৮; পরম-ব্রহ্মণ্যতেজ আ ৫২০; পরমভক্ত আ ৯২৩৫; পরমভক্তি আ ১৬২১৪; পরম ভাগ্যবন্ত আ ১২৫, পরম ভাগ্যবান্ আ ১৪২৮; পরম-মঙ্গল আ ৭১৪৮; ১১৬৭, ম ১৭১; আ ৮৮৫, পরম মন্তপ্রায় ম ২৬৭২; পরম-মধুর রূপবান্ ম ২২২; পরম-মনোহর আ ১৪১২৭; পবম-মধোদীর আ ৪৩৯৩; পবম-মোহন আ ৪২৫; ম ১৭৫; পরম-যোগ্য ম ১২৭৪; পবম-রঙ্গ আ ৪৪০৫; পরমরূপবান্ আ ৬৩০, পবম-শোভন আ ১৩৫১; পরম-সদয়-মতি ম ৬৯৩, পরম-সন্তোষ আ ৯২৩৩; ১২১১২, ১৪১১৮; ম ১৩০০, ৪১৫; পরম-সন্তোষচিত্ত ম ২১৯১; পরমসন্ন্যাসি-রূপধারী আ ৯২১৭, ২৪২; পরম-সমৃদ্ধ আ ১৩২৮, পরম-সম্পন্ন আ ১৫৪৩; পরম-সম্মম আ ১৫১৬৩; ১৭৮৩, আ ৭২৬; পরম-সহায় আ ১১৮; পরম-স্মৃতি আ ৫১৭; ৬৭; ম ১১৭৮; পরম-স্মৃদ্ধি আ ১২৯২; পরম-স্মৃতিতা আ ১৫৪৪; পরম-স্মৃদীর আ ১৪১২১; পরম-স্মনত্র ম ১১৫; পরম-স্মদন আ ১৬১২২; ম ২১৮২, পরম-স্মশাস্ত্র আ ১২১৮২; পরম-স্বধর্ম ম ৭২৩; পরমহংস ম ২৪৮৬; পরম-হরিশ্র আ ৫১৫; ৭১০৫; ১৪৬৩; ম ১২৭০; ২১৫৪; পরম-হর্ষমনে আ ১৫১০৩; আ ৭১০৩; পরম-হৃকর ম ২২২। পরমায়া আ ৭৫৩; পরমায়া-সুভাব-কাংগে আ ৭৫৬। পরমানন্দ আ ৭৬, ১০৩, ৯১৯৯; ১০৯৯; ম ৮৮০; ১০২৯৫; ১২৪৬; ১৪৩৪;

১৫১৯, ৬১; আ ৪৪০৬; পরমানন্দ-লীলা-কথাসম্ভ ম ১৭১০৩; পরমানন্দ-তথ আ ১১২৭।

পরমায়ু-ক্ষয় আ ১৩১৮৪; পরমায়ু-শুণ ম ১৩৩৯৭।

পবমার্থ আ ৪১৩২, ৬৮৬; ৯৬১; ১৫৯২; ১৬৭৭, ম ৩১০৪; ৫১৩২; ৮১০৯; ম ২৮৫৮; আ ৪১৪৬, ৩৮৮; ৬২৯; ৭৬২; পরমার্গ-শূন্য আ ১৬৭।

পবমেখবে আ ৭৭৪

পবম্পরা ম ২৫৪১

পরলোক আ ১১০৫; ১৩১৮৪; ১৬৭৩; ম ১৮১৩৬।

পরশ ম ৩৪৬; ১৩২৭৮; পরশ কারণ আ ৭১৭৯; পরশিতে ম ১৩৩১০; পরশিলে আ ৭১৭৬; ম ১৩২২।

পর-জী আ ১৫১৭

পবমৈপদী আ ১১১১৯

পরহিংসা ম ১২৪০

পরাজয় আ ১৩১২৯; ম ১০২০৮।

পবাণ ম ৭১২৭, পরাণ-তরাসে ম ১৩৭৯।

পরানন্দ আ ৩২৭; ম ৭১৪৬; ৮১৩০; ৯৬২; ১১৭০; আ ৪২৫১; ৭১৩১, ১০১; পরানন্দ-প্রেমময় আ ৩১২; পরানন্দ-মন আ ১৬১৬০, ৩১০; পরানন্দময় আ ১৪৩৩; ১৬১৪৪; ম ৩৫৫; আ ৩১৫৩; ৪১৫৩; পরানন্দবদে আ ৪১৮৫; পরা-নন্দ-রসে ম ১৩৩৪০; আ ৪৪০৯; ৫১২৭; পরানন্দসিদ্ধিমায়ে আ ৪২৭১; পরানন্দ-সুখ আ ৫১০১; ১৪১৫২; ১৫১৮২; ১৭১৫৯, ৯২; ম ১৩৮৮; ৯২৪০; ১০২০০; ২৩৩৩, ৩১৩; আ ১২২; ৩৪২৭।

পরাপর ম ১৮৮; ৬৪৩; ৮১৭১।

পরাভব আ ১৩১৫৮, ২০৭; ম ৯২১৫
 পরিকর আ ২২৭; পরিকর-সঙ্গে ম ৯১১৬
 পরিগ্রহ আ ১১১০৭; ১৪১০১, ১১০;
 ম ১০২৭৫; ১৮৮৪, অ ২১২০;
 ৯৫১।
 পরিচয় ম ৩১৪৯; ৪৬৩।
 পরিচ্ছদ আ ৩৫২; ১৫২২১; ম ৭১০০;
 ১০২৮০; ১২৫২, পরিচ্ছদ-সব ম
 ৭২২।
 পরিজন আ ৪৩৬
 পরিণয় আ ১১১০
 পরিজ্ঞাপ আ ১১৬০, ৫১৬০; ম ১৩
 ৩৮৬; ১৫৫২, ৬৮; অ ৫৫২৭।
 পবিধান আ ৬১১৭, ১১৪, ১২২৪০;
 ম ২১৮৪, ২৪৮; ৩১৪৪, ১৮২;
 ১৮৪০, ১০০; ২৩২৭৩।
 পরিপূর্ণ আ ১৬২০; ১৭১৪১, ম ১৪০৩
 পরিবার আ ৬৬২; ম ৯১১২; ১৪৪২।
 পবিত্র আ ১৭৯২; ম ৮৬২।
 পরিশ্রমে ম ১৪১১
 পবিসয় আ ২২১৪
 পবিসর ম ১০১৮১; ১১৩৯।
 পবিসরি আ ৭১৯৫; ১২৮৪; ১৩১৭৫,
 ১৮২; ১৪১৪২, ম ২৮২; ৮২০৭।
 পবিসরে আ ১৩১২০; ম ২৬৮,
 পবিসরি আ ৪১০০; ৯২২৫, ১৪২৫,
 ৭০; ১৭১৫৮; ম ১৩৭৭; ১১৬৩;
 ২৩১৫, পবিসর-সঙ্গে অ ৬১৩৭।
 পবিসর আ ১১৫২; ৬৪৪; ১১৫০;
 ১২১১৪, ১৮০; ১৫১৭; ১৬২৫০;
 ম ৮২৬৩; ১৫৮৮, পবিসর-সঙ্গে
 ম ২২৬৭; পবিসর-পাতিসঙ্গে ম ১০।
 ২১১; পবিসর-মুষ্টি আ ১১৫;
 পবিসর-রস আ ১৭১৪।
 পরীক্ষা ম ৮১০
 পরীক্ষা ম ৯১৪১

পর্ণ আ ১২১৪১
 পর্ণাটন আ ৫২৬, ৮৮; ৮১২৬; ম ৩৮২;
 ১২১২; ১০৫২; পর্ণাটন-কেলি
 অ ৫৩৫৫; পর্ণাটন-রস আ ১১৭৫
 পর্ণাটন আ ১৭১৫; পর্ণাটন-প্রমাণ ম ১৪১৭
 পলায় ম ৮১৬১; পলায়ন ম ৮২৭।
 পলাহ আ ৯৫০।
 পশু ম ২৩১০; পশু-পক্ষী আ ১৪২২;
 পশু, পক্ষী কীটাদি আ ১৬২৮০,
 পশুপাল অ ১০১১০।
 পশ্চিমা অ ৯২৭১; পশ্চিমা-ঘরে ঘরে
 ম ১৩০৫৩।
 পসার আ ৩১; ম ৯১০২, ১৬২; ৯১৭৫।
 পহ আ ২২০২
 পাহাড়ী আ ১০২৬
 পাইক অ ৫৫৭১; পাইক-সকল আ ১৬৯৮।
 পাইলাও আ ৫৯৫; ৯১৬৭।
 পাইলু ম ১২২৫; পাওয়ত ম ১৫১;
 পাওল আ ২২৩০।
 পাক আ ৫৪৫; ৯১৩০; ১১৪৫; ১৭।
 ৮৬; ম ২২২৭, ২২৯, ২৫১; ১০।
 ৩১১; ১৩৪০; ২৩৬৬, অ ১১৫;
 ৫৮৬, ৫৮৯, ৬৪২, অ ৯৩০; পাক-
 তৈল আ ১২৮২, ৯২; ম ২১০২।
 পাকল ম ৮১৭০
 পাখা ম ৭৬২
 পাখালয় ম ২৩২১৬, পাখালি ম ১৯২৩১;
 পাখালিয়া ম ১২৩৪; পাখালি
 ম ২১৩২; ২০১২২; পাখালে ম
 ৫১৪৩; ১৬৪৬।
 পাগ ম ৮৪০, ২৩৩৮০।
 পাগল ম ৩৯৮
 পাঙ্ক আ ৬২৩; ৮১০৫।
 পাচন ম ২০৬৮
 পাচনী অ ৫৫১৭
 পাঞা আ ১৪১৫৫

পাটমাড়ী ম ১৮৮
 পাটোয়ার আ ১৫১৪৫
 পাঠ ম ১৩৭৭; ২১১১; ১০১২২, ১৩০
 পাঠ-বাহ ম ১৩৬৭।
 পাঠাঙ্গা আ ১১৬৭
 পাড় ম ১০৬২, পাড়িম ম ২৩১০;
 পাড়িয়াছ ম ২২৮৫; পাড়িলি ম ১০
 ২০৫; পাড়েন আ ৯৪০।
 পাণ্ডব আ ২৪৬; পাণ্ডব-পুত্রী আ ১১০
 পাণ্ডিত্য আ ১১০০; ১০৩০; ১৪১৭৬
 ১৭৫৭; ম ৯২৩০, ১০২৮৯; পাণ্ডিত্য
 পরকাশ আ ১০১৫, পাণ্ডিত্য-বুদি
 আ ১৩১২।
 পাণ্ডু-পুত্র ম ১০৭০; পাণ্ডু-বিক্রয় অ ২১৪৬
 পাত অ ৬৬৪
 পাতক ম ১৩১২৫, ২৯৯; অ ৫৬৮৫
 পাতকী আ ৫১২৫, ম ১২০২; ৪
 ৫৮, ১০৫৮; ১৩৫৪, ২৬০; ১৫৭৩;
 ১৯৮৩; পাতকি-উদ্ধার ম ১৩২৮৪-
 পাতকি-পাবন ম ১৩১৩০; পাতকি-
 শরীর ম ১৩২৮০; পাতকী-উদ্ধার
 ১৪২০; পাতকী-পাবন অ ৫৬৯২
 পাতকে ম ১৩৩০২।
 পাতখানা অ ৪৩১০
 পাতখোলা ম ৯১৭৫
 পাতঞ্জল আ ১৩১১৯
 পাতল ম ৮১৫৪
 পাতাল আ ১৫১; ম ১৪৫৪, অ ৩২৪৩
 পাতিলেন ম ৯৪৪
 পাজ আ ১১৫৫; ১৫১২৪; ১৬২৩৯; ১
 ১১৭৪, ৩৫৩; ৭১৪৭; ৯৩৭; ১০
 ১১৭, ১৩২; অ ৪৮০; পাত্র-কাচ ম
 ১৮১২; পাত্রিলাং আ ১৩১৮৯।
 পাথর ম ১০৭০
 পাথর-পাথর আ ১৮২; ২১২০, ১৮১; ৫১১;
 ৮১৪৯; ৯২২৪; ১০১০৫; ১৩১৩০।

১৪১, ১৮৬; ১৭০২; ম ১২২, ১৬৭,
২২৪; ৬৭২, ১০৬; ৯৩৭, ৬৫, ১০২;
১০১৮৭; অ ১২০২; ৪৩৪১;
৫৬২৪; পাদপদ্ম-ভীর্ষ ম ১৬৪;
পাদপদ্ম-প্রভাব আ ১৭৩৫।
পাদ-প্রকাশন আ ৫২৪
পাদপর্ণভয়ে অ ১০১৭২
পাদোদক ম ১২৭; ১২০৪; পাদোদক-
ভক্ষ ম ১২৭; পাদোদক-ভীর্ষ ম ১২৮
পাণ্ড আ ১০১০৪, ১০৫, ১৫১৩৬; ম ২।
১০৫; ৯৪৭।
পানীশ্ব অ ৫১৩৫
পাপ ম ৫১৩৪৫; পাপকর্ষ ম ১০৪৪২;
পাপকর্ম ম ১০৮৮; পাপ-পাষণ্ডী আ
১১৫৮; ম ২৭৮; পাপ-বিমোচন আ
১০৭৮; পাপমতি আ ১৬৩৮, ২২৮;
পাপ-স্থান আ ৮৮৭।
পাপি-প্রাণ ম ১০৩৩৭
পাপিষ্ঠ আ ১১০২; ১৪৮৭; ম ১০৩২২;
২৬২; ১০৩৭; ১১২৫; ১০১৬০;
পাপিষ্ঠ-অঙ্গ আ ১২২৮৪; ম ৮১২৮;
পাপিষ্ঠ-লোক আ ৭১২৭; পাপিষ্ঠ-সকল
আ ১৪৮০; পাপিষ্ঠ-স্ব ম ৬১৬২
পাপিষ্ঠগণ আ ১৪৮২, ৮৪; ১৬২৬৬;
পাপিষ্ঠেন ম ১০৩১৭।
পামর আ ২২১৬; অ ১৬২
পায় আ ১২২১; ম ৩১৩৪; ৪৭৩; ২।
১১৬; ১৪৭।
পায়ক্যবুদ্ভি অ ৭১২৪
পায়পায় অ ২১১১
পায়বাত ম ১০১৪২; ২০৮৪।
পায়বদ ম ৮৮১, ১১৭, ১৪৬, ৩১২, ১০।
২৬২; অ ৪৮৮; পায়বদগণ অ ৪১২৮৪;
৫১২৭; পায়বদ-সদে ম ২২১৪৫।
পায়ো আ ২১২০
পায়বর্তী আ ৬৭২

পায়দ আ ২২২, ৪৫; ম ৮৭৮; অ ২।
৪২৭; ৩১৪২; ৫৭২২; পায়দ-
প্রধান ম ৯৫১।
পালিন আ ১৬৫, ৭৩; ৭১৩৫; ম
৩৪৮; ৬১২০; ১০২০৫; ১০১২২,
১৫২২।
পালয়িতা আ ১২১৪; ম ১১৪২।
পালি' ম ৩৭৬; পালিবारे আ ২২৭।
পাশ ম ১০২০৭
পাশুপত-অঙ্গ অ ২৩২৪
পাশু আ ১১০২; ১৭৫; ম ৮৭৬;
১০৩১৫; ১০২৪৫; ১৫১৬; পাশু-
কর্ম ম ১৫৩১; পাশুগুণ ম ১১২৫;
পাশুগু-বেশ অ ১০৩৬।
পাষণ্ডী আ ১১০৬; ২১১০, ১১৬, ২২৮,
২৩৪; ৭১৮; ১১১০; ১৬২৫৫; ম
১। ১৩, ২৪৬; ২৬০, ৭২, ৮৫, ১২৫,
২২৪, ২৪২; ৩৫৬, ১৬৬; ৮২৫২,
২৬৫; ১২৪৭; অ ৫০৫৮; পাষণ্ডী-
পাশুগুণ ম ২১১২, পাষণ্ডী-সকলে
আ ১৬৩১০; পাষণ্ডী-স্ব ম ৮১১২,
২৩০; পাষণ্ডী-সম্ভাব ম ১৭১৬।
পাষণ ম ৩১৭; ১৬৩২।
পাসর আ ১৬৬০; পাসরর আ ৭৮৮,
১১৪; পাসরি' আ ৬১৪; ১১৫২,
১৫৩৪; ম ১২১২; ২১২৮, ২৮।
১৮২; পাসরিতে আ ১৬৫৮, পাসরিয়া
আ ১১৬৬; পাসরিল ম ৮১২০৪,
২৪০; ১০৪২; পাসরিলা আ ১১৪৮;
ম ১১৫২; ১১২২; ১৬১২৪;
পাসরিলে ম ১০১২; পাসরে ম
১০২২১; অ ১২৬২।
পিড়ি ম ১১১৩০
পিণ্ড আ ১৭৫১, ৬৫, ৭০; বিগুদান ম
৫১০৬।
পিতল ম ৭৫৮

পিত্ত-পুত্র-বাবহার অ ১০২৮; পিত্ত-
বাক্ আ ২৩৯, ১৩০; পিত্ত-সনে
ম ৩৭৬।
পিত্তকুল ম ১১২২; ২১২০; পিত্তগণ আ
১৭৫১; পিত্তদেব আ ১৭২২, ৩১;
পিত্তদ্রোহী ম ১২০২; পিত্ত-মাতৃ-
বিমুক্তি আ ১৫৪৬; পিত্ত শোক-
ধর্ম ম ৩৭৬।
পিত্তলিখিত ম ২৬১২১
পিত্ত অ ৪৪৫৭
পিত্তে আ ৪১০১
পিত্তীত আ ৪১০৫
পিত্ত আ ১১৩৫
পিত্তক অ ৪৫০৬
পিত্তপান আ ২৪২৫
পিত্তন আ ১৬৫৭; পিত্তা ম ৫১০৮।
পিত্ত ম ২১২২; পিত্তটী ম ২১৮৪;
পিত্ত-নীল-শুক্ল আ ১৬১২২; পিত্তবর্ণ
আ ২১৬৭; পিত্তব্রজ আ ১২২৪০;
পিত্তবাস আ ২১৬৬; পিত্তগাণা
ম ২১২০১।
পিত্তবল অ ৫১২৭১
পিত্ত আ ১৬১১৮, ১৪৭।
পিত্তিতি ম ১১৭৭
পিত্তিহা ম ১৬৪৭
পিত্তিয়া ম ১০২২
পিত্তি আ ৪৫৬; ৫৮; ৬১১২, ১১৭,
১৩১; ৮১০৭; ১০৮৮; ম ১১২৩,
১৪৫, ২৫২, ৩২২, ৩৫৭, ৫৮০।
পিত্ত ম ২১২৫০
পিত্তরীক-বাপ অ ১০১৮১; পিত্তরীক-
বিচারি-প্রাধন ম ৭০; ৮২;
পিত্তরীক-তক্তি ম ৭১০১।
পিত্ত ম ৩৪০; আ ১৬২৭৩; ম ২১২২,
২৩১; পিত্তকথা ম ৮০২৫; পিত্তকর্তি
ম ২০৪৪; অ ৪০২৭; পিত্ত-তিথি

আ ৩৪৬; অ ৪৪৪২; পূণ্যভৌম
আ ২৫১; ১৭১০; পূণ্যবতী আ
৭১৯২; ১২১০২; ম ১০২২১;
পূণ্যবন্ত আ ১২১৯০, ১৯২; ম ১
১২৭; ২২১৭; ৮১০২; পূণ্যস্থান
আ ২৪৪; ৯১০৬।
পুতলি আ ১৮৬; ১৭১৪৬; ম ৩৭৪;
পুতলি আ ২৬৫।
পুত্র ম ১৩৩০; পুত্রপ্রায় ম ৮৭; পুত্র-
বন্ধে আ ১২২২২; পুত্রমাতা ম ৮৮;
পুত্র-সমীপে ম ১১৩৭; পুত্র-হেন ম
২২২২; পুত্র-নামে ম ১০৮০; পুত্র
পতলে আ ১৪৪৬; পুত্র-বিশ্বস্ত-
হানে ম ৮২৮; পুত্রবৃদ্ধি ম ১৩০২;
পুত্র-যোগ্যা আ ১৫৪৫।
পুনি ম ১৪১০
পুন্ন ম ১৫৫৫; পুন্নগারী ম ১০২২২।
পুন্নকার আ ১৪১১; ম ৭৫০; অ ৬১০২
পুন্নগি আ ১২৩, ৩১; ৮৬; ১৬৭৭; ম
১১৮৫ ইত্যাদি; পুন্নগ-প্রমাণে ম
৫১২৭; পুন্নগ-শ্রবণ আ ৯৩১৬।
পুন্নব আ ১৬১৮; ম ১৩৬২; ২১৬৯;
৮১০৪; ১৩৪৮; ১৫২৯; পুন্নব-
বাসি আ ৬৬৩; পুন্নব-রতন অ ২১
৪৪৫; পুন্নব-হস্ত ম ৯০০।
পুলক আ ১১৬৫, ২০০; ১৬১৬২; ম
১৩২, ৬৫৬, ৩৬১; ২২১২; ৭৮০;
অ ৫১৫০; পুলক-অশ্র-কল্প আ
১৬২০৭; পুলকাক্ষ আ ১২০১; ম
৫২৬; পুলকিত আ ৭৫০; পুলকিত
অজ আ ১৪১৫১; ১৫২৩ ম ১২৬৪;
২১৬৪।
পুলিন আ ১৪৫২, ৬২; ম ২২৫২, ২৫৩।
পুলিনে আ ৭১৪২
পুল্প আ ১৪৪২; ম ২১৩১; ৯৪৭; পুল্প-
অলকার অ ১০৯৭; পুল্প-কোলাকোলা

আ ১৫১৭৪; পুল্প-বরিষণ আ ২৪১,
১০২; পুল্পবৃষ্টি আ ১৩০; ২২০৭,
১৫১৫৩, ১৭২; ম ২৩৩০৫; পুল্প-
মালা কোলাকোলা আ ১০২৭।
পুতক ম ১৩২৩
পুতন ম ৫১২; পুত্ৰ আ ১৮; ম ৯৪৬;
পুত্ৰা আদি নিতাকর্ম ম ৭২২; পুত্ৰা-
পাত্ৰা অ ১৭১১০; পুত্ৰা-বিত্ত ম
১৬১৪৮; পুত্ৰা আ ১৬২০৮; ম
১৩৩৫।
পুতনা-ভুক্তি-বিমোচন ম ৯৬০, পুতনার
রূপে আ ৯২১।
পুরিয়া ম ৮১৬৯
পুরিগ আ ২১২১
পুরে আ ১২৬২
পূর্ণ ম ১৩০৮, ৫১৫০; পূর্ণকাম অ
৫৬৯; পূর্ণ-কক্ষশক্তি ম ২২৮৮;
পূর্ণঘট আ ১৫৭৫, ১১২; পূর্ণচন্দ্রবতী
আ ১৩৫২; পূর্ণচন্দ্রমুখ ম ২২৪৭;
পূর্ণ-মনোরথ ম ৬১১৮; পূর্ণরস ম
৬২; পূর্ণশক্তি ম ৪৩৭; ১২২৬;
পূর্ণশশধর ম ১১৭৭, ২৮৫; পূর্ণানন্দ
ম ৮১৫৫; পূর্ণিত আ ৬২৭; ম ১
৫১, ৬৫; ২২৬৮; অ ৬৬।
পূর্ণ-অভিষেক ম ৬১৬৮; পূর্ণজন্মস্থান
আ ১১০২; ম ৩১১৫; পূর্ণ-পরিগ্রহ
আ ১১১০; পূর্ণপাপ ম ১২০৪;
পূর্ণবৎ আ ৫১৫৫; পূর্ণ-বাহু ম
২১৭; পূর্ণ-বিজ্ঞা-ভুক্ততা ম ১১৩০;
পূর্ণ-বিক্রমেবা আ ১৫১২৬; পূর্ণ-
ব্যপদেশ ম ৩১৩৮; পূর্ণমন্ত্র-দীক্ষা অ
১০২২; পূর্ণাষ্ট-দোষে আ ১৪২৩।
পৃথিবী আ ১১৭৫; ১১৬৪-কর্ম ১৩০৫,
৪১১৭ ৩৪২; ৪৩০; ৮৬৭, ১৬৬;
১০২২৪; ১২৫০; পৃথিবী-উপর ম
১১০০, ৬৮৭; পৃথিবী-তল ম ৫১৪৪।

পৃথী আ ১১৭; ১০৯৫; ১২১৬৬
১৫২৬; ম ৮১২৪।
পৃথি-গর্ভ অ ১২৫২
পৃষ্ঠ ম ৮১৬২; পৃষ্ঠদিগেরে অ ১০১৪।
পেট-পোষা ম ২৩২
পৌক অ ৫৬০৬
পোড়র ম ২৭০; পোড়ে ম ১২২২।
পোতা আ ১২১২৬
পোষণ আ ৭১৩০, ১০৫; ৮১৭১; ১৫
৪৩; ১৭২৮২; ম ১২১৪; পোষরে অ
৭১৩০; পোষ্টা আ ৮১৭১; অ ৫৬০
পোহাইল ম ১৩২২; অ ২৬।
পৌকষ আ ১৫১৭৪
পৌর্ণমাসী ম ৫১২; পৌর্ণমাসীচন্দ্র আ
১২২১৫।
পৌলস্ত-আশ্রম আ ১২২৬
প্রকট আ ১১২২; ১৬২২৪; ম ১৩২৮;
১৪৫৪; অ ৪৪১১; প্রকট পরমানন্দ
অ ২৪৫৭; প্রকট-বিলাসী ম ২৪৭;
প্রকটাই আ ১৬২২৮।
প্রকট মৃষ্টি অ ৫৫৭৩
প্রকট শরীর আ ১১৬
প্রকার আ ১১৩৫
প্রকাশ আ ১৪৩; ৫১৪৮; ৭৩; ৯১
২২২; ১২২২৪, ১৫১৩; ১৭২৮; ম
১৬২, ২০৪, ২৪৪; ৫২০, ৬০, ১৪৮
ইত্যাদি; প্রকাশ-বিধান ম ১১৩৫;
প্রকাশেরে ম ৮১২২৬।
প্রকৃতি আ ১১১০; ম ৭৪২; ১১৭০;
১০১০; প্রকৃতিশ্রুতি ম ১১২৪;
১৮১৮।
প্রকাশন অ ৪৪৫১; প্রকাশিয়া অ ১৪২১।
প্রচণ্ড ম ৩১৩৩, ১৪৭; ২৬৬২; অ
৫৫৭৩।
প্রচার আ ২৮০; ১৫৭৫; ম ২৩২০;
২৭০, ১২১।

প্রবল ম ২।১০২
 প্রবালমণি অ ৫।৫৩১
 প্রবাস আ ১৪।৫০
 প্রবিশি আ ১।১২৯; ম ২।৭১; ৩।২২;
 ৫।২০; ৭।১০৩; ১৩।৫।
 প্রবীণ অ ৩।৮২
 প্রবেশ আ ১।৭৬৬; ১৬।১৯১; ম ১।৩০০
 প্রবোধ আ ৪।২৫; ৭।৪, ৮০; ১৫।২২;
 ম ৫।৮৬; প্রবোধম ম ২।২০১; প্রবোধি
 ম ২।২০৭; প্রবোধিতে ম ১।২৮৯;
 প্রবোধিয়া আ ১৪।১৮৮; প্রবোধেন
 আ ৭।১০৩।
 প্রভাত ম ৭।১৪২
 প্রভাব আ ২।৫০, ১৮১; ১।১৩০; ১৬।
 ১৯৬; ম ১।১৯৯, ৩০১, ৬।১৯; ৭।৬৫;
 ৮।২০৯, ১০।২৮, ২২৬; ১০।৪১, ৬২;
 ১৩।৫৫, ৫৬, ২০।১৫৫; অ ৭।১০৮।
 প্রভু আ ১।৮; ৫।১, ২, ৮, ১৫, ১৩৬;
 ৬।৮; ৮৬; ৭।৮, ৬৩; ৮।১৬৬; ৯।৪৭,
 ১০।১৬, ২৮, ১২৯, ১২।১৩৮, ১৮২
 ১৯৪, ২২৩, ২৪৭, ২৭৩, ১৩।১১৩,
 ১৫৭; ১৪।৩, ৬০, ৯২, ১৫৮, ১৫।৭,
 ২২০; ১৭।২, ৩০, ১৩৬, ১৫৩; ম
 ১।৭, ২২, ১৬০, ২৫৩, ৩৫৫; ৩।১০০,
 ৪।৪৩; ৫।৮৯, ৬।৫৮; ৭।১২২; ৮।১৬৬;
 ১৩।৩৯৫ ইত্যাদি; প্রভু-অমুগ্রহ ম
 ১৩।৩৭৮; প্রভু-অবতার ম ২।১৭২;
 প্রভুগণ আ ১৫।১৮০; প্রভু গনধর
 ম ১।৭৯; ২।১২৬; প্রভু গৌরচন্দ্র আ
 ৮।১৫; ৯।২৩১; প্রভু-চরণাবিলম্ব ম
 ৯।২৪৪; প্রভুত্ব অ ২।৫০; প্রভু-
 দয়ননে ম ১।৪৯; প্রভু-দাস আ ১।৪৩;
 প্রভু-দীপা আ ১৬।১৬৬; প্রভু-মিত্যা
 নন্দ আ ৯।২৩৩; ১৭।১৫৪; ১৮।৮৫;
 প্রভু-পরশে ম ১।১৮২; প্রভু-পাদপদ্ম
 আ ১৪।১০৫; ম ১৩।৪০৮; প্রভু-পাশ

আ ১৪১০৪; ম ১০১১৭; প্রভু-প্রভাব
আ ১২১২১; প্রভু বলে আ ৬৪৫,
প্রভু বিশ্বজ্বর আ ৬৪২, ১১২; ৭১৪০;
ম ১১৭৭, ৩২, ২১৪৪; চাচু, ১০০;
প্রভু-কৃত্য আ ১০১২; প্রভু-কৃত্য-বুদ্ধি
ম ১০৩০২; প্রভুর চরণ আ ৬১০৬,
প্রভুর প্রভু অ ৬১০৮; প্রভু-শিরে
আ ১২১২; প্রভু সঙ্কর্ষণ ম ২০৪০৮,
প্রভু-সঙ্গে আ ১২১১৭; ম ১১৭২২;
২১০৩; ১১৭৭; প্রভু-সন আ ১১১০;
১২১০, ২৬; প্রভু-স্থানে আ ১০১২;
১৪১১৫; ১৫১০৭; ১৭১৮২; ম
২১০২৭; ৭১৭, ১৪৮; প্রভু ধরিত্রাস
আ ১৬১০, ৪২, ১২৩।

এমত ম ১২১৭; অ ৪১ ৬২।

প্রমাদ আ ২১১২, ১১০, ৮১৭৮; ম
২১০২, ১১১৫; ১০১৮৭, অ ১৬৪।

প্রমাণ আ ১৭১২০, ম ১২১৫৭; ৮১২১০;
১০১০১; ১০৩৮৮; অ ৪৪০৮; ৭১৫৮।

প্রলয় আ ১১৫৮; ১১৫৫, ১৬২; ১০১১৭, '৭
প্রলয়-জল-মাঝে আ ১২১১৬৬; প্রলয়ের
জলে আ ১২১১৬১।

প্রশংসা-বচন আ ৮১৫২

প্রশংসে আ ৭১১৭; অ ৭১৫২;
৮১৩৭।

প্রসঙ্গ আ ২১০৫; ৭১৪৬; ম ৩৬০;
৫১৫০; ২২১০; অ ১২১৪৪; ৪১২০০

প্রসন্ন আ ২১১৭২; ম ২১৭১; ৬১৭০;
প্রসন্নবদন ম ৬১৬।

প্রসাদ আ ১১৪১; ২১৫৮; ৭১০৭; ১৫১
৪৮; ১৬১৪, ১০৮; ম ১১৭, ৩৬৩;
২১০; ৫১১৩; ৭১০২; ১০১৫৩,
২০৫, ২৫৫, ২৭৮, ২২৩; ১০১৪৮;
১৫১১৪, ৭৪, ৮৩; ১৬১৪৩; ২২১০১;
অ ৩৩৩; প্রসাদ-শক্তি অ ১০১৪৮,
প্রসাদ-সংস্থ ম ১৭১৭৫।

প্রস্তাব আ ২১০০; ১১১৯।
 প্রহর ম ১৩৪৪; ৮২৮১; প্রহর-দুই ম
 ৭১০৮; প্রহরেক ম ২১১৫; ৭১৩৭।
 প্রহার আ ১৬১০০, ২১৭; ম ১৫১৬, ৪৩
 প্রহ্লাদ-বিগ্রহ আ ১৬১০২, প্রহ্লাদ-
 ভাব ম ৮, ৯১; প্রহ্লাদ-রক্ষিতা ত
 ১০১৪০।
 প্রাকৃত আ ৭১৭, ৬৪, ২০০; ম ৫১৪২,
 ১৫৯৭; প্রাকৃত মনুষ্য আ ১০৩২;
 প্রাকৃত পোক আ ১৫৯৭; ৭১১৭;
 প্রাকৃত শব্দ ম ১০৩৭৪, ২২৪২;
 অ ২১০২; প্রাকৃত শব্দেও অ ২২৬৮।
 প্রাচ্যভূমি আ ১১০২; ম ৭১০।
 প্রাণ আ ১৪১৩১; ম ১৩৪২, ৩৫৮;
 ২৫৯; ৭৮৬; ৮১৩৮, ১৩৩৬৬;
 প্রাণ-অভিনন্দিত ম ৩৮৪; প্রাণদান
 ম ৩৮৭; প্রাণধন ম ৬৪; ৮১৫;
 ১০৩২০; ১১২; ১৪৪২; ১৫৩৪;
 ১৬৩৫; ১৭১২৪; ম ১২১১; ২১
 ১৩১, ২৮৭, ৪৭০; ৬৪৮; ৯৫;
 প্রাণভিক্ষা ম ৩৮৬; প্রাণহন ম ৩৪
 প্রাণান্ত আ ১৬৯৯; ম ১০৪০; ১৩৬৫।
 প্রাণায়াম অ ৮১৩৫
 প্রাণীমাত্র আ ১৬১৩৪
 প্রাতঃকাল ম ২৩৪
 প্রাতঃস্নান আ ২১০২
 প্রান্তর অ ১২০৩, ৩৩৩৮, ৩২২; প্রান্তর-
 ভূমি অ ১৭৮।
 প্রামাণিক আ ৮৫৩, ৬৩।
 প্রারম্ভিত ম ৭১১৩; অ ৩৪৫৮; ৪৩৭৩;
 ৫৬৮০।
 প্রাসাদ ম ৪৭১; ২৩১২৭; অ ২৪০৭;
 ৪৭৮।
 প্রিয়-কলেশ্বর ম ৬১৫৪; ৭১৫৫; প্রিয়করী
 ম ১০১৫৫, ২৪৫; প্রিয়তম ম ৭৯,
 ১৩০; ২১২২; প্রিয়তর ম ১০১৬০;

প্রিয়দাস ম ২৪৫; প্রিয়ধাম আ ২২২২;
 অ ৬১৩২; প্রিয়পাত্র ম ৭১৪;
 প্রিয়বর্ণনাথ ম ১৭; প্রিয়বাণী আ
 ৬৮৩; প্রিয়বিগ্রহ আ ১৪২; ম ২১
 ৩৪৫; প্রিয় বিগ্রহের ঘরে অ ৫১
 ৪৬৯; প্রিয়ভক্ত ম ৭১৭; প্রিয় শ্রীধর
 আ ১২১৭৮।
 প্রিয়ার আ ১৪১৮০
 প্রীত আ ২১৬৯; ১৩১১৫; ১৭১০৩;
 ম ২৩৫; ৫১৬, ১১০, ১২৬, ১৪৮;
 ৭১৩৫; ১০২৬; ১২৫৬; অ ৭১
 ৮২, ২১২০; প্রীতি ম ১১৩১;
 ৬১৫৪; ৭৫৪; ১০১৬৪; প্রীতে ম
 ৫১৩১; ৮৩৭, অ ৭১৫১, প্রীতো
 আ ৬১৫; ১৭৭০।
 প্রেতগয়াশ্রিত আ ১৭৬৬; প্রেতগয়াস্থান
 আ ১৭৬৫।
 প্রেম আ ২৮৩; ২১৮২, ১১৮১, ১২৫;
 ১৭১১১, ১২৭; ম ১৪৫, ৩০৮,
 ৪১৭; ২৪৮, ২৬৭; ৩১২; ৫২৪;
 ৬১৭৫; ৭১২; ৮৬১, ৭২; ২১২২৫;
 ১০২৫২; ১৩১২৪, ১৪৩৮, ৩২;
 প্রেম-অনুভব ম ১৮৮; ১২৫১; প্রেম-
 অনুভব ম ১৭১৮; প্রেম-আলিন ম
 ৮৮২; অ ৭১০; প্রেম-কথা ম
 ৬১৭৫; প্রেমজল আ ২১৬৮; ১৭১
 ৪২; ম ১১০২; ২১২২৫; ৪২৩;
 ৬১০৮; ৭১৩৪; ১৪৪৪; ১৫২১;
 প্রেমদাতৃত্ব ম ৫১১৩; প্রেমদৃষ্টি
 অ ৫৩০০; প্রেমদৃষ্টি-বৃষ্টি অ ৫২৭৬;
 প্রেমধন আ ২২১৬, ২০৭; ম ৬১৩৬;
 ৭১৫৬; ২১২৪০; ১০১২; প্রেমধন-
 রতন আ ৩১; প্রেমধর্ম ম ১৫;
 ৭২; ৮১; অ ৬১৭৫; প্রেমধার
 ম ১৩৪; অ ৫৪৬৬; ৭১৩; ২১২;
 প্রেমধারা আ ১১৭২; প্রেমধারে

অ ৫১৬১, ৮১৭; প্রেমদী আ ২১
 ১৬৪; ম ২৫২, প্রেমনিধি ম ৭১৪৩,
 ১৪৬; অ ১০৭০, ৭১, ১৪১; প্রেম-
 নিধি-স্থানে ম ৭১৫২; অ ১০৭২;
 প্রেমপাত্র অ ৩২৫৭; প্রেমপূর্ণ অ
 ৭২১; প্রেমফাঁস আ ১২৬০;
 প্রেমফাঁসে ম ১৩০২; প্রেমবস্ত্রাঘর
 অ ৫৩২৬; প্রেমবিকার অ ৫৬৫১;
 প্রেমবৃষ্টি ম ১৪৮; অ ৭২৫; প্রেম-
 ভক্তি আ ২১৭২; ১৭১১৩, ১৪০;
 ম ৫১০০; ৭৮৩, ১৪০, ১৪৫, ২১
 ২৪৭; ১০৩৩, ২৫৮; ১৩৩২২,
 ২২২৫; অ ৬১৬; প্রেমভক্তি-আনন্দ-
 সাগরে অ ৭৬; প্রেমভক্তি-আবির্ভাব
 ম ৭১৪৭; প্রেমভক্তিধন আ ১৭১৩২;
 প্রেমভক্তিপ্রকাশ আ ১৭৪৪; প্রেম-
 ভক্তি-বাহা অ ২১২৬; প্রেমভক্তি-
 বান ম ৪২৪; প্রেমভক্তি-বিকার আ
 ১১১১; ১২৬৭; অ ৫৩৮৩; প্রেম-
 ভক্তি-বিকাশ-নিমিত্ত আ ১৬৬;
 প্রেমভক্তিময় ম ১০১২; প্রেমভক্তি-
 যোগ আ ৫১৫২; প্রেমভক্তিহীনময়
 অ ৫৭২৭; প্রেমভক্তিলাভ ম ১৩৭
 ১২২; প্রেমভরে ম ১৪১; প্রেম-
 ভাবে আ ১২৪৪; প্রেম-মর ম ৫১
 ১০০; প্রেমমর-অবতার অ ২১২৭;
 প্রেমমর কলেশ্বর আ ২১৫৫; প্রেম-
 যুক্ত ম ১৩১০; ২২৭; প্রেমযোগ ম
 ২১২২; ৫৫৫; ২১৮; ১৭২৫; অ
 ৫১৬৬; ২৩৩৫; প্রেমযোগরত্নে অ
 ৩২২৫; প্রেমযোগে অ ২১১; প্রেম-
 রত্নে ম ১৪২২; প্রেমরস আ ২১
 ১৬৩, ১৭২, ১২৪; ১৩১৩০; ম ৫১
 ৬০; ৮১০২৪; ১২৫১; ১৩৩২৪;
 অ ৫১৮৫, ৭০৪; ৭১৫৭; ২৫১;
 প্রেমরসময় ম ২১২১; অ ৩১৭৮;

৫১৭৩৫; প্রেমরস-সমুদ্র অ ৫১৭২৮;
প্রেমরস-বরুণ অ ১১১১৫; প্রেম-
সংহতি অ ১১২২; প্রেমসিদ্ধি ম ১১১
৫; প্রেমস্থম ম ১০১১৮; প্রেম-
স্থময় অ ৪৪৪৪৪; প্রেমস্থসিদ্ধি অ
৪৪৪৪০; প্রেমযোগে আ ১১৭৮২; ম
১০১০২; প্রেমাক্ষর আ ১৪১৪৭;
প্রেমানন্দ কুতূহল আ ১১৪৪২; প্রেমা-
নন্দম ম ১১২৬; অ ৪৪৪০৫; প্রেমা-
নন্দধারা ম ২০১৪৭; প্রেমনিম্নবসে
অ ১১১৪; প্রেমনিম্নমুত্তরক অ ৪১
২০১; প্রেমনিম্নমুখ আ ১১৪৪২;
প্রেমাবেশ ম ২১২০; ১৮৪; অ ১১
৬৫; ৫১৬৬; প্রেম আ ১৪১৫১; ম
১৫৫৭; প্রেমিতে ম ১০১২০১; প্রেমের
বিকারে ম ১১২০।

প্রেমক ম ২১০৬

ফ

ফল ম ৬৮৮; ফণা ম ১৫১২২; ফণাধর
ম ৬৮৮।

ফল ম ৮১০১; ১০১২, ১১; ফলবন্ত আ
১০১৫; ফল-মূল আ ১১৭২।

ফলা আ ৬৫; ফলাহার ম ১১৮৪।

ফল্গুতীর্থ আ ১১৭৬৫

কাঁকি আ ১১২০; ৮০১, কাঁকি জিজ্ঞাসা
আ ১১০৫; ১২১০৬।

কাঁদ ম ১০১১

কাণ্ডগুলি ম ১১৭৩; কাণ্ডবিন্দু ম ১১৬৩;
কাণ্ডবিন্দু-সনে ম ২০১৭৮।

কাকুন-পূর্ণিমা আ ১১৫; কাকুনী পূর্ণিমা আ
২১১৫; কাকুনী পৌর্ণমাসী আ ০৪৫

কুকারে আ ০৭

কোলাফলি অ ৮১২০

ব

বংশ আ ১১১৭; বংশকর ম ১০১৩; বংশ
ধর আ ১৮৫; বংশনাথ ম ১১৫৫

বংশী আ ০৩০; ৮১০; ১১২১২; ম ১১
১১১; অ ৫৫১৭; বংশীনাথ আ ১২১
২২১।

বক ম ২১৬৬; বক-অঘ-বংশীমুর আ ১০০
বক্তব্য অ ১৫১

বক্তা আ ১০৩৫

বক্তেশ্বর-বাণ অ ১১৫

বক ম ০১৩০; বক: ম ১১৩৬।

বখসীস ম ১১১৬

বক ম ১৮১২১

বকিম আ ২১২২

বদদেশী আ ১৪১২৫, অ ১২১৪; বদদেশী
বাক্য আ ১৪১৬৭।

বচন আ ০৩৮; ৫৪, ৭; ৬১১৫; ১৬১
১৬৭; ম ১১০৪; ১৬৫, ৩২৮; ২১৪৪;
৪১৫৬; ৮৫০; ১০৩২২ ইত্যাদি।

বচন-অঙ্কুশ ম ৫৫৪; ১১২৮, বচন-
অঙ্কুরূপ ম ১১৭৭৫; বচনপাঠ ম ৫৮৬

বজ্র আ ১১১৮; ২১২০; ৫১২; বজ্রধর ম
১৪৪৬; বজ্রপাত আ ১১০; ম ১৭১
৫০; বজ্রসার ম ১৪৪৭।

বকিত ম ১৮৭৭; বকিরা আ ১০১৬৬;
বকিলা অ ১২৪১।

বটগাত্র ম ১০৩০২৫; অ ৫৪৬, বটমূলে
অ ২০৫৮।

বড়ঙ্গ আ ১৫১০১

বড়লোক অ ৬২২

বড়-স্তম্ভ-লগ্ন আ ১০১৬৫

বড়াই আ ২১২২; ১১৫৭; ১০১২৮; ম
১৮১০; বড়াক্রি ম ১০১৫৭; ১০১২৭১

বড়ি ম ১৪১২; বড়ী আ ৮১০৫১।

বণিক আ ১১১৭৮; ম ১১০৪; বণিক-
কুল অ ৫৪৫০৫

বংশপদ অ ০৮৬

বংশপ্রায় আ ১১৩৭

বংশরেক অ ৮২৭৮

বংশল আ ২৪৭

বংশি অক্ষর আ ১৪৪৬

বদন; অ ৪৪৬২; ৫১৭; ১১১, ৪২, ৭৬
ম ১১৪৩, ২৪৮, ৩৪৫, ৩১১; ২১০,
১১৮, ২৭৫, ২৭৮; ৩২৫, ১৮০
ইত্যাদি; বদন-দৃষ্টি-মুখ ম ৮১২০৫।

বদরিকাশ্রমবাসী আ ১২১৭

বদল আ ৬৬১

বদিতে আ ২১৫৬; ম ১৭৭৫; বদিয়া ম
১০৩৫২; বদীলা আ ৫১৭০।

বধু আ ১৪১৭৭; ম ৮৪১, ৬৬;

বন আ ১৭৭১; ম ৮২৫৬; অ ৪৪২৮;
বনবাস ম ১১৫০; বনবাসী আ ৫১
১০; ১৬৫ বনমালি আ ২২১৪;
বনমালা ম ২১৭৫; ৫৮০; অ ৫১
২৭১; বনমালাধর ম ১০৩২২।

বনিতা আ ২১২৩৭; অ ১৮১০।

বন্দন আ ১১০; ১০১৮৬; ম ১১২১,
২৮২; বন্দনা ম ৬১০১।

বন্দি-বর আ ১১১২; ২১১৫৮।

বন্দিত ম ১১৫৬।

বন্দিপ্ৰায় আ ১২৬০

বন্দী আ ১৬৬৩; ম ১২১২, ৩০১; ১০১
৪৫; অ ১০১০ বন্দীগণ আ ১৬৪৪;
বন্দীধর আ ১৬৪২; বন্দীহুত্ব আ
১৬৪৩; বন্দীসব আ ১৬৪১।

বন্দে আ ১১; ম ৫১৩৮; ১০৩৫৮; বন্দো
আ ১৭, ১১; বন্দ্য আ ১২১; অ
৩৭৬।

বন্ধ আ ১৬৬৩; বন্ধ-কর আ ১৪১০; বন্ধন
আ ১০৬৬; ম ১২৮৭; ১২৩১,
৩৮; অ ১০৩২, ২২৭; বন্ধন-যোচন
ম ১০২২২; বন্ধ-বিমোচন আ ১১
১৭২; ম ১০২৮; ৪৬৫; ৫১৫১;
১৫৪৮; অ ৪২৮৬।

বন্ধ ম ১২১৫; ১২২৭; বন্ধকাঁচি ম ৭১

২৭; বজ্র-বান্ধব আ ৭৮০; বজ্র-মন্দির-
মন্দির আ ১৫১১৬।
বজ্রা আ ১৫১১৩
বর আ ১১৩১ ; ৮১১ ; ১০২২, ৩৪,
১১৮ ; ১৫১৫৮ ; ম ১১৩৬ ; ২৮২,
২২৭ ; ৮১১, ১২৮, ৩১০ ; ৯২২০,
২০২ ; ১০২৫, ২৮ ; ১০১১৩ ; অ
৩০০১ ; বরকল্প আ ১৫১৮০, ১১১।
বরজ আ ১৫১৪২
বরজাহুবিগড়ি-বড়ুজা আ ১৪
বরণ আ ১৫১৬৫
বরদাতা ম ৪৭৪ ; বর-দান আ ১০২৪ ;
ববপুল আ ১০১১, বরমুখ ম ১৮১৮৩
বরণ-বাণ্ডার আ ১৫১৬৬
বরাদনা ম ৬৮৩
বরাহ আ ১১৩২ ; ম ৬১২০ ; ৮৮৭ ;
বরাহ-আকার ম ৩২৩ ; বরাহ-ঐশ্বর
ম ৩৩৫ ; বরাহভাব ম ৩১৮ ; বরাহ-
মূর্তি আ ১২১৬৬ ; বরাহরূপ আ ২।
২৭১ ; ১০১৪০।
বরিপে ম ২৭২৪
বরিতে আ ১৫১৬৫
বরিষা আ ১৬২৫৮, ম ৯১০০ ; বরিষে ম
১০১৪১।
বরোমুখ ম ৯১৩০
বর্জ আ ৭১৬২
বর্জ আ ১৬১২২ ; ম ১২৫৩ ; ২২৭২ ;
৫১৩৪।
বর্জন আ ১৭১৫ ; ম ৭৭৮ ; বর্জনমাত্র আ
১১১০২ ; বর্ণিতে আ ১১১৮০ ; ৭৭৬ ;
১৪১০৭ ; বর্ণিবারে আ ২৫৭ ; বর্ণিবেন
আ ১১১১৭।
বর্ন-সমাত্রা ম ৪২৫২
বর্ষি আ ১২২৬
বর্ষর আ ১৬২১৪
বর্ষক আ ১৫১০৭

বর্হা আ ৭৮৪
বলগয় ম ২০১০০ ; বলগিয়া ম ২২২৫ ;
৮১১২ ; ৯২৩ ; বলগিয়াই আ
১৬২৫৫।
বলদেব-শিষ্য ম ১৯১৯২
বলবতী ম ১০১৫৪ ; বলবন্ত আ ১৬৮।
বলয় অ ৫৩৩৮ ; বলয়ে আ ১৪৭।
বলরাম-অবতার ম ৩১২৭ ; ৫১১৭ ;
বলরামকীর্তি আ ৯১১৫ ; বলরাম-
গাথা আ ১২১ ; বলরাম-প্ৰীতে ম
১০৩০৭ ; বলরামভাব ম ৫৩৭,
২১৩২ ; বলরাম-রাসকীড়া আ ১৩২,
বলরাম-শির ম ৫১৪৮ বলরাম-স্পর্শে
ম ৩১২৮।
বলি-যজ্ঞ আ ১২১৬৮
বলি-শির আ ১৭১৩৭, ম ৬১৩০।
বলে লে আ ১২২০০
বল্লভ আ ৭৫৩ ; ম ১৩৩৪ ; ১০২৮, ২৬০ ;
অ ৪২৫৪, ৫৭৩১ ; ৯১।
বল্লভ-ভবন আ ১০৬৭।
বশ আ ১০২০ ; ১৪১২ ; ম ১০২৭২।
বশিষ্ঠ-শাস্ত্র ম ১২২০
বসতি আ ৯২০৫ ; ম ২২২০ ; ১১৭ ;
১৩৫১।
বদন আ ৬৭৪ ; ১৪১১১ ; ম ২২৭২ ;
৫১৬২ ; ৮২৪৩ ; ১৪৪০, বদন-হরণ
আ ৯৩৩।
বসন্ত আ ১২৩ ; ১৬৩০৬।
বসুদেব-বরে ম ২০৩৩ ; বসুদেব-নন্দপুত্র
আ ১০১৪৩ ; বসুদেব-প্রায় আ ১২২ ;
২১৩৬।
বসুমতী আ ১২৪৫
বস্ত্র ম ২২২৮ ; ১০৪১ ; ৮১২৬ ; ১০৩০২ ;
বস্ত্র-বিচারেতে ম ২২৫৮ ; বস্ত্র-বুড়ি
আ ৯৮৮।
বজ্র আ ১৪১২ ; ম ২২৮৭ ; ২৪৪ ; ৬।

৫১৪ ; ৬৫৩ ; ৭১০, ৯৪৭ ; ১২২৫ ;
বজ্র-অলকার ম ৯৪৮ ; বজ্র-খন-বচনে
আ ১৫২১৮ ; বজ্র-মালা-চন্দন আ ১০।
১০৫ ; বজ্র-লাগি' আ ১০২৩, ২৭।
বহয়ে ম ২১৬৩ ; ৫১৬ ; বহির্মা ম ২২৮৬।
বহির্মা আ ১৭১০১
বহির্মুখ ম ২২২৫ ; বহির্মুখ বাক্য ম
৮২৭৫ ; বহির্মুখ সকল ম ২৩২৬ ;
বহির্মুখ সন্তোষা আ ১১৪১।
বহুতর আ ২১৪০ ; ১৪১৪৮ ; ম ৩৬৭ ;
১০১৬৫।
বহুধা আ ১৪
বহুবিধ বর্ণ আ ৩২১৩
বহুরূপে আ ৬৪৭
বহু আ ৯৩৬ ; ম ১৩৫ ইত্যাদি।
বহু ম ১৪৪৮
বাই ম ২১১৩, ২২৬ ; ৮২৩২।
বাইতে আ ৯৩১
বাইশ বাজায় আ ১৬২৬
বাণ্ডার আ ১৫২৭
বাক্‌সিদ্ধি আ ৫৩১০
বাকোবাক আ ১২১৮০ ; ১৭১৪ ; বাকো-
বাক্যসে আ ৯৮০।
বাক্য ম ১২৬০, ৩৭৩, ৩৭২ ; ২৬২ ;
৮২১৩ ; বাক্যআলা আ ৭২৮ ; ১৬
৩১৩ ; বাক্যদণ্ড ম ২২৪ ; বাক্য-মন
ম ৫১২৮।
বাখানে আ ১৪১ ; ২৬৮ ; ৬৪১ ; ৭।
১২০ ; ১০৩১ ; ১২৬৪ ; ১৬২৩৩ ;
ম ১১৭০, ২৪২, ২৫৭, ২৬১, ২৬৪,
৩৫২, ৩৭০, ৫১৫৭ ; ৮২১১ ; ১০।
১১৭ ; ২০৪৩ ; বাখানরে ম ৩০৮ ;
বাখানহ আ ৮৫৭ ; বাখানি আ
১৭১৪৭ ; ম ১৩২৬ ; ১৩৪০০ ;
বাখানিতে আ ২৭২ ; বাখানিহু অ
৩৫০৩ ; বাখানিহু ম ১১৭৩, ৩৪৮

বাধাসেন আ ৭১০, ৩০; ১৩২৮;
ম ১২৬২।
বাল্যালেয়ে আ ১৪১৬৭
বাচস্পতি অ ৩০২৫
বাল্লনিয়া আ ১০১১২; ১৫৭৯।
বাল্লর আ ২২০৭, ৬৪৪; বাল্লয় ম
১৩৭৫; ৮২৬৪; বাল্লিল ম ১৩১১০;
অ ১০৮৮; বাল্জে আ ২৮২; অ ৯২৯৭।
বাল্লি আ ১৫১৪৪
বাল্লি আ ৫১১৫২; বাল্লিকল্পতরু আ ৮৭১;
বাল্লীতীত কল্পতরু অ ৪০২২; বাল্লী-
সিদ্ধি ম ৭১৫৮; বাল্লে আ ৩১৮;
ম ১২২৫; অ ৭৪২।
বাল্লিলা ম ৭১২৮
বাটী ম ৭৬০, ৮৩; ৯৮৬; ২০১২০।
বাটী ম ৭৯০; ১১৫২।
বাটে ম ৩৭২
বাটোয়ার ম ২০১৩৮
বাড়ল আ ২২১০
বাড়াইতে ম ২১৪৯, ১০৪৭।
বাড়ি অ ৪২১২
বাড়ামু আ ৬৮৪
বাড়ে আ ১৭১৪০
বাণী আ ১৪৫০; ১৫৫১।
বাণু আ ১৭০; ১৫২০১; ম ১০২৫৫।
বাদিসিংহ আ ১৩২০৩
বাদে আ ১৫১৬২
বাত্ত আ ২৮৮; ১৫৭৯, ১১৫; ম ৮১৭৪;
বাত্তকায় আ ৩০৩; বাত্তকোলাহল
আ ১৫১৮৩; বাত্তগীত আ ১৫১০৫;
বাত্তধ্বনি আ ১৫৮০; বাত্ত-নৃত্যগীত
আ ১৫১১১; বাত্ত-নৃত্য-গীত-মহারসে
আ ১৫১০২; বাত্তভাঙি আ ১৫১৪৯,
১৬২, ১৭৪; বাত্তব্রজ আ ১২২২৫।
বাধ ম ৩১৭২; ৪৬৯; অ ৬১১৯, ১৬৮
বানর ম ১০১০; বানরা আ ৯৪৮;

বানরেশ্বরগণ ম ১০১২; বানরের রূপ
আ ৯৪৫।
বানো ম ২০১৫
বান্ধি আ ৫১১৫
বান্ধব আ ২১০২; ম ১৩২৯৪, অ ১৫।
বান্ধি ম ১২২৫
বান্ধি আ ৪১৩৩; ম ১২৬০; বান্ধিবীর
ম ২২৫; বান্ধিয়া ম ২২৩৮; বান্ধিল
ম ৯২১২; বান্ধি ম ১১০৬।
বাণ আ ১৫৫১; ম ১২০২, ৩৪৯; ৭।
৩০, ১২৭; ৮২৩৯; বাণ-মাতামহ
ম ১২৭৫।
বাম-উরু-মাকৈ আ ১৩৬৬; বাম-কক্ষ
ম ২২৬১।
বামনরূপ আ ৮১৫; ১২১৬৮; ১৩১৪১।
বামনা ম ২২৮; ৫১১।
বামনিগ্রা-সজ্জ আ ১৫৭১
বাম-ঐতিমূল ম ৩১৪৫
বামুন আ ২১১৫; বামুনগুলা আ ১৬২৫৭।
বায় ম ৮১৭৪; ২৩২৭৭।
বায়ু আ ৬০৮; ১২৮০, ৮৪; ম ১২৫৬,
৩৫১; ২১১০, ১২১; বায়ুহলে আ
১২৭৮; বায়ুজান ম ২২৫, ১২৩;
বায়ুদেহমান্দ্য আ ১১১১, ১২৬৭;
বায়ুপথ ম ৬৮৯; বায়ুহেন ম ২১১৭।
বারতা ম ১৮১০৫
বারুদী ম ৫৪৪; ১৫৩৮; ২১৩২।
বার্তা আ ৩০৭; ৯৫২; ম ২২৮; ৭৪৫;
অ ৪২৩৫।
বার্তাকু অ ৪৪২৬
বালক-আবেশে ম ৮১৭৫; ১৫১৮।
বালক-উত্থান-পর্ক আ ৪১৮
বালগোপাল আ ৫২০, ৬০, ১৫৮।
বাল্লবহ-পথ অ ২২৬৪
বাল্লি ম ২১৮২; ৬৮০।
বালা ম ২১২২৭।

বালাই আ ৮১৫৭
বালিকা-স্বভাব ম ২০২২৪
বালুকা আ ৬৬৮
বাণ্যক্রীড়া-নাম আ ৮৫
বাণ্যভাব আ ৭১৮০; ম ৩১১৬; ৫৩১;
৭৭; ৮৬, ২৭, ১৭৪; ১১৮, ৫৭,
৭০; ১২১২; ১৩১৭৬; অ ৪৪৯৬।
বাণ্যরসে আ ৮৭
বাণ্যলীলা আ ১১১৮; ১১১; ম ৩১৭;
বাণ্যলীলাহলে আ ৭৩।
বাশিষ্ঠ ম ১০১৮২; ২২৮৮।
বাশ্বনী আ ২৮৭
বাগায় ১৭১৩৯
বাহুদেব-শ্রীগর্ভের প্রাণনাথ ম ৯৫
বাসো আ ৭১৫৪; ম ১৬৫৪।
বাহন ম ৪৬৬; ২০৮৩।
বাহিরায় ম ২১২৪
বাহ আ ২২১৪; ১২২৪৬; বাহতাল
ম ৪১৭; বাহতুলি আ ১৪৮২;
বাহ-মুখ ম ৮২০৫।
বাহ আ ৬১১২; ৯১২২; ১৬১৩৩;
ম ১৬৯, ১০৯, ৩০২; ২১০৯, ১৭৩,
২২১; ৩১৫১; ৪২৭; ৫৩০; ৬০৮;
৭১০৮; ৯২৪; ১০১৩৬; ১১২১;
১২৩৫; অ ৩১৫৩; ৭৭৩ ইত্যাদি
বাহুকথা ম ১৪২০; বাহুজান
৭১৪৪; অ ৫১৪৫; বাহুদৃষ্টি অ
৯১৬২; ম ১৩৭, ৬৬, ১৭২, ৩১৩
১৯২২৩; বাহুদৃষ্টিপরকাশ ম ১৮৩
বিশেষণ (গীত) ম ২৩২২২
বিকর্ণ-প্রকাশ ম ১৩১২১
বিকল আ ৬৬৯; ৯৬৯; ১৩১০৮।
বিকাই অ ৩২৫৬; ৫২৬।
বিকার আ ৯২০১; ১১৮২; ১৬১৬২
ম ২১০৫; ৫২৬; ৭৮৯; ৮১৯
১৪৫, ২১৯; ৯২৪; অ ৩৫৭৩; বিকি

অ ৩৬৭; বিচ্ছেদ ম ১০২৩২; ১০৩৮, ১০২, ১৬৬।
 বিয়াত আ ১৫৪২; ম ১২২৬।
 বিগ্রহ আ ১৬১৬; ১৭৪২; ম ২৩২৮; ৩৩৮; ৮৮৩; ১০২৫৬; ১৫৪২; অ ৫৭৩২; বিগ্রহ-প্রকাশ অ ৫২৩।
 বিঘ্ননাথ অ ৫৫২৫
 বিঘ্ননাথ আ ২১৮৩
 বিচার আ ১১৫৪; ম ১২৪৫; ২১৭২, ২২৮; ৭১৬; ১৪৫; ১৬১০।
 বিচিত্র ম ২১৮১; ৩১৪৫; ৭২৮, ৬৬।
 বিচ্ছেদ ম ৮৮৫; অ ৩২১৭; বিচ্ছেদ-স্থঃ ম ১৩৬৩।
 বিজয় আ ১১১০; ২৫১, ২১৩; ৮১১০; ৯৭৭; ১২২৩৭; ১৪৭১, ৯০, ১০৫, ১৬৮, ১৭২; ১৫৬, ১৩৫, ১৭১৩, ১৪০; ম ৪৪৫; ৭৪২; অ ৩২৪২; ৯২১; বিজয় হইলা আ ৭১৪২।
 বিজ্ঞান আ ১০১৮৭
 বিজ্ঞাপন আ ২২০
 বিড়ম্বন ম ৩৩৬; বিড়ম্বনা অ ২১৫৯৪।
 বিড়াল-কুকুর-আদি ম ৮২১
 বিড়ালীক অ ৫৩৪১
 বিতর্ক ম ১২৪৩
 বিধানে আ ৪৩০
 বিধরে ম ১০৩৭
 বিদরে ম ২১৬৬; ২২০৪; ৩২৭; ১৬৬২; অ ৪২২৩।
 বিদ্যার ম ১১৩১; ৩২০, ৭১২১; বিদ্যার-সময়ে আ ১৪১৫৩; বিদ্যার হইলা ম ১৩৩৬৪।
 বিদিত আ ১৫২৯; ম ২১৪; ১০২১২-বিদীর্ণ আ ৭৭৯; ম ১৪১১।
 বিদুষক-লীলা অ ৫৩৬; বিদুষক-সকল - আ ১৫১৪৬।
 বিজ্ঞান আ ১০১০৩; ১১১০; ১০১২২;

ম ২২০০, ২৩৭, ২৫৮; ৫১৪; ৮০২; অ ২২৩৮।
 বিজ্ঞা আ ১০১৩৬, ১৭৩; বিজ্ঞা-অহঙ্কার আ ১০৪৮; বিজ্ঞাকুল আ ২১৭৫; বিজ্ঞাকুল-তপ অ ৪৩৬১; বিজ্ঞা-গর্ভ-পাত আ ১০৪; বিজ্ঞা-দান আ ১৪৭৭; বিজ্ঞা-ধন আ ৭১৩৭; বিজ্ঞা-ধন-কুল-আদি ম ৬১৬৮, বিজ্ঞা-ধন-কুল-জ্ঞান-তপস্বী ম ৫৫৪; বিজ্ঞাবস্ত্র আ ১৩৮৩; বিজ্ঞাবল আ ১১৫; ১০৩৭; বিজ্ঞাবান্ আ ৩১৪; ৪৪২; ১৪২৬; বিজ্ঞা-বিলাস আ ১০৩৮; ম ১৩২৮, ৪০০; বিজ্ঞাভোলে আ ১১১৫; ১২৪৭; বিজ্ঞাময় ম ৯২৪১; বিজ্ঞারস আ ২৬০; ৮৬৫, ১০৭, ১৭৩, ১০৬, ৩৭; ১২২০; ১০১৮; ১৪৫; ১৫৩২; বিজ্ঞারস-বিচার আ ১১১১৬; বিজ্ঞারস-ভঙ্গে আ ৭১৫১, বিজ্ঞারসরস আ ১১১২২; বিজ্ঞালিত ম ১২৭১।
 বিজ্ঞানিধি-আগমন ম ৭৪১; বিজ্ঞানিধি-নাথ ম ৭১৬।
 বিধর্ম ম ১২১৪
 বিধাতা আ ২৫৬; ১২১৪৪; ১৭১৩৬; ম ২১০।
 বিধান আ ১৫১৩০; ম ৬৫০; ৮২৭৪।
 বিধি আ ১৫৫৫; ম ৭১, ১১৭, ১৪০; অ ৩২৭৬; বিধি-ক্রমে আ ১০১০; বিধি-নিষেধের অ ৬৭২; বিধিবোধিত ম ৫৮২; বিধিসম্মত ম ৯৫০; বিধিসুল ম ১৬১৪৫; বিধিবোধ্য ম ৫১৪; ৬৩০; ২৮১৩৪।
 বিনতানন্দন ম ১৪৫০
 বিনয় ম ১১৫; ২৫৮; অ ৩২০১; বিনয় উত্তর আ ১০১৪২; বিনয়-ব্যবহার অ ৯৩৫৮; বিনয়-সম্মতি ম ১৬১; বিনয়সঙ্গ-আ ১২১৫৪।

বিনাশ আ ১৭২৮; ম ১৪২৩; বিনাশিষ্ণু ম ২২৬৬।
 বিনি-চণ্ডী-পূজিয়া অ ৫৫৬৬; বিনি-বিচারিয়া অ ৯১৪০।
 বিহু আ ৫১৪৮; ৬০৪; ৯১৫৬।
 বিহু আ ১৬৬; ৬৪৬, ১১৩; ম ১০২৩৪; বিন্দুরোবর আ ৯১১৩; অ ২৩০৮।
 বিদ্বিলেক ম ১০২০৭
 বিপথ আ ১৪, ৯১; ১৬, ২৩৪।
 বিপরীত ম ৪১৮
 বিপর্যয় ম ২৪১০০
 বিপ্র আ ১৭৯, ২১৫২; ৩১৫-৩১; ৫১২; ৯৫০; ১২১৮৮; ১৩২৪, ১৭৬; ১৪১৩২ ইত্যাদি; বিপ্রকাত আ ১৪৮৬; বিপ্রকুল আ ১৫৮৬; বিপ্রকুল-পাবনচূর্ণ ম ৯৫২; বিপ্রগণ আ ১৫৮২, ২২৫, ২০০; বিপ্রচূর্ণ ম ৫১৪৩; বিপ্রদেহ আ ১০১৮৭; বিপ্র-পত্নী-আদি আ ১৫৬০; বিপ্র-পত্নীগণ আ ১০১১৮; বিপ্রপাদোদক-পান আ ১৭২০; বিপ্র-গুহ আ ১০১৪৩; বিপ্র-প্রতি আ ১০১০২; বিপ্রপ্রিয় আ ১৫২৩; বিপ্রবর আ ৩৯, ৫২৫, ১১০, ১৫৫; ১১৯০; ১০৭২, ১৪২; ১৪১৪৮; ম ১২২৫, ৩৫৭; ২২২৪; বিপ্রবর্গ আ ১৫১০২; বিপ্র-বেদ-ধর্ম-ভাসী ম ২৫১; বিপ্ররাজ আ ১০৩; ১০৩, ১৫৪; বিপ্ররূপ আ ২১৬৭; ১২১৭৪; ১০১৩৭; ১৪৪; বিপ্ররূপে এক মহাজন আ ৩১৫; বিপ্রশিত্তরূপে আ ৬৩৬; বিপ্রসঙ্গে আ ১০৭৬; বিপ্রসুতা আ ৭১২৯; বিপ্রাধম আ ১৬২২৬, ৩০৬।
 বিকল ম ১০৪২; ১৪১১।
 বিবরণ আ ১৬৩৬; ম ৩২২; ১৪১০১।

বিবর্তিত আ ২১৪৬।
 বিবর্তন ম ৬১৩, ৩২।
 বিবশ আ ২১৪১; ১১৭৩
 বিবলন ম ২১৬৩
 বিবাদ ম ২১২৭২
 বিবাহ-পুণ্যকথা আ ১০১২০; বিবাহ-
 সন্তান আ ১১১১৪৪।
 বিবিধ ম ৮২৪৩; বিবিধ বিধান ম ৩৮৪।
 বিজ্ঞব আ ১০১২৩; অ ২১৪১, ৩১২।
 বিভা আ ৬৭৮; ১১২৭, ১৪৪, ২১৬;
 ২৩৩৬; বিভায় আ ২১৬৬।
 বিজ্ঞপণ আ ১১২৭, ৩৩২।
 বিমলিখ আ ৭১২১; ১১১৪৭; ম ২১২৪২।
 বিমোচন আ ১১১৮২; ১১২৮৬; ১৭১২২।
 ম ১১১৪৪, ৭৩; অ ১৩৩৩।
 বিয়া আ ২১৮
 বিক্রোপ আ ১১৮৪
 বিরক্ত আ ২১৭০; ৭১২; ৮১০৫; ১১১২০,
 ৩৩; ১৬২০; ম ৭১৪৩, ১১৪;
 অ ২১২০; বিরক্তার্থ আ ১১২৩৩;
 বিরক্তি আ ২১৪২; ১০১৮৭;
 বিরক্তি-ভক্তি-কণা আ ১২১২৪০।
 বিরজাদেবী অ ২১২৪
 বিরল আ ১০১৭৩; ম ১২৪২; ১১২৭।
 বিরস ম ১০১০৬
 বিরহ আ ৭১৭, ৭৬; ১১২৫; ১১২২;
 ম ১১৪০; বিরহস্থ আ ১১১৮০,
 বিরহস্বপ্ন ম ২১২২, বিরহী ম ১২২৫।
 বিরিকি অ ১০৩৫
 বিলাস আ ১০৩০; অ ১১০০।
 বিলাসিতা আ ১১৪০
 বিলাহিতে ম ১০৩; ১১৪০; বিলাহি আ
 ২১৮৬; বিলাহি আ ১১৪২; ম
 ১১৬৬।
 বিলাপ ম ১০২৭
 বিলাস আ ১১০, ১১৭, ১৮০; ২১৪৩;

৮১২০; ১১২২; ১০১৫; ১২১০৫;
 ১০১২২; ১১৮০; ম ১১৪০৩; ৮১
 ১০৫; ম ১১০, ১৬০; ১০১২৭২;
 ১৭১২২; ২১২৫; অ ১১৭০২।
 বিলাহ ম ১১০১
 বিশারদ ম ২১১৬; ২১৬২; অ ১০২৬।
 বিশাল আ ২১২৪; ১১২২৬; ১১৮০;
 ম ১০৩৩
 বিশ্ব আ ১২১৭৬; বিশ্ব-অঙ্গ ম ২১৪৭;
 বিশ্বজননী অ ১১২৪২।
 বিশ্বস্তর-অধিষ্ঠান আ ১১১০৩; বিশ্বস্তর-
 চরণ ম ২১২৭২; বিশ্বস্তর ভেজ: ম ১১১
 ১০০; বিশ্বস্তরধর ম ১০১২৫০; বিশ্বস্তর-
 নাম ম ১১৭৫; বিশ্বস্তর-নিত্যানন্দ
 ম ১১১৪২; বিশ্বস্তর-পণ্ডিত আ ১১১
 ৫৭, ৬০; বিশ্বস্তর-প্রিয় আ ৭১২;
 ম ১১০; ১৬১; বিশ্বস্তর-ভরে ম
 ৮১২৮০; বিশ্বস্তর-রায় আ ৮১৫০; ১১১
 ৫১, ৬২; ম ১১১২, ১৭৮, ১১২; ২১
 ১২৫; বিশ্বস্তর-রূপ আ ১১১২; ম ১১২;
 বিশ্বস্তর-সঙ্গে ম ১১২৭০; ১১৬২।
 বিশ্বরূপ আ ১১২২
 বিশ্বরূপ-কোষ ম ১১১০৬; বিশ্বরূপ-গুণ
 আ ৭১৮; বিশ্বরূপধীর আ ৭১২৪;
 বিশ্বরূপপ্রভু আ ৭১৮, ২৪; বিশ্বরূপ
 ভগবান্ আ ১১২৪; ৭১২৪; বিশ্বরূপ
 মনে আ ৭১৬৮; বিশ্বরূপ-মহাশয় আ
 ৭১৭৪; বিশ্বরূপ-সন্ন্যাস আ ৭১৭, ২৫।
 বিশাল ম ৭১৮; ৮১৮; ১০১৪৫।
 বিশ্ব ম ৮১০৮; ১০১৭০; অ ১১৪৪২;
 বিশ্বপান অ ১০৩১।
 বিশ্বম আ ১১২২; ১০১৮৭, ২৪; বিশ্বম-
 বিশ্বম আ ১২১০১।
 বিশ্বম-ব্যবহার অ ১০৩১
 বিশ্বরূপ আ ১১৪২, ৬০; ম ১১২৬৬; অ
 ১০১৮৮; বিশ্বম-ব্যবহার ম ১১২৪১;

১১১৪৭; বিশ্বম-স্বপ্ন আ ২১৭৪;
 বিশ্বম-বিষয় আ ১১১০৩; বিশ্বম-প্রায়
 ম ৭১৪২; বিশ্বম-রূপ ম ৭১৬৭;
 বিশ্বমী ম ৭১২২, ৩১, ১০০; বিশ্বমী-
 বৈষ্ণব ম ৭১১০০; বিশ্বমী-লকল আ
 ১১৮৮; বিশ্বম-ভেদে আ ১৬, ৩০৮।
 বিশ্বস্তন অ ১০৩১
 বিশ্বাগ আ ২১২১
 বিশ্বাদ আ ২১২৫; ১১২৪; ৭১০২, ২৫;
 ১৬৫০; ম ১১১০০; অ ১১৪০১;
 বিশ্বাদিত মন আ ১১৪৫১।
 বিশ্ব-অংশ আ ১২১০৭, ২৬৮; বিশ্ব-
 ক্রিয়া অ ১১৪২; বিশ্ব-কষ্টা আ ১১২০;
 ম ১১৪৪; ২১১০৩; বিশ্ব-গৃহ আ
 ৭১৬২; ১১১০৩, ম ১১০৩; ৩২২;
 বিশ্ব-গৃহস্থ আ ১১১৬৪, বিশ্ব-ঘরে
 ম ২১৪১; বিশ্ব-চক্র অ ২১৪৫;
 বিশ্ব-চক্র-মুদ্রণ অ ১১২০১; বিশ্ব-তত্ত্ব
 অ ১১০৩; বিশ্ব-ভেল আ ১১১৭৩;
 ১১০৪; বিশ্ব-প্রোহী আ ৩২০; অ
 ১১৪৬৫; বিশ্ব-ঘরে আ ১২১১৪;
 বিশ্ব-ধর্ম ম ২১৪২, বিশ্ব-নিম্ন-শ্রবণ
 আ ১১১৬৮; বিশ্ব-নৈবেদ্য আ ৭১
 ১৬২; বিশ্ব-পদচিহ্ন আ ১১৭৭৮;
 বিশ্ব-পাদোদক আ ১১৭৩; ম ১১২৫;
 বিশ্ব-পূজা আ ৮১৬৬; ম ১১৪২;
 বিশ্ব-পূজা-নিমিত্ত ম ২১২২; বিশ্ব-
 পূজা-লক্ষ আ ১১২২; বিশ্ব-প্রিয়-
 নিমিত্ত পণ্ডিত আ ১১৪২; বিশ্ব-
 প্রীতি আ ১১১৮৮; বিশ্ব-ব্যবহার
 আ ১০২১; বিশ্ব-বৈষ্ণব আ ১১০৮;
 ১১২০৪; ম ১১০০; ১১২৬;
 বিশ্ব-তত্ত্ব আ ১১২৬৬; ম ১১২২;
 ১১১৪; ১১৪১; বিশ্ব-ভক্তি আ
 ২১০২, ১৮৬; ৭১০; ১১১১;
 ১০২৩, ১১২; ম ১১১৭; ১১৬২;

২২২৬, ১৬৬৭; বিষ্ণুভক্তিচিহ্ন অ
৫২০; বিষ্ণুভক্তিতেজোময় ম. ৭৭৫২;
বিষ্ণুভক্তি-দানের ম. ৯১০; বিষ্ণু-
ভক্তিদ্বয় ম. ১৬১১৭, অ. ৩৪৭৫;
বিষ্ণুভক্তিবোধো অ. ৫৬৯৮; বিষ্ণু-
ভক্তির শক্তি ম. ১৭৩৩১; বিষ্ণুভক্তি-
শ্রবণীণী আ. ১২২২০; ১৩২১, ম.
২২৪১; বিষ্ণুমায়ী আ. ২৭৩; ৪১৪০;
১৬৭৫; অ. ৪১৬০, বিষ্ণুমায়ীশে
আ. ৯৯৪; অ. ৪৪১৯; বিষ্ণুমায়ী-মোহে
আ. ৯৩৭; ১২৮১, বিষ্ণুমায়ী-প্রভাবে
আ. ৭১৯১; বিষ্ণুর আসন আ. ৬৬০;
বিষ্ণু-বক্ষা আ. ৪৬০; বিষ্ণুকপে ম. ১৫১
২২, বিষ্ণুস্থান ম. ৫১২১।
বিস্তর আ. ৭৩; ১২১৯১, ম. ১৬৬১।
বিস্তারিয়া আ. ১১৮০
বিস্ময় আ. ৭১৯৮, ১৬২১৯, বিস্মিত আ.
৬১২০; ৭১২২; ম. ১৩০২, ৩৫৮; ৪৪
বিহর' আ. ২১৭৭; বিহবয় আ. ৭৬২;
১৫২২৪, ম. ১৫৪৬; বিহবিলেন আ.
১৪৪; বিহরে আ. ১১৭৬; ৪৬৬,
৭২০১; ৯২৪; ১০৩৭; ১৫০২;
ম. ১৩১৯; ৫৩১; ৮৯১; ৯৭;
বিহরেন আ. ১২১৮২; ১৪৫; অ.
৯২০৫।
বিহা ম. ২৩৩৭৬
বিহানে আ. ৪৯৯; ম. ২০৬১।
বিহার আ. ১১৭, ২২, ১৭০; ২১৬৯,
১৭৩; ১০১২২; ১২১০০, ২৬৪;
১৬৪; ম. ২১৬৯, ৩৩৩; ১০২৬৮,
৩২১; ১৫১৬; অ. ৩১৩৪; ৫৭২০।
বিহাটী আ. ১১৭৩
বিহল আ. ১৭৫; ২২২৩, ২৩২; ৭৮০;
১৬৩৩; ১৭১৩৩; ম. ১১৬০, ১৭০;
২১৬৪; ৩১৬৩; ৫১৪, ২৩; ৬১২৭;
৮৮০, ৩২৩; ৯৯১; ১০১৩৬; ১১১

৪৩; ১৩১০৩; ১৪৩৮; বিহলতা
অ. ৫২৫৫।
বীণা আ. ১৭৪; ২১৭৬; ম. ১৪৪৪।
বীর-ছাঁদে অ. ৫৫৬৯। বীর-চাক আ. ১৫১
১৮; বীরাসন আ. ১০১২; ১২১৬৫;
ম. ২২৬০, ১০৮; ১৬১০৭, ১৮১
১৪৫; ২৩২৮৫; বীরাসনে অ. ৫৩২৫।
বুড়া ম. ৩১২
বুদ্ধকপে আ. ২১৭৪
বুদ্ধিজ্ঞান ম. ১২৩৪; বুদ্ধিলাশ ম. ৫১৩৮;
১৩৭৪; বুদ্ধিবল আ. ১২১৭০।
বুদ্ধো ম. ৩১১০২
বুধ ম. ১৯৩৭; বুধজন আ. ১৫৩১।
বুল' আ. ৯৫৩, ম. ২১৩২; বুল' আ. ৪১
১০৭; ম. ৩১৬১।
বুল-বারে ম. ৩১২১৮; অ. ৭৫৮।
বুত্তান্ত আ. ৯৬৪; ১৩৩৮, ১৬১৮২, ম.
১৩৬৫, ৩৯০; ১০১১৪, ১৭৫।
বুত্তি আ. ১০২৬; ম. ১৩৫২; বুত্তি-পঞ্জি-
টীকা আ. ৮২৪।
বুত্তার ম. ১৯৯
বুদ্ধ-কাঁচে আ. ৯৪৪; বুদ্ধরীতি ম. ৭১১৪,
বুদ্ধাবন-আদি আ. ৯২০৬; বুদ্ধাবন-
চন্দ্র ম. ৮১৭৭; বুদ্ধাবনচন্দ্র-ভাব আ.
১২২১৫; বুদ্ধাবন-মারে আ. ১৩৩;
বুদ্ধাবন-রাশি অ. ৯১৭২; বুদ্ধাবন-
স্থপে অ. ৭৬৫; বুদ্ধাবনের সম্পত্তি ম.
১৮১২৭।
বুধপ্রায় আ. ৭১৫৪
বুদ্ধম্পতি-অবতার আ. ১৪৭৪; বুদ্ধম্পতি-
উপমা আ. ১২২৫৯; বুদ্ধম্পতি-দুষ্টি
আ. ১৪৭৫।
বেল ম. ৭৪০
বেটা আ. ৯৪৯; ম. ৩৩৭, ৪০; ১০১৮৪।
বেড়তি আ. ৬২৩; ১৩১৬৬।
বেগু ম. ২২৭৭; বেগু-বিবাহ আ. ২২১১।

বেত্র আ. ১৬২১৫; ম. ২২৭৭, ১০৫
৫১৭; বেত্রবাঁজা ম. ১৪৪১।
বেদ আ. ১৮; ২৭, ২২৯; ৩৫২; ৪১
৫১; ৬২৪; ১২২৬০; ১৩১৪৪;
১৪১৪০; ১৫১২; ১৬২৭৬; ম. ১১
৪০২; ২৩৩৬; ৩৩২; ৫১১২; ৬১
১০২; ৮৮২; ৯২০৪; ১০১৩৯;
১২২৮; ১৩২৬৩; বেদকর্তা আ. ১৩১
১০৫; বেদগুরু অ. ১৮৪; ১৩১৮৪;
ম. ৫৪১; বেদগোপ্য আ. ২১৪৯,
১৬৭, ১৮৬; ৪৭৬, ২৪২; ৫১৬৭;
১৪১২৪; ম. ৯২৪২, ২৩১; বেদ-
ধারে আ. ৮৬; বেদধর্ম'ম. ৯৫৫;
বেদধর্ম-আদি ম. ৯৫৯; বেদধর্ম-যোগে
ম. ১০২৩৮; বেদধর্ম-মায়ু-বিপ্র-পাল
আ. ২১৫২; বেদধর্ম-আ. ১০৮১
১৫১৮২, ১৩৮; ম. ১২৫; বেদপঞ্জি ম.
১২৮৩; বেদপথ আ. ১৬২৯২; বেদ-
পূরণ আ. ১৭২৩; বেদ-প্রতি ম. ৩
৩৫; বেদবাক্য আ. ১৬২৪০; বেদ-
বাণী অ. ৯৩০; বেদবিধিপূর্ক আ.
১৫১০৩; বেদ-বিপ্র-সাধু-ধর্ম-আপ অ.
৩১২০; বেদবাস-আদি অ. ৪৩০৩;
বেদবাস-বারে অ. ৫৭৫৬; বেদমন্ত্র ম.
৯৪২; বেদমুখে ম. ১০২৪৭; বেদ-
সঙ্কেপম আ. ১৩১৪৮; বেদ-সত্য ম.
১৩২৬৫; বেদগার ম. ২৩১৭৬; অ.
৩৪৬৬; বেদাচার আ. ১৫১৯১;
বেদান্ত আ. ১৩১১২; বেদান্ত-বেত্ত ম.
২২৮১; বেদান্তী-আনী ম. ১৯১০২;
বেদে-পুরাণে আ. ৬৪১; বেদ-জ্ঞান অ.
৬২২৮।
বেতার ম. ২১১৯
বেশ আ. ৬১৩১; ৯৩৫, ৮৭; ১০১৪;
ম. ৬৭৪; ৭৬৯।
বেত্তি আ. ৯২৩০

বৈকুণ্ঠ আনন্দ ম ২৮০; বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর আ
 ৫১৬৯; ১২২০; ১৭১৭; ম ১২৫১;
 অ ১৮; ২১৩৭; ৩২১০; বৈকুণ্ঠ-
 কোটাল ম ১৮৮৫; বৈকুণ্ঠ নাথ
 আ ২১৩৩; ৩২৬৩; ১৮১৬৪; অ
 ৪৫১৫; বৈকুণ্ঠ-নাথক আ ৭২০১;
 ৮২৪, ৬৫; ১০৪৬; ১৩১৮১; ১৪১
 ৫১৫২, ১২০; ১৩৫; ম ১৩০৮; ২৩১
 ৩১, ৩২৪; অ ৩২, ২৭৫; বৈকুণ্ঠ-
 বল্লভ আ ২১২২; বৈকুণ্ঠ-বিলাস ম ২১
 ২১; বৈকুণ্ঠবিহারী আ ২১২৮; বৈকুণ্ঠ-
 ভবন আ ১৬১৭৩ ম ৫৮১; বৈকুণ্ঠ-
 ভুবন আ ১৫২১৬; বৈকুণ্ঠ-স্বভাব-
 ধর্ম ম ২৩২২৫; বৈকুণ্ঠ-স্বরূপ স্তব
 অ ১০৭২; বৈকুণ্ঠের অধিপতি অ ১২২১,
 বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর অ ১৭; বৈকুণ্ঠের
 নাথক আ ১২৬৬, ২৮; বৈকুণ্ঠেব
 পতি আ ৮১৪৮; ১৪২৮, অ ১১২;
 বৈকুণ্ঠের রায় আ ৪১০৭, ১৪১, ৬৭,
 ১৩৮; ৭৬২; ১২৮৭।
 বৈষ্ণবস্ত্রী ম ৬৭৮; বৈষ্ণবস্ত্রী-মালা আ
 ৫১৩১।
 বৈষ্ণবী আ ২১৭৭
 বৈদিক ম ১৮১৪৮
 বৈষ্ণ আ ২৩৫; ১০২১; বৈষ্ণবচূড়ামনি ম
 ১৩২১১; বৈষ্ণবনাথ-বনে আ ২১০৬;
 বৈষ্ণবর ম ১০১০; বৈষ্ণবরূপ আ ২১
 ৮৩; ম ২১০৮।
 বৈবর্ণ্য অ ৫১৫০; বৈবর্ণ্য-আনন্দমূর্ত্তি-
 আদি অ ৫৪৭১।
 বৈভব ম ১৩৬; ১৬৯১; ২৪৪৬;
 বৈভব-দর্শন ম ২৪৭৭; ২৬৪২।
 বৈরাগ্য আ ২৭৯; ম ৬২৫।
 বৈশেষিক আ ১৩১১২
 বৈষ্ণব আ ২৫০; ৪৫৭; ৭৫৭; ১১১
 ১২; ১৫৭৭; ১৬৬০২; ম ১৪৫৬;

২১৬৬; ২৩২; ম ৩১০২; ৪৬৮; ৫১
 ১৫৬; ৭২২; ১০৩১২; ১৩৩২০;
 ১৬৬৬; বৈষ্ণব-অগ্রগণ্য আ ২৮৪,
 বৈষ্ণব-আগনৌ ম ২১২১; বৈষ্ণব-
 আবেশ ম ১২৪৭; ২৮৮; ৮, ১২৬,
 ১৮৩; অ ২৪৪২; ৩২১৬; বৈষ্ণব-
 কৃপা ম ২৩৩৭; বৈষ্ণবজন ম ১২২০;
 বৈষ্ণবধর্ম ম ১৫৩৭; বৈষ্ণব-নিম্নকে
 ম ১৩৩১১, ৩০৭; বৈষ্ণবনিম্মা ম ১৩১
 ৪০; বৈষ্ণব-প্রধান আ ২৩১; বৈষ্ণব-
 বাস্য ম ১০১৫২; ১৩৩৫২; বৈষ্ণব-
 ব্রাহ্মণ ম ১২৭৬, বৈষ্ণবমণ্ডল আ
 ৭৩৬; ম ২৩২২; ৭৬; ২১২২;
 ১০২২৭; ১৩১২৩, ৩১৪; ম ১৬১
 ২০; বৈষ্ণব-রাজ ম ১৪৫০; বৈষ্ণব-
 সত্ব ম ৮৮০; বৈষ্ণব-সঙ্গে ম ৪১৮;
 বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী আ ১১৭৫; বৈষ্ণব-
 সমাজ ম ১৩, ৮২, ১১০; ২১৪০,
 ৭৩২, ১০১৪০; ১৩২৬৮; বৈষ্ণব-
 সেবা ম ২৩৩৭, বৈষ্ণবহিংসা ম
 ৫১৪০; বৈষ্ণবায় অ ২৩৩৭;
 বৈষ্ণবাগ্রগণ্য আ ২৭৮; ৭৭৩; ম
 ১৫৪৬; ২২১০৬, বৈষ্ণবাগ্রগণ্য-
 বুদ্ধো ম ১০১৬২; বৈষ্ণববিবাজ ম
 ১৩২৫৫; বৈষ্ণবানন্দ অ ৫৭৪৬,
 বৈষ্ণবাপরাধ আ ১১৩২; ম ১৩৩২১,
 ২২১২; বৈষ্ণবী ম ১০৬৮; বৈষ্ণবী-
 মায়ী আ ৪১২২; বৈষ্ণবীশক্তি ম ৩৬৪;
 অ ৮১৭।
 বোনে অ ৭১৩৮
 বৌদ্ধ আ ২১৪৪; বৌদ্ধালয় ম ৩১০২।
 ব্যক্ত আ ১১২০; ২১২১; ৮৬; ২১০৪;
 ১২২৪০; ম ১১৮৫ ইত্যাদি।
 ব্যজন আ ১৪৪; ম ২১২৩।
 ব্যজন অ ৪২৭৮
 ব্যজিয়া আ ৮১৪৪; ম ৩১০৮।

ব্যতিক্রম ম ২০২
 ব্যতিরিক্ত আ ৮১২২; ২, ১৮; ম ১২৭৮;
 ১৩৩৮৭।
 ব্যাপদেণে আ ১১৪৪; ম ৪৪৮; ১৩১
 ৩৫৫; ১৮১৫৭, অ ২১৪৩।
 ব্যবসায় আ ১২১৩২; ম ২১৩১।
 বাবস্থিলা আ ১৭১০
 ব্যবহার আ ২১০২; ১২২৪৩; ১৪১৫৭,
 ১৫৪৩ ইত্যাদি; ব্যবহার-কথা অ
 ৫৩৮; ব্যবহার-ঠাকুরাল ম ৭১১২;
 ব্যবহার-দ্রুপ ম ২১৪০; ব্যবহার-
 দৃষ্টান্ত ম ১৭৮২; ব্যবহার-ধন ম
 ৭১১১; ব্যবহার-মদে ম ২২৮৩;
 ব্যবহার-বদ আ ২৬২, ৮৬; ব্যবহার-
 জনে অ ৭৫৬;
 ব্যর্থ আ ২৬২; ম ২২১২; ১০১৪৭;
 ব্যর্থক্রমা আ ১৬২৮৮।
 ব্যাকরণ আ ১২৮; ১৩১২১, ব্যাকরণ-
 শাস্ত্র আ ৮২৭, ১০১২২, ১২১১।
 ব্যাক্যজালা আ ১১৬৮
 ব্যাখ্যা আ ৭১০; ১০১২৮; ১২২৭৩,
 ১৪৫৬; ১৬১৭১; ম ১১৬৮, ২৫৪,
 ৩৫৩; ১০১৪৩; ব্যাখ্যান আ ২৭২,
 ৭৫; ১২২৭৪, ১৩১১, ১৩৩; ১৪১৬৬,
 ম ১১৪৭, ২৭৪, ৩২৩, ৩৬৬; ২২১।
 ব্যজন আ ১২২৭৫
 ব্যজ্ঞে ম ১৩১৫২; অ ১৪৭, ৫৬৬২।
 ব্যাধ-চণ্ডাল-মাটির অ ৫৬৫৭
 ব্যাধি ম ২৮৮
 ব্যাপিত আ ৬১২০; ম ১৩৬১।
 ব্যাপিন্দেক আ ২২০৬; অ ৭১৪২।
 ব্যাপ্ত আ ২১২
 ব্যাক্তার আ ৬৮৮; ১১৫৪; ১৬২৬৮;
 ম ২১৮২, ২২৮, ১২২২; ২০৫৮; অ
 ৩৮৪; ব্যাক্তার-প্রতিবদ ম ২১২৭;
 ব্যাক্তার সংস্থান ম ৭৬৬।

বাসপূজন ম ৫১৫; বাসপূজা ম ৫১৬;
১১, ২৩; ৭৭১৫০; বাসপূজা-মহোৎসব
ম ৫১৫৬; বাসপূজা-রক্ত ম ৫১৬২;
বাস-সুত ম ৮১১৯; বাসহেন
ম ৩১০২।

ব্রহ্ম-আ ৬৭৫; ব্রহ্মধর ম ২১৫৮।

ব্রহ্ম-আ ১৩১১; ম ১৩২৬৩; ব্রহ্ম-অক্ষর
ম ১৪২৬; ব্রহ্মঅক্ষর অ ২৩৪৭;
ব্রহ্মকৃত আ ১৭১৩১, ৭৭; ব্রহ্মর অ
৫১৩৬; ব্রহ্মচারী আ ২১৬২; ম ১১৬৬;
১৫১২২; ১৬১০২; ব্রহ্মকৃত অ ১১৬৩;
ব্রহ্মণ্য অ ২১১৩৭; অ ৪২২১; ব্রহ্মণ্য-
ভেদ আ ৮১৬; ব্রহ্মতীর্থ আ ১১২০;
ব্রহ্মভেদ আ ৫১৮১; ৮১৮৬; ব্রহ্ম-
দৈত্য আ ১৪৮৬; ম ১৩২৮৫, ১৪১৬৬;
ব্রহ্মদৈত্য-উদ্ধার ম ১৪১৫১, ৫৪;
ব্রহ্মদৈত্যভারণ ম ১৩৩২৫; ব্রহ্মদৈত্য-
হৃদয়ের ম ১৪৫; ব্রহ্মনাম ম ২৩২২;
ব্রহ্মবধ-গৌরব ম ১৩৮০; ব্রহ্মবিচার
কথন অ ১৩৩১; ব্রহ্ম-মোহাগনোদন
ম ২২৭০; ব্রহ্মরূপ-অবতার অ ১০১১৮;
ব্রহ্মশাপ ম ১৪১৬৬; ব্রহ্মস্থ-ব্রহ্ম ম ২৩২৪২;
ব্রহ্মত্ব ম ২২৭৮; ৮১০।

ব্রহ্মাণ্ড কোটিমাঝে ম ৮২৮৭

ব্রহ্মদিহরিত আ ১৪৩৬; ব্রহ্মদি-হরিতরস
অ ১২২৭; ব্রহ্মানন্দ ম ৮১১৬; ১৮১২;
২৮১২।

ব্রাহ্মণ আ ১১২২; ২১১২; ৪১৪, ৫১;
৫১১২, ১৫৪, ১৬১; ৬২০; ৮১২; ১২১১৭০;
১৩১৮৬; ১৫১৭৭; ১৬১৮০; ব্রাহ্মণ-
কুমারী আ ৬১২২; ব্রাহ্মণ-ছাওয়াল
আ ১২২০৮; ব্রাহ্মণ-নগর অ ২১২৮০;
ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মরূপে আ ১০১; ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী
আ ১৫১৮০; ব্রাহ্মণ-সঙ্গে ম ৭৩৭; ব্রাহ্মণ-সভা
আ

১৬১৫২; ব্রাহ্মণ-সম্মেলন আ ১২১১৪।
ব্রাহ্মণী আ ৪১৪; ১৪১৭৮; ম ৩৫৫।

ভ

ভকতগণ ম ৩১৫৪; ভকতগণ-সত্যকারী
ম ৬১১৫; ভকত-সমাজ আ ১৩৩;
ম ৮১৭৭।

ভক্ত আ ১৮, ৪৮, ৭১৬, ১২২০;
১৭১৫৬; ম ১৩১২; ২৫১, ৫২;
৫১৪৬; ৭১৫৫, ২৭; ৮২২৬; ১৩১;
১২১৫৭; ভক্ত-আর্তি-পূর্ণকারী ম ২৪১
৪০; ভক্ত-অগ্নীসীদ আ ১২১৪৬; ম
২১৭৪; ভক্তগণ আ ২১৫০; ৭১৩২,
১২, ম ২১০২; ৩৫৭; ৭১০০; ভক্তগোষ্ঠী
আ ২৩, ১৮৫; ম ১৬৬; ভক্তগোষ্ঠী-সহিত
আ ৮১৩; ১৬৩; ম ২২; অ ৫১০; ভক্তগোষ্ঠী-
সুন্দর-আনন্দ আ ১৩১, ভক্তবর ম ১০১২;
ভক্তজন ম ৩৪৩; ৬১২৫; ভক্তজন-
প্রিয় অ ১২১৭; ভক্তজনবল্লভ অ ৫১
১২৪; ভক্তজনবাহািকল্পিত অ ৫১১;
ভক্তজ্ঞানী অ ৬১৩৪; ভক্তত্ব ম
৭১০৫; ভক্তদুঃখ ম ২১৭২; ভক্তদ্রোহ ম
৩৪২; ভক্তনাথ অ ৮১৮; ভক্তনাম
অ ৭১৮৫; ভক্তনিষ্ঠা ম ১৩৩৮৮; ভক্ত-
প্রতি আ ৭১৭; ভক্ত-প্রিয় আ ৫১১;
ভক্তবৎসল আ ১২১৬৭; ভক্তবৎসলতা-
বাণী অ ১১৭; ভক্তবর্গসাধ আ ১১
১২২; ভক্তবশ ম ৫১২৫; ভক্তবাক্য
আ ১১১০৫; ভক্তবাক্য সত্যকারী
ম ১০১৭০; ভক্তবল আ ৭১১; ১১
২০০; ম ১৬১; ভক্ত-মিশ্র চক্রবর্তী
ম ৬১৭২; ভক্তমোহ আ ৭১৪০;
ভক্তরক্ষাহেতু আ ১৬২; ভক্তরাজ
ম ১০১৫৫; ভক্তরূপে অ ১৩৭৮;
ভক্তসঙ্গে ম ৮৩২৫; ভক্ত-সেবার কল
ম ১০২২; ভক্তসঙ্গে ম ৫১৫৪; ভক্ত-

স্বরূপ-সম্মেলন ম ১০১৮১; ভক্তহেতু ম ১১
৫৭; ভক্তাখ্যান ম ১০১০৪; ভক্তাখ্য
ম ৫১৪৮, ১৫০।

ভক্তি আ ১১৭৭; ২১৭২; ৭১২৬; ১৩১৮৭;
১৫১২; ১৭১৩২; ম ১১৬৮, ৩৩০,
৩৪২, ৪১৬, ২১২, ৩৬, ৭৪; ৫১০০,
১১৮; ৬১৬৬; ৮২১; ১২০৪;
১০১২০২; ১৪১৪২; ১৫১২৬; ভক্তি-
আনন্দমাগরে অ ৭১২১; ভক্তিকথা
ম ২১২২; ভক্তিকল্পি অ ৮১৩৩;
ভক্তি-জড় অ ১৩৩৫; ভক্তিতত্ত্ব ম
১০১০২; ভক্তি-দর্শনে ম ৭১২৮;
ভক্তিদান আ ১২১২; ম ৩২; ৫১০;
১৩১৩০; ২০৭৭; ভক্তিধন ম ১১
১৫১; ভক্তিপথ ম ৭১৫৫; ভক্তিপদ ম
১০১০১; ভক্তি-পরায়ণ ম ১০১৮০;
ভক্তিপ্রভাব ম ১০২০২, ভক্তিপ্রসাদ
অ ৫১৪৩৭; ভক্তিকল আ ৩৫০; ম
২১২০৩; অ ৭১২৭; ভক্তিবশ ম ১০১
২৮০; ভক্তিবিকার অ ৩২১৫; ভক্তি-
ভাব ম ২১০৭; ভক্তিময় ম ১০২১০;
ভক্তিময়ী অ ৪১২৪২; ভক্তিমহিমা-
বর্ণন ম ৭১৭৩; ভক্তিযোগ আ ২১২৪;
১৬২৬৪; ১৭১৫; ম ১৩০০; ২১১৮
৪১৩৪; ৫১১০, ১৬৪; ৬১৩, ১২;
৭১৭৮, ১৪৩, ২০, ২০১; ১০১১৮,
১৮২, ১৫২৪; অ ৫১৭২; ১১১৬৬;
ভক্তিযোগ-স্বর্গতার অ ৭১৩৪; ভক্তি-
যোগ-প্রভাব ম ২১৫, ১৩১; ১০১২০৪;
ভক্তিযোগ-সহিত ম ২১২৬; ভক্তি-
রস আ ১১৬০; ১১১২০; ১১১২৫;
১৭১২৬; ম ২১৫২; ৩১২, ২৮; অ
৩৫২২; ৭১৩৪; ১২৭১; ভক্তিরস-
কাতা অ ৫১২২৭; ভক্তিরসময় আ
১৪১২; ম ১৩৫৫; ভক্তিপঙ্ক্তি ম ১১
১২৭; ভক্তিপুত্র অ ১০১২৫, ২৫৫;

ভক্তি-প্রভা ম ১২৫৫; ভক্তিলোক ম
১৩০৬; ভক্তিসনে ম ১৩০৬; ভক্তি-
সাগর ম ৮১২; অ ১১২৬; ভক্তিসাগ
ম ২১২৫; ভক্তিসুখে ম ৩৩; ভক্তি-
সুখ-মহিমা আ ১৩১২৪; ভক্তিস্থানে
ম ১০১২২, ২৫৬; ভক্তিস্বরূপিণী আ
৩৪৪; ম ৮১০৮; ভক্তিস্থান-কর্ম
ম ১২৪০।

ভক্ত্য ম ৮২৪০

ভগবতী ম ৮১৭৬; অ ৫৫৫৬।

ভগবান্ আ ২১৪৫; ৭১২; ৮১৩৪, ১৬৫;
১৪৪২; ১৭১০; ম ২১২৮, ৩৪২;
৫১১; ৮২৮৬; ১২৬০; ১৪৫০

ভজ ম ২১৮৩

ভজিয়া আ ৭১১৬

ভজ আ ১৩; ১২৮৮; ১৩১৮২, ১৪১
২১; ম ১৩৩৬, ৩৩৮, ৩৩২, ৩৪১;
২১৩৮; ৫১৪৭; ১৩১২, ৮৪; ১৫৬২;
ভজন ম ১১৫৭, ২৫৫; ১০৮৭; ভজ
ভজ অ ৮৭০৪; ভজয় আ ১৬৬১;
ভজয়ে আ ৪১২; ভজহ আ ১৩১৭৬;
ম ১১৬৫; ভজি আ ১২৩১; ভজি-
বার ম ২১৫৫; ভজিবে আ ৩২০;
ভজিলুঁ ম ১২১৩; ভজিলে ম ১১
২৩৮; ৪১৩৭; ভজুক আ ১২২২;
১২১৪৪, ১১৭১৫২; অ ১৭৭৬; ৪৭৭৩;
ভজোঁ আ ৪৩৩৫।

ভজহ আ ৩৩২৩

ভট্টাচার্যদ্বী আ ১০১৪৫

ভট্টাচার্য আ ২৫৮, ৬৭; ৮১২১; ১৩৬,
২০৫৮, ২০৫৮১; ভট্টাচার্যদ্বী আ
৮১৪২; ভট্টাচার্যদ্বী আ ৬০৪৪;
ম ১২৮৮; ভট্টাচার্য-সত্য ম ২২৬৫।

ভণ্ড ম ১৩১০; ২৩১১৪।

ভ্রাতৃত্ব আ ৭১৬২; অ ১২৭৭।

ব্র আ ১১৪৭; ম ১৪১০, ৫১; অ ৪১।

৩৫৮; ভবকৃষ্ণ আ ১৩১৬৫; অ ৩
৩১৭, ৩২৮।

ভবন আ ৩৮; ১৪১৬২; ১৫১২০; ম
১২৪; ৮১১১।

ভববন্ধ ম ২১৪৮

ভবরোগ আ ২৩৫; ভববোগবৈজ্ঞানিক
অ ৮৩৩; ভবসিদ্ধিপার অ ৩৪৬৩।

ভবিত্ত্বা আ ১৪১৮৩; ভবিত্ত্বাত্মা ম
১২০৭।

ভবিষ্য-আচার্য আ ২৬৩, ১৪৩; ভবিষ্য-
কর্ম আ ৩১৫।

ভব্য ভব্য অ ১২৮৭; ভব্যভ্যালোক ম
১৩২৫।

ভয় ম ৭১৩৫; ভয়বাণী ম ৮২২৭;
ভয়ভক্তি অ ৮১৪৮।

ভব ম ৮১৫৩; ১১৪৮।

ভরসা আ ১৭১৫৩; অ ৮১৩৮।

ভর্তুক তত্ত্ব ম ৮২২৪

ভব্ধসন আ ৭১৮৪

ভর্তী আ ৭১২২

ভস্ম ম ১৩২২; ভস্মীভূত ম ১৪৫২।

ভাঁড় ম ১১২২

ভাড়াইবা ম ১২২১

ভাট-গঙ্গা ম ১৬৩৫

ভাগবত আ ১৮; ২১৭, ১৬, ৩০, ৭২,
৭৬, ১১৬, ১২৪, ৪৫১, ৫৫, ৭২৫,
৪৫; ১২৩২; ১১৫৫; ১৬৮, ২৭৬;
ম ১২২৮; ২২৭০; ৪৬; ৮২১২;
১৩১৩৪, ৩৮৮; ভাগবতকথা আ
১২১; ভাগবতগল্প আ ৭২২; ১১২৩;
ম ১১৭৬; ৫১৬৩; ৮১৫৫; ১৩৩২৮,
৩৫৭; ১৬১৩; ভাগবত-গীতা ম ২২১
৮৬; ভাগবত-তত্ত্ব ম ১১২২; ভাগবত-
ধর্ম ম ১০১৩৪; ১৪২১; ভাগবত-
ধর্মময় আ ৩২২; ভাগবতবৃন্দ ম ১১৪৮,
ভাগবতরূপ আ ২১৪৮; ভাগবত-লোক

ম ১২২৮, ৩৫৮; ভাগবতের আখ্যান
আ ৭৪৬।

ভাগীরথীকূল ম ২২৪৮; ভাগীরথী-তীর
ম ২৩২২।

ভাগ্য আ ৮১৩৬; ১২১৩৭; ১৪৬৫,
৬৬; ম ১০১৩৮; ১৬৬; ভাগ্য-
অনুরূপ ম ৮৮৭; ৩৩১০৮; ভাগ্য-
বতী আ ১০১১২; ১২২২৪; ১৪১
৩২, ৫৫, ৬১, ১৮৭, ১৫১২০৫; ম
১১৮; ১৪০; ভাগ্যবস্ত্র আ ১৩৩৬;
১২৬৩, ২৮১; ১৪৬২; ১৫৬, ১৩৫;
ম ২২২৩; ৮২৮০; ১৪৫৫; অ ৮
১২৭; ভাগ্যবশে আ ১৩৭২, ১৩২২;
১৪৬৩, ১১২; ভাগ্যবান্ আ ৩২৫;
৫১২২; ৮১০৪; ২২৫১, ১৬৬১,
ম ১২৩৪, ৪৫৫; ৮১৫২; ৪৫৩;
৮৭৪, ১২৭; ভাগ্যবানে আ ৮৬;
ভাগ্যসমুচ্চয় অ ২৫২; ভাগ্যদেহ ম
৫১৬২; ভাগ্যভাগ্য ম ১০১২৪১।

ভাগ্যইয়া আ ৮১৭৬; ভাগ্যিয়া ম ৪৪৮।
ভাজন ম ১৪১৩; ২৩২২৫।

ভাট আ ৮১১; ১৫২১৮; ভাটগুণ আ
১৫৮১, ১৩২।

ভাণ্ড ম ৮৭৬; ১৮৫।

ভাণ্ডাইয়া আ ১১২২

ভাণ্ডাও ম ১৩৭২

ভাণ্ডার অ ৪৪৫২

ভাণ্ডারী ম ১৬৮৭, ১৭২৪।

ভাণ্ডির ম ১৩২৭২; ভাণ্ডিবা আ ১২১
১২২; ভাণ্ডিয়া আ ১১১৫; ৪১১৭;
ম ২৩৩৩২; ভাণ্ডিলা আ ১২০।

ভাণ্ডের সহিত আ ৪৩৪

ভাতি ম ১৫১

ভাব ম ৭৮২; ৮৬১, ১৮০; ১৬২৬;
অ ৭৭০; ভাবপ্রভ অ ৫১২৪; ভাব-
হুল ম ২৬৬৪; ভাবধর্ম ম ২৬৬২;

ভাবভরে ম ৮২০১; ভাবরঞ্জে অ
৭৮১; ভাবাবিষ্ট অ ৪৩১৮; ভাবা-
বেশ ম ৬৪৪; ৮১৭০, ১৭২, ২২৪;
১১৬০; ১৬৪৪; ভাবের অন্ত নাই
আ ২১৬৫; ম ১৪৩৮।
ভাবিতে-চিস্তিতে আ ১৪১১২।
ভাবুক অ ৫৫৮৮; ভাবুক-কীর্তন আ
১৬২৫৭।
ভার আ ৭১৬৮, ২২৮; ১৪১৩১; ১৭
৬০৮, ম. ৮১৭২; অ ৫৬৭২।
ভার আ ৩৫৬৮; অ ৫১২; ১৩৭৬।
ভাবত (মহাভারত) ম ৫১৩৪; অ ৪১১১১।
ভারিচুরি ম ২১৫০; ৮১৬৪।
ভাৰ্ণা ম ১০১৭১।
ভাল-গতি আ ১৬১২৬।
ভাল-বৈষ্ণব আ ১২৫৭, ভালমতে আ
১৪১৭৪; ভাল মনে আ ১২১৭৭,
২০২; অ ৭২৮; ভাল-মন্দ-স্থান আ
৭১৭৭।
ভালি ম ১৪১।
ভালে ম ১০৪৩; ২৩২৭৫।
ভাবে ম ৮১৮০।
ভাসিলা ম ৪৩৩।
ভাসেন ম ১০৫।
ভিক্ষা আ ১৪১৫; ১৭৮৫, ৮২; ম ৩।
৭৮, ২৩৫; ৮২০, ৬২, ২৭, ১০৩;
১০৪, ২০; অ ৪১৪১; ভিক্ষাটনে
ম ১৬১১৩; ভিক্ষার্থ অ ২৫৫;
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ আ ১১২২; ম ১৩।
১২৬; অ ২১১৬।
ভিক্ষুক আ ১০১২১; ভিক্ষুকগণ আ
১৫২১৮; ভিক্ষকের রূপে আ ১৪৩২।
ভিক্ষুৰ্ণ ম ১০১২২।
ভিখারী ম ১৬১১৩।
ভিত আ ১১২২৪; ম ২১৬০, ৫৫৫;
৬৫২; ১০১১৪; ১০১৫০; ভিত্তে

আ ১০৬১; ম ২১৮৫; অ ৬৪৭৮;
অ ২১২৬।
ভিন্ন-লোক-স্থানে ম ২১২২।
ভীত ম ৮১৫৬; ১২৬।
ভূক্তিভূক্তিপ্রদ অ ২১০৭২।
ভূজ আ ৪৮০; ১৩৬৫; ম ২১২৮;
১১৩০ ইত্যাদি; ভূজচালন-মহিমা অ
৫৩৮৪।
ভূজিব অ ৭১৫০; ভূজিবে আ ৮২৩২;
ভূজে আ ১০১২০।
ভূদন আ ২১২৫; ২৪৩; ১০১০১, ১৫।
২১৪; ১৬৭২; ম ৩১৩২, ভূদন-
চতুর্দশ আ ২১০২; ভূদনহস্ত-ভূদন
ম ২২৬১; ভূদনমঙ্গল অ ২১৩৭২;
ভূদন-স্থল ম ৮১৭৬।
ভূদিলিঙ ম ১২২৭।
ভূতবল অ ১৭১।
ভূতরায় অ ২১৩৩২।
ভূতের কীর্তন ম ২১৩৩০।
ভূভার আ ৫১৭১।
ভূমি আ ১৪২৩; ভূমিকম্প ম ৫৩৫;
ভূমিত ম ১৬৬৫; ভূমিতলে আ ৫।
১০৮, ম ১০৫৩।
ভূষণ আ ১৪৪; ৫২০; ম ২১২৭৩;
১২২৭।
ভূঙ্গ আ ১১১২; অ ১১৩; ম ২১২৮০;
৮৮৭; ১১১; অ ১১১০; ৪১৪৫।
ভূতা আ ৭১০৭; ১৫৫; ম ৩৫৫;
৫১৩০, ৮২২৭, ৩১৬; ২১২৩,
২০০; ১০১৭১; ভূতালয়-নিমিত্ত
আ ১১১২০; ভূতা-বল আ ১৭১২৬।
ভেটব আ ২১২২২।
ভেদ ম ৪৭২; ২১২৩১; ১০১৪০; ভেদ-
দৃষ্টি ম ৫১২০; ভেদ-ব্যবহার ম ৫১৪৭।
ভেরী অ ৮১০০।
ভেরেতার গাছ অ ৬৪৬০

ভেলকি আ ৪১৩০।
ভেল আ ২১২০২; ম ১৪১।
ভেলা অ ১১৮৬; ৩৩০২।
ভোগ আ ১৬২২৪; ম ৫৫৫; ২২০৫।
ভোগবত্তী অ ৩২৪৩।
ভোগী ম ৭১৮; ভোগীপাল অ ৪১৪১৪।
ভোজন আ ৫১৫৭; ১২১২১, ২০৪;
১৫১২৫; ১৭১২২; ম ১১৮৮, ৩২১;
২১০; ৫১৬৭; ৮৪১; ভোজন-
অস্তুর আ ১২১০৩; ভোজনবিলাস
অ ২১৫০; ভোজন-শেষ ম ১০২২২;
ভোজ্য ম ৮২৪৩; ভোজ্য-বস্ত্র আ
১৪১০; ১৫১২৩।
ভোলা আ ৮৭; ম ১২৪২; ১০১৩৪।
ভ্রমক্ষেণ অ ১০১২২; ভ্রমক্ষেণ-রূপা অ
১০১২৩; ভ্রমবশে ম ১০৩০১, ভ্রমে
আ ২১২৪, ভ্রমো অ ১০১২২।
ভ্রমণ ম ৮১৫৫; ভ্রমি ম ৩১০৭; ভ্রমিলা
আ ২১২৪।
ভ্রাতৃমৃত্যু ম ২১৩২১; ১০২২২।
ভ্রকুটি ম ৬১৪৬, ৮২১৬; ১৬১২১।
ভ্রতঙ্গ-পদন অ ৪৩১।
ম
মকর ম ৬৭৮; মকরকুণ্ডল আ ৫১৩০১;
ম ২১৮৪; ৮৬৫; মকরকুণ্ডল অ
৫১০৭; মকরকানন-রথ ম ৬৮০।
ময় আ ১০১২২; ১৬১৩৩, ৩৮৮, ১৭।
১১৮; অ ৩৪৪০।
ময়ল আ ২১৮; ৪৫২; ১০১৮৬; ১৪।
১৭৪; ১৫১১১; ১৭১৩৩; অ-৩।
১৩৪; ২৫৫; ৩৮৭; ৮১৪০৪; ১৩।
১৩৩, ময়ল-আখ্যান অ ৪৪০১; ময়ল-
কোণাল অ ১০২০; ময়ল-দৃষ্টিপাঙ্ক-
অ ১৪২১০; ময়ল-দ্রব্য আ ১৫৭৫;
ময়ল-ধ্বনি আ ১১২২৩; ম ১৭৫;
১৪৫৫; ময়ল-বিশ্বাস অ ১৪১৬৭।

মজিল আ ২৭৪ ; মজ্জা আ ১৬২৩৯ ।
 মজ্জান আ ২১২২ ; ১৬২৪২ ; ম ৮১১০৮ ;
 ১০১০৯ ; ১২৮৪ ; আ ১১০৯ ; ৫৮৩ ;
 মজ্জা আ ৫৪৩২ ; মজ্জা আ ৬৪৮
 মজ্জা আ ১৫১৩১ ; মজ্জা সহিত ম ১১৮৯ ।
 মড় ম ৮২৮০
 মণি ম ৩১৮৯ ; ৬৮০ ; মণিগণ ম ২১৮১ ;
 মণিহার আ ৫১২২৯ ; ম ২১৮৩ ।
 মণ্ডপ ম ১২১৪৪
 মণ্ডবজ্জ আ ১০১০৫
 মণ্ডল ম ১০২৬৭
 মণ্ডলী আ ১২২৭৬ ; ১৩৫১ ; ৬৮ ; ১৫১
 ৩৩ ; আ ৪৫০১ ।
 মণ্ডল ম ৬১১৯ ; ৮৮৭ ; মণ্ডল-কুর্শ-আদি
 আ ১৩১৩৯ ; আ ৫১০ ; মণ্ডলগণ
 আ ২১৬৯ ; ১২১৬৯ ।
 মতি আ ২১৫০ ; ১৫২০৭ ; ম ১১৬৪ ;
 ২১৯১ ; ৩১১ ; ৪৭১ ; ৫১১৮ ; ২১
 ২৩১ ; ১৩৭ , ১২৩ ।
 মত্ত আ ৮১৫২ ; ১১৫২ ; ১২১৭০ ; ১৩১
 ৪৪ ; ১৫৮৯ ; ম ২২৭ ; ৫৫ , ১৬৩ ;
 ৮২২৩ , ২৭৫ ; ১০২৩৪ ; ১১৭৭ ;
 ১২৫১ ; আ ৫১৬ ; মত্তপ্রায় ম ১২১
 ৩৭ ; মত্তসিংহ ম ৫১৬৪ ; ১১২৮ ;
 ২৩২২৭ ; মত্তসিংহ-গতি আ ২২০ ,
 মত্তসিংহজিনি আ ৩১৬৫ ; মত্তসিংহ-
 প্রায় আ ১৩২৫ ; ৫ম ২১২৬ ; মত্ত-
 সিংহাস ম ২২৬১ ; মত্তহস্তিপ্রায়
 আ ৫১৬৫ ; মত্তহস্তি ম ২৩১৭ ; আ
 ৫১৬৮ ।
 মনসদান আ ১১১০ ; ম ৩১৮৫ ; ৭১৫৫ ;
 মনসদান ম ২২৪৫ ।
 মিরি ম ৩১৫৩ ; ৮৮৯ , ১১৯ , ২৩৬ ;
 ১৩১২০ ; ১২১২২ ; মিরি-বকী আ
 ৮১৫ ; আ ৩১৫৩ ; মনে ম ৫১৫৪ ;
 আ ৪১৫৪ ; মন্ত আ ২৮৬ ; ম ১৬৮

৩৩ ; মন্তপ আ ২১৭৬ ; ম ১৩৩১ , ৪০ ,
 ১১০ , ১১৮ , ১৪৯ , ১৭৬ , ২৮৮ , ৩১০ ।
 মধু (টেলমাগ) আ ১২৩
 মধু (দৈত্যবিশেষ) আ ২১৭০
 মধু ম ১৩৩২৪
 মধুপুরী-প্রায় আ ১২১৪৩ ; মধুমতী-সিদ্ধি
 ম ৮১২০ ; মধুর বচন আ ১৪১৭৩ ;
 ম ৫১৮১ , ৬১৪২ ; ১৭১০৫ ; মধু-
 সর্পণ ম ১৩৩২৫ ।
 মধ্যাহ্ন-সমাঞ্জ আ ১৬২৬২
 মধ্যাহ্ন আ ৪১২৯ ; ৬৪৭ ।
 মন ম ১৩৩১ ; ৪৩১ , মনঃকথা ম ৮১
 ২২ ; মনঃকলা আ ৪১১৪ ; মনঃশ্রুতি
 আ ১৬১১৫ ; মনঃকলা আ ৫৫৫৫ ;
 মনঃস্থ ম ১০২৪০ ; মনঃপ্রসন্নতা
 আ ১০২৪ ; মনঃপ্রাণ-ধন ম ৫১১০ ;
 মনঃপ্রায় আ ১৬১ ; মনঃসাম আ ১৭৮ ;
 ম ৪৭০ ; ১১২৮ ; মনে মনে আ
 ৬১১৬ ; ম ২১২২ ; মনোমুখ আ ২১
 ১২১ ; ৮৬৮ ; ম ১০৫৪ ; আ ৩৮০ ;
 ৫১২৩ ; মনোহর আ ৪৬৫ ; ৬৪৬ ;
 ৯১ ; ৭৩৭ ; ৮১৪ ; ১১৩ ; ১৩৬৫ ;
 ম ৩১২৮ ইত্যাদি ।
 মনুষ্যবুদ্ধি ম ১৬৮ ; মনুষ্য-শক্তি ম ৩১২৮ ;
 মনু আ ৫১২৫ ; ২৩৪ ; ১২১৭৭ ; ১৩১
 ২০ , ১২৪ ; ১৭১০৬ ; ম ১১৬ ;
 ৮১২০ , ২৪২ ; ২৩১ ; ১০২৮৬ ;
 আ ৩৪৫ ; মনু-উপদেশ ম ৭১০৪ ;
 মনুপ্রাণ-কারণে ম ৭১৪৮ ; মনু-ঘোরে
 আ ১৬২০০ ; মনুপ্রাণ আ ১৭১০৫ ;
 ম ৭১১৩ , ১৫২ ; মনু-দোষ ম ১৩২০ ;
 মনু-বহন আ ১৩২০২ ; মনুবেশ আ
 ৮১১৪৮ ; মনু-সার ম ৮১০৬ ।
 মনু আ ১৬৫৫
 মনুতানে আ ৭১৭৯
 মনুকিনী-হেন ম ২৩৫০৫

মন্দির আ ২১২৬ ; ৮৮৬ ; ১০৬৩ ; ১২১
 ২১ , ১৫১ , ১৭৮ ; ম ১৭৮ ; ২৩৩৩ ;
 ৮৮৩ , ২৭ , ১৩৪ ।
 মন্দিরা ম ১৩১৬৬
 মনুপুচ্ছ ম ২১৮১
 মনরকত আ ৫৩৩৫
 মনর ম ১২৩৮
 মর্ত্য ম ১৪৫৪
 মর্ত্য আ ৭১২৮ ; ১৫২৫ ; ১৬২৯ ; ম ১১
 ১৫৮ ; ৩১৩৮ ; ৪৪৭ ; ৮১১০ ;
 ১০১৬৩ ; আ ৭৩৪ ; "মর্ত্য-অর্থ ম
 ২১২ ; মর্ত্যঃস্থ ম ১০২৫১ ; মর্ত্য-
 জুতা ম ১৭৫ ।
 মণ আ ৫৩৪৩
 মলয়জ ম ৮১৫৯ ; মলয়জবিশ্ব ম ২৩২৭০
 মলবেশে ম ২০১৪
 মল্লিকা ম ২৭৪
 মহা আ ১৫২ ; ১২১১০ ; ১৬২৭১ ; ১১২৭ ;
 ৭৪৩ ; ১০১৩৫ ; ১১১৪৭ ; আ ৭১২৬
 মহা-অকিঞ্চন আ ৫৫০৫ ; মহা-অকিঞ্চন
 আ ৮১৮১ , মহা-অচেট আ ১৬২১৫ ;
 মহা-অট্ট আ ১৬১০৭ ; মহা-অট্ট-
 হাস ম ৮১৪৯ ; মহা-অকৃত আ ৬১
 ২৮ ; মহা-অধিকারী আ ৬২৬ , ৩৫ ;
 মহা-অমৃতব আ ৫২৮১ ; মহা-অমৃতপ্রে
 আ ৪৫১১ ; মহা-অকল্পে আ ১০১৭২ ;
 মহা-অপরাধ ম ১৭৫০ ; মহা-অপরাধী
 আ ৫১৮২ ; মহা-অমৃতারী ম ৬১১৫ ;
 মহা-অশ্রু ম ১৩২৪২ ; মহা-অশ্রু
 ম ১৬০ ; মহা-অমৃতার আ ১৩৫৪ ;
 মহা-আনন্দবাদন আ ৫১৭৪ ; মহা-
 আর্জি-আ ৪৩৪৭ ; মহা-উগ্রকণ্ঠ আ
 ১২১৬৭ ; মহা-উপদেশ আ ১৩১৭৯ ;
 মহা-অবি আ ২৩৫২ ; মহা-অবিগণ
 ম ৬২১৭ ; মহা-অবিগণ-অবিগণ ম ২১
 ১৩১ ; মহা-উগ্রকণ্ঠ আ ১৩১৭৭ ; মহা-

কম্প ম ২১০২; ৮১৫৭; ১৬১০৫;
মহাকম্প-পুলক ম ১১৫৫; মহা-কাকাল-
বচন ম ১০১৫২; মহাকাল আ ২১৫২,
মহাকালধবন অ ৪১৭৭; মহাকাল ম ৩
১০৫; মহাকালকল আ ৫১০৮; ১৪৬০;
ম ২১০১; মহাকালকলী আ ১০১৭;
১৫১০৩, ৮৩, ১৭৮; ম ১০৮১, ৩৬০;
মহা-কালকল ম ১০৮৭; মহা-কাল-
কল আ ১০৮৬; মহা-কালকল ম
১০৮৬; মহাকালকল-বোগেশ্বরী ম
১৮১৪৫; মহা-কালকল আ ১৫
১১১; মহাকালকল-মন আ ১৬১০১;
মহাকালকল-বোগেশ্বরী ম ১০৮৬; মহা-
গঙ্গাপতি ম ৭৮৮; মহাগোপা ম ১০
২২৬, ২০২; মহাগোপা-নিশা অ ৫
৬০২; মহাগোপা-নিশা ম ১৮১৪২; মহা-
চাষা-বেটা ম ২১৪৮, মহাচিহ্ন আ
৫১৬৭; মহাচিহ্ন ম ২১৬৩, মহা-
জন আ ৩১৫; ৭৮১; ২১৭১;
ম ১১৪৮; ১০২৬৮; অ ৮১০৩;
২১৫৮; মহাজন-পথে অ ২১০৫,
১৬০, ১৪৮; মহাজন-সনে ম ১১৫২;
মহাজন-গঙ্গাপা ম ২১৪৮; মহা-
জনো অ ২১৪৮; মহাজন-জয়ধ্বনি
ম ১১৫৮; মহাজন-জয়ধ্বনি আ
১৫১০৪; মহাজন-বস্ত্র অ ১০২১৫,
মহাজন-জয়ধ্বনি ম ১০১১০; মহা-
জয়ধ্বনি আ ৫১৭২; ১২১৫৭;
ম ১০১৭; অ ১২৪৬; ৫২১৬;
৬৫; মহাজয়ধ্বনি আ ১০১২;
মহাজয়ধ্বনি আ ১০১৪৬; ম ২
১০১; ১২১০৭; অ ১২১০৭; মহাজয়-
ধ্বনি-নীতে অ ৫১৬৬; মহাজন-বনা
অ ৫১৬৬; মহাজন-বনা ম ১০২২;
মহাজন-বনা অ ৫১৭৬; মহাজন
ম ২১২০৩; মহাজন-বনা আ

১৫১০৩; মহাজন আ ২১১০৩; ম
১১০৪; মহাজন আ ২১২০;
মহাজন আ ৪১১০, মহাজন আ
৬১০০; মহাজন-জয়ধ্বনি আ ১১১৫৫,
মহাজন-জয়ধ্বনি ম ২২১৬১; মহা-জয়-
ধ্বনি আ ২১৪৭; মহাজন-জয়ধ্বনি
ম ১০২৪; মহাজন ম ৮১১৭০; ১৬
১০; মহাজন আ ২১৫৮; মহাজন
ম ১৬১০৫; মহাজন ম ১০১০৪;
মহাজন-প্রাণ ম ১০১০; মহাজন আ
১২১১৫; মহাজন-প্রাণ আ ১২১০৭,
মহাজন ম ১০২৪২; মহাজন-প্রাণ
আ ১০১০, ৪৬; মহাজন ম ২০
১২৫, ২৫০; মহাজন আ ৭১২২;
মহাজন-প্রাণ আ ১৬২০১, মহাজন ম
৮১২০; মহাজন-প্রাণ ম ১০১৮; ১৫
৩০; অ ৪১০২৪; মহাজন আ ১
১৮; ১১৮০; ম ১১৮; ৩১২৫, ৫
৬৩; ৭১০৮, অ ১১৮৪, ৫১৭৬;
মহাজন আ ১০২২; ম ১১৭২, ৬
১০৫, ১০১৮; মহাজন আ ১৫১২০;
ম ১১২২; ৩৫৭; ৮১০৭, ১৬৫;
১০১০৪, ২২০; ১০১০৩; ১৪৮,
১৬২০; মহাজন-অবতার আ ১৫১০৫,
মহাজন-প্রাণ ম ১০১০৭; মহাজন
আ ১৬১৭; ম ৮৮৮; মহাজন-প্রাণ
ম ২০১৫; মহাজন-প্রাণ; ম ১৮২০৪;
মহাজন-প্রাণ ম ১০১০৫; মহাজন ম
১০১০১; মহাজন-প্রাণ ম ৭১৬; মহা-
প্রাণ আ ১১১২; মহাজন-প্রাণ আ
১১০; ১১০২; মহাজন ম ১০৮০;
মহাজন-প্রাণ আ ১৪৪৭; মহাজন-প্রাণ
আ ১১২৭; ম ৮৮; ১০৫৮ ১১৬;
১৪৫২; ২২১৮; মহাজন-প্রাণ ১০১০৫,
১১২১; মহাজন-প্রাণ ম ১০২০৮;
মহাজন-প্রাণ ১০৫৮; মহাজন-প্রাণ

৬১০৩; ১২১০৮; ম ১০১০২; ৮১০১;
২১২০ ১০২০৬; মহাজন-প্রাণ ম
১০১৭৭; মহাজন-প্রাণ ম ১০৮৭; মহা-
প্রাণ ম ১০১৫৮; মহাজন-প্রাণ ম
১৪১০৮; মহাজন-প্রাণ ম ১০২২৬; মহা-
প্রাণ-প্রাণ আ ১০১০; অ ২১০২০; মহা-
প্রাণ-প্রাণ ম ১১৫০; মহাজন আ ১১৬;
২১৫১; ৮১৪; ১২১১; ১৪১১;
১৭১২, ম ১১৪৭; ২১২০; ৫১৬;
২১৭; ১০২০৭; ১৫১৭; ৫১৭১;
মহাজন-প্রাণ অ ৩৫০৭; ৫১৬০; মহা-
প্রাণ-প্রাণ অ ৫১৪৭২; মহাজন-প্রাণ
অ ২১২০; মহাজন-প্রাণ আ ১১০৩; ২১
৩৩; মহাজন-প্রাণ আ ১১১৫৪; মহা-
প্রাণ আ ১১১২; ১৫১৮, ১২৫; মহা-
প্রাণ-প্রাণ ম ১০১০, মহাজন-প্রাণ ম ১০
৩২৭; মহাজন-প্রাণ ম ২১২০; মহাজন-
প্রাণ আ ১৫১২; ১৬১২; মহাজন-
প্রাণ ম ২১০২৭, ১০১৮৬; অ ২১০১;
মহাজন-প্রাণ ম ২১৫, ১০১; ১৪৭, অ ৫
২৬০; মহাজন-প্রাণ আ ১৬১০২; ম ১০
২৭১; মহাজন-প্রাণ আ ১৪৭, ৬১; ম ৮
১৪০; ১০২০২; ১০১০২; ১৫১২৫;
১৬২১, ৭৫; অ ১২০০; ১০১৭৬;
মহাজন-প্রাণ ম ২১০০; মহাজন-প্রাণ
আ ১৫১৮৮; মহাজন-প্রাণ আ ১৫
৮০, ম ২১১২; মহাজন-প্রাণ অ ৫
১৫৫; মহাজন-প্রাণ-প্রাণ ম ১৮১০৬;
মহাজন-প্রাণ-প্রাণ আ ১৪১০০; মহা-
প্রাণ-প্রাণ আ ১০১২০; মহাজন-প্রাণ
ম ১১৫৮; মহাজন-প্রাণ আ ২৮১১; ম
৬১২৫; ১৪১৪৬; মহাজন-প্রাণ ম ১০১০১;
মহাজন-প্রাণ ম ১৫১৫৬; মহাজন-প্রাণ
আ ১৫১৫৬; মহাজন-প্রাণ-প্রাণ ম ১৫১৫৬;
মহাজন-প্রাণ-প্রাণ ম ১৫১৫৬; মহাজন-প্রাণ-প্রাণ

ভক্ত আ ২১৪৭; ১৩২৮০; মহাভক্তি
ম ১৫০৩; মহাভক্তিযোগ ম ২১৯১০,
১১৪; ৩১৭৯; মহাভাব্য ম ১৩০৩১;
মহাভয় ম ৬৮২; মহাভয়কর আ ১২১
৭২; ১৬১২২; মহাভাগি আ ২১
১৪০; ম ৭১১৪৭; ১২১৬২; ১৩
৩১২; ১৪৩২৯; ১৬১৩২; ২২১৭২;
অ ১২১৪, ৩৫২; ৫১৪২১; মহা-
ভাগবত ম ২২৭২; ম ৩১৬১; ৫১
৫; ১০১০৭; ১৩২৪৩; ১৪৪৩৩,
৫৫; অ ৪৩৬৫; মহাভাগবতোক্তম
ম ৩১২৪; মহাভাগ্য আ ৫৮৭,
৬১০৬; ১৪১৪১; ম ৪৪২; ৫১
১৫; ১০২৫৪; মহাভাগ্যবস্ত্র ম ৮১
২৭৩; মহাভাগ্যবস্ত্রবর্ণমালা ম ২৩১
২৮; মহাভাগ্যবান আ ৪১৩২;
১০৩৮; ১১৮; ১৩১৪২, ১৭২,
১৫৪০; ম ১২২৫; মহাভাব ম ২০১
৮১; মহামঙ্গল ম ৭১৪২; মহামণি
আ ১৬১২৩; মহামতি আ ১২২১,
১৮২; ম ৩১০৮; ১২২১; অ ৩
১২২, ৩১২; মহামত আ ১১৭৭,
ম ২১২২; ৩১২৭; ৫৩১, ৩৮,
১৫৫; ১৩১৭৬, ৩৬১; ১৪৩৩, ৪৩;
১৬১৬; অ ৫১৭৩৪; ৭৩১; মহা-
মন্ত্র আ ১৪১৪১; ম ২৩৭৫; মহা-
মন্ত্রবর ম ২৮১৫৮; মহামন্ত্রবিৎ আ
১২১৭৩; ম ১৩১; মহামন্ত্র অ ১১
১৩৩; ৪৪২৬; মহামন্ত্রায় আ ১১
১৭৮; মহামন্ত্রাধ্যক্ষ আ ১১১৮; মহা-
মহা পরকাশ ম ১০২৭০; মহামহা-
পাত্র ম ১৬৪৮; মহা মহা উদ্ভাটিকা
আ ১৩৩৫; ম ৮২৭০; মহামহা-
ভাগ ম ১২৪৫; মহামহিম আ ১৫১
৩০; মহামহেশ্বর আ ১১৭২; ২১৩,
১৫৩; ৫১৩, ৭১৩; ৮১২৩৩; ১০১৩;

১১১৩; ম ১৬১; ১৮১৩৩; মহা-
মহেশ্বর-বুদ্ধি ম ১০১৪৬; মহামহোৎ-
সব ম ৮১২৮; মহামহোদার ম ১০১
২৬৮; মহামহোদায়াল ম ১৩১৪৭,
মহামায়ী আ ১২০; ম ১৮১৬৭;
মহামায়ী ম ১৩৩২০; মহামুখ্য আ
১৬১৪২; ম ১৪৪২; মহামণি অ
৪১৬৪; মহামুখ্য আ ১১২২৩; মহা-
মেঘে অ ৫৬০২; মহামোহ ম ১১
২০৫; মহাবজ্র অ ১৩১৬; মহা-
যমযাতনা অ ৫৬৭২; মহাযোগী আ
১৫০; ম ৪৬৮; ১০৩১২; মহা-
যোগেশ্বর ম ১৮৪৪; ১৫৩০; ১৮১
২৬; মহাযোগেশ্বরী ম ৮১৩২; মহা-
যোগেশ্বরে অ ৫১০৫; মহারক্ত ম
১৩১৬৩; মহারক্ত আ ১২১৩০; ১৫১
১১৪; ১৬৩১, ১৭০; মহারক্ত আ ১১
১৩; ম ১৭১১৭; মহারক্ত আ ১১
১০৬; মহারাজ ম ৩৪৮; মহারাজ-
চিহ্ন আ ২২১২; মহারাজরূপ আ ২১
১৬৬; মহারাজ-লক্ষণ আ ৩১০;
মহারাজো ম ১২২৮; মহারাসজীড়া
আ ১২২২৬; ম ৮২৭২; মহারক্ত-
অবতার ম ২১২২, ১৫৩২; মহা-
রোগ আ ৭১৩২; মহারাক্ষী ম ১৮১
১২৭; মহারাক্ষীভাবে ম ১৮১৬৩;
মহালোক আ ১৫৮৮; মহাশক্তি অ
৩১১; মহাশক্তির আ ১৭৩; মহাশয়
ম ১৪০০; ২১৪৭; ম ৬৫; ৭১০১;
মহাশান্তিকর্ত্তাহেন ম ৮৩০৫; মহাশীত
ম ৮১৫৭; মহাশুদ্ধভক্তি অ ৪৩৮২;
মহাশুদ্ধলবঙ্গধারী আ ৫১২৫; মহা-
শোচ্য ম ১৭৭৪; মহাশ্রীজ্ঞান আ
১০১২২; অ ৫৬৭৮; মহাশ্রী আ ৮১
১৫০; মহাশ্রী ম ১৩১; ৮১৬০;
১০৫৬, ২৪২; মহাস্তী আ ১৫৫৮;

মহা-লভ্যাবাদী; ম ১১৪৩; মহা সমাধিদে
ম ১১৭৮; মহাস্থাণে ম ১৩৩৩;
মহাস্থাণ ম ৬৭২; মহাসেনাপতি অ
৫৫২২; মহাস্তম্ভ-প্রাণ আ ১৬১৩২;
মহাস্তম্ভাবাগী আ ১৫১০৪; মহা-শ্রোত
ম ৮২৪; মহাশ্রোত ম ১৫৮, মহা-শ্রোত
ম ১৫১; মহা হরিধ্বনি ম ৮৩২২;
মহা হর্ষ আ ১৭৪৮; মহাহর্ষমনে;
আ ১৭১২; মহাহর্ষ আ ১২১৪৭;
১৬৭৫; ম ৪১৬৬; মহা-হাস্ত আ ১৬১
২৬; অ ৪৪০৪; মহাহেতু অ ৫৪৭২।
মহাস্ত আ ১৩১৭৫; ম ১৬৩১; ১০১৭৫;
২৬০; ১৩২৪১, ১৬১১১; ২৩১
৪১৬; অ ৩৬১, ৫৭৩৩৫, ১২৮;
মহাস্ত-বচন অ ৮৩২১; মহাস্তের
আচরণে অ ৬৩৭, ৮২।
মহিমী আ ১৫০, ১৮১; ২১৮৬; ১৩১
৭৮, ১৪১৪০; ১৫২১৫; ১৬১২৮,
২৪৫; ১৭২১; ম ৩১৩৩; ৪১৮;
৭১৫৩; ৮১৫০, ২২৭; ১০৫১, ৭২, ১
৩১২, ১৩১৩১, ২৬০, ২৭০; ১৪২০;
১৫১০; অ ৩১০৬; মহিমী-শ্লোক
অ ৫১১৫।
মহী আ ২১৭২; মহীধর আ ১৬৭; ম
১১২৬; ২০৪২; অ ৪৩০১; ৫১
৪৮৬; মহীপাল অ ৪৪১৬; মহীকহে
ম ৮১১৭৫।
মহেশ্বরপূর্ত-চূড়োপরি আ ১১২৭
মহেশ-অবতার অ ৪৪৭২
মহেশ-মোহিনী ম ১৮১২৮
মহেশ্বর-প্রীতে অ ৫৩৪৮
মহোৎসব আ ৩৪২; ৮১২২; ১১১৭;
ম ১১৬৩; ২২৮৪।
মাসে আ ২৮৭
মাসি ম ২২২৭; ৩১৫৮; মাসিয়া আ ৭১
১০১; ১৬১২; ম ২২৩০; ৫১৫৫;

মাগিলেন ম ৭১৪৮; মাগে ম ৮১২০৭।
 মাঘীপুজারয়োদশী আ ৩৪৫
 মাঘুয়া বঙ্গ অ ১০৮৯
 মাৎসর্যাবৃত্তো আ ১৬২২৫
 মাতা আ ১৪১৭৫; মাতামহ ম ১২৭৩।
 মাতালিয়া ম ৬১৪৮; ১৩.৩৫২।
 মাতৃকুল ম ১১২২; মাতৃপদ ম ৭৭৭৫।
 মাতোয়াল ম ১৩৩১; মাতোয়ালগঙ্গ ম ১৩১৫০।
 মাণে ম ১৩১৮০
 মাধব-নন্দন ম ১৮১১৯
 মাধবেন্দ্র-অধৈত-মিলন অ ৪৪৪৪০; মাধবেন্দ্র-
 আরাধনা অ ৪৫০৬; মাধবেন্দ্র-
 আরাধনা-তিথি অ ৪৫০৮; মাধবেন্দ্র-
 কথা আ ৯১৭৫; মাধবেন্দ্রপুতী-দেহ
 আ ৯১৫৬; মাধবেন্দ্রসঙ্গে আ ৯১৮০,
 ১৯০; মাধবেন্দ্রসহ আ ৯১৫৪।
 মাধুতী আ ৬৮, অ ১২৩৩।
 মানস অ ৫৮৬; মানসপুত্র অ ৯২২,
 মানস-শত্রু ম ১৯১৯; মানসিক আ
 ৯২৯৯।
 মান্জ আ ১৫১৪০; মান্জকান ম ১০৫২।
 মান্জ আ ৪১৩৩; মায়ে ম ১৭৩৬৯।
 মায়া আ ১২১৬৮; ১৩২০৪; ম ১১৫২,
 ২১২৮৬; ৮১৩৬; ৯১৯; ১০১৫৪;
 ১১৯২, ১৩২২০; অ ৪১১২;
 মায়াশাল আ ১৬৬০; মায়াধর ম
 ৭৭২; মায়া-পাঁপ ম ১২৩৫; মায়া-
 বণে আ ১২১৬৮; মায়াবধ আ ৭১৮০;
 অ ৪৪২০; ৪১৬১; মায়ামায়া ম ৯১২২;
 মায়াযুদ্ধ আ ৪১২৫; অ ৭৭৫; মায়া-
 মোহিত আ ১৮৭৫; মায়ায় আ ৬১০৮,
 ৯১২; ১২৫৩; ম ১২০৩; ২২৮৩;
 অ ৪২৬৫; মায়াব্রহ্ম আ ৬১৩২।
 মায়ায় আ ৬১২৮; ম ৮৩৭; ১০৪১;
 ১০১৫।

মায়াযায়ি ম ৮১০০, মায়ায়ি আ ৯২২৫;
 অ ৬১৩৭।
 মার্জিন ম ৯৪২
 মালভী ম ৯৭৪
 মাল্গাট আ ১১২৬; ১২৬৯; ম ২৯৪;
 ৬১৩৭; ১৪১৩৯; ২০১১; ২৩২৩১।
 মালা আ ৮১২২৯; ১৩১, ৯৩৮; ১২।
 ১৩৪; ১৫৮৫, ৮২, ১৭৬; ১৭১৩৩;
 ম ৫৮৪; ৬৭৮, ১৫৮; ৮২০১;
 ১০১৮৯, অ ৪৪৪২; মালাকাব আ
 ১২১১৩, ম ১০২২২; মালাকাব-
 বর আ ১২১৩০; মালাকার-প্রতি
 আ ১২১৩৫; মালা-প্রসাদ-চন্দন ম
 ১৩৩৬৫; মালায় আ ১০১১০; ম ৩।
 ১৮২, ৬৫৩; ৮২৪৩; ১২১২৬, মালা-
 বঙ্গ-অলঙ্কার ম ৬১১০।
 মালী আ ৯৫৮; ১২১৩৩।
 মিত অ ১২৩৩, ৪১৩২৮, মিত্র আ ১০৮৭;
 মিত্রপদ অ ৪১৩০।
 মিথ্যা ম ১২১৩, ৩৪০; ৮১০৬, মিথ্যা
 গৃহবাসে ম ২২৮৫; মিথ্যা-বাক্যভয়ে
 আ ১১৩২; মিথ্যারস আ ১৭৫;
 মিথ্যাস্থ আ ৮২০০।
 মিনতি ম ৩২৭
 মিলন আ ২১৩২; ১১২৩; ১৪১৪৯, ১৫০;
 ম ১৩৫২; ৭১১৯, ১৫৬; মিলয়ে ম
 ১৩৩৯১; মিলে ম ৩১৩৬; ৭১৫৬,
 অ ৩৪৭২।
 মিশল ম ৮১৮৮
 মিশ্র আ ২১৬৭; ৪১২, ১১৪; ৬.১১১;
 ৭১১৮, ১৩৬; ১৪১৪১; মিশ্রবর
 আ ১০১০২; মিশ্রচন্দ্র আ ৭৮০;
 ৮৮১, ৮৩; মিশ্র প্রবন্ধ-পুত্র আ ১০।
 ৭০; মিশ্রবর আ ৬১০; ৭১৪৬;
 ৮২৮; ১০৯; ২২১৪৪; মিশ্র-মহাদীর
 আ ৭১২০; মিশ্র-মহামতি আ ৭১২২;

মিশ্র মহাশয় আ ৭১৮; ৮৭৩;
 মিশ্র-রায় আ ৫৭৬; মিশ্র-হান আ
 ৬৮৭।
 মিশ্রি ম ৮২২৩
 মিষ্টতা ম ১২৪০
 মীন ম ১৫৩
 মীমাংসা-দর্শন আ ১৩১১৯
 মুকুট আ ২১২৬; ১০১১০; ১৫১২৯;
 ১৬১২৯।
 মুকুতা আ ১০১৩; ম ৩১২২।
 মুকুন্দ ভবন ম ১১২২৯; মুকুন্দসঙ্গে ম ৭১২২১।
 মুক্তকেশ ম ১৮৬
 মুক্তা আ ১৩৬২; মুক্তা-কসা-সুবর্ণ অ ৫।
 ৩৪২।
 মুক্তি আ ২১৮৭; ১২২৩; ম ১১৬০;
 মুক্তি-অধিকারী ম ১৩২৬২।
 মুখ-কপোলের ভাগো অ ১০১৩৯; মুখ-চন্দ্র
 আ ১৬৪৭; মুখ-চন্দ্রিকা আ ১৫১৮৪;
 মুখবাত্ত আ ১২২২৬।
 মুখ্য ম ২২৩৬; অ ৩৩৬১
 মুখশক্তি ম ১০৩৭১, ২৮৪৩।
 মুখাতর আ ২৭২৯
 মুদ্রা আ ১২১২২; ম ১১৫২।
 মুদ্রি আ ২১২২১; ৪১১১৪; ৬২৩, ৫৮,
 ৬৬, ৭১০৪, ম ২১০৮; অ ৪১৩৭২
 ইত্যাদি।
 মুটকী ম ১৩১৭৮
 মুড়াইয়া ম ১০১২৭৮, মুড়ায় অ ৪৪৪।
 মুড়ি ম ১৬৫
 মুত্ত ম ১১১৩; ৬১৭৩।
 মুত্তন আ ১১৫৫; ৮১২৬; ম ২৬১৮০।
 মুদি ম ৮১২৫
 মুদ্রা ম ৫১১৪; ৯৭৭; মুদ্রার বিবরণি অ
 ৪৪৬২।
 মুনি অ ৪১২৩; মুনিগণ আ ১২২;
 মুনিবর্গ অ ৪২২৫; ৭১৫৪, ৮৩;

মুনিবর ম ১০২৩৭; মুনিবর্গের আ ৮।
১৯; মুনিভিক্সা ম ১০৭৪।
মুনীজ্ঞ আ ৩৪১৯; মুনীশ্বর আ ১৭০;
অ ২৭৫।
মুরলী আ ৫১২৮; ১২২১৭; ম ১৩৭৫;
৮১৭৭; মুরলীধ্বনি আ ১২২১৬,
২১৮; মুরলীবদন আ ১২১৬২; ম
২১৭৫।
মুরারি-ঈশ্বর ম ১০২৫৮; মুরারি-কথা ম
২০৭৭; মুরারি-বরে ম ৩১৮; মুরারি-
চরিত ম ১০২৬; মুরারি-বাহন ম ২০।
৯২; মুরারি-শ্রীধর ম ১০৩৪, ১১২,
মুরারি-সহিত ম ৩৫৩।
মূলকপতি আ ১৬৮৭; মূলকের অধিপতি-
স্থানে আ ১৬৩৬; মূলক ম ১৯৪২।
মূল ম ৫৪৪, ২০১৫; অ ৫৩৫১।
মুঠোক অ ৯১৩
মুহুরী অ ১০১১
মুহুর্তেক প্রায় ম ২২২১
মুচ আ ২২১৬; ম ১০২৬৫; মুচমতি ম
৫১২০; ৯১২৭।
মূৰ্খ ম ১২৭৪; ৩১৩৪; ৫১২৬, ১০।
১৬৯; মূৰ্খ-দোষে আ ১৩২; মূৰ্খনীচ-
প্রতি ম ৬১৭১; মূৰ্খ বিশ্লে আ ৭১২৯
মূৰ্ছা আ ৭৭৫; ৮১১৫; ৯৭৫, ১৫৮;
১২৭০, ২১৭; ১৬২৯, ১৬২; ম ১।
৮৮; ২৮৭, ১০৮, ১৮৭; ৪২৪; ৫।
৯৪ ৭১২৪; ১০১০; ১৬৪৫;
মূৰ্ছাগত আ ৯৯; ম ১২৩২ ১৫।
১৭; মূৰ্ছিত আ ৫১৩৫; ৯৬০; ম
১৬৬, ৮৯, ৩০১; ২১৬৫; ৩১০;
৭৯২; ৮১৫৬; ১০৫২; ১২১৯;
১৩১২৪; ১৫৮।
মূৰ্ত্তি আ ১৫১৩৪, ৩১৩; ম ৫১২৬; ৬।
১৪৯; ৮৪৭; ১২১৪; মূৰ্ত্তি দিগম্বর
মা ৫৩৪; মূৰ্ত্তিভেদ আ ১৪৩; ১৩

২১; মূৰ্ত্তিমতী আ ২১৩৯; ১০৪৯;
১৫৪৪; ম ১৮১২৭; ২২৪৬; অ
৪২৪৪, মূৰ্ত্তিমন্ত অ ১১০৬; ৩১২।
১৪৭; ৮১৮৬; ১২২৪৪; ১৪৭৪;
ম ৪৩৯; ১৪২১; অ ২২১৫, ৫২৯;
৫৪৮৭; ৭৩৮, ১০৩৯; মূৰ্ত্তিমান
আ ১৪১২০।
মূল আ ২১৩০; ১২১৪১; অ ৪৩৬৬;
মূল কৰ্ম্ম আ ১৪২১, মূলপ্রাণ ম ৯।
৫৫; মূল ম ১৩৭২।
মূলা আ ১২১২৭
মৃতপুত্র-দান অ ২৪২
মুক্তিকা আ ১৭১০২
মৃতু আ ৯৭৫
মুদঙ্গ আ ৫৩৩; ৮১০; ১৫৮০, ১৪৮;
ম ১৩১৬৬, মুদঙ্গ-মন্দিরা ম ৮১৮৮;
মুদঙ্গ-মন্দিরা-গীত আ ১৬২০০; মুদঙ্গ-
মন্দিরা-শব্দ ম ২৩৯০।
মেঘ আ ৯৭৭৫, ম ১০১৪১
মেদিনী ম ১৯২১৭
মেদী' ম ৯৬৪; মেলে ম ১১২৩; ১৩৫।
মোক্ষ অ ৩৫০৮; মোক্ষ-অভিলাষ ম ২১।
৭; মোক্ষ-তুল্য ম ১৬৯২; মোক্ষপদ
ম ১৩২৬৩; মোক্ষ হুব আ ১৩৯৫।
মোচন আ ৫১৬১; ১৩১৬৭, ১২৭; ১৪।
১২৯, ম ১১২২; ১৬১; ৩৩৮; ৮।
১২৪; ১০৭৭; ১৩২২৪, ২৬৪;
১৪২৬।
মোহা ম ৯৮২
মোহা ম ২৩১২
মোহি আ ১১১৫; ১৩১০২, ১৩৪; ম
২২৮৪; ৯২০৫; অ ৪১৫২।
মোহন আ ৩১১২; ১২১৬০, ম ২১৮২;
৯১৯১; অ ১১৩৬; মোহন বাঈ
ম ২৩২২৯; মোহন মূৰ্ত্তি ম ১৯৪৭;
মোহন রূপ আ ৭৪১।

মোহর আ ১৩৫৪
মোহাব ম ৩৪৩; ৫৫৩, ১৩০; ৬৪৭;
৮১৬; ১০৮৯, ২৪৯; ১৩৩৫৬; অ
৫৬২।
মোহিত আ ২৭৩; ৫১১০; ১১১৪;
১৩১৬৬; ম ১১৭০, ৩৪৫; অ ৩।
৪৭০; মোহিয়া আ ৫৬৪; ১৩১৮;
মোহিলেন আ ৫১২১।
'মোড়েশ্বর' ম ৩৬২
মোন আ ১০৬৩, ১৬২৪৮, ম ৮৩০৪;
১৬৫৭।
মোহু আ ২১৭৪
ম
মিহি আ ২৩৮, ৩৪৪, ৫১; ৫১৬৮; ৯।
১০৭; ম ৩৬১; মিহি' আ ২৫৫;
৭৭; ১৬৪।
মিহু আ ২৮৭
মিহমান-ববে ম ৩৭২
মিহু আ ২১৬৪; ১৪১৪১; যজ্ঞধর্ম আ
২১৬৩; যজ্ঞপত্নী ম ১০২২৯; যজ্ঞ-
পত্নী-বরণন আ ৯৩৩; যজ্ঞপুত্র
আ ২১৬৩; যজ্ঞবরাহ ম ৩২৪, ৪২
৫৩, যজ্ঞভোক্তা ম ২৬২৪; যজ্ঞহুত্র
আ ৫৮১; ৭১২৬৬, ৮১৩, ১৪; ম
৩১৮৭; ৫১৪; ৯৪৮, ১৭১; যজ্ঞ-
হুত্ররূপী আ ১৩৬৪৭; যজ্ঞেশ্বর ম ২।
২৭৯; যজ্ঞোপবীত আ ৮৭।
যতন ম ২৪৪
যতি আ ৭১৮; ৯২২৩; ১৭১৫৬; যতি-
ধর্ম অ ৮১৩৫।
যথাকৃত্য ম ১৫২
যথাতথ্য আ ১৬৬৭, ১৫৫; যথাবিধি আ
১৫১৬৬; ম ১৮৮৮; যথাযথ্য আ ১৮৮,
১৮৮; ১২২৮৮; ম ১৫৯৮; যথা-
যোগ্য ম ৭১৪৫; যথাক্রম ম ৯৪৮।
যথার্থ ম ৯১৬৪

যশি আ ২৫

যথোচিত আ ১৪১০৮, ১৬৩; ১৭১১।

যবন আ ২১১৩, ১১৫, ৩২০; ২২৬২;

১৬৩৭, ৭১, ৮৩, ২২, ১৫৬; ম ২।

২৪৩; ৩১০৬; ৮২৭২; ২১১১;

১০৩৩, ১০১; ১৭১৪; অ ৪১৭;

যবনগণ ম ১৩৬৫; যবন-প্রধান আ

১৬১৩৮; যবনরাজ অ ৪২২; যবন-

সম আ ১৩২; যবনীপাণি অ ৬১২৪।

যমবর ম ৫১৭০; ১৩৬৪; ২৩৮; অ ৬।

১২১, বমদগু ম ২৩৮; ২১৮০;

যমদগু-অধিকার অ ২৩৭৭; যমদুতা

ম ১৪৩৫; যম-পাশ আ ২৬৮; যম-

যাতিনা আ ৪৩৭৬; ১৬২২২; যম-

রাজ ম ১৪১১।

যশ আ ২১৮৩; ২২১৭; ১৪২০, ২১;

১৭১৪৭, ম ১২২০; ৫১২৫; ৬।

১২৮, ১৬৫; ৮১২৩; ১০১৩৪; অ

৪৩০৩; যশ: ম ৬১৭৬; ১৩৪০০;

যশ:প্রবেশ ম ২০৪১; যশোধাম আ

১১২; যশোমন্ত আ ১১৬, যশোময়-

বিগ্রহ আ ১৮২; যশোরত্নভাণ্ডার

আ ১১৩।

যাতি ম ২৬১; যাতি আ ৬৮২; ৭১০২।

যাচন ম ৩৮৮

যাজিক আ ২১৬৪

যাজ্ঞ আ ১০২১; ১৭১৪, যাজ্ঞ-মহোৎসব

ম ১২২১; যাজ্ঞযোগা আ ১৫২০০।

যাদবায় ম ২৩৮০

যুক্তি ম ৫৪৬; যুক্তি আ ৪১০৮, ১৫।

১১, ২১; ম ১০১৭২; যুক্তিবাদ-

মতগণি অ ৪৭৬।

যুগ আ ৬১৩৫; ম ৫১১৪; ৬২০;

ম ৮২৭৮; যুগধর্ম আ ২২১, ৬২;

১৪১৩৩; যুগপ্রায়: ৩৭০; যুগশেষ

আ ১৬২২৩।

যুক্তিতে আ ১৩৩৪; যুক্তিলেক ম ১৩।

২৭৫; যুক্তি ম ২২৫৪।

যুক্তি আ ১৬১৪২, ম ২১৪৪, ২৬৮,

যুক্তিয়া আ ১৭১০।

যুগ ম ২২৫৩; ৮১৪০।

যুদ্ধবসে অ ৩২৭০; যুদ্ধলীলা-প্রতি আ

১২২৩৬।

যুগ্মিত-শাক ম ২৩, ৪৬৩, যুগ্মিত-স্থাপিত

অ ২১৫২।

যুগ্ময় আ ৫১০৬, ৭৮৪; ১১৪১; ১২।

২৫২; ১৬১২৬, ২৫৮; ম ১৩৬২;

১৩, ২১৬; অ ৪৩০৭।

যে-অঙ্গ-পরশে ম ৩৪০

যেছে আ ২২৩৩

যোগি ম ২২০৫, যোগিন্দ্রা আ ৮১৪৮;

ম ২৮৪৪; যোগিন্দ্রা-প্রতি আ ১২।

১০৪, ম ১৩২১; যোগিন্দ্রা-প্রভাব

আ ৫১৫৫; যোগপট্টছান্দে আ ১০।

১২, ১৩৬৬; ম ১২৮৭; যোগমাত্রা

আ ১৩১০৩; অ ৬৮৫।

যোগানিমা ম ২১৭৬

যোগায় ম ৭৮; ৮৭; ১০৫।

যোগি-গণ আ ২২৫২; যোগী আ ১৬।

১৫১; ম ১০২৭৫; ১১৬১; ১৬।

৬৪; অ ৩৪১; যোগীন্দ্র অ ৩৪১২;

যোগীন্দ্র-জন্ম অ ২৫২; যোগীন্দ্রাদি

অ ৩৬৪; যোগীন্দ্রাদি মুনিগণে অ

৫৩৮২; যোগীপাল অ ৪৪১৬;

যোগেন্দ্র অ ৬১৩০; যোগেশ্বর আ

২১২২; ১৭৩২; ম ১২২৫; অ

৫৪৮২; ২৭৫; যোগেশ্বর-সব অ

৬৬৩; যোগেশ্বরের অ ৬৪৪।

যোগ্য আ ৭১০২; ১৪১৩; ১৫১২৪;

ম ১২১৮; যোগ্য কার্য আ ৮২;

যোগ্য-পতি আ ১০৪২; ১৫৪৮।

যোজন আ ২৫০

যোড়-যোড়-শব্দ ম ৪১৭; যোড়হস্ত আ

১০২৬, ১৪১২৮; ১৬২০২; ম

২১৩২; ২১৩১, ১২৪; ১৭৫৮; অ

৭১৩৩।

যোড় ম ২৩২২৪

যোনি ম ২১০২

যৌতুক আ ১৫১৮২

র

রক্তপাত ম ১৩২০৮; ১৫১৫।

রক্ত ম ১২১১; রক্ত আ ১৭১৭; ম

১১৫০; ১২২৮; রক্ত লোক আ

১৬৪৪; রক্তকুলহস্তা ম ৬১২১; অ

৫৪৮৭।

রক্ষা আ ৪৩৭, ৭৩।

রক্ষিতা আ ৭১২২; ৮৮৫।

রঘুনাথ-জ্য আ ২৫৩; রঘুবর আ ৮।

১১০; রঘুনাথ-গৃহিণী ম ১৮১২৬।

রঙ্গ আ ১১৬৮; ২১৭৭; ৪১০৭; ৫।

১৬; ১৪২২; ১৬২৩৬, ম ১২৬৪,

৩০৬; ৩৪২; ৫১৫৮; ৮৪; ১৩।

৩৬; অ ৭৮২; রঙ্গিম অ ৭১৩০;

রঙ্গিয়া ম ৪৪১; রঙ্গী অ ৭২০।

রঙ্গক ম ১০২৫২

রঙ্গত আ ৪৫৩, ১৪১১১; রঙ্গত-নুপুর

অ ৫০৪; রঙ্গত-নুপুর-মল অ ৫৫১৮।

রঙ আ ৫৬৬, ৭১২; ম ১৭১৩২; ১৮।

৪৮, ২২২৩; অ ৫০৮; রঙারি

ম ১৩১০২।

রণ আ ২৮১

রতন ম ১৩১২৮

রতি আ ২১৫০; ১০১১৪, ম ১০১৭১;

রতিমতি আ ২১৮৭।

রত্ন আ ১২১৮২; ম ৬৭৭; রত্ন-অলঙ্কার

ম ২১৮৩, রত্নগুপ্ত ম ১৩০৮; রত্ন-

পাত্র ম ২৫৪৬০; রত্নবাহ অ ৮।

১৮; রত্নবর আ ৫১২২; রত্নবর-

রাজসিংহাসনে অ ৪৩২২; রত্ন-সুবর্ণ-রজত
অলঙ্কার ম ৯৬৫।

রথ আ ১১৬৮; ম ৩১৪২; ১৪২৩, ২৫।
রত্ননন্দালী আ ৭১৭৮

রবিকর আ ২১২২

রমণ ম ৮২৪৩

রমায়ন অ ৩১১৪; রমা-বল্লভচরণ অ
৫৭৮; রমাবেশে ম ১৮১১২।

রম্ভা আ ১৫১৩৩

রমা অ ৩২০৪; রমাস্থান অ ২৩৬৮।

রস আ ৩২৮; ৯১৫৩, ১০৫২; ম ২।
৩০৬; ৩১২৭, ১২১১, ১৪৫৫; অ ২।
২৭৬, ৩৪৩২; রসকলহ ম ১৩৩৫৮।

রসনা ম ৪৩

রসাতল আ ১৭৩

রসাল আ ২১২২

রসিক আ ৪১০; ম ১৫১৩১।

রহঃকথা ম ১১২

রহস্ত আ ৭৪৫; ১৬১২২৩; ম ১১১৪,
২১০, ১২২, ১৭৮; ১৬৫০; রহস্ত
কখন ম ২৭৫১।

রাক্ষস আ ১৪৮৬; ১৬১৩৭, ২২২;
রাক্ষসী ম ৭৭৪; রাক্ষসের কাঁচ
আ ৯৮২; রাগ ম ১৬৪৪।

রাঘব-আলয় অ ৫৮৩, রাঘব-মন্দির অ
৫৭৫।

রাজআজ্ঞা ম ১৩১০৪; রাজকুমার আ ১৫।
৭২; রাজপোচর ম ২১০০২, রাজক্রেবত্তী
চিহ্ন আ ১২১৭০; রাজনাও ম ২১০০৫,
রাজনোকা ম ২১২৩২; রাজপণ্ডিত আ
১১৭০; ১৫৫০, ৫২, ১০১, ১৬৩;
রাজপণ্ডিত-আবাস আ ১৫১২২;
রাজপণ্ডিতহুহিতা-প্রাণেশ্বর ম ১৩।
২৫৪; রাজপণ্ডিত-স্থান আ ১৫৫৩;
রাজপথ আ ১১৩৭; ১২১৪২; রাজ-
পাছ ম ১৭১০; অ ৯২৪৮; ১০।

১১৩; রাজপুত্র ম ৭৫৭; রাজপুত্র-
জ্ঞান ম ৭৬৫; রাজভয় ম ৯১০২;
রাজ-মহোৎসব ম ৩১৬; রাজ-যোগ্য
আ ১২১৪৩; রাজবাজেশ্বর ম ১০।
২২০; রাজরাজেশ্বর-অভিষেক ম ৯১১।

রাজর্ষি অ ৪১১১

রাজা ম ১৩২৭; ২১৩৪; ৩৮২; রাজা-
উজ্জ্বল আ ১৬১০৫।

রাজ্য ম ২১২৪৩, রাজ্যদেশে ম ৮২৪৬;
রাজ্যপদ আ ১৩১২১; রাজ্যাদি পদ
আ ১৩১২৪।

বাক্রিদিশে ম ১১৬৬

রাধিকাভাব অ ৫১২৩৮

রাধিকাণ্ড আ ১৭৮৬

রাধলবঙ্গগুণে অ ৪৩৩৩; রাধণা আ
৯৮৬।

রাম-অবতার আ ১৭৬৮

রামকৃষ্ণ ঠাকুর ম ৮৩৩; রামচন্দ্র-অমুজ
আ ৯৭৫; রামচন্দ্র-সতী আ ১৫১০৮;
রামজয়ভূমি আ ৯১২২২; রাম পদাধুজ
অ ৪৩৪৩; রামভাবে ম ৮৮৯, ২৬।
৭৩; রাম-মহিমা-অমৃত অ ৪৩৪০;
রাম-মিত্র ম ৩১৫৭; রাম-মূর্তিমন্ত
ম ১২১৮; রাম-লক্ষণ-চরিত ম ৪৫২;
রামজ্ঞতি ম ৫৪৮; রামস্থানে আ
৯৫৭।

রাঘবীর আ ৮১১; ১৫৮১, ১৩২।

রাস আ ১৩০; রাসকীড়া আ ১১২২।

রাহু আ ২১২৮, ২০২।

রীত আ ৭১২

রুক্মিণী-আবেশে ম ১৮৭১; রুক্মিণীহরণ
ম ১০১২১।

রুচয়ে আ ২১২৬

রুহুহু আ ৫৪

রুহুহু ম ১৩৮৯

রুহুহু আ ১০১২৪; রুহু-অবতার আ

১১৬২; ম ২৩৪০২; রুহুহুধর ম
২৩১১৮।

রুদ্রাক্ষ অ ৫৩৪১

রুদ্রাণী আ ৮১২

রুদ্রিবে ম ২১২৭; রুদ্র আ ৪১০৫।

রূপ-কারণ ম ১০১২২৩; রূপ-দরশন ম
১০৫৫; রূপবতী আ ১৫১৫৭; ম
১৮১২৮; রূপবান আ ৮৮২; রূপ-
বিদ্যা ম ২৩৭; রূপলাবণ্যকখন আ
৭৬৬; রূপে-শীলো-মানে আ ১০৫৭।

রেণু ম ১৬৩৯

রোদন ম ১১৩৬; ৭৩৪; ৮১০৩।

রোমাবলী অ ৪৩৭

রোহিণীকুমার অ ৫৫২৮

ল

লক্ষ লোক আ ২৫৭

লক্ষণভাবে আ ৯৫৬; লক্ষণরূপে ম ১১।
৫০; লক্ষণ-সহায় অ ৪৩৩২।

লক্ষেশ্বর আ ১৫১২২; অ ৯১১৭, ১২১।

লক্ষীকণ্ঠা আ ১০১৩; লক্ষীকণ্ঠ ম ১৮৫;

লক্ষীকান্ত আ ৫১৬২; ১২১৮৪;

১৬১; অ ১৩; ৯২৩১; লক্ষীকৃষ্ণ

আ ১৫১২৩, ২১২; লক্ষীগণ আ

১৫১৮০; লক্ষীনারায়ণ আ ১০১৭,

১১০, ১১৪; ১৪১৮; ১৫১৭৮, ২১০,

২১৪; লক্ষীপতি অ ৩২০৩; লক্ষীপ্রতি

আ ১৪৫১; লক্ষীপ্রায় আ ৪৪৩;

১০৫৭; ১২১২৮; ১৪৪৪; লক্ষীবধু

আ ১০১২৭; লক্ষীবেশে ম ১৮১০;

লক্ষীমূর্তিমতী ম ১৮১১৭; লক্ষীমন্ড

আ ১৫১২০২; লক্ষীমানে আ ১০১০৮;

লক্ষী-সরস্বতী-আদি আ ১৩১০২; লক্ষী-

স্তব ম ১৮১৬৬; লক্ষীহর-উপরে

ম ১২৮৬।

লখিতে আ ২১৪৭, ২২৪; ৯৩৭; ম

২১৬০; অ ৫১২৭

লগে আ ১২১৩২
লগ্নে আ ৩৯
লঘী আ ৭১২৭
লঙ্ঘন আ ৪৩৩৪ ; লঙ্ঘন-অভিষেক
আ ৯৫৭।
লঙ্ঘন আ ১৭১৩৬ ; ম ১৫৪৭, ৫১।
লঙ্ঘ্য আ ৫৫৬৩, লঙ্ঘিত-অন্তর ম
১৩৪৮।
লড় আ ১২৭৭ ; ম ১২৮৯
লতাপাতা আ ১০২১
ললাট আ ৮১৮৫ ; ম ৩১৮৮ ; ৯১৬৯।
লব্ধর অ ৫৫৮৭
লাউভেট ম ২৮১৩৪
লাগালি আ ১৫২৪
লাগি' অ ৭১২৯
লাঘব আ ১৩৫৬
লাজ আ ২২৩১ ; ১০৩৪ ; ম ১৩৩৪৭ ;
১৪৩৭।
লাড়ু ম ১১৮৯
লাপি আ ৯২২৫, ম ২২৫৭ ; লাপি
আছাড় ম ৭৮২।
লাফরা অ ২৪৯৫
লাবণ্য আ ২১৭৭ ; ৫৮০ ; ৮৮২ ;
১১৩, ম ৬৭৫ ; লাবণ্যের সীমা
আ ৭১৩৮।
লালা অ ৫১৬০ ; লালী বর্ষধূলী ম ১৩৬১
লিখন-কালি আ ৬৪৬, ১১৩।
লিখিলান্ত আ ৯২০৩
লিখু ম ৯৪৯
লিহে ম ৪৩
লীন ম ৭১৩৬ ; অ ৪২৪৬।
লীলা আ ১৪৭, ৮৮ ; ২১৫৫, ১৭৭ ;
৩৫২ ; ৫১৭০ ; ১২৮৪, ৯৮, ২৩৫ ;
১৩২০৬ ; ১৫২২১ ; ম ১১৮৫ ;
৫১৩০ ; ৬১৪৯ ; ৯১৩২ ; ১১৪৮ ;
১৩২৪৫ ; ১৬৫২ ; লীলাকর্ণ ম ২০৪০

লীলাভব ম ১৭১০৭, লীলাভব ম
২৩৪৭২ ; লীলাবদ ম ২৮১৮৩ ;
লীলাবৃত্তি আ ১২২৮৫।
লুট অ ৩১৮১ ; ৭১৫৯ ; লুটে ম ৮১৬৩
লুক্কের প্রায় ম ২৪১৮
লেখা-জোখা আ ১৭১৩৪ ; ম ১৩১৮১।
লেপন আ ৫১৫৭
লেখ অ ৪৪৫৭
লোকনাথ ম ১৪৫৬
লোকপাল ম ১৪৪৮
লোকবর্জ্য আ ১১০২, লোকবাহু অ ৬
১২, লোক-বেদমতে আ ৭১৭৬,
লোক-বাবহার অ ১০১১৮ ; লোক-
রক্ষা আ ১৫৯ ; লোকশিক্ষা আ ১৭।
১৭ ; লোকচারণ আ ১৫১০৮, ১১৪,
১৬৯, ১৯১, লোকামুকরণ-ভাষা আ
১৪৮১ ; লোকালোক অ ৮৭৯।
লোচন ম ১৩০৫ ; ২৯৯ ; ৩৩৬, ৮
১৭০ ১৯২৩ ; অ ৩১৭১।
লুটায় ম ১১০০ ; ৭৮৫, ১২১৩৬ ;
১৩৩৮০।
লোণ আ ৮১৩৫ ; লোণ-জল অ ৭১৩৯।
লোভ আ ২২২০ ; ম ৯২০৫ ; লোভিষ্ঠ
আ ১৫৮৭।
লোমকূপ আ ৬৩৫ ; ৮১৫১, ম ৩৩১,
লোমহর্ষ ম ২১০৭ ; ১৩২৪২ ; অ
৬৫৫ ; লোমহর্ষ-কল্প আ ১৭৪৩।
লৌকিক ম ১৮১৪৮
লৌহবস্ত্র অ ৫৩৫০
লু
লুট আ ৯২২
লুজি আ ১১১২ ; ৭১০ ; ১৩৯ ; ম ১
৩২৫ ; ১২২০ ; অ ৭৭০ ; লুজি-
কারণে ম ২১৫৭ ; লুজি-কলা আ ১৭।
১৪৯ ; লুজিশেল আ ৯৫৮, ৭৫ ;
লুজিত ম ৪২০।

লঙ্ঘন-মুষ্টি ম ৮৯৮
লঙ্ঘা আ ২২১১ ; ৪৫২ ; ১২১৪৭ ; ম ৫
৯৩ ; ৮৬৫ ; লঙ্ঘ-করতাল ম ৮১৮৮ ;
লঙ্ঘচক্র আ ১৪৪১ ; লঙ্ঘ-চক্র-গদা-
পদ্মবর ম ২২৬৩ ; ১৩১৯৬, ২৫৬ ;
লঙ্ঘ-চক্র-গদা-পদ্মকপ ম ৮২০২ ; লঙ্ঘ-
বলিক আ ১২১৪৬, ১৫০।
লুচী গর্ভ আ ২১৫৪, ১২৫ ; লুচীগর্ভরস
অ ১০১ ; লুচী-গৃহ আ ৪৩ ; ১০১২১ ;
লুচীঘর আ ৮১২ ; লুচী-জগন্নাথ আ
৩৬ ; ৪৮৩ ; ৬২২৯ ; ৭৭৪, লুচী-
জগন্নাথ-গৃহলক্ষণ আ ৮১ ; লুচী-
জগন্নাথ-পা'য়ে আ ৬১৩৭ ; লুচী-
জগন্নাথ ম ৮৯২ ; লুচীপেবী স্থান
আ ১০৫৩ ; লুচীনন্দন ম ৯২ ; লুচী
পূর্ণাবর্তী-গর্ভজাত ম ৯২০১ ; লুচীপুত্র
ম ১৩২৫৩ ; লুচী-প্রতি আ ৭১২২ ;
ম ২১২০, লুচীমুখে ম ২৯৬ ; লুচীর
জনক আ ৩৯, লুচীর নন্দন আ
১২১৪৫, লুচী-সুত ম ৮২১৯।
লুতাবৃত্তি অ ১০৩৪
লুপণ আ ৫৪০ ; ৬১১০ ; ৭১৪৭।
লুপ-অলঙ্কার আ ১৩৮৬, লুপ-জানি ম ১।
২৮৯, লুপ-মাত্রা ম ১৩২৪ ; লুপ-
মুষ্টিমহ ম ১১৬৯ ; লুপ-মেনে ম ১২৬২।
লুপন-বিহার ম ১৫৪২
লুপা ম ৭৮৪, ৯০ ; ১৫৩৪।
লুপণ আ ২২, ১০ ; ৮২৩ ; ১৭১৫৯ ;
ম ৬১১৮, ৯৫৬ ; ১৩২৮০ ; অ ৪।
৩৭২, লুপণগিত ম ১৫৫৯ ; লুপা আ
১৩১৬৮।
লুপত ম ১০১৪১
লুপরা আ ৭৫৯ ; ম ১০১১৬ ; লুপরা-
ব্রহ্মিত ম ৮২৩।
লুপদর আ ৬১১২ ; ম ১১২২৫।
লুপ ম ৮২২০

শাখারি আ ১২১৪৮
শাক ম ১০৭৫; অ ৪২৭৯।
শাক অ ২২৬৪
শাঠ্য আ ১৫৯২
শান্ত আ ৬৫০; শান্তচিত্র ম ৬২২;
শান্ত-দাস্ত অ ৫৭৩১।
শান্তিপূর-নাথ ম ১৬৯২; ১৮১৩৫।
শাপে' আ ১৬১০৫
শান্তা আ ১৩২; ম ২১২৭; অ ৪৩৬৬।
শান্তি আ ৬৮৯; ১৬৮৫; ম ১২১৮;
১০৮, ১৮১; ১০৯০; ১৪১৭।
শান্তি আ ২৬৮; ১০১৩২; ম ১১২৫, ২৫৭,
৩৭০, ৩২৪; ২৬৩; ৫১৪৮; ৮
২১০; ১০২৩৮; ১০৪৪; শান্তি-অর্থ
আ ১২২৩; শান্তিকথা আ ১০৫২;
শান্তি-চর্কা আ ১০৭; শান্তিদৃষ্টি ম ৬
১১১; শান্তিবালী আ ৪১৩৯; শান্তি-
বিধি ম ৫৮৫; শান্তিবিধিমত আ ১৭
১১; শান্তিমন্ত্র ম ১১৫৭, শান্তি-বেদে-
পুরাণে আ ১০১৩১।
শিক্কার-স্থান আ ১৫২৫
শিক্ষা-ইতে অ ২১৮৬; শিক্ষা-গুরু আ ১৪
১৬১; ১৭১০৭; অ ২৪০০; ৪১৭১;
৮১৪৮, ১৫৩; ২১৮৬।
শিখার-মুদ্রণ আ ১১৫৫; ৮২৬, শিখা-
মুদ্র-ভাগ অ ৩৫৮, ২১৫৪।
শিখারেন আ ১৪২১।
শিখিপুত্র আ ৫১৩০, ম ২২৭৩।
শিক্ষা আ ১৫১৪২, ম ১১১০০; অ ৭৫৪
শিব-গীত ম ৮১০১; শিব-দাস অ২২৪৫,
শিব-নিম্মা অ ২০৪০; শিব-রাজধানী
আ ২১০৭; শিব-লিঙ্গ আ ৬২২; অ
২৪০১।
শিব-স্বত-প্রেরণ ম ২১১১
শিবাল আ ১৪৮৭
শিব আ ১৬৫; ২১১৬; ৩৩৫; ৪১

১৩৩; ৯২২৫; ১৫৮৫; ম ২১০০;
৫৪২; ৮১৭৯; শিব-কম্পন-বিলাস
অ ৫৩৮৫; শিব-হৃদয় ম ১০১১৮।
শিল্প-দৃষ্টি অ ৫৬১৩
শিশু আ ৩১৭; ম ১০৭৫; ৭১১৫;
৮৬৩; শিশু-ছলে আ ১১০১; শিশু-
জ্ঞান আ ৫১৬৩; শিশু-প্রায় ম ১০
৩০, শিশু-ভাবে আ ৪১২; ৫১৫৫;
শিশু-মতি আ ৭১৭৩; ম ৪৪৪;
১০৩৩১; শিশু-রূপে আ ১২৭; ৫
১৬৮, শিশু-শাস্ত্র আ ১২১১১; ১০
১২১; শিশু-সংহতি আ ৭১৫৬।
শিষ্টজন-প্রিয় অ ১০২, শিষ্টজ্ঞান অ ২১;
শিষ্টপাল ম ২৪১১।
শিষ্য আ ৮৩২; ১৭১১; ম ১২৫৩,
৭১০৫, ১১৮, ১৫০, শিষ্য-অপর্যাপ
ম ৭১৫০; শিষ্যগণ-সংহতি আ ১০
১১৭; শিষ্যগণ-সঙ্গে আ ১৪৬;
শিষ্যগণ-সহিত আ ১৪১২৭; শিষ্য-
ভক্ত ম ৭৩৭; শিষ্য-সংহতি আ ১২
৯০; শিষ্য-সঙ্গে আ ১২২৮০, ১০
৫০, ৬০; শিষ্য-সহিত আ ১২২৫৪।
শীতল ম ২১১৫; শীতলানন্দ ম ১১৭।
শুক-পরীক্ষিতের-সংবাদ আ ৭৪৬; শুক-
স্থানে আ ৭৫০।
শুক-রূপে আ ২৪৪
শুক ম ২৬৬, ১৭১, শুকপক্ষ ম ৭১১২,
শুক-জ্যোতিষী আ ২১২২।
শুক-ধর-গৃহ ম ১১২; শুক-ধর-ঘরে ম
১৫০, ৬৯।
শুভি ম ১০১১২; শুভি ম ৬৯৫, ২২১৬।
শুদ্ধ আ ১০৯৪, ১৩৫; ১৬৭৮; শুদ্ধ
কৃষ্ণদাস আ ৭১০৬; শুদ্ধদাস ম ১
১৬৬; শুদ্ধ-প্রেমদাস অ ৩১০৫; শুদ্ধ
বিপ্রবর ম ৫৮৫; শুদ্ধ-বিপ্রবর আ
২৩৯, ১০০; শুদ্ধ-বিপ্রবর আ ১৬

১৬; শুদ্ধ-স্বয়ং ম ৯৫৮; ২৩০২২;
অ ৬৫৮, শুদ্ধ-স্বয়ং-মূর্তি আ ১৬০;
শুদ্ধ-স্বয়ং-মূর্তি আ ১১২; ম ৯২১২;
শুদ্ধি আ ৮৫৪, ম ৬১৩২, ১০১৫৩;
অ ২৩৪৪।
শুনিয়া আ ৬১২৭, অ ৬২৫ ইত্যাদি।
শুনিলাভ আ ৫১৪, শুনিমু' ম ২২৩৩।
শুভ আ ১৫১৩৫; ১৬১৫৪; ১৭৫৮;
ম ৪৩৪, ৪৫; ৫১৭; ৬৩; ৭১৪২;
৯৫৩; শুভ-মন্ত্রাদি আ ১০১৩৬;
শুভকাম আ ১৫১০৬; শুভকাম আ
৮১৩, ১০৮২, ১৫৭৩, ১০৩; ম ৭
১৪৩; শুভকাম-লক্ষ্য আ ১৪১৫৫;
শুভদিন আ ১২৫; ৫৮৭; ৮১৩;
১০৮০; ১৭৩; শুভদৃষ্টি আ ৪২;
৭৩৭, ৮৬৫; ১২১১৩, ১৫০, ১৩
১২৬; ১৭১০২; ম ১১৪৬; অ ২৫৭;
৩২২২; শুভদৃষ্টিপাত আ ১০২;
১০২; ম ১৭, ৯৫; অ ৫২; শুভ-
দৃষ্টো আ ১০১১৬; অ ২১৩২; শুভ-
ধ্বনি আ ১৫১৪২; শুভবাণী অ ১
১৫৬; শুভবাণী অ ৪২৩৩; শুভ-
বিজয় অ ২০৫২; শুভমাসে আ ৮
১৩; শুভযাত্রা অ ৫৪২২; শুভযাত্রা-
উদ্বোধন ম ৬৫১; শুভযোগসকল আ
৮১২; শুভলগ্নে অ ৪১৮০; শুভল-
সকল আ ১২৫১; ১৬৬৮; ম ১০৬৬;
শুভলগ্ন ম ৮৮, ৮১৩৯, অ ৫২৬৩।
শুক ম ১০১৮; শুক-কর্তা-পাষণাদি ম
৫৬; শুক-চিন্তা ম ২২১৬; শুক-কর্ত-
বাদী ম ২০৫০।
শুক ম ৩২১; ১২২২৩।
শুদ্ধ আ ১৬২২৩; অ ৪৩০৭; শুদ্ধ-
আ ১১৭৬
শুদ্ধপাণিসম ম ১০৩৮৮; ২২৫৫; শুদ্ধে
ম ১৬৬৪।

শৃগাল-বাহুবলী ম ১৯১৪৬
শূন্য আ ৩০১; ম ২২৭৬
শৈশব আ ২১৪২; ম ৭১১৪
শোক আ ২২১০; শোকাঙ্কুল ম ১১৪২,
১৪২৫।
শোচ্য অ ৩৪২১; শোচ্যকুল আ ২৪২২;
শোচ্যতর আ ১৪৮৮; শোচ্যদেশ
আ ২৪৪, ৪২।
শোধিতে আ ৫৮৮
শোভা আ ১২২৫৬; শোভে আ ৬১১৩;
ম ২১৮১, ২৪৬।
শোনকাদি ম ১৫৪৮
শ্যামান-সদৃশ আ ১৫১২
শ্রাম আ ১২১৫৭; শ্রামবর্ণ আ ২১৬৫;
শ্রামল ম ২২০৩; ২১২০।
শ্রদ্ধা আ ১০১৬২; ১২১৪১; ম ২১৭৮;
৫১৪৬; ২২০৫; ১০২৫; অ ৪৩৩৫।
শ্রবণ আ ৭১১১; ১৭২৫; ম ১২৪৮,
৩৫৪, ৩৭৬; ৮১২৫; ১৩১২৮।
শ্রব ম ১০১১৬
শ্রাব্য আ ১৭৬৮, ৭০; শ্রাব্যদর্শ্য আ ১৭১১১
শ্রাব্য তা ১৩১১১; শ্রাব্যি ম ১২৭৭।
শ্রীমদ্র আ ২২২২, ৪১০০২; ৮১৪৪;
১২১১৩৪; ১৫১২৭; ম ১১০১; ২।
১৮৮; ২৫৩, ১২২; ১২২৬; ম
১৫৪৩; অ ৭৬৭।
শ্রীমদ্রাম আ ২১২৮; অ ৪৩২৫;
৫২৪২; শ্রীমদ্র-বদন আ ১১৩১।
শ্রীমদ্রাধার ম ৭৭৭২; শ্রীমদ্রাধার
অ ৩১৬৪।
শ্রীমদ্রক অঙ্ক আ ৮১৪৬
শ্রীমদ্রে আ ৫০৫; ১২২৪৫; ১৭১০।
শ্রীমদ্রগাঙ্গি আ ২৫; অ ৫০।
শ্রীমদ্রপূর্ণ ম ২২৭, ৭০।
শ্রীমদ্রকথাগরানন্দর আ ২১৭৪; শ্রীমদ্র-
কথার অ ১০৮৭; শ্রীমদ্রচরণ আ

১৩১৭৬; ম ১৫৩৬, শ্রীমদ্রচৈতন্য-
তম্পুরুষ অ ৩১২৮; শ্রীমদ্রচৈতন্য-
মহাজন অ ৮১৩৬; শ্রীমদ্রনাথ আ
১৬২৫৪, ২৮১।
শ্রীমদ্র আ ১০৬৩
শ্রীমদ্র অ ৪২৭৩; শ্রীমদ্র ম ৮১১৫;
১৩৩৩৬।
শ্রীগোকুলচন্দ্র ম ১৩০০।
শ্রীগোবিন্দ-ধারপালকের নাথ আ ১০২
শ্রীচন্দ্রমালা ম ৮১৮৭
শ্রীচন্দ্রবদন আ ৪২৬; ১০৬১; অ ২৫৮৮
শ্রীচন্দ্র ম ২২০১; ৬৪৭, ২৭০; ১৩
৩৬৮, শ্রীচন্দ্র নবপীতি ম ২৭৪;
শ্রীচন্দ্র-হানি আ ১৭০৩।
শ্রীচাঁচর-কেশ আ ৮১৮৫
শ্রীচাঁচরণ আ ৬৩
শ্রীচৈতন্য-অবতার অ ২২১৫; শ্রীচৈতন্য-
আজ্ঞা ম ৬১৭, শ্রীচৈতন্যচন্দ্র-ইজিত-
কারণে অ ৪৪৮৫; শ্রীচৈতন্যদাস অ
৫২১৫; শ্রীচৈতন্য-নাম-সুগ-রঙ্গ অ
৭১২; শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ আ ২৫২,
ম ২১৬৮; শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দ আ
৫১৭২; ১২১৫২; ম ২২৪৭;
শ্রীচৈতন্যপ্রিয়গোষ্ঠী আ ১১৬; শ্রীচৈতন্য-
প্রিয়তম আ ২১০৫, শ্রীচৈতন্যভক্তি-
রসময় অ ৫২১২; শ্রীচৈতন্য-গণে
অ ২১২০; শ্রীচৈতন্যরায় অ ২১৫৮,
শ্রীচৈতন্য-সঙ্কীর্ণন আ ১৪৮১।
শ্রীমদ্রদানন্দ-প্রিয় অতিশয় ম ১৬;
শ্রীমদ্রদানন্দ শ্রীমদ্রজীবন ম ৭৩, ৮২
শ্রীমদ্রদানন্দ-হরিদাস-প্রিয় ম ২৪।
শ্রীমদ্রন আ ১৩৬২; ম ৩১২২।
শ্রীমদ্র-অঙ্গন ম ২৩৪৩০; শ্রীমদ্র-কুতূহলী
ম ২১৪২; শ্রীমদ্র-জবন ম ২১০৮।
শ্রীমদ্র-জীবন আ ১২২৬৪; শ্রীমদ্র-অঙ্গন
আ ৭৫৫।

শ্রী-মন আ ১৩৬১; ম ২১২৪।
শ্রীনিবাস-প্রিয়কারী ম ২৩০২; শ্রীনিবাস-
হরিদাস-প্রিয়কারী ম ২১২।
শ্রীপদ্মনয়ন আ ১৫৪৩
শ্রীপদ্মনয়নপুত্রী-প্রাণধন আ ১৪২
শ্রী দি ম ৫৮, ৮৮।
শ্রীপুষ্কালী আ ১৬৩২
শ্রীপ্রহ্লাদ মিশ্রের জীবন আ ১৪২
শ্রীশান্ত-চন্দন ম ২৩১৬০
শ্রীবৎস আ ২১৬৬, ৫১২২; ম ৭৭৮;
১২১৫২; শ্রীবৎস-কৌন্তভবক ম ২।
১৮৩; ৮৬৫; শ্রীবৎসকৌন্তভবক আ
১২১৫৭; শ্রীবৎস-কৌন্তভ-বিভূষণ ম
৬১১৬; শ্রীবৎসলাহন অ ২২৩১,
৩৫৭; ১০১১।
শ্রীদেব আ ১২২৪৪; ১৩২৩; ম ১।
১০২; ১২১২১।
শ্রীদেব-ভদ্র অ ১০১২০
শ্রীদামনরূপ আ ৮২০; শ্রীদামনরূপ গৌরচন্দ্র
আ ৮২২; শ্রীদামনরূপ লীলা আ
৮২১।
শ্রীদামগোপাল আ ৭১৩; ১২১৬৩; অ
২৪১০, ৫৬২৬; শ্রীদামগোপাল-মুষ্টি
অ ৫০৭৪।
শ্রীদাম-অঙ্গন আ ১১৪৬; ম ৮১৩০;
শ্রীদাম-অঙ্গন ম ৬১৬; শ্রীদাম-গোষ্ঠী
অ ৫১০; শ্রীদাম পণ্ডিত-গৃহ ম ২।
৩০৪; শ্রীদাম-নামনারে ম ৮২৭১;
শ্রীদাম-ভাগ্য ম ৫১৭০; শ্রীদাম-
মন্দির ম ১৫২; ৫১৩, ৬৬, ৮১, ৮।
১১১, ২০৭৮; অ ৫৫; শ্রীদাম-শরীরে
ম ২২৬২, ২২৪; শ্রীদাম-শাওড়ী ম
১৬৪; শ্রীদামিরা ম ২২৫৬; অ ২।
২৮৮; শ্রীদাম-সুখমানে ম ২২২২।
শ্রীদাম-আ ৮১৪২; ১৩৬৪; ১৬০০;
অ ৭০৫।

ত্রিবিজ্ঞ অ ১১৭২
 ত্রিবিজ্ঞাবিলাস অ ১১১৩
 ত্রিবিজ্ঞ-পুজন অ ৮৭৩৩, ১২১০০।
 ত্রিবিজ্ঞাবিনাদি অ ১১১১
 ত্রিবিজ্ঞনাথ অ ১৩৪ ; ১৪১২ ; ১৭১৪,
 ১৩১ ; ত্রিবিজ্ঞ-নারক অ ১৪৩২।
 ত্রিবিজ্ঞ-অবতার অ ১২৪৪ ; ত্রিবিজ্ঞ-ব-
 ধাম অ ২৪০ ; অ ৭৩৮ ; ত্রিবিজ্ঞ-ব-
 নাগ অ ১৬২৪২।
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১২১০৪
 ত্রিবিজ্ঞ-সমাজ অ ১০১৩।
 ত্রিবিজ্ঞ-ম ৮১২২, ২১২।
 ত্রিবিজ্ঞ ম ৭১৪১ ; ১০১৬৭ ; অ ১২৪১।
 ত্রিবিজ্ঞ-সমাজ-মন্দির অ ১৪৩২
 ত্রিবিজ্ঞ অ ২৪৮, ৩৬, ৮১১২ ; ১৪১৪৮ ;
 ১৪১৮২ ; ১৬২৭৭ ; ম ২৩২ ; ৫।
 ১২২ ; ৬৭০ ; ১০২০০ ; ১৩১৩৪,
 ৩৭৫ ; ত্রিবিজ্ঞ অ ২২১৩ ; ১০।
 ১০০ ; ত্রিবিজ্ঞ অ ২২১৪
 ত্রিবিজ্ঞী ম ৭১১৬
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১২১৭০
 ত্রিবিজ্ঞ ম ২১৮২
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১৩৮
 ত্রিবিজ্ঞ গোবিন্দ অ ৮১০২
 ত্রিবিজ্ঞ-নুপু অ ৫১৩২ ; ত্রিবিজ্ঞ-মুজিকা ম
 ২৬৪২।
 ত্রিবিজ্ঞা অ ৮৪
 ত্রিবিজ্ঞ পণ্ডিত অ ১৫১২১
 ত্রিবিজ্ঞ-চরণ অ ১৫৫ ; ম ৫১১৬।
 ত্রিবিজ্ঞ-অবতার ম ৫১১৫ ; ত্রিবিজ্ঞ-বপ
 অ ১৪৭।
 ত্রিবিজ্ঞাটে অ ১৩৬৫
 ত্রিবিজ্ঞ ম ১২২ ; ত্রিবিজ্ঞ-উপর অ ১৫।
 ১২২।
 ত্রিবিজ্ঞ-বিগ্রহ অ ২৫ ; অ ৭১।

ত্রিবিজ্ঞ অ ১৫১৮ ; অ ১২১৪ ; ত্রিবিজ্ঞার
 তনয় অ ১৫১১।
 ত্রিবিজ্ঞ-কীর্তন অ ২১২২ ; ত্রিবিজ্ঞার অ
 ১১০০ ; ৬২২ ; ম ৮১৩৮ ; ত্রিবিজ্ঞ-
 মলকীর্তন ম ৮১২২ ; ত্রিবিজ্ঞ-কীর্তন
 অ ৪৪২৫।
 ত্রিবিজ্ঞ-ম ৫১৩৩ ; ৮৬৫।
 ত্রিবিজ্ঞ অ ৫১৩৩ ; ৮১৮৪, ১২১৪৮ ; ১৫।
 ১৮৮ ; ১৭১৮৮ ; অ ১০১০ ; ত্রিবিজ্ঞ-
 পরশ অ ৫১৩৭ ; অ ৫১২১, ত্রিবিজ্ঞ
 অ ১০১৩২।
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১৫১৩২ ; ম ২৩১৮১।
 ত্রিবিজ্ঞ-পুণ্ডিত-পুণ্ডিত ম ৬১২২
 ত্রিবিজ্ঞ অ ২৪৮ ; ম ২৪২১।
 ত্রিবিজ্ঞ ম ১২৮০ ; ত্রিবিজ্ঞ ম ৭১০৭।
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১৫১৪৮ ; ১৫১০০ ; ম ১৮৮,
 ১৩৮, ৩০০, ৩৫৭ ; ২১৩৩, ২১৬, ২৭০ ;
 ৩১৪ ; ৪৬, ৭৭৩ ; ত্রিবিজ্ঞ-অষ্ট আবিষ্কার
 ম ৩৮৬ ; ত্রিবিজ্ঞ-অষ্ট অ ১৫২ ; অ
 ৪১৪৮ ; ৭১২।
 ত্রিবিজ্ঞী ম ১৬১২
 ত্রিবিজ্ঞ অ ২১২৫ ; ৭১০২ ; ম ১২৩২ ;
 ২১৭৫ ; ১০৫৩।
 ত্রিবিজ্ঞ-নিবাসী অ ৮১৩৭ ; ত্রিবিজ্ঞ-
 পতি ম ১৩১১৬।
 ত্রিবিজ্ঞ
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১১২২ ; ম ৫১২৪, ১০৩ ; ত্রিবিজ্ঞ-
 দর্শন ম ৫১৩১, ১৫০ ; ত্রিবিজ্ঞ-পরকাশ
 অ ১১৫২ ; ত্রিবিজ্ঞ অ ৫১৮ ; ত্রিবিজ্ঞ
 ম ১৭২ ; ত্রিবিজ্ঞ-পুণ্ডিত ম ৬১৩৩ ; ত্রিবিজ্ঞ-
 বিহিত ম ১৬৪৭ ; ত্রিবিজ্ঞ অবতার
 অ ৩১০০।
 ত্রিবিজ্ঞ অ ৪১১৪ ; ত্রিবিজ্ঞ অ ৪১২২, ১৫।
 ১১৫।
 ত্রিবিজ্ঞ উপচার ম ১৪৮ ; ত্রিবিজ্ঞ উপচার
 ম ৬, ১১০।

ত্রিবিজ্ঞী অ ১৭৭৬
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১৪১৪৬
 ত্রিবিজ্ঞ
 ত্রিবিজ্ঞ ম ১৪৮
 ত্রিবিজ্ঞ ম ১৩৮১ ; ৬২৪ ; ত্রিবিজ্ঞ-ম ৭১২০।
 ত্রিবিজ্ঞ ম ১৪০৬ ; ৩৪৭ ; অ ৩৪২৪ ;
 ত্রিবিজ্ঞ-অনিষ্ট-বিজ্ঞ-অবতার অ
 ৩৪২৬ ; ত্রিবিজ্ঞ-ক্রোড অ ৫১৬৫ ;
 ত্রিবিজ্ঞ-প্রিয় অ ১১৭১, ১০১২ ;
 ত্রিবিজ্ঞ-ভাগবত-পাঠ-ব্যবহারে অ
 ৫১৩৬, ত্রিবিজ্ঞ-মলকীর্তন অ ৫১৫১ ;
 ত্রিবিজ্ঞ-ব্রহ্ম অ ৫২১৪, ত্রিবিজ্ঞ-
 ব্রহ্ম ম ১৮৪ ; ত্রিবিজ্ঞ-লক্ষ্মী-মুরারি
 অ ১২২১ ; ত্রিবিজ্ঞ-আরম্ভ ম ১৪৫৪।
 ত্রিবিজ্ঞ-উত্তরায়ন-দ্বিগুণ ম ২৮১২
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১১৮৩ ; ৮১১২ ; ম ১০১৩২।
 ত্রিবিজ্ঞ অ ২১৬৮ ; ত্রিবিজ্ঞ-নাম অ ৮১৫৭।
 ত্রিবিজ্ঞ অ ২৪১, ১৩২ ; ম ২৩১৫ ; অ
 ৩১৪৮।
 ত্রিবিজ্ঞ ম ২৩৩৬২
 ত্রিবিজ্ঞ ম ১৭১০
 ত্রিবিজ্ঞ ম ৬১২ ; ৭১৩০ ; ১৩৩৫১।
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১৪১৮৫
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১৩১৫৬, ম ৭৬৮ ; অ ৩১১
 ত্রিবিজ্ঞ ম ৩৪২
 ত্রিবিজ্ঞ অ ১৭৭ ; ২৬৩, ১০৩ ; ৭১২৩ ;
 ১৩২৪ ; ১৪১৮৮ ; ১৫২২ ; ১৬৭ ;
 ১৭১৫২ ; ম ২৬৩ ; ৪৭৩ ; ৭১২ ;
 ১৩৫৪ ; ১৫৭ ; ত্রিবিজ্ঞ-উত্তর-সিংহ
 অ ৩৪৪৭ ; ত্রিবিজ্ঞ-অ ৩১৫ ;
 ত্রিবিজ্ঞ-তারক ম ৪১৫৭ ; ত্রিবিজ্ঞ-
 অ ১০১২০ ; ম ৮১২৫ ; ত্রিবিজ্ঞ-
 অ ১২২৮৩ ; ১৬২৪৪ ; অ ৪২৫৫ ;
 ৫৬৩১ ; ত্রিবিজ্ঞ-ভিত্তি অ ৭১২২ ;

সংসার-ভুগ্ন আ ৪৭৬; সংসার-ভুগ্ন
আ ১২৪; সংসার-সমুদ্র আ ১৭৫৪;
সংসার-স্থপ আ ৭৮, ১২৫; সংসারী
আ ১১২; সংসারী সকল আ ১৬৭২,
সংসার ম ১২৪৪; ৭৮৪, ৮৫; ৮৮
২৬৮; ৯১২২; ২৬১৮৪, সংস্থান ম
১২০২, ২০১।
সংহতি আ ৬৪২; ৮১০৪; ৯১৮৩; ১২৫,
১৩১১০; ১৭১৬০, ম ১২৬২; ৮৮
৮৫; ২২১১১; অ ৩১২১; ৪২৮৪,
সংহতিগণ আ ৬১২৩।
সংচাৰ আ ১১৫৬; ৫১৫০; ১৩৪৪; ম
২৬৩; ১০১০; ১৫১০৬, ৩৯; ১৬৮
৬২, সংচাৰিণী আ ১১৬৩, ম ২৮৬,
১৩৩৫৬, সংচাৰিয়া ম ২৩২৮;
সংচাৰ ম ৯১৪১
সকল অজ্ঞান ম ১৫১, সকল আশুগণ আ
১৫১৭১, সকল তত্ত্ব আ ১৪১৫০,
সকল বেদসার ম ৩৪২; সকল ব্রহ্মাণ্ড
আ ১৫১৮৪; সকল ভূবন আ ১৪১২১,
সকল মঙ্গল আ ১৫১২২; সকল মঙ্গল
পদ-বন্দ্য অ ৪১১; সকল রূপে আ ১
৪৫; সকল শাস্ত্রসার ম ১৩৭১; সকল
সংসার আ ১৪১৭২, ১৮৫, ম ৬১৬৫;
সকল সৰ্বজ্ঞ চূড়ামণি ম ২২১২৬; সকল
সুখ ম ২৪২।
সকলক আ ১২২৫৭
সকল আ ৮৩৩; ১২২৩১; ১৬২৪৭; ম
৪১৩৬; ৮৬৬; ৯২৪৬; অ ৩২৫৭।
সখা ম ২২৮৪; ৪৬৬; ১২২৭।
সংগোষ্ঠি ম ৪৭৪
সংগে আ ৪২৪; ম ৫৪২
সত্ত্ব ম ১২৫৪; সত্ত্ব ম ১০১০৫;
সত্ত্ব ম ৪৭৪; সত্ত্বিতে ম ১০৩৭;
অ ৩৪৪৬; সত্ত্বিয়া ম ১৪১৩৭, ৪১,
১৫৮; অ ৬৭৬; সত্ত্বিয়া ম ১০৮০;
সত্ত্বিয়া ম ১০৮০

সত্ত্বিয়া ম ১০৮০; সত্ত্বিয়া আ ১১১
৮৩; ম ৮২২৬; ১৩১৭২; ২৩১০২।
সত্ত্বিয়া আ ৮১০; ম ৭১২২, ১১০; ১০৬৫,
১৩৮২, অ ৯৩৮২
সত্ত্বিয়া আ ২১২৪, ১২২; ১৫১৮৭; ম ২১
১২; ১০৪৩; ১৩৬৭।
সত্ত্ব কলেবর ম ৮২৭৭
সত্ত্বাৰ্থন আ ১১২৬, ৪১৮; ১৬৭৭, ২৬৫,
ম ১১২; ২১৩১, ১৫২, ৩১৬; ৫১৮;
৮১০৮; ৯২; ১৬২; সত্ত্বাৰ্থন-আবন্তে
আ ৫১৫১; ম ১৪০৩, ৫৫৩, ৬৮
১২৬, সত্ত্বাৰ্থন-বন্দ্য আ ২১৬৭; ৮২,
সত্ত্বাৰ্থন-বিনোদ অ ২২৪৩, সত্ত্বাৰ্থন-
ময় ম ১৪৮, সত্ত্বাৰ্থন-রক্ষ ম ৬৭,
সত্ত্বাৰ্থন-গণে ম ৮৮, সত্ত্বাৰ্থন-সুখে
ম ৭৪৫।
সত্ত্ব আ ৪১০
সত্ত্বাৰ্থ আ ৮১৭২, ১৭৮২, সত্ত্বাৰ্থন ম
১৬৩৭।
সত্ত্ব আ ১৬২৩৫, ম ৪৪০, ৭৫৫,
সত্ত্বদোষ আ ১১৩৬; ম ৮২৩৮;
১০২০৮; ১৩১২৩।
সত্ত্ব ম ৫৪৪৬
সত্ত্বা ম ১২২৬, ২২৮৪; ৪৬৬, ২২৭।
সত্ত্বা-রক্ষ ম ১০৮০; ১০৪৩।
সত্ত্বা-পে ম ১৩৩৬৩; ১৭৪৬; অ ৪৮৩।
সত্ত্ব (জগৎ) অ ৩১৫২; সত্ত্ব জগৎ
অ ৫১২৬, ৮১৪৬।
সত্ত্ব ম ৮১৪৪; সত্ত্ব নয়ন আ ৫১০;
ম ৬১০।
সত্ত্ব আ ৫১০; ৬৬০; ৮১৫৪; ৫১০৪;
৬৩৩, ৫২; ৯২৭; ১৫৭৬; ১৮৭;
অ ৪৪৪২; ৮৭৭; সত্ত্ব আ ১৪৪২।
সত্ত্বন আ ২২০৫; ৮৪২; ১০৮৭; সত্ত্বন
সমাজ আ ১৬২৪৮।
সত্ত্বা ম ২৫৫৬

সত্ত্বা আ ১৩২০৫
সত্ত্বা আ ৭১৮; ১৪৫৫।
সত্ত্ব আ ১৫৮; সত্ত্বা অ ৪৭২; সত্ত্বা
অ ৩১২১; সত্ত্বা অ ৪২৪২।
সত্ত্ব আ ১৫২; ম ১১৬৫, ১৭০, ৩৪৮,
৩৭০, ৩৭২; ২২৮; ২৪১; ৫১১২;
সত্ত্বা কবি আ ১৪৮২; সত্ত্বা-বন্দ্য-সত্ত্ব
অ ৫৪৭২; সত্ত্বা-বন্দ্য আ ১৪২৫;
সত্ত্বা-বন্দ্য আ ১৫৪২; ম ৯১৬৪;
সত্ত্বা-বন্দ্য আ ২১৫৩; সত্ত্বা-বন্দ্য আ ২১
১৬১; সত্ত্বা-বন্দ্য ম ৬১০০; সত্ত্বা-
লোক-আদি ম ১৪৫৪।
সত্ত্ব আ ৯৫০; ম ১৪১৩।
সত্ত্ব আ ১৫১০৮
সত্ত্ব বন্দ্য আ ৬৮৭
সত্ত্ব ম ২১২৫; ৬৭৬, ১৩৩২৫; ১৫৭৫।
সত্ত্ব ম ৩৩২
সত্ত্ব আ ৪১০৭; ১০২০; ম ১৩৩৩;
১৬২।
সত্ত্ব আ ১৪৭৪
সত্ত্ব ম ২১৫৮; ১০২২২; ১৩২৬৩।
সত্ত্বা-বন্দ্য শিখা-বন্দ্য আ ১২২৫; সত্ত্বা-বন্দ্য
সত্ত্ব ম ১৩১১৬।
সত্ত্বা-বন্দ্য অ ২২৭৩; সত্ত্বা-বন্দ্য
বিশ্ব-বন্দ্য আ ১৫১০৬।
সত্ত্বা-বন্দ্য আ ১৭৬৭
সত্ত্বা-বন্দ্য ম ২১৭; ২৭৩১।
সত্ত্বা-বন্দ্য ম ৮১২
সত্ত্বা-বন্দ্য আ ৫১২, ৬২৭; ৭১১৮; ১৪২৩,
৫৬, ১১২, ম ২১৭৮, ১২৬, ৫১২৪;
সত্ত্বা-বন্দ্য আ ১৪৪৪; সত্ত্বা-বন্দ্য-
বন্দ্য অ ৬৭১।
সত্ত্বা-বন্দ্য ম ৫৪২; ৮২৪১।
সত্ত্বা-বন্দ্য ম ৮৩৪, ২৬১।
সত্ত্বা-বন্দ্য ম ২১৪২; ম ২১৬১; ৮৪২;
১৩২৪৫, ৩৮৫।

সন্ধিকার্য আ ১০১৭; সন্ধিকার্য-জ্ঞান
আ ১০১৩; ম ১২৮৮।
সন্ধা আ ৩৬৩; ১০১৭; ১৫১০, ১৩;
সন্ধাকালে আ ১৪১৫৭; সন্ধা-বন্দনা
আ ১৫১৪; সন্ধা-সময় ম ২২১৫।
সন্ধ্যা আ ১১৫১, ১৫৪; ৩২৮; ৭৭২,
৮২, ২৪; অতঃ; সন্ধ্যা-ধর্মের বিজ্ঞপ্তি
অ ৫১২৭; সন্ধ্যাসি-আকার ম ১০১
৮৬; সন্ধ্যাসি-জ্ঞান ম ১০৮০; সন্ধ্যাসি-
পার্বদ অ ১০৪১; সন্ধ্যাসি বেদ আ
৮১৭; ম ১০১২; সন্ধ্যাসি-সভা ম
১০৪২; সন্ধ্যাসী আ ১১৭৩; ৬৫০;
১৪১৪; ম ২৬৭; ৩৭৭, ১৬৬;
১০২৭৩, ৩৮৮; ১০২৪৪; ১৬৬৪; অ ৩
৪১; ৪১৪২১; সন্ধ্যাসী বেশধারী ম ২১১।
সপত্নীক ম ৩৫৫; ১০২৭১
সপত্রিকর অ ১১৮১
সপার্বদ আ ১২২৮৬; ম ১০২৪।
সপ্ত ঋষিগণ অ ৪১৪৪; সপ্ত-ঋষি-স্থান
অ ৪১৪৪; সপ্ত গোদাবরী আ ২১২২;
ম ৩১১২।
সবংশ আ ১৬১৭১; ম ১০১৪২, ২১৭।
সব আশুগণ-স্থানে ম ২১৭৬; সব নদীরা
ম ১০৫১; সব ভাগবতগণ ম ২১৬৮।
সবাকার আঁধি ম ৫৬
সবে মাত্র ম ১১৩৫
সব্য হাতে আ ৩৩৫
সভা ম ৮২১১; ১০৪১; সভামধ্যে ম ১০১
৬৪; ১০১১৬; সভাসদ আ ১৬২২৮।
সভে আ ১১২, ২২; ২১৭১; ১০১২৫;
১৭১৪২; ম ২১১১৬।
সমজ্ঞস আ ১৫২৬
সমবায় ম ২৬১১৪; অ ৫৫৪২; ২১৫৮।
সময়-উচিত ম ১৮১১২
সমযোগ্য ম ১০৬৩
সমর্থ ম ১০৬০; ৮১৫৩।

সমর্পণ আ ১০১৪৭; সমর্পিতা ম ৪২৬।
সমর্পিতা আ ১৭৫৪; সমর্পিতা আ ৭১২১।
সম-স্নেহ ম ১১৮১
সমাধি আ ৭১৪২; সমাধি-ফল অ ২১৩৭৩;
সমাধি ভঙ্গ ম ২২৫২।
সমাবেশে আ ১২১১২
সমীপে আ ৭১১১৪; ১০১২৪; ম ১১৬৮,
২২৩; ৭১২৩।
সমীক্ষিত আ ৮২৫, ২৭; ম ১০৭০; ৫১
২৮; ২৬৬৭।
সমুচ্চয় আ ২১৬১; ৬১০৬; ৮১৪১; ১৫১
৭৬; ম ১১২৩, ২০১৮৬; অ ৩০১১।
সমুদ্র আ ১৬৫; ম ১০০৪।
সমুদ্রি আ ১৫১৫৫
সম্পত্তি ম ১৭১০৪
সম্পদ আ ২২২১
সম্পূর্ণ আ ২১৫৬
সম্প্রতি আ ১৭৪০
সম্প্রদায় আ ১৫১৪৭; ম ৮১৪১; ১০১
১২০; ২০১৪১; অ ৩৪২৭; সম্প্রদায়-
অমুরোধে ম ১০১২২।
সম্বৎসর আ ১১৭২
সম্বন্ধ আ ১০৫৭; ১৫৫৭।
সম্বর আ ৬২৫; ২৫৮; ১১২৫; ম ১১
৩১৬; ১১৩২।
সম্বরণ আ ১১৮১; ম ১১৪১; ২২২০;
৫৬০; ৭১২১; ৮২২; সম্বর আ ৫১
১৫২; সম্বরিতে আ ১৪৫৩; সম্বরিতা
আ ৭১১৫; সম্বরিলে অ ৫২২৭।
সম্বল আ ৮১৭০; ৮১৭২।
সম্বিত ম ১৮১৮; সম্বিত ম ২১৩২৪; অ
৫৫৫৮।
সম্ভার আ ৫১৫; ১০১৮২; ১৪১৭; ম
৭১৩৭, ৮২, ২০; অ ৪৪৬০; ২২৬১।
সম্ভাষ আ ১২১০৫, ১১৭; ১০১১; ম
১১২, ৮৩; ১২৪; সম্ভাষণ অ ৪১

৪২১; সম্ভাষণ ম ২১৩৩; সম্ভাষা আ
২১৭১; ১০৬৬; ১৬১৪; ম ১০৭৭,
৪২; অ ৪৮৮; ৭১২৩; সম্ভাষিতে
আ ১০৬১; ১৪১৬৫; সম্ভাষে ম
৮২৫২।
সম্মত আ ৫২২; ১০১৩; ১২২২; ১৫১
৫৪; ম ১১২১; ২২০৫; ৩২০;
৬৮৭; ১৬৩২।
সম্মতি ম ২২২১
সম্মান আ ১৭১১; ম ১০১১৪।
সম্মুখ আ ১১০৮; ম ২২২০।
সম্মোহ আ ১০১০০
সম্মাক আ ২১৬৬; ম ১২৫৫।
সম্মত আ ১৪১৫৫
সম্মত ম ৬৫৪
সম্মতী-পতি আ ৮১৭২; ১২২৫; ১৫১
১৬৪, ম ১২৮৩; অ ৩৮৮; সম্মতী-
পুত্র আ ১০২৬; সম্মতী-মন্ত্র আ
১০২০।
সম্মতী আ ২১৩৬
সম্মত ম ২০১৮৬
সম্মতর আ ২১৪৮; ম ১০২৮২।
সম্মত আ ১৬১৮১; ম ১০১৭০; সম্মত
আ ১৬১২২, সম্মতপ্রায় আ ১১৪২।
সম্মতর আ ৫১২২, ১৫৭, ১২৭০, ৭৫;
১৫৮৫; ১৬৩১; ম ১১৬, ২১৬৭।
সম্মতরনে আ ৪৬৬।
সম্মত অবতারময় আ ২১৫২; সম্মত অবতার-
স্থিতি আ ২১১।
সম্মতাদি-মধ্য-অন্ত অ ২২৪০
সম্মত উপহার আ ৬৩২; ম ৫১৬৬।
সম্মতলা ম ২০১৭৭
সম্মতকণের আ ৫১৫৬; ১০৬২; ম ১১
৩২; ২২৬৮; ৫৩২, ৬১।
সম্মতাম আ ৮১২০
সম্মতকাল আ ২১৭; ম ১২২৩; সম্মতকাল

পরিপূর্ণ আ ১২২৫৮; সর্কালদ্রশী
অ ১২৫৫; সর্কাল-সূত্র আ ১৬২১।
সর্কাল আ ১৪৫৫; ম ১২৫৪; ২৫৮।
সর্কাল আ ৮১১৬, ২০১; ১৩২০৫; ম
১২৪৩, ৩১৬; ৪২৭; ৫১২, ৪৭,
১৬৪; ৮১০৪, ১৩৩৬৪; ১৫১১;
সর্কাল-সূত্র ম ১২৫৩।
সর্কাল আ ১২২৭৫
সর্কাল-গায় ম ৮৭২
সর্কাল ম ২২৫
সর্কাল অ ৫১১, সর্কাল-বাববেশ্র-পায়
অ ৪৩৩২।
সর্কালগী আ ৭৮১; ১৪৭২, সর্কালগী-
সনে আ ১৫৫০।
সর্কালগী-অক্ষ আ ৭১৬৫
সর্কালগী-অক্ষ আ ৪১০৬
সর্কালগী আ ২২০৮, ১১০৩, সর্কালগী
ম ১৫৩
সর্কালগী-বহিষ্কৃত ম ১০৫২
সর্কাল আ ১২১৫৪, ১৬০, ১৬৫, ১৭১।
সর্কাল আ ১৪৩; সর্কাল-জনক ম
১২২৮; সর্কাল-নাথ অ ৩১৩৩;
৫১২২; সর্কাল-পরিভ্রাণ অ ৫১
৫৭২; সর্কাল-পাল অ ৫০২৬; সর্কাল-
জীব-প্রতি আ ১৬৬৫; সর্কাল-
জীব-হৃদয়ে ম ১৫৭২।
সর্কাল আ ৮৬৬; ১২১৫৩, ১৬১, ১৭০;
ম ৬১২; ৮৩২২; ১৩৩০০; ২৫১
৪৩; অ ৩৫০২; ৪১৫৪; সর্কাল
অ ৫০১৭; ৭১৮।
সর্কাল আ ৭১৮০; ম ২০২৭, সর্কাল-
সার আ ২২৩।
সর্কালপত্র ম ২০১১
সর্কাল আ ৭১৭১; ১১৮২; ম ৩৮৮;
সর্কাল-বৈষ্ণব-ময় আ ১১৮৮;
সর্কাল-বৈষ্ণব-ময় ম ১২৭১;

সর্কাল আ ১৫৪২৭ ম ১২২১।
সর্কাল আ ২১৪২৭; ৫১০, ১৪২, ১৬৭;
১২১৫; ১০৭৪; ১৩৪৩, ৪৭; ১৪১
৩০, ১৩২; ১৫৫৭; ১৬১৭; ম ৩১
১৭০; ৫১০৮, ১২১; ৭২৭; ১০১
১৬৫; ১৩৫৮৪; সর্কাল আ ৭৬২;
৮১০৫; ম ১৩৭৫, অ ১১৪।
সর্কাল ম ১২৬৪
সর্কাল আ ১২৬৪
সর্কাল আ ৭১৫২
সর্কাল আ ২১৮০; ম ৮১০৫; ১৬২,
সর্কাল ম ৩৫।
সর্কাল-বিমোচন আ ১৪১৮২
সর্কাল ম ১৪২৫, সর্কাল-চূড়ামণি ম
৬১২৩; সর্কাল-বন্দ্য অ ৫১২৪;
সর্কাল-মণি আ ৮৭৫।
সর্কাল আ ২৫২; ম ২১৫; সর্কাল-
গ্রাম আ ১৭১৩।
সর্কাল ম ১৩৩০
সর্কাল আ ৩১৬; ৮১০৭; ১৫১;
ম ১৩৪১; সর্কাল-ময় ম ১৫২২; সর্কাল-
ময় ম ১৫২৬, সর্কাল-ময় ম
১০৭২।
সর্কাল ম ১২০৪
সর্কাল আ ২২০১; ৩৪০; ১৩২২;
ম ১৪০১; সর্কাল-ময় আ ২১২৪;
১০১৪; ১১৬; ১২২৮১; ১৩২০৫
১৪৬; ১৫১০২; ১৭১৬৩; ম ৩১৬১।
সর্কাল-ময় আ ১১৪৪; ম ১১৪; ১৩৩
সর্কাল-ময় আ ৪২২
সর্কাল ম ২২২৭, ২৩৫; ৩৮৮; ১৩৪৪।
সর্কাল-ময় আ ১৮৭৭
সর্কাল ম ২২২১
সর্কাল আ ১২১৩৪; ম ১৩২২।
সর্কাল ম ৭২২
সর্কাল আ ৪৬; ম ৩০; সর্কাল-ময়

ম ২২২৮; সর্কাল-ময় আ
১৪১৬০; সর্কাল-ময় ম ২২৬৪।
সর্কাল-ময় আ ১২২৪৫; সর্কাল-ময়
১০১০৫।
সর্কাল-ময় ম ১৫৩৬
সর্কাল-ময় আ ৮২০৫
সর্কাল-ময় আ ৭১৭৪
সর্কাল-ময় ম ২১৩৪
সর্কাল-ময় ম ১০১৪৭
সর্কাল-ময় আ ৭২; ম ৭২; ৮১; সর্কাল-
ময় ম ৫১; ৪৫; ৫২; ৬১৪
সর্কাল-ময় আ ১৬২৮
সর্কাল-ময় আ ১৫৬৪
সর্কাল-ময় আ ১৬২৩০; ১৭৫২; ম ১৫
৪৫; অ ৫২৮৩; সর্কাল-ময় আ ১১
১১৪; ১২২৬২; সর্কাল-ময় আ
১৩১৮১; অ ৫১৬০।
সর্কাল-ময় ম ১২২২
সর্কাল-ময় আ ৭১৩২
সর্কাল-ময় ম ১২২৭
সর্কাল-ময় ম ৮১২০; অ ৫১২২
সর্কাল-ময়-উপরে ম ১০২৪২
সর্কাল-ময়-কর্ম আ ১৫১২২
সর্কাল-ময় আ ১১৪৮; ম ২১৬১; সর্কাল-
ময়-উপরে ম ১১৮৭।
সর্কাল-ময় আ ৫১৭২, ১৩১৫৭; সর্কাল-ময়
আ ১৪১৮০; ম ১২২৬।
সর্কাল-ময় আ ৭৬৫; ১৪৩; ম ১৪২০;
১৫৩৭; সর্কাল-ময় ম ৮৫; সর্কাল-
ময়-উপরে ম ১৪৩।
সর্কাল-ময় আ ২৩৩৮
সর্কাল-ময় ম ১৪১৪; ৭১৩২।
সর্কাল-ময় আ ১২৪২; ম ১৩৩৭০।
সর্কাল-ময় আ ১২৩১; ম ২২২১, ৮৮৬।
সর্কাল-ময় আ ১১৩৫; ম ১৩২১; সর্কাল-
ময়-উপরে ম ১৫১৩৭।

| | | |
|---|--|--|
| ২২০; সাধু আ ৫৭২; সাধু-ব্যবহার অ ৫৬৯৭; সাধুলোক ম ১৩৭৮; সাধু- সঙ্গ আ ১৬৬১; ম ১২৩২, ২৪৪। | সিদ্ধ আ ১৭০; ১৩১৫৪; ম ১২৫২, ২৫৬, ৩২০; ৫১২৯; অ ৪১১২৯, ১২৩; সিদ্ধকলের আ ১১৫২; সিদ্ধপুঙ্খ আ ১১৮২, সিদ্ধপুঙ্খের প্রার আ ১২১৩৩; সিদ্ধবৈষ্ণব অ ২৩১১, ৩৭২। | আ ১৫২০৮, স্মৃতি-ব্রাহ্মণ আ ১৪১ ১১৬; স্মৃতিসকল আ ৭১৮২। স্মৃতিমণি আ ১৩৬২; অ ৭৭৭৯। স্বপ্ন-অনন্ত-শয়ন ম ৮২০৩ স্বপ্ন-বিগ্রহ ম ১৫৪২ স্বপ্নভার ম ৮২০৪ স্বপ্নময় আ ৭১০২; ১৫২১০; ম ২৩৪০, স্বপ্নাগর-ভিতর অ ৭১৪৭; স্বপ্নসিদ্ধ- মায়ে আ ৭১৮২; ম ৮৩১২; ১৫২৮ শ্রী (শ্রীমৎসর 'দুঃখী'-দাসীর নাম) ম ২৪১ স্বপ্নকি ম ২২৪৬; স্বপ্নকিচন্দন আ ৮১ ১২৮; ম ২৪৩; স্বপ্নকিমালী আ ১৫১২২। স্বপ্নব-নিমিত্তে অ ৩২৬১; স্বপ্নবের স্থানে আ ২৪৭। স্বপ্নন আ ১৬৩০০; ম ২২৩৭; ১৩২১, ২৮; অ ৩৮৩; স্বপ্নন-নিদ্রা ম ২২১ ৫৬; স্বপ্নন সকল আ ১৬১০৩। স্বপ্ন-দন-কুল-মদ ম ১৬১৪৭ স্বপ্না ম ১৮৭১ স্বপ্নকি-মরণ ম ১২১৭৭ স্বপ্নরিত্র আ ৩০ স্বপ্নর্শন (বিষ্ণুচক্র) অ ২১৪৩; ৭১০৭; স্বপ্নর্শন-চক্র অ ৫৬০। স্বপ্নর্শল আ ২১৮২ স্বপ্নর ম ১৩২৭, ২১৮০, ২৫২; ৩২২; ১৪; স্বপ্নরী আ ৩৩৭; ম ২১২৪। স্বপ্নীত ম ২৪৬ স্বপ্নীন ম ৩১৮৭; ২৩১৮২, অ ৪৩২। স্বপ্নীবর ম ৩১৩০ স্বপ্নকি আ ১৩৬৪ স্বপ্নকালে অ ২২৮০ স্বপ্নাবলি অ ৫৩০৬ স্বপ্নতা ম ১৮১০২ |
| ২২০; সাধু আ ৫৭২; সাধু-ব্যবহার অ ৫৬৯৭; সাধুলোক ম ১৩৭৮; সাধু- সঙ্গ আ ১৬৬১; ম ১২৩২, ২৪৪। | সিদ্ধ আ ১৭০; ১৩১৫৪; ম ১২৫২, ২৫৬, ৩২০; ৫১২৯; অ ৪১১২৯, ১২৩; সিদ্ধকলের আ ১১৫২; সিদ্ধপুঙ্খ আ ১১৮২, সিদ্ধপুঙ্খের প্রার আ ১২১৩৩; সিদ্ধবৈষ্ণব অ ২৩১১, ৩৭২। | আ ১৫২০৮, স্মৃতি-ব্রাহ্মণ আ ১৪১ ১১৬; স্মৃতিসকল আ ৭১৮২। স্মৃতিমণি আ ১৩৬২; অ ৭৭৭৯। স্বপ্ন-অনন্ত-শয়ন ম ৮২০৩ স্বপ্ন-বিগ্রহ ম ১৫৪২ স্বপ্নভার ম ৮২০৪ স্বপ্নময় আ ৭১০২; ১৫২১০; ম ২৩৪০, স্বপ্নাগর-ভিতর অ ৭১৪৭; স্বপ্নসিদ্ধ- মায়ে আ ৭১৮২; ম ৮৩১২; ১৫২৮ শ্রী (শ্রীমৎসর 'দুঃখী'-দাসীর নাম) ম ২৪১ স্বপ্নকি ম ২২৪৬; স্বপ্নকিচন্দন আ ৮১ ১২৮; ম ২৪৩; স্বপ্নকিমালী আ ১৫১২২। স্বপ্নব-নিমিত্তে অ ৩২৬১; স্বপ্নবের স্থানে আ ২৪৭। স্বপ্নন আ ১৬৩০০; ম ২২৩৭; ১৩২১, ২৮; অ ৩৮৩; স্বপ্নন-নিদ্রা ম ২২১ ৫৬; স্বপ্নন সকল আ ১৬১০৩। স্বপ্ন-দন-কুল-মদ ম ১৬১৪৭ স্বপ্না ম ১৮৭১ স্বপ্নকি-মরণ ম ১২১৭৭ স্বপ্নরিত্র আ ৩০ স্বপ্নর্শন (বিষ্ণুচক্র) অ ২১৪৩; ৭১০৭; স্বপ্নর্শন-চক্র অ ৫৬০। স্বপ্নর্শল আ ২১৮২ স্বপ্নর ম ১৩২৭, ২১৮০, ২৫২; ৩২২; ১৪; স্বপ্নরী আ ৩৩৭; ম ২১২৪। স্বপ্নীত ম ২৪৬ স্বপ্নীন ম ৩১৮৭; ২৩১৮২, অ ৪৩২। স্বপ্নীবর ম ৩১৩০ স্বপ্নকি আ ১৩৬৪ স্বপ্নকালে অ ২২৮০ স্বপ্নাবলি অ ৫৩০৬ স্বপ্নতা ম ১৮১০২ |

৩৬৬, ৮২, ৮৮; ৮৯১; ৯৫২, ৬১,
১৯৪; ১০৯; ১২১৭; ১৩২৪৬, ১৫১
৬৬; অ ৩২২২; ৪২৬৫; জুতিপত্র ম
১০১২৬৪।
জাত আ ৪১২
জগদ্র আ ১৪৫৫; জী-জিত ম ২৪১৮;
২৬৯২; জী-পুরুষ আ ১৪৫৬, ৮১;
জী-বাস আ ৬৬৯; জীমাত্র আ ১৫২৮;
জীলোক আ ১৪৫৪; জীমঙ্গ আ ১২৯
জগিত আ ৭৪১
জুল ম ২০২৫; অ ৯২৭২; জুলীম ২৬১৭৬
জাদী অ ৪৪৬২
জান-উপদ্রাব অ ৪৪৫০; জানে জান আ
১০২৪; জানে- জানে আ ৫১৬৬।
জাপ আ ৮৬০; জাপন আ ২২১; ১০১
১৬, ম ১২৮৭; জাপর আ ১২১২২;
জাপিবক ম ১২৮০; জাপিয়া আ
১৪১৩৪; জাপিয়াছে আ ১৪১৩৩;
জাপে আ ১৫১৯।
জিতি আ ১৫৮; ২১৫৫; ৭১৭৩; ১২১
২৫, ১৪৯৮।
জিহ্ব ম ১৩২, ২১০৯, ১৭৬, ১৮৮, ৮১
১৮১, ২৮৫।
জিত ম ১৮১১
জান আ ২১৭১; ম ১৩৩২; ২১০২, ৯১
৩০, জানকরি' আ ১৪১৬২; জানচিহ্ন
আ ৬১২০, ১৩০; জানের চরিত আ
৬১১৫।
জেন্দ ম ১৩০০; ৪১২৬; ৮১২৬; জেন্দ-পরিপূর্ণ
ম ৪১৬২; জেন্দবশে ম ৮১২৬; জেন্দবাসে
আ ৯১৯৪।
জল আ ১৬০০২; ম ৮১৮৩।
জুলু আ ২৪; ম ১৩৯৪; ২৬১; অ
৩৪০১; জুলে আ ১১১; ৯৭০, ম
১২৬৩, ৩২৪, ৩৭৩; ২৯৪, ১৪৭,
২০৪; ৭৭; ৮৬; ১৪৫৫।

জুতি আ ২১৭
জব্বর আ ৭১৫; জকাবি আ ২১৭৬।
জব্বল আ ১১৩১; ৭৬; ম ২১৭৮; অ
৩৪০৬; ৪১০৪; ৫১৫১; জব্বল-
বিহারী আ ১৪৩১।
জতর আ ৭১১; ১০১৫; ১০৭৭; ১৭১
১৪৫; ম ২০০৮; ১৩৫০; অ ৪১
১৩৩; ৭৪৩, জতর বিহার অ ১২৬৬;
জতর বিহারী অ ৫১২৩।
জব্বর আ ২১৩৬; ১৪১৩৪; জব্বরতৎপর
আ ১১২; জব্বরত ম ১৬১১১;
জব্বরপর আ ২১০১।
জপন ম ৩১৪১; ৮২৮; জপ আ ৮১
১০৫; ১৭৫৮; জপ-অর্থ ম ৩১৫৭;
জপকথা ম ৮৫০; জপ-চেন-আ
১৩১৪৮।
জপকণ আ ৫২
জভাব আ ২১০; ৭৪৩; ১২১৪৬;
১৫৩১, ১৬২৩; ম ২৫১, ১২০;
৫১০৮, ২২৪; ৮২২২, ১৩১২৯;
১৪১১; ১৬২৬; জভাব-কাবণে ম
১০১৫২; জভাব-চকল আ ৮৪৩;
জভাব-চরিত ম ৫১২৬; জভাব-
চরিত্র ম ৩১৫৭; জভাবদর্শ ম ৫১
১২৩, অ ৩৩২; ৪৩৭১, জভাব-
বাণ্যভাবে অ ৩২০২; জভাব-মুল্লর
অ ১৬০।
জরূপ ম ১৫২৬
জর্গ আ ২১৮৩; ম ১৪৫৪।
জর্গ আ ৪৫০
জ-সৌগার আ ১৭১৫
জতি ম ৭৩৩
জতিকমণী আ ১৪১৩
জতিবাণী আ ৪৭৩
জহতে ম ১৪১৩
জাহু ম ১০৩১৬; ১২৪০; ২৬২৬।

জাহুভর-রস আ ৮১৫৩; জাহুভবানন্দ আ
১২৫; জাহুভাব ম ৩১১, ২৩; অ
১১৪১; জাহুভাব-রসে অ ৫৩৫৪;
জাহুভাব-সুখ আ ৮১২২; জাহুভাব-
নন্দ ম ৩১০৭; ৫১২৭; ১২৫; ১৯১
২৫৭; ২৩৫০৯; অ ১৭২।
জাভাবিক আ ১২৮৪; ১৩১৯১।
জামিনী ম ৩১০১, জামী আ ৯২৩১;
১৪১৮৭; ম ২১০; ৫১১৮; ৮৫০;
১২৬০।
জাহু আ ১৪১০২; ১৭১২৬; ম ১১৪০।
জাকির আ ১৪১৮০; ম ২১৫৪; ৫১৩৪।
জেন্দ আ ৯২০১, ম ২১২১৯; ৫২৬;
৭৮০; অ ৭২১৩; ৫১৫০।
জওবি আ ৯৮৯; ম ২১২৪০; ৬১৬
অপ আ ৫১৪৪; ম ২৫৯; অরুণ আ
৯৭১; ১৬১০২, ১৩৫; ম ১২২৪,
২৫৮, ৩৩৯, ৫১৫; ৮৮৮; ১৫৮৪;
অরুণ-কাবণ ম ১০৭৭; অরুণ-প্রভাবে
ম ১০৬৫; অরুণ-বিশীন ম ১০৬৩,
৬৯; অরুণহীন আ ৮৮৭; ম ১০১
৮৮; অরুহ ম ৭৪৭; অরেন আ
১৩৮৫।
জতি ম ১২২৩; ৪১৫, ১০১৯, ১৬০।
জটী আ ৭১৭৫
জক্ জব-জন্তে আ ২১৬৪
জোতি আ ২১১৪; ১৪৬২; ম ২১২২,
৮২৭১।
হ
হংস আ ২১৭৫
হই হই ম ৮১২৬৯
হউ আ ৯১৩
হঙ আ ৭১০৬; ম ২১৫৬।
হঞা আ ১২০, ৪৭; ১২২৫।
হনুমান-কাণ্ডে আ ৯৭১; হনুমানের
আশ্রমে আ ৯৭২।

ହରିହର ଆ ୨୩୭୫

ହରିହର ମ ୨୧୨୫୦

ହରିକୀର୍ତ୍ତନ-ବିଧାନ ମ ୨୧୨୦୮

ହରିନାମ-ଆଶ୍ରମ ଆ ୧୬୧୨୨୨ ; ହରିନାମ-
ନୂତା ଆ ୧୬୧୨୦୧ ; ହରିନାମ-ବାହୁଦେବ-
ପ୍ରିୟକର ମ ୧୦୧୨୫୮ ; ହରିନାମ-ସ୍ତୁତି
ମ ୧୦୧୨୦୩ ; ହରିନାମ-ସ୍ପର୍ଶ-ବାହା ଆ
୧୬୧୨୫୨ ; ମ ୧୦୧୨୦୨ ; ହରିନାମ-ସ୍ମରଣେ
ଆ ୧୬୧୨୧୧ ।

ହରିଧ୍ବନି ଆ ୧୧୨୦ ; ୨୧୨୧୦ ; ୮୧୨୦୩ ;
୧୦୧୨୫ ; ୧୬୧୨୫୧ ; ମ ୧୧୨୫୬ , ୮୧
୨୨ ; ୮୧୨୦୮ ; ୧୦୧୨୦୮ , ୧୨୦ ।

ହରିନାମ ଆ ୧୬୧୨୫ ; ମ ୧୦୧୨୫ ; ହରିନାମ-
ମଞ୍ଜୁଳ ଆ ୧୧୨୫ ; ହରିନାମ-ମଞ୍ଜୁଳ
ଆ ୧୬୧୨୫୦ ।

ହରିଭକ୍ତଶ୍ରୁତ ଆ ୮୧୨୫

ହରିଧ୍ବଜ ଆ ୧୧୨୫

ହରିଧ୍ବ-ଅକ୍ଷର ଆ ୧୧୨୨୦୮

ହରିଧ୍ବ-ବିବାଦ ଆ ୧୧୨୨୫ ; ହରିଧ୍ବ-ବିବାଦ
ଆ ୧୧୨୨୫ ; ୨୧୨୫ ।

ହରି-ମଞ୍ଜୁଳ ଆ ୧୧୨୨୫ ; ୨୧୨୫ ; ୮୧୨୫ ;
୧୬୧୨୫୦ ; ମ ୧୦୨୫ ; ୮୧୨୫ ; ୧୬୧
୨୦ ; ହରି ହରି ଆ ୨୧୨୫ ; ହରି-ହରି
ଆ ୧୧୨୫

ହରି ଆ ୧୦୨୫ , ହରି-କର୍ତ୍ତା-କର୍ତ୍ତା ଆ ୨୧
୧୨୫ ; ହରି-କର୍ତ୍ତା-ପାମନିତା ଆ ୧୧
୨୫ ; ମ ୧୧୨୫୦ ।

ହରି ଆ ୧୧୨୫ ; ହରିମତି ଆ ୧୧୨୫ ; ହରି-
ମନେ ଆ ୧୧୨୫ , ୧୨୦ ।

ହରିଧ୍ବ-ଭାବ ମ ୧୦୧୨୫ , ୧୧୫ ; ହରିଧ୍ବ-ରୂପ
ଆ ୧୧୨୨୦ ; ହରି-ଧ୍ବଜ ଆ ୧୧୨୫ ;
ମ ୧୦୨୫

ହରିଧ୍ବ ଆ ୧୧୨୫

ହାଡ଼ି ମ ୧୦୧୨୫ ; ହାଡ଼ି ଆ ୨୧୨୫ ; ହାଡ଼ି-
ପରମ ଆ ୨୧୨୫ ; ହାଡ଼ିର କାଳ
ଆ ୨୧୨୫ ।

ହାଟେ ମ ୧୦୧୨୫ , ୨୧୫ ।

ହାଡ଼ି ମ ୧୧୨୫ ; ୨୧୨୫

ହାଡ଼ି ଆ ୧୧୨୫ ; ୧୧୨୫ ।

ହାତାହାତି ଆ ୧୦୧୨୫

ହାତେ ଖଡ଼ି ଆ ୧୧୨୫

ହାଡ଼ିଆ ମ ୧୧୨୫

ହାନା ମ ୧୦୧୨୫ ; ଆ ୧୧୨୫ , ୨୧୫ ।

ହାନି ଆ ୧୧୨୫

ହାୟ ହାୟ ମ ୧୧୨୫ ; ୮୧୨୫ ।

ହାୟ ମ ୧୧୨୫

ହାୟ-ସ୍ଥିତି ମ ୧୦୧୨୫

ହାୟାୟ ମ ୧୧୨୫

ହାତକଥା-ରମ ଆ ୧୧୨୫

ହାତ-ପବିତ୍ର ଆ ୧୧୨୫ ; ହାତାବେଶକ୍ତ
ଆ ୧୦୧୨୫ ।

ହିନ୍ଦୀ ଆ ୧୧୨୫ , ୨୦୦ ; ମ ୧୧୨୫ ;
ହିନ୍ଦୀ ଆ ୧୧୨୫ ।

ହିନ୍ଦୁ ମ ୨୧୨୫

ହିନ୍ଦୁ ଆ ୧୧୨୫ ; ହିନ୍ଦୁ ଆ ୧୧୨୫ ;
ହିନ୍ଦୁ ଆ ୧୧୨୫ ; ମ ୧୧୨୫ ।

ହିନ୍ଦୁ-ବିଦ୍ୟା ଆ ୧୧୨୫

ହାତା ଆ ୧୧୨୫ ; ୧୧୨୫ ; ୨୧୫ , ୧୦୫ ;
୧୧୫ , ୧୦୫ ; ୧୧୨୫ ; ୧୧୫ ;
୧୧୨୫ , ୧୧୫ ; ମ ୧୧୨୫ , ୧୧୫ , ୧୦୫ ;

୧୧୫ , ୧୧୫ , ୧୧୫ , ୧୧୫ , ୧୧୫ ;
୧୧୫ , ୧୧୫ , ୧୧୫ , ୧୧୫ , ୧୧୫ ;

୧୧୫ ; ୧୧୫ ; ୧୧୫ , ୧୧୫ ; ୧୧୫ ;
୧୧୫ ; ୧୧୫ ; ୧୧୫ , ୧୧୫ ; ୧୧୫ ;

ଆ ୧୧୨୫ ; ୧୧୫ ।

ହାତାହାଡ଼ି ଆ ୧୧୨୫ ; ମ ୧୧୨୫ ; ୧୧୫ ,
୧୧୫ ।

ହାତାହାଡ଼ି ମ ୧୧୨୫

ହାତାହାଡ଼ି ମ ୧୧୨୫ ; ୧୧୫ ।

ହାତାହାଡ଼ି ଆ ୧୧୨୫ ; ୧୧୫

ହାତାହାଡ଼ି ଆ ୧୧୨୫ ; ମ ୧୧୨୫

ହାତାହାଡ଼ି ଆ ୧୧୨୫

পাত্র-মূর্তী

অ

অকুর (রামকৃষ্ণক মণ্ডানয়ন) আ ২।
৩৫; ম ৩।১৫; অ ১।১৫০; ৪।২১৬;
৮।৩৫; ৯।১০৮

অগস্ত্য আ ২।১৩৪

অঘ আ ২।৩০; ম ১।৩৮; ১।৩৮১;

অঘাতুর ম ১।১৬১

অজদ (রামাহুয়) অ ৫।২৪১

অচ্যুত (বিষয়) ম ১।৮।৫

অচ্যুত বা অচ্যুতানন্দ (অষ্টৈতাদ্বয়)

—(প্রভুর প্রকাশবার্ত্তাপ্রবণে আনন্দ)

ম ৬৪১; (মহাপ্রভুকে প্রণাম) ম

১।১২৮; (মহাপ্রভুর প্রতি পিতার

ভক্তিধর্মে প্রেমজনন) ম ১।১৬৬;

অ ১।২১০; (মহাপ্রভুর পদতলে লুষ্ঠন)

অ ১।২১৬, ২১৭, (অচ্যুতের মুখে

সিদ্ধান্ত কথা) অ ১।২১৮, ২১৯,

৪।১০৮, ১৫২, ১৭২-১৭৩, ১৭৬-১৭৭,

২০১-২০৫; (শ্রীঅষ্টৈতের অভ্যর্থনার্থ

অগ্রগমন) অ ৮।৮০; অচ্যুত মহাশয়

অ ৪।১৭৬

অজ (ব্রহ্ম) আ ৮।৭০; ৯।২১৪; ১১।৪৭;

(শ্রীশেখরদেবের উপাসক) আ ১।৩।১০৪;

ম ৩।৩৯; ৮।২১২, ২২৫; ৯।৬৮,

২০৭; (গৌরাক্ষ-স্থানে আগমন) ম

১।৩।৩৫; (গৌরোগ্র্যে মুচ্ছিত বমরাজে

ধর্মন) ম ১।৪।৩০; (যমকর্মে কৃষ্ণ-কীর্তন)

ম ১।৪।৩২; (বমের নৃত্য-ধর্মে নৃত্য)

ম ১।৪।৩৫, ৫১; ১।৪।৩৮; (গৌর-মতি)

ম ১।৯।১১৬; (কৃষ্ণ-সেবা) ম ১।৯।৪৬;

(হরীশ-রত্নে অসামর্থ্য) ম ১।৯।৮৭;

(ভগবদ্বিগ্রহের সেবা) ম ২০।৩৭,

১০৮; ২৩।২০৬; (মহাপ্রভুর গর-

মকীর্তনে অঙ্গের যোগদান) ম ২৩।২৪৮;

অ ২।২; ৩।৩৪, ১৩৯, ২২৪; ৪।৭১,

৩৫৮; ৫।১২৭

অজামিল ম ১।১৬৪, ৩৩৯; (মহাপ্রভুর

মহিমা) ম ৮।১২৪; ৯।৬০; ১০।৭২;

১৩।৬৯, ২৬১, ২৬২, ২৬৪, ২৬৮;

২৩।২২৫

অদ্বিতি ম ২।৭।৪১; অ ৪।২৪৫

অষ্টৈত (অষ্টৈতচার্য্য) —(অষ্টৈতগৃহে

গৌরনারায়ণের ঐশ্বর্য্য-লীলা-প্রচার)

আ ১।১২০ (হুয়); (বিশ্বরূপ-ধর্মন)

আ ১।১২২; (নিত্যানন্দ-সহ প্রেম-

কলহ) আ ১।১৩৮; (গৌর-নিত্যের

অষ্টৈত-তবনে আগমন) আ ১।১৪৩,

(মহাপ্রভুর শ্রীঅষ্টৈতকে দণ্ডপ্রদান ও

পঞ্চাৎ অমুগ্রহ-প্রকাশ) আ ১।১৪৪

(হুয়); (মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার

শিখামুণ্ডনে অষ্টৈতের ক্রন্দন) আ ১।

১৫৫ (হুয়); ২।২; (শ্রীঅষ্টৈত আচার্য্যের

মাধাপুরে অবস্থান ও তাঁহার মাহাত্ম্য-

বর্ণন) আ ২।৭৮; (বৈষ্ণবপ্রণী

শঙ্কু-সঙ্গীত শুদ্ধজান-বৈরাগ্যযুক্ত কৃষ্ণ-

ভক্তি-ব্যাখ্যান) আ ২।৭৯; (সর্ব-

শাস্ত্রের কৃষ্ণভক্তিমূলক ব্যাখ্যা) আ

২।৮০; (গঙ্গাজল-ভুলসী-দ্বারা নিরন্তর

কৃষ্ণার্জন) আ ২।৮১; (কৃষ্ণের অবতার-

বার্ষ হুয়ার) আ ২।৮২; (ভক্তিবশ

শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষ্যকার) আ ২।৮৩;

(অধিতীয় ভক্তিবাদী বলিয়া বৈষ্ণবপ্র-

ণ্য) আ ২।৮৪; (বহিঃস্থ জীবের

চিত্তবৃত্তি-ধর্মনে হুয়, জীবোচ্চারোপার-

চিহ্ন ও একাক্রিতিতে কৃষ্ণার্জন-লীলা)

আ ২।৮৫-৯৪; (বৈষ্ণব-সত্যবতাই পর-

হুয়-হুয়) আ ২।৯০; (অষ্টৈতবার্ষ

পূরণার্থ চৈতন্যবতার) আ ২।৯৫;

(কৃষ্ণবিমুখ জীবের হৃদিশা-ধর্মনে তক্ত-

গণের সমোদ্রুৎ এবং শ্রীঅষ্টৈত-তবনে

কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে তদুৎপাদনোদন) আ

২।১০০-১০৫; (বৈষ্ণবগণসহ শ্রীঅষ্টৈতের

বিমুখগণকে হরিকথা বুঝাইবার বয়-

সবে ও অকৃতকার্য্যতা-হেতু হুয় ও

উপবাস) আ ২।১০৬-১০৮; অষ্টৈত

বহিঃস্থতা-হেতু জীবের কৃষ্ণ-কাকীর্ষ-

লীলনবিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞতা) আ

২।১০৯-১১০; (বৈষ্ণব-বিষেবীর

প্রতি অগ্নিশর্মা শ্রীঅষ্টৈতের প্রতিজ্ঞা

ও তবিশ্বাসী এবং সেই প্রসঙ্গে

নিজের তথ্য কথন) আ ২।১১৭-১২১;

(কৃষ্ণাবতার-হেতু নিরন্তর কৃষ্ণার্জন)

আ ২।১২২; (জীবের হৃদিশা-ধর্মনে

ক্রন্দন) আ ৭।২৭; (বিশ্বরূপের

অষ্টৈত-সত্যের গমন, সর্বশাস্ত্রের কৃষ্ণ-

ভক্তিপরা ব্যাখ্যা, তক্তবর্ণে অষ্টৈতের

আনন্দ ও বাতীষ্টার্জন হাড়িগা বিশ্ব-

রূপকে আলিঙ্গন দ্বারা বৈষ্ণবচার-

লিকা-প্রদান) আ ৭।২৯-৩১; (অগ্রজকে

আস্থানার্থ নিমাইর অষ্টৈত-সত্যের

আগমন, নিমাইর রূপলাবণ্য-ধর্মনে

সত্যই তক্তবর্ণের বাতাবিক প্রেম-

সমাধি) আ ৭।৩৫-৪৪; (সাগ্রজ

নিমাইর গৃহে গমন, শ্রীঅষ্টৈতাদির

বিশ্বতরঙ্গের বয়তগবতা-সবন্ধে বিচার)

আ ৭।৩৬-৬৩; (বিশ্বরূপের পুনঃ অষ্টৈত-

তবনে আগমন) আ ৭।৩৭; (বিশ্বরূপের

সন্ন্যাসলীলার তবিরহে ক্রন্দন) আ

৭।৭৭; (বিশ্বরূপের অঙ্গসংগে জ্ঞাৎ-

কালিক কৃষ্ণবিমুখ জনসঙ্গ-বর্জনে
ভক্তগণের দৃঢ়ংকল্প ও শ্রীঅষ্টোত্তর
আশাসবাক্য) আ ৭১৫-১০৭; (ভক্ত
গণের আশাস-গাভ ও হরিশ্রবণি) আ
৭১০৮; (মিশ্রের বঙ্গ) আ ৮১৮;
১২; (শ্রীল মধ্যবেত্র পুরী গোঁস্বামীর
শিষ্য-স্বাকার) আ ৯১৫৭; (অপ-
রাহে অষ্টোত্তর-ভবনে ভক্ত-সঙ্গলন,
মুকুন্দের গানে সকলেরই আনন্দ) আ
১১২৩-২৪; (পাণ্ডিগণের নানা
প্রকারে উন্নতির-কীর্তন-বিরোধ-হেতু
বৈষ্ণবগণের অষ্টোত্তর-আসিরা ছুঃখ-
নিবেদন) আ ১১৩১; (অষ্টোত্তরপ্রভুর
ক্ৰোধভরে আশাসদান ও কৃষ্ণাবতারণ-
সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী) আ ১১৩২-৬৫;
(তজ্জ্বপে ভক্তগণের উৎসাহভরে
কৃষ্ণকীর্তন) আ ১১৬৬-৬৭; (অলক্ষ্য-
লিঙ্গ শ্রীকৃষ্ণপুরীর শ্রীঅষ্টোত্তর-ভবনে
আগমন) আ ১১৭২; (পুরীর দৈত্য়,
অষ্টোত্তর তাঁহাকে বৈষ্ণবগঙ্গাসীমান,
পুরীর দৈত্য়ভরে উত্তরদান, বৈষ্ণব-
সঙ্গলন-দর্শনে মুকুন্দের কৃষ্ণলীলাগান,
পুরীপাদে প্রেমবিহ্বলতা, অষ্টোত্তর
পুরীকে কোড়ে ধারণ ও প্রোক্ষ-
বর্ষণ, মুকুন্দের কানোচিত স্নোকারুতি,
বৈষ্ণবগণের আনন্দ, পুরীর পরিচর-
লাভে সকলের হর্ষের হরিশ্রবণ) আ
১১৭২-৮৬; (ঠাকুর চরিতাস-সহ
শান্তিপু্রে মিলন ও পরস্পরের আনন্দ)
আ ১৬২০-২১; (ঠাকুর হরিনামের
স্বাক্ষরে আগমন ও শ্রীঅষ্টোত্তরচারণ-সহ
মিলন, শ্রীঅষ্টোত্তর-প্রভুর ঠাকুরকে প্রাণা-
মিক প্রিয়জনে গান) আ ১৬৩১১;
ম ১৫; (প্রভুর প্রথম-বিকার-দর্শনে
ভক্তগণের অষ্টোত্তর-হানে তদ্বর্ণন) ম
১৪; (প্রভুর অদ্বৈত-কারণ ঐনিয়তি

অষ্টোত্তর তৎসংজ্ঞাপন) ম ২১৫-৭;
(গদাধর-সহ মহাপ্রভুর কৃষ্ণার্চনায়
অষ্টোত্তর দর্শন) ম ২১২৬ ১২৯;
(প্রভুর দর্শনে অষ্টোত্তর মুচ্ছা, প্রভুকে
কৃষ্ণজান ও তদর্শনে উজোগ) ম ২১
১০০-১০৬, ১৪৩, ১৪৪, ১৫০;
(প্রভুকে একত্রাবস্থান-পূর্বক কৃষ্ণ-
কীর্তনার্থ অমুবোধ) ম ২১৫১-১৫৩;
(প্রভুর সঙ্গীকার) ম ২১৫৪; (প্রভুরভক্ত-
বাৎসল্য পরীক্ষার্থ অষ্টোত্তর গোপনে
শান্তিপু্রে গমন) ম ২১৫৫; (অষ্টোত্তর-
চরিত্র হরিশ্রবণ) ম ২১৫৭; ৩২;
(‘নাড়া’ শব্দের ব্যাখ্যান) ম ২১৫১;
(মহাপ্রভুর সচিৎ মিলন) ম ৬৮,
১০, (পূর্ব হইতেই প্রভুব আজ্ঞা-
বিষয়ে জ্ঞান) ম ৬১২; (অষ্টোত্তর-
চরিত্র সাধারণের অযোগ্য) ম ৬২৩;
(রামাইয়ের অষ্টোত্তর-চরিত্র-জ্ঞান) ম
৬২৬, ২৭; (প্রভু-প্রকাশ-বাক্য-শ্রবণে
সীতাদেবীর আনন্দ) ম ৬৪০; (তৎ-
পুত্রের আনন্দ) ম ৬৪১, ৬২; (অষ্টোত্তর-
গৃহ কৃষ্ণপ্রেমময়) ম ৬৪৩, ৪৪;
(প্রভুপ্রীতি) ম ৬৪৬; (মহাপ্রভু-
সমীপে যাত্রার উজোগ) ম ৬৫১;
(মহাপ্রভু সমীপে নিজাগমন বাক্য
জানাইতে রামাইকে নিষেধাজ্ঞা) ম
৬৫৫; (রামাই কর্তৃক মহাপ্রভুর
আদেশ জ্ঞাপন) ম ৬৭১; (প্রভু-
আদেশে আনন্দ) ম ৬৭২, ৭৬; (গৌর-
স্বন্দরকে কৃষ্ণ মূর্তিতে দর্শন) ম ৬৮৭,
৯৩; (মহাপ্রভুর তত্ত্ব-শ্রবণে আনন্দ) ম
৬৯২; (বুদ্ধিমত্তা) ম ৬১৩২, ১৩৪;
(চৈতন্ত-চরণ-লাভে মনোহরী-পুষ্টি)
ম ৬ ১৩৮; (মৃত্যুর্ধ মহাপ্রভুর আজ্ঞা)
ম ৬১৩৯; (মহাপ্রভুর আদেশে
অষ্টোত্তর নৃত্য) ম ৬১৪০, ১৪১;

(নিত্যানন্দ হইতে অভিন্ন) ম ৬
১৫২; (অষ্টোত্তর-মৃত্যু-দর্শনে বৈষ্ণবগণের
আনন্দ) ম ৬১৫৬; (মহাপ্রভুর প্রণামী
মালা প্রাপ্তি) ম ৬১৫৮; (বর-
প্রার্থনার মহাপ্রভুর আদেশ) ম ৬১
১৫৯; (আচার্যের বাহিলাধ-জ্ঞাপন) ম
৬১৬০; (মহাপ্রভু-সমীপে আচরণে
প্রেমদান-প্রার্থনা) ম ৬১৬৭; (মহা
প্রভুর সঙ্গীকার প্রকাশ) ম ৬১৭০;
(অষ্টোত্তর-কৃপার সকলের প্রেম-লাভ)
ম ৬১৭৪-১৭৫; ৭১২; (বৈষ্ণবগণের
নৃত্য গীত) ম ৭১৬; (বিজ্ঞানিধির
প্রণাম) ম ৭১৪১; ৮১, ৫; (মহা-
প্রভুর কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী) ম ৮১১২;
(কীর্তনোন্নত মহাপ্রভুর পদধূলি-গ্রহণ)
ম ৮১৪৩; (কীর্তন-শ্রবণে ভক্তিতাব)
ম ৮১২১৫; (অষ্টোত্তর-ভক্তি-দর্শনে ভীতি)
ম ৮১২১৭; (পাণ্ডিগণের নিমাই-
কুৎসা) ম ৮১২৪৮; (মহাপ্রভুর নৈবেদ্য-
আহারে আনন্দ) ম ৮১২৯০; (অষ্টোত্তরকে
মহাপ্রভুর ‘নাড়া’ বলিয়া আহ্বান)
ম ৮১৩০, (মহাপ্রভুকে স্তব) ম ৮
৩০৬; (বরপ্রার্থনার মহাপ্রভুর আদেশ)
ম ৮১৩১০, ১৩৭; (মহাপ্রভুর অভিষেক)
ম ৮১৩০, ৫১; (প্রভু-কর্তৃক ভক্তগণের
স্ব-স্ব বৃত্তান্ত বর্ণন) ম ৮১৩০২; (মহা-
প্রভুর অষ্টোত্তর ‘নাড়া’ বলিয়া সম্বোধন
ও বরপ্রার্থনার আদেশ) ম ৮১৩২, ৬;
(মহাপ্রভুকে প্রেম-বাধ্য করণ) ম
৮১৪৬, ১১৪; (ভক্তির মহিমা) ম
৮১১২৭; (বসন্ত বর্ণন) ম ৮১১৩৫;
(অষ্টোত্তরচরিত্র মহাপ্রভুগণের বোধ)
ম ৮১১৩৮, ১৪০; (আপাবনগ্নই
অষ্টোত্তর-বাখ্যার তাৎপর্য-গ্রহণ সম্বন্ধ)
ম ৮১১৪৪; (চৈতন্তসঙ্গতা) ম ৮১১৪৪;
(অষ্টোত্তর স্বতন্ত্র-দৈবমুখি নিবেদ) ম ৮১।

১৪৫; (প্রকৃত অবৈত উক্তের লক্ষণ) ম ১০১৪৬; (গৌরাঙ্গমতে অবৈত-সেবার বিধি) ম ১০১৪৭, ১১১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫; (বৈষ্ণবাগ্রী-বুদ্ধিতে অবৈত-সেবার ফল) ম ১০১১৬২; (চৈতন্যপ্রতি-বুদ্ধিতে অবৈত-সেবার অবৈত-প্রীতি) ম ১০১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, (মহাপ্রভু-সমীপে গীতা-তাত্পর্য-লিঙ্গা) ম ১০১৬৬; (মহাপ্রভু-সমীপে পতিতের প্রতি কৃপাভিত্তিক) ম ১০১৬৯; (মুকুন্দকে মহাপ্রভুর খড়্গপ্রতিমা বলিবার কারণ) ম ১০১৮৯, ৩০০; (চৈতন্য-সেবা ব্যতীত অবৈত-সেবা অপবাদ-জনক) ম ১০১১৪; (হরিনামের নিত্য-চক্ষণতা কখন) ম ১০১৩১, ১৩৪, ১৪৯, ১৫৩, (অবৈত-উক্তিতে হরিনামের দ্ব্যর্থ) ম ১০১৫৭; (অবৈতচার্যের প্রেম-চেষ্টা বৃদ্ধির অগম্য) ম ১০১৫৮; (বাহ্যতঃ এক বৈষ্ণবের পক্ষপাতী ও অন্তঃ বৈষ্ণবের নিষ্কপার্য পরিণাম) ম ১০১৫৯; (প্রভু-গৃহে জগাই-মাধাই-সহ উপবেশন) ম ১০১২৩৮, ২৫৭ (মহাপ্রভুকে পোকুলচক্র বলিয়া উক্তি) ম ১০১০০, ৩০১, (জগাই-মাধাইর পাপ-বিনাশার্থ নৃত্য) ম ১০১০৫; (মহাপ্রভুসহ জল-ক্রীড়া) ম ১০১৩০৫; (নিত্যানন্দ-সহ জলক্রীড়া ও প্রেমকলহ) ম ১০১০৪-১০৪৩; (নিতাই-সহ জলযুদ্ধ) ম ১০১০৪২, ৩৫২; (নিতাইর সহিত কোলাহল) ম ১০১০৬, (মহাপ্রভুর ক্রোধ-দর্শনে আনন্দ) ম ১০১২৮, ২২১; (মহাপ্রভুর আচার্য-প্রতি শ্রদ্ধাবুদ্ধিতে আচার্যের হৃৎ) ম ১০১১১; (মহাপ্রভুর চরণসেবার আত্মিক ইচ্ছা) ম ১০১০০; (মহাপ্রভুর ভাবাবেশকালে ভাবের চরণ-সেবা) ম ১০১৪৫; (মহাপ্রভুর বড়-বিহিত পূজা) ম ১০১৪৮;

(সর্বভক্ত অপেক্ষা আচার্যের শ্রেষ্ঠত্ব) ম ১০১৪৯; (অবৈত-সিংহের মহিমা বহিঃস্থ হৃৎগণের অগম্য) ম ১০১৫০, ৫১; (প্রভুর মুর্ছা-প্রাপ্তি-কালে গোপনে আচার্যের তৎপদধূলি গ্রহণ) ম ১০১৫২; (মহাপ্রভুর প্রপ্নে আচার্যের শুশ্রূষা-স্বীকার) ম ১০১৫৮; (জ্ঞান-ব্যাক্তে মহাপ্রভু কর্তৃক আচার্য-মহিমাকীর্তন) ম ১০১৬১; (মহাপ্রভু-কর্তৃক বলশ্রুত আচার্যের পদধূলি-গ্রহণ) ম ১০১৭৪, ৭৫, ৭৬, (ঐকান্তিক গৌর-দাস্ত জ্ঞাপন) ম ১০১৭৮; (আচার্যের প্রতি গৌরহৃদয়ের কৃপা-বৈতব-দর্শনে বৈষ্ণবগণের উক্তি) ম ১০১২১, ২৩; (পাপি-সকলের অবৈত-তবে অনন্তজ্ঞতা) ম ১০১২৫; (মহাপ্রভুর সচিৎ নৃত্য) ম ১০১২৮, ২৯; (মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ-অভাবান্নির দর্শনে বাক্যোক্তি ও নৃত্য) ম ১০১২১, ৩০, ৩১; (মহাপ্রভুর দণ্ড ও পরে অহুগ্রহ) ম ১০১৩৬; (প্রেমযোগে প্রভুর চরণ-চিন্তন) ম ১০১৮০; (মহাপ্রভু-সমীপে অবৈতের দৈন্ত ও দাস্ততাব-প্রার্থনা) ম ১০১৮১-১৮২; (অবৈত-সমীপে প্রভুর তত্ত্ব-কখন) ম ১০১৮৮, ২২; (প্রভুর আশ্বাস-বাক্যে আনন্দ) ম ১০১১০; (চৈতন্যের প্রেম পাত্র) ম ১০১১০৪; ১৮১২; (প্রভুর নৃত্য-দর্শনে অধিকার-প্রাপ্তিতে আনন্দ) ম ১০১২৭; (নিজ-কাচ-বিবরে প্রভুকে প্রেম) ম ১০১৩৩; (আচার্যের বিবিধ বিলাস) ম ১০১৩৫; (অভিনয়ে শ্রীমৎসের পরিচয়-জিজ্ঞাসা) ম ১০১৪৫; (পরাধরকে প্রভু-সহ নৃত্য-আবেশ) ম ১০১১০৯; (পরাধরের আনন্দ) ম ১০১১১১; (প্রভুর ললী-

বেশ-দর্শনে প্রেম) ম ১০১১০৭; (আচার্য-প্রতি প্রভুর ভক্তি-প্রকাশ) ম ১০১৮; (মহাপ্রভুর অবৈত-প্রতি ভক্তি-প্রদর্শনে অবৈত-সিংহের হৃৎ) ম ১০১১৩; (হরিনাম-সহ শান্তিপুরে গমন ও যোগাচার্যি ব্যাখ্যা) ম ১০১১৮, ২৫; (দোভাগ্যবানের অবৈত-চরিত্র-বোধ-সামর্থ্য) ম ১০১২৬, ২৭; (মাধাবাদ আদরের কারণ) ম ১০১২২৪, ১২৫; (মাধাবাদ-ব্যাখ্যার মন্ত) ম ১০১২২৭, ১২৮; (জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতা কখন) ম ১০১১০২; (মহাপ্রভুর জ্ঞান ও অবৈতকে প্রেরণ) ম ১০১১৩৩, ১৩৪; (কোথি অবৈতকে প্রভুর নিম্ন-তত্ত্ব কখন) ম ১০১১৩২, ১৪৪, (প্রভুর নিম্ন-তত্ত্ব শ্রবণে আনন্দ) ম ১০১১৫১; (মহাপ্রভুর নিকট শান্তি-লাভে নৃত্য) ম ১০১১৫২, ১৫৩; (প্রভুর দানদে গোঁরব) ম ১০১১৬০; (বিশ্বকরের অবৈতকে জ্ঞোড়ো ধারণ) ম ১০১১৬০; (অবৈতের ভক্তিদর্শনে নিত্যানন্দের প্রেম-কন্দন) ম ১০১১৬৪, ১৬৬; (মহাপ্রভুর নিকট বর-প্রাপ্তি) ম ১০১১৬৭; (বর-শ্রবণে কন্দন) ম ১০১১৭০; (অবৈত-কথিত মহাতত্ত্ব-শ্রবণে মহাপ্রভুর উক্তি) ম ১০১২০৬; (অবৈতের প্রেম কন্দন) ম ১০১২১৬; (মহাচিন্ত্য অবৈত-কাহিনী) ম ১০১২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২১; (মহাপ্রভুর নিজ-লীলা-বিবরে প্রপ্নে উত্তর-দান) ম ১০১২২৩, ২২৪; (নিতাই-সমীপে মহাপ্রভুর কলা-প্রার্থনার দ্ব্যর্থ) ম ১০১২২৬, ২২৯; (মহাপ্রভুর চরণে প্রণাম) ম ১০১২৩২, ২৩৪; (বিশ্বকর-সহ ভোজন-পক্ষ) ম ১০১২৩৫; (নিত্যানন্দ-তত্ত্ব হৃদে, অজিত) ম ১০১২৩১; (জ্ঞান-

হলে নিত্যানন্দত্ব কখন) ম ১২১
২৪৪, ২৫০, ২৫১; (ক্লোখাবেশ-দর্শনে
সকলের হাত) ম ২১২২; (নিতাই-
সহ আলিঙ্গন) ম ১২১২৪৪, ২৫৭,
২৬২, ২৬৩; (ভক্তগণের প্রণাম) ম
১২১২৬৮, ২৭৩; ২১১; (নাড়া) ম ২২১
১৬; (মহাপ্রভুর অষ্টৈতাচার্যকে বর
প্রার্থনার আদেশ) ম ২২১১৭; (প্রভুর
মাতাকে বৈষ্ণবপরাধ-খণ্ডনোপদেশ
এবং অষ্টৈত-চরণ-ধূলি-গ্রহণে আদেশ)
ম ২২১৩৫-৩৬; (সকলের অষ্টৈত-সমীপে
শচীমাতার অপরাধ-মোচনার্থ কুম্মরোধ)
ম ২২১৩৭; (শচী-মহিমা কীর্তন করিতে
করিতে আচার্যের প্রোষবেশ) ম ২২১
৩৮, ৪২; (প্রভুর অষ্টৈত-স্থানে নিজ-
জননীর অপরাধ-খণ্ডন) ম ২২১৫২,
৫২; (যোগবশিষ্ঠ-ব্যাখ্যায় কৃষ্ণভক্তি
ব্যাখ্যা) ম ২২১৮৮; (নবদ্বীপবাসীর
অষ্টৈতের ব্যাখ্যা-বোধাসামর্থ্য) ম ২২১
৮৯; (বিশ্বরূপের সহিত কৃষ্ণালাপ)
ম ২২১৯১; (আচার্য-গৃহে বিশ্বরূপের
আগমন) ম ২২১৯৬; (সন্তক অবস্থিতি)
ম ২২১৯৫; (বিশ্বরূপ-রূপ-দর্শনে মুগ্ধ) ম
২২১৯৮, ১০০, ১০২, ১০৩; (শচীমাতার
অষ্টৈতাচার্যকেই বিশ্বরূপ-সন্ন্যাসের
কারণ বলিয়া নির্দেশ) ম ২২১১০৮;
(মহাপ্রভুর অমূল্য অষ্টৈতের সঙ্গ) ম
২২১১১১, ১১২; (শচীমাতার আচার্য-
স্থানে অপরাধ) ম ২২১১১৪, ১১৬,
১২২; (পাপিগণের আচার্যকে লঙ্ঘন-
সম্ভাবনা) ম ২২১১২৪, ১২৫; (বৈষ্ণব-
পরাধের দণ্ড করিয়া প্রভুর লোক-
শিক্ষা) ম ২২১১২৭, ১৩২, ১৪৭;
(শ্রীমৎ-ভবনে আচার্যের কীর্তনানন্দ)
ম ২৩১০০; (আচার্যপোলাশ্রিত নগর-
কীর্তনে নৃত্য) ম ২৩১২০৩, ৩০৭; (মহা-

প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-দর্শনে অষ্টৈতাদির
প্রেম-ক্রন্দন) ম ২৩১৪৪২, ৪৭৮, ৫৩১;
(অষ্টৈতের পক্ষাবলম্বনের অভিনয়ে
গদাধর-নিম্নকের অষ্টৈত-ভৃত্য-নামের
অযোগ্যতা) ম ২৩১৫৩৩; ২৪১৩১;
(গোপীভাবে নৃত্য) ম ২৪১৩২-৩৩;
(পুনঃ পুনঃ আধিযোগ) ম ২৪১৩৮-
৩৯; (অষ্টৈত-আধির্দর্শনে প্রভুর তৎ-
সমীপে আগমন, প্রভুর আধির্দর্শন-
জিজ্ঞাসায় আচার্যের উত্তরদান এবং
অষ্টৈতের প্রভুর বিধরূপ-দর্শন) ম
২৪১৪০-৪৮; (বিধরূপ-দর্শনে প্রেম-
সুখ) ম ২৪১৫৫, ৬৩, ৬৪, ৬৮, ৭৬;
(নিত্যানন্দ-সহ প্রেমকলহ) ম ২৪১৮০-
৮৩, ৮৮, ৯৮; ২৭১২৫; (মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-
প্রবণে আচার্যের বিরহ) অ ১১৩৬,
৩৭, ৪০, ৪৬; (আচার্যের গৌরভক্তি)
অ ১১৩০, ২০৮, ২১২-২১৪; (প্রভুর
প্রতি ব্যবহার) অ ১২৩০, ২৪১, ২৪৭,
২৭৩; ২১৪, ১৫, ১৯; (পুত্র অচ্যুতা-
নন্দ-মহিমার মুগ্ধ) অ ৪১৩৪-১৪১,
১৪৬, ১৫০, ১৫২, ১৭২, ১৭৮, ১৮০-
১৮৫, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ১৯১, ১৯৩,
১৯৬, ১৯৮, ২০০, ২০১, ২০৭,
২০৯; (শচীমাতার স্থানে লোক-
প্রেরণ) অ ৪১২১১ ২৭৬, ৩৯৬,
৩৯৮, ৪০১, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১,
৪৩৩-৪৩৫; (পুরীপাদের অবস্থা-দর্শনে
সন্তোষ) অ ৪১৩০২; (পুরীপাদের
নিকট উপদেশ-গ্রহণ-লীলা) অ ৪১
৪৪০; (মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথিতে
সানন্দে আচার্যের সর্বত্র নিক্ষেপ)
অ ৪১৪৪১; (পূজোপকরণ সংগ্রহ) অ
৪১৪৪২, ৪৫২, ৪৭৩; (চৈতন্য-বিষুখ
ব্যক্তির নিকট অধি-অবতার) অ
৪১৪৭৪, ৪৭৫, ৪৮৫, ৪৮৬; (মহা-

প্রসাদ-বিতরণ-কার্যে যোগদান) অ
৪১৫০৩; (মহাপ্রভুর সম্মুখে চন্দন-
মালা স্থাপন) অ ৪১৫১০, ৫১৫;
৫১৫; (মহাপ্রভুর বরদান) অ ৫১৬৫;
(শ্রীচৈতন্যভাগবত-বিচারের বিরোধি-
গণের "চৈতন্যদাম" আখ্যায় কষ্ট)
অ ৫১৬৩৭-৪৪১; (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর
আগমন) অ ৫১৬৭০, ৪৭২; (শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভুর জতি) অ ৫১৬৭৭, ৪৮০; (নিত্যা-
নন্দ প্রভুর মহিমা-কীর্তন) অ ৫১৬৯০,
৪৯১, ৪৯৩, ৪৯৫-৪৯৬; ৭১২, ৯৯;
(ভক্ত-গোপীসহ নীলাচল-বিজয়)
অ ৮১৩, ৬; (আই-স্থানে বিদ্যার লইয়া
প্রভুশ্রিয় জয়াদিসহ শ্রীচৈতন্য-চরণ-
দর্শনার্থ আচার্যের শ্রীক্ষেত্রে আগমন)
অ ৮১৩৯; (মহাপ্রভুর প্রসাদ-প্রেরণ)
অ ৮১৪২, ৫২, ৫৩; (নীলাচলে
আগমন) অ ৮১৫৪, ৬০; (মহাপ্রভুর
গোপীর সহিত মিলন) অ ৮১৬৩
(আচার্যকে শ্রীবৈকুণ্ঠনাথের সন্ন্যাস-
দান) অ ৮১৬৬; (মহাপ্রভুর প্রণিপাত)
অ ৮১৬৭, ৭১; (শ্রীগৌরসুন্দর-সহ প্রেম-
সম্ভাবণ) অ ৮১৭৫-৭৬, ৭৮; (অষ্টৈত-
সকলের নমস্কার) অ ৮১৮২; (নিত্যানন্দ
সহ কোলাহল) অ ৮১৮৬; (মহাপ্রভুর
কর্তৃক মালা-প্রদান) অ ৮১৯০; (নর-
সরোবরে জলকলি) অ ৮১২০০-১২১
(জগদ্বিশদর্শনে আনন্দ) অ ৮১১৪৫
(মহাপ্রভুর কৃপার বৈষ্ণব-দর্শন) ৭
৮১৬৮; (মহাপ্রভুরে তিকার্ষ অহ-
তোষ) অ ৯১২; (মহাপ্রভুর কথ-
প্রবণে আনন্দ) অ ৯১১৭; (বাসার প্রভা
বর্তন ও মহাপ্রভুর তিকার্ষ সম্ভা-
অ ৯১১৯; (মহাপ্রভুর তিকার্ষ বহন
রকন) অ ৯১২১; (সন্ন্যাসি-পোশাক
প্রভুর আগমনে আচার্যের প্রভু

ভিক্ষা স্ফোচ-সম্ভাবনা চিত্রা) অ ২২৫; (অন্তর প্রভুর একাকী ভিক্ষার্থ আগমন-কামনা) অ ২৩০, ৩২; (অষ্টমের অভিজাতাশ্রমকুলে দৈব-দুর্ঘ্যোগ) অ ২৩৫; (রক্ষন-কার্যাদির স্থানে ষড়্বেদাদির অস্ত্র প্রকাশ) অ ২৩৯; (মহাপ্রভুর অস্ত্র ভোগ-সজ্জা) অ ২৪১; (একেশ্বর মহাপ্রভুর আগমনের অস্ত্র ধ্যান) অ ২৪৪; (একেশ্বর মহাপ্রভুর আগমন) অ ২৪৫-৪৬; (মহাপ্রভুকে নমস্কাব ও আসন-প্রদান) অ ২৪৭; (সপত্নীক মনের সাধে সেবা) অ ২৪৮; (মহাপ্রভু ভোজনে বসিলে পরিবেশন) অ ২৫০-৫১, ৫৩; (শ্রীগোবিন্দদেব ভক্ত-বাহ্যিকল্পতরু) অ ২৫৭; (মহাপ্রভুর ভোজন) অ ২৫৯; (অষ্টমের ইন্দ্রজব) অ ২৬০; (প্রভুর জিজ্ঞাসার আচার্যের ইন্দ্রজব-গোপন-চেষ্টা) অ ২৬৪; (বৈষ্ণবী প্রতিষ্ঠা বরণ) অ ২৭৮, ৮১-৮২, ৮৪-৮৬; (মনস্কাম পূর্ণ) অ ২৮৮; (ভক্তগণের চৈতন্ত-নাম-শুগ-লীলা-গান) অ ২১৫৭; (শ্রীচৈতন্ত্যবতার-সংকীর্তন) অ ২১৬৪, (শ্রীচৈতন্ত্য-বতার-নাম-শুগ-লীলা-গান-কালে হর্ষ) অ ২১৬৫; (চৈতন্ত্য-গীত ও সংকীর্তন-মুখে নৃত্য) অ ২১৬৭-১৬৯; (উদ্দাম নৃত্য) অ ২১৭২, ১৭৬; (প্রভুর দর্শনে ও নাম-শুগ-কীর্তনে উল্লাস) অ ২১৮০, ১৮৪; (শ্রীকৃষ্ণচৈতন্ত্যদেবের ভগবতার শ্রোত প্রণালী) অ ২২২২; (শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মে প্রেমভক্তি-প্রদানে সমর্থ) অ ২২৫৬-২৫৭; (শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের ভক্তি-প্রার্থনা) অ ২২৫৮; (শ্রীকৃষ্ণ-সনাতন কর্তৃক তব ও প্রার্থনা) অ ২২৫৯; (মহাপ্রভুর অষ্টম-প্রভুকে

শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনকে কৃপা করিবার ক্ষমতা অমুরোপ) অ ২২৬০; (শ্রীমহাপ্রভুর প্রতি নিবেদন) অ ২২৬৪, ২৬৬; (শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনকে 'প্রেমভক্তি হটক' বলিয়া আশীর্বাদ) অ ২২৬৭, ২৬৯, ২৭৬, ২৮০, ২৮২, ২৮৪; (শ্রীবাসেব প্রতি মহাপ্রভুর কোপ-দর্শনে প্রভুকে নিবারণ) অ ২২৯০, (মহাপ্রভুর যত্ন ও অষ্টম-তব প্রকাশ) অ ২২৯৭-২৯৯, ৩০১, (শ্রীবাসের অষ্টম মাহাত্ম্য বর্ণন) অ ২৩০৪-৩০৫; (মহাপ্রভুর সমীপে আগমন) অ ২৩০৫; (মহাপ্রভুকে বন্দন করিয়া উপবেশন) অ ২৩০৬; (মহাপ্রভুর প্রেমের উত্তর) অ ২৩০৮, ১০; (মহাপ্রভু-সমীপে আচার্যের পরাভয়-স্বীকার-লীলা) অ ২৩১৭, (মহাপ্রভুর প্রীতি) অ ২৩২১; (মহাপ্রভুর কৃপামণ্ড পতনে আচার্যের সম্মোহ) অ ২৩২২, (প্রভুকে কৃপ হঠতে উত্তোলন) অ ২৩৩৩; (প্রভুর বাক্য-শ্রবণে আনন্দ) অ ২৩৩৬; (বিদ্যানিধির মতিমা-কীর্তন) অ ২৩৪১; অষ্টম আচার্য আ ২৩৪৮, ২৩৭; ৮১৮; ১১৩১-৬২, ৬৬-৬৭, ৭২-৭৫, ৮০; ম ৫১১; ৬৮, ১০, ১২, ২৩, ২৬-২৭, ৪১-৪৪, ৪৬, ৫১, ৫৫, ৭১-৭২, ৭৬, ৯৩, ৯৯, ১০২, ১৩৪, ১৩৮-১৪১, ১৫২, ১৫৬, ১৫৮-১৫৯, ১৬৭, ১৭০, ১৭৪-১৭৫; ১৬৮, ২২১৮; অ ১১৩০; ৪১৩৫, ১৩৯, ১৮৪, ৪৩০, ৫০৩; ২৩২; অষ্টম-গৃহিণী (নীতাদেবী) ম ১২১২২, ১৩৫, ১৬৫, ২২৭, ২৩৯; অষ্টম গোপালিকা অ ৪১৮৭; অষ্টমচন্দ্র আ ২২; অ ৮১৬৮; অষ্টমদেব আ ১৬২১; অষ্টম মহাপ্রভু ম ৬৫৫; অষ্টম মহাপ্রভুর

অ ৪১ ৫০, ১২৬, ৪৩২; ২২১, ২৫৭, ২২০; অষ্টমতরায় ম ১৭১০৬; অষ্টম-শ্রীবাস-প্রিয়ধাম (মহাপ্রভু) অ ৭২; অষ্টমসিংহ আ ২১ ২২; ম ১৬৫০; ১২১৩; ২২৮৮; ২৩৩০; অ ৪৪৪১; ৮৩৯, ৫৩, ৬৩, ৭৮, ৯০; ২১২, ৪১, ৫২, ৮৮, ১৬৫, ১৬২, ১৭২

অনন্ত (শ্রীকৃষ্ণদমন কৃষ্ণবশোভা) আ ১১৩; (অনন্তের শ্রীকৃষ্ণদেব বহুভাবে বিকৃষেবা) আ ১৪৭; (সর্ববৈষ্ণবপূজা বিগ্রহ) আ ১৪৯; (অনন্তনামগুণকীর্তনের মাহাত্ম্য) আ ১৫৩-৭৬; (অজিত-শ্রীনিত্যানন্দ) আ ১৭২; (বশোভা বিগ্রহ) আ ১৮২; (শ্রীগোবিন্দদেব 'ভাগবত'রূপে প্রণবিতরণ) আ ২১২, ১৩৫; (গোবিন্দবিজ্ঞানকালে নর রূপ ধারণ-পূর্বক হরিকীর্তন) আ ২২২৪; (সর্বরূপ ধারণ-পূর্বক মহাপ্রভুর শেষপর্যায় লীলাব সেবা) আ ৪১৭৭-৭১; (অজিত-শ্রীনিত্যানন্দ) আ ৫১৭২; (গোবিন্দনারায়ণের শব্দরূপে সেবা) আ ৮১৪৯; (নিত্যানন্দাভিষেকবিগ্রহ; শ্রীচৈতন্ত্যজ্ঞার রাঢ়ে অবতার) আ ২৪; (অনন্তের লীলা অনন্ত রূপারই স্মৃতিলাভ) আ ২২২; (গোবিন্দকর্তার আত্মপালনরূপ দাস্ত) আ ২২১৪; (শ্রীঅনন্তের মহাপ্রভুর বহুভাবরূপে সেবা) আ ১৩৬৪; (ভগবদ্ভক্তিদর্শনে মোহ) আ ১৩১০১; ১৭৪১; 'মহাপ্রভু' অনন্ত আ ১৭১৩০; ম ১১ ৩৪১; (বিশ্বস্তর-ধারণ স্বাভাবিক) ম ৪২২; ৫১০৪, ১১১-১১৩, ১১৫, ১৬০, ৬৭২, ১৫৪; (মহাপ্রভু'সেবা) ম ৮২৮৪; (ভক্তিপ্রদানে বিশ্ব-ধারণ-

শক্তি) ম ১০২৩২; (বৈকুণ্ঠের অধি-
শক্তি) ম ১১১২৬; (নিতাইয়ের
অনন্তের জীব) ম ১২১৮; ১০২৭১;
(কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১০১৫০; (অজ,
তব, নারদ, শুকাদির অনন্তে বেড়িয়া
নৃত্য) ম ১০১৫১; (গৌর-রতি) ম
১০১১৬; (নিত্যানন্দের উপমা) ম
১০১২৩; (শ্রীভগবৎগ্রন্থ-সেবা) ম
২০১০৭, (ভগবত্তীলাকীর্তন) ম ২০১৪২,
১৩১; ২০২০৬, ২৭৮; (প্রভুর
কীর্তনে নৃত্য) ম ২০১৪২৬; ২৬৩৩;
অ ১১৪১, ১৪২, ২২১; ২৫১, ৫৩,
৫৬, ৫৭, ২০০, ৪১২; ৪৩০১; ৬৫৬;
৭০৮, ৬২, ৭২; ৮৬১; **অনন্তদেব**
(নিত্যানন্দপ্রভু) ম ৫১১১০; **অনন্ত-**
ধাম অ ৪৩২৫
অনন্ত (শ্রীভগবৎ)—(ওড়নধরী) অ ১০১২২
অনন্তজীবন (মহাদেব) অ ৭৮২
অনন্তপতিত (আটসারি গ্রামবাগী)
—মহাপ্রভুর তদগৃহে আগমন, ত্তিকা
গ্রহণ ও কৃষ্ণকথা-কীর্তন প্রসঙ্গ)
অ ২৫১-৫৬; (মহাপ্রভুর পতিতকে
শুভদৃষ্টি-পূর্বক আটসারি হইতে
হজোপাতিত্বের বিজয়) অ ২৫৭
অনন্তজ্ঞানাত্মকোত্তরী (মহামায়ী)
ম ১৮১৬৮
অনন্তজ্ঞানাত্মাংশ (মহাপ্রভু) ম
২৮১১১; অ ১২০
অনন্তশরন (মহাপ্রভু) ম ২০১৪১৬
অনন্তুরা (নন্দাময়-জননী) অ ৫১২৪৫
অমিরক (বিষয়) (অবতারী ভগবৎ-
সহ অবতারগণের আবির্ভাবের ন্যায়
করকর: আজার পার্শ্ব, ভক্তগণেরও
অবতার) অ ৮১১৭১
অমরপূর্ণা (গরীময়ীর 'ভগবৎ অমরপূর্ণা'
দায়) অ ২১১৫৮

অপরাজিতা (চণ্ডী) অ ৪১২
অপরাজিত-ভজন-শরণ (কৃষ্ণ) অ ২১০৪১
অবহুত (নিত্যানন্দ) ম ৮১১০; ১০১
১৭৫, ১৭৮, ১৮২, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৮;
১৭১২৪; ২৪৮০, ৮৫, ২৩, ২৪; অ
৩১২৮; ৫৫৩২, ৫৫০, ৫৭২, ৫৮০,
৫৮৬; **অবহুতচন্দ্র** ম ২১০৪৫; ২০১
৫২৩; ২৮১০৪; অ ৫১৪৬৭, ৫২১;
৭১০১; **অবহুত চাঁদ** ম ২১১২৮;
অবহুতবর—ম ১০২৫৬, **অবহুত-**
মণি অ ৫১৩৭২; **অবহুতমহাবল**
অ ৫১২৬১; **অবহুত মহাশয়** অ
৫১৪২২, ৫৮১; **অবহুত রায়** অ
৪৩০২; ৫১৬৭৭; **অবহুত-সিংহ**
অ ৫১৩৭৮
অমরীষ ম ২২১০৪
অমূলিক (অর্ক) অ ২১৬১, ৭১, ৭৪
অমূলিক শব্দ অ ২১৬৩
অর্জুন ম ১৫৫৫; ২৪১৭৭, ৫১; অ
৩৩২, ২৩৩
অহল্যা অ ৪৩৩১
আ
আই—অ ৪১২২; ৮১১১, ১১৫, ১৬৪,
১৬৮, ১৭৭, ১৮১, ১৮২; ১০১৪৭, ৫৪-
৫৫, ৫৮-৫৯, ৬৭, ৭৮, ৮৮, ১২৪-
১২৫, ১২৮; ১২১০২, ২১৬-২১৭, ২২০,
২২২-২২৩, ২৩০-২৩১; ১৪১৬, ১০০,
১০৬, ১৩০, ১৭৬; ১৫৪৭-৪৯,
১১৪, ২১৩; ১০১০৮, ৩৭২-
৩৭৫; ১৮১২০-৩০, ৬৩-৬৬, ৬৮,
১৩১; ১২১২৭০; ২২১২৪, ২২, ৪০-
৪৭, ৪২, ৫২, ১০৭-১০৯, ১১০-১১৪,
১৪১; ২৬১৫৪-১৫৬; ২৮১৪৫, ৪২,
৬৭-৭০; অ ১১৪৪৬-১৪৮, ১৫০-১৫২,
১৫৪, ১৬২, ১৭২-১৭৫; ৪১১১১-
২১৪, ২১৬-২২০, ২২৪-২২৬

২৩৫, ২৩৭-২৪০, ২৫২, ২৬০, ২৬১,
২৬৬-২৬৯, ২৭১-২৭২, ২৭৪, ২৭৬-
২৮০, ২৯১, ৩১৩, ৪৪৭, ৫০৬;
৫১৪২৭, ৪২২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৬;
৭১১১; ৮১৩৭, ৩২; ৯১১১২৩, ৯৫-
৯৭, ৯৯-১০৩, ১০৬, ১০৮, ১১০।
আখরিসা বিজয় (শ্রীবিজয়-নাম জটয়া)
ম ২৬৩৯; **আখরিসা শ্রীবিজয়**
দাস অ ৮১১৮;
আচার্য (অবৈত) ম ২১১০, ৩২; ৬১৮,
৫৬, ৮৫; ১০১৩, ১১৫; ১৭৭০, ৭১,
৭৬-৭৭, ৭৯, ৮১, ৮২; ১৮১২২; ১৯১
৪০-৪১, ২৪; ২২৪১, ৪৭; ২৪১৩৬-
৩৭, ৪২; ২৮১৫৫; অ ১১৫৭, ২১১,
২১৭; ৪১৪৪০-১৪৪, ১২২, ৪৭০, ৪৭২,
৪৮৮; ৭৫৫; ৯১৫, ২৪, ৫৫, ৬৫,
২৮১, ২৯২; **আচার্য গোসাঞি**
অ ১৬২০, ৩১১; ম ২১৩৫;
১০১৩৩, ১৩৬, ১৬০; ১৩৩৫৬;
১৭২৬; ১৭২৬; ১৯১৬, ২৩৬;
২২৪৪, ১১৩; ২৩১৪১, ২০৩; অ
৪১২৪, ২১০, ২৭২, ৩২৮, ৪৪৪,
৪৯৭; ৫১৬৬৯; ৮১৩, ৬; ৯১৬০;
১০১১৭; **আচার্যবর গোসাঞি**
অ ২১৫৭১
আচার্য চন্দ্র (মহাশ; নিত্যানন্দ-পার্বন)
অ ৫১৭৪২
আচার্য চন্দ্রশেখর (চন্দ্রশেখর
আচার্য জটয়া)
আচার্যপুরন্দর (পুরন্দর আচার্য
জটয়া)
আচার্যরত্ন (চন্দ্রশেখর) ম ৮১৮৪;
১৮১২৬; **আচার্যরত্ন শ্রীচন্দ্র-**
শেখর অ ৮৮
আজানুলকবির অ ২১১৭৪ (নব-
কবী জটয়া)

দাবিদেব (অনন্ত) (শব্দসূচী প্রদায়)
দাবিদ-মিত্র-শুদ্ধকলেবর (শ্রীম-
কৃষ্ণ) অ ৬৪৪

দাবিদবাহ (চর্চা) (বাক্যপুত্র) অ
২২৮১, ২৮৮

দাদ্যাশক্তি (মহাপ্রভুর চন্দ্রশেখর-
ভবনে আদ্যাশক্তিবিশেষ নৃত্য) ম ১৮।
১২০, ১৫৪

ই

ই অ ২। ০০; ১০১১৪; ম ১২২১;
২২০৬; (কৃষ্ণগোমে নৃত্য) ম ১৪৪৬,
৪৭; অ ৪১০০৩; ৫১০১১, ৬১৭; ৬৮৪;
(প্রভুসেবার আশুক্র) করায় অষ্টেতের
ইন্দ্র-স্বব) অ ১৬০০-৬৩, ৬৮, (অষ্টেত-
আচার্যের সেবামিত্র ইন্দ্রেরই সৌভাগ্যে
পরিচয়) অ ২৭২; ইন্দ্র-শক্তি আর
১০১১৪; ১৫২০৭

ইজাজিৎ অ ২৫৬; ম ১৫৪২

ঈ

ঈশান (গৌর-নিত্যানন্দের সেবা) ম
৮৫২; (শ্রীমাতা হাব সেবা) ম ৮৭৭, ৭৪

ঈশ্বর অ ৭৪২, ১২১২০; ১৩৪৩,
১২৬; ১৪৭৭, ৭৫, ১০৩, ১৮৬; ১৬।
৮১, ৮২, ১৪৩; ১৭৪৬, ৫৬; ম ১।

১৪২; ২১৪২; ৬২, ১৫০; ৮১০৫;
১০১৪০; ১৫৮২; ১৬৩৩, ১২০;
অ ২৪৬, ৪৭, ৪২, ৪২৬; ৩০২-৩৩,
৪৪, ৪২, ২১৫, ২২৩, ৫১৩; ৪১৪৭,
১৭২, ৩২২, ৪২২; ৫১৭, ১৮২, ৪২৩;
অ ১০২; ৭৮৬; ১০১৪৭

ঈশ্বর (অষ্টেত) অ ২২০০

ঈশ্বর (কৃষ্ণ) অ ৬১০৫-১০৬, ১১২;
২১৩৩, ১৪১, ৩৬০

ঈশ্বর (অগ্নিধর্ম) অ ২৪৮৮; ১০।
৮২, ১০৪, ১০৮-১০৯, ১১১

ঈশ্বর (নিত্যানন্দ) অ ১৫০; ম ৪।

৬৮; ১১২৬; ৫২৫২, ৬১২-৬২০;
৭৩৮, ৭৪, ৭২, ২২; ২২০০

ঈশ্বর (বিশ্বরূপ) অ ৭৭২

ঈশ্বর (বিষ্ণু) অ ১৪৪২

ঈশ্বর (মহাপ্রভু) অ ২২৮; ৫১৬১,

১৬৫, ১৮৬; ৬২০; ১০১৭, ৫০,
১২৭৬, ১৭২; ১২৬০, ৭৫, ১৫২;
১৪১১, ৩৭, ১০১, ১০৩; ১৫১১৮,
২২৪; ১৭২৮; ম ৩১; ৪১১, ৩৫;
৫২, ১২৮, ১২২, ১০৩; ৭১১৫;
৮১০৫; অ ২৪৮, ২৭২, ৪০০, ৪০০,
৪০২, ৪৪৭, ৪৫৭; ৩৭৮, ৭১, ২২,
১৬৬, ২১৫, ২১৬, ২২৩, ২৫২, ২৬২,
৩১৩, ৫৪০, ৫৩২; ৪৫৮, ৬১, ২৫-
২৬, ১০১, ৩০৬, ৩১২, ৩১৩, ৩১৮,
৩৭০; ৫১৪৮, ১৬৬; ৭৫২, ৭২,
২০, ২২, ২৩, ২৫, ১১৩, ১৫২; ৮৫,
১১২, ১২১, ১০৮, ১৬১, ১৭৭; ২১৩,
৬, ১০, ২৩, ৩৫, ৪৮, ৮৬, ১১০, ১২৬,
১৮৩; ২২০২, ২১২, ২৩০; ১০১০২,
৪১, ৪২, ৪৬, ৬৭, ৬৮, ৭৩, ১৮০।

ঈশ্বর-মিত্রাই অ ৫২৫২

ঈশ্বর-পরমেশ্বর (নিত্যানন্দ-গৌরচন্দ্র)
অ ৭৭৪

ঈশ্বরপুরী (মহাপ্রভুর কৃপা-লাভ) অ
১১১৬ (স্বত্ব); (পশ্চিম ভারতে
ত্রিনিদ্যানন্দপ্রভু ও শ্রীমাতার প্রদীপ-
পাদে মিলন-দর্শনে প্রেম-ক্রন্দন) অ
২১৬১; (ত্রিনিদ্যানন্দে রতি) অ ২।
১৭০; (অলঙ্কারিত হরি-রস-মদিরা-
মদ্যভিষক্ত পুরীর নবমীপে মঈষত-ভবনে
আগমন, পুরীর দৈত্য, অষ্টেতের
ভাষাকে বৈষ্ণব-সন্ন্যাসী জান, পুরীর
দৈত্যের উত্তর-দান, বৃদ্ধের কৃষ্ণ-
নীল-গান-অবশে প্রেমোদয়-বিজয়তা,
অষ্টেতের পুরীকে কোণে ধারণ ও

প্রোমো-বর্ষণ, বৈষ্ণবগণের পুরীপাদে
পরিচয় লাভে হর্ষভরে হরি-রস-মদিরা
ভাবে নবমীপে পর্বাটন) অ ১১৭০-
৮৪, ৮৬, ৮২, (নবমীপে সার্বভৌম-
বস্তুপতি গোপীনাথচাণ্ডী-গৃহে কএক
মাস অবস্থান) অ ১১২৬, (দিয়াইর
প্রত্যাহ পুরীপাদকে দর্শনার্থ তথায়
গমন) অ ১১২৭, (গদাধর-পতিভ-
প্রতি পুরীপাদে রহে) অ ১১২৮-
২২, (গদাধরকে ব্রহ্মত্ব 'কৃষ্ণলীলাবৃত্ত'
গ্রহ অধ্যাপন) অ ১১১০০, (অধ্যয়ন-
অধ্যাপনান্তে সন্ধ্যায় নিমাইর পুরী-
বন্দনার্গ গমন) অ ১১১০১, (প্রভুকে
নিজাতীষ্টদেব বলিয়া না চিনিলেও
পুরীর নিমাই প্রতি প্রীতি) অ
১১১০২, (পতিভ-বৃত্তিতে প্রভুকে
পুরীপাদে ব্রহ্মত্ব গ্রহ সংশোধনার্থ
অমরোদ) অ ১১১০৩-১০৪, (ভক্ত-
ভক্তের সুসিদ্ধান্তকৃত কৃষ্ণ-কীর্তনে
দোষদর্শন নিরর্থক বলিয়া প্রভুর
উক্তি) অ ১১১০৫, (ভক্তের ভক্তি-
সিদ্ধান্তবাহী কীর্তনেই কৃষ্ণ-প্রীতি)
অ ১১১০৬, (ভাষাগত শুদ্ধাভি-
নিরপেক্ষ ভাবগোষ্ঠী অলঙ্কার) অ
১১১০৭-১০৮, (ভক্তভক্তের বৈকলিক
কীর্তন-বর্ণনাই কৃষ্ণ-প্রীতি, তাহাতে
দোষ-দর্শনকারীর অপরাধ) অ ১১।
১০২, (পুরীর প্রেম-মূলক বর্ণনে দোষ-
দর্শন অনুমানমানীয় সাধ্যাতীত
বলিয়া প্রভুর উক্তি) অ ১১১১০,
(প্রভুর উক্তি-শ্রবণে পুরীর হর্ষাতিশয়া)
অ ১১১১১, (পুরীপাদে ব্রহ্মত্ব গ্রহ-
সংশোধনার্থ প্রভুকে পুনঃ অমরোদ)
অ ১১১১২, (প্রভুগ্রহ পুরীর প্রত্যাহ
গ্রহ-বিচার, একদা প্রভুর পুরী-ব্যবহৃত
আশ্রমপদ-প্রয়োগে দোষ-দর্শন,

সর্বশাস্ত্র পুরীর তৎসম্বন্ধে চিত্ত,
পরে আত্মনেপদী বলিয়াই সিদ্ধান্ত ও
পরদিবস প্রভুকে নিবেদন, তত্ত্ব অম-
নিমিত্ত প্রভুর তদন্তমোদন) আ ১১।
১১৩-১২০, (তত্ত্বগৌর৭-বর্ধনই তত্ত্ব-
তত্ত্বমান প্রভুর স্বভাব) আ ১১।
১২১, (কএকমাস প্রভু-সঙ্গে নবমীপে
পুরীর পরবিদ্যা-রসাবধান) আ ১১।
১২২, (তত্ত্বসদৃশকল পুরীর তীর্থ-
পৰ্বাটনে গমন) আ ১১।১২৩,
(মহাপ্রভু ও ঈশ্বরপুরী-মিগন-সংবাদ-
শ্রবণে কৃষ্ণপদপ্রাপ্তি) আ ১১।১২৪-
১২৫, (মাধবের পুরীপাদের সমস্ত কৃষ্ণ-
প্রেম সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, কৃষ্ণ-
প্রসাদে গুরু প্রসাদপ্রাপ্তির অত্যাচ্ছল
দৃষ্টান্ত ঈশ্বরপুরীপাদ) আ ১১।১২৬,
(গয়াধামে মহাপ্রভু-সহ মিলন, পুরীর
প্রতি প্রভুর মৰ্যাদা-প্রদর্শন, পুরী-
পাদেরও প্রভুকে প্রেমাদিগন-দান)
আ ১১।৪৬-৪৮, (উভয়েই উভয়ের
প্রেমপ্রসাদ) আ ১১।৪৯, (মহাপ্রভুর
পুরী-সঙ্গ-লাভই গয়াধামের ফল,
তীর্থে বহুদেহে পিও প্রদত্ত হয়,
তাহারই উদ্ধার হয়, কিন্তু বৈষ্ণব-দর্শন-
মাত্রই কোটি পিতৃ-পুত্রবেত উদ্ধার-
লাভ, তত্ত্ব তীর্থেও তীর্থস্বরূপ
প্রভুতি পুরীমাধব-কীর্তন-পূর্বক
কৃষ্ণ-পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ করিয়া কৃষ্ণ-
পাদপদ্ম-সেবাপ্রার্থনাই যে দিবা জ্ঞান-
রহস্য, তাবিষয়ে শিক্ষাদানার্থ নিজ-
সেবক পুরী-স্থানে প্রভুর লীলা-প্রার্থনা
লীলাভিনয়) আ ১১।৫০-৫৫, (প্রভুকে
ঈশ্বর জানে পুরীপাদের জ্ঞতি,
প্রভুকে বীর, ব্রহ্মভূক্ত কখন,
প্রভুকে পুরীর প্রেমাম্বল-বর্ধন,
নবমীপে প্রভু-দর্শনাবধি পুরীপাদের

ইতর-বিষয়-বিতৃষ্ণা, পুরীপাদের গৌর-
দর্শনে কৃষ্ণ-দর্শনানন্দ) আ ১১।৫৬-৬১,
(পুরীবাচ্য-শ্রবণে প্রভুর দৈত্য-সহকারে
অনৌভাগ্য-ফল-জ্ঞাপন) আ ১১।৬২,
(তীর্থপ্রাক্গীলাস্তে মহাপ্রভুর বাসায়
প্রত্যাবর্তন-পূর্বক রুক্ম-সমাপনকালে
পুরীপাদের আগমন, পুরীপাদকে
প্রভুর মৰ্যাদালীলা-প্রদর্শন ও তিস্তা-
গ্রহণার্থ প্রার্থনা-জ্ঞাপন) আ ১১।৮১-
৮৫, (উভয়ের প্রেমালাপ, মহাপ্রভুর
নিজ-স্বয়ং পুরীপাদকে দিয়া পুনঃ
রুক্মদোদ্যোগ) আ ১১।৮৬-৯০, (প্রভুর
বেকুপ পুরী-প্রীতি, পুরীরও তত্ত্বপ
প্রভু-প্রীতি, প্রভুর স্বহস্তে পুরীপাদকে
পরিবেশন, পুরীর পরমানন্দে ভোজন)
আ ১১।৯১-৯২; (পুরীকে ভিক্ষা
করাইয়া প্রভুর ভিক্ষা গ্রহণ) আ ১১।
৯৪, (পুরী-সহ প্রভুর ভোজনলীলা-
শ্রবণে কৃষ্ণপ্রেম-লাভ) আ ১১।৯৫, প্রভু
কর্তৃক পুরী-অঙ্গে দিবাগৃহস্থলেপন) আ
১১।৯৬, (প্রভুর পুরী-প্রীতি অবর্ণনীয়)
আ ১১।৯৭, (স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরির
নিজ-স্বয়ং ঈশ্বরীপাদের অম্বহান
কুমারহট্ট-দর্শন, জ্ঞতি, পুরী-বিরহে
জন্মন, তৎস্থানের চিন্ময় রসঃ বহি-
র্কালে বন্ধন, পুরী-অম্বহান ও তত্ত্ব
রসঃকে জীবন-সর্বস্ব-জ্ঞানে জ্ঞতি
প্রভুতি লীলা-বারা তত্ত্ব-মহিমা বর্ধন)
আ ১১।৯৮-১০৩, (প্রভুর পুরী-সঙ্গ-
লাভকেই গয়াধামের প্রকৃত ফল
বলিয়া জ্ঞাপন) আ ১১।১০৪, (প্রভুর
পুরী-সমীপে মন্ত্র-লীলা-প্রার্থনা-লীলা,
পুরীপাদের মন্ত্র বলিয়া কা কথা, প্রভু-
পাদপদ্মে সর্ববদানে তৎপরতা) আ
১১।১০৫-১০৬, (প্রভুর পুরীস্থানে
দশাক্ষর মন্ত্রগ্রহণলীলা এবং পুরীপাদকে

প্রদক্ষিণ, আত্মনিবেদন ও কৃষ্ণপ্রেম-
রূপ শ্রীকৃষ্ণ-কৃপা-প্রার্থনা-লীলা-বারা
গৌরশিক্ষা) আ ১১।১০৭-১১২, (পুরী
পাদের মহাপ্রভুকে প্রেমাদিগন-
প্রদান) আ ১১।১১০, (উভয়েই
উভয়ের প্রেমপ্রদীপ) আ ১১।১১১,
(নিজ-প্রার্থিত তত্ত্ব পুরী-প্রতি কৃপা-
প্রদর্শন-পূর্বক প্রভুর কিয়দ্বিষয় গয়ায়
অবস্থান) আ ১১।১১২, (প্রভুর পুরী-
স্থানে বিদায় লইয়া নবমীপে গ-গৃহে
আগমন) আ ১১।১১৩; ১১।১১৫

ঈশ্বরী (জ্ঞানকী-কল্পিত-মতাত্মাদি) অ -
১০।১৪৭

উ

উগ্রসেন ম ৪।২১৭

উদ্ধব ম ৮।২২৫; অ ২।১৩৮; উদ্ধবরায়
অ ৭।৮৭

উদ্ধারণ দত্ত (উদ্ধারণ-গৃহে ঈশ্রিত্যানক)

অ ৫।৪৪৯-৪৫২, (নিত্য-সিদ্ধ নিত্যা-
নন্দ-ভূত্যের কৃপায় বগিককুল-উদ্ধার)
অ ৫।৪৫৩, (নিত্যানন্দ-পার্বণ) অ
৫।৪৫৩

উদ্যাপতি (মহাদেব) ম ১৮।২৪

ক

কংস (ইচ্ছা ও বাধ্য-মাত্রই কংসাদির
নিধন-সামর্থ্য-সঙ্গে ও তত্ত্ব-বৎসল
ভগবানের অম্বগ্রহণলীলা) আ ২।
১৫৬; (কৃষ্ণ-বিশেষের কারণ বর্ধন)
আ ৭।৫৮; (নিত্যানন্দ-প্রভুর বাগ্য-
লীলা-ফলে মহামারা-বারা কংস-বধন-
লীলা) আ ২।২০, (নিত্যানন্দ-সঙ্গী-
কোন শিত্তর নারদ-কাচ ও কংসকে
মন্ত্রণা-দান) আ ২।৩৪, (কোন শিত্তর
কংস-নিবেদন-প্রাপ্ত অতঃপরে কাচ
ও রাম-কৃষ্ণকে বধূদান) আ ২।৩৫,
(কংস-বধ-লীলা) আ ৩।৪৬, (কংস-

বধ-লীলাতে নিত্যানন্দ-প্রভুর সজি-
বাগবগমহ নৃত্য) আ ২৮৪১, (ভক্তি-
প্রাধান্য অধীকার-হেতু মুক্তনের আশ্র-
ধিকার-প্রসঙ্গে ভক্তিব্যাগ-প্রশংসা-
মুখে কৃষ্ণপ্রিয় ভক্তগণ ও কৃষ্ণদেবী
কংসের পরিণাম বর্ণন) ম ১০১২৩০;
(কংসাদির ঐতিকুল অমূল্যগন-দ্বারা
মোচন সম্ভব হইলেও কৃষ্ণদ্রোহ-জনিত
পাপ-ফল-ভোগ অনিবার্য) ম ১০১
২৭৩; (কংসের সংহারক কৃষ্ণই মহা-
প্রভু) ম ১০১২৪৫; অ ১০১৬০; ৪১২১৫,
২১৭; (দেবকীর কংসহন্তে নিহত
পুত্র-বটকের মর্শন-লাগনা) অ ৬৪২,
(কংসের দেবকীপুত্র-বিনাশ-জন্য পাপ-
হেতু নিজেরও বিনাশ-লাভ) অ ৬৭৫;
(ভাগিনের হইলেও কংসের দেবকী-
পুত্র বিনাশ) অ ৬৮৭.

কংসাসুর—ম ২০১২৮৬; ২৭১৪৫

কংসারি—(প্রভুর সর্বজনকালে স্বভাব-
জ্ঞাপন) ম ২৭১২৮৬

কপিল (জ্ঞান-প্রদর্শক অবতার)—
(নিত্যানন্দ প্রভুর তীর্থ-ভ্রমণ-লীলার
শিখপুয়ে কপিলের স্থানে গমন) আ
২১১১৭; (কপিলের ভাবে মহাপ্রভুর
জননীকে শিক্ষাদান লীলা) ম ১১২৪২;
(ভীষ্মদ্বার-কারণ স্বামিনী জননী-
ভ্যাগ-লীলা) ম ১০১০১; (মহাপ্রভুর
কপিল-জননী-সহ স্বীয় জননীর অতিরিক্ত
কথন) ম ২৭১৪৩; (অভিন্ন গৌরচন্দ্র)
অ ১১২৫৩

কমললোচন (কল্লিণী) ম ১৮১২৬

কমললোচন (গৌরহরি) আ ৪৮৮; ১০১৪;
ম ১০১১১৪; ২৭১২১; অ ৪১২

কমলা (লক্ষ্মী)—আ ১০১৭৩, ১২৫; ১৫১
২০৫, ২০৬; ম ২১২৮৩; ৫১২২২;
২১১২২; ২০১২২৬; ১০১১২৪; ১৮১

১২৬, ২০৪; ১২১১১৬; ২০১১৫৮;
(গৌরপদ-প্রার্থিনী) ম ২০১২৮১

কমলাকান্ত—(মহাপ্রভুর নবমীপে
বিদ্যাবিলাস-লীলার কতিপয় মুখ্য
সহাধারীর অন্যতম) আ ৮১৩৮

কমলাকান্ত পণ্ডিত (নিত্যানন্দ পার্শ্বদ)
অ ৫১৭২২ [৫৫: ৮: পাঞ্জবুটী ও
৫৫: ৫: আ ১২১২৮ সংখ্যার অমুভাষ্য
দ্রষ্টব্য] সম্ভবত: 'কমলাকান্ত' ও
'পণ্ডিত কমলাকান্ত' একই ব্যক্তি।

কমলানিধি—ম ১৬১০২; কমলার
কান্ত ম ২০১০৮; কমলার নিধি
ম ২০১৮৮; কমলা-শ্রীহরি আ ১৫১
২০৬

কর্দম (প্রজাপতি)—(কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম
১৪১৪২

কঙ্কী—(ব্রহ্মাদির শচীগর্ভস্ততিকালে
অবতারী গৌর-ভগবানের কঙ্ক্যবতার-
লীলা কথন) আ ২১১৭৪; (অবতারী
মহাপ্রভুর অবতার-লীলা-ভাব-প্রদর্শন)
ম ২৬১৬৩; অভিন্ন শ্রীগৌরহরি অ ১১
২৫২

কঙ্কপ (প্রজাপতি)—(জগদ্বাষ মিশ্রে
সর্ব বাসুদেব-তত্ত্বের জনকবর্গের
সম্মিলন) আ ২১১৩৮; (কৃষ্ণপ্রেমে
নৃত্য) ম ১৪১৪২

কাজি—(মোলানা সিরাজুদ্দিন, নামাজের
চাঁদকাজি)—(প্রথমে নদীয়ায় কীর্তন-
বিরোধ, পরে মহাপ্রভুর কৃপালাভ)
আ ১১৩০০-১৩১ (স্বহ); (কীর্তনকারী
নগরিয়াগণের প্রতি নিষ্ঠাতন) ম ২০১
১০১-১১১; (মহাপ্রভুর প্রতি কাজির
ক্রোধোক্তি) ম ২০১১২; (প্রভুসমীপে
নগরিয়াগণের কাজির অত্যাচার-বর্ণন)
ম ২০১১৬; (মহাপ্রভুর কাজির প্রতি
ক্রোধোক্তি) ম ২০১১২, ১২৬; (নগর-

কীর্তনীরাগণের কাজির প্রতি রোষ)
ম ২০১২৩২, ৩১৮, ৩৩২; (নগরিয়-
াগণের আনন্দে পাবিগণের পাত্র-
দাহ) ম ২০১৩৩৭, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫;
(কাজির বাড়ীর দিকে প্রভুব আগমন)
ম ২০১৩৫২; (বাত্ত কোলাহল-শ্রবণে
অমূল্যদানার্থ কাজির অমুচর-প্রেরণ)
ম ২০১৩৬০, ৩৬২; (অমুচরগণের
ভীতি) ম ২০১৩৬০-৩৬৪, ৩৭১, ৩৭৬;
(কীর্তন-কোলাহল-শ্রবণে কাজির
পরামর্শ) ম ২০১৩৭৮, ৩৭৯; (কীর্তন-
কোলাহলে কাজির ভয়ে পলায়ন) ম
২০১৩৮১, ৩৮৭-৩৮৮, ৩৯০; (কাজির
বাড়ীতে অত্যাচার) ম ২০১৩৯৭, ৪১৪,
৪১৮, ৪২০.

কাজি (জড়িয়াদহ গ্রামবাসী কীর্তন-
বিষেধী)—(শ্রীদামদ্বারের কৃপায়
মহা হিংস্রক ধর্মবিরোধী কাজির
স্ববুদ্ধি, 'হরি' বলিবার প্রতিশ্রুতিদান
ও হিংস্রদর্শভ্যাগ) অ ৫১৩৯৫-৪০২,
৪০৬, ৪১৪, ৪১৫

কাজি (ঠাকুর হরিদাস-বিরোধী) (মূলক-
পতি-সমীপে যবনকুলোদ্ধৃত হইয়াও
হিন্দুর আচার গ্রহণের দ্রষ্ট হরিদাস-
বিবর্ত্তে অতিযোগ) আ ১৬১০৬ ৩৭;
(হরিদাস ঠাকুরের অপরজ্ঞান-বিচার-
শ্রবণে মূলকপতি-শ্রেয়শ শকলেরই
সন্তোষ, একমাত্র কাজিরই অসন্তোষ
ও ঠাকুরকে দণ্ডদানার্থ মূলকপতিকে
অমুরোধ) আ ১৬১৮৭-৮৯, ৯১; (হরি-
দাসের নামনিষ্ঠা-শ্রবণে ২২ বাজারে
বেজাঘাত-দ্বারা প্রাণ-গ্রহণ-রূপ শাস্তির
ব্যবস্থা প্রদান) আ ১৬১২৬, ১২০;
(ঠাকুরের শ্রীকৃষ্ণ-খান-সমাধি-প্রস্তু
দেহকে শব্দবুদ্ধিতে মূলকপতির সমাদি
প্রদানের আদেশ, কিন্তু হঠাৎ কাজির

তঁাহাকে গঙ্গায় নিক্ষেপে পুরায়র্ঘ্যদান;
তজ্জবর্ণে অমৃতচরণের ঠাকুরকে গঙ্গায়
নিক্ষেপ-চেষ্টা) আ ১৬১২৫-১২৮

কান্তি (শ্রীবলদেব-শক্তি) ম ১৫১৩৮

কামদেব (যদন) (আ ৮১৮২; ১২১
২৬১; ১৫১২০৭; কামদেব-রতি
আ ১৫১২০৭

কারণ শূকর (মুকুন্দের অবতারা মহা-
শ্রুতে সর্গাবতারের স্থাপন-দর্শন)
ম ১০১২২৩

কার্তিক (দেবতা) আ ৯১০০; (গৌর-
প্রেমে নৃত্য) ম ১৪৪১; আ ৪১৫৪

কাল আ ৪১২০০, ৯৭৫ ইত্যাদি (শঙ্ক-
হুচী প্রভৃতি)।

কালযবন (অন্নর) ম ২০১৩৮২

কালিনাগ (কালিঙ্গ) আ ১২৬১; কালিয়
আ ১৬১২০০

কালিয়া কৃষ্ণদাস (নিত্যানন্দের পার্শ্ব)
আ ৫১৭৪০

কাশীনাথ (বিশ্বেশ্বর শিব)-গদাধর-পাদ
পদ্ম হৃদয়ে ধারণ) আ ১৭১৩৬

কাশীনাথ পণ্ডিত (নবদ্বীপবাসী; গৌর-
বিষ্ণুপ্রিয়ায় উষাহের সখ্য-প্রস্তাবক;
রাজপণ্ডিত সনাতন-মিশ্র-কন্যা বিষ্ণু
প্রিয়া-সহ মহাপ্রভুর মিনন-সংঘটন-
জন্ম শচীমাতার ইত্যাদি মিশ্র-স্থানে
প্রেরণ, কাশীনাথের সনাতন-স্থানে
গমন ও সমস্ত কথাবার্তা স্থির করিয়া
শচী-সমীপে আসিয়া কন্যাপক্ষের
অমুমোদন-জ্ঞাপন) আ ১৫৫১-৬৬

কাশীমিশ্র (উৎকল-রাজপুরোহিত)—
(মহাপ্রভুর তদগৃহে অবস্থান) আ
১১৬০ (হুজ); (মহাপ্রভুর নীলাচলে
কাশীমিশ্রগৃহে অবস্থান) আ ৫১০০,
১০৩, ২১০; (শ্রীঅষ্টোত্তর অত্যর্থনার্থ
অগ্রগমন) আ ৮১৫৬, (জগদ্বাণের

গলায় মালা-ধারা সকলের অঙ্গভূষা
সাধন) আ ৮১৪৭; কাশীমিশ্রবর—
আ ৮১৫৬

কাশীরাজ (শৈবমুদক্ষিপ-পিতা) ম
১২১৭৮; (স্বপ্নপ্রাপ্ত জুবনেশ্বর
শিব-মাহাত্ম্য-কথন-প্রসঙ্গে কাশীরাজ-
প্রসঙ্গ) আ ২১০১৮, ৩২২, ৩৪৫

কাশীশ্বর পণ্ডিত (গৌরপার্ষদ)—(কাশী-
শ্বর-হৃদয় গৌরহরি) ম ১১৬; (মহাপ্রভু-
সহ কীর্তন-বিলান) ম ৮১১৪; (জগদৈ-
মাধাই-উদ্ধার-লীলায় মহাপ্রভুর স-
তজ্জগদ্বাসনলীলা ও বিবিধজগজীড়া-
বিলাসের অন্ততম সঙ্গী) ম ১০১০৮,
(মহাপ্রভুর শ্রীধরগৃহে লৌহপাত্রে জল-
পান-লীলাকালে ভক্তবাৎসল্য-দর্শনে
আনন্দ-ক্রন্দন) ম ২০১৫১; (কাশীশ্বর-
প্রাণধন মহাপ্রভু) ম ২৪১; (নীলাচলে
সংগীতী অষ্টোত্তরগমনার্থ-প্রবেশে সপার্ষদ
মহাপ্রভুর অষ্টোত্তর অত্যর্থনার্থ অগ্র-
গমন-লীলায় অন্ততম সঙ্গী) আ ৮১৫৭

কুন্তী—ম ১৫১৫৫

কুবলয় (কন্তী) আ ৯৪০

কুবের (দেবতা) (কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম
১৪৪৮; কাশিদেব-দিবসে নগর-
সঙ্কীর্ণনে যোগদান) ম ২০১২৪৮

কুজা (নিত্যানন্দপ্রভুর বাগ্যলীলাবেশে
কুজা-সমীপে গজমাল্যগ্রহণ-লীলা) আ
৯১০২; (মুকুন্দের ভক্তিমাহাত্ম্য-বর্ণন-
প্রসঙ্গে কুজার কৃষ্ণদর্শন বর্ণন) ম
১০১২২২

কুর্জরোগী (শ্রীবাসচরণে অপরাধী)
(মহাপ্রভুর বৈষ্ণবপরাধ ধনুনোপার-
কথন, তদনুসারে কুর্জর শ্রীবাস-কৃপা
প্রার্থনা ও অপরাধ-নিষ্কৃতি-লাভ) আ
৪১৩৪৬, ৩৫১, ৩৬৮, ৩৭৮, ৩৮৪-৩৮৫

কুর্জ (বিষয়) (ব্রহ্মাদির শচীপতি-
ভিত্তি)

মুখে মহাপ্রভু-তত্ত্ব-বর্ণনকালে তাঁহার
অংশ-রূপে কুর্জাবতার-লীলা কথন) আ
২১৬২, (দ্বিধ্বজরী আরাধ্যা
সরস্বতী দেবীর অবতারা প্রভুরই
অভিন্নরূপে কুর্জাবতার বর্ণন) আ ১০১
১০২; (অষ্টোত্তর স্তব-প্রসঙ্গ) ম
৯১১২; (মহাপ্রভুর বিবিধ-অবতার-
ভাব প্রকাশ) ম ৮১৮৭; (অবতারা
মহাপ্রভুর নিজ-অবতার-ভাব প্রকাশ)
ম ২৬৬০; অবতারা গৌরাভিন্ন
অবতার) আ ১২৫১; (ভগবদবতার
প্রকটাপ্রকটলীলাময়) আ ৩৫১০

কুর্জনাথ (এক) (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর
কুর্জক্ষেত্রে ‘কুর্জনাথ’ বিগ্রহ-দর্শন) আ
২১২৭

কৃষ্ণ (স্বয়ংরূপ) (সহস্রাবতারের নিরন্তর
কৃষ্ণকীর্তন) আ ১১২, ৩০; (স্বকৃষ্ণাংশ
গরুড়েরও বহুভাবে কৃষ্ণসংগ) আ ১১
৪৭, ৬৭, ১২৬, ১৪৫; (ব্রহ্মার প্রতি
অগ্রগৃহ) আ ২১৭-১৪, (অধোজগৎ বস্ত্র
অক্ষয়-জ্ঞানগম্য নহেন; তৎকৃপাই
তদ্বিশয়ক জ্ঞানলাভের একমাত্র উপায়)
আ ২১৭-১৪; (গীতাক মুণ্ডাকার-
রহস্ত) আ ২১৬-২১, (গৌরাবতার-
রহস্ত) আ ২১৫-২৭, (নিজজননতত্ত্ববেত্তা)
আ ২১০০, (বিমুখজীব-প্রতি ব্রহ্মণা-
হেতু শোচ্যদেশে শোচ্যরূপে নিজজনের
প্রাকট্য-বিধান) আ ২১৪৭, ৬৩, ৬২,
৭৫, ৭৬, (শ্রীঅষ্টোত্তর কৃষ্ণকীর্তন ও
কৃষ্ণ-সাক্ষ্যকার) আ ২১৭২-৮৪, ৮৬,
৮৮, (কৃষ্ণ-শ্রুত ব্রহ্ম-অবতার-
আ ২১৮, (শ্রীঅষ্টোত্তর ‘একজীবিত’
শ্রীকৃষ্ণকীর্তন) আ ২১২৪; (কুবের
বহিমুখতা, কৃষ্ণভাক্তবানভিত্ততা;
শ্রীঅষ্টোত্তর ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের
উচ্চ সংকীর্ণন; শ্রীঅষ্টোত্তর কৃষ্ণাব-

তারণ-প্রতিজ্ঞা ও ভক্তগণ-সহ নিরন্তর
কৃষ্ণার্চন) আ ২১০১-১২৩, (জীবের
দুর্দশা-দর্শনে ভক্তগণের কৃষ্ণপাদপদ্মে
নিবেদন) আ ২১২৫, (কৃষ্ণের
প্রণবাবতারণার্থ উত্তোগ এবং তদীয়
আবেশে বলদেব-নিত্যানন্দাধিষ্ঠাব)
আ ২১২৭-১২৮, (গৌরাবতার-প্রদর্শন)
আ ২১৩৫-২৩৮, (ব্রহ্মাদি দেবতার
গর্ত্তস্তোত্র-শ্রবণে কৃষ্ণভক্তিলাত) আ
২১৫০, (সর্বাধিকারী বররূপ কৃষ্ণ-
লীলা) আ ২১৭৭, (কৃষ্ণকীর্তন-
কারী ভক্তের নৃত্যে বর্ণ, মর্ত্য ও
অন্তরীক্ষের বিয়নাশ) আ ২১৮০-১৮৪;
৫২১, ৩১, ৭৭, ১০০, (কৃষ্ণছায়াই
ভক্ত্যলোভাদি সর্বকর্ম সত্ত্ব, নতুবা
সম্পূর্ণ অসম্ভব) আ ৫১০২-১০৫,
১১২, (গৌরলীলা-বিনাস-শ্রবণ ফলে
গৌরকৃষ্ণের কৃপাপ্রাপ্তি) আ ৫১৬৭;
১৭১; ৬৫-৬, ৩৩, ৩৪, (নিমাই
কৃষ্ণভক্তি) আ ৫১৩২; ৭১৪, ১৬, ২২,
২৩, ২৫, ৩৭, ৩২, ৩৬, ৪২, (গৌর-
কৃষ্ণে ভেদজ্ঞান-নিরসন, গোরেয়ই
ঈশ্বরো কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণেরই কণিতে
গৌরলীলা) আ ৭১৪৭, (ব্রহ্মগোপী-
পুত্রের পরপুত্র কৃষ্ণে পুত্রাধিক
স্বাভাবিক মেহ, এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্-
ভাগবত ১০।১৪৪২ ও ৫০-৫৭ শ্লোক-
সমূহের আলোচনা) আ ৭১৪৮-৫৬,
(ভক্তেরই কৃষ্ণের স্বাভাবিক প্রেতবো-
পলক্তি, অভক্তের ঐতি-রাহিত্য, এতৎ
প্রসঙ্গে কংসাদির এবং শর্করা ও তিল
বিহ্বার দৃষ্টান্ত) আ ৭১৫৭-৬০,
(কৃষ্ণকীর্তননিবন্ধের নিকট সংসার-মুখ
অতিভুক্ত) আ ৭১৬৮, (বহুজ ইচ্ছার
কৃষ্ণের ইচ্ছাবর্ত্তই হইয়া কৃষ্ণে সর্ব-
নিবেদনই একমাত্র মঙ্গলোপায়) আ ৭১

২০-২১, (শরণাগতিতেই চিত্তস্থগীলাভ)
আ ৭১২২, ২৪, ২৬, ২২-১০১, ১০৫,
১০৬, (কৃষ্ণই হর্ষা, কর্ষা, ভর্ষা,
জীবমাত্রই কৃষ্ণোচ্ছা-পরতন্ত্র; শ্রীমদ্রাধ
মিশ্রের শচীলক্ষ্য সকলকে কৃষ্ণনির্ভে-
তার উপদেশ) আ ৭১২২-১৪৪,
১৬৩; ৮১০, ৮৪, ৮৫, (কৃষ্ণপদ-
শ্রবণ-কারীর সকল-বিয়নাশ, কৃষ্ণস্মৃতি-
শূভ-স্থানই বিয়সমাকুল) আ ৮১৬-
৮৮, (শ্রীমদ্রাধমিশ্রের কৃষ্ণ শরণা-
পত্তি ও পুত্র-মঙ্গল প্রার্থনা) আ ৮১
৮২-৯০, (মিশ্রের কৃষ্ণসমীপে নিমাইর
গৃহাবস্থান-কামনা) আ ৮১৩০-২৪, ২৭,
(কৃষ্ণ-চাপলা-সহ নিমাইর চাপলার
উপমা) আ ৮১৬১, (পোষণ-কর্ত্তা)
আ ৮১৭১, ১৭৬, (কৃষ্ণরতি ব্যতীত
মহুগুজীবনের নিরর্থক) আ ৮২০১,
২০২, ২০৪, ২০৬, (নিত্যানন্দের শিশু-
সহ কৃষ্ণলীলাভিনয়) আ ৯১৪, ১২,
২০, ২৬, ৩৫, ২৫, ২৮, ১৩৫, ১৫৩,
১৫৬, ১৬৩, ১৭১, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৬,
১৮০, (নিত্যানন্দ-কৃপারই কৃষ্ণকৃপা-
লাভ) আ ৯১৮৫-১৮৬, ১৮২, ১৯১,
১৯৩, ২০৫; ১০৭৩; ১১১০, ২৪,
(কৃষ্ণ-রসময় ভক্তগণের ভক্তি-গ্যাখা-
ব্যতীত অস্ত্র বিরক্তি) আ ১১১০০,
(ভক্তগণের কৃষ্ণকথা-স্বরাগাদনকল্প
মহাপ্রভুর কৃষ্ণকথা-ব্যতীত কূটতর্কে
উল্লাস প্রদর্শন) আ ১১১০৬, ৪০.
(গৌরাধিষ্ঠান-কালে নদীয়ার কৃষ্ণেতর-
বিষয়সমস্তাবস্থা; পাবতিগণের উচ্চ
কৃষ্ণকীর্তন-নর্তন-বিরোধ) আ ১১
৫১, (বৈকুণ্ঠগণের কৃষ্ণসমীপে হৃৎ-
নিবেদন ও তদবতরণ-প্রার্থনা) আ
১১৫২-৬০, (শ্রীঅষ্টভৈরব কৃষ্ণাবতারণ
প্রতিজ্ঞা ও ভক্তগণকে উৎসাহদান)

আ ১১৫৩-৬৫, (ভক্তগণের কৃষ্ণনাথ-
দর্শনসে মগ্নন) আ ১১৬৭, ৭১,
৭৭, ৯৩, ৯৪, ১০৩, ১০৫, (শুদ্ধভক্তের
মুদিতাশ্রুত কীর্তনেই কৃষ্ণের প্রীতি;
ভক্তব্যাক্যে দোষাহুসন্ধান নিরর প্রাপক;
ভাবপ্রাণী জনার্দন ভাবাগত শুদ্ধা-
শুদ্ধিনিরপেক্ষ; ভক্তের বৎকিঞ্চিদ
বর্ণনেই কৃষ্ণের সম্ভাব) আ ১১১০৬-
১০৯, ১২৪, (কৃষ্ণপ্রসাদে শুকপ্রসাদ-
লাভ) আ ১১১২৬; (ভক্তি-ব্যতীত
কেবল পাণ্ডিত্য আদরবীর নহে)
আ ১২১২, (কৃষ্ণভজনেই রূপ ও
বিজ্ঞান সার্থকতা) আ ১২১৫, (কৃষ্ণ-
ভজন-ব্যতীত পাণ্ডিত্য প্রশংসনীয়
নহে) আ ১২৪০, ৪১, ৪৩, ৪৪,
(ভক্ত-অশীর্ষাদেই কৃষ্ণভক্তি-লাভ)
আ ১২৪৬, (কৃষ্ণভক্তি-লাভেই
বিজ্ঞান সফল) আ ১২৪৮-৫০,
৮৮, ২৪৩, (কৃষ্ণ-ভজন-ব্যতীত অস্ত্র
কার্যে কালের বৃথা ব্যয়, কৃষ্ণভক্তি-
লাভই শাস্ত্রাধ্যয়নের মুখ্য ফল) আ
১২২৫০-২৫২; (বাহুসাত্ত্বিকবিহারী
শ্রীলক্ষ্মণেরই গৌরকৃষ্ণ) আ ১২২৬৪-
২৬৫, (কৃষ্ণপাদপদ্ম-ভজনই বিজ্ঞান
প্রকৃত ফল) আ ১৩১৭০-১৭৮, ১৮২,
(ভগবতের লোক যে বিষয়-প্রাপ্তির
অন্ত অত্যন্ত লাগতিত, কৃষ্ণদল সে
বিষয়-পাইয়া ও ত্যাগ করেন, তাহিষয়ে
শ্রীদেবিরদলের দৃষ্টান্ত) আ ১৩১৯৩,
(ভক্তিহৃৎ-সম্পন্ন না পাওয়া পর্যন্তই
রাগাদিগদকে পুণ্ড্র বলিয়া জ্ঞান,
কিন্তু কৃষ্ণহৃৎ তাহুৎ-ভুক্তিহৃৎ তা
সাগুত কথা, মোক্ষহৃৎকেও পর্যন্ত
তুচ্ছ জ্ঞান করেন) আ ১৩১৯৪-১৯৫,
(কৃষ্ণের পৌরুষে নদীয়া-বিহার) আ
১৪১৪, ৮৪; (কৃষ্ণভজনেই জীবের

নৌভাগ্যের পরিচয়) আ ১৪।১৩২, (কৃষ্ণের যুগে যুগে স্বভজনবিভক্তনার্থ প্রণয়বতরণ ও যুগধর্ম-প্রচার, কৃষ্ণ-নাম-সংকীর্ণনই যুগধর্ম, কীর্তনাধা তত্ত্বসংযোগে কৃষ্ণ-ভজনকারীই ভাগ্যবান, কাপট্য ছাড়িয়া কৃষ্ণ ভজনেই সাধ্য-সাধন-তত্ত্বাভ, নামই যুগগত সাধন ও সাধ্য, মহামন্ত্র-উপদেশ, 'নাম' বলিতে মণিমন্ত্রই উদ্দিষ্ট, নাম-গ্রহণে কালাকাল বিচার নাই) আ ১৪। ১৩৩-১৪৬; ১৪৮৮, ৫৩, ৫২, ১২৩; ১৬।৮, ১৫, ১৭, ২২, ২৩, ২২, ৩২, ৪০, (ভক্তপূজা-ফলে কৃষ্ণভক্তির উদয়) ৪৮, ৫৫-৫৭, (বিষয়ীর কৃষ্ণোদ্রিগ-তর্পণ-জনিত প্রেম-রাহিত্য) আ ১৬।৫২, (স্বকৃতি-প্রভাবে সাধুসঙ্গলাভ, সাধু-সঙ্গ-ক্রমে বিষয়তিনিবেশ ত্যাগ ও কৃষ্ণভজনলাভ) আ ১৬।৫২-৬১, ৬৫, (কৃষ্ণনামস্মরণানন্দেই বাহ্য ব্যবহারিক সুখ-দুঃখ-মুতি-রাহিত্য) আ ১৬।১০২, (কৃষ্ণকৃপায় বাহ্যমুতি-রাহিত্য-হেতু হৃৎখাদির অমৃতত্ব-প্রাপ্তি) আ ১৬। ১০৮, (কৃষ্ণভক্তের সহিষ্ণুতা, নিজ-স্রোহকারীরও মঙ্গল-সমস্ত কৃষ্ণকৃপা-প্রার্থনা) আ ১৬।১১৩, ১৩৫, ১৪৫, ১৭২, ১৮৮, ১৮২, ১২৩, (কৃষ্ণ ভক্ত-শ্রাব্য লঙ্ঘন করেন না) আ ১৬। ১২৭, (সকৈতব-জনে কৃষ্ণপ্রীত্যাভাব, অকৈতব জনেই কৃষ্ণ-প্রীতি সম্ভব) আ ১৬।২২২, (ভক্তের অকৈতব প্রেমচেষ্টা-দর্শনেই কৃষ্ণের আনন্দ) আ ১৬।২৩১, (হরিনাম-স্মরণেই কৃষ্ণচক্রেয় নিরন্তর অবস্থিতি) আ ১৬।২০২, (বিষ্ণু-বৈকবে অপরাধ-শূন্য-কর্ত্তিরই কৃষ্ণ-পাদাঙ্গর-গাত) আ ১৬।২৩৫, (কৃষ্ণ-ভজনধীরের মহাকৃপ-প্রসূত-হৃদয়)

নিরয়-গাত) আ ১৬।২৩২, (হরিনাম-নামোচ্চারণমাত্রেই জীবের কৃষ্ণধাম-প্রাপ্তি) আ ১৬।২৪৭, (কৃষ্ণনামশ্রবণে অসহিষ্ণু পাশ্চাত্যগণের উক্তি) আ ১৬। ২৫৪-২৬২, (পাশ্চাত্যগণের উচ্চকীর্তন-বিরোধ, শ্রীল ঠাকুর হরিনাম-কর্তৃক জপ হইতে উচ্চকীর্তনের শ্রেষ্ঠত্ব-স্থাপন) আ ১৬।২৬৪-২২০; (কৃষ্ণ শ্রবণেই বৈষ্ণবগণদ্বারা শান্তিদাতা) আ ১৬।৩০৭, ৩০৮; (কৃষ্ণপাদপদ্ম-সুধাপানই কৃষ্ণদীক্ষার রহস্য) আ ১৭।৫৫, (গৌর-দর্শনেই শ্রীকৃষ্ণ পুরীর কৃষ্ণদর্শনানন্দ) আ ১৭।৬১, ৮২, ৯১, ৯২, ১০২, ১১৬, ১১২, ১২৮, ১৪৩; ম ১২।৩, ২৬, ৩০, ৩৬, ৭৩, ৮০, ১০৬, (শ্রবণ, পরমেশ্বর) ম ১। ১৪২, (কৃষ্ণপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য-কীর্তন-বাতীত ইত্যর কীর্তনকারী ব্যক্তির বৃথা জন্ম-স্থাপন) ম ১।১৫০, (কৃষ্ণ-ভক্তিই সর্ববেদ-তাৎপর্য) ম ১। ১৫১, (নন্দনন্দন) ম ১।১৫৩, (কৃষ্ণের ভজন সর্বশাস্ত্রমর্ম) ম ১।১৫৭-১৫৯, (কৃষ্ণগুণ বর্ণন) ম ১।১৬০-১৬৪, (কৃষ্ণপাদপদ্ম-মাহাত্ম্য-বর্ণন) ম ১। ১৬৫-১৬৭, (কৃষ্ণভক্ত-মাহাত্ম্য) ম ১।২০০-২০১, (কৃষ্ণবিমুখজনগণের ক্রোধ) ম ১।২০২-২০৮, (গর্ভস্থ জীব-সকলের অন্তঃশোচন ও কৃষ্ণভক্তি) ম ১।২০০-২২৮, ২৩৩, (কৃষ্ণভজন-কারীর সৌভাগ্য) ম ১।২৫৪, (কৃষ্ণ-বিমুখের গতি) ম ১।২৩৫, (কৃষ্ণ-ভজন-ফল) ম ১।২৩৮, (প্রভুর সাধু-সঙ্গে কৃষ্ণভজনোপদেশ) ম ১।২৩২, ২৪২, ২৪৪, ২৪২, ২৪৩, ২৫৫, ২৬৩, ২৬৪, (প্রভুর ষাট্বে 'কৃষ্ণশক্তি' বাখ্যা) ম ১।৩২৫-৩৩৪, (কৃষ্ণ-

ভজনার্থ সকলকে প্রভুর অহুরোধ) ম ১।৩৩৫-৩৪৩, (প্রভুর ছাত্রগণ কৃষ্ণ-নিজ-জন) ম ১।৩৪৬, (ছাত্রগণের প্রভু-কর্তৃক শাস্ত্রের কৃষ্ণপর ব্যাখ্যার যথার্থ বর্ণন) ম ১।৩৭০, (প্রভুর সর্বত্র কৃষ্ণদর্শন) ম ১।৩৭৫-৩৭৬, (প্রভু চিত্তে কৃষ্ণের শব্দের যুক্তি-রাহিত্য জ্ঞাপন) ম ১।৩৭২, (প্রভুর শিষ্যগণকে কৃষ্ণকীর্তনোপদেশ) ম ১। ৩৯১-৩৯৪, (শিষ্যগণের ভাগ্য-প্রাপ্তি) ম ১।৩৯৭, ৪০৫, (মহাপ্রভুর সাক্ষীকীর্তন-শিক্ষা-দান) ম ১।৪০৭, (প্রভুর অকৃত প্রেম-দর্শনে সৎগণের বিশ্বয়োক্তি) ম ১।৪১৮; (কৃষ্ণরহস্য ভূক্তের) ম ১।২০, (অষ্টমতের কৃষ্ণকৃপা-কামনা) ম ২। ২৭, (নাম-স্বরূপে কৃষ্ণাবতার) ম ২। ৩০, (কৃষ্ণভজনার্থ সকলের প্রভুকে অঙ্গীকার) ম ২।৩৬-৩৮, (বৈষ্ণব-গোবিন্দার কৃষ্ণাহরণ-প্রাপ্তি) ম ২। ৪১-৪৩, (কৃষ্ণের নিরপেক্ষত্ব) ম ২।৪২, (ভক্ত-কারণে কৃষ্ণের নিরপেক্ষ-তাব-পর্যন্ত তাগ) ম ২।৫০, (কৃষ্ণ ও তত্ত্বের পরস্পর সেবা) ম ২।৫১ (কৃষ্ণের ব্রত-প্রেম-বাখ্যা ও তাহার উদাহরণ) ম ২।৫২, (কৃষ্ণভজন লাভার্থ কৃষ্ণজন-ভজনের উপদেশ) ম ২।৫৫, (প্রভুর বিনয়তাব-দর্শনে সকলের প্রভুকে আশীর্বাদ) ম ২। ৫৯-৬৪, (নবদ্বীপবাসীর কৃষ্ণবিশ্বাস দর্শনে প্রভুর সমীপে সকল ভক্তে হৃৎনিবেশন) ম ২।৬৮-৭৩, (ভব আকীর্ণনে কৃষ্ণভক্তিতে) ম ২।৭ (ভক্তদ্বৈত-বিনাশ-হেতু কৃষ্ণের অবতা) ম ২।৭২, (মহাপ্রভুর তত্ত্বগণকে ভাষ্য কৃষ্ণাবতার-বিষয়-জ্ঞাপন) ম ২।৮০-৮ ৬৩, ১৭১, (প্রভুর কৃষ্ণকথা-

ম ২১২০০, ২০৩, ২০৪, (প্রভুর হৃদয়ে
কৃপাবিস্তি-প্রবণে নথ দ্বারা অবলো-
বিদারণ-চেষ্টা) ম ২১২০৬, ২০৮,
(কৃপাপ্রপন্ন ভক্তগণের নির্ভয়) ম ২১
২৪১, ২৭২, ৩২৪, ৩৩৩, (কৃপাপদ-
লাভের উপায়) ম ২১৩০৭ ; ৩১৬ ;
(মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-রূপায় কৃপা-
রূপা-প্রাপ্তির উপদেশ) ম ৪০৩৮২,
নিত্যানন্দের কৃপাহুসন্ধান-কথা-বর্ণন-
ব্যাপদেশে গোড়দেশে কৃপাবতীর-মর্শ
প্রকাশ ম ৪৪২২-২২ ; ৫১৪৭, ১৬১ ;
(অধৈতের মহাপ্রভুকে 'কৃপা' বলিয়া
স্তব) ম ৬১১২ ; (গদাধরের প্রতি
প্রসাদ) ম ৭৭২, ৭৩, (পুণ্ডরীকের
কৃপাবিরহ) ম ৭৭৮৬, (মহাপ্রভু-দর্শনে
বিজ্ঞানিধির কৃপোদ্ভাবনা) ম ৭৭১২৭,
(মহাপ্রভুর পুণ্ডরীক-সঙ্গলাভে কৃপা-
সমীপে কৃতজ্ঞতা-স্বাপনলীলা ম ৭৭১৩৮,
৮১২ ; (শচীমাতার রামকৃপাবিরহ স্বপ্ন)
ম ৮১১-৩৩, ৩৮-৩৯, (কৃষ্ণেরই গৌর-
রূপে আবির্ভাব) ম ৮১৪০, (ভাবাবেশে
মহাপ্রভুর ভূমিতে ধ্বন-দর্শনে শচীর
কৃপাসমীপে হৃৎ-নিবেদন) ম ৮১২৮-
১২২, (চৈতন্যদাসগণেরই কৃপা প্রকাশ-
জ্ঞান) ম ৮১২৮০, (চৈতন্যের কৃপা,
তিনি বিগ্রহ বলিয়া আত্মত্ব-প্রকাশ)
ম ৮১২৮৬ ; (বৈষ্ণব-নিম্মাঙ্কিতের কৃপা-
রূপা-লাভ) ম ৯১২৪৪, ২৪৬ ; (ভক্ত-
ব্রততা) ম ১০১৪২, (কৃপাসেবা কেবলা
ঐতিহ্য) ম ১০১২৯, ১০৩, (ভক্ত-
আখ্যান-প্রবণের কণ) ম ১০১১০৪,
বৈষ্ণবপ্রবী-বৃত্তিতে ঐ মহৈত-সেবার
কৃপাপ্রাপ্তি) ম ১০১১৬২, (বালিকা
নারায়ণীর প্রভুর আদেশে কৃপাপ্রাপ্ত
জনন) ম ১০১২৪৫-২২৬, ১১৩৪৪,
(নিতাইয়ের কৃপাকে মিত্র অবস্থিত)

ম ১১২১০, ২৬ ; (নিত্যানন্দ কৃষ্ণের
দ্বিতীয় স্বরূপ ম ১১২১৭, ২৮, (নিত্যা-
নন্দ-সেবার কৃপাসেবা-লাভ) ম ১১২২২,
(নিত্যানন্দপাদোদক-সেবনে কৃপা-
ভক্তি লাভ) ম ১১২৩৩, ৩২ ; (পাদো-
দক-পানেন সকলের কৃপাকীর্তনো-
দ্যততা) ম ১১২৪৩, ৫৮ ; (মহাপ্রভুর
কৃপাভজনাদেশ) ম ১০১২, (নিতাই-
হরিনামের যের বরে কৃপাশিক্ষা-প্রচার)
ম ১০১১৬, ১৭, ২০, (নিত্যানন্দের
জগাই-মাধাইর কৃপানামকৃপা-লাভের
উপায়-চিত্ত) ম ১০১৫৮, ৭৫, (নিতাই-
হরিনামের জগাই-মাধাইকে কৃপা-
পদেশ) ম ১০১৮৩, ৮৪, (জগাই-মাধাই-
কর্তৃক আক্রান্ত নিত্যানন্দ-হরিনামের
রক্ষা-কর্তৃক স্মরণগণের কৃপারাদনা) ম
১০১২১, ১০০ ; (বৈষ্ণবের আবেদনে
কৃপাকৃপা) ম ১০১১৩৩, ১১১ ; (ঐতিহ্য
বিশ্বাস-ব্যতীত কৃপাকৃপা অসম্ভব ম ১০
২৪৫, (ভক্তের মুখে ভগবানের আহার)
ম ১০১০২৪-৩২৫, (যের কৃপাবেশ)
ম ১০১৩৪, ৩২, ৪৮, ৪৯ ; (জগাই-
মাধাইর সকল সংসার কৃপা-সম্বন্ধে দর্শন)
ম ১০১৭, ১০, ৩৫, ৪২, ৫১, ৮৮ ; ১৬
৩১, ৩৫, ৩৬, (অধৈতকে কৃষ্ণের
স্বাতীত ভক্তিবোধ প্রদান) ম ১০১৬২,
১০০, ১১৫, বৈষ্ণবাবজ্ঞাকারীর বিষ্ণু-
পূজা কৃষ্ণের অগ্রাহ) ম ১০১১৪৮, (কৃপা-
নির্দিকনের প্রাপ) ম ১০১১৫০ ;
১৭১২৮, ৪৮, (অধৈত-সমীপে মহাপ্রভুর
কৃষ্ণের সর্বোত্তম বর্ণন) ম ১০১২৪, ২৬,
(কৃপাসংগণেরই কৃপাশক্তি-প্রাপ্তি)
ম ১০১২৭, (কৃপাসংগণের স্তব ও
বহির্মা) ম ১০১১০৬, (কৃপাসংগণের
উপাত) ম ১০১১০৬, (ভক্ত-নিগ্রহ
কৃপাসংগণের অধিকার) ম ১০১১০৮,

১০৯ ; ১৮১৬, ৪২, ৪৩, ৪৫, ৪৯,
৫৬, (প্রভুর আচার্য্য চন্দ্রশেখর-গৃহে
অভিনয়-কালে ঐশ্বরের কৃপাভিন্নরূপে
গৌরত্ব বর্ণন) ম ১৮১৫৭, ৬৩, ৬৭,
২৭, ১১৫, ১১২, ১৩৭, ১৪০,
(লৌকিক বৈদিক স্তববিধ কৃপাশক্তি-
সম্মানে কৃপাভক্তি-লাভ) ম ১৮১১৮৮,
(দেব-জ্যোহে কৃষ্ণের হৃৎ) ম ১৮
১৪৯, (বড়াই-সাজে প্রভু-নিত্যানন্দের
কৃপাবেশ বিহ্বলতা) ম ১৮১৫২,
১৬১, ১২২, (প্রভু অভিনয়-নিশা-
বদানে সকলের কৃপাশক্তি হৃৎ-
নিবেদন) ম ১৮১২০০, ২১৬, ২২০ ;
১২১৪, ৪৯, ৬৮-৬৯, ৮৫, ১০৮, ১৬৬,
১৮৯, ২১০-২১৪, ২২৮, ২৩১,
২৪১, ২৫৬-২৫৭, ২৬০, ২৬৯ ;
২০১২০, ৫৭, ৫৯, ৬২, ২৫, ১০৭,
১১৬, ১৩২, (নিম্ন কৃষ্ণের অগ্রায়)
ম ২০১১৪৭, (অনিন্দকের তগবদগ্রহ-
লাভ) ম ২০১১৪৮ ; ২১১০, (প্র-
ভাগবতরূপে অবতার) ম ২০১১৪,
৭১, (ভাগবত, তুলসী, গঙ্গা ও বৈষ্ণব
—কৃষ্ণের চতুর্ভা বিগ্রহ) ম ২০১৮১ ;
২২২, ৮, (মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ)
ম ২২১৫ ; (নবমীর কৃপাবিস্মৃতা)
ম ২২১৮৪, ৮৫, ৮৮, ১২৩ ; ২৩১২,
৬৫, (প্রভুর সকলকে কৃপাভক্তি-
আশীর্বাদ ও গৌর-উপদেশ) ম ২০
৭৪-৭৬, ৮০, ৮৩, ৮৭, (নগরিয়গণের
নিত্য কৃপাকীর্তন) ম ২০১০০ ;
(কৃপারহত দর্শন-কবিবার ভক্ত প্রভুর
সকলকে আদেশ) ম ২০১২৫, ১৩৮,
(নগরসংকীর্তন-সময়ে জ্যোতিষরূপে
কৃপাশক্তি) ম ২০১৩৭, (অচিন্ত্য-
শক্তির প্রভাব) ম ২০১৩৬, ২০৪,
২০৫, ২১৮, ২২২, ২২৬, ২৪৫, ৩১১,

৩৬, ৩৬৬, ৩৭৭, ৪৭২, ৪৮২ ; ৩৮, ১৩, ২১, ৩৭, ৪১, ৪৫-৪৬, ৫৮, ৬৭, ৬৮, ৭৩, ৮২, ৯১-৯২, ১৫৫, ১৫৭, ২০০-২০৪, ২৫২, ২৫৭, ৩৩১-৩৩২ ৪১৭, ৪১৯, ৪৫২, ৪৫৫, ৪৬৭, ৪৭০, ৪৮৫, ৪৮৭, ৪৯৯-৪৯৫, ৫০৮, ৫১২, ৫১৬, ৫২২-৫২৩, ৫২৯, ৫৩১-৫৩২, ৫৪৫ ; ৪৫৫, ৭৪, ২১৫-২১৬, ২১৮, ২২৪, ২২৮-২২৯, ২৩৩, ২৪৩, ২৪৯, ২৫৩, ২৭৫, ২৮৭-২৮৮, ২৯৬, ২৯৮, ৩৫৭-৩৫৮, ৩৮২, ৩৮৮, ৩৯৫-৩৯৪, ৪১০-৪১২, ৪১৮, ৪২২, ৪২৪, ৪৩১, ৪৩৬, ৪৩৮, (শিবপূজা-বিমূখের কৃষ্ণ-পূজা-ছলনা দান্তিকতা মাত্র) অ ৪১ ৪৮০, ৪৮৩, ৫২৩ ; ৫১৬, ১৩, ২৯, ৭৬, ৮৪, ২১১, ৪১৬-৪১৮, ৪২৭, ৪৩৫, ৫১৯, ৫২৪, ৫৭৬, ৬৮২, ৭২৪, ৭২৬ ; ৬৭৩, ৪০, ৪৩-৪৪, ৫৭, ৬৭, ১০৩, ১১৩ ; ৭৭৭, ৩৪, (নিত্যানন্দ স্বতন্ত্র কৃষ্ণকেও বিক্রয় করিতে সমর্থ) অ ৭১৩৩, (নিত্যানন্দ স্তম্ভিস্ত কৃষ্ণস-অবতার) অ ৭১৪৪, (নিত্যানন্দ-মুখে অহনিশ কৃষ্ণশব্দ) অ ৭১৪৫, (নিত্যানন্দ-বিগ্রহ কৃষ্ণবিলাস-সমন) অ ৭১ ৪৬, (নিত্যানন্দে ঐতিহী কৃষ্ণপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়) অ ৭১৪৭, (স্কৃতি-ব্যক্তিরই কৃষ্ণদর্শন) অ ৭১৬৬, (তব) অ ৭১৮৩, ৯১, ১৩৪, ১৫৩, ১৬০ ; ৮১১৪, ১৫, ২৫, (সর্গ-নন্দিত সন্ন্যাসাশ্রমের ব্যবহার উল্লেখন করিয়াও শিক্ষা-শুভ্র ভগবানের বৈষ্ণবের ঐতি প্রণতি-লীলা) অ ৮১৫০, ৯১৬, (প্রোক্তা-প্রোক্ত অর্থ প্রকৃতির প্রথম প্রিববত্ত) অ ৮১৫-১৫, ২৫, (ভক্তোক্তা-পূরণ) ৯১৭০, ৮৭, ৯৯, ১৪৮, ১৮২, ২০০, (চৈতন্য-সেবাই অতির-কৃষ্ণ) অ ৯১৮২, ১৫ প্রোক্ত-

প্রাণানী-লঙ্কন পাণ্ডিত্য) অ ২১৩০,
২৩২, ২৩৭, ২৪৭, ২৬১-২৬৩, ২৬৮-
২৬৯, ৩০৭, ৩৪৫, (সর্ষকায়ণকায়ণ)
অ ২১৩৬৩-৩৬৪, (সর্ষকায়ণকায়ণ) অ
২১৩৭১, (সর্ষক শক্তিই অদীন তব)
অ ২১৩৭৪, (কীর্তনবিহারার্থ শ্রীচৈতন্য-
বতার) অ ২১৩৭৫, ৩৭৮, (নিজমহিমা
কৃতকর্মমহিমা-প্রকাশের অস্ত্র কৃষ্ণকায়ণ
প্রেরণাদান) অ ২১৩৮৩-৩৮৬, ৩৮৯,
৩৯১-৩৯২ ; ১০৮৪, ৮৭, ১২১-১২২,
১২৪, ১৩০, ১৭৭, ১৮১ ; কৃষ্ণ-
চন্দ্র আ ২১২২, ১৫, ৭৭ ; ৭১২৪,
২০, ১০৪, ১২৫ ; ৮১৬৮, ২০৬ ; ২১
১৮০, ১৮৫ ; ১১৬০, ১২২৬৫ ; ১৬১
২৩২ ; ১৭১২৪ ; ম ১৭৭৬, ১৩৫,
১২৪, ২৪৮ ; ২৭৮, ৮০, ২৪১ ;
(লৌকিক বৈদিক সমুদয় কৃষ্ণশক্তি-
সম্মানেই কৃষ্ণতত্ত্বালাভ—এই শিক্ষা-
দাতা গৌরকৃষ্ণ) ম ১৮১৫০, (কৃষ্ণ-
শ্রেষ্ঠগণের পরম্পরে স্বভাবতঃ বোধ্যে
অস্ত্রের অসামর্থ্য) ম ২০৫২৮ ; ২৮১
১০২ ; অ ১২৩, ৪৬, ৫৫ ; ২১৩৭,
৩২৮ ; ৪১৮০ ; ৬২২, (বলির ত্বব)
অ ৬৫৬ ; ৭৪৬ ; (অবৈতের ইচ্ছা-
পূরণ) অ ২১৭৪ ; কৃষ্ণ-সম্বর্ষণ
(গৌর-নিভ্যান্মোপাসক গ্রন্থকারের
স্বাপরম্বর্ষণীয় স্বোপাস্যদেববতার-দীপা
বর্ণন) আ ৫১৭১ ; (জননীর বাক্যে
বলিতবনে গমন) অ ৬৫২

কৃষ্ণচৈতন্য আ ১৭, ১৮, ২৪, ১৫৪,
১৮৪ ; ২১২৮ ; ৩৫৫ ; ৪১৪৩ ; ৮
২০৭ ; ২১২ ; ম ৬১৫৪ ; ৭১৫৫ ;
২২২ ; ২৩১, ২২৩ ; ২৮১৭৬, ১৮০,
৪৮১, ১৮২ ; অ ১৩, ৭২, ১২৩,
১৭৮ ; ২১৭২, ৪০৪, ৫০৩ ; ৩১,
১১৫, ১১৬-১২০, ১২৫, ১২৮, ২৬৮,

৪৪১ ; ৪১২, ৪১৩ ; ৪১৩০, ২১৮, ২২২, ৩২২, ৩৬৫, ৪০৭ ; ৬৪ ; ৭১৬, ২৫, ১১০, ১৬৪ ; ৮১১, ১১৩, ১৫৬ ; ২১১, ২১৬, ২১২, ২৪১ ; কৃষ্ণচৈতন্য-চন্দ্র আ ১৫ ; ম ৬১ ; অ ২১৩৫ ; কৃষ্ণচৈতন্যবঙ্গমালী অ ২২১৬ ; কৃষ্ণচৈতন্যভগবান অ ২২২২
কৃষ্ণদাস (কৃষ্ণমিশ্র—অষ্টৈতানন্দ) অ ২১২৫
কৃষ্ণদাস (বড়গাছিনিবাসী) (নিত্যানন্দ-পার্বণ) অ ৫১৭৪৮
কৃষ্ণদাস (অমৃতভাণ্ডারী—শ্রীমদোহর, নারায়ণ, কৃষ্ণদাস, দেবানন্দ—নিত্যানন্দ-শ্রী আত্মচরিত) অ ৫১৭৪৯, ৭১২
কৃষ্ণদাস (বিজ কৃষ্ণদাস—হাটী) (নিত্যানন্দ-পার্বণ) অ ৫১৭৩৯
কৃষ্ণদাস (কালিয়া কৃষ্ণদাস,—নিত্যানন্দ-পার্বণ) অ ৫১৭৪০
কৃষ্ণা (জ্যোতী) ম ১০৬৫
কৃষ্ণদাস পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-পার্বণ, (গোয়ালদেবে নিত্যানন্দ প্রভুর গোড়ে শুদ্ধভক্তিপ্রচারার্থ যাত্রাকালে সঙ্গী) অ ৫১৩৩২, (গোড়দেশে যাত্রাকালে পথিমধ্যে গোপালভাব প্রকাশ) অ ৫১২৪০
কৃষ্ণানন্দ (গৌরপার্বণ,—মহাপ্রভুর নবমীপে বিজ্ঞাবিলাসালীয়ার সঙ্গী) অ ৮১৩৮ ; (রত্নগড় আচার্য-ভনয়) ম ১১২৭, (মহাপ্রভুর জগাই-মাধাই-উদ্ধার-লীলাতে স্বর্ণপে গঙ্গানান-লীলা-কালে অমৃতম সঙ্গী) ম ১০১০৬
কৃষ্ণার্জুন ম ৪১৬২
কেশবধাম (মহাপ্রভু-বিহারে গৌলেন সাহের প্রশ্ন) অ ৪১৪৮-৪২, (বাদসাহের নিকট প্রভুর মহিমা-গোপন) অ ৪১৫৫
কেশব ভারতী (নিতাই-নবমীপে প্রভুর

সন্ন্যাস-প্রবেশ-দিবস ও সন্ন্যাসপ্রদাতার নামোদ্যে) ম ২৮১১০, (প্রভুর আগমন) ম ২৮১১০৫, (প্রভুর দর্শনে গাজোখান) ম ২৮১১০৬, (প্রভু প্রথমা ও প্রভুকে জগদগুরু বলিয়া জান) ম ২৮১১২৬, (প্রভুর ছলপূর্বক ভারতীর কর্ণে মন্ত্রপ্রদান ও লোক-শিক্ষার্থ তাঁহা হইতে মন্ত্রগ্রহণাভিনয়) ম ২৮১১৫৪, (প্রভুসমীপে সন্ন্যাসমন্ত্র-প্রদানে বিশ্বাস) ম ২৮১১৫৭, ১৫৮, (প্রভুর আজ্ঞায় প্রভুর কর্ণে সন্ন্যাসমন্ত্র-প্রদান) ম ২৮১১৫৯, (প্রভুর সন্ন্যাস-নামকরণে চিন্তা) ম ২৮১১৬২, (প্রভুর নামকরণ) ম ২৮১১৭৪, (ভক্তগণের ভারতীকে প্রণাম) ম ২৮১১৭২, (মহাপ্রভুর ভারতীকে আলিঙ্গন, প্রভু-আলিঙ্গন-নাতে ভারতীর প্রেম, সর্গ-রাজি নৃত্য-কীর্তন, প্রভাতে প্রভুর ভারতী-সমীপে বিদায়-প্রার্থনা, ভারতীর প্রভু সঙ্গে গমন) অ ১১৩০-২৫, (প্রভুর পশ্চিমাভিমুখে গমনকালে ভারতীর অগ্রে গমন) অ ১১৫২, (অষ্টৈতগৃহে ভট্টনৈক সন্ন্যাসীর মহাপ্রভু-সহ ভারতীর সঙ্ক-জিজ্ঞাসা) অ ৪১১৪৫, (মহাপ্রভুর লোকশিক্ষালীয়ার ভারতীকে মহাপ্রভুর গুরু বলিয়া অষ্টৈতের উত্তর-দান) অ ৪১১৫০-১৫১ ; (ভারতী-সমীপে মহাপ্রভুর জ্ঞান ও ভক্তিসেবা কোন্টী শ্রেষ্ঠ, তথিযে জিজ্ঞাসা) অ ২১১০০, (ভারতীর তক্তিক-স্বপ্ন-কীর্তন) অ ২১১০২-১০৩, ১০৫, ১৫০
কোটিমিলেজের (দুবকির শিব) অ ২১৩৫৫
কৌশল্যা (রামধামনী) ম ৮১৬০ ; ২৭১
কট, ৪৩ ; অ ২১৪৫

খ
খোকা অ ৪১৫৫
খোকাবেটা জিহর দ ২১২০২ ; ২০১৩ (জিহর জটব্য)
খ
গঙ্গাদাস পণ্ডিত (মহাপ্রভুর আদেশে তদাবির্ভাবের পূর্বেই নবমীপে আবির্ভাব ও তাঁহার অবতার-প্রতীকার কৃষ্ণাধনী) অ ২১২২ ; (অষ্টৈতের শ্রীকৃষ্ণকে অবতারণ করাইবার প্রতিজ্ঞা) অ ২১১৮ ; (কৃষ্ণাধাপক সান্দীপনিই গৌরগীয়ার গঙ্গাদাস পণ্ডিতরূপে অবতীর্ণ) অ ৮১২৬, (মহাপ্রভুর তৎ-সমীপে পাঠেজ্ঞা) অ ৮১২৭, (মিশ্রের পুত্রসহ তৎসমীপে গমন এবং পুত্রকে তৎকরে অর্পণ) অ ৮১২৮-৩০, (গঙ্গা-দাসের প্রভুকে স্বীকার ও পুত্র-নির্ধি-পেবে শিক্ষা দান) অ ৮১৩১-৩২, (মহাপ্রভুর অলৌকিক মেধা-দর্শনে পণ্ডিতের হর্ষ ও মহাপ্রভুকে সর্গ-শিষ্যশ্রেষ্ঠ জান) অ ৮১৩৩-৩৬, ৩৭ ; (নিমাইর পক্ষ-প্রতিপক্ষ) অ ১০৮, (নিমাইর গঙ্গাদাস-সহ বিভার আদান) অ ১১১৮ ; (মহাপ্রভুর গয়া হইতে প্রত্যাগমন-পূর্বক অপূর্ণ প্রেমবিকার একটন ও বাহ্যপ্রকাশ-পূর্বক গঙ্গা-বাসের গৃহে গমন, মহাপ্রভু-দর্শনে পণ্ডিতের হর্ষ, মহাপ্রভুর গুরু-নমস্কার-লীলা) ম ১১২০-১২৫, (হাজিগণের গঙ্গাদাস-স্থানে মহাপ্রভুর কৃষ্ণাভি-ষাধ্যা ও লীলার বর্ণন এবং পরামর্শ-জিজ্ঞাসা, তৎকালে গঙ্গাদাসের হাত ও হাজিগণকে সাধনা দান) ম ১১২৬১-২৬৭, (মহাপ্রভুর পুনরায় বৈকালি সহাজ গঙ্গাদাস-স্থানে আগমন, ভক্তগণ-গুলি মতকে প্রহণাধর্ম প্রদর্শন, গঙ্গা-

দাসের মহাপ্রভুকে আনন্দ, শাস্ত্রের
ব্যাখ্যা বাধ্যতার উপদেশ, প্রভুর স্বকৃত-
ব্যাখ্যা, সমর্থন, গঙ্গাদাসের হর্ষ,
প্রভুর বিদায়-গ্রহণ) ম ১২৭০-২৮২,
(গ্রহকার-কর্তৃক গঙ্গাদাস পণ্ডিতের
তচ্ছিন্ন-রূপে. মহাপ্রভুকে প্রাপ্তি-
সৌভাগ্য-বর্ণন) ম ১২৮০-২৮৪,
(নিত্যানন্দপ্রভুর নদীয়ার আগমন ও
বাণ্যভাবে লীলাবশে গঙ্গাদাস পণ্ডিত-
গৃহে গমন) ম ৮২৫, (মহাপ্রভুর
গঙ্গাদাসগৃহে গমন) ম ৮৮৪, (মহা-
প্রভুর কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী) ম ৮
১১০, (মহাপ্রকাশলীলার মহাপ্রভু-
কর্তৃক গঙ্গাদাসের খেরাটে বিপদ-
বৃত্তান্ত বর্ণন) ম ২১০২, (তচ্ছিন্নবে
গঙ্গাদাসের আনন্দ) ম ২১১৮-১২০,
(প্রভুসমীপে জগাই-মাধাইয়ের বিষয়-
বর্ণন) ম ১০১২১, (প্রভুগৃহে জগাই-
মাধাইসহ উপবেশন) ম ১০২০২,
(প্রভু-সঙ্গে জল-ক্রীড়া) ম ১০৩০৭,
(মহাপ্রভুর চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়-
কালে সঙ্গী, ব্রহ্মানন্দ-সহ কথোপকথন)
ম ১৮১০৭-১০৮, ২১২, (কাজিদলন-
দিবসে প্রভু-সহ নগরকীর্তনে যোগদান)
ম ২৩১৫০, (শ্রীধর-গৃহে প্রভুর ভক্ত-
বাৎসল্য-দর্শনে প্রেমজনন) ম ২৩
৪৫০, (প্রভুর সরাসরে খেদ-প্রকাশ)
ম ২৮৮৫, (সন্ন্যাসলীলাতে শান্তিপূর-
অবৈতন্যবাপ্ত মহাপ্রভুদর্শনার্থ গঙ্গা-
দাস পণ্ডিতের শচীমাতাকে লইয়া
শান্তিপূর-যাত্রা) অ ৪২৩৭, (স্ব-
যাত্রা-দর্শনার্থ লীলাচলে গমন) অ ৮
২, (নরেন্দ্রসরোবর জলক্রীড়া) অ
৮১২৫.

গঙ্গাদাস (চতুর্দশপণ্ডিত-মন্ডন, নিত্যা-
নন্দ-পার্শ্ব) অ ৫৭৪৫

গঙ্গরাজ (মহাভক্ত, জগাই-মাধাইর
গৌর-স্ততি-মুখে গজেন্দ্র-মোক্ষ-লীলা-
বর্ণন) ম ১০২৮০; গজেন্দ্র ম ২৩
৪৫; অ ১২৫৭

গণেশ (কৃষ্ণপ্রেম নৃত্য) ম ১৪৪২

গঙ্গাশ্রয় (বিষয়, কৃষ্ণকে কল্লিগীর দ্বা-
রূপে প্রাপ্তির প্রার্থনা) ম ১৮৮৬

গঙ্গাধরদাস (শ্রীমন্ মহাপ্রভু-দর্শনার্থ
রাঘবত্বনে আগমন) অ ৫১২২, (গঙ্গা-
ধর-প্রতি মহাপ্রভুর কৃপা, গঙ্গাধরের
গৌরপাদপদ্ম শিরে ধারণ-সৌভাগ্য)
অ ৫১৩০-২৪, (প্রভু-মাদেশে শুদ্ধ-
ভক্তি প্রচারার্থ নিত্যানন্দপ্রভুর গোড়-
যাত্রাকালে সঙ্গী) অ ৫১২০১, (গোড়-
যাত্রা-পথে অপ্রাকৃত রাধিকাতাব-
প্রকটন ও দধিবিক্রয়-লীলা) অ ৫
২০৮, (নিত্যানন্দপ্রভুর গঙ্গাধর-
মন্দিরে আগমন) অ ৫১৩৭১, (নিরন্তর
অকৃত্রিম গোপী-তাব ও মত্তকে গঙ্গা-
ভলের কলস লইয়া দ্রুতবিক্রয়ান্তির
অ ৫১৩৭২-৩৭৩, (নিত্যানন্দ-প্রভুর
শ্রীমাধবানন্দ ঘোষের 'দানখণ্ড' গান-
শ্রবণ ও ভাবাবেশ) অ ৫১৮০,
(অকৃত্রিম নিত্যসিদ্ধ গোপীতাব) অ
৫১৮১, ৫২০, (বাহুজান-রহিত হইয়া
সুর্দাস কীর্তন) অ ৫১৩২৪, (প্রেমা-
নন্দে মত্ত হইয়া নির্ভয়ে নিশাভাগে
কাজীর গৃহে গমন) অ ৫১৩২৬,
(কাজীকে কৃষ্ণনামোচ্চারণে আদেশ)
অ ৫১৪০০, (কাজীর তচ্ছিন্নে ক্রোধ;
কিন্তু তাঁহার তাব-দর্শনে ক্ষুদ্র কাজীর
বিস্ময় ও আগমন-কারণ-জিজ্ঞাসা) অ
৫১৪০১, ৪০২, (পরদিবস কাজীর
"হরি" বলিবার প্রতিশ্রুতি) অ ৫১
৪০৭, (কাজীর মুখে হরিনাম ও নিরা-
তীহার মনোহরী শ্রবণ-নৃত্য) অ

৫১৪০৮, ৪০৯, ৪১১, (গ্রহকার কর্তৃক
মহিমা-কথন) অ ৫১৪১০, (প্রেম-
ভক্তির সময় নিত্যানন্দপ্রভুর পার্শ্ব)
অ ৫১৭২৭

গঙ্গাধর পণ্ডিত (মাধব-নন্দন) (শক্তি-
তত্ত্বের আকর, প্রভুর অন্তরঙ্গ ভক্ত-
গণের সর্বপ্রধান) আ ২১২; ২১২;
(কৃষ্ণপ্রেমময় পণ্ডিতের সর্বভক্ত-
প্রিয়) আ ১১১৮, (নবদ্বীপে শ্রীধর-
পুরীসহ মিলন, পুরীপাদের তৎপ্রতি
স্নেহ ও তাঁহাকে স্বকৃত "কৃষ্ণলীলামৃত"
গ্রন্থাধ্যাপন) আ ১১১২-১০০, (একদা
প্রভু-সহ মিলন, প্রভুর জায়গাঠা
গঙ্গাধরকে মুক্তি-লক্ষণ-জিজ্ঞাসা এবং
গঙ্গাধরকৃত 'মাতান্তিক দৃষ্টান্তাদি'
ব্যাপ্যার দোষ প্রদর্শন) আ ১২১২০-২৫,
(নিমাই-সহ বিচারে সকলেরই অসামর্থ্য,
গঙ্গাধরের ভীতি) আ ১২১৬, (প্রভুর
গঙ্গাধরকে গৃহে প্রেরণ ও পরদিবস
আগমনার্থ অহরোধ) আ ১২১২৭,
(গঙ্গাধরের প্রভুপদে নমস্কার-পূর্বক
গৃহ-গমন) আ ১২১২৮, ১২১৫, (শ্রীমন্-
গৃহে পুষ্পচয়ন ও শ্রীমান-সমীপে মহা-
প্রভুর আশ্বপ্রকাশ-লীলার শুভাধর-
গৃহে সকল ভক্তকে মিলিত হইবার
আদেশ-শ্রবণ) ম ১৫৬-৭১, (প্রভু-
গঙ্গাধর) শুভাধর-গৃহে গমন ও নিভৃতে
প্রভুর কৃষ্ণবিরহ-কীর্তন শ্রবণ) ম ১
৭২, (প্রভুর প্রেমবিকার-দর্শনে মুগ্ধা)
ম ১৮৮, (গঙ্গাধরের জন্ম, প্রভু-কর্তৃক
গঙ্গাধরের সৌভাগ্য-বর্ণন) ম ১২৬-২৮,
(প্রভুর অপূর্ণ প্রেম-বিকার-দর্শনে ও
প্রবণে বিস্ময়) ম ১১০৮, (রত্নগর্ভকে
পুনঃ পুনঃ ভাগবত-মৌক-পঠনে
নিবেদ্য) ম ১০১২, (প্রভু-গঙ্গাধর
—(প্রভুর রহিত অবৈতন্য-দর্শনে গমন)

ম ২১১২৬, (প্রভুকে গদ্যোপাখ্যান
অর্চনোদ্ভাগী অষ্টমতকে নিবারণ,
অষ্টমতের হাত ও প্রভুত্ব-সম্বন্ধে ইঙ্গিত)
ম ২১-১৪০-১৪১, (মষ্টমতবাক্যে প্রভুকে
ঈশ্বর-জ্ঞান) ম ২১১৪২, (প্রভুর গদ্যধরকে
রুক্ষ-সন্ধান জিজ্ঞাসা) ম ২১২০২-২০৩,
(গদ্যধরের উক্তি) ম ২১২০৫, (প্রভুকে
সাধনা দান) ম ২১২০৭, ২০৮, (শ্রীচীর
গদ্যধর-প্রশংসা) ম ২১২০৯; ৩১;
(নিত্যানন্দকে বিশ্বস্তর-ক্রোধে দর্শনে
হাত) ম ৪১২৮, (নিত্যানন্দ প্রভাব-
জ্ঞাতা) ম ৪১৩০, (গৌর-নিত্যানন্দ-তথ-
বোধ) ম ৪১৫২; ৫১২; (নিত্যানন্দকে
কুস্তীর ধরিতে উত্তম দর্শনে ভীতি) ম
৫১৭৫; (মহাপ্রভুকে তাড়ন প্রদান)
ম ৬১৬৫; (মুকুন্দসমীপে পুণ্ডরীকবার্তা-
প্রবণ) ম ৭১৪৪, ৪৬, (তচ্ছবণে গদ্য-
ধরের আনন্দ) ম ৭১৪৮, (পুণ্ডরীক দর্শন
ও তাঁহাকে নমস্কার) ম ৭১৪৯, ৫০,
(বিজ্ঞানিধি-সমীপে মুকুন্দের গদ্যধর-
পরিচয় প্রদান) ম ৭১৫৩, (পুণ্ডরীকের
বিলাসিতা-দর্শনে সন্দেহ) ম ৭১৬৭,
৬৮, (গদ্যধরচিত্তে মুকুন্দের বিজ্ঞা-
নিধি-প্রকাশারম্ভ) ম ৭১৭১, (রুক্ষ-
প্রসাদে সর্গজ্ঞতা) ম ৭১৭২, (পুণ্ডরীকের
প্রেমদর্শনে গদ্যধরের বিশ্বাস) ম ৭১৮৪,
(দীক্ষা-গ্রহণ-প্রত্যা) ম ৭১০৬,
(প্রেমাক্রমোচন) ম ৭১০৯, (পুণ্ডরীক-
সমীপে সঙ্গমে অবস্থিতি) ম ৭১১১,
১১৫, (পুণ্ডরীকের দীক্ষা-প্রদানে
সম্মতি-প্রবণে হর্ষ) ম ৭১২০, (মহা-
প্রভু-সমীপে আগমন ও পুণ্ডরীক-সমীপে
দীক্ষা-গ্রহণের অসম্বন্ধ-প্রার্থনা) ম
৭১২১, ১৪৮, (দীক্ষাগ্রহণে মহাপ্রভুর
অসম্বন্ধ-লাভ) ম ৭১৫১, (পুণ্ডরীকের
স্বকৃত দীক্ষা-গ্রহণ) ম ৭১৫২, ১৫৩,

(বোধ্যগুরুলাভ) ম ৭১৫৫, ১৫৬,
১৫৮, ১১২, (কীর্তনে আনন্দ)
ম ৮১১৪৪, (অষ্টমতক্তি-দর্শনে হাত)
ম ৮১২১৭, ২১৩; (মহাপ্রভুর বিবিধ
সেবা) ম ১০১৫; (নিত্যানন্দের
দিগ্বরবেশ দর্শন) ম ১১১২৩; ১৩১
১৫২; (প্রভু-গৃহে জগাই-মাধাই-সহ
উপবেশন) ম ১৩১৩৭, ২৫৮, (প্রভু-
সঙ্গে জগৎকলি) ম ১৩১৩৪১; (চতু-
শেষরাচার্য-গৃহে কল্মীষীর অভিনয়ার্থ
প্রভুর আদেশ) ম ১৮১২; (বিতীর প্রহরে
অভিনয়-মঞ্চে প্রবেশ) ম ১৮১০১,
(রম্যবেশে নৃত্যগীত, তদর্শনে ও
প্রবণে সকলের প্রেমোন্মত্ততা, মহা-
প্রভুর সম্মুখে গদ্যধর-তথ বর্ণন) ম
১৮১১১-১১৬, (প্রভু-সহ নদীয়া বিহার)
ম ১৯১৩, ২০২; (গদ্যধরের প্রভুকে
তাড়ন প্রদান এবং প্রভুর মুরারিকে
তদুচ্ছিন্নদান) ম ২০১২৭; ২১১;
(বিশ্বস্তর-সহ বিহার) ম ২১১৪;
২২৩, (মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-দীপার
তাড়ন-প্রদান) ম ২২১১২, (পরঃপানব্রত
ব্রহ্মচারীর শ্রীবাস-গৃহে গোপনে মহা-
প্রভু-নৃত্য দর্শন-দিবসে প্রভুর কীর্তনে
সঙ্গী) ম ২৩১০, (কালিদলন-দিবসে
নগর-সঙ্গীত-বিলাসে মহাপ্রভু-সঙ্গী)
ম ২৩১৫০, (প্রভুর উত্তম পার্শ্বে নিত্যা-
নন্দ ও গদ্যধরের নৃত্য) ম ২৩১২১১,
(মাধব-নন্দন) ম ২৩১২৭২, (ঈশ্বর-
গৃহে প্রভুর তত্ত্বাবৎসল্য-দর্শনে আনন্দ-
ক্রন্দন) ম ২৩১৪২২, প্রভুর নৃত্যকালে
নিত্যানন্দ-গদ্যধরের হুই পার্শ্বে নৃত্য)
ম ২৩১৪২১, (এক বৈকুণ্ঠের পক্ষাবলম্বনে
অন্য বৈকুণ্ঠের নির্দাকারী বৈকুণ্ঠত্যা-
নামের অব্যোধ্য) ম ২৩১৫০৩, (সর্বদা
মহাপ্রভু-সহ অবস্থান) ম ২৪১০১,

(অষ্টমত-পক্ষ হইয়া গদ্যধর-নির্মল-
কখনও অষ্টমত-কিছর নহে) ম ২৪১০৮,
(প্রভুসমীপে বিষ্ণু-পূজার আদেশ-
প্রাপ্তি) ম ২৪১১১; (সন্ন্যাসবার্তা-
জ্ঞাপনার্থ আগত প্রভুর চরণ-বন্দন) ম
২৬১৬৬-১৬৮, (সন্ন্যাসবার্তা-প্রবণে
খেল-প্রকাশ) ম ২৬১১৭০, (প্রভুকে
সন্ন্যাসগ্রহণে নিবেদ) ম ২৬১১৭১,
(শ্রীমাতার প্রভুর সন্ন্যাসবার্তা-প্রবণে
বিলাপ ও প্রভুকে তাঁহার পরমবাক্যব
গদ্যধরাদি-সহ অবস্থিতি-জ্ঞত প্রার্থনা)
ম ২৭১২৬, (প্রভুকর্তৃক গদ্যধর-সমীপে
সন্ন্যাসবার্তা বলিবার অন্ত নিতাইকে
উপদেশ) ম ২৮১১২, (সন্ন্যাসরায়ে
প্রভু-সহ এক গৃহে বাস) ম ২৮১৪৪,
(প্রভু-সঙ্গে গমনের ইচ্ছা-প্রকাশ) ম
২৮১৪৭, (প্রভুর সন্ন্যাসে খেল-প্রকাশ)
ম ২৮১৮৫, (প্রভুর কেশবভারতী-
সমীপে গমনকালে সঙ্গী) ম ২৮১১০৪,
(গদ্যাসগ্রহণান্তে প্রভুর পশ্চিমাভি-
মুখে গমনপথে সঙ্গী) অ ১৫২;
(প্রভুর নীলাচল-গমনপথে সঙ্গী)
অ ২১০৫; (নীলাচলে নিরন্তর প্রভু-
সঙ্গে) অ ৩২২৮-২৩১; (ঐবতান্দ্র
অচ্যুত গদ্যধরপণ্ডিতের প্রদান শিষ্য)
অ ৪১২০৬; ৭১২, (নিত্যানন্দপ্রভুর
গৌড় হইতে পুরী-আগমন ও গদ্যধর-
পণ্ডিত-সহ মিলন) অ ৭১১২, (গদ্য-
ধর-নিত্যানন্দে ঐতি অবর্ণনীয়া) অ
৭১১৩, (সেবাবিগ্রহ ঐগোপীনাথ,
বীহাকে বরণ মহাপ্রভু ক্রোধে ধরিয়া-
ছেন) অ ৭১১৪, (বীর ভবসে
নিত্যানন্দ-বিজয়-প্রবণে তাগবতপাঠ-
পরিচয়পুঙ্ক নিত্যানন্দ-সহ মিলন)
অ ৭১১৭, (নিত্যানন্দ ও গদ্যধর-
প্রভুর মধ্যে প্রকের অশ্রিত লঙ্ককে

অকথন) অ ৭।১২৩, (গদাধর-সকল
বক্ষণ নিত্যানন্দ-নিককের মুখ দর্শন
না করা, নিত্যানন্দ-সকলও তজ্জপ
গদাধর-নিককের মুখ দর্শন না করা)
অ ৭।১২৪-১২৫, (গদাধর-গৃহে
শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীচৈতন্যের আনন্দ-
ভোজন) অ ৭।১২৭, (নিত্যানন্দের
শৌক্যদেহ হইতে অনীত-ততুল গোপী-
নাথের ভোগার্থ প্রদান) অ ৭।১২৮,
(নিত্যানন্দ প্রভুর গোপীনাথকে গোড়
হইতে অনীত রত্নিন বস্ত্র প্রদান) অ
৭।১৩০, ১৩১, (নিত্যানন্দ-অনীত
ততুল ও বস্ত্রের প্রার্থনা) অ ৭।১৩৫,
(গোপীনাথের অস্ত্র রত্ন-কাঁচা) অ
৭।১৪০, (গৌরচন্দ্রের গদাধর-গৃহে
আগমন) অ ৭।১৪৩, ১৪৪, (মহা-
প্রভুর তত্ত্ব-নিমন্ত্রণে শ্রীতি-জ্ঞাপন)
অ ৭।১৪৭, (গৌরচন্দ্রের অগ্রে গদা-
ধরের প্রদান-স্থাপন) অ ৭।১৪৮, (মহা-
প্রভুর পাক প্রদান) অ ৭।১৫৪,
১৫৫, (গদাধর-কৃপায় নিত্যানন্দ-তব-
জ্ঞান) অ ৭।১৬১, ১৬২, (নীলাচলে
গৌর-গদাধর-নিত্যানন্দের একত্র বসতি
অ ৭।১৬৪, (শ্রীঅষ্টমতের নীলাচল-
আগমনে আনন্দ) অ ৮।৫৫, (নরেন্দ্র-
সরোবরে জলাকেলি) অ ৮।১২২, (মহা-
প্রভুর নিকট পুনর্দীক্ষা-গ্রহণ-প্রসঙ্গ
উত্থাপন, মহাপ্রভুবর্জক গদাধরকে
তাহার পূর্বজন্ম-সমীপে পুনরায়
মহাপ্রদেপ-প্রবেশগদেশ) অ ৮।২২-
২৭, (মহাপ্রভু-সমীপে ভাগবত-পাঠ)
অ ১০।৩২-৩৩, (পাঠ-প্রবণে প্রভুর
প্রেম-ভাব) অ ১০।৩৬, (বিজ্ঞা-
নিধির নিকট পুনঃ-প্রবেশ) অ
১০।৭২, ৮০, ৮৪, গদাধরদেব অ
৭।১২৪, ১২৫, ১৪৮, ১০।১২২, ৭২;

গদাধর-পতি (মহাপ্রভু) ম ২।১১;
গদাধর-প্রাণনাথ (মহাপ্রভু) ম
২।১২; গদাধর-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ
(মহাপ্রভু) অ ৭।২
গদাধরিক (নদীরাবাসী,—মহাপ্রভুর
অবাচিতভাবে বশিক-গৃহে আগমন ও
গদ্য-গ্রহণরূপ কৃপা) অ ১২।১২২-১৩০
গদাধর (মহাপ্রভুর গদা-শিরে গদাধর-
পদচিহ্নে পিণ্ডদান-লীলা) অ ১৭।৭৭
গরুড় (অনন্তাংশ; বিষ্ণুবাহন) অ ১।৪৭;
(নিমাইর সর্পধারণ ও অনন্ত-শয়ন
লীলার ভীত হইয়া তদীয় স্বজনগণের
গরুড়-স্বরণ) অ ৪।৭০; (গ্রন্থকার-
কর্তৃক মহাপ্রভুর গরুড়ারোহণ-সুখাদি
সন্তোষ-রস পরিহার পূর্বক বিশ্রাম-
ভাবাপ্রদেপে কৃষ্ণাধরণ-লীলা বর্ণন)
ম ৮।২০২; (কল্মষীহরণ-লীলাকালে
বিদর্ভরাজের গরুড়বাহন ভগবদ্-
আবর্তাব দর্শন) ম ১০।২১২, (অনন্ত-
কৃপায় গরুড়ের কৃষ্ণবহন-সেবা-
সৌভাগ্য) ম ১৫।২৫, (শ্রীবাস-গৃহে
মুরারির গরুড়ভাবে মহাপ্রভুকে স্বক্ষে
বহন-লীলা) ম ২০।৮১-১০০; (গরুড়-
বাহন,—অন্ততম কৃষ্ণচিহ্ন) অ ২।২৩১
গরুড় (অর্চ্য) (নীলাচলে মহাপ্রভুর
গরুড়ভক্তের পশ্চাতে থাকিয়া জগদাধ-
দর্শনে প্রতিজ্ঞা) অ ২।৪৮৮
গরুড় (শ্রীগরুড়পণ্ডিত) (প্রভুর আবি-
র্ভাবের পূর্বে প্রভু-ইচ্ছায় নবমীপে
আবির্ভাব তাঁহার অবতার-প্রতীকার
কৃষ্ণ-আরাধনা) অ ২।২২; (জগাই-
মাধাই-উদ্ধার লীলাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর
সপার্বদে নিজগৃহে জগাই-মাধাই-সহ
উপবেশন-লীলার অন্ততম সঙ্গী) ম
১৩।২০২, (প্রভু-সহ-জগজীভা) ম ১৩।
২০৭, (প্রভু-সহ-প্রভু-ভক্ত-বাৎসল্য-

দর্শনে প্রেম-ক্রন্দন) ম ২৩।৪৫২, (রথ-
যাত্রা-দর্শনার্থ নীলাচল-যাত্রা; 'গরুড়'
নাম-বলেই সর্প-বিষের ভয়ভঞ্নে
অসামর্থ্য) অ ৮।৩৪; গরুড়াই
(শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর কীর্তন-
বিন্যাসে সঙ্গী) ম ৮।১১৪

গুহক চণ্ডাল অ ২।১২৩, ১২৪; গুহ
চণ্ডাল অ ৪।৩২৮

গৌকর্ণ (শিবমূর্তি) অ ২।১৪২

গৌকুলচন্দ্র (কৃষ্ণ) ম ১৩।৩০০; গৌকুল-
ভূষণ (কৃষ্ণ) অ ৬।৫৬; গৌকুলসুন্দরী
(শ্রীরাধা) ম ১৮।১৪৪, গৌকুলেন্দ্র
(কৃষ্ণ) অ ৮।১১৮ (শঙ্কহৃদী উষ্টব্য)

গোপ বা গোয়ালী (নদীরাবাসী)
(মহাপ্রভুর গোপ-গৃহে বিজয় ও গোপ-
প্রতি অমুগ্রহ-প্রকাশ-লীলা) অ ১২।
১১৪-১২২; গোপ (ব্রজবাসী) ম
২৩।৪৫ (শঙ্কহৃদী উষ্টব্য)

গোপাল (কৃষ্ণগোপাল) (রাম ও
গোপালের মধ্যে পরস্পর সেবা-প্রদান
ও গ্রহণ-লীলা-বিন্যাস বৈচিত্র্য) অ ১।
৭০; (গৌর-গোপালের গোপাল-ভাবে
বালালীলা) অ ৪।২২; (জগদীশ-
হিরণ্যের মহাপ্রভুকে অভিন্ন-গোপাল-
রূপে দর্শন) অ ৩।৩০; (নদীরাবাসী
সুর্জজের মহাপ্রভুভক্ত নির্বরকালে
'গোপালময়' অপ) অ ১২।১৫৬;
(অহংগ্রহোপাসকগণের আপনাদিগকে
'গোপাল'-জ্ঞান-বাস্য শাণ্ডীণী বোনি-
প্রাপ্তি) অ ১৪।৮৭; ম ১।৪০৭; ১৩।
১০০; ১৮।৩৮; ২৩।৮০, ২২২, ৪১২,
৪৩৫; ২৩।১৭, (কৃষ্ণগোপালর
অংশকলা নিত্যানন্দ-পার্বদ বাসন-
গোপালের শিবা-বেদাদি ধারণ) অ
৪।৩৫০

গোপালি (বাল্য গোপাল)—সুখী হইতে

গৌড়েশ্বর-পথে নিত্যানন্দ-সঙ্গী রাম-
দাসদেহে 'গোপাল' ভাব) অ ৪১২৩৬;
(নিত্যানন্দ-পার্বদ-সকলেরই গোপাল-
ভাব)-অ ৪১১০৩

গোপাল (অর্থাৎ) (তৈরিকবিশেষের স্বক-
কর গোপাল-ব্রহ্মপালনা ও গোপাল-
প্রদানব্যতীত অল্প বস্তুর অগ্রহণ) আ
৪১৮ (বাগগোপাল ভ্রষ্টব্য)

গোপীনাথ আচার্য্য (সার্কডোম-
বংশপতি,—প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে
প্রভু-আজ্ঞার নবদীপে আবির্ভাব ও
তাঁহার অবতার-প্রতীকায় কৃষ্ণ-
আরাধনা) আ ২১২৯, (ত্রিপুরপুত্রী-
পাদের কিংবদন্তি নবদীপে গোপীনাথ-
গৃহে অবস্থান) আ ১১১৩৬, (পুরীপাদকে
দর্শনার্থ প্রভুর প্রভৃৎ গোপীনাথ-গৃহে
গমন) আ ১১১২৭, (ত্রিবাংস-মন্ডনে
পুস্তকরচনাকালে ত্রিমান পণ্ডিতের মহা-
প্রভুর আজ্ঞাপ্রকাশ-নীলা-জ্ঞাপন) ম
১১৬৬, (সার্কডোম-ভর্তীপতি; গ্রহ-
কারের জয়-বোধনা) ম ৬৮৫, ৭৪৮;
(মহাপ্রভুর কীর্তনের সঙ্গী) ম ৮১
১১৫, (গৌরজন) ম ১১১৩; (মহা-
প্রভু-সহ জলকীড়া) ম ১০৩৩৭;
(মহাপ্রভুর চন্দ্রশেখর-গৃহে অভিনয়-
কালে পাণ্ডকটি-সেবা) ম ১৮১১২,
(প্রভুর গোপীনাথকে লইয়া বিষ্ণু-
খট্টার আরোহণ) ম ১৮১১৩০; (প্রভু-
সঙ্গে নগরসকীর্তনে) ম ২৬১১৫০,
(প্রভুর তত্ত্বাবৎসল্য-দর্শনে প্রেম-
ক্ৰন্দন) ম ২৩০৫২, (মহাপ্রভুর
সন্ন্যাসলীলাতে শাখিপুত্রের অবৈতন্যগৃহে
প্রভু-সহ মিলন) অ ৪১২৭০; গোপী-
নাথ শক্তিক (কৃষ্ণবিগ্রহ; রথযাত্রা-
কর্তার নীলাচল আগমন)-অ ৪১২৩৬,
(বৈষ্ণব-কর্তার আগমন)-অ ৪১১১৫

গোপীনাথ (বিবরণ) ম ২৮১৭৬

গোপীনাথ (অর্থাৎ) (রেশুণার গোপী-
নাথ-সমীপে মহাপ্রভুর দিব্যোদ্ভাবলীলা)
অ ২১২৭৭, (গদাধর-ভবনস্থ পরম-
মোহন গোপীনাথকে শ্রীচৈতন্যদেবের
ক্রোড়ে ধারণ) অ ৭১১১৪, (নিত্যা-
নন্দ প্রভুর গোড় হইতে আনীত তত্ত্বগ
গোপীনাথের ভোগার্থ-প্রদান) অ ৭১
১২৯, ১০১, ১০৩, (গদাধরের নিত্যা-
নন্দানীত তত্ত্বগ ও বস্ত্র-প্রশংসা এবং
বস্ত্রতত্ত্ব গোপীনাথকে প্রদান) অ ৭১
১০৫-১০৬, (গদাধর-কর্তৃক গোপী-
নাথকে ভোগ-প্রদান) অ ৭১১৪১,
(মহাপ্রভুর গদাধরগৃহে গোপীনাথ-
প্রসাদ বাজা) অ ৭১১৪৬

গোপীনাথ সিংহ (মহাপ্রভুর 'অক্ষর'
বলিয়া সম্বোধন; রথযাত্রাদর্শনার্থ
নীলাচলে গমন) অ ৮৮৩৫

গোবিন্দ (বিবরণ) আ ২১৭১; ৪১২০;
(গোবিন্দরসমত্ত তৈরিক বিগ্র) আ
৪১২১; ৮১৩০; (গোবিন্দরসমত্ত
নিত্যানন্দপ্রভু) আ ১১১১৭; (দৈনিক
অধ্যয়নান্তে প্রভুর ছাত্রগণের গোবিন্দ-
চর্চা) আ ১১২১১; (গোবিন্দরস-
নিমগ্ন ঠাকুর হরিদাস) মা ১৬২১,
২৪, (গোবিন্দকৃষ্ণগুপ্ত তত্ত্ব সকলের
বিয়-ক্লেণাতীতত্ব) আ ১৬১৪০,
(নাস্তিকগণের দোষ-কাল-পাত্র-নির-
পেক্ষ 'গোবিন্দ' নামকে কাল-গাপেক্ষ-
জ্ঞানে কীর্তন-নৈরন্তর্য্য-বিরোধ) আ
১৬১-২৬১, (উক্তগোবিন্দ সংকীর্তনে
জীবমাত্রেয়ই বিষ্ণুজিহা) আ ১৬১
২৮৬; ম-১৪৪৬, (মহাপ্রভুর বথাকি
গোবিন্দ-পূজনলীলা) ম ১১১৮;
(মহাপ্রভুর সকল-ভূতনকে গোবিন্দের
ধামরূপে দর্শনলীলা) ম ১০৭৬-৪০৭;

২১০৪; 'গোবিন্দ পুজিব, শব্দ মাবিব
না', ইহা গোবিন্দ-পূজা মতে) ম-৩১
১৭০; ৮১৪৬, ১০১০০, ১২৮, ১৭২;
১৪৮৪; ১৬১০০; ১৮০৮, ৬৮;
১০২৭০; ২০৮০, ২২২, ৪১২, ৪৭১;
২৪৫০; ২৬১১৭; অ ২১১৬২, ৩০৭,
৩২৮; ৪৪০৫, ৪১৭, ৫০৮;
(সপ্তগ্রামে জিবেশী মানে সপ্তবিশ্বপের
গোবিন্দচরণ-প্রাপ্তি) অ ৪৪৪৫

গোবিন্দ (নীলাচলের বিজয়-সিগ্রহ,
চন্দ্রনবাত্ম-উপলক্ষে নরেন্দ্রে বিহারার্থ
আগমন) অ ৮১১০২, ১০৬, (জলে
বিহারার্থ নৌকার বিজয়) অ ৮১১১০,
১১১, (নৌকা-বিহার) অ ৮১১২৭

গোবিন্দ (বারপাল গোবিন্দ) আ ১০১
২; (নিমাই-দর্শনে মুকুন্দের পলায়ন,
প্রভুর গোবিন্দকে তৎকারণ-জিজ্ঞাসা,
গোবিন্দের তত্ত্ববিষয়ে অজ্ঞতা-জ্ঞাপন)
আ ১১১৩৯-৪০; ১৩২; (গৌরজন;
'বারপাল গোবিন্দ' বলিয়া খ্যাতি,
গ্রহকারের জয়-বোধনা) ম ৬৮৫;
(কীর্তনের সঙ্গী) ম ৮১১১৪; (প্রভু-
সঙ্গে জলকীড়া) ম ১০৩৩৮; (প্রভুর
তত্ত্বাবৎসল্য-দর্শনে ক্রন্দন) ম ২৩০৫২;
(সন্ন্যাসগ্রহণ-নীলাচলে পন্ডিমাতিমুখে
গমনকালে প্রভু-সঙ্গী) অ ১১৫২,
(মহাপ্রভুর নীলাচল-গমনপথে সঙ্গী)
অ ২৩৫; (বারপাল গোবিন্দ) অ ৭১০৭
(নীলাচলে গোড় হইতে আগত
শ্রীঅবৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন)
অ ৮১৫৮; (তত্ত্বগণের আগমন-
বৃত্তান্তে প্রভু-সমীপে নিবেদন) অ ৩১
১০৫-১০৬

গোবিন্দ-বোহর (মহাপ্রভুর কীর্তন-
সময়ান্তের বৈদিক মূল গ্রন্থক, ত্রিবাংস-
অনুসারে প্রভু-সহকীর্তন) ম-৮১১৪৫

(কাজি-দলন-দিবসে নগরসভীর্জনে
কীর্তনে) ম ২০১৫২, (মহাপ্রভুর কীর্তনে
নৃত্য) ম ২০২০২, (মাধব ও বাসুদেব
ঘোষের স্রাতি; গৌরাদেশে নীলাচল
হইতে নিত্যানন্দ প্রভুর গোড়াগমন-
পূর্বক রাঘবতবনে অবস্থান-কালে
গোবিন্দাদির কীর্তন) অ ৫১২৫২
গোবিন্দ সন্ত (রথযাত্রা-দর্শনার্থ নীলা-
চলে গমন) অ ৮১১৭
গোবিন্দানন্দ (মহাপ্রভুর কীর্তনের
সঙ্গী) ম ৮১১১৪, (প্রভুসঙ্গে জল
ক্রীড়া) ম ১০৩৩৮; (কাজিদলনদিবসে
নগরসভীর্জনে যোগদান) ম ২০১৫১;
(প্রভুর ভক্তবাৎসল্য-দর্শনে প্রেম-
ক্রন্দন) ম ২০৪৫১; (রথযাত্রা-
দর্শনার্থ নীলাচলে গমন) অ ৮১১৬
গোরাটান্দ আ ৩১; ম ৫১১
গোসাঞি (কেশব ভারতী) অ ১১৩৩১;
(জগন্নাথ মিশ্র) আ ৮১০৬; অগরাথ-
(দেব) অ ১০১৩১; (নারদ) আ
১৫২; (নিত্যানন্দ) ম ৫৮; অ ৭১
১৩৩, (ভক্ত) আ ৭১০; (ভগবান্)
আ ৭১২১; ম ২১২২৭; (মহাপ্রভু)
আ ১২১১১; ম ২১৫৩; অ ১১২৫,
১০০, ১১৯, ২০১, ২৩২; (শুকদেব)
আ ৭৫১ গোড়েশ্বর গোসাঞি
(নিত্যানন্দ) আ ১১১
গৌর আ ২১২০২; ৬৫২, ১১৩, ১২১৪৬;
ম ২০১২৭৩; অ ৫১২০২; ১১৭৬
গৌরগোপাল অ ১১৭১
গৌরচন্দ্র আ ১৮৬, ১২৪, ১৪৩, ১৫৮,
১৭৩, ১৭৯, ১৮২; ২১৪, ৫, ২০, ১৪৫,
২১৭, ২৩৪; ৩৪৫, ৪৮৫, ৫১, ৫৪;
৪১৩, ৩, ৭৫, ৮১; ৫১৬৩; ৭১৩, ৪৭,
১২০, ৮৭, ১৫, ২২, ৬২, ৭২, ৮৪,
১১১, ১১৫, ১১৯; ১৮৮, ১৬০, ২০৭,

২১২, ২২৯, ২৩১, ২৩৬; ১০১৩, ৫০০
৫১, ৬০; ১১১৩, ১২২; ১২১১৪, ১৫০,
২৮৫, ২৮৬; ১০১৩, ১৮; ১৪১৫১, ৫২,
৬৬-৬৭, ২২; ১৫১৩, ৬, ৭, ৩৫, ১০২,
১৭৭, ২২৪; ১৬১৩৩, ২৫১, ৩১৫;
১৭১৪৪, ৪৮, ১৪০, ১৪২, ১৪৬, ১৬০-
১৬১; ম ২১৫৬, ২৪৩, ২২৩; ৩৮,
৫৩, ৫৮, ১২০, ১৪০, ১৬৮-১৬৯;
৪১২৪, ২৬, ৩২; ৫১৪০, ১০৪, ১০৬,
১৫৫; ৬২, ৩, ৭, ১১৪, ১৪১; ৭১৪;
৮৪০, ৭৭, ১০২, ১০৭, ১৪২; ১১৬৩,
৮৭, ১২৭; ১০১৪৭, ১৫৫, ১৫৯,
২৭০, ৩০৬, ৩০৯, ৩১৮, ৩২০; ১১১
১৫; ১২১৪৪, ৬০; ১০১২৫৭, ৩৪৮,
৩৬১, ৩৬৪, ৩৮৬-৩৮৭, ৩৯৪; ১৫১
২৭; ১৬১৩, ২০, ১৪০; ১৭১২৯, ৩৮,
১১১; ১৮১৩, ৪৯, ১২৪, ২১৭-২১৮,
২৩২; ১১১১৭, ২৬৬; ২০১৪, ২৪,
১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৫১; ২১৫৩;
২২১৩, ১০, ১৪, ১২১, ১৩৪, ১৩৫,
১৩৯, ১৪২; ২০৫৭, ২৭০, ৩০৭,
৪৫৫, ৪৮৩, ৪৯৫, ৫০৯, ৫২৪, ৫২৫;
২৪৬৯, ৭৫; ২৫১৩, ৪০, ৮২; ২৬১
৫৭, ১৫৭; ২৮১১০০, ১৪৬, ১৪৮,
১৫৪, ১২৪, ১২৬; অ ১৫, ৬, ৫১,
৫৮, ৭১, ২৬, ১৭৭, ২০২, ২০৬, ২১৬,
২৭৬, ২৮৮; ২১৩, ৮১, ১৪৬, ১৪৯,
১৫১, ১৫৩, ১২৪, ২০১, ২১০, ২১২,
২৪১, ২৪৩, ২৫৭, ২৭০, ৩১৪, ৩২৬,
৩২৯, ৪০৮, ৪২৫, ৪২৭, ৪৩৮, ৪৭৩;
৩৮৮, ২৫, ১০৮, ২০৩, ২২৬, ৪৬৫,
৪৮৪, ৪৮৮, ৪৮৯; ৪১৩, ১৮, ৬৬,
১৮৩, ২২৯, ২৬৭, ৪৬০, ৫২০; ৫১২৭,
৭৬, ৮৮, ২৫, ২২, ১১২, ১৩১, ৭০৪,
৭০৫, ৭৪০; ৬১১, ১৪০; ৭১৩, ১০,
১৮, ১২, ২৪, ২৭, ৮৯, ২০০, ১৪১-

১৪৩, ১৪৮, ১৫৮, ১৬৩; ৮১০, ৩৫;
১৪৫, ৫০, ৫৩, ১০৩, ১২৪, ১৭০,
১৯৭; ১০১৩, ৫০, ৭১, ১৭৮; গৌর-
চন্দ্র-নারায়ণ অ ৬৬৫, ১০৬, ১৪১;
৪১২৭৭; ১১১৭০; ১০১৭৩; গৌরচন্দ্র
প্রভু অ ৩২৫; ৭১৪৮; ১১০৩;
গৌরচন্দ্র-ভগবান্ ম ২১৫৬; অ
৩৪৮৯, ৫০৪; ৪১৩৬; গৌরচন্দ্র-
মহাপ্রভু ম ১২১২৬৬; গৌরচন্দ্র-
লক্ষ্মীপতি অ ৩২০৩
গৌরচাঁদ ম ১০৩৫২
গৌরধাম ম ১২১২১৩; অ ৩৪০১
গৌরমিথি ম ৭১১৪; ১১১
গৌরভগবান্ অ ৮১১৭৮
গৌরমণি অ ১০৪২
গৌররায় আ ১১৩৬২; ৭১৭৫; ১২১২৬,
১৪২; ১৭১৭০, ১২৮; ম ১০১৩৩;
৪১৫; ৭১১২, ১২১; ১১১৪; ১২১৩৬;
১৬৫৩; ১২১২৫১; ২৩১২৮, ৩০৮;
অ ২১৩২৮, ৪১২; ৪১১৭; ৫১৭৩;
১১২২৭, ৩০৯
গৌরসিংহ আ ১১১১৯; ম ১১৩০২; ১৬১
২১, ৭৫; ১৮১২৫৪; ১১১০৪;
২০১৩; ২২১৫৭; ২৪১৩ ২২৭১৩; অ
১১১১০; ৪১৩৪৫
গৌরজ্ঞানর আ ১১১৭১; ২১৩; ৪১৮২;
৫১৩৩, ৩৭, ১৩৬, ১৪১, ১৫৪, ১৬২;
৬২, ৪৬, ২১; ৭১৩, ৩৭, ১১০;
৮১৩, ১২, ১৭, ৭১, ৬৫৮, ১২৩; ১০১
৬, ৫২; ১১১৮৫; ১২১১২, ২৩২, ২৩৯
১৩৮৮, ১৭১, ১২৭, ১২৮; ১৪১১,
৪৪, ৫১, ৫৮, ১২৭৬ ১৫১১২২, ১৮৫;
১৬১৩; ১৭১৮, ৩, ১০, ৪৭, ১০৮, ১৫৩;
১১১০; ২১১৮৬, ১২০; ৪১৩২, ৩২;
৭১২, ১৩৪; ৮১৩, ২১৪, ২১৮; ১২২,
১২৩, ৩১, ৩৩৬; ৩০১৩, ২০৭, ৩০৫

১২৫৪; ১০২; ১৭১১, ৮৮, ১১৭;
১৩১১৩; ২০২২৮, ৪১৫; ২৫২১,
৪৩, ৮৫; ২৬২৪, ৫৮, ৬০, ১৬৬,
২৮১৮, ৩৪, ১২১; অ.১১১২১, ১০২;
২১৪, ২২, ৩৪, ১২৮, ১০১, ১৫৬,
১৮৬, ১২২, ২১০, ২১৪, ২২০, ২২৬,
২৩৬, ২৭৫, ৩০১, ৪০২; ৩৭, ৭২,
১১১, ১৬০, ২০৪, ২১৭, ২২৭, ২৭৪,
৩২২, ৩২৪, ৪২৫, ৪২৮, ৪৬১; ৪৬৬,
১৮২, ২০২, ২৩৪, ২৩২-২৪০, ৩১৫,
৩৪১, ৩২৬, ৩২২, ৪৪৩, ৪২২; ৫১১,
৪, ২২, ৩২, ৩৩, ৬৬, ২২, ১০০,
১৩০, ১৩২, ১২৮, ২১১, ২২২;
৬১৩৮; ৮১১১, ৩১; ২১৩২, ১৮৫,
২৩৫; ১০১০; গৌরসুন্দরনরহরি
অ ২১২২২; গৌরসুন্দরবনমালী
আ ২১২২২; গৌরসুন্দরভগবান
অ ৩৫২২৬

গৌরহরি আ ২১২২৮; ৮১১৩; ১৪১২২,
১২০; ১৭৬২, ১১২; ম ১০৫১;
১২৫০; ২১৩০; ২০২২২; অ ১১
২৬, ২৮০; ২১০৪, ১২০, ২৩১;
৩১৭; ৬১৪১; ৭১২৫, ৩৭; ৮১৬৩;
২১৪৩, ৪৭, ১০২; ১০৫

গৌরাজ আ ১১০৩, ১০৮, ১১৪, ১৩১;
২১০, ২১৩; ৬১০; ৮১০, ১৬২;
১০৪১; ১২১০৫, ১৬৩, ২১৩;
১০৭৮, ২০৭, ২০৮; ১৫২, ৩০,
১৪১; ১৭১০৪, ম ২৬; ১০২২৭;
১১৬৪ (ঞ); ১০৩০৫, ৩৪১, ৩৮৫,
৩২৫; ১৬০০, ১২১, ১৪৫, ১৫০;
১৭৫২, ১৮৩; ২০১০০; ২১৩;
২০৪৪৬, ৫০২, ২৫৩; ২৭১০২;
২৮১১; অ ১১২২০; ২১৩, ২৭৬, ৩০০,
৪০৬, ৩৪; ৪১২৫১; ৫১৩; ৮২২,
৭৩৬; ১১১০০; ১০৫, ১০৭, ৭৪,

১২৫; গৌরাজ-অবতার অ ২১
১৬০; গৌরাজ-ঈশ্বর অ ১০১৮০;
গৌরাজ-গোপাল আ ৬১১; অ
১০১২; গৌরাজ-গোপালি ম ১০১
১২২; ১৪১০৮; গৌরাজচন্দ্র আ
২১২১০; ২১২৩৩; অ ৩৩; ৫১০৭;
গৌরাজচাঁদ আ ২১২১৩; ম ২১
৩২৩; ১৪৫৫; গৌরাজঠাকুরাল
ম ১৪৫৪; গৌরাজ-নরহরি অ
৪১২৮২; গৌরাজমহেশ্বর ম ২২১
২০, গৌরাজরাও অ ২১৪২৩;
গৌরাজরায় আ ৭১৫০; ১৪১১৪;
১৭১১৬২; ম ৬১৩৪; ৭১৫; ৮১৪,
১৬১৩, ১০৩, ২৫৫৬; অ ৩২২৬;
৫১৩৩; ৭১২০, ১০২; ৮১২০; ২৫৭;
গৌরাজশ্রীহরি আ ৮১১৩; ১২১
১৩৫, ২১৩; ১৩৫০, ২৫; ১৪১৮২, ১১৩,
১৫৬, ১৬৭, ১৭২; ১৭১৭৪; ম ১৩৩১৩;
১৬১০২; ১৮১৬৪; ২২১৪; ২৩৪৩১,
৪২৪, ২৬১২৬, ১৫২; ২৮১৪৩; অ
৩১৬৮, ২২১; ৫১৮০; ৭১০১; ৮১
৩৩; গৌরাজসুন্দর আ ২১২৩৩;
১০১৪; ১২১২৪, ২১২; ১৩১৭, ১২০
ম ২১৫৩; ৩৩, ১৩৩; ৪১৫, ৪৩; ২১
১১৮, ১৬২; ১০১৬৪, ৩০৫; ১৩১২৪৬;
৩১৬, ৩২২; ১৪১১; ২০১২৩; ২২১
১৩, ২২, ১৩৩, ১৪৬; ২৩১৬৮,
২০৭, ২৪০, ২৫৮, ২৮২, ৩৫৮;
২৪১৭০; ২৮১৩০২; অ ১৮৮৭, ২৪২;
৩০০০, ৩৩৭, ৩৪৩, ৩২৫; ৫১২;
গৌরাজহরি অ ৫১০২; ৮১২৩
গৌরী আ ১০১৭৩, ১১২, ১১৩; ১৫১২০৬;
অ ২১৩১৭; গৌরীপতি ম ১০১২৩৭;
গৌরীশঙ্কর ম ৬১২৭
গৌরীদাস পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-পার্বণ)
অ ৫১৭০৫

৮

চক্র (স্বর্গদর্শন) ম ১২১১৮৫, ১৮৬, চক্র-
ধর আ ১১১৬৩ (শব্দহটী দ্রষ্টব্য)
চণ্ডিকা (বিষ্ণুগায়ত্রী) অ ৫১৬৬৩; চণ্ডী
আ ৪১১৩১; ১২১১৮৭; ১৫১৭; ম ১৮১
১৬৬; অ ৫১৫০৮, ৫৪০, ৫৬০, ৫৬৬,
৫৬৭

চতুরানন (মহাপ্রভুর জগাই মাধাই
উদ্ধারদীপা-শ্রবণেতজিপ্রাপন ক্রম
সপরিবরণে নৃত্য) ম ১৪১৪২

চতুর্ভূজ (আদিত্যচতুর্ভূজ-স্বর্গ-বারকাশী
শ্রীজগন্নাথ; শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর নীলা-
চলে জগন্নাথ-দর্শন) আ ২১১২২;
(শ্রীগৌরসুন্দর ও জগন্নাথ-অভির-
বরণ) অ ২১৪৩৮, চতুর্ভূজ-
জগন্নাথ (গোড়ারগণের দর্শন) অ
২১৪৬৭

চতুর্ভূজ পণ্ডিত অ ৫১৭৪৫

চতুর্ভূজ-শব্দচক্রগদাপদ্মধর (শ্রীধরের
নিকট মহাপ্রভুর বিষ্ণু-বিজ্ঞাপন)
ম ২১২৬০; চতুর্ভূজ-শ্যাম (নদীরা-
বাসী সর্বজ্ঞের মহাপ্রভুর জগদ্বিদ্ভা-
ষাত্রেট শব্দ-চক্র-গদা-পদ্ম-শ্রীবৎস-
কৌন্ত-ভূষিত মহাভোতিষ্মি দেবকী
নন্দন স্বকল্প দর্শন) আ ১২১৪৭

চতুর্ভূজ (শব্দহটী দ্রষ্টব্য।)

চন্দ্র (শ্রীধরের ভক্তি-মুখে মহাপ্রভুকে
চন্দ্রাধি দেবগণের অঙ্গীরূপে বর্ণন)
ম ২১২০৬; (মহাপ্রভুর জগাই-মাধাই-
উদ্ধার-দীপা-দর্শনে চন্দ্রের কক্ষগোচ-
নৃত্য) ম ১৪১৪৮

চন্দ্রবদন (কক)—শব্দহটীতে 'শ্রীচন্দ্রবদ-
ন' দ্রষ্টব্য।

চন্দ্রদেবদেব অথবা চন্দ্রদেবদেব
আচার্য্যর (শ্রীমদেবদেব) আ
২১২৪, (প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে এ

আজার নবদ্বীপে আবির্ভাব ও গৌর-
অবতার-প্রতীকার কৃষ্ণাধরনা) আ
২১২৯; (মহাপ্রভুর আচাৰ্য্যগৃহে কীৰ্ত্তন-
বিলাস) ম ৮১১১; (চৈতন্তের
সৰ্ণকাৰ্য্যবেক্ষা, কৃষ্ণদ্বার-গৃহে জগাই-
মাধাইকে লইয়া উপবেশন-কালে
মহাপ্রভুর সঙ্গিগণের অন্ততম) ম
১৩২৪০; (মহাপ্রভুর অভিনয়ার্থ
আচাৰ্য্য-গৃহে আগমন) ম ১৮১২৮,
(আচাৰ্য্যের ভাগ্য-মহিমা) ম ১৮
৩১২, (প্রভুর আচাৰ্য্য-গৃহে অভি-
নয়ে সকলের প্রোক্ষণ বর্ণন) ম ১৮
২৯, ১৮৭, ১৯৮; (প্রভুর সহিত নগর-
সকীৰ্ত্তনে বোগদান) ম ২৩১৫১;
(প্রভুর তত্ত্ববাসন্ত্য-দর্শনে আনন্দ)
ম ২৩১৫০; (প্রভুর সম্যাস-বার্ত্তা-
প্রবণ-যোগ্য পঞ্চজনের অন্ততম) ম ২৮
১২; (প্রভুর কেশবতারতী-সমীপে
গমন) ম ২৮১১০৪; (প্রভু-সমীপে
সম্যাসের বিধিযোগ্য অমৃতানাদেশ-
প্রাপ্তি) ম ২৮১১৩২, ১৩৪; (সম্যাস-
নীলাক্ষে প্রভুর আচাৰ্য্যরত্নকে ক্রোড়ে
ধারণ-পূৰ্ণক উচ্চক্রন্দন ও গৃহে
প্রত্যাগমনাদেশ, আচাৰ্য্যের বিরহ-
মূৰ্ছা, কণপরে চৈতন্ত পাইয়া নবদ্বীপে
প্রভুর বনগমন-বার্ত্তা-জ্ঞাপন, তৎপক্ষে
প্রভু-বার্ত্তা-প্রবণে নবদ্বীপের অবস্থা)
ম ১২৬-৩৪, (রথযাত্রাদর্শনার্থ নীলা-
চল-গমন) ম ৮৮, (নরেন্দ্রসরোবরে
মহাপ্রভুর জলকীড়ার অন্ততম সঙ্গী)
ম ৮১২৫

শ্রীকৃষ্ণ আ ১৪০

জৈকৈতু (নিতাই-সেবা-কালে বৈকুণ্ঠ-
প্রীতি-বিস্ময় পরিচিহ্ন) ম ১৫৫৫

জৈকৈতু (বৈষ্ণব চিত্তভর্য্যহানে জগাই-
মাধাই-উভয়-নীলাবিবরক প্রম ও

চিত্তভর্য্যের উত্তর) ম ১৪১০-১১,
(চিত্তভর্য্য-বাক্য-প্রবণে বয়ের মূৰ্ছা)
ম ১৪১২২, (তদর্শনে বমকৃত্যগণের
ক্রন্দন) ম ১৪১২৪, (দেবগণ-সমীপে
বমরাজের মূৰ্ছা-কারণ-বর্ণন) ম ১৪
৩১, (কৃষ্ণপ্রোমে অষ্টৈর্বা-প্রকাশ)
ম ১৪১৩২; (কাজিদলনদ্বিবেশে নাম-
রসোন্নত কোন ভক্তের নাম-প্রভাব-
কীৰ্ত্তন-মুখে চিত্তভর্য্যের লিখন মুছিয়া
ফেলিবার উক্তি) ম ২৩১৩২৮

চৈতন্ত (প্রহ্বারের বন্দনা) আ ১১-৭,
(মহেশ্বর) আ ১৭, (ভক্তপূজার
শ্রেষ্ঠতা) আ ১৮, (শ্রীচৈতন্ত-প্রোঠ
নিত্যানন্দ-কৃপার চৈতন্ত-কৃপা) আ
১১১, ১৪, ১৬-১৮, ৮১, (শ্রীচৈতন্ত-
প্রিয়বিগ্রহের চরণে অপরাধীর নিকৃতি
অভাব) আ ১৪২, (সহস্র বদনে
শ্রীশেষদেবের চৈতন্ত-কীৰ্ত্তন) আ ১৬২,
(ভক্তপ্রসাদে শ্রীচৈতন্ত-মূর্ত্তি) আ
১৮৩-৮৪, (ত্রিবিধনীলা) আ ১৮২-
২১, (আবির্ভাব-নীলা) আ ১২২-
২৬ (হ্র), (মাতাপিতাকে গুণবাস-
প্রদর্শন) আ ১২৭ (হ্র), (মাতা-
পিতাকে মহাপুঙ্ক-চিহ্ন-প্রদর্শন) আ
১২৮ (হ্র), (চৌর-প্রভারণা) আ
১২৯ (হ্র), (জগদীশ-হিরণ্যবরে
হরিবাসরে বিকুনৈবেদ্য-ভোজন) আ
১১০০ (হ্র), (ক্রন্দনচ্ছলে সকলকে
হরিকীৰ্ত্তনে নিয়োগ) আ ১১০১ (হ্র),
(প্রভুর বর্জ্যহাতির উপর উপবেশন
ও তৎকীৰ্ত্তন) আ ১১০২ (হ্র),
(শিশু-সহ-চাপলা) আ ১১০৩ (হ্র),
(অধারন-নীলা ও অন্ন অধারজ
বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক) আ ১১০৪ (হ্র),
(পিতার অপ্রীকৃত্য ও বিশ্বরূপ-সম্যাস)
আ ১১০৫ (হ্র), (বিভাবিলাস)

আ ১১০৬ (হ্র), (গঙ্গার জলকীড়া)
আ ১১০৭ (হ্র), (সর্পশাজে অভ্র-
রথ) আ ১১০৮ (হ্র), (পূর্ববলে
ভক্তবিজয়) আ ১১০৯ (হ্র),
(শ্রীমদ্বীপ্রয়ার অন্তর্ধান ও শ্রীবিষ্ণু,
প্রিয়ার পাণিগ্রহণ) আ ১১১০
(হ্র), (বায়ুরোগ-হলে প্রেমবিকার
প্রদর্শন) আ ১১১১ (হ্র), (ভক্ত-
গণে শক্তিসংকার ও বিহার) আ ১
১১২ (হ্র), (প্রভুর রূপে শচীমাতার
স্থখ) আ ১১১৩ (হ্র), (দ্বিবি-
জয়ীর পরাজয় ও মুক্তি) আ ১১১৪
(হ্র), (ভক্তসমীপে প্রভুর নীলা)
আ ১১১৫ (হ্র), (গয়ায় গমন ও
কৃপাগ্রহণচ্ছলে দেবর পুরীশাবকে কৃপা)
আ ১১১৬ (হ্র), (গঙ্গা-গমন ও
গঙ্গা হইতে প্রত্যাগমন-নীলা-
পর্য্যন্তই আদিলীলা) আ ১১১৮;
(মধ্যলীলারম্ভ, — প্রভুর প্রকাশ)
আ ১১১৯ (হ্র), (অষ্টৈত-ও শ্রীবাগ-
গৃহে বিষ্ণু-সিংহাসনে প্রকাশ) আ
১১২০ (হ্র), (নিত্যানন্দ-মিলন ও
উভয়ের একত্র কীৰ্ত্তন-নীলা-বিলাস)
আ ১১২১ (হ্র), (নিত্যানন্দের স্বচ্ছ
ভূজ ও অষ্টৈতের বিশ্বরূপ-দর্শন) আ
১১২২ (হ্র), (নিত্যানন্দের ব্যাস-
পূজা) আ ১১২৩ (হ্র), (মহা-
প্রভুর নিত্যানন্দের বিগ্রহ-প্রদর্শন-
নার্থ বন্দরাম-ভাবাবেশে নিত্যানন্দ-
প্রদত্ত কল-মুগল ধারণ) আ ১১২৪
(হ্র), (জগাই-মাধাই-উভয়-নীলা)
আ ১১২৫ (হ্র), (শচীমাতার চৈতন্ত-
নিতাইর প্রসিদ্ধরূপ দর্শন) আ ১
১২৬, ('সুতপ্রেরিয়া'-মহাপ্রদর্শন
ও ভক্তগণের পরিচর্য্য) আ ১১২৭-
১২৮ (হ্র), (বহু-প্রোক্তনারায়ণ)

নগর সর্কোজন) (আ ১১২২ (হুজ),
(কাজি-উদারলীলা ও বচ্ছল সগণে
নগর-সর্কোজন) আ ১১৩১ (হুজ),
(বরাহাবেশে সুরারিকে স্বতঃ-বধন)
আ ১১৩২ (হুজ), (সুরারি-ককে
চতুর্ভুজপে অঙ্গন-প্রবণ) আ ১১৩৩
(হুজ); (গুরাধর-ততুল-ভোজন ও
নানানীলা-বিলাস) আ ১১৩৪ (হুজ),
(রুস্তিনাবেশে নৃত্য) আ ১১৩৫
(হুজ), (মুহুন্নালাভিনয়কারী মুহুন্না
দণ্ড-প্রদান ও উদ্বারণ) আ ১১৩৬
(হুজ), (শ্রীবাং-অঙ্গনে বৎসর-বাণী
নিশা-সর্কোজন) আ ১১৩৭ (হুজ),
(শচীমাতকে উপলক্ষ করিয়া সর্ক
জীবকে বৈষ্ণবপরাধ হইতে সতর্ক-
করণ) আ ১১৩৯ (হুজ), (সকল
ভক্তের প্রভুভক্তি ও বরণাত) আ ১
১৪০ (হুজ), (ঠাকুর হরিদাসকে
রূপা ও শ্রীধরগৃহে অলপান) আ ১
১৪১ (হুজ), (ভক্তগণ-সহ গঙ্গার জল-
ক্রীড়া) আ ১১৪২ (হুজ), (নিতাই-
সহমুখিত-গৃহে গমন) আ ১১৪৩
(হুজ), (শ্রীমৈত্রেয়কে দণ্ডপ্রদান-লীলা
ও অঙ্গপ্রহ) আ ১১৪৪ (হুজ),
(সুরারির গৌরনিতাই-ওষাবগতি)
আ ১১৪৫ (হুজ), (শ্রীবাং-অঙ্গনে
স্রাব্ধবশের একজ নৃত্য) আ ১১৪৬
(হুজ), (শ্রীবাসের পরলোকগত পুত্র-
মুখে জীবতঃ-বধন) আ ১১৪৭ (হুজ),
(শ্রীবাংগৃহের শোকাভিন) আ ১
১৪৮ (হুজ), (গঙ্গার নিমজ্জন ও
নিত্যানন্দ-হরিদাসের উত্তোলন) আ
১১৪৯ (হুজ), (শ্রীনারায়ণী প্রভুর-
উচ্ছ্রিত-গীত) আ ১১৫০ (হুজ),
(কীর্তিহার-নিমিত্ত সন্ন্যাস-গ্রহণ)
আ ১১৫১ (হুজ), (সন্ন্যাস-গ্রহণ-

লীলা পর্যন্ত—মধ্যখণ্ড) আ ১
১৫২ (হুজ); (অন্তলীলা, সন্ন্যাসী
রত্ন; গ্রহণ ও শ্রীকট্টেচতনায় প্রকটন
আ ১১৫৪ (হুজ), (কেন-নিধাংগুন-
অভিনয় ও শ্রীমৈত্রেয় ক্রন্দন) আ
১১৫৫ (হুজ), (শচীমাতার হুঃসহ
হুঃধ) আ ১১৫৬ (হুজ), (শ্রীনিত্যা-
নন্দ কর্তৃক প্রভুর দণ্ড-ভঙ্গলীলা) আ ১
১৫৭ (হুজ), (নীলাচলে আশ্রোগোপন)
আ ১১৫৮ (হুজ), (সার্কভৌম-উদ্বার
ও তাঁহাকে বড়-ভুজ প্রদর্শন) আ ১
১৫৯ (হুজ), (প্রতাপরম্বোদার ও
কালীমিশ্র-গৃহে অবস্থান) আ ১১৬০
(হুজ), (প্রভু-সঙ্গে শ্রীমায়োদর স্বরূপ
ও পরমানন্দ পুরী) আ ১১৬১ (হুজ),
(বৃন্দাবন-দর্শনার্থ গোষ্ঠাগমন) আ ১
১৬২ (হুজ), (বিভানগরে বাস্পতি-
গৃহে অবস্থান ও কুলিয়ার আগমন)
আ ১১৬৩ (হুজ), (প্রভুদর্শনে সর্ক-
জীবোদার) আ ১১৬৪ (হুজ),
(কানাইর নাটশালা হইতে পুনরায়
প্রত্যাবর্তন) আ ১১৬৫ (হুজ),
(গোষ্ঠদেশে হইয়া নীলাচলে পুনরা-
গমন ও ভক্তসহ নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন)
আ ১১৬৬ (হুজ), (নিত্যানন্দকে
প্রেরণার্থ গোষ্ঠে প্রেরণ ও অসং
কতিপয় ভক্তসহ নীলাচলে অবস্থান)
আ ১১৬৭ (হুজ), (রথাগ্রে নর্তন-
লীলা) আ ১১৬৮ (হুজ), (সমগ্র
দাকিণাত্য-ভ্রমণ ও উদ্বার-সাধন এবং
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন-পূর্বক ঝারি-
খণ্ডপথে বৃন্দাবনে পুনর্বাঁড়া) আ ১
১৬৯ (হুজ), (রায় রামানন্দ-সহ
মিলন ও সাধুরখণ্ডে কৃষ্ণা-বধন)
আ ১১৭০ (হুজ), (ধনিরথ ও
দাক্ষয়জিকের উদ্বার-নীলাভিনয়)

আ ১১৭১ (হুজ), (শ্রীকট্ট-সনাতন-
নাম প্রদান) আ ১১৭২ (হুজ),
(বরাহপন্থিতে আগমন ও দ্বারাবদি-
সন্ন্যাসিগণের উদ্বার-সাধন) আ ১
১৭৩ (হুজ), (নীলাচলে পুনঃ প্রত্যা-
বর্তন ও নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন) আ
১১৭৪ (হুজ), (১৮ বৎসর নীলাচলে
বাস-লীলা) আ ১১৭৯ (হুজ),
(মহামহেশ্বর) আ ১১৭৯, (চৈতন্য-
গুণগানেই নিত্যানন্দ-প্রীতি) আ ১
১৮১, (গৌরপাদপরে নিত্যানন্দ-
রূপাঙ্গারনা) আ ১১৮২; (চৈতন্য-
বধা-প্রবণেই তত্বতত্ত্বলাভ সম্ভব) আ
২১৩, (সেবা-রূপায় সেবকের তৎপরতা)
আ ২১৩-১৫, (অবতার-রহস্য) আ ২১
১৬-২৫, (অবতার-বিষয়ে শ্রীভাগবত-
প্রমাণ) আ ২১৩-২৫, (কীর্তন-নিমিত্তই
গৌরচন্দ্র-অবতার) আ ২১৩, (বৃন্দ-
ধর্মগালক শ্রীচৈতন্য-নারায়ণ) আ ২১
২৬-২৭, (ভগবদাবির্ভাবের পূর্বেই
নিত্যপার্বদ্বন্দ্বের মরুতুলে আবির্ভাব)
আ ২১২৮, (নিজজন-তৎবেত্তা) আ
২১৩০, (পঞ্চলোকে ভক্তগণের আবির্ভাব
ও প্রভুধাম নবদ্বীপে প্রভু-সহ মিলন)
আ ২১৩১-৫৪, (সংসার-তারণ শ্রীকৃষ্ণ-
চৈতন্য; শোচা দেশে শোচা কুলে
নিজজনগণকে আবির্ভাব করাইয়া
ভক্তদেশ ও কুলোদার) আ ২১৬-
৫২, (প্রভু-ভগবদ্বি নবদ্বীপ জন,
বিজা, ধমাদি অবিলম্বেপরিপূর্ণ)
আ ২১৫৫-৬২, (ভবকালীন স্ববদ্বীপের
অবস্থা-বর্ণন) আ ২১৫৫-১২৬
(ভক্তবাক্যপূরণার্থ শ্রীচৈতন্যবাক্য)
আ ২১৫৫, (শ্রীবাং-অঙ্গনে শ্রীকট্টনাম-
কীর্তন-বিলাস) আ ২১৬৬, (অবতার-
প্রদর্শন) আ ২১৬৬-৬৮, (ভক্তসংখ্যা

শচীজগন্নাথ-কন্যে প্রভুর আবির্ভাব ও অনন্তদেবের জয়ধ্বনি) আ ২১৪৬, (ব্রহ্মাদিদেবতার গর্ত-ভূতি) আ ২১৪৮-১২৪, (মন্ত্র, কুর্প, হরগ্রীব, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, দাশরথিরাম, রোহিণের রাম, বৃদ্ধ, কচ্ছি, ধনুজ, হংস, নারদ, ব্যাসাদি সর্গাবতারের অবতারী কৃষ্ণেরই ভক্ত-ভাগবত-রূপে নামসংকীর্ণ ও প্রেম-ভক্তি-প্রচার-লীলা) আ ২১৭৮-১৮০, (গৌরভক্ত-মাহাত্ম্য-বর্ণন, গৌরভক্তের নৃত্য সর্গজগতের অমল-নাশ) আ ২১৮০-১৮৪, (গৌর-মহিমা অবর্ণনীয়। সান্দোপাঙ্ক গৌরের প্রেমভক্তি-প্রদান-লীলা) আ ২১৮৫-১৮৯, (নামপ্রভুর আশ্রয়ে সর্বযজ্ঞ পরিপূর্ণ) আ ২১৮৯, (গঙ্গার মনোবাঞ্ছা-পূর্তি) আ ২১৯১, (মহাযোগেশ্বর মহাপ্রভুর নবমীপে আবির্ভাব) আ ২১৯২, (প্রভুর জন্মস্থান শ্রীধাম-মায়াপুর-স্থিত শচী-জগন্নাথ-গৃহ-বন্দনা) আ ২১৯৩, (জগন্নিবাস প্রভুর শুদ্ধস্ব শচীগর্ভে বাস) আ ২১৯৫, (সর্বমঙ্গলনিলয়া কান্ধনী পূর্ণিমার গ্রহণ-ক্ষেত্রে কৃষ্ণ-কীর্তন প্রচার করিতে করিতে মহা-প্রভুর আবির্ভাব-লীলা) আ ২১৯৫-২০৪, (প্রভু-আবির্ভাবে শচী-জগন্নাথের আনন্দ) আ ৩৬-৮, (লীলাধর চক্রবর্তীর লঘুবিচার) আ ৩৯-১৪, (উপস্থিত জনৈক বিপ্লবের মহাপ্রভুর তত্ত্ব ও ভবিষ্যলীলা-কথন এবং 'বিশ্বস্তর' ও 'নবমীপচন্দ্র' নামকরণ, কিন্তু সন্ন্যাস-লীলা-কথা-গোপন) আ ৩১৫-২৮, (দেবমাতা অদিতির আশীর্বাদ-জাপন) আ ৩৩৫, (গৌরনিত্যানুআবির্ভাব-তিথি-মাহাত্ম্য) আ ৩৪০-৪৭, (বৈকুণ্ঠের রাস) আ ৪১০৭, (চৌর-ধরের আখ্যান) আ ৪১০৮-১০২, 'ভগবান্' আ ৪১১৫, (নিমাইর আনন্দনকারী সখকে সকলের জল্পনা করনা) আ ৪১৩০-১৪০, (গৌরকৃষ্ণার গৌর-লীলারহস্তোপলক্ষি) আ ৪১৪১; 'বৈকুণ্ঠের রাস' আ ৪১৪১; (ভক্ত-প্রিয় ধনজবজ্রাঙ্কুশপদ মহামহেশ্বর) আ ৪১১, ৩; (মহাপ্রভুর অপরাধ-লীলা-বৈচিত্র্য—শ্রীপাদপদ্মের নৃপুর-ধ্বনি ও ধনজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন শ্রীশচী-জগন্নাথের প্রবণ ও দর্শনের বিবয়িকরণ) আ ৪১২-১৫, (তৈখিক বিশ্রাম-ভোজন-লীলা ও সেই বিপ্রে কৃপা-পূর্বক শ্রীধাম-সহ অষ্টভূজরূপ প্রদর্শন) আ ৪১৬-১০৪, (বিপ্লবের আনন্দ-মূর্ত্তি, প্রভুর ত্রিকর-সংস্পর্শে চেতন-লাভ ও স্বাভীষ্ট-সমুখে নির্দেহ জন্ম) আ ৪১০৫-১৪০, (বিপ্লবের আর্জি-দর্শনে প্রভুর নিজতত্ত্ব ও বিপ্লবের নিত্যগৌর-কৃষ্ণকৈকর্ষ্য কথন) আ ৪১৪১-১৪৫ (অশ্রদ্ধদান ব্যক্তিকে স্বীয় বেদ-গোপ্য লীলা-রহস্ত প্রকাশ করিতে বিপ্ল-প্রতি প্রভুর কঠোর নিবেদন) আ ৪১৪২-১৫০, (বিপ্লবে কৃপা করিয়া স্বগৃহে গমন) আ ৪১৫৪, (গৌরনারায়ণের নানাবতারে নানা-ঐশ্বর্যবাচক নামাদি) আ ৪১৬২-১৭২, (সর্বভূত-অন্তর্ধামী) আ ৪১০২, ('নিমাই চাক্রাতি' বলিয়া নারীগণের পরিচালিত) আ ৪১৫৫, (অন্তর্ধামী) আ ৪১২০, ১২২; (সর্বলোকচূড়া-মণি, বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, লক্ষ্মীকান্ত, সোভাকান্ত প্রভৃতি শ্রীগৌরনারায়ণের পরবৈশ্বর্যবাচক নাম) আ ৪১৬২, (বিচারভ-সংস্কার) আ ৪১১-২, (কর্ণবেধ

বৈকুণ্ঠের আবির্ভাব-তিথি অবশু-পালনীয়) আ ৩৪৮, (গৌরাবির্ভাব ও গৌর-লীলা-প্রবণের ফল) আ ৩৪৯-৫০, 'নবমীপচন্দ্র' আ ৩২৭, 'গৌর-চন্দ্রমহেশ্বর' আ ৩৫১, (চৈতন্য-কথার অনাঙ্কনস্তব্ধ) আ ৩৫৩, (স্থিতিকা-গৃহে প্রভুর লীলা) আ ৪১৩-১৭, (নিজমণ সংস্কার) আ ৪১৮-২২, (প্রভুকৃপা ব্যতীত প্রভুর শৈশবলীলা হুজুয়া) আ ৪২৩, (জন্মনক্ষত্রে সকলকে হরিনামোচ্চারণ প্রবর্তন) আ ৪৮, ২ ২৫-২৮ এবং ৬০-৬২, (গৌর-গোবিন্দের শুভলীলা) আ ৪২৯-৪০, (নামকরণ-সংস্কার—'নিমাই' ও 'বিশ্বস্তর'-নাম) আ ৪৪১-৫১, (অন্নপ্রাশন-সংস্কার, ত্রৈবিক প্রিয়-জ্ঞা-গ্রহণে নিমাইর কচি-পরীক্ষা ও প্রভুর ভাগবতালিঙ্গন) আ ৪৫৩-৫৫, (কৃপাদৃষ্টিদানে সকলের আনন্দবর্দ্ধন) আ ৪৫৮, (বয়োবৃদ্ধি-লীলা) আ ৪৬৪, (আহুতংক্রমণলীলা) আ ৪৬৫-৬৬, (সর্পধারণ ও শেখ-শয্যার শয়ন-লীলা) আ ৪৬৭-৭৩, (পাদচারণ-লীলা) আ ৪৭৭, (নিমাইর ঔরুপবর্ণন) আ ৪৭৮-৮১, (শচী-জগন্নাথ নিধন হইরাও গৌরধনে মহা-ধনী) আ ৪৮৩, (প্রভুর অলৌকিক লীলা-স্বক্কে মিশ্রদম্পতির কথোপ-কথন) আ ৪৮৪-৮৭, (শিশুকাল হইতেই সকলকে হরিকীর্তনে প্রবর্তন) আ ৪৮৮-৯২, (অতিচাক্ষুণ্য ও অতি-চাপল্য-লীলা) আ ৪৯৩, (একাকী বাহিরে গমন ও অন্তর নিকট হইতে খাজজ্যাদি চাহিয়া আনিয়া হরিকীর্তনকারিণী নারীগণকে প্রদান) আ ৪৯৮, (গৃহে অল্পপস্থিতি এবং চৌর্য ও দ্রুপদ লীলা) আ ৪৯৯-১০৭,

'বৈকুণ্ঠের রাস' আ ৪১০৭, (চৌর-ধরের আখ্যান) আ ৪১০৮-১০২, 'ভগবান্' আ ৪১১৫, (নিমাইর আনন্দনকারী সখকে সকলের জল্পনা করনা) আ ৪১৩০-১৪০, (গৌরকৃষ্ণার গৌর-লীলারহস্তোপলক্ষি) আ ৪১৪১; 'বৈকুণ্ঠের রাস' আ ৪১৪১; (ভক্ত-প্রিয় ধনজবজ্রাঙ্কুশপদ মহামহেশ্বর) আ ৪১১, ৩; (মহাপ্রভুর অপরাধ-লীলা-বৈচিত্র্য—শ্রীপাদপদ্মের নৃপুর-ধ্বনি ও ধনজবজ্রাঙ্কুশাদি চিহ্ন শ্রীশচী-জগন্নাথের প্রবণ ও দর্শনের বিবয়িকরণ) আ ৪১২-১৫, (তৈখিক বিশ্রাম-ভোজন-লীলা ও সেই বিপ্রে কৃপা-পূর্বক শ্রীধাম-সহ অষ্টভূজরূপ প্রদর্শন) আ ৪১৬-১০৪, (বিপ্লবের আনন্দ-মূর্ত্তি, প্রভুর ত্রিকর-সংস্পর্শে চেতন-লাভ ও স্বাভীষ্ট-সমুখে নির্দেহ জন্ম) আ ৪১০৫-১৪০, (বিপ্লবের আর্জি-দর্শনে প্রভুর নিজতত্ত্ব ও বিপ্লবের নিত্যগৌর-কৃষ্ণকৈকর্ষ্য কথন) আ ৪১৪১-১৪৫ (অশ্রদ্ধদান ব্যক্তিকে স্বীয় বেদ-গোপ্য লীলা-রহস্ত প্রকাশ করিতে বিপ্ল-প্রতি প্রভুর কঠোর নিবেদন) আ ৪১৪২-১৫০, (বিপ্লবে কৃপা করিয়া স্বগৃহে গমন) আ ৪১৫৪, (গৌরনারায়ণের নানাবতারে নানা-ঐশ্বর্যবাচক নামাদি) আ ৪১৬২-১৭২, (সর্বভূত-অন্তর্ধামী) আ ৪১০২, ('নিমাই চাক্রাতি' বলিয়া নারীগণের পরিচালিত) আ ৪১৫৫, (অন্তর্ধামী) আ ৪১২০, ১২২; (সর্বলোকচূড়া-মণি, বৈকুণ্ঠ-ঈশ্বর, লক্ষ্মীকান্ত, সোভাকান্ত প্রভৃতি শ্রীগৌরনারায়ণের পরবৈশ্বর্যবাচক নাম) আ ৪১৬২, (বিচারভ-সংস্কার) আ ৪১১-২, (কর্ণবেধ

ও চূড়াকরণ-সংকার) আ ৩০, (লিখন-পঠনে অদ্বুত দেখা) আ ৩৪, (অক্ষর-সমূহে কৃকনাম-মূর্তি ও কৃকনাম-লিখন-পঠন) আ ৩৫-৬, বৈকুণ্ঠের রায় আ ৩৭, (সুকৃতিজনেরই প্রভুর অধ্যয়ন-লীলা-দর্শন-দোভাগ্য) আ ৩৭, (মধুরময় বর্ণমালা-পাঠে সকলের মোহ) আ ৩৮, (অদ্বুত আবদার—শূভের পক্ষ), আকাশের চন্দ্রাদিলাভের জন্য প্রভুর চাপল্য এবং হবিনাম-প্রবণে তরিত্তি) আ ৩৯-১৪, (মিশ্রভবন অভিন্ন-শ্রীবৈকুণ্ঠ) আ ৩১৫, (শ্রীহরি-বাসরে হিংগ্য-জগদীশ-পতিতথ্যের সংগৃহীত হরিনৈবেদ্য-ভোজন-লীলা) আ ৩১৬-৪০, (ভট্টাকবেশ) আ ৩৩৫, 'জিহ্মেশ্বর রায়' আ ৩৪০, (সর্বশাস্ত্রোক্ত প্রভুর শচীপ্রাণে ক্রীড়া) আ ৩৪১, (চকল বালক-সঙ্গিগণ-সহ নিমাইর গঙ্গাঘাটে ও অন্তান্ত স্থানে নানাবিধ চাপল্য-প্রদর্শন-লীলা, নিমাইর শাসনার্থ পুত্রবর্ণনের মিশ্রস্থানে ও জীপের শচীস্থানে অভিব্যোগ-সবেও তাঁহাদের বাহে রোযা-তাস, অন্তরে সন্তোষ; মিশ্রের পুত্র-শাসন-লীলা, নিমাইর নির্দোষতা-প্রমাণার্থ চাতুর্য-অবলম্বন, শচী মিশ্রের নিমাইকে মহাপুরুষাভ্যাস এবং প্রভু-দর্শনে পুনর্বাসনোদয়) আ ৩৪২-১০৪, (জগজীভাঙ্কলে অশ্রের গায়ে বীর পদম্পৃষ্ট জগবিন্দু প্রদান) আ ৩৫২, 'মহাপ্রভু' আ ৩৮০, (সর্বভূতের ভয়) আ ৩৯০, (অভিব্যোগকারি-গণের বিষময়-প্রতি অকৃত্রিম বিপ্রত অহুসার) আ ৩৯২, ৯৮, ১০২ ও ১০৭, (নিত্যকৃষ্ণকৈবর্ত্যবিশেষ অতি-ব্যোগকারি-বিপ্রাণের সব দির উদয়)

আ ৩১০৮, 'অমলভ্রমার-নাথ' আ ৩১০৭, 'বৈকুণ্ঠের রায়' আ ৩১০৮, (নিমাইর চাকল্য ও উপজীব-বুদ্ধি, বিশ্বরূপ-দর্শনে গৌরব-ভাব) আ ৩১০৮-৮, (নিমাইর অলৌকিক লীলা-বিলাস-দর্শনে বিশ্বরূপের নিমাইকে কৃষ্ণজ্ঞান এবং নিমাইর তব ও লীলা-রহস্ত-গোপন) আ ৩১০২-১৫, (মায়ের আদেশে অগ্রগকে আব্দানার্থ নিমাইর অদ্বৈত-সভায় গমন, সাগ্রহ নিমাইর রূপলাবণ্য-দর্শনে ভক্তগণের আত্মবিক-প্রেম-সমাধি) আ ৩১০৫-৪৪, (প্রভুর ভক্তচিত্তাধ্বক ও ভক্তের তৎপ্রতি আকৃষ্ট লীলা অক্ষত জ্ঞানাগম্য, এতৎ প্রসঙ্গে শ্রীমদভাগবত ১০।১৪।৪২ ও ৫০-৫৭ শ্লোকসমূহের তাৎপর্য্য-বতারণ) আ ৩১৪৫-৫৬, (গৌরমই ষাপরে কৃষ্ণলীলা ও কৃষ্ণেরই কলিতে গৌরলীলা) আ ৩১৪৭, (ভক্তেরই কৃষ্ণকে সহজশ্রী ভবিষ্য রূপে উপলব্ধি, অতঃপর শ্রীতি রাহিত্য, এতৎ-প্রসঙ্গে কংসাদির এবং যতাব-মধুর শর্করা ও তিক্তমিষ্টার দৃষ্টান্ত) আ ৩১৫৭-৬০, 'সর্বমিষ্ট চৈতন্য-গোসাঁঞি' আ ৩১৬০, (অধোকজ-গৌরকৃষ্ণ অতঃপর অক্ষজ্ঞানগম্য নহেন) আ ৩১৬১, (ভক্তচিত্তহারী গৌরহরি) আ ৩১৬২, 'বৈকুণ্ঠের রায়' আ ৩১৬২, (সর্বভক্ত-চিত্তহর বিশ্বতরঙ্গ সাগ্রহ গৃহ-গমন) আ ৩১৬৩, (বিশ্বতরঙ্গের বসন্তগবতা-সবন্ধে বৈকুণ্ঠগণসহ অদ্বৈতের আলোচনা) আ ৩১৬৪-৬৬, (বিশ্বতরঙ্গী বিশ্বরূপ-চিত্ত-বেত্তা) আ ৩১৭২, (অগ্রভের সম্যগ-লীলায় তবিরহবিলম্ব প্রভুর সূর্য্য-লীলাভিনয়) আ ৩১৭৫; (ভক্তগণের

হরিশ্বনি-প্রবণে মহাপ্রভুর তৎবাহনে আবির্ভাব ও নিজনামাভ্যাস-কলেই বীর আগমন-জ্ঞাপন) আ ৩১১০-১১২, (অগ্রভের গৃহত্যাগাবধি প্রভুর চাকল্য-ভ্যাগ) আ ৩১১৩, (নিরন্তর পিতৃমাতৃ সমীপে অবস্থান ও পাঠে মনোনিবেশ, প্রভুর অলৌকিক মেধা-দর্শনে সকলের বিষয় ও মিশ্র-শচীর ভাগ্য-প্রাণ) আ ৩১১৪—১২০, (পুত্রের গুণ-প্রবণে মিশ্রের বিশ্বতরঙ্গের ভাবিগম্যাস-বিষয়ে আপদা ও শচীসহ পুত্রের অধ্যয়ন বন্ধ করাটাবার পরামর্শ) আ ৩১১২১—১২৭, (শচীকর্তৃক নিমাইর অধ্যয়ন-ভাগের কুফল বর্ণন, মিশ্রের তদন্তবে শচী-সঙ্গে অগজীবেক কৃষ্ণ-নির্ভরতার উপদেশ দান) আ ৩১২৮—১৪৫, (নিমাইকে অধ্যয়ন-বিরত হইয়া গৃহে অবস্থাপনোচ্ছার মিশ্রের নিমাইকে পাঠ-ভ্যাগে আদেশ ও শপথ-জ্ঞাপন, পিতৃবৎসল নিমাইর পিতৃজ্ঞায় পাঠ-ভ্যাগ এবং বিজ্ঞান-ভঙ্গ-জনিত হুঃখে বিনিধ ঔড়তা ও চাপল্য-লীলার পুনঃ প্রকটন) আ ৩১৪৫—১২২, (নিজ বা পরগৃহের ভ্রমাপচয়, নিশা-কালে বুধরূপে কদলীবন-নাশ, গৃহঘরে বাহির হইতে অর্গণ বন্ধন, বিজ্ঞ-নৈবেদ্যের বর্জ্য হাতীর উপর আগল রচনা, দত্তায়েয়ভাবে মাতাকে উপদেশ প্রকৃতি লীলা) আ ৩১৫১—১২১, 'জিহ্মেশ্বর রায়' আ ৩১৫২, (প্রভুমার্যবে সকলেরই প্রভুত্বাঙ্ক-পদধি) আ ৩১৮০, (শচীমাতার নিমাইকে সানার্য আব্দান, মহাপ্রভুর অধ্যয়নে অহমতি-প্রদান ব্যতীত তৎবাহন-ভ্যাগে অনিচ্ছা-জ্ঞাপন) আ ৩১৮১-১৮৩, (নিমাইর পাঠকর্তৃক প্রভু

সকলেরই শচীকে ভৎসনা ও নিমাইর পক্ষ-সমর্থন) আ ৭১৮৪-১৮৮, (প্রভুর তথাপি তথায় বসিয়া হাত ও স্রুতি-সকলকে তল্লাশ-দর্শন-স্বধান) আ ৭১৮৯, (প্রভুর মারা-প্রভাবে প্রভুর দত্তায়েয়তাবে তত্ত্বোপদেশ-লীলার অঙ্গ-পল্লি) আ ৭১৯১, (শচীমাতাঃ স্বয়ং নিমাইকে ধারণ পূর্বক স্নান-সম্পাদন) আ ৭১৯০-১৯২, (মিশ্র-স্থানে শচী-কর্তৃক পুত্রহঃখ নিবেদন মিশ্রের নিমাইকে পুং: পাঠ্যস্তে অজমতি-প্রদান এবং নিমাইর হর্ষ) আ ৭১৯৩-২০২, (গারে বজ্রহাতীরা কালিমা ধাক্কার মহাপ্রভুকে গ্রহকার 'ইন্দ্রনীলমণি' সঙ্গ দোষিতেন) আ ৭১৯০, 'বৈকুণ্ঠ নায়ক' আ ৭১২০১, 'শচী-ভগবতঃ-গৃহ-শশধর' আ ৮১, 'নিত্য নন্দবরুণের প্রাণ' আ ৮২, 'সকীর্জন-ধর্মের নিদান' আ ৮২, (সাবরণ গোব-কথা-প্রবণেই শুদ্ধভক্তিলাত) আ ৮৩, (মিশ্রগৃহে প্রভুর নিগূঢ় বাল্যলীলা-রহস্ত শ্রৌতপারম্পর্যেই লভ্য) আ ৮৪-৬, (উপনয়নকালোদয়, মিশ্রের উৎসবায়োজন ও প্রভুর বজ্রহুতধারণ-লীলা) আ ৮৭-১৩, (বজ্রহুতরূপে ঐশ্বর্যের প্রভু-সেবা) আ ৮১৪, (প্রভুর ব্রাহ্মণবটু বামনরূপ) আ ৮১৫, (প্রভুর অপূর্ব ব্রহ্মগাতো-দর্শনে সকলেরই অমর্ত্যবুদ্ধি) আ ৮১৬, (ব্রহ্মচারিবশে নিমাইর ভিক্ত) আ ৮১৭, (ব্রহ্মা, কজ্রাদি দেব ও ব্রুনিপত্তীগণের ব্রাহ্মণরূপ ধারণ-পূর্বক বামনরূপধারী প্রভুকে ত্রি-দান) আ ৮১৮-২০, (জীবোদ্ধার-নিমিত্ত বামনরূপধারণ-লীলা) আ ৮২১, (গ্রহকারের জরগাম ও শরণাগতি-

প্রার্থনা) আ ৮২২, (প্রভুর বজ্রহুত-ধারণ-লীলা অবগের কল,—চৈতন্ত-চরণাশ্রয়-প্রার্থি) আ ৮২৩, 'বৈকুণ্ঠ নায়ক' আ ৮২৪, (গৌরনারায়ণের বেদগোপ্য লীলা) আ ৮২৪, (মহাপ্রভুর অভিন্ন-সান্নিধ্য গঙ্গাদাস-পণ্ডিত-স্থানে অধ্যয়নচ্ছা) আ ৮২৭, (মিশ্রের প্রভুসহ পণ্ডিত-স্থানে গমন ও প্রভুকে অধ্যয়নার্থ তৎকরে সমর্পণ) আ ৮২৮-৩০, (পণ্ডিতের প্রভুকে স্বীকার এবং শিক্ষাদান) আ ৮৩১-৩২, (প্রভুর অলৌকিক মেধা-দর্শনে পণ্ডিতের প্রভুকে সর্বশিষ্যশ্রেষ্ঠ জ্ঞান) আ ৮৩৩-৩৬, (ঐশ্বর্যি, কমলাকান্ত, কৃষ্ণানন্দাদি বয়োজ্যেষ্ঠ মহাধ্যায়িগণের পরাজয়-সাধন) আ ৮৩৭-৩৯, (প্রত্যহ পাঠ্যস্তে গঙ্গা-স্নান-লীলা, প্রতিঘাটে জলকেলি ও গড়ুয়া-সহ কোলল) আ ৮৪০-৪২, (বিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র-গণ কর্তৃক নিমাইর মেধা-পরীক্ষা, নিমাইর ধাতুস্বত্র-বাখ্যাব স্থাপন ও ষণ্ডন-লীলা-দর্শনে সকলের বিশ্বয় এবং হর্ষভরে নিমাইকে আলিঙ্গন) আ ৮৪৩-৬০, (প্রত্যহ নিমাইর গঙ্গায় বিজ্ঞাবিলাস-লীলা) আ ৮৬৫, (সর্ব-শক্তি-সম্বিত প্রভু-ভগবান) আ ৮৫৮, (নিমাইর বিজ্ঞাবিলাসের সাহায্যার্থ শিষ্য সর্বজ্ঞ ব্রহ্মপতির নবমীপে আবির্ভাব) আ ৮৬৬, (সঙ্গী প্রভুর গঙ্গার সত্তর গুণরূপে গমন-লীলা) আ ৮৬৭, (জলবিহার-ধারা কুকলীলার বন্দন ও গৌরলীলার গঙ্গার বাহা পূরণ) আ ৮৬৮-৭২, (বাহ্যকল্পতরু) আ ৮৭১, (লোকশিকার্য বধাবিধি বিষ্ণু ও তদীয়-ভুললী-পুন্ডতে প্রভুর অঙ্গ-গ্রহণ) আ ৮৭৩, (ভৌলমাত্রে

নির্জনে পাঠ্যভ্যাস, কলাপ-স্বত্রেয় টিপ্পনী-রচনা, মিশ্রের পুত্ররূপ-দর্শনে সাত্ত-সেবানন্দহুত-তদ্রহতা ও সাব্জ্যা-দিকে তৃষ্ণাজ্ঞান) আ ৮৭৪-৭৯, (গ্রহকারের মিশ্র-বন্দনা) আ ৮৮০, (গৌলধো কামকোট মহাপ্রভু) আ ৮৮২, (অপ্রাকৃত স্নেহ-বিবল মিশ্রের প্রভুর অমঙ্গলশঙ্কার প্রভুকে কৃষ্ণ-সমীপে অর্পণ) আ ৮৮৩-৮৪, (মিশ্রের স্নেহরীতি-দর্শনে প্রভুর হাত) আ ৮৮৪, 'অনন্তরূপাশ্রয়' আ ৮৮০, (মিশ্রের কৃষ্ণসমীপে পুত্রের মঙ্গল-প্রার্থনা) আ ৮৮৫-৯১, (নিমাইর ভাবী সন্ন্যাস-লীলা-সম্বন্ধে মিশ্রের স্বপ্নরশ্মি ও কৃষ্ণ-সমীপে নিমাইর গৃহা-বহান প্রার্থনা) আ ৮৯২-৯৪, (মিশ্রের প্রার্থনা-প্রবণে শচীর তৎ কারণ-জিজ্ঞাসা ও মিশ্রের স্বপ্নবৃত্তান্ত-কথন, —“নিমাইর সন্ন্যাস-বেশ, অষ্টৈতাদি-ভক্তসহ কীর্জন, বিষ্ণু-খটায় উপবেশন ও মহৈশ্বর্য-প্রকাশাদি লীলা, ব্রহ্ম-রজ্রাদির শচীনন্দন-জরগাম, অসংখ্য ভক্তসহ নিমাইর নগরসকীর্জন ও ব্রহ্মাও-ভেদী হরিধ্বনি, সর্বত্র বিশ্বস্তর-ভক্তি এবং ভক্তগণসহ নিমাইর নীলচণে গমন) আ ৮৯৬-১০৪; (মিশ্রের ভয় ও শচীর নিমাইর বিজ্ঞাবিলাসা-সক্তি-বর্ণন ধারা মিশ্রকে আশাস-দান) আ ৮১০৫-১০৭, (অপ্রাকৃতস্নেহহুত মিশ্র-দম্পতির পুত্রসম্বন্ধে আশাপ) আ ৮১০৮, (ভক্তসহ বহুদেবার্ত্তির মিশ্রের অন্তর্দান) আ ৮১০৯, (মিশ্র-বিজয়ে ঐশ্বরের ভায় মহাপ্রভুর কন্দন-লীলা) আ ৮১১০, (গৌরাকর্ষণে ঐশচীর জীবন-ধারণ) আ ৮১১১, (গ্রহকারের সংক্ষেপে মিশ্রনির্ঘাণ-

বর্ণনের কারণ) আ ৮১১২, (সমাজিক নিমাইর পিতৃশোক স্মরণ) আ ৮১১৩, (শচীমাতার পুত্র-বাৎসল্য) আ ৮১১৪-১১৫, (প্রভুর মাতাকে আশ্বাস দান ও ব্রহ্মদি-দুর্ভক্ত-সম্প্রদানে অকীকার) আ ৮১১৬-১১৮, (নিমাই-দর্শনে শচীর আত্মবিস্তৃতি) আ ৮১১৯, (ভগবৎ জননীর হৃৎসহাযিত্য ও সক্তিমানন্দ) আ ৮১২০-১২১, 'বৈকুণ্ঠমাধ' আ ৮১২২, (স্বাস্থ্য-ব-হুধে নীলাময় মহাপ্রভু) আ ৮১২২, (বুলদর্শনে গৃহে দারিত্র্য সত্ত্বেও নিমাইর মহৈশ্বর্যশালীর স্তায় ইচ্ছা ও আদেশ) আ ৮১২৩, (অভীষ্ট-পূরণে বিলম্ব হইলেই নিমাইর ক্রোধালীলা) আ ৮১২৪-১২৫, (পুত্রস্নেহ-বৎসল মাতার পুত্রোচ্ছাস-পূরণে যত্ন) আ ৮১২৬, (আন ও গঙ্গাপুত্রার স্রব্বাদির প্রার্থনা-মার পূরণে বিলম্ব-হেতু নিমাইর ক্রোধান্তির, গৃহস্রব্বাদির অপচয়, পরিশেষে ভূমিতে বিলুপ্ত ও যোগ-নিজার শরন) আ ৮১২৭-১২৮, 'শচীর মল্লম' আ ৮১৩০, (ধর্ম-সংস্থাপক প্রভুর মাতৃকপিত্তকর্ম্মাণা-রক্ষণ) আ ৮১৪৩-১৪৪, 'বৈকুণ্ঠের পতি' আ ৮১৪৮, (শেষ-শারী, লক্ষ্মী-পতি, স্রুতিবিমুগ্ধ, সৃষ্টি-স্থিতিলেশ, ব্রহ্মরূপাদিবন্দ্য প্রভুর শচীপ্রাকণে যোগনিজা) আ ৮১৪৯-১৫২, (যেচ্ছায় যোগনিজা-দর্শনে দেবপুত্রের বিস্ময়) আ ৮১৫৩, 'মহাপ্রভু' আ ৮১৪৭, ১৫৩, (মাক্তমণীপে প্রোথিত স্রব্বাদি পাঠেরা দানার্থ-গমন) আ ৮১৫৮, (প্রভুভক্ত অপচর-সত্ত্বেও মাতার কোত-রহিত্য) আ ৮১৬০, (কৃষ্ণ-বন্দোদার ললিত নিমাই-শচীর উপমা) আ ৮১

১৬১, (গৌর-চাপল্য-সহিত্যের পুতী-সমা শচীমাতা) আ ৮১৬২-১৬৪, 'মহাপ্রভু' আ ৮১৬৫, (গঙ্গা-দানান্তে নিমাইর গৃহাগমন) আ ৮১৬৫, (বিক্র ও তদীর-তুলনী-পুত্রান্তে প্রভুর ভোজনায়ত্ত লীলা) আ ৮১৬৬, (ভোজন ও আচমনান্তে তাবুল চর্ষণ) আ ৮১৬৭, (মাতার প্রভুর চাপল্য-কারণ জিজ্ঞাসা ও অতাব স্রাপন) আ ৮১৬৮-১৭০, (প্রভুর হস্ত ও ক্রোধেরই গোষ্ঠ-স্রাপন) আ ৮১৭১, 'সরস্বতী-পতি' আ ৮১৭২; (প্রভুর পাঠার্থ গমন, পাঠান্তে স্রাব্যর পলাতটে গমন, তৎপর গৃহে প্রত্যাবর্তন) আ ৮১৭২-১৭৪, (নিহতে মাতাকে হই তোলা স্বর্ণ প্রদান ও কৃষ্ণপ্রদত্ত-জ্ঞানে তদ্বারা গৃহব্যয়-নির্ধারার্থ অহরোধ) আ ৮১৭৫-১৭৬, 'মহাপ্রভু' আ ৮১৭৭, (মহাপ্রভুর শরনে গমন, আইর পুত্র-কর্তৃক স্বর্ণ-সংগ্রহ-বিষয়ে নানা চিন্তা ও আশঙ্কা) আ ৮১৭৭-১৮২, (গুপ্ত-ভাবে নবদীপে অবস্থান) আ ৮১৮০, 'মহাপ্রভু' (সর্বসিদ্ধিধর) আ ৮১৮৩, (স্বাধ্যায়-রত বটুপ্রসঙ্গ-বিবী নিমাইর রূপ-বর্ণন) আ ৮১৮৪-১২৭, (সকলেই বিশ্বস্তর-রূপাকৃষ্ট) আ ৮১৮৮, (প্রভুর অপূর্ণ ব্যাখ্যা-শ্রবণে পলাদাসের হর্ষ, নিমাইকে ছাত্রগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন ও উৎসাহ-প্রদান) আ ৮১৮৯-১৯১, (প্রভুর শুদ্ধ-আশীর্বাদে মর্যাদা প্রদর্শন) আ ৮১৯২, (প্রভুর প্রেরণ-এবং স্থাপন ও খণ্ডনের অন্ত্যায় সকলেরই অসামর্থ্য) আ ৮১৯৩-১৯৪, (অন্তের হৃৎসাহায্যের ব্যাখ্যান) আ ৮১৯৫, (সর্বজন-পাঠ্য-স্মরণ) আ ৮১৯৬, (অন্তের

সৌভাগ্য-সুযোগাতাবরণতঃ আদ-গোপন) আ ৮১৯৭, (ভক্তগণের সর্বজনবন্দন-চিন্তা ও মঙ্গল-শীতি-গান) আ ৮১৯৮-২০৩; (প্রভুর আদেশে নিত্যানন্দপ্রভুর পূর্বেই আবির্ভাব) আ ২০৪, (গৌরাবির্ভাব-দিনে তদন্তির-বিগ্রহ শ্রীনিত্যানন্দের রাঢ় হইতে আনন্দধ্বনি) আ ২০৮, (শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর দ্বাদশবর্ষ গৃহে-অবস্থান, তৎপর বিশেষ বর্ষ বয়ঃক্রম-পূর্ণান্ত তীর্থোদ্যার-লীলা, তৎপর মহা-প্রভু-সহ মিলন) আ ২১০১, (নিত্যানন্দ-কৃপারই চৈতন্যোপলব্ধি) আ ২১০৪, (শ্রীচৈতন্য-প্রেরিতম নিমাইর তীর্থোদ্যার-লীলা) আ ২১০৫-২০৮, (শ্রীপুত্রীপাদ ও নিত্যানন্দ-মিলন-কালে উভয় দেহে মহাপ্রভুর আবির্ভাব) আ ২১০৫, (পুত্রীগোবিন্দীকে ভক্তি-রসের আদিসুখের বলিরা বর্ণন) আ ২১০৬, (শ্রীনিত্যানন্দের বৃন্দাবনে অবস্থিতকালে মহাপ্রভুর শুণ্ডনবদীপ-লীলাবগতি) আ ২১০৭, (শ্রীনিত্যানন্দের মহাপ্রভুর সাক্ষীদৈশ্বর্য-প্রকট-কালে তৎপর মিলন-সম্বন্ধ) আ ২১২০, (শ্রীনিত্যানন্দের তত্ত্বদান-লীলায় শ্রীগোবিন্দ-অপেক্ষাক্রম বহু) আ ২১২৩, (শেষ-শিব-ব্রহ্মাদিসকলে-রই গৌরাজ্ঞা-পালনরূপ দাস্য) আ ২১২৪, (নিরন্তর গৌরকীর্তনরত আদি-অন্তির-সেবকবর নিত্যানন্দ-সেবন-ফলেই গৌরভক্তিলাভ ও গৌরভব-ফুটি, আবার গৌরকৃপারই নিত্যানন্দে রতি ও সর্বানন্দমাধ) আ ২১২৭-২২১, ২২২, ২২৪, ২২৬, (নিত্যানন্দ-নাটকেই গৌরভক্ত-দাতা) আ ২১২৯, (প্র-কারের সপার্বদ গৌর-নিত্যানন্দ-দর্শন-

লালসা) আ ১২৩০, (এছকারের নিত্যানন্দদ্বারা প্রকাশিত গৌরভজন-লালসা) আ ১২৩১, 'মহাপ্রভু' আ ১২৩৩, (স্বতন্ত্র গৌরোচ্ছা-ক্রমেই এছকারের নিত্যানন্দ-পদ-প্রাপ্তি ও তদ্বিচ্ছেদ) আ ১২৩৩, (গৌর-কৃপা-বলেই নিত্যানন্দ-প্রাপ্তি) আ ১২৩৫, (মহাপ্রভুর সঙ্গীতনৈবধ্য প্রকাশ না হওয়া পর্যন্ত নিত্যানন্দের বৃন্দাবনে কৃপাধেয়) আ ১২৩৬, 'মহামহেশ্বর গৌরচন্দ্র' আ ১০১১, (নিত্যকণের) আ ১০১১, (নিমাইর নবমীপে বিজ্ঞা-বিলাস—অহনিশ বিদ্যাচর্চা) আ ১০১৫-৬, 'জিহ্মশের মাধ' আ ১০১৭, (প্রোতঃসম্মান্যে সশিখ নিমাইর অধ্যয়নলীলা) আ ১০১৭, (গঙ্গাদাস-সভার বাদবিচার) আ ১০১৮, (প্রভুর তদাঙ্গুত-ব্যতীত স্বতন্ত্র অধ্যয়ন-কারীর অর্থ-দূষণ) আ ১০১৯, (প্রভুর অধ্যাপনা) আ ১০১৯, (মুরারিগুপ্তের অর্থধন ও তিরস্কার) আ ১০১১, (শাস্ত্রবিচারকালে প্রভুর 'যোগপট'-ছান্দে বস্ত্র-পরিধান, বীরাসনে উপবেশন, ললাটে উর্দ্ধপুণ্ড্রধারণ) আ ১০১২-১৩, (ষোড়শবর্ষ বঃক্রমকালের রূপ বর্ণন) আ ১০১৪, (বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য-প্রকাশ) আ ১০১৫, (স্বতন্ত্র অধ্যয়নকারীকে প্রভুর উপহাস ও গর্হোক্তি) আ ১০১৫-১৬, (মুরারির নীরবে স্বার্থ-সম্পাদন) আ ১০১১, 'বিজয়রাজ' আ ১০১২, (মুরারির মৌনতার দর্শনে প্রভুর অন্তরে সন্তোষ, বাহিরে রোযাভাসে বিজয়গোক্তি) আ ১০১২-১৩, (বরপতঃ ক্রমশঃ হইল ও বিশ্বস্ত-দর্শনে মুরারির শ্রীভাব) আ ১০১৪, (মুরারি কর্তৃক নিমাইর

গর্হোক্তির প্রতিবাদ) আ ১০১৫-১৭, (প্রভুর আগ্রহে মুরারির ব্যাখ্যান ও প্রভুর তৎকাল-লীলা) আ ১০১৮-১৯, (গুপ্তের পাণ্ডিত্যে প্রভুর সন্তোষ ও গুপ্তের অঙ্গ প্রস্থিত অর্পণ এবং গুপ্তের প্রেমানন্দ) আ ১০১৯-২০, (মুরারির প্রভুকে মহা-পুরুষ বিচার ও তদাঙ্গুত্যা পাঠাভ্যাস স্বীকার) আ ১০১৩-১৫, (পাঠান্তে সগণে গঙ্গানন্দ ও তদন্তে গৃহে প্রত্যা-গমন) আ ১০১৩-১৭, (মুকুন্দসঙ্গ-গৃহে বিজ্ঞাচতুষ্পাঠী) আ ১০১৩, (মুকুন্দসঙ্গের পুত্র পুরুষোত্তমসঙ্গকে স্বয়ং অধ্যাপন, মুকুন্দেরও প্রভু-প্রতি অকৃত্রিম ভক্তি) আ ১০১৩, (মুকুন্দ-সঙ্গের চণ্ডীমণ্ডপে বহুশিষ্য-বেষ্টিত মহাপ্রভুর বিজ্ঞা-চতুষ্পাঠী) আ ১০১৪-১৫, 'বিজয়রাজ' আ ১০১১, (নান্য-ভাবে সিদ্ধান্ত স্থাপন ও খণ্ডন এবং ভট্ট-মিশ্রোপাধিক পণ্ডিতসম্মতগণের প্রতি তিরস্কার) আ ১০১২-১৫, 'বৈকুণ্ঠ-মায়ক' আ ১০১৬, (ভক্ত-গণেরও গোবেচ্ছার তীক্ষ্ণ বিজ্ঞা-বিলাস-লীলার অল্পলক্ষি) আ ১০১৬, (শচীমাতার নিমাইর বিবাহোদ্যোগ) আ ১০১৭, (দৈবাৎ গঙ্গানন্দোপলক্ষে বরভাচার্য-কর্তা লক্ষীসহ মিলন ও পরস্পরকে অঙ্গীকারান্তে গৃহ-গমন) আ ১০১৫-১২, (ভগবদ্বিচ্ছার ঘটক বনমালী আচার্যেরও তৎকালে শচী-গৃহে আগমন ও বরভাচার্য-কর্তাসহ নিমাইর বিবাহ-প্রস্তাব) আ ১০১৫-১৭, (শচীমাতার নিরপেক্ষতাব-দর্শনে ঘটকবরের অঙ্গসচিতে প্রেহান, দৈবাৎ পশ্চিমধ্যে প্রভুর সাক্ষাৎ, ঘটকের অভিপ্রায় জানিয়া ঘটকে

স্বগৃহে আনয়ন, মাতাকে ঘটকে সভাধন না করার কারণ জিজ্ঞাসা) আ ১০১৫-১৬, (পুত্রের জিজ্ঞাসা হইতে তদীর বিবাহেচ্ছার ইঙ্গিত পাইয়া শচীর ঘটকে পুনরানয়ন ও শীঘ্র শুভকার্য সংঘটনের প্রস্তাব) আ ১০১৫-১৬, (বনমালীর বরভ-গৃহে গমন, বরভকে নিমাইসহ লক্ষীর উদ্বাহ-প্রস্তাব জ্ঞাপন, বরভের সঙ্গোব সম্মতিদান ও শীঘ্র শুভকার্যসিদ্ধি-প্রার্থনা, বনমালীর সহর্ষে শচীমানে কার্যসাক্ষ্য নিবেদন, প্রভুর বিবাহো-দ্যোগ) আ ১০১৭-১৯, (অধিবাসোৎসব, বরভাচার্যের গৌরগৃহে আগমন ও অধিবাস সম্পাদন) আ ১০১৮-১৮, 'বিজয়রাজ' আ ১০১১, (গৌর-নারায়ণের স্বধারীতি স্নান-দান ও পিতৃতর্পণাদি লীলা) আ ১০১৫, (গুপ্ত পরিণয়-বাসরে আনন্দ-কোণাহল ও বিবিধ মাল্যক অর্ঘ্যদান) আ ১০১৮-১৮, (সঙ্গীক দেবগণের নরবেশে আগমন) আ ১০১৮, (গোমুখি-সময়ে বরভগৃহে বাজা ও তথায় আগমন) আ ১০১১, (বরভের সানন্দে জামাত-বরণ) আ ১০১২-১৩, (বরভমিশ্রের সালঙ্কার কর্তা-আনয়ন, নিমাইকে লক্ষীর সপ্তবার প্রেরণ, শ্রীমুখ-চন্দ্রিকা, লক্ষীর প্রভুচরণে মাল্য-দান-সহ আশ্বসমর্পণ এবং প্রভুর বাম-পার্শ্বে উপবেশন) আ ১০১৪-১০১১, (প্রভুপাদপদ্মে মিশ্রের পাণ্ডাধি অর্পণ পূর্বক স্বধাবিধি কর্তা-সম্প্রদান) আ ১০১৩-১০১৬, (লৌকিক স্রীমাতার) আ ১০১০-১০১১, (বিবাহানন্তর নিমাইর লক্ষীসহ স্বগৃহে বাজা) আ ১০১৩-১০১১, (গৌরনারায়ণ ও লক্ষীর রূপ-

দর্শনে নদীরায় নরনারী সকলেরই
আনন্দ-কোলাহল) আ ১০১১০-১১৬,
(বাৎসর্যনির মধ্যে সন্ধ্যায় নিমাইর
গৃহে আগমন এবং নারীগণ-সহ শচীর
পুত্রবধূ লক্ষ্মীকে গৃহে বরণ) আ ১০১
১১৭-১১৮, (পুত্রবিবাহে উপস্থিত
সকলকেই শচীর সন্তোষণ) আ ১০১
১১৯, (প্রভুর চিত্রবিবাহ বিলাস-শ্রবণে
জীবের ইন্দ্রিয়তর্পণেচ্ছা-নিবৃত্তি) আ
১০১২০, (গৌরনারায়ণ ও লক্ষ্মী-
মিলনে শচীগৃহে মহাবৈকুণ্ঠধাম) আ
১০১২১, (শচীদেবীর নানাবিধ
অলৌকিক রূপ-দর্শন ও গন্ধাভ্রাণ)
আ ১০১২২-১২৪, (শচীমাতার পুত্র-
বধূকে কমলাংশজ্ঞান) আ ১০১২৫-
১২৭, (স্বতন্ত্রলীলাময় প্রভু ব লীলা-
বৈচিত্র্য তৎকথা বা ইচ্ছা ব্যতীত
অবোধা) আ ১০১২৮-১৩১; 'মহা-
মহেশ্বর গৌরচন্দ্র' আ ১১১, (গুট
বিভাবিলাস) আ ১১২, 'বিজয়রাজ'
আ ১১২, (গৌর-রূপবর্ণন) আ ১১১
৩-৪, (পরিহাস-মুষ্টি নিমাই পণ্ডিত)
আ ১১৫, (গ্রন্থরূপী বালীনাথ তগবান
বিশ্বজয়) আ ১১৬, 'জিহ্বাসনশক্তি'
আ ১১৬, (নিমাই-পণ্ডিতের ব্যাখ্যা-
বোধে নদীরায় পণ্ডিতগণের অসামর্থ্য)
আ ১১৭, (একমাত্র গজানাসপণ্ডিত-
সহ গ্রন্থালোচন) আ ১১৮, (অবৈক্য
জটীর গৌর-দর্শন-বৈচিত্র্য) আ ১১৯-
১১, (বৈক্যবর্ণনের প্রভুর রূপ ও
পাণ্ডিত্য-দর্শনে হর্ষ-সম্বোধ ও তাঁহারই
বোধমাত্রা-বশে তাঁহাতে কৃষ্ণরসের
অহংলক্ষি-হেতু অন্তরে হৃৎকল্লভ
এবং প্রভুকে ব্যর্থ-বিজ্ঞা-মোহিতজ্ঞানে
তিরিকার) আ ১১১২-১৫, (প্রভুর
তত্ত্বাব্যাক্রমণে সম্মিত বৈজ্ঞানিক)

আ ১১১৬, (প্রভুর গুট বিভাবিলাস
অভ্যন্তরে সম্পূর্ণ হুর্সোধ) আ ১১১
১৭, (নবদীপ বিভা-শিক্ষার প্রধান
কেন্দ্র বলিয়া অদূর চট্টগ্রামবাসীরও
নবদীপে অবস্থান) আ ১১১৮-১৯,
(সকলেই প্রভুর লীলা সহায় পার্শ্বদ,
দৈনিক অধ্যয়নানন্তর সকলের একত্র
কৃষ্ণাঙ্কুশীলন) আ ১১১২০-২১, (অপরাক্রমে
অবৈত-তবনে ভক্ত সম্মেলন, ভক্তপ্রিয়
চট্টগ্রামবাসী মুকুন্দের গানে সকলেরই
আনন্দ, প্রভুও প্রিয়পাত্র মুকুন্দ)
আ ১১১২২-২৮, (নিমাই ও মুকুন্দ
শান্ত-বিবাদলীলা) আ ১১১২৯-৩০,
(প্রভুর ছলতর্ক উত্থাপন দ্বারা স্বভক্ত-
গণের পরাজয়-সাধন, শ্রীবাসাদিকে ও
ফাঁকি জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণের রসে বিরক্ত
ভক্তগণের মৌন-দর্শনে বিজ্ঞপোক্তি,
ফাঁকির ভরে ভক্তগণের দূরে দূরে
অবস্থান, প্রভুও কুটতর্কে উজ্জাস-
প্রকাশ) আ ১১১৩১-৩৬, (বহুছাত্র-
বেষ্টিত নিমাইর গোবিন্দ-সহ রাত্রিপথে
ভ্রমণকালে নানাদী মুকুন্দে প্রভু-
সন্দর্শনে পলায়ন, প্রভুর গোবিন্দকে
তৎকারণ জিজ্ঞাসা, গোবিন্দের তদ্-
বিষয়ে স্বীয় অজ্ঞতা জ্ঞাপন, প্রভুর
তৎকারণ-বর্ণন এবং মুকুন্দে নিন্দা-
চ্ছলে স্বীয় ভাবী লীলা স্বরূপে
তবিত্ত্বাবাদী) আ ১১১৩৭-৪২,
(ছাত্রগণ-সহ গৃহে প্রত্যাবর্তন) আ
১১৫০, (প্রভু-কৃপাবলেই তম্বাহা-
অবগতি) আ ১১৫১, (তৎকালীন
নদীরায় কৃষ্ণের বিবরণসমভাবনা, উচ্চ
হরিকীর্তন-নর্তন-বিরোধ) আ ১১১
৫২-৫৭, (শ্রীবাসাদি ব্রাহ্মচর্যের
উচ্চ কীর্তনে পাণ্ডিত্যগণের নিজায়
ব্যাবৃত) আ ১১৫৬, (বৈক্যবর্ণন-

মাত্র পাণ্ডিত্যগণের কৃপাক্যা-প্রয়োগ,
বৈক্যবর্ণনের কৃষ্ণমণ্ডিত হৃৎ-নিবেদন
ও তদবতরণ-প্রার্থনা) আ ১১৫৮-৬০,
(বৈক্যবর্ণনের অবৈতত্বজ্ঞানে হৃৎ-
নিবেদন, অবৈতের কৃষ্ণাবতরণ-
প্রতিজ্ঞা-দ্বারা ভক্তগণকে উৎসাহদান,
ভক্তগণের সোৎসাহে কৃষ্ণকীর্তন) আ
১১৬১-৬৮, (বিভাবিলাস-রত শচী-
নন্দন) আ ১১৬৯, (অধ্যাপনাত্তে
গৃহপ্রত্যাগমন-পথে শ্রীধরপুরীসহ
প্রভুর মিলন, প্রভুর পুরীপাদকে প্রণাম,
পুরীর মহাপুরুষের জ্ঞায় নিমাইর
গাভীর্ষ্য-দর্শন, প্রভুর পরিচয়-লাভে
পুরীর হর্ষ, পুরীকে তিকাগ্রহণার্থ
প্রভুর বগুহে নিয়ন্ত্রণ, পুরীর শচীপাতিত
নৈবেদ্যদ্বারা তিকা সমাপনাত্তে বিষ্ণু-
মন্দিরে উপবেশন ও কৃষ্ণকথা-কীর্তন,
পুরীর প্রোষাবেশ দর্শনে প্রভুর আনন্দ
ও জীবের হৃৎগা-ফলে নিজভা-
গোপন) আ ১১৬৫-৬৫, (শ্রীধর-
পুরীপাদের নবদীপে গোপীনাথ-গৃহে
কিয়দাম অবস্থান, প্রভুর প্রত্যাহ
পুরীপাদকে দর্শনার্থ তথায় গমন, নিজ-
প্রভু বলিয়া না চিনিলেও পুরীপাদের
প্রভু-শ্রীতি, বক্তৃত গ্রন্থ-সংশোধনার্থ
পুরীর প্রভুকে অহরোধ, প্রভুর "ভক্তের
হৃদিকান্ত-মূল কীর্তনে দোষ-প্রদর্শন
নিরয়জনক, ভক্তের কবিত্তে কৃষ্ণের
শ্রীতি, ভাবগ্রাহী জনাধীন ভাবাগত
গুহ্যতত্ত্ব-নিরপেক্ষ, অপ্রাকৃত প্রেম-
মূলক বর্ণনে দোষদর্শন প্রাকৃত অনুচান-
মানীয় সাধ্যাতীত" বলিয়া উক্তি, তচ্ছ-
বশে পুরীর সন্তোষ, তথাপি পণ্ডিত-
জ্ঞানে প্রভুকে পুরীর ভাবাগত দোষ-
সংশোধনার্থ অহরোধ, প্রভুর প্রত্যাহ
পুরীসহ গ্রন্থ-বিচার, একদা প্রভুর

সংগোষ্ঠে পুরী-বাবুজী আত্মনেপদ-
প্রবেশে বোম প্রদর্শন পূর্বক গৃহগমন,
সর্বশাস্ত্র পুরী চিত্রা ও আত্মনেপদী
বলিয়াই সিদ্ধান্ত, পরদিন পুরীর তথ্য
প্রকৃতি নিবেদন, ভক্তবাক্য-সত্যকারী
প্রভুবিষয়বস্তুর তত্ত্ব-অনু-নিমিত্ত তদু-
দ্যোগ, ভক্ত-গৌরব-বর্জনই ভক্তভক্তি-
মান প্রভুর কাব্য, পুরী-সঙ্গে বিচারসা-
দান, পুরীর ক্রিয়াক্রাস নববীণ-অব-
স্থানান্তে তীর্থপথটানে গমন, শ্রীমাধ-
বেশপুরী-কৃষ্ণার দৈর্ঘ্যপুরীর প্রেম-
সম্পত্তিলাভ) আ ১১১৬-১২৬, (প্রভুর
নিত্যগ্রহাঙ্গুলীলন-লীলা, নববীণের
অধ্যাপকবর্গকে তর্কোপাধ-পূর্বক
পরাজয়, ব্যাকরণশাস্ত্রে যাত্র পারদত
হইয়া বেদাদিশাস্ত্রকেও তৃপ্তজান) আ
১২১২-৪, (শিখ-সহ নগর-ভ্রমণ) আ
১২১৫, (দৈবাৎ একদিন মুকুন্দ-সহ
লাকাৎ, প্রভুর মুকুন্দকে প্রসন্ন ও তাহার
লভ্যতর প্রদানার্থ নির্বন্ধ-প্রকাশ,
মুকুন্দের বৈয়াকরণ নিমাইকে অলঙ্কার-
শাস্ত্র-ভারা জিগীষা, প্রভু ও মুকুন্দের
বিচারভারত, সর্বশক্তিমান সর্বশাস্ত্র-
বিৎ প্রভুর মুকুন্দকে পরাজয়, মুকুন্দের
প্রভু-পদধূলি লইয়া গৃহগমন-পথে,
প্রভুর অলৌকিক পাণ্ডিত্যের প্রশংসা,
পাণ্ডিত্য-সহ কৃষ্ণভক্তি-মিশ্রণে মুকু-
ন্দের নিরন্তর প্রভু-সঙ্গ-স্বথ প্রার্থনা)
আ ১২১৬-১২, 'বৈকুণ্ঠ-জৈষ্ঠ' আ ১২১
২০, (অন্ত একদিন গদাধর-সহ মিলন
প্রভুর জ্ঞান-পাঠী গদাধরকে মুক্তিলক্ষণ
জিজ্ঞাসা, গদাধরকৃত আত্যাত্তিক ছুঃখ-
নাশাদি ব্যাখ্যার বোম-প্রদর্শন) আ
১১২০-২৫, (নিমাই-সহ বিচারে
সকলেরই অসমর্থ, গদাধরেরও ভীতি)
আ ১২১৬, 'সরস্বতীপতি' আ ১২১

২৫, (প্রভুর গদাধরকে গৃহগমনে
অজমতিদান ও পরদিবস শ্রী আদি-
বার অজরোধ) আ ১২১২৭, (গদা-
ধরের প্রভুপদে নমস্কার পূর্বক গৃহ-
গমন) আ ১২১২৮, (জিগীষু নিমাইর
নগর-ভ্রমণ, সকলেরই নিমাইকে মতা-
পণ্ডিত জানে সম্মান দান, অপরাজে
সমিধ্য প্রভুর গদাভাটে উপবেশন-
পূর্বক শাস্ত্র-ব্যাখ্যা, বৈষ্ণবগণেরও
দূরে থাকিয়া প্রভুর বিচার-শ্রবণ এবং
অলৌকিক পাণ্ডিত্য ও রূপলাবণ্যসঙ্গেও
প্রভুর স্বভজন-বিভজনের সঙ্গোপন-
হেতু ছুঃখপ্রকাশ) আ ১২১২৮-৪০,
(প্রভুর কৃষ্ণভক্তি-প্রকটন-অন্ত আশী-
র্বাদে ভক্তগণের প্রভুপাদ-পদে
সকাতর নিবেদন ও কৃষ্ণসমীপে
প্রার্থনা) আ ১২১৪১-৪৪, (সর্বান্তর্ধামী
লোকশিক্ষক প্রভুর শ্রীবাসাদি ভক্ত-
প্রতি মধ্যদানপ্রদর্শন এবং ভক্ত-
আশীর্বাদ স্বীকার; ভক্ত-আশীর্বাদেই
কৃষ্ণভক্তির উদয়) আ ১২১৪৫-৪৬,
(প্রভুর কৃষ্ণপ্রেম-প্রদান-লীলাদর্শন-
অন্ত ভক্তগণের ব্যাকুলতা এবং তজ্জন্ত
প্রভু-সাক্ষাতেই কৃষ্ণমতি ব্যতীত
শাস্ত্রাধ্যয়ন বা বিচার নিকলস জাপন)
আ ১২১৪৭-৪৯, (মানদর্শনশিক্ষক
প্রভুর নিজ-অন-সমীপে কৃষ্ণভক্তির
উপদেশ-প্রার্থনা) আ ১২১৫০, (জীব-
প্রতি বৈষ্ণবের শুভকামনা হইতেই
জীবের ভাগ্যোদয়) আ ১২১৫১, (কির-
দ্দিন অধ্যাপনান্তর প্রভুর শুভবৈষ্ণব-
সমীপে গমনোচ্ছা-আগমন) আ ১২১৫২,
(প্রভু-ইচ্ছাবশতাই ভক্তগণের প্রভুকে
ভগবান বলিয়া অঙ্গপলঙ্ক) আ ১২১
৫৩, (সর্বভিত্তক ঠাকুর) আ ১২১৫৪,
(কখনও গদাভাটে, কখনও অনগর-

ভ্রমণে) আ ১২১৫৫, (গৌরবন, নারী,
পণ্ডিত, ব্রহ্ম, যোগী ও হঠপন্থের প্রভু-
দর্শনে বিভিন্নপ্রভৃতি) আ ১২১৫৬-
৫৯, (প্রভুর সন্তাবণকালে আত্মহের
তদ্বস্ত্রতা-স্বীকার) আ ১২১৬০, (নিমাইর
বিজ্ঞাবিলাস-গর্ভোক্তিভেদেও সকলের
সন্তোষ) আ ১২১৬১, (দ্ববনেরও
প্রভুপ্রীতি, জাতিনির্বিষেবে সর্বভূত-
কৃপালু প্রভু) আ ১২১৬২, (মুকুন্দ-
সঙ্গের গৃহে প্রভুর চতুর্পাঠী, পঞ্চাঙ্গ-
ভায়-ক্রমে প্রভুর অধ্যাপন, মুকুন্দ-
সঙ্গের তাহাতে আনন্দ) আ ১২১৬৩-
৬৫, (বিজ্ঞাবিলাসলীলায় প্রভু) আ
১২১৬৬, (একদিন বায়ুরোগজ্বলে
প্রভুর প্রেম-বিকার-প্রকাশ, আত্মীয়-
স্বজনের তৎপ্রতিকারার্থ আগমন)
আ ১২১৬৭-৭১, (সংগোষ্ঠী বৃদ্ধিমন্তধান
ও মুকুন্দসঙ্গের প্রভুগৃহে আগমন)
আ ১২১৭২, (প্রভুর প্রেমবিকার না
বুঝিয়া সকলের সাধারণ বায়ুরোগ-
জ্বানে প্রতিকার-চেষ্টা, (প্রভুর স্বমুখে
নিজ জৈষ্ঠরত্ন ও বিশ্বভ্রমণ কথন,
প্রভু-ইচ্ছায় তদঙ্গপলঙ্ক, প্রভুর প্রেম-
চেষ্টাদর্শনে নানালোকের নানামত,
প্রভুর দেহে ও শিরে বায়ুতৈল স্রবণ
ও অভ্যজন, অতঃপর বৈষ্ণব প্রভুর
বহির্দিশা প্রকটন) আ ১২১৭৩-৮৪,
(তদর্শনে চতুর্দিকে হরিধ্বনি ও
নিমাইর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা) আ ১২১
৮৫-৮৬, (প্রভুকৃপা ব্যতীত তত্ত্ব
জ্ঞানের) আ ১২১৮৭, (বৈষ্ণবগণের
প্রভুকে কৃষ্ণভজনে উপদেশ-দান)
আ ১২১৮৮-৮৯, (বৈষ্ণবব্যাক্য-
মোদনভিধানান্তে প্রভুর অধঃপনা-
রত) আ ১২১৯০, (মুকুন্দসঙ্গের
চতুর্দিকে প্রভুর বাহ্যৈতলাত-শিরে

অধ্যাপনা, তদ্বর্ণনে উপস্থানমুখে
বদরিকাশ্রমে চতুঃসনবেষ্টিত আদিকবি
নারায়ণের বেদোক্তানলীলার পুনঃ
প্রাকট্যাহুত্ব (আ ১২।১১-১৭,
(শিষ্যসহ বিভাবিনাস) আ ১২।১৮,
(মধ্যাহ্নে প্রভুর সশিষ্য গঙ্গানান,
নানান্তে অগ্নে বিষ্ণুপূজন, তুলসীকে
জলদান ও প্রদক্ষিণান্তে 'হরি হরি'
বলিয়া ভোজন-লীলা) আ ১২।২২-
১০১, ('জগন্নাথের নন্দন' অভিন্ন-
শ্রীকৃষ্ণচক্র) আ ১২।৪৩, 'বৈকুণ্ঠমাধ'
আ ১২।৬৩, 'বৈকুণ্ঠের নারক' আ
১২।৬৬ ও ৮৮, 'বৈকুণ্ঠের রায়'
আ ১২।৮৭, (লক্ষ্মীদেবীর প্রভুকে
অঙ্গপরিবেশন, শচীমাতার প্রভুব
ভোজন-লীলাদর্শন, ভোজনান্তে প্রভুর
তাড়ুল চর্কণ ও শয়ন এবং বক্ষী-
প্রিয়ার প্রভূপদসেবন, যোগ-নিদ্রান্তে
প্রভুর অধ্যাপনার্ণ গমন) আ ১২।
১০২-১০৪, (নিমাইর নগর-ভ্রমণ ও
সকলকে আদর-সম্ভাষণ, প্রভুত্ব
অনন্তিক হইয়াও সকলের তৎপ্রতি
গজমবুতি) আ ১২।১০৫-১০৭, (প্রভুর
তত্ত্বাব, গোপ, গন্ধবগিক, বালাকার,
তাম্বলী, শঙ্খবগিক, সর্বনগরবাসী
সর্বজ ও শ্রীধর-গৃহ ভ্রমণ-পূর্বক অগ্নে
আগমন) আ ১২।১০৭-১১০, (প্রভুর
ওস্তাব-গৃহে বজ্র, গোপগৃহে দধি
দুগ্ধাদি, গন্ধবগিক-গৃহে গন্ধ, মালাকার
গৃহে মালা ও তাম্বলী-গৃহে তাম্বল-
গ্রহণ; নববীণ-মারাপুর-শোভাবর্ণন,
—'বিচীরমধুরাধরূপ, বহুবনাকীর্ণ,
ভগ্নবহিষ্কৃতমে নববীণ পূর্বেই সর্ব-
সম্পদপরিপূর্ণ, কৃষ্ণের বধূলা-ভ্রমণ-
লীলাভার মহাপ্রভুর মদীরা-ভ্রমণ')
আ ১২।১০৭-১৪৫, (প্রভুর শঙ্খবগিক-

গৃহে শঙ্খগ্রহণ ও সর্বনগরবাসী গৃহে
গমন, সেই ভাগ্যে অতাপি তাঁহাদের
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের শ্রীচরণ-রূপা-
লাভ) আ ১২।১৪৬-১৫২, (প্রভুর
সর্বজগৃহে গমন ও পূর্বপরিচয় জিজ্ঞাসা,
সর্বজের ইষ্টমন্ত্রণ ও ধ্যানহ হইয়া
ক্রমে (১) দ্বাপরযুগে শ্রীকৃষ্ণরূপ, (২)
দ্রোণায়ুগে শ্রীরাঘবরূপ, (৩) সত্যযুগে
শ্রীবরাহরূপ, (৪) ত্রীনিংহ, (৫)
শ্রীধামন, (৬) শ্রীমন্ত, (৭) শ্রীহলধর-
শ্রীবলরামরূপ এবং (৮) শ্রীপুরুষোত্তম-
রূপ দর্শন) আ ১২।১৫৩-১৭১, (বিষ্ণু-
মায়ামুক্ত গণকের প্রভুত্বাবধারণে
অসামর্থ্য, সর্বজের চিন্তা, প্রভুর
জিজ্ঞাসায় সর্বজের অপরাহ্নে উত্তর-
প্রদানে সম্মতিদান) আ ১২।১৭২-
১৭৭, (প্রভুর শ্রীধর-গৃহে গমন, নিজ-
প্রিয়ভক্ত শ্রীধরসহ প্রেম-কোন্ডন,
'হবিভক্তের দারিত্র্য কেন' জিজ্ঞাসায়
শ্রীধরব উত্তরদান, প্রভুর শ্রীধরব
প্রেমরূপ গুণধন-প্রচারে অধীকার,
ধোড়-কলা-মুলা-খোলা-লাউ প্রভৃতি
গ্রহণ, শ্রীধরকে নিজতত্ত্ব-জিজ্ঞাসায়
শ্রীধরের প্রভু-ইচ্ছার প্রভু-বরূপাহুপ-
নকি, প্রভুর নিজতত্ত্ব-প্রকাশ, শ্রীধরের
তাহা বালচাপল্য-জ্ঞানে নিমাইকে
তৎসন, অতঃপর নিমাইর অগ্নে
প্রত্যাবর্তন) আ ১২।১৭৮-২১০,
'বৈকুণ্ঠের পতি' আ ১২।১০২, মহা-
প্রভু' আ ১২।১০৪, ১১০, ১০৪, 'ইচ্ছা-
ময় সৌরচন্দ্র-ভগবান' আ ১২।
১৫০, 'পণ্ডিতজিহাজি' আ ১২।২১১,
(সশিষ্য নিমাইর নগরভ্রমণান্তে অগ্নে
বিষ্ণুন্দ্রিয়ারে উপবেশন, ছাত্রগণের
অবস্থানে প্রবাদ, পূর্বচন্দ্র-দর্শনে
প্রভুর কৃপাতানোদয়, বংশীবাদন, এক-

মাত্র শচীরই তজ্জ্বল ও মুচ্ছা, মুচ্ছান্তে
পুনঃপ্রবণ, নিমাইর বিষ্ণু হইতে শঙ্খ-
আগমন-উপলব্ধি, বাহিরে আসিয়া
শচীমাতার নিমাইকে বিষ্ণু-ধারে উপ-
বিষ্ট দর্শন, অতঃপর নিঃশব্দ, শচী-
মাতার পুত্রবৎ চন্দ্রদর্শন ও তৎকারণ-
নির্ণয়ে অসামর্থ্য, শচীর গৃহে মহারান-
কীড়াবৎ নৃত্যগীতাদি শ্রবণ, কোনদিন
সর্ব-ভবনকে জ্যোতির্ময়দর্শন, কখনও
পদ্মপাদি দিব্যানারী ও জ্যোতির্ময় দেব-
দর্শন) আ ১২।১৪৪-২২২, 'শ্রীগৌর-
জন্মদ-বনমালী' আ ১২।২০২,
(বাহুভাবনাকে গৌরকৃষ্ণের নববীণ-
লীলা) আ ১২।২০২, (প্রভু-ইচ্ছার
সকলব তত্ত্বাহুপলব্ধি) আ ১২।
২০৩, (শিবের যুগ্ম-লীলা, কাম-লীলা,
ধনবিশাগ-লীলার অধিতীয়) আ
১২।২০৫-২০৮, (অধুনা অধিতীয়
পণ্ডিতাভিমানে হইলেও পরে অধিতীয়
ভক্তিযোগ-প্রকাশক; গৌরমাগরী-
বাদ-নিরসন—বিবৃতি উদ্য) আ
১২।২০৫-২৪০, (অধিতীয় লীলাময়
হইয়াও বক্তব্য-সমীপে পরাজয়-
বীকার) আ ১২।২৪১, (রাজপথে
গমনকারী ছাত্র-বেষ্টিত নিমাইর জুবন-
মোহন বেশ ও রূপ বর্ণন) আ ১২।
২৪২-২৪৫, (নিমাই-সহ পশ্চিমধ্যে
শ্রীধামপণ্ডিতের সাক্ষাৎকার, নিমাইর
প্রণাম, শ্রীধরের আশীর্বাদ ও নিমাইর
গন্তব্য জিজ্ঞাসা, কৃষ্ণভজন-লীলা
প্রদর্শন না করার শ্রীধরের প্রভুকে
শাস্তাদায়ন-কল-বর্ণন-মুখে তৎসন এবং
জিহাইর তত্ত্বাবাক্য-পালনালীকার)
আ ১২।৪৭৭-২৫০, 'মহাপ্রভু' আ ১২।
২৫০-২৫৪, (শ্রীমদ গঙ্গা-তটে উপ-
বেশন, গ্রন্থকার-কর্তৃক প্রভুর অঙ্গপদ

শোভা-বর্ণন :—সকলক চক্রে, দেবগুরু
ব্রহ্মপতি ও কামদেব-সহ বিশ্বস্তরের
উপমার অব্যোধ্যতা-প্রদর্শন, একমাত্র
গোপবালক-বেষ্টিত নন্দনন্দন-সহই
নিমাই উপমেয়) আ ১২২৫৪—২৬৫,
(নিমাইর অলৌকিক রূপে সকলেই
আইষ্ট) আ ১২২৬৬, (প্রভুর রূপ-
সম্বন্ধে সকলের স্ব-স্ব-প্রতীতি অনুযায়ী
বিচার) আ ১২২৬৭-২৭০, (অনুচান-
মানীর দর্পচূর্ণকারী নিমাই পণ্ডিত)
আ ১২২৭১—২৭৫, (প্রভুর অনন্ত
শিষ্টৈশ্বর্য, বিশ্র-তনয়গণের প্রভুসমীপে
অধ্যয়নার্থ কাকুতি, প্রভুর তাহাতে
সম্মতি দান, গঙ্গাতটে শিষ্যগণ-বেষ্টিত
নিমাই পণ্ডিত) আ ১২২৭৬-২৮০,
'বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি' আ ১২২৮০,
(প্রভু-প্রভাবে নবদ্বীপে শোক-তয়া-
ভাব) আ ১২২৮১, (নিমাইর বিজ্ঞা-
বিনাস-দর্শকেরও সৌভাগ্য্যাতশয্য,
তাদৃশ মুকুতিজনের দর্শনেও জীবের
তববন্ধন, গ্রন্থকারের দৈত্যময়ী
বিলাপোক্তি ও গৌর-নিত্যানন্দ-রূপা-
প্রার্থনা) আ ১২২৮২-২৮৬; ('দার-
পাল-গোবিন্দে' নাথ) আ ১৩২,
(গ্রন্থকারের প্রভুসমীপে দীন জীব-প্রতি
রূপা-কটাক-প্রার্থনা) আ ১৩৩,
(সর্বপাণ্ডিত্য-দর্পহারী প্রভু) আ ১৩৪,
'বৈকুণ্ঠনাথ' আ ১৩৪, (তৎকালীন
নবদ্বীপের তথাকথিত পণ্ডিত-সমাজের
অবস্থা,—পণ্ডিতগণের প্রভুর গর্বোজ্জ্বল
প্রভুত্ব-দানে অসামর্থ্য ও প্রভু-
প্রতি সহম-বুদ্ধি) আ ১৩৫-১০,
(প্রভুসম্মতি ব্যক্তির প্রভু-আধুগত্য
স্বীকার) আ ১৩১১, আটদেশে প্রভুর
সর্বজন-প্রসিদ্ধ পণ্ডিত্যবুদ্ধি, সকলের
সঙ্গমে তৎবৃত্তা স্বীকার, তথানি

বিক্রমার-বশে তৎস্বরূপাধুগত্য) আ
১৩১২-১৫, (প্রভুরূপা ব্যতীত
আরোহণস্থায় প্রভুত্ব-জ্ঞান অসম্ভব)
আ ১৩১৬, (প্রভু সর্বপ্রকারে নিত্য
সুপ্রসন্ন হইলেও তদ্বিচ্ছা-বশেই স্বপ্নের
তত্ত্বাধুগত্য) আ ১৩১৭, (ত্রিভুবন-
মোহন নিমাইর বিজ্ঞাবিনাস-লীলা)
আ ১৩১৮, (শিষ্যগণ-সমীপে নবদ্বীপে
দ্বিধ্বংসী-আগমন-বাস্তা-শ্রবণে মহা-
প্রভু-কর্তৃক সমদর্শন ঈশ্বরের বিমুখ-
জীবের দত্তহর ঐশ্বর্য-বর্ণন) আ ১৩
১৮-৪৮, (প্রভুত্ব বিনয়ের মাহাত্ম্য;
হৈহয়, বেণ, নহব, বাণ, নরক,
রাবণাদি দর্পগণের দর্পনাশ-বর্ণন)
আ ১৩৪৫-৪৬, (সক্কার প্রভুর সনিয
গঙ্গাতটে আগমন, গঙ্গা জল-দর্শন
ও অভিবন্দন-পূর্বক উপবেশন এবং
পাজাপ) আ ১৩৪২-৫২, (দ্বিধ্বংসী-
জয়-প্রার্থনা-চিন্তন) আ ১৩৫৩-৫৭,
(দ্বিধ্বংসীর অহকারের হেতু) আ ১৩
৫৪, (মানীর অপমান বজ্রপাততুল্য)
আ ১৩৫৫-৫৬, (ইত্যবসরে দ্বিধ্বংসীর
তথার আগমন) আ ১৩৫৮, (পূর্ণিমা-
নিশায় গঙ্গার শোভা এবং শিষ্যগণ-
বেষ্টিত মহাপ্রভুর ঐরূপ-বর্ণন) আ
১৩৫৯-৬৫, (প্রভুর উপবেশনরীতি
এবং স্বেচ্ছাহরূপ শাস্ত্র-ব্যাখ্যান-স্থাপন-
খণ্ডন) আ ১৩৬৬-৬৭, (দ্বিধ্বংসীর
প্রভু-দর্শনে বিশ্বাস, শিষ্যহানে জিজ্ঞাসা
এবং শিষ্যের পরিচর প্রদান) আ
১৩৬৯-৭১, (গঙ্গাপ্রণামান্তে দ্বিধ্ব-
ংসীর প্রভু-সত্যর আগমন, প্রভুর
তাহাকে সার অত্যাধীন, প্রভু-দর্শনে
দ্বিধ্বংসীর সাধন, বিবিধ বিষয়ে
পরস্পরে আশ্রয়) আ ১৩৭২-৭৬,
(প্রভুর দ্বিধ্বংসীকে গঙ্গা-মাহাত্ম্য-

বর্ণনে অনুরোধ, দ্বিধ্বংসীর তত্ত্ব-বর্ণ-
মাত্রে অনর্গল গঙ্গা-মাহাত্ম্য-শ্লোক-
বর্ণন, স্বয়ং বাগ্‌দেবীর পরিচয়-
প্রভাবে কবিশ্বের নির্দোষ, সাধারণ
মেধা-বলে সেই কবিশ্বের বোধ-দর্শন
দূরের কথা, বোধেও অসামর্থ্য) আ
১৩৭৭-৮৩, (কবিশ্ব-শ্রবণে শিষ্য-
গণের বিশ্বাস ও কবিশ্বের প্রশংসা,
দ্বিধ্বংসীর প্রহরব্যাপী অনর্গল শ্লোক-
পঠন) আ ১৩৮৪-৮৮, (দ্বিধ্বংসীর
শ্লোকপাঠান্তে প্রভুর তৎপ্রশংসন
ও ব্যাখ্যানার্থ অনুরোধ, দ্বিধ্বংসীর
ব্যাখ্যানরত, প্রভু-কর্তৃক তদ্বর্ণন,
দ্বিধ্বংসীর হতবুদ্ধিতা, প্রভুর তাহাকে
অজ্ঞানজ্ঞাত্বির জ্ঞত অনুরোধ, কিন্তু
দ্বিধ্বংসীর মোহ) আ ১৩৮৯-৯২,
(প্রভু-সমীপে দ্বিধ্বংসীর মোহ-সমর্থনে
গ্রন্থকারের কৈমুতান্নয়ের দৃষ্টান্ত :—
জতি, শেখ, ব্রাহ্ম, ব্রহ্ম, গঙ্গা-সমবর্তী
—বাহাদের ছায়া-শক্তিই নিধিগ-রূপ-
বিমুখজগতিমোহনকারিণী, এমন কি,
রূপের অঙ্গবিমোহন-লীলায় স্বয়ং
অনন্তদেবেরও যখন তগবজ্ঞপ-দর্শনে
মোহ হয়, তখন প্রভু-দর্শনে দ্বিধ্বংসীর
যে মোহ হইবে, তাহাতে আর
বিশ্বাসের কথা কি!) আ ১৩১০০-
১০৫, (প্রভুর অলৌকিক লৌল্য-
মহিমামুমান) আ ১৩১০৬, (বিমুখ
দীনজীবের তারণই ভক্ত ও তগবদ-
বতার-লীলায় অজ্ঞতম তাৎপর্য) আ
১৩১০৭, (দ্বিধ্বংসীর পরাজয়ে প্রভুর
ছাত্রগণের হাতোলাগম, মানবধর্মের
বৃদ্ধ আদর্শ প্রভুর তাহাতে নিবেদ ও
দ্বিধ্বংসীকে মধুর-বাক্যে বিদায়-দান)
আ ১৩১০৮-১১১, (বিজিতের প্রতি
প্রভুর যত্ন ব্যবহার, নবদ্বীপস্থ

পণ্ডিতবর্নের প্রভুর ব্যবহারে প্রীতি-
বোধ) আ ১০১১২-১১৬, (প্রভুর
স্বর্গে আগমন; দিগ্বিজয়ী পরাভব-
প্রাপ্তি-হেতু লজ্জা, দুঃখ ও চিন্তা,
পরাসব-কারণাভিসন্ধি সন্মতীর
আরাধনা; সন্মতীর বিপক্ষে সন্তত,
প্রভুত্ব, অবতার ও অবতারী-তত্ব-
রহস্য বর্ণন পূর্বক প্রভুর বেসগোপা
লীলা-কথা, দিগ্বিজয়ী 'সবস্বতী'-মন্ত-
জপের স্বার্থসার্বকতা প্রভৃতি বর্ণন ও
প্রভুপদে শরণ-গ্রহণ-জন্ত উপদেশ-দান
এবং তৎসমুদয় তত্ত্বোপদেশকে স্বপ্ন-
জ্ঞানে অলৌক মনে করিতে নিষেধ পূর্বক
অন্তর্ধান) আ ১০১১৭-১১৯, অনন্ত-
ব্রহ্মাণ্ডনাথ আ ১০১২০ ও ১৪৬,
(ব্রাহ্মমূর্ত্তেই দিগ্বিজয়ী প্রভুসমীপে
আগমন ও প্রভু-পাদপদ্মে প্রণতি এবং
প্রভুর ও তাঁহাকে স্বীয় অঙ্গে দারণ)
আ ১০১৫০-১৫১, (প্রভুর দিগ্বিজয়ি-
কৃত আচরণ-কারণ-জিজ্ঞাসায় দিগ্বি-
জয়ী প্রভু-কৃপা-প্রার্থনা, প্রভুত্ব ও
তাঁহার মানদণ্ডস্বাক্ষর বর্ণন, সর্বত্র জয়ী
হইয়াও প্রভুসমীপে স্বীয় প্রতিভা-
শূন্যতা-জ্ঞাপন, দেবীমূখে ঋত প্রভুর
সরস্বতী-পতিত্ব কথন, দৈত্যোক্তি-মুখে
প্রভুর জ্ঞতি ও পুনঃ পুনঃ কৃপা-প্রার্থনা)
আ ১০১৫২-১৭০; সরস্বতীপতি
আ ১০১৬৪, (বিপ্রেয় জ্ঞতি-শ্রবণে
প্রভুর সহজে উত্তরদান) আ ১০১
১৭১, (দিগ্বিজয়ী সৌভাগ্য-কথন)
আ ১০১১২, (দিগ্বিজয়ীকে জড়বিজ্ঞার
নিরর্থকতা ও পরবিজ্ঞা বা ভগবন্তক্তির
কর্তব্যতা উপদেশ) আ ১০১১৩-
১৭২, (মহাপ্রভুর মহোপদেশ-বাণী
—বিষ্ণু, বিষ্ণুত্ব ও বৈষ্ণবের বাস্তব
নিত্যতাত্ত্ব্যতা) আ ১০১৭২, (দিগ্-

বিজয়ীকে প্রভুর আলিঙ্গন ও বিপ্রেয়
সর্ববন্ধ-বিমোচন) আ ১০১৮০-১৮১,
মহাপ্রভু আ ১০১৮০, বৈকুণ্ঠ-
নায়ক আ ১০১৮১, (প্রভুর দিগ
বিজয়ীকে কৃষ্ণভক্তনোপদেশ ও বাগ্-
দেবীর গুপ্ত কথা বাক্ত করিতে
নিষেধাজ্ঞা এবং প্রভুপাদপদ্মে পুনঃ
পুনঃ প্রণামান্তে দিগ্বিজয়ী প্রস্থান) আ
১০১৮২-১৮৬, (প্রভু-কৃপায় বিপ্রেয়ে
জ্ঞান-বিজ্ঞান-বৈরাগ্যযুক্ত ভক্তিরসের
আবির্ভাব, ভক্তিমান বিপ্রেয় দম্ভনাশ
ও ভূগাদপি স্নানীচতা এবং প্রাকৃত-
ধন-জনাদি অসংসদ পরিত্যাগ পূর্বক
হরিত্তজন্য প্রস্থান) আ ১০১৮৭-
১৯০, (ঐচ্ছিকার গৌরুপায় ফল
বর্ণন, দ্বিরপানের দৃষ্টান্ত-প্রদান, চতু-
র্ধর্গকে ও ভক্তের তুচ্ছবুদ্ধি, একমাত্র
ভগবৎকাক্য কটাক্ষেই নিঃশ্রেয়সোদয়)
আ ১০১৯১-১৯৬, (দিগ্বিজয়ী-মোচন
গৌরুপায় অতুলমহিমা-নিদর্শন) আ
১০১৯৭, (প্রভুর দিগ্বিজয়ী-জয়-
বৃত্তান্ত-শ্রবণে নদীয়াবাসীর বিশ্বাস ও
নিমাইব পাণ্ডিত্য-গর্ভোক্তির সাফল্য
স্বীকার) আ ১০১৯৮-২০১, (কাহারও
প্রভুকে ছায়শাস্ত্র-অধ্যয়নার্থ, কাহারও
বা বাদিসিংহ উপাধিপ্রদানার্থ অমু-
গোদন, ভগবদ্ভাষ্য-প্রভাবে মুগ্ধ জীব-
গণের ভগবৎস্বরূপ ও মারাত্মক-
ধারণে অসামর্থ্য) আ ১০২০২-২০৪,
(নবদ্বীপে সর্বত্র সকলের প্রভুমাধ্য-
প্রচার) আ ১০২০৫, (ঐচ্ছিকার
গৌরলীলা-দর্শন-সৌভাগ্যবান্ নদীয়া-
বাসীর ভাগ্য প্রশংসা) আ ১০২০৬,
(প্রভুর দিগ্বিজয়ী-জয় ও নিজাবলাগ-
লীলা-প্রবণের ফলপ্রতি) আ ১০
২০৭-২০৮; মহাপ্রভু জীগৌর-

সুন্দর আ ১৪১১, (নিত্যানন্দ-প্রিয়
নিত্যকলেশ্বর) আ ১৪১১, (ঐচ্ছিকার
গৌরচরণে জীবোদ্ধারার্থ প্রার্থনা) আ
১৪১৩, (সর্ববৈষ্ণবের ধন প্রাপ্তি গৌর;
কৃষ্ণেরই বিপ্রকৃপে নদীয়া-বিহার-
লীলা) আ ১৪১৪, বৈকুণ্ঠনায়ক আ
১৪১৫, (নবদ্বীপে নিমাইর পাণ্ডিত্য-
খ্যাতি) আ ১৪১৭, (পণ্ডিত, ধনী-
সকলেরই প্রভুকে সমস্ত সম্মান
প্রদর্শন) আ ১৪১৮-২, (পুণ্যকন্দি-
গণের নিমাইকে পণ্ডিত-জ্ঞানে তদুপহে
উপারন প্রেরণ) আ ১৪১১০, (মূর্ত্ত-
আদর্শ-গৃহস্বরূপে প্রভুর অভাবগ্রস্ত
দীন-দুঃখীকে মুক্তহস্তে দান; অতিথি
ও চতুর্ভাষ্যমিস্ত্রানলীলা) আ ১৪১১১-
১৪, (শচীমাতাকে সম্রাসী-ভোজন
করাইবার উপদেশ দান, নৈবেদ্যভাব-
হেতু শচীমাতার চিন্তা, অলঙ্কিতে
নৈবেদ্যাগমন) আ ১৪১১৫-১৭, (লক্ষ্মী-
দেবীর সহর্ষে নৈবেদ্য রন্ধন, প্রভুর স্বয়ং
সম্রাসীগণের ভোজন-পর্বাৎসব) আ
১৪১৮-১৯, (অতিথি আগমনমাত্র
প্রভুর তাঁগাদের ভোজনাদি-বিষয়ে
সাদরে জিজ্ঞাসা) আ ১৪২০, (গৃহস্থা-
শ্রমিগণকে অতিথিরূপী মহতের প্রতি
সম্মানার্থ উপদেশ ও তৎসম্বন্ধে বিদ্যি)
আ ১৪২১-২৬, (অতিথি-সম্মান-
বিষয়ে প্রভুর আচার ও প্রচার) আ
১৪২৭, (শ্রীনবদ্বীপধামে যোগপীঠ-
শ্রীনাথপুরে গৌরগৃহে প্রসাদান-গ্রহণ
মহা সৌভাগ্যের পরিচয়) আ ১৪২৮,
(ব্রহ্মানি-চরিত্র প্রসাদান-সম্মানে মহা-
প্রভুর সর্বসাধারণকে অধিকার-দান)
আ ১৪২৯, (ব্রহ্মা-শিব-ওক-ব্যাগ-
নারায়ণেরই তিহুক অতিথিরূপে
গৌরগৃহে আগমনপূর্বক প্রসাদ-সম্মান-

সৌভাগ্য-লাভ) আ ১৪৩০-৩৩, (কাহারও বা মহাপ্রভুর দীন জীব-উদ্ধার-লীলা-বহিমা বর্ণন) আ ১৪৩৪, (প্রভুর নিজজন ব্রাহ্মদি-দুর্ভাগ্য রূপা-প্রসাদ আগমনের বিতরণ-প্রতিজ্ঞা) আ ১৪৩৫-৩৬, (প্রসাদ-বঞ্চিত দীন জীবকে প্রভুর স্বয়ং প্রসাদান-বিতরণ-লীলা) আ ১৪৩৭, (লক্ষ্মীদেবীর সেবা-দর্শনে গৌর-নারায়ণের সন্তোষ) আ ১৪৪৫, (লক্ষ্মীর প্রভুপাদ-সংস্পর্শ) আ ১৪৪৫, (প্রভুর পদতলে শচীদেবীর কখনও দিব্যোজ্যোতির্দর্শন) আ ১৪৪৬, (নবমীপে গৌরনারায়ণ ও লক্ষ্মী-দেবীর গুটুরে অবস্থান) আ ১৪৪৮, (স্বতন্ত্র প্রভুর পূর্ববন্দোদ্ধারবেঙ্কা; মাতৃ-সমীপে স্বাভিপ্রায় জ্ঞাপন, লক্ষ্মী-দেবীকে মাতৃসেবার্থ উপদেশ-দান ও সশিষ্য প্রভুর পূর্ববন্দ-যাত্রা) আ ১৪৪৯-৫০, (পথিমধ্যে যাবতীয় নর-নারীস্ব প্রভুর কণ-শুণ-প্রশংসা) আ ১৪৫০-৫১, (পদ্মাতীরে প্রভুর আগমন) আ ১৪৫৮, (পদ্মার তরঙ্গ ও পুলিন-শোভা বর্ণন) আ ১৪৫৯ ও ৬০, (সশিষ্য প্রভুর পদ্মাজলে জ্ঞান, প্রভুপাদস্পর্শে পদ্মার তীর্থ-খ্যাতি-লাভ, পদ্মাতীরে প্রভুর কিয়দিন বাস) আ ১৪৬০-৬১ ও ৬৩, (নবমীপে গঙ্গায় স্নানলীলার জ্ঞায় সশিষ্য প্রভুর প্রত্যহ পদ্মার স্নানলীলা) আ ১৪৬৪-৬৫, (প্রভুর পদস্পর্শে অদ্যাপি পূর্ব-বলের সৌভাগ্য বর্ণন) আ ১৪৬৬, (প্রভুর পদ্মাতটে অবস্থান-জ্ঞাত সকলের আনন্দ, চতুর্দিকে অধ্যাপকনিরোমণি নিমাই-পণ্ডিতের স্তোত্রগমন-খ্যাতি, বিগ্রহের উপারন-হতে প্রভু-সমীপে আগমন ও প্রভুর ততবিস্ময়-হেতু

আপনাদিগকে ভাগ্যবন্ত বলিয়া জ্ঞাপন, অন্যায়সে অসাধনে গৃহে বলিয়া প্রভুর দর্শন-লাভ অত্যন্ত সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলিয়া জ্ঞান) আ ১৪৬৭-৭৩, (আদৌ অজ্ঞরূঢ়ি বৃত্তিতে প্রভুকে বৃহস্পতিসহ তুলনা ও প্রভুর পাণ্ডিত্য-প্রশংসা, পরে বিবাহরূঢ়ি বৃত্তিতে তাঁহাকে ঈশ্বর-জ্ঞান) আ ১৪৭৪-৭৬, (প্রভুসমীপে বিভাদানার্থ সকলের প্রার্থনা) আ ১৪৭৭, (অধ্যাপক-সম্প্রদায়ে সর্বত্র প্রভু-কৃত কলাপ-ব্যাকরণের টিপ্পনীয় আদর) আ ১৪৭৮, (সাক্ষাতেও সকলকে ছাত্র-জ্ঞানে অধ্যাপনার্থ প্রভু-সমীপে প্রার্থনা) আ ১৪৭৯, (প্রভুর আশ্বাস-প্রদান ও কিয়দিন তদ্বশে অবস্থান) আ ১৪৮০, (প্রভুপাদ-স্পর্শ-জ্ঞাত সৌভাগ্য-বলে অদ্যাপি পূর্ববঙ্গে জী-পুঙ্কবের গৌরকীর্তনরীতি) আ ১৪৮১, (মধ্যে মধ্যে পাণ্ডিত্যগণের পূর্ববঙ্গে গিয়া অংগ্রহোপাসনা প্রবর্তন ও কৃষ্ণ-সংকীর্তন-বিরোধ) আ ১৪৮২-৮৪, (ত্রিগুণ-ভাজিত জীবের আপনাকে 'মায়াদীপ বিষ্ণু' বলিয়া প্রচার অত্যন্ত পাবণতার পরিচয়) আ ১৪৮৫, (রাঢ়-দেশের 'গোপাল'-অভিমানী বিপ্রা-ধমকে গ্রহকারের 'ব্রহ্মদৈত্য', 'রাঙ্গদ' ও 'শৃগাল' বলিয়া উক্তি) আ ১৪৮৬-৮৭, (প্রভুর কল-ব্যতীত প্রাকৃত জীব-বা জড়ে ঈশ্বর-বুদ্ধি-কারীর সারকিৎ) আ ১৪৮৮, (গ্রহকারের গৌরকৃষ্ণের সর্বোৎকৃষ্ট-সম্বন্ধে সনির্দ্বন্দ্ব প্রতিজ্ঞা) আ ১৪৮৯, অলম্বজ্ঞান-শু-নাথ গৌরাজ-প্রিয়ারি আ ১৪৮৯, (গৌরনারীভাস ও গৌরভক্তের মহিমা, জ্ঞানী বর্জন পূর্বক গৌর-

ভক্তনার্থ গ্রহকারের সকলকে উপদেশ দান) আ ১৪৯০-৯১, (পূর্ববঙ্গে প্রভুর বিজ্ঞা-বিশ্বাস-লীলা) আ ১৪৯২ ও ৯৮, **ঐবৈকুণ্ঠনাথ গৌরচন্দ্র** আ ১৪৯২, **বৈকুণ্ঠের পতি** আ ১৪৯৮, (পদ্মাতটে প্রভুর অধ্যাপন ও ভ্রমণ, অগণিত ছাত্র-সংখ্যা, পূর্ববঙ্গবাসীর অধ্যয়নার্থ প্রভু-সমীপে আগমন, প্রভু-রূপার ছইমাসের মধ্যেই বিদ্যার অধিকার লাভ, পদবী-লাভানন্তর বহু-ছাত্রের গৃহে গমন ও অজ্ঞাত অসংখ্য ছাত্রের আগমন) আ ১৪৯৩-৯৭, (ঈশ্বর-বিরহে লক্ষ্মীদেবীর মনোঃপ্ৰাণ, স্বপ্ন-দেবীর শুশ্রূষা ও আহার-দ্রব্য, সর্বযাত্রা ক্রন্দন, সর্বকণ অঐর্ষ্যা, তগবদ্বিরহ-সহনে অসামর্থ্য হেতু তক্তরণে গমনেচ্ছা ও স্বপ্নবিবরণ) আ ১৪৯৮-১০৫, (একাকিনী শচীমাতা বা পাশাণ-বিভ্রাতি ক্রন্দন) আ ১৪৯৯-১০৬, (মহাপ্রভুর পূর্ববঙ্গ হইতে স্বভবনে আগমনেচ্ছা, পূর্ববঙ্গবাসীর প্রভুকে বধাসাধ্য উপায়ন-প্রদান, প্রদধান উপায়নদাতৃ-গণের প্রতি রূপা পূর্বক প্রভুর তৎ-সমুদয় প্রতিগ্রহ ও সকলের নিকট বিদায় লইয়া স্ব-ভবনে যাত্রা) আ ১৪৯৯-১১৪, (প্রভু-সঙ্গে বহুছাত্রের নবমীপযাত্রা) আ ১৪৯৯, (নারায়ণী ভগ্ননমিষের বৃত্তান্ত :— সাধনাদান-তববিৎ আচার্যের সাক্ষাৎকারাতাব-হেতু মিশ্রের সংশয়, নিমাইঈশ্বর মণিরাও সাধনাদান-ব্যতীত বধ্যভাব, একদিন নিমাই-পণ্ডিতের হায়েন নবনার্থ আদেশ ও নিমাইর তৎ-কথন এবং অন্তর্ধান, মিশ্রের প্রভুসহ নিমনার্থ প্রদান,

পত্রিকাতে শিখরেষ্টি ৫ প্রকৃষ্টমণ্ডপে
আগমন, প্রণাম, করবোড়ে অবস্থিতি,
সদৈশে কাকুতি, কৃপা-ভিকা ও সাধা-
সাধন-তত্ত্ব জিজ্ঞাসা) আ ১৪১১৬-
১৩০, অন্ন-নারায়ণ আ ১৪১২০,
(বিপ্রের বিষয়স্বথে অনিচ্ছা ও চিত্ত-
প্রসাদ-প্রার্থনার তুষ্টি হইয়া মহাপ্রভুর
বিপ্রের কৃপাভাজনেচ্ছা মূলক ভাগ্যের
প্রশংসা, বিপ্রকে শ্রীভগবানের
স্বভজন-বিভজনার্থ যুগে যুগে অবতরণ
ও যুগধর্ম-সংস্থাপন, কতিয়ুগধর্ম নাম-
সংকীর্তন, নামকীর্তন ব্যতীত অত্যাধি
অভিষেদের অকর্মণ্যতা, সংখ্যাত:
ও অসংখ্যাত: নামকীর্তনকারীর
মাহাত্ম্য বেদশুদ্ধ, নিকপটে
কীর্তনাখ্য ভক্তিসংযোগে কৃপার্যাকের
মহাভাগ্য, কৃপানামই যুগপৎ সাধন ও
সাধা, নাম ব্যতীত গত্যন্তরাতাব,
মহামন্ত্র কি, 'নাম' বলিতে মহামন্ত্রই
উদ্ভিষ্ট, নাম-সাধন-ব্যাট ভাব ও
পেমরূপ সিদ্ধিলাভ" ইত্যাদি উপদেশ-
প্রদান) আ ১৪১৩১-১৪৭, (প্রভুর
শিক্ষামৃতপানে বিপ্রের প্রভুসদে
অবস্থান-প্রার্থনা, প্রভুর বিপ্রকে কালী-
গমনাদেশ এবং তথায় সাক্ষাৎকার ও
জ্ঞাপদেশ-প্রদানাদীকার, বিপ্রকে
আলিঙ্গন, বিপ্রের মূলক ও পরমানন্দ-
লাভ, বিদায়-সময়ে বিপ্রের প্রভুকে
বস্তুভাঙ-কথন, প্রভুর নিজস্বরাবতার-
রহস্য সাধারণ্যে প্রকাশ করিতে বিপ্র-
প্রতি নিবেদন) আ ১৪১৪৮-১৫৫,
বৈকুণ্ঠ-মায়িক আ ১৪১৫২, (প্রভুর
ভক্তজন-সহে পূর্ববদ হইতে বস্তুহে
প্রত্যাবর্তন) আ ১৪১৫৬, (পূর্ববদ
হইতে প্রভুর অর্ধ-যুক্তি-সহ প্রভুর দণ্ডায়
বস্তুহে আলম) আ-১৪১৫৭, (প্রভুর

জননীকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও অর্ধযুক্তি-
সমূহ তৎ-সমীপে প্রদান পূর্বক শিখা-
গণ-সহ গঙ্গারানে গমন) আ ১৪১৫৮-
১৫৯, (শচী-মাতার লক্ষ্মীবিবাহজন্য
কাতরভাষণে ও রক্তনোদ্যোগ) আ ১৪১
১৬০, (শিখ্য প্রভুর লোকশিক্ষার্থ
গঙ্গা-প্রণাম, স্নান ও গঙ্গা-দর্শনান্তে
গৃহে প্রত্যাবর্তন, সাংস্কৃত-সমাপনান্তে
প্রভুর ভোজন ও ভোজনান্তে বিষ্ণু-
মন্দিরে উপবেশন, আগবর্ণের প্রভুকে
পরিবেষ্টন, তাঁহাদের সহিত পূর্ববদে
কুর্স্তিলীয়ার স্তায় সহর্ষে আলাপ, পূর্ব-
বদবাসীর কথা ও হুরেব বহস্য-পূর্বক
অমুকরণ) আ ১৪১৬১-১৬৭, বৈকুণ্ঠ-
নাথ আ ১৪১৬৪, (আনন্দ-মধ্যে
নিরানন্দোদয়-সম্ভাবনার প্রভু-সকাশে
সকলের লক্ষ্মীবিজয়-সংবাদ গোপন
ও স্ব-স্ব-গুণে গমন) আ ১৪১৬৮-
১৬৯, (প্রভুর ভাষন-চর্চণ-মুখে কৌতুক-
রহস্যপ্রকাশ) আ ১৪১৭০, (পুত্রের
মনঃকষ্ট-ভরে শচীদেবার দূরে অবস্থান,
প্রভুর মাতৃসমীপে গমন, মাতার
হৃৎপের ও ঔদাসীন্তের কারণ জিজ্ঞাসা)
আ ১৪১৭১-১৭৫, (প্রভুর কথা-শ্রবণে
শচীমাতার মৌনভাবে অবনত মুখে
জ্ঞান) আ ১৪১৭৬, (প্রভুর মাতৃ-
সমীপে লক্ষ্মীদেবীর-তিরোজ্জ্বল-বার্তা-
শ্রবণোত্তর) আ ১৪১৭৭, (লক্ষ্মী-
বিজয়-শ্রবণ, অমুবিরহে পৌরনারায়ণের
মৌনতাব, শ্রবণত: লোকসমূহকে
কিছু হঃ-প্রকাশ, প্রভুর কৌমোহ-
বশত: পতিপুত্রাদিতে 'অহং' বৃদ্ধি,
ভবিতব্যের স্বপত্তনীয়ক, কালের
অপ্রতিহত বেগ, সংসারের স্নানিত্যতা,
সংযোগ ও বিরোধাদির ঈশ্বরেচ্ছা-
বিনয়, ঈশ্বরেচ্ছা অনুবর্তনেই হঃ-ব-

নিবৃতি, পতি বর্তমানে পত্নীর গঙ্গা-
প্রাণি সৌভাগ্য-পরিচয়াদি তত্ত্বকথা
বর্ণন পূর্বক মাতাকে সাহসনা প্রদান)
আ ১৪১৭৮-১৮৭, (মাতাকে প্রবেশ-
নান্তে প্রভুর স্বকাঁধে আশ্রয়লাগ)
আ ১৪১৮৮, (প্রভুর ভক্তসহে সন্তে
সকলের সর্বস্ব-বিমোচন) আ ১৪১
১৮৯, (গৌরহরির নবমীপে বিদ্যা-
বিলাস) আ ১৭১২০ বৈকুণ্ঠ-মায়িক
গৌর-হরির আ ১৪১২০, (গৌরকথা-
শ্রবণে ভক্তাদয়) আ ১৫১২, (প্রভুর
গৃহ বিদ্যাবিলাস-লীলা) আ ১৫১৩,
মহাপ্রভু আ ১৫১৩, (লোকনিকক
প্রভুর উৎকালে সক্ষা-বন্দনাদি ও
জননীকে প্রণামান্তে অধ্যাপনলীলা)
আ ১৫১৪, (মুক্তসঙ্গের চণ্ডীমত্রে
প্রভুর অধ্যাপনা) আ ১৫১৬-৭, (সনা-
তনধর্মসংস্থাপক প্রভুর তিলকশুদ্ধ
ললাট দর্শনে শিখ্যগণকে তিরস্কার ও
তিলক ব্যতীত ব্রাহ্মণের সক্ষা-বন্দনাদি
নিত্যকৃত্যের ব্যর্থতা বর্ণন এবং শিখ্য-
গণকে যদ্যবিদিতিলক ধারণ পূর্বক
সক্ষা-বন্দনাদি সমাপনান্তে অধ্যয়নার্থ
আগমনোপদেশ) আ ১৫১৮-১৮, (প্রভুর
ব্রাহ্মণ ছাত্রগণের স্বধর্ম-পরায়ণতা)
আ ১৫১৯, (প্রভুর নানাভাবে সকলের
দোষোদ্ঘাটন) আ ১৫১৯৬, (মদীয়া-
নাগরীবাদ নিরসন; পরজীর
প্রতি প্রভুর ব্যবহার) আ ১৫১৯৭,
(বৈষ্ণবগণ ও পূর্ববদবাসি-সহ প্রভুর
নানা কৌতুক) আ ১৫১৯৮-২৭,
(গৌর- (মদীয়া)-নাগরীবাদ-
নিরসন—বিপ্রগণের পৌরনীলার
পৌরস্বয়কে 'নাগর' বলিয়া ভব তত্ত্ব-
বিস্তার) আ ১৫১৯৮-৩১, (মুক্তসঙ্গ-
রন্ধিরে শিখ্যগণ-বৈষ্টি প্রভুর বিভা-

বিশাস, কোন শিষ্যের প্রভুশিরে বিষ্ণু-
তৈল প্রদান ও প্রভুর শাস্তব্যাখ্যা,
বিশ্রামার্থে অধ্যাপনাস্থে গঙ্গানানে
গমন, প্রত্যহ অর্ধরাত্র-পর্যন্ত পাঠা-
লোচনা) আ ১৫১৩২-৩৬, বৈকুণ্ঠ-
মায়িক আ ১৫১৩২, (প্রভুস্থানে বর্ষাবধি
পাঠ-কলেই পাণ্ডিত্য-খ্যাতি লাভ) আ ১৫১৩৭, (প্রভুর বিবাহ-অষ্ট শতী-
মাতার চিত্তা, ত্রিসনাতনমিশ্রকল্পা বিষ্ণু-
প্রিয়াকে পুত্রবধূরূপে বরণেচ্ছা, ঘটক
কালীনাম পণ্ডিতকে সম্বন্ধ সংঘটনার্থ
নিয়োগ, কালীনামের মিশ্র-স্থানে গমন
ও কার্যসিদ্ধি, প্রভুর বিবাহ-সংবাদ-
শ্রবণে শিষ্যগণের হর্ষ, প্রভুপ্রিয় বুদ্ধি-
মন্ত ঋণের যাবতীয় উদ্ধারব্যয়বহনাকী
কার, মুকুন্দসঙ্গেরও আংশিক ভাবে
ব্যয়-বহনাব্য গ্রহণ-প্রকাশ, বুদ্ধি-
মন্ত ঋণের মহাসমারোহেব সহিত
প্রভুবিবাহ-সম্পাদনাকীকার) আ ১৫১
৩৮-৭২, বিশ্বস্তুর পণ্ডিত আ ১৫১
৫৭, (দ্বারকেশদম্পতিই এই যুগে
গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া) আ ১৫১৫৯, বিশ্ব-
স্তুর পণ্ডিত আ ১৫১৬৩, (অধি-
বাসদিন নির্ধারণ) আ ১৫১৭৩, (অধি-
বাসদিনে বিবাহ-স্থানে মঙ্গল-সজ্জা ও
আলিপন, বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণকে
নিমন্ত্রণ, নিমন্ত্রণ-রীতি, অপরাহ্নে বাদ-
কের বিবিধধ্বজে মঙ্গলবাদন, ভাট-
গণের স্বায়ংবার পাঠ, সখবাগণের হলু-
দধি, বিশ্রামার্থে বেদধ্বনি, প্রভুর
সত্য উপবেশন, চতুর্দিকে বিশ্রামার্থে
উপবেশন, আমন্ত্রিত বিশ্রামার্থে অত্যা-
র্থনা-রীতি, নদীরার বিশ্রামার্থে, পুষ্ক-
বিশ্রাম আচরণ, বিশ্রামার্থে প্রভুর
উদার আদেশ, শ্রীশৈব-সম্প্রদায়ের ছবি-
জেরভাবে মালাদি উপকরণ রূপে

বীয় আরাধ্য-সেবা, বিতরিত দ্রব্যাদি-
বাতীত ভূপতিত দ্রব্যাদি-বারাই
সাধারণ লোকের বহু-বিবাহ-ব্যয়-
নির্বাহ-যোগ্যতা, সকলেরই প্রভুর
অভূতপূর্ব অধিবাস-বাসর-জ্ঞতি ও
যুক্তহস্তে মালাদি-বিতরণ-প্রদর্শন) আ ১৫১৭৪-১০০, দ্বিজেন্দ্রকুলমণি
আ ১৫১৮২, (গীতবাহু, মাস্তুলিক
দ্রব্যাদি ও আত্মীয় স্বজন-সহ কস্তা-
পিতার পাণ্ড-গৃহে আগমন ও স্তম্ভ-
গন্ধারিবাসকৃত্য সমাপনাস্থে স্বগৃহে
প্রত্যাবর্তন, বরণপক্ষীয়গণেরও কস্তা-
গৃহে গিয়া অধিবাসোৎসব সম্পাদন) আ ১৫১০১-১০৭, (উভয় পক্ষীয়ের
বৈদিকচারাস্থে লৌকিকচার-সম্পা-
দন) আ ১৫১০৮, (স্তম্ভবিবাহ-
বাসরে ব্রাহ্মমূর্ত্তে প্রভুর গঙ্গানানাস্থে
বিষ্ণুপূজা) আ ১৫১০৯, গৌরচন্দ্র-
ভগবান্ আ ১৫১০৯, (প্রভুর
নান্দীমূর্ত্তকর্ম বা বুদ্ধিশ্রদ্ধ-লীলাভিনয়)
আ ১৫১১০, (গৃহের সর্বত্র মাস্তুলিক
দ্রব্য-সংরক্ষণ, বাস্তবীকৃত ও অয়ধ্বনি)
আ ১৫১১১-১১৩, (সাধ্বীগণ-সহ-
শতীমাতার গঙ্গাপূজা, যক্ষীপূজা, খই,
কলা, তৈল, ভাঙ্গুল, সিলুয়াদি-দ্বারা
সাধ্বীগণের সম্ভোগবিধানাদি লৌকা-
চার-সম্পাদন) আ ১৫১১৪ ১১৭,
(ঈশ্বর-প্রত্যয়ে দ্রব্যের অন্তর্য, শতীরও
যুক্ত-হস্তে তদ্বিতরণ) আ ১৫১১৮,
(সখবাগণের-অভীষ্ট-পূরণ) আ ১৫১
১১৯, (পাণ্ড-গৃহের ভাঙ্গুল কস্তাগৃহেও
বিষ্ণুপ্রিয়া-জননীর বিবিধ মাস্তুলিক
অঙ্গঠান সম্পাদন) আ ১৫১২০, (রাজ-
পণ্ডিতের কস্তাসম্প্রদানে আনন্দাতি-
শয্যা) আ ১৫১২১, (বিবাহের পূর্বে
বর্ষাশ্রয় আংশিককৃত্যসমাপনাস্থে

প্রভুর বিষ্ণু অবকাশ-লাভ) আ ১৫১
১২২, (বিশ্রামার্থে অশন-বসন-বারা
যথোচিত মানদান ও সম্ভোগ) আ
১৫১২৩-১২৪, (বিশ্রামার্থে প্রভুকে
আশীর্বাদাস্থে মধ্যাহ্ন-ভোজনাব্য গৃহে
গমন) আ ১৫১২৫, (অপরাহ্নে
যথোচিত বেশে প্রভুর ভূষণ-সম্পাদন)
আ ১৫১২৬, (প্রভুর বেশভূষা-বর্ণন,
প্রভুর ভূবনমোহন রূপ-দর্শনে সকলের
মোহ ও আত্মবিস্মৃতি) আ ১৫১২৭-
১৩৪, (সর্বজনবর্ষা-ভ্রমণাস্থে গোধূলি-
কালে কস্তাগৃহে উপস্থিতি-মানসে
প্রহরেকপূর্বেই শুভ-বিজয়োত্তোগ) আ
১৫১৩৫-১৩৬, (বুদ্ধিমন্ত্যন্যের বর-
দোলানয়ন, তৎকালে বাস্তবীকৃতধ্বনি,
বেদপাঠ, ভট্ট-গণের জ্ঞতি-পাঠাদিতে
সর্বত্র আনন্দ-কোলাহল, প্রভুর মাতৃ-
প্রদক্ষিণ ও বিশ্রামার্থে দোলারো-
হণ, চতুর্দিকে মঙ্গলধ্বনি) আ ১৫১৩৭-
১৪২, গৌরানন্দমহাশয় আ ১৫১৪১,
(গঙ্গাতীর দিয়া বর-যাত্রা, শোভাযাত্রার
বিশেষবিবরণ, বরণযাত্রাগণের গঙ্গা-
তীরে গীত-নৃত্য-বাহু ও গঙ্গা-প্রণা-
মাস্থে নববর্ষা-ভ্রমণ) আ ১৫১৪৩-
১৫৩, (অভূতপূর্ব বরণযাত্রা-শোভা ও
বরণযাত্রী প্রভুর দর্শনলাভে সকলেরই
মহানন্দ, কেবল প্রভুকে জামাতরূপে
অপ্রাপ্তিতে হৃদয়হিতক পিতৃগণেরই
কোভ) আ ১৫১৫৪-১৫৮, (শ্রীগৌর-
নারায়ণের বরণবেশ-দর্শন-সৌভাগ্যবস্ত
নদীরাবাসীর চরণে গ্রহকারের প্রণাম)
আ ১৫১৫৯, (প্রভুর সর্বজনবর্ষা-
ভ্রমণ ও গোধূলি-সময়ে কস্তা-গৃহে
আগমন) আ ১৫১৬০-১৬১, (মহা-
হলুধ্বনি ও উভয়পক্ষীয় বাদকগণের
গম্পার ক্রীড়া হইয়া বাদন) আ ১৫

১৬২, (শ্রীনাথন মিশ্রের বরকে অভ্যর্থনা, বররূপ দর্শনে মিশ্রের বহিঃ-
স্থিতি-লোপ, বরপূজাব্যাপার জামাত-
বরণ, স্বল্পদেবীও জামাতবরণ,
জামাতার মৃত্যুে ধাতুধর্মদান ও
সন্তুষ্টপ্রদীপে অরতি এবং খই, কড়ি
ফেলিয়া হনুধনি প্রকৃতি যাবতীয়
লোকাচার-সম্পাদন) আ ১৫১১৩-
১৬২, (নানা ভূষণে ভূষিতা আসনাক্রম
মহালক্ষ্মীকে বিবাহস্থলে আনয়ন, প্রভৃৎ
আপ্তগণের আসনাক্রম প্রভৃৎ ও
উত্তোলন, লোকাচারানুসারে অস্ত্র-
পটের বাহিরে মহালক্ষ্মীর প্রভৃৎ
সন্তবার প্রদক্ষিণান্তে প্রণাম, জী-
আচার ও বাদন, নরনারী মঙ্গলধ্বনি,
সর্বের আনন্দ-সমাবেশ) আ ১৫১১৭০-
১৭৫, (জগন্মাতা লক্ষ্মীর প্রভৃৎ
পুষ্পমালা-প্রদান ও আত্মনিবেদন,
গৌরনারায়ণেরও মহালক্ষ্মীর গলদেশে
মালা-প্রত্যর্পণ) আ ১৫১১৭৬-১৭৭,
(ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর পরস্পরের প্রতি
পুষ্পনিক্ষেপ) আ ১৫১১৭৮, (ব্রহ্মদি
দেবগণের অলঙ্কিতরূপে পুষ্পবৃষ্টি,
লক্ষ্মীগণ ও প্রভৃৎগণের পরস্পর প্রণয়-
জিগীষা, জয়-পরাজয়রূপ প্রণয়-বৈচিত্র্য,
তদধর্মে প্রভুর হস্ত, তাহাতে সকলের
মহাস্থ) আ ১৫১১৭৯-১৮২, (শ্রীমুখ-
চন্দ্রিকা বা শুভদৃষ্টিকালে মশালাদি
প্রজ্জ্বলন ও তুমুলবাৎসল্যনি, শ্রীমুখ-
চন্দ্রিকাতে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর উপবেশন)
আ ১৫১১৮০-১৮২, (সনাতন মিশ্রের
কভাসম্পাদনারম্ভ, যথাবিধি সঙ্কল্পমহ-
পাঠ, শ্রীগৌর-প্রীত্যর্থে মহালক্ষ্মী-
সম্প্রদান, বজ্র-জামাতাকে বৌদ্ধকলান,
প্রভুর বামপার্শ্বে লক্ষ্মীকে বসাইয়া
কুশলিকা ও দান-ধোমাদি বৈদিক ও

মৌকিকাচার সম্পাদন; গৌর-বিষ্ণু-
প্রিয়ার অবস্থান-হেতু বৈকুণ্ঠধাম
সনাতন-স্তবনে ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর
ভোজন লীলা, ঈশ্বর-দম্পতির বাস-
গৃহে পুষ্পমালা, মগোজী রাজপণ্ডিতের
আনন্দ, রাজপণ্ডিতের নয়জিৎ, জনক,
ভীষ্ম ও দ্রোণাবানের দোভাগ্য-লাভ,
রাজি-প্রভাতে অস্ত্রাস্ত্র লোকাচার-
সম্পাদন) আ ১৫১১৮৬-১৯৭, (অপরাজে
ঈশ্বর-দম্পতির শচী-গৃহে যাত্রা, বাজ-
গীত-অধ্বনি, বিপ্র-গণের আশীর্বাদ,
বাত্মমঙ্গল পাঠ, পরস্পর জিগীষ
বাত্তকার্যগণের বিবিধ বাস্তবাদন,
যথোচিত অভিবাদনান্তে বিষ্ণুপ্রিয়া-
সহ প্রভুব শিবিকাগোষ্ঠণ, হরিশ্চন্দ্রনি
পূর্বক সকলের গৌরসঙ্গে গৌবগৃহে
যাত্রা, পশ্চিমগো বর-কভা-দর্শনে নর-
নারী সকলেরই দত্তবাদ জ্ঞাপন,
ভাগ্যবতীনারীগণের বিবিধ উপমা-
বর্ণন) আ ১৫১১৯৮-২০৮, (গ্রন্থকাব-
কর্তৃক অপ্রাকৃত ঈশ্বর-দম্পতির
দোভাগ্য-প্রশংসা, লক্ষ্মী-নারায়ণের
মঙ্গল দৃষ্টিপাতে নবদীপের সর্বত্র
শুভোদয়) আ ১৫১২০৯-২১০, (গীত-
বাত্তাদি সহ মগনন্দে সকলের পণাতি-
ক্রম, ততঃপর শুভকণ্ঠে শুভলয়ে বদ-
বধুর গৃহ-প্রবেশ, শচীমাতার দাক্ষীগণ-
সঙ্গে নববধু বরণ, গৌর বিষ্ণুপ্রিয়ার
আগমনে সর্বত্র অধ্বনিধ্বন, গৌরগৃহে
অনির্কচনীর আনন্দ-কোলাহল) আ
১৫১২১১-২১৫, (গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া-বিলন
দর্শনকারীর সঙ্গো-মুক্তি লাভ ও
বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি, 'দয়াদর' 'দীননাথ'
প্রভুর জীবপ্রতি রূপাঙ্গুর স্বীয়
উদ্বাহলীলাদর্শন-সুখ-প্রদান) আ ১৫
২১৬-২১৭, (লীলাধর্মকে বস্ত্র-দন-

বচন-ধারা প্রভুর দয়া-বিতরণ, আশ্রয়-
স্থান ও বিশ্রামগণকে বস্ত্রদান, বুদ্ধিমত্ত
ধানক আনিদান দান ও তীহার
আনন্দ) আ ১৫১২১৮-২২০, (বিষ্ণু-
তত্ত্বের যাবতীয় লীলাই শ্রুতি-কীর্তিত
নিত্য ও অনন্তকালে অবর্ণনীয়) আ
১৫১২২১-২২২, (শ্রীকৃষ্ণ-নিত্যা-
নন্দর আজ্ঞা-রূপা-কলেই গ্রন্থকারের
ভগবদ্ভাগ্য দিগদর্শন, ভগবদ্ভাগ্য-
প্রাণ ও শ্রুতেন্দ্রের ফল গৌরকৃষ্ণদাত-
লাভ) আ ১৫১২২৩-২২৪, (লক্ষ্মীকান্ত
আ ১৬১, (ভক্ত-গোষ্ঠী-সহিত গৌর-
অধ্বনি, শ্রীচৈতন্য-কথা-শ্রবণেই শুভা
ভক্তির উদয়) আ ১৬৩, (আদিখণ্ডে
গৌরের প্রজ্জ্বলবিহারলীলা) আ ১৬৪
৪, বৈকুণ্ঠমায়িক আ ১৬৫, (বৈধ
গৃহস্থগণের আদর্শ-রূপে প্রভুর নবদীপে
নিজাবিলাস-লীলা) আ ১৬৫, (শ্রোম-
ভক্তিপ্রকাশরূপ স্বীয় অবতার-হেতু
তখনও সঙ্গোপন) আ ১৬৬, (তৎ-
কালীন জগতেও হৃদশা,—"সুয়ার্থ-
শুভ, জড়বিষয়াসক্ত, গীতা-ভাগবতাদির
অধ্যয়ন-অধ্যাপনা-সঙ্গে গ্রন্থকারত-
কৃষ্ণসংকীর্ণ-বিমুখতা, শুভগণের
সংকীর্ণ-বিরোধ ও নানা বিজ্ঞপোক্তি,
স্ব-সমাধিবাদমূলা ধারণার আশ্রয়ন)
আ ১৬৭-১৭, (শুভগণের মনোহরণ,
বাক্যলাপ করিবারও লোকাচার)
আ ১৬৮, (ভক্তিহীন জগদধর্মে
শুভগণের কৃষ্ণসমীপে হৃৎনিবেদন)
আ ১৬৯, (শুভভক্তির সূর্যবিগ্রহ
ঠাকুরদ্বিগণের নবদীপে আগমন,
হরিশ্চন্দ্র ঠাকুরের হরিষা বর্ণন —
বৃচন হইতে কুণ্ডলা, কুণ্ডলা হইতে
শক্তিপুরে অষ্টোত্তাশ্রী-সহ বিলন,
কাজীর অবিচার, বাইশবাণীয়ে বেজা-

যাত প্রকৃতি নির্ধাতন, হরিদাসের
ঐশ্বর্য-দর্শনে যবনরাজের বিষয়
ও অবশ্যে নামগ্রহণে আজ্ঞাদান,
ফুলিয়ার গুহামধ্যে প্রত্যহ তিনলক্ষ
নাম-গ্রহণ, গুহাহ মহানাগ-বৃত্তান্ত,
চন্দ্রবিশ্বের অমুকরণচেষ্টা ও হরিনদী
গ্রামের উচ্চকীর্তনবিরোধী ব্রাহ্মণজন্মের
জগতি প্রকৃতি) আ ১৩১৬-১১৬,
গৌরচন্দ্র-ভগবান্ আ ১৬৩১৫;
শ্রীগৌরসুন্দর মহেশ্বর আ ১৭১১,
(গ্রন্থকারের প্রভুর গয়াযাত্রা-প্রসঙ্গ-
বর্ণনারস্ত) আ ১৭৩, শ্রীবৈকুণ্ঠ-
মাধব আ ১৭১৪, (অধ্যাপকশিরোমণি
রূপে গৌরনারায়ণের নবদ্বীপে বিজ্ঞা-
বিলাস) আ ১৭১৪, (নবদ্বীপের তাত্-
কালিক অবস্থা বর্ণন ও গৌরকীর্তন-
বিরোধি পাণ্ডিত্যের বুদ্ধি) আ ১৭১৫,
(গোবিন্দ অধরসমত্তা-দর্শনে ভক্ত-
সংগে বৃত্ত) আ ১৭১৬, (বিজ্ঞাবিলা-
সভিনিবেশলীলায় প্রভুর বভল্লভঃ-
দর্শন ও বভল্লভগপ্রতি পাণ্ডিত্যগণের
অবস্থা নির্ধাতন-প্রবণ) আ ১৭১৭-১৮,
(ইচ্ছাময় প্রভুর স্বপ্রকাশেচ্ছা, স্তব-
পুর্বে, গয়া-গমন ও দর্শনেচ্ছা) আ
১৭১৯-২০, শ্রীগৌরসুন্দর-ভগবান্
আ ১৭১৯, (লোকবন্ধনার্থ পিতৃ-
শ্রাদ্ধাদিলৌকিক লীলাভিনয়ান্তে প্রভুর
সশিষ্ট গয়াযাত্রা) আ ১৭১১,
(সর্বদোষ-পটীমাতার আজ্ঞা-গ্রহণ)
আ ১৭১২, (বহু অতীতকৈ তীর্থীভূত
করিয়া গয়াতীর্থকৈ পবিত্রীকরণ-
মানসে প্রভুর গয়াযাত্রা) আ ১৭১৩, (ধর্ম-
কথা ও নানা কথাবার্ত্তানকৈ প্রভুর
মন্যারে আগমন) আ ১৭১৪, (মন্দির-
পূর্বভোগনি ভ্রমণ ও মনুস্মরণ-দর্শন)
আ ১৭১৫, (প্রভুর জ্ঞানযোগ-হল-

প্রদর্শন ও শিষ্টগণের চিত্ত) আ
১৭১৬-১৮, বৈকুণ্ঠদেবতার আ ১৭১৭,
(ঐচ্ছিকিংদা-সম্বন্ধে প্রভুর আরোগ্যা-
ভাব লীলা) আ ১৭১৯, (নিজভক্ত-
বিপ্র-মাহাত্ম্যপ্রচারার্থ বিপ্রপাদো-
দক-পান ও আরোগ্যা-লাভ লীলা)
আ ১৭২০-২২, (অচ্যুতায় বিপ্র-
মাহাত্ম্য-প্রচারই শ্রীভগবানের স্বভাব,
ভক্তবৎসল ভগবান্ বহু বিজিত হইয়া ও
ভক্তজয় বর্দ্ধনকারী) আ ১৭২০-২৬,
(সর্বজ্ঞ সর্বক ভগবৎ পাদপদ্ম-
পরিভাগে ভক্তের অসামর্থ্য) আ ১৭
২৭, (প্রভুর জরভ্যাগান্তে পুন পুন
তীর্থে আগমন) আ ১৭২৮, (মান ও
পিতৃতর্পণলীলাভিনয়ান্তে প্রভুর গয়া-
প্রবেশ ও ধাম-নমস্কারলীলা) আ ১৭
২৯-৩০, (ব্রহ্মকৃপে মান ও পিতৃতর্পণ-
লীলা) আ ১৭৩১, (প্রভুর চক্রবেড়া-
ভাস্তরে আগমন ও গদাধরপাদপদ্ম-
দর্শন, বিপ্রগণ-মুখে পাদ-পদ্ম-মাহাত্ম্য-
প্রবণে প্রভুর প্রেমাবেশ) আ ১৭৩২-
৪৩, (প্রভূতব সৌভাগ্য-ফলেই প্রভুর
আশ্রয়ের ভাব-প্রকাশলীলা-
রস্ত) আ ১৭৪৪-৪৫, (প্রভু-ইচ্ছায়
ঈশ্বপুত্রী তথায় আগমন ও প্রভু-সহ
মিলন, প্রভুর পুরীপ্রতি মধ্যাদা-
প্রদর্শন, পুরীপাদেও প্রভুকে প্রেমা-
লিঙ্গন) আ ১৭৪৬-৪৮, (উভয়েই
উভয়ে প্রেমাক্রান্ত) আ ১৭৪৯,
(প্রভুর সঙ্গীতদলভ রূপ তীর্থ-যাত্রাকল
শিক্ষা-প্রদানার্থ পুরীপাদে মাহাত্ম্য-
কীর্তন) আ ১৭৫০, (বাহার উদ্দেশ্যে
পিও দেওরা হয়, তাহারই উদ্ধার হয়,
কিন্তু ভগবৎসেবা-বিগ্রহ-দর্শনমাত্রই
স্বাভাবীয় পিতৃপুত্রের উদ্ধার-লাভ)
আ ১৭৫১-৫২, (ভক্ত-তীর্থেও

তীর্থস্বরূপ) আ ১৭৫৩, (মহাপ্রভুর
লৌকিকার্থ নিজসেবক পুরী-পাদ-
স্থানে দীক্ষা-প্রার্থনালীলাভিনয়) আ
১৭৫৪, (ভক্তপাদপদ্মে-আশ্রয়মর্পণ
পূর্বক কৃষ্ণপাদপদ্ম-সেবা-প্রার্থনাই যে
দীক্ষা-গ্রহণ, তবিশেষে নিজচরণ-যারা
প্রভুর শিক্ষাদান) আ ১৭৫৪-৫৫,
(প্রভুকে ঈশ্বরজ্ঞানে পুরীপাদে স্বতি,
স্বপ্নবৃত্তান্ত কথন, প্রভু-দর্শনে পুরী-
পাদে প্রেমানন্দ-বুদ্ধি, নবদ্বীপে প্রভু-
দর্শনাবধি পুরীপাদে সর্বদা ইতর-
বিষয়-বিতৃষ্ণা, পুরীপাদে গৌরদর্শনে
কৃষ্ণদর্শনানন্দ) আ ১৭৫৬-৬১, (পুরী-
পাদে বাক্য-শ্রবণে প্রভুর সর্বৈক্যে
স্বদোভাগ্যাক্রম-জ্ঞাপন) আ ১৭৬২,
(গৌরগুণলীলা ব্যাসরূপী লেখকের
ভবিষ্যতে প্রভু-পুরী-সংবাদবর্ণন-সম্বন্ধে
গ্রন্থকারের ভবিষ্যদ্বাণী) আ ১৭৬৩,
(পুরীপাদে আদেশ-গ্রহণান্তে গয়ার
নানাহানে প্রভুর তীর্থশ্রাদ্ধভট্টান-
লীলাভিনয় প্রদর্শন) আ ১৭৬৪-৬৬,
(প্রভু-দত্ত পিতৃ-ভক্তগণগে গয়া-
ব্রাহ্মণগণের উদ্ধার-লাভ) আ ১৭৭২-
৭৩, (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া পিতৃদান-
লীলা) আ ১৭৭৬, (ব্রহ্মকৃপে তীর্থ-
করণান্তে গয়া-শিরে গদাধরপাদপদ্মে
পিওদান ও পাদপদ্ম-পুরী-লীলা) আ
১৭৭৭-৭৮, মহাপ্রভু আ ১৭৭৭, ৮০
(শ্রাদ্ধাদি-লীলাস্তে বাসায় প্রত্যাগমন,
বিশ্রামান্তে রক্তনোভোগ, রক্তনস্পান-
কালে পুরীপাদে আগমন) আ ১৭
৭৮-৮১, (কৃষ্ণনামকীর্তন-প্রেমোন্মত্ত
পুরীপাদ-দর্শনে প্রভুর সঙ্গমনে নমস্কার-
লীলা, পুরীপাদে উত্তমসময়ে আগমন-
স্বত উদ্ধার-জ্ঞাপন, সর্বৈক্যে প্রভুর
পুরীপাদকে তীর্থপ্রার্থার্থ প্রার্থনা-

জ্ঞাপন, ভগবান ও ভক্তের পরস্পর প্রেম-সংলাপ, প্রভুর যেমন পুরী-প্রীতি, পুরীরও তদ্রূপ প্রভু-প্রীতি, প্রভুর স্বহস্তে পরিবেশন, পুরীর মহা-প্রসাদ সন্ধান, মহাপ্রভুর অলঙ্কিতে গৌরনারায়ণ-নিমিত্ত অঙ্গরক্ষণ, পুরীকে ভিক্ষা করাইয়া পরে নিজের ভিক্ষা-গ্রহণ) আ ১৭৮২-২৪, (পুরীসহ প্রভুর ভোজনলীলা-শ্রবণে কৃষ্ণপ্রেম-লাভ) আ ১৭৯৫, (পুরীগাজে দিব্য-গন্ধ লেপন) আ ১৭৯৬, (পুরীপ্রতি প্রভুপ্রীতি অবর্ণনীয়) আ ১৭৯৭, (প্রভুকর্তৃক গুরুবৈষ্ণবাবির্ভাব-ভূমি-দর্শন, স্তুতি, চিন্তারকোমাড়া-শিক্ষা-দান, প্রভুর কুমারহুটে গমন, বন্দন, স্থানদর্শনে পুরীবিহরে ক্রন্দন ও তৎ-স্থানের চিত্রায় রঞ্জ: লইয়া বহির্কীর্ষে বন্দন, পুরীকল্যাণ ও তদ্রূপ রক্তাক্তে জীবনসংগ্রহ-জ্ঞানে স্তুতি) আ ১৭৯৮-১০২, (প্রভুর পুরীপ্রীতি-নিদর্শন, ভক্ত মাগজ্যবন্ধনে ভগবান্বে সমর্থ) আ ১৭১০০, (প্রভুর পুরীমিলনকেই গয়াবাজার মাফল্য বলিয়া জ্ঞাপন) আ ১৭১০৪, (পুরীস্থানে প্রভুর মন্ত্রলীলা-প্রাধিকার-লীলা, দেব্যপ্রভূপদে সেবক-পুরীর সর্বস্বার্থে তৎপরতা, স্বয়ং ভগ-বান্ প্রভুব লোকশিক্ষার্থ দশানন-মন্ত্র-গ্রহণ-লীলা এবং গুরু-প্রদর্শন, আত্ম-নিবেদন ও কৃষ্ণপ্রেমরূপ গুরু রূপা-প্রাধিকার-লীলা-বাস্তব লোকশিক্ষাদান) আ ১৭১০৫-১০৯, (প্রভুবাক্য-শ্রবণে পুরীর প্রেমোদগম দান, উভয়েই উভয়ের প্রেমাক-সিক্ত) আ ১৭১১০-১১১, (দীক্ষা-গ্রহণস্থলে পুরীপাশকে রূপ করিয়া প্রভুর কিয়-দিন গয়াবাসি) আ ১৭১১২,

(প্রভুর আত্মপ্রকাশের কালোদর, প্রেমভক্তির ক্রমবিকাশ প্রদর্শন) আ ১৭১১৩, (প্রভুর প্রভুর নিজ-ইষ্টে দর্শনকরমন্ত্র-খানলীলা, খানানন্দে বাহ্য-প্রকাশ ও কৃষ্ণবিরহে ব্যাকুল হইয়া ক্রন্দন) আ ১৭১১৪-১১৭, মহাপ্রভু আ ১৭১১৪-১১৫ ও ১৩৭, (পরম-গভীর প্রভুর পরম-অস্থির অবস্থা, ধূমায় ধূমায়, ভুলুঠন, উচ্চস্বরে কৃষ্ণসংবাদন ও ক্রন্দন) আ ১৭১১৮-১২১, (সদ্বি-শিষ্টাঙ্গের প্রভুকে লাঞ্ছনা প্রদান, তাহারদিকে প্রভুর নবদীপ-গমনার্থ অমরোখ ও কৃষ্ণাঘেষণে মণ্ডবি-গমন-সঙ্গর, ছাত্রগণের নানাভাবে লাঞ্ছনা দান, প্রভুর অসহ কৃষ্ণবিরহ-বেদনা-চাকলা, একদিন রাত্রিশেষে অস্ত্রের অজাতসারে প্রভুর মথুরা বাজা এবং ব্যাকুলভাবে কৃষ্ণকে আহ্বান) আ ১৭১২২-১২৮, বৈকুণ্ঠের পতি আ ১৭১২৩, (পশ্চিম-মধ্যে প্রভুর মথুরা-গমন-নিষেধক নৈবদ্য-প্রদান, নৈবদ্যগীর স্তুতি-মুখে প্রভু-তত্ত্ব ও প্রভুর অবতরণ-কারণ নির্দেশ পূর্বক প্রথমে নবদীপে গমন করিয়া পরে মথুরা-গমনার্থ নিবেদন) আ ১৭১২৯-১৩৭, শ্রীবৈকুণ্ঠমাধ আ ১৭১৩০, (আকাশবাণী-শ্রবণে প্রভুর বিরতি ও প্রত্যাবর্তন, প্রেমভক্তি-প্রকাশার্থ প্রভুর গগাত্যাগ ও নবদীপ-বাজা, নবদীপে আগমন পূর্বক প্রভুর প্রেম-ভক্তি-প্রকটন) আ ১৭১৩৮-১৪০, (শ্রীমাদ্রূপের আবির্ভাব হইতে নবদীপ-প্রত্যাবর্তন পৰ্যন্ত সমস্তলীলায়ক আদি খণ্ড) আ ১৭১৪১, (প্রভুর গয়াবাজার-রক্ত-প্রাণে প্রভু-রূপাভ্যাস) আ ১৭১৪২, গৌরচন্দ্রপ্রভু, আ

১৭১৪২, (কৃষ্ণকথা-শ্রবণেই কৃষ্ণ-রূপাভ্যাস) আ ১৭১৪৩, (শ্রীনিত্যা-নন্দের গৌরলীলাস্বর্ণার্থ গ্রহকার-জন্মে প্রেরণা, নিত্যানন্দাঙ্গুগতোই গৌরচরিত-বর্ণন-চেষ্টা) আ ১৭১৪৪-১৪৫, (কৃষ্ণ ও কাঠপুতলির দৃষ্টান্ত, গ্রহকারের প্রভুকে যত্নী ও আপনাকে বহুজ্ঞান) আ ১৭১৪৬, (গৌরচরণ অনাদি অনন্ত, গ্রহকারের সর্বদেহে কথঞ্চিদ্রূপে ভগবর্ণন-প্রচেষ্টা, অনন্ত আকাশে পক্ষীর স্বানমধ্যাহ্ন্যামী উড্ডয়নের জায় গ্রহকারের গৌর-কীৰ্ত্তন-প্রচেষ্টা) আ ১৭১৪৭-১৫০, (গ্রহকারের বৈষ্ণব-বন্দনা, নিত্যানন্দ-চরণ শ্রমে গৌররূপাধাৰ্ণা, নিত্যা-নন্দ-তত্ত্বাবধানে যিনি বাহাই সিদ্ধান্ত করুন না কেন, নিত্যানন্দ-চরণই তাহার সর্বস্ব) আ ১৭১৫১-১৫৭, প্রভুর প্রভু গৌরচন্দ্র আ ১৭১৫৩, (নিত্যানন্দ-নিবন্ধকে গুরু-স্বর্ণ-বারা চৈতন্যোদ্বোধকরণরূপ রূপা) আ ১৭১৫৮, (গুরু-নিত্যানন্দ-অঙ্গু-গতোই গৌররূপা-প্রাধিকার) আ ১৭১৫৯, (আনিবেশের কলঙ্কিত) আ ১৭১৬০, (মহাপ্রভুর পুরীস্থানে বিদায়-গ্রহণান্তে নবদীপে আগমন) আ ১৭১৬১, (গৌরচন্দ্রের নবদীপ-বাসীর আশ-সংকার) আ ১৭১৬৩, (গয়া হইতে প্রভুর প্রত্যাবর্তনে সকলের হর্ষসন্তোষ ও প্রভুর তীর্থযাত্রাকর্ম) ম ১৭১৬৪, ২০-২৮, (ভক্ত, নিলাবতার-কারণ-প্রকটনরূপ) ম ১৭১৭, (কৃষ্ণ-বিজ্ঞে ক্রন্দন) ম ১৭১৮, ২৫-২৬, (গদাধরদর্শনে হর্ষ) ম ১৭১৯, (গদা-দানপতিতপূর্বে গমন ও বহুপ্রীতি প্রদর্শন) ম ১৭২০-১২৩, (বিশ্ব-

বেষ্টিত প্রভুর মুকুন্দসমুদয়গৃহে আগমন) ম ১১২৫-১২৬, (সছাঁর প্রভুর গঙ্গা-
স্নানান্ত) ম ১১৭৫-১৮৪, (প্রভুর
মহাভাগবতগীতা) ম ১১২৪৭, (গঙ্গা-
দীপ-সমীপে লিখিত আগমন) ম ১১২৭০,
(গঙ্গাদীপের প্রভুকে উপদেশ) ম ১১
২৭২-২৭৮, (প্রভুর ব্রহ্মত শাস্ত্র-
ব্যাখ্যাকরণে নগরে সছাঁর গমন ও
গর্ভোক্তি) ম ১১৮৫-২০০, (প্রভুত
ব্যাখ্যা-শব্দে সকলের অসামর্থ্য) ম
১১২০১-২০৪, (রত্নগর্ভের ভাগবত-
ব্যাখ্যা-শব্দে প্রভুর প্রেমমূর্ত্তি এবং
পুনঃ প্রৌঢ়পাঠার্থ অহরোহ) ম ১১০০৩,
০১৩, (প্রভুর সছাঁর গঙ্গা-তটে গমন)
ম ১১০১৬, (প্রভুর বৃগুহে গমন) ম
১১০২০, (অধারনার্থ আগত ছাত্রগণ-
সমীপে প্রভুর প্রতিশব্দের কৃষ্ণপদ
ব্যাখ্যান, ছাত্রগণের প্রশ্নোত্তরে থাকুকে
'কৃষ্ণশক্তি' বলিয়া ব্যাখ্যা, সকলকে
কৃষ্ণভক্তনার্থ উপদেশ, ছাত্রগণের বিস্ময়
ও মোহ, ছাত্রগণ প্রভুর নিজন) ম ১১
০২২-০৪৬, (প্রভুর বাহু-জ্ঞানলাভে
ছাত্রগণ-সমীপে লজ্জাবোধ) ম ১১০৪৭,
(প্রভুর অধ্যাপনা-কার্যে বিরতি) ম
১১০৮০, (শিষ্যগণকে কৃষ্ণকীর্তনবীতি-
শিক্ষাদান) ম ১১৪০৬৪০৭, (প্রভুর
প্রেমদর্শনে সকলের বিস্ময়োক্তি) ম ১১
৪১৭, (প্রভুর বাহুজ্ঞানলাভ ও 'কৃষ্ণ'
বলিয়া জ্ঞান) ম ১১৪১২, (প্রভুর
নিজস্ব-প্রকাশারত) ম ১১৪২৩;
(সলরিকর ভক্তিরূপে ভাসমান) ম
২১৩, (অষ্টভাচার্যের ব্রহ্মপুস্তককে
বিশ্বকরূপে দর্শন) ম ২১১২, (প্রভুর
মুরারি-গৃহে গমন) ম ২১২০, (প্রভুর
বৈষ্ণব-দেবা শিক্ষাদান) ম ২১৪৬-৪৭,
(ভক্ত) ম ২১৫৩, (বরং আচার-মুখে

প্রভুর ভক্তসেবানিষ্ঠাদান) ম ২১৫৬,
(প্রভুর অমানী ও মানদধর্মের প্রকাশ)
ম ২১৫৮, (ভক্তরূপে অবগে প্রভুর আশ্র-
প্রকাশেচ্ছা) ম ২১৭৫, (প্রভুর ভক্ত-
গণের পদধূলি-গ্রহণ) ম ২১৮০, (অষ্টভেত-
দর্শনে প্রভুর মূর্ত্তি) ম ২১৩০,
(অষ্টভেতকে অর্চনরত দর্শন) ম ২১
১৪০, (অষ্টভেত-স্তুতি) ম ২১৪৪৪-
১৪৮, (একত্রে কৃষ্ণকীর্তনার্থ অষ্টভেতের
অহরোহ) ম ২১৫১, (প্রভুর প্রোতাহ
কৃষ্ণকীর্তন) ম ২১৫২, (প্রভুদর্শনে
সকলের আনন্দ) ম ২১৬০, (প্রভুরূপা
ব্যতীত গোপী ভাবচিত্ত প্রভুর ভাব-
বোধে অসামর্থ্য) ম ২১৮৬, (প্রভুর
প্রেমমূর্ত্তি) ম ২১৮৭, (বাহুদশায়
প্রভুর দৈন্ত্যভাব) ম ২১৯০, (প্রভুর
বৃগুহে কীর্তনবিলাস) ম ২১২২-২২৪,
(যবনভয়ে ভীত ভক্তগণের জয়-
ভাবাবগতি) ম ২১২৪৩, (প্রভুর
আশ্রপ্রকটনেচ্ছা) ম ২১২৪৪, (প্রভুর
নির্ভয়ে ভ্রমণ) ম ২১২৪৫, (প্রভুর
ব্রজগীতাস্তুতির উদগমন) ম ২১২৫২,
(চতুর্ভুক্তমূর্ত্তি-প্রকটন) ম ২১২৬০,
(প্রভুকে শ্রীবাসের স্তুতি) ম ২১২৭২,
(ভক্তশিরে প্রভুর অপদার্পণ) ম ২১৫০২,
(শ্রীবাসকে অভয়দান) ম ২১০০৪,
(নারায়ণীর পরিচয়-দান) ম ২১০২২,
(নারায়ণীকে 'কৃষ্ণ'নামে জন্মনাজ্ঞা)
ম ২১০২৩, (শ্রীবাসের জয়-নিরাশ্রয়)
ম ২১০২৬, (প্রভুর ঐশ্বর্য-প্রকাশে
শ্রীবাসকে নিবেদন) ম ২১০৩৮,
(শ্রীবাসকে লাগাতে বৃগুহে গমন)
ম ২১০৩৯, (প্রভুর বিভিন্ন ভাবাবেশ)
ম ৩৮, (প্রভুর অজ্ঞ-ভাব) ম ৩১৫,
(মুরারিগৃহে ব্রহ্মপুস্তি-প্রকটন) ম
৩২২, (কীর্তনে নিত্যানন্দ-অদর্শনে

প্রভুর হৃদয়) ম ৩৫৮, (প্রভুর অক্লমণ
নিত্যানন্দ-স্তুতি) ম ৩৫৯, (নিত্যা-
নন্দ-মাহাত্ম্য-কীর্তন) ম ৩১৩৩,
(নবীয়ার নিত্যানন্দ-গমনে প্রভুর হৃদয়)
ম ৩১৩৭, (প্রভুর বৈষ্ণবরূপ-সমীপে
আগমন ও নিত্যানন্দকে যৌর ব্রহ্ম-
দর্শন-ব্রতান্ত-জ্ঞাপন) ম ৩১৪০-১৫০,
(নিত্যানন্দতত্ত্ব-জ্ঞাপন) ম ৩১৬৮-
১৬৯, (চৈতন্য-রূপায় নিত্যানন্দতত্ত্ব
গম্য) ম ৩১৭১, (নিত্যানন্দ-সন্ধানে
নন্দনাট্যগৃহে গমন) ম ৩১৭৬,
(গণ-সহ প্রভুর নিত্যানন্দকে নন্দনার)
ম ৩১৭৯, (প্রভুর নিত্যানন্দ-সমীপে
অবস্থান) ম ৩১৮১, (প্রভুর রূপ-
মাহাত্ম্য) ম ৩১৮২, (প্রভুর নিত্যানন্দ-
সমীপে অবস্থিতি) ম ৪১১, (প্রভুর
নিত্যানন্দ-প্রকাশে কৌশল) ম ৪১৫,
(নিত্যানন্দ-প্রেম-দর্শনে মহাপ্রভুর
হৃদয়) ম ৪১৮, (প্রভুর নিত্যানন্দকে
ফোড়ে ধারণ) ম ৪২০ ও ২৮-২৯,
(নিত্যানন্দকে পাঠিয়া প্রভুর প্রোতাহ)
ম ৪২৪, (গৌর-নিতাইর প্রেমসীমার
উৎস) ম ৪২৬, (নিত্যানন্দ-দর্শনে
প্রভুর হৃদয়) ম ৪৩২, (নিত্যানন্দ-
প্রেম-যোগ-দর্শনে প্রভুর শুভদিবস
ধারণা) ম ৪৩৪, (প্রভুর নিত্যানন্দ-
স্তুতি) ম ৪৪৩, (নিত্যানন্দ-সহ
ইন্দ্রিতে আলাপ) ম ৪৪৪, (নিতাইর
রূপায় চৈতন্য-ভক্তিলভ) ম ৪৭১,
('বিশ্বকর' নামের চতুর্ভুক্ত) ম ৪৭
৭৫; (প্রভুর ব্যাসপুজার প্রোতাহ)
ম ৪৭৭, (ব্যাসপুজার স্থান-নির্দেশ)
ম ৪৭১, (শ্রীবাস-গৃহে গমন) ম ৪৭
১৭-১৯, (নিতাইর স্থান-রত ইহঁরা
প্রভুর নৃত্য) ম ৪১২৪, (প্রভুর অপূর্ণ
নৃত্য) ম ৪১৪৪, (প্রভুর বরণ-ভাব)

ম ৪১৩৭, (প্রভুর হৃদ-মুদ্রা-ধারণ)
 ম ৪১৪০, (প্রভুর বাহু-পাণ্ডি) ম ৪১
 ৪৬, (মহাপ্রভুর বাক্যে নিতাইর হৈথ্যা-
 গাত) ম ৪১৪৪, ৭৬, (বাসপূজার্থ
 নিতাইকে অমুজা) ম ৪১৭৭, (প্রভু
 আজার শ্রীবাসের বাসপূজার সর্ব-
 কার্য সম্পাদন) ম ৪১৮০, (প্রভুর
 নিতাই-সমীপে আগমন) ম ৪১৮৯,
 (প্রভুশীর্ষে নিত্যানন্দের বাসপূজাব
 মালা-প্রদান) ম ৪১৯১, (নিত্যানন্দ-
 প্রভুকে বড়-ভক্ত-প্রদর্শন) ম ৪১৯২,
 (প্রভু-কর্তৃক মূর্ত্যগত নিত্যানন্দেব
 চৈতন্ত-সম্পাদন) ম ৪১৯৭, (প্রভুর
 অনন্ত-স্বপ্নে অবস্থিতি) ম ৪১৯৪,
 (প্রভু-সমীপে নিত্যানন্দের স্বরূপগত
 অভিমান) ম ৪১২৮, (নিত্যানন্দ-
 রূপালাভের উপাধি) ম ৪১৩০, (ভক্তি-
 যোগ বাতীত ভগবন্তীলা ক্রুজিয়া) ম
 ৪১৩৬, (বাসপূজাতে মহাপ্রভুর নৃত্য-
 কীর্তন-বিলাস) ম ৪১৫৩-১৫৭,
 (বিশ্বস্তর ও নিত্যানন্দকে শচীমাতার
 নিজ-পুত্র-জ্ঞান) ম ৪১৫৯, (বাস-
 পূজাতে কীর্তনানন্দ) ম ৪১৬২,
 (প্রভুর প্রদান-বিতরণ) ম ৪১৬৪-
 ১৬৫; (গ্রন্থকারেব বিশ্বস্তর-ভক্তি-
 কীর্তন) ম ৬২-৩, (ভক্তগণ-সহ
 সংকীর্তন-রঙ্গ) ম ৬৭, (প্রভু-কর্তৃক
 রামাইকে অষ্টৈত-সমীপে প্রেরণ) ম
 ৬৯, (চৈতন্তজ্ঞার রামাইর অষ্টৈত-
 সমীপে যাওয়া) ম ৬১৭, (সীতাদেবীর
 চৈতন্তভাবভিজ্ঞতা) ম ৬৫০, (প্রভুর
 অষ্টৈত-সত্ত্ব-জ্ঞান) ম ৬৫৮, (ভক্ত-
 গণের প্রভু-সহ মিলন) ম ৬৬০,
 (অষ্টৈত-সমীপে প্রভুর স্বপ্রকাশত্ব
 বর্ণন) ম ৬৯৩, (অষ্টৈতের চৈতন্ত-
 চরণ-পূজা) ম ৬১০৫, (অষ্টৈত-

কর্তৃক মহাপ্রভুর স্তব) ম ৬১১৪,
 (অষ্টৈতের চৈতন্ত-ভক্ত জ্ঞান) ম ৬
 ১০২, (মহাপ্রভু-সমক্ষে অষ্টৈতের
 নৃত্য) ম ৬১৪১, (নিতাইএব বিবিধ
 প্রভু-সেবা) ম ৬১৫০, (নিত্যানন্দ-
 ঐত—প্রভুর প্রিয়কলেবর) ম ৬১৫৪,
 (প্রভুর নিজ-অবতার-কার্য প্রকাশ)
 ম ৬১৬৪, (শুদ্ধাসরস্বতী চৈতন্তবর্ণের
 গায়ক) ম ৬১৭৬; (গ্রন্থকার-কর্তৃক
 জয়-ঘোষণা) ম ৭১, (নিত্যানন্দ-সহ
 প্রভুর বিবিধ রঙ্গ) ম ৭১৪-৫, (প্রভুর
 পুণ্ডরীক-জন্ত উৎকর্ষ) ম ৭১২-১৩,
 (প্রভুর প্রিয়পাত্র বিজ্ঞানিধি) ম ৭১
 ১৪, (প্রভু-রূপায় তত্ত্বকর্তৃক জ্ঞান)
 ম ৭১০৫, (প্রভু-কর্তৃক প্রিয়ভক্তের
 প্রকাশ) ম ৭১১৪, (বিজ্ঞানিধির
 আগমন-সংবাদে প্রভুর হর্ষ) ম ৭১
 ১২২, (বিজ্ঞানিধিকে ক্রোড়ে ধারণ)
 ম ৭১৩০, (প্রভুর বিজ্ঞানিধিকে বক্ষে
 ধারণ) ম ৭১৩৪, (পুণ্ডরীক-প্রতি
 প্রভুর প্রীতি প্রকাশ) ম ৭১৩৭,
 (গদাধর ও পুণ্ডরীক প্রভুর প্রিয়-
 বশেবর) ম ৭১৫৫; (গ্রন্থকার-কর্তৃক
 প্রভুর জয়-গান) ম ৮০-৪, (প্রভু-
 কর্তৃক শ্রীমাদের নিত্যানন্দ-প্রজ্ঞা-
 পরীক্ষা) ম ৮১০, (শচীমাতার নিত্যা-
 নন্দ-সমক্ষে স্বপ্নদর্শন ও মহাপ্রভুকে
 গোপনে ভজিবোধন) ম ৮২৮-৪৪,
 (বস-বৃত্তান্ত-প্রবণে প্রভুর হাত ও
 প্রভুজর দান) ম ৮৪৫, (নিত্যানন্দকে
 ভোজন করাইবার নিমিত্ত প্রভুর
 মাতাকে আহ্বোধ) ম ৮৫১, (প্রভুর
 নিত্যানন্দকে নিমন্ত্রণ) ম ৮৫০, (প্রভু-
 কর্তৃক জননীর মূর্ত্য-ভক্ত) ম ৮৬২,
 (নদীয়ার প্রভুর কীর্তন) ম ৮৭৭,
 (প্রভুর বিবিধ অতিভা তাবোধ)

ম ৮৮৬, (প্রভুর চতুর্ভুজাব প্রকটন)
 ম ৮৯০, (প্রভুর অমুজা কখনাধো-
 চারণ) ম ৮৯৪, (প্রভুর শঙ্করাবোধ)
 ম ৮৯৮-১০০, (প্রভুর শিব-গায়নের
 স্বক্ষে আবোধ) ম ৮৯১২, (শিব-
 গায়নকে প্রভুর ভিক্ষা-দান) ম ৮৯
 ১০৩, (পার্শ্বদর্শন-সহ প্রভুর কীর্তন-
 বিলাসরঙ্গ) ম ৮৯১০, (প্রভুর হৃদয়
 ও হৃদয়নি-প্রবণে পায়তিগণের
 যাত্রাবোধ) ম ৮৯২২, (ভাবাবেশে
 প্রভুর ভূমিতে পতনে মাতার চুঃখ) ম
 ৮৯২৮, (প্রভুর জননীকে পরমানন্দ
 দান) ম ৮৯৩১, (প্রভুর নৃত্যবিলাস)
 ম ৮৯৩৪, ১৩৭, ১৪২ ও ২১৮, (প্রভুর
 শ্রীমাদ-অঙ্গনে নৃত্য) ম ৮৯৪০, (প্রভুর
 আনন্দে ভুলুঠন) ম ৮৯৬৫, (প্রভুর
 উদগু নৃত্য) ম ৮৯৬৬, (প্রভুর মধুর
 নৃত্য) ম ৮৯৬৭, (প্রভুর চক্ৰ নৃত্য)
 ম ৮৯৭১, (প্রভুর ত্রিভঙ্গ ভাব) ম
 ৮৯৭৬, (প্রভু সমক্ষে গ্রন্থকারের
 কণিষ্ঠ-প্রশংসা) ম ৮৯৮০, (চৈতন্ত-
 বাক্যে অবিদ্যাদিগ্গনের অচৈতন্ততা)
 ম ৮৯১৩, (প্রভুর দাত্ত্যেব নৃত্য)
 ম ৮৯২৪, (প্রভু-প্রতি পায়তিগণের
 কুৎসা) ম ৮৯৩৭, ২০৯, ২৫৪, ২৬৭,
 (প্রভুগণের কৃষ্ণরঙ্গ-মত্ততা) ম ৮৯
 ২৭৫, (প্রভুর অধোরাত্র নৃত্যবিলাস)
 ম ৮৯২৭, (দাদগণের কৃষ্ণপ্রকাশ-
 জ্ঞান) ম ৮৯৮০, (বিষ্ণুপট্টার আরোহণ
 ও পট্টার ভোগোদ্বোধ) ম ৮৯৮১-২৮৩,
 (প্রভুর আশ্রিত্য প্রকাশ) ম ৮৯৮৫,
 (চৈতন্ত-রঙ্গ অতিভা) ম ৮৯৩০,
 (ঐশ্বর্যসম্বোধনাত্তে প্রভুর মূর্ত্য) ম
 ৮৯৩৮, (ঐশ্বর্যপ্রকাশতত্ত্বপ্রবণের কণ)
 ম ৮৯২৫; (প্রভুর সুরাসিবেবে জগদ-
 দার) ম ৯০-৭, (প্রভুর মহাপ্রকাশ-

লীলা) ম ৯৮, (প্রভু ঐশ্বর্য-প্রকাশ) ম ৯১৪, (গৌরভক্তগণের সকলেই ময়-রহস্যবিৎ) ম ৯৩১, (প্রভুর ভক্ত-গণকে স্বচরণাঙ্গ) ম ৯৬০, (প্রভুর ভক্তদত্ত বাবতীরদ্রব্যভক্ষণ) ম ৯৭৮, (প্রভুর অপূর্ণ ভোজন-লীলা) ম ৯৮৭, (ভক্তগণ-কর্তৃক বিবিধোপচারে প্রভুর সাক্ষ্য-সেবা) ম ৯১২৪-১২৭, (প্রভুর লীলায় অবস্থিতি) ম ৯১৩২, (প্রভুর সাতপ্রহরীয়া ভাব) ম ৯১৩৩, (ভক্তগণের ভক্তরাজ শ্রীধরকে মহাপ্রভু সমীপে আনয়ন) ম ৯১৪৫, (শ্রীধর-সহ প্রভুর রক্ত) ম ৯১৭৭, (শ্রীধর-সমীপে ঐশ্বর্য-প্রকাশ) ম ৯১৯০-২০০, (শ্রীধরকে মহা-বরদানেচ্ছা ও রাজোশ্বরকরণেচ্ছা-প্রকাশ) ম ৯২২০ ও ২২৮; (প্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলা) ম ১০১৫, (প্রভুর মুরারিসমীপে দাশরথি রামরূপ প্রকটন) ম ১০১৮, (মুরারির চৈতন্য প্রেম) ম ১০১১, (প্রভু-কর্তৃক মুরারির হৃদয়বদ্য বর্ণন) ম ১০১২, (প্রভু-কর্তৃক মুরারির চৈতন্য-সম্পাদন) ম ১০১৭, (প্রভুর মুরারিকে বর-প্রদর্শন আদেশ) ম ১০১৯, (প্রভু-কর্তৃক মুরারি-নিন্দাব ফল বর্ণন) ম ১০২৯, (প্রভুর 'মুরাবি গুপ্ত' নামের তাৎপর্য বর্ণন) ম ১০৩১, (মুরারির প্রতি প্রভুর কৃপাদর্শনে ভক্তগণের প্রেম-জন্মন) ম ১০৩৩, (প্রভুর মহাবিষ্ট হরিনামের বৈষ্ণব-সম্পাদন) ম ১০৫৭, (হরিনামের প্রভু-স্ততি) ম ১০৫৮-৯০, (হরিনাম প্রকৃতির আনন্দজন্মদর্শনে প্রভুর হাত) ম ১০১১২, (প্রভুর অবৈত-সমীপে শাস্ত্রের গুণার্থ ব্যাখ্যা) ম ১০১৩০, (অবৈতই প্রভুর সাক্ষ্য-শিষ্ট) ম ১০১৩৮.

(প্রভুর শব্দার্থরহ) ম ১০১৪৭, ১৬৪, (চৈতন্য-নিন্দায় অবৈত-ভক্তির নিরর্থকতা) ম ১০১৫১, ১৫৩, (গৌর-চন্দ্রেই অবৈতের প্রভু) ম ১০১৫৫, (চৈতন্য-সেবার শ্রেষ্ঠত্ব) ম ১০১৫৭, (নিতাইএর গৌরবেবার উপদেশ) ম ১০১৫৯, (অবৈতের অসুক্ষণ চৈতন্য-স্থিতি) ম ১০১৬০, (চৈতন্য-বিসৃষ্ট জনগণ অসম্ভাষা) ম ১০১৬১, (প্রভুর অবৈতকে গীতা-তাৎপর্য কথন) ম ১০১৬৬, (প্রভুর সকলকে বথা-প্রাণিত বর-প্রদানে অভিলাষ) ম ১০১৬৭, (প্রভু সকলকে প্রাণিত বর প্রদান) ম ১০১৭৩, (প্রভুর মুকুন্দকে স্ব-সমীপে আনয়নাদেশ) ম ১০২০০, (মুকুন্দের খেদ-দর্শনে প্রভুর তাঁহাকে প্রশংসা ও বরদান) ম ১০২৪৪, (ভক্তগণের বিভিন্ন-প্রীতিতে প্রভুর বিভিন্ন অবতার দর্শন) ম ১০২৬৯, ২৭০, (সপত্নীক-চৈতন্যদাসগণের প্রভুর প্রকাশ দর্শন) ম ১০২৭১, (ভক্তিবন্ধ প্রভু) ম ১০২৭৯, ২৮০, (চৈতন্যলীলা নিত্য) ম ১০২৮৪, ২৮৫, (প্রভু অবতারিত্ব) ম ১০২৮৬, (প্রভুর নারায়ণীকে কৃষ্ণপ্রেমে জন্মন করিতে আজ্ঞা) ম ১০২৯৬, (নারায়ণীর চৈতন্য-বশেষ-পাত্রী আখ্যা) ম ১০২৯৭, (প্রভুর আদেশে ভক্তগণের তৎসমীপে আগমন) ম ১০২৯৮, (নিতাই-অবৈতের চৈতন্য-দাপন) ম ১০৩০০, ৩০১, (চৈতন্য-দাত-বর্জিত ব্যক্তির লঘুতা) ম ১০৩০২, (নিত্যানন্দের চৈতন্যদাদ-অভিমান) ম ১০৩০৩, (নিত্যানন্দ-কৃপার চৈতন্যরতিলাভ) ম ১০৩০৪, (নিত্যানন্দ-কৃপার গৌরভ লাভ) ম ১০৩০৬, (প্রভুর নিত্যানন্দে

অবজ্ঞার পরিণাম কথন) ম ১০৩১১, (নিরপরাধে কৃষ্ণনামকারীর চৈতন্য-চরণপ্রাপ্তি স্থলভ) ম ১০৩১৩, (চৈতন্য-প্রীতি প্রবণে পাণ্ডুর অপ্রীতি) ম ১০৩১৭, (চৈতন্যে দোষ-দর্শনকারী সম্যাসীরও তর্গতি) ম ১০৩১৮, (চৈতন্যনাম-কীর্তনকারী পক্ষীরও গোবধা-প্রাপ্তি) ম ১০৩১৯; (মহাপ্রভুর বিবিধ লীলা সাধারণে দৃষ্টির অগোচর) ম ১১১৪, (প্রভু মালিনীকে তৎসন্তনে দ্রুত-ক্ষরণ-রহস্ত-সঙ্গোপনাদেশ) ম ১১১০, (গোব-নিত্যানন্দের প্রণয়লাপ) ম ১১১১-১৫, (প্রভুর নিত্যানন্দকে চঞ্চলতা-পরিহার আদেশ) ম ১১২৪, (মহাপ্রভুর তথ্য-ধানে নিত্যানন্দের শ্রীবাৎসল্যে অবস্থিতি) ম ১১৬৪, (জননীর শ্রীতি হেতু প্রভুর লক্ষ্মী-পহ অবস্থিতি) : ১১৬৫-৬৭, (শচীর গৌর-নিত্যানন্দে সম-প্রীতি) ম ১১৮১; গৌর-নিত্যানন্দের বিবিধ লীলা) ম ১২১২ (নিতাই-কর্তৃক মহাপ্রভুর প্রভু জ্ঞাপন) ম ১২১৩, (মহাপ্রভু ইচ্ছামুরূপ নিত্যানন্দের কাৰ্য্যাঙ্কিত করণ) ম ১২২১, (প্রভু কর্তৃ নিত্যানন্দ-পাদোদক-বিতরণ) ম ১০৩৬, (নিত্যানন্দ-পাদোদক-পানোদ্য ভক্তগণের সহিত প্রভুর নৃত্য) ম ১০৩৪, (প্রভুর নিত্যানন্দ-সহ কোলাহল ও নৃত্য) ম ১২৪৯, (মহাপ্রভু-কৃপা নিত্যানন্দ-মহিমা-প্রকাশ) ম ১২৫৪, (চৈতন্যভক্তগণেরই নিত্যানন্দ প্রভাব-জান-সামর্থ্য) ম ১২৬ (প্রেমভূমিহীন জনগণের চৈতন্য

যেহেতু 'নিমাই পণ্ডিত' মাত্র জ্ঞান)
 ম ১৩০৪, (গৌরভক্তি ব্যতীত
 অবৈত-সেবা অপরাধ-জনক) ম ১৩১৪,
 (নিত্যানন্দ-হরিদাস-কর্তৃক
 ব্রহ্মনাম-প্রচারে দুর্জয়গণের মণ্ডাপ্রভু
 সম্বন্ধে-নানারূপ কল্পনা) ম ১৩১৫,
 (চৈতন্তরূপায় হরিদাস-নিত্যানন্দ-
 কর্তৃক দুর্জয়গণের নিন্দা-উপেক্ষা) ম
 ১৩১৯, (হরিদাস-নিত্যানন্দের প্রচার
 ফল প্রভু-সমীপে জ্ঞাপন) ম ১৩৩০,
 (জগাই মাধাই উদ্ধার করিয়া নিতাই-
 এর চৈতন্ত-মতিমা প্রকাশ-ইচ্ছা) ম
 ১৩৬৮, (মদোদন্ত জগাই-মাধাই-কর্তৃক
 আক্রান্ত নিত্যানন্দ-হরিদাসের প্রভু-
 সমীপে আগমন) ম ১৩১১৩, (নিত্যা-
 নন্দ-হরিদাসের প্রভু-সমীপে জগাই-
 মাধাইর বৃত্তান্ত বর্ণন) ম ১৩১১৪,
 (জগাই-মাধাইর উদ্ধারকামো নিত্যা-
 নন্দকে আশ্রয় প্রদান) ম ১৩১৩২,
 (মহাপ্রভুর কীর্তনকে ধন্যগণের মঙ্গল-
 চতুর গীতি বলিয়া ধারণা) ম ১৩১১৭০,
 (জগাইকে চতুর্ভুজ-মূর্তি-দর্শন) ম
 ১৩১২৬, (প্রভুর জগাইর বন্ধুশ্রীচরণ-
 স্থাপন) ম ১৩১২৭, (প্রভুর মাধাইকে
 রূপা করিতে নিতাইকে অগ্ররোধ) ম
 ১৩১২৬-২২১, (প্রভুর জগাই-মাধাইকে
 কীর্তনাদিকার প্রদান) ম ১৩১২০০,
 (সপার্বদ মহাপ্রভুর জগাই মাধাইকে
 লইয়া উপবেশন) ম ১৩১২৩৭, (প্রভু-
 কর্তৃক জগাই-মাধাইর জুটি-প্রদান) ম
 ১৩১২৪৬, (প্রভু-কর্তৃক শুদ্ধ সরস্বতীকে
 জগাই-মাধাইর জিহবার আবির্ভাবাদেশ)
 ম ১৩১২৪৭, (প্রভুর জগাই-মাধাই-
 সমীপে প্রকাশ) ম ১৩১২৪৮, (প্রভুর
 অবৈত-উক্তি হস্ত) ম ১৩১৩০১,
 (জগাই-মাধাইর পাপবিনাশার্থ প্রভুর

নৃত্যকীর্তন) ম ১৩১৩০৪, (বৈষ্ণব-
 নিন্দা-বিহীন চৈতন্ত-রূপা) ম ১৩১
 ৩১১, (প্রভুর জগাইমাধাইকে মহা-
 ভাগবতকরণ ও নৃত্য) ম ১৩১৩১৩,
 (প্রভুর নৃত্যবেশে উপবেশন) ম
 ১৩১৩১৪, (প্রভুকর্তৃক জগাই-মাধাইর
 দেহ আশ্রয়করণ) ম ১৩১৩১৬,
 (প্রভুর সত্যজ্ঞান) ম ১৩১৩২২
 (প্রভুর সত্যজ্ঞান জলক্রীড়া) ম ১৩১৩৩৫,
 (প্রভুর গদাধর সহ জলকেনি) ম
 ১৩১৩৪১, (প্রভুর অবৈত-নিত্যানন্দের
 প্রেমকলহে বিচারকের কার্য) ম ১৩১
 ৩৪৮, (গৌররূপায় বৈষ্ণববাক্য-বোধ-
 সামর্থ্য) ম ১৩১৩৫২, (প্রভুর স্নানান্তে
 হরিধ্বনি) ম ১৩১৩৬৪, (প্রভুর
 ভোজন-দীপা) ম ১৩১৩৬৯, (প্রভুর
 বিশ্রাম-দীপা) ম ১৩১৩৭৬, (দেব-
 গণের অলঙ্কার গৌরসেবা) ম ১৩১৩৭৯,
 (প্রভুর বৈষ্ণবনন্দক ব্যতীত সকলকে
 উদ্ধার) ম ১৩১৩৮৭, (যমরাজ-কর্তৃক
 চৈতন্তদেবের কার্য দর্শন) ম ১৩১৩৯,
 (মহাপ্রভুকর্তৃক জগাইমাধাইর পাপ-
 ধ্বংস-সংবাদ চিহ্নগুপ্ত-বর্তৃক যমরাজ-
 সমীপে কথন) ম ১৩১৩৯৯, (চৈতন্ত-স্বরূপে
 যমরাজের নৃত্য) ম ১৩১৩৭৭, (গৌররাজ-
 স্বরূপে যমরাজের ক্রন্দন) ম ১৩১৩৮,
 (মহাপ্রভুকর্তৃক জগাইমাধাই-উদ্ধারে
 সকলের আনন্দ-প্রকাশ) ম ১৩১৫২,
 (পণ্ডিত জীবের গৌরলীলা-দর্শনে
 অসামর্থ্য) ম ১৩১৫২, (প্রভু-সমীপে
 জগাইমাধাইর খেদ-জ্ঞাপন) ম ১৩১৫২,
 (প্রভুর জগাই মাধাইকে আশ্রয়
 প্রদান) ম ১৩১৫১১, (প্রভুর নিত্যানন্দ
 সঙ্গে বিহার) ম ১৩১৫১৬, (চৈতন্ত-
 কার্যের জ্ঞাতা নিত্যানন্দ) ম ১৩১৫১-
 ০৪, (মাধাই-কর্তৃক নিত্যানন্দ-প্রভুকে

'গৌরচন্দ্রের সকল অবতার' বলিয়া
 শুভ) ম ১৩১৫০৫, (চৈতন্তভজনকারী
 নিত্যানন্দের প্রাণ-বক্ষণ) ম ১৩১৫০৮,
 (চৈতন্তভক্তিহীন নিতাই-রেকাভি-
 যানীর পরিণাম) ম ১৩১৫০৯, (মাধাইর
 ক্রন্দনে সকলের দুঃখ এবং মহা-
 প্রভুর মহিমাকীর্তন) ম ১৩১৫০৮,
 (গ্রন্থকারের গৌরনন্দকের সঙ্গবর্জন-
 আদেশ) ম ১৩১৫০৮-৮৮, (মাধাইর
 প্রতি চৈতন্ত-রূপার সাক্ষী) ম ১৩১৫০৮,
 (চৈতন্তলীলা বৈদগ্ধ্য) ম ১৩১৫০৮ ;
 (গ্রন্থকারের সপার্বদ গৌরস্বরের
 জয়গান) ম ১৩১৫০৮, (প্রভুর নিশা-
 কীর্তন) ম ১৩১৫০৮, (বহির্ভূত জনাগমে
 প্রভুর কীর্তনে উল্লাসজ্ঞাপন) ম ১৩১৫০৮,
 (বহির্ভূত জনাগমে প্রভুর পূর্ণ
 নৃত্যোদ্যম) ম ১৩১৫০৮, (অবৈতের
 চৈতন্ত-দাতা) ম ১৩১৫০৮, (মহাপ্রভুর
 ঐশ্বর্য-প্রকাশ অবৈতের আনন্দ) ম
 ১৩১৫০৮, (প্রভুর অবৈত-সহ নৃত্য) ম
 ১৩১৫০৮, (অবৈতকর্তৃক গোপনে প্রভুর
 পদধূলি-গ্রহণে প্রভুর উল্লাস-জ্ঞাপন)
 ম ১৩১৫০৮, (কোথাবাঞ্জে মহাপ্রভু-
 কর্তৃক অবৈতমহিমা জ্ঞাপন) ম ১৩১৫০৮,
 (প্রভুকর্তৃক বলপূর্বক অবৈত-চরণ-
 ধূলি গ্রহণ) ম ১৩১৫০৮, (প্রভুর অবৈত-
 মহিমা কীর্তন) ম ১৩১৫০৮, (প্রভুর
 অবৈতকে অপূর্বরূপ) ম ১৩১৫০৮,
 (মহাপ্রভুর চরিত্র) ম ১৩১৫০৮,
 (নৃত্যাবেশে পতনোদ্ভূত প্রভুকে
 নিতাইর দারণ) ম ১৩১৫০৮, (প্রভুর
 অপেক্ষ-মাবেশে নৃত্য) ম ১৩১৫০৮,
 (প্রভুর গুরুধরকে অগ্রহ) ম ১৩১
 ১০৮, (চৈতন্তরূপায় চৈতন্ত-ভক্তমহিমা
 জ্ঞান) ম ১৩১৫০৮, (প্রভু-কর্তৃক
 গুরুধরের গুণ-বর্ণন) ম ১৩১৫০৮, (প্রভু-

কতৃক শুক্লাবরের সুলিখ চাউল ভক্ষণ) ম ১৬১২৫, (প্রভুর শুক্লাবরের মাধুকরী বলপূরক গ্রহণ) ম ১৬১৪০, (প্রভু-কর্তৃক বেদবাস-প্রবর্তিত ভক্তিবিশির সাক্ষাৎ প্রকাশ) ম ১৬১৪৫, ('কৃষ্ণ নিষ্কিঞ্চনের প্রাণ-সদৃশ',—মহাপ্রভু এই হৃদের প্রচারক ও আচার্য্য) ম ১৬১৫০; (প্রভুর নবদ্বীপে গৃহভাবে সঙ্কীর্ণন-লীলা) ম ১৭১৩, (প্রভুর পাণ্ডিত্য-গণকে তৃণাপেক্ষাও হীনজ্ঞান) ম ১৭১৫, (প্রভুর পাণ্ডিত্যসম্ভাষ-হেতু হৃৎ ও তদপনোদনার্থ কীর্তন) ম ১৭১৭, (অষ্টৈতবাক্যে প্রভুর প্রাণ-বিন-স্কর্জন-চেষ্টা) ম ১৭১৩১, (প্রভুর নানা-ভাবে ভক্তমহিমা প্রকাশ) ম ১৭১২৯, (গদায় পতিত প্রভুকে বক্ষাকার্য্যে নিতাইকে নিবেদ) ম ১৭১৩৮, (প্রভুর নন্দনাচাঞ্চলের বিবিধ সেবা-গ্রহণ) ম ১৭১৫৫, (প্রভুর অষ্টৈত-প্রতি উক্তি) ম ১৭১৭৯, (অষ্টৈত-সমীপে প্রভুত্ব-কথন প্রদক্ষে কৃষ্ণের সর্কেশ্বর বর্ণন) ম ১৭১৮৮, (প্রভুর সর্কেশ্বরত্ব) ম ১৭১১১; (প্রভুর নবদ্বীপ-লীলায় সঙ্কীর্ণন রসাবাদন) ম ১৮১৪, (প্রভুর সকলকে নৃত্যদর্শনে অধিকার-দান) ম ১৮১২৫, (অভিনয়ার্থে প্রভুর চন্দ্রশেখর-ভবনে গমন) ম ১৮১২৮, (প্রভুর কৃষ্ণি-সম্ভা) ম ১৮১৭০, (প্রভুর গদাধরের স্বরূপোক্তি) ম ১৮১১৬, (প্রভুর অভিনয়-দর্শনে গায়ক ও ত্রটায় বাহু-শূন্যতা) ম ১৮১১৭, (প্রভুর আত্ম-শক্তিব্যবে রসমঞ্চে প্রবেশ) ম ১৮১২০, (প্রভু-সম্মুখে সকলের বিভিন্ন ধারণা) ম ১৮১২৩, (প্রভুর অগজ্ঞানবী-ভাবে নৃত্য) ম ১৮১৩৮, (প্রভুর নৃত্যদর্শন-কারীর প্রেমভাব) ম ১৮১৫১, (প্রভুর

কৃষ্ণিণীব্যবে নৃত্যকালে মুষ্টিযতী ভক্তি-রূপ প্রদর্শন) ম ১৮১৫৫, (ভক্তগণের প্রেম-কন্দন) ম ১৮১৬১, (প্রভুর ভক্ত-গণকে স্তব করিতে আদেশ) ম ১৮১৬৪, (প্রভুর মাতৃ-ভাবে স্তম্ভ-প্রদান) ম ১৮১২০৩, (প্রভুর অগজ্ঞানবীভাবাভি-নয়ের কারণ) ম ১৮১২০১ ও ২১০; (প্রভুর নদীয়া-বিহার) ম ১৯১২, (অষ্টৈত-প্রতি প্রভুর ভক্তি-প্রকাশ) ম ১৯১৮, (ভক্তি বিনা বিশ্বস্তর-মাহাত্ম্য অবোধ্য) ম ১৯১২২, (প্রভুর অষ্টৈত-সকল হৃদ-গোচর) ম ১৯১২৭, (প্রভুর নিতাই-সহ শাস্ত্রপুণ্ড্রে অষ্টৈতভবনে যাত্রা) ম ১৯১৪০, ('পথে ললিতপুর গ্রামের দারী সন্ন্যাসিন্দর্শনে প্রভুর প্রণাম ও সন্ন্যাসীর আশীর্বাদে প্রতীতি) ম ১৯১৪৬, (প্রভুর ভক্তিযাতীত সকল বস্তুর অপ্রয়োজনীয়তা শিক্ষা-প্রদান) ম ১৯১৫৯, (পাপমতি সন্ন্যাসীর চৈতন্ত-বাক্য-বোধে অসামর্থ্য) ম ১৯১৭১, (সন্ন্যাসীর যন্তপান করাইবার প্রসঙ্গ-প্রবণে প্রভুর তথা হইতে প্রস্থান) ম ১৯১২৩, (কাশীবাসি সন্ন্যাসিগণের গৌরদর্শনাশা পোষণ) ম ১৯১১০১, (প্রভুর মায়াবাদি-সন্ন্যাসিগণকে দর্শন-দানে বঞ্চনা) ম ১৯১০৪, (মহাপ্রভুর অদর্শনে মায়া-বাদি-সন্ন্যাসিগণের ধারণা) ম ১৯১০৭, (বৈষ্ণবানন্দক ব্যতীত প্রভুর সকলকে রূপা) ম ১৯১১৩, (চৈতন্তে ভক্তিহীন ব্যক্তি বয়মণ্ডা) ম ১৯১১৫, (গৌররতিহীন সন্ন্যাসের নিরর্থকতা) ম ১৯১১৭, (প্রভুর অষ্টৈতকে নার্য্যবাদ-ব্যাখ্যায় যন্ত-দর্শন) ম ১৯১২৭, (প্রভুর অষ্টৈতকে প্রহার, নিম্নত্ব-কথন, শান্তিলাভে অষ্টৈতের নৃত্য, প্রভুর অষ্টৈতকে বরদান) ম ১৯১৩১-১৬৯,

(মহাপ্রভু-কর্তৃক বৈষ্ণবানন্দা-রহিত হওয়ার উপদেশে ভক্তগণের আনন্দ) ম ১৯২১৫, (প্রভুর অষ্টৈতকে নিজ-লীলা-বিষয়ে প্রশ্ন) ম ১৯২২৩, (প্রভুর সীতাদেবীকে রক্তনাদেশ) ম ১৯২২৭, (গণসহ প্রভুর গঙ্গাভ্রমে গমন) ম ১৯২২৯, (মহাপ্রভু বৃষ্ণপ্রণাম) ম ১৯২৩১, (প্রভুর নিত্যানন্দাষ্টৈত-সহ ভোজন গমন) ম ১৯২৩৫, (প্রভুর সকলকে প্রেমালিঙ্গন) ম ১৯২৬৬; (গৌরচন্দ্রের বিবিধ কৌতুক) ম ২০১৪, ৫, (প্রভুর নিত্যানন্দসেবা-লীলা) ম ২০১৬, (মুরারির প্রভু-চরণে প্রণাম) ম ২০১২৩, (মুরারির প্রথমেই নিতাইকে প্রণামে প্রভুর তৎকারণ-প্রশ্ন) ম ২০১২৫, (প্রভুর ঈশ্বরাবেশে নিম্নত্ব-শিক্ষাদানান্তে বাহুদৃষ্টি) ম ২০১৪৭, (প্রভুর মুরারিকে প্রতিদিন রূপা) ম ২০১৭৬, (শ্রীবাসগৃহে প্রভু চতুর্ভুজ মুষ্টিধারণ) ম ২০১৭৮, (প্রভুর চতুর্ভুজ মুষ্টিধারণ ও গকড়কে আল্পান) ম ২০১৭২-২২, (প্রভুর মুরারিককে আরোহণ) ম ২০১২৩, (ভাগ্যহীনের গৌরলীলায় অবিশ্বাস) ম ২০১২৪, (প্রভুর মুরারি-কৃষ্ণ হইতে অবতরণ) ম ২০১০০, (প্রভুর শুষ্ঠ-স্বন্ধে আরোহণ-লীলা নিগূঢ়া) ম ২০১০১, (মুরারির দেহ-ভাগ-সঙ্কল্প-বিষয়ে প্রভুর জ্ঞান) ম ২০১১৪, (প্রভুর মুরারিকে ক্রোড়ে ধারণ) ম ২০১২৭, (দেবগণ চৈতন্ত-দেবের অচিন্ত্যভেদ্যত্ব প্রকাশ) ম ২০১৩২-১৩৪, (দেবগণ চৈতন্ত-দ-সেবক) ম ২০১৩৫, (চৈতন্তনাম-কীর্তনের প্রভাব) ম ২০১৩৬, (চৈতন্ত-বিষয়ী সন্ন্যাসীরও সত্যবক্ত-দর্শন-অসামর্থ্য) ম ২০১৩৭, (চৈতন্তবিশুব

মঠাঙ্গবোণীর বদন ও অদৃষ্ট) ম ২০১৫৩, (নিত্যানন্দ-প্রসাদে চৈতন্তরতি লাভ) ম ২০১৫৭, (গ্রন্থকাষের সপার্বদ গৌরহৃদয়ের জয়গান) ম ২০১১, (নিত্যানন্দগদাধরসহ প্রভুর ভ্রমণ) ম ২০১৪, (দেবানন্দ-পণ্ডিতের গৃহ-সমীপে প্রভুর গমন) ম ২০১৬, (বারুকীগুরু-প্রাপ্তিতে প্রভুর বদরা-ভাব) ম ২০১২০-৩১, (মতঙ্গ-গণের প্রভু-দর্শনে নৃত্য) ম ২০১৪৪-৪২, (মতঙ্গগণের নৃত্যদর্শনে প্রভুর হাস্য) ম ২০১৪৮, (চৈতন্তচন্দ্রের প্রতিষ্ঠার অনুমোদনকারীর তুঃখ) ম ২০১৫০, (চৈতন্তদর্শনকারী মতঙ্গগণেরও সৌভাগ্য) ম ২০১৫১, (প্রভুর মতঙ্গ-প্রতি শুভদৃষ্টি) ম ২০১৫২, (প্রভুর দেবানন্দ-প্রতি ক্রোধ) ম ২০১৫৩, (শ্রীবাণ-প্রতি দেবানন্দের দুর্বাধারের কথা-বিষয়ে প্রভুর জ্ঞান) ম ২০১৬৬, (চৈতন্তসঙ-প্রাপ্ত ব্যক্তির স্মৃতি-লাভ) ম ২০১৭৮-৭৯, (চৈতন্তসঙে অসম্ভব ব্যক্তিই যমদণ্ড) ম ২০১৮০, (গ্রন্থকারের চৈতন্তচরণে একনিষ্ঠা-জ্ঞাপন) ম ২০১৮৩, (নিত্যানন্দে প্রভুর প্রিয় দেহ) ম ২০১৮৬, (গ্রন্থকার, কর্তৃক গৌরহৃদগান) ম ২০১৯, (নিত্যানন্দ-গদাধর-সহ প্রভুর নদীয়া-ভ্রমণ) ম ২০২০, (প্রভুর দেবানন্দ পণ্ডিতকে বাক্যদণ্ডে নিজগৃহে গমন) ম ২০১৪, (বৈষ্ণবকৃপায় বিশ্বস্তপ্রাপ্তি) ম ২০১৭, (‘বৈষ্ণবপরাধীর প্রেমবান’—প্রভুর উক্তি) ম ২০২৯, (প্রভু কর্তৃক নিম্ন-জননী আদর্শে নামাধারবর্জন শিক্ষাপ্রদান) ম ২০২১০, (প্রভুর মহাপ্রকাশ লীলা) ম ২০১৩০-১৪, (প্রভুকর্তৃক তত্ত্বোপবিতরণ) ম

২০১২০, (প্রভু কর্তৃক সকলকে প্রেম-ভক্তি বরদান) ম ২০২২০, (বিশ্বস্তকে গর্তে ধারণে শচীমাতার প্রভাব) ম ২০১৪৬, (প্রভুর নিম্ন-জননীকে প্রেম-দান) ম ২০১৫১, (প্রভু কর্তৃক জননী-দ্বারা বৈষ্ণবাপবারণের গুরুত্ব প্রদর্শন) ম ২০১৫৭, (মাতৃআদেশে অষ্টৈশগৃহ হইতে বিশ্বরূপক ডাকিতে প্রভুর গমন) ম ২০১২৩-২৪, (প্রভুর অষ্টৈশ-সভা হইতে অগ্রগকে আচাৰ্য আস্থান) ম ২০১২৬, (বিশ্বস্ত-কপ-দর্শনে সভাস্থ সকলের মোহ) ম ২০১২৭, (প্রভুর কপদর্শনে অষ্টৈশের মহা-প্রভুকে নিজপ্রভু বলিয়া ধারণা) ম ২০১১০০, (অষ্টৈশ-অন্তর্কেষ্টা প্রভুব সত্ত্ব গৃহে প্রতাবর্তন) ম ২০১১০২, (বিশ্বরূপের সম্রাট প্রভুকে দেখিয়া শচীমাতার তুঃখমোচন) ম ২০১১১০, (প্রভুব অমুক্ষণে অষ্টৈশসঙ্গ) ম ২০১১১২, (প্রভুব শচীমাতাকে দণ্ডনায়ের কারণ) ম ২০১১২৬, (চৈতন্তলীলার অবোধতা) ম ২০১১৩১, (মহাপ্রভুর সর্কেষ্টেরেখণ) ম ২০১১৩৩, (প্রভুর নিত্যানন্দতত্ত্ব-নিরূপণ) ম ২০১১৩৪, (নিত্যানন্দ-রূপায় গৌরতত্ত্বজ্ঞান) ম ২০১১৩৫, (নিতাই-সেবকের চৈতন্ত-বিশোগান) ম ২০১১৩৭, (নিতাই-সেবকের চৈতন্তই প্রাণ) ম ২০১১৫৮, (প্রভুর দ্বার রোধ করিয়া কর্তন-বিলাস) ম ২০১৩-৪, (বিশ্বস্ত-শক্তির মহিমা জীবের অগোচর) ম ২০১৭, (বিজাতীয়াশর ব্যক্তিগণের নিমাই-সঙ্কে পিবিধ কটুক্রি) ম ২০১১১, (প্রভুর কর্তন-বিচার) ম ২০১৩৩, (লুকারিত ব্রহ্মচারিসঙ্কে সর্কজ প্রভুর জ্ঞান) ম ২০১৩৪, (বহির্ভূত ব্রহ্মচারি-

সঙ্কে প্রভুর কর্তনে প্রেমাতাব) ম ২০১৩৫, (প্রভুর কোথাবধে কৃষ্ণ-বহির্ভূত তত্ত্বাদির নিফলত্ব জ্ঞাপন) ম ২০১৪০-৪৭, প্রভুর শাসন-তত্ত্বনে ব্রহ্মচারীর জ্ঞানোদয় ও ব্রহ্মাণ্য-গণনা) ম ২০১৪৮-৫১, (ব্রহ্মচারীর মতকে প্রভুর পাদপদ্ম-স্থাপন) ম ২০১৫২-৫৩, কর্তনবিলাসদর্শনে অধিকারপ্রাপ্তিতে নদীয়াবাসিগণের তুঃখ) ম ২০১৬৪-৬৮, (প্রভুর নগরকর্তনের কথা সর্কজ প্রচার) ম ২০১৭০-৭৩, (প্রভুব সকলকে কৃষ্ণভক্তি আশীর্বাদ ও কৃষ্ণনাম-মহামন্ত্র শীর্ষনোপদেশ) ম ২০১৭৪-৭৬, (কর্তনবাধা-প্রবণে প্রভুব কোথাগতি) ম ২০১১১৮, (নগরকর্তনে প্রভুর উল্লাস) ম ২০১১৫৬, (প্রভুর সাক্ষী-পাঙ্গে নগরকর্তন) ম ২০১১৬৯-১৭০, (প্রভুর অপ্রাকৃত অগমোক্তরূপ) ম ২০১১৭৪-১৮৭, (প্রভুর শ্রীমুখদর্শনে নারীগণের হলুদনি-পূর্ক হরিশ্বনি) ম ২০১১৮৮-১২১, (প্রভুর নগরকর্তনে নতা) ম ২০১২০৭ (প্রভুর নৃত্য-দর্শনার্থ অসংখ্য লোকের গমন) ম ২০১২১২, (প্রভুর নৃত্য-দর্শনে নদীয়াবাসিগণের আনন্দ-কোলাহল) ম ২০১২১৫-২০৭, (শ্রীচৈতন্তের আদি-সংকর্তনের পদ) ম ২০১২৪০-২৪২, (দেবগণের নররূপে চৈতন্ত-সঙ্গ) ম ২০১২৪৯, (সর্কর্তনে প্রভুর অপূর্ণরূপ) ম ২০১২৫৮-২৬২, (ভক্তমহিমা বর্ধনার্থ প্রভুর প্রিয়গণের সাক্ষাতে নৃত্য) ম ২০১২৬৪-২৬৭, গৌরহৃদয়ের নৃত্যকালীন বেশ) ম ২০১২৭১-২৮৩, (সর্কর্তন-কালে প্রভুর বিবিধ লীলা) ম ২০১২৮৫-২৮৯, (শ্বেতবীপাভিন্ন নররূপে প্রভুর ভ্রমণ) ম ২০১২৯০, (গ্রন্থকার কর্তৃক সপরিষ্কর

শ্রীগৌরমন্দের ও শ্রীনাথের জয়গান) ম ২০২৩২-২৩৩, (বৈকুণ্ঠধ্বনি-শ্রবণে প্রভুর উল্লাস) ম ২০২২৬, (প্রভুর গঙ্গাতীরে-তীরে নৃত্য) ম ২০২২৮, (প্রভুর মাধাইয়ের ঘাটে নৃত্য) ম ২০২২৯, (সত্ত্ব গৌরচন্দ্রের নৃত্য) ম ২০৩০৭, (প্রভুর নৃত্যে নগরবাসীর উল্লাস ও বিবিধ উক্তি) ম ২০৩০৮-৩১৬; (প্রভুর কাজির বাড়ীর দিকে স্তুতি করিতে করিতে অগ্রসর) ম ২০৩০৮, (কাজী-অহরর কর্তৃক কাজী-সমীপে প্রভুর আগমন-বার্তা জ্ঞাপন) ম ২০৩০৮-৩১৬, (প্রভুর নগরকীর্তন-কোলাহল-শ্রবণে কাজির ধারণা) ম ২০৩০৯, (প্রভুর কাজীনগরে আগমন ও কোটিকর্থে হরিশ্বনি-শ্রবণে যবন-গণের ভীতি) ম ২০৩১২-৩৮৬, (প্রভুর কাজীঘরে আগমন ও কাজী-নিগ্ৰহানার্থ আদেশ) ম ২০৩১২-৩৯১, (প্রভু-আদেশে সকলের কাজীর গৃহ-ঘরে নানারূপ অত্যাচার) ম ২০৩১২-৩৯১, (কাজীগৃহে অগ্নিপ্রদানার্থ প্রভুর আদেশ ও ভক্তগণের প্রভুর কোষশান্তির নিমিত্ত প্রার্থনা) ম ২০৩১২-৪১৬, (ভক্তবাক্যে প্রভুর কোপ-শান্তি ও অস্ত্র বিজয়) ম ২০৩১২-৪২৭, (প্রভুর শত্রুগণিক-নগরে প্রবেশ ও ঘরে ঘরে আনন্দ-কোলাহল) ম ২০৩১২-৪৩২; (প্রভুর শুভবার-পঞ্জীতে প্রবেশ ও তথায় মঙ্গলধ্বনি) ম ২০৩১২-৪৩২, (প্রভুর শ্রীমদগৃহে গমন ও জীর্ণ লৌহপায়ে জলপান) ম ২০৩১২-৪৩৬, (ভক্তগৃহে জলপানের ফল প্রভুর স্ব-মুখে কীর্তন) ম ২০৩১২-৪৩৬, (প্রভুর শ্রীধর-অঙ্গনে নৃত্য) ম ২০৩১২-৪৩৬, (চৈতন্যদেব কেশলভজি-

বস্ত্র) ম ২০৩১২, (নগরসকলকীর্তন প্রভুর স্বনগরে প্রত্যাবর্তন) ম ২০৩১২, (স্বদেশের প্রতি শুভদৃষ্টিপূর্বক কীর্তনবিহার) ম ২০৩১২, (চৈতন্য-লীলার নিত্য) ম ২০৩১৩, (গৌর-চন্দ্রই কৃষ্ণ ও রাম) ম ২০৩১৩, (সর্ব-জীব-হৃদয়ে চৈতন্যলীলা-রূপে গ্রহণকারে-আশীর্ষাধ) ম ২০৩১৩, (প্রভুর বিবিধ কীর্তন-বিলাস) ম ২০৩১৩, (স্বগৃহ-ভাগ্যপূর্বক প্রভুর ভক্তগৃহে বাস) ম ২০৩১৩, (প্রভুর অষ্টৈত-আর্তি হৃদ-গোচর) ম ২০৩১৩, (প্রভুর অষ্টৈত-সমীপে আগমন ও বিষ্ণুমন্দিরে প্রবেশ-পূর্বক ধাররোধ) ম ২০৩১৩-৪১, (প্রভুর অষ্টৈতকে বিষ্ণুরূপ প্রদর্শন) ম ২০৩১৩-৪২, (নিত্যানন্দ-গর্জনে প্রভু কর্তৃক বিষ্ণুগৃহের ধারোদ্ঘাটন) ম ২০৩১৩-৪২, (নিত্যানন্দ-প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি) ম ২০৩১৩-৪৩, (অষ্টৈত-নিত্যানন্দ-দর্শনে প্রভুর বিষ্ণুগৃহে নৃত্য) ম ২০৩১৩, (অষ্টৈত-নিত্যানন্দ-প্রতি প্রভুর সহকারী উক্তি) ম ২০৩১৩, (গৌরচন্দ্রই সর্বমহেশ্বর) ম ২০৩১৩-৪৩, (প্রভুর বিষ্ণুরূপ-ভাব সম্বরণ ও স্বগৃহে গমন) ম ২০৩১৩, (গ্রহকার কর্তৃক শগোষ্ঠী চৈতন্যদেবের জয়গান) ম ২০৩১৩, (প্রভুর নিজ-নামাবেশে নৃত্য ও প্রেমবিকার) ম ২০৩১৩, (প্রভুর বাহু-প্রাপ্তিতে কৃত্য) ম ২০৩১৩, (চতুর্থীর পের প্রভুর সন্তোষ ও 'সুখী' নামকরণ) ম ২০৩১৩-৪৩, (প্রভু-কর্তৃক বেদ-ভাগবত-তত্ত্ব-আদর্শ প্রদর্শন) ম ২০৩১৩, (শ্রীবাং-অঙ্গনে প্রভুর নৃত্য-কীর্তন) ম ২০৩১৩, (প্রভুর বাহুভাবানন্দে নৃত্য) ম ২০৩১৩, (শ্রীবাং-পুত্রের পরলোক-

প্রাপ্তিতে প্রভুর চিত্ত-বৈকল্য-লীলা) ম ২০৩১৩-৪৩, (শ্রীবাসের ভ্রাতৃ ভক্ত-সঙ্গ-ভ্যাগে প্রভুর অনিচ্ছা) ম ২০৩১৩-৪৩, (প্রভুর নন্দ্যাসের বিষয় ইঙ্গিতে বর্ণন ম ২০৩১৩, (প্রভু কর্তৃক শ্রীবাসের মৃত শিশুর প্রতি প্রেম ও মৃতের উত্তর) ম ২০৩১৩, (প্রভু-কর্তৃক শ্রীবাং-মতিমা কীর্তন) ম ২০৩১৩-৪৩, (সগণ-কর্তৃক শ্রীবাসের মৃত-পুত্রের সংকার) ম ২০৩১৩-৪০ (প্রভু-কর্তৃক পুত্ররূপে শ্রীবাসের সেবা-গ্রহণ) ম ২০৩১৩, (প্রোমতিশযা-হেতু প্রভুর বিনিমিত বিষ্ণুর অর্চন-অসামর্থ্য) ম ২০৩১৩-৪০, (প্রভুর শ্রীগোবিন্দ-প্রতি বিষ্ণুপূজার আদেশ) ম ২০৩১৩; গ্রহকার-কর্তৃক শ্রীগৌরমন্দের জয়-গান) ম ২০৩১৩, (প্রভুর শুক্রাধরের অন্নভোজনে ইচ্ছা ও তৎস্থানে অন্ন-বাক্স) ম ২০৩১৩, (প্রভুর শুক্রাধর-গৃহে গমন ও অন্নভোজন করিতে করিতে স্বাহতার প্রশংসা) ম ২০৩১৩-২৭, (চৈতন্য-কৃপার অধিকারী-নির্দেশ) ম ২০৩১৩, (প্রভুর প্রসাদপাত্র ভক্ত-গণের শিরে ধারণ) ম ২০৩১৩, (শুক্রাধর-গৃহে প্রভুর কৃষ্ণকথা-প্রদান ও বিলাস) ম ২০৩১৩, (বিজয়ের অঙ্গে প্রভুর হস্তস্পর্শ) ম ২০৩১৩-৪৩, (শুক্রাধর-গৃহে প্রভুর ভোজনে তৎ-ভাগ্য-প্রশংসা) ম ২০৩১৩-৪৩, (মহা-প্রভুর নিজ-অবতারাদির ভাবপ্রকাশ ও দীর্ঘকালস্থায়ী বলরাম-ভাব) ম ২০৩১৩-৪৩, (প্রভুর রাম-ভাবে মত্ত-বাক্সা এবং নিত্যইর গঙ্গাবারি-প্রদান) ম ২০৩১৩-৪৩, (প্রভুর হৃদয়-ভাববে পুণ্ডরীক-কম্প) ম ২০৩১৩-৪৩, (প্রভুর আকিঞ্চন্যে ভ্রম ও নিত্যানন্দকে

আস্থান) ম ২৬৭২-৭৫, (প্রভুর
প্রহরভাবে উক্তি) ম ২৬৭৬-৭৮,
প্রভুর গোপীভাবে বিশ্রলন্ত-চঠা-
প্রদর্শন) ম ২৬৭৯-৮৬, (প্রভুর গোপী-
নাগোচ্চারণে পড়ুয়ার দৃষ্টদ্বিবেশে
প্রভুকে উপদেশদান-চঠা) ম ২৬৮৬-
৯৭, (পড়ুয়ার সঙ্গিগণের নিকট প্রভুর
ভাণ বর্ণন) ম ২৬৯০-২, (মুখ্য পড়ুয়া-
গণের অক্ষজবিচারে চৈতন্ত-নিষ্ঠা ও
প্রভুর তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞান) ম ২৬৯০-৮-
১১৯, (মহাপ্রভুর হৈয়ালীজলে সন্ন্যাস-
গ্রহণ-বার্তা-প্রকাশ) ম ২৬৯২০-১২২,
(প্রভুর নিত্যানন্দ-সহ নিষ্ঠিতে কথোপ-
কথন) ম ২৬৯২৪-১৫৬, (প্রভুর
মুকুন্দ-গৃহে গমন ও কীর্তনাঙ্কে মুকুন্দ-
সমীপে নিষ্ঠাভিলাষ জ্ঞাপন) ম ২৬৯
১৫৭-১৬২, (গদাধর-সমীপে প্রভুর
গমন ও সন্ন্যাসবার্তা কথন) ম ২৬৯৬৬-
১৭৭, (সন্ন্যাসলীলার প্রভুর-শিখা-মুগুন-
সংবাদে ভক্তগণের দুঃখ) ম ২৬৯৮০,
(গ্রহকার-কর্তৃক মহাপ্রভুর জয়গান)
ম ২৭১১, (প্রভুর সন্ন্যাস-গ্রহণ-বার্তায়
ভক্তগণের দুঃখ) ম ২৭১২-১৭,
(প্রভুর সন্ন্যাস-বার্তা-প্রাপ্তে শচীল
চঃখ এবং প্রভুর ক্ষিত্তরভাবে অব-
স্থান) ম ২৭১২২, (প্রভুর জননীকে
প্রবোধ-দান-ছলে তৎস্বরূপ-প্রকাশ)
ম ২৭১৩২-৫০, (প্রভুর সঙ্কীর্ণন-
রূপে ভক্তগণের প্রভুর সন্ন্যাস-বার্তা-
বিশ্বস্তি) ম ২৮১২-৬, (প্রভুর নিতাই-
সমীপে সন্ন্যাস-গ্রহণের দিবস ও সন্ন্যাস-
প্রদাতার নামোল্লেখ) ম ২৮১৭-১১,
(প্রভুর কীর্তন-বিলাস ও ভোজন) ম
২৮১৫-১৭, (প্রভুর সাহচর্য অবস্থান,
বহুলোকের মাল্য-চন্দন-হস্তে প্রভু-
দর্শনার্থ আগমন ও প্রভুপদে প্রণাম)

ম ২৮১১৮-২৪, (প্রভুর প্রণামী মালা
সকলকে প্রদানপূর্বক কৃষ্ণভক্তদের
উপদেশ দান) ম ২৮১২৫-২৬, (শ্রীধরের
লাউ-ভেটে প্রভুর হাত) ম ২৮১৩৪,
(প্রভুর ভোজন ও বিশ্রামান্তে যাত্রা)
ম ২৮১৪২-৪৬, (গদাধরের প্রভু-গঙ্গে
গমনোচ্ছা ও প্রভুর প্রত্যাখ্যান) ম
২৮১৪৭-৪৯, (প্রভুর জননীকে প্রবোধ-
দান) ম ২৮১৫০-৬০, (জননীর পদধূলি-
গ্রহণ ও প্রদক্ষিণান্তে প্রভুর যাত্রা)
ম ২৮১৬২-৬৫, (সর্গজীবোদ্ধারাদি-
লাবেই প্রভুর সন্ন্যাসলীলা) ম ২৮১৯৮-
১০০, (প্রভুর কেশবভারতী-সমীপে
গমন ও কৃপা যাচ-প্রাভিনয়) ম ২৮১
১০২-১১০, (প্রভুর প্রেমবিকার ও
মুকুন্দাদির কীর্তন) ম ২৮১১১-১১২,
(প্রভুর অদ্বুত প্রেমভাব-দর্শনে ও
সন্ন্যাসবার্তা-প্রবণে সঙ্গের ক্রন্দন)
ম ২৮১১১৫-১২৫, (প্রভুর কর্ণপদ্মতির
বিচারে শিখা-মুগুনে উপবেশন) ম
২৮১২০৯, (সন্ন্যাসলীলাকারী প্রভুর
সকল জনের কাঙ্ক্ষ্যবসের সঞ্চার) ম
২৮১২৪৬, (শিখা-মুগুনকালে প্রভুর
প্রেমবিষয় ভাব) ম ২৮১২৪৮-২৪৯,
(প্রভুর স্নানান্তে ভারতী সমীপে
উপবেশন) ম ২৮১২৫২-১৫৩, (প্রভুর
ছল-পূর্বক ভারতীর কর্ণে মস্ত্রপ্রদান)
ম ২৮১২৫৪, (প্রভুর সন্ন্যাসবেশে মহা-
ভাগ্যের স্নোকে যাত্রার্থী-স্থাপন)
ম ২৮১২৬১-১৬৭, (ভারতী-কর্তৃক
প্রভুর নামকরণ ও তদর্থ-প্রকাশ) ম
২৮১২৭৪-২৭৬, (প্রভুর নিজনাট-
প্রাপ্তিতে আসন্ন) ম ২৮১২৮১,
(গ্রহকারের প্রভুর জয়গান ও প্রার্থনা)
ম ২৮১২৮৭, (কাটোয়ার সন্ন্যাস-গ্রহণান্তে
প্রভুর দিব্যবিরহোদ্ভাব-লীলা প্রকাশ

ও মুকুন্দকে কীর্তনাদেশ) ম ২৮১২৯২,
(প্রভুর কেশবভারতীকে আলিঙ্গন)
ম ২৮১৩০, (প্রভুর ভারতী-সমীপে
বিদায় প্রার্থনা ও বিশ্রলন্তে অরণ্যে
প্রবেশোচ্ছা) ম ২৮১২২-২৫, (প্রভুর
চন্দ্রপেগরকে গৃহে অত্যাগমনাদেশ)
ম ২৮১২৬-২৯, (প্রভুর বিরহ-কাতর
ভক্তগণকে আশাসমরী আকাশবাণী)
ম ২৮১২৫-৫০, (প্রভুর পশ্চিমাত্মিমুখে
গমন) ম ২৮১৩১, (অহুগাছী গণ-
কোটিকে প্রভুর 'কৃষ্ণভক্তি' বরদান)
ম ২৮১৩৩-৫৭, (প্রভুর চিড়িদেশে
প্রবেশ) ম ২৮১৪৮, (রাঢ়ের শোভা-
দর্শনে প্রভুর আবেশ) ম ২৮১২২-৬৩,
(প্রভুর বক্তৃৎসরের বনে নির্জন-ভজন-
লীলাভিলাষ) ম ২৮১৪৮-৭১, (জনৈক
সৌভাগ্যবান বৈষ্ণবস্বাক্ষরগৃহে-প্রভুর
ভিক্ষা-লীলা) ম ২৮১৭৪, (ভিক্ষান্তে
আপ্তবর্গের নিকট হইতে গোপনে
প্রভুর প্রাপ্তমুখিতে গমন) ম ২৮১
৭৫-৭৮, (প্রভুর নির্জন প্রাপ্তরে
কৃষ্ণোদ্দেশে ক্রন্দনলীলা) ম ২৮১২৮-৮২,
(প্রভুর বক্তৃৎসর পৌছিবার মাত্র
চারি ক্রোশ থাকিতে পশ্চিম হইতে
পূর্বাভিমুখে গতি পরিবর্তন) ম
২৮১৭৭-২৪, (প্রভুর বক্তৃৎসর-গমন-
জলে রাঢ়দেশে কৃতার্থকরণ) ম ২৮১২৫,
(প্রভুর গঙ্গাভিমুখে গমন) ম ২৮১২৬,
(ধরিকীর্তন-মুখ্য দেশে প্রভুর হুংখার-
ভব) ম ২৮১২৭-২৯, (প্রভুর রাখাল-
শিশুমুখে চরিত্রানি-প্রবণে গঙ্গা-
সাহায্যার্থে ভৎকারপক্ষে নির্দেশ)
ম ২৮১২০০-১০৭, (প্রভুর গঙ্গাসঙ্কট-
কীর্তনমুখে পদাদর্শনাবেশে ধাবন) ম
২৮১২০৮-১১২, (নিত্যানন্দকে প্রভুর
গঙ্গাখন ও ভব) ম ২৮১২০৫-১২২,

(কোন ক্ষতিমানের ভবনে প্রভুর নিশাধাপন) অ ১১২৪, (ভক্তগণসহ প্রভুর নীলাচলাভিমুখে যাত্রা) অ ১১২৬, (নদীয়াবাসি ভক্তগণের সাস্ব-নার্থ প্রভুর নিত্যানন্দকে নবদ্বীপে প্রেরণ) অ ১১২৭-১২৮, (শান্তিপুত্রে অষ্টৈত-মন্দিরে অপেক্ষার কথা ভক্তগণকে জ্ঞাপনার্থ নিত্যানন্দকে অমু-রোধ) অ ১১২৯-১৩০, (প্রভুর ফুলিয়া নগরে যাত্রা) অ ১১৩১-১৩২, (নিত্যানন্দ-কর্তৃক নবদ্বীপে শচীমাতা ও অন্ত্যস্ত ভক্তগণকে মহাপ্রভুর শান্তি-পুত্রে আগমনবার্তা জ্ঞাপন) অ ১১৩৬-১৩৭, (নবদ্বীপবাসীর প্রভূদর্শ-নার্থ ফুলিয়ায় যাত্রা) অ ১১৩৮-১৩৯, (প্রভুর সকলকে দর্শন দান) অ ১১৩৯-১৪০, (প্রভুর ফুলিয়া হইতে শান্তিপুত্রে অষ্টৈতভবনে আগমন) অ ১১৪০, (প্রভুর অচ্যুতকে জোড়ে স্থাপন) অ ১১৪১, (প্রভুর মেহ-রূপা ও ভক্তগণের জীবন-বিনাশন আনন্দ-ক্ৰন্দন) অ ১১৪২-১৪৩, (প্রভুর নৃত্যারম্ভ) অ ১১৪৪-১৪৫, (প্রভুর অতিমর্ত্য রূপাপ্রদ-শাসা) অ ১১৪৬-১৪৭, (প্রভুর কেবল 'হরি-বোল' ধ্বনি) অ ১১৪৮, (প্রভুর বিক্ষুব্ধায় উপবেশন) অ ১১৪৯-১৫০, (প্রভুর স্বমুখে নিজতত্ত্বপ্রকাশ) অ ১১৫১-১৫২, (অদোষদর্শী রূপাসিদ্ধ গোরেন্দ্র) অ ১১৫৩, (প্রভুর ঐশ্বর্য-সম্বরণ ও বাহ্যপ্রকাশ) অ ১১৫৪, (প্রভুর দান-ভোজনাদি লীলা) অ ১১৫৫-১৫৬, (প্রভুর বৃন্দাবনীয় লীলার পুনরাবৃত্তি) অ ১১৫৭-১৫৮, (প্রভুর দান-ভোজনাদি লীলা) অ ১১৫৯-১৬০, (প্রভুর শান্তিপুত্রে ভক্তগণ-সহ

নিশাধাপন ও তৎসমীপে নীলাচল-যাত্রার প্রস্তাব) অ ১১৬০, (প্রভুর সকলকে হরিতজনময় গৃহে প্রত্যা-গমন-পূর্বক ভক্তিবাহিনীনাশ) অ ১১৬১, (ভক্তগণের বাধা সত্ত্বেও প্রভুর নীলাচল-গমনে দৃঢ়কল্প) অ ১১৬২, (প্রভুর নীলাচল-যাত্রা) অ ১১৬৩, (প্রভুর অমুগমনোন্মুখ ভক্ত-গণকে গৃহে প্রত্যাগমন-পূর্বক রূপ-ভজনোপদেশ) অ ১১৬৪-১৬৫, (প্রভুর স্নেহাবিশ্রবণ ও ভক্তগণের বিরহ-ক্ৰন্দন) অ ১১৬৬-১৬৭, (নিত্যানন্দ-গদাধর-সহ প্রভুর নীলাচলাভিমুখে যাত্রা) অ ১১৬৮-১৬৯, (পথে প্রভূ-কর্তৃক ভক্তগণের নিধিকৃততা পরীক্ষা) অ ১১৭০-১৭১, (ভক্তগণের নিরপেক্ষ-তায় প্রভুর সন্তোষ) অ ১১৭২, (প্রভূ ভক্তগণকে শরণাগতি শিক্ষাদান) অ ১১৭৩-১৭৪, (প্রভুর আটসারা গ্রামে অনন্তগণিত গৃহে অবস্থান) অ ১১৭৫-১৭৬, (প্রভুর আটসারা হইতে ছত্রভোগ যাত্রা) অ ১১৭৭-১৭৮, (ছত্র-ভোগে অশ্লিষ্ট ঘাটে গমন, শতমুখী গঙ্গা দর্শন, স্নান ও প্রেমাপ্রবর্তন) অ ১১৭৯-১৮০, (ছত্রভোগাধিকারী রামচন্দ্র ঝাঁ-সহ মিলন) অ ১১৮১-১৮২, (গঙ্গাধর দর্শনার্থ প্রভুর অচ্যুত আর্তি) অ ১১৮৩-১৮৪, (প্রভুর রামচন্দ্র খানের পরিচয়-জিজ্ঞাসা) অ ১১৮৫-১৮৬, (রামচন্দ্র খানকে প্রভুর নীলাচল-গমনের পথের বন্দোবস্ত করিবার আদেশ) অ ১১৮৭-১৮৮, (স্বগৃহে প্রভূকে ভিক্ষা করাই-বার জন্ত রামচন্দ্র খানের অহরোধ) অ ১১৮৯-১৯০, (ভক্তগণসহ রামচন্দ্র-গৃহে প্রভুর ভিক্ষা-স্বীকার) অ ১১৯১-১৯২, (প্রভুর পরমার্থই একমাত্র

অমুকুণ ভোজ্য) অ ১১৯৩-১৯৪, (নীলাচল-পথে প্রভুর বিশ্রান্তোন্মাদ) অ ১১৯৫-১৯৬, (নিত্যানন্দাদি প্রিয়-বর্গ সহ প্রভুর ভোজন-ভোজন-কালেও প্রভুর রূপাহরণ-লীলা-তন্ময়তা) অ ১১৯৭-১৯৮, (কীর্তনে প্রভুর অচ্যুত নৃত্য) অ ১১৯৯-১২০, (প্রভুর কীর্তনে সাত্বিক বিকার-সমূহেব যুগপৎ প্রকাশ) অ ১২০১-১২২, (প্রেমময় অবতার গোঁড়হৃদয়) অ ১২০৩, (প্রভুর ভাবাবেশে তৃতীয় প্রহর বাহি-পর্যন্ত যাপন) অ ১২০৪-১২৫, (প্রভুর নৌকায আরোহণ ও নীলাচলাভিমুখে যাত্রা) অ ১২০৬-১২৭, (নৌকোপরি প্রভুর প্রেমোন্মাদ ও ছন্দ) অ ১২০৮-১২৯, (নাবি-কের ভীতিবাক্যে প্রভুর অভয়বাণী) অ ১২১০-১২১, (সকীর্তন করিতে করিতে প্রভুর উৎকলধে প্রবেশ ও প্রয়াগঘাটে অবতরণ) অ ১২১২-১২৩, (উৎকলধে প্রবেশ) অ ১২১৪-১২৫, (তথায় গঙ্গাঘাটে প্রভুর স্নান) অ ১২১৬-১২৭, (ভক্তগণকে দেবহানে রাখিয়া সম্মানসূচী প্রভুর প্রতিধারে ভিক্ষা-লীলা) অ ১২১৮-১২৯, ভিক্ষা-লব্ধ দ্রব্যসহ প্রভুর (ভক্তগণ-সমীপে প্রত্যাবর্তন) অ ১২২০-১২১, (গঙ্গা-নদের রন্ধন ও সকলের সহিত প্রভুর ভোজন-লীলা) অ ১২২২-১২৩, (দানী ও প্রভুর লীলা) অ ১২২৪-১২৫, (প্রভুর নিরপেক্ষতা লীলা) অ ১২২৬, (মহাপ্রভুর অচ্যুত ক্ৰন্দন লীলা) অ ১২২৮-১২৯, (প্রভুর নিকট শরণা-গত দানী) অ ১২৩০-১২১, (দানীর প্রতি প্রভুর রূপা ও দান-ত্যাগ) অ ১২৩২-১২৩, (প্রভুর অহর্নিশ প্রেম-

বিহীনতা) অ ২১৮৮-১৮৯, (প্রভুর
স্বর্ণরেখায় আগমন ও তথায় আন-
লীলা) অ ২১৯০-১৯২, (নিত্যানন্দের
জন্ম) অ ২১৯৪, (দণ্ডভঙ্গ লীলা) অ ২১৯৮-২১৯, (সর্ক-
জ প্রভুর দণ্ডভঙ্গের কারণ-বিজ্ঞান)
লীলা) অ ২১২০-২২১, (গৌর-নিভাটের
কোমল-লীলা) অ ২১২৩-২২৪, (প্রভু
অচিন্তা অগম্য লীলা) অ ২১
২২৫-২৩০, (মহাপ্রভুর ক্রোধলীলা)
অ ২১২৩১-২৩২, (প্রভুর নিবপেকতা-
লীলা প্রদর্শন) অ ২১২৩৩-২৩৪, (গৌর-
চন্দ্রের একাকী অগ্র-গমন) অ ২১২৩৬,
(প্রভুর জলেশ্বরশিবস্থানে গমন) অ
২১৩৭-২৪১, (প্রভু কর্তৃক শি-
গৌর প্রকাশ) অ ২১২৪২-২৪৪,
('জলেশ্বর' শিবস্থানে মুক্তের কীর্তনে
প্রভুর অধিকতর আনন্দমুখ্য) অ ২১
২৪৭-২৪৯, (নিত্যানন্দ প্রভু প্রভুর
উক্তি) অ ২১২৪৭-২৪৮, (নিত্যানন্দ-
প্রতি সতর্ক হইবার জন্য প্রভুর
সকলকে শিক্ষাদান) অ ২১২৪৭-২৪৮,
(প্রভুর জলেশ্বরে রাজি-বাগন ও
উৎসাহে আনন্দ-আগ) অ ২১২৪৩,
(বাগদহে শাক্ত সন্ন্যাসীর সহিত প্রভুর
আলাপন-লীলা) অ ২১২৪৮-২৪৯,
(শাক্তসন্ন্যাসী প্রভুকে আনন্দ-পানার্থ
নিমন্ত্রণে প্রভুর হস্ত) অ ২১২৪৯-২১৩,
(প্রভুর ভাসীকে বন্ধন) অ ২১২৭১-
২৭২, (প্রভুর পতিতপাবন লীলা) অ
২১২৭৩-২৭৪, (রেণুয়ার গোপীনাথ-
সমীপে প্রভুর দ্বিগোষ্ঠাঙ্গলীলা) অ ২১
২৭৬-২৭৯, (প্রভুর বাহুপরে গমন)
অ ২১২৮০-২৮২, (ভক্তগণ-সহ দশা-
দেখাটে দান) অ ২১২৮৮-২২০,
(প্রভুর স্বর্ণদান লীলা) অ ২১২৯১-

২২১, (পুনরায় ভক্তগণকে দর্শন-দান)
অ ২১২৯৮-৩০১, (প্ৰভু কটকে
আগমন ও সাক্ষিগোপাল-দর্শন-লীলা)
অ ২১৩০২, (প্রভুর মহানদীতে আন-
লীলা) অ ২১৩০৩, (সাক্ষিগোপাল-দর্শনে
প্রভুর অকৃত প্রেমানন্দকন্দন) অ ২১
৩০৪-৩০৫, (প্রভুর ভুবনেশ্বরে আগমন)
অ ২১৩০৭-৩০৮, (বিন্দুসরোবরে আন)
অ ২১৩০৯-৩১২, (শিবাগ্রে নৃত্য) অ
২১৩১৩, (প্রভু ভুবনেশ্বরে রাজি-বাগন)
অ ২১৩১৪, (স্বন্দোক্ত ভুবনেশ্বর-
মাধ্যম) অ ২১৩১৫-৪০০, (ভুবন-
শবেব বিভিন্নস্থানে প্রভুর শিবলিঙ্গ-
দর্শন) অ ২১৪০১, (এক নিভৃত শিব-
স্থান দর্শনে প্রভুর সন্তোষ ও যাবতীর
দেবালয়দর্শন) অ ২১৪০২-৪০৩, (প্রভুর
কমলপুরে আগমন) অ ২১৪০৪,
(পুরীতে জগন্নাথমন্দিরচূড়াদর্শনে প্রভুর
ভাবাবেশ ও প্রাকোচারণ) অ ২১
৪০৫-৪১২, (প্রভু দণ্ডবৎ প্রণতির
সহিত পণ অর্চন) অ ২১৪১০-৪১৪,
(প্রভু আচারনাথায় আগমন মাত্রই
ভাব-দগ্ধ) অ ২১৪১৯-৪২০, (ভক্ত-
গণের প্রতি কৃষ্ণ প্রজ্ঞাপন-লীলা) অ
২১৪২১, (প্রভু একাকী পটী-প্রবেশ-
অভিলাষ ও পটী প্রবেশ) অ ২১৪২২-
৪২৫, (প্রভুর মন্দিরে জগন্নাথ-দর্শন-
লীলা) অ ২১৪৩৭-৪২৯, (জগন্নাথ-দর্শনে
প্রভুর আনন্দ-মুখ্য) অ ২১৪৩৯, (জন্ম
পড়িহারী প্রভু'ক প্রসারোক্ত হইলে
সার্কভোমের তদ্বিচার) অ ২১৪৩১,
(প্রভুর আনন্দ-মুখ্যদর্শনে সার্কভোমের
বিস্ময় ও বিচার) অ ২১৪৩২-৪৩৬,
(জগন্নাথ ও শ্রীমদে-চন্দ্র অভিন্ন-
বরণ) অ ২১৪৩৮, (প্রভুর বৈষ্ণব-
লীলা) অ ২১৪৩৯, (সার্কভোমকর্তৃক

মুখ্যপ্রাপ্ত প্রভুকে নিজ-গৃহে আনয়ন)
অ ২১৪৪০-৪৪৭, (ভক্তগণের সার্কভোম-
গৃহে প্রভুগৃহ মিলন) অ ২১৪৪৫-৪৪৭,
(তিন প্রহর-পর্যন্ত প্রভুর বাহুবল্য
অপ্রকাশিত) অ ২১৪৭৩, (প্রভুর বাহু
প্রকাশ) অ ২১৪৭৪, (প্রভুর মুখ্য-
কালের বৃদ্ধ ভক্তগণকে বিজ্ঞান)
অ ২১৪৭৫, (প্রভুর নিকট সার্কভোমের
পরিচয়-দান) অ ২১৪৭৯, (সার্কভোম-
প্রতি প্রভুর উক্তি) অ ২১৪৮০-৪৮২,
(জগন্নাথদর্শনে অমর্ত্যশায় উপনীত
হইবার পূর্বসূক্ত সার্কভোম-সমীপে
জ্ঞাপন) অ ২১৪৮৩-৪৮৬, (গুরুভক্তের
পশ্চাতে থাকিয়া প্রভুর জগন্নাথ-দর্শনে
প্রতিজ্ঞা) অ ২১৪৮৭-৪৮৯, (ভক্তগণ-সহ
প্রভুর প্রোদ-সেবন) অ ২১৪৯৪,
(প্রভুর বৈষ্ণবগণকে চর্কাচোম্বাদি মহা-
প্রদান-দানে অমরোষ ও অমর সাধারণ
প্রদান দ্বীকার) অ ২১৪৯৫-৪৯৭, (সার্ক
ভোম কর্তৃক প্রভুকে স্বর্ণ-খালীতে
প্রদান দান) অ ২১৪৯৮, (প্রভুর
জগন্নাথ-ভোজনবিলাস) অ ২১৪৯৯-
৫০১, (প্রভুর সার্কভোমকে কৃপা)
অ ৩২০-১২১, (সার্কভোমের প্রভু-
প্রতি উপদেশ) অ ৩২১-২২২, (সার্ক-
ভোম-সমীপে প্রভুর সন্ন্যাসলীলা
তাবরণ কখন) অ ৩২৬-৩২৮, (প্রভুর
সার্কভোম-সমীপে তাগবৎ-অবতার
অভিলাষলীলা) অ ৩২৮-৩২৯, (সার্ক-
ভোম-সমীপে 'আচার্য'-মোক-সমুদ্রে
প্রভুর প্রস) অ ৩২৯, (প্রভু-সমীপে
সার্কভোমের 'আচার্য' মোক-
বাখ্যা) অ ৩২৯-৩৩০, (সার্কভোমের
'আচার্য' মোক-প্রদোদ-প্রকার
অর্থ) অ ৩৩০, (প্রভুর উক্ত মোক-
অর্থোপ্রকার পুত্র বাখ্যা) অ ৩৩০-

৯৮, (সার্কভৌম-সমীপে প্রভুর বড়-
ভুজ-মূর্তি-প্রকাশ) অ ৩১০০-১০৬,
(মূর্তিত সার্কভৌমগারে প্রভুর শ্রীহস্ত
প্রদান) অ ৩১০২, (প্রভুর সার্ক-
ভৌমক্ষে পাদপদ্ম স্থাপন) অ ৩১
১১১, (সার্কভৌম-স্তবে বড়ভুজ
প্রভুর তৎপ্রতি উপদেশোক্তি) অ
৩১৪১-১৪৫, (প্রভুর একটীলার
বড়ভুজমূর্তির কথা অগতে প্রকাশ
করিতে সার্কভৌমকে নিষেধ) অ ৩১
১৪৮-১৪৯, (প্রভুর সার্কভৌমকে
নিত্যানন্দসেবার উপদেশ) অ ৩১৫০-
১৫১, (প্রভুর বড়ভুজ মূর্তিরূপ ঐশ্বর্য
স্বরূপ) অ ৩১৫২, (প্রভুর অহনিশ
কীটন-বিহার ও জীনাযরস-পান-লীলা)
অ ৩১৫৬-৫৫৮, (সাধারণের প্রভুকে
সচল-অগরাধ বর্ণনা ধারণা) অ ৩১
১৫৯-১৬০, (শ্রীগৌরবিগ্রহ-সৌন্দর্য-
মাধুরী) অ ৩১৬৩-১৬৫, (পথে
বিচরণকালেও প্রভুর বাহুদশা লোপ)
অ ৩১৬৬, (প্রভুর পরমানন্দপুরী-
প্রতি প্রজ্ঞা-জ্ঞাপন) অ ৩১৬৮, (পুরী-
দর্শনে প্রভুর আনন্দ-নৃত্য-স্তব প্রেমো-
দায়) অ ৩১৬৯-১৭১, (পুরীদর্শনে
প্রভুর সন্ন্যাসের সফলতা-কথন) অ
৩১৭২, (পুরীকে কোড়ে ধারণ) অ
৩১৭৩, (পুরী ও মহাপ্রভুর পদস্পর্শ
নতি-প্রণতি) অ ৩১৭৪-১৭৫, (প্রভু-
সহ ভক্তবৃন্দের কীর্তন-বিসাদ) অ ৩১
১৮০-১৮১, (পুরী গোবামীর কৃপ-
অল কর্দমাক শ্রবণে প্রভুর খেদ ও
জগে মলিনতার কারণ ব্যাখ্যা) অ ৩১
২০৬-২৪০, (প্রভুর "কৃপ ভোগবতী
গঙ্গা প্রতিষ্টা কটন" বর প্রদান) অ
৩২৪১-২৪৫, (কৃপ-অল নির্মল দেখিয়া
প্রভুর আনন্দ) অ ৩২৫০, (প্রভুর

কৃপ-মাহাত্ম্য-প্রচার) অ ৩২৫১-২৫২,
(মহা কৃষ্ণে প্রভুর কৃপাশ্রমে স্নান
ও পান) অ ৩২৫৩-২৫৮, (প্রভুর
পুরী গোবামীর মাহাত্ম্য-বর্ণন) অ ৩২
২৫৯-২৬৩, (সপার্বদ প্রভুর সমুদ্রতীরে
কীর্তন-বিহার) অ ৩২৬৩-২৬৫, (প্রভুর
নীলাচলে কিছুকাল অবস্থিতির পর
পুনঃ গোড়দেশে বিজয়) অ ৩২৭১,
(প্রভুর সার্কভৌম-ভ্রাতা বিজা-বাচ-
স্পতি-গৃহে আগমন) অ ৩২৭৩-২৭৪,
(বাচস্পতি-সমীপে প্রভুর নির্জনস্থান-
বাচ-জ্ঞা-লীলা) অ ৩২৭৯-২৮০,
(হরিশ্চন্দ্র-শ্রবণে প্রভু গৃহের বাহিরে
আগমন) অ ৩৩২২-৩২৩, (শ্রীগৌর-
রূপ-মাধুর্য) অ ৩৩২৪-৩২৭, (প্রভু
সকলকে 'কৃষ্ণ মতিরস্তু'—এই
আশীর্বাদ ও কৃষ্ণ-ভজনে আদেশ)
অ ৩৩৩১-৩৩২, (লোক-সমুদ্রট্ট এড়াই-
বার জন্য প্রভুর-বাচস্পতিব অগোচরেই
গোপনে কুলিয়ায় গমন) অ ৩৩৪৩-
৩৪৫, (প্রভু কুলিয়ায় গুপ্তভাবে
অবস্থান) অ ৩৩৯৩-৩৯৫, (প্রভুর বাচ-
স্পতিসহ গোপনে সাফাং) অ ৩৩
৩৯৬-৪০৪, (বাচস্পতি-বাক্যে প্রভু
লোক-সমুদ্রকে দর্শন-দান) অ ৩৪১২-
৪১৭, (চতুর্দিকে সঙ্কীর্তন-শ্রবণে প্রভুর
মহানন্দ) অ ৩৪২৪-৪২৫, (প্রভুর
সকল সঙ্কীর্তন-সম্প্রদায়ে নৃত্য) অ ৩৪
৪২৬-৪২৮, (মহাপ্রভুর প্রেমহকার
ও নৃত্য) অ ৩৪৩১-৪৩৭, (প্রভু
কুলিয়ায় পাপিকুলের উদ্ধার) অ ৩৪
৪৩৮-৪৪১, (জনৈক বিশেষ 'বৈষ্ণব-
নিম্মাপরাধ খণ্ডনের উপায়' প্রসঙ্গে
শ্রীগৌরহরকর্তৃক বৈষ্ণবনিম্মাপরাধ
মোচনের ব্যবস্থা) অ ৩৪৪২-৪৪৩,
(প্রভুর বিশ্রামে তথোপদেশ-কালে

পণ্ডিত দেবানন্দের তথার আগমন)
অ ৩৪৪৪-৪৪৭, (বক্রেশ্বর-সদ্যক্রমে
দেবানন্দের প্রভূপাদপদ্মে বিশ্বাস, প্রভু-
দর্শনে অহুরাগ ও প্রভু-সমীপে আগ-
মন) অ ৩৪৬৯-৪৭০, (প্রভু কর্তৃক
কুলিয়ায় দেবানন্দের দাবতীয় অপরাধ
খণ্ডন) অ ৩৪৭১-৪৭২, (দেবানন্দ-
সমীপে প্রভুর বক্রেশ্বর-মাহাত্ম্য বর্ণন)
অ ৩৪৭৩-৪৭৬, (দেবানন্দের প্রভু-
সমীপে ভাগবত-অধ্যাপনার উপদেশ
গ্রহণ) অ ৩৫০২-৫০৭, (প্রভুর দেবা-
নন্দ-সমীপে ভাগবত-মাহাত্ম্যকীর্তন)
অ ৩৫০৫-৫২৩, (দেবানন্দপণ্ডিতকে
লক্ষ্য করিয়া প্রভুর সকলকে ভাগবত-
তাৎপর্য শিক্ষাদান) অ ৩৫২৬-৫৪০,
(কুলিয়া গ্রামে প্রভুর সকলকেই
কৃতার্ক-করণ) অ ৩৫৪১, (প্রভুর ৪১
৫ দিন বাসকালিতে গুপ্তভাবে স্থিতি)
অ ৪১৫৬, (আশ্বগোপন-চেষ্টা-সম্বন্ধে
সর্কপ্র প্রকাশ) অ ৪১৭, (প্রভুর
প্রেমোদায়) অ ৪১৯-১২০, (প্রভুর উচ্চ
ক্রন্দন) অ ৪১২, (প্রভুর লোকমুখে
হরিনাম-শ্রবণে অধিকতর উল্লাস-বৃদ্ধি)
অ ৪১৫৫-১৬, (প্রভু-কৃপার বিধর্মীও
হরিকীর্তন ও প্রভুকে প্রণতি) অ ৪১৭-
১৮, (সংকীর্তন-প্রচার বাতীত প্রভুর
অগ্রকৃত্য-শূন্যতা) অ ৪১৯, (প্রভু-
প্রভাবে বিধর্মী রাজার বিস্ত্রমানেও
সাধারণের দ্বারা হরিকীর্তনে তর-
শূন্যতা) অ ৪২২-২৩, (কোতোয়াল-
কর্তৃক যখনগ্রামসমীপে প্রভুর মহিমা
বর্ণন) অ ৪২৪-৪৬, (প্রভুর মহিমা-
শ্রবণে বিধর্মীরাজার চিত্তে চমৎ-
কারিতা) অ ৪৪৭, (যখনরাজ কর্তৃক
প্রভুবিরূপে কেশব হজীকে প্রেরণ,
হজীর বদমত্রে প্রভুসমীপে গোপন,

তথাপি রাজার প্রভুকে 'ঈশ্বর' জ্ঞান এবং আত্মতুলনামূলক প্রভুর পরমেশ্বর-স্থাপন) অ ৪৪৮-৬১, (মহাপ্রভুর বথেক বিহার ও সংকীর্ণনামিতে বাধা প্রদত্ত না হওয়ার অস্ত্র বাৎসর্যের সর্বত্র আদেশ) অ ৪১২-৬৬, (বিধর্ষি-বনরাভের ও গৌর-প্রতি প্রদত্ত) অ ৪৬৭-৬৮, (অহমিশ কুকানামরসে প্রমত্ত মহাপ্রভু) অ ৪৮৪-৯০, (ভরমুষ্টি বম-কালাদি ত্রিচৈতজ্ঞাজ্ঞা-বাহক) অ ৪১০০-১০৪, (বনভয় ভীত ভক্তগণকে সাহস প্রদান ও স্বমুখে প্রভুর সর্বশক্তিমান ও বেদভক্ত প্রকাশ) অ ৪১১১-১১২, (বৈষ্ণবাপ-রাধী ব্যতীত প্রভুর সকলকে হরি-নাম-বিতরণের প্রতিজ্ঞা) অ ৪১২০-১২৫, (প্রভুর পৃথিবীর সর্বত্র গৌরনাম-প্রচারের ভবিষ্যদ্বাণী কথন) অ ৪১২০-১২৮, (মথুরায় গমন না করিয়া রাম-কেলি হইতেই প্রভু দক্ষিণাতিমুখে প্রত্যাবর্তন) অ ৪১৩১-১৩৩, (প্রভুর অবৈতমন্দিরে আগমন) অ ৪১৩০-১৩৬, (জনৈকসম্মানস্বরূপ অবৈতসমীপে কেশব ভারতীর সহিত মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ জিজ্ঞাসা) অ ৪১৩৮-১৪২, ("লোকশিক্ষাণীয়ার ভারতী মহাপ্রভুর গুরু"—অবৈতচাচীর উত্তর) অ ৪১৫০-১৫২, (অচ্যুতের চৈতন্ততত্ত্বকথন) অ ৪১৫০-১৭০, (অবৈতগৃহে প্রভুর সপার্বদে উপস্থিতি) অ ৪১৮৮-১২২, (আচাৰ্য ও মহাপ্রভুর পরস্পর প্রেম-ক্রন্দন) অ ৪১২০-১২৪, (সপার্বদ মহাপ্রভুর অবৈত-গৃহে উপবেশন) অ ৪১২৭, (অচ্যুতের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা) অ ৪২০১-২০৪, (কীৰ্ত্তন-লীলার মহাপ্রভুর কিছুদিন অবৈতগৃহে

অবস্থান) অ ৪২০২-২১০, (প্রভুর শান্তিপুরে আগমন-বার্ষিক-প্রবণে শচী-মাতা ও ভক্তগণের উৎকর্ষ) অ ৪২০৪-২০৬, (প্রভুর অপূর্ণ মাতৃতত্ত্বলীলা ও জ্ঞতি) অ ৪২৪০-২৪৮, (প্রভুর মুখে শচীমাতার জ্ঞতি) অ ৪২৫২-২৫৮, (পার্বদবর্ণ-সহ প্রভুর শচী ক প্রসাদার-ভোজনার্থ আগমন) অ ৪২৮৪, (প্রভুর শ্রীঅর-বাজনের সজ্জা-দর্শনে দত্তবৎ প্রণাম) অ ৪২৮৫, (মহাপ্রসাদ-মাধব-বর্ণনাতে প্রভু সপার্বদে প্রদান-সেবন) অ ৪২৮৬, (প্রভুর অন্নপ্রদক্ষিণ ও ভোজনে উপবেশন) অ ৪২৮৮, (প্রভুর পুনঃ পুনঃ শাক-ব্যঞ্জন গ্রহণ) অ ৪২৯০, (ভক্তগণের নিকট প্রভুর বিভিন্ন শাকের মহিমা কথন) অ ৪২৯৫-২৯৯, (প্রভুর ভোজন-সমাধি) অ ৪৩০৫, (প্রভু মুরারিকে শ্রীরামচন্দ্র-তোত্রপাঠ-আদেশ) অ ৪৩১৫-৩১৭, (তোত্র-শ্রবণে গুরুত্ব মন্তকোপরি প্রভুর পাদপদ্ম স্থাপন, আলীকাদ ও বর প্রদান) অ ৪৩৪১-৫৪৩, (প্রভুর জনৈক বৈষ্ণববিন্দক কৃষ্ণব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির প্রতি ক্রোধ) অ ৪৩৫১-১৬৭, (প্রভুকর্তৃক বৈষ্ণব-বিন্দকের শান্তির গুরুত্ব কথন) অ ৪৩৭৫-৩৭৭, (প্রভুর বৈষ্ণবাপরাধ-মোচনের এক-মাত্র উপায় কথন) অ ৪৩৭৮-৩৮২, (বৈষ্ণবে বৈষ্ণবে কোন্‌ল—প্রভুর রজ) অ ৪৩৯০, (প্রভুর শান্তিপুরে অবস্থান-কালে শ্রীমাধবেন্দ্র পুরী আরাধনামাতিধি উপস্থিতি) অ ৪৩৯৬-৩৯৭, (মাধবেন্দ্র-দেবে প্রভুর বিহার) অ ৪৩৯৯-৪০০, (শ্রীশ্রীমাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথি-দিবসে সপার্বদ গৌরহৃদয়ের জ্ব) অ ৪৪০০,

(মাধবেন্দ্রতিথি-পূজোৎসবব্যবস্থা-সজ্জা-রের সজ্জা-দর্শন পূর্বক প্রভুর পরম সন্তোষে সর্বত্র বিচরণ) অ ৪৪০১-৪০৮, (অবৈতপ্রভুর অলৌকিক পূজা-সজ্জার-আয়োজন-দর্শনে প্রভুর আনন্দ ও অবৈততত্ত্ব বর্ণন) অ ৪৪৬৯-৪৭২, (মহোৎসবের উপায়ন-দর্শনে সঙ্কটচিত্ত প্রভুর সঙ্কীর্ণন হ্রীতে প্রত্যাবর্তন) অ ৪৪৮৭-৪৯০, (পার্বদ-বর্ণকে নৃত্য করাইয়া সর্বশেষে সপার্বদ প্রভুর এক-যোগে নৃত্য) অ ৪৪৯৯-৫০০, (ভক্ত-মঙ্গলী-মধো প্রভুর নৃত্য ও সর্বদিবস-ব্যাপী নৃত্যান্তে সপার্বদে উপবেশন) অ ৪৫০১-৫০২, (মহাপ্রভুর ভক্তগণ-দেখে পরমানন্দে মাধবেন্দ্র-মতিমাকীর্ণন-মুখে ভোজন) অ ৪৫০৪-৫০৭, (মাধবেন্দ্র-আরাধনা-তিথিতে মহাপ্রসাদ-সম্মানে গোবিন্দভক্তিগাত—প্রভুর উক্তি) অ ৪৫০৮, (প্রভুর বহুতে ভক্তগণকে চন্দনমালা প্রদান) অ ৪৫১১-৫১২, (মহাপ্রভুর লীলার অগাধত্ব) অ ৪৫১৬-৫১৯, (সপার্বদ গৌরহরির জ্বর) অ ৪৫১৪, (কুমারগুপ্তে শ্রীবাসুদেবে মহাপ্রভুর আগমন) অ ৪৫৫, (প্রভুর শ্রীবাসের প্রতি বেষ) অ ৪৫৯, (প্রভুর বাসুদেব দত্ত ঠাকুরকে কোড়ে ধারণ) অ ৪৫২২, (প্রভুর বাসুদেব শ্রীতি) অ ৪৫৬-৫২, (প্রভুর শ্রীবাস-গৃহে বিবিধরঙ্গে দিন বাগন) অ ৪৫৩০, (প্রভুর শ্রীবাস ও রামাই-শ্রীতি) অ ৪৫৩৫, (নিভুতে প্রভু ও শ্রীবাসের ব্যবহারকথোপকথন-হলে পরগাও-লক্ষণ বৈষ্ণবগৃহের বনির্মাণ-বিকা) অ ৪৫৩৬-৫৪, (অবৈত ও শ্রীবাসের প্রতি প্রভুর বর) অ ৪৫৩৫, (প্রভুর রামাইকে শ্রীবাস-সেবার নিয়ম থাকিতে আদেশ)

অ ৫৬৬-৬৮, (শ্রীবাস-গৃহে প্রভুর সন্ধান
বিলাস) অ ৫৭২, (ক একদিন প্রভুর
শ্রীবাসভবনে অবস্থান) অ ৫৭৩-৭৪,
(শ্রীবাস-গৃহ হইতে প্রভুর পানিহাটিতে
রাখব পণ্ডিতের গৃহে পদার্থ) অ ৫৭৫-৬২,
(প্রভুর স্বয়ং রাখবপণ্ডিতকে
রক্ষণার্থ আদেশ) অ ৫৮৪, (প্রভুর
সপার্বদ রাখব-পাতিত অন্ন ভোজন) অ
৫৮৭-৮৮, (প্রভুর রাখবের রক্ষণের
প্রশংসা) অ ৫৮৯-৯১, (রাখব-ভবনে
প্রভুর দাস-গদাধর-সহ মিলন) অ ৫৯২,
(দাস গদাধরের প্রতি প্রভুর
রূপা) অ ৫৯৩-৯৪, (পরমেশ্বরী দাস-
সহ প্রভুর মিলন) অ ৫৯৫-৯৬,
(প্রভুর রঘুনাথ বৈষ্ণব-সহ মিলন) অ
৫৯৭, (প্রভুর রাখব পণ্ডিতকে নিত্যা-
নন্দ-সেবার আদেশ) অ ৫৯৯-৬০০,
(মকরধ্বজ-প্রতি প্রভুর উপদেশ) অ
৫৯৯-৬০০, (প্রভুর বরাহনগরে
কনৈক বিপ্রেয় গৃহে আগমন ও বিপ্রেয়
ভক্তিয়োগে ভাগবতপাঠশ্রবণে প্রভুর
আবেশ) অ ৬০১-৬০২, (প্রভুর
ভাবাবেশে নৃত্য ও পুনঃ পুনঃ ভূতাল
পতন) অ ৬০৩-৬০৪, (বাছ-
প্রাপ্তিতে প্রভুর বিপ্রকে আগ্রহ ও
প্রশংসা) অ ৬০৫-৬০৬, (প্রভুর
বিপ্রকে 'ভাগবতচর্চা' দ্বাবীপ্রদান)
অ ৬০৭, (প্রভুর পুনর্বার নীলাচলে
আগমন) অ ৬০৮-৬০৯, (প্রভুর
সার্বভৌম-সহ মিলন) অ ৬১০, (প্রভু
ও ভক্তসঙ্গ) অ ৬১১-৬১২, (প্রভুর
কালীমিশ্র-গৃহে অবস্থান)
অ ৬১৩, (প্রভুর নীলাচল-নীলা)
অ ৬১৪-৬১৫, (প্রভুর সন্দর্শন
প্রতাপকন্ডের আগমন) অ ৬১৬-৬১৭,
(রাজার প্রভু-দর্শনে আশি, কিন্তু

প্রভুর ঔদাসীভ) অ ৬১৮, (মহারাজ
হইতে রাজার প্রভু প্রয়োজ্যদর্শন)
অ ৬১৯-৬২০, (প্রভুর রাজাকে
যশে ভগ্নাধের সিংহাসনে সমভাবে
অবস্থিত চরিত্রা দর্শন-দান ও যশে
রাজ্য প্রতি প্রভুর উক্ত) অ ৬২১-৬২২,
(শ্রীচৈতন্য ও শ্রীজগদ্বাদ অন্বেদ)
অ ৬২৩, (রাজা প্রতাপকন্ডের অশ্রু
প্রেমভক্তিগুণদর্শনে প্রভুর বাহু-অশ্রু
শ্রীচৈতন্য-প্রদান) অ ৬২৪, (প্রভুর
রাজার কাঁচুদা শ্রবণ এবং রাজাকে
কৃপাশীল্যাদ বর্ষণ ও উপদেশ) অ ৬২৫-৬২৬,
(প্রভুর নীলাচলে আগমনের
কারণ) অ ৬২৭, (প্রভুর নীলাচল-
প্রভুকে তদীয় প্রকটকালে প্রত্যা-
করিতে প্রভুর রাজাকে আদেশ এবং
আপন গদাধর মালা রাজাকে প্রদান
ও বিদায় দান) অ ৬২৮-৬২৯,
(নীলাচলের ভক্তগণ-সহ প্রভুর
সংকীর্ণ-রঙ্গ) অ ৬৩০-৬৩১, (প্রভুর
নিত্যানন্দ-সহ নীলাচল-বিদায়) অ ৬৩২-৬৩৩,
(মহাপ্রভু কটকে নিত্যা-
নন্দ-সহ আলাপ ও নিত্যানন্দকে
গৌড়দেশে শুভভক্তি-প্রচারার্থ গমনে
আদেশ) অ ৬৩৪-৬৩৫, (দমনক-
মালা পবিত্রান পূরক নৃত্যকৌশল-
দর্শন শ্রীচৈতন্যের নীলাচল হইতে
আগমন) অ ৬৩৬-৬৩৭, (প্রভুর
সহায়্যায়ী কনৈক বিপ্রেয় সহিত
মিলন) অ ৬৩৮-৬৩৯, (বিপ্রেয় অবস্থিত
নিত্যানন্দের আশ্রমবিরোধী আচার-
দর্শনে প্রভুরান প্রসন্ন ও প্রভুর তদন্ত-
প্রদান) অ ৬৪০-৬৪১, (একেশ্বর
গৌড়দেশের নিত্যানন্দমণীপে আগমন)
অ ৬৪২-৬৪৩, (প্রভুর নিত্যানন্দ-
প্রদর্শন ও নিমন্ত্রণ প্রদর্শন)

অ ৬৪৪-৬৪৫, (চৈতন্য ও নিত্যানন্দের
পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণ) অ ৬৪৬-৬৪৭,
(প্রভুর নিত্যানন্দ-সহ শুভালাপ)
অ ৬৪৮-৬৪৯, (কৃষ্ণচৈতন্যই সর্বে-
শ্বরের) অ ৬৫০-৬৫১, (প্রভুর
নিমন্ত্রণে প্রত্যাগমন) অ ৬৫২,
(গদাধর-ভবনস্থ পরমোদিত শ্রীগোপী-
নাথ বিগ্রহকে প্রভুর জোড়ে ধারণ)
অ ৬৫৩-৬৫৪, (গদাধরকর্তৃক গোপী-
নাথের অগ্রে ভোগপ্রদানকালে প্রভুর
তথায় আগমন) অ ৬৫৫, (গদাধর-
সমীপে প্রভুর আগমন ও ভক্তের
নিমন্ত্রণে শ্রীভক্তিজন) অ ৬৫৬-৬৫৭,
(মহাপ্রভুর প্রসাদাদ বন্দনা)
অ ৬৫৮-৬৫৯, (প্রভুর গদাধরের
পাক প্রশংসা) অ ৬৬০-৬৬১, (নীলাচলে
প্রভুর নিত্যানন্দ-গদাধর-সহ
বসতি) অ ৬৬২, (রথযাত্রাকালে
প্রভুর ভক্তগোষ্ঠীর সহিত মিলন) অ
৬৬৩-৬৬৪, (মহাপ্রভু কটকে
অদ্বৈত-সমীপে মহাপ্রসাদ-প্রদান) অ
৬৬৫-৬৬৬, (অদ্বৈত-প্রতি মহাপ্রভুর
উক্তি) অ ৬৬৭-৬৬৮, (শ্রীনিত্যানন্দ-
গদাধর-সহ শ্রীঅদ্বৈতকে অত্যাশ্চর্য,
মহাপ্রভুর অগ্রগমন) অ ৬৬৯-৬৭০,
(আঠারনালাতে অদ্বৈত-প্রমুগ বৈষ্ণব-
গোষ্ঠীর সহিত মহাপ্রভুর গোষ্ঠীর মিলন
ও পরস্পর প্রেম-সম্ভাষণ) অ ৬৭১-৬৭২,
(প্রভুর অদ্বৈত-সহ মিলন ও
পরস্পর প্রেমসম্ভাষণ) অ ৬৭৩-৬৭৪,
(প্রতি বৈষ্ণবকে ধরিয়া ধরিয়া প্রভুর
নৃত্য) অ ৬৭৫, (ভক্তের গদাধর
প্রভুর কনন) অ ৬৭৬, (প্রভু-কর্তৃক
অদ্বৈতগলে ভগ্নাধের আচ্ছাদন
প্রদান) অ ৬৭৭-৬৭৮, (প্রভুর স্বহস্তে

সক বৈক্যবের অঙ্গে মাণাচন্দন প্রদান) অ ৮১১-১২, (আঠার নালা হইতে প্রভুর নরেন্দ্রসরোবরের কূলে সন্তক আগমন) অ ৮১০১, (চন্দনযাত্রা উপলক্ষে জগন্নাথ-গোষ্ঠী ও চৈতন্ত-গোষ্ঠীর একত্র সম্মেলন) অ ৮১০৭, (চন্দনযাত্রা উপলক্ষে রামরক্ষা ও শ্রী গোবিন্দের নৌকার বিজয় দর্শনে প্রভুর আনন্দ) অ ৮১১০-১১১, (মহাপ্রভুর ভক্তগণ-সহ নরেন্দ্রকূলে স্বর্ণ প্রদান) অ ৮১১২, (মহাপ্রভুর ও ভক্তগণের নরেন্দ্র-অঙ্গে বিভিন্ন অংকন) অ ৮১১১-১২১, (ভক্ত-গণকে গঠিয়া প্রভুর জগন্নাথ-দর্শনে গমন) অ ৮১১২, (জগন্নাথ-দর্শনে প্রভু ও ভক্তগণের আনন্দ-ক্রন্দন) অ ৮১১৩-১১৪, (মহাভক্তসহকারে প্রভুর জগন্নাথের প্রসাদ ও নির্ম্মালা গ্রহণ) অ ৮১১৮, (প্রভু বৈষ্ণব-ভূষণী-গঙ্গা-প্রদানে ভক্তিসংকীর্ণ দান) অ ৮১১৯, (প্রভুর অষ্টাদশ ভূষণী-সেবন-নালা) অ ৮১১৪-১১৬, (পথে পথে চণ্ডিতে চণ্ডিতে সংখ্যানামগ্রহণ-কালে প্রভুর ভূষণী-দর্শন ও ভূষণীর অঙ্গুগমন) অ ৮১১৭-১১৮, (সংখ্য-নাম-কালে প্রভুর ভূষণী-পার্শ্বে বসিয়া নাম-গ্রহণ) অ ৮১১৯-১২১, (জগ-নাথ দর্শনাঙ্গে প্রভু-সংগোষ্ঠী নিঃ-বাসস্থানে গমন) অ ৮১১৩, (ভক্ত-বাহ্যিকল্লভক গোহরি) অ ৮১১৪ ; (ভক্তপ্রবা-গ্রহণে প্রভুর শ্রীতি) অ ১৭, (প্রভু-কর্তৃক অবৈত আচাধ্য-প্রদত্ত অমের আদর ও অবৈতের নিমন্ত্রণ গ্রহণ) অ ১১৪-১৬, (প্রভু ও সন্ন্যাসিগণের মধ্যাহ্নাদি ক্রিয়ার সঙ্গ করিয়া বহির্গমন) অ ১১৩-১৪,

(অবৈত-অভিলাষাভাসে দৈবহুযোগ ও একেশ্বর মহাপ্রভুর অবৈতগৃহে ভোজনাব গমন) অ ১১৩-১৪, (প্রভুর অবৈত-কর্তৃক প্রদত্ত আসন-গ্রহণ) অ ১১৭, (অবৈতগৃহে প্রভু-বাসন-ভোজনে উপবেশন) অ ১১০, (প্রভুর অবৈত প্রদত্ত বাবতীর অন্ন-বাজন পরিগ্রহ ও কিছু কিছু পরিভাগ, তৎ-কারণ অবৈতকে প্রদত্ত ও নিজেই তাহার উত্তর দানে) অ ১১১-১৪, (প্রভু-কর্তৃক অবৈতের রন্ধন-প্রশংসা) অ ১১৫-১৬, (অবৈত-বাসনাভ্যায়ী প্রভুর অবৈত প্রদত্ত বাবতীর বস্ত্র-বীণাব) অ ১১৭-১২, (প্রভু-কর্তৃক অবৈতের ইচ্ছান্তবেদ কাব্য-কিঙ্কাসা) অ ১১৩, (অবৈত-কর্তৃক তৎকারণ-গোপন-চেষ্টায় অন্তরায়ী প্রভু-উক্তি) অ ১১১-১১১, (প্রভু অবৈত-প্রভাব ও ইচ্ছা দোভাগ্য বর্ণন) অ ১১২-১১৭, (শ্রীবাগাদি ভক্তগৃহে ভিক্ষাপূরক প্রভু-ভক্তগণের বাহ্যাপুরণ) অ ১১৮, (প্রভুর অঙ্গুগমন ভক্তগোষ্ঠিসহ সঙ্কীর্ণ-নৃত্য) অ ১১০, (দামোদর পণ্ডিতের নিকট শ্যামাতার বিমু-র্ত্তি সঙ্কে প্রভুর প্রশ্ন) অ ১১১-১১৩, (দামোদরমুখে শচী-মতিমা-প্রবণে প্রভুর আনন্দ) অ ১১০৩, (প্রভুরদামোদরকে আনিদন ও প্রশংসা) অ ১১০৪-১০৫, (দামোদরমুখে প্রভুর শচীমাতার বাৎসন্যসম্বন্ধ-বর্ণন) অ ১১০৬-১০৮, (প্রভুর ভিক্ষা-নিমন্ত্রণকারি ব্যক্তিগণকে প্রভুর লক্ষ্যের হইবার জন্য আদেশ) অ ১১১৬-১১৮, (প্রভু-কর্তৃক 'লক্ষ্যের' নামের তাৎপর্য-ব্যাখ্যা) অ ১১২১, (লক্ষ্যের ব্যতীত অন্য পূর্বে প্রভুর ভিক্ষাবাধ)

অ ১১২২, (ভক্তি ব্যতীত মহাপ্রভুর অঙ্গ-কিঙ্কাসানাই) অ ১১২৮, (ভক্তির মত-কর্তনকারী ব্যতীত অন্যের মুখ গোবচনের অঙ্গ) অ ১১২৯, (ভারতী-সমীপে প্রভুর জ্ঞান ও ভক্তির মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন-কিঙ্কাসা) অ ১১৩০-১৩১, (ভারতী-মুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-প্রবণে প্রভু-তৎকারণ-কিঙ্কাসা) অ ১১৩৪, (ভারতী-মুখে ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব-প্রবণে প্রভুর আনন্দ-হকার-গর্জন ও প্রশংসা-প্রকট-নীলা সংরক্ষণের কারণ নির্দেশ) অ ১১৫০-১৫২, (প্রভু-বলেন, ভক্তি-বিমুখ ব্যক্তির তপস্যা-দাদ-প-রশ্রম) অ ১১৫৪, (প্রভুর ভক্তি ব্যতীত অত্যাশঙ্ক-প্রচার নাহ) অ ১১৫৫, (শরীরাত্মী শ্রীচৈতন্ত) অ ১১৫৯-১৬১, (ভক্তগণের বিভিন্ন গৌরব-কীর্তন) অ ১১৭০-১১১, (ভক্তগণের চৈতন্ত-গুণগোলা কীর্তন) অ ১১৭২-১৭৪, (ভক্তগণের কীর্তনধ্বনি শ্রবণে মহাপ্রভুর আগমন) অ ১১৭৫, (মহা-প্রভুর নিরন্তর কৃষ্ণাঙ্গাভ্যাস) অ ১১৮২-১৮৫ (প্রভুর আশঙ্কিত-প্রবণে তৎস্থান পরিভাগ) অ ১১৮৫-১৮৬, (নিঃ-কীর্তন-প্রবণে প্রভুর কোপলীলা-প্রকাশ পূরক শ্রবণ) অ ১১৮৬, (মহাপ্রভু-কর্তৃক কীর্তনের অন্তরায়-মাজিবার আহুতরপিক পাবিত্রতা নিরাসের আদর্শ স্থাপনার ভক্তগণের 'গৌর'কীর্তনে বাধ্য-প্রদান ও কৃষ্ণ-কীর্তনের আদেশ) অ ১১৮৮-১১৯, (প্রভুর আপনাকে প্রকাশ করিতে শ্রীমতকে নিবেদ) অ ১১৯০, (প্রভুর নিবেদে শ্রীমতের উত্তর, উত্তরে প্রভুর উক্তি) অ ১১২৪-১২৫, (প্রভুর ভক্ত-

গণকে বিদায়দান) অ ২২২৭-২২৮, (ঐতিহ্যভাগবতের ভগবতঃ শ্রোত-প্রণালীতে গ্রাঃ) অ ২২২২, (প্রভুতে ভগবতঃ বিশেষ চিত্র ও লক্ষণ) অ ২২২১-২৩৩, (ভক্তগণ-বেষ্টিত শ্রীগৌরস্বামীর অমুক্ণ হরিকীর্তন) অ ২২০৫-২০৭, (রূপসনাতন-সহ প্রভু মিলন) অ ২২০৮-২৫২, (রূপসনাতনের প্রভু-স্তুতিতে প্রভুর উত্তর) অ ২২৫৩-২৫৭, (অষ্টোতাচাৰ্য্য-সমীপে প্রভু-কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের স্মৃত বৈরাগ্য কথন ও তাঁহাদিগকে অমায় রূপা করিবার অস্ত্র অমুরোধ) অ ২২৬০-২৬৩ (রূপ-সনাতনের প্রতি আচাৰ্য্যের আশীর্বাদে প্রভুর উচ্চ হরিকীর্তন) অ ২২ ৬৭, (শ্রীকৃষ্ণের প্রতি প্রভুর উক্তি) অ ২২৬৮-২৬৯, (প্রভুর রূপসনাতনকে পাশ্চাদিগকে ভক্তিবৎ প্রদানার্থ মথুরায় প্রেরণ ও তাঁহার অস্ত্র মথুরা-মণ্ডলে নির্জন স্থান সংগ্রহার্থ আদেশ) অ ২২৭০-২৭২, (প্রভুর শাকর মল্লিককে 'সনাতন' নামে অভিহিত-করণ) অ ২২৭৩, (মহা প্রভু ভক্তের কীর্তি ও মহিমা প্রকাশ-কর্তা) অ ২২ ২৭৫-২৭৯, (ঐতিহ্যভাগবতের বৈষ্ণবতা সৰ্ব্বদে প্রভুর শ্রীবাস-সমীপে প্রের) অ ২২৮০-২৮২, (শ্রীবাসের উত্তরে প্রভু কোপ ও শ্রীবাসকে প্রহার) অ ২২৮৫-২৮৯, (আচাৰ্য্যের বাক্যে প্রভুর ক্রোধ-লীলা সংগোপন ও আবেশে ঐতিহ্য-মহিমা কীর্তন ও তৎসহ আত্ম-তথ্য প্রকাশ) অ ২২৯২-২৯৮, (অমায় ভক্তনকারীই গৌরভব-জাতা) অ ২২ ৩০৯, (প্রভুই স্বয়ং কৃষ্ণ) অ ২৩৩৭; (জ্ঞানিগণে বৈষ্ণবতারক প্রভুর বিদায়) অ ১০১৪, (ঐতিহ্য ভক্তক

অগরাধ-প্রদক্ষিণ-বাণী প্রবণ করিয়া প্রকৃ কৰ্তৃক ঐতিহ্যের পরাক্রম বর্ণন ও পরাক্রমের কাবণ ব্যাখ্যা) অ ১০১৫-১৬, (প্রভুর নিকট গদাধরের পুনর্দীক্ষা-গ্রহণ-প্রসঙ্গ) অ ১০২১-২৬, (গদাধর-শ্রুত বিজ্ঞানিধির নীলাচল-গমন-বার্তা অন্তর্গামি প্রভু-কর্তৃক গদাধরকে নিকট জ্ঞান) অ ১০১৮-৩১, (গদাধরের ভাগবত-পাঠ-শ্রবণে প্রভুর প্রেমভাব) অ ১০১২-৩৩, (প্রভু-কর্তৃক প্রজ্ঞাদ ও প্রব চরিত্র পুনঃ পুনঃ সমনোঃযোগে প্রবণ) অ ১০১৩৪-৩৫, (স্বরূপ-দামোদরের উচ্চকীর্তন-শ্রবণে সার্বিক বিকীরের সহিত প্রভুর নৃত্য) অ ১০১৩৬-৪০, (প্রভুর স্বরূপদামোদরের সহিত অমুক্ণ অংশুতি) অ ১০১৫০-৫১, (পথে বিচরণকালেও প্রভুর দামোদরসঙ্গ-লালসা) অ ১০১৫৩-৫৭, (প্রভুর প্রেমা বেশে কৃষ্ণ-মধ্যে পতন) অ ১০১৫৮-৬০, (প্রভুস্পর্শে কৃষ্ণ নবনীতময়) অ ১০১৬১-৬২, (ভক্তগণকর্তৃক প্রভুকে কৃষ্ণ হইতে উত্তোলন) অ ১০১৬৩-৬৪, (অর্জুনাশ্রয় প্রভুর অঙ্গ জেব ভ্রায় ভক্তগণকে নানা কথা বিজ্ঞাপা) অ ১০১৬৫-৬৬, (প্রভুর নীলাচলে পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি-সহ মিলন ও বিজ্ঞানিধিকে 'বাপ' 'বাপ' বলিয়া সম্বোধন) অ ১০১৬৭-৬৯, (প্রভুর লেমনিধি বিজ্ঞানিধিকে ক্রোড়ে ধরিয়া ক্রন্দন) অ ১০১৭১, (দামোদর-বিজ্ঞানিধি-মিলনে পরস্পর সম্ভাষণ ও প্রভুর তাহাতে আনন্দ) অ ১০১৭৪-৭৬, (প্রভুর বিজ্ঞানিধিকে নীলাচলে অবস্থানার্থ আদেশ) অ ১০১৭৭, (প্রভুর বিজ্ঞানিধিকে সমুদ্রতটে যম্বরে বাসা প্রদান) অ ১০১৮৫, (ভক্তগণ-সহ

প্রভুর অগরাধের ওড়নবস্ত্র-বাঁজা দর্শন) অ ১০১৯০, (স্বয়ং উপাভ হইয়াও উপাসনা শিক্ষা দিবার অস্ত্র প্রভুর উপাসক-লীলা) অ ১০১৯৩-৯২, (প্রভুর ওড়নবস্ত্র-বাঁজা-দর্শনান্তে ভক্তগোষ্ঠি-গহ বাসায় প্রত্যাবর্তন) অ ১০১৯৯, (বৈষ্ণব-গণকে বিদায় দিয়া প্রভুর বিরহে অবস্থান) অ ১০১৯০০, (অগরাধের মাথুয়া-বসন পরিধানে বিজ্ঞানিধির সন্দেহ, তদপনোদনার্থ প্রভুর বিজ্ঞানিধিকে যন্ত্রে অগরাধরূপে দর্শন-দান ও তাঁহাকে শাসন-চ্ছলে কণ্ঠকড়গণের দ্রুত-নিরাস) অ ১০১২৬৩-১৩৩, (বিজ্ঞানিধি-প্রতি প্রভুর প্রেমদৃষ্টি) অ ১০১১৪০, (বিজ্ঞানিধিকে 'পুণ্ডরীক বাপ' বলিয়া প্রভুবাক্রন্দন) অ ১০১১৮০; আ ১৬, ১১, ১৪, ১৭, ৬৯, ৮০-৮১, ৮৪-৮৫, ৮৮-৯০, ১২৬, ১৪৫-১৪৬, ১৪৮, ১৫০, ১৫৬-১৫৭, ১৮০-১৮১, ১৮৪; ২১৩, ৪৮, ২১৫-২১৬, ২২২-২২৩, ২২৬, ২৩০, ২৩৪; ৫১৪৩, ৫০; ৪১৪২; ৫১৭২-১৭৩, ৯১০১, ১০৪-১০৫, ২১৩-২১৪, ২১৭-২২০, ২২২, ২২৪, ২২৬, ২৩০; ১০১৫; ১২১ ১৫২; ১৩৩; ১৭১৫৪, ১৫৭; য ৫১ ৬৪, ৭৬, ৮০, ৯৭, ১০৩; ৬১৫০, ১৭৫-১৭৬; ৭১১, ৮১২৪; ৯২৪৭; ১০১১১, ১৭, ২২, ৫৭, ১০৭, ১৩৩, ১৩৮, ১৪৪, ১৪৬, ১৫১, ১৫৩, ১৫৭, ১৬০-১৬১, ২০১, ২৪৩, ২৬৫-২৬৬, ২৭১, ২৭২-২৮০, ২৮৪, ২৯৬, ২৯৮, ৩০০-৩০৪, ৩০৭-৩০৮, ৩১১, ৩১৩, ৩১৭, ৩১৯; ১১১০, ২৮, ৭৭, ৯৭; ১২১২, ৪২, ৬২; ১৩১৪, ২৬, ২২, ৫৭, ৬৮, ১৪৫, ১৫৪, ২৪০, ২৪১, ২৪৩, ২৪৭, ২৪৮, ২৫১-২৫৩, ৩৬৮,

৩৭৭, ৩৮৪, ৪০০; ১৪১২, ৬, ২, ৩৭, ৪৫, ৫৭; ১৪১২৪, ৩১, ৫০-৩৪, ৫৮-৬২, ৯৫, ৯৮; ১৪১২২, ২৬, ১০১-১০২, ১১৬, ১১৮, ১৫১; ১৭১২৬, ৪৩, ১০৪, ১১৩, ১১৫-১১৬; ১৮৩, ১১৬-১১৭, ২২১-২২২, ২৩৩; ১৯১৭, ১০১, ১০৭, ১১৫, ১২৬, ২২৬, ২৬৩, ২৬৮; ২০১২৯, ৫৬, ৭২, ১৩২, ১০৫-১০৬, ১৫২-১৫৩, ১৫৭; ২১১৩, ৪৯, ৬৩, ৭৮-৮০, ৮৫-৮৮, ৮৬, ২২১৬, ৪৮, ১৩১, ১৩৭-১৩৮, ১৪৩, ১৪৫; ২৩১, ৫৯, ৯৪, ১৫৩, ২৪৯, ২৬৬, ২৯২, ৫৪৬, ৩৯২, ৫১৩, ৫১৭-৫১৮, ৫২১, ৫২৩-৫২৪, ৫২৬-৫২৭, ৫৩৫; ২৪৫৩, ২৫১৩, ৩৯; ২৬১৩১; ২৭১ ৩৫; ২৮১২৪, ১৮২, ১৮৭, ১৯০. ১৯২-১৯৩, ১৯৮; ৩১১৫৮, ১৬১, ১৮৯, ২২৭, ২৪৬; ৩১১২৯, ১৮৭, ১৯৫, ২১৩, ২৫৩, ৩০৯, ৪১৫, ৫০১-৫০২; ৩১৫-৬, ১৩০, ১৫৪, ১৭১, ১৯২, ২২১, ২২২-২২৩, ৩৫৩, ৩৮৫, ৩৯৭-৩৯৮, ৪২২, ৪৩৫, ৪৩৯, ৪৬৩, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৮০, ৫৪৪; ৪১২, ৭, ৬৯, ৭২-৭৩, ১৪৫, ১৫০, ১৫৫ ১৫৬, ১৫৯, ১৬১-১৬৩, ১৬৫, ১৮২, ১৮৬, ২০৫, ২০৯, ৩৪৪, ৪০২-৪০৩, ৪৭৫, ৫১৭, ৫১৯, ৫২১; ৫১১০, ৩৫, ৭২, ১৮৮, ১৮৯, ২০৭, ২১২, ২১৯-২২১, ৩৯২, ৪০২-৪০৩, ৪১৩, ৪২০, ৪৭৮, ৪৮০, ৫২০, ৫২৫, ৭০০, ৭০৬, ৭১৪, ৭৫৫, ৭৫৮, ৭৬৮, ১২, ১৩১-১৩২, ১১৫, ১৩৯; ৭১১১-১১২, ১৭, ৭৫-৭৬, ১০৪, ১১২, ১২৬; ৮১২, ৭, ১০৭, ১২০, ১৩৪; ৯১৮৪, ৮৭, ১৫৫, ১৬৩, ১৬৪-১৬৫, ১৬৭, ১৭২-১৭৩, ১৮১, ১৮৭, ১৮৯-১৯০, ২১৫, ২৩৩, ২৭৪; ১০১

৭৪, ৮৩; চৈতন্য অবতার (শব্দ স্রষ্টব্য) অ ৯১২৭, ১৫৫, ১৬৪, ১৭৩, ২১৫, ৩৯৩, চৈতন্য গোসাঞি আ ৭১৩০; ম ১০১২৮৫; ১৩১২৯৭, ২৮৬, ১৮১২৫, ১৫৫; ২০১২৫; ২৩১ ৪২৩; অ ৩১৩৬, ২২০, ৩৭২; ৪১৩৯০; ৫১১৭৭, ১৮৫, ২২৪, ৬৮৪; ৭১৩২, ৮১, ৮১১০৯, ১৩০; ৯১১৫৯, ২৫২; ১০১ ১২৬ (শব্দ স্রষ্টব্য); চৈতন্য ঠাকুর আ ২১২১১; চৈতন্য চন্দ্র আ ১১১৬, ৪২, ৮৩; ২১২১৬, ৮১২৩, ১৪১৮৮; ১৬১৪৪২; ম ২০৩৪৫, ৫১১১০; ১৫১ ১৬; ১৯১৭১; ২১১৫০, ৫১; ২৩১২৪২, ৫০০, ৫৩৪, অ ২১৭৩, ১২৭; ৪১৪৮৫, ৬১০; ৯১২১, ১২৫, ২৭৫; ১০১৩৯; চৈতন্যচন্দ্র প্রভু ম ১৩২৪৭; চৈতন্যদেব অ ৩৩১৩; ৯১২২৮; চৈতন্যনারায়ণ আ ২১২৬, ৫২; অ ৪১৩৮৭; ৯১১৬৮, চৈতন্য-নিভাই আ ১১২২৬, ১৪৫-১৪৬; ম ৫১২৪, ২২১৪৫; অ ৫১২২১; চৈতন্য প্রভু অ ৯১২২৪, ২৭৭, ২৭৯; চৈতন্য-ভগবান্ অ ৩০১৫, ৪১১০৭, ৮৯৮, ৯১২২, ৮৮, ৩৭৫; চৈতন্য রায় ম ১০১৩৩; অ ৮১৩৩২; ৯১৫৮; চৈতন্য-শ্রীহরি অ ৯১৮৮৪; চৈতন্য-সিংহ ম ২২১২২০; অ ৩১২৬২

চৈতন্যদাস (চৈ: চৈ: আ ১১১২০ 'মুরারি-চৈতন্যদাস' স্রষ্টব্য; অপূর্ণ প্রেম-ভক্তির বিকার) অ ৫১৪২৬-৪৩৫; (চৈতন্যদাস মুরারিপণ্ডিত বা মুরারিচৈতন্যদাস একই ব্যক্তি) অ ৫১৪৩৫, ৭২৫

চৈতন্যবল্লভ (৭) (ঐগদায় পণ্ডিত-দ্বাণী অথবা বাহুদেব দত্ত ঠাকুরের বিশেষণ গোড়ীতায় স্রষ্টব্য) আ ২১০৬

চৈতন্য ম ১৮১৮৯

চৈতন্যর (অজ্ঞাত প্রাক্তন স্মৃতি-বলে পাপ-পথে অগ্রসর হইলেও গৌর-নারায়ণকে স্বক্কে বহনের গোড়াপ্য-লাভ) আ ৪১১০৮-১৩২

অ

অগদামন্দ পণ্ডিত ম ১১৬; ৭১৩; ৮১২, (মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী) ম ৮১১৩; ৯১৪; (প্রভুসঙ্গে চলকলি) ম ১৩১৩৮, (প্রভুর সহিত নগর-সঙ্গীতেনে) ম ২৩১৫২, (প্রভুর তত্ত্ব-বাংগল্য দর্পনে আনন্দ-কন্দন) ম ২৩১ ৪৫১, ২৪১৩; অ ২৩৫, ১৬২, ১৯৩, ২০২-২০৩, ২১৫-২১৬, ২২৭; ৭১২; (গোড় হইতে নীলাচলে আগত শ্রীঅবেষ্টকে অভ্যর্থনায় অগ্রগম্য) অ ৮১৫৬

অগদীশ পণ্ডিত (ঐহরিবাসরে মহাপ্রভুর তৎকর্তৃক সংগৃহীত বিষ্ণুনিবেষ্ট-ভোজনলীলা) আ ১১১০০ (স্ব), (প্রভুর আবির্ভাবের পূর্বে-প্রভু-দ্বাণীর নবধাপে আবির্ভাব ও গৌরাবতার-প্রতীকার কক্ষারাদনা) আ ২১২৯, (ঐহরিবাসরে মহাপ্রভুর তৎসংগৃহীত বিষ্ণুনিবেষ্ট-ভোজনলীলা) আ ৬১২১, (প্রভুর সঙ্গজাতায় বিষয় ও উদ্যোগে কক্ষজান) আ ৬১২৮-৩১, (প্রভুকে সমস্ত নিবেষ্টপূর্ণ এবং প্রভুর ভোগ-নেই বাস্তবপুষ্টি জ্ঞাপন) আ ৬০২-৩৩; ম ৬৫; ৭৪; (মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী) ম ৮১১৫; ১১৩; (প্রভুসঙ্গে চলকলি) ম ১৩১ ৩৩৭; (প্রভু-সঙ্গে নগরসঙ্গীতেনে) ম ২৩১৫০; (প্রভুর তত্ত্ববাংগল্য-দর্পনে প্রেম-কন্দন) ম ২৩১৪৫২, (মহাপ্রভুর সঙ্গ্যাকলীলাতে পাতিপুয়ে

অষ্টম ভবনে শচীমাতা পুত্র-দর্শন-
স্থলে স্থা) অ ৪২৭০; (নিত্যানন্দ-
পার্ষদ) অ ৫৭৩৬; (রথযাত্রা-দর্শন-
জন্ত নীলাচলে আগমন) অ ৮২৮
(চৈঃ চঃ স্থা ও অমৃত্যু দ্রষ্টব্য)
জগন্নাথ (অর্চা—শ্রীনিত্যানন্দপ্রভুর
নীলাচলে আদিচতুর্কীচাত্ত্বক ধারকা-
দীশ-জগন্নাথ-রূপ-দর্শন) আ ৯১২৯,
(নদীয়ার সর্কজোব মহাপ্রভু-তত্ত্ব-নির্ণয়-
কালে তাঁহাকে বলরাম-মুক্তজা-পেটিত
জগন্নাথরূপে দর্শন) আ ১২১৭১;
(মহাপ্রভুর নীলাচল-যাত্রার কারণ
প্রদর্শন) অ ১২১; (জগন্নাথ দর্শনার্থ
মহাপ্রভুর অজুত আতি বা বিশ্রান্ত
প্রোমোদান) অ ২৮৬, ১১০, ১১৭,
৪২১, ৪২৬-৪২৮, ৪৩৬, ৪২৯-৪৩১,
৪৬৩, (আদিচতুর্কীচাত্ত্বক বাসুদেব-
তত্ত্ব) অ ২৪৬৭, ৪৭৬, ৪৮০, ৪৮৩-
৪৮৫, ৪৮৭, ৪৮৯; ৩১১-১২, ১৫৯,
১৯৩, ২০৮, ২৪০, ২৪২, (সচল জগন্নাথ)
অ ৫১২৬, ১৩২, ১৩৫-১৩৭, ১৪০,
(স্বয়ং জগন্নাথেরই জ্ঞানরূপ ধারণ-
পূর্বক গৌররূপে সংকীর্ণনীলা) অ ৫১
১৬৫, (প্রোতপক্রেতের অঙ্গদর্শন, অঙ্গযোগে
শ্রীজগন্নাথকে লালাধূলাব্যাপ্ত দর্শন)
অ ৫১৬৭-১৬৮, ১৭০, (প্রোতপ-
ক্রেতের যন্ত্রে শ্রীজগন্নাথদেবের শ্রীঅঙ্ক-
দর্শনার্থ উভয়ে তাঁহার অমৃত্যোগপূর্ব
উক্তি) অ ৫১৭১, (মাজার শ্রীচৈতন্য
ও জগন্নাথ অভেদজ্ঞান) অ ৫১৮৫
(নিত্যানন্দপ্রভুর জগন্নাথ-দর্শন ও
মহাতাব) অ ৭১০৩, ১০৫, ৬০৭,
(নিত্যানন্দ-দর্শনে জগন্নাথদাসগণের
মহোদ্যাস) অ ৭১০৩, ১১২, (শ্রীক-
চৈতন্য, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীগদাধর
এই তিনের একত্রে জগন্নাথ-দর্শন)

অ ৭১৬৫; (শ্রীঅষ্টম-আগমনে
প্রসাদ-মালা-চন্দ্রনাথ প্রেরণ) অ ৮৮৮,
(জগন্নাথ-গৌরী ও শ্রীচৈতন্য গৌরী
একত্র মিলন) অ ৮১০১, (মহা-
প্রভুর শ্রীমন্দিরে গমন) অ ৮১৪২,
(প্রভু ও ভক্তগণের জগন্নাথ-দর্শনে
আনন্দ-ক্রন্দন) অ ৮১৪৩-১৪৪, (ভক্ত-
গণের সচল ও নিশ্চল জগন্নাথ-দর্শনে
প্রণতি) অ ৮১৪৬, (কাশী মিশ্রের
সকলকে জগন্নাথ-মালা প্রদান) অ ৮১
১৪৭, (জগন্নাথ-দর্শন ও নমস্কার পূর্বক
গৌরচরিত্র ভক্তগণসহ নিজবাসস্থানে
গমন) অ ৮১৬৩; ৯২১৩, ২৭০; ১০৮,
৯, ১০, ১৫-১৬, (প্রভুর বিজ্ঞানিধি-
সহ জগন্নাথ-দর্শন) অ ১০৮৬, ৮৭,
(ওড়নযন্ত্রী যাত্রা) অ ১০৮৮, (শ্রীঅদে
মাড়যুক্ত বস্ত্র ধারণ) অ ১০১০৩,
১১১, ('পরমেশ্বর-জগন্নাথ' রূপ অবতার
বিদ্যে নিবেদনের অনধীন) অ ১০১৫,
(বিজ্ঞানিধির জগন্নাথদাসের আচার-
দৃশ্যলীলা) অ ১০১২০, (বিজ্ঞানিধির
নিকট স্নান আগমন) অ ১০১২৬,
১২৭, (বিজ্ঞানিধির মুখে চপেটাঘাত)
অ ১০১২৮, ১৫২, ১৬১, ১৬৭;
জগন্নাথবিগ্রহ অ ১০১১৬;
জগন্নাথ ভগবান্ অ ১০১৮;
জগন্নাথ মহাপ্রভু অ ৩১৪২;
জগন্নাথ মহারাজ অ ২৪২১;
জগন্নাথ-মূর্তি আ ১২১৭১
জগন্নাথ বিজ্ঞে (শরিতর) আ ১২২,
(পরলোকগমন) আ ১২০৫ (স্থঃ);
২১১, (ভক্তসকল, মহাত্মগণের মিশ্র
সর্কবাসুদেবতত্ত্বের জনকবর্ণের সম্মিলন)
আ ২১৩৬-১৩৮, (স্বয়ং গৌরানির্ভাব
ও অনকরনের অঙ্গধনি) আ ২১৪৫-
১৪৬, (ব্রহ্মাধির ভক্তি) আ ২১৪৮

১২৪; (পুত্র-মুখ-দর্শনে আনন্দ) অ
৩৬, (নীলাধর চক্রবর্তীর লগ্নবিচার
ও জনৈক বিশ্রের নিকট মহাপ্রভুর
তত্ত্ব ও ভবিষ্যলীলা-শ্রবণে পরমানন্দ)
আ ৩৮-৩১, (গৃহে গৌরক্লান্তমহা-
মহোৎসব) আ ৫৩৯-৪২; (গৌর-
গোপালেশ্বর ও শ্রীলীলা এবং তৎসম্বন্ধে
মিশ্রের বিচার) আ ৪২৯-৪০, (অঙ্গ-
প্রাশনকালে নিমাইর ক্রটিপরাীক্ষা)
আ ৪১৫৪, (নির্দয় ভট্টায় ও গৌরধন-
লাভে পরমানন্দ) আ ৪৮৩, ১২১,
১২৪; ৫১২, (বিশ্বস্তরকে গ্রহাণরনার্থ
আদেশ এবং বিশ্বস্তরের গৃহ প্রবেশ-
মাত্র নৃপুরুষ-ন-শ্রবণে মিশ্রদম্পতির
দিশ্রয়) আ ৫১৩-৭, (গৃহমধ্যে
শ্রীমুখের চরণচিহ্ন দর্শন ও উৎসাহ-
ভরে শ্রীশালগ্রামার্চন) আ ৫৮-১৫,
(তৈরিক ব্রাহ্মণ অতিথি ও গৌর-
গোপালের তদন্তভোজনলীলায় মিশ্রের
পূজা-শাসন) আ ৫১৬-১১৬, (বিশ্রের
তৃতীয় বার রক্তন ও অঙ্গ-নবেদনকালে
মিশ্র-দ্বির প্রভু-ইচ্ছায় গাটনিদ্রালাভ)
আ ৫১১৭-১২১; (নিমাইর বিজ্ঞা-
বস্ত্র, কর্ণবেধ ও চূড়াকরণ সংস্কার-
সম্পাদন) আ ৬২-৩, (জগন্নাথ-গু-
অভিন্ন-বৈকুণ্ঠায়) আ ৬১৫, ২৬,
(গজাঘাটে ও অত্রাজ স্থানে নিমাইর
চাপলা-সম্বন্ধে পুরুষ ও স্ত্রীগণের মিশ্র-
স্থানে নানা-অভিযোগ-কৌতুক, তত্ত্ব-
বধে মিশ্রের পুতলাশন-লীলা, নিমাইর
চাতুর্য-রঙ্গ, শচীমিশ্রের নিমাইকে
মহাপুরুষজ্ঞান এবং পূজদর্শনে পুন-
র্বৎসলোদয়) আ ৬৫৬-১৩৫, (ঐশ-
ব্যাক্যের শচীমিশ্র-পক্ষে প্রণতি) আ ৬
১৩৭, ৭১২; (বিশ্রের সঙ্গাঙ্গ-ব্রহ্ম-
লীলায় ভক্তপুত্রবিধে বিফল) আ

৭৭৪, (মিশ্রত্বন কল্লনদর) আ ৭৭৫,
(বিশ্বরূপ-বিরহাট মিশ্রের উচ্চৈশ্বরে
'বিশ্বরূপ' বনিরা আত্মান) আ ৭৭৬,
(পুত্রবিরহ-বিলগ মিশ্রকে বজনবর্ণের
"ব্রহ্মজি নিবেশনতথারূপ সন্ন্যাস
তথারূপের নিত্যমঙ্গল সাধক"
প্রকৃতি বলিয়া সাধনা-দান) আ ৭৭
৮০-৮৭, (মিশ্রের কোনমতে বৈধা-
ধারণ, কিন্তু বিশ্বরূপও-স্বরণে পুন-
বৈধাচ্যুতি) আ ৭৭৮, (বিশ্বরূপ
দৃষ্টান্তে বিশ্বরূপের ও গৃহাবস্থান-বিষয়ে
সংশয়) আ ৭৭৯, (তত্ত্ববিৎ মিশ্রের
বমন:প্রবেশন—কল্লেকার অজবতী
হইয়া কল্লপাদপদে শরণাপত্তি চিত্ত-
বৈধালাভের একমাত্র উপায়) আ
৭৮০-৮২, (বিশ্বরূপবিরোগরূপ-
লাঘবার্থ নিমাইর সর্গদা পিতৃমাতৃ-
সমীপে অবস্থান) আ ৭৮১, (নিমাইর
অপূর্ণ বুদ্ধি-দর্শনে সকলের মিশ্র-
শরীকে প্রশংসা ও ভবিষ্যদ্বাণী) আ
৭৮১৭-৮২০, (পুত্রের গুণপ্রসঙ্গে
শরীর আনন্দ, কিন্তু মিশ্রের নিমাইর
জাবিসন্ন্যাসভায়ে 'হর্ষে বিবাদ' ভাব
ও নিমাইর অধ্যয়ন ভাগ্যপূর্ণক গৃহা-
বস্থান-কামনা) আ ৭৮২১-৮২৭,
(শচীদেবীকর্তৃক পাঠ-ভাগের কল-
বর্ণনে মিশ্রের কলনির্ভরতা-জ্ঞাপন)
আ ৭৮২৮-৮৪৫, (বীর উক্তিপোষণ-
কল্পে পাণ্ডিত্যাদি সবেও দারিদ্র্যাদি
দুঃখলভকল্প ব্রহ্মজি কখন) আ ৭৮
১০০; (নিমাইকে পাঠ ভাগ করাটহা
গৃহে অবস্থাপনেকার মিশ্রের নিমাইকে
পাঠভাগের আবেশ-জ্ঞাপন, পিতৃ-
কলল নিমাইর পিতৃজ্ঞার পাঠভাগ
এবং ব্রহ্মজি ও ভাগবতীস্বরূপ অঙ্গ-
ভাষ্যের) আ ৭৮৩৬-৮৩৮, (শচী-

কর্তৃক মিশ্রলীপে পুত্রের পাঠবিরতি-
দুঃখ নিবেদন) আ ৭৮৩৯, (সকলেরই
মিশ্রকে কল্লেকার উপর নির্ভর করিয়া
নিমাইর পাঠায়ত্তে সম্মতি এবং
উপনয়ন-সংকার প্রদানার্থ অজুরোধ)
আ ৭৮৩৯-৮৩৮, (নিমাইকে পাঠায়ত্তে
সম্মতিদান ও নিমাইর আনন্দ) আ
৭৮৩৯-৮৩২; ৮৩৮, ৪, (মহাপ্রভুর
ব্রহ্মজি-ধারণ-মহামহোৎসবাহুতান) আ
৮৩৮-৮৩৮, (প্রভুর পদাঙ্গুল পণ্ডিত-
হানে পঠনেকা, মিশ্রের পুত্রসহ পণ্ডিত-
হানে গমন ও তৎকরে পুত্রকে অধ্যয়-
নার্থ অর্পণ) আ ৮৩৮-৮৩৮, (পাঠা-
রাগী মহাপ্রভুর শ্রীমুখ শাভা-দর্শনে
মিশ্রবরেন সাজসেবানন্দহৃৎ-ভঙ্গ্যতা,
সাব্যক্তাদিকে ভুজ্ঞান) আ ৮৩৮-
৮৩৮, (গ্রন্থকারের মিশ্র-বন্দনা) আ
৮৩৮, (স্নেহপাত্রে অমঙ্গলাশঙ্কাই
স্নেহের রীতি; মিশ্রের পুত্ররূপ দর্শনে
আনন্দ ও সর্গদা বিস্ময়) আ ৮
৮৩৮-৮৩৮, (পুত্রকে কল্লেকানে অর্পণ ও
কল্লেকাসমীপে পুত্রের মঙ্গল-প্রার্থনা) আ
৮৩৮-৮৩৮, (পিতার স্নেহরীতি-দর্শনে
প্রভুর হস্ত) আ ৮৩৮, (মিশ্রের ব্রহ্ম-
দর্শনে 'হর্ষে বিবাদ' ভাব, কল্লেকাসমীপে
নিমাইর গৃহস্থলীলার গৃহাবস্থান-
কামনা) আ ৮৩৮-৮৩৮, (মিশ্রের বর
প্রার্থনার শরীর সবিষয়ে তৎকারণ
জিজ্ঞাসা, মিশ্রের শরীরসমীপে ব্রহ্মহস্ত
কখন ও নিমাইর জাবিসন্ন্যাস-স্বরণে
চিন্তা) আ ৮৩৮-৮৩৮, (শচীর
মিশ্রকে পুত্রের বিজাবিসন্ন্যাসকল্লিক-
বারা আশীর্বাদ) আ ৮৩৮-৮৩৮,
(ব্রহ্মজি মিশ্রের শরীরে পুত্র সবে
বিবিধ আলাপ) আ ৮৩৮, (তৎ-
কল্লেকার মিশ্রের আশীর্বাদ)

আ ৮৩৮-৮৩৮, (মহাপ্রভুর শ্রীমুখের
ভার মিশ্র-বিরহে প্রভুর কল্লেকালীলা)
আ ৮৩৮-৮৩৮; ৮৩৮; ৮৩৮; ৮৩৮;
৮৩৮, (কল্লেকাতারে ব্রহ্মজি-
গৃহে জন্ম ও মঙ্গলগৃহে লীলা-বিলাস,
গৌরাবতারে ও সেইরূপ জগন্নাথ-গৃহে
প্রভুর প্রাকট্যালীলা ও শ্রীমদ-গৃহেই
সম্মতি-রাসবিলাস) ম ৮৩৮; ৮৩৮;
৮৩৮-৮৩৮; ৮৩৮; ৮৩৮; ৮৩৮;
৮৩৮; ৮৩৮; ৮৩৮; ৮৩৮; ৮৩৮;
(বিশ্বরূপ-মহিত ভট্টাচার্য-সভার গমন)
ম ৮৩৮, (পুত্রকে তিরস্কার ও গৃহে
প্রভাগমন) ম ৮৩৮; (মহাপ্রভুর
নৃত্য-দর্শনে নদীরাবাসীর শচী-জগন্নাথের
প্রশংসা) ম ৮৩৮-৮৩৮; ৮৩৮; ৮৩৮,
৮৩৮, অ ৮৩৮; জগন্নাথমিশ্র-
পুত্রস্বরূপ ম ৮৩৮; জগন্নাথ মিশ্র-
বর আ ৮৩৮; ৮৩৮
জগাই (মহাপ্রভুর কল্লেকালীলা) আ ৮৩৮
(দ্র) ; ম ৮৩৮, ৮৩৮, (পদাঙ্গুল
ও শ্রীনিবাস-কর্তৃক মহাপ্রভু-সমীপে
দম্ভাঘয়েন পরিচয় প্রদান) ম ৮৩৮
৮৩৮, (মদমন্ত দম্ভাঘয়ের নিত্যানন্দের
পরিচয়-জিজ্ঞাসা) ম ৮৩৮৭৪, (মাধবী
নিত্যানন্দ-শিরে মৃৎকী-আঘাত-কার্যে
জগাইর বাধা-প্রদান) ম ৮৩৮৮০,
(জগাই মাধবীর মহাপ্রভু কর্তৃক
আহুত 'চক্র' দর্শন) ম ৮৩৮৮৮,
(চক্র হইতে রক্ত-প্রাপ্তি-দামসে
নিমাইর প্রভু-সমীপে নিবেদন) ম
৮৩৮৮৮, (মহাপ্রভুর আলিঙ্গন-
কলা) ম ৮৩৮৮৮-৮৩৮৮৮, (জগাইর
দৌত্যপো বৈকল্যবর্ণের আনন্দ) ম
৮৩৮৮৮, (জগাইর মূর্ত্তা) ম ৮৩৮
৮৮৮, (প্রভুপার প্রোচকি-পাঠ
প্রভুর চক্র-দর্শন) ম ৮৩৮৮৮

১৯৭, (জগাইর প্রভুর প্রীতরণ বঁকে ধারণ ও ক্রন্দন) ম ১৩১২৮-১২৯, (জগাইর চরিত্র) ম ১৩২০০-২০১, (পাপনিবৃত্ত হইতে অঙ্গীকার) ম ১৩২২৫, (কৃপাপ্রাপ্তিতে আনন্দমূর্ত্তা) ম ১৩২২৯, (প্রভুর নিজগৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ) ম ১৩২৩৫, (সপার্বন মহাপ্রভু-সহ উপবেশনাদিকার) ম ১৩২৪১, (প্রেম-বিকার) ম ১৩২৪২, (গৌর-জতি) ম ১৩২৪৬, (জতিকালে ক্রন্দন) ম ১৩২৮৬, (ভক্তগণের চরণধারণ) ম ১৩২৯৩, (ভক্তগণের আশীর্বাদ) ম ১৩২৯৪, (মহাপ্রভুর আশানুপ্রদান) ম ১৩২৯৫, (বৈকুণ্ঠোচিত সন্ধান-প্রাপ্তি) ম ১৩৩০৭, (প্রভুর প্রসাদী মালা প্রাপ্তি) ম ১৩৩৬৬, ৩৬৬;
 (প্রভুর প্রীতৈকজ্ঞপালক জগাই-মাধাই বলিয়া বস্তুবৎ প্রণাম) ম ১৪১৪৫, (দেবগণের ধন্যবাদ প্রদান) ম ১৪১৫২; (ভজন-নিরুদ্ধ) ম ১৪১৪, (সকলের নিমাই পণ্ডিতের জগাই-মাধাইর উদারলীলা শ্রবণ) ম ১৪১৮৫; জগা-মাধা ম ১৩২৮-২৯
 জনক (সীতাপিতা জনকের অবতার বজ্রভা-চার্য) আ ১০৪৮; (শ্রীমাকে 'সীতা' কল্পা-দান-সৌভাগ্য-বরণ) আ ১৫১১৫; (মাধাইর নিত্যানন্দ-স্বতিমুখে জনকের বলদেব-নিত্যানন্দ-সেবা-ফলে নিবাজান-লাভ বর্ণন) ম ১৫২৮
 জরাসন্ধ ম ১৫১০; ১৮৮৯
 জলেশ্বরদেব (মহাপ্রভুর নীলচল-বাজা-পথে জলেশ্বরে জলেশ্বরশিব দর্শন ও গেদাবেশে নৃত্যকীর্তন) অ ২৫৩৭-২৬৮
 জলমুখতা ম ১১১৮৩
 জানকী (মহাপ্রভুর মুরারিকে রামরূপ

প্রদর্শন-কালে মুরারির রাম-বামে জানকীদর্শন) ম ১০১২, (মহাপ্রভুর মুরারিকে জানকী-প্রণামে আবেশ) ম ১০১৬; (আচার্য্য চন্দ্রশেখরগৃহে অভি-নয়-কালে মহাপ্রভুর আত্মশক্তিবৈদ্য দর্শনে অনেকের তাঁহাকে 'জানকী' বলিয়া ধারণা) ম ১৮১২৬; (বিভা-নিধির শ্রীজগন্নাথ-সমীপে জানকী-সত্য-ভামাদিরও হর্ষভ কৃপা-লাভ-প্রসঙ্গে) অ ১০১৪৭; জানকীদেবী (মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলাতে শান্তিপু্রে অবৈতভবনে প্রভুআজার মুরারির রামাষ্টকপাঠ ও বাধ্যাপ্রসঙ্গে) অ ৪১৩২৩

জানকীজীবন (শ্রীবাসের মহাপ্রভু-স্বতীপ্রসঙ্গে) ম ২২৮০; (শ্রীঅবৈতের মহাপ্রভুস্বতীপ্রসঙ্গে) ম ৬১২১
 জাম্ববন্ত (জাম্ববান্) (কুরুকে 'জাম্ববতী' কতাদান-সৌভাগ্য-বরণ) আ ১৫১২৫
 জাহ্নবী (জগন্নাভা) অ ২৬৮ (নদ-নদী ও শব্দহচী দ্রষ্টব্য)
 জিওড়নুসিংহদেব (শ্রীনিত্যানন্দের সিংহচলমে জিওড়নুসিংহাঙ্ক-দর্শন) আ ১১২৬
 জীব (রত্নগর্ভ আচার্য্য-হনর) ম ১২২৭;
 জীবপণ্ডিত (নিত্যানন্দ-পার্বন) অ ৫৭৫১

ড

ডঙ্ক (দর্পক্রিড়ক) (নাগরাজ-আবিষ্ট হইয়া শ্রীকৃষ্ণের কালিরদমন-লীলা গান, তজ্জ্বলে ঠাকুর হরিদাসের প্রেমোদয় ও সার্বিক ভাববিকার, জনৈক মৎসর কপট বিপ্রের তদ্রূপকরণ ও ডঙ্কের প্রহার লাভ, লোকের তদ্রূপক জানিবার ইচ্ছা, ডঙ্কমুখে বিকৃতক নাগের হরি-দাস-মাধা কীর্তন এবং প্রাকৃত-

সহজিয়া আত্মকরণিকের দ্রুতিসজ্জি বর্ণন) আ ১৬১২৯-২৪৮

ড

ডঙ্কবিপ্র (ঠাকুর হরিদাসের প্রেমচেষ্টার অরূপকরণ ও নাগরাজ-ভাবাবিষ্ট ডঙ্ক-কর্তৃক তাহাব উপরুক্ত শান্তিলাভ) আ ১৬২১৩-২২৯

ড

ডঙ্কবায় (নদীয়াবাসী) (মহাপ্রভুর তদ্বায়-গৃহে বিজয়, বস্ত্রপরিধান-লীলা ও তদ্বায়-প্রীতি কৃপাদৃষ্টি) আ ১২১০৮-১১৩; (কাজিদলন-দিবসে মহাপ্রভুর তদ্বায়পঞ্জীতে আগমন) ম ২৩৪৩০-৪৩৪

তপন মিশ্র (সারগ্রাহী মিশ্রের বৃত্তান্ত—সাধ্য-সাধনতত্ত্ববিৎ আচার্য্যের সাক্ষাৎ-কারাভাবে সাধ্য-সাধন-তত্ত্বনির্ণয়ে মিশ্রের সংশয়, নিজ ঈষ্টময় জপমণ্ডে ও সাধনাজ ব্যতীত চিন্তে বস্ত্যভাব, একদিন নিশান্তে স্বপ্নদর্শন, স্বপ্নদৃষ্ট দেবতার নিমাইপণ্ডিত-স্থানে গমনা-দেশ, চেতনলাভানন্তর প্রভু-সহ মিল-নার্থ প্রার্থন, পদ্মাতটে শিখ্যবৈষ্টিত প্রভুপাদপদ্ম সমীপে আগমন, প্রণাম, সঠৈক্রে কৃপা প্রার্থনা এবং সাধ্যসাধনতত্ত্ব জিজ্ঞাসা) আ ১৪১১৬-১৩০, (বিষয়-মুখে অনিচ্ছা ও চিত্তপ্রসাদ-লাভেচ্ছা) আ ১৪১৩১, (প্রভুকর্তৃক বিপ্রের কুরুভজনেচ্ছা-মূলক সৌভাগ্য-প্রশংসা) আ ১৪১৩২, (প্রভুর মিশ্রকে 'শ্রীভগ-বানের বক্তজনবিত্তজন্যার্থ বৃগে বৃগে অবতরণ ও চতুর্ভুগে চতুর্নিধি বৃগধর্ম সংস্থাপন, কলিমুগধর্ম নামসংকীর্তন, নামমজ ব্যতীত অঙ্গোপায়ে উদার-সম্ভাবনাভাব, নিরন্তর নামকীর্তন-সাধায়া, নামকীর্তন ব্যতীত অজনিধি

অভিধেয় অকর্ণ্যতা, কাণ্টা বর্জন
পূর্বক নামগ্রহণ, নাম-সকীর্জন হঠেতেই
সাধা-সাধনতত্ত্বের সূক্তি-সম্ভাবনা, 'নাম'
ব্যতীত গতান্তর্যাস, মহামন্ত্র কি,
'নাম' বলিতে বোলনাম বক্রিশাকর
মহামন্ত্রই উচ্চিষ্ট, সংখ্যাত: অসংখ্যাত:
উত্তররূপে নিরন্তর গ্রাহ্য, নাম-সাধন-
ব্যবহাৰী ভাব ও প্রেমরূপ প্রয়োজন-
নিষ্কির উদয়" প্রকৃতি শিক্ষা-প্রদান)
আ ১৪১৩৩-১৪৭, (প্রভুর শ্রীমুখ-
নিঃসৃত উপদেশামৃতপানে বিশেষ
ব্যবহার প্রণাম, প্রভুসঙ্গে অবস্থান-
প্রাৰ্থনাকালে প্রভু মিশ্রকে কানীতে
প্রোথ, তথায় সাক্ষাৎকার ও তত্ত্বো-
পদেশ প্রদানস্বীকার পূর্বক মিশ্রকে
আলিঙ্গন, মিশ্রের পূজা ও পরমানন্দ
লাভ, বিদায়কালে প্রভুকে স্বপ্রস্তুত
কখন, প্রভুর চর্যাবতাব-বহুত ব্যক্ত
করিতে মিশ্র-প্রতি পুন: পুন:
নিবেদ্য) আ ১৪১৪৮-১৫৫

তপস্বী, কুস্তীর, ভট্টনৈকরাক্ষস ও
গজবর্ষণ (নিত্যানন্দ প্রভু বান-
নীলার পুষ্টিকারক) আ ১৪১২-৮৮

তালুদী (নদীয়াবাসী) (মহাপ্রভুর
তালুদী-গৃহে গমন ও তালুদগ্রহণনীলা)
আ ১২১৩৫-১৪২

তুলসী (বিজ্ঞপ্তি) (মহাপ্রভুর লোক-
শিক্ষার্থ শ্রীবিষ্ণু ও তদীয় তুলসী-
পূজনায়ে ভোজননীলা) আ ৮১৭০,
(ঐ) ১৬৬; (মহাপ্রভুর তুলসীকে জল-
দান ও প্রদক্ষিণনীলায়ে ভোজননীলা)
আ ১২১৩১; (লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবীর
তুলসী-সেবা) আ ১৪১৪০; (মহা-
প্রভুর তদীয়ার্জননীলা) ম ১১৮৭;
(মহাপ্রভুর তুলসী-প্রদক্ষিণনীলা)
ম ১১৮৮; (শ্রীবাস-পুত্র মহাপ্রভুর

মহাপ্রকাশনীলার ভক্তগণের তুলসী
প্রকৃতিব্যবহারী ভোজন-পূজা) ম
১১৭০; (মহাপ্রভুর তুলসী-চরণ-বন্দন
নীলা) ম ১০৩৬৮; (মহাপ্রভুপা-
দগ্নে রমা ও তুলসীর স্থান) ম ২০১
১৮০, (মহাপ্রভুর তুলসীপ্রদক্ষিণ ও
জলদাননীলা) অ ১১২৭২; ৪১
২৫৬; (মহাপ্রভুর তুলসীভক্তি শিক্ষা-
দান) অ ৮১১৪২, (শ্রীগৌরহৃদয়ের
তুলসীসেবন নীলা) অ ৮১১৫৪-১৫৬,
(মহাপ্রভুর সংখ্যানাম-গ্রহণ-কালে
তুলসীদর্শন নীলা) অ ৮১১৫৭-১৬১;
তুলসীকমল (শ্রীবাসগৃহে মহাপ্রভুর
সাতপ্রহরিয়া ভাব-প্রকাশকালে ভক্ত-
গণের তুলসীকমলে প্রভুপাদপদ্ম পূজা)
ম ১১৬৪; তুলসীমঞ্জরী (শ্রীঅষ্টৈতের
তুলসীমঞ্জরী সহিত গজাংগলে কৃষ্ণার্জন-
নীলা) আ ২১৮১, (শচীমাতার তুলসী-
মঞ্জরী-সহিত অন্ন মহাপ্রভুর সমীপে
আনয়ন) ম ১১৮২, (শ্রীঅষ্টৈতের
চন্দনাত্ম তুলসীমঞ্জরী-ব্যবহারী শ্রীচৈতন্য-
চরণ-পূজা) ম ১১০৭, (মহাপ্রভুর
শ্রীবাস পণ্ডিতগৃহে মহাপ্রকাশনীলা-
কালে ভক্তগণের প্রভুপাদপদ্মে পুনঃপুন:
চন্দনলিপ্ত তুলসীমঞ্জরী অর্পণ) ম ১১
৪২; (শাস্তিপুত্র অষ্টৈতভবনে শচী-
মাতার রন্ধন ও অন্নব্যাঞ্জন উপস্থায়
পূর্বক তদুপরি তুলসীমঞ্জরী স্থাপন)
অ ৪১২৮২

তৈখিক ভ্রামণ (শ্রীধাম যারাপুত্র
শ্রীজগন্নাথ মিশ্র-গৃহে আতিথ্য গ্রহণ
এবং শ্রীগৌরহৃদয়ের প্রসাদ ও
অষ্টভূজ-রূপ-দর্শন-লাভ) আ ৪১১৭—
১০৫, (নিজ নিত্যধোয় বিগ্রহের
ধ্যানরূপ প্রত্যক্ষদর্শনলাভে বিশেষ
আনন্দ-মুখ্য, প্রভুর শ্রীকরণ-দর্শন

নির্বেদ জনন, প্রভুপদে প্রভুর মিল-
তত্ত্ব ও বিশেষ স্বীয় পূর্বস্বীয় ইতিহাস
প্রণয় এবং পৌরাবতার-রহস্য প্রকাশ-
বিষয়ে নিবেদ্যলাভ) আ ৪১১০৫-
১৫০, (মহাপ্রভুর অপরূপপ্রকাশ-দর্শনে
বিশেষ প্রেম্যানন্দ, সর্বক্ষেত্রে মহা-
পদাদান ভ্রমণ ও ভোজন, সূতা-
কীর্তনাদি, বিশেষ "এক বালগোপাল"
হুকারে মিশ্রাদির নিম্নাতন, বিশেষ
আত্মসম্বরণ ও আচমন, ভোজন-দর্শনে
সকলের আনন্দ, পৌরাবতারের গুহ
রহস্য প্রকাশের ইচ্ছা সম্বন্ধে প্রভুর
নিবেদ্যলাভ-তত্ত্ব বিশেষ মৌনবলম্বন,
অষ্টের অজাতভাবে নবদীপে বাস,
দৈনিক ভিক্ষা-সমাপনানন্তর প্রত্যহ
প্রভূদর্শন) আ ৪১১৫৬-১৬৬

ত্রিভঙ্গিম মুরলীবন্দন (নদীয়াবাসী
সর্বক্ষেত্রে মহাপ্রভুকে গোপীজনবলভ-
রূপে দর্শন) আ ১২১৬২

ত্রিলোচন (মহাপ্রভুর অচিন্ত্যভেদাত্মক
প্রকাশ) ম ২০১৩৪; (বদর্শনহানে
পাণ্ডপতন্ত্র: নিরন্ত, তরে পুত্রের
পূজাদান) অ ২০৩৪, (বৈষ্ণবপ্র
ত্রিলোচনের গোবিন্দগুণগোপতি) অ
২০৩৭; (ভৃগুকে নিজহানে দর্শন
করিয়া আলিঙ্গন করিতে উত্তত) অ
১১৩৫, (ভৃগুর অগজায় কোষ) অ
১১৩৫

দ

দক্ষ (কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১০১০২
দত্তায়েয় (বর্জ্যহাতির উপর উপবেশন-
নীলার মহাপ্রভুর দত্তায়েয়-তাবাবেশে
জননীকে লক্ষ্য করিয়া জগজীবকে
ওঁতি ও অভ্যর্থনাসংগে) আ
১১৭১, ১১১
দবিরখাল (মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ ও ভূপা-

লাভ) আ ১১৭১ (হুজ), ('শ্রীকপ'
নাম-প্রাপ্তি) আ ১১৭২ (হুজ),
(গৌরকপার বাস্তবিক ধর্ম—রাষ্ট্রাধিপ
চাঞ্চিয়া ভিক্টোর কর্তৃকরণ, লঙ্ক-
গৌরকপ শ্রীকপের বৃন্দারণ্যে তখন-
দৃষ্টান্ত) আ ১৩১১-১১২২; (শ্রীমহা-
প্রভু ও শ্রীমহোত্তরাচার্যের কপার কৃষ্ণ-
প্রোয় লাভ) অ ১২২৮
লক্ষ্য ম ১৮১২৮, ২০৪
লক্ষ্যরূপ আ ২১৩৮, ১৫৭; ৮১১০, ১
৬৫; ম ৩৮৮; ৫১০৬
লক্ষ্যমিলন (স্বধর্মের কারণ) ম ১০১৪৮,
(শিবপূজা সম্বন্ধে কৃষ্ণাভবনে ধর্ম-
প্রাপ্তি) ম ১২২০১
লক্ষ্যমোদন (শ্রীদাম বা শ্রীদামা বা সুদামা
বিপ্র) ম ১৩১১৭
লক্ষ্যমোদন পণ্ডিত (নীলাচলে প্রভু-সহ
মিলন) অ ৩১৮৫; (শচীমাতাকে
দর্শন করিয়া পুণঃ নীলাচলে গমন)
অ ৮৩৭; (শচীমাতাকে দর্শন করিয়া
নীলাচলে প্রত্যাবর্তন, মহাপ্রভুর
উপাসকে শচীমাতার বিমুক্তকি-স্বধর্মে
প্রভু) অ ২০১-২২, (তজ্জবণে নির-
পেক্ষ দামোদরের উত্তর) অ ২০৮,
১০৩, (তজ্জবণে মহাপ্রভুর সন্তোষ ও
পণ্ডিতকে আলিঙ্গন) অ ২১০৪-
১০৫, (প্রভুকর্তৃক বাৎসর্যসমিহিয়া
কীর্তন) অ ২১০৮-১০৯
লক্ষ্যমোদন শালগ্রাম (অর্জু—শ্রীকপ-
প্রাপ্তি মিস্ত্রের গৃহদেবতা) আ ৫১৩
লক্ষ্যমোদন স্বরূপ (অভ্যাসীণ প্রভুসদৃশ)
আ ১১৩১ (হুজ); ম ৩৪; ১১২;
অ ১১৭২-১১৮, ১৮৫; প ৩;
(শ্রীমহোত্তরক অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন)
অ ৮৫৬, (বিদ্যানিধি ও স্বরূপের
নবোদয়কীর্তি) অ ৮১২৪; ১০১

৩৬-৩৭, (কীর্তন-প্রবণে মহাপ্রভুর
ভাবাবেশ) অ ১০৪০, (পার্বন-মধ্যে
অগ্রগণ্য) অ ১০৪১, (ঈশ্বরের ঐতি)
অ ১০৪২, (কৃষ্ণসদীতসম্রাট) অ ১০১
৪৩, (মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র) অ ১০৪৭,
৪২, (স্বরূপ-সহ গৌরচন্দ্রের সংকীর্ণন-
বিহার) অ ১০৫০-৫১, ৫৩, (সর্ব-
কণ প্রভুর সঙ্গে বিহার) অ ১০৫৪,
৫৬-৫৭, (বিদ্যানিধির পূর্বসংস্থা, মহা-
প্রভুর সম্মুখে উভয়ের মিলন) অ
১০৭৪, ৮৬; (বিদ্যানিধি সহ
মনোভাব বিনিময়) অ ১০১০১,
(বিদ্যানিধি কর্তৃক ঈশ্বরের শ্রীকপে
মাড়যুক্ত বস্ত্র দেওয়ার কারণ
জিজ্ঞাসা) অ ১০১০৪, (মাড়যুক্ত
বস্ত্র দেওয়ার কারণ বর্ণন) অ ১০১০৬,
(পুনঃ উত্তর) অ ১০১১৪, (প্রত্যহ
বিদ্যানিধি সহ একসঙ্গে জগন্নাথ দর্শনার্থ
গমন) অ ১০১৫২, (বিদ্যানিধি স্থানে
আগমন) অ ১০১৬০, (বিদ্যানিধি-
গণ্ডেশে চপেটাঘাতের চিহ্ন দর্শন)
অ ১০১৬৩, (বিদ্যানিধি-সকাশে
উহার কারণ জিজ্ঞাসা) অ ১০১৬৪,
(বিদ্যানিধিপ্রতি শ্রীজগন্নাথের স্নেহোৎসবে
স্বরূপের তানন্দ) অ ১০১৭৩, ১৭৫;
লক্ষ্যমোদন মহাশয় অ ১০১৭৩
লক্ষ্যমোদন (উৎকলের) (মহাপ্রভুকে বাধা-
প্রদান; পরে তাহার কৃপালাভ) অ ২১
১৬৪, ১৮৮, ১৭৪, ১৭৬-১৭৮, ১৮১-
১৮২, ১৮৫
লক্ষ্যমোদন (নীলাচলে) (মহাপ্রভুরই
লক্ষ্যমোদনপে নিজ প্রদান মিলেরই
ভোজনলীলা) অ ৩১৩৫; লক্ষ্যমোদন
(মহাপ্রভুর অর্জুনসুহৃৎ জগন্নাথরূপে
অবস্থান ও সম্রাসী সূহৃৎ তত্ত্বভাবে
লোকবিশ্বালীনা) অ ১০১২৫

লক্ষ্যমোদন (কেশবকামিনী) (পত্রাণা
ও হুজি) আ ১১১৪ (হুজ), (পাণ্ডিত্য
গর্ভে স্নীত হুইয়া নববীপে আগমন
আ ১৩১২, (সরস্বতী-মন্ডের উপাসন
ও 'জিহুবন-বিদ্যালয়' বর লাভ) অ
১৩২০-২২, (পর্যাপ্ত অগ্রগতি বিদ্যা
বিদ্যালয় সরস্বতী-তথ্য) আ ১৩২১,
('বিদ্যালয়' বরলাভ ও জগন্নাথস্বতী
কৃপা নহে) আ ১৩২৩, (জীবমোহিনী
বাণীবরদৃশ বিপ্রের সর্বশেষ-জর) অ
১৩২৪, (সর্বশাস্ত্র-পারদর্শিত বিদ্যালয়
পূর্বপক্ষবোধেই সকলের অসামর্থ্য
আ ১৩২৫-২৬, (নববীপের বিষয়
সমাজের স্থাপতি-প্রবণে মহাসমারোহে
নববীপে আগমন ও সর্বত্র কোলাহল
আ ১৩২৭-২৯, (জগুবীপের বিষয়
জনাধুষিত সমস্ত ক্ষেত্রমধ্যে তৎকালে
নববীপেরই শ্রেষ্ঠত্ব) আ ১৩৩২, (নব
বীপ-মহিমা-ধর্মভরে পণ্ডিতগণের চিহ্ন
ও বিদ্যালয়-মহিমা-বর্ণন) আ ১০
৩১-৩৫, (পণ্ডিতগণের তপস্কীনা
সর্বত্র পণ্ডিতগণসহ বিদ্যালয়ের বিচার
মন্তব্যের কলাকল সম্বন্ধে আলোচনা
আ ১৩৩৬-৩৭, (নিম্নায়ে পণ্ডিত
সমীপে ছাত্রগণের বিদ্যালয়ের উপহাস
ও বিদ্যালয়-বৃত্তান্ত বর্ণন) আ ১৩৩৮
৪১, (শিষ্যগণ-বিসৃতি প্রবণে মহা
প্রভুর ঈশবিমুখ জীবের অধিকার
পরিপতি ও প্রকৃত বিনয়ের মহি
বর্ণন এবং নববীপেই বিদ্যালয়ের দ
চূর্ণ-হইবে বলিয়া অধ্যাপন দাম) ১
১৩৪২-৪৮, (সভ্যার শিষ্যবহ বিদ্যা
শাস্ত্রাধিপারত মহাপ্রভুসহ-বিদ্যালয়
মিলন; প্রভু-দর্শনে বিদ্যালয়-সামর্থ্য
নাশককর্ম-প্রাপ্তমধ্যে প্রভুর বিদ্যালয়
কর্ম-প্রাপ্তমধ্যে সম্রাসী-মহাশয়-বর্ণন

অহরোধ) আ ১১০৮-১৮, (দ্বি-
ভরীর অনর্গল, গদা-মাহাত্ম্য-স্নো-
পঠন, প্রভুর শিষ্যগণের বিশ্বাস, দ্বি-
ভরীর প্রেরণাবাপী অনর্গল স্নো-
পঠনান্তে মণীপ্রভুর তাঁহাকে তদ-
ব্যাখ্যানার্থ অহরোধ, দ্বিভিন্নরীর
ব্যাখ্যানারম্ভ, প্রভুকর্তৃক তদুত্তর,
দ্বিভিন্নরীর হতবুদ্ধিতা, কৃতান্ত শাস্ত্রা-
বৃত্তি লক্ষ্য প্রভুর অহরোধ, কিন্তু
দ্বিভিন্নরীর মোহ) আ ১০৭২-২২,
(প্রভুকর্তৃক দ্বিভিন্নরীর মোহ-
সমর্থনে প্রভুকাবের কৈমুতা-দৃষ্টান্তঃ—
“ঐতিগুণ, শেখ, ব্রহ্মা, কহু, লক্ষ্মী-
সরস্বতী, বেদকর্তা (ব্রহ্মা বা বেদব্যান),
বলদেব (কৃষ্ণের একবিমোহন-লীলা
কালে) অনন্তদেবেরও ভগবদ্বাক-
দর্শনে যখন মোহ হয়, তখন দ্বিভিন্নরীর
প্রভুদর্শনে মোহ কিছু আশ্চর্যজনক
নহে”) আ ১০১০-১০৫, (দ্বিভিন্নরী-
ভরাদি লীলার অন্ততম তাৎপর্য—
দ্রুপিত জীব-নিষ্ঠার) আ ১০১০-৭,
(দ্বিভিন্নরীর পরান্তব-দর্শনে শিষ্যগণের
হাতোত্তম, মানদর্শাদর্শ প্রভূর তৎ
নিবেদ, দ্বিভিন্নরীকে মধুবাক্যে বিদায়-
দান, দ্বিভিন্নরীর লজ্জা, হঃ ও চিত্তা,
সরস্বতীর বর সৎকে বিচার, সরস্বতী-
ব্রজপ ও সাক্ষাৎপাঠ, দেবীর স্বত্ব ও
প্রভুর সর্বোত্তমেরবাদি বেদগোপ্য তৎ-
স্বত্ব জ্ঞাপন, দ্বিভিন্নরীর মন্ত্রণের
সার্বকতা বর্ণন ও প্রভূপদে আত্মসমর্প-
ণার্থ উপদেশ এবং তৎসম্বন্ধ উপদেশকে
কলসজল অলীক ভাবিতে নিষেধাজ্ঞা
করিয়া অকর্তব্য) আ ১০১০৮-১০৮,
(প্রভুর প্রভুত্ব-দ্বিভিন্নরীর প্রভু-সমীপে
অঙ্গদক্ষ: ও প্রভুগারম্ভের নগ্নবস্ত্রি
অঙ্গদক্ষ, প্রভুর ও তাঁহারই বীর পদে

ধারণ, দ্বিভিন্নরীর তালুপ আচরণ-
কারণ-লিঙ্গাসার দ্বিভিন্নরীর প্রভুকে
ভগবৎজ্ঞানে ভক্তি, প্রভুকে অমানী ও
মানন ধর্মের মুক্ত আদর্শরূপে দর্শন,
সর্বত্র অরী হইয়াও প্রভু সমীপে স্বীয়
প্রতিভা-শূভতা-কথন, দেবীবাণী-
সারে প্রভুকে সরস্বতীপতিরূপে দর্শন,
ভগবদর্শন-লাভকে নববীপে আগমনের
সার্বকতা বলিয়া জ্ঞান, সৈদেহে স্বীয়
অবিতা-নাশ ও প্রভু-কৃপা-প্রার্থনামূলে
প্রভুকে ভক্তিসুখে কাকুতি এবং প্রভুর
উত্তর দান) আ ১০১০৫-১০৭, (মহা-
প্রভুর দ্বিভিন্নরীকে লক্ষ্য করিয়া
বিজ্ঞানজ্ঞেয় যুগ্ম ফলোপদেশ, তাঁহাকে
আলিঙ্গন, বাগ্‌দেবীর গুণকথা বাক্য
করিবার নিষেধাজ্ঞা, অনধিকানিগমীপে
তৎকর্ত্তনে পরমায়ুক্ষর, বিশেষ প্রভু-
আজ্ঞা পাঠিয়া প্রভূপদে প্রণামান্তে
প্রস্থান, বিশেষ ভক্তি, বিরক্তি ও
বিজ্ঞান-সুপ্তি, তৃণাদপি স্তনীচতা ও
নিষ্কলনত্ব) আ ১০১০৭২-১০৮,
১০৭, ১০৮, ২০০, ২০৭

ভূখী (ঐবাসের দাসী, মণীপ্রভুকর্তৃক
‘ভূখী’ নাম প্রদান) ম ১০৮০-৮১,
(‘ভূখী’র সেবার মহাপ্রভুর সন্তোষ
ও ‘ভূখী’ নাম প্রদান) ম ২০১১-১৬,
(সৌভাগ্য-মাহাত্ম্য) ম ২০১২

ভূশালম ম ১০১৬

ভূগী আ ১০১০; ভূগীদেবী (কজা-
কুমারী—অর্জা) আ ১০১০৭

ভূগীমা ম ১০১০, ১০১০৮, (দ্রুপদের
আক্রমণ হইতে অবসরভিত্তি অগাম্য) ম
১০১০৭; ২০১০৮; ম ২০১০৮

ভূগীদেবী ম ১০১০৮, (ভক্তি-শূভতা-
বেদু-কলস-প্রাতি:) ম ১০১২৬, ২১৭;

ম ১০১০৮; (বলদেবকে পূজা করিয়াও
কলসজনে কলস-প্রাতি:) ম ১০১১০
দেবকী (কলসজননী) (অভির-ঈশচী-
দেবী) আ ১০২০; ১০১৮; ম ২০১০৮;
(অভির-ঈশচীদেবী) ম ২০১০৮-০৮;
অ ১০১০৮, ২১২; (ঈশামক-সমীপে
প্রার্থনা) অ ১০১২-০৮, ১৬, (যোগ-
মায়া কর্তৃক গর্ত্ত স্থাপন) অ ১০১৮;
(ছর পুত্রের গুপ্ত রহস্য বিষয়ে
অনভিজ্ঞতা) অ ১০১৮, (তখনপানে ছর
জনের মুক্তি) অ ১০২০, (পুত্রগণকে
তখনদান) অ ১০১০৮

দেবকীজন্ম (ঈশচীতন্ত্রের আত্মতত্ত্ব-
প্রকাশ) ম ১০১৮৬, (কাশীনা-
প্রতি সূদর্শনার-নির্দেশ) ম ২০১২৭,
(শিবের ‘মণীপ্রভু’ বলিয়া ভক্তি) অ
২০১০৮; (ঈশ্বরের পিতামাতা মা
ধাকিলে ও ‘দেবকীজন্ম’ খ্যাতি) অ
১০১০৭

দেবরাজ (ইন্দ্র) ম ২০১২৮; অ ১০১০৮
দেবকুতি (কপিলদেবের মাতা) ম ১০
১০১, (অভির ঈশচীদেবী) ম ২০১
০৮; অ ১০১০৮

দেবানন্দ পণ্ডিত ম ১০১০, ১০১; (মহা-
প্রভুর আগমন) ম ২০১৭, ২৬;
(দেবানন্দের দর্শনে প্রভুর ক্রোধ) ম
২০১০৮, (প্রভুর ক্রোধের কারণ) ম
২০১০৮, ১৭, ১৮, ১৯, (ভক্তাব-
মানন হেতু দেবানন্দকে তিরস্কার)
ম ২০১০৭, ১৮, (প্রভুর তিরস্কার
গত্যা) ম ২০১০৮, ১৬, (প্রভুর
বাক্যদেও প্রভু-লাভ) ম ২০১০৭,
(পণ্ডিতের তৎ-প্রাণির কারণ) ম
২০১০৮; (প্রথমে মহাপ্রভু-প্রতি
বিশ্বাসভাব, পরে বক্রেশ্বর পণ্ডিতের
কৃপার মহাপ্রভু-কৃপাপাত, এবং প্রথমে

প্রকারের কৃষ্ণকৃপাপ্রাপ্তির উপায়-
ব্রহ্মণ্য বৈষ্ণবসেবার মাহাত্ম্য বর্ণন,
কুনিয়ার মহাপ্রভু-সহ দেবানন্দের
মিলন, মহাপ্রভুকর্তৃক দেবানন্দের
অপরাধ ভঞ্জন, দেবানন্দ-সমীপে প্রভুর
বক্তব্য-মাহাত্ম্য বর্ণন, মহাপ্রভু-সমীপে
দেবানন্দেব ভাগবতভাষ্যপনার উপদেশ
গ্রহণ ও ভাগবতমাহাত্ম্য শ্রবণ) অ
৩৪৬৪, ৪৬৬, ৪৭৪, ৪৭৬, ৪৮২, ৪৯০,
৪৯৭, ৫২৪, ৫৩২

দেবানন্দ (নিত্যানন্দ-পার্শ্ব) অ ৫।
৭৪২, ৭৫২ (চৈঃ চঃ আ ১১৪৬
সংখ্যা ও কহুভাণ্ড্য দ্রষ্টব্য)

ছারপাল-গোবিন্দ—‘গোবিন্দ’ দ্রষ্টব্য।
ছিজ কৃষ্ণদাস (নিত্যানন্দ-পার্শ্ব) অ
৫৭৩২

ছিবিদ ম ১৫৪২

ষৈষায়নী আৰ্য্যা আ ৯১৫০

জৌপদী ম ১০১৪৪ ; অ ১২৫৬

ধ

ধনজয় পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-পার্শ্ব) অ
৫৭৩৩

ধনুতর (ব্রহ্মদিগ্ন শচীগর্ভ-ভক্তিকালে
অবতারী মহাপ্রভুর ধনুতররূপে অমৃত-
বিতরণ-লীলা কথন) আ ২১৭৫

ধরদীপরেস্ত্র (নিত্যানন্দ) ‘শব্দ’ দ্রষ্টব্য।

ধর্মরাজ অ ৪১৩৬৬ ; ধর্মরাজ যম ম
২৩৩২৫

ধেমুক আ ৯২২

ধ্রুব অ ৯১৩৮ ; ১০১৩৪

ন

নয়জিৎ (কৃষ্ণকে ‘নায়জিতী’ কতাদান-
দোতাগালাভ) আ: ১৫১২৫

নয়ীরা-পুরুষ (মহাপ্রভু) আ ২২৩১

ননীচৌরা (কৃষ্ণ) সু. ৪১২১২

নন্দ (কৃষ্ণরাজ) আ ২১৩৮ ; ৫১৩৪৪, ১৪৬ ;

৬৮০ ; ৯১১২ ; ১০১৪৩ ; ম ২৩৩৩ ;
৩১৬ ; অ ৫৭২০ ; ৭১৫৫, ৭০ ;
নন্দগোপ ম ১১৫৩ ; নন্দবোম ম
২৩২২২

নন্দকুমার (ভক্তির-শ্রীশচীনন্দন) আ
১২২৬৪, অ ৭১১১৪ ; নন্দের কুমার
(কুমারীগণ-দ্বয়ে মহাপ্রভুর বাগ্য-
লীলার শ্রীনন্দনন্দন-লীলা-স্মৃতি) আ
৬৮০ ; (শ্রীবাসের মহাপ্রভুকে কৃষ্ণা-
ভিন্ন বলিয়া ত্বব) ম ২২৭৭

নন্দগোপেন্দ্রনন্দন ম ১১০৫
নন্দনন্দন (কৃষ্ণ সর্বজীবপ্রেষ্ঠ পরমাখ্যা)
আ ৭১৫৫ ; ম ১৩৩৮ ; ২৬৬৩

নন্দনাচার্য (মহাপ্রভুর কীর্তন-
বিলাসে সঙ্গী) ম ৮১১৩ ; (আচার্য-
গৃহে নিত্যানন্দের আগমন) ম ৩।
১২৩, ১২৪, (নিত্যানন্দাগমনে
আচার্যের চর্চ) ম ৩১৩৫, (নিত্য-
ানন্দ-সন্ধানে প্রভুর সত্ত্ব আচার্যগৃহে
আগমন) ম ৩১৭৬ ; (আচার্যগৃহে
অবৈতের গোপনে অবস্থিতি-সঙ্কল্প)
ম ৬৫৭, (মহাপ্রভুর রামটিকে গুপ্ত
অবৈতের বিষয় কথন) ম ৬৬২ ;
(মহাপ্রভুর আচার্যগৃহে গোপনে
অবস্থিতি) ম ১৭৪৭, (নন্দনগৃহে
বিষ্ণুখট্টায় মহাপ্রভুর উপবেশন ও
আচার্যের প্রভুর বিবিধ সেবা) ম
১৭৫৩, ৫৪, ৫৮ ; (মহাপ্রভুকে
সন্দেশপনার্থ আদেশপ্রাপ্তি ও তত্বতরে
মহাপ্রভুর তত্ত্ব কথন) ম ১৭৫২,
৬০ ; (কৃষ্ণকথা-শ্রবণে প্রভুর নন্দন-
গৃহে রাজিবাণ) ম ১৭৬৩, ৬৪,
(শ্রীবাসকে প্রভুসমীপে আনয়নের
আদেশ-প্রাপ্তি) ম ১৭৬৭, (শ্রীবাস-
কে প্রভু-সমীপে আনয়ন) ম ১৭৬৮ ;
কাজিগণন-বিধানে প্রভুসহ নন্দন-

সদীর্ঘনে যোগদান) ম ২৩১
শ্রীধর-অঙ্গনে প্রভুর ভক্তবাসগ্য-
দর্শনে-প্রেম ক্রন্দন) ম ২৩৪৫২ ;
রথবাত্তাদর্শনার্থ নীলাচলে গমন)
অ ৮২২

নবদীপচন্দ্র ও নবদীপপুরন্দর—শব্দ-
হচী দ্রষ্টব্য।

নরক (নরকাশ্রয়) (শ্রীধর-কর্তৃক-
গর্জনান) আ ১৩৪৬ ; (কৃষ্ণগুহ ;
কৃষ্ণ-কর্তৃক ভক্তপ্রোণী পুত্রের নিধন)
ম ৩৪৭ ; (নরকাশ্রয়-বিনাশী কৃষ্ণই
মহাপ্রভু) ম ১৯১৪৮

নরনারায়ণ (বৈরাগ্যপ্রদর্শক অবতার-
ধর ;—শ্রীনিত্যানন্দের তীর্থভ্রমণকালে
বদরিকাশ্রমে নরনারায়ণাশ্রমে আগমন)
আ ৯১৪১ ; ম ৩১০৮ ; (নরনারায়ণ
সাক্ষাৎ ভগবান্ মহাপ্রভু) আ ১৪।
১২৩

নরসিংহ (বিষয়) (ব্রহ্মদিগ্ন শচীগর্ভ-
ভক্তি-কালে অবতারী মহাপ্রভুর নর-
সিংহাবতার-লীলা কথন) আ ২১৭১ ;
দেবগণের ছায়া বা হৃদয়ে-দর্শনে
ভীত আত্মীয়গণের প্রভুরকার্য নৃসিংহ-
মহাপ্রভু) আ ৪১২-১৬ ; (শ্রীবাস-
অঙ্গনে মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-লীলা-
কালে শ্রীঅবৈতের মহাপ্রভুকে নর-
সিংহরূপে ত্বব) ম ৬১২২ ; (অবতারী
মহাপ্রভুর স্বীয় নৃসিংহাবতার-ভাব
প্রকাশ) ম ২৬৬৩ ; (প্রজ্ঞার
মহাপ্রভুকে যোগাসা নৃসিংহভিত্তিক্যানে
নীলাচলে প্রভুসহ মিলন) অ ৩১৮৭ ;
নৃসিংহ আ ৪১৫-১৬ ; (সৌরকৃপাপ্রাপ্ত
সর্বজের মহাপ্রভুকে নৃসিংহরূপে দর্শন)
আ ১২১৬২ ; (দিগ্বিদীর আরাধ্যা
সরস্বতীর অবতারী মহাপ্রভুরই ভক্তির-
রূপে নৃসিংহাবতার বর্ণন) আ ১৩১

১৪০; (তত্ত্ববৃত্তা-হেতু নৃসিংহ-রূপ
দর্শনেও হিরণ্যকশিপুর বিনাশ) ম
১০২২৭; (মহাপ্রভু নৃসিংহাদি
অবতারের অবতারা) অ ১২৫৩,
(প্রহ্মারের নৃসিংহদাস, তক্ষরীরে নৃসিংহ-
প্রকাশ) অ ৩১৮৬, (সাক্ষাৎ নৃসিংহের
প্রহ্মারের সহিত কথোপকথন) অ ৮১২২
হিরি ("ঐগৌরমুন্দর নরহরি") অ
৫১২২২

নহব (ঐশ্বর-কর্তৃক গর্ভনাশ) অ ১০৪৬
নাগগণ (কালিয় সর্পাদি) অ ২২৭
(‘নাগ’—শব্দশ্রুতি দ্রষ্টব্য)

নাগরাজ (বিভূতক শেষ বা বাসুকী)
(ডক-যুগে ঠাকুরহরিরাসের মাণিক্য-
কীর্তন ও মৎস্যর ঢাকবিশেষের কাপট্য-
নাট্য বর্ণন) অ ১৬১২৮-২৫০;
বিভূতক নাগ অ ১৬১২২;
ঐবৈকব নাগ অ ১৬১২৪

নাগরাজ (নিত্যানন্দ) (চন্দ্রশেখরগৃহে
অভিনয়) ম ১৮১৫২

নাগরিক অ ১২১৫১-১৫২

নাড়া (ঐঅধৈতাচাৰ্য্য) ম ২২৬৪-২৬৫;
৩১২; ৫৪৮, ৬৬৩, ৬৭, ১০২;
১০২, ৪৬; ১৬২২; ১৭১-১; ১২১
১২০, ১৩১, ১৪০, ১৪৫; ২২১৬,
১৭, ৩৫; ২৪৮৪; অ ২১৮৬-২৮৮,
২৪২-২৮৮

নাপিত (মহাপ্রভুর লক্ষ্যসীলার শিবা-
মুণ্ডনকারী) ম ২৮১৪০-১৪১, ১৫১

নারদ (দেবর্ষি) (‘ডক’ নাম) অ ১১
৪৮, (ব্রহ্মার সভায় শেব-মহাশ্য-
কীর্তন) অ ১৫২-৭৫; (ব্রহ্মাদির
শচীগর্ভ-ভূতিকাণে অবতারা নৌর-
হরির তৃতীয়াবতার নারদরূপে কৃষ্ণ-
কীর্তনসীল বর্ণন) অ ২১৭৬; ২১
৩৩; (ভিক্ক অভিবিরণে নৌর-

গৃহে প্রমাদ-সম্মানের ভাগ্য বরণ) অ
১৪১৩১; ম ১০৬৩, ৪১৭; ৬৮২,
১৬৬; (নামগানে ঐতি) ম ৮১২৩,
(ভগবদ্ভা-মুখ-মহিমা) ম ৮১২০৬,
(মহাপ্রভু কর্তৃক বৈষ্ণবগণের পূর্ব-
পরিচয়-নির্দেশ-মুখে আস্থান) ম ৮১২২৫;
২১২৩; ১০২০৭, (নারদোপদেশে
ব্যাসের তত্ত্ব-ব্যাখ্যা) ম ১০২৪০;
(জগাই মাধাইর মুক্তি কীর্তন) ম
১৪১২৭, (যমরাজকে হুজিহ দর্শনে
বিস্মিত) ম ১৪১৩০; (যমের নৃত্য-
দর্শনে নৃত্য) ম ১৪১৩৫, ৪৪, ৫১;
১৫১, ২৭; ১৬৮১; (ঐবাসের
নারদ-কাচি) ম ১৮১১১, ৫০, ৫৩, ৫৬,
(ঐবাসের নারদ-নিষ্ঠাবাক্য) ম ১৮
৬১, ৬২, ১০০; (ভগবদীশা-শ্রবণে
মত্ততা) ম ২০১৪৩; ২৩০৫৪;
(প্রভুর কীর্তন-বাক্য নবদীপের
অবহা) ম ২০৪৪৭; অ ৫৪৮১,
২১৩০৭; ১০১৪৫

নারায়ণ (বিষয়) (অভিন্ন-ঐগৌর
নারায়ণ) অ ১১২৪, (বৈষ্ণবের নারা-
য়ণেরই অংশী ঐগৌরনারায়ণের নদীয়ার
নগরসংকীর্তনাদি বিবিধ লীলাবিলাস)
অ ১১২২, ১৩৪, ১৩৫; (মহাপ্রভুকে
জৈনক বিশ্রবরের ‘সাক্ষাৎ নারায়ণ’
বলিয়া উক্তি) অ ৩১৬; (ঐনারায়ণের
বরাহাবতারে পৃথিবী-উদ্ধার-লীলা-
খান্না ‘বিশ্বভর’ নাম ধারণের জ্ঞান গৌর-
নারায়ণেরও ‘বিশ্বভর’ নাম ধারণ)
অ ৪৪৮, (অভিন্ন-ঐগৌরমুন্দর) অ
৪১৩২; (ঐ) ৫১৬৮; (জগদীশ ও
হিরণ্য পণ্ডিতের মহাপ্রভুকে নারায়ণ-
জান) অ ৬০১, (গদাঘাটে লীলা-
কালে মহাপ্রভুর আপনাকে ‘নারায়ণ’
বলিয়া প্রচার-লীলা) অ ৬৫৮;

(অভিন্ন-গৌরমুন্দর) অ ৭৭৭; ৮১২০১;
১০১৭, ১১০, ১১৪, ১১৬; (দ্বিধ্বজস্বরী
মহাপ্রভুকে ‘নারায়ণ’ জান) অ ১৩১
১৫৫, ১৫২; (অভিন্ন-ঐগৌরমুন্দর)
অ ১৪১২৮, ৩২, ৪৮; (মহাধীশ তত্ত্বকে
নারায়ণ জীব-মাম্যে জানই অহং-
প্রহোপাসনা) অ ১৪১৮৪, (সাক্ষাৎ
নারায়ণেরই নররূপে গৌরলীলা) অ
১৪১২৩; ১৫১৭৮; (স্বয়ংভগবান্
নারায়ণের গৌরাবতারে নোকিন্দিকার্য
দশাক্ষর মন্ত্র-গ্রহণ লীলা) অ ১৭১০৭,
(সর্ববর্ণেরই ক্রটি ‘নারায়ণ’) ম ১২৫২;
(মহাপ্রভুকে ‘নারায়ণ’ রূপে দর্শন)
ম ১৩৬২; (ঐবাসের মহাপ্রভুকে
‘নারায়ণ’ বলিয়া শুভ) ম ২১৮১;
(শুভ হরিকীর্তন-স্থলই নারায়ণের
আবিস্কার-ভূমি) ম ৪৫০; (অশেষ-
কর্তৃক মহাপ্রভুকে ‘নারায়ণ’ বলিয়া
শুভ) ম ৬১১২, ৮১৩৭, (চৈতন্তের
আশ্রয়-প্রকাশ) ম ৮১৮৬, (মহা-
প্রভুকে ভক্তগণের ‘নারায়ণ’ বোধ)
ম ৮১৩৭; (অজ্ঞামিলে পুত্রনামে
‘নারায়ণ’ রূপ স্থিতি) ম ১০৮০,
(নারায়ণীর নারায়ণ-পূজার সার্থকতা)
ম ১০১২৪; ১৩২০, (অজ্ঞামিল-মুখে
‘নারায়ণ’ এই চতুরক্ষর নামশ্রবণমাত্র
চারি মহাজনের আগমন) ম ১৩২৬৮,
(মহাপ্রভু) ম ১৮১৩২, ২২৪; (দেব-
গণের প্রভুকে ‘নারায়ণ’ ধারণা) ম
১৩৩৭; ২১৪৬; (মহাপ্রভুর মহা-
প্রকাশ) ম ২২১৫; ২৩৮২, (কীর্তন-
কালে মহাপ্রভুর আপনাকে ‘নারায়ণ’
বলিয়া জ্ঞাপন) ম ২৩২৮৬, (মহা-
প্রভুর অপূর্ণ ভাবাবেশ-দর্শনে লোকের
ভাষাকে ‘নারায়ণ’ জান) ম ২৩
৬৬৩, ৪৭০, (মহাপ্রভুর যমুখে আপ-

নামকে 'নারায়ণ' বলিয়া প্রকাশ) অ ১২৫১; (মহাপ্রভুকে স্মৃতিপণের 'সাক্ষ্য নারায়ণ' রূপে দর্শন) অ ২৪১৫; (বরুণঃ কৃষ্ণনিভ্যাদাস জীবের বহিমুখ হৈ বশতঃ আগনাকে 'নারায়ণ' বুদ্ধি) অ ৩০২, ৩৬, (গীতাশাস্ত্রে নারায়ণ-কর্তৃক সন্ন্যাস-সম্পাদপদেশ) অ ৩৩২, (শঙ্করের দৃষ্টান্ত উদ্দেশ্য — সন্ন্যাসী হইয়া সর্বদা প্রেমভক্তি-যোগে 'নারায়ণ' নাম গ্রহণ) অ ৩৫৫, (গৌরচন্দ্রনারায়ণ) অ ৩৬৫, ১০৮, ১৪১, (মোক্ষ দিয়া ভক্তিকে গোপা-করণ) অ ৩৫০৮, (শচীমাতার 'প্রভু-নারায়ণই' অবতীর্ণ বলিয়া উপ-লব্ধি) অ ৪১২৬, ('গৌরচন্দ্র-নারায়ণ') অ ৪২৭৭; ('চৈতন্য-নারায়ণ') অ ৪৩৮৭, ('গৌরচন্দ্র-নারায়ণ') অ ৫১১২, ('শিক্ষাগুরু নারায়ণ' মহাপ্রভুর প্রসাদ-নির্মাণগ্রহণ-লীলা-দ্বারা শোক-শিক্ষা) অ ৮১০৮, ('শিক্ষাগুরু নারায়ণ'-শিক্ষাগুরুগণারীষ্ট রক্ষা) অ ৮১৫২, (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব-মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ, ভবিষ্যে জগুর বিচার-প্রসঙ্গে) অ ২৩২০, (সর্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবনাথ নারায়ণ) অ ২৩৭০, (সর্বরক্ষক) অ ২৩৭২, (সর্বশ্রেষ্ঠ) অ ২৩৭৬; ('গৌরচন্দ্র-নারায়ণ') অ ১০৭১; **নারায়ণীপঞ্জিক** ম ১৮১২৬

নারায়ণ (বদরিকাশ্রমবাসী) (মহাপ্রভুর শিষ্যগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া অধ্যাপনা-লীলা-দর্শনে গ্রহকারের বদরিকাশ্রমে আদিকবি নারায়ণের চতুঃপনাদি শিষ্যগণকে বেদোপদেশ-লীলা-শ্রবণ) অ ১২১৫-২৭

নারায়ণ (গৌরীপার্বত) (মহাপ্রভুর 'শ্রীকৃষ্ণবিলাস' লীলা) ম ৮১১৩;

(মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলাতে শাস্তিপুরে আগমন ও শচীমাতার প্রভুদর্শন-জনিত সন্তোষে সকলেরই সন্তোষ) অ ৪২৭৩; (নীলাচলে শ্রীঅষ্টৈতকে অভ্যর্থ-নার্থ মহাপ্রভু-সহ আগমন) অ ৮৫২ **নারায়ণ** (নিত্যানন্দ-পার্বত) (মনোহব-দেবানন্দাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের অন্ততম) অ ৫১৭৫২

নারায়ণ-পঞ্জিক (রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচলে গমন) অ ৮১৩৬

নারায়ণী (শ্রীবাসের ভ্রাতৃহতা) (মহাপ্রভুর কৃপালাভ) অ ১১৫০ (হৃদ), (শ্রীবাস-ভ্রাতৃপুত্রী, 'শ্রীচৈতন্যেব অব-শেষ পাত্র') ম ২৩০২, ৩২২, (কৃষ্ণ-নামে ক্রন্দনার্থ প্রভুর আজ্ঞা) ম ২৩২৩; (মহাপ্রভুর ভোজনাবশেষ-প্রাপ্তি) ম ১০২২১; (প্রভুর নারায়ণীকে কৃষ্ণপ্রেমে ক্রন্দনের আজ্ঞা) ম ১০২২৫; ('চৈতন্যাবশেষ-পাত্রী' বলিয়া খ্যাতি) ম ১০২২৭, (শ্রীচৈতন্যের অবশেষ পাত্র) অ ৫১৭৫৭, ৭৫৮

মিতাই অ ১১২৬, ১৪৫-১৪৬; ম ৫১২৪, ২৩-২৪, ১০৩; ৬১৪৭; ১০১, ৩০৮; ১১৭৩ ৭৪; ১৩১৫৫, ৩৪২; ২২১৪৫; অ ৫১২২১, ২৫২; **মিতাইচাঁদ** অ ১১৭৭; অ ৫১৪৫৫; **মিতাইচাঁদ** অ ২১২২১; ১৭১৫২; ম ২৮১১৫; **মিতাই ঠাকুর** অ ২১২৬

মিত্যামল (গ্রহকার-কর্তৃক বন্দনা, তথ, মাহাত্ম্য ও পদাশ্রয়-কর্তব্যতা নিরূপণ) অ ১১১১-৭৭, (গ্রহকারের 'মহাপ্রভু' বলিয়া সম্বোধন) অ ১১১৮, (মিতাইচরণে অগরাধী ও গৌরকৃপার বক্তিত) অ ১১৪২, ('বৈষ্ণবচরণে' 'মিত্যামল'-সঙ্গীত)

প্রার্থনীর) অ ১৭৮, ('অমল', 'বলদেব' প্রভৃতি নামভেদ) অ ১৭২, (নিত্যানন্দ-কৃপার 'চৈতন্যচরিত-মুর্তি') অ ১৮০-৮২, (ঠাকুর বৃন্দা-বন দাসকে অন্তর্গামীরূপে গ্রহবর্ণে অমুমতি প্রদান) অ ১৮০, (গোড়ে প্রেমপ্রচারের ভারপ্রাপ্তি) অ ১২১, (ষণ্ডাসি, (মহাপ্রভু-সহ মিলন) অ ১১২১ (হৃদ), (বড়ভূজ মহাপ্রভু-দর্শন) অ ১১২২ (হৃদ), (ব্যাসপুত্র) অ ১১২৩ (হৃদ), (বলদেবতাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর হস্তে কল-মুদল-প্রদান) অ ১১২৪ (হৃদ), (শচীদেবীর নিতাই-গৌরকে স্নায়-গুরু-রূপে দর্শন) অ ১১২৬ (হৃদ), (অষ্টৈত-সহ কোতুক-কলহ) অ ১১৩৮ (হৃদ), (অষ্টৈত-গৃহে গমন) অ ১১৪৩ (হৃদ), (ব্রাহ্মীর নিতাই-গৌরকে 'রামকৃষ্ণ' বলিয়া জ্ঞান) অ ১১৪৫ (হৃদ), (শ্রীবাস-অধনে হুই-প্রভুর একত্র নৃত্য) অ ১১৪৬ (হৃদ), (মহাপ্রভুকে গঙ্গা-গর্ভ হইতে উত্তোলন) অ ১১৪৭ (হৃদ), (মহাপ্রভুর দণ্ডতল-লীলা) অ ১১৫১ (হৃদ), (গোড়ে প্রেম-প্রচারার্থ ভার-প্রাপ্তি ও নীলাচল হইতে গোড়াগমন) অ ১১৬৭ (হৃদ), (ভারত-ভ্রমণ ও জীবোদ্ধার-লীলা) অ ১১৭৫ (হৃদ), (পূর্ব-লীলা) অ ১১৭৬ (হৃদ), (পানিচাঁদে গুজ-বিজয়) অ ১১৭৭ (হৃদ), (বদিক-উদ্ধার-লীলা) অ ১১৭৮ (হৃদ), (গৌরগুণ-পানেই মিত্যামল-প্রীতি) অ ১১৮২, (গ্রহকারের নৌরবার-পথে 'মিত্যামল'রূপে-প্রার্থিত) অ ১১৮৬, ১৩৫৫; ১১৮৭, ১১৮৮-১১৮৯)

আ ২১৫, (একচাকার আবির্ভাব)
 আ ২১৩৮-৪২, (মাধ-ভক্তাভিরোহিত)
 পদ্মাবতীপুর্বে একচাকারামে আবির্ভাব)
 আ ২১২৮-১৩১, (মূলে সঙ্গীত)
 হইয়া ও হাড়াই পণ্ডিতকে পিতাব্যাক্ত)
 আ ২১৩০, (প্রভু আবির্ভাবে রাঢ়-
 দেশের সুখসমৃদ্ধি) আ ২১৩৩,
 (পতিতোদ্ধরণ-হেতু নিতাইর অবস্থ-
 বেশে জগদ্রমণ) আ ২১৩৪, ২১১,
 (নিত্যানন্দ-জন্ম মাধীভক্তাভিরোহণী)
 আ ৩৪৫, (মূলসম্বর্ধন নিত্যানন্দতত্ত্বের
 অভিন্ন-প্রকাশ মহাসম্বর্ধনই বিশ্বরূপ-
 তত্ত্ব) আ ২১৮১; (মুকুন্দ-অনন্তই গৌর-
 নিতাই) আ ৫১৭১, (মহাসম্বর্ধন
 বিশ্বরূপপ্রভু—নিত্যানন্দাভিন্নবিশ্রয়)
 আ ৭১৩৩; (নিত্যানন্দস্বরূপের প্রাণ
 মহাপ্রভু) আ ৮২; ২১, (নিত্যানন্দ-
 আখ্যান বর্ণন :- মহাপ্রভুর আবির্ভাবের
 পূর্বেই ভগবতেশ্বরে রাঢ় একচাকারামে
 আবির্ভাব, পিতা—হাড়ো ওঝা, মাতা
 —পদ্মাবতী) আ ২১৪-৫, 'গৌড়ে-
 শ্বর'—আ ২১৫, (শিতরূপি নিতাইর
 রূপ-গুণ) আ ২১৬, (নিতাইব আবি-
 র্ত্তানে জগতে সর্বভূতায়) আ ২১৭,
 (গৌরাবির্ভাবদিনে নিতাইর রাঢ়
 হইতে হুকার ও তৎসম্বন্ধে লোকের
 অভিমত) আ ২১৮-১১, 'গৌড়ে-
 শ্বর'—আ ২১১, (বিষ্ণুমায়া-
 প্রভাবে লোকের নিত্যানন্দতত্ত্বান-
 ভিজ্ঞতা) আ ২১২, (স্বীয় যোগমায়া-
 প্রভাবে নিতাইর গুণভাবে শিতগুণ-
 সহ জীড়া) আ ২১৩, (শিতসহ
 নিতাইর ষাণ্মুখী কলীলাভিনয়—
 পৃথিবীর সুখ-দারী দেবতার অভ্যা-
 চার বর্ণন, কীরতসুখভট্ট দেবগণের
 বিস্ময়, শ্রীভগবানের মধুর অব-

ভীর্ণ হইবার আশাসদান, বজ্রদেব-
 দেবকীর বিবাহ, কংসকারাগারে কৃষ্ণ-
 জন্ম, বজ্রদেবের কৃষ্ণকে গোষ্ঠলোকগণ ও
 তথা হইতে কংসবন্ধনার্থ মহামায়া-
 আনয়ন, পুতনার স্তনপান ও বধসাধন,
 শকটোত্তর, গোপগৃহে নবনীতচৌধা,
 কালিদয়ন, মেঘকাস্তুর-বধ, অশ্ব-বক-
 বৎসাস্তুর-বধ, অপরাহ্নে গোষ্ঠ হইতে
 প্রত্যাবর্তন, গোবর্ধন-ধারণ, গোপী-
 বস্ত্র-ধারণ, যজ্ঞশতীগুণ-প্রতি রূপা,
 দেবদ্বির কংসকে মরণাধীন, অকুর-
 কর্তৃক রামকৃষ্ণকে মথুরানয়ন, গোপী-
 ভাবে কৃষ্ণবিরহে জনন, মধুরার
 সজ্জিতবেশে গমন, কুজার নিকট
 গন্ধমাল্যগ্রহণ, ধর্মুজ, কুবলয়-নামক
 হস্তী, চাগু ও মটিকনামক মল্ল-বধ
 এবং কংস-নিধন, কংসবধাশ্রে নৃত্য)
 আ ২১৪-৪১, (শিতগুণের দিব্যরাত্র
 নিত্যানন্দ-সঙ্গে জীড়া, তাহাতে
 অভিতাবকগণের রোষের পরিবর্তে
 হর্ষ ও নিম্ম) আ ২১৪-২৬, (বিষ্ণু-
 মায়াপ্রভাবে সকলের নিত্যানন্দতত্ত্ব-
 রূপলক্ষি) আ ২১৭, (নিত্যানন্দকর্তৃক
 সর্বাত্মার-লীলাভিনয়) আ ২১৪২;
 (বলি-বামনলীলাভিনয়) আ ২১৪৩-৪৪,
 (রাধাবলীভিনয় :- সেতুবন্ধ,
 সুগ্রীবের বশভিজ্ঞা নিশ্চয়ি দর্শনে
 লক্ষণের ক্রোধভরে সুগ্রীবস্থানে গমন
 ও শাদনোক্তি, ভার্গবদর্পবিনাশ, ঋষ্য-
 মুকপর্কতে লক্ষণ কর্তৃক সুগ্রীবাদির
 পরিচয়-জিজ্ঞাসা, বাসবগণের পরিচয়-
 দান ও রাধবদর্শনাকাঙ্ক্ষা এবং রাধব-
 চরণদর্শন, মেঘনাদ-বধ, লক্ষণের পরা-
 জয়ভিনয়, রাধাবের বিভীষণ-দর্শন ও
 লঙ্কারাভ্যে অভিষেক, রাধণ-কর্তৃক
 লক্ষণপ্রতি নক্ষিপেণ-মিক্ষেপ, লক্ষণের

সুখভিনয়, লক্ষণভাবাবিষ্ট শ্রীমতাইরও
 সুখী, তদর্শনে সকল শিতর জনন ও
 পিতামাতার সুখী, শিতগুণের পরম্পরে
 সুখভক্তের উপায়-কথন, ইত্যোমধ্যে
 জনৈক শিতর নিত্যানন্দের শিকা-
 শরণ ও হুমান্নাবে ষড়্বদারনে গমন,
 পশ্চিমধ্যে উপাধিকাবেই কাপনেমির
 হলনা, কুতীররূপী অম্বর-সহ হু-
 মানের যুদ্ধ ও জয়লাভ, অশ্ব-
 রাক্ষস-সহ যুদ্ধ ও জয়লাভ, হনুমানের
 গন্ধমাদিন পর্কতে গমন, গন্ধর্গগণ-সহ
 যুদ্ধে জয়লাভ ও লঙ্কার গন্ধমাদিনায়ন,
 বাসববৈভব সুবেগের লক্ষণনাট্যিকায়
 বিশ্লেষণরূপী প্রবান, নিত্যানন্দের
 সংজ্ঞালাভ, তদর্শনে পিতামাতার হর্ষ)
 আ ২১৪৫-২০, (পিতার পুত্রকে
 অর্কে ধারণ, বালকগণের হর্ষ) আ ২১
 ২১, ('ঐক্য অলৌকিক লীলা ভোধ্যা
 হইতে শিখিলেন' জিজ্ঞাসার শিত-
 নিতাইর উগা নিজেই নিতালীলা
 বলিয়া জ্ঞাপন) আ ২১২২, (মূলসম্বর্ধন
 প্রকৃতি সকলেরই আকৃতি, কিছু
 বিষ্ণুমায়া-প্রভাবে তত্ত্ব-জ্ঞানাতাব)
 আ ২১৩৩-২৪, (কলীলাভ্যেই প্রভুর
 আনন্দ) আ ২১৫, (শিতগুণের
 সর্বগুণ প্রভু-সহ বিহার) আ ২১৩৬,
 (নিত্যানন্দসঙ্গিগণকে গ্রহকারের
 প্রণাম) আ ২১৭, (কলীলা-ব্যতীত
 অন্তর অঙ্গীতি) আ ২১৮, (অনন্তর
 লীলা অনন্তরূপা ব্যতীত হুর্কোধ্য)
 আ ২১২০, (ষাণ্মুখী গৃহাবস্থান-
 লীলাভ্যে ভীর্ণমুখলীলা, ষাণ্মুখী
 বরক্রেম পর্যন্ত ভীর্ণোদ্ধার-লীলা,
 তৎপরে মহাপ্রভু-সহ যিগন) আ ২১
 ১০০-১০১; (ভট্ট, পাণ্ডিত ও পাণ্ডিত-
 গণই পণ্ডিতগণ-কণাশিত-নিত্যা-

নন্দ-নিবন্ধ) আ ২১১২-১০৩,
(নিত্যানন্দ-কৃপারত চৈতন্য-তথ-
উপলব্ধি) আ ২১১৪, [শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভুর তীর্থভ্রমণক্ষেণে তীর্থোদ্ধার :—
আর্য্যাবর্তে—বক্তেশ্বর, বৈষ্ণবাধ, গয়া,
শিবরাত্র্যধানী কানী (উত্তরবাহিনী-
গঙ্গাদর্শন, আন-পানাদি স্বপ্ন-লাভ),
প্রয়াগ (মাঘমাসে প্রাতঃস্নান),
মথুরা (পূর্ণকল্যাণ, যমুনা-বিশ্রাম-
ঘাট (জলকেলি), গোবর্দ্ধনপর্বত,
শ্রীকৃষ্ণাবাদি স্বাদেশবন, গোকুল
(শ্রীকৃষ্ণদর্শনে ক্রন্দন, শ্রীমদন-
গোপাল দর্শন ও নমস্কার), হস্তিনা-
পুর (পাণ্ডব-পুরী দর্শন, ভক্তস্থান-
দর্শনে ক্রন্দন, অভক্ত তীর্থবাসিগণের
তথোধে অসামর্থ্য, বলদেবকীর্ষি-দর্শনে
'আহি হৃদয়' বলিয়া নিজেকেই
নিজের প্রাণ), ধারকা (সমুদ্র-আনে
আনন্দ-লাভ), সিদ্ধপুর (কপিল-
স্থান), মন্ত্রতীর্থ (অন্নদান-লীলা),
শিবকাঞ্চী, বিষ্ণুকাঞ্চী (দুই গণের
বন্দ-দর্শনে হান্ত), কুরুক্ষেত্র, পৃথ-
দক, বিষ্ণুসরোবর, প্রতাপ, স্মরণ-
তীর্থ, ত্রিহঙ্ক, বিশাখা, ব্রহ্মতীর্থ,
চক্রতীর্থ, প্রতাপোতা, প্রাচীনসরস্বতী,
নৈমিষারণ্য, অযোধ্যা (রামকল্যাণ-
দর্শনে ক্রন্দন), শুল্কবের পর (শুষ্ক-
চণ্ডালরাগা ; শুষ্কের দৌষ্য-স্বরণে
তিন দিবস আনন্দ-মুচ্ছা), (শ্রীরাম-
বিরহে লক্ষ্মণাবেশে প্রভুর ক্রন্দন-
লুপ্তন-লীলা), নরহু (দর্শন ও স্নান),
কৌলিকী (দর্শন ও স্নান), পুলস্তি-
ক্রন্দন ; গোমতী, গওকী ও শোণতীর্থ
(দর্শন ও স্নান), মহেশ্বরপর্বত (পরশু-
রামকে নমস্কার), হরিদ্বার (গঙ্গা-
কল্যাণমুখি), পশ্চা, ভীমা, গোদাবরী,

বেরা ও বিপাশা (আনলীলা), মাহুরা
(কাঞ্চী-দর্শন), শ্রীশৈল (মহেশ-পার্বতী-
দর্শন, মহেশ-পার্বতীর সাদরে নিজ-ইষ্ট-
দেব নিত্যানন্দ-সেবা) প্রভৃতি তীর্থ-
ভ্রমণ ; তথা হইতে দাক্ষিণাত্যে বা
ত্রাবিড়ে—বোম্বটনাথ-স্থান (বোম্বট-
নাথ-দর্শন), কামকোজীপুরী, কাকী,
কাবেরী, শ্রীহরম (শ্রীহরনাথ দর্শন),
হরিক্ষেত্র, স্বভদ্রপর্বত, দক্ষিণ মথুরা
বা মাহুরা, ব্রহ্মমালা, ভাত্রগণী,
উত্তরা-যমুনা (?), মল্ল-পর্বতে অগস্ত্য-
আশ্রম, বদরিকাশ্রম (শ্রীমদ-নারায়ণের
আশ্রমে অবস্থান), ব্যাসাশ্রম শম্যা-
প্রাস (শ্রীব্যাসের সাক্ষাৎ হইয়া
শ্রীকৃষ্ণদেব-নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দন,
শ্রীনিত্যানন্দেরও ব্যাস-বন্দন ও
ব্যাসাশ্রমে ভিক্ষা-গ্রহণ), বৌদ্ধালয়
(বৌদ্ধদলন), কলকাতা-নগর বা কল্যা-
কুমারী (দুর্গাদেবী দর্শন), দক্ষিণ-
সাগর, শ্রীকৃষ্ণপুর, পঞ্চাপরা-সরোবর,
গোকর্ণ (গোবর্ণাব্য শিব-দর্শন),
কোলা, ত্রিগুর্জক (বৈষ্ণব-আর্য্য-
দর্শন), নির্জিকা, পয়্যাকী, তান্তী,
রেবা, মাহিমতীপুরী, মল্লতীর্থ, স্মারক
প্রভৃতি তীর্থোদ্ধার পূর্বক প্রভুর
পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা, (কৃষ্ণপ্রমাণে
ভ্রমণ করিতে করিতে পশ্চিমভারতে
দৈবাৎ শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী-সহ মিলন,
উভয়ের প্রেমমুচ্ছা, শ্রীদ্বৈতপুরী
প্রকৃতির সে, দৃষ্ট-দর্শনে প্রেম-ক্রন্দন,
শ্রীপুরী ও শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অভ্যুত
প্রেম-বিকার, এই দুই দেহে প্রেম-
নিধি শ্রীচৈতন্যের বিহার, শ্রীনিত্যা-
নন্দের পুরী-মাধব্যা-কীর্তন, প্রভু-প্রতি
পুরীও গাঢ় প্রেম, শ্রীদ্বৈত, ব্রহ্মানন্দ
পুরী প্রকৃতিরও নিত্যানন্দে রতি,

প্রকৃত কৃষ্ণপ্রেমিকের দর্শনাভ্যাস-জনিত
হৃৎ-বিষ্মল পুরীগণের প্রেমসমুদ্র
নিতাই-দর্শনে মহোন্মাদ, পুরী-সহ
নিতাইর কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গানন্দে কৃষ্ণ-
অধেষণ, হরিশ্রমনিরামদ্যতিমত্ত প্রভু-
নিত্যানন্দ ও মগ্ন পুরীপাদ, প্রভু ও
পুরীপাদের অতিগূঢ় হৃদয়ের কৃষ্ণকথা-
লাপ, পরস্পরের বিরহ-সহনে অসামর্থ্য
শ্রীপুরীপাদের নিত্যানন্দ-মাধব্যা-
কীর্তন, শ্রীপুরীপাদের নিত্যানন্দে
নিরন্তর প্রীতি, নিত্যানন্দের পুরী-প্রতি
শুরু-বক্তি, পরস্পরের কৃষ্ণকথা-প্রসঙ্গে
বহিঃপ্রতীতিশূন্যতা, অতঃপর শ্রীমন্-
মাধবেন্দ্রের সরস্বতী-দর্শনে ও শ্রীনিতাইর
সেতুবন্ধ-যাত্রা ; উভয়েরই কৃষ্ণপ্রমা-
ণে বাহুবিস্মরণ, শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রীত্যর্থই
মহাভাগবতের স্বপ্রাণ রক্ষণ, নতুবা
বহিঃসংসার কৃষ্ণবিরহের তীব্রতাসু-
ভূতিমাত্র প্রাণহ্যাগেচ্ছা, নিত্যানন্দ-
মাধবেন্দ্র-মিলন-শ্রবণে শুভ্র প্রেম)
শ্রীনিতাইর সেতুবন্ধে আগমন, তখন
ধনুতীর্থে আনন্ডে রামেশ্বর গমন,
তৎপরে বিজয়নগর, মারাপুরী, জবন্তী,
গোদাবরী, জিওড়-নৃসিংহদেবপুরী
(সিংহাচলম্), ত্রিমল (ত্রিমলয়
কৃষ্ণক্ষেত্র (কৃষ্ণনাথ দর্শন) প্রভু
দর্শনান্তে নীলাচলে আগমনপূর্বক
সাবরণ শ্রীজগন্নাথদেব দর্শন ও প্রমা-
নন্দ, তথা হইতে নানাস্থান শ্রীপদাঙ্ক-
পূত করিয়া গঙ্গা-নাগরে আগমন,
তথা হইতে পুনরায় মথুরার প্রত্যাবর্তন,
নিরন্তর বৃন্দাবনে বসতি ও কৃষ্ণ-
প্রমাদানন্দে বাহুবিস্মৃতি] আ ২১
১০৫-২০৫ ; (শ্রীনিত্যানন্দের অবাচক
রতি) আ ২১২৩, (দ্বীপ প্রভু শ্রীপদ-
জন্মের শুভ-নবদীপ-লীলা-অবগতি)

আ ১২০৭, (মহাপ্রভুর সর্কীতনৈর্ঘর্ষা
প্রকটকালে শ্রীনিতাইর তৎসহ মিলন-
মানসিক) আ ১২০৮, (গোরেচ্ছা-
পরতন্ত্র প্রভু নিত্যানন্দের মথুরায়
অবস্থান এবং 'গোপাল' ভাবে বাধুন-
তটে বিহার) আ ১২০৯-২১০,
(গোরাদেশপাশেপের তৎকালে প্রেম-
দানলীলা-সঙ্গোপন) আ ১২১১-২১২,
(গোরাবাস্তাভূষারী আদেশ-পালনেই
গোরাগণের সাহায্য-প্রসিদ্ধি) আ ১২
২১৩, (শেষ-শিব-ব্রহ্মাদি-সকলেরই
গোরাআ-পালনরূপ দাস্ত) আ ১২১৪,
(নিত্যানন্দ-কৃপায়ই কৃষ্ণপ্রেমলাভ)
আ ১২১৬, (নিত্যানন্দ-মাহাত্ম্য,—
নিরন্তর গোরকীর্তনরত আদি-অভির-
সেবকবর নিত্যানন্দের সেবা-ফলেই
গোরভক্তিতাভ, সপার্বদ-শ্রীগোরভক্ত-
মুক্তি ; আবার গোরকৃপায় নিত্যানন্দে
রতি ও সর্কানর্থ-লাভ) আ ১২১৭-২২০,
(নিত্যানন্দ-কৃপায়ই ভক্তিরসসিদ্ধির
বিশুদ্ধতাতে যোগ্যতা) আ ১২২১,
(নিত্যানন্দের বাহুপরিচর-দর্শন-রহিত
সেবকের সেবা-নিষ্ঠা) আ ১২২২-
২২৪, (শ্রীনিত্যানন্দ-মহিমায় ঈর্ষাপর
পতিতজীবো হুণ্ডপ্রদানচ্ছলে বৈষ্ণবা-
চাৰ্য্য গ্রন্থকারের কৃপা) আ ১২২৫,
(শ্রীমদৈতাদির স্নেহোক্তি বা বাহ-
জ্ঞতি নিত্যানন্দ-নিন্দা নহে, তাহা
জ্ঞতি) আ ১২২৬-২২৭, (একের পক্ষ
হইয়া অন্তের নিন্দা সর্কনাশজনক)
আ ১২২৮, (গুৰ্ব্বজা-হীন হইয়া
নিত্যানন্দ-দাস্যমুগতোই গোরকৃপা-
লাভ) আ ১২২৯, (গ্রন্থকারের
তত্ত্ববোধিত গোরনিত্যানন্দ-পাদ-
পঙ্ক-দর্শন-লাগনা) আ ১২৩০, (গ্রন্থ-
কারের নিত্যানন্দ-দাস্তে থাকিয়া

গোরভজন-লাগনা) আ ১২৩১,
(গ্রন্থকারের নিত্যানন্দ-স্থানে ভাগবতা-
ধারন-লাগনা) আ ১২৩২, (স্বতন্ত্র
গোরেচ্ছা-ক্রমেই গ্রন্থকারের নিত্যান-
ন্দ-পদপ্রাপ্তি ও তৎবিচ্ছেদ) আ ১২
২৩৩, (গ্রন্থকারের গোর-নিত্যানন্দ-
পদে নিত্যভিনিবেশ প্রার্থনা) আ ১২
২৩৪, (গোরকৃপায় নিত্যইকৃপা) আ ১২
২৩৫, (গোরের সর্কীতনৈর্ঘর্ষা প্রকটিত
না হওয়া পর্যন্ত নিত্যানন্দের বৃন্দাবনে
কৃষ্ণাধেয়) আ ১২৩৬, (নিত্যানন্দ-
প্রভুর তীর্থোদ্ধার-লীলা-শ্রবণে জীবের
কৃষ্ণপ্রেম-লাভ) আ ১২৩৭ ; ১০১১,
(নগরভ্রমণকালে নিমাইর নাগরিকগৃহে
গমন, সেই ভাগ্যে অতাপি নগরবাসীর
শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের কৃপালাভ) আ
১২১৫২ ; (গ্রন্থকারকর্তৃক খাভীষ্টদেব-
মুগলের কৈকটীলাগনা) আ ১২২৮৬ ;
১৪১১ ; ১৪১২, (গ্রন্থকারের শ্রীনিত্যা-
নন্দের আত্ম-কৃপা-ফলেই শ্রীগোর-
নাগরিক ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-মিলনগোসার
দিগদর্শন) আ ১৪১২৩ ; ১৭১১, (গ্রন্থ-
কারের গোরলীলাবর্ণনার্থ নিত্যানন্দ-
প্রেরণালাভ, নিত্যানন্দ-কৃপায়ই গোর-
কৃপালাভ, সংসারসিদ্ধি উত্তীর্ণ হইয়া
ভক্তিরসামৃতসিদ্ধিতে সম্পূর্ণভাবে নিম-
জ্জিত হইতে হইলে নিত্যানন্দপদা-
শ্রের আবশ্যকতা কীর্তন, গ্রন্থকারের
নিত্যানন্দ-কৃপাফলে গোরকৃপাপ্রাপ্তির
আশাবন্ধ পোষণ, কাহারও 'বলরাম',
কাহারও 'চৈতন্তের মহাপ্রিয়-ধাম'
বলিয়া উক্তি, নিত্যানন্দ-তত্ত্ব সন্মুখে
বাহার বাহা প্রতীতি হই হউক, গ্রন্থ-
কার নিত্যানন্দ-কৃপা, গ্রন্থকারের
নিত্যানন্দ-নিম্নকের মস্তকে পদাধাত
রূপ কৃপা, গ্রন্থকারের নিত্যানন্দভক্তি)

আ ১৭১৪৪-১৪৫, (মহাপ্রভুই নিত্যা-
নন্দের বাহুব-ধন-প্রাপ) ম ১৪৫ ; ৩১,
(ভগবানের প্রকাশ-বিগ্রহ ; কীর্তনে
নিত্যানন্দাধর্শনে মহাপ্রভুর হৃৎ) ম ৩১
৫৮, (প্রভুর অমুক্ণ নিত্যানন্দ-ভূতি)
ম ৩১৫৯, (নিত্যানন্দ-আখ্যান) ম ৩১
৬০-৭৬, (নিত্যানন্দের অমুখ্যামিষ)
ম ৩১৭৬, (সন্ন্যাসীর অমুখ্য ভিক্ষা) ম
৩১৭৭-৮৪, (সন্ন্যাসীর সহিত নিত্যা-
নন্দের গমন) ম ৩১৭৮, (নিত্যানন্দ-
প্রস্থানে তৎপিতার অবস্থা) ম ৩১৭৯,
(তীর্থ-ভ্রমণ) ম ৩১৮০-১১৮৪, (বৃন্দা-
বনে অবস্থিতি) ম ৩১২০, (নিত্যা-
নন্দাধর্শনে গোরচন্দ্রের হৃৎ) ম ৩১
১২১, (মহাপ্রভুর প্রকাশবিগতি) ম
৩১২২, (নবদ্বীপে আগমন) ম ৩১
১৩২, (নিত্যানন্দাগমনে মহাপ্রভুর
হৃৎ) ম ৩১৩৭, ('বড় গুরু নিত্যানন্দ'
ম ৩১৬৮, ১৬৯, (চৈতন্যকৃপা ব্যতীত
নিত্যানন্দতত্ত্ব অগম্য) ম ৩১৭১,
(মহাপ্রভুকে প্রাণের ঈশ্বর বলিয়া
জান) ম ৩১৮১, (গোরাভসলে
নগর-লয়) ম ৩১৮৪ ; (গোরদর্শনে
নিত্যানন্দের অবস্থা) ম ৪১১, ২, ৪,
(নিত্যানন্দপ্রকাশে গোরের কোশল)
ম ৪১৫, (ভাগবতের কৃষ্ণদানব্রোহ্ম
শ্রবণে নিত্যানন্দের অবস্থা) ম ৪১৯,
১০, (মহাপ্রভুর কোড়ে গমনে হৃৎ)
ম ৪১১, ২২, (নিত্যানন্দের চৈতন্য-
প্রেম) ম ৪১২৩, (নিত্যানন্দের
প্রেমমুখ্য) ম ৪১২৪ ; (গোরনিতাইর
পরস্পরে শ্রীতিকে রামলক্ষণের শ্রীতির
সদ্বিত উপমা) ম ৪১২৬, (নিত্যানন্দের
বাহুপ্রাপ্তি) ম ৪১২৭, (মহাপ্রভুর
কোড়ে অবস্থিতি) ম ৪১২৮, (পদাধার
অন্তর-জ্ঞাত) ম ৪১৩০, (নিত্যানন্দ-

দর্শনে ভক্তগণের আনন্দ) ম ৪৩১,
 (গৌরদর্শনে আনন্দাঙ্গ) ম ৪৩২,
 (মহাপ্রভুর নিত্যানন্দজন্ম) ম ৪১৪৩, (চৈতন্য-সহ ইন্দিতে আলাপ) ম ৪১৪৪, (শিশুপ্রায় চাক্ষুশপ্রকাশ-
 লীলা) ম ৪১৪৬, (মহাপ্রভুর অবতার-
 মর্শ প্রকাশ) ম ৪১৪৭-৪৮, (নিত্যানন্দ-
 দর্শনে ভক্তগণের বিভিন্ন ধারণা)
 ম ৪১৪৮, (গৌরনিতাইর মিলন-লীলার
 কলঙ্ক) ম ৪১৪৯, (বিবিধ মূর্তিতে
 কৃষ্ণসেবা) ম ৪১৫০, (চৈতন্যের
 প্রিয়দেহ) ম ৪১৫১, (অভিন্ন বল-
 দেব) ম ৪১৫২, (নিতাইচাঁদ ; নিতাই-
 ভক্তদের ফল) ম ৪১৫৩, ৫৪ ; (ভক্ত-
 গণের বিহ্বলতা) ম ৫১৫, (কৃষ্ণরস-
 মত্ততা) ম ৫১৬, (মহাপ্রভুর ব্যাস-
 পূজার প্রস্তাব) ম ৫১৭, ৮, (শ্রীবাস-
 গৃহে ব্যাস-পূজার প্রস্তাব) ম ৫১৯০, ১১,
 (শ্রীবাস-গৃহে গমনপ্রস্তাবে আনন্দ)
 ম ৫১৯৮, (চৈতন্যখানরত হইরা নৃত্য)
 ম ৫২০৪, (উদ্গত নৃত্য) ম ৫২০৫, (মহা-
 প্রভু-কর্তৃক নিত্যানন্দপ্রকাশ লীলা)
 ম ৫২০৭, (মহাপ্রভুকে হলমুগল প্রদান)
 ম ৫২০৯-৪০, ৪৩, (মহাপ্রভুর বারুণী-
 প্রার্থনা) ম ৫২৪৪, (প্রেমাবেশ)
 ম ৫২৫২, ৬০, ৬৩, (চৈতন্যবচনে ঈর্ষ্যা-
 লাভ) ম ৫২৬৪, (দণ্ডকমণ্ডলুভজন-
 লীলা) ম ৫২৬৭, (মহাপ্রভুদর্শনে
 হস্ত) ম ৫২৭১, (মহাপ্রভুসহ গঙ্গা-
 জানে গমন) ম ৫২৭২, (স্নানে চাক্ষুশ)
 ম ৫২৭৪, (ব্যাসপূজার্তা মহাপ্রভুর
 আদেশ) ম ৫২৭৭, (শ্রীবাসকর্তৃক
 মালাপ্রদান ও ব্যাসপূজার অঙ্গরোধ)
 ম ৫২৮০, ৮৪, (ব্যাসপূজার হৃৎকোষ-
 ই ৫২৮৬, (মহাপ্রভুর নিত্যানন্দপ্রভুকে
 ব্যাসপূজার্তা অঙ্গরোধ) ম ৫২৯০,

(গৌরদর্শকে ব্যাসপূজার মালা-প্রদান)
 ম ৫২৯১, (নিতাইর মহাপ্রভুর বড়ভুজ-
 দর্শনে মুগ্ধ) ম ৫২৯৩, ৯৪, (মহাপ্রভু-
 কর্তৃক চৈতন্যসম্পাদন) ম ৫২৯৭,
 (নিতাইএর অবতারমর্শ প্রকাশ)
 ম ৫২৯৮, (বড়ভুজদর্শন) ম ৫২৯৯-
 ১০৪, (নিত্য পৌরদাস্তাব) ম
 ৫২৯৮, ১১০, (অভিন্ন অনন্তদেব)
 ম ৫২৯৯, (নিত্যানন্দবলদেবে ভেদ-
 দর্শন মুচুতা) ম ৫২৯৯, (স্বরূপ-
 গত অভিমান) ম ৫২৯৮, (স্বরূপে
 গৌরলীলা দ্রষ্টা, যাঁহে অবতারোচিত
 ক্রীড়া) ম ৫২৯৯, (বড়ভুজ-দর্শনে
 পূর্ণমনোরথ) ম ৫২৯৯, ১৫১,
 (প্রেমকল্লন) ম ৫২৯৯, (ব্যাস-
 পূজাতে নৃত্য) ম ৫২৯৯, (শচী-
 মাতার গৌর-সহ নিতাইকেও স্বপুত্র
 জ্ঞান) ম ৫২৯৯ ; (সঙ্কীর্ণনরঙ্গ)
 ম ৬২৭, (শ্রীঅষ্টৈতকে নিত্যানন্দগমন
 বার্তা-জ্ঞাপনার্থ রামাইকে মহাপ্রভুর
 আদেশ) ম ৬২৮, (রামাইর অষ্টৈতকে
 নিত্যানন্দবার্তা জ্ঞাপন) ম ৬২৮,
 (মহাপ্রভুর অবস্থা-দর্শনে নিতাইর
 সময়োচিত সেবা) ম ৬২৮, (নৃত্য-
 কালে অষ্টৈতের নিত্যানন্দ-দর্শনে
 হস্ত) ম ৬২৮৬, ১৪৭, (অষ্টৈত-
 চরিত্র-দর্শনে নিতাইর হস্ত) ম
 ৬২৮৯, (চৈতন্যকে বিবিধভাবে সেবা)
 ম ৬২৯০, (অষ্টৈত হইতে অভিন্ন) ম
 ৬২৯২, (নিত্যানন্দ-নিষ্কার নাশ)
 ম ৬২৯৩ ; ১২, (মহাপ্রভুর নিতাই-
 সহ বিবিধ রঙ্গ) ম ৭২৫, (শ্রীবাসগৃহে
 বাণ্যভাবে অবস্থিতি) ম ৭২৭, ৮১১,
 ৮, ৬, (মালিনীর সেবা) ম ৮২৮,
 (অভিন্ন-শ্রীগৌরদর্শ) ম ৮২৮,
 (শ্রীবাসের নিত্যানন্দে দৃঢ় প্রভা) ম

৮২৮, ১৮, (শ্রীবাসের প্রদায় মহা-
 প্রভুর বর প্রদান) ম ৮২৯,
 (শ্রীবাসকে নিত্যানন্দ সমর্পণ) ম
 ৮২৯, (নদীধার বাণ্যভাবে লীলা)
 ম ৮২৯, (শচীমাতার চরণ স্পর্শে
 উদ্যম) ম ৮২৯, (শচীমাতার মহা-
 প্রভু ও নিত্যানন্দ সম্বন্ধে স্বপ্নবর্ণন ও
 বর্ণন) ম ৮২৯-৪৪, (ভিক্ষা করাইবা
 জন্ত মহাপ্রভুর মাতাকে আদেশ ও
 নিতাইকে নিমন্ত্রণ) ম ৮২৯-৫৩, (মহা-
 প্রভুর নিতাইকে চঞ্চলতা করিতে
 নিষেধ) ম ৮২৯, (শচীগৃহে ভোজন-
 লীলা) ম ৮২৯, (গোবর্ধন সহিত অবি-
 ছেদ সঙ্গ) ম ৮২৯, (নিরন্তর বাণ্য-
 ভাব) ম ৮২৯, (কীর্তন-বিলাসে
 সঙ্গ) ম ৮২৯, ১৪৩, (মহাপ্রভু
 নিতাইঅঙ্গে পৃষ্ঠদ্বিগা উপবেশন) ম ৮
 ১৪৩, (অষ্টৈতের ভক্তিদর্শনে হস্ত) ম ৮
 ২১৭, (পাবতিগণের কুংসাগান) ম ৮
 ২৩৩ ২৭৪, (বিষ্ণুর-ভরে ভগ্নোন্মু
 বিষ্ণুপট্টা-স্পর্শ) ম ৮ ২৬৩, (মধু
 প্রভুশিরে ছত্রধারণ) ম ৮৩০৬
 ২৩, (মহাপ্রভুর সহিত শ্রীবাসগৃহে
 আগমন) ম ৮৩১, (মহাপ্রভু
 অভিষেক) ম ৮২৯, (অভিষেকে
 ছত্রধারণ) ম ৮২৯, (নিত্যানন্দ
 নিষ্কার নাশ) ম ৮২৯১, ২৪৭
 ১০১, (প্রভুর মস্তকে ছত্রধারণ
 ম ১০১৬, (মহাপ্রভুর শিরে ছত্রধার
 ম ১০১১৩, (নিতাই-কৃপার ভক্তি
 আদর) ম ১০১৫৮, (গৌরসেব
 উপদেশ-দান) ম ১০১৫৯, (চৈত
 দাসাভিমান) ম ১০১০০, (নিতাই
 কৃপার চৈতন্যকৃপা) ম ১০১০
 (প্রহ্বারের গৌরসঙ্গীতে নিত্যানন্দ
 দাস প্রার্থনা) ম ১০১০৬, (চৈতন্য

ভিমান) ম ১০৩০৮, (নিতাই-ই
চৈতন্যভাস্কর্য) ম ১০৩০৮,
(নিতাই-রূপার চৈতন্য-দাতা ও
ভক্তিভাষ্য লাভ) ম ১০৩০৯,
(সর্ববৈষ্ণবের প্রিয়, ভক্তিভাস্কর)
ম ১০৩১০, (নিত্যানন্দে অবজ্ঞার
পরিণাম) ম ১০৩১১, (গৌরই
নিতাইএর জীবিত) ম ১০৩২০,
(গ্রন্থকারের নিতাই-চরণপ্রায় আশ্রিত)
ম ১০৩২০, (শ্রীবাসগৃহে অবস্থান)
ম ১১১৭, (গৌর-নিত্যানন্দের প্রণয়-
আলাপ) ম ১১১১১, ১২, ১৪, ১৬, ১৯,
(ব্রজলীলার উদ্দীপনা) ম ১১১২৬,
২৭, (চৈতন্যভাস্কর্যভিত্তি) ম ১১১২৮,
(নিতাইকে মালিনীর পুস্তকজ্ঞানে
সেবা) ম ১১১৩০, (মালিনীকে নিতাই-
এর দ্বন্দ্বমোচনে আশ্বাস- প্রদান)
ম ১১৩৬, ৩৭, ৩৯, (কাকের
নিত্যানন্দ-আদেশ পালন) ম ১১৪১,
(মালিনীকে নিত্যানন্দ-প্রভাবজ্ঞান)
ম ১১৪৪, (মালিনীকে জ্ঞতি)
ম ১১৪৫, (জ্ঞতি-প্রবেশে ভাস্কর
ও ভোজনোচ্ছা প্রকাশ) ম ১১৪৬,
(মালিনীর জ্ঞান-পান) ম ১১৪৭,
(অচিন্তা চরিত্র) ম ১১৪৮, (অচিন্ত্য
নিত্যানন্দ-রূপ-বিচারে ভ্রান্তি) ম ১১৪
৬১, (নিত্যানন্দে গ্রন্থকারের আদর্শ-
নিষ্ঠা) ম ১১৪২, (প্রভুগৃহে দিগম্বর-
বেশে আগমন) ম ১১৬২, (প্রভু-
কর্তৃক দিগম্বর-বেশের কারণ-জিজ্ঞাসা
এবং নিতাইএর অজ্ঞপ্রকার উত্তর-
প্রদান) ম ১১৭১-৭৬, (চৈতন্যবেশে
আবিষ্ট) ম ১১৭৭, (নিত্যানন্দ-দর্শনে
শরীয়াতের আশঙ্ক) ম ১১৭৯,
(শরীয়াতের পুস্তক) ম ১১৮১, (বাহ-
জ্ঞাতিকে বদন পরিধান) ম ১১৮২,

(শরীয়াতের সন্দেশ-ভঙ্গন ও বিবিধ
কৌতুক) ম ১১৮৪, ৮৫, ৮৬, ৯০,
(নিত্যানন্দকে শরীয়াতের জ্ঞান) ম ১১৮
৯১, ৯২, (শরীয়াতের চরণস্পর্শভিষা) ম
১১৯৩, (নিতাইএর অগাধ চরিত্র)
ম ১১৯৪, (নিত্যানন্দ নিম্নকের
দর্শনে গঙ্গারও পলায়ন) ম ১১৯৫,
(নিত্যানন্দ-রূপ) ম ১১৯৬, (গ্রন্থ-
কারের নিতাইগৌরের চরণ-প্রার্থনা)
ম ১১৯৭, ৯৮; (নবদীপে বিবিধ লীলা)
ম ১২১২, (কৃষ্ণপ্রেমোদ্রাব) ম ১২১৩,
(কারণবিরজ্ঞানে গঙ্গাফলে পয়ন)
ম ১২১৭ (প্রভুসমীপে দিগম্বর-বেশে
আগমন) ম ১২১১১, (মহাপ্রভু-
কর্তৃক জ্ঞতি) ম ১২১৮, ১৯,
(মহাপ্রভুর ইচ্ছামুদ্রণ কাণ্ড করণ)
ম ১২১২, (নিত্যানন্দ-প্রসাদে বিষ্ণু-
ভক্তি-লাভ) ম ১২২৬, (স্বরূপ-
বিবৃতি) ম ১২২৭, (নিত্যানন্দ-মাছাঙ্ক)
ম ১২২৮, (মহাপ্রভুর সকলকে
নিত্যানন্দ-পাদোদক গ্রহণদেশ ও
সকলের তদঙ্গীকার) ম ১২২
৩২-৩৫, (মহাপ্রভুকর্তৃক নিত্যানন্দ-
পাদোদক বিতরণ) ম ১২৩৬,
(পাদোদক-পানের ফল) ম ১২৩৭,
(পাদোদক-প্রভাব) ম ১২৪১,
(ভক্তগণকে বেড়িয়া নৃত্য) ম ১২৪
৪৫, (চৈতন্যসহ কোণাকুলি ও নৃত্য)
ম ১২৪৯, ৫০, (নিতাইসেবার ফলে
গৌরসেবা লাভ) ম ১২৫৫, (নিত্যা-
নন্দ-প্রভাবজ্ঞাত) ম ১২৬১, ৬২;
(নিত্যানন্দের অর-কৌতুক) ম ১০২২,
(কৃষ্ণভজন প্রচারার্থ মহাপ্রভুর
নিতাইকে আদেশ) ম ১০৭৮,
(আদেশপালন) ম ১০৭৯, (প্রভু-
জ্ঞাতী প্রচারার্থ বাজা) ম ১০৭৫,

(সকলের নিকট প্রভু-আজ্ঞা-পালন-
মাত্র জিন্দা) ম ১০৭৯, (চৈতন্য-ভঙ্গার
হর্ষজননের নিম্মা উপেক্ষা) ম ১০৭
২৯, ৩৬, (নিত্যানন্দ-নিম্নকের সর্ব-
নাশ) ম ১০৪৪, (জগাইমাধাইকে
কৃষ্ণরত দর্শন) ম ১০৪৫, (জগাই-
মাধাইর ইতিবৃত্ত সংগ্রহ) ম ১০৪৬,
(উত্তমের উদ্ধারোপায় চিন্তা) ম ১০৪
৫৩, ৫৭, (পতিত-জ্ঞান হেতু অগতির) ম
১০৬২, (হরিদাস-নিত্যানন্দ-তত্ত্ব) ম
১০৭০, (হরিদাস-মনোভাব জানিয়া
উদ্ধারকে আলিঙ্গন) ম ১০৭৩, (জগাই-
মাধাইএর নিকট প্রভু-আজ্ঞা-পালনার্থ
গমন) ম ১০৭৭, (জগাই-মাধাই-কর্তৃক
আক্রমণ হইয়া প্রত্যাশ্রিত) ম ১০৮
৮৭, ৯৩, (মহাপ্রভুর প্রতি দোষারোপ
অভিনয়) ম ১০৮০, (প্রভুসমীপে
দ্বন্দ্ব-বৃত্তান্ত বর্ণন) ম ১০৮১৭, ১২৭,
(শ্রীজ্ঞানেশ্বরের নিত্যানন্দ-কাণ্ডাবলীর
আলোচনা) ম ১০৮১১, ১৫৩; (জগাই-
মাধাই-উদ্ধারে আগমন এবং মাধাই-
এবং প্রভুসমীপে স্ট্রীকী আঘাত) ম ১০৮
১৭৩, ১৭৪-১৭৬, ১৭৯, (মাধাই-
কর্তৃক আহত হইয়াও নির্ভীকার)
ম ১০৮৮, (জগাই-মাধাইর
বিনাশোন্মুখ চক্র-দর্শনে মহাপ্রভুকে
নিবেদন) ম ১০৮৮৭, (নিত্যানন্দ-রূপ-
হেতু জগাইকে মহাপ্রভুর কৃপা) ম ১০৮
১৯১, ২০২, (নিত্যানন্দচরণে অপরোধ-
হেতু প্রভুর মাধাইকে কৃপাদানে
অনিচ্ছা) ম ১০৮২০, (বিষ্ণুতে অপরোধ
অপেক্ষা নিত্যানন্দে অপরোধের ভুক্ত)
• ম ১০৮২০, ২০২, (নিত্যানন্দ-চরণ-
প্রণয়ণে প্রভুর মাধাইকে আদেশ)
ম ১০৮২৩, (মাধাইর নিতাই-চরণ
প্রণয়) ম ১০৮২৪, (মাধাইকে

উদ্ধার করিতে প্রভুর নিতাইকে
অমরোদ) ম ১৩২১৬, (প্রভু-স্থানে
মাধাইর স্তম্ভ নিতাইর রূপা ভিক্ষা)
ম ১৩২১৮, (নিতাই-রূপালক মাধাইর
সর্ব-শক্তি লাভ) ম ১৩২২৩,
(নিত্যানন্দপ্রতিজ্ঞা অস্ত্রাধা হইবার
নহে) ম ১৩২৩৪, (প্রভুর গৃহে জগাই-
মাধাইকে লইয়া উপবেশন) ম ১৩২৩৭,
(জগাইমাধাই-সমীপে স্বরূপ-প্রকাশ)
ম ১৩২৪৮, ২৫০-২৫৪, ২৫৬-২৫৭,
(নিত্যানন্দ-রূপার বৈশিষ্ট্য) ম ১৩২২৭,
(জগাই-মাধাইর পাপবিনাশার্থ নৃত্য)
ম ১৩৩০৪, (মহাপ্রভু-সহ জলক্রীড়া) ম
১৩৩০৫, (অষ্টৈত-সহ জলক্রীড়া) ম ১৩
৩৪১, (অষ্টৈত-সহ প্রেম-কলহ) ম ১৩
৩৪২, ৩৪৪, ৩৪৭, (অষ্টৈত-সহ জলযুদ্ধ)
ম ১৩৩৪২, ৩৫১, (অষ্টৈতের কলহ-
বাগদেহে নিতাই-স্বতি) ম ১৩৩৫৫,
নিতাইর রূপার বৈষ্ণব-বাক্যবোধে
সামর্থ্য) ম ১৩৩৫৯, (অষ্টৈত-সহিত
কোণাকুলী) ম ১৩৩৬০, (গৌরপ্রেমে
গঙ্গায় ভাসমান) ম ১৩৩৬১; (নিত্যা-
নন্দ-লঙ্ঘন-হেতু মাধাই-এর নিকর্ষ)
ম ১৫১৩৩-১৫, (নিরঙ্করে সঙ্গনদীয়ার
ভ্রমণ) ম ১৫১৮-১৯, (নিতাইপদে
মাধাইর শরণাগতি) ম ১৫২০,
(মাধাইর নিতাই-স্বতি) ম ১৫৬০;
১৬২১, (মহাপ্রভুসহ নৃত্য) ম ১৬১০১;
১৭১১, (গঙ্গার পতিত মহাপ্রভুকে
ধারণ ও রক্ষা) ম ১৭৩২, ৩৪-
৩৫, (ভৎকরণে প্রভুর নিতাইকে
নিবেদ) ম ১৭৩৮, (প্রভুকে সাংসাদান
এবং সকলকে কমা করিতে অমরোদ)
ম ১৭৩৯, ৪০, (প্রেমবারি বর্ষণ) ম ১৭
৪৩, (মহাপ্রভুকে সঙ্গোপনার প্রভুর
আদেশ-প্রাপ্তি) ম ১৭৪৪, (অষ্টৈত-

প্রতি প্রভুর রূপা-দর্শনে আনন্দ-
প্রকাশ) ম ১৭১০২, (নিতাই-রূপার
চৈতন্য-কীর্তন-সুখ) ম ১৭১১৫;
১৮১২, (প্রভুর নিতাইকে বড়াইর
অভিনয়ে আদেশ) ম ১৮১০, ('বড়াই'-
বেধে প্রভু-সহ রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব)
ম ১৮১২১, ১২৪, (নিত্যানন্দ-সহ
প্রভুর নৃত্য) ম ১৮১৫৬, (কৃষ্ণা-
বেশে মুচ্ছা) ম ১৮১৫৮, (মুচ্ছা
দর্শনে বৈষ্ণবগণের ক্রন্দন) ম ১৮১৬০,
২১৭, (সর্বত্র গৌরামুগতা প্রদর্শন)
ম ১৮২১৮, (নিত্যানন্দগীতা অনর্থ-
যুক্ত ব্যক্তির বোধগম্য নহে) ম ১৮২১৯,
(নিত্যানন্দ-স্বরূপ-বোধে অসমর্থের
প্রতি গ্রন্থকারের অমরোদ) ম ১৮
২২১, ২২২; (মহাপ্রভু-সহ নদীয়া-
বিহার) ম ১৯৩, (নিতাই-সহ প্রভুর
নগর-ভ্রমণ) ম ১৯২৮, (অষ্টৈত-
ভবনে যাওয়া) ম ১৯৩৯, ৪০,
(নিত্যানন্দ-স্থানে প্রভুর দারী সন্ন্য-
াসীর পরিচয় জিজ্ঞাসা) ম ১৯৪৪,
(প্রভুকে পরিচয়-দান) ম ১৯৪৫, (দারী
সন্ন্যাসীকে প্রতিষ্ঠা প্রদর্শনার্থ কমা-
ভিক্ষা) ম ১৯৭৮, (সন্ন্যাসী-সমীপে
ভোজ্য প্রার্থনা) ম ১৯৮১, ৮২, (সন্ন্য-
াসীর নিত্যানন্দকে দস্ত-পানে অমরোদ
ও নিতাইর তৎ প্রত্যাখ্যান) ম ১৯
৮৬, ৮৮, ৮৯, (মহাপ্রভুর নিতাইকে
সন্ন্যাসীর 'আনন্দ'শব্দের অর্থ জিজ্ঞাসা
ও নিতাইর তত্ত্বের প্রদান) ম ১৯৯২,
১২২, (অষ্টৈত-ক মায়াবাদ-ব্যাখ্যার
মত্ত দর্শন) ম ১৯১২৭, ১৩৮, (অষ্টৈতের
ভক্তি-দর্শনে প্রেম-ক্রন্দন) ম ১৯১৬৪,
২১৯, ২২১, (নিত্যানন্দ-সমীপে
মহাপ্রভুর কমা-প্রার্থনা) ম ১৯২২৭,
(মহাপ্রভুর কমা-প্রার্থনার নিতাইর

হস্ত) ম ১৯২২৬, ২২৯, ২৩৩, (বিশ্বস্তর
সহ ভোজনে গমন) ম ১৯২৩৫, ২৩৬,
(নিতাইর চাকলাপূর্ণ স্বভাব) ম ১৯
২৩৭, (অষ্টৈত হইতে অভিন্ন) ম ১৯
২৪১, (অবধূত নিতাইর বালাবোশে
সর্বত্র অন্ননিষ্কপ) ম ১৯২৪২, ২৪৪,
(অষ্টৈত কর্তৃক নিতাই-তত্ত্ব কথন)
ম ১৯২৪৫, ২৪৯, ২৫১, (অষ্টৈত-সহ
আলিঙ্গন) ম ১৯২৫৪, ২৬৩, (নিত্যা-
নন্দ-তত্ত্ব) ম ১৯২৭২; ২০১৫, (মুরারি-
স্তম্ভের নিতাইকে প্রণাম) ম ২০১৭,
(প্রভু মুরারিকে স্বপ্নে নিত্যানন্দ-তত্ত্ব
জ্ঞাপন) ম ২০১৪-১৬, (নিত্যানন্দ-
তত্ত্ব-জ্ঞানে মুরারির প্রেম-ক্রন্দন) ম ২০
১১৯, ২১, ২২, (মুরারি কর্তৃক প্রণাম)
ম ২০২২, ৪৯, (নিত্যানন্দ-বিষয়ীর
ভগবৎরূপা-প্রাপ্তির অযোগ্যতা)
ম ২০৫০, ৫১, ৫৩, (নিত্যানন্দ-
নিম্নকের সর্বনাশ) ম ২০১৫০, ১৫৬,
(নিত্যানন্দ-প্রসাদে চৈতন্যে রতি)
ম ২০১৫৭, (গ্রন্থকারের আশাবদ্ধ)
ম ২০১৫৮; ২১১, (বিশ্বস্তর সহ
বিহার) ম ২১৪, (মহাপ্রভুর
প্রিয়দেহে নিত্যানন্দ) ম ২১৮ ৬;
২২৩, (মহাপ্রভুর মহাপ্রকাশ-দীপার
মত্তকে ছত্রধারণ) ম ২২১৮, (বিশ্বরূপ
হইতে অভিন্ন) ম ২২১৬২, ৬৬, ১০৪
(নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-নিরূপণ) ম ২২১
১৩৪-১৪১, (নিত্যানন্দ-জরগান) ম
২২১৪২, (নিত্যানন্দ-বিষয়ের হৃদয়)
ম ২২১৪৪; (নিত্যানন্দ-জরগান) ম
২৩২৫, (মহাপ্রভুর শ্রীবাৎসবনের
কীর্তনে যোগদান) ম ২৩৩০, (নিত্যা-
নন্দ-প্রতি কাজির কটুক্তি) ম ২৩১১৩,
(কাজির অত্যাচারের বিরুদ্ধে কীর্তন-
ঘোষণার আদেশ-প্রাপ্তি) ম ২৩১২০,

(নিত্যানন্দের স্বাভীষ্ট-সেবাকাঙ্ক্ষা)
ম ২০১৪৪, ১৪৭, (নগর-কীর্তনে প্রভু-
পাশে নৃত্য) ম ২০২১১, ২৭২, (প্রভুর
ভাবাবেশে পতনকালে নিত্যানন্দের
রক্ষা) ম ২০২৮৪, ২৮৫, (গ্রন্থকার-
কর্তৃক নিত্যানন্দ-জয়গান) ম ২০২৯০,
৩৫১, (মহাপ্রভুর ভক্তবাসন্ত্য-দর্শনে
নিত্যানন্দের আনন্দজনন) ম ২০৪৪০,
(প্রভুর নৃত্যকালে তৎপার্ষে শোভমান)
ম ২০৪৯১, (নিত্যানন্দ-রূপায় চৈতন্য-
কীর্তন) ম ২০৫১৭, (অভিন্ন-
বলরাম) ম ২০৫১৮, (নিত্যানন্দ-
মহিমা) ম ২০৫২০-৫২৭ ; (নিত্যা-
নন্দ প্রভুর অনন্তলীলা) ম ২০৭০০,
(মহাপ্রভু-লীলা জয়গৌচর, শ্রীবাস-
গৃহে গমন ও বিষ্ণুরূপ-দর্শনে দণ্ডবৎ
পতন) ম ২০৮৫৬-৬০, (নিত্যানন্দ-
প্রতি মহাপ্রভুর উক্তি) ম ২০৮৬১,
৬৪, (মহাপ্রভুর বিষ্ণুরূপ-দর্শনে বাহ্য-
ভাব) ম ২০৭৭৬, (অষ্টৈতন্য প্রেম-
কলহ) ম ২০৮৮৪ ; ২৫২, ৭৬, (পুদ্গ-
রূপে শ্রীগণেশের সেবা-গ্রহণ) ম ২০৮৮২ ;
(শুক্লাধব-গৃহে মহাপ্রভুর সহিত
আগমন) ম ২০৮২০, ৬১, (রামভাবা-
ধিত প্রভুকে গঙ্গাবারি প্রদান) ম
২০৮৬৭, (মহাপ্রভুর পুনঃ পুনঃ
নিত্যানন্দকে আহ্বান) ম ২০৭৭৪,
(মহাপ্রভুর সন্ন্যাসবার্তা-শ্রবণে দুঃখ)
ম ২০৮১২০-১২৫, ১৪২-১৫৬ (নিত্যা-
নন্দ-সহ প্রভুর সন্ন্যাস-সম্বন্ধে কথোপ-
কথন) ম ২০৮১৭-১৫২ ; ২৭২৫, ৩০,
৩৫ ; (নিতাই-মন্দিরে প্রভুর নিজ
সন্ন্যাস-দিন ও সন্ন্যাস-প্রদাতার নামো-
ল্লেক্ষ) ম ২০৮৭৮, ১৩, (মাতা লক্ষ্মী
হানে প্রভুর সন্ন্যাসবার্তা জ্ঞাপন)
ম ২০৮১৪, (কেশবভারতীসহ প্রভুর

মিলন ও নিত্যানন্দ প্রভুর তত্ত্ব গমন)
ম ২০৮১০৪, (প্রভুর শিষ্যমুণ্ডন-দর্শনে
বিলাপ) ম ২০৮১৪২, (নিত্যানন্দ-
প্রভু ঐচ্ছৈতন্যতত্ত্বের সম্যক জ্ঞাতা)
ম ২০৮১৮০, ১৮০-১৯০, ১৯২, ১৯৪,
অ ১৫ ; (ঈশ-প্রকাশ) অ ১৫২, ৬৫,
১১৩, ১২৭, ১৩২, (নবদীপ-যাত্রা) অ
১১৩৩, (শ্রীধাম মায়াপূর্বে আগমন)
অ ১১৪৫, (শচী-সমীপে উপস্থিতি)
অ ১১৫২, (মহাপ্রভুর শাস্তিপুর্বে
আগমন-বার্তা জ্ঞাপন) অ ১১৫৭,
(শচীমাতাকে প্রবেশদান) অ ১১
১৬২, (শচীদেবীকে রক্তন কার্ধা
প্রেরণ) অ ১১৭২, (নবদীপবাসীর
প্রভুদর্শনার্থ ফুলিয়ায় যাত্রা) অ ১১
১৭৬, (ভক্তগণসহ নদীয়া হঠতে
আগমন) অ ১১২১, (প্রভুর প্রতি
বাবহার) অ ১১২০০, ২৪৬, ২৮১ ;
২১৩৫, ৭৬, ১১৫, ১১৯, (ভক্তগণের
বিষাদে প্রবেশদান) অ ২১৭৩,
১৯০-১৯৫, ২০১, ২০৩, ২০৫, ২০৬,
(মহাপ্রভুর দণ্ড-ভঙ্গ) অ ২১২০৮,
২১০, ২১২, ২১৫, (দণ্ড-ভঙ্গে
নিত্যানন্দের উত্তর) অ ২১২১৭,
২২২-২২৪, ২৫৩, ২৫৭-২৬১, ২৭০,
(সার্কীভৌম-গৃহে) অ ২১৪৫৮, (মহা-
প্রভু জগন্নাথ-দর্শন-বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা
করিলে আত্মপুঙ্খিক সকল কথা বর্ণন)
অ ২১৪৭৬, ৪৯০-৪৯১, ৫০৩ ; ৩১,
১৫০, (ঐচ্ছৈতন্য-রসোন্মত্ত হঠিয়া
জগন্নাথ আগমনের চেষ্টা) অ ৩১২২,
(বলরামের গলার মালা নিজ-গলদেশে
ধারণ) অ ৩১২৬, ২০১-২০২, ৩৪৪,
৪২২, ৫৩৪-৫৩৭, ৫৪৬, ৪১২৮, ২০৬,
২৭১, (বৈষ্ণব-পূজার ভার গ্রহণ) অ
৪১৪৪৮, (মাধবপ্র-আরাধনা-তিথিতে

বালা ভাবে নৃত্য) অ ৪১৪২৬, ৫১১,
৫২৪ ; (মহাপ্রভুর সহিত রাধাব
পণ্ডিত-গৃহে ভোজন) অ ৫১৮৭,
(তত্ত্ব) অ ৫১০১-১০৬, (নীলাচল-
লীলা) অ ৫১২১৬, ২১৮, (সমগ্র
বিশ্বে ঐচ্ছৈতন্যবান্ধি প্রচার) অ ৫১
২২০, (মাধব, গোবিন্দ ও বাহুদেবের
কীর্তনে নৃত্য) অ ৫১২২১, (মহাপ্রভু-
সহ নিভৃত আলাপ) অ ৫১২২২-২২৩,
(গঙ্গা-সহ গোড়দেশে যাত্রা) অ ৫১
২৩০, ২৩৩, (গোড়দেশে আগমন-
পথে ভাবাবেশ) অ ৫১২৩৪, (ব্রজ-
ন্যভাব উদ্দীপন ও বাহুল্য) অ ৫১
২৪২, (অনন্ত-লীলা একমাত্র অনন্ত-
দেবের অধিগম্য) অ ৫১২৫০, (পানি-
হাটী রাধব-গৃহে আগমন) অ ৫১২৫১,
২৫৪, (কীর্তনকারী মাধবদ্বায়ে অতি-
প্রিয়) অ ৫১২৫৮, (মাধব, গোবিন্দ
ও বাহুদেব ভ্রাতৃত্বের কীর্তন-শ্রবণে
ভাবাবেশ ও নৃত্য) অ ৫১২৬৩,
(অভিব্যেক-কালে ষ্ট্রায় উপবেশন)
অ ৫১২৭০, (ভক্তগণের প্রতি প্রেম-
দৃষ্টি সৃষ্টি) অ ৫১২৭৬, (রাধাব কর্তৃক
গলদেশে কদম্বের মালা প্রদান) অ ৫১
২৮৫, ২৮৬, (ঈশ্বর্য প্রকাশ) অ ৫১
২৯০, (রক্ত) অ ৫১২৯২, (সকলের
প্রতি প্রেমদৃষ্টি) অ ৫১৩০১, ৩০২,
(ভাগবত-বর্ণিত প্রেম নিত্যানন্দ-
প্রভুর রূপায় লভ্য) অ ৫১৩০৩,
(সিংহাসনে আসীন) অ ৫১৩০৪,
৩১২, ৩১৩, (ভক্তগণের প্রেম-রঙ্গ-
দর্শনে হান্ত) অ ৫১৩১৫, ৩১৬, ৩১৯ ;
(পানিহাটি গ্রামে তত্ত্ব-বিকাশ) অ
৫১৩২৩, (সপার্ষদে বিবিধ প্রেম-বিলাস)
অ ৫১৩২৫, ৩২৬, (ললকার-পরিধান)
অ ৫১৩৩০, (ভক্ত-গৃহে পঞ্চাটন-লীলা)

অ ৫০১৩, (জাহবীর কুলে প্রতি
গ্রামে পৰ্বাটন) অ ৫০৫৬, (তঞ্চ)
অ ৫০৫৭, ৩৫২, ৩৬৫, (বাদক-
জীবন) অ ৫০৬৬, ৩৬৮, (শ্রীগদাধর-
মন্দিরের শ্রীবালগোপাল-মূর্তি বক্ষে
স্থাপন) অ ৫০৭৫, ৩৭৭, (দানধণ্ড-
গান-শ্রবণে নৃত্য) অ ৫০৮২, (প্রেম-
ভক্তি-বিকার) অ ৫০৮৭, ৩৮২,
(বিবিধ শক্তি প্রকাশ) অ ৫০৯২,
(তঞ্চ) অ ৫০৯৩, ৪১২, (পার্শ্বদ-
গণকে অকৃত্রিম কৃষ্ণভাব প্রদান) অ
৫০৯৯, ৪২০, (সপার্বদ নবদীপ-বারা)
অ ৫০৯১, (খড়্গদহ গ্রামে পুণ্ডর
পণ্ডিতের দেবানন্দ-স্থানে আগমন) অ
৫০৯৪, (শ্রীচৈতন্যদাসগণের প্রেম-
ভক্তির অভিব্যক্তি) অ ৫০৯০,
(সপ্তগ্রামে আগমন) অ ৫০৯৩,
(ত্রিবেণী ঘাটে স্নান) অ ৫০৯৮,
(শ্রীউদ্ধারণ দত্ত-গৃহে অবস্থান) অ
৫০৯০-৪৫২, (নিত্যসিদ্ধ শ্রীউদ্ধারণ
ঠাকুরের রূপায় বণিককুলের উদ্ধার)
অ ৫০৯৪, (সপ্তগ্রামস্থ বণিক কুলের
প্রতি ঐশ্বর্যকী রূপা) অ ৫০৯৫-
৪৫৮, (সপ্তগ্রামে প্রভুর সংকীৰ্ত্তন-
বিহার) অ ৫০৯০, ৪৬৩, ৪৬৪,
৪৬৮, ৪৭০, (শান্তিপুরে অষ্টম-গৃহে
আগমন) অ ৫০৯২, ৪৭৭, (অষ্টম-
চাৰ্য্য কর্তৃক স্তুতি) অ ৫০৯৮, ৪৮০,
৪৯১, (অষ্টমচাৰ্য্যের অহুমতি লইয়া
নবদীপে গমন) অ ৫০৯৬, (নবদীপে
শচীমাতা-সমীপে আগমন) অ ৫০৯৮,
(শচীমাতার আনন্দ) অ ৫০৯৩,
(শচীমাতার প্রতি উক্তি) অ ৫০৯৪,
(নবদীপে কীৰ্ত্তন-বিহার) অ ৫০৯৬,
৫০৭, ৫০৮, (সংকীৰ্ত্তন-সঙ্গবশ) অ
৫০৯৯, (শ্রীধার মাদাপুরে বিলাস)

অ ৫০৯০, (দুর্জনেরও কক্ষে রতি-
মতি লাভ) অ ৫০৯৪, (ত্রিভুবন
উদ্ধার) অ ৫০৯৫, (পতিত-উদ্ধার)
অ ৫০৯৬, ৫২৭, ৫৩১, (শ্রীঅঙ্গের
অলঙ্কার হরণার্থ চেষ্টা) অ ৫০৯৩,
(তঞ্চ) অ ৫০৯৪, (হিরণ্য পণ্ডিত-
গৃহে অবস্থান) অ ৫০৯৬, (দম্ভ-
গণের তাঁহার অবস্থিতি-স্থান-বেষ্টন)
অ ৫০৯৪, (প্রভুর ভোজন) অ ৫০
৫৪৬, ৫৪৭, ৫৫৬, (প্রভুর প্রভাব-
কীৰ্ত্তন) অ ৫০৭৬, (তাঁহার চরণ
ভজনকাবীর সর্ববিধ খণ্ডন) অ ৫০
৫২২, ৫২৩, (তাঁহার অংশাংশ শেষের
আলোড়নে ভূমিকম্প) অ ৫০৫৬,
(দম্ভগণের তাঁহার বাসস্থান-সমীপে
তৃতীয়-বার আগমন) অ ৫০৫১,
(ইন্দ্রের-বৃষ্টি প্রকাশ-পূর্বক সেবা)
অ ৫০৫৭, (দম্ভসেনাপতির নিত্য-
নন্দ-প্রভুর ঐশ্বর্য-স্বরূপে জ্ঞানোদয়) অ
৫০৫৯, ৬২৩, (দম্ভ-সেনাপতির
নিত্যানন্দ-চরণে শরণ-গ্রহণ) অ ৫০
৬২৪, (দম্ভ-সেনাপতির স্তব) অ ৫০
৬২৬, (দম্ভদল উদ্ধার) অ ৫০৬৫,
(দম্ভগণের উৎপাত মোচন) অ ৫০
৬৩৭, (দম্ভসেনাপতি হিরণ্য উদ্ধার
লাভার্থ প্রার্থনা) অ ৫০৬০-৬৫০,
(পূর্বদম্ভ বিপ্রের প্রেমবিকার দর্শন)
অ ৫০৬১, ৬২২, (বিপ্রের মন্তকে
পাদপদ্ম-স্থাপন) অ ৫০৬৪, (দম্ভগণের
হরিনাম গ্রহণ) অ ৫০৬৯, (অকৃতপূর্ব
মহাবল্যভাবত্যাগ) অ ৫০৬০, ৭০১,
(প্রভুর রূপার মন্থ) অ ৫০৬০-
৭০৭, (সপার্বদনবদীপের প্রতিগ্রামে-
গ্রামে কীৰ্ত্তন-সহিত স্রবণ) অ ৫০৬৮,
(গদ্য-পরপারে স্তবায় গমন) অ
৫০৬০, (প্রভুর পার্শ্বদগণের চরিত্র)

অ ৫০৬২, ৭১৭, ৭১৮, ৭২০, ৭২১,
৭২৩, ৭২৮, ৭২৯-৭৩৩, ৭৩৫-৭৩৯,
৭৪২-৭৪৩, ৭৪৫, ৭৪৭-৭৪৯, ৭৫১-
৭৫৫, ৭৫৯; ৬১২, (লীলাবিলাস
ও শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরণে লোকাকর্ষণ)
অ ৬০৩, ৭, (লীলা-বিলাস-দর্শনে
জৈনিক ব্রাহ্মণের সঙ্কল্প) অ ৬০৯,
১০, (আশ্রম-বিরোধী আচার-দর্শনে
মহাপ্রভুর নিকট ব্রাহ্মণের প্রশ্ন) অ
৬১৬, (তঞ্চ) অ ৬১৮, (বিপ্রের
প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ) অ ৬১১৪,
১১৫, ১২৩, (বিপ্রের সংশয়-মোচন)
অ ৬১২৬, (বিপ্রের নবদীপে
আগমন ও ক্ষমা ভিক্ষা) অ ৬১২৭,
(বেদভঙ্ঘ ও লোকবাহু অভিন্ন-
বগদেব নিত্যানন্দের চরিত্র চৈতন্য-
রূপা ব্যতীত ছরবগাহ) অ ৬১২৯-
১৩০, (তঞ্চ) অ ৬১৩২-১৩৬,
(গ্রন্থকারের প্রার্থনা) অ ৬১৩৯,
১৪০, ১৪১, ১৪৩; ৭১১, (সঙ্গিগণ-
সহ নবদীপে বিহার) অ ৭১৬, (বক্ষ-
নৃত্য-গীতই ভজন) অ ৭১৯-১০, (কমল-
পুরে আগমন ও মুচ্ছা) অ ৭১৭,
(একেশ্বর গৌরচন্ড্রের নিত্যানন্দ-
সমীপে আগমন) অ ৭১৮-২৭, (শ্রী
গৌরচন্ড্রের স্তুতি) অ ৭১৩৭-৩৮,
(গৌর-প্রপত্তি) অ ৭১৪৮, ৭৫,
(পরম্পরে শুভালাপ) অ ৭১৭৭, ৭৮,
৯৯, (শ্রীগৌরাজ রায়ের নিজ-বাগ-
স্থানে প্রত্যাবর্তন) অ ৭১০২,
(অগদ্য-দর্শন ও মহাতাবলীলা) অ
৭১০০-১১১, (গদাধর-গৃহে আগমন)
অ ৭১১৩, (শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ
দর্শনে আনন্দ) অ ৭১১৬, (গদা-
ধরের শ্রীতি অ ৭১১৭, (পর-
ম্পরের শ্রীতি-সঙ্গবশ) অ ৭১২৩,

(গদ্যধরের সংকলন) অ ৭১২৪,
(তত্ত্ব) অ ৭১২৫, (গদ্যধর-গাহ
নিমন্ত্রণ) অ ৭১২৬, (গৌড়দেশ
হইতে আনীত তত্ত্ব শ্রীগোপীনাথের
ভোগার্থে প্রদান) অ ৭১২৮, ১৪৬,
(মহাপ্রভুর নাক্য প্রবণে আনন্দ)
অ ৭১২৯, (তত্ত্ব) অ ৭১৩১, ১৬২,
(গৌড়দেশ-সহ নীলাচল-নীলা) অ ৭
১৬৩, ১৬৪, ১৬৬; (প্রহারে মঙ্গলা-
চর) অ ৮১, ১২, ২২, (শ্রীমদ্ভৈরব-
অগমন) অ ৮৫৫, (শ্রীমদ্ভৈরব-
সহ কৌশলকুল) অ ৮৮৬, (নবোক্ত-
সরোবরে জনকেনি) অ ৮১২২,
১৭২; (শ্রীমদ্ভৈরব-সহ নৃত্য ও
কৌশলবর্ণন সমগ্র) অ ৯১৭৮, (শ্রীকৃষ্ণ
চৈতন্যের ভগবদ্ভাব প্রোক্ত প্রণালী)
অ ৯২২২, ২৭৬, ১০১৮২; নিত্যানন্দ-
অবস্থিত অ ৯৬, নিত্যানন্দ
চন্দ্র অ ১০২৫৫; অ ২১২৩, ৩
১৫০; ৫১৩২, ৭৪২; ৬২; ৭১০;
নিত্যানন্দচন্দ্র ভগবান্ অ ৭
১০, নিত্যানন্দ চাঁদ; অ ১০২৭২;
অ ২১০৩, ৫৭৫২, ৮১১২,
নিত্যানন্দ চাঁদ আ ১৮৫ ইত্যাদি,
নিত্যানন্দ চাঁদ প্রভু আ ২১২৩৪,
নিত্যানন্দ প্রভু আ ২১১, ৯১৩২;
১৫৪; অ ২১৩৫১, অ ৩১২৬,
৭১৬৩; (প্রভু নিত্যানন্দ আ
২১২৮; ৯২৩৩, ১১৫৪); নিত্যানন্দ-
প্রভুর অ ১১৫২, ১১৫, ২৪৬;
৪১৩২৮; নিত্যানন্দ-ভগবান্ আ
২১৩৮; নিত্যানন্দ-মহাপ্রভু আ
৯২০; অ ১১২৬; ১০১৭২;
১৬১০১; ১৮১২৪, নিত্যানন্দ-
মহাবীর অ ১১২২; নিত্যানন্দ-
মহাবলী অ ১১২০; নিত্যানন্দ-

মহামতি অ ১১২৭; নিত্যানন্দ-
মহামতি অ ৪৪২৬; (মহামতি
নিত্যানন্দ অ ১১৩৩); নিত্যানন্দ
মহামতি ম ২৬১২৭, অ ১১৪৫;
৭৪৮; নিত্যানন্দ রায় আ ২১৪০,
১২৮; নিত্যানন্দ রায় আ ১১১,
৯২৮, ১০৮, ১৫০, ২০৪, ২০৯,
২১৭, ২০৯, ২০৫; ম ১১১৭, ১২১৩,
৭; ১০১৭৬, ২১৬; ১১১২, ৬৩,
১১১১৫, ১২১৬৪, ২৪২; ২১৮৬,
২১৮৮, ১৪৩; ২০৫১৭; ২৪১৬৬;
২৬১২৩, ১৫৬, ২৮১২৩; অ ১১
১০৪, ২১২৫, ২০৬; ৩৪২২; ৪৪২৪,
৪০০, ৪৫২, ৭১০৫, নিত্যানন্দ-
সিংহ অ ১১২২, নিত্যানন্দ-
স্বরূপ আ ৮১২, ৯০০৭, ২২২, ২০২,
১০৭, ১৫০২০, ম ১১৪৫, ৫৫,
৬১; ১৮১৩, ২২০, ২২১৮, ১০৪,
২০১৮, ২৮১৩, ১৮১৩, অ ১১
১০৩; ১১২৪, ২০২, ২০৩, ৩
২০২, ৪১২০৬, ৫১১, ৬৩, ৯১০,
১৮, ১১৫, ২২২; ৭২৬, ৭১, ১০৩,
১১১, ১২৫, ১১১, ১৬০-১৬৩; নিত্যানন্দ-
স্বরূপ গোস্বামী ম ২৮৮
প

পঞ্চপাণ্ডব অ ১২৫৬

পঞ্চমুখ (অনেকো গৌরসেবা) ম ১০১
৩৭৭; ১৪১২,

পঞ্চানন—(ভগবদ্ভা দর্শনে মোহ) আ
১০১০১; (যমকর্ণে কৃষ্ণকীর্তন ম
১৪১০২, (যমব নৃগদর্শনে নৃত্য) ম
১৪১০৫

পণ্ডিত গোস্বামী (শ্রীমদ্ভগবত পণ্ডিত
প্রভু) অ ৭১২৫, ১০২

পদ্মাবতা—(মহাপ্রভুরোদয় দ্বি
পদ্মাবতীতে নিত্যানন্দবির্ভাব) আ

২১২২; (নিত্যানন্দজননী) আ
৯৫; বৈষ্ণবশক্তি, অগম্যাতা ম ৩৬৪;
১১৭৮, ১৫৬০ 'পদ্মাবতীর নন্দন'
(নিত্যানন্দ) ম ১৫৬০

পবন—(কৃষ্ণপ্রমে নৃত্য) ম ১৪৪৮

পঞ্চক—শব্দ হইতে প্রভা।

পঞ্চানন্দ উপাধায়—(নিত্যানন্দ
পার্বন) অ ৫৭৪৪,

পঞ্চানন্দ গুপ্ত—(নিত্যানন্দ-পার্বন)
অ ৫৭৪৭,

পঞ্চানন্দপুরী—(অম্বালীয়ায় প্রভুসঙ্গী)

আ ১১৬১ (নৃত্য), (ত্রিহিতে

আবির্ভাব, নীলাচলে প্রভুসঙ্গী)

আ ২১৩৩, ১৪১২; ম ৬৪; ১১১২;

(শ্রীমদ্ভগবত-শিখ, পুরীতে মহা-

প্রভুসঙ্গী মিলন, অম্বালীয়ায় প্রভু-সঙ্গী)

অ ৩১৬৭-১৬৮, ১৭০, ১৭৪-১৭৫

১৭৭-১৭৮, ১৮১, ২০৩-২০৪,

২০৭, ২৫৮, ৭১৩; (সুপ্রসঙ্গ

মহো শ্রীমদ্ভগবত গোবামী ও পুরী-

গোবামী প্রভু মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র)

অ ১০৪৭, ৪২; পুরীগোস্বামী

(মহাপ্রভু ও কৃপোদক) অ ৩২৩৫,

২৩৬, (প্রভুপায় কৃপোদকের নির্ম-

লভ, তদর্শনে সকলের আনন্দ) অ ৩

২৪৮, (মহাপ্রভু কৃপণে প্রানাদি-

লীলা) অ ৬২৫৪, ২৫৫-২৫৭, (নীলা-

চলে শ্রীমদ্ভৈরবে ভগবান্ অগ্রগমন)

অ ৮৫৫, (নবোক্ত রাবরে জনকেনি)

অ ৮১২২, (মহাপ্রভুর প্রিয়পাত্র)

অ ১০৪২, ৪৬

পঞ্চানন্দ মহাপাত্র (মহাপ্রভুসহ
মিলন) অ ৩১৮৪, (শ্রীমদ্ভগবত-ভক্তি-

রসময় তত্ত্ব) অ ৫২১২; (নীলাচলে

শ্রীমদ্ভৈরবে ভগবান্ অগ্রগমন) অ

৮৫৮

পরমেশ্বরী-দাস (শ্রীগৌরচন্দ্রের প্রকাশ-
বিগ্রহ) অ ৫১৫; (নিত্যানন্দ প্রভুর
গৌড়দেশ-যাত্রার আনন্দ) অ ৫২০২
(গৌড়দেশে যাত্রাকালে পথে গোপাল
ভাব) অ ৫২৪০, (নিত্যানন্দ প্রভুর
পার্বদ) অ ৫৭৩২,

পরশুরাম (ব্রহ্মদির শতীর্গভূক্তি-
কালে অবতারণা গৌরমুখের পবন-
রামলীলাবর্ণন) আ ২১৭২; (শ্রীনিহাই-
এর বালালীলায় ক্রীড়াভলে ভার্গব-
দর্পবিনাশলীলাভিনয়) আ ২৫০,
(অর্চা, শ্রীনিত্যানন্দের তাঁথোদ্ধাব-
লীলাকালে মহেন্দ্রশৈলোপরি পরশু-
রাম দর্শন) আ ২১২৮

পরীক্ষিত (ভাগবতে বগদেবাসের
প্রোতা) আ ১২৪; ব্রজবাসীর কৃষ্ণে
স্বাভাবিক শ্রীতিবিষয়ে (ভাঃ ১০১৪৮
৪২-৫৭ শ্লোক ব্যাখ্যা শ্রবণ) আ
৭৪৫, ৪৬, ৫৩; (পরীক্ষিত কর্তৃক
শ্রীকৃষ্ণের চতুর্দশরূপ দধি-মহ্নোথ
ভাগবতনবনীতাস্বাদন) ম ২১১৬

পাণ্ডু—ম ১০৭৩, ৭৭

পার্বতী (ভগবতীর শিবশক্তি) (সম্বর্ধন
ভগবতীর্গভূতৈ পার্বতীর সন্তোষ)
আ ১১৯, (ইলাবৃত্তবর্ষে সম্বর্ধনপূজা)
২০; ২১৩০, ১৩১; ১৫২০৫; ম ১০১
৬৭; ১৫১৩ (নিতাট-সেবা) ম
১৫৪৪; ১৮১২৭, ১৩৩, ২০৪; অ ২১
৩১৬, ২৩৩৪,

পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিদি (চটগ্রামে আনি-
তাব) আ ২১৩৬; ম ৭১০ (আবির্ভাব-
ভূমি নির্ণয়) ম ৭১২, (বিজ্ঞানিদির জন্ম
মহাপ্রভুর উৎকর্ষা) ম ৭১১, ১২,
(মহাপ্রভুর পুণ্ডরীক নামোচ্চারণে
ভক্তগণের অস্থান) ম ৭১৩, ১৬,
৩৩ (বিব্রপ্রচার নবদীপে অবহিতি)

ম ৭৪২, (গদাধরের আগমন) ম ৭১
৪২, (মুকুন্দসমীপে গদাপরপরিচয়
জিজ্ঞাসা) ম ৭১৫১, (পরিচয় শ্রবণে
হর্ষ) ম ৭১৫৬, (বহিবদ্ধজন বন্ধনা-
হেতু বিলাসিতা-প্রদর্শন) ম ৭১৫৭,
(নাগবতশ্লোক শ্রবণে প্রেমবিকাশ)
ম ৭১৭৮, ২৩ ম ৭১০১, (গদাধরকে
ক্রোড়েধারণ) ম ৭১১০, ১১৫ (গদা-
ধরকে দীক্ষাপ্রদানে সম্মতি) ম ৭১১৭,
(মহাপ্রভু-সমীপে গোপনে আগমন)
ম ৭১২৩ (বিজ্ঞানিদির প্রেমোন্মাদনা
দর্শনে বৈষ্ণবগণের ক্রন্দন) ম ৭১২২,
(বৈষ্ণবগণের বিজ্ঞানিদি-পরিচয়প্রাপ্তি)
ম ৭১৩১, ১৩২, (মহাপ্রভুর বক্ষে
অবস্থান) ম ৭১৩৪, ১৩৬, (বিজ্ঞা-
নিদিলাভে বৈষ্ণবগণের আনন্দকীর্তন)
ম ৭১৩২, ১৪০ (বিজ্ঞানিদিকে মহা-
প্রভু 'প্রেমনিধি' কথন) ম ৭১৪৩,
(প্রেমনিদির বাহুজ্ঞান-লাভ) ম ৭১৪৪,
(প্রেমনিধি-দর্শনে বৈষ্ণবগণের পরা-
নন্দ) ম ৭১৪৬; (গদাধরের মহা-
প্রভু সমীপে দীক্ষাগ্রহণামুসৃতি
প্রার্থনা) ম ৭১৫৮, (মহাপ্রভুর অমু-
মোদন ও গদাধরের বিজ্ঞানিদি-সমীপে
দীক্ষা গ্রহণ) ম ৭১৫২, (বিজ্ঞানিদির
মহিমা) ম ৭১৫৩-১৫৪, (যোগ্যদিগ
লাভ) ম ৭১৫৫-১৫৬; ৮২, (মহা-
প্রভুর কীর্তন-বিলাস-সঙ্গী) ম ৮১
১১২; ২১৪; (প্রভুগৃহে জগাট
মাধাইসহ উপবেশন) ম ১৩২৩২,
(প্রভুগৃহে 'ঈলকীড়া') ম ১৩১০৭;
অ ৭১৪; (রথযাত্রাদর্শনার্থ নীলাচলে
গমন) অ ৮১১০; (বিজ্ঞানিদি ও
বরুণ দুই সখার নরয়ে জলকীড়া) অ
৮১২৪; (মহাপ্রভুর গদাধরের পুন-
দীক্ষা গ্রহণ প্রভাবে বিজ্ঞানিদির

অচিরেই নীলাচলাগ-ন বার্তা জ্ঞাপন)
অ ১০২৮-৩১, (শ্রীবরুণের প্রিয়
সখা) অ ১০৫২; (পুণ্ডরীতে মহাপ্রভু-সহ
মিলন, প্রভুর 'বাপ' 'বাপ' বলিয়া
সম্বোধন, বিজ্ঞানিদিই প্রেমবিহ্বল
'প্রেমনিধি', প্রভুর প্রেমনিধিবে
বক্ষে ধরিয়া ক্রন্দন, বৈষ্ণবগণে
তদর্শনে আনন্দ-ক্রন্দন, শ্রীকৃষ্ণ
গোবিন্দসহ মিলন, প্রভু সমীপে অব-
স্থান, শ্রীগদাধর দেবের বিজ্ঞানিদি
সমীপে পুনর্মন্ত্র গ্রহণ, বিজ্ঞানিদি
মহিমা, যমেশ্বর বাসী, বিজ্ঞানিদি
শ্রীবরুণেব একত্র জগন্নাথ দর্শন
ওড়নবস্ত্র-যাত্রার শ্রীগঙ্গাধরের মাধু-
র্য পবিধানদর্শনে বিজ্ঞানিদির সন্দেহ
লীলা, স্বরূপ-সহ তৎসম্বন্ধে কথাবার্তা
স্বপ্নে জগন্নাথ-বলরাণের চপেটাঘা-
তাত, ভয় ও ক্রমা-প্রাধিকার-লীলা
শাসনকে অমুগ্ধ জ্ঞান, প্রভাবে
বিজ্ঞানিদির গুণশক্তি দর্শনে সকলে
হস্ত ও বিজ্ঞানিদির মহিমা কীর্তন
স্বরূপ-সহ প্রোহ জগন্নাথ দর্শন, স্বরূ-
পে অপ্রবৃদ্ধ বর্ণন ও লজ্জালীল
স্বরূপ-সহ সখাবস, বিজ্ঞানিদির ভক্তি
প্রভাব, মহাপ্রভুর 'বাপ' সম্বোধন
বিজ্ঞানিদির গঙ্গাভক্তি, বিজ্ঞানিদি
চরিত্র শ্রবণের ফলশ্রুতি) অ ১০
৬৭-১৮১

পুণ্ডরীকাক আ ২১৭১; অ ৪৪১১
পুণ্ডরীক ব্রাহ্মণ (মহাপ্রভুর বৈষ্ণব-
ব্রাহ্মণ গৃহে ভিক্ষাবীকার) অ ১১
৭৪, ১২৪

পুরন্দর আচার্য্য (গৌরপার্বদ)
(কুমারগটে শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রভু-
সহ মিলন, মহাপ্রভুর আচার্য্যকে
পিতৃসম্বোধন) অ ৫১৫-১৭; রথ-

যাত্রাকালে প্রভু-সহ মিলনারী নীলাচল-
বাজা, মহাপ্রভুর আচার্য্যকে পিতৃ-
সম্বোধন) অ ৮১৩১

পুরন্দর পণ্ডিত (নিত্যানন্দ পার্শ্ব)
(ঐয্যভবনে মহা-প্রভু-সহ মিলন)
অ ৮১২৫, (নীলাচল হইতে গুরুভক্তি
প্রচারার্থ নিত্যানন্দ প্রভুব গোড়ুলেশ
যাত্রায় আনন্দ) অ ৮১৩২, (গোড়
দেশে যাত্রাকালে পশ্চিমধো 'অঙ্গদ'
ভাবাবেশ) অ ৮১৪১ নিত্যানন্দ
প্রভুর গড়দেহ পুরন্দর পণ্ডিতেব দেবা-
লয় আগমন ও পাণ্ডিত্যের পরমানন্দ)
অ ৮১৪৩-৪২৫, (নিত্যানন্দ প্রভুব
পার্শ্ব) অ ৮১৭১

পুরীগোলাঞী—পরমানন্দপুরী হইয়া।

পুরুষোত্তমদাস বা পুরুষোত্তম-

সজয়—(মুহুর্ত সজয়ের পুত্র) অ ১৫১৫;
(মহাপ্রভুর গয়া চরণে প্রভাগমনের
পরবর্তী লীগায় অঘাতিত স্নেহ-রূপা
লাভ) ম ১১১২৮, (মহাপ্রভুর কীর্তন
বিলাসারম্ভে সঙ্গী) ম ৮১১৬, (মহা-
প্রভুর জগাই মাগাই উদ্ধারলীলাতে
গঙ্গাস্নানকালে অগজীড়া-লীগার অক্-
তম সঙ্গী) ম ১৩১৩৬, (রথযাত্রা-
দর্শনার্থ নীলাচল-বাজা) অ ৮১২০

পুরুষোত্তম পণ্ডিত (বাদন-গোপালের
অন্ততম "নিত্যানন্দ-বরূপের মহাভূতা-
মর্শ") অ ৮১৭৩

পুরুষোত্তম দাস (সংশ্লিষ্টবিরাম-
তনয়, বাদনগোপালের অন্ততম "নাগর-
পুরুষোত্তম" ব্যক্তি) অ ৮১৭৪-১৭৪২

পুরুষোত্তম আচার্য্য (শ্রীদামোদর বরূপের
পূর্বস্রমের নাম) অ ১০১২২

পুতলা আ ১২১; ম ১১৬০, ৩০৮;
৭১৪-৭৭; ১১০; ১২১৮১

পুণ্ডরী (স্বর্ণধামাচার্য্যের গমন ও অত্যা-

চার বর্ণন) আ ১১৫, (পুন্ডরীক
দেবগণের কীর্ত্তনমুহুর্ত-টো গমন ও
বিকৃষ্ট) আ ১১৭

পুণ্ড অ ১১৩৩

পুণ্ডি (ভগবচ্ছননী, অতিম শ্রীশ্রীদেবী)
ম ২৭১৪০, অ ৪২৪৫

পুণ্ডিগড় (অবতারী শ্রীগোরাতির অব-
তার) অ ১২৫২

প্রকাশানন্দ (কালাবাসী জনৈক মাহা-
বারী সন্ন্যাসী, মুরারীসমীপে মহা-
প্রভুর উচ্চ সন্ন্যাসীর দৃষ্টান্তোন্মেষ-
পূর্ণক মাহাবাদদৃশ্য) ম ১৩৭-৪০;
(মহাপ্রভুর মুরারীশ্রুতসমীপে প্রকাশা-
নন্দের মাহাবাদমুসরণের ফল বর্ণন)
ম ২০১৩৩-৩৫

প্রতাপরুজ (মহাপ্রভুব রূপালাভ)

আ ১১৬০ (স্বত্র), (মহাপ্রভুর
নীলাচল-আগমনকালে মুদ্রার্থ বিজয়-
নগর গমন-জন্ত সেইবারে মহাপ্রভুব
অদর্শন) অ ১২৬২; (গৌরদর্শনার্থ
কটক হইতে নীলাচলে আগমন)
অ ৮১৩২-১৪০, (অন্তরাল হইতে
মহাপ্রভুর নৃত্য ও অকৃত প্রেমোন্মাদ
দর্শন) অ ৮১৪২-১৫৮, (মহাপ্রভুর
লালাধুলাবাস্ত অঙ্গদর্শনে সন্দেহ,
স্বপ্নযোগে শ্রীজগন্নাথদেবকেও অঙ্গদ-
দর্শন) অ ৮১৫২-১৭০, (স্বপ্নে বাজার
শ্রীজগন্নাথ স্পর্শনার্থ উত্তম, তাহাতে
জগন্নাথোক্তি, তদুত্তরেই রাজার
জগন্নাথ-সিংহাসনে সমভাবে শ্রীচৈতন্য-
বস্থান দর্শন, শ্রীচৈতন্যের রাজার
প্রতি উক্তি, রাজার আগমন ও জন্মনা)
অ ৮১৭১-১৮১, (রাজার অমুতাপ)
অ ৮১৮২-১৮৪, (রাজার শ্রীচৈতন্য ও
শ্রীজগন্নাথের অভিব্যক্তি) অ ৮১৮৫,
(প্রভুদর্শনে উৎকর্ষ, একদা পুন্ডো-

ভানে সপার্বণ প্রভুপাদপদ্মে প্রণতি ও
সাপ্তিক বিকার-সহ আনন্দমুর্ছা, প্রেম-
ভক্তিলক্ষণ-দর্শনে রাজার অঙ্গে প্রভুর
শ্রীচৈতন্য-প্রদান ও উৎসাহ আদেশ,
রাজার প্রভুপাদপদ্ম ধারণ পূর্বক
জন্মন ও কাঙ্ক্ষণ) অ ৮১৮৬-১২৮,
(প্রভুর রূপাশীর্ষাদ ও উপদেশ-প্রাপ্তি)
অ ৮১২২-২০৪, (প্রভুর আপন গলার
মালা রাজাকে দিয়া বিদায়দান)
অ ৮১২৫-২০৮

প্রভুগুণ (চতুর্ভুজ-মহাত্ম) অ ৮১৭১;
(রূপগুণ) অ ১০১৪৬

প্রভুদাস প্রকাশারী (শ্রীমুসিংহোপাসক,
সাক্ষাৎ নবসিংহের রাসিক্রুপে কীর্তন-
দিগাল জানিয়া নীলাচলে প্রভু-
সমীপে অবস্থান) অ ৮১৮৬-১৮৭,
(রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচল-বাজা,
সাক্ষাৎ মুসিংহদেবের ইহার সহিত
কথাপকণন) অ ৮১২২

প্রভুদাসমিত্র আ ১৪১২, (নীলাচলে
মহাপ্রভু-সহ মিলন) অ ৩১৮৪,
(নীলাচলে গুরু, রূপপ্রেমসমুদ্র,
মহাপ্রভুর আদ্যপদলাভ) অ ৮১২১,
(গোড় হইতে নীলাচলে আগত
শ্রীঅষ্টৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন)
অ ৮১৭৭

প্রহ্লাদ (গৌদোদাহরদাসেব প্রহ্লাদা-
দিত ও গুরুত্ব রূপালাভ) আ
৭১০৭, ১৩১৪০; (ঠাকুর হরিদাস-
প্রত্ন বনগণের আওরিক ব্যবহার-
প্রসঙ্গে সত্যযুগীয় ভক্তরাজ প্রহ্লাদের
দৃষ্টান্ত ও উপমা) আ ১৩১০২;
(ঠাকুর হরিদাস-সং প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত
ও উপমা) আ ১৩১৩৫, (দৈত্যকুলজাত
চৈতন্য ও দেববিজয়) আ ১৩১২৪১,
ম ১৩৩৩ ৮১২, ২২৫; (হরিদাসের

বৈষ্ণবতার উপমা) ম ১০৭০, ৭১, ১০৬, ১১১, (প্রহ্লাদদরশাকারী কৃষ্ণই মহাপ্রভু) ম ১২১৫০; ২৩৩৫৪ অ ১২১৮, ১২১৩৭, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৬, ১০১৩৪

প্রিয়ব্রত অ ১১৩৮

শ্রেয়সিনিধি (পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি) ম ৭১ ১৪৩, ১৪৪, ১৫৬, ১৫২, অ ১০৭০-৭১, ৭৩, ৭৮-৮০, ১৪১, ১৪৩, ১৫৭

ব

বকু আ ১১০, ম ১৩৩৮; ১৩২৮১

বক্রেশ্বর পণ্ডিত ম ১১৬; (মহাপ্রভু বক্রেশ্বর কীর্তনসঙ্গী) ম ৮১১১৫; ১১৪, (জগাই মাধাইকে সঙ্গদান) ম ১৩২৪০; (প্রভু বসন্তোপাঙ্গে নগর-কীর্তন) ম ২০১৫০, (নগরসঙ্গীতনে নৃত্য) ম ২৩২০২, (প্রভুর ভক্ত-বাৎসল্য দর্শনে আনন্দকল্লন) ম ২৩৪৫০; (তুলসীয়া দেবানন্দপণ্ডিতকে রূপা কবিতা সঙ্গদান, বক্রেশ্বর মাহাত্ম্য, বক্রেশ্বর রূপায় দেবানন্দেব কুব্ধিনাশ প্রকৃতি) অ ৩৪৬৮-৪৬৯, ৪৭২-৪৭৩, ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৮৮, ৪৯৩-৪৯৬; ৭১৪; (রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলা-চল গমন) অ ৮১১, (নরেন্দ্র সবা-বরে জলকীড়া) অ ৮১১২৫,

বক্রেশ্বর (মহাদেব) (মহাপ্রভুর বক্রেশ্বর বনগমনের অভিলাষ) অ ১১৬৪, (বক্রেশ্বরে পৌত্তিবার চারিকোশ থাকিতে মহাপ্রভুর গতি পরিবর্তন) অ ১১৮৭, (প্রভুর প্রথমে বক্রেশ্বর গমনেচ্ছা ও পরে গতিপরিবর্তনের কারণ হুজুর) অ ১১৯৪, (বক্রেশ্বর-গমনচলে প্রভুর রাঢ়দেশে কৃতার্থকরণ) অ ১১৯৫
বৎসাপুর অ ১৩০

বল্লিগণ (ঠাকুর হরিদাস-দর্শনে আনন্দ

ও প্রগতি, বল্লিগণের কৃষ্ণভক্তিবিবাহ দর্শনে ঠাকুরেব রূপ-হাস্ত ও গুণ আশীর্বাদ, তদ্রহস্যবোধে অসমর্থ বল্লি-গণের হুঃখ, ঠাকুরের আশীর্বাদ মর্মে ব্যাখ্যা-দ্বারা বল্লিগণের সন্তোষোৎপাদন ও শুশাকাজ্ঞা) অ ১৬৪২-৬৮।

বনমালী (শ্রীরক্ষ) আ ৬৬; ম ১৬১০০; ২৩২৯, ৪৩২, ৪৩৫; ২৬১৭, অ ১২১৬।

বনমালী পণ্ডিত (মহাপ্রভু বক্রেশ্বর-কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী) ম ৮১১১৩ (রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচলে আগমন, এনি মণ-প্রভুর হস্তে সুবর্ণের তল মুগল দর্শন করেন) অ ৮১২৭।

বনমালী আচার্য (বল্লভাচার্য-কন্যা কল্লীসহ গোবিন্দারায়ণেব উদ্ধা-হ-প্রস্থাব, শচীগৃহে গমন, শচীসহ কথাগাথী, শচীর নিরপেক্ষতার দর্শনে অপ্রসন্ন হইয়া প্রস্থান, পথে দৈবক্রমে পাত্ৰ-সহ গান্ধার্য, প্রভুর তাঁতাকে পুনঃ স্বগৃহে আনয়ন, মাতাকে কথা-ব্যপদেশে বিবাহেচ্ছা জ্ঞাপন, মাতার হর্ষ ও পুনরায় ঘটকবকে আহ্বান ও শীঘ্র শুভকাৰ্য্য সম্পাদনার্থ অস্থ-বোধ) আ ১০৪২-৬৬, (শচীপদে প্রণামান্তে বনমালীর তখনই বল্লভ-গৃহে প্রস্থান বল্লভ বর্জক অভিধিত হইয়া তদীয় কন্যার পাত্র সম্বন্ধে সংবাদ প্রদান, বল্লভের পাত্রপরিচয় শ্রবণে হর্ষাতিশয়া, অনিলে শুভকাৰ্য্য সম্পাদনেচ্ছা, দারিদ্র্যাহেতু বিনা যৌতুকে নিমাইকে কন্যা-দানপ্রার্থনা, বল্লভবাক্য শ্রবণে বনমালীর হুঃখিত্তে শচীগৃহে আগমন ও শচীস্থানে কাৰ্য্য-সাক্ষ্য নিবেদন) আ ১০৬৭-৭২।

বরাহ (মহাপ্রভুর বরাহাবশেষে মুরারিকে

নিজতত্ত্বকথন) অ ১১৩২ (স্বত্ৰ), (ব্রহ্মাদির শচীগর্তস্থতিকাণ্ডে অব-তারী গৌরহরির বরাহাবতার-লীলা-কথন) আ ২১২৭১; (নদীয়াবাসী সর্ষজের গৌরপরিচয়-প্রদানকালে প্রভুকে বরাহরূপে দর্শন) আ ১২১৬৬, (দ্বিখিজদ্বীপ আনাখা সব্বতীর মহাপ্রভুর সর্ষাবতারিষ্ণ কথনমুখে তাঁহা বরাহাবতারত্ব বর্ণন) আ ১৩১৪০; ম ২৬৬৩; অ ১২৫১।

বরুণ (কৃষ্ণপ্রণমে নৃত্য) ম ১৪১৪৮; (নগর-সঙ্গীতনে যোগদান) ম ২৩২৪৮
বলদেব (দ্বিজ, বিপ্র, ব্রাহ্মণ, মৈত্রেয় একই তত্ত্ব, সেইরূপ নিত্যানন্দ, অনন্ত বলদেবও এক বস্তু) আ ১১৭২; (নিত্যানন্দ ও বলদেব—একই তত্ত্ব, নামাভদ মাত্র) ম ৪১৭২; (অষ্টমতেব গোবল্লভিমুখে ভূগোপদনের বলদেব-শিষ্যত্ব পাঠিয়াও কৃষ্ণগভবন-হেতু বিনাশের কথা বর্ণন) ম ১২১১২; (নিত্যানন্দ ও বলদেব অভিন্নতত্ত্ব) ম ১২১২৭২ (রৌত্বেয় বলদেবই নিত্যানন্দ) অ ৫১৫২৮।

বলরাম (কৃষ্ণগুণকীর্তন-সেবা) আ ১১১২, (শ্রীবলদেব গুণকীর্তনেই কৃষ্ণ-কীর্তন ক্ষুতিশাস্ত) আ ১১৭৭, (সহস্রেক ফণাধর) আ ১১১৫, (ভাঃ ৫ম স্বরূ-বদিত বলরাম-শাখা) আ ১১২১, (শ্রীবলদেব বাসকীড়া-কথা) আ ১১২২-৪০, (বলরামচরিত্রে বদে গোপা হইলেও পুরাণে বাক্য) আ ১১৩১, (মুর্খতা-হেতু বলরামরাসে সন্দোহ-দয়) আ ১১৩২, (ভাগবত-বিরোধী বলরামরাসে সংশয়োৎপাদনকারী বম-দত্তা, ভক্তহীন বা ক্রীড়) আ ১১৩২-৪০, (দশদেহে কৃষ্ণসেবা) আ ১১

৪৪-৪৬, ৭৮; (অভিন্ন-বলরাম নিত্যানন্দকর্তৃক মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গ-লীলা) আ ১১৫৭ (স্থল); (বলরামই নিত্যানন্দ) আ ২১৩৩; (তীর্থোদ্ধার-লীলায় অভিন্ন বলরাম নিত্যানন্দেব হতিনাপুরে স্বীয়কীৰ্ত্তি দর্শন ও নিজেকেই নিজের প্রণাম) আ ২১১৫, (বাসাশ্রমে বাসদেবের নিত্যানন্দপ্রভুকে বলরামরূপে দর্শন) আ ২১৪২, (নিত্যানন্দই বলরামতত্ত্ব) আ ২২২২, (অৰ্চা শ্রীকৃষ্ণাখরদক্ষিণে অৰ্চাক্রমে বিরাজিত) আ ১১১৭১; (বলরামই নিত্যানন্দ আ ১৭১৫৮। (ভগবানেব বিদ্যাবিশ্রুত) গ্রন্থচর্চায় গ্রন্থকাবের বলদেবভিন্ন নিত্যানন্দাজ্ঞা লাভ) ম ২১৩৪২, (হলধর, শ্রীনিত্যানন্দকে গুরুরূপে লাভার্থ ঐক্যবন্দনা) ম ২১৩৪৩, (বলদেব, নিত্যানন্দ অভিন্নতত্ত্ব) ম ২১৩৪৪ (বলাট, চৈতন্য-প্রিয় বিগ্রহ) ম ২১৩৪৫; (শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর বলরামভাবে বিষ্ণু-খট্টারোহণ) ম ৫১৩৭, (কৃষ্ণেব নিত্যদাতা) ম ৫১১১৭; (বলরাম-নিত্যানন্দ অভেদতত্ত্ব) ম ৫১১২০, তত্ত্বাঙ্গমের সংজ্ঞা) ম ৫১১৪৮; (শটীর যন্ত্র) ম ৮১০২, ১১১১১; (বলরাম-শ্রীতিহেতু গ্রন্থকাবের চৈতন্যচরিত বর্ণন) ম ১০১০৭, ১১১১৮; ১৬১১০৪ (গৌড়দাতা) ম ১৭১১১৪; (নিত্যানন্দ-বৈতন্য বোধসামর্থ্য) ম ১১১২২২; (মহাপ্রভুর অবৈত-মন্দিরে কীৰ্ত্তন-মাহাত্ম্য বোধসামর্থ্য) ম ১১১২৫৮, (বলদেবকৃষ্ণায় পরমতীর কৃষ্ণকীৰ্ত্তনে অধিকার) ম ১১১২৫৯; (মহাপ্রভুর বলরামতাব) ম ২১১০২; (নিত্যানন্দ-ভিন্ন) ম ২১১৫১৮; ২৬৭১, (মহা-

প্রভুর প্রজ্ঞারভাবে বলরামকে জ্যেষ্ঠ-ভাতসম্বোধন) ম ২৬৭৬; (মহাপ্রভুর দণ্ডভঙ্গলীলা) ম ২১০৮, ২১৩,—**অৰ্চা** নীলাচলে, নিত্যানন্দের বলরাম-অংশজন ও তাম্রালা নিজগুণে পরিধান অ ৩১২৪, ১২৬ ও ১২৮, (নিত্যানন্দ-ভিন্ন) অ ৬১৩২, (**অৰ্চা**—নিত্যানন্দেব বলরাম-দর্শনে ক্রন্দন) অ ৭১ ১০৭, (**অৰ্চা**—বিজ্ঞানিদের গালে চপেটাঘাত) অ ১০১৬৭।

বলরাম দাস—(নিত্যানন্দ পার্শ্ব) অ ৫১৭৩৪।

বলাই (বলদেব) (অভিন্ননিত্যানন্দ প্রভু শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের প্রিয় বিগ্রহ, তচ্চরণে অপবাদীর নিকৃষ্টাভাব) আ ১১৪২, (বিজ্ঞানিদের নিকটে অগ্নি আগমন অ ১০১২৭,

বলি অপরায় মহাপ্রভুই বামন অবতারে বলিকে ছন্দন) আ ২১১৭২, ২১৪৩, ১২১১৮, ১৩১৪২, (গদাধরপাদ-পদ্মের বলিনিবে আবির্ভাব) আ ১৭১ ৩৭; (মহাপ্রভুর বামনরূপে বলিকে অমুগ্রহ) ম ৬১১০, ১২১৫০ ২৩২৮৬; ২৬১২৩; রামকৃষ্ণের বলি-ভবনে আগমন) অ ৬৫২-৫৩, ৫৫, ৬৭, ৬৯-৭০, (স্তব) অ ৬১৫, বাম-কৃষ্ণের উত্তর অ ৬৭৪, ২১, (বৈষ্ণবেন প্রতি ব্যবহার শিক্ষা) অ ৬১২৪, (গোপ্যতত্ত্ব কথন) অ ৬১০০, (প্রভুর শিক্ষাপ্রদে আনন্দ) অ ৬১ ১০১; **বলিরাজা**—আ ২৪৩

বল্লভ আচার্য—নবদ্বীপবাসী; গীতা-পিতা জনকের অবতার) আ ১০১৮ (অভিন্নরমা কঙ্কা-লক্ষ্মীদেবীর বিবাহ-চিহ্ন) আ ১০১৪৩, (বটকের শচী-

হানে বল্লভাচার্য ও তৎকঙ্কার পঞ্চিচয় প্রদান) আ ১০১৫৬-৫৭, (বনমালী আচার্যের আগমন ও লক্ষ্মীদেবীর গাজ-সম্বন্ধে সংবাদ দান, পাতকখ-প্রবণে বল্লভের সৌভাগ্য-প্রথাপণ ও অবিলম্বে শুভকাৰ্য্য সিদ্ধির প্রার্থনা, স্বীয় দারিদ্র্যহেতু বিনাযৌক্তিকে কঙ্কাকে পাজিই কবিবার অভিলাষ জ্ঞাপন, বনমালীর বল্লভবাক্য-প্রবণে ঈর্ষ ও শচীহানে কায্যসামান্য নিবেদন, লক্ষ্মীদেবীর বিবাহোজ্ঞাপন) আ ১০১ ৬৭-৮৩, (ভাবী কামাতার অধিবাস-উৎসব-সম্পাদন) আ ১০১৮৪, বিবাহ-দিবসে যথার্থীতি বিবাহের পূরুষ্কৃত্য সম্পাদন) আ ১০১২০, (গোধূলি-সময়ে গৌরনারায়ণের মিশ্রালয়ে আগমন, মিশ্রের কামাত্ত্বরণ ও পরমানন্দ) আ ১০১২১-২৩, (জুহুণ ভূষিতা কঙ্কানয়ন চরিত্রানিহন কঙ্কাকে পুখী চট্টে উত্তোলন এবং কঙ্কার মস্তার বরকে প্রদক্ষিণাদি ও কামাত্ত্ব অৰ্চনাদি কাৰ্য্যান্তে জীমকান্তির বল্লভের গৌরকৃষ্ণকরে অভিন্ন কল্পিত লক্ষ্মী-কঙ্কা সম্পাদন ও ঈর্ষ) আ ১০১ ২৪-১০৬, বল্লভমিশ্র আ ১০১৭৭),

বল্লদেব—(রক্ষক) (অভিন্ন-অগ্রগাধ মিশ্র) আ ১১২২, ২১১৫৬, ১৩৮, ১৫৭; ২১৮, ১৩১৪৩, ম ২১৩৩৩

বল্লি—(কৃষ্ণপ্রমে মৃত্যু) ম ১১১৪৮

বাণ (ঐশ্বর্যকর্তৃক গঙ্গানাশ) আ ১০১৪৬, (বাণের সংসর্গে নরকের তত্ত্বজ্ঞোহ-মতি) ম ৩৪২; বাণবিনাশক কৃষ্ণই মহাপ্রভু) ম ১২১৪৮

বাগীনাথ (শ্রীঅবৈতপ্রভুকে অত্যাধনার্থ অগ্রগমন) অ ৮১৬০,

বাসন্ত (কন্যায়) ম ২০১৫

বামন (ব্রহ্মদিগ্ন শচীগর্ভজন্মকালে
অবতারী গোবত্গবানব বামনলীলা-
বর্ণন) আ ২১৭২, (মহাপ্রভুর
যজ্ঞস্থত ধারণকালে বটুবামন-রূপ-
প্রকাশলীলা) আ ৮১৫-২২, (শ্রীনিত্যান-
ন্দপ্রভুর বামন-লীলাভিনয়) আ ৯১
৪৩; (সর্গজ্ঞের মহাপ্রভুকে বামন-
রূপে দর্শন) আ ১২১৬৮, (দিগ্-
বিকল্পীয় আবাহা বাগ্বেদীর মহা-
প্রভুকে বামনরূপে দর্শন) আ ১৩১৪১;
সকীর্তনকালে প্রভু বিজ্ঞানবতার-
ভাব জ্ঞাপন) ম ২৩২৮৬; ২৬৬৩;
২৭৪২; অ ১২৫১

বামপথি সন্ন্যাসী (ললিতপুর গ্রামের)
ম ১২৮৬

বালকীয় ম ১৫৩৮

বালগোপাল (তৈথিক বিপ্রেয় উপাভ
অর্জা) আ ৫১২০, (বিপ্রেয় ভোগ-
নিবেদনকালে ধ্যানে বালগোপাল-
চিত্তা) আ ৫৬৩, (অভিন্ন-বালগোপাল
মহাপ্রভুর রূপা-লাপ্ত তৈথিকবিপ্রেয়
'জয় বালগোপাল' বলিয়া নৃত্য) আ
৫১৫৮, (শ্রীবিষ্ণুরূপের নিমাইকে
অভিন্ন-বালগোপাল বুদ্ধি) আ ৭১৩;
(নদীয়াবাসী সর্গক্ষেয় উপাভ) আ
১২১৬৪, (নীলাচলপথে কমলপুরে
মহাপ্রভুর দূর হইতে মন্দিরচূড়া দর্শনে
'বালগোপাল আমাকে দেখিয়া
হাসিতেছেন' উক্তি) অ ২৪১০;
(শ্রীগদাধরমন্দিরের বালগোপাল
মূর্তিকে নিত্যানন্দের বক্ষে ধারণ) অ
৫৩৭৪-৩৭৬; (শ্রীনিত্যানন্দের
বালগোপালের ভায় রজ) অ
৫৫১৪, (দক্ষসেনাপতির বাল-
গোপাল বলিয়া নিত্যানন্দতব) অ
৫১২৬

বালি আ ২৫৪; ম ২৪১৮; ২৬৯২;
অ ৩২৬১; ৪১৩০

বাল্মীকি (মহাপ্রভুর মহিমা) ম
৮১২৪,

বাণুলী (বিশালকী—চণ্ডী) আ ২১৭,
বান্ধুদেব ঘোষ (মাধবভ্রাতা পানী-
চাটীতে নিত্যানন্দ প্রভুর আগমনে
কীর্তন) অ ৫২৫২, (নিত্যানন্দ
পার্দ) অ ৫৭৫০

বান্ধুদেব দত্ত (চট্টগ্রাম আশ্রিত) আ
২১৩৬; পুণ্ডরীকশ্রেমভক্তিমহত্ব পরি-
জ্ঞাতা) ম ৭৪৩, ৪৪, (মহাপ্রভুর
কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী ৮১১৪, ২৫;
১৩২৫৮; ২১২; (মহাপ্রভুর নগর-
কীর্তনে সঙ্গী) ম ২৩১৫১, প্রভুসহ
নগর-কীর্তনে নৃত্য) ম ২৩২০২,
(কুমারহট্টে শ্রীবাস-ভবনে মহাপ্রভু সহ
মিলন) অ ৫১৮, (শ্রীবান্ধুদেব ঠাকুরের
মহিমা, অ ৫১২০-২৫, (ঠাকুর সহজে
মহাপ্রভুর বর্ণন) অ ৫২৬-৩১, (রথ-
যাত্রাদর্শনার্থ নীলাচলে গমন) অ ৮১৪

বিষ্ণুনাথ (গণেশ) অ ৫৫২৫,

বিজয় (মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী)
ম ৮১১৩

বিজয় দাস (আখরিয়া, 'রত্নবাহু')
(প্রভুর বৈভবদর্শন) ম ২৬৩৭
(‘আখরিয়া’ বলিয়া ঘোষণা) ম ২৬
৩৯, (করঙ্গে প্রভুর হস্ত স্পর্শ) ম
২৬৪০, (প্রভুর অপূর্ণ হস্ত দর্শনে
আনন্দ) ম ২৬৪৩, (হস্তস্পর্শে
চীৎকারোপক্রম ও প্রভুর নিবেদ)
ম ২৬৪৪, (হস্তায় ও মূর্ত্তা) ম ২৬
৪৬, ৪৭, (প্রভুর্ভুক্ত বিজয়ের হস্তার
কারণ বর্ণন) ম ২৬৫০, ৫১, (প্রভুর
বিজয়ের চৈতন্য সম্পাদন) ম ২৬৫৩,
(বিজয়ের সপ্তাহকাল অক্লান্ত ভাব)

ম ২৬৫৪-৫৬, ৫৭; (রথযাত্রাদর্শনার্থ
নীলাচলে গমন) অ ৮১৮

বিদর্ভ (রাজ) ম ১৮৭১, ১৪০ বিদর্ভের
নৃত্য (কল্লিগী) ম ১৮৭১, বিদর্ভের
বালা (ঐ) ম ১৮১৪০

বিজুর ম ১৫৫৫; (বিজুরের স্থানে ভগ-
বানের অন্ন ভিক্ষা) ম ২৬১১

বিজ্ঞানিধি ('পুণ্ডরীক' উভয়া) ম ৮
১১২; ১৩৩৩৭; অ ৮১২৪; ১০২৮-
২৯, ৩১, ৬৭-৬৯, ৭৭, ৮৪-৮৫, ১০১,
১০৩, ১০৯, ১১৬, ১২৩, ১২৭-১২৮,
১৩০, ১৩৬, ১৪২, ১৪৫, ১৬২, ১৬৫,
১৭৩

বিজ্ঞানচন্দ্র (সার্বভৌম-ভ্রাতা)

(মহাপ্রভুর ব্রহ্মাবনগমনার্থ গোড়া-
গমনকালে ভগ্নগৃহে অবস্থান) আ ১১
১৬৩ (স্বত্); (প্রভুর আগমন) অ
৩২৭৩, (প্রভুকে অভ্যর্থনা) অ ৩
২৭৫, ২৮১, ২৮৬, (নৌকা সংগ্রহ)
অ ৩৩১১, ৩১৪, ৩১৯, ৪৪, (প্রভুর
অদর্শনে বাচস্পতির ক্রন্দন) অ ৩
৩৪৬, (প্রভুর গোপনে স্থানত্যাগ-
বার্তা লোক সম্মুখে জ্ঞাপন) অ ৩৩৫১,
৩৫৪, ৩৫৬-৩৫৭, ৩৬০-৩৬২, ৩৬৯,
(কনৈক ভ্রাতৃগণের প্রভুর কুলিয়া
বিজয়ের কথা গোপনে নিবেদন) অ
৩৩৭১, (প্রভুর সংবাদ পাইয়া আনন্দ)
অ ৩৩৭৩, (প্রভুদর্শনার্থ কুলিয়া
যাত্রা) অ ৩৩৭৮, ৩৮১, ৩৯৪-৩৯৫,
৪০২-৪০৪, (লোকসম্মুখে দর্শনদান-
জন্ত প্রভুর নিকট প্রার্থনা) অ ৩
৪০৫

বিত্তবিশণ আ ২৫৭ ৪১৩৪

বিরজাদেবী (নীলাচলে হইতে ৮০মাইল
ব্যবধানে নাতিগরার) অ ২২৮৪

বিরিকি (গৌরীদেবীর ভক্তরূপে প্রণক-
া

বস্ত্রণ) আ ২১২২; (পাতিকীর্ণ-
মহিমা-কীর্ণ) ম ১৪২৭; (কৃষ্ণের
শ্রেষ্ঠ শ্রবণার্থ কৃষ্ণর প্রতিক্রো-
দীলা) অ ২০৮৫,

বিশারদ (মহেশ্বর বিশারদ) ম ২১১০;

অ ৩০২৬, ৪০০

বিশ্বকুসুম ম ১১২০

বিশ্বস্তর আ ১১৭, ১৫৪; ৩২৬; ৪১

৪২, ৫৪, ৫৮, ১১৮; ৫১১, ৩; ৬১২২;

৪২, ৪৮, ২২, ২৮, ১০২, ১০৭, ১১২,

১১৮, ১২১, ১২৭, ১২২; ৭১১, ৩৪,

৬৩, ৮৫, ১৪২, ১৬০; ২০৩; ১০১৪,

৩৫, ৭০; ১১১২; ১২১৭৬, ১৩০;

১৬১০-১৩১; ম ১১৭, ১২ ১৩,

১০৩, ১২০, ১২৫, ১৩৮, ১৭২, ১৭৬-

১৭৮, ১৮৬, ২৬৬-২৪৭, ২৭০, ২৭২,

২২১, ২২৩-২২৭, ৩১২, ৩১৬, ৩২০,

৩৪৭, ৪১৭, ৪১২, ২৪৭, ৫০, ৫৮,

৭৫, ৮২, ১২৫, ১৩০-১৩১, ১৪৩-

১৪৪, ১৫১, ১৫২-১৬০, ১৮৭, ২১৫,

২৫২, ২৬০, ২৭২, ৩০২, ৩০৪,

৩০৬, ৩০৮, ৩৩২; ৩২২, ৫২, ১৩৭,

১৭২, ১৮১; ৪১২, ২, ১৬, ২০-২১, ২৮-

২২, ৩৪; ৫২, ০, ১১-১২, ১৭, ১২,

৩৪, ৩৭, ৭৭, ৮২, ২০-২২, ১৭২,

১৮১, ১৬৪-১৬৫; ৬০৩, ৫৮, ২০,

১১৪, ১৩২, ১৫২, ১৬৪; ৭১২২,

১৩০; ৮১০, ২৮, ৪০, ৪৫, ৫১ ৫৩,

৮৬, ৯০, ৯৪, ৯৮, ১০৩, ১০৮, ১৪০

১৬৫-১৬৭, ১৭১. ১৭৬, ২০০, ২৭৭,

২৮১, ২৮৩; ২১৫৫, ১৭৭, ১ ০,

২০০, ২২৩, ২২৮; ১০৮, ১২, ১২,

৫৮, ৯০, ১১১, ১৬৫-১৬৭, ১৭৩, ২০০,

২৪৪, ২৬২, ২৮৬; ১১১, ৪, ১১, ১৪

২৫, ৩৫, ৬৭, ৮১; ১২১, ২; ১০১০,

৪, ৯০, ১১৩, ১৩৪, ১৩৬, ২১৬, ২২১,

২৩০, ২৩৭, ২৫০, ৩০১, ৩০৪, ৩১৪,

৩১৬, ৩২২, ৩৬২, ৩৭৬, ৩৭৯,

(ঠাকুর বিশ্বস্তর) ম ১৫১১; ১৬১১;

১৮, ২৭, ৫১, ৬১, ৮৭, ৯৭, ১২৫,

১৭১৩১, ৭২; ১৮২৮, ৭০, ১২০,

১২৩, ১৩৮, ১৫১, ২০৩, ২১০; ১২১১,

২, ৮, ১২, ২৭, ৪০, ৪৬, ৯৩, ১২২,

১২৭, ১৩০, ১৬৩, ১৬৭, ২২৩, ২২৭,

২২৯, ২৩১, ২৫২, ২৬৫, ২৬৬,

২০১৬, ২৩, ২৪, ৪৭, ৭২, ৮১, ৯২,

১০৩, ১১৪, ১২৭, ১৫২; ২১১, ৪,

৬, ২২-৩১, ৪৮' ৫২, ৬৬, ৭৬; ২২১৩

৭, ২৩, ৪৬, ৫১, ৯৩-৯৪, ৯৬ ৯৭,

১০০-১০২, ১১০, ১১১, ১২৬, ২৩১,

৩-৪, ৭, ৩৩, ৩৫, ৪০, ৫২, ১১৮,

১৫৬, ২৭১, ২২০, ২২২-২২৩, ৩৩১,

৩৭২, ৩৮২, ৪১৫, ৪২৮, ৪৩০, ৪৯০;

২৪৮, ২৭, ৩৯, ৫২, ৬৪; ২৫১২;

২৮১৩; ২৭১১, ২২, ৩৫, ২৮২, ৬২,

৮৪, ১২৫, ১৪২, অ ২৪২২; ৮১৩৪;

বিশ্বস্তর পণ্ডিত আ ১০৫৭, ৬৩;

বিশ্বস্তর রায় আ ১১১১৬; ৮১৫০;

১১৫১, ৬২; ম ১১৭১, ১০৫,

১৫১২; ১৬২, ১৮১৪; ২৩১৩৪,

২৫১৫ (শব্দ ক্রটব্য)

বিশ্বরূপ (সন্নাস-লীলা) আ ১১০১

(স্মৃতি); (আবির্ভাব) আ ২১-৪০-১৪১,

(বৈরাগ্য ও সন্ন্যাস-পরিদর্শিতা) আ

২১৪২; (অপ্রাকৃত প্রাকৃত) আ

৪১৫; ৫১২; মূলস্বর্গনির্ভ্যান্মহেশ্বর

অভিরপ্রাকশব্দগ্রহ মহানস্বর্গ তব,

সন্ন্যাসের কৃষ্ণভক্তিপর বাখ্যাত্য

বিশ্বরূপ-রূপ-দর্শনে ঠোঁটিক বিশেষ

বিশ্ব ও আলিঙ্গন, মর্মান্দ ও মানদখ্য

নিষ্কামানর্থ বিশ্বরূপ প্রভুর বিশ্রুকে

প্রণতি-ভক্তি-বস্ত্রবাদ ও কৃতীস্বার

রক্ষণার্থ অমুরোধ এবং পরিণেত

বিশ্রুতরণধারণ, বিশ্বরূপরূপমুখ বিশ্রু

পুনঃ রক্ষণালীকার) আ ৫১২-১১০

আ ৭১৮, (পরিচয় ও গুণগ্রাম) অ

৭১৯, (সন্ন্যাসের কৃষ্ণভক্তিপর ব্যাখ্যা

ও সন্ন্যাসের-বারা অমুরূপ শ্রবণ

কীর্ণ ও অমুরূপ কৃষ্ণানুগমন

আ ৭১০-১১১, (নিমাইন অলৌকিক

আচরণ দর্শনে বিশ্ব ও নিমাইন

কৃষ্ণ-জ্ঞান এবং তাঁহার তত্ত্ব ও লীলা

দেহ সঙ্গোপন) আ ৭১২-১১১

(সন্ন্যাস সৈবসঙ্গ কৃষ্ণনিবেশ

আ ৭১৬, (তৎকালীন ভোগ-প্রমা

সংসারে কৃষ্ণকীর্ণনাভাব-দর্শনে বিশ্ব

কণের দৃষ্টি) আ ৭১৭-২৬, (প্রভু

প্রভুত্ব) আ ৭১৮, (প্রতি

প্রভুত্ব অষ্টমভার গমন এবং

সন্ন্যাসের রক্ষণভক্তির বাখ্যাত্য

ঐশ্বর্যের তত্ত্ব বর্ণন আনন্দ ও স্বাভাবিক

কন ছাড়িয়া বিশ্বরূপকে আলিঙ্গন

পূরক বৈষ্ণবচার শিক্ষা-দান) আ

৭১২-৩১, (বিশ্রুপ-সঙ্গত্যাগে তত্ত্ব-

গণের অনিচ্ছা) আ ৭১৩, (ভোজ-

নর্থ আস্থান-কৃত লীলাভার

নিমাইনকে ঐশ্বর্য-সভার প্রেরণ,

নিমাইন প্রভু-সং গৃহে প্রত্যাবর্তন,

২২কালে মাগজ নিমাইন-দর্শনে তত্ত্ব-

গণের প্রেম-সমাধি) আ ৭১৪-৪২,

(পুনঃ ঐশ্বর্য-গণে আগমন)

আ ৭১৭, (গৃহস্থে বিরাগ ও নিরন্তর

কৃষ্ণকীর্ণসঙ্গ) আ ৭১৮-৭০,

(মাতাপিতার বিবাহোৎসব, তাহাতে

বিশ্রুপের মনোবেদনা ও সন্ন্যাস প্রেরণ-

সঙ্গ) আ ৭১৭-৭১, (বিশ্রুপই

বিশ্রুপ-চিত্তবেদ) আ ৭১২,

(সন্ন্যাস-লীলা এবং 'শব্দগ্রন্থ' নামে

প্রসিদ্ধি-লাভ) আ ৭৭২-৭৩, (বিশ্ব-
রূপের গূহ্যাগ্রফলে সগোষ্ঠী মিশ্র ও
শচীর ভরুপূত্রবিরহে ক্রন্দন) আ
৭৭৪-৭৫, (ভ্রাতৃবিরহে গৌরকৃষ্ণের
মুর্ছা লীলাভিনয়) আ ৭৭৫,
(শ্রীঅষ্টৈতাদিসকণেরই ক্রন্দন—নদীয়া
ক্রন্দনময়) আ ৭৭৪-৮২, (মিশ্র-
শচীর উচ্চৈঃস্বরে 'বিশ্বরূপ' বলিয়া
ক্রন্দন) আ ৭৭২, (মিশ্র-শচীর বিশ্ব-
রূপ-গুণ-স্বরূপ) আ ৭৮৮, (নিত্য-
নন্দাভিন্ন বিগ্রহ) আ ৭২৩, (বিশ্ব-
রূপ সন্ন্যাসলীলা-শ্রবণে কণ্ঠবন্ধ-মুক্তি)
আ ৭২৪, ভক্তগণের বিশ্বরূপসঙ্গাভাব-
জন্ম বিলাপ) আ ৭২৫, (বিশ্বরূপের
গূহ্যাগ্রাণি বিশ্বস্তরের চাক্ষু-
ত্যাগ) আ ৭১১৩, (নিমাহর-
শাস্ত্রাসুরাগ দর্শনে মিশ্রের শচীসমীপে
বিশ্বরূপ-দৃষ্টোজ্জ্বল) আ ৭১২৩৭
১২৪; (মহাসম্বরণ) অষ্টৈতকর্তৃক
বিশ্বরূপের পরিচয়দান) ম ২২১,
(শচীর নিত্যটিকে বিশ্বরূপ-রূপে
দর্শন) ম ১১৭২, ২২৩০,
(পরিচয়) ম ২২৬১, (পিতার
সহিত ভট্টাচার্য্য সত্যায় গমন)
ম ২২৬৪, (বিশ্বরূপ দর্শনে সত্যার
কৌতুক) ম ২২৬৫, (কোন পণ্ডিতের
বিশ্বরূপকে তাঁহার অধায়নের বিষয়
প্রশ্ন এবং বিশ্বরূপের উত্তর) ম ২২-
৬৭, ৬২, (পিতৃস্থানে তিরস্কার লাভে
পুনঃ সত্যাগমন) ম ২২৭৩ (সত্য
মাঝে বেদান্তসূত্র ব্যাখ্যা) ম ২২৭
(নবদ্বীপের তত্ত্বিশূদ্ধ অবস্থা দর্শনে
দ্রুত) ম ২২৮২, ৮৭; (অষ্টৈত-
সমীপে গমন ও তৎসঙ্গ-সুখ লাভ)
ম ২২৯০-২১, ২২, (অমূল্য
অষ্টৈতসঙ্গ) ম ২২১০৩, ১০৪,

(সন্ন্যাস গ্রহণ) ম ২২১০৫,
(শ্রীশঙ্করারণ্য নাম গ্রহণ) ম ২২১০৬,
(সন্ন্যাসগ্রহণে আইর দ্রুত) ম ২২১
১০৭, ১০৮, (শচীর-শ্রীনিত্যানন্দ)
ম ২২১৪১; বিশ্বরূপ ভগবান্ আ
৫৭২; ৭২; ম ২২৭৭; (শঙ্গ দ্রষ্টব্য)
বিশ্বামিত্র ম ৩৮৮;
বিম্বহরি—(মননাদেবী) আ ২৬৫;
১২১৮৭; আ ৪৪১৪।
বিষ্ণু আ ১৩৮, ১২০; ৩২৩; আ
৬৬০, (গঙ্গাঘাটে লীলাকালে মহা-
প্রভু আপনাকে 'বিষ্ণু' বলিয়া
প্রচার) আ ৬৬০-৬২, ৬৭, ১২২;
৭১০, ৬২, ১৬২, ১৭৭, ১৭৮, ১২১;
(মহাপ্রভুর লোকলিঙ্গার্থ যথাবিধি
বিষ্ণু পূজন) আ ৮৭৩, ৯২, ১৬৬;
৯৩১, ২৪, ২১১; ১১২৩, ১০৭,
১২৮১, স্বয়ং ভগবান্ মহাপ্রভুর
বিষ্ণুশ্রীলীলাগ্রহণে শ্রীকৃষ্ণবিচারে
পূজাদর্শপ্রচার) আ ১২১০০, ২০৭,
২১৪, ২২০, ২৩০, ২৬৮; ১৩২১,
২৩, (অনন্ত সংসারে বিষ্ণুভক্তিই
একমাত্র সত্য) আ ১৩১৭২, ১৪১
১৬৪, (মহাপ্রভুর বিষ্ণুপূজনলীলা)
আ ১৫১০২, ১৮৮, ১২৬, ১৬১৬,
৭৫, (বিষ্ণুনিদ্রা-শ্রবণে কুন্তীপাক
নরক লাভ) আ ১৬১৬৮, (বিষ্ণু-
বৈষ্ণবে নিরপরাধ ব্যক্তিরই কৃষ্ণ-
পাদপদ্মশ্রয় লাভ) আ ১৬২৩৪-
২৫৫, (বিষ্ণুভক্ত নীচকুলে উদ্ধৃত
হইলেও সর্বপুণ্য) আ ১৬২৩৮,
(বিষ্ণুভক্তিশূন্য জগতের অবস্থা-
দর্শন) আ ১৬২৫২-২৫৩, (মহাপ্রভুর
গয়াশিরে বিষ্ণুপদচিহ্ন পূজা-লীলা)
আ ১৭৭৮, জীবহিংসকের বিষ্ণুপূজা
নিষেধ) ম ৫১৪১, (প্রাকৃত বিষ্ণু-

পূজক) ম ৫১৪২; (অষ্টৈত কর্তৃক
মহাপ্রভুকে বিষ্ণু বলিয়া সম্বোধন) ম
৬১১২; ৯১৭, ১৮; ১২২৬; ১৫১
২২; ১৬৬৭, ১১৭; ১৮১৬২, ১৭০,
১৯৮; ১৯২১, ২৩, ৫০, ৫৭, ৯৩,
১০৩, ১১২, ১৮০, ২২০, ২৩৪, ২৫৬;
২০১০৩; ২১৪৭; ২২১৩, ৩৮,
৪১, ৫২, ৮১, ১৩৬, ২৩৫৪, ৪৪৫-
৪৪৬, ৫৮২; ২৪৪১, ৫৮, ৬৪, ৯২,
১০০; ২৫৮৬-৮৮, ২০-২১; ২৬২২;
২৮৭০; আ ১১১৬, ২৪২, ২৮০,
২৮৭, ২১৪৫; ৩৪২, ৪৫৭, ৪৭৫,
৫০৬ ৫০৭; ৪১৩০, ২৩২, ২৪৪,
৪০০, ৪০২, ৪১২, ৪১০-৪৩১, ৪৫২;
৬১১২; ৯৮৩, ৯৬-৯৮, ১০০, ১০৬,
১১৫, ৩১০, ৩১৮, (গুণবিতারগণ
মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচার) আ ৯৩১২,
(ভৃগুপ্রতি ব্যবহার ভৃগু-কর্তৃক বর্ণন)
আ ৯৩৬৯।

বিষ্ণুপ্রিয়া (পরিণয়) আ ১১১০ (সুত্র),
(আশৈশব আচরণ—প্রত্যহ ২১৩ বার
গঙ্গাশ্রয়, পিতৃ-মাতৃ-বিষ্ণুভক্তিমতী,
ঘাটে শচীমাতাকে দেখিয়া প্রণাম ও
শচীমাতার নিকট যোগ্যপতি লাভে
আশীর্বাদ লাভ) আ ১৫৪৬-৪৮,
(শচীমাতার বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে পূজ-
বধূরূপে বরণেচ্ছা, সনাতন মিশ্রেরও
ইচ্ছা নিমাইপণ্ডিতকে জামাতরূপে
বরণ, শচীমাতার কান্দীনাথ পণ্ডিতকে
সনাতনমিশ্রগৃহে পেরণ, কান্দীনাথের
মিশ্রসমীপে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-মিলন-
সম্বন্ধে প্রস্তাবনা, পাত্র ও পাত্রীর
যোগ্যতা-কথন, কৃষ্ণকল্লী-মিলনের
সহিত গৌরবিষ্ণুপ্রিয়া-মিলনের উপমা
প্রদান, সনাতনের সহর্ষে বিশ্বস্তর
পণ্ডিতকে কভানানে সম্মতিপ্রদান ও

স্বসোভাগ্য প্রদান) আ ১৫৪২-৬৪,
(পাঞ্জবুটীগণের কল্পাগৃহে আসিয়া
মহাশক্তি বিক্ষিপ্তার অধিবাসোৎসব
সম্পাদন) আ ১৫১০-৭, (বিবাহ-
বাসরে বিক্ষিপ্তাগৃহেও আনন্দোৎ-
সব, শচীমাতার জায় বিক্ষিপ্তা-
জননীও বিবিধ মঙ্গলিক অর্চন-
সম্পাদন) আ ১৫১২০, (গোষ্ঠি-
সময়ে প্রভুর কল্প-গৃহ আগমন, নানা
ভূষণে ভূষিত করিয়া আসনাক্রান্ত
বিক্ষিপ্তা দেবীকে বিবাহ-স্থলে
আনয়ন, অন্তঃপটের বাহিরে তাঁহার
স্বীয় প্রভুকে সন্তোষ প্রদক্ষিণান্তে
প্রণাম, স্তোত্রাচার ও বাদন, বিষ্ণু-
প্রিয়া দেবীর প্রভুকে মালাদান ও
আশ্বাসমর্পণ, প্রভুর ও স্বীয় কাস্তার
গলদেশে মালাপ্রত্যর্পণ, ঈশ্বর ও
ঈশ্বরীর পবনপরের প্রতি পুষ্প-নিষ্কেশ)
আ ১৫১৭০-১৭৮, (লক্ষ্মীগণ ও
প্রভুগণের পরস্পর প্রণয়-অঙ্গীবা)
আ ১৫১৮০-১৮১, (শ্রীমুখচন্দ্রিকার
পর শ্রীগৌরহৃদয়ের লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-
সহ উপবেশন) আ ১৫১৮৫; (শ্রীসনা-
তনমিত্রের যথাবিধি কল্পা-সম্প্রদান
কল্পা ও জামাতাকে যৌতুকদান,
কুশলিকা, লাক্ষ্যোম প্রভৃতি যাবতীয়
বৈদিক ও লোকাচার সম্পাদন,
নবদম্পতিকে বাসগৃহে আনয়ন,
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থান-ভেদে বৈবর্ত-
ধাম সনাতন-স্তবনে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার
ভোজন, বাসর গৃহে পুষ্পাধা) আ
১৫১৮৬-১২০; (রাজিপ্রভাতে
অজ্ঞাত লোকাচার সম্পাদন) আ
১৫১২৭, (মহাপ্রভুর স্বগৃহগমনার্থ-
লক্ষ্মী-সহ দোলার আরোহণ) আ
১৫১২০২, (পশ্চিমধ্যে দর্শকগণের

বিভিন্নদর্শন বর্ণন) আ ১৫১২০৪-২০৮,
(লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গলদৃষ্টিপাতে
নদীয়ার পরগুণভোদয়) আ ১৫১২১০,
(লক্ষ্মী-কৃষ্ণের গৃহপ্রবেশ) আ ১৫১২১২,
(লক্ষ্মী-নারায়ণের আগমনে অরুণনি)
আ ১৫১২১৪; ম ২৮১১

বুদ্ধ (ব্রহ্মাদির শচীগর্ভস্থিতিকালে অবতারা
গৌরহরির বুদ্ধাবতারলীলা কথন)
আ ১১৭৭৪; অ ১১২৫২

বুদ্ধিমন্তধাম (প্রভুর প্রেমবিকারকে
ব.যু.ব্যাদি জ্ঞানে তন্নিবারণার্থ সগোষ্ঠী
প্রভুগৃহে আগমন) আ ১২১৭২,
(মহাপ্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহোপলক্ষে
যাবতীয় ব্যয়-নিরূপণ অঙ্গীকার)
আ ১৫১৮২, (মহাসমারোহের সহিত
প্রভু-বিবাহ সম্পাদনাকার) আ
১৫১৭১-৭২, (প্রভুর কল্প-গৃহে যাত্রা-
কালে বুদ্ধিমন্তধামের বরদোলানয়ন
ও অপরূপসমারোহের আরোহণ) আ ১৫
১০৭, ১৪৫, (মহাপ্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া-
সহ গৃহে আগমন এবং বুদ্ধিমন্তধামকে
কৃপালিঙ্গন প্রদান, তাহাতে শ্রীবুদ্ধি-
মন্তের আনন্দ) আ ১৫১২০; ম
৮১১০, (প্রভুসঙ্গে অলক্ষীভা)
ম ১০৩০৩৬; ১৮১৭, ১০-১৪, ১৬;
(রথযাত্রাদর্শনার্থ নীলাচলে আগমন)
অ ৮১০

বুদ্ধাঙ্গুর অ ১১২৫৭

বুদ্ধাবলম্বন (পূর্ণচন্দ্রদর্শনে নিমাইর
কল্পভাবোদয়) আ ২১২১৫

বুদ্ধাবলম্বন (শ্রীকনিষ্ঠানন্দ হঠাতে
গৃহরচনার আদেশলাভ) আ ১৮০,
২১২১১, ২১৬, ২২২, ২২৮, ২০৪,
(নিত্যানন্দনিকের প্রতি নিত্যানন্দ-
ভৃত্যের—মতকপাদম্পর্ক অর্পিতকী
কৃপা) আ ২১২২৫; ১৭১৫৮; ম ১১১

৬৩; ১৮১২২৩; ২০৫২২ এবং অ ৮১
১০৭; (চৈত্যানন্দরূপে নিত্যানন্দের
গ্রহকারের স্বরূপে গৌরলীলাবর্ণনার্থ
প্রেরণা) আ ১৭১৫৪-১৪৬; (এই গ্রহ-
রচনারগ্রহকারের নিত্যানন্দাঙ্গা লাভ)
ম ২১০৪২, (গ্রহকারের জননী নারায়ণীর
শ্রীচৈতন্তের ভোজনাবশেষ গ্রাণি)
ম ১০১২২১-২২৪; ২০১২২০; ২৭১
৩৫; (নিত্যানন্দদেশে গ্রহকারের
চৈতন্তচরিতরচনা) ম ২৮১৮৪;
(গ্রহকার ঠাকুর বৃন্দাবনের আপনাকে
শ্রীনিত্যানন্দের "সর্বশেষভৃত্য" ও
"অবশেষ পাত্র নারায়ণী-গর্ভজাত"-
রূপে পরিচয় প্রদান) অ ১৭১৭৭-৭৫৮
বৃহস্পতি আ ১১৪; ৭১১২২; (মহাপ্রভুর
নদীয়ার বিভাবিলাস-লীলার সাহায্যার্থ
শিশু নববোপে আবির্ভাব) আ ৮১
৬৬; ১০১৫; ১১১১১; ১২১৫৮,
(নিমাইপণ্ডিত-সহ উপমায় অযোগ্য,
যেহেতু তিনি মাত্র দেবগণের পক্ষা-
বলী; প্রভু সবার পক্ষ, সবার সহায়)
আ ১২১২৫২-২৬০; (পরবিজ্ঞাপতি
মহাপ্রভুসহ দেবগণ বৃহস্পতি উপমিত
হইবার যোগ্য নহেন) আ ১৭১৭৪-৭৫
বেগ (ঈশ্বরকর্তৃক পূর্ণনাশ) আ ১০৪৬
বেদব্যাস (গৌরলীলাবর্ণনকারী) আ
১১৫০, ১৮০, ১৭১৬৩; ম ১০৩০২;
(বেদব্যাসপ্রবর্তিত ভক্তিবিশিস্ত
গোবিন্দ ও তদনুগগণে লাক্ষ্য ভাবে
প্রকটিত) ম ১৮১৫৫; ২০১৫০;
(প্রভুর সমাস-লীলার পূর্ণ বর্ণনাকারী)
ম ২৮১৬৫, ১৬৬, ১৮৬; অ ২১৭৮,
১১০, ৪২২; ৩৫১৭; ৪১২০০, ৩০৩,
১৭১৫৬; (শ্রীব্যাসদেবই শ্রীমদ্ভাগবত-
এ শ্রীমদ্ভাগবতের মিলনানন্দ বর্ণনে
সমর্থ) অ ৮১৭৪

মহোদয় (নিত্যানন্দ-পার্বদ) অ ৫৭৫২
মহীতি (প্রজাপতি) অ ৬৭২

মহাচণ্ডী ম ১৮১৪২

মহাদেব (সদাশিব ভব—শ্রীঅবৈত)
অ ৪৪৭১ ; (নাপ-হলে 'অনন্ত,
দেবকে ধারণ) অ ৭৬২

মহাভারতীয়ী ম ১৮২০৪

মহাশঙ্কু আ ৩৮০ ; ৮১৬৭, ১৫৩,
১২৫, ১৭৭, ১৮০ ; ১১০, ২৫০ ;
১২১১৪, ১২০, ১০৪, ২৫০-২৫৪ ;
১০১৮০ ; ১৫১০ ; ১৭৭৭, ৮০, ১১৪-
১১৫, ১০৭ ; ম ১৪৭, ১০০ ;
১০১৫৮, ১২৪ ; ১০১১৪ ; ১৪১২ ;
১৫১৮ ; ১৭১৭ ; ১৮১৪৭, ১৬৫,
১৮০ ; ১২৫২, ১২২, ২১৫ ; ২০৫,
২২, ৭৬, ১০১ ; ২১১০ ; ২০২২২
২৬৭, ২৮৫, ৪১৭, ৪২৫, ৪৪১ ;
২৫১৬, ৫১, ৫০ ; ২৬১০, ৩৫, ২৪-২৫ ;
অ ১৭৫, ১০২, ২৪২ ; ২১২০, ২১,
৭২, ৮১, ১১০, ১৪০, ১৪৭১৪৮,
১৬০, ১২০, ২৮০, (দেবকীনন্দন)
৩০৮ ; ৩২৪১, ২৫০, ৪১৩, ৪০১,
৪৪১ ; ৪৮৪, ১১০, ১২৭, ২৮৪,
৩০৫, ৫৫১, ৪৭০, ৪২২, ৪০১-৪০২,
৫০৪ ; ৬২, ১৪০ ; ৭১২০, ১৫১ ;
২০৫, ২০৫, ২৪১, (নারায়ণ) ৩৪৮ ;
১০৫৮

মহাভারতা (কংসবকনাকারিণী) মা
২২০ ; "মহেশমোহিনী মহাভারতা"
ম ১৮১০৮ ; "জগতজননী মহাভারতা"
ম ১৮১৬৭

মহাভোগেশ্বরী ম ১৮১০২

মহাভগবতী ম ১৮১২৭, ১৬০

মহাভগবতেশ্বরী আ ১৬৭ ; ম ১১১৬ ;
২০৪২ ; অ ৪৩০১ ; ৫৪৮৬

মহেশ (শিব), (লক্ষণ-গণকীর্তনেই

শিবের সন্তোষ) আ ১১২ ; ৬৬৬ ;
ম ১০১৪৩ ; (গৌর-প্রেমে নৃত্য)
ম ১৪৪১ ; ১৮১২৮ ; অ ৪৪৭০,
(সদাশিব ভব) অ ৪৪৭২, (জগুর
শিব-পরীক্ষা) অ ২০৩৬

মহেশ (ওট্রদেশে শ্রীযুষ্টি-স্থাপিত
অর্চা) অ ২১২২

মহেশ-পার্বতী (শ্রীশৈল অর্চামূর্তিতে
অবস্থান ও শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা-লাভ)
আ ২১০০-১০৪

মহেশ পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-পার্বদ) অ
৫৭৭৪

মহেশ্বর (শিব) আ ৮১১৮ ; ম ৫১২২ ;
১৮১৬২ ; ২৩০৩০ ; অ ২৩০১, ৩৩৩,
৩৮৭ ; ৪০৩৮ ; ৫০৪১ ; ২০১৮,
৩১২, ৩৩০-৩৩৪, ৩৬২

মহেশ্বর (মহাপ্রভু) ম ২৮১০ ; অ
১২৫২ ; (নিত্যানন্দ) অ ৫৪৮৬

মহেশ্বর বিশারদ (পার্বতী-ম-পিতা)
ম ২১৬

মহেশ্বরী (পার্বতী ; জগুর প্রতি কৃষ্ণ
শিবকে নিবারণ) অ ২০৪৪

মাধব (বিষ্ণু) (গৌরনিত্যানন্দ-পুত্র
সহিত মাধব-লক্ষণের পূজোপমা) ম
৪৫৮

মাধব ঘোষ (পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ
কীর্তনীয়) অ ৫২৫৭, (নিত্যানন্দ
প্রভুর আগমনে কীর্তন) অ ৫২৫২,
৩৭২ ; মাধবানন্দ ঘোষ (দান-
ধন গান) অ ৫০৭৮, (নিত্যানন্দ-
পার্বদ) অ ৫৭৫০

মাধব মিশ্র (গদাধর পণ্ডিতের পিতা)
ম ৭৫৪, ১১৪ ; মাধবানন্দ (গদাধর
পণ্ডিত গোষ্ঠী) ম ১৮১১২ ; ২৩
২৭২

মাধবেন্দ্র পুরী (নিত্যানন্দ-সহ মিলন

আ ২১৫৪, (সাহচর্য পুরী-মাধাব্য)
আ ২১৫৫-১৫৬, (শ্রীঅবৈতাচার্য-
গুরু) আ ২১৫৭, (শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভু ও পুরীপাদের মিলনে প্রেমমূর্ত্তি)
আ ২১৫৮-১৫৯, ('ভক্তিরসের আদি
হৃতধার' বলিয়া গোরাঙ্কি) আ ২১
১৬০, (পুরীপাদ ও নিত্যানন্দ প্রভুর
প্রেমবিহ্বলতা-দর্শনে শ্রীঈশ্বর পুরী
প্রভৃতির প্রেম-ক্রন্দন) আ ২১৬১,
(শ্রীনিতাই ও পুরীপাদের প্রেম-
বিকার) আ ২১৬২-১৬৫, (দুইদেহে
শ্রীচৈতন্যদেবের বিচার) আ ২১৬৫,
(শ্রীনিত্যানন্দের পুরী-মাধাব্য-বর্ণন-
মুখে 'পুরীসকলভেদে তীর্থভ্রমণের ফল'
বলিয়া কথন) আ ২১৬৬-১৬৭,
(শ্রীনিত্যানন্দপ্রতি পুরীপাদের গাঢ়
প্রেম) আ ২১৬৮ ১৬৯, (শ্রীঈশ্বরপুরী,
ত্র্যম্বকপুরী প্রভৃতির নিত্যানন্দ-
রতি) আ ২১৭০, (নিত্যানন্দমিলনে
সর্বত্র কৃষ্ণপ্রেমিকের অদর্শনজন্য
হৃৎখের লাঘব) আ ২১৭১-১৭৩,
(নিত্যানন্দ-সঙ্গে কৃষ্ণকথারূপে ভ্রমণ)
আ ২১৭৪, (অপৌকিক প্রেম—মেঘ-
দর্শনে চেতন-রাহিত্য) আ ২১৭৫,
(হরিরসমিরামভাতিমত) আ ২১৭৬-
১৭৭, (উভয়ের প্রেম-চোটা দর্শনে
শিষ্টগণের নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন) আ
২১৭৮, (কৃষ্ণপ্রোধানন্দে বাহুবিস্তৃতি)
আ ২১৭৯, (নিত্যানন্দ-সহ পুরী-
পাদের কৃষ্ণকথালাপ কৃষ্ণব্যতীত
অস্ত্রের ছজের) আ ২১৮০, (পরম্পর
পরম্পরের বিরহ-সহনে অসমর্থ) আ
২১৮১, (পুরীপাদের নিত্যানন্দ-
ভুক্তি) আ ২১৮২-১৮৬, (নিত্যানন্দে
নিহিত্য শ্রীতি) আ ২১৮৭,
(শ্রীনিত্যানন্দের মাধবেন্দ্রপ্রতি গুরু-

বসোভাগ্য প্রধাপন) আ ১৫৪২-৬৪,
(পাঙ্গুটীগণের কল্পগুহে আসিয়া
মহালক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়ায় অধিবাসোৎসব
সম্পাদন) আ ১৫১০-১৭, (বিবাহ-
বাসরে বিষ্ণুপ্রিয়াগৃহেও আনন্দোৎ-
সব, শচীমাতার জ্ঞান বিষ্ণুপ্রিয়া-
জননীও বিবিধ মাসনিক অহুষ্ঠান-
সম্পাদন) আ ১৫১২০, (গোয়ালি-
নগরে প্রভুর কল্প-গৃহ আগমন, নানা
ভূষণে ভূষিত করিয়া আসনাক্রান্ত
বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীকে বিবাহ-স্থলে
আনয়ন, লক্ষ্যপটের বাহিরে তাঁহার
যীর প্রভুকে সপ্তদ্বার প্রদক্ষিণান্তে
প্রণাম, জালাচার ও বাদন, বিষ্ণু-
প্রিয়া দেবীর প্রভুকে মালাদান ও
আশ্বসমর্পণ, প্রভুরও যীর কাত্যার
গলদেশে মালাপ্রত্যর্পণ, ঈশ্বর ও
ঈশ্বরীর পবনপের প্রতি পুষ্প-নিকেশ)
আ ১৫১৭০-১৭৮, (লক্ষ্মীগণ ও
প্রভুগণের পরস্পর প্রণয়-জগীষা)
আ ১৫১৮০-১৮১, (শ্রীমুখচন্দ্রকার
পর শ্রীগৌরচন্দ্রের লক্ষ্মী শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া-
সহ উপবেশন) আ ১৫১৮৫; (শ্রীদনা
তনমিত্রের স্বধাবিধি কল্প-সম্পাদন,
কল্পা ও জামাতাকে বৌকুসদান,
কুশভিক্তা, লাক্ষ্যহোম প্রভৃতি বাবতীয়
বৈদিক ও লোকাচার সম্পাদন,
নবম্পত্তিকে বাসরগৃহে আময়ন,
গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার অবস্থান-চেষ্টা বৈকুণ্ঠ-
ধাম সনাতন-তবনে গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার
ভোজন, বাসর গৃহে পুষ্পাধা) আ
১৫১৮৬-১২০ ; (রাজপ্রভাতে
অজ্ঞাত লোকাচার সম্পাদন) আ
১৫১৯৭, (মহাপ্রভুর বগুংগমনার্ধ-
লক্ষ্মী-সহ দোলাহ আরোহণ) আ
১৫২০২, (পবিত্রধো দর্শকগণের

যিতিদর্শন বর্ণন) আ ১৫২০৪-২০৮,
(লক্ষ্মী-নারায়ণের মঙ্গলদৃষ্টিপাতে
নদীয়ার দর্শকভোদন) আ ১৫২১০,
(লক্ষ্মী-কৃষ্ণের গৃহপ্রবেশ) আ ১৫২১২,
(লক্ষ্মী-নারায়ণের আগমনে অরুণনি)
আ ১৫২১৪ ; ম ২৮১১

বুদ্ধ (ব্রহ্মাদির শচীগর্ভস্থতিকালে অবতারা
গৌরহরির বুদ্ধাবতারলীলা কখন)
আ ২১৭৪ ; অ ১২৫২

বুদ্ধিমত্তাধাম (প্রভুর প্রেমবিকারকে
ব.যুব্যাধি জ্ঞানে তমিবারণার্থ সগৌড়ী
প্রভুগৃহে আগমন) আ ১২৭২,
(মঙ্গ প্রভুর দ্বিতীয়বার বিবাহোপলক্ষে
বাবতীয় বায়-মির্জাহাথ অঙ্গীকার)
আ ১৫১৮২, (মহাসমারোহের সহিত
প্রভু-বিবাহ সম্পাদনাকার) আ
১৫১৯১-৯২, (প্রভুর কল্প-গৃহে যাত্রা-
কালে বুদ্ধিমত্তাধামের বরদোলানয়ন
ও অপরূপসমারোহের আরোহণ) আ : ৫
১০৭, ১৪৫, (মঙ্গ প্রভুর বিষ্ণুপ্রিয়া-
সহ গৃহে আগমন এবং বুদ্ধিমত্তাধামকে
কৃপালিন্দন প্রদান, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণ-
মত্তের আনন্দ) আ ১৫২২০ ; ম
৮১১০, (প্রভুদকে অলক্ষ্যী)
ম ১০৩০৬ ; ১৮৭, ১০-১৪, ১৬ ;
(রথযাত্রাদর্শনার্থ নীলাচলে আগমন)
অ ৮১০

বুদ্ধপ্রভুর অ ১২৫৭

বুদ্ধাবলচন্দ্র (পূর্ণচন্দ্রদর্শনে নিমাইর
কল্পভারোহণ) আ ২১২৫

বুদ্ধাবলচন্দ্র (শ্রীকৃষ্ণনিত্যানন্দ হঠতে
গ্রহরচনার আদেশলাভ) আ ১৮০,
২১২১, ২১৬, ২২২, ২২৮, ২৩৪ ;
(নিত্যানন্দনিকের প্রতি নিত্যানন্দ-
ভৃত্যের—মতকপাধম্পর্কণ অট্টেতু
কৃপা) আ ২১২২৫ ; ১৭১৫৮ ; ম ১১১

৬৩, ১৮২২৩ ; ২৩৫২২ এবং অ ৬
১৩৭ ; (চৈতন্যচন্দ্রের নিত্যানন্দের
গ্রহকারের স্বদয়ে গৌরলীলাবর্ণনার্থ
প্রেরণা) আ ১৭১৪৫-১৪৬ ; (এই-প্র-
রচনারগ্রহকারের নিত্যানন্দাঙ্গীকার)
ম ২১০৪২, (গ্রহকারের জননী নারায়ণীর
শ্রীচৈতন্যের ভোজনাবশেষ গ্রাণ্ডি)
ম ১০২২১-২২৪ ; ২৩২২৩ ; ২৭১
৩৫ ; (নিত্যানন্দাদেশে গ্রহকারের
চৈতন্যচরিতরচনা) ম ২৮১৮৪ ;
(গ্রহকার ঠাকুর বুদ্ধাবনের আগমনকে
শ্রীনিত্যানন্দের "সর্বশেষভূক্তা" ও
"অবশেষ পাঙ্গু নারায়ণী-গর্ভভাত"-
রূপে পরিচয় প্রদান) অ ৫৭৫৭-৭৫৮
বুদ্ধম্পত্তি আ ৩১৪ ; ৭১১২৭, (মহাপ্রভুর
নদীয়ার বিভাবিলাস-লীলার সাহায্যার্থ
সমিষ্ট নববীপে আবির্ভাব) আ ৮১
৬৬ ; ১০১৫ ; ১১১১, ১২৫৮,
(নিমাইপণ্ডিত-সহ উপমার অবগো,
যেহেতু তিনি মাত্রে দেবগণের পক্ষা-
বল্যী ; প্রভু সবার পক্ষ, সবার সহায়)
আ ১২২৫২-২৬০ ; (পরবিজ্ঞাপতি
মহাপ্রভুগৃহে দেবগণ বুদ্ধম্পত্তি উপমিত
হইবার বোণা নহেন) আ ১০৭৪-৭৫
বেগ (ঈশ্বরকর্তৃক পূর্ণনাশ) আ ১০৪৬
বেদব্যাস (গৌরলীলাবর্ণনকারী) আ
১১৫০, ১৮০, ১৭৬৩ ; ম ১০৩০২ ;
(বেদব্যাসপ্রবর্তিত ভক্তিরহিসমূহ
গৌরাক ও তদনুগগণে লাক্ষ্য ও জ্ঞানে
প্রকটিত) ম ১৮১৪৫ ; ২৩১৫০ ;
(প্রভুর সমাধি-লীলার পূর্ণ বর্ণনাকারী)
ম ২৮১৬৫, ১৬৬, ১৮৬ ; অ ২৭৮,
১১৩, ৪২২ ; ৩৫১৭ ; ৪১০০, ৪০৬ ;
৫৭৫৬ ; (শ্রীবাসুদেবই শ্রীমদ্রাজপ্রভু
ও শ্রীঅষ্টোচাধার মিলনানন্দ বর্ণনে
সমর্থ) অ ৮৭৪

মহোদর (নিত্যানন্দ-পার্বদ) অ ৫৭৫২
 মরীচি (প্রজাপতি) অ ৬৭২
 মহাচণ্ডী ম ১৮১৪২
 মহাদেব (সদাশিব তত্ত্ব—শ্রীঅষ্টৈত)
 অ ৪৪৭১ ; (নাগ-হলে 'অনন্ত,
 দেবকে ধারণ) অ ৭৬২
 মহামায়ারঙ্গী ম ১৮১২০৪
 মহাপ্রভু আ ৬৮৩ ; ৮১৬৭, ১৫৩,
 ১৬৫, ১৭৭, ১৮৩ ; ২১০, ২৩৩ ;
 ১২১১৪, ১২০, ১৩৪, ২৫৩-২৫৪ ;
 ১০১৮০ ; ১৫১৩ ; ১৭৭৭, ৮০, ১১৪-
 ১১৫, ১৩৭ ; ম ১৪৭, ১৩০ ;
 ১০১৫৮, ১২৪ ; ১৩১১৪ ; ১৪১১২ ;
 ১৫১৮ ; ১৭১১৭ ; ১৮১৪৭, ১৬৫,
 ১৮৩, ১৯১৫২, ১২২, ২১৫ ; ২০১৫,
 ২২, ৭৬, ১০১ ; ২২১১৩ ; ২৩২১২
 ২৬৭, ২৮৫, ৪১৭, ৪২৫, ৪৪১ ;
 ২৫১৬, ৫১, ৫৩ ; ২৬১৩, ৩৫, ২৪-২৫ ;
 অ ১৭৫, ১৩২, ২৪২ ; ২১২০, ২১,
 ৭২, ৮১, ১১৩, ১৪৩, ১৪৭১৪৮,
 ১৬৩, ১২০, ২৮০, (দেবকীনন্দন)
 ৩৩৮ ; ৩২৪১, ২৫০, ৪১৩, ৪৩১,
 ৪৪১ ; ৪৮৪, ১১০, ১২৭, ২৮৪,
 ৩০৫, ৩৫১, ৪৭০, ৪৯২, ৫০১-৫০২,
 ৫০৪ ; ৬১২, ১৪০ ; ৭১২০, ১৫১ ;
 ৯৪৫, ২০৫, ২৪১, (নারায়ণ) ৩৪৮ ;
 ১০১৫৮
 মহামায়ী (কসেবকনাকারিণী) মা
 ২১২০ ; "মহেশমোহিনী মহামায়ী"
 ম ১৮১১৩৮ ; "জগতজননী মহামায়ী"
 ম ১৮১১৬৭
 মহাযোগেশ্বরী ম ১৮১৩২
 মহালক্ষ্মী ম ১৮১১২৭, ১৬৩
 মহাধর (শৈবদেব) আ ১৬৭ ; ম ১১১২৬ ;
 ২৭৪২ ; অ ৪৩০১ ; ৫৪৮৬
 মহেশ (শিব), (সর্গ-গণকীর্তনেই

শিবের সন্তোষ) আ ১১২ ; ৬৬৬ ;
 ম ১০১৪৩ ; (গৌর-শ্রেমে নৃত্য)
 ম ১৪৪১ ; ১৮১২৮ ; অ ৪৪৭০,
 (সদাশিব তত্ত্ব) অ ৪৪৭২ ; (জুগুর
 শিব-পরীক্ষা) অ ২৩০৬
 মহেশ (ওচুদেবে শ্রীমুখিষ্ঠির-স্থাপিত
 অর্জা) অ ২১৫২
 মহেশ-পার্বতী (শ্রীশৈলে অর্জামুর্তিতে
 অবস্থান ও শ্রীনিত্যানন্দ-কৃপা-লাভ)
 আ ২১৩০-১৩৪
 মহেশ পণ্ডিত (নিত্যানন্দ-পার্বদ) অ
 ৫৭৪৪
 মহেশ্বর (শিব) আ ৮১১৮ ; ম ৫১২২ ;
 ১৮১৬২, ২৩৩৩০ ; অ ২১৩১১, ৩৩৩,
 ৩৮৭ ; ৪৩০৮ ; ৫৩৪১ ; ২৩১৮,
 ৩১২, ৩৩৩-৩৩৪, ৩৬২
 মহেশ্বর (মহাপ্রভু) ম ২৮১৩ ; অ
 ১২৫১ ; (নিত্যানন্দ) অ ৫৪৮৬
 মহেশ্বর বিশারদ (সার্কভৌম-পিতা)
 ম ২১১৬
 মহেশ্বরী (পার্বতী ; জুগুর ঐতি ক্রুদ
 শিবকে নিবারণ) অ ২৩৪৪
 মাধব (বিষ্ণু) (গৌরনিত্যানন্দ-পূজার
 সহিত মাধব-শঙ্করের পূজোপমা) ম
 ৪১৫৮
 মাধব ঘোষ (পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ
 কীর্তনীয়) অ ৫১২৫৭, (নিত্যানন্দ
 প্রভুর আগমনে কীর্তন) অ ৫১২৫২,
 ৩৭২ ; মাধবানন্দ ঘোষ (দান-
 ধন গান) অ ৫১৩৭৮, (নিত্যানন্দ-
 পার্বদ) অ ৫১৭২০
 মাধব মিত্র (গদাধর পণ্ডিতের পিতা)
 ম ৭৫৪, ১১৪ ; মাধবানন্দ (গদাধর
 পণ্ডিত গোবামী) ম ১৮১১১২ ; ২৩১
 ২৭২
 মাধবেন্দ্র পুরী (নিত্যানন্দ-সহ মিলন

আ ২১৫৪, (সাহচর পুরী-মাধব)
 আ ২১৫৫-১৫৬, (শ্রীঅষ্টৈতাচার্য-
 গুরু) আ ২১৫৭, (শ্রীনিত্যানন্দ
 প্রভু ও পুরীপাদের মিলনে প্রেমমূর্ত্তা)
 আ ২১৫৮-১৫৯, ('ভক্তিরসের আদি
 হৃদধার' বলিয়া গৌরোক্তি) আ ২১
 ১৬০, (পুরীপাদ ও নিত্যানন্দ প্রভুর
 প্রেমবিহ্বলতা-দর্শনে শ্রীঈশ্বর পূর্বা
 প্রকৃতির প্রেম-কলন) আ ২১৬১,
 (শ্রীনিতাই ও পুরীপাদের প্রেম-
 বিকার) আ ২১৬২-১৬৫, (ইদেহে
 শ্রীচৈতন্যদেবের বিচাব) আ ২১৬২,
 (শ্রীনিত্যানন্দের পুরী-মাধব-বর্ণন-
 মুখে 'পুরীসকলাভই তীর্থভ্রমণের ফল'
 বলিয়া কথন) আ ২১৬৬-১৬৭,
 (শ্রীনিত্যানন্দপ্রতি পুরীপাদের গাঢ়
 প্রেম) আ ২১৬৮ ১৬৯, (শ্রীঈশ্বরপূর্বা,
 ব্রহ্মানন্দপূর্বা প্রকৃতিব নিত্যানন্দ-
 রতি) আ ২১৭০, (নিত্যানন্দমিলনে
 সর্গের কৃষ্ণপ্রেমিকের অদর্শনজ
 হৃৎখের লাঘব) আ ২১৭১-১৭৩,
 (নিত্যানন্দ-সঙ্গে কৃষ্ণকথারূপে ভ্রমণ)
 আ ২১৭৪, (অলৌকিক প্রেম—মেঘ-
 দর্শনে চেতন-রাহিত্য) আ ২১৭৫,
 (হরিরসমদির্যমদ্যভিমত্ত) আ ২১৭৬-
 ১৭৭, (উভয়ের প্রেম-চেষ্টা দর্শনে
 শিষ্যগণের নিরন্তর কৃষ্ণকীর্তন) আ
 ২১৭৮, (কৃষ্ণপ্রেমানে বাহুবিস্তৃতি)
 আ ২১৭৯, (নিত্যানন্দ-সহ পুরী-
 পাদের কৃষ্ণকথালাপ কৃষ্ণবাতীত
 অন্তের হৃৎকোর) আ ২১৮০, (পরম্পর
 পরম্পরের বিরহ-সহনে অসমর্থ) আ
 ২১৮১, (পুরীপাদের নিত্যানন্দ-
 ভক্তি) আ ২১৮২-১৮৬, (নিত্যানন্দে
 নিরন্তর শ্রীতি) আ ২১৮৭,
 (শ্রীনিত্যানন্দের মাধবেন্দ্রপ্রতি গুরু-

বুদ্ধি) আ ১১৮৮, (শ্রীপুরীপাদের
সরস্ব দর্পনে এবং শ্রীনিত্যানন্দের
সেতুবন্ধ-বাঁজা) আ ১১৮৯-১১৯১,
(নিত্যানন্দ-বিরহ) আ ১১৯২, (নিত্যা-
নন্দ-সহ মিলনপ্রবেশে শুভবুদ্ধ প্রেম-
লাভ) আ ১১৯৩; (শ্রীকৃষ্ণপুরীপাদের
ঐক্যাত্মিক গুরুসেবার সঙ্কটে শ্রীপুরী-
গোবিন্দীয় শ্রীকৃষ্ণপুরীপাদকে তাঁতার
সমস্ত প্রেমসম্পত্তির উত্তরাধিকার
প্রদান) আ ১১১২৫, অ ১৫২,
১৭২, ১৭৮; ৪১৩৭-৩২২, ৪০১, ৪০৩,
(মহাপ্রভুর প্রকটনোদার পূর্বে দেশের
কৃষ্ণবহির্ভূত অবস্থা), অ ৪১০, ৪২০,
(তদানীন্তন অবস্থা দর্পনে হুঃখ) অ ৪১
৪২৫, (অবৈত্যাচারেণ গৃহে আগমন)
অ ৪১৪৩৩, ৪০৫, (কৃষ্ণোদ্যোপনা ও মুক্তি)
অ ৪১৪৩৭, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৬, ৫০৭;
মাধবপুরী আ ১১১৮-১৫২; অ ৩
১৭৮; ৪১৩২৭, ৪২০, ৪২৫, ৪৩৭,
৪৪১, ৫০৭; মাধববেশ অ ৩৫২,
১৭২; ৪১৩২৮, ৪০৩, ৪১০, ৪৪০,
৫০৬, ৫০৮; মাধববেশ মহানন্দ
অ ৪১৪৩৩

মাধা (মাধাই) ম ১৩২৮-২৯

মাধাই (মহাপ্রভুর কৃপালাভ) আ ১১
১২৫ (হুঃখ); ম ১৩২৮, ২৯,
(গঙ্গাদাস ও শ্রীনিবাসের প্রভুসমীপে
জগাই-মাধাইর পরিচয় প্রদান)
ম ১৩১২২-১২৫; (নিত্যানন্দের
পরিচয়-জিজ্ঞাসা) ম ১৩১৭৪,
নিত্যানন্দশিরে মুটকী আঘাত) ম ১৩
১৭৮, (মহাপ্রভুর আহুত চক্র দর্পন)
ম ১৩১৮৬, (চক্র হইতে রক্ষাভি-
প্রায়ে নিতাইর প্রভুসমীপে নিবেদন)
ম ১৩১৮৮, (মাধাইর চরিত্র) ম ১৩
২০০, (জগাইর মঙ্গল লাভ দর্পনে

চিত্তপরিবর্তন) ম ১৩২০১, (প্রভুসহ
প্রতিবাদ) ম ১৩২০৬, (প্রভুর আদেশে
নিতাইর চরণ ধারণ) ম ১৩২১৪,
(নিতাই-কৃপা লাভ) ম ১৩২১৯-২২০,
(গৌরের মাধাইকে আলিঙ্গনদানে
নিতাইকে আদেশ) ম ১৩.২২১,
(নিতাইর আলিঙ্গন লাভ ও সর্ববন্ধন-
মুক্তি) ম ১৩২২২-২২৩, (পাপনিবৃত্ত
হইতে মঙ্গীকার) ম ১৩২২৫, (কৃপা-
প্রাপ্তিতে আনন্দ-মূর্ত্তি) ম ১৩২২২,
(প্রভুর গৃহভাস্তরে প্রবেশ) ম ১
২৩৫, (সপার্বর্ষ মহাপ্রভুসহ উপবেশ-
নাধিকার) ম ১৩২৪১, (প্রেমবিকাশ)
ম ১৩২৪২, (গৌরভক্তি) ম ১৩
২৪৬, (স্তবিকালে জন্মন) ম ১৩
২৮৬, (ভক্তগণের চরণ ধারণ) ম
১৩২২৩, (ভক্তগণের আলীকরণ) ম
১৩২২৪, (মহাপ্রভুর আশ্বাস প্রদান)
ম ১৩২২৫, (বৈকবোচিত সম্মান-
প্রাপ্তি) ম ১৩২২৭, (প্রভুর প্রসাদী-
মালা প্রাপ্তি) ম ১৩৩৬৬; ম ১৩
৩৮৬; (দেবগণের দম্বাবাদ প্রদান)
ম ১৪৫২; (ভজন-নির্বন্ধ) ম ১৫১৪,
(নিত্যানন্দ লঙ্ঘনহেতু নির্বেদ) ম ১৫
১৩, (নিতাইকর্তৃক অপরাধ ক্ষমা-
সম্বন্ধে অশান্তিবোধ) ম ১৫১৪, ১৭,
(নিতাইচরণে শরণাগতি) ম ১৫১২০,
(নিতাইর শ্রীচরণ বন্ধে ধারণ ও
কাকু প্রার্থনা) ম ১৫১৭, ৫২, নিত্যা-
নন্দের আশ্বাসবাণী প্রাপ্তি) ম ১৫
৬৩-৬৪, (নিতাই-আলিঙ্গনে হুঃখমুক্তি)
ম ১৫১৭০, (জীবহিংসা-পাপক্ষালনার্থ
নিতাই-সমীপে নিবেদন) ম ১৫১৭১,
(গঙ্গাঘাট নির্ধার ও সকলকে সন্নান
প্রদর্শন) ম ১৫১৮০, ৮২, (মাধাইর
জন্মদে সর্বলোকের হুঃখ ও মহাপ্রভুর

মহিমা কীর্তন) ম ১৫১৮৪-৮৫,
(কঠোর সাধন ও ব্রহ্মচারীখ্যাতি-
লাভ) ম ১৫১৯২, (শ্রীচৈতন্য-কৃপার
চিহ্নরূপ অঙ্কপি 'মাধাইর ঘাট'
বিদ্যমান) ম ১৫১৯৭; (মহাপ্রভুর
নগর-সংকীর্তনকালে মাধাইর ঘাটে
নৃত্যকীর্তন) ম ২৩২২২

মালাকার (নদীয়ায় নগর-সংকীর্তন-

কালে মহাপ্রভুর মালাকার গৃহে
পদার্পণ) আ ১২১৩০-১৩৫

মালাকার (স্থান) ম ১০১২২২

মালিনী (শ্রীবাস-পত্নী, বাৎসল্যভাবে
নিত্যানন্দসেবা) ম ৭৮; ৮৭;
(নিত্যানন্দের স্তম্ভপান লীলা) ম
১১৮, (মালিনীর চতুর্দশী শুনে হুঃখ-
ক্ষরণ) ম ১১৯, (নিতাইকে বালাভাবে
দর্পন) ম ১১১০, (নিতাইকে পুত্রজ্ঞানে
সেবা) ম ১১১২, (কাক কর্তৃক
কৃষ্ণদেবা-ভাজন অপহরণে হুঃখ) ম
১১১৩২-৩৩, ৩৫-৩৬, (নিত্যানন্দ-
সমীপে হুঃখ বর্ণন) ম ১১১৩৮,
(কাকের ঘাট আনয়ন দর্পন) ম ১১
৪২, (নিত্যানন্দপ্রভাব অজ্ঞাত) ম
১১১৪৪, (শচী মাতার মালিনীকে
নারদকান্ড অভিনয়কারী শ্রীবাস-পরিচয়
জিজ্ঞাসা) ম ১৮.৬৪

মিঞাপুরন্দর (জগন্নাথ মিশ্রের গদবী)

আ ৩২৫; ৪১৩; ৬২; ১০৭০;

মিঞারায় আ ৫৭৬

মুকুন্দ (বিবর), (অভিন্ন-শ্রীপোর-
চক্র) আ ৫১৭২; ৬৬; ম ১৩১২৩;
২৩২২, ৪২২, ৪০৫; অ ৭৭৭২

মুকুন্দ [দত্ত] (মুকুন্দানন্দ — চট্ট-
গ্রামবাসী), (মহাপ্রভুর দত্তপ্রদান
ও উদ্বরণ-লীলা) আ ১১৩৩৬ (হুঃখ);

গৃহে মুরারির নিতাইকে প্রণামের
পূর্বে মহাপ্রভুকে গুণাম-জ্ঞান মহা-
প্রভুর প্রতিবাদ) ম ২০৬-২, (প্রভুর
প্রতিবাদের উত্তর) ম ২০১১, (প্রভুর
আদেশে শঙ্কর-চর্চাে নিজগৃহে গমন ও
বিদ্রাম) ম ২০১৩, (প্রভুর মুরারিকে
থ্যে নিত্যানন্দতত্ত্ব-জ্ঞাপন) ম ২০।
১৭, ১৮, ২০, (নিত্যানন্দতত্ত্বজ্ঞানে
আনন্দে প্রভুহানে গমন) ম ২০২১,
(অগ্রে নিতাইচরণে পরে মহাপ্রভুকে
প্রণাম) ম ২০২৩, (প্রভুর প্রসঙ্গ
উত্তর-দান) ম ২০২৪, (প্রভুর
মুরারিকে নিজরহস্য জ্ঞাপন) ম ২০।
২৬, ২৭, (প্রভুর মুরারিকে উচ্চিষ্ট
তাশুল দান) ম ২০২৮, (উচ্চিষ্ট
ভোজনে আনন্দ) ম ২০২৯, (প্রভুর
মুরারিকে উচ্চিষ্ট হস্ত প্রণালনে
আদেশ এবং মুরারির উচ্চিষ্ট হস্ত
যত্নকে স্থাপন) ম ২০৩০, (প্রভুর
মুরারিকে ভগবদ্বিগ্রহাধীকারকারীর
নাশ-বিধর কথন) ম ২০৩৬, (প্রভুর
ভগবদ্বীলাদিতে অনাদরকারীর ভগবদ-
বতার-বিধরে অজ্ঞতা) ম ২০৪৪,
(প্রভুর নিজতত্ত্ব শিক্ষা-দান) ম ২০।
৪৫-৪৬, (প্রভুর আলিঙ্গন-প্রাপ্তি)
ম ২০৪৮, (নিত্যানন্দস্বরূপের
অভিজ্ঞান) ম ২০৪৯, (নিত্যানন্দ-
প্রীতি-হেতু মুরারির প্রভু-কৃপাপ্রাপ্তি)
ম ২০৫১, (স্বরূপ-পরিচয়) ম ২০।
৫২; (ভাবাবেশে গৃহে গমন) ম ২০।
৫৩-৫৪, (কৃষ্ণকে অন্ন অর্পণ)
ম ২০৫৬, (মহাপ্রভুর মুরারি-প্রদত্ত
অন্ন ভোজন) ম ২০৬০, (প্রভুতর্ক
মুরারির জলপাত্রে জলপান) ম ২০।
৭০, (অর্পণে চৈতন্যসাহিত্য) ম
২০৭১, (মুরারির দাসগণের প্রতি

প্রভুর কৃপা) ম ২০৭৩, (প্রতিদিন
প্রভুর কৃপা) ম ২০৭৬, (মুরারি-
আখ্যান শ্রবণের ফল) ম ২০৭৭,
(শ্রীবাসমন্দিরে আগমন) ম ২০৮০,
(গুরুভাব) ম ২০৮১, ৮২, (প্রভুকে
স্বন্ধে দারণ) ম ২০৮৭, (ভক্তগণের
প্রশংসা) ম ২০১০২, ১০৩, (মুরারি
আখ্যান আনন্দ) ম ২০১০৪, (ভগবদ-
বতার কথা আলোচনা) ম ২০১০৫,
(মুরারির আশ্রয়গঙ্গা সঙ্কল প্রভুর
গোচরীভূত) ম ২০১১৪, (দেহত্যাগ-
সঙ্কল সাধনে প্রভুর বাধা প্রদান)
ম ২০১১৬, ১২১, ১২৬, (প্রভুর
মুরারিকে জোড়ে ধারণ) ম ২০১২৭,
(প্রভুপাদপদ্ম প্রেমাপ্রদায়ী দিত-
করণ) ম ২০১২৯, ১৩০, (চৈতন্য-
দেবের প্রসাদ প্রাপ্তি) ম ২০১৩১,
(গুপ্তকে কৃপা কবিতা মহাপ্রভুর স্বগৃহ-
গমন) ম ২০১৫৪, (গুপ্তপ্রভাব-
বর্ণনে গ্রন্থকারের অসামর্থ্য) ম ২০।
১৫৫; (প্রভুসঙ্গে নগব-সঙ্কীর্ণনে) ম
২৩১৫০, (নগরসঙ্কীর্ণনে নৃত্য) ম
২৩২০৯, (শ্রীধরগৃহে মহাপ্রভুর
ভক্তবাৎসল্যদর্শনে ক্রন্দন) ম ২৩৪৫০;
(প্রভুর সন্ন্যাসে শোক প্রকাশ)
ম ২৮৮৫; (মহাপ্রভুর সন্ন্যাসালীলার
পর শাস্তিগুরে অবৈতভবনে আগমন-
বাঠা শ্রবণে শচীমাতার সহিত গৌর-
দর্শনে গমন) ম ৪১২৩৮, ২৭৩, ৩১৬-
৩১৮, ৩২১, ৩৪০-৩৪৪; অ ৫১২৫;
(ভবরোগবৈজ্ঞানিক-প্রবর্তাদর্শনাব-
নীলাচল-যাত্রা) অ ৮১৩৩; (বিজ্ঞা-
নিধির মহিমা কীর্তন) অ ১০৮১
মুরারি পণ্ডিত (মুরারি-চৈতন্যদাস বা
শ্রীচৈতন্যদাস—চৈ: চ: অ ১১২০

ত্রৈব্যা; চৈতন্যদাসের মহিমা-বর্ণন) অ
৫১৪০৫, ৭২৫
মূল্যের অধিপতি (ঠাকুর হরিদাস-
বিরোধী) (কাজীর ঠাকুর হরিদাস-
বিরুদ্ধে অভিযোগ, তচ্ছবণে ঠাকুরকে
বন্দী করণ) অ ১৬৩৬-৩৮, (ঠাকুরের
তৎসমীপে উপস্থিতি) অ ১৬৪০,
(ঠাকুরকে কল্যা উচ্চারণার্থ আদেশ,
ঠাকুরের ঈশত্ববর্ণন, তচ্ছবণে
সকল ববনব সন্তোষ হইলেও কাজীর
অসন্তোষ ও ঠাকুরকে দণ্ডিত করিবার
প্রার্থনাজ্ঞাপন, মূল্যপতির পুনরায়
ঠাকুরকে উপদেশদান, ঠাকুরের অচলা
নামনিষ্ঠা, মূল্যপতির কাজীর পরামর্শ
জিজ্ঞাসা, কাজীর বিচারে বাইশ-
বাজারে বেত্রাঘাত ও প্রাণগ্রহণ
বিহিত হইলে মূল্যপতির তদুপায়ী
আদেশ দান, কৃষ্ণধ্যান-সমাধি
ঠাকুরকে মুক্তজ্ঞানে সমাধি-প্রদানের
আদেশ, কাজীর পরামর্শে গঙ্গায়
নিষ্ক্ষেপ, ঠাকুরের বাহুরশাণ্ড ও
ফুলিয়ার আগমন, ঠাকুরের অদ্বুত
শক্তিদর্শনে যবনগণের ঠাকুরকে
অতিমর্ত্য পুরুষজ্ঞান, মূল্যপতির
প্রতি ঠাকুরের ক্ষমা ও সদরহাস্য,
মূল্যপতির সর্বদা উক্তি ও জ্ঞতি
এবং ঠাকুরকে সর্বত্র যথেষ্ট বিচরণার্থ
অনুমতি প্রদান) অ ১৬৬৮-১৫৫

মুষ্টি অ ২৪০

য

যক্ষ (কুবেরাচরণ—অপদেববোনিবিশেষ)
অ ২৮৭

যজ্ঞপত্নী (যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নী) অ ২৮
৩৩; ম ১০২২২

যজ্ঞনাথ কবিচন্দ্র (রত্নগর্ত আচার্য্যের

বুদ্ধি) আ ২১৮৮, (শ্রীপুরীপাদের
সরব্ব দর্শনে এবং শ্রীনিত্যানন্দের
সেতুবন্ধ-যাত্রা) আ ২১৮৯-১২১,
(নিত্যানন্দ-বিরহ) আ ২১৯২, (নিত্যা-
নন্দ-সহ মিলনপ্রবেশে শুভ্রবৃষ প্রেম-
লাভ) আ ২১৯৩; (শ্রীকেশবপুরীপাদের
ঐক্যবিক্রম) শুকসেবায় সন্তুষ্টি শ্রীপুরী-
গোষ্ঠামীর শ্রীকেশবপুরীপাদকে তাঁতার
সমস্ত পেমসম্পত্তির উত্তরাধিকার
প্রদান) আ ১১১২২৫; অ ৩৫২,
১৭২, ১৮৮; ৪১৩৭-৩২২ ৪০০, ৪০৩,
(মহাপ্রভুর প্রকটলীলার পূর্বে দেশের
কৃষ্ণবহির্ভূত অবস্থা), অ ৪১০, ৪২০,
(তদানীন্তন অবস্থা দর্শনে হৃৎ) অ ৪
৪২৫, (অষ্টোতাচারণের গুণে আগমন)
অ ৪৪৩৩, ৪০৫, (কৃষ্ণোদ্যোগ ও মূর্ত্ত)
অ ৪৪৩৭, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪৬, ৫০৭;
মাধবপুরী আ ২১১৮-১৫২; অ ৩
১৭৮; ৪১৩৭, ৪২০, ৪২৫, ৪৩৭,
৪৪১, ৫০৭; মাধববেশ অ ৩৫২,
১৭২; ৪১৩৮, ৪০৩, ৪১০, ৪৪০,
৫০৬, ৫০৮; মাধববেশ মহাশয়
অ ৪৪৩৩

মাধা (মাধাই) ম ১৩৯৮-৯৯

মাধাই (মহাপ্রভুর কৃপালাভ) আ ১১
১২৫ (হৃৎ); ম ১৩৯৮, ৯৯,
(গঙ্গাদাস ও শ্রীনিবাসের প্রভুসমীপে
জগাই-মাধাইব পরিচয় প্রদান)
ম ১৩১২২-১২৫; (নিত্যানন্দের
পরিচয়-জিজ্ঞাসা) ম ১৩১৭৪,
নিত্যানন্দশিরে মূর্ত্তী আঘাত) ম ১৩
১৭৮, (মহাপ্রভুর আহুত চক্র দর্শন)
ম ১৩১৮৬, (চক্র হইতে রক্ষাভি-
প্রায়ে নিতাইর প্রভুসমীপে নিবেদন)
ম ১৩১৮৮, (মাধাইর চরিত্র) ম ১৩
২০০, (জগাইর মঙ্গল লাভ দর্শনে

চিন্তাপরিবর্তন) ম ১৩২০১, (প্রভুসহ
প্রতিগদ) ম ১৩২০৬, (প্রভুর আদেশে
নিতাইর চরণ ধারণ) ম ১৩২১৪,
(নিতাই-কৃপা লাভ) ম ১৩২১৯ ২২০,
(গৌরের মাধাইকে আলিঙ্গনদানে
নিতাইকে আদেশ) ম ১৩২২১,
(নিতাইর আলিঙ্গন লাভ ও সর্ববন্ধন-
মুক্তি) ম ১৩২২২-২২৩, (পাপনিরস্ত
হইতে অঙ্গীকার) ম ১৩২২৫, (কৃপা-
প্রাপ্তিতে আনন্দ-মূর্ত্তী) ম ১৩২২৯,
(প্রভুব গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ) ম ১
২৩৫, (সপার্বদ মহাপ্রভুসহ উপবেশ-
নাধিকার) ম ১৩২৪১, (প্রেমবিকাণ্ড)
ম ১৩২৪২, (গৌরজুতি) ম ১৩
২৪৬, (জুতিকালে কন্দন) ম ১৩
২৮৬, (ভক্তগণের চরণ ধারণ) ম
১৩২৯৩, (ভক্তগণের আশীর্বাদ) ম
১৩২৯৪, (মহাপ্রভুর আশাস প্রদান)
ম ১৩২৯৫, (বৈষ্ণবোচিত সম্মান-
প্রাপ্তি) ম ১৩৩২৭, (প্রভুর প্রসাদী-
মালা প্রাপ্তি) ম ১৩৩৬৬, ম ১৩
৩৮৬; (দেবগণের দত্তবাদ প্রদান)
ম ১৪১২; (ভক্তন-নির্ভর) ম ১৪১৪,
(নিত্যানন্দ লঙ্ঘনহেতু নির্বেদ) ম ১৪
১৩, (নিতাইকর্তৃক অপরাধ ক্ষমা-
সম্বোধন) ম ১৪১৪, ১৭,
(নিতাইচরণে পরণাগতি) ম ১৪১২০,
(নিতাইর শ্রীচরণ বন্ধে ধারণ ও
কাঙ্ক্ষা প্রার্থনা) ম ১৪১৭, ৫৯, নিত্যা-
নন্দের আশাসবানী প্রাপ্তি) ম ১৪
৬৩-৬৪, (নিতাই-আলিঙ্গনে হৃৎমুক্তি)
ম ১৪১৭০, (জীবহিংসা-পাপক্ষালনাথ
নিতাই-সমীপে নিবেদন) ম ১৪১৭১,
(গঙ্গাঘাট নির্মাণ ও সতলকে সম্মান
প্রদর্শন) ম ১৪১৮০, ৮২, (মাধাইর
জন্মদে সন্তানের হৃৎ ও মহাপ্রভুর

মহিমা কীর্তন) ম ১৪১৮০-৮৫,
(কঠোর সাধন ও ব্রহ্মচারীখ্যাতি-
লাভ) ম ১৪১২২, (শ্রীচৈতন্য-কৃপার
চিহ্নরূপে অঙ্গাঙ্গি 'মাধাইর ঘাট'
বিজ্ঞান) ম ১৪১২৩, (মহাপ্রভুর
নগর-সংকীর্ণনকালে মাধাইর ঘাটে
নৃত্যকীর্তন) ম ২৩২২২

মালাকার (নদীয়ায় নগর-সংকীর্ণন-
কালে মহাপ্রভুর মালাকার গুণে
পদার্পণ) আ ১২১৩০-১৩৫

মালাকার (স্থায়ী) ম ১০১২২৯

মালিনী (শ্রীবাস-পত্নী, বাৎসল্যভাবে
নিত্যানন্দসেবা) ম ৭৮; ৮৭;
(নিত্যানন্দের তুল্যপান লীলা) ম
১১৮, (মালিনীর হৃৎলীন অন্তে হৃৎ-
ক্ষরণ) ম ১১১৯, (নিতাইকে বাল্যভাবে
দর্শন) ম ১১১০, (নিতাইকে পুস্ত্রজ্ঞানে
সেবা) ম ১১১২, (কাক কর্তৃক
কৃষ্ণসেবা-ভাজন অপহরণে হৃৎ) ম
১১৩২-৩৩, ৩৫-৩৬, (নিত্যানন্দ-
সমীপে হৃৎ বর্নন) ম ১১৩৮,
(কাকের বাটি আনয়ন দর্শন) ম ১১
৪২, (নিত্যানন্দপ্রভাব অজ্ঞতব) ম
১১৪৪; (শ্রী মাতার মালিনীকে
নারদকণ্ঠ অভিনয়কারী শ্রীবাস-পরিচয়
জিজ্ঞাসা) ম ১০৮৪

মিঞাপুরন্দর (জগদ্বাষ মিশ্রের পদবী)
আ ৩২৫; ৪১৩; ৩২; ১০১৭০;
মিঞারায় আ ৪৭৬

মুকুন্দ (বিবর), (মতিয়-শ্রীগৌর-
চন্দ্র) আ ৪১৭২; ৬৬; ম ১২১২৩;
২০২৯, ৪২২, ৪০৫; অ ৭৭৩
মুকুন্দ [দত্ত] (মুকুন্দানন্দ — চট্ট-
গ্রামবাসী), (মহাপ্রভুর দত্তপ্রদান
ও উত্তরণ-লীলা) আ ১১৩০৬ (হৃৎ);

গৃহে মুরারির নিতাইকে প্রণামের পূর্বে মহাপ্রভুকে প্রণাম-জ্ঞান মহাপ্রভুর প্রতিবাদ) ম ২০১৬-২, (প্রভুর প্রতিবাদের উত্তর) ম ২০১১, (প্রভুর আদেশে গভর-চর্মে নিজগৃহে গমন ও বিগ্রাম) ম ২০১৩, (প্রভুর মুরারিকে যথেষ্ট নিত্যানন্দতত্ত্ব-জ্ঞাপন) ম ২০১৭, ১৮, ২০, (নিত্যানন্দতত্ত্বজ্ঞানে আনন্দে প্রভুহানে গমন) ম ২০২১, (অগ্রে নিতাইচরণে পরে মহাপ্রভুকে প্রণাম) ম ২০২৩, (প্রভুর প্রেরণ উত্তর-দান) ম ২০২৪, (প্রভুর মুরারিকে নিজরহস্ত জ্ঞাপন) ম ২০২৬, ২৭, (প্রভুর মুরারিকে উচ্ছিষ্ট তাবুল দান) ম ২০২৮, (উচ্ছিষ্ট ভোজনে আনন্দ) ম ২০২৯, (প্রভুর মুরারিকে উচ্ছিষ্ট হস্ত প্রকাশনে আদেশ এবং মুরারির উচ্ছিষ্ট হস্ত মস্তকে স্থাপন) ম ২০৩০, (প্রভুর মুরারিকে ভগবদ্বিগ্রহাস্বীকারকারীর নাপ-বিষয় কথন) ম ২০৩৬, (প্রভুর ভগবদ্বীলামিতে অনাদরকারীর ভগবদ-বতার-বিষয়ে অজ্ঞতা) ম ২০৪৪, (প্রভুর নিজতত্ত্ব শিক্ষা-দান) ম ২০৪৫-৪৬, (প্রভুর আলিঙ্গন-প্রাপ্তি) ম ২০৪৮, (নিত্যানন্দস্বরূপের অভিজ্ঞান) ম ২০৪৯, (নিত্যানন্দ-প্রীতি-হেতু মুরারির প্রভু-রূপা-প্রাপ্তি) ম ২০৫১, (স্বরূপ-পরিচয়) ম ২০৫২, (ভাবাবেশে গৃহে গমন) ম ২০৫৩-৫৪, (রূপকে অন্ন অর্পণ) ম ২০৫৬, (মহাপ্রভুর মুরারি-প্রদত্ত অন্ন ভোজন) ম ২০৬০, (প্রভুরূপক মুরারির জলপাত্রের জলপান) ম ২০৬১, (তদর্শনে চেতনরাহিত্য) ম ২০৭১, (মুরারির দাসগণের প্রতি

প্রভুর রূপা) ম ২০৭৩, (প্রতিদিন প্রভুর রূপা) ম ২০৭৬, (মুরারি-আখ্যান শ্রবণের কল) ম ২০৭৭, (শ্রীবাসমন্দিরে আগমন) ম ২০৮০, (গরুড়ভাব) ম ২০৮১, ৮২, (প্রভুকে স্বল্পে ধারণ) ম ২০৮৭, (ভক্তগণের প্রশংসা) ম ২০১০২, ১০৩, (মুরারির আখ্যান অনন্ত) ম ২০১০৪, (ভগবদ-বতার কথা আলোচনা) ম ২০১০৫, (মুরারির আত্মভাগ্য সঙ্কল্প প্রভুর গোচরীভূত) ম ২০১১৪, (দেহভাগ্য-সঙ্কল্প সাধনে প্রভুর বাধা প্রদান) ম ২০১১৬, ১২১, ১২৬, (প্রভুর মুরারিকে কোড়ে ধারণ) ম ২০১২৭, (প্রভুপাদপদ্ম প্রেমাত্মাধারা দিক-করণ) ম ২০১২৯, ১৩০, (চৈতন্য-দেবের প্রসাদ প্রাপ্তি) ম ২০১৩১, (গুপ্তকে রূপা করিয়া মহাপ্রভুর স্বগৃহ-গমন) ম ২০১৫৪, (গুপ্তপ্রভাব-বর্ণনে গ্রন্থকারের অসামর্থ্য) ম ২০১৫৫; (প্রভুসঙ্গে নগর-সঙ্কীর্ণনে) ম ২০১৫৬, (নগরসঙ্কীর্ণনে নৃত্য) ম ২০১৬০, (শ্রীধরগৃহে মহাপ্রভুর ভক্তবাৎসল্যাদর্শনে ক্রন্দন) ম ২০১৬৫; (প্রভুর সন্ন্যাসে শোক প্রকাশ) ম ২০১৮৫; (মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলার পর শাস্তিপূরে অষ্টৈশভবনে আগমন-বার্তা শ্রবণে শচীমাতার সহিত গৌর-দর্শনে গমন) অ ৪১২৩৮, ২৭৩, ৩১৬-৩১৮, ৩২১, ৩৪০-৩৪৪; অ ৫১১২৫; (ভবরোগবিস্তার—রথযাত্রাদর্শনার্থ-নীলাচল-যাত্রা) অ ৮১৩৩; (বিভা-নিধির মহিমা কীর্তন) অ ১০৮১ মুরারি পণ্ডিত (মুরারি-চৈতন্যদাস বা ঐতিহ্যভাগবত—চৈ: চ: অ ১১২০

ঐতিহ্য; চৈতন্যদাসের মহিমা-বর্ণন) অ ৫১৪৩৫, ৭২৫

মূলকের অধিপতি (ঠাকুর হরিদাস-বিরোধী) (কাজীর ঠাকুর হরিদাস-বিরুদ্ধে অভিযোগ, তচ্ছবণে ঠাকুরকে বন্দী করণ) অ ১৬১৩৬-৩৮, (ঠাকুরের তৎসমীপে উপস্থিতি) অ ১৬৪০, (ঠাকুরকে কল্যা উচ্চারণার্থ আদেশ, ঠাকুরের ঈশতত্ত্ববর্ণন, তচ্ছবণে সকল যবনৈব সন্তোষ হইলেও কাজীর অসন্তোষ ও ঠাকুরকে দণ্ডিত করিবার প্রার্থনাজ্ঞাপন, মূলকপতির পুনরায় ঠাকুরকে উপদেশদান, ঠাকুরের অচলা নামনিষ্ঠা, মূলকপতির কাজীর পরামর্শ জিজ্ঞাসা, কাজীর বিচারে বাইশ-বাজারে বেজাবাত ও প্রাণগ্রহণ বিহিত হইলে মূলকপতির তদুপায়ী আদেশ দান, কৃষ্ণধ্যান-সমাধিহু ঠাকুরকে মৃতজ্ঞানে সমাধি-প্রদানের আদেশ, কাজীর পরামর্শে গঙ্গায় নিক্ষেপ, ঠাকুরের বাহুবলশালিত ও কুণিয়র আগমন, ঠাকুরের অদ্ভুত শক্তিদর্শনে স্বনগণের ঠাকুরকে আত্মমর্ত্য পুরুষজ্ঞান, মূলকপতির প্রতি ঠাকুরের ক্ষমা ও সদয়হাস্ত, মূলকপতির সর্বনয় উক্তি ও স্তুতি এবং ঠাকুরকে সর্বত্র যথেষ্ট বিচরণার্থ অমুমতি প্রদান) অ ১৬৬৮-১৫৫

মুদ্রিক অ ২৪০

য

যক্ষ (কুবেরাচর—অপদেববোনিবিশেষ) ৭, অ ২৮৭

যজ্ঞপত্নী (যাজ্ঞিক বিপ্রপত্নী) অ ২৩৩; ম ১০২২২

যজ্ঞমাধ কবিত্ত (রত্নগর্ভ আচাধ্যক

পুস্তকখণ্ডের অন্ততম—নিত্যানন্দ-পার্বদ
ম ১২২৭; অ ১৭৩৫

যজুসিংহ (কৃষ্ণ) ম ১৮৭৮

যবনরাজ (হসেন সাহ) (রামকেলিতে
মহাপ্রভুদর্শনে রাজার সৌভাগ্যোদয়)
অ ৪২২-৬৮

যম আ ১১১০; (গদাধরপাদপদ্মদ্যান
কারী যমদণ্ডা নহেন) আ ১৭০৮;
(জগাই-মাধাই-উদ্ধার-দর্শন) ম ১৮১
২, (চৈতন্য ঠাকুরে জগাই মাধাই
পাপ-পরিণাম জিজ্ঞাসা) ম ১৮১০,
(গৌর-মহিমা-দর্শনে বিশ্বাস) ম ১৮১
২০, (ভাগবত-ধর্ম-জ্ঞাতা) ম ১৮২১,
২৫, (দেবগণের মুক্তি যমরাজের
দর্শন) ম ১৮২২, ৩০, (দেবগণের
কৃষ্ণকীর্তন-প্রাণে চৈতন্য-প্রাপ্তি ও
নৃত্য) ম ১৮৩৩, (যম নৃত্য-দর্শনে
দেবগণের নৃত্য) ম ১৮৩৫, (গৌর
স্বতি-হেতু ক্রন্দন) ম ১৮৩৮, ৩২,
২৩২৪৮, ৩২৩, ৩২৫, ৪০১; ২৪১২২,
অ ৪১১০৩, ১০৮, ৩৭৬-৩৭৭; ৬৪১

৪৮, ১২১, ২০৫; যমরাজা ম ২৩০২২
যশোদা (কৃষ্ণজননী) (কৃষ্ণ-নির্যাতন-
সহিষ্ণু মাতা যশোদার সহিত গৌর-
নির্যাতন-সহিষ্ণু শ্রীচীর উপমা) আ
৮১৬১; ম ২১১২; ২২৪৩, অ
১১৪৭; ৪২৪৫

যুধিষ্ঠির (যুধিষ্ঠিরের পিতৃদানস্থল যুধিষ্ঠির
গরায় মহাপ্রভুর তত্ত্বপ্রীতি পিতৃদান-
লীলা) আ ১৭৭০; ম ২১৪৩; ১০১
৭৪; ১৪১৫; ২৩৪৬৩; অ ১৫২,
২১৩৭

যোগাঙ্গার (দেবকীর গর্ভস্থাপন) অ ৮৮৫
২

রঘুনন্দন (বিষয়) ম ৩১০৬; অ ৪১
০২৬

রঘুনাথ (বিষয়) আ ২৪৬, ৫৩; (বঘু
নাথসেবা পরিত্যাগ পূর্বক নিজেই রঘু-
নাথ হইবার পাশ্চাত্য গর্হণ) আ ১৪১
৮৩; (দশরথের প্রত্যক্ষ হইয়া শ্রীরাম
দত্ত পিতৃগ্রহণ) ম ৫১০৬, (কৃষ্ণ-রঘু-
নাথ অভিন্ন; ম ৫১৪৭; (শ্রীমুরারি
শ্রুতের মহাপ্রভুকে বঘুনাথ-রূপে দর্শন)
ম ১০৭৭, (দশাননের বঘুনাথ-বিবেচ-
কল) ম ১০১৪৮; (অষ্টগ্রহোপাসনা-
মূলে নিজেকে 'রঘুনাথ' বলিয়
ঘোষণার দ্রুমুকি) ম ২৩৪৮১,
(কোশলা ও রঘুনাথ-৭৮ শতী ও
মহাপ্রভুর উপমা) ম ২৭১৫

রঘুনাথ পুরী (পরে 'আচার্য্য বৈকুণ্ঠদাস'
—নিত্যানন্দ-পার্বদ) ম ৫৭৪৬

রঘুনাথ বৈষ্ণ (মহাপ্রভুর দর্শনার্থ রাধব-
পণ্ডিত ভবনে আগমন) অ ৫১২৭,
(নীলাচলে শ্রীকৃষ্ণের অস্তিত্বের
অগ্রগমন) অ ৮৫২; রঘুনাথ
বৈষ্ণুউপাধ্যায় (গোড়মাঝাক, ৫
পাশ্চাত্যে রেবতী ভাব) অ ৫২৫২
(নিত্যানন্দ-পার্বদ) অ ৫৭২৬,
রঘুনাথবৈষ্ণু ওঝা (মহাপ্রভুর হজ্জার
পুরী হইতে নিত্যানন্দপ্রভু-সহ গোড়-
গমন) অ ৫২৩৩

রঘুবর (বিষয়) (পিতা দশরথের হৃদয়ে
শ্রীরামের জায় পিতৃরূপী ভক্ত-বিরহে
মহাপ্রভুর ক্রন্দন লীলা) আ ৮১১০

রঘুসিংহ (বিষয়) ম ১৮১২৬, ২৬৬৩

রজনী (শ্রীবিগ্রহ) (শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভুর তীর্থভ্রমণকালে শ্রীরামের
শ্রীজন্য দর্শন) আ ২১৩৭

রজক (কংসাসুরের—বাতিরেকভাবে কৃষ্ণ
লীলার পুষ্টিকারক) ম ১০১২৫২-২৫৩

রতি আ ১০১১৪; ১৫২০৭

রত্নগর্ত আচার্য্য (জগন্নাথ মিশ্রের নবী,
আচার্য্যের ভাগবতলোক পঠন) ম
১২২৬-২২৮, (প্রভুর আদর্শনে
আচার্য্যের প্রেম) ম ১০০৮-৩০২

রত্নবাছ (আচার্য্য বিজয়দাস—ম ২৬১
৫৭-৫৫ জটায়ু), (রথযাত্রা দর্শনার্থ
নীলাচলে গমন) অ ৮১৮

রমা (শ্রীশক্তি) আ ২১৩২

রমা (শ্রীশক্তি) (তথ) আ ১০২১;
(গরায় শ্রীকৃষ্ণের পূর্ণপাদকে মহাপ্রভুর
নিকর-প্রদানকালে মহালক্ষ্মী কর্তৃক
অস্ত্রের অর্পণের প্রভুর অস্ত্র ভোগ
বন্ধন) আ ১৭২৩; ম ২২২১;
৬৭২, ১৮; (ভগবদ্ভক্ত-স্বপ্ন-মহিমা)
ম ৮২০৫, ২২২, ২২৫; ২৩৮, ১৩১
৩১০, (কৃষ্ণদাস্ত) ম ১৭২৬; ১৮১
১২২; (মহাপ্রভুর সেবা) ম ১৮১
১৪৬; (প্রভুর মুরারি-প্রতি প্রসাদ
পাশ্চাত্য) ম ২০১৩১; ২৩১৮৩;
(কৃষ্ণাবর-অগ্রে দৃষ্টিপাত) ম ২৩১৮;
অ ২১২, ৩৩৪, ১১৪; ৪৭১,
৩৩৮, ৩৫৮, রমাদেবী আ ১৭২৩
রমাকান্ত (গৌরধরি) ম ২৩৪১৬;
অ ৫১২৪, ২১

রমা-বল্লভ (মহাপ্রভু) (রাধবভবনে)
অ ৫৭৮

রাধব পণ্ডিত (মহাপ্রভুর গানিহাটী-
আগমন) অ ৫৭৫৮০, (মহাপ্রভুর
কৃপাদৃষ্টি পাত) অ ৫৮১, ৮২; (মহা-
প্রভু কর্তৃক রজনী আদর্শ) অ ৫১
৮৩, (মহাপ্রভুর আশ্রয় পাইয়া বহুতে
বিচির রজন) অ ৫৮৫, (মহাপ্রভু-
কর্তৃক রজন-প্রশংসা) অ ৫৮২-২০,
২২, ১০০, (শ্রীগৌরস্বরের শ্রীনিত্যা-
নন্দ প্রভু সহজে উপদেশ) অ ৫১০১,
১০৮, (সপার্বদ নিত্যানন্দ প্রভুর

আগমনে আনন্দ) অ ৫১২২, ২৫৩,
(নিত্যানন্দ প্রভুর অভিষেক) অ ৫১
২৬৬, (অভিষেককালে ছত্র ধারণ)
অ ৫১২৭৩, (নিত্যানন্দ প্রভুর কদম্ব-
মালা-আনয়নে আদেশ) অ ৫১২৭৭,
(কদম্ব পুষ্পের এ সময় নষ্ট) অ ৫১
২৭২, (নিত্যানন্দ-ইচ্ছার জ্বীরের
বৃক্ষে কদম্ব ফুল) অ ৫১২৮১ (জ্বীর-
বৃক্ষে কদম্ব ফুল দর্শন) অ ৫১২৮৪,
(রথযাত্রাদর্শনার্থ নীলাচল-যাত্রা)
অ ৮১০২; রাঘবানন্দ (মকরধ্বজ
কর প্রতি মহাপ্রভুর রাঘব পণ্ডিতের
সেবাদেশ) অ ৫১০৭

রাঘব রায় (বিষয়) (শ্রীগৌরহরি শ্রীরাম-
চন্দ্রাভিন্নত্ব, মহাপ্রভুর সঙ্গীর্জনকালে
বিশিষ্টাবতার-ভাব-জ্ঞাপন) ম ২০২৮৭

রাঘবেন্দ্র (শ্রীরামচন্দ্র) (মহাপ্রভুর
মুরারিসমীপে তদুপাশ্চ রামাভিন্নত্ব
জ্ঞাপন) ম ১০১১৪; (মুরারিকৃত
রাঘবেন্দ্র-মাহাত্ম্য সৎসঙ্গী অষ্টশ্লোক-
শ্রবণে মহাপ্রভুর উচ্চা) অ ৪১০৭,
৩০৫, ৩০২

রাধণ আ ২১০৫৬, ১৭০; ২৫৮, ৭৫,
৮৪; (গর্গনাশ) আ ১০৪৬, ১৪২,
ম ১১৫২, (রাঘব-বধকারী রামই
মহাপ্রভু) ম ১০১৪৭; ২০১০৮,
২০২৮৭; অ ১১২৬০, ৪১৩৩৩

রাম (শ্রীরাম) (দ্বীপসান্নিধানকারী ব্রহ্ম-
পুত্রেরও রামের রূপে জন্ম) আ ১১
২২, (ভাগবত শুনিয়াও রাঘ-মাহাত্ম্যে
শ্রীতিহীন ব্যক্তি অবৈষ্ণব বা অভক্ত)
আ ১০৮, ৭০, ১২৬, ১৪৫; (প্রথম
কলিতেই ভবিষ্য কলির অনীচায়-
প্রাণল্যাভে রামভক্তি শূন্যতা) আ
২১৬০; ৬৬; (নিত্যানন্দের বাল্য-
ক্রীড়াঙ্কে বলাধনে নিজ পূর্ণলীলার

শ্রেকটন) আ ২১০৫; ম ৮৮২;
(নিত্যানন্দাভিন্ন) ম ১২১৮; ২১১
৪২; ২৩২২; (মহাপ্রভুর রাম-ভাবে
আনন্দ) ম ২৬৬৫, ৭৩, (মহাপ্রভুর
রামাভিন্নত্ব কথন) অ ১১২৫১; (হল-
ধর; বলির স্তব) অ ৬৫৭; রাম-
কৃষ্ণ ম ৩১৬; ৮১১, ৩৩, ৬৮,
১৮০৮; ২০৪১২; অ ১১৪৪২, ২৮৩,
অ ২১৪৭২, ৪১২৫, ২১৬, ২১৮;
(বাল্যকালে বিদ্যাশিক্ষার গমন) অ
৬৫৮, (দক্ষিণাদান-কালে গুরুদেবের
মৃত পুত্র গার্গনা) অ ৬৪০, (দেবকীর
প্রার্থনা) অ ৬৪৩, (দেবকীর স্তুতি)
অ ৬৪৪, (বলির স্তব) অ ৬৬৭,
(পুত্র লইয়া জননীকে প্রদান) অ ৬
১০৩, (ছয় পুত্রের নমস্কার ও নিজ-
পুত্রী গমন) অ ৬১১০; (চন্দ্রবাছা
উপন্যাসে নবোজ-বিহারার্থ আগমন)
অ ৮১১০২, ১০৬, (জল-বিহারার্থ
নৌকায় বিজয়) অ ৮১১০, ১১১,
(নৌকা-বিহাব) অ ৮১২৭; রাম-
নিত্যানন্দ প্রভু (রামাভিন্ন নিত্যা-
নন্দ) অ ৬৭

রাম (মহামহ) ম ২০৭৬, ৮০, ৮২, ২২,
২১২; অ ২০২৮

রাম (শ্রীবাসুদেব; রামাই বা শ্রীরাম
দ্রষ্টব্য) (মহাপ্রভুর প্রকাশ-বার্তা
জ্ঞাপনার্থ প্রভু-আদেশে তথৈত-সমীপে
গমন) ম ৬১৬, ৫১, (মহাপ্রভুর
কীর্তন-বিলাসে সঙ্গী) ম ৮১১৪;
(প্রভুর ভক্ত্যবলম্ব্য-দর্শনে জন্মন)
ম ২০৪৫১; রামপণ্ডিত (চন্দ্রশেখর-
গুহে অভিনয়) ম ১৮৫০, (মহাপ্রভুর
কুমারহট্ট বিজয়কালে তৎসমীপে ষোড়
প্রাত্যহ সেবাদেশ লাভ) অ ৫১৬

রামচন্দ্র (ব্রহ্মদিদেবগণের শচীগর্ভ

স্তুতিকালে মহাপ্রভুর সর্বাধিকার-
বতারিত্ব বর্ণনমুখে তাঁহার রামাবতারের
রাঘববধাদি লীলা কথন) আ ২১৭০,
(গ্রন্থকারের ষোড়শ শ্রীগৌর-নিত্যা-
নন্দের ত্রৈতাগুণীয় ষোড়শাবতার-লীলা
বর্ণন) আ ৫১৭০, (পিতা-দশরথরূপী
ভক্ত-বিরহে শ্রীরাঘবের জন্মন-লীলা)
আ ৮১১০, (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর
রাঘবলীলাভিনয়) আ ২১৪৫-৮২,
(ঠৈনক বামভক্তের দশরথ-ভাবে
পায় বনবাণী শ্রবণে দেহত্যাগ) আ
২১৫; (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর অযোধ্যায়
রাম-জন্মকৃষ্ণ-দর্শনে শ্রীরামচন্দ্রের
বিরহে জন্মন) আ ২১২২, (শ্রীরাম-
বিরহে লক্ষণাবশেষে নিত্যানন্দ প্রভুর
জন্মন ও ভুলুপ্তন) আ ২১২৫; ১০১১৫;
(মায়াশীতল শ্রীরঘুনাতকে মায়াধীন
জীবনায়ো জ্ঞান—অতান্ত পায়ওয়ার
পরিচয়) আ ১৪৮০; (শ্রীরামের গয়ায়
শ্রাদ্ধচুস্তান-লীলাস্থান রামগয়ায় মহা-
প্রভুও তল্লাণা-প্রকটন) আ ১৭৬৮;
ম ৩১২, ৮৮; ৪১২৩; ৫১১৬;
(শচীমাতাব বৈষ্ণবাপরাধকারণ-বর্ণন-
গসঙ্গে মহাপ্রভুর অপনাকে রামাভিন্ন
রূপে কথন) ম ২২১৫; ২৭৪৪,
(মুরারির রাম-মহিমা-শ্লোক পাঠ)
অ ৪১০৪০, ৩৪২-৩৪৩; অ ৫১২১২;
রাম-লক্ষণ (অভিন্ন শ্রীচৈতন্য-
নিত্যানন্দ) আ ৫১৭০; ম ৪১২৫-২৬;
৮৬০; ২০৫২৫; অ ২১২১;
(চৈতন্য-নিত্যানন্দের প্রেম-সম্ভাষণ-
তুলনা) অ ৭০২

রামচন্দ্রাশ্রম (হেভোগ গ্রামাধিকারী;
শ্রীমহাপ্রভুর দর্শন ও সেবা-সৌভাগ্য
লাভ) অ ২১৮২, ৮৭, ২০, ২৫, (প্রভুর
অস্ত্র নৌকা আনয়ন) অ ২১৩০

রামচন্দ্রপুরী (মহাপ্রভুর পুরীর মধ্যে
লুকারিতভাবে অবস্থান) ম ১৯১০-৫
রামদাস (নিত্যানন্দ প্রভুসহ গোড়দেশে
গমন) অ ৫২২১, (অপ্রাকৃত দেহে
গোপাল ভাব প্রকাশ) অ ৫২২৬,
২৩৭; (শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু পার্শ্ব)
অ ৫১৭২২, ৭০৪

রামহরি (বাস-কৃষ্ণ) (প্রেমনিধির
প্রতি রূপা) অ ১০১৪১

রামাই (রাম ও শ্রীরাম উভয়) (নিত্যা-
নন্দপ্রভুর নিচ-দণ্ডকমণ্ডলু-ভঙ্গ-লীলা-
দর্শনে বিষয়) ম ৫১৬২, (বামাই-
বাক্য শ্রবণে মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ-
সমীপে আগমন) ম ৫১৭১, (অধৈত-
সমীপে মহাপ্রভুর অপ্রকাশ জ্ঞাপনার্থ
রামাইকে আদেশ) ম ৭৯১-১০,
(অধৈত-সমীপে যাত্রা) ম ৭১৬১৬,
(চৈতন্যদেশে আনন্দ) ম ৬১৭,
(আচার্য্যসমীপে আগমন) ম ৬১৮,
(অধৈতের প্রভুআজ্ঞা জ্ঞান) ম ৬১
২০, (অধৈতকে গমনার্থ তত্ত্বাবধান)
ম ৬২১, (অধৈত-চরিত্রাভিজ্ঞান)
ম ৬২৬, (অধৈত বর্জিত
আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা) ম ৬২৮,
(অধৈত-সমীপে মহাপ্রভুর আদেশ
জ্ঞাপন) ম ৬২৯, (আদেশ-শ্রবণে
অধৈতের আনন্দ) ম ৬৩৬,
(মহাপ্রভুর আদেশ-বিষয়ে অধৈতের
পুনর্জিজ্ঞাসা) ম ৬৪৫, (অধৈতের
প্রভুস্তুতি) ম ৬৪৬, ৪৭, ৫১,
(মহাপ্রভুর অধৈত-বিষয় কথন) ম
৬৪৬, ৬৭, (নন্দনাচার্য্য-গৃহ হইতে
অধৈতকে আনয়নার্থ গমন) ম ৬৭১,
(জগাই-মাধাই-সহ প্রভুগৃহে অবস্থান)
ম ১০২৩২; (প্রভুসঙ্গে নগরসকলর্তনে)
ম ২০১৫১, (প্রভুর সহিত নগর-

সকলর্তনে নৃত্য) ম ২০১০২; ২৪।
৩৭; অ ৫১৩৪-৩৫; রামাই
পণ্ডিত ম ৫১৬২; ৬১৮, ২১,
২৮, ২৯, ৪৬, ৭১; (শ্রীমাস-সহ চন্দ্র-
শেখর আচার্য্যগৃহে অভিনয়ে যোগদান)
ম ১৮১৫২; রামাইজি ম ১১৫৬

রামানন্দ (?) (নীলাচলে মহাপ্রভুসহ
মিলন) অ ৩১৮৪

রামানন্দ রায় (মহাপ্রভুসহ মিলন)
আ ১১৭০ (স্থল) (বায়, সাক্ষ্যে
ও প্রতাপরুদ্র-নিমিত্তে মহাপ্রভুর
নীলাচলে আগমন) অ ৫১০২;
(নীলাচলে শ্রীঅধৈতকে অভ্যর্থনা
অগ্রগমন) অ ৮৫৮

রুক্মিণী (মহাপ্রভুর রুক্মিণীবেশে নৃত্য)
আ ১১৩৫ (স্থল); (রুক্মিণী-সহ
কৃষ্ণমিনের সহিত বিষ্ণুপ্রিয়সহ-গৌর-
কৃষ্ণমিনের উপমা) আ ১৫৫২,
(হর্যোদনের শ্রীকৃষ্ণের রুক্মিণী-হরণ-
কালে বিরাট রূপ-দর্শনে ও ভক্তচীনের
জগা চরিত্র) ম ১০২১২; (চন্দ্র-
শেখর গৃহে অভিনয়-কালে গদ্যদ্বয়ের
রুক্মিণী-কাচ) ম ১৮১২, (মহাপ্রভুর
রুক্মিণী ভাব) ম ১৮৭০, ৭১, ৭২, ৯৮;
(প্রভুর রুক্মিণী বেশে যাবতীয় শক্তি-
ত্বের প্রকাশ) ম ১৮১৪৬, অ ৪১৩৮২;
১০১৪৭

রুক্মিণী ম ৫১৫১

রুদ্র আ ১৭০, ৮১৫০, ১০২৪,
১১৬২; ম ২০১১৮, ৪০৯-৪১০;
অ ৫১৫২২; (রুদ্র বাতীত অজ্ঞেয়
বিষয়ানে বিপত্তি) অ ৬৩১

রূপ (দবিরখাস) মহাপ্রভুর দবিরখাস
ও শাকর মল্লিকের 'রূপ-সনাতন'
নাম প্রদান আ ১১৭২, (গ্রন্থকারের
অনুপ্রদান) ম ৬২; ১১৩; (শ্রীঅধৈতকে

অভ্যর্থনাথ শ্রীকৃষ্ণ-সনাতনের অগ্রগমন)
অ ৮৫২; (নীলাচলে শাকরমল্লিক ও
রুপের প্রভু-সম্মিধানে আগমন ও
প্রভু-পদে নতি ও স্তুতি) অ ৯২৩৯,
২৫২, ২৭৪

রেশমী (শ্রীদলদেবশক্তি) ম ১৩২১৫;
১৫৩৮; ১৮১১৪৩; (শ্রীহর্যোদন
বৈষ্ণব নীলাচল হইতে গোড়াগমন-
পথে রেশমী-ভাব) অ ৫২৩৯

রোহিণীকুমার অ ৫১৫৮

ল

লক্ষ্মণ (অভিন্ন-শ্রীনিত্যানন্দ) আ ৫১৭০;
(শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু বালানীলার
লক্ষণাবেশে ক্রীড়া) আ ৯৪৭, ৫১,
৫২, ৫৬, ৫৮-৬০, ৭৫, ৮৩; ম
৪১৩, ২৫, ২৬, (অনন্তের অবতার) ম
৫১১৫; ৮১৬০; ১০১২; (অভিন্ন-
নিত্যানন্দরূপ) ম ১১৫০; ২৩।
৫২৫, অ ২২১১; ৪১৩২৪, ৩২৫,
৩৩২, ৫২১২, ৭১৩২; (কৃষ্ণের
আজায় অবতার) অ ৮১৭১; লক্ষ্মণ-
চন্দ্র অ ৫৪৮৭

লক্ষ্মী (লক্ষী-প্রয়া) (বিজয়) আ
১১১০ (স্থল), (পিতা বলভা-
চারণে কথার উৎকৃষ্ট পতি-চিন্তা)
আ ১০৪৯, (দৈববাণ গঙ্গানানোপলক্ষে
গৌরনারায়ণ-সহ সাক্ষাৎকার ও
পরস্পরকে অঙ্গীকার পুষক গৃহে
গমন) আ ১০৫০-৫২, (ঘটকবর
বনমালা আচার্য্যের শচীদানে লক্ষ্মী-
দেবীর রূপ গুণ বর্ণন) আ ১০৫৭,
(শচীর প্রথমে নিরপেক্ষতা, পরে
পুত্রের অভিপ্রায় বুঝিয়া ঘটককে
কাগ্যসম্পাদনের অনুমতিদান, ঘটকের
বল্লভমিশ্রনিকটে আগমন
বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন, প

প্রদান, মিশ্রের তচ্ছবণে সোমাসে
সম্ভবিতান, লক্ষ্মীর বিবাহায়োজন,
অধিবাস উৎসবাদি) আ ১০।৫৮-
২০, (প্রভুর মিশ্রগৃহে আগমন,
লক্ষ্মীপিতার ভ্যামাতৃবরণ, সম্প্রদানার্থ
সালঙ্কতা কথানয়ন, চন্দ্রিণি যথো
লক্ষ্মীকে উত্তোলন ও নিমাইকে লক্ষ্মীর
সপ্তবার প্রাক্কিণ, শুভদৃষ্টি, লক্ষ্মীর
গৌরপাদপদ্মে মায়া প্রদান-সহ আত্ম-
নিবেদন ও গৌব-নারায়ণের বামপার্শ্বে
উপবেশন) আ ১০।১১-১০১,
(অভিন্ন-কৃষ্ণিণী লক্ষ্মীপিতা অভিন্ন-
ভীষ্মক বহুভমিশ্রেব ভ্যামাতৃ-
অর্চনাদি কাধ্যাস্তে যথাবিধানে
কথা-সম্প্রদান) আ ১০।১০৩-১০৬,
(নিমাইক লক্ষ্মীসহ স্বগৃহে স্বাভ্যা,
লক্ষ্মী-নারায়ণ-দর্শনে নরনারীগণের
ধন্যবাদ ও স্ববদনশাস্ত্রযায়ী বিবিধ
উক্তি) আ ১০।১০৮-১১৬, (প্রভুর
বিবাহদিনেব পবদিন সন্ধ্যায়
গৃহাগমন, শচীমাতার বধু-বরণ,
সমবেত সকলকে গন্তোষণ) আ ১০।
১১৭-১১৯, (গৌরনারায়ণ ও লক্ষ্মীর
মিলনে শচীগৃহ মহাবৈকুণ্ঠধাম, শচী-
দেবীর সর্বদা সর্বত্র আলৌকিক
রূপ-দর্শন ও পদ্মগন্ধাজ্ঞান এবং বধুকে
কমলাংশ জ্ঞান) আ ১০।১২১-১২৭;
(লক্ষ্মীর প্রভুকে অন্ন পরিবেশন ও
প্রভুর ভোজনলীলা) আ ১২।১০২,
(ভোজনান্তে প্রভুর তাবুল চর্ষণ
ও শয়ন এবং লক্ষ্মীপ্রিয়াব প্রভু-পাদ-
সেবাহন) আ ১২।১০৩, (প্রভুব
সন্ন্যাসিনিমন্ত্রণ, লক্ষ্মীদেবীর নৈবেদ্য-
রন্ধন, প্রভুর স্বয়ং সন্ন্যাসিগণের
ভোজন-পর্ষ্যবেক্ষণ) আ ১৪।১৮-
১৯, ২৮, (লক্ষ্মীচরিত্র (মুদ্রিতভা)

সেবা-বিগ্রহ লক্ষ্মীদেবীর আদর্শপতি-
সেবা বর্ণন, একাকিনী স্বাভীয়
গৃহকর্ম-সম্পাদন, তাহাতে শচীদেবীর
সন্তোষ, বিষ্ণুপূজোপকরণ-সজ্জা, নিরন্তর
ভুলসীসেবা ও ঐতিহাসিক আগ্রহে
শচীদেবীর সেবানিষ্ঠা) আ ১৪।৩৮-
৪৩, (লক্ষ্মীচরিত্র-দর্শনে গৌর-
নারায়ণের অন্তরে সন্তোষ) আ ১৪।
৪৪, (লক্ষ্মীদেবীর প্রভু পদ-সেবাহন,
প্রভুপদতলে শচীমাতার জ্যোতির্দর্শন,
কখনও স্বগৃহে পদ্মসৌভজ্ঞান, লক্ষ্মী-
নারায়ণের বনবীপে গুটরূপে অবস্থান)
আ ১৪।৪৫-৪৮, (প্রভুর পূর্ববলো-
দ্ধারেচ্ছা জ্ঞাপন পুর্নক লক্ষ্মীদেবীকে
মাতৃসেবার্থ উপদেশ দান) আ ১৪।
৫১, (প্রভুর পূর্ববঙ্গ-বিজয়ে প্রভু-
বিরহে লক্ষ্মীদেবীর মনোহঃখ,
নিরন্তর স্বজ্ঞমাতার সেবা, অহাব-
হ্রাস, সর্গবাক্তি ক্রন্দন, সর্গরূপ অধৈর্য্য,
ভগবদ্ বিবহ-সহনে অসার্থা-হেতু
তচ্ছবণে গমনেচ্ছা ও স্বধামবিজয়)
আ ১৪।৯৯-১০৫, (শচীদেবীর ক্রন্দন,
প্রতিবেদনী সজ্ঞনগণের লক্ষ্মীদেবীর
অপ্রকট মহোৎসব সম্পাদন) আ ১৪।
১০৬-১০৮, ১৬৮, ম ২৩।১১২;
লক্ষ্মীদেবী আ ১৪।১৮, ৩৮; লক্ষ্মী-
নারায়ণ আ ১০।১৭, ১১০, ১১৬
লক্ষ্মী (বিকুপ্রিয়া) আ ১৫।১০৭, ১২০.
১৭০, ১৭৩, ১৭৬-১৭৮, ১৮৫, ১৮৮,
১৯০, ২০২, (গয়া হইতে প্রত্যাগত
প্রভুর দর্শনে লক্ষ্মীর আনন্দ) ম ১।১২,
(শচীমাতার পুত্রবধু বাবা পুত্রের গৃহা-
সজ্জিবদ্ধন-চেষ্টা, কিন্তু প্রভুর ঔদাসীভ)
ম ১।১৩৭, (প্রভু-সেবা) ম ১।১২১;
(প্রভুর ভাবাবেশে লক্ষ্মী-প্রতি ক্রোধ-
প্রকাশ-লীলা) ম ২।৮৭; (শচীর

বপ্ন-কথা-শ্রবণে আনন্দ) ম ৮।৫০;
(জননীর শ্রীতি-হেতু মহাপ্রভুর বিষ্ণু-
প্রিয়া-সমীপে অবস্থান ও তদীয় সেবা
গ্রহণ) ম ১।১৬৫-১৮ লক্ষ্মীকান্ত
(গৌরনারায়ণ) আ ১৬।১; অ ১।৩;
৫৮৮; লক্ষ্মীকৃষ্ণ আ ১৫।১২৩,
২১২; লক্ষ্মীনারায়ণ আ ১৫।
১৭৮, ২০২
লক্ষ্মী (বিকুপ্রিয়া) (শেষশায়ী গৌব-
নারায়ণের পাদপদ্মসেবারত) আ ৮।
১৪৯, (শ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া অভিন্না শ্রীলক্ষ্মী-
দেবী) আ ১০।৪৯, ৫৭, (ঈশ্বরেচ্ছা
যাতীত স্বয়ং লক্ষ্মীরও তদীয় ছয়লীলা-
বোধে অক্ষমতা) আ ১০।১৩০;
(যোগমায়া—চিচ্চকি, বাহার ছায়া-
শক্তিই কৃষ্ণবিমুখ বিশ্ববিমোহিনী,
ঐহারও ভগবৎপ্রদর্শনে মোহ) আ
১৩।১০৩; (শ্রীবিকুপ্রিয়া অভিন্ন-
শ্রীলক্ষ্মীদেবী) আ ১৫।৪৪; (গদাধর-
পাদপদ্মই লক্ষ্মীর জীবন) আ ১৭।৩৬;
ম ১।১৬৬, ৩৪০, ('লক্ষ্মীর দারিদ্ৰ্য
সম্ভব হইলেও শ্রীবাসের দারিদ্ৰ্য
অসম্ভব' বলিয়া মহাপ্রভুর শ্রীবাসে
বরদান) ম ৮।২০; (লক্ষ্মীর জীবন-
ধন প্রভু-চরণ-লাঞ্চে জগাইর বশে
ধারণ) ম ১৩।১২৮; (লক্ষ্মীকায়
মহাপ্রভুর নৃত্য) ম ১৮।৫, ২০, ২৯
৫১, ৪৭, ৬০, (প্রভুর লক্ষ্মীবেশ-দর্শনে
আইর ধারণা) ম ১৮।১০১, ১৬৬
১৭৭, ২১৭, ২২৪; (লক্ষ্মীরও প্রভু
পাদপদ্মে স্থান প্রার্থনা) অ ২।৫৮
(সিদ্ধহৃতা) অ ৩।২৬৫; (লক্ষ্মী
ভিক্সা সম্ভব হইলেও শ্রীবাসেব অর্থা
ভাবে অসম্ভব) অ ৫।৫৪; (ঈশ্বর
হৃদয় লক্ষ্মীরও হৃর্কিঞ্জের) অ ৭।৮০
(গোপীনাথ-ভোগার্থ নিত্যানন্দানী

তত্ত্বের সহিত সাক্ষাৎ লক্ষ্যের রক্ষণ-
যোগ্য তত্ত্বের তুলনা) অ ৭১৩৪;
(বৈষ্ণবগৃহীণীগণ লক্ষ্য-অংশ) অ ২১
৮, ১২, (বৈষ্ণবের বিষ্ণু চরণ-সেবা)
অ ২১৩৪৬, লক্ষ্যী-সহ ভগবানের ভক্ত-
চরণ-বন্দন-লীলা) অ ২১৩৪২, ৫৫৭,
লক্ষ্মীকান্ত অ ৫. ৬২; ১১১৮৪,
অ ২২৩১; লক্ষ্মীকৃত অ ১৫
১২৩, ২১২; লক্ষ্মীনারায়ণ অ ১১
২৭, ১১০, ১১৪, ১১৬, ১৪১৮, ৩১,
৪৮; ১৫১৭৮, ১০২; লক্ষ্মীপতি-
গৌরচন্দ্র ম ১৬১২০; অ ৩২০৩

অ

শঙ্কর (গুণাবতাব) (কৃষ্ণরূপায় স্থষ্টি-
শক্তিলাভ) অ ১০১০৪; (শুদ্ধদাতা)
ম ১১৩৬; ("গৌরব পুত্র, শঙ্কর
মানিব না" ঠাণ্ডা অপবাদ) ম ১১১৭০;
৪১৫৮; ৬১২৭, ১০১, ১৫৪; ৮১৮-৯২,
২০৬; ১০১২৩৭; (মহাপ্রভুর পাতকী-
তাবণ-মতিমা কীর্তন) ম ১৪১২৭,
(কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য) ম ১৪১৪০; ১৫
২৩; (অষ্টভক্তপ্রতি গৌরের প্রসাদ
শঙ্করেরও হুল্লুতি) ম ১৬১৩৩; ১২১
১৮২, (মুহারিব প্রতি প্রভুর প্রসাদ
বাহুনির) ম ২০১৩১; ২৩১২৩৬,
৪২৭; অ ১২৫৭; ২১৩৩, ৬৮,
২৪১, ২৪২, ৩০৭, ৩১০, ৩১২,
৩২২, ৩৩৩, ৩৪২, ৩৫০, ৩৬৩,
৩৮০; ৩৪৭, ৫৪, ৪৩২; ৪১৫২,
৭১৬১; ২১৮৩, (ভৃগুপ্রতি ক্রোধ)
অ ২১৩৪২, (পার্শ্বতীর বাক্যে লক্ষ্য)
অ ২১৩৪৫, (কৃষ্ণের শ্রেষ্ঠ প্রবণার
ভৃগুপ্রতি ক্রোধলীলা) অ ২১৩৮৫

শঙ্কর পণ্ডিত (নীলাচলে প্রভুপাদ-
পয়ে সমাগম) অ ৩১৮৫; (অষ্টভক্ত
অভ্যর্থনার্থ আগমন) অ ৮১৫৬

শঙ্করাচার্য (অষ্টভক্তবাদী) অ ৩১৫৬
শঙ্করারণ্য (ত্রিবিধকপেব সমাসলীলার
নাম) অ ৭১৭৩, (সমাসসংহরণ)
ম ২১১০৬

শঙ্করবর্ণিক (নন্দীয়াবাসী, মহাপ্রভু
শঙ্করবর্ণিক গৃহে গমন ও উত্তম শঙ্ক-
গ্রহণ-লীলা) অ ১২১৪৬ ১৫০; ম
২৩৪২৮-৪২৯

শচীদেবী (গৌরজননী) (পরিচর) অ
১১২৩, ১০৫, ১১৩, ১২৬, (জননীকে
উপলক্ষ করিয়া মহাপ্রভুর সর্বস্বত্বকে
বৈষ্ণবগণবাধ হইতে সতর্ক করণ) অ
১১৩৩২ (স্মৃতি), (মহাপ্রভুর সমাস-
লীলায় শচীদেবী দ্রুপ) অ ১১৫৬
(স্মৃতি), ১১২২, (অপ্রাকৃত বাৎসল্য
সেবা-রসের সঙ্গাশ্রয়িত মূল আশ্রয়-
বিগ্রহ) অ ২১১৩২, (অষ্টকজান
তিরোধানের পর বিশ্বরূপের আবির্ভাব)
অ ২১১৪০, (শুদ্ধস্বরূপে গৌবা-
বির্ভাব) অ ২১১৪৫, (স্বাপ্নার জায়
অনন্তরূপের স্বরূপনি শবণ) অ ২১
১৪৬, (আলৌকিক ঔজ্জ্বল্য) অ ২১
১৪৭, (লক্ষ্যাদি দেবতার গর্ত্তুরতি)
অ ২১১৪৮-১১৪, (শুদ্ধস্ব শচীগর্ভে
জগদ্রবাসেব বাস) অ ২১১২৫,
(শ্রীভগবান্ গৌরস্বরূপের আবির্ভাব-
লীলা) অ ২১২০৮, (দেবগণের
যোগ্যদীর্ঘে অস্ত্রের অলঙ্কিত আগমন
ও ভূমিষ্ঠ প্রণাম) অ ২১২২৬, (পুত্র-
মুখ-দর্শনে আনন্দ) অ ৩১৬, ২,
(দেবীগণের মানবীকরণ দারপূর্ণক
শচী-সমীপে আগমন ও শচীর পদধূলি
গ্রহণ) অ ৩৩৭-১৮, (গৌবাবির্ভাব-
অন্ত গৃহের আনন্দ অবর্ণনীয়) অ ৩
৪০; ৪৩০-৪, (দেবগণের কৌতুকতর-
প্রদর্শন) অ ৪১০-১৭, (বাল-

কোথান পর, গঙ্গাপূজা, বঙ্গীপূজা
প্রকৃতি) অ ৪১৮-২২, (গৃহে নিরন্তর
হরিশ্রবণ) অ ৪২৮, ৫৫, ৬৪, ৭১,
৭৭, (নিধন হইয়াও গৌরধন লাভে
পরমানন্দ) অ ৪১৮৩, (নিমাইকে
মহাপ্রব্রজন ও দারিত্র্যভুগ্নের অব-
সানশা) অ ৪১৮৪-৮৫, (নৃপুরুষনি
প্রণ ও শ্রীনিবৃত্ত-চরণচন্দ্রদর্শন) অ
৫১৫-১৫, ৩২, (তৈত্তিরিকপ্রাণরাজ্য-
কাব্যী নিমাই সচ প্রতিবেশী-গৃহে
গমন) অ ৫১৫২, ১২০, ১২৩; ৭৪১,
(নিমাইর গঙ্গাআনন্দলীলায় কুমারীগণ-
সহ চাপলা পোকাশলীপ, কুমারীগণের
শচীতানে অভিব্যক্তি ও শচীমাতার
কুমারীগণকে আশ্রয়প্রদান) অ
৬১৭৩-৮৫, (নিমাইর চাতুর্যরাজ্য,
আনন্দলক্ষণ পুত্রমুখদর্শনে শচীর
বিস্ময় ও নিমাইকে মহাপুরুষজ্ঞান
এবং পুত্রদর্শনানন্দে পুনর্বাসলোভ)
অ ৬১১৫-১৩৪; (গ্রন্থকারের
একমিশ্রপদে প্রণতি) অ ৬১৩৭,
(অগভকে আশ্রয়নার্থ নিমাইকে
অষ্টভক্তসভায় পেরণ) অ ৭১৩৪,
(বিশ্বকপেব সমাসগ্রন্থলীলায় ভক্ত-
পুত্রবিরক্ত ক্রন্দন) অ ৭১৭৪,
(নিবৃত্ত উচ্চৈঃস্বরে 'বিশ্বরূপ'কে
আহ্বান) অ ৭১৭২, (বিশ্বরূপ-
বিরক্তলাদবাণ নিমাইর পিতৃমাতৃসমীপে
অবস্থান) অ ৭১১৪, (নিমাইর
অপূর্ণ বুদ্ধি দর্শনে সত্যের মিশ্র-
শচীকে প্রণাম ও ভবিষ্যৎবাণী) অ
৭১১৭-১২০, (পুত্রের জগৎ-প্রবে-
ষ, কিন্তু মিশ্রের পুত্রের ভাবিসম্মান
শঙ্কর বিমর্ষভাব ও পুত্রের অধ্যয়ন
ত্যাগপূর্ণক শ্রীবিদ্যাবাদী) অ
৭১২১-১২৭, (অধ্যয়ন-ত্যাগের

কুঙ্গল-বর্ণনে মিশ্রের কৃষ্ণনির্ভরতা-
জ্ঞাপন) আ ৭১২৮-১৪৫, (নিমাইব
পিত্রাদেশে পাঠ্যভাগ ও বিবিধ ঔদ্ধত্য-
লীলা প্রকটন; নিমাইর বজ্রা তান্ত্রিক
উপর উপদেশ-লীলায় শচীমাতার
নিবেদ ও তাহাতে মহাপ্রভুর শিক্ষা)
আ ৭১৩১-১৮০, (নিমাইকে আনার্থ
আহ্বান, নিমাইর অধ্যয়নে সম্মতিদান
ব্যতীত বজ্রা তান্ত্রিক্যে অনিচ্ছা-
জ্ঞাপন) আ ৭১৮১-৭১৮৩, (নিমাইর
পাঠ্যবর্জন-হেতু সকলকেই শচীকে
ভৎসনা ও নিমাইব পক্ষ সমর্থন)
আ ৭১৮৪-১৮৮, (নিমাইব তথায়
বসিয়া তান্ত্রিক ও মন্ত্রতিসকলকে
তদ্বর্ণনস্থগদান) আ ৭১৮৯, (প্রভুব
মহাপ্রভাবে প্রভুব ও বাহুপদ্যক)
আ ৭১৯১, (শচীমাতার অসং নিমাইকে
ধারণপূর্বক আন-বিধান) আ ৭১৯০-
১৯২, (মিশ্রস্থানে পুজাব পাঠবিবচি-
হঃ নিবেদন ও মিশ্রের পুনঃ
পাঠ্যরস্তে অমুমোদন এবং মহাপ্রভুর
তর্ক) আ ৭১৯৩-২০২; ৮১,
(মহাপ্রভুব যজ্ঞস্থল ধারণ-মহোৎস-
বসমুষ্ঠান) আ ৮১৮-১৩, ১৪, (মিশ্রের
কৃষ্ণসমীপে নিমাইর গৃহাবস্থান-
বরণার্থনা-প্রবণে শ্রীশচীর সন্নিহনে
তৎকারণ জিজ্ঞাসা, মিশ্রের স্বপ্নবাস্তব
কথন, শচীর পুত্রের বিভাবিলাসা-
সঙ্কিবর্ণন-দ্বারা পতিকের আশ্বাসদান)
আ ৮১৯৫-১০৭, (পুত্রস্নেহমুগ্ধ মিশ্র-
সম্পত্তির পুত্রস্বত্বকে বিবিধ আলাপ) আ
৮১০৮, (শুক্লদণ্ড বহুদেবভিষ মিশ্রের
অভ্যর্থন) আ ৮১০৯, মহাপ্রভুর
কলনলীলা) আ ৮১১০, (গৌরোচ্চার
শ্রীশচীর জীবন-ধারণ) আ ৮১১১,

(পিতৃহীনপুত্রবৎসলা) আ ৮১১৪-
১১৫, (নিমাইর মাতাকে আশ্বাসদান
ও ব্রহ্মাদিহস্ত সম্পদানে অকৌকার)
আ ৮১১৬-১১৮, (পুত্রমুগ্ধদর্শনে
আত্মবিস্মৃতি) আ ৮১১৯, (হঃস্বরাহিত্য
ও সচ্চিদানন্দ) আ ৮১২০-১২১,
(পুত্রস্নেহবৎসল মাতার পুত্রোচ্ছাপ্রবণে
যত্ন) আ ৮১২৬, (আন ও গন্ধা-
পূজাব দ্রব্য প্রাপনা-মাত্র পুরণে বিলম্ব-
হেতু নিমাইর ক্রোধলীলা, গৃহ-
দ্রব্যাদিব অপচয়, সর্বশেষে ভূমিতে
বিলুপ্তন ও যোগনিদ্রায় শরন) আ ৮১
১২৭-১৫২, (নিমাইব প্রার্থিত
মালাদি দ্রব্য-সংগ্রহ ও নিমাইকে
ভূপৃষ্ঠে চাইতে তুলিয়া তৎসমুদয় প্রদান)
আ ৮১৫৪-১৫৬, (পুত্রকৃত দ্রব্যাপচয়-
সম্বন্ধে শচীর সন্তোষ ও নিমাইর
আনার্থ গমন) আ ৮১৫৭-১৫৮,
(রক্ষনোদ্যোগ) আ ৮১৫৯, (অপচয়-
সম্বন্ধে ক্ষোভস্বরাহিত্য) আ ৮১৬০,
(কৃষ্ণ-বশোদার সহিত নিমাই-শচীর
উপমা) আ ৮১৬১-১৬২, (জগদ্ধাতা
শচীব গৌর-চাকলা-সচিসুতা) আ
৮১৬৩, (সচিসুতায় পৃথীসর্ম) আ
৮১৬৪, (নিমাইর আনন্ডে গৃহগমন,
বিষ্ণু ও তুলসীপূজাস্তে ভোজনলীলা,
তদন্তে আচমন ও তাড়নচর্চণ) আ
৮১৬৫-১৬৭, (পুত্রের চাপলাকারণ
জিজ্ঞাসা ও অভাব-জ্ঞাপন এবং তদ-
ন্তরে প্রভুর রক্ষেরই গোপ্তৃ-জ্ঞাপন)
আ ৮১৬৮-১৭১, (নিমাইর নিতুতে
মাতাকে চুইতোলা স্বর্ণদান ও কৃষ্ণ-
প্রদত্তজ্ঞানে তদ্বারা গৃহ-ব্যয়-নির্বাহার্থ
অমুরোধ) আ ৮১৭৫-১৭৬, (শচী-
মাতার পুত্রের শরনার্থ প্রস্থানান্তর
পুত্রের স্বর্ণসংগ্রহ বিষয়ে চিন্তা ও

আশঙ্কা) আ ৮১৭৭-১৮২, (নিমাই-
বিবাহোদ্যোগ) আ ১০৪৭, (বন-
মালী আচার্য্য ঘটকের আগমন এবং
বরভাচার্য্য-কর্ত্তা লক্ষ্মীপ্রিয়া সম্বন্ধে
কথাবার্ত্তা) আ ১০৪৩-৫৭, (নিমাইর
শাক্তানুশীলনের পরে শচীমাতার কার্য
করণেচ্ছা-জ্ঞাপন) আ ১০৫৮
(ঘটকের অগ্রসরমানে প্রস্থান, দৈবাৎ
পথে মহাপ্রভু-সহ মিলন, ঘটকের
মতিপ্রায় বৃদ্ধি প্রভুর ঘটককে
স্বগৃহে আনয়ন, মাতাকে ঘটককে
সম্মাননা না করার কারণ-জিজ্ঞাসা)
আ ১০৫৯-৬৪, (পুত্রের জিজ্ঞাসায়
তদীয় বিবাহোচ্ছার ইচ্ছিত পাঠনা
শচীমাতার আনন্দ, ঘটককে পুনর্বার
ও শুভকার্য্য-সমাপনের প্রস্তাব) আ
১০৬৫-৬৬, (শচীকে প্রণামান্তে বন-
মালী আচার্য্যের বরগৃহে গমন, তৎ-
সহ গৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়া মিলন-সম্বন্ধে
সমস্ত কথাবার্ত্তা স্থির করিয়া শচী-
মাতাকে সংবাদদান) আ ১০৬৭-৭৮,
(বিবাহের আয়োজন, অধিবাস-
মহোৎসব) আ ১০৭২-৮৪, (বিবাহ-
দিবস প্রাতে নানাবিধ মাস্তলিক
অমুষ্ঠান) আ ১০৮৫-৮৮, (গোপুলি-
সময়ে নিমাইর বিবাহার্থ কর্ত্তাগৃহে
যাত্রা) আ ১০৯১, (বিবাহানন্তর
পরদিন সন্ধ্যায় নিমাইর লক্ষ্মীসহ গৃহা-
গমন, শচীর পুত্রবধূকে গৃহে বরণ,
উপস্থিত সকলকেই সম্বোধন) আ
১০১১৭-১১৯, (শচীগৃহে মহাবৈষ্ণব-
ধাম) আ ১০১২১, (শচীর নানা
অলৌকিক রূপদর্শন ও গন্ধাভ্যাগ,
বিচীর, বধূকে কমলাংশজান) আ
১০১২২-১২৮, (শ্রীকৃষ্ণপুত্রীয় নবমীপে
আগমন, নিমাইর অধ্যাপনান্তে গৃহা-

গমনকালে পুরীসহ ছিল, পুরীকে
ভিক্ষা-নিমন্ত্রণ করিয়া বৃগ্ধে আনয়ন,
পুরীপাদের শচীমাতার পাচিত কুঙ্ক-
নবেস্ত গ্রহণ) আ ১১১২০; ১২০২
৬৪, ২৭, (লক্ষ্মীপ্রসার অন্ন পরিবেশন
এবং শচীর নিমাইর ভোজন-দর্শন)
আ ১২১১০২, ১০৭, ১২৪, ১৪৫, (নগর-
সমগান্ত্রে নিমাইর গৃহে বিষ্ণুস্মির-
ণে উপবেশন, পূর্ণচন্দ্র-দর্শনে কৃষ্ণ-
ভাবোদয়ে মধুর মুরলীধ্বনি, শচী-
মাতার তচ্ছবণ, শঙ্কসম্মে বিষ্ণু
ছায়াভিমুখে গমন ও নিমাইকে দর্শন;
কিন্তু বামীধ্বনির কাবণ-নির্ণয়ে
অসমর্থ) আ ১২১২৪-২২৩, (বিবিধ
ঐশ্বর্য দর্শন, কখনও রাজে মহারাস-
ক্রীড়ার স্তায় নৃত্যগীতাদি শ্রবণ, কখনও
সর্বভবনকে জ্যোতির্ময় দর্শন, কখনও
পদ্মপাণি দিব্য ক্রীড়া দর্শন, ~~কখনও~~
উজ্জ্বল মুক্তি দেবগণের দর্শন; বিষ্ণু
ভাস্কর্য্যপূর্ণ শচীর গৌরবৈশিষ্ট্য-
দর্শন কিছু বিচিত্র নহে) আ ১২১২৪-
২৩০, (শচীদেবীর রূপার চিত্তপ্রতি-
ফলে তর্দশনে জীবের যোগ্যতা-লাভ)
আ ১২১৩০১, ২৫৫, (মহাপ্রভুর শচী
দেবীকে সন্ন্যাসী ভোজন করাইবার
উপদেশ-দান, শচীদেবীর নৈবেদ্য-
ভাণ-হেতু চিন্তা, তখনই অলক্ষিতে
নৈবেদ্যাগমন) আ ১৪১৫-১৭, (পুত্রবধু
লক্ষ্মীদেবীর চরিত্র দর্শনে স্বশ্রমাত-
শচীদেবীর পরম সন্তোষ, তুলসী-
সেবাদি হইতেও শচীদেবীর সেবা
লক্ষ্মীদেবীর বিশেষ আশ্রয়) আ ১৪১
৩২ ও ৪০, (পুত্রপদতলে কখনও
কখনও দিব্যজ্যোতির্দর্শন) আ ১৪১
৪৬, (কখনও বা গৃহে পদ্মদোরভাষণ)
আ ১৪১৪৭, (প্রভুর শচীসমীপে পূর্ণ-

বঙ্গবিজয়ের অভিশ্রম-জ্ঞাপন) আ
১৪১৫০, (প্রভুর লক্ষ্মীদেবীকে মা-
সেবার্ণ উপদেশদান) আ ১৪১৫১,
(লক্ষ্মীদেবীর নিমন্তব্য স্বশ্রমাতাব সেবা)
আ ১৪১৫০০, (ভগবদ্বিরহ-সংগনে
অসমর্থ লক্ষ্মীদেবীর স্বশ্রমবিজয়ে শচী-
মাতার পায়পবিত্রাবিক্রম) আ
১৪১৫০৬, (শচীমাতার ত্রৈলোক্য-
অশ্রু গ্রহণের দিগদর্শন) আ ১৪১
১০৭, (প্রতিবেশী সজ্জনগণের শচী-
মাতাকে লক্ষ্মীদেবীর অপ্রকট-মহোৎস-
কার্য্যে যথাসাধ্য সহায়তা) আ ১৪১৫০৮,
(প্রভুর পূর্ণবঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্তন,
শচীমাতাকে প্রণাম ও অর্ঘ্যাদি
প্রদান) আ ১৪১৫৮, (শচীমাতার
অন্তরে ত্রৈলোক্য সন্নিবেশিতোক্ত)
আ ১৪১৬০, (পুত্রের মনঃকষ্টাশ্রয়
দূরে অবস্থান, প্রভুর মাতৃসমীপে গমন
এবং মাতার ত্রৈলোক্য ও ঔদাস্যের
কারণ জিজ্ঞাসা) আ ১৪১৭১-১৭৫,
(পুত্রবাক্য শ্রবণে শচীমাতাব মোহ-
ভাবে অধোমুখে ক্রন্দন) আ ১৪১৭৬,
(প্রভুর লক্ষ্মীদেবীর কাবণ-জ্ঞাপন)
আ ১৪১৭৭, (প্রভুর মাতাকে
প্রবোধদান) আ ১৪১৮২-১৮৮,
(পুত্রের বিবাহাধিষ্ঠিতা, নবদীপবাসী
শ্রীসনাতন মিশ্রের কস্তা বিষ্ণুপ্রিয়াকে
পুত্রবধূরূপে বরণাভিলাষ, বিষ্ণুপ্রিয়া
প্রত্যহ গঙ্গাস্নানকালে শচীমাতার
চরণ-বন্দন ও বিষ্ণুপ্রিয়াকে শচী-
মাতার আশীর্বাদ, সনাতন মিশ্রেরও
আন্তরিক ইচ্ছা প্রভূকে কাম্যভূ রূপে
বরণ, ঘটক কাশীনাথ পণ্ডিতকে
বিষ্ণুপ্রিয়া-সহ প্রভুর বিবাহ-সংঘটন-
কার্য্যে নিয়োগ, কাম্যনাথের সনাতন-
স্থানে গমন ও কাব্যসিদ্ধি করিয়া

তৎসমুদয় শচীস্থানে নিবেদন, শচী-
মাতার আনন্দ ও পুত্রবিবাহে উত্তোষ)
আ ১৪১৩৮-৩৭, (সাধীগণ সহ শচী-
মাতার গঙ্গাপূজা, বজ্রপূজা, বই, কলা,
তৈল, তাহুল, সিন্দূরাদি দ্বারা সাধী-
গণের সন্তোষবিধানাদি শোকাচার-
সম্পাদন) আ ১৪১১৪-১১৭, (ঐশ্বর্য-
প্রভাবে প্রভুর অনন্তত্ব ও শচীমাতার
মুক্তহস্তে তদবিতরণ, এবং সধবাগণের
অভ্যুত্থিত) আ ১৪১১৮-১১৯, (শচী
মাতার স্তায় বিষ্ণুপ্রিয়া-জননীও সহস্র
বিবিধ মাজলিক অঙ্কন সম্পাদন) আ
১৪১২০, (প্রভুর বিবাহার্থ কস্তাগৃহে
গমন-কালে মাতৃ-প্রদক্ষিণ) আ
১৪১৪০, (গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ায় গৃহাগমন
ও শচীমাতার নববধূ-বরণ) আ
১৪১২৩, ১৭২২, ৬৬, ৭৩; ম
১২৮, ১৩২, ১২১, ২৪১, ৪০৬;
(প্রভুর ভাবাবেশ-দর্শনে ব্যাধি বলিয়া
শচীদেবীর ধারণা) ম ২৮৮, (বাৎসল্য
রসপুষ্টি শচীর প্রভুদীপানভিজ্ঞতা)
ম ২৮৯, (ঐশ্বর্য সমীপে প্রভুর
ভাষা নিবেদন) ম ২১০৫, (ঐশ্বর্য-
বাক্য শচীর আশ্রয়) ম ২১২৩,
১২৪, ২২২, ২২৪, ২৪৪; ৩২০,
১০৩, ৪৫৬; (নিত্যানন্দকে
ভোজন করাইতে শচীর আনন্দ)
ম ৮৫২, (গৌরিনিতাইয়ের ঐশ্বর্য-
দর্শনে মুগ্ধ) ম ৮৬৮, (মহাপ্রভুর
বিভিন্ন ভাবাবেশ দর্শনে আনন্দ)
ম ৮৯২, ২৪, ১২২; ১০৯১; ১১১
৬৭, ১০২৫৩, ৩৪৬; ১৬১১; ১৭১
৪৫; ১৮১৬১, ১২৭, ২০১; ১৯১০৩,
২০৬; ২০১, ১০০; ২১৩২, ৩৭;
২১১, ২, ২, (প্রভুর নিজজনদীপ
আদর্শে নাশাপ্রাধ-বর্জন শিক্ষাদান)

ম ২২১০, ১৩, (শচীমাধায়া) :
২১৪০-৪৪, (অষ্টৈতপদধ্বনি গ্রহণ
ও আবিষ্কার) ম ২২৪৬-৪৯,
(শচীদেবীর বৈষ্ণবাপরাধে বিষয়)
ম ২২৪৯, (অষ্টৈতস্থানে অপরাধ)
ম ২২১১৪, ১২২; ২০৮৫, ১১৯,
১৪০, ১৫৫, ১৬২, ১৭১, ২৪২, ২৬৪,
২৭৪, ৩২৪, ৩২১, ৪২৫, ৪৪০, ৪৮৩;
(মহাপ্রভুর নৃত্য দর্শনে নদীয়াবাসীর
শচীদেবীর প্রশংসা) ম ২৩৫০৪;
২৪২২, ৬৫; ২৫১২, ১৩, ২৬; ২৬২০,
(প্রভুর বিপ্রলম্ব-চেষ্টা দর্শনে দুঃখ)
ম ২৬৮৪, ১১৮; ২৭১২, (প্রভুর
'সন্ন্যাস-বার্তা'-শ্রবণে শচীমাতার বিলাপ
ম ২৭১৮-১৯, ২১, ২২, ৩৫-৩৬,
(প্রভুর সন্ন্যাস-বার্তা শ্রবণে আহার
ত্যাগ) ম ২৭১৩, (প্রভুর রক্ত-
বাক্যে হৈম্যলাভ) ম ২৭৫১; (প্রভুব
কৃত দ্রুত-গাউ রন্ধনে গমন) ম ২৮১০,
(সন্ন্যাস-দিবসে প্রভুব জননীকে
প্রবেশদান ও শচীর জন্মন) ম ২৮
৬০, ৬১, (প্রভুর সন্ন্যাস-যাত্রা-
দর্শনে জড়প্রায় ভাব) ম ২৮৬৫,
৮৮, ১১২; (মহাপ্রভুর সন্ন্যাস-শ্রবণে
বিরহ অবস্থা) অ ১১৩৮, ৫০, (কৃষ্ণ-
বিরহ উদ্দীপন) অ ১১৪৬; ২২৬২,
৩১১৯, ২০৫, ৩৩৪, ৪৮৮; ৮১৬,
১০৪, ১১১, (শান্তিপুণ্ডে আগমন)
অ ৮২৩৯, ৫০১; ৫১১৮, (নিত্যানন্দ
প্রভুর স্মরণ) অ ৫১২১; ৯১৭০,
২১৯, শচীআই আ ৮১১৪; ১২১
২২৪-২২৫; ১৪৪৭; অ ৪১৩৯;
৫১২১, ৪৮৮; শচীমাতা ম ২৭১৩৬
শচী (ইন্দ্রাণী) আ ১০১১৪ ১৫১২০
শক্রয় (চামর-বাহক-সেবা) অ ৪১৩২৭;
(কৃষ্ণের আজ্ঞার অবতারণা) অ ৮১১৭১

শাকর মল্লিক (মহাপ্রভু-সন্নিধানে
আগমন ও নতি) অ ৯২৩৯,
(শ্রীমদ্ভাগবত-কর্তৃক তৃতীয়সংস্কার-
স্বরূপ 'দনাতন' নাম প্রদান) অ
৯২৭০
শালগ্রাম (অর্চা) (শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের
গৃহদেবতা) আ ৫১১৩, ১১, (তৈত্তিক
বিপের অর্চা) আ ৫১০০
শঙ্কর ম ১৮৮৯
শিখি মাহাতি (শ্রীঅষ্টৈতাচার্য প্রভুকে
অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন) অ ৮৬০
শিব (শুণ্যবতার) (সম্বরণ-পূজা) আ
১২০, ('ভক্ত' আখ্যা) আ ১৪৮
(গোবলীগায় ভক্তরূপে প্রপঞ্চে
অবতরণ) আ ২২২, (শচীগর্ভস্থতি)
আ ২১৪৮-১২৪, (গোবাবির্ভাবে
নবরূপ ধারণপূর্বক চরিকীর্তন) আ
২২২৪; ৩১৮; ৫১৬২; ৮১৫২,
৯১০৭, ১৪৯, ২১৪, (ভিক্তক
অতিথিরূপে গৌরুগৃহে প্রোদ-সম্মানে
ভাগ্যবরণ) আ ১৪৩১; ১৬৩২,
(ভক্তসঙ্গতাকাঙ্ক্ষা) আ ১৬২৩৬,
১৭১৭৫, ১৩৭; ম ১১৩৪০; ২১১৮;
৫১৪৮; (মহাপ্রভুর শঙ্করাবশ)
ম ৮১২৬-২৭, (মহাপ্রভুর নৃত্য-তুলনা)
ম ৮১১৯৩, ২২৫; ৯১৮; (হবিদাস
সঙ্গের বাজা) ম ১০১০৮, (দশাননে
বঘুনাথ-বিশেষে শিব-পূজার ফল) ম
১০১৪৮-১৫০, (নিত্যানন্দ প্রভুব
চরণ-বন্দনা) ম ১২৫৬; ১৫১১,
(আজীবন নিতাই-সেবা) ম ১৫১৪৪,
(কৃষ্ণদাস্ত) ম ১৭২৪; (কৃষ্ণভক্তি-
তন নিম্নক শিবদত্তা) ম ১৯১১১-
১১২, (হৃদকর্ণের শিবরাধনা, শিবের
বরণান ও বৈষ্ণব-বিশেষে নিবেদ্যাজা)
ম ১৯১৭৮-১৮০, (শিববাক্য-বোধে

অসমর্থ হৃদকর্ণের অভিচার-যজ্ঞ)
ম ১৯১৮১, (শ্রীচৈতন্যদাস-বিশেষে
অষ্টৈত-ভক্তের অষ্টৈত-কর্তৃকই বিনাশ-
গাভ) ম ১৯১২৩; (কৃষ্ণ-লঙ্ঘন-
কারী শিবপূজক দশাননাদির দুর্গতি)
ম ১৯২০১, (বিষ্ণুকে লঙ্ঘন করিয়া
শিবপূজা বৃক্ষমূগচ্ছেদ পূর্বক পল্লবদির
সেবনকার্যাবৎ) ম ১৯২০৪; (ভগব-
জীলা-শ্রবণে দিগম্বর) ম ২০১৪২,
(গৌরকীর্তনে আপন-তোলা) ম
২০২৮০, (মহাপ্রভুর সঙ্কীর্ণনে নৃত্য)
ম ২০৪৩৬, (ভগবদাস্ত্র অমুরজি) ম
২০৪৭৬, (শ্রীধরের ভাগ্যদর্শনে আনন্দ)
ম ২০৪৯২; ২৬৩৩; (শুণ্যবতার)
অ ১৫৬, ১১৫; (অধ্বলিঙ্গ, জলেশ্বর
ও ভুবনেশ্বর শিব-মাধায়া) অ ২৬৫-
৬৭, ৬৯-৭২, ২৪২-২৪৩, ২৪৫, ২৫০,
৩০৮-৩১০, ৩১৩-৩২০, ৩২৫-৩২৬,
৩৩৫-৩৩৬, ৩৪৪, ৩৫১, ৩৬৪, ৩৬৮,
৩৮৮-৩৮৯, ৩৯৫-৩৯৬, ৩৯৮-৩৯৯,
৪০১-৪০২; ৩৪, ('শিব'নাম সঙ্গ
অমঙ্গলহারী, শিবপূজা-বিষয়ের কৃষ্ণ-
পূজা-ছগনা দাস্তিকতা) অ ৪৪৭৬-
৪৮১, (সক্সায়ে কৃষ্ণপূজা, তৎপর
কৃষ্ণপ্রসাদ-নিয়োগে শিবপূজা, তৎপর
সক্সদেবপূজা-হাই পূজা-বিধি-ক্রম)
অ ৪৪৮২-৪৮৪, (অষ্টৈতাচার্য শিব-
তত্ত্ব) অ ৪৪৮৫; ৫৪৮১; ৭১৭৯,
৮৬; (শিবাদমহাজনগণ তত্ত্ব-প-
দেশক) অ ৯১৩৭, (ত্রকা, বিষ্ণু ও
শিবের মধ্যে 'কৈ বড়' লয়্য মতভেদ)
অ ৯২০০, (ভৃগুর শিব-পরীক্ষা)
অ ৯৩৪০, (কোথো ভৃগুকে মারিবার
কৃত শূল উত্তোলন) অ ৯৩৪৩, ৩৭১,
(তথ) অ ৯৩৭৮
শিবানন্দসেন অ ৫১৮; (রথযাত্রা-

দর্শনার্থ নীলাচলে গমন) অ ৮১১৫,
(শ্রীঅষ্টৈতকে অভ্যর্থনার্থ অগ্রগমন)
অ ৮১৫০

শিশুপাল (কলিযুগে কৰ্ণক প্রত্যাখ্যাত)
ম ১৮৮০, ৮৬, ৯০

শুক (শুকদেব গোবামী) (ভাগবতে
বলদেবরাসের বক্তা) আ ১২৪, (ভক্ত-
আখ্যা) আ ১৪৮; ৩১৮; (ব্রজবাসীর
কৃষ্ণে স্বাভাবিকী প্রীতি-বিষয়ে ভাঃ
১০১৪৪৩ ও ৫০-৫৭ শ্লোক বিচার)
আ ৭৪৫, ৪৬, ৫০, ৫৩, (গৌরদাসমু-
দাসগণের শুকাদির ও হস্ত ভ কৃষ্ণ-
প্রেমলাভ) আ ৭১০৭; (হিন্দুক
অতিথিরূপে গৌরগৃহে প্রসাদ-সম্মানের
ভাগ্য-বরণ) আ ১৪৩১, ম ১০৬৩;
৩১০২; ৬৮২; (মহাপ্রভুর মহিমা)
ম ৮১২৬, (ভাবাবিষ্ট মহাপ্রভুর
বৈষ্ণবগণের পূর্বলীলার পরিচয়-
নির্দেশ) ম ৮১২৫; ৯১২৩; (কৃষ্ণ-
প্রেমে নৃত্য) ম ১৪৪৫, ৫১; ১৫১১;
(ভগবন্তীলা-শ্রবণে মত্ততা) ম ২০১
৪০; (শ্রীকৃষ্ণের বেদমধি-মহনোৎসব
নবনীত পরীক্ষিতের আবাদন) ম
২১১৬-১৭; ২৩০৫৪, ৪২৭; অ ১৫
৫৬; ৯১০৭, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৬, ২৮৭,
২৯৬

শুক (শুকদেব) আ ৯৪৪

শুকদেব (মহাপ্রভুর তুল-
ভক্তলীলা) আ ১১০৪ (হৃৎ);
২১১৮; ম ১৪০, ৫০, ৬৯, ৭৮-৮১,
১০৮, (মহাপ্রভুর কীর্তন-সঙ্গী) ম
৮১১৫; (প্রভুসঙ্গে জলকীড়া) ম
১৩০৩৮; (মহাপ্রভুর অমৃতপ্রদাতা)
ম ১৬১০২, (নবদীপেজয়) ম ১৬১১০,
(দামোদরের ভায় বিজুতপিরারণ)
ম ১৬১১৭, (মুণি স্বর্গে নৃত্য) ম

২৮

১৬১২০, (মহাপ্রভুর কৰ্ণক তদীয়
শ্রবণ-বর্ণন) ম ১৬১২১; (মহাপ্রভুর
কৰ্ণক ব্রজচারীর মূলিহ কৃষ্ণক-
মিশ্রিত চাউল ভঞ্জে ভ্রম) ম ১৬১
১২৬, (প্রভুর অচিন্ত্য চরিত্রে হর্ষে
গড়াগড়ি) ম ১৬১৩৩, (মহাপ্রভুর
নিকট হইতে প্রেমভক্তি বর-লাভ)
ম ১৬১৩৪, (বর শুনিয়া বৈষ্ণবগণের
আনন্দ) ম ১৬১৩৮, (প্রভুর গুণা-
ধর-তত্ত্বলভকণে অমৃতগণপথের মহিমা-
প্রদর্শন) ম ১৬১৩৩, ১৫৫; (প্রভুর
সাক্ষ্যপক্ষে নগরকীর্তন) ম ২৩১৫২;
(প্রভুর ভক্তবাস্তব-দর্শনে প্রেম-
কন্দন) ম ২৩৪৫২; ২৬১, (প্রভুর
গুণাধর-অমৃতবাক্য ব্রজচারীর দৈহ
ও প্রভুর আশ্রয়কে রক্ত বলিয়া
ধারণা) ম ২৬৩, (ভক্তগণ-সমীপে
যুক্তি গ্রহণ) ম ২৬৮, (মহাপ্রভুর
অন্ত অন্ন রন্ধন) ম ২৬১৫, ১৭,
(প্রভুর বহুতে অন্ন-গ্রহণ দর্শনে হাত)
ম ২৬২১, ২৪, (প্রভুরূপা-দর্শনে
সকলের আনন্দ) ম ২৬২৮, ৩০, ৫২,
(গুণাধর-গৃহে বহুরস) ম ২৬৫৬,
(গুণাধর-ভাগ্য-প্রদান) ম ২৬৫৭-
৫৯; (রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলাচলে
গমন) অ ৮১২০

শূলপাণি ম ১৩০৮৮; ২২১৫৫

শূলপাণি বাসুদেব (বাসুদেবের হস্তারক
কৃষ্ণই মহাপ্রভুর) ম ১২১৪৬

শেষ (শেষদেবই অগস্ত্যারণবাক্য) আ
১৬৪, (অজ্ঞাপি শ্রীশেবকর্ষক অনন্ত-
বদনে শ্রীচৈতন্যমাহাত্ম্য-কীর্তন) আ
১৬৯, (শেবকপার শ্রীচৈতন্যচরিত-
মুর্তি) আ ১৮১; (বজ্রহস্তরূপে
শ্রীশেবের শ্রীচৈতন্য-সেবা) আ ৮১৪,
(কৃষ্ণের ব্রজবাসোদন-লীলার 'শেব'-

কর্ষক বলদেবের মোহ) আ ১৩১০৫,
(বেদবক্তা হরবিদিকিবন্দিত শেবেরও
গৌরকৃষ্ণ-রূপদর্শনে মোহ) আ
১৩১৩৬-১৩৮; (অনন্তদেব; প্রভুর
প্রোষক-বর্ণনে শেবের সামর্থ্য) ম
২১৬২; (গৌরকৃষ্ণে নিত্যানন্দ কৃষ্ণ-
কালে শেব-ভূলা) ম ৪৩১; (প্রোষ-
ক) ম ৫৬০, (ভগবৎ সেবাই
নিত্য স্বভাব) ম ৫১২৩; (নিত্যানন্দ-
স্বরূপ) ম ১১১৬; (পাতকী-ভারণ-
মহিমা-কীর্তন) ম ১৪১৭, (যমকে
গৌরপ্রেমে মুক্তি দর্শন) ম ১৪১০;
১২১৪৬; ২৩১৩৩; অ ২২; ৩৩৪;
৪৭১, ৩৫৮; ৮৪৫

শেবশায়ী অ ৯২০১

শেবমুর্তি (অভিচার-বজ্রোখিত) ম
১২১৮২-১২২

শৌনক ম ১৫৪৮

শ্রীগর্ভ ম ৭১০, ৮১২, (মহাপ্রভুর
কীর্তন-সঙ্গী) ম ৮১১৫, ৯৫;
(মহাপ্রভুর অগাইমাখাইউদ্ধারলীলাতে
প্রভুসঙ্গে জলকীড়া) ম ১৩০৩৬;
(প্রভুসঙ্গে নগর-কীর্তন) ম ২৩১৫১,
প্রভুর ভক্ত-বাস্তব-দর্শনে কন্দন)
ম ২৩৪৫১; অ ৪১২৭০

শ্রীগর্ভ পণ্ডিত (?) (রথযাত্রাদর্শনার্থ
নীলাচলে গমন) অ ৮১২৬

শ্রীদাম (কৃষ্ণপা) (নিত্যানন্দভাগ্য
ব্রজের নিত্যসিদ্ধ পরিকর) অ ৭৬৮;
শ্রীদাম-গোপী ম ৯২১৪

শ্রীধর (মহাপ্রভুর জগদান-লীলা)
আ ১১৪১, (মহাপ্রভুর নগরসম-
কালে নানাভাবে প্রিয়ভক্ত শ্রীধরগৃহে
আগমন, প্রেমকোন্ডল, শ্রীধরের
দায়িত্ব-কার্য-জ্ঞান, শ্রীধরের
কৃষ্ণে শরণাপত্তি ও বৈরাগ্যমূলক

সহস্র, শ্রীধরের প্রেমধন-প্রকাশিকা-
মূল 'প্রথমধন প্রকাশ করিব' বলিয়া
ভীতিপ্রদর্শন, শ্রীধরের নিমাইসহ
কলহে অনিচ্ছা, নিমাইর কিছু
আদায়-চেষ্টা, শ্রীধরের দীনজীবিকা-
বর্ণন, প্রভুর শ্রীধর-প্রস্তুত খোড়-কলা-
মুলা-খোলা-লাউ প্রকৃতি গ্রহণ,
শ্রীধরকে প্রভুর স্বপরিচয়জিজ্ঞাসা,
শ্রীধরের 'বিশ্ব-অংশ' বিপ্র বলায়
প্রভুর আপনাকে 'গোপেশ্বরনন্দন'
রূপে পরিচয় প্রদান, প্রভুইচ্ছায়
শ্রীধরের প্রভুবরূপাহুগন্ধি, প্রভুর
নিজ-গবেষণা-বর্ণনে শ্রীধরের প্রভুকে
ভৎসন, অতঃপর শ্রীধরসহ বহু
প্রেমকোলাহলাভে প্রভুর স্বর্গে গমন)
আ ১২১৭৮-২১০; (মহাপ্রভুর
কীর্তন-সঙ্গী) ম ৮১১৫; (মহাপ্রভুর
সাতপ্রচরিতা-ভাবদর্শন) ম ২১০৫,
(মহাপ্রভুর্ভুক্ত শ্রীধরআখ্যান বর্ণন)
ম ২১০২, (শ্রীধরকে পাবতিগণের নিন্দা)
ম ২১০৭, (পাবতিবাক্য উপেক্ষা)
ম ২১০৮, (নিশায় উচ্চ হরিকীর্তন)
ম ২১০৯, (অর্জুনে ভক্তগণের
শ্রীধরের সঙ্কীর্ণ প্রবণ) ম ২১০১,
(ভক্তগণের শ্রীধরকে লইয়া মহাপ্রভু-
সমীপে গমন) ম ২১০২, (প্রভুর
নাম-প্রবণে মূর্ত্তা) ম ২১০৪, (শ্রীধর-
দর্শনে প্রভুর আনন্দ) ম ২১০৬,
(প্রভুকারকর্তৃক প্রভুর বিজ্ঞাবিলাপ-
কালে শ্রীধরসহ বহু রঙ্গ-বর্ণন)
ম ২১০১-১০২, ১০৪-১০৬, ১০৮,
১১২-১১৩, ১১৫, ১১৭, ১৮০-১৮২,
(প্রভুর শ্রীধরের খোলায় ভঙ্গ)
ম ২১০৮, (শ্রীধরের খোলাবিজয়-
রহস্য) ম ২১০৬-১০৭, (মহাপ্রভুর
শ্রীধরসমীপে ঐশ্বর্য-প্রকাশ) ম ২১০৮-

১২০, ১২৩, (প্রভুর ঐশ্বর্য দর্শনে মূর্ত্তা)
ম ২১০৮, (প্রভুবাক্যে চৈতন্যলাভ)
ম ২১০৮, (প্রভুর কৃতিতে আদেশ)
ম ২১০৭, (প্রভুবাক্যে কৃতি)
ম ২১০২, (শ্রীধরের মহাপ্রভু সুরবর্তী
অবশ্যে সকলের বিশ্বাস) ম ২১০২, (বর-
প্রার্থনা করিতে মহাপ্রভুর আদেশ) ম
২১২০, (বর-গ্রহণে অনিচ্ছা-প্রকাশ)
ম ২১২১, (প্রভুবাক্যে বর-প্রার্থনা)
ম ২১২৩, (বর-প্রার্থনা-কালে
প্রেম-ক্লেশ) ম ২১২৬, (শ্রীধরের
ভক্তিধর্মে সকলের ক্লেশ) ম ২১২৭,
(মহাপ্রভুর শ্রীধরকে মরারাজ্যপ্রার্থনার
আদেশ) ম ২১২৮, (গৌরবাস্ত
ব্যতীত অস্ত্র প্রার্থনার অনিচ্ছা) ম
২১২৯, (মহাপ্রভুর শ্রীধরকে দাস
ভাবে গ্রহণ) ম ২১৩০, (অভীষ্টবর-
লাভে সকলের আনন্দ) ম ২১৩২,
(শ্রীধর-সোভাগ্য) ম ২১৩৫, (সিদ্ধি
অপেক্ষা ভক্তির প্রেত) ম ২১৩৯,
(বরপ্রাপ্তি আখ্যানের কলকৃতি) ম
২১৪০; ১০১২, (প্রেমক্লেশ) ম
১০১০৪, (মহাপ্রভুর বাক্যপ্রবণে
আনন্দাশ্র) ম ১০১১২; (মহাপ্রভুর
জগাই-মাধাই-উচ্চার লীলাভে প্রভু-
সঙ্গে জলক্রীড়া) ম ১০১০৮; (শ্রীধরের
কীর্তন প্রবণে নৃত্য ও ভাষাতে
বহির্ভূতগণের হস্ত ও উক্তি) ম ২০১০-
১০০, (প্রভু-সঙ্গে নগর-সঙ্কীর্ণ) ম
২০১০১, (প্রভুর শ্রীধরগৃহে গমন ও
কীর্ণ লোহপাত্রে জলপান) ম ২০১০৬-
১০১, (শ্রীধরের মূর্ত্তা) ম ২০১০২-
১০৩, (মহাপ্রভুর স্বর্গে ভক্তগৃহে
জলপানের কল-কীর্তন) ম ২০১০৪-
১০৬, ১০৮, (শ্রীধরের জলপানে
প্রভুর প্রেমভাবে সঙ্গী নৃত্য-কীর্তন)

ম ২০১০৬-১০৭, ১০৮; (মহাপ্রভুর
সন্ন্যাসের পূর্ববিবরণ প্রভুকে লাউ-ভেট)
ম ২০১০৩, (শ্রীধরের লাউ তোলে
প্রভুর দৃঢ় সঙ্কল্প) ম ২০১০৬,
(প্রভুর সন্ন্যাসে বিরহবিষ্ময়) ম
২০১০৮; (রথযাত্রা দর্শনার্থ লীলাভে
গমন) অ ৮১২৪

শ্রীনিবাস (শ্রীবাস পণ্ডিত দ্রষ্টব্য)
শ্রীবৎস-লাজল অ ২১০১, ৩৫৭; ১০১১
শ্রীবাস (শ্রীনিবাস; ঠাকুরপণ্ডিত)
(ভক্তগৃহে গৌরনারায়ণের ঐশ্বর্য-লীলা-
প্রকাশ) আ ১১২০ (হৃদ), (অন্য
গৌর নিতাইর নৃত্য) আ ১১৪৬,
(মৃতপুত্রমুখে জন্ম-মৃত্যু-রহস্য) আ
১১৪৭ (হৃদ), (শোকশাতন) আ
১১৪৮ (হৃদ); (শ্রীহৃদে আবির্ভাব)
আ ২১০৪, (শ্রীলম্বাবনতির অন্তর্নে
মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাস) আ ২১০৬,
(ভ্রাতৃগণসহ নিরন্তর কৃষ্ণার্চন) আ
২১০৭, (ভ্রাতৃগণসহ সন্ধ্যার উচ্চৈ-
শ্বরে কৃষ্ণকীর্তন, তাগাতে পাবতি-
গণের ভয়, হৃদিত্তা ও শ্রীবাসের প্রতি
হিংসা) আ ২১১১-১১৫, (অম্বৈতের
কৃষ্ণানন্দ-সঙ্কল্প দ্বারা আশাস প্রদান)
আ ২১১৮; ১১২; (প্রভুর কীর্ণ-
জিজ্ঞাসায় মিথ্যা বাক্যব্যয়-ভয়ে,
শ্রীবাসের পলায়ন) আ ১১০২,
(শ্রীবাসাদি ভ্রাতৃচতুষ্টয়ের উচ্চৈশ্বর্যকীর্তনে
নদীরায় ভৎসালীন পাবতিগণের
নিজ-ব্যাঘাত) আ ১১৫৬; (ভক্তপতি
প্রভুর শ্রীবাসাদিকে অভিমান-দ্বারা
মর্দ্যাদা-প্রদর্শন) আ ১২৪৫, (একদিন
পশ্চিমমুখে নিমাই-সহ সাক্ষাৎকার, প্রভু
দর্শনে হস্ত, প্রভুর ভক্তমর্দ্যাদা-প্রদর্শন,
শ্রীবাসের আশীর্বাদ, প্রভুর গন্তব্য-
পথ জিজ্ঞাসা এবং কৃষ্ণভজন-লীলা

প্রদর্শন না করার প্রভুকে শাস্ত্রাচার্যের
ফল-বর্ণন-মুখে ভৎসন ও কৃষ্ণ-
ভক্তনোপদেশ) আ ১২২৪৭-২৫২,
(নিমাইর ভক্তবাক্য-পাণনাকীকার)
আ ১২২৫৩; ম ১১৭, ৫৬, ৭০;
(ঈশভক্ত, শ্রীবাসগৃহে কীর্তন-বিনাস-
সম্ভাবনা) ম ২১১৭, (শ্রীবাসের
প্রভুকে কৃষ্ণভক্তনে আশীর্বাদ) ম
২১৩৫, (শচীগৃহে প্রভুর বিকার ধর্শনে
গমন) ম ২১১০৬, (প্রভুর ভাব-ধর্শনে
শ্রীবাসের উহা সম্ভাভক্তিযোগজ্ঞান)
ম ২১১১০, (প্রভুর প্রেমোদ্ভা-
সাত্ম্য-বর্ণন) ম ২১১৩-১১৪,
(প্রভুকর্তৃক আলিঙ্গন) ম ২১১৫,
(প্রভুর মহাপ্রেম-গম্যতা ও ব-ইচ্ছা
জ্ঞান) ম ২১১৮-১১৯, (শচীদেবীকে
সান্ত্বনাদান) ম ২১২০-১২২, (বৃদ্ধকে
প্রত্যাবর্তন) ম ২১২৩, (পার্বতি-
গণের কট্ট্রিক) ম ২১২৩২, ২৩৫-
২৩৬, ২৩৮, (রাগদোরাত্ম্য-সম্ভাবনা
প্রবণে ভয়) ম ২১২৪২, (অচরিত
শ্রীবাসের কৃষ্ণভাবে প্রভুর পদাধাত)
ম ২১২৫৬ ২৫৭, (গৌরহরির চতুর্ভুজ
মূর্তিদর্শন ও ভক্ত) ম ২১২৫৯, ২৬২,
(প্রভুর স্বত্ব-বর্ণন) ম ২১২৬৩,
(প্রেম-জন্মন) ম ২১২৬৭, (শ্রীবাসের
প্রোদ্যোষ) ম ২১২৭২-২৯৩, (শ্রীবাসের
হর্ষ) ম ২১২৯৪, (শ্রীবাসের অব-
প্রবণে প্রভুর আনন্দ) ম ২১২৯৫,
(সপরিব্রাজ্য শ্রীবাসের প্রভুপূজন)
ম ২১২৯৮, (শ্রীবাসের কাঙ্ক্ষা ও
মহাপ্রভুর কৃপাভাত) ম ২১৩০১-৩০৫,
৩২১, (নির্ভীকতা জ্ঞাপন) ম ২১৩২৭,
(প্রভুর ঐশ্বর্যপ্রকাশ-দর্শন) ম
২১৩৩০-৩৩১, (শ্রীবাস-মহিমা-কীর্তন)
ম ২১৩৩২, (কৌরবভাত্রে শ্রীবাসগৃহ

কৃষ্ণ-বিহারকলী-বন্দাবন) ম ২১৩৩৪,
(শ্রীবাসগৃহগমনে সকলের উল্লাস)
ম ২১৩৩৫, (শ্রীবাসের ভৃত্যাদিরও
প্রভুর দর্শন-লাভ) ম ২১৩৩৬, ৩৩৮,
(সগোষ্ঠী শ্রীবাসের প্রোমানন্দ) ম
২১৩৪০, (শ্রীবাসভক্তি প্রবণে কৃষ্ণভাত-
প্রাপ্তি) ম ২১৩৪১; (প্রভুকে
মদিয়ার সন্ধান-জ্ঞাপন) ম ৩১৫০,
(নিত্যানন্দ-সন্ধানে প্রভুর আদেশ) ম
৩১৬০, (নিত্যানন্দ-তত্ত্ব-জ্ঞানে
সামর্থ্য) ম ৩১৭০, নিত্যানন্দ-প্রকাশে
ইচ্ছিত) ম ৪১৬, (ভাগবত-প্রোক্তপাঠ)
ম ৪১৭, ১০, (গৌবনিত্যানন্দলাপ-
বোধে অসামর্থ্য) ম ৪১৫৮, (নিত্যানন্দ
প্রভুর বাসপূজার প্রভাব) ম ৪১১০,
(বাসপূজার আগ্রহ) ম ৪১২২,
(শ্রীবাসবাক্যে সকলের স্তুতি) ম
৪১১৬, (শ্রীবাসগৃহে গৌরনিতাইয়ের
আগমন) ম ৪১২০, (মহাপ্রভুসমীপে
রামাইকে প্রেরণ) ম ৪১৭০, (নিত্যা-
নন্দ-মহাপ্রভুসহ গঙ্গাস্নানে গমন)
ম ৪১৭৩, (নিত্যানন্দকে কুস্তীর
ধরিতে উদ্ভূত দর্শনে ভীতি) ম ৪১৭৫,
(বাসপূজার আচার্য্য) ম ৪১৮০,
(শ্রীবাসগৃহে অতিথি বৈকুণ্ঠ) ম ৪১৮১,
(মহাপ্রভুসমীপে বাসপূজার নিত্য-
নন্দব্যবহার-কথন) ম ৪১৮৮, (বাস-
পূজার আনন্দোৎসব) ম ৪১৭০;
৩১৬, (মহাপ্রভুর অবতারিত্ব-বিষয়ে
অবৈতের অজ্ঞতার ভাণ) ম ৩১২৫,
(শ্রীবাসগৃহে নিত্যানন্দের বাল্যভাব)
ম ৭১৭; ৮১৬, (মহাপ্রভুকর্তৃক
নিত্যানন্দপ্রতি প্রদ্বা-পরীক্ষা) ম
৮১২, (নিত্যানন্দে প্রোদ্য প্রদ্বা) ম
৮১৩, (নিত্যানন্দে প্রদ্বার কথা
প্রবণে মহাপ্রভুর আনন্দ) ম ৮১১৭,

(মহাপ্রভুর বর প্রদান) ম ৮১১৮,
২০, (মহাপ্রভুর কীর্তন-বিনাস) ম ৮১
১১১-১১২, (কীর্তন-সম্প্রদায়ের নেতা)
ম ৮১১৪১, (পার্বতিগণের নিমাইকৃষ্ণা-
কীর্তন) ম ৮১২৪৮, ২৪২, (পার্বতি-
গণের ভয়-প্রদর্শন) ম ৮১২৭১, (মহাপ্রভুর
শ্রীবাসগৃহে নৈবেদ্য আচার) ম ৮১২৮২,
২১০, (মহাপ্রভুর ভক্তগৃহে আগমন)
ম ৮১২২, (মহাপ্রভুর অভিষেক)
ম ৮১৩০, (দাসদাসীগণের অভিষেক-
জল-আনয়ন) ম ৮১৩২, (মহাপ্রভু-
কর্তৃক দেবানন্দ-আধ্যাত্মিক-বর্ণন)
ম ৮১২৮, (ভক্ত বর্ণে প্রোদ্যোষ) ম
৮১৩০১, (মুকুন্দের ভক্ত মহাপ্রভুর
চরণে নিবেদন) ম ১০১১৭৮, (মহা-
প্রভুসমীপে মুকুন্দের নির্দোষ
জ্ঞাপন) ম ১০১৮৬, (মুকুন্দের শ্রীবাস-
ধারা মহাপ্রভুকে তৎকৃপা-প্রাপ্তির
কথা জিজ্ঞাসা) ম ১০১২৭৭, (শ্রীবাস-
গৃহে মহাপ্রভুর বিবিধ বিহার) ম
১০১২৬৮, (বৈষ্ণবদাসদাসীগণেরও
সৌভাগ্য) ম ১০১২৭৭, (নারায়ণীর
প্রভুর ভোজনাবশেষ-প্রাপ্তি) ম ১০১
২২২; (মহাপ্রভুর নিষ্কণ্ট সেবার কল)
ম ১১১৫, ৬, (শ্রীবাসগৃহে নিতাইয়ের
অবস্থান) ম ১১১৭, (গৌরের নিতাইকে
চঞ্চলতা পরিচারে আদেশ) ম
১১১১২, (নিত্যানন্দের দিগম্বরবেশ-
দর্শন) ম ১১১২৩; (গৌরতত্ত্বাবধানে
নিতাইয়ের শ্রীবাস-গৃহে অবস্থিতি)
ম ১১১৬৪; (প্রভু-সমীপে জগাই-
মাধাইর বিষয় বর্ণন) ম ১০১১২১,
(প্রভুগৃহে জগাই মাধাইকে সজ-
দান) ম ১০১২৩২, (প্রভুসঙ্গে জল-
কলি) ম ১০১৩৫৫, (অবৈতের
প্রেম-ভৎসনা) ম ১০১৩৫৫; (প্রভুর

শ্রীবাস-গৃহে নৃত্য, তদ্বর্ণনার্থ গৃহমধ্যে
তৎ-পঙ্কজ আভ্যুগোপন) ম ১৬৪,
(অগৃহে বহির্ভূতজন-সন্ধান) ম ১৬
১০, (নৃত্যে প্রভুর উল্লাস দর্শনে
অনিষ্টে কীর্তন) ম ১৬১২, ১৭১২২,
২৩, (নন্দনাচার্য-গৃহে মহাপ্রভুর সহিত
সাক্ষাৎ) ম ১৭১৬৭-৬৮, (মহাপ্রভু-
সমীপে অষ্টমন্তের অবস্থা বর্ণন) ম
১৭১৭১, (শ্রীবাস-বাক্যে মহাপ্রভুর
অষ্টমন্তসমীপে গমন) ম ১৭১৭৬,
(প্রভুর নৃত্যে 'নারদ' অভিনয়ে আদেশ-
প্রাপ্তি) ম ১৮১১১, (প্রভুর নৃত্য-
দর্শনের অভিমত-প্রকাশ) ম ১৮২৩,
(নৃত্যদর্শনে অধিকার-প্রাপ্তিতে আনন্দ)
ম ১৮২৭, (নারদকাণ্ডে অভিনয়)
ম ১৮৫০, (অষ্টমন্তের শ্রীবাস-পরিচয়-
জিজ্ঞাসা) ম ১৮৫৪, (নিজ পরিচয়-
প্রদান-মুখে গৌরতত্ত্ব-বর্ণন) ম ১৮
৫৫, (পণ্ডিতের নারদ-নিষ্ঠা) ম ১৮
৬১, (নারদের সহিত অভিন্নত্ব) ম
১৮৬২, ৬৪, (শ্রীবাসের নারদমুষ্টি
দর্শনে শচীমাতার মুচ্ছা) ম ১৮৬৫,
১০০, ১০৫-১০৬; ২০৫, ৭৮, ৮০,
৮৭; ২১২; (শ্রীবাস-সমীপে প্রভুর
ভাবাবেশে মত্তপগুচে গমনেচ্ছা-প্রকাশ
ও পণ্ডিতের তাহাতে নিষেধ) ম ২১
৩৩-৩৬, (প্রভুর মত্তপানেচ্ছা প্রকাশে
শ্রীবাসের গলায় দেহভ্যাগ-সঙ্কল্প) ম
২১৪০, ৪২, ৪৮, (দেবানন্দ-সমীপে
ভাগবত-শ্রবণ) ম ২১৫২-৫১, (ভাগবত-
শ্রবণে প্রেম-ক্রন্দন) ম ২১৬৩, (অজ
হাজগপকর্জক শ্রীবাসকে সভা হইতে
বহিষ্করণ) ম ২১৬৪, (হৃৎপে গৃহে
প্রত্যাপন) ম ২১৬৬, ৬৯; (মহা-
প্রভুর মহাভক্তি-লীলায় শ্রীবাসকে
বর মাগিতে আদেশ) ম ২২১৭,

(প্রভু-সমীপে আইকে প্রেমদান
প্রার্থনা) ম ২২২৪, (আইকে প্রেম-
দানে প্রভুর অস্বীকার) ম ২২২৫,
(শচীমাতার অজ্ঞ প্রেমপ্রার্থনায়
নির্বন্ধ) ম ২২২৭, ২৫; (পরমপান-
ব্রত ব্রহ্মচারীর প্রভুর কীর্তন-শ্রবণে
শ্রীবাস-সমীপে অস্থিরোধ) ম ২৩২০,
(ব্রহ্মচারীকে সংগোপনে রক্ষা) ম
২৩২৩, (প্রভুর কীর্তনে প্রেমযোগা-
ভাব-বিষয়ে শ্রীবাসকে প্রশ্ন এবং
তত্ত্বতরে ব্রহ্মচারী-স্বক্কে কথন) ম
২৩৩৭, (প্রভুকর্জক কীর্তনের আদেশ)
ম ২৩১৪৩, (প্রভু সঙ্গে নগর-কীর্তন)
ম ২৩১৫০, (শ্রীবাসের নগর-
সকীর্তনে নৃত্য) ম ২৩২০৫, (গৌরচন্দ্র-
সহ নৃত্য) ম ২৩৩০৭, (প্রভুর ভক্ত-
বাৎসল্য দর্শনে প্রেম-ক্রন্দন) ম ২৩
৪৪২; ২৪৩৭, ৩৮, ৬৭, ৯৩; ২৫১
১৪-১৫, (হৃৎপেপ্রাপ্তি প্রভুর কৃপাদর্শনে
'দাসী' বুদ্ধি ভ্যাগ) ম ২৫১৮, (ভাগা-
মহিমা) ম ২৫২০, (মহাপ্রভুর শ্রীবাস-
সন্ধানে সপার্ষদে সকীর্তন) ম ২৫২৪,
(পুঞ্জের পরলোক-প্রাপ্তিতে শ্রীবাসের
আচরণ) ম ২৫২৫-৩২, ৪৮, ৫০,
(শ্রীবাসের মৃতপুঞ্জ প্রতি মহাপ্রভুর
প্রশ্ন) ম ২৫৫৭, ৬৫, ৬৮, (মৃত
শিশুর মুখে তৎকথা শ্রবণে শোক-
শাতন) ম ২৫৬২, ৭৩, (প্রভুর
শ্রীবাস-মহিমা-কীর্তন) ম ২৫৭৪,
৮০, ৮২; ২৭২৫; (সকলকে শচী-
মাতার হৃৎপে কীর্তন-বর্ণন) ম ২৮
৬৮, (প্রভুর সন্ধ্যাসে খেদ-প্রকাশ)
ম ২৮৮৫; (দীপ-ভক্ত) অ ১১২৮,
২২২; ৪৩৬৫, ৩৭৮, ৩৮১, ৩৮৫;
(মহাপ্রভুর কুমারহট্টে শ্রীবাসগৃহে
আগমন) অ ৫৫-৬, ৯, (মহাপ্রভুর

সবর্ধনা ও আনন্দ) অ ৫১০০-১১, ১৪,
৩৩-৩৪, (চৈতন্যের প্রিয় দেহ ;
বিদ্বৎ-লীলায় প্রভুর সম্ভাব উৎপাদন)
অ ৫১০৫-৩৭, (পরগাগতলক্ষণ
বৈষ্ণব-গৃহস্থের বনিকীহ-শিক্ষা, তিন
তাণির মর্শ্ব, মহাপ্রভু-কর্জক শ্রীবাসের
অর্থাভাবে অসম্ভবতা-জ্ঞাপন) অ
৫১৩০-৫৫, (পরগাগত-বারে সকল
সম্ভারের বতঃই আগমন) অ ৫১৪৪,
(রাগাইকে প্রভুর শ্রীবাস-সেবার
আজ্ঞা-দান) অ ৫১৭৭-৬৮, ৭২-৭০,
(অনির্বচনীয় উদাব চরিত্র) অ
৫১৭১-৭৪, (মহাপ্রভুর শ্রীগান-
গৃহ হট্টে রাঘব-স্তবনে বাজা) অ
৫১৭৫; ৭১২; (রথযাত্রা-দর্শনার্থ
নীলাচলে আগমন) অ ৮৭, (নরেন্দ্র-
সরোবরে জলক্রীড়া) অ ৮১২৫;
(গৌরহরির ভিক্ষা-গ্রহণ) অ ৮১৮২,
(মহাপ্রভুর প্রশ্ন) অ ৮১১২২, (প্রেমের
উত্তরদান) অ ৮২০১, (হস্ত-বারা
সূর্য-আচ্ছাদন ও তৎসঙ্কেত ব্যাখ্যা)
অ ৮২০৪, ২০৬, (প্রভুর প্রতি উক্তি)
অ ৮২২০, ২২৫, ২৮০, (মহাপ্রভু-
কর্জক শ্রীঅষ্টমন্তের বৈষ্ণবতা সঙ্কেত
প্রশ্ন) অ ৮২৮১-২৮২, (মহাপ্রভুর
প্রেমের উত্তর) অ ৮২৮৩, (মহাপ্রভুর
স্নেহকোপ) অ ৮২৮৪-২৮৯, (মহাপ্রভুর
অষ্টমন্ততত্ত্ব-কথন) অ ৮২৯৫, (মহা-
প্রভু-সমীপে ক্ষমাতিক্ষা) অ ৮২৯৯-
৩০০, (প্রভুর সম্ভাব) অ ৮৩০৬;
(বিজ্ঞানিধির মহিমা) অ ১০৮১,
শ্রীনিবাস পণ্ডিত অ ১০১২২, ২০১,
২৮২ ইত্যাদি, শ্রীনিবাস মহাশয়
অ ৮২৯৫; শ্রীনিবাস পণ্ডিত আ ২।
৩৪ ইত্যাদি; (ঠাকুর পণ্ডিত) অ
৫১৭৪; শ্রীনিবাস অ ৮২৮৮

শ্রীবাস-শান্তী ম ১৬৪, ১৫

শ্রীবাস-শান্তি (পরলোকগমন) ম ২৫১
২৫-২৭, ৩০, ৫৬, (মৃত শিশুর প্রতি
মহাপ্রভুর প্রসন্ন ও শিশুর উত্তর) ম
২৫১৫৭-৬৬, ৮৪

শ্রীমান্ (শ্রীমান্ পণ্ডিত) (প্রভুর
আবির্ভাবের পূর্বে প্রভু-ইচ্ছায় নব
রূপে আবির্ভাব ও তাঁহার অবতার-
প্রতীকার রূপারূপ) আ ২১২২ ;
(গৌরাক্ষের প্রিয় ভক্ত, প্রভুর অশূক
প্রেমবিকার-দর্শন ও চর্চ) ম ১১৩৩,
৫১, (ভক্তসংগমন) ম ১৫৭, ৫৮
(ভক্তগণকে প্রভুর প্রেমবিকার-চেষ্টা-
বর্ণন) ম ১৫২-৭০, ৭৮, ৮১, ১০৮,
(মহাপ্রভুর কৌতুহল-সঙ্গী) ম ৮১১৫৫,
(প্রভু-সঙ্গে জলকেলি) ম ১০৩০৬ ;
(প্রভুর নৃত্যে 'দেউটিয়া'র অভিনয়ে
ইচ্ছাপ্রকাশ) ম ১৮১১১, (দেউটি
হস্তে রক্তাক্ত প্রবেশ) ম ১৮১৫৭,
(প্রভুর ভক্তবাসনা-দর্শনে ক্রন্দন)
ম ২৩৪৫১ ; (রথযাত্রা-দর্শনার্থ নীলা-
চলে গমন) অ ৮২১

শ্রীরাম পণ্ডিত (রামাশ্রম, রাম)
(শ্রীহৃদে আবির্ভাব) আ ২১৩৪ ; ম
১৫৬ ; ৫৬২, ৭১ ; ৭২-১০, ১৬-২১,
২৬, ২৮-২৯, ৩৬, ৪৫-৪৬, ৪৯, ৫১, ৫৫,
৬৬-৬৭, ৭১ ; ৮১১১৪ ; ১০২০২,
(মহাপ্রভুর প্রিয়ভক্ত, প্রভু-সঙ্গে জল-
ক্রীড়া) ম ১০৩০৭ ; (প্রভুর নৃত্যে
'ভক্ত' অভিনয়ে আদেশ-প্রাপ্তি) ম
১৮১১১, ৫২-৫৩ ; ২০১৫১, ২০২,
৪৫১ ; ২৪০৭ ; অ ২১১১ ; ৫১৩৪-৩৫,
৬৬, ৬৮-৬৯ ; (রথযাত্রা-দর্শনার্থ নীলা-
চলে গমন) অ ৮৩৬, (নরেন্দ্র-সরোবরে
জলক্রীড়া) অ ৮১১২৫

ব

বড়ভক্ত-গৌরচন্দ্রমার্য (সার্ক-
ভৌম প্রতি রূপ) অ ৩১০৮, ১৪১
বঙ্গী আ ৪১১২ ; ১৫১১১-১১৬ ; অ ৪১
৪১৪

স

সঙ্গর্ষণ (শ্রীকৃষ্ণোপাভ—ইলাহুতবের
পার্কী প্রকৃতি নারীগণসহ শ্রীকৃষ্ণের
সঙ্গর্ষণ পূজা) আ ১১২০ ; (শ্রীকৃষ্ণগ্রন্থ)
আ ৫১১১১ ; (চতুর্থাংশগত ভব)
ম ৩১৫৬, (সঙ্গর্ষণাভিন্ন নিত্যানন্দ-
স্বর্গে ধারণ) ম ৩১৬২ ; ২৩৪০৮,
(রূপরূপ) ম ২৩৪০২, (নিত্যানন্দ-
রূপে অবতীর্ণ) ম ২৩৪২২ ; অ
২৪২৭ ; (বলির স্তব) অ ৬৫৬ ;
(কৃষ্ণের আশ্রয় অবতার) অ ৮১১১১
সত্যভামা ম ২৫২, ২২১৩ ; অ ৪১৩৮২ ;
১০১৪৭

সজ্জাজিত (স্বর্গ-পূজা) ম ১০১২৭

সঙ্গাশিব (প্রভুর প্রিয় ভক্ত, হরিনাম-
প্রেম-পকাশরূপ নিজাবতার-কারণ-
রহস্য-প্রকটনারভে প্রভুসঙ্গী, শুদ্ধাধার-
গৃহে আগমনার্থ প্রভুর অধরোধ)
ম ১৪০, ৭০, ৮১, (প্রভুর প্রেম-
বিকার দর্শনে ও প্রবেশে বিশ্বয় ও
আলাপাদি) ম ১১০৮ ; (মহাপ্রভুর
নন্দীর্য কৌতুহল-বিলসে সঙ্গী) ম
৮১১৫৫ ; (প্রভু-সঙ্গে প্রভুর জগাই-
মাধাই-উদ্ধার-নীলাক্ষে জলকেলি)
ম ১০৩০৬ ; (মহাপ্রভুর লক্ষ্মীবেশে
নৃত্যোচ্ছায় কাচ-সঙ্গার আদেশ) ম
১৮৭, ১৪

সঙ্গাশিব কবিরাজ (নিত্যানন্দ-পার্বদ)
অ ৫১৭৪১

সঙ্গাশিব পণ্ডিত (১) (রথযাত্রা দর্শনার্থ
নীলাচলে গমন) অ ৮১১২৫

সঙ্গক ম ২১২০ ; সঙ্গকাদি (চতুসন)
('ভক্ত'-আখ্যা) আ ১৪৮ ; (বঙ্গিক-
প্রেম আদিকবি নারায়ণসমীপে বৈদ্য-
ধায়ন) আ ১২১ ২৫-২৬ ; ১৭১৩৩ ;
ম ১০১১৬ ; (শ্রোতপন্থার ব্রহ্মা হইতে
লক্ষ্যজ্ঞান অগতে প্রচাব) অ ৪১৬২ ;
(সঙ্গেরই ভক্তিমার্গাভ্র) অ ২১০৭

সঙ্গাতন ('শাকর মল্লিক' ব্রহ্মবা) (মহা-
প্রভুর সাক্ষ্য লাভ ও তৎসমীপে
'সঙ্গাতন' নাম প্রাপ্তি) আ ১১১২
(স্বয়ং) ; ম ৬৫ ; ১১৩ ; (নীলা-
চলে শ্রীঅবৈতকে সত্যার্থনার্থ অগ্রগমন)
অ ৮৫২ ; (নীলাচলে হুই জাতার
প্রভু-সহ মিলন এবং প্রভুপাদপঞ্জে
নতি-স্তুতি) অ ২২৩২-২৫২, (প্রভু-
আজ্ঞায় অবৈতচরণে দণ্ডব্রতি ও
প্রেমভক্তি প্রার্থনা, আচার্যের
আশীর্বাদ, হুই জাতাকে মথুরায়
গমন পূর্বক ভক্তিরস বিতরণে ও
প্রভুর জন্ত নির্জনস্থান সংগ্রহার্থ
আদেশ) অ ২২৫৫-২৭২ ; (মহাপ্রভুর
তৃতীয় সংস্কার স্বরূপ 'শাকর' স্থানে
'সঙ্গাতন' নাম-প্রদান) অ ২২৭০-২৭৪ ;
সঙ্গাতন অবস্থিত অ ২২৭৩

সঙ্গাতন মিশ্র (শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পিতা,
সর্বসৎসঙ্গাঙ্কন, পদবী 'রামপণ্ডিত',
প্রভুকেট কঙ্কাদানেজা, শচীমাতার
টঙ্কামত বটকপ্রবর কাশীনাথের
রাজপণ্ডিতস্থানে গমন ও প্রভু-সহ
বিষ্ণুপ্রিয়ার বিবাহ-প্রস্তাব, শ্রীসনা-
তনের আশ্রয়-সহ-পরামর্শে সর্ব
সম্মতিদান ও বসোভাগ্য-শংসন) আ
১৫৪০-৬৫, (শ্রীতবাক্ত, রাজলিক
জ্ঞাবাদি ও আশ্রয়-বন্ধন-সহ পাত্র-
গৃহে আগমন এবং ভক্তপন্থাবিবাস-
কৃত্য সঙ্গাপনাতে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন

ও বৈদিকাক্ষারান্তে অক্ষাত লোকাক্ষার
সম্পাদন) আ ১৫১০-১-১০৮, (বিবাহ-
বাসরে রাজপণ্ডিতের জীবন-সংস্কৃত
কথা-সম্প্রদানে আনন্দাতিথ্য) আ
১৫১২১, (বিবাহ-বাসর, গোপুলি-
সময়ে বরযাত্রীর কথা-গৃহে আগমন) আ
১৫১৬১, (বরকে মিশ্রের অত্যাধিনা,
বররূপ-দর্শনে বহিঃস্থ-লোপ, বরণ-
দ্রব্য-খার্য জামাতবরণ, মিশ্রপত্নীরও
জামাতবরণ, তৎকালে জামাতাকে
আবীর্ষান ও অভিনন্দন-রীতি) আ
১৫১৬৩-১৬৮, (রাজপণ্ডিতের কথা-
সম্প্রদানারম্ভ, যথাবিধি সঙ্কল্প-মন্ত্রপাঠ,
বিষ্ণুশ্রীতিকায়ে প্রভৃতি লক্ষ্যকে
সমর্পণ, কথা-জামাতাকে বহু যৌতুক-
দান, লক্ষ্যকে প্রভুর বামপার্শ্বে বসাইয়া
কুশণ্ডিকা ও লাজহোমাদি-সম্পাদন,
বৈদিক ও লৌকিকাক্ষারান্তে নব-
সম্প্রতিবেশ বাসর-গৃহে আনয়ন) আ
১৫১৮৬-১৯১, (গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ায়
অবস্থানহেতু বৈকুণ্ঠধাম সনাতন-ভবনে
ঈশ্বর ও ঈশ্বরীর ভোজন) আ ১৫
১৯২, (বাসর-গৃহে ঈশ্বর-সম্পত্তির পুষ্প-
শয্যা) আ ১৫১৯০, (সগোষ্ঠী রাজ-
পণ্ডিতের অপ্রাকৃত আনন্দ; নরসিং,
জনক, ভীষ্মক ও জাম্ববানের ভাষ্য-
বরণ, প্রাক্তন বিষ্ণুপূজা-কলে গৌর-
নারায়ণকে জামাতরূপে লাভ) আ
১৫১৯৪-১৯৬, (রাত্রি প্রভাতে
যাত্রীর লোকাক্ষার-সম্পাদন) আ
১৫১৯৭

সন্ন্যাসী (অজ্ঞাতনামা; ললিতপুর-
গ্রামের বামপাশ-সন্ন্যাসী) ম ১৯১৪,
৪৬, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৭২-৭৪,
৮০, ৮৫-৮৬, ৯০-৯২

সন্ন্যাসী (অজ্ঞাতনামা; কালীবাগী
মায়াবাগী) ম ১৯১৯-১০১, ১০৭

সন্ন্যাসী (অজ্ঞাতনামা) (অষ্টম-সমীপে
আগমন ও কেশব ভারতীসহ মহা-
প্রভুর সঙ্কল্প জিজ্ঞাসা, অষ্টমের
তত্ত্বের ভারতীকে মহাপ্রভুর গুরু
বসিতে অজ্ঞাতনামের প্রতিবাদ ও
মহাপ্রভুর তত্ত্ব-কথন, তৎকালে
সন্ন্যাসীর সন্তোষ) অ ৪১১৩২-১৮১

সরস্বতী (ভক্তিস্বরূপিনী 'ভৃগু'শক্তি)
(নিত্যানন্দরূপার শুদ্ধসরস্বতী-রূপা-
লাভ) আ ১১১২; ২১১১; (গ্রন্থ-
রূপিনী বাণীর নথ ভগবান্ বিম্বিতর)
আ ১১১৬, (মহাপ্রভুর গোপপত্নী-
ভ্রমণকালে শুদ্ধসরস্বতীকর্তৃক গোপ-
গণের প্রভুপ্রতি পরিচয়সংকল্পের
যাথার্থ্য-জ্ঞাপন) আ ১২১২০; (শুদ্ধা
সরস্বতী স্বীয় সাধক ভক্তকে কৃষ্ণ-
সেবোদ্দেশ্য না দেখিলে স্বীয় ছাত্ররূপিনী
অপর বিদ্যা-দ্বাবা তাহাকে বিমোহিত
করেন) আ ১৩১২০-২২, (সরস্বতীমত
জপ করিয়াও কৃষ্ণসেবাবিহীন দ্বিধি-
ভয়ীর বন্ধনালভ) আ ১৩১২০, (শুদ্ধ-
সরস্বতী-তত্ত্ব) আ ১৩১১১, (দ্বিধি-
ভয়াদি বরলাভ বিষ্ণুভক্তি-স্বরূপিনী
শুদ্ধসরস্বতীর উপাসনার ফল নহে,
উচ্চ বিদ্যা সরস্বতীর ফলন) আ ১৩
২৩; (যোগমায়া শ্রীভগবানের স্বরূপ-
শক্তি, ঈশ্বর ছাত্রশক্তিই কৃষ্ণবিশুদ্ধ
জগদ্বিমোহিনী, ঈশ্বর ও ভগবদ্ভূপ-
দর্শনে মোহ) আ ১৩১১০৩; (চৈতন্য-
মতের প্রেমকথার অবগতি) ম ৬
১৭৫; (ঈশ্বরের সরস্বতী-রূপা-লাভ
ও গৌরস্বতী) ম ১৯১২২, ২১২;
(মহাপ্রভুর আদেশে অগাধ বাধাইর
বিহবার আবর্তন) ম ২০১২৪৭; ১৬৮

১০৪; (বলদেব-রূপার কৃষ্ণকর্তনে
অধিকার) ম ১৯১২৫২; সরস্বতীপতি
(গৌরনারায়ণ) আ ৮১১৭২; ১২১২৫;
১৩১১৬৪; সরস্বতীপতি-গৌরচন্দ্র
অ ৩৮৮

সরস্বতী (অপর বিদ্যাধিষ্ঠাত্রী) আ ২১
৪৮; (কেশবকান্দীরীকে দ্বিধিবশব-
দান) আ ১৩১২০, ২৪, ৩১, ৩৪-
৩৫, ৩৯, (দেবীর পরিচালন-প্রভাবে
দ্বিধিজয়ীর কবিশ্বের নির্দোষ) আ
১৩১৮২, (নিমাইর প্রদ্বন্দ্বলে সরস্বতী-
পূজের হতবুদ্ধিতা) আ ১৩১২৬,
(দ্বিধিজয়ীর বাণীর অব্যর্থবর-সম্বন্ধে
বিচার) আ ১৩১১৮, (বাণীর বর-
বিপর্যায়দর্শনে দ্বিধিজয়ীর সংশয়) আ
১৩১২২, (দেবীর দ্বিধিজয়ীকে স্বপ্নে
দর্শন-দান, তৎসমীপে মহাপ্রভুর বেদ-
নিগূঢ় তত্ত্ব ও স্বরূপ, নিজতত্ত্ব, গৌর-
কৃষ্ণসমীপে স্বক্ৰিয়প্রকাশে স্বীয়
অসামর্থ্য, হর-বিরক্তি-বন্ধিত শেষেরও
গৌরকৃষ্ণরূপ দর্শনে মুগ্ধতা, মহা-
প্রভুর অপ্রাকৃত গুণাবলী, সৃষ্টি-ব্রিতি-
প্রদায়-কর্তৃত্ব, ব্রহ্মাদিরও কর্তৃকল-
দাতৃত্ব ও সর্গাবতারাবতারিত্ব, বহুসেব-
নন্দ-নন্দন কৃষ্ণেরই গৌরলীলা ইত্যাদি
বর্ণন) আ ১৩১২৫-১৪৩, (গৌরকৃষ্ণ-
রূপাব্যতীত ঈশ্বর বেদগোপ্য তত্ত্বা-
নুপলব্ধি) আ ১৩১৪৪, (ভগবদর্শন-
লাভই মন্ত্রপণের সাক্ষাৎকল, দ্বিধি-
ভয়াদি কৃষ্ণ ফল) আ ১৩১৪৫-১৪৬,
দেবীর দ্বিধিজয়ীকে প্রভুপূজে পরণ-
গ্রহণোপদেশ এবং স্বপ্নজ্ঞানে অলীক
বুদ্ধিতে দেবীবাধ্য অস্তথা করিতে
নিবেদ্যজ্ঞা ও দেবীর অতর্কান) আ
১৩১৪৭-১৪৯, ১৬৪, ১৭২, ১৮৩
সর্বজ্ঞ (নন্দাবাসী) (মহাপ্রভুর সর্বজ্ঞ-

গৃহে বিহার ও সর্কজকে প্রণামলীলা,
পূর্বস্থায় পণ্ডিতর ভিকাসা, সর্কজের
বিবিধ অবতার-লীলা-দর্শন, বিষ্ণু-
মায়ামুখ্য সর্কজের প্রভুত্বাবধারণে
বীর অসামর্থ্য-জ্ঞাপন) আ ১২।১৫০
১৭৭

সর্কজ বৃহস্পতি (বিবৃতি দ্রষ্টব্য)

(মহাপ্রভুর বিজ্ঞাবিলাস-লীলাসহস্রাংশ
সম্বন্ধে নবদীপে আবির্ভাব) আ ৮।৬৬

সহস্রবদন (শেষ) অ ১২৪১,

৪৩০০; **সহস্রবদনপ্রভু** আ ১৪৪২
(শব্দসূচী দ্রষ্টব্য)

সাকীগোপাল (অর্চা) অ ২।৩২-
৩০০

সাকীগোপাল (গৌরলীলার পণ্ডিত গঙ্গাদাস)
আ ৮।২৬

সারস্বত (শাস্ত্রধর) ম ২০।২৪১

সার্কভোম (বাহুদেব সার্কভোম)

(মহাপ্রভুর সার্কভোমোত্তার লীলা
ও সার্কভোমকে ষড়ভুজ প্রদর্শন)

আ ১।১৫২ (স্থজ); ম ২।১৬; অ
২।৪৩৬, (জগদ্রাশদর্শনে তাব-বিহ্বল

প্রভুকে প্রহারোদ্ভাত হইলে নিবারণ)
অ ২।৪৩১, (বিশ্ব ও বিচার) অ

২।৪৩২, ৪৮৪-৪৩৫, (প্রভুকে হরি-
ধনিমুখে নিজগৃহে আনয়ন) অ ২।

৪৪০-৪৪৫, ৪৪৭, ৪৫৩, (গোড়াগত
ভক্তগণের প্রভুসহ মিলন) অ ২।৪৫৪,

৪৫৬, ৪৫৮-৪৫৯, (ভক্তগণের জগদ্রাশ-
দর্শনাভ্যে প্রত্যাগমন) অ ২।৪৭০,

(প্রভুগদতলে উপবেশন) অ ২।৪৭২,
৪৭৭, (প্রভুর নিকট পরিচয়) অ

২।৪৭৯, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৬, ৪৯৩,
(প্রভুর সার্কভোমগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ)

অ ২।৪৯৭-৪৯৮; (প্রভুর কৃপালাভ)
অ ২।৫০০-১০১, (প্রভুর প্রতি উপবেশন)

অ ২।৫০০-১০১, (প্রভুর প্রতি উপবেশন)

অ ৩।১৮, ১৯, ৬৫-৬৬, (প্রভুর মায়ার
মুখ) অ ৩।৭৫-৭৬, (ভাগবত-ব্যাখ্যা)

অ ৩।৮২, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ১০১,
(ষড়ভুজ-মুক্তি-দর্শন ও আনন্দ-মুচ্ছা)

অ ৩।১০৭, (শ্রীহৃৎস্পর্শে চৈতন্য-
লাভ) অ ৩।১০৯, (প্রেমানন্দে পান-

পদ্ম ভ্রমরে ধারণ) অ ৩।১১২, ১১৪,
(গৌরভ) অ ৩।১২২, ১৩০, ১৪০-

১৪২, ১৪৭, ১৫২-১৫৩, ১৫৬, ২৭০,
৪০৩; (মহাপ্রভুর নীলাচলে আগমন-

বাষ্ঠী-প্রবেশে তৎসহ সাক্ষাৎ) অ ৪।১২৭,
(প্রতাপরত্নের মহাপ্রভুর দর্শন-লাভ-

অস্ত্র প্রার্থনা) অ ৪।১৬২, ২০২;
(শ্রীঅষ্টককে অভ্যর্থনায় অগ্রগমন)

অ ৮।৫৬

সিদ্ধমুখা (লক্ষী) আ ১২।৩১

সীতা (শ্রীরামলক্ষী) (গৌরবিশ্বপ্রিয়া-

মিলন-সহ রাম-সীতা মিলনের উপমা)
আ ১।৫১০৮; ম ১।১১২; ১।৫০০-

৫১; ২।১০৮

সীতাকান্ত আ ৪।১৬৯; **সীতা-রাম**

(গৌরলক্ষীপ্রিয়া-মিলনের উপমা)
আ ১।১১৫

সুখী (শ্রীবাসের 'সুখী' নামী পরি-

চারিকার সেবা-বৃত্তিতে শ্রীত হইয়া
মহাপ্রভুর তাহাকে 'সুখী' সন্মোদন)

ম ২।৫১৫-১৬, ১৮

সুখী আ ২।৪৭; অ ৩।২৬১; ৪।৩০০

সুখকিণ (কালীরাঙ্গপুত্র) ম ১।১১৭,

(শিব-আরাধনা, অতিচার বন্ধ,
শৈবমুক্তির আবির্ভাব, ষড়কা-দাহনা-

দেহ, শৈবমুক্তির ষড়কা-গমন, সুদর্শন-
ভয়ে ভীত হইয়া সুদর্শন-তব, পরিশেষে

সুদর্শনামেলে সুদক্ষিণকেই দাহন)
ম ১।১১৮-১১৯

সুদর্শন (বিষ্ণুচক্র) ম ১।১১৬, ১১৮,
১১৯ (শব্দসূচী দ্রষ্টব্য)

সুদাম (কৃষ্ণসখা) (নিত্যানন্দ-ভৃত্যগণ
ব্রহ্মের নিত্যগিষ্ঠ পরিকর) অ ৭।৬৮

সুন্দরানন্দ (প্রেমরসমুদ্র নিত্যানন্দ-
পার্বদ) অ ৪।৭২৮

সুপ্রভা (শ্রীকৃষ্ণের সখী) ম ১।৮১৯, ১০১

সুভদ্রা (বিষ্ণুশক্তি) (অর্চা—জগদ্রাশ
ও বগদেবের মধ্যস্থলে শোভমানা)

আ ১২।১১১; অ ২।৪২৭; ৭।১০৭

সুমিত্রা (লক্ষ্মণজননী) ম ১।১১৫

সূত (রোমহর্ষণ) ম ১।৫১২

সূর্য ম ২।২০৬, (কৃষ্ণপ্রেমে নৃত্য)

ম ১।৪৪৮; (সজ্জাভিতকর্ষক পুন্ড্রা)

ম ১।১১৭, (কৃষ্ণপুন্ড্রা-বিমুখ দেবকা-
ভিমাত্রীর ধ্বংসদর্শনে আনন্দ) ম

১।১২৮; অ ৩।২৮৫; ২।২০৬-২০৮

সোম ম ২।৩২৪৮

স্বপ্ন ম ২।৮৫

স্বরূপ-দামোদর (দামোদর স্বরূপ
দ্রষ্টব্য)

হ

হংস (ব্রহ্মাদির পটীগর্তভূতিকাণে

অবতারী মহাপ্রভুর হংসরূপে ব্রহ্মাদিকে
তত্ত্বজ্ঞান-কথনলীলা) আ ২।১৭৫;

(মহাপ্রভু হংসাবতারের অংশী) অ
১।২৫২

হনুমান্ আ ২।৬৬, ৬৮, ৭১, ৭২, ৭৪,

৮০-৮২, ৮৪, (ঠাকুর হরিদাসের
আত্মরিক নির্ঘাতন সহন-বিষয়ে

শ্রীহনুমানের ব্রহ্মার সম্মান-স্বার্থ
রক্ষণ-নিকিষ্ট ব্রহ্মাত্মবদন-স্বীকারের

দৃষ্টান্ত) আ ১।১৩৭, (কপিকুলোদ্ধৃত
হইয়াও দেববিজয়) আ ১।৬২৪১;

ম ৩।১২; ১।১৮, (হরিদাসের
বৈকবতার তুলনা) ম ১।১১১।

(হুম্মদভার মুরারি) ম ২০১২
হুম্মদভার (ত্রাদির শতীর্গতকালে
মহাপ্রভুর তত্ত্ববর্ণনমুখে তাঁহার
হুম্মদভারবতারগীতা বর্ণন) আ ২১৭০ ;
(মহাপ্রভু হুম্মদভারবতারের অংশী)
অ ১২৫২

হুম্ম (মহাদেব) (মহামহেশ্বর হরের
ভগবদ্রূপদর্শনে মোহ) ম ১৮১৩৩,
অ ২৮৮ ; হুম্ম-গৌরী আ ১০১১২,
১১০, ১৫২০৬

হুম্মি আ ৮১২৮ ; ২১৩৭ ; ১২১০১,
(শ্রীহরি) আ ১৫২০৬ ; ১৬৩৩, ২৮,
২৬৩, ২৬৬, ২৭০, ২৭১, ২৮৭, ২৯৬ ;
(শ্রীহরি) আ ১৭১১৬ ; (ঐ) ম ১৮১
১৩২ ; ম ১৮১৩৮ ; ১২১৬৬-৬৭ ; ২১১৮৬,
৮৭ ; ২২১৮৮, ৫০, ৫০ ; ২৩১৩২, ৫৬,
২২-২৩, ১০২, ১১০, ১১২, ১৬১,
১৬৩-১৬৪, ১৬৮, ১৭৩, ১৭৮, ১৮৮,
১৯৪, ২০২, ২১৪, ২১৮-২১৯, ২৪৪,
২৫০, ২৫৫, ২৬৯, ২৭২, ২৮২-২৮৩,
২৮৫, ২৯১, ২৯৫, ৩১০, ৩১২, ৩৩৪,
৩৪৬, ৩৪৯, ৩৫৬-৩৫৭, ৩৮০, ৩৮৬,
৩৯৪, ৩৯৬, ৪১৭, ৪২৫, ৪২৯, ৪৩২,
৪৩৫-৪৩৬, ৪৩৫-৪৩৬, ৫০৭, ২৪১৬,
৯ ; ২৫১৫ ; ২৬১৮৫ ; ২৮১৩২,
৮০-৮৪, ১১৭, ১৩৮, ১৬০, ১৭৮ ; অ
১১৫, ১৭, ৫১, ৬১, ১০১-১০৪
১০৬-১০৭, ১৭৮, ১৮০, ১২১, ১২৪,
১২৬-১২৭, ২২২, ২৩৩, ২৪০, ২৪৪ ;
২১১২, ৫৭, ৫৮, ৭৫-৭৬, ১০১, ১৮৫ ;
(শ্রীহরি) অ ২১৭৬, (ঐ) ৩০০ ;
৩১৫৮, ১৬০, (শ্রীহরি) ১৬৮, ১৭০,
২৪৪, ২৪৮, ২৫৩, ২৮৮, (শ্রীহরি)
২৯১, ২৯৬, ৩১০, ৩২০-৩২১, ৩২৩,
৩২৭-৩২৯, ৩৩৩, ৩৪১, ৩৪২-৩৫০,
৩৭৮, ৩৮২, ৩৯৩, ৪১৫, ৪৬০, ৪১৪-

১৫, ১৭, ২১, ২৩, ৪২, ৮৫, ২৭-
২৮, ১০২, ১৮১, ১২১, ৪০৬, ৪৫৪,
৪৫৭, ৪৩২, ৪২৫, ৫১৪ ; ৫১৩৮,
৪০৩-৪০৫, ৪০৭-৪০৯, ৪৭১, ৫৮৮ ;
৭১২৬, ২৮, (শ্রীহরি) ১০১, ৮৮০-
৮১ ; ২১৬৩-৮৪, ১৫০, ১৭৩, ১৭৭,
(শ্রীহরি) ১৮৪, ১২১, ২৩৭, ২৬৭,
হুম্মি-হুম্ম অ ২৮৪

হুম্মদাস ঠাকুর (নামাচার্য) (মহা-
প্রভুর অমৃতপ্রাপ্তি) আ ১১৪১
(হুম্ম), (প্রমোদিত মহাপ্রভুকে
গঙ্গাগর্ভ হইতে উত্তোলন) আ ১১
১৪২ (হুম্ম), (বৃন্দে আবির্ভাব)
আ ২৩৭ ; (শুদ্ধভক্তির মূর্তি বিগ্রহ-
রূপে ঠাকুর হুম্মদাসের নবমীপে
আগমন, তন্মাহাত্ম্য-শ্রবণে কৃষ্ণকৃপা-
লাভ) আ ১৬১৬-১৭, (ঠাকুর
হুম্মদাসের বৃত্তান্ত :—বশোহর জেশ্বর
বৃন্দগ্রামে আবির্ভাব, তৎকালে
তৎকালের কীর্তন-প্রতিষ্ঠান, কএক
বর্ষপরে গঙ্গাতীরে বাস কামনা
কুলিয়ায় ও শান্তিপুরে বাস, শ্রীমদেব
আচার্য-সহ মিলন ও কীর্তনানন্দ,
গঙ্গাতটে উচ্চৈঃস্বরে কৃষ্ণনাম করিতে
করিতে ভ্রমণ, জড় ভোগাসক্তিতে
ঐদাসী ও কৃষ্ণনামে শ্রীতি, ঠাকুরের
অমৃত প্রেম-চেষ্টা, প্রেমবিকার,
কীর্তন-নর্তনারস্ত্র মাজেই শ্রীহুম্মদাস-
দেহে প্রেমবিকারসমূহের প্রাকট্য,
তৎকালে অমৃতভাবের আনন্দ,
কুলিয়াগ্রামের ব্রাহ্মণগণের সম্বোধ,
গঙ্গানামা উচ্চৈঃস্বরে হুম্মদাস কীর্তন
পূর্বক সর্বত্র বিচরণ, হুম্মদাস-বিকৃষ্ট
কাজীর নবাব-সমীপে অভিযোগ,
নবাবের হুম্মদাসকে বন্দীকরণ, হুম্ম-
দাসের নিঃশব্দচিত্তে নবাব-সমীপে

আগমন, হুম্মদাস-দর্শনে হানৌর সাধু-
গণের হর্ষ ও বিবাদ, বন্দীগণের হর্ষ
ও দণ্ডবৎপ্রণতি, শ্রীঠাকুরের রূপমাধুর্য্য
ঠাকুরকে প্রণাম কলে বন্দীগণের
সাম্বিকবিকার, তৎকালে ঠাকুরের কৃপা-
হস্ত ও কোশলে গৃহ আশীর্বাদ,
তন্মাহাত্ম্যে অসমর্থ বন্দীগণের বিষমতা,
তখন ঠাকুরের গুপ্ত আশীর্বাদ-মর্শ-
ব্যাখ্যান মুখে বন্দীগণকে বিষয়াসক্তি-
পরিভ্যাগ পূর্বক সাধু-সঙ্গে হুম্মি-
ভজনোপদেশ, বন্দীগণের নিত্য-
কল্যাণকামনাপূর্বক ঠাকুরের নবাব-
সমীপে আগমন, নবাবের ঠাকুরকে
সমুদয়ে আসন-প্রদান, নবাবকর্তৃক
বাবনিক জাতি ও ধর্মের শ্রেষ্ঠতা বর্ণন
ও নামভজন পরিভ্যাগপূর্বক কল্মা
উচ্চারণ করিয়া নিম্নাপ হইবার
অনুরোধ, মারামোহিতগণের বিচার-
শ্রবণে ঠাকুরের 'মহো বিষ্ণুমায়া'
বলিয়া মহাহস্ত ও কৃপাপূর্বক দীপ-
তত্ত্ববর্ণন, ঠাকুরের বিচার-শ্রবণে
সকলেরই সম্বোধ, কিন্তু পাণ্ডা কাজী
হুম্মদাসকে দণ্ডনার্থ নবাবকে উত্তে-
জিত করণ ও শাসনোক্তি, নবাবের
ঠাকুরকে কল্মা উচ্চারণে অনুরোধ,
প্রথমে এলোভন ও অন্তরপ্রদর্শন,
পরে অন্তরপ্রদর্শনে কাজীগণকর্তৃক
দণ্ডিত ও অপমানিত হইবার ভীতি
প্রদর্শন, ঠাকুরের কৃষ্ণকৃপা-পরহস্ত
ও বাড়ীটী শ্রীনামপ্রভু-প্রতি অলো-
প্রদা ও প্রপত্তি-জ্ঞাপন, তৎকালে
নবাবের কাজী-সমীপে কর্তব্য-জিজ্ঞাসা,
কাজীর বাইশবাজারে বেড়াবার
শান্তিদানের পরামর্শ, নবাবের তদন্ত-
সারে কাব্যকরণার্থ অন্তরপ্রদর্শন
নিম্নাপ, ঠাকুরের 'কৃষ্ণ' শব্দ, নাম

স্থান-নদী-পর্বতাদির সূচী

| স্থানসূচী | | |
|---|--|---|
| অগস্ত্য-আলয় (মলয়-পর্বত) আ ২১০২ | কটক-নগর (কাটোয়া) ম ২৮১০২; অ ১১৭ | গয়া আ ১১১৬, ১১৮; ২১০৭; ১৭৭ ২, ১০, ১২, ১৩, ২২, ৩০, ৪০, ১০৪ ১১২, ১৪২; ম ১১০, ১৪, ২৪, ২৬ ৬১, ১১৫, ২৬৩; ২১৭২; অ ১০৮ ৪৫২; ১২১৬, গয়াশিল্প: আ ১৭৭৭ |
| অজ আ ১৩১৬১ | কলক-নগর আ ২১৪৭; কলক- নগরী ম ৩১১২ | গাদিগাঁহা ম ২০৪২৮ |
| অনন্তপুর আ ২১৪৮ | কমলপুর অ ২৪০৪; ৭১৫; ৮৪৭ | গুজরাট আ ১৩১৬০; ম ১২১৬ |
| অনন্তের পুর (অনন্তপুর ?) ম ৩১১০ | কাজির নগর ম ২০১৭২; কাজির বাড়ী ম ২০৭৫২ | গুজরাটী (ভুবনেশ্বর) অ ২১০৭ |
| অবতী আ ২১২৬ | কাণ্ডী আ ২১ ১০৬; কাণ্ডীপুরী আ ১৩১৬০ | গুজরচন্দ্রলারাজ্য (ভুবনেশ্বর) আ ২১২৩ |
| অবুলিখ ঘাট ম ২১৬২, ৭১, ৭৪ | কাটোয়া ম ২৮১০ | গৌরব আ ২১৪২ |
| অবোধ্যা আ ২১২২; ১৩.১৪২; ম ৩১১১; ১২১৭৫; অ ৪৩৩৭ | কাথিরার ম ১৮১৫ | গৌরুল আ ১১০৩; ২১৭৭; ৪১৪৫; ৭৪৭; ২১৭, ২০, ১১২, ১১২৪২; ম ২৪১০; অ ৪৫৬; ১১২৪২ |
| আতিসারা অ ২৪০, ৪১ | কানারির মাটনালা ম ২১৭২ | গৌরুলমগর ম ১১২৪ |
| আঠারমালা অ ২৪২২; ৮১৩৩, ১০১ | কামকোজিপুরী আ ২১৩৬ | গৌড় আ ৩১১; ১২২৪২; ১১২৪২ অ ৪৫; গৌড়িকাতি আ ১১২৪ |
| আপনার ঘাট ২১২৩ | কাশী আ ২১০৭; ১৩১৬০; ম ৩১০৮; ১২১৭৫, ১০০, ১০২, ১১২ | গৌড়দেশ আ ১১২৪, ১৩৭; ম ৪১ ৪২; অ ৩২৭১-২৭২; ৪১২৪; ৮১১৬, ১৬৬ |
| আপনার ঘাট (আপনার ঘাট) | কুমারহাট (শ্রীধরপুর নদবান), আ ১৭১২৩; অ ৪৫ | চক্রভীষ আ ২১২০ |
| আপনার ঘাট (আপনার ঘাট) | কুমারহাট আ ২১১২ | চক্রবেড় (গয়াধামে) আ ১৭১৩২ |
| আপনার ঘাট (আপনার ঘাট) | কুলিয়া ম ৩০৪৫, ৩৮০, ৩৮২, ৪৩৮; ৫৭০২; কুলিয়াগ্রাম অ ৩৪৩২, ৪৪১; কুলিয়ানগর আ ১১৬৩, অ ৩০৪৩, ৩৭২, ৩৭৬, ৩৭২ | চাতিগ্রাম (চট্টগ্রাম) আ ২১৩১, ৩৭; ১১১২; ম ৭১০, ৪০; অ ২১২৪ |
| আপনার ঘাট (আপনার ঘাট) | কুমারহাট আ ২১১২ | চ |
| আপনার ঘাট (আপনার ঘাট) | কোরল আ ২১৪২ | ছত্রভোগ আ ২১৬০-৬১, ৭৪, ১২৩; ছত্রভোগগ্রাম অ ২১৭২ |
| আপনার ঘাট (আপনার ঘাট) | ক | জ |
| উত্তরমালা (গয়া) আ ১৭১৭৪ | খড়হ অ ৫৪৭০; খড়হগ্রাম অ ৫৪২০, ৪২৪ | অগরাধ (পুরী) ম ২১১০২, ১২১ |
| উত্তরা-বনুলা আ ২১৩০ | খামচৌড়া অ ৫৭০২ | অবুদীপ আ ১৩০২ |
| এ | গ | অলেশ্বর অ ২১২৬৩; অলেশ্বর-গ্রাম অ ২১ ২৩৭; অলেশ্বরদেবদ্বীপ ম ২১২৩৭ |
| একচাঁকা (ত্রিনিদ্যানপ্রভুর আবির্ভাব স্থান) আ ২০৮; ২১৫; ম ৩৬১ | গজাঘাট (ওড়িশা প্রদেশ) অ ২১৫১ | জিওড় (বসিহেদেবপুরী) আ ২১২৬ |
| একাকবল অ ২১০৬৫, ৩২২ | গজার নগর (গজানগর) ম ২৩০০ | |
| ও | গজানগর (গায়' দ্বীপ) | |
| ওড় আ ১৩১৬১, ওড় দেশ আ ২১৩১; অ ২১৪২০-১৫০, ১৫৩; ৪১৭৮ | | |
| ক | | |
| কটক অ ৫১৪০; কটকনগর অ ২১০০১ | | |

মাধ্যমিক সঙ্গদান) ম ১০১২০২, ২৪৮,
(প্রভু-সঙ্গে জলকলি) ম ১০১৩০৫,
১০৭, ১৭১০২, (অষ্টমতাক্যে গঙ্গার
তিত মহাপ্রভুকে রক্ষা) ম ১৭১০৪-
৫, (মহাপ্রভুকে সংগোপনার্থে প্রভুর
খাদেশ-প্রাপ্তি) ম ১৭১৪৪, (অষ্টমত-
প্রতি প্রভুর রূপাদর্শনে আনন্দ-প্রকাশ)
ম ১৭১১০২ ; (কোতোয়াল অভিনয়ে
প্রভুর আদেশ) ম ১৮১১০ ; (কৈকট-
কোটালাবেশে অভিনয়) ম ১৮১৩২,
৪০, (হরিদাস-দর্শনে সকলের
তৎপরিতায় জিজ্ঞাসা) ম ১৮১৪৪,
(সকলের পরিচয় জিজ্ঞাসায় উত্তরদান)
ম ১৮১৪৫, (সকলকে কৃষ্ণসেবার
জাগ্রতকরণ) ম ১৮১১০০, ১০৪,
১৫৭ ; (অষ্টমতসহ শান্তিপুরে গমন)
ম ১৮১১৮, (কৈকট যোগবাশিষ্ট-
ব্যাপ্য প্রবেশ হস্ত) ম ১৮১১৮, (মহা-
প্রভুকে দণ্ডবৎ) ম ১৮১১৮, (মহা-
প্রভুর তত্ত্ব-দর্শন) ম ১৮১১৮, (অষ্টমত
চরণে প্রণাম) ম ১৮১২০২, (দ্বারে
বসিয়া ভোজন) ম ১৮১২০৮, (নিত্যইর
বালাচাপলা দর্শনে হস্ত) ম ১৮১২৪০,
(হরিদাস সমীপে অষ্টমত কৃষ্ণক
নিত্যানন্দভক্ত-কথন) ম ১৮১২৪২,
২৬০ ; ২১১২ ; (প্রভুর কীর্তন-আদেশ)
ম ২০১৪২, (প্রভুর সহিত নগর-
কীর্তনে নৃত্য) ম ২০১২০৪, ৩০৭,
(প্রভুর ভক্তবৎসল্য দর্শন) ম ২০১
৪৫০, (শ্রীধরগৃহে আনন্দ-ক্রন্দন)
ম ২০১৪৫২ ; ২৪৩ ; (সন্ন্যাসরায়ে
প্রভুসহ একগৃহে বাস) ম ২৮১৪৪,
৪৭, (প্রভুর সন্ন্যাসে খেদ) ম ২৮১
৮৫ ; অ ১১৩৩১ ; ৪১৭০, ৪২৮ ;
(রথযাত্রাদর্শনার্থ নীলাচলে গমন)

অ ৮১১৩, (নরেন্দ্রসরোবরে জলক্রীড়া)
অ ৮১১২৫ ; ১০৮১

হরিনন্দী গ্রামের দুর্জয় জাম্বল
(নায়াচাণী ঠাকুর হরিদাস-সহ উচ্চ
কীর্তন-বিরোধমূলে বিভণ্ডা, ঠাকুরের
নিকট উচ্চকীর্তনের মাধ্যম্য তনিয়াও
জাতিমদমত্ততাহেতু তচ্চরণে নানা-
প্রকার অপরাধের আবাহন) আ ১৬১
২৬৭-২২৫, (বিশ্রামের বচন-শ্রবণে
ঠাকুরের হৃৎকোষ ও তাহার হৃৎসদ-
বর্জন) আ ১৬১২৬-২২৭, (জগদ্বাক্ত
বৈষ্ণবাচাণ্যের নিন্দক বিশ্রামের
দুর্ভাগ্য বা শাস্তি) আ ১৬১৩৬

হলধর (বলভদ্র) (কৃষ্ণাভিরবিগ্রহ)
আ ১১৩০, (মহাপ্রভুব হলধরভাব) আ
১১৩০১২৪ ; (ব্রহ্মদির শচীগর্ভস্থতীকালে
অবতরণী দৌরভরির বলভদ্রাবতার-
লীলাকথন) আ ২১১৭৬ ; (শ্রীনিত্যা-
নন্দের তীর্থেদারলীলাকালে হস্তনা-
নগরে বলরামসঙ্গের কীর্তন দর্শনে গ্রাহি
হলধর' বলিয়া নিজেই নিজকে প্রণাম)
আ ২১১৫৫ ; (সর্গজের গৌর-পরিচয়
প্রদানকালে মহাপ্রভুকে হলধররূপে
দর্শন) আ ২২১৭০ ; ম ২০৪৪৩ ;
(মহাপ্রভুর পার্শ্বদর্শনের পরিচয়-নির্দেশ)
ম ৮১২২৫ ; ১৭১১৫ ; ১৮১৫৮ ; ২০১
৬ ; ২৬০৬৬ ; অ ১১২৫২ ; ৫১৫১,
৪৮৭ ; (বলির স্তব) অ ৩৫৭ ;
হলধরমহাপ্রভু (শ্রীগৌরাভির-
বিগ্রহ গৌরগুণগানোন্নত শ্রীনিত্যানন্দ
প্রভু) আ ১১৩৬ ; হলধররায় অ
৩৫৭

হলধর (চৈত্র ও বৈশাখ মাসে হলধর-
রায়) আ ১১২৩

হাড়াই পণ্ডিত (সর্বেশ্বরের নিত্য-

নন্দ প্রভুকে পুজরণে লাভ-নোভা
আ ২১০২, ১৩০ ; (পুজের নানাবস্ত
লীলাভিনয়-দর্শনে হর্ষোৎসুক পি
পুজকে অঙ্কে ধারণ) আ ২১০
(নিত্যানন্দ-পিতা) ম ৩৫৩,
(পণ্ডিতের নিত্যানন্দ-প্রীতি) ম
৭১, ৭৫, (নিত্যানন্দের গৃহত
পণ্ডিতের অবস্থা) ম ৩৫৬ ; হা
ওকা আ ২১৫ ; ম ৩১৮

হিরণ্য (জগদীশ-হিরণ্যাবরে মহা
একাদশীর নৈবেদ্য-ভক্ষণ-লীলা)
১১০০ (হুজ) ; (শ্রীধাসঅদনে
প্রভুর কীর্তন-বিলাসে মদী) ম
১১২, হিরণ্যভাগবত (মহা
তদাহত নৈবেদ্য-ভক্ষণ-লীলা) আ
২১-৪০ ; (রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলা
১২৮

হিরণ্য (হিরণ্যাবরে মহা
একাদশীর নৈবেদ্য-ভক্ষণ-লীলা)
১১০০ (হুজ) ; (শ্রীধাসঅদনে
প্রভুর কীর্তন-বিলাসে মদী) ম
১১২, হিরণ্যভাগবত (মহা
তদাহত নৈবেদ্য-ভক্ষণ-লীলা) আ
২১-৪০ ; (রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলা
১২৮

হিরণ্য (হিরণ্যাবরে মহা
একাদশীর নৈবেদ্য-ভক্ষণ-লীলা)
১১০০ (হুজ) ; (শ্রীধাসঅদনে
প্রভুর কীর্তন-বিলাসে মদী) ম
১১২, হিরণ্যভাগবত (মহা
তদাহত নৈবেদ্য-ভক্ষণ-লীলা) আ
২১-৪০ ; (রথযাত্রা দর্শনার্থ নীলা
১২৮

হুসেন সাহ ম ৪১৩৭

হুসেন (কাতিখান্দন) (ইব্র
দর্শনাম) আ ১১৪৩০

নাগরাজকর্তৃক কণটতা করিয়া
তাঁহার নৃত্যরূপ-ভঙ্গকারী ও হরিদাস-
এই প্রতিযোগিতা-প্রদানী কণট-
বিশেষের চরিত্রসম্মি-আপন-মূলে প্রকৃত
রূপকীর্তনকারীর মাহাত্ম্য-কীর্তন-মুখে
হরিদাস-মাহাত্ম্য-কীর্তন, আতিকুলাদি
ব্রাহ্মণতা বা ঐক্যবতার নিরূপক
নহে, রূপ-ভঙ্গনে আতিকুলাদি-
বিচার-নিরূপকতা-প্রদর্শনকালেই হরি-
দাসের যখনকূলে আবির্ভাবলীলা, হের
কুলোদ্ভূত দেবধিঅবস্থা প্রকৃষ্ট ও
হনুমানের দৃষ্টান্ত, ব্রহ্মা শিব ও
গঙ্গারও হরিদাস-সঙ্গপ্রার্থনা, স্পষ্ট
মূলের কথা হরিদাস-দর্শনমাত্রই
কীর্তনের অবিভা-নাশ, হরিদাস-পদা-
শ্রিত ব্যক্তির দর্শনেও ভববন্ধনাশ,
হরিদাসমহিমার অসীমতা, ভক্তের দর্শক-
গণের সৌভাগ্য-বর্ণনামুখে স্বীয় হরিদাস-
মাহাত্ম্য-কীর্তন-সৌভাগ্য-বর্ণন, হরি-
দাস-নামোচ্চারণ মাঝে ক্রমশঃ প্রাপ্তি,
অনুগ্রহে নাগরাজ-কীর্তিত হরিদাস-
মাহাত্ম্যপ্রদর্শন সন্ধানগণের হর্ষ,
স্বর্গারোহণ নামঃ প্রদর্শন-মিত্রবর্গীলার
অসীম পথ্য হরিদাসের ঐক্য
নাম-সেবনাচার, বিকৃতকৃত্যুত অগতে
রূপকীর্তনকৃত্যুত, পাবতিগণের কীর্তন-
না-বহুলতা বা ১১৩০-এ অপরিকৃত
প্রচার, যথা—“ঐহরির শরণকালে
উচ্চ কীর্তন-কণেতগগানের জোড়োৎ-
পাদন, একাদশীনিশাগরগণে উচ্চ
কীর্তন বিহিত, প্রত্যহ কীর্তনের
প্রয়োজন কি?” ইত্যাদি, পাবতি-
গণের দ্রুতকৃত্যুত অগতের হৃৎ-
সংকলনামনিষ্ঠ, তত্ত্বনিষ্ঠ অগতর্শনে
ঐহরির ও হৃৎ, তদাশি নিরূপক উচ্চ
নামসংকীর্তন, অত্যন্ত নিম্নগণেরই

হরিদাস-মুখে উচ্চকীর্তন প্রদানে
অসম্বিত্যতা, হরিনন্দী গ্রামের দুর্জন
বিশেষের এক পণ্ডিতব্রহ্ম-সত্যার
ঠাকুরের উচ্চকীর্তন বিরোধ ও শাস্ত্র-
প্রমাণ-সিদ্ধান্ত, ঠাকুরের শাস্ত্রপ্রমাণ-
বলধনে অগ হইতে উচ্চকীর্তনের
শ্রেষ্ঠত্ব-প্রতিপাদন, তত্ত্ববগে আতিমদ
যত বিশেষের হরিদাস-প্রতি নানা
দুর্জন-প্রোযোগ, বিশ্রামের বচন-
প্রবণে হরিদাসের হৃৎ-হাত্ত ও অস-
জ্ঞানজানে তাদৃশ হৃৎসং-বর্জন-পূর্বক
উচ্চতরে নাম কীর্তন, পাপিসমাদ-
গণের নাম ও নামাশ্রিত সাধু-নিষ্ঠা-
প্রবণসংগে মোনাবলধন-দর্শনে গ্রহ-
কারের ‘তৃণাদপি সুনীচেন’ প্রোকে
প্রকৃত মন্ত্র-প্রকাশমুখে রাক্ষস-সত্যাব
ব্রাহ্মণত্ববগকে অস্পৃষ্ট ও ‘ব্রাহ্মণ্য’
বলিয়া কখন, হরিদাস-নিষেক, ব্রাহ্ম-
ধর্মের দুর্গতি, অজ্ঞ বিব্রাসক্ত অগতর্শনে
ঠাকুরের হৃৎ ও কাব্যোদ্রেক, বৈষ্ণব-
দর্শন-সঙ্গলতাচার্য হরিদাসের নবদীপে
আগমন, নবদীপবাসী ভক্তগণের
হরিদাস-দর্শনে আনন্দ, শ্রীমতৈতা-
চার্যের ঠাকুর হরিদাসকে প্রাণাদিক
প্রিয়জনে লাগন, বৈষ্ণবগণের ও
হরিদাসের পরম্পরের প্রতি সঙ্গের
ব্যবহার, পরম্পর পাবতিগণের কটু
সমালোচন, ভক্তগণের নিরন্তর গীতা-
ভাগবতাহীন-বিচার, অজ্ঞারাক
হরিদাস-কথা-প্রবণে গৌরধাম প্রাপ্তি
আ ১৮১৮-১৯১১; (নিত্যানন্দ সঙ্কলনে
প্রকৃত আদেশ) ম ১৮১৮; ১৯১১;
(মহাপ্রভুর কীর্তন-বিলাসে সঙ্গ) ম
১৮১১২, ১৮১৩; (মহাপ্রভুর অরণ
প্রদর্শন) ম ১৮১০৬; (বনকর্তৃক
হরিদাসপ্রোহ মহাপ্রভুর বসুধে বর্নন)

ম ১৮১৮, ১৯, (অজ্ঞাত অরণে
মুর্ছা) ম ১৮১২-১৩, (মহাপ্রভুর
প্রকাশদর্শনে আদেশ) ম ১৮১৪,
(প্রভুবাক্যে চৈতন্যলীলা) ম ১৮১৫,
(মহাবেশ) ম ১৮১৭, (বৈষ্ণবো-
চ্চিষ্ট প্রার্থনা) ম ১৮১৫, ১৮১৬,
(প্রাণিতবরণপ্রাপ্তি) ম ১৮১৩, ১৮১৪,
(কৃষ্ণপ্রাপ্তির কারণ) ম ১৮১১১,
(হরিদাসজ্ঞতি-প্রবণের ফল) ম ১৮
১০৩, (হরিদাস অরণের ফল) ম
১৮১১০৫, (হরিদাস-অরণ) ম ১৮
১০৬-১০৭, (অজ্ঞতবরণে হরিদাস-
সঙ্গ-বাহা) ম ১৮১০৮, (গঙ্গার
হরিদাস-মজ্ঞন-বাহা) ম ১৮১০৯,
(হরিদাসদর্শনের ফল) ম ১৮১১০,
(অনিন্দ্যবর্ণন) ম ১৮১১২; (নিত্যা
নন্দের দিগবরণ-দর্শন) ম ১৮১৩;
(মহাপ্রভুর কৃষ্ণ-শিক্ষা-প্রচারাদেশ
প্রদর্শন) ম ১৮১৭-৮, (প্রকৃত-আজ্ঞা-
পত্র; ২য় প্রকৃতি) ম ১৮১১, (প্রকৃত-আজ্ঞা-
পাণন-নাম কিতাব) ম ১৮১২,
(দুর্জনগণের নিষ্ঠা-উপেক্ষা) ম ১৮
১২, ১৩, (সগাই মাধাইকে কৃষ্ণরত
দর্শন) ম ১৮১৫, (নিত্যানন্দ
সগাই-মাধাই-উদ্ধার সম্বন্ধে অমনো-
ভাবজাপন) ম ১৮১০, (নিত্যানন্দ-
তত্ত্বজ্ঞাতা) ম ১৮১০-১১, (প্রকৃত-
আজ্ঞা জাপন-সগাই-মাধাইর নিকট
গমন) ম ১৮১৭, (সগাই-মাধাই
কর্তৃক আজ্ঞা এবং প্রোহাশ্রিত্যর)
ম ১৮১৭, ১৮, (নিত্যানন্দে প্রতি
যোষ্যোপপূর্বক আনন্দ ভঙ্গন) ম
১৮১১১, (প্রকৃত-সগাই-মাধাই-
ব্যাপার বর্নন) ম ১৮১১১, ১৮১২
(অজ্ঞতের প্রোহাশ্রিতে হরিদাসে
হাত) ম ১৮১১৭-১৮, (সগাই

নন্দে বাহুবলি, তত্ত্বজ্ঞোহ-দর্শনে
সম্মানগণের মনঃক্লেণ, তরিরাকরণ-
প্রায়স ও অকৃতকার্যতা, কৃষ্ণ-কৃপায়
ঠাকুরের পরপ্রমাদন-মুখ, প্রহ্লাদের
দৃষ্টান্ত ও উপমা, নামাচার্য ঠাকুরের
ত্রিতাপহঃখাহুত্বিত দূরের কথা তদীয়
নামস্মরণেই জীবের হুঃখনিবৃত্তি,
ঠাকুরের সত্যবিরোধী অস্মরণের
মঙ্গল-কামনা, পাবণ্ডগণের নির্দর-
প্রহার-সম্বন্ধে পরমসহিত্য ঠাকুরের
বাহুবলি-রূপ-রাহিত্য, অস্মরণের
চিত্তা ও ঠাকুরকে পীর-জান, বহু-
নিধাতনসম্বন্ধে ঠাকুরের প্রাকট্য-
দর্শনে অস্মরণের ঠাকুরসমীপে নবাব
কর্তৃক বিনষ্ট হইবার আশঙ্কা-জ্ঞাপন,
পরহঃখহঃখী ঠাকুরের কৃষ্ণখান-সমাধি-
যোগে স্পন্দনহীন নিষ্কলভাব, অস্মরণ-
গণের বিষম ও ঠাকুরকে
নবাব-সমক্ষে আনিয়া ২০, নবাবের
ঠাকুরকে শব-জ্ঞানে সমাধি ৩২, ১৭৮৭,
কিন্তু মহাপাপিষ্ঠ কাজীর বাহাতে
পরলোকে ও ঠাকুরের মঙ্গল না হইতে
পারে—এই হুঃখিতদিক্-মূলে ঠাকুরের
দেহকে নদীবক্ষে নিক্ষেপের পরামর্শ-
দান, তদনুসারে বনাজ্জরগণের
ঠাকুরের দেহোত্তোলন-চেষ্টা ও অসা-
মর্থ্য, বিশ্বস্তরাবিষ্ট হরিদাসদেহের
মহাশুদ্ধ ও অচল, কৃষ্ণসেবা রস-
নিমগ্ন হরিদাসের বহিরহুত্বিত-রাহিত্য,
প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত ও উপমা, পৌরকৃষ্ণ-
গতপ্রাণ হরিদাসের পক্ষে ঐ সকল
সিদ্ধি কিছু আশ্চর্যের নহে, বজ্রাধারী
ইন্দ্রজিতনিকপ্ত ব্রাহ্ম-বন্ধন স্বীকার
পূর্বক ব্রাহ্ম-সম্মান রক্ষার জার হরি-
দাসেরও ত্রিনামের কীর্তন-কার্যে
সহিত্য ও অচলা নামনিষ্ঠার আদর্শ

শিক্ষা প্রদর্শন-করে বনকত নিধা-
তনাদি স্বীকার, অত্যা গোবিন্দ-
ভূষণে তত্ত্বের বিরহাহিত্য, হরি-
দাসের ক্রোধপ্রাপ্তি দূরের কথা হরিদাস-
স্মরণেও জীবের ক্রোধ-নিবৃত্তি, গৌর-
ভক্তশ্রেষ্ঠ জগদ্বন্দ্য হরিদাস, গঙ্গার
ভাগমান হরিদাসের বাহুবলি ও পরা-
নন্দময় অবস্থায় তাঁরে আগমন,
নামসংকীর্ণনানন্দে ফুলিয়া গ্রামে
গমন, বনগণের ঠাকুরের অকৃতশক্তি
দর্শনে হিংসাত্যাগ ও চিত্তশুদ্ধি এবং
পূজ্যবুদ্ধিতে বিনীতভাবে ঠাকুরকে
নমস্কার-কলে ভববন্ধন-মোচন, বহি-
র্দিশার সম্মুখে নিজদ্রোহী নবাবকে
দেখিয়া তৎপ্রতি ক্রমা ও কৃপাহাস্ত,
নবাবের সম্মুখে করঘোড়ে বিনয়োক্তি,
ঠাকুরকে অধরজ্ঞানতবাবিং মহাসিদ্ধ-
পূজ্যজ্ঞান, মুখে মাত্র মুক্তাভিমাত্রী
হইয়াও বস্ত্রতঃ অমুক্ত ও প্রকৃত মুক্ত-
পুরুষের পার্থক্যপালকি, নবাবের
ঠাকুরকে সর্বত্র সমদর্শী ও অসঙ্গ-
জ্ঞানের অগম্য জানিয়া বকৃত পাপের
ক্রমা-প্রার্থনা, ঠাকুরকে সর্বত্র বধেচ্ছ
বিচরণার্থ অহুমতি প্রদান, ঠাকুরের
চরণদর্শনে উত্তমের কা কথা, অধমেরও
তচ্চরণে শরণাপত্তি স্বীকার, বিশ্বাসকে
ক্রমা প্রদর্শনাতে ঠাকুরের ফুলিয়া
গ্রামে আগমন, উচ্চনামকীর্তনমুখে
বিপ্র-সত্যার উপস্থিতি, বিপ্রগণের হর্ষ
ও হরিদাসের ঠাকুরের নৃত্য ও প্রেম-
বিকার, বিপ্রগণের মহানন্দ, ঠাকুরের
দৈর্ঘ্য ও বিপ্রবেষ্টিত হইয়া উপবেশন,
নিজদ্রোহ-প্রবণে দ্রুগিত বিপ্রগণকে
ঠাকুরের আশাসন, বনগণের দ্রোহ-
চরণকে ঠাকুরের বনকত বিফলিকা-
অবশেষে শান্তিরূপে ভগবৎকৃপা বলিয়া

উক্তি, স্বীর দৈন্তপ্রকাশ-মুখে ঠাকুরের
বিফলিকা অবশেষে কল বর্ষন এবং
বিফলিকা-হঃসঙ্গ-বর্জনোপদেশ, বি-
বৈকবদ্রোহের পরিণাম, ঠাকুরের
নির্ভয়ে বিপ্রগণসহ কৃষ্ণকীর্তন, গঙ্গা
তীরে নির্জন গোবিন্দ নিরন্তর কৃষ্ণ
স্মরণ, প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম-গ্রহণ
গোবিন্দ অস্তিত্ব-বৈকৃত্য, গোবিন্দ
মহাসম্পন্ন আখ্যান, আগন্তক সকল
বিবজ্ঞানহুত্বিত, বৈকৃত্যগণের সর্বত্র
তৎকারণরূপে নির্দেশ, বিপ্র ও বৈকৃত্য
গণের ঠাকুরকে সর্বাধিবিত্ত স্থান
পরিভাগের যুক্তি-প্রদান, ঠাকুরের
বিত্তোত্তিবেশকল্প ভরহাহিত্য
জ্ঞাপন, কিন্তু পরহঃখহুত্বিত স্থান
ত্যাগের সমস্ত প্রকাশ, ঠাকুরের ভজন
কুটীরভাগ-সমস্ত প্রবণে মহানাগের
সক্ষার সর্বদমক্ষে কুটীরভাগ, কুটীরে
বিবজ্ঞানার অভাব, বিপ্রগণের হর্ষ ও
ঠাকুরের বৈগৈখর্য দর্শনে বিপ্রগণের
তৎপ্রতি প্রকৃতিশযা, ঠাকুরের
মহাশুদ্ধ-বর্ণন,—বাহুবলি-দর্শনে অবিজ্ঞা-
নিবৃত্তি হর, কৃষ্ণ বাহার ১০, ১১, ১২
হন, সামাজ্য সর্গতর-নিবৃত্তিমাত্র
তাঁহার মহাশুদ্ধার পরিচায়ক নহে
ভক্ত ও চরণবিপ্রের আখ্যান,—জটনৈব
আচা গৃহে ভক্তের কৃষ্ণের কালির
দমন-লীলা-পান, নিজদ্রোহ-মহাশুদ্ধ
প্রবণে ঠাকুরের প্রেমাবিষ্টতা, ভক্ত
সম্মুখিত্তি, সকলের হরিদাসকে বেড়া
নৃত্যকীর্তন ও তাঁহার পদধূলি গ্রহণ
প্রতিভা-লীলা কটনৈব চক্ৰবিপ্র
ঠাকুরের প্রেমচেষ্টার অস্বকরণ, ভ
কর্তৃক প্রহার-লাভ ও শেষে পলায়
দর্শক-সাধারণের ভক্তের তাদৃশ আচর
বৈশিষ্ট্যের কারণ জিজ্ঞাসা, তদনু

গিহাটী (রাধবজবন) আ ১১৭৭;
অ ১১২০, ১১২১, ২১১, ২১২, ৩১২,
৩২২

গিহাটী (নদীয়ার) ম ২৩১২৮

গিহাটী (নীলাচল জটব্য) অ ২৩৭৮, ৩৮০,
৪২৪

জবোন্তম কের অ ২১০৮

জিবী (দক্ষিণ জটব্য) অ ৩৪১২
ইত্যাদি।

জুবক আ ১১১২

পালকআশ্রম (পুলকআশ্রম) আ ১১২৮

পতিপ্রোভা (সরস্বতী) আ ১১২১

পতিপ্রোভা আ ১১১২

পটুঘাট (মহাপ্রভু ঘাট) অ ১১১৪৪

পটুঘাট আ ১১০২; ম ৩১০৮

পটুঘাট (উৎকল-প্রবেশপথে) অ
২১১৪৮

পটী-সরস্বতী আ ১১২১

প্রভাগয়া (গয়া, 'প্রভাগিয়া' নামে
প্রসিদ্ধ) আ ১৭৬৫-৬৬

ক

কটীর্থ (গয়া) আ ১৭৬৫

কুলিয়া আ ১৬১২, ৩৪, ১৬০, ১৭৮-
অ ১১০২; কুলিয়াগ্রাম আ ১৬১৩০,
কুলিয়ানগর আ ১৬১৪৫; অ ১
১৩১, ১৩২, ১৭২, ১২৬

ব

কেশর অ ১৮৭, ২৪-২৫; বকেশর-
তীর্থ আ ১১০৬

ক (পূর্ববক) আ ১৩১৬১; ১৪১২০, ১৬৬;
বকেশর আ ১১০২; ১৪১২, ১২,
৬৬, ৮০, ৮১, ২২, ২৮, ১০২, ১৫৬

কপাহি অ ১৭০২, ১৪৮; বড়পাহি
গ্রাম অ ১৭১০-১১১

করিকাম আ ১১৪০; ১১১৫,
২৭; ম ১১৭৬

বরাহনগর অ ১১১০

বীন্দ্রন অ ১১২৪৪

বাগপুর ম ২০৮৫

বারকোণা-ঘাট ম ২০১০০

বারাগমী (বাণী জটব্য) আ ১১৭৭;
১৪১৪২; ম ১১১০৫, অ ২১৩০-
৩৩১, ৩৬৬

বিজয়নগর আ ১১২৫, ১০১৬০-
অ ৩২৭০, বিজয়নগরী ম ১১৭৮
বিদর্ভনগর ম ১০১২২; বিদর্ভপুর
ম ১৮৮৮

বিষ্ণুসরোবর (কর্মমণ্ডিণী আশ্রম;
'জগদ্রমেশ্বরী সিদ্ধপুরবত্তি'—ভাঃ
১০৭৮১২ বৈষ্ণব(তারিণী) আ ১১১২,
(ভুবনেশ্বর) অ ২১৩০৮

বিশালা আ ১১২০

বিশ্রামঘাট আ ১১১০

বিষ্ণুকানী আ ১১১৮

বুড়ন (মাকুর হরিদাসের আবির্ভাব-ভূমি)
আ ২১৩৭; বুড়নগ্রাম আ ১৬১৮,
৩৩-৩৪

বুড়ান আ ১১২, ৩৩; ১৩২, ১১১,
২০৫, ২১০; ম ৩১১৬-১১৭, ১২০,
১২২; ২৪১২০; অ ৬৩৩; ৭৮৫

বেধাতীর্থ আ ১১২২

বৈকুণ্ঠ আ ২১৮২, ২০১; ৪১০৭, ১৪১;
৭৮২; ১৪১২২; ম ২১২০,
২৬৪; ৬০২; ১১৭, ১৩০;
১০১২৭, ৩২; ১৮৪৫-৪৬, ৫৭,
৬০; ২১৭৮; ২০১২৫; ২৫১
৪১; ২৭১০; অ ৩১২১, ২৮৭;
১১২৫২, ৩৩৭, ৩৮৬, ৪৫২; ৭১২৫৬;
১৩৪৫; বৈকুণ্ঠপুরী ম ৮৪৪;
বৈকুণ্ঠকুসুম আ ১৪১১৬; অ
৪১৭০; ৪১৭৬; ৬৬১

বৈষ্ণব-বন আ ১১০৮

বৌদ্ধালয় ম ৩১০২; বৌদ্ধের ভবন
আ ১১৪৪

ব্যাসের আলয় আ ১১৪২; ম
৩১০২, ১১০১, ৭৭

ব্যোমকটনাথ আ ১১৩৬; ম ৩১১২

ব্রহ্মকুণ্ড ('কুণ্ড' জটব্য) ১১৪০; ২২

ব্রহ্মগয়া আ ১৭৭৫ সিদ্ধ ম ২

ব্রহ্মতীর্থ আ ১১২০ দিঙ্গাগর ৩

ব্রহ্মলোক ম ২১২৪৫; অ ৩৪১৮

ব্রহ্মাণ্ড আ ২১৮৬, ১৪৪, ১৫২, ১২৬, ১-সম-হল

২০১, ২০৩; ৩২১; ৬৩৪; ৮৮৮,
১০৩, ১৫১; ১১২, ১৭৬০, ১০৩,
১২২; ১৫১৮৪; ১৬২৩১; ১৭১৩২;
ম ১১৮৭, ১২০; ১১৮, ১৩৪;
৪১২; ৮১৩৬, ১৫২, ১৫৩, ২৮৭,
২৮৮; ১১১৪; ১১৫৩; ১৫১২,
৪৭; ১৬৬২, ১৭১১৪; ১৮১৪৬,
২১১, ২১২; ১১২১০, ১০১৫, ৮৮;
২০১২৭, ১৬১, ২৪৪, ২২৫, ৩৮৬,
৪৭৫; ২৪১০০, ৬০; ২৭১০; ২৮১
১১২, ১৪৫; অ ১১২০, ১২৬, ২৪৪;
২১৩৬২, ৩১০৪, ২২০, ৩১০, ৪৩৩,
৪৬২, ৫০৭, ৪১৭০, ১৬২; ১৩৪৪

ত

তীর্থগয়া আ ১৭৭৪

ভুবনেশ্বর অ ২১০৭, ৩৭২, ৩২৫, ৩২২

ম

মহাতীর্থ আ ১১১৭

মথুরা আ ১১৬২, ১৬২, ১৭০, ১৭৬; ১১

১৭, ১০২, ২০৪, ২০২; ১৭১২৪,
১২৭, ১২২, ১৩৭; ৩১০৮, ১১৪, শিব
১৮১০৪; ১১৭৫, ২৪১১; অ ১১
১৪৮; ২১২০; ৩২৮০; ৪৩০, ১১৪
১৩১, ২১০, ২১৫, ২১৭; ৪১৪২
১২৬১; মথুরানগর অ ১১৭২

ক
কারিখণ্ড আ ১১৬০
ত
ভাস্কর্যের নগর (নবদ্বীপে) ম ২৩
৪০০
তৈলঙ্গ আ ১০১৬১
ত্রিগুপ্ত আ ২১৪২
ত্রিভূপ (ভা: ১০৭৮১২ জটয়া) আ
২১২০
ত্রিপুরা আ ২২১৪
ত্রিবেণীঘাট (হগলী জেলায়) অ ৫১
৪৪৪, ৪৪৭
ত্রিমল (তিরুমলয়) আ ২১২৭; ম ৩
১১২
ত্রিহুত (শ্রীশ্রমামলপুরীর আবির্ভাব-
স্থান) আ ২১৪৩; ১০১৬০
দ
দক্ষিণমথুরা আ ২১৩৮
দক্ষিণমানস (গয়ায়) আ ১৭১৬৭
দণ্ডকারণ্য ম ৩১১১
দশাশ্বমেধঘাট (বাজপুরে) অ ২১২৮৭
দিল্লী আ ১০১৬০
দোণাছিয়া আ ৫১৭০২
দারকা আ ২১১৬; ম ১৬১২৪; ১২১
১৮৩, ১৮৫; ২৩১২৭, ১২৮, ৪৬২;
দারকানগর ম ১৬৮১
দারাবতী (দারকা) ম ৩১০৮
দৈশ্যারলী আর্ধ্য (অর্জুন নামাশ্রমে
স্থানের নাম) আ ২১৫০
জাবিড় আ ২১০৫
ধ
ধনুতীর্থ আ ২১২৫
ম
মগরিয়া-ঘাট ম ২৩০০
মদীয়া আ ২১৮৫, ২৮, ১১৩, ২১০,
২২৫; ৩৪০; ৭৭, ৪২, ৮২; ৭৭৮;

১১৫২, ৬৩; ১০২২; ১৫৮৬, ১৫৬,
২০২, ২১০; ১৬১৩; ১৭৬০; ম ১১
১৭৮, ৪০১; ২১২৪; ৩১৬৪; ৪৫৩,
৫৪; ৬২৪; ৮২২২, ২৭০-২৭১;
১২১৩০; ১০১৮, ৩৮, ৪৮, ৫১,
১২৪; ১৫৪৪, ১৮, ২১; ১৮১২১০;
২১৭৩; ২২৮২; ২৩৬১, ৬৮, ১০৬,
১১৪, ১৩৫, ১২১; ২১৫, ২৩৫, ২১২,
২৬৮, ২৭৮, ৩১১, ৩৪৮, ৩৬৭, ৩৬২,
৫০৩, ৫০৫, ২৪১১, ৩০, ৫৬;
২৬৫৪, ২৮৮৬, ২০, ২৭; অ ১১২২১;
৩০৮০; নদীয়াশ্রম আ ১০১২৮,
ম ১১১০, ৪১২, ৪১৫; ৮২৩; ১৮
৫৭; ২০৪২৭, অ ১১২৭০, ৫৪৬১;
নদীয়াপুত্র ম ৩১০২
নবদ্বীপ আ ১১২২, ১৩৭; ২৩১-৩৩,
৫০-৫৫, ২৭, ৬০, ৭৮, ২৬, ১৩৬,
১৮২, ১২৩, ১২২, ২২৫, ২৩, ২৩২;
৫১৬৫; ৭৬১, ৬২; ৮১৬, ৬৬,
১২২, ১৮৩, ২৮, ২০৭, ২০২; ১০১
৬, ৩৪, ৪৮, ৫৬, ১১৬, ৭, ১৮, ৭০;
১২১২, ১৫১, ২৩৪, ২৮১; ১৩৫, ১৮,
২৭, ২৮, ৩০, ৩২, ৪০, ৪১, ১১৩,
১১৬, ১৬৫, ২০৫, ২০৬; ১৪৬, ৭,
২, ১০, ৩২, ৪৮, ৭২, ২২; ১৫১০২,
৪০, ৭৭, ২২, ১৩৬, ১৫২; ১৬৫;
১৭৪, ১৩০, ১৪০, ১৬৩; ম
১১৬৮, ২৭২, ২৮০, ২২৩, ৪০১;
২১৫৩, ৬৬, ৬৭, ৮০; ৩৩, ১২০,
১৩৬, ১৬১, ১৬৭; ৫১৭১; ৭১৫,
১১, ৩৬, ৩৮; ৮৪, ৭৭-৭৮;
২১৪৫, ২১১; ১০২৭৩, ২৮১৫
১১৪, ৫; ১২১২; ১৩৩; ১৫১২;
১৬২, ১১০, ১১২; ১৭১৩; ১৮৪,
২৩২; ১২১২, ২৬২; ২০২৪, ১৫১;
২১৪; ২২১৩, ৬৩, ৮২; ২০৩, ১৭,

১১৭, ১২১, ১০২, ২২১, ২২৫,
২২৮, ২২০, ৪৪৮; ২৪৫, ৭১; ২৫৪,
৮৩, ৮৫, ৯২; ২৬০৮, ৬০, ৬৮, ১১৬;
২৮৮২, ২৬; অ ১৩২-৩৩, ১২৭,
১৩৩, ১৪৪, ১৭৭, ১৮২, ২৪৮;
৩২৮৬, ৩৩৪, ৪২৮, ৪২২২; ৫১২২৩,
৪২২, ৪২৬, ৫০১, ৫০৫, ৫০৮, ৫২০,
৫২১, ৫২৮, ৫৩৫, ৫২৭, ৬৫২,
৭৩৭; ৬৫, ৮, ১৬, ১২০, ১২৭;
২১০; নবদ্বীপগ্রাম আ ২১২২২;
ম ২০২২০; নবদ্বীপপুর আ ৮৪১;
১১৬৮, ৮৪, ৯৬; ২১৬৩; ১৫১৬০;
ম ৩১২২৩; ৮১২৪; ২০১৩৭; অ
৭১৬; নবদ্বীপ-পুরী আ ২১১৪৩;
১৫১৫৩; ১৬৩০২; ম ২৩৪
নরনারায়ণাশ্রম ম ৩১০৮, নর-
নারায়ণের আশ্রম আ ২১৪১
নাভিগয়া অ ২১২৮
নীলাচল আ ১১২১, ১৫৮, ১৬৬-১৬৭,
১৭৭, ১৭২; ২৪৩; ৮১০৪; ২১
১২৮; ম ৩১২৩; অ ১৬, ২০, ২১,
১২৬; ২৭, ১৫, ১৮, ২০, ৩৪, ২৩,
১৩২, ১৮৪, ১৮৮, ৩৬৮, ৪২৫, ৫০১-
৫০২; ৩৭, ১৩৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৮২,
২৬২, ২৭১; ৫১২৩, ১২৫-১২৬,
১৩০, ১৩২, ২০২-২১০, ২১৫-২১৬,
২২১, ২২৪, ২২৭; ৬১১; ৭১১,
১৪, ১৬৩; ৮১৬, ৪৬, ১৩২, ১৬৬;
১০৭৭, ৮৬
নৈমিষারণ্য আ ২১২১; ম ১৫৪৮
প
পাতাল আ ১৫১; ম ১৪৫৪; অ ৩
২৪৩
পাদপদ্মতীর্থ (পাদোদকতীর্থ, গয়ায়)
ম ১১২৪, ৬৪
পাদোদকতীর্থ (ঐ) ম ১১২৮

৭১-৭২, ১৭৩-১৭৪; ১৪৬৪, ১৬২;
ম ১১৮৩; ১৩০২২; ১৭০৩; ১২১
৪৩, ৮৪; অ ১২৭৮; ২১০, ৬৭-৬৮;
৩৫৮, ৪২৫, ৫০৫৬, ৪৪৬,
৮১৪০

চাঁপী আ ২১৫০

চাঁপীগী আ ২১৩৮

জিবেণী (বঙ্গদেশে, গঙ্গা যমুনা সরস্বতী-
সঙ্গম-স্থল) অ ৫৪৪৩

জির্বিজ্যা আ ২১৫০

গঙ্গাবতী আ ১৪১৮-৬৩, ৬৫, ৬৭, ২৩

গঙ্গা আ ২১২২

গায়োজী (পর্যাক্ষ) আ ২১৫০

পুনঃপুনা বা পুনঃপুনা (গঙ্গা) আ
১৭২৮

প্রতিশ্রোতা (সরস্বতী) আ ২১২১

ধাটীসরস্বতী (কুরুক্ষেত্রবর্তিনী) আ
২১২১

বিশাখা আ ২১২৮

বধা আ ২১২২

বত্তরগী আ ২১২৮২

চাঁপীরখী আ ১৩৫২, ১৭১৪০; ২ ১৩
৩২৮; ১৮১২৮; ২৩২৭১, অ
৬৬৮

চৌমরখী ('ভীমা' নদী) আ ২১২২

ভাগবতী গঙ্গা অ ৩২৪৩

ছানদী অ ২১০২

যমুনা আ ৮৮৮, ৭০; ম ১৩১৮; অ ৩
২০২; ৪২২১; ৮১১৪, ১৩২-১৪০

যমুনা (বঙ্গদেশে জিবেণী তীরে) অ ৫৪৪৬

যমুনা-উত্তরা (৭) আ ২১৩৮

রেবা (নর্ষদা নদী; ডা: ২১৫১২০ জটবা)
আ ২১৫১; ম ৩১১৩

শোণ আ ২১২৭

সত্ত গোদাবরী (গন হুচী জটবা)

সরযু আ ২১২৬, ১২১; ম ৩১১১

সরস্বতী (বঙ্গদেশে জিবেণী তীরে) অ
৫৪৪৬

সরস্বতী (প্রাচ্যে গঙ্গা-যমুনা মিলিত)
অ ২৩১৬

সুবর্ণরেখা অ ২১২০, ১২১; অর্গরেখা
অ ২১২২

সুরধুনী অ ২১২৪২

সরোবর

নরেন্দ্র অ ৮৬৪, ১০১-১০২, ১০৬,
১১২-১১৩, ১৪০

পঞ্চ-অঙ্গরার সরোবর আ ২১৪৮

পম্পা (নদী, হির-জলা বলিয়া 'সরোবর'
নামে খ্যাত) আ ২১২২

বিষ্ণু সরোবর (স্থান-হুচী জটবা) আ ২
১২২; অ ২১০৮

কূপ

জিতকূপ (সরস্বতীতীরবর্তী কূপ) আ
২১২০

পুরী গোসাঞির কূপ (নীলাচলে) অ
৩২৩৫-২৫৮

কুণ্ড

ব্রহ্মকুণ্ড (গঙ্গাধামে) আ ১৭৩১, ৭৭

সমুদ্র

কীরসাগর ম ৬২৫; ১২১৪০; ২২
১৬; অ ৮৫১, কীরসিঙ্গু ম ২

৫৭; ১৭৩২; কীরোদসাগর
২১০২, ২২৮

গঙ্গাসাগর (গঙ্গা ও সাগর-সঙ্গম-স্থল
আ ২২০২

দক্ষিণসাগর আ ২১৪৭

লবণ সাগর ম ২৩১২২

পর্বত

অম্বত পর্বত আ ২১৩৮

কৈলাস অ ২১৩১; ২১৩৩

গঙ্গামান আ ২১৮১, ৮৮; ম ১০১৫

গোবর্দ্ধন অ ১২৬১; গোবর্দ্ধনপর্ব
আ ২১১০

মন্দার আ ১৭১৪-১৫

মলয় পর্বত আ ২১৩২; ম ৩১০২

মহেন্দ্র পর্বত আ ২১২৭

মাল্যবান্ পর্বত আ ২১০২

শ্রীপর্বত আ ২১৩০, ১৩১

হেমগিরি অ ২১১০

শব্দ-সূচী (পরিশিষ্ট)

শিব (মহাপ্রভু) অ ২১২৭৫; (নিষ্ঠানন্দ)
অ ৭১৭৪

ষ্ট্রিবে অ ৪১২০; ৬৫৩

কুপাসাগর অ ৩৩২২, ৩৫৬

কুপাসিঙ্গু অ ৫১০; ২১৭৫

কাকাসাগর ম ২৫২

কূপ অ ৩২৩৫-২৫৮; ১০৫৮, ৬০-৬১, ৬৪

কুপাসিঙ্গু অ ২১২, ৩৪০; ৩১২, ১২২;

৪১১; ৫১ ২২-১২৩

কুচৈতন্য অ ৩১২৮

কুচৈতন্যমন্ত্রপ্রাপ অ ৬৫৭

কৈবর্ত পালক (কৈবর্তাল শিব)

অ ২১০২

বস্ত্র ম ১৩২৬; পতিল ম ১২৪৬

বোদার অ ৪১৫

সিঙ্গুরী (ঐ) আ ১১৬১; ১১৬৮; ১২১

১৪৩, ১৪৫

সিঙ্গুরী ম ১৪১৪; অ ৩৩৫০

সিঙ্গুরী আ ১১৫১; ম ৩১১৩

সিঙ্গুরী ম ৩৪২৮

সিঙ্গুরী আট ম ১৪২৪; ২৩২২

সিঙ্গুরী (মাগুরা) ম ১২১৫, সিঙ্গুরী
আ ১১৬৮

সিঙ্গুরী ম ৩১১৩, সিঙ্গুরীপুরী
আ ১১৫১

সিঙ্গুরী বা ময়ুরেশ্বর (পাঠাঙ্গর;
মুখে 'গোড়েশ্বর' শব্দের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)
আ ১১৫

ম

সিঙ্গুরী-উত্তরা (উত্তরা-ময়ুরা) আ ১১৬৮

সিঙ্গুরী-নিখামাট আ ১১১০

সিঙ্গুরী অ ১০৮৫

সিঙ্গুরী অ ২১৮০, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৯,
২২৪, ২২৭, ৩০০

সিঙ্গুরীগয়া আ ১৭১২

র

সিঙ্গুরী ম ৩১০২ (সিঙ্গুরী দ্রষ্টব্য)

সিঙ্গুরী আ ২১০১, ৩৮, ৪০, ৪২; ১১৪, ৭;
অ ১৫৮, ৪২, ৬৩, ১৫; ৫১৩

সিঙ্গুরী-মণ্ডল আ ২১৩৩

সিঙ্গুরী ম ৪১৫, সিঙ্গুরী গ্রাম
অ ৪১২৪

সিঙ্গুরী আ ১৭১৮

সিঙ্গুরী (সেতুবা বামেশ্বর) আ ১১২৫

সিঙ্গুরী অ ২১২৭; সিঙ্গুরী গ্রাম
অ ২১২৭৮

সিঙ্গুরী

সিঙ্গুরী ম ১২৪২

সিঙ্গুরী

সিঙ্গুরী-বনিক-সঙ্গর ম ৩০৪৮

সিঙ্গুরী আ ১৬১২; ম ২১২৬৫; ১২১

৪০; অ ১১০০, ১৫৭, ২০৭; ২১৪;

৪১২৪, ২০২; ৫১৪৬২

সিঙ্গুরী আ ১১১৮

সিঙ্গুরী আ ১৭১৫

সিঙ্গুরী ম ২৩২৪৫, ৩১৭; অ ৩৪১৮

সিঙ্গুরী ম ২৩৩০০, ৩৪৮

সিঙ্গুরী (নদ দ্রষ্টব্য)

সিঙ্গুরী ম ২৩২০০; অ ৮১৬৭

সিঙ্গুরী আ ১১১৭ ('সিঙ্গুরী' দ্রষ্টব্য)

সিঙ্গুরী আ ২১৩১, ১৫; ১৫২০; অ
১২১৪

ম

সিঙ্গুরী (গয়াধামে) আ ১৭১৫, ৭৬

স

সিঙ্গুরীদাবরী আ ১১২২, ম ৩১১২

সিঙ্গুরী অ ৫১৪৪, ৪৪৪, ৪৫৫, ৪৫২,
৪৬০, ৪৬৮, ৭২২; সিঙ্গুরী পুর

অ ৫১৪৬৩

সিঙ্গুরী ম ১২১৭

সিঙ্গুরী (সিঙ্গুরী) (সিঙ্গুরী) (সিঙ্গুরী)
দ্রষ্টব্য) আ ১১২৬

সিঙ্গুরী (সিঙ্গুরী) আ ১১১৭

সিঙ্গুরী (সিঙ্গুরী) (সিঙ্গুরী) (সিঙ্গুরী)

সিঙ্গুরী আ ১১১২

সিঙ্গুরী আ ১১৫১

সিঙ্গুরী (সিঙ্গুরী) আ ১১৬২, ১১
৪৫, ১২০, ১২৪; ম ৩১০২; ২৩২৮৭,
ম ১২১০

সিঙ্গুরী আ ২১৮৩; ম ১৪৫৪, সিঙ্গুরী-
পাতাল অ ৩০৫০

হ

সিঙ্গুরী আ ১১৩৭

সিঙ্গুরী আ ১১২৮; ম ৩১১৩

সিঙ্গুরী গ্রাম আ ১৬১৬৭

সিঙ্গুরী গ্রাম আ ১১১৫; সিঙ্গুরী
আ ১১১৩

নদ ও নদী

সিঙ্গুরী আ ১১৩৬; ম ৩১১১

সিঙ্গুরী আ ১২১০; ১২২৬৪; ম
১১৫৩; ১৫২৮

সিঙ্গুরী আ ১১৩৮

সিঙ্গুরী আ ১১২৬

সিঙ্গুরী আ ১১৪২; ২১২১; ৪১২২;

৫১৩২; ৬৪৮, ৫১, ২৭; ৮৪৭,

৫২, ৬৭, ৬৮, ৭০, ১২৮, ১৫৪, ১৫৬;

১১০৭, ১০৮; ১১১২; ১২১২২,

২১০-২১১; ১০৫০, ৭২, ৭৮, ১৪১;

১৪১৫২, ১৬১-১৬২, ১৭৮, ১৮৭;

১৫১০৫, ১৫২, ১৫৩; ১৬১৩৪, ১৬১

১৪৩, ২৪২, ১৭১৪৫; ম ১২৭, ৩৪,

১৮২, ১২২, ৩১৬, ৩১৭, ৩৫২;

১১১৭, ১২৮, ২৩৬, ২৫২, ২৭২;

৩১২, ১১৩, ৫১৩, ৭৬; ৭২৫-২৮;

৮২৪, ১০৮, ১৫৮; ১১১২-১১৩,

১১২, ১৪১, ১৭৮-১৭৯, ২০৮; ১০১

১০২, ১১২৫; ১২৬, ৮; ১০১৩৮,

২০৩, ৩৬১; ১৫৭৮, ২৩; ১৭১৩৪;

১৮১১৫, ১৪১, ১২১২২, ১২৩; ২১১

৩২, ৬২, ৮১; ২২১৪৩; ২৩২২৮,

৩০০, ৩৪১ ৪৭০; ২৫১৩৬; ২৬২২২,

৫১; ২৮১৩৮-১৭, ১০২; অ ১৪১১,

১০৫-১০৬, ১১১, ১১৩, ১২২, ১৪১;

২১৬১, ৬৭-৬৭, ৬২, ৭০, ৭২, ৭৪,

১১৫; ৩২০২, ২৪২-২৪৩, ২৪৬,

২৪২, ২৬৭, ২৭২, ৩০৮, ৩১৪, ৩৮০,

৩৮৪-৩৮৫, ৩৮৭, ৩৮৮; ৪১৪, ২৪৫,

২৫৬, ৪০৮; ৫১১, ৮৩, ১২২, ৬৮০,

৭০২; ৮১৪২; ১২২২; ১০১৭২

সিঙ্গুরী আ ১২২৭; ম ৩১১১

সিঙ্গুরী আ ১১২৬

সিঙ্গুরী আ ১১২২; ম ৩১১১

সিঙ্গুরী আ ১১০৭, ১৪২; ৮৪৪,

শচীগুণ্ডরু ম ২৫২

শচী-জগন্নাথ-নন্দন ম ২২১

শচীনন্দন আ ২২২, ২০৮; ৪৫৫, ৬৪,

৭১, ৭৭; ৫১২, ১২০, ১২২; ৮১

১০০; ১২১০২, ৬৪, ১০৭, ১২৪,

২৫৫; ১৭২৯, ৬৬, ৭৩; ম ১৪০৬;

২১২২, ২২৪, ২৪৪; ৩২০, ৫৫৬;

৮১২২; ১৬১১; ১৭৫৫; ১৮১৬১,

২০১; ১৯২০৬; ২০১৩০, ২২১

১২২; ২৩১৭১, ২৪২, ২৬৪, ৩৯১,

৪২৫, ৪৪০, ৪৮৩; ২৪২, ৬৫; ২৫১

১৩, ২৬; ২৬২০, ১১৮; ২৭১১; ২৮১

১১২; অ ২১২৬২; ৩২০৫, ৪৪৮;

৪১২৬, ১০৪, ১১১, ৫০১, ৫১১৮;

৯১৭০; শচীর নন্দন আ ১২১৭,

ম ১০১৯১; ১৩১৩৬; ১৯১৩৩;

২১৩২, ৬৭; ২২৯, ১৩; ২৩৮৫,

১১৯, ১৪০, ১৬২; ২৮৪০; অ

২১২৯

শচীপূণ্যবতীগুণ্ডজাত অ ৩.১১৯

শচীর বালা ম ২০২৭৪

শচীরুত ম ২২২, ২৩১৫৫

শান্তিপূর-আচার্য্য অ ১২৭

শান্তিপূর-নাথ ম ১৭৫০; ১৯৯, ১৬২

শান্তিপূর-রায় ম ১৯৭, ১৫৫

শিবনিদ্র অ ২৬২

শঙ্কসম্বন্ধপ জ্ঞানিবর অ ৩১২১

শঙ্কাসম্বন্ধী ম ১৩২৪৭; ২৮১৭৩

শেষ-রমা-অজ-ভবের স্নেহর অ ২১২

শেষ তগবান্ (আমিনেব) অ ৮১৪৫

ষড়্ভূজ-মুণ্ডি অ ৩১০৭

সংহার-মুস্তিয়ার (শিব) অ ৯৮৫২

সংযোগিচার্য্য (বলরাম) অ ১৫৭

সঙ্কীর্তন প্রিয় অ ৯১৭১

সঙ্কীর্তন-লম্পট মুরাবি অ ৯২১৭

সচল জগন্নাথ (মহাপ্রভু) অ ৩১৫৯

সদানন্দ রায় ম ২৪৪০

সন্তপ্তজনের একবন্ধু অ ২৩৪০

সন্ন্যাসীর চূড়ামণি অ ১৫১

সবার স্নেহর অ ৭৫২, ২৫, ৯৩৬০, ৩৭১

সবার জীবন অ ৩৪৬; ৯৩৬৩

সর্বজগত জীবন অ ২৪৭৪

সর্বজগতের উপকারী অ ১২১৮

সর্বজগতেব পিতা অ ৬১৪৫

সর্বজগতের প্রাণ ম ২৮১৩৯

সর্বজীবনাথ ম ২৮১০০; অ ১৮০২

সর্বজীবের শরণ অ ২১৩৮

সর্বপিণ্ডি অ ৪১০৭৩

সর্বপ্রাণ অ ২১২; ৩১২০

সর্ববৈকুণ্ঠাদিনাথ অ ৩২৬৩

সর্বভূমেনেব পতি ম ২৮১৩২

সর্বমহাপ্রভু অ ৪১৩২৬

সর্বলোকনাথ ম ২৩৪১৫; ২৫১১; ২৬২২, ১৪৬, ২৮১৫৩, অ ৬১৬৬

সর্বলোকপাল ম ২৬১৪৬

সর্বলোকরায় ম ২৩৪১৮

সর্বশক্তিসম্বিত (শ্রীবাস) অ ৯২২৫

সর্বশ্রেষ্ঠ (নারায়ণ) অ ৩৩৭৬

সর্বস্বাদন অ ১২৪১; ৪১০০

সর্বস্বাদন প্রভু অ ১৪৯

স্বকি-কুব্জি-সকলপাতা (কৃষ্ণ) অ ২১৩৩২

স্বষ্টিকর্তা অ ৯৩৮১

স্বাণিগ্রহ নিত্যানন্দ অ ৭১১

স্ট্রো চর্চ-সবার বক্তিতা (কৃষ্ণ) অ ২১৩৩৯

স্বতন্ত্র পরমানন্দরায় অ ৪১৩৩০

স্বরূপ (নিত্যানন্দ-স্বরূপ সঙ্গী) অ ৩১;

৫১২৫৮, ৩০১

শ্রীচৈতন্যভাগবতধৃত প্রমাণ-গ্রন্থ-তালিকা

অনন্তসংহিতা আ ১৪৬; কৃষ্ণকর্ণামৃত ম ২১৭৪; শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোক্ত শিখাষ্টক-শ্লোক অ ১২২৪; ৭১৩, কৃষ্ণনাথষ্টক অ ২২১৫; গীতা আ ২১৭, ১৮; ১৪১০৫; ১৭১৪; ম ১০১৩১; ১৮১০৬; অ ৩৩৮, ৪০, ৭৩; ৭৫৬; চৈতন্যচন্দ্রোদয় নটিক অ ৩১২৩, ১২৬; চৈতন্যচরিত মহাকাব্য অ ৪৩৯২, ৩২০, বৈমিনিত্যরত ম ১১৯৬, নারদীয় পুরাণ আ ১৬২৮৩; ম ৫১৩৯ ২০১৪০, ১৪১; পদ্ম-পুরাণ আ ২১৮৪; ১৬৩০৭, ৩০৪; ম ১৫২৯৩, ৪৪৭; অ ৮১৭৫, ১৭৬, বরাহ পুরাণ আ ১৬৩০১; অ ৬৯৭; বিষ্ণু পুরাণ ম ২১৩৭; ১৫৪০; অ ৯১৪৫, ১৪৬; বৃহদ্রাধীয়া পুরাণ আ ১৪১৭৪, ভাগবত আ ১২, ২৫-২৮, ৩৪-৩৭, ৫৩ ৫৭, ৭২; ২৮, ১৪, ২৪, ২৫; ৮৮৮; ১৩১৩১; ১৪১৩৬, ১৩৮, ১৮২, ১৬২৭৯, ১৭১৫০; ম ১২২২, ২৩৬, ২৯৯; ২৭১; ৪৮; ৫১৪৯; ৭৭৬, ৭৭; ১০১৪২; ১৬১৪৯; ১৮১৭৫; ২০১৪২; ২৩৫১৩, ৫২২; অ ৩২৭, ৪৩, ৮৭; ৪১৩৫৩ ৪৭২; ৩২৭, ৩২, ৩৩; ৭৮৮ ৯৪; ৯১৪২, ১৪৭; মহা-সংহিতা আ ১৪২৪; মহাভারত ম ১৮১৬৮; মুরারিগুণ-কৃত করচা শ্লোক আ ১৩, ৪; অ ১১১; শঙ্করাচার্য্য-বাক্য অ ৩৪৮; স্বরূপ অ ৪৪৮৪; হরিকৃষ্ণসংখ্যার আ ২১৮৪; অ ৬৩৯

হিতোপদেশ আ ১৪১৪; বিভিন্ন প্রামাণিক গ্রন্থ আ ১১৩০৮; ১৬২৭৪; ম ১৭৪৪, ২০৭; ৩১১২; ৮১৫১; অ ২৪০২ ৭১৪৬; ৪৪৮১।

পঞ্চমূর্তী (পরিশিষ্ট)

১৪১/০

খোলাবেটা সেবক ম ২০৪২২
 ব্রহ্মদীপ-পতি ম ২০১১
 ব্রহ্মদীপ-প্রাণনাথ ম ২০১২
 ব্রহ্মদীপ-শ্রীজগদানন্দ-প্রাণ অ ৭১২
 ৥ চৈতন্যকৃত্য অ ৮৬১
 জগত-জীবন অ ২৪২৭
 জগতচিৎকারী অ ২৪২২
 জগদানন্দ-প্রিয় ম ১৬
 ১ জগদানন্দ-শ্রীগর্ভজীবন ম ৭১৩; ৮২
 ২ জগদানন্দ-হরিদাস-প্রাণ ম ২৪৪
 ৩ জগদানন্দের জীবন ম ২৪১০
 ৪ জগদানন্দ-মিশ্র-পুত ম ২৪১১৬
 ৫ জগদানন্দ-মিশ্রের নন্দন ম ২২১০৯, ২০১৬৩,
 ৮৭, ১৫৮ ইত্যাদি।
 জগদানন্দ-পুত ম ২৬১৭৮, অ ১১২
 জগদানন্দ-জাহ্নবী অ ২৬৮
 জিকালসত্য অ ১১২
 জিনেশের নাথ অ ১০১৭
 জিনেশের রায় ম ২০৪৮২
 জিব্রন-বায় ম ২০৪৯৮
 দামোদর স্বরূপের প্রাণনাথ অ ৭১৩
 দিগ্বাসা ম ১০১৮৭
 দীনবন্ধু অ ২১২
 দুর্গোৎসব ম ১০১২০, ৯১
 দুর্গাদল-গ্রামল কোদণ্ডপীপাঙ্গুর অ ৪১০২২
 হারপাল-গোবিন্দের নাথ অ ৭১৫
 হিররাজ ম ২৮১৬৭; অ ২১২৮৮
 ধর্ম্মর দুর্গাদলগ্রাম অ ১২১৬৫
 ১ নিজ-ইষ্ট-দেব অ ৬৫০
 ২ নিত্যানন্দ-স্বরূপের প্রাণ অ ৩১
 নিজা ভগবতী অ ৫৫৫৬
 ত্রাসিচূড়ামণি অ ৮১৮; ৩১৮৬; ২১৩৭
 ত্রাসিবর (কেশব ভারতী) অ ১১১২;
 (মহাপ্রভু) অ ২১২; ২১৩৪
 ত্রাসিমণি অ ২১৮৭; ৩০৫২, ৩৬২,
 ৩৭৯, ৪১৭; ৪১৮৫; ৭১৭৭; ২১৮৫

ত্রাসিমণিরোমণি অ ১১১৭
 পণ্ডিত অ ৫১৫; ২১২৫; পণ্ডিত-
 গোদানন্দ অ ৭১৩২
 পণ্ডিতপাবন অ ২১২৫২
 পংকজ জগদানন্দ (রাঘবেন্দ্র) অ ৪, ৩০২
 পরব্রহ্ম বিশ্বস্তর শঙ্করমুন্ডিয়র ম ১১৬২
 পরমযোগীন্দ্র অ ৬১৩০
 পরমানন্দপুরীর জীবন অ ৭১৩
 পরমেশ্বর (গোরচন্দ্র) অ ৭১৪
 পরমিতকারী অ ৩, ৩৩৬
 পাণ্ডুর কাল অ ২১১৭
 পিতা (কৃষ্ণ) অ ৩৫২
 পুণ্ডরীক বিজ্ঞানিধি-মনোহারী অ ৭১৪
 পুরাণপুরুষ অ ৩১২৮
 পুঙ্গু ম ২১২২২
 প্রভু (মহাপ্রভু) অ ২১২২২-৩০৭
 ইত্যাদি।
 প্রাণনাথ অ ২১৮১; ২১১৫, ১১২;
 ৪১২০; ৫১৭; প্রাণনাথ ইষ্টদেব
 অ ৪১২০
 প্রেম আলিঙ্গন ম ৫৫৮
 প্রেমভক্তিগণ অ ১৭১১৮
 প্রেমময় অবতার অ ২৪১৫
 বক্রেশ্বর পণ্ডিতের প্রিয়কাব্যী অ ৭১৪
 বিষ্ণুপ্রিয়ানাথ ম ২৮১
 বিষ্ণুমায়া ম ২২৮১
 বৈকুণ্ঠ ম ২০১২৫, ২২৮, ২৪৫; বৈকুণ্ঠ-
 দ্রোণ ম ২০১২৬, ২২৮, ২২০, ৪২০;
 ২৮৪১; অ ১১২০৯, ২১৪০৭,
 ৩১৪৫; ৪১১০, ২৫২, বৈকুণ্ঠনাথ
 অ ৮১২২; ১০৪; ১৪১২২; ১৭৪,
 ১৩১; ম ২০১২৬; অ ৩১৮৬; ৫১২,
 ৮১; ৭১১; ৮১৬৬; ২১২, ২৩৭,
 ৩৭০; বৈকুণ্ঠনায়ক অ ১৪১৫২;
 ১৪১০২; ম ২০১৪; ২৪১২২; ২৮, ৬৩;
 অ ২১২২; ৫১১১; ২১২২৮, ১৭৩;

১০১৪; বৈকুণ্ঠনায়ক হরি অ ২১১৭০;
 বৈকুণ্ঠ-বিলাসী অ ২১২২০; বৈকুণ্ঠরায়
 অ ৪১০৮৬; বৈকুণ্ঠালোকের দ্রোণ
 অ ৩১২১; বৈকুণ্ঠের অধিপতি অ
 ৩১২১; ৪১২১১; বৈকুণ্ঠের অধিরাজ
 ম ২০৪০২; বৈকুণ্ঠের অধীশ্বর অ
 ১৭১২; ২১৫০; বৈকুণ্ঠের চূড়ামণি অ
 ১২১২৮; ম ২৮১৬০; অ ২১২০;
 বৈকুণ্ঠের নাথ অ ১৭১৩; ২১০৩,
 ১৮৮; বৈকুণ্ঠের পতি অ ১২১১০২;
 ১৭১২৬; অ ১২৪৫; ২১৫৪;
 বৈকুণ্ঠের রায় ম ২০১২০৭, ২৬৫;
 অ ১৬২ ২১১৬
 বৈষ্ণব অবতার অ ২১২৪৪
 বৈষ্ণবধাম অ ৭৩৮
 ভক্তবৎসল অ ২১২৮৮, ২২৮; ১০৭১
 ভক্তিভাণ্ডারী (অষ্টম) অ ২১২৫৭, ২৬৩
 ভগবান ("শ্রীগৌরমন্দের ভগবান") অ
 ২১২৫, ৪০২, ("গৌরচন্দ্র ভগবান")
 ৪০৮; ("পরশকৃষ্ণমণ্ডিত ভগবান")
 অ ৩৪২০; ("চৈতন্য ভগবান") অ
 ৪১০৭; ৫১০৬, ("গৌরচন্দ্র
 ভগবান") অ ৫১০৫, ("আদিশেখ
 শেখ ভগবান") অ ৮৪৫
 মহাচক্র (স্বর্নচক্র) ম ২১১২০
 মহাপুরুষ ম ২০৪০৪
 মহামন্ত্র নিত্যানন্দ অ ১১৩৩
 মহারাজারাজেশ্বর ম ২০৪১৫
 মহাপ্রভুস্বরূপী ম ২১২১২
 গুণিপণ্ডিতের প্রভু অ ৩১৩৩
 মুরগীমুখ অ ৭১১৬
 মূর্তিমতী ভক্তি অ ২১০১
 যোগেশ্বর অ ৫১০২
 রাম (বলরাম) ম ৮১০৯
 শচীকুমার ম ২০১
 শচীপতি অ ৩১৩৪

৩-২৪, ম ১৫৩৮, ৫০-৫৫, ম ১৭১৫, অ ৩৫০৭; বিষ্ণুসংহিতা আ ১৪১০০৪, ম ১৩৫৪; বিষ্ণুসংহিতা আ ২২৭ বৃহত্তোষণী
 ৪৬, বৃহদবৈক্যবতোষণী আ ১৪১৩৬; বৃহত্তাগবতামৃত আ ৮৭; বৃহদারণ্যকোপনিষৎ আ ২৮, ৮৭, আ ১৬১১, ম ১২০১, ম ১৭১৪,
 ৩৫১০-১১; বৃহদারণ্যকোপনিষৎ আ ৮৮৬-৮৭, ম ২৪১, ৪৩, অ ২৪১, অ ৮১১৪, অ ১০১১০; বৈক্যবতোষণী আ ১৬২৭২; বৈক্য-
 বতোষণী আ ১১১৪, আ ২৩৬, বোধায়নস্মৃতি আ ১৩২, আ ১৫৪; ব্রহ্মসংহিতা ম ৫৪২; ব্রহ্মপুত্র আ ৩৪৪, ব্রহ্মবৈবর্তপুত্র ম ১০৪০
 ৫১৪৫, ম ৮২১০-১১, ম ১০২৩৭, ২৪৮-২৪৯, অ ৬২১; ব্রহ্মসংহিতা আ ৮৭, আ ১২৩১, অ ২১৭, অ ৫১২৫, অ ৭১৩৮
 ২৩৬২-৬৩; ব্রহ্মসংহিতা আ ৫৫২, আ ৮৭, আ ১৩১২৬, আ ১৪১০৪, আ ১৬১১, ম ১২০১, ম ১০২৫০, ম ১০২৮৬, অ ২
 ৩; ব্রহ্মপুত্র আ ৩৫২; ভক্তিরসমুৎপত্তি আ ১১১৪, আ ১৪৮৭, অ ৪৩৪২, ভক্তিরসমুৎপত্তি আ ১১৫৭, আ ৭১৭০-১৭১
 ৮৭২, আ ১০৫২, আ ১৬২২-৩২, আ ১৭৫৪, ম ১৮৮, ম ১২৭৬, ৩২, ম ২৫০, ৭২, ম ১১৪২, অ ২১২৮; ভক্তিসমুৎপত্তি আ ২২৬
 ৮৮৬, আ ১৪৮৮, আ ১৬১৬৮, আ ১৭১০৫, ১১৫, ম ১২০১. ম ১৮১৪২, ম ২০১৪৪, অ ২৩৮২, অ ৫৩৬০; ভগবৎসংসার
 ১৮১৭০; ভগবত আ ১৫০, ৫১, ৬০, ৬৩, ৭৩, ১৫৪, আ ২৮, ১১-১৩, ১৮-১২, ২৫-২৬, ৩৫, ৪৪, ৪৬-৫১, ৬৭-৭২, ৮৭, ১৪৮
 ১৮-১৬২, ১৭১-১৭৭, ১৮৭, আ ৩২২, ৫০, ৫২-৫৩, আ ৪৭৬, ১০৬, ১৪১, আ ৫২৭, ২৩, আ ৭১৪৫-৫৬, ১৭১, ১৭৫, ১২০
 ৮২, ৭, ১৫-১৭, ২২, ২৬, ৭৮, ৮৬-৮৭, ১০২, ১৮০, ১৮৩, ২০৩, ২৪৪, আ ১৫৫-১১, ১২-২৩, ২৮-৩০, ৩৩-৩৫, ৩৯-৪১, ৪৩-৪৫
 ৫৫-৫৬, আ ১০১২, ১২২, আ ১১৫৪, ৭৫, আ ১৩৪৩, ৪৬, ১০১-১০২, ১০৫, ১০৭, ১৩৬, ১৮৮, ১২৪, আ ১৪৮৭-৮৮, ১০৪
 ১৫১২৫, আ ১৬১৩৫, ১৬৭, ১৭২, ২২২, আ ১৭২০, ২৫, ৫৩, ১৫৬-৫৮, ম ১২৭৭-২৮, ৪৮, ১৫৮, ১৬০, ১৬৪, ১২০
 ২, ২৬৩, ২১২, ২২৩, ২২৬, ২৫৫, ২৪০, ২৪৮, ২৫৫, ৩৩০-৩৩৪, ৩৩৬-৩৭, ৩৩৯, ৩৪২-৪৩, ম ২৪১০-৪৭, ৪৭-৫০, ৭২, ১২৫,
 ১১, ৩২৮-৩২৯, ম ৩৩৩, ৩২, ৪৬, ১২৪, ম ৫৫৩-৫৫, ৬৮, ১২২, ১২৫, ১৪৫, ম ৬১১৬, ম ৮১১০, ১২২, ২১০ ২১১,
 ২১৪২, ১৮২, ২৩৪, ম ১০২৩-৩৪, ৭০-৭২, ৯২, ১০০, ১০২-১০, ২১৮-২৫, ২৩৭, ২৫০, ২৭২, ২৮০, ২৮৬, ৩১৩, ম ১১৪৬-
 ১, ৫৩ ৫৪, ৯৬, ১৩১৩৭, ৫৩, ২৫১, ২৬৩, ২৭৪-৭৬, ২৮০, ম ১৪১২১, ম ১৫১৮-৩২, ৪২, ৫১-৫২, ম ১৬১৭, ১২৭, ম ১৭১২৯,
 ১, ২৫, ম ১৮১২, ৮২-৮২, ৯১ ৯২, ৯৪-৯৬, ১৭০, ম ১৯১৮, ১৬১, ম ২৩৭, ৫৫-৫৬, ৫৪, ৮৩, ৪০৪, ৫১৬, ম ২৭২৮,
 ১৫৬, ১১০-১১, ১৩৫, ১৪৭-১৫০, ১৬৫, ২১৮, ২৪৫, ২৫১-৫৫, ২৫৮, ২৬২-৬১, ২৬৭-২৬৯, ২৭৫, ২৭৬, ২৮৬, অ ২১৭, ১১৪,
 ১০, ১৪৩, ১৫৮-১৫৯, ২২২-২৫৩, ২৪২-২৪৩, ২৭৬, ৩০০-৩০৩, ৩৫২-৫৩, ৩৫৫-৫৮, ৪০৮, ৪৪০, ৪৫৭, অ ৩৪, ২৮, ৩২, ৩৪-৩৭,
 ২৭৫, ৮৪, ১২৪-২৫, ২১৫, ২১৯, ৪০৬, ৪৫২-৫৪, ৫১৮, অ ৪১০৩, ৫১৭, অ ৫৫২, ৫২৫, অ ৬২১, অ ৮৮৮, ৯৮, ১৩১,
 ১১১২-১১৫, ১৩৩, ২২৩, ২৩২-৩৩, ৩১০, ৩৭৮, ৩৮২, অ ১০১৭৭, ভগবৎসংসার আ ১৪১০৪, ভাগবতভাগবতী আ ২১৫২,
 ৩৫২, আ ১৪১০৪, অ ১২৫৩, ভাগবতময় আ ২৮৭, আ ১৫৭, ভাগবতময় (টীকা) আ ১৫৪, আ ২১৬৬, ম ২২৬৪, মনুসংসার
 ১৩৪৬, ম ১১২৫, ১১২৬, অ ২১৫৩; মনুসংহিতা আ ১৩২, ২৪৪, ১৬৩০২, ম ২২৬৪, ৮২১০-১১, ১৩৫৪,
 ১৩৫৪, ম ১১২৫, ১১২৬, ১০২১৬, ১৩৫৪, অ ২২৪২, ৩৫২-৫৩, ২৪৫৭ ৩১৬৫, ৮১৬৭, ১১৩৫-১৩৬,
 ১২২০; মহাভারতভাগবতী আ ২১৭, ৮০, ১৪১০৪; মহাভারত ম ১৭১৫, মার্কণ্ডেয়পুত্র আ ১৩৪৬, মার্ক-
 তি আ ১৩২৬, ম ৫১২৫, ১০২৫০, অ ৮১৩০; মার্কণ্ডেয়পুত্র ম ১৭১৪; মায়াদেশপুত্র আ ৩৩৪-৩৫, ৪৮; মনু-
 সংহিতা ম ১০২৩-২৪, মনুসংহিতা আ ১৩১৩৬, ১৪১, ১৬১১, ম ১২৪০, ২১২৫, ১০২৫০, ২৭২, অ ১২১৪, ২১৮,
 ৫, ৩৪, ৭৩৮, ২২২২-২২৩, ৩১০; মেদিনী আ ১২৮৭; মৈত্রায়ণপুত্র আ ১৭১৪, মনুসংহিতা আ ১৫২; রামায়ণ আ ১৩২,
 ১১০, ২৪৫, ৪৭-৫০, ৫২-৬, ৬৫-৬৮, ৮৯, ১৩৪৬, ম ১১৫০-৫২, ১৫৪২; লগ্নুতোষণী (টীকা) আ ২৩৫, ৮৮৮, ১৪১
 ৬; লগ্নুভাগবতময় আ ১৪৬, ২১৭০, ১৭৭, ৩৫২, ৭১৩২, ৭১৭১, ম ১০২৮৪, ১২১৩৫, অ ২২২২-২২৩; শক্তিসংসার আ
 ৪২ শক্তিসংসার আ ১৭৪, ১১৩-১২১; শিখরিক আ ২২৬, ১১৭৬, ১৭৫৪, ম ১০২৩-২৪, ১১৪২; শৌকশাতন ম
 ২৪-৮৪; শ্রুতি আ ৪১০০, ৭৩৮; শ্বেতাশ্বতর-উপনিষৎ আ ১৭৬, ২৮, ১৫৮; ১৩১২৬, ১৬১১, ম ১১৫৭, ২১২৫,
 ৫, ৫১৫০, ১৫৭, ২১৩১, ১৭১৪, অ ১১২০, ২১৮, ২১৬৬-১৬৭, ২২২-২৩০, ৩১২১; শঙ্করসংসার আ ২৩২২; শঙ্করসংসার

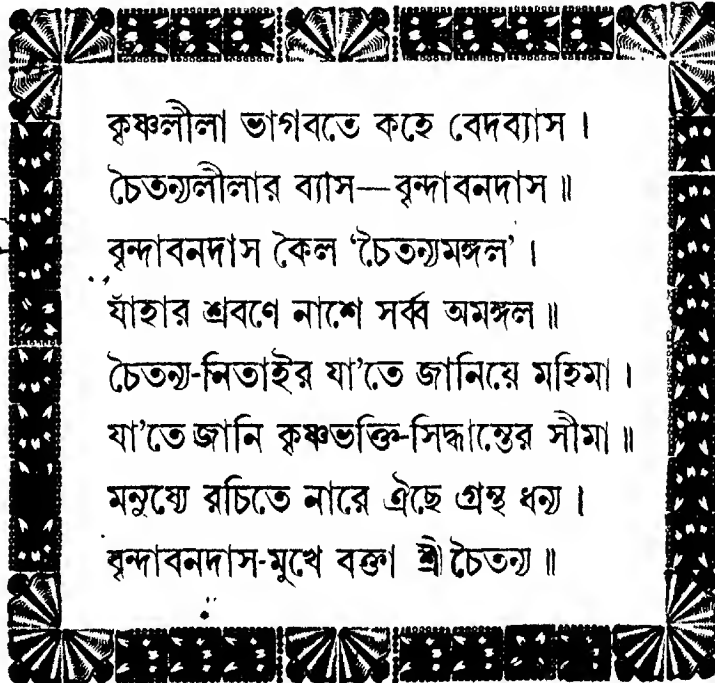
শ্রীচৈতন্যভাগবতের গৌড়ীয়ভাষ্যদ্বিত প্রমাণ-গ্রন্থ তালিকা

অজিতসংহিতা ম ১১০১; ম ২৩৯১; অথর্কবেদ আ ১৫৯, অ ১২৬২-২৬৫; অমরকোষ অ ১১৫৮; অমৃতবিন্দু-
পনিষৎ ম ১১৯৪, আচারভেদতন্ত্র ম ১৯৮৬, আদিত্য পুরাণ আ ১৫৯; আদিপুরাণ ম ২৪১, ৪৩, ৭৯, ম ৫১২১;
আরুণেয়োপনিষৎ অ ৮২১; আশ্বিনাশ্বিনী-স্তোত্র ম ২১২৫; ইতিহাস-সমুচ্চয় ম ২৪১, ৪৩ ইশোপনিষৎ, আ ২৮৭; উৎকলখণ্ড অ
১১০৮; উত্তরামচরিত ম ৭৭৭৯; উপদেশমুখ্য আ ৭১০৭, আ ১১৪৮; ম ১০৩৬, অ ৯৩৭, স্বর্গবেদ আ ৩৫২, ম ১১৯৬,
ম ৩৫০৭, কঠোপনিষৎ আ ২১০, আ ১৩১৪১, আ ১৬১১, ম ১১৫৭, অ ১২৪৫, ২৬৭, অ ২১৬৬-৬৭, অ ৩৭২, অ ৯১
১১; কলাপকল্পতরু আ ৯২১২-১৩, আ ১২৪৯; কাশীকণ্ড আ ১৫১৬৬, ম ২৪২, ৭৯, ম ১০১০০; কৃষ্ণপুরাণ আ ১৪১০৪,
মা ১৫৪, অ ১২১১, অ ৬২১, কুরুগঙ্গা-দীপিকা ম ৮১২০; কুরুপর্বাণ্ড আ ১৭১০৭, অ ৯২২৮; কুল্লীলামৃত আ ১১১০০; কুল্ল-
বন্দিত আ ১৪৭, আ ১৪১০৪, অ ১১১০২১; কেনোপনিষৎ অ ৩১১৭-১৮, কৈবল্যোপনিষৎ ম ১০২৫০, অ ১৫৬;
কুমসম্বর্ত (টীকা) আ ১৫৫, ৫৬, ৭২, আ ২২৫, ২৬; গরুড় পুরাণ আ ২৭২, আ ৮৮৬, অ ২৫৪-৫৫, গীতগোবিন্দ ম ২৬৬৪;
গীতা আ ১১২২, আ ২৬৭, আ ৪১০, আ ৮২০৫, আ ১৭১২, ২৫, আ ১৬৭৯, ৮২, ম ১২৪০, ২৫৫, ম ৯২০১, ম ১০২৫০,
ম ১০২৬৬, ম ১১১০৭, ম ২৪২৪, অ ১২৫৪, অ ৩৭৩-৭৪, ৮৪, ২২৩, অ ৯৩৮৭; গীতাভূষণ আ ২১২; গোপাল-তাপনী আ ৩
৫২, ম ১০২৫০, অ ১২১৬, অ ১২৬৭, অ ২১৬৬-১৬৭, ২২৯-২৩০, অ ৭৩৮; গোপালোত্তরতাপনী ম ১০২৫৩, অ ১২১৮;
গৌতমীয় তন্ত্র অ ২৮১, ম ২১২-১৪; গৌরগণচক্রিকা আ ১৪৮৭; গৌরগণোদ্দেশদীপিকা আ ২৩৪, ৩৬, ৯৯, আ ১০৪৮,
৫৫, আ ১১২৬, আ ১৪২, ১৪, আ ১৫৫১; শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ম ২৩২৬৫; চতুর্বেদশিখা-শ্রুতি আ ৬১৩২, অ ১২৫১-২৫৩;
চৈতন্যচন্দ্রিকা আ ১১৫১, আ ২৬২, ৬৯, ৭২, ৮৭, ১৮১, আ ৩১৮, ২০, আ ৭১০৭, আ ৮১১৭, আ ১৪৮৮, ৮৯-৯১, ম ১১৬৫,
৩৪৩, ৪১৪-৪১৮, ম ১০২৮২, চৈতন্যচন্দ্রিকা-নাটক আ ১৪২, আ ১৬৩০৮, ম ১৮১০; চৈতন্যচরিতমহাকাব্য আ ১৪১০৪, অ
৪৩২১, ৩৪২, চৈতন্যচরিতামৃত আ ১৫৮, ৬০, ৮৬, ১১৯, আ ২৫৬, ৩৫-৩৬, ৯৯, আ ৩৫২, আ ৪১৯, আ ৭১৭৫,
আ ৮১৪, ৩৮, ৭৮-৭৯, আ ৯১৫৪, ১৬০, ১৭০, ১৯২, আ ১৩৯৩, ৯৫, ১৩৬, ১৯২, আ ১৪২, ১০৪, আ ১৫৬৯, আ ১৭১
১২০, ১৪৮, ম ১১৬০, ম ১২০৪ ২৩৩, ২৪৮, ২৭৬, ২৭৭, ৪০৭, ম ২৫-৬, ১২-১৪, ২০, ১২৫, ১৭৪-১৭৫, ম ৫১০, ১০৮,
১১৭, ১১৯, ১২৩, ১২৮, ম ১০১৬, ৩৬, ৮৬, ১০১০০, ১০৯, ১৪৭, ২৫০, ২৮৬, ম ২১১৮, ২৮, ২৯, ৩১, ম ১৩৩১৮, ম ১৭২৪,
১০৭, ম ২৭৪৭, অ ২১৮২, ৪৯৫, অ ৩৫১২, অ ৪১০১; চৈতন্যমঙ্গল ম ১০২৮০; চৈতন্যষ্টক অ ৩১৬৪, ছান্দোগ্যোপনিষৎ
আ ৩৫২, আ ১৬১১, ম ১১৫৭, ২০১, ম ৭৯, অ ২১০, ২২৯ ২৩৩; তত্ত্বসম্বর্ত আ ২৭২, ম ১১২৫; তত্ত্ববচন অ ২১৩৩;
তত্ত্বসার ম ১০২৮৬ তৈত্তিরীয় উপনিষৎ আ ১৬১১, অ ২৫৪, তৈত্তিরীয় সংহিতা ম ১৪৪২; দামোদর-ব্রহ্মপ-কৃত কড়চা আ ২১৮৫,
১৮৬; দ্বারকায়াত্রা ম ৪১৪৫, ম ১০২৯-৩০, ১০০; নরোত্তমচক্রের প্রার্থনা আ ২৭৫, নামষ্টক আ ১৬১৬৬; নারদপঞ্চাশ
আ ২৭০, আ ১৭২৩, ম ৬১৭৩, ম ৮১১০, ২০৮, ম ৯১৮৯, ম ১০২৩-২৪, অ ১১৯, ২০, ২৬৭, অ ২১০, ৩২-৩৩, ১৫৫, অ
৩৮৮, নারদীয় পুরাণ আ ২৬৭, আ ১৪৪১, আ ১৫৮, ৯, ম ১০১০০, অ ৮১৫২, অ ৯১১২; নারায়ণ-উপনিষৎ অ ৯২২২-২২৩,
নারায়ণ-সংহিতা আ ২১৬, ৬৯, নারায়ণাধ্যায় আ ৩৫২; নৃসিংহপুরাণ আ ১৩৯, আ ১৪৪১, ম ১৩৩৭, অ ১০১০; পদ্মপুরাণ
আ ১৩৯, ১২৩, আ ২৩৮, ৬৭, আ ৩৫২, আ ৭১৭৮, আ ৮১০৯, আ ১০১২, আ ১৫৪, ৯, ম ১২০১, ম ২৪১১, ৪৩, ৭৮,
ম ৫৪২, ম ৬১৭২, ম ৭৮, ম ৮৬৬, ২১০-১১১, ম ১০১০০, ১০২, ২৪৬, ২৫০, ম ১০২৬৩, ম ১৬১৪৪-১৪৫, ম ১৭১৯, ম ২৩৫৪,
অ ১১৫৩, ২৭৫, অ ২৩৬৮, ৩৯৯, অ ৩৪৮৫, অ ৯২২২-২২৩; পদ্মবিনীত ১০৯৯, ম ২৪৪৫-৪৬; পরমহংসোপনিষৎ অ
৩২১; পার্শ্বিণি আ ১১১৯, পার্শ্বকিয়া-যোগ ম ১৭১৯; পুরুষহৃদ ম ৯৩০; প্রহেলাপনিষৎ অ ৩৩৪-৩৭; প্রাচীন্দ্রিক
ম ১৩৫৪; প্রহেলা-চক্রিকা ম ৯২৩১; বরাহপুরাণ আ ১৪১০৮, অ ১০১০; বামনপুরাণ ম ১৭১২৫, অ ২১৪৩; বাহুপুরাণ আ ১৩
৫৬; বাহুসংবাদ্যা আ ৩৫২; বিজয়ধ্বজ (টীকা) আ ১৪১০৪; বিজয়ধ্বজ আ ২১৭; বিলাপ-কুমারলি আ ১১৩৭; বিষ্ণু
অ ১২৮৬; বিষ্ণুপৌত্তর আ ৫১১, আ ১৪৪১, ১০৪; বিষ্ণুপুরাণ আ ১৭৬, আ ১৪৮৭, ১০৪, আ ১৫১২৫, আ ১৭১২, ম ১০

অন্ত্যখণ্ড

| ঈশ্বর-কৃষ্ণ-বিষ্ণু-নিতাই-কৃত | উক্ত-মৌক | পয়ার-সংখ্যা | মোট-সংখ্যা | নবম-দশম | ১ | ২৭ | ৩০৮৩ | ৩ |
|------------------------------|----------|--------------|------------|------------------------------|-----|----|------|---|
| মৌক-সংখ্যা | সংখ্যা | | | | ... | ৫ | ৩৮৯ | |
| ১ম অধ্যায় | ১ | ২৮৯ | ২৯১ | মোট | ১ | ৩২ | ৩৬৫৪ | ৩ |
| ২য় | ১ | ৫০২ | ৫০৩ | সর্বমোট সংখ্যা | | | | |
| ৩য় | ৮ | ৫৩৮ | ৫৪৬ | | | | | |
| ৪য় | ৬ | ৫১৮ | ৫২৪ | ঈশ্বর-কৃষ্ণ-বিষ্ণু-নিতাই-কৃত | | | | |
| ৫ম | ১ | ৭৫৮ | ৭৫৯ | | | | | |
| ৬ম | ৫ | ১৫৮ | ১৬৩ | মৌক-সংখ্যা | | | | |
| ৭ম | ৩ | ১৬৩ | ১৬৬ | | | | | |
| ৮ম | ২ | ১৭৭ | ১৭৯ | আদিখণ্ড | | | | |
| মোট | ১ | ২১ | ৩০৮৩ | | | | | |
| | | | | মধ্যখণ্ড | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | অন্ত্যখণ্ড | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | সর্বমোট | | | | |
| | | | | | | | | |

মোট মৌক ও পয়ার সংখ্যা—২৪১৮



(ক) আ ২২৫, সাংখ্য প্রবচনস্থত্র আ ১২২৪; দাওতত্ত্ব আ ১৫৮; সামসংহিতা ম ১১২৭; সারার্থদিশী আ ৮৮৮, ১৩১৩২, ১৩১৩৬; সাহিত্যসর্গ ম ১৮৬; সিদ্ধান্তপ্রদীপ ম ৮১০; সিদ্ধান্তরত্ন অ ২৩০২; সুবোধিনী (টীকা) আ ২১৮, ১৭২৪; বিশ্বপুরাণ ম ৫১৫৩; দ্বন্দ্বপুরাণ আ ১৩১, ১৪৪১, ১৫১২, ১৬১৭১, ম ১১২২, ১০১, ৫১৪৫, ৮১২০৮, ১২৩৭, অ ১১৮২-১৮৩, ৩০৮, ৮১০২, ৬৩৫; স্তোত্ররত্ন আ ১৪৬, ম ২১৬; স্বর্ণাজি-মহোদয় অ ২৩০৮; স্বরূপদামোদরের কব্জা অ ৫৪২৩; হরি-
ণ আ ১৩২, ১৩৪৬, ১৪৮৭, ম ১১৪৮, ২৫৫, ২৫২, ১২১৩, অ ২৪৫৭, ৩৫২২ হরিত্তিককল্পগতিক আ ৭৮৬, ম
২০৮, অ ১১১৩-১২১, ৬১৩৭; হরিত্তিকবিলাস আ ১৩২, ২৪২, ৮১, ৫১৩, ৮৭, ১৪৪১, ১৫২, ম ১১২০, ২০১, ২৪২,
১১০, ৮১৩৮, ১২৭, ৩৭-৩৮, ৬৪, ১০১০০, ১০২২৮, ১৬১৪১, অ ৮১৩৪, ১১৩৬, ৩২০, ১০১০; হরিত্তিকপ্রবোধ
৮৭৭, ১৪৪১, অ ১১৭১, ১১১০; হিতোপদেশ আ ৫৭৬।

শ্লোক-সংখ্যা-সূচী

| আদিখণ্ড | | | | | অন্যখণ্ড | | | | |
|----------------------|--------------|------------|--------|------|----------------------|--------------|------------|--------|-----|
| শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-কৃত | উদ্ধৃত শ্লোক | পার সংখ্যা | মোট | | শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-কৃত | উদ্ধৃত শ্লোক | পার সংখ্যা | মোট | |
| শ্লোক-সংখ্যা | সংখ্যা | | সংখ্যা | | শ্লোক-সংখ্যা | সংখ্যা | | সংখ্যা | |
| প্রথম অধ্যায় | ২ | ১৯ | ১৬৪ | ১৮৫ | ৩ | ১২ | ১১২৪ | ১২০৪ | |
| দ্বিতীয় | ... | ৭ | ২২৭ | ২৩৪ | ৪র্থ | ... | ১৭৮ | ১৭২ | |
| তৃতীয় | ... | ... | ৫৫ | ৫৫ | পঞ্চম | ... | ১৫৫ | ১৫৭ | |
| চতুর্থ | ... | ... | ১৪৩ | ১৪৩ | ষষ্ঠম | ... | ৩২৫ | ৩২৬ | |
| পঞ্চম | ... | ... | ১৭৩ | ১৭৩ | সপ্তম | ... | ২৪৮ | ২৪৮ | |
| ষষ্ঠ | ... | ... | ১৩২ | ১৩২ | অষ্টম | ... | ৩২০ | ৩২২ | |
| সপ্তম | ... | ১ | ২০২ | ২০৩ | নবম | ... | ২২ | ২২ | |
| অষ্টম | ... | ১ | ২০৬ | ২০৭ | দশম | ... | ৬৩ | ৬৩ | |
| নবম | ... | ... | ২০৮ | ২০৮ | একাদশ | ... | ৪০২ | ৪০২ | |
| দশম | ... | ... | ১৩২ | ১৩২ | দ্বাদশ | ... | ৫৭ | ৫৭ | |
| একাদশ | ... | ১ | ১২৬ | ১২৭ | ত্রয়োদশ | ... | ২৮ | ২৮ | |
| দ্বাদশ | ... | ... | ২৮৭ | ২৮৭ | চতুর্দশ | ... | ১৫১ | ১৫২ | |
| ত্রয়োদশ | ... | ১ | ২০৮ | ২০৯ | পঞ্চদশ | ... | ১১৮ | ১১৮ | |
| চতুর্দশ | ... | ৭ | ১৮৪ | ১৯১ | ষোড়শ | ... | ২০২ | ২০৪ | |
| পঞ্চদশ | ... | ... | ২২৫ | ২২৫ | সপ্তদশ | ... | ২৭৪ | ২৭৪ | |
| ষোড়শ | ... | ৬ | ৩১০ | ৩১৬ | অষ্টাদশ | ... | ১৫৭ | ১৬০ | |
| সপ্তদশ | ... | ২ | ১৬২ | ১৬৪ | ঊনবিংশ | ... | ৮৭ | ৮৭ | |
| মোট | ২ | ৪৫ | ৩১৮১ | ৩২২৮ | বিংশ | ... | ১৪৮ | ১৪৮ | |
| অন্যখণ্ড | | | | | ত্রয়োবিংশ | ... | ৫০৩ | ৫০৬ | |
| প্রথম অধ্যায় | ২ | ৬ | ৪১৬ | ৪২৪ | চতুর্বিংশ | ... | ১০২ | ১০২ | |
| দ্বিতীয় | ... | ৩ | ৩৪৪ | ৩৪৭ | পঞ্চবিংশ | ... | ২৩ | ২৩ | |
| তৃতীয় | ... | ... | ১২০ | ১২০ | ষড়বিংশ | ... | ১৮৬ | ১৮৬ | |
| চতুর্থ | ... | ১ | ৭৫ | ৭৬ | সপ্তবিংশ | ... | ৫২ | ৫২ | |
| পঞ্চম | ১ | ২ | ১৬২ | ১৭২ | অষ্টবিংশ | ২ | ১২৮ | ২০০ | |
| মোট | ৩ | ১২ | ১১২৪ | ১২০৪ | মোট | ৫ | ৩১ | ৫৪৭ | ৫৫০ |

